



Poor Artist

মহর্ষি বেদন্যাস ও গণপতি : (অদি পক্ষ ।)



মহাভারত ।

আদিপর্ব ।

অনুক্রমণিকাধার ।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে নমস্কাব করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কৰ্ম্ম সমাধান করত সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতিবিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্কার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহারাও অতিথির বথোচিত পূজা করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করত আপনারাও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন । অনন্তর সৌতি নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে, ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে কমললোচন সূতনন্দন ! এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্যটন করিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল । সৌতি এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, অতিশাস্ত্রপ্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সৰ্প-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম । তথায়, বৈশম্পায়নযুখে কুম্ভবৈশ্যায়ন-প্রোক্ত মহাভারতীয়কথা শ্রবণ করিলাম । অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমস্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত হইলাম । পূর্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং

উভয় পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যেহেতু আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বি-ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতিপূতমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অনুমতি করুন, ধর্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা, কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব। ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, স্মরণ ও ব্রহ্মঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জন-মেজয়ের নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সোতিশয় অভিলাষ করি; কারণ, যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার সঞ্চলন করিয়া রচিত ও বেদচতুর্ক্যের অনুগত হইয়াছে এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়। ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অথও প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হতাশনে মন্তোচ্চারণ-পূর্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন ও অতিকঠোর ত্রতাদির অমুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতিদুষ্কর কষ্টে হস্তক্ষেপণ করিতেছে; সেই অনাদি অনন্ত অভিলষিত ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচরগুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত অতিপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কত শত মহাত্মারা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎকালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে

সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট আছে। ইহা নানা-সুচারু-শব্দ ও রমণীয়-ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণু প্রসূত হইল। ঐ অণুে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্বিকার জ্যোতির্শ্রম্য ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণুে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্বাগু, স্বায়ম্ভুবমনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ মনু জন্ম লাভ করেন। মহর্ষিগণ একতানমনে বাঁহার গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অত্যাশ্র সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সজ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদায়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদায় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ যুগপ্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অত্যাশ্র সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয়, পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি, এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণ সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহত্তানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, তানু, আশাবহ, রবি, মনু, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। মন্থের

পুত্র দেবভ্রাট্ ও স্রভ্রাট্ । স্রভ্রাটের তিন পুত্র ; দশজ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি । মহাত্মা দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র জন্মে । শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতির অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয় । এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্শ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয় ।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রা বিধান এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন । এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞানবিস্তারতঃ ও সংক্ষেপতঃ কথিত আছে । কোন কোন কৃতবিদ্যা ব্রাহ্মণ মহাভারতের প্রথমাধি, কেহ বা আন্তীকপর্ব্বাধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন । কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন । কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, কেহ বা ইহার ধারণায় স্ননিপুণ । সত্যবতীস্বত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন । রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা সত্যবতী-তনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন । ব্যাসদেব তাঁহার দর্শন-মাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সমস্ত্রমে গাত্রোপ্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতিবিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । হিরণ্যগর্ভ আসনপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সম্মুখানে অতিপ্রীতমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! আমি এক অদ্বুত কাব্য রচনা করিয়াছি ; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার সংকলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার

নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতিপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্তন করিয়াছি। • নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রা-বিধান এই সকলেরও সূক্ষ্ম নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে এক জন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন,—বৎস ! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন ; কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বই কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক ; এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিলে, স্তবরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ তোমার এই কাব্য অশ্রান্ত কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর ; তিনি তোমার লেখক হইবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীস্বত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে গণনায়ক ! মনঃসঙ্কলিত মহাভারতার্থ গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি, আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মুনে ! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষণমাত্র বিজ্ঞান লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিঘ্ননাশক ! কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না ; গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থগ্রন্থিস্বরূপ কুট-শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন

যে, এই ভারতগ্রন্থে অষ্টসহস্র ও অষ্টশত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে ; সঞ্জয় পারেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল । অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না । অধিক কি, গণেশ সর্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন ; ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন ।

প্রথমতঃ লোকসকল অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা-দ্বারা সেই মহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহা-দিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে । পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে ; তদ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে । মোহতিমির নিরাশ করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে স্পষ্টপ্রকাশ করিয়াছে ।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ । সঙ্গ-হাধ্যায় ইহার বীজভূত ; পৌলোম ও আস্তিক ইহার মূল ; সম্ভবপর্ব স্কন্ধ ; সভা ও অরণ্য ইহার বিটক ; অরণীপর্ব পর্বস্বরূপ ; বিরাট ও উদ্যোগপর্ব ইহার সার ; ভীষ্মপর্ব শাখা ; দ্রোণপর্ব পত্র ; কর্ণপর্ব পুষ্পস্বরূপ ; শল্যপর্ব স্তম্ভ ; ক্রী ও ঐষিকপর্ব ইহার স্তম্ভীতলচ্ছায়া ; শান্তিপর্ব ইহার মহাকল ; অশ্বমেধ অমৃতরস ; আশ্রমবাসিকপর্ব ইহার আশ্রয়স্থান ; শল্যপর্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ । যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে । এক্ষণে ঐ ভারত-মহাক্রমের স্বস্বাচ্ছ ফল ও স্তম্ভপুষ্প সমুদায় বলিব ।

অতিপূর্বকালে ভগবান্ শ্বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এক ধর্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়-প্রতিম অতিবীৰ্য্যবান্ তিন সম্ভান উৎপাদন করেন । ঐ পুত্রত্রয়ের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহুর । মহর্ষি ইহাদিগকে উৎপাদন করিয়া পুনর্বার তপস্তার নিমিত্ত দ্বাদশমে প্রস্থান করিয়াছিলেন । অনন্তর ঐ তিন

পুত্র ভ্রাতৃপুত্র হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত স্মরণচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আত্মিক-কর্ম-সমাধানান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্তন করিতে লাগিলেন।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্তরাষ্ট্রদিগের দুর্বৃত্ততা, স্বগ্রহে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; পরিশেষে মহর্ষি মার্ক-শতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্বপ্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্বলোকে চতুর্দশ এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত স্মরণচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্তন করেন। হে ঋষিগণ ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্হোদধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ। কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ; দুঃশাসন ফল ও পুষ্প; মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন স্কন্ধ; ভীমসেন তাহার শাখা; মাদ্রীহৃত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল; এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে যুগয়ারুসপর্বত হইয়া কাল-

যাপন করিতে লাগিলেন । একদা যুগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি যুগকে লক্ষ্য করিয়া শরৎকপ করিলে ঐ যুগ যুত্মকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিসম্পাত দিল,—মহারাজ ! আপনি সম্ভোগসময়ে যেমন আমার প্রাণসংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগস্বত্ব অনুভব করিতে পারিবেন না ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই যুত্মমুখে নিপতিত হইবেন । সুতরাং তদবধি অনপত্যতানিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন । অগত্যা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল । কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন পালন করিতে লাগিলেন । অনন্তর ঋষিরা জটাবক্ষলধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপন্যাস করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুত্র ; অরণ্যে আমরাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে । ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, স্নহৎ ও ভ্রাতা স্বরূপ ; এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে কৌরব ও পুরবাসিগণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল । তন্মধ্যে কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে ; কেহ কেহ কহিল, তাঁহারই বটে ; কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল পাণ্ডুরাজ লোকান্তরিত হইয়াছেন ; সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি দেখিলাম । এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল । ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল ; পুষ্পবর্ষণসহকারে স্নগন্ধ সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের নগরপ্রবেশকালে এই সকল শুভলক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয় । পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশ্রদ্ধায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা অতি-

প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জুন সমাগত সমস্ত ভূপালসম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ম্বর কঁথ্য দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জুন সকল ধনুর্দারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন এবং সমরাস্রগে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাঙ্করের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইতেন। কেহই তাঁহার দুর্বিবহ বীর্য সহ্য করিতে পারিত না। মহাবীর অর্জুন নিজভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুদ্ধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অন্ত্যস্তান করেন।

অনন্তর যুদ্ধিষ্ঠির বাহুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জুনের বাহুবলে দুর্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের বধসাধন করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তি, অশ্ব, বিচিত্র-বসন, কঙ্কল, প্রাবার, আবরণ ও আস্তরণ রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্মতি দুর্ব্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব-নির্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইলে বাহুদেবের সমক্ষে, দুর্ব্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীমকর্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ-ভোগ-স্বখ-সম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, ক্লেশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্ব্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের অনুমোদন করিয়া দ্যুতপ্রভৃতি দুর্নীতির উপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় অবধারণ করিলেন না। স্ততরাং বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্তা শ্রবণ ও দুর্ব্যোধন, কৃষ্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমি

তোমাকে সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর । কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহস্রা অসূয়াপরবশ হইও না । দেখ, আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নহি । আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্নভাব প্রদর্শন করি নাই । তথাপি পুত্রেরা ক্রোধপরায়ণ হইয়া রক্ত বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে । আমি অন্ধ, স্ততরাং পুত্রবৎসলতাবশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি । দুর্ঘ্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই । দুর্ঘ্যোধন মহানুভাব পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ-কালে সেইরূপ উপহাসিত হইয়া ক্রম্ভ ও অসন্তুষ্ট হইল । ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাধীন হইয়া পরিশেষে গান্ধাররাজের পরামর্শ-গ্রহণ-পূর্বক যুদ্ধিষ্ঠিরের সহিত কপট-দ্যুত-ক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল । হে সঞ্জয় ! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান ; স্ততরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে ।

যখন শুনিলাম, অর্জুন ধনুর্গণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি । যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রমপ্রভাবে স্ততদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি রক্ষিবংশাবতঃস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ স্মৃগিত ও নিন্দিত কশ্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম-সখ্যতা-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি । যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধলধারে রুষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করত সেই রুষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অমিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি । যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পুত্রিলাগ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিহুর

তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্ববান আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে এবং দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রক্তশলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলে ও অনাথার ন্যায় সভায় অনয়ন ও নিতান্ত নির্বেধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ঠ বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শাস্ত্র ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বনপ্রস্থানকালে জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণতা-প্রাক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশস্বীকার সহকারে বিবিধ হিতচেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপজীবী মহাজ্ঞা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপত-মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদানদপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং চূর্দান্ত দানবদল-দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অম্বান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরা-বর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্ব-দ্বারা সংযত ও অর্জুনকর্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যাকের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায়

নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাটনগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ-
 পাণ্ডব প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা
 কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা
 করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বহস্তা উত্তরাকে অলঙ্কৃত
 করিয়া অর্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জুনও আপনার পুত্রের
 নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি
 নাই। যখন শুনিলাম, নির্জিত, নির্ধন, নিকাসিত ও স্বজনবহিষ্কৃত যুধি-
 ষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত
 যিনি একপদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম
 নারায়ণ, বাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর
 জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জুন সাক্ষাৎ নর-
 নারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি
 আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিতসাধ-
 নের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরি-
 তার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি
 নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুৰ্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচে-
 ষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে
 নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম,
 কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতাস্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়-
 মানা দেখিয়া অশেষ-সান্বনা-বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন,
 তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে
 পাণ্ডবক্লিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রৌণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন
 তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।
 যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব, “তুমি ধুন্ধ না করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না”
 কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর
 জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন বিষম ও মোহাচ্ছন্ন হইলে
 কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দশভূবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি
 নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ

সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্লাবশিষ্ট করত শত্রুপক্ষদিগের স্ত্রীতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জুন ভূমিতেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য ইহারা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং চুরন্ত হিংস্র-জন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংশপ্তকগণ, যাহারা অর্জুনবিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করত তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জুন রোষভরে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন শত্রু-

সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাহুদেব বন্ধন উন্মোচন করত তাহাদিগকে জল-পান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগদ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ ক্রেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ণ্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বখামা ও শল্য ইহঁরা প্রতীকারে পরাধীন হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথ-বধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, দেবরাজদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষখাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অশ্বখামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রৌহ্ত নকুল অসংখ্য-লোক-সমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বখামা নারায়ণান্ত পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে হুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্্যোধন-প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুন অতি-পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিদুর্দ্ধ্ব হুঃশাসন, মহাবীৰ্য্য কৃতবর্ণ্মা ও অশ্বখামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই । যখন শুনিলাম, যে শল্য বাহুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা

করিত, যুদ্ধস্থলে যুদ্ধিষ্ঠির তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাদেব কলহ ও দ্যুত প্রভৃতি কতিপয় ছুর্নীতির নিদান ও অতিমার্যাবী প্রবল সৌবলকে যত্নমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্ব্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জল-স্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্ব্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অমুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রোপদীর প্রস্তুত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতিঘৃণিত ও নিন্দিত কণ্ঠের অমুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন “স্বস্তি” বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মাশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামা ও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মস্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নাশ করেন, তদুপলক্ষে বৈপায়ন ও বাহুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভি-শাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধনদশায় এতাদৃশ দুঃখবিস্ময় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতিদুষ্কর কার্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন স্রাধিকার করিয়াছে ; এক্ষণে আমাদিগের পক্ষায় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায়ে দশ জন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অংকৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে,—হে সঞ্জয় ! সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া আমি বারম্বার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই ; মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রজ্ঞাবাঃ কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূচ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন,— হে সঞ্জয় ! এক্ষণে এইরূপ হৃদয়গ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা সম্ভি-

কাপুরুষের কর্ম ; বিশেষতঃ আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন দেখি-
তেছি না ; সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহ বিসর্জন করাই আমার
পক্ষে জ্ঞেয়স্বর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয়
কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ ! দ্বৈপায়ন ও নারদমুখে আপনি শুনিয়াছেন,
শৈব্য, সৃঞ্জয়, স্রহোত্র, রস্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, বাহ্লীক, দমন,
শর্বাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অশ্বরীষ, মরুত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত,
দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীৰ্য্য, শুভ্রকর্মা, যযাতি ইহারা
প্রখ্যাত রাজর্ষিবংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্তি ও
ধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই স্রুতময় পৃথিবী হইতে
অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোক নিতান্ত কাতর
হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্বিংশতি উপাখ্যান তাঁহার সন্মুখে কীর্তন
করেন। তস্তিন্ন পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগম্ব, অণুহ, যুবনাথ, ককুৎস্থ,
রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদগুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক,
হুলিহুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র,
শল্লু, দেবার্থ, দেবাহ্বয়, স্রপ্রতীম, স্রপ্রতীক, বৃহদ্রথ, স্রক্রতু, নিষধাধিপতি
নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, স্রমিত্র, স্রবল, জানুজজ্ঞ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু,
নিরামর্দ, প্রিয়ভৃত্য, শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু,
দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত, দৃঢ়যুধি, অবিক্টিং, মহাপুরাণ-
সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা ; এই সকল ও অন্যান্য শত সহস্র স্রপ্রসিদ্ধ
মহীপাল ছিলেন। ইহারা অশেষ-ভোগ-সুখ বিসর্জন করিয়া নিধনদশায়
নিপতিত হন। অনেকানেক সন্ধিহীন প্রধান কবিগণ প্রাচীন ইতিহাস
কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুলবিক্রম,
সমধিক যশ, মহাভ্রাতা, সরলতা, আত্মীক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল
বিষয়ের ছুরিছুরি নিদর্শন দিয়া গ্লানকেন। তাঁহারা সর্বগুণসম্পন্ন হইলেও
পরিশেষে স্রুতমুখে নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতি-
শয়-দুর্ভৃত, দুর্ব্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদিগের
সংহারদশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি
মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধিবলি নিম্নত শাস্ত্রানুগামিনী আছে ; অতএব

এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারম্বার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অল্পপযুক্ত । আপনি দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন । বাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটয়া থাকে ; স্তরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয় । এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই । কারণ, দৈবের অপরিবর্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে । ভাব ও অভাব, স্বখ ও অস্বখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । কাল সর্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন ; কাল সর্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শাস্তি করেন । ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদয় কালমূলক । প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কালসহকারে ঘটয়া থাকে । জীবলোক সকলই নিদ্রিত ; একমাত্র কাল জাগরিত আছেন । কাল সর্বত্র সর্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন । যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেষ্টন হওয়া সমুচিত নহে ।

এইরূপ প্রবোধবাক্যে সঞ্জয় পুঞ্জশোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও স্নেহচিত্ত করিলেন । ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্তন করেন ।

এই মহাভারত-অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে । অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয় ; এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস ইহাদিগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে । যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্যস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা বাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্যকারণরূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের স্বশাসন অস্থলিত ও অপ্ৰতিহতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শুভসংসাধন করিতেছে, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শ-তলগত প্রতিবিশ্বের ত্রায় অন্তরে বাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, বাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত, ভূত-

ভাবন ভগবান্ বাহুদেবের হুচরিত এই গ্রন্থে সম্যক্রূপে কীৰ্ত্তিত আছে। ধৰ্ম্মপরায়ণ ও পরম-শ্রদ্ধাবান্ নর নিয়মপূৰ্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। দুই সন্ধ্যা এই অনুক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্রসঞ্চিত পাপ হইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুর্ক্যের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। আন্তিক ব্যক্তির আশ্রয়কালে ব্রাহ্মণগণকে ভারতসংহিতার অন্ততঃ একচরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক তদন্ত অল্পপানে পরিভূত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণবৈপায়নপ্রাপ্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন ও ক্রণহত্যা প্রভৃতি অতি দুষ্কৃতি হইতে আশু বিমুক্ত হইবেন। যিনি প্রতিপর্বাৎ অতিপূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তিনি সমুদায় গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও তাহার সম্যক ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবন, মহীয়সী কীৰ্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ করেন।

পূৰ্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অশ্বদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্ত বেদচতুর্ক্য অপেক্ষা মহত্ব ও ভারবদ্ধত্বগুণে অধিক হইল; তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে। কিন্তু ইহার অশেষ ভাব দূষিত হইলেও পাপের সঞ্চার হয়।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর্বসংগ্রহ।

অধিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! আমরা ভারতের অনুক্রমণিকা শুনিলাম; এক্ষণে সমস্ত-পঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার

যাহা কিছু বর্ণনীয় আছে, সমুদায় শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর । ঋষিদিগের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতিশিষ্ট-প্রকৃতি সৌতি কহিতে লাগিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমস্তপঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গক্রমে সমুদায় কীর্তন করিতেছি, অবধান করুন । অদ্বিতীয় কীর পরশুরাম দ্রোতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিতে পিতৃবধ-বার্তা শ্রবণ করত ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষ-ত্রিয়া করেন । তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহুদ প্রস্তুত করেন । শুনিয়াছি, তিনি রোষপরবশ হইয়া সেই হুদের রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া-ছিলেন । অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন,—হে মহাভাগ রাম ! তোমার এইরূপ অবিচলিত-পিতৃভক্তি ও অসা-ধারণ-বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি ; এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । রাম কহিলেন,—হে পিতৃগণ ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বরপ্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহুদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন । পিতৃগণ “তথাস্তু” বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদানপূর্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন ; তিনিও তদবধি ক্ষত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না ।

সেই শোণিতময় পঞ্চহুদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরমপবিত্র সমস্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দেশ করে । কারণ, পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে কোন বিশেষচিহ্নে চিহ্নিত, তাহা তন্মামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে । ঐ সমস্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । অষ্টাদশ অকোহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষবর্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয় । হে ব্রাহ্মণগণ ! ইহাই তাহার যথার্থ-ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ । সেই তীর্থ অতি-

পবিত্র ও রমণীয় । হে ধর্মপরায়ণ মহাবিগণ ! ত্রিলোকে ঐ দেশ যেরূপ বিখ্যাত, তাহা আপনাদের সমক্ষে কহিলাম ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! তুমি যে অক্ষৌহিণীশব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি । কারণ, তুমি সকলই জান ; অতএব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়া বল । সৌতি কহিলেন,—এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব ইহাতে একটি পত্তি হয় । তিন পত্তিতে এক সেনামুখ ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম ; তিন গুল্মে এক গণ ; তিন গণে এক বাহিনী ; তিন বাহিনীতে এক পৃতা ; তিন পৃতনায় এক চমু ; তিন চমুতে এক অনীকিনী ; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয় । এক অক্ষৌহিণীতে এক-বিংশতি-সহস্র অষ্টশত ও সপ্ততিসংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, একলক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চ-ষষ্টি-সহস্র, ছয় শত দশ অশ্ব থাকে । আমি যে অক্ষৌহিণীশব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন । সমস্তপঞ্চকর্তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রে সমাগত হইয়াছিল । সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া কালের অদ্যুত ও অচিন্তনীয় শক্তিসহকারে তথায় যুত্য়ুখে নিপতিত হয় । তন্মধ্যে পরমাত্মবেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচদিন কৌরবসেনা রক্ষা করিয়াছিলেন । পরবল-পীড়ক কর্ণ দুই দিবস ও শল্য অর্দ্ধদিবসমাত্র যুদ্ধ করেন । তৎপরে ভীমসেন ও দুর্য়োধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয় ; তাহাও দিবসার্কিমাত্র । অনন্তর দিবসের অবসানে ও নিশার আগমন হইলে অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে স্তম্ভপ্রস্থগু যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিলেন ।

হে শৌনক ! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাত্ম্য ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সপ্তসত্রকালে তাহা কীর্তন করিয়াছিলেন ; এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব মহানুভব ভূপালদিগের বিচিত্র চরিত্রে সম্যকরূপে বর্ণিত আছে । ইহা বহুবিধ উল্লাসপ্রদ ও অনেকানেক লৌকিক আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণ । যাদৃশ মোক্ষার্থীরা

একমাত্র পারত্রিক শুভসঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞেরা মঙ্গল-লাভ-প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য-বস্তু মধ্যে আত্মা ও সকল প্রিয়-বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল স্থললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভ্রমণে আর কথা নাই। যেমন সৎকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারতসংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কি লৌকিক, কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ এই অদ্বুত ইতিহাসে বহুবিষয়ে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

হে ঋষিগণ ! এইক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্মে অলঙ্কৃত অননুভূত-পূর্ব-বিষয়ের মীমাংসাসহকৃত সূচারুরূপে বিরচিত ভারতের পর্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। প্রথম অনুক্রমণিকাপর্ব ; দ্বিতীয় সংগ্রহপর্ব ; পরে পৌষ্য ও পৌলোমপর্ব ; আত্মীক ও বংশাবতরণপর্ব ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য সম্ভবপর্ব ; তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় ; তৎপরে জটুগৃহদাহ ; তৎপরে হিড়িম্ববধ ; তৎপরে বকবধ ; তৎপরে চৈত্ররথপর্ব ; তৎপরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত ; তৎপরে বিবাহ ; তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভপর্ব ; তৎপরে অর্জুনের অরণ্যবাস ; তৎপরে স্তম্ভদ্রাহরণ ; তৎপরে যোভুকাহরণপর্ব ; তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও অয়দানবদর্শন ; তৎপরে সভাপর্ব ; তৎপরে মন্ত্রপর্ব ; তৎপরে জরাসন্ধ-বধ ; তৎপরে দ্বিধ্বিজয়পর্ব ; দ্বিধ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞ ; তৎপরে অর্ঘ্যাভিহরণ ; তৎপরে শিশুপালবধ ; তৎপরে দ্যুত ও অনুদ্যুত-পর্ব ; তৎপরে অরণ্য ; তৎপরে কিশ্কীরবধ ; তৎপরে অর্জুনের অভি-গমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ ; ইহাকে কিরাতপর্ব বলিয়া নির্দেশ করে। তৎপরে ইস্ত্রলোকাভিগমন ; তৎপরে নলোপাখ্যান ; ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয় ; তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব ; তৎপরে জটাসুরবধপর্ব ; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ ; তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব ;

তৎপরে অজগরপর্ব ; তৎপরে মার্কণ্ডেয়সমস্তা ; তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামাসম্বাদ ; তৎপরে ঘোষযাত্রা ; তৎপরে যুগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব ; তৎপরে ত্রীহিদ্ৰৌগিক উপাখ্যানপর্ব ; তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন ; তৎপরে দ্রৌপদীহরণ ; তৎপরে জয়দ্রথবিমোক্ষণ ; তৎপরে রামচন্দ্রোপাখ্যান ; তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যবর্ণন । তৎপরে কুণ্ডলাহরণ ; তৎপরে আরণ্যেয় ; তৎপরে বিরাটপর্ব ; তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময়প্রতিপালন ; তৎপরে কীচকবধ ; তৎপরে গোগ্রহণ ; তৎপরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ ; তৎপরে উদ্বোধন ; তৎপরে সঞ্জয়াগমন পর্ব ; অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রজাগর পর্ব ; পরে সনৎসুজাত পর্ব ; তৎপরে যানসন্ধি পর্ব ; তৎপরে কৃষ্ণের গমন । তৎপরে মালতীয় উপাখ্যান ও গালবচরিত ; তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান ; বামদেবোপাখ্যান ; বৈগোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান । তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব ; তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ; তৎপরে বিড়ম্বাপুত্রশাসন ; তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান পর্ব ; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় করিয়া কার্য-চিন্তন ; তৎপরে সেনাপতি-নিয়োগাখ্যান । তৎপরে শ্বেত ও বাহুদেব সংবাদ ; তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ ; তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সেনানির্মাণ ; তৎপরে রথী ও অতিরথী সংখ্যাপর্ব ; অনন্তর অমর্ষবিবর্দ্ধন উলুকদূতের আগমন ; তৎপরে অশ্বোপাখ্যান ; তৎপরে অদ্ভুত-ভীষ্মাভিষেক পর্ব ; তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্মাণ পর্ব ; তৎপরে ভূমিপর্ব ; তৎপরে দ্বীপবিস্তার-কথন পর্ব ; তৎপরে ভগবদগীতাপর্ব ; অনন্তর ভীষ্মবধ ; তৎপরে দ্রোণাভিষেক ; তৎপরে সংশপ্তক-সৈন্যবধ ; তৎপরে অভিমন্যুবধপর্ব ; তৎপরে প্রতিজ্ঞা ; তৎপরে জয়দ্রথবধপর্ব ; তৎপরে ঘটোৎকচবধ ; তৎপরে পরমার্শচর্য্য দ্রোণবধপর্ব ; তৎপরে নারায়ণাত্ম প্রয়োগপর্ব ।

অনন্তর কর্ণপর্ব ; তৎপরে শল্যপর্ব ; তৎপরে হৃদপ্রবেশ ও গদাযুদ্ধ-পর্ব ; অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশানুকীৰ্ত্তন পর্ব ; তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিকপর্ব ; অনন্তর দাঙ্গণ ঐষীকপর্ব ; তৎপরে জলপ্রদানিকপর্ব ; তৎপরে ত্রীবিলাপপর্ব ; তৎপরে ঔরুদেহিকপর্ব ; তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চার্বাক রাবসের বধপর্ব ; তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকপর্ব ;

তৎপরে গৃহপ্রবিভাগপর্ব ; অনন্তর শাস্তিপর্ব ; এই পর্বের রাজধর্ম, আপ-
 ক্ষম্য ও মোক্ষধর্ম কথিত আছে । তৎপরে শুকপ্রস্থানভিগমন ; তৎপরে ব্রহ্ম-
 প্রস্থানুশাসন ; তৎপরে দুর্বাসার প্রাচুর্ভাব ও মায়াসম্বাদপর্ব । অতন্তর
 অনুশাসনপর্ব ; অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণপর্ব ; তৎপরে সর্বপাপপ্রণা-
 শক অশ্বমেধিকপর্ব ; তৎপরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয়ক অনুগীতাপর্ব ; তৎপরে
 আশ্রমবাসিকপর্ব ; তৎপরে পুণ্ড্রদর্শনপর্ব ; তৎপরে নারদাগমনপর্ব ; তৎ-
 পরে অতি ভীষণ-মৌষল পর্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব ; তৎপরে স্বর্গা-
 রোহণিকপর্ব ; অনন্তর খিলনামক হরিবংশপর্ব । এই পর্বের বিষ্ণুপর্ব, শিশু-
 চর্যা, কংশবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব কথিত আছে । এই শতপর্ব মহাত্মা
 ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টা-
 দশ পর্ব কীর্তন করেন । সংক্ষেপে এই মহাভারতের পর্বসংগ্রহ করিলাম ।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তিক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ,
 হিড়িম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্য-
 লাভ, অর্জুনের বনবাস, স্তভদ্রাহরণ, যোতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহন, ময়দানবদর্শন
 এই সকল আদিপর্বের অন্তর্গত । পৌষ্যপর্বের উত্কলের মাহাত্ম্য ও পৌলোম-
 পর্বের ভৃগুবংশবিস্তার কথিত আছে । আস্তিকপর্বের সর্পকুল ও গরুড়ের
 সম্ভব, ক্ষীরসমুদ্রমন্ধান, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান
 ও মহাত্মা ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্তিত আছে । সম্ভবপর্বের অনেকানেক
 ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীরপুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মরহস্য
 এবং দেবতাদিগের অংশাবতারণ বর্ণিত আছে । দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব,
 পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীদিগের সমুদ্ভব । যাঁহার নামের অনুরূপ লোকে ভারত-
 কুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্ণের আশ্রমে দুঃশাস্তের ঔরসে শকুন্তলার
 গর্ভে সেই ভারতের জন্মলাভ । শাস্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ভে বহুদিগের পুন-
 র্জন্ম ও তাহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত ; ভীষ্মের সম্ভব
 এবং তাঁহার রাজ্য-পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন এবং ভ্রাতা
 চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ; চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা-
 বিধান, ও তাঁহার রাজ্যাধিকার ; অশীমাণ্ডক্যের অভিলাষে ধর্ম্মের নরলোকের
 অংশে সম্ভব ও বরদানপ্রভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপত্তি ; ধৃতরাষ্ট্র,

পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের সম্ভব ; বারণাবত-প্রস্থানে দুর্যোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডব-দিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে স্বেচ্ছভাবায় বিছরের অশেষ উপদেশ ; বিছরের পরামর্শক্রমে অতিগোপনে সুরঙ্গনিৰ্ম্মাণ; রাত্রিকালে পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন-নামক স্বেচ্ছের সহিত দাহ ; নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বদর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐকচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন ; বকবধে পুরবাসীদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ক্রোধগ্নসম্মিথানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত সয়ম্বরসভা-দিদৃক্ষাক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণীরত্নলাভের অভিনায়ে পাঞ্চাল-দেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া অর্জুনের তাহার সহিত পরম সখ্যতাব সংস্থাপন ও তৎসমীপে তপতি, বশিষ্ঠ ও ঔর্বেকর রমণীয় উপাখ্যান শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন ; তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপালসমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জুনকর্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহামতি অতি-শিষ্ট-প্রকৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ-সাহস সন্দর্শনে পাণ্ডববোধে তাহাদিগের সহিত সমাগত হইবার বাসনায় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ ; পঞ্চভ্রাতার এক ভাৰ্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ, এই স্থলে পরমা-শ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ ; পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ ; পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বিছরপ্রেরণ ; বিছরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন ; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রাশ্নে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার ; নারদের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীবিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন ; হুন্দোপহুন্দের ইতিহাস ; অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিবৃষ্ট হইয়া অর্জুনের অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্ত অরণ্যবাস এবং তৎকালে উলূপী-নাম্নী নাগকন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জুনের সমাগম ; পুণ্যতীর্থে গমন

ও বক্রবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহযোনি প্রাপ্ত পক্ষ অপ্সরার শাপমোচন ; প্রভাসভীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জুনের সাক্ষাৎকারলাভ ; কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জুনের হস্তদ্রোপ্রাপ্তি, যৌতুকপ্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রাশ্নে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর হস্তদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম ; দ্রৌপদীপুত্রের উৎপত্তিকীর্তন ; যমুনায় জলবিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জুনের চক্র ও ধনু লাভ ; খাণ্ডবদাহ ; প্রদীপ্ত অনল-মধ্য হইতে ময়দানব ও ভুজঙ্গের পরিভ্রাণ ; মন্দপাল নামা মহর্ষির ঔরসে শাক্তীর গর্ভে হুতোৎপত্তি, আদিপর্বে এই সকল বর্ণিত আছে । বেদব্যাস এই পর্বে দুই শত সপ্তবিংশতিসংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন, তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন ।

অনন্তর বহুব্রহ্মযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব আরম্ভ হইতেছে । পাণ্ডবদিগের সভা নিম্নাণ ; কিল্বর দর্শন ; দেবর্ষি নারদকর্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন ; রাজসূয় মহাযজ্ঞের আরম্ভ ; জরাসন্ধবধ ; গিরিভ্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণকর্তৃক বিমোচন ; পাবণ্ডিগের দিগ্বিজয় ; ভূপালদিগের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন ; যজ্ঞে অর্ঘ্যদানপ্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ ; পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্যোধনের বিবাদ ও জর্ঘ্যা ; ভীমকর্তৃক সভামধ্যে দুর্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ ; তন্নিবন্ধন দ্যুতক্রীড়া ; ধৃত শকুনিকর্তৃক দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ; দ্যুতার্ণবময়া ছুঃখিতা দ্রৌপদীর হস্তরাষ্ট্রকর্তৃক উদ্ধার ; দ্রৌপদীকে বিপদুস্তীর্ণা দেখিয়া দুর্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যুতারম্ভ ; দ্যুতে পরাজয় করিয়া তৎকর্তৃক পাণ্ডবদিগের বন প্রেযণ ; মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্বের এই সকল বর্ণন করিয়াছেন । এই পর্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চ শত একাদশ শ্লোক আছে ।

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব । মহাত্মা পাণ্ডবগণ বন প্রস্থান করিলে পৌরজনকর্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন ; ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধৌম্যমুনির উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাদনা ; সূর্য্যের অনুগ্রহে অম্ললাভ ; ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাপ ; বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাহার নিকটে

আগমন ; কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত
 দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের মন্ত্রণা ; তাহার দুৰ্ঘট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের
 আগমন ; ব্যাসকর্তৃক দুৰ্য্যোধনের বনগমন প্রতিষেধ ; সুরভির উপাখ্যান ;
 মৈত্রেয় আগমন ; ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ ; মৈত্রেয়কর্তৃক
 রাজা দুৰ্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান ; ভীমকর্তৃক যুদ্ধে কিস্মীর রাক্ষসবধ ;
 শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্রুতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া
 পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন ; কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ
 করিলে অৰ্জ্জুনের সাস্তুনা বাক্য ; কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ; ছুঃখার্ভা
 দ্রৌপদীকে বাহুদেবের আশ্বাসদান ; শৌভপতি শাস্ত্রের বধ ; সপুত্রা স্তম্ভ-
 ভ্রাকে কৃষ্ণকর্তৃক দ্বারকায় আনয়ন ; ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে
 পাঞ্চাল-নগর প্রাপণ ; রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ; দ্রৌপদী ও
 ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন ; পাণ্ডবদিগের সমীপে
 ব্যাসের আগমন, যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিন্মুতি নামক বিদ্যালাভ ;
 ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে গমন ; অমিততেজা অৰ্জ্জু-
 নের অস্ত্র-লাভ-প্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের
 সহিত যুদ্ধ ; ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্রলাভ ; অস্ত্রশিক্ষার্থে
 অৰ্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন ; পাণ্ডব-বৃত্তান্ত্র অবগণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা ;
 মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন ; ছুঃখার্ভা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ; ধর্ম্মসম্রত
 ও করুণরসাক্তিত নলোপাখ্যান ; যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক
 বিদ্যালাভ ; পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন ;
 লোমশকর্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অৰ্জ্জুনের
 বৃত্তান্ত্র কথন ; অৰ্জ্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের
 ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্ব কীর্তন ; মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ-যাত্রা ; পাণ্ডব-
 দিগের তীর্থযাত্রা ; কুণ্ডলদ্বয়-প্রদানদ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে বিমোচন ;
 গয়াস্রের যজ্ঞবর্ণন ; অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপিতৃকণ ; অপত্যোৎ-
 পাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ ; কৌমার-ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের
 চরিত-কীর্তন ; প্রভূতপরাক্রম পরশুরামের চরিত্রবর্ণন ; কার্ত্তবীৰ্য্য ও হৈহয়-
 দিগের বধ ; প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম ;

হুকৃত্যার উপাখ্যান ; শয্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন-মুনি-কর্তৃক অশ্বিনীকুমারের
 সোমপান ; অশ্বিনীকুমারকর্তৃক চ্যবনের যৌবন-প্রতিপাদন ; মাস্কাতার
 উপাখ্যান ; জম্বু নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান ; শত পুত্রের অভিলাষে
 সোমক রাজার জম্বু নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন ; যজ্ঞাসুষ্ঠান ও অভীষ্ট ফল
 লাভ ; শৌনকপোতীয় উপাখ্যান ; শিবিরাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম-
 জিজ্ঞাসা ; অক্টাবক্রোপাখ্যান ; জনক-যজ্ঞে মহর্ষি অক্টাবক্রের সহিত
 বরুণাত্মজ নৈয়ায়িক বন্দীর বিবাদ ; মহাত্মা অক্টাবক্র কর্তৃক বিবাদে বন্দির
 পরাজয় ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার ; মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের
 উপাখ্যান ; গন্ধমাদনযাত্রা ও নারায়ণাত্মে ঋষ ; পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদী-
 কর্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ ; পশ্চিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের
 কদলীবনে হনুমান্ সন্দর্শন ; কুশ্রুমাচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অব-
 গাহন ; তথায় অতিভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীৰ্য্য যক্ষদিগের
 সহিত যুদ্ধ ; জটাসুর-নামক রাক্ষস বধ ; তথায় রাজর্ষি ঋষপর্ব্বার আগমন ;
 অষ্ট্রিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান ; দ্রৌপদীকর্তৃক ভীম-
 সেনের উৎসাহদান ; ভীমের কৈলাস-পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্
 প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমা-
 গম ; দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের সমাগম ; হিরণ্যপুর-
 বাসী নিবাতকবচগণ ও পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জুনের
 যুদ্ধবর্ণন ; তৎকর্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণ সংহার ; ধর্ম্মরাজ যুধি-
 ষ্ঠিরের সম্মিথানে অর্জুনের অস্ত্র-সন্দর্শনের উদ্যম ; দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ক
 প্রতিষেধ ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ ; গহনবনে ভুজগেন্দ্র-
 কর্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ ; প্রমোত্তর-প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ ;
 মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যকবনে পুনরাগমন ; তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন ; মার্কণ্ডেয়সমস্তা ;
 পৃথুরাজার উপাখ্যান ; সরস্বতী ও মহর্ষি তাক্ষের সম্বাদ ; মৎস্তোপাখ্যান ;
 ইন্দ্রদ্রোণোপাখ্যান ; ধুকুমারোপাখ্যান ; পতিব্রতোপাখ্যান ; অঙ্গির ঋষির
 উপাখ্যান ; দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ ; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরা-
 গমন ; ঘোষযাত্রা ; গন্ধর্ব্বদ্বারা দুর্গোদনের বন্ধন ও অর্জুনকর্তৃক বিমো-

চন ; ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যুগ-স্বপ্ন সন্দর্শন ; রমণীয় কাম্যকবনে পুনর্গমন ; অতিবিস্তীর্ণ ত্রীহির্দ্রৌণিকোপাখ্যান ; মহর্ষি তুর্বাসার উপাখ্যান ; আজ্ঞামের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথকর্তৃক দ্রৌপদী হরণ ; মহাবল ভীমের বায়ুবলে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ ; বহুবিস্তর রামায়ণ উপাখ্যান ; রামচন্দ্র-কর্তৃক রাবণের বধ ; সাবিত্রীর উপাখ্যান ; কুণ্ডলদ্বয়-দান-দ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি ; পরিতুষ্ট ইন্দ্রকর্তৃক একপুরুষঘাতিনী-শক্তি প্রদান ; আরণ্যে উপাখ্যান ও ধর্মের সপুত্রানুশাসন ; বর লাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন ; তৃতীয় আরণ্যক পর্বে এই সকল কীর্তিত আছে । ইহাতে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে ।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব শুভ্রন । পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতিপ্রকাণ্ড শমীরূক্ষ নিরীক্ষণ করতঃ স্বীয় সমুদায় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতিপ্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । ছুরাঙ্গা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদীর নিম্নিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন । রাজা দুর্যোধান পাণ্ডবদিগের অশ্বেষণার্থ চতুর্দিকে অতিহুচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহার মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অমুসন্ধান করিতে পারিল না । প্রথমতঃ ত্রিগর্তেরা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয় । শত্রুপক্ষ বিরাট রাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল ; ইত্যবসরে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন ; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন । অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে অর্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন । বিরাট হুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া ছুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে অর্জুন তাহাকে প্রতিগ্রহ করেন । বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট নামক চতুর্থ পর্বে এই সকল কীর্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায়, দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে ।

তৎপরে উদ্যোগ নামক পঞ্চম পর্ব শ্রবণ করুন । পাণ্ডবেরা জিগীষা-

পরবশ হইয়া উপপ্লাব্য নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্ঘোষন ও অর্জুন কৃষ্ণের সন্নিহিতে উপস্থিত হইলেন । “তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর” তৎসম্মিথানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন,— “আমি একপক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব ও অন্যপক্ষে আমি একাকী থাকিব ; কিন্তু কোরুরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব । এক্ষণে তোমরা অন্ততরের কে কি ইচ্ছা কর বল ।” অনভিজ্ঞ দুর্ঘোষন সৈন্য প্রার্থন্য করিলেন ও অর্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিস্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন । পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্ররাজকে পশ্চিমধ্যে দুর্ঘোষন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া “তুমি আমার সাহায্য কর” এইরূপ প্রার্থনা করিলেন । শল্য তাহাতে সন্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন । তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্তাস্তর-বিজয়-বৃত্তাস্ত বর্ণন করেন । পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন । প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি-স্থাপন-প্রত্যাশায় সজ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন । কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া অতিবলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল । বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিতবাক্য শ্রবণ করান । মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া অতি উৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন । প্রভাত সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সজ্জয় বাসুদেব ও অর্জুনের অভিলষ কীর্তন করেন । মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধি-বাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু “রাজা দুর্ঘোষন উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । অনন্তর দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান ; মহাত্মা মাতলির বরাহেষ্ণ ; মহর্ষি গালবেয় চরিত ; বিহ্বলার স্বপ্নদ্রোণাশন বর্ণিত আছে । কৃষ্ণ কর্ণ ও দুর্ঘোষনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বররূপে দর্শন করাইলেন । কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না । তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লাব্য আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদায় বৃত্তাস্ত বর্ণন করিলেন । তাঁহার কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্বক

যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন । অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রামবাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদায় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল । রাজা দুর্যোধন যুদ্ধের পূর্বদিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলূক নামক দূত প্রেরণ করেন । রথ ও অতিরথ-সংখ্যা ; অশ্বোপাখ্যান ; বহুব্রতাস্তসংযুক্ত সন্ধিবিশিষ্ট উদযোগ-পর্বের এই সকল কথিত হইল ; ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে । মহর্ষি এই পর্বের ষট্ সহস্র ষট্ শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন ।

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব । ইহাতে সঞ্জয় জন্মদ্বীপ-নির্মাণ-বর্ণনা করেন । যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষম হয় ; দশ দিবস অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল । মহামতি বাসুদেব মুক্তিপ্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জুনের মোহজনিত বিবাদ নিবারণ করেন । যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সম্বরে রথ হইতে লক্ষ-প্রদান-পূর্বক প্রতৌদ হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং সকল ধনুর্দ্ধারিত্রৈষ্ঠ অর্জুনকে বাক্যরূপ অসিদ্ধারা আঘাত করেন । অর্জুন শিখ-গুণ্ডিকে সম্মুখে রাখিয়া শাগিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া ছিলেন । ভীষ্ম শরশয্যা শয়ান হইলেন । অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব সমাখ্যাত হইল । ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দিষ্ট আছে । বেদ-বেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্বের পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন ।

অনন্তর বহুব্রতাস্তানুগত অতিবিচিত্র দ্রোণপর্ব আরম্ভ হইতেছে । প্রবল প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্যোধনের প্রীতি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত “ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । সংশপ্তকগণ অর্জুনকে সমরান্বিত হইতে “অপমৃত করিয়া-ছিলেন । শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সূপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত অর্জুনকর্তৃক নিহত হন । জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অপ্রাপ্তযৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন । অর্জুন অভিমন্যুবধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অকৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন । মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জুনের অশ্বঘণের নিমিত্ত অতিদুর্দ্ধর কৌরবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

হতাবশিষ্ট সংশ্লিষ্টকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয় । অলম্বুয, অস্ত্রাঘ্নঃ, মহাবীর জল-সন্ধ, সৌমদত্তি, বিরাট, মহারথ, দ্রুপদ ও ঘটোটকচাদি অস্ত্রাঘ্ন বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণপর্বের কথিত আছে । সময়ে দ্রোণাচার্য্য হৃত হইলে অশ্বখামা ক্রোধাক্ত হইয়া যে ভীষণ নারায়ণস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্বের বর্ণিত আছে । এই পর্বের অত్యুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে । এই মহাভারতের সপ্তম পর্বের বিষয় কথিত হইল । এই দ্রোণপর্বের যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিধনপ্রাপ্ত হইলেন । তদ্বদংশী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্বের একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।

অতঃপর কর্ণপর্বের কথা লিখিত হইতেছে । এই পর্বের ধীমান্ শল্যের সারথ্য কার্য্যে নিয়োগ ; ত্রিপুরনিপাতনরত্নাস্ত্র ; গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ ; কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্যকর্তৃক হংসকাণ্ডীয়াপাখ্যান-কথন, মহাত্মা দ্রোণাত্মজকর্তৃক পাণ্ডুর নিধন ; দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ ; সর্ববধুর্দ্ধরগণসমক্ষে কর্ণের সহিত বৈরথযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়; যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রোধ ; কৃষ্ণকর্তৃক অনুনয়বাক্যদ্বারা অর্জুনের ক্রোধ-শান্তি-করণ, ভীমসেনকর্তৃক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণপূর্বক রক্তপান এবং অর্জুনের সহিত বৈরথযুদ্ধে কর্ণের নিপাত ; এই সমস্ত বর্ণিত আছে । ভারতের অষ্টম পর্ব নির্দিষ্ট হইল । এই কর্ণপর্বের একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্তিত আছে ।

অতঃপর বিচিত্র শল্য পর্বের বিষয় কথিত হইতেছে । কুরুসৈন্য বীর-শূন্য হইলে মদ্রাধিরাজ শল্য সৈন্যপত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । শল্যপর্বের যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে । এই পর্বের মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক শল্যের বধ ও সহদেবকর্তৃক শকুনির বিনাশ কথিত আছে । দুর্যোধন অন্নমাত্রাবশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া বৈষ্ণায়নরূপে প্রবেশপূর্বক জলস্তম্ভ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । ব্যাধেরা হৃদমধ্যে দুর্যো-ধনের আত্মগোপন রত্নাস্ত্র ভীমকে বলিয়া দিল । মহামানী দুর্যোধন ধীমান্

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উখিত হইলেন ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । সংগ্রামসময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই পর্বের সরস্বতী ও অশ্বাশ্ব তীর্থ সমুদায়ের পবিত্রতা-কীর্তন ও ভূমূল গদাযুদ্ধ-বর্ণন আছে । যুদ্ধে রুকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্ভ্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন । ভারতের নবম পর্ব নির্দিষ্ট হইল । এই পর্বের নানা-বৃত্তান্ত-যুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কথিত আছে । এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে ; কুরুবংশযশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্বের তিন সহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন ।

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিকপর্বের কথা লিখিত হইতেছে । পাণ্ডবেরা সংগ্রামক্ষেত্রে হইতে শিবিরে গমন করিলে সায়ংকালে কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামা ঋক্ষিরাক্তকলেবর, ভয়োরুঘুগল, অভিমানী রাজা দুর্ভ্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত আছেন । মহাক্রোধ দ্রোণাশ্বজ প্রভিজ্ঞা করিলেন,—“ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বস্তুত্যাগ করিব না ।” রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন জনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বট-রুক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন । ঐ স্থানে অশ্বখামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত-স্মরণ-পূর্বক ক্রোধাক্ত হইয়া নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রভিজ্ঞ হইলেন । এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমনপূর্বক দেখিলেন যে, একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশপর্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; অশ্বখামা অস্ত্রত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না । তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যের সহকারে ব্রহ্মপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন । কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন ; আর সকলেই বিনষ্ট হইল । ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে, “অশ্বখামা ব্রহ্মপুত্র পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে ।” দ্রৌপদী পুত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরায় হায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্ট হইলেন । মহাবলপরাক্রান্ত

ভীম দ্রোণদীর মনস্তৃষ্টি করণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া গদাগ্রহণ-পুরুষের অশ্ব-
খামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । অশ্বখীমা ভীমভরাক্রান্ত হইয়া
সক্রোধে “অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীনা করিব” এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ
করিলেন । কৃষ্ণ “এমন করিও না” এই বলিয়া অশ্বখামাকে নিবারণ করি-
লেন । অৰ্জুন পাপাত্মা অশ্বখামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয়
অস্ত্রদ্বারা অশ্বখামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বখামা ও ব্যাসাদি পর-
স্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন । পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট
হইতে মণিগ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রোণদীকে প্রদান করিলেন । ভারতের
দশম সৌপ্তিকপর্ব নির্দিষ্ট হইল । ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজাঃ বেদব্যাস
এই পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।
ঐষীকপর্ব এই পর্বের অন্তর্গত ।

একগুণে করুণরসোন্মোদক জ্বীপর্বের বিষয় কথিত হইতেছে । এই পর্বের
পুত্রশোকার্ভ প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সক্ষম
করিয়া লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্তি তৈর্য করেন । বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ-
দ্বারা পূর্বশোকাভিসমুত্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মোহ নিবারণ ও
ভাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন । শোকার্ভ ধৃতরাষ্ট্র অস্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত
রণস্থল দর্শনার্থ গমন করেন । বীরবনিতাগণের করুণায়ের রোদন এবং গান্ধারী
ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ । ক্রত্য়পত্নীগণ সন্মুখে অপরাধঘৃণ, নিহত পিতা,
ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন । কৃষ্ণ পুত্রপৌত্রশোকাকুল গান্ধারীর ক্রোধো-
পশমন করেন । সর্বধর্মশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে ভূপতি-
গণের শরীর দাহ করাইলেন । ভূপতিগণের উদকক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী
কর্ণকে আপনার গুণোৎপন্ন পুত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন । মহর্ষি
বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব রচনা করিয়াছেন । এই পর্ব জবণ কিম্বা পাঠ
করিলে সহস্র জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয় । এই
পর্বের বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্তশত পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা
করিয়া গিয়াছেন ।

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্বের কথা লিখিত হইতেছে । এই পর্বের
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ, ভ্রাতৃ, পুত্র, সম্বন্ধী ও মৃত্যুলগণকে বধ করাইয়া

শান্তিশয় নির্ব্বিগ্ন হইলেন । শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ-
ধর্মোপদেশ প্রদান করেন । এই সকল ধর্ম সম্যক জ্ঞানলাভেচ্ছ ব্যক্তিদিগের
অবশ্য জ্ঞাতব্য । এই সমস্ত ধর্মের যথার্থ জ্ঞানদ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ
করে । ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্মের কথাও সবিস্তরে কথিত আছে । মহা-
ভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দিষ্ট হইল । হে তপোধনগণ ! এই শান্তিপর্ব্বের
মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত ঊনচছারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দশ সহস্র সপ্তশত
সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন ।

ইহার পর অত্যাংকুর্য্য অনুশাসনপর্ব্ব । এই পর্ব্বের কুরুরাজ যুধিষ্ঠির
ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থির-
চিত্ত হইলেন । এই পর্ব্বের, ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ ব্যবহার সমুদায় কথন, বিবিধ দানের
বিবিধ প্রকার ফল নির্দেশ, সংপাত্র ও অসংপাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দান-
বিধান কথন, আচার বিনির্গয়, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের
মহত্ব-কীর্তন, দেশকালানুযায়ি ধর্ম্মরহস্য-কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্তি
কীর্তিত আছে । ধর্ম্ম-নির্গায়ক-নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান, ভারতের
ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দিষ্ট হইল । এই অনুশাসনপর্ব্বের মুনিসত্তম পরাশরাস্মজ
একশত ষট্চছারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্টসহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন ।

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে ।
এই পর্ব্বের সম্বর্ত্তমুনি ও মরুত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত স্ববর্ণ-
স্তুপ-সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । পরীক্ষিত
অশ্বখামার অন্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন ; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবিত প্রদান
করেন । অত্যাংকুর্য্য যজ্ঞদুরঙ্গরক্ষার্থ তৎপশ্চাদগামী অর্জুনের নানাদেশে
ক্রোধন-রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সমুদ্ভূত স্বমুত
অক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয় ; মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞের
সমাপ্ত্যানন্তর নকুলের বৃত্তান্ত । এই পরমাদভূত আশ্বমেধিক পর্ব্বের বিষয়
কথিত হইল । এই পর্ব্বের অশেষ তত্ত্ববিৎ ভগবান্-পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত
অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।

অনন্তর আশ্রমব্রাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব । এই পর্ব্বের রাজা ধৃतरাষ্ট্র রাজ্য
ত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিহুরের সহিত অরণ্যানী-প্রবেশ করিলেন । গুরু-

শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত, সাধ্বী কুন্তীও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগকরত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্র সময়ে নিহত লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র এবং অগ্ণ্যাত্ম ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন । তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগ করত পরম-সিক্কিলাভ করিলেন । বিহ্বল ও জিতেন্দ্রিয় গবজগণনন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদগতি প্রাপ্ত হইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যতুকুল-ধ্বংসের কথা অবগত হইলেন । এই অত্যন্তুত আশ্রমবাসাধ্য পর্বের বিষয় কথিত হইল । মহামুনি বেদব্যাস এই পর্বের দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক-সহস্র, পঞ্চাশত, ষট্ শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন ।

হে তপোধনগণ ! অতঃপর দারুণ মৌষল পর্ব জানিবেন । এই পর্বের লবণ-সমুদ্রে-সমীপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে মদ্যপান-দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈব-ভুর্বিপাক-বশতঃ এরকারূপ বজ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করেন । কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্বসংহর্তা সমুপস্থিত কালের করাল-কবলে নিপতিত হইলেন । নরোত্তম অর্জুন দ্বারকী নগরীতে আগমন করিয়া ঐ নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বহুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অগ্ণ্যাত্ম প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করিলেন । অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ধোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন । তৎপরে তিনি যাদব-মহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া ক্যালোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের বাসনা করিলেন । ষোড়শ-সংখ্যক মৌষলপর্ব কীর্তিত হইল । তদ্বিৎ পরাশরামাজ এই পর্বের আট-অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন ।

উদনস্তর মহাপ্রাস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্বের বিষয় লিখিত হইতেছে ।

এই পর্বের পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয়রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লৌহিত্যার্ণবের কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন। অৰ্জুন মহানুভব অগ্নিকর্তৃক আদিক্ত হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যাশ্চর্য্য দিব্য গাণ্ডীব ধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব কথিত হইল। এই পর্বের অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গপর্ব জানিবেন। এই পর্বের দয়ার্জ্জচিত্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কুকুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরোহণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুকুররূপ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাইলেন। পরমধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশানুবর্তী ভ্রাতৃগণের করুণ রসোদীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোভ্রংশ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় স্নান করিয়া মানুষ কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজধর্ম্মার্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-কর্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষ-ঈশক্তি-সম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব রচনা এবং ইহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব সবিস্তরে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্বসংগ্রহ নির্দ্ধিক্ত হইল।

বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাত্ম্যান জ্ঞানেন না, তাঁহাকে 'বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না । অপরিমিত ধীশক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অৰ্ধশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । যেমন পরম স্তম্ভধর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ কুরিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না ; সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য শাস্ত্র শ্রবণে রুচি থাকে না । যেমন পঞ্চভূত হইতে দ্বিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্কোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । হে বিপ্রোত্তমগণ ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত । যেমন বিচিত্রা মানসিক ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয় । যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই স্থললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই । যেমন সমুদ্রতিপ্রেক্ষ ভূত্যাগণ সঙ্গশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন । যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাত্ম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

হে মহর্ষিগণ ! তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক ; কারণ, লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বস্তু । অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ-পূর্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না । যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুঙ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি ? ব্রাহ্মণ দ্বিভাষাধি নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ-প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সঙ্ক্যাকালে মহাভারত পাঠ দ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইবেন ; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতেকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন । যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিতশৃঙ্গ গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত-কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয় । যেমন অর্ঘবপোতাदि-

দ্বারা হৃবিস্তীর্ণ অগাধ জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব-
সংগ্রহ শ্রবণদ্বারা অত্যাৎকৃষ্ট, মহার্ঘযুক্ত এই উপাখ্যান স্তম্ভবোধ্য হয়
জানিবেন ।

পর্বসংগ্রহাখ্যান সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায়

পৌষ্যপর্ব ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কুরুক্ষেত্রে পরাক্রান্তপুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-
সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন । তাঁহার তিন সহোদর ;
শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন । তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা
কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল । জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে
প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসম্মিথানে গমন করিল । সরমা
তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, “তুমি কেন কাঁদিতেছ,
কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে বল ।” জননীকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া
সে কহিল,—“জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন” তাহা শুনিয়া
দেবশুনী কহিল, “বোধ হয়, তুমি তাহাদিগের কোন অপকার করিয়া থাকিবে ।”
সে পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিল, “আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি
নাই, যজ্ঞের হবিঃও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার
করিয়াছেন ।” তৎশ্রবণে সরমা অতিচ্যুত হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃ-
গণসমভিব্যাহারে বহুবর্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত
হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, আমার পুত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপ-
কার করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমরা কি-
নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ বল । তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না ।
তখন সরমা কহিল, তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপ-
লব্ধ ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে । জনমেজয় দেবশুনী সরমার
এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ ও সজ্জাস্ত হইলেন ।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সরমা-

শাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশয় শ্রয়ত্বসহকারে এক অনুরূপ পুরোহিত অনু-
সন্ধান করিতে লাগিলেন । একদা যুগ্মায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জন-
পদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন । তথায় ঞ্জতশ্রবাঃ নামক এক
ঋষি বাস করিতেন । তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিলেন । জনমেজয়
ঋষিপুত্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন এবং ঋষিকে
নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনার এই পুত্র আমার
পুরোহিত হউন । রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া ঞ্জতশ্রবাঃ কহিলেন, হে
জনমেজয় ! একদা এক সর্পা আমার শুক্র পান করিয়াছিল ; ঐ শুক্রে
তাহার গর্ভ সঞ্চার হয় ; আমার এই পুত্র ঐ গর্ভে জন্মেন । ইনি মহাতপস্বী
অধ্যয়ননিরত ও মদীয়-তপোবীৰ্য্য-সম্ভূত । মহাদেবের অভিশাপ ব্যতিরেকে
তোমার সমুদয় শাপ শাস্তি করিতে সমর্থ হইবেন । কিন্তু ইহার একটি
নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা
করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন ; যদি ইহাতে সাহস
হয়, তবে ইহাকে লইয়া যাও । ঞ্জতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয়
প্রত্যুত্তর করিলেন,—মহাশয় ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি
তাহাতে সম্মত আছি । এই কথা কহিয়া পুরোহিত-সহিত স্বনগরে প্রত্যা-
গমন করত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি এই মহাত্মাকে পৌরহিত্যে বরণ
করিয়াছি ; ইনি যখন-যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার
না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে ; কিছুতেই যেন তাহার ব্যতি-
ক্রম না হয় । সহোদরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান
করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশে আপন অধিকারে আনিলেন ।

ইত্যবসরে (প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে) আয়োদ-
ধোম্যনামক এক ঋষি ছিলেন । উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার
তিনটি শিষ্য ছিল । তিনি এক দিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে
আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের জ্বালি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন । আরুণি উপা-
খ্যায়ের উগদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্রেশ স্বীকার করিয়াও পরি-
শেষে জ্বালি বাঁধিতে অসম্মত হইলেন । অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম
নিবারণ করিলেন । কোন সময়ে উপাখ্যায় আয়োদধোম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞা-

সিলেন, পাঞ্চালদেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে ? তাহারা কহিল, ভগবন্ ! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন । তাহা শ্রবণ কবিয়া উপাধ্যায় কহিলেন,—যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল, আমরাও তথায় যাই । অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—“ভো বৎস আরুণি ! কোথায় গিয়াছ, আইস ।” তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতিবিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয় ; সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করত সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম ; অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন । আরুণি এইরূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন,—বৎস ! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে ; এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবেক । সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে । পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিল ।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটি শিষ্য ছিল । একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উপমন্যু ! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর । এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন । উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন । এক দিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু ! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্টি দেখিতেছি ; এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল । তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে । উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষায় আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন । উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষায় গ্রহণ করিলেন । ভিক্ষার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন

না । অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন । উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন,—বৎস উপমন্যু ! তোমার ভিক্ষায় সমুদায়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি ; এখন কি আহার করিয়া থাক, বল । তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভগবন্ ! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করিয়া থাকি । উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম ও সমুচিত কর্ম নহে । ইহাতে অন্তের বৃত্তিরোধ হইতেছে ; আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে । উপাধ্যায়কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ববৎ গোচারণ ও সায়াংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উপমন্যু ! তুমি ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া যে ভিক্ষায় আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং প্রতিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি ; এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল । এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন,—ভগবন্ ! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি । উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, স্ততরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে । গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন । গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন,—বৎস উপমন্যু ! তুমি ভিক্ষায় ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্যটন কর না এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি ; এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল । উপমন্যু কহিলেন,—বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদগার করে, আমি তাহা পান করি । উপাধ্যায় কহিলেন,—অতি-শাস্ত-স্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদগার করিয়া থাকে, স্ততরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ । অতঃপর তোমার ফেন পান

করাও বিধেয় নহে । এইরূপ আদিক্ত হইয়া পূর্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে উপাধ্যায়কর্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষায় ভ্রমণ করিতেন না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন । একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন । সেই সকল ফল, তিল, কটু, রক্ষ ও তীক্ষ্ণ, বিপাক অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ লম্বিয়া অন্ধ হইলেন । অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন ।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে উপাধ্যায় আয়োদ-
ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন,—দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না । শিষ্যেরা
কহিলেন,—ভগবন্ ! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ
করিয়াছেন । উপাধ্যায় কহিলেন,—দেখ, আমি উপমন্যুকে সর্বপ্রকার
আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত
প্রত্যাগত হইতেছে না । চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে । এই
বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্বক “বৎস উপমন্যু ! কোথায়
গিয়াছ” এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । উপমন্যু
উপাধ্যায়ের স্বরসংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি কূপে
পতিত হইয়াছি । তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে
কূপে নিপতিত হইয়াছ ? তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অর্কপত্র-ভক্ষণে
অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম । উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য
অশ্বিনীকুমারের স্তব কর, তাহা হইলে তোমার চক্ষু লাভ হইবে । উপমন্যু
উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব
আরম্ভ করিলেন । হে অশ্বিনীকুমার ! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে ;
তোমরাই সর্বভূতপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই
সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ । দেশ, কাল ও অবস্থাদ্বারা
তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না । তোমরাই মায়া ও মায়াক্রূঢ় চৈতন্যরূপে
দ্যোতমান আছ ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ । তোমরা
সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পরমাণু-সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না ।

তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি-
 দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ । এক্ষণে আমি নির্ব্যাহি হইবার
 জন্ম শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত
 হইয়াছি । তোমরা পরমরমণীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত,
 .মায়া বিকার রহিত, এবং জন্ম মৃত্যু বিবর্জিত ; তোমরা সর্বকাল সমভাবে
 বিরাজমান আছ ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিনযামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ-
 বর্ণ সূত্রদ্বারা সম্বৎসররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ । তোমরা জীবদিগকে
 সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর । .তোমরা পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশে
 হইতে বিযুক্ত করিয়া জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষীগকে, মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী
 করিয়াছ । জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-
 পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্বদোষ-স্পর্শশূন্য চৈতন্যস্বরূপ তোমাদিগকে
 শরীরী বলিয়া ভাবনা করে, ত্রিশত ষাষ্টি দিবস স্বরূপ গো সকল, সম্বৎসররূপ
 যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্
 ফল ক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন, উৎপাদক
 ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ । অহোরাত্রস্বরূপ
 সপ্তশত বিংশতি অর সম্বৎসররূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশমাস-
 স্বরূপ প্রাণিদ্বারা পরিবেষ্টিত যুগ্মৎ-প্রকাশিত নেমিশূন্য, মায়াত্মক অক্ষয়
 কালচক্র নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে । দ্বাদশ-রাশিরূপ অর, ছয় ঋতু-
 স্বরূপ নাভি ও সম্বৎসররূপ অক্ষ সংযুক্ত এবং ধর্মফলের আধারভূত একখানি
 চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন । হে
 অশ্বিনীকুমারযুগল ! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর । আমি জন্ম-
 মরণ ক্রেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি । তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব
 বিশ্বস্বরূপ । তোমরাই কর্ম ও কর্মফলস্বরূপ । .আকাশাদি সমস্ত জড়-
 পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হন । তোমরাই অবিদ্যাপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান
 উপার্জন করিতে বিমূখ হইয়াও বিষম বিষয়-রসান্বাদ-সুখ-ভোগদ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি
 চরিতার্থ করিয়া সংসারমায়াজালে জড়িত হও । তোমরা সৃষ্টির পূর্বে দশ
 দিক্, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ । মহর্ষিগণ সূর্য্যবিহিত-সময়া-
 নুসারে বেদপ্রতিপাদ্য কার্য্যকলাপ নির্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনু-

যোরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন । তোমরা অকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পক্ষীকরণ করিয়াছ । সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য, অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে । তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশাবলম্বিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি । নিত্যমুক্ত কর্মফলদাতা অশ্বিনীকুমার-যুগলের সাহায্য বিনা অগ্ন্যান্ত দেবগণ স্বকীয় কার্য্যসাধনে সক্ষম নহেন । হে অশ্বিনীকুমার ! তোমরা অগ্রে মুখদ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর ; পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয়-দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে । ঐ গর্ভ প্রসূতমাত্র মাতৃস্তনপানে নিযুক্ত হয় । ঐক্ণে তোমরা আমার চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর । অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ; অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর । এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয় । কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না । তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন । আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর । এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না । অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম ; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষুঃ ও শ্রোত্রোলাভ করিবে । উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান-প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্নলাভ করিয়া গুরুসম্মিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপাস্ত সমুদায় ব্রতাস্ত নিবেদন করিলেন । তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং কহিলেন,—অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গল লাভ করিবে । সকল বেদ ও সকল

ধর্মশাস্ত্র সর্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে ; উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল ।

আয়োদ-ধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল । একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—বৎস বেদ ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর ; তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে । বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণপূর্বক গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন ; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতিশ্রীত ও প্রসন্ন হইলেন । তখন বেদ, গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্বজ্ঞতা লাভ করিলেন । বেদের এই পরীক্ষা হইল ।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্বাশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ঐ আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল । বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্মে নিয়োগ বা আশ্রমশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না । কারণ, গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরুক ছিল । এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পুরাঙ্ঘু হইলেন ।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন । একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন,—বৎস ! আমার অবস্থানকালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসম্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে । উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন । উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লগ্নিগিলেন ।

এক দিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন । এ সময় তোমার গুরু গৃহে নাই । যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয় তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । উতঙ্ক এতাদৃশ অসম্মত কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় একরূপ

কুকর্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না, এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই । কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উত্কের সূচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস উত্ক ! তোমার কি প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করিব, বল । তুমি ধর্ম্যতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক ; গমন কর । গুরুকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উত্ক কহিলেন,—ভগবন্ ! আমি গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি ; কারণ, এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণাগ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যু বা বিধেয় প্রাপ্ত হয় । অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি । উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উত্ক ! অবসরক্রমে আদেশ করিব । উত্ক আর এক দিন গুরুকে নিবেদন করিলেন,—মহাশয় ! আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনকার অভিমত ; তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন,—বৎস উত্ক ! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল ; তাঁহার যাহা অভিরুচি, সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর । উত্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নীসমীপে গমনপূর্বক কহিলেন,—মাতঃ ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনকার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে বাসনা করি । বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত । উপাধ্যায়ানী কহিলেন,—বৎস ! পৌষরাজ্যের ধর্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর । আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব ; অতএব তুমি সত্বর গমন কর । ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে ; অন্যথা মঙ্গল হওয়া স্ককঠিন ।

উত্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রশ্নান করিলেন । গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতিবৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন । ঐ বৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ

আরোহণ করিয়াছিলেন । তিনি উত্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—ওহে উত্ক ! তুমি এই রুমের পুরীষ ভক্ষণ কর । উত্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন । তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, উত্ক ! তুমি মনোমধ্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়া এই রুমের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্বে তোমার উপা-
 দ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তখন উত্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই রুমের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন । অনন্তর সত্ত্বর আচমন করিতে করিতে সসজ্জমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পুরঃসর কহিলেন,—মহারাজ ! আমি অর্ধিভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি । রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্ ! এই কিঙ্কর আপনার কি উপকার করিবে, বলুন । উত্ক কহিলেন, মহারাজ ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলহয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি । পৌষ্য কহিলেন, মহাশয় ! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাক্কা করুন । উত্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনর্ব্বার পৌষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আমার প্রতি এরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপ-
 নার উচিত হয় নাই । অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না । পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মহাশয় ! বোধ হয়, আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন । আমার গৃহিণী অতিপতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না । এইরূপ অভিহিত হইলে উত্ক সমুদায় স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি রূষপুরীষ ভক্ষণানন্তর সত্ত্বরে উত্তীর্ণ হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম । পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয় ! আপনার ইহাই ব্যতিক্রম হইয়াছে । উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আবশ্যিক উভয়ই তুল্য । তখন উত্ক প্রায়শ্চেষ্টে উপবেশন এবং কর চরণ ও বদন প্রক্ষালনপূর্ব্বক নিঃশব্দ অফেন অনুষ্ণ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, এইরূপ পরিমাণে জল তিনবার আচমনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন । রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্র সত্ত্বরে উত্তীর্ণ হইয়া অভি-

বাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—ভগবন্ ! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন । উত্ক কহিলেন,—গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তাহা দান কর । রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্র বোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয়সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন । অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন । উত্ক কহিলেন,—তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না । নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না ।

উত্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনাপূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে গমন করিলেন, এবং কহিলেন,—মহারাজ ! অভিলষিত ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি । অনন্তর পৌষ্য কহিলেন,—ভগবন্ ! সকল সময় স্পৃহাসমাগম হয় না ; আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন । ইচ্ছা হয়, আতিথ্য করি ; অতএব কালনির্দেশ করুন । উত্ক প্রভুভর করিলেন, আমি এক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আপনি অন্ন আনয়ন করুন । রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন । তিনি তাহা শীতল ও কেশসংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ, অতএব অন্ধ হইবে । পৌষ্য এইরূপ অভি-
শাপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি অদূষিত অঙ্গে দোষারোপ করিলে, অতএব তোমারও বংশলোপ হইবে । তখন উত্ক কহিলেন, দেখ, তুমি অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হইল না । বরং তুমি অম্মের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর । পৌষ্য অম্মের অশুচিহ্ন স্পর্শই দেখিতে পাইলেন । পরে উত্ককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি সবিশেষ নম্র জানিতে পারিয়া এই অশুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । আপনি প্রসন্ন হইয়া বাহাতে আমি অন্ধ না হই, এইরূপ অনুগ্রহ করুন ।

তখন উত্ক প্রভুভর করিলেন, দেখ, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সূতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুস্থান্ হইবে, সন্দেহ নাই । কিন্তু

তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর । পৌষ্য কহিলেন,—
 এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই ; অতএব শাপ প্রতিসংহার করিতে
 পারি না । আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের স্থায়
 স্ন্যকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের স্থায় নিতান্ত তীক্ষ্ণ ; ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই
 বিপরীত অর্থাৎ তাহাদিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য
 স্ন্যতীক্ষ্ণ ; স্ন্যতরাং আমি স্বভাবমূলভ তীক্ষ্ণভাবে প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের
 অন্যথা করিতে পারি না । উত্ক কহিলেন,—আমি অদূষিত অগ্নে দোষারোপ
 করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি, এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতি-
 শাপ প্রদান করিয়াছিলে । এক্ষণে অগ্নির দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনু-
 নয় বিনয়পূর্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ বিমোচন করিয়া লইলে ।
 কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না ; এই প্রবঞ্চনা-
 প্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না । আমি চলিলাম, এই বলিয়া কুণ্ডল-
 দ্বয় গ্রহণপূর্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

পশ্চিমধ্যে দেখিলেন,—এক নগ্নক্ষপণক আসিতেছে ; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে
 অদৃশ্য হইতেছে । উত্ক সেই সময়ে পৌষ্যমহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে
 রাখিয়া স্নান-তর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন । ইত্যবসরে ক্ষপ-
 ণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর তথায় আগমন ও কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া
 পলায়ন করিল । উত্ক স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তর অতিপূতমনে দেবতা ও
 গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ।
 তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিবিষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহারপূর্বক
 তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে
 এক মহাগর্ভ সমুৎপন্ন হইল ; তক্ষক সেই মহাগর্ভ দিয়া নাগলোকস্থ স্থায়
 ভবনে গমন করিলেন । তখন উত্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ-
 পণে তক্ষকের অনুসরণে যত্ববান হইলেন এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার
 নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা খনন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য
 হইতে পারিলেন না । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া
 স্থায় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বজ্র ! তুমি বাইয়া এই ব্রাহ্মণের
 সাহায্য কর । বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদগ্রে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

গৰ্ভদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতক্ক তদ্বারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হস্তা, বলভী ও নানাবিধ জীড়া কৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

“ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনীসহকৃত পবনচালিত মেঘমালার ন্যায় বেগবান, সেই সকল সর্প-দিগকে স্তব করি। ঐরাবতসম্ভূত অত্যাশ্চর্য্য স্বরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডল-ধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে যে সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল স্তম্ভহং পন্নগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে সূর্য্য-কিরণে বিচরণ করিতে পারে! যখন ধৃতরাষ্ট্র-সর্প গমন করেন, তৎকালে কিশতি সহস্র অর্কশত অশীতি সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা ধৃত-রাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতিদূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্বে খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া স্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন; মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রুতসেন যিনি সর্বনাগের আধিপত্যলাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করি।”

উতক্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুটি স্ত্রীলোক হুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্রসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অরযুক্ত এক-খানি চক্র ছয়টি শিশুকর্তৃক পরিবর্তিত হইতেছে। আর এক জন পুরুষ ও অতিমনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন; এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

“সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিনশত যষ্টি তন্ত্র সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয়জন কুমারে পরিবর্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ

ছুই যুবতী শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এই তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন । এই ছুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দশ ভুবন উৎপাদন করেন । নিখিলভুবনের রক্ষা-কর্ত্তা ব্রজাস্ত্র ও নমুচির হস্তা বজ্রধর ইন্দ্র যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি ।”

অনন্তর সেই পুরুষ উত্ককে কহিলেন,—তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম ; এক্ষণে কি উপকার করিব বল । উত্ক কহিলেন,—ভগবন্ ! এই করুন, যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয় । তখন সেই পুরুষ কহিলেন, ভাল তুমি এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর । তদীয় বাক্যানুসারে উত্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধুমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়-রক্ষ হইতে অগ্নিস্ফুল্লিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল । তদ্বারা নাগলোক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলে পর তক্ষক অগ্ন্যুৎপাতভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা নিঃক্রান্ত হইলেন এবং উত্ক-সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনকার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন ; উত্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতিদূরে রহিলাম ; অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে । পরে সেই পুরুষ উত্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন,—উত্ক ! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকূলে উপস্থিত হইতে পারিবে । উত্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নান পুজাদি সমাপনানন্তর কেশ বিন্ধাস করিতেছিলেন, তিনি উত্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে উত্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন । তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—বৎস উত্ক ! ভাল আছত ? বৎস ! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ । আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক ।

অনন্তর উত্ক গুরুপত্নী সম্মিথানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট

উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন । উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস ! ভাল আছত ? এত বিলম্ব হইল কেন ? উত্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্ ! নাগরাজ তর্কক কুণ্ডলাহরণ বিষয়ে অতিশয় বিশ্ব করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম ; তথায় দেখিলাম, দুইটি স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহা কি ? ছয়টি কুমার দ্বাদশ অরসংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্তিত করিতেছে, তাহাই বা কি ? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহদাকার অশ্ব দেখিলাম; তাহাই বা কি ? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন ; তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্বে তোমার উপাধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । পরে তাঁহার নিদেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম ; ঐ বৃষ ও বৃষাধিরূঢ় পুরুষই বা কে ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।

উত্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন,—বৎস ! তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা । দ্বাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর । শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিব্য-রাত্রি । ছয়টি কুমার ছয় ঋতু । যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জন্ত । আর অশ্বটি অগ্নি । পথিমধ্যে যে বৃষত অবলোকন করিয়াছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত । আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র । যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত । বৎস ! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ । ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি রূপারসপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন ; নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত । বৎস ! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রমোলাভ হউক ।

উত্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাতক্ৰোধ হইয়া তাহার প্রতিকার সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া বাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন । তৎকালে

মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া বসিয়াছিলেন । উত্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্বাদ বিধান পূর্বক কহিলেন,—মহারাজ ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ।

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আমি স্তূতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি ; এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন । উত্ক কহিলেন,—মহারাজ ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনাই কর্তব্য কর্ম্ম । ছুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন । ঐ অবশ্যকর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব হে মহারাজ ! আপনকার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিকূল প্রদান করুন । সেই ছুরাত্মা বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলেন । বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনকার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি চুক্ষর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন । কাশ্যপ বিষচিকিৎসাদ্বারা রাজর্ষিবংশরক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পশ্চিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে । অতএব মহারাজ ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদান করুন । তাহা হইলে তোমার পিতার বৈরনির্য্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে, সন্দেহ নাই । মহারাজ ! আমি গুরুদক্ষিণ আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পশ্চিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল ।

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন । যেমন স্নাত সংযোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, উত্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় হুঃখিত হইয়া উত্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উত্ক-মুখে পিতৃবধ-

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত
অভিভূত হইলেন ।

পৌষ্যপর্ব্বাখ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পৌলোমপর্ব্ব ।

সৌতি কহিলেন,—নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে
যে সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, সূতবংশসম্বৃত লোমহর্ষণাত্মজ উগ্র-
শ্রবাঃ পুরাণ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলেন । উগ্রশ্রবাঃ
কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! উতক্ক-চরিত
আদ্যোপাস্ত কহিলাম ; এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করেন, আজ্ঞা করুন ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণনন্দন ! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে
যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদায় বর্ণনা করিও । কিন্তু কুল-
পতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে অবস্থিতি করিতেছেন ; তিনি সুরাসুর, মনুষ্য,
সর্প, গন্ধর্ব্বাদিঘাটীত বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন । বিদ্বান্, ধীমান্,
কর্ষদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শাস্তিগুণাবলম্বী,
তপোনিরত, সেই মহর্ষি আমাদের সকলেরই মাতৃ । তাঁহার অপেক্ষা
কর ; তিনি পরমার্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করি-
বেন, তাহাই কহিবে ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভাল ; সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসি-
লেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব । ক্ষণকাল পরে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি দেব-
যজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া যে স্থানে
উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ স্থাশীন আছেন, সেই স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পরে ঋত্বিক্ ও সদশ্রুগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং
আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন ! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছ ? তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত সকল বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর ।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞাভানন্তর সূতনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—দ্বিজাগ্রণী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যাহা সম্যকরূপে অধ্যয়ন ও কীর্তন করিয়াছেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি যাহা প্রযত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

স্ববিখ্যাত ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয় । এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি । স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুৎপন্ন হইলেন । ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ; যুতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয় ; রুরুর ঔরসে প্রমদ্বার গর্ভে আপনকার প্রপিতামহ শুনক জন্মগ্রহণ করেন । মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, যশস্বী, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতে-দ্রিয় ছিলেন ।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণনা কর ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানামী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; তিনি ঐ মহর্ষির সহযোগে গর্ভিণী হইলেন । একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল । ঐ পাপাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভৃগুগৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল । সূচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বস্তু ফলমূলদি-দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথি সংকার

করিলেন । দুর্বৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া “এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব” এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সাতিশয় হুষ্ঠমনা হইল । পুলোমা রাক্ষস পূর্বে ঐ সূচারহাসিনী কন্যাকে ভার্য্যাক্রমে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্বক কন্যা সম্প্রদান করেন । সেই অন্তায় কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহার মনে সর্বদা জাগরুক ছিল ; এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল ।

রাক্ষস পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্জ্বলিত ছতাসন-সমীপে গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল,—হে ছতাসন ! তুমি সর্বদেবগণের মুখ্য । তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা ? আমি পূর্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যাদান না করিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করেন । অতএব যদি এই নির্জ্ঞাননিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভার্য্যা হয়, তবে বল, আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব । ভৃগু যে আমার পূর্বপ্রার্থিত স্বরূপা রমণার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধায়িতে আমার হৃদয় অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে । হুরাত্মা রাক্ষস ভৃগুপত্নীবিষয়ে এইরূপ সন্ধি-চিত্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল । পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ছতবহ ! তুমি সর্বদা সর্বজীবের অন্তরে পাপপুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিতি কর ; অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাপিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্বপ্রার্থিত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না ? তোমার নিকট ইহার যথার্থ্য শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব ; অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর এক পক্ষে মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয়সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দানবতনয় ! পূর্বে তুমি ইহাকে বরণ করিয়াছিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই । এই নিমিত্ত যশস্বিনী পুলোমার পিতা সংপাত্র-লাভে ইহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন । মহাতপা ভৃগু বেদবিধিপূর্বক আমার সমক্ষে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । তথাপি তুমি ইহাকে পূর্বে বরণ করিয়াছিলে বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী

হইতে পারেন । আমি মিথ্যা কহিতে পারি না ; যেহেতু মিথ্যাবাদী সর্বত্র অনাদরগীয় হয় ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ছুরাড্ধা রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহ-
রূপ ধারণ পূর্বক ভৃগুজ্যাকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে
লাগিল । তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান
অবলোকনে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন । তাহাতেই
তাহার নাম চ্যবন হইল । রাক্ষস সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সদ্যোজাত সেই
শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগপূর্বক ভস্মীভূত হইয়া
ভূতলে পতিত হইল । অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যব-
নকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে
লাগিলেন । সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাম্পা-
কুলিতলোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশেষ প্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে
সান্ত্বনা করিলেন । ভৃগুপত্নীর নয়ন-নিষ্পতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবা-
হিত হইল । পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে
দেখিয়া তাহার নাম “বধূসরা” রাখিলেন ।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি
ভৃগু স্নানপূজাদি সমাপনানন্তর প্রত্যাগমনপূর্বক স্বীয় ধর্মপত্নী ও পুত্রকে
তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধাক্ত হইলেন এবং সহধর্মিণী পুলোমাকে সম্বোধনপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মধুরহাসিনি ! হরণেচ্ছু ছুরাড্ধা রাক্ষস তোমাঞ্চে
আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না ; তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট
তোমার পরিচয় প্রদান করিল ? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপ
প্রদান করিব । কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্কৃত কর্মের অনুষ্ঠানে সাহস হইল ?
আমার শাপে ভীত না হয়, এমত লোক কে ? ভৃগুকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞা-
সিত হইয়া পুলোমা কহিলেন,—ভগবন্ ! অগ্নি সেই রাক্ষসের সমীপে আমার
পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাড্ধা রাক্ষস আমাকে রোরুদ্যমান কুরুরীর ন্যায়
অপহরণ করিল । তদনন্তর তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মীভূত

হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে ; তাহাতেই আমি রক্ষা পাইলাম । ভৃগু পুলোমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া “অদ্যাবধি তুমি সর্বভক্ষ হইবে” বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ঔগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন । আমি তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্মপ্রতিপালনার্থ সত্য কথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি ? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে । আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । যাহা হউক, আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি ; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মাণ্ড্য করি, এই নিমিত্ত বিরত হইলাম । আপনি সর্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষকোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি । বেদোক্তবিধিपूर्বক আমাতে হৃত যে হবিঃ তদ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিভূপ্ত হয়েন । হুয়মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া একত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ এবং প্রতিপর্ব্ব কখন একত্র কখন বা পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন । আমাতে যে আহুতি সকল প্রদত্ত হয়, সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন । তন্নিমিত্ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ । অমাবস্তাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারাও আমারই মুখদ্বারা তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে সর্বভক্ষ হইব ।

পরে অগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন । তাঁহার অন্তর্দানানন্তর প্রজাগণ

ওঁকার, বষট্কার ও স্বধা-স্বাহা বিবজ্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল । ঋষি-
গণ তদর্শনে উদ্বিগ্নমনে দেবগণ সম্মিথানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,
হে দেবগণ ! অগ্নির অন্তর্দ্বান প্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতি-
কর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়াছে ; অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য হয়, শীত্র বিধান
করুন ; আর কালাতিপাত করিবেন না ।

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও
তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মা ! মহর্ষি-
ভৃগু কোন কারণ বশতঃ অগ্নিকে ‘সর্বভক্ষ হও’ বলিয়া শাপ দিয়াছেন ; কিন্তু
অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ-ভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্বভক্ষ হই-
বেন । বিধাতা ঊর্হাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আত্মান করি-
লেন এবং মধুর বাক্যে সাস্তুনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস ! তুমি সর্ব-
লোকের কর্তা ও সংহর্তা এবং অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তয়িতা ;
তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হতবহ !
একণে যাহাতে ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ না হয়, তাহা কর । তুমি সর্ব-
লোকের ঈশ্বর হইয়া এরূপ বিমূঢ়প্রায় হইতেছ কেন ? তুমি সর্বলোকে
সর্বদা পবিত্র এবং সর্বজীবের গতিস্বরূপ ; অতএব আমি বলিতেছি, তুমি
সর্ববশরীরে সর্বভক্ষ হইবে না । অপানদেশে তোমার যে সকল শিখা আছে,
তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে,
সেই সর্বভক্ষ হইবে । যেমন রবিকিরণসংস্পর্শে সকল বস্তু শুচি হয়, সেই-
রূপ তোমার শিখাদ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুচি হইবে । হে হতানন !
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তেজঃপদার্থ ; তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত
হইয়াছ ; একণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষির শাপ সত্য কর এবং তোমার
মুখে হত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর ।

অগ্নি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা”
বলিয়া তদীয় আজ্ঞা পালনার্থে গমন করিলেন । দেবগণ ও ঋষিগণ আত্মনা-
দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । মহর্ষিগণ পূর্বের ন্যায় যাগ-
যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে
নরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন । অগ্নিও শাপ-বিনিমুক্ত হইয়া সান্তিশয়

শ্রীতি লাভ করিলেন । পূর্বকালে ভগবান্ অগ্নি মহর্ষি ভৃগু হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন । অগ্নির শাপ, পুলোমা রাক্ষসের নিধন ও চ্যবনের জন্মবৃত্তান্ত খটিত প্রাচীন ইতিহাস এই । ”

অষ্টম অধ্যায় ।

— • —

সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ভৃগুনন্দন চ্যবন স্ককন্যার গর্ভে পরম তেজস্বী প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ; স্মৃতাচার গর্ভে প্রমতির রুরু নামা এক সন্তান হয় । রুরুর ঔরসে প্রমথরার গর্ভে শুনক নামে তনয় জন্মে । সেই মহাতেজাঃ রুরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

পূর্বকালে সর্বভূতহিতৈষী, সর্ববিদ্যাবিশারদ, তপোনিরত স্থলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন । ঐ সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অম্বরাস মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল । অকরুণা মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভবিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল । সেই গর্ভে এক পরমসুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল । তপো-ধনাগ্রণী স্থলকেশ ক্রিয়ৎক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই সুরকন্যাভুল্য সদ্যপ্রসূত কন্যাকে অসহায়িনী নির্জনে পতিতা দেখিয়া কারুণ্যরসে আর্জ-চিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন । তিনি স্বয়ং তাহার জাতকস্মাদি সমস্ত কৰ্ম্ম বিধিপূর্বক নির্বাহ করিলেন । কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলার দ্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । মহর্ষি স্থলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে, সর্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমথরা রাখিলেন ।

একদা প্রমতিনন্দন রুরু স্থলকেশের আশ্রমে সেই প্রমথরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন । পরে আপন বয়স্শগণদ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন । প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থলকেশের নিকট গিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন । মহর্ষি স্থলকেশ ফল্গুণী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুরকে প্রমথরা সম্প্রদান করিলেন ।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা আপন সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রস্রপ্ত ও কেলিভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত-দংশনপংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া চিহ্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পর্দিল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভুজঙ্গবিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থলকেশ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ প্রমদ্বরাকে বিগতান্ন ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খ-মৈখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কোণকুৎস, আষ্টিষেণ, গৌতম, প্রমতি, রুরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্যরস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরমসুন্দরী কন্যাকে আশীষি-বিষাদ্বিত, যত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতাস্ত উদ্ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

নবম অধ্যায় ।

সৌতি কহিলেন,—সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রুরু সাতিশয় ছুঃখিত হইয়া আরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণ-স্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমার ইহা অপেক্ষা আর ছুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমার ও বন্ধু-বর্গের শোকবর্জিনী সেই সর্ব্বদাসুন্দরী রমণী ধরাতলে পড়িয়া আছে। আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিতা হউক। আমি জন্মাবধি আত্মসংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সে

সকল পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক ।

রুদ্র স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসম্মিথানে আসিয়া কহিলেন, রুদ্র ! তুমি দুঃখার্ভ হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব ; যে হেতু মনুষ্য এক বার কালক্রমে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না । এই প্রমদ্বরা গন্ধর্ব্বের ঔরসে অঙ্গরাগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । অতএব হে বৎস ! তুমি আর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইও না । পূর্ব্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার, তবে পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে লাভ করিতে পারিবে । রুদ্র কহিলেন, হে দেবদূত ! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কৰ্ম্ম করিব । দেবদূত কহিলেন, “হে ভৃগুনন্দন ! তুমি স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলে সে পুনর্জ্জীবিতা হইবে । রুদ্র কহিলেন, আচ্ছা আমি প্রমদ্বরাকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক । তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে যমসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুদ্রের মৃতভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্তার অর্দ্ধাযুঃ লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয় । ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত ! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুদ্রপত্নী রুদ্রের অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক । ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদ্বরা রুদ্রের অর্দ্ধপরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রপ্তো-খিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিল । এইরূপে প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হইলে, রুদ্রের পিতা এবং প্রমদ্বরার পিতা উভয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া শুভলগ্নে পুত্র কন্যার বিবাহবিধি নির্বাহ করিলেন । তাঁহারাও পরম্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন । রুদ্র এইরূপে কমলসমপ্রভা সূক্ষ্মলজ প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্ববংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞাক্রূত হইলেন । সর্প অবলোকন করিবামাত্র, তিনি ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শস্ত্রাদিতে তাহাকে বিনাশ করিতেন ।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি-জীর্ণকলেবর ডুগুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে । রুদ্র তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধাঙ্ক হইয়া যমদণ্ডের ন্যায় নিজদণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধনসাধনে উদ্যত হইলেন । ডুগুভ তাঁহাকে জিঘাংসু দেখিয়া কহিল, হে তপোধন ! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ ?

দশম অধ্যায় ।

—:~:—

রুদ্র কহিলেন,—হে ভুজঙ্গম ! এক দুষ্ক সর্প আমার প্রাণভুল্যা শ্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ সংহার করিব । অতএব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । অদ্য আমার হস্তে তোমার প্রাণ-সংহার হইবে । ডুগুভ কহিল,—“হে ব্রহ্মন্ ! যে সকল সর্পেরা মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি ; ডুগুভেরা সেরূপ নহে । ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না ; অতএব হে মহর্ষে ! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধী ডুগুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কৰ্ম্ম হয় না । ডুগুভদিগের স্থখভোগাভিলাষ অগ্ৰাণ্য ভুজঙ্গের সদৃশ নহে, কিন্তু ইহারা অনর্থ ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী ; অতএব তুমি ধার্মিক হইয়া এবস্তৃত হত-ভাগ্য নিরপরাধী ডুগুভদিগকে বধ করিও না ।”

রুদ্র ভয়ার্ত্ত ডুগুভের এই কাতরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত দয়াক্ষ হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাভূত হইলেন এবং শাস্ত্বাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম ! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল । সর্প কহিল, আমি পূর্বের সহস্রপাদনামা মুনী ছিলাম ; পরে ব্রহ্মশাপ-এস্ত হইয়া ভুজঙ্গ-কলেবর ধারণ করিয়াছি । ইহা শুনিয়া রুদ্র কহিলেন, হে ভুজঙ্গোত্তম ! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়া-ছিলেন, আর কতকালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে, সবি-স্তর শুনিতে ইচ্ছা করি ।

একাদশ অধ্যায় ।

—:—

ডুগুভ কহিল,—সত্যবাদী ও তপোবীর্য্যসম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন । একদা তিনি অগ্নিহোত্র কার্য্যানুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত আছেন, এমন সময়ে আমি বালম্বভাবশ্লভ কৌতুকের পর-
তন্ত্র হইয়া তৃণনির্ম্মিত ভুজঙ্গম-দ্বারা তাঁহাকে বিভীধিকা প্রদর্শন করিয়া-
ছিলাম । তদদর্শনে তিনি মূর্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । কিয়ৎ-
ক্ষণ পরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধে দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহি-
লেন,—তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীর্য্যহীন সর্প নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি, তুমি সেইরূপ নিবীর্য্য সর্প হও ।
আমি তল্লীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম ; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম,—“ভ্রাতঃ ! আমি সখা
বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব
এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত কর ।”

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার
নহে ; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা সাবধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল
মনে করিয়া রাখিবে । মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র
জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে । “আপনি সেই
প্রমতিপুত্র রুরু, আজি আমি আপনকার সন্দর্শন পাইয়াছি ; এক্ষণে আমি
স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন ।”

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্পকলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ ভাস্বর
মূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাত্মন রুরো ! অহিংসা পরম
ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীব হিংসা করা উচিত নহে ।
বেদে এইরূপ কথিত আছে যে; ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা
ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন । অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য
ধারণ এই গুলি ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম । দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই
সমস্ত ক্রটিয়ের পরমধর্ম্ম । আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্রটিয়ধর্ম্ম অবলম্বন
করা অনুচিত । দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । কিন্তু তপোবলসম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্ম-
ণাগ্রগণ্য আন্তীক মহাশয় ভগবর্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন ।

—:—
ষাদশ অধ্যায় ।

—:—

রুরু কহিলেন,—“হে দ্বিজোত্তম ! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল
ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জন্মই বা ধীমান্ আন্তীকমুনি
তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি ।” আপনি
ব্রাহ্মণদিগের মুখে আন্তীকবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন, এই বলিয়া
মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন । রুরু তিরোহিত ঋষিকে অশ্বেষণ করিয়া
সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন । পরিশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত মোহপরতন্ত্র
হইয়া অচেতনপ্রায় ধরাতলে পড়িলেন । অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া সহস্র-
পাদের উপদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে
প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্থায় জনকসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে,
তিনি তাঁহাকে আন্তীকার্থ্যান সবিস্তার শ্রবণ করাইলেন ।

পোলোমপর্ক্যাধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

—:—

আন্তীকপর্ব ।

—:—

শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে ! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ
করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য
আন্তীকমুনি প্রদীপ্ত হতাশন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন,
তাহা সবিশেষ বর্ণন কর । যে রাজা সর্পসত্ত্বের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি
কাহার পুত্র এবং সেই দ্বিজবর আন্তীকমুনিই বা কাহার পুত্র, ইহাও বর্ণন
কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে মুনিবর ! আমি আপনার নিকট অতিবিস্তীর্ণ
আন্তীকোপাখ্যান আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন । শৌনক
কহিলেন,—হে সূতপুত্র ! প্রাচীন মহর্ষি আন্তীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসি বিপ্রগণ-কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্বপাপবিনাশক ব্রহ্মসোক্ত ঐ পুরাতন ইতিহাস তাঁহা-দিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন । আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । তপোধন আস্তীকের পিতা জরৎকারু মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মচারী, উদ্ধরেতাঃ ও পরম-ধার্মিক ছিলেন । তিনি সর্বদা ব্রতানুষ্ঠান, উগ্রতপস্যা ও আহারসংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন । সেই তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা সর্বদা তীর্থ-পর্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়াংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন । এই-রূপে বহুকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তিনি শীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন ; তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্বক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন ।

একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি উদ্ধপাদ ও অধোমন্তক হইয়া মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছেন ; তদর্শনে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে ? কি নিমিত্তই বা মুষিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্ভমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছেন ? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাম্ববর নামে ঋষি ! সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি । আমরা নিতান্ত হতভাগ্য । আমাদের জরৎকারু নামে এক পুত্র আছে ; সেই দুঃস্বপ্নিত পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া সংসারস্থখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে । স্ততরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ভে লম্বমান রহিয়াছি ; আমাদের বংশবর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতীর ন্যায় হইয়াছি । ভূমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদের দুঃখ দেখিয়া বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি ।

জরৎকারু তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আপনারা আমার পূর্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু ; এক্ষণে আত্মা করুন, কি করিব । পিতৃগণ কহিলেন,—বৎস ! তোমার এবং আমাদের পারিত্রিক

মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হও । লোকে পুত্রোৎপাদন-দ্বারা যে রূপ সদগতিসম্পন্ন হয়, ধর্মফল-দ্বারা সেরূপ সদগতি লাভ করিতে পারে না ।

অতএব হে পুত্র !—আমাদিগের নিদেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হও । ইহা করিলেই আমাদিগের পরম হিতসাধন করা হইবে । জরৎকারু কহিলেন,—আমি সন্তোগার্থে দারপরিগ্রহ বা জীবিকাথে ধনোপার্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে উদ্ধাহ করিতে সম্মত হইলাম ; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনান্নী হয় এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে যথা-বিধি বিবাহ করিব । কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি, দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে না । হে পিতামহগণ ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব, অন্যথা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না । এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তদনন্তর জরৎকারু যুনি গার্হস্থ আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিল না । একদা তিনি পিতৃলোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বনপ্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যাভিক্ষা করিলেন । তাঁহার সেই ভিক্ষাবাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয়ভগিনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু জরৎকারু সেই কন্যা সনান্নী নহে, এই ভাবিয়া তাহার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন ; কারণ, মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সনান্নী কন্যা পান ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্বক ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহপরিণীত করিবেন ।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু বাস্তুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 হে ভুজঙ্গম ! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভগিনীর নাম কি ?
 বাস্তুকি কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু,
 আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করিতেছি ; আপনি ইহাকে গ্রহণ
 করুন । এই বলিয়া বাস্তুকি জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন ।
 তিনিও বিধিপূর্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞান-
 পারদর্শিন্ ! পূর্বকালে সর্পগণ স্বীয়জননীর নিকট এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিল
 যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন । ভুজঙ্গরাজ
 বাস্তুকি সেই শাপবিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারুকে স্বীয়-
 ভগিনী প্রদান করেন । জরৎকারু বিধিপূর্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া
 তদগর্ভে আস্তীক নামে পুত্র উৎপাদন করেন । মহাত্মা আস্তীক বেদবেদাঙ্গ-
 শাস্ত্রে পারদর্শী, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপশ্চর্য্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন ।
 তিনি পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন । পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা
 জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্ত্ব নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলেন । সেই সর্পকুল-কালান্তক যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহাতপাঃ আস্তীক
 ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যাদ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার-সাধন,
 বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নদ্বারা মুনিগণের তুষ্টি সম্পাদন এবং নানাবিধ-
 যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন । তিনি এইরূপে
 পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ-
 স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্বপুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ
 করেন । হে ভৃগুবংশাবতংস ! আমি যথাক্রমে এই আস্তীকোপাখ্যান
 কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আশ্রিত করুন ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

—:—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! তুমি যাহা কীর্তন করিলে, পুনর্ব্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর ; আন্তীক-রত্নান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে । আন্তীকোপাখ্যানটি অতিমূল্যবান ও স্মধুর বোধ হইল ।* ইহা শুনিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি । ফলতঃ তুমি পুরাণকীর্তন-বিষয়ে স্বীয়-পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ । তোমার পিতা যেমন অনন্তবিষয়ানুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্তমম্বা ও অনন্তকর্ম্ম হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাও ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে মহাত্মন ! আমি পিতার নিকট আন্তীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন । ‘সত্যযুগে দক্ষ-প্রজাপতির কন্দ্ৰ ও বিনতা নামে দুই পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন ; মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন । একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন । পরস্পর সমানপরাক্রান্ত এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক বলিয়া কন্দ্ৰ বর প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, আমার দুইটি মাত্র পুত্র হউক ; কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কুদ্ৰপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় । মহর্ষি কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর-প্রদান করিলেন । বিনতা স্বামি-সম্মিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সান্তিশয় সম্ভুক্তা ও কৃতার্থম্মন্যা হইলেন । কন্দ্ৰও তুল্যতেজস্বি পুত্রসহস্র লাভে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন । মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে “তোমরা স্বীয়প্রবৃত্তে গর্ভধারণ করিও” এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন ।

বহুকালের পর কন্দ্ৰ অণ্ডসহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন । পরিচারিকাগণ সেই সমুদায় অণ্ড উপস্থেদযুক্ত ভাগুমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন । তৎপরে কন্দ্ৰ-প্রসূত অণ্ডসহস্র হইতে এক একটি পুত্র বহির্গত হইল । কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থাই রহিল । পুত্রার্থিনী বিনতা তদদর্শনে সান্তিশয় লজ্জিতা হইয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যত্র ভেদ করিয়া দেগিলেন

যে, পুত্রের পূর্বস্বর্গকায়মাত্র স্রসজাটিত হইয়াছে, অন্যর্ক অতিশয় অপকা-
বস্থায় রহিয়াছে । তখন সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জন-
নীকে অভিসম্পাত করিলেন, “লোভপরতন্ত্র হইয়া অপকাবস্থায় অণু-ভেদন-
পূর্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম হই-
য়াছে ; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায় কার্যের
অনুষ্ঠান করিলে, পঞ্চাশৎ বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া
 থাকিতে হইবে । আরও বলিলেন,—এই অপর অণু মধ্যে তোমার যে পুত্র
 আছে, যদি অকালে অণুভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাস্র
 বা বিকলাস্র না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে ।
 যদি তুমি আপন পুত্রকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে
 ধৈর্যধারণ-পূর্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর । ইহার জন্মের আরও
 পঞ্চাশত বৎসর বিলম্ব আছে ।”

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপ প্রদান করিয়া আকাশপথে আরোহণ-
পূর্বক সূর্য্যদেবের সারথ্যকার্যে নিযুক্ত হইলেন । সপ্তভোজী গরুড়ও যথা-
কালে জন্মিলেন । তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে
 পরিত্যাগপূর্বক বিধাতৃবিহিত স্বকীয় আহার সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে
 উড্ডীন হইলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায়

—:•:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন ! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কন্দ ও
 বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল । দেবগণ অমৃতমন্ডনকালে উৎপন্ন
 সেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বমূলক্ষণসম্পন্ন হরয়ত্ত্বকে গমন করিতে দেখিয়া
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতপুত্র ! তুমি কহিলে সেই মহাবীৰ্য্য অশ্বরাজ
 স্রধামন্ডন সময়ে উৎপন্ন হয় ; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, দেবগণ কি
 কারণে ও কোন্ স্থানে অমৃত মন্ডন করিয়াছিলেন ?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—স্মেরু নামে এক পরমরমণীয় মহীধর আছে ।
 যাহার স্রবর্ণময় শৃঙ্গপরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভামণ্ডলকে তির-

কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্বগণের আবাসস্থান, যাহাতে দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্বদা বিচরণ করে, যে পর্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানাপ্রকার ওষধি দ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্বত উন্নতিদ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, অনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্বদা স্নমধুরস্বরে কলরব করিতেছে, যে স্বর্ণময় মহীধর প্রাকৃত-জনসমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপোনিয়মাসুরকৃত, প্রবলপরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্বতেয় নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশনপূর্বক অমৃতপ্রাপ্তি-বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ভগবান্ ভূতভাবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসকৃত দেখিয়া ত্র্যম্বকে কহিলেন,—দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধি মস্থন করিতে আরম্ভ করুন। মস্থন করিলে সমুদ্রে হইতে অমৃত উৎথিত হইবে। তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ ! তোমরা সমুদ্রে মস্থন কর ; কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্নসমূহ পাইয়াও মস্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক অনবরতই মস্থন করিতে থাকিবে ; তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—দেবগণ অমৃতমস্থনে আদেশ পাইয়া মন্দরভূধরকে মস্থনদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন ; কিন্তু গগনম্পর্শী শিখরমালায় সুশোভিত, বহুতর লতাজালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গমিনাদে-নিনাদিত, বহুবিধ-বদ্যালকুলসমাকীর্ণ, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণকর্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ-সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত, গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ত্র্যম্বা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদের হিতসাধনার্থে কোন সছুপায় নির্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রযত্ন করুন।

অপ্রমেয়াস্তা ভগবান্ বিষ্ণু ও ত্র্যম্বা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সন্মতি-প্রকাশপূর্বক ভূজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অনুমতি করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমুদ্র বন ও বনবাসি-

গণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন । অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমরা অমৃতলাভের জন্ম তোমার জল মস্থন করিব । অর্ণব কহিলেন,—মন্দর-ভ্রমণদ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে ; অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই । তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অশ্বরগণ কুর্মরাজকে কহিলেন, তুমি এই গিরিবরের অধিষ্ঠান হও । কুর্মরাজ তথাস্ত বলিয়া স্থায়পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র কুর্মরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরি-রাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন ।

এইরূপে দেবগণ মন্দরগিরিকে মস্থনদণ্ড ও বাহুকিকে মস্থনরজ্জু করিয়া অস্ত্রোনিধি মস্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবলপরাক্রান্ত দানবদল রজ্জু-ভূত বাহুকির মুখদেশ ও স্বরগণ পৃচ্ছদেশ ধারণ করিলেন । ভগবান্ অনন্ত-দেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশস্বরূপ ; এই নিমিত্ত তিনি আপন দুঃসহ বিষ-বেগ সম্বরণ করিলেন । মস্থনকালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধূম ও অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গের সহিত নিশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল । ঐ ধূমাগ্নিসহিত নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া নিত্যন্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাস্বরগণের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্পরষ্টি হইতে আরম্ভ হইল ।

দেবাস্বরগণ মন্দর-ভূধর-দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমস্থনে প্রবৃত্ত হইলেন । মধ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর ঘনঘটার গভীর-গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল । মন্দরাদির মর্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিম্পিষ্ট হইয়া পঞ্চস্থ পাইল এবং পাতালতলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জলজন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল পরস্পর সঙ্কুচিত হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । মন্দরগিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে সমুদ্রত হতাশনশিখা দ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িৎপটলারত নবীন-নীরদের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল । পরে ঐ অনল ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যানী-বিনির্গত কুঞ্জর, কেশরীগণ ও অন্যান্য বন্যজন্তুগণকে দক্ষ করিতে লাগিল ।

সজ্জৰ্ঘণজ হতাশন এইরূপে পৰ্বতস্থ সমস্ত জীবজন্তুগণ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সুরপতি ইন্দ্র মেঘসমুদ্ভূত সলিল-সেচন-দ্বারা তাঁহা নির্বাণ করিলেন ।

অনন্তর নানাবিধ মহীৰুহগণের নির্ধাস ও মহৌষধি-রস গলিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল । অমৃতসম-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্ধাস ও কাঞ্চন-নিম্ব্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন । সমুদ্রজল পূৰ্ব্বোক্ত বহু-বিধ উৎকৃষ্ট রস-দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল । সেই ক্ষীর হইতে স্নাত উৎপন্ন হইল ।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিতান্ত পরিত্রাস্ত হইয়াছি । কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অমৃত সমুথিত হয় নাই । তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তুমি ইহাঁদের ন্যাসন কর ; তুমি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গত্যন্তর নাই । নারায়ণ কহিলেন,—যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অম্বোনিধিকে আলোড়িত করুন ।

সমস্ত দেবদানবগণ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বল প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার পূৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । তদনন্তর মধ্যমান মহাসাগর হইতে স্রশীতল রশ্মিসম্পন্ন সৌম্যমূর্তি, নিম্নল শীতাংশু উৎপন্ন হইলেন । তৎপরে স্নাত হইতে শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন । উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামে শ্বেতবর্ণ হরত্বণ্ড স্নাত হইতে উৎপন্ন হইল । পরে মহোজ্জ্বল কৌস্তভমণি স্নাত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল । লক্ষ্মী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনোজব অশ্বাত্তম উচ্চৈঃশ্রবাঃ সূর্য্যমার্গাবলম্বন পূৰ্ব্বক সুরপক্ষে গমন করিলেন । পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধনন্তরী অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্রে হইতে আবির্ভূত হইলেন । দৈত্যগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া “এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার” এই বলিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল । তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়বিশিষ্ট, ঐরাবত নামে মহাগজ সমুৎপন্ন হইল । বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করি-

লেন । সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্বন করিতে লাগিলেন । তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল । সধুম জলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল । “কালকূটের কটুগন্ধ আত্মাণ করিয়া ত্রিলোকী মুচ্ছিত হইল । ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম বিষরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন । তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী-লাভার্থে দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর বিরোধ আরম্ভ করিল । তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া নারীরূপ ধারণ-পূর্বক অসুরসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । মূঢ়মতি দানবদল মোহিনীরূপধারী ভগবানের অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও তদগতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

—*—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্বক দেবগণকে আক্রমণ করিল । তদবলোকনে মহাপ্রভাব-শালী ভগবান্ নারায়ণ নরদেব-সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন । অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাহ্লাদে পান করিতে বসিলেন । দেবগণ অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে রাহু নামে এক দুষ্ক দানব অধসর বুঝিয়া দেবরূপ ধারণ-পূর্বক সুর-গণের সহিত অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল । অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতসাধনার্থে ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন । ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় স্বদর্শনাস্ত্র-দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ক দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন ।

রাহুর পর্বতশিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদনমাত্রে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল । তাহার কবন্ধ কলেবর সকা-ননা, সঙ্গীপা, সপর্ব্বতা, বহুস্করাকে কম্পিত করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । তদ-

বধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরশত্রুতা জন্মিল । এই নিমিত্ত অদ্যাপি ঐ রাহুমুখ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে । পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক দানবগণকে আক্রমণ করিলেন ।

তদনন্তর লবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাশ্র শস্ত্রবর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল । খড়্গ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমনপূর্ব্বক মুচ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল । তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনা-কার মস্তককপাল পট্টশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল । যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাস্তকলেবর হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিকূটের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিল । পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল । দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি-প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন । দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল । সংগ্রামের কলকল-ধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল । চারিদিকে কেবল “ছিন্দি, ভিন্দি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয়” ইত্যাদি ঘোরতর শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল ।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমনতর সময়ে নর ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন । ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের হস্তে দিব্য ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুল-ধুমকেতু স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন । মহাপ্রভাবশালী, সূর্য্যসমতেজস্বী, অপ্রতিহতবীৰ্য্য, ভীমদর্শন, সেই অরিনিসূদন, স্তূদর্শনচক্র স্মরণমাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল । আজানুলম্বিতভুজ ভগবান্ চক্রপাণি সেই প্রজ্বলিত-হুতাশনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ করিলেন ; নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ স্তূদর্শনাস্ত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণ সংহার করিল । কোন স্থলে সমুজ্জ্বল হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুল-নিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরাতলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদিগের রুধির পান করিতে লাগিল ।

নবমোদাকৃতি, মহাবলপরাক্রান্ত দানবেরাও অন্ধাশে উৎখিত হইয়া ।

সহস্র সহস্র পর্বত-নিষ্কেপ-দ্বারা দেবগণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভগ্নসানু অতিপ্রকাণ্ড মহাধরগণ পরস্পরাভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোর-তর মেঘের-ন্যায় চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুর্দাস্ত দানবগণ এইরূপে গভীর-গর্জ্জন-পূর্বক নিরন্তর পর্বত বর্ষণ করিয়া সকাননা সন্ধোপা মেদিনীকে কম্পান্বিত করিল। তখন নরদেব স্তবর্ণমুখ, শিলীমুখদ্বারা দানব-বিক্ষিপ্ত পর্বত-সমূহ বিদারণপূর্বক নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানব-গণ দেবগণকর্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জ্বলন্তাগ্নি-সদৃশ স্তদর্শন-চক্রকে ত্রুন্ধ দেখিয়া কেহ ভূগর্ভে, ফেহ বা লবণার্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

স্বরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সংকারপুরঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। জলধরগণ নভোমণ্ডল এবং স্তরলোক নিনাদিত করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদমাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ঋষিবর ! অমৃত-মগ্ননসময়ে শ্রীমান্ অতুলতেজাঃ উচ্চৈঃশ্রবানামক যে অশ্বরাজ জলনিধি হইতে সমুখিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। কদ্ৰু সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয়-সপত্নী বিনতাকে কহিলেন,—বিনতে ! বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ ? বিনতা কহিলেন,—উচ্চৈঃশ্রবাঃ শুক্লবর্ণ ; তোমার কি বোধ হয় ? আইস,এ বিষয়ে দুইজনে পণ করি। কদ্ৰু কহিলেন,—হে মধুরহাসিনি ! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্তবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞারূঢ় লইয়া “কল্যা এই অশ্বকে দেখিব” এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কদ্ৰু নিজ-নিকেতনে আগমন করিয়া কৌটিল্য করিবার মানসে স্বীয় সহস্র পুত্রের প্রতি আত্মা করিলেন, তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব সম্পাদন করিতে হইবে ; দেখিও, যেন আমাকে

দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয় । যে সকল ভূজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা প্রতি-
পালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, তোমরা
পাণ্ডুবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে । সর্বলোক-
পিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদন্ত সেই অতিনিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন । পরে
সর্পসংখ্যার আতিশয় প্রযুক্ত কদ্রুদন্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়স্কর হই-
য়াছে বিবেচনা করিয়া অন্তান্ত দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ
করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—“এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ
অতিশয় তীব্র ও বীৰ্য্যবৎ ; সেই তীব্র-বিষে প্রজাগণের সর্বদাই অনিষ্ট
ঘটনা হইয়া থাকে ; অতএব কদ্রু ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কৰ্ম্ম
করিয়াছেন । তাহারা যেমন সর্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, তেমনি দৈব
তাহাদের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন ।”

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সমুচিত
সম্মান প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সম্মিধানে আহ্বানপূর্বক
কহিলেন,—হে পুণ্যশালিন ! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ, মহাফণ ভূজঙ্গমগণ তোমার
ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কদ্রু তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অত-
এব হে বৎস ! এ বিষয়ে তোমার ক্রোধ করা বিধেয় নহে । যজ্ঞে সর্পকুল
বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্বাপর বর্ণিত আছে । ব্রহ্মা কশ্যপ-প্রজাপতিকে এই-
রূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন ।

একবিংশ অধ্যায়

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কদ্রু ও যিনতা এইরূপে পুরস্পর দাস্ত্যরুতি পণ
করিয়া এবং তজ্জন্ম সাতিশয় অমর্ষাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি
অতিবাহিত করিলেন । পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুই
জনে অনতিদূরবর্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ ভূরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দূর গমন
করিয়া অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, সর্বভূত-ভয়াবহ, পরমপবিত্র, অস্তোনিধি
অবলোকন করিলেন । যে জলধি তিমি, তিমিজিল, মৎস্য, কচ্ছপ, মকর,
নক্ৰচক্রু প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর বিকৃতাকার জলচরগণে এবং ভীষণাকার
সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ ; চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব, পাঞ্চজন্ম শঙ্খ,

অমৃত, বাড়বানল ও সর্বপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন ; পর্বতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধিরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন ; যে সমুদ্রে দানব-গণের পরমমিত্র ও স্থলচরজন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু ; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তু সকল সর্বদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্ব-তাকার তরঙ্গমালা সমুখিত হইতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন সমুদ্র তরঙ্গ-রূপ হস্ত উত্তোলন-পূর্বক নিরন্তর নৃত্য করিতেছে ; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনু-সারে যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে ; অমিততেজাঃ ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণপূর্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়া-ছিলেন এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন ; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই ; অম্বরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে ; যে সমুদ্রে স্থায়ী গর্ভস্থ বাড়বা-নলকে সর্বদা তোয়রূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে ; সহস্র সহস্র মহানদী পরস্পর স্পর্শ করিয়া যেন অভিসারিকার ন্যায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে ।

—
ষাৎশ অধ্যায় ।

—:—

সৌতি কহিলেন,—নাগগণ মতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, আমা-দিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের লেশমাত্র নাই, স্ততরাং তাঁহার মনোভি-লাষ সকল না হইলে রোধপরবশ হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন । কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্না হইয়া আমাদিগের শাপ বিমোচন করিতে পারেন । অতএব চল, সকলে একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবাস পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি । নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল । ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কক্র ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিঙ্গিলমকরসার্থসঙ্কুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর; বরুণদেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাস-ভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমাণ, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, অতিদুর্দ্ধর্ষ, অক্ষোভ, পবিত্রজলবিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরম শ্রীতিসহকারে তাহার অপর পারে উপস্থিত হইলেন ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—কদ্ৰু ও বিনতা সমুদ্রে অতিক্রম করিয়া অতি সত্বরে তুরগ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটি শশাক্কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ; কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ । তদবলোকনে বিনতা অতি-মাত্র বিষণ্ণা হইলেন । ‘পরে কদ্ৰু তাঁহাকে দাসীর কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন । বিনতা পণে পরাজিত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্যকৰ্ম্ম আশ্রয় করিতে হইল ।

এই সময়ে গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্নব্যতিরেকে স্বয়ং অণু-বিদারণপূর্বক বহির্গত হইলেন । মহাসত্ব, মহাবলসম্পন্ন, সৌদামিনী-সমনেত্র, কামরূপ, কামবীৰ্য্য, কামচারী, বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত-হৃতাশনরাশির ন্যায় স্বকীয়-প্রভামণ্ডলে সহসা দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ধীরতর বিরাব-পরিত্যাগপূর্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন । তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন । পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্ব-রূপী ভগবান্ অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতিপূর্বক অতিবিনীতবচনে কহিলেন,—হে হৃতাশন ! তুমি আর পরিবর্জিত হইও না, তুমি কি আমাদি-গকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ, পর্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে । অগ্নি কহিলেন,—হে অনুর-নিসূদন সুরগণ ! তোমাদিগের আপাততঃ যাহা বোধ হইতেছে, উহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে । আমার তুল্য তেজস্বী, বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন ; তাঁহার তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ ; ঐ নাগকুলান্তক কণ্ঠপাত্মজ সর্বদা দেবতাদিগের হিতানুষ্ঠান ও দৈত্যরাক্ষসদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন । অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই ; আইস, আমরা সমবেত হইয়া গরুড়ের নিকট যাই ।

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসম্মিথানে গমন করিয়া গরুড়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ‘হে মহাভাগ পতংগেশ্বর ! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি স্তম্ভ, তুমি দ্বঃস্তম্ভ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ,

তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান, তুমি অন্তক, তুমিই হিরাশ্বির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি-দ্রুতসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ । হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড় ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ ; তুমি স্বকীয়-প্রভাপুঞ্জ সূর্য্যের তেজোরশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ ; হে হতাশনপ্রভ ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা-সকলকে দন্ধ করিতেছ ; তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্তবায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর-রূপ ধারণ করিয়াছ । আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী খগকুলচূড়ামণি গরুড়ের শরণ লইলাম । হে জগৎপ্রভো ! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয়-তেজোরশি-দ্বারা এই জগৎমণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে । তুমি ভয়বিহ্বল ও বিমানারোহণপূর্ব্বক আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়মান সুরগণকে পরিত্রাণ কর । হে খগবর ! তুমি পরমদয়ালু মহাত্মা কণ্ঠ্যপের পুত্র ; অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ কর । তুমি ঈশ্বর, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে অনুকম্পা কর । আমরা বিষম বিপদে আক্রান্ত হইয়াছি । তোমার বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ ঘোররবে নভোমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল, দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে । তুমি অমিতুল্য স্বীয়-শরীরের সঙ্কোচ কর । কুপিত-কৃতান্তের ন্যায় তোমার অতিভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শঙ্কিত হইতেছে । হে ভগবন্ খগাধিপতে ! প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনের সুখাবহ হও ।

চতুবিংশ অধ্যায় ।

—:—:—

গরুড় দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতিপ্রকাণ্ড কলেবর অনলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতिसংহার করিলেন এবং কহিলেন,—আমি আত্মতেজের সঙ্কোচ করিতেছি, আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না । এই বলিয়া বিহঙ্গমরাজ গরুড় অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপারপারবর্ত্তিনী স্বীয় জন-নীর সন্নিধানে গমন করিলেন । ঐ সময়ে সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত

। କଥା ଶୁଣି । । ଏହିତ ଶେଷ ଧାରଣାଧିକ ହେଉ ପଡ଼ିବେ



হইয়া প্রথর করজাল বিস্তারপূর্বক ত্রিলোকী দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্বদিকে স্থাপন করিলেন ।

রুদ্র কহিলেন,—সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ? এবং দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কুপিত হইলেন ? প্রমতি কহিলেন,—বৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হওয়াতে ঐ ক্রুরগ্রহ রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত । পরে ভগবান্ সূর্য্য এই অভিপ্রায়ে রোমাবিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত রাহুর কোপে পড়িলাম এবং তজ্জন্ম কেবল আমিই একাকী বহু অনর্থকর পাপের ফলভাগী হইলাম ; বিপৎকালে কাহাকেই সাহায্য করিতে দেখি না ! রাহু যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে ; অতএব আমি অদ্য সমস্ত লোক বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই । দিবাকর এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং বিশ্বসংসার সংহার করিবার মানসে স্বকীয় তেজোরশি পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন । তদনন্তর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—অদ্য নিশীথসময়ে সর্বলোকভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে ।

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মহাদাহ উপস্থিত হইল ? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না, অথচ সর্বলোকক্ষয় উপস্থিত । না জানি, সূর্য্য উদিত হইলে কি দুর্দশা ঘটবে ! পিতামহ কহিলেন,—দিবাকর সর্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন । তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই আমাদিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন । কিন্তু ইতিপূর্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি । মহাত্মা কশ্যপের অরুণ নামে এক মহাকীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে । সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে ; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা । প্রমতি কহিলেন,—তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হই-

লেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন । সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম । এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কামচারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ স্বকীয়, জননীসন্নিধানে গমন করিলেন । তথায় তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া আপন সপত্নীর দাস্ত্র্যরূতি অবলম্বনপূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন । একদা বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে কদ্ৰু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—দেখ বিনতে ! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে নাগগণ বাস করে, তথায় আমাকে লইয়া চল । বিনতা আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্রে কদ্ৰুকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতৃনিদেশক্রমে কদ্ৰুপুত্র নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন । বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্য্যভিমুখে গমন করাতে পদ্মগগন দুঃসহ তপন-তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মুচ্ছিত হইতে লাগিল ।

কদ্ৰু স্বীয় পুত্রদিগের তাদৃশী দুর্ব্বস্থা দেখিয়া ঝুষ্ঠিবাসনায় স্তরপতি ইন্দ্রকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;—হে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ ! তুমি বল, নমুটি ও ব্রতাস্বরকে নষ্ট করিয়াছ ; এক্ষণে তোমাকে নমস্কার করি । প্রচণ্ড রবির্করণসন্তপ্ত মদীয় পুত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর । হে স্তরপতে ! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই ; যেহেতু তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ । তুমি বায়ু ; তুমি মেঘ ; তুমি অগ্নি ; তুমি গগুনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে ;, তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে ; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ ; তুমি আদিত্য ; তুমি বিভাবন্ম ; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত ; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি ; তুমি বিষ্ণু ; তুমি সহস্রাক্ষ ; তুমি দেব ; তুমি পরমগতি ;

তুমি অক্ষয় অমৃত : তুমি পরমপূজিত সৌম্যমূর্তি ; তুমি মুহূর্ত ; তুমি তিথি ; তুমি বল ; তুমি ক্ষণ ; তুমি শুক্লপক্ষ ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ক্রটি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র ; তুমি সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বনস্করা ; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্যাসংস্কৃত আকাশ ; তুমি তিমি-তিমিঙ্গিল সহিত ও উদ্ভাস্তরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব ; তুমি অতিশয়ী ; এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহাবিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন । আর তুমি স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কজমানের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক । ব্রাহ্মণেরা একমাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় নতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন । হে বিপুলদিগ্গমশালিন ! অখিল বেদ ও বেদাঙ্গ তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীর্তন করে এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত প্রমত্তসহকারে সতত সেই সকল বেদবেদাঙ্গের গীমাঙ্গসা করিয়া থাকেন ।

• ষড় বিংশ অধ্যায় ।

ঊগ্ৰশ্রবাঃ কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র কদ্রাকৃত স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলবর্ণ জলদজালে দিগ্গগুল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত মূললপারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন । জলদগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া যোরতর গভীর গর্জনপূর্বক মুহূর্মুহঃ সৌদামিনীক্ষুরণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল । তৎকালে বোধ হইল, যেন আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা মেঘনির্গোষ, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বায়ুচালিত নীরধারাদ্বারা যেন আকাশমণ্ডল নৃত্য করিতেছে । সেই মেঘাচ্ছন্ন ভূর্দ্দিনে চন্দ্রসূর্য্য এককালে অন্তহিত হইলেন । তখন নাগগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল । বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্ন প্রায় হইল । স্নানীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । পরিশেষে সর্পগণ মাতার সহিত রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঊগ্ৰশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগগণ প্রচুর জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতি সন্তুষ্ট মনে স্পর্শপুষ্ঠে আরোহণপূর্বক সেই মকরসমূহের আকর ভূমি, বিগ

কস্মবিরচিত, রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল । তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি ভয়ঙ্কর লবণমহার্ণব অবলোকন করিল । পরে সেই দ্বীপের অন্তর্বর্তী পরমশোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল । ঐ কানন সাগরজলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে ; উহাতে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ সর্বদা মধুরস্বরে কলরব করিতেছে ; বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফলপুষ্পে স্তম্ভোজিত রহিয়াছে ; ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্য, পদ্মাকর সরোবর ও স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্বদা উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ; তথায় স্তম্ভ সমীরণ অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ; অতুল্য চন্দন ও অত্যাশ্চর্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে ; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগ-সহকারে বিকম্পিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে ; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মুচুমধুররবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে । ঐ উদ্যান গন্ধর্ব ও অম্বরাদিগের প্রীতিস্থান এবং উহা দেখিলে তদগুণেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে ।

কজ্রপুত্রেরা সেই কাননে ক্রিয়াক্ষণ বিহার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত গরুড়কে কহিল,—দেখ, তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নিশ্চল জলসম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল । তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান ; কারণ, তুমি গগনে উড়তী হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না । গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিষম মনে স্বীয় জননী সন্নিধানে নিবেদন করিলেন,—মাতঃ ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল । বিনতা কহিলেন,—বৎস ! আমি দুরদৃষ্টক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্ত্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । গরুড়, মাতৃসন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—হে নাগগণ ! কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল,—হে বিহঙ্গমরাজ ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—গরুড় এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতার নিকট গাইয়া কহিলেন,—জননি ! আমি অমৃত আহরণ করিতে চলিলাম ; পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও । বিনতা কহিলেন,—বৎস ! সমুদ্রমধ্যে বহুসহস্র নিমাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভোজন করিয়া অমৃত আনয়ন কর ; কিন্তু হে বৎস ! দেখিও, যেন ব্রাহ্মণবধে কদাচ তোমার বুদ্ধি না জন্মে । অনলসমান ব্রাহ্মণগণ সর্বজীবের অবধ্য । ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রতুল্য হয়েন । ব্রাহ্মণ সর্বজীবের গুরু, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্বভূতের আদরণীয় । অতএব হে বৎস ! তুমি অতিশয় কুপিত হইয়াও যেন কোনক্রমে ব্রাহ্মণের হিংসা বা তাঁহাদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিও না । নিত্যনৈমিত্তিক জপ-হোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিরত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ দণ্ড করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য কেহই সেরূপ পারেন না । ব্রাহ্মণ সর্বজীবের অগ্রজাত, সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বভূতের পিতা ও গুরু ।

গরুড় মাতৃসন্নিধানে ব্রাহ্মণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ ! ব্রাহ্মণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও ক্রিয়াপন্থি বা পরাক্রম ? ব্রাহ্মণ কি হতাশনের ন্যায় সর্বদা প্রদীপ্ত, কিম্বা অতিশয় সৌম্যমূর্তি ; যে সকল স্তম্ভলক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতু নির্দেশপূর্ব্বক তাহা আমাকে সবিশেষরূপে কহিয়া দাও । বিনতা কহিলেন,—যিনি তোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বড়িশের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইবেন এবং প্রজ্বলিত অঙ্গুরের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন,—তিনিই স্ত্রব্রাহ্মণ । তুমি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না । বিনতা পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন,—বৎস ! যিনি তোমার জঠরদেশে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই স্ত্রব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে । সর্পবধিতা পরম দুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বৎস ! বায়ু তোমার দুইপক্ষ রক্ষা করুন ; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি, মঙ্গুর এবং বসুগণ ত্বদীয় সর্বদা সর্বদা নির্বিঘ্নে রাখুন । হে পুত্র ! আমি

তোমার স্বস্তি শান্তি বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর তদীয় শুভানুধ্যানে এই স্থানেই রহিলাম । তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিরাপদে প্রস্থান কর ।

গরুড়-মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুদ্ধপ্ৰযুক্ত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদপল্লীতে উপনীত হইলেন এবং নিষাদ সংহারের নিমিত্ত ধূলি রাশি দ্বারা নকোমণ্ডল আচ্ছন্ন ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত মহীধরগণ বিচলিত করিতে লাগিলেন । পরিশেষে বিহঙ্গরাজ প্রকাণ্ড মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিষাদনগরীর পথ রুদ্ধ করিয়া বসিলেন । নিষাদমাগরে নিমগ্ন নিষাদগণ প্রবলবাত্যাহত ধূলি-পটলে অন্ধপ্রায় হইয়া ভুঙ্কন্তভোজী গরুড়ের অতি বিস্তীর্ণ আননাভিমুখে ধাবমান হইল । যেমন প্রবলবায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেইরূপ নিষাদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল । পরিশেষে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গরাজ মুখ মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিলেন ।

উনত্রিংশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—এক ব্রাহ্মণ ভাৰ্য্যা সমভিব্যাহারে গরুড়ের কণ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগিলেন । তখন গরুড় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আমি মুখব্যাদান করিতেছি, তুমি অতি সত্বর বহির্গত হও ; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপাচার-তৎপর হইলেও আমার অবধ্য । ব্রাহ্মণ খগাধিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতীত্বের করিলেন, “তবে আমার ভাৰ্য্যা নিষাদীও আমার সহিত বহির্গত হউক ।” গরুড় কহিলেন, ভাল, তুমি নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে আমার আশ্রবিবর হইতে বহির্গত হও । তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভক্ষাবশেষ হও নাই ; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর । তখন ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত মিস্রকান্ত হইয়া গরুড়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন ।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভাৰ্য্যা নিষাদী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং অনন্ত-

বিলম্বে স্বীয় পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন । মহর্ষি কশ্যপ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশল প্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস ! মনুষ্য-লোকে তোমার পর্যাপ্ত আহার লাভ হইয়া থাকে ? তখন গরুড় কহিলেন, পিতঃ ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্বাস্থীণ মঙ্গল বটে,কিন্তু মর্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে । আরও কহিলেন,—নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে ; আমি জননীর দাসীভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহা আনয়ন করিব । মাতা, নিষাদগণ ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন ; বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই । অতএব হে ভগবন্ ! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব । হে প্রভো ! বলবতী ক্ষুৎ-পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে ।

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন,—বৎস ! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ, উহা দেবলোকৈও বিখ্যাত । ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাধ্য হইয়া কূর্ম্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে । উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

বিভাবস্তু নামে অতি কোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ স্প্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্তে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ; এই নিমিত্ত তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্বদা পৈতৃক ধন বিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন । একদা বিভাবস্তু ক্রুদ্ধ হইয়া স্প্রতীককে কহিলেন, দেখ, অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে ; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমুদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে । স্বার্থপর মূঢ়ব্যক্তির স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রু পক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে । এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্বদাই সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা । এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধন-বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে । কিন্তু তুমি

নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক । আমি বারণ করিলেও তাহাতে 'কর্ণপাত কর না ; অতএব তুমি বারযোনি প্রাপ্ত হও । স্প্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবস্তুকে কহিলেন,—তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও ।

এইরূপে স্প্রতীক ও বিভাবস্তু পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজস্ব ও কচ্ছপস্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষরত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরাণ্যসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন । ঐ দেখ, গজের ঝংহিত শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্ত্বর উখিত হইতেছে । গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডাদণ্ড আশ্ফালনপূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে । উহার শুণ্ডাদণ্ড, লান্দুল ও পাদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে । অতিপরাক্রান্ত কূর্ম্ম ও মন্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে । গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত । কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন । হে বৎস ! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে ; উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভিষ্ট-সিদ্ধি কর । যাও, তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররূপী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর ।

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বৎস ! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে । পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এখং আর যে কিছু মাঙ্গল্য বস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক । হে মহাবলপরাক্রান্ত ! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও রহস্য তোমার বলাধান করিবেন । গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নিশ্মল জলপূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষি সকল কলরব করিতেছে দেখিলেন, তখন তিনি পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া সত্ত্বরে আকাশপথে উখিত হইলেন । অনন্তর অলম্ব নামক

তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষগণের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । বিটপিমণ্ডলী গরুড়ের পক্ষপবনে আহত হইয়া শাখাভঙ্গভয়ে শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল । বিহঙ্গরাজ সেই অভিক্ষয়প্রদ, দিব্য, স্তব্ধময় তরুদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া অতীব উন্নত অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন । সেই পশ্চিম রমণীয় বৃক্ষগুলির স্তম্ভাচ্ছ ফল সকল কাঞ্চনময় ও রজতময়, শাখাসমুদায় প্রবালময় এবং উহাদিগের মূলদেশ সর্বদা সাগরজলে প্রক্ষালিত হইতেছে । তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবিটপী পক্ষিরাজ গরুড়কে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল,—হে গরুন্মান ! তুমি আমার এই শত যোজন বিস্তীর্ণ, অতি প্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর । মহীধর-তুল্যকলেবর পতগেশ্বর প্রবলবেগে বহুসহস্রপক্ষি-সেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল ।

—::—

ত্রিংশ অধ্যায় ।

—::—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় পাদস্পর্শমাত্রেই তরু-শাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দূর্য্য করিলেন । বিহঙ্গরাজ শাখা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বয়বিস্ফারিতলোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধঃশিরাঃ হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন । গরুড় তদদর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে ; অতএব গজ ও কচ্ছপকে নখদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণ রক্ষার্থে ঐ অতিবিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুটদ্বারা গ্রহণ করিলেন । মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কন্ধ্য দর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া কারণ নির্দেশপূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন, যেহেতু এই বিহঙ্গম অতি গুরুতার গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল ; অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । অনন্তর গরুড় পক্ষপবনদ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন ।

গরুড় গজকচ্ছপ লইয়া বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থে এইরূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন

না । পরিশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্রায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন । ভগবান্ কশ্যপ সেই বলবীৰ্য্যতেজঃসম্পন্ন মন ও বায়ুসম বেগবান্, অচিস্তনীয়, অনভিভবনীয়, সর্বভূতভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, অধুষ্য, দুৰ্জয়, সর্বপর্বত-বিদারণক্ষম, সমুদ্র-শোষণে সমর্থ, সর্বলোকসংহারে পটু, কৃতান্তসম ভীমদর্শন, উত্তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গাকার, দিব্যরূপী বিহঙ্গমরাজ গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—হে পুত্র ! তুমি সহসা সাহসের কৰ্ম্ম করিও না ; তাহাতে অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা । সূর্য্যমরীচিমাত্র-পায়ী বালখিল্যগণ রোষপরবশ হইলে তোমাকে এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ করিবেন । এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত মহাভাগ বালখিল্য ঋষি-দিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । হে মহর্ষিগণ ! প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে ; তোমরা অনুজ্ঞা কর । বালখিল্যগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন ।

বালখিল্যগণ গমন করিলে বিনতানন্দন নিজ পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! আমি এখন এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন নিম্নানুষ দেশ নির্দেশ করিয়া দিন । তখন কশ্যপ মানুষশৃণু ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি-সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত কহিয়া দিলেন । পক্ষিরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । গরুড় যে শাখা লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থল যে, শতগোচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারাও বন্ধন বা বেষ্টন করা যায় না । পতগেশ্বর গরুড় অনতি-বিলম্বে শতসহস্র যোজনাস্তরে স্থিত সেই মহাপর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে ততুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন । তদীয় পক্ষ-পবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল ; তরুগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং যে সকল মণিকাঞ্চনময় শৈলশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিলীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল । বৃক্ষশ্রেণী পর-স্পরের শাখাঘাতে অভিহত হইয়া সৌদামিনীমণ্ডিত নবীন নীরদের ন্যায় কাঞ্চনময় সুসুম সমুদ্রে স্নশোভিত হইল । গৈরিকরাগরঞ্জিত পাদপ সকল

অবিরল ভূতলে পতিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন । খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম ও কুঞ্জরকে উপযোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন ।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল । ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল । বৈশ্ব, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অশ্বিন্য দেবগণের অস্ত্রশস্ত্র সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । দেবাসুর-সংগ্রামেও এরূপ অভূতপূর্ব ছুঘটনা কদাচ ঘটে নাই । বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শতসহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং মেঘশূন্য নভোমণ্ডল অতি গভীররবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল । অধিক কি বলিব, বিনি দেবাদিদেব, তিনিও অনবরত শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন । দেবতাদিগের গলদেশের মাল্য ম্লান ও তেজোরাশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল । প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মূলধারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল । ধূলিজাল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুট সকল নিম্প্রভ করিল ।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এইরূপ অতি নির্দারুণ উৎপাত দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! যুদ্ধে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এরূপ শত্রু ত লক্ষ্য হয় না । তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল ? বৃহস্পতি কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র ! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালমিল্যগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুত্র জন্মিয়াছে । সেই কামরূপী, মহাবল বিনতানন্দন অমৃতহরণে সমর্থ ; তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে ! সে অনায়াসে অসাধ্যসাধন করিতে পারে ।

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, “মহাবীর্য মহাবল এক পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে ; আমি তোমাদিগকে স্তূর্তক করিয়া দিতেছি, দেখিও, যেন সে বলপূর্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে ; বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল বলশালী ।” তাহা শুনিয়া দেব-

তারা বিশ্বয়াবিক্ত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেটন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন । বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত, পাশ্চস্পর্শরহিত, নিরুপম বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অম্বরপুরবিদারণে পটু স্বরগণ কাঞ্চনময়, বৈদূর্য্যমণিময় ও চন্দ্রাত্মক, মহামূল্য প্রভাভাস্বর সূদৃঢ় কবচ, তীক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ; ধূম, অগ্নি ও শূলিন্দ্র-সহিত চক্র ; পরিব ; ত্রিশূল ; পরশু ; বহুবিধ স্ত্রীতীক্ষ্ণ শক্তি ; নিৰ্ম্মল করবাল এবং উগ্রদর্শন গদা এই সমস্ত ক্ষত্র শস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে স্তম্ভজিত হইয়া সূর্য্যকিরণ-বিকাশিত বিগলিতান্ধকার আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন ।

—:—
—:—
—:—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অনবধানতাই বা কিরূপ ? বালখিল্য ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে গরুড়ের সম্ভব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী পুত্র ইহরই বা কারণ কি ? ঐ পক্ষিরাজ কিরূপে সর্ব্বভূতের অবধ্য, অনভিভবনীয়, কামবীৰ্য্য ও কামচারী হইলেন ? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ; যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্তন কর ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাশয় ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে ; আমি সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রবাসনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন ; তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন । মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন । ইন্দ্র আপন বীৰ্য্যানুরূপ প্রচুর কাষ্ঠভার আনয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অসুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্যগণ সকলে সমবেত হইয়া বহু কষ্টে একটি পত্রবৃন্ত আহরণ করিতেছেন । তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও নিরাহার ; স্তত্রাং জলপূর্ণ

এক গোপ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন । বলদৃপ্ত পুরন্দর তদর্শনে বিশ্বয়াবিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন এবং লজ্জন করিয়া অতি সত্বরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ঋষিগণ এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিক্ত হইলেন এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায় আছতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের তপঃপ্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীৰ্য্যসম্পন্ন, কামরূপ, কামবীৰ্য্য, কামগামী, সর্বদেবের অধিপতি অশ্ব এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন ।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন । কশ্যপ ইন্দ্রমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন । সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ ‘অভীষ্টসিদ্ধি হইবে’ এই কথা বলিলেন । তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর সস্তাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর বচনে কাঁহতে লাগিলেন, দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রাস্তর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে ; কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্প মিথ্যা হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে ; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেন্দ্র হউন । হে ঋষিগণ ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও । এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে প্রজাপতে ! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার পুত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই কশ্যপের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল ; তুমিই ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কর ।

ঐ কালে কল্যাণবতী কীর্ত্তিমতী, ব্রতপরায়ণা দক্ষমতা বিনতা দীর্ঘকাল তপোঅনুষ্ঠান করণানন্তর ঋতুমান করিয়া পুত্রবাসনায় স্বামিসম্মিধানে আগমন করিলেন । মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সম্মিহিতা দেখিয়া কহিলেন,—দেবি ! অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে ; বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে মহাভাগ ও ভূষনবিজয়ী দুই বীর পুত্র

জন্মিবে । তাহারা ত্রিভুবনপূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে । তুমি প্রমাদশূন্য হইয়া এই স্তম্ভহোদয় গর্ভ ধারণ কর । সর্বলোকসংকৃত কামরূপী ঐ দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্র হইবে । অনন্তর মহর্ষি কণ্ঠ্যপ অতি প্রীতমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, সেই দুই মহাবীৰ্য্য বিহঙ্গম তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে এবং তাহারা তোমার কখন কোন অপচয় করিবে না । তোমার সকল সম্ভাপ দূর হউক ; তুমিই ইন্দ্র থাকিলে । কিন্তু হে বৎসু ! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া যেন জ্ঞান কদাচ ব্রহ্মবাদী ধাষিগণকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না ; তাঁহাদিগের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা অতিশয় কোপনশ্চল্য ।

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কণ্ঠ্যপকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বরলোকে প্রস্থান করিলেন । বিনতাও চরিতার্থা হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন । পরে কণ্ঠ্যপ-বনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন । অরুণ অঙ্গবৈকল্যপ্রযুক্ত সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন ; তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্ররূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন । হে ভৃগুনন্দন ! সেই বিনতানন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

ষাতিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র ! দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে গরুড় অতি সত্বরে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন । দেবতারা সেই মহাবল গরুড়কে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনাই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন । তথায় অপ্রমেয়বল ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিশ্বকর্মাও অমৃত-রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি মুহূর্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুটদ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও মূচ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । পরে গগনচারী বিহগরাজ পক্ষপবনে ধূলি-প্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন । দেবতারা ধূলিজালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে

অমৃতরক্ষকেরাও অন্ধপ্রায় হইলেন । এইরূপে গরুড় দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষতাড়ন ও তুণ্ডপ্রহারে দেবগণকে বিদীর্ণকলেবর করিলেন । তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন,—দেখ পবন ! তুমি এই রজো-বর্ষণ নিরাকরণ কর, ইহা তোমারই কৰ্ম্ম । বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিলেন ।

অনন্তর অন্ধকণর নিরস্ত হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । স্তম্ভপ্ৰাণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় মহামেষের ন্যায় সর্বভূত-ভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন । দেবতারা গরুড়কে অন্তরীক্ষে আরুঢ় দেখিয়া পট্টিশ, পরিষ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন ।

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণকর্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না । বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আঘাতে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন । স্তম্ভগণ এইরূপে গরুড়যুদ্ধে পরাভূত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বহুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনীকুমার দুই জনে উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর পতগেন্দ্র গরুড় অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথনক, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ ও পুলিন এই সমস্ত যক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । প্রলয়কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেরূপ অতি ভীষণ হয়েন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অভ্যাগ্ন হইয়া পক্ষ, নখ ও তুণ্ডপ্র-দ্বারা সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন । সেই মহাবল, মহোৎসাহ, বীরপুরুষেরা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষা ধারাধরের ন্যায় শোভমান হইলেন ।

খগেশ্বর সেই সমস্ত বক্ষদিগের প্রাণ-সংহার করিয়া যে স্থানে অমৃত রহিয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে । সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্বারা আকাশ-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন বিভাবন্ত বায়ুকর্তৃক প্রেরিত

হইয়া সূর্য্যদেবকে দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখদ্বারা নদী পান করিয়া প্রচণ্ডবেগে তথায় আগমনপূর্ব্বক নদীজলে ঐ জ্বলন্ত অনল নির্বাণ করিলেন । অগ্নি নির্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় ।

—•—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার একখানি শাণিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে । অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসম তেজস্বী ঐ ঘোররূপ যন্ত্র অমৃত হরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যূহের কণ্ঠনালী ছেদন করিবার নিমিত্ত নিশ্চিত হইয়াছে । গরুড় অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ-দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহাবীৰ্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষনেত্র, দুই সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে । তাহাদিগের বিদ্যুতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুর্ভয় নিরন্তর বিষ উদগার করিতেছে । তাহাদিগের একতর যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায় । তখন বিহঙ্গরাজ ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন । কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্ব্বক অপরিশ্রান্ত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

বিনতানন্দন অমৃত হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল । নারায়ণ গরুড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,— হে বিহঙ্গরাজ ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিব । গরুড় কহিলেন,—আমি আপনার উপরিভাগে অবস্থান করিতে

ধাসনা করি । এই বলিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন,—আর আমি ঘাহাতে অমৃতপান ব্যতিরেকে অজর ও অমর হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন । বিষ্ণু কহিলেন,—“তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক ।” তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বর লাভ করিয়া নারায়ণকে কহিলেন,—ভগবন্ ! প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে বরপ্রদান করিব । নারায়ণ মহাবল গরুড়কে কহিলেন,—“তুমি আমার বাহন হও” এবং স্বপ্রদত্ত বরের অন্যথা না হয়, এই জন্ম পুনর্ব্বার কহিলেন,—“তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে ।” পতগেশ্বর “তথাস্তু” বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন ।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্রপ্রহার করিলেন । গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন,—“দেখ দেবরাজ ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই, কিন্তু যে মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি ; এই পক্ষের অন্ত নাই ।” এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । দেবগণ ঐ উৎকৃষ্ট পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন,—এই পর্ণ (অর্থাৎ পক্ষ) অতি সুন্দর ; অতএব অদ্যাবধি গরুড়ের নাম স্পর্ণ হইল । সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে ; ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন । এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ওহে বিহঙ্গম ! আমি তোমার অলৌকিক বলবীৰ্য্য জানিতে এবং অনন্তকালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি ।

চতুস্তিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—হে দেবরাজ ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব সংস্থাপন হইল । আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ ; যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বলপ্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়, তথাপি তুমি আমার সখা এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত কহিতে

প্রবৃত্ত হইলাম ; শ্রবণ কর । আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, আমি পর্বতকাননাদি-সহিত এই সমাগরা বন্থকরাকে অক্লেশে এক পক্ষে বহন করিতে পারি ; আর যদি তুমিও ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে তোমাকেও লইয়া যাইতে পারি । এই চরাচর বিশ্বকে বহন করিতে হইলেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না ।

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্বলোক-হিতকারী দেবরাজ কহিলেন,—হে বিহঙ্গমরাজ ! তুমি যাহা কহিলে, তোমাতে সকলই সম্ভব ; এক্ষণে আমার সহিত সখ্য-সংস্থাপন কর এবং অমৃত যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর ; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে । গরুড় কহিলেন,—হে সহস্রলোচন ! আমি কোন কারণ বশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি ; প্রার্থনা করিলে ইহার বিন্দুমাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না ; কিন্তু আমি যে স্থানে ইহা রাখিব, তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও । ইন্দ্র কহিলেন,—হে বিহঙ্গমরাজ ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম ; এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । তখন গরুড়, কঙ্কপুত্রাদিগের দৌরাভ্য ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন,—আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন মহাবল সর্প সকল আমার ভক্ষ্য হয় । দানবনিসূদন ইন্দ্র “তথাস্তু” বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন । চক্রপাণি দেবরাজমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গরুড়াভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন । পরে ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন,—তুমি অমৃতস্বাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব ; এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন । গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননীর সম্মিথানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন,—এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি ; এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর । দেখ, তোমরা যাহা কহিয়াছিলে, তাহা আমি সম্পাদন করিলাম ; অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্তবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন । সর্পগণ “তথাস্তু” বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল ; এই অবসরে

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্লমনে অমৃত পান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত নাই । পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছলক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে অমৃত হরণ করিয়াছে । তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল । তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম পবিত্র অমৃত কুণ্ডে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, 'তদবধি কুণ্ডের নাম পবিত্রী হইয়াছে । মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে বিজিহ্ব করিয়াছিলেন ।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট মনে সেই কাননে বিহার করিয়া ভূজঙ্গমগণ ভক্ষণপূর্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-গণ সন্নিধানে এই অপূর্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে মহাত্মা খগরাজ গরুড়ের চরিত কীর্তনপ্রযুক্ত পাপস্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই ।

—
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

—:—:—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! তুমি ভূজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুত্রশাপের কারণ এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত পক্ষিষয়ের নাম কীর্তন করিলে, আর কক্র ও বিনতা স্বভর্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপে বর প্রাপ্ত হইয়েন, তাহাও কীর্তন করিলে । কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্তন কর নাই । আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পঙ্গগগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন ! সর্পসংখ্যার বহুত্বপ্রযুক্ত সকল সর্পের নামোল্লেখ করিব না ; কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

শেষ নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন । তদনন্তর বাহুকি ; তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, ককোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্যাস, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক,

স্বরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানখ, হেমগুহ, নহম, পিঙ্গল, বাহুকর্ণ, হস্তিপদ, মুদগারপিণ্ডক, কাম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃভ, সম্বর্তক, শঙ্খমুখ, কুম্ভাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদ্বন্দ্ব; বিশ্বক, বিশ্ব, পাণ্ডুর, মুষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরা-জিত, জ্যোতিক, শ্রীবহু, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, স্রবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, স্রুত্থ, কোণপাশন, কুটর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিতিরি, হলিক, কন্দম, বহুমূলক, কক্কর, অকক্কর, কুণ্ডোদর এবং মহোদর । হে দ্বিজৈভূম ! প্রাধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্তন করিলাম, বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যান্যের নামোল্লেখ করিলাম না । হে তপোধন ! ইহা ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র, অব্যুত অব্যুত, অর্কবুদ অর্কবুদ সর্প আছে ; তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য ।

ষট্টিংশ অধ্যায় ।

—:—

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননী-দত্ত শাপ শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলা-ক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তাহাদিগের সর্বজ্যেষ্ঠ মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুভক্ষ্য, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিন্ত, জটাবন্ধলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমনপূর্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন । তপোমুঠানকালে তাঁহার গাত্রের মাংস, চর্ম ও শিরা সমুদায় শুষ্ক-প্রায় হইয়া গেল ।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া স্বয়ং তৎসম্মিধানে আগমনপূর্বক কহিলেন,—নাগরাজ ! তুমি এ কি কর্ম করিতেছ ? অতঃপর প্রজাগণের হিতসাধনে সচেষ্ট হও ; তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা সমস্ত প্রজাগণ সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে ; আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই ; অভিনবিত বর প্রার্থনা কর ।

শেষ कहিলেন,—আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতি মৃত ; আমি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না ; আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন । তাহারা শত্রুর স্থায় সর্বদা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, অতএব আমার আর যেন তাহাদিগকে দেখিতে না হয় । এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি । তাহারা সর্বদা সপুত্রা বিনতার অনিষ্টচেষ্টা করে । বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; তিনি পিতা কণ্ডাপের বর প্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন । আমার সহোদরগণ সর্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করে । 'তমিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে, তপোমুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব ; তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই দুরাত্মাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না ।

ব্রহ্মা শেষ নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া कहিলেন,—বৎস শেষ ! আমি তোমার সোদরগণের আচার ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহাও জানি । অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাভ্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই ; আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । হে পদ্মগোন্তম ! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি । সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মে মন হইয়াছে, দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম ; আশীর্বাদ করি, তোমার বুদ্ধি ধর্মে স্থিরা হউক ।

শেষ कहিলেন,—হে সর্বলোকপিতামহ ! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন ধর্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে । ব্রহ্মা कहিলেন, বৎস ! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম ; কিন্তু হে বৎস ! তোমাকে এই সর্বলোকহিতকর কার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে । পর্বতকাননাদি সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে, যেন উহা আর বিচলিত না হইতে পারে । শেষ कहিলেন,—হে বরদ প্রজাপতে ! হে ধরনানথ ! হে ভূতনথ ! হে জগন্নাথ ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি ঐরূপে মহীধারণ করিব ; কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন । ব্রহ্মা कहিলেন,—হে ভুজঙ্গোন্তম ! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ প্রদান করিবেন, তুমি সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে গমন-

পূর্বক ইহাকে ধারণ কর ; তাহা হইলেই আমার পরম প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ “যে আজ্ঞা” বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে প্রবেশপূর্বক সমাগরা বহুধরাকে মন্তকোপরি ধারণ করিলেন । এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মার নিদেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন । সর্বামরোত্তম ভগবান্, পিতামহ, খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—ভুজঙ্গোত্তম বাহুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া ক্রুরূপে সেই শাপ বিমোচন হইবে, তদ্বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন । তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করিলেন যে, মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন,—তাহা তোমরা সকলেই জান ; অতএব আইস, আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ চেষ্টা করি । সর্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না । জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন, ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপপ্রদান করিয়াছেন এবং সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যত দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই ; ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে । বোধ করি, নিশ্চয় আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে । তথাপি সম্প্রতি যাহাতে সমস্ত ভুজঙ্গগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক । আমরা সকলেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, মন্ত্রগাছারা অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিতে পারিব । দেখ, পূর্বকালে অগ্নি গুহামধ্যে তিরোহিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন । অতএব এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের বজ্র না হয়, অথবা নিষ্ফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক ।

মন্ত্রশাশিয়ারদ সর্পগণ ভুজঙ্গরাজ বাহুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন,

“আইস, আমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাইয়া তিনি যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন, এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, চল, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যজ্ঞবিষয়িণী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তদনুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানাপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয়, এরূপ পরামর্শ দিব। কেহ কহিলেন, রাজার হিতসাধনে তৎপর যে কোন সর্পযজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভুজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে। উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে স্ততরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে; তন্নিম্ন অন্যান্য যে সকল সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋদ্ধিক্ হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলে আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্মপরায়ণ দয়ীবান্ নাগগণ কহিলেন,—তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ; ব্রহ্মহত্যা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্তব্য; কারণ, অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিলেন, আমরা জলধর-কলেবর ধারণ করিয়া মুমলধারে জলবর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি নির্বাণ করিব, কিম্বা রাত্রিকালে ঋদ্ধিগ্গণ অনবহিত হইলে কোন সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রগ্ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয়দ্রব্য সমুদায় অর্পহরণ করিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটবে অথবা শত শত ভুজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে; তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে, কিম্বা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্ৰী সমুদায় স্বীয় মূত্রে ও পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে, তাহাতেও যজ্ঞবিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

অন্যান্য নাগগণ কহিল,—আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋদ্ধিক্ হইয়া প্রথমেই দক্ষিণা প্রদান কর বলিয়া যজ্ঞবিস্ত্র সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদের পরামর্শ লইয়া যজ্ঞবিঘ্নের দূষণ করিবেন; অপর ভুজঙ্গমগণ

কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনা-
দিগের আলায়ে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিব । কোন কোন পণ্ডিতা-
ভিমानी ভুজঙ্গম কহিলেন,—আইস, আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া
রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলেই সকল অনর্থের মূলচ্ছেদ
হইবে । পরিশেষে সকলে বাস্ত্বকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্ !
আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়
করুন, আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমে বিধেয় নহে । 'এই বলিয়া সমস্ত
নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

বাস্ত্বকি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,
হে ভুজঙ্গমগণ ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দেশ করিলে, তন্মধ্যে এক-
টিও আমার মনোগত হইতেছে না, যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তাহাই
করা কর্তব্য ; অতএব এ বিষয়ে ভগবান্ কষ্টপক্ষে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃ-
কল্প বোধ হইতেছে । জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ ও আত্মস্নেহ বশতঃ আমি
তোমাদিগের বাক্যানুসারে কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ, এক্ষণে আমি
তোমাদের সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সৰ্ব্ব-
তোভাবে তাহাই করা কর্তব্য ; এ বিষয়ে দোষগুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা
কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে ; এই
নিমিত্ত আমি সবিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—বাস্ত্বকির 'ও অন্যান্য নাগগণের এই সকল বাক্য
শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামক সৰ্প বাস্ত্বকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে
ভুজঙ্গনাথ ! সেই সৰ্পসূত্র অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই এবং যে জনমেজয় রাজা
হইতে আমাদিগের মহৎভয় উৎপন্নিত, তাঁহাকেও বশিত করিতে পারা যাইবে
না । হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই
সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ, সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাই-
বার আর কোন উপায়ান্তর নাই । হে পন্নগোত্তম ! আমাদিগের এ ভয়কে
দৈব-ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হই-

তেছে । এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর । যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম । দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলেন,—হে পিতামহ ! পাষণ-হৃদয়া কঙ্ক আপনকার সম্মুখেই স্বীয় প্রিয়পুত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতা হইয়া পুত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না । আপনিও ‘এবমস্ত’ বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; অতএব হে ব্রহ্মন্ ! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্বসমক্ষে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতো বাসনা করি ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিশ্ব, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপপ্রদানোদ্যতা কঙ্ককে নিবারণ করি নাই । কিন্তু সর্পসত্ত্বে কেবল তীক্ষ্ণবিশ্ব, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে । ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না । তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর । যাবাবরবংশে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয়, জরৎকারু নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন । তাঁহার ঔরসে আন্তীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন । তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিবেদন করিবেন । তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে ।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! মহাতপাঃ মহাবীর্য্য মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুত্র আন্তীককে উৎপাদন করিবেন ? ব্রহ্মা কহিলেন,—“বীর্য্যবান্ জরৎকারু, স্বনাম্নী কন্ডাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন । সর্পরাজ বাহুকির জরৎকারুনাম্নী এক ভগ্নী আছেন । তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তৎকর্তৃকই সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে ।” দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া “তথাস্তু” বলিলেন । সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন ।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাহুকে ! নাগগণের ভয়শান্তির নিমিত্ত সেই সূত্রত, ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরৎকারুনাম্নী ভগিনী, ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্র-

মান কর। তাহা হইলেই নাগকুল পরিত্রাণ পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎ-কারুনাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে দেবাস্ত্রগণ একত্র হইয়া সমুদ্রে মন্থন আরম্ভ করিলেন। সর্বনাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি তাহাতে মন্থানরজ্জু হইয়াছিলেন। সমুদ্রে মন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! এই নাগকুলাগ্ৰণী বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই জ্ঞাতিকুলহিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন। ইনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অনুকূল হইয়া আপনাকে ইহঁার মনোব্যথা নিবারণ করিতে হইবে।

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্ব্বে এলাপত্র সর্প ইহঁাকে যাহা কহিয়াছেন, সে আমারই বাক্য। ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দুরাচার ও পাপিষ্ঠ তাহারাই সর্পসত্ত্বে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই। সেই জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন। হে দেবগণ ! এলাপত্র যাহা কহিয়াছেন, উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—নাগাধিপ বাসুকি সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে সক্ষম করিলেন এবং ঐ সময়ে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সম্মিথানে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গমরাজ তাহাদিগকে এই কহিয়া দিলেন,—

“ভগবান্ জরৎকারু যে মুহুর্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করি-
বেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে ।”

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! তুমি জরৎকারু নামা যে মহর্ষির বিব-
রণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন
এবং জরৎকারু শব্দের ম্ণথশ্রুত অর্থ ই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা
করি, বর্ণন কর ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—জরাশব্দের অর্থ ক্রয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ ।
সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে-
ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরৎ-
কারু হইল এবং উক্ত কারণবশতঃ বাহুকির ভগিনীও জরৎকারু নামে
বিখ্যাত হইলেন । মহর্ষি শৌনক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—
হঁ। তুমি যাহা বলিলে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে । তুমি ইতিপূর্বে যাহা যাহা
কীর্তন করিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে আন্তীকের জন্ম-
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর ।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে
লাগিলেন । মহামতি বাহুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া
মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন । বহুকাল
অতীত হইল, তথাপি উর্দ্ধরেতাঃ স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দারপরিগ্রহে
অভিলাষী হইলেন না । তিনি কেবল তপস্যাদি ধর্মকর্মে নিতান্ত অনুরক্ত
হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন ।

কিয়ৎকাল পরে কোরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন ।
তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায় অষ্টীতীয় ধনুর্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও
যুগয়াপ্রিয় ছিলেন । মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদাই যুগ, বরাহ, তরঙ্গ, মহিষ
ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার বন্যজন্তু শিকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করি-
তেন । একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক যুগকে বিদ্ধ করিয়া
পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞরূপী যুগের অনুসারী ভগবান্ সূতনাথের ন্যায়,

সেই যুগের অনুসরণক্রমে নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন যুগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না, কিন্তু এই যুগ যে বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার অচিরাৎ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল ।

রাজা পরীক্ষিৎ যুগের অনুসরণ প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন । পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া এক গোপ্রচারে উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকন করিলেন, এক ভপস্বী স্তম্ভপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন । অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসাবিহীন রাজা সেই মুনির সম্মিথানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে মুনিসত্তম ! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ ; তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমি এক যুগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, কোন্ দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ ? মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন ; কোন কথাই কহিলেন না । তখন রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন । ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানী গমন করিলেন । কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন । ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্মনিরত বলিয়া জানিতেন ; এই নিমিত্ত তৎকর্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন না । কুরুবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্মপরায়ণ বলিয়া না জানিতে পারিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন ।

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গীনামে এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন । শৃঙ্গী সাতিশয় রোষপরবশ । তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত । তিনি সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া সর্বভূতহিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন । একদা শৃঙ্গী সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনান্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশনামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে তৎসম্মিথানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । ক্রুদ্ধস্বভাব

শৃঙ্গী কৃশমুখে পিতার অপমানবার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্কন্ধদেশে মৃতসর্প বহন করিতেছেন, অতএব হে শৃঙ্গিন্ ! যাও যাও, আর তুমি বৃথা গর্ব করিও না এবং মাদৃশ সিদ্ধ, ব্রহ্মবিৎ, তপস্বী ঋষিপুত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না । হে শৃঙ্গিন্ ! কৈ এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ববাক্যই বা কোথায় রহিল ? তোমার পিতা সেইরূপ অবমানিত হইয়াও উদাসিন্য অবলম্বনপূর্ব্বক রহিয়াছেন । তদ্বিষয়ে যাহা কর্তব্য কিছুই করেন নাই । আহা ! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

—:০:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মহাতেজাঃ শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় সংক্লুব্ধ হইলেন এবং মূঢ়মধুরস্বরে কৃশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃশ ! কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সংলগ্ন হইল ? কৃশ কহিলেন,—সখে ! অদ্য যুগয়াবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে যুগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন । তখন শৃঙ্গী ক্রোধে ছুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—“আমার পিতা সেই ছুরাত্মা নরাদম রাজার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমার তপোবল দেখাইতেছি ।”

কৃশ কহিলেন,—অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ অদ্য যুগয়া করিতে আসিয়াছিলেন । তিনি এক যুগকে বাণবিক্র করেন । বাণাহত যুগ প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল । রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । পরিশেষে রাজা পরীক্ষিৎ যুগের অন্তঃসরণক্রমে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন । যুগও ক্রমশঃ ত্বদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল । রাজা বলক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিয়াও তাহার অন্তঃসন্ধান পাইলেন না । তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া ত্বদীয় পিতার সম্মুখানে গমনপূর্ব্বক বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন,—মহাশয় ! আপনি একটি শরবিক্র যুগকে এস্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন ? তোমার পিতা গৌনব্রতাবলম্বী,

হুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সপ উত্তোলনপূর্বক তাঁহার স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন । তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন । পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন ।

শূদ্রী কুশের মুখে নিরপরাধী পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোদোপাপরক্ত নয়নে আচমন পূর্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, ‘যে নৃপাধম মৌনভ্রাতাবলম্বী মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সপ সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষধর পদ্মগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যম সদনে প্রেরণ করিবে ।’ শূদ্রী রাজাকে এইরূপে শাপপ্রস্তু করিয়া গোচারগস্থ স্বকীয় পিতা শমীকের সম্মিথানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃত সপ রহিয়াছে । তিনি তদদর্শনে পুনর্ব্বার সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন । পরে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— পিতঃ ! ছুরাঙ্গা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া, আমি তাহাকে এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, ‘পদ্মগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে ।’

শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে পুত্র ! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ । আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না । তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে । আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি । তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক আমাদেরকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কখন কোন অত্যাচার করেন না । ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের অবগতই সহ করা উচিত । আরও দেখ, যদি রাজা আমাদেরকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদেরকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জন করিতেছি । অশ্রদ্ধপার্জিত ধর্ম্মে রাজাদিগেরও ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে । অতএব হে পুত্র !

রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ছায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা স্পর্শই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম করিয়াছেন। অপিচ দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্ম-কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দৃণ্ডুবিধান করেন। রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্বীর ধর্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয়, এবং ধর্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া স্বচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম শ্রীত হয়েন, এবং দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা মনুষ্যগণের পরমোপকার দর্শে। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা স্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবজ্জত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতা প্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজর্ষির প্রতি এই কুকর্মের অনুষ্ঠান করিলে! সেই ভূপতি কোন মতেই আমাদের শাপ প্রদানের পাত্র নহেন।

—:—
ষিচস্মারিংঃ অধ্যায় ।

শ্রুঙ্গী পিতার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাঁহস প্রকাশ করাই হউক বা ছুকর্ম করাই হউক এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন বা অসন্তুষ্টই হউন, যাহা কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। মহাশয়! আমি আপনাকে যথার্থ কহিতেছি, ইহা কখন অন্যথা হইবে না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে? শমীক কহিলেন,—পুত্র! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি সাতিশয় উগ্রপ্রভাবশালী ও মসত্যবাদী এবং পূর্বে

কখন মিথ্যা কহ নাই ; সুতরাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না । কিন্তু হে পুত্র ! পিতা বয়ঃস্থ, সম্ভানকেও শাসন করিতে পারেন ; যেহেতু তদ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোরক্ষির সম্ভাবনা । তুমি বালক, অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্থ । আমি জানি, তুমি সর্বদা তপো-নুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপনস্বভাব হইয়া থাকেন । কিন্তু হে বৎস ! তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক ; তাহাতে আবার অত্যন্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছ । এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভৎসনা করিলাম । এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি শাস্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্ত ফল মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না । দেখ, ক্রোধ সংযমী তপস্বিগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে । ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের সদগতি লাভ হয় না । শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সর্বত্র সিদ্ধিদায়ক । কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্বত্রই মঙ্গল । অতএব হে পুত্র ! তুমি সর্বদা ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর । ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে । আমি শমপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমার যতদূর সাধ্য সেই নরপতির উপকার করা কর্তব্য । সম্প্রতি নৃপসম্মিধানে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ও অতিশয় অপরি-ণতবুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে ।

দয়াবান্ মহাতপাঃ শমীক ঋষি, রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত ঔত্তমীল-বিশিষ্ট গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন । তিনি তাঁহাকে কহিয়া দিলেন যে, তুমি অগ্রে রাজার ও রাজ-কার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে । গৌরমুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদর-পূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন । গৌরমুখ রাজকৃত সৎকার গ্রহণ ও কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া শমীকোপদিষ্ট বাক্য

সকল অবিকল কহিতে লাগিলেন ; তিনি কহিলেন,—মহারাজ ! শাস্ত, দাস্ত, পরম ধার্মিক শমীক নামে এক মহাতপাঃ মহর্ষি আপনকার অধিকারে বাস করেন । আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃত সপ অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন । শমগুণাবলম্বী মহামুনি শমীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্র শৃঙ্গী সাতিশয় উগ্রস্বভাবঃ; তিনি আপনার গর্হিত অনুষ্ঠান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, সপ্তম দিবসে তক্ষক-দংশনে আপনকার প্রাণ বিয়োগ হইবে । শমীক মুনি শাপ নিবারণার্থ পুত্রকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রাহার সাধ্য যে, সে শাপ অন্তথা করে ! মহর্ষি কোপান্বিত পুত্রকে কোন ক্রমে শাস্ত করিতে না পারিয়া আপনকার হিতার্থে আমাকে এই শাপসম্বাদ দিতে পাঠাইলেন ।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুর্কর্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষম হইলেন । মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যন্তর প্রদান করেন নাট ; ইহা শুনিয়া রাজার শোকাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘শমীক মুনি এমত শাস্তস্বভাব যে, তিনি মৎকৃত তাদৃশ অবমান সহ করিয়াও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ; হায় ! আমি কি কুর্কর্ম করিয়াছি, সেই পরম কারুণিক মুনিবরের উপর তদ্রূপ অত্যাচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে ।’ এই ভাবিয়া রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না । রাজা বিনাপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া বেরূপ শোকার্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবর্তী শ্রবণে সেরূপ হইলেন না । অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহাশয় ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি, আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন ।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । মন্ত্রণান্তর এক একস্তুত্ব স্বরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে স্বরক্ষিতরূপে

অবস্থান করিয়া মন্ত্ৰীগণ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তাঁহার সমীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না ; অধিক কি কহিব, সৰ্ব্বভ্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চীর রহিল না ।

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন । তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মহৌষধিবলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব, তথা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে । পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বায়নায একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজভবনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পশ্চিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর ! তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া এত সত্বরগমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ ? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য কুরু-কুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উরগরাজ তক্ষকের বিধানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি । তক্ষক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমিই সেই তক্ষক ; আমি অদ্য সেই মহীপালের প্রাণ সংহার করিব ; তুমি ক্লান্ত হও । আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর । কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নিৰ্ব্বিষ করিব, সন্দেহ নাই ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

—•—

তক্ষক কহিলেন,—হে কাশ্যপ ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সম্মুখস্থ এই বটবৃক্ষে দংশন করিতেছি, তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্ৰপ্রভাব দেখাও । কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজগেন্দ্র ! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি । ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন । বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিধানলে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল । তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিকে কহিলেন,—হে দ্বিজো-

ভ্রম ! এই রক্ষকে পুনর্জীবিত করিতে যত্নবান হও । মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভস্মীভূত রক্ষের ভস্মরাশি গ্রহণপূর্বক তক্ষককে কহিলেন,—হে ভুজগেন্দ্র ! আমার বিদ্যাবল দেখ ; আমি তোমার সমক্ষেই এই ভস্মীভূত বনস্পতিকে পুনর্জীবিত করিতেছি । অনন্তর দ্বিজসত্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মীকৃত শ্মশ্রোধ পাদপকে পুনর্জীবিত করিলেন । প্রথমে অক্ষুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্র সমূহ, পরিশেষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি সমুদায় অংশ স্ফূটারূপে প্রস্তুত হইল ।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলে ঐ বটরক্ষ পুনর্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! তুমি যে বিদ্যাবলে আমার বা মাদৃশ অন্য ব্যক্তির বিষক্ষয় করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ভবা-দৃশ মন্ত্রবিশারদ তেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নাই । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাজ্জ্বায় সেই নৃপের নিকট যাইতেছ, তাহা অতি দুঃপ্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব । ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে ; অতএব তুমি তাঁহার রক্ষণ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার কি না, সন্দেহ । যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোকীবিশ্রুত যশোরাশি নিস্তেজ দিবাকরের আয় একবারে অন্তর্হিত হইবে ।

কাশ্যপ তক্ষক-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে ভুজঙ্গম ! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি ; তুমি আমাকে প্রচুর ধন দেও, তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি । তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! তুমি যত ধন আকাজ্জ্বা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও । দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে । তখন তিনি, তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হস্তিনা নগরে উপস্থিত হইলেন । গমন সময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন । তখন তিনি শনে মনে চিন্তা

করিলেন যে, রাজাকে মায়াপ্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে ; অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সপ-গণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবে । নাগগণ তক্ষককর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ পূর্বক রাজসম্মিধানে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলে রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন ; পরে কার্য্য সমাধানস্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন ।

ছদ্মতাপসরূপী ভূজঙ্গমেরা গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সূহৃদগণকে কহিলেন, আইস,—আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত স্নানাদ ফল ভক্ষণ করি । দুর্দ্দৈববশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্ররুতি হইল ; যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবনির্বন্ধক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লইলেন । ভক্ষণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণুপরিমাণ কৃষ্ণ-নয়ন, তাত্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল । রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিব-দিগকে কহিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার বিয়ের ভয় নাই ; এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক । তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও সত্য হয় । মন্ত্রীরাও কালপ্রযোজিত হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন । মরণোন্মুখ রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল । তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায়া রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন । কীটরূপী তক্ষক নিজদেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্ঠন করিল । তখন রাজার চৈতন্য হইল । তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্ঠনপূর্বক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল ।

চতুঃষষ্টিংশ অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—মন্ত্ৰিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিষম্বদনে ও দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর তক্ষকের সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করি-

লেন। তাঁহার পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নিশিখাসদৃশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন।^১ পরিশেষে সেই একস্তুম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদদর্শনে শঙ্কাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন।^২ পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রঘাতী কুরুপ্রবীর নৃপাত্মজের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি জনমেজয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় স্বেচ্ছারূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ ঐ নবীন রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে বিলক্ষণ নিপুণতা জন্মিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশীপতি সুবর্ণবর্ষ্মার নিকটে গিয়া তদীয় কন্যা বপুষ্টমাকে প্রার্থনা করিলেন। কাশীশ্বর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিধানানুসারে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় ঐ লোক-ললামভূতা নিতম্বিনীকে পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না; পূর্বকালে পার্থিবাগ্রণী পুরুষবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনীকে পাইয়া কদাচিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিৎ বিচিত্র উপবনে তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমমুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুষ্টমাও বিহারকালে সাত্ত্ব-শয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়পতিকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:—:—

উগ্রশ্রবাঃ কাহলেন,—এই সময়ে মহাতপাঃ জরৎকার মুনি বায়ুমাত্রভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোমুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া অবনীমণ্ডল পরি-ভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই

অবস্থিতি করিতেন । একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী পরিত্রাণেচ্ছু অতি দীন-ভাবাপন্ন, স্বকীয় পিতৃগণ উর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন । ঐ গর্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে ; সে প্রতিদিন সেই রীরগস্তম্ভের মূল সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে । মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও পরিত্রাণেচ্ছু দেখিয়া দয়াদ্রুতিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীরস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধপাদে ও অধোমুখে মহাগর্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন ? আপনারা যে উশীরস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছেন, উহার একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে ; এই গর্তনিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে । ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্তमध्ये অধঃশিরে পতিত হইবেন । আপনাদের এই দুর্দশা দর্শনে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে । আশ্চর্য্য করুন, আপনাদের কি প্রিয়-কার্য্য করিব ? আমার তপস্তার চতুর্থ ভাগ বা তৃতীয় ভাগ অথবা অর্দ্ধভাগ লইয়া যদি আপনারা এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, লউন । অধিক কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্তা দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সন্মত আছি ।

পিতৃগণ তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্ ! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্তা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না । আমাদিগেরও তপঃসিদ্ধি আছে ; কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি । সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, ‘সন্তানই পরম ধর্ম্ম’ । আমরা এই গর্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তমিমিত্ত তোমার পৌরুষ সর্বলোকবিশ্রুত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না । তুমি আমাদিগের দুঃখ দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছ ; অতএব তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষি ; সন্তান-ক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি । আমাদের কঠোর তপস্তার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই । আমাদের জরৎকারু নামে

এক সন্তান আছেন ; তিনি বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ত্রতনিরত ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন । কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হইয়াছে । তাঁহার স্ত্রী পুত্র, বন্ধুবান্ধব কেহই নাই ; কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কালযাপন করেন । তিনি তপস্যালোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদিগের এই দুর্দশা ঘটয়াছে । .এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্দ্ধক কুলস্তম্ব । আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, উহা আমাদিগের কালকবলিত সন্তান সমূহ ; অর্দ্ধভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু । আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল । ইনি সেই তপোলুর্ক, মৃত্যুমতি জরৎকারকে ক্ষয় করিতেছেন । জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না । আমরা অতি মন্দভাগ্য, আমাদিগের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে । এই দেখ, আমরা কালোপহতচিত্ত হইয়া ছুরাঙ্গাদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি । আমরা সবান্ধবে এই গর্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে । হে ব্রহ্মন্ ! কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি অগ্ন্যাগ্নি পুণ্যকর্ম সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না । হে বৎস ! এক্ষণে তুমি আমাদিগের নাথস্বরূপ । তোমার সহিত সেই মৃত্যুমতি জরৎকারুর সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিকট আমাদিগের এই দুর্দশাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে, তুমি স্বরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের পরিত্রাণ কর । সে যাহা হউক, তুমি যে আমাদের দুর্দশা দেখিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে ?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—জরৎকারু তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় শোকাক্ত হইয়া সবাপ্প গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! আপনারা আমারই পূর্বপুরুষ ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন পুত্র ! আমার নৃম জরৎকারু । সম্প্রতি আপনাদিগের কি প্রিয়-কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

—:—

পিতৃগণ কহিলেন,—বৎস ! আমাদিগের সৌভাগ্যবলে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর নাই ? জরৎকারু কহিলেন,—হে পিতৃগণ ! আমার মনে সর্বদাই এই ভাব উদ্ভিত হয় যে, আমি উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিব ; কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না । এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ভমধ্যে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বাসনা অপনীত হইল । আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অচিরাৎ বিবাহ করিব ; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি আমি আমার সনাত্নী কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিব ; প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না । আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে । হে পিতামহগণ ! তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম স্নখে কালযাপন করিতে পারিবেন ।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভৃগুবংশাবতংস ! মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদানে উদ্যত হইল না । যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখান্বিতমনে অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে পিতৃলোকহিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন ; এস্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর । আমি যাযাবরবংশে সমুদ্ভূত, আমার নাম জরৎকারু । জন্মাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি । সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন । আমি অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধর্ম্মমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুদ্রোপি কন্যলাভ

হইল না । অতএব এক্ষণে আমি ষাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎসনাস্ত্রী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা তিস্রাস্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণ-পোষণ করিতে না হয়, তবে আনয়ন করুন ; আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব ।”

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারক দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সম্বর ষাঁইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল । নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্বক স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎকারকসম্মিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তিস্রাস্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন । কিন্তু মুনিবর কন্যার নাম ও ভরণ পোষণ বিষয়ে সন্ধিহান হইয়া নাগরাজ বাসুকিকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি ইহার ভরণ পোষণ করিতে পারিব না ; এইরূপে মহর্ষি জরৎকারক মুমুকু হইয়াও দারপরিগ্রহার্থ দ্বিমনাঃ হইয়াছিলেন ।

সম্বৎসারিংশ অধ্যায় ।

— ৬ —

উগ্রজবাঃ কহিলেন,—নাগরাজ বাসুকি জরৎকারককে কহিলেন, হে তপোধন ! আমার এই ভগিনী আপনার সনাস্ত্রী এবং ইনি তপঃপরায়ণা ; আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন । আমি ইহাকে আপনকার সহধর্মিণী করিয়া দিব বলিয়াই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি । আর অস্বীকার করিতেছি, আমি সাধ্যানুসারে ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব । ঋষি কহিলেন, তবে এই নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইহার ভরণ-পোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না ; যদি করেন, তাহা লে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব ।

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলে মহাতপাঃ জরৎকারক তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া বধাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন । বিবাহকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর জরৎকারক ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে ভূজঙ্গরাজের রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক

সুচারু আস্তরণপটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন । পরে ভার্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদগুণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও স্বদীয় বাসগৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না । দেখিও, যাহা কহিলাম যেন কদাপি ইহার অণুখা না হয় । পিতৃকুলহিতৈ-ষিণী নাগরাজ-ভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্নচিত্তে অগত্যা তথাস্ত বলিয়া স্বামি-বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন এবং অতি সন্তর্কমনে ভর্তৃশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ।

কিয়ংকাল পরে ভূজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন । মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল । ঐ গর্ভ শুক্ল-পক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । একদা মহাযশাঃ জরংকার একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অক্ষশয্যায় শিরোনিবেশপূর্ব্বক শয়িত ও নিদ্রিত হইলেন । দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্লান্ত হইলেন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন । মনস্বিনী নাগভগিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, সম্প্রতি আমার কি কর্তব্য ; ভর্তার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না ? ইনি অতি কোপন-স্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন । কিন্তু জাগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে । অতএব এক্ষণে কি করা উচিত । ফলতঃ কোপ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মলোপ এই দুইয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপই নিতান্ত দুষণাবহ । অতএব যাহাতে ত্রাস্রাণের ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহাই করা কর্তব্য । এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিণী বাহুকি-ভগিনী জ্বলন্ত হতাশন-সন্নিভ তেজঃ-পুঞ্জাকৃতি স্তম্ভপ্রস্থ মহাতপাঃ জরংকারকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন,—মহাভাগ ! সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরদেশে আরোহণ করিয়া-ছেন । সন্ধ্যাতিমির পশ্চিমদিক্ অগ্নি অগ্নি আচ্ছন্ন করিতেছে । গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত । ভগবান্ জরংকার জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণ-পূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন,—হে ভূজঙ্গমে ! তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না ; যথাস্থানে গমন করিব । হে বামোক্ষ ! আমার এরূপ দৃঢ় নিশ্চয়

আছে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অন্তগত হন । অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব ।

তদীয় এতাদৃশ নির্দয় বাক্য শ্রবণে বাহুকি-ভগিনী কহিলেন,—ভগবন্ ! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনকার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশে করি নাই । তখন জরৎকার ক্রোধাবিস্ট হইয়া ভাৰ্য্যা-পরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন,—হে ভুজঙ্গমে ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব । আমি ত পূর্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম । অতএব হে ভদ্রে ! এতদিন তোমার নিকট পরম-সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম ; আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও, সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অনর্শনে শোকাভিভূত হইও না ।

তাহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগস্বমী জরৎকারের মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কুস্পিত হইতে লাগিল । পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাম্পা-কুললোচনে ও গদগদবচনে কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ ! নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না । আমি কখন অধর্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনকার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি । ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্ট-ক্রমে আমি স্বাদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না । তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন ! আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন ; আপনকার ঔরসে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপ মোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রের্ত্তা ; কৈ, তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না । অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের ঐ মনো-রথ নিষ্ফল না হয়, তাহা সম্পাদন করুন । হে ভুগবন্ ! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্ররূত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এই অপরিষ্কৃত গর্ভা-ধানপূর্ব্বক নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন ! মহর্ষি জরৎকার সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অনুরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে স্বভগে ! তোমার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক বেদবেদাঙ্গপারগ অগ্নিকল্প এক ঋষি

জন্মিবেন, এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অষ্টচরিতঃ অধ্যায়ঃ ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে তপোধন ! অনন্তর নাগজুহিতা ভ্রাতৃসম্মিথানে আগমন করিয়া স্বভর্তার গমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন । তখন ভুজঙ্গরাজ বাহুকি অতিশয় অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাইলেন এবং কহিলেন,—ভদ্রে ! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারহস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি তুমি তাহা অন্যকুরুশে অবগত আছ । যদি তাঁহার ঔরসে তোমার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মর্পদিগের সর্বশেষ উপকার দর্শিবে, অর্থাৎ ঐ পুত্র রাজা জনমেজয়ের মর্পসত্র হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ; সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে দেবগণের নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি হইতে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না ? আমার এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, জরৎকারকে ভগ্নিনী সম্প্রদান করা কতদূর সফল হইল জানিতে ইচ্ছা করি । নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনক্রমেই চায্য নহে ; কিন্তু কি করি, নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল । তোমার ভর্তা তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত ও নিতান্ত রোষপরকশ, বোধ করি, আমি অনুময় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না । বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন । এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অনুগমন করিতে চাহি না । অতএব হে ভদ্রে ! তোমার ভর্তৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত হৃদয়শল্য উন্মূলিত কর ।

জরৎকার নাগরাজ বাহুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন,—ভ্রাতঃ ! সেই মহাজ্ঞা যৎকালে গমন করেন, তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম । তৎপরে “অস্তি” অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, স্তবরাং এরূপ বিষয়ে কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না । তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন,—হে ভুজঙ্গমে ! আমি নিজস্তু

হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না । অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্যের
ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক । অতএব হে ভ্রাতঃ !
এক্কেণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক । বাসুকি তথাস্তু বলিয়া ভগিনী-
বাক্য স্বীকার করিলেন এবং আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া মধুর সস্তাষণ, সম্মান
ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন
পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । পরে নাগ-ভগিনী জরৎকার যথাকালে পিতৃ
মাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক দেবকুমারসদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন ।
ঐ কুমার নাগরাজগৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং
স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালেই ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ
ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন । তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা “অস্তি”
বলিয়া প্রশ্নান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি আন্তীক নামে বিখ্যাত হই-
লেন । বাসুকি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন সেই বালককে পরম যত্নে প্রতি-
পালন করিতে লাগিলেন । তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের
আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

—o—

শৌনক কহিলেন,—রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গারোহণবৃত্তান্ত মন্ত্রীগণকে
যেৰূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূতনন্দন ! তুমি এক্ষণে তাহা সবিস্তরে
কীর্তন কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র ! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে
মন্ত্রীদিগকে পিতার নিধনবার্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারা যেৰূপে সেই
বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । একদা রাজা জনমেজয়
স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন,—হে অমাত্যগণ ! তোমরা আমার পিতার নিধন-
বৃত্তান্ত সমুদায় জান, এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত
শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান চেষ্টা করিব । ধার্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন
অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয়কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,
রাজন্ ! আপনকার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেৰূপ চরিত্র ও তিনি যে
প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

ধৰ্ম্মাত্মা, প্রবলপরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ যুর্জিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালন-পূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন । তদীয় অধিকারকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন । তিনি কাহারও দ্বেষী ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না । তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন । তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল । মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বত হইতে ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন । প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল । কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে আপনকার পিতা অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়ন ; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল । তিনি রাজধর্ম্মে স্ননিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়্‌বর্গ বিজেতা ছিলেন । রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসারলীলা সম্বরণ করেন । তদীয় নিধন কালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন । তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতি শৈশবাবস্থা-তেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন ।

জনমেজয় কহিলেন,—মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমন কোন রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিতেন । অতএব আমার পিতা তথা-বিধ রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা যথার্থরূপে বর্ণন কর ; আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি । রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মস্ত্রিগণ দ্বদীয় আদেশক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা কহিলেন,—মহারাজ ! আপনকার পিতা পাণ্ডু-রাজার ঋণ অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও যুগয়া-তৎপর ছিলেন । একদা তিনি আমাদের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া যুগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাগিত বাণ ছায়া একটি যুগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন । বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত অতি সজ্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ যুগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না ।

তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন । পরে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন । ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্বক একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন । রাজা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া যুগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না । রাজা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিলেন, স্ততরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরাভুত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্বক ধরাতল হইতে ধনুকোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন । তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুন্নচিত্তে স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণপূর্বক পূর্ববৎ অবস্থিত রহিলেন ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

‘অমাত্যগণ কহিলেন,—মহারাজ ! ক্ষুৎপিপাসার্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন । উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক গোগর্ভসমুদ্ভূত পুত্র ছিলেন । ঋষিকুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভুলোকে প্রত্যাগমনপূর্বক সখাসম্মিধানে নিজ পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । তাঁহার সখা কহিলেন,—বয়স্য ! তোমার পিতা একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প নিক্ষেপপূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন । মহারাজ ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীনপ্রায় ছিলেন । তিনি সখামুখে নিজ পিতার এইরূপ আপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমনপূর্বক আপনকার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, “যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্বিষহবীর্য্যসম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে ।” ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বয়স্য ! অদ্য আমার তপঃপ্রভাব

দেখ । পরে শূদ্রী, পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্বদত্ত শাপবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন । তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া জ্ঞানীল গুণসম্পন্ন গৌরমুখ নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনকার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন, “আমার পুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে স্বকীয় তেজঃ দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে ; অতএব হে মহারাজ ! তুমি অদ্যাবধি সাবধান হও ।” গৌরমুখ রাজগোচরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপাস্ত নিবেদন করিলেন । হে মহারাজ ! আপনকার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত সাবধানে রহিলেন ।

অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট আগমন করিতেছিলেন । ব্রাহ্মণবেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন ? মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন,—হে দ্বিজ ! শুনিলাম, অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি । আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না । দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন,—মহর্ষে ! আমিই সেই তক্ষক । আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না । বৃথা কেন কৰ্ম্মভোগ করিবে । তুমি আমার অদ্ভুত বীৰ্য্য দেখ, এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্তী ঐক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন । বনস্পতি দংশনমাত্রেই ভস্মাবশেষ হইল ; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন । তখন তক্ষক বিশ্বয়াবিক্ট হইয়া কহিলেন, ঋষে ! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন । কাশ্যপ প্রভুভর করিলেন, আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি । তক্ষক কহিলেন, রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও । তদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহ বিষবহি

দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্মিকবর তদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন । তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন । মহারাজ ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম ; এক্ষণে আপনকার পিতার ও মহর্ষি উত্কলের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন ।

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তরগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অমাত্যগণ ! তক্ষক যে বট বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে ? বোধ হয়, পদ্মগাধম তক্ষক মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন, সংশয় নাই ; সুতরাং আমাকে সর্বলোকের উপহাসাস্পাদ হইতে হইবে ; অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প । সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি ; তদ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব । কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ঘটিয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে ? এবং কি প্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল ? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্বকুল সংহার করিব ।

মন্ত্ৰিগণ কহিলেন,—মহারাজ ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন । এক ব্রাহ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন । তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই । তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয় ; কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল । পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সম্বাদ প্রদান করেন । মহারাজ ! যে দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, করুন ।

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অশ্রুমোচনপূর্বক ক্রিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বনে ধর্মিকিয়া মন্ত্ৰিদিগকে

কহিলেন,—হে অমাত্যগণ ! পিতার পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর । দুরাত্মা তক্ষক শত্রুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে ; এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিকূল দিতে হইবে । যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই বাঁচিতেন ; কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে । যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলে জীবন লাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত ! তাহার এ অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য হয় না । অতএব এক্ষণে আমি, আমার আপনার, তোমাদিগের ও উত্তরের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্ঘাতনে দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম ।

একপক্ষাশতম অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রীগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন । পরে স্থায় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিগ্গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকূল এই বাক্য বলিলেন,—“দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে ; এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি ; আপনারা অনুমতি করুন । হে মহাশয়গণ ! আপনারদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্বারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সর্বংশে ধ্বংস করিতে পারি ? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষায়িতে দক্ষ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব ।” ঋত্বিগ্গণ কহিলেন,—মহারাজ ! পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন । পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা আর কেহই নাই । সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালীও আমাদিগের বিদিত আছে ; অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ করুন ; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই । রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন, যেন তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাশনে দক্ষ হইয়াছে । পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ; আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয়

দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে। তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিগ্গণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহাযুলা রত্ন সমূহে ও প্রভূত ধন-
 ধায়ে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিগ্গণ এইরূপে যজ্ঞভূমি
 প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে আপনারা ত্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি
 দীক্ষিত করিলেন ; কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্বেই যজ্ঞবিন্যসকর এক মহৎ ব্যাপার
 উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নিৰ্ম্মাণকালে একজন বাস্তবদ্যাভিচারদ
 পুরাণবেত্তা সূত্রধার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“যে প্রদেশে ও যে
 সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক
 জন ত্রাক্ষণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।” রাজা এই কথা শ্রবণ
 করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—“যেন
 আমার অজ্ঞাতমারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।”

দ্বিগ্গণশতম অধ্যায়।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরম্ভ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কৰ্ম্মে
 নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান ও মস্তোচ্চারণপূর্বক বহিতে
 আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষুঃ
 রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোল্লেখপূর্বক আহুতি দিতে আরম্ভ
 করিলে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ নিতান্ত ব্যাকুল
 ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মন্তক ও
 লালুল দ্বারা বেটন করিয়া সক্রোধস্বরে পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে করিতে
 সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ,
 কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, অশ্বাকার, ক্রি-
 শুণ্ডাকার, মহাকায়, মহাবল পরাক্রান্ত, শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত
 প্রযুত, অর্কবৃন্দ অর্কবৃন্দ, বহুবিধ মহাবিষ বিষধরুগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া
 সেই প্রজ্বলিত হুতবহমুখে পতিত হইতে লাগিল।

ত্রিগ্গণশতম অধ্যায়।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূতাজ্ঞ ! সর্পকুলসংহর্তা কুরুবংশীয়-
 তংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে কোন্ কোন্ ঋষি ঋত্বিক হইয়াছিলেন

এবং নাগগণের বিষাদজনক সেই দারুণযজ্ঞে কোন্ কোন্ ঋষিই বা সদস্য হইয়া-
ছিলেন ? হে বৎস ! তুমি তৎসমুদায় বর্ণন কর । তাহা হইলে আমি সপসত্ত্ব
বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের নাম জানিতে পারিব । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—রাজা
জনমেজয়ের যজ্ঞে যে সকল মনীষিগণ ঋত্বিক ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের
নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীয়
স্ববিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা ছিলেন । বৃদ্ধ স্রবিদ্বান্ কৌৎস
উদগাতা এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন । আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, মারদ,
পর্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, ধাৎশ্র, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্মা,
মৌদগল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল তাহাতে সদস্য
হইয়াছিলেন । ইহারা সকলে সেই সুমহান্ সপসত্ত্বে আঁহিত প্রদান করিতে
আরম্ভ করিলে অতি ভীষণাকার সর্প সকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও
বিনষ্ট হইতে লাগিল । তাহাদিগের বসা ও মেদঃ দ্বারা শত শত কৃত্রিম
সরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পৃতিগন্ধে চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । অনলে
পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আৰ্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতি-
ধ্বনিত হইতে লাগিল । নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্ত্বে দীক্ষিত
শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রাণ্ডয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া
পুরন্দরের শরণাগত হইল । দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন,—
নাগেন্দ্র ! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্বেই পিতামহকে
প্রসন্ন করিয়াছি ; অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি ? মনোহুঃখ দূর কর ।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত
হইয়া ইন্দ্রাণ্ডয়ে পরমস্থখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । এদিকে সর্পকুল
ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া স্বজনহিতৈষী বাহ্লকি বন্ধুবান্ধব-
গণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূচ্ছিত হইতে
লাগিলেন । অনন্তর নাগরাজ পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে
দেখিয়া নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভদ্রে ! আমার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও দশ দিক্ শূন্য বোধ
হইতেছে, মন ও নয়ন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া
যাইতেছে । অধিক কি কহিব, বোধ হয়, বুঝি অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত

দহনে দেহ সর্পসর্প করিতে হইল । রাজা জনমেজয় আমাদিগকে সর্বশেষে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসর্প আরম্ভ করিয়াছেন ; সুতরাং আমাকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই । হে ভগিনি ! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত ; অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর । পূর্বের পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আন্তীক জনমেজয়ের সর্পসর্প নিবারণ করিবেন । অতএব হে বৎসে । অধুনা তুমি আমার ও আমার পুত্রজনবর্গের জীবন রক্ষার্থে অদ্বিতীয় বেদবেত্তা আপন পুত্রকে আদেশ কর ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—তদনন্তর নাগরাজভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আন্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে কহিলেন,—পুত্র ! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব যাহা কর্তব্য হয় কর । আন্তীক কহিলেন, মাতঃ ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, আজ্ঞা করুন ; জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি । তখন বাস্কবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন,—বৎস ! শ্রবণ কর ; সর্পকুলজননী কদ্রু সপত্নী বিনতাকে পুণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন, এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের অঙ্গবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে । কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন,—“তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসর্পে দগ্ধ ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইবে ।” সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও “তথাস্তু” বলিয়া সেই শাপবাক্যে অনুমোদন করেন । নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদনবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষমা প্রার্থনা বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন । দেবগণ দুর্লভ অমৃতলাভে হর্ষচিত্ত হইয়া আগার ভ্রাতাকে

সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে কমলযোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্ ! ইনি নাগরাজ বাহুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—জরৎকার মুনি জরৎকারনামী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন ; তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন । নাগরাজ বাহুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্ত্ব আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন । হে বৎস ! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । অধুনা সেই অভীষ্ট সিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ হইতে মাতুল-কুলের পরিত্ৰাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর ।

আন্তীক যে আজ্ঞা বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যে বাহুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,—হে ভুজঙ্গেশ্বর ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শাপমোচন করিব এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব । আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই । আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না ; হে মাতুল ! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয়, তাহা করিব । আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন ।

বাহুকি কহিলেন,—বৎস আন্তীক ! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছি ; দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদ্‌ঘূর্ণিত হইতেছে । তখন আন্তীক কহিলেন, আপনি সম্ভাপ পরিত্যাগ করুন ; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব । আন্তীক এইরূপ আশ্বাসবচনে বাহুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্ৰাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন । তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যকল্ল ও অগ্নি-কল্ল সদস্পর্শগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে । তপোধন তদ্বর্ণনে প্রীত হইয়া সেই স্থানে

প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। স্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ-ভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুর্দশ সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক ও সদন্তগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—:~:—

আন্তীক কহিলেন,—হে ভারতবংশাবতংস! চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বান্নস্বন্দর হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আপনকার এই সর্পসত্ত্ব তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ, কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রশ্মিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয়রাজা, শশবিন্দুরাজা, বৈশ্রবণ, নৃগরাজা, অজমীঢ়রাজা এবং রামরাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনকার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে; কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনকার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্ত্ব করিয়াছিলেন, সেই সত্ত্ব তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কণ্ঠ করেন; আপনকার এই সর্পসত্ত্বও তদনুরূপ হইয়াছে। কিন্তু হে পরীক্ষিতাজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

আপনার যজ্ঞানুষ্ঠান এই সকল সূর্য্যসম্মতেজাঃ মহর্ষিগণ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তাদিগের সদৃশ, ইহাদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অতি দুষ্কর, ইহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় হয়। আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইহাঁর সমান লোক ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না, ইহাঁরই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্বর্ষ্যে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন।

আপনকার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন । মহারাজ ! আপনকার সমান প্রজাপালনকর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল । আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন । আর আপনকার বিষয়-নিষ্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি । আপনি ঋতাস্ত্র, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি, মাক্ষাতা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ, মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়মহত্ত্ব, বশিষ্ঠের ন্যায় জিতক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, ঔর্বত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত । আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তদ্রূপ যাগাদি সংক্রিয়ার পথ প্রদর্শক । মহারাজ ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গান্ধীর্ঘ্য, প্রভৃতি যে সকল সদৃগুণপ্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রামাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন । আন্তরিক ঐকরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন । অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহা-দিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন ।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

—:—

জনমেজয় কহিলেন,—ইনি বালক ; কিন্তু ইহঁার যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি, তাহাতে বালক বলিয়া কোনক্রমেই প্রতীতি হয় না । যাহা হউক, আমি ইহঁার অভিলষিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি । হে দ্বিজগণ ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয় ? সদস্যগণ কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয়, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই পাইতে পারেন । অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞাঙ্গনে উপস্থিত হইল না । তখন জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষয় শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপ-

স্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা মথাসাধ্য যত্নবান্ হউন । ঋত্বিগ্গণ উত্তর করিলেন, আমরা শাস্ত্রপ্রভাবে ও অগ্নির স্নাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে । পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন । রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি কহিলেন,—রাজন্ ! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে । সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, “তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না ।” রাজা সূতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন,—মহাশয় ! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন । হোতা তদনুসারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন । চতুর্দিকে দেবতার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন । মেঘমালা, বিদ্যাপ্ররগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার অনুগমন করিল । তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুকায়িত হইল । এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুকায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর । হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবারাত্র নাগেন্দ্র কম্পিতকলেবর হইয়া ইন্দ্র সমভিব্যাহারে আকাশপথে উপস্থিত হইল । ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিগ্গণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেষদ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রতুলিত পাবকশিখার সমীপবর্তী হইল ।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশস্বদ হইয়াছে । বোধ হয়, ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ঐ দেখুন, সেই পদ্মগেন্দ্র আমাদিগের মন্ত্রপ্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিতকলেবরে স্বর্ণ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে ।

অতএব আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই । এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন । রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণকুমার ! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাশ্রয় হইব না ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই আন্তীক কহিলেন,—হে নরেন্দ্র ! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিরুত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয় । ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর করিলেন,—আপনি স্ববর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরুত্ত হইতে পারিব না । আন্তীক কহিলেন,—মহারাজ ! আমি স্ববর্ণ, রজত, গো অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই । মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে আসিয়াছি । অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃত-কার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজত স্ববর্ণাদি লইয়া কি করিব । আন্তীকের এইরূপ অতর্কিতচর বরপ্রার্থনায় রাজা বিষাদমাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বরাস্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না । তদনন্তর বেদজ্ঞ সদশ্বেরা একবাক্যে কহিলেন,—মহারাজ ! পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

—•—

শৌনক কহিলেন,—হে সূতনন্দন ! যে সকল সর্প সর্পসত্ত্বে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি । উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ধবৃদ অর্ধবৃদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে । বাহুল্যপ্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে । তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিষোল্লগ্ন প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কাল-

দন্তক, ইহারা বাহুকির পুত্র ; এই সকল সর্প এবং বাহুকির কুলজাত মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প আত্মশাপে দগ্ধ হইয়াছে । পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেগক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, স্কুমার, প্রবেপন, মুদগর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহমু, ইহারা তক্ষকের বংশজাত ; এই সকল বিমধর প্রদীপ্ত দহনে দগ্ধ হইয়াছে । পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডুর, হরিণ, কুম্ভ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতকুলে জাত ; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে । এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীক্ষদ্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্তক, প্রাতরাতক, কোরবকুলোৎপন্ন এই সকল সর্প ভস্মসাৎ হইয়াছে । শঙ্কুবর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহট, কামঠক, স্রম্বেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্ভপারক, ঋষভ, পিণ্ডাকর, রক্তাঙ্গ, সর্বসারঙ্গ, সম্বদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, স্তচিত্র, চিত্রবেগিক ; পরাশর, তরুণক, মণিক্ষদ্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুলজাত এই সকল নাগগণ ভস্মীভূত হইয়াছে । বাহুল্যপ্রযুক্ত ইহাদিগের পুত্র পৌত্রের নাম করিতে পারিলাম না । এতদ্ব্যতিরিক্ত ত্রিশিরাঃ, সপ্তশিরাঃ, দশমুণ্ড, মহাবেগমান, পর্বতাকার, যোজনবিস্তীর্ণ, দ্বিযোজনবিস্তীর্ণ, কামবল, কামরূপী, অতি ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার মহাবিশ্ব বিমধরগণ প্রজাপতির শাপনা শুনিপীড়িত হইয়া অনবরত প্রদীপ্ত দহনে দেহত্যাগ করিয়াছে ।

অষ্টপকাশস্তম অধ্যায় ।

—:—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! অধুনা আন্তীকের আর এক অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করুন । দেবরাজহস্ত হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতি-মাত্র ভীত হইয়া প্রজ্বলিত হতাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন । শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস সূত-নন্দন ! বল দেখি, তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনোমী বিপ্রগণের মস্তবলে হোমানলে পতিত হইল না ? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন,—মহাশয় ! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজাঃ মহর্ষি আন্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয়-বিশ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার (তিষ্ঠ তিষ্ঠ) এই বাক্য বলিয়াছিলেন ।

তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কাল-
যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

অনন্তর রাজা সদশ্যগণের প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া আস্তীককে অভিলষিত
বর প্রদানপূর্বক কহিলেন,—নিরুত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ হউক, আস্তীক
ঋষি প্রসন্ন হউন এবং সেই সূতবাক্য সত্য হউক । আস্তীককে এই বর দেও-
য়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং যত্ন নিরুত্ত
হইল । রাজা প্রীতমনে ঋষিক্ ও সদশ্যগণকে প্রার্থনাদিক অর্থদান দ্বারা
সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন । পূর্বে যে লোহিতাক্ষ সূত “এক ব্রাহ্মণ এই
যজ্ঞের অন্তরায়স্বরূপ হইবেন” এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি
তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত স্নান করিলেন । পরিশেষে অশন
বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদানপূর্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া
গৃহে প্রেরণকালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—মহাশয় ! আমার
অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে ।

আস্তীক অতি মহৎকার্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার-
পূর্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের
সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । সর্পগণ আপনা-
দিগের কুশল সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীককে অগণ্য ধন্যবাদ
প্রদান পূর্বক কহিলেন,—বৎস ! অদ্য তুমি আমাদের জীবন দান করিলে,
আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর ।
তাহারা ভূয়ো ভূয়ো বলিতে লাগিল,—বৎস ! আমরা তোমা-কর্তৃক রক্ষিত
হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য
সম্পাদন করিব ।

আস্তীক কহিলেন,—যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
তবে এইমাত্র অনুরোধ করিবেন যে, যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরা-
পর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্তিমান ও স্নানার্থে নাম স্মরণ
করিবেন কিম্বা (যে আস্তীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে
রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি,—হে সর্পগণ ! আমাকে
হিংসা করিও না, জনমেজয়ের ধস্তাবসানে আস্তীকের বচন স্মরণ কর, যে

সপ' আন্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী
 বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে ;) এই ধর্ম্মাখ্যান
 পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না । সপেরা
 প্রসন্নমনে আন্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন,—হে ভাগিনেয় !
 আমরা কদাচ তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না । সূত শৌন-
 ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আন্তীক সমাগত নাগেন্দ্র-
 গণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্বভবনাভিমুখে প্রশ্নান করিলেন ।
 কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন ।
 হে ভৃগুত্তম ! আপনকার পূর্বজ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুদ্রের কৌতুক নিবৃত্তির
 নিমিত্ত আন্তীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল
 বর্ণনা করিলাম । এই পুণ্যবর্দ্ধক আন্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সপ'ভয়
 বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ হৃথের সঞ্চার হয় এবং পবিত্র ধর্ম্মলাভ হয় ।

আন্তীকপরাধায় সমাপ্ত ।

আদিবংশাবতরণিকা ।

একোনবষ্টিতম অধ্যায়

—:—

শৌনক কহিলেন,—বৎস সূতনন্দন ! ভৃগুবংশ বর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয়
 উপাখ্যান সকল কীর্তন করিয়া তুমি আমাদেরকে পরম সন্তুষ্ট করিলে
 এক্ষণে সেই অতি বিস্তীর্ণ সপ'যজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানস্তর সদৃশমণ্ডলী
 প্রদর্শনক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া
 আমাদেরকে চরিতার্থ কর । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—সপ'সত্তে দৈনন্দিন কর্ম্মানু-
 ষ্ঠানের মধ্যাবকাশে দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহা-
 ভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন । শৌনক কহিলেন,—ভগবান্ বাদরায়ণি
 রাজা জনমেজয়কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডুদিগের গুণগানস্বরূপ মহাভারত
 নামে যে ইতিহাস কীর্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।
 হে সূতপুত্র ! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম,
 তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; অতএব সেই বিশুদ্ধাত্মা

মহর্ষি মনঃসাগরসমুদ্ভূত অমৃতনির্বিশেষ মহাভারতীয় কথা কীর্তন কর। তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—হে মুনিবর ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্তন করিতেছি। উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

—::—

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন,—যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র-পরশরৈর ঔরসে অবি-
বাহিতা কালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে যাগক্রিয়া দ্বারা
আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন,
তপোমুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও রোষ দ্বারা যঁাহাকে
কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যিনি এক বেদকে চতুর্দ্বি বিভক্ত
করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশরক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও
বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকোবিশ্রুত
মহাকবি ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জন-
মেজয়ের সপর্বজ্ঞ দর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক রাজগণ ও সদস্তগণে
পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনমেজয়
ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সহর উখিত হইয়া অতি
প্রীতমনে তাঁহার প্রত্যাগমন করিলেন এবং সাদরসম্ভাষণপূর্বক উপবেশ-
নার্থ স্ববর্ণময় আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জন-
মেজয় বিধিপূর্বক তাঁহার সৎকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পাদ্য,
অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিয়া দিলেন। মহর্ষি তদন্ত পূজা
প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তিসহ-
কারে পূজাবিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্বক তদীয় কুশলবার্তা
জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময় প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে
ভগবান্ বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে
প্রতিপূজা করিলেন।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ !
কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের যাবতীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইহাদিগের পরম্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্ব-
ভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম ঘটনার কারণ কি ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যো-
পান্ত কীর্তন করিয়া আমরাদিগের ওকান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত
করুন। বেদব্যাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট নিজ
শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন,—বৎস বৈশম্পায়ন ! তুমি আমার
নিকট কুরু ও পাণ্ডুরদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করি-
য়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্তন কর। বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাখ্যায়ের আদেশ-
ক্রমে রাজা, সদস্য ও অধ্যক্ষ ভূপঞ্জিগণের সমক্ষে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহ-
বিচ্ছেদাদিঘটিত অতি প্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ
করিলেন।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

—o—

১ বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ত্রাঙ্কণ-
গণ ও অধ্যক্ষ বিদ্বদগণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত
অপূর্ব উপাখ্যান কীর্তনবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন,
মহারাজ ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা
যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি ; অত-
এব ভারতকথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে
মহারাজ ! রাজ্যলাভপ্রযুক্ত কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্বভূত-
বিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যুতমূলক বনবাস সবিস্তার বর্ণন
করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাস পরিত্যাগ-
পূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধর্মবিদ্যায়
সম্পূর্ণ খ্যাতি লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল
তদর্শনে সহসা অসূয়াপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রুর-
কন্ধ্যা কর্ণ ও দুশ্মতি দুর্ঘ্যোধন, ইহারা একমত্যা অবলম্বনপূর্বক পাণ্ডবদিগের
নিগ্রহচেষ্টা ও নির্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্ঘ্যোধন শকুনির পরামর্শ-

ক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অগ্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষায় ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন তাঁহার হস্তপাদাদি বন্ধনপূর্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উদ্ধিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে দুৰ্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুৰ্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুৰ্য্যোধন গৃহ ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে রুষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অমুমত্যানুসারে বারণাবতে জভুগৃহে প্রস্থত করাইলেন। তৎপরে পুঞ্জবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জভুগৃহবাসের আদেশ দিলেন; তাঁহারা এক বৎসরকাল তথায় নির্বিশেষে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্মাণ করিলেন। পরে সেই জভুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুৰ্য্যোধনের দুৰ্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শক্তিমানে রজনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব, মুখব্যাদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রমপ্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে ভীমসেন হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে

ষটোৎকচ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন । পরে পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মচারি-
বেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে
মনোনিবেশপূর্বক ক্রিয়াকাল অতিক্রম করেন । একদা মহাবল মহাবাহু
ভীমসেন স্রীষ বাহুবলে ক্ষুধার্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগ-
রের উপদ্রব নিবারণ করিলেন । তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বররত্নান্ত
শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালদেশে আগমনপূর্বক দ্রৌপদীলাভ করেন এবং তথায়
এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন । তখন
মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন,—তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ
হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগের
বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সন্মত হইলে
না । অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-
রথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর । পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে
বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্বক স্বজনগণ সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন
করিলেন । পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক বৎসর
তথায় অবস্থিতি করেন । ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রুদমন দ্বারা
ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন । মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্বদিক্,
অর্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্ ও সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই
সঙ্গাগরা ধর্মগুণে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন । সূর্য ও সূর্যসদৃশ পঞ্চ-
পাণ্ডব দ্বারা ধর্মগুণগণ যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল ।

একদা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর
ভ্রাতা অর্জুনকে বনে ঘাইতে কহিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন তদীয় আজ্ঞা-
ক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন । পরে এক
দিবস দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং
তাঁহার স্তম্ভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন । যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া
এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া অহ্লাদিত হইয়াছিলেন, স্তম্ভদ্রা অর্জুনকে পতি-
লাভ করিয়া তদ্রূপ অহ্লাদিত হইলেন । পরে বাসুদেব সমভিব্যাহারে
অর্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন । অগ্নি
পরিভূক্ত হইয়া অর্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ, অক্ষয় ভূগীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান

করিলেন । অর্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন । ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চনমণ্ডিত ও পরম রমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেন । দুর্মতি দুর্ঘ্যোধন ময়নির্মিত সভার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও একবৎসর অস্বাত্তবাসের আদেশ দিলেন । ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করেন । তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয় । পরিশেষে তাঁহারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্ঘ্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন । হে মহারাজ ! উভয় পক্ষে যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ।

—
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।
—

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র ! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতি বিচিত্র চরিত্র সবিস্তার কীর্তন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর । পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশুদ্ধ চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইল না । ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি, সে কারণ সামান্য কারণ নহে । আর তাঁহারা নিরপরাধী ও প্রতিবিধানসমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত দুঃসহ ক্লেশ সহ করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি ? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি কারণে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন ? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিত হইয়াও কেন ক্রোধ-চক্ষুঃ দ্বারা সেই ছুরাঙ্গা কৌরবদিগকে ভস্মাবশেষ করিলেন না ? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যুতে আসক্ত হইলেন, তখন ভীমার্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না ? কি প্রকারেই বা অর্জুন একাকী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের

সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন ? হে তপোধন ! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অগ্ন্যাহ্ন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ ; অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দেশ করুন, আমি আপনকার নিকট উহা সবিস্তার কীর্তন করিব । সত্যবতীপুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব এই গ্রন্থে একলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন । যে সকল ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং বাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন । বেদব্যাসপ্রণীত এই পরম পবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ । মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন । ইহাতে অর্থ ও কামবিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতৎশ্রবণে পরিনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি জন্মে । বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দানশীল, সত্যস্বভাব, ধর্মপরায়ণ ও অকুপণ ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন । শ্রোতা অতি নিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের স্তায় জগৎ-হত্যাদি মহাপাতক হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে । বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্তব্য । রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্য লাভ ও শত্রু পরাজয় করিতে পারেন । যদি কোন যুবা রাজা মহিষীর সহিত এই পুত্রফলপ্রদ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বীরপুত্র বা রাজ্যভাগিনী কন্যা জন্মে । মহর্ষি বেদব্যাসরচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র । এক ব্যক্তি বস্ত্র ও অশ্বে ইহার শ্রোতা হইয়েন । শ্রোতাদিগের পুত্র পৌত্রেরাও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং ভৃত্যেরা প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে । যে নর মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাটিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়েন । বাঁহারা বিদ্বৈষবুদ্ধিশূন্য হইয়া এই ভরতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোক ভয় নিবারণ হয় । বেদব্যাস স্বগ্রন্থে সর্ববিদ্যাপারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীর্তি বিস্তার করিয়াছেন । ইহা অতি বিচিত্র ও

পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোত্রযুগল চরিতার্থ হয়। যে মানব জীবলোকে পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধর্ম লাভ করেন। যিনি অতি পুত্ৰমনে সর্বলোকপ্রখ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীর্তন করেন, তাঁহার বংশপরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারিমাস মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মসিদিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণিত কীর্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূত-ভাবন ভবানীপতি ও দেবী পার্শ্বতীর অনির্বচনীয় মহিমা এবং কার্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টিধরূপ। অতএব ধর্মবুদ্ধি লোকদিগের ইহা সর্বদা শ্রবণ করা কর্তব্য। যিনি প্রতি পর্বাহে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপনাশ ও নিত্যকাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভারতের অন্ততঃ একচরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে পিতৃলোক অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অহোরাত্রে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ সঞ্চিত হয়, মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ভরতবংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের সমুদায় সিদ্ধাস্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়। এই ঋতুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে শ্রোতা মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন, অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই অপূর্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ করান ও ষাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহা-দিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যে নর ধর্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় ও চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহাগিরি স্রমেক্ষ যেমন রত্না-

কর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহুবিধ স্মারক শব্দে অলঙ্কৃত এই রমণীয়তর মহাভারতও এক অতুৎকষ্ট ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। • যে ব্যক্তি অর্থোদিগকে এই শ্রবণস্বথকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার সসাগরা পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়। মহারাজ ! পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

—:—

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রস্ব গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া সাস্তুবাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন,—মহারাজ ! যাহাতে পৃথিবীমধ্যে ধর্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। তুমি ধর্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধর্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন,—হে নরনাথ ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি ভুলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সহুপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর ; এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্বর্য্যক্ষেত্রবিশিষ্ট এবং পশাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্যসম্পন্ন, তুমি সেই দেবমাতৃক প্রদেশে স্থবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ ! চেদিদেশ প্রভূত ধনরত্নাদিবিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্তে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্বল বলীবর্দ্ধদিগকে

ভারবাহন বা কৃষিকার্যে নিয়োগ করে না । তথায় ত্রাঙ্গণ, কক্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন । হে মান প্রদ ! ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না । মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদন্ত এই দিব্য স্মটিক-নির্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার স্রায় গগন-মার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে । আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনাঙ্গী অম্লান-পঙ্কজা মালা অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রামকালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে । এই স্রবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রীতি বিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণুযষ্টি প্রদান করিলেন । সম্বৎসর অতীত হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন । পরদিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপনপূর্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন । তদবধি অছাত্ত ক্ষিত্তিপালেরাও তন্নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন । ভগবান্ ইন্দ্র বসুরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহপূর্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, মহারাজ ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে, তাহাতে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম । এক্ষণে কহিতেছি, যে সকল রাজা আমার প্রীত্যাশ্রয়ে এই উৎসব করিবেন বা অন্যদ্বারা এই উৎসব করাইবেন, তাঁহাদিগের রাজ্যে ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে এবং তৎপ্রদেশবাসীরা সর্বদা সন্তোষে থাকিবে । হে মহারাজ ! এইরূপে বসুরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন । ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন । চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কখন দ্বারা ইন্দ্রকর্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্যতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন ।

মহারাজ ! বসুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল । তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন । তাঁহার ঐক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ । ইনি

মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন । অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ । আর একটির নাম কুশান্ব, কেহ কেহ ইহার নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দেশ করেন । অন্য পুত্রের নাম মাবেল । অপরের নাম যত্ন । অমিতপরাক্রমশালী বহুরাজার এই পঞ্চ পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে যিনি যে দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে । সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চভূপতির পৃথক পৃথক বংশাবলী হইয়াছিল । যখন সেই বহুরাজা ইন্দের প্রসাদলব্ধ সেই স্বাটিকনির্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশ পথে সঞ্চরণ করিষ্ঠেন, তৎকালে গন্ধর্ব ও অঙ্গরা সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন । তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচুর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন । তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল । কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামাক্স হইয়া স্রোতস্বতী সঙ্কোচাভিলাষী হওয়াতে বহুরাজ তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়াছিলেন । রাজার পাদপ্রহারে পর্বতস্বর-বিদীর্ণ হইল । অতি বেগবতী স্রোতস্বতী শুক্তিমতী সেই প্রহারমার্গ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল । উক্ত নদীর গর্ভে কোলমহলের এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল । নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিল । বহুপ্রদ বহুরাজ সেই পুত্রকে আপন সৈন্যাধিকারে নিয়োগপূর্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন । গিরিবালা গিরিকা ঋতু-স্নাতা ও শুচি হইয়া সম্ভান বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল । দৈবযোগে সে দিবস রাজার পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে যুগয়া করিতে আদেশ দিলেন । রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে যুগয়ার্থ নির্গত হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীম্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরুক ছিলেন । রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে যুগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুষ্পাঙ্গ, কর্ণিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জুন প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত ; কোকিলালাপ মুখরিত ; মধুমত্ত মধুকরের বন্ধারে সঙ্কলিত ; চৈত্ররথতুল্য মনোহর এক কাননে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু গিরিকা-বিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দাস্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদুচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকসিত অশোক তরু অবলোকন করিলেন । তিনি সেই তরুমলে স্থখাসীন হইয়া বায়ু সেবন দ্বারা অতিশয় আহলা-

দিত হইলেন । এই অবসরে তাঁহার রেতস্থলন হইল । রেতঃ নিতান্ত নিষ্ফল না হয়, এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন । পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রেতঃ বিফল না হয়, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বীজ শোধন করিয়া সমীপবর্তী অতি দ্রুতগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন,—হে সৌম্য ! অদ্য আমার মহিমীর ঋতুকাল; অতএব তুমি অতিসহর আমার এই রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর ।

বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া আকাশপথে উড্ডান হইল । পশ্চিমধ্যে আর একটি শ্যেন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডে স্থিত শুক্র দেখিয়া আশ্রয় আশঙ্কা করিয়া তাহার নিকট আসিল এবং মাংসখণ্ড বলপূর্বক লইব এই ভাবিয়া তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল । যুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল । তথায় অদ্রিকা নামে এক অঙ্গরাঃ ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত । সেই মৎস্যরূপা অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেনতুণ্ডপরিব্রজ্য বীজ ভক্ষণ করিল । বীজ ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎস্যীকে জালে বদ্ধ করিল । অনন্তর তাহার উদর-ভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্ভূত হইল । মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপালসমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল,—“মহারাজ ! এক মৎস্যীর গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে ।” উপরিচর রাজা সেই মৎস্যীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন । সেই মৎস্যপুত্র পরম ধার্মিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । শাপ-প্রদানকালে ভগবান্ ইন্দ্র অঙ্গরাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে । এক্ষণে সেই নির্দিষ্টকাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অঙ্গরাঃ মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বকীয় পূর্বাকার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল । মৎস্যীগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশ-ক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল । মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্য-গন্ধা হইয়াছিল ; ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী । সত্যবতী পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত ।

একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্যটনক্রমে যমুনা উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মূনিজনমনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র

মদনবেদনার অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—হে কণ্যাণি ! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর । সে কহিল, ভগবন্ ! ঐ দেখুন, নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন ; এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে । তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্জ্বাটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন । ঋষিস্থক কুজ্জ্বাটিকা দৃষ্টে কণ্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল,—ভগবন্ ! আমি পিতার অধীন ; অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই ; আপনার সহযোগে আমার কুমারীতাব দূষিত হইবে । কণ্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেই বা লোকসমাজে জীবনধারণ করিব ? হে ভগবন্ ! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত সমুদাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন । পরাশর শুনিয়া ক্রীতমনে কণ্যাকে কহিলেন,—হে ভীকু ! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কণ্যাভাব দূষিত হইবে না । আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর ; আমার প্রসন্নতা কখনই নিষ্ফল হয় নাই । তাঁহার এই কথা শুনিয়া কণ্যা কহিল, আমার সর্বস্ব হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক । ঋষি “তথাস্তু” বলিয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন । অনন্তর ধীবর-কণ্যা অতীষ্ট বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল । তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল ; লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আশ্রাণ পাইত ; এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল ।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর ধীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন । প্রভুত-তেজাঃ পরাশরপুত্র মাতৃনিদেশক্রমে তপস্তায় অভিনিবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন,—মাতঃ ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব । এইরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্মপরিগ্রহ করেন । তিনি যমুনা ধীপে জন্মেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ধৈপা-য়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদস্কয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মাণ্যের প্রতি অস্বকূলতা প্রবৃত্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয় । মহর্ষি বেদব্যাস স্মৃশ্রুত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাজারত

অধ্যয়ন করান ; তাঁহারাই ভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা প্রকাশ করেন ।

মহাবীর্য মহাযশাঃ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অষ্টবল্লর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । অণীমাণ্ডব্য নামক এক মহর্ষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন । সেই বেদবেত্তা মহাযশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হয়েন । তিনি শূলারোপণকালে ধর্ম্মকে আস্থান করিয়া এই কথা কহিলেম,—হে ধর্ম্ম ! আমি শৈশবকালে ইমীকান্ত দ্বারা এক শকুন্তিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম । আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি ; তন্ত্ৰিম আর কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই । কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্বী করিয়াছি, তদ্বারা কি আমার সেই পাপের শাস্তি হয় নাই ? অন্যান্য প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বধ গুরুতর পাতক । হে ধর্ম্ম ! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে উদ্যত হওয়াতে এক্ষণে তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে ; অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে । ধর্ম্ম তদীয় শাপপ্রভাবে বিছুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন । বিছুরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন ; সূত গবল্গণ হইতে মুনিতুল্য সঞ্জয় সঞ্জাত হয়েন । কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন । সর্বলোকপূজিত, জগৎকর্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বহুদেবের ঔরসে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েন । লোকে ঐহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভব, প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্মা, সত্বগুণ-সম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষর, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নিগূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করে, সেই সর্বভূতপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধনের নিমিত্ত অক্ষক বৃষ্টিবংশে অবতীর্ণ হয়েন । অস্ত্রজ ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্মা, সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন । এক দ্রোণিতে অর্থাৎ কুন্তে উগ্রতপাঃ মহর্ষি ঔরম্বাজের রেতঃপাত হয় ; তাহাতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল । অশ্বখামার জননী রূপী ও মহাবল রূপ, শরৎ-কালীন শরস্ত্রক্ষে প্রসিক্ত গৌতমের রেতঃ হইতে উদ্ভূত হইলেন । দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্বখামা জন্মগ্রহণ করিলেন । প্রভূতপরাক্রমশালী প্রদীপ্ত অনলসম তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ধনুগ্রহণপূর্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভূত হয়েন । ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী গুণবতী

দ্রৌপদীও জন্মগ্রহণ করেন । পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নথজিৎ ও স্তবলের জন্ম হইল । গান্ধাররাজ স্তবলের শকুনি নামে এক পুত্র ও দুৰ্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল । কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধার্মিক হইয়াছিল ; রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্র-বীৰ্য্যের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন । দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রবোনিতে ধৰ্ম্মার্থ-বেত্তা ধীমান্ বিদুর জন্মিলেন । পাণ্ডু রাজার দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয় । ধৰ্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ অৰ্জ্জুন এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয় হইতে অতি রূপবান্ অশ্বমজ নকুল ও সহদেব । তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সৰ্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন ; ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি এক শত পুত্র-জন্মে এবং তাঁহার যুয়ুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল । তদনন্তর দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃস্বৰ্ণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুত্র, যুয়ুৎসু এই একাদশ মহারথ জন্মিয়া-ছিলেন । অৰ্জ্জুনের ঔরসে স্তম্ভদ্বার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয় । অভিমন্যু কুশের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র । এক দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবন্ধ, ভীমসেনের ঔরসে সূতসোম, অৰ্জ্জুনের ঔরসে ঐশতকীৰ্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে ঐশতসেন এই পঞ্চপুত্র জন্মে । ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোটকচের জন্ম হয় । দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডিনামী এক কন্যা জন্মে ; স্কুল নামে এক যক্ষ আপন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল । এতদ্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শত সহস্র রাজা সংগ্রামবাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন । সেই অসংখ্য রাজগণের নাম অযুতবর্ষেও নির্দেশ করা দুষ্কর ; অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে ষাঁহার প্রধান, তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

—::—

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং ষাঁহাদিগের নাম অকীর্ত্তিত রহিল, তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । হে মহাভাগ ! সেই মহারথ দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত

এই পৃথিবীতে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্য দেবতারাও জানেন কি না, সন্দেহ । এক্ষণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন । পূর্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃকৃত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণপূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন । ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় করিলে ক্ষত্রিয় রমণীগণ স্তূতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন । ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয়কুলকামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন ; কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে তাঁহাদিগের সহবাস করিতেন না । ক্ষত্রিয়ঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে লাতিশয় বীৰ্য্যবান্ পুত্র ও কন্যা সকল প্রসব করিতে লাগিলেন । তাহাতেই ক্ষত্রিয়বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল । তৎকালে ত্রিযাগ্যোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা সম্ভোগ করিত ; কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না । কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্যাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে । ক্ষত্রিয়েরা পর্ব্বতবনসমাকর্ণা এই সমাগরা পৃথ্বীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ চতুর্কয় সকলেই অতিশয় শ্রীত হইলেন । তাঁহারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্র-বৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধানে তৎপর হইলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রবৃক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরি-গ্রহ করিত না । এইরূপে সমাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জ পরিপূর্ণ হইল । সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন । ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন । তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্রসম্মিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না । বৈশ্যেরা বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষি কৰ্ম্ম করিত । দুর্ব্বল গো সকলকে ভারবাহনকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া

তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত । কেনপায়ী বর্ষস সম্বন্ধে কেহ গো দোহন করিত না । বণিকেরা কুট পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিত না । সকল লোকেই ধর্মপরায়ণ ও সদাচারতৎপর ছিল । তৎকালে ধর্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই । নারীগণ ও ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত । তরুণগুলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত । সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয় ।

মনুষ্যালোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অশ্বরেরা জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল । অশ্বরেরা স্বরগণকর্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য ও ধর্ম হইতে দূরীকৃত হইয়া ধর্মতল আশ্রয় করিতে লাগিল । তাহারা ক্রীলোকে দেবভুল্য প্রভাব অভিলাষ করিয়া গো, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, রাক্ষস প্রভৃতি দূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল । জাত ও জায়মান অশ্বরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল । অনন্তর দমুস ওরসে দিতির গর্ভে কতকগুলি অশ্বর জন্মিল । প্রবলপরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত মর্দোৎসিক্ত দানবেরা এইরূপে সমাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া ত্র্যক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল । তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণিদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্বদা লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিত । 'হে মহারাজ ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সমাগরা সপর্কতা ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন । পরে বহুমতী নিতান্ত শক্তিতা হইয়া সর্বভূত পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন । ধরণী তথায় উপনীত হইয়া মহানুভাব দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত, গন্ধর্ব ও অপরাগণকর্তৃক সেবিত, অবিদ্যাপী, সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলেন । শরণার্থিনী অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে ব্রহ্মাকে আত্মসংবাদ নিবেদন করিলেন । সর্বাস্ত্রধামি ঔগবান্ ব্রহ্মা ইতিপূর্বেই ভূমির অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন ; বিশ্বনিষ্ঠাতা বিধাতা সর্বদা সকল লোকের মনোমন্দিরে জাগরূপ আছেন ; হুতরাং তাঁহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিতান্ত বিশ্বয়কর ব্যাপার নহে । তখন তিনি পৃথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বহুকরে ! ভূমি যে

কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব । এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা ভূমির ভার হরণ ও অসুরদিগের অমিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর এবং গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তোমরা নরলোকে ঘাইয়া উদ্ধৃত হও । সুরগুরু ব্রহ্মার এই হিতকর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন । ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভার হরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহা-দিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন ।

আদিবংশাবতরণিকা সমাপ্ত ।

সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন । হে রাজন্ ! তদনন্তর দেবগণ অসুরবিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে, কেহ বা ব্রাহ্মর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন । তাঁহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব্ব, পুঙ্গব, রাক্ষস ও নরমাংসলোলুপ অশ্বাত্ত জন্তুগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে লাগিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম ! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, মানব ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি অশ্বাত্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি ; অনুরোধ করিয়া সবিস্তার বর্ণন করুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া সুরাসুর প্রভৃতির জন্মব্রহ্মবৃত্তান্ত সর্বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অজ্রি, অজিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ছয়

মানস পুত্র জন্মেন । মরীচির পুত্র কশ্যপ ; কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে । হে মনুজশ্রেষ্ঠ ! অদিতি, দিতি, দমু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কঙ্ক এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন । ইহাদের গর্ভে কশ্যপের মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য গন্তান সমুৎপন্ন হয় । হে রাজন ! অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন । আদিত্যগণের সর্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু সর্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ ; দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মে ; তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু । হিরণ্যকশিপুর পঞ্চ পুত্র ; প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাঙ্কল ; ইহারা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন । প্রহ্লাদের তিন পুত্র ; বিরোচন, কুন্ত ও নিকুন্ত । বিরোচনের পুত্র বলি ; ইনি ভুবনবিশ্রুত ছিলেন । বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণ ; ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন ; প্রথম, রাজা, বিপ্রচিতি, মহাযশাঃ, শম্বর, নমুচি, পুণ্ড্রোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, দানবন, অযশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান, কেতুমান, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্বা, জজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, ভুহুগু, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুন্ত, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ এই চত্বারিংশৎ পুত্র দমুর গর্ভে জন্মে । একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শক্রতপন, শষ্ঠ, গরিষ্ঠ, চবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব এই দশ দানবের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য । চন্দ্রার্কবিষ্ণেয়ী রাহু, হুচন্দ্র, চন্দ্রহস্তা ও চন্দ্রমর্দন এই কয়েকটি পুত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । সিংহিকা ক্রুরস্বভাবা ছিলেন ; এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ক্রোধপরবশ, ক্রুরকর্মা ও অরিমর্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত । দনায়ুর চারি পুত্র ; বিষ্ণুর, বল, বীর ও বৃত্র । বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহস্তা, শক্র প্রভৃতি শমনসদৃশ প্রহর্তা দানবেরা কালার পুত্র ; ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও অরিমর্দন ছিলেন । ঋষিপুত্র শুক্র অশ্বরগণের উপাধ্যায় ছিলেন । শুক্রের চারি পুত্র ; ত্বষ্টাধর, অত্রি এবং অপর দুইজন । ইহারা চারি জনেই সূর্য্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিলেন । ইহারা ই অশ্বরগণের যাজনক্রিয়া সমাধা করিতেন । হে রাজন !

পুরাণে যেরূপ ঐশ্বর্য আছে, তদনুসারে দেবাসুরগণের বংশ কীর্তন করিলাম ; কিন্তু যে যে দেবতা বা দানবের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য । অশেষরূপে তাঁহাদিগের নাম নির্দেশ করা অতিশয় ছঃসাধ্য । তাক্ষ্য, রিক্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি ইহারা বিনতার পুত্র । শেষ, অনন্ত, বাহুকি, তক্ষক, কূর্ম ও কুলিক ইহারা কক্রর পুত্র । ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চাঃ, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জন্ত, কলি, নারদ এই ষোড়শ পুত্র, যুনির গর্ভে জন্মেন । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব । প্রথার গর্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশী, অশ্বরা, মার্গনপ্রিয়া, অনুশা, সুভিগা ও ভাসী এই কয়েকটি কন্যা এবং সিন্ধু, পূর্ণ, বহী, পূর্ণাঘ্নঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবহু, ভানু ও সুচন্দ্র এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । পুরাণে কথিত আছে, মহাভাগ প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অম্বরোবংশে সমুৎপন্ন হন । অলম্বুবা, মিত্রাকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, শরুণা, রমিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কয়েকটি কন্যা এবং অস্ত্রিবাহু, হাহা, ছুহু, তুম্বুর প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অযুত, গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে সমুৎপন্ন হয় । হে রাজন্ ! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অম্বর, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই জীবগানন্দদায়ক সর্ব্বপ্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অণ্ডকে শুনায়, তাহার আয়ু, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয় । আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে নিয়ম পূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহার ইহকালে ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদ্ধতি লাভ হয় ।

বট বটীতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! পূর্ব্ব আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতি বীৰ্য্যবান্ ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র । যুগব্যাস, সপর্ণ, বিশ্বাস্তি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্য, পিণাকী, দহন, কপালী, শ্মশু ও ভর্গ শ্মশুর



জনগেজয়ের সপ্ন যজ্ঞ । (আদি পর্ক ।)

এই একাদশ পুত্র ; ইহাদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে । অগ্নিরার তিন পুত্র ; বৃহস্পতি, উত্থা ও সম্বর্তা ; ইহারা সৰ্বলোকবিখ্যাত । হে নরনাথ ! অশ্রুত আছে, অত্রির অনেক পুত্র ; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণাবলম্বী মহর্ষি । হে নরশ্রেষ্ঠ ! রাক্ষস, বানর, কিম্বর ও যক্ষগণ, ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র । শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ও ঈহায়ুগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয় । ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী সূর্য্যসহচারী ত্রিভুবনবিশ্রুত ও সন্তানিষ্ঠ ছিলেন । হে ধরমানাথ ! শান্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ ভগবান্ দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন । মহর্ষি দক্ষ ঐ ভার্য্যার গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন । মহর্ষির পুত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সৰ্ব্বাস্থন্দরী কন্যাগণকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন । হে রাজন্ ! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশটি, কণ্ঠপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে সাতাইশটি বেদবিধানানুসারে সম্প্রদান কুরেন । ধর্ম্ম, চন্দ্র ও কণ্ঠপের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটি ধর্ম্মের পত্নী । লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটি চন্দ্রের ভার্য্যা । সৰ্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু । মনুর পুত্র প্রজাপতি । ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যাষ ও প্রভাস এই অষ্ট বহু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হয়েন । ইহাদের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধৃত্রার গর্ভে জন্মেন, ষোম মনস্বিনীর গর্ভে, অহঃ রতার গর্ভে, অনিল স্বাসার গর্ভে, অনল শাণ্ডিল্যার গর্ভে, প্রত্যাষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ধরের দুই পুত্র ; দ্রবিণ ও হতহব্যবহ । সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র । সোমের পুত্র বর্চাঃ, যদ্বারা লোক বর্চস্বী হয় । শিশির, প্রাণ ও রমণ ইহারা মনোহরার পুত্র । জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইহারা অহঙ্গর ঔরসে জন্মেন । শরবনবাসী শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুত্র । শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিন জন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ । কুমার কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে অনিলের দুই পুত্র জন্মে । দেবল ঋষি প্রত্যাষের পুত্র । দেবলের দুই পুত্র,

তঁাহারা সাতিশয় ক্ষমাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন । বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন । ইহঁার গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন । ইনি সর্ব শিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । দেবতাদিগের সমুদায় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্মা নিৰ্ম্মাণ করেন । ইহঁার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয়-বিশ্বকর্মা কে পূজা করিয়া থাকে ।

সর্বলোকস্বথাবহ ভগবান্ ধৰ্ম্ম নরকলেবর ধারণ পুরসের ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন । ধর্ম্মের তিন পুত্র ; শম, কাম ও হর্ষ । শমের পত্নী প্রাপ্তি, কামের স্ত্রী রতি ও হর্ষের ভার্য্যা নন্দা ; ইহঁাদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রা নিৰ্ব্বাহ হইতেছে । ঘোটকীরূপধারিণী স্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী । ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে প্রসব করেন । হে রাজন্ ! মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন । অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে ।

অদিতির গর্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুত্র জন্মেন । সর্বজগৎপালনকর্তা ভগবান্ বিষ্ণু তঁাহাদিগের সর্বকনিষ্ঠ । রুদ্র, দাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কীর্তিত হইল । এক্ষণে ইহঁাদের বংশাবলী, পক্ষ ও গণ কীর্তন করিতেছি । বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইহঁারা আদিত্য মধ্যে পরিগণিত । অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গৃহকগণ, যাবতীয় ওষধি এই সমস্ত পশুগণ দেবতামধ্যে পরিগণিত । লোকে আনুপূর্ব্বিক ইহঁাদের নাম কীর্তন করিলে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় । ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন । ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ । যিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থে বর্ষাবর্ষ ও ভয়াবহ বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু । তিনি যোগক্ষেম সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে, ভগবান্ ভৃগু চ্যবন নামে আর এক পুত্র উৎপাদন করেন । যিনি স্বীয় জননীর দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ক্রোধভরে গর্ভ হইতে বহির্গত হয়েন । মনুর কন্যা আরম্বী বিচক্ষণ চ্যবনের ভার্য্যা ।

আরুণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔৰ্ব নামে এক পুত্র নির্গত হয়েন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশয় তেজঃশালী, মহাবল পরাক্রান্ত ও নানাগুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔৰ্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র। রাম তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ ; কিন্তু সৰ্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ও ক্ষত্রিয়কুলান্তক। ঔৰ্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি এক শত পুত্র। সেই শত পুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ঋত্বা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুত্র আছেন ; পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী। আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস পুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠ ভাৰ্য্যা শুক্রাদেবী ; তাঁহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানামী কন্যা জন্মে। অমার্থী প্রজাগণের পরম্পরী ভক্ষণ হইতে সর্বভূতনাশকারী অধর্মের জন্ম হয়। অধর্মের ভাৰ্য্যা নিখতি, নিখতির গর্ভে রক্ষসগণের জন্ম হয় ; এই নিমিত্ত উহারা নৈখতি নামে বিখ্যাত। অধর্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র ; ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক যত্ন। যত্নর পুত্রকলত্র কিছুই নাই। তাত্মা দেবী সর্বলোকবিশ্রুতা কাকী, শৈলী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, শৈলীর গর্ভে শৈল, ভাসীর গর্ভে ভাস ও গৃধ্র ; লোকবিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণযুক্ত সর্বলক্ষণসম্পন্ন মুগী, মুগমন্দা, হরী, ভদ্রমনাঃ, মাতঙ্গী, শাদ্দুলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্বলক্ষণোপেতা সুরমা এই নয় কন্যা ক্রোধ হইতে জন্মে। হে নরোত্তম ! মুগ সমুদায় মুগীর পুত্র। ভল্লুক ও ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ মুগমন্দার পুত্র। সুরমনার হইতে মহাগন্দ দেবনাগ ঐরাবত সমুৎপন্ন হয়েন। বলশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মে। গোলাঙ্গুল নামে যে বানরবিশেষ, তাহারাও হরী হইতে সমুৎপন্ন। মহাসত্ত্ব সিংহ, ব্যাস্র ও দ্বীপিগণ শাদ্দুলীগর্ভসম্ভূত। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও শ্বেতাথ্য দ্রুতগতি দিগ্গজ শ্বেতা হইতে জন্মে। হে মহারাজ ! স্মশীলা রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী সুরভির কন্যা। বিমলা, অমলা এবং গো সমুদায় রোহিণী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধর্বীর পুত্র ; অমলা হইতে পিণ্ডফল, সপ্তরুক ও শুকীনামী কন্যা সমুৎপন্ন হয়। সুরমা হইতে কঙ্ক পক্ষীর উৎপত্তি। অরুণের ভাৰ্য্যা শৈলীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুঃ নামে দুই

মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে । হে ধীমন্ ! সমস্ত মহৎ প্রাণিগণের জন্মরহস্য বিশেষরূপে কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে লোক পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হয়, সর্বজন্তু লাভ করে ও চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন,—হে ভগবন্ ! দেব, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জীবগণ কি উদ্দেশ্যে মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যালোকে জন্মিয়া কি কি কৰ্ম করিয়াছেন, এই সমুদায় আনুপূর্বিক শ্রবণে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মনুষ্যালোকে যে যে দেবগণ ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অত্র তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন । বিপ্রচিন্তি নামে যে দানবেন্দ্র ছিলেন, তিনি মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইলেন । হিরণ্যকশিপু নামে যে দিতির পুত্র, তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হইলেন । প্রহ্লাদের অনুজভ্রাতা সংহ্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লিক দেশের অধীশ্বর হইলেন । অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অনুজ নরলোকে জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হইলেন । শিবি নামে দিতিপুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুমণামে বিখ্যাত হইলেন । বাঙ্কলনামা অশ্বরাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হইলেন । অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূৰ্দ্ধা ও বৈপকান্ এই পাঁচ মহাবল পরাক্রান্ত মহাস্বর কেকেয় দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হইলেন । কেতুমান্ নামে মহাপ্রতাপবান্ অশ্বর ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতৌজাঃ নামে অতি নির্দয় নরপতি হইলেন । স্বৰ্ভানু নামা সুবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি নৃশংস ভূপতি হইলেন । ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাস্বর অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হইলেন ; ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন ; কোন ব্যক্তি কখন ইহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই । অশ্বপতি নামে অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হাদিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত হইলেন । রুষপৰ্বা নামে সুবিখ্যাত মহাস্বর দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামা ভূপতি হইলেন । রুষপৰ্বার অনুজ অজক, শাৰ্ব্বি নামে

সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন । যে বার্যাবান্ মহাস্থর অধগ্রীৱ নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন । সুক্ষ্ম নামে অস্থর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন । দানবেন্দ্র তুহণ্ড সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন । ইয়ুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাস্থর নগ্নজিৎ নামে প্রভূত প্রতাপশালী নরপতি হয়েন । একচক্র নামা যে মহাস্থর ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্দ্য নামে বিখ্যাত হয়েন । বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণ্ড ভূতলে জন্মিয়া চিত্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন । শত্রুপক্ষক্ষয়কারী স্থহরনামা দানব অবনীতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক নামে ভূপতি হয়েন । নিচন্দ্র নামে পরম সুন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন । নিকুন্ত নামে যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন । শরভ নামা মহাদানব রাজর্ষি পৌরব নামে বিখ্যাত হয়েন । কুপথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাস্থর সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন । ক্রম নামে মহাস্থর ধরাতলে জন্মিয়া পার্বতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন ; ইহার কলেবর স্তম্ভের পর্বতের সদৃশ ছিল । শলভ নামে মহাস্থর বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন । চন্দ্রসদৃশ রূপবান্ চন্দ্রনামক অস্থর মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশ্যোজদেশাধিপতি চন্দ্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন । অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্যলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন । স্মৃতপা নামে দানবেন্দ্র ভূতলে পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হয়েন । গরিষ্ঠ নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মহাবলপরাক্রান্ত মহাস্থর নরলোকে ঋষির্দেব নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন । ময়ূরনামা শ্রীমান্ মহাস্থর ধরাতলে বিশ্ব নামে ভূপতি হয়েন । সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকীর্ত্তি নামে মহীপাল হয়েন । অস্থর-প্রধান চন্দ্রহস্তা, রাজর্ষি শুনকনামে বিখ্যাত হয়েন । যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন । দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন । চন্দ্রসূর্য্যামর্দনকারী যে ক্রুর এই সিংহিকাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন । অনায়ুর চারিপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষয় নামক অস্থর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাপতি হয়েন । দ্বিতীয়, পাণ্ডুরাষ্ট্রাধিপ

নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন । বলীন নামে সুবিখ্যাত অশ্বর ভূতলে পৌণ্ড্র-
মৎস্রক নামে ভূপতি হয়েন । মহাশ্বর রত্ন রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রথিত হয়েন ।
মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহস্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন । ক্রোধ-
বর্দ্ধন নামে যে অশ্বর ছিলেন, তিনি দণ্ডাধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন ।
কালেয়দিগের ব্যাত্ততুল্য বিক্রমশালী যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদের
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মগধ দেশে জয়ৎসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন । দ্বিতীয়, ইন্দ্র-
তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন ; তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন । মহা-
তেজাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহামায়াবী তৃতীয়, নিষাদদেশের অধিপতি হয়েন ।
চতুর্থ, শ্রেণিক্ষানু নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন । পঞ্চম, মহোজাঃ নামে শত্রু-
কুলান্তক নৃপতি হয়েন । তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ষষ্ঠ, মহাশ্বর
অভীরু নামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন । সপ্তম, সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত
সমুদ্রাসন নামে নরপতি হয়েন । কালেয়দিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে
সর্ব্বলোকহিতৈষী পরমধার্ম্মিক ভূপতি হয়েন । কুক্ষিনামে মহাবল পরাক্রান্ত
মহাশ্বর ক্ষিতিতলে পার্শ্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন । ইহঁর কলেবর
কাঞ্চন পর্ব্বতের সমান ছিল । মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাশ্বর ক্রথন সূর্য্যাক্ষ নামে
বিখ্যাত হয়েন । সূর্য্যনামে পরম সুন্দর মহাশ্বর বাহ্লীক দেশে দরদ নামে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন । হে রাজন্ ! গণ নামে যে ক্রুদ্ধস্বভাব দানবের নাম
পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবলপরাক্রান্ত মহী-
পতি মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । মদ্রক, কর্ণবেষ্ঠ, সিদ্ধার্থ, কীচক,
সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, স্বরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল,
দন্তবক্র, দুর্জয়, রক্ষী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাট্ঠান,
গোমুখ, কারুষক, ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর,
মতিমান ও ঈশ্বর ; এই সমস্ত মহাবীর্য্য মহাবশাঃ ভূপতিগণ ক্ষিতিতলে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত মহাশ্বর কালনেমি উগ্রসেনের ঔরসে
জন্মগ্রহণ করিয়া কংশ নামে বিখ্যাত হয়েন । দেবরাজ তুল্য দেবক নামে
দানব ধরাতলে গন্ধর্ব্বপতি নামক প্রধান ভূপতি হয়েন ।

হে ভরতকুলতিলক ! পবিত্রকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরত্বাজবংশা-
বতংশ অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য জন্মেন । এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্ভি-

তীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধনুর্বেদে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজন্যের সমষ্টিভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বখামার জন্ম হয়। অষ্টবল্লভগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের আদেশানুসারে শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ ; ইনি কুরুকুলের অভয়প্রদ, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সদ্ধত্তা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও—সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকুরসম্পন্ন যে ত্রৈলোক্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃপনামে বিখ্যাত হইয়েন, তিনি একাদশ রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শক্রকুলান্তক মহাশয় শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ অরাতিকুলনাশক যুষ্টিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশাস্ত্রবেত্তা রাঞ্জিষি দ্রুপদ, ক্ষত্রিয়সত্তম নরনাথ কৃতবর্মা ও পররাজ্যপ্রাপ্তিক শক্রনাশক ভূপতি বিরাট এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। অরিক্তার পুত্র হংস কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্বগণের রাজা হইয়েন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কোপে জন্মান্বিত হইয়েন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রিমুনির পুত্র। দুঃশাস্তি দুর্ঘ্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পাপাশয়, ক্রুর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সমস্ত জগতের বিদ্রোহাস্পদ এবং যিনি জীবমাত্রের সংহারকর্তা, তিনিই দুর্ঘ্যোধনরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘ্যোধন হইতেই ভয়ঙ্কর বৈরাগি উভেজিত হয়। পৌলস্ত্যের দুর্ঘ্যোধনের ভাতারূপে জন্মেন। দুঃশাসন, দুঃসুখ, দুঃসহ প্রভৃতি দুর্ঘ্যোধনের শতভ্রাতা। ইহারাও অতিশয় ক্রুরকর্মা। এই শত পুত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যগর্ভসম্ভূত অপর এক পুত্র জন্মেন ; তাঁহার নাম যুয়ুৎসু।

জনমেজয় কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ও তাঁহারা কাহার পর কে জন্মেন, আনুপূর্বিক কীর্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দুর্ঘ্যোধন, যুয়ুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুঃসুখ, বিবিশন্তি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, স্নলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দর্শ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষণ, দুর্ধর্ষণ,

দুশ্মখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুশ্মদ, দুশ্প্রহর্য, বিবিৎসু, বিকট, সম্ভ, উর্নানভ, পদ্মনানভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, হুসেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্মা, স্ককর্মা, দুর্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, স্ককুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রাযুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়াযুধ, দৃঢ়কর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধণ, দৃঢ়হস্ত, স্ত্রহস্ত, বাতবেগ, স্ত্রবর্চাঃ, আদিত্যকৈতু, বহ্মাশী, নাগদন্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিমন্ত্রী, দণ্ডী, দণ্ডাধার, ধনুগ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, স্মীর, বীরবাহু, আলোলিপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়রুগ, অনাধুষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহারাহু, ব্যটোরু, কনকাস্ত্র, কুণ্ড ও চিত্রক ; এই একশত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন । এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুযুৎসু । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের আনুপূর্বিক নাম কীর্তন করিলাম ; ইহারা সকলেই বেদবেত্তা, রাজনীতিপারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যাশিষ্য এবং সকলেই স্বস্থানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অনুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার উদ্ধাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।

হে নরনাথ ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন ; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে এবং সর্বভূতমনোহর অপ্রতিম-রূপশালী নকুল এবং সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন । সুবিখ্যাত সামন্তনয় বর্চাঃ অর্জুনপুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন । বর্চার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ভগবান্ সোম দেবগণকে কহিলেন,—হে দেবগণ ! এই পুত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর ; অতএব ইহাকে দিতে আমি সম্মত নহি । তবে যদি তোমরা এই নিষম কর, তাহা হইলে প্রিয়পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি । অস্ত্রবধ কেবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদিগেরও সাহায্য করা কর্তব্য । এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাকে দিতে স্বীকৃত হইলাম ; কিন্তু এই বর্চাঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না । হে অমরগণ ! ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডু রাজার অর্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুত্র জন্মিবেন, বর্চাঃ তাঁহারই পুত্র হইয়া পৃথ্বীতলে

জন্মগ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথগণনায় পরিগণিত হইয়া ষোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন । হে দেবগণ ! তোমরা অংশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অম্বরনিপাত করিবে, ইহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিপূর্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে ; কিন্তু সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রবৃহৎ সংস্থাপন করিয়া অম্বরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে । আমার এই পুত্র সন্ন্যস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমুখ করিবেন । ইনি ছুর্ভেদ্য বৃহৎ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক দিগ্বিদিকভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতিরথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষপক্ষীয় চতুর্দ্বিংশ সৈন্য শমনসদান প্রেরণ করিবেন । তৎপরে দিবসাবসানসময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন । অভিমন্যুরূপী মদীয় পুত্রের যেপুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রনষ্টপ্রায় ভারতবংশের পুনরুদ্ধার করিবে । দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন । হে নরনাথ ! তোমার পিতামহ এইরূপে অবগীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

হে মহারাজ ! মহারথ মুচ্চত্বয়্য অগ্নির অংশে জন্মেন । ত্রীপূর্বনামা রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হন । দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চপুত্র জন্মেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন । এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জুনের ঔরসে, শতানীক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন । যদুবংশাবতংস শূরনামক রাজা বহুদেবের পিতা । তাঁহার পৃথা নাম্নী এক পরমরূপবতী কন্যা ছিল । শূর স্বীয় পিতৃস্বত্নীয়পুত্র অনপত্য কুন্তীভোজেন্দ্র নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব ।” তিনি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্বাগ্রজাতা কন্যাটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন । পৃথা কুন্তীভোজের গৃহে শশঙ্ককলায় ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন । একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর ত্বর্কবাসা কুন্তীভোজের আলয়ে আতীথ্য স্বীকার করেন । অতিথিসংকারনিপুণা পৃথা সাতিশয় বস্ত্রসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্যা করিলেন । মুনিবর পৃথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—বৎসে ! এই মন্ত্র দ্বারা

তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিবেন ; দুর্বাসা বিদায় হইলে কুমারী পৃথা বালান্মূলভ চপলতা প্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন । ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পৃথাসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন । সেই গর্ভ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ বিচিত্রকুণ্ডলধারী কবচী সূর্য্যসম-
তেজস্বী এক পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল । কুন্তী কন্যাকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া, লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন । যশস্বী রাধাভর্তৃ সেই শ্বকুমার নবকুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহ-
ধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন । অনন্তর তাঁহারা ঐ পুত্রের বসু্ষেণ নাম দিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন । বসু্ষেণ কিয়দিন মধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও বেদান্তবেত্তা হইয়া উঠিলেন । এই সত্যপরাক্রম, ধীশক্তি-
সম্পন্ন বসু্ষেণ যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন । একদা ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আপন পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন । বসু্ষেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন । ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে একপুরুষ-
ঘাতিনী শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—হে দুর্দ্ধব ! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই । ইন্দ্র এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন । তদবধি বসু্ষেণের নাম বৈকর্তন ও কর্ণ হইল । যে মহাত্মা বসু্ষেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া সূতকূলে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন । হে নরনাথ ! এই কর্ণকে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যো-
ধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন ।

হে রাজন্ ! প্রতাপশালী বায়ুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ । মহাবল বলভদ্র শেখনাগের অংশ । মহৌজাঃ প্রহ্মসনৎকুমারের অংশ । এইরূপে বসুদেববংশে দেবগণের অংশে বহুতর নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । হে মহারাজ ! পূর্বে যে সমস্ত অঙ্গরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইন্দ্রের আদেশা-

মুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের পরিগ্রহ করেন । রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভাস্কর রাজার কুলে সমুৎপন্ন হইলেন । সর্বলক্ষণসম্পন্ন দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন । এই কন্যা বেদিমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন । ইনি নাতি-হ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা । ইহার গাত্রে নীলোৎপল গন্ধ, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈভূর্য্যমণির ন্যায় ছিল । ইনি পাঁচ প্রধান পুরুষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন । সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন । ইহারা পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা । মতিনাম্নী কন্যা স্ববলের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন । হে নরনাথ ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও রাক্ষসদিগের অংশাবতার কীর্ত্তন করিলাম । যে সমস্ত সংগ্রামলোলুপ মহাত্মা ভূপতিগণ বিশাল যত্নকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ উপলক্ষে ধরাতলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও নাম কীর্ত্তন করিলাম । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই পরমোৎকৃষ্ট অংশাবতরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের আয়ুঃ, যশঃ, বংশবর্দ্ধন ও সর্বত্র বিজয়লাভ হয় । ইহা শ্রবণ করিলে লোকে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না ।

শকুন্তলোপাখ্যান ।

—•—

অষ্টষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও রাক্ষসগণের অংশাবতরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে কুরুদিগের বংশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, মহাশয় অমুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রাহ্মণিগণ সম্মিথানে বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুলপ্রদীপ ! পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদিপুরুষ দুহ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন । সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি শ্লেচ্ছজাতি সমাকীর্ণ সমাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন ।

তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে বর্গসঙ্কর এবং পরদারনিরত বা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না । সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন । কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না । তৎকালীন সমস্ত লোকেই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত । তাঁহার অধিকার কালে ঘনাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, শস্যসকল অতি সুরস হইত এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পশুযুগ্মে পরিপূর্ণ থাকিত । সেই অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের স্থায় দৃঢ় ছিল । তিনি স্বহস্তে মন্দরপর্ব্বত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্বিধ গদাযুদ্ধে ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ লাভ করিয়াছিলেন । সেই সর্ব্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজা-রঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণু তুল্য, ভেজে ভাস্করতুল্য, গান্ধীর্ঘ্যে সাগরতুল্য ও মহিষ্মতায় ধরাতুল্য ছিলেন । তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তৃষ্টি সম্পাদন করিতেন ।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তত্ত্ববিৎ ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুহ্মন্ত কিরূপে শকুন্তলা লাভ করিয়া-ছিলেন,—এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাসনা করি । বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুহ্মন্ত শত শত হস্ত্যশ্বপরিবৃত ও খড়্গী, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণে বোধ্যিত হইয়া যুগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন । তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভি-ধ্বনি, রথচক্রনির্ব্বোষ, করিবৃহিত, অশ্বহ্রেষিত ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ দ্বারা ঘোরতর কোলাহলধ্বনি উপস্থিত হইল । নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী, শত্রুহস্তা, ইন্দ্রসদৃশ নরপতির সৈন্যশোভা সন্দর্শনে সাতিশয় সম্ভুক্ত হইল এবং প্রশংসাপূর্ব্বক তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পতৃষ্টি করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সেই নারায়ণতুল্য পরাক্রমশালী দুহ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার কিয়দূর

গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । পরে রাজা স্তবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গগনবনমধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, সেই অরণ্য বিষ্ণু, অর্ক, কপিথ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্বতভ্রষ্ট অনল পাষণথণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্রজন্তু দ্বারা সমারূত রুহিয়াছে । ঐ বন বহুযোজন বিস্তৃত ; কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগম নাই । মহারাজ ছদ্মস্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যুগবধ দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন । দূরস্থ যুগগণকে বাণদ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খুড়গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন । সিংহ, শার্দূল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন সৈন্য রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন কুরিতে আরম্ভ করিল । তাহারা পলায়নবেগ জন্য ক্ষুৎপিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদী-মধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ বা তরুতলে পতিত হইতে লাগিল । সৈন্যগণ অগ্নি-প্রজ্বালনপূর্বক ঐ সমস্ত হত-পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল । ঐরাবততুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজযুথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত মোক্ষণ ও শকুন্যুত্র পরিত্যাগপূর্বক শুণ্ডাগ্র সঙ্কোচ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণবিরোগ করিল । এইরূপে রাজা ছদ্মস্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপে রাজা ছদ্মস্ত সৈন্যসমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র যুগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন । মহারাজ ছদ্মস্ত যুগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন । অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া স্থপীতল সমীর্ণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ অন্য এক পরম রমণীয় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ঐ বন স্তম্ভপুঞ্জিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, হ্রকোমল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায়ায় আরূত । উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি

নানাবিধ পক্ষিগণ স্রমধূর স্বরে কলরব করিতেছে ; কোন স্থানে ঝিল্লিগণ নিনাদ করিতেছে ; গোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে । ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাক্রান্ত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্পও ছিল না । রাজা বিহগ-কুলনিনাদিত, বহুবিধ স্রগন্ধি কুসুমে স্রশোভিত, সর্বত্ৰ কুসুমাকীর্ণ স্রুৎচ্ছায়া সমাক্রান্ত সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র স্রপুষ্পিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল ; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ স্রমধূর স্বরে গান করিতে লাগিল এবং পুষ্পভারাবনত তরুপল্লবে মধুলুন্ধ, মধুকরগণ স্রমধূর স্বরে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল । রাজা কুসুমিত লতামণ্ডপে স্রমাকীর্ণ তত্রত্য পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় অহ্লাদিত হইলেন এবং দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখা সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভা সম্পাদন করিতেছে ; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অমরাগণ, মত্ত বানরযুগ ও কিম্বরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্পরেণুবাহী স্রুৎস্পর্শ, স্রশীতল স্রগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদা বহিতেছে ।

এইরূপে রাজা সেই পরমরমণীয় নদীকচ্ছব বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শান্তরসাম্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন । আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে ; বালিখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পুষ্পসংস্করণযুক্ত অগ্নিগৃহ সকল শোভা পাইতেছে । ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে সংকীর্ণা, পুণ্যোদকা, স্রুৎস্পর্শা মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে । তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র স্থাপদগণও শাস্তিগুণাবলম্বী । তদর্শনে রাজা সাতিশয় অহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন । মহারাজ দুঃস্বপ্ন অমরলোকসদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী সর্ব্বজীবজ্ঞাননী তুল্যা, পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে ; কিম্বরগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছে ; বানর ভল্লকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ করিতেছে ; তপোধনগণ নিরন্তর

বেদধ্বনি করিতেছেন এবং মত্তহস্তীথযু, শার্দূলযুথ ও ভূজগেন্দ্রগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে ।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম । মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণ-সেবিত সেই পরম রমণীয় আশ্রম দর্শনে রাজা দুহস্তু অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন । রাজা মালিনী নদী দ্বারা বেষ্টিত, বৈকুণ্ঠধামবৃত্ত স্তম্ভোভিত, মত্তময়ুরনাদে নিনাদিত, সেই চৈত্ররথ সদৃশ মহারণ্যের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া অশেষগুণালঙ্কৃত কৃশপাত্মজ মহর্ষি কণ্ঠকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে চতুরঙ্গিণী সেনা সংস্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—আমি ঐগবান্ কণ তপোধনকে দর্শন করিতে চলিলাম; ততক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর । তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিম্বৃত ও মাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন । আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে ; কোন স্থানে বিহগকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে ; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে উদাত্তাদিশ্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন ; কোন স্থানে চতুর্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; স্থানান্তরে যতাত্মা, জীতেন্দ্রিয়, অথর্ব-বেদবেত্তা ও সামগাতা সকল পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন ; কোথাও বা শব্দসংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকসদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন ; কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম, পুরাণ, ত্রায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, উহাপোহসিদ্ধাস্তকুশল, দ্রব্য-কর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর-প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থ-বোদ্ধা মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন । শত্রুহস্তা রাজা দুহস্তু জপহোমপরায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন । মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন । রাজর্ষি, মহর্ষি কণের স্মরকিত

ও বিবিধ গুণযুত সেই আশ্রমপদ যত অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনোৎস্রক্য বাড়িতে লাগিল ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে ; মহর্ষি কণ্ঠতথায় নাই । তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছে, বহির্গত হও । তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসীবেশধারিণী লক্ষ্মীদেবী এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন । তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্য বিধানপূর্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ! এ স্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে ? আজ্ঞা করুন, আপনকার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে ? রাজা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন,—ভদ্রে ! আমি মহর্ষি কণ্ঠের উপাসনা করিতে এস্থানে আসিয়াছি ; মহর্ষি কোথায় ? কন্যা কহিলেন,—পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন ; তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন ; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ।

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী, রূপ-যৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন,—সুন্দরি ! তুমি কে ? কাহার রমণী ? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ ? আর তুমি কি প্রকারেই বা এরূপ রূপবতী হইয়াছ ? তুমি দর্শনমাত্রেই আমার মন হরণ করিয়াছ । রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা মধুরস্বরে কহিলেন,—মহারাজ ! আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কণ্ঠ তপোধনের কন্যা ; আমার নাম শকুন্তলা । রাজা কহিলেন, হে বরবর্গিনি ! সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ কণ্ঠ উর্দ্ধরেতাঃ ; ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু উর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না ; তবে তুমি কিরূপে তাঁহার ছুহিতা হইলে ? আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে ।

তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেও । শঙ্কুস্তলা কহিলেন,—মহারাজ ! একদা এক খাষি পিতাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন । আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি ; বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।

মহর্ষি কহিয়াছিলেন,—পূর্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ষোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন । তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকী তাপিতা হইল । দেব-রাজ ইন্দ্র, তপোবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্র পদ গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া অম্বরাস মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—মেনকে ! অম্বরাসদিগের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রধান ; অতএব তুমি আমার কিসি উপকার কর । সূর্য্যসুদৃশ তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন ; তাঁহার তপোমূর্ত্তান দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে । অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, যাহাতে সেই চুর্দ্ধি বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর । হে বরারোহে ! রূপ, যৌবন, মধুরবাক্য, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিতে হইবে ।

মেনকা ইন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে দেবরাজ ! আপনি ত জানেন, ভৃগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও ক্রুদ্ধস্বভাব । দেখুন, আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও ঐহার তপস্যা, তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সাহস করিব ? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন ; যিনি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ; যিনি অভিষেকক্রিয়া সম্পাদনার্থে পরম পবিত্রা অগাধসলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রম সমীপে আনয়ন করিয়াছেন ; ঐহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌষিকী নামে বিখ্যাত আছে ; যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অশ্ব এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন ; যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয় দান করিয়াছেন ; হে বিভো ! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইব ? আপনি যদি

আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। হে সুরেশ্বর ! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি পদাঘাতে মেদিনী প্রকম্পিত করিতে পারেন, যিনি স্তম্ভের উৎক্ষেপন ও দশ দিক্ আবর্তন করিতে পারেন, আমি কিরূপে সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন প্রজ্বলিত হুতাশনাকার তপোধনকে স্পর্শ করিব ? যাঁহার মুখ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশন, যাঁহার অক্ষিতারা মূর্ত্তিমান্ চন্দ্র ও সূর্য, যাঁহার জিহ্বা স্বয়ং কৃতান্ত, মাদৃশ লোক কিরূপে সেই মহাত্মাকে স্পর্শ করিবে ? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্বদেব, বালিখিলুপ্তপ্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাকে ভয় করেন, আমি কখনো হইয়া কিরূপে তাঁহার সমীপে গিয়া ক্রীড়া ও অঙ্গভঙ্গ্যাদি করিব ? হে দেবরাজ ! আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই সেই ঋষির নিকটে যাইতে হইবে ; কিন্তু আপনি এমত কোন উপায় নির্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে আমি তৎসমীপে নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি এবং তাঁহা হইতে পরিত্রাণ পাই। হে দেবরাজ ! আমি যে সময়ে সেই উগ্রতপাঃ মুনির সমীপে গিয়া ক্রিড়াকৌতুক করিব, তৎকালে বায়ু যেন আমার রসন উড্ডীন করেন, ভগবান্ মন্থথ যেন আমার সহায়তা করেন এবং বন হইতে যেন স্তগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে। ইন্দ্র তথাস্ত বলিয়া মেনকাবাক্য স্বীকার করিলেন। মেনকাও তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর পিতা সেই ঋষিকে কহিলেন,—ইন্দ্র মেনকার প্রার্থনানুসারে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ু মেনকার সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। বরবর্ণিনী মেনকা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহর্ষি তপস্শ্রদ্ধা দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস করিধাও ক্লান্ত হয়েন নাই; যোগতর তপোমুষ্ঠান করিতেছেন। পরে সে সভয় অন্তঃকরণে ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু অবলম্বন বুঝিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মেনকা সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া বসন আনয়নার্থে ক্রতপদে গমন করিতেছে, এমত সময় অগ্নিসম তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র

তাহাকে তদবস্থায়িতা দেখিলেন এবং তাহার রূপলাবণ্যদর্শনে কন্দর্পসরে জর্জরিতহৃদয় হইয়া নিকটে আস্তান করিলেন । মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল ; স্তবরাং সে তাহাতে সম্মতা হইয়া মুনিসম্মিধানে গমন করিল । মহর্ষি তাহাকে পাইয়া তপজপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মকর্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক দিন-যামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করত পরম সুখে কালতিপাত করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মেনকা মুনির সহযোগে গর্ভরতী হইল । অনন্তর মেনকা যথাকালে হিমালয়ের প্রান্তে এক কণ্ঠা প্রসব করিল এবং সেই সদ্যোজাতা কণ্ঠাঞ্চে মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাক্ষসদ্বারা গ্রহণ করিল । পক্ষিগণ হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ নির্জন বনে সেই সদ্যোজাত অসহায় কণ্ঠাকে পতিত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাহার চতুর্দিক্ বেটন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল । হে তপোধন ! আমি সেই সময়ে মালিনীতে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলাম । সেই সদ্যোজাত কন্যাকে নির্জন কাননে পক্ষিগণমধ্যে অধিশয়না দেখিয়া আমার হৃদয়ে কারুণ্যরসের উদয় হইল । পরে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কণ্ঠার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলাম ; কণ্ঠাটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিকর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা রাখিলাম । ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে, শরীরদাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকেও পিতা বলা যায় ; এই নিমিত্ত শকুন্তলা আমার কণ্ঠা হইয়াছেন । অগর্হিতা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থই পিতা বলিয়া জানেন ।

শকুন্তলা রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন,—হে নরনাথ ! মহর্ষি কণ্ঠ সেই মুনিকর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ কহিয়াছিলেন ; অতএব আপনিও আমাকে এইরূপে কণ্ঠের ছুহিতা জানুন । আমি স্বীয় পিতাকে জানি না, ভগবান্ কণ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানি । হে রাজন্ ! আমি পূর্ব পিতার মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিলাম ।

ত্রিসপ্ততম অধ্যায় ।

ছন্দ্রস্তু কহিলেন,—হে কল্যানি ! তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, তুমি রাজপুত্রী ; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার । এক্ষণে বল,

তোমার কি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিব । হে সুন্দরি ! আমি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণমালা, বস্ত্র, সুবর্ণকুণ্ডল ও নানাদেশেভূত বিচিত্র মণিরত্নাদি আহরণ করিব এবং অন্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে ; তুমি আমাকে গন্ধর্ববিধানানুসারে বিবাহ কর । গান্ধর্ববিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । শকুন্তলা কহিলেন,—রাজন্ ! আমার পিত্র ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন ; আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন ; তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্পাদন করিবেন । দুঃখান্ত কহিলেন,—সুন্দরি ! তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি ; আমার মন অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই চরিত্রসলিলে মগ্ন হইয়াছে ; আর তুমি ভাবিনী দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে ; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর । ধর্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহ নির্দিষ্ট আছে । ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আশ্বর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ । ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই সর্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন । ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত । ব্রাহ্মাদি গন্ধর্বাস্ত যট্‌প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত । রাজাদিগের উক্ত যট্‌প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষসবিবাহেও অধিকার আছে । বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আশ্বর বিবাহই বিহিত । অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পৈশাচ ও আশ্বর বিবাহ কদাপি কর্তব্য নহে । দেখ, যদি গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্মসংযুক্ত হইল, তবে আর শঙ্কার বিষয় কি ? এক্ষণে গান্ধর্ব বিধানের হউক বা রাক্ষসবিধানের হউক কিম্বা গান্ধর্ব ও রাক্ষস উভয়ের বিমিশ্র বিধানের হউক, আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর ।

শকুন্তলা কহিলেন,—হে পৌরবশ্রেষ্ঠ ! আপনি যাহা কহিলেন, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং আমার যদি আত্মসমর্পণে প্রভুত্ব থাকে, তবে আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে । আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে । যদিও আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি ।

রাজা দুঃস্বপ্ন শকুন্তলার সেই বাক্য শ্রবণে ক্রিষ্ণিয়াত্র ও বিবেচনা না করিয়া তথাস্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন,—হে নিতম্বিনি ! আমি যথার্থ কহিতেছি, তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব । এই বলিয়া গন্ধর্ববিধানের সেই মরালগামিনী শকুন্তলার পাণিগ্রহণপূর্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিলেন । রাজাধিরাজ দুঃস্বপ্ন এইরূপে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া এবং ‘তোমাকে অচিরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিনী সেনা প্রেরণ করিব’ এই কথা বারম্বার কহিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদনপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

রাজা গমনমার্গে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মহাতপাঃ ভগবান্ কণ এই ব্যাপার জানিতে পারিলে না জানি ক্রোধভরে আমার কি সর্বনাশ করিবেন । তিনি এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে আপন নগরে প্রবেশ করিলেন । এদিকে ক্ষণমাত্র পরে মহর্ষি কণ স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন । শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিলেন না ; তখন মহর্ষি দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসে ! তুমি আমার অনুপস্থিতি সময়ে যে পুরুষসংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট হয় নাই । ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত । সকাম স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে । হে বৎসে ! রাজা দুঃস্বপ্ন অতি মহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা । তুমি সেই মহাত্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ । তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে । সেই পুত্র সমাগরা ধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহতরূপে সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে । মুনিবর এইরূপে শকুন্তলার লজ্জাপনোদনপূর্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং বিশ্রামার্থ স্থাশাসনে উপবেশন করিলেন । তখন শকুন্তলা কহিলেন,—তাত ! আমি মহারাজ দুঃস্বপ্নকে বরণ করিয়াছি ; আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন । কণ কহিলেন,—বৎসে ! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি ; এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর । শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুঃস্বপ্নের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে পিতঃ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুষাঙ্গীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্মপরায়ণ না হন । মহর্ষি কণ তথাস্থ বলিয়া বর প্রদান করিলেন ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর বরবর্গিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নিসমতেজস্বী অলৌকিক রূপগুণসম্পন্ন এক স্ককুমার কুমার প্রসব করিলেন । ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিনবৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ণ বেদবিধানানুসারে তাঁহার জাতকশ্রাদ্ধ সংস্কার সম্পাদন করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শকুন্তলাপুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন । পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বন্য স্থাপদগণকে আশ্রম সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন । তদর্শনে কণ্ণশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহারকৈ সর্বদমন বলিয়া ডাকিতেন । তদবধি তাঁহার এক নাম সর্বদমন হইল । মহর্ষি কণ্ণ বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কৰ্ম্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন,—বৎসে ! তোমার পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে । অতঃপর তোমার এস্থানে থাকা কর্তব্য নহে । পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্র-বতী শকুন্তলাকে ভর্তৃভবনে লইয়া যাও ; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । শিষ্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকারপূর্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন । শকুন্তলা দেবকুমার তুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুঃস্বপ্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন । কণ্ণশিষ্যগণ রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধান পূর্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ; তাঁহার আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাজ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই পুত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে ; আপনি কণ্ণ মুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন । পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদগর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ-পূর্বক ইহাকে যুবরাজ করুন ।

রাজা দুঃস্বপ্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণানন্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাপসি ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না ।

তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হয় না । কিন্তু তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না । অতএব হে দুষ্কৃত তাপসি ! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর । শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাতসদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি এক একবার বক্রনয়নে রাজার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন নয়নবিনির্গত ক্রোধামি দ্বারা রাজাকে একবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । পরে ক্রোধ সম্বরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না । ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িতনয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতেছ “আমি কিছুই জানি না ।” আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী । তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর । আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না । যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন দুষ্কর্ম্ম না করা হয় । তুমি মনে করিতেছ, একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে, মহর্ষি কণ্ব অন্তর্ধামী ? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ পুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন । তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না । লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করেন, আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্ধামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন । আর সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মনঃ, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম ইহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন । পাপ পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন । আর যে ছুরাছুর আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই ছুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন । যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না । আমি পতিব্রতা । আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি

বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরগীয়া ভাৰ্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যতার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ ? তুমি আমার এই সকল সৰুসৰু বাক্য কি কিছুই শুনিতোছ না ? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি ? হে দুঃস্থ ! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূৰ্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, “পতি স্বয়ং ভাৰ্য্যার গৰ্ভে প্রবেশিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।” পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পূৰ্বযুত পিতামহদিগের উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্মামক নরক হইতে পৰিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকৰ্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভাৰ্য্যাই যথার্থ ভাৰ্য্যা। ভাৰ্য্যা ভৰ্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গলাভের মূল কারণ। ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয় ; ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয় ; ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই সৰ্বদা সুখী হয় এবং ভাৰ্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হন। প্রিয়স্বদা ভাৰ্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে পিতাস্বরূপ, আৰ্ত্ত ব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ। ভাৰ্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না ; কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভাৰ্য্যা যদি পূৰ্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূৰ্বে পতির পরোলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃত্যু হয়। হে মহারাজ ! যেহঁতু পতি ভাৰ্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভাৰ্য্যার গৰ্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভাৰ্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কৰ্ত্তব্য। যেমন আদর্শতলে মুখ-প্রতিবিম্ব, পুত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বৰ্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াছারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে অবলোকন করিলে স্নানতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সৰ্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভাৰ্য্যা কৰ্ত্তৃক সাতিশয় ভৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয়

কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে ; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন স্তম্ভসামান্যই ভার্য্যার আয়ত্ত্ব । স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন হয় না । পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিতকলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে ; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা স্তম্ভ আর কি আছে । অতএব হে মহারাজ ! স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ ।—দেখ, ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণু সমুদায় সাতিশয় ষড়্‌সহকারে রক্ষা করে ; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুত্রকে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ ? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ স্তম্ভানুভব করে, বসন, স্ত্রীগাত্র বা স্ত্রীতলজল স্পর্শ করিয়া, কি তাদৃশ স্তম্ভাস্বাদন করিতে পারে ? যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । অতএব এই প্রিয়দর্শন পুত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শস্বত্ব উৎপাদন করুক । হে অরিকুলকালান্তক ! তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ঠ ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন ; অতএব এই পুত্র সর্ব্বাংশে তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে । হে পুরুবংশাবতংস ! যখন এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল, “এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন ।” আরও দেখ, পিতা বহুদিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তক আশ্রয় ও বন্ধন চুম্বন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন । কুমারের জাতকর্ম্মকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তুমিও কৌন তাহা না জান । “হে পুত্র ! তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্র নামধারী আত্মা ; অতএব তুমি শত বৎসর জীবিত থাক ; আমার জীবন তোমার অধীন ; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন ; অতএব তুমি স্তম্ভী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক ।” হে রাজন্ ! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন ; অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর । যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমা হইতে এই পুত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ । হে রাজন্ ! একদা তুমি মৃগয়ায়

গমন করিয়া এক যুগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্ঠের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ ! উর্বশী, পূর্বচিহ্নি, সহজস্থা, মেনকা, বিশ্বাচী ও যুতাচী এই ছয় জন অপ্সরা সর্বপ্রধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোকনিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অভদ্রা মেনকা হিমালয়ের প্রান্তদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শত্রুকন্যার স্থায় তথায় পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যান। হায় ! না জানি, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, যে হেতু বাল্যকালে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ; এক্ষণে-আবার তুমি পতি হইয়াও পীরিত্যাগ করিলে ! যাহা হউক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, কারণ, আমি এক্ষণেই পিতার আশ্রমে গমন করিব। কিন্তু তোমার স্বীয় ঔরসপুত্র এই স্নকুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।

দুঃখস্ত কহিলেন,—শকুন্তলে ! আমি তোমার গর্ভে যে এই পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না ; দ্রীলোকেৱা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে ; বোধ হয়, তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে ? কুলটা মেনকা তোমার জননী ; তাহার মত নির্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্মাল্যের স্থায় হিমালয়ের প্রান্তে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয় ; কারণ, তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইয়া পরমপবিত্র 'সর্বজনমান-নীয় ব্রাহ্মণস্থ পাইয়াছেন, তত্রাচ কামপরবশ হইয়াছিলেন। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিবর্গের অগ্র-গণ্য, তবে তুমি তাহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংশচলীর ন্যায় মিথ্যা ষাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? এই সভাসদাগণের সমক্ষে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না ? অতএব রে দুষ্ঠ তাপসি ! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায় ? আর তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায় ? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালেই মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহি-

তেহ, স্নানকৃষ্টা শৈরিণী মেনকা তোমার জননী । সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে । আর তুমিও পুংস্টলীর স্ত্রায় কথাবার্তা কহিতেহ । তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না ; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও ।

শকুন্তলা কহিলেন;—মহারাজ ! সর্বপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিশ্ব পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না । মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয় ও আদরণীয় ; অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই । আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি ; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ স্মেরু ও সর্বপের প্রভেদের ন্যায় । আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি । হে মহারাজ ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর ; রুষ্ট হইও না । দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে । কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপ প্রভেদ জানিতে পারে । যে ব্যক্তি অত্যন্ত স্ত্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না । যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে । যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খলোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভকথা পরিত্যাগপূর্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে । আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন । সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইয়েন, কিন্তু দুর্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয় । সাধু ব্যক্তির মায়া লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সম্ভ্রান্ত লাভ করে । অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালতিপাত করে ; কারণ, অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে ; কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধুকর্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার

নিন্দা করেন না । যে ব্যক্তি স্বয়ং দুৰ্জ্জন, সে সজ্জনকে দুৰ্জ্জন বলে ; ইহা হইতে হাস্তকর আর কি আছে ? তুচ্ছ কালসম্পর্কপী সত্যধর্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তীকেরা কোথায় আছেন ! যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেব-তারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না । পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্মোত্তম বলিয়া নির্দেশ করেন ; অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয় । ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,—ওরস, লব্ধ, জীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালে ধর্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি স্বর্জন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে । অতএব হে নরনাথ ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না । হে ধরাপতে ! আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন কর । হে নরেন্দ্র ! কপটতা পরিত্যাগ কর । দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ । এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অগ্নি দিকে এক সত্য রাখিয়া তুল্য করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয় । হে মহারাজ ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ববীর্য্যে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না, সন্দেহ । যেমন সত্যের সমান ধর্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । হে রাজন্ ! সত্যই পরব্রহ্ম ; সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না । আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না ; কিন্তু হে দুঃস্বস্ত ! তোমার অবদ্যমানে আমার এই পুত্র এই মসাগরা বনুক্ষরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবা-
মাত্র ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই

আকাশবাণী হইল। “মাতা ভক্তাস্বরূপ, পিতারই পুত্র; পুত্র জনয়িতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে; অতএব হে দুঃস্বপ্ন! তুমি আপন পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব! ঔরসপুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিয়াছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন; অতএব হে দুঃস্বপ্ন! এই শকুন্তলাগর্ভসমুদ্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে; অতএব হে রাজন্! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্ত্রী পুত্রকে লালনপালন কর।” যে হেতু, আমাদিগের উপরোধে তোমার এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্তই ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।”

রাজা দুঃস্বপ্ন দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সম্ভুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্য-বর্গকে কহিলেন,—আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন? আমিও এই কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও কলঙ্কী হইবে, এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্তব্য সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকাত্মাণ-পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অতন্তর রাজা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদরপূর্বক সান্নিধ্যবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—প্রিয়ে! নিজ্জীম কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কৈহই জানিত না; দৌষেক-দর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম। তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! রাজা দুঃস্বপ্ন মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রান্নপানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুঃস্বপ্ন পুত্রকে বৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

করিলেন । ভরত যুর্জরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণ পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন । অনন্তর রাজচক্রবর্তী হইয়া অনন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের আয় আদরীয় হইয়া উঠিলেন । হে মহারাজ ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্তি ও তোমাদিগের ভারত নামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে ।

আদিপর্কান্তর্গত সন্তবপর্কাদ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যান সম্পূর্ণ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে পুণ্ডরীক ! মহারাজ দুহন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, বহু, কৌরব ও ভারত ইহাদিগের বংশ কীর্তন করি, শ্রবণ করুন । ইহারা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইহাদিগের বংশকীর্তন অতি পবিত্র, আয়ুষ্কর ও যশস্কর । প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে । তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন । ভগবান্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দহন করেন । পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মে । দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে । হে পুরুষসিংহ ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দেশ করে । দক্ষ বীরিণীর গর্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন । মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষসন্তানগণকে অভ্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । হে জনমেজয় ! অনন্তর প্রজাসিন্ধু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন । তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন । কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন । তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইলেন । তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন । বিবস্বানের দুই পুত্র ; বৈবস্বত মনু ও যম । ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিলেন । বেণ,

ধৃষ্ট, নরিয়ন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কার্ষ্য, শর্য্যাপতি, ইলা, পৃথক্ এবং নাভাগারিষ্ট ; মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন । মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে ; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, তাঁহারা পরম্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়েন । ইলা হইতে পুরুরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ইলা, তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন । পুরুরবাঃ মনুষ্যকলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন এবং সমুদ্রেপরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । তিনি বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের চিরসঞ্চিত বহুমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করিতেন । ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই । অনন্তর সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরুরবাকে অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন । কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না । তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে সেই লোভপরতন্ত্র বলদৃগু নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় হইলেন । তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক হইতে ত্রেতাযুগে ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন । ইলাপুত্র পুরুরবার উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবন্ত, দৃঢ়ায়ু বনায়ু এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে । নহ্ষ, বৃদ্ধশর্মা, রাজিস্রয় এবং অনেবস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভানবীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন । হে পৃথিবীপাল ! ধীমান্ সত্যপরাক্রম নহ্ষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন । নহ্ষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন । তিনি দম্ভ্যদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান ও পৃষ্ঠে বহন করিত । তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন । তিনি যতি, যযাতি, সংঘাতি, আয়াতি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে যতি যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন । যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট হইয়া এই সমাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চনা করিয়া স্তনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন ।

হে মহারাজ ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট ছিলেন । তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্য-শাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন । মহারাজ

যযাতি, সর্বদা যাগ, যজ্ঞ এবং ভক্তিপূর্বক পিতৃ ও দেবগণের শুশ্রূষা করিতেন । দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী ছিলেন । তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যত্ন ও তুর্বস্ব নামে দুই পুত্র জন্মেন । শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মেন । তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্ধর ও সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন । মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন । তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগস্বপ্নে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—হে পুত্রগণ ! আমি তোমাদিগের যৌবনদ্বারা যুবতিগণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর । ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্ন কহিলেন,—মহারাজ ! আমাদের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, অজ্ঞা করুন । যযাতি কহিলেন,—তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিব । দীর্ঘ-সত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে ; আমি তজ্জন্ম সাতিশয় সমুত্তপ্ত হইতেছি ; অতএব হে পুত্রগণ ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্য শাসন কর । যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব । তাহা শুনিয়া যত্ন প্রভৃতি চারিজন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না । পরিশেষে সর্বকনিষ্ঠ পুরু কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি আমার নবযৌবনসম্পন্ন স্কুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব । পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন । অনন্তর সেই নৃপতি পুরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন এবং পুরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । শার্দূলসম বিক্রান্ত রাজা যযাতি, সহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরম স্নেহে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না । পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানের বিশ্বাচী নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না । পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন । কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রভূত স্নতসংযুক্ত বহির

ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে । যদি একজন এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট ; অতএব শাস্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প । লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয় । মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারস্ব ও কামের অসারস্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে যম্প্রদান করিলেন ।* পরিশেষে পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,— বৎস ! তুমিই ষষ্ঠ পুত্রকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশ-রক্ষা হইবে ; অতএব তোমার বংশ পৌরব বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে । মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন । পরে অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সঙ্গীক স্বর্গারোহণ করিলেন ।

—
ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন ! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ । তিনি পরম দুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বাসনা করি । আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকা-ক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে বরণ করেন এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন,—হে মহারাজ ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অশ্বরদিগের পরম্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । তৎকালে দেবতারা জিগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন । অশ্বরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্মে ব্রতী করিয়াছিলেন । একরূপ কর্মে দীক্ষিত হইয়া-ছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহঁরা প্রতিনিয়ত পরম্পরের প্রতি স্পর্ধা করিতে লাগিলেন । ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অশ্বর সংহার করিতেন, শুক্র-মৃতসঙ্গীবনী বিদ্যাবলে তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন ; সেই সকল পুন-

জীবিত অশুরেরা উথিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত । কিন্তু অশুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণনাশ করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে পারিতেন না ; কারণ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন । পরে দেবতারা বিবাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে কচ ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে । অমিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সম্ভব তাহা অপহরণ কর । এই কৰ্ম্ম করিলে তুমি সর্ববিষয়ে আমাদের অংশভাগী হইবে । সম্প্রতি রুষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে । তিনি তথায় দানবগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না । তুমি অল্পবয়স্ক বালক ; তুমিই তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে । সেই মহাত্মার দেবযানীনাম্নী এক কন্যা আছেন, তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ হইবে না । দয়া দাক্ষিণ্য স্নানলতাদি গুণে দেবযানীকে সম্বলিত করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিবে ।

অনন্তর বৃহস্পতিতনয় কচ তথাস্তু বলিয়া রুষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন । দেবগণপ্রেরিত কচ দ্রুতগমনে তথায় উপনীত হইয়া অশুরেন্দ্র রুষপর্ব্বার সমীপে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন,—মহাশয় ! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম । আপনি আমার গুরুত্বে বৃত্ত হইলে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন । শুক্র কহিলেন—হে কচ ! তোমার পিতা বৃহস্পতি অতি পূজনীয় ; অতএব আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম । এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিকারী করি ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! কচ ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যকর্তৃক আদিত্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ব্রতকালের অব্যাবধিতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন । তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা

দেবযানীর পরিতোষ জন্মাইলেন । দেবযানীও গীত বাদ্য দ্বারা ত্রুতধারী কচের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । এইরূপ ত্রুতাচরণ করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বর্ষ অতীত হইল । অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত নির্জ্জন কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুকুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল । তখন গো সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিবেশনে প্রত্যাগত হইল । পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,—হে পিতঃ ! আপনার অমিহোত্ত্রে আছতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিলেন এবং গো সকল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না ; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে । আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারিব না । শুক্র কহিলেন,—বৎসে ! চিন্তা কি ? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে পুনর্জীবিত করিব, এই বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগপূর্ব্বক কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন । আহুত কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুকুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া ক্ষমেনে উপাধ্যায়সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন,—কচ ! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ? কচ উত্তর করিলেন,—হে ভাবিনি ! আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভার দ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গো-গণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম । ইত্যবসরে অন্তরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ । এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে বধ করিয়া তদগ্রে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল কুকুরগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান পূর্ব্বক পরমমুখে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল । এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে পুনর্ব্বার জীবন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম ।

অনন্তর একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন । দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল । এদিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন । তখন শুক্র-বিদ্যা-প্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া শুক্র

সম্মিথানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তৃতীয়বার অশ্বরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের স্মরণ সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল । তখন দেবযানী পুনর্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন,—হে পিতঃ ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না । বোধ হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে । ‘হে পিতঃ ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না । শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে পুত্রি ! বৃহস্পতি পুত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে, আমি সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে বারম্বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অশ্বরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না ; অতএব হে দেবযানী ! তুমি শোক বা রোদন করিও না । তোমার সর্দশী মহিলারা সামান্য মর্ত্যলোকের নিমিত্ত শোক-মোহে অভিভূত হন না । দেখ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অশুবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, অশ্বরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাবশালিনী জ্ঞানিয়া নমস্কার করেন । কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু অশ্বরেরা স্বযোগ পাইলেই পুনর্বার তাহার প্রাণ সংহার করিবে । দেবযানী কহিলেন,—বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ ঐহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি ঐহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না । কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন । তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্বকার্য্যে স্ননিপুণ । হে তাত ! আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব ; কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র । আমি তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না ।

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন,—নিশ্চয়ই অশ্বরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই বারম্বার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে ; দুর্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ভাল, আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি । ব্রহ্মহত্যা কৃত পাপ ইন্দ্রকেও দণ্ড করিতে পারে ; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন । সমাহৃত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অগ্নে অগ্নে উত্তর দিলেন । শুক্রা-

চার্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন,—কচ ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ ? কচ কহিলেন,—আপনকার প্রসাদে বলবতী স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে । আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি । অস্তরেরা আমাকে দন্ধ ও চূর্ণ করিয়া অশ্বিনার স্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল । আপনি বিদ্যমান থাকিতে আশ্রয়ী শায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না । শুক্র কহিলেন,—বৎসে দেবযানি ! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব ? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণ রক্ষা হয় না । কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে । সুতরাং কুক্ষি বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে । দেবযানী কহিলেন,—তাত ! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত, এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে । কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব ? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন,—হে বৃহস্পতিপুত্র কচ ! যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে । যাহা হউক, অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিব । ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না ; অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব । কিন্তু বৎস ! তুমি পুঞ্জরূপে আমার দেহ হইতে নিজ্রাস্ত হইয়া পুনর্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে । দেখিও, এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না ।

অনন্তর কচ শুক্রসম্মিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমাশশঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিজ্রাস্ত হইলেন । নিজ্রাস্ত হইয়া দেখিলেন, মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন । কচ অবিলম্বে সিদ্ধবিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! যিনি কর্ণে অমৃত নিষেক স্বরূপ মন্ত্র প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতাধরূপ স্বীকার করি । কোন্ ব্যক্তি এমত মূঢ় যে, তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট চেষ্টা

করিবে ? সত্যকলপ্রদ নিধির নিধিস্বরূপ ও পরম পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয় । মহানুভাব শুক্র সুরাপানজনিত অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অভিরূপ কচকে সুরা সহকারে উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন । তিনি বিপ্রগণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন,—অদ্যাবধি যে মৃঢ়মতি ব্রাহ্মণ আন্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে দ্বিগিত ও নিন্দিত হইবে, আমি বিশ্বধর্মের এই সীমা সংস্থাপন করিলাম । গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন । তপোনিধি এই বলিয়া ধূতবুদ্ধি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, “অরে নির্বোধ দানবগণ ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন” এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন । তৎপরে দানবেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল । কচ সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে ভাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ব্রতপরায়ণ কচ গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশা-লয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী কহিলেন,—হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ । মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয় । এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । হে তপোধন ! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম ; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আমার পাণিগ্রহণ কর । কচ কহিলেন—হে শুভে ! তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া । হে ভদ্রে ! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা । তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী । স্মরণ্য আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না ।

দেবযানী কহিলেন,—তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়; কিন্তু অম্লরেরা তোমাকে বারম্বার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্য ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না। কচ কহিলেন,—হে শুভব্রতে! অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতর। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্তের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; স্ততরাং তুমি ধর্মতঃ আমার ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থলে স্থখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর গৃহে গমন করি এবং আশীর্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্তাচার্যের পরিচর্যা করিও। দেবযানী কহিলেন,—হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। কচ কহিলেন,—আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি এবং এ বিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই; স্ততরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্ষ ধর্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম, তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে; ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে, যে তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। ভাল, তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবে। কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সম্ভব দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত

দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা कहিলেন,—হে কচ ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকর্য্য সম্পাদন করিলে, তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে ।

—
অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন कहিলেন,—মহারাজ ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন । অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসম্মিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পুরন্দর ! তোমার বিক্রমপ্রকাশের উপ-
যুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে শত্রুকুল সংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও । ইন্দ্র দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন । কিয়দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন । তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবরতীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল । দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাাদিগের বস্ত্র সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন । তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন । তন্মধ্যে রূষপর্ব্বভূহিতা শশ্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন । তদুপলক্ষে তাঁহাদের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল । দেবযানী कहিলেন,—রে অশ্লরকন্তে ! তুই আমার শিষ্য হইয়া কোন্ মাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস । এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না । শশ্মিষ্ঠা कहিলেন, দেখ দেবযানি ! আমার পিতা যখন শয়ান বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে স্তুতিপাঠকের স্মার্য তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও ষাঞ্চা দ্বারা জীৱিকা নির্বাহ করে, তুমি তাঁহারই কন্যা । আর সকলে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনা-
ধিক অর্থ দান করিয়া ষাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা । তুমি যত পার ক্ষোভ কর, হিংসা কর, ঘেঁষ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সম্যক বলিয়া গণনা করিব না ।

শশ্বিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে শশ্বিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন । দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া শশ্বিষ্ঠা স্বভবনে গমন করিলেন । যুগয়াবিহারী নহষাক্ষজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন । তিনি যুগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন । রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন । তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন,—ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? কেনই বা এত শোকাকুল হইয়াছ ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ ? দেবযানী কহিলেন,—দানবেরা দেবগণ-কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রচার্য্যের কন্যা । আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই । হে মহারাজ ! আপনি মহাবংশপ্রসূত, অসামান্য যশস্বী ও শাস্তপ্রকৃতি ; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন । রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ত্রাক্ষণীবোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন ।

নহষতনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলে ঘূর্ণিকা নাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী সমীপে উপস্থিত হইল । দেবযানী বাম্পাকুললোচনে তাহাকে কহিলেন,—ঘূর্ণিকে ! তুমি সম্ভব আমার পিতার নিকট যাইয়া বল, শশ্বিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে ; আর আমি বৃষপর্ব্ব রাজার নগরে প্রবেশ করিব না । তাঁহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অশ্বর-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভবাবিষ্টচিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবযানী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল । মহর্ষি শুক্র ক্রটিমাত্রেই উত্তীর্ণ

হইয়া বনমধ্যে কন্নার অশ্বেষনে গমন করিলেন এবং 'অবিলম্বেই তথায় উপনীত হইয়া দেবযানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গনপূর্বক গদগদবচনে কহিলেন, বৎসে দেবযানি ! আপনার স্মৃতি ও দুঃখিত অনুসারে সকলে স্থখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই ফল ভোগ করিতে হইয়াছে । দেবযানী কহিলেন, তাত ! পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে রূষপর্বতনয়া শশ্বিষ্ঠা আমাকে ধেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন । এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন । পরিশেষে কহিলেন,—শশ্বিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, আমি যদি ষথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে । শুক্র কহিলেন,—বৎসে ! তুমি ত স্তাবক বা প্রতিগ্রহো-পজীবীর কন্যা নহ । তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্তে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে । রূষপর্ব্বা, ইন্দ্র এবং নহুষতনয় রাজা যযাতি ইহারা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য নিব্বন্দ্ব পরব্রহ্মই আমার বল । স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু বস্তু আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর । আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট করিয়া থাকি । মহানুভব শুক্র, বিষাদমগ্না ক্রোধাকুল দেবযানীকে এইরূপ মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ।

একোন অনীতিতম অধ্যায় ।

শুক্র কহিলেন,—হে দেবযানি ! যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার-বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত । সাধু লোকেরা অশ্ররশ্মি গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্রের জ্বায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই ষথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন । যিনি উজ্জিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্বাবরজঙ্গমাজ্জক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয় । যেমন সর্প নিশ্চোক পরিত্যাগ করে, তক্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন ।

যিনি ক্রোধাবেগ 'সম্বরণপূর্বক' তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সম্ভুত হইয়াও অতীত তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা সেবা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনই ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট । বালক বালিকা বিবেকাভাবপ্রযুক্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাপ্ত ব্যক্তি সেরূপ করেন না । দেবধানী কহিলেন,—তাত । আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহিঁ এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহিঁ । কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ম্যায় আচরণ করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেক না । অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই । যে সকল লোকেরা আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্বদা পরিনিন্দা কত্রে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না ; আর যে স্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার ও কৌলিন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প । হে তাত ! বৃষপর্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, বোধ হয়, তদপেক্ষা তাহার যত্ন হওয়া উত্তম ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন,—হে দানবরাজ ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে । যদিও অনুষ্ঠানকর্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তত্রাপি তাহার পুত্র বা প্রৌত্রদিগকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয় । বৃহস্পতিতনয় কচ বিদ্যালভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল । সে ধর্ম্মপরায়ণ, স্থশীল ও শুশ্রূষাপর । তুমি অন্য দ্বারা নিরপরাধে বারম্বার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে । আজি আবার তোমার

কন্যা শর্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল । এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমা-দিগকে পরিত্যাগ করিলাম । আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না । তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর, নতুবা আপন দোষ সংশোধনে প্রতীক্ষা করিতে না । বৃষপর্ব্বা কহিলেন,—হে ভার্গব ! আমি আপনাকে অধার্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না ; প্রভূত পরম ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি । আপনার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না ; অতএব ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই । শুক্র কহিলেন,—তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না । আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি ; যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর, আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি । অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর ; দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ । বৃষপর্ব্বা কহিলেন,—ভগবন্ ! অহুরেরা যে কিছু ধনসম্পত্তি বা গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিকার করে, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর ; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন । শুক্র কহিলেন,—আমি দানবদিগের সমুদায় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও যদি দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি ; দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন ।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া এই কথা আদ্যো-পান্ত অবগত করাইলেন । তখন দেবযানী কহিলেন,—হে পিতঃ ! তুমি যে অহুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গী-কার করুক ; নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না । তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন,—হে চাক্রহাসিনী দেবযানি ! তোমার মাহা অভিলাষ হয় বল ; অতিশয় দুর্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব । তখন দেবযানী কহিলেন, শর্মিষ্ঠা সহস্র অহুর কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন

করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অঙ্গুসরণ করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব। সমীপবর্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, তুমি যাও, শীঘ্র শশ্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শশ্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক। পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শশ্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, রাজনন্দিনি ! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্ঞাতিকুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানীকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া অম্বরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন ; এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নির্দেশানুসারে সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শশ্মিষ্ঠা কহিলেন, তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না। এই বলিয়া শশ্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণপূর্বক সহস্র দাসী পরিবৃত্তা হইয়া সত্ত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইলেন এবং দেবযানীসম্মিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন,—হে গুরুকণ্ঠে ! আমি সহস্র অস্ত্র কন্ধ্যার সহিত তোমার দাস্যকৰ্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমার সমভিব্যাহারে যাইব। দেবযানী কহিলেন, দেখিও, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকীর ও ভিক্ষুকের ন্যায় দাসীভাব অবলম্বন করিবে। শশ্মিষ্ঠা কহিলেন, জ্ঞাতিকুলের বিপদ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করা কর্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীরূতি স্বীকার করিলাম। এইরূপে শশ্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকার করিলে দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, হে ভাতি ! আমি ক্রোধ সঞ্চার করিয়াছি ; চল, এক্ষণে নগরে প্রবেশ করি। জানিলাম, তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ। মহাঘশাঃ শুক্র কণ্ঠ্যকর্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবরাজকর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্বার দেবযানীর সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! কিয়ংকাল অতীত হইলে বরবর্গিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্ব্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন । তিনি হৃষ্টচিত্তে শশ্বিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণসমভিব্যাহারে যথেষ্ট বনবিহার করিতেছেন । কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতেছে, কেহ স্তম্ভাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইত্যবসরে যুগ্ময়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি যুগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্তি হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তিনি দেখিলেন, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাকাগণবেষ্টিত মধুরহাসিনী এক পরমসুন্দরী কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং পরম স্নকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদ-সেবা করিতেছেন ।

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সম্মিহিত হইয়া সমুচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রে ! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ ? তোমার ও তোমার এই পরিচারিকার নাম কি এবং এই সকল সখীগণই বা কে ? দেবযানী কহিলেন,—আমি সবিশেষ নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । মহারাজ ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের কন্যা । আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ রুষপর্ব্বার চুহিতা । ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন । তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি ! ইনি দানবরাজ রুষপর্ব্বের কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন,—জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে । দেবযানী কহিলেন, দৈবনির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ; স্তবরাং রাজকন্যা যে আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে ! অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই । মহাশয় ! আপনার আকার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাহিন্যাসপটুতা দেখিয়া পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে ; অতএব বলুন, আপনি কে, কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন ? যযাতি কহিলেন,—আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি । আমি রাজা ও রাজকূলে উৎপন্ন বটে ; আমার নাম যযাতি । দেবযানী কহিলেন, মহা-

রাজ ! আপনি কি উদ্দেশে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি। রাজা কহিলেন,— সুন্দরি ! আমি যুগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত হইয়া যুগের অনুসরণক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া জলপানান্তিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে ; কথা-প্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে ; অতএব অনুমতি কর, প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্মিষ্ঠার সহিত আমি তোমার অধীন হইলাম ; অদ্যাবধি তুমি আমার সখা ও ভর্তা হইলে।

রাজা সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ও বিনয়বচনে দেবযানীকে কহিলেন,—হে শুক্লতনয়ে ! এ তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে। দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা ; আমি ক্ষত্রিয়জাতি ; আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি। আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না। দেবযানী কহিলেন,— মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন ; সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে আমাকে ভাৰ্য্যাস্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে ; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র ; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। যথাতি কহিলেন,—হে সুন্দরি ! চারি বর্গই একের ঋজু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্মপ্রণালী ও আচারপরাম্পরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট ; অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব ? তখন দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্বাহ হইয়া থাকে এ প্রথা পূর্বাপর প্রচলিত আছে ; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যৎকালে আমি অন্ধরূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে ; এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্ব বরণ করিতে এত

আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি । সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ ; অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবেক না । তখন যযাতি কহিলেন,—হে দেবযানি ! মহাবিষ আশীবিষ ও স্নতীক্ল শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধৰ্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ ! ফি কারণে এরূপ কহিতেছেন,—শির করিতে পারিতেছি না । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,—দেখ, সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভয়সাৎ করেন । স্নতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দ্ধৰ্ষ । অতএব হে দেবযানি ! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না । তখন দেবযানী কহিলেন,—মহারাজ ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনকার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন । অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই । এই বলিয়া দেবযানী স্বীয় পরিচারিকা ঘৃণিকা দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন । মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন । রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদন-পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন । এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন,—হে তাত ! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি । আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন । স্নতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন ; অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন ; আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না । তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নহুষনন্দন ! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে ; অতএব আমি প্রসন্নমনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর । যযাতি কহিলেন, ভগবন ! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ষসঙ্করজনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি । শুক্র কহিলেন, মহারাজ ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর,

আমি তোমাকে অধৰ্ণ হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই ; সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব ; তুমি বিধানানুসারে দেব-
বানীর পাণিগ্রহণ কর ; প্রার্থনা করি, তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সন্তান
হউক । কিন্তু এই অম্বররাজকুমারী শশ্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন ; তুমি
কদাচ ইহাকে পরিণয় করিও না ।

রাজা যযাতি এইরূপ আদিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণপূর্বক
বিধানানুসারে দেববানীর পাণিগ্রহণ করিলেন । অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও
দানবগণকর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া, সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শশ্মিষ্ঠা
ও দেববানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন ।

বৈশম্পায়ন অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! রাজা যযাতি স্বনগরে প্রত্যাগত হইয়া
পরম সমাদরে দেববানীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহার নিদেশ-
ক্রমে অশোকবনসন্নিধানে এক গৃহ নির্মান করাইয়া বৃষপর্বতনয়া শশ্মিষ্ঠাকে
তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন । রাজা গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্বক
শশ্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও দেববানীর সহিত পরম স্নেহে যৌবনস্থ চরিতার্থ
করিতে লাগিলেন । কালক্রমে দেববানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল ; তিনি
রাজসহযোগে গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন । এইরূপে সহস্র
বৎসর অতিবাহিত হইলে একদা শশ্মিষ্ঠা আপন নবযৌবন ও গর্ভাধানকাল
আবির্ভূত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার ত ঋতুকাল উপস্থিত,
কিন্তু অদ্যাপি বিবাহ হইল না ; এক্ষণে কি করি, কি উপায়েই বা স্বীয়
মনোরথ সম্পাদন করি । দেববানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা
চরিতার্থ করিয়াছে ; কিন্তু আমার যৌবনকাল বৃষ্টি নিষ্ফল হইল । দেববানী
যেৰূপ কৃতকার্য হইয়াছে, আমিও সেইরূপে মহারাজকে পতিত্বে বরণ
করিয়া চরিতার্থ হইব । আমি সন্তানকামনায় নিষ্কর্মে তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা
করিলে বোধ করি, তিনি কখনই তাহাতে পরাধুখ হইবেন না । এই
অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে নিজনাস্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবন-

সন্নিধানে আগমন করিলেন । সুচারুহাসিনী শর্মিষ্ঠা রাজাকে নির্ভয়ে পাইয়া প্রত্যাগমনপূর্বক কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিম্বা আপনার অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগকে কেহই নয়নগোচর করিতে পান না । হে রাজন ! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবনে প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে । সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন । যযাতি কহিলেন,—হে সুন্দরি ! তুমি অতি সুশীলা, সং-
কুলোদ্ভবা এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় নহে ; কিন্তু দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আদ্যকে কহিয়াছেন,—এই ব্রহ্মপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় আহ্বান করিও না । শর্মিষ্ঠা কহিলেন,—মহারাজ ! পরিহাসপ্রসঙ্গে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কটে ও সর্বস্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে ; সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কথা কহিলেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় ।

যযাতি কহিলেন,—রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল ; মিথ্যা কহিলে রাজা অবশ্যই বিনষ্ট হন ; অতএব আমি অর্থকষ্টেও মিথ্যা কহিতে সম্মত নহি । তখন শর্মিষ্ঠা পুনর্বার কহিলেন,—মহারাজ ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়ই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে । যযাতি কহিলেন,—সুন্দরি ! অর্থাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা আমার এক প্রধান ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম । তুমিও আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ ; অতএব বল, তোমার কি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিতে হইবে । শর্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ ! আমাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্মস্থাপন করুন ; অতঃপর আমি আপনকার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধন্যমুষ্ঠান করিতে পারিব । আরও দেখুন, ভাৰ্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার । আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি তোমার বশ্য ; অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সকল করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর

ধর্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সন্মত হইয়া, তাঁহার ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মপর্বতনয়া শর্মিষ্ঠা রাজার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ।

ত্ৰ্যাপ্তিভম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দেবযানী শর্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি স্বাদ ভ্রাবণ করিবামাত্র সাতিশস্য ক্ষুরু হইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন । অনন্তর শর্মিষ্ঠার সন্নিহিতা হইয়া কহিলেন, হে স্ত্রী ! তুমি কামাক্ষ হইয়া এ কি পাপানুষ্ঠান করিলে ? শর্মিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি ! একদা কোন ধর্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি আমার কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন । আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা করাতে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন । আমি অন্তায়তঃ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই । আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তখন দেবযানী কহিলেন, শর্মিষ্ঠে ! যদি ধর্মপ্রতিপালনার্থে এই কর্ম করিয়া থাক, সে উত্তমই হইয়াছে ; কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক, তবে বল, শুনিতে আমার নিতাস্ত ঔৎসুক্য হইতেছে । শর্মিষ্ঠা কহিলেন, সেই ঋষি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই । দেবযানী কহিলেন,—যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তান লাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই । তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য পরিহাসপূর্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন । পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন ।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যজ্ঞ ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন । কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন । তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে জীড়া করিতেছিল । দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! এই সর্বদাক্ষসুন্দর বালকগুলি কোন

ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না । ইহারা দেবকুমারতুল্য স্বকুমার । ইহাদিগের আকার প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে । দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি ? শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । দেবযানী কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনী সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতিকে পিতা নির্দেশ করিয়া কহিল, আমরাদিগের মাতার নাম শর্মিষ্ঠা । এই বলিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্ললোচনে নিজ পিতা যযাতির সম্মিহিত হইল । কিন্তু দেবযানীর সমীপে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিতে পারিলেন না । বালকেরা পিতার অনাদরে অভিমান করিয়া রোদন করিতে করিতে জননীসম্মিধানে গমন করিল । রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন । দেবযানী রাজার প্রতি বালকদিগের সম্ভাব সন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্শ্বোদ্ঘাটনপূর্বক অনতিবিলম্বে শর্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, দেখ শর্মিষ্ঠে ! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই ? শর্মিষ্ঠা কহিলেন, আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে ত মিথ্যা নহে । আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি ; তোমার নিকট আমার ভয়ের বিষয় কি ? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার বরণ করা হইয়াছে ; কারণ, সখীর পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন । তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা । আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমা হইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না । দেবযানী শর্মিষ্ঠামুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ ; অতএব অদ্যাবধি তোমার আশ্রয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম ; এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন । রাজা দেবযানীকে বাপ্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসম্মিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন । রোষরক্তলোচনা দেবযানী কিছুতেই কান্ত হইলেন না । তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসম্মিধানে উপস্থিত

হইলেন এবং অতিবাদনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবধানীর অনুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেব-
ধানী শুক্রকে কহিলেন, তাত! অধর্ম ধর্মকে পরাজয় করিয়াছে। নিকৃ-
ষ্টেরা মহতের সহিত নীচ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন, বুধপর্বতনয়া
শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে
তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা, আমার দুইটি বই পুত্র
নহে। হে ভৃগুকুলতিলক! এই রাজা পরম ধার্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন।
কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হে তাত! আমি সভ্য
বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্যাদা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
শুক্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা যযাতিকে
অভিসম্পাত করিলেন,—মহারাজ! তুমি ধার্মিক হইয়া প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ
করিয়াছ; অতএব দুর্জয় জরা অচিরে তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাজা
সহসা এইরূপ শাপ শ্রবণ হইয়া শুক্রকে কহিলেন,—ভগবন্! শর্মিষ্ঠা ঋতুরক্ষার্থে
প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত সেই কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলাম; নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে করি নাই। ধর্মশাস্ত্রে কথিত
আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থী স্ত্রীলোককর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা
না করে, সে অশ্রুতাপাতকে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হয়; এই সমস্ত পর্যা-
লোচনা করিয়া ধর্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্মিষ্ঠার বাসনা সকল করিয়া-
ছিলাম। শুক্র কহিলেন,—মহারাজ! আমি তোমাকে যে কর্ম করিতে প্রতি-
বেদ করিয়াছিলাম, তাহা কেন করিলে? তুমি জ্ঞান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ধর্ম্ম-
চরণকেও একপ্রকার চৌর্য বলিলে বলা যাইতে পারে।

যযাতি শুক্রকর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জরাজ্ঞান হই-
লেন। পরে তিনি শুক্রকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি (অদ্যাপি) যৌবনস্থ
অনুতব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে
মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিন। শুক্র কহিলেন,—
মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে; তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি
ইচ্ছা করিলে অন্যের শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তখন

রাজা কহিলেন,—হে ভ্রমণ! এক্ষণে এই অনুমতি করুন যে, আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে রাজ্যাধিকার, পুণ্যাধিকার ও কীর্তিলাভ করিবেক । শুক্র কহিলেন,—হে নহুষতনয় ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অন্যের শরীরে জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না । আর তোমার যে পুত্র জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে স্বদীয় সাম্রাজ্য অধিকার-পূর্বক আবুস্থান, কীর্তিমান ও পুত্রপৌত্রাদিমান হইবে ।

চতুর্থপীঠতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! তৎপরে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন,—বৎস ! শুক্রের শাপপ্রভাবে এই মহাবোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি আমি বিষয়ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই ; অতএব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর । আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি । সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব । যদু কহিলেন, মহারাজ ! জরার অনেক দোষ, তাহাতে পান ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে, শূলক্রজাল শুল্ক এবং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট, নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয় । আত্মীয় ব্যক্তির জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে । অতএব আমি সেই জরা গ্রহণে সম্মত নহি । আপনার আমা হইতেও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে ; তাহাদিগকেই জরা প্রদান করুন । যযাতি কহিলেন, তুমি যেহেতু আমার ঔরস পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত হইলে না, অতএব তোমার বংশপরম্পরায় কেহই রাজ্যাধিকারী হইবে না । তৎপরে রাজা যযাতি তুর্কহর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! আমার পাণ্ড ও জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ করিব । সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব । তুর্কহর কহিলেন, মহারাজ ! রূপনাশিনী জরা মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগস্থখে বঞ্চিত করে ।

জরার প্রভাবে বুদ্ধিব্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয় ।
অতএব আমি আপনার জরা গ্রহণে সম্মত নহি । যথাতি কহিলেন, বৎস !
তুমি আমার আত্মজ হইয়া আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না ;
অতএব আমি শাপ দিতেছি, তুমি নির্বংশ হইবে এবং সংকীর্ণাচার ধর্মসম্পন্ন,
প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদারনিরত, তির্যগ্‌যোনিজাত, পশুধর্মী ও
পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে ।

এইরূপে তুর্কম্বকে অভিশাপ দিয়া রাজা যথাতি শর্মিষ্ঠাপুত্র ক্রহ্যকে
কহিলেন,—বৎস ! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ
কর ; আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব । নির্দিষ্টকাল
অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্যার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন
তোমাকে প্রদান করিব । ক্রহ্য কহিলেন,—মহারাজ ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী,
অশ্ব ও রথের আরোহণ করিতে বা কামিনী সন্তোগ করিতে অসমর্থ হয় এবং
জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্থলিত হয়, অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি । তাহা
শুনিয়া রাজা রোষাবিস্টচিত্তে কহিলেন,—ক্রহ্য ! তুমি আমার আত্মজ হইয়া
যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে ; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফল-
বতী হইবে না । আর যে স্থানে গজ, বাজী, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই,
কেবল উড়ুপ বা সম্ভরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে
বাইয়া বাস করিতে হইবে । তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না । রাজা
ক্রহ্যকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অন্তকে কহিলেন,—বৎস ! তুমি আমার পাপ
ও জরা গ্রহণ কর ; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ
করিব । অন্ত কহিলেন,—মহারাজ ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের স্থায়
অনিয়ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া
সম্পাদন করিতে পারে না ; অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না । তখন রাজা
কহিলেন—তুমি আমার ঋতস পুত্র হইয়া জরায় দোষোল্লেক পূর্বক যৌবন
প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে ; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি
অচিরেই সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সম্ভান সম্ভতি যৌবন প্রাপ্তি-
মাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে । সর্বশেষে পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া
কহিলেন—বৎস পুত্রো ! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, আমার কেশ

পতিত ও মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌবনস্থ পুত্র সন্তোষ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব তুমি আমার পাপের সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া কিছুকাল ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করি। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পুরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। পুত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—যে আজ্ঞা, মহারাজ! আপনি ধেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ করিব। আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয় সন্তোষ করুন। তখন যযাতি কহিলেন,—বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্ব-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমস্থখে বাস করিবে। এই বলিয়া রাজা শুক্রকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পুত্রর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

পঞ্চাশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এইরূপে নহুষতনয় রাজা যযাতি যৌবন সম্পন্ন হইয়া প্রসন্ন মনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অনুগ্রহ দ্বারা দীনব্যক্তিকে, অতিলাষ সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণকে এবং ধর্ম্মতঃ পরিপালন দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দম্ভাদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের স্থায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিখ্যাতীর সহিত কখন নন্দন বনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিম্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনস্থখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পুত্রকে

কহিলেন,—বৎস পুত্রো ! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত স্তম্ভদানে বহির ন্যায় ক্রমশঃ পরিবৰ্দ্ধিত হইতে থাকে ; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধাতু, হিরণ্য, পশু ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না ; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । দুঃস্বপ্নিত ব্যক্তির য়ে আশাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে । এক্ষণে আমি আশাপিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্বক পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব । বৎস ! তোমার স্তম্ভীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি ; আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক । এক্ষণে আপন যৌবন ও মদীয় রাজ্যভার গ্রহণ কর । বৎস ! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র ; আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিলাম ।

অনন্তর নহ্মমতনয় যযাতি পুনর্বার আপন জরা গ্রহণ করিলেন এবং তৎপুত্র পুরু যৌবনসম্পন্ন হইলেন । মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন । ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্গ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—মহারাজ ! দেবযানীগর্ভসম্ভূত, শুক্রেণ দৌহিত্র যত্ন বিদ্যমান থাকিতে পুরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন ? যত্ন আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র ; তৎপরে তুর্কস জন্মেন । শর্মিষ্ঠার দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র যথাক্রমে উৎপন্ন হইলেন । অতএব হে মহারাজ ! আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনীয়ান্ কিরূপে রাজ্যভাগী হইতে পারেন ? এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আপনি করুন । রাজা কহিলেন,—হে বর্ণচতুষ্টয় ! আমি যে কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব না, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর । জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্ন আমার নির্দেশ পালন করে নাই, স্তম্ভরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । যে পুত্র পিতা-মাতার

আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায় । যদু, তুর্বশু, দ্রুহ্য ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে ; কিন্তু পুরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মানরক্ষা করিয়াছে । পুরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পুরুই আমার মিত্ররূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে । আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন, “যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে, সেই রাজ্যভাগী হইবে ।” অতএব তোমাদিগকে অনুময় করিতেছি, তোমরা পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর । রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা কহিল, মহারাজ ! যে পুত্র সর্বগুণসম্পন্ন এবং পিতা মাতার হিতকারী, সে সর্বকনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে । পুরু আপনকার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের ঐরূপ বর আছে ; অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই ; সুতরাং পুরুই রাজা হইবেন । পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা সন্তুষ্টমনে এই কথা কহিলে রাজা কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । তিনি পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন । তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্বশু হইতে যবন, দ্রুহ্য হইতে বৈভোজ, অনু হইতে শ্লেচ্ছজাতি এবং পুরু হইতে পৌরবংশ উৎপন্ন হইল । হে মহারাজ ! আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এইরূপে রাজা যযাতি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাত্মম অবলম্বন করিলেন । অনন্তর তিনি অযত্নশূন্য ফলমূলমাত্র ভোজনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া স্থরলোকে গমন করিলেন ; তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পতিত হইলেন । এইরূপ জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এককালে ভূমণ্ডলে পতিত না হইয়া কিছুকাল অন্ত-

রীক্ষে অবস্থান করেন । পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বহুমান, অক্ষক, প্রতর্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্যলোকে ও স্বর্লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি সভ্যগণ সম্মি-
ধানে তাহা কীর্তন করুন এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলুন ; শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে . . বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ভুলোক ও দুর্লোকে বিশ্রুতা তদীয় পরম পবিত্র কথা কীর্তন করিতেছি, অবধান করুন নহুযতনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কষিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং যজু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অস্ত্যজ জাতিমধ্যে সম্মিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাত্মম অব-
লম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন । তিনি বানপ্রস্থাত্মম সমুচিত বিধানানুসারে জলন্ত হতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন ; বন্য ফলমূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথিসংকার করিতেন এবং উষ্ণরুতি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন । সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিংশৎ বৎসর কেবল জলাহারী হইলেন । পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চায়ির মধ্যবর্তী হইয়া অতি ক্লুণ্ঠের তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন । এইরূপে তপোানুষ্ঠানপরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন ।

—
সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এইরূপ শ্রুত আছে, রাজা যযাতি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণকর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া স্তব্দীর্ঘকাল তথায় বাস করেন । তিনি কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে কদাচিৎ দেবলোকে গমনাগমন করিতেন । মহারাজ যযাতি একদা ইন্দ্রসম্মি-
ধানে উপস্থিত হইলেন । দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাজন্ ! পুরু তোমার জরা গ্রহণ করেন : ভূমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিসিক্ত

করিয়া কি উপদেশ দিচ্ছিলেন, সত্য করিয়া বল ; আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে । যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ ! আমি পূরূকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস ! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল ; তুমি এই ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে ; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে । অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ক্ষমাবান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতৃপ্ত হে বৎস ! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ; মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান ; বিদ্বান্ মূর্থ হইতে প্রধান ; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে, তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্তব্য ; যেহেতু আক্রোশী কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোশী তাহার পুণ্যভাগী হয় । লোকের মৰ্ম্মস্পীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয় । যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমন কথা উচ্চারণ করা অনুচিত । অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায় । যে ব্যক্তি লোকের মৰ্ম্মস্পীড়ক, পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে । তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া, স্নানোদিগের প্রশংসায়োগ্য কর্ম্ম করেন, সর্বদা অসামুজনের অতিবাদ সহ করেন এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন । অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে । আহত ব্যক্তি ঐ স্মৃতিশ্ল শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে ; অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন্ কালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না । জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না । অতএব সর্বদা সান্ধবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না । ধূজ্য ব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্তব্য ; কিন্তু যাক্রা অতিশয় নিষিদ্ধ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে নহুষনন্দন ! তুমি সর্বকর্ম্ম সম্পাদনপূর্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলে ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার

তুল্য তপোমুষ্ঠান করিয়াছ ? যথাতি কহিলেন,—হে দেবরাজ ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব ও মহর্ষি ইহাদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি আমার তুল্য তপোমুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই । তখন ইন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ ! যেহেতু অশ্রের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অবমাননা করিলে, তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে । যথাতি কহিলেন,—হে দেবরাজ ! দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নরলোকের অবমাননা করিয়া যদি দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এইরূপ অনুকম্পা করুন । ইন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিবে ; কিন্তু সাবধান, যেন এইরূপে আর কাহারও অবমান করিও না ।

রাজা যথাতি দেবরাজ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন,—ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—হে যুবক ! তুমি কে ? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যায় ও তেজ অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি ; তোমাকে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা বিশ্বয়াবিস্ফটিতে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম । এক্ষণে তোমাকে সম্বিকৃষ্ট দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ প্রত্যুদগমন করিলাম । অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে আমিদিগের সাহস হইতেছে না এবং তুমিও আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না ; অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কে ? এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়াছিলে ? হে মহামুভাব ! তোমার ভয় নাই ; শীঘ্রই বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর । এই সাধু সমাজে বল নামক অম্লরের হস্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন । হে দেবরাজকল্প ! সাধুলোকেরা সমস্ত সাধুলোকদিগের আশ্রয় ; সম্প্রতি তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়াছ, আর ভয় কি ? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধানে পৃথিবীর, আলোকদানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট অভ্যাগত ব্যক্তিগণও তাদৃশ প্রভুত্ব ।

যথাতি কহিলেন,—আমি নহমের পুত্র এবং পূর্ব্ব পিতা ; আমার নাম যথাতি । আমি ইন্দ্রসন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি । আমি আপেক্ষাকৃত

অধিকব্যয়ক, এই নিম্নিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই ; কারণ, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন, তিনিই পূজনীয় । অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি কহিতেছ যে যিনি ব্যোমক, তিনিই সকলের প্রধান ও পূজ্য ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় । যযাতি কহিলেন,—সৎকর্মের প্রতিকূলতাই পাপ ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয় ; সাধুপুরুষেরা কদাচ পাপকর্মের অনুষ্ঠান বা অনুকূল্য করেন না । ‘আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ সাধু । যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে স্বরলোকে গমন করেন, তাঁহাকেই মহাধন বলা যায় । বহুধনের অধিপতি হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে । নিরহঙ্কারচিত্ত হইয়া সর্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্তব্য ; কারণ, এই জীবলোকে এবশ্বিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা চেক্টার বহির্ভূত, কেবল দৈবপরতন্ত্র ; অতএব ধীর ব্যক্তি দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু কদাচ নষ্ট করিবেন না । সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন ; স্বেচ্ছাক্রমে কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না ; অতএব দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে বিষন্ন বা সুখে উল্লাসিত হইবে না । ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না ; তাঁহারা সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করেন । যেহেতু সুখ দুঃখ দৈবায়ত্ত ; উহাতে কখন প্রসন্ন বা বিষন্ন হইবে না । হে অষ্টক ! বিধাতা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই ভাবিয়া আমি কখনও ভয়ে মুগ্ধ হই না এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না । কি স্বেদজ, কি অণুজ, কি উদ্ভিদ, কি মরীচিপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ প্রারম্ভ ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয় । হে অষ্টক ! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি ; অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব । কি করিব, কি করিলেই সন্তপ্ত না হই এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জন করিয়াছি ।

অনন্তর অষ্টক সর্বগুণসম্পন্ন মাতামহ যযাতির এইরূপ ধর্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্বীর কহিলেন,—মহারাজ ! আত্মবেদী পুরুষের ন্যায় বহু-বিধ ধর্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে ; অতএব তুমি যতকাল যেরূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আত্মপূর্বিক সমুদায় বল । যযাতি কহিলেন,—আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সমাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়াছিলাম । সহস্র বৎসর পরমসুখে সম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি । পরে শতযোজন বিস্তীর্ণ সহস্রদ্বারসংযুক্ত পরম রমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্রবৎসর অতিবাহিত করি । অনন্তর পরম চুল্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় বর্ষসহস্র বাস করি । তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া দেবগণ ও ঈশ্বরগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি । তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্বত সকল নিরীক্ষণ ও সর্বদ্বন্দ্বমুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি । দেবলোকস্থলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সূদীর্ঘকাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া গ্লুতস্বরে তিনবার কহিল,—“তুমি সুখভ্রষ্ট হও ।” সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছেন,—ইহাও শুনিতেছি । হে নরেন্দ্র ! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না । আমি তাঁহাদের “হা পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি ! তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ” এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, হে দেবগণ ! আমি যাহাতে সাধুসম্মিধানে পতিত হই, এমন কোন উপায় বিধান কর । তাহারা আপনাদিগের যজ্ঞভূমিতে যাইতে কহিলেন । আমি হবিগন্ধের অনুসরণক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্ত্ব আসিতেছি ।

নবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগপূর্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন ? রাজা কহিলেন,—হে অষ্টক ! যেমন জ্ঞাতি বা হুলজ্ঞান নির্জন মনুষ্যকে পরিত্যাগ

করে, সেইরূপ ইত্যাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । তখন অর্জুন কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি তত্ত্ব-জ্ঞানী, অতএব বলুন দেখি, স্বর্গে কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয় এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ আছে । যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন,—পুণ্য ক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্যলোক রূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয় এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহপূর্বক বিবিধ উপভোগে আসক্ত হইয়া শৃগাল কুকুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে । অতএব যে কৰ্ম্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমন গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য । হে অর্জুন ! যাহা কর্তব্য, তৎসমুদায়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর, বল । অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! স্বপ্নচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পৃথিমধ্যে পতঙ্গেরা নর-কলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় ? আর কেনই বা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দেশ করিলেন । রাজা কহিলেন,—মনুষ্যেরা জননীজঠর হইতে কস্মারক দেহ লাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চার করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম । পৃথিবীতে পতিত হইবার সময়ে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর, ভীষণ রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্ট দান করিয়া থাকে । অর্জুন জিজ্ঞাসিলেন,—মহারাজ ! পাপপ্রভাবে দেব-লোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যদি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পৃথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা কিরূপে পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় ? কিরূপে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা গর্ভে আবিষ্ট হয় ? রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,—অশ্রুপ্রবাহে জলভাবাপন্ন মনুষ্যকলেবর রेतোরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীস্থ বনস্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয় । সেই ফলাদি ভক্ষণ করিলে রेतঃ জন্মে । সেই রेतঃ স্ত্রীগর্ভে সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতেই চতুর্দশ দ্বিপদ প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে । অর্জুন কহিলেন,—মহারাজ ! গর্ভভূত জন্তু কি শরীরান্তর দ্বারা

কিঞ্চা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয় ? আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নত্য, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে ? এই বিষয়ে আমাদের মহান্ সংশয় আছে ; আপনি তদ্বজ্ঞ, অতএব এই সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন,—ঋতু-কালে বায়ু, পুষ্পরসানুপ্ত ক্রমে গর্ভযোনিকে আকর্ষণ করে ; সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ভকে পরিবর্তিত করিতে থাকে । তদন-স্তর সেই গর্ভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া পূর্ববাসনা অবলম্বনপূর্বক মনুষ্য-রূপে আবির্ভূত হয় । “মনুষ্য জাতমাত্রে চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, স্রোতেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অব-গত হইতে পারে । অর্চক কহিলেন,—মহারাজ ! যতব্যক্তির কলেবর দৃষ্ট, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মরণানন্তর অভাবভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে । পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে । পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তির পাপযোনি প্রাপ্ত হয় । কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু ; এই নিমিত্ত উহারা পাপযোনির অন্তর্গত । চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্পদ ইহারাও পাপস্বভাব, এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনির অন্তর্গত । হে রাজ-সিংহ ! যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তরে বলিলাম, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল । অর্চক কহিলেন,—মহারাজ ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ কশ্মা-নুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন । যথাতি কহিলেন,—হে অর্চক ! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বার স্বরূপ । সাধু-লোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা অজ্ঞানরূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয় । অধ্যয়ন করিল বা পণ্ডিতাভিমানী যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে অশ্রের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক হইতে অচিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাহার সেই অধ্যয়নাদি ব্রহ্মফলপ্রদ হয় না । মান্নাগ্নিহোত্র, মান্মৌন, মান্নাধ্যয়ন ও মান-বজ্র এই চারিটি কশ্ম ভয়ঙ্কর নহে ; কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ইহা নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠে । মানে হর্ষ প্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও

না । সাধু ব্যক্তির ধাধুদিগকে সর্বদা সৎকার করিয়া থাকেন । অসাধুরা কদাচ সাধুবুদ্ধি লাভ করিতে পারে না । “এত দান করিলাম” “এত যজ্ঞ করিলাম” “এত অধ্যয়ন করিলাম” এবং “এত ত্রতানুষ্ঠান করিলাম” এই রূপ অহঙ্কার অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ইহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত, তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হইলে ইহলোকে কীৰ্ত্তি ও পরলোকে সদগতি লাভ হয় ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইহারা কিরূপ আচরণ করিলে সৎপথে থাকিয়া ধর্মোপার্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে, আপনকার মত কি ? যযাতি কহিলেন,—ব্রহ্মচারীর ধর্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না ; গুরু যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন ; গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্বে গাত্রোত্থান করিবেন এবং যজ্ঞ, দান, সন্তুষ্টি স্বভাব, অগ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন । গৃহস্থের ধর্ম এই যে, ধর্মতঃ ধনোপার্জন করিয়া তদ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, ঋতিধি ভোজন করাইবেন এবং অদত্ত বস্তু প্রত্যাগ্রহ করিবেন না । বানপ্রস্থের কর্তব্য এই যে, স্বকীয় বীৰ্য্য উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ করিবেন ; কোনরূপ পাপকর্মে আসক্ত হইবেন না ; পরকে দমন করিবেন ; কাহাকেও কষ্ট দান করিবেন না । ভিক্ষুর কর্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন না ; গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিকদেশ পর্যটন করিবেন না । লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী স্নেহে অতিবাহিত করে, জ্ঞানীব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন । যিনি এইরূপে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব দশ পুরুষ, পঞ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই একবংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন । অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ ! ব্রহ্ম ও শৌনত্রী কয় প্রকার বলুন, শুনিতে আশাদিগের সান্তিপর বাসনা হইতেছে । রাজা কহিলেন,—হে

অষ্টক ! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিস্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলা যায় । অষ্টক কহিলেন,—মহারাজ ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাত্তাপে অরণ্য থাকে, সে কি প্রকার ? রাজা কহিলেন,—যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাত্তাপে গ্রাম ; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্ৰী নহেন, বাসস্থান নির্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কোপীনধারী এবং যত দিন প্রাণ সংযোগ তত দিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাত্তাপে অরণ্য । আর যিনি সর্ববাসনাপরি-শূন্য হইয়া সর্ব কৰ্ম ব্রহ্মজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে ; মৌনব্রতী সর্বসিক্তি লাভ করিতে পারেন । ধৌতদন্ত, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকৰ্ম্মা মুনি সকলের অর্চনীয় । যিনি তপস্বী দ্বারা কথিত, ক্ষীণ, জীর্ণকলেবর, জীর্ণমাংস ও শুকান্নি হয়েন, সেই মুনি ইহলোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন । আর যিনি নিঃস্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্বক তপশ্চরণ করেন, তিনিও ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন । যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎস আহার অশ্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে ।

দিনবতিতম অধ্যায় ।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ? যযাতি কহিলেন,—যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রমবিবর্জিত এবং কামাচার পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন । যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহী স্তম্ভভোগ করিতে পারেন । যে ব্যক্তি পণ্ডিত মনে করিয়া ধর্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্মোচরণ বিফল ; কেবল ক্রুরতা মাত্র ।

মহারাজ ! রাজা যযাতির একপ্রকার ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয় ; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ? এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন্ দিকে গমন করিবেন ? আপনার কি পার্শ্বস্থানে গমন করিতে হইবে ? যযাতি কহিলেন,—আমার পুণ্য ক্ষয়

হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হই-
তেছি ; আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত
হইব ; যেহেতু ব্রহ্মলোক-রক্ষকেরা আমার ভুলোকপতনের নিমিত্ত স্বরা
করিতেছেন । আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এই বর দিয়াছিলেন, “হে
নরেন্দ্র ! তুমি সাধুসমাজে পতিত হইবে” তাহাও হইল । অষ্টক কহিলেন,—
তুমি পতিত হইও না ; হে রাজন ! যদি আমার অন্তরীক্ষ্য বা দিব্য কোন
লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম । যযাতি কহিলেন,
মহারাজ ! যতদিন পৃথিবীতে গবাস্থ প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপন-
কার স্বর্লোকে অধিকার আছে । অষ্টক কহিলেন,—আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ্য
যে কোন লোক থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম ; তুমি অচিরে সেই
স্থানে গমন কর । যযাতি প্রত্যাভূত করিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ ! বেদবিৎ ব্রাহ্ম-
ণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ যাক্ষাদৈশ্ব স্বীকার
করেন না । বরং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্তব্য,
তথাপি যাক্ষাজনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত ।

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দন কহিলেন,—হে দর্শনীয় ! আমি
প্রতর্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানা ; অতএব যদি অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান
থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম । যযাতি কহিলেন,—হে
নরেন্দ্র ! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক লোক আছে ; সেই সকল লোক
আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে ; উহা এত অধিকসংখ্যক যে, প্রতিসপ্তাহে
এক এক লোক ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না । প্রতর্দন কহিলেন,—
আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করিলাম ; তুমি মোহ পরিভ্র্যাগ-
পূর্বক শীঘ্র তথায় গমন কর । রাজা প্রত্যাভূত করিলেন, সমতেজস্ব শ্রেষ্ঠ
রাজারা অগ্নের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন না । ধর্মপরায়ণ রাজা ধর্ম,
মাত্ত ও যশস্কর কর্ম যত্নপূর্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু আপনি যেরূপ
বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এরূপ রূপণ কর্ম করিতে সম্মত নহেন । মদ্বিধ
লোকের কর্তব্য যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে, তদ্রূপ অপূর্ব কর্ম সম্পাদন
করে । রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাজ বহুমান্
তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

বসুমান্ কহিলেন,—মহারাজ ! আমি ঊষদেবের পুত্র, আমার নাম বসুমান্ । যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে আমার ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম । রাজা কহিলেন,—অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দিক্ এবং যে সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হয়, তাদৃশ বহুসংখ্যক লোক আপনকার গমন প্রতীক্ষা করিতেছে । বসুমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ ! আর ভূমণ্ডলে নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক আপনাকে প্রদান করিতেছি; উহা আপনারই ভোগ্য হউক, যদি প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দুষণায় হয়, তবে তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরেন্দ্র ! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা কর নাই, অতএব তোমার বিদ্যুৎপ্রায় অনন্তলোক বিদ্যমান আছে । শিবি কহিলেন,—মহারাজ ! যদি এই সকল লোক ক্রয় করা আপনকার অনভিমত হয়, তবে তাহা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন । আমি দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না; যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না । যযাতি কহিলেন,—হে নরদেব ! আপনি দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, কিন্তু আমার অদ্যপি অশ্রদ্ধ লোকে স্পৃহা হয় নাই; অতএব আপনার দান আমার অভিমত নহে । তখন অশ্বক কহিলেন,—মহারাজ ! যদি অশ্রদ্ধত এক একটি লোক স্বীকার না করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদায় প্রদান করিয়া বরং নরকে গমন করিব । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্প্রদান করিতে যত্নবান্ হউন, কারণ সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ সত্য-পরায়ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য নহে, তদ্বিষয় ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না । অশ্বক কহিলেন,—মহারাজ ! যে সকল স্তবর্ণময় রথ আরোহণ করিয়া লোকে শাস্ত্রলোকে গমন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা কাহার ? রাজা কহিলেন, ঐ সকল স্তবর্ণময় রথ তোমাদিগকে বহন করিবে । উহা দ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে । অশ্বক কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি ঐ রথে আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর এবং নির্দিষ্টকাল উপস্থিত

হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ করিব । রাজা কহিলেন,—আমরা কৰ্ম্মফলে সকলেই স্বৰ্গলোক জয় করিয়াছি ; অতএব চল, সকলে সমবেত হইয়া তথায় গমন করিব । এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান করিবার নিষ্কণ্টক পথ দেখাইতেছে ।

অনন্তর ধৰ্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূৰ্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রভাপুঞ্জ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । এই অবসরে অষ্টক কহিলেন,—আমি মনে করিয়াছিলাম মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমিই অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিব ; কিন্তু উশীনরতনয় শিবী মহাবেগে অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার অভিপ্রায় কি ? যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, উশীনরপুত্র যত ধন উপার্জন করিয়াছিলেন, সমুদায়ই দেবলোকে সমর্পণ করিয়াছেন ; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, তপস্বী, সত্য, ধৰ্ম্ম, লজ্জা, ক্রমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূত গুণে অলঙ্কৃত ; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় স্থশীল ও সৌম্য, এই কারণে শিবী সৰ্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন । অনন্তর অষ্টক সঙ্কৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং কাহার পুত্র ? আর আপনি যে সকল কার্যের জগুষ্ঠান করিয়াছেন, তাদৃশ অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কৰ্ম্ম করিতে পারেন না কেন ? এই সমুদায় যথার্থরূপে বর্ণন করুন । রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি নহষতনয়, আমার নাম যযাতি । আমি পৃথিবী-রাজ্যের সম্রাট ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিতেছি । আমি তোমাদিগের মাতামহ । আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত হস্তরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি এবং শত অৰ্দ্ধদ গো, বাহন, স্ববর্ণ ও ধনের সহিত এই সমাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাত্ত করিয়াছি । পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে । সত্য প্রভাবেই মনুষ্যালোকে আমি প্রজ্বলিত হইতেছে । আমি যাহা কহিয়া থাকি সকলই সত্য । আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না ; যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান করিয়া থাকেন । হে অষ্টক ! আমি সত্যই কহিতেছি, উষ-নধের পুত্র প্রতর্দন, এই সমস্ত নরলোক, মূনি ও দেবগণ ইহারা সত্য প্রভাবেই

সকলের পূজনীয় ও মান্য হইয়াছেন । আমরা স্বীয় পুণ্যবলে স্বরলোক জয় করিয়াছি, অতএব যে ব্যক্তি আমাদের নিকট অকপটে স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদের সালোক্যালাভ করিতে পারিবেন । এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্র-গণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্তি সংস্থাপনপূর্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পুরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সদাচার ও সন্যাসবাহাদিসম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদায় সংবিস্তর বর্ণন করুন । সেই সুশাল সুবিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবনচরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পুরুবংশসমুদ্ভূত মহাবল, মহাতেজাঃ; সর্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পৌণ্ডীর গর্ভে পুরুরাজের তিন পুত্র জন্মে ; প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব । রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন । সর্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শুরসেনী ; তাঁহার গর্ভে মনস্ব্য নামে এক পুত্র জন্মে । মহাবল মনস্ব্য স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্মূল করিয়া অতি বিস্তীর্ণ সাগরাস্থরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়া ছিলেন । সৌবীরির গর্ভে মনস্ব্যর অশ্বগুতানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে । অম্বর্য্য মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে । “ঋচেয়ু, ঋকেয়ু, কুকর্ণেয়ু, স্বপ্তিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্মেয়ু ও সন্নতেয়ু । তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন । তন্মধ্যে অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন । মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে । পরম ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাকুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কালক্রমে তাঁহার চারি পুত্র হইল । তংসু, মহানু, অতিরথ এবং ত্রন্থ্য । মহাবল পরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বহুব্রহ্মা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্মূল কপোয়াশি বিস্তার করিয়া ছিলেন । তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে । তিনিও সমুদায় পৃথিবী

জয় করিয়াছিলেন । মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথসুতীর গর্ভে দুহস্তু, শূর, ভীম, প্রবল এবং বল্ল এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন । তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দুহস্তু সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন । তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । সেই শকুন্তলাতনয় ভরত দ্বারাই ভরতবংশের এতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । মহারাজ ভরতের তিন মহিষী । তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুত্র জন্মে । কিন্তু পুত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানগণকে যথাযোগ্য প্ৰমাদর করিতেন না । মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন । এইরূপে ভরতের অপভ্যোগ্যপাদন বৃথা হইয়া গেল । অনন্তর তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুবিশ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুগ্রহে ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলেন । ভূমন্যু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভূমন্যুর ছয় পুত্র জন্মে ; স্নহোত্র, দিবিরথ, স্নহোতা, স্নহবিঃ, স্নজয় এবং ঋচীক । সর্বজ্যেষ্ঠ স্নহোত্র গজবাজিসমাকীর্ণ ও বহুরত্নসমাকুল রাজ্যলাভ করিলেন এবং রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিশ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । স্নায়পরায়ণ স্নহোত্র ধর্ম্যতঃ প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন, হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণা ১৯ জনতাসমাকুল বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন । তিনি রাজা হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও পৃথিবীর স্থানে স্থানে চৈত্য ও যুপস্তুম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল । ঐক্ষাকীর গর্ভে স্নহোত্রের তিন পুত্র জন্মে ; অজমীঢ় স্মমীঢ় এবং পুরুমীঢ় । তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন । তাঁহার তিন পত্নী ; ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী । ইহাদিগের গর্ভে অজমীঢ়ের ছয় পুত্র হয় ; ঋক, দুহস্তু, পরমেষ্ঠী, জহ্নু ব্রজন এবং রূপিণ । ধূমিনীর গর্ভে ঋক, নীলীর গর্ভে দুহস্তু ও পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ জন্মগ্রহণ করেন । দুহস্তু ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চালবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে কুশিকাম্বয় বিস্তৃত হইয়াছে । সর্বজ্যেষ্ঠ ঋক রাজা ছিলেন । ঋকের পুত্র সম্বরণ । তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল । শত শত

লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল এবং অনার্যুষ্টি ও ব্যাধিতে লোকসকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল । এই সময়ে পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সম্বরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন । অনন্তর রাজা সম্বরণ ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিলেন । সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই দুর্গমধ্যে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত করিলেন । প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, এক দিবস ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন । ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া পরম যত্নে প্রভ্যুদগমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন এবং অনাময় প্রশ্নপূর্বক তাঁহার যথাবিধি সংস্কার করিলেন । মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ ! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে । আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি । মহর্ষি বশিষ্ঠ “তথাস্তু” বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন । অনন্তর অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাত্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । মহারাজ সম্বরণ রাজ্যলাভানন্তর ষাণ্মষজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন । অনন্তর সম্বরণের মহিষী তপতী এক পুত্র প্রসব করিলেন । ঐ পুত্রের নাম কুরু । তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় শ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন । মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল । কুরুর পাঁচ পুত্র ; অবিক্রিত, অবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয় । অবিক্রিতের আট সন্তান ; পরীক্ষিত, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি । পরীক্ষিতের সাত পুত্র ; জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন । জনমেজয়ের আট পুত্র ; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নির্বধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডল, পদাতি ও বসতি । রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান, স্থলীল, ধর্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন । সর্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । তাঁহার নয় পুত্র ; কুন্তিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিল, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূময়্য, অপরাজিত । প্রতীপ, ধর্মব্রত্রে এবং স্নেনেত্র ইহারা ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র বলিয়া পৃথিবীতে

বিখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র; দেবাপি, শাস্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্মোপার্জন-বাসনায় প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। শাস্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পবিত্র মনুষ্যবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মাণ ! উদারচরিত পূর্বপুরুষদিগের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পূর্বের দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। দক্ষের পুত্র অদिति, অদিতির পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবাঃ, পুরুরবার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির দুই ভাৰ্য্যা; শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষ-পর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র হয়; যদু ও তুর্ব্বশু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান; দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যে পুরু তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন এবং পরিশেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুরুর মহিষী কৌশল্যা। তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিন্দ্র হইল। তিনি যদুকুলসম্ভূতা অশ্বকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বকীর গর্ভে প্রাচিন্দ্রানের সংঘাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদ্বতের দুহিতা বরাদ্বী সংঘাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রবস করেন, তাঁহার নাম অহংঘাতি। তিনি কৃতবীৰ্য্যনন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লঙ্কা কেকয়রাজদুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া এক পুত্র

উৎপাদন করেন ; তাঁহার নাম জয়ৎসেন । জয়ৎসেন, বিদর্ভরাজদুহিতা স্ত্র-
বার পাণিগীড়ন করেন । স্ত্রবার গর্ভে অবাচীর জন্ম হয় । তিনিও বিদর্ভ-
দেশীয় মর্যাদা নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র
উৎপাদন করেন । অরিহ অঙ্গরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে
মহাভৌম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । মহাভৌমের ধর্মপত্নী সুষম্বা ।
তিনি অযুতনারী নামে এক পুত্র প্রসব করেন ; যিনি অযুতসংখ্যক পুরুষমেধ
যজ্ঞ করিয়া অযুতনাথী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন । অযুতনারী পুংস্রবার
দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ।
অক্রোধন কলিঙ্গদেশসমুত্তা করম্মাকে বিবাহ করেন । করম্মার গর্ভে দেবা-
তিথির জন্ম হয় । দেবাতিথি বিদেহদেশোদ্ভবা মর্যাদা নাম্নী কন্যার পাণিগীড়ন
করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । অরিহ সূদেবাকে বিবাহ
করেন । ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুত্র হয় । ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালার
পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । মতিনার সর-
স্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন । সেই
যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন ।
অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল ; তাঁহার নাম তংস্র । তংস্র
কালিন্দীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । ঈলিনের দুঃস্বস্ত
পৃভৃতি পাঁচ পুত্র হয় । দুঃস্বস্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন ।
তাঁহার গর্ভে স্রবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয় ।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকালে রাজা দুঃস্বস্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল,
“মহারাজ ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না ; ইনি যাহা কহিতেছেন,
সমুদায়ই সত্য ; বালকটি আপনার ঔরস ; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরম
ফল স্বর্গফল লাভ হইবে ; অতএব যজ্ঞপূর্বক আত্মজের ভরণপোষণ করুন ।”
ভরণ করুন, এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল । ভরত-
ভার্যা সুনন্দা ভূমম্বা নামে এক পুত্র প্রসব করেন । ভূমম্বার জায়া বিজয়া স্রহো-
ত্রের প্রসূতি । স্রহোত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়া স্রবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন । স্রবর্ণার
গর্ভে স্রহোত্রের এক পুত্র হয় । তাঁহার নাম হস্তী । তিনি এক নগর স্থাপন
করেন । সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল ।

হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠনের পত্নীর নাম স্নদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী ; কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও স্বক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্বিংশতি শত পুত্র হয় ; তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইল। কেবল সম্বরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীরুদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। যদু-বংশোদ্ভব শুভান্ধী কুরুর মহিষী। তিনি বিদুরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। বিদুরথের পত্নী সুপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বর জন্ম হয়। অদম্বা অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিংকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী স্বয়ংশা। তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের পত্নী কুমারী। তৎপুত্র প্রতিশ্রবা। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র ; দেবাপি, শাস্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন। শাস্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার স্থায় সবল হইয়া উঠিত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শাস্তনু হইল। শাস্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ষাঁহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্বের অনুচাবস্থায় পরাশর সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্যবতীর গর্ভে রাজা শাস্তনুর দুই পুত্র হইলঃ; একের নাম বিচিত্রবীৰ্য্য, অপরের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলেন। বিচিত্রবীৰ্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন ; কিয়ৎকাল পরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণস্থখে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্ত চিত্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ জননীর সম্মুখীন হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে নিবেদন করিলেন, মাতঃ ! কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। সত্যবতী কহিলেন,—বৎস ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্য পুত্রবিহীন হইয়া স্বরলোকে গমন করিয়াছেন ; এক্ষণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা কর।

দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইবে বলিয়া বর দান করিলেন ।

অনন্তর দ্বৈপায়নের বরপ্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইল । তন্মধ্যে দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন এই চারিজন সর্বপ্রধান । পাণ্ডুর দুই ভাৰ্য্যা ; কুন্তী ও মাদ্রী । কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা । এক দিবস পাণ্ডুরাজ যুগয়ার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন,—এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক যুগীতে আসক্ত হইয়াছেন । রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং ঋষির কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন । ঋষি বাণাহত হইয়া পাণ্ডুকে অভিসম্পাত করিলেন,—“তুমি অভিহত হইয়াও আমাকে কামুরসাম্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অপরাধে অচিরকাল মধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে ।” রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর এক দিবস কুন্তীর নিকট সমস্ত যুগয়ারতান্ত ও আপনার অবিম্ব্যকারিত্ব সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন,—রাজি ! আমি শুনিয়াছি, অপুত্রক ব্যক্তি নিরয়গামী হয় ; অতএব তুমি অপত্যোৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভবিধান কর ।

কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মারুৎ এবং ইন্দ্র, এই তিন জন দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন । রাজা পুত্রদর্শনে পরমপ্রীত হইয়া কুন্তীকে কহিলেন,—তোমার সপত্নীও অপত্যবিহীন, অতএব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয়, তদ্বিষয়েও যত্ন করা কর্তব্য । কুন্তী “যে আজ্ঞা” বলিয়া তৎক্ষণাৎ মাদ্রীকে আকর্ষণবিদ্যা প্রদান করিলেন । মাদ্রী সপত্নীদত্ত নিদ্যা বলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার স্নানোবাধা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর মাদ্রী নকুল ও সহদেব এই দুই পুত্র লাভ করিলেন । একদা পাণ্ডু স্বীয় মহিষী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপবাক্য বিস্মৃত হইয়া মদনানল নির্বাণ করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহাকে স্পর্শ

করিলেন,—অমনি পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন । তদর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্তা ও দুঃখিতা হইয়া স্বামীর সহগমনে সঙ্কল্প করিলেন । তিনি চিতাঘাতে আরোহণ করিবার সম্বন্ধ নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,— ইহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন ; আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম । তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডবদিগকে কুন্তী সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন । এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতার। ছন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পরুষ্টি করিতে লাগিলেন ।

পাণ্ডবের। সাদরে পনিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন । তৎকালে দুর্্যযোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করিত না । এইরূপে পাণ্ডবগণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল । পরে ছুরাঅ। দুর্্যযোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নির-পরাদ্বী পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্ব্বৃত্তের সমুদায় আয়াস নিষ্ফল হইল । অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন । পাপিষ্ঠ দুর্্যযোধন তথাপি ক্ষান্ত হইল না । সে পাণ্ডবগণকে জহুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিদুরের মন্ত্রণাবলে নৃশংসের অসদভিসন্ধি সমুদায় বিফল হইল । পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একচক্রা-ভিমুখে প্রস্থান করিলেন । পশ্চিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া এক-চক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন । তথায় বক নামক এক দুর্দাস্ত নিশাচরের প্রাণসংহার করিয়া পাঞ্চালনগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন । যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিদ্য, বৃকোদরের পুত্র সত্যসোম, অর্জুনের পুত্র ঐশ্বর্য্যকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক । সহদেবের পুত্র ঐশ্বর্য্যকাম্য । পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের দুহিতা দেবীকাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যোধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । ভীমসেন কাশীশ্বরকুমারী

বলঙ্করার পাণিপীড়ন করিয়া তদগর্ভে সর্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন । অর্জুন দ্বারবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী স্ত্রোত্রার পাণি-
গ্রহণ করিয়া নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক অভিমন্যু নামে এক পুত্র
উৎপাদন করেন । অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । নকুল, করেণু-
মতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । সহদেব
মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র
উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম স্নহোত্র । ভীষ্মেন পূর্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎ-
কচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । এইরূপে পাণ্ডবগণের
একাদশ পুত্র হইল । তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশকর হইয়াছিলেন । তিনি বিরাটের
দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন । কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে
উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু, তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে যন্মাসেই এক মৃত সন্তান
প্রসব করিলেন । ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই পুত্রকে
ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি । বাসুদেবের তেজঃ-
প্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীৰ্য্য ও পরাক্রমে প্রবল-
পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন । ফলতঃ বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকালজন্ম-
নিবন্ধন বলবীৰ্য্য প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ন্যূনতা রহিল না । সেই পুত্র কুলের
ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন ।
পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন । মহারাজ ! আপনি সেই পরীক্ষিতের
ওরসে মাদ্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আপনার ভার্য্যা বসুধেমা শতানীক
ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন । বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের
এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত । মহারাজ ! পরমধন্য ও পরম-
পবিত্র পুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম ।
ব্রাহ্মণদিগের নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য, স্বধর্মনিরত প্রজা-
পালনতৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও ব্রোদ্ধব্য এবং
ত্রিবর্গশুশ্রূষু শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করা কর্তব্য । যঁাহারা পরস্পর
নির্ম্মৎসর ও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরমপবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ
করান কিস্বা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও
মনুষ্যগণের পরমপূজনীয় ও মাননীয় হন, সন্দেহ নাই । ভগবান্ ব্যাসদেব

কহিয়াছেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল পরস্পর নির্মৎসর ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পরম পবিত্র ভারত ভ্রবণ করিলে স্মৃতিলাভপূর্বক সুরলোকে গমন করিতে পারেন । এই মহাভারত পরম পবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরম রমণীয় ও বেদ-স্বরূপ ; ইহা আয়ুষ্কর ও যশস্কর । অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য ।

বহুবর্তিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ইক্ষ্বাকুংশজাত রাজা মহাভিষ সত্যবাদী ও সত্য-পরাক্রম ছিলেন । তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শতসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমফল স্বর্গফল লাভ করিয়াছিলেন । অনন্তর এক দিবস দেবগণ ভগবান্ কমলযোনির আরাধনা করিতেছেন ; বহু-সংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষ তথায় উপবিষ্ট আছেন ; এমন সময়ে সরিষরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন । বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড়টান হইল, তদদর্শনে দেবতার লজ্জায় অধো-মুখ হইয়া রহিলেন, কিন্তু রাজা মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তদদর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া ক্রিয়ৎক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তুমি দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহ । অত-এব মর্ত্যলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর । কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গলাভ হইবে । রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া কাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি অনেক রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপের পুত্র হইতে মানন করিলেন । সরিষরা মহাভিষকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । পশ্চিমধ্যে দেখিলেন, বহু নামক দেবগণ মুচ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত রহিয়াছেন ।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ দুঃ-বস্থাগ্রস্থ হইয়াছ ? তোমাদিগের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে ? তাঁহারা কহিলেন,—সরিষরে ! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমা-দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা এইরূপ হইয়াছি । এক দিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্নবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞা-নতা প্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সন্মান না করিয়া প্রশ্নান করিয়াছিলাম, এই



ଦୁଇଭାଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ । (ଆଦି ପର୍ବ)

অপরাধে তিনি ক্রোধাশ্বিত হইয়া আমাদিগকে “মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও” বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন । তিনি সামান্য ব্যক্তি মহেন, সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অগ্রথা হইবার নহে, অতএব আপনি নরকলেবরধারণপূর্ব্বক ভূম-
 গুলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি বিধান করুন ; নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারিব না । গঙ্গা বহুগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, মর্ত্যলোকে কোন্ মহাপুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন ? তাঁহারা কহিলেন, প্রতীপ রাজার ঔরসে শাস্তুনু নামে এক স্রবিস্থাত ভূপাল ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন । গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে উহা আমারও অভিমত বটে, অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব । বহুগণ পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে ত্রিপথগে ! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিককাল যেন আমাদিগকে ভুলোক-
 যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয় । গঙ্গা কহিলেন,—তোমরা যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব, কিন্তু যাহাতে রাজার একটি পুত্র জীবিত থাকে তাহার কোন উপায় স্থির কর, কারণ সেই পুত্রার্থী ভূপতির, মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে । তখন বহুগণ কহিলেন, আমরা স্ব স্ব বীৰ্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে । কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্যলোকে সম্ভানসম্ভতি হইবে না, অতএব হে ত্রিপথগামিনি ! আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্র হইবেন । বহুদেবতার। সরিষারা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদে্শে গমন করিলেন ।

সপ্তমবতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন । তিনি যে স্থান হইতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোমূর্ত্তান দ্বারা অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন । একদা সুরধনীর রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন । মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্যাণি ! তুমি কি

নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ ? তোমার কি প্রিয়কার্য সম্পাদন করিতে হইবে ? তিনি কহিলেন,—মহারাজ ! আমি অশ্রু কোন বস্তুর আকাজক্ষা করি না, কেবল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, প্রণয়াকাজিক্ষী রমণাকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম । প্রতীপ কহিলেন,—হে বরবর্গিনি ! আমি ত্রুতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরপরিগ্রহে অথবা সর্বগা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না, তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে । দেবী কহিলেন,—মহারাজ ! আমি অগম্যা অথবা নিন্দনীয় নহি, আমা হইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভুজনা করুন ; পরকলত্রবোধে প্রত্যাখ্যান করিবেন না । প্রতীপ কহিলেন, তুমি প্রিয়বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ, আমি তাহাতে নিরন্ত হইয়াছি । এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি । তুমি স্রুযাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে । আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব । এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম । স্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর । পৃথিবীস্থ-সনস্ত রাজ-মণ্ডল আপনকার অধীন । ত্বদীয় সদ্গুণাবলী শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্তন করিলে তাহার অবধি লাভ হয় না । অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয় । কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি । কিন্তু মহারাজ ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুরূপ করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্ণিম্পত্তি করিতে পারিবেন না । যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন । এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন ।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্ম প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ক্ষত্রিয়াগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্বী করিতে আরম্ভ করিলেন । উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতীর পুত্র হইলেন । শান্তিপার রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল । শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয়স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সংকল্পের অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন । তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস ! পূর্বে এক দিব্যাস্ত্র তোমার উপদানার্থে মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন, যদি সেই রূপলাবণ্যবতী ধরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পুণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি । আর তোমাকে তাঁহার চিন্তানুবর্তন করিতে হইবে । তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গহিত হইলেও তুমি কিঞ্চিদ্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না ।

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন । অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত যুগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং যুগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশ পূর্বক যুগ মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে একাকী সিদ্ধচারণগণপরিষেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইতেন । এক দিবস যুগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তরঙ্গিনীতীরে নিরীক্ষণ করিলেন । সেই কামিনীর স্তললিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র ও পদ্মোদর সদৃশ রুচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন । কণ্টকিত-কলেবর হইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না । তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই বিলাসিনীও তদীয় প্রণয়াদিক হইয়া অবিতৃপ্ত নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুশাস্তি ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, পক্ষগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে

তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাপগ্রহণ
পূর্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল চরিতার্থ করি ।

অষ্টমবর্ত্তন অধ্যায় ।

বেশপ্পায়ন কহিলেন,—সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সাম্মত মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বহুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আমি আপনকার মহিষী হইয়া চিন্তানুবর্তন করিব ; কিন্তু যে সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তাহিষয়ে আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোন অপপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না । যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে সম্মত হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব । মংকৃত কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই । রাজা এই নিয়মে সম্মত ও অঙ্গীকৃত হইলেন । গঙ্গা শাস্ত্রনুকে এইরূপে বচন-বদ্ধ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । মহীপতিও সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্ন লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্বকৃত নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ হইলেন । ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণায়-কলেবর ধারণ-পূর্বক পরম ভাগ্যবান্ শাস্ত্রনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব, ভাব, বিলাস ও সন্তোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন । ফলতঃ রাজা রাজ-মহিষীর সঙ্গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না । রাজ্যীর সন্তোগহুখে কত কত সম্বৎসর, ঋতু ও মাসাদি, যুহুর্ভবৎ অতীত হইত, তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না ।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমরসদৃশ আর্টটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন । পুত্রেরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ত্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন ; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, “আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব” । রাজা তদ-র্শনে সান্তিশয় অসম্ভব হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে

পরিত্যাগ করিয়া যান, এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না।

অনন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রশোক নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে পত্নীকে কহিলেন,—পুত্র বিনষ্ট করিও না ; তুমি কে ? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ ? হে পুত্রঘাতিনি ! পুত্রহিংসা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই ; শাস্ত্রে কথিত আছে উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণে ক্ষান্ত হও ।

তখন সেই স্ত্রী কহিলেন,—হে পুত্রকাম ! আমি তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না, এক্ষণে পূর্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম । আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা । ঋষিগণ সর্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন । কেবল দেবকার্য সাধনার্থ তোমার ভার্যা হইয়াছিলাম । আর এই সমস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না, ইহঁরা মহাতেজা বহুগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইহঁাদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারেন না এবং আমি ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহঁাদিগের জননী হইবার যোগ্য নহে ; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইহঁাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম । আর তুমিও ইহঁাদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ । আমি ইহঁাদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব । ইহঁরা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনার মঙ্গল হউক । মদগর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন । আমি এইরূপে বহুগণের সম্মিথানে বাস করিয়াছিলাম ।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সুরনদি ! বশিষ্ঠ কে ? বহুদেবতারা কি হুক্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকর্তৃক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে,

তঁাহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে ? আর বসুগণই বা সর্বলোকের অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্য প্রাপ্ত হইলেন ? তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন । জাহ্নবী কহিলেন,—মহারাজ ! শ্রবণ করুন । মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণদেবের পুত্র । তঁাহার আর একটি নাম আপব । তিনি গিরিবর স্মেরুর সন্নিহিত এক পরম রমণীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন । সেই তপোবন সকল ঋতুতেই নানাজাতীয় কুসুমসমূহে বিকসিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষিগণ অসঙ্খ্যচিত্ৰিতে সর্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে । সেই আশ্রমপদ সচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার স্তম্ভাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ ।

দক্ষপ্রজাপতির নন্দিনী নাম্নী এক সুরভী ছিলেন । সেই সর্বকামপ্রদ সুরভী জগতের হিতার্থে গোরূপ ধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাতপা বশিষ্ঠের হোমধেনু হইলেন । তিনি মুনিজনসেবিত সেই পরম রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন । একদা পৃথু প্রভৃতি বসুদেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক হইয়া তথায় আগমন করিলেন । তঁাহারা স্ব স্ব পত্নীসমভিব্যাহারে তত্রত্য সুরম্য পর্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনী নাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন । পরে ছ্যনামক বসুকে সর্বলক্ষণাক্রান্ত, পীনোদ্রী, স্তদোদ্রী, সুন্দরবালধি ও বিচিত্রখুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন । ছ্য, নন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তঁাহার অশেষ প্রকার গুণকীর্তনপূর্বক দেবীকে কহিলেন,—দেবি ! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু । মর্ত্যলোকনিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর স্তম্ভাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থিরযৌবন হইয়া জীবিত থাকেন । এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহিলেন,—মহাভাগ ! মর্ত্যলোকে জিতবতী নাম্নী আমার এক প্রিয় সখী আছেন । সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশীনরের ছুহিতা । তঁাহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবী মধ্যে সর্বত্র সুবিখ্যাত আছে । আমি অর্জুনাশ করি, আপনি সত্ত্বর তঁাহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুটি আনয়ন করুন । তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাবজ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে ? হে নাথ ! আমার অভিলষিত সম্পাদনে তুংপর হওয়া আপনার

সর্বতোভাবে বিধেয় । ছা, পত্নীবাধ্য শ্রবণ করিয়া পুণ্য প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সম-
ভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপহরণ করিলেন । ভাৰ্য্যার প্রবর্তনা-
পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়া
ধেনু অপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টপাত হইবে,
তাহা কিঞ্চিদ্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না ।

অনন্তর তপোধন বারুণি কলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হই-
লেন । তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কুত্ৰাপি দেখিতে পাইলেন না । পরিশেষে জ্ঞান-
চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে
আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণপূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন । তখন ঋষি
ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন,—“যেহেঁতু তোমরা
আমার সর্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অতএব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত
হইবে ।” মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার
শাপ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন । এদিকে বসু-
দেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভি-
সম্পাত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলেন । পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার
নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মিধানে গমন করিলেন । ঋষির ক্রোধানল নির্বাণ
করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই
তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না । মহর্ষি কহিলেন,—আমি ক্রোধ-
পরতন্ত্র হইয়া যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে এই
মাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা সকলেই প্রতি-সম্বৎসরে শাপমুক্ত হইবে ;
কিন্তু যাহার নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করি-
বার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হইবে । তাঁহাকে সামান্য
মনুষ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না । তিনি পরম ধার্মিক, সর্বগান্ধ-
বিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দারপরিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব স্বখ-
সম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন । ঋষি এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে
বসুগণ আমার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন,—“গন্ধে ! আপনি আমাদের
গর্ভে ধারণ করুন, আর আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনি আমাদের সলিলে

নিরুপ করিবেন ।” অতএব হে মহারাজ ! অভিশপ্ত বহুদেবতাদিগকে মনুষ্য-লোক হইতে ঝাট্টি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি পুত্রহত্যারূপ অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি । কেবল একমাত্র ছ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুষ্য-লোকে বাস করিবেন । দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । রাজা তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকাক্ত ও বিষমমনে ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন ।

সেই পুত্রের নাম দেবব্রত ও গান্ধেয় হইল । দেবব্রত পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন । আমি সেই মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্তন করিব এবং মহাত্মা ভারত ভূপতির সৌভাগ্য বর্ণন করিব, ইহার ইতিহাস পবিত্র মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।

শ্রুতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্মিক ও পরম ধীমান ছিলেন । জিতেন্দ্ৰিয়তা দয়ালুতা প্রভৃতি সদগুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল । মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মানভাজন, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষমাবান, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সর্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থকুশল, রাজা ভরতবংশের ও অন্যান্য জনগণের পরি-রক্ষক ছিলেন । চক্রবর্তীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত । তিনি অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন । তাঁহার ন্যায় ধার্মিক রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই । তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সম্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল এক মাত্র ধর্ম্মো-পাসনাত্রিতে ব্রতী হইয়াছিলেন । নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সত্ৰাটপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনু-বর্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না । তাঁহারা যুগ্মে নিশাবসান করিয়া শয্যা হইতে পরমস্বখে গাত্ৰোত্থান করিতেন । সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বদান্ত ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন । শান্তনুপ্রমুখ রাজগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া অশ্বশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন । লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে

লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা বিশ্রমেবায় তৎপর হইলেন; বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়সেবায় দীক্ষিত হইলেন এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় স্ত্রিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা শাস্ত্রু কৌরবদিগের স্ত্রম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান-পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, স্বচ্ছন্দ্য, ব্রহ্মদাতা, তপোনিরত, রাগদ্বৈষশূন্য, পরম স্ত্রন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে ঘর্মের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্বগুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিহ্বাসাপ্রবৃত্তি সম্যকরূপে নিবৃত্ত পাইয়াছিল এবং যথা হিংসা এক-কালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত পরিশূন্য ও কামরাগপরিবর্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্বিশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃত্বার্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতা স্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নীসহবাস পরিত্যাগ-পূর্বক চত্বারিংশৎ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভসমুত তৎপুত্র দেবব্রত, রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাসত্ব ও মহারথ ছিলেন। এক দিবস দেবব্রত একটি যুগকে বাণবিন্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শাস্ত্রু সরিষার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব গতিরোধদর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; “অদ্য গঙ্গা পূর্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে না কেন।” অনন্তর কারণজিজ্ঞাস্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন,— দেবরাজসদৃশ এক পরমরূপবান কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন,— স্ততরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শাস্ত্রু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনায় গন্ধাকে দেগাইতে কহিলেন । গন্ধা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণপূর্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন । পরম রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিকৃতবস্ত্রে সংযতঙ্গী গন্ধা দৃষ্টপূর্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না ।

গন্ধা কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি পূর্বে আমার নিকট যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ । অধুনা ইনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন । আমি ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি । এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন । ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন । এই মহাবলপরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন । ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াম্পদ । দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ইহার কণ্ঠস্থ । সুরাসুর-নমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন । শক্রবর্গের দুরাক্রম্য মহাবল প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন, অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষ-গুণসম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন ।

রাজা গন্ধাকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন । রাজা শাস্ত্রু পুত্র সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্বু হইলেন । অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্বগুণাবিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । যুবরাজ সম্ববহার প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি প্রীত করিলেন । রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে এক দিবস যমুনানদীর উভয়পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন । তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আশ্রাণ পাইলেন ; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, স বিশেষ জানিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । অনন্তর অসিতলোচনা

দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যা কে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীৰু ! তুমি কে, কাহার পত্নী এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ ? সে কহিল, মহাশয় ! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি । রাজা শাস্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আত্মাণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার পিতার নিকট গমন পূর্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ।

দাসরাজ কহিলেন,—হে প্রজানাথ ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে ; আগ্নি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধূম্পত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব ; কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে । শাস্তনু কহিলেন,—হে ধীবর ! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া ক্রুরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি । যদি অভিলক্ষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব ; কিন্তু অদেয় হইলে কোনক্রমেই দিতে পারিব না । ধীবর কহিলেন,—মহারাজ ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে না ; এই আমার অভিলাষ । রাজা প্রদীপ্ত মদনানলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বর দান করিতে সম্মত হইলেন না । তিনি অনঙ্গশরে বিচ্রেতনপ্রায় হইয়া ধীবরকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ভ ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাত ! আপনার সর্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন ; তথাপি কি নিমিত্ত নিরস্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ভ ও দুঃখিত দেখিতেছি ? সর্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, অন্ধারোহণপূর্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুর ও ক্লান্ত হইতেছেন, অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আত্মা করুন ; আমি তাহার প্রতীকার করিব ।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শাস্তনু কহিলেন,—বৎস ! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর । আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র

পুত্র ; তুমি অস্ত্রশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ । কিন্তু হে পুত্র ! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয় । কারণ, যদি তোমার কোন অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদেরিগের কুল নিশ্চল হইবে, সন্দেহ নাই । তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর বুঝি দার-পরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই ; কিন্তু ধর্ম্ববাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রমধ্যেই পরিগণিত । তদীয় অনিষ্ট শাস্তির নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন ; অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল শাস্ত্র কিছুই সম্তানের ঘোড়শাংশেরও তুল্য নহে । তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্বদা সশস্ত্র ও অমর্যপরিপূরিত ; অতএব রণক্ষেত্রে ব্যতিরেকে কুত্রাপি তোমার নিধন হইবে না । কিন্তু কংস ! অধিক কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংযারুঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই স্থস্থির হয় না ; তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি । মহানুভব দেবব্রত, রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্লণকাল বিবেচনা করিলেন । অনন্তর পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সম্মুখানে সত্বর গমনপূর্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । মন্ত্রিবর কৌরব-শ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন । দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমনপূর্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্টারঙ্গ প্রার্থনা করিলেন । দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন । রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগত রাজগণ সমক্ষে কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ ; আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না । আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না । যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়, তিনি বারম্বার আমার নিকট তদীয় পিতার গুণকীর্তনপূর্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র । মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন,—কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট না

হইয়া সেই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি ; আমি কন্ধ্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব । হে পরম্পূর্ণ ! বোধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে স্নানি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে ; কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে কি ক্ষর, কি অক্ষর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্মত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকাল মধ্যে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । হে রাজকুমার ! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে ; নতুবা এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই ।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ সম্মুখে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন ; হে সত্যদীপ ! আমাদের সত্যব্রত শ্রবণ কর । আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যাহা কহিবে অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব । যিনি ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদের রাজা হইবেন । অনন্তর জালজীবী কহিলেন,—হে ভরতর্ষভ ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় ভ্রূঙ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কন্ধ্যার প্রভু হইলেন ; ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল, কিন্তু আমার আর একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে । আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দেহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণ সম্মুখে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অননুরূপ নহে ; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যিনি আপনার সম্মান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অন্তিম সন্দেহ হইতেছে । পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব । আমি অপূত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই । দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন,—“তোমার পিতাকেই কন্ধ্যাদান করা বর্তব্য ।” অনন্তর দেবতা ও অঙ্গরোগণ ষড়্রীক হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে “ভীষ্ম” বলিয়া সম্বোধন করিলেন । পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন,—মাতঃ ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি । অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনা-

পূরে আগমন করিয়া রাজা শাস্ত্রনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । রাজ-
গণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই ছুরূহ কার্য্যের ভূরি
ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া অহ্বান করিতে
লাগিলেন । রাজা শাস্ত্রনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কুচু সাধ্য ব্যাপারে
দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান
করিলেন,—হে মহাত্মন ! যেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না ।

একাবিক্রমতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা শাস্ত্রনু সেই পরমহুন্দরী কামিনীর
পানিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলায়ে রাখিলেন । কিয়দিন পরে মহিষী
গর্ভবতী হইলেন । সেই গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রা-
ঙ্গদ । তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, মহাবল পরাক্রান্ত ও সর্ববিষয়ে
সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন । অনন্তর বিচিত্রবীৰ্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র
জন্মিল । মহাবীৰ্য্য বিচিত্রবীৰ্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানবলীলা সম্ব-
রণ করিলেন । শাস্ত্রনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে
চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহু-
বলে সমুদায় রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন । তিনি শৌর্য্যবীৰ্য্যে কাহা-
কেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না । চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত
গন্ধর্বরাজ ছিলেন । তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রা-
ঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন । কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।
সরস্বতী স্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও
পরস্পর গাত্রবিক্ষেপে ভুগু হইয়া উঠিল । মায়াবী গন্ধর্ব মায়াবলে চিত্রা-
ঙ্গদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন । সেই অমিততেজা
নরেন্দ্র কুন্তে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্য সম্পাদন করাই-
লেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীৰ্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । বিচিত্র-
বীৰ্য্য গৈতুক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত
সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে

লাগিলেন । মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরমবস্ত্রে প্রতিপালন করিতে ক্রটি করিতেন না ।

—
ষাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে কৌরবনন্দন ! চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে বিচিত্র-বীৰ্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুযায়ী হইয়া রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বীচিত্রবীৰ্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া মহামতি ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন । এই সময়ে কাশীপতির তিন কন্যা স্বয়ম্বর হইবেন, এই কথা ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল । মহারথ ভীষ্ম মাতার অনুমতি লইয়া রথারোহণ পূর্বক বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন । তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দিগেশ হইতে সেই স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন । অনন্তর রাজাদিগের নাম কীর্তিত হইলে ভীষ্ম ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই কন্যাদিগকে প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি গভীরস্বরে মহীপালদিগকে কহিতে লাগিলেন,—কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া ধন-দানপূর্বক গুণবানুপাত্রে সমর্পণ করেন । কেহ কেহ গোমিথুন প্রদানপূর্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন । কেহ বা প্রতিজ্ঞাত ধনদানপুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করেন, কেহ বলপূর্বক বিবাহ করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রণয় সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্বক তদীয় পাণিগীড়ন করেন । কেহ প্রমত্তা নারীর পাণি-গ্রহণ করেন । কেহ বা আর্ষবিধির অনুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন । কেহ কেহ কন্যার পিতামাতাদিগকে বিপুল অর্থ দানপূর্বক বিবাহ করেন । ধর্মশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন । স্বয়ম্বরও উভয় বিবাহ মধ্যে পরিগণিত । রাজারা স্বয়ম্বর বিবাহেরই অধিক প্রশংসা করেন । পরাক্রমপ্রদর্শনপূর্বক অগত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । অতএব হে মহীপালগণ ! আমি বলপূর্বক ইহাদিগকে অপহরণ করি, তোমরা যুদ্ধ অথবা অন্য যে কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে যথাসাধ্য যত্ন কর । আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি । বারাণসীস্থর ও অন্যান্য রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া

মহাবল ভীষ্ম সেই কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্বক আপন রথে আরোহণ ও সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তদর্শনে ভূপালগণ কোপে কম্পাশ্বিত কলেবর হইয়া দশনে দশনে দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্বক বাহ্য-ক্ষোভন করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সম্মুখ অলঙ্কার উন্মোচন ও কষট্ ধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া উঠিল। বর্ষ্ম ও অভরণ সকল ইতস্ততঃ বিকিণ্ড হওয়াতে বোধ হইল, যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকা সকল ভূতলে পতিত হইতেছে। এবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে হুমসজ্জীভূত হইয়া রোষকম্পাশ্বিত ও ক্ষুব্ধকুটিলনয়নে কিপ্রজব-ঘোটকসংযুক্ত ও হস্তস্বরক্ষিত রথে আরোহণপূর্বক আয়ুধ সকল উত্তোলন করিয়া শাস্তনবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীরপুরুষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত শরজাল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপবারিত করিয়া পরিশেষে তিন তিনটি বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের স্রায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ষ্ম ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রুপক্ষীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয় করিয়া কন্যাদিগের সমভিযাহারে নগরভিক্ষুখে প্রস্থান করিলেন। পশ্চিমধ্যে মহারথ শাস্ত্ররাজ বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যুধাধিপ মাতঙ্গ দস্তাঘাত

দ্বারা বারণান্তরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাতঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্লমহীপতি দীর্ঘা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিলেন । অরাতিকুলনিহস্তা পুরুষ-ব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্বিষতবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধুম অগ্নির স্থায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত-চিত্তে ক্ষত্রধর্ম অবলম্বনপূর্বক ধনুর্বাণ ধারণ ও ত্রুটী বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথরেগ সম্বরণ করিতে আত্মা দিলেন । তদর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্লের সমরসমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । যেমন কোন গবীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল কৃষভদ্বয় গভীর নিনাদ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহা-উৎসবপূর্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন । শাল্লরাজ ভীষ্মের প্রতি উপযা-পরি সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করাতে, শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন ; তদর্শনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্লরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ।

শান্তনব শাল্লরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবনান্তর ক্রোধভরে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিয়া সারথিকে আত্মা করিলেন,—“যেখানে শাল্ল রাজ আছে, শীঘ্র তথায় রথ চালনা কর ; আমি অদ্যই তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব ।” অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বরুণাস্ত্র দ্বারা শাল্লের রথসংযুক্ত ঘোটক চতুর্কষ্ট বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্রদ্বারা সপত্নের অস্ত্রশস্ত্রসকল নিবারণপূর্বক তদীয় সারথির মস্তক ছেদন করিলেন । পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্বসকলও বিনষ্ট করিলেন । এইরূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । রাজা শাল্লও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক ধর্মপ্রমাণ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ম্বর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-রাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন । তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারহ লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন । যথায় ধর্মাত্মা বিচিত্র-বীর্ষ রাজা ছিলেন । তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্মাত্মসারে রাজ্যশাসন করিতেন । অমিতরিক্রম গন্ধারত অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন

পূর্বক অচিরে নদ, নদী, বন, উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীস্থর দুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন । তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নানার্থ ন্যায়, অনুজ্ঞার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরম যত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণ সমীপে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহত সর্বগুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন ।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন,—এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—আমি ইতিপূর্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে ; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে মহীপতি শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি ; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা ধর্ম্মতঃ যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন । ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন । অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিলেন । তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর যিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুন্ত্যামুখের অধীন হইলেন । সেই নিবিড়নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধর যুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখ সকল রক্তবর্ণ ছিল । তাঁহাদিগের ঘনবিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত । তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন । অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপতি যিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাতবৎসর নিরন্তর রিহার করিয়া বৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন । তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল । যেমন দিননাথ নিয়তিক্রমে অস্তাচলে গমন

করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্রজানাত্ম শমনসদনে গমন করিলেন । ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাত্তিবর্গ ও ঋত্বিক্গণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিলেন ।

—
ত্রাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পুত্রবধুদিগের সহিত সম্ভানের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন । পরে স্নুযাদিগকে ও ভ্রাতৃ-বৎসল ভীষ্মকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা ও বংশ-রক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্যালোচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন,—হে মহাভাগ ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রমুকে জলপিণ্ড প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত আর লক্ষ্য হয় না ; কেবল তুমিই তাঁহার অধিতীয় আশাভাজন । তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন । তুমি ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী । মহর্ষি শুক্ল ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যের মহীয়সী সহিষ্ণুতা আছে ; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন ! আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবান হও ; হে পুরু-ষর্ব্বভ ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া অকালে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন । তাঁহার পরমরূপবতী ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন । অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর ; তাহা হইলে তোমার পরমধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই । এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশ রক্ষা কর ।

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও স্নুহদ্বর্গের এবম্প্রকার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—মাতঃ ! আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া-ছেন যথার্থ রূটে, কিন্তু অপত্যোৎপাদন বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন ? আমি দারপরিগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি ত্রৈলোক্য

পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্র পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অতীকৃতম বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি ; কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না । যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুররস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না ।

সত্যবতী মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন,—হে সত্যপরাক্রম ! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে তাহা আমার অবিদিত নহে এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও আমি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছি ; আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্বে যে সত্য করিয়াছ তাহাও বিস্মৃত হই নাই । কিন্তু বৎস ! তোমাকে আপদকর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃকভার বহন করিতে হইবে । হে পরম্পর ! যাঁহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্মের উচ্ছেদ না হয় এবং বন্ধুবান্ধবগণের সম্ভাব জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর । সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাজক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম কার্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তনা করিতেছেন দেখিয়া ধর্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন,—মাতাঃ ! ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না, ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্মের অবধি থাকে না ; অতএব গাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকিবে তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ; আপদকর্মকুশল প্রাপ্ত পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন ।

চতুর্থদশতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন,—যিনি পিতৃবধার্ষে প্রদীপ্ত হইয়া ভীষ্মধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াদিপতির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, যিনি মহাবীৰ্য্য কার্তবীৰ্য্যের ভুজ-বনচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথীকে নিক্ষেপ্ত করিয়াছিলেন এবং অরতিশোণিতজলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে রেদপারগ ব্রাহ্মগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন ।

বেদে এক্রূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতার পুত্র হইয়া থাকে ; এই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মগণ সমীপে অভিগমন করিতেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভববিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে । ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে । হে রাজা ! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন । পূর্ব্বে উত্থ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন ; তাঁহার মমতা নাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন । একদা মহর্ষি উত্থ্যের যবিস্ত ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন । মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্ব্বঙ্গী হইয়াছি ; অতএব রমণেচ্ছা সম্বরণ কর । আমার গর্ভস্থ উত্থ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন । তুমিও অমোঘরেতাঃ, এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব ; অতএব অদ্য এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও । বৃহস্পতি মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়া ছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন ।

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্লীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন,—ভগবন ! মদনবেগ সম্বরণ করুন । স্বল্পপরিমিত কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব । আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতাঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই । বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয়

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন । গৰ্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধু ব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রে পথ রোধ করিলেন । রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল । তন্মিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গৰ্ভস্থ উত্থ্যনন্দনকে ভৎসনাপূর্বক অভিসম্পাত করিলেন, “যেহেতু সৰ্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে, এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধ হইয়া পড়িবে ।” বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উত্থ্যনয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমাঃ হইল । সেই জন্মান্তর য়েদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাশী এক পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে তিনি গৌতম প্রভৃতি কতিপয় স্তুতিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উত্থ্যের বংশরক্ষা করিলেন । অনন্তর বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম অধ্যয়ন করিয়া নিশ্চলচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্মভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য ; অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত । তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্ৰণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদর সন্তোষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করিতেন না । দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব অভক্তিদর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ । প্রদ্বেষী কহিলেন,—স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্তা এবং পতি বলিয়া থাকে ; কিন্তু তুমি জন্মান্তর তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রভু্যত আমি তোমার ও তদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি ; অতএব অতঃপর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করিতে পারিব না । মহর্ষি পত্নী-বাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এই অর্থ গ্রহণ কর ; বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন তোমাকে ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । প্রদ্বেষী কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! হুঃখের নিদানভূত তৎপ্রদত্ত ধনে আমার

অভিলাষ নাই ; তোমার যেমন অভিরুচি হয় কর । আমি পূর্বের ন্যায় তোমার ও তোমার সম্ভানবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না । দীর্ঘতম। পত্নীর সগর্ব বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে । পুত্র জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষাস্তর ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই । আর পতিবিহীন নারীগণের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না । বিষয়ভোগ করিলে অকীৰ্ত্তি ও পরিবাদের পরিসীমা থাকিবে না । ব্রাহ্মণী স্বামীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর । লোভ ও মোহাভিভূত পাষণ্ডহৃদয় পুত্রেরা তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধনপূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । অন্ধ সেই উড়ুপমাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন । পরম ধার্মিক বলিরাজ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন । তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দীর্ঘতমাকে দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং আদ্যোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—মহাভাগ ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থকুশল পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে । মহাতেজাঃ ঋষি এই প্রার্থনায় সন্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী স্নদেষ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন । রাজমহিষী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না । তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন । ঋষি সেই শূদ্রঘোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন । অনন্তর রাজা সেই সকল পুত্রদিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে কহিলেন,—ইহারা আমার পুত্র । ঋষি কহিলেন,—মহারাজ ! ইহারা আপনার পুত্র নহে ; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রঘোনিতে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুত্র । তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী স্নদেষ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন । দীর্ঘতম। রাজ-

মহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—তোমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও স্কন্ধ এই পাঁচ পুত্র হইবে। তাহারা সূর্য্যের স্তায় তেজস্বী হইবে এবং তাহাদিগের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ, বঙ্গের বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং স্কন্ধের অধিকৃত দেশের নাম স্কন্ধ হইবে। এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্বার বদ্ধমূল হইল। হে মাতঃ! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার যে অভিরূচি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চাদিকশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন,—মাতঃ! ভরতবংশ রক্ষার উপায়ান্তর নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদান দ্বারা পরিভুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপন্ন করিবেন। সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্ত আশ্রয়ে গদগদস্বরে ভীষ্মকে কহিলেন,—মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু বৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতে বংশ রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্রম্য কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যান্তর নাই। কতএব আমার বক্তব্য সত্যব্রতাস্ত্র অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যেরূপ বিবেচনা হয় করিও। আমার পিতার একখানি তরঙ্গী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনাশুল্কে সকলকে সেই নৌকা দ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনোদ্বেগ হইয়াছিল। অনন্তর, মহর্ষি পরাশর যমুনানদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরঙ্গীর নিকট আগমন করিলেন; মুনীন্দ্র নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও ক্রমার্ভ হইয়া সান্ধ্যপূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি হৃদয়ভর দান করিবে বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন, আমি

পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইলাম । তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দিক্ কুক্ষটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যেই আপন অভীষ্টসিদ্ধিতৎপর হইলেন । পূর্বের আমার সর্বদা হইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণ পূর্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌগন্ধ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন । অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যাকাবন্ধ প্রাপ্ত হইবে । আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলাম । সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ, দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল ; চতুর্বেদের বিভাগকর্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিতবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল । তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন । সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন । তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, “মাতঃ ! সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও” অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি । তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই । ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ এবং কাম ও কামানুবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাম্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম হিতকর বটে ; অতএব এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে ।

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন । বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে আবিস্কৃত হইলেন । সত্যবতী বহু দিবসের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুবল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহমিশ্রত স্তম্ভহৃৎ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল বিঘ্নহীন আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল । মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত-

পুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি ! আপনার অভিপ্রেত কার্য সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি ; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্ষ্য সমাধান করিলেন । ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন । ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে সত্যবতী তদীয় কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—বৎস ! পুত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন ; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে । তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, বিচিত্রবীৰ্য্য কনিষ্ঠ । ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীৰ্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা । সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না । অতএব হে অনঘ ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি ; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুরূপ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান হইয়া আমাদিগের বংশ-রক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই ; রূপযৌবন-সম্পন্ন তোমার ভ্রাতৃজায়া সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর । ব্যাসদেব কহিলেন,—হে প্রাজ্ঞ ! তুমি বিশেষরূপে সর্বপ্রকার ধর্ম্য পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্যের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম । আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরূপ সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব । সর্প্প্রতি দেবীরা সম্বৎসরকাল নিয়মবতী হইয়া আমার নির্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন । তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন । ব্রত-বর্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ।

সত্যবতী কহিলেন,—বৎস ! যাহাতে দেবীরা অচিরকাল মধ্যে গর্ভবতী হইয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর ; কারণ, জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা ও উৎসন্ন হইবে, হুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে । তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে । ফলতঃ অরাজক রাজ্যের ভার গ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে । অতএব, হে পুত্র ! তুমি অবিলম্বে ইহাদের গর্ভাধান কর ;

অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । ব্যাসদেব কহিলেন,—যদি আপ-
নার পুত্রবধু পরমব্রতস্বরূপ আমার বিক্রপতা সহ করিতে পারেন, তাহা হইলে
আমি অকালিক পুত্র প্রদান করিব । যদি কৌশল্যা আমার বিকটমূর্তি, ভয়ানক
বেশ ও অসহগন্ধ সহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী
হইবেন । ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার আদেশ দিয়া এবং কৌশল্যা
শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় বেশভূষা সমাধান পূর্বক শয়নাগারে আমার
প্রতীক্ষা করুন, এই আজ্ঞা করিয়া অন্তহিত হইলেন ।

অনন্তর সত্যবতীনির্জ্জননিবাসিনী পুত্রবধুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন,
বৎসে কৌশল্যে ! পরম হিতকর ধর্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর ; আমার
দুর্ভাগ্যবশতঃ ভরতকুল উৎসন্নপ্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত দুঃখিত
হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষম
হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । মহামতি ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদমাগরে
নিমগ্ন দেখিয়া, সেই দুঃসহ দুঃখ নিবারণার্থ বংশরক্ষার যে উপায় স্থির করিয়া
দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন ; অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মনির্দিষ্ট
যুক্তির অনুবর্তিনী হইয়া বিনাশোন্মুখ ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর । বৎসে !
তুমি দেবরাজ সদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের রাজ্যভার গ্রহণ
করিবেন । সত্যবতী এবম্বিধ নানাপ্রকার অনুন্নয়বাক্যে বহুপ্রযত্নে সেই ধর্ম-
পরায়ণা ভামিনীর মন প্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষি প্রভৃতিকে
ভোজন করাইতে লাগিলেন ।

বড়মুকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর সত্যবতী ঋতুমাতা পুত্রবধুকে যথা-
কালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎসে ! তোমার এক
দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন ;
অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতীক্ষা কর । অম্বিকা
শব্দ্রের নিদেশবর্তিনী হইয়া পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য
কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস পূর্বকৃত
সত্য প্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন । তদীয়

বাসভবন প্রদীপ্ত দীপশিখায় আলোকময় ছিল । অশ্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাতার, বিশাল শাশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন । ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন । অশ্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না । অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমন সময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন ইনি গুণবান্, পুত্র প্রসব করিবেন ? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইনি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র সদৃশ বলবান্, হ্রিবিদ্বান্, মহাবীৰ্য্য, মহাভাগ, পুত্র প্রসব করিবেন এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে ; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ত হইবেন । সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে তপোধন ! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অনন্তরূপ ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাহার দ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে । ব্যাসদেব “তথাস্তু” বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর অশ্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন । সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন । তিনি পূর্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অশ্বালিকার নিকট আগমন করিলেন । রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ মূর্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন । সত্যবতীপুত্র অশ্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, “ভদ্রে ! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ ; অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডু হইবে ।” মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে সত্যবতী আসিয়া পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে । ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গহৃন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন । মহর্ষি “তথাস্তু” বলিয়া মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অশ্বালিকা যথাকালে পরমহৃন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন । সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে । অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, কিন্তু অশ্বিকা

ঋষির মূর্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বশ্রম আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না । অনন্তর তিনি অপ্সরোপম এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন । দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে 'অভিবাদনপূর্বক তদীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তি সহকারে তাঁহার পুশ্রাধা করিতে লাগিলেন । মহর্ষি তাঁহার সহযোগে 'পরম শ্রীত হইয়া গাত্ৰো-
 থান পূর্বক কহিলেন,—“হে শুভে ! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্মিক হইবে ।” সেই দাসীগর্ভসমুত দ্বৈপায়নাজ্জ বিহুর নামে বিখ্যাত হইলেন । তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা । মহাত্মা মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিহুরূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ব ও শূদ্রার পুত্রজন্মব্রতান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অখণী হইয়া তৎ-
 ক্রণাৎ অন্তহিত হইলেন । এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিহুরের জন্ম হয় ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া-
 ছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্ৰ-
 যোনি প্রাপ্ত হইলেন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! শ্রবণ করুন ।
 মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ
 ছিলেন । সেই মৌনব্রতাবলম্বী, মহাত্মা, আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে
 উপবেশন পূর্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন । এইরূপে বহুকাল
 অতীত হইলে এক দিবস লোপ্ত হারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট
 হইল । তক্ষরেরা নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্ত্রেয় ধন লুকাইত
 করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবাস্থিতি করিতে লাগিল । অনন্তর অনুগামী নগরপাল
 সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে'বিজ্ঞাতম !
 তক্ষরেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন ; আমরা সেই
 দিকে তাহাদিগের অন্বেষণ করি । ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, স্তব্ধতা
 ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ

করিতে করিতে লুকাইত স্ত্রয় ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল । তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দম্ভ্য-দলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল । রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তক্ষরগণের প্রাণবধরূপ দণ্ডবিধান করিলেন । রাজপুরুষেরা আঁজা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হতধন, গ্রহণপূর্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল । তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং তাঁহার তপস্তাও ভঙ্গ হইল না । তিনি শূলবিদ্ধ আহার বিহীন হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন । একদা রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন পূর্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, যে শূলবিদ্ধ হইলেন ? বলুন, শুনিতে আমরাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে ।

অষ্টাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদন্তর মুনিবর সমাগত তপোধনদিগকে কহিলেন, আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব ? কেহই আমার অপরাধ করে নাই । ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন । মহামুনি মাণ্ডব্য তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, এক দিবস নগর-পালেরা মহর্ষিকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । রাজা নগরপালের মুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া শূলস্থ ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন । তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! আমি মোহাঙ্কতাগ্রযুক্ত যে গুরুতর দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করি ; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন হউন । ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন । পরে রাজা তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া, শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া

দিলেন । ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করত সর্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর তপস্তা দ্বারা অস্থলভ লোক সকল জয় করিলেন । তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে অগীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন । একদা তিনি ষমসদনে গর্মনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম ! আমি যে পাতকের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি ।

ধর্ম্ম কহিলেন;—তপোধন ! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিকূল প্রাপ্ত হইয়াছেন । অগীমাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্ম ! তুমি আমার লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে । আর আমি অদ্যাবধি পাপপুণ্যের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছি ; চতুর্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশ বর্ষ অবধি কার্য্যানুসারে ফললাভ হইবে । ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অগীমাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিছুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভশূন্য, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন ।

নবাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিছুর এই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে, কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল ; পৃথিবী সরস ও স্বস্বাদ শস্ত্রে পরিপূর্ণা হইল ; পূজন্য বথাকালে জলবর্ষণ করিতে লাগিল ; পাদপ সকল সুরস কলকুসুমে স্রোতোভিত হইল । গবাস্থাদি বাহন সকল প্রজুষ্ট, যুগযুথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা স্রগন্ধি এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল ; নগর ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক মহাবলপরাক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী হইল । তৎকালে দম্ভ্যতস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না ; অধর্ম্মাচার লোকের অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল । প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্যবহার সন্দর্শনে সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত । প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ত্রতনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রণয়পর

হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত । সকল লোকই অভিমানশূন্য, জিতক্রোধ ও লোভবিহীন হইল । দিন দিন তাঁহাদিগের ধর্মপ্রভৃতির শ্রীরক্তি হইয়া উঠিল । জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণ-কলাপ দ্বারা অনির্বচনীয় শোভমান হইল । শত শত সুরম্য হর্ম্য দ্বারা মহেন্দ্র-নগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ‘বিলাসী নগরবাসী সকল তত্রত্য নদ, নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন, উপবন ও জীড়শৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল । দাক্ষিণাত্য কুরুগণ উদীচ্য কুরুদিগের সর্বদাই স্পর্ধা করিতেন । সেই সুরম্য জনপদে কেহই কুপণস্বভাব ছিলেন না ; পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না ; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভা সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল ; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবন সকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত ; ধর্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না । চৈত্য ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত । সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবার্কিত হইত ; ধর্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; রাজকুমারেরা নিরন্তর সংকল্পের অনুষ্ঠান করিতেন ; পৌর ও জানপদ সকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইতেন । তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে “দীপ্যতাং ভূজ্যতাং” এই বাক্যই সর্বদা শ্রুতিগোচর হইত ; মহাত্মা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিহুর ইহাদিগকে জন্মাবধি পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ; তিনি তাঁহাদিগকে জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন ; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে স্ননিপুণ করিয়াছিলেন । রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্মা-প্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যাতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন । তন্মধ্যে পাণ্ডু অধিতীয় ধানুক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান ছিলেন । বিহুরের ন্যায় ধার্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত না । প্রমত্তপ্রায় শাস্ত্রভূষণ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্বত্র সত্যের সমাদর

ও গৌরব বৃদ্ধি হইল । মহারাজ ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বরনন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল । ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ব ছিলেন, বিদুর পারশব, স্ততরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন ।

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস ! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষ অশ্বৎকুল সমধিক গুণভূষিষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ । ইহা পূর্বতন স্বধার্মিক নরেন্দ্রগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে । অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবন পূর্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম । অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য, সন্দেহ নাই । শুনিয়াছি, মদ্রেখর ও স্ববলের পরমসুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনুরূপা ; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত । এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি ? বিদুর কহিলেন,—মহাশয় ! আপনি আমাদিগের পিতৃভুল্য ও পরম গুরু ; অতএব যাহা উচিত হয় স্বয়ং বিচার পূর্বক অনুষ্ঠান করুন । অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, স্ববলাঙ্গজা গান্ধারী ভগবান্ ভরানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি একশত পুত্রের জননী হইবেন, সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ; গান্ধাররাজ স্ববল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গবলিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সম্ভূত জামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতামাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্রবস্ত্রদ্বারা

স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না । গান্ধাররাজতনয় পিতৃ আজ্ঞায় অভিনব যৌবনবতী ও লক্ষ্মীযুক্তা ভগিনী লইয়া কোরবসমীপে উপনীত হইলেন । তদনন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র হস্তে, সম্প্রদান করিলেন এবং তিনি ভীষ্মকর্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাপ্তমন করিলেন । বরারোহা গান্ধারী সদাচার, সম্ভাবহার ও স্নহীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কোরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন । তিনি গুরুশ্রদ্ধা ও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বহ্নদেবের জন-
য়িতা ছিলেন । প্রথমে তাঁহার পৃথানান্নী পরম রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল ।
শূর, অনপত্য পিতৃস্বপুত্র কুস্তিভোজের নিকট পূর্বাবধি প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন
যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব ; এক্ষণে তদনুসারে নির্মম
হইয়া পরমমিত্র কুস্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন । কুস্তিভোজ কন্যা-
রত্ন লইয়া ঔরসবৎ পরম যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন । পৃথা পিতৃগৃহে
দিনে দিনে দ্বিতীয়া চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ; কুস্তিভোজের
পালিত বলিয়া সকলে তাহাকে কুস্তী নামে আহ্বান করিত । কুস্তী কন্যাবন্দ্যায়
ব্রাহ্মণসেবায় ও অতিথিপরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্বপ্রযত্ন সহকারে
পরিচর্য্যাদ্বারা অভ্যাগতদিগকে পরিভূষিত করিতেন । একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহা-
তেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্বাসা কুস্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন ।
আতিথেয়ী কুস্তী ভক্তিযোগ সহকারে ও পরম সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি
নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিভূষিত হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন
এবং কহিলেন,—বৎসে ! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে
এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম ; তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান
করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে ।
মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, কুস্তী বালম্বতাবস্থলভ কোটুহলাক্রান্ত

হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন । মন্ত্রবলে অশেষ ভুবনদ্বীপদীপক ভগবান্ তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—সুন্দরি ! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, বল কি করিতে হইবে ? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষাবাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি শূদ্রের কার্য্য করিয়াছি ; আমার অপরাধ হইয়াছে । ভগবন্ ! এক্ষণে চরণে ধরিয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি,—কৃপাময় ! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন । স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্তব্য কর্ম্ম । সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—সুন্দরি ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দ্বিগ্ধচিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর ; দেখ, শুভে ! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসিয়াছি, এক্ষণে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে । আর যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে অবশ্যই দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই । সূর্য্যদেব এইরূপ নানাপ্রকার বুঝাইলেও কুন্তী কন্যাবস্থা ও লজ্জাভয়ের অনুরোধে স্বীকার পাইলেন না । তখন সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে বরবর্গিনি ! তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে তোমার কোন দোষই হইবেক না ; এই বলিয়া কুন্তীকে সম্মত করিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন । সূর্য্যদেবের সহযোগে কুন্তী গর্ভবতী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরম রূপবান্ এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভুবনতলে কর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া, পুনর্ব্বার কুন্তীকে কণ্ডাঙ্ক প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন । কুন্তী সদ্যোজাত নবকুমার দর্শনে বিষমমনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি ? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব ? না প্রকাশ করিব ? পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই ভ্রমঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সন্মিলে নিক্ষেপ করিলেন । যশস্বী রাখাভর্তা সেই নবকুমারকে

জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্ৰচিত্তে গৃহানয়নপূর্বক পুলকিত্তে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার, বহু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বহুশেষ রাখিলেন । বহুশেষ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন । তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন ; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাইা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুস্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাওয়্য হইতেন না । একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন । স্বরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদায়স্বরূপ এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর ; ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে । কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভূজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ, যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে ; এই বলিয়া কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন । বহুশেষ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া, তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হইলেন ।

—
 ষাটশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরুঢ় হইলেন । লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগেদশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজ-সকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন । কুন্তিভোজ অনেককেই কঙ্কার পরিণয়-কাজ্জলী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি করি ! কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত । পরিশেষে স্বয়ম্বরানুষ্ঠানই কর্তব্য স্থির করিয়া সকল রাজ-গণকে স্বভক্কে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । তাঁহার সাক্ষে

মনোহর বেশভূষাধারণ করিয়া নিরুপিত দিবসে স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইলেন । মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরত-বংশাবৃতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীর-প্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার প্রতাপ সিংহসমুৎকৃষ্টদেশে কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমল সদৃশ ; দেখিলে স্পর্শ বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপূর পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীকামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন । বরবর্ণিনী কুন্তীভোজদুহিতা নরপতির সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ণে স্মরণে জর্জরিতকলেবর হইয়া লজ্জানতমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন । কুন্তী পাণ্ডুরবরে বরদে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন । কুন্তীভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্বাহ করিলেন । বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসখ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

বেদবিধানানুসারে উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইল । কুন্তীভোজ নানাধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন । কুরুকুল-প্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী সমভিভাষাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপূরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে রাখিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, নরপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া প্রধান অমাত্য, ভ্রাতৃগণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিভাষাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন । মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সত্বর হইয়া স্বয়ং প্রভূদগমন পুরঃসর সাদর সম্ভাষণে ও পরমসমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন এবং বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া

যথোচিত সম্মান করিলেন । পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলে, কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, মদ্রপতে ! শুনিলাম, পরম রূপবতী মাদ্রীনাক্ষী তোমার ভগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ দাও ; এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি । দেখ, তোমাদের ও আমাদের যে বংশ উভয়েই পবিত্রাদিগুণে সমান, কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই । অতএব পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদের সহিত কুটুম্বিতা কর । ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমার কদাচ অসম্মতি নাই ; শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল । কুরুবংশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনী দান করিব ? আপনাদের কুলগতা হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য মানিতে হইবে, কিন্তু মহাশয় ! আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে এক বিষম নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা সর্বিশেষ জ্ঞাত আছেন ; ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না ; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে ; কারণ, উহা আমাদের কুলধর্ম । ভীষ্ম কহিলেন, মদ্ররাজ ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং প্রজাপতি শুক্লগ্রহণপূর্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন ; তোমার কুলধর্ম নির্দোষ ও সাধুসম্মত, অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে । এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ ও মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুক্লস্বরূপ প্রদান করিলেন । শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্বক পরম প্রীত হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া ভীষ্ম হস্তে সমর্পণ করিলেন ।

ভীষ্ম মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমন পূর্বক রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে শুভলগ্ন দেখিয়া পাণ্ডুর সহিত তাহার পরিণয়ক্রীয়া সম্পন্ন করিলেন । উদ্বাহু সমাপ্তি হইলে পর মহারাজ পাণ্ডু পরমরমণীয় হর্ম্য মধ্যে নবপ্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন । কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ জন্মিয়াছিল । পাণ্ডু তাঁহাদিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া দিগ্বিজয় বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে

অভিবাদন করিয়া ও অশ্বাশ্ব কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গসৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন । যাত্রাকালে নগরান্ধনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ত্রাঙ্গগগণ আশীর্বচন করিতে লাগিলেন । কুরুকুলের কীর্তিকর পাণ্ডু নরবর প্রথমতঃ দশার্ণ দেশে প্রয়াগ-পূর্বক পূর্বাপরাধী দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয় করিলেন । অনন্তর হস্ত্যশ্ব-রথপদাতিসকুল বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন । তথায় অনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বলদর্পসম্মিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধন সমুদায় ও বাহনচয় আত্মসাৎ করিলেন । পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিলেন । তাহারা তাঁহার একান্ত বশব্দ হইল । পরিশেষে কাশী, স্রঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রয়াগপূর্বক তদ্রূপ সমস্ত ভূপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপিত করিলেন । এইরূপে শত্রুকুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিখায় নরপতিদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইল ; আর মহাবীর পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্রবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন, রাঙ্কব, আন্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল । মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্ত বস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগর-ভিমুখে গমন করিলেন । রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল । যাহারা পূর্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহা-দিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডুর বীর্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অশ্বাশ্ব রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল । পাণ্ডু শ্রবণস্থাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল-মনে হস্তিনানগরের সমীপবর্তী হইলেন । ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্তা শ্রবণে স্মৃতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জ্ঞানপদ ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলেন । কৌরবেয়া ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দূর

গমন করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্নপরিপূর্ণ অসংখ্য যান, হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, উষ্ট্র,, মেঘ প্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আনিতেছে দর্শন করিয়া, পরম পরিভুষ্ট হইলেন । তাহারা ক্রমে সম্মিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের সমুচিত সম্মান করিলেন । ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন । তুর্ধ্য, শম্ভু, দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল । পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল না । ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ।

চতুর্দশাদিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধন-
দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সম্বৃত্ত করিলেন । ইন্দ্রাণী
যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহলাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রমিততেজাঃ
পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্র
মহারীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বাহ করিলেন ।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু স্বরম্য হস্ত্যা ও বিচিত্র শয়নীয় সমু-
দায় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনবিহার বাসনায় বনপ্রস্থান করিলেন, তথায়
সর্বদা মুগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে
লাগিলেন । কখন হিমালয়ের দক্ষিণপাশ্চবর্তী উপত্যকায় জমণ করিতেন,
কখন গিরিপৃষ্ঠে স্তম্ভসম্ভার করিয়া পরিভৃণ্ট হইতেন, কখন কখন বা মহাশাল-
বনে অবস্থিতি করিতেন । “করেণুদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত
যেৰূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডুও সেইরূপ
শোভিত হইয়াছিলেন । বনবাসিগণ, ভার্য্যাদ্বয় সমবেত খড়্গহস্ত ধনুর্বাণধারী
বিচিত্র কবচযুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত । তাঁহার
বখন ঘাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত ভূত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন
করিত । এইরূপে পাণ্ডু মহীপাল প্রণয়িনীদ্বয় সমভিব্যাহারে পরম সুখে
কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ।

এদিকে শান্তমুনন্দন ভীষ্ম, মহীপতি দেবকের পরম সুন্দরী যুবতী

পারশ্বী তনয়াকে আনয়নপূর্বক বিহুরের সহিত বিবাহ দিলেন । বিহুর তাঁহার গর্ভে স্বসদৃশ বিনয়সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম প্রভৃতি পঞ্চদেব হইতে কুন্তী ও মাত্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরুবংশ রক্ষা পাইয়াছে ।

• জনমেজয় কহিলেন,—হে বিজ্ঞাতম ! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শত-পুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল ? আর বৈশ্যার গর্ভেই বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিলেন ? তিনি অনুকূল-কারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িনী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন ? এবং দেব হইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সাতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় প্রমত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন । মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিতে চাহিলে গান্ধারী কহিলেন,—যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্তার সমান গুণশালী শত পুত্র জন্মে । ব্যাস “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিলেন । কিয়দিনান্তর ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন । তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না । একদিন গান্ধারী শুনিলেন যে, কুন্তীর বালসূর্য্যসমপ্রভ এক পুত্র জন্মিয়াছে । তৎপ্রবণে তিনি সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপনার গর্ভপাত করিলেন । ঐ গর্ভে সংহতা লোহাষ্ঠীলার স্তায় এক দ্বিবর্ষসমুত্তা মাংসপেশী জন্মিল । গান্ধারী তদ্বর্ণনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিভ্রাণ করিবার উপক্রম করিতে-ছেন, এমনতর সময়ে ভগবান্ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূর্বক গান্ধারীকে কহিলেন,—সৌবল্যে ! এ কি করিয়াছ ? গান্ধারী মহর্ষির সমীপে

আপনার অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন! অগ্রে কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্বের বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে; এক্ষণে এই মাংসপেশী হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন। ব্যাস কহিলেন,—সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্যই তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে স্নাতপূর্ণ শতসংখ্যক কুন্ত প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর উপর জলসেচন কর। গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুন্ত প্রস্তুত করিয়া মাংসপেশীর উপর জলসেচন করিতে লাগিলেন। জলসেচকের পর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে মাংসপেশী একাধিক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুন্ত সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস গান্ধারীকে কহিলেন,—হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুন্ত উদ্ঘাটন করিও। ইহা বলিয়া মহর্ষি তপস্বী করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্যোধন জন্মিল, ঐ দিবসেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাশ্বা দুর্যোধন জাতমাত্র গর্দভের ন্যায় কর্ণধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; গর্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; দিগদাহ আরম্ভ হইল; ফলতঃ তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদর্শনে সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য স্ত্রহৃদগণ ও কুরুগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই; এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাক্ হইবে কিনা? আপনারা কি বিবেচনা করেন, বলুন। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে ভয়ঙ্কর ক্রব্যাংগণ ডাকিতে লাগিল, অমঙ্গলসূচক শিবাংগ কর্ণধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান্ বিদুর সেই

সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—রাজন্ ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই ছুরাঙ্গা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে । আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য ; রাখিলে মহান্ অনর্থ ঘটবে । মহীপাল ! যদি বংশ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে এই ছুরাঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত স্নেহে কালযাপন করুন । ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই আপনার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয় । শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি এক জনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে ; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্তব্য ; গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয়, তাহাও বিধেয় । তাঁহারা সেই সচুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না । দুর্ঘ্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর ঊনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল । ফলতঃ এক মাসের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল ।

যৎকালে গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিষ্টমান হন । সেই সময় এক জন বৈশ্য ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল । ঐ বৈশ্য ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ভবতী হয় এবং যৎকালে এক পুত্র-সন্তান প্রসব করে ; ঐ পুত্রের যুযৎসু নাম হইয়াছিল ।

হে রাজন্ ! এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের, গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযৎসু নামা এক পুত্র জন্মিল ।

যোড়শাধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে মহর্ষে ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত সর্বশেষ শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু আপনি কহিলেন,—গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শত পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের স্নেহে জন্মিল । কিন্তু কন্যাটি কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না । অমিততেজঃ মহর্ষি গান্ধারী-প্রসূত মৎসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন

পৰ্ভধারণ করেন নাই, তবে কি প্রকারে দুঃশলানাক্ষী শতাবিকা কন্যার জন্ম হইল ? শ্রবণার্থ সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয় ! বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন । মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন । খাত্তী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক স্তূতকুণ্ড-মধ্যে রাখিতে লাগিল । সেই সময় গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহর্ষি-বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার একশত পুত্র হইবে । কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্রদৌহিত্র লইয়া স্বখসচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া কৃতকৃত্য হইতাম । আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজনসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয় । গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে । তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন,—বৎসে ! এই শত ভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে ; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তদ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্তি হইবে । এই বলিয়া মহর্ষি আর এক স্তূতপূর্ণ কুণ্ড আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যাভাগ রক্ষা করিলেন । হে মহারাজ ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল ; অতঃপর কি বর্ণন করিতে হইবে, বলুন ।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় ।

অনমেজয় কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে স্তূতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম আনুপূর্বিক কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! শ্রবণ করুন । দুর্যোধন, যুয়ুৎসুরাজ, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, দুঃপ্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুর্কর্ণ, কর্ণ, বিবিশতি, বিকর্ণ, শল, সঙ্ক, জলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগ্রহ, বিবিৎস্র,

বিকটানন, উর্গনাভ, স্ননাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, স্নবর্ম্মা, দুর্বি-
মোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী,
বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, স্নযেগ, কুণ্ডার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিয়ন্ত্রী, পাশী,
স্নান্দ্যক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়কত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ,
স্নবাক, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুম্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ,
দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, স্নহস্ত, বাতবেগ, স্নবর্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদন্ত,
অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ড, ধনুর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ,
অভয়, অনাধ্ব্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম,
দীর্ঘবাহু, ব্যাচোরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজাঃ এই এক শত পুত্র ও দুঃশলা-
নাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয়
আনুপূর্ব্বিক কীর্তিত হইল। পুত্রগণ সকলেই অতিরথ, সূর, যুদ্ধবিদ্যা-
বিশারদ, বেদবেত্তা ও সর্বাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে
নানাদেশ হইতে পরীক্ষিত পরম স্নন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের
সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহ দিলেন এবং দুঃশলাকন্যা সিদ্ধুদেশাধিপতি
জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপধোন ! ব্যাসবরজনিত ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণের
জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করি-
লাম ; এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন করুন। আপনি দেবগণের
অংশাবতরণ বর্ণনসময়ে কহিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ
দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করেন ; এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ
কীর্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! শ্রবণ করুন। একদা যুগয়াবিহারী
মহিপাল পাণ্ডু যুগব্যালসেবিত মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; এমন
সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক যুগযুধপতি তথায় যুগীর সহিত ক্রীড়ারসে
ব্যাপৃত রহিয়াছে। তিনি যুগ ও যুগীকে একেবারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের
উপর উপযু্যপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ ! ঐ যুগ প্রকৃত যুগ

নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র ; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত যুগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরমস্থখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতে পতিত হইলেন এবং আর্তনাদসহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে কহিলেন,—মহারাজ ! যাহারা নিতান্ত কামক্রোধ-পরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত, তাহারও ঈদৃশ বিষম নৃশংসা-চরণে পরাঘুত হয় ; তুমি পরম ধর্ম্মাঙ্গাদিগের অকলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিলে । রাজন্ ! তর্কবাদ দ্বারা বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধির দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রাজ্ঞলোকের কর্তব্য নহে । পাণ্ডু কহিলেন, রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্তব্য, যুগবধও সেইরূপ কর্তব্য ; প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যই হউক, যুগ পাইলেই বধ করিবে । দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য যুগয়া করিয়াছিলেন । যুগবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্বাহ হইয়াছিল, অতএব আমাকে আর বুঝা তিরস্কার করিও না । যুগ কহিল, রাজন্ ! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞলোকের কর্তব্য নহে ; ন্যায়যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন । পাণ্ডু কহিলেন, মত্ত, ভীত বা পলায়িত শত্রুকে বধ করাই অবিধেয় ; কিন্তু ভবাদৃশ যুগ বধ করা কোনক্রমেই অবিধেয় নহে । যুগ কহিল, মহারাজ ! তুমি আমাকে যে যুগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে কদাচ পারি না, কিন্তু আমার বিহারবিরতিকাল প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল । কোন্ ভদ্রলোক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত যুগকে বধ করিয়াছে ? হে রাজেন্দ্র ! আমি পুরুষার্থফললিপ্সু হইয়া এই যুগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম ; তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে । মহারাজ ! তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা পৌরবদিগের নির্ম্মলকুলে জন্মিয়াছ, তোমার এতাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অধর্ম্ম্য কর্ম্ম করা কোনক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই । তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রত্নকোবিদ ; তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে । হে পার্থিবেন্দ্র ! নৃশংসচারী, পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরাচারগণের দণ্ড বিধান করা তোমার কর্তব্য ; তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইয়া স্বয়ংই দণ্ডাই হইলে । হে নরনাথ ! আমি ফলমূল্যাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ মুনি, যুগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মারিয়া তুমি কি দুষ্কর্ম করিলে ! হে রাজন্ ! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে । আমি তপোনিরত মুনি, আমার নাম কিন্দম ; আমি লোকলজ্জাভয়ে যুগরূপ ধারণপূর্বক গহনবনে আসিয়া এই যুগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম । তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই, যুগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ ; এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইবে না ; কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে । তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে । তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিতাবে তোমার সহগামিনী হইবেন । হে রাজন্ ! তুমি যেমন স্নেহের সময় আমাকে দুঃখ দিবে, সেইরূপ তোমাকেও স্নেহকালে দুঃখ পাইতে হইবে ।

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয় ! যুগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । নরপতি পাণ্ডু তদদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন ।

উনবিংশতাদিকশতকম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডু স্ত্রী বান্ধবের ম্যায় সেই যুগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেষ্টাচারী ছুরাভাৱা সঙ্কশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে । শুনিয়াছি, আমার পিতা পুরম ধর্ম্মাত্মার গুণসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি নিতান্ত কামপরায়ণতাশ্রয়িত্ত বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন । বাচস্পয় ভগবান্ কৃষ্ণদৈবপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকেই উৎপাদন করিয়াছেন । হায় ! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্লব্বিক্রমে অতি গর্হিত যুগব্যাসনের নিমিত্ত

বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি । সম্প্রতি ব্যাসপ্রণীত স্মৃতির অনুবর্তী হইয়া মোক্ষধর্ম আচরণ করিব ; যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর নাই । আমি অত্যাধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব । ভাৰ্য্যা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব । ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ পূর্বক ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব । কি শোক, কি হর্ষ কিছুই বশম্ভব হইব না । নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব । কাহারও আশীর্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইব না । স্তম্ভঃখের বশীভূত হইব না । কাহাকেও উপহাস বা অক্ষুণ্ণ প্রদর্শন করিব না ; সর্বদা প্রসন্নবদন ও সর্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব । কি স্হাবর, কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না । সকল প্রাণিগণকে আপনার সম্মানের ন্যায় দেখিব । জীবন ধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব । যদি তাহার ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচজন গৃহস্থের বাটীতে উর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব । তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইব, অতি অন্ন হইলেও তদ্বারাই জীবনধারণ করিব । অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিকস্থলে ভিক্ষা করিব না । যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব । ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব । বাষ্পধারি দ্বারা একবাহু সিক্ত করিব । অগ্ন্য বাহুতে চন্দন লেপন করিব । কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না । কোন মাজলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না । ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব । সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইব । সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিব । কাহারও বশীভূত হইব না । স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না ; কারণ, উপাসনা দ্বারা বশীকৃত লোকের নিকট হইতে অতি সম্মান পূর্বক স্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও স্মৃতি অবলম্বন করা হয় । কলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিংকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগস্থখে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব ।

পাণ্ডু সান্ত্বিত্য দুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিয়া কুন্তী ও মাত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্বক কৌশল্যা, বিদুর,

সবাক্ষব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, অর্ঘ্য সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরুষোত্তম, সোমপায়ী শংসিতব্রত, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও অশ্বদ্বাশ্রিত পৌরবদিগকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে, যে পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; আর গৃহে আসিবেন না । স্বর্গের বনবাসে একান্ত অভিশাষ জ্ঞানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, মহারাজ ! সন্তানাস্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্মোচরণ করিতে পারা যায় ; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন ; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন । আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক ভর্তৃলোক প্রাপ্ত্যাশয়ে কঠোর তপস্যা করিব । আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই ।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যস্থ পরিত্যাগ, বন্ধন ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ, উভয় সক্ষ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর চর্ম্ম ও জটাধারণ, শীতবাতাপক্লেশ সহ্য, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়-সংযমন এবং বন্য ফল, জল ও মস্ত্র দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত দুশ্চর তপোমুঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক । কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসীগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপ্রিয়চরণ করিবে না ; এইরূপে কঠোর আরণ্যশাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে ।

মহারাজ পাণ্ডু ভার্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চুড়ামণি, নিক্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্যবসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্বক কহিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না । তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, স্ত্রী প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন । অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার' বিবিধ করুণবাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল । পরে তৎ-প্রদত্ত সমুদায় ধন গ্রহণপূর্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহা-রাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিল এবং তদন্ত সমুদায় সম্পত্তি সমর্পণ করিল । ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্তে বিষন্নমনাঃ হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদায় স্লথ পরিত্যাগ পূর্বক দিনযামিনী কেবল চিন্তাদাগরে নিমগ্ন রহিলেন ।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফলমূলমাত্র আহার দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে নাগশত নামা পর্বতে উপস্থিত হইলেন । তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, তথা হইতে কালকূট, তথা হইতে হিমালয় ও হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিলেন । পাণ্ডু-নৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণকর্তৃক রক্ষিত হইয়া সন্মবিসম্মলে বাস করত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর তিনি গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন । পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করত তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন ।

—

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপর্বতে কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন । শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম স্নহৎ, কেহ বা সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন । পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোমুঠান করিলেন, তপস্তাদ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল এবং তিনি মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন ।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা কোথায় গমন করিতেছেন ?

মহর্ষিগণ কহিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ত্রৈলোক্যে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃ-গণের মহান্ সমবায় হইবে ; আমরা পর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ত্রৈলোক্যে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি । পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্ৰোত্থান পূর্বক পত্নীদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে স্বরলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন, হে মহা-অন্ন ! আমরা এই পর্বতের উপর্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখি-য়াছি, ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশ সকল শোভা পাই-তেছে । কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব ও অশুরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে ; কোন কোন স্থলেও সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্র সকল সংবাদন পূর্বক গান করিতেছেন ; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও ব গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে । এই পর্বতের স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে । মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে, যাহাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কিছুই নাই । হে ভরতকুলপ্রদীপ ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না ; কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন । এই স্কুমারঙ্গী অদ্বৈতচিন্তা রাজপুত্রীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্বত অতিক্রম করিবেন ? হে মহাত্মন ! নিবৃত্ত হও ; আমরাদিগের সহিত গমন করিও না ।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই । আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই ; এ নিমিত্ত আমার মন সর্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার জীবন বিড়ম্বনামাত্র । মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয় । এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্তব্য । যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও

শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনুশংসার দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনিমুক্ত হয় । যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহার সঙ্গতি লাভ হয় না । হে তাপসগণ ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই । অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে ? তাপসগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মস্বামী ! আমরা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে । তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ গুণ-সম্পন্ন অপত্য জন্মিবে ।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন । অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন, হে কুন্তি ! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও । ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা ; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না ; আমি সম্ভানবিহীন, আমার শুভ লোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । হে চারুহাসিনি ! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগশাপে আমার পুত্রোৎপাদনশক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে ; স্ততরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে । হে পুত্রে ! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে ; স্বয়ংজাত, প্রণাত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্নৈরিনীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মুপাগত, সহোঢ়—জ্ঞাতিরেতাঃ এবং হীন-যোনিধৃত, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র । ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব পূর্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত । এতদ্বিধ আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবরদ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায় । আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম-ফলদ । হে কুন্তি ! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুরোধ

করিতেছি । দেখ, পূর্বের শরদগুণ্যন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাঁহার পত্নী শরদগুণ্যনী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্প-মাল্য ধারণ পূর্বক রজনীযোগে চতুষ্পাথে উপস্থিত হইলেন । তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অমলে পুংসান হোম সম্পাদন করিলেন । হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন । হে কল্যাণি ! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও ।

— — —
একবিংশতাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, হে ধর্ম্মান্ন ! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত । অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে । হে মহাবাহো ! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমাত্র হানি হয় না ; অতএব হে কুরুবংশাবতংস ! তুমি অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব । হে মহান্ন ! আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না ; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে ? হে মহান্ন ! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যুধিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন । মহাত্মা ব্যুধিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন । ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন । দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্ম করেন । ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যুধিতাশ্ব গ্রীষ্মকালের দিবাকীরের ন্যায় প্রথর-প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীয়, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনাব বশাভূত করিলেন এবং তত্তদদেশান্ত নানা প্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের

আয়োজন করিলেন । যজ্ঞ নিৰ্ব্বিন্বে সমাপ্ত হইল । তৎকালে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন । এইরূপে রাজা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নিজ ভুজবলে সশাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে সোমরসপান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম-কর্ম্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।

পরম রূপবতী ভদ্রানাম্নী কান্ধীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী হইয়া-
ছিলেন । তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য গুণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্প দিনেই
একান্ত বশীভূত হইলেন । এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিন-
যামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন । অপরিমিত
ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকালমধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতাস্ত্রের করাল
কবলে নিপতিত হইলেন । রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভদ্রা সাতিশয়
দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার বিলাপ
সহকারে মৃতপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ ! পতি বিনা
নারীর আর গত্যন্তর নাই ; বিধবার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র ; যত্ন
হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয় । হে নাথ ! আমি তোমার সহগমন বাসনা করি ;
আমি তোমা বিনা একক্ষণও বাঁচিতে পারিব না ; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে
সমভিব্যাহারিণী কর । হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! কি সমস্থলে কি বিষমস্থলে তুমি যেখানে
গমন করিবে, আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্তিনী হইয়া ছায়ায় ন্যায় অনু-
গমন করিব । হে রাজন্ ! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ সাতিশয় প্রবল
হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে । হে নরনাথ ! বোধ হয়,
আমি পূর্ব জন্মে অনেকানেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্মিমিত্তই
এক্ষণে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল । হে রাজন্ ! পতিবিহীন হইয়া
নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্যলোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর । না জানি, পূর্বজন্মে
আমি কতই দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, তন্মিমিত্তই এক্ষণে আমাকে তোমার অনি-
বার্য্য বিয়োগানলেদীপ্ত হইতে হইল । আমি অদ্যাবধি কুশসংস্করণায়িনী হইয়া
ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিব । হে নর-
শ্রেষ্ঠ ! একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দীনাকে
দর্শন প্রদান কর ।

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতে-
ছিলেন, এমত সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, “হে বরারোহে ! বিলাপ
করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর ; হে চারুহাসিনী ! আমি তোমাকে
বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে
নিজ্জ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া
তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব ।” এই অমৃতময় বচন পরম্পরা শ্রবণে
পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ স্তম্ভ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্যের স্নানার্থে
তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিন জন শাল ও চারি জন মদ্র প্রসব
করিলেন । হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্মিণীর
করণবাক্য শ্রবণে দয়াজ্জিহ্বিত হইয়া আপনার বংশ রক্ষার্থ তাহার গর্ভে
সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানস-
পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার ।

ষাণ্মাষাধ্যায়িকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুন্তী ধর্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্বব্রতান্ত শ্রবণ
করাইলে তিনি ধর্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—হে কুন্তি !
তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ বটে । রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবভুল্য মনুষ্য ছিলেন ;
তাঁহাতে সকলই সম্ভবে । তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া
অতীব দুর্ঘট । ধর্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে
আমি সেই পুরাণ ধর্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর । হে বরাননে !
হে চারুহাসিনী ! পূর্বকালে মহিলাগণ অনারত ছিল । তাহারা ইচ্ছামত গমন
ও বিহার করিতে পারিত । তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ
করিতে হইত না । কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আদৃত হইলেও
তাহাদের অধর্ম্য হইত না । কলতঃ তৎকালে ঐদৃশ ব্যবহার ধর্ম্য বলিয়া
প্রচলিত হইয়াছিল । তির্ষ্যগ্‌ঘোনিগত কামম্বেববিবর্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি
ঐ ধর্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে । তপস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই
প্রামাণিক ধর্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন । উত্তরকুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম
প্রচলিত রহিয়াছে । হে চারুহাসিনী ! এই অঙ্গনানুকূল নিত্যধর্ম যে

নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে উদালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন ; তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু । একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননী হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন, আইস আমরা, যাই । ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । মহর্ষি উদালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস ! ক্রোধ করিও না ; ইহা নিত্য ধর্ম । গাবীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ স্বজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও তাঁহারা অধর্মলিপ্ত হয় না । ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না ; প্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই দ্রুতহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে । আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারও ঐ পাপ হইবে । হে ভীকু ! পূর্বকালে উদালক-পুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন । আরও দেখ, কল্যাণপাদ রাজার পত্নী দময়ন্তী ভর্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্বক পতির প্রিয়কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্বক-নামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । হে কমললোচনে ! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ । অতএব হে অনিন্দিতে ! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর । হে রাজপুত্রি ! বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি পরিত্যাগ পূর্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম হয় ; কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারে ; তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই । তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন যে, ভর্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে । অত-

এব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্তব্য নহে । বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সম্ভানোৎপাদনে অসমর্থ ; হে স্তম্ভরি ! এজন্য আমি কৃতাজ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও ; তাহা হইলেই আমি পুত্রবান্দিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব ।

পাণ্ডু আগ্রহসংকারে এইরূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষণা কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসংকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্যা করিতাম । দৈবযোগে এক দিন পরম ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন । আমি সাতিশয় যত্ন সহকারে ও পরমসমাদরপূর্বক তাঁহার পরিচর্যা করিলাম । মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন,—বৎস ! আমি তোমার পরিচর্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর । তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন বা স্কামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্তী হইবেন । তুমিও সেই সেই অমরপ্রসাদে পুত্রবতী হইবে । মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্বক অন্তহিত হইলেন । হে নাথ ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ ; দেখুন, উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব ? হে রাজর্ষে ! আমি তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি । অনুমতি পাইলেই তোমার অভিলষিত সম্ভান উৎপাদন করি ।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,— স্তম্ভরি ! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন ; তাঁহাকেই আহ্বান কর । আমাদের ধর্ম কোনকূটপ অধর্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করে । ধর্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্মে প্রবৃত্ত হইবে না । অতএব ধর্মপূরস্কারেই কর্ম করা আমাদের কর্তব্য ; তুমি পরমসমাদরপূর্বক সর্বদেবাগ্রগণ্য ধর্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দ্বারা পুত্রোৎপাদন

কর । পতিপরায়ণা কুন্তী যে আজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক তৎ-
ক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কার্যসাধনে যত্নবতী হইলেন ।

অরোবিন্দত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে কুরুবংশাবতঃ জনমেজয় ! কুন্তী স্বামীর
আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্মকে আহ্বান করিলেন । হে কুরুনন্দন !
ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন । যে দিবস কুন্তী ধর্মকে
আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সম্বৎসর পূর্ণ হয় । কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্মের
উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া অর্ঘ্য কর্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগি-
লেন । সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম সূর্যোপম, জলদনলসমিত বিমানে আরোহণ করিয়া
তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে কহিলেন,—
সুন্দরি ! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে ? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট
প্রদান করিব ? কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, মহা-
অন্ ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন । ধর্ম তৎ-
ক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্বপ্রাণিহিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র
উৎপাদন করিলেন । ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎ নামক অষ্টম
মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিল । সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল,
“এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম ধার্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী,
যশস্বী, তেজস্বী ও ব্রতচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবনবিশ্রুত নরপতি
হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন ।”

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম ধার্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে
কহিলেন, প্রিয়ে ! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয় ; অতএব
তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর । কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা
প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন । মহাবল-
পরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ যুগারোহণপূর্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন
এবং কহিলেন,—কুন্তী ! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে ? তোমাকে
কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে ? লজ্জানাম্রমুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া
কহিলেন,—হে সুরোত্তম ! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবল

পরাক্রান্ত মহাকায় দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন। বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র “বলবীৰ্য্যসম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন” এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাভ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন যে, ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া পলায়নচেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড় হইতে পর্বতের উপর নিপতিত হইলেন; ভীমের বজ্রসম শরীরঘাতে গিরিবর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসন্তম! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্ঘোষধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর, পাণ্ডু পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে আমার এক সর্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি, অমররাজ ইন্দ্র সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোন্মুগ্ধতা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর, নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পারিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সান্ন্যাসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সাংকাল পর্য্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্শাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত, গৌত্রাক্রাণ্ধিতকারী,

সুহৃদগণের আনন্দবর্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারক হইবে । দেবরাজ এই বলিয়া অন্তহিত হইলেন ; রাজারি পাণ্ডুও অর্ভাচ্য সিদ্ধি হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, কল্যাণ ! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা, যশস্বী, অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, মহাত্মা, সূর্য্যমম তেজস্বী, দুর্ভাধ্ব, ক্রিয়াবান্, অদ্বুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন ; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপতিকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও ।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন । কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন ; ঐ পুত্রের নাম অর্জুন । অর্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসীগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল । কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন ; শুনিলেন, “হে পৃথি ! তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীৰ্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয়্য হইয়া চতুর্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন । যেমন বিষু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জুন হইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতি লাভ হইবে । অর্জুন স্বীয় ভূজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশি, কুরুষ প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের ক্রীড়কি করিবেন । ইহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন । এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর, গ্রাম্য মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন । হে পৃথি ! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন । ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাণ্ডুপতনামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন । ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন । ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট-রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন ।”

হে ভরতবংশধর ! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাক্সাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি

অমরনিকরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না । পুষ্পরুষ্টি পতিত হওয়ায় দিগ্গুণল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল । আকাশে ছন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল । সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অৰ্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন । সর্প সমুদায়, বিহঙ্গমকুল, গন্ধৰ্বগণ অঙ্গরা সকল, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কণ্ঠপ, গৌতম, কিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান্ অত্রি তথায় আগমন করিলেন । মরীচি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষপ্রজাপতি এবং দিব্যমালাশ্বরধারী গন্ধৰ্বগণ ও অঙ্গরাগণ অৰ্জ্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন । অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল । মহর্ষিরা চতুর্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন । ভীমসেন, উগ্রসেন, উর্ণাষু, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্তাঃ, যুগপ, তৃণপ, কাশির্নন্দি, চিত্ররথ, সালিশিরাঃ, পর্জ্জন্ম, কলি, নারদ, সত্যব্রহ্মারহক, করাল, বহুগুণশালী ব্রহ্মচারী, স্ববর্ণ, বিশ্বাবসু, স্তম্ভা, স্তচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন স্তবিত্য হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধৰ্বগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ তুম্বুরু আসিয়া অৰ্জ্জুন সমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন । নানালঙ্কারভূষিতা বিশালনয়না, অনুচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যাংপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, স্তবাহু, স্তপ্রিয়া, বপুঃ, পুণ্ডরীকা, স্তগন্ধা, স্তরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী, মেনকা, সহজন্মা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকম্বলা, ঋতুস্বলা, য়তাচী, বিশ্বাচী, পূর্বচিতি, উল্লোচা, প্রল্লোচা, উর্বশী প্রভৃতি অঙ্গরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন । ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ্ন, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূর্বা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্য্যন্ম ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য, ইহারা আকাশে থাকিয়া অৰ্জ্জুনের মহিমাবর্জন করিতে লাগিলেন । যুগব্যাস, সর্প, নিখাতি, অজৈকপাদ, অহিত্রপ্ত, পিণাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । অশ্বিনীকুমার, অশ্বত্থ, মহাবল মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ অৰ্জ্জুনের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া রহিলেন । কর্কোটক, বাসুকী, কচ্ছপ এবং কুণ্ড ও তৃক্ষক ইত্যাদি মহাতপাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তাক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, আসিতক্ৰজ, অরুণ, আরুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন ।

বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভাগত দেবগণকে কেবল তপো-বলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যত্র লোকে নেত্রগোচর করিতে পারিল না । মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ।

অৰ্জ্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন । কুন্তী তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না । শাস্ত্র-কারেরা কহিয়া গিয়াছেন 'যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পরপুরুষদ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিন বারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না । যে নারী চারিবার পর-পুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্মেরিণী কহে । পাঁচবার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেষ্ট্যাপদবাচ্য হইয়া থাকে ; অতএব হে বিদ্বন্ ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ ?

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজদুহিতা নির্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই ; আমি বরাদ্দ হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শতপুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না ; কিন্তু হে মহারাজ ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুইজনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান ; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখ নিরীক্ণে বঞ্চিত রহিলাম । হে রাজন্ ! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্য লাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে । কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোনক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না । তবে

যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি । রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত, কেবল তোমার মত হয় কি না, এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই ; এক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি ; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব । কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবে না ।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমন পূর্বক তাহাকে নির্জ্ঞানে কহিতে লাগিলেন, হে পৃথ্বে ! দেখ, ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; তপঃসাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সংকর্ষের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়েন ; অতএব হে প্রিয়ে ! তুমি আমার বংশরুদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং আপনার যশোবর্দ্ধনের নিমিত্ত একবার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর । হে পৃথ্বে ! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর, ইহাতে তোমার যশোরুদ্ধি হইবে । কুন্তী পাণ্ডুনপতির বাক্য শ্রবণানন্তর মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই ।

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে ক্রিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন । অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন । ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব । তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, “হে কুমারদ্বয় ! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমস্বর্গে কালষাপন কর । শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বচন বিধানপূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন । কুন্তীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জুন হইল । মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল । পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি

তঁাহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তঁাহারা সকলেই মহাসদ্ব, মহাবীৰ্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান্ মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দিনানন্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ভে স্নতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন,—মহারাজ ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত ; সে একবার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জনিতাম না যে, দুইজনকে একেবারে আহ্বান করিলে দুই ফল লাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ ! আমি কৃতাজ্ঞালিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সন্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয় ! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবৎপর্ব্বতে থাকিয়া কিয়দিনের মধ্যে বীৰ্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্ধ্বরাগ্ৰগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তঁাহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এদিকে দুর্ঘ্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চপুত্র লাভ করিয়া পরমস্বখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যান্মর পরিধানপূর্ব্বক তঁাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলক, আত্র, চম্পক, পণরি, ভদ্রক প্রভৃতি ফলপুষ্পসুশোভিত নাদাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প দ্বারা সন্মারুত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনোন্মাদলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্য-

সম্প্রদায় রাজীবলোচনা মদ্রাধিপতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন ; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাকল্য হইয়া উঠিল । তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন । মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোনক্রমেই নিরস্ত হইলেন না । তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া যুগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন । দৈবনির্বন্ধ অখণ্ডনীয়, রাজা বারংবার মাদ্রীকর্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনক্রমে নিরস্ত হইলেন না ; স্তবরাং অমূল্যজনীয় যুগশাপ-বশতঃ পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন । মাদ্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন । কুন্তী দূর হইতে সেই আৰ্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলিতচিত্তে, স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন । মাদ্রী অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,— ভদ্রে ! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর । বালকগণ ঐ স্থানেই থাকুক । কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ান আছেন । তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি রাজাকে সর্বদা রক্ষা করিতাম, ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; তবে ইনি যুগশাপ জানিয়া গুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? দেখ, আমি যেরূপ ইহাকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেইরূপ করা কর্তব্য ছিল, তবে কেন ইহাকে নির্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে ? যুগশাপবিষয়িনী চিন্তা ইহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকিত, তন্নিমিত্ত নিয়তই ষণ্ডপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন ; অদ্য তোমাকে নির্জনে পাইয়া, কি নিমিত্ত ইহার মন চঞ্চল হইল ? মদ্ররাজনন্দিনী ! তুমি ধম্মা ও আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ । মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—দেবি ! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই । রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অভি করুণস্বরে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের

দূরদৃষ্টক্রমেই হউক বা ঋষিশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্তই হউক, অথবা হৃদস্তম্ভ মদনের অনিবার্যতাবশতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না ।

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন,—ভদ্রে ! যাহা হইবার হইয়াছে । এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর । আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, স্ততরাং শ্রেষ্ঠ ধর্মফল আমারই প্রাপ্য ; অতএব আমি পরলোকগত ভর্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাত্রোত্থান কর । অতি সাবধানে এই সঁকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও । আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি । মাদ্রী কহিলেন,—আর্য্যে ! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহার সহগমন করিব ; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে । আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম ও অত্যন্ত অবশ্য কর্তব্য কর্ম । বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে । অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প । এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর । আমার পুত্রদ্বয়কে আপন পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অগ্রমত্ৰিচিতে প্রতিপালন করিবে, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই । মদ্ররাজহুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন ।

ষড়্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্ৰণা করিলেন যে, “মহাযশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহুদিবস তপোমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে

তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র, কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।” মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন । • পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত উৎসুক্য প্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা, হইয়া সর্ব্বাঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাতে হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন । তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্তা নিবেদন করিল । হস্তিনাপুরনিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন । তাপসদর্শনার্থিণী জনতা রাজমার্গে আচ্ছন্ন করিয়া চলিল । তৎকালে তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষানু ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল । শান্তনুন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিছুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃত্তা গান্ধারী এবং বিচিত্রভরণবিভূষিত চুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর পুরোহিত সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জ্ঞানপদগণ তাপসদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন । পরে সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তরুণ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন । তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়স্ক এক মহর্ষি গাত্রোথান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মত গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে মানবরগণ ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডু নামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বায়ু হইতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবরাজ

ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অৰ্জুনের যশো-
রাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য মহাধনুর্ধর বীরপুরুষগণের
কীর্তি বিলুপ্ত করিবে । আর, এই যে দুই মহাধনুর্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ,
ইহারা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । হে কুরুকুলাগ্রগণ্যগণ ! এইরূপে পরম ধর্ম্মাত্মা মহা-
ঋশ্যী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহ বংশের পুনরুদ্ধার
করিয়াছেন । তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম
পারিতুষ্ট হইবে । সেই ধনুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিব্যক্তি পুত্র লাভ করিয়া
অন্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন । পতিব্রতা মাদ্রীও
পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃতদেহ
আলিঙ্গন পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ
ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন
কর ।” কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকন্দিগের
সহিত অন্তর্হিত হইলেন । তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্বাধিষ্ঠিতের আয়
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল । এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দান করাতে পুরের
আর সেরূপ শোভা রহিল না । সমাগত পৌর ও জানপদগণ সিদ্ধ মহর্ষিগণ
দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—পাণ্ডু ও মাদ্রীর
সমুদায় প্রেতকার্য্য কাহাতে পরমসমারোহ পূর্বক স্ফূটারূপে সম্পন্ন হয়
তদ্বিষয়ে তুমি যত্ববান হও এবং তাঁহাদের দুইজনের ষাটতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও
ধন আছে, অর্ধিংশের প্রার্থনানুসারে তৎসমুদায় প্রদান কর । কুন্তী দ্বারা
মাদ্রীর সংকার করাও । মাদ্রীকে এরূপ স্তম্ভিত করিবে যে, অস্ত্রের কথা
দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান । মহারাজ পাণ্ডুর
নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংস-
নীয় । যেহেতু সেই মহাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে
গমন করিয়াছেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুলতিলক জনমেজয় ! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণানন্তর “যে আজ্ঞা” বলিয়া ভীষ্মকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন । কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতায়ি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন । অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন । পরে, মহার্ষি-বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন । • তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল । চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্বসম্বৃত্ত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল । শুক্লাশ্বরধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল । সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র “হায় ! কি হইল ! মহারাজ ! আমা-দিগকে অপার দুঃখার্গবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন” এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনো-দ্দেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতরণ করিলেন এবং তন্মধ্যে হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্বক স্তবর্ণ কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন । তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন । মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ স্নগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন । তদনন্তর তাঁহারা যাজক-দিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য অসম্পন্ন করণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে হৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ স্নগন্ধি কাষ্ঠদ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন । কৌশল্যা চিতামিহ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতেলে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন । তাঁহাকে ভূতলে পতিত

দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ হায় ! কি হইল ! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল । কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন । তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্-যোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল । শান্তনুন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরবগণিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমুঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল । পাণ্ডবগণ শোকে অন্ধীর হইয়া সবাক্বে 'ভূতলে' শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন । নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোক-মাগরে নিমগ্ন রহিল ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বঙ্গুগণ সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেন । পরে কৃত-শৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন । পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল ।

মহারাজ পাণ্ডুর আন্ধকার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মাতঃ ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে স্বথের লেশমাত্রও নাই ; দিন দিম পাপ বৃদ্ধি হইতেছে ; পৃথিবী শস্যশূন্য ও ফলবিহীন হইতেছে । বোধ হয়, লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষসঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে । প্রায় সকলেই কুক্শ্মানু-

ষ্ঠানে নিরত হইবে । ধর্ম কৰ্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । কুরুদিগের দুর্নীতি প্রযুক্ত রাজক্ৰী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন । তাহারা অতি অল্প-দিনের মধ্যেই সবাংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে ; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পরিবর্তে বনে গমনপূর্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন ।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক স্বীয় পুত্রবধু অশ্বিকাকে কহিলেন,—অশ্বিকে ! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একবাবেই উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্রশোকার্ভা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি । অশ্বিকা স্বশ্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকার করিলেন । তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণপূর্বক স্নানদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন । তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, পৈতৃক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কারসকল সম্পাদিত হইল । তাঁহারা দুর্হ্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমমুখে ক্রীড়া করিতেন । সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত । স্পর্ধাপূর্বক সবেগ গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্মরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন । যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘটন করিয়া দিতেন । ধার্মরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন একাকী, তথাপি তাঁহাদের সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন । তিনি কখন কখন তাঁহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণ-পূর্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাঁহারা কেহ ক্ষতজানু, কেহ ক্ষত-মস্তক, কেহ বা ক্ষতশ্রদ্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্তধরে চীৎকার করিতেন । জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাঁহাদের দশজনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাঁহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন । যৎকালে তাঁহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, ভীমসেন সেই সময়ে

পাদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন ; তাঁহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতেন । ফলতঃ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহ্যযুদ্ধ, কি বেগ, কি শস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না । এইরূপে বৃকোদর সৰ্বদা সৰ্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকাল-বধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্ৰিয় হইয়া উঠিলেন ।“

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ দুৰ্য্যোধন সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুর, দুৰ্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুপ্ত ছিল । ঐ দুরাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্ভিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, কুন্তীর মধ্যমপুত্র বৃকোদর বলবান, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত ; এই দুরাত্মা একাকী আমাদের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে ; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ অৰ্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সমাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব । পাপাত্মা দুৰ্য্যোধন মনে মনে এইরূপ দুষ্ক অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রক্ষাশ্বেষণে সৰ্বদা যত্ন করিতে লাগিল ।

কিয়দিনপরে দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন স্বীয় দুষ্কভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কম্বলনির্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করাইল । ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকা-সমূহে স্তম্ভোদ্ভিত করিল । তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদক ক্রীড়নক নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া পাপকার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চৰ্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল । তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সম্বাদ প্রদান করিলে দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, চল আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি । সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন । তখন অপরিমিত শৌর্য্য-শালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে কেহ বা দেশজ অভ্যুত্কৃষ্ট গজে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরি-গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ উদ্যান সুস্বাদুবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভী, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত ; সৌধকারগণ গৃহসকল সম্মার্জিত ও চিত্র-করেরা চিত্রিত করিয়াছে ; সুশীতলজলপূর্ণ রুহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে । ঐ উদ্যানের সমুদায় জলভাগ সুকোমল কগলসমূহে ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল ।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক তত্রস্থ ভোগ্যবস্তুসকল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা সকৌতুকমনে আহার করিতে করিতে মিস্টান লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন । পাপাত্মা দুৰ্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিস্টানে বিষমিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান পূর্বক ভ্রাতার ন্যায় পরম সুহৃদের ন্যায় মিস্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের বক্ষে সেই বিষমিশ্রিত মিস্টান প্রদান করিল । সরলহৃদয় ভীমসেন, ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, তাহা না জানিতে পারিয়া সাতিশয় প্রীতিপূর্বক সেই মিস্টান ভক্ষণ করিলেন । দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন তদর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল । তদনন্তর যাবতীয় ধর্ত্তেরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমাহ্লাদে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় পরিত্রাস্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিহারগৃহে গমনপূর্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়া নিশ্রাম করিতে লাগিলেন । কেবল একাকী ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য প্রযুক্ত একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন । দুৰ্য্যোধন সেই অবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল ।

ভীমসেন কালকূটপ্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন । তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও নাগকুমারগণের উপর নিপতিত হইলেন । তদর্শনে তত্রস্থ তীব্রবিষ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণদংশনদ্বারা দংশন করিতে লাগিল । সর্পগণের জঙ্ঘমবিষদ্বারা ভীমশরীরস্থ শ্বাবর কালকূট বিষের তেজ একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল । সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ়

কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্রও দশনচিহ্ন হইল না ।

এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সর্পগণ কর্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । উহাদের মধ্যে যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাসবভূল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে নিবেদন করিল, “হে নাগেন্দ্র ! এক মহাবল পরাক্রান্ত মানব আমাদের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয় বিষপান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদের শিশু সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত পদের বন্ধন ছেদনপূর্বক আমাদের বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল ; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েকজনমাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন ।”

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন পূর্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন । নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রাতিপ্রসন্নচিত্তে সাদরসম্ভাষণপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন । তখন কোন সর্প কহিল, হে নাগেন্দ্র ! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ড রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ড হইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন । নাগরাজ তথাস্তু বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন । তখন ভীমসেন অত্যাশ্রয় নাগগণের আশীর্বাদগ্রহণপূর্বক সরস্বতী হইয়া পূর্ববধূকে উপবেশনপূর্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি এক এক নিঃশ্বাস এক এক কুণ্ড অমৃতপান করিতে লাগিলেন । এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন । অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহা-ভুজ বৃকোদরনাগদন্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমস্বখে নিদ্রিত হইলেন ।

উনবিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এ দিকে-কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়া শেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন, যে তিনি আমাদের অগ্রেই গিয়াছেন ; ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যান বিশেষে আরোহণ পূর্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন । পাপাত্মা দুৰ্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সম্ভ্রম হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর প্রবেশ করিলেন । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ভীমের কোন অনিচ্ছাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন । তিনি জননীসদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে ! তাহাকে দেখিতেছি না কেন ? তবে সে কোথায় গেল ? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি । যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে । এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে । সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত গমন করে নাই ? আপনি ত তাহাকে কোথাও পাঠান নাই ।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হায় ! কি হইল বলিয়া সমস্ত্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—বৎস ! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এপর্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর । চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সম্মিথানে আনয়নপূর্বক কহিতে লাগিলেন, কৃতঃ ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এ পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই । দুর্ভাগ্যি দুৰ্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না । ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রুর, একান্ত ক্ষুদ্র, বিষম রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ ; ইদত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে ; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে ।

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে কল্যাণি !

যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাও, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না, হুরাত্মা দুৰ্য্যোধন তোমার এ কথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় উপদ্রব করিবে । ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই । মহামুনি বেদব্যান কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে । তুমি ভাবিত হইও না । ভীমসেন অক্লান্তই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নয়নদ্বয়ের আনন্দ সম্পাদন করিবেন । বিদ্বান্ বিদূর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে গমন করিলেন, কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় একবারে ত্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন ।

এদিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন । ভুজঙ্গমগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি যে বলোপধায়ক অমৃতপান করিয়াছ, তদ্বারা অমৃতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অধুষ্য হইবে ; এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন ভবনে গমন কর ; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার অদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সান্তিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছেন । নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর স্নানসমাপ্তি করিয়া শুক্লাস্ত্র পরিধান ও শুক্লমাল্যধারণপূর্বক বিবিধ বিষয় স্মরণে ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমাম ভোজন করিলেন । মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা কেহ বা আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হস্তচিহ্নে নাগলোক হইতে স্বগৃহগমন মানসে গাত্রোত্থান করিলেন । নাগেরা তাঁহাকে জলমধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া সেই পূর্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন করিয়া দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন ।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব না করিয়া বনোদ্দেশ হইতে স্বভবনে গমনপূর্বক সর্বত্রই জননীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে মাতাকে, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মন্তকাত্রাণ করিলেন । পুত্রবৎসলা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃভুক্ষয় পরম আশ্লাপিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং “দেব আমাদিগের প্রতি নিতান্ত গম্ভীর, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার তোমার

সন্দর্শন পাইলাম” এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মৌচন করিতে লাগিলেন । তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদের নিকটে দুর্ঘ্যোধনের দুর্ঘটচেষ্টিত অবধি আপনার পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্তন করিলেন । অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমের নিকটে দুর্ঘ্যোধনকৃত দুর্ঘট ব্যবহার শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা কহিলে এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে আনিও না ; আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণবিষয়ে সচেত্ৰ থাকিব । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা বলিয়া তদবধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন । যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্ঘ্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না ।

— — —

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আচার্য্য রূপ কীরূপে শরসুত্ৰ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কীরূপেই বা অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহর্ষি গোতমের গৌতম বলিয়া এক পুত্র জন্মেন । তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণ তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল । ঐ পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভিলাষী ও যত্নবান্ ছিলেন । যেমন ব্রহ্মচারিগণ তপোনিষ্ঠান দ্বারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্শাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন । তিনি ধনুর্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপোনিষ্ঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তদ্বশনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনাক্ষী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার তপস্শার বিদ্র জন্মাইতে আদেশ প্রদান করিলেন । জানপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্বাণধারী শরদ্বানের পরম রমণায় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হারভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরী-

ক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং কাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্বাস্ত্র কাঁপিতে লাগিল । এই অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্তপ্রকারে কুম্ভম-শরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রेतঃস্থলন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না । তিনি সেই তপোমুস্তায়ভূতা অপ্সরার সম্মিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্থলিত রेतঃ শর-স্তম্বে নিপতিত হইল । বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল । এই সময়ে মহারাজ শাস্ত্রনু বনে যুগয়া করিতে গিয়াছিলেন । তাঁহার এক সৈনিকপুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল । তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্বেদপারগ ব্রাহ্মণের অপত্যযুগল বিবেচনায়, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে অবশ্য ইহাদের গতাস্তর হইতে পারে, স্থির করিয়া সে রাজাকে আনিয়া দেখাইল । রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন দর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ইহারা আমার সম্ভান হইল বলিয়া শরদ্বানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । মহারাজ শাস্ত্রনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন ।

এদিকে মহাত্মা শরদ্বানু আশ্রমাস্তর নির্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোমুষ্ঠানদ্বারা একজন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর হইয়া উঠিলেন । তিনি একদা তপোবলে কৃপকৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন । তখন তিনি রাজত্ববনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্বিধ ধনুর্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এইরূপে কৃপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক জন উৎকৃষ্ট ধনুর্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন । দ্বতরাষ্ট্রভনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসংকল, বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াদান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ নানাশস্ত্রসম্পন্ন দেবতুল্য সত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন । পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং শিক্ষাপ্রদানার্থে পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন । অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আশ্ব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ করিলেন এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অচিরকালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও অপরিমিতভেজস্বী হইয়া উঠিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ধনুর্বেদপারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন ; কি প্রকারে অস্ত্রবিদ্যায় হুনিপুণ হইলেন ; কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন ; তিনি কাহার পুত্র এবং অস্থতামা নামে তাঁহার সর্ব্বাশ্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন ; এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয়নামে পর্ব্বত আছে ; তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন । পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্তা করিতেন । তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতিঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন । সেই সময়ে অম্পরোহগ্রগণ্য দ্ব্যুতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল । দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড়ডীন হইল । মহর্ষি সেই স্তরূপা নবযৌবনা মদদৃষ্টা অম্পরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জরিতকলেবর হইলেন । দুর্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্থলিত হইল । তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন । কিয়দ্দিন পরে সেই বীৰ্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল । মহর্ষি ভরদ্বাজ, দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন । দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । পূর্ব্ব প্রতাপ-

শালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসমুত অগ্নিবেশনামা তপোধনকে এক আয়েষ অস্ত্র দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আয়েষ অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃথতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন ; তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দিনানন্তর নৃপতি পৃথত পরলোকপ্রাপ্ত হইলে মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় উত্তরপাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্ব্য করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপোবুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দিন পরে দ্রোণ মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাজ্জায় শরদ্বানের কন্যা কুপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বখামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি শ্রবণানন্তর এই দৈববাণী হইল, “এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বহ্রেষার ন্যায় গভীরধ্বনি দ্বারা দিগন্ত সকল প্রতিধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বখামা হইবে।” মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে অরাতিতপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বাত্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বশ্রু প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি ব্রতচারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার এককালে সংসারস্বখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্ত্বত্যাগ বনে অবস্থিতিপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং কহিলেন,—হে মহাত্মন! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার কূলে সমুৎপন্ন ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসমুত, আমার নাম দ্রোণ ; আমি ধনাকাজ্জায় আপনার নিকট আসিয়াছি। দ্রোণের বাক্যাবসানে

ক্ষত্রিয়কুলকালান্তকং ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে স্বাগত প্রদ্বিজ্জাসা করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্রম ! তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে ? দ্রোণ কহিলেন,—ভগবন্ ! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন । রাম কহিলেন,—হে তপোধন ! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অগ্ন্যান্ত ধন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এই সমাগরা পৃথ্বী স্ববালুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণপকে দিয়াছি ; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহর্ষি অস্ত্রশস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাঁহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব । তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে প্রয়োগঃ সংহার সমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় আমাকে প্রদান করুন । পরশুরাম “তথাস্তু” বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্বেদ প্রদান করিলেন । দ্বিজসভগ্ন দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরম প্রীতমনে প্রিয়-সখা দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন ।

একত্রিংশদশিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণঃ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন,—রাজন্ ! আমি তোমার সখা । ঐশ্বর্য্যমদমন্ত দ্রুপদরাজ দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না ; প্রভূত রোষকষায়িত্ লোচনে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ ! তুমি ইটাং আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য করিতেছ ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে ; কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না ; হয় সর্বসংহর্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবংশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর । হে দ্বিজেন্দ্রম ! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্পণমিবন্ধনমাত্র ; যেমন পণ্ডিতের সহিত নৃশ্রেষ্ঠ ও শূরের সহিত ক্রীবেশ বন্ধুতা

কদাচ হইবার নহে, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ ; হে ব্রাহ্মণ ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যসংস্থাপন করা কর্তব্য ; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অমুচিত । হে বিপ্র ! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না ; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্বের ম্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটুক্তি শ্রবণে যুতুর্ভ্রমাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন এবং সেই ক্ষণেই দ্রুপদরাজের প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল । তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন । যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বখামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন । কেহই তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না । এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গৃহরূপে বাস করিতে লাগিলেন ।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকাদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপ-মধ্যে নিপতিত হইল । কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না । তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল । ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন । তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অমিহোত্র রহিয়াছে । গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহা-জ্ঞাতক দেখিয়া উঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল । দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে বালকবৃন্দ ! তোমাদিগকে দিক্, তোমা-

দিগের ক্ষাজবলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সান্নাধ্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না । আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন कराও । এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপमध्ये নিক্ষেপ করিলেন । তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন,—মহাশয় ! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন । দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন, এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা এবং তাহা অগ্ন একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অগ্ন ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব ।

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টি দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন । বালকেরা তদদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, বিপ্রর্ষে ! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন । তখন মহাশয়াঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপमध्ये বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন । তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্ ! আপনাকে অভিবাদন করি ; আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে, অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্তব্য-বিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন । দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে বালকগণ ! তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও গুণ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে, সেই মহাতেজাঃ এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন । কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল । মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বৃথিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন । ইতিপূর্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের

হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া সংপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন । তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক বথোচিত সংকার করিয়া সাদর সস্তাষণে কুশলপ্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন,—হে মহাত্মন ! পূর্ব্বে আমি ধনুর্বেদশিক্ষার্থে মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকটে গমন করিয়াছিলাম । তথায় গিয়া ব্রহ্মচার্য্য গ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাদারণ পূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া বহুবৎসর বাস করিয়াছিলাম । হে ভীষ্ম ! ঐ সময়ে পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অন্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত । এইরূপে বাম্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার পরমোপকারী প্রিয় সখা হইয়া উঠিল । সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয়বাক্য বলিত ও আমার প্রিয়কার্য্য করিত । একদা আমাকে কহিল, হে দ্রোণ ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র । তিনি যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, সম্পত্তি ও সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে । দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিনমধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিল । গমনকালে আমি তাঁহাকে সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম । কিন্তু তদবধি তাঁহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরুক রহিল ।

হে শান্তনুতনয় ! কিছুদিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুঞ্জলাভা-কাজ্জায় গৌতমনন্দিনী কুপীকে বিবাহ করিলাম । ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘ-কেশা, পরমপ্রজ্ঞা, মহাত্ততা এবং অমিহোত্তর, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা । কিয়দ্দিনান্তর কুপীর গর্ভে আমার অশ্বখামা নামে মহাবিক্রমশালী আদিত্য-সমতেজা এক পুত্র জন্মিল । পিত্তা যেমন আমাকে পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বখামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম । একদা অশ্বখামা ধনিকদিগের পুত্রগণকে ছুঙ্কপান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া বোজন করিতে লাগিল ; তদর্শনে আমার মন নিঃসন্ত চঞ্চল হইল ।

তখন আমি ধৰ্ম্মানপেত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর স্থলে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাবী দেখিতে পাইলাম না, পরিশেষে বিষমগনে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলাম । তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া “এই দুগ্ধ, ইহা পান কর” বলিয়া অশ্বখামাকে লোভ দেখাইতেছে । বালকগণ অশ্বখামাও উহা পান করিয়া দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে । বালকগণ “ধনহীন দ্রোণকে ধিক্, যাহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে” এই বলিয়া তাহাকে বারংবার উপহাস করিতেছে । হে গাঙ্গেয় ! স্বীয় সন্তানের সেই দুঃবস্থা দর্শনে এবং অত্যাচার বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একবারে দগ্ধ হইয়া গেল । আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্বে নির্ধনতাজন্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই । হে ভীষ্ম ! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্বস্মেহানুসারে পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম । পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিযুক্ত হইয়াছেন । তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থমুগ্ধ হইলাম । পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক পূর্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি । দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, হে ব্রহ্মণ ! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া স্তুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই ; পূর্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তুমি আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও ; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রি-য়ের সখা হইতে পারে না ; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত ; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয় । সখ্য চিরকাল সমভাবে থাকিবার নহে । ইং কাল, নভুবা পরস্পরের ক্রোধ উহাকে বিনাশ করে । তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর । পূর্বে

তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনমাত্র । যেমন মুর্থের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট । অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্বের সখ্য বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ ? হে মন্দাত্মন ! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীনলোকের সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা কি তুমি জ্ঞান না ? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্বের সখ্য আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ ? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাজ্যের নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি ।

হে শাস্তমুতনয় ! দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটুক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল । আমি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম । হে ভীষ্ম ! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি সুরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান্ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম । এক্ষণে তোমাকে সস্বর্জন করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি । বল, তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে ? মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহাত্মন ! শরাসনের গুণ মোচন করুন ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যকরূপে অস্ত্রশিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম স্নেহভোগ করুন । কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে । আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন । হে ব্রহ্মন ! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন । হে বিপ্রর্ষে ! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদুচ্ছাক্রমে এখানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ।

দ্ব্যজ্ঞিশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহামুভব ভীষ্ম কর্তৃক সংকৃত হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্র-

দিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দেশ করিয়া দিলেন । তৎপরে কৌরব, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সংস্ফটচিত্তে তাঁহাদিগকে অস্ত্রবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন,—হে শিষ্য-গণ ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর । তাহা শুনিয়া দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাবে অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অৰ্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন,—মহাশয় ! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, সন্দেহ নাই । আচার্য্য দ্রোণ অৰ্জ্জুনের অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহাবীৰ্য্য আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন । এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থে দেশ দেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন । কর্ণ অৰ্জ্জুনের সহিত স্পর্ধা করিয়া দুর্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অৰ্জ্জুন ভূজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্বেদ-শিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন । দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অৰ্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অমুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাগিত বাণ ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এমন এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন ; কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এই মানসে নিজ পুত্র অশ্বখামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন । মহামতি দ্রোণ, রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বখামাকে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন । অৰ্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বখামার সহিত সমকালে গুরুসমিধানে সমাগত হইতেন । স্তমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্বখামার সহিত সমকালে আগমন করিতেন বলিয়া, তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই

ন্যূন হইলেন না । তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন । এইরূপে অর্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে অর্জুনকে উৎসাহসম্পন্ন দেখিয়া সুপকারিণীকে আহ্বানপূর্বক নির্জনে কহিলেন,—হে বিজয়ে ! তুমি অর্জুনকে অন্ধকারে অন্ন উপযোগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে প্রতিষেধ করিলাম, ইহা কদাচ অর্জুনের নিকটে প্রকাশ করিও না । একদা অর্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অবসরে প্রবলবেগে কাত্য উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা সহসা নির্বাপিত হইল । দীপ নির্বাণ হইলে তাঁহার হস্ত অভ্যাসবশতঃ আশ্র্যদেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল । তখন তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই বলবৎ হইয়া উঠে । এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্বেদ অনুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন । তাঁহার জ্যানির্যোম শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—বৎস ! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্ধর বাহাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব, এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আকৃষ্ট এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর, প্রাস ও শক্তি প্রয়োগ এবং সক্ষীর্ণ যুদ্ধে কৌশলসম্পন্ন করিলেন । দ্রোণের সংগ্রামনৈপুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার ধনুর্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, দ্রোণসম্মিধানে সমাগত হইল ; কিন্তু সে অম্পৃশ্য স্লেচ্ছজাতি; সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত ; এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্বেদে দীক্ষিত করিলেন না । তখন নিষাদরাজতনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় যুগ্ময় এক দ্রোণ নির্মাণ ও তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণপূর্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল । এইরূপে সে অচিরকাল মধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য হইয়া উঠিল ।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে যুগয়ার্থ নির্গত হইলেন । একজন আপনার কুকুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল । কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুকুর যুগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদরাজতনয়ের সম্মিধানে সমুপস্থিত হইল । সেই কুকুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিনজটাদারী নিষাদরাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতায় পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিকরে এককালে সাতটি শর নির্ক্ষেপ করিল । কুকুর আশ্রয়বিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসম্মিধানে আগমন করিল । পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দবেধিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করিতে দেখিলেন । পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে বীরবর ! তুমি কে ? কাহার পুত্র ? একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্বেদ অনুশীলন করিতেছি ।

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় লইয়া পুনর্বীর নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসম্মিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অদ্যোপাত্ত সগুদায় নিবেদন করিলেন । তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জুন বিনীতবচনে নির্জ্ঞানে ছোণকে কহিলেন,—ওরো ! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার অগ্র কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে । নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্বেদে আমা অপেক্ষাও সমাধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । তখন অর্জুনমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না । পরিশেষে অর্জুনসমভিব্যাহারে অরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটীচীরধারী, মলিনকলেবর নিষাদরাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বণবর্ষণ করিতেছে । এই অবসরে

দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন । সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন ও পাদবন্দনপূর্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল এবং বিধানামুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল । তখন দ্রোণ কহিলেন,—হে বীর ! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর । তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, ভগবন্ ! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আশ্রা করুন । তখন দ্রোণ কহিলেন,—হে বীর ! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর । সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিল । তৎপরে অপর অঙ্গুলি দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে ।

অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন । তখন তাঁহার অপকর্ষবিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল । এই ধর্য্যধামে অর্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবেক না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষা হইল । ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন । অশ্বখামা সর্ব্ব রহস্ত্রে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন । নকুল ও সহদেব ইহারা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন । অর্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে এই সমাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন, অর্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন । দুরাত্মা ধর্ত্তিরাত্ত্রে বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল ।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পী দ্বারা একটি কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন । পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

হে রাজপুত্রগণ ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আমার আদেশ-
বাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করি-
তেছি ; মদীয় বাক্য অবমান না হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া
ভূতলে পতিত কর । এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ
করিলেন, হে চুর্কধ ! তুমি শরসন্ধান করিয়া আমার বাক্যের সমকালে বাণ
ত্যাগ কর । তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুঃগ্রহণ পূর্বক লক্ষ্যকে
উদ্দেশ্য করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । তৎপরে আচার্য্য দ্রোণ কুরুনন্দন
যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কহিলেন, তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে
নিরীক্ষণ কর । যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি দেখিতেছি । দ্রোণ
পুনর্ব্বার কহিলেন হে ধর্ম্মনন্দন ! তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন
ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আমি এই
বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করি-
তেছি । তখন দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ
করিতে পারিবে না, এ স্থান হইতে অপস্থত হও । এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে
তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর
প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন ।

ব্রহ্মসিংহাধিকশততম অধ্যায় ।

৩৩২

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর দ্রোণ হস্তযুগ্মে অর্জুনকে
কহিলেন, বৎস ! এইবারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব
ধনুকে গুণ রোপণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর । আমার বাক্যাবমান না
হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ কর । অর্জুন গুরুবাক্যানুসারে
শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাংশ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন । তখন
দ্রোণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস !
বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ ? তাহা
শুনিয়া অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরী-
ক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি । অনন্তর দ্রোণ

শ্রী তমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন বৎস ! শকুন্তকে সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিতেছ ? অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, 'না, আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি । তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের এইরূপ বাকচাতুরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস ! তবে লক্ষ্য বেধ কর ; এই কথা বলিবামাত্র অর্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জুনের খরদ্বার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । তাদৃশ অসাধারণ কন্স সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদরাজকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন ।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন । তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণের জজ্ঞাদেশ গ্রহণ করিল । তিনি স্বর্কার্য্যপ্রভাবে কুম্ভীর হস্ত হইতে জজ্ঞা মোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে সসন্ত্রমে আদেশ করিলেন, হে শিষ্যগণ ! তোমরা কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর । তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জুন দুর্নিবার ও খরদ্বার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্তব্যতোবিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্তার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন । তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন ।

কুম্ভীর অর্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া দ্রোণের জজ্ঞা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । অনন্তর ভারদ্বাজ দ্রোণ, মহারণ অর্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরাঃ নামে এই অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু বৎস ! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না ; কারণ, অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে । এই অস্ত্র সামান্য অস্ত্র নহে ; অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর । দেখিও, আমি সত্য কহিলাম, সেব তাহার সত্যথা না হয় । হে বীর ! যদি কোন অমানুষ

শত্রু সংগ্রামে সহস্রা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অজ্ঞান তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস ! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্ধর আর কেহই জন্মিবে না।

চতুর্দ্বিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রভ্রাজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সম্মিথানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্রে দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিলেন। মহাশয় ! এ সময় অস্ত্রশিক্ষাদর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নিৰ্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন ; কদাচ আপনকার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজ আমার অন্ধতানিবন্ধন নির্বেদের উদয় হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক, কুমারেরা যে সকল চক্ষুস্থান ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সাম্বিধ্যলাভের একান্ত অভিলাষ করি। এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মবৎসল ! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সহস্র হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন ; এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরুণুল্লবিহীন, স্পরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্তবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্রযোগসম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করত ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোক-

দিগের অবলোকনार्थ স্বরম্য গৃহ সকল নির্মাণ করিল । পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল ।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্ৰীগণসমভি-
ব্যাহারে রূপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈভূর্য্য-
মণিশোভিত স্ববর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন । মহাভাগা গান্ধারী,
কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ-
সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
প্রভৃতি চাতুর্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অন্ত্রশিক্ষাদর্শনার্থী হইয়া রাজধানী
হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । ঋণকালমধ্যে রঙ্গ-
ভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল ; তৎপরে বাদ্যকরেরা
মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল ।
অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের
ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । এই অবসরে শুক্লাশ্বরধারী, শুক্ল-
কেশ, শুক্লযজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লশ্রাব্য, শুক্লচন্দনামূলিপুঙ্কলেবর মহামুত্তব
দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বখামার সহিত
জলধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন
এবং যথানির্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান পূর্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্ৰজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক
মাস্তুলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন । পুণ্যকর্ম্ম সমাধানান্তে অনুচরেরা
অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল ।

অনন্তর মহাবীৰ্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিদ্রে বন্ধনপূর্বক
বন্ধতুণ ও বন্ধপরিধারক হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্বাণ
লইয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন । পরে অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র
সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কেহ শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে
লাগিল ; কেহ বা অদ্বুতবীৰ্য্য অর্জুনের দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল । রাজ-
কুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য
ভেদ করিলেন । তখন দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মকধারী অদ্বুতরূপ কুমারসেনা
সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি-
লেন । মহাবল কুমারবল তৎকালে কার্ম্মকদ্বারা অস্থিরলক্ষ্যপাত প্রভৃতি

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বার-
ম্বার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ; খড়্গ, চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক
কখন গজ, কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহ্যযুদ্ধ সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা একমাত্র খড়্গগদা কৌশলক্রমে অনেকান্ত
নিবারণ করিলেন । নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান খড়্গের অংশুমণ্ডল ইত্যন্তঃ বিস্তীর্ণ
হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল । এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের
নির্ভীকতা প্রকাশ পাইল । তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্থলিত
হইল না ; তাঁহারা অসিপ্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন ; এই সমস্ত দেখিয়া
রঙ্গস্থ লোকসমুদায় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল । অনন্তর মহাবল
পরাক্রান্ত দুর্ঘ্যোধন ও ভীম উভয়ে বন্ধপারিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ
অভ্যুত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন । মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করি-
ণীর নিমিত্ত চীৎকার করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর
গর্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ
করিতে লাগিলেন । তৎপরে তাঁহারা গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলা-
কারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । বিহ্বর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী
গান্ধারীর সম্মিথানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! দুর্ঘ্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রঙ্গস্থলে
প্রবেশ করিলে উভয়পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান
হইল । তৎপরে দর্শকেরা হা বীর কুরুরাজ ! হা ভীম ! এই বলিয়া মহান্
কোলাহল করিতে লাগিল । ধীমান্ জ্ঞেয় সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের
ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বখামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
বৎস ! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর ;
দেখিও, যেন ভীম ও দুর্ঘ্যোধনের ক্রোধ উদ্ভেক না হয় । অশ্বখামা পিতার
অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধ, অস্ত্রোনিধির ন্যায় গদা-
যুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন । তৎপরে জ্ঞেয়চার্য্য
রঙ্গপ্রান্ত্রে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক

কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর ; হে দর্শকগণ ! তোমরা ইহাকে দর্শন কর । তখন অর্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোদালতার অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণপূর্বক ধনুর্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসমিহিত ইন্দ্রাশ্বখালঙ্কৃত সঙ্ঘ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন ; তদর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । এই অবসরে চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । অনন্তর ‘ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন’ ‘ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়’ ‘ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র’ ‘ইনিই কৌরবগণের স্বর্গক’ ‘ইনি অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ ‘ইনি পরম ধার্মিক’ ‘ইনি অতিশয় স্ত্রীল’ দর্শকগণকৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল । পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবার্পস্তুদ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল ।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অবগণোচর হইলে তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদুর ! উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলাহল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উথিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে ? বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সাংগ্রামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উথিত হইল । তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! আমি কুন্তীগর্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম ।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোক সকল সম্ভুক্ত হইলে মহাবীর অর্জুন আচার্য্য দ্রোণসমিধানে আপনার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্বক জল সৃষ্টি করিলেন । তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জ্বলাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন । ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্বত্যাস্ত্র দ্বারা পর্বত সৃষ্টি করিলেন । অস্ত্র-দ্বীপাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রহীত হইলেন । তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন ব্রহ্ম, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন । অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জুন বিবিধ বাণদ্বারা

জুম্মার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্যসকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনি জমগণীল নৌহময় বরাহের মুখে এককালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের স্তায় নিক্ষেপ করিলেন । তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লঙ্ঘিত গোবিষাগকোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন । এইরূপে অসিচর্যা, ধনু ও যদাশিকার আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্যকোলাহল নিস্তরুণায় হইল । এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্মা-ক্ষোভন দ্বারদেশ হইতে উদ্ভিত ও ঞ্জত হইতে লাগিল, ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা, 'ইহা কি বিদীর্ণ পর্বতের ? না দলিত ভূতলের ? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব ঞ্জত হইতেছে', এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল । দুর্যোধন পদামাত্রদস্য ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্বকালে অগ্রসংগ্রামে দেবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের স্তায় শোভমান হইলেন । সেই সময়ে পঞ্চতার-প্রথিত হস্তাসংযুক্ত চন্দ্রের স্তায় পঞ্চপাণ্ডবপরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতে ছিলেন । তিনি অশ্বখামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উদ্ভিত দুর্যোধনকে নিবারণ করিলেন ।

ষট্‌ত্রিংশদশিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,— মহারাজ ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন । তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত । তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্বতের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তিনি সূর্যের ওরসে কুমারী কুন্তীর পর্কে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না । দীপ্তি, কাস্তি ও ত্র্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য ও অনলের তুল্য ছিলেন । তিনি যুগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন । তিনি উন্নতকায় ও সর্বদাঙ্গসুন্দর ছিলেন । সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি-সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন । রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া

নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল এবং 'ইনি কে' ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অস্ত্রাত ভ্রাতা অৰ্জ্জুনকে জলধর-গভীরস্বরে কহিলেন, হে পার্শ্ব ! তুমি যেরূপ কৰ্ম্ম করিয়াছ, সৰ্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

তাহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দিক্ হইতে দর্শকেরা যস্ত্রোৎক্লিষ্টের ন্যায় স্তম্ভর উদ্ভিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্ঘ্যোধনের শ্রীতি ও অৰ্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্বেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নিদেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অৰ্জ্জুন যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্ঘ্যোধন ভ্রাতৃগণ সমাভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর। তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, প্রভো ! বোধ হয়, আমি আমার কর্তব্য কৰ্ম্ম সমুদায়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অৰ্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন দুর্ঘ্যোধন কহিলেন, ভাল, এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষ পক্ষের মন্তকে পদার্পণ করিয়া পরমস্বখে কালাতিপাত করিও। দুর্ঘ্যোধনের এইরূপ উক্ত বাক্যে উত্তেজিত ও ক্লিপ্তপ্রায় হইয়া অৰ্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, রে কর্ণ ! যাহারা অনাহুত হইয়া উপদেশ প্রদান করে ও যাহারা অনাহুত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। তখন কর্ণ প্রত্যাশ্রয় করিলেন, হে অৰ্জ্জুন ! দেখ, এই রক্তভূমি সাধারণের অধিকৃত ; স্ততরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিকল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অৰ্জ্জুন প্রাচীর্য্য দ্রোণকর্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণকর্তৃক আলিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ, দুর্ঘ্যোধন ও

তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ধার ধারণপূর্বক সমরাস্থানে অবতীর্ণ হইলেন । তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সৌদামিনী-পরিবেষ্টিত, বলাকাশোভিনী মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জন করিতে লাগিল । তাহার পর ভগবান্ ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন । অর্জুন মেঘের স্থশীতলচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সম্ভ্রান্ত হইতে লাগিলেন । যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, যে দিকে অর্জুন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন । এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক একপক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল । এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন । সর্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মুচ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে স্থশীতল জলসেচনদ্বারা পরিচর্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন । কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হইলেন । তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে ধনুর্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন । হে মহাবাহো ! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোন্মেষ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল । তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ, রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না ।

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন । তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্রিপ্ত স্নকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য ! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সংকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনসমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায় । তথাচ যদি অর্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি ।

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাক্ষনয় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্বক

মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও স্তব্ধদ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মন্তকে-
পরি ছত্র ধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামরব্যঞ্জন এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল । তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদরসম্ভাষণপূর্বক দুর্ঘ্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতীদান করিব ? বল, এক্ষণে আমার প্রত্ন্যপকার করিবার ক্ষমতা আছে । দুর্ঘ্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ ! এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার বাসনা করি । কর্ণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর কর্ণের জনক অধিরথ সূত যশ্শাক্তকলেবর ও স্থলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া কম্পিতকলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন । মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক তদীয় গৌরবরক্ষার্থে অভিষেকার্জ মন্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । পুত্রবৎসল সারথি সসন্ত্রমে বস্ত্রদ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন এক অভিষেক-জলক্ষালিত তদীয় মন্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত করিলেন । তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, হে সূতনন্দন ! রণে অর্জুনহস্তে প্রাণবিসর্জ্ঞন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়-স্কর নহে । বরং শীঘ্রই কুলোচিত বস্ত্র গ্রহণ কর । রে নরাক্ষয় ! জ্ঞাতশন-সমিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুকুরের অবলেহনযোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্ । তদীয় এতাদৃশ উদ্ভূত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বায়স্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাবল দুর্ঘ্যোধন মদমত কুঞ্জরের আয় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমণ্ডল হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকন্যা ভীম-

সেনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভাম ! কর্ণের প্রতি এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে । ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে ; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভব নিতান্ত দুর্জয় । দেখ, ভগবান্ জ্বলন, জলরাশি হইতে উথিত হইয়া এই চরাচর বিক্ষেপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । মহর্ষি দধীচির অস্থি হইতে অশ্বরকুলনাশক বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে । অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইহাদিগের পুত্র কাতিকেষয় অসাধারণ পরাক্রমশালী । ষাঁহার ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন । মহানুভব জ্ঞোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন । গৌতমবংশে শরস্তুত্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন । আর তোমাদিগের ঘেরূপে জন্মলাভ হইয়াছে তাহা আমাদের অগোচর নাই ; যেমন যুগীর্গর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্বলক্ষণসংযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও তদ্রূপ সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন । কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়, ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন । কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে ষাঁহার বিদ্রোহ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন ।

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদসহকৃত হাহাকার ধ্বনি উথিত হইল । এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন । তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিজ্রাস্ত হইলেন । এদিকে পাণ্ডবেরা জ্ঞোণ, কূপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন । দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপনাপন আবাসে প্রস্থান করিল । এই অবসরে দিব্যলক্ষণ-লক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে গর্ভজাত পুত্ররোধে ভোজ-দুহিতা কুম্ভীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল । কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জুনভয় তিরোহিত হইল । ধর্ম্মবৈদেহী কর্ণও দুর্য্যোধনকে সাস্থনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন । যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধর্ম্মধর বলিয়া স্থির করিলেন ।

অষ্টাংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! দ্রোণাচার্য্য, পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়-দিগকে ধনুর্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন । পরে শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্রে হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে । শিষ্যগণ “তথাস্তু” বলিয়া গুরুবাক্যে অঙ্গীকার করত তৎক্ষণেই দক্ষিণাদানার্থ আচার্য্য দ্রোণ সমভিব্যাহারে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন । অনতিবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণপূর্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নষ্ট করিলেন এবং মহাতেজাঃ দ্রুপদরাজের রাজধানী উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন । দুৰ্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জনসন্ধ, সুলোচন, ইহারা ও অন্যান্য অনেকানেক রাজকুমারেরা ব্যগ্রতা সহকারে “আমিই অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব” বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন । তৎপরে রাজকুমারেরা রথারোহণপূর্বক সারথিসমভিব্যাহারে নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন । তৎপরে মহারাজ যজ্ঞসেন বর্ষ্য পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন । বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত শরক্ষেপ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । যজ্ঞসেন শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোররূপে শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্বেক দর্শনে পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া দ্রোণকে কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! কুমারগণ আজ্ঞানুরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব ; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা দ্রুপদরাজকে রণে পরাজয় করিতে পারিবে না, এই বলিয়া অর্জুন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নগরীর বহির্ভাগে অর্ধকোশ অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে দ্রুপদরাজ কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিস্তীর্ণ করিয়া কৌরবসৈন্যকে

মোহাবিষ্ট করিলেন । কৌরবগণ, রথারোহণপূর্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্ত একমাত্র ক্রপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিলেন । ক্রপদের স্ত্রীক্লেশর চতুর্দিকে প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল । ইত্যবসরে স্বন্দাবার হইতে সিংহনাদ, সদৃশ শঙ্খধ্বনি এবং ভেরী যুদ্ধ প্রভৃতি অতি স্তম্ভুর বাদ্য বারম্বার ধ্বনিত হইতে লাগিল । তাঁহাদিগের শরাসনধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল । দুর্ঘ্যোধন, বিকর্ণ, স্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন ইহারা রোষ-পরবশ হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । দুর্জয় ক্রপদরাজ পার্শ্বদেহে বাণ-বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষ সেনাগণকে দক্ষপ্রায় করিলেন এবং দুর্ঘ্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও অন্যান্যকানেক প্রথিত মহাবীর রাজকুমারদিগকে জর্জরিত করিলেন । তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুঘল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । তখন নগরবাসী আবালবৃদ্ধগণ সেই তুমুল যুদ্ধকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা তাদৃশ ভীষণ ও লোমহর্ষণ কলরব শ্রবণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্বক রথে আরোহণ করিলেন । অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীস্বত নকুল ও সহদেবকে চক্রবৃহৎ রক্ষায় নিয়োগ করিলেন । ভীমসেন গদা ধারণ করিয়া সর্বদা সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন । কুন্তীনন্দন অর্জুন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্বক তদীয় নির্ঘোষে দিগ্‌মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া বায়ুবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন । তৎপরে ভীমসেন পাঞ্চালরাজের উচ্ছলিত সাগরসম শব্দায়মান সেনাসাগর মধ্যে দণ্ডারী অন্তকের শ্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণপূর্বক কুঞ্জরবল চূর্ণ করিতে ধাবমান হইলেন । অদ্বৈতবীৰ্য্য অর্জুন ও সাক্ষাৎ কালাস্তক যমের শ্যায় গদা হস্তে লইয়া হস্তিদল সংহার করিতে লাগিলেন । উত্তমুর্শৈলশৃঙ্গকল্প কুঞ্জরবল ভীমের গদাঘাতে ভয়মন্তক হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বজ্রাহত পর্বতের শ্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । এইরূপে ভীম হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমুদায় ভূমিসাৎ করিলেন । মেঘন বনमध्ये গোপাল বালকেরা পশুগণকে দণ্ড দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, বৃকোদর সেইরূপে রথ ও নাগবল চালনা করিতে লাগিলেন ।

যুগান্তানলকল্প মহাবীৰ্য্য অৰ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ শরজাল দ্বারা দ্রুপদকলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ করিলেন । অনন্তর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরপুরুষেরা জাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিক্ হইতে নানাবিধ বাণ দ্বারা অৰ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল এবং সিংহনাদ করত অৰ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল । ফলতঃ এই যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল । বীরগণের সিংহনাদ দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল । অৰ্জুন শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । তিনি উপযু্যপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, স্তূর্ত্তাং বিপক্ষেরা তাঁহার গাত্রে আঘাত করিতে নিতান্ত অক্ষম হইল । এই অবসরে সিংহনাদসহকৃত সাধুবাদ উদ্ভিত হইল । তৎপরে শম্বরাস্বর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিতের সহিত অতি সত্বরে অৰ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন । অৰ্জুন শরবর্ষণ দ্বারা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে আচ্ছন্ন করিলেন । অনন্তর পাঞ্চালসৈন্য মধ্যে ভূমূল কোলাহল উদ্ভিত হইল । মৃগরাজ সিংহ যেমন অরণ্যমধ্যে যুথপতি হস্তীকে শীকার করিতে উদ্যত হয়, সত্য-বিক্রম সত্যজিৎ অৰ্জুনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সেইরূপে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অৰ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন । তৎপরে পাঞ্চালরাজ এক শত শরদ্বারা অৰ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন । মহারথ অৰ্জুন বাণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াও মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সত্যজিতের ধনুর্জ্যা ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভি-গমন করিলেন । অনন্তর সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সত্বরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন । তাঁহাকে এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া অৰ্জুনের অন্তঃকরণে ঈর্ষার সঞ্চার হইল । তৎপরে অৰ্জুন তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ সত্বর শর পরিত্যাগ করিলেন । অৰ্জুনের স্তূতীক শরদ্বারা তদীয় অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, পার্শ্ব ও সারথি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল । ধনু ছিন্ন হইলে সত্যজিৎ অপর এক ধনু গ্রহণ করিলেন এবং রথে পুনর্বার আশ্বযোজনা করিলেন, কিন্তু তিনি অৰ্জুনের সম্মুখে যাইতে সাহস করিতে পারিলেন না । দ্রুপদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত দেখিয়া প্রবলবেগে অৰ্জুনের

উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অর্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । পরে অর্জুন দ্রুপদের ধনু ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক ভূতলে পাতিত করিয়া পাঁচ বাণহারা তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । তৎপরে ধনুর্বান-পরিত্যাগ করিয়া করে করবাল ধারণপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রথে আরোহণ ও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ।

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । অর্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । রাজকুমারেরা অর্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন অর্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্ঘ্য ! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন । মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দে ক্ষান্ত হইলেন । কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিশ্কিন্দ্রাত্ম তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না । পরিশেষে তাঁহার রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন । দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভয়দর্প, হতসর্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক কহিলেন, হে দ্রুপদ-রাজ ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষ পক্ষের হস্তগত দেখ, এক্ষণে তুমি সখ্যতা সহকারে কি বাসনা কর ? আমি তাহা সফল করিব । এই কথা কহিয়া দ্রোণ হস্তমুখে পুনর্বীর কহিলেন, হে বীর ! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না ; আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ত্রীড়্য করিয়াছিলাম ; সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে । হে মহারাজ ! তোমার সহিত পুনরায় সখ্যতা সংস্থাপন করিবার বাসনা করি । এজন্য তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্বীর রাজ্য্যর্দ্ধ লাভ করিবে । তুমি পূর্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজ্য নহে, সে রাজ্যের সখা হইতে পারে না । হে বজ্রসেন ! এই কারণে তোমাকে পুনরায় রাজ্য্যর্দ্ধ প্রদান করিলাম । এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর

দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম, যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর । তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে । আমি মহাশয়ের বাক্যে পরম প্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনকার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি ।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সৎকার করিয়া রাজ্য্যার্ক প্রদান করিলেন । দ্রুপদ বিষমমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ-সম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন । দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্ডী নদীপর্য্যন্ত দক্ষিণপাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন । দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রহ্মবলে পুঞ্জলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে অর্জুন জনপদসম্পন্ন অহিচ্ছত্রাপুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন ।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, শৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনুশাসন, ভৃত্যানুকম্পা, স্থিরসৌহার্দ প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি এককালে তিরোহিত করিলেন । ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশমুদ্র হইয়া রহিলেন । অর্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন । লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল, তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী

হইয়াছিলেন । তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপবিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল । জীবলোকে অৰ্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সৰ্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন ।

একদা দ্রোণ কৌরবীসভায় অৰ্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমার গুরু অগ্নিবেশ, অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন । এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন, বৎস ! আমি তপোবলে ব্রহ্ম-শিরঃ নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শিষ্যপুৰুষ্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি ; ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে । গুরু-দেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীৰ্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, ‘বৎস ! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণবীৰ্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না ।’ এক্ষণে এই দিব্যস্ত্র প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না ; কিন্তু বৎস ! মূনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অগ্ৰথা না হয় । জ্ঞাতি-সম্প্রদায়-সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে । অৰ্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন । তৎপরে আচার্য্য পুনর্বার কহিলেন, হে অৰ্জ্জুন ! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর । অৰ্জ্জুন ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । জীবলোকে অৰ্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সৰ্ব্বত্র উথিত হইল ; ফলতঃ অৰ্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্যা, রথ ও ধনুযুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন । ন্যায়পর সহদেব উশনাপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্ভদ হইয়া রহিলেন । ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । পাণ্ডবেরা গুরুর্বাদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিলেন । সৌবীর বৎসরত্ৰয়ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি সৰ্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি ঘ্ৰেষণপ্রকাশ করিতেন । বিচিত্রবীৰ্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু বাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অৰ্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীরকে শাসন করিলেন । তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয়

দভাগিত বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্রনামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল । অর্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অযুতরথ ও পশ্চিমদেশবাসীদিগকে পরাজয় করেন । তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌ও জয় করিলেন এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন । পূর্বকালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন ।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদায় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল; তিনি তদ্বিষয়িণী বলবর্তী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে স্নেহে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না ।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তাহিত হইলেন । তৎপরে মন্ত্রস্ত্র নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়া-পরবশ হইতেছি ; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব ? তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্তথা করিব না । প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, মহারাজ ! আমি যাহা কহি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ; কিন্তু মহারাজ ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না । রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে । যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষবলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক । তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রক্ষা দ্বৈবণে তৎপর হইবেন এবং জনগণের ভ্রংশ-হত্যা প্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন । রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যত-দণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ডদ্বারা সর্বকর্মের সমাধা করিবেন । রাজার আবলিহীন গোপন ও পরচ্ছিন্নের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং তাঁহার সহায় সাধন

ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যাস্ত্রের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সম্বরণ করা একান্ত বিধেয় । কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্তব্য ; কারণ, অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ত্রণকর হইয়া উঠে । অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় । আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার স্তুবিধা হয়, তাহাই করিবেন । শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোন ক্রমে অবজ্ঞেয় নহে । কারণ, সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারেন । সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন । শরাসন তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন এবং যুগের শ্রায় সাবধান হইয়া আত্ম-রক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন । তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন । কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না । পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন । শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্ধিগ্ধ হওয়া যায় । শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ক্রটি করিবেন না । প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন । পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন । সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয় । মহারাজ ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্র সকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে ? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরচ্ছিন্ন দর্শনে তৎপর হইবেন । নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক্ ব্যবহার করিবেন । অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায় রত্ন পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া পরে বৃক্কের শ্রায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন । অর্থসংগ্রহ বিষয়ে শৌচই অক্লেশ্বরূপ হয়, তদ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া স্থপক ফল গ্রহণ করিবেন ; কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে সন্ধে বধন করিবে । অনন্তর নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ মুখ্য ঘটকে প্রস্তরো-

পরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে ।
বহুভাষী ও রূপণ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব
প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ ; প্রভূত যেক্ষেপে হউক, তাহাকে বিনষ্ট
করিবে ; অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রু
সংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তি লাভ হয় ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক ! সন্ধি, দান, ভেদ
ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে
আনুপূর্বিক সমুদায় বল । কণিক কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে নীতিশাস্ত্র-
বিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেক্ষেপ ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্বিক সমুদায় বর্ণন
করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

কোন বনে এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, উন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর
সহিত একত্র বাস করিত । জম্বুক অতিশয় ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও স্বার্থপরায়ণ
ছিল । তাহারা একদা বনমধ্যে যুথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক
আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান,
এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভিষ্টসাধনে নিতান্ত অসম্মত হইলে পরি-
শেষে জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র ! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান ;
সুতরাং তুমি বারম্বার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে
না ; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মুষিক গিয়া
ঐ হরিণের পাদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে ইহাকে গ্রহণ
করিতে পারিবে । তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ
করিব । তাহারা সকলে একতানমনে জম্বুকের পরামর্শে সন্মত হইল । অনন্তর
তাহাদিগের আদেশানুসারে মুষিক গিয়া মৃগের পদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র
তাহাকে বণ করিল । তখন জম্বুক, মৃগকলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া
কহিল, ওহে ! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করি-
তেছি । তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল ।
শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল । অনন্তর মহাবল
ব্যাঘ্র সর্বপ্রথমে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া
কহিল, হে জম্বুক ! ভাই আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি

কি কারণে শোক করিতেছ ? আইস, আমরা যুগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো ! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য এই যুগকে বধ করিয়াছি, ব্যাত্ত্রের বলবিক্রমে ধিক্ ! আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্বপূর্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল ; এই কারণে যুগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই। তখন ব্যাত্ত্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক ! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বন্যেরদিগকে ধিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে ; এই বলিয়া ব্যাত্ত্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক ! তোমার মঙ্গল ত ? বুক যাহা কহিয়াছে শুন, তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই যুগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই ; এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি ; এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুকাল পরে বুক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই ! ব্যাত্ত্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, স্ততরাং তোমার অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; তিনি কলত্রসহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর। তখন পিশিতাশন বুক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও শঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল ! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত যুগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক ! ব্যাত্ত্র, বুক ও বুদ্ধিমান মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, স্ততরাং তুমি সর্বাপেক্ষা

বলবান্, সন্দেহ নাই । অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই ; চলিলাম, এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল । এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরমস্বখে যুগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল । যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল স্তম্ভভোগ করিয়া থাকেন । ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুপ্তকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বলপ্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে । মহারাজ ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন ; পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে । শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয় ; কদাচ উপেক্ষা করিবে না । কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্ধিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রী লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন । আর যদি গুরুও অবলিপ্ত, কার্য্যাকাৰ্য্যজ্ঞান-শূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে । ক্রোধোদ্বেগ হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্বদা মহাস্ত্র আশ্রয়ে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে । কোপাত্তাপ্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না । প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি শ্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে । প্রহার করিয়া কৃপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃত ব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয় । শাস্ত্রবাক্য, ধর্মোপদেশ ও সদ্ভাবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে । এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্ত্যধাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে ; ইহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবেক না । যেমন কুম্ভবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত্ত হইয়া থাকে ; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না । যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে । আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্বাদিত করিবে । অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্বদা শঙ্কা করা

উচিত, কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিদ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এবং বিদ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না ; যেহেতু বিদ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অশ্বের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রকৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন, পানাগার, পথ, সর্বসীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্বত, বন, সর্বসমরায় ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে! হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্বদা সহাস্তমুখে, মিষ্টবাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে ; কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সাস্ত্রবাদ, পাদবন্দন ও আশা করিবেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিভ্রান্তান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে, কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্টসিদ্ধি কর, তাহাও সম্বরে করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কামদ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্মদ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সাস্ত্রবাদ প্রয়োগ ও সর্ববিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণের সহিত মন্ত্রণা করিবে ; যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, মুড়ুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়াক্রান্ত না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই ; সংশয়াক্রান্ত হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক স্তুতাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান কখন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে ; নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পাণ্ডিত্যে ধনদানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শক্রর সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিজস্ব নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃদ্ধাগ্রে প্রমত্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হবেন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক

নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সম্বরণ করিয়া চরদ্বারা সর্ববিষয় অবধারণ করিবে । পরমর্শবিদারণ, দারুণ কর্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না । শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিষ্ট, অন্নপানবিবর্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে । অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না । যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত স্বকঠিন । সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে । সম্পদ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয় । এইরূপ লোকের কার্য কি শত্রু, কি মিত্র, কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্যের উদ্যোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে । যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে ; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে । দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধনমানাদি প্রদানপূর্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার যুত্ব সংগ্রহ করিয়া রাখেন ।

অনাগত কার্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্বক তাহার অনুসরণ করিবে ; কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে । সম্পদ লাভার্থে যত্নপূর্বক স্বীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে ; কারণ, দেশকাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর । শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে । যেমন বনमध्ये বহি নিষ্কিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । যিনি অশিক্ষুলিপ্সের ন্যায় আপনাকে সঙ্কুচিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এককালে বিনাশ করিতে পারেন । প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকালব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে ; নিমিত্ত-দ্বারা বিঘ্ন ও হেতুদ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে । শত্রুসংহারকারী রক্ষাশূ-সারী অতি দারুণ সহায়সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ

সংহার করিয়া থাকেন ; অতএব মহারাজ ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্বিবাদে আপনার কার্য সাধন করিতে পারিবেন । বিশেষতঃ আপনি সৰ্ব্বকল্যাণসম্পন্ন ও কুলশীলবিশিষ্ট ; অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন । এক্ষণে যাহা কর্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্রসমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃকল্প হয়, করুন । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন ।

সম্ভব পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

জুগুহ পৰ্বাধ্যায় ।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর স্বলনন্দন শকুনি, দুর্ষোধান, দুঃশাসন ও কর্ণ দুইমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল । তদ্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিতদ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্কাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন । ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ; কুন্তী কুমারগণ সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন । ঐ তরণী বাতসহ, যন্ত্রযুক্ত, পতাকাশ্ৰুশোভিত ও সূদৃঢ় ; বায়ুবেগোচ্ছিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না । নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে শুভে ! কুরুকুলের কীর্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি ছুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উভালতরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সম্ভানগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর ; তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই । কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন । পরে বিদুরদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্বক তাঁরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্বিঘ্নে

পরম রমণীয় কানচন প্রবেশ করিলেন । এদিকে নিষাদী পঞ্চপুত্র সমভি-
 ব্যাহারে পুরোচননির্মিত জতুগৃহে শয়না ছিল । উহার ছয় জন ভ্রাতৃসহ ইহা
 গেল এবং দুর্মতি স্নেচ্ছাদম পুরোচনও ভ্রাতৃবশেষ হইল । নিষাদী ও তাহার
 পঞ্চপুত্র ভ্রাতৃভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুলী পঞ্চপুত্র সমভি-
 ব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার। যে বিদুরের পরামর্শানু-
 সারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও
 জ্ঞানিতে পারিল না । ফালা হউক, বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দন্ধ হইয়াছে
 দেখিয়া পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে
 লাগিল । পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে 'এই সমাচার পাঠাইল, হে
 কৌরব্য ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে
 দন্ধ করিয়াছ ; এক্ষণে পুত্রগণ সমভি-
 ব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ভোগ কর ।
 ধৃতরাষ্ট্র, জননীসমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ সমভি-
 ব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর
 বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! জতুগৃহ দাহ ও তাহা হইতে
 পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।
 হে ব্রহ্মন্ ! জতুগৃহ দাহ অতিশয় দুর্লভ ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার ; উহা
 শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবি-
 শেষ বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! বেরূপে জতুগৃহ দন্ধ হয় এবং পাণ্ডব-
 গণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 দুর্মতি দুর্যোগেন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জুনকে কৃতবিন্দ্য দেখিয়া
 সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল । দুরাঙ্গা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা
 পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল । পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার
 উদ্ভাবন করিতেন না ; কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য
 তাহার প্রতীকার করিতেন । এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ
 গুণসম্পন্ন দেখিয়া স্নাত্যমধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ
 করিল । তাহারা কি স্নাত্যমণ্ডলে, কি চক্রে, একত্র হইলেই কহে যে, মহাত্মা

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র । প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত বলিয়া পূর্বের রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন । সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্বের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যাশিষ্যাদি তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব । সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা ; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন । মৃত্যুহীন দুর্হ্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্বক কহিতে লাগিল, হে পিতা ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্যভোগপরাস্থ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে । হে নরনাথ ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে ; দেখুন, পূর্বের মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্তপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই । এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই স্বতঃসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল, আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব । পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্বদা নরক ভোগ করে ; অতএব হে রাজন্ ! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি, এরূপ কোন পরামর্শ করুন । হে মহারাজ ! যদি আপনি পূর্বের এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম ।

বিষয়সংক্ষেপঃ—

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—প্রজ্ঞাচক্ষুঃ নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্হ্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকাক্ত হই-

লেন । দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েকজনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন । মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, হে তাত ! যদি আপনি স্থনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এখান হইতে নির্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্বদা ধর্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন । তিনি আপনার ভোজনাদি কার্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিতেন । তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্মপরায়ণ, গুণবান, লোক-বিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয় । এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন ; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব । পাণ্ডু পূর্বের অমাত্যবর্গ, সৈন্যগণ এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই বিনাশ করিবে ।

দুর্যোধন কহিল, হে পিতঃ ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদের সহায় হইবে । এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমরাই অধীন ; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে দ্বারায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন । পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য ! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই । আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহঁারাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না । ধর্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদের ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন ; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না, অতএব যদি

আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই বা আমাদিগকে সম্মুখে উন্মূলন করিতে পরাভূত হইবেন ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত ! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সমপক্ষপাতী । দ্রোণপুত্র অশ্বখামা আমার অনুগত ; সুতরাং দ্রোণাচার্য্য ও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন । মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বখামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন । ক্ষত বিধুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষের গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে ; যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না ; অতএব মহাশয় ! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন । হে রাজন ! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিব্যরাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না ; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শাল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে ; আপনি তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্বাণ করুন ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর অনুজগণসমবেত দুর্য্যোধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল । একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয় ; তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সর্বদা বিরাজমান আছেন । এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানাদিগেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে । দৈব-ছবিপাক অখণ্ডনীয় । মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকটে কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ; অতএব

যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবাক্ষবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের স্নায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর । কিছুদিন পরমস্থখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও ।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্কাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা ‘যে আজ্ঞা মহাশয়’ বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর তিনি শান্তনুন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, ‘ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও যুদ্ব্ষরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম ; আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন ; আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদের নিকটে স্পর্শ করিতে পারিবে না । তাঁহার যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন ! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণা হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে । পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন ।

চতুঃষাঃশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্রে পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । ঐ দুঃস্বপ্নি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন ! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে ; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্ধিদ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমাভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত

সহায় আর কেহই নাই ; অতএব হে তাত ! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করি
তেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না । স্থনিপুণ উপায় দ্বারা আমার
শত্রুদিগকে বিনাশ কর ; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহার অন্যথা
না হয় । অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে
গমন করিবে । তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে
অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও । নগরে উপ-
স্থিত হইয়া উহার প্রাস্তদেশে স্নসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশাল গৃহ নিৰ্ম্মাণ
করাইয়া রাখিবে ; ত্রুহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহিভোজ্য দ্রব্য
প্রদান করাইবে । যুদ্ধিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বঙ্গা ও লাফাদি
মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে । চতুর্দিকে শণ,
তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠ প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা করিবে ; কিন্তু এই
সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা
অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া
কোনক্রমে বুঝিতে না পারে । গৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে স্তম্ভদগ্ধনসমবেত পাণ্ডব-
দিগকে ও কুম্ভকে পরম সমাদরে সন্মানপূর্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে
বাস করিতে দিবে । উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান
করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিভূক্ত হন । কিয়দ্দিন অতীত হইলে
যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই
সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে । তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণা-
বত নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহার প্রবুদ্ধ হইয়া
মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে । হে ধীমন্ !
তাহা হইলে আগাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে
কলুষিত হইতে হইবে না ।

পাপাত্মা পুরোচন দুৰ্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া
স্বীকারপূর্বক শীঘ্রগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত
নগরে গমন করিল এবং তথায় দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নিৰ্ম্মাণ
করাইতে লাগিল ।

পঞ্চচত্বারিংশদশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমনজন্ত বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ সময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিছুর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন এবং সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃ-গণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদায় প্রজা-গণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্বক বারণা-বত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিছুর প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ‘কুরুকুলকলঙ্কী বন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধন-ঞ্জয় ইহারা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্বের শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু স্বরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি ছুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।’ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃভূল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্ক-চিত্তিতে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আপনারা আমা-দিগের পরম স্বহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতি-

নিরন্তর হইল ; কার্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন । তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ‘তথাস্তু’ বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । পৌরগণ প্রতিনিরন্তর হইলে স্বেচ্ছা, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্বধন্যবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেতদ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্ঘোষাধনকৃত মন্ত্রণার মর্শ্বোদ্ঘাটনপূর্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, ‘যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পর-মর্ত্তির অভিজ্ঞ হয়, তাহার উচিত এই যে, ‘মহাতে আপদ হইতে নিস্তার পাইয়া যায়, সর্বদা এরূপ চেষ্টা করেন । তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি ইহা জানে, সে আত্মরক্ষা করিতে পারে । শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে ; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না । যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিগ্‌নির্ণয় করিতে পারে না ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না ; আমি এই কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও । সর্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিগ্‌নির্ণয় হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না ।’

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্মবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া ‘বুঝিলাম’ এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন । মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন । পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিরন্তর হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিহিতে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস ! ক্ষত জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন এবং তুমিও তাঁহাকে ‘বুঝিলাম’ বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না ; যদি প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বল ; শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে । যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীতবচনে কহিলেন, মাতঃ ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্ঘোষাধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জড়িত হইয়া কহিয়াছে, হোমের অন্যান্য সাবধান বিচার করিলে, সম্ভব

পথ উত্তমঃপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্বদা জিতেদ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্য লাভ করিতে পারিবে । আমি তাঁহার ঐ উপদেশ-বাক্য শ্রবণানন্তর, ‘বুঝিয়াছি’ বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম । হে নৃপতি-সত্তম জনমেজয় ! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন ।

সট্টাহারিংশদশিক পঞ্চতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমন বার্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্তি, অশ্ব, রথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল । ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপুঙ্সর তাঁহাদের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল । নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজমধ্যবর্তী স্ররস্রাজের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন । পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল । তাঁহারাও তাহা-দিগকে যথোচিত বিনয় সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন । পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন । তাঁহারা সকলেই ‘পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদর পুঙ্সর পূজা করিলেন । তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নিদ্দিষ্ট স্রম্য হর্ষে গমন করিলেন । পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যাৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল । এইরূপে পুরোচনকর্তৃক সংকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন । পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল ।

একাদশ দিনে পাপাস্রা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে অনিশ্চিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুর্বোধ করিল । ঐ শিশির বিদায়ক গৃহের নাম শিব রাগিয়াছিল ।

মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহ প্রবেশপূর্বক ভীমসেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই ! এই গৃহ যুত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ ; আমার স্পর্শ বোধ হইতেছে, ইহা আশ্বেয় । গৃহনির্মাণদক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্লভ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্মাণ করিয়াছে । দুর্যোধনবশবর্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দক্ষ করিবীর বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আশ্বেয়গৃহে আনয়ন করিয়াছে । অসাদারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পিতৃব্য বিহুর শত্রুগণের আকা-
রেস্তিত দ্বারা তাহাদের দুর্ভাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! যদি এই গৃহ আশ্বেয় বলিয়া স্পর্শ বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতৃ ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এইখানেই বাস করা কর্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্বদা যত্নবান্ থাকিব ; নচেৎ যদি পুরোচন অনুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ভয়সাৎ করিবে । ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের বশবর্তী ; ও কি অধর্ম, কি লোকনিন্দা কিছতেই ভীত নহে । হে বৃকোদর ! দেখ, এই শত্রুনির্মিত জতুগৃহ দক্ষ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অ্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, “এই অধর্ম অস্বর্গ কৰ্ম্য কে করিল ? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল” বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধাস্থিত হইবেন ; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুপ্ত দুরাত্মা দুর্যোধন বলপূর্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই । এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায় ; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন ; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে ; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচুররূপে ইতস্ততঃ বাস করিব । সম্প্রতি যুগশাচ্ছলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন

পথই আমাদের অবদিত থাকিবে না । আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গৃঢ়োচ্চাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । ঐ গৰ্ভমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রাশ্ব অন্য কেহ জানিতে না পারে ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মগণ ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন ; এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব ? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে । দুঃস্মৃতি দুর্ঘ্যোধন আপনাদিকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে । আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে শ্বেচ্ছা-ভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও ‘বুঝিলাম’ বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন ।

সত্যপারায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য ! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাত্মা বিদুরের প্রিয় বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি । তিনি সর্বজ্ঞ ; সর্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না । তুমি বিদুরের স্মায় আমাদেরও পরম স্নেহ ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর । দুরাত্মা পুরোচন দুর্ঘ্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয়গৃহ নির্মাণ করিয়াছে । দুঃস্মৃতি দুর্ঘ্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্ ; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে ; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাজ্ঞা পরিপূর্ণ হয় । তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর । দুরাত্মা দুর্ঘ্যোধন এই

জতুগৃহের রন্ধ্র মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র এরূপ কোশলে রাখিয়াছে যে, আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোন-মতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না । ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্ব্বোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । হে সৌম্য ! এক্ষণে আমরা এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি ; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর ।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনশ্রুত্রে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুযত্নসহকারে পরিখা খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ভ প্রস্তুত করিল । গর্ভ প্রস্তুত হইলে পর পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ভ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য ।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে যুগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ; রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রগত হইয়া কালগাপন করিতেন । পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম স্ফুট সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্দ্দশি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সম্ভ্রষ্ট হইল । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! পাপাত্মা পুরোচন আগাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে ; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা ছুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি ; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ

করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয় । তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ-পূর্বক অভিমত পান-ভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল । ক্ষুধাতুরা এক নিবাদী কালপেরিত হইয়া অমলভ প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল । কুন্তী-ভোজহুহিতা দয়াদ্রুচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পান-ভোজন করাইলেন । নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মত্তপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল । এদিকে ক্রমে রজনী অধিক হইল ; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত ; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম স্নযোগ বৃষ্টিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বৃষ্টিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল । হতাশনের উগ্রতাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল । তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দক্ষ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ! ছুরাঙ্গা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুল-কলঙ্ক পাপাঙ্গা দুর্ঘ্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ স্নবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দক্ষ করিবার মানসে এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল ; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল । ধর্ম্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! ছুরাঙ্গা আপনিও এই প্রদীপ্ত হতাশনে দক্ষ হইয়াছে, পাপাঙ্গা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি ! ঐ ছুরাঙ্গা পরমাত্মীয় স্বীয় ভাতৃপুত্র-গণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দক্ষ করাইল । বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহ-মান জতুগৃহের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল ।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ভ দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া ক্রতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন । একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার

গৃহদাহভয় ; ভীম ব্যতীত সকলেই ক্রান্তগমনে অশক্ত হইয়া পদে পদে
শ্রলিত হইতে লাগিলেন । তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্বন্ধ-
দেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুদ্ধিষ্ঠির ও অর্জুনকে
হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার বক্ষের আঘাতে
বনরাজি ও তরুণগণ ভয় ও পদান্নাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল ।

উপপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতকুল-প্রদীপ ! পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর
হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাত্মা বিদুর একজন ইবিষ্মন্ত পুরুষকে তাঁহা-
দের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে
দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল
পরিমাণ করিতেছেন । অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই
দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনের দুর্ভেদেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চর ও তাহা
বুঝিতে পারে, একারণ সে প্রিয় হয় ; কিন্তু বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের
নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । সে ব্যক্তি পরিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমারুত-
গামিনী চন্দ্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে
উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা
বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, হে
মহানুভব ! সর্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর আপনাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে,
তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুৰ্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয়
করিবে । হে মহাত্মন ! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা স্রুগামিনী তরণা উপস্থিত,
ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন ।

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সান্তিস্থ ব্যথিত দেখিয়া
তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল । গমন-
কালে নাবিক কহিল, মহাত্মা বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও
মন্তকাস্ত্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেমন কোন বিপদ না
ঘটে । বিদুরপ্রেমিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নিষিদ্ধে ভাগী-
রথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পুরুষের বিদায় প্রার্থনা

করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল; পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি নির্বাণানন্তর দেখিল যে, জড়গৃহ দগ্ধ হইয়াছে এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকাক্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, “হায়! পাপকন্মা দুর্ঘ্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কন্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে এই গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করেন নাই, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহারা ই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন।” যাহা হউক, আইস আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট “তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ” বলিয়া সংবাদ পাঠাই।

তদনন্তর পৌরগণ পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্বাণ করিতে করিতে ভয়ীভূতা নিরপরাধা নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রকে দেখিতে পাইল; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চপুত্র-সমবেতা কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জড়গৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর পাংশুদ্বারা এক্রপ পূরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবর্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, “হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এতদিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি স্বরায় বারণাবতনগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তীরাজপুত্রী কুন্তীর সংকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী

প্রস্তুত করুক । আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে, তাহাদের স্মৃৎস্বর্ণ ও তথায় গমন করুক । যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে, তাহাতে যেন কোন-প্রকারে ক্রটি না হয় ।”

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনানন্তর জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ “হা যুধিষ্ঠির ! হা ভীমসেন ! হা অর্জুন ! হা নকুল ! হা সহদেব ! এবং হা কুন্তী !” বলিয়া শোক করিতে লাগিল । এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল । কেবল সর্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন ।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণপূর্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতবেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন । পরে নক্ষত্রদ্বারা দিগ্‌নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন । তাহারা পশ্চিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রাক্ত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ, এই নিবিড় অরণ্যান্মধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে ; আমরা কোনপ্রকারেই দিগ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই ছুরাত্মা পুরোচন দন্ধ হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না ; এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই । তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমিই পূর্বের ন্যায় আমাদের লইয়া চল । মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় উরুবেগে বনস্থ বৃক্ষ-সকল শাখা প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল । তাহার জজ্ঞাপবনে

পার্ব্বতী রক্ষণ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল, তিনি সমীপস্থ কলপুস্ত্রাবনত
রক্ষ সমুদায় ভগ্ন করিয়া গমনপূর্বক ত্রৈলোক্যস্থিত তেজস্বী মঙ্গল্যাবী ঋত্বিকবয়স্ক-
মাতঙ্গের শায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অত্যাশ্রয় পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেশ সহ্য
করিতে না পারিয়া মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয়
জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে
তঁাহারা অতি কম্বটে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও ভ্রূরাত্মা ভ্রূক্ষোদ্যনের ভয়ে
প্রচ্ছন্নবেশে বাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়াংকাল উপস্থিত হইল; ঐ সময়ে
তঁাহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল
বা কোনপ্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দিকে হিংস্র জন্তু ও তুর
পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে বোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল;
অকস্মাৎ প্রবল বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ফলপত্র পতিত, বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটিত ও
অবনামিত হইয়া দশ দিক্ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ
হইলেন। তঁাহারা সেই আহারজ্যবাসু বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার
পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাড়ুরা হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, হায়! আমি
পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তঁাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায়
শুককণ্ঠ হইলাম। ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তি-
পরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যেরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিস্কিন্দ্রাত্র ও বিলম্ব
না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রম-
ণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ কটকক্ষ দেখিতে পাই-
লেন। তখন তিনি সেই বিপুল শূন্যগ্রন্থ পাদপমূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া
তঁাহাদিগকে কহিলেন, আপনারা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম করুন; আমি জল
অন্বেষণার্থে গমন করি। ঐ দেখুন, জলচর সারসগণ কলসরে ধ্বনি করিতেছে।
বোধ হয়, অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে। তঁাহাদিগকে এই কথা
কহিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সারসগণের কলরবানুসারে
ত্রৈলোক্য গমন করিয়া এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ
সরোবরে অবলম্বনপূর্বক স্নান ও জলপান করণান্তর মাতা ও ভ্রাতৃদিগের
নিগিহ্ন স্বীয় উত্তরীয় নাস্ত্র করিয়া জল গ্রহণপূর্বক যত্নবশত তঁাহাদের সমীপে

সমাগত হইলেন । আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন ।

তঁাহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না । তিনি বিলাপ করিতে করিতে কঙ্কিলন, হায় কি কষ্ট ! আমার কি ছুরদৃষ্ট ! আজি ভ্রাতাদিগকে ধরাতলে নিদ্রিত দেখিতে হইল ! বারণাবত নগরে দুঃখফেনসম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তঁাহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে স্রুগুণ হইয়াছেন ! হায় ! কি পরিতাপের বিষয় ! যিনি শক্রঘাতী বহুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তীরাজের পুত্রী, যিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীৰ্য্যের স্ত্রী, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং যিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, অথ সেই স্কুমারাস্ত্রী মহর্ষি-শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল ! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে ? যে ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীরাজ্যের আধিপত্য হইতে পারেন, তিনি পরিত্রাস্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন ! নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ আলোক-সামান্য অর্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ! ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা ! যে মাত্রীনন্দনদ্বয় অগ্নিনীতনয়ের ন্যায় রূপ-বান্, ইহার প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছেন ; ইহার পর আর দুঃখ কি আছে ? যাহার কুলকলঙ্কস্বরূপ বিমগ জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কালযাপন করে । গ্রামে একটিমাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে পুষ্পফলোপশোভিত হইয়া চৈত্ৰ নামে খ্যাত ও সকলের পূজিত হয় । যাহাদের বলবান্ পরম ধার্মিক জ্ঞাতি সকল থাকে, তাহারা নির্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে । আমাদের এমনই ছুরদৃষ্ট যে, পরম স্নহৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন ; কেবল দৈবের অনুকূলতায় একাল পর্যন্ত জীবিত আছি ! দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন্ দিকে যাইব বা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । হা ছুরাঙ্গান্ কুকুলকলঙ্ক ত্য্যোপন ! তুই প্র৩

দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম, তোর দৈব স্প্রশম ; তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ একবার ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অদ্যই তোমাকে অমাত্য, সমৌদর, কর্ণ ও শকুনি সমভিব্যাহারে শমনভবনে পাঠাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করে করে মর্দন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রণকাল পরে নির্ঝাণোন্মুখ হতাশনের আয় ক্রমে ক্রোধশূন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইতরের আয় মহীতলে স্রষ্টৃপুত্র মাতা ও ভ্রাতা-দিগকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে ; এক্ষণে ইহাদের জাগরণ সময়, কিন্তু ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন ; কি করি, আমিই জাগিয়া থাকি, ইহারা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জলপান করিবেন। এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহ পর্কাদ্যায় সমাপ্ত।

হিড়িম্ববধ পর্কাদ্যায়।

—:::—

বিপক্ষাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! ঐ বনের অনতিদূরবর্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবল পরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস করিত। ঐ ছুরাত্মা অত্যন্ত ক্রুর ও জলদকালের জলধরের আয় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সূদৃঢ়, চক্ষুদ্বয় পিস্তলবর্ণ, মুখ অতি ভীষণ, দন্ত-জাল বিশাল, জজ্জামূল ও জঠর লম্বমান, শত্রু ও শিরোরুহ তাত্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড সদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভ-প্রবণোপম ছিল। রাক্ষস বৃক্ষে বসিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। ছুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্য-শোণিত পান করে নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়াছিল ; মনুষ্যগন্ধ আত্মাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল ; পরে উর্দ্ধাঙ্গুলিদ্বারা শিরঃকণ্ঠীতি করিতে করিতে মুখব্যাদনপূর্ব্বক জন্তনচ্ছলে

বারংবার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঐ দেখ, বহুদিনের পর আমার পরম ভক্ষ্য-সকল স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি বহুদিনের পর স্ন্যকোমল-মাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে স্ত্রীলিঙ্গ বিশাল দশন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনীচ্ছেদনপূর্বক অভিনব কবোক্ষ ফেনিল রুধির পান করিয়া চরিতার্থ হইব। তুমি শাস্ত্র গিয়া জান, উহার কে? উহাদের গন্ধ আভ্রাণ করিয়া আমার পরম পরিতোষ হইতেছে। শীঘ্র বাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও, ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুইজনে একত্রে হইয়া নরমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম পরিতোষে ভাল প্রদান পূর্বক নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সম্বরে পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল শালবৃক্ষ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু সিংহস্কন্ধ, কশুগ্রাব, কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রুর বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিত্বেহ সৌদরত্বেহ অপেক্ষা বলবান্ ; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসম্মিধানে উপস্থিত করিলে মাংসভক্ষণ ও রুধির পানদ্বারা আমার ক্ষণকাল মাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চিরকাল পরম স্তম্ভভোগে কালহরণ করিতে পারিব। কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দিব্যাভরণ-ভূষিতা ষোড়শবর্ষ-দেশীয়া কামিনীর বেশধারণপূর্বক মৃদুমন্দগমনে ভীমসেনের সম্মিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনতসহাস্তবদনে, গদগদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপী

পুরুষগণ ধরাতে শয়ান রহিয়াছেন, ইঁহারা তোমার কে ? আর এই যে তপ্ত-
কাঞ্চনসন্নিভ রূপশালিনী স্কুমারী আপনার গৃহের ন্যায় এই নির্জন বনে
বিশ্রুতিতে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে ? শুনিতে ইচ্ছা করি ;
তোমরা কি জান না যে, এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাস স্থান ? ইহাতে
হিড়িম্ব নামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে । সেই ছুরাত্মা আমার ভ্রাতা ;
সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে ও রুধিরপানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের
বধসাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে । যাহা হউক, আমি তোমার রূপ-
লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি ,
হে ধর্ম্মাত্মন ! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয়, কর । আমি কামাতুরা হইয়া
স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি ; হে মহাত্মন ! বিবাহ
করিয়া আমার মনোরথ সফল কর । হে মহাবাহো ! আমি স্বীকার করি-
তেছি, ছরস্তু রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব । আমি কি জল,
কি স্থল, কি অম্বরতল সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরি-
ভূগর্ভে বাস করিব ; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমাহ্লাদে কাল-
যাপন করিতে পারিবে ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধিনীর মনোবাঞ্ছা
পরিপূর্ণ কর ।

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে
রাক্ষসি ! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কানন মধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ
সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি । মদ্বিধ লোক কি
কামার্ত্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত ভ্রাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসগুণে
প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে ? হিড়িম্বা কহিল, হে ধর্ম্মাত্মন !
তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে, আমি তদনুষ্ঠানে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না ।
তুমি ইহাদিগকে জাগরিত কর ; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত
হইতে পরিত্রাণ করিব । ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসি ! আমি তোমার
ছুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কখনই প্রবোধিত
করিতে পারিব না । হে ভীরু ! কি রাক্ষস, কি মানব, কি গন্ধর্ব্ব কেহই
আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না ;
অতএব তুমি এইস্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে

পাঠাইয়া দাও ; বাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করি না ।

ত্রিংশতদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! এদিকে উল্লেখ, মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনীভূল্য কলেবর, লোহিতনয়ন, বিকটদশন, ভয়ঙ্করবদন ছুরাজ্ঞা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক স্বয়ং পাণ্ডব-গণ সমীপে গমন করিতে লাগিল । হিড়িম্বা তদর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, হে মহাজ্ঞান ! ঐ দেখুন, নরমাংসলোলুপ মদীয় সহোদর ছুরাজ্ঞা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই ; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন ; সকলকে জাগরিত করিয়া ছুরায় আমার নিতম্বদেশে আরুঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশ-মার্গে উড়ীন হই । ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুশ্রোণি ! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই ছুরাজ্ঞাকে এখনই বধ করিব ; এই একাকী রাক্ষসাদিমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল একত্র হইয়া আসিলেও আমি পরাজিত করিতে পারিব ; আমার করিশুণ্ডসন্নিভ এই ভূজযুগল, পরিঘতুল্য এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর ; আর ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে ; হে পৃথুনিতম্বিনি ! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না । হিড়িম্বা কহিল, হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না ; এই ছুরাজ্ঞা সর্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করে ; এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম ।

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথাসমস্ত শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে ; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ক্র, চক্ষুঃ ও কেশান্ত একান্ত মনোহর, সর্বাপ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত ও পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র । হিড়িম্ব তাহাকে, তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল । তখন সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয় বিস্তারণ-

পূর্বক ভগিনীকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে ! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্ ? আমার ক্রোধ কি একবারে বিস্মৃত হইলি ? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষ-ভিলাষিণি অসতি ! তোকে ধিক্ ! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোমার সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি । হিড়িম্বে, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল ।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন, রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, “রে ছুরাঅন্ ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, অরে হিড়িম্বে ! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিয়া এই স্তম্ভপ্রস্তু জনগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছিস্ ? আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস্ ? ক্ষমতা থাকে আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর । তোমার ভগিনীর অপরাধ কি ? শরীরান্ত্কারী অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জয় কুসুম-শরে জর্জরিত হইয়া হিড়িম্বা আমাকে অভিলাষ করিয়াছে । ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই ; জানিস্ না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস্, এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়া । রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক ছুরাঅন্ ! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিস্ ? যোগ্যতা থাকে আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর ; আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব । রে নরমাংসলোলুপ দুর্বৃত্ত রাক্ষস ! আমি আজি তোমার মস্তক চূর্ণ করিব ; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ু প্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদ-পূর্বক তোমার ধরণীলুপ্তিত মৃত দেহ আকর্ষণ করিবে । রে রাক্ষসাধম ! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করিতে এই বন পাশে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; আমি অদ্য মুহূর্তকাল মধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব । যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোমার ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব । রে রাক্ষসকুলান্দার ! অদ্য আমার হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরুণ করিবে । হিড়িম্বে কহিল, রে নরাপসদ ! তুই

কেন অকারণ গজ্জন করিতেছি? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর, পরে আত্মশ্লাঘা করিস। আমা অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া মনে মনে যে তোর অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে এখন কিছুই বলিব না। ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি, পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।

রাক্ষস এইরূপ তজ্জন গজ্জন করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র যুগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অফুট অনুরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গজ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধান্বিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষভঞ্জন ও লতাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গজ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডব-চতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিত হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপকাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিত হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ববাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া স্নমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরবর্গিনি ! তুমি কে ? কাহার পত্নী ? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ ? হে দেবগর্ভাভে ! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ? কি কোন অঙ্গরা ? আর কি জন্মই বা এখানে রহিয়াছ ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবি ! এই যে গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজী-সমাকুল শ্রবীল জলধরসদৃশ শ্যামল অবগ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষ-

সেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান । ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর ; সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল । আমি সেই ক্রুরবুদ্ধির বচনানুসারে এখানে আমিষ্য তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ কলেবর, মহাবলপরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম । হে শুভে ! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্বভূতচিহ্নচারী ভগবান্ কুশুম্বচাপের শরসন্ধানের বশবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিস্তে বরণ করিলাম । আমি তোমাদিগকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সন্মত হইলেন না । হে ভদ্রে ! ঐ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল । এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্বক এস্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন । ঐ দেখ, তাঁহার দুইজনে পরস্পর পর্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন ।

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীৰ্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বরে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন । তাঁহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব-ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুথিত হইয়া দাবায়িধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে । তাঁহার বসুধারেণুপরিবীতঙ্গ হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । তখন মহাবলশালী অর্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিত প্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু ভীমসেন ! তুমি কি এই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি ; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক । ভীম কহিলেন, ভ্রাতঃ ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না ; নিরুদ্দিগ্ধচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর ; এই দুরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই । অর্জুন কহিলেন, হে ভীম ! আর বিলম্ব করিও না, পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর ; আমাদের এ স্থান হইতে অতি দ্রুত প্রস্থান করা কর্তব্য । ঐ দেখ, পূর্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে ; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে ; দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে । হে

রুকোদর ! সত্ত্বর হও ; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না ; উহাকে শীঘ্র বধ কর ;
কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ ছুরায়া মায়া প্রকাশ করিবে ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন অৰ্জ্জুনের বচন শ্রবণে পূর্বাপেক্ষা অধিক-
তর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক বায়ুকে আহ্বান করত তদীয় জগৎসংহারক
বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নীলাম্বুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ উদ্ধে
উত্তোলনপূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, অরে দুষ্ক
নিশাচর ! তুই বৃথা এত কাল মাংস ভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস্ ; তোকে
ধিক্ ! অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও
মঙ্গলযুক্ত করিব । আর তুই মর হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না । অৰ্জ্জুন
কহিলেন, হে ভীমসেন ! 'যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে,
তবে বল ? আমি তোমার সাহায্য করিতেছি । ইহাকে শীঘ্র সংহার কর,
অথবা আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি ; তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ,
ক্ষণকাল বিশ্রাম কর ।

অৰ্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল ।
তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্বক ভূতলে
নিষ্ক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন । হিড়িম্ব মরণকালে ভয়ঙ্করস্বরে
চীৎকার করিতে লাগিল । তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা সেই মহারণ্য পরিপূর্ণ
হইল । তৎপরে রুকোদর রাক্ষসকে বলপূর্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশে
ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন । রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতুষ্টয়ের
আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না । তাঁহারা পরম সমাদরপূর্বক ভীমসেনকে
ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন । তখন অৰ্জ্জুন পরম আহ্লাদে অরাতি-
বিনাশন রুকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহাঅন্ন ! বোধ হয়, এই
বনের অনতিদূরেই নগর আছে, চল, আমরা স্তবায় এস্থান হইতে প্রস্থান
করি ; কি জানি, ছুরায়া, দুৰ্য্যোধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের
অনুসন্ধান পাইলেও পাইতে পারে । তাঁহারা সকলেই অৰ্জ্জুনের বাক্যে
অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন । রাক্ষসী হিড়িম্বাও
তাঁহাদের সমভিব্যাহারে চলিল ।

পঞ্চসপ্তাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈরনির্যাতন করে ; অতএব রে নিষ্ঠাচরি ! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর্ । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! স্ত্রীহত্যা করিও না ; হে পাণ্ডব ! শরীররক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেই দুরাত্মা হিড়িম্বাই আমাদের বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, তাহাকে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী ; এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারিবে ।

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধ দর্শনে সাতিশয় বিষম্ব হইয়া যুধিষ্ঠির সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাজলিপুটে অভিবাদনপূর্বক কহিতে লাগিল, আর্য্যো ! অবলা-জন অনঙ্গশরে জর্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখভোগ করে, তাহা আপনি সর্ব-শেষ অবগত আছেন ; হে মাতঃ ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । আমি স্নখপ্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আমার সেই স্নখসন্তোষের সময় সমুপস্থিত হই-
য়াছে, এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয় ; আরও দেখুন, আমি স্বকীয় পাতিব্রতধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করতঃ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি । হে যশস্বিনি ! যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিস্বা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মৃত বলিয়া হউক, বা ভক্ত বলিয়া হউক, কিস্বা অনুগত বলিয়া হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা বিধান করুন । আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে লইয়া যথেষ্ট গমন করিব এবং পুনর্বার আপনাদিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব । আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনা-
দিগকে বিপদ হইতে পুরিত্রাণ করিব । আপনারা শীঘ্রগমনে অভিলাম

করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব । আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন । আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি কি বিপদ, কি সম্পদ সর্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন ; আপৎকালেই ধার্মিকগণের ধর্মের বিষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক ; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে ; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায় ; যে কার্য্য করিলে ধম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দুষণাবহ নহে ।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন,—হে স্তম্ভধর্ম ! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্যাস্তের প্রাকালে কৃত-স্নানাত্মিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও ; দিবাভাগে উহাকে লইয়া যথেষ্ট গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও ; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে । বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর “তথাস্তু” বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন,—হে রাক্ষসি ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন তোমার সহবাস করিব ।

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল । সে পরম রমণীয় রূপলাবণ্য প্রদর্শন ও স্তম্ভধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূর্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান যুগপক্ষীসংকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত ক্রমসমাকীর্ণ বনভূর্গে, কখন প্রফুল্ল কমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে, কখন কাননসুশোভিত সুশীতল জলপরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত ক্রমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুলকুজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকণ্ঠের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল । কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী

হইল । রাক্ষসীরা গর্ভধারণমাত্রেই সম্ভান প্রসব করে । হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বীরুপাক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত, মহাভূজ, মহাধনুর্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল । ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাত্ত্ববর্ণ, দশন সকল স্ত্রীক্ষ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল স্ত্রীস্তুর্ণীর্ণ । পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সর্বাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সহরে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পাদগ্রহণ করিল । তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন । ঘট শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকোচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য ; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল । ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান ছিল ; তাহারাও তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন । নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামীসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল । মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্ভবচনে “ভূত্যা আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে” বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন করিল । মহারথ ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন ।

ঘটপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বন্ধুলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূর্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মৎস্ত, ত্রিগর্ভ, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশমধ্যবর্তী পরম রমণীয় কাননপরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্বক বহুবিধ যুগবধ করিতে করিতে সমুদ্রগমনে চলিলেন । তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন । গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন । তখন তাঁহারা মাতৃসমভিব্যাহারে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাदनপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইলেন । ব্যাসদেব পৌত্রদিগের ভাদৃশী ছুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংসগণ ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তোমা-
দিগকে যে ঐদৃশ ছুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এস্থানে উপস্থিত হই-
লাম ; হে বৎসগণ ! বিষম হইও না ; তোমরা পরিণামে পরম সুখী হইবে ।
যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়ই সমান, কিন্তু আমি এখন
তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি ; কারণ, দীনগণ ও
শিশুজন ঘণ্যার্থ স্নেহের পাত্র । আমি স্নেহবলে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত
হইয়াছি । এক্ষণে তোমরা এই অনতিদূরবর্তী নগরে বাস করিয়া আমার
পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর ।

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে
মমভিবিয়াহারে লইয়া একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত
হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জীবৎপুত্রি ! এই তোমার
জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও
ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন
করিবেন । ইহারা পঞ্চভ্রাতাই মহাবল পরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও স্বচ্ছন্দে
স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহু-
দক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং ভোগসাধনদ্বারা
সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃপৈতামহ রাজ্য ভোগ করিবেন,
কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না ।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে
তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন ! তুমি
ষাট্ভ্রাতৃসমভিবিয়াহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস এই স্থানে
পরমসুখে বাস কর ; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিব ।
তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া “যে আজ্ঞা মহাশয়” বলিয়া তাঁহার উপ-
দেশবাক্য স্বীকার করিলেন । ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

বকস্বপ্ন পৰ্বাধ্যায় ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ একচক্রায় বাস করিয়া কি কি কৰ্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে নরনাথ ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণ-নিকেতনে দিবসের অল্পভাগমাত্র বাস করিতেন । অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ সকল নিরীক্ষণপূর্বক ভিক্ষা করিয়া উদরপূৰ্ত্তি করিতেন, এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদায় জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন । পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদায় ভিক্ষালব্ধব্য সমর্পণ করিতেন । ভোজরাজহুহিতা সমস্ত ভক্ষবস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্বক চারি ভাগ অপর পুত্র চতুর্ধয়কে প্রদান ও স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন ; এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।

একদা যুধিষ্ঠির, অৰ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনা-ক্রমে বৃকোদর জননী-সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন । তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুথিত হইল । সরলহৃদয়া দয়ার্দ্ৰচিত্তা ভোজরাজহুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে পুত্র ! আমরা পাপাত্মা দুর্ঘোষণের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণ-নিকেতনে পরমস্বখে বাস করিতেছি ; ব্রাহ্মণ আমাদের যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন ; তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অহুক্ষণ এই চিন্তা করি । যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্ন্যপকার করে এবং যে পুরুষ অন্তে যে পরিমাণে উপকার করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ ; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহৎদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; এই

সময়ে উহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয় । ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দুঃখের কারণই ঐ কি সবিশেষ জানিয়া আইস ; যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি দ্রুত হইলেও আগি ভ্রহ্ম সাধন করিব ।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । তখন কুন্তী বন্ধবৎসা সৌরভেয়ীর শ্রায়-জন্তবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, হায় ! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক্ ! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদান-ভূত । এতদিনের পর বুঝিলাম জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ নাই ; প্রভুত্ব, যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতে হয় । দেখ, আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন । এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে । কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন । আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই । অর্থপ্রাপ্তি নরক ভোগের প্রধান কারণ ; অর্থ লাভাকাজ্য যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে ; অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক । আর যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পুরিসীমা থাকে না । যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব ; পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি । প্রিয়ে ! তুমি জান, আমি ইতিপূর্বেই এই ভয়ে এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে ; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না ; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধিত হইয়াছি । হে ছুরাগ্রহে ! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি ? তুমি তৎকালে বন্ধু পরিত্যাগের ভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধুবিনাশ

সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে ? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয় বিনাশ দেখিব । দেখ, তুমি আমার সহধর্মিণী ; তুমি দমগুণসম্পন্না, স্নেহশালিনী ও পরম বন্ধু । আমার পিতামাতা তোমাকে আমার পাইশ্ব্যভাগিনী করিয়াছেন । আমি বেদবিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ; তুমি কুলশীলসম্পন্না, বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব । আর এই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, অজাতশত্রু, বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না । আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্তৃলাভার্থ আমার নিকটে শ্রাস্বরূপ রাখিয়াছেন, যদ্বারা আমি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে দৌহিত্রজ লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব । কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ জন্মে ; কিন্তু আমি পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি । কন্যা প্রসবদ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কি করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপা বালাকে পরিত্যাগ করিব । আমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে । আমি উভয়সঙ্কটে পতিত হইয়াছি । দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে । হায় ! কি কষ্ট ! অদ্য আমি সবাঙ্কবে কি দুর্দশাগ্রস্ত হইলাম ! আমাকে ধিক্ ! ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,— হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয় !

আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতে-
ছেন ? দেখুন, যে সমস্ত মানবগণ ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই
একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব যাহা অবশ্য-
স্তাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নহে, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্তব্য হয় না । হে
বিদ্বন্ ! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি ভাৰ্য্যা, কি পুত্র, কি ছুহিতা, সকলই আপ-
নার নিমিত্ত ; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন ।
আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিত-
সাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধৰ্ম্ম ও অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম্ম । বিশেষতঃ আমি
আপনার নিমিত্ত অকিঞ্চিংকর ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগরূপ এই কৰ্ম্ম করিলে
পরলোকে অক্ষয় সদগতি ও ইহলোকে অপরিমিত যশোরাশি লাভ করিতে
পারিব । আমি আপনাকে যাহা কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুর পরিমার্গ
অর্থ ও ধৰ্ম্মলাভ হইবে । দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা করে, আপনার
তাহা হইয়াছে ; আপনি আমাতে এক কন্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া-
ছেন । আমি অনুগ্ৰাহ হইয়াছি ; আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর আপনি
অনায়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন ; কিন্তু আপনি না
থাকিলে আমাদের দুর্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না । আমি বিধবা, অনাথা
ও অসহায়া হইয়া কিরূপে সংপথাবলম্বনপূর্বক এই শিশু কুমার ও কুমারীকে
বাঁচাইতে পারিব ? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরও এই কন্যাকে
প্রার্থনা করিলে আমি কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিব না । যেমন পক্ষিগণ
ভূমিনিহিত আমিষখণ্ড গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক
লোকেরা পতিবিহীন কামিনীকে বাসনা করে ; অতএব হে দ্বিজোত্তম ! যখন
দুরাভাগ্য অনাথা দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি
কিরূপে আপনার ধৰ্ম্মরক্ষা করিব । আর আপনার কুলরক্ষার এক হেতু এই
কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতামহসেবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব ।
আপনি ধৰ্ম্মতত্ত্ববেত্তা ; আপনি এই বালককে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইতে
পারিবেন, আমি কোনমতেই সেরূপ পারিব না । ইহার পর আর ছুঃখের
বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির বেদশ্রুতি-গ্রহণেচ্ছু শূদ্রদিগের ন্যায় আপ-
নার এই কন্যা প্রার্থনা করিবে । আমি যদি তাহাতে অস্বীকার করি, তাহা

হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, ছুরাঙ্গারা সেইরূপ অত্যাচার করিয়া বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে, সন্দেহ নাই । হে ব্রহ্মন ! আমি এই পুত্রকে তোমার অননুরূপ গুণসম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তগত এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণকর্তৃক অবজ্ঞাত দেখিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না । আমি মরিলে এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবে, জলক্ষয় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয় । হে নাথ ! এইরূপে আপনকার মরণে আমাদের তিন জনেরই মৃত্যু হইবে, নিশ্চয় জানিবেন ; অতএব তাহা না করিয়া কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন । পুত্রবতী রমণীর, পতির অগ্রে পরলোকনাত্মা পরম সৌভাগ্যের বিষয় । আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বাস্তু ও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি । পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া বাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ, তপ, দান নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না ; আমি যে ধর্ম অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি, ইহা আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর । সজ্জনেরা কহেন যে, ইষ্ট, অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও প্রণয়িনী ভার্য্যা, এই সমস্ত আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত হয় । প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ্ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে এবং কি ভার্য্যা, কি ধন, বাহাদ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সর্বথা যত্নবান হইবে । ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত হয় ; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন করিবে । আরও তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুলক্ষয় করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের পক্ষে কর্তব্য ; কারণ, আত্মার সমান আর কেহই নাই ; অতএব আপনি আমাকে এই পরম হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন । হে মহাশয় ! ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ধর্মনির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য, রাক্ষসগণ ধর্মবিৎ ; বোধ হয়, সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া বধ করিবে না ; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সেস্থানে প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য । আমি উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইয়াছি,

আমার ধৰ্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতেই এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি ; এক্ষণে আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই । আমি পুত্রবতী, বিশেষতঃ রক্ষা হইয়াছি ; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান করা হয় ; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অণু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন । হে নাথ ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের পত্যস্তর স্বীকারে মহান্ অধৰ্ম্ম জন্মে ; অতএব আপনি এই মনস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন ; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে । হে ভরতবংশাবতঃ জনমেজয় ! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিনী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন ।

উনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠা স্বীয় পিতামাতার বিলাপ-বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত ! হে মাতঃ ! আপনারা কি নিমিত্ত অনাথের আয় রোদন করিতেছেন ? আমি বাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে । আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পরগৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে ; অতএব তৎপরিবর্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন । ‘সন্তান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে’ এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে ; এক্ষণে আপনাদের এই বিপৎসময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্রে উত্তীর্ণ হউন । ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন । পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে, এই অভিলাষ করেন ; কারণ, তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয় । আমি স্বীয় পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি । হে পিতঃ ! যদি আপনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে

আপনার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমিও আপনাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সমুত্তি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্ন-ভাবেই থাকিবে। আরও দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভাৰ্য্যা সম্বন্ধরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্রস্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত ! আপনি না থাকিলে আমার কণ্ঠের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথাতথ্য ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আশ্রয়প্রদানরূপ কর্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশ রক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়, আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পরলোকযাত্রা করেন, তাহা হইলে, আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত, ধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত ও কুলসমুত্তির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অবশ্যপরিত্যাজ্যকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত ! অবশ্যকর্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, আপনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে পর আমার কুক্কুরের স্তায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাত্রা করিয়া ভ্রমণ করিব। আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবাক্ভাবে পরিত্যাগ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোকে গমন করিয়াও জীবিতার স্তায় পরমসুখে বাস করিব। হে পিতঃ ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ তদন্ত তোয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিবেদন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিনজনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকটে গমন করিয়া উৎকুল্ললোচনে, অশ্রুট মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে তাত ! হে মাতঃ !

হে ভগিনি ! তোমরা ক্রন্দন করিও না, স্থির হও, আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই চুরাড়া রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিব। তাঁহারা তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষম ছিলেন, কিন্তু বালকের মুখে মৃদু মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎ কাল দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সম্মুখপাশ্চাত্য হইলেন।

যশাস্বিনী শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন ? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি ? সবিশেষ বলুন ; যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীয় এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে ভগিনী ! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা ভদ্রলোকের কর্তব্য যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনী ! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে ; মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত নরমাংসাশী সেই চুরাড়াই এই নগরের অধিপতি ; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পরচক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামের এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে একজন মনুষ্য, বিংশতি খারি-পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্বাহ করিবে। হে ভদ্রে ! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকিতে অত্রত্য সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। বাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, চুরাড়া রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্রকলত্র সমভিষাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্যবহারকার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্তী বেত্রাকীর্ণগৃহ নামক

স্থানে নয়ানভিঙ্গ এক রাজা আছেন । তিনি নিতান্ত অবোধ, এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই । যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না । আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র ; কিন্তু অকৰ্ম্মণ্য ও দুৰ্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদেরকে সৰ্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে ; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্তী হইয়া চলিতে হয় ? ইহারা নিজ গুণগ্রামে কামগপক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন । হে ভদ্রে ! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভাৰ্য্যা গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে ; কারণ, এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র সকলকে রক্ষা করিতে পারে । ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদগ্ৰস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি । হে তপোধনে ! অদ্য আমার পর্যায় উপস্থিত ; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও একজন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে ; আমার এমন অর্থ নাই যে, একজন মনুষ্য ক্রয় করি ; স্বীয় স্নহজ্ঞনকে প্রদান করাও কোনগতে বিধেয় নহে । এক্ষণে কি করি ! কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না ; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি । এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবাক্ষবে সেই ছুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব, সে আমাদের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে ।

একষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় ।

কুন্তী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না ; যাহাতে সেই ছুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি । আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু ; কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি স্নহীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিম্বা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে । আমার পাঁচ পুত্র ; তাহাদের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষসসমীপে গমন করিবে ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে শুভে ! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি ; অতি অভদ্র অধাৰ্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে না । হে তপোধনে ! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্তব্য । আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব ? ব্রাহ্মণ বধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ ; কারণ, অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই । হে ভদ্রে ! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস সমীপে গমন করিয়া তৎকর্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না ; যেহেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি । আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধ জন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না । হে শুভে ! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন । আপদ্ধশ্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন, নৃশংস বা নিন্দিত কশ্ম কদাচ করিবে না ; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িণীসমভিব্যাহারে রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিব ; ব্রাহ্মণবধে কদাপি সন্মত হইব না ।

কুন্তী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয় । বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতাপিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষস সমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি । রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না । আমার পুত্র সতিশয় বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ । সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় লইয়া বাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাভর্তন করিবে, সন্দেহ নাই ; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতিপূর্বে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে । হে ব্রহ্মন্ ! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না ; কি জানি, তাহা হইলে পাছে বিদ্যাধিগণ এই বার্তা শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহ পুত্রগণকে বিবর্ত্ত করে ।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আত্মাদিত হইয়া ভাব্যে সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন । তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন ; ভীম ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তাঁহাদের অভি-
লষিত সম্পাদনে স্বীকার করিলেন ।

ক্লিষ্টাশ্রিতকণ্ঠতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপূর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; পাণ্ডুনন্দন ‘যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার’ প্রকারদ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, মাতঃ ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিকের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে ! সেই দুস্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে ? অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন ? কুন্তী কহিলেন, বৎস ! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্ম-
ণের উপকারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জনবিগহিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন । আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্ররক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন ? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনা-
পহত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থখে নিদ্রা যাই ; যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন শকুনি সমভিব্যাহারে রজনীষোগে নিদ্রিত হইতে পারে না ; যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্তঃস্থ অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি ; আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বস্তুপূর্ণা বহুকরা আপনাদিগের হস্তগত বলিয়া মনে করি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ?
বোধ হয়, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিবিলুপ্ত হইয়াছে ।

কুন্তী কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির ! তুমি কেন এ বিষয়ে বথা সন্তাপ করি-
তেছ ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্বল্য প্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, একপ

সন্দেহ করিও না ।' দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমস্বখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহার বিন্দুবিমর্গও জানে না । ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন । হে পুত্র ! আমি তজ্জন্ম এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি । যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অশ্রুে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণ উপকারদ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য । বিশেষতঃ আমি জতুংগহ দাহ ও হিড়িম্ববধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি । ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত যন্তুহস্তিতুল্য বলশালী । ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর* আগাদিগকে বারণাবৃত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে । উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই, বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে । ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্বত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায় । অতএব হে পাণ্ডব ! আমি স্থায়ী প্রজ্ঞাদ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যাশকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি । আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধি-পূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি । হে যুধিষ্ঠির ! এই কার্য্য সম্পাদনদ্বারা আমাদের দুইটি মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান হইবে ; প্রথম, আশ্রয়দাতার প্রত্যাশকার, দ্বিতীয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান । হে পুত্র ! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণবৈশ্যদেব আগাকে কহিয়াছেন, সে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোকপ্রাপ্ত হয় ; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহত্তা কীর্্ত্তি লাভ করে ; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে, সে এই রাজপূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে । হে পৌরবংশাবতঃস ! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিনয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ।

ত্রিংশাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার দক্ষোপেক্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাহি ! আপনি

করণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ভ ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি স্বশীলতার কার্য্য করিয়াছেন । আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন । আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংসলোলুপ দুষ্ক নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, সন্দেহ নাই । আপনি আগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে ।

এইরূপে সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন । তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বান বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সংক্লুব হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল । ঐ রাক্ষসের চক্ষুঃ, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ ; মুখবিবর আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দভশ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ । ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ-চিত্তে ত্রিশিখ, ভ্রুকুটী বন্ধন ও অধরৌষ্ঠ দংশন পুরঃসর ঘূর্ণিতনয়নে কহিতে লাগিল, “অরে ! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে ? শমনসদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে ?” ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল । শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন । রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাত্তাণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল । বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস তদদর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল । তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন ভক্ষণান্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন

এবং হাসিতে হাসিতে বাম হস্তদ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লইলেন । রাক্ষস তদদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল । বরকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপশূন্না হইয়া গেল । তখন বক “অরে ছুরাঅনু ! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস্, আর তোর নিস্তার নাই” এই বলিয়া দ্রুতবেগে ভুজদ্বয়দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল । মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস ভীমসেন কর্তৃক কুম্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল । সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল । এইরূপে দিবারাত্রি যুদ্ধে বরকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । তিনি জানুদ্বয়দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পাড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্তদ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়। তাহার মধ্যদেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ছুরাঅা বক মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন কর্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল ।

চতুঃসর্গাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! তদনন্তর বকনিশাচর ভীমসেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকারপূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতে পতিত হইল । বকরাক্ষসের চীৎকারধ্বনি শ্রবণে তাহার আল্লীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল । ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না । যে রাক্ষস গনুম্যহিংসায় প্ররক্ত হইবে তাহাকে এইরূপে সংহার করিব । রাক্ষসগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শাস্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ সমীপে পিচরণ করিতে লাগিল ।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে

নিষ্কেনপূর্বক অলঙ্কিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । এ দিকে ভীষ্মেন রাক্ষসবধ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে । তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঙ্কিত কলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমন করিয়া তথায় ঐ সমস্ত বার্তা প্রচার করিল । তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল । তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমানুষ ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবাচ্চনা করিতে আরম্ভ করিল । তদনন্তর তাহারা “কল্য কাহার পর্য্যায় গিয়াছে” এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে । তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । ব্রাহ্মণ পৌরগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যথার্থ গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পৌরগণ ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার প্রদানার্থ আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক মহামনাঃ মন্ত্ৰসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তিনি আমার ও পৌরবর্গের দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়াদ্রুতিতে আমাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই । তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন । নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য । পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমাফ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল । এইরূপে সমস্ত জানপদগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল । পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ নিকটনেই বাস করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চমষ্টাদিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বকরাঙ্কসকে সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! তাঁহারা এইরূপে বকরাঙ্কসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়দ্বিবস অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন । আতিথেয় ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির বথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন । পাণ্ডবেরা জননীসমভিব্যাহারে পরমশ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সেবায় অতিশয় স্ত্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানা দেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় কীর্তন করিলেন । এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চালদেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডের উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাবাজে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন । পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতুহলান্বিতচিত্তে কহিলেন, হে মহাশয় ! যজ্ঞবেদীস্থিত জ্বলন্ত জলনমধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্ধর দ্রোণ হইতেই বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয় ! অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করুন । ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের এইরূপ প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতি বিচিত্র দ্রৌপদীসম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ।

ষট্শষ্টাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—গঙ্গাস্বারে মহাপ্রাক্ত মহাতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন । একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচী

নান্নী এক অঙ্গরা তাঁহার আসিবার পূর্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে । এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয় বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল । মহর্ষি সহসা অঙ্গরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন । বলবতী অঙ্গরাসম্ভোগস্পৃহায় একান্ত অধীর হইয়া কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্থলিত হইল । রেতঃ স্থলিত হইবামাত্র মহর্ষি উহা দ্রোণীগণ্ড্যে স্থাপন করিলেন ; তাহা হইতে ধীমান্ ভরদ্বাজের স্কন্ধুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন । দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন ।

পৃষত নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন । তৎকালে তাঁহারও দ্রুপদনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন । পৃষত-রাজ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন । কিয়দ্বিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন, পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিয়া তপোমুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি । পরশুরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! আমি যাবতীয় অর্থ সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে । ইহার অন্ততর কি প্রদান করি, বল । দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন । ভৃগুনন্দন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্বক সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন । দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অতীক্স ব্রহ্মাঙ্গ-লাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন ।

অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদ সমিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে । তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, ষাট্শ অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র

হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন । এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভয়মানে হস্তিনা নগরীতে গমন করিলেন । ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ সন্নিধানে ধনুর্বেদ শিক্ষার্থে প্রভূত অর্ধের সহিত স্থায় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন । দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব খর্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক শিক্ষা করিয়া তোমদিগকে তাহা দিতে হইবে । এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর ! তখন অর্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় 'তথাস্তু' বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন । তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণাগ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাত্ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর । পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রীসমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক দ্রোণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন । দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে যজ্ঞসেন ! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিবার প্রার্থনা করি । তুমি পূর্ব্ব কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি । এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব ।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের বচনবিস্তাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি যাহা কহিতেছেন আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি । আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বন্ধমূল হইল । পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরু ক ছিল । তিনি দিনে দিনে নিতাস্ত 'চূর্ব্বল ও একান্ত বিমনাঃ হইতে লাগিলেন ।

সপ্তষষ্টাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিস্ত হইয়া নাজনকশূদ্র

ব্রহ্মপুত্রের অশ্রুস্রবণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সম্ভ্রান্ত না হইলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রমা সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন । দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা, ক্রিষ্ণচরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া কিরূপে প্রতীকার করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ।

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কন্ধ্যাবীর উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন । তথায় অশ্বাতক ও অশ্বতী কেহই ছিলেন না । তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত যাজ্ঞ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন ; তাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিক্ট, কাশ্যপ-গোত্রসম্বৃত ও বুল্লরূপশালী । দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, উভয়ের বলবন্ধি বিবেচনা করিয়া নিৰ্জ্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী সর্বকামদাতা হইয়া সর্বপ্রকারে তদীয় অনুরক্তি ও চরণসেবাদ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সংকারপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যাস্থানদ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অৰ্ব্বুদ গো দান করিব অঙ্গীকার করিতেছি ; অথবা আপনকার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই । মহর্ষি দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—রাজন্ ! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না । দ্রুপদ এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্বার তাঁহার আরাধনা ও নানাপ্রকারে চিত্তানুরক্তি করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সম্বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুর-বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! একদা মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটি ফল দেখিতে পাইলেন । যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না । আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে-ছিলাম । দেখিলাম, তিনি ফল গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলের ও পাশাছুবন্ধক দোষের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না । অতঃপর

যিনি এক স্থলে শৌচাশৌচ-পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও যখন গুরুগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অন্তের উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নিষ্কণ হইয়া বারম্বার উৎকৃষ্ট অন্নের গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশৌচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি কিচির করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলা-কাজ্ঞী, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুঞ্জেষ্টিয়স্তে দীক্ষিত হইবেন।

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং তদীয় নির্দেশানুসারে মহর্ষি যাজ্ঞের আশ্রমে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,—বিভো ! আমি আপনাকে অক্ট অযুত গো দান করিব। আপনি আমার পুঞ্জেষ্টিয়স্তে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞাবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অধিক কি, এই ধরাধামে ক্ষত্রিয় মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্ধর আর কেহই নাই, এ কারণ আমি তাহার নিকট সখিযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রাণা-পহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ঘড়রাত্রি শরাসন তাঁহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের গুরুর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়তেজঃ প্রতিহত করিতে পারেন। সেই মহেশ্বাস মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অব-তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রবল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লঙ্কাহুতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজঃ ধারণ করেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপ-স্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভয়সাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ্ঞ ! ব্রাহ্ম ও ক্ষত্রিতেজঃ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়-বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপন-কার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত দ্রোণাস্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশয়ে আপনাকে অক্ট অর্কবৃন্দ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুঞ্জেষ্টিয়স্ত সমাধান করুন। তখন যাজ্ঞ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহার

বাক্য অঙ্গীকারপূর্বক যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন । যদিও উপবাজ বিষয়বাসনাশূন্য ও নিতান্ত নিম্পৃহ, তথাচ মহৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ত্রুতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন ।

অনন্তর মহাতপাঃ মহর্ষি উপবাজ মহীপাল ঋপদের পুত্রফলকামনায় ষজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ ! তোমার যাদুশক্তি অভীলাষ তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাঁহার এইরূপ উত্তেজনাব্যাক্যে উৎসাহিত হইয়া ঋপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন । তৎপরে উপবাজ জ্বলন্ত ছত্যাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস । মহিষী বিনয়ব্যাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! আমার মুখ অবলিপ্ত, গাত্রে দিব্য গন্ধ ধারণ করিতেছি ; আমি সন্তান নিমিত্ত একরূপভাবে আপনকার সমিধানে উপস্থিত হইতে পারি না ; আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন ।

যাজ কহিলেন,—হে রাজপত্নী ! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপবাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে ; এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন । আহুতি প্রদান করিবামাত্র সহসা ছত্যাশনমধ্য হইতে দেবকুমার-তুল্য সুকুমার এক কুমার উদ্ভূত হইলেন । প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ঞ্চায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীটদ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ধার, বর্ষ্ম ও খড়্গচৰ্ম্ম ধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক দিব্যরথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন । এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চালদেশীয় ইতর সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসম্ভব হইল । তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, “যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন । ইহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয়দূর করিবেন ।” ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উদ্ভূত হইলেন, ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা

ছিল না । তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় স্নগ্ধোতন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকৃষ্টিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ক্রন্দয় দেখিতে স্ফুটায়, কম্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ একক্লেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে । তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মানুষীযুক্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন । ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দেব, দানব, গন্ধর্বেব ও মন মোহিত হয় । “এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিয়া বিস্তর স্বরকার্য্য সাধন করিবেন, ইহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্বদা আশঙ্কা থাকিবে”, সহসা এইরূপ আকাশবাণী উথিত হইল । ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বহুক্ষরা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন । তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী, পুত্রার্থিনী হইয়া যাজ্ঞসম্মিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যা পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে যাজ ! ইহার আমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে । যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন । পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা, বালক অতি প্রগল্ভ ও ছ্যামসম্ভূত বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং কন্যাটি কৃষ্ণবর্ণা প্রযুক্ত তাঁহাকে কৃষ্ণা নাম প্রদান করিলেন । এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল । প্রবল প্রতাপাবিত্র দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব অনতিক্রমণীয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন ।

• অষ্টষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্র-দিগের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইল, তাঁহারা বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—বৎস ! আমরা এই রমণীয় নগরীমধ্যে

ভিক্ষার্ত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম ।
 এ স্থলে যে সমস্ত কন ও উপবন আছে, তাহা বারম্বার দর্শন করিয়াছি । তাহা
 দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি জন্মে না । এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ
 হইয়া থাকে, তদ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত স্কটিন । অতএব যদি তোমা-
 দিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরমরমণীয় পাঞ্চালদেশে গমন করি ।
 ঐ দেশ অদূরপূর্ব্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে । আর শুনিয়াছি,
 পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাধুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞ-
 সেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ । হে বৎস ! যদি মত হয় চল, একস্থলে বহুকাল
 অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না । অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও
 আমার আর বাসনা নাই । তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মাতঃ ! আপনি যাহা
 আদেশ করিতেছেন, তাহা আমরাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, কিন্তু
 অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায় কিছুই জানি না । তৎপরে কুন্তী, ভীমসেন,
 অর্জুন ও যমজ নকুল সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহার
 মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন,—মাতঃ ! আপনি যাহা
 আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অশ্রুথা করিব না ।

অনন্তর কুন্তী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া
 দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন ।

উনসপ্ততাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রহস্তুভাবে বাস
 করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতীনন্দন ব্যাস, তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায়
 আগমন করিলেন । পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রহুদাগমন-পূর্ব্বক
 প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন । তখন মহর্ষি
 ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থে অনুরূতি প্রদান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে জীবিকা
 নির্ব্বাহ করিতেছ ? এবং পূজার্ত্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে সৎকার করিয়া থাক ?
 ব্যাস তাঁহাদিগকে এরূপ ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গ-
 ক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

কোন তপোবনে সৰ্বস্বাস্থ্যমুন্দরী সৰ্বগুণসম্পন্ন এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কৰ্ম্মদোষে নিতান্ত দুঃখভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভৰ্তৃলাভে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয়ঃস্থিত হইয়া পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনিষ্ঠানদ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে স্তম্ভরি ! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি ; বর প্রার্থনা কর। তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সৰ্বগুণসম্পন্ন পতিলাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন। এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিকন্যে ! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চ স্বামী লাভ হইবে। তখন তাপনছুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্ ! আপনকার নিকটে আমি সৰ্বগুণোপেত একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যে ! তুমি পাঁচ বার পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবরূপিণী রমণী ক্রমবশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন ; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সেই কণ্ঠা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণাশীঃ-প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সম্ভাষণিকণ্ঠহম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবস্থর মার্গ অরলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন তাঁহার দিবারাতিমধ্যে সোম-

শ্রায়ায়ণ নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন । অর্জুন সর্বাগে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আশ্রয়ক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন ।

এক মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজগে অঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন ; এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীরসন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন । শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন । তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননীসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনু-গুণ আশ্ফালনপূর্বক কহিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্বাধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত, অবশিষ্টকাল মনুষ্যদিগের কার্য্য সাধনার্থে নিয়মিত আছে । তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসীবেলায় পরি-ভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, স্ততরাং আমরা রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব । রাত্রিকালে নদীকূলসন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরূপে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন, অধিক কি, এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ । তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ ? সম্বরে আমার সন্নিহিত হও । আমি জল-বিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি, ইহা কি তোমরা পূর্বে অবগত হইতে পার নাই ? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ ; আমি স্বকীয় বলবীৰ্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি । আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়াণ ও কুবেরের প্রিয় সখা । আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত । আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথীতীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি । এই স্থানে রাক্ষস, শৃঙ্গী, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে উপনীত হইলে বল ?

ভদ্রীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জুন কহিলেন,—হে দুর্মতে ! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর এই নদীকূল, এই তিনটি প্রদেশ দিবা, রাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে । হে গগনচর ! ভুক্ত হউক বা অভুক্ত হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই । আর আমরাও মহাবল পরাক্রান্ত ; অতএব তোমাকে অকালে কাল-

সদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্বল মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সংকার করিয়া থাকে। পূর্বকালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী, এই সপ্তনদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরম পবিত্রা গঙ্গা আকাশপথ-গামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভৃগবান্ বাদরাষণি কহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্ণফলদায়িনী দেবনদীতে অবাদে অবগাহন করিয়া থাকে। তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেন প্রতিসেদ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোমপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক মহাবিশ্ব আশীবিধ সদৃশ স্রুতীকৃত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চন্দ্র্য বিমূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাস করিলেন এবং কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ বীরের নিকটে একরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত; প্রদর্শিত হইলেও ফেণের স্তায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষীশক্তি সর্ব্বতোভাবে সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। নায়ায়ুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া অর্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে আশ্রয়িত্ব লভিতে পতিত দেখিয়া অর্জুন দিব্যমানসিকৃত তদীয় কণপাশ দাবণ করিলেন, এবং বিদ্যে-

তনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসম্মিধানে লইয়া গেলেন ।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুন্তীনসীমাত্রী তদীয় সহধর্ম্মিণী পতির প্রাণ-
রক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন । তিনি কহিলেন, হে মহা-
ভাগ ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুন্তীনসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার
ভর্তাকে পরিত্যাগ করুন ; আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম । তখন
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অরিনিসূদন অর্জুন ! যশোহীন, স্ত্রীসহায়, নিতান্ত
দুর্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্তব্য ; অতএব ইহাকে
অবিলম্বে পরিত্যাগ কর । অর্জুন তাঁহাকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব ! অদ্য কুরু-
রাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব তুমি জীবন লইয়া প্রস্থান
কর ; আর কোন দুঃখ করিও না । তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে সৌম্য !
আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা
পরিত্যাগ করিতেছি ; আমি জনসমাজে বলবীৰ্য্য ও নামদ্বারা শ্লাঘা করি
না ; কিন্তু এই আমার পরম লাভ যে, দিব্যাস্ত্রধারী অর্জুনকে গন্ধর্ব্ব-
মায়ায় অধিকৃত করিব । আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ
হইয়াছে ; অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্তে দন্ধরথ বলিয়া প্রখ্যাত
হইলাম । পূর্বে আমি তপোবলে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য
প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব । যিনি বলদ্বারা
শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া, পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি
সর্ব্বকল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন । আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব,
ইহার নাম চাক্ষুষী বিদ্যা । ভগবান্ মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন । সোম
হইতে বিশ্বাবস্তু ও বিশ্বাবস্তু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি । এই
গুরুপ্রদত্তা বিদ্যা কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে ; হে বীর ! এই
বিদ্যাপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ইহার
কিরূপ প্রভাব, তাহাও অবগত করাইতেছি, অবধান কর । এই ত্রিলোক
मध्ये যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা
র্তৃক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে । ইহার যাদৃশী বাসনা, তিনি তদনুসারে সকল
বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন । নিরবচ্ছিন্ন ছয় মাস একপদে দণ্ডায়-
মান থাকিয়া এই বিদ্যা লাভ করিতে হয় ; অতএব ব্রত অনুষ্ঠিত না

হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব । হে মহারাজ ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণের সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণপ্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকি । এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব । সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগও মন অপেক্ষাও খরতর । ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না, ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে । পূর্ব্বকালে ব্রতাসুর-সংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হইয়াছিল । উহা ব্রতাসুর-শিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায় । তদনন্তর দেবতার শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্র-ভাগসকলের উপাসনা করেন । সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য ; কামবর্ণ, কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ সফল করিবে । অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব ! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ ? যদি প্রতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই । গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! সাধু লোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয় ; কিন্তু তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাদানে উদ্যত হইয়াছি ! আর আমি তোমা হইতে অত্যাৎকুট আঘেয়াস্ত্র ও বুদ্ধিনামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব । অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব ; কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদের সমাগম হয় । হে সখে ! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা বেদবেতা ও সাধুচরিত্র হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এই রূপ তিরস্কৃত ও অবমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদায় বল ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! তোমরা অনগ্রি ও অনাহূত এবং কোন ব্রাহ্মণ ও তোমাদিগের পুরোবর্তী নহেন ; এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম । যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশবিনষ্টার কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । আর নারদ প্রভৃতি

দেবমিয়ত্রেও আমি তোমার পূর্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি । অধিক কি, এই সমাগরা ধরা পর্বটেনপ্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সঙ্গশের ভূয়িষ্ঠ প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম । ত্রিলোকপ্রখ্যাত মহামশাঃ দ্রোণ, যাঁহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্কর্মে উপদ্রষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত ; দেবপ্রদান ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও যমজ অগ্নিনীকুমার, আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশবিবর্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা । আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি ; তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর । তোমাদিগের মনে সংকল্প ও অধ্যবসায় সম্যক্ অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম । বিশেষতঃ বাহুবলসম্পন্ন, বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারে না ; আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বলবীৰ্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল । হে অর্জুন ! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কাঁর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ব্রহ্মচার্য্য পরমোংকৃষ্ট ধর্ম । তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ । যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না । আর সস্ত্রীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন । অতএব হে তাপত্য ! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্তব্য । ষড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হইবেন । যে ভূপতির এতাদৃশ সদ্গুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । অর্থোপার্জন ও উপার্জিত অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান্ পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প । যে রাজা এই সমাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্বসম্পদ লাভের অভিলাষী হইবেন,

তাহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয় । যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজ্ঞ ও শৌর্যপ্রভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না ; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জুন ! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজার। পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন ।

• একসপ্ততীধিকশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ ! তুমি যে তাপত্য বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি ? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহুত হইলাম ? কাহার নামই বা তপতী ছিল ? হে সাধো ! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি । গন্ধর্ব্বরাজ অর্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোক প্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্তন করিতে লাগিলেন । অর্জুনও শ্রবণ-মানসে অবহিতচিত্ত হইলেন । গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি যে কারণে তপতীনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীয় ব্রহ্মাস্ত্র আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলে সমুদায় বৃষিতে পারিবে ; স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর । যিনি ভুলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা । সাবিত্রীর পর ইহার জন্ম হয় । তপতী তপোব্রহ্মাণ্ডে ত্রিলোক প্রখ্যাতা ছিলেন । সুরাসুর গন্ধর্ব্বাঙ্গরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না । একদা সূর্য্য, পদ্মপলাশ-লোচনা সদাচারসম্পন্ন কণ্ঠ্যাকে প্রাপ্তবোবনা দেখিয়া রূপ, গুণ, ক্রান্ত ও শীল-সম্পন্ন এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি ত্রিভুবন মধ্যে কণ্ঠ্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না । এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল, সমুদয় স্থখ ও শান্তি এককালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল ।

এই সময়ে কুরুবংশবতঃসংস্কৃতনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষা পরতন্ত্র, অহঙ্কার শূন্য, বিশুদ্ধচিত্ত, একান্ত ভক্তিমান ও সমধিক আত্ম-শালী হইয়া অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধোপহারে ও নিয়মোপবাস-তপস্তাহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন ;

সূর্য্যদেব রাজার আরাধনে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবেত্তা, নৃপোত্তম সম্বরণকেই স্বীয় চুহিতা তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন । পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল । যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভো-মণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভুলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল । যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণের প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত । তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চন্দ্রভূল্য প্রতীয়মান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাঁহাকে প্রচণ্ড দিবাচরের ম্যায় নিতান্ত ছুনিরীক্ষ্য বোধ করিত ; সূর্য্যদেব সেই স্থশীল ও সদৃশ্যসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন ।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ যুগয়ার্থ গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অশ্ব যুগয়াবিহার-পরিভ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয়ে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল । অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়ত-লোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন । তিনি সেই অসহায়্য অবলারত্নকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, বৃষ্টি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাচরের স্থলিতপ্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন । সেই অঙ্গনারত্নের আকার ও তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল । তিনি শৈলশিখরে আরুঢ় থাকিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন ; এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষলতার সহিত সমুদায় শৈলই স্ববর্ণময় প্রতীত হইতেছিল । তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবস্থা জন্মিল ; তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়ন-পোচর করিয়া এত দিনে চক্ষুর্দ্বয়ের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম । জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলাম, কেহই এই রমণীয় রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক

করিতে লাগিলেন । তিনি তদীয় গুণময় পাশে সংযতচিত্ত ও সংযতনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতিকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিদাতা ত্রিলোক মহন করিয়া এই দূর্ভাগ্য রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন । ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন । অমুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা ! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন । পরিশেষে অতি তীব্র স্মরণলৈল দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি ! তুমি কে ? কাহার পরিগৃহীতা ? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ ? তোমার সর্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও মানাধিষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মৃতিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে । তোমাকে দেবনারী বা অম্বরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্বকুলজা বা নাগবনিতা বলিয়া বোধ হয় না ; তুমি মানুষীও নও । আমি যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না । হে চারুবদনে ! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কমলায় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবশি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি ।

ভূপাল সেই নির্জ্ঞান অরণ্যানামপ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ভ হইয়া কথাকে বারম্বার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না ; অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর স্তায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তহিত হইলে রাজা উদ্ভতদেহ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না । কথার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন ।

হিমাদ্র আদিবংশ ততম অধ্যায় ।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন,—হে অজ্ঞান ! কথ্য অন্তহিত হইলে সেই শঙ্ক-

পাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন । রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূতা হইলেন এবং হাস্তমুখে ও মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে ; মোহাবেশপরবশ হইয়া তুমি ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে । ভূপতি কন্যার অন্ততময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্বস্বলক্ষণা কন্যা সন্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দ্বিগ্নবচনে কহিতে লাগিলেন, হে স্তনুরি ! আমি কামান্বিত হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে । দেখ, তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষ্ণশর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না । বিষম অনঙ্গরূপ ভূজঙ্গ একবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে । সন্নিহিত হও, যাহা কর্তব্য হয় কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে । তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না । হে বিশাললোচনে ! কামশরে প্রাণান্ত হইল ; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে । তুমি প্রীতিপ্রদর্শনপূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর । তোমার দর্শনকালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ; তোমাকে দেখিয়া আমার কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই । প্রসন্ন হও ; আমি তোমার নিতান্ত বশম্বদ, অতএব আমাকে ভজনা কর । হে কমলায়তলোচনে ! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাপিতশরে অনঙ্গ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে । এক্ষণে প্রণয়সলিল সেচন করিয়া মন্মথানলসম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর । তদদর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ, প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদ্যয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে । এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এ অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর । হে রম্ভোরু ! বিবাহের মর্মে গান্ধর্ব্বই শ্রেষ্ঠ ; অতএব গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর ।

তপতী কহিলেন,—মহারাজ ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা ; অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না । যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই

প্রণয়সঞ্চারি হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর ! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণ হরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে, ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে ; আমি একান্ত পরাধীন, এ কারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ কন্যা প্রখ্যাতবংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্ব অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে ? অতএব তুমি প্রণাম, নিয়ম ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনিয়নী ভগিনী, লোকপ্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা ; আমার নাম তপতী।

[এসম্প্রতাদিকশততম অধ্যায় ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্যতনয়া তপতী রাজাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উথিত ও অস্তহিত হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে পতিত রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অশ্বেশপার্থ সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে সেই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শত্রুধ্বজের ন্যায় রাজা ধরাতেল শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হতাশনদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ অস্ত্যেব্যাস্ত্রে সন্নিহিত হইয়া যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদ্রূপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্তি ও নীতি-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে, তাঁহার মনো-জ্বর দূরীকৃত হইল। তিনি তাঁহাকে উথিত দেখিয়া মধুরবাক্যে, সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক ; মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোদ্ধারি স্নগন্ধি ও স্নশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মূকুট ক্ষতি হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্যলাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্যসামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন । তাহার রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রান্ত্রে বাস করিতে লাগিলেন । তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত 'শুচি' হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে ও উর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করিয়া মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্ব বরণ করিলেন । রাজা এইরূপে দিবারাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন । তপতী নৃপতির গন হরণ করিয়াছেন, মহর্ষি 'ইহা জ্ঞামিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধার্থে প্রস্তাব করিলেন । পরে সূর্য্যসমুচ্চাতি ঋষি সূর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইলে, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । মহর্ষি কৃতাজ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিদানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনাব পরিচয় দিলেন । মহাতেজাঃ সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আগত প্রত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে মহর্ষে ! বণ ভোমার অভিলাষ কি ? আমার নিকটে তুমি বাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দ্বন্দ্বিত হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব । বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দিবাকর ! আমি আপনকার কন্যায়দী কন্যা তপতীকে মহারাজ সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি । ঐ রাজা পরম ধার্ম্মিক ও অত্যাশীষী ধীশক্তি সম্পন্ন ; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অতি বিস্তীর্ণ ; তিনিই আপনকার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র । এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদান স্বীকার করিয়াও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,—হে মূনে ! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ, অতএব এমন স্থপাত্রে সম্প্রদান না করিব কেন ? এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বদাক্ষসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন । তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায় কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের নিকটে আগমন করিলেন । রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠসমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন । যৎকালে তপতী স্রীম প্রভাপুণ্ড্র মনোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি মেন-

স্থলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । রাজা সমাধিদ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন । হে অর্জুন ! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্বীদ্বারা প্রসন্ন করিয়া দশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভাগ্য লাভ করেন ।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপ-
তীর পাণিগ্রহণ করিলেন । পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনায় বাধ্য
হইয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন । মহর্ষিও রাজাকে
বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ভূপাল সেই গিরিশিখরে
ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন ।

হে অর্জুন ! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে
তপতীর সহিত যদৃচ্ছ বিহার করেন । অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্য
मध्ये দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন । সেই দোরতর অনাবৃষ্টিদ্বারা সমুদায়
স্থাবর জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল । সেই দারুণ কাল
উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়াতে
শস্ত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতে লাগিল । রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায়
একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্তমনাঃ হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ বিদেশে
ভ্রমণ করিতে লাগিল । গ্রাম ও নগরীमध्ये সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর
হইয়া পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে
পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল । ক্ষুধার্ত্ত, নিরাহার ও শবাকার গনুস্যসমূহে
পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপালপরিবৃত্ত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুঃখদর্শন করিয়া রুষ্টি করি-
লেন । রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন,
তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন । মহারাজ
সম্বরণ পুনর্ব্বার নগরপ্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল । দেবরাজ মূল-
ধারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । প্রচুর পরিমাণে শস্ত্র উৎপন্ন
হইতে লাগিল । গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ
করিতে লাগিল । এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্ম্মিণী তপতীসমভিব্যাহারে
দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন । হে অর্জুন ! এই তপনকন্যা তপতী

তোমাদিগের পূর্ববংশীয়া ছিলেন । রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয়, এই কারণে তোমাদিগকে “তাপত্য” বলিয়া সম্বোধন করিলাম ।

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অর্জুন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে গন্ধর্বরাজ ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে ? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । গন্ধর্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি । দুর্জয় কাম ও ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করে । তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত বিনাশ-দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কন্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই ; তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সমাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পুরোহিতত্বে বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । প্রখ্যাতবংশসম্মত নৃপতিদিগের পৃথিবী জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্তব্য । যিনি পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন । অতএব হে পার্থ ! তুমিও জিতেন্দ্রিয়, ধর্মকামার্থবেত্তা, গুণবান্ ও স্ত্রবিদ্বান্ পুরোহিত নিযুক্ত কর ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্বরাজ ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইহারা দুই জনেই দিব্য অস্ত্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈরভাব

জন্মে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর। গন্ধর্বরাজ কহিলেন,— হে অর্জুন ! সর্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যকরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিকতনয় গাধিনামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র । একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য সমভিষাহারে মুগয়ার্থ এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মুগ বরাহ শীকারপূর্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর মুগয়ালোলুপ রাজা মুগের অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন । বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও বন্য হবিঃ প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্বক অতিথি সৎকার করিলেন । মহর্ষির এক কামধেনু ছিল । প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন । ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য্য বিবিধ ওষধি, দুগ্ধ, ষড়্‌বিধ রসসম্পন্ন অমৃততুল্য অনুভব রসায়ন, চর্ক্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসন প্রভৃতি অপূর্ব দ্রব্য সকল দোহন করিলেন । বশিষ্ঠ সেই সমস্ত ইচ্ছ বৃন্তদ্বারা রাজার অর্চনা করিলেন । অমাত্যসহিত রাজা অতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয়হস্ত উচ্চ, তাঁহার নেত্রযুগল মণ্ডকের ন্যায় উজ্জ্বল, পার্শ্ব ভ্রুউরু মনোহর, পুচ্ছ অতি স্নন্দর, পয়োধর স্থূল এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত । গাধিনন্দন সেই সুচারুশৃঙ্গ ও অনিন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! অর্কবৃন্দসংখ্যক গো বা আমার সমুদায় রাজ্য লইয়া আপনি এই হোমধেনুটী আমাকে প্রদান করুন । বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথি সৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পরিশ্রিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না । তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ । প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবদিত নাই ; অতএব যদি অর্কবৃন্দ সংখ্যক গো গ্রহণপূর্বক আমার মনোভিলষিত সফল করিতে পরাঙ্মুখ হইয়েন, তাহা হইলে আমি সজ্ঞাতিস্থলত বন প্রকাশ করিয়া

আপনার গোপন লইয়া যাইব । বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এবং ভূজবীৰ্য্যসম্পন্ন কৃত্রিয়, অতএব এ বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয় কর ।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূৰ্ব্বক হংসশিশির-রূপশালিনী সেই নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন । নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িতা হইলেন এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলেও হস্তারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূৰ্ব্বক উৰ্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন । রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না । বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমি তোমার করুণস্বরপূর্ণ হস্তারব বারম্বার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূৰ্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করি বল ? এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্রভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্ভিন্ন হইয়া মহর্ষির সমীকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্ ! দুৰ্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ডদ্বারা বারম্বার আমাকে প্রহার করিতেছে । প্রহারবেগে আমি নিতান্ত অশরণা ও অনাথার ন্যায় অতি কাতর স্বরে রোদন করিতেছি ; এ সময় আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন । নন্দিনী প্রধর্মিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা পৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন, হে কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ বল, আর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা বল হয় । আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কি প্রতীকার করিব, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর । তখন নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনকার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূৰ্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না । বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নন্দিনি ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও, তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর । দেখ, এই অরাতিরা বল প্রকাশপূৰ্ব্বক তোমার বৎসকে স্তম্ভিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে ।

তখন সেই পরাশ্রমিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোর

রূপ ধারণপূর্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হস্তারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্যভিষুখে ধাবমান হইলেন । কশদিগুদ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তদীয় বালদি হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল । পুচ্ছ হইতে পল্লব, প্রস্রব হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল । গোময় হইতে কিরাতজাতি, ঘূত্র হইতে কাঞ্চী ও পার্শ্বদেশ হইতে শরভকুল জন্মগ্রহণ করিল । ফেনপুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্কর, খশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হুন, কেরল ও অন্যান্য বহুবিধ স্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল । দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল স্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্বক ক্রোধাতিরেক সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল । বিশ্বানিত্রের সমক্ষে তাহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর স্তূতীক্ল শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । বশিষ্ঠসৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বানিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণ সংহার করে নাই । ঋষিধেনু বিপক্ষ সৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন । রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিবোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্ভিন্ন হইয়া আশ্রয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না ।

মহারাজ বিশ্বানিত্র ব্রহ্মতেজঃ নভুত এই স্তম্ভহং ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়বলে পিতৃ, ব্রহ্মতেজঃ যথার্থ বল । বলাবল নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয় । এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি-বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্বক তপশ্চায় অনোনিবেশ করিলেন । তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন । পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন ।

ষট্ সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! দ্যুলোকে কল্যাণপাদ নামে এক আলৌকিক বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন । একদা তিনি যুগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে যুগ, বরাহ, মহিষ, ঋগী প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু সকল সংহার করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্ঞিক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান । রাজা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সঙ্করে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশতমধ্যে সর্বব্যজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপস্থত হও । শক্তি মধুরবাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্বোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন ; ইহাই সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । পথের নিমিত্ত উভয়ে এইরূপ বাথিতগুণ আরম্ভ করিলেন । “তুমি সরিয়া যাও তুমি সরিয়া যাও” বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন । মহর্ষি স্বধর্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথ রোধ করিয়া রহিলেন । রাজাও অভিমানপরতন্ত্র ও ক্রোধাবিস্ট হইয়া শক্তির গতি রোধ করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদগুদ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন । প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, রে নৃপাধম ! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্যমাংসলোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে ।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্ঞিক্রিয়ানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য বিশ্বামিত্র কল্যাণপাদের নিকট গমন করেন । উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন । রাজা শক্তিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন । হে অর্জুন ! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয়সাধন মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন ; তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না ।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিষাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্তির শরণাপন্ন হইলেন । বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিস্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন । সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরमध्ये প্রবেশ করিল । বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আবির্ভাব দেখিয়া তথা হইতে অপস্থত হইলেন । রাজা অন্তর্গত রাক্ষসদ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইলেন ।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসম্মিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন । রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আপনি এক্ষণে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব । এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । রাজা ইচ্ছামত স্তম্ভসঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । ব্রাহ্মণের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথ সময়ে তাহা স্মরণ হইল ; তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সূপকারকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, অমুক বনে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধশ্রিত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস ।

সূপকার তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না ; তখন ভয়ান্তঃকরণে রাজসম্মিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় নিবেদন করিল । রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে অক্ষুণ্ণচিত্তে বারম্বার সূপকারকে কহিতে লাগিলেন, তুমি নরমাংস আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর । সূপকার তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকূতোভয়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথাহইতে নরমাংস আহরণপূর্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান করিল । ব্রাহ্মণ সিদ্ধচক্ষুঃ প্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন অভোজ্য বলিয়া রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, যেহেতু সেই নৃপাধম আমাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, অতএব সেই মূঢ়ই নরমাংস ভোজনে স্পৃহয়ালু হইবে । ইতিপূর্বে শক্তি যে অভিষাপ দিয়াছেন, তদনু-

সারে মনুষ্যমাংস ভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্রেশকর হইয়া এই পৃথিবাতলে পর্গাটন করিবে । ব্রাহ্মণ দুইবার এইরূপ কহিলে শক্তিদত্ত শাপ বলবান হইয়া উঠিল । তিনি তৎক্ষণাৎ রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন । তদীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল বিকল হইয়া উঠিল ।

রাজা অনতিকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, যেমন তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ প্রয়োগ করিবাছ, তদনুসারে আমিও এক্ষণে মনুষ্যভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইলাম । এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শক্তির প্রাণসংহার করিল এবং ব্যাঘ্র যেমন অভীষ্ট পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ঋষিকালেবর ভক্ষণ করিল । বিশ্বামিত্র শক্তিকে নিহত দেখিয়া বশিষ্ঠের অপূর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে আদেশ প্রদান করিলেন । সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে সংহার করে, রাক্ষস ফোদবশ হইয়া সেইরূপ মহায শক্তির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল ।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব ‘বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শতপুত্র সংহারিত হইয়াছে’ শ্রবণ করিলেন । যাদৃশ মহামহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন । তথাচ তিনি কৌশিক-বংশ উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না । পরিশেষে আত্মত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন । তদীয় দেহ তুলরাশির স্থায় শিলাখণ্ডে পতিত হইল, প্রাণবিয়োগ হইল না । তৎপরে মহাবন মধ্যে প্রদীপ্ত হতাশনে প্রবেশ করিলেন । দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অনলের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল । পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্বক জলধি জলে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু শ্বোতোবেগ প্রভাবে তিনি তাঁরে উপনীত হইলেন । তখন মহর্ষি সাতিশয় মন্তপ্ত হইয়া অগত্যা পুনর্বীর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ।

সপ্তসপ্তত্যাদিকশততম অধ্যায় :

গন্ধর্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিজ্রাস্ত হইলেন । কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, এক শ্বোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগ-

বতী ও বারিপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক লইয়া যাই-
তেছে । তদর্শনে মহর্ষি পুত্রশোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, আমি
এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব । অনন্তর আপনাকে পাশদ্বারা
দৃঢ়তর সংযত করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন । নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহ-
র্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল । মহর্ষি পাশবিমুক্ত
ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন । অনন্তর ক্রমশঃ
তাহার শোকবুদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল । তিনি একান্ত কাতরতাপ্রযুক্ত
আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্বত ও সরোবরে পর্য্য-
টন করিতে লাগিলেন ।

একদা প্রচণ্ড গ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোতস্বতী দেখিয়া তাহার
প্রবাহে ঝাম্প প্রদান করিলেন । সরিৎস্রা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া
শতধা বিদ্রুত হইল ; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত
হইল । অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংহারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া
পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন । বিবিধ পর্বত ও বহুবিধ দেশ
পর্য্যটন পূর্বক তিনি অদৃশ্যন্তী নাম্নী স্ত্রী পুত্রবধু কর্তৃক অনুসৃত হইয়া
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । পরে পশ্চাত্তাপে যড়ঙ্গালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ স্মস-
ঙ্গত বেদাধ্যয়নশব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে আমার অনুসরণ করিতেছে ?
তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাভাগ ! আমি আপনকার শক্তির
সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী । মহর্ষি কহিলেন, পুত্রি ! পূর্বের শক্তির মুখে
যে রূপ সাঙ্গবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই যড়ঙ্গবেদ কে উচ্চারণ
করিতেছে ? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির
এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভ মধ্যে
বেদাধ্যয়ন করিতেছে ।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে
হৃষ্টান্তঃকরণে সম্মান বর্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত
হইলেন । অনন্তর বধু সমভিব্যাহারে প্রতিগমন পূর্বক এক নির্জজন বনে রাঙ্গ
কক্কাম্বপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন । রাজা রাঙ্গসাম্বেশ প্রভাবে মহর্ষিকে
দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিস্ট হইয়া গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা

উদ্ভিত হইলেন । তখন অদৃশ্যন্তী ক্রুরকৰ্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত-
মনে মুনিসম্মিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই
বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাঠ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের নিকট আগমন করি-
তেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে
এমন আর কেহই নাই । হে মহাভাগ ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস
হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন । নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার
অভিলাষ করিতেছে । তখন মহর্ষি প্রত্যাভূত করিলেন, হে পুত্রি ! তুমি ভয়
পাইও না । এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই । তুমি
উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিও না । ভূমণ্ডলে মহাবল পরা-
ক্রান্ত ও হুবিখ্যাত কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন । তিনিই শক্তি শাপ-
প্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন । এই বলিয়া
তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন ।
তৎপরে মন্ত্রপুত সলিলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া যোগবলে তাঁহার শাপ মোচন
করিয়া দিলেন । রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠতনয় শক্তির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্শ্বণ
দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়াছিলেন । সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত
হইয়া সায়ংকালীন সৌরকিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সেই সমস্ত
বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন । অনন্তর রাজা পূর্ববৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে অভিবাদনপূর্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ !
আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মাষপাদ । আমি আপনকার যজমান,
অতএব এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, আদেশ করুন । বশিষ্ঠ
প্রত্যাভূত করিলেন, মহারাজ ! ব্যক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে
রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর । কিন্তু আর কদাচ
ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না । রাজা কহিলেন, হে তপোধন ! আমি আর
কদাচ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিব না ; বরং আপনার নিদেশানুসারে তাঁহা-
দিগকে সম্যক সৎকার করিব । হে বেদজ্ঞপ্রধান দ্বিজোত্তম ! সম্প্রতি আমি
যাঁহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অধীন হই, আপনাকে এরূপ প্রতি-
বিধান করিতে হইবে । হে সাধো ! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকু-
দিগের বংশরক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতশীলসম্পন্ন একটা স্ত্রীসন্তান প্রদান করিতে

হইবে । তখন সত্যসন্ধ তপোধন 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন ।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কল্যাণপাদের সহিত সুবিখ্যাত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন । নগর প্রবেশকালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রভ্যুদগমন করেন, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে সেই নিষ্পাপ রাজাকে প্রভ্যুদগমন করিতে লাগিল । রাজা বহুদিনের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন । অযোধ্যা-বাসী জনগণ পুরোহিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । অনন্তর শরৎকালীন শগধর যেমন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপে নিজ রাজধানী অযোধ্যার শোভা সম্পাদন করিলেন । সেই নগরী পতাকাপরিশোভিত, সুসংস্কৃত ও সুপরিচ্ছন্ন পথসংযুক্ত হইয়া সকলের আনন্দসঞ্চার করিতে লাগিল । তখন হৃষ্টপুষ্ট ও সমৃদ্ধজনাকীর্ণ অযোধ্যা, সুররাজবিরাজিত অমরাবতীর ন্যায় সুশোভিত হইল ।

রাজা পুরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্তার আদেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মিধানে উপনীত হইলেন । মহর্ষি সন্তানোৎপাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে মহিষীর সহবাস করিলেন । অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইলে মুনি প্রজানাথকর্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । রাজমহিষী সন্তান উৎপন্ন হইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলক্ষগুণ্ণা স্বকীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন । বিদীর্ণ করিবামাত্র দ্বাদশ-বর্ষ গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্রুক ভূমিষ্ঠ হইলেন ।

— — —
অষ্টমস্ত্যাক্ষততম অধ্যায় ।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! অনন্তর অদৃশ্যস্তী ভর্তৃমদশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন । ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জাতমাত্রেই পৌত্রের জাতকর্মাঙ্গি ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখিলেন । শক্তিনন্দন পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং জন্মাবধি তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন । ক্রমশঃ তিনি জননী অদৃশ্যস্তীর সম্মিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন । তখন অদৃ-

শ্যন্তী পুত্রের এইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্‌নিয়াস শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, বৎস ! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে ; অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে সম্বোধন করিও না । তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতামহ, পিতা নহেন ।

অনন্তর শক্তি-তনয় জননী অদৃশ্যন্তী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি-শয় দুঃখিতমনে সর্বলোকবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বি-সয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন,—বৎস ! পূর্ব-কালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন । তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান । রাজা যজ্ঞান্তে সোম পান করিয়া প্রভূত ধনধান্য-দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেন । তিনি লোকান্তর গ্রস্থান করিলে তদংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়া-ছিল । অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থিভাবে উপস্থিত হইলেন । তখন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন । কেহ কেহ উপস্থিত অর্থীদিগের প্রার্থনানুসারে অর্থ দান করিলেন । এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় মেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিভূ প্রাপ্ত হইলেন । তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন । তদর্শনে ভার্গবেরা ক্রোধাবিক্ত হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে যথোচিত অবমাননা করিলেন । ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া স্ত্রীস্ব শর প্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগর্ভস্থিত অর্ভকদিগের প্রাণসংহার-পূর্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করি-লেন । তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন । এই গর্ভসম্বাদ অবগত হইয়া অনতি-রিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল । ক্ষত্রিয়েরা স্বর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমন পূর্বক দেখি-লেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন । এই অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন । নির্গত হইবামাত্র

মধ্যাহ্নসূর্য্যের স্তায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃকশক্তি সংহার করিলেন । ক্ষত্রিয়-
গণ চক্ষুহীন ঐ গিরিভূর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তৎপরে তাঁহারা হীন-
জ্যোতিঃ চক্ষুঃ লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া
দুঃখিতমনে নিবেদন করিলেন, ভগবতি ! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে
প্রার্থনা এই যে, আমরা আগ্নেয় প্রসাদে অসং অধ্যবসায় হইতে নিরত
হইয়া আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষুঃলাভপূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে
পারি। হে শোভনে ! আপনি পুঞ্জের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি
প্রদানপূর্ব্বক আমাদের পরিব্রাণ করুন ।

উদ্যোতকাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া
তোমাদিগের চক্ষুঃ গ্রহণ করি নাই । মদীয় উরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের
উপর অদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন । তিনিই বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ
করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে তোমাদিগের চক্ষুঃ গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ
নাই । তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ভস্থ সন্তানগণকে সংহার কর,
তদবধি আমি এক শত বৎসর কাল উরুদেশে এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম ।
ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ, গর্ভস্থ অবস্থায় এই
বালকে প্রবেশ করিয়াছে । এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর
হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন । ইহারই অলৌকিক
তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষুঃ অপহৃত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহার
নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার
তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন । এইরূপ আদিত্য হইয়া তাঁহারা উরু-
সম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, মহাভাগ ! প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিবামাত্র
তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন ।

হে বৎস ! ঐ বিপ্রর্ষি উরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এই কারণে
ত্রিভুবনে ঔর্ক বলিয়া বিখ্যাত হন । ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুঃ লাভ করিয়া প্রত্ন-
নিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্কের মনে হইল, যেন তিনি সকল লোককে পরাভব
করিলেন । তৎপরে মহাত্মা মহামনাঃ মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার

করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন । মহর্ষি, ভৃগুবাংশীয়দিগের নিষ্কৃতিলাভ প্রত্যাশায় সর্বলোক বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সমস্ত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর পিতৃলোকেৱা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ষের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে বৎস ! ‘আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, এক্ষণে লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সম্বরণ কর । তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণসংহারোদ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি, এমত নহে । অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ করা অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, এই জন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের বধোপায় ক্ষত্রিয়হন্তে অবধারিত করিয়াছিলাম । আমরা কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে একজন আপন আশ্রয়ে সমুদায় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিখাত করিয়া রাখেন । ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য । আমরা স্বর্গফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদের ধনে কি প্রয়োজন ? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই আমাদের প্রভূত ধন আহরণ করেন । যখন দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদের প্রাণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় অবধারণ করিলাম । আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্য লোক লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আদ্যোপান্ত সমুদায় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হন্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলাম । হে ভৃগুবাংশাবতংস ঔর্ষ ! যে বিষয়ে অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদের নিতান্ত অপ্রিয় । এক্ষণে তুমি সর্বলোকপরাভবরূপ পাপাচার হইতে মনঃসংযম কর । সর্বলোক ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই । উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ তপঃপ্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, আশু তাহার পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ।

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে পিতৃগণ ! 'আমি ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া সর্বলোক সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবে না । বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা করিতে আমার অভিরূচি হয় না । ক্ষত্রিয়দিগের অত্যাচারে যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দাহন করে, সেইরূপ ক্রোধ আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিবে । যিনি কারণ-বশতঃ উত্তেজিত ক্রোধে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গ রক্ষায় সম্যক্ সমর্থ হয়েন না । অশিষ্ঠের নিয়ন্তা ও শিষ্ঠের প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসরক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন । যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে বধ করেন, আমি তখন ঊরুশ্ব ও গর্ভশয্যাগত হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়াছিলাম । যখন ক্ষত্রিয়াপ-সদেরা গর্ভশ্ব শিশু সম্ভান অবধি সমুদায় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, তদবধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিস্ট হইয়াছি । আমার পিতৃ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ত্রিলোকমধ্যে কুত্ৰাপি আশ্রয় পাইলেন না । যখন ছুরাভাৱা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাজুখ হইল, তখন মদীয় জননী ঊরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন । ইহ-লোকে পাপের প্রতিষেধকর্তা বিদ্যমান থাকিলে কেহই পাপপক্ষে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না । তাঁহার অবিদ্যামানে অনেকেই পাপকর্মে আসক্ত হয় । সামর্থ্য থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার পরিহার না করেন, নিগ্রহানুগ্রহশক্ত হইয়াও তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় । সকল রাজলোক ও অধীশ্বরবর্গ, জীবলোকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃ-কল্প বিবেচনা করিয়া শক্তিসম্বন্ধেও কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন না । এক্ষণে আমিই সকলের অধীশ্বর হইয়াছি । বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে । অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধবাক্যে অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি । আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার যে ক্রোধানল লোক-দিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে ; তাহা নিগৃহীত হইলে নিজ তেজঃ-প্রভাবে আমাকেই নিশ্চয় দগ্ধ করিবে । আমি আপনাদিগের সর্বলোক-

হিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; অতএব সকলের পক্ষে এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন ।

পিতৃগণ কহিলেন,—হে বৎস ! তোমার যে ক্রোধানল লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা জলমধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে । সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, 'রস সমুদায় জলময় এবং জগৎও জলধরূপ ; অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে । যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে জলানিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও । জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে ; কারণ, সমুদায় লোকই জলময় । এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অগ্ৰথা হইবে না । আর দেবতারা ও নমুদ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—ভৃগুনন্দন ঔরব বরুণনিলয়ধরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন । সেই অনল সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল । ঐ ক্রোধানল অগ্ন্যুদ্গারী মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে । বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বড়বানল কহেন । অতএব হে পরাশর ! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণ-সংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে ।

একাদশী অধ্যায়ের অন্তিম পদ্য ;

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন,—হে অর্জুন ! ভগবান্ পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্বজন পরাভব হইতে আত্মক্রোধ সম্বরণ করিলেন । কিন্তু পিতৃবধরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সমুদায় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল । মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অগ্ৰথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধস্বরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিলেন না । পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, যেইরূপ সেই নিশ্চল যজ্ঞে আভিতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভা-

সিত হইল । বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই অনন্তমূলভ সত্ত্ব সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আপমন করিলেন । আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন । তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষস-বধবিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস ! তোমার তপস্তার কুশল ত ? নির্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দ সঞ্চার হইতেছে ? তুমি আমাদের প্রজার উচ্ছেদ করিও না । দ্বিজাতি তপস্বিদিগের একুপ ধর্ম নহে । হে পরাশর ! শান্তিঐশ্বর্যই আমাদের পরম ধর্ম, তুমি সেই ধর্ম অবলম্বন কর । শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্মবিগর্হিত কর্ম অনুষ্ঠান করিতেছ ? তোমার পিতা শক্তি পরম ধার্মিক ছিলেন । তাঁহাকে অতিক্রম করা ও মনীয় প্রজাসকল নিশ্চুল করা তোমার উচিত নহে । শক্তির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গলাভ করিয়াছেন । তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না । তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন । কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন । এক্ষণে মহারাজ কল্যাণপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন । আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও স্বরগণসমভিল্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে । হে বৎস ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদ ব্যাপার অবগত আছেন । তুমি কেবল এই সত্ত্বের কারণমাত্র । অতএব এক্ষণে আর যত্ন করিও না । তোমার যত্নসমাপ্তি ফল লাভ হউক, তুমি কুশলে থাক । গন্ধর্ব্ব কহিলেন, শক্তিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্ত্ব সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থসংকীর্ণ অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন । অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বের রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

দ্বাদশাধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গন্ধর্বরাজ ! রাজা কল্যাণপাদ কোন কারণে অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন ? এবং সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্য শিষ্যাতে রত হইলেন ? তিনি কি ইতিপূর্বে কোনপ্রকার অধৰ্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন ? আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে ! আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর ।

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! রাজা কল্যাণপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্তি রাজা কল্যাণপাদকে অভিসম্পাত করেন । রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্বক পত্নী সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন । সেই অরণ্যে নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন । রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন । একদা সেই রাক্ষসরূপী ভূপাল ক্ষুধা শাস্তির নিমিত্ত আহারাশ্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতী কামক্ৰীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন । তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । রাজা পলায়নপর ভ্রাক্ষণকে বলপূর্বক ধারণ করিলেন ; ভ্রাক্ষণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন । আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত, সর্বলোকে সুবিখ্যাত ; বিশেষতঃ ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুজনশুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয় । আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্তার সহিত সজ্ঞ হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে মরনাথ ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন । রাজা বিক্রোশমান সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক ব্যস্ত যেমন যুগকে গ্রাস করে সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন,

তদ্বাক্ষনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর ঘটগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদায় প্রকলিত হতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশে দগ্ধ করিতে লাগিল ।

অনন্তর ভর্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে রাজর্ষি কল্যাণ-পাদকে অভিসম্পাত করিলেন,—“রে দুর্ক্সুক্ষিপরতন্ত্র নৃপাধম ! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণসংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চম প্রাপ্ত হইতে হইবে । তুমি ষাঁহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের, ওরূপে তোমার পত্নী পুজোৎপাদন করিবেন । সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে ।” মহর্ষি অঙ্গীরার পুত্রী রাজাকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হতাশনে প্রবেশ করিলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন ।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিমুক্ত হইলেন । একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপব্রতান্ত বিস্মরণপূর্বক কামাঙ্ক-চিন্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন । দেবী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন । তখন পত্নীবাক্য শ্রবণে শাপব্রতান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন । হে পার্শ্ব ! রাজা কল্যাণপাদ শাপ-গ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্থায় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন ।

জ্যোতিষাধিকশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বরাজ ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি আমাদের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র । গন্ধর্ব্ব কহিলেন, দেবলের যবিত্ত ভ্রাতা ধোম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে পুরোহিত্য কার্যে বরণ কর । অর্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়াজ্ঞ প্রদানপূর্বক কহিলেন,—হে গন্ধর্ব্বসন্তম ! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব । এই বলিয়া পরস্পর সম্মানবিনিময়-পূর্বক রমণীয় ভাগীরথীতীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্টপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধোম্যাত্মকে উপনীত হইয়া তাঁহাকে

পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিশ্বম ধোম্য বশ্য ফলমূল প্রদান ও পৌরোহিত্য স্বীকারদ্বারা পাণ্ডবদিগের সংকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ম্বরে দ্রৌপদী, রাজ্যলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধোম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ববধর্মের মর্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধোম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীৰ্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথ পরীক্ষায় সমাপ্ত।

স্বয়ম্বর পর্বাদ্যায়।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ, জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ম্বর দৃষ্টকু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন? শুধি-
ষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভি-
ব্যাহারে একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনারা
অদ্যই পাঞ্চালদেশে চলুন। পাঞ্চালেশ্বরভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ম্বর হইবে।
আমরা তথায় যাইবার মানসে নির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে এক-
সঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে পরমাদ্রুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ
যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে এক পরমাত্মন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে।
সেই কমলনয়না দ্রোণশত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ, বর্ম ও ধনুর্বর্ণ

ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত ছত্ৰাশন হইতে উদ্ধৃত হন । দ্রৌপদীর সৰ্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপল গন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় । আমরা সেই স্বয়ম্বর দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব । অদ্য তথায় নানা দিগেশ হইতে বজ্রা, ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়মঙ্গল, পবিত্রস্বভাব, মহাত্মা, যতব্রত, তরুণবয়স্ক, পরম-সুন্দর, মহারথ, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কতশত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করি-
বেন । তাঁহারা পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিকিণ ভোজ্য, ভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন । আমরা তৎসমুদায় প্রতি-
গ্রহ, স্বয়ম্বর সন্দর্শন এবং 'মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছাক্ৰ-
ম্বারে প্রত্যাগমন করিব ।' তথায় সূত, মাগধ, বৈতানিক, নট, নর্তক ও নানা-
দেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ
করিবে । আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার
অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত
প্রত্যাগমন করিবেন । আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্ কৃষ্ণার নয়ন-
পথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান
করিবেন । আপনার এই মহাভূজ দর্শনীয় ভাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি
অপরিমিত দ্রবিরশাশি জয় করিতে পারিবেন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে আজ্ঞা ;
আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত
মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব ।

পঞ্চাশী তামিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ
আদিষ্ট হইয়া ক্রপদরাজ-পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন ।
গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার
ষপাধি সংকার করিলেন এবং উৎকৃত সংকার গ্রহণপূর্বক নানা বিষয়ক
কথোপকথনান্তে অনুরক্ত হইয়া ক্রপদভবনাভিমুখে গমন করিলেন । পশ্চি-
মধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন ও সুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে
পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্রম হইয়া ধীরে ধীরে

গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বিশুদ্ধস্বভাব, প্রিয়স্বদ পাণ্ডুতন-
য়েরা ক্রমে ক্রমে প্রাকালদেশে উপনীত হইয়া ক্ষত্ৰবীর ও নগর নিরাক্ষণ-
পূর্বক এক কুন্তকারের আশ্রয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক
ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে
মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কীরীটিকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান
করিবেন; কিন্তু তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে
স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক হৃদুচ দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাই-
লেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্বক
ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই সজ্জা শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক
যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই
কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্ভিষ্ক হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগি-
লেন। স্বয়ম্বরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী চুর্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ
সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে
লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন।
রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্বর দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করি-
লেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহল পূর্বক দর্শনমানসে মণ্ডপ সন্নিবর্তন
শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরের প্রাণ্ডন্তর প্রান্তবর্তিনী এক
পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বরসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ
প্রাকার ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত
ছিল। উহার চারিদিকে সুধাবলিত সৌধাবলী, তুষারজালজড়িত হিমালয়-
শিখরের স্তায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুটিমভূমি রমণীয়
অনিময় শিল্পপটে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপান-
মার্গ সমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব মাল্যদাম উহার অতীব
মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা
পরিবেষ্টিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্ষি আসন ও দুহ্মফেনমিত শয্যা সকল
সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম,
কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্বক তত্রত্য বিমানশ্রেণীতে সমা-
নীল হইলেন এবং পরস্পর স্পর্শপূর্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন । পৌরবন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরাক্ষ্য মঞ্চ-
পরি উপবেশন করিলেন । পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আসন
পরিগ্রহপূর্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল । রত্নোশকরণ ও স্ননিপুণ
নর্তকগণের অভিনয়দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।
সভারস্তের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব বেশভূষা পরিধানপূর্বক
বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন । চন্দ্র-
বংশায় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্বক অগ্নির তর্পণ ও
ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং ভূর্য্যাজীবদিগকে বাম্যোদ্যম করিতে
নিবারণ করিলেন । এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী
দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীর স্বরে
অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ ! আপনারা
শ্রবণ করুন । এই ধনুর্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে । যিনি যস্ত্রের ছিদ্রদ্বারা
পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা
কুলশীল-রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই । দ্রুপদ-
পুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও
কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ।

বড়নীতিধিকশততম অধ্যায় ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন,—হে ভগিনি ! দেখ দুর্যোধন, দুর্কিসহ, দুস্মৃৎ,
দুপ্রদর্ষণ, বিবিশতি, বিকর্ণ, মৈহ, হুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগবর,
উগ্রামুখ, বলাকী, কনকাম্বু, বিরোচন, অকুণ্ডল, চিত্রসেন, স্বকর্চাঃ, কনকধ্বজ,
নন্দক, তুহু ও বিকট এবং অশ্বাশ্ব মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কণ
সমভিব্যাহারে তোমার নিম্নিত সমাগত হইয়াছেন । গান্ধাররাজকুমারী
শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বখামা ও ভোজরাজ অনন্ত হইয়া
উদর্থে আগমন করিয়াছেন । বৃহস্পতি, মণিমান, দংশমার, সহদেব, জয়ৎসেন,

মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বান্দ্যক্ষেমি, হুশর্মা, সেনাবিন্দু, স্বকেতু ও তৎপুত্র হুন্সামা ও হুবর্জাঃ, হুচিত্র, হুকুমার, বরু, সত্যধৃতি, সূর্য্য-ধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান, শ্রেণিমান, চেকিতান, সমুদ্র-সেনের পুত্র প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদম্ভ ও তৎপুত্র দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাহুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাত্রলিঙ্গ, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য কৃষ্ণাঙ্গদ, রুহ্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র ভুরি, ভুরিশ্রবাঃ, শল, স্তদক্ষিণ, কাষোজ, পৌরব, দৃঢ়বহা, বৃহদ্রথ, হুম্বর্ণ, শিবি, ঔশীনর, পটচ্চর, নিহন্তা, করুমাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বসুদেব, রৌক্মিণেয়, শদ্ব, চারুদেব, প্রোত্মানি, গদ, অক্রুর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতকর্মা, হাদিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লীপিণ্ড-রক এবং ঔশীনর এই সকল যদুবংশীয় ও ভগীরথ, বৃহৎসত্ত্ব, সিদ্ধুদেশাধি-পতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, ঞ্জতাম্বুঃ, উলুক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ইহাঁরা এবং এতদ্ভিন্ন অগণ্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন । ইহারা ক্ষুদ্রীয়া পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন; হে ভদ্রে ! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও ।

সপ্তাদশী অধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই সমস্ত বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অন্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণ-বয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন । তাঁহার রূপ, যৌবন, কুল, লীল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবৎ মাতঙ্গযুথের স্থায় ঈর্ষাক্ষান্তিলোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্পর্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণ-সন্দর্শনে কামমোহিত হইয়া দ্রৌপদী আমারই হইবে বলিয়া, রাজাসন হইতে গাত্ৰোত্থান করিলেন । যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রৌপদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন । রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে ক্রিম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদগতহৃদয়ে নিরস্তর কেবল তাঁহাকেই

চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতি ও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বহুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্বক রাজসভায় আগমন করিলেন । অসংখ্য দৈত্য, স্থপর্ণ, মহোরগ, দৈবর্ষি, গুহক, চারণ ও বিশ্বাবহু, নারদ, পর্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন । বলভদ্র, জনার্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন । পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন । বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা ছুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মনপ্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িত ও রোষপরবশ হইয়া অধর দংশনপূর্বক আরক্ত নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন ।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্বগণে সমাকুল স্থপর্ণ, নাগ, অশ্বর ও সিদ্ধগণ কর্তৃক পরিষেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্যমান দিব্য কুসুম সমূহের স্নগন্ধে আমোদিত হইল । মহাশব্দে দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল । চতুর্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবিনিাদে পরিপূরিত হইল । কর্ণ, দুৰ্যোধন, শাল্য, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাধ, স্ননীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র বিদেহরাজ ও যবনাধিপ প্রভৃতি অনেকা-নেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবাল প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীৰ্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব, এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না । সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুঃস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল । তাঁহারা নিস্তেজঃ ও হতশ্রাস হইয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন ; কিরীট, হার, বলয়াদি প্রভৃতি আভরণ সকল অঙ্গ হইতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং জৌপদীলিন্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল ।

সকল ধনুর্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বুধোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্করে ধনুঃ উত্তালনপূর্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসঙ্কান করিলেন । পাণ্ডুজনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই । জৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে যুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না ; এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সাগৰহাস্তে সূর্য্যাসন্দর্শনপূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন ।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর, চৈবদিশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসঙ্কান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভয়জানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্ৰোত্থানপূর্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন । মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে গিয়া জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন । এইরূপে সম্ভান্ন সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাভূত হইলে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শরাসনে জ্যা রোপণ ও শরসঙ্কানের মানস করিলেন ।

অষ্টাদশাধ্যায়শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাভূত হইলে অর্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্ৰোত্থান করিলেন । ব্রাহ্মণেরা পার্শ্বকে কাশ্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধুননপূর্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন । কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ধরপারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীমবল অকৃতান্ত সামান্য ব্রাহ্মণকুমার ভবিষ্যে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে ! এই ব্যক্তি গর্বিত হইয়াই হউক, অথবা কৃষ্ণগ্রহণহর্ষে গোহিত হইয়াই হউক, কিন্না বিপ্রস্বভাবমূলত প্রলোভচপলতা-

প্রযুক্তই হউক, পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্যে প্রযুক্ত হইতেছে । যদি কৃতকার্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর । কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমরাদিগের কোনপ্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও ধ্বংস হইব না । কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনশুন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত, গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও যুগেন্দ্রগতি স্বরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায়দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিকল-প্রযত্ন হইবেন না । ইহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে । যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্যে স্বয়ং প্রযুক্ত হয় না । ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না । অনাহার, বায়ুহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তম্বিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্বল হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না । ব্রাহ্মণ সংকল্পই করুন অথবা অসং কল্পই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না ; কারণ সুখজনক ও দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্যই ব্রাহ্মণকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে । দেখ, জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন ; অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মকে জ্যা রোপণ করিতেছে । এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সন্মত হইলেন ।

অর্জুন শরাসনসমীপে অচলরং দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন । অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্বক সেই কার্ম্মক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন । শিশুপাল, হুনীথ, রাধেয়, দুর্ষ্যোধন, শল্য ও শাশ্ব প্রভৃতি ধনুর্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনুঃ সজ্জ করিতে পারেন নাই, অর্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্রদ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাত্তিত করিলেন । অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান কোলাহল হইতে লাগিল । দেবতারা অর্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধুনপূর্বক অলঙ্কিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাব্দী তুর্ধ্য বাদন করিতে লাগিল এবং স্বকণ্ঠ সূত ৩ মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রপদরাজ পার্শ্বকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্তসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জুনের বিজয়শব্দ সমস্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্মিকাগ্রণী বৃদ্ধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সম্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শত্রুপ্রতিম পার্শ্বকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্বক কুন্তীমৃতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্মা পার্শ্ব বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যগান হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

উননবত্যাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে, ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ক্রপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্গিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকারপূর্বক উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। অতএব সমধিক গুণসম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুর্ভাগ্যা নৃপাধমকে ধপুত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য ! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না। স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বরবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব।

যদি ব্রাহ্মণ লোভাক্ষুণ্ণ হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজা-

দিগের অনভিন্নত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য । আমরা ব্রাহ্মণের উপ-
কারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিতপর্য্যন্তও পরিত্যাগ
করিতে পারি । রাজর্ষিগণ অবমানভয়ে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আর অন্য স্বয়-
ম্বরে এইরূপ গতি না হয়, এই অভিপ্রায়ে ঋপদেব প্রাণ সংহার করিবার
নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন । সেই সমস্ত
ক্রোধাক্ত অসংখ্য রাজশাস্ত্রীল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া, ঋপদরাজ
ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন । অর্জুন ও ভীমসেন মদপ্রাপ্ত গজে-
শ্বের স্তায় বেগাভিভূত রাজেশ্বরদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ-
পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন । অমর্য্যপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীম-
র্জুনজিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন ।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন হস্ত-
দ্বারা এক মহামহীকৃৎ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্ত করিলেন এবং লোকান্তক
কম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই যুদ্ধ গ্রহণ
করিয়া অর্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন । লোকাভীতবীশস্তিসম্পন্ন
অচিন্ত্যকর্মা অর্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ
করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীৰ্য্য বলদেবকে কহিলেন, মহাশয় ! যিনি এই
বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন ; তাহাতে
আর সন্দেহ নাই । আর যিনি বাহুবলে যুদ্ধ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজ-
মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম যুদ্ধোদর । ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে
ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে ? এবং
যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করি-
তেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির । আর কুমারতুল্য স্কন্ধুমার এই কুমার-
সুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে । শুনিয়া-
ছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে
পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা সত্য বটে । এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জলজলদ
সম্মিত বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাহুদেব ! পিতৃশ্রমা পৃথা
এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদবিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম ।

নবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দ্বিজর্ষভসকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধুনপূর্বক উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি । অর্জুন জ্বং হস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা পাশ্বে থাকিয়া দর্শন করুন । যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশুক আশীষ বিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও সূচ্যগ্র বিশিখশতদ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি । এই কথা বলিয়া অর্জুন শুঙ্কলক শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্বতের চ্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন । অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জুন যুদ্ধদুর্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্তবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা ক্রন্তবেগে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাতেজাঃ কর্ণ অর্জুনের প্রতি গমন করিলেন । হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত মুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন । পরে দুর্যোধনাди সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন ।

অনন্তর অর্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্বক শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । রাধেয় স্ত্রতীক্ষু বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জুনের অনুধাবন করিলেন । জিগীষাপরবশ বীর-যুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । পরস্পর পরস্পরকে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি । কর্ণ অর্জুনের অনুপম ভুজবীর্য দর্শনে ক্রোধাক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তদীয় সেনাগণ অর্জুনপ্রযুক্ত তীব্রজব বাণ বর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল । কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর ! তোমার ভুজবীর্য, অগ্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম । হে দ্বিজসত্তম ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্বেদ অথবা রাম, সূর্য বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবেক । আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণপূর্বক আমার

সহিত যুদ্ধ করিতেছ । আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ।

অৰ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে কর্ণ ! আমি ধনুর্বেদ নহি বা প্রতাপ-
শালী রামও নহি ; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে
সুশিক্ষিত হইয়াছি । অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে
উপস্থিত হইয়াছি । রাধেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অৰ্জুনের দুৰ্জয় ব্রাহ্ম-
তেজ স্বীকার পূর্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন । অপর রণপ্রদেশে
বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিখ্যাত মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর
সমাহ্বানপূর্বক মুষ্ঠাঘাত ও জানুপ্রহারদ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগি-
লেন । তাঁহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পামাণপাতসদৃশ
মুষ্ঠাঘাত করিতে লাগিলেন । প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ
উঠিল । তাঁহারা দুইজনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন । পরে কুরুশ্রেষ্ঠ
ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদর্শনে
দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ভীমসেন শল্যকে
ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না । শল্য নিপতিত ও
কর্ণ শঙ্কিত হইলে পর সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরি-
বেষ্টন করিলেন এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জুনকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন,
এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাঁদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদায়
পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত । মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুনয় কিরীটী
ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভুলোকে কে আছে ?
দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য
হয় না যে, দুৰ্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় । বলদেব, পাণ্ডব,
বৃকোদর ও মহাবল পরাক্রান্ত দুৰ্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মন্ত্রাধিপতি
শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে ? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে
ক্ষমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই । তবে
যদি উহাঁরা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হইয়া, তাহা হইলে আমরা ক্ষুণ্ণচিত্তে যুদ্ধ করিব,
সন্দেহ নাই । কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং
ভীমের সেই অমৃত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থিরনিশ্চয়

করিলেন । পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্বক বিনয়বচনে কহিলেন, হে ভুপাল-
বৃন্দ ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও,
আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।

বিশ্বম্ভাবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে
প্রস্থান করিলেন । ‘অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন এবং পাঞ্চালী
ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা হইলেন’ এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ
প্রস্থান করিল । রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া
অতি সাবধানে গমন করিলেন । তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং
দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণনির্মুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত
সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । এদিকে পুত্রবৎসলা পৃথা
পুঞ্জেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না
ভাবিয়া, কতই অনিষ্টশঙ্কা করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে চিন্তা
করিলেন, হয় ত ছুরাছুরা ধার্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা
নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টাপাত হইয়া
থাকিবে, তাহাদিগের দুর্ভেদ্য মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপ-
রীত্য জন্মিয়া থাকে । পৃথা পুঞ্জস্নেহে আবৃত হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা
করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক স্তম্ভ-
প্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জুন মেঘোপরুদ্ধ অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায়
ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন ।

একনব্যতমিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহানুভব ভীমার্জুন ভার্গবকর্ম্মশালায় উপস্থিত
হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন,—মাতঃ ! অদ্য এক রমণীয়
পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে । পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ
না করিয়াই পুঞ্জদিগকে কহিলেন, বৎস ! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, সকলে সম-
বেত হইয়া ভোগ কর । অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন,
আমি কি কুর্কর্ম্ম করিলাম । পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুল হইয়া পরম-
প্রীত যাক্ষদেনীর হস্ত গ্রহণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন,

পুত্র ! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজ্ঞায় ইহাকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর । অতএব, হে কুরু-শ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্য দ্রুপদ-কুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর । মতিমান্ কুরুপ্রবীর জননীর এইরূপ উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক অর্জুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন ! যাজ্ঞসেনী, তোমার জয়লব্ধ বস্ত্র, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইহার পাণিগ্রহণ কর ।

অর্জুন কহিলেন,—নরনাথ ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না । আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত । বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য । অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্যালোচনা পূর্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে, আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন । আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশস্বদ । ভক্তিস্নেহসহকৃত অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীকণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদগতচিত্ত হইলেন । তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এক্রূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গ-বিকার প্রাদুর্ভূত হইল । বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্মাণ করিয়া-ছিলেন, নতুবা তাহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে ।

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জনে লইয়া কহিলেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন । মহামুভব

ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণপ্রবীর কৃষ্ণ, বলদেব সমভিব্যাহারে ভার্গবকন্যাশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু, অগ্নিভুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন ।

অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ বন্দনপূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর, পাণ্ডবেরা আনন্দমাগরে নিমগ্ন হইলেন । তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃশ্রদ্ধা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন । অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক কহিলেন, হে বাসুদেব ! আমরা গোপনে এস্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়, পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অণু কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে ? মহারাজ ! ভাগ্যবলে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাশ্বা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুর্ভিক্ষি সিদ্ধ হইতে পারে নাই । এক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, ইক্ষনযুক্ত হতশনের শ্রায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন । অনুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি । অনন্তর পাণ্ডবকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন ।

দিনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিম্নত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন । তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল । সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জুন, মকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন ।

অনন্তর বদাশ্বা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং

উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর । অনন্তর অবশিষ্টাংশ বিধা বিভক্ত করিয়া একাঙ্ক ছয় অংশ কর এবং একাঙ্ক নাগেন্দ্রবিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর । ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে । রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে, সকলে পরমমুখে ভোজন করিলেন । ভোজনাশ্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অঙ্গিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন । কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদতলে শয়ন করিলেন । দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপাধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ছুঃখিত হইলেন না এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনও করিলেন না । এইরূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বীরপুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনা-সম্পর্কীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে ত্রিয়ামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গ, গদা, পরশু, গজ ও রথ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন । পঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীলোকেরা কৃষ্ণাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন । রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরীযুভান্তু সমস্ত দ্রুপদ-রাজকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সঙ্ঘর গমন করিলেন । দ্রুপদরাজ পাণ্ডব-দিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষম হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন । তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র, না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন ? আমার মস্তকে ত পঞ্চদিক্চরণ অর্পিত হয় নাই ? স্থললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল ? কোন সর্বণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ? আমার মস্তকে কে বাম চরণ অর্পণ করিল ? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী, নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন ? হে মহাত্মভব ! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে ? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্বক লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন ?

বৈবাহিক পৰ্বাধ্যায় ।

— :: —

তিনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতা কর্তৃক পরিপৃষ্ঠ হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ ! যিনি দেবভূল্য রূপবান্ কৃষ্ণাজিনধারী, বাঁহার নয়নযুগল আয়ত ও লোহিতবর্ণ, যিনি সেই বসুতে গুণাধিরোপণ করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্যবিন্দু করিয়াছিলেন, যে তরুণী দ্বিজগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত্ত দানবসভাপ্রবিন্দু সুধরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ সানন্দিত নাগবধূর শ্যায় সেই নাগেন্দ্রভূল্য বীরপুরুষের অজিন গ্রহণপূর্বক তাঁহার অনুবর্তিনী হইলেন ।

অনন্তর সেই ক্রিতিপসমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীৰুহ উৎ-পাটনপূর্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন । হে নরেন্দ্র ! চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্শ্ববগণসমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্বক নগরের বহির্ভাগস্থ তার্গবঋষির পর্ণশালায় গমন করিলেন । তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন । বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন । অনন্তর তাঁহারা দুইজন সেই বর্ষায়সীর চরণে অভিবাদনপূর্বক কৃষ্ণাকে প্রণাম করিতে কহিলেন এবং কৃষ্ণা এইস্থানে থাকিলেন, এই বলিয়া সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন । কৃষ্ণা তাঁহাদিগের আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসাত্ ও বিপ্রসাত্ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন । দ্রৌপদীও তাঁহা-দিগের পাদোপাধানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন । শয়নান্তে তাঁহারা গভীর ঘনগর্জনস্বরে বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে ত্রাঙ্গণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন প্রকার উপযোগিতা নাই ; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা কঁত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাঁহা-দিগের এত সমাদর কেন ? যাঁহা হউক, এতদিনে আমাদের আশা ফল-বর্তী হইল । শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । বোধ হয়,

তঁাহাদিগেরই অন্ততম শরাসন সজ্য ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন । আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন ।

তখন দ্রুপদরাজ হুটুচিতে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ভার্গবকর্ষশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যবেধকারী বীর-প্রচয়ের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন । পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাণাভ্রমরপূর্বক তঁাহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন । মহারাজ । পাণ্ডালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি সেই লক্ষ্যবেধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দমাগরে মগ্ন হইয়াছেন । তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতি-যন্তকে পদাঘাত এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন । মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তঁাহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন ছুতি কোন কোরবকে সম্প্রদান করেন । তঁাহার অভিলাষ এই যে, অর্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তঁাহার পুণ্যকীৰ্ত্তি ও স্মৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় ।

পুরোহিত সমুদায় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তঁাহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, ইহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান কর । ইনি দ্রুপদরাজের অতীব মান্য পুরোহিত, ইহাকে অধিকতর পূজা করা কৰ্ত্তব্য । ভীম জ্যেষ্ঠের নিদেশানুসারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলে, ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া স্বখে অধ্যাদীন হইলেন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাণ্ডালরাজ দ্রুপদ যেমন নিকাম হইয়া ও ধর্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্যও করিয়াছেন । তিনি তদ্বিময়ে কুল, শীল, ধোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা করেন নাই । তঁাহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যিনি কাম্যুক সজ্য এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যার হস্ত লাভ করিবেন । মহাত্মা অর্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন । এরূপ স্রষ্টিয়াছে বলিয়া তঁাহাকে ছুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন । তঁাহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্ন ; রোম হয়, অচিরাৎ রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে । সেই কাম্যুকে গুণযোজনা কর্ত্তা ইন্দ্রবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতান্ত নীচকুলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই

ভূৰ্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না । 'অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চাল-
রাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা' নাই । যুদ্ধিষ্ঠির পুরোহিত সমক্ষে
এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য
নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল ।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় ।

রাজদূত কহিল,—দ্রুপদ বরষাক্রীয়াগণের নিমিত্ত অতুৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের
আয়োজন করিয়াছেন, 'আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ-
পূর্বক সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করুন । এখানে বিলম্ব করিবার আর
প্রয়োজন নাই । এই সকল কাঞ্চনপদ্মখচিত, সদংশযুক্ত, রাজোচিত রথে
আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন । পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা
শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে
এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব যানে আরোহণপূর্বক
যাত্রা করিলেন । ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়া-
ছিলেন, তদ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানা-
প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন । তাঁহারা উপস্থিত হইলে
সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ষ্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার
বীজ, অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী ও ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত
এবং অশ্ব, রথ, স্ত্রীকুল শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভূষুণী ও পরশু
প্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য ও রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ তাঁহাদিগকে
উপহার প্রদান করিলেন ।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । তত্রস্থ
ক্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত,
অজিনোত্তরীয়, পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজ-
কুমার, সচিব, ভৃত্য ও রাজার সূহৃদগ, সকলেই আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হই-
লেন । পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠসহিত
মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন । অনন্তর দাস, দাসী ও সুপকারেরা উজ্জ্বল
বেশভূষণ পরিধানপূর্বক স্তবর্ণপাত্রে পার্থিবভোজ্য বহুবিধ সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন

পরিবেশন করিল। তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনন্তর উপদীকৃত অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার বাসনা করিলেন। তদর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুস্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয় ! তদনন্তর পাঞ্চাল-রাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মবিধানানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কি শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা কিরূপে জানিতে পারিব। দ্রৌপদীসন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে ? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরম্পু ! আপনি সমুদায় সত্য করিয়া বলুন ; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরণীয় ; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম ! আপনার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—রাজন্ ! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়, সাধুশীলা কুস্তী আমাদের জননী ; আমি সর্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির ; ইহাদিগের একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জুন ; ইহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরবর্ভ ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোহুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর স্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ ! আপনাকে এই সমুদায় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাওঁ নিম্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে, যত্নপূর্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে হর্ষোদ্বেক

কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলে ? যুধিষ্ঠির আনুপূর্বিক সমস্ত কুন্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন । রাজা শ্রবণ করিয়া বারম্বার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন ।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অৰ্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপাদিক্ত হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন । তথায় যজ্ঞসেন কর্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন । পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিবস, অতএব অৰ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়াস্তুে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্ ! আমারও দারসম্বন্ধ কর্তব্য হইয়াছে । ক্রপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, অথবা আপনার স্নেনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! পূর্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন যে, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন । আমি অদ্যাপি দার পরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ । অৰ্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি ; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না ; কৃষ্ণা ধর্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন । আমি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তনয়ার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত করুন । ক্রপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই । তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত । লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ তোমার উচিত হয় না । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি । আমার মুখে অন্ত বাক্য কদাচিত উচ্চারিত হয় না এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম কদাচ স্থান লাভ করিতে পারে না । বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এ বিষয়ে

আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে । রাজন্ ! ইহা সনাতন ধর্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিস্কিন্ধ্যাত্র শঙ্কিত হইবেন না । দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! কল্য তুমি ও তোমার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, তোমরা সকলে ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবে, তাহাই করিব । বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ ! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহবিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে যদুচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন ।

যশস্বত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশাঃ পাঞ্চাল্য গাত্রোপস্থান পূর্বক অভিবাদন করিলেন । মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন । তাঁহার আদেশক্রমে সকলেই মহর্ষি আসনে উপবেশন করিলেন । অনন্তর মুহূর্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্মপত্নী হইবেন ? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এ বিষয়ে যাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন । ব্যাসদেব কহিলেন, লোকাচারগর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুর্বলগাহ ধর্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত, আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি । দ্রুপদ কহিলেন, যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ আমার মতে তাহাই অধর্ম ; হে ষিঞ্জোত্তম ! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী, ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না । ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম নহে এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাজও কখন এরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন না, অতএব আমি এ বিষয়ে কি কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন,—হে তপোধন ! জ্যেষ্ঠ সূশীল ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যায় কিরূপে গমন করিবেন, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ধর্মাদর্শের নিশ্চয় করা অসম্ভব । অতএব কৃপা যে পক্ষ স্বামীরা সহিবী হইবেন, ইহা আমরা

কোনরূপেই ধৰ্ম্মতঃ অনুমোদন করিতে পারি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমার মুখে কদাচ অনৃত বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার মনো-
মন্দিরে অধৰ্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ
মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোনক্রমে অধৰ্ম্ম বলিতে পারিব না।
পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধৰ্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা
সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বার্কানাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতাঃ নামক
ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরুলোক
যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধৰ্ম্ম ও নিঃসংশয়ে স্মর্যুষ্ঠেয়; গুরুলোকের
মধ্যে মাতা পরম গুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জিত বস্তুর
ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম ! ইহা পরম ধৰ্ম্ম বলিয়া
আমার বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন,
আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অনৃত বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া
থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব ! ব্যাসদেব কহিলেন, হে
ভদ্রে ! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহাই সনা-
তন ধৰ্ম্ম; হে পাঞ্চাল ! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিব না।
যে রূপে উক্ত ধৰ্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল
আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধৰ্ম্ম
বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের কর গ্রহণপূর্বক
রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,
তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস
বহুব্যক্তির একপত্নীতা যে ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে
আরম্ভ করিলেন।

সপ্তমবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্ ! পূর্বে দেবতার। নৈমিষারণ্যে এক
মহাসত্রে আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈক্যত যম ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি
যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন,

হুতরাং অনতিকাল বিলম্বে প্রজ্ঞাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্বলোক-পিতামহকে নিবেদন করিলেন, হে লোকনাথ ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্ভিগ্ধচিত্তে স্থখে কাল-যাপন করিতে পারি, এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। পিতামহ কহিলেন, তোমরা অমর ; মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের ভয়ের বিষয় কি ? দেবতারা কহিলেন, মর্ত্যলোক দেবলোক তুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্ভিগ্ধ হইয়া প্রভেদকরণ মানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম। ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, যম যজ্ঞ ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র সমাপনান্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য বীর্য্য থাকিবে না।

তাঁহার বিধাতার বাক্য শ্রবণান্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতে-ছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদর্শনে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিক্ত হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চনপদ্মরূপে পরি-ণত হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুতব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ ? তাহা স্বার্থ করিয়া বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ ! আমি যে এবং যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দূর গমন করিলে তাঁহার সবিশেষ জানিতে পারিবে। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যুবা শুরুষ গিরিরাজশিখরো-পরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে

পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগত-সংকার বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সংকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অশুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্বাধুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়া সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজাঃ কহিলেন, হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কৰ্ম্ম কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিস্থা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজাঃ অন্য চারি জনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া “আমিও কি ইহাদিগের ন্যায় হইতে পারিব না” চুঃখিতমনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে শতক্রতো! তুমি বালম্ভাবমূলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবরাজ মহাদেব কর্তৃক এইরূপ অন্ত্রপ্রাণাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজমস্তকে পবনচালিত অশ্বখপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবরপ্রবেশ সময়ে কৃতাজলিপুটে ত্রিলোচনকে বিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকেই এই অশেষ ডুবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তচ্ছবণে দেবদেব হাস্ত করিয়া কহিলেন, ইহা ভবাদৃশ গর্বিত লোকের অধিকার-যোগ্য নহে। পূর্বে ইহারাও তোমার ন্যায় গর্বিত ছিলেন; অতএব এই গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া সকলে একত্রে কালযাপন কর। অধুনা তোমরা স্বীয়

গর্হিত কর্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও । পরে জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্মফলা-
র্জিত মহাই ইন্দ্রলোকে পুনরায় গমন করিবে । তোমাদিগের বাহা বাহা
কর্তব্য তৎসমুদায় আদেশ করিলাম ।

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্বোদ্ভেদে কহিলেন,—হে প্রভো ! আমরা
দেবলোক পরিত্যাগপূর্বক যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুস্প্রাপ্য, সেই নরলোকে
গমন করিব ; কিন্তু ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার, ইহারাই যেন কোন
মানুষীর গর্ভে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন । ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহা-
দেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি স্বীয় বীৰ্য্যে কার্য্যক্রম এক পুরুষ উৎপাদন
করিব, তিনিই ইহাদিগের পঞ্চম হইবেন । ইন্দ্রের এবস্ত্রকার যিনতিতে
সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজাঃ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অতীর্ক প্রদান করিলেন
এবং লোকললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দিষ্ট করিলেন ।
অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ সমীপে উপনীত হইলেন ।
নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট
নিয়মে অনুমোদন করিলেন । পরে ধর্ম প্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে
অবতীর্ণ হইলেন । তাঁহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মন্তক হইতে
কেশযুগল উৎপাটন করিলেন । তন্মধ্যে একটি শুভ্র, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ ।
সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল ।
শুভ্র কেশ বর্গদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন ;
তন্নিমিত্তই লোকে বাহুদেবকে কেশব কহে ।

পূর্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা
পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যাসাচী অর্জুন
জন্মগ্রহণ করিলেন । পূর্বোদ্ভগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহা-
দিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে
আবির্ভূতা হইলেন । মহারাজ ! দৈবসংযোগ ব্যতীতকে কখন কি ধর্ম্মীতল
হইতে অলোকসামান্য জীরত্ব সমুৎপন্ন হইতে পারে !

হে নরেন্দ্র ! আমি ঐতিপূর্বক আপনাকে অত্যাশ্চর্য্য দিব্য চক্ষুঃ প্রদান
করিতেছি, আপনি সেই দিব্য চক্ষুঃ উন্মীলন করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন,
কুন্তীতনয়েরা পবিত্র পূর্বদেহ ধারণপূর্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন ।

মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিলেন । রাজা তদ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহাদিগের মস্তকে হেমকিরীট ও সর্বক্ষেত্র বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে । সূচাক্ষু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং স্নগন্ধ ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন । রাজা দ্রুপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব ইন্দ্রদিগক্ষে নয়নগোচর করিয়া এবং 'ইন্দ্রপ্রতিম' যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন । তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ত্রায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজঃ ও যশঃপ্রভৃতি সর্ব-প্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিভুষ্ট হইলেন । পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুতব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাস-দেবের চরণ গ্রহণপূর্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে ! আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে । মুনিবর রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ শ্রবণ করুন ।

কোন তপোবনে এক মহর্ষিকন্যা বাস করিতেন । সেই রূপবতী কন্যা পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্তৃভাগিনী হইলেন না । অনন্তর তিনি কঠোর তপস্বীদ্বারা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন । মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর । ঋষিকন্যা ত্রিলোচন কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারম্বার কহিলেন, ভগবন্ ! আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি । দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার পাঁচজন স্বামী হইবেন । ঋষিতনয়া পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো ! আমি এক পতি প্রার্থনা করি । দেবদেব কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি উপর্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে । মহারাজ ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিণী মহর্ষিনন্দিনী ; ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইহার পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন । ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । ইনি অতি কঠোর তপস্বীর ফলে আপনার দুহিতৃ লাভ

করিয়াছেন । এই সর্বাপেক্ষাসুন্দরী দেবতুল্য দেবী স্বকীয় কর্মফলে পঞ্চ-
পাণ্ডবের সহধর্মিণী হইবেন । স্বয়ম্ভু এই নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন ।
এক্কে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন ।

অষ্টমবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

দ্রুপদ কহিলেন,—মহর্ষে ! পূর্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা
করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনকার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত
হইলাম । দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেব-
তারার বাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই ।
অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিতে
পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্তব্য ।
ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বর
দান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার ভাল মন্দ দেবতাই জানেন । যখন মহাদেব
এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক,
আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি । পাণ্ডবেরা বিধিপূর্বক ইহার পাণিগ্রহণ
করুন, ইহাদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণ সৃষ্টি ও সমুদ্ভূত হইয়াছেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন,
অদ্য শুভদিন, অদ্য চন্দ্রমাঃ পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই
অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিগীড়ন কর । রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে
বহুসংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তনয়ার সর্বাপেক্ষ রত্নভরণে বিভূ-
ষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন । রাজার মন্ত্রিগণ, সহস্রবর্গ, প্রধান প্রধান
পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণ সকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে
লাগিলেন । রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল । চত্বরভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজ-
মালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও বিচিত্ররত্নসমূহে খচিত হইয়া পার্শ্ববর্ষ-
রীর তারকাব্যাপ্ত নির্মল নভোমণ্ডলের স্তায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রেরা সন্মত হইয়া মঙ্গল্য ক্রিয়া সকল সমাপ-
নান্তে মহার্ষি বৈশম্পায়ন সমাধানপূর্বক পুরোহিত ধৌম্যসমভিব্যাহারে সভা-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নিস্থাপন ও নস্ত্রোচ্চারণ-

পূর্বক প্রকলিত হতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কুষ্ণার পাণিগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন । অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অমুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন । পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন । মহারাজ ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহঃ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভাবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছু-মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না ।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্বতের ন্যায় মহোন্নত এক শত হস্তী, মহাই বেশভূষাবিভূষিত এক শত দাসী এবং স্বর্ণালঙ্কৃত ও স্বর্ণপ্রাণহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত এক শত রথ প্রদান করিলেন । মহানুভাব দ্রুপদরাজ সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাস্বর বিভূষণ প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন । অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরগম্ভে বিহার করিতে লাগিলেন ।

একোনিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আশ্রয় আশঙ্কা রহিল না । পুরনারীগণ কুস্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংস্কীৰ্ত্তনপূর্বক চরণবন্দন করিলেন । মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুষ্ঠনবতী দ্রৌপদী স্বশ্রদ্ধাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন । কুস্তী, সেই স্বশীলা, সদাচারসম্পন্না, স্বরূপা, সর্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্র-বধুকে স্নেহসম্ভাষণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন, বৎসে ! ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবস্বর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমনী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন, তুমিও তত্ত্বগণের প্রতি তদনুরূপ হও । হে ভদ্রে ! তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না । হে বৎসে ! তুমি অতিথি, গৃহ-

গত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সংকারে ব্যাপ্ত হইয়া সময় যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধাম প্রধান জনপদে রাজ্য অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বলবিক্রমার্জিত বসুমতী বিপ্রসাং করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে; হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্যার এইরূপ অভিনন্দন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ক্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডুদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদ্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, মানাদেশীয় মহার্ষি বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রক্তকাক্ষন, ত্রিণাবন্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পরীক্ষায় সমাপ্ত ।

বিদুরাগমন পরীক্ষায়

দ্বিভক্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! এদিকে কৌরবকুলের বিশ্বাসভূমি গৃঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে সমাচার প্রদান করিল যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্যবিন্দু করিয়াছিলেন, ঠাঁহার নাম অর্জুন। তিনি সম্ভ্রান্ত বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ। আর যিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে উৎকিণ্ড ও ভূতলে পাতিত করেন এবং পাদপাঘাতে অরাতি সকলকে সম্ভ্রাসিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামে ষাঁহার ভয়সম্ভ্রমের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ষাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনারা অনলস্পর্শসম ভীষণ বলিয়া বোধ করিয়াছিল, সেই মহাত্মার নাম ভীম। সেই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী, পুরুষদিগকে পাণ্ডব জানিয়া রাজগণ সান্তিগয় কিরুণাবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে সকলেই প্রবণ করিয়াছিলেন যে, কুন্তী পুত্রগণসমভিব্যাহার জড়গৃহে দৃষ্টব্য হইয়াছেন,

এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন শুনিয়া, জশাস্তুর লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন । পুরোচনকৃত নৃশংস ব্যবহার রাজাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন । স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অৰ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্যোধন সাতিশয় বিষম মনে ভ্রাতৃগণ, অশ্বখামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! তিনি ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না । তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই যথার্থ চিনিতে পারেন নাই । দৈব ও পুরুষ-কারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । দেখুন, আমরা পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কতপ্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে ; অতএব পুরুষকারকে ধিক্কার প্রদান করি । তাঁহারা দুঃখিত ও বিগতচেতাঃ হইয়া এইরূপ কথোপকথন ও পুরোচনকে নিন্দা করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন । দুর্যোধন প্রভৃতি সকল মহাতেজাঃ পাণ্ডবদিগকে অগ্নি হইতে বিনিম্মুক্ত ও দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদপুত্রদিগকে যুদ্ধবিশারদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সংকল্প সকল শিথিল হইয়া পড়িল ।

অনন্তর যখন বিদুর শ্রবণ করিলেন যে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত ও ভয়দৰ্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার শ্রীতির আর পরিসীমা রহিল না । তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহলাদপূর্ব্বক কহিলেন, কি কৌভাগ্য ! কি মৌভাগ্য ! বিদুর ! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে ! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্যোধন দ্রৌপদীকে

বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন । বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন । সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বক্ষুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে । তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বায় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে । যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্, মিত্রবান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুর্ভাগ্য পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই । সবা-
ন্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য হইতে বাসনা না করে ? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে ।

অনন্তর দুৰ্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত ! বিদুরের সম্মিধানে আমরা কোনপ্রকার দোষ কীর্তন করিতে পারিব না ; অতএব আমরাদিগের অভিলাষ যে, বিজয়প্রদেশে আপনাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন ? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্তব্য কৰ্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না । হে তাত ! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য হইয়াছে । এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমরাদিগের পুত্রগণ ও বক্ষুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে ।

একাধিকবিশততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি । বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত । আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণকীর্তন করিয়া থাকি । বিদুর আকার বা ইঙ্গিতদ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না । হে

স্বযোজন ! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ বল, হে রাধেয় ! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এ সময়ে বলিবার কোন বাধা নাই । ছুর্য্যোধন কহিলেন, তাত ! অদ্য স্ববিশুদ্ধ ও স্ননিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণদ্বারা গোপনে কুস্তীতনয় ও মাক্রীহতযুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল ধনরাশি দ্বারা বশীভূত করিব, যাহাতে তাঁহারা যুদ্ধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা তথায় বাস করিতে প্রবৃতি । দেন এবং যেন তাঁহাদিগের সমক্ষে সর্বাঙ্গী বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাকর ; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবে, সন্দেহ নাই । অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুস্তীতনয়দিগের অসুগত হইয়া তাহাদিগের সৌত্রাজ ভঙ্গ করিয়া দিও, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষোল্লেখপূর্ব্বক কৃষ্ণের হৃদয় দূষিত করিয়া ফলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিও । অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জনে ভীমসেনাকে বিনষ্ট করুক, যেহেতু ভীমই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ । অর্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে ; যেহেতু ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত । তাহাকে নিহত করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজাঃ ও ভ্রমোৎসাহ হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন করিবেন না । যুকোদর পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জুনকে পরাজয় করা ছঃসাধ্য, কিন্তু ভীম বহুতিরেকে অর্জুন একাকী রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ । তাহারা ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে বলাঘ্নিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না । যদিপি এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশ-বর্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের খিনাশচেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না । অথবা সুরূপা প্রমদাগণদ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণ তাহাদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই ; কিম্বা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন এবং যিবিধ ফৌজদ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন ।

হে তাত ! উল্লিখিত উপায় সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরে তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে । তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, কেমন হে কর্ণ ! তুমি কি বিবেচনা কর ?

বাধিক নিশিততম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন,—দুর্যোধন ! তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না । কৌশলদ্বারা তাহাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করা নিরর্থক । পূর্বেও ত তুমি অতি সূক্ষ্ম উপায়দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহচেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পার নাই । যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়-বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্তমান ছিল, তুমি তৎকালেও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই । এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়সম্পন্ন হইয়া সর্বতোভাবে প্রবল হইয়াছে ; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ব্যসনেও কলুষিত করিতে পারিবে না । তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া পিতৃপৈতামহ পদের ইচ্ছুক ও উপযুক্ত হইয়াছে । তাহারা একপত্নীতে অনুরক্ত, তাহাদের সৌভ্রাতৃ অবশ্যই বন্ধমূল হইবে, সংশয় নাই ; সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে । যে দ্রৌপদী তাদৃশী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন, এ কথাও কোনক্রমে সম্ভব বোধ হয় না । বিশেষতঃ বহু-ভর্তৃতা স্ত্রীলোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাসিত কল্য বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্রোহবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না । পাঞ্চালেশ্বর পরম ধার্মিক ও ব্রতপরায়ণ ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই, তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না । তাঁহার পুত্রও গুণবান ও পাণ্ডব-

গণের প্রতি সান্ত্বনায় অনুরক্ত ; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ড-
বেরা উপায়সাধ্য নহে । অতএব হে তাত ! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই
তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, আপনি তদ্বি-
ষয়ে স বিশেষ মনোযোগী হউন । অস্বপ্ন প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল
ধাকিতে ধাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন
নাই । হে পার্শ্বিক ! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধাররাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্য
বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে, যদবধি পাঞ্চালরাজ মহা-
বলপরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর
না হইতেছেন এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত
যাদববাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজসদনে সমাগত না হইতেছেন, তৎকাল মধ্যে
আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন । যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি,
অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্য পর্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও
কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না । হে মহারাজ ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক
ধর্ম । দেখুন, মহাত্মা ভরত বিক্রমদ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্র
ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিণী সেনা
সমভিব্যাহারে দ্বরায় দ্রুপদের প্রাণ সংহারপূর্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন
করি । তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত হই-
লেও নিষ্ফল হইবে । তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই
সাধীয়ান্ উপায় আছে । অতএব বিক্রম প্রকাশদ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত
করিয়া অঞ্চল সাত্ত্বাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন । মহারাজ ! বিক্রম ভিন্ন
বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না ।

রাধেয়বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-
পূর্বক কহিলেন,—হে কৃতান্ত মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন ! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য
প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তীক্ষ্ণ, দ্রোণ, বিদুর
এবং তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদের শ্রেয়স্কর
বিবেচনা হয়, কর । অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে আনয়ন-
পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ।

অধিক দ্বিগততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন,—পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত । আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য । গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যে রূপ সশস্ত্র, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে । হে ধৃতরাষ্ট্র ! তাহার আমার, তোমার, দুৰ্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়, স্ততরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্বতোভাবে অবিধেয় । বরং অর্দ্ধ রাজ্য প্রদানপূর্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক রাজ্য । বৎস দুৰ্য্যোধন ! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে । যদি সেই মহাযশাঃ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে ? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা ই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে ? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ পূর্বক তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্ত্যচরণ করিলে আমাদের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে এবং তোমারও অতিমাত্র অকীৰ্ত্তি ঘোষণা হইবে । অতএব হে তাত ! কীৰ্ত্তিরক্ষণে যত্নবান হও, কীৰ্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল । কীৰ্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র । যদবধি কীৰ্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা । একবার কীৰ্ত্তি লোপ হইলে, লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায় । অতএব হে মহাবাহো ! তোমার ও স্বদীয় পূর্বপুরুষগণের অনুরূপ কীৰ্ত্তি-রক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর । পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্কাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল । যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না । কুন্তীর তাদৃশী দুঃখবহা অবশ্যে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না । অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র

উপায় আছে । হে কুরুনন্দন ! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্র ও তাহা-
দিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না । রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধি-
কার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই একমতাবলম্বী,
ধর্মনিরত ও অধর্মপরায়ণ । অতএব যদি ধর্ম রক্ষা করা কর্তব্য হয়, আমার
প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আজ্ঞাকুশলের অভীলাষ থাকে,
তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

উত্তরপাণ্ডবশতন অধ্যায় ।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—মহারাজ ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রনার্থ
আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও বশস্বরূপ কথা কীর্ত্তন করা কর্তব্য ।
এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত । কুন্তীপুত্রদিগকে
রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায় । অতএব
হে মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক
প্রিয়স্বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ সম্মিধানে প্রেরণ করুন । সেই ব্যক্তি তথায়
উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে মহারাজ
স্বতরাষ্ট্র পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছেন । আপনি ও দুর্হ্যোধন উভয়েই এ
বিষয়ে সান্তিশয় প্রীত হইয়াছেন, ইহাও যেন দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বারং-
বার উল্লেখ করে । তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি ও মাদ্র্যৌতনয় নকুল সহ-
দেবকে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বজনসম্বন্ধের উচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন
করিবে । হে রাজেন্দ্র ! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ স্তবর্ণময়, শুভ্র,
বহুবিধ আভরণ, দ্রৌপদী, দ্রুপদনয় ও কুন্তীর সহচরীদিগকে সমর্পণ
করুক । দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরি-
শেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক । দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে
প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন,
বিকর্ণ ও স্ত্রশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক । পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক
প্রকৃতিগণ কর্তৃক প্রমত্ত হইয়া আপনার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত
হইবেন । হে মহারাজ ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি স্বাভিজতুল্য
পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন ।

কর্ণ কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি যাঁহাদিগকে সর্বদা অর্থ ও মানদ্বারা সৎ-
কার করিয়া থাকেন এবং সর্বকার্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই
ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সম্বন্ধুণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্বুত
ব্যাপার আর কি আছে ? বিনিমুক্ত মনঃ ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণদ্বারা অথকে
হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন । হিতার্থে হউক
বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্বট । অর্থ-
বান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন,
সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্বত্র সমুদায় লাভ করিতে পারেন ।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্বকালে রাজগৃহ নামক নগরে মগধ-রাজ-
বংশীয় অনুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন । ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগগ্রস্ত সেই
ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদায় রাজকার্য্য পর্যালোচনা করি-
তেন । মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল । ঐ মুখ মন্ত্রী রাজ্য মধ্যে
একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্বাপেক্ষা বলসম্পন্ন অনুমান করিয়া নানা-
প্রকারে অবনীপালকে অবমাননা করিতে লাগিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনারত্ন
ও ধনসম্পত্তি সমুদায় স্বয়ং সর্বতোভাবে অধিকার করিল । এই সমস্ত অধি-
কার করিয়াও সেই লুক্রপ্রকৃতি মন্ত্রীর অত্যাচার বস্ত্রলাভে লোভবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত
হইতে লাগিল । প্রভুর সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্তি হইল না ।
পরিণেমে সর্বমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল ।
আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার
করিতে পারিল না । ইহাতে বুঝা গেল যে, তাঁহার সেই পুরুষে-
স্ততা কোন অনির্বচনীয় কারণপ্রযুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই । অতএব
হে মহারাজ ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদায় লোক বিরোধী হইলেও
আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন ; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য
লাভ হওয়া দুর্বট হইয়া উঠিবে । এক্ষণে মন্ত্রীগণের সাধুতা ও অসাধুতা
পর্যালোচনা করিয়া দুষ্কের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন ।

দ্রোণ কহিলেন,—কর্ণ ! বুঝিলাম, তুমি কেবল আপনার মনোগত ভাব-
দোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ । হে দুষ্ক ! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত
রাজ্যের নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ । হে কর্ণ ! আমি

পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে ছুঁতবাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই ।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বিদুর কহিলেন,—মহারাজ ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্‌জাল সকলই বিফল হইবে । কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না এবং দ্রোণ ও বহুতর শ্রেণ্যস্কর কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না । এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না । ইঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন । ইঁহারা সত্যচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে । ইঁহারা পূর্ব্ব কদাচ আপনাকে অহিত কাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না ; অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অন্তঃসঙ্কল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় । এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইঁহারা আপনাকে কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না । আর ইঁহারা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব । অতএব হে মহারাজ ! আপনকার পক্ষে ইঁহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে । দুর্ঘোষদন প্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবে-রাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই ; ইঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন । কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সম্ভানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীগণ যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ ! ইহারা যে পান্ডুদিগের অজেয়ত্ব কীর্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন ? অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবগেচ্ছা সত্ত্বে সেই যম সদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে ? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ মুখিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে, এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি ঐহাদিগের পক্ষ, বাহুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন ? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি তৎকৃত বলিয়া লোকবিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়-জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। হে রাজন্ ! যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে !

মহারাজ ! পৌর ও জ্ঞানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে ; এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্ঘ্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই তাহা কহিয়াছি, দুর্ঘ্যোধনের অপরাধে এই স্তুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

যড়মিক দ্বিগততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বিদুর ! শান্তনুন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইহার আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে । মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, 'ধর্ম্মতঃ' আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই ; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী, সংশয় কি ? অতএব হে বিদুর ! তুমি যাও, সংসার প্রদর্শনপূর্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর । আমরাদিগের ভাগ্যবলে কুন্তী ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং আমরাদিগের ভাগ্যবলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন । আমরাদিগের কি সৌভাগ্য যে, দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচন পাণ্ডবদিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পশু হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছে ।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন । মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর বিদুর, বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন । তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন । তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার স্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন । তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীত বচনে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই শ্রবণ করুন । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাত্বিন্য শ্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহলাদিত হইয়াছেন ; শান্তনুন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয়সখা ভরতাজনন্দন দ্রোণ আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার



অঙ্কুরের লক্ষ্যভেদ

(আদিপর্ক)

সহিত সম্বন্ধলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন । হে যজ্ঞসেন ! তাঁহারা এই সম্বন্ধে সংযত হইয়া বাদূশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে । এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন । কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক আছেন । কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রতীক্ষা করিতেছেন, সুতরাং ইহারাও রাজধানী দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন । পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরবগণহিৰাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন । অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে গমন করিতে আদেশ করুন । এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে । ইহারা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব ; তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে ।

বিদয়াগমন পর্যাধায় সমাপ্ত ।

রাজ্যলাভ পর্যাধায় ।

— :: —

সপ্তাধিকাবিশততম অধ্যায় ।

দ্রুপদ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে । আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত । কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না । যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অৰ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাদের পরম প্রিয়কারী ধৰ্ম্মাত্মা বলদেব ও বাহুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন ; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই ।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে রাজন্ ! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনাই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোधार্য ও অবশ্য কর্তব্য কার্য্য । কৃষ্ণ কহিলেন,—পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে

আমার সম্পূর্ণ মত আছে ; অথবা সর্ব-ধর্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত, আমারও সেই মত ।

দ্রুপদ কহিলেন,—মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে । মহাভাগ পাণ্ডব-গণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই স্নহৎ, বিশেষতঃ পূর্বসোক্ত মহাবাহু বাসুদেব পাণ্ডব-গণের যেরূপ মঙ্গলচিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না ।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদকর্তৃক স্বরাষ্ট্র গমনে সম্মুখ্য হইয়া কৃষ্ণ ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিষাহারে পরমসুখে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন । মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদায় জনগণকর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহল-ক্রান্ত হইল । তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীর্ষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডু-তনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল । তাহারা কহিল, এই সেই ধর্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্বীর আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদের স্বীয় পুত্রের স্থায় ধর্মানুসারে প্রতিপালন করেন । এই ধর্মাত্মা এখানে আসিতে বোধ হইতেছে, যেন সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন । আহা ! আজি পাণ্ডুতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে ! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন ।

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন । পৌরগণ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

পাণ্ডুনন্দনগণ ক্রিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম

তঁাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন । ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয় ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মৰ্ম্ম বিবেচনা কর । তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডব-প্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে চুর্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই । যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না ।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজ্যে স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্বক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন । তঁাহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর আশ্রয় স্থাপিত হইল । তৎপরে তঁাহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন । ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা-দ্বারা অলঙ্কৃত ; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির আয় গগনস্পর্শী প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত ; শ্বেতনাগ সমারূত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর আয় স্থাপিত ; গরুড়ের আয় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ ; মন্দর ভূধরের আয় অত্যন্ত ; অস্ত্রসস্ত্র-স্বরক্ষিত গোপুরসমুদায়ে স্থাপিত ; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অক্ষুশ, শতদ্বী, লৌহচক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তল্লসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্তৃক স্বরক্ষিত । ঐ নগরमध्ये স্থাপিত রাজপথ সকল সুবিত্ত রহিয়াছে । কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই ; সুখাবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন সমুদায় চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে । ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যাৎ-সমারূত মেঘবৃন্দের আয় দৃষ্ট হইতে লাগিল । উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবের-গৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে । নগরের চতুর্দিকে আত্ম, আত্মাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুষ্পিণী, নাগপুষ্প, লুক্কুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কৈতক, প্রাচীনামলক, লোধ, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুজক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাতপ্রভৃতি ফলপুষ্পভরানমিত স্তম্ভনোহর বৃক্ষ সমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে । ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিবিধ স্বকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্বদা মধুরস্বরে

গান করিতেছে । আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে । হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজল-পরিপূর্ণ, পদ্মরেণু সুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপা, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ সমুদায় উহাতে শোভা পাইতেছে । ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ববেদবেত্তা-ব্রাহ্মণগণ সর্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাজ্ঞী বণিকগণ এবং শিল্পোপজীবী স্থনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল ।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস কুরাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল । মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন ।

অষ্টাধিকাব্ধিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে তপোধন ! মহাসত্ত্ব মহাবল পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্যলাভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া কোন্ কোন্ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে তাঁহাদের পাঁচজনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই বা কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালযাপন করিতেন, এইসমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন । সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । সেই শত্রুক্ক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন ।

একদা তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা একত্র হইয়া স্থখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপবেশনার্থ এক মহা হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। দেবর্ষি পূজা গ্রহণান্তর পরম শ্রীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিত্যক্ত করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির নির্দেশানুগারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদী সমীপে তদীয় আগমনবার্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজ-দুহিতা নারদেব আগমনবার্তা শ্রবণে শুচি ও স্তম্ভিতা হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ স্পন্দনাপূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি-সত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ নিভূতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চভ্রাতা; কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়বিশ্রুত স্তম্ভ ও উপ-স্তম্ভ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অশ্রের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও এক রাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহর্ষে! আপনি যে স্তম্ভ ও উপস্তম্ভের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেনই বা তাহাদের পরস্পর ভেদ হইল? এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অঙ্গরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্য দর্শনে তাহারা কামাঙ্ক হইয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করে, সেই অঙ্গরাই বা কাহার কণা?

হে তপোধন ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক সবিস্তর বর্ণন করুন ।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই স্তম্ভোপস্তম্ভের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর । পূর্বকালে মহাত্মর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবলপরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্ম গ্রহণ করে । ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল । ভীমপরাক্রম ক্রুরমনাঃ স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ তাহারই পুত্র । ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও এক-কার্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালযাপন করিত । তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না । সতত পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয় বাক্য কহিত । ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ; সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল ।

কিয়দিন পরে স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ ত্রৈলোক্যবিজয়সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিদ্যা-পর্বতে গমনপূর্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল । সেই জটাবন্ধল-ধারী বীরদ্বয় তপোমুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্বক কেবল বায়ু ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষলোচন ও উর্জ্ববাহু হইয়া চরণের বুদ্ধাস্থুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত । এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল । বিদ্যাচল তাহাদের অত্যাশ্রিত তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল ।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিস্ম সাধনে যত্নবান হইলেন । তাহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা স্তম্ভুরী স্ত্রী সমুদায়দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না । তখন দেবগণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিস্ম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । একদা তাহারা তপস্যা করিতে করিতে দেখিল, একটা শূলধারী বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণসংহারার্থ

লইয়া যাইতেছে ; রাক্ষসভয়ে তাহাদিগের বসন, ভূষণ ও মাল্যাদি পরিভ্রষ্ট হইল। পরে তাহারা সেই দুই ভ্রাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘পরিব্রাণ কর, পরিব্রাণ কর’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। স্তন্দ ও উপস্তন্দ তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তদদর্শনে সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্বভূত-হিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই মহাস্তরস্বয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। দৃঢ়বিক্রম স্তন্দ ও উপস্তন্দ ভগবান্ কমলযোনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, হে পিতামহ ! আপনি যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমরা সর্বময়াভিজ্ঞ, সর্বাত্মকোবিদ ও মহাবল পরাক্রান্ত হই ; ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারি এবং উভয়ে অমর হই। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি অমরত্ব ভিন্ন তোমাদের অন্য সমুদায় প্রার্থনায় সম্মত হইলাম ; অমরত্ববিধান করিলে তোমরা দেবতাদিগের সমান হইবে ; তোমরা সকলের উপর একাধিপত্য করিবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ ; অতএব তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করা বিধেয় নহে। তোমরা ত্রৈলোক্য বিজয়ের মানসে তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিলাম না। তখন স্তন্দ ও উপস্তন্দ কহিল, হে পিতামহ ! যদি আপনি নিতান্তই আমাদিগকে অমর না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, ত্রৈলোক্য যাবতীয় স্বাবর বা জঙ্গম পদার্থ হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকে ; কেবল আমরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে পারি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবেন্দ্রস্বয় ! আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম ; আমি বর দিতেছি, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিলে, তোমাদের তদনুরূপ যত্নই হইবে। ভগবান্ কমলযোনি দৈত্যস্বয়কে এইরূপ অভিমত বর প্রদানদ্বারা কঠোর তপস্যা হইতে নিমুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। স্তন্দ ও উপস্তন্দ ইহারাও সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে সর্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল।

স্বাভিলষিত বরলাভানন্তর প্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদের স্তম্ভধর্গ পরম পরিভ্রষ্ট হইল। তৎপরে স্তন্দ ও উপস্তন্দ স্বীয়

জটাভার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকে কিরীট, অঙ্গে মহার্হ আভরণ এবং দিব্য বসন পরিধান করিল। তৎকালে তাহারা যেন অকাল-কৌয়ুদীর সার্বকালিক প্রাদুর্ভাব প্রবর্তিত করিল। তাহাদিগের বান্ধবগণ আনন্দসলিলে ভাসমান হইল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম ও স্থানে স্থানে ‘দীয়তাং’ ভুজ্যতাং’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ হইতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ এইরূপে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবিচ্ছিন্ন বিহারদ্বারা শত শত বৎসর এক মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দশাধিকষিংশততম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এইরূপে দৈত্যপুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল ; দানবেন্দ্র স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ ত্রৈলোক্য জয় করিবার মানসে মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিল। তৎপরে তাহারা স্তম্ভদগণ, বৃদ্ধ দৈত্যগণ ও মন্ত্রিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক মঘানক্ষত্রযুক্ত রজনীতে প্রাশ্নানিক মঙ্গলাচরণ করত গদা, পটিশ, শূল, মুদগর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারিণী দানব-বাহিনী সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল ; গমনকালে চারণগণ মাজলিক স্তুতি পাঠ করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

তদনন্তর সেই যুদ্ধচূর্মদ কামচারী দানবদ্বয় অন্তরীক্ষে গমন করত দেবগণের ভবনে প্রবেশ করিল। দেবগণ তাহাদের আগমন দেখিয়া এবং ব্রহ্মার বরদানের বিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্গ পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ অনায়াসে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষরক্ষঃ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে রসাতলস্থ নাগগণ ও সমুদ্রতীরবাসী শ্লেচ্ছজাতিদিগকে জয় করিল। পরে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল-বিজয়ার্থী মহাবল পরাক্রান্ত দানবদ্বয় স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, দেখ, রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞদ্বারা এবং দ্বিজগণ হব্য-কব্যদ্বারা দেবগণের তেজঃ, বল ও সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছে ; চল, আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই অস্ত্রধেয়ী দুর্ভেদ রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রাণ নাশ করি। স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাসমুদ্রের পূর্ব তীরে গমন করিল ; তথায় যে সকল ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যাহারা

যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিল । সৈন্যগণ তপোধনদিগের আশ্রমস্থিত অগ্নিহোত্র লইয়া জলে নিক্ষেপ করিল । মূনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সে শাপ কোন কার্য্যকারক হইল না । যখন তপোধনেরা দেখিলেন, তাঁহাদের শাপ শিলানিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় ব্যর্থ হইল, তখন তাঁহারা অগত্যা তপোমুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ হইলেন । অধিক কি কহিব, পৃথ্বীতে যে সমস্ত মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ, দাস্ত ও শমপরায়ণ ছিলেন, তাঁহারাও গুরুভয়ে ভীত সর্পগণের আয় পলায়ন করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের উপদ্রবে আশ্রম সকল ভয় ও কলস শ্রব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রাসকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল । ফলতঃ তৎকালে সমুদায় জগৎ কালগ্রস্তের আয় শূন্যপ্রায় বোধ হইতে লাগিল ।

এইরূপে মহর্ষিগণ পলায়ন করিলে স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশল আরম্ভ করিল । তাহারা কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের রূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে লুকায়িত ঋষিগণকে বধ করিত ; কখন সিংহরূপী কখন বা ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তপোধনগণের প্রাণ সংহার করিত । সেই দুর্দাস্ত দানবদ্বয়ের দৌরাভ্যে বহুসংখ্যক নৃপতিগণ ও ব্রাহ্মণগণ প্রাণ-ত্যাগ করিলেন । যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন একবারে রহিত হইল ; উৎসবের সম্পর্কও রহিল না । চতুর্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ, সকলেই ভয়ে কম্পা-স্থিত কলেবর । ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার এবং কৃষি গোরক্ষা কার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইল ; দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও পুণ্যোদ্ধাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত-প্রায় এবং নগর ও আশ্রম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল । চতুর্দিকে কেবল অস্থি ও কঙ্কাল দৃষ্ট হইতে লাগিল । তৎকালে ভূমণ্ডল একেবারে দুঃশ্রেণ্য হইয়া উঠিল । চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ, তারা সমুদায়, নক্ষত্রমণ্ডল ও অন্যান্য দেবগণ সেই ক্রুরকর্ম্ম দানবদ্বয়ের নৃশংসাচরণ দর্শনে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । এইরূপে স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ ক্রুর-কর্ম্মদ্বারা সমস্ত দিক্ বিজয় করিয়া নিষ্কণ্টকে কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল ।

একাদশাধিকষিষতম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—তদনন্তর সমস্ত দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ

স্বন্দোপস্বন্দকৃত সেই উপদ্রব দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন । ঐ সকল জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়গণ জগতের ছুরবস্থা দর্শনে অনু-কম্পা পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মার ভবনে গমন করিলেন । তথায় দেখিলেন, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসন দেবগণের সহিত স্নেহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তখন দেবাদিদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ঋষিগণ, বৈখানসগণ, বালিগিল্যগণ ও মরীচিপায়ী বানপ্রস্থগণ পিকুমহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ; মহর্ষিগণ তথায় গমন করিয়া অতি কাতরস্বরে স্বন্দোপস্বন্দকৃত উপদ্রব বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন । তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণও ঐ দানবদ্বয়ের দৌরাভ্য-বৃত্তান্ত পিতামহকে জানাইলেন ।

ভগবান্ কমলাসন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কর্তব্য বিষয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত স্বন্দ ও উপস্বন্দকে সংহার করিবার বাসনায় বিশ্বকর্মা-কে আহ্বান করিলেন । বিশ্বকর্মা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে এক সর্ববাস্তবস্বন্দরী কামিনী নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন । বিশ্বকর্মা “যে আজ্ঞা” বলিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুরূপ রমণী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ত্রিলোকমধ্যে কি শ্রাবর, কি জঙ্গম, যে কোন বস্তু অতীব রমণীয় বলিয়া খ্যাত, বিশ্ববিৎ বিশ্বকর্মা সেই সমস্ত বস্তু তথায় আনয়ন করিলেন । তিনি নির্মাণকালে সেই কামিনীর গাত্রে কৈটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন ! বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত রত্নসংঘাত-খচিত সেই কামিনী ত্রিলোকস্থ সমস্ত মহিলাগণের অধিক্ষেপস্বরূপ হইল । তাহার গাত্রে এমন একটিও স্থান ছিল না যে, দর্শকগণের দৃষ্টি যে স্থানে পুতিত হইলে আসক্ত না হয় । ফলতঃ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্বভূতের মনোনিয়নহারিণী হইলেন । ঐ লোকললামভূতা ললনা রত্নসমূহের তিল তিল অংশ লইয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন । তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিল, ভগবন্ ! কি নিমিত্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, আচ্ছা করুন । ব্রহ্মা কহিলেন, তিলোত্তমে ! তুমি দানবরাজ

সুন্দ ও উপসুন্দের সমীপে গমনপূর্বক স্বীয় রূপসম্পত্তিদ্বারা তাহাদিগকে এইরূপে প্রলোভিত কর, যেন তাহারা তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করে ।

তিলোত্তমা “যে আজ্ঞা” বলিয়া পিতামহকে নমস্কার করিল এবং দেব-গণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল । দেবসভায় ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণ মুখে, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখে এবং ঋষিগণ সর্বতোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন । তিলোত্তমা অতি পূর্বদিকপূর্বক ভগবান্ মহাদেবকে ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল । প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য দর্শনার্থ দক্ষিণ দিকে তাহার এক মুখ নির্গত হইল, পশ্চাৎভাগে গমন করিলে পশ্চাৎভাগে আর এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তরদিকে গমন করিলে সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল । ভগবান্ পুরন্দরেরও সর্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্রলোচন আবিস্কৃত হইল । এইরূপে পূর্বকালে ভগবান্ মহাদেব চতুর্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন । অধিক কি বলিব, তৎকালে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত তত্রস্থ সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তিলোত্তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন । এইরূপে তিলোত্তমা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিতে গমন করিল । তিলোত্তমা গমন করিলে দেবগণ ও পরমঋষিগণ তাহার অতীব রমণীয় রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া পিতামহের অভিসন্ধি সিদ্ধপ্রায় বিবেচনা করিলেন । পরিশেষে ভগবান্ ভূতভাবন কমল-যোনি সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণকে বিদায় করিলেন ।

ছাদশাধিক দ্বিগততম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এদিকে দানবরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ স্বীয় বাহুবলে ত্রিভুবনবিজয়কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টক হইল । দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস ও ভূপতিগণের সমস্ত রক্তজাত অপহরণপূর্বক পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিল । তাহারা যখন দেখিল যে, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাদের প্রতিদ্বন্দী নাই, তখন একবারে যুদ্ধাদি চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক কেবল উত্তমোত্তম স্ত্রী, মালা, গন্ধ, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রভৃতিবিবিধ মনোহর

উপভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া অমরের স্থায় কখন অন্তঃপুরোদ্যানে, কখন পর্বতে, কখন বনে, কখন বা অত্যাশ্চর্য অভিলষিত স্থানে বিহার করিতে লাগিল ।

একদা ঐ দানবদ্বয় বিহারার্থ সমশীলাতলসম্পন্ন ও নানাবিধ স্নগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত পাদপপুষ্পে পরিপূর্ণ বিশ্ব্যপর্বতের প্রস্থদেশে গমন করিল ; পরিচারকগণ তথায় সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে । তখন স্নন্দ উপস্নন্দ সম্ভটচিহ্নে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইল এবং রমণীগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্ততিবান্ধিয়ারা তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল । ঐ সময়ে বরবর্ণিনী তিলোত্তমা সূক্ষ্ম রক্তাস্বর পরিধান ও মনোহারিণী বেশভূষা ধারণপূর্বক ঐ পর্বতস্থ কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আরম্ভ করিল । সে নদীতীরজাত কর্ণিকারসকল চয়ন করিয়া অল্পে অল্পে স্নন্দোপস্নন্দ সমীপে সমুপস্থিত হইল ; দানবদ্বয় তৎকালে সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল ; চারুহাসিনী তিলোত্তমা তাহাদের নয়নগোচর হইবাগাত্র উভয়েই এককালে কন্দর্পশরে জর্জরিত হইল । তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমা গ্রহণাভিলাষে আসন হইতে গত্রোত্থানপূর্বক তাহার নিকট গমন করিয়া, স্নন্দ তাহার দক্ষিণ কর ও উপস্নন্দ বাম কর ধারণ করিল । বরপ্রদান-মদ, ধনমদ, বলমদ এবং সুরাপান-মদ প্রভৃতি নানা মদে মত্ত এবং কন্দর্পশরে জর্জরিত সেই দানবদ্বয় ভ্রুকুটিবন্ধনপূর্বক পরস্পার পরস্পরকে কহিতে লাগিল । স্নন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, স্ততরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার গুরু হইল । উপস্নন্দ কহিল, এ আমার ভার্য্যা, স্ততরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া তোমার বধূ হইল । এইরূপে “এ আমার ভার্য্যা তোমার নয়, আমার ভার্য্যা তোমার নয়,” এই কথা বারংবার কহিতে কহিতে তাহারা কামে মোহিত হইয়া চিরপরিচিত সৌভ্রাতৃ ও সৌহার্দে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক ক্রোধভরে উভয়ে ভয়ঙ্কর গদা-প্রহণ করিল এবং ‘আমি পূর্বে বধ করিব, আমি পূর্বে বধ করিব’ বলিয়া পরস্পার পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে রুধিরাত্তকলেবর হইয়া গগনচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের স্থায় দুই জনেই ভূতলে পতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল । তখন সেই মহাবীরযুগলকে ভূতলশায়ী দেখিয়া তত্রস্থ রমণীগণ ও দানব সমুদায় ভীয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া পাতালতলে পলায়ন করিল ।

তদনন্তর সর্বলোক-পিতামহ ভৃগবান্ ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ সমভি-
 ব্যাহারে তিলোত্তমা সমীপে আগমনপূর্বক তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে
 লাগিলেন । বিধাতা হৃকচিহ্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিবার মানসে
 কহিলেন, হে ভাবিনি ! সূর্য যে পথে গতায়াত করেন, তুমি সেই পথে গমনা-
 গমন করিবে, তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে স্পর্শ দেখিতে পাইবে না ।
 ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর প্রদানানন্তর ইন্দ্রহস্তে ত্রৈলোক্যরক্ষার
 ভারাপণপূর্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন ।

হে পাণ্ডবগণ ! পূর্বকালের হৃন্দ ও উপহৃন্দ এইরূপে বাল্যকালাবধি
 একনিশ্চয় থাকিয়াও কেবল তিলোত্তমার নিমিত্তই উভয়ে বিবাদ করত পর-
 স্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল । অতএব আমি তোমাদের প্রতি একান্ত
 স্নেহবান্ হইয়া উপদেশ দিতেছি যে, যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের
 পরস্পর ভেদ না হয়, এমত কার্য কর ; তাহা হইলে আমি পরম শ্রীত হইব ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ মহর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পাঁচ
 জনের মধ্যে এক জন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য জন তথায়
 যাইতে পারিবে না । যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী
 হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে । ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ
 নিয়ম করিলে, তপোধন নারদ পরম শ্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান
 করিলেন । হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয় ! পাণ্ডুনন্দনগণ এইরূপে নারদের
 উপদেশানুসারে নিয়ম করিয়াছিলেন ; তন্নিমিত্তই তাঁহাদের পরস্পর
 প্রণয় ভঙ্গ হয় নাই ।

স্বাস্থ্যলাভ পর্কধ্যায় সমাপ্ত ।

অর্জুনবনবাস পর্কধ্যায় ।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিষততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ নারদ সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া
 পাণ্ডবপ্রসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহারা স্বীয় শস্ত্রবলে ক্রমে ক্রমে

অগ্ন্যাণ্ড ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন । দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সেই অপরিমিত বলশালী পঞ্চ ভ্রাতার বশবর্তিনী হইলেন । পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নীলাভ করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন । মহাত্মা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষশূন্য ও সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল ।

তাঁহাদের রাজ্য প্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তক্ষর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল । তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের নিকট কহিতে লাগিল, হে পাণ্ডবগণ ! ক্ষুদ্র নৃশংস চৌরগণ এই রাজ্য হইতে আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তোমরা ত্বরায় রক্ষা কর । হে পাণ্ডবগণ ! প্রশান্ত ব্রাহ্মণের হবিঃ কাকে ভক্ষণ করিতেছে; নীচপুণ্ড্র শৃগাল শার্দূলের শূন্য গুহায় প্রবেশ করিতেছে ; যে রাজা ঘটাস্থ কর গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমগ্রপাপের ভাগী হয়েন । হে পাণ্ডবগণ ! চৌরে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতেছে, ধর্ম্মার্থ নাশ হইতেছে এবং আমি কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছি ; অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর ।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়সমীপে রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের সেই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া ‘মাতৈঃ’ বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন । ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন । অর্জুন দুঃখার্ভ ব্রাহ্মণের রোদনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াও পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি না লইয়া গমন করিতেও সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি দোলাচলচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নির্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, তাঁহার অশ্রু প্রমার্জন করা নিতান্ত কর্তব্য ; এদিকে মহারাজকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে । কি করি ! যদি দ্বারস্থ রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে জনসর্গাজে আমাদের রাজ্যপালনে উপেক্ষাজন্য কলঙ্ক ঘোষণা হইবে, আর যদি মহারাজের অনুমতি না লইয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার অপমান করা হয় এবং

যদি তাঁহার অনুমতি লইবার নিমিত্ত আয়ুধাগারে প্রবেশ করি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য আমাকে বনে গমন করিতে হয় । কিন্তু রাজসন্নিধানে গমন করিলে আর সকল দোষই পরিহার করা হয় । যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য মহান্ অধর্ম্যই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ; যেহেতু শরীর রক্ষা অপেক্ষাও ধর্ম্মের গৌরব অধিক ।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় মনে-মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণ-পূর্বক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! শীঘ্র আগার সহিত আগমন করুন । পরম্পাপহারী সেই ক্ষুদ্র চৌরগণ এখনও বহু দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই; আমি ত্বরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার গোধন আনয়ন করিতেছি । মহাবাহু অৰ্জুন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া ধনু ও বর্ষা ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাণদ্বারা দস্যু-গণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন । ব্রাহ্মণ অৰ্জুন কর্তৃক এইরূপে উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আগি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন । ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অৰ্জুনমুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং সবাষ্প গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ ! যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই, আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র

পাপ নাই। অতএব হে মহাবাহো ! তুমি আমার বচনানুসারে বনগমনে নিরত হও ; তোমার ধর্মলোপ হইবে না ; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই।

অর্জুন কহিলেন,—হে মহারাজ ! আপনিই কহিয়াছেন, ছলপূর্বক ধর্ম্ম-মুষ্ঠান করিবে না ; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। মহাত্মা অর্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দশাদিকবিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুরুকুলপ্রদীপ মহাবাহু অর্জুন বনে প্রস্থান করিলে, বেদবেদাঙ্গ ও দিব্যাখ্যানবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষুপাজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সম্ম্যাসিসকল তাঁহার অনুগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত্ত হইয়া দেবগণ-সমাবৃত্ত অমররাজের স্তায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্য তীর্থ সকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন,—হে রাজন্ ! সেই স্থানে বিশুদ্ধাত্মা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কুন্তী-নন্দন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিলে, বিপ্রগণ স্থানে স্থানে অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পোপহারালঙ্কৃত সেই সমস্ত মস্তপূত হতাশন এবং কৃতাভিষেক, সংযমী, সংপথাবলম্বী মহাত্মা দ্বিজগণ-দ্বারা গঙ্গাদ্বার অতীব শোভাকর হইল। এইরূপে আশ্রম পর্য্যাকুল হইলে একদা অর্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহ-গণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতে ছিলেন, অমনি নাগরাজহুহিতা উলুপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জুন পরমার্চিত নাগরাজ-ভবনে সমুপস্থিত হইয়া হতাশন অরলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য

সমাধা করিলেন । তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোমক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন । দেখিয়া, হতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন । অগ্নিকার্য্য সমাধা হইলে অৰ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজদুহিতাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে ? হে ভাবিনি ! এ প্রদেশের নাম কি ? তুমিই বা কে এবং কাঁহার কন্যা ?

উলূপী কহিল,—হে রাজন ! ঐরাবতকূলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছে। আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী । হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়াছি । এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদানদ্বারা এ অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর' ।

অৰ্জুন কহিলেন,—হে ভদ্রে ! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি ; সুতরাং আমি স্বাধীন নহি । হে জলচারিণি ! তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা কহি নাই, অতএব হে ভূজঙ্গমে ! যাহাতে আমার অনুতানুষ্ঠান না হয়, তোমারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হয় এবং ধর্ম্ম হানি না হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা কর ।

উলূপী কহিল,—হে পাণ্ডবেয় ! তুমি যে নিমিত্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছ এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে নিমিত্ত তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি । তোমরা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, যে সময় আমাদের এক জন দ্রৌপদীর "সমীপে থাকিবেন, তৎকালে অন্য কেহ তথায় গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষ বনে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে । হে ধর্ম্মাত্মন ! তোমরা দ্রৌপদীর নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বনবাসের নিয়ম করিয়াছিলে, অতএব আমার অভিলাষ সফল করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না । হে পৃথুলোচন ! আর্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তোমাদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম ; অতএব আমাকে পরিত্রাণ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না । যদিও ইহাতে তোমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম হানি হয়, আমার প্রাণ দান করিলে ততোধিক ধর্ম্ম লাভ হইবে । হে পার্থ ! আমি তোমাতে নিতান্ত ভক্ত এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি । তুমি

সাধুগণের পদবী অবলম্বনপূর্বক আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর। যদি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; অতএব আমার প্রাণদান করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম উপার্জন কর। হে পুরুষোত্তম কৌন্তেয় ! তুমি প্রত্যহ অনাথ দীনগণকে রক্ষা করিয়া থাক, আমি অন্য তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ কর বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আত্মপ্রদানদ্বারা স্বনোরথ সফল করিয়া আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজদুহিতা উলূপী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋণবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উলূপী সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাধারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলূপী, অর্জুনকে ‘তুমি সমস্ত জলচরগণকে জয় করিতে পারিবে’ এই বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশাধিকষিণ্ডতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর ইন্দ্রাজ্জ অর্জুন ব্রাহ্মণ-সিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। কুরুসত্তম অর্জুন অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাং করিয়া হিরণ্যবিন্দুর তীর্থে অবগাহনপূর্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্মর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুকমনে পূর্বদিক্ দর্শনে-যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় এবং সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জুন সর্বত্র গমন, দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অন্ত্য-
 ১১

মাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তিনি কলিঙ্গদেশে তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ষ্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন । মহাবাহু অৰ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র-পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্যতীর্থ সকল সন্দর্শন করিয়া তদেবীয় রাজার নিকটে উপনীত হইলেন । মণিপুরেশ্বর পরম ধার্মিক । চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরম সুন্দরী পুত্রী ছিল । রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অৰ্জুন তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন । পরে রাজার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, রাজন ! আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে লম্প্রদান করুন । তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি ? অৰ্জুন কহিলেন, আমি কুন্তীপুত্র, নাম ধনঞ্জয় । মণিপুরেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! অশ্বৎশে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি নিঃসন্তানতাপ্রযুক্ত পুত্র কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করেন । ভগবান্ ভবানীপতি তদীয় উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া 'তোমাদিগের প্রত্যেকের এক এক পুত্র হইবে' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন । তদবধি আমাদের বংশে এক একটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন হয় । হে ভরতবর্ষ ! আমার পূর্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার এই একমাত্র কন্যা, স্মরণ্য আমি ইহাকে পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি । ইহা দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে, এই আশয়ে আমি ইহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশকর হইবে । হে পাণ্ডব ! যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারিবে । অৰ্জুন নিয়মানুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্বক তথায় তিন বৎসরকাল বাস করিয়া রহিলেন । পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন ।

ষোড়শাধিকবিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর অর্জুন দক্ষিণসাগরে তপস্বি-
জনস্বশোভিত অতি পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করিলেন, কিন্তু পূর্বে যে সকল
তীর্থস্থানে অনেকানেক তপস্বিজনের সমাগম হইত, মহর্ষিগণ সেই পঞ্চতীর্থ
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধ ফলোৎ-
পাদক কারক্কম তীর্থ ও অশেষ পাপাপহারক ভারদ্বাজ তীর্থ, অর্জুন এই পঞ্চ
তীর্থ দর্শন করিলেন । তিনি সেই সমস্ত তীর্থ জনশূন্য এবং ধর্মবুদ্ধিপারায়ণ
মহর্ষিগণ কর্তৃক ত্যজ্যমান দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
মহর্ষিগণ ! ব্রহ্মবাদীরা কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করেন ? তাপ-
সেরা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কুরুনন্দন ! এই তীর্থে পাঁচটি কুন্তীর বাস
করিতেছে, তাহারা অবগাহন মাত্রেই তাপসদিগকে সংহার করিয়া থাকে ;
এই কারণে আমরা ঐ পঞ্চতীর্থ পরিহার করিয়াছি ।

মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবীর অর্জুন তাঁহাদের কর্তৃক নিবারিত
হইয়াও সেই সমস্ত তীর্থস্থান দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন এবং সৌভদ্রতীর্থে
উপস্থিত হইয়া সহসা অবগাহনপূর্বক স্নান করিতে লাগিলেন । এই অব-
সরে এক কুন্তীর আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিল ; ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর কুন্তী-
রকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন । কুন্তীর অর্জুনকর্তৃক উদ্ধৃত
হইবামাত্র সর্ববালঙ্কার-শোভিতা সর্ববাস্তুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল ।
এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জুন প্রীতমনে সেই নারীকে কহিলেন,
হে কল্যাণি ! তুমি কেঁ ? কি নিমিত্ত জলচরী হইয়াছ ? আর পূর্বে এমনই
বা কি পাপ করিয়াছিলে ? দিব্যাক্ষনা কহিল, হে মহাভাগ ! আমি দেবারণ্য-
বিহারিণী এক অম্মরা, আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট
সমাদর করিয়া থাকেন । একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দ্বেষরাজ ইন্দ্রের
ভবনে গমন করিয়াছিলাম । প্রত্যাবর্তনকালে অধ্যয়নপর পরম রূপবান্
ঐকান্তচারী এক ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম । তিনি স্বকীয় তেজঃ ও
তপঃপ্রভাব প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল বনবিভাগ আলোকময় করিতে-
ছেন । আমরা আকাশমার্গ হইতে তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন
করিয়া তাঁহার তাদৃশ তপস্যার বিহ্ন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ

হইলাম । তৎপরে সৌরভেয়ী, সগীচী, বুদ্ধদা ও লতা এই চারি সহচরী সমভিব্যাহারে তপস্বিসম্মিধানে গমন করিলাম । গমন করিয়া মধুর সঙ্গীত ও হাস্যালাপে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্রক্ষেপ করিলেন না । তৎকালে তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কোন মতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই । অনন্তর ব্রাহ্মণ আমাদিগের এইরূপ ভাবভঙ্গী দর্শনে তৎক্ষণাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, “রে অপ্সরাগণ ! আমার শাপপ্রভাবে তোরা শত বৎসর কুন্তীরঘোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক ।”

সপ্তদশাধিক দ্বিংশততম অধ্যায় ।

বর্গা কহিল,—হে ভরতবংশাবতংস ! অনন্তর আমরা অভিশাপগ্রস্ত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম । কহিলাম, হে বিপ্র ! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পমদে মত্ত হইয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন । আপনি মহাত্মা, আমরা যে আপনাকে প্রলোভন দেখাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদিগের বধ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে । ধার্মিকেরা স্ত্রীলোকদিগকে অবধ্যা কহেন, অতএব হে তপোধন ! আপনি স্বধর্ম প্রীতিপালন করুন, আমাদিগের প্রতিহিংসা করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে ? ব্রাহ্মণই সর্বজীবের বন্ধু, একথা যেন নিতান্ত অমূলক না হয় । শরণাগত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, ক্ষমা করুন ।

তখন চন্দ্রসূর্য্য-সমপ্রভ বিজবর অপ্সরাদিগের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে অপ্সরাগণ ! শত বা শত সহস্র শব্দ আনন্ত্যবাচক বটে, কিন্তু আমি যে শত বৎসর শব্দ নির্দেশ করিয়াছি, উহা কেবল পরিমাণ-বাচকমাত্র, আনন্ত্যবাচক নহে । কিন্তু যৎকালে তোমরা কুন্তীরঘোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদগ্রহণ করিবে, তদবসরে যদি কেহ তোমা-দিগকে জলমধ্যে হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা পুনর্বার স্বমূর্তি লাভ করিতে পারিবে । আমি পরিহাসচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কহি

নাই । আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে, তাহা তদবধি পবিত্র মারীতীর্থ বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইবে ।

বর্গা কহিল, অনন্তর আমরা বিপ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্বক দুঃখিত-মনে তথা হইতে অপস্থত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যিনি আমাদের শ্রমে আকর্ষণপূর্বক পূর্ববৎ রূপসম্পন্ন করিবেন, আমরা সেই মহাত্মাকে কত কালে সন্দর্শন পাইব ? আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যব-সরে দেবর্ষি নারদ আমাদের নয়নপথে পতিত হইলেন । তাঁহাকে দৃষ্টি-গোচর করিবামাত্র আমরা সন্তুষ্টমনে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবনতমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম । দেবর্ষি আমাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । আমরা ও আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম । তখন তিনি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছদেশে পঞ্চতীর্থ নামে অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থান আছে, তোমরা তথায় যাইয়া বাস কর । পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অচিরকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাদের দুঃখ মোচন করিবেন, সন্দেহ নাই । তৎপরে আমরা তদীয় আদেশানুসারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি । অদ্য আমার দুঃখ মোচন হইল সত্য বটে, কিন্তু আমার অপর চারি সহচরী এই জলমধ্যে বাস করিতেছেন, আপনাকে তাঁহাদেরও দুঃখ-শান্তিরূপ শ্রুতকর্ম করিতে হইবে ।

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন তাহাদেরও শাপ মোচন করিয়াছিলেন । তাহারা জলমধ্য হইতে উদ্ধৃত ও পূর্বাকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ববৎ শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর মহাবীর অর্জুন তীর্থশুদ্ধি সম্পাদনপূর্বক অশ্রা-দিগকে গমনের আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন । তথায় চিত্রাঙ্গদাগর্ভে বক্রবাহন-নামক পুত্র উৎ-পাদন করিয়া গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন ।

অষ্টাদশাধিকাবিনততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর অমিত-বিক্রম অর্জুন ক্রমে ক্রমে অশ্রাস্ত প্রবেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিলেন ।

পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানেও পর্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন । প্রিয়সখা অৰ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া, বৃকিংশাবতংস কৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন । “কৃষ্ণাৰ্জুন সাক্ষাৎকার লাভে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন । পরে কৃষ্ণ প্রিয়সখা অৰ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অৰ্জুন ! তুমি কি নিমিত্ত এই সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিতেছ ? অৰ্জুন বাসুদেব-সমক্ষে আপনার তীর্থপর্যটনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্তন করিলেন । তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ‘সঙ্গত হইয়াছে’ বলিয়া তত্বাক্যে প্রভুত্ব দিলেন । তৎপরে তাঁহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হইলেন । বাসুদেবের আদেশানুসারে তদীয় অধিকৃত পুরুষেরা ইতিপূর্বেই রৈবতক-পর্বত স্তম্ভজিত ও আহার সামগ্রীসকল আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল । অৰ্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয় জব্য গ্রহণ ও উপযোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটগণের নৃত্য-গীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন । তৎপরে তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদানপূর্বক বিদায় করিয়া স্থপরিচ্ছন্ন শয়নমন্দিরে গমন করিলেন । তথায় দুগ্ধক্ষেণধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয় সখার নিকট বহুতর নদী, পঞ্চল, পর্বত ও বনবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন । সেই স্বর্গসন্নিভ শয্যায় শয়ান অৰ্জুন যথাবদ্বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে নিদ্রায় বিচেষ্টন হইলেন । প্রভাতকালে স্তম্ভধুর সঙ্গীতধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মঙ্গল স্তুতিবাদদ্বারা প্রতিবোধিত হইলেন ।

অনন্তর অৰ্জুন তৎকালোচিত সঙ্ক্যাবন্দনাদি কার্য সমাধানস্তর বাসুদেব কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চননির্মিত রথে আরোহণ পূর্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন । তাঁহার সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াকাননসকল অলঙ্কৃত ও স্তম্ভোত্তিত হইল । অৰ্জুন পুর প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শত সহস্র লোক সত্তর রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল । অঙ্কক, ভোজ ও বৃকিংশীয় মহিলাগণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল । অৰ্জুন এইরূপে যাদবগণ কর্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নমস্কার বর্গকে নমস্কার করিলেন । তৎপরে রাজকুমারেরা আসিয়া তাঁহার সৎকার

করিলেন । অর্জুন সমস্ত সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ষো কতিপয় দিবস স্নখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।

অর্জুনবনবাস পৰ্বাখ্যায় সমাপ্ত ।

স্বভদ্রাহরণ পৰ্বাধ্যায় ।

উলবিশত্যধিকাবিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর কিয়দিবস রৈবতকপর্বতে অঙ্কক ও যদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল । উক্ত বংশোদ্ভূত বীর-পুরুষেরা উৎসবোপলক্ষে রৈবতকবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন । সেই পর্বতের সন্নিহিত প্রদেশসকল, রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপ সমূহদ্বারা স্নশোভিত হইল এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । যদুবংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্তম্ভিত স্তবর্ণখানে আরোহণপূর্বক বারম্বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । শত সহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্য যানে, কেহ সামান্য যানে, কেহ বা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল । বলদেব মধুপানে মত্ত ও গন্ধর্বগণ কর্তৃক অনুগত হইয়া নিজ ভার্য্যা রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনও অঙ্গনাসহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্বদিগের স্তমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্বক পরমস্নখে বিহার করিতেছিলেন । রুक्মিণীতনয় ও শাল্ব, ইঁহারাও মধুপানে নিতাস্ত উন্মত্ত হইয়া দিব্যান্বর পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্বক বিহার করিতেছিলেন । অক্রুর, সারণ, গদ, বক্র, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেয়, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্কর, মহারথ, হার্দিক্য ও উদ্ধব, ইঁহারা এবং অন্যান্য যদুবংশীয়েরাও পৃথক পৃথক গন্ধর্বগণ ও অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন ।

এই পরমাস্তৃত কৌতুহল আরম্ভ হইলে বাহুদেব অর্জুন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া উৎসবসমাজে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহারা, সখীজনপরিবৃত সর্বালঙ্কারশোভিতা,

সর্বান্ধসুন্দরী বসুদেবদুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন । দর্শন করিবামাত্র অর্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল । তখন কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে তদেকান্তমনাঃ দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, সখে ! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে ! এ কি ! ইনি বসুদেবের কন্যা ও সারণের সহোদরা এবং আমারই ভগিনী ; ইহার নাম সুভদ্রা । হে সখে ! যদি তোমার মন নিতান্তই ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তবে বল, আমি এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি । অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! পরমরূপসম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী ; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন ? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলে সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয় । অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রালাভ হইবে, অনুসন্ধান কর ; তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব । বাসুদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জুন ! স্বয়ম্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু জ্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে ।- আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয় । অতএব স্বয়ম্বরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে ; কারণ, স্বয়ম্বরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে ।

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জুন এইরূপ ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ-গত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন । যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে অর্জুনকে অনুমোদন করিলেন ।

বিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ প্রদান ও তাঁহার মত গ্রহণপূর্বক রৈবতকপর্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তথায় যাইবার নিগিত বাসুদেবের অনুজ্ঞা লাভ করিলেন । তিনি কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্বক স্ববর্ণকিঙ্কিণীজালালঙ্কৃত অস্ত্র-শস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হতাশনকল্প অপূর্ব দিব্যরথে আরোহণপূর্বক যুগয়াব্যপ-দেশে কৃষ্ণকে ইতিকর্তব্যতা নিবেদন করত রৈবতক পর্বতে গমন করিলেন ।

এদিকে স্তভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চনা ও দ্বিজাতি-গণের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জুন মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া সেই সর্বদ্বন্দ্বহীন স্তভদ্রাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোহিত করিলেন ।

তদনন্তর তিনি স্তভদ্রাকে সেই স্বর্ণময় রথে আরোহিত করিয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন । সৈনিক-প্রহরী স্তভদ্রাকে অপহৃতা দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্বক দ্বারকাপুরীর উভয়পার্শ্ব ধাবমান হইল । তাহারা তত্রত্য সুধর্ম্মানামী সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভাপালসম্মিধানে অর্জুনের বল-বিক্রমের বিষয় সমুদায় নিবেদন করিল । সভাপাল সৈন্ত্যমুখে স্তভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাস্বর্ণময় রণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন । সেই ভেরীরব শ্রবণ করিবামাত্র ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিলেন । তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মণিবিক্রমাদিখচিত, অপূর্ব আস্তরণপটে আচ্ছাদিত, শত শত স্বর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হতাশনের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন । সভাপাল অনুচরবর্গের সহিত সমুপবিষ্ট দেবতুল্য যাদবদিগের নিকট অর্জুন-বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন ।

মহাবীর যাদবেরা অর্জুনের এই অসহ্য অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্বক আসন হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা শীঘ্র রথযোজনা কর এবং প্রাস, মহার্হ ধনুঃ ও বৃহৎ কবচ সকল আনয়ন কর । কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে আহ্বান করিয়া রথযোজনা করিতে আদেশ দিলেন । কেহ বা স্বয়ংই স্বর্ণালঙ্কৃত তুরঙ্গমগণ যানে যোজনা করিতে লাগিলেন । রথ, কবচ এবং ধ্বজপতাকা সকল আনয়ন করিলে, সেই বীরসম্মুদে তুমুল হইয়া উঠিল । তদনন্তর যথুপানে মত্ত নীলাম্বরধর মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা কি করিতেছ ? কৃষ্ণ মোন-ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা, কিম্বা তর্জ্জন গর্জ্জন করা সকলই বৃথা ; বৃথা কেন আশ্রয় লইতেছ ? মহামতি বামদেব প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, পরে ইহার যেরূপ ইচ্ছা,

তোমরা তদনুসারে কার্য্য করিবে । বলদেবের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণ-
যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক মৌনভাবে
অবলম্বন করিয়া রহিলেন ।

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরায় সভামধ্যে উপবেশন করিলেন ।
সকলো উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! দেখ, সকলেই
তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহি-
য়াছ ? আমরা তোমার উপরোধেই 'সেই কুলপাংশুল অৰ্জ্জুনকে সৎকার
করিয়াছি, কিন্তু সে সৎকারের উপযুক্ত পাত্র নহে ।' কোন পুরুষ আপনাকে
কুলীন বিবেচনা করিয়া কি, যে পাত্রে ভোজন করে সেই পাত্র চূর্ণ করিয়া
থাকে ? কোন মূঢ় ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধে আদর ও নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন
করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের অভিলাষ রাখিয়া এইরূপ সাহসিক কার্য্য
করিতে সমর্থ হয় ? অৰ্জ্জুন আমাদের তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনা-
দর করিয়া অদ্য বলপূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ স্তম্ভদ্রাকে হরণ করিয়াছে । হে
গোবিন্দ ! মন্তকে পদাঘাত-তুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য
করিব ? মর্পকে পদাঘাত করিলে সে কি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকে ? আমি
একাকীই অদ্য এই বহুক্ষরাকে নিকোরব করিব, অৰ্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম
আমি কখনই সহ্য করিব না । তখন অন্ধকগণও নিবিড় মেঘবৎ গভীরস্বরে
গর্জ্জমান বলদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন ।

স্তম্ভাহরণ পৰ্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

হরণাহরণ পৰ্ব্বাধ্যায় ।

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যাদবেরা এইরূপে স্ব স্ব বলবীৰ্য্য প্রকটনপূর্ব্বক
তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বাহুদেব অর্ধভূয়িষ্ঠ বাক্যে কহি-
লেন, অৰ্জ্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করেন নাই ; বরং সমধিক সম্মান
রক্ষাই করিয়াছেন । তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই
অর্থদ্বারা স্তম্ভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই । স্বয়ম্বরে কণ্ঠা লাভ

করা অতীব দুর্লভ ব্যাপার, এই জন্ম তাঁহাতেও সম্মত হন নাই এবং পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপূর্বক স্ত্রভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে এবং কুল, শীল, বিদ্যা ও বুদ্ধি-সম্পন্ন পার্থ বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন যদিও স্ত্রভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই। অর্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশাঃ সুপ্রসিদ্ধ অর্জুন কুন্তীভোজের দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরত-কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাদেব ব্যতিরেকে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ রথ, মদীয় ঘোটক এবং লঘু-হস্ত পার্থ যোদ্ধা, এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবনমধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয় সন্নিধানে যাইয়া সাস্ত্রবাদদ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সকলের কর্তব্য; কারণ, যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সাস্ত্র-বাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, তিনি যথাবিধি স্ত্রভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যাদবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করত দ্বারকাতে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীরে গমন করিয়া একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যা-গমন করিলেন।

অর্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমনপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। দ্রৌপদী রমণীস্বভাবস্বলভ ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! যে স্থানে সাহসতকুমারী আছে, তথায় গমন কর। অথবা তোমারও নিতান্ত দোষ নাই, গুরুভার বস্ত্র দৃঢ়রূপে বন্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। কৃষ্ণা এবম্বিধ নানাপ্রকার পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাস্ত্রনা এবং তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগি-

লেন । পরে অৰ্জ্জুন রক্তবস্ত্রপরিধানা স্তম্ভদ্রাকে গোপালিকার বেশ ধারণ-
পূর্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন । বরাসনা স্তম্ভদ্রা
সেইরূপ বেশভূষায় অধিকতর শোভমানা হইয়া গৃহ প্রবেশপূর্বক পৃথার চরণ-
বন্দনা করিলেন । কুন্তী প্রীতমনে সেই সৰ্ব্বাস্ত্রসুন্দরীর মস্তক আভ্রাণ করিয়া
ভূরি ভূরি আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । স্তম্ভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদী-
সম্মিধানে গমন করিয়া ~~ঈশ্বাকে~~ অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি
আপনার অনুচরী হইলাম । কৃষ্ণা গাত্রোত্থানপূর্বক কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন
করিয়া কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ত হউন । মাধবভগিনী 'তাহাই হউক'
বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন । পাণ্ডবগণ এবং কুন্তীর আর
আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না । পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অৰ্জ্জুন নির্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে
গমন করিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীরপুরুষেরা
ভ্রাতৃবর্গ, কুমারগণ এবং অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা
করিলেন । অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন যাদবচমুপতি অক্রুর, মহাতেজাঃ অনারুঠি,
মহানুভব উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্মা, সাহ্যত, প্রহ্লয়, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু,
চারুদেয়, বিল্লী, বিপ্ৰধু, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধক-
বংশীয়েরা বল্লভ যৌতুক গ্রহণপূর্বক থাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার
অভ্যর্থনার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন । কৃষ্ণ সাদরে পরি-
গৃহিত হইয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত থাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন । তত্রত্য
রাজপথসকল নিধূলীকৃত এবং শীতল স্নগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল ।
কোন কোন প্রদেশ দহমান অগুরুধূমে স্তরভিত, কোন স্থান কুসুমমালায়
সুশোভিত এবং কোন স্থান বণিক্গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে ;
কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণ
বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেব সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশপূর্বক পৌরজন
ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রালয়সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ।
রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকোত্তর এবং
বাল্লয়গলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । কৃষ্ণ দিনীতভাবে ধর্মরাজ ও
ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন । যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান

প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন । তিনি কাহাকেও গুরুবৎ পূজা করিলেন, কাহাকেও বয়স্যের আয় প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন এবং কাহারও নিকটে বা স্বয়ং অভিবাদিত হইলেন । কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদেয় রত্নসমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া বাহনচতুষ্টয়-সংযুক্ত, কিষ্কিণীজালজড়িত সহস্র সংখ্যক স্তবর্ণরথ, স্তশিক্ষিত সারথি, মাথুরদেশীয় অযুত গো, শ্বেতবর্ণ বড়বাসমূহ ঙ্গত-গামী অশ্বতরসহস্র, স্তবর্ণালঙ্কারবিভূষিত সেবাকুশল, কিষ্কিণী অধিকবয়স্ক সহস্র দাসী, বাহ্লিকদেশীয় ঘোটকসমূহ, উৎকল স্তবর্ণ রাশি, মদ্যস্রাবী অভ্য-ন্নত রণপরিচিত হস্তীপক-বিশিষ্ট গজযুথ প্রভৃতি কন্যাধন সকল স্তভদ্রাকে প্রদান করিলেন । বলরাম সেই সম্বন্ধে বহুমানপূর্বক অমূল্য রত্নসমূহ, মহাহ বস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র এবং শত পতাকা প্রভৃতি বস্ত্রজাত যৌতুক দান করিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধক-গণের যথোচিত সৎকার করিলেন । যেমন পুণ্যাত্মা লোকেরা পরম স্তখে স্বর্গ ভোগ করেন, তদ্রূপ সেই সকল মহাত্মারা তথায় গীতবাদ্যদ্বারা যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেবপুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণ কর্তৃক রত্নসমূহ ও সম্মানদ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারবতীনগর প্রত্যাগমন করিলেন । কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরম রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহারা দুইজনে যুগয়াসক্ত হইয়া যুগ বরাহ বিদ্ধ করত যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন । অনন্তর শচী যেমন জয়ন্তকে প্রসব করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী স্তভদ্রা স্তবিখ্যাত ও সর্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন । তিনি স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান্ অর্থাৎ নির্ভয় ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অভিমন্যু হইল । লোকে তাঁহাকে আর্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত । যেমন সংঘর্ষণদ্বারা শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয় হইতে অভিমন্যু উৎপন্ন হইয়াছিলেন । অভিমন্যুর জন্ম হইলে ধর্ম্মরাজ অযুত গো ও স্তবর্ণরাশি বিপ্রসং করিলেন । তিনি জন্মিয়া অবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন । শারদ শর্করীনাথ সন্দর্শনে লোকেয় যাদৃশ প্রীতি হয়, তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আহ্লাদ হইত । তাঁহার জাতকার্য্য প্রভৃতি

সমুদায় শুভকৰ্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন । তিনি গুরুপক্ষীয় চন্দ্রকলার ঐশ্যদিন দিন পরিবৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । পরে অৰ্জুনের নিকট নিখিল ধনুৰ্বেদ শিক্ষা করেন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন । ধনঞ্জয় আগম ও শাস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে আত্মজকে আত্মতুল্য এবং সার্ববাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন ।

এই সময়ে শুভলক্ষণী দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে ভূধরতুল্য দৃঢ়কায় মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন । আদিত্যজননী অদিতির ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্দ্য, বৃকোদর হইতে স্ততসোম, অৰ্জুন হইতে শ্রুতকৰ্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চবীর প্রসব করিলেন । দ্রৌপদীতনয়েরা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন । মহর্ষি ধোম্য আশুপূর্ব্বিক তাঁহাদিগের জাতকৰ্ম্ম, চূড়া ও উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন । তাঁহারা বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক অৰ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুৰ্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন । হে ভরতবর্ষ ! এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণের সহিত পরমসুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

হরণাহরণ পর্ব্বাদ্যায় সমাপ্ত ।

খাণ্ডবদহন পর্ব্বাদ্যায় ।

— :: —

ষাৰিংশত্যাধিক ষিণততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও শাস্তনব ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য রাজগণকে বিনষ্ট করিলেন । যেমন জীবাত্মা স্থলক্ষণসম্পন্ন সংকৰ্ম্মশালী পুরুষের শরীরে স্থখে বাস করেন, সেইরূপ সমুদায় লোক পুণ্যকৰ্ম্মা ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্থখে বাস করিতে লাগিলেন । নীতিমান্ ধৰ্ম্মরাজ ধৰ্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও আত্মতুল্য ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নির্বিশেষ অনুরাগ করিতেন । রাজা স্বয়ং ধৰ্ম্মার্থ-কাম ত্রিবর্গের চতুর্থ মোক্ষের স্তায় শোভাযুক্ত হইলেন । বেদাধ্যয়নশীল,

যজ্ঞশীল ও শিষ্টপ্রতিপালক ভূপালকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণের কমলা, অচঞ্চলা এবং বুদ্ধি ও ধর্মের উৎকর্ষ হইতে লাগিল। যেমন উচ্চার্য্যমোক্ষ বেদচতুষ্টয়ের দ্বারা জ্যোতিষোন্মাদি মহৎ যজ্ঞ স্রশোভিত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদ্রূপ নিরতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দেবতারার বেষ্টন করিয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন, বৃহস্পতিভূল্য ধোয়াদি ব্রাহ্মণগণও ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে সেইরূপে উপাসনা করিতেন। যেমন নিশ্মল পূর্ণচন্দ্রের অবলোকনে প্রজাগণের নেত্র ও হৃদয় আফুল্ল হয়, সেইরূপ ভূপাল যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নেত্র ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তাহারা যে দৈবাধীন তাঁহার প্রজা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিত এমন নহে, রাজাও সর্বদা প্রজাগণের মনোনির্গমন করিতেন। ধীমান্ মিত্তভাবী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অনুচিত, মিথ্যা, অসহ বা অপ্রিয় বাক্য কদাচ নির্গত হইত না। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির সতত আপনার ও অন্তের হিতসাধনেচ্ছু হইয়া পরম পরিতোষে কালাতিপাত করিতেন। সুস্থশরীর ও হৃৎচিহ্ন পাণ্ডবের স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে অগ্ন্যস্ত রাজগণকে তাপিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অর্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন! গ্রামের অতিমাত্র প্রাচুর্য্য হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়াংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব, তোমার কি অভিরুচি হয়? বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃজ্ঞপরিবৃত হইয়া যথেষ্ট জলবিহার করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সুহৃদগণের সহিত যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ইন্দ্রপুরন্দর, বিবিধ খাদ্যদ্রব্যযুক্ত ও স্নগন্ধি মাল্যজালে পরিবৃত বিহারদেশে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই আনন্দে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপুলনিতম্বা পীনোন্নতপয়োধরা মদনালিতগমনা বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ বনবিহার, কেহ জলবিহার, কেহ বা গৃহমধ্যে বিহার করিতে লাগিল। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্রে বস্ত্র ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান

করিলেন। কোন কামিনী স্তম্ভকরণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; কেহ ঈশ্বরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ হস্ত পরিহাসে মত্ত হইল; কেহ অত্যুচ্চ স্বরোপান করিয়া গদগদস্বরে কথা কহিতে লাগিল; কেহ বা কাহাকে সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল; কেহ বা নির্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তত্রস্থ সমুদ্রিশালী অট্টালিকা সকল বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের স্তম্ভনোহর শব্দে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর মহাত্মা বাহুদেব ও অর্জুন এক মনোহর প্রদেশে গমন করিয়া মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশনপূর্বক অতীত ও অন্ত্যস্ত বৃত্তান্ত লইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-অর্জুন অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনসম্বিত তরুণারুণসঙ্কাশ পিঙ্গোজ্বল-শাশ্রুজাল-জড়িত জটাজীৱধারী এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দ্বিজবরকে সমীপে আগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহানন্তর মানবশ্রেষ্ঠ বাহুদেব ও অর্জুনকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি এবং সর্বদাই অপরিমিত ভোজন করি; অতএব আপনাদের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার প্রার্থনা সফল করুন। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব তাঁহাকে কহিলেন, আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কি প্রকার অন্ন প্রার্থনা করেন, বলুন; আমরা তাহা আহরণ করিতে যত্ববান হই। ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, আমি অন্ন ভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন প্রদান করুন। ইন্দ্রের সখা পদ্মগরাজ তক্ষক স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত খাণ্ডববনে বাস করে। বজ্রভৃৎ ইন্দ্র ঐ খাণ্ডববন সর্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার প্রভাবে খাণ্ডবদহন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জলবর্ষণ করিতে থাকেন, তন্নিমিত্ত আমার অভিলষিত খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না।

অতএব আপনাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, আপনারা আমার সহায় হইয়া অস্ত্রধারণপূর্বক উদকধারা ও তত্রস্থ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাণিগণকে নষ্ট করুন, তাহা হইলে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হই ।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবান্ হব্যবাহন যে নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকর্তৃক রক্ষ্যমান নানাসত্ত্বসমাকুল খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়া ছিলেন, বোধ হয়, তাহা সামান্য কারণ নহে ; অতএব হে দ্বিজবর ! আমি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! আমি ঋষিগণপ্রশংসিত খাণ্ডববন-দাহাশ্রিত পৌরাণিকী কথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মহারাজ ! শুনিয়া থাকিবেন, পূর্বকালে শ্বেতকি নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক সুবিখ্যাত ভূপাল ছিলেন । এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সেই রাজর্ষি অতিশয় যাজ্ঞিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন । তিনি প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন । ক্রিয়ারম্ভ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বিবিধ ধনদানবিষয়ে প্রতিদিনই তাঁহার যেরূপ অনুরাগ হইত, অন্য কোন বিষয়েই সেরূপ অনুরাগ জন্মিত না । এইরূপে মহারাজ শ্বেতকি ঋত্বিক্গণ সমভিব্যাহারে অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । অনন্তর ঋত্বিক্গণ অনবরত উথিত যজ্ঞধুমদ্বারা ব্যাকুল-লোচন ও বহুকাল যাজনকার্য্য সমাধানপূর্বক একান্ত খিন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করুন । রাজা তাঁহাদিগকে বিকলনেত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমত্যানুসারে অপরাপর ঋত্বিক্গণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞ-কর্ম্ম সমাপন করিলেন ।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা শতবর্ষ-ব্যাপী এক দীর্ঘ সত্ত্র আহার্য করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত ঋত্বিক্গণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইলেন না । তখন তিনি বজ্রবান্ধবের সহিত ঋত্বিক্গণকে অনুন্নয় করিতে লাগিলেন । প্রাণিপাত, সাম্ভবাদ ও ধনদানদ্বারা বারংবার তাঁহাদিগকে অনুন্নয় করিলেন, তথাচ তাঁহারা রাজার মনোরথ সফল করিলেন না । তখন মহাপাল রোষপরবণ হইয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! যদি আমি পতিত হইতাম এবং আপনাদিগের স্তুতিধ্বায়

নিরত না হইতাম, তাহা হইলে আপনারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আমাকে ষ্ঠগা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি, অতএব মদীয় যজ্ঞনিষ্ঠার ব্যাঘাত বা অযোগ্য সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের বিধেয় নহে । এক্ষণে আমি আপনাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হউন । সান্ত্বনাদ, দাম ও যথার্থ বাক্যদ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া যাহা কর্তব্য, সমুদয় নিব্বন্দন করিব । অথবা যদি বিদ্রোহবশতঃ আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি যাজনকার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঋত্বিক্গণের নিকট গমন করিব । মহারাজ শ্বেতকি এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । মহর্ষিগণ রাজার যাজন কার্য্য অস্বীকার করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ ! আমরা বহুকালাবধি আপনকার অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞকার্য্যে নিরন্তর দীক্ষিত হইয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি । এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন । আপনার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এই কারণে আমাদিগকে বারংবার এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন । এক্ষণে আপনি রুদ্ধদেবসম্মিধানে গমন করুন ; তিনিই আপনার যাজন কার্য্য করিবেন ।

রাজা মহর্ষিগণের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্তায় অনুর্ত্তান ও ত্র্যতোপবাসাদি দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করত স্তুদীর্ঘকাল বাস করিতে লাগিলেন । তিনি কখন দ্বাদশ দিবসে, কখন ষোড়শ দিবসে বন্য ফল মূল আহাৰ করিতেন, কখন বা উর্দ্ধবাহু হইয়া ছয় মাস অনিমেঘলোচনে নিশ্চল স্থাগুর ন্যায় অবস্থান করিতেন । ভগবান্ চন্দ্রশেখর রাজার এইরূপ অতি কঠোর তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া ভূপালকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার তপস্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক । এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর । রাজর্ষি রুদ্ধের এইরূপ কথা শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বজন-পূজিত, এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য্য সমাধা করিবেন, এই বর প্রদান করুন । ইহা শুনিয়া ভগবান্ উমাপতি প্রীতমনে ও সন্তিতবচনে কহিলেন, মহারাজ ! যজ্ঞ কার্য্য

করিতে পারে, এমন লোক এই প্রদোশ কাহাকেও দেখি না । তুমিও আমার নিকট বরার্থী হইয়া অতি কঠোর তপোঅনুষ্ঠান করিয়াছ ; কিন্তু আমার সহিত তোমাকে একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর সমাহিত ও ত্র্যক্ষরী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন যুতধারাদ্বারা অনলকে পারিতৃপ্ত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, তাহা অসম্পন্ন করিব ।

রাজা রুদ্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর ত্র্যক্ষর্য অনুষ্ঠান করিলেন । অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ভূতবান ভগবান্ মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন । মহাদেব রাজাকে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মহারাজ ! আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ বলিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যাজন কার্যে দীক্ষিত হওয়া ত্র্যক্ষণ-দিগেরই বিধেয়, এই কারণে আমি স্বয়ং তোমার যাজন কার্য করিতে পারিব না । এই ভূমণ্ডলে দুর্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশভূত । তিনিই তোমার যাজন কার্য সম্পন্ন করিবেন । এক্ষণে স্বনগরে গমন করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীসকল আহরণ কর । রাজা ভগবান্ পশুপতির আদেশানুসারে স্বনগরে প্রতিগমনপূর্বক যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিলেন । দ্রব্যসম্ভার সম্ভূত হইলে তিনি পুনরায় রুদ্রসম্মিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ও উপকরণ সমস্ত আহৃত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে আমি পরদিনেই যজ্ঞকার্যে দীক্ষিত হই । রুদ্র রাজার এই কথা কর্ণগোচর করিয়া মহর্ষি দুর্বাসাকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! এই মহানুভাব ভূপতির নাম শ্রুতকি, আমার নিদেশপ্রযুক্ত তোমাকে ইহার যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে । মহর্ষি তৎক্ষণাৎ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন । অনন্তর যজ্ঞকার্য যথাবিধানে আরম্ভ হইল । সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি দুর্বাসার আদেশানুসারে দীক্ষিত যাজক ও সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর ভগবান্ হতাশন বিকৃতভাবাপন্ন ও তেজোহীন হইয়া ক্রমশঃ শীর্ণায়ুক্ত হইতে লাগিলেন । তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন বিবেচনা

করিয়া অতি পবিত্র ও লোকপূজিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । তথায় ব্রহ্মাকে আসনে আসীন দেখিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! আমি তেজো-
হীন ও নির্বীৰ্য্য হইয়াছি ; এক্ষণে আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় স্বীয় নিশ্চলা
প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি । ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিশ্বনির্মাতা
বিধাতা হস্তমুখে বহ্নিকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! তুমি দ্বাদশ বৎসর বস্ত্রা-
রাহত দ্বত উপযোগ করিয়াছিস্ বলিয়াই এইরূপ মানিয়ুক্ত হইয়াছ ; কিন্তু
তেজোহীনতাবশতঃ সহসা ভয়াশি হইও না ; তুমি পুনর্বার পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ
হইবে । পূর্বে দেবনিয়োগক্রমে দেবশত্রু অশুরগণের আলয়ভূত যে ভয়ঙ্কর
খাণ্ডবার্ণ্য দন্ধ করিয়াছিলে, তথায় নানাবিধ জন্তুগণ বাস করে, তুমি তাহা-
দিগের মেদোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে । অতএব
শীঘ্র যাইয়া খাণ্ডবদহন দন্ধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই মানিরূপ পাপ হইতে
আশু মুক্ত হইতে পারিবে ।

হতাশন ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবার্ণ্যে গমন
করিলেন । তথায় উপনীত হইয়া ক্রোধভরে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন,
বায়ু তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন । খাণ্ডবদহন প্রদীপ্ত দেখিয়া তত্রত্য
প্রাণিগণ দাহশাস্তির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ হইল । করিমূথ ক্রোধপরবশ
হইয়া সত্বরে শুণ্ডদ্বারা জলানয়নপূর্বক অনলোপরি সেক করিতে লাগিল, বহু-
শীর্ষ সর্পগণ ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া মস্তকদ্বারা জলসেক করিতে আরম্ভ করিল
এবং অন্যান্য প্রাণিগণও নানাপ্রকার উপায়দ্বারা অনতিকালমধ্যে দাবদাহ
শাস্তি করিল । বহ্নি ক্রমে ক্রমে সাত বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার
সাতবারই নির্বাণ করিল ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এইরূপে সর্বদা মানিয়ুক্ত ভগবান্
হতাশন বারংবার হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোপাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মার নিকট
গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন । ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহি-
লেন, হে অনল ! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডবদহন দন্ধ

করিতে পারিবে, আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর । দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্বদেব নর ও নারায়ণ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন । লোকে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণার্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে । তুমি কৃষ্ণার্জুন সমভিব্যাহারে থাকিববনে গমন করিয়া দাবদাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহায় গ্রহণ কর । তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পারিবে । কৃষ্ণার্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত বন্যজন্তুদিগকে এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্বক নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । এই কথা শুনিয়া হতাশন কৃষ্ণার্জুন সম্মিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদার্থে প্রার্থনা করিলেন । বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অর্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেরই আপনাকে অবগত করিয়াছি । তৎপরে অর্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অগ্নে ! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি । কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে, এমন ধনুঃ নাই । আমি অতি সত্বরে শরক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই । আমার রথ মদীয় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে । আর কৃষ্ণেরও বাহুবলতুল্য অস্ত্র নাই, যদ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারিবেন । হে ভগবন্ ! যদ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন । আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপকরণ সকল আহরণ করিতে হইবে ।

পঞ্চবিংশত্যধিকাবিশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ হতাশন অর্জুনকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন । চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন । ভগ-

বান্ হতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে জলেশ্বর ! নৈমিরাজ তোমাকে যে ধনুঃ, তুণীরদ্বয় ও কপি-লক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর । পার্থ গাণ্ডীবদ্বারা ও কৃষ্ণ চক্রদ্বারা কোনাংশহইৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবেন । বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সন্মত হইয়া ষণঃ-কীর্ত্তিবর্দ্ধন সৰ্ব্বশস্ত্রপ্রমাখী, সৰ্ব্বায়ুধ-সারভূত সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তুণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ প্রদান করিলেন । ঐ রথ স্তবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রক্তবর্ণ মৈহীবৈগশালী গান্ধর্ব্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, সৰ্ব্বরহ স্ত্রো-ভিত্তি, কিরণরাজবিরাজিত, গভীরগর্জনবিশিষ্ট এবং কপিকেতনে অলঙ্কৃত । ভুবনপ্রভু বিশ্বকৰ্ম্মা ঐ রথ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । মহারাজ সোম ঐ রথে আরোহণপূর্বক দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ ও অৰ্জুন সেই নবমেঘাকৃতি পরম রমণীয় রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ঐ রথের ধ্বজযষ্টি স্তবর্ণময় ; উহার উপরিভাগে শার্দূল-বৎ ভয়ঙ্কর এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সম্মিবেশিত এবং ধ্বজে বিবিধ রুহৎ-কায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মিত আছে । রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে শত্রু-সৈন্যগণ বিলুপ্তচেতন হয় । যেমন স্মৃতি ব্যক্তি বিমানে আরোহণ করে, তদ্রূপ অৰ্জুন কবচ পরিধান, খড়্গধারণ, গোধাস্থলিত বন্ধন ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন । পরে ব্রহ্ম-নিৰ্ম্মিত গাণ্ডীবধনুঃ গ্রহণ করিয়া সাতিশয় সস্তুষ্ট হইলেন । তখন তিনি হতাশন-সমক্ষে বলপূর্বক ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন । জ্যারোপণকালে এরূপ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলেরই মন ব্যথিত হইল । কুন্তীনন্দন অৰ্জুন রথ, ধনুঃ ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন ।

তদনন্তর ভগবান্ হতাশন কৃষ্ণকে স্বদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি এই চক্রদ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে । কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক-প্রভাবসম্পন্ন এবং তাহাদেরই পরাজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই । হে নাথব ! তুমি শত্রুর প্রতি যতগীর

এই চক্র নিক্ষেপ করিবে, ইহা তুঙ্গারই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে । তৎপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যাস্তকারিণী কৌন্ট্য-দকীনান্নী গদা প্রদান করিলেন । ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের স্থায় ভয়ঙ্কর ।

তখন অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিকে কহিলেন;—হে ভগবন্ ! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরগণের সহিত ও যুদ্ধ করিতে পারি, ইন্দ্র একাকী পন্নগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন ? অর্জুন কহিলেন, এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্বক চক্রাঙ্ক নিক্ষেপ করিলে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না ; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তুণার লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে পাবক ! আপনি খাণ্ডববনের চতুর্দিকে প্রস্থলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে উহা দহন করুন ; আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি ।

ভগবান্ হতাশন, কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৈজস-রূপ গ্রহণপূর্বক সপ্ত শিখা বিস্তার করত চতুর্দিকে প্রস্থলিত হইয়া খাণ্ডবা-রণ্য দহন করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে যুগাস্তকালের স্থায় বোধ হইতে লাগিল । ঘন ঘটার গভীর নির্ঘোষের স্থায় প্রস্থলিত অনলের শব্দ শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পাদ্বিতকলেবর হইল । খাণ্ডবারণ্য হতাশন কর্তৃক দহমান হইয়া সূর্য্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্বতেজ মেরুর স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ।

ষড়্বিংশত্যধিকাবধিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কৃষ্ণ ও অর্জুন রথদ্বয়ে আরোহণপূর্বক খাণ্ডব-বনের উভয়পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণিগণ দহন করাইতে আরম্ভ করিলেন । খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহার। সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন । গমনকালে সেই বায়ুবেগ-গামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাতচক্রের স্থায় ভ্রাম্যমাণ রথদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । এইরূপে খাণ্ডববন দহন হইতে আরম্ভ হইলে, শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইন্তন্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল । কোম কোম জন্তু তীব্র তাপে দৈষ্টিক-দেহ, ক্ষুটিতচক্ষুঃ ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল । কেহ কেহ পিতা, পুত্র

ও ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাশ্রিতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিতে তথায় প্রাণত্যাগ করিল । কেহ কেহ দশনে দশন নিপীড়নপূর্বক ইত্যন্তঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিতকলেবরে, অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । পক্ষিগণ দঙ্কপক্ষ, দঙ্কচক্ষুঃ ও দঙ্কচরণ হইয়া মহীভূলে বিলুপ্তনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । জলাশয় সকল তীব্র তাপে কাথমান হওয়াতে ত্রবৃক্ষ, কুশ ও মৎস্য সমুদায় মিনট হইয়া গেল । কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্তিমান বল্লির স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । কোন কোন পক্ষী তীব্র তাপে স্নাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ড-য়নপূর্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শর-দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন । কতিপয় পক্ষী অর্জুনের তীব্র শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া চীৎকার রবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবায়িমধ্যে পতিত হইতে লাগিল । শত শত বন-বাসী জন্তুগণ ধ্বংসের জর্জরিতকলেবর হইয়া তয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । তাহাদের বোরতর নিনাদ মধ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের স্তায় শ্রুত হইতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হতাশনের শিখাসমুদায় নভোমণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণেরও মহান উদ্বেগ জন্মাইল । তখন তীব্র তাপে সন্তপ্ত দেবগণ ঋষিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর ! বলি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদায় মর্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন ? অদ্য কি লোকসংখ্য সঙ্কুপস্থিত হইয়াছে ?

সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া এবং স্বয়ং দর্শন করিয়া খাণ্ডবদহন রক্ষার্থে গমন করিলেন । তিনি নানাবিধ রথসমূহ-দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করত বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন । মেঘগণ দেব-রাজের আদেশানুসারে খাণ্ডবারণ্যমধ্যে স্ফলজ্বারে বরি নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ সমস্ত বারিধারা হতাশনের তীব্রতাপবশতঃ অন্তরীক্ষেই শুষ্ক হইয়া গেল ; অগ্নির উপর এক বিন্দুও পতিত হইল না । তখন সুররাজ পুরুষের সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মহামেঘদ্বারা বেগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে খাণ্ডবারণ্য বারিধারাশাতে ধূমাকীর্ণ ও ঋষি-

শিখাধারা ব্যাণ্ড হওয়াতে বিদ্যুৎ-সমাকুল ঘনঘটার মায় অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ।

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর অর্জুন অসংখ্য শুরবর্ষণদ্বারা বারির্বর্ষণ নিবারণ করিলেন । যেমন নীহারজালে চন্দ্রমা সমাচ্ছন্ন হয়েন, তদ্রূপ অর্জুন শরজাল বিস্তারপূর্বক সমস্ত খাণ্ডববন ক্ষোভিত করিলেন । তদীয় শত্রু-কলাপে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইলে একটি প্রাণীও পলায়ন করিতে পারিল না । তৎকালে নাগরাজ তক্ষক কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অশ্বসেন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু অর্জুনের শরজালে অবরুদ্ধ হওয়াতে কোনক্রমেই বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না । তদর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহ পরবশ হইয়া বিপন্ন পুত্রের রক্ষার্থে আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমানা হইলেন । ইতিপূর্বে অশ্বসেনের মস্তক ও লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়াছিল । নাগপত্নী অগ্নি হইতে পুত্রকে মুক্ত করিতে যাইয়া আপনি পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলেন । অর্জুন তীক্ষ্ণধার শরদ্বারা নাগভার্য্যার মস্তকচ্ছেদন করিলেন । দেবরাজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষকতনয়ের প্রাণরক্ষার্থ বানবর্ষণদ্বারা অর্জুনকে অচেতন করিলেন । ইত্যবসরে অশ্বসেন পলায়ন করিল । অর্জুন ইন্দ্রের মায়া ও সর্পের প্রবঞ্চনা পর্যালোচনা করত তত্রস্থ সমস্ত প্রাণীকে দ্বিধা ত্রিধা ঋণ্ড করিতে লাগিলেন । ক্রোধ, অর্জুন ও পাবক সেই জিহ্মগামীকে ‘নিরাশ্রয় হইবে’ বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন ।

অনন্তর জ্যোথাবিস্ট জিহ্ম পূর্বকৃত বঞ্চনা স্মরণ করিয়া আশুগ শরদ্বয়দ্বারা বজ্রধরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । দেবরাজ অর্জুনকে সমরে সংবদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত অস্ত্র নিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন । ‘প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্র সকল সংক্ষোভিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল, জলধারাবনত মেঘমালায় নভোমণ্ডল সমাকুল হইল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ, অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাত ও ঘনঘটার গভীর গর্জনে যেন প্রলয়-কাল উপস্থিত হইল । অর্জুন সেই ঘোরতর মেঘের নিরাকরণ করিবার

নিমিত্ত অত্যাৎকুষ্ট অঙ্গসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যুক্তিবিশারদ ধনঞ্জয় প্রথমতঃ মন্ত্রপুত বায়ব্যান্ধারা অশনি ও মেঘের বলবীৰ্য্য তিরোহিত করিলেন। জনধারা শুষ্ক ও ক্ষণপ্রভা বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে ব্যোমতল তমোমুক্ত ও প্রশান্তরজ হইল, স্থশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ সন্ধারে বহিতে লাগিল, অৰ্কমণ্ডল প্রকৃতিস্থ হইল এবং হতাশন প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত বসাবারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অগ্নির শব্দে সমুদায় জগৎ পরিপূর্ণ হইল। স্পর্শাদি পতত্রিবর্গ কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক খাণ্ডবদহন পরিরক্ষিত দেখিয়া গর্বে প্রদর্শনপূর্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। গরুড় কল্পতরু স্বীয় নখ, তুণ্ড ও পক্ষদ্বারা কৃষ্ণার্জুনকে প্রহার করিবার মানসে আকাশ হইতে নামিলেন। উরগসমূহ দখানন হইয়া পাণ্ডবসমীপে তীব্র বিষ উদ্গার করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল। অৰ্জুন শরদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হতাশনে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও অশুরগণ মুদ্ধার্থী হইয়া ঘোরতর নিনাদ করত উখিত হইল। অৰ্জুন তীক্ষ্ণ শরদ্বারা সেই ক্রোধমুচ্ছিত জিঘাংসুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অরাতিকুলনিহস্তা কৃষ্ণ চক্রদ্বারা দৈত্যদানবগণের প্রাণ সংহার করিলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্রদ্বারা চালিত ও বাণবিদ্ধ হওয়াতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ঋতগজে অধিরূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন এবং অতি বেগে অশনিগ্রহণপূর্বক অপন্ন কতকগুলি অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া অশুরগণকে কহিলেন, এইবারে কৃষ্ণার্জুন নিহত হইয়াছেন। দেবরাজ অশনি উদ্যত করিয়াছেন দেখিয়া, দেবতারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃতাস্ত্র কালদণ্ড, ধনপতি গদা, বরুণ পাশ ও বজ্র, মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বমেরু পর্ব্বতের আয় দণ্ডায়মান হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দীপ্যমান ওষধী, বিধাতা ধনুঃ, জয় মুঘল, বিশ্বকর্মা পর্ব্বত, অংশ শক্তি, যম পরশু এবং সূর্য্য অতি ভয়ঙ্কর পরিচাস্ত্র গ্রহণপূর্বক মহাফালাম করিতে লাগিলেন। মিত্র চক্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, পুষ্ক, ভগ এবং সবিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ও নিস্ত্রিংগ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের প্রতি ধাবমান

হইলেন । রুদ্র, বসু, মরুৎ, বিষ্ণু এবং অন্যান্য অসংখ্য দেবগণ কৃষ্ণ-
 অৰ্জুনের জিহ্বাসায়ে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক গমন করিলেন । দেবতারা
 রণক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যাপার সকল নিরীক্ষণ করিলেন এবং কল্লান্তসময়ের ন্যায়
 ক্ষুতগণের মোহ উপস্থিত দেখিলেন । দেবগণসমভিক্যাহারী ইন্দ্রকে ক্রোধ-
 দ্বিত অবলোকন করিয়া সুকবিশারদ কৃষ্ণাৰ্জুন মজ্য শরাসন গ্রহণপূর্বক
 নির্ভয়ে লগ্নমান হইলেন । তাঁহারা অমর্যাদী হইয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহ-
 দ্বারা শত্রু-সমভিক্যাহারী হ্রসগণকে দূরীকৃত করিলেন । দেবতারা বারংবার
 ভয়মনোরথ হইয়া ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।
 দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাশ্রু দেখিয়া নভোমণ্ডলস্থিত ঋষিগণ সাতিশয় কিস্মা-
 বিষ্ট হইলেন । দেবরাজও পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের বল, বীর্য ও অর্দামান্য
 রণনৈপুণ্য সম্মুখপানে পরম প্রীত হইলেন । পাকশাসন, অৰ্জুনের ভুজবীৰ্য
 পরীক্ষার্থে অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । অৰ্জুন অনায়াসে তাহা
 প্রতিহত করিলেন । তদর্শনে শতক্রতু পূর্বপেক্ষা অধিকরূপে অশ্রাবৰ্ণ আরম্ভ
 করিলেন, কিন্তু অৰ্জুনের বাণে সকলই লয় প্রাপ্ত হইল ।

অনন্তর দেবরাজ জিহ্বাসাপ্ররত হইয়া স্বীয় বাহুবলে তরুনতার সহিত
 মন্দরগিরির শিখর উৎপাটনপূর্বক অৰ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । অৰ্জুন
 অজিহ্মগ মহাবেগবান্ শরসমূহদ্বারা সেই অদ্রিশৃঙ্গ শতধা বিচ্ছিন্ন করাতে
 বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ ইত্যন্ততঃ
 বিক্লিপ্ত হইতেছে । গিরিশিখর ঋগুববনে পতিত হইবামাত্র তত্রস্থ সমস্ত
 প্রাণী যুগপৎ পক্ষ প্রাপ্ত হইল ।

অষ্টাধিঃশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—খাণ্ডবারণ্যনিবাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু,
 ভঙ্ক, মদঙ্গাবী হস্তী, শার্দূল ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণ এবং অন্যান্য প্রাণি-
 সমুদায় শৈলপতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইত্যন্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ
 করিল । কৃষ্ণ ও অৰ্জুন উদ্যতাস্ত্র হইয়া সেই বন রক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 পলায়মান জন্তুগণের চীৎকাররবে এবং ঔৎপাতিক শব্দ সদৃশ শৈলনিপাত-
 শব্দে ঋগুববনে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল । অরণ্য দগ্ধ হইতেছে এবং কৃষ্ণ অস্ত্র

ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিয়া জন্তুগণ ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। জন্তুগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির ভীষণ শব্দে গৃগনমণ্ডল প্রাতি-
ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাহুদেব ঐ সমস্ত জন্তুগণকে বিনাশ
করিবার মানসে তেজঃপ্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষুদ্রজাতীয়
প্রাণী, দানব ও নিশাচরগণ চক্রাঘাতে জর্জরিতকলেবর হইয়া প্রাণ পরি-
ত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত পারশ্বমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণচক্রে বিদা-
রিতাজ দৈত্যগণ বসারুধিরচর্চিত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিল। ভগবান্ চক্রপাণি সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও
পশুগণকে বিনাশ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় তথায় ভ্রমণ করিতে লাগি-
লেন। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ যতবার চক্র নিক্ষেপ করেন, চক্র ততবারই বহু-
সংখ্যক প্রাণী বিনাশ করিয়া তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বহু-
সংখ্যক পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ বিনাশ করাতে সর্বভূতাত্মা বাহুদেবের
রূপ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঐ সময় সমস্ত দেবগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনের
সহিত সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি-
লেন না। হ্রস্বগণ কৃষ্ণার্কুণ হস্ত হইতে খাণ্ডবারণ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া
পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট
হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হ্রস্বগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল,
'দেবরাজ ! তোমার সখা ভূজগেশ্বর তরুণ বিনষ্ট হন নাই। খাণ্ডবারণ্য-
দাহকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর ;
এই বাহুদেব ও অর্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না। ইঁহার।
পূর্বে নর ও নারায়ণ নামে হ্রস্বপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উঁহাদের বীর্য
ও পরাক্রমের বিষয় সমুদায় অবগত আছ। এই চুরাধ্ব, সর্বলোকবিশ্রান্ত,
পুত্রাণ মহাবীৰ্য্য যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইঁহার। সমুদায় দেব, অসুর,
মক্ষ, রাক্ষস, মন্ত্রক, নর, কিস্তর ও পক্ষগণের পূজনীয়। অতএব হে
ব্রাহ্মণ ! তুমি হ্রস্বগণসমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্বক এই খাণ্ডবদাহ
নিরীক্ষণ কর ।'

অমররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য মিথ্যে-

চনায় ক্রোধেষু পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । সুরপতি অমরগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন । যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করে, তদ্রূপ অর্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণদ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্ত-সমস্ত করিলেন । অর্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না । মহাবল পরাক্রান্ত জন্তুগণ, অত্যা-
 দ্রোহ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না । শত শত পক্ষিগণ অর্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ-
 পূর্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল । হস্তী, মৃগ, তরঙ্গু ও অন্যান্য প্রাণি-
 গণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ-
 রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । তাহাদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল । তদ্রূপে বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণাৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে
 কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না । পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে
 ষাঁহার এক বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্রদ্বারা তাহাদিগকেও ছেদন
 করিতে লাগিলেন । মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণাৰ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও
 ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হতাশনে পতিত হইতে লাগিল । এইরূপে ভগবান্
 হব্যবাহন কৃষ্ণাৰ্জুন প্রভাবে মাংস, রুধির ও বসাদ্বারা তর্পিত হইয়া মহা-
 বেগে গগনস্পর্শপূর্বক ধুমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক, দীপ্তজিহ্বা, দীপ্তানন ও
 দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করত পরম পরিভুষ্ট হইলেন ।

হতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্
 মধুসূদন ময়দানবকে 'তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন ।
 মূর্তিমান অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াজ্বরকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা
 করিলেন । কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অস্ত্ররকে ছেদন করিবার জন্য চক্র
 উত্তোলন করিলেন । ময় তদর্শনে অতীব ভীত হইয়া 'রক্ষা করুন, রক্ষা
 করুন,' বলিয়া অর্জুনসমীপে গমন করিতে লাগিল । শরণাগতপ্রতিপালক

খনজয় তাহার সেই করুণায় শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া ‘ভয় নাই’ বলিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাহাকে জীবিতপ্রায় করিলেন ; অর্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করিতে ভগবান্ চক্রপাণি তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন ; অগ্নিও তাহাকে দহন করিলেন না ।

হে পৌরবংশাশ্রিতঃ জনমেজয় ! এইরূপে কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হস্তাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দহন করিলেন । এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দহন হইল ; কেবল অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক রক্ষা পাইয়াছিল ।

উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! সেই খাণ্ডববন দাহকালে অশ্বসেন ও ময়দানব যেরূপে পরিত্রাণ পাইল, তাহা শুনিয়াছি ; এক্ষণে শার্ঙ্গকদিগের অনাময় কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে শত্রুনিপাতন ! শার্ঙ্গকচতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিসয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মন্দপাল নামে এক পরম ধার্মিক তপঃপরায়ণ বেদ-পারগ মহর্ষি ছিলেন । ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন উর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিয়দ্দিনান্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহত্যাগপূর্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন ; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না । মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরগণ ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন । আমি মর্ত্যলোকে কোন্ কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই, যাহাতে আমার তপস্যা নিষ্ফল হইল ; আমি এক্ষণেই তাহা করিতেছি । হে দেবগণ ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আভ্রা করুন ।

দেবগণ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! মনুষ্য জন্মিষামিত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়ঃস্তু হয় । ঐ ঋণত্রয়ের মধ্যে যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, তপস্যা-

দ্বারা ঋষিগণ ও সন্তানোৎপাদনদ্বারা স্ଥିতৃগণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । তুমি তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই ; এই নিমিত্ত তোমার সমুদায় কর্ম নিষ্ফল হইয়াছে । অতএব তুমি পরম যত্ন-সহকারে অপত্যোৎপাদন কর, তাহা হইলেই এই অমরলোকে পরমসুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারিবে । হে দ্বিজোত্তম ! শাস্ত্র কথিত আছে যে, পুত্র পিতাকে পুষাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, অতএব তুমি অবিলম্বে অপত্যোৎপাদনে যত্নবান হও ।

মহর্ষি মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর কিরূপে অল্পকালমধ্যে বহু অপত্য উৎপাদন করিবেন, তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ক্রণকাল চিন্তা করিয়া বহুপ্রসবশালী বিহঙ্গমশুলে গমন করত শাক্কিমূর্তি ধারণপূর্বক জরিতানাম্নী এক শাক্কিকার গর্ভে চারিটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপাদন করিলেন । সেই পুরুষচতুষ্টয় অগুমধ্যস্থ থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন । জরিতা মহর্ষিকর্তৃক পরিত্যক্ত অগুম্ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণ-পণে তাহাদিগকে পোষণ করত ষাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন ।

কিয়দিনানন্তর ভগবান্ হতাশন ষাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে তথায় আগমন করিলেন । ঐ সময়ে মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন । তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় ধূমিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাজলিপুটে সেই মহাতেজাঃ হতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, “হে অগ্নে ! তুমি সমস্ত লোকের মুখ-স্বরূপ ; তুমি হব্যবাহন ; তুমি গুণভাবে সর্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর ; কবিশ্রী তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন এবং তোমাকে অক্ৰোধ কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম নির্বাহ করেন । হে হতাশন ! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্বস্থষ্টি করিয়াছ ; তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্রণকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায় ; বিপ্রগণ স্ত্রী পুত্র সমভিষ্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্মবিজিত ইচ্ছা গতি প্রাপ্ত হন । হে অগ্নে ! সঙ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলম্ব সমিচ্ছ্যৎ জলধর বলিয়া থাকেন ; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সসস্ত্র ভূতগণকে দক্ষ করে ; হে জাতবেদ্য ! এই সমস্ত চরাচর

বিশ্ব তুমিই নিৰ্মাণ করিয়াছ ; তুমি স্বৰ্ব্বাণ্ড্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা, হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে ; হে দেব ! তুমি দহন ; তুমি ধাতা ; তুমি বৃহস্পতি ; তুমি অগ্নিনীকুমার ; তুমি মিত্র ; তুমি সোম এবং তুমিই পবন ।”

ভগবান্ হতাশন অমিততেজাঃ মহর্ষি মন্দপালের এই প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে ঋৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল, তোমার কি অভিপ্রায় পূর্ণ করিব । তখন মহর্ষি কুতাজলিপুটে কহিলেন, হে হব্যবাহন ! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডবদহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্ হব্যবাহন ‘তথাস্তু’ বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা পূরণে সন্মতি প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডবদহনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্ ! তদনন্তর ভগবান্ হতাশন প্রবল-বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, সেই শাস্ত্র-কর্তৃভূক্ত আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখ-শোকাকুলিত-চিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায় ! এখন কি করি ! ঐ প্রজ্বলিত হতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্বীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন ; আর আমাদের পূর্ব পুরুষগণের পরিত্রাণকারণ এই শাবক-গুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি ! ইহারা সকলেই অজাতপক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্বল, স্ততরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি ; কিন্তু ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি ! কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই ! হে পুত্রগণ ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য। আমি, বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না,

অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এককালে হতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি । তোমাদিগের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর । তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, জরিতারি সর্বজ্যেষ্ঠ, ইহাতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে ; সারিস্বক অপত্যোৎপাদনদ্বারা বংশ বর্ধন করিবে ; পুত্রসমিত্র তপস্শ্রা করিবে এবং ছোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে ; তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিয়াছেন । এখন আমি ফাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার হই ! শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতি-কর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননী শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মাতঃ ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর । দেখ, আমরা এস্থানে বিনষ্ট হইলে, তোমার অন্ত্য অনেক সন্তান হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণত্যাগ করিলে বংশরক্ষার উপায়ান্তর নাই । অতএব হে মাতঃ ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর । আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্বদিক্ বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার মনোবাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না ।

জরিতা কহিলেন,—হে পুত্রগণ ! এই যুদ্ধের অতি সমীপবর্তী ভূতলে এক মুষিকের গর্ত আছে ; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর ; তথায় অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা নাই । হে পুত্রগণ ! তোমরা ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমি পাংশুদ্বারা আপাততঃ উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে । পরে অগ্নি নির্বাণ হইলে পর, আমি পুনরায় আসিয়া পাংশুরাশি প্রক্ষেপপূর্বক ঐ গর্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্যার উঠিবে । হে বৎসগণ ! প্রজ্বলিত হতাশন হইতে মুক্ত হইবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর ।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন,—হে মাতঃ ! মুষিক স্বভাবতঃ মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজাতপক্ষ মাংসপিণ্ডভূত ; আমরা গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই ; এই ভয়ে গর্তে প্রবেশ করিতে

সাহস হইতেছে না । পরে তাহারা কাকুরস্বরে কহিতে লাগিল, হায় ! এখন কিরূপে আমরা প্রজ্জ্বলিত হতাশন হইতে রক্ষা পাই ! কিরূপেই বা মুষিক-হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাই ! কি প্রকারে আমাদের পিতার অপত্যোৎপাদন নিষ্ফল হয় এবং কি করিয়াই বা মাতা জীবিত থাকিবেন ! গর্ভে প্রবেশ করিলে মুষিকে ভক্ষণ করে, অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে প্রাণ যায় ; এই উভয় পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গর্ভে গিয়া মুষিকমুখে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে ভস্ম হওয়া শ্রেয়ঃকল্প, যেহেতু মুষিকমুখে মৃত্যু হইলে গর্হিত অরণ হইবে, কিন্তু হতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদগতি লাভ হইতে পারিবে ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ ! একদা এই গর্ভ হইতে সেই মুষিক বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শ্চোনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গর্ভমধ্যে প্রবেশ কর । শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ ! আমরা শ্চোনপক্ষীকে মুষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই । আর যদিও সেই মুষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ভ মধ্যে অন্য মুষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ ! দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদের সমীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে কি না পারে, সন্দেহ ; কিন্তু আমরা গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিলে মুষিকহস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই । এক পক্ষে মৃত্যুর নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয় ; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ । হে মাতঃ ! আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন কর ; আমরা বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎকৃষ্ট পুত্র হইতে পারিবে ।

জরিতা কহিলেন,—হে পুত্রগণ ! যৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত শ্চোনপক্ষী গর্ভ হইতে মুষিককে লইয়া যায়, আমি তৎকালে সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সম্বরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছি, হে শ্চোনরাজ ! তুমি আমাদের

শত্রু, কিন্তু এই মুষিককে হরণ করিয়া আমাদের নিকট করিলে, এই পুণ্য-ফলে তুমি পরলোকে সুবর্ণময় কলেবর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে । তৎপরে ঐ শ্বেনপক্ষী মুষিককে ভক্ষণ করিলে পর আমি তাহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলাম । অতএব হে পুত্রগণ ! তোমরা দৃষ্টিগোচরে গর্তমধ্যে প্রবেশ কর, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না ; আমার সমক্ষে, শ্বেন মুষিককে ভক্ষণ করিয়াছে ।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন,—মাতঃ ! শ্বেন যে মুষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না ; অতএব কি প্রকারে গর্তে প্রবেশ করি ।

জরিতা কহিলেন,—আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্বেন মুষিককে ভক্ষণ করিয়াছে ; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর । শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধ বাক্যদ্বারা আমাদের ভয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ ? ঐ গর্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোন ক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে । দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই ; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহাও তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ করিয়াও আমাদের লালন পালন করিতেছ । তুমি আমাদের কে ? আর আমরাই বা তোমার কে ? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্কা এবং দর্শনীয় ও বটে, অতএব হে মাতঃ ! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করিয়া সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এইখানে থাকিয়া হতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদগতি লাভ করি । হে মাতঃ ! যদি আমরা কোন ক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকটে আসিও ।

শার্ঙ্গী শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন । শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্তী হইলেন ।

ষাট্রিশদধিকতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গ-দুচতুষ্টয়ের সমীপবর্তী হইলে তাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসম্মিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্বদা জাগরুক থাকেন, বিপৎকালে স্ফাচ ব্যথিত হন না । যে মুঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎকালে যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ।

তখন সারিস্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে । তুমি ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল ; তুমি কোন না কোন উপায়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতু এক প্রাজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান্ ।

সুশ্রমিত্র কহিলেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন । যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজাবলে বিপদ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিকার করে ।

দ্রোণ কহিলেন,—ঐ দেখ, সপ্তাস্য, সপ্তজিহ্ব, ক্রুর হিরণ্যরেতাঃ শিখা বিস্তারপূর্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন ।

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রয়ত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।

জরিতারি কহিলেন,—হে জ্বলন ! তুমি বায়ুর আত্মা ; লতাসমূহের শরীর ; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । হে মহাবীৰ্য্য ! তোমার শিখাসমুদায় সূর্য্যাকিরণের ন্যায় উর্দ্ধদেশ, অধোদেশ, পূর্বদেশ ও পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইতেছে ।

সারিস্বক কহিলেন,—হে ধূমকেতো ! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন ; পিতা কোথায় আছেন, কিছুই জ্ঞানি না ; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোন্তেদ হয় নাই ; অতএব হে অগ্নে ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর ; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণান্তর নাই । হে অগ্নে ! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ; তুমি

আপন কল্যানমূর্তি ও সপ্তশিখা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাতবেদঃ ! এই ত্রিলোকী মধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ ; তোমার তুল্য তপো-বলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক, তাহাতে আবার ঋষিকুমার ; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

স্তম্ভমিত্র কহিলেন,—হে অগ্নে ! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি নববভূত ও ভুবন পরিণ করিতেছ ; তুমি অগ্নি, তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে অগ্নে ! তুমি এই ভুবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।

দ্রোণ কহিলেন,—হে জগৎপতে ! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর ; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহু ! তুমি সূর্যরূপে পার্শ্বব রস সমুদায় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদায় রস যথাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্বশস্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ডকিরণ হতাশন ! এই সমুদায় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে গিন্ধাক্ষ ! হে লোহিতগ্রীব ! হে কৃষ্ণবর্জ্জ্ব ! হে হতাশন ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, দণ্ড করিও না।

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপালসন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসরণপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণ ! তুমি ঋষি বটে ; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে ; তোমার ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ‘আপনি ঋগ্বেদব্যাখ্য দাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন। হে দ্রোণ ! মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার এই বাক্য উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর, অতএব বল, এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে। আমি তোমার স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

দ্রোণ কহিলেন,— হে হতাশন ! এই বিড়ালগণ আমাদিগকে সৰ্বদা বিরক্ত করে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন । ভগবান্ বহ্নি দ্রোণের বাক্যানুসারে বিড়ালগণকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়া শার্ঙ্গক চতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্বক প্রবলবেগে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।

ত্রয়স্বিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এদিকে মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্র চতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন । তিনি পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নিকট নিবেদন করিয়াও তৎকালে মনে মনে অন্তর্ভী হইতে লাগিলেন । মহর্ষি মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, লপিতে ! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে । তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত । অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন ; বোধ করি, তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না । আহা ! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইবে, সন্দেহ নাই । আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে স্মরণ্য হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে ! হাঁ ! পুত্র জারিতারে ! হা বৎস সারিস্বক ! হা স্তম্ভমিত্র ! হা পুত্র দ্রোণ ! হা প্রিয়ে জরিতে ! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ ।

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণে সাতিশয় অসূয়া-পরতস্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ ! তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছু-মাত্র চিন্তা নাই ; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি । হে, মহর্ষে ! উহারা বীৰ্য্যবান্ ও তেজস্বী ; অগ্নি হইতে উহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকে অনুরোধ করিয়াছিলে । মহাত্মা হতাশনও তোমার অনুরোধ শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; তিনি কখনই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন না । অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নও ; কেবল

আমার অমিত্রা সেই জরিতাকে মনে হইয়াছে বলিয়াই এত অনুতাপ করিতেছ। নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার আর পূর্বের মত স্নেহ নাই। স্নেহবান্ ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি স্নহজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা করা নিতান্ত অবিধেয় ; অতএব তুমি সেই জরিতার নিকটেই গমন কর, আর বৃথা অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কুপুরুষাশ্রিতা নারীর ন্যায় একাকিনী জীবন যাপন করিব।

মন্দপাল কহিলেন, লপিতে ! তুমি মনে করিয়াছ, আমি নিতান্ত কামান্ন লোকের ন্যায় কেবল স্ত্রীসন্তোগার্থে পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। যে মুঢ় ব্যক্তি ভৃত্যপরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাম্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উদ্বেজিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে, পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারা সকলেই অগ্নি ইহতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবৎসল্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রম মোচনপূর্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারংবার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সন্মোদন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, জরিতে ! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে ? তৎ কনিষ্ঠ কে ? তৃতীয় কে ? এবং সর্বকনিষ্ঠই বা কে ? আমি দুঃখিত হইয়া বারংবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছ না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে ; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত আমার মন এক মুহূর্ত্তও স্থির নহে।

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি ? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি ? এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি ? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লগিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর ।

মন্দপাল কহিলেন,—জরিতে ! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা, অপেক্ষা শাস্ত্রিকমঙ্গল বিনাশক, বৈরাগিদীপক ও উদ্বোধনকর আর কিছুই নাই । সুব্রতা সর্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধনতৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলাস্তর সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্য-লক্ষ্য ও অনভিরূপা হইয়াছেন । আমি অপত্য দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ । পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্তব্য নহে, যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনী ও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের স্থায় অনুরক্ত থাকে না ।

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

চতুর্বিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সাস্তুনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ ! পূর্ব্ব আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন । আমি ঋষির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্ষ্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ ! তোমরা আমার নৃশংসচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না । ভগবান্ হতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন । মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সাস্তুনা করত তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে ভগবান্ হতাশন, প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সাহায্যে ঋগ্বেদীয় দক্ষ করত তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদঃপান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে স্রবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কহিলেন, তোমরা যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, ইহা দেবতাদিগেরও চুক্ষর ; আমি তোমাদের পুরাক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । তখন অর্জুন, ‘আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন’ বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন । ইন্দ্র সময় নির্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! যে সময়ে তুমি তপস্বীদ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব । হে পাণ্ডব ! তুমি সেই সময়ে আমায়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্রসমুদায় লাভ করিবে । কৃষ্ণ কহিলেন, সুররাজ ! আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয় । ইন্দ্র ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন ।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বর প্রদান করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন । ভগবান্ হতাশন পঞ্চদশ দিবস প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া যুগপৎসমাকুল ঋগ্বেদীয় দক্ষ করত তাহাদিগের মাংস ভোজন এবং মেদঃ ও কুধির পানদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিরত হইলেন । পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয় ! তোমরা আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ ; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর । ভগবান্ হতাশনের অনুজ্ঞা লাভানন্তর কৃষ্ণার্জুন ও ময়দানব তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরম রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন ।

ঋগ্বেদীয় দক্ষ করত ।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত ।

পুরাণসংগ্ৰহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

সভাপর্ষ ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত ।

“এই মহাভারতে বাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে ;
কিন্তু ইহাতে বাহা নাই, তাহা আর কুড়াপি দেখিতে পাইবেন না ।” মহাভারত ।

কলিকাতা

উদ্ভাসিনী রোড ৭ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়ের

সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

ভূমিকা ।

মহাভারতীয় সভাপর্ক অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল । এই খণ্ডে লোকপালদিগের সভা-বর্ণন, রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যুতক্রীড়া, সভামধ্যে দ্রোণদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নিগ্রহ, পাণ্ডবগণের নির্বাসন ও কুন্তীর বিলাপাদি সমুদায় বিষয় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে । যে কারণে অতিবিশাল কোঁরবকূলে ভাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়, যে কারণে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য ভস্ট হইয়া ভার্যা ও ভাতৃগণের সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে জীবনযাত্রা নির্বাহিত করেন, যে কারণে অক্টোদশ অকৌহিণী সেনা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে, যে কারণে দুর্জয় ধার্তরাষ্ট্রগণ সমূলে নিম্মূলিত হয় এবং যে সকল বৃত্তান্ত লইয়া বেদব্যাস কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সমুদায়ের মূলস্বরূপ করুণরসপূর্ণ দ্যুতক্রীড়া এই পর্কের অন্তর্গত । এই পর্কের মহর্ষি ব্যাসদেব রোদ্র, করুণ প্রভৃতি নানাবিধ রসমাধুর্য্যের সহিত অপূর্ব কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ।

সভাপর্ক অন্যান্য পর্ক অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অনুবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ কূটার্থপূর্ণ শ্লোক অধিক পরিমাণে এই পর্কে সন্নিবেশিত আছে । যাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে সভাপর্কের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং মনুষ্যের অবস্থা যে কখনই অপরিবর্তনীয় নহে, যুধিষ্ঠিরের অতুল সাম্রাজ্য ও দ্যুতোপলক্ষে নির্বাসনব্যাপার অবলোকন করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন ।

কলিকাতা ।

১৭৮২ শকাব্দ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

মহাভারতীয় সভাপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	তত্ত্ব	পংক্তি
সভাক্রিয়া পর্ব	১	১	১
সভানির্মাণার্থ স্থানপরিমাণ	১	২	১৯
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় যাত্রা	২	১	৪
অর্জুনের প্রতি ময়দানবের বাক্য ও তাহার মৈনাক পর্বতে গমন	৩	১	১
ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন, ভৎকর্তৃক সভানির্মাণ ও ভীমাদিকে গদাদি প্রদান	৩	২	১৭
সভাবর্ণন	৩	২	২১
যুধিষ্ঠিরের সভাপ্রবেশ	৪	১	২৭
লোকপাল সভাধ্যান পর্ব, নারদের সভায় আগমন ও তাহার গুণ কীর্তন	৫	১	১৫
নারদের পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি কুশল প্রশ্ন	৫	২	৭
নারদ সম্মিথানে যুধিষ্ঠিরের সভাবিষয়ক প্রশ্ন	৯	১	২৬
নারদ কর্তৃক ইন্দ্র-সভাবর্ণন	৯	২	২১
“ “ যমসভাবর্ণন	১০	২	২
“ “ বরুণসভাবর্ণন	১১	১	৩৩
“ “ কুবের সভাবর্ণন	১২	১	১০
“ “ ব্রহ্মসভাবর্ণন	১৩	১	৭
“ “ রাজাহরিশ্চন্দ্রের বৃত্তান্ত কথন	১৪	২	৩১
“ “ রাজসুহৃৎ প্রশংসা	১৫	১	১৪
“ “ পাণ্ডুসেনাপকথন	১৫	১	২১
রাজসুহৃৎ পর্ব	১৫	২	১৭
মন্ত্রিগণ, ধোম ও বৈপার্যনর সহিত যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণা	১৬	১	৭
যুধিষ্ঠির কর্তৃক কৃষ্ণের দ্বি-দূতপ্রেরণ	১৬	২	২৮
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	১৬	১	৩১
অরাসন্ধবধের মন্ত্রণা	১৭	১	২৫
বৃহদ্রথ রাজার উপাখ্যান	২১	২	৫
অরাসন্ধোৎপত্তি	২২	১	২২

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	পংক্তি
জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক	২৩	২	২৭
শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা	২৪	১	২
জরাসন্ধবধ পর্ব	২৭	১	২০
ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের মগধরাজ্যে গমন	২৫	১	৬
কুরুদিগের জরাসন্ধসমীপে গমন	২৮	১	২১
ভীমের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ	২৮	১	৩৩
জরাসন্ধবধ	২৯	১	১৭
কুরু কর্তৃক জরাসন্ধকারাকৃৎ নৃপগণের মোচন	২৯	১	৩৩
ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন	৩০	১	১০
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গমন	৩০	২	১
দ্বিধিজয় পর্ব,-যুধিষ্ঠিরের অহমতিক্ষেপে অর্জুনাতির দ্বিধিজয়ে যাত্রা	৩০	২	১৫
অর্জুনের উত্তরদিগে গমন ও জয়লাভ	৩১	২	৫
ভীমের পূর্বদিগে গমন ও জয়লাভ	৩৩	১	১৭
দ্রুপদবীর দক্ষিণদিগে গমন ও জয়লাভ	৩৪	১	২
নকুলের পশ্চিমদিগে গমন ও জয়লাভ	৩৬	১	২১
রাজহরিক পর্ব,-যুধিষ্ঠিরের রাজ্যবর্ধন	৩৭	১	২৫
যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন	৩৭	১	২৭
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোদ্যোগ	৩৮	১	২১
রাজগণের নিমন্ত্রণার্থে দূতপ্রেরণ	৩৮	২	৯
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাভিষেক	৩৮	২	১৮
ভূপতিগণের যজ্ঞে আগমন	৩৯	১	৮
যুধিষ্ঠির কর্তৃক হুঃশাসন প্রত্যতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োগ	৩৯	১	২৭
অর্ঘ্যভিহরণ পর্ব,-অভিষেক দিবসে রাজ্যদিগের অন্তর্বেদীতে প্রবেশ	৪০	১	২০
নারদের চিন্তা	৪০	২	৮
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের বাক্য	৪০	২	৩০
ভীষ্মের বাক্যমুসারে সর্বাঙ্গে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান	৪১	১	১১
শিওপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরাদির বাক্য	৪২	১	৯
অনুভবের কোপ ও যজ্ঞব্যাঘাত-পরামর্শ	৪২	১	৩০
শিওপালবধ পর্ব,-ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বাক্য	৪৩	২	১১
শিওপালের কোপ	৪৪	১	২
শিওপালকৃত ভীষ্মভৎসনা ও কুরুনিন্দাদি	৪৪	১	৬
ভীষ্ম কর্তৃক শিওপালের অমরবৃত্তান্ত কথন	৪৬	১	২
শিওপাল কর্তৃক বুদ্ধার্থে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান	৪৮	১	৪
কুরু কর্তৃক শিওপালের মৃত্যুকল্পেদন	৪৮	২	৩২
রাজহুঃ যজ্ঞ সমাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গমন	৪৯	১	২০

মহারতীর সভাপর্বেৰ সূচিপত্ৰ।

১০

অকৰণ	পৃষ্ঠা	স্থ	পংক্তি
দ্যুতপৰ্শ, যুধিষ্ঠিৰ সমীপে বাাসেৰ আগমন	৫০	১	১৩
বাসেৰ কৈলাস পৰ্বতে গমন ও যুধিষ্ঠিৰেৰ চিন্তা	৫০	১	১৬
শকুনিৰ সহিত হুৰ্য্যোধনেৰ সভাদৰ্শন ও ছবৎসৱ	৫১	১	১৪
হুৰ্য্যোধনেৰ হস্তিনাপুৰে প্ৰস্থান	৫১	২	১১
হুৰ্য্যোধন-শকুনি-সংবাদ	৫২	১	২
দ্যুতক্ৰীড়াত পৰামৰ্শ নিমিত্ত বিহুৰেৰ নিকট দ্যুতপ্ৰেৰণ	৫৪	১	১৭
বিহুৰ দ্যুতৰাষ্ট্ৰ-সংবাদ	৫৪	১	৩৬
নিৰ্জনে হুৰ্য্যোধন ও দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ পৰামৰ্শ	৫৫	১	৩
সভানিৰ্মাণেৰ নিমিত্ত দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ আজ্ঞা ও সভানিৰ্মাণ	৬০	১	৩
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ আজ্ঞাৰ বিহুৰেৰ পাণ্ডবসমীপে গমন	৬০	১	২৬
যুধিষ্ঠিৰেৰ দ্যুতৰাষ্ট্ৰ গৃহে আগমন	৬১	২	৬
যুধিষ্ঠিৰ শকুনি-সংবাদ	৬১	২	৩৪
দ্যুতক্ৰীড়া	৬২	২	১৭
দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নৰ্থ বিহুৰেৰ প্ৰতি হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশ	৬৭	১	৪
বিহুৰ কৰ্ত্তক হুৰ্য্যোধনেৰ সংসন	৬৭	২	৩৩
হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশানুসাৰে প্ৰাতিকামীৰ দ্রৌপদী আনয়নৰ্থ গমন	৬৮	২	২
দ্রৌপদীবাক্য শ্ৰবণে প্ৰাতিকামীৰ যুধিষ্ঠিৰ সমীপে আগমন	৬৮	২	৩১
যুধিষ্ঠিৰেৰ দ্রৌপদী সমীপে দ্যুতপ্ৰেৰণ	৬৯	১	২১
হুৰ্য্যোধনেৰ আদেশক্ৰমে দ্ৰুপদীসেনেৰ দ্রৌপদীৰ সমীপে গমন ও তাঁহাৰ কেশকৰ্ষণপূৰ্বক সভায় আনয়ন।	৬৯	২	৮
যুধিষ্ঠিৰেৰ প্ৰতি ভীমসেনেৰ ক্ৰোধবাক্য	৭০	২	৩২
বিকৰ্ণেৰ বাক্য	৭১	১	২৩
দ্রৌপদীৰ বস্ত্ৰহরণ	৭২	১	১৪
ভীম কৰ্ত্তক দ্ৰুপদীসেনেৰ বক্ষঃস্থল বিদারণপূৰ্বক বস্ত্ৰপান প্ৰতিজ্ঞা	৭২	২	১
বিহুৰ কৰ্ত্তক প্ৰহ্লাদ ও আশ্বিনীসেৰ ইতিহাস	৭৩	১	১
দ্রৌপদীবিলাপ	৭৪	১	৬
দ্রৌপদীসমীপে হুৰ্য্যোধনেৰ বামোৰেৰ বসন উত্তোলন ও ভীমসেন কৰ্ত্তক হুৰ্য্যোধনেৰ উৰু ভঙ্গ প্ৰতিজ্ঞা	৭৫	২	১৪
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ হুৰ্য্যোধনকে ভৎসনা ও দ্রৌপদীকে বৰদান	৭৬	১	২৫
যুধিষ্ঠিৰেৰ প্ৰতি দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ উপদেশ বাক্য ও পান্ডবগণেৰ ঋণবশত্বে গমন	৭৭	১	১
অহুদ্যুতপৰ্শ-দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰতি হুৰ্য্যোধনাধিৰ বাক্য	৭৮	১	৬
পুনৰায় দ্যুতক্ৰীড়াত প্ৰৱণ	৭৮	১	১২
দ্যুতৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰতি গান্ধাৰীৰ বাক্য	৭৯	১	৪
দ্যুতক্ৰীড়াত ও যুধিষ্ঠিৰেৰ পৰাজয়	৭৯	২	৬
যুধিষ্ঠিৰাধিৰ বনগমনেৰ প্ৰক্ৰম	৮০	১	৩২

মহাভারতীয় সভাপর্বে সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
পাণ্ডবগণের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন	৮১	২	২৮
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদির নিকট বিদায় গ্রহণ	৮১	২	৩১
কুন্তীপ্রভৃতির নিকট দ্রৌপদীর বনগমন প্রার্থনা ও কুন্তীর বিলাপ ...	৮২	২	১১
বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	৮৩	২	৩৪
সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	৮৫	১	৩৫

সভাপর্বে সূচিপত্র সমাপ্ত ।

—

মহাভারত

সভাপর্ব ।

সভাক্রিয়া পর্বাধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদ-
ব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাজলি
হইয়া বাহুদেবের সম্মুখস্থিত অর্জুনের বারংবার সংকার
ও পূজা করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, হে কোত্তেয়!
আপনি ক্রোধাধিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ ভীষ্মের হইতে
আমাকে পরিজ্ঞাপ করিয়াছেন; অতএব আস্ত্রা করুন,
আপনার কি প্রতাপকার করিব। অর্জুন কহিলেন, হে
মহাত্মন! তোমার সমস্ত প্রতাপকার করাই হইয়াছে;
তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, তুমি
আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি
সমাক্রান্ত রহিলাম। ময় কহিল, হে বিভো! আপনি
স্বীয় মহাত্ম্যরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার
একান্ত ইচ্ছা যে প্রীতিপূর্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার
করি। আমি দানবকুলের বিষয়কথা; কেবল আপনার
গুণগ্রামের নিতান্ত বাক্যই হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত
হইয়াছি। অর্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন
মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রতাপকার
করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমাদ্বারা কোন কৰ্ম্ম সম্পন্ন
করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভি-
লাষ যে বার্থহর, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে; অত-
এক তুমি কৃষ্ণের কোন কৰ্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার

প্রতাপকার করা হইবে। তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া
কৃষ্ণকে অমুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয়
সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত কণকাল চিন্তা করিয়া
কহিলেন, হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই
আমার প্রিয়কারী হুঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের একপ এক সভা নিম্নাণ কর যেন, মহাযোগ
তাহাতে উপবেশনপূর্বক সমাক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়াও যেন
তাহার অন্তরঙ্গ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন
দিব্য, মানুষ্য ও অসুর অভিপ্রায় সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত
হয়।

ময়দানব কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লাভে পরমাত্মলাভিত হইয়া
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম সুন্দর সভা
নিম্নাণ করিতে মনস্ত করিয়া এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জুন
রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত
বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহা-
রাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ময়ও
তাঁহার সমুচিত সংস্কার ও তদন্ত পূজা গ্রহণ করিয়া কণ-
কাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দনগণ সমীপে দানবদিগের
বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর
মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়সমূহ পুণ্য দিনে
কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পারস ও বহুবিধ ধনদ্বারা ব্রাহ্মণ-
গণকে পরিভূক্ত করিয়া সর্ব্ব ঋতুগুণ সম্পন্ন দিব্যরূপ

মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম শ্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অতিপূজিত হইয়া কিয়ৎদিন থাকিব-
প্রস্থে বাস করিলেন । পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন । তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ শ্রী পিতৃস্বস্রা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন । ভোজরাজহুহিতা তাঁহার মণ্ডকাভ্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । তখন বাসুদেব সাক্ষাৎ-
করণমানসে শ্রী ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থবৃত্ত, যথার্থ হিতকর, অন্নাকর ও অথওনীর বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন । ভদ্রভাবিনী সুভদ্রাও তাঁহাকে জননীপ্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন । বৃষ্ণিবংশাবতঃস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুন সমভিষাহারে তথা হইতে যুধিষ্টি-
রাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ পাণ্ডব কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমর-
গণ পরিবৃত্ত মহেশ্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপূর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনি-
র্গত হইলেন । স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিগাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষতপ্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন । বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধন দানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে অভ্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শাঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত্ত গন্ধদ্রব্যেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপূরে

গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ-
পরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দাক্ষক সার-
থিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপদেশন করাইয়া
স্বয়ং সারথি হইয়া বল্লভা গ্রহণ করিলেন । মহাবাহু
অর্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত
শ্বেত চামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ
করিলেন । মহাবল পরাকান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহ-
দেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিষাহারে তাঁহার অনু-
গমন করিতে লাগিলেন । শক্রবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি
ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণাহুগত গুরু
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তিনি অর্জুনকে আম-
ন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং
নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন । যুধিষ্ঠির, ভীমসেন
ও অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব
তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্জু
যোজন গমন করিয়া শক্রনিহন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ
করত প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পদব্রষ গ্রহণ
করিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমল-
লোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মহাকাভ্যাগপূর্ব্বক
স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন । তখন ভগবান্
বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথুবিধি প্রতিজ্ঞা করত
অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতী-
প্রস্থিত মহেশ্বের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগি-
লেন । পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, তত-
ক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে
মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে দেখিয়া
তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহা-
দিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন । তখন পাণ্ডবগণ
কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে
করিতে স্বপূরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । দেবকীন্দন কৃষ্ণ ও
অনুগামী মহাবীর সাত্তত এবং দাক্ষক সারথির সহিত
বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্তরে দ্বারকাপূরে সমুপস্থিত হই-
লেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিষাহারে সুহৃদজন-
পরিবৃত্ত হইয়া স্বপূরে প্রবেশ করিলেন । এবং ভ্রাতা,
পুত্র ও বহুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ
প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এদিকে কৃষ্ণও

পীরমাল্লাদিভিত্তিতে ষারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্র-
সেন প্রভৃতি যত্নশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।
বান্দুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বুদ্ধ পিতা আহক ও
যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন।
অনন্তর তিনি প্রহ্মার, শাষ, নিশঠ, চারুদেব, গদ, অনি-
রুদ্ধ ও ভাষকে আলিঙ্গন করিয়া বুদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ
পূর্বক সন্নিগীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর ময়দানব
অর্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে আমন্ত্রণ
করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্বার প্রভাগমন
করিব। পূর্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাকসন্নিধানে
দানবগণ যজ্ঞাহুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে
আমি বিন্দু সরোবরসন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার
আহার্য করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ
বৃষপর্কার সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা
বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন
করিব। পরে আপনকার মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী
অতি বিচিত্রা সর্বরত্ন ভূষিতা সভাস্থলী নির্মাণ করিয়া
দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে,
বোধ করি দানবরাজ বৃষপর্কা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া
স্ববর্ণমণ্ডিতা শক্রনাশিনী ভারসহা সূদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দু-
সরোবরে রাখিয়া দেন। বৃষ গভীর আপনার উপযুক্ত
হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্রগদাপ্রভাবশালিনী উক্ত গদাও
ভীমসেনের অঙ্গরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেব-
দত্ত সূত্বন মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই
সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রদান করিব।
এই বলিয়া অর্জুনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক ময়দানব
পূর্বোক্ত দ্বিধিভাগে প্রস্থান করিল, এবং কৈলাসের
উত্তরাংশে মৈনাকসন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্যর শৃঙ্গশালী
মুমহান এক পর্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রম-
ণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ, ভগ-
বতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল তথায় বাস করিয়া
ছিলেন। ভূত ভাবন ভগবান প্রজাপতি সেই স্থানেই

অত্যাংকষ্ট বজ্রশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময় যুগ ও হির-
ণ্যর চৈতাসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল
তৎপ্রদেশের শোভা সম্পাদনার্থই নির্মিত হইয়াছে।
ত্রিদশাধিপতি ইজ্র যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন, ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি তথায়
প্রজাসমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্তৃক উপা-
সিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, ষম ও হৃগ্ন
যুগসহস্র অতিশ্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া
থাকে। বান্দুদেব ধর্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত প্রজাবান
হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞ কার্য সমাধান
করেন। কেশবের স্ববর্ণমালালঙ্কৃত যুগ ও শতসহস্রসংখ্যক
ভাস্বর চৈত্য তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হই-
য়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ
বৃষপর্কার অধিকৃত ক্ষটিকময় সভানির্মাণোপযোগী সমু-
দায় দ্রব্যাসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্কর এবং
রাক্ষসরক্ষিত ধনসমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাহ্রয় ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যা-
গত হইয়া আলোকসামান্য ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভা-
স্থলী নির্মাণ করিল। ভীমসেনকে গদা ও অর্জুনকে দেবদত্ত
মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোক-
সকল কম্পিত হইত। স্ববর্ণনির্মিত তরুসজ্জিবিরাজিত
পভামণ্ডপ চতুর্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।
পাণ্ডবসভা হতাশন, হৃদয় ও চত্বের সভার ন্যায় সমধিক
শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের
অতি ভাস্বর প্রভাও নিত্য প্রতীত হইত, তৎকালে
আলোকসামান্য সেই সভা বীর তেজঃপূর্ণ দ্বারা যেন
জলিত হইয়া উঠিল। নবীনবীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল
বিপুল রমণীয় পাপনাশক প্রমাণহারক রত্নপ্রাকারমণ্ডিত
বহুচিহ্নোপশোভিত অত্যাশ্রয় দ্রব্যসম্ভারশালী বহুধন-
সম্পন্ন গগণব্যাপী বিশ্বকর্ষনির্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও
ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়া-
ছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাবীর
মহাকার মহাবল রক্তনেত্র তক্তিবর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র
কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত
এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও
লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ণ সরোবর

প্রস্তুত করিয়াছিল । এই সরোবরের সোপান পরস্পর
শ্ৰুতিকমর, পরিসরবেদিকাসকল মণিনির্মিত, জল অতি
সচ্ছ, পঙ্কশূনা ও সুবর্ণ-নির্মিত মংসা-কুর্শ-স্বার্থ-সম্বল ।
মণিসর মৃণালে পরিশোভিত ও বৈভূষণপত্রে সমলঙ্কৃত
দিকসিত কণক কমল কল্লারজালে উহার অভ্যন্তর
মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল । হংস, কারণ্ডব,
সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে
বিহার করিয়া জনগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন
করিল । মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দিক সমা-
চ্ছন্ন হইয়াছিল । রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর-
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া
বুঝিতে পারেন নাই । প্রভূত ঠাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ
সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়া-
ছিলেন । সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প-কিস-লয়াপ-
শোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ
উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল । অতি সুরভি কানন
ও হংস-কারণ্ডবচক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিরীসকল সভার
চারি দিকে শোভা বিস্তার করিল । সমীরণ তত্রতা
জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্বক পাণ্ডবদিগের
সেবা করিতে লাগিল । ময়দানব চতুর্দশ মাসে রমণীয়
সভাহুমি নিম্মাণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি
সম্বাদ প্রদান করিল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
স্বত মধুমিশ্রিত পায়স, ফা, মূল হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ
চোষা, নানাবিধ পের ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগৃদেমাগত
অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন । পরে
অখণ্ড বস্ত্র ও মালা দ্বারা ঠাঁহাদিগের ভূষিতাধন ও
একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদানপূর্বক সভাপ্রবেশ
করিলেন । সম্মামধ্যে গমনস্পর্শী পুণ্যাহবনি হইতে
লাগিল । তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্য বাদন ও
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা ও স্থাপনা করি-
লেন । সভাস্থলে মন্ত্র, রত্ন, নট, বৈতালিক ও যন্ত্রসকলে
উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে

লাগিল । যুধিষ্ঠির দেবপূজা সম্পাদনপূর্বক ব্রাহ্মণ সমষ্টি-
ব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিংশাধিপতি ইজের ন্যায়
বিহার করিতে লাগিলেন । মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত
সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন । ভূপালগণ নানাদেশ
হইতে আগমনপূর্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন । আর
অসিত, দেবল, সত্য, সর্পগালী, মহাশিরা, অর্জাবস্থ,
সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাও, স্থলশিরা, কৃষ্ণ-
দৈপায়ন, শুক, অমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তিত্তিরি, যাজ্ঞ-
বল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অপ্সুহোম্য, ধোম্য, অনীমাণ্ডব্য,
কৌশিক, দামোক্ষীশ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজাহুক, মৌজা-
য়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিলীবাক,
সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতুকর্ণ, শিখাবান, আলম্ব, পারি-
জতাক, মহাভাগ পর্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপানি,
সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জম্বাবনু, রৈভ, কোপবেগ, ভৃগু,
হরিবক্র, কোণ্ডিল্য, বক্রমালী, সনাতন, কাকীযান, ঔষিঙ্গ,
নাটিকৈতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা
শাণ্ডিল্য, কুঙ্কুব, বেণুজল্ব, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদ-
বেদান্ত পারগ ধর্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় বিদ্বৎসভাব মহর্ষিগণ এবং
ব্যাশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্ত্তন করত
মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম । ত্রীমান
মহাত্মা ধর্মশীল মজ্জকেতু, বিবন্ধন, সুস্লামজিৎ হৃষ্টপু, বীধ-
বান্ উগ্রসেন, ক্ষিত্তিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক,
কাঞ্চোজরাজ কমট, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ সভা-
বল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাক, কুন্তী, কিরাতরাজ পুলিন্দ
পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রক, পাণ্ড, উড়রাজ, সুমিত্র, শক্র-
ঘাতী শৈব, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চাহুর,
দেবরাত, ভীমরথ ভোজ শ্রতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন,
মাগধ, সুকর্ম্মা চেকিতান, শক্রমর্দন পুরু, কেতুমান,
বহুদান, বৈদেহ, কৃতকর্ণ, বৃষস্রী, অনিরুদ্ধ, মহাবর্ধ
শ্রতায়ু, হর্জিব অনুপরাজ, সুমর্শন ক্রমজিত, শিশুপাল,
সপুত্র কক্কাধিপতি ব্রাহ্মবংশীয় দেবদ্রুণী কুমারগণ,
আহুক, বিপুধু, গদ, সারগ, অজুর্ কৃতবর্ধী, শিনীপুত্র
সত্যক, ভীষ্মক, অজুতি, বীক্যবান্ হ্যমসেন, ধর্মধর
কৈকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমবির কেতুমান, বহুবান্ ও
অজ্ঞান প্রধান প্রধান কক্কিরগণ । সভায় উপস্থিত হইয়া
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন । যে

সমস্ত রাজকুমার যুগচর্য পরিধানপূর্বক অর্জুনের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌদ্রিণের, সাধ, যুধাণ, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা ভুষ্ক তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্য সমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও কিন্নরগণ ভুষ্ক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তান লয় বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষি-গণের প্রীতি সম্পাদনপূর্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতার প্রসাদে আরাধনা করেন, সেইরূপে সেই মহতী সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভাক্রিয়া পক্ষ সমাপ্ত।

লোকপাল সভাখ্যান পরীক্ষায় ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! মহামুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, স্রম্ভ, ধোম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ, তায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিফা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় তাঁহার কর্ণস্থ ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগল্ভ স্মৃতিমান্ প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প-বিশেষবিৎ ছিলেন ; বাড়শূণ্যপ্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। কল্যতঃ তাদৃশ সন্ধিবিগ্রহ কার্যকুশল ব্যক্তিসে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে ক্রুরপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্যোপদেশ প্রদান করিতে হয় তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাঁহার ন্যায় সহজ ও যুক্তগাম্ভীর্যসেবী আর দৃষ্টগোচর হইত না, তিনি ব্রহ্মপতি

অশেকাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন ; তাঁহার নিকট বাক্যের গুণ দোষ বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন; যোগবলে ত্রিলোক সর্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগত কাল বর্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্কাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সংকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সহসা গাত্ৰো-থানপূর্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, স্রবণ, মধুপর্ক, অর্থ এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চনা করিলেন। মহর্ষি রাজার সংকারে সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থবুদ্ধি বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাচ্চল উপদেশ করিতে লাগিলেন, মহারাজ ! অর্থচিন্তায় ভ্রিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হইয়েন না ? সুখামুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত একেবারে দূষিত করেন না ? ত্রিবর্গসেব্যায় ত তৃতীয় পূর্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্তী হইয়া চলিতেছেন ? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মো-পার্জ্জন ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না ? ধর্ম্মামুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত একান্ত নিবৃত্ত হইয়েন না ? অবিশ্রাস্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার স্বম্মার্থের ত হানি হইতেছে না ? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন ? সপ্ত উপায়, গুণযুক্ত ও স্বপরপক্ষের বলাবল ত সম্যক্ পর্যালোচিত হইয়া থাকে ? ক্রমি, বাণিজ্য দুর্গ-সংস্কার, সেতুনির্মাণ, আয়বায়শ্রবণ, পৌরকার্যাদর্শন ও জনপদপর্ষাবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয় ? তোমার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে ? তাহারা ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ? তাহাদিগের ত প্রভুক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না ? তাহারা ত বাসনে লিপ্ত নহে ? নিঃশকতি কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের শুভ্রমন্ত্রণা সকল ভোদ্য করিতে পারে না ? মিত্র উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন ? যথাকালে ত সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহ-বিশ্যনে প্রবৃত্ত হইয়েন ? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত

মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ? আত্মাহুতরূপ, বুদ্ধ, বিজ্ঞানস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সংকুলজাত, অমররক্ত ব্যক্তিবিশিষ্ট মন্ত্রিপদে ত অভিব্যক্ত হয় ? কারণ মন্ত্রণা জয়লাভের অধিতায় হেতু। অর্থাৎ আপনি ত রাজ্যরক্ষার্থে সম্বৃতমন্ত্র শাস্ত্রবিদ্যাশিষ্যাদি অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন ? বিপক্ষেরা ত আপনকার রাজ্য আক্রমণে ও বিলুপ্তি সমর্থ নহে ? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন ? অপর রাজ্যে ত অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না ? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে ? স্বাধীনসাম্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ? আলস্য পরিত্যক্ত হইয়া তাদৃশ কার্যে কখন ত বিয়োৎপাদন করেন না। কৃষীবলেরা ত আপনকার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই। অন্যরক্ত কার্যের পরীক্ষার্থে ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? যুদ্ধ-বিদ্যা-শিষ্যাদি বীরপুরুষ দ্বারা স্ফূর্তাদিগকে ত যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন ? সহস্র মূর্খবিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ? কারণ কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যায়সে তাহার প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। হৃৎসকল ত ধন ধান্য উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ? তথায় শিল্পীগণ ও ধর্মজ্ঞ পুরুষসকল সর্বদা ত সতর্কতাপূর্বক কালযাপন করে ? একজন মেধাবী শূরদান্ত বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াল্পদ করিতে পারেন। মহারাজ ! গৃহ চরদ্বারা শত্রুপক্ষীর চরস্থান ত বিশিষ্টরূপে অবধান হইয়া থাকেন ? অগ্রমত হইয়া বিপক্ষবর্গের অজ্ঞাতসারে ত তাহাদিগের কার্যসকল নিরীক্ষণ করেন ? বিনয়সম্পন্ন অস্বয়াশ্রয় সংকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত সংকায় করিয়া পোরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন ? এবং বিবিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সরল ও কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত হোম-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ? আপনকার দৈবজ্ঞ ত জ্যোতির্বিদ্যাশিষ্যাদি, রাজ্যসুশীল ও সর্বপ্রকার উৎ-পাতগণনায় সক্ষম ? আপনি কার্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত লোকলকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ?

প্রধান ভূত্যের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম এবং নিকটের প্রতি ত নিকটে কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া-ছেন ? পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত শ্রেষ্ঠ কাণ্ড্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে ? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ? যাজ-কেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রেম-দারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরিত্যক্ত পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনকার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে না ? মহাকুলপ্রসূত প্রগল্ভ, সৌর্য্য-বীর্য্য-গান্ধীর্ষ্য-সম্পন্ন, কার্যদক্ষ ও প্রভু-পরায়ণ ব্যক্তিকেই ত সেনানীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া-ছেন ? সর্বযুদ্ধশিষ্যাদি, প্রবলপরাক্রান্ত সচরিত্র সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন ? এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বৈতনাদিপ্রদানে ত বিমূঢ় হইবেন না ? তাহা হইলে সূচ্যরূপে কার্য নিব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অমু-রক্ত রহিয়াছে ? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ? সমস্ত রণকার্য নিরীহার্থে একজন শাসনাবজ্ঞ যথেষ্টাচারী ব্যক্তিকে ত নিযুক্ত করেন না ? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারদ্বারা প্রভুকার্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত আপনার নিকটে সম্যক পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে ? জ্ঞানালোকসম্পন্ন কৃতবিদ্যা অতিবিনীত গুণবান ব্যক্তি-দিগকে ত যথোচিত ধনদান করেন ? মহারাজ ! বাহারা কেবল আপনকার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপ-তিত ও বৎপরোন্মত্তি হৃদশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্রপ্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত ভরণ পোষণ করিতে-ছেন ? ক্ষীণবল বা দুর্ভে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার পরণাগত হইলে তাহাকে ত পুত্রনির্কিশেবে রক্ষা করিয়া থাকেন ? শত্রুকে ব্যসনাশক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও তৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ? যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও সম-দৃষ্টিতে সমস্তমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতে-

হেন ? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন ? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন ? স্বয়ং জিতেদ্রিয় হইয়া আত্মপরাভয়পূর্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড তথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন ? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়-রূপে সুরক্ষিত করেন ? এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ? অষ্টাঙ্গযুক্ত, বলমুখ্য-কর্তৃক সুশিক্ষিত আপনকার চতু-রঙ্গিনী সেনা ত শত্রুপরাজয়ে সক্ষম হইয়াছে ? পররাজ্যের শস্য ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা করিয়া শত্রু-হিংসায় ত প্রবৃত্ত হইয়েন ? অর্থচিন্তার নিমিত্ত আপনকার অধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ? তাহারা ত বিসম্বাদী হইয়া পরস্পরের মঙ্গলা প্রকাশিত করেন না ? ভৃত্যেরা ত স্বদীয় বশবর্তী হইয়া খাদ্য সামগ্রী গাজ্যমার্জন বস্ত্র ও গন্ধ-দ্রব্যসকল রক্ষা করিয়া থাকে ? আপনাকে অহুরক্ত কর্মচারীগণ দান্যাদি, বাহন, হার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত সম্যক্ তত্ত্বাবধান করে ? আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজননগ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত রক্ষা করিয়া থাকেন ? আপনকার আয়ের চতুর্থাংশ, অর্দ্ধভাগ, বা ত্রিভাগ, দ্বারা নিজব্যয় ত নিব্বাহ করেন ? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত দীন, দরিদ্র ও অনার্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম দান্য প্রদানদ্বারা ত অহু-গ্রহ করিয়া থাকেন ? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত, গণক ও লেখক-বর্গ আপনকার আয় ব্যয়সকল পূর্ণাঙ্কে ত নিরূপণ করি-তেছে ? বিষয়কর্মচতুর, হিটৈষী কর্মচারীগণ অকৃত-পরোধে আপনকার নিকটে ত পদচ্যুত হইতেছে না ? অধিকৃতবর্গের ভারতম্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? লুন্ড, চোর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি স্বদীয় কার্য্যে ত নিয়োজিত হয় না ? তত্ত্বর, লুন্ডক, কুমারগণ বা স্ত্রীদিগের প্রবলতা অথবা

স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত উৎপন্ন করেন না ? রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সমুচিতকালে কাল বাপন করিতেছে ? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সশিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত হইয়াছে ? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অনাদির ত অসম্ভাব নাই ? আবশ্যক হইলে, তাহাদিগকে ত পাদিক বৃত্তিতে অহুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন ? সাধুলোক দ্বারা আপনকার বার্তাসকল ত সম্যক্ অসুচিত হইতেছে ? কারণ তদন্তে লোকে স্মৃতি হইয়া থাকে । জন্মপদন্ত সমস্ত প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা ত মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন ? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী, পল্লীগ্রামের ন্যায় ত করিয়া রাখিয়াছেন ? নগরাদি ত তোমার সম্যক্ বশবদ রহিয়াছে ? তত্ত্বেরা ত স্বদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না ? প্রমাদাগণের রক্ষণাঙ্গীকরণ ও তাহাদিগকে ত সমুচিত সাহসনা করিয়া থাকেন ? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করেন না ? কেমন অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরক চিন্তা করিতে করিতে অণ্ডঃপূরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুব্ধচন্দনাদি প্রিয় বস্তুর অহুতবস্তু ত নিদ্রিত হইয়েন না ? রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাজ্যোত্থানপূর্বক পশ্চিম নিশায় ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? হে মহারাজ ! যথাকালে গাজ্যোত্থানপূর্বক বৈশভূষা সমাধান করিয়া কালজ মজ্জিগণে পরিবৃত্ত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন ? আপনকার শরীর রক্ষার্থে রক্তাশ্র-ধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত খজাধারপূর্বক উত্তর পাশে দণ্ডারমান থাকে ? যমের ন্যায় আপনকার নিকটে ত পূজ্যার্থ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্থ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে ? কে প্রিয় কে অপ্রিয় তাহা ত সম্যক্ রূপ পরীক্ষা করিয়া চূলেন ? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধ সেবন দ্বারা ত তাহার প্রতীকার বিধান করিয়া থাকেন ? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত দ্বাদ্য লাভ করেন ? আপনকার বৈদ্যাগণ ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, জ্ঞান ও অহুরক্ত ? তাহারা ত সতত আপনকার শারীরিক হিতচেষ্টা

পাইয়া থাকে? আপনি ত লোভ, মোহ ও অভিমান-
রহিত হইয়া অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের কার্যদর্শন করেন?
লোভ, মোহ, বিশ্রুত অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া ত
আশ্রিত লোকদিগের বৃত্তি রোধ করেন না? পৌরবর্গ
ও জনপদবাসী লোকেরা ত মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট
হইতে বিপুল অর্থগ্রহণপূর্বক আপনার সহিত বিরোধ
উপস্থিত করিতেছেন না? দুর্বল শত্রুকে ত বল প্রয়োগ-
পূর্বক সান্ত্বনয় পীড়িত করেন না? মন্ত্রবলে ত বলবান্
শত্রুকে সমধিক বহুলা প্রদান করিতেছেন না? বল
প্রয়োগ ও মন্ত্র দ্বারা কাচার ত একধারে সর্বনাশ হই-
তেছেন না? প্রধান প্রধান রাজগণ ত আপনার প্রতি
সান্ত্বনয় অগ্ররক্ত? দাঁহার ত তদীয় সমাদরের বশীভূত
হইয়া উপকারার্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সন্মত হয়?
আপনি ত সর্ববিদ্যা-বিষয়ে অণু বিবেচনা করিয়া লাক্ষণ-
গণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন? কারণ
উহা আপনকার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলনিধি। মহারাজ!
যতপূর্বক পূর্বপুরুষাচারিত ত্রয়ীমূলক ধর্মের ত অমুষ্ঠান
করিতেছেন? স্ত্রীসমাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান্ লাক্ষণদিগকে
ত ভোজন কবাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন;
একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাক্যপেয় ও পুণ্ডরীক সজ্জের অমুষ্ঠানে
যত্ববান্ হয়েন? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা,
তাপসগণ, চৈতন্যজ্ঞ ও শুভফলপ্রদ লাক্ষণদিগকে ত
নমস্কার করিয়া থাকেন? আপনি ত শোক ও ক্রোধে
একান্ত অভিভূত হয়েন না? লোক সকল মাজলা বস্ত্র
হস্ত লইয়া ত আপনার পাশে অবস্থিত করে? হে
মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত তদীয় প্রণয়ের
অনুবর্তিনী হইয়াছে? কারণ একমুহুর্তে উভয়ই আয়ুসা
যশস্ব ও ধর্মকামার্থদর্শিনী হইবে। এতদমুহুর্তে কার্য
করিলে রাজ্যের কোন বিষয় উপস্থিত হয় না, রাজা ও
পৃথিবী জয় করিয়া পবন স্তম্বে কালযাপন করেন।
লোভাক্রমভিঃ তদীয় অধিকৃত লোক কর্তৃক চৌরা-
পবাদগ্রস্ত অর্থাচরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচিবাক্তি নিধনদণ্ডে
ত দণ্ডিত হয়েন না? চষ্ট অহিতকারী কদর্ঘ্যস্বভাব
দণ্ডার স্তম্ভ লোপ্ত সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে
ত কমালাভে সমর্থ হয় না? নাস্তিকা, অনৃত, ক্রোধ,
প্রমাদ, দীর্ঘহৃদতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার

ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক
ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার
অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্যের অপ্ৰয়োগ ও প্রত্যাখ্যান, এই চতু-
র্দশ রাজদোষ ত আপনি সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন?
উক্ত চতুর্দশ রাজদোষ বহুমূল ভূপালদিগকে ও উন্মূলিত
করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে? ধনো-
পার্জননের ত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন? দারপরিগ্রহের
ত ফল লাভ হইয়াছে? এবং বিদ্যাশিক্ষাও ত ফলবতী
বটে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে আমার
বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,
তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয়? নারদ কহিলেন, মহারাজ!
বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র; ধনোপার্জননের ফল দান ও
ভোজন; দারপরিগ্রহের ফল রত্নকীড়া ও অপভোগ্য-
পাদন; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ভাবহার। মহা-
তপা মুনিবর এই কথা বলিয়া পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ
হইতে সমাগত বণিকগণের নিকট আপনকার শুক্লোপকীর্ষী
রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুক্ল গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই
সকল বণিকেরা ত সর্বত্র সম্মানিত হয়? এবং তদীয়
লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্য দ্রব্য আনয়ন করে?
আপনি ত অবহিত হইয়া ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের
ধর্মার্থযুক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন? কুশিতজ,
গো, পুষ্প, ফল ও ধর্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত দ্রুত
মধু পদান দ্বারা আশ্রয়িত করেন? শিল্পকারদিগকে ত
উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন?
হে মহারাজ! কৃতোপকার ত স্মরণ করিয়া রাখেন?
সৎকর্ম করিলে তাহাকে ত প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে
সমাদরপূর্বক সৎকার করিয়া থাকেন? হস্তী, অশ্ব ও
রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল ত শিক্ষা করিয়াছেন? গৃহে
বসিয়া ত যজুর্বেদের লক্ষণ ও নাগর যন্ত্রহস্ত সম্যক্রূপ
অভ্যাস করেন? মহারাজ! শত্রুনাশক সর্বপ্রকার
অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও বিবহোতা ত আপনকার বিদিত
রাখিয়াছেন? অগ্নি, ব্যাল, দোহাগ ও ক্ষোভ হইতে
ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন? অন্ধ, মূক,
পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বহুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত

পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ? নিজা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মর্দব ও দীর্ঘস্থত্বতা, এই ছয়টি অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? মহাত্মা কুরুসন্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবস্ত্রাকার উপদেশবাক্য শ্রবণান্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধন ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্বার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা দেবর্ষিসমক্ষে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন ; এবং অচিরকাল মধ্যে সাগরাস্থরা বস্তুকরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, মহারাজ ! যিনি এইরূপে চতুর্দিক রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্ৰলোক প্রাপ্ত হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! ঋষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সংকারপূর্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আত্মপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্বকালে ভূপালগণ ন্যায়ত সঙ্গীতার্থে যে সমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাঁহারা যে সকল সংকল্প প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অনিয়তাস্থতাগ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সংকারপূর্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি অপ্রতিহত গতিপ্রভাবে ব্রহ্মনির্মিত স্নেনকানেক লোক সন্দর্শন করত পর্ষ্যাটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমরাগের এই অপূর্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না ? অমুগ্রহপূর্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন। মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, মহারাজ ! তোমার এই মণিময়ী সভা-

সদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যালোকে দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি তোমার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্ৰ ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার দিব্যাভি-প্রায়োপেত বিশ্বরূপিণী ক্রমাপহারিণী দিব্যা এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সভা, দেবগণ, পিতৃলোক, সাধাসমূহ এবং শাস্ত যতাত্মা বাস্তবিকবর্ণ শাস্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপারায়ণ মুনিগণ কর্ত্তক সেবিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে, তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাহাতে কতই বা জবাজাত রহিয়াছে ? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্ৰ, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপস্থান করিয়া থাকেন ? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত বৃত্তহল হইয়াছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সপ্তম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্ৰ বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্মা দ্বারা আপনার সভা নির্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সর্ব্বোত্তম, উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, সান্নি শত যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থিত ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্রম, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ আসন ও দিব্য পাদপ সমুদায় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন 'প্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্ৰ দিব্য কিরীট, দিব্যাস্বর, লোহিতাস্কদ ও চিত্র নালা ধারণপূর্বক শচীসমভিব্যাহারে ঐ সভায় মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কার-শোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমালাধারী, তেজস্বী

মরুৎগণ, অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজররহিত দেবর্ষিগণ, অমৃতচরগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেশ্বরের উপাসনা করেন। মহর্ষি পরাশর, পর্কত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গোরশিরা, ক্রোধন দুর্বাসা, শ্বেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্ভালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডার্যনি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কক, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, বটী, বিশ্বকর্মা ও তুম্বকু এবং অযোনিজ ও বোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হতাশিসমুদয়, সর্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বান্দীকি, সত্যবাক্ষশমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতা, মেধাতিথি, বামদেব, পুন্ড্রা, পুন্ড্র, ক্রতু, মরুত, মরীচি, মহাতপা স্থাগু, কাক্ষি-বাহু, গৌতম, তাক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকরুক্ষী, আশ্রাব্য, হিরণ্যর, সম্বর্ত, দেবহব্য, বীর্ঘ্যবান ষিঞ্চসেন, দিব্য, অপ্সমুদায়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম, কাম, বিদ্যা, সমুদায়, জলবাহ মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তন্যব্রূগণ, পূর্ন দিক, যজ্ঞবাহ সপ্তদিশতিনংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ঈজ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, নবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, শুক্র, সাধ্যগণ শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সূর্য, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মরুগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অঙ্গরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল, বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গল স্তুতিপাঠ ও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা বলবৃদ্ধিনিহীন ঈজ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চক্রেসদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করত সর্বদা ঐ সভায় গত্যাত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হইলেন। চক্রেয় শ্রায় প্রিয়দর্শন ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এই নলিনরাজিবিবাজিত ইন্দ্রসভা পূর্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি এবং

অষ্টম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপিনী সূর্য্যাসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্রম প্রভৃতি কোন অগ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য মর্ত্য কাম্য যাবতীয় বস্তু, সরস স্তন্যাহ মনোহর প্রচুর চর্যা চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, কামফল পাদবাবলী এবং স্তন্যদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদায় সর্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন্! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া স্তুতিতে যমের উপাসনা করেন। যমতি, নহষ, পুরু, নাক্কাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্থা, কৃতবীর্ষ্য, কৃতপ্রবাহ, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতদন, শিবি, মৎসা, পুপ্লাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত, কুশিক, সাক্ষাশ্য, সাক্ষতি, জীব, চতুরথ, সদাশোর্ম্মি, মহারাজ কার্ত্তবীর্ষ্য, সুরথ, ভরত, সুনীথ, নিশঠ, নল, সূর্য্য দিবোদাস, অশ্বরীষ, ভগীরথ, বাস্ক, সদশ, বধ্যাশ, বেগবান্ পৃথুপ্রবাহ, পৃথদশ, বরমনা, কৃষীবল কৃপ, বৃষদন্ত, বৃষসেন, মহারথ, পুরুকুৎস, আর্টিষেণ, দ্বীপ, মহাত্মা উলীনর, ঔলীনরি, পৃথরীক, শর্বাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেন, হৃষাস্ত, স্বপ্নয়, জয়, ভাঙ্গাসুর, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, কল্কম, বাহ্লিক, বৃদ্ধায়, মহাবল মধু, ঐন, মরুত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জুন, সাখ, কৃশাখ, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষণ, অঙ্গক, কল্কসেন, গয়, গোরাখ, জানদধ্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিহ্যম, মহাখ, পৃথাক্ষ, জনক, ভূপতি, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ভ, রাজা উপরিচর, ভীমজাহ্ন, ইন্দ্রহ্যম, গোরপৃষ্ঠ, নল, গয়, পদ্ম, মৃচুকুন্দ, ভূরিহ্যম, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সূর্য্য, পৃথলাখ, অষ্টক, মৎসা-বংশীয় শত নরপতি, নীলবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় শত জন, জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, জৈরিবংশীয় শত জন, ভীমবংশীয় দ্বিশত জন, ভীমবংশীয় শত

জন, প্রতিবিজ্ঞাবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শত জন, ও কুশকাশ প্রভৃতি শত জন এবং রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরগ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মঙ্গিসমবেত বুদ্ধিমান রাজর্ষি বৃষদত্ত ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধাচ্চর্চান দ্বারা স্বর্গে গত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। হে রাজন্! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরম পবিত্র, কীর্তিমান ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল মৃত্যু, যজ্ঞাসকল, সিদ্ধগণ, যোগশরীরি সমুদয় এবং মূর্ত্তিমান অগ্নিস্বাক্ত, ফেনগ, উগ্ৰপ, স্বধাবান্, বর্হি মদপ্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান বহু দ্রুতকর্ম্মা মহুযাগণ, দক্ষিণায়ন মৃত্যুগণ, কালনয়নে নিমুক্ত যমের পুরুষগণ, সিংসপপাশাসমুদায় ও কাশকুশাদি সকল ঐ সভায় ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নামের ও কর্ম্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কৃষ্ণীন্দ্রনন্দন। দেবশিরী বিশ্বকর্ম্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ পরম রমণীয় সভা নির্মাণ করিয়া ছিলেন। ঐ সভা যথেষ্ট গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন্! উগ্রতপা, সুরত, সত্যবাদী, শাস্ত্রস্বভাব, বিজ্ঞ, পরম পবিত্র ও শূন্যাসীন সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্কর-কলেবর, দিব্যধর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমালা, উজ্জল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত পুণ্যশালী অমরা ও গন্ধর্ব্ব-গণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, খাদ্য, হাস্য, পুণ্য, গন্ধ ও শব্দ এবং দিবা মালাসমুদায় তথায় সতত সুমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এইপ্রকার, এইরূপে নলিনমালা-শালিনী বক্রণের সভা বর্ণন করিব।

নবম অধ্যায় ।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিরী বিশ্ব-কর্ম্মা, বক্রণের অসীমপ্রভাসম্পন্ন অত্যাশ্রিত ও গুরু প্রাকার-

পরিবেষ্টিত যমসভার নায় আশ্রিত এক অপূর্ব সভা সলিল মধ্যে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপ-শোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় 'অলঙ্কৃত এবং নীল সিত লোহিত কৃষ্ণ শ্যামলবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালধারী গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিশুলকলেবর সুমধুর স্বর-সংযোগশালী শত সহস্র অনির্দেশ্য বিবিধ বিহগগণ চৈত-স্তুতঃ বিহার করিতেছে। সেই সন্ধ্যাহলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখম্পর্শবিশিষ্ট, বেঙ্গাদলী ও আসনসমূহে তাহার মনোহর শোভা সজ্জার করিয়াছে। বক্রণদেব দিব্যায়র-ধারী ও দিব্যাতরণবিভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বাক্রণী-দেবী সমভিব্যাহারে তথায় বিবাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চিত দিবা মালাধারী আদিতাগণ, ধাতুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভৃত বলশালী পদ্মচিত্র, কঙ্কল, ধূতরাষ্ট্র, অম্বতর, বলাহক, মণিমান, কুণ্ড-ধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অগ্নিমান, প্রহ্লাদ, মূষিকঙ্গ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফনাবান্ মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্পগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বক্রণদেবের উপ-সনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচননন্দন বলী, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিতি, কালখঞ্জ দানবসকল, সুহ্ম, দুহ্ম, শজ, সূমনা, সুভতি, ঘটোদর, মহাপার্ষ, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা দশগ্রীব, বালী, মেঘবাঙ্গা, দশাবার, টিটিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্লাদ, দিবা কুণ্ডলধারী লঙ্করব, বীরাগুণী জিতমৃত্যু দৈতাদানব-সকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্যমালা ধারণ-পূর্ব্বক বক্রণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগীবতী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণু, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতক্র, চঞ্জভাঙ্গা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিদ্ধ, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণু, সরিষা, কাবেরী, কম্পুনা, বিশল্যা, বৈভবনী, তৃতীয়া, জ্যোতিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্ডী, পর্ণাশা, মহানদী সরযু, বারবত্যা, লাক্ষ্মী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লোহিতা, লবস্তী, গোমতী, সঙ্খা, ত্রিপ্রোতনী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রভবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পবন সকল, দশদিক, মহী, মহীধরসমুদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বক্রণের উপাসনা করিতেছে। গীত বাদ্যাহরজ গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা

ঔহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রত্নসম্পন্ন পর্বত ও রসসকল স্তম্ভধর কথ্যপ্রসঙ্গে তথায় অধ্যাঙ্গীন রহিয়াছে। বরুণমন্ত্রী সুনাত, গোণামক পুর ও পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া ঔহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মারা বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্যটনপ্রসঙ্গে পূর্বে বরুণসভা দর্শন করিয়া ছিলাম, এক্ষণে কুবেরসভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে রাজন! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের নায় প্রোতবর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধ হয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। দিব গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্র চরিতার্থ হইতেছে। উন্নত হিরণ্ময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব স্ত্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশ মনোহারিনী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিজ্ঞান্যালার দ্বায় হেমময় অবয়ব দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে স্ত্রীমান্ মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন ভূষণ ধারণপূর্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণ পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গ্যসদৃশ স্নমুজ্জল, পরম পবিত্র, বিচিত্র আন্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতল সঙ্গীর উদার মন্দারবন পরিলোড়ন পূর্বক বহুবিধ সুরক্তি কমল, কল্লার, অলকাপুরী ও নন্দন বনের গন্ধ বহন করত ঔহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায় দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া দ্বৈত ভানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রত্না, ব্যক্তি, অ চিত্রসেনা, চাক্রনেত্রী স্বতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকঙ্কলন করিয়া, সহজন্যা প্রমোচা, উর্কশী, ইরা, বর্গা, মৌরভেরী, স্ত হী, বৃদ্ধা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্য গীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও

গন্ধর্ব্বাঙ্গরসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমলীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মনিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ড, মহাবল প্রদ্যোত, কুন্তধর, শিশাচ, গন্ধকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, ভাত্রোষ্ঠ, কলকক্ষ, কলোদক, হংস-চূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাম্পনিকৈত, চীরবাসা ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাঙ্গীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন, নলকুবর তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক শাস্ত্রের কত শত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি-গণ, দেবর্ষিবর্গ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্ব-সমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূণ্ঠ ভগবান্ ভবনীপতি বিগতক্রমা ভগবতী নাত্যায়নী সমভি-বাহারে বামন, বিকট, কুজ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদ-মাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় বিরাজমান হইলেন। স্বায়মুর্ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত্ত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্বদা সখা কুবেরের সহায়ী থাকেন। শিখাবন্ত, হাঙ্গা, তহ, তুঙ্গুর, পর্বত, শৈলুষ, গীতজ, চিত্রসেন ও চিত্ররথপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্ত্তী অমুজগণেশ সহিত ঔহার সমি-হিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ক্ষত, শত কিম্বর এবং ভগদত্তপ্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হন। কম্পুকষাধিপতি ক্রম, রাক্ষসাধিপতি মহেঞ্জ, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, শিশাচর সমভিব্যাহারে ঔহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারি-পাত্র বিদ্যা, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দ্বন্দ্ব, দ্বহেজ, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাত, দিব্য গিরিষয় এবং মেকপ্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুর্গণপ্রভৃতি দিব্য সভাগণ, কাষ্ট, কুটুম্ব, দস্তী, তপোমিকা বিজয়া শ্বেতবর্ণ মহাবল মিনাদকারী বৃষভ অন্যান্য রাক্ষসগণ ও শিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্তনন্দন কুবের সর্বদাই ভূতপরিবৃত্ত ভগবান্ ভবনীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞাস্বতী হইয়া ঔহার সমীপে গমন করেন। মহাদেব ও কখন কখন ঔহার প্রতি সভাভাব অবলম্বন

করিয়া থাকেন। নিধানপ্রধান শব্দ ও পদ্য সমুদায় রচনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণী অন্তরীক্ষগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

একাদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে ধর্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্যলোক দর্শনাথী হইয়া পরমস্থখে ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরি-শ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্বক ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকণটে কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দেশ্য অপ্রমেয় ও সর্বভূতমনোরম। আমি আদিত্য-যুগে ব্রহ্মসভার শোভা বর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, ভগবন্! এক্ষণে সর্ব পাপমার্শিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্মধারা তাহা দেখিতে পাইব, এমত বলিয়া দেন। দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসংস্রসাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক ঐ অপূর্ব সভা নির্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানারূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আমি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ, ভ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের সুখপিপাসাজনিত ক্রোধ ও গ্রানি-ছেদ হয়, আগ্রহঃ দেখিলে প্রীতীতি হয়, বেন সভা

নানাবিধ অভিভাষার মণি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। শুভ দ্বারা ঐ শাস্ত্রী সভা অবলম্বিত নহে তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছেন না। তপায় নানাবিধ দিব্য ও অমিত-প্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চক্ষু সূর্য্য অগ্নি ও বিদ্যাতকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্ব্যতীত অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর, দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুন্ড্র, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরাস, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কদম্ব, অর্থক, অঙ্গিরাস, বাণিথিয়া, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদয়। মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্ঘ্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, তরঙ্গাজ, সম্বর্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্কীশ, পরম ধার্মিক ঋষাশ্বত, ভগবান্ সনৎকুমার, মহাতপা যোগাচার্য্য, অসিত, দেবল, তত্ত্ববিন্দুজৈগিষ্য, জিতশত্রু ঋষভ, মহাবীর্ঘ্য মণি, অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্কৌদ, নক্ষত্রগণপরিবৃতচক্র, সহস্রকর দিবাকর বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কর ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রত-পরায়ণ মূর্ত্তিমান মহাত্মা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, য়েব, তপস্যা ও সন্তুষ্টিবংশতি অপ্সরোগণ তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহু প্রভৃতি গ্রহসমস্ত, ময়ূ, রথস্কর, হরিমান্, বসুমান্, নাম, দ্বন্দ্বোদাস্ত, অশ্বিনাজসহ আদিত্য-গণ, মরুতসমুদয়, বিশ্বকর্মা, বসবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, সগর্গবেদ, সর্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদান্তসমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, দ্রুগতরঙ্গী সাবিত্রী, সন্তুবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, স্যাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষ্য, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যানিকা, সমুদয় কারিতা ঐ সমস্ত পাবন ও অস্ত্রান্ত গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, নব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয়মাস, সপ্তমস, পঞ্চমুগ, চতুর্বিধ অহোরাত্র, দিব্য মিতা অক্ষয় অব্যয় কালচক্র ও ধর্মচক্র ইহায়াও প্রীতিমিত

আসিয়া থাকেন । দিতি, অদিতি, দম্ব, সুরসা, বিমভা, ইরা, কালিকা, সরসী, দেবী, সরমা, গৌতমী, প্রভা, কক্র, দেবীষ্ম, দেবসাত্ত্বগণ, রুদ্রানী, শ্রী, লক্ষ্মী, ভদ্রা, বতী, মূর্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্তি, সুরা, দেবী শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সমৃদ্ধি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন । দ্বাদশ আদিভ্য, অষ্ট বহু, একাদশ রুদ্র, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ ও অগ্নিনীকুমারযুগল, বিশ্বদেব সমূহ, সাধাসার্থ, মনোজব গিত্ত্বগণ, সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন । হে পুরুষৰ্ষভ ! ঐ পিতৃলোকদিগের সন্তগণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীর । সকলেই ত্রিরাটপ্রভব লোকবিশ্রুত ও চতুর্ভূগপুজিত ; প্রথম গণের নাম অগ্নিবাভা, দ্বিতীয়ের নাম গার্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকর, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশ্রু, ষষ্ঠের নাম চতুর্বেদ, সপ্তমের নাম ফল । ইহার প্রথমতঃ আশীষিত হইলে সোম পরিভূপ্ত হয়েন । রাক্ষসগণ, পিশাচ বর্গ, দানবসমুদায়, গুহকসকল, নাগ-সর্প, সুপর্ণসমূহ ও পশু সমুদয় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে । স্থাবর জঙ্গমসকল, মহাত্মনসমুদয়, দেবেশ্বর পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমাসহ মহাদেব তথায় সর্বদা সমাগত হইয়া থাকেন । মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষি-বর্গ, বাসিথিয়া ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিসকল আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন । হে নরাধিপ ! আমি স্তুষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতাঃ ঋষি, প্রজাবান্ পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতাসকলে ব্রহ্মাকে মনোযোজ্য পূরণপূর্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন ।

সর্বভূতদয়ান্ ভগবান্ ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ কালৈয় অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্ব সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন । তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্বক সাধনাবাদ সম্মান ও অর্থপ্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের ঐতি সম্পাদন করেন । এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদো সেই সুখপ্রদ সভা আকুল হইয়া উঠে । সর্বতেজোময়ী দিবা

ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা শ্রমাপহারিণী সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া অমৃত শোভা পাইয়া থাকে । হে রাজ-শাঙ্গিল ! যাদৃশ তোমার এই সভা মহুয্যালোকে উন্নত, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা হুস্ত্রাপা । হে ভরতবংশ-শ্রেষ্ঠ ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মহুয্যালোকে সর্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম ।

সুদীপ্তির কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি কহিলেন, যে প্রায় সমুদয় রাজলোক যমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন । বরুণদেবের সভায় নাগগণ দৈত্যোজ্ঞসকল ও অনেকানেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন । ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহক, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন । ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব-প্রকার শাস্ত্র ও বিদ্যমান রহিয়াছে । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্ৰের সভা কেবল দেবগণে জলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত । সেই মহতী অমরাধিপতি সভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম সুখে বাস করিতেছেন । হে মুনিবর ! রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্য কন্মের অকুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন । আর পিতৃলোকগত মহাভাগপতি পাতুর সহিত আপনার ক্রিপে সাক্ষাৎকার হইল, এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুত্র আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আশুপুত্রিক বর্ণনকরন । আপনার নিকট সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি ।

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, মহারাজ !, যাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত উৎসুকা প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করি, শ্রবণ করন ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সমাগরা সঙ্গীণা বহুস্বরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অধুবর্তী হইয়া চলিতেন । তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অজ্ঞশত্রুপ্রভাবে সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়া রাজত্ব বজের আরোহণ করেন । তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ত্বরিত ত্বরিত ধন আনয়ন করিলেন,

এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টপদে নিযুক্ত হইলেন । সেই যজ্ঞ সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চাশ গুণ অধিক প্রদান করিলেন । নানা দিগদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলেন । মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমনকালে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন । বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্নসমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন । মেট প্রবল প্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিবিক্ত হইয়া অনিচ্চনীয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । হে নরাধিপ ! যে সকল মহীপালেরা রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাচ্ছাদে ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারেন এবং বাহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, অথবা অতি কঠোর তপস্তা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করত পরনশ্বে কালযাপন করেন । তাঁহারা ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব ত্রি ধারণপূর্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন । হে কোশ্বেয় ! তোমার পিতা পাণ্ডুরাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাভিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মহুয্যালোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে ! আপনি নরলোকে যাইতেছেন যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ; এবং তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসুয় যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন । তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখ সন্তোগ করত ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারিব । অনন্তর আমি তোমার পিতাকে কহিলাম, মহারাজ ! ইদি আমি ভূগোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব । হে ভরতর্ষভ ! এক্ষণে ভূমি প্রযত্নাভিযমসহকারে পিতার সন্তানসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হও । তাহা হইলে পূর্বপুরুষগণ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই । মহারাজ ! রাজসুয় প্রধান যজ্ঞ

বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিষয় উপস্থিত হয় । যজ্ঞহস্তা ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ইহার চিত্রাঘেবণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়াত্মক ও পৃথিবীজয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয় । ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টাপাত অবশ্যই ঘটয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত সম্যক্ পৰ্য্যালোচনা করিয়া বাহাতে ক্ষেম লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন । প্রতিদিন গাত্রোথানপূর্বক অবচিত হইয়া চাতুর্দশের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগাধুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন ।

মহারাজ ! যাহী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর কীৰ্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দাশাই নগরীতে গমন করিব । নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী স্বৰ্গগণে পরিবৃত্ত হইয়া যাত্রা করিলেন । তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসুয় যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন ।

লোকপালসভাখান পর্ব সমাপ্ত । ৩

রাজসুয়ারন্ত পর্বাধ্যায় ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জননৈজয় ! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদেব সেই বাক্য প্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসুয় যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন । তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্য কন্ম দ্বারা যজ্ঞদিগের উত্তমলোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচন করিয়া রাজসুয় যজ্ঞাধুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন । তখন সেই কুরুবংশাধিপতিস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভ্যসদস্যগণকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কঙ্কর পূজিত হইয়া বারংবার চিন্তা করত রাজসুয় যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন । তৎপরে সেই অদ্ভুততেজা ধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব লোকের উপকার করিতে লাগিলেন । রাজা ক্রোধমদবিবর্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আত্মা দিলেন ; ফলতঃ তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেবল সাধু ধর্ম্ম,

সাধু ধর্ম, ভিন্ন আর কোন কথাই ছিল না। ধর্মীরা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করতে কেহই আর তাঁহার ঘেঁটা রহিল না, এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সবাসাচী অর্জুনের শত্রু নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্মীজ্ঞাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্যে নিরত থাকিল; পর্জন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বার্কুণী, যজ্ঞসদ্ব, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য সমুদায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অশ্বকর্ষ, নিকর্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূচ্ছাপ্রভৃতি কিছুই রহিল না। 'দম্বা, বঞ্চক বা রাজবল্লভ-গণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টোচরণ করিত না। ধার্মিক-বর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার নৃপগণ, বণিকসমুদায় রজোশুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি, সকলেই সর্বদা রাজার প্রিয়-কর্ম, স্বেবোপাসনা এবং স্ব স্ব ঋণদুষ্টিমুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট সর্বশুণাশ্রিত সর্বসহ, সর্বব্যাপী ও জগীমকীর্তিমান ছিলেন। কি দ্বিজাতি কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্তব্য নীতি শিক্ষা প্রদানাদি ও মাতৃকর্তব্য বাৎসল্যাদি গুণদ্বারা উৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুরক্তগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজস্থ্য যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্য শ্রবণে প্রথম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে কুরুন্দন! নৃপতি যদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণ গুণ প্রাপ্ত হন, তদ্বারা তিনি সমস্ত সম্রাট-গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আপনার সুহৃদ; আমাদের মতে আপনার রাজস্থ্য যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই এই যজ্ঞ অনা-য়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সাম-বেদ দ্বারা ষট্ প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞের ফল

লাভ হয়। এই যজ্ঞের শেষে অতিথেক করিলে লোক সর্বজয়ী হইয়া উঠে। হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। অতএব আপনি অচিরে ঐ রাজস্থ্য যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজস্থ্য যজ্ঞানুষ্ঠানে সক্ষম করুন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্মসংযুক্ত বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজস্থ্যানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণ, ঋষিকগণ, মন্ত্রি-গণ এবং ধোম্য ও দৈবায়নপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন, হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ক-ভৌমোচিত রাজস্থ্য যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কিপ্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে? ধর্মরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋষিকগণ কহিলেন, হে ধর্মরাজ! তুমি রাজস্থ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র বলি-য়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম। তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সমাক্রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য করে, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অসুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃত, তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীর্ষগামী রথে আরোহণপূর্বক সত্ত্বের দ্বারাবর্তী গমন করিয়া বাহু-দেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ চক্রপাণি দূত-মুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সম-ভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানা-দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদরে পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা

করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জুন ও মাত্রীনন্দন-বয় গুহর
ন্যায় তাঁহাকে অর্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাসু-
দেব স্বীয় পিতৃস্বগা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য
সুহৃদগণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে
পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত
তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ!
আমি রাজসুয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ
কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে; যেক্রমে
উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে
ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য এবং যিনি
সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর; সেই ব্যক্তিই রাজসুয়যজ্ঞানের
উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদগণ আমাকে ঐ
যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরা-
মর্শ না লইয়া উহার অমুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই।
হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বদ্ধুতার নিমিত্ত দোষো-
দোষণ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য
কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই
প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবী
মধ্যে উক্তপ্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরা-
মর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। তুমি উক্তদোষ-
রহিত ও কামক্রোধবিবর্জিত; অতএব আমাকে স্বার্থ
পরামর্শ প্রদান কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সর্বগুণে গুণ-
বান্, অতএব রাজসুয় যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয়
নহে। তুমি সর্বথা রাজসুয়যজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ
নাই। তুমি সর্বত্র, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি,
শ্রবণ কর। পূর্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃ-
স্রবীয়া করেন। তৎপরে যাহারা স্রবকূলে জন্মিয়াছেন,
তাঁহারা স্বার্থ স্রবীয় নহেন; কিন্তু স্রবীরে ন্যায়
আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা একত্র হইয়া যে
কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তোমার বিদিত
আছে। হে রাজন! অনেকানেক ভূপতিগণ ও স্রবীয়গণ

ঐলবংশ ও ইক্ষাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে
সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষাকুবংশে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে একশত কুল সমুৎপন্ন
হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূ-
মণ্ডলের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। হে রাজন! যাবতীয়
স্রবীয়গণ স্রব বংশলক্ষী অধিকার করিয়া আসিতেছেন।
একগণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতি-
গণকে পরাজয় করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্বক তাঁহাদের
কর্তৃক সেবিত হইয়া অথবা ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সং-
স্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ! যে রাজা সকলের
প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাহার হস্তগত; নিয়মাত্মসারে
তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হনেন। প্রতাপশালী শিশুপাল,
মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি
হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্ষবান্ করুণাধিপতি বক্র
শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবলপরী-
ক্রান্ত হংস ও ডিম্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।
দম্ববক্র, করুণ, করত ও ধ্রুববাহন তাঁহার বশীভূত হই-
য়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুক
ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বক্রগের ন্যায় পশ্চিম
দেশে বক্রমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবদ্ধ মহাবল
পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার
প্রিয় কার্য করিয়া থাকেন। যিনি তোমার প্রতি অতি-
শয় মেহবান্, যিনি পিতার ন্যায় তোমাকে ভক্তি করেন,
যিনি পশ্চিম ভাগের ও দক্ষিণ সীমার অধিপতি এবং
যিনি মেহবশতঃ তোমার নিকট সতত সঙ্গত থাকেন,
সেই পুরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্দ্ধন, শক্রনিহন, তোমার
মাতুল সেই জরাসন্ধের অগ্রগত। ঐছুরায়া চৈদ্রদেশে
সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার
করে, যে মোহবশতঃ সর্বদা আমার চিত্ত ধারণ করিয়া
থাকে, যে বক্র, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি এবং
যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত পৌণ্ড্র একগণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।
যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেব-
রাজ ইন্দ্র যাহার সখা, যিনি পাণ্ডু, ক্রথ ও কৈশিকদেশ
জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী অকৃতি যাহার ভ্রাতা,
সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শক্রনিহন ভীষ্মকও তাঁহার বশবর্তী

হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি এবং বিনীত ভাবে অহুগত থাকি কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কলাভিমান কি বলাভিমান সমুদায়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল সমাসঙ্ঘের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। শুবসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাষ, পটুজর, সুহল, সুকুট, কুলিন্দ, কুস্তি, শালায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলানিবাসী রাজগণ সৌদর ও অহুচরগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। মংজ্ঞ এবং সন্ধ্যাপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহোপাধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দ্রোনবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অহুজা নামে বার্ত্তদ্রবের ছই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ ছরাস্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাদের অহুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আত্মকন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতদায়নার্থে বলভজ সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাদে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শক্রনাশক মহাজ্ঞদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবত্বা তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক-নামক ছই বীর তাঁহার অহুগত আছে; উহার অজ্ঞাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ ছই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে এতদূর বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই

পরামর্শ কেবল আমাদের অতিমত হইল এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অহুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হংসও পরম প্রণয়ান্বিত ডিম্বককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনা-জলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যংপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর তাঁহার পরমাচ্ছাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দিনান্তর পতিবিরোগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্ত্রী পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহতাকে সংহার কর বলিয়া, বারংবার তাঁহাকে অহুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বকই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অরণ কল্পিত সত্য-শর উৎকলিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বহান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতপ-শোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনামী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় একপ দুর্গসংস্থার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্টিবংশীয় মহারণগণের কথা দূরে থাকুক, জ্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! এইক্ষণে আমরা অকৃতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরমাচ্ছাদিত হইলেন। হে কুরুকুল-প্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং এক-বিংশতিশৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত

শত দ্বার এবং অত্যন্ত উন্নত তোরণসকল আছে । যুদ্ধহীন মহাবল পরাক্রান্ত কবিরগণ উহাতে সৰ্বদা বাস করিতেছেন । হে রাজন্ ! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে । আহকের এক শত পুত্র তাঁহার সকলেই অমরতুল্য চাক্রদেব ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ সাধ, আমরা এই সাত জন রথী, কৃতকন্যা, অনাধুটি, সনীক, সমিতিগয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুস্তী এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধক-ভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ় কলেবর দশ জন মহাবীর ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্রবণ করিয়া যজ্ঞবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

হে ভরতসন্তম ! তুমি সম্রাটত্ব গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসুয়ারুঠানে কৃতকার্য হইতে পারিবে না । সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পৰ্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহা-দিগকে গিরিহর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । ঐ ছুরায়া রাজ-সুয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোপুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল । পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল । সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরি-তাগপূর্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি । হে মহারাজ ! যদি তোমার রাজসুয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও ছুরায়া জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর ; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসুয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না । হে কুরুনন্দন ! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপন বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বল ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বীমন্ ! তুমি আমাকে যেক্রপ পরামর্শ দিলে অন্য কেহই এক্রপ পারে না ; তোমার

ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে আর কেহই নাই । এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন ; তাঁহার কেবল আপনাদের প্রিয়কার্য্যই করিয়া থাকেন । তাঁহার কেহই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত করেন নাই ; সম্রাট শব্দ অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি পৈর মর্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না । যেহেতু অন্যে যাহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য পৃথী অতি বিদূত ও নানাবিধ মহারথের পরিপূর্ণ । হে যুজ্ঞবংশাবতংস ! লোকে অভিজ্ঞতা ক্রিত্যেরকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না । আমার মতে সম্রাটই সৰ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গললাভ হয় যুদ্ধাদি দ্বারা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে, পারে না । আমাদের কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনবিগণেরও এই মত, বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কেহই সৰ্ব্বজয়ী হইতে পারে না । হে মহাভাগ ! জরাসন্ধের দৌরাভ্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি, কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিব । তুমি বলভদ্র, ভীমসেন ও অর্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না, আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি ; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি ।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, যে রাজা যুদ্ধচেষ্টাপরাত্ম এবং যে দুর্বল ও উপদ্রবশূন্য হইয়া বলীর সাহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয় । যে ব্যক্তি দুর্বল কিন্তু অশূন্য, সে সম্যক যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে জয় করিতে পারে, এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে । দেখ ! কৃষ্ণ নীতি, আমাতে বল এবং অর্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগি যজ্ঞ সাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব ।

ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! অজ্ঞ ব্যক্তির পরি-ণাম বিবেচনা না করিয়া কাণ্ডারস্ত করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ শত্রুকে নিবারণ করে

না। পূর্বে মহারাজ যৌবনাশ্রি কর পরিত্যাগ, তগীরণ প্রজাপালন, কার্তবীৰ্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট হইয়াছিলেন। দেখ ইহারা এক এক গুণ থাকতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক তোমাতে সেই সমস্ত গুণ আছে। হে রাজন্! সত্যযুগে পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাহায্য মন্ত্ৰের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও নীতিরসহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ সম্রাট হইয়াছে। ভূপতিগণের এক শত কুল তাহার কোন বিষয় কল্পিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশাপী ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাঙ্গন তাহাতেও পরিতুষ্ট হয় নাই। সে নৃপতিবিরুদ্ধ ভূপতিগণকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছে। হে ধর্ম্মাশ্রয়! তুমি নিতান্ত দুর্বল হইয়া কিপ্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? কিন্তু হে ভরতকুল-প্রদীপ! বলি প্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমুগ্ধ হইয়া পশুদিগের স্থায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। হুরায়া জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরে ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ হুরায়া বড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; ঐ চতুর্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উদ্ধারের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাশ্রয়! এক্ষণে যে ব্যক্তি হুরায়া জরাসন্ধের ঐ ক্রুরকর্মে বিষয় উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূতলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উদ্ধাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশয়ে কেবল সাহসমাত্র অবলম্বনপূর্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের স্থায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি। দেখ! ভীম ও অর্জুন আমার দুই

চক্ষুরূপ এবং তুমি মনস্বরূপ, অতএব আমি তোমাদের তিন জনকে তথায় প্রেরণ করত মনোহীন ও চক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারেন না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পারিবে? হে জনাৰ্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, একাধো হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অমুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি, শ্রবণ কর। রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; রাজস্বয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জুন পূর্বে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অক্ষয় তুণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্ম, শত্রু, শর, বীৰ্য্য, স্বপক্ষ, কার্যানিশ্চয়, যশ ও বল এই সকল অতি দুস্প্রাপ্য, কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধবংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান্ ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসাপাত্র। দেখ! বীৰ্য্যবান্দিগের কূপে সমুৎপন্ন দুর্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না কিন্তু নির্বীৰ্য্যকুলোদ্ভব বীৰ্য্যবীৰ্য্য ব্যক্তি সস্তমাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্ধিত হয়, সেই যথার্থ কত্রিয়। বীৰ্য্যবান্ ব্যক্তি অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত গুণ বিবর্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নিকীর্য্য ব্যক্তি সর্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও তদ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আশ্রয়। যে ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতা-বশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে সর্বস্ত্রে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন! যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অনান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি

উৎকৃষ্ট কৰ্ম হইতে পারে। বুদ্ধাদিচেষ্টাহিত ব্যক্তিকে লোকে নিশ্চয় জ্ঞান করে, তবে আপনি কি নিমিত্ত গুণ-পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিশ্চয় হইবার বাসনা করিতে-ছেন? লোকে যাহাকে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করে, তাহার শয় গুণ অবলম্বন ও কাষায় বসন পরিধানপূৰ্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

ষোড়শ অধ্যায় ।

কৃষ্ণ কহিলেন, ভয়তবংশে জাত ও কুস্তীর গর্ভে সম্ভূত ব্যক্তির বৈরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহাত্মভব অৰ্জুনে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু, দিবা-ভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাত্তে অমর হইয়াছে ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূৰ্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুণ্যের কার্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্তব্য; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুই জনের সাম্য, কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়বিহীন; সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রক্ষা আবরণপূৰ্ব্বক শত্রুকে রক্ষা আক্রমণ করিলে কিনিমিত্ত জয়লাভে কৃতকাৰ্য্য না হইব? বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অশুচিত; ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূৰ্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করত আপনাদের কার্য সাধন করি। দুয়ান্না জরাসন্ধ পক্ষপালনা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজ্যলক্ষী ভোগ করিতেছে; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যদিও আমরা সেই দুয়ান্নাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিচাণনিবন্ধন স্বর্গ লাভ করিতে পারিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীৰ্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার? যে দুয়ান্না তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজলিত হতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! জরাসন্ধের বৈরূপ বীৰ্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিগ্রহাচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায় শরণ কর। পূর্বে তিন অকৌহিনীর অধীশ্বর, সমরার্চিত, রূপবান, ধনসম্পন্ন, অতুল বলবিক্রমশালী, নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধদেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে স্বর্ঘ্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালাস্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন। ইহার গুণগ্রান স্বর্ঘ্য-কিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি কাশিরাজের দুই পরম রূপবতী যমজ-কন্যার প্রাণিগ্রহণ করেন। রাজা আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অমুরক্ত থাকিব বলিয়া, সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট নিয়ম করিলেন। ভূপতি সেই আত্মাহুতী প্রাণ-প্রদায়কের ন্যায়বতী হইয়া করেগুহয়মধ্যবতী করিরাজের ন্যায় এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতী মর্ত্তিনান সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বিষয়রসে নিমগ্ন হইয়া সৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু বংশধর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না। পুত্রকামনায় হোম, যজ্ঞপ্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্র লাভ হইল না।

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কান্ধীবান্ গোতমের পুত্র উদারস্বভাব ভগবান্ চণ্ডকৌলিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া বৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষ-মূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন গান্ধীদয় সমভিব্যাহারে তাঁহার সন্নীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যপ্রতি, সত্যবাক্ ঋষিসন্তন চণ্ডকৌলিক তাঁহার ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আত্মা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভাৰ্য্যাদয় সমভিব্যাহারে মর্হর্ষিকে প্রণাম

করিয়া বাস্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিলেন, হে মহা-
শ্বন! আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরি-
তাগপূর্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর
আমার বর লইবার আবশ্যকতা কি।

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে
অনুৰূপাশ্রয় হইয়া সেই আশ্রিতলে উপবেশনপূর্বক
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস
আশ্রয়লব্ধ হইতে অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত
হইল। মহর্ষি পুঞ্জোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরম রম-
ণীয় আশ্রয়লব্ধি গ্রহণপূর্বক কিরংকণ মনে মনে বিবেচনা
করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মহা-
রাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ
হইয়াছে; অচিরে পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার পাদ-
বন্দনপূর্বক পত্নীদয় সমতিব্যাহারে স্বভবনে গমন করি-
লেন। এবং শুভকণে সেই আশ্রয়লব্ধি হই সখর্ষিণীকে
ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে
বিতরিত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন।
ফল ভক্ষণানন্তর কার্যের অবশ্যাস্তাবিধি ও মহর্ষির সত্য-
বাদিতাপ্রভাবে তাঁহারা উভয়েই গর্তবতী হইলেন। নৃপতি
তদর্শনে বৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকালে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা
উভয়ে এক চক্ষু, এক বাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ
ও অর্দ্ধক্ষিকৃবিশিষ্ট এক এক দেহাঙ্গীমাত্র প্রসব করিলেন।
রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধ কলেবরদয় দর্শনে ভয়ে
কম্পিতকলেবর ও বৎপরোনাস্তি উদ্ভিন্ন হইয়া পরস্পর
মরণ করত ধাত্তীদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ
করিলেন। ধাত্তীরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে সেই
সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধকলেবরদয় সুসম্বৃত করত অন্তঃপুর
হইতে বহির্গমনপূর্বক এক চতুশ্চক্রে নিক্ষেপ করিয়া
আসিল।

অনন্তর মাংসশোণিতলোলুপা জরানারী এক রাক্ষসী
সেই অর্দ্ধকলেবরদয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি
অনির্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহাঙ্গী সুবাহু
করিবার নিমিত্ত যেন সংযোজিত করিল, অমনি উহা
একত্র হইয়া এক মহাবল পরাক্রান্ত যুধীর হইল। নিশা-

চরী তদর্শনে সাতিশর বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য
দৃঢ়কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বাসক
বদনে ত্রাবর্ণ মুষ্টি প্রদানপূর্বক সজল জলধরের স্তায়
গভীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল।
হৃৎপূর্ণস্তনভরাবনতা পরিমলবদনা সেই দুই রাজমহিষীও
পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন।
রাক্ষসী রাজীদয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও
বালককে সাতিশর বলবান দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি
এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানা-
ভিলাষী, ইনি পরম ধার্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহার এই
শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুরূচিত। মনে মনে
এই প্রকার চিন্তা করিয়া মহাব্যকলেবর ধারণপূর্বক সেই
শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করত কহিল, হে
বৃহদ্রথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে
তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এ, রাক্ষসের বয়-
প্রভাবে তোমার পত্নীদয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্তীরা
ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে
রক্ষা করিয়াছি। তখন রাজমহিষীদয় আনন্দিতচিত্তে
সেই বালককে গ্রহণ করিয়া স্তম্ভ হৃৎ হৃৎ অভিযুক্ত
করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই
সর্কাসহৃদয়ী মাহুযীবেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন,
হে স্তম্ভ! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে
পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার
ন্যায় বোধ করিতেছি।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রাক্ষসী কহিল, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক;
আমি কামরূপা রাক্ষসী, আমার নাম জরা। আমি প্রতি
দিন লোকের গৃহে গৃহে বাস করি। ভগবান্ ব্রহ্ম আমাকে
নির্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি
দানবগণের ক্রিয়ানিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। বে ব্যক্তি
নববৌবসসম্পন্ন সপুত্রা মনুষ্য প্রতিমুষ্টি গৃহভিত্তিতে
লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধনধান্য, পুত্র, কল্যা-

দিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মণীর প্রতি-মূর্তি চিত্রিত আছে, এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন্! এইরূপে তোমার গৃহে বাস করত সর্বদা ভক্তিসহকারে পূজিত হই বলিয়া আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে তোমার প্রত্যাশা পূরণ করিব। অদ্য দৈববশাৎ তোমার পুত্রের দেহাঙ্কুর দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র। হে রাজন্! আমি রাক্ষসী, সুমেক ও ভক্ষণ করিতে পারি; তোমার শিশু পুত্র ত অনায়াসেই ভক্ষণ করিতে পারি। তাম কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকস্মাদি সম্পাদন করিলেন, পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহাৎ-সব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয়পুত্র জরারাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকতনে হত হতানেনেয় ন্যায়, গুরুপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল। তদর্শনে তদীয় পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে বংগরোনাতি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভাৰ্য্যাঙ্কুর ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং পুত্র ও রাজ্য তৎ-সমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি, মহারাজের পূজা

গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি দিবা চক্ষুঃ দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার এই পুত্র বেক্রপ সৌভাগ্যশালী হইবে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কুমার রূপবান্, সজ্জন, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল্য ঐশ্বর্য্যাদিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অস্ট্রান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদীতরঙ্গে পর্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অজ্ঞাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ, সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য-অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ এই কুমার সকলের তেজঃ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গসকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধ জলসম্পন্ন নদীসকলকে প্লাবিত করে, সেইরূপ এ সমুদ্র ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। যেমন সর্বশস্ত্রধরা বহুধরা কি মহৎ কি নীচ, সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ, চারিবর্গ পালন করিবে। প্রাণিগণ যেমন সমস্ত ভগবতের আশ্রিত বায়ুর বশীভূত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে। এই কুমার ত্রিপুরাস্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্তব্য কার্য্যের অহুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি নগরে প্রবেশপূর্বক জাতিবান্ধব সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিব্যক্ত করিয়া বংগরো-নাতি পরিভূত হইলেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক পত্নীস্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভ্রূজবীৰ্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভাৰ্য্যাঙ্কুর সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহুতাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদ্র বর লাভ করিয়া নিরুদ্যম রাজ্য

শাসন করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব, কংস নরপতিকে সংহার করেন । কংসনিপাতননিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল । মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনিশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল । গদা মণ্ডুরাঙ্কিত অদ্ভুতকর্ম্মী বাসুদেবের একোনিশত যোদ্ধা অন্তরে পতিত হইল । পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল । তদবধি সেই মণ্ডুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল । হংস ও ডিম্বক নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ, জরাসন্ধের সহায় ছিল । উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ও শত্রুঘাতে অবধ্য ছিল । আসি ইতিপূর্বেই কহিয়াছি, উহারা দুই জন এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে । হে মহারাজ ! এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও ষ্ট্রিকগণ “দুর্জয় ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্ধা করিবে না” এই নীতিবাক্যের অনুসরণ ক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ।

রাজস্বয়ম্বর পর্ব সমাপ্ত ।

জরাসন্ধবধ পর্যাধ্যায় ।

উনবিংশতিতম অধ্যায় ।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! হংস ও ডিম্বক নিহত হইয়াছে । কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে । এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত । সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও বুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না । অতএব আমরা মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত । দেখ ! আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জুন আমাদের রক্ষিতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিন জন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব । আমরা তিন জন নির্জনে অক্রিয়গণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে । সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্ঘ্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে,

সন্দেহ নাই । যম যেমন উচ্চ লোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন যুদ্ধপ্রথ-
তনয়কে সংহার করিতে পারিবেন । অতএব যদি তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ হও এবং যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ কর ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রকৃত্ত মুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিহন মধুসূদন ! তুমি আর ওরূপ কহিও না । তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি আমরা তোমারই আশ্রিত । তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই যুক্তসিদ্ধ বটে, লক্ষী স্ত্রীাদেবের প্রতি প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না । যখন আমি তোমার নিদেশানুযায়ী রহিয়াছি, তখন আমার জরাসন্ধকে বধ করিবার, বন্ধুভ্রপতিদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার এবং রাজস্বয়ম্বর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার আর অপেক্ষা কি আছে ? অতএব হে নরোত্তম ! এক্ষণে বাহাতে এই সমুদায় কাৰ্য্য ত্বরায় সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্ত চিত্তে তাহাই কর । আমি তোমাদের তিন জন ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থকামরহিত ও রোগার্জের ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিত্যকাল অসমর্থ, অর্জুন তোমা বিনা জীবন ধারণ করিতে পারেন না, তুমিও অর্জুন ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পার না । এই ভূমণ্ডলে তোমাদের দুই জনের অজ্ঞেয় কেহই নাই । আর এই মহাবীর্ঘ্যসম্পন্ন ভীমান্ বুকোদর তোমাদের দুই জনের সমভিঘ্নাহারে থাকিলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে ? সৈন্য সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকাৰ্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যের অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্তব্য । যেমন ধীরগণ যেখানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায় ; তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদ্রবশূন্য প্রদেশেই জড় সৈন্য লইয়া গমন করেন ; মহাবীরের নিকট কদাচ লইয়া যান না । অতএব আমরা নীতি-বিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কাৰ্য্য-সিদ্ধিবিরে যত্ন করিতেছি, হে যত্নবংশাবতংস ! তুমি প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়সম্পন্ন, অতএব ভীম ও

অর্জুন কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকেই অগ্রসর করিবে। এইরূপে আমাদের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্জুন তোমার অহুগমন করুক; এবং তুমি অর্জুনের অহুগমন করুক; তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলভেজা বাহুবলবান বৃষ্ণিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে ভেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুসজ্জা মনোহর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অতিতপ্ত জাতিবর্গের হিতসাধনে একান্ত উৎসুক এবং চন্দ্র স্বর্য ও অগ্নির ন্যায় ভেজস্বী সেই তিন জনের কলেবর তৎকালে অধিকতর প্রসীদিত হইয়া উঠিল। অগ্রে ভীম-সেন, তৎপশ্চাৎ সংগ্রামে বিজিত ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রবর্ত্তিতা মহাত্মা ক্রীকৃষ্ণ, তদনন্তর অর্জুন গমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই মনে করিল, এই বীর জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হইবে। তখন কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন কুরুদেশে উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পন্থায় গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গওকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং একপর্বতকে হ্রিত নদীসমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রমণীয় সরযু অতিক্রম করিয়া পূর্ব কোশলা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে মিথিলা ও মিথিলা হইতে মালার গমনপূর্বক চর্ম্মণ্ডী নদী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করত তিন জনে পূর্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিরংক্ষণপরে গোধনসমাকীর্ণ হ্রদভাঙ্গাদিযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরখ পর্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বাহুবল কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ! বিবিধ পশু-সমাকীর্ণ বাণী-ভাঙ্গাদিযুক্ত সুরম্য হর্ম্ম্য অলঙ্কৃত উপ-ক্রমশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগরি ও চৈত্যক নামে পাঁচ পর্বত রহিয়াছে! এই শীতল ক্রমশূন্যোদ্ভিত, উন্নতশিখর পর্বত-

সকল পরম্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিভ্রমর রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমুদারে স্তম্ভোদ্ভিত, স্তম্ভকল্লুজ, কামিনজনপ্রিয়, মনোহর লোধবনরাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে শংসিতব্রত মহাত্মা গোতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রত্নি অহুগ্রহ প্রকাশপূর্বক কাকীবপ্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জুন! এই নিমিত্ত পূর্বে অত্র বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গোতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ! গোতমের আশ্রমসমীপে পরম রমণীয় অশ্বখ ও লোধবনরাজী জন্মিয়াছে। ঐ দেখ! অর্জুদ পর্বত, শক্রবাণী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বাস্থ্যিক ও মণিনাগের আলয়। মমু, মগধরাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান, জরাসন্ধকে যথেষ্ট অহুগ্রহ করিয়াছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে ঐ দুরাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে, আমরা অন্য তাহার দর্পচূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর বিপুলভেজা কৃষ্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে মগধপুরে গমন করিলেন এবং ছুটে পুষ্ট জন ও বর্ণচতুষ্টয় সমাকীর্ণ মহোৎসবময়, নিত্যন্ত দুরাক্রম্য গিরিভ্রম্রে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া বৃহদ্রথবংশীয় জনসমুদয় ও অন্যান্য নগরবাসিগণ কর্তৃক পূজ্যমান মগধ-রাজ্যের শোভাসম্পাদক নগরচৈত্যের সমীপে ক্রতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ মাংসাশী বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্মদ্বারা তিন তেরী প্রস্তুত করেন; ঐ তেরীজরে একবার আঘাত করিলে এক মাসব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি হইত। মহারাজ বৃহদ্রথ আপনার পুরে ঐ তিন তেরী রাখিয়াছিলেন। তেরী সকল দিব্য পুষ্ণে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইত। কৃষ্ণ-সমবেত ভীম ও অর্জুন ঐ তেরীজর ভগ্ন করিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্বারদেশ হইতে যেন জরাসন্ধের মস্তকে আঘাত করিতে করিতেই ক্রতবেগে চৈত্যাশ্রমকারের নিকট গমনপূর্বক সূক্ষ্ম বাহ দ্বারা সত্তত গন্ধমাল্যে অর্চিত, স্তম্ভোদ্ভিত পুরাতন চৈত্যাশ্রম ভগ্ন ও নিপাতিত করত ছুটিতে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে জানাইলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। প্রতাপ-শালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্তশাস্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিরমস হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতকবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক জরাসন্ধের সহিত বাহুবল করিবার মানসে পুরপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, মালা, আপণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মালাকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিলেন। সেই দিব্য মালা দিব্য কুণ্ডলধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়, যেমন সিংহ গোনিবাস নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, তজুপ জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনাস্তকুচর্চিত সেই বীরজয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মৃগধপুর-বাসী জনগণ উদ্যত শালস্তম্ভের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই তিন জনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ ভিন্ন কক্ষা অতিক্রম করিয়া অহস্তার প্রকাশপূর্বক জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাজোথানপূর্বক পাদ্য, মধুপঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগতপ্রদ করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহঁরা নিরমস, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন; ভূপতি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে বজ্রাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধ রাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! জনমেজয়! মৃগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ রাত্র সময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিন জনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র “সত্যম্” বলিয়া

আশীর্বাদ করত কুশল প্রদ করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরজয়কে বসিতে কহিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে বজ্রশালায় উপবেশন করিয়া অধস্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সত্যগমনসময় ব্যতীত কখন মালা বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনারা-দের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অস্ত্রে পুষ্পমালা ও অমূল্যপনে সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষত্রভেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রকাশ্য করুন। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীৰ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। আরও আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করিলেন না? বাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে, মহামতি কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ, গভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তুমি আমাদের স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহঁদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্প্রতিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয়, বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্; বাণীর্ষ্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অগ্রগলিত বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দোষিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অস্ত্রই দেখিতে পাইবে নহেই কই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে ও অস্ত্রগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! আমরা স্বকর্ষা-সাধনার্থে শত্রু গৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না । তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্মজ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই । আর দেখ! ত্রিলোকী মধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্মবিৎ ব্যক্তির কেবল ক্ষত্রধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন । আমি স্বধর্ম নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া হির করিয়াছ, বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে ।

ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিরোগক্রমে তোমার প্রতি সমুদাত হইয়াছি । হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহারস্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হেনুপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্তব্য কর্ম? তবে তুমি কি জন্য ভূপতিগণকে আনয়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদেরিও স্বংকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী ও ধর্মরক্ষণে সমর্থ । আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা ক্রমিতে বাসনা করিতেছ? রে ব্রথামতি জরাসন্ধ! তোমরা ক্ষত্রিয়কে আর কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বের পশুসংজ্ঞা করিতে পার? দেখ! যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে-যে কর্ম করে, সে, সেই সেই অবস্থায় তাহার কল-

ভাগী হয় । আমরা দুঃখার্ভ ব্যক্তির অহুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জাতিক্ষয়কারী, অতএব আমরা এক্ষণে জাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি । তুমি মনে মনে হির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কূলে তোমার নাম ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র । কোন্ স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসমুদ ভূপতি আত্মীয় জন রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতুল স্বর্গভোগ করিতে সন্মত না করে? দেখ! ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন । হে রাজন্! বেদাধ্যয়ন, মহৎ বশ, তপোহুতান ও যুদ্ধে যত্ন, এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই । দেখ! অরুপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান্ প্রজা বৈজয়ন্তের প্রভাবে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন । সে, যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও বটে না । তুমি বহুসংখ্যক মাগধ সৈন্তের বলে দর্পিত হইয়া অজ্ঞাত ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না । প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে । এই ভূমণ্ডলে তোমার সমভেজাও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেকে আছেন । হে রাজন্! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকিতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে । উহা আমাদের নিত্য সঙ্গ হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম । হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, স্ত্রীমাতা ও সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে । মহারাজ কার্তবীৰ্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন । হে রাজন্! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে একরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় । আমি বহুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুনয়ন । আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর; না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর ।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে কুরু ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। বাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমনত কোন ব্যক্তি আছে। হে বাহুবল ! বিক্রম প্রকাশপূর্বক যোদ্ধাকে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছামুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমি ক্ষাত্র ত্রতাবলম্বী; দেবপুত্রার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিব। আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক ছই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি।

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্মী ব্যক্তি-গণের সমতিবাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক ছই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরাত্মজ মধুসূদন, ঐ ভীমপরাক্রম শার্কুল-সমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতমস জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য ধারণ করিয়া ত্রক্ষর আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন বহুবংশাবতংস সুবক্তা বাহুবল, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, হে রাজন ! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল ? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে ? মহাত্মা জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য প্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

ঐ সময়ে পুরোচিত রোচনা, মাণ্য ও অন্যান্য মাল্যাদ্রব্যজাত এবং ঋণমুচ্ছাদিনিবারক অঙ্গদ ও ঔষধসমুদায় লইয়া সংগ্রামেচ্ছ জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ বর্ষাবী ব্রাহ্মণকর্তৃক কৃতশ্রুতায়ন হইয়া কাত্ত্বধর্মমুসারে বর্ষ পরিধার ও ক্রীড় পরিত্যাগপূর্বক কেশ বন্ধন করত বেগবান সমুদ্রের স্রাব সমুখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা

বলিয়া, বলাচ্ছর যেমন ইচ্ছা আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধোদ্যমকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্তৃক কৃতশ্রুতায়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে সেই ছই নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহমাত্র অবলম্বনপূর্বক উভয়ে মিলিত হইলেন। প্রথমে তাহার। কর গ্রহণপূর্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্বল্পে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমালোচন করিয়া পুনরায় আক্ষালন করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবদ্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এক্রূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে ফুলিঙ্গ ধিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্বক মত বারংবার স্রাব ও শ্বনবটীর ন্যায় গভীর গর্জন এবং সুসংকুদ্ধ সিংহধ্বরের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত পরস্পরকে স্ব স্ব কটি ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কর্তৃক ও উদরে হস্তাঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মুচ্ছা এবং পূর্ণকুন্তপ্রভৃতি করিলেন। তৎপরে তাহার। ভূগণীড়, পূর্ণযোগ ও সমুদ্রিক প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! তখন বাবতীর পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাহাদেয় সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহদ্বারা উদ্যানক বাহুবদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর জরাকাজী পরম প্রকৃষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের হিত্রাহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হে রাজন ! বীরদ্বয়ের ব্রজবাসব সন্তান তরানক তুল্য সংগ্রামে অন্যত্র লোক উৎসারিত হইল। প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অঙ্গকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও আহায়া আঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কঠোর পক্ষে

ভৎসনা করত প্রত্যাখ্যানসূচক দৃষ্টিপ্রহারে অভিযুক্ত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিবৃত বন্ধ, উভয়েই দীর্ঘ বাহ, উভয়েই বুদ্ধবৃন্দল; সুতরাং উভয়ে উভরকে দৌহার্গলসূচক বাহ দ্বারা সংসক্ত করিলেন। হুই মহাশয় বুদ্ধ কার্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবরাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দশ দিবসে রাজিতে মগধরাজ ক্রান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাহুদেব জরাসন্ধকে ক্রান্ত দেখিয়া ভীমকর্ণা ভীমসেনকে সোধন করিয়া কহিলেন, হে কোন্তের! ক্রান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড়্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীর নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর। শক্রনিহন ভীম, ক্রুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন জরাসন্ধবধাভিলাষে বাহুদেবকে কহিলেন, হে ক্রুফ! এই পাণ্ডাশ্রম কক্ষদেশে একপ বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিসৃত করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষবাত্ত বাহুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীম! তোমার যে দৈব বল ও বাহুবল আছে আশু তাহা জরাসন্ধে প্রদর্শন কর। মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া জরাসন্ধকে উৎকিণ্ট করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জাহ্নবী আকুলনপূর্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিশ্চেষণপূর্বক সিংহনাদসহকারে তাঁহার চরণস্থর করকবলিত করিয়া বিধা বিতক্ত করিলেন। নিশ্চিন্তমাণ জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশে ভীমসেনের গর্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ভয়ভীতিপূর্ণ গর্ভাব হইয়া গেল। ভীমসেনের চরণকবলিত হইয়া আগেরা বোধ করিল যে, হর হিমালয় পর্বতের ন্যায় দীর্ঘ হইতেছে।

জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশে ক্রুফ, অর্জুন ও ভীম গতজীবিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পতিত জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া

নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রুফ জরাসন্ধের পতাকাশালী রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোহিত করিয়া বান্ধবগণকে কারাবৃত্ত করিলেন। বীণীপালগণ মহাত্ম্য হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া ক্রুকের নিকট গমনপূর্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত শত্রুসম্পন্ন জিত্তরি বাহুদেব সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জুন দুই বোদ্ধা তাহাতে আকৃষ্ট এবং ক্রুফ তাহার সারপি হওয়াতে সেই রথ দ্বন্দ্বিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুদ্রল; ইন্দ্র এবং বিষ্ণু বাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্বারা পুরন্দর নবনবতি বার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তপ্ত কাকনের ন্যায় বাহার আভা; মেঘনির্ঘোষের ন্যায় বাহার শব্দ; সেই কিঙ্কিনীজালজড়িত অপূর্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মাগধেরা মহাত্ম্য ক্রুফকে ভীম ও অর্জুনের সহিত সেই রথে আকৃষ্ট দেখিয়া বিস্ময়গণন হইল। বাহুদেবশালী সেই রথ দিবা রোডকে সংযুক্ত ও ক্রুফ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্মিত রথ শত্রুদ্বয় ন্যায় প্রান্তসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ক্রুফ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিদ্যুতানন, মহানাদ, গরুড়ান সমাক্রষ্ট হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈতাবুকের উপমেন হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণাবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংগুর ন্যায় প্রাণিগণের হুনিরীক্ষা সেই রথ তেজঃ দ্বারা সমর্থক দীপ্যমান হইল। তাহার দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না এক্ষণে মীনবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে রথ রাজা বহু বাসব হইতে বৃহত্তর বহু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহত্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষবাত্ত অচ্যুত, ভীম ও অর্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রায়ণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকাক বাহুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নগরবাসীরা সংকার ও বিশিবিহিত কন্দ দ্বারা তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন। বহনবিসৃত রাজারাও ভীতিপূর্বক যদুহ্মনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো!

ভীমার্জুনের লহিত আপনি যে ধর্ম রক্ষা করিলেন, অহা যে হুংকরণ পক্ষে পড়িল জরাসন্ধরূপ হুদে নিমগ্ন নৃপতি-গণের উদ্ধার সাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। হে বিবেকা! হে বহুদলন! আপনি, দারুণ গিরি-দুর্গে অবসর হুর্ভাগ্যাদিগের যোচনজনিত দীপ্ত বশোরাপি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের হৃদয় কর্ষ করিলেন, এক্ষণে এই তৃত্যাদিগকে কি করিতে হইবে অহুমতি কক্ষম।

মনসী দ্বীকেশ তাহাদিগকে কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য চিকীর্ষু ধান্নিকের সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ তাহাই করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরো-হিতকে অগ্রবর্তী করিয়া অতিবিনীত-ভাবে অগ্নিপাত-সহস্মারে বঁহ রত্ন প্রদানপূর্বক মরদেব বাহুদেবের উপা-সনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পূর্ববোসম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপারিত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সংকারপূর্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাআগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমদ পুরুষোত্তম ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জুনের সহিত ইজ্রপ্রাঙ্গে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্মোদন করিয়া আনন্দে সহিত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃকোদর, বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারা-রুদ্ধ তুপতিগণও বধন-মুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীম-সেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য হইয়া অক্ষত শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আনন্দান্বিত হইয়া বাহুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃত্বরূপে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সমুদ্রকু যুধিষ্ঠিরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহার কনোহুগারে সংকার ও পূজা করিয়া তুপতিগণকে বিদায় করিলেন, তুপতিগণ যুধিষ্ঠিরের অহুজাত হইয়া প্রকৃত চিত্তে উজ্জ-রুদ্ধ বানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠান শক্রমিন্দন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরা-সন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্মরাজের অহুজাত হইয়া কৃতী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্মরাজ প্রদত্ত মনস্ত্যাগামী সেই দিব্য রথে দশ দিক্ সুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে অজাতশত্রুপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদ-ক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধ সাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বধার্থীভীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার বশোরাপি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হে ভরতবংশাবতঃস জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ জ্যোপদীর প্রীতি বর্জন ও তৎকালোচিত ধর্ম-কামার্থো-পেত প্রজা পালন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগি-লেন।

জরাসন্ধবধ পর্ব সমাপ্ত।

দিগ্বিজয় পর্বাদ্যায়।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জুন উৎকৃষ্ট ধর্ম, অক্ষয় তুগীর, রথ, পতাকা ও সত্য স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! নিভান্ত অহুলত অভিলষিত কোদণ্ড, সহায়, দুর্গ, বশ ও বলপ্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোবুদ্ধি ও তুপালগণ হইতে কর আহারণ করাই আমার কর্তব্য কার্য। এক্ষণে আপনি অহুমতি করিলে শুভ মক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।

অর্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির দ্বিধ গভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আলীকৃত প্রহণপূর্বক পক্ষগণের বিরামক ও হৃদয়বর্গের আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কল্প নিষ্পন্ন করি ও অতীতসিদ্ধ হইবে। তখন অর্জুন হুহু-পরিবৃত্ত হইয়া অগ্নিদত্ত দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেন ও বমজ নন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া ক্রোড়-কাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তর দিক, দক্ষিণ পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও সকল পূর্বদিক জয় করিয়াছিলেন। বৃষ্টিভৈরব খণ্ডক প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরিব্রজ্য হইয়া পরম সমুদ্রসাগর হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্তন করুন। আমি পূর্ব পুরুষদিগের অত্যাচার্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন, অতএব প্রথমতঃ অর্জুনের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কশ্মীর কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ভদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সৈন্যে মহীপাল স্তম্ভগুলকে পরাজয় করেন। তৎপরে স্তম্ভগুল সমভিব্যাহারে শাকলবীপে ও বিক্রা ভূময়সমিহিত পার্শ্বদিগকে জয় করিলেন। সপ্ত দ্বীপ মধ্যে শাকলবীপে যে সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জুন সৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুল্য সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জুন এই সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ক্রিান্ত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধাবর্গের সহিত পরিব্রজ্য ছিলেন। তিনি আট দিগ্ধ যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামবিষয়ে বিগতবল অর্জুনকে লজ্জা বদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সেনাপতি ইন্দ্রের আদ্যক, তোমার এইরূপ বলবীৰ্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, আমি ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আমিও এক্ষণে বলবিক্রমপ্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা সূন্য নহি; তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি। অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয়, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। শিষ্টরই কহিতেছি,

তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। অর্জুন কহিলেন, আমি কুরুকুলভিষক ধর্ম্মনকন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বৃষ্টিভৈরব পার্শ্ববর্ত্ত সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে জয় প্রদান করুন। আপনি মদীর পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপনকার বিলক্ষণ সন্তাষ জড়িল। সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক জয় প্রদান করুন। তখন ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জুন! বাৎস তুমি আমার প্রণয়তাজন, রাজা বৃষ্টিভৈরব তজ্জন অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে বল।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্তৃক ঐক্লব্য অভিহিত হইয়া অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! এই বিষয়ে অধীকৃত হইলে, আমাদিগের সকলই অস্বস্তি হয়।

অনন্তর অর্জুন ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাতিথ্যে প্রেরণ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত বন ও তদ্রূপ অনেকানেক ভূপালগণকে আরক্ত ও অধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর যুগ্মনাদ, রথধ্বজ-শব্দ ও মাতঙ্গগণের গৃহিত ধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকামনসবাকীর্ণ বহুসংখ্যক ধবলিত ও বিকলিত করিয়া এই সকল রাজলোকের সহিত উলুকাবাসী বৃহৎসেন নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহৎসেন অবিলম্বে চতুর্দিকী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহৎসেন অতিমহৎ সাক্ষর্ষ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃহৎসেন তাঁহার বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জুনকে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়া প্রকৃত অর্ধের সহিত তথায় সরূপস্থিত হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন বৃহৎসেনা বৃহৎসেনই সরূপ করিয়া উলুকা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্যাস নিকট উপস্থিত

হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোহাপুর, বাসদেব, হুদামন, সুসভুল এবং উত্তর উলুদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্মরাজ বৃষ্টিবীরের অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিশুই রাজধানীহইতে নির্গত ও দেবপ্রাশ্বে উপস্থিত হইয়া কঙ্কাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া পুরুষত পৌরবরাজ বিধগণের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্শ্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাদানে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণসহকারে পৌরবপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে পৌরব ও পর্কত-নিবাসী দস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসব-সঙ্কেতনামক স্রেষ্ঠজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসমুত্ত কজিরবীরদিগকে ও দশ রাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত, দাক ও কোকনদেশীয় কজিরেরা অর্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জুন রম্য অভিমারী নগরী অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্য বিস্তারপূর্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সজ্ঞ ও সুমালানারী নগরী মনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশপূর্বক তিনি নিত্যন্ত দুর্ভ বাহ্যকদিগকে নিরতিশয় মর্দন করিয়া পরিশেষে স্বপ্নে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাছোজ জয় করেন। পূর্ব ও উত্তরদেশে যে সকল দস্যুদল বাস করিতেছিল, আর বাহারা অরণ্যচারী তাহারও অর্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জুন লোহ, পরম, কাছোজ ও উত্তর ঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জুনের ষেরতর ভরদ্বজ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুন তাহাদিগকে সমরাদানে পরাজয় করিয়া ওকোদর-ভাস আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন। আর রাজকরস্বরূপ

মহুরগদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগধারী তুরঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিকটপর্কত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল গিরিপৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া কজিয়াতক ভরদ্বজ সংগ্রাম দ্বারা ক্রমপুত্ররক্ষিত কিশ্কুরবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সটেনো গুহকপালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানস সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানস সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুর্পার্শ্ববর্তী গন্ধর্বরক্ষিত দেশ সকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধর্বনগর হইতে তিনি তিতিরি, কন্য়াম ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লুণ্ঠ করিলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তরহরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীরা মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্বিষ্টাক্ষরণে কহিল, হে কুন্তীনন্দন মহাতাগ অর্জুন! আপনি এই গন্ধর্বনগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপৰ্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি ঐতি ও প্রেম হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জুন! এখানে কোন বিষয়ই জ্যেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর কুরু। এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থান প্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যাক হইতেছে না। এখানে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রেয় সাফাৎকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনকার যদি কোন কার্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অর্হাৎ করিব। তখন অর্জুন হাঙ্গামুখে প্রত্যুত্তর করিলেন,

আমি ধীমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ-সকল নরলোকের সৎকারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তখন হারপালেরা অর্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আস্তরণ, দিব্য অস্ত্রিন ও মহাহ কৌম বস্ত্র, এই সমস্ত বস্ত্র কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জুন উত্তর কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক কজির ও দম্ভাগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন রত্ন এবং ময়ূরসদৃশ, শুকশ্যাম, বেগ-শালী অশ্ব সকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতু-রঙ্গিনী সেনা সমভিবাহারে পুনরায় রাজধানী ইক্ষুপ্রহে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই অবসরে ভীম-পরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করিতুরগসকল বহুল বল সমভিরাহারে পূর্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন, এবং অনতিকাল মধ্যে পাকালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্বক পাকালনগকে অবশ্যে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিককে পরাজয় করিয়া অভয়কালবিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্য ভীমসেনের সহিত অতি ভয়ঙ্কর বাহুবল করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানকৃত করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী বলভরে বজ্রকরা কম্পা-য়িত করিয়া পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। তথায় সমরানল প্রজলিত করিয়া বাহুবলে অম্লচরবর্গের সহিত অশ্বমেধ-ধর রোচমানকে পরাজয় করিলেন। ভীম, মহারাজ রোচমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্বদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও

সুমিত্রনামা কৃপালব্রহ্মকে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপাল-সম্মিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রায় সম্যক অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইয়া মাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সম্মিতবদনে কহিলেন, হে মহাবাহো ! এক্ষণে কিরূপ কার্য সংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ ? ভীমদৈন প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদ্বিঘ্ন বাস করিয়া শিশুপাল কর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া বলবাহন সমভিবাহারে নিষ্কান্ত হইলেন।

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম, কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান ও কোশলাধিপতি বৃহলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীত্র কর্ম দ্বারা ধর্ম্য মহাবল দীর্ঘবজ্রকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক, উত্তর কোশলপ্রদেশ, ও মল্লাধিপতিকে অবশ্যে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বল প্রকাশপূর্বক অল্প কাল মধ্যে সমুদ্র জলোদ্ভবদেশ অধি-কার করিলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেনে ভল্লাট ও শুক্রিমান পরাজয় এবং নিজবাহুবলে কাশিরাজসহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্ব, যুদ্ধমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদ্বীপকে এবং পশুভূমি সকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্বক মদধার মহীধর ও সোমধেরদিককে জয় করিয়া উত্তরাত্তি-মুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তর দেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বঙ্গ প্রকাশপূর্বক বঙ্গভূমি অধিকার করি-লেন। তৎপরে ভগ্নের অধীশ্বর, নিবাদাধিপতি ও মল্লি-

মান প্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন । অনন্তর অনতিতীত্র কর্ণ দ্বারা দক্ষিণ মল্ল ও ভোগবান্ পর্কতকে পরাজয় করিলেন । তৎপরে সাঙ্ঘবাদ প্রয়োগ-পূর্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন । পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন, এবং চলপ্রকাশপূর্বক শক ও বর্ম্মরদিগকে আশ্রয়শে আনিলেন । তৎপরে ইন্দ্রপর্কত সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্ত প্রকার ক্রিান্তা-ধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন । অষ্টান্তর স্বপক্ষ হইলেও মুক্ত ও প্রমুক্তদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন । গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সাশ্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন । পরে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্কতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন ।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সন্ধ্যামে সংহার করিলেন । তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । তৎপরে সমুদ্রসেন, চক্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কল্-টাধিপতি, প্রভৃতি বঙ্গদেশস্থাবীষ্মদিগকে ও সুস্তদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকুলবাসী স্নেহগণকে জয় করিলেন ।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সঙ্গ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন । সাগরকুলবাসী স্নেহ রাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অমর, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কবচ, কাঞ্চন, রত্নত, বিক্রমপ্রভৃতি মহামূল্য জবাজাত প্রদান করিয়াছিল । ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পূজিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন । তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন । তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্যের বশীভূত হইলেন । অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দত্তবক্রকে জয় ও তাঁহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন । তৎপরে স্ককুমার ও নরাধিপ স্মিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎসাদিগকে পরাজয় করিলেন । তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্কত ও শ্রেণিমান্ পার্শ্ববিকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন । তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুস্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । কুস্তিভোজ প্রীতিপূর্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য করিলেন । অনন্তর শ্রোতবর্তী চন্দ্রবর্তী তীরদেশে পূর্ববৈরী বাসুদেব কর্তৃক পরাজিত জন্তকাশ্বজ মহারাজকে দেখিলেন । তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন । পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন । সহদেব তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নন্দা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথায় স্তমহং সৈন্যসমূহপরিবৃত্ত অবস্থিদেশসমুৎপন্ন মহানীর বিন্দ্যবিন্দ্যকে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্বক ভোজ-কট পূরে গমন করিলেন । সেই স্থানে নিত্যন্ত দুর্দ্বর্ষ মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কোশ্-লাধিপতি, বেমানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযো-ধ্যার পূর্বংশের অধীশ্বরদিগকে, সমরে পরাজয় করিলেন । তৎপরে নাটকের ও ছেরষকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সারুধ ও মুক্ত গ্রাম বলপূর্বক অধিকার করিলেন । তৎপরে নাটবিক, নরকু ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতি-দিগকে জয় করিতে লাগিলেন । অনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পাণ্ডারাজ্যের সহিত

তাঁহার এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ডুরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোক-বিখ্যাতা কিঞ্চিকানারী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্স ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় ক্রোধ ও সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবশার্দূল! তুমি আমাদের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণ-পূর্বক এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্যা সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। অনন্তর তিনি তথা হইতে রত্ন গ্রহণপূর্বক মাহিমতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যাক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান্ চতানন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্তমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তি, পুরুষ ও কবচ সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিন্দ্রয়কর ব্যাপার সন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব তীতি কর্তব্যাতাবিমুচ হইয়া রহিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা বৃধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, ভগবান্ বল্লি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্বে মাহিমতীবাসী ভগবান্ পাবক পারদারিক বলিয়া গৃহীত হন। নীল রাজার সর্কাস-সুন্দরী এক কুমারী ছিল যে, সর্কাস পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি, ঐ রাজকুমারীর রক্তগ্নয় ওষ্ঠপুটিনির্গত বায়ু ব্যতিরেকে বাঞ্ছন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজলিত হইতেন না। অনন্তর বল্লি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপল্লিলোচনা সুন্দরী কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন, এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিন্দ্রয়বিষ্ট হইয়া

বিপ্ররূপী বল্লির শরণ গ্রহণপূর্বক শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তাঁহাকে কল্পা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজ-হৃহিতাকে প্রীতিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! বর প্রার্থনা কর। রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে কোন নরপতি মাহিমতী পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রী-লোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে “আবরণীয়া হও” এই বলিয়া বর দান করাতে, তদবধিই তাহারা সৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিতত্ত্ব ভীত হইয়া রাজগণ মাহিমতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত ও একান্ত ভীত দেখিয়া অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিন্তু রূপ পত্র শুচি হইয়া আচমনপূর্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্! আমি আপনকার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনকার নাম পাবক। বহনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনি হইতে বেদ জন্মিয়াছে, এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদী বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু সুরেশ ও অনল। আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী, হতাশন, জলন ও শিখী। আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ ও সর্কতেজোনিধান, কুমারস্ব, আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকুণ্ড। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃপ্রদান করুন, বায়ু প্রাণ দান ও পৃথিবী বলাধান করুন, জল মঙ্গল সাধন করুন। ভগবান্! আপনি হইতে বারি সঞ্চিত হয়, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ। আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে অগ্নে! আমি প্রীত

ও তুটি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে ভূটি, পুটি, ঋতি ও প্রীতি প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্প্রতিশালী, দানু ও সর্দপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিষ সম্পাদন করিবেন না। এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীর-ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নি, ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না। অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ গমনে প্রগত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাস্ত্রবাদ প্রয়োগপূর্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উথিত হও। তোমার ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অর্চনায় সমাক্ষ অবগত হইয়াছি, তথাচ যে পর্য্যন্ত নীল রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব। এক্ষণে তোমার যেক্রপ মনোরণ, তাহা সফল হইবে।

ইহা শ্রবণে মাজ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উথিত হইয়া কৃতাজলিপুটে নমস্কার করিয়া বহির পূজা করিলেন। বহিঃপ্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসম্মিথানে উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চনা করিলেন। সহদেব পূজা গ্রহণপূর্বক নীলরাজাকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভূত পরাক্রমশালা ত্রৈলোক্যরক্ষকে স্ববশে স্থাপন করিয়া পৌরবেধরকে বসনপূর্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দ্রুতর-বহুসহকারে সুরাষ্ট্রাদিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্তী করিলেন। সুরাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটক মহাপাত্র রন্ধি ও পরম ধার্মিক দেবরাজদণ্ড মহারাজ ভাষকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র, উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাজ্রীভূত সহদেব প্রীতিপূর্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শূর্পাকর,

তালাটক ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও মেরুযোনিসমুদ্র তৃণজি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ব্ব, প্রাবরগ, নররাক্ষস যোনিজ কালমুখ, কোল-গিরি, সুরভীপটন, তাদ্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও ভিমি-দ্বিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, পঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ডা, দ্রুবিড়, উড়্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উট্ট, কর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও জবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মাজ্রবর্তী-তনয় সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ ঋত্ন, অশুর চন্দন কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহাই বসন মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধীমান সহদেব বল, সাস্ত্রবাদপ্রয়োগ ও বিজয়দ্বারা পার্থিবদিগকে করদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরম স্নেহে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর নকুল যেক্রপে বাসুদেবজিত দিক্‌সকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্ত হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমজি-ব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনী-মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সহদেব গোকুলসঙ্কুল, প্রভূত ধনধান্যপরিপূরিত, সমৃদ্ধিশালী, সুরমা, কাষ্ঠিকেশ-প্রিয় রোহিতক দেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাহর-মত ময়ুবগণ সমজিব্যাহারে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরীষক ও বহু-ধান্যসম্পন্ন মহেখদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি,

ত্রিগর্ভ, অঘট, আলব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসম্বন্ধে নানক গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীর-স্থিত ও জনপদবাসী শূত্র আভীষণগণ, বাহারী সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পূর্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্য কটপূর, ও দ্বারপালকে বলপূর্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারতুণ ও প্রতীব্যভূপালদিগকে আপনায় বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন, অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্বক বশীভূত করিলেন। মাজীস্থিত নকুল শল্য কর্তৃক সংকৃত হইয়া প্রভূত রক্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ স্নেহ পলব-বর্ষন, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট জবাজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্শ্ববাদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সহস্র করত তাঁহার মহাধনকোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল।

বিধিভঙ্গ পর্ব সমাপ্ত ।

‘রাজসূরিক পরীক্ষায় ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির ঐযত্নাভিলাষসহকারে প্রজামণ্ডলীয় রক্ষণাবেক্ষণ, সভা প্রতিপালন ও অসাতিকুল সমূলে উন্নয়ন করিলে প্রজাসকল স্ব স্ব কর্তব্য কর্মের অহুষ্ঠানে তৎপর হইল। বখাশাজকর গ্রহণ ও ধর্মতঃ রাজ্যশাসন করাতে জলদমালা বখাকালে সর্বাংশ পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; জনপদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কবি, বাণিজ্য ও

গৌরবপ্রভৃতি সমুদয় কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; কেহ কাহাকে প্রভারণা করিত না; দম্ভা, তন্দর, ধূর্ত ও রাজপুরুদিগের মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিতর ও অগ্নিভয়প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটনা ঘটিত না। সামন্ত ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল উপহার প্রদান ও প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অমুসরণ করিতেন, তিনি কখন অধর্ম্মাচরণপূর্বক ধনাগমের চেষ্টা পাঠিতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি কোন্ডেয় স্বীয় বাসভবন ও কোবাগারের পরিমাণ সবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠানে মানস করিলেন। তদীয় স্নহবর্ষ একত্র ও পৃথক পৃথক হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল। হে মহারাজ ! আপনকার যজ্ঞাহুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরম্ভ করুন।

সকলে উক্তপ্রকার ধ্বনি করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচরশ্রেষ্ঠ তগবান্ ভূতভাবন সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয়, তদ্রূপ তিনি বহুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বাসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিদ্যম্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্বক চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহার নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্ব রথনির্ব্যোবে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন হর্ষ্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং নির্ঝাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনিস্কচনীয় সুখানুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতকুল সমধিক সজ্জ হইয়া উঠিল। তদ্রূপ জনগণ প্রত্যাগমনপূর্বক কৃষ্ণের বখাবিধি সংকার করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধোম্য ও মহর্ষি বৈশম্পায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া অনাম্য-প্রদপূর্বক সুখাঙ্গীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব ! কেবল তোমার অহুগ্ৰহে এই সাগরী বাসুদেব আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত

ধনসম্পত্তি বিপ্রসাং করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিশ্রাব যে, তোমার ও অমুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভে অমু-মতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিম্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অমুজ-গণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর, তৎকর্তৃক অমুজ্ঞাত হইলেই আমি অমুজগণের সহিত মিলিত হইব, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণ কীর্তনপূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহারাজ! তুমিই মহাক্রতু, রাক্ষসের অমু-ষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র অতএব আবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতাহুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, তুর্ধি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ। আমার ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সকল সফল হইয়াছে এবং সিংহলাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কর্তৃক অমুজ্ঞাত হইয়া দ্রাব্যগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞাহুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাদি দ্রব্য আয়ো-জনের অমুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদয় উপকরণ সামগ্রী, মাংসলাভ্য ও ধোম্যোক্ত যজ্ঞসম্পাদ-সকল সমস্ত আনয়ন কর। ইজ্রসেন, বিশোক এবং অর্জুনসারথি পুরু, ইহঁরা আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ মনোহর, সুব্রত, সুগন্ধি সমুদয় কাম্য বস্তুর আয়োজন কর। যুধিষ্ঠিরের শাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনকার আদেশের পূর্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণবৈশামন্য, বৃষ্টিমান বেদস্বরূপ কতি-পয় ঋষিক আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের

ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয় গোজ্যেষ্ঠে স্ত্রীসাম্য গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ বাজবল্য অধর্য্য, বহুপুত্র পৌল ও ধোম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞ বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বত্তিবাচনপূর্বক সঙ্গ করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাস্ত্রোক্ত পূজা করি-লেন। পরে শিল্পকারেরা অমুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহ-সদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্মাণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্বত্র প্রেরণ কর। সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়া দিলেন, জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সন্নিধান শূদ্রদিগকে সমভিযাহারে আন-য়ন করিও। দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদয় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, দ্রাব্যগণ, ব্রহ্মবর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচারি-গণ, নানাদেশসমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত্ত মৃষ্টিমান ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞারতনে গমন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দিক হইতে সর্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগি-লেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্মাণ করিল। সেই সকল আবাসস্থ বহুবিধ অল্পপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চিত্রাভূষণে বিভূষিত এবং সর্বদেবপ্রদ দ্রব্যজাত সমাকীর্ণ ব্রাহ্ম-ণেরা রাজা কর্তৃক সংকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্য-গীতাদি সম্পর্শনপূর্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরস্পর মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজন-সকল, আখ্যায়িকা তৎপর ও আশ্রয়লাগের নিমিত্ত বিপ্র-গণের কোলাহলশব্দ সর্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। কলতঃ তথায় সর্বদা কেবল “দীর্ঘতাং ভূতাতাং” এই মাত্র শব্দ শ্রবণগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গো, সমূহ শব্দা, অসম্মান্য শব্দ, ও দিব্যভরণ

ভূমিতা জ্ঞাপবোনবতী সর্বাঙ্গজ্ঞানী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইজের জ্ঞান পৃথিবীর অধীতির অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও হৃষ্যোধনাদি জাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োদশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয় নম্র বচনে পরম সৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্য প্রমুখবিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করত যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কোতুললাজ্ঞাত হইয়া নানাদিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, হৃষ্যোধনপ্রভৃতি জাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, তুরিপ্রবা, শল্য, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিদ্ধদেবাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী স্নেহগণ, পার্শ্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদল, পৌণ্ডাক, বাসুদেব, বদ্র ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল মালবদেশীয় ভূপালসকল, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা, কুন্তিভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরায়ণ রাজগণ, বিরাট ভূপতি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিওপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রহ্লাদ, শাশ্ব, চারুদেব, কক্ষ, উগ্ধক, নিশট মহাবীর অজবাহপ্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূর্য যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিতে অঙ্কমতি করিলেন। সকল গৃহই নানা-প্রকার তক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সূশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাস-

শিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র এবং মণিময় কুটিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দিক্ সুখাধবলিত অত্যাচ্ছ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্সসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমস্ত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষপ্রকার ধাতুতে সুঘটিত এবং সোপানপংক্তি এমত সুসংঘটিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসনসকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদয় গৃহ অতিমনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সত্যার পরম রমণীর শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাदन করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, জৌনি, হৃষ্যোধন ও বিবিশ্লিতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞাযুজ্ঞানবিষয়ে আমাকে অহুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাঁহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্রতবীক্ষিত পাণ্ডবাগ্ৰজ সকলকে এই কথা বলিয়া বোণাতাম্বুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। হুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের ভাস্বাধারণের ভারার্পণ করিলেন, অশ্বখামাকে বিপ্র সেবায় নিযুক্ত করিলেন, সজ্জয় রাজপরিচর্য্যার ভৎসন হইলেন, এবং মহামুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত সুবর্ণপ্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণা প্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরায়ণ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহারা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। হৃষ্যোধন উপার্যনপ্রতি-গ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ বদ্র রাজগণের পাদপ্রক্ষালনে

নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সত্বর শোভা ও ধর্ম-
রাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অমৃতমন্ডল লাভের
প্রত্যাশায় তথায় থম্বন করিলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন
উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার
দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কৌরবনন্দন
মৎপ্রদত্তধন দ্বারাই প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপন করুন, মনে মনে
এইরূপ স্পর্ধা করত সকল রাজারাই বিপুল ধন দান
করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত্ত বিমানপ্রতিম বিচিত্র রত্ন
ও অশেষ প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম বমণীয় প্রাসাদমালা,
লোকপালনিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহসমূহ ও সমাগত
রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা
হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন;
যজ্ঞ সমাপনকালীন অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে
ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে
মুকুটকে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ
কর্তৃক সূচাক্রমে যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইলে দেবতার পরিভূত
হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত, সকল ব্যক্তি-
কেই অভিলষিত বস্ত্তদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজহৃতিক পর্ক সমাপ্ত।

অর্থাভিহরণ পর্বাধ্যায় ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অতিবেকদিবসে
সংকারাহঁ মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে
অন্তর্কেন্দ্রীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা
রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওরাতে সেই প্রদেশ
কি অনির্কটনীর শোভিত হইয়াছিল। অমিততেজা
দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মত্ববনে সমবেত হইয়া কক্ষান্তর
উপাসনা করত নানা কার্য করিয়া লাগিলেন।
কেহ কহিলেন, ইহা এইরূপ হইবে, কেহ কহিলেন, এ
প্রকার নহে; এইরূপ ঘোরতর বিসম্বাদিতা প্রযুক্ত
অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন
বুদ্ধিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুরুত্বের
লাভ করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্তৃক

উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্মার্থকুশল মহাব্রত
সকল, ভাবার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গ কত প্রকার বিচার
করিতে লাগিলেন। বেদী, বেদজ দেব, বিজ ও মহর্ষি
গণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালা-বিভূষিত অতি বিস্তীর্ণ
নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূন্য বা কোন ব্রতবিহীন
অশুচি ব্যক্তির বাসাদিকার ছিল না।

দেবর্ষি নারদ ধর্মরাজের যজ্ঞবিধানজ্ঞা লক্ষী নিরীক্ষণ
করত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত
ক্ষত্রিয়গণ অবলোকন করিয়া চিন্তার্থে নিমগ্ন হইলেন।
পূর্বে ব্রহ্মত্ববনে ভগবানের অংশাবতরণবিষয়ে যে পুরা-
বৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে
আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম
জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ
করিলেন। সুরারিনিন্দন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ
স্বয়ং ক্ষত্রিয়কূলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতাদিগকে
আদেশ করিলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্বার
স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতা-
দিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যজ্ঞবেশে জন্ম পরি-
গ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যাগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান,
তদ্রূপ ভগবান্ অন্ধকবক্ষিবংশ মধ্যে বিরাজিত হইতে
লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ ধাঁহার বাহবলের উপাসনা
করেন, সেই অরিবিমর্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন
করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ সর্বস্ব পুনর্বার এই
ক্ষত্রিয়দিগের সংহার করিবেন। ধাঁহার উদ্দেশে লোক
বাগবজ্ঞের অমুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেবর স্বয়ং আসিয়া
বহমান প্রদর্শনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের মহাত্ম্যের অবস্থিতি
করিতেছেন। সর্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই
সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত! রাজা-
দিগের যথার্থ সংকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋষিক্, সখ্যকী,
স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয় ব্যক্তি এই ছয়জন অর্থাহঁ।
ইহারা অর্থ পাইবার মানসে বহু দিবসাবধি আমাদের
অনুগত হইয়া রহিয়াছেন অতএব ইহাদিগের সকলের
নিমিত্ত এক একটি অর্থ আনয়ন কর; পরে যিনি সর্ব-
শ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অর্থ প্রদান করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি কাঠাকে অর্ঘ্য-
দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন। ভীষ্ম স্বীয়
বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্যই নিশ্চয় করিয়া কহিলেন,
যেমন জ্যোতিষ্কসমূহায়ের মধ্যে লোকের প্রভা সর্বাতি-
শায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও
পরাক্রমবিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, যেমন ভিমিরাবৃত্ত প্রদেশে
স্বর্ঘ্যরশ্মিসমাগমে লোকের অস্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন
নির্দ্রাভ স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আত্মাদের
পরিসীমা থাকে না ; তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের
সভা উদ্ভাসিত ও আত্মাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে
অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্ম কর্তৃক
অমুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধিঅর্ঘ্যপ্রদান করিলেন।
কৃষ্ণ শান্তদৃষ্টে বিমিশ্রিত সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।
মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না
পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার
করিতে লাগিলেন।

সট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিলেন, হে পাণ্ডব ! এই সমস্ত রাজগণ
উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্থ হইতে
পারেন না। তুমি কাম্যঃ কৃষ্ণের অর্জনা করিয়াছ, এক্রূপ
ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক;
সুতবাঃ ধর্মের কিছুই জ্ঞান না, ধর্ম অতিদূর পদার্থ,
আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে
ভীষ্ম ! তোমার ন্যায় প্রিয়চিকীর্ষু ধার্মিক ব্যক্তি সাধু-
সমাজে অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা
নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলে এবং
সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ
করিল। অথবা কৃষ্ণকে স্ববির মনে করিয়া থাকিবে, যাহা
হউক, বুদ্ধতম বশুদেব থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্থ
হইল হে কুকনন্দন ! কৃষ্ণ সর্বদাই তোমার অমুযুক্তি করে
এবং তোমার প্রিয়ার্থী, যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে
কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে
আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ
কেন অর্চিত হইল ? অথবা কৃষ্ণকে ঋষিক্ মনে করিয়া

থাকিবে, যাহা হউক, বুদ্ধ বৈশ্যায়ন উপস্থিত থাকিতে
কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন !
স্বৈচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনুভীষ্ম, মহাবীর সর্বশাস্ত্র-
বিশারদ অশ্বখামা, রাজেন্দ্র দুর্ঘোদন, ভারতচার্য্য ক্রপ,
কিংপুরুষাচার্য্য ক্রম, রাজা কৃষ্ণী এবং মজাধিপশল্য,
এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ্য প্রদান
করিলে ? হে রাজন ! যিনি বানদ্রোণের প্রিয় শিষ্য, যিনি
আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদায় রাজলোক পরা-
ভব করিয়াছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণকে অতি-
ক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে। বাসুদেব
ঋষিক্ নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয় ; হে কুরুশ্রেষ্ঠ !
কেবল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান
করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে, মনে
মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই
সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান
করিলে ? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্দীনা,
অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি
ধর্মচরণে প্রযুক্ত এবং সাত্ত্বিক্যে দীক্ষিত, এই বলিয়াই
কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান
রক্ষা করিলেন না। এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে
অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, ইহার পর আর আমাদিগের অপ-
মানের বিষয় কি আছে। “ধর্মপুত্রের ধর্মীয়তা” এই যশ
নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই। কোন্ ধার্মিক পুরুষ ধর্ম-
ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে ? যে রক্ষি-
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা
মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই হরাত্মা
কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করাতে অদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদ-
র্শিত ও ধার্মিকতা বনষ্ট হইল। কৃষ্ণতনয়ের ভীষ্ম, নীচ-
স্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ ! তোমার সবিশেষ
পর্যালোচনা করা কর্তব্য ; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত
তোমাকে পূজা প্রদান করিল, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া
কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে ? যে ন গোপনে ঘৃণের
কণামাত্র ভক্ষণ করিবে। কুকুর আত্মপ্রাণা করে, তাহার
ন্যায় তুমি আপনার অমুপযুক্ত পূজার বহু মান করিতেছ।
ওহে কৃষ্ণ ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই ;
স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই

বিক্রপ করিয়াছে। যেমন ক্রীবেব দারপরিগ্রহ ও অন্ধের
রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজাবিশ্বীনের রাজসম্মান
অতীব লজ্জাকর। রাজা বুদ্ধিষ্টির ও ভীষ্মের যেকোন বিদ্যা
বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদুশ, তাহাও দৃষ্ট হইল। শিশুপাল
তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাজোত্থান-
পূর্বক রাজগণসমভিষায়াহাে সভা হইতে প্রস্থান করিতে
উদ্যত হইলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজাবুদ্ধিষ্টির সহরে
শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে লাঙনাপূর্বক
নম্রুবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! তুমি যাহা
কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই, উহা
নিতান্ত অধমযুক্ত, পরুষ এবং নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ
হইতেছে ধর্ম্মকাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জাননা;
ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ,
যেসকল রাজারা তোনা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা
তাঁহাদিগের অভিলষণীয়, অতএব এবিষয়ে তোমার ক্ষান্ত
হওয়াই উচিত। হে চেদিপতি! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে
যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হও, কোঁরবকুল ইহঁকে যেমন
চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি যেকোন জানিতে পার নাই।
ভীষ্ম কহিলেন, হে বুদ্ধিষ্টি! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চনা
যাহার স্নানভিনয়, এমন ব্যক্তিকে অচুন্নয় বা সাস্থনা করা
অশুচিত। যে ক্ষত্রিয় সমরে ক্ষত্রিয়সত্ত্বকে পরাজয় ও
আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন,
তিনি সেই নির্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী
নৃপসভায় এক জন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাহাকে
কৃষ্ণ সেভাবে পরাভব করেন নাই, অত্যাচারকে বল আমা-
দিগের অর্চনীয়, এমন নহেন, সেই মণ্ডল জিলোকীর
পূজনীয়, তিনি বৃদ্ধ অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়া
ছেন, এবং অথও ব্রহ্মাও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে;
এই নিমিত্ত অন্যান্য দর্ষিত ব্যক্তি থাকিতেও আমরা
কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার একপ
গর্ব্ব প্রকাশ করা লিভাস্ত্র অযোগ্য; অতঃপর আর যেন
তোমার বুদ্ধির একপ ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনে-

কানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি
এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ প্রকার
গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল
কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসঙ্গিন্যানে পুনঃ পুনঃ তৎ-
সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বলক হইলেও
আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য,
বীৰ্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয়প্রভৃতি সনস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই
ভূতস্থাবর জগদর্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি,
নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অহরোধে অথবা উপকার
প্রত্যাশায় তদীয় সংকার করি নাই। গুণবাহুলাপ্রযুক্ত
বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চনা করা
বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চ-
নীয়, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়,
বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্-
বংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সংকার্য্যই হয়েন; কিন্তু কৃষ্ণের
পূজাতাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদ-
বেদান্তপারদর্শী ও সমদিক বলশালী। ফলতঃ নম্রু-
লোকে তাদৃশ বলবান এবং বেদবেদান্তসম্পন্ন দ্বিতীয়
ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। দান, দাক্ষ্য, প্রত, শৌর্য্য,
লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অহুপন ত্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ
প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে।
অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ
পূজ্য কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদান করা তোমাদিগের
সংকতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক,
রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চিত হইয়া-
ছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা
তিনিই অবাঞ্ছিত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের
অদীশ্বর, অতঃপর পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ
কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই
একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র,
দিব্ বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।
যাদুশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্রিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মহুসোর
রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের
আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের স্রমেক এবং বিহঙ্গজাতির গরুড়
মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে উদ্ধ, ত্রিষাক্
ও অধঃপ্রদেশে জগতের বাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে,

ভগবান্ কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্বদা সর্ব স্থলে কৃষ্ণকে বৃত্তিতে পারেন না, এই কারণে তিনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যাংকুষ্ট ধর্ম অল্পসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্মের মর্ম বৃত্তিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচ সমর্থ হইবেন না ; বালক, বৃদ্ধ ও ভূপাল-গণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কোন্ ব্যক্তিইবা কৃষ্ণের সংকার বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন? বদ্যাপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অতিরিক্তি হয় করুন।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, কৌশলিনিস্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী, তিনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ; যে সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি, যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত উত্তরপ্রদানে সাহসী হউক। বাহারা বুদ্ধিমান, সদস্যং ববেচনা করিতে সমর্থ, সেই নৃপাধমেরা অবশ্যই কৃষ্ণকে পূজা করিতে অশ্রদ্ধা করিবেন। সহদেব উক্ত প্রকার গল্প প্রদর্শনপূর্বক পাদোত্তোলন করিলে সেই সকল অভিমানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙলিন্শক্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবর্ণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্বজ্ঞ সর্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্বসমক্ষে কহিলেন, বাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরায়ুগ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত ব্যকালপে করিতে নাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্ছ জনগণের পূজা করিয়া কন্ম সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীপনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত কীর পুরুষ ক্রোধে কম্পাদিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্ভ্রান্তি বাদব ও পাণ্ডবকুলের সমুলোন্মুলন

করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব। চেরিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাজারা নির্বেদ-প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বৃত্তিতে পারিলেন যে তাঁহার। স্বদ্বার্থ পরামর্শ করিঁতছেন।

অর্ঘ্যভিহরণ পর্ব সমাপ্ত।

শিশুপালবধ পর্বাধ্যায় ।

উনচত্বারিংশতম অধ্যায়।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগবসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষ-প্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সূয়োদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ। এই মহান রাজ-সমুদ্র সংজ্ঞাভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে বাচ্য কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন। বাহাতে যজ্ঞের বিষ ও প্রজাগণের অহিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুকুর কখন সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্বেই হৈহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রমুগ্ত হইলে কুকুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীংকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রমুগ্ত বৃষ্টিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজমণ্ডল চীংকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যাবৎ আগরিত না হইতেছেন, তৎক্ষণ নৃসিংহ চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্শ্বব-শ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্শ্ববিদগকে বমালয়ে লইয়া বাইবার কাননা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রাজ্ঞতম! চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিভ্রম ঘটয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ বথন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের দ্বায় তাহাদিগের বুদ্ধি এপ্রকার বিপ্লাবিত হইয়া

থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রম্যাপতি চতুর্দিক জীবের স্রষ্টা ও সংহর্তা। ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! পার্শ্ববর্গগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত লজ্জিত হইতেছ না কেন? বুদ্ধ হইয়া কি কুলদুষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিবাবস্তা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রাণান হইয়াছে; অতএব ধর্মসম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাৎ ভাগে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অঙ্গসংস্পর্শ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাহুবলবৎ পুতনাবাতপ্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্তন করিয়া আনাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচৈতন্য হইয়া ছুরায়া কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে; তুমি জ্ঞানবুদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং বুদ্ধান-ভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাঠময় শকট পাদ দ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম? না বলীকপিওমাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাহুবল পূর্ব্বতে গরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই ছুরায়া বলবান্ কংসের অগ্রে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কুরুকুলধর্ম ভীষ্ম! তুমি অধার্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধু ব্যক্তির স্মৃণীলদিগকে এই প্রকারে অমুশাসন করিয়া থাকেন যে, জী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা

ও প্রতিজ্ঞাস্থিত ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না। তোমাকে তৎসমুদায়েরই অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবধর্ম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়ো-বৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবুদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা কারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসা-ভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে ও, আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে, তোমার বাক্যসমুদায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাই না। স্তাবকের স্তব অত্যাুক্তিদোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না, কারণ বাহার যে প্রকার স্বভাব, ভূমিস্তন্যামক শকুনির ন্যায় কে তাহারই অমুবর্তী হইয়া চলে। তুমি জঘন্যপ্রকৃতি, অধার্মিক ও সংপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম করিয়াছ, কোন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্মিক জ্ঞানিয়া সে প্রকার করিয়া থাকে? ধর্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজামানী হইয়া কোন ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সংপথানুবর্তী ছিলেন, সূতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না। তুমি এমনই ধার্মিক যে, তোমার সম্মুখেই তাহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটয়াছিল, এমন মনে করিও না, তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহ প্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুজাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না, কারণ তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞব্যক্তি তদনুসারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ বজ্র, এ সমুদায়ে অপত্যফলের বোড়শাংশও নাই; অগ্নুজ ব্যক্তির ত্র্যোপবাসাদি সমুদায় বিফল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকটে হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে।

হে ভীষ্ম ! “পুরাণবেত্তারা এই গান করিয়া থাকেন, হে পত্রবধ ! অন্তরাঙ্গা নিহত হইলে পর রোমন করিতেছ” এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার করিয়া থাকেন, পূর্বকালে সমুদ্র-প্রান্তে ধর্ম্মভাবী অধর্ম্মচারী এক বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষিদিগকে ধর্ম্মের অন্তর্ধান কর, অধর্ম্মাচরণ করিও না, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত। অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষিগণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং ইহার নিকটে ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি, এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রকূলে নিমগ্ন হইত। পক্ষিরাই তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু হুয়াঙ্গা হংস আগনার কার্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত, সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত। সেই সমুদ্রায় ডিঙ্গ বিনষ্ট হইলে কোন প্রজাবান্ পক্ষী সন্ধি-হান হইয়া সেই ছত্রাচারের পাপাচার দৃষ্টিগোচর করত সাতিশয় হুংখিত চিত্তে অন্যান্য পক্ষিদিগকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা লম্বীপবর্তী হইয়া প্রত্যেকে দর্শন করিয়া সেই কপটাদুরী সন্ন্যাসের প্রাণ সংহার করিল। হে ভীষ্ম ! তুমি সেই হংসের সমান ধর্ম্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণবৎ, অতএব ইহার ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ডভক্ষণরূপ জন্তুটি কয় তোনারই বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।

• একচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

শিশুপাল কহিলেন, মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিন্নত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাস্তবদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই একেশ্বর তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা বাহা করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে ? এই হুয়াঙ্গা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া বলপূর্বক অদ্বার দিয়া প্রবেশিত হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাঙ্গা জরাসন্ধ এই হুয়াঙ্গাকে পান্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অত্রাক্ষণ

জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি ক্রুদ্ধ, ভীম ও অর্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে ক্রুদ্ধ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ ! তুমি ইহাকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন ? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডব-দিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, এবং ইহার সেই ব্যত্বাহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তাকাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজসদৃশ স্বভাব বিক্ষারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিক-তর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখা ক্রকুটী ত্রিকুটস্থ ত্রিপথগামিনীগঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল, দশনে দূশন শীড়ন করিতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া দোষ হইল, যেন যুগান্তের কালা-ন্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধাবেগে উদ্ভিত হইতেছেন, এমন সময় মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন শশিশেখর মড়া-ননকে গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গোবদায়িত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপশাস্তি হইল। যেমন সমুদ্রের মহাসমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, ব্রহ্মণ অরিন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ভীমসেন ক্রোধাধিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। ক্রুপিত সিংহ যেমন নৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীম পরাক্রম ভীম-সেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীষ্ম ! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতির নয়নগোচর করুন। তদনন্তর ক্রক্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চোদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

দ্বাচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ইনি অ্যশ্বক ও চতুর্ভূজ ছিলেন, এবং জাতমাত্র রাষভসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহার মাতা পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভাৰ্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, “হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান্ বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইও না, অমূল্য হইয়া প্রতিপালন কর, হে নরাদিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে, যিনি ইহার জীবনহস্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।” এই কহিয়া দৈবনিবৃত্ত হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাণী প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন, বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি বথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালাগুরু হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, হে দেবি! তোমার পুত্র যাহার অঙ্গদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চদশ-ভূজ-প্রতিম অধিক ভূজস্বয় ক্ষিতিলে বিগলিত হইবে, এবং যাহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন।

অন্যান্য প্রার্থিবগণ তাহারই জিনেত্র ও চতুর্ভূজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সংকার করিয়া এককক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিল। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক পৃথক রূপে রাজসহস্রের অঙ্করূঢ় হইলেন। কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারাবতী নগরীতে ছিলেন, ইহার এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃস্বশাকে দেখিবার নিমিত্ত

চন্দ্রোপূরী আগমন করিলেন, তাঁহার্য্য জ্যোতীষক্রেমে ভূপতিকে ও পিতৃস্বশাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী বাদবী আক্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভূজস্বয় খলিত ও ললাটস্থ জিনোচন তিরোহিত হইল, তখন শিশুপালজননী জ্ঞানিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভূজ! এই ভয়কাতরাকে বরপ্রদান কর, তুমি আর্ন্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অতঃপ্রদ। শিশুপালজননীর এবশ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। রাজ-মহিষী কৃষ্ণকর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাবল যজ্ঞপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা। তখন বাসুদেব কহিলেন, পিতৃস্বশঃ! আর্পণি শোক করিবেন না; আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত পুণ্যসম্পাদনা করিব।

ভীষ্ম মুদিত্তিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাশাশ্রমী শিশুপাল, গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলস্ক অদ্য আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ পার্শ্বব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, বাহার প্রভাবে সে হুর্জুন্ধিপের তত্ত্ব হইয়া আনাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দূলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অচিরকাল মধ্যে সেই নিজতেজঃ পুনরাদান করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধ-
ভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । হে ভীষ্ম ! তুমি বল্লির
ন্যায় উদ্ভিত হইয়া নিরন্তর বাহার স্ততিবাদ করিতেছ,
আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন
যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে,
তাহা হইলে কেশবকে পবিত্র্যাগ করিয়া এই সকল
ভূপালগণের স্ততিবাদ কর, এই পার্থিবপ্রধান বাহুলীকরাজ
দরদের স্ততি পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী
কম্পিত হইয়াছিল ; হে ভীষ্ম ! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা
কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ
বলশালী ; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতিভয়ানক, কুণ্ডল-
দ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্মিত ; এবং কবচ বালার্ক-
সদৃশ, যিনি দাসবের ন্যায় হৃৎকর জরাসন্ধকে বাহ-
যুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন ।
এই মহারথ দ্রোণ ও তৎপরে অশ্বখামার স্তব কর, যাহা-
দের এক জন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত
করিতে পারেন । ফলতঃ ইহাদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টি-
গোচর হয় না ; কি আশ্চর্য ! সেই অনন্যসাধারণ বীর-
যুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না ? হে
ভীষ্ম ! সাগরারোহী পৃথিবী ক যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র
হৃষ্যোধনকে অভিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্ততিবাদ করা কি
ন্যায়ানুগত ? না বুদ্ধিমানের কার্য্য ? কৃতান্ত দূর্বিক্রম
রাজা জয়দ্রথ, প্রাণতবিক্রম বিরাট্যাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের
শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্ধর কস্তুরীক, ভগদত্ত,
যুগকেন্দ্র, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, ক্রপদ, বৃহদল,
শকুনি, অবন্তিদেবী বিন্দ ও অম্ববিন্দ, পাণ্ডা, শ্বেত,
উত্তম, মহাভাগশত্ৰু, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও
মহারথ কালিঙ্গ, এই সমস্ত বীর পুরুষদিগের প্রতি
উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ ? হে
ভীষ্ম ! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা হইয়া
থাকে, তবে কেন শল্যপ্রভৃতি ভূপালগণকে স্তব কর না ?
তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই ;
অতএব আমি কি করিব । পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে,
আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপূজা, ও পরনিষ্ঠা ও পরস্তুব সাধু-
দিগের অকর্তব্য । তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অন্ত-
বনীর কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অমু-

মোদিত নহে, তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ হারায়া
পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই
বুদ্ধি প্রকৃতির অমুগত নহে ; আমি পূর্বেই কহিয়াছি
যে, ভূলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান, শিশুপাল
এই কথা বলিয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম ! শ্রবণ কর । হিমা-
লয়ের অপর পার্শ্বে ভূলিঙ্গ নামে এক শকুনি বাস করে ।
তাহার বাক্য অর্থ বিগর্হিত ও নিন্দনীয় । সে অন্যকে
সাহসু করিতে নিষেধ করে কিন্তু আপনিই যে অতীব
সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র
বৃদ্ধিতে পারে না । সেই নির্য্যাস শকুনি সিংহের বদন
হইতে দশনবিলম্ব মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু
সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে ।
সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই ।
হে অধ্যাত্মিক ভীষ্ম ! তোমার বাক্যও সেই প্রকার
প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার
ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার
প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার ভুল্য নিন্দিত কথা
আর কেহই নাই ।

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন, হে চেদিরাজ ! তুমি কহিতেছ “আমার জীবন
এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন ” কিন্তু আমি ইহা-
দিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না, ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে
ভূপতিগণ রোষাধিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন,
কেহবা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন । কোন কোন
ধনুর্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পাপ-
গর্হিত হৃদয় ভীষ্ম কমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে
পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হস্তাসনে দগ্ধ কর ।

কুরু পিতামহ মতিমান ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, হে নৃপতিগণ ! তোমাদের কথোপকথন
শেষ হইবার নহে, আমি এই অধসরে কিছু বলিতেছি,
শ্রবণ কর । তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা
কট্যগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ
করিলাম । আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও
সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহার নিতান্ত মরণকণ্ঠ
হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাহুবলকে যুদ্ধে
আহ্বান করেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বান-

কারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই বাদব দেব
শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে ।

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত বিক্রমশালী চৈদিরাজ,
ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই বাহুদেবের সহিত সঙ্গ্রাম করি-
বার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । হে জনাৰ্দ্দন !
আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার ঋহিত
সঙ্গ্রাম কর; আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভি-
বাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি । হে কৃষ্ণ ! তুমি রাজা
নহ; তুমি দাস, দ্রুপদ ও পুঞ্জর অযোগ্যপাত্র; পাণ্ডব-
গণ বালতাপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে
পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ
পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্তব্য । শিশুপাল এই
বলিয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যবশানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মূহু-
রুরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতি
গণ ! এই সাংতীনন্দন আমাদেরই পরম শত্রু; এই
দুরাত্মা সর্বদা অপকারী ন্যস্তগণের অপকার চেষ্টা করিয়া
থাকে । এই দুরাত্মার আনার পিতৃবশীর হইয়াও আমরা
প্রাগজ্যোতিষ পুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া
দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল । ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক
পর্বতে গমন করিলে এই পীঠিত তদীর সহচরগণের মধ্যে
অনেককে বিলাশ ও অনেককে বধ করিয়া স্বপুরে গমন
করিয়াছিল । আমার পিতার অশ্বমেধাহুষ্ঠান-সময়ে
ঘিয়েংপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণ পরি-
বৃত্ত, পবিত্র যজ্ঞার্থ অপহরণ করিয়াছিল । এই দুরাত্মা
নিভাত্ত অননুরক্তা সৌবীরদেশগামিনী বক্রপন্নীকে এবং
কাক্ষবেয় নিমিত্ত মায়ী জ্বলন পূর্বক স্বীয় মাতুল
বিশাখাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল ।
আমি কেবল পিতৃবশীর অহুরোধেই এই পাপাত্মার
হৃদয় সকল এতাবৎকাল পর্যন্ত সহ্য করিয়াছি ।
দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদায় ভূপতি-
গণ সম্মিলনে সমুপস্থিত আছে । এই পাপাশয় অদ্য
আমার প্রতি যেক্রপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপাল-

গণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে বাহা বাহা
করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন । এই দুরাত্মা অদ্য
সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে,
অতএব কোন ক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না ।
মৃত্যুশিত শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণনিকে
প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্তের বেদশ্রবণপ্রার্থনার
ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল ।

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণা-
নন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগি-
লেন । চৈদিরাজ বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অটু-
অটুহাস্য করত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ !
তুমি এই সভামধ্যে বিশেষতঃ পার্থিবগণ সমক্ষে কৃষ্ণ-
নিকে মংপূর্বা বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না ? হে
মধুসূদন ! তুমি বাতিরেকে অন্য কোন পুরুষাভিমানে
ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অগ্রপূর্বা বলিয়া নিদেণ করিতে
পারে ? হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিতে
ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; কিন্তু তুমি ক্রুদ্ধ হইলে
আমার কোন ক্ষতি নাই এবং অসম হইলেও কোন
লাভ নাই ।

ভগবান্ মধুসূদন, দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্স্ববিনাশক স্বীয় চক্রাঙ্গ
স্বরণ করিলেন । চক্রস্বরণমাত্রই তাঁহার হস্তে উপস্থিত
হইল । তখন ভগবান্ চক্রপাদি ভূপতিগণকে সম্বোধন-
পূর্বক কহিলেন, হে মহীপালগণ ! তোমরা শ্রবণ কর,
দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্বে আমার নিকট প্রার্থনা
করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ
মার্জনা করিতে হইবে; আমিও তাহার প্রার্থনার সম্মত
হইয়াছিলাম; ভগ্নিমিতই এতাবৎকাল পর্যন্ত উহাকে
ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ
হইয়াছে, অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই
সংহার করিব ।

অরাতিমুহূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে স্তুতীক
চক্র দ্বারা চৈদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন । চৈদি-
পতি বজ্রহত পর্বতের ভ্রায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ।
তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় স্তম্ভহৎ
ভেজঃপুঞ্জ সমুৎপিত হইয়া সর্বলোকনমস্কৃত কমললোচন

কৃষ্ণকে অভিবাধনপূর্বক স্ত্রীয়া শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অকৃত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনা মেঘে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনাঙ্গিনের অলৌকিক কর্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙনিম্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীভ্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাত্ত্বিক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তুব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমযোযনন্দনের অন্ত্যোষ্ঠি ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অমুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ প্রতীপালন করিলেন। পরে মহাবাজ যুধিষ্ঠির মণীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পান্ডুনন্দন সেই সর্বসমুদ্ভিসম্পন্ন পরম শ্রীভিক্রম, প্রভূত ধনধান্য সংযুক্ত, মহাক্রতু রাজস্বয় নিরীক্সে স্তম্ভসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শাঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনান্তর অবতৃণমান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাট; আপনি নিরীক্সে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীচ-বংশীয় ভূপতিগণের বশোবর্জন করিলেন। আমরা আপনকার মহাবজ্ঞে আসিয়া সর্বপ্রকার কামাবস্ত উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে বথাবিধি পূজা করিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ শ্রীভিপরূক আমাদের নিকটনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব

রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত ইহাদের অনুগমন কর। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী যুধিষ্ঠায়, বিরাটের; অর্জুন, মহাত্মা মহারথজ্ঞপদের; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ভীম ও ধৃতরাষ্ট্রের; যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সহদেব, মহাবীর সপুত্র দ্রোণের; নকুল, পুত্রসহিত সুবলের; দ্রৌপদীনন্দন ও সুভদ্রা-ভনয়গণ, পার্শ্ব-ভীম ইন্দ্রপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের অনুগমন করিলেন। তৎপরে সমুদায় ব্রাহ্মণগণ ও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকটনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজস্বয় স্তম্ভসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকাতে গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজস্বয় স্তম্ভসম্পন্ন হইল। তোমার প্রত্যাশেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব, আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের বচনবশানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, হে পিতৃহসঃ! আপনার পূজগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকাতে গমন করি। কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অন্তঃপ্রবেশ কল্পিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্তুতি-বাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণসারথি দারুক মেঘবপু নামক মনোহর রথ যোজনী করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক আয়োজন করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে

ভাঁহার অহুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ কণকাল রথবেগ সম্বরণপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! পর্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাক্রম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তুঙ্গ তুমি অশ্রমন্ত চিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তুঙ্গ তোমার বজ্রবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন। এইরূপে বিবিধ কথাবাসনে ভাঁহার পরম্পর অহুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। বাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতীগমন করিলে কেবল রাজা দুর্যোধন ও শ্রবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব সমাপ্ত।

দ্রুত পর্বাধ্যায় ।

পঞ্চচহারিংশতম অধ্যায় ।

দৈবশাস্ত্রায়ন কহিলেন, মহাবীজ রাজস্বয় পরিসমাপ্ত হইলে ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আস্ত আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবোন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাথিন্যাসবিশারদ ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুবংশধর কোন্তেয়! তুমি অমূল্য সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতি সাধন করিলে। তোমাহইতে কুরুবংশ উজ্জল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি গ্রহণ করিব। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থক্য, এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতিদুঃখ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন

কেহই নাই। তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! সেই ত্রিবিধ উৎপাত জরোদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্কুনের বলে তোমাকে উপলব্ধ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরাস্তক মহাদেব বৃষভাক্রুত হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! সেই স্বপ্ন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অশ্রমন্তস্থিতিমান এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসপর্বতে গমন করি, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সমস্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্বতে গ্রহণ করিলেন।

পিতামহ গ্রহণ করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পৌরুষ দ্বারা দৈব শক্তির অতিক্রম করা অতীব দুঃসহ কর্ম। মহর্ষি যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে; আমি ভাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। বদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিশাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অহুষ্ঠান করুন। সভ্যস্তুতি যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের কথাই চিন্তা করত ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; “আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতগণের নিদেশবর্তী হইয়া যোগ সাধন করিব; কি পুত্র কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর

ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না ; অতঃপর হইতেই সংগ্রাম ঘটনা হয় ; আমি বিগ্রহকে সূদূরপর্যন্ত করিয়া কেবল সকলের প্রিয় কার্য্যই অমুষ্ঠান করিব ; তাহা হইলে লোক মধ্যে নিশ্চিন্ত হইব না ; যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না ।" যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণও জ্যেষ্ঠের বাক্য অমুমোদন করিতেন । ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সভা-মধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানান্তর পিতৃ-গণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন । মহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন । দুর্য্যোধন, শৌবল এবং শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন ।

যট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সূচিত উপবেশন করত ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি তাহাতে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য অভিজ্ঞায় দেখিলেন, তাহা কখন চিন্তানানগরে চুটিগোচর করেন নাই । দুর্য্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক ক্ষাটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলক্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ করিয়া দুর্মনায়মান ও প্রবেশবিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর জলক্রমে সেই ক্ষাটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন । পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষম মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তদনন্তর স্থলক্রমে ক্ষাটিকবৎ নিশ্চল জলে ও গগ্নে স্রোতাভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন । মহাবল ভীমসেন এবং স্তনীয় বিষ্ণুরগণ সুর্য্যোধনকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৃতোরা তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল । তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ভ্রায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন । কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনেই রাখিলেন ।

তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না । তিনি পুনরায় এক্রপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎকর্ষণ করিয়া উত্তরগবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন । তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল । তিনি যে কেবল ক্ষাটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, ক্ষাটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আততমন্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন । সেইরূপ অন্যত্রানে ক্ষাটিক কপাটপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘটিত করিতে করিতে নিষ্কান্ত হইয়া পতিত হইলেন ।

পরে বিভতাকার অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্রলম্ববিবেচনায় তথা হইতে বিরত হইলেন । হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া এবং রাজস্বয় মহাবজ্ঞে সেই অদ্বুত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অমুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টনানগরে প্রস্থান করিলেন ।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভা-সমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্ন্যাস উপস্থিত হইল । তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়-গণের মহান্ মহিমা, মহানুভাবতা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন । দ্রুতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অল্পম সম্ভার শোভা চিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সস্তাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলস্য করিলেন না । সুবল্যায়জ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন ! তুমি কি নিমিত্ত এক্রপ বিষম মনে গমন করিতেছ ? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! মহাত্মা ধনঞ্জয়েন শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সগাগরা বহুক্ষমাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশবদ এবং ইন্দ্রবজ্রসদৃশ সেই মহাবজ্র নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন অমলজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইতেছে । দেখ, যখন বাহুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমত কোন ভূপতি ছিলেন, যিনি তাঁহার চরণাগ্রগত না হইয়াছিলেন । তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিত্রবান্বে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে

পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্ত কর্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার একরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজলিত হতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব, অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালায় হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন্ সম্ভবান পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনাদের অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজকুমারী দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না জ্ঞী না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ জ্ঞীলোক হইলে একরূপ যজ্ঞদী ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজকুমারী, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি না সম্ভাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই, এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ আমি যাহাটুক বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অমূল্যলভ্যপ্রযুক্ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনর্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্মরাত্রে দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই স্ত্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়।

শকুনি হুর্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হুর্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে,

তদদর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি একরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারিও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্বে তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগও করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পার নাই। পরিশেষে তাহাদিগকে অংশপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভাষা, সপুত্র ক্রপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আশ্রয়প্রাপ্ত সেই অংশ বর্জিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? ধনজয় হতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়া গাতীব ধনুঃ অক্ষয়-তুণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদায় লাভ করিয়াছে এবং সেই কাম্বুকের সাহায্যে ও আপনার বাকবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশমদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? পাণ্ডবদাহকালে ময়দানকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার দ্বারা সেই সভা নিষ্কাশন করিয়াছে, ময়দানবের অজ্ঞানভ্রমী কিকরনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে “আমার সত্য নাই” সে কেবল তোমার ভ্রান্তিভ্রম, কারণ ভ্রাতৃগণ তোমার অতৃপ্ত এং মহাধর্ম্মের কীর্য্যবান্ ভ্রোণ, তাহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গোভম, আমি আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়; তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অথও ভূমণ্ডল জয় কর।

হুর্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন আমি আপনাকে ও পূর্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অথও ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! ধনজয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র ক্রপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যাত্ত নহে; ইহারা সকলেই মহারথ, মহাধর্ম্ম, কৃতান্ত ও যুদ্ধহর্ম্মদ। হে রাজন্! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।

দ্রুতগোপন জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতুল ! যে উপায় দ্বারা
সুন্দরগণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের মনোযোগে তাহা-
দিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন : সে উপায় কি
প্রকার। শকুনি কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির দূতপ্রিয়, কিন্তু
তাঁহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার
নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহৃত হইলে
নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আমি অশক্রীড়ায় সাতিশয়
দক্ষ, এই শিদ্ধি বনে আমার তুলা ক্রীড়াশীল আর কেহই
নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে দূত আহ্বান কর, আমি
তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজ-
লক্ষ্মী গ্রহণ করিব ; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে
অবগত করাও, তাঁহার অশ্রদ্ধা লইয়া তাঁহাদিগকে পবা-
জয় করিব, সন্দেহ নাই। দ্রুতগোপন কহিলেন হে মাতুল !
আপনিই পিতাকে সান্ত্বিত করিবেদন করুন, আমি সেই
দুর্দ্ধর ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি দ্রুতগোপনের
অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রজ্ঞ,
রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
মহারাজ ! দ্রুতগোপন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, ক্রুশ, দীন ও চিন্তা-
পরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য হৃদয়-
শোক কেন অমুগম্য করিতেছেন না ? যুধিষ্ঠির শকুনি-
প্রযুক্ত অবগত হইয়া দ্রুতগোপনকে সন্মোদন করিয়া
কহিলেন, বৎস দ্রুতগোপন ! কিনিমিত্ত তুমি এত কাতর
হইয়াছ ; নন্দ্যাপ্ত আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে
প্রকাশ করিয়া বল ; তোমার মাতুল কহিতেছেন যে,
তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও ক্রুশ হইয়াছ ; কিন্তু চিন্তা করিয়া ও
তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস ! প্রচুর
ঐশ্বর্য তোমাতাই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহ-
দগণ অপ্রিয়ারচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান
ও পিশিতান্ন ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম
তোমাকে বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি হৃৎখে বিবর্ণ
ও ক্রুশ হইতেছ ? মহামূল্য শব্দা, মনোহারিণী রমণী,
শোভাসম্পন্ন গৃহ ও সচ্ছন্দবিহার, এই সমস্ত বস্তু দেবতা-

দিগের ন্যায় তোমার উচ্ছাসমাত্র স্থলভ, তবে তুমি কি
নিমিত্ত দীনের ছায় শোক করিতেছ ?

দ্রুতগোপন কহিলেন, হে তাত ! কেবল কালযাপন
করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও
উগ্রতব ক্রোধ ধারণ করিয়াই সমুদ্র রত্নসমূহ, কিন্তু সে
বাহ্যিক জাতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজ্ঞাগণকে দশীভূত
রাপিতে পারে এবং অরিপরিভব হইতে মুক্তি উচ্চা করে,
সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ ! সম্ভ্রাম শ্রী ও অভিমানকে
নষ্ট কর, আর যিনি কেবল অহংগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত
হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ব প্রাপ্ত হন না। যে দিন
যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদ-
বধি আমার ভোগ্য বিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে
পারিতেছে না। আমি সম্পদগণকে উন্নত ও আপনাকে
হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও
আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই
নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও ক্রুশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির
প্রতিদিন অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক ও গৃহমেষীকে এবং
ত্রিশং দাসীকে ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার আঁলয়ে
অন্যান্য দশসহস্র বাক্তি স্বর্ণপাত্র উত্তমায় ভোজন করিয়া
পাকে। কাষোদ্বেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কবল, 'করিণীগর্ভ'-
সমুদ্র শতসহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বানী প্রদান করি-
য়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজাপকরণ সমুদ্ভিষাহারে
উজ্জপ্ত সমাগত হইয়া সেই পূজক পৃথক রত্নজাত রাজ-
স্বয়ং যজ্ঞে কৌশল্যকে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব,
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যদুগণ দনাগম হইয়াছে, আমি পূর্বে
কোন স্থানে সেকপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই।
সেই অসীম ধনরাশি সন্মুখে হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তা-
বিত হওয়াতে আমি স্থগী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময়
কমণ্ডলুবারী স্নাত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ সমভি-
ষাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টে না পারিয়া
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমররাজনারা যেমন
অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল। বাসুদেব বহু-
রত্ননিভূষিত মহামূল্য শৈল্য ও প্রধান অশ্ব গ্রহণ করিয়া
যুধিষ্ঠিরকে অভিব্যক্ত করিলেন। শৈল্য লইয়া কেহ কেহ
পূর্ব সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ কেহ বা

পশ্চিম সাগরে গমন করিল। উত্তর সাগরে পক্ষী বাতীত কাহারও গতিবিধি নাই, কিন্তু হে পিতঃ! কেনন আশ্রয়োর বিষয় শ্রবণ করুন, অজ্ঞান সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক এক বার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মূলশ্রুতিঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান, দর্শনাভিলাষী পার্শ্ববর্গে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্গে বৈশ্যের ভ্রায় রত্নজাত লইয়া ধীমান যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী; তাহা দেবরাজেও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং শুভ্রাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেবীয়া অবধি আমার মন একরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

দুর্যোধনের বাক্যবসানে শকুনি দুর্যোধনকে সঙ্ঘোধন করিয়া কহিলেন, হে সভাপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অল্পময় রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছে, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ করা। আমি অকবিশয়ে অভিজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, পণজ্ঞ, এবং বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরও দূর্তপ্রায়, কিন্তু তদ্বিশয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয় রীতাসম্মত দূর্তের বারগের নিমিত্ত আহুত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপটক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। দুর্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন! অকবিশংসাররাজ্যদ্যুত ঘাঁরা পাণ্ডু পুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অমুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাহার শাসনানুবর্তী, অতএব তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মমুগ্ধমন্ত্রণা দিবেন। দুর্যোধন কহিলেন, হে রাজেশ্বর! যদি বিদুর আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব। ধৃতরাষ্ট্র

দুর্যোধনের বিনয়গত কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ান্ত হইয়া অহুচরবর্ণকে কহিলেন, “ শ্লিগিগণকে আনাইয়া যুগাসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীর এক সভা নির্মাণ করাত, পরে তাহা রত্নাশ্রয়ণ-মণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।” ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের পরিতাপশাস্তির নিমিত্ত কেবল অণতাদ্বেহের অহুরোধে পুরোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ, বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, হে রাজন! আপনার এই ব্যবসারে অহুমোদন করিতে পারি না; বাহাতে দূর্তের নিমিত্ত পুত্রগণের পরম্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, জ্যেষ্ঠ ও ভীষ্ম সমিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দূর্ত জনিত অধিনয় ঘটবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তুর্ণগামী তুর্ণজ-সোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রহ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটতেছে। ধীমান বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করতঃ হুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

অনন্যেজয় বৈশম্পায়নকে সঙ্ঘোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিশ্বম! বাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ বাসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান্ অনর্থকর দূর্তক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভ্য ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিইবা অহুমোদন এবং কে কে বা প্রতিবেদন করিয়াছিলেন? পৃথিবীবিনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতক্রমে শ্রবণ করিতে

বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিহুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জন প্রদেশে পুনর্বার হৃদ্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিহুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেব-রাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মধ্য পর্য্যন্ত অবগত আছেন এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের, উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিহুর যখন অঙ্গদেবনে অশ্রমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিহুর বাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর; তাহার অন্যথা করিও না। দ্যুত হইতে স্রুজ্ঞেদ এবং স্রুজ্ঞেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়, অতএব পাশক্রীড়ার অধাবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞ! পুত্রের প্রতিপত্তি মাতার বাণী কর্তব্য, করা হইয়াছে, প্রতিপাণিত, অধীত-বান, কৃতাবদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনানুচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্জিত করিয়াছ ও প্রতিনিষত আশ্রয় প্রচার করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তবে তোমার হৃৎকের বিষয় কি বল?

হৃদ্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতুষ্ট হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্য শূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না। আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবস্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষণ্ডের এই নিমিত্ত এক্ষণ হৃৎকণ্ড জীবিত বহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকে তিনে কদম্ব, চিত্রক, কোকুর, কাবন্ধর ও লোহজঙ্ঘপ্রভৃতি বৃক্ষসকল কলভরে আবাজিত হইয়া রহিয়াছে। মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায় ভূমি, ইহারী সকলেই রত্নাকর; এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র গৃহে পরিতুষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ আনিয়া সংকারপূর্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তখন এক মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি

নাই। আমার হস্ত সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ এই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফটিক দলশালিনী প্রফুল্ল নলিনী নির্মাণ করিয়াছিল যে, আমি তদর্শনে জলন্ত প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিলভ্রমে সভাকূট্টমেই আপনার পরিচ্ছদ উৎক্লিষ্ট করিলে বৃকোদর আমাকে শক্রসম্পত্তি দশনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেই খানেই তাহাকে নিপতিত করিতাম; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও শিশুপালের অহুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতঃস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দৌখিয়া কুক, পার্থ, দ্রোণদী ও অন্যান্য জীগণ মর্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক হৃৎকের বিষয় এই যে, দীক্ষরগণ আমাকে অর্জবস্ত্র দৌখিয়া যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়স্থানে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রভীতমান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া ক্ষত-ললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দূর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া হৃৎকণ্ড প্রকাশপূর্বক গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হে রাজন্! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন; ভীমসৈন হাসিতে হাসিতে আমাকে সঙ্গোধিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়! এদিকে দ্বার; এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরি-তাপিত হইয়াছি।

পঞ্চাশতম অধ্যায়।

হৃদ্যোধন কহিলেন, মহারাজ! নানা বিলম্বশীল ভূপালেরা রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; আমি সেই সভায় যে সকল রত্নজাত দেখিয়াছি, পূর্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কাষোজরাজ উর্ধ্বানর্শিত, সান্দ্রিক

বিভাগরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিভূত পরিচ্ছদ সকল প্রদান করিয়াছিলেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত অশ্ব, পরিপুষ্ট হিশত উষ্ট্র ও বড়গা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণনয় কম-গুলু এবং কার্পাসিক দেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভি-বাহারে প্রবেশিত না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা কৃষ্ণাদী দাবীকণী হেমভরণ-ভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রক্ষ্মঃগর অজিন এবং মরুচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ষপচাব পূজাপকরণ ও গন্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিদ্ধপারে ও সমুদ্র সন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকুট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, অভোর ও কিতব্রগণ বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, সদাঃ প্রস্তুত অজাহুজ, গো, হিরণ্য, গন্ধিত, উষ্ট্র, ফলজম্বু ও নানাবিধ কঞ্চল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। স্নেহাধিপতি শোণ্যবীর্ষ্য-সম্পন্ন মহারথ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত যবনগণ সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুলসমুৎত দেগশালী অশ্বসমূহ ও সন্ধ্যাবলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল; তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া গোহিনির্মিত অশ্বভূষণ ও নির্মল গজদন্ত নির্মিত তস্ক-শোভিত অশিসমুদায় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলি চতুর্ললাট-দেশে, কতকগুলি উকীশ্রী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোনক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেকগুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাহারা কৃষ্ণগীব মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাস্ত আহরণ করিয়াছিলেন। বজ্রতীরসমুদ্র লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের জায় রক্ত বর্ণ, শুক্ল বর্ণ, ইক্ষ্মায়ুবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদবর্ণ, এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চান, শক ও ওড়্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্কর-জাতি; বৃষ্ণিবংশীয়, হুণদেশীয়, হিমালয়, কঠোর এবং

নীপ ও অহুপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বজ্র-তীরনিবাসীরা কৃষ্ণগীব মহাকায় শতক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশসহস্র রাস্ত প্রদান করিয়াছিল। শক, ওড়্র, কঙ্ক, রোনক ও শূন্যুক্ত মনুষ্য, উর্গাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কুটীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্মিত ব্রহ্ম বস্ত্র, মেঘগুচ্ছকোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন; এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্জুন মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক স্বর্ণ ও সর্ষপ্রকার পূজাপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পৃক্দেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আগম, যান, শব্দা, মলিকাঞ্চনখচিত গজদন্ত-বিনির্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হস্তসম্পন্ন স্বর্ণলঙ্কৃত বহুবধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারচ, অর্জুনারচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হুর্ঘোধন করিলেন, হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্তিনী শৈলোদা নদীর উভয় কূলস্থিত কীচক ও বেণু বনবাসীরা ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মন্তাপাণেরা দ্রোণপরিমিত অত্যাংকুট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চর্ম, হিমগিরি-সমুৎত পুশ্পজ স্ববাদ মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ণ মালা, উত্তর কৈলাস হইতে আকৃত বলবিধাশ্রিনী ও বধি এবং অন্যান্য পার্বত উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কার্বদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতি-বর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রুরকন্দা, ক্রুরপশু, চন্দ্রবসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম, তাহারা চন্দ্রন ও অশুভ কাষ্ঠের ভার, চন্দ্র, রত্ন, স্বর্ণ এবং নানাপ্রকার পদ্মজবা, অযুত কিরাতবাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্বতীয় হিরণ্যপ্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কৈরাত, দরদ, দর্ক, বৈয়মক, ওড়র, পারদ, বাহ্লিক, কাম্বীর, হংসকায়ন, শিবি, জিগর্ত, বোধের, মজ, কেকর, অষষ্ঠ, কোকুর, তাক্য, পল্লব, বশতি, মৌলের, ক্ষত্রক, মালব, পোণ্ডিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও গয়প্রভৃতি ক্ষত্রিবর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্র, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপাবরণ-প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাহাদিগকে কহিল, সমস্ত উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পরীত-প্রতিম, কবচারত, সচস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্বির চতুর্দিক্ হইতে সমাগত অনাস্ত্র জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসবাত্তুর গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারিশত ঘোটক এবং তুঙ্গুন্মমে অপর একজন গন্ধর্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূররাজ একশত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরটারাজ মৎস্য দুই সহস্র মন্ত মাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বহুদান বড়-বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত বহু-দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডব-দিগকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত বড়-বিংশতি রথ এবং বজ্রার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জুনের বহু মান করত তাঁহাকে চতুর্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা এবং অর্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোক ও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্শ্বও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাধীন হইয়া থাকেন। হেম-কুন্তসমাহিত সুরতি চন্দনরস, মলয় এবং মছরাচলসমুৎপন্ন চন্দন ও অম্বুফরাণি, দীপ্তিমান মণিরত্ন ও হস্ত কাকনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈভব্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আভরণ উপহার

প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়া-
 ছিলেন। সর্বপ্রকার স্নেহজ্ঞাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্তলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন! রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত হৃৎখে আনার মুমূর্ষা উপস্থিত হইল। মুহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্য-বর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি; রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য অর্জু-
 নরথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ হইবে, কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন বাঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোণায় ও
 প্রত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ ধনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, ভূষণাতুর অনলঙ্কৃত ও অনাকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সকলেরই ভরণ পোষণ করেন, এবং তাঁহারাও প্রীত হইয়া সমুদ্রতীরে যুধিষ্ঠিরের শত্রুকর্য্য কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রের অন্ন বাঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করিতেছেন। মহারাজ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুজ, বামন প্রভৃতির মধো কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা খচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাকালদিগের সচিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং অন্ধক বৃক্ষাংশীয়েরা যুদ্ধে আহুত্যা করন, এই নিমিত্ত কেবল তাহারাই কুজীপুত্রকে কর প্রদান করেন না, নতুবা আর সকল রাজারাই করদ।

দ্বিপকাশতম অধ্যায় ।

হৃদ্যোধন কহিলেন, মহারাজ! তথায় আরও দেখি-
 লাম, মহাব্রত, ধিনিয়সম্পন্ন, মহামান্য, ধর্ম্মাত্মা রাজার

যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণা দানার্থ কোম কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গলকলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক, সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ-শ্বেতকায় কাষোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল স্ত্রীণী প্রীতিপূর্বক রথার্থস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিঙাপাল, স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বর্ষ, মাগধমালা ও উজ্জীষ, বহুদান যষ্টিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ, মুংগা সুবর্ণনির্মিত অক্ষ, একলব্য উপানদয়ুগল, আবস্ত্য এবং অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন। চেকিতান তুণীর, কাশ্ম ধনুঃ ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধোম্য ও বাস ইহারা নারদ, অসিত ও দেুবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ, বাসদেব, পুরণ্ডরাম এবং অপরায়ণ বেদবেদাঙ্গপারগু ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, যেরূপ স্বর্গে সম্পূর্ণগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহামুনি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শস্য প্রদান করেন, কুলশোধি সেই বাক্য শস্য যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্মানির্মিত মহামুলা শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে। লোকে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গমণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই বাইতে পারে না; তথা হইতেও শস্য আনয়ন করিয়াছিল, ঐ মাঙ্গল্য শস্য বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শস্যনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল। তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্শ্ববগণ, ষ্টেছায়, গঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহারা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা ভজহু ভূপালগণকে ও আমাকে বিসমস্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জুন হঠাৎকরণে ব্রাহ্মণগণকে বিশান-

বিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রত্নদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব ময়ু, পৃথ, বৈশা, ভগীরথ, যযাতি ও নহষ ইহাদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজত্ৰীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজস্বয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ ধারণে আর সুখ কি। জ্যোতের হীন দশা ও কনিষ্ঠের অভ্যাদয় লাভ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্বাঙ্গাচ্ছ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিও না। যেহেতু হইলে অশুখী ও নিপন প্রাপ্ত হয়। তোমার ভুলা মহিষা অযুৎপন্ন, ভুলার্থ, ভুলানির্জ ও অদ্বৈতা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই ঘেয করেন না, ভুল্যান্তিনান-বীর্ষ্যাসম্পন্ন হইয়া কেনইবা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তি লোভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রাতৃক্রমেও যেন তেজোর একরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি একরূপ যজ্ঞসম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তু নামক মহাগজ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেও ভূপালগণ তোমার প্রীতি সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধনগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ বিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও যোগার্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিত্তবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বিনি বিপৎকালে নিরাশ্রয় হইয়া থাকেন, বিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও তিনি উপখানশীল, এতরূপ অপ্রমত্ত ও ধনীত লোক ইহ কালে প্রয়োজ্য করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহু ভুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব

ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়।' এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিবেচ্যতাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অদম্য আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্কর্মেদিমধ্যে বিত্তদান, বিবিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! বাদৃশ দক্ষী সুপরস আশ্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অগচ্ছ শাস্ত্রজ্ঞান আছে; সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অমুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহদ্রথোক্তাসংযত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থ সাধনে আপনকার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিবেচ্য করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনকার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে।

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বুদ্ধসেবী ও জিতে-প্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকর্ম্ম সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়-বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্বদা অগ্রমত চিত্তে স্বার্থ চিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি অন্তঃপ্রবৃত্তি ইহা ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকল দিকেই অশ চালনা করে, তজ্জপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে সর্ব দিকে ধাবমান হয়। যে পুত্র কিম্বা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শত্রু-ধারীদিগের শত্রুস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন

লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সম্ভাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধিবিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ পূর্বসম্বৃত্ত ধন অন্যে বলপূর্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র “কাহারও অপ-কার করিব না” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শির-চ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্ত্ততঃ অরতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাহার অভিমত। যেমন সর্প গর্ত্তস্থ জীব-জন্তুদিগকে সংহার করে, সেইরূপ ভূমি সম্পত্তি অবিরোধী রাজাও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জ্ঞাতি অনুসারে কেহ কাহার শত্রু হইতে পারে না, সমবাসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যাদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্ত্তিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষ-মূলজ বন্যক যেরূপ আশ্রয় বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বগবীর্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে অর্জুন! চব্বৎশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোম বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কারণ বিক্রম সদ্যই বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে, হয় পাণ্ডব-রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীর পাত করিব। হে মহারাজ! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই; পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমাদের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, হে দুর্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুবজিৎয়ের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি তুমি মিত্যস্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্বাতকীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আশ্রয় করি। এক্ষণে তাঁহাকে দূতে আহ্বান কর, আমি অক্ষ

নিষ্কেপপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষ-বিদ্যার সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তথ্যবয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষ হৃদয় জ্যা ও হৃদয়ক্ষুর্তি মদ্যের রথস্বরূপ।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষ-বিশারদ মাতুল দ্রুত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অহুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা বিহুরের শাসনাত্মবর্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্তব্যাবধারণ করিব। দুর্যোধন কহিলেন, মহাশয়! বিহুর যেক্রপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেক্রপ আমার হিতাভিলাষী নহেন; অতএব তিনি আপনকার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়ে দুই জনের বুদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মৃত ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকাধীন অর্জু তুণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি বাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহ-নির্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থ সংগ্রাম ঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনুবধানতা হইতেই শাণিত সারক ও অসি নিকাশিত হইবে। দুর্যোধন কহিলেন, পূর্বতন ব্যক্তির দ্রুত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুলবচনে অহুমোদন করিয়া অন্য সভা নির্মাণের অহুমতি বরুন। দুর্যোধন ক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাশয়! তুমি বাহ্যিক কহিতেছ, তাহা আমার প্রতীক্ষা-বোধ হইতেছে না। তোমার অভিক্রটি হর, কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অহুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিহুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয়

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশবদ নহে, কত্রিয়াস্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্তী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রুতবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাগ্রযুক্ত দুর্যোধনের মতাসারে ভূতাবর্গকে আদেশ করিলেন, “তোমরা সহস্রশতশোভিত হেমবৈদূর্য্যবচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণফাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্মাণ কর।” সুনিপুণ শিল্পীগণ অহুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আল্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, “মহারাজ! স্বল্পকালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরঙ্গে খচিত ও বিচিত্র হেমাঙ্গনে শোভিত হইয়াছে।” তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্ৰধান বিহুরকে কহিলেন, “তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুদক্ষ্যেতে প্রবৃত্ত হউন।”

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বিহুর কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি একরূপ অহুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলীক্ষয় ও সূক্তভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিহুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্তী হইয়া চলিতেছে; অন্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্ধ্ব কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিহুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিহুর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া বিজাতিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবের ভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু তাঁহার যথাবৎ

পূজাপূর্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । হে ক্ষত ! আপনার মানসিক প্রহর্ষ প্রকাশ পাইতেছে । আপনি ত কুশলে আগমন করিয়াছেন ? হৃষ্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অমুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্তী আছে ?

বিহ্বল কহিলেন, ইন্দ্রকয়ল মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া কুশলে আছেন । তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন । সম্প্রতি অক্ষয় কুশল প্রমুখপূর্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, “হে পার্শ্ব ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভামুদ্রুপ এই সভা অবলোকন কর এবং হৃষ্যোধনাদির সহিত স্নহদ্যুতে প্রবৃত্ত হও । তোমার সহিত সমাগত হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না ।” হে রাজন ! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র হুরোদর বিধান করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষদেবীদিগকে দেখিবে ; এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি ; বাঁহা উচিত হয় কর । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! হুরোদর কলহের আকর ; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষ বন্ধন করে ? আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন ? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞামুবর্তী হইয়া চলি ।

বিহ্বল কহিলেন, দাত বৈ অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ; আমি তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে বদ্ধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনিও আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে বাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয় ! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বাতীত কোন্ কোন্ অক্ষদেবী তথায় বিদ্যমান আছেন ? বলুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব । বিহ্বল কহিলেন, অক্ষনিগুণ কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবীগণ সেখানে রহিয়াছে, বুঝিলাম সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি যত্ন থাকিতে পারে না । হে বিহ্বল ! পুঞ্জপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে হুরোদরদেবনে ইচ্ছা করিতেছি

না ; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব । যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না ; যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না ; ইহাই আমার সনাতন ব্রত ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অমুশাস্ত্রিকবর্ণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন, তিনি পরদিনে দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিহ্বল, অমুচর ও সহচরবর্গ সমভিযাহারে বাহুলীকষোদ্ধিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন । যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে ; সমস্ত মহাবাই পাশবন্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্তী হইয়া আছে । মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গমনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, সোমদত্ত, হৃষ্যোধন, লুলা, মৌবল, হুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মন্তকাছাণ করিলেন । তদনন্তর পাণ্ডবগণ ভায়াগণ পরিবৃত্ত রোহিণীর ন্যায় স্মৃগাগণ-বোষ্ট গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন । কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশস্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ বীণাম করিয়া অন্যান্য কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিলেন । তদনন্তর দিব্য চন্দন-ভূষিত ও কৃতাত্মিক হইয়া কল্যাণমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনাদির রমণীগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন । পরপুরুষ পাণ্ডবগণ স্নেহ রাজি বাঁপন করিয়া প্রভাতে বন্ধিগণ কর্তৃক জুয়মান হইয়া শয্যা হইয়া গোজোখান করিলেন । প্রাতঃকালে সকলে কৃতাত্মিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভা-মঞ্চপে প্রবিষ্ট হইলেন ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্বজোষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হই-

লেন। প্রাণটাইয়া পূজার্থ পার্শ্ববগণকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আন্তরঙ্গসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্শ্ব! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষপেপ করিয়া দ্রুতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেখ, কপট পাশ-ক্রীড়া অতি পাপজনক; ইহাতে অগুরুত্ব ও ক্ষাত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রাতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্রুতের প্রশংসা করিতেছ; শূর্তের কপটীচারণকে একে প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসংপথ অবলম্বনপূর্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।

একুনি কহিলেন, মহারাজ! যিনি গণনার স্মৃতিগুণ, শূর্ততার-রীতি পদ্ধতি সমুদয় সর্বিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ, ইতিকর্তব্যাতায় আল্লাশূনা, অক্ষপেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্রুতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হইবেন না। পণ্ডিত পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ কবি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমস্ত জনসমাজদর্শী মনিসত্তম অশিত্রুও দেবল কহেন যে, শূর্তের সহিত কপট দ্রুতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কৰ্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্রুতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্ষ্য লোকেরা মুখে স্নেহভাষা ব্যবহার ও কপটীচারণ প্রদর্শন করেন না। অকপট, মুকুই সংপুরুষের লক্ষণ। শক্রাহুসারে ব্রাহ্মণের উপকার সাধনার্থ বস্ত্র করাই আমাদিগের ধর্ম। অতএব দ্রুতক্রীড়া হইতে বিরত হও, হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া স্তম্ভ ও ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। শূর্ত ব্যক্তি প্রকাশে সত্যতারপরতত্ত্ব হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না। শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! শূর্ততাবলম্বনপূর্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, বিদ্বান্ শূর্তের নিকট গমন করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতকে অক্ষদ্বারা পরাজয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে স্তম্ভতা দোষাবহ

নহে। বলবীর্ষাসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে শূর্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সূতরাং এখানে ঐরূপ শূর্ততা শূর্ততাই নহে। পার্শ্ব! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই শূর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্রুতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্রুত হইতেই বিরত হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্রুতে আহৃত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিতান্ত, দ্রুতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত, অতএব বল, এই লোক-সমবায় মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব। আর এখানে অন্য সন্ডিক কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর। এই কথা শুনিয়া দুর্যোধন কহিলেন, হে বিশা-স্পতে! আমি সমুদায় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার নাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শিঘ্র! একজনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসম্মত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রুতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা প্রবেশ করিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিহর অনতিপ্রসন্ন মনে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। সিংহগ্রীব মহাতেজা বেদ-বেত্তা শূর ভাস্করমুণ্ডি কৃপাতিপণের মধ্যে কতকগুলি যুগল-রূপে আর কতকগুলি পৃথক পৃথক রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সূক্ষ্মদ্রুত আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্তমন্ত্রিত কাঞ্চনখচিত্র এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি বাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্ত্র কৈ?

দুর্যোধন কহিলেন, আমার বস্ত্রের মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না; সে বাহা হউক, এক্ষণে দ্রুতে জয় লাভ কর। তদনন্তর অক্ষতকুবিং শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া আমি ত এই জিহিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলাম। তাহারই জয় হইল।

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে । আইস, পরস্পর পণপূৰ্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি ; আমার একলক্ষ অষ্টসহস্র সুবর্ণপূরিত ক্রীড়া, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ হইল ।

শকুনি আমি ত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে রথ ঠেঁহাদিগকে বহন করিয়াছে, এবং কুমুদেব ছায় কাঙ্ক্ষিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব বাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচন্দ্রাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিনী জালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার শত সহস্র তক্ষশী দাসী আছে, তাহারা নানা প্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূৰ্ব্ব মালা দামে বিভাষিত, মুতাগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আশ্রয়বর্তিনী ; হে রাজন্ ! আমি এই বার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাক্ত, মেঘাবী, দাস্ত, সুবা এবং দিব্যরাজ্য অতিথি ভোজন কলাতে সমর্থ ; হে রাজন্ ! এই বার আমার সেই দাস-রূপ ধন পণ হইল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দাস্ত, দীৰ্ঘকার, রাজবহনোচিত, রণপরিচিতি ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মত্তক হুম্ম নালার সুশোভিত, দন্ত সুদীৰ্ঘ, বর্ণ নবীনমেঘের

সদৃশ এবং সকলেই পুর ভেদ করিতে পারেন । হে রাজন্ ! আমি এই বার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার যে সমস্ত ত্রৈলোক্য পতাকা-শোভিত বিনীত অশ্বসংযোজিত যৌধোপবিষ্ট বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ কক্ক বা নাচ কক্ক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র যুজ। যেমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন্ ! এই বার আমার সেই ধন পণ রহিল ।

যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে কুবেরের দ্বারা শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, গন্ধর্করাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূৰ্ব্বক অর্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোড়ক পদান করিয়াছিলেন, এই বার সেই সকল আমার পণরূপ ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নানা প্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শব্দ ও রথ রহিয়াছে, এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টি-সহস্র বীর পুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন্ ! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! তাম্রপাত্র ও ধৌত-পাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চজৌগিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া চলপূৰ্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্বস্বাপহারিনী দ্বাতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইলে সর্বসংশয়জনী

বিহ্বল করিলেন ; মহারাজ ! যেমন মূর্খ বাস্তবিক ঔষধ সেবনে মহতী অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ মদীর উপদেশবাক্যে আপনকার অতিরিক্তি চইবে না ; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ।

পূর্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃতভাবে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরতকুলান্তক দুর্ঘো-
ধন তোমাদিগের বিনাশের নিদানভূত, সন্দেহ নাই ।
দুর্ঘোধানরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহ-
বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না । হে মহারাজ ! সুরাপ
বাস্তি সুরা পান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা
জানিতে পারে ? যেমন আকর্ষ মদ্য পান করিলে মত্ততা-
প্রযুক্ত হয়ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোন স্থানে নিপ-
তিত হইয়া থাকে । সেইরূপ হুরায়া দুর্ঘোধান দূতমদে
মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া
অগ্নিরাং তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারি-
তেছে না । হে প্রাজ্ঞ ! আমার বিদিত আছে, ভোজ-
বংশীয় একজন রাজা পুরবাসিগণের হিতার্থে স্বীয় দুর্জাত
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও
ভোজ ইহারা মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলেন । পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্তৃক
কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাঙ্কাদে
কালযাপন করিতে লাগিলেন । তুমিও অর্জুনকে নিয়োগ
কর, তিনি পাপাত্মা দুর্ঘোধানের নিগ্রহ করিলে কৌর-
বেরা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন । কা-
শ্মীরালত্যা দুর্ঘোধানের পরিবর্তে ময়ূরশাব্দীলসদৃশ পাণ্ডব-
দিগকে ক্রন্দন করুন । মহারাজ ! আপনি শোকার্ণবে
নিমগ্ন হইবেন না । শাস্ত্রে কথিত আছে, কুল রক্ষার্থে
এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার্থে কুল
পরিত্যাগ করিবে, জনপদ রক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ
করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে ।
সর্বজ্ঞ সর্বশত্রুভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্ৰাচার্য্য, জন্তনামক
দৈত্যের পরিত্যাগকালে অশুরদিগকে কহিয়াছিলেন,
কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্য
নির্জীবন করিত, একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ
নীড়ে বাস করিতেছে, ইতাবসরে এক রাজা তথায় উপ-
স্থিত হইলেন, তিনি সেই অষ্টপুর্ক অকৃত ব্যাপার সম-

র্শনে লোভাক্রান্ত হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার
মানসে নিরপরাধী পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন ।
এইরূপ হুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হত্যাশাস
হইলেন, এমত নহে, ভবিষ্যৎ লাভেরও সম্ভাবনা থাকিল
না ; অতএব তুমি বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের
অনিষ্টচেষ্টা করিও না, তাহা হইলে সেই মোহান্ত পক্ষি-
হস্তার ন্যায় তোমাকেও অমৃত্যু করিতে হইবে । হে
ভারত ! মালাকর যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারি
সেচনপূর্বক কুসুম চয়ন করে, তদ্রূপ তুমিও পাণ্ডবপাদপে
স্নেহসলিল সেচন করিলে সূজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ
করিতে পারিবে, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায়
সমূলে দগ্ধ করিবেন না ।

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও
পুল্লগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে,
সন্দেহ নাই, কারণ পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে
দেবতা পম্বিত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতি ও তাঁহাদিগের
সহিত বৃদ্ধ করিতে পারেন না ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

বিহ্বল করিলেন, দূতভীড়া কলহের মূল ; দূত হইতে
পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয় ; দূতই মহৎভয়ের হেতু ।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্ঘোধান ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে ।
দুর্ঘোধানের অপরাধে জ্ঞাপিতের, শাস্তনব, ভীমসেন ও
বাল্লিক ইহারা সকলেই ক্রোধ প্রাপ্ত হইবেন । যেমন
বৃষভ মত্ত হইয়া আপনাব বিবাণ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন
করে, সেইরূপ দুর্ঘোধান মত্ততাপ্রযুক্ত রাষ্ট্র চইতে আপ-
নার কল্যাণ সূদূরপর্যন্ত করিতেছে । যেমন বালনা-
বিকচালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ
যেব্যক্তি পরের চিন্তাহুবর্তী হইয়া চলে, সে অচির কাল-
মধ্যে বাসিনাপন্ন হয় । পণপূর্বক জীড়ার দুর্ঘোধানের
অয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতে-
ছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম
উপস্থিত হয় । আপনি কেবল কথাতোই প্রতিকূলতাচরণ
করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃ-
করণে নিহত রহিয়াছে । কলতঃ পরম বহু যুগিতিরের
সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত তাহার সম্বন্ধ

নাই। হে প্রাতিপের! হে শাস্তনব! তোমরা কৌরব-
গণের পরিহাস বাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ-
লিত হতাশনে পতিত হইও না। যখন অজ্ঞাতশত্রু হুদি-
ষ্টির অক্ষমদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন
না তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের মধ্যে
কেন্ বাক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হই-
বেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও
মনে মনে ছুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদিপি বহু ধন-
সম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেইবা তাঁহা-
দের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডব-
গণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষকৌড়া অবগত আছি;
সৌবল দ্রুত ক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব
উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের
সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

হুগোধন কহিলেন, হে ক্ষতঃ! তুমি দ্রুতরাষ্ট্রতনয়-
দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকৌর্দ্দন করিয়া দ্বাদা
করিয়া থাক। তুমি যাহাদিগের প্রতি অমুরক্ত, তাহা
আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদের পক্ষে
বালকেরন্যায় সন্দেহ অবমাননা করিয়া থাক। লোকের
নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত
বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার
জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে।
তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত বালের ন্যায় হইয়াছ
ও মার্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিত চিন্তা করিতেছ।
লোকে কি ভর্তুহল্য ব্যক্তিকে পানী বলে না? হে বিহর!
তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না?
আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎফল লাভ করিয়াছি।
তুমি আমাদের পক্ষে বাক্য কহিও না। তুমি সত্য
আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা
কর এবং মোহবশতঃ আমাদের নিন্দা করিয়া থাক।
লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা অন্যের শত্রু হইয়া
উঠে। দেখ, শত্রুর নিকট নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া
রাখাই কর্তব্য; অতএব হে নির্ভজ! তুমি আমাদের

আশ্রিত হইয়াও কি করিয়া উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে
প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে ভিরঙ্কর কর কিন্তু
আর তুমি আমাদেরকে অবমাননা করিও না; আমরা
তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি যুদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধি গ্রহণ
কর; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকর্তৃব্য আর ব্যাপৃত থাকিও
না। হে বিহর! তুমি আমি কর্তা এই মনে করিয়া আমা-
দের অবমাননা করিও না ও আমাদেরকে পরুষোক্তি
করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা
করিয়া; হে ক্ষতঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও
না। এক জনই এই জগতের শাস্তা; দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা
নাই। সেই শাস্তা মাতৃগুরু শয়ান শিশুকেও শাসন
করেন। জল সেমন নিম্ন প্রদেশে ধাবমান হয়, তজ্জপ
আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।
যিনি মত্তক দ্বারা শৈল ভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন
করান, তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে। আর যে
ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অশুশাসন করে, সে অমিত্র।
পণ্ডিত ব্যক্তি মিথ্যতা বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন।
যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন
না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষতঃ! শত্রুপক্ষীয়
ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতকারী মহুষ্যকে স্বীয় আবাসে
রাখিবে না। অতএব হে বিহর! তোমার যথা ইচ্ছা হয়
গমন কর, দেখ, অসতী ক্রীকে উত্তনরূপে সাস্তনা করি-
লেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।

বিহর কহিলেন, হে রাজন! এই প্রকার অত্যাচার
কারণবশতঃ যে বদ্বক্তি মহুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার
সখা কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি
অগ্নেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহার অগ্রে সাস্তনা করিয়া
পশ্চাৎ মুখল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র!
তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ
করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্নে
এক জনের সহিত বদ্ধতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি
দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি
শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত বহুভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গল
কর হয় না। যেমন কুমারীস্রী ষট্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পতিকে
তাচ্ছল্য করে, তজ্জপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করি-
তেছ। হে রাজন! যদি তুমি সমুদায় হিতাহিত কার্য্যে

প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর তবে জী, তড় ও পঙ্ক-
প্রভৃতি বাক্তীগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এত ভ্রমশূন্যে
প্রিয়ভাষী পাপাত্মা নতুবা অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয়
অপচ হিতকর বাক্যের বস্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ।
যে ধর্মনিরত বাক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত না
করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেট যথার্থ সচ্য।
হে মহারাজ ! এক্ষণে তুমি অব্যাহত, কটুজ, শীক,
টিক, বশোনাশক, পঙ্ক, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধু-
গণের শ্রবণ অর্থজনক বাক্য শ্রবণ কর ; আর ক্রোধান্বিত-
বার আবশ্যকতা নাই ; আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার
পুত্রগণের ধন ও গণ বন্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে
সতৃপনেষ দিরাছিলাম এক্ষণে তোমার যত্ন ইচ্ছা ত্যাগ
কর ; তোমাকে নমস্কার, ব্রাহ্মণগণ আমার মন্তল করুন।
হে কুরুনন্দন ! পণ্ডিত বাক্তি নৈত্রি বিষয় বিষয়কে ক্রোধান-
বিত্ত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপ-
দেশ দিতেছিলাম।

ত্রিযষ্টিতম অধ্যায়ঃ

শকুনি কহিল, হে যুধিষ্ঠির ! তুমি দ্ব্যক্রীড়ায় পাণ্ডব
গণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু
অপরাজিত ধন থাকে তবে বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে
সুবলনন্দন ! আমি জানি আমার অসংখ্য ধন আছে,
তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?
আমি অযুত, প্রযুত, পশু, পক্ষ, অক্ষুদ, শস্য, মতাপ্য
নিখর, কোটি, মধ্য ও পরাঙ্গণ্যাক ধন দ্বারা এই সমস্ত
জনসমক্ষে তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলামাত্র তাহারই জয়
হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন ! বহুসংখ্যক গো,
অশ্ব, গেষু, ছাগ, মেঘ এবং সিংহনদীর পূর্বে আমার যে
সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রাখিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে সুবলান্দ্রেরই
জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! পুর, জনপদ, ভূমি,
ব্রাহ্মণধন বাহীত অমান্য ধনসমুদায় ও ব্রাহ্মণ বাহীত
অমান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে ;
এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয়
হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল ! এই রাজপুত্রগণ সে
সমস্ত কুণ্ডল, নিকপ্রভৃত রাজদ্রব্যে বিভূষিত হইয়া
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, এবার আমার সেই
সমুদায় অলঙ্কার পণ রাখিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম
বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলান্দ্র ! এই শাসনকলার,
মৃগা লেখিতনৈত্র, সিংহরাজ, মহাভূজ নকুলকে পণ রাখিয়া
তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি কহিল, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির ! এই তোমার
প্রিয়, রাজপুত্র, নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে
আব কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব ? এই বলিয়া শকুনি
অক্ষ গ্রহণপূর্বক এই জিতিলাম বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ
বিক্ষেপ করিলামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! এই সমস্তদেব ধর্মো-
শাসন কবেন ; ইনি লোকে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ; ইনি
আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অবোধ্য হইলেও ইহাকে
পণ রাখিয়া তোমার সন্ত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল, এবং কহিল, এই
তোমার পরম প্রিয় মাজীপুত্রদ্বয়কে জিতিলাম ; বোধ হয়
ভীম ও ধনঞ্জয় মাজীপুত্রদ্বয়কে অপেক্ষাও প্রিয়তর ; উভা-
দিগকে কপুনই পণ রাখিতে পারিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে নয়ানভিজ মুঢ় ! আমার সাত-
শর ময়ল স্বভাবসম্পন্ন ; তুমি আমাদিগের পরম্পর ভেদ
করিলে দিবার অভিল্য করিয়া নিতান্ত অধর্মচরণ
কারিতেছ।

শকুনি কহিল, হে রাজন ! প্রমত্ত বাক্তি সর্বমমো বা
স্তাপুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্মরাজ ! তুমি পাণ্ডব-

গণের জোড় এবং বরিষ্ঠ ; তোমাকে নমস্কার । তে মহা-
রাজ ! দ্ব্যতমক ব্যক্তিগণ জীড়া করিতে করিতে উদ্ভাস্তের
নায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদয় আগরণবস্তার
দূরে থাকুক, উভারা স্বপ্নেও কখন দেখে নাই ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! যিনি নৌকার নায়
আমাদিগকে সমরসাগর পার করেন, সেই অব্যতি-
নিপাতন ভূদৈনকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য
হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত জীড়া
করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে
রাজন ! এই আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্ধর
সবাসানী অর্জুনকে জয় করিলাম, এক্ষণে তোমার পরম
পেনাম্পক ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া
জীড়া কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুব্রতানন্দ ! যিনি দানবারি
পুন্দরোব নায় সংগ্রামে আমাদিগেব নেতা, যাহার তুল্য
বলবান্ এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদাযুদ্ধবিশারদ, রাজপুত্র
মহাশ্মা ভীমসেন পণেব অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ
রাখিয়া তোমার সহিত জীড়া করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তে
কৌশ্লয় ! তুমি বহুবিধ ধন, চতু ও অশ্বসমুদায় এবং
অভয়গণকে হুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদ
অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে ! আমি ভ্রাতৃগণের
শ্রেষ্ঠ ও দরিদ্র ; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার
সহিত জীড়া করিব ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর এই জিহ্বালাম
বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তুমি
অরণ্য জিহ ৮ইয়া বৎসোন্নতি পাশাচরণ করিলে; অস্ত্রান্ত
ধন অব লভে থাকিতে আমাকে পণিত করানিভাস্ত্র মূঢ়ের
কর্ম । হুরাশ্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশজীড়ার মহা-
বীর যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল । এই
হুরাশ্মা উভাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে
কহিল, হে রাজন ! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও

পরাজিত হইয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া
আপনাকে মুক্ত কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুব্রতানন্দ ! যিনি নাতিহীন
নাতিদীর্ঘ, নাতিকৃশা নাতিস্থল । যাহার রূপ লক্ষ্মীর
নায় ; কেশবলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকৃষ্ট ; নেত্রযুগল
শরৎকালীন পদ্মপত্রের নায় ; গাত্রে পদ্মগন্ধ ; চত্রে সর্করা
শরদ পদ্ম শোভা পায় ; যিনি অনুশংসতা, সুরূপতা, সুশী-
লতা, অচ্যুতলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির তেত-
ভূতাপ্রভৃতি ভক্তির জিহ্বিলিষত শুণসমুদারে বিজয়িতা ;
যিনি গোপাল ও মেঘপালগণের নিয়মাত্মসারে শেষে
নিদ্রিত ও অগ্রণে জাগরিত হইয়েন ; যিহার সশ্বেদ মুপ-
পঙ্কজ মল্লিকার নায় ; মৃদাদেশ বেদীর নায় ; সেই
সর্করাসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম ।

ধর্ম্মবান্ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র
সভাসদৃ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে পক্ষার করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধা
একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । ভূপতিগণ শোকসাগরে
নিমগ্ন হইলেন । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাশ্মাদিগের
কণোবর হইতে ঘর্ম্মবাণি নির্গত হইতে লাগিল । বিহ্ব
মত্তক ধারণপূর্বক পরগের নায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত
গত-সত্তের নায় অধোমুখে চিহ্না করিতে লাগিলেন ।
মৃতরাষ্ট্র আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন
করিতে না পারিয়া জয় হইল কি ? জয় হইল কি ? এই
কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । কণ ও দ্রু-
শাসনাদির চর্চর অর পরিণীনা পরিহণ না । অন্যান্য
সভ্যগণ অক্ষ মোচম করিতে লাগিলেন । হুরাশ্মা শকুনি
অজ্ঞারে মগ্ন হইয়া এই জিহ্বালাম বলিয়া চলপূর্বক অক্ষ
বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল ।

চতুঃসপ্তিতম অধ্যায় ।

হুর্য্যোদন কহিলেন, তে জন্ম : তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডব-
গণের প্রাণ-প্রণপূর্ণরিনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর ।
অপূর্ণাশীলা কৃষ্ণা এপক্ষন আমিয়া দাসীগণ সমভব্যাহারে
আমাদিগের গৃহ মার্জন করুক ।

বিহ্ব কহিলেন, রে মূঢ় ! তুমি আপনাকে পাশবন্ধ ও
পতনোদ্ধূপ না জানিয়াই এইরূপ হুর্য্যো কহিতেছ । তুমি

মৃগ হইয়া অমৃগণ ব্যাসগণকে কোপিত করিতেছে। রে মন্দাশ্বন! কুরুকালভূজঙ্গগণ তোমার মন্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কোপিত করিয়া বমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। দেখ কুম্ভা কখনই দাসী হইবার উপযুক্তা নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে নাস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তজ্জপ এই মদমন্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সম্মূলে নির্মূল হইবার নিমিত্ত দাত-ক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অস্ত্রের মর্ষপীড়া দিবে না; কাছাকেও নির্ভর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না; এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবজুত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। চূর্ষাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু বাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চা-রিত্ব হয়, উহা তাঁহার মর্ষম্পর্ক হইয়া অহোরাত্র তাহাকে বহুগা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেক্ষপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর শত্রাবাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অমৃগসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে হৃষ্যোধন! তুমি যেক্ষণ চূর্ষাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনেচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্যা, কি তপস্বী, কাছাকেও ঐরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধিত্তে পারিতেছে না। হৃঃশাসনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দাতক্রীড়ায় হৃষ্যোধনের অহুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে নগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর প্রাণিত হইতে পারে, এবং নৌকা নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাঙ্গজ কদাচ আমার সহপদে কৰ্ণপাত করিবে না। হৃষ্যোধন লোভপন্নত্ব হইয়া স্বহৃৎকনের সহপদে প্রবণ করিতেছে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে কুরুবংশীয়গণ অচিরে সম্মূলে উদ্ভূত হইবে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমন্ত হৃষ্যোধন বিহরকে ধিক্, এই কথা বলিয়া সভায় প্রাতিকামী প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি শীঘ্র বাইয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, বিহর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।

সুতপ্রাতিকামী হৃষ্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমন করত কুকুর যেমন সিংহযুগ্মে প্রবেশ করে, তজ্জপ পাণ্ডব-গণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে জপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দাত-ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়া ছিলেন, হৃষ্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে বাজসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কৰ্ম্ম-করীর ন্যায় কৰ্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। দ্রৌপদী কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য কহিতেছ; কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দাতমদে মন্ত হইয়াছেন; তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, হে দ্রৌপদী! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাৎ তোমাকে হরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধি-ষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দাতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে সূতাঙ্গজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এখানে আগমন-পূর্ব্বক অম্মাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।

প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতিমণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্বাণ্ডে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে,

কি তাঁহাকে হুঃশাসনরূপে বিসর্জন করিয়াছেন ?” ধর্ম-
নন্দন প্রাতিকামির মুখে জ্যোপদীর এই বাক্য শ্রবণান্তর
অম্পনের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না ।
তখন হুঃশাসন কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্ ! পাকালী এই
স্থানে আসিয়া তাহার বাহা প্রাণ থাকে করুক সভাস্থ সমু-
দায় জনগণ তাহার ও বুদ্ধিতির প্রয়োজন শ্রবণ করুন ।

স্বত প্রাতিকামী হুঃশাসনের বচনান্তসারে পুনর্বার
পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্বক হুঃশাসনের ন্যায় জ্যোপ-
দীকে কহিল, হে রাজপুত্রি ! সভাগণ তোমাকে আহ্বান
করিতেছেন, খোদ হয়, এই বার কুরুকুল সম্মেল উন্মূলিত
হইল । পাপাত্মা হুঃশাসন ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে
তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে । জ্যোপদী কহি-
লেন, হে স্বতনন্দন ! বিধাতাই একরূপ বিধান করিয়া-
ছেন । পৃথীতলে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমরা সেই
ধর্ম রক্ষা করিব । বক্ষ্যামি ধর্ম অপশাই আমাদিগের
শক্তি বিধান করিবেন । আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম যেন
কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন । হে স্বতনন্দন ! তুমি
সভাগণ সমীপে যাইয়া ধর্মতঃ আমার কি করা কর্তব্য,
জিজ্ঞাসা কর ; সেই নরশালী বরিষ্ঠ ধর্মাত্মাগণ বাহা কহি-
বেন ; আমি নিশ্চয় তাহাই করিব ।

প্রাতিকামী রাজসেনীর সেই বচন শ্রবণান্তর সভায়
গমন করিয়া সভাগণসমীপে তাঁহার বাক্য কহিল । সভা-
গণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, হুঃশাসনের আগ্র-
হাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না । তখন ধর্মাত্মা
বুদ্ধিষ্টি হুঃশাসনের অভিপ্রায় বুঝিয়া জ্যোপদীর নিকট
দূত প্রেরণ করিলেন ; এবং কহিয়া দিলেন যে, একবজ্রা
অধোনিবী, রজঃস্রগা পাকালী রোদন করিতে করিতে
খুত্তরের সমীপে সমুপস্থিত হউন । দূত ধর্মরাজের আদে-
শানুসারে সম্মুখে কক্ষার ভবনে গমন করত বুদ্ধিষ্টির
বাক্য নিবেদন করিল । মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি
চঃখিত হইয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন । হুঃশাসন
হুঃশাসন পাণ্ডবগণের বিবর বদন নিরীকণে সাতিশয়
সন্তুষ্ট হইয়া প্রাতিকামীকে কহিল, হে প্রাতিকামিন্ !
তুমি এই স্থানে জ্যোপদীকে আমন কর, কৌরবগণ
তাহার সম্মুখে তাহার প্রেরণ উত্তর করুন । প্রাতিকামী
হুঃশাসনের বশবর্তী ; কিন্তু জ্যোপদীর তরে ভীত হইয়া

মান পরিত্যাগপূর্বক পুনর্বার সভাগণকে জিজ্ঞাসা করিল,
আমি কক্ষাকে কি বলিব । তখন হুঃশাসন প্রাতিকামীর
প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্বক স্বীয় অমুজ হুঃশাসনকে সন্মো-
ধন করিয়া কহিলেন, হে হুঃশাসন ! এই স্বতপুত্র প্রাতি-
কামী নিত্যন্ত অল্পচেতাঃ ; এ বুদ্ধোদরকে ভয় করে,
তুমি স্বয়ং গিয়া রাজসেনীকে আনয়ন কর, অবশ শত্রুগণ
তোমার কি করিতে পারিবে ?

হুঃশাসন হুঃশাসন হুঃশাসনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্ত
নয়নে হুঃশাসন গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকটনে
প্রবেশপূর্বক জ্যোপদীকে কহিল, হে পাকালি ! তুমি
দূতে পরাজিত হইয়াছ ; আমার সহিত আগমন করিয়া
লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক হুঃশাসনকে অবলোকন কর । হে
কমলনয়নে ! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর ; আমরা
তোমাকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছি ; সভায় আগমন কর ।
জ্যোপদী হুঃশাসন হুঃশাসনের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় চঃখিত
ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীর্ণগের সমীপে
ক্রতবেগে গমন করিলেন । হুঃশাসন জ্যোপদীর
তর্জন গর্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া
বলপূর্বক কেশ গ্রহণ করিল । আহা ! যে কুণ্ডলকলাপ
ইতিপূর্বে রাজস্বয় যজ্ঞের অবতৃপ্তমানসময়ে মন্ত্রপুত জল
দ্বারা দিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে হুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডব-
গণকে পরাভব করত সেই চিকুরচর বলপূর্বক গ্রহণ
করিল । হুঃশাসন হুঃশাসন সনাধা কক্ষাকে অনাধার জায়
কেশাকর্ষণপূর্বক সভাসমীপে আগমন করিল । দীর্ঘকেশী
জ্যোপদী বাতবেগে ন্মলিত কদলীপত্রের ঠার কম্পিত
হইতে হইতে অতিবিনীত বচনে কহিলেন, হে হুঃশাসন !
আমি রজঃস্রগা হইয়াছি ; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি ;
এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে ।
হুঃশাসন হুঃশাসন তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়রূপে
কেশাকর্ষণপূর্বক কহিল, হে রাজসেনি ! তুমি রজঃস্রগাই
হও, একাধরাই হও, বা বিবজ্রাই হও ; দূতে নির্জিত
হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপত্নীর জায়
দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে । জ্যোপদী এইরূপ
কটুবাক্যে অতীব পীড়িত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনায় নিমিত্ত হা
কৃষ্ণ ! হা অর্জুন ! হা হরে ! হা নর ! বলিয়া চীৎকার
করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

তখন হুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীরণকেশা ও পতিভার্যবসনা ক্রপদনন্দিনী এককালে লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন ; রে ছুরাশ্বন ! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রভূত্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার একুপ অবস্থার থাকা নিতান্ত অশুচিত । রে নৃশংসকারিন ! তুই আমাকে বিবজ্রা করিস্ না ; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না । মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিবেশিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন । আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাহ্য করি না । রে ছুরাশ্বন ! আমি রজঃবলা ; তুই কুরুবংশীর বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিহু ; ইহারা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উর্দ্ধাদিগেরও ইচ্ছাতে অনুমোদন আছে । হায় ! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে বিধ্ব । কজ্জধর্ম্মজগৎপের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বেছেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন । বৃক্শলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণ ও দুর্ব্বোধনের এই অধর্ম্মাশুঠান অনারসে উপেক্ষা করিতেছেন ।

দ্রৌপদী করুণ স্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকল্লিত কলেবর ভর্জুগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে বাতুল হুঃখিত হইলেন ; সমুদায় রাজ্য ধন বিবিধ বহুমূল্য রত্নসম্পদ বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের ভাদৃশ কোতর হইল না । ছুরাশ্বা হুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিংসজ্ঞপ্রাস করিল, এবং দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল । কর্ণসাতিশয় ছুট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন ; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হুঃখিত হইলেন ।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সর্ব্বোধক করিয়া কহিলেন, হে

হুতগে ! এমিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না । ওমিকে জী স্বামীর অধীন, এই উত্তর পক্ষই তুলাবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের বার্থ উত্তর বিবেচনার অসমর্থ হইতেছি । দেখ, ধর্ম্মাত্মা বৃধিষ্টির সমুদায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে এক পদও বিচলিত হইতে পারেন না ; বিশেষতঃ তিনি আপনায় মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে আমি পরাজিত হইয়াছি ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের বার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না । শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় অধিতীয় ; বৃধিষ্টির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী ; বিশেষতঃ তিনি আপনি তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না ।

দ্রৌপদী কহিলেন, ছুরাশ্বা দ্যুতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যুতক্রীড়ায় অহুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যুতাতিলাষী হইলেন ? কুরুপাণ্ডবাগ্ৰগণ্য মহারাজ বৃধিষ্টির ছুরাশ্বাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সতিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে ; উনি পক্ষাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন । বাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন ।

পাঞ্চালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; ছুরাশ্বা হুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষবাক্য কহিতে লাগিল । বৃকোদর রজঃবলা পতিভোক্তরীয়া আকুবামনা ক্রপদনন্দনার সেইরূপ অশুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে বৃধিষ্টির প্রতি সাক্ষিয় ক্রোধাবিত হইয়া উঠিলেন ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ভীষ্মসেন কহিলেন, হে বৃধিষ্টি ! দ্যুতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বৈজ্ঞানিকগণকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না ; তাহারা তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া

ধাতক ! দেখ, কাশীর ও অন্যান্য ভূপালগণ বে সমুদ্র ধন, উত্তমোত্তম ক্রযজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন তৎসমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্বাতে পরাজয় করি-
রাছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায্য হইয়াছে। দেখ, দুরাশ্রা ক্ষুদ্রাশ্রয় কৌরবগণ কেবল তোমার লোমেষী পাণ্ডব-প্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্রেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধাবিত হইয়াছি; অন্য তোমার বাহুঘর ভঙ্গসাৎ করিব; সহদেব ! দ্বার অগ্নি আনয়ন কর।

তখন অর্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন ! তুমি পূর্বে কদাপি উদুশ চরিত্র্য প্রয়োগ কর নাই; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর ! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্মোচরণ কর; ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্তৃক দ্বাতে আহৃত হইয়া ক্ষত্রধর্মাসূ-
সারে তাহাদের অভিলাষানুসারে ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্ ঘস্কর। ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! ধর্মাস্রা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্মাসূসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উহার বাহুঘর ভঙ্গ করি নাই।

যুতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে হুংখিত এবং ক্রন্দ-
নন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সঙ্ঘো-
ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ ! বাজসেনী
যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয়
বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার না করিলে
আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম,
যুতরাষ্ট্র ও মহামতি বিষ্ণু, ইহঁদের আসিয়া এ বিষয়ে
কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ-ও কৃপ, ইহঁদের কোন
কথা কহিতেছেন না কেন ? আর যে সকল ভূপাল চতু-
র্দিকে বলিয়া আছেন, তাহারও কাম ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক
যথামতি বলুন। দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন,
তাহার কোন পক্ষ কাহার অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া
বল। এইক্ষণে মহাশয় বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে তিনি
সভাসভাপক্ষকে তাহার নিকট বারংবার অনুরোধ করিলেন,

তাহাতে কোন ব্যক্তিই বাধু কি অস্বাধু কিছুই কহিলেন
না; তখন তিনি হস্তে হস্ত নিশ্চেষণ করিয়া নিরান-পরি-
ত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহী-
পালেরা বলুন, আর মাই বলুন; আমি বাহা ন্যায্য
বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া
পাকেন যে, রাজাদিগের বাসন চতুর্বিধ; প্রথম যুগ্ম,
দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় ছরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে
অভ্যুদয়গ; মহুযোরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে
ধর্ম হইতে দূরীভূত হুয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যাসক্ত পুরু-
ষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহুত
যুধিষ্ঠির ব্যাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন;
বিশেষতঃ এই অনিষিত রমণী পাণ্ডবগণের সম্ভারণী
ভার্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্বে
স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বববজ্জিত হইয়াছেন;
এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোন্নয়ন করিতে
ছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়-
লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভ্যগণ এই
কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুল রবে বিকর্ণের প্রশংসা
ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

সেই তুযুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধের
ক্রোধ পরতজ হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে
লাগিল, হে বিকর্ণ ! এই সভায় অহবিধ বিকৃতি ঘটে হই-
তেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে,
তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই সকল ভূপালেরা
দ্রৌপদীর প্রবর্তনাপরতত্ত্ব হইয়া ও যে কিছু কহিতেছেন
না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা পাকালীকে ধর্মন্তঃ
জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বাস্তবিক-
সুলভ অসহিত্যয় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে স্ববিরোচিত
বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ,
ধর্মবিষয়ে যথার্থ অভিজ্ঞ নাই, তজ্জন্যই জয়লব্ধ
দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন
যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বের পণ করিলেন, আর দ্রৌপদী সেই
সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কথা জয়লব্ধ নহে কি
প্রকারে জানিলে ? পাণ্ডবদিগের অনুরোধসম্মত দ্রৌপ-
দীর নাম উল্লেখ করা বাইতেছে, কি নিমিত্ত দ্রৌপদী
তোমার মতে জয়লব্ধ হইতেছে ? অথবা একবস্ত্র

জৌপদীকে সভার আনয়ন করা হইয়াছে ইহাই কি অর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে? এক্ষণে তাহার কারণও প্রবণ কর, দেবতারা জৌপদীকে একমাত্র ভূতাই বিধান করিয়াছেন, জৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভূতের বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তখন ইনি বারজী তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জৌপদী ও পাণ্ডবগণের বাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদায়ই ধ্বংস করিয়াছে; অতএব হে হুঃশাসন! বিকর্ণ অভিযালক, তুমিই পাণ্ডবগণের ও জৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর হুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক জৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে জৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা হুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাবোশিন্! বিশ্বাত্মন! বিশ্বভাখন! আমি কুরুমধ্যে অবসর হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিজ্ঞাপ কর। সেই হুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবশুভীতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কুরুগময় কেশব যাজ্ঞসেনীর কুরুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে জৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। ছুরাত্মা হুঃশাসন জৌপদীকে বিবসন করিবার নিমিত্ত তাহার বস্ত্র বত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্ম-প্রভাবে নানারাগবিরাগ-রঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাকৃত হইতে লাগিল। তদর্শনে সভামধ্যে বোরতর কলহব আরম্ভ হইল। মহাপালগণ হুঃশাসনকে তৎসনা করত ক্রপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার ওষ্ঠ-ধ্বংস জৌপদীর বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, তিনি করে করে নিশ্চেষ্টপূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে লোক-বাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর, কেহ কখন এক্ষণ কহে নাই এবং কহিতেও পারি/ব না, বদ্যাপি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাদম্য পাপাত্মা হুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কুখির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবশ্রকার ভীম বাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃশাসনের কুংসা করত তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

যখন হুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভাগণ দিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিককে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, সজ্জনগণ পুত্রমার্ত্তকে নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্লিষ্ট বাহু দ্বারা সভাসদগণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভাগণ! ক্রপদনন্দিনী বাহী জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার নাম পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্জু বাক্তি প্রজ্জলিত চতুর্শনের নাম সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন। আর্জু বাক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম্ম-প্রশ্নের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাভাবগ-বিবর্জিত হইয়া জৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞাভাসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচার সম্মান্বে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভা চিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন সন্দেহ নাই। এই কালে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞা এবং আর্জুর সূত্রের সংবাদাত্মক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

পূর্বে দৈত্যাদিরাঙ্গ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র-সুধমার প্রতি উপজ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পরস্পর আমি জ্যেষ্ঠ আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া কন্যা লাভস্পৃহায় প্রাণপর্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যোজ্ঞ ! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না। প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধমা রোষবশে প্রজ্জ্বলিত ত্রক্ষদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। রে প্রহ্লাদ ! যদি তুমি মিথ্যা বলি, অথবা প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখি, তাহা হইলে দেব-রাজ উল্ল বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক শতদা বিদীর্ণ করিবেন। সুধমা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ বাধিত মনে কশাপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহা-ভাগ ! আপনি দৈব ও অস্ত্রের ধর্ম্মের ধর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরূপ উপস্থিত হই-
য়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রহ্লাদের প্রকৃত প্রভাত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন কোন লোক তাঁহার ভোগা হইয়া থাকে, বলুন ; এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে। কশাপ কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রহ্লাদের প্রকৃত প্রভাত্তর না দেয়, এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার সত্য সংখ্যক বাক্য পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসংসারে তাহা-
দিগের এক একটি মাত্র পাশ বিযুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

ধর্ম্ম অর্ধর্ম্ম দ্বারা অহুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন চানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সত্য তথ্য উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে। বাহ্যিক নিমিত্ত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দ্যবাদিমধ্যে যিনি সূর্য্যশ্রেষ্ঠ, তাঁহাতে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্তৃপক্ষীরদিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথায় নিন্দাই ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থলে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যপণ পাপপুণ্য করেন, কিন্তু যিনি কর্ত্তা তাঁহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্যিক মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাহাদিগের পর ও অপর একোনপক্ষাশ্রয়

ট্টে ও পূর্ত্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। দ্ব্যতসূর্য্য ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বর্ণভ্রষ্ট ও ধনী যে দুঃখ, পতিহীন স্ত্রী ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির যে দুঃখ, অপুত্র ও রাস্ত্রী কর্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসঙ্গে জীলোকের এবং কপট সাক্ষী কর্তৃক চলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশা-ধিপতির এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও এই সমস্ত দুঃখ ঘটয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোকে সাক্ষী বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থ বিহীন হয় না।

প্রহ্লাদ কশাপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, বৎস ! সুধমা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধমার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব এই সুধমাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন। সুধমা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

এইরূপে উপাধ্যান সমাপন করিয়া বিহ্বল কহিলেন, এক্ষণে সন্তোষ এই পরম ধর্ম্মোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপা যে প্রদত্ত করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদ্ভাত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন। বিহ্বলের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ সমস্ত পার্শ্ববেরা কিছুই প্রভাত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ হুঃশাসনকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, হে হুঃশাসন ! এক্ষণে দাসী, দ্রোপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র হুঃশাসন বেপমানা সলজ্জা অনাথা দ্রোপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায় ।

দ্রোপদী কহিলেন, রে হুঃশাসন হুঃশাসন ! তুমি কর্ণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রদত্ত করিয়াছি, সর্ব্বাঙ্গেই তাহার প্রভাত্তর দৈওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করার আমি একান্ত বিফলা হইয়াছি, এবং কোরব সভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অগ্রিয়

কহিতেছি, পূর্বে এই সকল অগ্রিম বাক্য একবারও বুঝে
আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি ?

তখন হুঃখে নিত্যস্ত কাতরা জ্যোপদী সতামধ্যে নিপ-
তিতা হইয়া এই প্রকারে আত্মবরে বিলাপ ও পরিভাপ
করিতে লাগিলেন । হায় ! আমি স্বরস্বরকালে রত্নমধ্যে
সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়া-
ছিলাম, ইতিপূর্বে বাহ্যেরা আর আনাকে দেখেন নাই,
এক্ষণে আমি তাহাদেরই সম্মুখে সতামধ্যে উপস্থিত হই-
রাছি । যাহাকে পূর্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য-পর্ষ্যস্ত
দেখিতে পান নাই, এক্ষণে তাহাকে সতামধ্যে সর্ব জন-
সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল । যে পাণ্ডবেরা পূর্বে
গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু-স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারি-
তেন না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই এই ভ্রাতৃ আ হুঃশাসন
আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনারাসেই সহ্য করিয়া
আছেন । সেই কৌরববর্গই মূরাকে ক্রেশে ক্লিষ্টমান্য

দেখিয়া অনারাসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে
স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটয়া থাকে ।
আমি জীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি
কষ্ট আছে । গুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা জীলোকে সতামধ্যে
আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সত্যপ্রবেশ
করিয়াছে, এক্ষণে ক্ষতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম
কোথায় রহিল । যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী পার্শ্বতের
ভগিনী কৃষ্ণের প্রিয়সখী জ্যোপদীকে সত্য আনিরাছে,
তখন কৌরবদিগের পূর্বেপূর্বপরাপরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট
হইল । আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সখ্যা ভাষ্যা, আমাকে
দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই সম্মত আছি । এই
জুহাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দূত হুঃশাসন বলপূর্বক
আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্রেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য
করিতে পারি না । হে ভূপালগণ ! আমাকে জিতা বা
অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রাণ করিয়াছি, তাহার
প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে বাহা বলিবেন তাহাই করিব ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি ! ধর্ম্মের গতি অতি
সূক্ষ্ম, বিজেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন
না । বলবান লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু
সেই ধর্ম্ম অতিক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মকে প্রাণ দিতেছে ।
কার্যের সূক্ষ্ম গহন ও গৌরবপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার

এই প্রাণের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না ।
কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব
বোধ হয়, অচিরেই ইহাদিগের বংশলোপ হইবে । তুমি
যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত
হঃখাতিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না,
অতএব হে পাণ্ডালি ! তুমি এইরূপ চরবস্থাভূত হইয়াও
যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই
হইয়াছে । এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ জ্যোপদী গতাত্ম
ন্যায় আনত হইয়া পূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন,
এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রাণের যেরূপ সিদ্ধান্ত করি-
বেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হই-
রাছ, ইনি তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন ।

অকুণ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যস্ত সমস্ত রাজগণ বাহুবল-
ভীত কুরুদিগের ন্যায় বাস্পাকুললোচনা জ্যোপদীকে
নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে
পারিলেন না । তাহার মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া
দ্রুপদাধন জ্যোপদীকে কহিলেন, যাক্সেনি ! এক্ষণে
তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর,
ইহারা তোমার প্রাণের উত্তর করিবেন । তাহার তোমার
নিমিত্ত অন্য লোক মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার
করুন, এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে
দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন । এই সমস্ত কৌরবেরা
তোমার দূঃখে বৎসরোন্মত্তি দূষিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ
তোমার স্বামীদিগের হৃদ্যাগম দর্শন করিয়া ইহারা কখনই
যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না । সত্যসন্ধ মহাত্মা
যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তিনি বাহা কহিবেন, অবিলম্বে
তাহা প্রুতিপালন করিবে । সত্যেরা কুরুরাজের বাক্য
প্রবণানন্তর তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন,
এ বিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল । কৌরবেরা ও
কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কোতুলকাকাত হইয়া হর্ষেৎ-
কুর লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে
লাগিলেন, দেখ, ধর্ম্মকি বলেন ; এবং ভীম, অর্জুন,
নকুল ও সহদেব ইহাদিগেরই বা কতকি ।

আর্তমিনাদ নিরন্তর হইলে ভীমসেন ভূজোভোলন-পূর্বক কহিলেন, যদি এই উদারস্বভাব ভুলপতি ধর্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই কন্স্যা করিতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও ভগ্নসার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আমাদের পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি, সন্দেহ কি? আমার প্রভুকে থাকিলে কি অন্য পাকালির কেশাকর্ষণ করিয়া হুয়ায়া জীবিত থাকিতে পারে? কি করি ধর্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভুলবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না, নতুবা আমার ভুলান্তরে নিপতিত হইলে ইচ্ছাও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্মরাজ কটাক্ষে অশ্রুত করেন, তাহা হইলে যুগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে, তরুণ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাশায়া ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজলিত হইতেছে দেখিয়া ভীম, দ্রোণ ও বিহুর তাঁহাকে সোধোন করিয়া কহিলেন, ভীম! কান্ত হও তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীম, বিহুর ও দ্রোণাচার্য এই তিন জন সবল আছেন, ইহারা স্বীয় স্বামীকে ছুই বলিয়া থাকেন; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাছা করেন, কিন্তু ব্যর্থ করেন না। আর দাস, পুত্র ও অশ্বত্থা নারী এই তিন জন অধন। দাসের পত্নী ও তাঁহার সখীরা খন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অশ্রু-মতিক্রমে তুমি রাজত্ববনে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারের অন্তর্গত হও; হে রাজপুত্র! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যেব্যক্তি তোমাকে দ্বাভে পরাজিত হইয়া দানীত্বস্থলে বন্ধ না করে, কুহি এমন একজনকে পতিয়ে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্বাভে পরাজিত হইয়াছেন, কুহি নারী হইয়াছে, আর ঐ পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার অজ্ঞান অবস্থায় ভুল পন্থাক্রমে ও পৌত্রের প্রতি দৃষ্টিগাত্য করেন না; তিনি

এই সভামধ্যে রূপদাক্ষকে দ্বাভমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্বপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত নিখাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি হৃতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাকালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া দ্বা করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এক্রপ পক্ষবোদ্ধি করিতে পারিত?

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্যোধন ভূকীভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সোধোন করিয়া কহিলেন, হে নৃপতে! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত; এক্ষণে বল, ক্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না? ঐখর্যমদে মত্ত হুয়ায়া দুর্যোধন ধর্মরাজকে এইরূপ ক্রহিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্বক সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুলা দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদর্শনে লাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে পরাধাতে এই উরু উন্নত না করি, তাহা হইলে অস্ত্রে আমার পিতৃলাকের সমান গতি হইবে না। অমরী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকেটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিহুর কহিলেন, হে পার্শ্ববর্গ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন; নিশ্চয় রোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণ! তোমরা অন্যায় দ্ব্যতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু সভামধ্যে জী নাই। বিবর্ত করিতেছ। তোমাদের যোগ্যকর্ম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল; তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ। হে ক্রৌপদগণ! সভামধ্যে অধর্মপ্রচলন হইলে সমুদায় সভ্য যুধিষ্ঠির হয়;

একপে আমার ধর্ম্য বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি বুদ্ধিগণ আত্মপরাজয়ের পূর্বে জৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার বথার্থ ঈশ্বর চক্রেতন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে বগ্ননির্জিত ধনের ন্যায়; অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইরা ধর্ম্মচ্যুত হইও না।

দুর্যোধন বিহুরের বাক্যাবসানে জৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাজসেনি! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত; যদি তাঁহারা বুদ্ধিগণকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে, তোমার দাসীষ মোচন হইবে। তখন অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, একপে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট আপনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন।

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমনত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে গোমায়ু ও গর্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক পক্ষিগণ চক্চক্কে শব্দ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণে বিহুর ও সুবল-নন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। নিদান ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তৎক্ষণে বিহুর ও গান্ধারী ঐ ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নির্বেদন করিলেন।

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্বিনীত দুর্যোধন! তুই এক-বারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মী জৌপদীকে সতামধো সম্ভাবণ করিতেছিল। পরম প্রাজ্ঞ বাক্যবগণ, হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সাঙ্ঘনাবাক্যে জৌপদীকে কহিলেন, হে ক্রপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট বীর অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জৌপদী কহিলেন হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্বধর্ম্ম-বৃত্ত শ্রীমান্ বুদ্ধির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনায়

পুত্রগণ যেন ঐ সমস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিদ্যা যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিদ্যা রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্তৃক লাভিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষাক্রম এই বর প্রদান করিলাম; একপে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

জৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সর্ব সপরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন চক্কে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নলিনি! আমি তোমার প্রার্থনাক্রম বর প্রদান করিলাম; একপে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার বথার্থ সংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জৌপদী কহিলেন, হে ভগবন! লোভ ধর্ম্মনাশের তেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। একপে আমার পতিগণ দাসত্ব রূপ নারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন; উহারা পুণ্য কর্ম্মাহুতান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সকল অসামান্য রূপবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রী-লোকের এতাদৃশ কর্ম্ম প্রতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক জ্যোৎস্নপতঙ্গ হইয়াছিলেন, একপে জৌপদী কৃত্তীপুত্রগণের শান্তিবন্ধন হইলেন। পাণ্ডবগণ হৃৎকর জল প্রাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাকালী তরুণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।

অতঃপর জৌপদী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্যোধনকে কহিলেন, হে ধর্ম্মী পাণ্ডবগণের পতি হইল। এই হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া, কহিতে লাগিলেন,

হে ধনঞ্জয় ! দেবল কহিয়াছেন যে পুরুষ গতপ্রাণ, অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপভ্রাতা, কর্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাঁহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদী হুঃশাসন কর্তৃক অভি-মুষ্ট হওয়াতে এই অভিমুষ্টজ সন্তান কি প্রকারে জ্যোতিঃ-স্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।

অর্জুন কহিলেন, হীন ব্যক্তি পরুষ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া ভ্রম্ননা করেন না; তাঁহারা কেবল সংকার্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতে দেন না।

ভীম অর্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! আমাদের যে সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সভা-তেই কিংবা এতদন হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া সম্মুখে উন্মূলিত করিব। অথবা বিবাদ বা বাণিত্যেই আর প্রয়োজন কি; অদ্য এই সভাতেই সমুদায় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন। ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগ-সমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুচুমুচুঃ উদ্ভিগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অক্লিষ্টকন্ধ্যা পার্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধতা করিলে, তিনি অকৃতকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠিলেন, রোষবশে তাঁহার শ্রোত্রাদি দেহরক্ষ হইতে সধুম-ক্ষুণ্ণ ও শিথাসহিত হতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রকটীভয়ঙ্কর হইয়া যুগাস্তকালীন কৃত-স্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে নিবৃত্ত হও বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন।

একসপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্ ! আমরা কি করিব অহুমতি করুন; আপনি আমাদের স্নেহর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অমুবর্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অজাতশত্রু ! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর; আমি অমুজ্ঞা করিতেছি সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্বক আপনার রাজ্য অল্পশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি ধর্মের স্বল্পগতি বুঝিয়াছ; বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সূদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারা উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্বক কেবল শত্রুকৃত সংকার্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার পরাশ্রয় থাকেন। অদম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষবাক্য না কহিলেও মধ্যম পুরুষেরা কঠোর বাক্য তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সজপ্রকার অহিত পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সংকার্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হন এবং কাহারও অর্থ ও ধর্মাদি অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্থাভ্যুৎপত্তিঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত ! দুর্যোগ্যদের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণপ্রাণিতাশ্রমে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্ব্যতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, শেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অহুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্ ! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্তা এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান বিহর যয়ী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম, ধনজয়ে ধৈর্য, বুদ্ধিতে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশ্রদ্ধা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব হে বৎস ! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি থাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর, ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাতৃ এবং তোমার মন ধর্মে অমুরক্ত হউক।

ବୈଶମ୍ପାୟନ କହିଲେନ, ଜନମେଜୟ ! ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ-
ରାଜ ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ଏହି ଏକାର ଅଭିହିତ ହେବା ଶିଟୀଚାର ଶ୍ରଦ୍ଧ-
ର୍ଶନପୂର୍ବକ ବ୍ରାତ୍ସଗ୍ନ ଓ ଶ୍ରୋମଦୀର ସହିତ ମେଘସଂହାର ରଥେ
ଆରୋହଣ କରିବା ଛଟିଚିତ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଲେନ ।

ଦ୍ଵାତ ପକ୍ଷ ସମାପ୍ତ ।

ଅଭ୍ୟୁତ ପର୍ବଦ୍ଵାୟ ।

ଦ୍ଵିସପ୍ତତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଜନମେଜୟ କ'ହଲେନ, ହେ ତପୋଧନ ! ଧନରଞ୍ଜ-ସମସ୍ତିତ
ପାଣ୍ଡବଗ୍ନ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅବ-
ଗତ ହେବା ତତ୍ତ୍ଵପୂର୍ବକ ଧୃଷ୍ଣୋଧନାଦିର ମନ କିରୂପ ଚିତ୍ତ ? ବୈଶ-
ମ୍ପାୟନ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଲେନ, ମହାରାଜ ! ତତ୍ତ୍ଵାସନ ଧୀମାନ୍
ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଣ୍ଡବେବା ଅଭ୍ୟୁତାତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅବ-
ଗତ ହେବା ଅନତିବିଳମ୍ବେ ନିଜ ସହୋଦର ସମସ୍ତ ଧୃଷ୍ଣୋଧନେର
ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ ମନେ କହିଲେନ, ହେ ମହା-
ରଥ ! ଆମରା ଅତୀବ କ୍ଳେଶେ ସେ ସମସ୍ତ ଜବା ସଂହାର କରିବାଛି,
ସୁଦ୍ଧ ରାଜା ତତ୍ତ୍ଵସମୁଦାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଶତ୍ରୁ-
ଦିଗେର ଓ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତେ ଭାଗ ମନ୍ଦ ଧାତା ହେ,
ତୋମରାହି ବିବେଚନା କର ।

ଏହି କଥା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି ଧୃଷ୍ଣୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକୁନି
ପାଣ୍ଡବଦିଗେର ଉପର ଏବାସ୍ତୁ ଅଭିମାନପୂର୍ବକ ହେଉଛି,
ଫଳଗୁଣେ ମହାରାଜ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ରପରିଧାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେନ,
ଏବଂ ବିନୀତ ହେବା ସଂସାଧନପୂର୍ବକ କହିଲେନ, ମହାରାଜ !
ବେଦପୁରୋହିତ ବୃହସ୍ପତି ଦିଶାବିପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୋଶୋପଦେଶ
ଶ୍ରଦ୍ଧାନକାଳେ ସେ କଥା କହିବାଛନ୍ତିଲେନ, ବୋଧ ହେ, ଆପଣ
ତାହା ଅବଗତ ନହେନ । ହେ ଶତ୍ରୁନିହନ୍ତ ! ସମସ୍ତ ଉପାୟ
ଦ୍ଵାରା ଶତ୍ରୁସଂହାର କରା ଅତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତାହାରା ସୁଦ୍ଧ ଓ ବଳ
ପ୍ରାୟୋଗପୂର୍ବକ ଆପନକାର ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇ, ଅତଏବ
ଯଦି ଏକାନ୍ତେ ଆମରା ପାଣ୍ଡବଜନ ଧନ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀତି ସମ୍ପାଦନ
କରିବା ମହୀପାଳଗଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରି ; ତାହା ହେଲେ
ଆମାଦିଗେର ହାନି କି ? ଦେଖୁନ, ପ୍ରାଣ ସଂହାରୋଦାତ କ୍ରୋଧାକ୍ତ
ଭୃଷ୍ଣଦିଗେ କର୍ତ୍ତ ଓ ପୃଷ୍ଠଦେଶେ ରାଧିବା କେ ପରିତ୍ୟାଗ ପାଡ଼ିବେ
ପାରେ ? ପାଣ୍ଡବେରା ଅନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ରଣାବୋଧପୂର୍ବକ
କ୍ଳେଧାକ୍ତ ଭୃଷ୍ଣେର ନାୟ ଆପନାର ବଂଶ ନାଶ କରିବେ

ଉଦାତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶୁଣିଲାମ, ଅର୍ଜୁନ ଜୁନୀର ଓ ବନ୍ଧୁଗ୍ରହଣ-
ପୂର୍ବକ ଗୁଣ୍ଡଲେ ଗମନ କରିଦେଇ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀର ଧାରଣ
କରିବା ବାରଂବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟନିଧାନ ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତ
ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇ । ଭୀମ ଅବିଳମ୍ବେ ରଥ ଯୋଜନା
କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ଗଦା ଉଦାତ କରତ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ଗତ
ହେଉଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ ଓ ସତ୍ୟଦେବ ଇହୀନା ଧନ ଓ
ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଘିଷ୍ଟ କରିଦେଇ । ତାହାରା
ସକଳେଇ ଅନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହସ୍ତାନ୍ତ ସଂହାରପୂର୍ବକ
ସୈନା ଆକ୍ରମଣେର ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମରା
ତାହାଦିଗେର ଏକବାର ଅପକାର କରିବାଛି, ଆମ ତାହାରା
ଆମାଦିଗେ କ୍ଷମା କରିବେ ନା । ଶ୍ରୋମଦୀର ପରାବରୁଣ
କ୍ଳେଶ କେ ସହା କରିବା ଥାକିବେ ? ହେ ମହାରାଜ ! ଆମରା
ବନବାସ ପଣ ରାଧିବା ପୁନର୍ବାସ ପାଣ୍ଡବଦିଗେର ସହିତ ପାଶ-
କ୍ରୋଡ଼ା କରିବ । ଆମରା ମଞ୍ଚଳ ହଉକ, ଏହି ବାରେଟି ଆମରା
ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ରାଧିବ । ତାହାରା ବା
ଆମରା ଚିତ୍ତ, ଦ୍ଵାତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ବହୁଲାଜିନ ପରିଧାନ-
ପୂର୍ବକ ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ସଂସାଧନେ ନିମିତ୍ତ ବନପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ଏକ
ବଂସର ଅନ୍ତାତ ଓ ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ବଂସର ଶ୍ରୀତି ଏହି ଧୃଷ୍ଣଦେଶ
ବଂସର ଶ୍ରୀତି ବା ଆମରା ଚିତ୍ତ, ପାଣ୍ଡବଗ୍ନ ସମସ୍ତଦିଗେର
ଅରଣ୍ୟ ବାସ କରିବ, ଅତଏବ ଆପଣ ଦ୍ଵାତ ଅଭ୍ୟୁତ ପର୍ବଦ୍ଵାୟ
କରନ୍ତ । ପାଣ୍ଡବଦିଗେ ଅତି ନିକ୍ଷେପପୂର୍ବକ ପୁନର୍ବାସ
ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ା କରିବେ ଚିତ୍ତବେ । ଫଳତଃ ଏକାନ୍ତେ ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ା
ଆମାଦିଗେର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଶକୁନି ଅକ୍ଷୟିନୀର ବିଳ-
କ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବାଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ! ଆମରା
ମିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରମ ଉଚିତ ମହାବଳ ବହୁଳ ବାହନୀ-
ଗଣଙ୍କେ ସଂହାର କରତ ରାଜପଦେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏକାନ୍ତେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବେରା ଧୃଷ୍ଣଦେଶ ବଂସର ଉତ୍ତମାଧନ କରିବେ
ପାରେ, ତାହା ହେଲେ ଆମରା ଆପନକାର ଇଚ୍ଛାଧିକାରେ ତାହା-
ଦିଗେ ପରାଜୟ କରିବେ ପାରିବ ।

ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର କହିଲେନ, ବଂସ ! ତୁମି କେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଣ୍ଡବ-
ଦିଗେ ଆନୟନ କର, ତାହାରା ଆସିବା ପୁନର୍ବାସ ଦ୍ଵାତକ୍ରୋଡ଼ାର
ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଉକ । ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାମାତ୍ର ଶ୍ରୋମ, ମୋ-
ନନ୍ତ, ବାହୁଳୀକ, ବିହର, ଶ୍ରୋମପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ଧଧାମା ଦୈଶ୍ୟାପୁତ୍ର
ସୁସୁନ୍ଦ, ଭୃଷ୍ଣବାଂ, ଶାଞ୍ଜୁନନନ ଭୀମ ଓ ବିକ୍ରମାତ୍ମି
ସଭାସ୍ତଗ୍ନ ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ରଙ୍କେ ନିବେଦ କରିବା କାହଲେନ, ମହାରାଜ !
ସମସ୍ତ ଶାଞ୍ଜୁନନନ ହଉକ । ତୁମ ପୁତ୍ରବଂସଜ ମହାରାଜ

ধৃতরাষ্ট্র অর্ধদশী স্তব্ধবর্ণকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডব-
দিগকে আহ্বান করিতে অভিলষ করিলেন ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্ন ধর্ম-
পরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহে ধৃতষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ !
তুষোধান জন্ম গ্রহণ করিলে মহামতি বিছুর কহিয়াছিলেন,
এই কুলপাণ্ডুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল
হইবে । আর তুষোধান জাতমাত্র গর্দভের ন্যায় চীৎকার
কারয়াছিল । তুষোধান আমাদিগের কুলান্তক । ফলতঃ
একণে আপনি আত্মদোষে বিপদমাগরে নিমগ্ন হইবেন
না, দুর্বিনীত বাণকের কথায় কদাচ অন্তঃসন্দেহ করিবেন
না । এই যোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হত্যাশ্রম
করিতেছেন ? সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ
করিয়া থাকে ? নির্যাসপ্রায় অশ্লিষ্ট প্রজাতি হইতে
পারেন, একণে অবিরোধী শাস্ত্রস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে
কুপিত করিবে ? হে মহারাজ ! আপনকার আদর্শ
কিছুই নাই, তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ
দিব । জ্ঞানশাস্ত্র নিগ্রাণ্ড নিরোধের অস্ত্রকরণে কদাচ
শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারেন না । বাণস্বভাবে
বুদ্ধিভাব অবগমন করা একান্ত অসম্ভব । একণে আপন-
কার সম্মানেরা আপনাই অজ্ঞা পালন করিবে, ভয়মনাঃ
হইরা যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে ।
একণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাণ্ডুল
তুষোধানকে পরিত্যাগ করুন । হেনরনাথ ! আপনি
পুণ্যসংগতাবশীতঃ তৎকালে বিছুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদ-
শন করিয়াছিলেন, একণে তাহাই কুলান্তক ফল উপ-
স্থিত হইয়াছে । শাস্ত্র, ধর্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে
আপনকার যেক্রপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহা বৈরাগ্য
ভাবেই থাকে । অসমীক্ষকারিতা আপনকার নিগ্রাণ্ড
দোষাবহ । দেখুন, ক্রূরহস্তে নিপতিত হইলে রাজলক্ষ্য
ক্ষণধ্বংসিণী হয়, কিন্তু সরলের রাজশ্রী পরপুরুষপরম্পরা-
গত পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্মোদশিনী সত্যবর্তিনী গান্ধারীর
উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! যদি

বংশনাশ হয় তাহা নিবারণ করিতে পারিব না কিন্তু
পুত্রেরা যেক্রপ উচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক,
পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহারাদিকে দূতাবাস্ত করিতে
হইবে ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তুষোধান ধীমান ধৃত-
রাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুদিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্শ্ব !
এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, একণে
পিহা আদেশ করিতেছেন, আইস, অক্ষ নিষ্কপপূর্বক
দূতাবাস্ত করি । তখন যুদিষ্ঠিব প্রত্যস্ত করিলেন,
লোকে দৈববলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে,
অতএব যদি পুনর্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল ভাগ্যে
যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না । আমি
বুদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দূতে আহত হইয়াছি, স্তব্ধ
অক্ষদূত ক্ষয়কর জানিয়াও একণে তদ্বিষয়ে পরাশ্রয়
হইতে পারি না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভীষ্মের তেজস্বয়
কলেবর হস্তা নিগ্রাণ্ড অসম্ভব ইচ্ছা জানিয়াও রঘুকুল-
তিলক রাজা রামচন্দ্র বর্ণমূলুক হইরাছিলেন, অত্রাঃ
লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির বাহিক্রম
ঘটিয়া থাকে ।

অনন্তর যুদিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভাটগণের সহিত
মৌনভাব অবলম্বন করিয়া বহিলেন এবং সৌবলের
নায়বল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্বার দূতে আসক্ত হই-
লেন । তাহাও পুনরায় দূতসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহা-
দিগের স্তব্ধবর্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহারা
বহুবিধ ভয় সম্মুখাগে কালান্তিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু
দৈব সর্বলোক সংহাবার্থে তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া
দূতে প্রেরিত করিলেন । শকুনি যুদিষ্ঠিরকে সঙ্ঘোদন করিয়া
কহিলেন, মহারাজ ! বুদ্ধ রাজা আপনাদগকে যে অর্থ
প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু একণে
এক মহাবন পণ অব্যবহিত হইয়াছে গ্রহণ করুন । আমরা
আপনাদিগের নিকট দূতে প্রেরিত হইলে ক্রতুম্ব
পরিধানপূর্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর

অজ্ঞাত বাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা অসী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধানপূর্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আত্মন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষ নিক্ষেপপূর্বক পুনর্বার দূতায়ত্ত করি।

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশ-বাস্ত চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্বক কহিলেন, হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বাঁপাটের হস্তক্ষেপ করাইতেছ কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্বার দূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, হে শকুনে! মন্ত্রলা ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দূতে আহৃত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস এক্ষণে দূতায়ত্ত করি। শকুনি কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেঘ, অজ, গজ, সমস্ত দাস দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থ এই সকল একটি পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদেরকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আত্মন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস পণ রাখিয়া জীড়ায়ত্ত করি। তখন যুধিষ্ঠির তাহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করি-মাত্র তাহার জয়লাভ হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে হুঃশাসন তাহাদিগকে অজিনসংবৃত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্য-

ভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, এক্ষণে একমাত্র হুঃখোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুঃখবস্তাপন্ন হইলেন। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জিত ও কৃতসংকল্প হইয়া বনপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাষার দিব্যাস্বর বলপূর্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে কুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাহার ক্লীব। হে দ্রৌপদী! তুমি নির্ধন অমর্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়-সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে খন্ডন করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ঠিচ্ছা হয়, পতিত বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দাস্ত কৌরব সতামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাদিগের এক জনকে পতিত বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুঃখভোগিনী হইতে হইবে না। যাদৃশ যশুতিল ও চর্ম্ম-ময় মৃগ নিস্ত্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। যশুতিলের উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।

মহারাজ! এইরূপে সেই নৃশংস হুঃশাসন অশেষ পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্বক পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিল। ভীম-সেন তাহার নিতান্ত হুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈশ্বরে যথোচিত ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে ক্রুর! পাপাচার-পরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই ক্ষম্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্, তুই রাজগণ-মধ্যে গাঙ্কারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মপ্রাণা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদের বর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমিও এইরূপে তোমার চর্ম্ম ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হইয়া তোমার অহুভুক্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর বনালয়ে গমন করিতে হইবে।

নিরাক্ষর ছুশাসন অভিনয়ধারী বিবাসিত ভীমসেনকে গুরু গুরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, রে নৃশংস ছুশাসন ! শঠতাপূর্বক ধনসম্পত্তি অপচয়ণ করিয়া পরম্বাক্য প্রয়োগ বা আত্ম-শ্লাঘা করা কি উচিত ? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃবল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কৃত্তীপুত্র ব্রহ্মকানর যেন পুণালোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচিরকাল মধ্যে সমুদ্র ধাউরাষ্ট্র এবং কপটচাচরী সমস্ত ধনুর্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শাস্তি লাভ করিব।

পাণ্ডবগণ সত্য হইতে বর্জিত হইতেছেন, পশ্চাত্তাপ নরাদম দুর্ঘোষন ভদ্রী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কোন্তেরগণের অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধানবেগ সংবরণপূর্বক নিকৃষ্ট হইতে হইতে অর্জুনকে পবিত্রীকৃত করিয়া দুর্ঘোষনকে কহিলেন, রে মূঢ় ! আমি তোমাদিগকে সশ্রমে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যাহার দিতেছি, তুমি এ সকল কার্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সত্যমধ্যে পুনঃ মূঢ়কণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা টকা অবশ্যই সফল করিবেন ; আমি দুর্ঘোষনকে নিহত করিব, এবং ধনঞ্জয় কর্তৃক, সতদেব অক্ষয় শকুনিকে বিনষ্ট করিব, আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্ঘোষনকে সংহার করিব, ইহার আপাদ মস্তক ভূমিতে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক নিষ্ঠুর ছুরায়া ছুশাসনের রক্ত পান করিব।

অর্জুন কহিলেন, হে ভীম ! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সত্যক অবগত হওয়া যায় না, প্রয়োজন বর্ষ অতীত হইলে বাহা হইবে, উহার। তাহা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, পৃথিবী ; দুর্ঘোষন, ছুশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই চুই চকুটের শোণিত পান করিবেন। অর্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন ! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাঘেব-পরবশ, বক্রা ও আত্ম-শ্লাঘা-সম্পন্ন কর্তৃক রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের মরণ করিবার নিমিত্ত আমি শর দ্বারা কর্ণ ও শকুনির লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। বক্রা ও আত্ম-শ্লাঘা-সম্পন্ন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। পাণ্ডব-তাদৃশদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। উপযুক্ত বিচলিত হয়, সূর্য্য নিম্নত হইবে, চন্দ্রের ঈষৎ, হ্রাস, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অনাথা হইবে। কেবল দশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্ঘোষন আমা পাণ্ডব করিয়া যদি রাক্ষা প্রত্যাগমন না করে, তাহা নিরপরাধী এই সমস্ত ঘটবে। নির্দোষসত্ত্বে

অর্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয়রা উত্তিত ? বধসাপন করিতে উচ্চা করিয়া ক্রোধের আশ্রয়ে পরিভাগপূর্বক কহিলেন, রে মৌবল ! আমি কর্ণ-অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, কল-দি তোমার নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তেই, তাহারা চিস্তা ভীম তোকে ও তোর বন্ধুগণের প্রাণ কর, করিয়া দাড়া কহিলেন, আমি সেই সহই, ঠান করিব। রে জীব ! যদি তুই ক্ষতাপ করিতে থাকিস, তাহা হইলে আমি তোকে ও কর্ণ অরুণা-দিগকে বলপূর্বক হনন করিব। দেগের শোকে

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ কবি নানাপ্রকার যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্ঘোষনের প্রাণ অত্যন্ত নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রাণ বনপ্রস্থান প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা ক সমস্ত অবগত প্রেরিত এই সকল দ্রুতদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নৈককশ প্রিষ্ঠা পূর্ণীকে ধার্ত্তর প্রত্যা করিব। র অস্ত্র-প্রচরণ

এইরূপে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। সন্নিধানে গমন করিল। ইরা ক্ষত্র বিদ্র

বিদ্রুত ধৃতরাষ্ট্র
ভিতে তাহাকে

যটসমুত্তিতম অধ্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এক্ষণে আমি পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, তনয়, সৌর্য্যদত্ত, বিদ্রুত, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তর, সত্যসদগণের নিকট বিদ্রুত লইয়া

দিগের সচিত্র সাক্ষ্য করিব। তাঁহার
নৃ-যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন
নে তাঁহার শুভাভিধান করিতে লাগিলেন।
বসাবা, পুণ্য রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন
ট্ট উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা
কুবকাল স্থখে অভিধান করিয়াছেন;
একত চটরা আমার আসনে বাস করুন।
তোমাংগের সর্বত্র মঙ্গল হউক। পাণ্ড-
বলিয়া নিবেদন করিলেন, মহাপর!
কী পিতৃবা, আমরাও আপনার একান্ত
বে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা
ভা কর্তব্য, হেহেতু আপনি পরম শুক।
হাঁ বলাপি আর কিছু কর্তব্য থাকে,
যেকন। বিদুর কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির!
শম্ভাচরণপুত্রক কেত জয়গাত করিতে
দ্বৈপায়ন চটলে বংগেরানান্তি মনস্তাপ
যুগ্মি ধর্মজ, ধনজয়, যুদ্ধে ভেতা, ভীমসেন
ইহা অর্থসংগ্রহী, সচদেব সংঘনী, ধোমা
লী দ্রোণদী শম্ভাচারিনী। তোমরা
হে প্রিয়দর্শন, সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ
হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তোমরা
কি হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষ
অক্ষুণ্ণ শত্রুও ইহাকে উপহাস করিতে
কোঁক্সে চিমাচলে মেক সাবণী কর্তৃক
পরণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট
অরুণোজ রামের নিকট উপদ্রষ্ট হইয়াছে,
বৎসর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং
বাস মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছে। দেবর্ষি
বাক্যে বিষয়ে পরিগ্রেসক এই ধোমা
মাত হে পাণ্ডক! যুদ্ধকাণীন অধিগ্রণ-
বুদ্ধিগতি পরিভাগ করিও না; তুমি
রাজ্য করিয়াছ, স্তুতিতে রাজলোক-
ভ, শম্ভাচরণে অক্ষুণ্ণকে অতিক্রম
জিত্রকে জিত্রিয়াছ, ক্রোধ সহরণে
অজিনানাতার কুবেরকে পরাজয় করি-
তাঁহা হীন করিয়াছ, কমাণ্ডবে পৃথিবীকে

অতিক্রম করিয়াছ, তেজে স্বর্ষ্যদেবকে হ্রস্ব করিয়াছ এবং
বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাংগের সর্বত্র
মঙ্গল হউক। নির্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্বার সাক্ষ্য
হইবে। হে কৌন্তের! তুমি সমুদায় কর্তব্যবিধির উপদ্রষ্ট
হইয়াছ, অতএব যখন বাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল
সম্পাদন করিও।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্তৃক এইরূপ অতিহিত
চটরা যে আজ্ঞা বলিয়া জীয় ও জোণকে অভিধান-
পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

দৈশম্পায়ন কহিলেন, তিনি প্রস্থান করিলে পর
দ্রোণদী বিষয় মনে পৃথাসমিধানে উপনীত চটরা তাঁহাকে
এবং তদ্রূপ অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্থ বন্দনা ও
আলিঙ্গন করত স্বামীর্ অল্পময়নের প্রার্থনা করিতে
পাশ্চবাস্তঃপুরে মহান্ আর্জুনিয়ার চটতে লাগিল। কুন্তী
দ্রোণদীকে গমনোদ্যাত দেখিয়া শোক বিহ্বলা ও সাতি-
শয় কাতরা হইয়া গল্পদ্বয়ের অতিকটে কহিলেন, বৎস!
হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি
জীৱন্তাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাক্ষী, ও সমাচারবতী, তোমার
শ্রুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর্ প্রতি
কিরূপ বাৎসর্য করিতে হই, তাহা তোমাকে উপদেশ
দিবার আবশ্যক নাই। হে অনন্য! কৌরবেরা পরম
ভাগাধান, হেহেতু তোমার কোশাললে তাহারা দগ্ধ হয়
নাই। বৎসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভাভিধান করি-
তেছি; তুমি বজ্রকণ্ঠ গমন কর; পথে কিছুনাও অমঙ্গল
হইবে না। ভবিতব্যতা অধঃগতীর জানিয়া বুদ্ধিমতী
জীৱ চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি শুভজন ও ধর্ম
কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচির কালমধ্যে শ্রেয়োলাভ
করিবে, সন্দেহ নাই। বনে সর্বদা যজ্ঞপূর্বক সহদেবের
রক্ষণাবেক্ষণ করিও; তিনি যেন এই হুঃখ হুঃখ পাইয়া
বিষয় না হন। যুদ্ধবেশী দ্রোণদী যে আজ্ঞা বলিয়া
শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্বক অবিবরণবিগলিত
জলধারাগুল লোচনে অমাধার স্নায় প্রবাহ করিলেন।
তিনি অশ্রুপূর্ণ হইয়া বীনবীনের স্নায় গমন করিতেছেন।

নেই
বস্ত্রপন্ন
পাতিত,
ধনমদে মত্ত
ছিল, একপে
পবেশ করি-
ব্যাস্বর
করুচর্ম
সদশ
তাঁহারাই
হাপ্রোজ
ইত্র পুণ্য
ব। হে
পাত্তরীয়-
থিয়া কি
ধাতিবে
কৌরব
জনকে
এইরূপ
ও চর্ম-
ধাড়ে।
দিগের
ব।
পকৃষ
ভীম-
করিয়া
খাচিত
চারু-
কে,
জিগণ-
একপে
র্ষ ভেদ
র্ষ ছেদ
হইয়া
কালয়ে

দেখিয়া পলা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; নিরুদ্ধ গমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের বস্ত্রভূষণবিহীন; যুগচন্দ্র পরিধান করিয়া সজ্জানন্দ মুখে গমন করিতেছেন; সজ্জার জটিলিতে চতুর্দিক বেটন করিয়া রহিয়াছে এবং একবার একবার শোকাবৃত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিভাণ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কৃত্তী পুত্রদিগকে হৃদয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিভাণ করত কহিলেন, তায় কি বিধিবিপর্যায়! বাহ্যিক ভ্রমেও অসম্মুখে পদাৰ্পণ করে নাউ, সর্বদা য'গ যজ্ঞের অত্যাচারে তৎপর, অকপট ভক্তিসম্বন্ধে দেবর্চনা করে, উদ্যতভাণ ও সজ্জার অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই নিম্ন নাসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাষ্যদেব বলিতে চাইবে। আমি অতি হৃদয়গণী, আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই নিমিত্ত অশেষ শুভালঙ্কর হইলেও প্রেমাদিগকে এই দুঃসহ ভ্রম ও অসত্য ক্রোধ ভোগ করিতে চাইল। তোমরা অসাধারণ বল, নীচ, ভেদ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীন হীনের ন্যায় বিরূপে দুর্গম বনহলিতে বাস করবে। যদিও পুত্র জ্ঞানিত পার্থক্যে, তোমাদিগকে বনে বাস করিতে চাইল, তাহা হইলে পাণ্ডব সরণান্তর আর আমরা বাধ্যবশে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই মনা, তাঁহাকে এই দুর্ভিক্ষে বরণ্য সহ্য করিতে হইল না, তান পরম ভাবে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এবং সেই সত্যজ্ঞানসম্পন্ন মাত্রীও পরম ধনা, যে তেজ তাঁহাকেও পুত্রদিগের দুঃখের সন্ধান করিতে হইল না। আমি অতি পাপীশ্রী, সাদৃশ্য হৃদয়গণী রমণী ধরনীতলে জন্মে কেউ নাই, আমার ভীষণভুজাধিক, অত্যাচারে কত ক্লেশ আছে, কিছুই বলিতে পার না, তে পুত্রগণ! আমি বহুকাহ্নে তোমাদিগকে লাভ করিচ্ছি। তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তোমাদিগের সন্তিত বনে গমন করিব, যদিও এমন সংপূর্ণ আমি কখনই পরিভাণ করিতে পারিব না, তা বৎসে জ্ঞোপদি। তুমিও কি আমাকে পরিভাণ করিবে। বৃক, বিপত্তা অত্যাচারে আমার অতঃ বিপদ করিতে দ্বিগুণ হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেম জীবিত রহিয়াছে। হা তুমি! তুমি কোথায়

রহিলে! শীঘ্র আমাদিগের পরিভাণ কর, তুমি সকলের জ্ঞানকর্তা, এই নিমিত্ত মোকে বিপদে পড়িয়া হইলে উঠে:পরে তোমাকে স্মরণ করে, অতএব কোথায় যেন, তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, ইহারা দ্বন্দ্বভোগ করিবার উপায় নহে, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীষ্ম, শ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ উপস্থিত হইল। হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপদের তোমার নিরপরাধী পুত্রদিগকে কণ্টকান্তে পরাজিত করিয়া নির্দাসিত করে। নাথ! এমন সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত? বৎস সতদেব। তুমি নিরুদ্ধ হও, কৃপাজের ন্যায় আমাকে পরিভাণ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি কণ্ঠকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরমধর্ম বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিরা আমার পরিভাণ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অনুতপ ধর্ম প্রাপ্ত হইবে।

পুত্রবৎসলা কৃত্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিভাণ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাহনপূর্বক অরণ্যভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিহ্বল পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যাচার হইয়া শোকবিহ্বলা কৃত্তীকে নানাপ্রকার অশাস প্রদানপূর্বক ঘরে, ঘরে তাঁহাকে অত্যাচার প্রবেশ করাইলেন। যতরাং পুত্রগণ কৃষ্ণার বনপ্রাণ ও দ্বাতনগলে তাঁহার কেশাধরভূজা সমস্ত অগত হইয়া কোরবদিগকে নিন্দা করত মুক্তকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন এবং কপালে করার্ণব করিয়া অনেকক্ষণ চিৎকার করিলেন। তখন রাজা যতরাং পুত্রদিগের অত্যাচারণ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সাতিশর উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাবৃত্ত ও ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিহ্বল সরিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিহ্বল যতরাং সন্নে উপনীত হইলে, রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতঃপরে অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন করিলেন, জনস্বর রাজা যতরাং পুত্রদিগের অত্যাচারে বিহ্বল হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ক্রোধ

করিলেন, হে কন্তা! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সনাতাজী, নকুল, সহদেব, ধোম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কিপ্রকারে গমন করিতেছেন বল; আমি তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিহ্বল করিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনায় মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুবল অবলোকন করিত গমন করিতেছেন; সনাতাজী বালুকা বণন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ বাটতেছেন; সহদেব আলিঙ্গিত মুখে ও পরমসুন্দর নকুল আকুল ভাবে ধূলিধূসরিত কণেবরে জোড়ের অঙ্গুগত হইয়াছেন। আরতলোচনা সুকুমারী ক্রমকুমারী আলুসারিত কেশপাশে মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অঙ্গগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধোম্য, যামা, সাম ও রোহি মন্ত্রসকল গান করত পথে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন।

যুতরাষ্ট্র বিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিহ্বল! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহাদের কারণ কি?

বিহ্বল করিলেন, হে রাজন্! ধোম্য যুধিষ্ঠির আপনায় পুত্রগণ কর্তৃক ষষ্ঠতাপ্পরক হুতরাজ্য ও হুতসর্বস্ব হইলেও তাঁহার বুদ্ধি মন্থ হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি হর্ষোষাদিগের প্রতি নিয়ত ককণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে চলপূরক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রবর নিম্নীকৃত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দৃষ্টি হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুবল-দর্পিত ভীমসেন “বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই,” এই মনে করিয়া শক্রগণের প্রতি বাহুবলের অঙ্গরূপ কন্দ করিতে উচ্চা করত বাহুবল প্রসারিত করিয়া বাটতেছেন। ধনজয় শব্দবর্ণন পক্ষে বালুকা বর্ণন করিতেছেন; তিনি হুগত বালুকা বর্ণনের ন্যায় অস্বাভিগণের প্রতি শব্দবর্ণন করবেন; কেহ চিন্তিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আলিঙ্গিত হইয়াছেন। নকুল জীগণের মনমোহিনী মূর্তি গোপন করার আশয়ে সর্বত্র পাণ্ডুলিঙ্গ করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্জবমনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে করিতেছেন, আমি তাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দশ বর্ষ

তাঁহাদের রজস্বলা ভাব্যারা, পতি পুত্র বহুবাহুবল পিনটে হইলে শোণিতদিকালী, মুক্তকেশী ও মুক্ততর্পণা হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিবে। কুশহস্ত ধোম্য পুরোহিত “ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুত্ব এইরূপ সাম গান করিবে” এই কথা কহিয়া সাম ও যামা গান করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরবণ শিখী চতুর্দশ হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, “হে দেব, আমাদের রক্ষাকর্ত্তারা গমন করিতেছেন; কুরুকুল গণের চোটা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অহং-এ তাঁহাদের আচরণে দিক; তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উক্ত-রাধিকারীগণকে রাষ্ট্র হইতে নিব্বাসিত করিলেন; আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম; দুর্কিনীত লোকপতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের ক্রীতি কোথায়?” পুরাণ-বিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডবদেবও আঁকার উদ্ভিত দ্বারা মনোগত বাবসায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেট মতাপকাষরা তত্ত্বিনা হইতে প্রস্থান করিল পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উদ্ধাপাত হইতে লাগিল; এবং রাহুগ্রহ বিনাশক দিবাকরকে গ্রাস করিল; মাংসভোজী গরু, গেঁদায় ও বারসগণ দেবালয়, অশ্বখাদি বৃক্ষ, পাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার হর্মস্থান ভরতকুল বিনাশের নিমিত্ত এই সকল আশঙ্ক-সূচক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন করিলেন, হে জনমেজয়! ধোম্য বিহ্বল এবং রাজা যুতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন কবিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষিপরিত্র দেবর্ষিসত্তম নারদ সভান্থে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভরতের নাকো কহিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দশ বর্ষে হর্ষোষনের অপব্যুৎ এবং ভীমার্জুনের বলে কুরুকুল নিম্নীকৃত হইবে। তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূরক শীঘ্র আকাশ-পথ অবলম্বন করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর হর্ষোষন, কর্ণ এবং সুবলনন্দন শকুনি জ্ঞোণাচায্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সমুদায় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিল।

জ্ঞোণাচায্য, অসহিষ্ণু হর্ষোষন, হুণাসন ও কর্ণ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে

অবধা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত সর্ব প্রবন্ধে অসম্মত ধার্ত্ত্যবোধকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যাহা হউক, অতঃপর দৈবই মূল্যধার। পাণ্ডব-গণ ধর্ম্মভা পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদের অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ত্র্যম্বক্য আচরণ করিয়া পুনঃ প্রাণী হইয়া ও অমর্যপরবশ হইয়া বৈরনির্বাচন করিবেন। আমিও সখিবিগ্রহে ক্রপদ রাজাকে রাজ্য-ভ্রষ্ট করিলে, তিনি আমার প্রাণগংহারের নিমিত্ত বজ্র করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধর্ম্ম, কবচ ও শরণার্থী অগ্নিবর্ণ ধূতৈশ্বর্য পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিন্দিতা দ্রৌপদী কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধূতৈশ্বর্য পাণ্ডবগণের শ্যালক; তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তম হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্ত্যধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। “ধূতৈশ্বর্য দ্রোণের মৃত্যু-স্বকপ” এই কথা বিশেষরূপে প্রণীত আছে, ক্রপদনন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈরনির্বাচনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী ক্রপদ তাঁহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জুন রথী এবং মহারথ গণনাসময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই স্বপ্ন হেমন্তকালীন তালছায়ার ন্যায় সুহৃদুর্ভাষ্য স্ত্রী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর; ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্বক বিদ্রুকে সঞ্চোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষতঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাশ্রিত কর। যদি তাহারা প্রত্যাশ্রিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শত্রু, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সংকৃত করিয়া বিদায় কর।

নবসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ার পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র ছঃখিত হইয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সসাগরা বহুস্রার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিবাদে কারণ কি? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারথ মহাবীর ধৃদ্ধিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা, তাহাদের নির্কিষাদ অগ্নের অগোচর। তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনষ্ট হইবে। বৎকালে তোমার পুত্র ত্র্যোদন পাণ্ডবসহস্রাবধী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে; মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে বারম্বার নিবেদন করিয়াছিলেন। দ্রুপদা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া স্তম্ভপুত্র প্রীতি-কামীকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাজয় করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ঈতিকর্ত্তব্য-বিমুঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অননয় নয়ের ন্যায় অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদাত্ত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাঁহার প্রভাবেই লোকে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়। দ্রুপদা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুলতাও সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, সর্বধর্ম্মজ্ঞা, বশস্বিনী অযোনিজা, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দ্রুপদা দ্যুতসমুৎপাদক ব্যতীত আর কাহার সাহস হয়? রজস্বলা শোণিতপরিপ্লুতা ক্রপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে দ্রুতরাজ্য, দ্রুতবজ্র, দ্রুতশ্রীক, সর্বকাম-বিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশত ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষারোপে অগত্যা বলবিক্রম প্রকাশে ওদাসীনা অবলম্বন করিলেন। দ্রুপদা ত্র্যোদন ও কর্ণ, সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও ক্রপদনন্দনকে কটুক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদায় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পতিব্রতা ক্রপদনন্দিনী

দ্ব্যধিতাতঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত
মেদিনীমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া যায় ; বোধ হয়, অদ্য আমার
পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্মচারিণী রূপবোধন-
শালিনী পাণ্ডব-প্রণয়িনী পাকালরাজনন্দিনীকে সভার
সমাগত দেখিয়া পাকালরাজ প্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ
ও সুসুন্দর প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল।
তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অশ্রুশোচন করে।
জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাকালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে
যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সারাহে অগ্নিহোজে হোম
করেন না। তৎকালে মহাঘোর নির্ঘাতশব্দ, উচ্চাপাত,
শূণ্যগ্রহণপ্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল ;
প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারণে মহাভয় উপস্থিত হইল ;
হঠাৎ রথশালা দৃষ্ট হইতে লাগিল ; কুরুকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত
ধ্বংসমুদয় ভয় হইয়া ভূমিসাৎ হইল ; শূণ্য সকল
দ্রাব্যধনের অগ্নিহোজগৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার
করিতে লাগিল এবং গর্দভগণ চতুর্দিকে শব্দ করিতে
লাগিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও
বাল্মীকি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি
বিহ্বলের পরমর্শাভাসে দ্রৌপদীকে তাঁহার অভিলষিত
বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম। পাকালীও আমার নিকট
বর প্রার্থনায় পাণ্ডবগণের অদাস্তরূপ বর লইলেন।

হে সজ্ঞ! তদনন্তর সর্বধর্মনিঃ বিহ্বল আমাকে

কহিলেন যে, পাকালরাজনন্দিনী কৃকালিকাং লম্বী, ইনি
যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আমার নিত্যর
নাই ; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ,
পাকালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছে। উহার
এতদূর ক্রেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনও ভয়
থাকিতে পারিবেন না। বৃষ্টি ও মহারথ পাকালী
সত্যসন্ধ বাহুদেব কর্তৃক সুরক্ষিত। অর্জুন পাকালগণ
পরিবৃত হইয়া আসিবেন, এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-
সেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে
করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই
অর্জুনের গাভীবিনির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদা বেগ সহ্য
করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডব-
গণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।
পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান, একাকী
ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহযুদ্ধে
সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি পাণ্ডব-
গণের সহিত সন্ধি কর ; নিঃশঙ্কচিত্তে উভয় পক্ষ যোগ
করিয়া দেও ; ইচ্ছা করিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।
হে সজ্ঞ! বিহ্বল আমাকে এই ধর্মার্থসংযুক্ত উপদেশ
বাক্য কহিয়াছিলেন : কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিন্তী-
বার তখন তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ কবিতাম না।

অহুতপাক সমাপ্ত।

সভাপর্ক সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

এই সভাপর্কেও পূর্বতন ত্রিপিণ্ডকরণের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়াদিক্য ও শ্লোকাধিক্য দৃষ্ট
হয় ; কিন্তু ঐ আধিক্য যে কোথায় হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না।

মহাভারত ।

বনপর্ব ।

আরণ্যক পৰ্বাধ্যায় ।

নাস্ত্রায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী
এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়
উচ্চারণ করিবে ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে দ্বিজরাজ ! তুমি আমায়
গণসমভিষাহারে আমার পূর্ব পিতামহ
পাণ্ডবগণকে কপট দ্বাতে পরাজিত করিয়া
নানাবিধ পরম বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাঁহা-
দের সহিত বৈরভাব উদ্ভাবিত করিলে পর,
তাঁহারা রোধাবেশে কি করিয়াছিলেন ?
সেই ইন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দনগণ
মহাশত্রুগণের ও তুমিগণের নিমিত্ত হইয়া
কি প্রকারে অরণ্যমধ্যে কালযাপন করি-
লেন ? তৎকালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি
তাঁহাদের অনুবর্তী হইয়াছিলেন ; সেট
শৌণ্ড্যশালী মহাত্মা কোন্ বনে কোন্
স্থানে কিরূপ আচরণে দ্বাদশ বৎসর অতি-
বাহিত করিলেন ? কি প্রকারেই বা সকল
রমণীর শিরোমণি, রাজপুত্রী, পতিপরায়ণা,
মহাভাগা, দ্রৌপদী নিতান্ত সুখোচিতা
হইয়াও নিদারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া-
ছিলেন ? হে তপোধন ! এই সমস্ত রত্নান্ত
সবিস্তরে কীর্তন করুন ; আপনার নিকট

সেই অমিততেজাঃ বীর পরমপুণ্যের চরিত
শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল
হইতেছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তুমি আমায় প্রতাপ-
শূন্যেরা কপট দ্বাতে পাণ্ডবগণকে পরাজয়
করিলে পর, তাঁহারা জাতক্ৰোধ হইয়া শস্ত্র
গ্রহণপূর্বক দ্রৌপদী সমভিষাহারে পক্ষপাত
পূরকার দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বহিষ্কৃত
হইয়া উত্তরাভাগে প্রস্থান করিলেন ।
ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি চতুর্দশ ভৃত্য স্ত্রীগণ সমভি-
ষাহারে সন্নিবিষ্ট হইয়া আরোহণপূর্বক
তাঁহাদের অনুগামী হইল । পুরবাসগণ
তাঁহাদের বনগমনবাত্তা শ্রবণে নিতান্ত
শোকমত্ত হইয়া নিভৃতিচক্রে ভাঙ্গ, বিতর,
দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে বারণার অভিযোগ
করিয়া ক্রোধে লাগিলেন । সেখানে শকুনির
শিক্ষিত তুমি আমায় তুমিগণের কণ ও তুমি-
গণের মাছামাছ রাজ্য করিতে অভিলাষী,
সেখানে আমাদের কুল ও গৃহপ্রভৃতি
সমুদায়ই নষ্ট হইয়াছে । পাপসহায় পাণ্ডা
তুমিগণের মাছামাছ রাজ্য করে, সেখানে
তুমিগণের কথা দূরে থাকুক, কুল, আচার,
ধর্ম, অর্থপ্রভৃতি কিছুই থাকে না, এই

পাপাত্মা গুরুজনদ্বেষ্টা, আচারভ্রষ্ট, মোহাদ্গম্য, অর্থলুব্ধ, অহঙ্কৃত, নীচপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর। ঐ ছুরাত্মার শাসনে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল একবারে উৎসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব করুণাদীর্ঘদয় জিতে-
 দ্রিয় কাঁতিমান্ পদ্মাচারপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ যেখানে গমন করিতেছেন, আমরাও সকলে সেইখানে গমন কবি ; পৌরগণ এই কথা বলিয়া, পাণ্ডবগণের সমীপে গমনপূর্বক বদ্ধাঙ্গুলিপাটে কহিতে লাগিল, হে ক্ষেমাঙ্গদ মহাত্মাগণ ! আপ-
 নারা এই দুঃখভাগিদগকে পরিত্যাগ করিয়া কোণায় গমন করিবেন ? আমরাও আপনাদের অনুগামী হইব। নির্দয় শত্রু-
 গণ অধম্মাচরণপূর্বক আপনাদিগকে পরা-
 ভব করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমরা মাতি-
 শয় শঙ্কিত হইয়াছি। আমরা আপনা-
 দিগের ভক্ত, অনুরক্ত, স্নেহ, প্রিয়কারা
 এবং সতত শুভানুধায়ী ; আপনারা আমা-
 দিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা
 সেই ন্যায়পরাদ্গুণ কুরুরাজের অধিকারে
 বাস করিলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইব।
 হে পাণ্ডবগণ ! গুণ ও দোষ সং ও অসং
 সংসর্গ হইতে সেরূপ সংক্রামিত হয়, শ্রবণ
 করুন। যেমন বসু, জল, তিল ও ভূমি
 কুসুমসংসর্গে স্তরাভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ
 সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করিতে
 পারে। মৃৎসমাগম কেবল মোহজালের
 আঁকর, আর নিত্য সাধুসমাগম কেবল
 ধর্মের আবহ ; অতএব প্রজ্ঞাশীল, বুদ্ধ,
 সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই

কর্তব্য। যাহাদিগের কুল, কন্ধ্য ও বিদ্যা,
 এই তিনই পরিশুদ্ধ, তাহাদিগেরই সেবা
 করা উচিত ; তাহাদিগের সহবাস শাস্ত্রা-
 লোচনা অপেক্ষাও গরীয়ান্। আপনারা
 পুণ্যশীল, আমরা সংকল্পপরিবর্জিত হই-
 লেও পুণ্যশীলগণের সহবাসে পুণ্য লাভ
 করিতে পারিব, কিন্তু পাপসেবায় নিরত
 থাকিলে আরও পাপপঙ্কে পতিত হইতে
 হইবে। অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন, স্পর্শ
 এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস
 করিলেই ধর্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পুরুষগণের
 বুদ্ধি অধমসমাগমে অধম, মধ্যমসমাগমে
 মধ্যম ও উত্তমসমাগমে উত্তম হইয়া উঠে।
 মহাত্মগণ যে সকল গুণ ধর্মকামার্থসম্বৃত,
 লোকাচারনিয়ন্ত্রিত, বেদোক্ত এবং শিষ্ট-
 সম্মত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, আপনারা
 সেই সমস্ত গুণে গুণবান্ ; আমরা শ্রেয়ো-
 ভিলাষী, স্ততরাং আপনাদের সহিত বাস
 করিতে বাসনা করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরাই ধন্য, কেন
 না আমাদের যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই,
 ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাগণ স্নেহ ও কারুণ্য
 রসপরিবশ হইয়া তাহাও কীর্তন করিতে-
 ছেন। অতএব আমি ভ্রাতৃগণের সহিত
 সকলকে যাহা নিবেদন করিতেছি, আপ-
 নারা আমার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা
 করিয়া তাহার অন্যথা করিবেন না। পিতা-
 মহ ভাস্কর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জননী
 কুন্তী এবং অনেকানেক বন্ধুবান্ধবগণ
 হস্তিনানগরে রহিলেন ; তাঁহারা শোক-
 সম্বাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আপ-

নারা সকলে মিলিত হইয়া অন্ততঃ আমাদের হিতকামনায় তাঁহাদিগকে যত্নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । আমি বন্ধুবান্ধবগণকে আপনাদের সমীপে সমর্পণ করিলাম ; আপনারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া আমাদের সহগমনে নিরত হউন ; তাহা হইলেই আমার তুষ্টিসাধন ও সংকার করা হয় ।

ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিলে, তাহারা একত্র হইয়া “হা রাজন্ !” বলিয়া অতি করুণ স্বরে আন্তনাদ করিতে লাগিল এবং কোন্ত্যগণের গুণরাশি স্মরণপূর্বক অতি কাতরচিত্তে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল । পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবেরা রথারোহণপূর্বক জাহ্নবীতীরে প্রমাণ নামে মহাবটলক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । দিব্যবসানে তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিলেন এবং কেবল ঐ জলমাত্র পান করিয়া অতিকন্টে সেই রাত্রি তথায় আতিবাহিত করিলেন । কতকগুলি সাগ্রিক ও অনাগ্রিক ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ বন্ধুবান্ধবগণ সমাভ্যাহারে তাঁহাদের অনুগামা হইয়াছিলেন ; রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রাহ্মবাদিগণে পারিত্র হইয়া সান্তিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন । ব্রাহ্মগণ হোমাগ্নি প্রজ্বলনপূর্বক ব্রহ্মবাদসংকৃত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ও আশ্বাসন বাক্যে কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে, ভিক্ষাভোগী ব্রাহ্মগণ বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন । রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমরা গন্তসর্বস্ব, হতরাজ্য, শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি, এখানে ফলমূলমিসাহারী হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছি । অরণ্যে জন্তুপরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর স্থান ; তথায় গমন করিলে আপনাদের ক্রেশের পরিসীমা থাকিবে না ; ব্রাহ্মগণের ক্রেশে আমার কণা দূরে থাকুক, দেবতাগণকেও অবসন্ন হইতে হয় ; অতএব আপনারা এই স্থান চইতেই প্রতিনিবৃত্ত হউন ।

ব্রাহ্মগণ কহিলেন, রাজন্ ! আপনাদের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি । আমরা পশুদংশী ও আপনার নিতান্ত অনুরক্ত ; আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নহে । দেবতারাও অনুরক্তগণ বিশেষতঃ ধর্ম্মচারী ব্রাহ্মগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন । অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! আমি ব্রাহ্মগণের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু এই নিরবলম্ব অবস্থা আমাকে অবসন্ন করিতেছে । যাঁহারা ফল, মূল ও মৃগ আহরণ করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, সেই ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর নিগ্রহ দ্বারা পহরণজনিত শোক দ্রুপে

নিমোহিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে ক্রেশকর কন্ঠে নিয়োগ করিতে পারিব না।

ব্রহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ ! আমরা দেব ভরণপোষণজন্তু চিন্তা করিবেন না, আমরা সয়ং অন্নাহরণপূর্বক জীবন ধারণ করিয়া জপ ও ধ্যান দ্বারা আপনাদের মঙ্গল বিধান এবং মনোহর উপাখ্যান কথন দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্বিজগণ হইতে আমার সকল শোক সন্তাপ দূরীভূত হইবে, তাহার সন্দেহ কি ? কিন্তু আমি আপনার অসমর্থতাবশতঃ তর্দ্বিগয়ে হতাশ হইতেছি। হে বিপ্রগণ ! আপনারা কেবল আমার প্রতি অনুরাগ করিয়া বৎপরো-নাস্তি ক্রেশ ভোগ ও সয়ং আহরণ করিয়া ভোজন করিবেন, ইহা আমি কিপ্রকারে দর্শন করিব ? আহ ! পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ ! তোমাদিগকে ধিক্ ; এই বলিয়া শোকাভিভূত হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাংখ্যযোগকুশল শৌনক নামা দ্বিজ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! শোকস্থান সহস্র সহস্র এবং ভয়স্থান শত শত আছে। উহারা মূঢ় ব্যক্তিকেই প্রতিদিন আক্রমণ করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জ্ঞানবিরুদ্ধ, বহু দোষাকর, অশ্রেয়স্কর কন্ঠে কদাচ আসক্ত হন না। হে রাজন্ ! আপনার বুদ্ধি অক্ষোভসম্পন্ন অশিবনাশিনী ও ক্রটিস্থাতর অনুগামিনী ;

অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তির কি অর্থকৃচ্ছ, কি দুর্গতি, কি আত্মীয় জনের বিপদ, কি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, কিছুতেই অবসন্ন হন না। পূর্বকালে মহাত্মা জনক যে সকল আত্মব্যবস্থাপক শ্লোক গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন ; বিশ্ব-সংসার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়া আছে, যে উপায় দ্বারা তাহার প্রত্যেক বা সমুদায় উপশম করা যায়, তাহা কহিতেছি। ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, পরিশ্রম ও ইষ্টবিনাশ, এই চতুর্বিধ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্তক। প্রতীকার দ্বারা ব্যাধির ও অনুধ্যান দ্বারা আধির, শান্তি হয়। এই নির্মিত্ত বৃদ্ধিমান বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয় কথন ও ভোগ্য বিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন অয়ঃপিণ্ড পরি-তপ্ত হইলে তদ্বারা কুর্ভাস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া যায়। স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল ; জস্তুগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয় ; স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্তক। স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয় ; এই দুই দোষের মধ্যে প্রথমটী অতিশয় গুরু। কোটরস্থিত

অগ্নি যেমন রক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অতান্ন হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে । বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়ত্যাগী হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়সমাগমসময়েও দোষ-দর্শী, নির্বিরোধ ও নিরবগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ করে । অত-এব অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ কারবার অভিলাষ করিবে না ; এবং জ্ঞান দ্বারা স্নীয় স্নেহকে বিনিবর্তিত করিবে । জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান্, কৃতাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না ।

বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবদ্ধিত হয় । এই সর্ব্বপাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেককরী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপপ্রসাবিনী । দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ স্ত্রী । এই তৃষ্ণা নরগণের পরিমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই ; ইহা অযোনিজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকে বিনষ্ট করে । • কাষ্ঠ যেমন অসমুখিত ছত্যাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভ দ্বারা বিনষ্ট হইরা থাকে । প্রাণিগণ যেমন মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান্ ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চোর ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয় প্রাপ্ত

হয় । যেমন আগ্নিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে স্থাপদগণ ও সলিলে মৎস-গণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সর্বত্রই আক্রান্ত হয় । কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনর্থেরই মূল হইয়া উঠে । যে মনুষ্য অর্থের একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ঃই লাভ করিতে পারে না । এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বপকার অর্থাগমকে লোভ, মোহ, রূপণতা, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেকের মলীভূত বলিয়া জানেন । লোকে অর্থের উপার্জন, রক্ষণ ও ব্যয়, এই তিন বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে । অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে । অজ্ঞ ব্যক্তির দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশেরও কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না ।

মৃঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন ; পিপাসার অন্ত নাই ; সন্তোষই পরম স্তম্ভ ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকে প্রধান করিয়া জানেন ।

রূপ, যৌবন, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয় নিবাস সকলই অনিত্য ; পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না । ধনসঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ; কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই

নিমিত্ত 'ধার্মিক' পুরুষেরা অর্থোপার্জন-পরায়ণ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম্মকার্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্ক-লিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত। অতএব হে যুধিষ্ঠির! আপনি সকল বিষয়ে নিষ্পৃহ হউন; যদি ধর্ম্মোপার্জনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অর্থাকাক্ষা পরি ত্যাগ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং উপভোগ করিবার নিমিত্ত অর্থলাভের ইচ্ছা করিতেছি না। আমার অর্থাকাক্ষা কেবল বিপ্রগণের ভরণপোষণ করিবার নিমিত্ত, লোভপ্রযুক্ত নহে। মাদৃশ গৃহস্থেরা অনু-গত জনের ভরণপোষণ না করিরা কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল প্রাণীই বিভাগ করিয়া ভোজন করে এবং যাহারা স্বয়ং পাক করেন না, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিয়া থাকেন। সাধুগণের গৃহের ভূণ, ভূমি, জল ও স্তন্যত বাক্য, এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, ভূমিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে নয়ন, মনঃ, প্রিয় বচন এবং উত্থান-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক সকলের সমীপে গমন ও ন্যায়তঃ সকলের অর্চ্চনা

করা উচিত। অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতি, অতিথি, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, ও ভৃত্যগণ ইহার সৎকার প্রাপ্ত না হইলে গৃহস্থকে দণ্ড করে। আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না, বৃথা পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধিপূর্ব্বক বপন করা হয় নাই, স্বয়ং তাহা উপযোগ করিবে না। সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনরূপ বৈশ্বদেব নামক বলি প্রদান করিবে। ভুক্তশেষ বিঘস ও যজ্ঞশেষ অন্নতস্বরূপ হয়; অতএব লোকে প্রতিদিন বিঘসান্নী ও অন্নতভোজী হইবে। গৃহস্থ সকল কন্মো চক্ষুঃ ও মনঃ প্রদান করিবে, সতত স্তন্যতবাদী হইবে, এবং সযজ্ঞ ও পঞ্চদক্ষিণ হইয়া অনুগমন ও উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্বক শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্ন দান করেন, তিনিই মহৎপুণ্যফল লাভ করেন। হে বিপ্র! যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে; মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন?

শৌনক কহিলেন, হা! কি কষ্টের বিষয়! এ জগতে কিছুই সামঞ্জস্য নাই, সাধু ব্যক্তি যে কন্মো লজ্জিত হন, অস-জ্ঞানেরা তাহাতে পরিতুষ্ট থাকে। মোহ, রাগ ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ় লোক শিশ্নো-দরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন দুষ্কৃত অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতাঃ মনুম্যকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়

প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্বসংকল্প
জ্ঞানিত মনের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে । মৃত
ব্যক্তির মনঃ যখন ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে ধাবিত
হয়, তৎকালে তাহার উৎস্রব্য ও প্রেরিত
জন্মিয়া দেয় । তদনন্তর ঐ মৃত সংকল্পের
বীজভূত কামনাকর্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ
হইয়া জ্যোতির্লুক পতঙ্গের ন্যায় লোভা-
গ্নিতে পতিত হয়, এবং পট্টে যথেষ্ট আহার
বিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগত্বে একরূপ নিমগ্ন
থাকে যে, আপনাকেও বুঝিতে পারে না ।
অজ্ঞ ব্যক্তির এই প্রকারে ইহ সংসারে
অবিগা, কন্ম ও ভৃগু দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্য-
মাণ হইয়া নানারূপ ধারণপূর্বক কখন জলে,
কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা অবধি ভূগপর্যন্ত
সর্বভূতে পরিবর্তিত হইতে থাকে । হে
যুধিষ্ঠির ! মৃতগণের গতি এইপ্রকার ;
এক্ষণে পণ্ডিতগণের বিষয় শ্রবণ কর ।
প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায়
সতত সাবধান হইয়া কল্যাণকর ধর্ম্মের
অনুষ্ঠান করেন । অতএব হে রাজন্ !
আপনি কৰ্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্বক এই
বেদবাক্যের অনুবর্তী হউন । অভিমান-
সহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না । যজ্ঞ,
অধ্যয়ন, দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দম এবং
অলোভ, এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ ।
ইহার মধ্যে পূর্ব চতুষ্টয় পিতৃলোকগমনের
উপায় ; অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল
কর্তব্য বোধে তাহারই অনুষ্ঠান করা
উচিত । আর উত্তর চতুষ্টয় দেবলোক-
গমনের উপায় ; সাধুগণ সতত এই উপায়-

চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । অত-
এব বিমুক্তান্না হইয়া এই অষ্টবিধ উপায়ের
অনুষ্ঠান করিবে । যাহারা সংসার জয়
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সম্যকরূপে
সংকল্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্রতবিশেষানুষ্ঠান,
গুরুসেবা, নিয়মিত আহার, অধ্যয়ন, কন্ম-
পরিত্যাগ ও চিন্তনিরোধ করিয়া থাকেন ।
দেবতারা রাগদ্বেষানিশ্চিন্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য
লাভ করিয়াছেন । সাধ্যগণ, একাদশ রুদ্র,
দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমার-
দ্বয় ইহারা যোগসম্পত্তি দ্বারাই এই সকল
প্রজা পালন করিতেছেন । অতএব হে
কৌন্তেয় ! আপনিও সেই প্রকার শম
অবলম্বন করিয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধির
চেষ্টা করুন । আপনি পিতৃময়ী, মাতৃময়ী
ও কৰ্ম্মময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
এক্ষণে দ্বিজগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত
তপঃসিদ্ধির অহ্নেয়ন করুন । সিদ্ধ
ব্যক্তির যাহা ইচ্ছা করেন ; তপঃপ্রভাবে
তাহাই করিতে পারেন ; অতএব তপস্যা
অবলম্বন করিয়া আত্মমনোরথ সফল
করুন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌনক এই
প্রকার কহিলে পর, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-
সমন্বয়ে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ভগবন্ ! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ
আমার অনুগমন করিতেছেন । আমি অতি
দুঃখী ও দানশক্তিরহিত, ইহাদিগকে পালন
করিতে নিতান্ত অসমর্থ ; কিন্তু পরিত্যাগ

করিতেও পারি না, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য ?

ধার্মিকবর ধৌম্য মুহূর্তকাল ধর্ম্মানুগত উপায় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধায় মাতিশয় কাতর হইতে লাগিল। তখন ভূতপ্রসবিতা সূর্য্য করুণাপরতন্ত্র হইয়া উত্তরায়ে গমনপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা তেজঃ, ও রস উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণায়নে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রবি ক্ষেত্রভূত হইলে, চন্দ্রমাঃ আকাশ হইতে তেজঃ উদ্ধৃত করিয়া সলিলদ্বারা ওষধি উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর বীজসকল নির্গত হইল। সূর্য্য পরিশেষে চন্দ্রমার তেজঃ দ্বারা নিমিত্ত ও পবিত্র মরুরাদি রস-সম্পন্ন ওষধিরূপে পরিণত হইয়া পার্থিব প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ হন। এই সূর্য্যাত্মক অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ ধারণের উপায়। অতএব হে রাজন্! সূর্য্যই সর্ব্ব প্রাণীর পিতা। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। বিশুদ্ধ বংশজাত বিশুদ্ধকন্ম্মা মহাত্মা ভূপতি-গণ সমুচিত তপশ্চর্যা দ্বারা প্রজাগণকে পরিব্রাণ করেন। ভীম, কার্ত্তবীৰ্য্য, বৈণ্য ও নহুম ইহারা তপস্তা, যোগ এবং সমাধি দ্বারা প্রজাগণকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনিও তাঁহাদিগের ন্যায় ও সংকন্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে তপোন্মুঠান করিয়া ধর্ম্মতঃ দ্বিজাতিগণের ভরণ পোষণ করুন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

ব্রহ্মন্! কুরুচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্র-গণের নিমিত্ত কিরূপে বিচিত্রদর্শন সূর্য্য-দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ধৌম্য কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্য-দেবের যে এক শত অষ্ট নাম কহিয়া-ছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করি; আপনি অবহিত সমাহিত ও শুচি হইয়া শ্রবণ করুন।

ধৌম্য কহিলেন, ওঁ সূর্য্য, অর্ঘ্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পৃষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তি-মান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বৃধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিব-স্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্বন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্য-তাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ঐক্ষনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বথ, কালচক্র, বিভাবন্তু, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাস্ততযোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকন্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতান্ধ্রয়, ভূতপতি, অষ্টা, সংবর্ত্তক, বাহু, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মনঃ, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীত্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিস্তত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গ-দ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহ-কর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ,

চরাচরাগ্না, সূক্ষ্মাগ্না ও মৈত্রেয় । স্বয়ম্ভু, অমিততেজাঃ সূর্য্যের এই অক্টোভর শত নাম কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । আমি হিতের নিষিদ্ধ সুরগণ, পিতৃগণ ও মক্ষগণ-কর্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর ও নিন্ধগণ-কর্তৃক বন্দিত, এবং কনক ও ভূতশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ভাস্করকে প্রণিপাত করি । যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়সময়ে শুসমাহিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের এই অক্টোভর শত নাম পাঠ করে, তাহার পুত্র, কলত্র, ধন, রত্ন, ধৃতি, ও মেধা ও জাতিস্বরূপ লাভ হয় । পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবেশ্বর দিবাকরের এই স্তোত্র কীর্তন করিলে শোক, বন, অগ্নি ও সাগর হইতে পরিভ্রাণ এবং অর্ভাণ্ট সিদ্ধি হয় ।

রাজা যুধিষ্ঠির দৌশ্যের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মংঘত চিত্তে পুষ্পো-পহার ও বলিদ্বারা দিবাকরের অর্চনা করিয়া তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি জলে অবগাহনপূর্ব্বক সূর্য্যভিমুখ হইয়া প্রাণায়ামসম্বন্ধে একাগ্রচিত্তে পবিত্র বাক্যে তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । হে ভানো ! তুমি জগতের চক্ষুঃ, তুমি সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক এবং ক্রিয়াবানের ক্রিয়া ; তুমি সাংখ্যদিগের গতি ও যোগিগণের প্রধান আশ্রয় ; তোমার পথ অনারত ও অনর্গল ; তুমিই মুমুক্শুদিগের গতি, তুমি লোকসকল ধারণ, প্রকাশ, পবিত্র ও অক-পটে প্রতিপালন করিতেছ ; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আপন আপন শাখাবিহিত মন্ত্র

দ্বারা তোমাকে অর্চনা করেন ও বাঞ্ছিত ফল-প্রার্থনায় তোমার অপ্রতিহতগতি দিব্য রথের অনুগমন করিয়া থাকেন ; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মক্ষ, গুহক ও পল্লগগণ, নারায়ণ, ইন্দ্র, ত্রয়স্রিংশৎ দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমাকে কামনা করিয়া সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; প্রধান প্রধান বিদ্যাধর-গণ দিব্য মন্দারমালা দ্বারা তোমার অর্চনা করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া-ছেন ; গুহক, দিব্য ও মানুষ্য, মপ্ত পিতৃ-গণ, বসু, মরুৎ, রুদ্র, মাধ্য এবং মরীচি-পায়ী বালিখিলাপ্রভৃতি সিদ্ধগণ তোমার পূজা করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন ; যাহা তোমাতে নাই, তাহা ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি মপ্ত লোকে নাই ; অগ্ন্যান্ত অনেক তেজস্বী ও মহৎ মহৎ জীব আছে, কিন্তু তোমার সে প্রকার দাঁড়ি ও প্রভাব তাহা আর কাহারও নাই ; তোমাতেই সত্য, সত্ত্ব, মকল জ্যোতিঃ ও সমুদায় সাত্ত্বিক ভাব আছে ; তুমিই সকল জ্যোতির অপীকর ; নারায়ণ যদ্বারা দানবগণের দর্পহারা হইয়াছেন, বিশ্বকর্মা তোমারই তেজঃ দ্বারা সেই স্তন্যভ চক্র নিষ্কাগ করিয়াছিলেন ; তুমি নিদাঘ-সময়ে রশ্মি দ্বারা তেজঃ গ্রহণ করিয়া পুন-র্ব্বার বর্ষাকালে সমুদায় প্রাণী ও ওষধি-গণকে বিতরণ কর ; তোমার কিরণজালের মধ্যে কতকগুলি উদ্ভাপ প্রদান করে, আর কতকগুলি দহনশক্তি ধারণ করে, আর কতকগুলি ঘনীভূত হইয়া বর্ষাকালে গর্ভন, বিদ্রোতন ও বারি বর্ষণ করে ; শীতবাতা-দিত ব্যক্তির। তোমার করনিকরদ্বারা

যেকরূপ স্থাপনভব করে, কি অগ্নি, কি প্রাবরণ, কি কক্ষণ, কিছুই মেরূপ স্থাপন করিতে পারে না। তুমি যেরূপ দশদ্বাপা পুণিবাক্যে করণ দ্বারা উদ্ভাসিত কর ; তুমি একমাত্র ভুবনরূপের উদ্ভাসিত ; যদ্যপি তোমার উদয় না হয়, তথা হইলে এই ভগৎ অক্ষতমসে আরও হইয়া পড়ে ও পাপিতগণ ধর্ম্মার্চনামেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদে আপান, পশুবল, ঈশ্বরি, মনু, যজ্ঞ, তপঃপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন ; কালজ্ঞ পাপিতেরা কহিয়াছেন, তুমিই সহস্র-যুগপরিমিত ব্রাহ্ম দিবসের আদি ও অন্ত ; তুমি সমুদায় মনু, মনুপ্রজ্ঞ মানব, মনুষ্য ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর ; তোমার কোপবিনিঃসৃত সন্দেহকাগ্নিসংহার সময়ে সমুদায় সংসার ভস্মসাৎ করে ; তোমার দাঁধাতিসমুৎপন্ন নানাবর্ণ মেঘ ঐরাবত ও অশনি-সমভিব্যাহারে আবৃত্ত হইয়া ভূতসমুদায়ের উপপ্লব প্রদর্শন করে, এবং তুমি আপনাকে দ্বাদশপা করিয়া দ্বাদশ গুণি পারমপুরুষ দ্বায় রশ্মি দ্বারা সমুদায় সাগর শোষণ করিয়া থাক ; তুমিই ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি সূক্ষ্ম মনঃ, তুমি প্রভু, তুমি সনাতন ব্রহ্ম ; তুমি হংস, সবিভা, ভানু, অংশুমালী, রসাকপি ; তুমি বিবস্বান্, মিথি, পূমা, মিত্র এবং ধম্ম ; তুমি সহস্র-রশ্মি আদিত্য, তপন ও কিরণাপরাজ ; তুমি মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রাব, সূর্য্য, শরণ্য, দিন-রূৎ ; তুমি দিবাকর, সপ্তসাপ্ত, ধামকেশী,

বিরোচন ; তুমি আশুগামী, তমোহন্তা ও হরিতাম্র ; যে ব্যক্তি অর্নিবিন্দ ও অনহঙ্কারী হইয়া যজি বা সপ্তমীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করে, সে লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় ; যে বা অনাশ্রয়ী হইয়া তোমার বন্দনা করে, তাহার আপ, ব্যাপি ও আপদ দূরীভূত হয় ; তোমার ভক্তসকল রোগ ও পাপাববর্জিত এবং চিরজীবী হইয়া অগ্রে কাল সাপন করে ; আমি শ্রদ্ধাসংকারে আতপ্য কারবার নির্মিত্ত অন্ন-কামনা করিতেছি, তে অন্ন-পতে ! আমাকে অন্ন প্রদান কর। তোমার চরণাশ্রিত অচরগণকে ও মাসি, অরুণ, দিব্য অতিকে নমস্কার করি ; কৃতা ও মৈত্র্যপ্রভৃতি ভূতমাতৃগণকে প্রণাম করি ; আমি তাহাদের শরণাপন্ন হইলাম ; তাহারা আমাকে রক্ষা করুন।

দিবাকর বৃষাণ্ডিরের স্তবে প্রীতি হইয়া প্রজ্জ্বলিত ছত্ৰাশনের স্যায় দীপ্যমান শরীরে তাহার সমীপে আবৃত্ত হইলেন ও কহিলেন, তোমার সমুদায় অভিলাষ মফল হইবে ; আমি দ্বাদশ বৎসর অন্ন প্রদান করিব। তে নরাধিপ ! আমার প্রদত্ত তাম্রানন্তিত তে স্থান্য গ্রহণ কর ; পাপকালী অনাহারা হইয়া বাবৎ এই পাত্র রক্ষ করবে, তাবৎ পাকশালায় পক্ক ফল, শাক, আম্রপ্রভৃতি চতুর্দশ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ মরাচিমালী ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যে কোন ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল প্রার্থনায় পবিত্র মনে এই স্তোত্র পাঠ করেন, ভগ-

বান্ সত্বশ্রদীপতি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন এবং তাহার মনোরথ অশ্বলভ হইলেও পরিপূর্ণ করেন । প্রতিদিন ইহা ধারণ বা শ্রবণ করিলে, পুত্রার্থী পুত্র, ধনাগী ধন এবং বিদ্যাগী বিদ্যা লাভ করেন । যদি স্ত্রী কিংবা প্রকুম প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও মায়াকালে ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে আপদ্ ও বন্ধন ইহাতে মুক্ত হন । অগমে ব্রহ্মা এই স্তব মহাত্মা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, অনন্তর নারদ ইন্দ্র হইতে এবং ধোম্য নারদ হইতে প্রাপ্ত হন ; রাজ্য সুবিষ্টির দোন্ডের নিকটে এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন । তিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সংগ্রাহে জয় প্রাপ্ত হন, বিপুল ধন লাভ করেন এবং সকল পাপ হইতে বিনাক্ত হইয়া সুখলোকে গমন করেন ।

বৈশম্পায়ন কর্ত্ত্বলেন, ধম্মাঙ্গা কৌশ্তেয় বরনাভানন্তর জন্ম হইতে উত্তম হইয়া যোনের পাদবন্দন-পুষ্পক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করিলেন । পাপশালী তাঁহার বন্দনা করিলে, তিনি পাকশালায় গমন করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন । সেই চতুর্দশ অন্ন অশ্লিষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইলেও অক্ষয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত । তিনি সেই অন্ন দ্বারা বিজগৎকে ভোজন করাইতেন । তাঁহারা ভোজন করিলে, রাজ্য সুবিষ্টির ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ বিষম নামক ভুক্ত-শেষ স্বয়ং ভোজন করিতেন । তদনন্তর দ্রৌপদী ভোজন করিলে সেই অন্ন নিঃশেষ

হইয়া যাউত । দিবাকরসমপ্রভ সুবিষ্টির দিবাকর হইতে এতদংশ পূর্ণকাম হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক গাইস্থ্য ধম্ম প্রতিপালন করিতেন । পাণ্ডবগণ ত্রিধিনক্ষত্রাবশেষে ও পদবাহে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিপি, মন্ত্র ও প্রমাণানুসারে যজ্ঞার্থ প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর সন্ত্যয়ন-পূর্ব্বক ধোম্য সমভিব্যাহারে বিজগৎ পরি-ব্রত হইয়া কামাক বনে প্রস্থান করিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কর্ত্ত্বলেন, পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে পর, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ মহারাজ পুত্র-রাষ্ট্র ধম্মাঙ্গা অগাদবৃদ্ধি বিচুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে বিচুর ! তোমার বৃদ্ধি শুভ্রাচানোর বৃদ্ধির ত্যায় পারিশুদ্ধ, তুমি ধম্মের সূক্ষ্মতা বিলক্ষণ অবগত আছ ও সমুদায় কুরুবংশীয়দিগের প্রতি তোমার মনান ভাব দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব মাহাতে উভয় কুণের হিত হইতে পারে, ঐদৃশ পরামর্শ প্রদান কর । দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কৰ্ত্তব্য ? পৌরগণ কিরূপে আনাদিগের বশবর্ত্তী হইবে ? হে ক্ষত্রিয় ! যাহাতে তাহারা আনাদিগকে সমুদে উন্মূলন না করে, এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাকে সংপরামর্শ প্রদান কর ।

বিচুর কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! ধম্মবিৎ পাণ্ডিত্যগণ ত্রিবর্গ ও রাজ্যকে ধম্মমূল করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি ধম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অশান্তপ্রভাবে স্বায় পুত্রগণ ও

পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন। দেখুন, শকুনিপ্রমুখ পাপান্নাগণ সভামধ্যে অধম্ম্য কন্মের অন্ত্রাণ করিয়াছে। আপনার পুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আত্মহান করিয়া কপট দ্যুতে পরাজয় করিয়াছে। হে মহারাজ ! আমি আপনাদের এই দুষ্কন্মের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিয়াছি ; উহা অবলম্বন করিলে, আপনার পুত্র স্রুত পাপপুণ্ড্র হইতে মুক্ত ও জনসমাজে লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে। হে রাজন্ ! আপনি পাণ্ডবগণকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় পুনঃপ্রাপ্ত হউন। হে ভূপতে ! স্বপনে পরিতপ্ত হওয়া ও পরধনে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণের তৃষ্টি-সম্পাদন ও শকুনির অবমাননা করা আপনার প্রধান কন্ম, ইহা হইলে আপনার মশের হানি, জ্ঞাতভেদ বা ধর্ম্মলোপ হইবে না। হে মহাপাল ! যদি আপনি স্রী পুত্রগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে সম্বরে আমার বাক্যানুসারে কন্ম করুন, নতুবা নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ হইবে। ভাস্মেন ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে কখনই শত্রুগণের শেষ রাখিবেন না। শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব বাহাদেব ধনুঃ এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ধনঞ্জয় ও বাহুবলশালী বৃকোদর বাহাদেব যোদ্ধা, এই ভূমণ্ডলে তাহাদের অসাধ্য কি আছে ; আমি দুর্যোধন জন্মিবারাত্র আপনার হিত সাধনার্থে কহিয়াছিলেন, উহাকে পরিত্যাগ করুন ; আপনি তখন আমার সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করেন নাই ; এক্ষণে আপনাকে

পুনরায় অন্য এক হিত বাক্য কহিলাম, যদি তদনুসারে কার্য না করেন, পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হইবে। যদি আপনার পুত্র সম্ভূত চিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আপনার আর সম্ভাপের বিষয় থাকিবে না। নচেৎ দুর্য়োধন দুর্যোধনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমর্পণ করুন। অজাতশত্রু পাণ্ডুতনয় রাগদ্বৈশম্য হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী শাসন করুন ; তাহা হইলে সমস্ত ভূপালগণ বৈশ্যগণের দ্বারা আমাদের উপাসনা করিবেন ; দুর্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ প্রীতিপর্বক পাণ্ডবগণের শরণাগত হউক এবং দুঃশাসন সভামধ্যে ভাস্মেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। হে রাজন্ ! আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যে অভিষেক করুন। হে মহারাজ ! আপনি আমাকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম ; এক্ষণে তদনুসারে কার্য করিলেই কৃতকার্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিতুর ! তুমি যৎকালে সভামধ্যে আমার ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে এই সমস্ত কথা কহিয়াছিলে, তৎকালে এ সকল পাণ্ডবগণের হিতকর ও আমাদের অহিতকর বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হইল, তুমি পাণ্ডবগণের হিতার্থেই এই সকল কথা কহিতেছ, আমাদের হিত সাধনে তোমার অণুমাত্রও যত্ন নাই। আমি কিরূপে পাণ্ডবগণের

নিমিত্ত স্ত্রীয পুত্র পরিত্যাগ করিব ? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু তুর্ঘ্যো-ধন আমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে বিদুর ! কোন্ সমদর্শী ব্যক্তি পরের নিমিত্ত আপনার দেহ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন ? হে ক্ষভঃ ! কিন্তু আমি তোমার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে অহিত-কর কপট উপদেশ দিতেছ ; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক, বা অষ্ট কোন স্থানে গমন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই ; বুঝি-লাগ, কুলটা দ্বীকে উভয়রূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিয়া, সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বিদুরও “একাব্য হইবার নহে” এই কথা বলিতে বলিতে পাণ্ডব-গণের নিকট গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে পাণ্ডবেরা কাম্যক-বনবাসোদ্দেশে অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে জাহ্নবীকূল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহারা ক্রমে সরস্বতী, দৃশদত্তী ও যমুনায়া স্নান করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমমুখে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সর-স্বতীতীরস্থিত মরুস্থলসমীপে মূনিজনপ্রিয় কাম্যক বন নিরীক্ষণ করিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সেই কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন ; মূনিগণ তাঁহা-

দের সমভিব্যাহারে বাস করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সতত পাণ্ডবগণ-দর্শন-লালস মহামতি বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণ-যুক্ত স্রন্দনে আরোহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী কাম্যক বনে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-নন্দন নির্জনে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সম-ভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দূর হইতে বিদুরকে শীঘ্র আগমন করিতে দেখিয়া, ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, হে রুকোদর ! ক্ষত্ৰা এখানে আগমন করিয়া না জানি আমা-দিগকে কি বলিবেন। উনি কি শকুনির বচনানুসারে পুনরায় দ্যুতদ্বীড়ার নিমিত্ত আমাকে আত্মান করিতে আসিতেছেন ? হীনমতি শকুনি কি দ্যুতে আমাদের অস্ত্র শস্ত্র ও জয় করিবে ? হে ভীম ! কেহ আমাকে আত্মান করিলে, আমি প্রত্যা-খ্যান করিতে পারি না ; কিন্তু পাণ্ডব পরহস্তগত হইলে আমাদের রাজ্য লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থানপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া বিদুরকে আনয়ন করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণকর্ত্তক সংকৃত হইয়া পরম স্তখে তাঁহাদের সহিত একত্র আসীন হইলেন। মহামতি ক্ষত্ৰা কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম করিলে পর, পাণ্ডবগণ তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আত্মোপান্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় রক্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

মহাতেজাঃ অশ্বিকানন্দন এই বলিয়া, বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্বক মস্তকাস্ত্রাণ করিলেন, এবং “হে ভ্রাতঃ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর” বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি ক্লান্ত হইয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু ; আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষা হইয়া দ্বারায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরতকুল তিলক ! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়ই আমার পক্ষে সমান ; কিন্তু অগ্নি পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন দেখিয়া আমার মনঃ তাহাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা পরম পবিত্র কৰ্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে দৃশ্যতি দুর্ঘ্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুরাভ্যা দুর্ঘ্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল। ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর আসিয়াছেন, উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম স্নেহ ও একান্ত হিতৈষী ; উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কুতর্নিশ্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিত

মজ্জণা কর। হে স্নেহদগণ ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত সন্তপ্ত ও একান্ত মূর্ছিত হইব, সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহা দিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।

তখন শকুনি দুর্ঘ্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত গৃঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিই তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রাঘেযগে তৎপর হইব।

তখন দুঃশাসন শকুনির সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল ! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমরা সকলেই একমত অবলম্বনপূর্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা অপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যুতে পরাজয় করা যাইবে।

রাজা দুৰ্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতিপ্রহল্ট মনে পরাঙ্মুখ হইলেন । তখন কর্ণ দুৰ্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুৰ্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! তোমরা আমার পূর্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ কর ।* আমরা কিস্ক-রের ন্যায় মহারাজের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব, উহার অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না । এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বস্ত্র ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক রথারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি । পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না ; যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যধিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কৰ্ম্ম করিতে পারিবে । দুৰ্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন, কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মন্থনচিন্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল, এবং ক্রোধভরে পৃথক পৃথক রথে আরোহণপূর্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল ।

তাহারা প্রস্থান করিলে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্বক নিবারণ করিলেন । পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র ! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে বাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর । হে মহাবাহো ! পাণ্ডবগণ দুৰ্য্যোধন-কর্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করাতে আমার নিতান্ত অপ্রীত জন্মিয়াছে । ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্ত্রীয় দুঃখ স্মরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই বৈরনিধাতন করিবে । হে রাজন্ ! তোমার পুত্র দুৰ্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে ? তুমি ঐ দুরাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর ; নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই । হে মহারাজ ! তুমি ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও আমাদের ন্যায় সাধু । হে প্রাজ্ঞবর ! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয় ; তুমি সেই অধর্ম্ম্য ও কীর্তিলোপকর কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না । হে রাজন্ ! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি তাহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই ।

অতএব তোমার এই দুর্দ্দ পুত্র দুৰ্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক । যদি উহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে ।

মহাতেজাঃ অশ্বিকানন্দন এই বলিয়া, বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্বক মস্তকাত্মাণ করিলেন, এবং “হে ভ্রাতঃ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর” বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি ক্লান্ত হইয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু ; আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষা হইয়া ছরায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরতকুল তিলক ! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়ই আমার পক্ষে সমান ; কিন্তু অগ্নি পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন দেখিয়া আমার মনঃ তাহাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা পরম পবিত্র কৰ্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে চর্য্যুত দুর্ঘ্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুর্ঘ্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল। ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর আসিয়াছেন, উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম স্নেহ ও একান্ত হিতৈষী ; উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কুতর্নিস্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিত

মন্ত্রণা কর। হে স্নেহদগ্ধ ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত মন্তপ্ত ও একান্ত মূর্ছিত হইব, সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহা দিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।

তখন শকুনি দুর্ঘ্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিই তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রাঘেযগে তৎপর হইব।

তখন দুঃশাসন শকুনির সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল ! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমরা সকলেই একমত অবলম্বনপূর্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা অপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যুতে পরাজয় করা যাইবে।

রাজা দুৰ্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতিপ্রহল্ট মনে পরাভূত হইলেন । তখন কর্ণ দুৰ্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুৰ্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! তোমরা আমার পূৰ্ব্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ কর ।* আমরা কিঙ্করের ন্যায় মহারাজের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব, উঁহার অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না । এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বস্ত্র ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রণারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি । পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না ; যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যথিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কৰ্ম্ম করিতে পারিবে । দুৰ্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন, কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মন্থনচিন্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল, এবং ক্রোধভরে পৃথক পৃথক রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল ।

তাহারা প্রস্থান করিলে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত রত্নাভূত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন । পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র ! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে বাহ্য কহিতেছি, মাৰ্ঘ্যে শ্রবণ কর । হে মহাবাহো ! পাণ্ডবগণ দুৰ্য্যোধন-কর্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করিতে আমার নিতান্ত অপ্রীত জন্মিয়াছে । ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্ত্রীয় দুঃখ স্মরণে সাতিশয় ক্লুপ হইয়া অবশ্যই বৈরনির্ঘাতন করিবে । হে রাজন্ ! তোমার পুত্র দুৰ্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে ? তুমি ঐ দুৰাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর ; নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই । হে মহারাজ ! তুমি ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও আমাদের ন্যায় সাধু । হে প্রাজ্ঞবর ! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয় ; তুমি সেই অদৃশ্য ও কীর্তিলোপকর কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না । হে রাজন্ ! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি তাহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই ।

অতএব তোমার এই দুই পুত্র দুৰ্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক । যদি উঁহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে ।

কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও তুমি এ বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছ? যাহাতে উত্তর কালে তোমাদের মঙ্গল হয়, এমত উপায় স্থির কর।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ দেবর্গে! দ্যুতে আমার তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না, বোধ হয়, বিধাতা আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী ইহাদিগেরও এবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তৎকালে সকলের বুদ্ধিব্রংশপ্রযুক্তই দ্যুতারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে আমি সবিশেষ জানিয়াও স্নেহবশতঃ নিতান্ত দুর্বোধ দুর্বোধ্যধন্যক পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। ব্যাসদেব প্রভুত্ব করিলেন, মহারাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুত্রই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অধিক কি, গোমাতা সুরভী অজস্র অশ্রুপাতদ্বারা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও এই বিষয়ে সম্যক্ বোধ জন্মাইয়া দেন। তদবধি ইন্দ্রদেব পুত্র অপেক্ষা অন্তবিধ সমৃদ্ধ পদার্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না। এক্ষণে ইন্দ্রসুরভিসংবাদ নামক অত্যন্তম এক উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে একদা দেবলোকে সুরভী

রোদন করিতেছিলেন, দেবরাজ তদর্শনে কারুণ্যরসপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভে! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতা, গনুমা ও নাগগণের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? সুরভী কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি অশুভ ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে না। আমি কেবল পুত্রহরণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মূর্তকণ্ঠে রোদন করিতেছি। ঐ দেখুন, নির্দয় লোকেরা লাঙ্গলে নিযুক্ত করিয়া কশাঘাতদ্বারা আমার দুর্বল পুত্রাদিগকে প্রহার ও সমধিক যন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া, আমি সাতিশয় করুণাবিষ্ট হইয়াছি, আমার মনঃ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি মহাবল, এই নিমিত্ত সমধিক ভার বহন করিতে সমর্থ; দ্বিতীয়টি নিতান্ত দুর্বল, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত শরীর; স্ততরাং অতি কষ্টে অল্প ভার বহন করিতেছে। হে দেবরাজ! দেখুন, কশাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমি শোকে অভিভূত ও দুঃখে পাড়িত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতেছি। ইন্দ্র কহিলেন, হে শোভনে! তোমার আহত সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটি বিনষ্টই হয়, তাহাতে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় কি? সুরভী প্রভুত্ব করিলেন, হে শত্রু! যদিচ আমার পুত্র সহস্রসংখ্যক, তথাচ তাহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব একরূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু, আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি।

ব্যাসদেব এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র সুরভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । তদবধি তিনি পুত্রকে প্রাণাধিক বলিয়া স্বীকার করিলেন । তৎপরে কৃষীবলের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অজস্র মুমলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

হে নরনাথ ! সুরভী যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারও যেন পুত্রগণের প্রতি আন্তরিক ভাব সমান থাকে, বিশেষতঃ সহায়হীন দীনের প্রতি সমাধিক কৃপাদৃষ্টি করা কৰ্ত্তব্য । দেখ, আমি তোমাকে ও মহার্মতি বিদুরকে পুত্রসদৃশ জ্ঞান করি, কখন ভিন্ন বোধ করি না ; অতএব স্নেহ-বশতঃ যাহা বলি, তাহা প্রতিপালন কর । তোমার এক শত এক পুত্র, কিন্তু পাণ্ডুরাজের কেবল পাঁচ পুত্র, তাহারাও নিতান্ত দুৰ্ভর দুঃখভারে আক্রান্ত ও হীনবল হইয়া আছে । ঐ নিরাশ্রয় পুত্রপঞ্চক কি-প্রকারে জীবিত থাকিবে ও কিরূপেই বা অভ্যুদয় লাভ করিবে, এই চিন্তায় আমার মনঃ সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে । হে মহারাজ ! যদি তুমি কৌরবদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র দুৰ্য্যোধনকে শাস্ত ও ক্ষান্ত হইতে আদেশ কর ।

দশম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি যাহা অনু-

মতি করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ও এই সকল মহীপালেরাও তাহার মন্যগ্রহ করিয়াছেন । কৌরব-হিতার্থে আপনি যেরূপ সর্বিবেচনা করিয়াছেন, মহার্মতি বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যও আমাকে তাহাই কহিয়াছেন । অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাজন হই ও কুরুগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ থাকে, তাহা হইলে দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনকে বিশেষরূপে অনুশাসন করুন ।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! ভগবান্ মৈত্রেয় পাণ্ডবগণের অশ্বেষণ করিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিতেছেন ; তিনি কুলের হিতার্থে তোমার পুত্র দুৰ্য্যোধনকে ন্যায়ানুরূপ অনুশাসন করিবেন । মহারাজ ! তিনি যে কার্য্যের আদেশ করিবেন, তাহা অবিশঙ্কিত চিত্তে নির্বাহ করিতে হইবে ; তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, তিনি ক্রোধভরে তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করিবেন, সন্দেহ নাই । মহামুনি ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্র দুৰ্য্যোধন অর্ব্যাদি প্রজ্ঞানপূর্ব্বক মহর্ষির সৎকার করিলেন । তিনি যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিগতক্লম হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! কুরু-জাঙ্গল হইতে আসিবার সময় পশ্চিমধ্যে ত কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই ? পাণ্ডবেরা ত কুশলে আছেন ? তাঁহারা কি প্রাতিজ্ঞা

ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন ? কোরবদিগের সৌভ্রাতৃ ত উচ্ছিন্ন হইবে না।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহারাজ ! তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একদা কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, ধর্ম্ম-রাজ কাম্যক বনে বাস করিতেছেন। সেই জটাজিনধারী তপোবননিবাসী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কতিপয় তাপস সমাগত হইলেন। তথায় তোমার পুত্রগণের গর্হিতাচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই কপটদ্যুতরূপ অন্যায়া-চরণ-নিবন্ধন মহৎ ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর কুরুকুলের কুশলার্থে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, হে মহারাজ ! তোমার প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ আছে ; এই নিমিত্ত বলিতেছি, তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তোমার পুত্রেরা পরস্পর একরূপ বিরোধ করে, ইহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং সন্ধিবিশ্রমার্থে অস্থিত হইয়া, উপস্থিত এই ঘোরতর অনয়ের প্রতি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ ? হে কুরুনন্দন ! সভামধ্যে যে সকল দুষ্ক-লোকাচারিত বিগর্হিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, অনুক্ষণ তপস্বিসংসর্গ করিলেও তোমার সেই দোষ-ধ্বান্ত অপসৃত হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ মৈত্রেয় প্রত্যাহৃত হইয়া মধুর বাক্যে দুর্যোধনকে কহিতে লাগিলেন ; হে মহাবাহো দুর্যোধন ! আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা

করিও না। কুরুকুল, পাণ্ডবকুল ও পৃথি-বাস্থ সমস্ত লোকের প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর হও। সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা মহাবল পরাক্রান্ত, অমুপম যোদ্ধা, সত্যসন্ধ, দৃঢ়কায়, বজ্রসারপ্রাণ ও পুরুষকারসম্পন্ন ; তাঁহারা দেবদেবী হিড়িম্ব, বক, কিস্মীর-প্রভৃতি কামরূপী রাক্ষসসকল নিহত করিয়াছেন। একদা সেই মহাত্মারা রজনী-যোগে বারণাবত নগর হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, পার্শ্বমধ্যে চুরাত্মা কিস্মীর নিশাচর তাঁহাদিগের মার্গাবরোধ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। ব্যাত্ত যেমন অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রপ্রাণ যুগকুল নির্মূল করে, তদ্রূপ প্রিয়সাহস রণবিশারদ ভীমসেন সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি দ্বিগুণে নির্গত হইয়া অমিত বলশালী জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? বাস্তবদেব তাঁহার পরম আত্মীয় ও দ্রৌপদেবী তাঁহার শ্যালক। অতএব জরামরণশালী মনুষ্যের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। হে রাজন্ ! আমি বলিতেছি, অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, ক্রোধের বশবর্তী হইও না।

দুর্বাদ্ব দুর্যোধন মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া করিকরাকার স্বীয় উরুদেশে করা-ঘাত করিল ও হাসিতে হাসিতে চরণাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা ভূমি বিলিখন করিয়া অবাধ্যুখে রহিল, কিছুমাত্র উত্তর করিল না। মহামুনি মৈত্রেয় দুর্যোধনের এইরূপ উপেক্ষা সন্দ-

শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিধিকর্তৃক
আদিক্ত হইয়া আচমনপূর্বক তাহাকে
অভিসম্পাত করিলেন; হে অভি-
মানিন্ ধার্ত্তরাষ্ট্র ! তুমি আমাকে অনাদর
করিয়া যেমন আমার বাক্যে উপেক্ষা
করিলে, অচিরেই সেই অভিমানের সমুচিত
ফল প্রাপ্ত হইবে । অনতিকালমধ্যে ত্বদীয়-
বিদ্রোহ-মূল ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত
হইবে, সেই যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম-
সেন গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন করিবেন” ।
মহাপতি ধৃতরাষ্ট্র মুনির শাপ শ্রবণে ভীত
হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন
করিলেন ও শাপ বিমোচনের নিমিত্ত
অশেষপ্রকার অনুন্নয় করিতে লাগিলেন ।
মৈত্রেয় কহিলেন, রাজন্ ! যদি তোমার
পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহা
হইলে শাপ বিমোচন হইবে, নতুবা কখন
আমার এ শাপ নিষ্ফল হইবে না । তখন
ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,
প্রভো ! ভীমসেন কিরূপে কিন্মীর নামক
নিশাচরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন ? মুনি
কহিলেন, তোমার পুত্র আমার বাক্যে
আস্থা করে নাই; অতএব আমি আর কিছুই
বলিব না । আমি প্রস্থান করিলে তুমি
বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি আনু-
পূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন
করিবেন । এই কথা বলিয়া মৈত্রেয় স্বস্থানে
প্রস্থান করিলে, দুৰ্য্যোধন সাতিশয় উৎ-
কলিকাকুল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত
হইলেন ।

আরণ্যকপর্বাদ্যায় সমাপ্ত ।

কিন্মীর বধ পর্বাদ্যায় ।

একাদশ অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, হে ক্ষতঃ ! কিরূপে ভীমের
সহিত কিন্মীর নিশাচরের যুদ্ধ ঘটনা হয় ও
রাক্ষসই বা কিরূপে নিধন প্রাপ্ত হয় ?
আমি তাহা আত্মোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে
অভিলাস করি, তুমি সবিস্তারে বর্ণন কর ।
বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! ভীমের কার্য-
সকল অলৌকিক ; তাহা শ্রবণ করিলে
বিস্মিত হইতে হয় । প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে
ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে ।

হে রাজেন্দ্র ! দ্যুতপরাজিত পাণ্ডবেরা
এস্থান হইতে নির্বাসিত হইলে তিন দিবস
অহোরাত্র গমন করিয়া অতিভীষণ নিশীথ-
সময়ে নরমাংসলোলুপ ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ-
সমাকীর্ণ কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন ।
তাপসগণ ও বনচারী গোপসকল নিশাচর-
ভয়ে সেই বন পরিত্যাগপূর্বক দূরতর
প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে । পাণ্ডবেরা
তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উন্মুকধারী
প্রচণ্ডাকৃতি প্রদীপ্তনয়ন এক রাক্ষসকে
সম্মুখীন দেখিলেন । তাহার আরক্ত চক্ষুদ্বয়
অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত ; শিরোরুহ সকল
সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল এবং দশনরাজি সাতিশয়
ধবলবর্ণ ; দেখিবামাত্র বোধ হয়, যেন
নিবিড় জলদাবলীতে সূর্য্যকিরণ, তড়িমালা
ও বলাকাপংক্তি সম্পৃক্ত হইয়াছে । সে

সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার ও ভয়ানক মুগ-
মণ্ডল ব্যাদানপূর্বক পাণ্ডবদিগের পথাব-
রোধ পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার
রাক্ষসীমায়া, বিস্তার ও ঘোরতর ঘনঘটার
ন্যায় গভীর গজ্জর্জন করিতে লাগিল। তাহার
নিম্নাদে তত্রত্য সমস্ত জলচর ও স্থলচর
বিহঙ্গমগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া আতঙ্কিত পলায়ন
করিতে লাগিল। মুগ, মহিষ, শাদ্দুল,
বরাহ, ভল্লুকপ্রভৃতি জন্তুসকল শশব্যস্ত
হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে বনস্থল
সমাকুল ও অত্যন্ত উপদ্রুতের ন্যায় বোধ
হইতে লাগিল। বিপ্রকৃষ্ট লতাসকল তাহার
উরুবাতিভিত্ত হইয়া তাত্রবর্ণ পল্লবরূপ
বাহুদ্বারা পাদপাদিগকে আলিঙ্গন করিতে
লাগিল। তৎকালে সেই মহাবেগবান্
মারুতে রাশি রাশি ধূলী সমুৎখিত হইয়া
গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঘোরতর অন্ধ-
কারে চতুর্দিক আরত হইল। সেই দুর্ভেদ
পাণ্ডবারি পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিলক্ষণ
বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা তাহাকে
জানিতে পারেন নাই ; কিন্তু সে দূর হইতে
কুণ্ডাজিনধারী পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া
মৈনাক পর্বতের ন্যায় সেই বনের দ্বার
অবরোধ করিয়া রহিল। কমললোচনা
দ্রৌপদী সেই অদৃষ্টপূর্বক ভীষণ মূর্তি সন্দ-
র্শনে ত্রস্ত ও মূর্ছিত হইয়া নয়নযুগল
নিমীলন করিবামাত্র পাণ্ডবেরা ব্যগ্রতা
প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন।
একে দুঃশাসনের আকর্ষণে তদীয় কেশপাশ
বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার তিনি
নিশাচর দর্শনে ভীত ও পক্ষ পাণ্ডবের মধ্য-

স্থিত হইয়া রহিলেন। ইহাতে বোধ হইতে
লাগিল, যেন পর্বতমধ্যগত শ্রোতস্বতী
সমধিক সমাকুল হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর ধোম্য মহাশয় নিশাচরনাশক
বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবদিগের সমক্ষে
সেই ঘোরতর রাক্ষসী মায়ার নিরাকরণ
করিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে সেই কাম-
রূপী মহাবল পরাক্রান্ত লোহিতলোচন নিশা-
চরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে
লাগিল। মহাপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠির তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? কাহার
পুত্র ? তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে
বল ? রাক্ষস কহিল, আমি বকের ভ্রাতা,
নাম কিস্মীর ; এই জনশূন্য কাম্যক বন
আমার আবাসস্থান, প্রতিদিন যুদ্ধনির্জিত
নরমাংস দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি।
তোমরা কে আমার ভোক্ষাভূত হইয়া
এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ ? অতএব তোমা-
দের সকলকেই যুদ্ধে পরাভব করিয়া সুস্থ
শরীরে ভক্ষণ করিব।

যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মার নিষ্ঠুর বচন
শ্রবণ করিয়া স্ত্রীয় নাম গোত্রপ্রভৃতি সমস্ত
পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কহিলেন,
আমি পাণ্ডুর তনয়, আমার নাম ধর্ম্মরাজ,
বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে। আমি হতরাজ্য
হইয়া বনবাস বাসনায় ভীমার্জুনপ্রভৃতি
ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তোমার অধিকারে
আসিয়াছি। কিস্মীর কহিল, কি সৌভা-
গ্যের বিষয়, দেবানুগ্রহে আমার চিরাভীষ্ট
বস্তু অগ্নি গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। ভীমের
বধার্থে উদাযুধ হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরি-

ভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, অগ্ৰ ভাগ্যক্রমে বহুকালের পর মদায় ভ্রাতৃনিহস্তা সেই ছুরাচারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ছুরাভ্রাতা ভীম বেত্রকীয় বনে কপট ত্রাক্ষণরূপ ধারণ করিয়া আমার ভ্রাতা বকের প্রাণ সংহার করিয়াছে; যাহার স্বীয় বল নাই, কেবল বিজ্ঞাবল অবলম্বনপূর্বক যে আমার প্রিয়সখ হিড়িম্বকে নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে, সেই পাবণ্ড অশ্বৎপ্রচারকাল অর্দ্ধরাত্রি মদভুজরক্ষিত এই বনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছে, অতএব অগ্ৰ চিরসম্ভূত বৈরানল নির্বাপন করিব। অগ্ৰ ইহার অপরিমিত শোণিতসালিলে ভ্রাতা ও বন্ধুর তর্পণ করিয়া আমি তাহাদিগের নিকট অধাগী হইব। আজি বন্ধমূল-রাক্ষসকুল-কণ্টক ভীমসেনকে কালভবনে প্রেরণ করিয়া শাস্তি লাভ করিব। হে যুধিষ্ঠির! যদিও ভীমসেন আমার ভ্রাতার নিকট পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু যেমন অগস্ত্য মহাস্বরকে জীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার সমক্ষে বরকোদরকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাক্ষস-কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ক্রোধ-ভরে তাহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, তোমার এই দুষ্কাভিসন্ধি কখনই সিদ্ধ হইবে না।

অনন্তর মহাবাহু ভীম এক প্রকাণ্ড দশ-ব্যামপরিমিত মহীরুহ উৎপাটনপূর্বক নিম্পত্র করিলেন। বিজয়ী অর্জুনও নিমেষ-মধ্যে বজ্রের ন্যায় স্রুত গাণ্ডীব শরাসনে

জ্যারোপণ করিলেন। ভীম অর্জুনকে নিবারণ করিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে রাক্ষস-সম্মিধানে উপস্থিত হইয়া “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা কহিলেন। পরে ক্রোধভরে বাহ্য-ক্ষোভন, করতলে কর বিমর্দন ও দশনে ওষ্ঠ দংশনপূর্বক পাদপায়ুধসহায় হইয়া বেগে রাক্ষসের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রচণ্ড বেগে বজ্রাঘাত করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কালদণ্ডসদৃশ সেই মহী-রুহদ্বারা রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। সে অব্যাকুলিতচিত্তে ভীমকৃত প্রহারের নিরাকরণপূর্বক জ্বলিত কুলিশের ন্যায় প্রদীপ্ত উন্মুক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ভীম বাম পাদদ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া পুনর্বীর রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধপূর্ণ কিশোরী এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক সাক্ষাৎ যমের ন্যায় বুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্বের স্ত্রীর নিশিত বালী ও স্ত্রীবেদের যেমন ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ ভীম ও কিশোরীর তুমুল বৃক্ষযুদ্ধ হইতে লাগিল, সেই বৃক্ষে অগাধ্য বন্য পাদপ বিনষ্ট হইল। যেমন মত্তমাতঙ্গবৃণের বিলোড়নে কমলিনী-দল বিদলিত হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত বীরযুগলের মস্তকাঘাতে মহীরুহ সকল শতধা বিদীর্ণ ও উন্মূলিত হইতে লাগিল। অনেকানেক পাদপ মুঞ্জ তৃণের ন্যায় জর্জরীভূত হইয়া চীরসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে মুহূর্তকাল উভয়ের বৃক্ষযুদ্ধ হইল। অনন্তর নিশাচর রোক্ষ-পরবশ হইয়া এক শিলা উত্তোলনপূর্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবল

ভীম তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া, সেই চূরিত্ত অধিকতর কোপা-
বিস্ট হইল। রাজ্জ যেমন বাহুপ্রসারণ-
পূর্বক সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত
ধাবমান হয়, তদ্রূপ সে ভীমাভিমুখে বেগে
ধাবমান হইল। তখন তাঁহারা বাহুবুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ
ও আকর্ষণ করাতে প্রবদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায়
শোভমান হইতে লাগিলেন। নখদংষ্ট্রায়ুধ
ভীষণাকার ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ
অতীব ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল।
অসাধারণ বলদর্পিত রুকোদর সভাগধ্যে
দ্রৌপদীর আনয়ন ও ছুঁঘোঁধনকৃত নানা-
প্রকার অবমাননাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া-
ছিলেন, স্ততরাং এক্ষণে যেমন এক মত্ত
মাতঙ্গ বিদৌর্গগও অপর মত্ত মাতঙ্গকে
করদ্বারা আক্রমণ করে, তদ্রূপ ভীমসেন
রাক্ষসকে ও রাক্ষস ভীমসেনকে বাহু দ্বারা
আক্রমণ করিতে লাগিল। রাক্ষস তাঁহাকে
আক্রমণ করিলে তিনি বাহুবলে তাহাকে
দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরাক্রান্ত
বীরযুগলের ভুজনিষ্পেষণহেতু ঘোরতর চট-
পট ধ্বনি হইতে লাগিল। যেমন প্রচণ্ড
বায়ু বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে, তদ্রূপ মহাবল
ভীম রাক্ষসের মধ্যদেশে গ্রহণপূর্বক
তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। নিশা-
চর ভীমের ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্বল ও কম্পিত
হইয়াও প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে
লাগিল। রুকোদর রাক্ষসকে একান্ত ক্লান্ত
দেখিয়া পশুবন্ধনের ন্যায় ভুজপাশে বন্ধন
করিলে, সে তখন তুমুল ভেরীনির্ঘোষের

ন্যায় চীৎকারস্বরে আর্তি নিনাদ করিতে
লাগিল। ভীম পুনর্বার তাহাকে ঘূর্ণিত
করাতে, সে কম্পিত ও বিচেতন হইয়া
পড়িল। রুকোদর এইরূপে তাহাকে জ্ঞান-
শূন্য ও অবসন্ন জানিয়া তদীয় কটীদেশে
জানু প্রদানপূর্বক হস্তদ্বারা গলদেশে
মিগী-
ড়ন করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিলেন।
পরিণামে তাহার সর্বাস্ত্র জর্জরিত ও নয়ন-
যুগল বিদ্ধ করিয়া ভূতলে ঘর্ষণ করিতে
করিতে এই কথা কহিলেন, অরে পাপাত্মা
রাক্ষসাদম! তুই যমসদনে গমন করিলেও
হিড়িম্ব ও বক কখন অশ্রু বিসর্জন করিবে
না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ রুকোদর বস্ত্রাভরণ-
বিহীন, বিকম্পিতকলেবর ও গতাত্ম সেই
রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই কৃষ্ণ-
কায় নিশাচর পঞ্চস্র প্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্র-
পুত্রেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া ভীমের
ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া দ্বৈতবনে
চলিলেন।

হে মনুজাধিপ! ভীম জ্যেষ্ঠের আদে-
শানুসারে যুদ্ধে কিস্মীরকে নিহত ও কাম্যক
বন নিক্ষেপ্তক করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে বাস
করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে
নানা প্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রীতি-
প্রফুল্লচিত্তে রুকোদরের প্রশংসা করিয়া
নির্বিঘ্নে নিক্ষেপ্তক অরণ্যানী প্রবেশ করি-
লেন। হে মহারাজ! গমনকালে আমি
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই ভীষণমূর্ত্তি
দুরাত্মা কিস্মীর ভীমকর্তৃক নিহত হইয়া
মহাবনে পতিত রহিয়াছে ও যে সকল

ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট ভাগের উক্ত লোকান্তিত কার্য শ্রুত হইয়াছি। রাজা যুতরাষ্ট্র বিহুরের নিকট সমস্ত কিস্তীর পরদান্ত প্রাপ্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক চিন্তাৰ্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

কিস্তীর পরদান্ত সমাপ্ত।

অর্জুন অভিগমনপর্বাদ্যায় ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভোজ, অন্ধক ও রসিবংশীয়েরা, দুঃখসন্তপ্ত পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া দর্শনার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। পাক্ষাণের জ্ঞানিতবা, চেদদেশাদিপতি ধৃষ্টকেশু ও ত্রিলোকবিরচিত মহানায়ক কৈকেয়, ইঁহারা রোনকমায়িত হইয়া বার্ত্ত-রাষ্ট্রদিগকে নিন্দা করিতে করিতে পাণ্ডব সম্মিধানে গমন করিলেন ও ভীতি কল্পব্য-তার আন্দোলন করিয়া অনতিকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া কুম্ভাক্ষকে পরপ্লুত ও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে, কুম্ভাক্ষ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে আভিবাदन করিয়া অতিদীন মনে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! পৃথিবী অবশ্যই ছুরাখ্য।

তদ্যোপন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চুন্টচতুটয়ের শোণিত পান করিবে। আমরা ইহাদিগকে রণশায়ী করিয়া ইহা-দিগের অন্তগত লোক ও অন্যাণ্য নৃপতি-বর্গকে পরাজয়পূর্বক আপনাকে রাজ্যে আভিসেক করিব। মহারাজ ! যে ন্যাক্তি ঘূর্ণিত লোকের অনুগামী হয়, সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে কুম্ভাক্ষের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎকালে বোধ হইল যেন, তিনি লোক-সকল দগ্ধ করিতে উগত হইয়াছেন। অর্জুন সেই অমিততেজাঃ, প্রজাপতিপতি, ত্রিলোকনাথ কুম্ভাক্ষকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব দেহের কন্মসমুদায় কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন, হে কুম্ভ ! পূর্বের ভূমি যত্র সাযং গৃহে গুণি হইয়া দশ সহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্দিতে বিচরণ করিয়াছিলে। ভূমি পুষ্কর তীরে কেবল জল পান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলে। ভূমি অতি বিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে উর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণপূর্বক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান ছিলে। ভূমি সরসতীতীরে উত্তরায়-বজ্রবিবাজিত, শীর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত-শরীর হইয়া দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অব-স্থান করিয়াছিলে। ভূমি সাধুজনসেবা প্রভাস তীরে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দেবপার্বত্যে দশ সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কুম্ভ ! বাসে আমাকে কহিয়াছেন যে, লোকপ্রভি উদ্দীপিত করাই তোমার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। হে কেশব ! ভূমি ক্ষেত্রজ,

সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমি তপোনিধান ও নিত্য যজ্ঞধরূপ। তুমি ভৌম নরককে উন্মূলিত করিয়া মণিময় কুণ্ডল আহরণ-পূর্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে নরোত্তম! তুমি এই সকল কণ্ঠ করিয়া দুর্দান্ত দৈত্যদানবদল সংহার-পূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্বেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছ। তুমি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দশ দিক্, অজ, চরাচর-গুরু ও অক্ষী। তুমি পরম পবিত্র চৈত্র-রথ কাননে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা উৎকৃষ্ট দেবতাদিগকে অচ্চনা করিয়াছ। তুমি প্রতিযজ্ঞে যথাযোগ্য ভাগানুসারে শত সহস্র স্তবর্ণ দান করিয়াছ। হে দাদব-নন্দন! তুমি দেবমাতা অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়া তিন পদে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গকে আক্রমণ করিয়াছ। তুমি স্বর্গ, আকাশ ও সূর্যালোকে অধিষ্ঠানপূর্বক স্বকীয় তেজঃ-দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। তুমি সহস্র সহস্রবার প্রাদুর্ভূত হইয়া অধর্ম্মপরায়ণ অসুরগণকে সংহার করিয়াছ। তুমি মোরব, পাশ, নিম্ন ও নরক নামক অসুরদিগকে নিহত করিয়া, প্রাগ্জ্যোতিষ দেশের গমনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি জারথী-

দেশে আত্ম-তি, ক্রোধ, সপক্ষ শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি জলধরবৎ গভীর রবসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কশ রথে আরোহণপূর্বক রুক্ম-রাজকে পরাজয় করিয়া তদীয় ভগিনী রুক্মিণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছ। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরুমান, যবন, নৌভপতি শাল্ব ও মৌভনগর সংহার করিয়াছ। তুমি ইরাবতীতে কার্তবীর্য্যসম বীর্য্যবান্ ভোজরাজ গোপতি ও তাল-কেতুকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি পবিত্রা ভগবতী ঋষিকা ও দ্বারকা নগরীকে আত্ম-সাৎ করিয়া মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি নৃশংসাকার, কপট ব্যবহার, ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের বিষয়ীভূত নহ এবং মিথ্যা কথা কদাচ মুখে উচ্চারণ কর না। মহর্ষিগণ যজ্ঞায়তন-স্থিত প্রভা-পুঞ্জোদ্ভাসিত তোমার সম্মুখীন হইয়া অভয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে ভূতভাবন! প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে তুমি ভূতজাত সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া-ছিলে। সর্বজগতের অক্ষী চরাচরগুরু ব্রহ্মা যুগপ্রারম্ভে তোমার নাভিসরোরুহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। অতি দুর্দান্ত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদর্শনে তুমি ক্রোধজ্বলিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচনকে স্বীয় ললাটদেশ হইতে প্রাদু-ভূত করিয়াছিলে। আমি নারদমুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা ও শম্বু এইরূপে তোমারই দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা

পালন করিয়া থাকেন । হে নারায়ণ ! তুমি পূৰ্বে চৈত্ৰরথ কাননে ভূরিদক্ষিণ মহাসত্ৰে অন্তৰ্ধান করিয়াছিলে । তুমি বাল্য কালে বলদেবের সহায়তা লাভ করিয়া যে সমস্ত অলোক সামান্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলে, তাহা কোনকালেই হয় নাই, ও হইবে ঠিহাও সম্ভবপর নহে । তুমি বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পৰ্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলে । অৰ্জুন এই রূপে কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করিয়া তুম্বী-স্তুত হইয়া রহিলেন ।

অনন্তর কৃষ্ণ অৰ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার, আমি তোমার ; আমার অধিকৃত সমস্ত দ্রব্য তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । তোমাকে দ্বেষ করিলে আমাকেও দ্বেষ করা হয় । তুমি নর, আমি নারায়ণ । আমরা কাল-ক্রমে নরনারায়ণরূপে এই পৃথিবীতে অব-তীর্ণ হইয়াছি । আমাদের অন্তর অবগত হওয়া নিতান্ত দুৰূহ । ফলতঃ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই ।

নারায়ণের বাক্যাবসানে ধুষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্তৃক পরিবেষ্টিতা শরণার্থিণী দ্রৌপদী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বীরসম-বায়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত স্থাসীন পুণ্ডরী-কাক্কে কহিলেন, হে মধুসূদন ! অসিত-দেবল তোমাকে প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে প্রজা-পতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । জামদগ্ন্য তোমাকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, যাগকর্তা ও যজ্ঞনীয় কহিয়াছেন । মহর্ষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । কশ্যপ

কহিয়াছেন, তুমি সত্য হইতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ । হে ভূতভাবন ভগবন্ ! নারদ তোমাকে সাধ্যদেব ও প্রমথগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যাদৃশ বালকেরা ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করে, হে পুরুষপ্রধান ! তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবরত্নকে লইয়া বারংবার ক্রীড়া করিয়া থাক । তুমি সনাতন পুরুষ ; তোমার মস্তকদ্বারা স্তরলোক ও পাদদ্বয়দ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তোমার জঠরদেশে অবস্থিতি করিতেছে । তুমিই তপঃক্ৰেশাভিতপ্ত ও আত্মদর্শন-পরিহৃপ্ত তাপসগণের একমাত্র গতি । হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমিই সৰ্ব ধন্যোপপন্ন পুণ্যশালী সমরশূর রাজর্ষিদিগের অধ্ব-তীয় আশ্রয় । তুমি প্রভু, বিভু ও ভূতাত্মা ; তুমিই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ । লোক-পাল, লোকসমুদায়, নক্ষত্রগণ, দশ দিক্, আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদায় তোমা-কেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । ভূত-নিবহের মর্ত্যতা ও নির্জরগণের অমরত্ব-প্রভৃতি আলোকসামান্য কার্য্য সকল তোমা-তেই প্রতিষ্ঠিত । হে মধুসূদন ! তুমি কি দিব্য, কি মামুষ, সকল ভূতেরই ঈশ্বর ; অতএব আমি এক্ষণে প্রণয়প্রযুক্ত তোমার সমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করি । হে কৃষ্ণ ! আমি পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধুষ্টদুঃশ্লের ভগিনী এবং তোমার প্রিয়সখী হইয়াও কি সতামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসনকর্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারি ? তৎকালে আমি ক্রীধর্ম্ম-

সম্পন্ন শোণিতোক্ষিতা একবস্ত্রা ছিলাম।
 পাপপরায়ণ দার্তরাষ্ট্রগণ রাজসভামধ্যে
 আমাকে কম্পমানা ও রজস্বলা দেখিয়া
 উপহাস করিয়াছিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য!
 পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদবেরা জীবিত
 থাকিতে দার্তরাষ্ট্রেরা আমাকে দাসীভবে
 উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল! হে
 জনাঙ্গ! আমি পশ্চাতঃ ভীষ্ম ও দ্রুতরাষ্ট্রের
 পুত্রবধু হই, তপাচ তাহারা আমাকে বল-
 পূর্বক দাসী করিতে চাহিল। আমি
 মহাবল পাণ্ডুনন্দনদিগকে যথোচিত নিন্দা
 করি; কারণ তাহারা স্রীষ্ম যশস্বিনী সহ-
 ধর্ম্মিণীকে দুঃসহ দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখিয়াও
 অনায়াসে তৃপ্তীভূত হইয়া রহিলেন। হা!
 মহাবীর ভীষ্মসেনের বাহুবলে ও অর্জুনের
 গাণ্ডীব দিক্; কারণ তাহারা আমাকে তুচ্ছ
 জনকর্তৃক অপমানিত ও অভিজ্ঞত দেখিয়াও
 অক্রেমে উপেক্ষা করিলেন। এই সাধুজনা-
 চরিত সনাতন ধর্ম্ম পূর্বাপর প্রচলিত হইয়া
 আসিতেছে যে, ভীষ্ম ক্ষীণবল হইলেও
 ভাৰ্য্যাকে রক্ষা করিবে। ভাৰ্য্যা রক্ষিতা
 হইলে প্রজার রক্ষা হয়, প্রজা রক্ষা হইলে
 আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ভাৰ্য্যার
 উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া, ভাৰ্য্যা
 জায়াশব্দে অভিহিতা হইয়া থাকে; কিন্তু
 ভাৰ্য্যা কর্তৃক ভীষ্মের রক্ষা কিরূপে সম্ভব
 হইতে পারে। হে মনুসুদন! পাণ্ডবেরা
 শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ
 করেন না, কিন্তু আমি শরণার্থিণী হইলেও
 তাহারা তৎকালে আমাকে আশ্রয় দেন
 নাই। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবন্ধা,

রুকোদর হইতে স্ততসোম, অর্জুন হইতে
 শ্রুতকীর্তি, নকুল হইতে শতানীক ও
 কনিষ্ঠ মহাদেব হইতে শ্রুতকন্যা, এই
 পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পতির ঔরসে আমার গর্ভে
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; ইহাদিগের রক্ষণা-
 বেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমাকে রক্ষা করা
 বিধেয়। হে কৃষ্ণ! প্রত্নাত্মের আয়
 আমার পুত্রগণও তোমার মেহভাজন।
 ইহারা পল্লবের বিশারদ ও সংগ্রামে শত্রু-
 গণের অজেয়; অতএব কি নিমিত্ত দুর্বল
 ছরাত্মা দার্তরাষ্ট্রদিগের অত্যাচার সহ
 করিব। ছরাত্মার পামরেরা অশর্ম্মাচরণ-
 পূর্বক সমস্ত রাজ্যাপহরণ এবং পাণ্ডব
 দিগকে দাসস্থানে পরিগণিত করিয়াছে।
 আমি একবস্ত্রা ও রজস্বলা ছিলাম; ছরাত্মা
 দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্বক আমাকেও
 সভামধ্যে আনিয়াছিল। হা! মহাবল
 পরাক্রান্ত অরাতিকুল-কাল রুকোদর ও
 অর্জুন বর্তমান থাকিতে ক্ষীণমতি হীনবল
 দুর্বোধন এখন জীবিত রহিয়াছে! অতএব
 ভীষ্মসেনের সেই অমিত বাহুবলে ও অর্জু-
 নের অদাম্য পুরুষকারে দিক্। পূর্বে
 ঐ ছরাত্মা দুর্বোধন অধায়ে বর্তমান ধৃত-
 ব্রত আপোগণ্ড পাণ্ডবগণকে মাতৃসমভি-
 ব্যাহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া-
 ছিল। ঐ পাপাত্মা বহু পরিমাণে ভীষ্ম-
 সেনের অগ্নে যে নবীন তীক্ষ্ণ কালকূট
 প্রদান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও
 শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু ভীষ্ম-
 সেনের আয়ুঃশেষ আছে বলিয়া তাহা
 অক্রেমে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রুকোদর

সাতিশয় বিশ্বস্ত-চিত্তে গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, ইত্যবসরে দুৰ্য্যোধন আসিয়া ইহাৱ চৰ চরণ বন্ধনপৰ্বক স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিল । পরে ভীম সংস্থা লাভ করিয়া বন্ধনচ্ছেদন-পৰ্বক উদ্ধিত হইয়াছিলেন । একদা মহাবিস ক ল ভুজঙ্গদ্বারা প্রস্তুত ভীমের সৰ্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও শক্রনাশন রুকোদরের যত্ন হয় নাই । পরে জাগরিত হইয়া সৰ্পগণকে বিনষ্ট ও দুৰ্য্যোধনের দয়িত সারথিকে বাম হস্ত-দ্বারা সংহার করিলেন । ঐ নরাধম বারণাবত নগরে জুড়িয়াছে জননী সমভিব্যাহারে স্তম্ভপ্রস্তুত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল । হে ক্রম ! কোন্ ব্যক্তি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে ! হতাশন প্রজ্বলিত হইলে অতি দানী উপায়বিহীনা আশা কুন্তী সাতিশয় ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন ; “হা হতাস্মি, হায় কি হইল ! অগ্ন এই প্রদীপ্ত হতাশন হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব ! আমি অনাথা ও অশরণা, বাবা, আজি সন্তানগণের সহিত ভস্মসাৎ হইতে হইল !” তখন ভীমপরাক্রম ভীম ভ্রাতৃগণ ও জননীকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ ! আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি পক্ষিৰাজ গরুড়ের ন্যায় উৎপত্তি হই-তেছি । এই বলিয়া জননীকে বাম কক্ষে, মহাৰাজ যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ কক্ষে, নকুল

ও সহদেবকে দুই স্কন্ধে এবং অৰ্জুনকে পৰ্শ্বদেশে লইয়া প্রদীপ্ত পাবক হইতে মহাবেগে বহির্গত হইয়াছিলেন । অনন্তর ইহারা সেই যানিনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে নিকটবর্তী হিড়িম্বন-নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পরিত্রামস্তম্ভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন । ইতিমধ্যে হিড়িম্বা নামী এক রাক্ষসী তথায় আগমনপৰ্বক ইহাদিগকে মাতার সহিত ক্ষিতিতলে অধিশয়ান দেখিয়া মদনবাণে আহত ও নিতান্ত অধীন হইয়া উঠিল । সে ভীমসেনকে বরণ করিবার মানসে কোমল-করপল্লবদ্বারা ইহাৱ চরণ-দ্বয় উৎসঙ্গে লইয়া অতি প্রহরুট মনে সংবাহন করিতে লাগিল । স্তম্ভোদ্ধিত ভীমসেন তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, হে স্তম্ভরি ! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামরূপিণী রাক্ষসী কহিল, হে মহাভাগ ! আমার মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতা হিড়িম্ব এখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন ; অতএব অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর । তখন ভীমসেন সাতিশয় গৰ্ভপৰ্বক রাক্ষসীকে কহিলেন, হে স্তম্ভরি ! আমি ত্রিগিহিত ভীত বা শঙ্কিত হইব না ; তোমার ভ্রাতা আসিলে আমি অবশ্যই তাহাকে সংহার করিব ।

তখন ভীমদর্শন রাক্ষসাদম হিড়িম্ব উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মহানাদ পরিত্যাগপৰ্বক তথায় আগমন করিল এবং নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে সম্বো-

ধন করিয়া কহিল, হিড়িম্বে ! তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, তাহাকে অবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর, ভক্ষণ করিব। দয়াদ্রুহদয়া হিড়িম্বা অনু-কম্পা-পরবশ হইয়া তাহার কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন হিড়িম্ব নিশাচর ক্রোধভরে ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক মহাবেগে ভীমের অভিমুখে আগমন করিয়া বলপূর্বক তাঁহার কর গ্রহণ ও অশনিসম স্তূদ্রত্ব অপন্ন করদ্বারা ইহাকে অতি কঠিন আঘাত করিল। ভীমসেন প্রথমতঃ রাক্ষস আসিয়া কর গ্রহণ করিয়াছে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোম-ভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন রক্ত ও বাসবের অতুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভীমও হিড়িম্বের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে সেই বলশূন্য পুণ্যজনের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম ঘটোৎকচজননী হিড়িম্বাকে লইয়া মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃগণ-সন্দোহ-সমভিব্যাহারে একচক্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে হিতানুধ্যানপরায়ণ ভগবান্ বাদরায়ণি মন্ত্রী হইয়া ইহা-দিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। অনন্তর ঐ নগরীতে হিড়িম্বতুল্য মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণাকার বক নামক এক রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইলে, ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃ-বর্গের সহিত ক্রপদপুরে প্রবেশ করিলেন। হে জনার্দন ! যেভাবে তুমি ভীষ্মকাজ্ঞা-রক্ষণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেইরূপ সব্য-

সাতী অর্জুনও বারণাবত-নগরে বাস করিয়া স্বয়ংবরসময়ে নিতান্ত দুঃকর কর্ম সকল সম্পাদন ও অভ্যাগত ভূপালবর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন। হে মধুসূদন ! আমি এইরূপ বহুতর ক্রেশপরম্পরাদ্বারা ক্লিষ্টমানা ও অতি দুঃখিতা হইয়া কুন্তী দেবীকে পরিত্যাগ-পূর্বক এক্ষণে পুরোহিত ধোম্য মহাশয়ের সহিত কালতিপাত করিতেছি। আমি হীন জন-কর্তৃক অবমানিত ও বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সিংহবদল-বিক্রমশালী মহাবীর পাণ্ডবেরা আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন, বলিতে পারি না। হে কৃষ্ণ ! আমি এই সমস্ত দুঃসং দুঃখ সহ্য করিয়া দুর্বল পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি অতি দীর্ঘকাল রোষাবিষ্ট হইয়াছি। দেখ, প্রখ্যাত মহৎ বংশে আমার জন্ম, আমি দিব্য বিধানানুসারে পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হইয়াছি, তথাচ পঞ্চ পাণ্ডবদিগের সমক্ষে দুষ্কৃত দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করিল !

মুদুমুর ভাষিণী দ্রৌপদী এইরূপ অনু-তাপসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কমল-কোষতুল্য কোমল করতলদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন-পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রুবিন্দু-দ্বারা স্নজাত পীন স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর নয়নজল উন্মোচন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রোধ-ভরে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৃপাময় ! এক্ষণে বোধ হইতেছে, আমি

পক্তিপুঞ্জ-বিহীন ; আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই ও ভূমিও আমার পক্ষে নাই। তোমরা সকলে তৎকালে আমাকে পরাভূতা দেখিয়াও যে বিশোকের ন্যায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলে ও কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ আমার হৃদয়-মন্দিরে অতাপি জাগরুক রহিয়াছে। হে' কৃষ্ণ ! তুমিই কেবল সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্যভাব ও প্রভুত্ব এই কারণচতুষ্টয়দ্বারা প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরসমবায়-মধ্যে কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভাবিনি ! তুমি যাহাদিগের উপর রোষ-পরবশ হইয়াছ, তাহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব বল্লভদিগকে অৰ্জুনশর-সংবিদ্ধ, শোণিত-পরিপ্লুত ও ধরাতে পতিত দেখিয়া এই-রূপ নিরন্তর নয়নজল বিসৰ্জন করিবে। আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে কদাচ ক্রটি করিব না ; এক্ষণে আর শোক করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি রাজমহিষী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে কৃষ্ণ ! আকাশ পতিত, হিমাচল বিলীর্ণ, সমুদ্রে শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও আমার এই বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না।

পাঞ্চালী কৃষ্ণের এইরূপ প্রত্যুত্তর কর্ণগোচর করিয়া সাতীকৃত মুখে অৰ্জুনের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলে, অৰ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

প্রিয়ে ! এক্ষণে আর রোদন করিও না, কৃষ্ণ যাহা কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি ! আমি দ্রোণকে বিনাশ করিব ; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুৰ্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে সংহার করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ধার্তরাষ্ট্রদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা কহিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্যান্য বীরগণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে বসুধাধিপ ! যতপি আমি সে সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। রাজা ধৃতাৰ্জ্জু, দুৰ্য্যোধন ও অ্যান্য কৌরবগণ আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যুতস্থানে আগমন করিতাম এবং তোমার নিমিত্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও রাজা ধৃতাৰ্জ্জুকে আনয়ন করিয়া বহু দোষ প্রদর্শন-পূর্বক দ্যুতে প্রয়োজন নাই বলিয়া পুত্র-গণের পরস্পর দ্যুতক্রীড়া নিবারণ করা-ইতাম। অধিক কি কহিব, যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া, মহারাজ ! আপনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া বীরসেনহৃত রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, যে সকল দোষ

স্পর্শ করিলে লোকের অতর্কিত বিনাশ ঘটিয়া থাকে, সেই সকল দোমোদ্ভাবন করিলে কদাচ তাহারা দ্যুতে প্ররত্ত হইত না। স্ত্রী, দ্যুত, যুগয়া ও সুরাপান, এই কামসমুখিত ব্যসনচতুষ্টয়দ্বারা লোক সকল শ্রীভ্রষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত চতুর্নিধি ব্যসনই বহু দুঃখাকর ও দোমাবহ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ দ্যুতজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃকই দ্যুতক্রীড়ায় সবিশেষ দোষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। দ্যুতক্রীড়ায় এক দিবসেই দেবানাশ, বিপদ, অভুক্ত অর্থের বিনাশ, বাক্পারুস্যা ও অন্যান্য বহুবিধ আনুসঙ্গিক দোষ ঘটিয়া থাকে। অশ্বিকাতনয়ের নিকট এই সকল দোষ ব্যক্ত করিলে তিনি কখনই দ্যুতে রত হইতেন না। হে রাজেন্দ্র ! সেই সময়ে যদ্যপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধুর ও হিতকর মদীয় বাক্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কুরুকুলের কুশল ও ধর্ম্য বর্দ্ধন হইত; নতুবা আমি বলপূর্বক তাঁহার নিগ্রহ করিতাম। ইহাতে তত্রস্থ সমস্ত দ্যুত-পরায়ণ মিত্রাভিমাত্রী অমিত্রগণ তাঁহার সহায়তা করিলে, তাহাদিগকেও শমন-সদনের আতিথ্য গ্রহণ করাইতাম। কি কহিব, আমি তৎকালে আনন্ড দেশে অন্ত-পস্থিত ছিলাম; এই নিমিত্তই আপনারা দুরোদরজনিত বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সকাশে শ্রবণ করিলাম, আপনি দুস্তর বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছেন; অতএব আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আকুল হৃদয়ে সত্বরে আসিতেছি। আহা! আপনারা সকলে কি

ক্লেশই ভোগ করিতেছেন। হায়! আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিতে হইল!

চতুর্দশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যতকুলাব-তংস! তুমি কি নিমিত্ত আনন্ড দেশে অন্ত-পস্থিত হইয়াছিলে ও কোন্ স্থানেই বা প্রবাস করিয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলে? কুম্ভ কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শাল্যের সৌভ নগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম; সেই কামচারী নগর উৎসন্ন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ করুন, আপনি রাজসূয় যজ্ঞে আমাকে অর্ঘ্য দান করিলে, অতি তেজস্বী দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল রোম-পরবশ হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারাতে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়াছিলাম। আমি খাণ্ডবপ্রস্থে থাকিতে থাকিতেই সৌভরাজ শাল্য, শিশুপালবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোমাবেশে অদীপ্তঃশূন্য দ্বারকা নগরী আক্রমণ করিলে রক্ষিবংশীয় কুমার-গণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু নৃশংস শাল্য সেই সকল তরুণ-বয়স্ক রক্ষি-বীৰ-গণের গ্রাণ সংহার-পূর্বক নগরীস্থ সমস্ত উপবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কহিয়াছিল, ‘হে আনন্ডবাসিগণ! তোমরা সত্য করিয়া বল, সেই রক্ষিকুলাধম যুটাত্মা বাসুদেব কোথায়? সে যেখানে আছে, আমি সেই খানে গমন করিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধার্থীর দর্প চূর্ণ করিব; আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক আয়ুধ গ্রহণ করিয়া কহিতেছি, আজি সেই কংস-

কেশি-নিসূদন দুই মধুসূদনকে বিনষ্ট না করিয়া বিনিবৃত্ত হইব না । শিশুপাল বধ হইয়াছে শুনিয়া আগার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব আমি সেই পাপকন্যা বিধ্বাসঘাতী বাহুদেবকে অগ্নি সেই প্রদীপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদান করিব । সে সংগ্রাম না করিয়া অনভিজ্ঞ বালক, ভ্রাতা শিশুপাল মইপালকে বধ করিয়াছে ; আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া অবশ্যই বৈর নির্ধাতন করিব । এইরূপ বহুবিধ কটুক্তি সহকারে পুনরায় “সে কোথায় ?” “সে কোথায় ?” বলিয়া আগার সহিত রণ বাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল । অনন্তর আমাকে ভৎসনা করিয়া কামচারী সৌভ-নগরের সহিত আকাশে আরোহণ করিল । আমি আগমন করিয়া সেই দুৰাত্মার যথাবৎ সমস্ত রক্তান্ত শ্রবণ করিলাম । আনন্ত দেশের প্রতি উপদ্রব, আমার ভৎসনা ও সেই পাপাত্মার অসহ্য অহঙ্কারের বিষয় অবগত হইয়া, রোষাকুলিত চিত্তে তাহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে অশ্বেশন করিতে করিতে সাগরাবর্তে দৃষ্টিগোচর করিয়া পাণ্ডুজন্ম শঙ্খনাদ-দ্বারা সমরে আহ্বান করিলাম । তথায় ছুরন্ত দানব-গণের সহিত মুহূর্তমাত্র আমার যুদ্ধ হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরাভূত ও নিপাতিত হইল । হে আৰ্য্য ! আমি এই অবশ্য কর্তব্য কার্যের অনুরোধে তৎকালে উপস্থিত হইতে পারি নাই ; অনন্তর অবিনয়-জনিত দ্যুতক্রীড়ার বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের দর্শনমানসে সঙ্করে হস্তিনা নগরে আগমন করিয়াছি ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো ! সৌভবধের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার মনঃ একান্ত অপরিভূক্ত হইয়াছে, অতএব সবিস্তরে কীর্তন কর ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতঃ ! দুৰাত্মা শালু, আমি শ্রুতশ্রবা-নন্দনকে বিনাশ করিয়াছি শ্রবণ করিয়া দ্বারাবতী নগরে আগমন করিল । দুৰাত্মা দানব সেই আকাশগামী সৌভপুরীতে ব্যূহ সংস্থাপন পূৰ্ব্বক স্বয়ং তন্মধ্যে থাকিয়া দ্বারকার চতুর্দিক্ অবরোধ করিয়া বলপূৰ্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । আমাদের দ্বারকাপুরী চতুর্দিকে পতাকা, তোরণ, উপশল্য, রথ্যা, অট্টালিকা ও গোপুরপ্রভৃতি নগরশোভা-সম্পাদক মনোহর দ্রব্যজাতে সুশোভিত ; চক্র, লণ্ড, তোমর, অঙ্কুশ, শতঙ্গী, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, অশ্মগুড়ক, খড়্গ, চক্ষ ও পরশুপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও ভেরী, পনব, ঢকাপ্রভৃতি বায়ু যন্ত্রে সমাকীর্ণ ও শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে সর্বতোভাবে সংরক্ষিত হইল । গদ, শাস্ত্র, উদ্ধবপ্রভৃতি অরিনিবারণ-সমর্থ বিখ্যাত কুলপ্রসূত ও প্রদর্শিতধিক্রম বীর পুরুষগণ বহুবিধ রথ, পতাকা, অশ্ব ও সৈন্য লইয়া সর্বদা ঐ পুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন । কামচারী সৌভ পুরের সমাগম হওয়াতে, প্রমত্ত থাকিলে নরাধিপ শালু নিশ্চয়ই পরাভব করিবে ইহা বিবেচনা করিয়া উগ্রসেন, উদ্ধবপ্রভৃতি বৃষ্ণি ও

অন্ধকবংশীয় সমস্ত প্রমাদরক্ষক বীর পুরুষ-
গণ সুরাপান নিষেধ করিয়া দিলেন এবং
অহোরাত্র অগ্রমত্ত ও সর্বদা সাবধান
হইয়া রহিলেন। দ্বারকাস্থ সমস্ত নট
এবং নর্তক ও গায়নগণকে তাহাদের চির-
সঞ্চিত ধনের সহিত অতি যত্নপূর্বক নগর
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমুদায় সংক্রম
ভয়, নৌকার গমনাগমন প্রতিষিদ্ধ ও
সমুদায় পরিখা উত্তম রূপে বজ্রসম কীলা-
য়িত হইল। চতুর্দিকে অতি গভীর কূপ
ও ফ্রোশব্যাপী নানাবিধ নিবিড় মহীকূহ
দ্বারা সেই স্থান দুর্ভাগম্য ও অনাক্রমণীয়
হইয়া উঠিল। আগাদিগের দুর্গ সহজেই
দুর্গম, সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ,
তাহাতে আবার তৎকালে বিশেষরূপে
সজ্জিত ও বীরগণকর্তৃক সংরক্ষিত হও-
য়াতে ইন্দ্রভবনের ন্যায় শোভমান হইতে
লাগিল। তৎকালে কেহই সঙ্কেত-মুদ্রা
প্রদর্শন না করিয়া নগরে প্রবিষ্ট বা তথা
হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। সমু-
দায় রথ্যা, অনুরথ্যা ও চত্বরে প্রভূত হস্ত্যশ্ব-
সম্পন্ন দৃষ্টপরাক্রম সৈন্যসমূহ সমবহিত
হইয়া সমুপস্থিত রহিল। সৈন্যগণকে
যথানিয়মে বেতন, অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ
প্রদান করিয়া অতি যত্নপূর্বক প্রণয়সহ-
কারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সূবর্ণ বা
রৌপ্য ভিন্ন কাহারও বেতন ছিল না।
অনুগ্রহ করিয়া বা বেতন না লইয়া কেহ
কর্ম্ম করিত না ও সকলেরই পরাক্রম দর্শন
করিয়া নিযুক্ত করা গিয়াছিল। হে
মহারাজ! নরপতি আত্মক এইরূপে সুবি-

খ্যাত সমৃদ্ধিশালী দ্বারকা-নগর তৎকালে
রক্ষা করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজেন্দ্র! সৌভ-
পতি শালু প্রভূত হস্ত্যশ্বযুক্ত সৈন্য লইয়া
দ্বারকা পুরী আক্রমণ করিতে আগমন
করিয়া চতুরঙ্গ বলশালিনী সেনাকে শাসন,
দেবতাস্থান, বল্লীক ও চৈত্য-বৃক্ষতল ব্যতীত
প্রভূত জলশিথ সম্পন্ন সমস্থানে সন্নিবেশিত
করিল। সমুদায় নগরমার্গ সৈন্যবিভাগ-
দ্বারা ব্যাপ্ত ও শালুশিবিরে যাতায়াতের পথ
সকল একবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল।
এইরূপে শালু নরপতি সর্বযাযুধ-সম্পন্ন,
সর্বশাস্ত্রবিশারদ, বিচিত্র রথ, নাগ, অশ্ব,
পদাতি, ধ্বজ, বর্ম্ম ও কাশ্মুকে অভিব্যাপ্ত,
বীরলক্ষণে লক্ষিত, মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য-
সমূহ-সমভিব্যাহারে পতগেন্দ্র গরুড়ের
ন্যায় বেগে আগমন করিয়া দ্বারকা নগর
আক্রমণ করিল।

তখন বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ শালুরাজের
সমূহ-সৈন্য-সমাগম সমাচার শ্রবণে বহির্গমন-
পূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহারথ চারু-
দেব, শালু ও প্রদ্যুম্ন, শালুরাজের আক্র-
মণ সহিতে না পারিয়া বিচিত্র ভূষণ ধারণ,
বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণ-পূর্বক বহু-
সংখ্যক বিপক্ষ সৈনিক পুরুষের সহিত
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তখন জাম্ববতী-
নন্দন শালু কাশ্মুকে গ্রহণপূর্বক শালুরাজের
সচিব চম্পতি ক্ষেমবুদ্ধির সহিত যুদ্ধ
করিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্ণিধারার ন্যায় বাণ

বৰ্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি ক্ষেম-
বুদ্ধি পৰ্বতরাজ হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল
হইয়া সেই বাণ-বৰ্ষণ অনায়াসে সহ করিয়া
শাস্ত্রের উপর দুৰ্ভেদ্য মায়াময় শরজাল
নিক্ষেপ করিলে, শাস্ত্র ও স্থায়ী মায়াপ্রভাবে
সেনাপতির সেই মায়া-শরজাল নিবারণ
করিয়া তদীয় রথোপরি এককালে সহস্র
সহস্র শর বিমোচন করিল। চম্পতি
ক্ষেমবুদ্ধি শাস্ত্রশরে বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত
হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

শাস্ত্রাঙ্কের সেনাপতি পলায়ন করিলে,
বেগবান্ নামে অস্তুর, আমার পুত্র শাস্ত্রকে
আক্রমণ করিতে বেগে ধাবমান হইল।
রুষি-বংশাবতংস প্রভূত বলশালী শাস্ত্র
অনায়াসে সেই বেগবানের বেগ সহ করিয়া,
সত্তরে তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ
করিল। মহাবীর বেগবান্ শাস্ত্রের গদা-
ঘাতে একান্ত আহত, নিতান্ত অভিভূত ও
বাতাহত জীর্ণমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে
নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে,
শাস্ত্র সেই স্তমহান্ সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশ-
পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ
বিবিক্ষ্য-নামা দানব চারুদেবের সহিত
বৃত্তবাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম
করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ
হইয়া সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন-পূর্বক
পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিল।
তখন রুক্মিণীন্দন চারুদেব সূর্য্যাস্তসম
তেজস্বী এক আশুগ মস্ত্রপূত করিয়া শরা-

সনে সংযোগ পূর্বক ক্রোধভরে বিবিক্ষ্যের
উপর নিক্ষেপ করিল। সে বাণাঘাতে
তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে
নিপতিত হইল।

তখন মহারাজ শাস্ত্র, বিবিক্ষ্য নিহত ও
সেনা সমুদায় বিক্ষোভিত হইয়াছে দেখিয়া,
কামচারী সৌভপুরে আরোহণ-পূর্বক
দ্বারকায় আগমন করিল। দ্বারকাবাসী
সমস্ত সৈন্যদল শাস্ত্ররাজকে সৌভস্থ দেখিয়া
সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলে, মহাবাহু প্রচ্যুত
নগর হইতে বহির্গত হইয়া সেনাগণকে
আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিল, হে
যাদবগণ! আমি সংগ্রামে সৌভ নগরস্থ
শাস্ত্ররাজকে নিবারণ করিতেছি; তোমরা
স্থির হইয়া অবলোকন কর, আজি আমি
চুরাঙ্গা শাস্ত্রকে ভীষণ ভূজঙ্গাকার শরদ্বারা
সৌভনগরের সংগ্রামে বিনষ্ট ও তদীয় সৈন্য
সমুদায় সংহার করিব। তোমরা সকলে
সাতিশয় উৎকলিকাকুল ও ভয়াভিভূত হইও
না। হে পাণ্ডুনন্দন! মহাবীর প্রচ্যুত রুক্মি-
চিহ্নে এই কথা কহিলে, দ্বারকাবাসী সমুদায়
সৈন্যদল স্থস্থির হইয়া সাতিশয় সাহস-
সহকারে নিরুদ্ধেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রুক্মিণীন্দন প্রচ্যুত
বর্ষিত অশ্বগণযুক্ত কাঞ্চনরথে আরোহণ-
পূর্বক ব্যায়তানন শমনের ন্যায় মকরধ্বজ
উত্তোলন করিয়া শত্রুসমক্ষে গমন করিল।
খড়্গ-ভূষণধারী, বন্ধ-গোধাঙ্গুলিত্র, মহাবীর
প্রচ্যুত বিদ্যুৎ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন

চাপ আশ্ফালন ও তাহাতে টঙ্কার প্রদান-পূর্বক সৌভবাসী সমস্ত দৈত্যদলকে মোহিত করিল। প্রচ্যন্ন তখন এরূপ চতুরতা-সহকারে শত্রুগণের প্রতি বাণ-বর্ষণ ও শরাসনে শর সন্ধান করিতে লাগিল যে, কেহই তাহার ভেদ বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তাহার মুখবর্ণব্যত্যয় বা গাত্রচালনা কিছুই লক্ষিত হয় নাই; কেবল তাহার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জন শ্রবণে অদ্ভুত বীৰ্য্য প্রকাশ হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় ধ্বজ-যষ্টির অগ্রভাগে বিরাজমান, ব্যায়তানন, সমস্ত জলজন্তু অপেক্ষা ভয়ানকাকার, কৃত্রিম মকর সন্দর্শনে শাল্লরাজের সৈন্য সকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল।

তখন অরাতি নিপাতন প্রচ্যন্ন যুদ্ধাভি-লামে শাল্লের সমীপে সত্বরে সমুপস্থিত হইল। মদমত্ত শাল্ল প্রচ্যন্নের আগমনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, ক্রোধভরে কামচারী সৌভপুর হইতে অবরোধ-পূর্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে বলির সহিত ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শাল্ল ও প্রচ্যন্নের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত শাল্ল মায়ানির্মিত স্তবর্ণময় ধ্বজ-পতাকাশালী রথে আরোহণ-পূর্বক প্রচ্যন্নের উপর শর নিক্ষেপ করিলে, প্রচ্যন্নও তাহাকে পরাভব করিবার বাসনায় বেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সৌভরাজ সেই সকল শর অনায়াসে সহ্য করিয়া আমার পুত্র প্রচ্যন্নের উপর অগ্নিসদৃশ

প্রদীপ্ত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিল। প্রচ্যন্ন অনায়াসে সেই সমস্ত শর ছেদন করিলে, শাল্ল পুনরায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন শাল্লরাজের শরে সমুদ্বিজিত হইয়া সত্বরে তাহার উপর এক মর্শ্বেভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর মর্শ্বেভেদী শর সত্বরে মর্শ্বে ভেদ করিয়া শাল্লরাজের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে মূর্ছিত ও নিপতিত হইল। শাল্লরাজ বিচেতন হইয়া নিপতিত হইলে অন্যান্য দানবেন্দ্রগণ পাদাঘাতে বহ্নরুরাকে বিদীর্ণ করিয়া বেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত শাল্ল ক্রিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া গাত্রো-থানপূর্বক প্রচ্যন্নের জত্রদেশে তীক্ষ্ণশর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবাহু প্রচ্যন্ন শাল্লের দাগে জর্জরিত ও মূর্ছিতপ্রায় হইল। তখন সৌভাধিপতি তাহার অবস্থা সন্দর্শনে সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া দিগন্তব্যাপী ঘোরতর সিংহনাদ পূর্বক পুনরায় সত্বরে তাহার উপর তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিক্ষেপ করিল। প্রচ্যন্ন সমরাসনে শাল্লের শরে অনবরত আহত হইয়া এক-বারে নিশ্চেষ্ট ও মোহিত হইয়া পড়িল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এইরূপে বীর-বরাগ্র-গণ্য প্রচ্যন্ন শাল্লবাণে মূর্ছিত হইলে, রুক্মি-বংশীয় বীরগণ নিতান্ত ভ্রমোৎসাহ ও একান্ত ব্যথিত হইল। রুক্মি ও অঙ্গক-

পক্ষীয় সমুদায় সৈন্য হাহাকার করিতে লাগিল, ও শত্রুপক্ষীয় সমুদয় লোক সাতিশয় প্রীতি লাভ করিল । প্রদ্যুম্নকে মোহিত দেখিয়া তাহার সারথি অশিক্ষিত দারুক-নন্দন সত্বরে তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া রণভূমি হইতে নিসারিত করিল । সারথি রথ লইয়া রণস্থল হইতে অনতিদূরে গমন করিলেই প্রদ্যুম্ন চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলে ? এ কদাচ বৃষ্টি-বংশীয় বীরগণের ধৰ্ম্ম নহে । তুমি রণস্থলে শাস্ত্রকে দেখিয়া কি মুগ্ধ হইয়াছ ? অথবা তুমল সংগ্রাম সন্দর্শনে বিমগ্ন হইয়া এরূপ অশ্রায় আচরণ করিয়াছ ? সত্য করিয়া বল ।

তখন সারথি কহিল, হে কেশবনন্দন ! আমার মোহ বা ভয় কিছুই হয় নাই ; কেবল পাপাত্মা শাস্ত্র অতিশয় বলবান্ ও আপনিও শরাঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি আপনাকে লইয়া শনৈঃ শনৈঃ পলায়ন করিতেছি । হে মহাত্মন ! রথী মৃচ্ছিত হইলে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্তব্য কর্ম । হে আয়ুধ্মন ! আমি আপনার যেরূপ রক্ষণীয়, আপনিও আমার তরুণ ; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে লইয়া অপসৃত হইয়াছি । হে মহাবাহো ! আপনি একাকী ও দানবেরা বহুসংখ্যক, এই বিষম সংখ্যা দেখিয়া আমি আপনাকে রথে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছি ।

প্রদ্যুম্ন দারুকাবজের বাক্য শ্রবণ-

নন্তর তাঁহাকে পুনরায় রণস্থলে রথ লইয়া গমন করিতে আদেশ করিল এবং কহিল, হে সূতনন্দন ! তুমি আর কখন এমন কর্ম করিও না ; আমি জীবিত থাকিতে কদাচ রথ লইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইও না । যে ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, যুদ্ধ, বালক ও রথশূন্য বা ভগ্নায়ুধ যোদ্ধাকে বিনষ্ট করে, সে দুরাত্মা কখনই বৃষ্টিবংশ-সম্ভূত নহে । হে দারুকতনয় ! তুমি সূত-কুলে সমুৎপন্ন ও সারথ্য কর্মে অশিক্ষিত ; বিশেষতঃ বৃষ্টিবংশীয়গণের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ ; অতএব আর কখন সমরস্থল হইতে রথীকে লইয়া এরূপ প্রতিনিবৃত্ত হইও না । দেখ, আমি রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছি ; শত্রুগণ আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়াছে ; এই কথা শুনিয়া দুরাধৰ্ষ গদাগ্রজ মাধব, কেশবাগ্রজ মহাবাহু বলদেব, শিনির নপ্তা মহাধনুর্ধর নরসিংহ, মহাবীর শাস্ত্র, চাক্র-দেহ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অত্রুণ আমাকে কি বলিবেন ? বৃষ্টিবংশীয় বীর পুরুষদিগের স্ত্রীগণ আমাকে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষাভিমানী মহাবীর বলিয়া জানেন ; তাঁহারাই বা আমাকে কি বলিবেন ? তাঁহারা কখনই আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন না ; প্রভূত নিশ্চয়ই তাঁহারা কহিবেন, ঐ প্রদ্যুম্ন ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্বক পলায়ন করিতেছে, ইহাকে ধিক্ । হে সূতনন্দন ! ধিক্যে পরিহাস করা আমার বা মদ্বিধ ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও

গুরুতর ; অতএব তুমি আর কখন রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিও না । বিশেষতঃ মধুসূদন আমার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ভরতকুলাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন ; অতএব রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য । মহাবীর হৃদিকানন্দন কৃতবন্মা শাল্বেয় সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন ; আমি তাঁহাকে ‘আপনি থাকুন, আমি গিয়া সম্বরে পরাজয় করিতেছি’ বলিয়া নিবারণ করিলাম । তিনি তখন আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব ; শঙ্খচক্র-গদাধারী দুর্দ্ধর্ষ কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে কি কহিব ? এবং সাত্যকি, বলদেব ও অন্যান্য রুম্যন্ধকবংশীয় বীর পুরুষগণ সতত আমার বলবীৰ্য্যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব ? হে সূতনন্দন ! যদি অরিকর্তৃক পৃষ্ঠদেশে আহত আমাকে তুমি রণস্থল হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া যাও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব । অতএব তুমি রথ লইয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে গমন কর । নিতান্ত আপৎকালেও রণ হইতে এরূপ পলায়ন করা অকর্তব্য । আমি রণ হইতে পলায়িত ও শত্রুকর্তৃক পৃষ্ঠদেশে অভ্যাহত হইয়া জীবন রক্ষা করা লাভ জ্ঞান করি না । হে সূতপুত্র ! তুমি কি কদাচ আমাকে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ-পূর্বক কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন

করিতে দেখিয়াছ ? হে দারুকনন্দন ! যখন আমি নিতান্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছি, তখন আমাকে লইয়া তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্তব্য ; অতএব তুমি শীঘ্র রণস্থলে গমন কর ।

একোনিবিংশতিতম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! দারুকনন্দন প্রহ্মম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু-মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, হে রুক্মিণীনন্দন ! আমি সংগ্রামে অশ্ব চালন করিতে কিছু-মাত্র ভয় করি না ও রুম্বিবংশীয়দিগের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, কিন্তু যৎকালে আপনি শাল্বেয় তীক্ষ্ণশরে আহত ও একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন সারথি সর্ব্বতোভাবে রথীকে রক্ষা করিবে, ইহা সারথিদিগের অবশ্য কর্তব্য ; এই উপদেশ মদীয় স্মৃতিপথে আরুঢ় হওয়াতে আমি রথ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছি । এক্ষণে আপনি লঙ্কসংগ্রহ হইয়াছেন ; স্বেচ্ছানুসারে আমার অশ্ব চালনবিষয়ে নৈপুণ্য অবলোকন করুন । আমি দারুক হইতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি ; নির্ভয়চিত্তে শাল্বরাজের প্রভুততর সৈন্য-সমূহ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, দেখুন ।

দারুকনন্দন এই বলিয়া, রশ্মি গ্রহণ-পূর্বক অশ্ব চালন করিয়া যমক, যমকেতর, সব্য ও দক্ষিণপ্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মণ্ডল-গতি প্রদর্শন করিল । অশ্বগণ রশ্মি সঞ্চালন ও কষাঘাত-দ্বারা সারথির হস্তলাঘব বুঝিতে পারিয়া মহাবেগে গমন করিতে

লাগিল ; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা ক্ষুর-দ্বারা ভূতল স্পর্শ না করিয়া রোসভরে আকাশমার্গেই গমন করিতেছে । দারুক নন্দন সহরে শালুরাজের সৈন্যগণকে অপসব্যাস্থ করিল ; তদর্শনে সকলে অতি-মাত্র বিস্ময়াশ্বিত হইল । তখন মহারাজ শালু প্রত্যাশ্রয়ের এইরূপ বিস্ময়কর কার্য দেখিয়া তাহার সারথির প্রতি তিনটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল । দারুকনন্দন শালুর বাণাঘাত গণ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ অপসব্য হইতে অপসৃত হইল । সৌভ-রাজ পুনরায় আমার পুত্রের উপর বহু-বিধ শর বর্ষণ করিতে লাগিল । তখন রুক্মিণীনন্দন প্রত্যাশ্র হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্বক হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় শর ছেদন করিল । শালু নৃপতি আপনার বাণসমুদায় ব্যর্থ দেখিয়া আশ্চর্য্য মায়া অবলম্বনপূর্বক পুনরায় শরাসনে শর সন্ধান করিলে প্রত্যাশ্র, দৈতেয় অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ; দেখিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র-দ্বারা তাহা অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্বক শালুর উপর অন্যান্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল । সেই সমস্ত রুধিরপায়ী বাণ মস্তক, বক্ষঃ ও বস্ত্রে-নিপতিত হইয়া ভূপতি শালুকে ঘূর্চ্ছিত ও ধরাতে-নিপতিত করিল । নৃশংস শালু নৃপতি নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া প্রত্যাশ্র আর এক অরাতি-নিপাতন শর সন্ধান করিল ।

সমুদায় যাদবকর্তৃক পূজিত ও আশী-বিষবিষাগ্নির আয় প্রজ্জ্বলিত সেই শর শরা-সনে আরোপিত হইবামাত্র অন্তরীক্ষে হা-হা-

কার ধ্বনি সমুখিত হইল । তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র হইয়া নারদ ও বায়ুকে তথায় প্রেরণ করিলেন । তাহারা রুক্মিণী নন্দন প্রত্যাশ্রের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে দেবগণোপদিষ্ট বাক্য কাহিতে লাগিলেন, হে মহাবীর ! যদিও জগতী-তলে এই বাণের অবধ্য কেহই নাই, তথাপি শালুরাজ কদাচ তোমার বধ্য নহে । ধাতা রণস্থলে কৃষ্ণের হস্তেই ইহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন ; কখনই তাহার অমৃত্যু হইবে না । অতএব তুমি এই অগোচবাণের প্রতিসংহার কর । প্রত্যাশ্র তাহাদের বচনানুসারে অতিমাত্র হস্ত হইয়া সেই সর্কোৎকৃষ্ট শরের প্রতি-সংহার-পূর্বক ভূগমধ্যে সংস্থাপন করিল । তখন প্রত্যাশ্র-শর-পীড়িত দুরাশ্রা শালু চেতনা লাভ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সৌভপুরে আরোহণ করিয়া, দ্বারকাপুরী পরিত্যাগপূর্বক আকাশমার্গে গমন করিল ।

বিংশতিতম অধ্যায় ।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! শালুর প্রস্থানান্তর আপনার রাজসূয় যজ্ঞাবসানে আমি দ্বারাবতী প্রত্যাগমন করিয়া দেখি-লাম ; দ্বারকার সে শোভা নাই, বেদপাঠ-ধ্বনি ও বযট্কার আর ক্রটিগোচর হয় না, বরং বর্ণিনী কামিনীগণের বেশ ভূষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তত্রত্য উপবন সকল অদৃষ্টপূর্বের আয় বোধ হইতে লাগিল । তখন যৎপরোনাস্তি সন্দিহান হইয়া হৃদিকানন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে

নরশার্দূল ! বৃষ্টিবংশীয় নরনারীদিগকে অত্যন্ত অশ্বশ্ব দেখিতেছি ; ইহার কারণ কি ? বল । হাদিকা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাহরাজকর্তৃক দ্বারকার অবরোধ ও বিমোচন পর্য্যন্ত সমস্ত রত্নান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন । তদনন্তর আমি, রাজা আহক, আনকছুন্দুভি, সকল বৃষ্টিপ্রবীর ও পুরবাসী লোকদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম, হে যাদবগণ ! তোমরা অপ্রমত্ত চিত্তে নগরে কালযাপন করিও, আমি শালের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া চলিলাম, তাহাকে নিহত না করিয়া কখন দ্বারকাষ প্রত্যাগমন করিব না । আমি শালুসহ সৌভনগর সমভূমি করিয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব ; তোমরা এক্ষণে এই শত্রুভীষণা মহানিনাদ ছন্দুভি-ধ্বনি আরম্ভ কর । হে ভরতবর্ষ ! তাঁহার সকলে আমার বাক্যে আশ্বাসিত ও হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া আশীর্বাদ-পূর্বক আমাকে কহিলেন, তুমি নির্বিঘ্নে গমন কর ; অচিরাৎ শত্রু বিনষ্ট করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই । আমি সেই পরমাঙ্লাদিত বীরপুরুষদিগের আশীর্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দ্বিজ-বরগণের নামোল্লেখপূর্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত স্ত্রীাবসংযুক্ত রথে অধিরূঢ় হইলাম । তাহার নির্ঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং আমিও পাঞ্চজন্য শব্দ ধ্বনিত করিতে লাগিলাম । অনন্তর নিখিল চতুর্দিক্ সেনা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, তরুরাজি-বিরাজিত,

ভূধরশ্রেণী-সুশোভিত সরোবর ও নদী সকল উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে গার্ত্তিকাবত নগরে উপস্থিত হইলাম । তথায় শ্রবণ করিলাম যে, শালুরাজ সৌভনগরে আরূঢ় হইয়া সাগরান্তিকে গমন করিতেছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম । সে প্রথমতঃ মহোষ্ঠর কুক্ষিতে যাইয়া পরে সৌভ আশ্রয় করিয়া সমুদ্র-নাভিতে উপস্থিত হইল । সেই দূরত্ব দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বারংবার যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল । আমি যুদ্ধে আহুত হইয়া শাঙ্গে জ্যারোপণপূর্বক মর্শ্বেভেদী বাণ সকল পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তাহার একটীও পুর প্রাপ্ত হইল না, তদর্শনে আমার রোষাবেশ হইল । তখন সেই দৈত্যা-সদও রোমপরবশ হইয়া আমার উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ পূর্বক মদীয় সৈনিক পুরুষ, সারথি ও অশ্ব সকল শরজালে আকীর্ণ করিল । তথাপি আমরা কিঞ্চি-ন্ন্যাত্রও চিন্তিত না হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম । পরে শালের পদাশ্রুগ বীর-পুরুষেরা আনতপর্ব শত সহস্র শর যুগপৎ আমার উপর নিক্ষেপ করিল । তাহাদিগের মর্শ্বেভেদী শরজালে আমার অশ্ব, রথ এবং দারুক প্রভৃতি সমুদায়ই আচ্ছাদিত ও এককালে অদৃশ্য হইল । কলতঃ অশ্ব, রথ, সারথি ও সৈনিকেরা যে কে কোথায় রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং আমিও দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম । অনন্তর দিব্য শরাসনে মন্ত্রপূত অযুত শর সন্ধান-

পূৰ্বক যথাবিধি নিষ্কেপ করিতে লাগিলাম। হে ভারত ! সৌভনগর প্রায় এক ক্রোশ উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, স্ততরাং তথায় আমার সৈন্যদিগের গমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। রঙ্গভূমির সম্মুখস্থিত লোকেরা সিংহনাদ সদৃশ গম্ভীরস্বরে আগাকে আহ্বান দিত করিতে লাগিল। আমার করাগ্র-বিনিমুক্ত শরসমূহ দানবদলের অঙ্গে শলভের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। তীক্ষ্ণধার বিশিখবিদ্ধ দানবসৈন্যের হঁলহলা শব্দে সৌভনগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ছিন্নভুজস্কন্ধ কবন্ধাকৃতি দানবেরা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সমুদ্রে নিপতিত হইবামাত্র জলচর জন্তুগণে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি কুন্দেন্দুসমপ্রভ পাঞ্চজন্ম শঙ্খ ধ্বনি করিলাম। সৌভপতি স্বীয় সৈনিকপুরুষদিগকে নিপতিত দেখিয়া মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে অনবরত গদা, হল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, কুলিশ, পাশ, শর, পট্টিশ ও ভূযুগি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল। আমি মায়াবলে শীঘ্র সেই দানবী মায়ার নিরাকরণ করিলে, সে গিরিশৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্রত হইল। অনন্তর কখন সমুদায় জগৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত, কখন বা উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত, কখন দুর্দিন, কখন বা সুদিন, কখন শীতল, কখন বা উষ্ণ, কখন অঙ্গার, কখন বা পাংশু ও শস্ত্র সকল বর্ষণ হইতে লাগিল। মহারাজ ! এইরূপ মায়াবল আশ্রয় করিয়া, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি সবি-

শেষ পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াবলেই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিলাম এবং সময়ানুসারে ঘোরতর বাণযুদ্ধদ্বারা চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলাম। হে মহারাজ ! অনন্তর আকাশ-মণ্ডলে শত সূর্য্য সমুদিত হইল ও সহস্রা-যুত তারকাপরিবৃত শত নিশাকর দীপ্তি পাইতে লাগিল। দিব্যরাত্র বা দিক্ সকল নির্ণীত হইল না। ইহাতে আমি মোহিত হইয়া প্রজ্ঞাত্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয় ! অনিলপ্রভাবে যেমন কার্পাস উড্ডীন হয় তদ্রূপ সেই অস্ত্রজাত মহাবেগে সঞ্চারিত হইলে সেই যুদ্ধ তুমুল ও লোম-হর্ষণ হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র ! আলোক পাইয়া পুনর্ব্বার আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বাহুদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! মহারিপু শাল্যরাজ আমার সহিত এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। সেই বিজিগীষু মন্দবুদ্ধি রোমপরবশ হইয়া গদা, শূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল আমার প্রতি নিষ্কেপ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সমুদায় আকাশগামী অস্ত্রের নিরাকরণ-পূর্ব্বকঃ অস্ত্র-রীক্ষেই খণ্ড খণ্ড করিলাম, তাহাতে নভো-মণ্ডল মহানিনাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সৌভেশ্বর নতপর্ব্ব শত সহস্র শর-দ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও সারথিকে আকীর্ণ করাতে দারুক ভয়বিহ্বল হইয়া আমাকে কহিল, হে বীর ! শাস্ত্রের বাণে যৎপরো-

নাস্তি নিপীড়িত হইয়াছি, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, আর অবস্থিতি করিতে পারি না, তবে কেবল রণ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে নাই বলিয়া রহিয়াছি। সারথির এবং বিধ কাতরোক্তি শ্রবণে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, যে দারুকের আপাদ-মস্তক সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ রহিয়াছে। সে দুর্নিবহ বাণপীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া রশ্মি ধারণ-পূর্বক অনবরত রক্ত বমন করিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত হওয়াতে যেন যুষ্টিধারা-বিগলিত গৈরিকধাতুনিঃস্রবসংযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে মহারাজ! সারথিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

অনন্তর দ্বারকানিবাসী এক জন আত্মক-পরিচারক রথারোহণ-পূর্বক বিষম ভাবে সঙ্করে আসিয়া যুদ্ধদের ন্যায় গদ্ গদ স্বরে আমাকে কহিতে লাগিল, হে মহাবীর কেশব! পিতৃসখ দ্বারকাধিপতি আত্মক আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

হে বৃষ্ণিনন্দন! অগ্ৰ আপনার অনুপস্থিতিরূপ অবকাশে শাস্ত্ররাজ দ্বারকায় উপনীত হইয়া বলপূর্বক শূরস্রুতকে নিহত করিয়াছে; অতএব যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, আপনি ক্ষান্ত হউন, এক্ষণে দ্বারকা রক্ষা করাই আপনার প্রধান কার্য। আমি আগন্তকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নাতিশয় চূর্ণনাঃ হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যের নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সেই মহদ-প্লিষ্ট বাক্য শুনিয়া সাত্যকি, বলদেব ও

মহারথ প্রত্যক্ষকে মনে মনে কতই নিন্দা করিতে লাগিলাম, যেহেতু আমি তাঁহা-দিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া সৌভ নিপাতনে নির্গত হইয়াছিলাম। এক্ষণে মহাবল বলদেব, সাত্যকি, রৌদ্ৰিণেয়, চারুদেব ও শাস্ত্র প্রভৃতি বীর পুরুষেরা জীবিত আছেন কি না, এই ভাবনায় আমার অন্তঃকরণ একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। তাঁহারা সকলে জীবিত থাকিতে স্বয়ং বজ্রধারী ও শূরস্রুতকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। অতএব এখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, শূরস্রুত পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বলদেব-প্রমুখ সকলেই সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ! অনুক্ষণ সেই অতর্কিতচর সর্বনাশ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পুনরায় শালুসহ সমরসাগরে অবগাহন করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, ক্ষীণপুণ্য যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়া মহীতলে পতিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সৌভ হইতে শূরস্রুত নিপতিত হইতেছেন। তাঁহার উষ্ণীষ মলীমস, পরিধেয় বস্ত্র শিথিল ও মূর্দ্ধজ সকল ইত্যন্তঃ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছে। পতনকালে তদীয় বাহুযুগল ও পাদদ্বয় প্রসারিত হওয়াতে তাঁহার রূপ শকুনির রূপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, তদদর্শনে আমার করতল হইতে শাঙ্গ স্থলিত হইল ও আমি মূচ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলাম। আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া সৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহাবাহো! শূলপাটশ-ধারী

শত্রুপক্ষীয় লোকেরা পিতাকে অত্যন্ত
জাঘাত করাতে আমার চৈতন্যলোপ
হইয়া গেল ।

ক্রমে মূচ্ছার অপনয় হইলে চতুর্দিক
অবলোকন করিলাম, কিন্তু কোথায় বা
সৌভ নগর, কোথায় বা সেই দুর্জয় শত্রু
শালু ও কোথায় বা বৃদ্ধ পিতা শূরহৃত,
সকলই স্নপের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল ।
তখন নিশ্চয় জানিলাম যে, ইহা কেবল
মায়ামাত্র । এইরূপে লক্ষসংক্র হইয়া
পুনর্ব্বার বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর আমি রুচির
কাম্যুক গ্রহণপূর্ব্বক স্তরারি অন্তরদিগের
মস্তক ছেদন করিয়া সৌভ হইতে পাতিত
এবং শাস্ত্ররাজের বিনাশার্থ অশীবিষাকার
উর্দ্ধগামী স্ততীক্ল শর সমূহ নিক্ষেপ করি-
লাম । কিন্তু মায়াবলে সৌভ নগর যে
কোথায় অন্তর্হিত হইল, কিছুই জানিতে
না পারিয়া আমি বিস্ময়াবিকট হইলাম ।
তৎপরে অতি ভীষণাকার দানবেরা আসিয়া
আমার সমক্ষে চীৎকার করিতে লাগিল ।
তাহাদিগের বধার্থ সত্ত্বরে শব্দসাহ অস্ত্র
যোজনা করিবামাত্র শব্দ নিবৃত্ত ও শব্দকারী
দানবেরাও নিহত হইল । সে শব্দ নিরস্ত
হইলে অন্যত্রে অপর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে
লাগিল । এইরূপ অস্ত্ররতল, ভূমণ্ডল,
তির্য্যক প্রদেশ ও দশ দিক্, সর্ব্বত্র দানব-
নাদে নিনাদিত হইল । আমিও শরাঘাতে
হৃর্ভূত দানবদল নিহত করিলাম ।

অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পুন-
রায় দৃষ্টিমোহয়িতা কামচারী সৌভ নগর
দর্শন করিলাম । তথায় সেই দারুণাকৃতি
দানবদল শিলাবর্ষণ-দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন
করিলে, আমি বশ্মীকের ন্যায় শিলাপরিবৃত্ত
হইয়া পর্ব্বততুল্য উপচায়মান হইলাম ও
আমার অশ্ব, রথ, সারথি, সকলেই শিলা-
খণ্ডে আচ্ছাদিত হইল । আমাকে শিলাব-
গুপ্তিত দেখিয়া বৃষ্টিপ্রবীর মদ্যয় সৈনি-
কেরা সহসা ভয় পাইয়া দিকে দিকে পলা-
য়ন করিতে লাগিল । হে রাজন ! আমি
স্বর্গের অগোচর হইবামাত্র ত্রিদশালয়, ভূম-
ণ্ডল ও নভোমণ্ডল হাহাকার শব্দে পরিপূর্ণ
হইল । বান্ধবগণ আমার অদর্শনজনিত
শোকে বিষম হহয়া অশ্রুস্রুখে মুক্তকণ্ঠে
বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন ।
বিপক্ষেরা হর্ষসাগরে ও আত্মীয়গণ বিষাদ-
সাগরে নিমগ্ন হইলেন । আমি পশ্চাৎ
শ্রবণ করিলাম, শালুরাজ এইরূপে জয়
লাভ করিয়াছিল ।

অনন্তর আমি ইন্দ্রদয়িত পাষাণবিদারক
বজ্র উত্তোলন-পূর্ব্বক শিলা সকল খণ্ড খণ্ড
করিতে লাগিলাম । কিন্তু আমার ক্ষুদ্র-
প্রাণ অশ্ব সকল দুর্ভর ভূধরভারে নিতান্ত
আর্ত ও একান্ত কম্পিতকলেবর হইয়াছিল ।
যেমন মেঘাবরণ বিদারণ-পূর্ব্বক সমুদিত-
কমলিনী-নায়ক নিরীক্ষণ করিয়া লোকের
অন্তঃকরণ প্রীতিপ্রকুল হয়, তদ্রূপ আমাকে
পর্ব্বত বিনিমুক্ত দেখিয়া, বান্ধবগণ হর্ষে
পুলকিত হইলেন । সারথি পর্ব্বত-নিপী-
ড়িত অশ্বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎ-

কালোচিত বাক্যে আমাকে কহিল, হে
 ঋষিপ্রবীর ! ঐ দেখ, সৌভপতি শালু
 সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব
 উপেক্ষার আর প্রয়োজন নাই ; সরল ভাব
 ও বন্ধুতা পরিত্যাগ-পূর্বক প্রযত্নাতিশয়-
 সহকারে শালুর প্রাণ সংহার কর, উহাকে
 জীবিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ
 হইতেছে না। হে বীর ! শত্রু সর্বতো-
 ভাবে বদ্যাহ, সে দুর্বল হইলেও বলবানের
 অনুপেক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ত্বদীয় পাদপীঠে
 নতশিরাঃ হইয়া থাকিত, সেই এক্ষণে রণ-
 স্থলে উপনীত হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ
 করিতেছে, অতঃপর আর কালাতিক্রম
 করা বিধেয় হয় না ; তুমি শীঘ্র উহার বধ-
 সাধনে যত্নবান হও। হে ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ !
 যে তোমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে
 ও যৎকর্তৃক দ্বারকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে,
 তাহাকে সখা বিবেচনা করিও না, সেই
 ছুরাঙ্গা কখনই ঋজুতায় বশীভূত হইবে না।

হে কৌন্তেয় ! আমি সারথির এবন্ধিধ
 বাক্য শ্রবণে সমুদায় উপদেশ যথার্থ বিবে-
 চনা করিয়া সৌভ নিপাতনে ও শালুবধে
 কৃতনিশ্চয় হইয়া দারুককে কহিলাম,
 সারথি ! তুমি মুহূর্তকাল অবস্থিতি কর,
 আমি সকল নিপাত করিতেছি। অনন্তর
 দানবাস্তকারী, অপ্রতিহতগতি, দিব্য আগ্নে-
 যাস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলাম এবং যক্ষ,
 রাক্ষস, দানব ও বিপক্ষ রাজগণের ভস্মাস্ত-
 কারী, অরাতিকূল-বিমর্দন, সাক্ষাৎ কৃতাস্ত-
 স্বরূপ, ক্ষুরধার চক্রকে অনুমন্ত্রণ-পূর্বক,
 তুমি স্বীয় বীৰ্য্যপ্রভাবে সৌভ নগর ও

তত্রস্থ সমস্ত রিপুগণ নিহত কর, এই কথা
 বলিয়া বাহুবলে স্তম্ভদর্শনকে সৌভের প্রতি
 প্রেরণ করিলাম। স্তম্ভদর্শন ব্যোমতলে
 উপনীত হইয়া যুগান্তকালোদিত দ্বিতীয়
 আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।
 করপত্র যেমন বিশাল দারু বিদারণ করে,
 তদ্রূপ স্তম্ভদর্শন সৌভনগরের মধ্য স্থল
 বিদীর্ণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিল। ত্রিপুর
 যেমন মহাদেবের শরাঘাতে নিপতিত হইয়া
 ছিল, সেইরূপ স্তম্ভদর্শনদ্বারা দ্বিধাকৃত সৌভ-
 নগরও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর
 চক্র আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে,
 আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শালোদ্দেশে
 নিক্ষেপ করিলাম। চক্র শালুকে দ্বিধা-
 কৃত ও সমরশায়ী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া
 উঠিল দেখিয়া, ভগ্নমনোরথ উৎকলিকাকুল
 দানবেরা মদীয় শরনিপীড়িত হইয়া হাহাকার-
 পূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।
 অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ সংস্থাপন-
 পূর্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া বান্ধবগণের আনন্দ
 বর্দ্ধন করিলাম। তত্রত্য স্ত্রীগণ, মেরু-
 শিখরাকার ভগ্ন অট্টালিকার গোপুর সকল
 দহমান হইতেছে, নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে
 পলায়ন করিল। এইরূপে সৌভ নিপ-
 তিত ও শালু নরাধিপ নিহত হইলে, দ্বার-
 কায় প্রত্যাগমনপূর্বক স্তম্ভদ্বর্গের প্রীতি
 বর্দ্ধন করিলাম। হে রাজন ! এই সমস্ত
 কারণবশতঃ আমি বারণাবতে আগমন
 করিতে পারি নাই, যদি তৎকালে রূপস্থিত
 থাকিতাম, তাহা হইলে ছুরাঙ্গা দুর্ব্যোধন
 জীবিত থাকিত না ; অথবা স্ময়দশিব-বিধা-

ক্ষীণী দ্যুতক্রীড়া কদাচ ঘটতি ন ; এক্ষণে
কি করিব, সেহু ভিন্ন হইলে, জলবেগ
নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে ।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া-
তঁাহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে
যথাবিধি আমন্ত্রণপূর্বক বিদায় হইলেন ।
ধৰ্ম্মরাজ ও ভীমসেন তঁাহার মন্তকাশ্রাণ,
অৰ্জুন আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব অভি-
বাদন, ধৌম্য তঁাহার যথোচিত সম্মান এবং
দ্রৌপদী প্রণয়স্বশীতল অশ্রুবিঃমাচন-দ্বারা
কৃষ্ণের সৎকার করিলেন । পুরুষোত্তম
মধুসূদন পাণ্ডবগণকর্তৃক এইরূপ পূজিত
হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক
সুভদ্রা ও অভিমন্যু-সমভিব্যাহারে স্ত্রী-ব-
সংযুক্ত মনোহর কাঞ্চনরথে আরোহণ-
পূর্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন । কৃষ্ণ
প্রস্থান করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মীয় স্বজন-
সমভিব্যাহারে স্বপূরে ও চেদিরাজ ধৃষ্ট-
কেতু পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
স্বীয় ভগিনী নকুলভাৰ্য্যা করেণুগতীকে
লইয়া রমণীয় শক্তিমতী নগরে প্রস্থান
করিলেন । অনন্তর কেকয়েরা যুধিষ্ঠিরের
অনুগতি গ্রহণপূর্বক তঁাহাদিগকে সম্ভাষণ
করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।
ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জনপদ-বাসীদিগকে পুনঃ
পুনঃ বিদায় করিলেও তঁাহারা কোন ক্রমে
পাণ্ডবসহবাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া
একত্র কাম্যাকারণে বাস করিতে লাগি-
লেন । মহানুভব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের
সম্মান রক্ষা করিয়া ভৃত্যবর্গের প্রতি রথ-
সজ্জা করিবার আদেশ দিলেন ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাহুদেব প্রস্থান
করিলে ভূপতিসঙ্কাশ যুধিষ্ঠির, ভীম, অৰ্জুন,
নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত
ধৌম্য বেদবেদাঙ্গাদিবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে
অষ্টাধিকশত স্তবর্ণ, বসন ও গো সমূহ
প্রদান করিয়া, মনোজ্ঞ তুরঙ্গযোজিত মহা-
মূল্য রথে আরোহণপূর্বক অরণ্যে প্রস্থান
করিলেন । বিংশতি জন অনুচর, ধনুঃ, শর,
মৌর্বী, শস্ত্র ও যন্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া
অনুবর্তী হইল এবং ইন্দ্রসেন ত্বরান্বিত
রাজপুত্রীর বস্ত্রনিচয়, ধাত্রী, দাসী ও ভূষণ
লইয়া রথারোহণপূর্বক পশ্চাৎ গমন করিল ।
মহাত্মা পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্তী
হইয়া তঁাহাকে প্রদক্ষিণ করিলে, কুরুজাঙ্গ-
লের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া
তঁাহার সমুচিত সম্মান রাখিলেন । মহা-
রাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তঁাহাদিগের
সৎকার সমাধানপূর্বক কুরুজাঙ্গলবাসী-
দিগকে নয়নগোচর করিয়া গমনে বিরত
হইলেন । পুত্রকে নয়নগোচর করিলে
পিতার যেরূপ ভাবোদয় হয়, কুরুজাঙ্গল-
বাসী প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া ধৰ্ম্ম-
রাজ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ভাব প্রকটিত
হইতে লাগিল । প্রজাগণও পুত্রের ন্যায়
যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে লজ্জিত ভাবে দণ্ডায়-
মান হইয়া গলদশ্রমুখে কহিতে লাগিল,
“হা নাথ ! হা ধৰ্ম্ম ! আপনি পুত্রসদৃশ
প্রজাগণ, পৌরজন ও জনপদবাসী লোক-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন

করিতেছেন। নৃশংসবন্ধি চুর্যোধন, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকে ধিক্ ; সেই পাপাত্মারা এই ধর্মাত্মার ঈদৃশ অনর্থ চিন্তা করিতেছে। সংকর্ষশালী মহাত্মা ধর্ম-রাজ কৈলাসসদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্থ নগর ও দেবরক্ষিত ময়-দানব-বিনির্গত অপ্রতিম সুরসভাসদৃশ সভা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন ?

তঁাহাদের বাক্যাবসানে মহাতেজাঃ অর্জুন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে দ্বিজাতি-গণ ! হে ধর্মার্থবিৎ তপস্বিগণ ! রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া বলপূর্বক অরতিগণের যশোরশি গ্রহণ করিবেন। যাহাতে আমাদিগের এই উৎকৃষ্ট মনোরথ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, আপনারা সকলে প্রসন্ন হইয়া একবাক্যে তাহাই বলুন।

অর্জুনের বাক্যাবসানে ব্রাহ্মণেরা সক-লেই বিষম ভাবে অভিনন্দন-পূর্বক ধর্ম-রাজকে প্রদক্ষিণ করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তঁাহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। অনন্তর তঁাহারা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুজাঙ্গলনিবা-সীরা প্রস্থান করিলে, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বিপিনে বাস করিতে হইবে, অতএব নানাবিধ যুগপক্ষি-সমাকীর্ণ, বহু

পুষ্পফলোপেত, সজ্জনগণাশ্রিত, কল্যাণ-কর, এক স্থান অন্বেষণ কর, যে স্থানে আমরা স্তুগমচ্ছন্দে এই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারি।

ধনঞ্জয় মনস্বী মানবগুরু ধর্মরাজকে গুরুজনোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি প্রতিনিয়ত দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি বৃদ্ধ “মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণনিবহের সহবাস লাভ করিয়া থাকেন ; মনুষ্যালোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। বিশেষতঃ যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অম্বরোলোক প্রভৃতি সকল ভুবনের সর্ব স্থানে পর্যাটন করেন, সেই মহাতপাঃ নারদ আপনার উপাসিত ; আপনি ব্রাহ্মণগণের অনুভাব ও প্রভাব বিশেষ-রূপে অবগত আছেন ; কোন স্থানে গমন করিলে স্তুগমচ্ছন্দে লাভ হইতে পারিবে, তাহা আপনিই জানেন ; অতএব আপনি যে স্থানে বাস করিতে বাসনা করেন, আম-রাও তথায় বাস করিব। কিন্তু অনতি-দূরবর্তী, সাধুজনাকীর্ণ, জলাশয়শালী, ফল-কুসুম-শোভিত ও দ্বিজগণ-নিষেবিত দ্বৈত-বন অতি পবিত্র স্থান ; যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন, তবে ঐ স্থানে বাস করিলে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমি সম্মত আছি, অত-এব চল, এক্ষণে আমরা দ্বৈতবনে গমন করি।

অনন্তর ধর্মচারী পাণ্ডবগণ পবিত্র

সরোমগুপ্ত সুরমা দ্বৈতবনে বাস করিবার
অভিলাষে সাংগিক, নিরঙ্গিক, স্বাধায়া,
ভিক্ষু এবং অগ্ন্যাণ্ড শংসিতব্রত মহাত্মা
ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে প্রবেশ
করিয়া দেখিলেন ; বর্ষাপ্রারম্ভে তমাল,
তাল, আশ্র, মধুক, নীপ, কদম্ব, সর্জ,
অর্জুন, কর্ণিকার প্রভৃতি মহীকর সকল
প্রফুল্ল কুসুমসমূহে স্তম্ভোভিত হইয়া
রহিয়াছে ; ময়ূর, দাত্যহ, চকোর, কোকিল
প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ উদ্ভৃঙ্গ পাদপাশিথরে
উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে গান করি-
তেছে ; গিরিধরাকার মদমত্ত মাতঙ্গগণ
করেণুযুগের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করি-
তেছে । মনোহর ভোগবতাতীরে চীরকটা-
ধারী পুণ্যাত্মা ধার্মিকদিগের আশ্রমে কত
শত সিন্ধুগণ অবস্থিতি করিতেছেন ।

অনন্তর মহাত্মা অজাতশত্রু, ভ্রাতা ও
অগ্ন্যাণ্ড সমভিব্যাহারীদিগের সহিত রথ
হইতে অবরোহণ-পূর্বক সেই কাননমধ্যে
প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল, যেন অমর-
নাথ অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিলেন ।
সিন্ধুচারগণ মনস্বী যুধিষ্ঠিরের দর্শনমানসে
আগমন করিলেন ও বনবাসীরা তাঁহার
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি
কৃতাজলি হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য
অভিবাদনপূর্বক সকলের সহিত কানন-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও
অনুচরগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়া ফলকুসুম-
স্তম্ভোভিত মহীকরমূলে উপবেশন করিলে,
ধর্মপরায়ণ তপস্বিগণ আসিয়া যথাযোগ্য

সম্মান-পুরঃসর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন ।
মহাগিри যেমন করিবারসমূহে বেষ্টিত হইয়া
শোভমান হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ-পরিবেষ্টিত
সেই লতাবনত মহারক্ষ ও স্তম্ভোভিত
হইয়াছিল ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্তম্ভোভিত ইন্দ্র-
সম নরেন্দ্রপুত্র পাণ্ডবগণ স্বাস্থ্যদায়ক সর-
স্বতীতীরস্থ শালবনে অবস্থিতি করিয়া
অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগি-
লেন । মহামুভব যুধিষ্ঠির সেই কাননমধ্যে
যতি, মুনি ও বরিশ্রু ব্রাহ্মণগণকে প্রভুত-
তর ফলমূল-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন ও
সম্বন্ধতেজাঃ ধোম্য মহাশয় মহারণ্যবাসী
পাণ্ডবগণের ইষ্টি, পৈত্র ও দৈবক্রিয়া সকল
নির্বাহ করাইতেন ।

একদা অলোকসামান্য জ্বলিতহুতাশন-
সদৃশ প্রভাসম্পন্ন পুরাণ ঋষি মহাত্মা মার্ক-
ণ্ডেয় পাণ্ডবসকাশে আগমন করিলেন ।
রাজা যুধিষ্ঠির সেই সুরাষি মানবপূজিত
মহামুনিকে পূজা করিলে, তিনি তপস্বি-
সমাজমধ্যগত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া রামচন্দ্রকে স্মরণপূর্বক হস্ত করি-
লেন । রাজা যুধিষ্ঠির বিমনাঃ হইয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আপনি কি
জন্ম তপস্বিগণ-সমক্ষে আগাদিগের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া হস্ত করিলেন ? তপস্বিগণ
আপনার হস্ত দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত
হইয়াছেন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৎস ! আমি

আহ্লাদিত হই নাই, হাস্যও করি নাই এবং হর্ষজনিত দর্পও আগাকে অভিভূত করে নাই ; অতঃ তোমার এই আপদ অবলোকন করাতে সত্যত্রত দাশরথি আজি আমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইলেন । তিনি ধনুর্ধর ইন্দ্রের সমান, শমনের নেতা, নমুচির হস্তা, মহাত্মা ও নিষ্পাপ ; পুরাকালে তাঁহাকে ও পিতার আদেশক্রমে লক্ষণ সমভিব্যাহারে ঋষ্যমুক পর্বতের কাননমধ্যে পর্য্যটন করিতে দেখিয়াছি । সেই মহানুভব রাগচন্দ্র সমরে দুর্জয় হইয়াও নানাবিধ ভোগ-সুখ পরিত্যাগপূর্বক বনচারী হইয়াছিলেন । নাভাগ, ভগীরথ প্রভৃতি মহাত্মারা সমাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াও সত্য অবলম্বনপূর্বক সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন । সকলে যাহাকে অলর্ক বলিয়া নির্দেশ করিত, সেই কাশিকরুমরাজ সমস্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সত্যত্রত প্রতিপালন করিয়াছিলেন । বিধাতা যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সপ্তসিমগল তাহার অনুবর্তী হইয়া আকাশেই প্রকাশমান হইতেছেন । মহাবল পরাক্রান্ত পর্বত তুল্যকায় নাগ সকল বিধাতার অনুশাসনেই চলিতেছে ; সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কশ্মের অনুষ্ঠান করিতেছে । ইহারা কেহ কখন অধর্ম্ম আচরণ করেন নাই ; অতএব সমর্থ হইয়াছি বলিয়া কদাচ অধর্ম্মাচরণ করিবে না । হে কৌন্তেয় ! তুমি সত্য, ধর্ম্ম, সদ্যবহার ও লজ্জা-দ্বারা সকল লোককে অতিক্রম করিয়াছ ; তোমার তেজঃ ও যশঃ

প্রচণ্ড দিনপতির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে । এক্ষণে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ক্লেশকর বনবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পুনরায় পুরুষকার সহকারে কৌরবগণের দেদাঁপ্যমান রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই ।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ-সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্বক সকলকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন ।

বড়িশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিলে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তাঁহাদের উচ্চারিত ব্রহ্মসম্প্রীতে ব্রহ্মলোকের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল । এক দিকে শ্রুতিসুখাবহ মনোহর ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত ঋক্, যজুঃ, সামধ্বনি, অতঃ দিকে নরেন্দ্রনন্দন গণের শরাসন-বিনিঃসৃত অতি ভীষণ জ্যানিরোধ প্রতীধ্বনিত হইতে লাগিল । ফলতঃ ক্ষত্রেতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংস্কট হইয়া এক অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল ।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া সায়ন্তন বিধির অনুষ্ঠান করিতেছেন ; এমনত সময়ে দাস্ত্যবংশীয় বক নামক মুনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয় ! দ্বৈতবনবাসী তপস্বী-দিগের হোমবেলা সমুপস্থিত ; দেখুন, হোমহতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে ; আপনার রঞ্জিত ভৃগু, অঙ্গিরাঃ বশিষ্ঠ,

কশ্যপ, অগস্ত্য ও অত্রিবাংশীয় ব্রতধারী
ভূপস্বিগণ এবং ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা আপনার
সহিত মিলিত হইয়া এই পরম পবিত্র দ্বৈত-
ধনে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। এই অবসরে
আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সত্বপদেশ
প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যেমন ছত্ৰাশন
সমীরণসহকৃত হইয়া অরণ্যানী দক্ষ করে,
সেইরূপ ব্রহ্মতেজঃ ও ক্ষত্রীতেজঃ পরস্পর
মিলিত হইলে উগ্রতর হইয়া অরাতিগণকে
ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। কেহই ব্রাহ্মণকে
পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক
জয় করিতে পারে না; যিনি ধর্ম্মার্থবিষয়ে
অশিক্ষিত হইয়া মোহজাল ছেদন করিয়া-
ছেন, রাজারা সেই দ্বিজকে লাভ করি-
য়াই সপত্নগণের সংহার সাধন করেন।
বলি-রাজ প্রজাপালন-নিবন্ধন মোক্ষ ধর্ম্ম
আচরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য
তর্থেই সেবা করেন নাই। তাঁহার কামনা
পরিপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী অক্ষয় হইয়াছিল।
তিনি ব্রাহ্মণপ্রসাদে সমাগরা ধরার একাধি-
পত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরি-
শেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি সন্দোষ ব্যব-
হার করিয়াই একবারে বিনষ্ট হইয়া গেলেন।
ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী দ্বিজসেবা-পরাজুখ
ব্যক্তিকে ভজনা করে না; ব্রাহ্মণ বাঁহাকে
নীতিশিক্ষার অশিক্ষিত করেন, সমাগরা
ধরা তাঁহারই নিকটে নত হইয়া থাকে।
অজুশাহত কুঞ্জর যেমন হীনবল হয়, সেই-
রূপ সঙ্গ্রামসময়ে ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয়েরা
ক্ষীণবল হইয়া থাকে। অনুপম ব্রাহ্মণের
কৃপাবলোকন ও অপ্রতিম ক্ষত্রবল একত্র

মিলিত হইলে সংসারের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি
হয়। যেমন অনলরাশি অনিলসাহায্যে
দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে, সেইরূপ রাজমণ্ডল
ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে অস্বাভিকূল
নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। মেধাবী ব্যক্তি
অলঙ্ক বিষয়ের লাভ ও লঙ্ক বিষয়ের পরি-
বর্জনজন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট যথার্থ হিত-
কর ও জ্ঞানজনক উপদেশ গ্রহণ করিবে।
অতএব আপনিও অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি,
প্রাপ্ত বিষয়ের উন্নতি ও যথাযোগ্য পাত্রে
দানের নিমিত্ত ধন্যদ্বী, বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ
ব্রাহ্মণে ভক্তিশ্রদ্ধা করুন। হে পাণ্ডব-
শ্রেষ্ঠ! আপনি সতত ব্রাহ্মণগণের প্রতি
সদ্যবহার করিয়া থাকেন, এইজন্য আপ-
নার যশোরাশি সর্বলোকে প্রথিত ও দীপ্য
মান হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ দান্ত্যবাংশীয় বক
মুনিকে পূজা করিলেন এবং তিনি রাজা
যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার
সকলে অধিকতর প্রীতমনা হইলেন।
ষেগন ঋষিগণ পুরন্দরের অর্চনা করেন,
সেইরূপ দ্বৈপায়ন, নারদ, জামদগ্ন্য, পৃথু-
শ্রবাঃ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতাঃ, সহস্র-
পাং, কর্ণশ্রবাঃ, যুগ্ম, লবণাশ্ব, কাশ্যপ,
হারীত, স্থলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, ক্রতু-
বাক্, অুবাক্, বৃহদশ্ব, বিভাবশ্ব, উর্জরেতাঃ,
ব্রহ্মবিজ্ঞ, অহোত্র, হোত্রাশ্বহন প্রভৃতি মুনি-
গণ ও অনেকানেক ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ
অহোরাজ যুধিষ্ঠিরের যথাযোগ্য সৎকার
করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাভিভূত বনবাসী পাণ্ডবগণ সায়ং সময়ে কৃষ্ণার সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন । অনন্তর মনোরমা বিদ্রাবতী পতিব্রতা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি নাথ ! ছুরায়া ছুর্য্যোধন কি নৃশংস ! আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট, অজিনধারী ও বনচারী করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত বা অনুতাপিত হয় নাই । তুমি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; তথাপি সে দুঃখতি যখন তোমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, তখন তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত, সন্দেহ নাই । হা নাথ ! তুমি কখন দুঃখের মুখাবলোকন কর নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাত্মা দুর্্যোধন স্তম্ভদ্রুণের সহিত একত্র আসীন হইয়া তোমাকে দুর্ভেদ্য দুঃখশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে । তুমি যখন বনগমনের নিমিত্ত যুগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্গত হইলে, তখন কেবল দুর্্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজন কঠোরহৃদয় পাপাত্মার অশ্রুপাত হয় নাই ; কিন্তু আর সমুদায় কৌরবেরই নয়ন হইতে অবিরল-ধারে শোকসলিল বিগলিত হইয়াছিল । হে মহাভাগ ! তোমার এই নূতন শয্যা ও কুশময় আসন অবলোকন করিয়া সেই পুরাতন শয্যা ও নানাবিধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন আমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হই-

তেছে । আমি আর শোকবেগ সংবরণ করিতে পারি না । হা নাথ ! পূর্ব্বে তোমাকে সভামধ্যে রাজমণ্ডলীতে পরিবৃত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কিরূপে শাস্তি লাভ করিতে পারি ? পূর্ব্বে তোমাকে চন্দনচর্চিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুভ্র কৌশল্য বসনে সুসজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে ধূলিধূসরকলেবর ও চীরধারী দেখিতে হইল ! হে রাজেন্দ্র ! পূর্ব্বে তোমার গৃহে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণপাত্রে অভিলাম্বনরূপ সন্মাদ্য দোষহীন অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এবং যথাযোগ্য সহস্র প্রকার সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া, কি আমার অন্তঃকরণে শাস্তির উদয় হইতে পারে ? কুণ্ডলধারী যুবা সুপকার সকল তোমার যে ভ্রাতৃগণকে সমীচীনরূপে প্রস্তুত নানাবিধ অন্ন ভোজন করাইত, সেই দুঃখানভিজ্ঞ চিরস্বখী ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বন্য ফলমূলদিদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার শোকসাগর একে বারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । যে ভীমসেন বিবিধ যান ও উচ্চাবচ বসনদ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, ও যিনি সমরে সমস্ত কুরুকুলকে উন্মূলিত করিতে পারেন, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়া স্বয়ং দাসোচিত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াও কেন তোমার রোমানল প্রজ্বলিত হইতেছে না ? তিনি কেবল

তোমার প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। যে অৰ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু অৰ্জুনের সমকক্ষ ; যিনি শরসন্ধানে লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সমরে কালান্তক যোগোপম, যঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমস্ত পার্থিব অবনত হইয়া তোমার সম্মুখে ত্রাসাগণের উপাসনা করিয়া ছিল, যিনি এক রথে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পগণকে পরাজয় করিয়া দেবদানব-কর্তৃক প্রজিত হইয়াছেন, যিনি অদ্বুতাকার রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া সমরে বিচরণ করিতেন, যিনি ভূপতিগণের নিকট হইতে বলপূর্বক ধন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, যিনি এককালে পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, হা নাথ ! তিনি তপস্বিবেশে বনবাসী হইয়াছেন দেখিয়াও কেন তোমার ক্রোধপাবক প্রদীপ্ত হই-তেছে না ? শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক নকুল ও প্রিয়দর্শন শৌর্যশালা সহদেব, এই স্ককুমার মাদ্রীকুমারদ্বয় চিরস্ত্রী হই-য়াও বনবাসক্লেশে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইতে-ছেন, ইহা দেখিয়া কি নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, বলিতে পারি না। আমি দ্রুপদরাজহুহিতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধু, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী, ও ব্রত-শালিনী হইয়া বনচারিণী হইলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? হে পাণ্ডবনাথ ! যখন আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে একরূপ দুঃখবস্থাগ্রস্ত দেখিয়াও তোমার মনঃ ব্যথিত হইতেছে না, তখন বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ক্রোধশূন্য,

তাহার সন্দেহ নাই। লোকে প্রসিদ্ধই আছে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নাই, কিন্তু তোমাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি। যে ক্ষত্রিয় সমুচিত সময়ে তেজঃ প্রদর্শন না করে, সে সমুদায় লোকের নিকট পরা-ভব প্রাপ্ত হয় ; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। এক্ষণে তেজঃ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নিশূল করাই উচিত কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সময় বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহ কালে বা পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

দ্রৌপদী কহিলেন, এই স্থলে পৌরা-ণিকেরা বলিপ্রহ্লাদসংবাদ-নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ বলি, ধর্মজ্ঞ স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত ! ক্ষমা ও তেজঃ এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি শ্রেয়স্কর ? এবিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি অনুকম্পা প্রদ-র্শনপূর্বক আত্মোপাস্ত সমস্ত কীর্তন করুন। আপনি এবিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আদেশ করিবেন, আমি মহাশয়ের নিদেশানুসারে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহারই সম্যক অনুষ্ঠান করিব। সর্বজ্ঞ পিতা-মহ প্রহ্লাদ বলি-কর্তৃক এইরূপ অভিহিত

হইয়া কহিলেন, হে বৎস ! নিরবচ্ছিন্ন তেজঃ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রতিনিম্নিত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে । ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে ; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না ; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কৰ্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । ক্ষুদ্ৰাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অৰ্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে । হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপন্ন প্রভুর ঘান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে । তাহার স্বামীর আদেশ লাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয় দ্রব্যজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় । তাহার তাঁহাকে সমুচিত উপচার-দ্বারা কদাচ অর্চনা করে না । হে বৎস ! লোকে যে অবজ্ঞাকে অন্ন অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপন্ন প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয় । প্রেমা, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন, সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটু বাক্য প্রয়োগ করে । তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ

করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয় । যদি ক্ষমাপন্ন প্রভু চুক্তিস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্ন দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে । অতএব হে বৈরোচনে ! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে ।

এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, রজোগুণ-পরিবৃত ফোদী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ-দ্বারা দণ্ডাহ বা দণ্ডানহ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে । তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন ও তিরস্কার, অনাদর, সম্ভাপ, দ্বেষ এবং মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয় ও অনেকেই তাঁহার শত্রু-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে । যিনি ক্রোধভরে অন্যান্য-পূর্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ডপ্রদান করেন, তিনি অচিরে স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই । যিনি উপকর্ত্তা ও হস্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভূজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয় । যাহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করা

কিৰূপে সম্ভব হইতে পারে। সুযোগ পাই-
লেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন
ক্রমে ক্রটি করে না। অতএব এক বারে
তেজঃ প্রদর্শন করা অথবা এক বারে যুদ্ধ
স্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ ;
হে বৎস ! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা
যুদ্ধ ভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথাযোগ্য
কালে যুদ্ধভাবাবলম্বী বা রেখমপরাবশ হইবেন,
তিনিই ইহ কাল ও পর কালে অশেষ সুখ
সম্ভোগ করিয়া থাকেন।*

পণ্ডিতেরা যাহা অপরিত্যাগ্য ও অনু-
ল্লঙ্ঘনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন,
এক্ৰণে সবিস্তরে সেই সমস্ত ক্ষমার অবসর
কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস ! পূৰ্বে
যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার সাধন
করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত
হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ
মার্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞান-
বশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয়,
তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ সকলে
শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।
কিন্তু যাহারা বুদ্ধিপূৰ্বক অপরাধ করিয়া
তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অঙ্গ
হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোক-
দিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে
সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্তব্য ; কিন্তু
দ্বিতীয়াপরাধ অনুমাত্র হইলেও অপরাধীকে
বধ্য বলিয়া স্থির করিবে। যদি কেহ
অজ্ঞানবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে,
তাহা হইলে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া
তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। সামরূপ

উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব, কি যুদ্ধ-
স্বভাবসম্পন্ন, সকলকেই সংহার করা
যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই
নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায়।
তথাপি দেশ, কাল ও স্বীয় বলাবল
বিবেচনা করিয়া লোকযাত্রা নির্বাহ
করিবে, কারণ দেশ কাল ভিন্ন অন্য
পদার্থে এ বিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছু-
মাত্র নাই, অতএব দেশ কালের
প্রতীক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই-
রূপ লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপ-
রাধীকে ক্ষমা করিবে। হে বৎস ! ক্ষমার
এই সমস্ত অবসর নির্দিষ্ট রহিয়াছে ;
ইহার বিপরীত হইলেই তেজঃ প্রকাশের
অবসর বিবেচনা করিবে।

দ্রৌপদী এইরূপে উল্লিখিত উপাখ্যান
সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে
মহারাজ ! আমার বোধ হয়, আপনার
তেজঃ প্রকাশেরই সমস্ত সমুপস্থিত হই-
য়াছে। ধর্ত্তরাষ্ট্রেরা নিয়তই অৰ্ধগৃধ্র হইয়া
তোমাদিগের নানাপ্রকার অপকার করিয়া
আসিতেছে ; সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা
করা আর কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।
এক্ৰণে তেজের সময় উপস্থিত, তেজঃ
প্রকাশ করাই কর্তব্য। যুদ্ধ হইলে লোকে
অবজ্ঞা করে ও উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন হইলে
তাহাকে দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়,
অতএব সময়ানুসারে যিনি যুদ্ধতা বা উগ্রতা
প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ
প্রকৃতিরঞ্জন মহীপতি, তাহার সন্দেহ নাই !

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়ে ! ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়, স্তুরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমৃদ্ধ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল ; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয় । ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নিমূল করে ; অতএব হে শোভনে ! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোক-বিনাশন ক্রোধহতাশন অবলম্বন করিয়া কালতিপাত করিবে ? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরু জনদিগেরও প্রাণ বিনাশ করিতে পারে ; অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে । রোম-পরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না । সে ক্রোধপূর্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সংকার করিয়া থাকে । অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অন্যাসে আপনাকেও শমনসদনে প্রেরণ করে । এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্বক অশেষ জ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন ; অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন-বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি । হে দ্রৌপদি ! এই সমস্ত বিষয় পূর্বাপর

পর্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি । যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম-পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে ; স্তুরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে । যদি রোমপরবশ দুর্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে সত্যই আত্মহত্যা করিয়া থাকে । সেই অসংযত চিত্ত আত্ম-ঘাতীর পরলোক নষ্ট হয় ; অতএব হে দ্রৌপদি ! দুর্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয় । বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দ-সন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করেন । অতএব আপংকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্বল উভয়েই পীড়িত-তাকে ক্ষমা করিবে । সাধু লোকেরা জিত-ক্রোধ ব্যক্তিকে সাতশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন । ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয় লাভ হইয়া থাকে । মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শত গুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ । হে দ্রৌপদি ! মাদৃশ ব্যক্তির দুর্ঘোষন হইতে নিধন প্রাপ্ত হইলেও বহু দোষাকর সাধু-বিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে । যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিৎমাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তদ্বদৃশী পণ্ডি-

তেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দেশ করেন। হে স্তম্ভদরি ! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালী-ক্রমে কদাচ কার্য পর্যালোচনা করিতে পারে না, মৰ্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবশ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে ; অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেহ, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমৰ্ষ, শৌৰ্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটি তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজঃ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূৰ্খেরাই ক্রোধকে তেজঃ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোক সংহারার্থ মানবগণের মনো-মধ্যে রজোগুণ-পরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব স্তম্ভদরি ! ব্যক্তি এক কালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে ; যদি স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিনষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি ! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমা-ৰ্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে ; কিন্তু মাদৃশ ধীমান্ লোকের ঐরূপ গুণগ্রাস অতিক্রম করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি সৰ্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধি স্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে, ও গুরু-কর্তৃক হত হইলেই তাঁহাকে আঘাত

করিবে, কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতিপদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট ও অধৰ্ম্ম পরিবৰ্দ্ধিত হইত। হে পাঞ্চালি ! এইরূপে লোকসকল কোপাবিনষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্রেরা পিতাকে, ভৰ্ত্তা ভাৰ্য্যাকে ও ভাৰ্য্যা ভৰ্ত্তাকে বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না। হে শোভনে ! প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি, তাহার অন্যথা হইলে তাহা-দিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত ও অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না। হে দ্রুপদরাজ-তনয়ে ! এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোক সমুদয় বিচ্যুত থাকাতাই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। সৰ্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্ৰুন্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করিয়া ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প-বিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমা-শীল ব্যক্তির এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষমা ধৰ্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ,

কমা বেদ ও কমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে কমা করিতে পারেন ! কমা ব্রহ্ম ও সত্য, কমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, কমা তপঃ ও শৌচ এবং কমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজুর্বেদবিহিত কৰ্ম্মকারী ও অন্যান্য কৰ্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। কমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কমাই সত্য, কমাই যজ্ঞ ও কমাই শাস্তি। অতএব মন্দির লোক এক্ষণে কিরূপে কমা পরিত্যাগ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! কমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সংপুরুষেরা সতত কমা প্রদর্শন করেন বলিয়া, তাঁহাদের শাস্ত্রত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। কমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহ কালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ষাঁহাদিগের ক্রোধ কমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, হুতরাং কমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদী! মহর্ষি কাশ্যপ কমাশীল ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি কমা বিধ-

য়ক গাথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সংবরণপূর্বক সমস্তে অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ইহারা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। আচার্য্য কূপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুয়ুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আগাদিগের পিতামহ ব্যাগ, ইহারাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, এই সকল ব্যক্তিদ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদী! ভরতবংশীয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে; বলিতে কি, আমি পূর্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সূযোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ কমাবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এই জন্য কমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। কমা ও অনুশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে কমা অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে নাথ ! ষাঁহারা মোহ উৎপাদন করিয়া বলপূর্বক রাজ্যাক্রমণরূপ পিতৃ-পরম্পরাগত কর্তব্য কর্ম্মে তোমার বুদ্ধিক্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা

ଓ ବିଧାତା ଉଭୟକେହି ଆମାର ନମସ୍କାର । କର୍ମ୍ମହି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୃତି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଲୋକପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧନ ଓ କର୍ମ୍ମର ଫଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଲୋକ ମୋହବଶତଃ ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଅଭିଳାଷ କରିয়া থাকେ । କର୍ମ୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କାରୟା ଧର୍ମ୍ମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ମରଳତା ଓ ଲୋକାପବାଦ-ଭୀରୁତା ଅବଲମ୍ବନପୂର୍ବକ୍ କେହ କଥନ ଇହ ଲୋକେ ଉତ୍ତମି ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା । ହେ ମହାରାଜ ! ତୁମି ଓ ତୋମାର ଭ୍ରାତୃଗଣ ନିତାନ୍ତ ଅପୋଚିତ ହଇଁଁଁଂ ଓ ଈନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧମ୍ମହ ଧ୍ରୁବସ୍ଥାୟ ନିପାତିତ ହଇଁଁଁଂ, ଇହାହି ତାହାର ପ୍ରମାଣ । କି ରାଜ୍ୟ ଶାସନକାଳେ, କି ବିବାସନସମୟେ, କଥନହି ତୋମରା ଧର୍ମ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆର କିଛିହି ପ୍ରିୟତର ବାଲିଆ ଜାନିତେ ନା, ବରଂ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମ୍ମକେ ସମଧିକ ପ୍ରିୟତର ବୋଧ କରିয়া ଥାକ । ତୋମାର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜୀବନ କେବଳ ଧର୍ମ୍ମର ନିଗିତ୍ତ ; ଇହା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର ଓ ଦେବତାରା ଜାନେନ । ଆମି ବିଲକ୍ଷଣ ଜାନି ; ତୁମି ଭୈମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ମହାଦେବ ଓ ଆମାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତଥାପି ଧର୍ମ୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନା । ଆର୍ଯ୍ୟାଗଣେର ସମୀପେ ଖ୍ରାବଣ କରିୟାଛ, ଯେ ରାଜା ଧର୍ମ୍ମ ରକ୍ଷା କରେନ, ଧର୍ମ୍ମ ତାହାକେ ରକ୍ଷା କରିୟା ଥାକେନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିତେଛି, ଧର୍ମ୍ମ ତୋମାକେ ରକ୍ଷା କରିତେଛେନ ନା । ସେମନ ସ୍ବକୀୟ ଛାୟା ମାନବେର ଅନୁଗାମିନୀ ହସ୍ତ, ତତ୍ତ୍ବମ୍ମ ତୋମାର ଅମାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନିସ୍ତତ ଧର୍ମ୍ମେରହି ଅନୁବର୍ତ୍ତିନୀ ହଇତେଛେ । ହେ ନାଥ ! ତୁମି ମମାଗରା ସମ୍ମାର ଏକାଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିୟାଓ କି ମହାବଳ, କି କନିଷ୍ଠ, କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହାରଓ ଅବମାନନା କର ନାହି ଓ

କଥନ ତୋମାର ଅଭିମାନ ବା ନର୍ପଓ ଦୃଢ୍ଵ ହସ୍ତ ନାହି । ତୁମି ମର୍ବବନା ସ୍ବାହାକାର, ସ୍ବାଧାବାଚନ ଓ ପୂଜାଦ୍ବାରା ଦ୍ବିଜ, ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃଗଣେର ସେବା କରିୟା ଥାକ । ମର୍ବପ୍ରକାର ଉପଭୋଗଦ୍ବାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ତି, ସମ୍ୟାସୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥ-ଦିଗକେ ପରିତୃପ୍ତ କରିୟା ଅର୍ଗ୍ଗୟ ପାତ୍ରେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିତେ ; ଆମି ତାହାଦିଗେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିତାମ । ତୁମି ସାନପ୍ରସ୍ଥାଦିଗକେ ଅର୍ଗାଦି ଧାତୁନିଷ୍ପିତ ପାତ୍ର ମକଲ ପ୍ରଦାନ କରିତେ । ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣକେ ତୋମାର ଅଦେୟ କିଛିହି ଛିଲ ନା । ତୁମି ଶାନ୍ତିର ନିମିତ୍ତ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣିଗଣେର ତୃପ୍ତ୍ୟୁଦ୍ଦେଶେ ବୈଶ୍ବଦେବବଳି ପ୍ରଦାନ କରିୟା ଶିଳ୍ପିତାଚାର ମହକାରେ ସମୟାତିପାତ କରିତେ । ଏହି ନିଷ୍ପାଦମାକାର୍ଗ ଜନଶୂନ୍ୟ ମହାରଣ୍ୟେଓ ତୋମାର ଯାଗ, ପଶୁବନ୍ଧନ, କାମ୍ୟ ଓ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା, ପାକ-ସଜ୍ଜ ଓ ସଜ୍ଜକର୍ମ୍ମ ମକଲ ନିରନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିୟାଛେ । ରାଜ୍ୟ ହଇତେ ବିବାସିତ ହଇଁଁଁଂ ଓ ତୋମାର କର୍ମ୍ମ ଅବଲମ୍ବ ହସ୍ତ ନାହି । ତୁମି ଅଶ୍ବମେଧ, ଗୋମେଧ, ରାଜସୂୟ, ପୁଂଶ୍ରୀକ-ପ୍ରଭୃତି ଭୂମିଦକ୍ଷିଣ ସଜ୍ଜ ମକଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିୟା ନିରନ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ର ମାଧନ କରିତେ, ତଥାପି ବିମୟ ଅକ୍ଷପରାଜ୍ୟେ ଏକ୍ରମ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହଇୟାଛିଲ ଯେ, ବିପକ୍ଷଗଣ ପଣେ ପରାଜୟ କରିୟା ରାଜ୍ୟ, ଧନ, ଆୟୁଧ, ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ଆମାକେ ଅନାୟାସେ ଗ୍ରହଣ କରିଲ । ହେ ରାଜନ୍ ! ତୁମି ଶ୍ଵଭୂତା, ଯୁଦ୍ଧତା, ବଳାନ୍ତତା, ଲଜ୍ଜାଶୀଳତା ଓ ମତ୍ୟବାସିତାର ପରାକାର୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିୟାଛ, ତଥାପି ନ୍ୟୁତସ୍ୟାମନ ଜନିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କିଏକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲ ; ଆମି କିଛିହି ବୁଦ୍ଧିତେ ପାରିଲାମ ନା ।

াক্ষণে তোমার ঈদৃশ দুঃখ ও অপ্রতীকার্য্য আপদ অবলোকন করিয়া, নিতান্ত মোহ-পাশে বদ্ধ হইতেছি, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারি না। হে ধর্ম্মরাজ ! এস্থলে সকলে এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে ; তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখের বিধাতা ; তিনি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কৰ্ম্মানুসারে সমুদায় বিধান করেন। যেমন সূত্রধর দারুণময়ী নারী নিষ্কাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে, সেইরূপ বিধাতা এই সমুদায় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন ; তিনি আকাশের ঞায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া ইহ সংসারে শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। সকলই তন্তুবদ্ধ শকুনির ঞায় পরাধীন ; কেহই আপনার বা অন্তের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না। লোক সকল সূত্র-গ্রাথিত মণির ঞায় ও নশ্বাসংযত রুমের ঞায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের শাসনেই চলিতেছে ; কারণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়। যেমন বৃক্ষ কূল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হয় না, তদ্রূপ মনুষ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইয়া ক্ষণমাত্রও অতিবাহিত করিতে পারে না। অজ্ঞান-তিমিরারত জন্তুগণ স্বীয় সুখদুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না ; তাহারা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে। হে পাণ্ডবরাজ ! যেমন ভূগের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্তী হয়, তদ্রূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে। ঈশ্বর

মানবগণকে পুণ্য কৰ্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু এই পরমেশ্বর, ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ তদীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাসস্বরূপ বীজনিবাপস্থান সংজ্ঞিত হইয়া, কর্ত্তা হইতেছে ; তিনি তদ্বারাই শুভাশুভ কলোৎপাদক কৰ্ম্ম করাইতেছেন। দেখ, ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য মায়াপ্রভাব বিস্তার করিয়াছেন ! তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন। তদ্বদর্শী মূনিগণ এই ভূতসৃষ্টি সকল স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ঞায় দর্শন করেন, কিন্তু বায়ু-বেগের ঞায় ভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে। মানবগণ ভূতজাতকে নিত্য, শুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদি-দ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণত্বাদি দ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন। যেমন কাষ্ঠদ্বারা পাষণ ও লৌহদ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান স্বয়ম্ভু মায়াসহকারে ভূত-দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক-দ্বারা ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান্ প্রভু কখন সংযোগ, কখন বা বিয়োগ করিয়া ভূতগণদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন্ ! ধাতা ভূতগণের প্রতি পিতামাতার ঞায় স্নেহ-পর নহেন, তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতর জনের ঞায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশীল, লজ্জাশালী আৰ্য্যগণ কষ্ট-

সৃষ্টে জীবন যাপন করেন, আর পাপা-
জ্ঞারা বিষয়বাসনায় বিহ্বল হইয়া। স্মৃ-
সচ্ছন্দে বাস করিতেছে ; ইহাই কি পরমে-
শ্বরের অপকৃপাতিতা ! হে মহারাজ !
আপনার বিপদ এবং দুৰ্য্যোধনের সম্পদ
অবলোকন করিয়া, সেই বিষমদর্শী বিধা-
তাকে তিরস্কার করি। তিনি আৰ্য্যশাস্ত্রো-
লঙ্ঘী, ক্রুর, লোভপরবশ, অধার্মিক দুৰ্য্যো-
ধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফল
ভোগ করিতেছেন ? যদি অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের
ফল কেবল কৰ্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়,
তাহা হইলে নিয়োগকৰ্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্ম
পাপে লিপ্ত হন, সন্দেহ নাই। যতপি
ঈশ্বর প্রয়োজনকৰ্ত্তা হইয়াও কৰ্ম্মজনিত
পাপ ভোগ না করেন, বলই তাহার কারণ
বলিতে হইবে ; অতএব হে মহারাজ !
দুৰ্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত
শোচনীয়।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি !
তুমি যাহা কহিলে, তাহা স্নকুমার ও স্নবি-
ন্যস্ত বটে, কিন্তু নাস্তিক মতানুমত।
আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করি
না ; কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি,
যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি। ফল
থাকুক, আর নাই থাকুক, গৃহস্থাত্মমে
থাকিয়া যে সকল কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য, আমি
তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। হে চাক্ৰ-
নিতম্বিনি ! আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার
দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধৰ্ম্মাচরণ করি ;

কোন প্রকার ফল প্রত্যাশা করি না ;
আমার মনঃ স্বভাবতই কেবল ধৰ্ম্মানুরাগী।
হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভ-
লোভে ধৰ্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধৰ্ম্ম-
বণিক্, স্ততরাং সে মুখ্য ফলানধিকারী ও
ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত ; সে
কদাচ প্রকৃত ধৰ্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ
হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতা প্রযুক্ত
ধৰ্ম্মের প্রতি সন্দেহান হয়, তাহারও ধৰ্ম্ম-
জনিত ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে না।
আমি বেদ-নির্দিষ্ট প্রমাণানুসারে কহি-
তেছি, কদাচ ধৰ্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে
না, যেহেতু ধৰ্ম্মাভিশঙ্কী ব্যক্তি তিৰ্য্যগ্গতি
প্রাপ্ত হয় এবং যে বিবেকহীনমতি ধন্দ্বে
অবিশ্বাস বা আৰ্ব মতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন
করে, সে ব্যক্তি বেদবহিষ্কৃত শূদ্রের ন্যায়
অজর ও অমরলোক হইতে অপসারিত হয়।
হে পাঞ্চালি ! যে ব্যক্তি ভদ্রকূলে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া ধৰ্ম্মপরায়ণ ও বেদধ্যায়ী হয়,
ধৰ্ম্মচারীরা সেই রাজষিকে স্ববিরগধ্যে
পরিগণিত করেন। যে মূঢ় শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন
করিয়া ধৰ্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, সে ব্যক্তি শূদ্র
ও তক্ষর হইতেও পাপীয়ান্। হে কল্যাণি !
তুমি ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, মহাতপাঃ মার্ক-
ণ্ডেয় ধৰ্ম্মপ্রভাবে চিরজীবিতা লাভ করিয়া
ছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ,
লোমশ, শুক, ও অন্যান্য বিশুদ্ধচেতাঃ
ঋষিগণ ধৰ্ম্মপ্রভাবে দিব্য যোগসম্পন্ন
হইয়া শাপপ্রদানে ও অনুগ্রহে সমর্থ হইয়া-
ছেন এবং দেবতা অপেক্ষাও অধিকতর
গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই সকল

অমরবদ্বিখ্যাত বেদার্থবেত্তা ঋষিগণ সর্বদা সর্বপ্রথমে কর্তব্য ধর্ম বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব হে রাজ্ঞি ! ভ্রান্ত চিত্তে ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধাতার তিরস্কার করা উচিত নহে। বালকেরা তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে, তাহারা ধর্মোচরণে সন্দেহান হইয়া অণ্ডের নিকট প্রমাণ অন্বেষণ করে না; কেবল আত্মবিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্বিত হইয়া ধর্মের অবমাননা করে ও কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধ লৌকিক বিষয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ধর্মের প্রতি সংশয়ান হয়, সে পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; সে কেবল অর্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া কাল যাপন করে; কদাচ পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয় না। যে মুঢ় প্রমাণ-পরায়ুখ হইয়া বেদার্থের নিন্দা করে এবং কাম ও লোভের একান্ত বশবদ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়। হে কল্যাণি ! প্রশস্তমতি ব্যক্তি নিরন্তর অসন্ধিচ্ছ চিত্তে ধর্মেরই সেবা করে, সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। যে ব্যক্তি আর্থ প্রমাণ ও সমুদায় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম প্রতিপালনে পরায়ুখ হয়, সে মুঢ় জন্ম-জন্মান্তরেও শুভ লাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি ! যে ব্যক্তি আর্থ প্রমাণ বা শিক্ষাচার-পরম্পরায় বশবর্তী না হয়, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়; অতএব হে পাণ্ডালি ! সর্বজ্ঞ, সর্বদক্ষী ঋষিগণ-কর্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্মে

কদাচ অবিশ্বাস করিও না। সাগরপার-লিপ্সু বণিকদিগের তরণির ন্যায় হুর-লোক-গমনোন্মুখ মানবগণের ধর্মই একমাত্র ভেলা। হে অনিন্দিতে ! যদি ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্মোচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্যক্তিই নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না, কেবল পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। যদি তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা-প্রভৃতি ধর্ম সকল বিফল হয় ও ফলপ্রসবিনী ক্রিয়া প্রত্যর্ণায় পর্যাবসান হয়, তাহা হইলে লোকপরম্পরায় কদাচ ধর্ম প্রতিপালন করিত না এবং ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক ধর্মোচরণ করিয়া থাকেন? তাহারা, বিধাতা ধর্মের ফল প্রদান করেন জানিয়া ধর্মোচরণ করিয়া থাকেন; ধর্মই সনাতন সুখ। ধর্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্মও ফলবান্ হয় না। তপস্যাও এই প্রকার। হে স্মেরমুখি ! তুমি আপনার ও প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ, ধর্মোচরণ করিলে তাহার ফললাভ হয় কি না, তোমরাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধীর ব্যক্তি ধর্মের অত্যন্তমাত্র ফল প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সমধিক ফললাভ করিলেও মূর্খদিগের সন্তোষলাভ হয় না; সুতরাং তাহারা মরণোত্তর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কিছুমাত্র ধর্মজনিত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে ভাবিনি ! দেবতারাও

পুণ্য ও পাপ কর্মের ফলোদয়, জন্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অন্য ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সে ব্যক্তি কল্পসহস্রেও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয় না। গুণমায় দেব সমূহ ঐ সকল ধর্ম্য কর্ম রক্ষা করেন; শান্ত ও দান্ত বিজগণ তপঃপ্রভাবে বিগত-পাপ ও ধানফল সম্পন্ন হইয়া তাহা দর্শন করেন। ফল দর্শন না হইলেও ধর্ম্য বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। অসূয়া-বর্জিত হইয়া প্রযত্নসহকারে যাগ ও দান করা কর্তব্য; যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ও কর্মের ফল ইহা লোকে ও দৃষ্ট হইতেছে। হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মা পুত্রদিগকে যাহা কহিয়াছেন ও মহর্ষি কশ্যপ যাহা অবগত আছেন, তদ্বারা তোমার সংশয় শিশিরের ন্যায় বিনষ্ট হউক। সকল বিষয়ই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তুমি নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর; সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষ কর ও নমস্কার কর; তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন আর না হয়। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে পার্থ! আমি ধর্মের অবমাননা বা নিন্দা করি না এবং সর্বভূতেশ্বর প্রজাপতিরও অপমান করিতে

পারি না, কেবল দুঃখার্হ হইয়াছি বলিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছি; পুনরায় আরও বিলাপ করিব, স্মৃতির মনে প্রবেশ কর। হে অরাতি-নিসূদন! এই জন্মমরণ-শালী সংসারে জ্ঞানবান্দিগের কর্ম করাই কর্তব্য; যেহেতু কি স্থাবর, কি ইতর জন, সকলই কর্মবিহীন হইয়া কালযাপন করিতে পারেন। পশুগণ মাতৃস্তন পান অবধি ছায়োপসেবন প্রভৃতি বিবিধ কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্মদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনার জীবিকা লাভ করিবার বাসনা করে; হে ভরতকুলাগ্রগণ্য! সমস্ত প্রাণী-রাই প্রাক্তন কর্মজনিত সংস্কার অবলম্বন-পূর্বক কর্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে। যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব সংস্কারানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেইরূপ কি বাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পূর্ব সংকল্পবশতঃ কর্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণী-সকলেও আপন আপন প্রাক্তন কর্মসংস্কার-প্রভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। কর্মপরাশ্রুত ব্যক্তিরা কখনই জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে না; ভ্রমিষ্ঠ সকলেরই কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত থাকে অবশ্য কর্তব্য; দৈবপর হইয়া কর্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে; অতএব হে ধর্মরাজ! তুমি সতত কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্রানিযুক্ত হইও না। নিরন্তর কর্ম সকল সমাধান করিয়া কৃতকার্য হও। কর্মানুষ্ঠানজ ব্যক্তি

সহস্রের মধ্যে একজন আছে কি না ;
সন্দেহ। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি-
করণেও কর্মের আবশ্যকতা আছে, কেন
না, দৈবপর হইয়া উপার্জন না করিলে অর্থ
অক্ষয় হয় না, দেখ, কেবল ব্যয় করিলে
হিমাচলও ক্ষয় হইয়া যায়। প্রজাগণ
যদি ভ্রমণে আসিয়া কর্ম না করিত,
তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া
যাইত এবং কর্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদিগের
শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। আমরা এমত
অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা
অকিঞ্চিৎকর কর্মে ব্যাপৃত থাকে ; কিন্তু
কর্ম না করিলে লোকে কোন প্রকারেই
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে না।
অদৃষ্টপর ও চার্বাকমতাবলম্বী এই উভয়
প্রকার লোকই শঠ ; কেবল কর্মপরায়ণ
ব্যক্তিরাই প্রশংসাজনক হইয়া থাকেন।
যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকে, সে
দুর্ভিক্ষ জলমধ্যস্থ আম-ঘটের ন্যায় অবসন্ন
হইয়া যায়। ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম
করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা
পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্বলের ন্যায়
অচির কাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়।
হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থ
লাভ করে, তাহাকে হঠপ্রাপ্ত বলা যায় ;
উহা কাহারও যত্নে উপার্জিত নহে।
পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই
দিক্টলক বলিয়া নিশ্চিত হয় ; স্বয়ং কর্ম
করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহাকে
প্রত্যক্ষ ও পৌরুষলক কহে এবং স্বভাবতঃ

প্রবৃত্ত কোন অনির্দিষ্ট কারণবশতঃ যাহা
লাভ করে, তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া
থাকে। হে পুরুষসত্তম ! লোকে এইরূপে
হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্মদ্বারা যাহা
লাভ করে, তাহা তাহার জন্মান্তরীণ
কর্মের ফল। সর্ব ভূতেশ্বর বিধাতাও
কর্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্বকৃত
কর্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।
মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম করে, উহা
পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল, কিন্তু বিধাতৃ-
বিহিত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। শরীর-
গণের দেহ বিধাতার কর্ম সাধনের কারণ-
স্বরূপ। দেহ স্বয়ং অবশ ; বিধাতা উহাকে
যে কার্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই
করিয়া থাকে। হে নাথ ! সর্বভূতেশ্বর
বিধাতা স্বয়ং সর্ব কর্মের নিযোক্তা হইয়া
অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্মে
প্রেরণ করেন। তিনিই স্বয়ং মনে মনে
অর্থ নিশ্চয় করিয়া বৃদ্ধিপূর্বক কর্ম করাইয়া
তাহা লাভ করেন ; মনুষ্য কেবল তাহার
কারণমাত্র। যে সকল আগার ও নগর
প্রস্তুত হইয়াছে, উহারও কারণ, কর্ম।
অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! কর্ম যে কত
প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না।
পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা তিলে তৈল,
গাবীতে দুগ্ধ ও কাঠে পাবক সমুৎপন্ন হয়
বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদায় প্রস্তুত করিবার
উপায়ও স্থির করেন ; পরে স্থিরীকৃত
উপায়সহকারে কার্য্যসিদ্ধিবিশয়ে প্রবৃত্ত হন।
হে রাজন্ ! এইরূপে প্রাণিগণ কর্মসিদ্ধি
করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্বাহ করে।

কর্তা কার্যকুশল হইলে কর্ম সুসম্পন্ন ও সাধুফলপ্রদ হয়, কিন্তু বর্ত্তা কার্যাক্রম হইলে বিস্তার ফল ভেদ হইয়া থাকে। যদি পুরুষকার কর্মসাধ্যবিসয়ে ব্যর্থ হইত, তাঁহা হইলে যাগ ও তড়াগখননাদি কর্মের ফললাভে কেহ প্ররক্ত হইত না। পুরুষ কর্মকর্তা; এই নিমিত্তই কর্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়; অসিদ্ধ হইলে “এবিসয়ে কি কেহ কর্তা ছিল না?” বলিয়া নিন্দা করে। কেহ কেহ কহেন, সকল কর্মই হঠাৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কেহ কেহ কহেন, সকলই দৈবপ্রভাবে হয়; কেহ বা কহেন, মনুষ্যের প্রযত্নেই কার্য সকল সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ এই ত্রিবিধ কারণদ্বারা কার্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দৈব ও হঠাদি সকলই প্রাক্তন কর্মের অন্তর্ভূত হয়, উহা ভিন্ন আর কিছুই কারণ হইতে পারে না। যাহারা হঠ ও দিষ্টকে অর্থসিদ্ধির কারণ বলেন ও যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির জানেন যে, মনুষ্য দৈব, হঠ ও স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপ্ত হয়, প্রাক্তন কর্ম কারণ নহে, তাহারা কিন্তু বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। দেখ, যদি বিধাতা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহারিগের জন্মান্তরীণ কর্মানুসারে ফল প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিলাসভিলাষে কর্ম করিত, তাহাই প্রাপ্ত হইত। অর্থসিদ্ধি ও অর্পের অসিদ্ধি এই তিনটি দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু উহা মূখ্য কারণ প্রাক্তন কর্ম, ইহা যাহারা

স্বীকার না করেন, তাহারা দেহতুলা জড় পদার্থ। ভগবন্ মনু ও কর্ম অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হে মহারাজ! পুরুষ দৈববান্ হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়; কর্ম করিলে প্রায়ই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অসম্যাককারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না। অঙ্গভঙ্গপ্রযুক্ত কর্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্মের বৈয়র্থ্য স্বীকার করা যায় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম কদাচ ফলশূন্য নহে। কর্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফল প্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আলাপ্ত পরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে আলস্যের আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্মের ফল লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয় চিত্তে কর্ম করিলে অবশ্যই কার্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ। হে মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের এই মহান্ অনর্থ সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি পুরুষকার অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই এই অনর্থ নাশ হইবে। পাছে কর্ম সফল না হয়, এই ভাবিয়া যদি তুমি, ব্রকোদর, অর্জুন, নকুল ও মহদেব নিশ্চেষ্ট থাক, তাহা হইলে রাজ্য প্রাপ্তির আশা একবারে দূর হইয়া যায়, কিন্তু ইহা তোমাদের পক্ষে অতি অনায়াস। যখন

অঙ্গের কৰ্ম সফল হইতেছে, তখন আমাদের চেষ্টা কেনই নিরর্থক হইবে? কৰ্ম করিলে শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়। দেখ, কৃষক লাঙ্গলদ্বারা পৃথিবী কৰ্ষণ করিয়া শস্য বপনপূর্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল রুষ্টির অপেক্ষা করে। যদিও রুষ্টি না হয়, তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না; সে মনে করে যে, “পুরুষের যাহা কর্তব্য, তাহা করিয়াছি, সফল হইল না, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।” পণ্ডিত ব্যক্তি, “পুরুষের যাহা কর্তব্য, তাহা যথাসাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে সফল না হইল, ইহাতে আমি কোন ক্রমে অপরাধা নাই,” এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না। আমি কৰ্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না, এই বলিয়া কৰ্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না। ফলসিদ্ধিবিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটা কারণ আছে। কৰ্মসিদ্ধি হউক বা না হউক, কৰ্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্তব্য। সমুদায় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কৰ্মসিদ্ধি হয়। প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কৰ্মের সম্পূর্ণ ফল হয় না, হয়ত একেবারেই কৰ্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; কৰ্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদি গুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য আপনার কল্যাণ লাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিসাধ্য দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল প্রয়োগ করিবে। পরাক্রমই কার্যসাধনের মুখ্য উপায়, ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; অতএব পরাক্রম অবলম্বন-

পূর্বক অশ্রমত হইয়া কৰ্ম করিবে। বুদ্ধিমান লোক যে ব্যক্তিতে বহু গুণসংযুক্ত মঙ্গল লাভের চিহ্ন দেখেন, তাহা হইতে সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যদি সমুদ্র বা পর্বতও অপকারক হয়, তাহাদিগেরও ব্যসন বা বিবাসনের চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তি সতত শত্রুগণের ছিদ্রাশ্বেষণে সমুখিত হইয়া থাকে, সে আপনার ও অমাত্যগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হয়। পুরুষ কদাপি অশক্ত বলিয়া আত্মার অবমাননা করিবে না; আত্মাবমানী ব্যক্তি কখন উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে না। হে রাজন্! লোকের স্বাভাবিকী ফলসিদ্ধি এই প্রকার হইয়া থাকে; কিন্তু কালও অবস্থার বিরাগানুসারে ঐ সিদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

হে ভরতবংশাবতঃস! পূর্বে পিতা এক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন; তিনি এই বৃহস্পতি-প্রোক্ত নীতি তাঁহার নিকট কহিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোন কার্যোদ্দেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সাদৃশ্য করিয়া এই সকল নীতি কহিতেন।

ত্ৰয়স্তিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্ৰোধনস্বভাব ভীমসেন ষাণ্ডসেনীর বাক্য শ্রবণে পূৰ্ব্ব-পেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দীৰ্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন ! ধৰ্ম্মানপেত সংপুরুষোচিত রাজ্যলাভ-পদ্ধতী অধলম্বন করুন । দেখুন, ধৰ্ম্মার্থকাম বিহীন হইয়া আমাদের তপোবনে বাস করিবার আবশ্য-কতা কি ? ছুরাঙ্গা ছুৰ্যোধন ধৰ্ম্ম, অৰ্জ্জব বা তেজঃপ্রভাবে আমাদের রাজ্য গ্রহণ করে নাই ; কেবল কপট দ্যুতক্রাড়া করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছে । গোমায়ু যেমন সিংহের আগ্নেয় গ্রহণ করে ও দুৰ্ল্লব কুকুর যেমন বলবান্দিগের আম্রিষ অপহরণ করে, তদ্রূপ আমাদের রাজ্য সেই ছুৰ্যোধন-কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে । হে মহারাজ ! আপনি কিনিমিত্ত অল্পমাত্র ধৰ্ম্ম রক্ষানুরোধে ধৰ্ম্ম কামের উৎপাদক রাজ্যরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখমাগরে নিমগ্ন হইতেছেন ? গাণ্ডীবধন্বা অৰ্জ্জুন আমাদের রাজ্য রক্ষা করিত, ইন্দ্রও বল-পূৰ্ব্বক উহা অপহরণ করিতে পারেন নাই ; কেবল অনবধানতা-প্রযুক্তই উহা আমাদের সমক্ষে বিপক্ষ-কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে । যেমন কুণি ব্যক্তাদিগের নিকট হইতে বিষ ও পশুদিগের নিকট হইতে ধেনু সকল অপহৃত হয়, তদ্রূপ আপনার নিমিত্তই আমাদের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে । হে মহারাজ ! আপনি ধৰ্ম্মাভিলাষী ; আপনার

প্রিয় সাধনের নিমিত্তই আমরা ঈদৃশ ব্যস-নাপন্ন হইয়াছি । আমরা আপনার শম-পথানুগত বচনানুসারে আত্মসংযম করিয়া কেবল মিত্রগণের দুঃখ ও শত্রুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছি । হে রাজন ! আমরা আপনার শমপথাবলম্বী বচনানুসারে তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণকে বিনাশ করি নাই, সেই মন্যচ্ছেদী কৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া ষৎপরোনাস্তি অনুতাপিত হই-তেছি । হে মহারাজ ! এক্ষণে এই দুৰ্ল্লব জনাচারিত বলবান্দিগের নিতান্ত অপ্রিয় মুগ্ধচর্য্যরূপ বনবাসে অশেষ ক্লেশ অনুভব করুন । কি কৃষ্ণ, কি অৰ্জ্জুন, কি অভি-মন্যু, কি সূর্য্যযণ, কি আমি, কি মাদ্রী-সুতহয়, কেহই আপনার এই অবস্থার অভিনন্দন করিবে না । আপনি কি ধৰ্ম্ম-রক্ষানুরোধে সতত ত্রতকতি হইয়া বৈরাগ্যপথাবলম্বনপূৰ্ব্বক নিতান্ত পৌরুষ-শূন্য মনুষ্যের স্তায় কালযাপন করিবেন ? হে পাণ্ডবরাজ ! যে সকল কাপুরুষ আপনা-দিগের বংশলক্ষ্মীর প্রত্যাশ্রয়ে অসমর্থ, তাহারাই নিতান্ত নিষ্ফল ও সার্থঘাতক বৈরাগ্যকে প্রিয় জ্ঞান করে ; কিন্তু আপনি জ্ঞানবান্, কার্যসাধনে সমর্থ ও আগাদিগের পুরুষকারাভিজ্ঞ হইয়াও কেবল অনৃশংসতানুরোধে এই অনর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না । দেখুন, আমরা বৈরনির্যাতনে সমর্থ হইয়াও ক্ষমা-পথ অবলম্বন করাতে ষাণ্ডরাষ্ট্রগণ আমা-দিগকে নিতান্ত অশক্ত জ্ঞান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের সংগ্রামে প্রাণ-

ত্যাগ করা অসম্ভব নহে। যদি ধর্মযুদ্ধে আমরা সকলেই নিহত হই, তাহাও শ্রেয়ঃ; কারণ তাহা হইলে পরকালে সম্পাদি লাভ হইবে। কিন্তু যদি আমরা পার্ভরাদ্বৈগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী লাভ করিতে পারি, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। অসম্মানস্বত্বান, বিপুল কীর্তিলাভ ও বৈরনিমিত্তনের নিমিত্ত আমাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া মর্সতোভাবে বিধেয়। আমরা কর্তব্য বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, যদি শত্রুগণ আমাদের পরাজয় করিয়া রক্ত লাভ করে, তাহাও আমাদের শোকার বিষয়; উহাতে একতুনাত্র নিন্দা নাই। যে ধর্মদ্বারা মিত্রগণের বা আপনাদের কষ্ট হয়, তাহাকে ব্যসন করে, উহাই কুধর্ম, কখনই অর্থ নহে। যেমন স্ত্রী ও পুত্র হারান ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে ধর্মচিন্তানিরত পরম্পকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্মের নিমিত্তই ধর্মোপার্জন করে, সে অশেষ ক্লেশভোগী হয়; যেমন অন্ধ ব্যক্তি সূর্যের প্রভা জামিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অগণিত ব্যক্তি ধর্মোপার্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়। যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্যাবসিত হয়, সে অর্থোপার্জনের আবশ্যকতা জামিতে পারে না; যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গোরক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ পায়ের কেবল অর্থ রক্ষা করিয়াই জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি ধর্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল

অর্থোপার্জনে নিরন্তর রত থাকে, সেই ছরাত্মা ব্রহ্মহারী ন্যায় সর্বভূতের বধ্য। আর যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ-পূর্বক কেবল কামাৰ্থী হইয়া কাল যাপন করে, তাহার মিত্রনাশ ও সে ধর্মার্থবিহীন হইয়া থাকে।

যেমন মৎস্যকুল বারি শুষ্ক হইলে কাল গ্রাসে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই ধর্মার্থবিহীন ছরাত্মা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া পরিশেষে কামাবসানে নিধন প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত পাণ্ডিত্যগণ ধর্মার্থ সংগ্রাহে কখনই প্রমত্ত হয়েন না। যেমন অরণি পাবকোৎপাদনের হেতু, তদ্রূপ ধর্ম ও অর্থ কামের প্রকৃতি। ধর্ম অর্থের মূল, অর্থও ধর্মোৎপাদনের হেতু; যেমন মেঘ ও সমুদ্র পরস্পর পরস্পরের পৃষ্টি সাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের পোষকতা করে। অক্ষ-চন্দনাদিরূপ দ্রব্যস্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে তাহারই নাম কাম। কাম মনুষ্যের চিত্তে সমুদিত হয়, উত্তার শরীর নাই। বিপুল ধর্মোপার্জনদ্বারা অর্থাধী ব্যক্তির অর্থ লাভ হয়; অর্থ হইতে কামাৰ্থীর কাম লাভ হয়, কিন্তু কাম হইতে অণু কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন কাষ্ঠ-সমুৎপন্ন ভস্ম হইতে ভস্মাস্তর লাভের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ কাম হইতে কামাস্তর লাভ হয় না; কামই প্রীতি-সমুৎপাদক ফল। যেমন বৈতংসিক বিহঙ্গমগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ

অধৰ্ম্য সৰ্বভূতের হিংসা করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি কাম ও লোভের পরতন্ত্র হইয়া
ধর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ হয়, সেই
দুরাত্মা ইহ কালে ও পরকালে সৰ্বভূতের
বধ্য হয় ।

হে রাজন্ ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে
যে, স্ত্রী, ধন, গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্য-
জাত হইতেই কাম সমুৎপন্ন হয়, আপনি
ইহা সর্বিশেষ অবগত আছেন এবং দ্রব্যের
প্রকৃতি ও ভূয়সী বিকৃতিও উভয়রূপ
জানেন । জরা বা মরণদ্বারা ঐ সমুদায়
দ্রব্যের অদর্শন বা বিয়োগকে অনর্থ বলা
যায় ; সেই মহান্ অনর্থ এক্ষণে আমাদিগের
সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনর্থ নিবারণ
করা সর্বোত্তোভাবে বিধেয় ।

হে মহারাজ ! পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও
হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে
প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম,
উহাই ধর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল । মনুষ্য
এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের
উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্বক
কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল কামপর হইবে
না ; সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনু-
শীলন করিবে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে,
পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও
অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে । অতএব
হে রাজন্ ! উক্ত রূপে কাল বিভাগ করিয়া
যথাগময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই
সেবা করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্তব্য ।
যে ব্যক্তি মহোদয়জনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া
মোক্ষোপায় জ্ঞান অবলম্বন-পূর্বক সুখাভি-

লাষী হয়, তাহার পক্ষে মোক্ষই শ্রেয়ঃ ।
আপনি মোক্ষোপার্জন বা মহোদয় লাভের
জন্ত সাতীশয় যত্ন করুন ; কিন্তু সেই শ্রেয়-
স্কর, মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমবাসীর পক্ষে আত্মর
ব্যক্তির জীবনের চায় নিরন্তর তৎপদায়ক
হইয়া উঠে । আপনি ধর্ম্মের মন্থ অংগত
আছেন এবং সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া
থাকেন, ইহা জানিয়া আপনার কাম বোধ
আপনাকে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ : করেন
করিতেছেন । দান, যজ্ঞ, সাধনা, পূজা,
বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব, এই ষোল্লক্ষ্য
প্রধান ধর্ম্ম, ইহা ইহ কাল ও পরকালে
বলবান্ থাকে । কিন্তু অর্পণবিহীন কাম
অন্যান্য সমুদায় গুণে গুণবান হইলেও
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না । ধর্ম্ম
এই জগতের মল ; ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই
কৃষ্ট নহে । বিপুল অর্থ থাকিলেই ধর্ম্মানু-
ষ্ঠান করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই অর্থ
ভৈক্ষচর্যা বা কাতরতা অবলম্বনদ্বারা লাভ
করিতে পারা যায় না ; উহা কেবল ধর্ম্ম-
চরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে
পুরুষপ্রধান ! যাক্ষাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা
আপনার পক্ষে প্রতিনিদ্ধ ; ভিক্ষারূতি
কেবল ব্রাহ্মণেরই নির্দ্ধারিত আছে ; অত-
এব আপনি তেজ দ্বারা অর্থ লাভ করিতে
চেষ্টা করুন । ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষচর্যা বা
বৈশ্য ও শূদ্রের চায় কোন প্রকার জীবিকা
নির্দ্ধারিত নাই ; কেবল স্বকীয় বলই তাহা-
দিগের প্রধান ধর্ম্ম । অতএব হে মহারাজ !
আপনি স্বধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্বক সমাগত
শত্রুগণকে সংহার করিয়া আমার ও অৰ্জ্জু-

নের সহায়তায় ধার্তরাষ্ট্রগণের সৈন্য সকল নাশ করুন ।

বিদ্বানেরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্য কহেন ; অতএব আপনি প্রভুত্ব লাভে যত্ন করুন ; অনীশ্বর হইয়া থাকা উচিত নহে । হে রাজেন্দ্র ! যে হিংসাদ্বারা লোক সকল ভীত ও উদ্ভিষ্ট হয়, সেই হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়কূলে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । অতএব সাবধান হইয়া কুলোচিত সনাতন ধর্ম্য প্রতিপালন করুন ; প্রজাপালনদ্বারা নানা-বিধ ফল লাভ করা আপনার পক্ষে নিন্দনীয় নহে ; কারণ উহা ক্ষত্রিয়ের কুলক্রমাগত ন্তিত্য ধর্ম্য । যদি আপনি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন, যেহেতু মনুষ্য স্বধর্ম্য হইতে বিচলিত হইলে কখনই প্রশংসা-ভাজন হইতে পারে না । তন্নিমিত্ত আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্র তেজঃ অবলম্বন-পূর্বক ধুরন্ধরের ন্যায় ভূভার বহন করুন । কোন রাজা কোন কালেই কেবল ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্বক পৃথিবী বা অসীম ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন নাই । যেমন ব্যাধ ভক্ষ্যরূপ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যুগগণের প্রাণ সংহার করিয়া আপনার আহাৰ লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় লুপ্তচেতাঃ ক্ষুদ্রাশয় জনগণকে উৎকোচ প্রদানপূর্বক ভেদোৎপাদন করিয়া অনায়াসেই রাজ্য প্রাপ্ত হন । অস্ত্ররগণ দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ; তথাপি দেবগণ কৌশল করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজয়

করিয়াছিলেন । হে মহাবাহো ! এইরূপে বলবান্ ব্যক্তির নিকট সকলই সুসাধ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি কৌশলে শত্রুগণের প্রাণ সংহার করুন । এই ভূমণ্ডলে অর্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর ও আমার তুল্য গদাযুদ্ধবিশারদ কেহই নাই । বলবান্ ব্যক্তি পুরুষসংঘ বা শত্রুপক্ষীয়দের কোন প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা যুদ্ধ করে না, কেবল বলপূর্বকই সংগ্রাম করিয়া থাকে ; অতএব হে মহারাজ ! আপনি বল প্রকাশ করুন । বলই অর্থের মূল ; বল ভিন্ন আর সমুদায়ই হেমন্তকালীন বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় কোন প্রকার উপকার-জনক হয় না । যেমন কৃষক অধিক শস্য লাভাকাজক্ষায় অল্প বীজ বপন করে, তদ্রূপ অর্থাভিলাষী ব্যক্তির সম-ধিক অর্থলাভের নিমিত্ত অল্প অর্থ পরিত্যাগ করাও কর্তব্য । কিন্তু যেখানে অর্থ ত্যাগ করিলে তাহার সমান বা তদ-পেক্ষা অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে প্রতিজ্ঞাপূর্বক অর্থ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে ; যেহেতু উহা কেবল খরকগুয়নের ন্যায় পরিণামে দুঃখজনক হইয়া উঠে ।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! এই প্রকার যদি অল্প ধর্ম্য পরিত্যাগ করিলে অধিকতর ধর্ম্য লাভ হয়, তাহা অবশ্য কর্তব্য । পণ্ডিত ব্যক্তির মিত্রবল-সম্পন্ন অমিত্রের মিত্র-ভেদ করিয়া থাকেন, কারণ মিত্রগণ ভিন্ন হইয়া পরিত্যাগ করিলে, যুবা ব্যক্তিও অবশ্য হয় । হে রাজন্ ! বলবান্ ব্যক্তি বলপূর্বক

যুদ্ধ করিয়াই প্রজাগণকে বশীভূত করে ; সে কখন উহাদিগকে নিগ্রহ বা প্রিয়-সম্ভাষণদ্বারা বশীভূত করে না । যেমন বহুসংখ্যক মধুমাক্ষিকা একত্র হইয়া মধু-গ্রাহীর প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্দল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রু-কেও শমনসদনে গমন করিতে হয় । যেমন সূর্য্য স্বীয় কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন, তদ্রূপ আপনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বশীভূত করিয়া প্রতিপালন করুন । হে মহারাজ ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের আয় যথানিয়মে প্রজা পালন করিলে অনাদি স্বর্কায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় । ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বা তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া যেমন সন্মতি লাভ করে, তপোানুষ্ঠান-দ্বারা কদাচ তাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না । লোকে আপনার এই দুর্দশা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছে যে, সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্রমাঃ হইতে শোভাও অপগত হইল, আর থাকে না । হে মহারাজ ! এক্ষণে যাবতীয় সভামধ্যে কেবল আপনার প্রশংসা ও বিপক্ষগণের নিন্দারই আলো-চনা হইতেছে । আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, কাম বা অর্থের জন্য কদাচ মিথ্যা কথা প্রয়োগ করেন নাই, এই নিমিত্তই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে সতত আপনারই সত্য-পরায়ণতার আন্দোলন করিয়া থাকেন । রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত রাজার যে

অণুমাত্র পাপ সমুৎপন্ন হয়, তিনি পশ্চাৎ বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা তাহার অপ-নোদন করেন । লোকে ব্রাহ্মণগণকে বহু-সংখ্যক গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাহুবিনিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । হে কুরু-নন্দন ! সমস্ত পৌর এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃদ্ধ ও বালকগণ-সমভিব্যাহারে আপনারই প্রশংসা করিতেছেন । কুকুর-চর্শ্মে ক্ষীর, শূদ্রমুখে বেদ, চোরে সত্য ও নারীতে বল সংযুক্ত হইলে যেক্রপ ঘৃণাকর ও দুঃখদায়ক হয়, দুরাত্মা দুর্ব্যোধনে রাজ্য-ভার অর্পিত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে ; হে মহারাজ ! আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সতত এই কথার আন্দোলন করিতেছে । হায় ! আপনি আপন বুদ্ধিতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদের সহিত এই দুঃখবস্থাগ্রস্ত হওয়াতে, আমরা সকলেই এককালে বিনষ্ট হইলাম । হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদিগকে ধন প্রদান করিবার নিমিত্ত সম্বরে সর্কোপকরণসম্পন্ন শীত্ৰগার্মা সান্দনে আরোহণ করুন ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অগ্নি হস্তিনা-নগরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন । যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণ সমভিব্যাহারে অসুরগণকে সংহার করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ অরাতিকুল সমূলে নিমূল করিয়া দুরাত্মা দুর্ব্যোধন হইতে রাজ্য গ্রহণ করুন । হে রাজন্ ! এই ভূমণ্ডলে

কোন ব্যক্তিই গাণ্ডাবনিমুক্ত আশীবিম-
সদৃশ বিচিত্রপুঙ্খ অর্জুনের শর সমূহ সহ্য
করিতে পারে না। আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ
হইয়া গদা ঘূর্ণন করিলে তাহার বেগ সহ্য
করিতে পারে, এমন কোন বীর, কি মাতঙ্গ
বা অশ্ব এই জগতীলে অত্যাঁপি জন্ম গ্রহণ
করে নাই। হে মহারাজ ! আমরা,
স্বজয়গণ, কেকয়বংশীয়গণ ও বৃষ্ণিবংশ-
বতংস কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ও
বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত-সমভিব্যাহারে
দৃঢ়তর যত্নসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে,
কি নিমিত্ত শত্রুহস্তগত রাজ্যের প্রত্যাধ্বরণে
অক্ষম হইব ?

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব সত্য-
ব্রত যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বাক্য শ্রবণান্তর
ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন,
ভ্রাতঃ ! আমি তোমার বাক্যরূপ শল্য-
দ্বারা ব্যথিত হইয়াও তোমাকে অভিযোগ
করিতে পারি না ; আমার অনায়াচরণেই
তোমরা এরূপ বিমাদমাগরে পতিত হইয়াছ,
তাহার সন্দেহ নাই। আমি দুর্যোধনের
রাজ্যজিহীষু হইয়া অক্ষ গ্রহণ করিয়া
ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া ধূর্ত শকুনি
দুর্যোধনের ঐতিমিধি হইয়া আমার সহিত
অক্ষক্লীড়া করিতে লাগিল। আমি শঠতা
করিতে অক্ষম, কিন্তু শঠশিরোমণি সৌবল
সভামধ্যে শঠতাসহকারে অক্ষ সমূহ নিক্ষেপ-
পূর্বক জয় লাভ করিল। আমি যখন
তাহার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া অক্ষ-

গুলিকে তদীয় অভিলাষানুরূপ অযুগ ও
যুগবদ্ধ হইতে দেখিলাম, তখন আমার
নিরন্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ক্রোধো-
দয় হইয়া আমার ধৈর্য্য বিনষ্ট করায় আমি
নিরন্ত হইতে অসমর্থ হইয়াছিলাম।
আত্মার ধৈর্যালোপ হইলে কি পৌরুষ, কি
অভিমান, কি বীরত্ব কিছুতেই তাহাকে
সংযত করিতে পারে না। বোধ হয়,
এইপ্রকার ভবিষ্যতাই ছিল, তন্নিমিত্তই
তোমার কণ্ঠে দোষারোপ করিতে পারি
না। যখন দুর্যোধন রাজ্য হরণাভিলাষে
আমাদিগকে ব্যসনে নিগম্ব করিয়া দাসত্ব-
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী
হইতেই আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলাম।

আমরা পুনর্বার দ্যুতের নির্মিত সভা-
মধ্যে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্যো-
ধন ভরতগণের সমক্ষে কহল যে, “হে
অজাতশত্রো ! দ্যুতে পরাজিত হইলে
তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে দ্বাদশ
বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-
বাসে কাল যাপন করিতে হইবে ; যতপি
ভারতচরেরা তোমার অজ্ঞাতবাস জানিতে
পারে, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ
অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে
হইবে ; আর যতপি তোমরা আমাদিগের
চরণগণকে মৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞাতে
ঐ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে পার,
তাহা হইলে পঞ্চনদ দেশ নিশ্চয়ই তোমা-
দের হইবে। যদি আমাদিগকে পরাজিত
করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেও এইরূপ

আচরণ করিব ; এই একমাত্র পণ স্থির করিলাম ।” ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি ও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করায়, আমিও সেই পণে অনুমোদন করিলাম ।

তখন দুর্ব্যোধনও শান্তির নিমিত্ত কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা না করিয়া সান্ত্বয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া উঠিল ও আপনার বংশতাপন্ন কোরবগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল । পরিশেষে আমাদিগের দ্যুতক্রীড়া অতি জঘন্য হইলে, আমরাই পরাজিত হইয়া নিবাসিত হইলাম । এইরূপ নিষ্কাশিত হইয়া বহু ক্লেণে জঘন্য বেশে দেশে দেশে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি । কোন্ ব্যক্তি সাধুগণের সমক্ষে ঈদৃশা প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় রাজ্য লাভের নিমিত্ত উহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে ? আৰ্য্য ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া রাজ্যলাভ করা, মরণ অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে । হে ভীম ! তুমি যখন দ্যুতস্থলে পরিঘাস্ত্র পরিমার্জিত করিয়া আমার বাহুদ্বয় ভক্ষ্যসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন কেবল ধনঞ্জয় তোমাকে নিবারণ করিয়াছিল ; কিন্তু যদি তুমি তখন বীরত্ব প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারিত না । তুমি সকলের পৌরুষজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্বে এরূপ বাক্য বলিতে বিরত ছিলে ? এক্ষণে কালকল্প বিপদ প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিলে কি হইবে ? হে ভীম ! আমরা যে, যাজ্ঞসেনীর তাদৃশ

দূরবস্থা দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, সেই দুঃখই এক্ষণে বিমরসের ন্যায় আমার হৃদয় জার্ণ ও কায় শীর্ণ করিতেছে । হে ভরতপ্রবীর ! যেমন কৃষীবলেরা বীজ বপন করিয়া ফলরাশির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি স্ত্রুখোদয়ের সময় প্রতীক্ষা কর । কোরববীরমধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছ, আজি তদনুযায়ী কর্ম্ম করা কোন ক্রমে উচিত নহে । যদি প্রতারণিত ব্যক্তি অরিকুলকে বলসম্পন্ন জানিয়া তৎক্ষণাৎ ছেদ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুরুষ-কার নানা গুণে মণ্ডিত ও জাবলোকে জীবন ধারণ সফল হইয়া উঠে ; সেই ব্যক্তিই সমগ্র রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতে পারে, শত্রুগণও তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে ; যেমন অমরবর্গ ইন্দের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া স্ত্রুখে কালান্তিপাত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মিত্রগণ শীঘ্র তাহার বশবর্তী হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে । হে বীর ! নিশ্চয় বোধ করিবে যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হইবে না । আমি দেবত্ব ও জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া থাকি । রাজ্য, ধন, পুত্র ও যশঃ এই সমস্ত বস্তু মতের এক কণারও সদৃশ হইতে পারে না ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

ভীম কহিলেন, হে মহারাজ ! ফেনের ন্যায় অসার ও ফলের ন্যায় পতনশীল মানব-গণ কালের বশীভূত হইয়া কালকে প্রত্যক্ষ বোধ করে, কিন্তু সে কাল শরের ন্যায়

শীঘ্রগামী, স্রোতের গায় নিত্যবাহী, অনন্ত, অপ্রমেয় ও সর্দান্তকারী; অতএব ঐদৃশ কালে সন্ধি করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে রাজন্! যেমন অঞ্জনচূর্ণ সূচীদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইলে তাহার শেষ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ ক্ষণবিনশ্বর মানবগণের এই অনন্ত কাল প্রতীক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তির পরমায়াঃ অপরিমিত, অথবা যে ব্যক্তি পরমায়ায় পরিমাণ অবগত হইয়াছে ও সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহারই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত। হে মহারাজ! হয় ত এই ত্রয়োদশ বর্ষ প্রতীক্ষা করিতেই সমস্ত আয়াঃ পর্য্যবসান হইয়া আমাদের কাছে ও কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে হইবে। মৃত্যু শরীরগণের শরীরে নিয়তই আশ্রয় করিয়া আছে; অতএব আমাদের মরণের অববেহিত পূর্বেই রাজ্যাভ্যাসনা হইতে পারে। যে ব্যক্তি শৌর্য্যাদি গুণবিরহের জন্ম লোকের নিকট অবিদিত ও বৈর নির্ধাতন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমোৎকৃষ্ট কীৰ্ত্তি লাভ করিতে পারে না, সে কেবল ভূমির ভারস্বরূপ হইয়া পরিশেষে বলীবর্দের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে পুরুষ ক্ষীণবল, নিরুদ্যোগী ও বৈরনির্ধাতনে পরাধীন হয়, সেই দুর্জাত পুরুষের জন্ম কোন কৰ্ম্মেরই নহে।

হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় স্বর্ণের অদ্বিতীয় অধিকারী ও কীৰ্ত্তি রাজকুলোচিত; অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রু নাশ করিয়া নিজ ভুজার্জিত ঐশ্বর্য্য উপ-

ভোগ করুন। যে পুরুষ প্রতারকের প্রাণসংহার করিয়া সত্তাই নরকে গমন করে, তাহার সেই নরকও স্বর্গের সমান বোধ হইতে থাকে। হে মহারাজ! অমর্য-জ্ঞানিত সন্তাপ হতাশন অপেক্ষাও সমধিক দোষিমান্, আমি দিবানিশি সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া শয়ন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছি। ধনুঃ ও বিকর্ষণে বরিষ্ঠ ও সিংহসম বিক্রমশালী এই ধনঞ্জয় একাকী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে সংহার করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত ও মন্ত-হস্তার ন্যায় মনস্তাপে পরিতাপিত হইতেছে। নকুল, সহদেব ও বারপ্রসাবনী রুদ্ধমাতা, আপনার প্রিয়-কামনায় জড় ও মুকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। স্বজয়গণ প্রভৃতি বান্ধবেরা এক্ষণে আপনার হিত-চিন্তায় রত হইয়া কালান্তিপাত করিতেছেন; আমি ও প্রতিবিক্রয়জননী দ্রৌপদা নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া বনবাসক্লেষ সহ্য করিতেছি। হে মহারাজ! এই বীরেরা সকলেই সংগ্রামপ্রিয়, কিন্তু সম্প্রতি বিপন্ন হইয়া হীনবলের ন্যায় অবাস্থিতি করিতেছেন; অতএব এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা সকলেরই অভিপ্রেত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! দুর্বল নীচ জনেরা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া সুখসচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদ আর কি হইবে। হে অসত্যভারো! আপনি স্বীয় স্বভাবদোষে দয়ালুতা নিবন্ধন অশেষ ক্লেষ সহ্য করিতেছেন, কিন্তু অন্ত

কেহ এ বিষয়ে আপনাকে প্রশংসা করিতেছে না। আপনার বুদ্ধি অৰ্ধজ্ঞানশূন্য, বেদাঙ্করমাত্রাভ্যাসী, অত্যন্ত কুংসিত শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কেবল গুরুপদিক্ত মনু-বচন বহন করিতেছে, কিন্তু তত্ত্বার্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়াময় হইয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন; ক্ষত্রিয়কুলে প্রায়ই ক্রুরবুদ্ধি পুরুষেরা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, আপনি তগবান্ মনুপ্রণীত রাজধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি ক্রুর, প্রতারক, অশান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করিতেছেন? হে পুরুষব্যাস! কর্তব্য বিষয়ে কি অজগর মর্পের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? আপনি আগাদিগকে সংগোপন রাখিবার অভিলাষী হইয়া এক মুষ্টি তৃণবারা হিমালয়কে আবৃত করিতে প্ররত্ত হইয়াছেন। যেমন দিনকর গগন-মণ্ডলে কদাচ আচ্ছন্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনি বুদ্ধি, বল, শাস্ত্র ও আভিজাত্যসম্পন্ন এবং বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবীতে ছদ্মবেশে কখন অজ্ঞাতচর্যা আচরণ করিতে পারিবেন না। অনুপজাত শাখা-পুষ্পপলাশ-শালা শালসদৃশ ও ঐরাবতের ন্যায় বিস্তৃতকীর্তি অৰ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিবে? নকুল ও সহদেব এই সিংহসঙ্কশ শিশুদ্বয়ই বা কি প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইবে? পুণ্যকীর্তি বীরপ্রসবিণী দ্রৌপদীই বা কি প্রকারে আত্মগোপন করিবেন? আগি কোমারাবস্থা অবধি নিখিল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে

বিখ্যাত ও সর্বসমক্ষে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তৃণবারা স্তম্ভের-গোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাতচর্যা অতি অসম্ভব। আমরা অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি; তাহারা এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্বে তাহারা আমাদের নিকট পরাভূত ও বিবাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের হিতৈশী হইয়া আগাদিগের পরাভবচেষ্টা না করিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবে না। তাহারা অবশ্যই আমাদের অশেষণের নিমিত্ত ছদ্মচারী চরণ প্রেরণ করিবে। তাহারা আগাদিগকে জানিতে পারিয়া বিপক্ষদের নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই মহৎ ভয় সন্মুখিত হইবে। মহারাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমন পৃথিবীকরঞ্জলতা সোম লতার প্রতি-নিধি হয়, সেইরূপ এক এক মাস এক এক বৎসরের প্রতিনিধি হইতে পারে; এমতে আমরা ত্রয়োদশ মাস সম্যকরূপে বনে বাস করিয়াছি, অতএব এই ত্রয়োদশ মাস ত্রয়োদশ বর্ষ বলিয়া গণনা করুন। অথবা আপনি শক্রনাশে কৃতসংকল্প হউন, কেন না, উত্তম ভারবাহী রথভকে পর্য্যাপ্ত রূপে তৃপ্তজনক ভোজন প্রদান করিলে মিথ্যা বচনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। সংগ্রাম ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের আর ধৰ্ম্ম নাই।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, “আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণবিনিশ্চয়ে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি উত্তর ও বর্ত্তমান কাল সম্যক্ পর্যালোচনা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । আমি ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম দুর্ল্লিগাহ গতি জানিয়া বলপূর্ব্বক ক্রুরপে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্ররত্ত হইব ।” তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয়পূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আর একটী কথা বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । হে ভারত ! যে সকল কার্য্য কেবল সাহসপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমুদায়ই মহাপাপে পরিপূর্ণ ; সুতরাং তদ্বারা অন্তরাশ্রয় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হন । আর উত্তম মন্ত্রণাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্যালোচনা করিয়া পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অমায়ামেই অর্থসিক্তি হয় এবং দৈব ও তদ্বিময়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন । তুমি বলদর্পিত হইয়া চপলতাগ্রসক্ত যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্ররত্ত হইবার মানস করিতেছ, তাহাতে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর ।

ভূরিশ্রবঃ, শল্য, জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবল দ্রোণাত্মজ এবং দুর্য্যোধন-প্রমুখ অতি দুরাধর্ম্ম ধাত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই

অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ এবং সতত আততায়ী । যে সকল রাজগণকে আমরা উৎপীড়িত করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা জাতশ্নেহ হইয়া কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছে ও দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পূর্ণকোষ ও সৈন্যসমেত হইয়া নিরন্তর তদীয় হিত সাধনে তৎপর রহিয়াছে, অতএব তাহারা রণস্থলে কোনক্রমেই আমাদিগের সহায়তা করিবে না । কৌরবেরা আপন মৈনিকদিগের পুত্র ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই উত্তমরূপে পারিচ্ছদ এবং ভোগস্বখে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে । দুর্য্যোধন বীর পুরুষদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাহারা কৌরবহিতার্থে সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্গুণ হইবেন না । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের স্নেহ উত্তরপক্ষে সমান হইলেও রাজপ্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনরূপ খণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই । তাহারা সকলেই ধৈর্য্যপরায়ণ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও সবাসব দেবগণের অজেয় । অস্ত্রবিশারদ মহারণ কর্ণ সর্ব্বদাই অমর্গপ্রদীপ্ত ও অভেদ্য কবচে তদীয় শরীর আরত হইয়া রহিয়াছে ; তাহার সম্মুখীন হওয়া অতি দুর্ল্লভ ব্যাপার । তুমি সহায়বিহীন ও বলহীন হইয়া এই সকল মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে সমরে পরাভব করিয়া দুর্য্যোধন-নিধনে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না । হে বৃকোদর ! অধিক কি বলিব, সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রণী কর্ণের

অলোক-সামান্য রণনৈপুণ্য চিন্তা করিয়া এক কালে আমার নিদ্রা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । ক্রোধ-পরীতচেতাঃ ভীমসেন জ্যেষ্ঠের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত ও বিমনাঃ হইয়া তুণীভাবে রহিলেন । পাণ্ডবদ্বয় এই সকল কথাশ্রবণে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইলেন । মহর্ষি দ্বৈপায়ন পাণ্ডবগণ-কর্তৃক যথাযোগ্য পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন-পূর্বক কহিলেন, হে নররত্ন ! আমি স্বীয় মনীষা-প্রভাবে তোমার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র সমাগত হইয়াছি । তুমি যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণপুত্র, দুৰ্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে ভয়াশঙ্ক্য করিয়াছ, আমি বিধিবেশিত কন্মদ্বারা তাহার নিরাকরণ করিব । হে রাজেন্দ্র ! যদ্বারা উক্ত ত্রয় বিনাশিত হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কার্যের অনুষ্ঠান কর, আর চিন্তার প্রয়োজন নাই ।

অনন্তর বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে লইয়া যুক্তিবৃদ্ধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ; হে ভরতসন্তন ! আমি তোমাকে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিস্বরূপ প্রতিশ্রুতি নাম্নী বিত্তা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর । পরে মহাবাহু অৰ্জুন এই বিত্তা পাইয়া অস্ত্রহেতু সাধনা করিলে মহাদেব ও মহেন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে । অৰ্জুন তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে বরুণ, কুবের ও ধৰ্ম্মরাজ প্রভৃতি সুরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে । সে

সামান্য মনুষ্য নহে, চিরন্তন মহাতেজাঃ ঋষি ; ভগবান্ নারায়ণ ইহার সহায়, ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না । এই অৰ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালগণের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে । হে কৌন্তেয় ! এক্ষণে তুমি আপনাদিগের বসোপযোগী অশ্ব এক বন অশ্বেষণ কর, কারণ এক স্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না ; তুমি বেদবেদাঙ্গ-পারগ অনেকানেক ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ করিতেছ । তাহাতে তপস্বীদিগের উদ্বেগ জন্মে, লতা ঔষধি সকল বিনষ্ট হইতে থাকে ও অনন্যগতি সুরগণের জীবিকা নিৰ্ব্বাহ স্বকঠিন হইয়া উঠে ।

লোকতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস প্রসন্নহৃদয় ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই রূপে অনুভব বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যায় গ্রহণপূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । মেধাবী যুধিষ্ঠিরও সংযত-চিত্তে ঋষিদত্ত সেই মন্ত্র ধারণ করিলেন এবং নিবিস্তমনাঃ হইয়া সময়ে সময়ে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন । তিনি ব্যাস-বাক্যে মুদ্রিত হইয়া দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী নদীর উপকূলসন্নিহিত কাম্যক বনে যাত্রা করিলেন । বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ তাপস ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন । অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে উত্তীর্ণ হইয়া অমাত্য ও ভৃত্য-সমভিব্যাহারে বাস করিতে লাগিলেন । সেই ধনুর্বেদ-পারগ বীর পুরুষেরা প্রতিদিন বেদ শ্রবণ, যুগার্থী হইয়া বিদ্বজ্জ শরশরাসন গ্রহণপূর্বক

য়গয়া বিচরণ এবং পিতৃলোক ও দেবলোক-
দিগের যথাবিধি তর্পণ করিয়া সেই কাম্যক
বনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিয়ৎকাল
অতীত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্য শ্রবণ
ও মুহূর্ত্তকাল বনবাসের বিষয় চিন্তা করিয়া
নির্জ্জনে সহাস্র বদনে সাত্ত্ববাদ প্রয়োগ
এবং হস্ত-দ্বারা গাত্র স্পর্শপূর্বক অর্জুনকে
কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
কর্ণ ও অশ্বখামা ইঁহার পূর্ণচতুষ্পাদ ধনু-
র্বৈদে সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়াছেন।
ইঁহারাই ব্রাহ্ম, দৈব ও মানুষ্য প্রভৃতি অস্ত্র
সমূহের ধারণগ্রহণরূপ প্রয়োগ ও পর-
প্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতীকার এই সমস্ত বিষয়ে
সুশিক্ষিত হইয়াছেন। দুর্যোধন ইঁহা-
দিগকে সাত্ত্বনা, প্রচুর অর্থ দান ও সন্তুষ্ট
করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে
এবং যোদ্ধৃবর্গের প্রতি সর্বদা প্রীত
আছে। আচার্য্যেরাও সম্মানিত ও সন্তুষ্ট
হইয়া শাস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং
কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রতিপূজিত
হইয়া আপনাদিগের বল বীৰ্য্য প্রকাশ করি-
বেন। এক্ষণে গ্রামনগর-সংযুক্ত, সাগর,
বন ও আকরপরিবৃত এই অখণ্ড মহীমণ্ডল
দুর্যোধনের অধিকৃত হইয়াছে। হে
অর্জুন ! তুমিই আমাদিগের প্রিয় পাত্র
এবং তোমাতেই সমগ্র ভার সমর্পিত হই-
য়াছে। এক্ষণে সময়োচিত কর্তব্য নিরূ-
পণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি

মহর্ষি বেদব্যাস হইতে রহস্যবিদ্যা গ্রহণ
করিয়াছি, ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিলে সমস্ত
বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুমি ঐ
বিদ্যাসংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া তপস্যায়
মনোনিবেশ-পূর্বক যথাকালে দেবতাদিগের
প্রসাদলাভ অপেক্ষা করিবে; অতএব
এক্ষণে ধনুঃ, কবচ ও খড়্গ গ্রহণপূর্বক
সাধুব্রতধারী 'মুনি হইয়া উত্তর দিকে
প্রস্থান কর, কিন্তু কাশ্যকেও পথ প্রদান
করিও না। পূর্বের দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে
ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ
সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি এক
স্থানস্থ সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই
প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন
কর, তিনিই তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান
করিবেন। তুমি অগ্নি দীক্ষিত হইয়া
পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত
যাত্রা কর।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জুনকে রহস্য-
বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর অর্জু-
নকে ব্যাসবিহিত নিয়মানুসারে দীক্ষিত ও
কায়মনোবাক্যে সংযত করিয়া প্রস্থানের
আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জুন ঐরূপ
আদিষ্ট হইয়া পুরন্দর সন্দর্শনার্থ গাণ্ডীব,
অক্ষয় তুণীর, কবচ, চর্ম্ম ও গোধাস্থলিত্র
ধারণপূর্বক প্রজ্বলিত ছত্ৰাশনে আহুতি
প্রদান করিলেন। অনন্তর নিক্ষেপ-দ্বারা
ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-
গণের বধ-সাধনার্থ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
ও উদ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্বক প্রস্থান করি-
লেন। এই অবসরে দিক্ ব্রাহ্মণগণ ও

অন্তৰ্হিত ভূতেরা গৃহীতশরাসন অৰ্জুনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, “হে মহাবীর ! অনতিকালমধ্যেই তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে ।” অনন্তর ব্রাহ্মণেরা “তুমি প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে” এই বলিয়া অৰ্জুনের প্রতি আশীৰ্বাদ প্রয়োগ করিলেন । দ্রৌপদী মহাকায অৰ্জুনকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া ‘কারুণ্য রসে সকলের মনঃ অভিভুক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো ! • তুমি জন্ম গ্রহণ করিলে আৰ্য্য কুন্তী যাহা অভিলষ করিয়াছিলেন ও তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তৎ সমুদায় সফল হউক । এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন ক্ষত্রিয়কূলে আর কাহারও জন্ম না হয় । যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করি । পাপাত্মা দুৰ্য্যোধন রাজসভায় বহুবিধ অযুক্ত বাক্য প্রয়োগপূৰ্বক আমাকে “গরু, গরু” বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, সেই ছুরপ্নয়েয় দুঃখ অপেক্ষা এক্ষণে তোমার বিযোগজনিত দুঃখ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । তোমার ভ্রাতৃগণ বারংবার তোমারই বীরকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া সৰ্ব্বদা আনন্দিত হইবেন । হে নাথ ! তুমি দীৰ্ঘ প্রবাসজনিত প্রয়াস স্রীকার করিলে আমাদিগের ভোগ, ধন বা জীবনে কদাচ সন্তোষ জন্মিবে না । আমাদিগের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত একমাত্র তোমাতেই সমাহিত হইয়া রহিয়াছে । এক্ষণে

তোমাকে আগম্ভ্রণ করিতেছি, তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও । তুমি যে কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহা বলবানেরই কার্য্য, অতএব তুমি জয় লাভের নিমিত্ত নিৰ্ব্বিঘ্নে শীঘ্র প্রস্থান কর । ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করি, তুমি প্রবাসে যাত্রা কর ; মঙ্গল হইবে । হ্রী, শ্রী, কাঁড়ি, দ্যতি, উত্তমা, পুষ্পি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহারা গমন কালে পথিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করিবেন । তুমি জ্যেষ্ঠের অৰ্চনা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমার শান্তি লাভার্থ বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুদগণ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণকে আরাধনা করিব । অন্তরীক্ষচর, পার্থিব, দিব্য এবং অন্যাণ্য বিশ্বকর ভূতগণ তোমার মঙ্গল বিধান করুন ।

যশস্বিনী দ্রৌপদী অৰ্জুনকে এইরূপ আশীৰ্বাদ প্রদান করিয়া বিরত হইলে মহাবীর পার্শ্ব ভ্রাতৃগণ ও পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া রুচির শরাসন গ্রহণপূৰ্বক যাত্রা করিলেন । ভূতগণ ইন্দ্রযোগযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর অৰ্জুনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তদীয় গমনমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল । তখন তিনি তপস্বিগণ-নিষেধিত বহুসংখ্যক অচল অতিক্রম করিয়া এক দিবসমধ্যে অতি পবিত্র দেবগণ-পরিবৃত্ত দিব্য হিমা-চলে উপনীত হইলেন । অনন্তর ধনঞ্জয় বেগে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্বত উল্লঙ্ঘন-পূৰ্বক অহোরাত্র অতন্দ্রিত হইয়া দুৰ্গম স্থান সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে

ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে “তিষ্ঠ” এই বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তরুতলে ব্রাহ্ম শ্রী-সম্পন্ন, পিঙ্গলবর্ণ, সুদীর্ঘজটাবার ধারী, কৃশকায় এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তপস্বী অর্জুনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! ক্ষত্রিয় ব্রতধারী হইয়া ধনুঃ, বশ্ম ও শরগ্রহণপূর্বক পরিকরে অসিকোষ বন্ধন করিয়া এস্থানে আগমন করিলে, তুমি কে? ইহা শান্তপ্রকৃতি বিনীতক্রোধ তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম; এখানে সঙ্গ্রামপ্রসঙ্গ সুদূরপরাহত, অতএব শস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, হুতরাং ধনুর্বাণ ধারণ করা নিতান্ত নিম্প্রয়োজন। এক্ষণে শরাসন দূরে নিক্ষেপ কর, তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।

অসামান্য ওজঃ ও তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সহাস্র আশ্রয়ে এইরূপ কাহিলেও দৃঢ়ব্রত অর্জুনকে কোন ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রীত ও প্রসন্নমনে কহিলেন, হে বৎস! তুমি অভীষ্ট হিতকর বর প্রার্থনা কর, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তখন কুরুকূলতলক মহাবীর অর্জুন কৃতাজ্জলিপুটে প্রণতিপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমগ্র অস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশপূর্বক আমাকে এই বর প্রদান করুন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতমনে সহাস্র-

বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এই স্থলে আগমন করিয়াছ, তোমার অস্ত্র শস্ত্রে আর কি প্রয়োজন? এক্ষণে অভীষ্ট লোক লাভে যত্ন কর, তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। ধনঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভ, কাম, দেবত্ব ও সুখ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি না; দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যক্ষেপেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করি। আমি ভ্রাতৃবর্গকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া বৈরনিবাতনের নিমিত্ত আসিয়াছি, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল আমার এই অপযশঃ বর্তমান থাকিবে। সর্বলোকপূজিত দেবরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জুনকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি যৎকালে ত্রিশূলধারী ভূতনাথ শঙ্করের সন্দর্শন পাইবে, আমি সেই অবসরে তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। অতএব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত সর্বতোভাবে যত্ন কর; তাঁহার সন্দর্শনে তোমার সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলে তিনি যোগ সাধনে মনোনিবেশপূর্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অর্জুনাভিগমনপর্বাদ্যায় সমাপ্ত।



কৈরাত পৰ্বাধ্যায় ।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ ! অক্লিষ্টকশ্মা দীর্ঘ-বাহু অৰ্জ্জুন কিরূপে অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? কিরূপে মনুষ্যশৃণু বনে নির্ভীকের ন্যায় প্রাবিল্ট হইয়াছিলেন ? তথায় থাকিয়া কি কি কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন ? আর কিরূপেই বা ভগবান্ ভবানীপতি ও সুররাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হে সৰ্ব্বজ্ঞ ! আপনি সমুদায় দিব্য ও মানুষ্য রত্নান্ত অবগত আছেন ; আমি সেই সমুদায় রত্নান্ত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আর অস্ত্রবিদগ্ৰ-গণ্য, সংগ্রামে অপরাজিত মহাবীর ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত যে অত্যাশ্চর্য্য লোম-হর্ষণ ভূমূল সংগ্রাম করিয়াছিলেন ; যাহা শ্রবণ করিবাগাত্র মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব-গণের যুগপৎ দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়বশতঃ হংকম্প হইয়াছিল ; আপনি ঐ রত্নান্ত ও অৰ্জ্জুনের অন্যান্য সমুদায় কার্য্য বর্ণন করুন । হে ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অগুণাত্মক ও নিন্দার কার্য্য নাই, অতএব আপনি অনু-গ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় চরিত্র ও সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত মহাত্মা অৰ্জ্জুনের সমাগম ও গাত্রসংস্পর্শ প্রভৃতি

সমুদায় দিব্য অদ্ভুত কথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । অগিততেজাঃ মহারথ অৰ্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে দিব্য গাণ্ডীব ধনুঃ ও কনকমুষ্টিযুক্ত খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এবং সুররাজ পুরন্দরের সন্দর্শনজন্য স্বকার্য্য সাধনের নিগিত স্থিরসংকল্প হইয়া একাকী সম্বরে হিমাচলের উদ্দেশে উত্তর মুখে প্রস্থান করিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে কণ্টকাকীর্ণ সিদ্ধচারণ-গণনির্মোচিত অর-ণ্যানী অতিক্রম করিয়া সেই নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিবাগাত্র আকাশে শঙ্খনাদ ও পটহধ্বনি হইল, ভূতলে পুষ্পরষ্টি পতিত হইতে লাগিল ও মেঘজাল চতুর্দিক্ সমা-চ্ছন্ন করিল ।

তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সেই মহা-গিরি হিমাচলের সমীপবর্তী দুর্গম অরণ্যানী সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিপৃষ্ঠে সমুপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ পৰ্ব্বতে পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষ সমুদায়ের উপরিভাগে নানা-জাতীয় বিহঙ্গমগণ নিরন্তর স্তমধুর স্বরে গান করিতেছে । পুষ্পল আবর্তবতী শ্রোত-স্বতী সকল চতুর্দিকে শোভমান হইতেছে । ঐ নিম্নগা সমুদায়ের জল অতি পবিত্র, স্নাত্তল ও বৈভূর্য্য মণির ন্যায় নিঃশলপ্রভ ; উভয় পার্শ্বে মনোহর বনরাজি বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, ক্রৌঞ্চ, পুংস্কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ চতুর্দিকে কলকণ্ঠে সতত স্তমধুর ধ্বনি করিতেছে । মহামনাঃ অৰ্জ্জুন তদর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন ।

তখন তিনি সেই পর্বতের উপরিভাগস্থ পরম রমণীয় বনোদ্দেশে দৰ্ভময় বাস পরি-
ধানপূর্বক দণ্ড ও অজিনে মণ্ডিত হইয়া
ভূতলে পতিত স্বয়ং বিশীর্ণ পত্রমাত্র উপ-
যোগ করিয়া ঘোরতর তপোমুষ্ঠান আরম্ভ
করিলেন । তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্রান্তর,
দ্বিতীয় মাসে ষড়্রাত্রান্তর এবং তৃতীয়
মাসে পক্ষান্তরে ফল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ
করিলেন । চতুর্থ মাস সমুপস্থিত হইলে
কেবল বায়ু ভক্ষণপূর্বক উর্দ্ধহস্তে পাদাস্থ-
ষ্ঠের অগ্র-ভাগমাত্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া
দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ।
সতত অবগাহন করাতে তাঁহার মস্তকস্থিত
জটাকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ
হইয়া উঠিল ।

তখন সমুদায় মহর্ষিগণ একত্র মিলিত
হইয়া মহাত্মা অর্জুনের কঠোর তপস্যার
বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব
মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ও প্রণতি
পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে দেবেশ্বর !
মহাতেজাঃ অর্জুন হিমাচলে ঘোরতর তপস্যা
আরম্ভ করিয়াছেন । তাঁহার তপঃপ্রভাবে
চতুর্দিক ধূমায়িতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে ।
আমরা তাঁহার কি অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে
পারি নাই, কিন্তু তপঃপ্রভাবে সাতিশয়
সন্তপ্ত হইয়াছি । অতএব আপনি উঁহাকে
নিবৃত্ত করুন ।

সর্বভূতপতি; বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে
তপোধনগণ ! তোমরা অর্জুনের নিমিত্ত
বিষম হইও না, সহরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

কর । আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায়
বুঝিয়াছি । স্বর্গ, আয়ুঃ বা ঐশ্বর্য লাভে
তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই । আমি অন্যই
তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব ।

তখন সত্যবাদী মহর্ষিগণ মহাদেবের
বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব
নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন ।

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহর্ষিগণ
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে সর্ব-পাপান্তক
ভগবান্ পশুপতি কিরাতবেশ ধারণপূর্বক
কাঞ্চনজন্মের ন্যায় ও দ্বিতীয় স্রমের পর্বতের
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তিনি
পিণাক শরাসন ও আশীবিমসদৃশ শর সমু-
দায় গ্রহণপূর্বক স্বসমবেশধারিণী উমা
দেবী-সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণে
পরিবৃত্ত হইয়া দেহবান দহনের ন্যায় মহা-
বেগে অর্জুনের তপোবনে গমন করিলেন ।
ভূতগণ নানা বেশ ধারণপূর্বক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।
কিরাতবেশধারী ভগবান্ ভূতপতির সমাগমে
সেই প্রদেশ অগূর্ব শোভা ধারণ করিল ।
ক্ষণকাল মধ্যেই সমুদায় বন নিস্তব্ধ হইল ;
প্রস্রবণের শব্দ, বিহঙ্গমগণের নিনাদ এক
বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল ।

কিরাতরূপী ভগবান্ ভবানীপতি ক্রমে
ক্রমে পার্থের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন,
অদ্বুতদর্শন মূক নামে এক দানব বরাহরূপ
ধারণ করিয়া অর্জুনকে সংহার করণার্থ
লক্ষ্য করিতেছে । অর্জুন তদদর্শনে গাণ্ডীব

ধনুঃ ও আশীবিষসদৃশ শর সমুদায় গ্রহণ করিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ ও টঙ্কার প্রদানপূর্বক সেই কপট বরাহকে কহিলেন, অরে ছুরাত্মন! আমি তোর কোন অপকার করি নাই, তথাপি তুই আমাকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছিস্ ; অতএব আমি অগ্রেই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ।

তখন কিরাতবেশধারী শঙ্কর দৃঢ়দৃষ্টি অর্জুনকে বরাহের উপর শর নিক্ষেপ করিতে সমুদয় দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, হে তাপস ! আমি অগ্রে এই ইন্দ্রকীলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছি । অর্জুন তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া বরাহের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন । কিরাতও সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় অগ্নিশিখার ন্যায় এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন । সেই উভয় নিষ্কিপ্ত শরদ্বয় গৈলসদৃশ স্তূঢ় ও স্তম্ভিত মূক দানবের গাত্রে এককালে নিপতিত হইল । পর্বতে বজ্রনিপাত হইলে ঘেরূপ নির্বোধ হয়, মূকের গাত্রে সেই শরদ্বয় পতিত হওয়াতে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইয়া উঠিল । পরে সেই বরাহরূপী দানব অগ্ন্যন্ত বহুবিশ পন্নগ সদৃশ দীপ্তাশ্র শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল ।

অনন্তর অরাতি-নিপাতন অর্জুন স্ত্রীগণ-পরিবৃত কিরাতবেশধারী মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া প্রীত মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কনকপ্রভ পুরুষ ! তুমি কে,

এই ঘোরতর নির্জ্জন কাননে স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছ ? তোমার কি কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না ? তুমি কি নিমিত্ত আমার লক্ষিতপূর্বক মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিলে ? ঐ বরাহরূপী রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমেই হউক, আর আগাকে পরাভব করিবার মানসেই হউক, এখানে আসিতে-ছিল, এই অবকাশে আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম । তাহাতে তুমি আজি আমার সহিত মৃগয়াধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ ; অতএব আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব ।

কিরাত সব্যাসাচী ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে মিকে বাক্যে কহিলেন, হে বীর ! আমার নিমিত্ত তোমাকে ভীত হইতে হইবে না, এই বন সমীপস্থ ভূমি আমাদের আবাস-স্থান ; আমরা সতত এই বহুসঙ্কলিত বনে বাস করিয়া থাকি । তুমি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, স্নকুমার ও স্তম্ভোচিত হইয়া কি নিমিত্ত ছক্ষর অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া এই জনশূন্য বনে একাকী বিচরণ করিতেছ ?

অর্জুন কহিলেন, আমি গাণ্ডীব ধনুঃ ও অগ্নিতুল্য অস্ত্র সমুদায় অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কার্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি । এই মহা জন্তু রাক্ষস মৃগরূপ ধারণ পূর্বক আমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল ; এক্ষণে আমি উহার প্রাণ সংহার করিলাম ।

কিরাত কহিলেন, হে তাপস ! আমি অগ্রে শরাসননির্মুক্ত পরসমূহদ্বারা উহাকে

শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি। ঐ যুগকে আমিই পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ও আগারই শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মন্দাত্তন! আপনার বলে অবলিপ্ত হইয়া স্বীয় দোষ অন্যের উপর আরোপ করা কোন মতেই উচিত নহে; তুমি নিতান্ত গর্বিত; অতএব আমি তোমাকে অদ্যই যমভবনে প্রেরণ করিব। স্থির হও, আমি তোমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতেছি; তুমিও সাধ্যানুসারে আমার প্রতি শর সন্ধান করিতে ত্রুটি করিও না। অর্জুন কিরাতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরাত প্রসন্ন মনে অনায়াসেই সেই শর সমুদায় সহ্য করিয়া কহিলেন, অরে মন্দগতে! আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর; তোমার নিকট নারাচ প্রভৃতি যে সমুদায় মর্শ্মবিদারক অস্ত্র শস্ত্র আছে, সমুদায়ই আগার উপর নিক্ষেপ কর। মহাবীর অর্জুন কিরাতের এইবাক্য শ্রবণে সহসা বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রোষপরবশ সেই বীর পুরুষদ্বয় আশীবিষ-সদৃশ শর সমূহদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জুন যত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিরাতরূপী শঙ্কর অনায়াসেই তৎসমুদায় সহ্য করিলেন। ভগবান্ পিনাকপাণি অনায়াসেই অর্জুনের শরনিকর সহ্য করিয়া পর্বতের ন্যায় স্থির হইয়া অকৃত কলেবরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্জুন আপনার বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইল

দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ইনি কে! কি দেবাদিদেব রুদ্র বা অন্য কোন দেবতা, কি যক্ষ অথবা অশুর হইবেন। শুনিয়াছি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। ভূতনাথ পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা, কিম্বা যক্ষ হন, আমি অবশ্যই ইঁহাকে তাঁক্ষ শরপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ করিব। মহাবীর অর্জুন এই স্থির করিয়া পরম হৃষ্ট মনে সূর্য্যাকির-ণের ন্যায় মর্শ্মভেদী শত শত নারাচনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর্বত যেমন শিলা-বর্ষণ সহ্য করে, তদ্রূপ ভগবান্ শূলপাণি অনায়াসে সেই অর্জুন নিম্বুক্ত নারাচনিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই অর্জুনের সমুদায় বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অর্জুন শরক্ষয় সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন এবং যিনি খাণ্ডবদাহন সময়ে ইঁহাকে অক্ষয় তুণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হুতাশনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আগার সমুদায় বাণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, এখন কি নিক্ষেপ করিব। আর এই পুরুষই বা কে? আমার সমুদায় বাণ গ্রাস করিল। যেমন শূলাগ্র-দ্বারা কুঞ্জরকে সংহার করে, তদ্রূপ শরাসন-কোটিদ্বারা ইঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি। অর্জুন ইহা স্থির করিয়া কিরাতকে শরাসন-কোটিদ্বারা গ্রহণ ও জ্যাশাশদ্বারা আকর্ষণ

করিয়া তাঁহার উপর বজ্রপাতসদৃশ মুষ্টিাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী মহাদেব তৎক্ষণাৎ অৰ্জ্জুনের সেই শরাসন বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন; কাশ্মুক পরহস্ত গত হইল দেখিয়া ধনঞ্জয় খড়্গ ধারণপূর্বক মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলপূর্বক কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে অসিবার মহাদেবের মস্তক স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃক্ষ ও শিলা সকল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী ভগবান্ ভূতনাথ অনায়াসেই সেই অৰ্জ্জুন নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলা সকল সহ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পার্শ্ব সেই দুৰ্দ্ধৰ্ষ কিরাতের গাত্রে বজ্রসদৃশ মুষ্টিপ্রহার করিলে কিরাতরূপী শঙ্করও পার্শ্বের উপর দারুণ মুষ্টিাঘাত করিতে লাগিলেন। যুগ্মমান মহাবীর পার্শ্ব ও কিরাতের পরস্পর মুষ্টিপ্রহারে রণক্ষেত্রে ঘোরতর চট্‌চটা শব্দ সমুৎপন্ন হইল। পূর্বে রক্তাস্তর ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কিরাত ও অৰ্জ্জুনের সেইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। প্রভূত পরাক্রমশালী অৰ্জ্জুন কিরাতের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে কিরাতও তাঁহার উরঃস্থলে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের পরস্পর ভূজনিষ্পেষ ও বক্ষঃসংঘর্ষণে উভয়েই গাত্র হইতে সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিগ্নিগত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বলপূর্বক অৰ্জ্জুনের গাত্র নিষ্পীড়ন করাতে তাঁহার চিত্ত বিমোহন হইল। মহাদেবের নিদারুণ পীড়নে গাত্রসংরোধ

হওয়াতে অৰ্জ্জুন নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পিণ্ডীকৃত ও গতসত্ত্বের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক রুধিরাক্ত কলেবরে ছুঃখিত চিত্তে যুগ্ময় স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া মাল্যদ্বারা শরণ্য ভগবান্ পিনাকীকে অর্চনা করিলেন। পূজাবসানে স্বদত্ত মাল্য কিরাতের শিরোভাগে শোভমান হইতেছে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল, তখন তিনি সেই কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই তপঃক্ষীণাঙ্গ অৰ্জ্জুনকে বিস্ময়াব্বিত অবলোকন করিয়া মেঘ গৰ্জ্জনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হে ফাজ্জুন! আমি তোমার এই অলোক-সামান্য কৰ্ম্ম সম্ভবতঃ পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও ধৃতিমান্ ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই। অতঃপর তোমার ও আমার তেজঃ এবং বীর্য্য সগন বোধ হইল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; হে বিশালাক্ষ! আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি; তুমি আনাকে অবলোকন কর। তুমি পুরাতন ঋষি। দেবগণ তোমার শত্রু হইলেও তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিবে। আমি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তোমাকে অনিবারিত অস্ত্র প্রদান করিলাম কেবল তুমি সেই অস্ত্র ধারণে সন্মত হইবে।

তখন পরপুরঞ্জয় পার্থ উমা দেবী সম-
ভিব্যাহারী শূলপাণি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ
করিয়া জানুয়ারা ভূতল স্পর্শন-পুরঃসর
প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভি-
লাষে স্তব করিতে লাগিলেন, হে কপর্দিন্ !
হে সর্বদেবেশ ! হে ভগনেত্র-নিপাতন !
হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে নীলকণ্ঠ !
হে জটাধর ! হে ত্র্যম্বক ! আপনি সমুদায়
কারণের শ্রেষ্ঠ ; আপনি দেবগণের গতি ; সমু-
দায় জগৎ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ;
এই ত্রিলোকীমধ্যে কি দেব, কি অহুর, কি
মানব আপনার জেতা কেহই নাই । হে
বিষ্ণুরূপ শিব ! হে শিবরূপ বিষ্ণো !
হে দক্ষযজ্ঞবিনাশন ! হে হরিরূদ্ৰ !
তোমাকে নমস্কার ; হে ললাটাক্ষ ! হে সর্ব !
হে বর্ষক ! হে শূলপাণে ! হে পিনাক-
ধারিন্ ! হে সূৰ্য্য ! হে মার্জ্জালী ! হে বেধঃ !
হে ভগবন্ ! হে সর্ব ভূতমহেশ্বর ! আমি আপ-
নাকে প্রসন্ন করিতেছি । হে হর ! আপনি
গণেশ, জগতের শত্ৰু, লোককারণের কারণ,
প্রধান পুরুষের শ্রেষ্ঠ, পরম শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম-
তর । হে শঙ্কর ! আপনি আমার অপরাধ
মার্জ্জনা করুন । হে দেবেশ ! আমি আপ-
নার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াই দয়িত তাপস-
দিগের উত্তম আশ্রয় এই মহাপর্ষতে আগমন
করিয়াছি ; হে ভগবন্ ! আপনি সর্বলোক-
নমস্কৃত ; আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি ।
হে মহাদেব ! আমি অসমসাহসিক কৰ্ম্ম
করিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি ;
আমাকে ক্ষমা করুন । হে উমাবল্লভ !
আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার সহিত

যুক্ত করিয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন ;
আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করুন ।

তখন মহাতেজাঃ ভগবান্ ভূতভাবন
ভবানীপতি হান্তবদনে অর্জুনের বাহু
ধারণপূর্বক 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া তাঁহাকে
আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতিপ্রসন্ন মনে
সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন ।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে ধনঞ্জয় ! ' তুমি পূর্ব জন্মে নর-
নামা মহাপুরুষ ছিলে এবং নারায়ণ-সমভি-
ব্যাহারে অনেক অব্যুত বৎসর তপস্বী
করিয়াছিলে । তুমি ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু
এই উভয় ব্যক্তিতেই পরম তেজঃ সম্বিবে-
শিত হইয়াছে ; তোমরাই তেজঃপ্রভাবে
এই জগতের ভার বহন করিতেছ । হে
প্রভো ! তুমি শক্রাভিষেক-সময়ে জলদেব
ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনশালী মহাশরাসন গ্রহণ-
পূর্বক নারায়ণ-সমভিব্যাহারে দানবগণকে
বিনাশ করিয়াছিলে । এই তোমার করো-
চিত সেই গাণ্ডীব ধনুঃ, বাহা আমি মায়া-
পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম । হে কুরু-
নন্দন ! তোমার তুগীরদ্বয় পুনরায় অক্ষয় ও
শরীর রোগশূন্য হইবে । আমি তোমার
প্রীতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি যথার্থ পরাক্রম-
শালী, তাহার সন্দেহ নাই ; এক্ষণে স্বাভি-
লষিত বর গ্রহণ কর । হে অরতি-
নিসূদন ! ' এই মর্ত্য লোকে তোমার
সদৃশ পুরুষ আর কেহই নাই ; স্বর্গেও
তোমা অপেক্ষা প্রধান ক্ষত্রিয় নয়নগোচর
হয় না ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ ! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রহ্মশিরো নামক ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন । যে ভীমপরাক্রম অস্ত্র যুগান্তসময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে সংহার করিয়া থাকে । আমি ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রসাদে যে অস্ত্রদ্বারা কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ ও দ্রোণকে পরাজয় করিব । আমি যে অস্ত্রদ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধৰ্ব ও পক্ষীগণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিব । যে অস্ত্র মন্ত্রপুত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্র-দর্শন গদা ও অশ্লিষ্য-সদৃশ বাণ রাশি রাশি সমুৎপন্ন হয় । আমি যে অস্ত্র লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিব । হে ভগ-নেত্রহন্ ভগবন্ ! আমার এই প্রথম অভিলাষ ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ে কৃতকৃত্য ও সমর্থ করুন ।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্ব ! আমি তোমাকে সেই পরম দয়িত পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিতেছি । তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে । মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবন ইহারো এই অস্ত্রা-ভিজ্ঞ নহেন । তুমি এই অস্ত্র কদাপি সহসা কোন পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিও না, ইহা অল্প তেজস্ক ব্যক্তির উপর নিপ-তিত হইলে সমস্ত জগৎ বিনাশ করিবে ।

চরাচরমধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই । মনঃ, চক্ষুঃ, বাক্য বা শরাসনদ্বারা এই বাণ প্রয়োগ করিলে অবশ্যই শত্রুকুল নির্মূল হইয়া যায় ।

ধনঞ্জয়, মহাদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর শুচি হইয়া তাঁহার সমীপে গমন-পূর্বক কহিলেন, হে বিশেষ ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত অস্ত্রবিষয়িণী শিক্ষা প্রদান করুন । তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে সেই মূর্তিমান্ শমনসোদর অস্ত্র অৰ্জুনকে প্রদান করিলেন । তখন সেই অস্ত্রুত অস্ত্র ত্রাসক উমাপতির ন্যায় অৰ্জুনকেও ভজনা করিল ; অৰ্জুনও প্রীতিপ্রসন্ন মনে উহা গ্রহণ করিলেন । এই রূপে অৰ্জুন অস্ত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র পর্বত, কানন, আকর, সাগর, নগর, গ্রামসমন্বিত সমুদায় মেদিনী-মণ্ডল কম্পান্বিত হইতে লাগিল ; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরিনিদাদ সমু-থিত হইয়া উঠিল এবং বারংবার নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল । দেবদানবগণ সেই জাঙ্ঘল্যমান মূর্তিমান্ ঘোর অস্ত্র অৰ্জুনের পার্শ্বস্থ হইয়াছে, দেখিলেন । দেবাদিদেব মহাদেব অমিততেজাঃ অৰ্জুনের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় শরীরস্থ সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল । তখন ভগবান্ শূলপাণি অৰ্জুনকে স্বর্গে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন ; পাণ্ডুনন্দনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাদ্যুতি সৰ্বদেবাগ্রগণ্য ভগবান্ ভবানী-

পতি এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ অৰ্জুনকে দানব ও পিশাচগণের অন্তকারী মহাধনুঃ গাণ্ডীব প্রদান করিয়া তাঁহার সমক্ষেই উমাদেবী সমভিব্যাহারে সেই পতঙ্গ মহর্ষি-গণোপসেনিত গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিত্যাগপূর্বক আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

একচত্রারিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কাহিলেন, এইরূপে পিনাক-পাণি পশুপতি অস্ত্রাচল গমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অৰ্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন তিনি, আমি সাক্ষাৎ শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলাম, বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও মনে করিলেন, আমি ধনু ও অনুগৃহীত ; যেহেতু অগ্ৰ সৰ্ব্ব ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী-পতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও করদ্বারা স্পর্শ করিলাম। এত দিনের পর আমি কৃতার্থ হইলাম, সংগ্রামে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল।

অমিততেজাঃ অৰ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে জলাদিপতি বরুণদেব বৈদূর্য্য মণিসন্নিভ অঙ্গলাবল্য-দ্বারা চতুর্দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া নানাবিধ জলজন্তু, নাগ, নদ, নদী, দৈত্য, মাধ্য ও দৈবতগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অদ্রুতদর্শন শ্রীমান্ ধনেশ্বর কুবের জাম্বুনদসদৃশ অঙ্গপ্রভাদ্বারা আকাশমার্গ সমুদ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক যক্ষগণ সমভি-

ব্যাহারে অৰ্জুনকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পরে সৰ্ব্বভূতবিনাশকারী, অচিন্ত্যাত্মা, দণ্ডপাণি, শ্রীমান্, ধর্ম্মরাজ যম, নরমূর্ত্তিধর লোক ভাবন পিতৃগণ সমভিব্যাহারে বিমানালোকে গুহুক, গন্ধর্ব, পল্লগ প্রভৃতি সমুদায় লোক আলোকময় করিয়া যুগান্তকালীন দ্বিতীয় মার্ভণ্ডের ন্যায় অৰ্জুন-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দীপ্তিশালী বিচিত্র মহাগিরি-শিখরে আসীন হইয়া তপোবল সম্পন্ন অৰ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান্ স্বররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রাণী সমভিব্যাহারে অমর-গণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্বক তথায় আগমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মন্তকে পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র প্রিয়মাণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তারকারাজ চন্দ্রমাঃ শ্বেতবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি হিমাচলের শৃঙ্গে গমনপূর্বক সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

তখন দক্ষিণ দিক্স্থিত পরম ধর্ম্মজ্ঞ ধীমান্ যম মেঘগন্তীর স্বরে অৰ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি, তুমি দিব্য জ্ঞানার্হ ; আমরা তোমাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ ! তুমি পূর্ব জন্মে মহাবল পরাক্রান্ত অমিতাত্মা নর নামে মহর্ষি ছিলে ; কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্ত্ত্য কলেবর পরি-

গ্রহ করিয়াছ। তুমি বহুসমুত্ত মহাবীৰ্য্য সম্পন্ন পরম ধৰ্ম্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে, দ্রোণরক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ তোমার শরানলে দগ্ধ হইবে। যে সমস্ত মহাবীৰ্য্য-সম্পন্ন দাবদল মনুষ্যালোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাতকবচ-প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সৰ্ব্বলোকত-পনশীল আগার পিতা সূর্য্যদেবের অংশমস্তুত মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তোমারই বধ্য। ষাঁহারা দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অংশে মামবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংগ্রামে তোমা-কর্তৃক নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কক্ষফল-বিনির্ভজিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া চিরকাল ভূম-ণ্ডলে বিরাজমান থাকিবে। তুমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছ; তুমি বিষ্ণু-সমভিব্যাহারে ভূভার হরণ করিবে। হে মহাবাহো; তুমি আগার এই অপ্রতিবারণীয় দণ্ড গ্রহণ কর, ইহা-দ্বারা তুমি স্তমহৎ কৰ্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবে। তখন অৰ্জ্জুন পরম প্রীত মনে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্রসহ সেই যমদত্ত দণ্ড বিধিবেৎ গ্রহণ করিলেন।

তখন পশ্চিম দিক্স্থিত জলধরের ন্যায় শ্যামকলেবর জলেশ্বর বরুণদেব কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রধৰ্ম্মাবলম্বী। আমি জলাধিপতি বরুণ, তোমার নিকট আসিয়াছি। হে পৃথু-তাত্রাক্ষ! আমি তোমাকে ত্যাগ ও প্রতি-সংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে অনিবার্য্য বরুণপাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।

আমি তারকাস্ত্রসংগ্রামে এই পাশ-দ্বারা সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত দানবগণকে বদ্ধ করিয়াছিলাম। হে মহাসত্ব! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই পাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই পাশ-দ্বারা যমকে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে, তিনিও পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না। তুমি এই অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে বিচরণ করিলে, পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপে যম ও বরুণ অৰ্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে কৈলাসচল-নিবাসী ধনাপ্যক্ষ কুবের কহিতে লাগিলেন, হে মহাবল পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডুতনয়! আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেক্রপ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি, অণু তোমার সহিত সন্দর্শন হওয়াতে তদ্রূপ প্রীত হইলাম। হে সব্যাসচিন্! হে মহাবাহো! হে পূৰ্ব্বদেবসনাতন! তুমি পুরাকল্পে প্রত্যহ আমাদের সহিত তপস্তা করিয়াছিলে। এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে; এই দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই অস্ত্র-দ্বারা মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য দুৰ্জ্জয় যোদ্ধা-কেও পরাজয় করিতে পারিবে এবং ধৃত-রাষ্ট্রের সগুদায় মৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি এই অরাতিকুল-নাশক অন্তর্দান-কারী ওজঃ, তেজঃ ও দ্যুতিকর মদীয় প্রিয়তম প্রস্থাপন অস্ত্র গ্রহণ কর। মহাত্মা শঙ্করের ত্রিপুর বিনাশকালে আমি এই অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া

মহাসুরগণকে দণ্ড করিয়াছিলাম । এক্ষণে
এই অস্ত্র তোমার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে ।
হে সত্যপরাক্রম ! তুমিই এই অস্ত্র ধারণে
সমর্থ । মহাবল পরাক্রান্ত অৰ্জুন কুবেরের
বাক্যাবসানে যথানিয়মে তদীয় দিব্য
অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্টকর্ণা
পার্শ্বকে মেঘদুন্দুভি-গভীর স্বরে সান্ত্বনা
করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু
কৌন্তেয় ! তুমি পুরাতন মহর্ষি, এক্ষণে
উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভপূর্বক দেবত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছ । হে অরাতি-নিপাতন ! তোমাকে
দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন
করিতে হইবে ; অতএব সজ্জীভূত হও ।
মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে
আগমন করিবে । তুমি সেই রথে আরো-
হণ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি
তোমাকে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব ।

ধামান্ কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সমুদায়
লোকপালকে গিরিশিখরে সমবেত দেখিয়া
সান্তিশয় বিস্ময়াব্বিত হইলেন এবং কায়-
মনোবাক্যে জল ও ফলদ্বারা তাহাদিগকে
বিধিবৎ পূজা করিলেন । অনন্তর সুরগণ
মহাবীর ধনঞ্জয়কে সম্ভাষণপূর্বক দ্রুতপদ-
সঞ্চারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, পুরুষ-
শ্রেষ্ঠ অৰ্জুনও দেবগণ হইতে দিব্য অস্ত্র
প্রাপ্ত হইয়া আশ্বিনাকে কৃতার্থ ও পূর্ণাভি-
লাষ বোধ করিলেন ।

কৈরাতপক্ষাধ্যায় সমাপ্ত ।

ইন্দ্রলোকাভিগমন

পঞ্চাধ্যায় ।

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র !
লোকপালেরা প্রস্থান করিলে শত্রুবিনাশন
অৰ্জুন দেবরাজরথের আগমন প্রতীক্ষা
করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি রথ লইয়া
তথায় উপস্থিত হইলেন । বায়ুবেগগতি
দশ সহস্র তুরঙ্গমে সেই দৃষ্টি-বিলোভন
নায়াগয় রথ বহন করিতেছে । তাহার
প্রচণ্ড বেগে জলদমালা ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে
নভোমণ্ডল নির্মল হইল এবং ঘনঘটার
গভীর গর্জনসদৃশ নির্ধোমে দিক্ সকল প্রতি-
ধ্বনিত হইতে লাগিল । তন্মধ্যে অসি,
শক্তি, গদা, প্রাস, বিদ্র্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি
অস্ত্র শস্ত্র সকল এবং মহাকায় জুলিতানন
অতি ভীষণকায় নাগগণ ও ধ্বলোপল সমূহ
দেদীপ্যমান রহিয়াছে, দেখিলেন । অন-
ন্তর পার্শ্ব কনকভূষণ-ভূষিত ইন্দীবরশ্যাম
বৈজয়ন্তী পতাকা বিরাজিত রথে উজ্জ্বল
স্বর্ণালঙ্কৃত সারথিকে নয়নগোচর করিয়া
মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বিতর্ক করিতে
লাগিলেন ।

অনন্তর মাতলি বিনীত ভাবে অৰ্জুন-
সঙ্গীপে আগমন-পূর্বক কহিলেন ; হে
রূপনিধান শক্রাশ্রয় ! দেবরাজ তোমাকে

দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন ; অতএব তুমি শীঘ্র তদীয় রথে আরোহণ কর । তোমার পিতা অমররাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কুন্তীতনয়কে এখানে আনয়ন কর ; দেবতারা সকলে তাঁহাকে অবলোকন করিবেন । সম্প্রতি ত্রিদশাধিপতি, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া তোমার ইন্দৃক্ষায় কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন । তুমি তাঁহার আদেশক্রমে অচিরাৎ ভুলোক পরিত্যাগ-পূর্বক আমার সমভিব্যাহারে দেবলোকে প্রস্থান কর, তথায় লঙ্কাস্ত্র হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে । অর্জুন কহিলেন, মাতলে ! তুমি রথারোহণ-পূর্বক ঘোটক সকল স্থস্থির করিলে পশ্চাৎ স্রুতী ব্যক্তি যেমন সৎপথে আরোহণ করে, তদ্রূপ আমি দেবরথে আরুঢ় হইব । এই অনুত্তম রথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেরও চূর্ণত ; মহাভাগ যাগশীল রাজগণ এবং দেবদানবেরা ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না । ইহাতে তপো-বিবর্জিত জনগণের আরোহণপ্রত্যাশা দূরে থাকুক তাঁহারা এই দিব্য মহারথ দর্শন বা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েন না ।

ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূর্বক রশ্মি-দ্বারা অশ্ব সকল সংযত করিলেন । অর্জুন হৃষ্ট মনে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন করিলেন এবং যথা-বিধি পিতৃতর্পণ করিয়া শৈলরাজ মন্দারের স্তুতিবাদপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে

গিরীন্দ্র ! তুমি স্বর্গাভিলাষী পুণ্যশীল সাধু লোকদিগের আশ্রয় ; তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সকল সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া অমরগণ-সমভিব্যাহারে সচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন । তোমাতে নানা তীর্থ বিরাজিত রহিয়াছে । অদ্রিরাজ ! আমি তোমার নিকট পরম স্থখে বাস করিয়াছিলাম, অধুনা তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি । আমি তোমার মানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ ও অনেকানেক পুণ্যতীর্থ সন্দর্শন করিয়াছি ; ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধি সুমধুর ফল ভক্ষণ করিয়াছি ; সুধাসোদর ত্বদীয় শরীর-বিনিঃসৃত সুগন্ধ প্রস্রবণোদকে পিপাসা শান্তি করিয়াছি ; যেমন শিশু সন্তান পিতার কোড়ে স্থখে কাল যাপন করে, তদ্রূপ আমি তোমার অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থিতি করিয়াছি । আমি এত দিন বেদধ্বনি-নির্নাদিত অঙ্গরোগণ-সমাকীর্ণ পরম রমণীয় ত্বদীয় মানুদেশে স্থখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিদায় হই ।

অর্জুন শৈলাধিপের নিকট এই রূপে বিদায় লইয়া ভাস্করের ন্যায় মহারথ উদ্ভাসিত করিয়া তছুপরি অধিরুঢ় হইলেন । ধীমান্ কুরুনন্দন সেই সূর্যাসঙ্কাশ দিব্য রথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্বুতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তথায় সূর্য, চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই ; লোক সবল কেবল স্ব স্ব পুণ্য-

স্নাত প্রভা দ্বারা দীপ্ত পাইতেছে। যে সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক রহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্ট-প্রযুক্ত দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও রহদাকার-সম্পন্ন। যে সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ রাজমিগণ রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জ প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব তপোবলে স্বর্গ জয় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন। অর্জুন ঐ সকল গুহক, ধামি, অপ্সরোগণ ও আত্মপ্রভ লোকসমূহ সন্দর্শনে মাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিতে, মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে সমস্ত তারকা পর্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলেরা স্কৃত ফলে এই তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে ব্যাস্থতি করিতেছেন।

অনন্তর কুরুপাণ্ডব-সত্তম অর্জুন দ্বার-দেশস্থিত কৈলাস-প্রতিম চতুর্দন্ত ঐরাবত গজ অবলোকন করিলেন। তিনি সিদ্ধ-মার্গে উপনীত হইয়া পার্থিবোত্তম মাস্কাতার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। মহাযশাঃ অর্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোকে উত্তীর্ণ হইয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশাঃ অর্জুন সিদ্ধচারণ-গণ পরিষেবিত, সকল ঋতুজাত কুসুমোপশোভিত পবিত্র তরুরাজি-বিরাজিত সুরম্য অমরাবতী অবলোকন করিলেন। তথায় স্তম্ভাক্ষ কুসুমসম্পৃক্ত আতি পবিত্র স্তম্ভাক্ষ গন্ধবহ সর্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; তিনি পরম প্রীতিকর নন্দন বনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, অপ্সরোগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ও ধীরসমীরণসঞ্চালিত কুসুমিত পাদপগণ যেন হস্তদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তথায় কেবল পুণ্যশীলেরাই গমন করিতে পারেন, নতুবা যাহারা তপোবিহীন, হতাশনে কদাচ আত্মতা প্রদান করেন নাই ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, মহেন্দ্রলোক তাঁহাদিগের দূরধি-গম্য। যাগ, যজ্ঞ ও ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতি-বিবর্জিত, তীর্থে অনাপ্পূত, অদাতা, যজ্ঞ-হন্তা, সুরাপায়ী এবং গুরুতল্লসেবী এই সকল দুরাচারী কখনই ইন্দ্রলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মহাবাহু অর্জুন দিব্য গীতিনিদিত মনোহর নন্দনোদ্যান বিলোকনান্তর অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী দেববিমান নয়নগোচর করিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।

অর্জুন অমরাবতী প্রবেশ করিলে, অন্যান্য গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব

করিতে লাগিল ; কুসুমসৌরভ-বাহী পবিত্র বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন এবং সকলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনार्থ দিব্য বাদ্যধ্বনি ও শব্দ দুন্দুভিনিাদ আরম্ভ হইল।

এইরূপে অর্জুন চতুর্দিক্ হইতে সূর্য্য-মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অতি বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপথে গমন করিলেন। তথায় সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসু-গণ, রুদ্র, ত্রক্ষর্ষি দিলীপপ্রমুখ রাজর্ষিগণ, তুশুর, নারদ ও হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-গণের সহিত সমাগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বা-বহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং ঋগ্যজুঃসাম-বেতা দ্বিজবরেরা তাঁহার পিতা পাকশাস-নের স্তব করিতেছেন, মন্তকোপরি হেম-দণ্ড, পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র শোভিত হইতেছে এবং পার্শ্বে দিব্য গন্ধাধিবাসিত সূচারু চামর ব্যজন করিতেছে। তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বিনীত ভাবে সুররাজ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দেবরাজও সেই প্রশয়াবনত আত্মজকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাস্রাণ পূর্ব্বক অঙ্কে লইয়া তদীয় কর গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় দেবর্ষিসেবিত পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

অর্জুন সুররাজ-নিয়োগানুসারে তদীয়

আসনে সমধিকৃত হইয়া দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। দেব-রাজ ইন্দ্র স্নেহবশতঃ বজ্রকিণাঙ্কিত কর-দ্বারা অর্জুনের শুভানন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন এবং শরনিষ্ক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণ-কঠিন হিরন্ময় স্তম্ভপ্রতিম সূদীর্ঘ তদীয় বাহুযুগল বিমর্দন করিয়া বাহু-স্ফোটন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সহস্র বদনে অর্জুনকে বারংবার নয়ন-গোচর করিয়াও তৃপ্তির পরাকাস্তা প্রাপ্ত হইলেন না। যেমন চতুর্দশীতে সূর্য্যশশ-ধরের একত্র সমুদয় হইলে নভোমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ পিতাপুত্রে একাসনোপবিষ্ট হইয়া সভা-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তথায় সাম-গান-কুশল তুশুরপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব সকল মধুর স্বরে সাম গান করিতে লাগিল এবং স্নাতাচী, মেনকা, রস্তা, পূর্ব্বচিহ্নি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিত্রাকেশী, দণ্ডগৌরী, বক্রথিনী, গোপালী, কুন্তযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ সিদ্ধ পুরুষদিগের চিত্তানুরঞ্জন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের সুললিত নিতম্বা-ভিনয়, কম্পবান্ পয়োধর ও মনোহর হাব ভাব বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মনঃ মোহিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবতারা ইন্দ্র-কর্ত্তক অনুজাত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ-

পূর্বক অৰ্জুনের অর্চনা করিলেন এবং পাণ্ড ও আচমনীয় প্রদান করিয়া পুরন্দর-গৃহে প্রবেশ করাইলেন; বীরবর পার্থ এই-রূপে সম্পূজিত হইয়া মহাস্ত্র সমূহের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট বজ্র ও অশনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃবর্গকে স্মরণপূর্বক ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে স্থখে তথায় পঞ্চবর্ষ অতি-বাহিত করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অৰ্জুনের কৃতান্ত জানিয়া একদা তাঁহাকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি চিত্রসেনের নিকট নিখিল নৃত্য, গীত ও নরলোকা-প্রসিদ্ধ বাদ্য সকল শিক্ষা কর, অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দেবরাজ এই কথা বলিয়া চিত্রসেন গন্ধর্বেব সহিত পার্থের সখ্য বিধান করিয়া দিলে, তিনি তখন অভিনব সখ্য চিত্রসেন-সমভিব্যাহারে নিরাময়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। স্মররাজ ইন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে নৃত্য গীত বাণ্ড শিক্ষায় আদেশ করিতেন, তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও স্থখলাভ করিতে পারিতেন না। কারণ দ্যুত কারিত দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরুক ছিল। তিনি সর্বদাই কেবল দুঃশাসন, ও শকুনির বধ চিন্তা করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন। কখন কখন প্রীত হইয়া অনুপম গান্ধর্ব নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করিতেন। অৰ্জুন সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং নৃত্য গীতের যথার্থ গুণজ্ঞ হইয়াও মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে

অনুকূল স্মরণ করিয়া স্থখলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অৰ্জুনের মনঃ উর্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমতঃ চিত্রসেনকে নির্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্বরাজ! অতঃ তুমি অপ্সরোবরা উর্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনের মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে। তুমি যেমন আমার নিয়োগতন্ত্র হইয়া সংকার-পূর্বক পার্থকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাকে রমণীজনের হাবভাবাদি পরিচয়ে সুনিপুণ করিয়া দাও। গন্ধর্বরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পাঠিবামাত্র “যে আজ্ঞা” বলিয়া, উর্বশীর নিকট গমনপূর্বক তাহাকে নেত্রগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং স্বাগত প্রদ্বন্দ্বপূর্বক তৎকর্তৃক পূজিত ও সুখাসীন হইয়া সহাস্ত্র বদনে কহিলেন, হে নিবিড়-নিতম্বিনি! ত্রিদশাধিপতি যে নিমিত্ত আমাদের তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিয়া থাকিবে।

যিনি নৈসর্গিক গুণ সমূহ-দ্বারা দেব-লোক ও মনুষ্যলোকে মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি অনুপম রূপলাবণ্য, মহীয়সী সূক্ষ্মলতা, অবিচলিত ব্রতানুষ্ঠান, অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম, অলোক-সামান্য বলবীৰ্য্য, মহতী তেজস্বিতা, বীতমৎসরতা ও ক্ষমাগুণে সর্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছেন;

যিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন ; যিনি অকৃত্রিম ভক্তি-সহকারে গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন ; যাহার অষ্টগুণাত্মিকা মেধা স্বাভাবিকী ; যিনি ব্রহ্মচর্য্য, অনালস্য, পিতৃমাতৃকুল ও অভিজ্ঞতাদ্বারা ত্রিদিব-রক্ষিতা ইন্দের শ্রায় সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ; যিনি কদাপি আত্মশ্লাঘা করেন না ; লোকের সম্মান রক্ষায় অগ্র-গণ্য ; অতি সূক্ষ্ম অর্থ সকল স্থলার্থের শ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং বিবিধ অন্নপানদ্বারা সুহৃদ্বর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন ; যিনি সত্যবাদী, সদ্ধত্তা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সকলের পূজিত, শরণাগত-প্রতিপালক, প্রিয়দর্শন এবং অভিলষণীয় গুণ সমূহে মহেন্দ্র ও রুদ্রের সদৃশ, সেই মহাবীর অর্জুন যেন আজি স্বর্গফল লাভে বঞ্চিত না হন । হে কল্যাণি ! অগ্ন ধনঞ্জয় ইন্দ্র-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাহাতে তোমার চরণ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । ফলতঃ অর্জুন তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন ।

সর্ব লোকললাম-ভূতা উর্ব্বশী গন্ধর্ব্ব-রাজ-কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও তদ্বাক্যের বহুমাননা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে সহাস্র বদনে কহিতে লাগিল, মহাশয় ! আপনি অর্জুনের যে সকল গুণ কীর্তন করিলেন, তৎসমুদায়ই সত্য ; আমি লোকমুখে অর্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিসম

কামশরে ব্যথিত হইয়াছি ; অতএব বরণ করিব কি ? আমি গুণ শ্রবণমাত্রে অগ্রেই মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি । অধুনা সুরনাথের আদেশ, আপনার প্রার্থনায় এবং কাস্তুনের গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছি ; আপনি এক্ষণে স্বেচ্ছা-ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করুন ; আমি অর্জুনের নিকট গমন করিব, তাহার সন্দেহ নাই ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকে বিদায় করিয়া পার্থসমাগম লালসায় বশীভূত হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল । অনন্তর গন্ধ মাল্য ও রমণীয় বেশ ভূষা সমাধান করিলে ধন-ঞ্জয়ের সেই মোহিনী মূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রতিরমণের বাণ-গোচর করিল । তখন উর্ব্বশী মম্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দিব্যান্তরগণসংস্কার বিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিয়া অনন্ত মনে হৃদয়-সঙ্কলিত প্রাণবল্লভেব প্রতিমূর্ত্তি-সম্ভোগ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষ কাল উপস্থিত । চন্দ্রমাঃ সমুদিত হইল । তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহি-গত হইয়া পার্থ-ভবনভিমুখে গমন করিতে লাগিল । সেই লাভব্যবতী ললনার সুকোমল, কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছ-সুশোভিত, সুদীর্ঘ কেশ-পাশ, ক্রাবিক্ষেপ, আলাপ-মাধুর্য্য ও সৌ-ম্যাকৃতি অনির্ব্বচনীয় স্তম্ভা সম্পাদন করিয়া-ছিল । তাহার বদন-সুধাকর সন্দর্শনে

শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দিব্য চন্দনচর্চিত, বিলোল হারাবলিললিত, পীণোন্মত পয়োধর-যুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী-দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা; তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রজতরসনারঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান; সূক্ষ্ম বসনারত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ধামিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; কিঙ্কিনীকিণ-লাঞ্ছিত পাদদ্বয় কুশ্পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গৃঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি সকল তাত্ত্ববর্ণ ও আয়ততল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাস বিভ্রম সহকারে বাক-পথাভীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সিদ্ধ, চারণ ও মনোহর গন্ধর্বগণ সমভিব্যাহারিণী অর্জুন-ভাবনাভিসারিণী সেই বিলাসিনী বহু-বিধ আশ্চর্য্য ও দ্রব্যপূর্ণ সুরলোকেও সকলের পরম দর্শনীয় হইল। সেই সুর-কাগিনী মেঘবর্ণ অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয়বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রারত কুশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা উর্বশী দ্রুতপদ-সঞ্চারে ক্ষণকাল-মধ্যে অর্জুন-নিকেতনে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপালেরা সসম্মুখে পার্থ-সন্নিধানে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জুন তাহাকে গৃহপ্রবেশ করাইতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্নয়ং শঙ্কিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন।

পার্থ উর্বশীকে নয়নগোচর করিবামাত্র লজ্জাবনত বদনে তাহাকে অভিবাদন-পূর্বক গুরুর ন্যায় সৎকার করিয়া কহিলেন, হে অম্বরঃপ্রবরে! প্রণাম; *আপনার ভৃত্য উপস্থিত; কি নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন। উর্বশী অর্জুনবাক্য শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে আদ্যোপাস্ত সমস্ত চিত্রসেন গন্ধর্বেবর বাক্য শ্রবণ করাইলেন।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন আমাকে যে কথা কহিয়াছেন ও যে নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি, তৎসমুদায় আপনাকে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার আগমনাবধি মহেন্দ্রের উপস্থানসূচক পরম মনোরম বর্তমান মহোৎসবে সুরলোক উৎসবময় হইলে, চতুর্দিক্ হইতে রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ৩ বহুগণ সমাগত হইলেন। সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, মহোরগ, মহর্ষি, রাজমিগণ, উজ্জ্বলকায় কুশানু, ভানু ও শশধর সেই উৎসব সন্দর্শনে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মর্যাদানুসারে আসন পরিগ্রহ করিলে গন্ধর্বেবর বীণা-বাদনপূর্বক তাললয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে হুমুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ও প্রধান প্রধান অম্বর সকল নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আপনি অনিমেঘ-লোচনে কেবল আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। উৎসব দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, অম্বরঃ ও অচ্যুত জনগণ আপনার পিতাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ এইরূপে সকলকে বিদায় করিয়া গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে আমার নিকট

প্ৰেৰণ করিলেন। গন্ধৰ্বরাজ চিত্রসেন
ত্বদীয় পিতার আদেশক্রমে মদন্তিকে উপ-
স্থিত হইয়া কহিলেন, “হে বরবর্গিনি !
আমি দেবরাজ-কর্তৃক প্ৰেৰিত হইয়া
তোমার নিকট আসিয়াছি ; তুমি মহাবল
পরাক্রান্ত উদারস্বভাব পার্থকে পতিত্বে
বরণ কর ; তাহা হইলে স্বরপতির ও আমার
সান্তিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে,
এবং ত্বদীয় আশ্রাও পরিতৃপ্ত হইয়া স্থপ
সম্ভোগ করিবে”। হে কমললোচন !
আমি দেবরাজ ও গন্ধৰ্বরাজের আজ্ঞা শ্রবণা-
নন্তর আপনার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত
এখানে আসিয়াছি এবং আপনার গুণদামে
জাকৃষ্ট হইয়া বিমমশর অনঙ্গের বশবর্তিনী
হইয়াছি ; হে অরিন্দম ! আপনি আমার
পতি হইবেন, ইহা আমার চিরাভিলষিত
মনোরথ ।

অৰ্জ্জুন উৰ্বশীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে
সান্তিশয় লজ্জিত হইয়া কর্ণে করপর্ণপূৰ্ব্বক
কহিলেন, হে ভাবিনী ; আপনি যে বিষয়ের
নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, উহা আমার
নিতান্ত অশ্রাব্য ; আপনি আমার গুরুপত্নী-
তুল্য । যেমন মহাভাগা কুন্তী ও ইন্দ্রাণী
আমার পূজনীয়, আপনি আমার পক্ষেও
সেইরূপ, সন্দেহ নাই । হে শুভে ! যে
নিমিত্ত আমি অনিমিষনয়নে আপনাকে
নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ
শ্রবণ করুন । আপনাকে পৌরব বংশের
জননী মনে করিয়া উৎফুল্ল লোচনে আমি
আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম ;
তাহাতে আমার অসদভিসন্ধি বিবেচনা করা

কোন ক্রমেই আপনার উচিত নহে । হে
কল্যাণি ! আপনা হইতেই পৌরব বংশের
উদ্ভব ; অতএব আপনি আমার পরম গুরু ।

উৰ্বশী কহিলেন, হে দেবরাজ-নন্দন !
আমরা সামান্য নারী ; আমাকে গুরু সম্বো-
ধন করা আপনার অনুরূপ । পুরুবংশীয়
পুত্রপৌত্রেরা তপোবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া
আমাদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কাল
যাপন করেন ; কিন্তু তদ্ব্যতিক্রমাচরণে
কদাচ তাঁহাদিগের প্রযুক্তি জন্মে না । অত-
এব আপনি প্রসন্ন হউন ; আমাকে প্রত্যা-
খ্যান করা আপনার উচিত হয় না । আমি
মদনবাণে আহত হইয়া আপনার প্রতি
সান্তিশয় অনুরক্ত হইয়াছি ; এক্ষণে আপনি
আমাকে ভজনা করিয়া মনঃ ও প্রাণ রক্ষা
করুন ।

অৰ্জ্জুন কহিলেন, হে বরারোহে ! আমি
সত্য কহিতেছি শ্রবণ করুন, এবং দিক্
বিদিক্ ও দিক্‌পালেরাও শ্রবণ করুন ।
কুন্তী, মাদ্রী ও শচীর ন্যায় আপনিও আমার
পরম গুরু । হে অনঘে ! আমি নতশিরাঃ
হইয়া আপনার চরণে প্রণিপাত করিতেছি ;
আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয় ও আমিও
আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয় । অতএব এক্ষণে
আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন ।

উৰ্বশী ধনঞ্জয়ের উক্তপ্রকার বাক্য
শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট ক্রকটীকুটিলানন ও
বেপমান হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিল ;
“ হে পার্থ ! আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইয়া
তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিসারিকা-
রতি অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বয়ং গৃহাগত হইয়াছি,

তথাপি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে ; অতএব তোমাকে মানহীন ও ক্লীব নামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে নৃত্য করিয়া যণ্ডের ন্যায় কাল যাপন করিতে হইবে” । উর্বশী অর্জুনকে উক্তপ্রকার অভিসম্পাত করিয়া রোমে স্মুরিতাধর হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল ।

অনন্তর অর্জুন সহরে চিত্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া উর্বশী সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত রজনীর্ত্তান্ত সকল অবিকল নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন । চিত্রসেনও তৎসমুদায় র্ত্তান্ত ইন্দ্রের নিকট কীর্ত্তন করিলে, দেবরাজ নির্জন প্রদেশে তনয়কে আনয়ন করাইয়া সহাস্র বদনে মধুর বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাত ! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অগ্নি পৃথা সংপুত্রা হইলেন । তুমি ধৈর্য্যগুণে ঋষিগণকেও পরাভব করিয়াছ । উর্বশীপ্রদত্ত শাপও তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও অর্থসাধক হইবে, সন্দেহ নাই । হে অনঘ ! ত্রয়োদশ বর্ষে যখন তোমরা ভূমণ্ডলে অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিবে, তখন তুমি ক্লীবরূপে নর্ত্তকবেশে বিহার করিয়া সেই অবশিষ্ট এক বৎসর অনায়াসে যাপন করিয়া পরিশেষে আপন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে । অর্জুন দেবরাজের এবং-বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আফ্লাদিত হইয়া শাপচিন্তা পরিত্যাগ-পূর্বক চিত্রসেনের সহিত স্বর্গভবনে পরম পরিতুষ্ট মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! যাহারা অবহিত হইয়া প্রতিদিন এই আশ্চর্য্য পরম পবিত্র ফাস্তন-চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের মনঃকদাপি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় না এবং সেই পুণ্যশীল মানবেরা মদ, দম্ভ, রাগ ও দোম-শূন্য হইয়া চরমে পরম ফল স্বর্গবাস লাভ করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোন সময়ে মহর্ষি লোমশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্র-দর্শনাভিলাষে তদীয় আলায়ে উপস্থিত হইলেন । মহামুনি তথায় আগমন ও দেব-রাজকে নমস্কার করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয় বাসবের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন । অনন্তর মহর্ষিগণ-পূজিত দ্বিজরাজ লোমশ দেবরাজের অনু-মতিক্রমে বিষ্ণুরাসনে আসীন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্তেয় ক্ষত্রিয় হইয়া কিপ্রকারে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন ? এমন কি পুণ্য কর্ম্ম বা এমন কোন্ লোক জয় করিয়াছেন যে, তন্মিমিত্ত দেব-পূজিত স্থান প্রাপ্ত হইলেন ?

শচীনাম, লোমশ মুনির মনোগত ভাব অবগত হইয়া সহাস্র বদনে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে ! আপনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । এই কোন্তেয় কেবল মানব নহে, উহাতে দেবত্বও আছে ; আমার গুরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম হইয়াছে । এখানে কোন কারণ-

বশতঃ অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত আসিয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! আপনি এই পুরাতন ধর্ম্মিকে জানেন না ! জমীকেশ ও ধনঞ্জয় এই দুই পুরাতন ধর্ম্মি ত্রিলোকে নর নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ; ইঁহারা কার্য্যবশতঃ পুণ্যস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । মহাত্মা দেব ও ধর্ম্মিগণ যাহা দর্শন করিতে অসমর্থ ও সিদ্ধ চারণসেবিত ধন্য যেন্তান হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত বদরী-নামক আশ্রমপদ বিষ্ণু ও ঐশ্বরী জিষ্ণুর নিবাসস্থান । এই দুই মহাবীর্ষ্য আমার নিয়োগান্তুমারে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ইঁহারা ভূমির ভারবতরণ করিবেন ।

নিবাতকবচ নামে কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত পাতালপুর-বাসী দানবেরা বর-লাভে প্রদৃপ্ত ও বিমোহিত হইয়া আমাদের অপ্রিয়চরণে প্ররক্ত ও প্রাণ সংহারের নিমিত্তেও উত্তত হইয়াছে ; আমাদিগকে কোন ক্রমেই গণনা করে না । দেবগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন । অতএব যিনি পৃথিবীতে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়া রসাতল খননে প্ররক্ত মগরসন্তান-গণকে দর্শনগাত্রে ধ্বংস করিয়া-ছেন, সেই মধুসূদন মহাবুদ্ধে অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই । তিনি যেমন পূর্বে মহাবুদ্ধে পন্নগগণের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃষ্টিপাতমাত্রেই নিবাতকবচ ও তাহাদিগের অনুচরগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন ; কিন্তু অতি

সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্ধুদ্ধ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে ; কেন না সেই তেজোরশি প্রবুদ্ধ হইলে এই জগৎ ভস্মীভূত হইবে, সন্দেহ নাই । অত-এব দনুজদল-দলনক্ষম ধনঞ্জয়ই তাহা-দিগকে নিহত করিয়া পুনরায় মর্ত্য লোকে গমন করিবেন ।

আপনি আমার অনুরোধে একবার পৃথিবীতে গমন করুন ; রাজা যুধিষ্ঠির কাম্যাক বনে অবস্থিতি করিতেছেন ; আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিবেন যে, তিনি যেন অর্জুনের নিমিত্ত কোন ক্রমেই উৎকণ্ঠাকুল না হন ; অর্জুন অস্ত্র সংগ্রহ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন ; কেন না বাহুবীর্ঘ্যের সংশোধন ও অস্ত্র সংগ্রহ ব্যতিরেকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাজয় করা অতি দুর্লভ ব্যাপার । মহাবাহু ধনঞ্জয় সংগ্রহীতান্ত্র এবং দিব্য নৃত্য, বাণ ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন । তিনি ভ্রাতৃ-গণ-সমভিব্যাহারে পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন ও তথায় অবগাহন করিয়া বিগতপাপ ও গতসন্তাপ হইয়া স্তখে রাজ্য ভোগ করুন । হে দ্বিজরাজ ! আপনি তীর্থ পর্য্যটনকালে তপোবলে গিরিজুর্গ ও বিষম প্রদেশবাসী ভীষ্ম রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ।

পবিত্রাত্মা অর্জুনও মহেন্দ্রের বাক্যা-বসানে লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামুনে ! আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন এবং যাহাতে

তাহার তীর্থপর্যটন ও দানাদি ধর্ম্মা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও যত্নবান্ হইবেন ।

মহাতপাঃ লোমশ তাহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া কাব্যককাননোদ্দেশে মহীতলে গমন করিয়া দেখিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণ ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দ-কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন ।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজাঃ অর্জুনের এই অত্যদ্ভুত কৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি কহিয়াছিলেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি দ্বৈপায়নের সমীপে অর্জুনের ইন্দ্রলোকগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সূত ! আমি ধামান্ পার্থের সমুদয় কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি । বোপ হয়, তুমিও তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছ । হে সারথ্যে ! আমার পুত্র চুশ্চরিত্র পাপ-মতি দুর্্যোধন সর্ব্বদা গ্রাম্য ধর্ম্মে প্রমত্ত ; অতএব সে অতিশীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে । যে মহাত্মা স্বভাবতঃ সকল বিষয়েই সত্য কথা কহিয়া থাকেন ও ধনঞ্জয় যাহার যোদ্ধা, তিনিই ত্রৈলোক্যের অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই । অর্জুন নিশিত কণী ও তীক্ষ্ণ নারাচ বিক্ষেপ করিলে কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখীন হয় ? জরা-বর্জিত যমও তাহা সহ করিতে পারেন না ।

দুর্ধ্ব পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইলে আমার দুর্ভাগ্য পুত্রগণই করাল কাল-কবলে কবলিত হইবে । আমি নিরস্তর অনুসন্ধান করিয়াও এমন কোন রণা দেখিতে পাই না যে, গাণ্ডীবধন্যার যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে । যদ্যপি সমরে দ্রোণ, কর্ণ বা ভীষ্ম গমন করেন, তাহা হইলেও জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ কর্ণ দয়ালু ও প্রমাদী ; এবং আচার্য্য গুরুও স্থবির । কিন্তু ধনঞ্জয় অগম্য, বলবান্ ও দৃঢ়বিক্রম । উহারা সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগ-দক্ষ, সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই সমর বিখ্যাত ; উহাদিগকে সমরে পরাজয় করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে । উহারা সকলেই জয় লাভ করিয়া প্রাধান্যপ্রাপ্তির অভিলাষ করে । উহাদিগের অথবা অর্জুনের বিনাশ না হইলে যুদ্ধের শান্তি হইবে না ; কিন্তু অর্জুনকে বিনাশ বা জয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি এই জগতীতলে কেহই নাই । আমার প্রতি অর্জুনের যে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা কিছূতেই নিবৃত্ত হইবে না । সেই ইন্দ্রসম মহাবীর খাণ্ডব বনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমুদায় ভূপতিকে পরাজিত করিয়াছিল ।

হে সঞ্জয় ! বজ্র যেমন পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইয়া তাহা সমূলে নিশ্চূর্ণ করে, তদ্রূপ কিরীটীর শরজাল বিক্ষিপ্ত হইলে একেবারেই জগৎ নিঃশেষিত করিবে । দিনকর যেমন করনিকর-দ্বারা চরাচর উদ্ভা-পিত করেন, ধনঞ্জয়ের বাহুবিনিঃসৃত শর-জালও সেইরূপ আমার পুত্রগণকে পরি-

তাপিত করিবে এবং ভারতী সেনা সব-
সাতীর রণনির্বোধে ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে । অৰ্জ্জুন শস্ত্রপাণি
হইয়া শরসমূহ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ
করিলে সৰ্বান্তকারী অন্তকের ন্যায়
নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিবে, তাহার
মন্দেহ নাই ।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি
দুর্য্যোধনের যে সকল বর্ণন করিলেন,
তাঁহার কিছুই অগণ্যভূত নহে, সকলই
যথার্থ । মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ ধন্যপত্নী
দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে
দেখিয়া অবধি রোষাবিস্ট হইয়াছেন, তাহার
মন্দেহ নাই । তাঁহারা দৃঃশাসন ও কর্ণের
নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতিশয় রোষ
পরবশ হইয়া সতত ভৎসনা করিতেছেন ।
হে মহারাজ ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে,
একাদশতনু ভগবান্ ভবানীপতি, ধনঞ্জয়কে
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কৈরাত বেশ
ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন ; ধনঞ্জয় কাম্বুক-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া
তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছেন ।
অৰ্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে
এরূপ পরাক্রান্ত হইয়াছেন যে, লোকপাল-
গণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন ।
পৃথিবীতে অৰ্জ্জুন ভিন্ন কেহই এই ঈশ্বর-
গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থনহে ।
অক্টমূর্তি মহেশ্বর তাঁহাকে ক্ষীণবল করিতে
অক্ষম হইয়াছেন ; কোন বীর পুরুষ

সংগ্রাম-মাগরে তাঁহার বল ক্ষয় করিতে
ক্ষমতাপন্ন হইবে । দ্রুপদনন্দিনীর কেশা-
কর্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের রোমানল প্রজ্ব-
লিত করাতেই এই লোমহর্ষণ তুমুল ব্যাপার
উপস্থিত ; দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরুদ্বয়
প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া, ভীমসেন ক্ষুরিতা-
ধর হইয়া কহিয়াছিলেন, ‘অরে পাপাত্মা
কপটদ্যুতকারিণ্ ! ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমি
গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিব’ । হে
রাজন্ ! পাণ্ডবগণ সকলেই যোদ্ধৃপ্রধান,
অমিততেজাঃ এবং দেবগণেরও দুর্জয় ।
তাঁহারা প্রণয়িনীর ক্রোধে উত্তেজিত ও
রোমানল-সমুদ্ভূত হইয়া আপনার পুত্রগণের
জীবনান্ত করিবেন, মন্দেহ নাই ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সূত ! দ্রুপদ-
নন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করাতেই এই
অনর্থকর শত্রুতা জন্মিয়াছে ; কর্ণের পরুষ
বাক্য প্রয়োগ করাতে কি এমন হইতে
পারে ! বাহাদের উপদেশটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
বিনয়শূন্য, সেই মুগমতি পুত্রেরা অত্যাধি
কি নিমিত্ত জীবিত রহিয়াছে বলিতে পারি
না । আমাকে নয়নধনে বঞ্চিত ও চেষ্টা-
রহিত দেখিয়া দুরাচার পুত্র কোন মতেই
আমার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করে না ! মন্দমতি বিচেতন কর্ণ ও
সৌবল প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গেরা কেবল দুর্য্যো-
ধনের দোসেরই উন্নতি করিতেছেন ।
ক্রোধসহকারে শরজাল বর্ষণ করা দূরে
থাকুক, অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় যদৃচ্ছাক্রমে এক
বার শর বিক্ষেপ করিলেই আমার পুত্রগণ
দগ্ধ হইয়া যাইবে । কেন না সেই বাণ

অৰ্জ্জুন কৰ্ভুক দিব্য মন্ত্ৰে শোধিত হইয়া মহাদেবঃ হইতে বাহুবল সহকারে বিক্ষিপ্ত হইলে অসুরগণকেও অবসন্ন করে। ত্রৈলোক্যনাথ বাসুদেব যাহার মন্ত্ৰা, রক্ষক ও সুরহৃদ; এই জগতীতলে তাহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহা অতি আশ্চর্য্য যে, ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত বাহুবল করিয়াছে এবং পূর্বে দামোদর ও ফাল্গুনি বহ্নিকে সহায় করিবার নিমিত্ত খাণ্ডবারণ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব ভীম, ধনঞ্জয় বা বাসুদেব রণে রোমাৰিষ্ট হইলে আমার পুত্রগণ অমাত্যবর্গ ও শকুনির সহিত একত্র মিলিত হইয়াও জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনৈ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিয়া নিরর্থক অনুশোচনা করিয়াছিলেন। যৎকালে অন্নচেতাঃ দুৰ্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছিল, তখন কি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন? আর বনমধ্যে বন্য বস্তু কি কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা পাণ্ডবগণ জীবিকা নির্বাহ করিতেন, তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাতিত যুগমাংস ও বন্য বস্তুর আহরণ করিয়া অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ যৎকালে বনমধ্যে বাস করিতে

লাগিলেন, তখন কতকগুলি মাগ্নিক ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহবাসী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণদ্বারা রুরু ও কুম্ভসার যুগ এবং অন্যান্য পরিশুদ্ধ বন্য জন্তু নিহত করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশ জন মোক্ষবেত্তাকে ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। তথায় কাহাকেও বিবর্গ, ব্যাপিত, কৃশ, দুর্বল, দীন বা ভীত বোধ হইত না। যশস্বিনী দ্রৌপদী পতি ও ব্রিজাতিগণকে মাতৃবৎ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, নকুল পশ্চিম দিকে ও সহদেব উত্তর দিকে গমন করিয়া প্রত্যহ যুগয়া করিতেন। এইরূপে কাম্যকবাসী পাণ্ডবগণ অৰ্জ্জুন-বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া তদীয় আগমন প্রতীক্ষায় অধ্যয়ন, জপ, হোম করিয়া পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা অশ্বিকানন্দন পাণ্ডবগণের লোকাভীতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণে চিন্তা, শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সূত! পুত্রগণের কপট দ্যুতজনিত ছরন্তু ছনৌতি, অসহ্যবীণ্য পাণ্ডবগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ধৃতি ও লোকাভীতি সৌভ্রাতৃ চিন্তা করিয়া দিবারাত্তর মপ্যে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও শান্তি লাভ করিতে পারি না। মগন

অশ্বিনীকুমারের আয় যুদ্ধদুর্শদ অশ্বিনী-
কুমারের কুমরবয়, দৃঢ়ায়ুধ দূরঘাতী ভীম ও
রণবিশারদ লঘুহস্ত অর্জুনকে অগ্রসর
করিয়া রণমুখে অবস্থিতি করিবে, তখন
আমার সৈন্যগণের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে
না। তাঁহারা দ্রৌপদীর নিগ্রহজনিত রোমে
সন্তপ্ত হইয়াছেন, কখনই ক্ষমা করিবেন
না। মহাধনুর্ধর রক্ষিণ, মহাতেজাঃ পাঞ্চাল-
গণ ও সত্যাভিসক বাসুদেব-কর্তৃক রক্ষিত
পাণ্ডবগণ সমরে আমার পুত্রগণের সমস্ত
পতাকিনী ভস্মসাৎ করিবে। আমার
পুত্রেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও
সংগ্রামসময়ে রামকৃষ্ণপ্রধান রক্ষিকুলের
বেগ সহ করিতে পারিবে না। ভীমসেন
সৈন্যমধ্যে বীরবাতিনী গদা লইয়া বিচরণ
করিবে। কোন ভূপতিই বজ্রনাদ সদৃশ
গাণ্ডীবনির্গম ও ভীমসেনের গদাবেগ সহ
করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্বে আমি
দুর্যোধনের বশবর্তী হইয়া সুলভ্যগণের সে
সকল বাক্য শ্রবণ করি নাই, এখন
আমাকে সেই অস্বরণীয় সুলভ্যাক্য সকল
শ্রবণ করিতে হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি
সমর্থ হইয়াও পুত্রকে নিবারণ করেন নাই,
প্রত্যুত উপেক্ষা করিয়াছিলেন ; ইহা আপ-
নার পক্ষে নিতান্ত গহিত। মধুসূদন পাণ্ডব-
গণ দ্যুতে পরাজিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া,
হরিত পদে কাম্যক বনে উপস্থিত হইয়া
তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাসু-
দেব ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রৌপদগণ, বিরাট,
ধৃষ্টকেশু ও মহারণ কৈকেয়গণ পাণ্ডব-

দিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা কহিয়াছেন,
চরগণ তাহা শ্রবণ করিয়াছে, আমিও জানি-
য়াছি এবং আপনিও অবগত হইয়াছেন।
পাণ্ডবেরা বাসুদেবের প্রতি সারথ্য কশ্মীর
ভারার্ণ করিলে তিনি তাহাতে সন্মত হই-
লেন এবং তাঁহাদিগকে কৃষাজিনধারী
অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে
কহিতে লাগিলেন ; ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়
যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে তোমাদিগের যে মহীয়সী
সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়াছি, উহা কোন
নৃপতিই লাভ করিতে পারেন না। সেই
সময়ে সমস্ত ভূপতিকে তোমাদের শত্রু ও
প্রতাপপ্রভাবে ভীত দেখিয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ,
পৌণ্ড্র, উদ্র, চোল, দ্রাবিড়, অন্ধ্রক, মাগর,
অনূপক, প্রান্তনিবাসী, সিংহল, বর্ষর,
য়েচ্ছ, লঙ্কানিবাসী, পাশ্চাত্যজনপদবাসী,
শত শত মাগরাস্তিক, পল্লব, দরদ, কিরাত,
ববন, শক, হারহূণ, চীন, ভূষার, সৈন্ধব,
জাণ্ডু, রমট, হূণ, ত্রৌরাজ্য, তঙ্গণ,
কৈকেয়, মালব, কাশ্মীরক প্রভৃতি সকলে
আহুত হইয়া পরিবেষকমধ্যে পরিগণিত
হইয়াছিল। বাহারা আপনার সেই প্রতাপ-
গামিনী চপলা সমৃদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে,
আমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া
সেই সমৃদ্ধি পুনর্বীর আহরণ করিব।
দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য
বীরগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে আমি, বলদেব,
ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রুর, গদ,
শাম্ব, প্রত্যাশ্রয়, অহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবীর
শিশুপালতনয়, আগরা সকলে একত্র
হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংগ্রামশায়ী

করিব। অনন্তর আপনি ধাত্রীরাষ্ট্রগণের রাজলক্ষ্মী গ্রহণপূর্বক ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে বাস করিয়া এইসমাগরা ধরার একাধিপত্য করিবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বাস্তবদেবের বাক্য শ্রবণ-নন্তর ধ্বংসপ্রভৃতি বীরসমবায়-সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো ! তোমার বাক্য সকল সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তুমি ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমার অরাতিকুল সমূলে উন্মূলিত করিবে, ইহা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও ; কারণ আমি রাজ-মণ্ডলীমধ্যে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ধ্বংসপ্রভৃতি সভাসদগণ তাঁহার রই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ সময়োচিত মধুর বাক্যে কেশবকে শান্ত করিলেন ও বাস্তবদেবের সমক্ষে আক্লিষ্টকান্তি দ্রোপদীকে কহিলেন, দেবি বরবর্ধিনি ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার ক্রোধই দুর্ঘ্যোধনের জীবন নাশের নিদান। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহারা আপনাকে অক্ষক্লীড়ায় জয়লব্ধা বলিয়া উপহাস করিয়াছিল ; ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া হাস্ত করিবে এবং গৃধ্র ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধির পানে পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা সভামধ্যে আপনার কেশকলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ক্রব্যাদ্‌সমূহ তাহাদের ধরাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া বারংবার কবলিত করিবে। যাহারা সভামধ্যে আপনাকে ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল ও যাহারা আপনাকে উপেক্ষা

করিয়াছিল, তাহাদিগের মন্তক ছেদন করিয়া শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিবে ; ইহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে ঐ সকল শৌর্য্যশালী মহারথ যোদ্ধাগণকে বরণ করিলে তাঁহারা বাস্তবদেবকে অগ্রসর করিয়া আগমন করিবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রচ্যক্ষ, শাম্ব, যুয়ুধান, ভীম, নকুল, সহদেব, কৈকয়রাজপুত্র, দ্রুপদপুত্রগণ ও মৎস্যরাজ এই সকল মহাত্মা অজেয় ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাদীর জাতক্রোধ হইয়া উন্নতকেশর কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া যখন সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সমরমাগরে অবতরণ করিবেন, তখন কোন্ জিজীবিষুব্যক্তি ইহাদের সন্মুখীন হইবে ?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সারথ্যে ! বিদুর দ্যুতকালে আমাকে কহিয়াছিল, হে নরেন্দ্র ! যতপি আপনারা পাণ্ডবগণকে দ্যুতে পরাজিত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুলের শোণিত প্রবাহী মহাভয়ঙ্কর অন্তকাল উপস্থিত হইবে ! এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিদুরের সেই সকল কথাই প্রসবোন্মুখী হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইলেই ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রলোকাভিগমন পক্ষাধ্যায় সমাপ্ত।

নলোপাখ্যান পৰ্বাধ্যায় ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা পার্থ অস্ত্র লাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহারাজ! মহাত্মা পার্থ অস্ত্র লাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা কৃষ্ণার সহিত একান্ত দুঃখিত মনে নবীন তৃণাচ্ছন্ন নির্জন প্রদেশে উপবেশন-পূর্বক ধনঞ্জয়বিরহ-জনিত সন্তাপে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে পার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তব্রিয়োগ-জনিত দুঃখ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত অভিভূত করিতে লাগিল।

এই অবসরে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্যরাজ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জুনই আপনার নিদেশানুসারে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিয়াছে। সেই অর্জুনেতেই আগাদিগের প্রাণ সমর্পিত আছে; অর্জুন বিনষ্ট হইলে সমস্ত পাঞ্চাল, সাত্যকি, বাসুদেব ও আমরা পুত্রদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইব। ধর্ম্মাত্মা অর্জুন অস্ত্র লাভ করা সান্তিশয় ক্রেশের বিষয় পর্যালোচনা করিয়াও কেবল আপনার আদেশানুসারে

তদুদ্দেশ্যে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা এক্ষণে দুঃখের বিষয় আর কি আছে।

হে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অর্জুনের বাহুবল আশ্রয় করিয়াই আমরা রণস্থলে শত্রুদিগকে পরাজিত ও পৃথিবীকে অধিকৃত বিবেচনা করি। আমি তাহার প্রভাব জানিয়াই তৎকালে সভামধ্যে সৌবলসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করি নাই। আমরা ভূজবীৰ্য্য-সম্পন্ন হইয়াও কেবল বাসুদেবের প্রতিমেধ বাক্যে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণপ্রভৃতি শত্রুগণকে হনন করিয়া স্বীয় বাহুবলে সমাগরা বহুমুদ্রাকে শাসন করিতে পারি। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও কেবল আপনার দ্যুত ক্রীড়ার দোষে ঈদৃশ দুর্বলতাপ্রসূত হইয়াছি; ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বালক হইয়াও এক্ষণে সামন্তদত্ত ধনলাভে বলিষ্ঠ হইয়াছে।

হে রাজন্! আপনার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই আবশ্যিক; কিন্তু বনবাসী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। পাণ্ডবেরা কহিয়াছেন, রাজ্য রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; আপনিও তদ্রিময়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসনরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। আমরা এক্ষণে বন হইতে প্রতিগমন-পূর্বক জনার্দনকে আনয়ন করিয়া দ্বাদশ বংশের অতীত হইবার পূর্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিব। আমি সৌবল সমভিব্যাহারী মৈন্তব্যূহপরিবৃত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিযোদ্ধাদিগকে বলপূর্বক শমনসদনে প্রেরণ করিব। এইরূপে সমুদায় প্রশংসিত

হইলে, আপনি পুনরায় বনে আগমন করিবেন। ইহা করিলে আর দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্তর আমরা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনিস্কৃত হইয়া স্তরসদনে গমন করিব। যদি আপনি বালিশ, দীর্ঘসূত্রী ও ধর্মপরায়ণ না হন, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা হইতে পারে।

হে মহারাজ ! ইহা নির্ণীত আছে যে, কপটচারী ব্যক্তিকে ছলনারা বিনাশ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই, আর ধাম্বিকেরাও ধর্মতঃ ঐরূপ কহিয়া থাকেন। এক্ষণে আগাদিগকে এক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইবে; কিন্তু বেদবাক্যে নিরূপিত আছে যে, এক অহোরাত্র সংবৎসর তুল্য, আপনি উহা প্রমাণ বোধ করেন, তবে আর এক দিবস অতীত হইলেই ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হয়; তাহা হইলে সানুচর দুর্গোপধনের নিধনকাল উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি দ্যুতাসক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা এই অজ্ঞাত চর্য্যায় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি; স্ততরাং এক্ষণে দুর্গোপধন সমাগরাধার একাধিপত্য করিতেছে।

পৃথিবীতে এমনি নির্জ্ঞান স্থান নাই, যথায় বাস করিলে সেই দুষ্টিমতি দুর্গোপধন চর দ্বারা আগাদিগের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে। যদি সেই নীচ প্রকৃতি দুর্গোপধন কোন প্রকারে এই বনবাস-বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কোন প্রকার ছল করিয়া আগাদিগকে প্রত্নাজিত

করিবে। আর যদি অজ্ঞাত বাসের নিয়মিত কাল অতীত হইলে জানিতে পারে, তবে পুনরায় আপনাকে দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিবে; অনন্তর আপনি দ্যুতে আসক্ত হইলে, সেই পাপমাত আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরিশেষে পুনরায় বনবাসী করিবে।

মহারাজ ! যদি আপনি আগাদিগকে দীনভাবাপন্ন করিতে বাসনা নাকরেন, তাহা হইলে অনন্যকর্মা হইয়া যাবজ্জীবন বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। কপটচারীকে ছলপূর্ব্বক সংহার করিবে, ইহাই ব্যবস্থাপিত আছে। যেমন হতাশন সমীরণসহকারে তৃণরাশিকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ আমি বলপূর্ব্বক দুর্গোপধনকে বিনাশ করিব। আপনি এবিষয়ে অনুমোদন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্তকাষ্মাণ-পূর্ব্বক সাস্ত্রনা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে অর্জ্জুনের সহিত তুমি অবশ্যই পাপমতি দুর্গোপধনকে বিনাশ করিবে। তুমি বলিতেছ, কাল আগত, কিন্তু আমি উহা বলিতে অসমর্থ; কারণ অণুমাত্র মিথ্যাও আমার হৃদয়ে বাস করিতে পারে না। তুমি অনুচরবর্গের সহিত পাপপরায়ণ দুর্গোপধনকে ছল প্রকাশ না করিয়াও বিনাশ করিতে পারিবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে মহর্ষি রুহদম্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ কুন্তী-

নন্দন ভগবান্ বৃহদশ্বকে অভ্যাগত দেগিয়া শাস্ত্রানুসারে মধুপর্ক দ্বারা অর্চনা করিলেন । অনন্তর তাঁহাকে স্তম্ভাশীন ও গতক্রম বিবেচনা করিয়া দীন বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! নিকারপর ও অক্ষৌবিদ ধূর্তেরা আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যুত প্রসঙ্গে আমার রাজ্য ও ধন সমস্ত অপহরণ করিয়াছে । আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নাই ; এ নিমিত্ত ঐ পাপাত্মারা ছলপূর্বক আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্যাকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল । পরে পুনরায় আমাকে দ্যুতে পরাজয় করিয়া অজিন পরিধাপনপূর্বক নিদারুণ অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয়াছে । আমি এক্ষণে সেই দ্যুতবিষয়ক অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত মনে অরণ্যে বাস করিতেছি । দ্যুতারস্ত্র অবধি বন্ধুবান্ধবেরা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অগাপি আমার হৃদয়মন্দিরে জাগরুক হইয়া প্রতিদিন যামিনীযোগে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে । যে অর্জুনের প্রতি আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সেই মহাত্মা সমরবিজয়ী অর্জুন ব্যতিরেকে আমরা গতাস্ত্রের ন্যায় কালযাপন করিতেছি । আমি কোন্ দিন গৃহীতাস্ত্র প্রিয়বাদী অর্জুনকে পুনরাগত দেখিতে পাইব ? হে ভগবন্ ! আপনি এই ভূমণ্ডলে কি মাদৃশ হতভাগ্য কোন রাজাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন ? আমার বোধ হইতেছে যে, আমাপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কহিতেছেন যে, আমাপেক্ষা দুঃখিত ব্যক্তি

আর কেহই নাই ; এস্থলে আমি আপনার অপেক্ষাও দুঃখী অপর ধরাপতির উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ করুন । যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আমার তুল্য দুঃখ-বস্থাগ্রস্ত কোন রাজা থাকেন, তবে বলুন ; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপন অপেক্ষা দুঃখিত এক ক্ষিতিপালের উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, আপনি ভ্রাতৃ-বর্গের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক মহাপাল ছিলেন ; তাঁহার নল নামে স্বর্ম্মার্থ-কোবিদ এক পুত্র জন্মে । সেই নল-রাজ স্বীয় ভ্রাতা পুঙ্কর-কর্তৃক ছলপূর্বক দ্যুতে পরাজিত হইয়া দুঃখিত মনে ভার্যার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন । তৎকালে বন্ধুবান্ধব ভ্রাতা, দাস ও রথ প্রভৃতি কিছুই তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল না, কিন্তু আপনি দেবতুল্য মহাবীর ভ্রাতৃবর্গ ও ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে শোকাকুল হইবেন না । যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপনার মুখে মহাত্মা নল-রাজের চরিত্র সর্বিস্তরে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহা বর্ণন করুন ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! নিষধ দেশে বীরসেনস্ত্র নল নামে পরম রূপবান্ সর্বগুণাশ্রিত এক নরপতি ছিলেন ।

তিনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্ৰের ঋায় ভূপতি-
গণের অগ্রগণ্য, তেজঃপ্রভাবে প্রভাকরের
ঋায় সর্বোপরি বিরাজমান, অশ্ব পরীক্ষায়
দক্ষ, ব্রহ্মপরায়ণ ও বেদবেত্তা। দ্যুত-
ক্রীড়ায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল।
তিনি অতি উদারস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী,
জিতেন্দ্রিয়, সকল ধনুর্দরের শ্রেষ্ঠ ও
নরনারীগণের অভিষ্ট ছিলেন ও সাক্ষাৎ
মমুর ঋায় প্রজারঞ্জন করিতেন।

বিদর্ভ দেশে ভীমপরাক্রম ভীম নামে
সর্বগুণ মণ্ডিত এক মহীপাল ছিলেন। তিনি
নিঃসন্তান, স্তবরাং সন্তান লাভের নিমিত্ত
নিরন্তর যত্ন করিতেন। এইরূপে কিয়দিন
অতীত হইলে, একদা দমন নামক ব্রহ্মর্ষি
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা
মহিমীর সহিত সন্তান কামনায় বিবিধ উপ-
চারে তাঁহাকে অর্চনা করিয়া সন্তুষ্ট করি-
লেন। মহর্ষি দমন নৃপতিবিহিত উপচারে
প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ !
আমার বরপ্রভাবে তোমার এক কন্যারত্ন
ও তিনটি কুমার জন্মিবে। ইহা বলিয়া
ব্রহ্মর্ষি দমন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।
অনন্তর রাজার দম, দাস্ত ও দমন নামক
সর্বগুণালঙ্কৃত মহাবল পরাক্রান্ত তিন পুত্র
ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। সেই
কন্যা অসামান্য রূপলাবণ্য, তেজঃ ও যশ-
দ্বারা সৌভাগ্যশালী লোকদিগের মধ্যে উৎ-
কর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিবর্দ্ধিত
হইয়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, শত শত
দাসী ও সখীগণ শচীর ঋায় তাঁহার পরিচর্যা
করিতে লাগিল। যেমন সৌদামনী কাদ-

শ্বিনীর মধ্যে শোভামান হয়, তদ্রূপ সর্বদা-
ভরণভূমিতা দময়ন্তী তখন সখীগণ মধ্যে
শোভমান হইলেন। তিনি লক্ষ্মীর ঋায়
অলোকসামান্যরূপলাবণ্য-সম্পন্ন। আয়ত-
লোচনা ছিলেন। দেব, যক্ষ, মনুষ্য বা
অন্তান্ত লোকমধ্যে ও এতাদৃশ রূপবতী রমণী
কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দময়ন্তীকে
দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হইত, অধিক কি
দেবরুন্দ্রেরাও তাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া গণনা
করিতেন। - নরশাঙ্গী নলের তুলনা
পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহাকে দেখিয়া
বোধ হয়, যেন অনঙ্গদেব অশ্ব পরিগ্রহ
করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই
নিমিত্ত সকলে কুতূহল পরিত্যক্ত হইয়া
দময়ন্তীসমীপে নলের প্রাশংসা ও নলের
সমীপে দময়ন্তীর প্রাশংসা করিত। তখন
পরস্পর পরস্পরের গুণানুবাদ শ্রবণ
করিলে, অদৃষ্টচর ভগবান্ রতিপতিও
সেই অবকাশে তাহাদিগের হৃদয়শায়ী
হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

নল-রাজ হৃদয়ে কন্দর্পভার ধারণ
করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তপুরোপকণ্ঠে
নির্জন ক্রীড়াকাননে বাস করিতে লাগিলেন।
ইতিমধ্যে সেই বনে স্বর্ণপক্ষ-পরিচ্ছদ
কতকগুলি হংসকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে
দেখিয়া তাহাদের অন্যতম একটি হংসকে
স্বহস্তে ধরিলেন। হংস তৎক্ষণাৎ নলকে
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে
রাজন্ ! আপনি আমাকে বধ করিবেন
না ; আমি প্রাণপণে আপনার প্রিয় কার্য্য
সাধন করিব। আমি দময়ন্তীসম্মিধানে

আপনার কথা উত্থাপন করিয়া একরূপ গুণানুবাদ করিব, বাহাতে তাঁহার অন্তঃ-
করণ অনানুপূরুষাভিলাষী হইয়া নিরন্তর
আপনাতে সাতিশয় অনুরক্ত থাকে । নল-
রাজ হংসের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে বিশ্বস্ত
হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ
করিলেন ।

অনন্তর হংসেরা নভোগণ্ডে উড়্‌ডীন
হইয়া বিদর্ভ নগরাভিমুখে গমন পূর্বক ক্রমে
ক্রমে দময়ন্তী সন্ধিধানে অবতীর্ণ হইল ।
সঙ্গীগণ-পরিবৃত্তা দময়ন্তী তাহাদিগের
লোকাতিগ রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া
অস্টান্তঃকরণে সঙ্গর গমন করিবার উপক্রম
করিলেন । পরিচারিকারা সকলে ধরিবার
নিমিত্ত হংসদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান
হইলে, তাহারা ভীতপ্রায় হইয়া প্রমদাবনের
ইতঃস্তুতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল । ইত্য-
বসরে দময়ন্তী যে হংসের অনুসরণ করিতে-
ছিলেন, সেই হংস মনুষ্যাবাক্যে দময়ন্তীকে
সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রাজকুমারি !
নিগম দেশে নল নামে এক মহীপাল আছেন ।
তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার-সদৃশ ; মর্ত্য লোকে
তাঁহার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই ।
যদি আপনি তাঁহার মহিমী হইতে পারেন,
তাহা হইলে আপনার জন্ম সফল ও সৌন্দর্য্য
সার্থক হয় । আগরা দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য,
ঊরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিরীক্ষণ
করিয়াছি, কিন্তু নলের তুল্য রূপলাবণ্য-
সম্পন্ন পুরুষকুত্রাপি অবলোকন করি নাই ।
তুমি অবলাগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, নল-
রাজ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ; অতএব তাঁহার সহিত

আপনার মিলন হইলেই পরম সৌভাগ্যের
বিষয় হয় ; যেহেতু উৎকৃষ্টের সহিত উৎ-
কৃষ্টের সম্ভ্রতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হইয়া
থাকে, সন্দেহ নাই । দময়ন্তী হংস কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে
মরালবর ! তুমি অবিলম্বে এই কথা নলের
কর্ণগোচর কর । হংসা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া
দময়ন্তীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক নিম্ন-
দেশে উপস্থিত হইয়া নলসন্ধিধানে আত্মো-
পান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! দময়ন্তী
হংসগুণে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নল-
বিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন ।
তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডু-
বর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি নলচিন্তায় নিতান্ত
নিমগ্ন হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরি-
ত্যাগ করিতে লাগিলেন । কখন বা উর্দ্ধে
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধ্যান করিতেন ; কখন
কন্দর্পবাণে আহত হইয়া বিচেতনপ্রায় হই-
তেন ; কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায়
বোধ হইত । শয়নাশন ও অগ্ন্যান্ন বিষয়োপ-
ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না ।
নিদ্রা সহচরী কি দিবা, কি বিভাবরী কোন
সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলম্বিনী হইত
না । তিনি কেবল অনবরত বিগলিত বাম্পা-
কুল লোচনে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন
করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহার সখীগণ
আকার ইঙ্গিতদ্বারা বিলক্ষণ বিরহ লক্ষণ
নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ভীমের নিকট

সমুদায় রত্নান্ত নিবেদন করিল। বিদর্ভাধিপতি সখীগুণে স্বীয় দুহিতার অস্বাস্থ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, এক্ষণে কি করি, এ এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত ; দময়ন্তী সহসা কেনই বা অসুস্থপ্রায় হইল। পরে তনয়াকে যৌবনসীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া শীঘ্র স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করাই কর্তব্য ; ইহা নিশ্চয় করিলেন।

অনন্তর বিদর্ভাধিপতি স্বীয় তনয়ার স্বয়ম্বরসংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভূপালেরা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর রত্নান্ত শ্রবণ করিয়া ভীমের আদেশানুসারে তৎসম্মিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মাতঙ্গগণের রংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষ্য রব ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বিচিত্রে মাল্য ও বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মনোহর সৈন্যমণ্ডলী দিগ্বাঙল আচ্ছন্ন করিল। অভ্যাগত ভূপালেরা মহাবাহু ভীম-কর্তৃক বিবিধ উপচারে যথাযোগ্য পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ পর্বত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন-পূর্বক ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সৎকার করিয়া উভয়ের সর্বাঙ্গীন কুশল ও সর্বস্থানগত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, হে দেবরাজ ! আমরা কুশলে আছি এবং ত্রিলোকগত ভূপালগণেরও মঙ্গল। ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবর্ষে ! যে সকল ধর্ম-পন্নায়ণ ধরাপতির জীবিতাশা পরিত্যাগ-

পূর্বক সমরে পরাধীন হইয়া শস্ত্র গ্রহারে নিধন প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মদীয় কামধুক স্বরলোক সদৃশ অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই সকল মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা কোথায় ? আমি বহুদিবস সেই সকল প্রিয়তম অতিথিদিগকে এস্থানে আসিতে দেখি নাই। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে দেবরাজ ! আপনি যে কারণে তাঁহাদিগকে এখানে অবলোকন করিতে পান না, তাহা শ্রবণ করুন। বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী নাম্নী কন্যা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত ললনাগণকে অতিক্রম করিয়াছে। আজি শুনিলাম, তাহার স্বয়ম্বর অতিশীঘ্রই সম্পন্ন হইবে ; এই নিমিত্ত রাজা ও রাজকুমারেরা কায়মনোবাক্যে সেই লোকললাম-ভূতা কন্যারত্ন কামনা করিয়া দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় গমন করিতেছেন। স্ততরাং সমরানল তাঁহাদিগের স্বর্গলাভের সহিত একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে লোকপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদমুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বররত্নান্ত শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হর্ষ ও সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে দেবর্ষে ! আমরাও দময়ন্তীস্বয়ম্বরে গমন করিব। অনন্তর তাঁহারাও স্বীয় গণ ও স্ব স্ব বাহন-সমভিব্যাহারে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নল রাজও দময়ন্তী-স্বয়ম্বরোদ্দেশে রাজসমাগম শ্রবণ করিয়া

অদীন গনে ভৈমী লাভপ্রত্যাশায় তথায়
প্রস্থান করিলেন। অন্তরীক্ষগামী-দেবগণ
রূপে রতিপতি ও তেজে দিনপতির ন্যায়
বিরাজমাননলরাজকে ধরাপৃষ্ঠে অবলোকন
করিয়া বিশ্বয়াবিস্ট চিত্তে কিংকর্তব্যনিমূঢ়
হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিমান-
বেগ প্রতিরোধ-পূর্বক গগনমণ্ডল হইতে
অবতীর্ণ হইয়া নলকে সম্বোধনপূর্বক
কহিলেন, হে নিমধরাজেন্দ্র! তুমি
ধর্মপারায়ণ ও সত্যপ্রিয়; অতএব দৌত্য-
কর্ম স্বীকার করিয়া আগাদিগের সাহায্য
কর।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নল-রাজ
‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গী-
কার-পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আপনারা কে? আর আমি যাঁহার
দৌত্য কর্ম স্বীকার করিলাম, ঐ মহাত্মাই
বা কে? এবং আপনাদিগের কোন্ কার্য
সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও অনুগ্রহ-
পূর্বক আনুপূর্বিক সমুদয় বর্ণন করুন।
নল-কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ইন্দ্র
কহিলেন, আমরা দেবতা; দময়ন্তীর
নিমিত্ত মর্ত্য লোকে আগমন করিয়াছি।
আমি ত্রিংশাদিগের ইন্দ্র, ইনি অগ্নি,
উনি জলেশ্বর বরুণ আর ইনি মনুষ্যের
জীবনাস্থকারী অন্তক, এক্ষণে তুমি
দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা
নিবেদন করিবে যে, “মহেন্দ্র প্রভৃতি-
লোকপালগণ স্বদায় কর-গ্রহণাভিলাসে

সভায় আগমন করিতেছেন, তুমি তাঁহা-
দিগের অন্যতমকে পতিত্ব বরণ কর”।
নিমধরাজ ইন্দ্র-কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে
লোকপালগণ! আপনাদিগের যেরূপ
উদ্দেশ্য, আমিও সেই উদ্দেশ্যে সংসাধনার্থ
উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সেই
কর্ম সম্পাদনার্থ দূতরূপে নিয়োগ করা
আপনাদিগের নিতান্ত অবিধেয়; আর যে
পুরুষ স্বয়ং স্ত্রীরঙ্গ লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে,
সে কদাচ অন্তের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে
পারে না। অতএব আপনারা এক্ষণে
আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা কহি-
লেন, হে নৈমধ! তুমি পূর্বের অঙ্গীকার
করিয়া এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত অঙ্গীকার
করিতেছ, তুমি অনতিবিলম্বে প্রস্থান কর।
নল-রাজ কহিলেন, হে লোকপালগণ!
শত শত রক্ষকেরা ধৃতাস্ত্র হইয়া নিরন্তর
দময়ন্তীর গৃহ রক্ষা করিতেছে, আমি কি
রূপে তথায় প্রবেশ করিব। দেবরাজ
কহিলেন, হে নৈমধ! তুমি আমার প্রভাবে
অনায়াসে তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে,
কোন শঙ্কা বা ভয় নাই।

অনন্তর নিমধাধিপতি ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া
দময়ন্তী-নিকেতনে গমন করিলেন। তথায়
উপনীত হইয়া দেখিলেন, দময়ন্তী সখীগণ-
পরিবৃত্তা হইয়া স্বীয় অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা
দেদীপ্যমান হইতেছেন, বোধ হইল যেন,
তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে শশধরের বিমল
প্রভাকে মলিন করিতেছেন। নল রাজা
সেই যক্ষুমারী রাজকুমারীকে নয়নগোচর

করিয়াই অনঙ্গশরে জর্জরীভূত হইলেন ; কিন্তু সত্য প্রতিপালনের নিমিত্ত তাহা তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিলেন । অঙ্গনারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্ত ও তদীয় তেজঃ প্রভাবে অভিভূত হইয়া অস্তে ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বিশ্বয়াবেশ প্রকাশপূর্বক প্রসন্ন মনে পরস্পর তাহার বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল ; কিন্তু তৎসম্মিথানে কেহই বাঙ্ক্ষিপ্পত্তি না করিয়া কেবল মনে মনে তাঁহারই অর্চনা করিল । তাহারা নলের অদ্বুত রূপলাবণ্য ও ধৈর্য্য গান্ধীর্ঘ্য সন্দর্শনে মনে করিল, ইনি দেবতা বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবেন । কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না ; প্রত্যুত তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া লজ্জায় নত্রমুখী হইয়া রহিল ।

অনন্তর স্মিতপূর্বাভিভাষিণী দময়ন্তী বিস্মিত মনে সহাস্র বদনে নলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি কে ? আর কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিয়াছেন ? আমি আপনাকে অবলোকন করিয়া মদনবাণে একান্ত আহত হইতেছি । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ ! সাতিশয় প্রচণ্ড-প্রতাপ ও যমোপম গ্রহরীরা নিরন্তর আমার গৃহ রক্ষা করিতেছে ; আপনি অলঙ্কিত হইয়া কি প্রকারে এস্থলে আগমন করিলেন ? নল-রাজ কহিলেন, হে কল্যাণি ! আমি দেবদূত । দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম ইহারা তোমাকে অভিলাম করেন, তুমি তাঁহাদিগের অন্ত-

তমকে পতিত্ব বরণ কর । আমি তাঁহাদিগেরই প্রভাববলে অলঙ্কিত হইয়া পূর্ব-প্রবেশ করিয়াছি । প্রবেশকালে আমাকে কেহই সন্দর্শন বা নিবারণ করে নাই । হে শোভনে ! দেবগণ আমাকে এই নিমিত্তই প্রেরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে তুমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় কর ।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৃহদক্ষ কহিলেন, মহারাজ ! দময়ন্তী মনে মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া সাহস্র বদনে নল রাজকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার একান্ত অধীন ও আমার যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তাহা সকলই আপনার বোধ করিবেন । এক্ষণে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক যাহা আদেশ করিবেন, বিশ্বস্ত মনে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব । আমি হংসমুখে আপনার অনন্তসাধারণ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত সন্তপ্ত হইয়া কালযাপন করিতেছি । হে লোকনাথ ! কেবল আপনার নিমিত্তই এই স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছি । এক্ষণে আপনি যদি একান্ত প্রণয়পরাদীন এই অবলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আপনার নিমিত্তই বিম ভক্ষণ, অগ্নি বা জলপ্রবেশ অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই । নল-রাজ দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, স্তম্ভরি ! লোকপালগণ বরণাভিলাষী হইয়া বিচ্যমান থাকিতেও তুমি কি কারণে মনুষ্যকে অভিলাম করিতেছ ?

আমি স্বষ্টিস্থিতিকারক লোকপালগণের পদধূলিরও তুল্য হইতে পারি না ; অতএব তুমি তাঁহাদিগকেই ভজনা কর। দেবগণের বিপ্রিয়াচরণ করিলে মনুষ্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে ; অতএব তুমি তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার প্রাণ-রক্ষা কর। তুমি দেবগণকে বরণ করিলে উত্তম পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, বিচিত্র দিব্য'মাল্য ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে পারিবে। দেখ, যিনি ঐই পৃথিবীকে একেবারে কবলিত করিতে সমর্থ হন, কোন্ রমণী সেই ছতাপনকে প্রার্থনা না করে ? যাঁহার দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া প্রাণি-গণ ধম্মারাদনা করিয়া থাকে, কোন্ রমণী সেই দণ্ডধরকে অভিলাষ না করে ? যিনি দৈত্যদানবগণের হর্তা, সুরসমূহের পাতা ও ধর্ম্মের রক্ষিতা হইয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, কোন কামিনী সেই মহেন্দ্রকে বাসনা না করে ? এক্ষণে আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অশঙ্কিত মনে লোকপালগণের মধ্যে বরুণকে বরণ করিতে পার।

তদনন্তর দময়ন্তী শোকজনিত বাষ্প-বারিপরিপ্লুত লোচনে দীন বচনে কহিলেন, মহারাজ ! দেবগণকে নমস্কার ; সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব, ইহা বলিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাজলি হইয়া রহিলেন। তখন নল-রাজ কহিলেন, হে সুলোচনে ! আমি দেবগণের দৌত্য কার্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি ; সুতরাং তাঁহা-

দিগের নিকট অঙ্গীকার ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত যত্ন করিয়া এক্ষণে কি রূপে স্বার্থ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমার দৌত্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বার্থ সাধনের কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণে সন্মত হইতে পারি। তখন দময়ন্তী বাষ্পাকুল লোচনে গদগদবচনে কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আমি এক নিরপায় উপায় অবধারণ করিয়াছি, উহা দ্বারা আপনি নির্দোষ হইতে পারিবেন। আপনি ও পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ একত্রিত সমবেত হইয়া মদীয় স্বয়ম্বরমন্ডায় আগমন করিবেন। অনন্তর আমি লোকপালগণসমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব ; ইহা হইলে আর দোষোদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

নল-রাজ বৈদর্ভী-কর্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক পুনরায় সুর-গণ সন্নিধানে আগমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া দময়ন্তী সংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে নল ! তুমি কি দময়ন্তীকে দর্শন করিয়াছ ? সে আনাদিগের বাক্যে যেরূপ প্রত্যাশার প্রদান করিয়াছে, তাহা আত্মোপাস্ত সমুদায় বর্ণন কর। নল-রাজ কহিলেন, হে লোকপালগণ ! আমি আপনাদিগের নিদেশানুসারে স্ববির দণ্ডধারী-পরিবৃত্ত সুবিস্তীর্ণ কক্ষাসঙ্গত কুমারীপুরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশকালে আপনাদিগের প্রভাব-বলে আমাকে দময়ন্তী ব্যতিরেকে আর

কেহই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই । পরে আমি পুরমধ্যে দময়ন্তীর সখীগণকে অবলোকন করিলাম ; তাহারাও তৎক্ষণাৎ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে অবাক হইয়া রহিল । অনন্তর আমি দময়ন্তী সম্মিথানে আপনাদিগকে উল্লেখ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলাম । দময়ন্তী আপনাদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াও আমাকে বরণ করিবে, এরূপ কৃতসংকল্প হইয়া কহিয়াছে যে, আপনি দেবগণ সমভিব্যাহারে আমার স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন । আমি তাঁহাদিগের সমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব । তাহা হইলে আপনাকে দোষভাগী হইতে হইবে না । হে লোকপালগণ ! আমাকে দময়ন্তী যে সকল কথা কহিয়াছে, আমি তাহা অবিকল কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয় করুন ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ভীম শুভ কাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে মহীপাল-গণকে স্বয়ম্বরসভায় আহ্বান করিলেন । পার্থিবেরা রাজসম্বেশ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া দম-য়ন্তী-লাভ-লোভে, তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত স্নগন্ধি মাল্য-ধারী ধরাপতিগণ কনকস্তম্ভ-সংযুক্ত তোরণ-রাজি বিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বহু-

বিধ বিচিত্র আসনে আসীন হইলেন । যেমন ব্যাত্রসমূহে গিরিগুহা ও ভুজঙ্গমগণে ভগ-বতী ভোগবতী সম্পূর্ণ হন, তদ্রূপ সেই সমিতিগণও ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল । তথায় রাজপুরুষদিগের চিকণ মনোহর অর্গলতুল্য পীন ভুজবৃগল পঞ্চশীর্ষ ভুজগের ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইতে লাগিল । যাদৃশ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ শোভমান হয়, তদ্রূপ কচনিচয়-চুম্বিত, সূচাক্ষু নয়নালঙ্কৃত, নাসাপুটমণ্ডিত পার্শ্বদিগের মুখমণ্ডল সকল বিরাজমান হইতে লাগিল ।

অনন্তর দময়ন্তী স্বীয় প্রভাপ্রভাবে ভূপালগণের নয়নমনঃ অপহরণ করিয়া রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন । রাজগণ নির্ণিমেষ লোচনে রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদিগের চক্ষুঃ ক্ষণ-কালের নিমিত্তেও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না । পরে অধিকৃত লোকেরা ভূপাল-গণের নামোল্লেখ করিতে লাগিল । এই অবসরে ভীমছুহিতা দময়ন্তী নির্বিশেষাকার পুরুষপঞ্চক নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্দি-হান হইয়া নল রাজকে নিরূপণ করিতে পারিলেন না । তিনি তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাকে অবলোকন করিলেন, তাঁহা-রই প্রতি নলভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল । তখন দময়ন্তী অসীম চিন্তামাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া মনে করিলেন, আমি কিরূপে দেব-গণকে জানিতে পারিব ও নল রাজাকেই বা কিপ্রকারে নিরূপণ করিব, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে স্ববিরপরম্পরায়

ঐতপূর্ব দেবচিহ্নের বিষয় সহসা তাঁহার মনোগম্ভে উদ্ভিত হইল । কিন্তু তিনি ভূত-লস্ব সেই পক্ষ পুরুষের মধ্যে কাঁহাকে ও তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাইলেন না ।

তিনি এইরূপে বারংবার নানাপ্রকার বিচার করিয়াও নিঃসন্দেহ হইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাক্যমানে দেবগণকে নমস্কার করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাজলিপুটে কহিলেন, আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি ; অতএব হে দেবগণ ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন । আমি অণু পুরুষগামিনী হইয়া জ্ঞানতঃ পাপচারিণী না হই ; অতএব হে স্বরগণ ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন । দেবতার নররাজকেই আমার পতিরূপে নির্ণীত করিয়াছেন ; অতএব হে দেবগণ ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন । আমি নললাভের নিমিত্ত ত্রতানুষ্ঠান করিতেছি ; অতএব হে দেবগণ, এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করুন । আপনারা স্বীয় আকার স্বীকার করিলেই আমি পুণ্যলোক নল ভূপতিকে নিরূপণ করিতে পারিব ।

দেবগণ দময়ন্তীর এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া নলেতেই ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ, মনোবিশুদ্ধি, বুদ্ধি ও ভক্তি দৃঢ়রূপে সংস্কৃত হইয়াছে বোধ করিয়া, স্বীয় স্বীয় চিহ্ন ধারণ করিলেন । তখন দময়ন্তী, স্বেদবিন্দু-বিরহিত, স্তব্ধনেত্র, অগ্নান-পরাগশূন্যমাল্যধারী, ভূতলম্পর্শশূন্য

ও শূন্যাসনোপবিষ্ট স্বরগণ ও নিমেষযুক্ত-নেত্র, স্নান ও পরাগসহকৃত মাল্যধারী, ছায়াশূন্যতকায়, স্বেদসমম্বিত ভূপৃষ্ঠোপরি পুণ্যলোক নলকে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত হইলেন ।

অনন্তর লজ্জাবনতমুখী বৈদম্ভী বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া বরমাল্য প্রদানপূর্বক নল-রাজকে পতিত্বে বরণ করিবামাত্র তত্রস্থ নর-পতিগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং দেব ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলের-বহুবিধ-প্রশংসা-পূর্বক সাধুবাদ প্রদান করিয়া উঠিলেন । নর-রাজ প্রীত ও প্রসন্ন মনে দময়ন্তীকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, হে কল্যাণি ! তুমি স্বরগণ-সম্মিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্তা ও বচনানুবর্তী হইলাম । সত্যই কহিতেছি, আমি যত দিন জীবন ধারণ করিব, ততকাল তোমারই প্রণয়পরবশ হইয়া থাকিব । দময়ন্তীও নিমগ্নাধিপতিকে ঐরূপ প্রণয় সম্ভাষণপূর্বক সান্তিশয় অভিনন্দন করিলেন ।

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া হৃতাশনপ্রমুখ দেবগণকে অবলোকন-পূর্বক মনে মনে তাঁহাদিগেরই শরণ গ্রহণ করিলে, লোকপালগণ প্রস্তুত মনে নল রাজাকে আটটি বর প্রদান করিলেন । শচীপতি ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নল ! তুমি বরপ্রভাবে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন ও চরণে পরম গতি লাভ করিবে । অগ্নি কহিলেন, হে নৈষধ ! তুমি যথায় অভিলাষ করিবে, তথায় আমি আবির্ভূত হইব, এবং

আত্মসদৃশ লোক সকল দান করিব। যম কহিলেন, হে নল ! যদৃচ্ছাক্রমে রক্ষন করিলে তাহা সুস্বাদু হইবে ও তোমার ধর্মনিষ্ঠাও অবিচলিত হইয়া থাকিবে। বরুণ কহিলেন, হে নল ! তুমি যথায় ইচ্ছা করিবে, তথায়ই আবির্ভূত হইব এবং এই চিরস্থায়ী স্নগন্ধি মাল্য গ্রহণ কর। এইরূপে লোকপালগণ বর দান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে, নৃপতিগণ নলদময়ন্তীর বিবাহ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রাতিগমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ ভীম প্রীত মনে স্বীয় তনয়ার বৈবাহিক কার্য সম্পাদন করিলে, নল রাজা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় কিয়দ্বিঘ্ন বাস করিয়া ভীমের আদেশানুসারে স্বকীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে যাদৃশ দেবরাজ শচীর সহিত আগোদ করেন, সেইরূপ নল-রাজ রমণীর হৃদয়স্তীকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আগোদ প্রগোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া হৃষ্ট মনে ধর্মমার্গানুসারে রাজকার্য পর্যালোচনা করিয়া প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিলেন। পরে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে পরম রমণীয় বন ও উপবনে অভিলাষানুসারে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে, মহারাজ নল দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা লাভ করিলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে বসুধাধিপতি নৈমধ্য যাগ যজ্ঞ

সম্পাদন-পূর্বক বিহার করিয়া বসুপুর্ণ বসুধাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করিলে, লোকপালের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন ; পৃথিমধ্যে তাঁহাদিগের সহিত কলি ও দ্বাপরের সাক্ষাৎ হওয়াতে দেবরাজ কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলে ! তুমি দ্বাপর-সমভিব্যাহারে কোথায় গমন করিতেছ ? কলি কহিল, দেবরাজ ! আমার মনঃ দময়ন্তীর প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছে ; অতএব স্বয়ম্বরে তাঁহাকে লাভ করিব বলিয়া গমন করিতেছি। তখন সুরনাথ মহাশ্ব বদনে কহিলেন, হে কলে ! স্বয়ম্বরে যে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; ভীমনন্দিনী আগাদিগের সমক্ষে নল-রাজকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে। কলি দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আতমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিল, হে দেববৃন্দ ! দময়ন্তী দেবতা-দিগকে আতিক্রম করিয়া একজন মর্ত্যকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে ; অতএব তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করা উচিত। দেবতার কহিলেন, দময়ন্তীর অপরাধ নাই, সে আগাদিগের আজ্ঞানুসারে নৈমধ্যকে বরণ করিয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন নরপতিকে কোন্ কামিনী পতি বলিয়া স্বীকার না করিবে ?

বিবেচনা কর, যে ব্যক্তি নিখিল ধর্মের

অর্থান্ত্র, ত্রতানুষ্ঠান-তৎপর ও বেদ-চতুষ্ঠয় অধ্যয়ন করিয়াছে । দেবগণ যাহার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া সতত গৃহে বাস করিতেছেন ; যে ব্যক্তি ভ্রমেও মিথ্যা ব্যবহার করে না, সর্বদা অহিংসানিরত ও দৃঢ়ব্রত ; যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্বী, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছে ; সে ব্যক্তি কাহার না স্পৃহণীয় হয় ? সেই অশেষগুণাধার নল-রাজকে যে ব্যক্তি শাপ প্রদান করিতে উগ্ৰত হয়, সে আত্মাকেও শাপ প্রদান করিতে পারে ও আত্মহত্যাও তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না । তাদৃশ ব্যক্তিকে পরিণামে অতি ভয়ঙ্কর অগাধ নরকরূপ হ্রদে নিমগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই । দেব-তারা কলি ও দ্বাপরকে এই সকল কথা বলিয়া স্বরলোকে গমন করিলেন ।

অনন্তর কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দ্বাপর ! আমি কখনই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না ; যে রূপে হউক, নলে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দময়ন্তীর সহিত বিযুক্ত করিব ; তুমি তখন অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সহায়তা করিবে ।

একোনবিক্রিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, কলি দ্বাপরকে এই-রূপে বচনবদ্ধ করিয়া নলরাজের নিকট উপনীত হইল । তথায় প্রত্যহ ছিদ্রাঘেষণ-তৎপর হইয়া বহু কাল অতিবাহিত করিল । অনন্তর একাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদা

নল-রাজ মৃত্ত পরিত্যাগ-পূর্বক কেবল জলম্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিত পদে সন্ধ্যো-পাসনা করিতেছিলেন, এই অবকাশে কলি স্বাভিলম্বিত রন্ধু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল । কলি নলে আবিষ্ট হইয়া তদীয় ভ্রাতা পুষ্করসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিল, চল, নলের সহিত তোমাকে ক্রীড়া করিতে হইবে । তুমি মদীয় সাহায্যে অক্ষদ্যুতে নল-রাজকে পরাজয়পূর্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিষধ-গণের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবে ।

পুষ্কর কলি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃসম্মিধানে গমন করিলেন । এদিকে কলিও উৎকৃষ্ট অক্ষরূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল । পুষ্কর অক্ষক্রীড়ার্থ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে মনস্কী নল-রাজ অসহিষ্ণু হইয়া দময়ন্তীর সমক্ষে সময় নিরূপণ-পূর্বক দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি হিরণ্য, স্তবর্ণ, যান, বাহন ও বসন প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি পণ করিলেন, কলির প্রভাবে সকলেতেই পরাজিত হইতে লাগিলেন । বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দ্যুতমদে একান্ত উন্মত্ত দেখিয়া নিবারণ করিবার নিমিত্ত কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু-তেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না ।

অনন্তর মস্ত্রিপ্রমুখ পৌর জনেরা দ্যুতরোগগ্রস্ত রাজাকে সন্দর্শন ও দুর্ব্যব-সায় হইতে নিবারণ করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন । তখন সারথি দময়ন্তী-সম্মিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,

দেবি ! কার্যকুশল পৌর জনেরা রাজ-
দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহি-
য়াছেন । আপনি একবার মহারাজকে
সংবাদ প্রদান করুন যে, তাঁহার ব্যসনা-
সহিষ্ণু ধর্মার্থদর্শী প্রকৃতি সকল সাক্ষাৎ-
কার লাভ বাসনায় আগমন করিয়াছেন ।
দময়ন্তী সারথির প্রার্থনায় শোকাবেগে
নিতান্ত অভিভূত ও দুঃখে একান্ত ক্রমিত
হইয়া গদগদ বাক্যে রাজাকে নিবেদন
করিলেন, অয়ি নাথ ! রাজভক্তিপরায়ণ
মন্ত্ৰীপুরস্কৃত পৌরজনেরা তোমাকে দর্শন
করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন,
অতএব তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা
তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । রুচিরা-
পাক্ষী রাজ্ঞা এবংবিধ বিলাপ ও পরিতাপ
করিয়া বারংবার এই বিষয়ের অনুরোধ
করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কলি-কর্তৃক
এরূপ আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহিমীকে
কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারি-
লেন না । তখন পুরবাসী ও মন্ত্ৰীবর্গ,
রাজা একবারে অকর্মণ্য ও উৎসন্ন হইয়া-
ছেন বিবেচনা করিয়া, দুঃখিত চিত্তে লজ্জা
নন্দ্র মুখে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন ।
হে যুধিষ্ঠির ! এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত
নল-রাজ ও পুষ্করের দ্যুতক্রীড়া হইতে
লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই পুণ্যশ্লোক নল
নরপতি পরাজিত হইয়াছিলেন ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! দময়ন্তী
রাজাকে দ্যুতক্রীড়ায় উন্মত্ত ও হতজ্ঞান

নিরীক্ষণ করিয়া ভয় ও শোকে ব্যাকুল
হইয়া তাঁহার সেই কার্য্য অতি অনিষ্টকর
বিবেচনা করিতে লাগিলেন । তিনি
হতসর্বস্ব ভূপতির সেই অক্ষরূপ অনিষ্ট-
পাত অবলোকনপূর্বক তদীয় প্রিয়চিকীর্ষু
হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া বৃহৎসেনা
নান্দী পরিচারিকাকে কহিলেন, ধাত্রী !
তুমি মধুরভামিনী, রাজার প্রতি বিশেষ
অনুরাগিনী এবং কার্য্যকুশল ; অতএব
মহারাজের আদেশে মন্ত্ৰীবর্গের নিকট
উপনীত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্য পণে হৃত
হইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে তৎ-
সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে
এস্থানে আনয়ন কর । বৃহৎসেনা যে
আজ্ঞা বলিয়া মহিমীর নিদেশ প্রতিপালন
করিল ।

অনন্তর সচিবগণ রাজশাসন শ্রবণে
আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা
করিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপনিকেতনে সমুপস্থিত
হইলেন । তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় বার সমা-
গত দেখিয়া মহিমী রাজাকে নিবেদন
করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্যে অভি-
নন্দন করিলেন না । তখন ভীমনার্দিনী
স্বামীর এইরূপ অনভিনন্দন সন্দর্শনে
যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিষম মনে
স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন । তিনি
প্রাতিকূল অক্ষ-দ্বারা নলের স্বর্বস্ব হৃত
হইল শ্রবণ করিয়া পুনরায় ধাত্রীকে কহি-
লেন, বৃহৎসেনে ! মহৎকার্য্য উপস্থিত ;
তুমি রাজার নিদেশক্রমে সূতসম্মিধানে
উপনীত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন কর ।

বৃহৎসেনা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত পুরুষ-দ্বারা সূতকে আনয়ন করাইলেন । দেশকালভিত্তিক ভীমাজ্জা মধুর বাক্যে সারথিকে সান্ত্বনা করিয়া সময়োচিত বচনে কহিতে লাগিলেন, সূত ! রাজা সর্বদা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ, এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত প্রভুর সাহায্য করা তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

পুষ্কর দ্যুতক্লীড়ায় যত বার রাজাকে পরাজিত করিতেছে, রাজার দ্যুতরোগ উত্তরোত্তর ততই বর্দ্ধিত হইতেছে । অক্ষয় সকল তাহার এমত বশংবদ যে, যদুদ্দেশে বিক্ষেপ করে, তাহাই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু রাজাবিক্ষিপ্ত অক্ষে কেবল বিপর্যয়ই লক্ষিত হইতে পারে । তিনি মোহবশতঃ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত এবং আমার বাক্যেও অভিনন্দন করেন না, বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই । হে সারথি ! আমি এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম ; আমার কথা রক্ষা কর, এক্ষণে আমার আন্তরিক ভাবের স্থিরতা নাই ; বোধ হয়, সময়ক্রমে বিনষ্ট হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা । অতএব তুমি অগ্ৰজ্ঞতগামী তুরঙ্গম সংযোজিত রথে আমার কন্যাপুত্রকে আরোহণ করাইয়া ভীমনগর কুণ্ডিনপুরে যাত্রা কর । তথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট বালক বালিকা রথ ও অশ্বগণ রক্ষা করিয়া, ইচ্ছা হয়, সেখানে বাস করিও, না হয়, অগ্ৰতঃ গমন করিও ।

নলসারথি বাৎসর্য্য দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণানন্তর প্রধান প্রধান সচিবসমীপে সবিশেষ নিবেদন করাতো, তাঁহার সমবেত হইয়া পরামর্শ স্থির করিয়া সারথির বাক্যে অনুমোদন করিলেন । সারথি রথে রাজকন্যা ও পুত্রকে লইয়া বিদর্ভ দেশে প্রস্থান করিল । তথায় নল রাজের অশ্ব, রথ, ইন্দ্রসেনা নামে কন্যা ও ইন্দ্রসেন নামক পুত্রকে রক্ষা করিয়া রাজা ভীমের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক পদব্রজে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইল এবং তত্রত্য রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য কৰ্ম্ম-দ্বারা কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, সারথি প্রস্থান করিলে, পুষ্কর কর্তৃক ক্লীড়াসক্ত নল-রাজের রাজ্য ও যথাসর্বস্ব অপহৃত হইল । পুষ্কর ভ্রাতাকে নিঃসম্বল জানিয়া উপহাস-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! পুনর্ব্বার দ্যুতারম্ভ হউক ; এবার কি পণ হইবে ; কেবল একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে ; নতুবা আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই জয় করিয়াছি, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে দময়ন্তীকেই পণ কর । পুষ্করের এইরূপ বটুস্তি শ্রবণ করিয়া নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণপ্রায় হইল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না । পরে পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বাস্ত্র হইতে অলঙ্কার উন্মোচন ও

বিপুল রাজশ্রী পরিত্যাগ পূর্বক এক বসন-ধারী হইয়া অনাবৃত শরীরে পুর হইতে নির্গমন করিলেন। তাঁহার তাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তীও এক বসন ধারণ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। রাজা পত্নী-সমভিব্যাহারে পুর-প্রান্তে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে পুষ্কর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি নলের পক্ষ হইবে, আমি তাহার প্রাণ দণ্ড করিব। পুরবাসিগণ পুষ্করের ঘেষ দর্শন ও এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া রাজ-সংকারে বিরত হইল; স্ততরাং তিনি নগরোপকণ্ঠে থাকিয়া তিন দিবস কেবল জলাহার-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া-ছিলেন। এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রত্যহ ফলমূল আহরণার্থ প্রস্থান করিতেন; দময়ন্তীও তাঁহার অনু-গামিনী হইতেন। এই অবস্থায় বহু দিবস অতীত হইলে একদা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি স্তবর্ণ-চ্ছদ পক্ষী তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। তদদর্শনে নিষধাধিপতি চিন্তা করিলেন, অগ্ন ভাগ্যক্রমে আমার ভক্ষ্য দ্রব্য ও সম্পত্তি লাভ হইল।

অনন্তর স্বীয় পরিধেয় বসন-দ্বারা পক্ষী-দিগকে আবরণ করিলে তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উডটীন হইল। তখন আকাশপ্রস্থিত শকুন্তলগণ রাজাকে দিগম্বর, দীনহীন ও অধোগুণ নিরীক্ষণ করিয়া

কহিল, হে অবোধ বীরসেনহৃত ! আগরা সেই অক্ষ; তুমি সবস্ত্রে প্রস্থান করিতেছ দেখিয়া অসহমান হইয়া তোমার বস্ত্র হরণ করিবার মানসে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম। অনন্তর রাজা দময়ন্তীর সমীপে আপনার বিবস্ত্রত্ব ও পক্ষিরূপী অক্ষবৃত্তান্ত সন্মুদায় বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে ভীকু ! ‘যাহাদিগের কোপে আমি রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি; যাহাদিগের প্রভাবে নিষধ-বাসীরা আমার সম্মান করে নাই; সেই অক্ষ এক্ষণে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার বস্ত্র হরণ করিল। এক্ষণে আমার চেতনা সাতিশয় দশাবৈষম্য-বশতঃ দুঃখে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে; আমি তোমার ভর্তা, অধুনা আমার নিকট আপন হিতবাক্য শ্রবণ কর।

এই বহুসংখ্যক পত্নী অবন্তী নগর ও ধাক্কাবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণা-পথাভিগুণে প্রস্থিত হইয়াছে। এই গিরি-বর বিদ্যুৎ-চল, এই সমুদ্রগামী পয়োমণী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং বিবিধ ফলমূলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রম সকল পরিদৃশ্য-মান হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া বিদর্ভ দেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই পথ কোশলায় গমন করিয়াছে, ইহার দক্ষিণ ভাগস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে। রাজা সমাহিত হইয়া অতি দুঃখিত মনে দম-য়ন্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন।

অনন্তর দয়মন্তী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বাম্পাকুল লোচনে করুণ বচনে রাণীকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার সঙ্কল্প বারংবার চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল ও শরীর অবসন্ন হইতেছে। রাজ্য, সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে ও তুমি নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্ষুধার্ত হইয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছ ; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় নির্জ্ঞান বনস্থলীতে আপনাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমি কিরূপে গমন করিব ? যখন আপনি জনশূন্য অরণ্যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও ভূতপূর্ব্ব সুখচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইবেন, তখন আমি আপনার ক্লেশ নিবারণ করিব। হে জীবিতনাথ ! আমি সত্য কহিতেছি, শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন, সর্পপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহোষধিস্বরূপ ; ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।

নল-রাজ কহিলেন, প্রিয়ে ! যথার্থ কহিয়াছ ; দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র, আমি ত তোমাকে ত্যাগ করিবার মানস করি নাই ; তুমি কি নিমিত্ত সহসা এরূপ শঙ্কিত হইতেছ ? আমি বরং আগ্নাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারি না। দয়মন্তী কহিলেন, নাথ ! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা নাই, তবে কি নিমিত্ত বিদর্ভ দেশের পথ নির্দেশ করিলেন, আপনি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও স্থস্থির হইতে পারি না ; কারণ চিন্তের বৈপরীত্য প্রযুক্ত আমাকে

ত্যাগ করিলেও করিতে পারেন। বিশেষতঃ বারংবার পথ নির্দেশ করাতে আমার শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা উভয়েই একত্র হইয়া বিদর্ভ নগরে গমন করিব। তথায় আপনি বিদর্ভরাজ-কর্তৃক আদৃত ও সংকৃত হইয়া আমাদিগের গৃহে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নল রাজ কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার পিতার যাদৃশ ঐশ্বর্য্য, আমারও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এক্ষণে নিতান্ত দুঃখবস্থাগ্রস্ত হইয়া কোন প্রকারে তথায় গমন করিতে পারিব না। পূর্ব্বক যে স্থানে সমৃদ্ধি-সহকারে গমন করিয়া তোমার হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তথায় নিতান্ত দীন বেশে প্রবেশ করিয়া তোমার শোকবর্দ্ধন করিতে পারিব না। নল রাজ ইহা কহিয়া অর্দ্ধবসনারতা দয়মন্তীকে বারংবার সাহুনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে একমাত্র বসন পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ধূলিধূসর মলিনবেশ নিষধাধিপতি প্রিয়াসহ ধরাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যেই পরিশ্রমশূলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ন করিলেন। স্নকুমারী দয়মন্তী সহসা দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত

হইয়াছিলেন ; পরে তিনি শয়ন করিবামাত্র অতিমাত্র নিদ্রিত হইলেন । নিমধরাজের অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল, সুতরাং তিনি আর পূর্বের ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতে পারিলেন না ।

দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি আপনার রাজ্যাপহরণ, স্তন্যদান-বিয়োগ ও বনবাসের দুঃখবস্থা অলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে বনে বনে ভ্রমণ করিলে কি হইবে ? অথবা এইরূপ না করিয়াই বা কি করিব ? মরণই কি শ্রেয়ঃ ? কিম্বা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয় ? দময়ন্তী আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্তই কেবল এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে ; আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই কোন কালে আত্মীয় লোকের নিকট গমন করিতে পারিবে ; তাহা হইলে কখন না কখন ইহার ভাগ্যে স্তন্যসন্তোষ ও ঘটিতে পারে । এই ভাগ্যবতী যেরূপ তেজস্বিনী ও গতিপরায়ণা, তাহাতে বোধ হয়, কেহই ইহার ধর্ম লোপ করিতে সমর্থ হইবে না । নিমধরাজ এবং প্রকার বহু আন্দোলন-পূর্বক প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া অবধারণ করিলেন ।

অনন্তর তিনি কলির দুঃখভিসন্ধি-দ্বারা ললনাকে বিসর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনাকে বিবসন ও প্রিয়তমাকে একবসন অবলোকন করিয়া প্রিয়াপরিহিত বসনের অর্দ্ধ খণ্ড গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন । তিনি কি উপায়ে প্রেয়সীর নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া বসনার্দ্ধ কর্তন করি-

বেন, এই চিন্তায় সেই স্থানের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে তথায় একখানি কোষনিষ্কাশিত নিশিত অসিপত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা দময়ন্তীর পরিহিত বসনার্দ্ধ কর্তন করিলেন ; অসীমমর্দন নিমধরাজ সেই খড়্গখণ্ডিত অশ্বখণ্ডে গ্রহণপূর্বক বিগতচেতনা নিদ্রিতা নিজ নিতম্বিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক গলদশ্রবণে কাহিতে লাগিলেন, হায় ! পূর্বের সূর্য বা সমীরণ বাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়তমা অনাথার ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল ! নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই চারুহাসিনী কি প্রকারে বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় একাকিনী হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর অরণ্যে বিচরণ করিবে । অয়ি মহাভাগে ! তুমি ধর্মভূষণে ভূমিতা ; অতএব দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার ও মরুদগণ তোমাকে রক্ষা করিবেন । কলি-কর্তৃক হতচেতন নল-রাজ নিরুপম রূপসম্পন্ন প্রিয়তমাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এক দিকে কলি, অশ্ব দিকে প্রণয়িনীর অকৃত্রিম প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল । তিনি এই রূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমান হইয়া বারংবার গমন ও প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । ফলতঃ তৎকালে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দোলার ন্যায় বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিল । পরিশেষে কলি তাঁহাকে

আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করিল। তখন তিনি কলিঙ্গসম্পর্শে হতচেতন হইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে নিদ্রিতা প্রিয়তমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে তাঁহার ভাবী অবস্থা কল্পনা-পূর্বক কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে বিলাপগর্ভ বদনে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, বিষধরাজ প্রস্থান করিলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সেই বরবর্ণিনী জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকিনী ও পতিবিরহিণী নিরীক্ষণ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; হা নাথ ! হা স্বামিন্ ! হা মহারাজ ! আগি অনাথ ! হইয়া এই মহারণ্যে বিনষ্ট হইলাম ! হা জীবিতেশ্বর ! আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর ! হা মহাভাগ ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিলে। তুমি ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ; কিন্তু এক্ষণে তোমার সেই ধর্মজ্ঞতা ও সেই সত্যবাদিতা কোথায় রহিল ! নাথ ! ধর্মানুসারে তোমার সেবা করিতে কোন মতেই ক্রটি করি নাই, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধা নিজ কামিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে ! অয়ি জীবিতনাথ ! পূর্বে লোকপালগণের সন্নিধানে যাহা সত্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল কথা কি এই নৃশংস-চারে পরিণত হইল ! মনুষ্য কদাচ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না ; এই নিমিত্তই আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি। নাথ !

যথেষ্ট পরিহাস করা হইয়াছে ; এক্ষণে আমি ভীত হইয়াছি ; দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। মহারাজ ! এই যে তোমাকে দেখিলাম, আবার ঐ দেখিতেছি ; তথাপি কেন আর লভাবিতানে আবৃত হইয়া সম্ভাষণ করিতেছ না ? হা ! জীবিতেশ্বর ! তুমি কি নৃশংস ! আমি এত বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার নিকট আগমন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছ না। হা দময়ন্তীজীবন ! আমি আপনার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ শোক করিতেছি না ; তুমি এক্ষণে অগহায় হইয়া কিরূপে কালাতিপাত করিবে, কেবল এই চিন্তা করিয়াই আমার শোকমাগর উচ্ছলিত হইতেছে। তুমি সায়ংকালে তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া তরুতলে আমাকে দর্শন না করিয়া কি করিবে !

ভীমরাজনামদীনী এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ-পূর্বক শোকাকুলিতচিত্তে ক্রোধভরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখন পতিত, কখন বা উখিত, কখন ভীত, কখন বা লুকায়িত, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে পতিব্রতা দময়ন্তী শোকসমুদ্র হইয়া রোদন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক কহিলেন, হে বিষধরাজ ! যাহার অভিসম্পাত-প্রভাবে ঈদৃশ দুঃখবন্থায় পতিত হইয়াছ, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে পাপাত্মা সেই নিষ্পাপ পুরুষকে ঈদৃশ দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়াছে, সে তাহা অপেক্ষাও সমধিক

দুঃখের সহিত জীবন যাপন করিবে।
নলমহিষী ভৈমী এবং প্রকার পরিতাপ
করিয়া সেই স্বাপদসেবিত অরণ্যানীতে
স্বামীর অশেষে উন্মত্তার ন্যায় 'হা নাথ !'
বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভীমকুমারী কান্তবিরহিণী কুরুরীর ন্যায়
করুণ স্বরে ক্রন্দন ও বারংবার বিলাপ
করিয়া কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; এমন
সময়ে এক মহাকায অজগর সর্প ক্ষুধিত
হইয়া সহসাগত সমীপবর্তিনী সেই ভীম-
নন্দিনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।
তিনি গ্রাহগ্রস্ত ও শোকমাগরে নিমগ্ন
হইয়া নৈষধের নিমিত্ত যত শোকাকুল
হইতে লাগিলেন, আপনার যত্নভয়ে তত
হইলেন না। তিনি আপনার জীবনাশা
পরিত্যাগ করিয়া কেবল নলের নিমি-
ত্বেই বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা নাথ !
এই নিজ্ঞ বনে বিষধর আমাকে অনাথা
দেখিয়া গ্রাস করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত
তাহার অনুধাবন করিতেছ না? আমি
যখন তোমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইব, তখন
তোমার কি অবস্থা ঘটিবে, বলিতে পারি
না! হে নিষধনাথ! তুমি কি ভাবিয়া এই
নির্জ্ঞ বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন
করিলে! তুমি যখন শাপবিমুক্ত ও প্রকৃ-
তিস্থ হইয়া পুনরায় ঐশ্বর্য লাভ করিবে,
তখন তুমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হইলে
কে তোমার শ্রমাপনোদন ও শুশ্রূষা
করিবে।

রাজমহিষী দময়ন্তী এইরূপে বিলাপ
করিতেছেন, এই অবসরে এক ব্যাধ সেই

গহন বিপিনে বিচরণ-পূর্বক তাঁহার ক্রন্দন-
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্বরিত পদে তথায় উপ-
স্থিত হইল এবং সেই আয়তলোচনা লল-
নাকে বিষধর-কর্তৃক কবলিত প্রায় অব-
লোকন করিয়া সত্বরে নিশিত শস্ত্র-দ্বারা
সেই ভুজঙ্গাপসদের মুখদেশ বিপাটিত
করিয়া ফেলিল। তখন বিষধর নিশিত শর-
তাড়নে আশু গতাস্ব হইলে যুগজীবন
দময়ন্তীকে তাহার গ্রাস হইতে মুক্ত
করিয়া জল দ্বারা তাঁহার অঙ্গসম্প্রতি প্রক্ষালিত
করিয়া দিল এবং আশ্বাস প্রদান-পূর্বক
তাঁহাকে ভোজন করাইয়া জিজ্ঞাসা
করিল, হে যুগশাবলোচনে! তুমি কাহার
গৃহিণী? কি জন্মই বা এই অরণ্যে আগমন
করিয়াছ? কেনই বা ঈদৃশ দুঃখবিস্ময়
পতিত হইয়াছ?

অনন্তর দময়ন্তী ব্যাধের নিকট আপ-
নার সমস্ত রূতান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন।
পাপাত্মা ব্যাধ অর্দ্ধ-বসনাবৃত্তা দময়ন্তীর
উন্নত শ্রোণী, পীন পয়োধর, হৃকুমার অঙ্গ-
সৌষ্ঠব, পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল, ও কুটিল
পক্ষ্মপরিশোভিত নয়নযুগল অবলোকনে
এবং স্তম্ভুর সম্ভাষণ শ্রবণে কন্দর্পের বশ-
বর্তী হইয়া বহুবিধ বিনয়পূর্বক মধুর
বাক্যে সাস্তুনা করিতে লাগিল।

মহানুভাবা দময়ন্তী সেই লুক্কের
দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এক বারে
রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।
তখন কামার্ত লুক্ক কুপিত হইয়া তাঁহার
প্রতি বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল;
কিন্তু তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার

ন্যায় বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হইল ।

অনাথা দময়ন্তী এই প্রকার বিষম সময় উপস্থিত দেখিয়া রোমাকুলিত চিত্তে শাপ প্রদান করিলেন, যদি আমি নল তিন অণ্ডকে কদাচ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দুরাচার মৃগজীবন অবিলম্বেই হতজীবন হইয়া পতিত হইক । এই কথা বলিবামাত্র সেই মৃগজীবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিদগ্ধ তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল ।

চতুঃযুক্তিম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! নলিন-নয়না নলকামিনী মৃগজীবনের জীবনাবসান করিয়া একাকিনী ভীষণ কাননে নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । কোন স্থান ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ হইতেছে ; কোন স্থানে ভাষাণকার সিংহ, মহিম, দ্বীপী, রুরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে ; কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম-কুল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিতেছে ; কোন স্থানে শ্বেচ্ছ তরুরগণ অধিবাস করিতেছে ; কোন স্থান শাল, বেণু, শাকট, অশ্বখ, তিল্লুক, ইন্দুদ, কিংশুক, অর্জুন, অরিকট, স্যন্দন, ও শাল্মল পাদপে সম্মাকীর্ণ, কোন স্থান বদরী, বিন্ধ, বট, পিয়াল, তাল, খর্জুর, হরীতক ও বিভীতক তরুতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে ; কোন স্থানে বিবিধ ধাতুরঞ্জিত অচলশ্রেণী,

কোথাও বা স্তম্ভদ্বার ধ্বনিপূর্ণ নিকুঞ্জনিকর, কোথাও বা অদ্বুতদর্শন দরী সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । স্থানে স্থানে নদী, সরোবর, বাপী, তড়াগ, গিরিশৃঙ্গ ও চিত্র দর্শন নির্ঝর সকল শোভমান হইতেছে । কোথাও বা ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ, ভূজগ ও নিশাচরগণ বিচরণ করিতেছে, কোন দিকে মহিষগণ, কোন দিকে বরাহ-গণ, কোন দিকে ভল্লুকগণ, কোন দিকে বা বনপন্নগণ যুগবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । রূপবতী, তেজঃসম্পন্ন, যশস্বিনী নলকামিনী বিয়োগদুঃখিতা হইয়া এবশ্বিধ ভীষণ অরণ্য-মধ্যেও অকুতোভয়ে প্রাণবল্লভের গবেষণা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর পতিবিরহানল সন্তপ্ত হৃদয়া নলবিলাসিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; হে মহাবাহো নিমগ্ননাথ ! আজি আমাকে এই বিজন বিপিনে বিসর্জন করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে ? তুমি অশ্বমেধাদি ভূরি-দক্ষিণ ভূরি ভূরি যজ্ঞে ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে আমার ভাগ্য-দোষে কি মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলে ? হে মহাভাগ ! আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা উচিত । হংসগণ তোমার ও আমার সমীপে যে সকল কথা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । সম্যক্ অধীত সান্ধোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় একমাত্র সত্যের তুল্য ; অতএব হে রাজন ! পূর্ব্বের আমাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহার

অশ্রুখাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। হা নাথ ! তোমার ভার্য্যা এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ ? এই দুর্দান্ত ক্ষুধার্ত পশুরাজ বদন ব্যাদান করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, এ সময়ে আমাকে পরিত্রাণ করা কি তোমার উচিত নহে ? তুমি পূর্বে আমাকে সর্বদা কহিতে যে, তোমা ভিন্ন আর কেহ আমার প্রীতিভাজন নহে, এক্ষণে সেই বাক্যের যথার্থ্য সম্পাদন কর। হা দময়ন্তী প্রাণবল্লভ ! তোমার প্রিয়তমা প্রাণয়িনী উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতেছে, এ সময়ে সম্ভাষণ না করা কি তোমার উচিত ? আমি বসনার্দ্র পরিধান করিয়া অনাথা বৃথ-ভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় একা-কিনী দীন ভাবে রোদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা কর। হা জীবিতনাথ ! তোমার ভার্য্যা দময়ন্তী এই ভীষণ অরণ্যে অসহায়া হইয়া কাতর বচনে বারংবার আহ্বান করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত প্রতিবচন প্রদানে পরা-শ্রুণ হইলে। আজি তোমার সেই মোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছে। হে শোকবিবর্ধন জীবিতেশ্বর ! তুমি সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল ভয়ানক বনে কোন্ স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া আছ, অথবা কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছ ? কিছুই জানি না ; এবং এই কথা কহার নিকটেই বা জিজ্ঞাসা করি। আমি এখন এই বিজন বিপিনে কোন্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিব

যে, তুমি নল-রাজকে কি দেখিয়াছ ? কে বা আমাকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া দিবে। ‘হে অবলে ! তুমি যে মহাস্থান অন্বেষণ করিতেছ, সেই এই কমলায়ত-লোচন নল’, আমি এই মধুর বাক্য কহার বদনে শ্রবণ করিব ! এই ভীষণ চতুর্দন্ত মহাহনু কেশরী আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে, নির্দশক হইয়া ইহার নিকট গমন করি।

অনন্তর ‘স্বামিশোক-বিহ্বলা দময়ন্তী সেই সিংহের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, হে মৃগাদিরাজ ! তুমি সমস্ত মৃগের অধিপতি ও এই কাননের প্রভু ; আমি বিদর্ভ-রাজতনয়া ; নিমধাধিপতি শত্রুঘাতী নল-রাজের ভার্য্যা ; আমার নাম দময়ন্তী ; আমি এক্ষণে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ বল্লভের অন্বেষণ করিতেছি ; যদি সেই নল-রাজ তোমার নয়নপথের অতিথি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আশ্বাসিত করিয়া জীবন প্রদান কর, নতুবা স্বীয় করাল কবলে কবলিত করিয়া এই নিদারুণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত কর।

হায় ! এই মৃগরাজ আমার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। এক্ষণে ঐ স্বাদু-সলিলশালিনী সমুদ্রগামিনী তরঙ্গিণীর সমীপে গমন করি। অথবা এই পবিত্র গিরিরাজকে নল-রাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি ; এই বলিয়া গিরি-রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ভগবন্ অচলরাজ ! দিব্যদর্শন ! বিশ্রুত ! শরণ্য ! মহীধর ! আপনাকে নমস্কার ;

আমি রাজনন্দিনী রাজস্নুয়া ও রাজমহিষী, আমার নাগ দময়ন্তী ; আমি আপনার নিকটে আগমন করিয়া প্রণাম করিতেছি । যিনি চতুর্বর্ণের প্রতিপালক ও রাজসূয় প্রভৃতি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকলের আহর্তা ; যিনি সকল পার্থিবের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-পরায়ণ, মরুত, সত্যবাক্, অমৃতাশূন্য, শৌর্য্যশালী ও ধর্ম্মজ্ঞ ; যিনি অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া বিদর্ভবাসী প্রজাগণকে সম্যক্ রূপে রক্ষা করিতেছেন ; সেই বিদর্ভাধিপতি মহারথ শ্রীমান্ ভীমরাজ আমার পিতা । আমি তাঁহার তনয়া হইয়া আপনার উপাসনা করিতেছি । নিষধাধিপতি গৃহীতনামা বিপুল-কীৰ্ত্তি বীরসেন আমার স্বশুর ; শ্যামকলেবর, পুণ্ড্রশ্লোক, বেদবিৎ, বাগ্মী, বদান্তবর শ্রীমান্ নল-রাজ তাঁহার পুত্র ; ইনি পরম্পরাগত পৈতৃক রাজ্যের অবীশ্বর হইয়া সম্যক্ রূপে শাসন করিয়াছেন । এই দুঃখিনী অবলা তাঁহার ভার্যা ; এক্ষণে কাননে আসিয়া অনাথা হইয়াছি এবং দারুণ দুঃবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারই অশ্রুস্রবণ করিতেছি । হে ভূধররাজ ! আপনি কি উন্নত শিখরশত-দ্বারা এই দারুণ কাননে সেই গজেন্দ্রবিক্রম, আয়ত-বাহু মহাবীর মদীয় ভর্তা নিষধাধিপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন ?

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ! আমি একাকিনী সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় নন্দিনীর স্মৃতি আপনার সন্নিধানে বিলাপ করিতেছি, আপনি বাক্য-দ্বারাও আশ্বাস প্রদান করিলেন না ! হায় ! কি দুর্ভাগ্য !

হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ নলরাজ ! যদি এই বনে বসতি করিয়া থাক, আমাকে দর্শন দাও । কবে সেই মহাত্মার অমৃতায়মান স্নিগ্ধ গন্তুর বাণী আমার কর্ণকুহরে স্রুধা বর্ষণ করিবে ! কবে তিনি আমাকে বৈদর্ভী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে আহ্বান করিবেন ! কবেই বা সেই বেদান্তসারিণী শোকবিনাশিনী বাণী শ্রবণ করিব ! হে ধর্ম্মবৎসল ! এই ভয়বিহ্বলা অবলাকে অভয় প্রদান কর ।

দময়ন্তী এবম্প্রকার শোক ও পরিতাপ করিয়া তথা হইতে পুনরায় উত্তর দিকে গমন করিলেন । তিনি তিন অহোরাত্র গমন করিয়া এক দিব্য কানন শোভিত তাপসারণ্য সন্দর্শন করিলেন । তথায় বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রি সদৃশ দমপরায়ণ শুদ্ধাত্মা তাপসগণ নিয়ত সংযতাহার হইয়া বাস করিতেছেন । কেহ কেহ জল-মাত্রাহার, কেহ কেহ বায়ু-ভক্ষ্য, কেহ বা পর্ণমাত্রোপযোগী হইয়া যোগ সাধন করিতেছেন । বঙ্কল ও অজিন তাঁহাদের পরিধেয় ; ইন্দ্রিয় সংযম তাঁহাদের ব্রত । নানাবিধ মৃগ ও শাখামৃগগণ তাঁহাদের আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ।

রমণীরত্ন মহাভাগা অসহায়া দময়ন্তী এই সকল অবলোকন করিয়া আশ্রম চিত্তে সেই আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া তাপসগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন । তাঁহারা তাঁহাকে স্বাগত প্রদানস্বরূপ যথাবিধি পূজা করিয়া

ঊপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন । তিনি কহিলেন, হে মহাভাগ তপোধনগণ ! আপনাদিগের তপস্শ্রা, অগ্নি, ধর্ম ও মৃগ পক্ষি-গণেরত কুশল ?

তঁাহারা তৎক্ষণাৎ কুশল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি কল্যাণি ! তুমি কে ? তোমার অভিলাষ কি ? তুমি কি এই অরণ্যের বা এই মহীধরের অথবা এই স্রোতস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? আমরা তোমার অনুপম রূপ ও মনোহর কান্তি সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি । তুমি শোক পরিত্যাগ-পূর্বক অসন্ধিধররূপে আশ্বাসিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান কর ।

দময়ন্তী কহিলেন, হে তাপসগণ ! আমি মানুষী ; বন, গিরি বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহি । বিস্তারিতরূপে আত্মবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি বিদর্ভ দেশাধিপতি ভীমের তনয়া এবং যিনি নিষধ দেশের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, দেবারাধন-তৎপর, বিজাতিজনবৎসল, নিষধবংশের প্রতিপালক, তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার ও ধর্মের আগার ; যিনি সত্যসন্ধ, অরাতিকুলের অন্তক, তত্ত্বজ্ঞানের আয়তন, বেদ-বৈদ্যের পারদর্শী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের আহুতি ; যঁহার কান্তি দেবরাজের ন্যায় এবং যঁহার প্রভা-প্রভাকর-কিরণের ন্যায় ; আমি সেই যশস্বী শ্রীমান্ নল-রাজের ভার্য্যা । আমার নাম দময়ন্তী । কতকগুলি নিকৃতি-পরাধীন অন্ধ-দেবদত্ত

ব্যক্তির কপট দ্যুতে সেই ধর্মপরাধীকে পরাজয়পূর্বক রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে । আমি এক্ষণে তঁাহার দর্শনলালসায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পল্লব, সরিৎ, সরোবর ও ভূধর প্রভৃতি সমুদায় স্থান অন্বেষণ করিতেছি ; কিন্তু কোন স্থানেই তঁাহাকে অবলোকন করি নাই । হে তাপসগণ ! আমি যঁহার নিমিত্ত এই হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ ভয়ানক অরণ্যমধ্যে পতিত হইয়াছি ; তিনি কি আপনাদিগের রমণীয় তপোবনে আগমন করিয়াছেন ? যদি কতিপয় দিনের মধ্যে তঁাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে শোক-সন্তাপ হইতে মুক্ত করিব । প্রাণেশ্বর-ব্যতীত প্রাণরক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই । আমি পতি বিরহানলযন্ত্রণা কোন ক্রমেই সহ করিতে পারিব না ।

অনন্তর সত্যদর্শী তাপসগণ ভীম-নন্দিনীর বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তঁাহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে কল্যাণি ! তুমি উত্তর কালে কল্যাণ লাভ করিবে । আমরা তপঃপ্রভাবে অবলোকন করিতেছি, তুমি অনতিবিলম্বেই তোমার জীবিতনাথ নিষধনাথকে প্রাপ্ত হইবে । হে ভৈমি ! তুমি অবিলম্বেই সেই ধার্মিকবর নল-রাজ সমুদায় পাপ তাপ হইতে বিনির্মুক্ত, সর্বরক্তের অধীশ্বর ও প্রধান নগরের শাসনকর্তৃপদে অধিরূঢ় হইয়া সুস্থ শরীরে শত্রুগণের শোক বর্জন ও সুহৃদগণের শোকাপনোদন করিতেছেন,

দেখিতে পাইবে । তাপসগণ এবস্ত্রকার অভিলষিত আশ্রাসন বাক্যে নলমহিমাকে আশ্রাসিত করিয়া অগ্নিহোত্র আশ্রমাদির সহিত অন্তর্হিত হইলেন ।

ভীমাঙ্গজা দময়ন্তী তাপসদিগকে আশ্রমাদির সহিত সহসা তিরোহিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল ! আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিলাম ! সেই সকল তাপসগণ কোথায় গমন করিলেন ! সেই আশ্রমগুপ্ত ও পুণ্যসলিলা মনোহর তরঙ্গিণীই বা কি হইল ! তিনি এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভর্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন ; তাহার বদনসুধাকর অস্ত্রান্মুখ নিশাকরের ন্যায় প্রভাহীন হইল ।

অনন্তর নলসীমন্তিনী দময়ন্তী সে স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রবালশেখর, কুন্তলাভরণ-ভূষিত, বিহগ-নাদিত এক অশোক তরু অবলোকন করিয়া তাহার নিকটে উপনীত হইলেন এবং গলদশ্রু লোচনে গদগদ বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আহা ! এই স্নহমাসম্পন্ন অশোক তরু কাননের অভ্যন্তরে বহুবিধ শেখরে পর্কট-রাজের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে । হে প্রিয়দর্শক অশোক পাদপ ! অচিরে আমার শোকাপনোদন কর । হে বিগতশোক ! তুমি কি দময়ন্তীর প্রিয় পতি নিষদ দেশের অধিপতি নল নৃপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছ ? তিনি স্বীয় স্কুমার অঙ্গ অর্দ্ধ বসনে আচ্ছাদিত করিয়া এই অরণ্যে আগমন

করিয়াছেন । হে অশোক ! আমি যাহাতে তোমার নিকট হইতে অশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি তাহার উপায় বিধান কর । হে শোকনাশন ! তুমি অশোক নামের সার্থকতা রক্ষা কর ।

অনন্তর দময়ন্তী সেই অশোক তরুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পতির অশ্বেষণ করিতে করিতে এক অতি ভীষণ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন । তথায় অনেকানেক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, মৃগ, পক্ষী ও কন্দর প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন বস্তু সকল দর্শন করিতে লাগিলেন । অনন্তর কিয়দূর অতিক্রম করিয়া এক সুরম্য তরঙ্গিণীতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল অতি প্রসন্ন ও স্বচ্ছ ; তীরভূমি বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে ; সলিলোপকণ্ঠে ক্রৌঞ্চ, কুরুর, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ স্নহধুর স্বরে গান করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ; বারিমধ্যে কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্যদল সন্তরণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং গজতুরগসঙ্কুল এক বিপুল সার্থ সেই নদী উত্তীর্ণ হইতেছে ।

দময়ন্তী সেই মহাসার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাহারা সকলে তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান, ক্লেশ শরীর, মলিনবর্ণ ও ধূলিধূসরিত কেশকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা ভয়ে পলায়ন করিল ; কেহ বা মাতিশয় চিন্তাবিত হইল ; কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠিল ; কেহ তাঁহাকে উপ-

হাস করিতে লাগিল ; কেহ বা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক কারুণ্য-রসবশতঃ বদ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কল্যাণি ! আপনি কে ? কাহার পরিগ্রহ ও এই অল্পণ্যে কি অন্বেষণ করিতেছেন ? আমরা আপনাকে নয়নগোচর করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব আপনি যথার্থ রূপে স্বীয় পারিচয় প্রদান করুন । আপনি কি মানুষী ? অথবা বন, পর্বত বা দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ? কিম্বা যক্ষী বা রাক্ষসী ? আপনি যে হউন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; আপনি এক্ষণে এই সার্থ-বাহগণ যাহাতে এস্থান হইতে নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারে ও যাহাতে ইহাদের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করুন ।

কান্তবিরহ-বিধুরা দময়ন্তী সার্থবাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, সার্থ, সার্থবাহ ও বালক, যুবা, স্ববির প্রভৃতি তোমরা যে কেহ এখানে বিগ্ৰহমান আছ, আমি সকলকেই কহিতেছি ; শ্রবণ কর । আমি মানুষী ; রাজার কন্যা ; রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভাৰ্য্যা । বিদর্ভরাজ ভীমসেন আমার পিতা, ও নিষধরাজ মহাত্মা নল আমার ভর্তা । আমি সেই নিষধাধিপতির অন্বেষণ করিতেছি । যদি তিনি তোমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহার শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া আমার সন্তাপ শান্তি কর ।

শুচি নামক কোন সার্থবাহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, ভদ্রে ! আমি এই সার্থের নেতা ; কিন্তু নল নামে কোন মনুষ্যই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই । এই মানবসম্পর্ক-শূন্য কারণে বহু-সংখ্যক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মহিষ, শার্দূল, দ্বীপী ও ভল্লুক নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তোমা ভিন্ন কোন মানবই আমার নয়নগোচর হয় নাই । অতঃপর যক্ষরাজ মণিভদ্রে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা সচ্ছন্দে গমন করি ।

দময়ন্তী সেই সার্থবাহ ও সমস্ত বণিক-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই সার্থ কোথায় যাইবে ? তাহারা কহিল, আমরা লাভের নিমিত্ত চেদিরাজ স্রবাহুর জনপদে গমন করিব ।

পঞ্চমসংস্কৃতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্ ! পতিদর্শনোৎস্রুকা দময়ন্তী সার্থবাহের সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন । এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে বণিকগণ সেই অরণ্য-মধ্যে পদ্মসৌগন্ধিক নামে এক রম্য তড়াগ দেখিতে পাইল । ঐ তড়াগ প্রভূত বাল তৃণ ও ইন্ধনে ব্যাপ্ত, বহুবিধ ফল পুষ্পে শোভিত, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সন্ধান ও স্তম্ভীতল মনোহর স্রবাস্তু নির্মল জলে পরিপূর্ণ । বণিকেরা বাহনগণকে অনবরত পর্যটননিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করিয়া সার্থবাহের

অনুজ্ঞাসারে তথায় গমনপূর্বক তড়াগের পশ্চিম কূলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অন্ধরাত্র সময়ে সমুদায় কানন নিঃশব্দ ও একান্ত পরিশ্রান্ত বণিকগণ স্তম্ভ হইলে এক মদস্রবাবিল হস্তিযুগ গিরিনদীর জল-পানার্থ আগমন করিল। ঐ মার্ঘ এবং তত্রস্থ বহুতর হস্তিগণ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলে, ঐ সমস্ত অরণ্যবাসী মদোৎকট গজগণ গ্রাম্য হস্তিদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে বেগে ধাবমান হইল। ক্ষিত্তিতলপতনোন্মুখ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ক্রান্তগামী কারিগণের প্রবল বেগে নিভান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। বণিকগণ তড়াগের পথ নিরোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। মার্ঘস্থ সমস্ত হস্তা বন্য করাদিগের উপদ্রবে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে সমুদায় মার্ঘ মদ্বিত হইয়া গেল। তখন বণিকগণ হাহাকার করিয়া আত্মত্যাগার্থ বন ও গুল্মমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল, তন্মিহিত কারিগণ কর্তৃক কেহ বা দন্ত-দ্বারা, কেহ বা শুণ্ড-দ্বারা, কেহ বা চরণ-দ্বারা নিহত হইল। সহস্র সহস্র উষ্ট্রে সেই দারুণ করিসংঘর্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনেকানেক বণিকগণ ভয়ে পলায়ন করাতে পরস্পর অঙ্গসংঘর্দে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনেকে প্রাণরক্ষার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই ভয়ানক জনসংক্ষয় নিরীক্ষণে পূর্বাপেক্ষা

সমধিকতর ভীত হইয়া তথা হইতে বিষম ভূভাগে নিপতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বন্য-গজ-কর্তৃক অক্রান্ত হইয়া, সেই সমস্ত সমৃদ্ধ মার্ঘমণ্ডল নিহত হইলে, অরণ্যমধ্যে ঘোরতর ভয়ানক শব্দ সমুথিত হইল। কি কষ্টদায়ক অগ্নি সমুথিত হইয়াছে; শীঘ্র আগিয়া পরিত্রাণ কর; এই রক্তরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে, গ্রহণ কর; কোথায় পলাইতেছ; এ সমস্ত সাধারণ ধন; আমার বাক্য মিথ্যা নহে। হে ধ্বংসকাতর বণিকগণ! আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ। বণিকগণ এই কথা কহিতে কহিতে উদ্ভ্র-স্থানে ধাবমান হইতে লাগিল।

সেই দারুণ জনসংক্ষয়-জনিত কোলাহলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কমল-লোচনা ভৈমা অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বভূত-ভয়াবহ জনসংক্ষয় সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও স্বাস-ক্ষুরিতাধর হইয়া সহসা সমুথিত হইলেন।

মার্ঘমধ্যে যাহারা সেই দারুণ করি-সংঘর্দে কোন ক্রমে পারিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল; এই দারুণ অনিষ্টাপাত কোন্ কার্যের ফল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা যে মহাবিশেষ গভিভ্র ও যক্ষাধিপতি ক্রীমান্ কুবেরের পূজা করি নাই বিদ্যা অগ্র বিদ্বজ্ঞানাদিগের পূজা করা হয় নাই, অথবা যাত্রাকালে যে অমঙ্গল দর্শন করিয়া ছিলাম, ইহা তাহারই ফল। আমাদের গ্রহ ত বিপরীত নহে, তবে কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ঘটনা হইল? ঐ বণিকগণের

মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাতিনাশ ও ধনক্ষয়জনিত দারুণ দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া ক্রোধ-ভরে কহিতে লাগিল, অথ যে উন্নতদর্শনা বিক্রতাকারা নারী অমানুষ রূপ ধারণপূর্বক আমাদের মহা সার্থে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই দারুণ মায়াপ্রভাবে এই দুঃখটনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই কামিনী রাক্ষসীই হউক, যক্ষীই হউক, অথবা ভয়ঙ্করী ষিঁশাচীই হউক; তাহার নিমিত্তই আমাদের এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি আমরা সেই সার্থনাশিনী অনেক-জনদুঃখদায়িনী পাপীয়সীকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই পাংশু, লোষ্ট্র, তৃণ, কাষ্ঠ ও মুষ্টি-দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিব।

দীনা দময়ন্তী তাহাদের এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত, ভীত ও আপনার ভাবী নিগ্রহের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্ণচিত্ত হইয়া সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে পলায়ন-পূর্বক মনে মনে পরিদেবন করিতে লাগিলেন, হায়! আমার উপর বিধাতার কি দারুণ কোপ জন্মিয়াছে। কোন বিষ-য়েই আমার মঙ্গল নাই; ইহা কোন কুর্কর্মেয় ফল বলিতে পারি না। আমি কায়মনোবাক্যে কখন কাহারও অণুমাত্র অনিষ্টাচরণ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত এখন দারুণ দুর্বিপাকে নিপতিত হইলাম? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব জন্মে অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই এই অপার বিপদ-মাগরে মগ্ন হইলাম। ভর্তার রাজ্যাপহরণ, স্বজনের নিকট

পরান্দব, পতিবিচ্ছেদ, অপত্যদ্বয়ের অদর্শন, অনাথতা ও বহুবিধ ভীষণ হিংস্র জন্তু-সমাকুল নিবিড় অরণ্যে বাস; ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে! হায়! কি নিগ্রহ! আমি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে যদৃচ্ছাগত যে সমস্ত মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহারাও আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ করিসংমর্দে নিহত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন যে, কাল পারিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না; ইহা যথার্থ, যেহেতু এই ভয়ানক করিসংমর্দে প্রায় সমুদায় সার্থ বিনষ্ট হইল কিন্তু এই দুঃখিনী জীবিত রহিল। নিশ্চয়ই আগাকে চিরকাল দারুণ দুঃখার্গবে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। মানবগণের স্তূথ, দুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালেও কখন কায়মনোবাক্যে কোন দুষ্কর্ম করি নাই। তবে কেন এমন দুর্দশাগ্রস্ত হইলাম? আমার স্বয়ম্বরসময়ে সমুদায় লোকপালগণ সমাগত হইয়াছিলেন; আমি নলকে বরণ করিবার মানসে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; বোধ করি, তাহাদের প্রভাবেই আমার এই দুর্বিপদ বিয়োগ-যন্ত্রণা সমুপস্থিত হইয়াছে। বরবর্ণিনী পতিব্রতা নলকামিনী এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে হতাবশিষ্ট সার্থগণ কাহার ভ্রাতা, কাহার পিতা, কাহার পুত্র, কাহার বা বন্ধু নিহত হইয়াছে বলিয়া, যৎপরোনাস্তি শোক করিয়া তথা হইতে

বিনিৰ্গত হইল। পতিব্রতা দময়ন্তীও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি সমস্ত দিন গমন করিয়া সায়াহ্নে চৈদ্য-দেশাধিপতি সত্যদৰ্শী মহারাজ হুবাছর নগরে সমুপস্থিত হইলেন। অৰ্দ্ধ-বস্ত্রসংবীতা দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত বিহ্বলা, মলিন-বর্ণা, মুক্তকেশপাশা ও অতিকৃশা হইয়া-ছিলেন। তিনি উন্মত্তার ন্যায় জনগণ-সমক্ষে পুরপ্রবেশ করিতেছিলেন দেখিয়া, গ্রামীণ শিশু সকল তাঁহার চতুর্দিক্ বেষ্টিতপূর্বক কুতূহলে গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী সেই বালরুন্দে পরিবৃত হইয়া গমন-পূর্বক রাজভবনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

রাজমাতা ঐ সময়ে প্রাসাদের উপরি ভাগে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দময়ন্তীর সেই ছুরবস্থা দৰ্শনে কারুণ্য রসে একান্ত আক্লান্ত হইয়া ধাত্রীকে কহিলেন, ঐ দেখ, এক উন্মত্তবেশা নিতান্ত দুঃখিতা শরণার্থিনী বালা গমন করিতেছে। ঐ আয়তলোচনা কানিনীকে সাফাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বোধ হইতেছে; উহার রূপলাবণ্যে আমার ভবন বিগোতিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, জনগণ উহাকে বিরক্ত করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। ধাত্রী তাঁহার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গমনপূর্বক সেই জনতানিবারণ করিয়া দময়ন্তীকে লইয়া প্রাসাদস্থ রাজ-মাতার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহার অসামান্য রূপ সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পত্নী? ঈশ ছুরবস্থাতেও তোমার অঙ্গলাবণ্য জলদ-নিবাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাই-তেছে। তোমার অঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নাই, তথাপি তোমার রূপলাবণ্য অলোক-সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অসহায়া; জনতা তোমাকে নিয়ত বিরক্ত করিতেছিল, তথাপি তোমার কিছুমাত্র উদ्वেগ লক্ষিত হইতেছে না।

দময়ন্তী ধাত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মানুষী, পতিব্রতা, সংকুলোদ্ভবা সৈরিঙ্গী; কেবল ফল মূল ভক্ষণ করিয়া থাকি এবং যে স্থানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হয়, সেই স্থানেই অবস্থান করি। আমার ভর্তা অসংখ্য গুণে গুণবান্, তিনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; আমিও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তন করিতাম। দৈবচুৰিপাক অথগুণীয়; আমার স্বামী অশেষ গুণে গুণ-বান্ হইয়াও হঠাৎ দ্যুতক্রীড়ায় একান্ত আগ্রহ হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় রাজ্যধন চুরোদরমুখে বিসর্জন দিয়া, পরিশেষে একাকী একমাত্র বসন পরিধানপূর্বক উন্মত্তের ন্যায় বনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি একদা বন-মধ্যে ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিচেতন-প্রায় হইয়া কোন কারণবশতঃ সেই একমাত্র বসনেও বঞ্চিত হইলেন। আমিও এক-বসন পরিধান করিয়া সেই উন্মত্তদৰ্শন উলঙ্গ পতির অনুগমন-পূর্বক জাগ্রদবস্থায়

কতিপয় যামিনী যাপন করিলাম। এই-রূপ বহু দিন অতীত হইলে, একদা আমি নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম, তিনি সেই অবসরে আমার বস্ত্রাঙ্ক ছেদনপূর্বক সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমি তদবধি দহ্মগান চিন্তে দিনযামিনী স্বামীর অন্বেষণ করিতেছি; সেই কদমলগর্ভাভ, অমরতুল্য প্রিয় প্রাণেশ্বর বে কোথায় আছেন, তাহার কিছুমাত্র অমুসন্ধান করিতে পারি নাই। পাত-প্রাণা দময়ন্তী এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজমাতা, দময়ন্তীর পরিদেবনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর করুণার্চিত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার নিকট বাস কর, আমি তোমার প্রতি পরন প্রীত হইয়াছি। আমার অধীন পুরুষেরা তোমার স্বামীর অন্বেষণ করিবে, অথবা তিনি ইত্যন্ত ভ্রমণ করিতে করিতেও স্বয়ং এস্থলে সমুপস্থিত হইতে পারেন; যে কোন প্রকারে হউক, তুমি এই স্থানে থাকিয়া স্বীয় স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

পতিব্রতা দময়ন্তী রাজমাতার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর-প্রসবিনি! আমি আপনার নিকট বাস করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার কতিপয় নিয়ম আছে, তাহা আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছষ্ট ভোজন বা পান্য খাবন

করিতে পারিব না এবং কোন পুরুষের সহিত কথা কহিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, আপনি তাহার বিধিগত দণ্ড করিবেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে পরিশেষে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে; এই আমার ব্রত। আর আপনি আমার পাতর অন্বেষণার্থ যেরূপ গণকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা সমাগত হইলে, আমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব; এই নিয়মগুলি রক্ষা হইলেই আমি আপনার নিকট বাস করিতে পারি; অন্যথা হইলে কদাচ এস্থানে থাকিতে পারিব না।

রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণে সান্তিশয় সমুদ্র হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই সমস্ত নিয়ম যাহাতে রক্ষা হয়, আমি তাহাই করিব। অনন্তর তিনি স্বীয় চুহিতা সুনন্দাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুনন্দে! এই দেবরূপিনী কন্যা সৈরিন্ধী। ইনি তোমার সমবয়স্কা, অতএব তুমি ইহাকে সখীত্বে বরণ কর। তুমি নির্বাহ্য মনে কর্ণদা ইহার সহিত আনন্দ প্রমোদে কাল যাপন করিবে। সুনন্দা স্বীয় জননীর বাক্যানুসারে দময়ন্তীকে লইয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে স্বহৃদে প্রতিগমন করিলেন। পতিপরায়ণা দময়ন্তী তথায় বথাবিধি সমাদৃত হইয়া নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগপূর্বক নিরাধেগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ঠি তম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! এ দিকে নল রাজ দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, ঐ বনে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে । সেই অনলমধ্যে হইতে কোন প্রাণীর ‘হে’ পুণ্য-শ্লোক নল ! শীঘ্র আসিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর’ এইরূপ চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে বারংবার প্রবিষ্ট হইল । তখন তিনি ‘ভয় নাই’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাবানলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড কলেবর ভূজঙ্গ কুণ্ডলাকার হইয়া তথায় শয়ান রহিয়াছে । নাগরাজ নিম্নরাজকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে রাজন্ ! আমি নাগবংশসম্ভূত, আমার নাম কর্কোটক । একদা মহাতপাঃ দেবগি নারদকে প্রবঞ্চনা করাতে, তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি অগ্ন্যবধি স্থাবরের ন্যায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি কর । মহারাজ নল বদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হইয়া তোমাকে এস্থান হইতে অপনীত করিলেই, তুমি আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে । হে রাজন্ ! আমি সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে তদধি এক পদও চলিতে পারি না । আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন ; আমি আপনাকে শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদান করিব ও আপনার সখা হইব । হে রাজন্ ! নাগবংশে আমার

সমান আর কেহই নাই । আমাকে শীঘ্র এস্থান হইতে লইয়া স্থানান্তরে গমন করুন । আমাকে বহন করিতে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না ; আমি এক্ষণেই সান্তিশয় লঘুভার-সম্পন্ন হইব । নাগ-রাজ এই বলিয়া অসুষ্ঠ প্রমাণ হইলে, মহারাজ নল তাহাকে লইয়া নিরস্ত্র প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । দাবানলও আকাশ-মার্গে সমুথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্বাপন হইল ; নল-রাজের অঙ্গ স্পর্শও করিল না ।

এইরূপে মহারাজ নল সপ্নরাজ কর্কোটককে দাবদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নাগরাজ তাঁহাকে কহিল, হে নৈমধ ! আপনি কতিপয় পদ গণনা করিয়া গমন করুন, তাহা হইলে আমি যৎপরো-নাস্তি উপকার করিব । নল-রাজ নাগের নিদেশানুসারে গণনাপূর্বক পাদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দশম পাদ পরিপূর্ণ হইবামাত্র কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্বতন রূপ এককালে তিরোহিত হইল । মহারাজ নল তদর্শনে সান্তিশয় বিস্ময়াবিস্ট হইলেন ।

তখন নাগরাজ কর্কোটক স্বীয় রূপ ধারণপূর্বক নলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ ! মানবগণ আপনাকে চিনিতে পারিবে না বলিয়াই, আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিয়াছি । হে রাজন্ ! যে ক্রুর আপনাকে ঈদৃশ দুঃখ প্রদান করিতেছে, সে ছুরাত্মা আমার বিষপ্রভাবে অতিকন্ঠে আপনার শরীরে বাস করিবে ।

ঐ মন্দাত্মা যাবৎ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎ কাল আমার তীক্ষ্ণ বিমে জর্জরিত হইতে থাকিবে। সেই পাপাত্মা ক্রোধ এবং অসূয়াপরবশ হইয়া নিরপরাধে আপনাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে ; কিন্তু আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে রাজন্ ! আগার প্রসাদে দংশিগণ, শত্রুগণ বা ব্রহ্মবিদগণ হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, বিষ-নিমিত্তক ক্লেশও অমুভব হইবে না এবং আপনি সর্বদা সংগ্রামে শত্রু সকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন। হে নিমধরাজ ! আপনি এক্ষণে রমণীয় অযোধ্যা নগরীতে ইক্ষ্বাকু বংশপ্রভব রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিবেন, আমি সারথি, আমার নাম বাহুক। মহারাজ ঋতুপর্ণ দ্যুত-ক্রীড়ায় সান্তিশয় স্থনিপুণ ; তিনি আপনার নিকট অশ্বচালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার বিনিময়স্বরূপ স্বীয় অক্ষবিদ্যা আপনাকে প্রদানপূর্বক আপনার পরম মিত্র হইবেন। আপনি অক্ষবিদ্যায় স্থনিপুণ হইলেই শ্রেয়ো-লাভ-পূর্বক ভাৰ্য্যা, পুত্র, কন্যা ও রাজ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সকল পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। শোক করিবেন না। আর যখন আপনার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আগাকে স্মরণ ও এই বসন পরিধান করিলেই আপনি স্বকীয় পূর্ব রূপ পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন।

ককোটক এই বলিয়া নলকে দিবা

বসনযুগল প্রদান ও প্রণয়সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইল।

সপ্তযফিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপে ককোটক নাগ অন্তর্হিত হইলে, নিমধরাজ নল মহারাজ ঋতুপর্ণের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দশম দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! আগার নাম বাহুক ; এই ভূমণ্ডলে অশ্বচালনায় আমার সদৃশ ব্যক্তি কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি সকল বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ ; অর্পকচ্ছ সমুপস্থিত হইলে আমি তাহার প্রতিবিধানের সং পরামর্শ প্রদান এবং অগ্ন্য অপেক্ষা বিশেষরূপে অন্ন সংস্কার করিতে পারি। হে মহারাজ ! এই লোকে যাবতীয় শিল্প ও অন্যান্য স্ত্রুক্ষর কৰ্ম্ম আছে, সেই সমুদায় সম্পাদন করিতে সর্বশেষ যত্ন করিব, আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।

মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ-নন্তর কহিলেন, হে বাহুক ! তুমি এই স্থানে পরম স্তখে বাস কর। তুমি যাহা যাহা কহিলে, এখানে থাকিয়া তৎসমুদায়ই করিতে পারিবে ; বিশেষতঃ আগার শীঘ্র গমনে অত্যন্ত অভিলাষ। অতএব তুমি অগ্ন্যবধি আগার অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, এমত উপায় স্থির কর ; আমি তোমাকে মাসিক দশ সহস্র স্বর্ণ বেতন প্রদান করিব। এই

বাক্ষ্যে ও জীবল নিত্য তোমার পরিচর্যা করিবে, তুমি এই দুই জনের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বচ্ছন্দে আমার অধিকারে থাকিয়া কাল যাপন কর ।

নল-রাজ ঋতুপর্ণের আদেশানুসারে বাক্ষ্যে ও জীবল-সমভিব্যাহারে পরম সমাদৃত হইয়া তাঁহার নগরে বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি স্ত্রী প্রণয়িনী বিদর্ভরাজ-দুহিতা দময়ন্তীকে স্মরণ-পূর্বক প্রত্যহ সায়ংকালে এই কথা কহিতেন, “হায় ! সেই নিরুপায়! কামিনী স্মৃৎপিপাসায় পীড়িত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কোথায় শয়ান রহিয়াছে ? ও এই মন্দ-ভাগ্যকে স্মরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহার্থ কাহার উপাসনা করিতেছে ?”

জীবল প্রতিদিন সায়ংকালে নলের মুখে এই কথা শুনিয়া একদা রজনীযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে বাহক ! তুমি প্রত্যহ যে কামিনীর নিমিত্ত অনুশোচন কর, সে কে ? কাহার পত্নী ? উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।

নল কহিলেন, হে জীবল ! কোন মূঢ়-মতি ব্যক্তির এক বহু গুণবতী রমণী ছিল । ঐ মন্দবুদ্ধি কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহার শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে ও অবিজ্ঞানে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে । সেই মূঢ়মতিই যামিনীযোগে আপনার প্রণয়িনীকে স্মরণ করিয়া ঐ কথা বলে । সেই হতভাগ্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন

স্থানে কোন অনুচিত কার্য্য অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিতেছে । আহা ! সেই দুঃখিনী রমণী অরণ্যমধ্যে অতি কষ্টেও স্বীয় স্বামীর অনুগামিনী ছিল ; কিন্তু সেই হতভাগ্য পুরুষ তাদৃশ নির্জ্ঞান অরণ্যমধ্যেও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে । ঐ কামিনী একে মার্গানভিজ্ঞ, তাহাতে আবার স্মৃৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত ; এক্ষণে সেই হিংস্রক জন্তুপরিপূর্ণ নির্জ্ঞান কাননে পতি-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কি কষ্টেই কাল যাপন করিতেছে ! হায় ! তাদৃশ দুর্গম স্থানে সে কি জীবিত রহিয়াছে ! বলিতে পারি না !

এইরূপে মহারাজ নল দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞাত রূপে মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকেতনে বাস করিতে লাগিলেন ।

অষ্টযফিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ কহিলেন, হে রাজন্ ! এইরূপে রাজ্যাপহরণানন্তর মহারাজ নল ও তাঁহার পত্নী দময়ন্তী দাসভাবাপন্ন হইলে বিদর্ভাধিপতি ভীম জনশ্রুতিতে ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনেকানেক ব্রাহ্মণ-গণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন । তিনি তাঁহাদিগকে বহুতর অর্থ প্রদানপূর্বক কহিয়া দিলেন যে, তোমরা নল ও আমার দুহিতা দময়ন্তীর অন্বেষণ কর । তোমাদের মধ্যে যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে এস্থানে আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ সহস্রসংখ্যক গো ও নগর-

তুল্য এক গ্রাম প্রদান করিব। যদি উহাদিগকে এখানে আনয়ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হয়, তথাপি তাহাদের সমাচার প্রদান করিতে পারিলেও সহস্র গোধন প্রদান করিব। ব্রাহ্মণগণ ভীম নরপতির বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হকচিভ হইয়া চতুর্দিকে গমন করিলেন। তাঁহার। অনেকানেক নগর ও রাজ্যমধ্যে নল এবং দময়ন্তীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগের অনুসন্ধান পাইলেন না।

উহাদিগের মধ্যে স্নদেব নামে এক ব্রাহ্মণ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে সুরম্য চেদি নগরীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে রাজভবনে রাজার পুণ্ড্রাবাদিনী, স্ননন্দামভিব্যা হারিণী দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। অপ্রতিম রূপশালিনী ভৈরবী পতিবিরহে ধূমাবলিভটিল পাবকপ্রভার আয় নিতান্ত মলিনা ও সাত্তিশয় ক্ষীণা হইয়াছিলেন। স্নদেব তাঁহার লক্ষণ দর্শনে এই দময়ন্তী বলিয়া তর্ক করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে আমি পূর্বে যে রূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছেন। অত্র সর্বলোক-কমনীয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আয় এই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এই চারুবৃত্তপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, শ্যামা কামিনী স্বীয় রূপ-লাবণ্যে দশ দিক্ আলোকময় করিতেছে। এই পদ্মপত্রবিশালাক্ষী সাক্ষাৎ রত্নসদৃশী রমণী পূর্ণচন্দ্রপ্রভার আয় সমস্ত লোকেরই

অভীষ্ট। এই রত্নগৃহোচিতা, রূপগুণসম্পন্না, স্নকুমারী নৃপকুমারী পতিবিরহে রাহুগ্রস্ত স্নধাকরসনাথ পৌর্ণমাসীর নিশার আয়, শুকতোয়া তটিনীর আয় ও বিদর্ভরূপ সরোবরে কারিকর পরামৃষ্টা, বিধ্বস্তপত্রকুসুমা, পঙ্কমলিনা, স্থানভ্রষ্টা নলিনীর আয় নিতান্ত কান্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। এই উদার্য গুণশালিনী ভূমণবিরহিণী কামিনী কাম-ভোগবিবর্জিতা প্রিয়বিরহিতা ও বন্ধুজন-বিহীনা হইয়া “আতপতাপ-তাপিতা ছিন্ন কৰ্ম্মালিনার আয়, নীলাভ্রসংবৃত্ত নবান চন্দ্র-লেপার আয় নিতান্ত মলিন ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; এক্ষণে কেবল ভর্তৃ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া কাল-যাপন করিতেছেন। পতিই নারীর প্রধান ভূষণ; এই কামিনী স্বাভাবিক রূপলাবণ্য-সম্পন্ন হইয়াও একমাত্র পতিবিরহে কিছু-মাত্র শোভা পাইতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! নল-রাজ ইহার বিরহেও জীবন ধারণ করিয়া আছেন, আজও শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই! এই অসিতকেশা, কমললোচনা নিতান্ত স্নখোচিতা কামিনীকে দুঃখিতা দেখিয়া আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। হায়! এই বরবর্ণিনী কত দিনে ভর্তৃসমাগম লাভ করিয়া দুস্তর দুঃখসাগর-পরপার প্রাপ্ত হইবেন; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজ্যভ্রষ্ট নিষধাধিপতি নল স্বীয় রাজ্য ও এই কামিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পরিভূক্ত হইবেন। মহারাজ নলই এই তুল্যশীলা, তুল্যবয়স্কা ও তুল্যাভিজনা কামিনীর উপযুক্ত পতি

এবং এই সর্বলোক-ললামভূতা দময়ন্তীই নল-রাজের উপযুক্ত পত্নী। যাহা হউক, এক্ষণে এই পতিদর্শনলালসা, অনমুভূত-পূর্বদুঃখা, নিতান্ত দুঃখার্ভা, অমিত বীৰ্য্য-সম্পন্ন মহারাজ নলের পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

সুদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে দময়ন্তীর নিকট গমন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৈদর্ভি! আমি আপনার ভ্রাতার দয়িত সখা; আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে আপনাকে অশ্বেষণ করিতে এখানে আসিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃ-গণের সর্বাপ্রাণ মঙ্গল; আপনার আয়ুস্মান্ তনয় ও তনয়া তথায় কুশলে কালযাপন করিতেছে ও সমস্ত বন্ধুবর্গ আপনার নিমিত্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন। শত শত ব্রাহ্মণগণ আপনার অশ্বেষণে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন।

দময়ন্তী সুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় সুহৃদগণের সুসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভ্রাতৃসখের সন্দর্শনে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সুনন্দা তাঁহাকে রোদন ও ব্রাহ্মণের সহিত একান্তে কথোপকথন করিতে দেখিয়া, শোকসম্প্র-চিহ্নে স্নেহ জননীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! সৈরিন্দ্রী এক ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত হইয়া রোদন করিতেছে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে

তথায় উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করুন।

রাজমাতা সুনন্দার বাক্য শ্রবণানন্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সুদেব-সমভিব্যাহারিণী সৈরিন্দ্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও সুদেবকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! এই সীম-ন্তিনী কাহার ধর্ম্মপত্নী ও কাহার কন্যা; আমি ইহা জানিতে একান্ত অভিলাষ করি। বোধ হয়, আপনি ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন।

দ্বিজসন্তম সুদেব রাজমাতার বাক্য শ্রবণানন্তর সুখোপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দময়ন্তীর সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! এই কামিনী বিদর্ভ-দেশাধিপতি ধর্ম্মাভা মহারাজ ভীমের দুহিতা; ইহার নাম দময়ন্তী। ইনি মহীপতি বীরসেনের পুত্র পুণ্যলোক নল-রাজের ভার্য্যা। নরপতি নল ভ্রাতার সহিত দ্যুতক্রীড়ায় সমুদয় রাজ্য পরাজিত হইয়া দময়ন্তী-সমভিব্যাহারে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কেহই জানিত না; কেবল আগরা এই দময়ন্তীকে অশ্বেষণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটনপূর্বক পরিশেষে আপনার পুত্রের ভবনে ইহার সন্দর্শন পাঠিলাম। মনুষ্যালোকে ইহার তুল্য

রূপবতী কামিনী আর কেহই নাই। এই বরবর্ণিনীর ক্রম্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মসমিভ স্বাভাবিক জটুল চিহ্ন মলসংবৃত হইয়া ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রমার আয় অস্তহিত রহিয়াছে। বিধাতা ইহাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত ক্রমধ্যে ঐ জটুল চিহ্ন নিঃশাণ করিয়াছেন। এই কামিনীর রূপ প্রতিপদের চন্দ্রকলার আয় অদৃশ্যপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ইহার কলেবর সাতিশয় মলসমাবৃত ও অসংস্কৃত হইয়াও কাঞ্চনের আয় দীপ্তি পাইতেছে। যেমন ভস্মরাশি-সমাচ্ছন্ন অনল উদ্ভা-দ্বারা অধুমিত হয়, তদ্রূপ ইহার মল-সমাবৃত শরীর, কান্তি ও জটুল চিহ্ন সন্দর্শনে ইহাকে দময়ন্তী বলিয়া আমার প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়াছে।

সুনন্দা হৃদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর দময়ন্তীর ক্রম্বয়ের মল সকল অপনৌত করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রম্ব্যস্থ জটুল চিহ্ন নিঃশাণ নভস্থলস্থিত শশাঙ্কের আয় শোভমান হইতে লাগিল। সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটুল চিহ্ন সন্দর্শনে সাতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজমাতা বাষ্পগদগদ বচনে ভৈমীকে কহিলেন, বৎসে! এই জটুল চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমার ভগিনীর ছহিতা। তোমার মাতা এবং আমি দশার্ণ-দেশাধিপতি মহাত্মা সুদামা মহীপতির তনয়া। দশার্ণরাজ তোমার নাভাকে ভীমের হস্তে ও আমাকে বীর

বাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে দশার্ণ নগরে আমার পিতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। হে ভাবিনি! আমার ভবন তোমার পিতৃগৃহের তুল্য এবং আমার ঐশ্বর্য তোমার স্বীয় ধনসম্পত্তির সদৃশ।

তখন দময়ন্তী প্রফুল্ল মনে মাতৃহৃদসার চরণে প্রণিপাতপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! যদিও এতাবৎ কাল আপনি আমাকে জানিতেন না, আমিও আপনাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারি নাই, তথাপি আপনার গৃহে সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছি; আপনিও আমাকে সতত সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে এখানে বাস করিলে পূর্বাপেক্ষা সমধিক সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি বহু দিন হইল প্রবাসে রহিয়াছি, এই নিমিত্ত আমাকে পিতৃভবন গমনে অনুমতি করুন। আমার তনয় ও তনয়া একে বালক, তাহাতে আবার পিতৃ-মাতৃবিরহে নিতান্ত শোকাক্ত হইয়া তথায় রহিয়াছে; অতএব যদি আপনি আমার কিছুমাত্র প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা করেন, তবে দ্বারায় আমাকে বিদ্রুত নগরে প্রেরণ করুন।

রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সন্মত হইয়া স্বীয় পুত্রের মতানুসারে মহতী সেনা-সমভিষাঘারে বহুবিধ ভক্ষ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ প্রদানপূর্বক মনুষ্যবাহু যানে আরোহন করাইয়া ভৈমীকে

তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন । দম-
যন্তী অচির কাল মধ্যে বিদর্ভ দেশে সমুপ-
স্থিত হইলেন । তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে
দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহার যথো-
চিত সম্মান করিলেন । তখন ভীমতনয়া
দমযন্তী আপনার তনয়, তনয়া, মাতা, পিতা
ও সমস্ত সখীগণকে কুশলী দেখিয়া যথা-
বিধানে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা
করিতে লাগিলেন । ভীম নরপতি স্বীয়
তনয়া সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া
স্বদেবকে সহস্রসংখ্যক গো, গ্রাম ও
প্রচুর পরিমাণ ধন প্রদান করিলেন ।

দমযন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বিশ্রাম
করিয়া স্বীয় জননীকে কহিতে লাগিলেন,
মাতঃ ! যদি আপনি আমাকে জীবিত
রাখিতে অভিলাষ করেন, তবে শীঘ্র নরবীর
নলের আনয়নে সচেষ্ট হউন । রাজ্ঞী দম-
যন্তীর সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত
হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন,
কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন
না । তাঁহার তাদৃশ অবস্থা অবলোকনে
অন্তঃপুরস্থ সমস্ত ঘোষাগণ হাহাকার শব্দে
ক্রন্দন করিতে লাগিল । তখন রাজ্ঞী
মহারাজ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া
কহিলেন, মহারাজ ! তোমার তনয়া দম-
যন্তী স্বীয় ভর্তার নিমিত্ত অনুশোচন করি-
তেছে । সেই বালা লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক
আমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়াছে । অত-
এব তোমার কিঙ্করগণ শীঘ্র নলের অন্বেষণে
গমন করুক ।

মহারাজ ভীম রাজ্ঞীর বচন শ্রবণে

যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়া নলের অন্বেষণ
নিমিত্ত আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে
চতুর্দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন ।
ব্রাহ্মণগণ রাজনিয়োগ শ্রবণান্তর দমযন্তীর
নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, রাজপুত্রি !
আমরা নলান্বেষণে গমন করিতে প্রস্তুত
হইয়াছি । তখন দমযন্তী তাঁহাদিগকে
কহিয়া দিলেন, হে বিপ্রগণ ! আপনারা
সমুদায় রাজ্যে সকল সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ
এই কথা কহিবেন যে, “হে শঠ ! তদীয়
প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত ; তুমি
অরণ্য মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাহার বস্ত্রাঙ্ক
ছেদনপূর্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ
করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ ? তুমি
তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে
তাহাই প্রতিপালনপূর্বক তোমার প্রতী-
ক্ষায় কাল যাপন করিতেছে । সেই কামিনী
অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্বক দিনযামিনী কেবল
শোকসমুত্তপ্ত চিত্তে রোদন করিতেছে । অত-
এব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের
প্রত্যুত্তর প্রদান কর” । হে ব্রাহ্মণগণ !
আপনারা এই কথা এবং এইরূপ অল্প অল্প
কথাও কহিবেন ; তাহা হইলে আমার প্রতি
তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইতে পারে ;
যেহেতু অনল সমীরণ কর্তৃক সমুত্তেজিত
হইয়াই প্রবল বেগে অরণ্য দগ্ধ করে ।
আপনারা আরও কহিবেন যে, “পত্নীকে
সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার
অবশ্য কর্তব্য ; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেন
তাহার বিপরীতাচরণ করিলে ? তুমি
সর্বত্র বিপ্রত, প্রাজ্ঞ, কুলীন ও সদয়চিত্ত

হইয়াও এক্ষণে কেবল আমারই দুর্ভাগ্য-বশতঃ দয়াশূন্য হইয়াছে ; হে নাথ ! আমার প্রতি সদয় হও ; তুমি স্বয়ং আমাকে কহিয়াছ যে, ‘অনুশংসতা প্রধান ধর্ম্ম’ । হে বিপ্রগণ ! আপনাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, আপনারা তিনি কে, কোথায় থাকেন, সম্বন্ধ কি নির্বন, সমর্থ বা অসমর্থ এবং কি কর্ম্ম করেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য উত্তমরূপে স্মরণপূর্বক আমার নিকটে আগমন করিয়া সমুদায় কহিবেন । হে বিপ্রগণ ! আপনারা যে আমার নিদেশ-ক্রমে ঐ কথা কহিতেছেন, ইহা যেন অন্তে না বুঝিতে পারে এবং আপনারা সাবধানে অতি সত্বরে কার্য সাধন করিয়া এখানে প্রত্যাগমন করিবেন ।

তখন ব্রাহ্মণগণ দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তজ্জপ ব্যসনাপন্ন ভূপতি নলের অশ্বেষণার্থ চতুর্দিকে গমন করিলেন । তাঁহারা পুর, রাজ্য, গ্রাম, ঘোষ ও আশ্রম প্রভৃতি অনেকানেক প্রদেশে দময়ন্তীর এই বাক্য ঘোষণা করিয়া নলকে অশ্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কুত্ৰাপি তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! বহু কাল অতীত হইলে পর্ণাদ নামা এক ব্রাহ্মণ নগরে প্রত্যাগমনপূর্বক দময়ন্তীকে কহিলেন; হে কল্যাণি ! আমি নলের অশ্বেষণ-

এসঙ্গে একদা অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও আপনার আদেশানুসারে তাঁহার নিকট সেই সকল বাক্য বারংবার অবিকল বর্ণন করিলাম, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পারিষদবর্গ কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না । অনন্তর আমি ভূপতির নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্বক প্রত্যাগমন করিতেছি, এই অবসরে বাহুক নামা এক রাজপুরুষ আমাকে নির্জনে আহ্বান করিল ; সে দেখিতে অতি বিরূপ ও হ্রস্ববাহু, রাজার সারথ্য স্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে । সে ব্যক্তি অতি দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা ও সূত্রগালীক্রমে ভোজন সামগ্রী সকল উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারে ।

বাহুক ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া আমাকে কুশল প্রশ্ন-পূর্বক কহিল, কুলকামিনীগণ বিষম দশা প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে ; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতি-পরায়ণারা নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে । তাহারা ভর্তৃবিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রভূত সংপথ অবলম্বনপূর্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করে । অতএব সেই নল-রাজ তাদৃশ বিষম দশা-গ্রস্ত ও সূখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে দময়ন্তীকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর ক্রোধ করা কোন ক্রমে উচিত নহে । নল নৃপতি পক্ষিগণ-কর্তৃক হত-বসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন ;

এক্কেণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নল-রাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোন ক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে। আমি বাহুকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরিত গমনে এই স্থানে আগমন করিলাম; এক্কেণে আপনি এ বিষয়ে যাহা বিবেচনা করেন।

এই সকল কথা শুনিয়া দময়ন্তী বাম্পা-কুল লোচনে নির্জনে জননী-সম্মিধানে গমন করিয়া আত্মোপাস্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন, মাতঃ! আপনি এই কথা কদাচ পিতার কর্ণগোচর করিবেন না। আমি দ্বিজসন্তম হৃদেবকে এক্কেণে আগনার নিকট আনয়ন করিব; কিন্তু যদি আপনার মদীয় প্রিয় কার্য সাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে যাহাতে পিতা এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারেন, তাহাই করিতে হইবে। হে মাতঃ! হৃদেব যে-রূপে আমাকে বান্ধবসম্মিধানে আনয়ন করিয়াছেন; এক্কেণে তিনি সেইরূপে অনতি-বিলম্বে নলের প্রত্যনয়নার্থ নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাত্রা করুন।

অনন্তর দময়ন্তী পর্ণাদকে বিশ্রাম ও গতক্রম দেখিয়া প্রার্থনাম্বিক অর্থ দান-দ্বারা অর্চনা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! নল-রাজ আগমন করিলে আমি পুনরায় আপনাকে অর্থ প্রদান করিব। আপনি আমার অসীম উপকার করিয়াছেন, এক্রূপ আর

কেহই করিবে না। আমি আপনারই প্রসাদে অবিলম্বে স্বামিসমাগম লাভ করিব। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক দময়ন্তীকে আশ্বাসিত করিয়া কৃতার্থস্মৃতি চিন্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দুঃখিত মনে মাতৃ-সম্মিধানে হৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে হৃদেব! তুমি কাশগামীর ন্যায় শীঘ্র অযোধ্যা নগরোতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণকে কহিবে যে, ভীমমুতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর হইবে; অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বরসভায় গমন করিতেছেন। আগামী কল্য স্বয়ম্বরের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। দময়ন্তী দিবাকর সমুদিত হইলেই দ্বিতীয় ভর্তাকে বরণ করিবেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র গমন করুন। নল-রাজ জীবিত আছেন কি না, দময়ন্তী ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি হৃদেবকে বিদায় দিলেন। অনন্তর হৃদেব ঋতুপর্ণ-সম্মিধানে সমুপনীত হইয়া আত্মোপাস্ত দময়ন্তীবাচ্য সকল নিবেদন করিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! রাজা ঋতুপর্ণ হৃদেবমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহুককে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে অশ্ববিদ্যা-বিশারদ! আমি শুনিলাম, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর সমুপস্থিত; তদুপলক্ষে আমি এক দিবসমধ্যে বিদগ্ধ

নগরীতে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করি ;
এ বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর। এই
কথা শ্রবণ করিবাগাত্র নল-রাজের হৃদয়
দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিন্তা
করিতে লাগিলেন, দময়ন্তী দুঃখমোহিত
হইয়া যথার্থতই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে,
ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয়, আমার
নিমিত্তই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।
হা! আমি তৎকালে একান্ত অনুরাগিণী
সহধর্মিণীকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত
ক্ষুদ্রের ন্যায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!
স্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল; আগারও
দোষ অতি নিদারুণ; স্তুরাং দময়ন্তী চির
বিরহে তাদৃশ অসাধারণ অনুরাগ এককালে
বিস্মৃত হইয়া পুনঃ স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান
করিবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।
কিন্তু দময়ন্তী পতি-বিরোগজনিত শোক ও
নৈরাশ্যে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা আছে;
বিশেষতঃ আমার ঔরসে তাহার দুইটি
সন্তান জন্মিয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, স্বয়-
ম্বরসংক্রান্ত কিম্বদন্তী নিতান্ত অমূলক।
যাহা হউক, তথায় উপস্থিত হইয়া এবিষয়ের
সত্যাসত্য সম্যক অবগত হইব। এক্ষণে
আমার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঋতুপর্ণ-রাজের
মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে, মন্দেহ
নাই।

বাহুক মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির
করিয়া অতি দীন মনে কৃতাজ্জলিপুটে ঋতু-
পর্ণ-রাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি
আপনার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি,
এক দিবসমধ্যেই আপনাকে লইয়া বিদর্ভ

নগরীতে উপস্থিত হইব। অনন্তর নৃপ-
তির আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমন
করিয়া অশ্বগণের পরীক্ষা করিতে লাগি-
লেন। পরে রাজার ব্যগ্রতায় শশব্যস্ত
হইয়া বারংবার বিচার ও পরীক্ষা করিয়া
কয়েকটি গমনপটু কৃশ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন।
ঐ অশ্বসকল তেজোবলসংযুক্ত, উৎকৃষ্ট
জাতি-সম্ভূত, সুশিক্ষিত, সিদ্ধদেশজাত,
হীন লক্ষণবিবর্জিত, মারুতগামী ও দশ
আবর্তে অলঙ্কৃত, তাহাদিগের হনুদেশ
অতিশয় বিস্তীর্ণ ও প্রোথ অতিপৃথু।

ঋতুপর্ণ-রাজ ঐ সকল অশ্বকে দৃষ্টি-
গোচর করিবাগাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহি-
লেন, অহে বাহুক! তুমি কি আমার
প্রার্থনাসিদ্ধিবিষয়ে প্রতারণা করিতেছ?
এই সকল অল্পপ্রাণ ও হীনবল হয়গণ
কিরূপে এই দুর্গম বস্ত্র অতিক্রম করিবে।
বাহুক কহিলেন, মহারাজ! এই সকল
অশ্বের ললাটদেশে একটী, মস্তকে দুইটী,
পার্শ্ব ও উপপার্শ্বে চারিটী, বক্ষঃস্থলে দুইটী ও
পশ্চাৎদেশে একটী, এই দশটী আবর্ত আছে;
নিঃসংশয়ে কহিতেছি, ইহারাই বিদর্ভদেশে
গমন করিতে সমর্থ হইবে। অথবা আপনি
যে সকল অশ্বগণকে মনোনীত করিবেন,
তাহাদিগকেই আমি যোজনা করি। ঋতু-
পর্ণ-রাজ কহিলেন, হে বাহুক! তুমি
অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, অতএব তুমি যাহা-
দিগকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিবে,
অবিলম্বে তাহাদিগকেই রথে যোজনা
কর।

তখন বাহুক সৃজাতিজাত, সুশিক্ষিত ও

বেগগামী তুরঙ্গমচতুষ্টয় রথে যোজনা করিলে, রাজা সহরে রথবরে আরোহণ করিলেন। অশ্বরত্ন সকল জানু সঙ্কোচ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নরবর নল-রাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সাস্ত্রনা ও বাষ্কেয় সারথিকে রথে আরোপিত করিয়া স্বয়ং বজ্রাগ্রহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলে। অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তাহাদিগের বেগাতিশয় সমবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়া-বিক্ত হইলেন। বাষ্কেয় সারথি রথের অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও বাহকের তাদৃশ হয়-সংগ্রহ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহার অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; বোধ হয়, ইনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দের সারথি মাতলি; কারণ এই মহাবীর বাহকে তদীয় সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অথবা অশ্বকুলতত্ত্বজ্ঞ শালিহোত্র পরম শোভন মানুষ কলেবর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন কিম্বা ইনি পরপুরঞ্জয় নল-রাজ; কারণ তিনি যেরূপ অশ্ববিদ্যা বিশারদ, বাহকও তদ্রূপ সুশিক্ষিত। * বাহক বয়ঃক্রম ও অশ্ববিজ্ঞান বিষয়ে নল-রাজের তুল্য লক্ষিত হইতেছেন; কিন্তু ইনি নলরাজ নহেন; তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মা হইবেন; কারণ, কত শত লোক দৈববিধানানুসারে অথবা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলম্বী হইয়া প্রচ্ছন্ন বেশে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বাহক নল অপেক্ষা নিতান্ত বিরূপ ও

শারীরিক পরিমাণ বিষয়েও একান্ত পরি-
হীন, যদিও বয়ঃক্রম তুল্য, তথাপি রূপাদিতে
সম্যক্ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। নল-
রাজের যে সকল অসাধারণ গুণ আছে,
বোধ হয়, বাহকেরও সেই সকল গুণ
থাকিতে পারে। সারথি বাষ্কেয় মনে
মনে এইরূপ বিচার ও চিন্তা করিয়া হর্ষ-
মাগরে মগ্ন হইল, রাজা ঋতুপর্ণ বাহকের
অসাধারণ হয়জ্ঞতা, তাদৃশ হয়সংগ্রহ,
একাগ্রচিত্ততা, উৎসাহ ও দৃঢ়তর যত্ন
নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

রুহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! বাহক
গগনচারীর ন্যায় অনতিকাল-মধ্যে নদ, নদী
বন, পর্ব্বত ও সরোবর সমস্ত অতিক্রম
করিয়া মহাবেগে আকাশমার্গে গমন
করিতেছেন, এই অবসরে ঋতুপর্ণ-রাজের
উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গ হইতে স্থলিত ও অধঃ-
প্রদেশে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ
তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহককে
কহিলেন, হে বাহক ! তুমি অশ্বের রশ্মি
সংযত কর, আমার উত্তরীয় বস্ত্র স্থলিত
হইয়াছে; বাষ্কেয় গিয়া উহা আনয়ন
করিবে। বাহক কহিলেন, হে মহারাজ !
আপনার উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গচ্যুত হইয়া এক
যোজন অন্তরে নিপতিত হইয়াছে; এক্ষণে
উহা আহরণ করা নিতান্ত সুকঠিন।

অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজ ফলপল্লবোপাশো-
ভিত এক বিভীতক রুক্ম নিরীক্ষণ করিয়া
শণব্যস্ত চিত্তে বাহককে কহিলেন, হে

বাহুক ! গণনাবিষয়ে আমার উৎকৃষ্ট বল অবলোকন কর । সকলে সকল বিষয়ের পারদর্শী হইতে পারে না, এই সংসারে কাহারও সর্বদ্রুততা নাই ; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব । এই বিভীতক বৃক্ষে যে সকল ফল ও পত্র বিগ্ৰহমান রহিয়াছে এবং যাহা নিপতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক শত এক পত্র ও এক শত এক ফল ভূতলে পতিত হইয়াছে, আর দুই শাখাতে পঞ্চ কোটি পত্র আছে । ঐ শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা অনুসন্ধান কর, তাহাতে দুই সহস্র পঞ্চাশত ফল আছে দেখিতে পাইবে । তখন বাহুক রথবেগ নিবারণ-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যেমন পরোক্ষবিষয়ে জ্ঞাঘা করিতেছেন, আমি এই ক্ষণেই বৃক্ষ ছেদন পূর্বক উহার ফল ও পত্র সমুদয় গণনা করিলে তদ্বিষয়ে আর পরোক্ষতা থাকিবে না । আমি আপনার সমক্ষেই এই বৃক্ষ ছেদন করিব । আপনি ফল ও পত্রের যে সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিতেছে ; এক্ষণে আপনার সম্মুখেই উহা গণনা করিয়া দেখিব । বাষ্কেয় সারথি যুহুর্ভ কালের নিমিত্ত অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করুক । ঋতুপর্ণ-রাজ কহিলেন, হে বাহুক ! এক্ষণে বিলম্বের আর অবসর নাই, সত্বরে বিদর্ভ নগরে যাইতে হইবে । বাহুক অতি যত্নপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, অথবা যদি নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে

বাষ্কেয় এই কল্যাণকর পথ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিদর্ভ দেশে লইয়া যাউক । রাজা কহিলেন, হে বাহুক ! তুমিই সারথি ; এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সারথি আর নাই । ফলতঃ তুমি সারথ্য কর্ম স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই, আমি বিদর্ভ নগরীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ; তুমি আর প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিও না । যদি অগ্ৰ বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইয়া আমাকে সূর্য্য দর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সকল বাসনাই সম্পূর্ণ করিব ।

বাহুক কহিলেন, মহারাজ ! আমি বৃক্ষের ফলপত্র সংখ্যা না করিয়া বিদর্ভ দেশে গমন করিব না, আপনাকে আমার এই কথাটি রক্ষা করিতে হইবে । তখন নৃপতি অনিচ্ছাপূর্বক বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক ! মৎসমাদিক্ট শাখার এক দেশমাত্র গণনা কর, তাহাতেই তুমি সম্পূর্ণ প্রীতি লাভ করিতে পারিবে । রাজার আদেশানুসারে বাহুক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিভীতক বৃক্ষ ছেদনপূর্বক নৃপতিনির্দিষ্ট ফল ও পত্র সংখ্যা করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, মহারাজ ! আমি এক্ষণে আপনার এই লোকাভীত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম । আপনি যে বিগ্ৰাপ্রভাবে উহা জানিতে পারিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভি-লাষুক হইয়াছি, অমুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন । তখন দ্রুত গমনোৎসুক মহারাজ

ঋতুপর্ণ কহিলেন, হে বাহুক ! আমি গণনাবিশারদ ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ । বাহুক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আমা হইতে অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যা গ্রহণপূর্বক তাহার বিনিময়স্বরূপ সংখ্যান বিদ্যা প্রদান করুন । রাজা ঋতুপর্ণ কার্য্যগৌরব ও অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যা লাভলোভে বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক ! তুমি আমা হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ কর, আমার অশ্ববিদ্যা এক্ষণে তোমাতেই নিক্ষিপ্ত থাকুক, এই বলিয়া বাহুককে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন ।

সেই অক্ষবিদ্যা-প্রভাবে দেহান্তর্গত চুরাত্মা কলি অনবরত কর্কোটক বিষ উদ্গার করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল । নল-রাজ অতি দীর্ঘকাল কলি-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য ও অচেতন্যপ্রায় হইয়াছিলেন ; এক্ষণে কলিকে সম্মুখীন দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন । কলি শঙ্কিত হইয়া কম্পিত কলেবরে ও কৃতাজ্জলিপুটে নল-রাজকে কহিল, মহারাজ ! ক্রোধ সংবরণ করুন ; আমি আপনার এক মহীয়সী কীৰ্ত্তি সংস্থাপন করিব । পূর্ব্ব যখন আপনি দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে অকারণ পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন ; তদবধিই আমি একান্ত দুঃখিত ও ভুজঙ্গবিষে জর্জরিত হইয়া আপনার দেহান্তরে অধিবাস করিতেছিলাম । হে

মহারাজ ! এক্ষণে আমি আপনার শরণা-পন্ন হইতেছি, যদি শরণাগত ও ভয়ান্তকে অভিসম্পাত না করেন, তাহা হইলে এই জগতীতলে যে সকল মনুষ্য আপনার নাম কীৰ্ত্তন করিবে, তদবধি তাহাদিগের প্রাণ আর আমার অধিকার থাকিবে না । নল-রাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন । অনন্তর কলি নলের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সাতিশয় ভীত ও অন্য-কর্তৃক অলক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বিভীতক রূক্ষে প্রবিষ্ট হইল । বিভীতক তরু কলির আবেশ-প্রভাবে অপ্রশস্ত হইয়া গেল ।

অনন্তর কলিবিনিমুক্ত ও বিগতজ্বর নল মহারাজ রূক্ষের ফল সংখ্যা করিয়া অলৌকিক তেজঃ ও মহতী প্রীতি লাভ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক বিদভাভিমুখে অশ্বগণকে বায়ুবেগে চালনা করিতে লাগিলেন । নল নরপতি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিও স্বস্থানে প্রস্থান করিল । তিনি কলি-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গতক্লেশ ও স্তম্ভকায় হইলেন, কিন্তু তাঁহার রূপ তদ্রূপই রহিল ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজ সাযংকালে বিদর্ভ নগরীতে উত্তীর্ণ হইলে, দূতেরা ভীম-রাজের সম্মিধানে তাঁহার উপস্থিতি সংবাদ নিবেদন করিল । ভীম নরপতি পরম সমাদরে তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলে, তিনি তখন রথনির্গমে

দিদ্যুগল প্রতিধ্বনিত করিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্বের নৈমগ্নের অশ্ব-গণ তাঁহার সমাগমে যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিত, সেইরূপ এক্ষণে তদীয় রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। দময়ন্তী জলদকালীন গভীর মেঘগর্জনতুল্য রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিলেন, পূর্বের অশ্বগণ নল-রাজকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া রথে যোজিত হইলে যেরূপ রথ-নির্ঘোষ হইত, ইহাও তদ্রূপ বোধ হই-তেছে। অনন্তর প্রাসাদস্থ ময়ূর, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ সেই গভীর রথঘোষ শ্রবণ-পূর্বক উন্মুখ ও উৎসুক হইয়া আনন্দনাদ করিতে লাগিল। এই অবসরে দময়ন্তী কহলেন, এই রথনির্ঘোষ ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যেন আমাকে আফ্লাদিত করি-তেছে; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাত্মা নল নরপতি আসিয়া থাকিবেন। আমি আজি যদি সেই অসংখ্য গুণধর বীরবর নল রাজের নিম্নলিখিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অজ্ঞানতাই হইব। আমি যদি তাঁহার সেই স্তম্ভস্পর্শ ভুজযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিব। যদি সেই গভীরস্বর নিমগ্নাদিপতি, নল; আমাকে স্বেচ্ছামগ্ন না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই অজ্ঞ-হত্যাপাপে লিপ্ত হইব। যদি মন্তকুঞ্জর-বিক্রান্ত নল-রাজ আমার সম্মিথানে সমা-গত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত ছত্ৰধ্বজে প্রবেশ করিব, তাহার সন্দেশ

নাই। আমি তাঁহার নিকট কখনই চিত্তা কহি নাই; কখন তাঁহার অপকার বা স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তিনি প্রভু, ক্ষমাশীল, বীর, বদান্য ও পরস্রীপরাদ্ভুত। এক্ষণে আমি তদেকান্ত-চিত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই গুণ চিন্তা করিতেছি, প্রিয়বিচ্ছেদজনিত শোক আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে।

দময়ন্তী বিনম্রসংজ্ঞপ্রায় হইয়া বারং-বার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে প্রিয় দর্শনমানসে প্রাসাদে আরোহণ করিবামাত্র বাম্বেয় ও বাহুক-সমভিব্যাহারী অযোধ্যাধিপতি মহারাজ ঋতুপর্ণকে রাজভবনের মধ্যম কক্ষায় নিরীক্ষণ করিলেন।

অনন্তর বাম্বেয় ও বাহুক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে উন্মোচনপূর্বক একান্তে রথ স্থাপন করিলে, অযোধ্যাধি-পতি ঋতুপর্ণ রথগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম সমুচিত সৎকার-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলে, ঋতুপর্ণও তৎ-কৃত পূজা গ্রহণপূর্বক বিচিত্র আসনে উপ-বেশন করিলেন; কিন্তু বারংবার অনুসন্ধান করিয়াও স্বয়ম্বরের কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ দময়ন্তী জননী সম-ভিব্যাহারে নির্জনে পরাগর্শ করিয়া ভীমের অগোচরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও অনু-ধাবন করিতে পারেন নাই।

এদিকে বিন্দুবিসর্গ ভীমও তদীয়

অভিসন্ধি বোধ করিতে না পারিয়া স্বাগত-প্রশ্নপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? রাজা ঋতুপর্ণ, এক্ষণে কি প্রত্যুত্তর দিব, চিন্তা করিলেন ; ইনি ত স্বয়ম্বরের কৌন কথারই উল্লেখ করিলেন না । আমিও রাজা এবং রাজপুত্রদিগকে এখানে আগমন করিতে দেখিতেছি না ; ব্রাহ্মণগণেরও সমাগম নাই । এক্ষণে কি বলি ; মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি । এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীম নরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, ইনি শতাবধি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কি কারণে আগমন করিয়াছেন । অনেকানেক রাজ্য ও বহুসংখ্যক গ্রাম নগর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব । ফলতঃ আগমন-কারণেরও অতি সামান্য কার্য্যই নির্দেশ করিলেন ; কিন্তু ইহার যথার্থ্য পক্ষে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মিতেছে ; যাহা হউক, পশ্চাৎ ইহার কারণ অবগত হওয়া যাইবে ।

ভীম নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আপনি সাত-শয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে বিশ্রাম করুন, এই বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সৎকার-পূর্বক বিদায় করিলেন । ঋতুপর্ণ সংকৃত ও রাজভৃত্যবর্গে অনুগত হইয়া প্রীত ও প্রসন্ন মনে তমির্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করি-

লেন । তখন বাম্বেয় ও রাজা ঋতুপর্ণ ইহার সকলে গমন করিলে, রথবাহক বাহক রথ লইয়া রথশালায় প্রবিষ্ট হইলেন । তথায় অশ্বদিগের যথাবিধি পরিচর্যা করিয়া স্বয়ং রথগর্ভে উপবেশন-পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

এদিকে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ নৃপতি, সূত-পুত্র বাম্বেয় ও বিরূপ বাহককে সন্দর্শন করিয়া শোকাবুলিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । পূর্বে নল-রাজের এইরূপ রথশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে নলকে অবলোকন করিতেছি না, তবে এ কাহার রথশব্দ । বোধ হয়, বাম্বেয় অশ্ববিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেই হেতু নল-রাজের রথের স্তায় এই রথেরও গভীর শব্দ হইতেছিল । অথবা অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণই নল-রাজের তুল্য ; সেই নিমিত্ত তাঁহার স্তায় এই রথেরও গভীর শব্দ সমু-থিত হইতেছিল । দময়ন্তী মনে মনে এই-রূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া নল-রাজের অশ্বেষণার্থ এক দূতীকে প্রেরণ করিলেন ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

দময়ন্তী কেশিনীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেশিনি ! ঐ যে হ্রস্ববাহু বিকৃত-কলেবর সারথি রথোপাস্ত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, তুমি সাবধানে বিনীতভাবে উহার সমীপবর্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা কর । উহাকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ যেরূপ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হই-

তেছে, ইহাতে বোধ হয়, উনি বীরসেন-স্বত নল-রাজ হইতে পারেন। তুমি সমু-চিত সম্ভাষণপূর্বক কথাপ্রসঙ্গে পর্ণাদের বাক্য গুলি উহার শ্রবণগোচর করিবে এবং উনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে। দময়ন্তী এই সকল উপদেশ প্রদানপূর্বক কেশিনীকে প্রেরণ করিলেন ও স্বয়ং প্রাসাদে আরোহণপূর্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুকসমীপে গমন করিয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিল, মহাশয়! আপনারা কোন্ সময়ে নিজ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ও এ স্থানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ভর্তৃ-দারিকা দময়ন্তীর সাতিশয় অভিলাষ জন্ম-য়াছে; অতএব আপনি এ বিষয়ের যথার্থ সমুদায় বর্ণন করুন।

বাহুক কহিলেন, মহাত্মা কোশলরাজ দ্বিজগুণে কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে শ্রবণ করিয়া শত-যোজনগামী মনোযব বাজিসমূহের সাহায্যে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহারই সারথি।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! এই তৃতীয় ব্যক্তি কে, কাহার অধীন ও আপনিই বা কাহার অধিকৃত? আর আপনার প্রতিই বা কি নিমিত্ত এই কৰ্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছে।

বাহুক কহিলেন, ভদ্রে! এই তৃতীয় ব্যক্তি পুণ্যলোক নল-রাজের সারথি;

ইনি বাঞ্চের্য বলিয়া বিখ্যাত। নল-রাজ প্রস্থান করিলে, ইনি ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সারথ্য কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া-ছেন। আমি অশ্বকুশল বলিয়া, রাজা ঋতু-পর্ণ আমাকেও সারথ্য কৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও রন্ধন-ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! নল-রাজ কোথায় গমন করিয়াছেন, বাঞ্চের্য কি তাহা অবগত আছেন? অথবা ইনি আপ-নার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত কি কহিয়াছেন?

বাহুক কহিলেন, হে যশস্বিনী! বাঞ্চের্য পুণ্যাত্মা নল রাজের সম্ভানদ্বয়কে এই স্থানে সমর্পণ করিয়া যথাভিলাষ প্রস্থান করিয়াছিলেন; ইনি ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন বৃত্তান্ত অবগত নহেন এবং অন্য কেহও তাঁহার বার্তা কহিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্ম বেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁহার তদানী-ন্তন অবস্থা অবগত আছেন, তন্নিম্ন আর কেহই তাঁহার সেই অবস্থা অবগত নহে; তিনি কোন স্থানেই আপনার লক্ষণ সকল প্রকাশ করেন নাই।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! প্রথমে যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনার নিকট ভর্তৃদারিকা দময়ন্তীর এই সকল কথা কহিয়াছিলেন যে “হে কিতব! তদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তুমি অরণ্যমধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রাঙ্ক ছেদনপূর্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি

তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালন করিয়া তোমার প্রতীক্ষায় কাল ক্ষেপণ করিতেছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে মহামতে! দময়ন্তীর প্রিয় সংবাদ বল”। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে আপনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, ভর্তৃদারিকা বৈদভী পুনরায় আপনার নিকট তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।

কেশিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল-রাজের হৃদয় নিতান্ত কাতর ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অযোধ্যাতে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বর শ্রবণ করিয়া সেই বার্তাবাহ ব্রাহ্মণের নিকট গাছা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দহমান হইয়াও দুঃখাবেগ সংবরণ-পূর্বক পুনরায় তাহা কহিতে আরম্ভ করিলেন; “কুলকামিনীরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপ্রাণা সতীর নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও কদাচ কোপ-পরায়াণ হয় না, বরং সদাচার-রূপ কবচে আবৃত হইয়া আপনার জীবন রক্ষা করে। অতএব সেই নল রাজ তাদৃশ বিষম দশাগ্রস্ত ও স্তম্ভপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিশয়ে তাঁহার জাতক্রোধ হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণ-কর্তৃক হতবসন ও মনঃ-

পীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নল-রাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোন ক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে”। নল-রাজ এই সকল কথা কহিতে কহিতে এরূপ দুঃখানায়মান হইলেন যে, বাষ্পবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহকের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার চিত্তবিকার অবলোকন করিয়া বৈদভীসমীপে গমনপূর্বক সেই সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! দময়ন্তী কেশিনীর নিকট বাহকসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহাকেই নল বলিয়া সংশয় করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া কেশিনীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন কর ও কিছূ না বলিয়া সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার চরিত্রে সকল পরীক্ষা কর। তিনি যে সময়ে যে কোন কার্য সম্পাদনে চেষ্টা করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চেষ্টিত সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তিনি অনল প্রার্থনা করিলে, তুমি তাহার প্রতিবন্ধকতা-চরণ করিবে; কদাচ অগ্নি প্রদান করিবে

না। তিনি জলানয়নের অনুমতি করিলে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইবে। হে কেশিনি! তুমি এইরূপে তাঁহার চরিত্র সকল পরীক্ষা করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে যে সকল লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাও আগাকে কহিবে। দময়ন্তী কেশিনীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বাহুক-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

কেশিনী নল-রাজের যে সকল চিহ্ন অবগত হইল এবং তাঁহাতে যে সকল লৌকিক ও অলৌকিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, দময়ন্তীসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই সমুদায় অবিকল নিবেদন করিতে লাগিল, হে ভর্তৃ-দারিকে! আগি পূর্ব্ব কখন ঐদৃশ্ মনুষ্য দর্শন বা শ্রবণগোচর করি নাই। পৃথিবী ও সলিল প্রভৃতি অনেক পদার্থ তাঁহার নিকট আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অতি-হৃদয় প্রবিষ্ট হইবার সময়েও অবনত হয়েন না; অতি সঙ্কুচিত দ্বারবিবরও তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অধিকতর বিবৃত্ত হইয়া থাকে। রাজা ভীম ঋতুপর্ণ নরাধিপের নিমিত্ত নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী ও পাশব মাংস প্রেরণ করিয়া-ছিলেন এবং সেই সকল দ্রব্যজাত প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত তথায় কতকগুলি শূণ্য কুন্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু বাহকের দৃষ্টিপাতমাগ্রেই সেই সমস্ত কুন্ত এক বারে বারিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাতে সেই সমস্ত খাদ্য বস্তু প্রক্ষালন করিয়া

একমুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা ছত্ৰাশন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে আরও অনেকানেক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। তিনি অগ্নি স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হয়েন না; সলিল তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইয়া প্রবাহিত হয়। তিনি কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা অগ্নে অগ্নে মর্দন করিলেন; কিন্তু পুষ্প-গুলি তদীয় করে মর্দিত হইয়াও বিকৃত হইল না; প্রত্যাৎ পুনরায় বিকশিত হইয়া অধিকতর মৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। আমি এই সকল অদ্ভুত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে আগমন করিতেছি।

দময়ন্তী কেশিনীর মুখে বাহকের আচার ব্যবহার শ্রবণ করিয়া, আজি জীবিতেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনরায় কৌশল-দ্বারা স্বামিবিষয়ক সন্দেহ সকল নিঃশেষে অপ-নোদন করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে মধুর বাক্যে কেশিনীকে কহিলেন, হে ভাবিনি! পুনরায় সেই প্রমত্ত বাহকের সমীপে গমন করিয়া মহানস হইতে তাঁহার সংস্কৃত মাংস আনয়ন কর।

কেশিনী তৎক্ষণাৎ স্থরিত পদে বাহুক-সমীপে গমনপূর্ব্বক অত্যাধিক মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। তিনি অনেক বার তাঁহার পাকরস আশ্বাদন

করিয়া জাতসংস্কার হইয়াছেন, স্ততরাং এক্ষণে সেই মাংস ভোজনে তাঁহাকে নল রাজা বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত কাতর হইয়া সাতিশয় শোকাবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক মুখ প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত ইন্দ্রসেনা ও ইন্দ্রসেন এই উভয় সম্ভানকে নলসমীপে প্রেরণ করিলেন। নল-রাজ সুরসম্ভান-সদৃশ স্ত্রী সন্তানদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মত্তরে আলিঙ্গন-পূর্বক উৎসঙ্গে আরোপিত করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ শোকা-কুলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া মুক্তকণ্ঠে অতিমাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিত্তবিকার প্রকাশে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনায় সহসা সম্ভানদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেশিনীকে কহিলেন, ভদ্রে ! আমি স্ত্রী সন্তান-সদৃশ এই দারক-দ্বয়কে দর্শন করিয়া সহসা অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি ; তুমি ইহাতে অশ্রু শঙ্কা করিও না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এদেশে অতিথিস্বরূপ হইয়া আশ্রয়িতা করিতেছি দেখিয়া, লোকে দোষের আশঙ্কা করিতে পারে ; অতএব তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! কেশিনী পুণ্যলোকের এই সমস্ত বিকার নয়নগোচর-

করিয়া দময়ন্তীর সমীপে আগমনপূর্বক সমুদায় নিবেদন করিল। পতি বিয়োগ-দুঃখিনী দময়ন্তী নলের-সহিত সাক্ষাৎ করি-করিবার অভিলাষে কেশিনীকে আদেশ করিলেন ; তুমি জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা কহিবে যে, দেবি ! ভর্তৃদারিকা। দময়ন্তী নল বিবেচনায় বাহুককে বহুবিধ কৌশল-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন ; কেবল রূপ-বিষয়ে একমাত্র সংশয় আছে। এক্ষণে তিনি এক বার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করেন ; অতএব আপনি মহারাজের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, নল-রাজকে এস্থানে আনয়ন করুন, অথবা ভর্তৃদারিকাকে তাঁহার নিকট গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তাঁহার এই প্রার্থনা আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে।

রাজমহিষী দময়ন্তীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভীম ভূপতিকে অবগত করাইলেন। তখন রাজা নিজ নন্দিনীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তদীয় বাক্যে অনুমোদন করিলে, দময়ন্তী আপন কক্ষায় নলকে আনয়ন করিলেন। নল রাজ সহসা ধম্মপত্নী দময়ন্তীকে নয়নগোচর করিয়া শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীও নলকে তাদৃশ দুঃখবস্থা-গ্রস্ত অবলোকন করিয়া তীব্রতর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কাষায়-বসনারূতা, জটিলকেশা, মলিনাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক ! তুমি কি পূর্বে এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ

পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, যিনি অরণ্যে নিদ্রিত। রমণীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? পুণ্যশ্লোক নলরাজ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্রা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরপরাধে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? আমি বাল্যাবধি তাঁহার নিকটে এমন কোন্ অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছিলাম যে, তিনি অরণ্যে নিদ্রিত দশায় আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! আমি পূর্বের সাক্ষাৎ দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া ষাঁহাকে বরণ করিয়া-ছিলাম, তিনি আমাকে সাতিশয় অনুরক্তা ও পুত্রবতী দেখিয়াও কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন! তিনি হতাশন সমীপে দেবগণের সমক্ষে, আমি তোমারই হইব, বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন সেই সত্য কোথায় রহিল? এই প্রকার কহিতে কহিতে দময়ন্তীর শ্যামতারক, লোহিতোপান্ত নয়ন-যুগল হইতে অবিরল ধারে শোকসালিল বিগলিত হইতে লাগিল।

নিমধরাজ দময়ন্তীকে বিরহবেশধারিণী অবলোকন করিয়া কহিলেন, ভীৰু! আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমার নিজ দোষ নহে; কেবল কলিপ্রভাবেই এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সেই বিমম সঙ্কটে বনবাসিনী হইয়া আমার নিমিত্ত দিন-যামিনী কেবল শোক করিতে করিতে ষাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলে, সেই কলি তোমার শাপানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নি-

নিহিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। হে শুভে! সেই পাপাত্মা কলি আমার ব্যবসায় ও তপস্যা-দ্বারা পরাভূত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অতএব আমাদের দুঃখের অন্তঃ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমি কেবল তোমার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছি; আমার আর অন্য কোন প্রয়োজন নাই। অয়ি ভীৰু! তোমার ন্যায় কামিনীগণ কি অনুরক্ত একান্ত বশংবদ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যকে বরণ করে? ভূপতির আদেশানুসারে সমস্ত ধরমণ্ডলে এই কথা প্রচারিত হইয়াছে যে, ভীমহতা দময়ন্তী শৈরীণীর ন্যায় আপনার অনুরূপ দ্বিতীয় ভর্তাকে বরণ করিবেন। রাজা ঋতুপর্ণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন।

দময়ন্তী নলের এইরূপ পরিদেবন শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া কম্পিত-কলেবরে কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! আমি যখন দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি, তখন আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া সন্দিহান হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে! ব্রাহ্মণ-গণ তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমার গাথা গান করিয়া চতুর্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণাদ নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ-রাজের ভবনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তোমার সমক্ষে আমার কথা কহিলে,

ভূমি তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া তাহা বাক্ত করিলে, আমি তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় অবধারণ করিলাম; কারণ, তোমা ব্যতীত আর কেহই এক দিনে বাজ্রিগণসাহায্যে শতযোজন পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে আমি তোমার পাদস্পর্শ-পূর্বক শপথ করিতেছি, আমি মনে মনেও কিঞ্চিন্মাত্র অসৎ কণ্ঠের অনুষ্ঠান করি নাই। যিনি সর্বভূত-সাক্ষী সদাগতি এই সমুদায় পৃথিবী সঞ্চরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই জগৎ-প্রাণ আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সর্বদা সকল লোকে আলোক বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ সহস্রদীপ্তি আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকল ভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই নিশানাথ আমার প্রাণ সংহার করুন। এই ত্রিলোকধারী দেবত্ৰয় যথার্থ বলুন, আমি অশ্রম্যাচরণ করিয়াছি কি না।

দময়ন্তীর বাক্যাবসান হইলে সমীরণ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে নল! আমি গত্য কহিতেছি, দময়ন্তী কখন পাপাচরণ করেন নাই; ইনি স্বীয় অসীম শীলরত্ন স্তম্ভরূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা ক্রমাগত তিন বৎসর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং এক্ষণেও সাক্ষ্য প্রদান

করিতে প্রস্তুত আছি। দময়ন্তী কেবল তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় বিধান করিয়াছেন; কারণ তোমা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই অশ্বদ্বারা এক দিনে শতযোজন পথ অতিবর্তন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ; অতএব সংশয় পরিত্যাগ করিয়া একত্র সহবাসস্থখে কালাতিপাত কর। সৰ্বত্রগামী সমীরণ এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের চন্দ্রভিধান হইতে লাগিল এবং স্তম্ভীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল।

নল-রাজ এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া দময়ন্তীর চরিত্রবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজদত্ত পরিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক স্বীয় রূপ লাভ করিলেন। ভীমস্ততা দময়ন্তী স্বীয় কাস্তকে পূর্ববৎ কাস্তমান্ অবলোকন করিয়া আলিঙ্গন-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নল-নৃপতি ও দময়ন্তী এবং সন্তানদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। আয়তলোচনা সুবদনা দময়ন্তী স্বীয় বক্ষঃস্থলে প্রিয়তমের বদনমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া পূর্বতন দুঃখ সকল স্মরণ-পূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন নিষধরাজ নল মলিনকলেবরা স্মেরমুখী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া শোকভরে জড়ীভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর বিদর্ভরাজমহিষী নৃপতিকে দময়ন্তী ও নলের সমুদায় রত্নান্ত নিবেদন করিলে, তিনি কহিলেন, আমি কল্যাণপ্রাপ্তিকালে দময়ন্তীর সহিত সুখাঙ্গীন কৃতবেশ নল-নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব ; তাহারাজি যথাস্থখে কালান্তিপাত করুক ।

অনন্তর দময়ন্তী ও নল-রাজ যামিনী-যোগে রাজনিবেশনে প্রবেশপূর্বক আপনাদের পুরাতন বনবাস-রত্নান্ত লইয়া কথোপকথন করিতে করিতে সময় অতিবাহন করিলেন । নল-রাজ বর্ষদ্রব্যব্যাপী বিরহানলে দহমান হইতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন । যেমব অর্দ্ধসজ্জাতশস্ত্রা বসুন্ধরা সলিলপরিপ্লুত হইলে আপ্যায়িত হয়, সেইরূপ দময়ন্তীও নিষধনৃপতিকে লাভ করিয়া আনন্দের উচ্চতর সীমায় আরোহণ করিলেন । যেমন পূর্ণমণ্ডল-কুমুদিনীনাথসনাথা যামিনী সাতিশয় শোভা বিস্তার করে, সেইরূপ বিগততন্দ্রা, গলিত-সস্তাপা, হর্বোৎফুল্লনয়না, পূর্ণকামা নৃপতনয়া অধিকতর শোভমান হইতে লাগিলেন ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! নিষধরাজ নল উত্তম বেশভূষা সমাধান-পূর্বক দময়ন্তীর সহিত স্থখে যামিনী যাপন করিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে পত্নী-সমভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের নিকট উপনীত হইয়া অতি বিনীত ভাবে স্বশুরচরণে প্রণাম

করিলেন । অনন্তর দময়ন্তীও পিতাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । বিদর্ভরাজ জামাতাকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাসমাদর প্রদর্শনপূর্বক স্মৃতিনির্দেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন, তদীয় মস্তকাস্রাণ ও যথোচিত সংকার করিয়া উভয়কেই নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । নল-রাজ সংকৃত হইয়া বিধিপূর্বক স্বশুরের পরিচর্যা করিলেন । জনপদস্থ সমস্ত লোক বহু দিবসের পর নিষধরাজকে প্রত্যগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল । তাহাদিগের হর্ষজনিত কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও পুরমধ্যে নিরন্তর আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল । পুরবাসিগণ কুসুমমালায় স্ব স্ব দ্বারদেশ স্তম্ভোভিত করিল ; স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা বিরাজিত রাজপথ সকল সলিলসিক্ত, সন্মার্জিত ও পুষ্পরাশি সমাকীর্ণ হওয়াতে সেই নগরীর অতি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল । অধিবাসী লোকেরা মঙ্গলার্থী হইয়া সমুদায় দেবালয়ে নানাপ্রকার পূজোপহার প্রদান করিতে লাগিল ।

ভূপাল ঋতুপর্ণ, বাহুকবেশধারী নল-রাজ দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজাকে আনয়ন করিয়া বিশ্রয়োৎফুল্ল মানসে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে বহু কালের পর নিজ পত্নীর সহিত সমাগত হইয়াছেন, ইহা আগার পরম

ভাগ্য। আপনি ছদ্মবেশে আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; সেই অজ্ঞাতবাস সময়ে আমি বুদ্ধি পূর্বক কোন অপরাধ করি নাই ; কিন্তু প্রার্থনা করি, যদি জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জনা করিতে হইবে।

নল-রাজ কহিলেন, হে পীথিবী ! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই, অথবা যদি প্রান্তিক্রমে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাতেও ক্রোধ করিব না বরং ক্ষমা করিব। পূর্বে আপনি আমার সখা ছিলেন এবং আপনার সহিত বিশেষ সম্বন্ধও আছে ; অতএব অতঃপর আর ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে উদ্বেগ দূর করিয়া পরম প্রীতি লাভ করুন। আমি সর্বদা সুবিহিত বিবিধ কাম্য বস্তু উপভোগ করিয়া আপনার গৃহে যাদৃশ সুখে বাস করিয়াছিলাম, স্বগৃহেও সেরূপ সুখ সম্ভোগ হওয়া সুকঠিন। মহাশয় ! আপনার যে অশ্ববিদ্যা আমার নিকট ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে এক্ষণে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। নিমধরাজ এই কথা বলিয়া ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা প্রদান করিলে, তিনিও বিনিময়স্বরূপ তাঁহাকে অক্ষতত্ত্ব প্রদান-পূর্বক বিধানানুসারে তদন্ত অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অন্য এক সারথি লইয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঋতুপর্ণের প্রস্থান-নস্তর নিমধাধিপতি কুণ্ডিনপুরে অত্যন্ত কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

অষ্টমপুতিতম অধ্যায়।

রহদশ কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! নিমধ-রাজ শ্বশুরালয়ে এক মাস বাস করিয়া বিদর্ভরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক পরিমিত পরিজন-সমভিব্যাহারে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক খনি রথ, ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ অশ্ব ও ছয় শত পদাতি চলিল। নল-রাজ সহর হইয়া প্রচণ্ড বেগে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হই-তেছে। তিনি অনতিকাল-মধ্যেই রাজ-ধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুষ্কর ! পুনর্বার দ্যুতক্রীড়া করিতে হইবে। আমি বিপুল ধনোপার্জন করিয়া আনিয়াছি। এই সমস্ত অর্থ ও তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সম্পত্তি আছে এবং প্রিয়তমা দয়ন্তীকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, দ্যুতারম্ভ হউক। কিন্তু তোমাকেও রাজ্য পণ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতেও জয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে পরিশেষে গ্রাণ পর্য্যন্তও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। অস্ত্রের ধনসম্পত্তি ও রাজ্য জয় করিয়া প্রতিপণ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য ; পণ্ডিতেরা উহাকে পরম ধর্ম্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি অক্ষদূত-পরমুখ হও, তাহা হইলে রণক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; সেই যুদ্ধে অস্ত্রের সহায়তা থাকিবে না ; কেবল আমরা উভয়ে অনন্ত

সহায় হইয়া রাখারোহণ-পূর্বক যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয়শ্রী তোমাকেই আশ্রয় করুন, অথবা আমাকেই আশ্রয় করুন ; এক পক্ষ জয়ী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । প্রাচীন-দিগের এই শাসন আছে যে, যে কোন উপায়-দ্বারা বংশপরম্পরাগত রাজ্য অবশ্যই অধিকার করিবে ; অতএব তুমি এক্ষণে একতর পক্ষ অবলম্বন কর ; হয় পুনর্ব্বার পাশক্রোড়া কর, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও ।

পুষ্কর নলের বাক্য শ্রবণানন্তর আপ-নারই জয়লাভ নিশ্চয় বোধ করিয়া সহাস্র বদনে কহিল, হে নৈষধ ! তুমি ভাগ্যক্রমে বিপুল ধনোপার্জন করিয়া আনিয়াছ ; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণ ও তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি । তুমি সঙ্গীক পণ্য হইয়াছ ; ইহা আমার পরম ভাগ্য । অদ্য আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইল এবং সৌভাগ্যফলে দময়ন্তীরও দূরদৃষ্ট ক্ষয় হইল । তোমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে ; অথবা দ্যুতক্রোড়ায় সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিয়া চরিতার্থ হইব, তাহার সন্দেহ নাই । কারণ, সেই অলোকসামাগ্র্য লাভব্যবতী নিরন্তর আপনার হৃদয়ে বাস করিতেছেন । যেমন অঙ্গরা সকল দেবরাজ ইন্দের সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ জয়লক্ষা দময়ন্তী আমার পরিচর্যা করিবেন । অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র দ্যুতরস্ত্র হউক ।

নল-রাজ অসম্বন্ধপ্রলাপী পুষ্করের এতা-

দৃশ্য বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শানিত খড়্গ-দ্বারা তাহার মস্তক-ছেদন করিবার মানস করিলেন । পরে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক রোষকমায়িত লোচনে কহিলেন, অরে পুষ্কর ! তুই এখন বারংবার পণের কথা কহিতেছিস্, কিন্তু পরে পরাজিত হইলে, তোর মুখে আর এ কথা থাকিবে না । অনন্তর উভয়ের দ্যুতরস্ত্র হইল । নিমধ-রাজ এক পণেই পুষ্করের যথাসর্ব্বশ্ব জয় করিয়া লইলেন । সে প্রাণপর্য্যন্ত পণ রাখিল, নল রাজ তাহাও জয় করিয়া সহাস্র মুখে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপাপসদ ! এত দিনে আমার সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল এবং তোমারও সেই দুরাশা সমূলে উন্মূলিত হইল । এক্ষণে তোমার দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও ক্ষমতা রহিল না ; প্রত্যাগত তোমাকে সপরিবারে তাঁহার দাসত্ব করিতে হইবে । রে মুঢ় ! তুমি জান না যে, কেবল কলির প্রভাবে পূর্ব্ব আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলে ; তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই । যাহা হউক, আমি পরাপরাধে তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না । আমি মনে করিলে, এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি ; কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই । আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিতেছি ; তুমি সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর । তোমার যে সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিয়াছি, তাহাও প্রদান করিলাম । তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতিই আছে, সন্দেহ নাই । হে পুষ্কর ! তুমি

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; ভ্রাতৃসৌহার্দ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে ; অতএব আশীর্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর ।

সত্যবিক্রম নিমধরাজ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বপু্রে প্রেরণ করিলেন । পুষ্কর বিনীত ভাবে ভ্রাতৃচরণে অভিবাদন-পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, রাজন ! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধন, প্রাণ ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন ; আপনার চিরস্মরণীয় কীর্তি কখনই বিলুপ্ত হইবে না ; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি অনন্ত কাল সুখসচ্ছন্দে জীবিত থাকিয়া রাজ্য ভোগ করুন ।

পুষ্কর মহাসমাদরে ভ্রাতৃসন্নিধানে এক গাস বাস করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক আত্মীয়, স্বজন, ভৃত্যামাত্য ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে হুন্ট চিহ্নে স্বীয় নগরে গমন করিলেন । তাঁহার প্রস্থানান্তর নিমধাধিপতি অশোভিত নিজ নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরবাসীদিগকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । বহু দিবসের পর রাজাকে নয়নগোচর করিয়া তত্ত্ব্য জনগণের আত্মা-দের পরিসীমা রহিল না । অমাত্যপ্রমুখ পৌর ও জানপদেরা ভূপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ ! অণ্ড আপনাকে পাইয়া আমরা পরম সুখী হইলাম । অমরগণ যেমন দেবরাজের উপাসনা করেন, তদ্রূপ আপনার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমরা পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইয়াছি ।

নবমপুতিতম অধ্যায় ।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ! নিমধাধিপতির আগমনে তদীয় নগর একান্ত প্রশান্ত ও মহোৎসবময় হইয়া উঠিল ; প্রজাপুঞ্জের আত্মাদের আর পরিসীমা রহিল না । রাজা দময়ন্তীকে পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিদর্ভ দেশে সৈন্যসামন্ত সকল প্রেরণ করিলেন । বিদর্ভরাজ অবি-লম্বে মহাসমাদরপূর্বক কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন । দময়ন্তী সংকৃত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্তব্য কর্ম সম্পাদনপূর্বক কন্যা পুত্র লইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিলেন । মহারাজ নল তাঁহাকে কন্যা পুত্র-সমভিব্যাহারে আগত দেখিয়া আত্মদমাগরে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর প্রকাশ্য রূপে রাজ্য শাসন, প্রচুর-দক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অবিদ্যার যশোরশি বিস্তার করিয়া সাতিশয় বিরাজ-মান হইয়া অতি বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য করিতে লাগিলেন ।

হে পাণ্ডুবংশাবতংস রাজেন্দ্র ! সেই প্রকার আপনিও অচিরকাল মধ্যে বহুবান্ধবগণে পরিবৃত্ত হইয়া দেদীপ্যমান হইবেন । অতএব আর চিন্তা করিবেন না । সুখ দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর ; বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নল-রাজ দ্যুতক্রীড়ায় যথাসর্ব্বশ্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত তাদৃশ দারুণ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন ; তিনিই পুনর্ব্বার আপন রাজ্যপদ প্রাপ্ত ও অভ্যুদয়শালী হইলেন ।

আপনি ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রোপদীর সহিত নিরন্তর ধর্ম চিন্তা করিয়া এই মহারণ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন ; বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই আপনাকে সেবা করিতেছেন, অতএব আপনার বিলাপের বিষয় কি ? কর্কোটক নাগ, নল, দময়ন্তী ও রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শ্রবণ করিলে, কলির ভয় একবারে স্তূরপরাহত হয় ; এক্ষণে সেই সমস্ত রত্নান্ত শ্রবণ করিয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির হতাশাস হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। মহারাজ ! পুরুষার্থের অস্থিরতা জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত। আপনি এক্ষণে আশ্বাসিত হউন, আর শোক করিবেন না ; বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ ; দৈবের প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত পুরুষকার সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিমল বা অভিভূত হয় না।

যাঁহারা অনন্যমনাঃ হইয়া অনুক্ষণ এই মহা-ফলোপধায়ক নলচরিত কোর্ভন বা শ্রবণ করেন, অলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে কদাপি আশ্রয় করিতে পারে না, তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্যশালী, ধন্য ও সকলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন এবং পুত্র, পৌত্র ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুযুথ লাভ করিয়া অরোগী হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিন্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ ! এক্ষণে বিদায় হই ; পুনরায় এইরূপ ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে

আমাকে আহ্বান করিবেন ; আমি অক্ষ-বিদ্যা-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণ করিব। হে কোন্তেয় ! আমি নিখিল অক্ষবিদ্যার পারদর্শী, সম্প্রতি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করুন।

রাজা বিনয়নত্র বচনে বৃহদশ্বকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে ; অতএব অনুকম্পা-পূর্বক উহা প্রদান করুন। অনন্তর বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবরাজকে অক্ষবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা প্রদান-পূর্বক স্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেই শৈল, তীর্থ ও বন হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, অর্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া অতি কঠোর তপস্বী করিতেছেন ; তাঁহার ন্যায় উগ্রতপাঃ তপস্বী কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন, মৃতিমান্ ধর্ম নিয়তব্রত হইয়া তপস্বী করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সেইরূপ কঠোর তপোানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। আহা ! প্রিয়তম পার্থ আমাদিগের নিমিত্ত কতই কষ্ট পাইতেছে ; এই চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি বহু বিষয়াভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া নানা প্রকার অর্জুন-বিময়িনী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নলোপাখ্যান পঞ্চাধ্যায় সমাপ্ত।

তীর্থযাত্রা পর্বাদধ্যায় ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ ! আমার প্রপিতামহ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন কাম্যক বন হইতে গমন করিলে পর অপর পাণ্ডব-চতুর্কয় তাঁহার বিরহে কি করিয়াছিলেন ? যেমন বিষ্ণু দেবগণের প্রধান সহায়, তদ্রূপ বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী মহাধনুর্ধর অর্জুন, আমার মতে পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ছিলেন । স্তুরতাং মহাবীর পাণ্ডবগণ সেই শত্রুসম শৌর্য্যশালী, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত, মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বিনা কিরূপে বনে বাস করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! সত্যাবিক্রম মহাতেজাঃ অর্জুন কাম্যক বন হইতে গমন করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃ-চতুর্কয় শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাতিশয় অপ্রসন্ন মনে সূত্রচ্যুত মণি-সমুদায়ের ন্যায় ও ছিন্নপক্ষ পক্ষিগণের ন্যায় হইয়া রহিলেন । এক্ষণে কাম্যক বন অর্জুনবিরহে কুবেরবিহীন চৈত্ররথ কান-নের ন্যায় শোভাবিহীন হইয়াছে । অর্জুন-বিহীন পাণ্ডবগণ আতি অপ্রশস্ত মনে সেই কাম্যক বনে বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাণদ্বারা বহুবিধ পবিত্র মৃগ সমূহ সংহার করিয়া ও অন্যান্য

প্রকার বন্য আহার আহরণপূর্বক ব্রাহ্মণ-গণকে প্রদান করিতেন । অর্জুনবিরহে সকলেই সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । বিশেষতঃ পতিপরায়ণা পাঞ্চালী মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পতিকে স্মরণ করিয়া একবারে অধীর হইয়া হইলেন ।

একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাশ্রা যুধিষ্ঠির অর্জুনচিন্তায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আছেন, এমনত সময় যাজ্ঞসেনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! যে অর্জুন দ্বিবাছ হইয়াও বহুবাছ ষাণ্ডবীর্য়্যার্জুনের ন্যায় প্রতাপশালী, তাঁহার বিরহে এই বন আমার প্রীতিকর হইতেছে না । আমি এ প্রদেশ শূন্যপ্রায় দেখিতেছি । সেই কমললোচন, নীলাম্বুদন্ত্যামকলেবর, সব্য-সাচী ব্যতিরেকে এই বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু ও কুহুমিত ক্রম সমুদায়ে পরিপূর্ণ কাম্যক বনের আর মেরূপ রমণীয়তা নাই । যে মহাবল পরাক্রান্ত মহেন্দ্রনন্দনের শরাসন-ধ্বনি অশনি-নির্গোষের ন্যায় অনবরত কণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইত, সেই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়া, আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থথানুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না ।

অরাতিকুল-নিসূদন ভীমপরাক্রম ভীম-সেন দ্রৌপদীর এই রূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে নীতম্বিনি ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার মনের নিতান্ত প্রীতিকর, উহা

আমার হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। দেখ, যে মহাবীরের পঞ্চশীর্ষ ভূজগদ্বয়ের ন্যায়, পরিঘযুগের ন্যায় সুদীর্ঘ পীন ভূজ-যুগল মোকর্ষীঘর্ষণজনিত কিণে অঙ্কিত, খড়্গ, আয়ুধ ও শরাসনে স্নশোভিত এবং নিক, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে নিরন্তর অলঙ্কৃত থাকে ; সেই ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যক বন সূর্য্যবিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে। পাঞ্চাল ও কুরুবংশীয়-গণ যে মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া স্রুতসৈন্য সমূহের সহিতও সংগ্রাম করিতে সংক্রান্ত হয় না এবং যাহার বাহুবলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত ও সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পুনঃপ্রাপ্ত বোধ করি, সেই অর্জুনবিরহে আমি এই কাম্যক বনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও স্থখী হইতেছি না এবং চতুর্দিক্ শূন্য ও তিমিরাচ্ছমের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি।

তখন পাণ্ডুনন্দন নকুল বাম্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, দেবগণও সমরাস্রনে যাহার দিব্য কন্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি রাজসূয় যজ্ঞসময়ে উত্তরদিকে গমন-পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত শত শত গন্ধর্ব্ব-গণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিস্তিরি পক্ষীর ন্যায় চিত্র বিচিত্র, সমীরণের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্ব সকল আনয়ন করিয়া প্রীতি-প্রসন্ন মনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধর্ম্ম-রাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভীম-ধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে এক্ষণে ক্ষণ-কালও এই কাম্যক বনে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই।

তখন মহাদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! যে মহারথ অর্জুন মহাক্রতু রাজসূয় যজ্ঞের সময় সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক বহুবিধ ধন ও কন্যাগণ আনয়ন করিয়াছিলেন। যিনি একাকী সংগ্রামে বহুসংখ্যক যাদবগণকে পরাজয় করিয়া বাহুদেবের সম্মতিক্রমে স্তভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। আজি গৃহমধ্যে সেই জিষ্ণুর আসন শূন্য দেখিয়া আমার মনঃ কোন্ মতেই শান্ত হইতেছে না। মহাবীর অর্জুন ব্যতিরেকে এই বনের রমণীয়তা একবারে তিরোহিত হই-য়াছে। আমার মতে এই বন হইতে অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ।

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, অর্জুন বিরহে নিতান্ত উৎ-কণ্ঠিত, কৃষ্ণাসমবেত ভ্রাতৃগণের বাক্য-শ্রবণে স্বয়ং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিমনাঃ হইয়া আছেন ; এই সময়ে দেবষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধি-ষ্ঠির হৃত হতাশনসদৃশ, ত্রস্কতেজে জাজ্বল্য-মান মহষিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। কুরুকুল-চূড়-মণি যুধিষ্ঠির তৎকালে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া স্রুগণ-পরিবেষ্টিত শতক্রতুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যেমন সাবিত্রী, বেদ সমুদায় ও সূর্য্যপ্রভা, মেরু পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করে না, তজ্জপ এই পতিপরা-

যুগা যাজ্ঞসেনী পতিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই ।

ভগবান্ নারদ পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণানন্তর ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম-বিদগ্রগণ্য ! তোমার কোন্ বিষয়ে প্রয়োজন আছে ? বল, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব ?

তখন ধর্মনন্দন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দেবাভিলষিত দেবগির চরণে প্রণিপাত-পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ ! যখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার সমুদায় অভিলাষই পরিপূর্ণ হইয়াছে । আপনি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্বক একটী সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া কৃতার্থ করুন । হে মহাভাগ ! যে ব্যক্তি তীর্থ গমনে তৎপর হইয়া সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয় ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করুন ।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্ ! ধীমান্ ভীষ্ম পূর্বে পুলস্ত্যের নিকট যে ব্রতান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর । পূর্বে ধার্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত মুনিগণের সহিত ভাগীরথী-তটিনী-তীরে বাস করিয়াছিলেন । তিনি সেই দেবদেবর্ষি-গন্ধর্বসেবিত, পরম পবিত্র রমণীয় গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া বেদবিধানানুসারে দেব, ঋষি

ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ক্রিয়াকাল যাপন করেন ।

একদা ধর্মাত্মা ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে জপ করিতেছেন, এমন সময় অদৃতদর্শন ঋষি-মন্ত্রম পুলস্ত্য মহাশয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন । কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম সেই দেদীপ্যমান উগ্রতপাঃ পুলস্ত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি হর্ষ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । তখন তিনি বিধিপূর্বক সেই সমাগত মহর্ষির পূজা করিলেন এবং পরম পবিত্র ও প্রায়তমানসে মস্তক-দ্বারা অর্ঘ্য আহরণপূর্বক ‘আমার নাম ভীষ্ম’ এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সূত্রত ! আমি আপনার দাস, আপনাকে সন্দর্শন করিয়া আমি মর্ক পাপ হইতে বিনিমুক্ত হইলাম । ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন । মহর্ষি পুলস্ত্য কুরুকুল-চুড়ামণি ভীষ্মকে নিয়ম, স্বাধ্যায় ও উপদেশে একান্ত রত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ধর্মাজ্ঞ ! আমি তোমার প্রভ্রায়, দম ও সত্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি । তুমি পিতৃভক্তি-পরায়ণ হইয়া ঐদৃশ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছ বলিয়াই আমার দর্শন পাইলে । হে পুত্র ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; আমার দর্শন কখনই ব্যর্থ হইবার নহে ;

অতএব বল, তোমার কি করিতে হইবে ?
তুমি যাহা চাহিবে, আমি অবশ্যই তাহা
প্রদান করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি
সর্ব-লোকাভিপূজিত ; আপনাকে দর্শন
করিয়াই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। এক্ষণে
যদি মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ
করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে
কৃপা করিয়া আমার একটী সন্দেহ ভঞ্জন
করুন। তীর্থ সমুদায়ে আমার এক ধর্ম-
সংশয় আছে ; আমি আপনার নিকট
তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে
বাসনা করি ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া
বর্ণন করুন। হে বিপ্রর্ষে ! যে ব্যক্তি
তীর্থদর্শনাভিলাষী হইয়া এই সমুদায়
পৃথ্বীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল
লাভ হয় ?

পুলস্ত্য কহিলেন, হে পুত্র ! আমি
মহর্ষিগণের পরম অবলম্বন তীর্থগমনের
ফল তোমার নিকট কহিতেছি, একমনাঃ
হইয়া শ্রবণ কর। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়,
মনঃ, বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তি স্তসংযত আছে,
সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে
ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাক্রম ও সতত সন্তুষ্ট,
যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই,
সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে
ব্যক্তি অহঙ্কারাদি-রহিত, উদেগাগশূন্য,
অগ্নাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বপাপ-বিমুক্ত ;
সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। মহর্ষি
সকল দেবগণোদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও
তাহার যথার্থ ফল কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

যজ্ঞ সমুদায় বহুপকরণ সাধ্য ; কেবল
পার্শ্বিগণ বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উহার
অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় ; সহায়-সম্পত্তি-হীন
দরিদ্রেরা কখনই উহা সম্পন্ন করিতে
পারে না। এক্ষণে দরিদ্রগণও যাহা অনা-
য়াসে স্তসম্পন্ন করিতে পারে এবং যাহার
অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফল
লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণের পরম
গুহ্য সেই পবিত্র তীর্থাভিগমনের বিষয়
সবিশেষ বহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে
ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাশ্মন
ও গো সমুদায় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র
হয় ; অতএব তীর্থাভিগমন করা সর্বতো-
ভাবে কর্তব্য। লোকে তীর্থাভিগমন
করিয়া যে ফল লাভ করে, বিপুলদক্ষিণ
অগ্নিন্যোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ও
তদ্রূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহাভাগ ! বিধাতৃবিহিত পুষ্কর
তীর্থ সর্বলোক-বিশ্রুত। এই ভূমণ্ডলে
সমুদায়ে দশ সহস্র কোটি তীর্থ আছে ;
পুষ্কর তীর্থে এই সমুদায় তীর্থেরই সতত
সান্নিধ্য আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য,
মরুৎ, অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই
তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য ও
ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ স্থানে তপস্তা করিয়া দিব্য
যোগসম্পন্ন ও বিপুল পুণ্যশালী হইয়াছেন ;
মনসী ব্যক্তি মনে মনে পুষ্করগমনের অভি-
লাষ করিলেও সর্বপাপ-বিমুক্ত ও স্তরলোকে
পূজিত হন। সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্
কমলযোনি পরম প্রীতমনে সতত তথায়
বাস করেন। পূর্বকালে দেবগণ ও

ঋষিগণ ঐ পুষ্কর তীর্থে মহৎ পুণ্য উপা-
র্জন ও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ।
যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনে
রত থাকিয়া এই তীর্থে অভিষেক করে,
তাহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশ গুণ ফল
লাভ হয় । যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস
করিয়া একমাত্রও ব্রাহ্মণভোজন করায়,
সে ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব
করে । যে ব্যক্তি এই স্থানে থাকিয়া
অসূয়াশূন্য চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শাক, মূল
বা ফল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া ঐ
সমুদায়দ্বারা স্বয়ং জীবন ধারণ করে,
তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । কি
ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র যে
কেহ পুষ্কর তীর্থে স্নান করে, তাহাকে
পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।
বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে
পুষ্কর তীর্থে গমন করে, তাহার অক্ষয়
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি কৃতাজ্জলি-
পুটে সায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্কর তীর্থ
স্মরণ করে, তাহার সকল তীর্থস্নানের
ফল লাভ হয় । স্ত্রী কিম্বা পুরুষের জন্মাবধি
যে সকল পাপ জন্মিয়া থাকে, এক বার
পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তৎসমুদায়ই বিনষ্ট
হইয়া যায় । যেমন ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্ব-
দেবের আদি, তদ্রূপ পুষ্কর তীর্থ যাবতীয়
তীর্থের আদি । সংযত হইয়া পবিত্র চিত্তে
দ্বাদশ বৎসর পুষ্কর তীর্থে বাস করিলে,
সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ ও চরমে
ব্রহ্মলোকে বাস হয় । যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ
শত বৎসর অগ্নিহোত্র উপাসনা করে

আর যে ব্যক্তি এক কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়ে
পুষ্করে বাস করে, এই উভয়েরই তুল্য
ফল লাভ হয় । হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ
হইতে যে তিন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে,
সেই পুষ্কর তীর্থ ; উহা উৎপত্তি রহিত ;
এই নিমিত্ত তাহার জন্ম কারণ কেহই জানে
না । হে মহাত্মান্ ! পুষ্কর তীর্থে গমন,
তপস্যা, দান ও বাস করা নিতান্ত দুষ্কর ।

পুষ্কর তীর্থে সংযত ও পরিমিতাহারী
হইয়া দ্বাদশরাত্র বাস করিয়া পরিশেষে ঐ
তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণ-
সেবিত জন্মুর্গারে গমন করিলে, অশ্বমেধের
ফল লাভ ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয় । ঐ
স্থানে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে, মানবগণ
পূতাত্মা হয় ; তাহার কোন দুর্গতি হয় না
এবং সে চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করে ।
জন্মুর্গার হইতে তণ্ডুলকান্দ্রমে গমন
করিলে, দুর্গতি নাশ ও চরমে ব্রহ্মলোক
প্রাপ্তি হয় । আগস্ত্য সরোবরে উপস্থিত
হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পিতৃদেবার্চনে
রত থাকিলে, অগ্নিস্টোমের ফল লাভ হয়
এবং শাক বা ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ
করিলে কৌমার পদ প্রাপ্তি হয় ।

পরে লোকপূজিত কণ্ণাশ্রমে গমন
করিবে । কণ্ণাশ্রম পরম পবিত্র আগ
ধর্ম্মারণ্য ; ঐ স্থানে প্রবেশমাত্র সর্ব্বপাপ
বিনষ্ট হয় । তথায় নিয়তাশন হইয়া পিতৃ
ও দেবগণের অর্চনা করিলে, সর্ব্বকাম-
সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । কণ্ণাশ্রম
প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতনে গমন করিলে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । সে স্থান

হইতে মহাকালে গমন করিবে। তথায় সংযত ও নিয়তাহারী হইলে কোটি তীর্থে স্নান ও অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রবট নামে সর্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থে গমন করিলে, গোসহস্র দানের ফল ও মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য লাভ হয়। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নশ্বদা নদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, অগ্নিকোমের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী হইয়া দক্ষিণ সিঙ্কুতে গমন করিলে, অগ্নিকোমের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে। চর্ম্মগুতী নদীতে গমন করিয়া রস্তিদেবকৃত নিয়মানুসারে সংযত ও নিয়তানন হইলে অগ্নিকোমের ফল লাভ লয়।

পরে হিমবৎস্রুত অর্বুদ তীর্থে গমন করিবে। পূর্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোক বিশ্রুত আশ্রম, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে, গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ তীর্থে স্নান করিলে, শত কপিলাদানের ফল হয়। তৎপরে সর্বোত্তম প্রভাস তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে দেবগণের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান্ হুতাশন সতত সন্নিহিত আছেন। তথায় প্রায়ত মানসে পবিত্র চিন্তে স্নান করিলে, অগ্নিকোম ও অতিরাত্রের ফল লাভ হয়। অনন্তর সরস্বতী-সাগর-সঙ্গমে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে মানবগণ গোসহস্র

দানের ফলভাগী, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী ও চরমে স্বর্গলোক-গামী হয়। প্রায়ত-মানসে সলিলরাজের তীর্থে ত্রিরাজ বাস করিয়া স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করে। পরে বরদান তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহর্ষি 'দুর্বাসাঃ' বিষ্ণুকে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বরদানে স্নান করিলে, গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে সংযত ও নিয়মিতাহারী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিবে। তত্রস্থ পিণ্ডারকে স্নান করিলে, প্রচুর স্তব্ধ লাভ হয়। ঐ তীর্থে অগ্নিপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত মূর্ত্তা সমুদায় ও ত্রিশূল-স্ক্রিত পদ্ম সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় ভগবান্ ভবানীপতির সান্নিধ্য আছে। সাগর ও সিঙ্কুর সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক প্রায়ত মানসে সলিলরাজের তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, স্বতেজঃ-প্রদীপ্ত বাকুণ লোক প্রাপ্তি হয়। শঙ্কু-কর্ণেশ্বর দেবকে অর্চনা করিলে অশ্ব-মেধানুষ্ঠানের দশ গুণ ফল লাভ হয়।

শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত সর্বপাপ প্রণাশন দমী নামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ-পবিত্র রুদ্রকে অর্চনা করিলে জন্মাবধি কৃত সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রভ-নিস্ক বিষ্ণু দৈত্যদানবগণকে সংহার করিয়া

তথায় অবগাহনপূর্বক স্বীয় শৌচ সম্পাদন করিয়াছেন । তদনন্তর সর্বলোক-পূজিত বসুধারায় গমন করিবে । তথায় গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং তথায় প্রযত্নঃকরণে সুসমাহিত চিত্তে স্নান এবং দেবপিতৃগণের তর্পণ করিলে, বিষ্ণুলোকে পূজিত হয় ; ঐ তীর্থে বসু-গণের পবিত্র সরোবর আছে ; তথায় স্নান ও জল পান করিলে তাঁহাদিগের প্রিয়তর হয় । সিদ্ধ ভূম নামে সুবিখ্যাত সর্বপাপ-প্রণাশন তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয় । শুদ্ধান্তঃকরণে ভদ্রভূষণে গমন করিলে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ও পরম গতি লাভ হয় । সিদ্ধগণ নিষেবিত শত্ৰুর কুমারিকা তীর্থে স্নান করিলে শীঘ্র স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় । তথায় সিদ্ধগণসেবিত রেণুকা তীর্থ আছে ; তথায় স্নান করিলে চন্দ্রমার ন্যায় নিঃশূলকান্তি ব্রাহ্মণ হয় । সংযত ও মিতাহারী হইয়া পঞ্চনদে গমন করিলে ক্রমানুকীর্ণিত দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

পরে ভীমাঙ্গনে গমন করিয়া তত্রস্থ যোনিতার্থে স্নান করিলে মানব, দেবীপুত্র হয়, তাহার শরীরলাবণ্য তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় হইয়া উঠে এবং সে শত সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে । ত্রিলোক-বিশ্রুত শ্রীকৃষ্ণে গমন করিয়া পিতামহকে নমস্কার করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় । তৎপরে বিমল তীর্থে গমন করিবে ; তথায় অতাপি সুবর্ণ ও রজতময় মৎস্য সকল দৃষ্ট হইয়া পাকে ; তথায় স্নান করিলে লোক

সর্বপাপ-বিমুক্ত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া বাসবলোকে গমন করে । বিতস্তায় গমন-পূর্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বাজপেয়ফল লাভ হয় । কাশ্মীরস্থ বিতস্তা নদী নাগরাজ তক্ষকের ভবন ; ঐ বিতস্তা-সম তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয়ের ফল লাভ, সর্ব পাপ-প্রমোচন ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত বড়বায় গমন করিবে । তথায় পশ্চিম সন্ধ্যাসময়ে বিধি-পূর্বক স্নান করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করিবে । ঐ স্থানে পিতৃগণোদ্দেশে দান করিলে, উহা অক্ষয় হয় । ঋষি, পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব্ব, অমরা, গুহক, কিম্বর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নর, রাক্ষস, দৈত্য ও রুদ্রগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা ঐ স্থানে সহস্র বৎসর-ব্যাপিনী পরম দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া চরু প্রদান ও সপ্ত সপ্ত থাকের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন । ভগবান্ কেশব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগেকে অষ্ট গুণ ঐশ্বর্য ও অন্যান্য অভিলাস সকল স্ফুল করিয়া জলদজাল-মধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন । হে মহাভাগ ! এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম সপ্তচরু বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে । ঐ স্থানে ভগবান্ হব্যবাহনকে চরু প্রদান করিলে শত সহস্র গোদান, শত রাজসূয় ও সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হয় । তথা হইতে রুদ্রপদে গমন

করিয়া মহাদেবের অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মচারী হইয়া হুসমাহিত চিত্তে মণিমাণে গমনপূর্বক এক রাত্রি বাস করিলে অগ্নিকোটোর ফল লাভ হয়।

পরে লোকবিশ্রুত দেবিকায় গমন করিবে। যে স্থানে মানবজাতি যথাবিধি কৰ্ম্ম করিলে, ব্রাহ্মণ হয় এবং যাহা ভূত-ভাবন ভবানীপতির ত্রিলোক-বিশ্রুত আশ্রয়। তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চ যোজন ও বিস্তৃতি অর্দ্ধ যোজন। সেই দেবযিগণসেবিত পরম পবিত্র দেবিকায় অবগাহন করিয়া মহেশ্বরকে অর্চনা ও যথাশক্তি চরু নিবেদন করিলে সর্বকাম-সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তথায় দেবগণ নিষেবিত রুদ্রদেবের কামাখ্য তীর্থ আছে। মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিলে ত্বরায় সিদ্ধি লাভ করে। তথায় যজ্ঞ, যাজ্ঞ এবং ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পান্তের উপস্পর্শন করিলে পরলোকে শোকরহিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মযিগণ, দীক্ষিত ও নিয়তব্রত হইয়া দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। সেই দীর্ঘসত্রে গমনমাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।

অনন্তর সংযত ও মিতাহারী হইয়া বিনশনে গমন করিবে। যে স্থানে স্বরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে, চমসে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে গমন করিতেছেন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিকোটোর ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে

গোসহস্র দানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়। পরে শশ্যানে গমন করিবে। যে স্থানে পুষ্কর সকল প্রতি বৎসর শশরূপ-প্রতিচ্ছন্ন হইয়া কৌশিকী অতিক্রমণপূর্বক সরস্বতীতে পতিত হয়। সেই তীর্থে স্নান করিলে লোক শশাঙ্কসদৃশ দীপ্তিশালী ও গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযত চিত্তে কুমারকোটিতে গমনপূর্বক অভিষেক এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে লোক অযুতসংখ্যক গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ও নিজকুল উদ্ধার করে।

পরে সমাহিত চিত্তে রুদ্রকোটিতে গমন করিবে। পূর্বে যেখানে কোটিসংখ্যক মুনি মহাদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সাতিশয় হস্তচিত্তে আমি পূর্বে মহাদেবকে দেখিব, আমি পূর্বে মহাদেবকে দেখিব, বলিয়া সত্বরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তখন সর্বভূতেশ্বর যোগীবর মহযিগণের ক্রোধ নিবারণার্থ যোগবলে তাঁহাদের অগ্রে কোটিরুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। তপোধনগণ সকলেই আমি অগ্রে মহাদেবকে দেখিয়াছি এই মনে করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব মহযিগণের ভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় সমুষ্ঠ হইয়া ‘অত্যাধি তোমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি হইবে’ বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হে নরনাথ! সেই রুদ্রকোটিতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়।

অনন্তর লোকবিশ্রুত সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ

ও তপোধন সমুদায় চৈত্রমাসীয় শুক্ল চতুর্দ-
শীতে আগমনপূর্বক কেশবের উপসনা
করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে বহু স্বর্ণ
লাভ, সর্ব পাপমোচন ও চরমে পরম ব্রহ্ম-
লোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্ ! যে স্থানে
ঋষিগণের সত্র সমুদায় সমাপ্ত হইয়াছিল,
সেই সত্রাবসানে গমন করিলে গোসহস্র
দানের ফল হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র !
তদনন্তর অতি প্রশস্ত কুরুক্ষেত্র তীর্থে
গমন করিবে; সর্বপ্রকার প্রাণী সেই
তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।
যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে, আমি
কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে
বাস করিব, সে ব্যক্তিও সমুদায় পাতক
হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের
বায়ুবিষ্ণু ধূলি ও ছুঙ্কৃতকস্মাকে পরম পদ
প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী
ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয়
নদীর মধ্যবর্তী, যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে
বাস করে, তাহাদিগের স্তরলোকে বাস
করা হয়। হে বীর ! তথায় সরস্বতী নদী-
তীরে এক মাস বাস করিবে। ব্রহ্মাদি
দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা,
যক্ষ ও পন্নগগণও তত্রত্য মহাপুণ্য ব্রহ্ম-
ক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি
কুরুক্ষেত্রবাসের কামনাগাত্র করে, সে
ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া

কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে রাজসূয় ও অশ্ব-
মেধের ফল লাভ হয়।

অনন্তর মক্ষণক নামে মহাবল দ্বারপাল
মক্ষকে অভিবাদন করিলে গোসহস্র দানের
ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিষ্ণুস্থানে গমন
করিবে, যে স্থানে নারায়ণ সর্বদা সন্নিহিত
হইয়া থাকেন। তথায় স্নান ও ত্রিলোক-
প্রভব নারায়ণকে নমস্কার করিলে অশ্ব-
মেধের ফল লাভ হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন
করে। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত পারিপ্লব তীর্থে-
গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের
ফল লাভ হয়।

পৃথিবী তীর্থে গমন, শালুকিনী তীর্থে-
ও দশাশ্বমেধে স্নান করিলে সহস্র গোদা-
নের ফল প্রাপ্ত হয়। সর্পদেবী নাম
নাগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল
প্রাপ্তি ও নাগলোকে গমন করে। যে
ব্যক্তি তরস্তুক নামে দ্বারপালের নিকট
গমন করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করে,
সে ব্যক্তি গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়।
নিয়ত নিয়তাশন হইয়া পঞ্চদশ তীর্থে গমন-
পূর্বক কোটি তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ-
ফল লাভ হয়। অশ্বিনীকুমার তীর্থে গমন
করিলে পরম রূপবান্ হয়। তৎপরে
বারাহ তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে
নারায়ণ পূর্বক বরাহরূপ ধারণ করিয়া
অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান
করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। জয়ন্তী-
দেশস্থ সোম তীর্থে গমনপূর্বক স্নান করিলে
রাজসূয়ফল এবং একহংস-নামক তীর্থে স্নান
করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি কৃতশৌচ তীর্থে গমন করিলে পুণ্ডরীক ও শুচিতা প্রাপ্ত হয়। মুঞ্জবট তীর্থ মহাত্মা মহাদেবের স্থান; তথায় উপবাসী হইয়া এক রাত্রি যাপন করিলে গাণপত্য লাভ হয়। তত্রস্থ লোক-বিশ্রুত যক্ষিণী তীর্থে অবগাহন করিলে সকল কামনা পরিপূর্ণ হয়। সেই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সেই স্থানে প্রদক্ষিণ করিলে পুষ্কর তীর্থের সগান ফল প্রাপ্ত হয়। সেই জামদগ্ন্যকৃত তীর্থে অবগাহন-পূর্বক পিতৃ-দেবতার অর্চনা করিলে কৃতার্থ হইয়া অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর সমাহিত হইয়া রামহুদে গমন করিবে। যে স্থানে দীপ্ততেজাঃ পরশুরাম ক্ষাত্রকুল নিঃসূল করিয়া পঞ্চহুদ নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি সেই পঞ্চহুদ রুধির-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃপিতামহদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন। পিতৃলোক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, হে রাম মহাভাগ ভার্গব! আমরা ঈদৃশ অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বিক্রম দর্শনে তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছে; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

যোদ্ধা প্রধান পরশুরাম কৃতাজলিপুটে গগনস্থ পিতৃলোকদিগকে কহিলেন, যত্বাপি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পিতৃপ্রসাদ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করুন; আমি রোষাভিভূত হইয়া ক্ষাত্র-কুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনারা স্বীয়

তেজঃপ্রভাবে আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করুন ও এই পঞ্চহুদ তীর্থস্বরূপ হইয়া ভুবনে বিখ্যাত হউক।

পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, হে রাম! পিতৃভক্তি দ্বারা তোমার তপস্বী পুনরায় সগন্ধিক বর্দ্ধিত হইবে; ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মদোমে পতিত হইয়াছেন, অতএব তুমি ক্ষত্র-কুলোৎসাদন-জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইবে ও তোমার এই পঞ্চহুদ তীর্থ-রূপে সুবিখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি এই পঞ্চহুদে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাহাকে অনন্তমূল্য অভিলাম্বরূপ বর ও সনাতন স্বর্গলোক প্রদান করিবেন। তাঁহারা পরশুরামকে এই প্রকার বর প্রদানপূর্বক মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। মহাত্মা ভার্গবের পঞ্চহুদ এই রূপে পুণ্যজনক হইল। ত্রক্ষচ'রা ও ধৃতত্রত হইয়া রামহুদে স্নান ও রামের অর্চনা করিলে প্রচুর স্বর্ণ লাভ হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলক তীর্থে গমনপূর্বক স্নান করিলে, স্বায় বংশ উদ্ধার হয়। কায়শোধন তীর্থে গমন ও স্নান করিলে শুদ্ধদেহ হইয়া শুভ লোকে গমন করে। তদনন্তর ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে প্রভাবশালী বিষ্ণু পূর্ব লোক সকলকে উদ্ধার করিতেন। সেই প্রধানতম-তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় লোক উদ্ধার হয়। চিত্তসংযম-পূর্বক শ্রীতীর্থে গমন করিয়া

স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবগণকে অর্চনা করিলে অত্যাশীষ শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

ব্রতধারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া কপিলা-তীর্থে গমন-পূর্বক স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবগণকে পূজা করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্ত ও উপবাসপরায়ণ হইয়া সূর্য্যতীর্থে গমন-পূর্বক স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চনা করিলে অগ্নিস্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও সূর্যালোকে গমন করে।

তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবন তীর্থে বণা-ক্রমে গমন ও স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তত্রস্থ শঙ্খিনী দেবীর তীর্থে স্নান করিলে অশ্লভ রূপ লাভ হয়। অনন্তর সরস্বতীতীরে তরন্তক নামে দ্বারপালের নিকট উপস্থিত হইবে; উহা মহাত্মা কুবেরের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিস্টোমফল লাভ হয়। তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

তদনন্তর অন্তঃস্মৃতিতীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে পিতৃলোক ও দেবগণ নিয়ত সন্নিহিত থাকেন; তথায় স্নান ও পিতৃদেবগণের আরাধনা করিলে অশ্বমেধফল লাভ ও পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। অশ্বমতী প্রদেশে কাশীশ্বর তীর্থে স্নান করিলে সর্বব্যধি-বিনিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অশ্বমতী-প্রদেশস্থ মাতৃতীর্থে স্নান করিলে তাহার প্রজারুদ্ধি ও বিপুল শ্রীলাভ হয়।

অনন্তর পবিত্র ও নিয়তাশী হইয়া অতি-দুর্লভ শীতবনতীর্থে গমন করিবে; তথায়

কেশাভ্যঙ্গণ-মাত্রেই পবিত্র হয়। এই স্থানে শাবিল্লোমাপহ তীর্থ আছে; তীর্থপরায়ণ ব্যক্তির তথায় স্নান করিয়া পরম শ্রীতি প্রাপ্ত হন এবং প্রাণায়াম-সহকারে লোম ছেদনপূর্বক পূতাত্মা হইয়া পরম গতি লাভ করেন। তত্রত্য দশাশ্বমেধিক তীর্থে স্নান করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মানুস তীর্থে গমন করিবে; যে সরোবরে কৃষ্ণমার যুগগণ ব্যাধশরপীড়িত হইয়া অবগাহন-পূর্বক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিল; সংযতচিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

মানুস তীর্থের এক ক্রোশ পূর্বে সিদ্ধ-গঙ্গাসেবিত আপগা নামে সুবিখ্যাত এক নদী আছে। যে ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই নদীতে শ্যামাক ভোজন প্রদান করে, সে সমধিক ধর্মফল প্রাপ্ত হয়। তথায় একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন প্রদান করিলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয়। তথায় এক রাজি বাস করিয়া স্নান ও দেবপিতৃলোকের পূজা করিলে অগ্নিস্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মোড়ম্বর নামে বিখ্যাত অত্যাশীষ ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে। সংযত-চিত্তে পবিত্রদেহে তত্রত্য সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে স্নান করিলে সর্বপাপবিনিমুক্ত ও ব্রহ্মসাক্ষ্যকার লাভ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুদুর্লভ কপিল-কেদারে গমন করিলে নর তপঃপ্রভাবে দম্বকল্মষ হইয়া সেই স্থানেই লীন হয়।

যে ব্যক্তি ভুবনবিখ্যাত সরক তীর্থে গমন করিয়া কৃষ্ণ চতুর্দশীতে রঘুধ্বজের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে কুরুনন্দন! সেই সরকস্থ রুদ্রকোটি কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে। তত্রত্য ইলাস্পদ তীর্থে অবগাহন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে আরাধনা করিলে নিরাপদ ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি কিন্দান ও কিঞ্জপ্য তীর্থে স্নান করে, সে ব্যক্তি অশ্রমেয় দান ও জপের ফল প্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কনসী তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

সরক তীর্থের পূর্বভাগে অম্বাজম্ব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নারদের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে চরমে নারদের অনুজ্ঞাত পরমোৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুক্ল দশমীতে পুণ্ডরীক তীর্থে গমনপূর্বক স্নান করে, সে পুণ্ডরীকফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সকল লোকবিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে গমন করিবে; তত্রত্য পাপনাশিনী বৈতরণী নদীতে স্নান ও শূলপাণির অর্চনা করিলে সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর ফলকী বনে গমন করিবে। দেবগণ যে স্থানে বাস করিয়া বহু সহস্র বর্ষব্যাপী তপাশ্চর্যা করেন। দৃমহতীতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেহতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের

ফল হয়। পাণিখাতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ এবং ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়।

তৎপরে মিশ্রক নামে প্রধান তীর্থে গমন করিবে। আগরা শুনিয়াছি, মহাত্মা বেদব্যাস হিজগণের নিমিত্ত তথায় অনেক তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করে, তাহার সর্বতীর্থ-স্নানের ফল লাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও নিয়তাশন হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে। তত্রস্থ মনোজবে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধাত্মা হইয়া মধুবটীতে গমনপূর্বক দেবীতীর্থে স্নান করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে দেবীর অনুজ্ঞাক্রমে গোসহস্র দানের ফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃমহতী নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়।

তদনন্তর ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে; যে স্থানে ধীমান্ বেদব্যাস পুত্রশোকাভিসম্বৃত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবার মানসে আসীন হইয়াছিলেন; পরে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করেন; তথায় গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি কিন্দন কূণে এক প্রস্থ তিল প্রদান করে, সে ব্যক্তি ঋণমুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বেদীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র-দানের ফল লাভ হয়। অহঃ ও স্তনিন তীর্থে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর ত্রিলোক-বিখ্যাত যুগধুম তীর্থে গমন করিবে । তত্রস্থ গঙ্গায় স্নান ও মহাদেবের অর্চনা করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয় এবং দেবীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল হয় ।

তদনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত বামনক তীর্থে গমন করিবে ; তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবকে অর্চনা করিলে সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । কুল-ম্পুন তীর্থে স্নান করিলে স্মিৎকুলপবিত্র হয় ।

পবনহৃদ বায়ুগণের উত্তম তীর্থ ; তথায় স্নান করিলে পবনলোক প্রাপ্ত হয় । অমর-গণের হৃদে স্নান করিয়া অমররাজকে অর্চনা করিলে অমরপ্রভাবে অমরলোকে পূজিত হয় । শালিসূর্য্য প্রদেশে শালি-হোত্র তীর্থ আছে ; তথায় স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল হয় । সরস্বতীতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ আছে ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিস্টোম-ফল লাভ হয় ।

অনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে । পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া সরস্বতী-কুঞ্জ নির্মাণ করেন ; সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিস্টোমফল প্রাপ্ত হয় ।

তদনন্তর কন্যাতীর্থে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয় । পরে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে নীচবর্ণ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয় । অনন্তর সোমতীর্থে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয় ।

তদনন্তর সপ্তসারস্বত তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে লোকবিশ্রুত তপঃসিদ্ধ মহর্ষি মঙ্কণক বাস করিতেন । আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে কুশাগ্রদ্বারা সেই মহর্ষির করদেশ ক্ষত হওয়াতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল । মহর্ষি তাহা দর্শন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন স্বাবর ও জঙ্গম উভয়ই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ মহর্ষির নৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, হে দেব ! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য হইতে বিরত হন, তাহার উপায় করুন । মহাদেব দেবগণের হিতের নিমিত্ত সেই হৃষ্টচিত্ত নৃত্যশীল ঋষিকে কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছেন ? অগ্ন আপনাদেবের হর্ষে কি কারণ উপস্থিত হইল ?

মঙ্কণক কহিলেন, আমি তপস্বী ও ধর্ম্ম-পথের পণিক ; আমার কুশক্ষত কর হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে ; আপনি কি দর্শন করিতেছেন না ? আমি উহাই অবলোকন করিয়া প্রচুর হর্ষভরে নৃত্য করিতেছি ।

মহাদেব সহাস্র বদনে সেই রাগমোহিত ঋষিকে কহিলেন ; হে বিপ্র ! আমি ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই ; তুমি আমাকে অবলোকন কর, এই বলিয়া ভগবান্ তবানীপতি অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র ক্ষত হইতে হিমসন্নিভ ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল ।

মহর্ষি মঙ্গলক তদর্শনে লজ্জিত ও মহাদেবের পদতলে নিপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব ! তোমা অপেক্ষা প্রধানতম আর কেহই নাই। তুমি শূলধারী, তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত জীবের গতি, তুমিই এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ ; তুমিই পুনরায় যুগাবসানে সমুদায় সংহার কর ; দেবগণও তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে ; আমি কি প্রকারে তোমাকে জানিব ; ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতা তোমাতে অবস্থান করিতে-ছেন ; তুমিই সমুদায় লোকের কর্তা ও নিযোক্তা, সুরগণ তোমারই প্রসাদে অকুতোভয়ে স্তখে সময়োতিপাত করিতে-ছেন। হে মহাদেব ! তোমার প্রসাদে যেন আমার তপোবৃদ্ধি হয়।

মহাদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্তা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হউক। আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত বাস করিব। বাহারা এই সপ্তসারস্বত তীর্থে স্নান করিয়া আমার অর্চনা করিবে, ইহ লোকে বা পরলোকে তাহাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না, এবং সারস্বত লোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। মহাদেব এই কথা কহিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে ভুবনবিখ্যাত ঔশনস তীর্থে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কাঙ্কিকেয় ভার্গবের হিত কামনায় নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। পাপবিমোচন কপালমোচন তীর্থে স্নান করিলে সর্বপাপ-বিমোচন হয়।

তদনন্তর অগ্নিতীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার করে। তদ্রত্য বিশ্বামিত্র তীর্থে স্নান করিলে ব্রাহ্ম-গণ লাভ করে। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে ব্রহ্মযোনি তীর্থে স্নান করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্যন্ত পবিত্র হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

তদনন্তর অতিপ্রসিদ্ধ পৃথুদক নামে কাঙ্কিকেয়-তীর্থে গমন করিবে ; ত্রীলোক হউক আর পুরুষই হউক, জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক যে কিছু অশুভ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তথায় স্নানমাত্রেই তৎসমুদায় বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও স্বর্গলোকে গমন করে। কুরুক্ষেত্র পুণ্য-জনন তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সরস্বতী অধিকতর পুণ্যজননী ; সরস্বতী অপেক্ষাও অন্যান্য তীর্থ সকল অধিকতর ফলপ্রদ ; সেই সকল তীর্থ অপেক্ষাও পৃথুদক তীর্থ সমধিক মহিমাযুক্ত ও সকল তীর্থের মধ্যে প্রধান। সনৎ-কুমার ও মহাত্মা ব্যাস কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথুদকে জপপরায়ণ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অতএব মনুষ্য অবশ্যই পৃথুদকে গমন করিবে। পৃথুদক অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ তীর্থ আর নাই ; ঐ তীর্থই অতিমাত্র পবিত্র ও অসীম ফলপ্রদ। এইরূপে মনীষিগণ পৃথুদক তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করি-য়াছেন। তদ্রত্য মধুস্রব তীর্থে স্নান

করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় ।

তৎপরে অতি পবিত্র সরস্বতী-রুণা-সঙ্গম তীর্থে গমন করিবে ; তথায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে মুক্ত, অগ্নিস্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় । মহর্ষি দর্ভী পূর্বকালে বিপ্রগণের প্রতি অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইয়া তথায় অর্দ্ধক্ষীল নামে তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন । তথায় স্নান করিয়া ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্র-পরায়ণ হইলে ব্রাহ্মণ হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু পুরাতন লোকেরা ক্রিয়ামন্ত্র-বিহীন ব্যক্তিকেও তথায় স্নান করিয়া ধূতব্রত ও বিদ্বান্ হইতে দেখিয়াছেন । মহাত্মা দর্ভী তথায় চতুঃসমুদ্রকে আনয়ন করিয়াছেন । যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে কখন দুঃ-বস্থায় পতিত হয় না এবং চতুঃসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ।

তদনন্তর শতসহস্রক ও সাহস্রক এই উভয় তীর্থে গমন করিবে ; যে ব্যক্তি এই উভয় তীর্থে স্নান করে, তাহার গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় এবং তথায় এক বার দান ও উপবাস করিলে তাহা সহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে ।

পরে রেণুকা তীর্থে গমন করিবে । তথায় তীর্থাভিষেকানন্তর পিতৃদেবার্চন-পরায়ণ হইলে অগ্নিস্টোম-ফল লাভ হয় । জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্রত্য

বিমোচনে স্নান করিলে প্রতীগ্রহজনিত সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হয় ।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পঞ্চবটীতে গমন করিবে । তথায় গমন করিলে পুণ্যশালী হইয়া সাধু লোকमध्ये পূজিত হয় । যোগেশ্বর মহাদেব স্বয়ং তথায় বিরাজমান আছেন ; সেই স্থানে গমনপূর্বক তাঁহাকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয় । তৎপরে বরুণ-তেজে দীপ্যমান তৈজস বারুণ তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ কার্তিকেয়কে দেবগণের সৈন্যপত্যে অভিমুক্ত করিয়াছিলেন ।

তৈজস তীর্থের পূর্বদিকে কুরু তীর্থ, মনুস্য জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া কুরু-তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । তৎপরে নিয়তাশন হইয়া স্বর্গদ্বার তীর্থে গমন করিলে স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি নরক তীর্থে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে তাহার দুর্গতি হয় না ; ব্রহ্মা, নারায়ণ ও অচ্যুত দেবগণ নিয়ত বাস করেন এবং ভগবতী রুদ্রপত্নী তথায় সমিহিত আছেন ; তাঁহাকে দর্শন করিলে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না । তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয় । নারায়ণকে প্রাপ্ত হইলে কান্তিমান্ হইয়া বিষুৱলোকে গমন করে । সর্বদেব তীর্থে স্নান করিলে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শশীর ন্যায় দীপ্তিমান্ হয় । অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি

স্বস্তিপু্রে গমন করিবে ; তাহায় প্রদক্ষিণ করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাবন তীর্থে গমন করিয়া পিতৃ-লোক ও দেবগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। সেই স্থানেই গঙ্গাহ্রদ নামে কূপ আছে ; সেই কূপে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে ; মনুষ্য তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

আপগা তীর্থে স্নান ও মহেশ্বরের অর্চনা করিলে গাণপত্য লাভ ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিভুবন-বিখ্যাত স্থানুঘটে গমন করিবে ; যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, বশিষ্ঠের আশ্রম বদরীপাচনে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরী ভক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি তথায় দ্বাদশ বৎসর বদরী ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে ব্যক্তি বশিষ্ঠের তুল্য হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি ইন্দ্রমার্গে গমন করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ধৃতনিয়ম ও সত্যবাদী হইয়া একরাত্র তীর্থে গমনপূর্বক এক রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে স্থানে মহাত্মা তেজো-রাশি আদিত্যদেবের আশ্রম, সেই ভুবন-বিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবকে পূজা করিলে, সূর্য্যালোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তীর্থসেবী সানব সোম তীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

তৎপরে মহাত্মা দদীচ মুনির ভুবন-বিখ্যাত পাবনতম তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অগ্নিরাঃ গমন করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও সারস্বতী গতি প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে নিয়ম-পূর্বক ব্রহ্মার্চ্য্য অবলম্বন করিয়া কন্যা-শ্রমে গমন করিবে ; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

তৎপরে সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধনগণ সাতিশয় পুণ্যবলে মাসে মাসে আগমন করিয়া থাকেন। সেই হেতু, গ্রহণসময়ে তথায় স্নান করিলে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত তীর্থ, নদী, হ্রদ, তড়াগ প্রভাবণ, কূপ, বাপী ও আয়তন আছে, তৎসমুদায় প্রতিমাসের অমাবাস্ত্রাতে সন্নিহতী তীর্থে আগমন করে, সন্দেহ নাই। তথায় সমুদায় তীর্থের সন্নিহন অর্থাৎ সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম সন্নিহতী হইয়াছে। তথায় স্নান ও তত্রত্য জল পান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অমাবাস্ত্রায় সূর্য্যগ্রহণসময়ে তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার ফল শ্রাবণ কর ; তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবারাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধ যাগের ফল প্রাপ্ত হয়। কি ক্রী, কি পুরুষ যে কিছু দুষ্কর্ম করে, তথায় স্নান করিবারাত্র তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়,

সন্দেহ নাই। তৎপরে মচক্রুক নামে দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে পদ্মবর্ণ যানে অরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। তদনন্তর কোটি তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। তদ্রত্য গঙ্গাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ, অন্তরীক্ষের মধ্যে পুষ্কর এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ। কুরুক্ষেত্রে বায়ুসমুখিত ধূলিও সকল পাপাত্মাকে পরম গতি প্রদান করে। যে ব্যক্তি এক বার কহে যে, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন ও বসতি করিব, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মবেদি কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্থান; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কদাচ শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহৃদ ও মচক্রুক, এই কয়েক স্থানের মধ্যবর্তী স্থান কুরুক্ষেত্র সমস্ত পঞ্চক; উহাই পিতামহের উত্তর বেদি বলিয়া বিখ্যাত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্য তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহাভাগ ধর্ম্য তপোমুষ্ঠান করিয়া উহাকে পবিত্র ও স্বনাগে বিখ্যাত করিয়াছেন। তথায় ধর্ম্য-শীল ও সমাহিত হইয়া স্নান করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। তৎপরে জ্ঞানপাবন নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নি-

চৌম যজ্ঞের ফল ও মুনিলোক লাভ হয়। তৎপরে সৌগন্ধিকবনে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ গমন করিয়া থাকে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। পরে সরিষরা পল্লী ও স্রোতস্বতী সরস্বতীতে গমন করিবে; তথায় বল্লীকনিঃসৃত জলে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে বল্লীক হইতে ষট্শম্যানিপাত পর্য্যন্ত ঈশানাধ্যুষিত নামক তীর্থ; প্রাচীনেরা কহেন, ঐ দুর্লভ তীর্থে স্নান করিলে সহস্র কপিলাদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে মহারাজ! স্নগন্ধা, শতকুস্তা ও পঞ্চযক্ষায় গমন করিলে স্বর্লোকে পূজিত হয়। তথায় ত্রিশূলখাত নামক এক তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে গাণপত্য লাভ করিতে পারে।

অনন্তর পরম দুর্লভ দেবীস্থানে গমন করিবে; ঐ তীর্থ ত্রিলোকে শাকস্তুরী নামে প্রখ্যাত আছে। পূর্ব্ব সূত্রতা দেবী মাসে মাসে শাকাহার-দ্বারা দিব্য সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় কতকগুলি মহর্ষি আগমন করিলে সূত্রতা দেবী ভক্তিপূর্ব্বক শাক-দ্বারা অভ্যাগত তাপসদিগের আতিথ্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ তীর্থের নাম শাকস্তুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী

হইয়া তথায় শাক ভক্ষণপূর্বক ত্রিরাত্র বাস করিলে, দ্বাদশ বৎসর শাকাহারে যে ফল সঞ্চিত হয়, দেবীপ্রসাদে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত স্তবর্ণাখ্য তীর্থে গমন করিবে; পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আরাধনা করিয়া-ছিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব ত্রিলোচন-প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে দেবতুল্য ভবন প্রদানপূর্বক কহিলেন, হে জনার্দন! তুমিই সকল লোকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ও সমুদয় সংসারমধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তথায় গমন করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধফল ও গাণপত্য লাভ হয়। তৎপরে ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নিঃসংশয় বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। তৎপরে রথাবর্ত তীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থ দেবীতীর্থের দক্ষিণাঙ্ক-দ্বারা নির্মিত হইয়াছে; জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মশীল হইয়া পরম প্রদ্বাসহকারে তথায় গমন করিলে শঙ্করপ্রসাদে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্বক সর্বপাপ-প্রণাশন রাধা তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ শোক প্রাপ্ত হয় না।

অনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বার তুল্য গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কোটি তীর্থের ফল লাভ, পুণ্ডরীক প্রাপ্তি এবং কুলও উদ্ধার

হইয়া থাকে; আর সেই তীর্থে এক রাত্রি বাস করিলে, সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। সপ্তগঙ্গা, ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্তে বিধি-পূর্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পুণ্য লোকে পূজিত হয়। তৎপরে কনখল তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে তীর্থপর্যটক ব্যক্তি কপিলাবটে গমন করিবে; তথায় উপবাসদ্বারা এক রজনী অতিবাহিত করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

তৎপরে নাগরাজ কপিলের ত্রিলোক-বিশ্রুত নাগ তীর্থে স্নান করিবে; তথায় স্নান করিলে সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে শাস্ত্রনুরাজের ললিতিক তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর যে মনুষ্য গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করে; তাহার দশাশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত স্তবর্ণ তীর্থে গমন করিলে, নর চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রাবর্তে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। হে মহারাজ! জাহ্নবী ও সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে ভদ্রকর্ণেশ্বরে গমন-পূর্বক যথাবিধি দেবভদ্র কর্ণেশ্বরকে অর্চনা করিলে দুর্গতিশূন্য ও দেবলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কুজাত্রক তীর্থে গমন

করিলে গোসহস্র দানের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয় । তৎপরে অরুদ্রতীর্থে গমন করিবে ; তথায় সমুদ্রজলে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গোসহস্র দানের ফল লাভ এবং কুল উদ্ধার হয় । পরে তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মাবর্তে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সোগলোক প্রাপ্ত হয় । হে মহারাজ ! সমুদ্র নদীর উৎপত্তিস্থানে গমন করিয়া তদীয় সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ ও স্বর্গলোকে পূজিত হয় । তৎপরে ত্রৈলোক্যপূজিত দাবী-সংক্রমণ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয় । তদনন্তর সিদ্ধ-গন্ধর্বসেবিত সিদ্ধপ্রভবে গমন করিবে ; তথায় পঞ্চ রজনী বাস করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয় । তৎপরে দুর্গমা বেদী তীর্থে উপনীত হইলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয় । অনন্তর ঋষিকুল্যা ও বাশিষ্ঠ তীর্থে গমন করিবে ; বাশিষ্ঠ তীর্থে বিধিবোধিত কর্ম করিলে ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি বর্ণ সমুদায় ব্রাহ্মণ হয় । ঋষিকুল্যায় স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করিলে বিধূতপাপ হইয়া ঋষিলোক প্রাপ্ত হয় । তৎপরে ভৃগুতুল্যে গমন করিবে ; তথায় শাকাহারপূর্বক এক মাস অতিবাহিত করিলে অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হয় । হে মহারাজ ! বীর-প্রমোদ তীর্থে গমন করিলে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় ।

তদনন্তর কৃত্তিকা তীর্থ ও মঘা তীর্থে

গমন করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয় । তৎপরে বিদ্যা তীর্থে গমন করিবে ; তথায় সন্ধ্যার সময় স্নান করিলে সকল লোকের বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে । তৎপরে সর্বপাপ-প্রমোচন মহাশ্রমে এক কাল নিরাহার হইয়া একরাত্রি বাস করিলে শুভ লোক লাভ হয় । পরে মহালয়ে ষষ্ঠ কাল অনাহার দ্বারা এক মাস অতিবাহিত করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনিমুক্ত ও বহু সুবর্ণ লাভ হয় এবং বংশের পূর্বতন দশ পুরুষ ও নীচস্থ দশ পুরুষ উদ্ধার হয় । তদনন্তর পিতামহনিসেবিত বেতসিকা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল ও ঔশনসী গতি প্রাপ্ত হয় । তৎপরে সিদ্ধগণসেবিত স্তম্বরিকা তীর্থে গমন করিলে উত্তম রূপ-লাভ প্রাপ্ত হয় । তৎপরে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ ঘানে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।

পরে সিদ্ধগণ-নিসেবিত অতি পবিত্র নৈমিষ তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত বাস করেন ; ঐ তীর্থ অন্বেষণকরিলে পাপের অর্দ্ধ ও তথায় প্রবেশ করিলে সমগ্র পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় । তীর্থতৎপর ব্যক্তি তথায় এক মাস বাস করিবে । এই পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যাগান রহিয়াছে, তথায় সংঘত ও নিয়তাশন হইয়া স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি ও মণ্ডম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় । যে ব্যক্তি তথায় উপবাসপরায়ণ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ

করে, সে সকল লোকে আনন্দিত হয়। তৎপরে গঙ্গোদ্ভেদে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর-স্বতীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে নিঃসন্দেহ সারস্বত লোক প্রাপ্তি হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদা তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক-রাত্রিমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত ও দেবসত্ত্ব-নামক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে পুণ্যজন-পরিবৃত অতি পবিত্র ক্ষীরবতী তীর্থে গমন করিবে; তথায় পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া বিমলাশোক তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রজনীমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে সরযুনদীর গো-প্রতার নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র বল, বাহন ও ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তদীয় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তথায় স্নান করিলে রামচন্দ্রের প্রসাদে ও কস্মীনাথান-বশতঃ চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে রামতীর্থ গোমতীতে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও নিজ কুল পবিত্র হয়। তত্রস্থ শতসহস্র নামক তীর্থে সংযত ও মিতাহারী হইয়া স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়।

তৎপরে কোটি তীর্থে স্নান ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্তি ও তেজস্বী হয়। তৎপরে বারাণসীতে উপনীত হইয়া রুমভবাহন মহা-দেবকে অর্চনা ও কপিলাহুদে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অবিন্যস্ত তীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিবাগাত্র ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত গোমতী-গঙ্গাসঙ্গমে অতি দুর্লভ মার্কণ্ডেয় তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়ায় গমন করিবাগাত্র অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোক-বিখ্যাত অক্ষয় বট আছে; তথায় পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। তৎপরে মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক লাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়; তৎপরে ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরঃ তীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত ধেনুক তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া তিল ও ধেনু প্রদান করিলে, সর্ব-পাপ বিবর্জিত ও নিশ্চয়ই সোমলোক লাভ হয়। পূর্বের পর্বতোপরি সঞ্চরণ-

কালে সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন তথায় নিপতিত হইয়াছিল ; উহা অদ্যাপিও পরিদৃশ্যমান হয় । হে মহারাজ ! সেই সমস্ত পদচিহ্নে স্নান করিলে যে কিছু অশুভ কর্ম সঞ্চিত থাকে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায় ।

অনন্তর গৃধ্রবট নামে দেবস্থানে গমন করিবে ; তথায় রুমভবান্ শিব-সম্মিধানে উপনীত হইয়া সৰ্ব্বাপে ভস্ম লেপন করিলে, ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈতীক অনুষ্ঠিত ও ইতর বর্ণের সৰ্ব্বপাপ প্রণষ্ট হয় । তৎপরে সঙ্গীতনিবাদিত উগ্ৰস্তু নামক পর্বতে গমন করিবে ; এই স্থানে সাবিত্রীর পদ-চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে ; তথায় সংশিতব্রত হইয়া মক্ষ্যা উপাসনা করিলে, দ্বাদশ-বার্ষিকী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয় । তথায় যোনিদ্বার নামক প্রখ্যাত তীর্থে গমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয় ।

যে ব্যক্তি গয়া তীর্থে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই । মনুষ্যের বহু পুত্র কামনা করা কর্তব্য ; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা নীলকায় রুম উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় । তৎপরে ফল্গু তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহতী সিদ্ধি লাভ হয় । তৎপরে সমাহিত হইয়া ধর্মপ্রস্থে গমন করিবে ; এই স্থানে ধর্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান আছেন ; তথায় কূপ খননপূর্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তর্পণ করিলে

মুক্তপাপ ও স্বর্গ লাভ হয় । তৎপরে তত্রস্থ শ্রান্তিশোক বিনাশন মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে প্রবেশ করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তত্রত্য ধর্ম তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় । তৎপরে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে, তত্রস্থ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলে রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । তৎপরে রাজগৃহ তীর্থে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে কাঙ্ক্ষীবান্ মূনির ন্যায় আনন্দিত হয় এবং যক্ষিণীর নৈবেদ্য ভোজন করিলে তাঁহারই প্রসাদবলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয় ।

অনন্তর মণিনাগ তীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি সেই তীর্থজাত দ্রব্য ভোজন করে, ভুজঙ্গদংশিত হইলেও তাহার শরীরে বিষ সং্কার হয় না । সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় । তৎপরে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয়তম বনে গমন করিবে ; তথায় অহল্যা-হ্রদে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রমপ্রবেশ করিলে সম্পত্তি লাভ হয় । সেই স্থানে ত্রিলোকবিজ্ঞাত এক কূপ আছে ; ঐ কূপসলিলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । রাজর্ষি জনকের দেবপূজিত এক কূপ আছে ; তথায় স্নান করিলে বিশ্বলোক প্রাপ্ত হয় । তৎপরে সৰ্ব্বপাপ-প্রমোচন বিনশন নামক তীর্থে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও সৌমলোক প্রাপ্তি হয় । তৎপরে

সৰ্ব্বতীৰ্থজলোদ্ভব গণ্ডকী তীৰ্থে গমন করিলে বাজপেয়ফল ও সূর্যালোক লাভ হইয়া থাকে । তৎপরে ত্রিলোক-প্রখ্যাত বিশল্যা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় । তৎপরে অম্বিবঙ্গ নামক তপোবনে প্রবেশ করিলে, গুহ্যকগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইয়া থাকে । তৎপরে সিদ্ধগণনিমেষিত কম্পনা নদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক প্রাপ্তি ও স্বর্গলোক লাভ হয় । তৎপরে মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও কুল উদ্ধার হয় । তৎপরে স্তরপুষ্করিণীতে গমন করিলে দুর্গতি বিনশ্শূন্য ও অশ্বমেধ-ফল লাভ হয় ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে ; তত্রস্থ মাহেশ্বর পদে স্নান করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয় । সেই স্থানে কোটি তীর্থের সমাবেশ আছে ; পূর্বে অতি দুরাত্মা এক অম্বর কূৰ্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া ঐ তীর্থ সকল অপহরণ করিয়াছিল ; অনন্তর প্রভবিষু বিষু তাহা-প্রত্যাহরণ করিলেন । সেই কোটি তীর্থে অবগাহন করিলে পুণ্ডরীক লাভ ও বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি হয় । তৎপরে নারায়ণস্থানে গমন করিবে ; তথায় ত্রিলোকীনাথ নারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ উঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন । তিনি তথায় অদ্বৈতকর্মা শালগ্রাম নামে বিখ্যাত ; সেই অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত

হইলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোক লাভ হয় । তথায় সৰ্ব্বপাপ-প্রমোচন এক কূপ আছে ; ঐ কূপে সৰ্ব্বদা সমুদ্র-চতুষ্টয় সম্মিহিত রহিয়াছে ; উহাতে স্নান করিলে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । হে মহারাজ ! মনুষ্য, অব্যয় বরদ দেব রুদ্রের সম্মিহিত হইলে মেঘবিনশ্শূন্য শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান থাকে এবং সংযতচিত্ত ও শুচি হইয়া জাতিস্মরণ তীর্থে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হয় । তৎপরে মাহেশ্বর পুরে গমন করিয়া তথায় বৃষভবাহন ভবানীপতিকে অর্চনা ও উপ-বাস করিলে নিঃশংসয় অভীষ্ট লাভ হয় ।

অনন্তর সৰ্ব্বপাপ-প্রমোচন বামন তীর্থে গমন করিবে ; তথায় ত্রিলোকীনাথ হরিকে পূজা করিলে মনুষ্য কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । তৎপরে পাপাপহারক কুশিকাশ্রমে গমন করিবে ; তত্রস্থ পাপ-প্রণাশিনী কৌশিকীতে উপাসিত হইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । তৎপরে চম্পকারণ্যে গমন করিবে ; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে । তৎপরে পরম দুর্লভ জ্যোতিল তীর্থে গমন করিবে ; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় । তথায় দেবী-সমভিব্যাহারী বিশ্বেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে মিত্রাবরূপ-লোক প্রাপ্তি ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় । তৎপরে সংযত ও মিতাহারী হইয়া কণ্ঠা-সংযত তীর্থে গমন করিলে প্রজাপতি ভগ-

বান্ মনুর লোক লাভ হইয়া থাকে ; ঐ তীর্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে তাহা অক্ষয় হয় । অনন্তর নিব্বীর তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল লাভ ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি নিব্বীরাসঙ্গমে দান করে, সে অনাময় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । তত্রস্থ ত্রিলোক-বিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিবে ; সেই স্থানে স্নান করিলে বাজপেয় ফল প্রাপ্ত হয় । তৎপরে দেবর্ষিগণ-সেবিত দেবকূটে গমন করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয় । তৎপরে কৌশিক মূনির হ্রদে গমন করিবে ; যে স্থানে কৌশিক বিশ্বামিত্র পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তথায় এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । যিনি সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ঐ মহাহ্রদে বাস করেন, তাঁহার কদাচ দুর্গতি হয় না । প্রত্যুত বহুসংখ্যক স্তবর্ণ লাভ হইয়া থাকে । তৎপরে বীরাশ্রমবাসী কুমার সম্মিধানে গমন করিলে নিঃসন্দেহ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় । তৎপরে ত্রিলোক বিশ্রুত অগ্নিধারা তীর্থে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । তৎপরে অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইয়া হিমাচলসম্মিধানে ব্রহ্মার সরোবরে গমন করিবে ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয় । ঐ সরোবর হইতে ত্রিলোক-বিশ্রুতা লোক-পাবনী কুমারধারা নির্গত হইতেছে ; যে স্থানে স্নান করিলে কৃতার্থ হইলাম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে । তথায় মঠ কাল উপবাস

করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয় ।

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণ-পূর্বক স্তনকুণ্ডে গমন করিবে ; তথায় স্নান এবং পিতৃ ও দেবগণকে অর্চনা করিলে অশ্বমেধ এবং বাজপেয়ফল প্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোক লাভ হয় । তৎপরে ব্রহ্ম-চারী ও সমাহিত হইয়া তাত্ত্বারুণ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল ও ব্রহ্মলোক লাভ হয় । তৎপরে নন্দিনী তীর্থে দেব-নিষেবিত-কূপে উপনীত হইলে নরমেধের ফল লাভ হয় । তৎপরে কৌশিকারুণ-মধ্যে গমন করিয়া কালিকাসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্বপাপ-বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে । তৎপরে সোমাশ্রম নামক উর্বশী তীর্থে গমন ও কুস্তকর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলে পৃথিবীতে পরম পূজিত হয় । প্রাচীনেরা দেখিয়াছেন, ব্রহ্মচারী ও যতব্রত হইয়া কোকামুখে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয় । নন্দা তীর্থে এক বার গমন করিলে সর্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মণ হয় ও ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে । তৎপরে ঋষভ-দ্বীপস্থ ক্রৌঞ্চনিসূদন তীর্থে গমন করিয়া সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে বিমানস্থ হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হয় । তৎপরে মূনিগণ-নিষেবিত ঔদ্দালক তীর্থে স্নান করিলে সর্বপাপ-বিনির্মুক্ত হয় । তৎপরে ব্রহ্মর্ষি-নিষেবিত অতি পবিত্র ধর্ম্য তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফল প্রাপ্তিপূর্বক বিমানস্থ হইয়া পূজিত

হয়। তৎপরে চম্পা তীর্থে গমনপূর্বক ভাগীরথীতে তর্পণ করিয়া দণ্ডার্ত স্থানে উপস্থিত হইলে গোসহস্রদানফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যোপশোভিতা অতি পবিত্র ললীতিকা তীর্থে গমন করিলে রাজসূয়ফল লাভ হয় ও বিমানস্ব হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজন্ ! সক্ষা-সময়ে সম্বেত তীর্থে স্নান করিলে বিদ্যা লাভ হয়। পূর্বে রামের প্রভাবে লৌহিত্য নামে এক তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে গমন করিলে বহু স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতি এই বিধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সমাগম হইয়াছে, তথায় অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশ গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করিয়া স্নান করে, সে সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

অনন্তর সর্বপাপ-প্রণাশিনী অবতরণী তীর্থে গমন করিবে। তৎপরে বিরজা তীর্থে গমন করিলে নিষ্পাপ ও চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্রীকুল পবিত্র ও উদ্ধৃত করে। শোণ ও জ্যোতিরথ্যার সঙ্গমস্থানে সংযত ও পবিত্র হইয়া দেবলোক এবং

পিভুলোকদিগকে তর্পণ করিলে অগ্নি-ক্টোমের ফল লাভ হয়। শোণ এবং নন্দাদার প্রভাব বংশগুণে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ ! ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া কোশলাস্থ ঋষভ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ, সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত ও স্রীকুল উদ্ধার হয়। 'অনন্তর তত্রত্য কাল তীর্থে স্নান করিলে একাদশ বৃষভদানের ফল লাভ, হয়। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পুষ্পবতীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত এবং স্রীকুল পবিত্র হয়।

অনন্তর বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গলোকে গমন করে। চম্পা তীর্থে গমনপূর্বক ভাগীরথীতে তর্পণ ও দণ্ডার্ত তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। তদনন্তর পরম পবিত্র লপেটিকায়া গমন করিলে বাজপেয়-ফল লাভ ও দেবগণ-কর্তৃক পূজিত হয়। তৎপরে পরশুরাম নিষেবিত মহেন্দ্র তীর্থে গমন করিয়া রাম তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়; সেই স্থানে মতঙ্গ-কেদার নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। অনন্তর শ্রীপর্বতে উদ্ভীর্ণ হইবে; যে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি পার্শ্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিতেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আবাসস্থান; তত্রস্থ নদীতে অবগাহন করিয়া মহাদেবের উপাসনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। সেই স্থানে দেবহৃদ নামে এক পরম

পবিত্র তীর্থ আছে ; শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া স্নান করিলে পরমা সিদ্ধি ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় । দেবপূজিত ঋষভ পর্বতে গমন করিলে বাজপেয়ফল ও স্বর্গ লাভ হয় ।

তদনন্তর অঙ্গরোগণ পরিবৃত কাবেরীতে গমন করিবে ; হে রাজন্ ! তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় । তৎপরে সাগরের উপকূল-সন্নিহিত কণ্ঠা তীর্থে অবগাহন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় । অনন্তর ত্রিলোক বিক্রান্ত সমুদ্রমধ্যস্থিত অতি পবিত্র গোকর্ণ তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিম্বর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মানুষ্য, পন্নগ, সরিৎ, সাগর এবং পর্ব্বত সকল উমাপতির উপাসনা করেন ; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও মহাদেবের আরাধনা করিলে নর গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং দ্বাদশ রাত্রি বাস করিলে পূতাত্মা হয় ।

হে নরাধিপ ! ত্রৈলোক্য পূজিত গায়ত্রীস্থানে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় ; যদি বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ গায়ত্রী পাঠ করে, তাহা হইলে সে গাথা ও গীতিকা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু অত্রাক্ষণে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা প্রনষ্ট হইয়া যায় । বিপ্রাধি সম্বর্ভের বাপীতে স্নান করিলে রূপবান্ ও ভাগ্যশালী হয় । বেণ্ণা তীর্থে গমন করিয়া

ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংস-সংযুক্ত বিমান লাভ হয় । সর্ব্বদা সিদ্ধগণ-পরিষেবিত গোদাবরীতে গমন করিলে অনন্তম বাস্তুকিলোক প্রাপ্ত হইয়া যায় । বেণ্ণাসঙ্গমে স্নান করিলে বাজপেয়ফল লাভ হয় । বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয় । ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে । ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন তীর্থে ত্রিরাত্র বাস ও স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর দেবহৃদ নামক অরণ্যে কৃষ্ণ ও বেণ্ণাজলসম্ভব জাতিস্মর নামে হ্রদে স্নান করিলে, নর জাতিস্মর হয় ; যেস্থানে দেবরাজ ইন্দ্র এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তথায় কেবল গমন করিলামাত্র অগ্নিস্কোমের ফল লাভ হয় । সর্ব্বহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় । পরম পবিত্র পয়োম্ভী বাপীতে পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় । হে রাজন্ ! পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া স্নান করিলামাত্র সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় । শরভঙ্গাশ্রম ও মহাত্মা শুকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গাত হইতে মুক্ত এবং কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হয় । তৎপরে মহর্ষি জামদগ্ন্যনিষেবিত শূর্পারকে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয় । সংযত ও নিয়তাশন হইয়া সপ্তগোদাবরে স্নান করিলে মহৎ

পুণ্য প্রাপ্ত ও দেবলোক লাভ হয় । নিয়ত-
ত্ৰত ও নিয়তাশন হইয়া দেবপথে গমন
করিলে দেবগত্রের ফল লাভ হয় ।

হে রাজন্ ! পূর্বে ব্রহ্মচারী মহর্ষি
সারস্বত ভূঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্ৰত্য
ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করান । কালক্রমে
সেই সকল বেদ বিনষ্ট হইলে পর অঙ্গিরার
পুত্র ভগবান্ রহস্পতি ঋষিগণের উত্তরীয়
বসনে স্থখাসীন হইলেন । অনন্তর সকলে
সমবেত হইয়া যথান্যায়ে ঔকার উচ্চারণ
করিবাগাত্র যিনি যাহা অভ্যাস করিয়া-
ছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে
সমারুঢ় হইল । অনন্তর দেবগণ, বরুণ,
অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ, এবং
মহাদেব ইঁহারা সকলে তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি
ভৃগুকে ভূঙ্গকারণ্যনিবাসী ঋষিগণের
যাজন কার্য্যে নিগোজিত করিলে সেই মহা-
তপাঃ বিশিদিষ্ট কৰ্ম্মদ্বারা পুনর্বার বহু
স্থাপন করিলেন । পরে দেবগণ ও ঋষি-
গণ যথাক্রমে আজ্যভাগদ্বারা সেই অগ্নির
যথাবিধি তর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করিলেন । হে রাজসভম ! কি স্ত্রী, কি
পুরুষ, সেই ভূঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিবাগাত্র
নিম্পাপ হয়, সন্দেহ নাই । তথায় এক
মাস বাস করিলে দুর্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হয় এবং স্বীয় কুল উদ্ধার করিতে পারে ।

মেধাবিক তীর্থে পিতৃলোক ও দেব-
লোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল
লাভ, স্মৃতি এবং মেধা প্রাপ্ত হয় । অন-
ন্তর লোকবিশ্রুত কালঞ্জর পর্বতে গমন
করিয়া তত্ৰত্য দেবহুদে স্নান করিলে সহস্র

গোদানের ফল ও স্বর্গলাভ হয় । হে
রাজন্ ! গিরিবর চিত্রকূটে সর্বপাপ-
প্রণাশিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত আছেন ;
সেই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহন
করিয়া পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চনা
করিলে অশ্বমেধের ফল ও অমৃতম গতি
প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর ভর্তৃস্থানে গমন
করিবে ; যে স্থানে মহাসেন গুহ নিত্য
সম্মিহিত রহিয়াছেন ; তথায় গমনমাত্র
সিদ্ধ হয় । পরে কোট তীর্থে স্নান
করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ।
তদনন্তর জ্যেষ্ঠস্থান প্রদাক্ষণ-পূর্বক মহা-
দেবের নিকট অভিগমন করিলে চন্দ্রের
ন্যায় বিরাজমান হয় । মহারাজ ! তত্ৰত্য
কূপমধ্যে বিখ্যাত চতুঃসমুদ্রে বিদ্যমান
আছে ; তথায় স্নান ও নিয়তাজ্ঞা হইয়া
পিতৃলোক এবং দেবলোকের অর্চনা
করিলে পবিত্র এবং চরমে পরম গতি
লাভ হয় । তৎপরে শৃঙ্গবের পুরে গমন
করিবে ; যে স্থানে পূর্বে রামচন্দ্র বনবাস-
মানসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; সেই তীর্থে
স্নান করিলে পাপ বিনিমুক্ত হয় । ব্রহ্মচারী
ও সগাহিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে নিম্পাপ
হয় এবং বাজপেয়সল লাভ করে । পরে
দেবস্থান গুঞ্জবটে গমন করিবে ; তথায়
মহাদেবকে প্রদাক্ষণ করিলে গাণপত্য
লাভ হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নুবীতে স্নান
করিলে পাপবিনিমুক্ত হয় ।

অনন্তর ঋষিপূজিত প্রয়াগে গমন
করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্,
দিক্‌পাল সকল, লোকপালগণ, সাধ্য,

পিতৃগণ, সনৎকুমার-প্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ, ঋগণ, সিদ্ধ, চক্রধর, সরিৎ, সাগর, গন্ধর্ব্ব, অম্বরঃ, ভগবান্ হরি এবং প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন ; তথায়-তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে ; তন্মধ্য দিয়া সরিদ্ধরা গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং তৎপ্রদেশে তপনতনয়া যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গত আছেন ; সেই ভূভাগ পৃথিবীর জঘনস্বরূপ, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কাম্বল ও অশ্বতর এই সমস্ত প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত এবং ভোগবতী প্রজাপতির বেদি বলিয়া বিখ্যাত ; তথায় দেব ও যজ্ঞ যুক্তিমান্ হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন ; দেবতা এবং চক্র-বর্ত্তী রাজগণ যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতম-রূপে বিখ্যাত ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই তীর্থে গমন, তাহার নাম সঙ্কীৰ্ত্তন অথবা গাত্রে যুক্তিকা লেপন করিবামাত্র পাপ মোচন হয় । যে ব্যক্তি গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করে, সে নিখিল পুণ্যফলভাগী এবং রাজ-সূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফলভোগী হয়, সন্দেহ নাই । সেই স্থানে দেব-গণের সংস্কৃত যজন ভূমি আছে, তথায় অত্যল্পমাত্র দান করিলেও মহৎ ফলজনক হয় । হে রাজন্ ! আপনি বেদবচন ও লোকবাদবশতঃ প্রয়াগমরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না ; কারণ, প্রয়াগে দশ

সহস্র ও ষষ্টি কোটি তীর্থের সাম্বিত্য আছে ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিবামাত্র চতু-র্বিধ বিদ্যা ও সত্য বাক্যের ফল লাভ হয় ; তাহার সন্দেহ নাই । প্রয়াগে ভোগবতী নামে বাসুকির তীর্থ আছে ; যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় ; তত্রত্য গঙ্গায় হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে । প্রয়াগের যে স্থানে গঙ্গাস্নান করিবে, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র-সদৃশ ফল লাভ হইবে । বিশেষতঃ কণখল এবং প্রয়াগের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে ; তথায় শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ করে, তদ্রূপ পবিত্র গঙ্গাসলিল স্নাত ব্যক্তির সমুদায় পাপরাশি ভস্মীভূত করে । সত্যযুগে সকল স্থান ; ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্য-জনক ও তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল ; কিন্তু কলিযুগে কেবল একমাত্র গঙ্গাই পুণ্য-বিধাত্রী হইয়াছেন । পুষ্করে তপস্তা, মহালয়ে দান, মলয়ে অগ্নি-সমারোহণ এবং ভণ্ডতুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয় ; কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ, এই সকল তীর্থে কেবল স্নান করিলেই পূর্ব্ব সপ্ত পুরুষ ও অবরজ সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয় । গঙ্গার নাম কীর্ত্তনে পাপ বিনষ্ট হয় ; দর্শনে শুভ লাভ হয় ; অদ-গাহন ও জল পানে সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয় ; যত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের অগ্নি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাবৎ

কাল সেই ব্যক্তির স্বৰ্গ ভোগ হয়। পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সেবা করিয়া পুণ্যোপার্জনপূৰ্ব্বক স্তরলোকে উত্তীর্ণ হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু পিতামহ কহিয়াছেন, গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই ; কেশবের পর দেব নাই এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহারাজ ! যে স্থানে গঙ্গা আছেন, সেই যথার্থ দেশ, গঙ্গাতীর-সন্নি-
হিত স্থান তপোবনস্বরূপ এবং তাহাকে সিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, আত্মজ, সূর্য, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিকে এই রূপ সত্য উপদেশ প্রদান করিবে যে, ইহাই ধন্য, পবিত্র, অনুত্তম স্বৰ্গস্বরূপ, পুণ্যজনক, রম্য, পাবন, পরম ধৰ্ম্ম, ইহাই মহর্ষিদিগের পরম গুহ্য এবং সৰ্ব্বপাপপ্রমোচন ; ইহা বিজয়মধ্যস্থ হইয়া অধ্যয়ন করিলে স্বৰ্গ লাভ হয়। হে মহারাজ ! শ্রীমৎস্বৰ্গজনক, পুণ্যপ্রদ, সপত্নশমন, মেধাজনন এবং পরমোৎকৃষ্ট তীর্থবংশানুকীৰ্ত্তন শ্রবণ করিলে অপুঞ্জের পুত্র হয় ; অধনের ধন হয় ; রাজার পৃথিবী লাভ হয় ; বৈশ্যের অর্থাগম হয় ; শূদ্রের অভিলষিত অর্থ সিদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী হন। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতিদিন তীর্থপুণ্য শ্রবণ করে, সে জাতিগ্নর হইয়া অমরপুরে বিরাজমান হয়। হে রাজান্ ! আমি যে সমস্ত অধি-
গম্য ও অগম্য তীর্থের কীর্তন করিলাম ; আপনি সকল তীর্থদিদৃশ্য মন দ্বারা সেই সকল স্থানে গমন করিবেন। এই সকল তীর্থে বস্তু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বী এবং

দেবকল্প ঋষিগণ স্কৃততীর্থী হইয়া স্নান করিয়াছিলেন ; অতএব আপনিও সংগত হইয়া পুণ্য-দ্বারা পুণ্য বর্দ্ধন করিয়া বিধিপূৰ্ব্বক সেই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করুন।

মহারাজ ! ভাবিতাত্মা, আন্তিক, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী সাধু পুরুষেরা তীর্থে গমন করেন ; কিন্তু ত্রতবিহীন, অকৃতাত্মা, অশুচি তস্কর ও কুটিলমতি মানবেরা কখনই তীর্থস্নান করে না। তুমি সচ্চরিত্রতা ও ধার্মিকতাদ্বারা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ব্রাহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণকে পরিভূক্ত করিয়াছ, তুমি বস্ত্রলোক প্রাপ্ত হইবে এবং মহতী শাস্ত্রতী কীর্তি সংস্থাপন করিতে পারিবে।

নারদ কহিলেন, হে কুরুশার্দূল ! ভগবান্ পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া প্রীত-প্রসন্ন চিত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর শাস্ত্র-তত্ত্বার্থ-বিশেষজ্ঞ ভীষ্ম মহর্ষি পুলস্ত্যের বচনানুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। প্রস্থান সময়ে মহাপুণ্য সৰ্ব্বপাপপ্রমোচনী তীর্থ-যাত্রা এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধিপূৰ্ব্বক পৃথিবী সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইলে, সে পরলোকে শত শত অশ্বমেধের ফল ভোগ করিবে। পূর্বের কুরুপ্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধম্মোপার্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার অষ্ট গুণ ধম্ম প্রাপ্ত হইবে। তুমি ঋষিগণের নেতা, এই নিমিত্ত তোমার অষ্ট গুণ ফল লাভ হইবে। হে কুরুনন্দন ! তোমা

ব্যতীত রক্ষাগণ বিকীর্ণ এই সমস্ত তীর্থে কেহই গমন করিতে পারে না । যে ব্যক্তি প্রভাতে গাজোতান-পূর্বক এই দেবর্ষিচরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে । মহারাজ ! বায়্মিকি, কশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গোতম, অমিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, মপুত্র শৌনক, ব্যাস, তুর্কাসাঃ এবং মহাতপাঃ জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিবরের তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছেন ; তুমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসম্মল হও । মহর্ষি লোমশ তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি তাঁহার সহিত গমন করিবে । আমার সহিত এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলে, তুমি রাজা মহাভয়ের ন্যায় মহতী কীর্তি প্রাপ্ত হইবে । হে রাজশাদূল সুবিখ্যাত রাজা রামচন্দ্র ও ভগীরথের ন্যায় তুমি স্বীয় ধন্মে পরম শোভিত ; সকল রাজগণ অপেক্ষা সমাধিক দীপ্তিশালী এবং মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরু ও রাজা বৈশ্যের ন্যায় সর্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছ । পূর্বে যেমন বুদ্ধহা নিখিল অরাতিকুল নিম্নলু করিয়া নিষ্কণ্টকে ত্রৈলোক্য পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও মপত্র সকল নিঃশেষিত করিয়া সুখে প্রজা পালন করিবে, সন্দেহ নাই । হে রাজীবলোচন ! তুমি মহাবীৰ্য্য কার্তবীৰ্য্য অর্জুনের ন্যায় স্বধর্ম-বিজিত বহুমতী শাসন করিয়া মহতী প্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ কর ।

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপে আশ্বাস

প্রদানপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির নিরন্তর কেবল তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া তীর্থ-মাত্রাশ্রিত পুণ্যপুঞ্জ ঋষিগণের নিকট নিবেদন করিলেন ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ঋষি-রাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও দীমান্ মহর্ষি নারদের মত গ্রহণানন্তর পিতামহসদৃশ ধোম্যকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি অস্ত্র লাভের নিমিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যপরাক্রম মহাবাহু অর্জুনকে প্রবাসিত করিয়াছি । মহাবীর ধনঞ্জয় আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বলশালী এবং বাহুদেবের ন্যায় অস্ত্রকুশল । আমি ও প্রতাপশালী ব্যাস, আমরা দুই জনে বল-বিক্রান্ত অরাতি-নিপাতন ষড়ৈশ্বর্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি । নারদ ও তাঁহাদের ভ্রাতৃ সবিশেষ জ্ঞাত আছেন ; তিনি সর্বদা আমার নিকট ঐ কথা কহিয়া থাকেন, আমি ইন্দ্রসদৃশ অর্জুনকে সমর্থ ভাবিয়াই তাহাকে ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার নিকট অস্ত্র লাভ করিতে পাঠাইয়াছি ; যেহেতু, অতি-রথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, দুর্জয় কৃপ ও অশ্বথামা এই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বেদবিৎ সর্বাস্ত্র-বিশারদ বীরগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-কর্তৃক যুদ্ধার্থে রত হইয়া অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবেন ।

দুর্যোধন দিব্যাস্ত্রবিৎ সূতপুত্র কর্ণকে ও

যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ কাল-নিশ্চয় যুগান্তজ্বলন-স্বরূপ, তিনি স্যায় শস্ত্রবেগরূপ অনিলের সাহায্যে অপ্রতি-
হত শরজালরূপ শিখা বিস্তার করিয়া ক্রোধ-
ধূমিত ও ধূতরাষ্ট্ররূপ প্রবল বাতোদ্ধত
হইয়া আমার সৈন্যরূপ তৃণরাশি ভস্মীভূত
করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যাস্ত্ররূপ
তড়িমালা-বেষ্টিত অর্জুনমেঘ কৃষ্ণরূপ
অনিলে উদ্ধৃত, শ্বেতাশ্বরূপ বলাকা-শোভিত
ও গাণ্ডীবরূপ ইন্দ্রায়ুধভূষিত হইয়া অন-
বরত শর বর্ষণদ্বারা অবশ্যই সেই প্রদীপ্ত
কর্ণপাবকের শাস্তি করিবে। অরাতি-
নিপাতন অর্জুন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের
নিকট সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ধার্তরাষ্ট্র-
পক্ষীয় সগুদায় বীর পুরুষগণকে পরাজয়
করিতে সমর্থ হইবে। অর্জুন ব্যতীত
সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করা নিতান্ত
দুঃসাধ্য। আমরা অবশ্যই সেই ধনুর্ধর
ধনঞ্জয়কে সংগৃহীতাস্ত্র হইয়া সমাগত হইতে
দেখিব। মহাবীর অর্জুন কোন কস্মের
ভার গ্রহণ করিয়া কখনই অবসন্ন হয় না।
যাহা হউক, এক্ষণে সেই পার্থ ব্যতিরিক্ত
আমরা কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে এই কাম্যক
বনে কোন ক্রমেই আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে
পারি না।

হে ব্রহ্মান্ন! আপনি বহু ও ফলযুক্ত
পরম পবিত্র সাধুগণ-নিষেবিত অন্ত এক
রমণীয় বনের নাম উল্লেখ করুন; তাহা
হইলে যেমন জলাভিলাষী জনেরা জলদের
প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ আমরা সেই বনে
বাস করিয়া অর্জুনের প্রতীক্ষা করিব।

আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট যে সমস্ত
বিবিধ আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয়
পর্বতের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা
বর্ণন করুন। অর্জুন বিনা এই কাম্যক
বনে বাস করিতে আমার কোন ক্রমেই
প্ররতি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত আমরা
অবশ্যই অন্ত্র গমন করিব।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
বিপ্রবরাগ্রগণ্য বৃহস্পতিকল্প ধোম্য পাণ্ডব-
গণকে নিতান্ত দীন ও একান্ত সন্মুখক
নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্বক
কহিতে লাগিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ !
আমি ব্রাহ্মণগণের অনুমত পবিত্র আশ্রম,
দিক্, তীর্থ ও পবিত্র সগুদায়ের বিষয়
কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রৌপদী
ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে উহা শ্রবণ
করিলে শোকবিমুক্ত হইয়া পুণ্য লাভ
করিবেন; আর যদি সেই সেই স্থানে
গমন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য শত
গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

হে রাজন্ ! আমি সর্বত্রই রাজষি-
গণনিষেবিত পরম রমণীয় পূর্ব দিকের
কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে
নৈমিষ ক্ষেত্র আছে; তথায় দেবগণের
পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র তীর্থ সমুদায় সংস্থাপিত
হইয়াছে। যে স্থানে দেবষিষেবিত পরম
পবিত্র রমণীয় গোমতী নদী প্রবাহিত
হইতেছে, যে স্থানে দেবগণের যজ্ঞ ভূমি
দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও যেস্থানে যমো-

দেশে পশুবলি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দিকে পরম পবিত্র রাজর্ষিসংকৃত গয় নামে গিরিবর আছে, এবং দেবর্ষিসেবিত ব্রহ্মসরোবর পরিদৃশ্যমান হইতেছে । যাহা উদ্দেশ্য করিয়া পুরাতন মহর্ষিরা কহিয়াছেন, লোকের বহু পুত্র কামনা করা উচিত ; কেন না তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক জনেরও গয়া গমন, অশ্বমেধাশুষ্ঠান বা নীল-রমোৎসর্গ করিবার সম্ভাবনা ; তাহা হইলে বংশের পূর্বতন দশ পুরুষ ও অবরজ দশ পুরুষ উদ্ধার হয় । তথায় মহানদী ফল্গু ও গয়শিরঃ আছে ; এবং অক্ষয়করণ বটও বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ কীর্তন করিয়া থাকেন যে, তথায় পিতৃ-গণোদ্দেশ্যে অন্ন প্রদান করিলে উহা অক্ষয় হয় । ঐ স্থানে বহুবিধ ফলমূলযুক্ত কোশিকী নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে ; সেই স্থানে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণহু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তথায় পুণ্যসলিলা স্রোতস্বর্তী ভাগীরথী আছেন ; যাহার তীরে ভগীরথ ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞাশু-ষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

পাঞ্চাল দেশে উৎপলা নামে বন আছে ; যে স্থানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে ভগবান্ জমদগ্নিনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্তন করিয়াছিলেন । বিশ্বামিত্র কাণ্ডকুঞ্জে ইন্দ্র-সমভিব্যাহারে সোমরস পান করিয়া ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্লান্ত হইয়া “আমি ব্রাহ্মণ” এই কথা

বলিতে লাগিলেন । পূর্বের সর্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পবিত্র ঋষিকুল-সেবিত লোকবিশ্রুত গঙ্গাযমুনার সম্মুখে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তন্নিমিত্ত ঐ স্থান প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । ঐ স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম আছে । সেই তাপসারণ্য অद्याপি পূর্বের ন্যায় তাপসগণপরিবৃত রহিয়াছে । তত্রস্থ কালঞ্জর পর্বতে মহান্ হিরণ্যবিন্দু বিদ্যমান আছে ; পরম রমণীয় ও পবিত্র অগস্ত্যপর্বতও সেই স্থানে আছে । পূর্বের সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তত্রস্থ মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্র নামক পর্বতে যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন । যে স্থানে পরম পবিত্র ভাগী-রথী নদী মণিকর্ণিকাতে প্রবিক্ত হইয়াছেন ; যথায় পুণ্যবান্ ব্যাক্তিগণ কর্তৃক আকীর্ণ পবিত্র ব্রহ্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে ; উহা দর্শন করিলে পুণ্য হয় । ঐ স্থানেই মহাত্মা মতঙ্গের পরম পবিত্র, গাঙ্গলিক, লোকবিখ্যাত কেদার নামে আশ্রম ও বহুবিধ ফলমূলযুক্ত রমণীয় কুণ্ডোদ নামে পর্বত আছে ; যে স্থানে তৃষার্ত নিষধাধি-পতি নল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া-ছিলেন । ঐ পর্বতে তাপস-শোভিত রম্য দেববন ও উহার শৃঙ্গে বাহুদা ও নন্দা নামী নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! পূর্বদিকস্থিত যাবতীয় পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্বত ও আয়তন সমু-দায় কীৰ্ত্তিত হইল ; এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত তীর্থাদি আছে, তাহা কহিতেছি, অবধান-পূর্বক শ্রবণ করুন ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ধোম্য কহিলেন, হে ভরত-বংশাবতংস! দক্ষিণ দিকে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ আছে, তাহা আমি স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নানা উপবনযুক্ত অগাধজল-সম্পন্ন তাপসগণ-পরিষেবিত পরম পবিত্র গোদাবরী নদী এবং পাপনাশক মুগপাক্ষিসমাকীর্ণ তাপসালয়বিভূষিত বেঙ্গা ও ভাগীরথী তটিনী বিরাজিত আছেন। বিখ্যাত রাজর্ষি নৃগের পয়োফী নান্নী সরিৎ ঐ দিকেই দৃষ্ট হয়। ঐ নদী রম্যতীর্থ-যুক্ত, অগাধজল-সম্পন্ন ও বহুবিধ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরিষেবিত। তথায় মহাযশাঃ মহানোগী মার্কণ্ডেয়, ধরণীপতি নৃগের বংশ-পরম্পরানুবদ্ধ গাথা গান করিয়াছিলেন। খ্যাত আছে যে, মহারাজ নৃগের যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে সুররাজ ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ অপরিমিত ধনদক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পয়োফী সন্নিহিত উত্তম বরাহ তীর্থে যজ্ঞ করে, পয়োফীসলিল যে কোন প্রকারে হউক ঐ যজ্ঞমান ব্যক্তির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে; ঐ স্থানে ভগবন্ভবানীপতি গগনম্পর্শী অতি পবিত্র স্বীয় বিমাণ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা দর্শন করিলে শিবপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় সরিৎ ও পুণ্যসলিলা পয়োফী নদীর তুলনা করিলে পয়োফীই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! বরুণ-

শ্রোতস নামক গিরিতে পরম পবিত্র বহুমূলফলযুক্ত ও মঙ্গলদায়ক মাঠরবন ও এক যুগ আছে; তাহার উত্তর মার্গবর্তী পবিত্র কণাশ্রমে প্রবেগী রহিয়াছে।

হে মহারাজ! তাপসারণ্য সমুদায় অবিকল কীৰ্ত্তিত হইল; এক্ষণে তীর্থফল শ্রবণ করুন। শূর্পারকে মহাত্মা জাগদগ্নির পরম 'রমণীয় পামাণময় সোপান-শোভিত বেদী তীর্থ আছে। ঐ স্থানে চন্দ্রা তীর্থ ও বহুল আশ্রম-সুশোভিত অশোক তীর্থ আছে। পাণ্ড্য দেশে অগস্ত্য তীর্থ, বারুণ তীর্থ ও পরম পবিত্র কুমারী তীর্থ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তাত্রপর্গীর বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণ রাজ্যলাভেচ্ছায় ঐ স্থানে তপোানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোকর্ণ নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাত হ্রদ আছে; উহা পরম পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক; উহার জল স্নানীয় ও অগাধ; অজ্ঞানী ব্যক্তির ঐ হ্রদে কদাচ গমন করিতে পারে না। তথায় বিবিধবৃক্ষ-তৃণাদিসম্পন্ন ফলমূলবিশিষ্ট পবিত্র দেবসম নামে পর্বত আছে; উহা অগস্ত্যশিম্বের আশ্রম। ঐ স্থানে বহুফলমূলসম্পন্ন মণিময় বৈভূর্য্য নামে পর্বত আছে; তাহা অগস্ত্যের আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর সুরাষ্ট্র দেশীয় পরম পবিত্র আয়তন, আশ্রম, নদী ও সরোবর সমুদায় কহিতেছি; শ্রবণ করুন। বিপ্রগণ কহিয়া থাকেন; ঐ স্থানে চমসোস্তুদন তীর্থ ও সগুদ্রে দেবগণের প্রভাস তীর্থ

আছে । ঐ স্থানে তাপসাচরিত পিণ্ডারক তীর্থ ও আশু সিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্বত লঙ্কিত হয়, পূর্বের দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । যুগপক্ষিনিষেবিত সুরাষ্ট্র দেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয় । ঐ প্রদেশেই পবিত্রা দ্বারাবতী নগরী দৃষ্ট হয় । যে স্থানে সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ পুরাণদেব মধুসূদন বাস করেন । বেদবেত্তা অধ্যাত্ম-বিৎ ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছেন যে, মহাত্মা কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম্ম । যাবতীয় পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে গোবিন্দই পরম পবিত্র ; পুণ্যের পুণ্য ও মঙ্গলের মঙ্গল । ত্রিলোকীমধ্যে তিনিই অব্যয়াত্মা এবং ব্যয়াত্মা । সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি ঐ দ্বারকাতেই আছেন ।

উননবতিতম অধ্যায় ।

ধোম্য কহিলেন, পশ্চিম দিকে অবস্থি দেশে যে সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহা আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন । প্রিয়ঙ্গু, আত্র-বন ও বাণীর ফলশালিনী পুণ্যমলিলা শ্রোতস্বতী নর্ম্মদা তথায় প্রবাহিত হই-তেছে ; ত্রিভুবনের সমুদায় তীর্থ, সমুদায় পুণ্যায়তন, সমুদায় নদী, সমুদায় বন, সমুদায় পর্বত, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবতা, সিদ্ধর্ষি ও চারণগণ ঐ নর্ম্মদার পবিত্র শ্রোতে স্নান করিতে সর্বদা আগ-

মন করিয়া থাকেন । শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ প্রদেশে বিশ্বাবাঃ মুনির পবিত্র আশ্রম ও ধনপতি কুবেরের জন্মস্থান । তথায় এক পবিত্র বৈদুর্য্য-শিখর নামে গিরিরাজ আছে ; তত্রত্য হরিদ্বর্ণ পল্লবশোভিত পাদপ সকল সর্বকালেই ফলকুন্তমে স্তসমান্বিত হইয়া থাকে । সেই শৈল-রাজের শিখরপ্রদেশে প্রফুল্ল কমলশোভিত দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত এক সরোবর দৃষ্টিগোচর হয় । ঐ স্বর্গোপম পর্বত বহুবিধ আশ্চর্য্য বিষয়ে পরিপূর্ণ ; তথায় বিশ্বামিত্র-নদী নামে বিখ্যাত এক পবিত্র তরঙ্গিণী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আছে ; তাহার তীরে নহ্ষাযজ্ঞ যযাতি স্বর্গলোক হইতে সাধুগণমধ্যে নিপতিত হইয়া পুন-রায় সনাতন ধর্ম্ম ও লোক লাভ করিয়া-ছিলেন । তথায় এক পবিত্র হ্রদ, মৈনাক-পর্বত ও অসিত নামে গিরিবর বিদ্যমান আছে । ঐ স্থানেই কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির পবিত্র আশ্রমদ্বয় অবলোকিত হইয়া থাকে । তথায় স্বল্পমাত্র তপস্যা করি-লেই সিদ্ধি লাভ হয় ।

মহারাজ ! যুগপক্ষি-সেবিত জম্বুনাগ শান্তরসপূর্ণ । পরম জ্ঞানশালী ঋষিগণের আশ্রমপদ । তৎপরে তাপস-সমাকীর্ণ পুণ্যতম কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজগণ-সেবিত মৈন্ধবারণ্য, ব্রহ্মসরোবর ও পবিত্র পুষ্কর তীর্থ আছে । এই পুষ্কর তীর্থ বৈখানস ঋষিগণের প্রিয়তম আশ্রম । লোকে ঐ স্থানে বাস করিবে বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার অনেক গুণ কীৰ্ত্তন

করিয়াছেন। যাহারা মনে মনেও পুষ্কর তীর্থেই কামনা করে, তাহারা বিগতপাপ হইয়া স্রবলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, হে বীর! উত্তর দিকে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহা শ্রবণ করিলে, সাদ্বিকী শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়। যে প্রদেশে মহাপুণ্য সরস্বতী ও বেগবতী স্রোতস্বতী যমুনা প্রবাহিত হইতেছে। যে প্রদেশে পুণ্যতম প্লক্ষ-বতরগ তীর্থ সন্নিবেশিত আছে; দ্বিজগণ বিশ্বদণ্ড-দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবভূথ-স্নানান্তর তথায় গমন করেন।

অগ্নিশিরঃ নামে বিখ্যাত পবিত্র কল্যাণ-কর এক তীর্থ আছে; তথায় সহদেব শম্যাক্ষেপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই ইন্দ্রগীত গাথা অগ্ৰাপি গান করিয়া থাকেন, “সহদেব যমুনাসমীপে কোটি স্তবর্ণ দক্ষিণা দানপূর্বক অগ্নির অর্চনা করিয়াছিলেন।” মহাযশাঃ সান্ব-ভৌম ভরত সেই স্থানেই পঞ্চত্রিংশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দ্বিজাতি-গণের অভীষ্টফলপ্রদ শরভঙ্গ ঋষির বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সরস্বতী নদী সাধুগণের অতি পূজনীয়; পূর্বকালে বাল্মিল্য ঋষিগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে দৃষদ্বতী নদী ও তক্রপ মহাপুণ্য বলিয়া বিখ্যাত। যে

প্রদেশে অগ্নোদাখ্য, পুণ্যখ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্ভ্যঘোষ ও দাল্ভ্য, এই কয়েকটি স্থান অনন্তযশাঃ অমিততেজাঃ মহীত্মা স্রবতের আশ্রম বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বে অর্গ ও অবর্ণ নামে বিখ্যাত বেদজ্ঞ ঋষিদ্বয় তথায় প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদ্রত্য বিশাখ যুপে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ঐ স্থান পুণ্যতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

মহাভাগ মহাযশাঃ জমদগ্নি ঋষি অতি রমণীয় পলাশ তীর্থে যাগ করিয়াছিলেন; সমুদায় তরঙ্গিণী স্ব স্ব সলিল গ্রহণপূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে উপাসনা করিয়াছিল। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব সেই মহাত্মার দীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং এই গাথা গান করিয়াছিলেন, “মহাত্মা জমদগ্নি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেন, এবং নদী সকল তথায় আগমন করিয়া মধু-দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতৃপ্ত করিত।”

যে প্রদেশে ভাগীরথী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও অপ্সরসেবিত কিরাত ও কিম্বর-গণের আশ্রয় হিমালয় পর্ব্বতকে বেগপ্রভাবে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই স্থান অতি পবিত্র গঙ্গাদ্বার বলিয়া বিখ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় সতত বাস করিয়া থাকেন।

সনৎকুমার, কণথল ও পুরুরবার জন্ম-স্থান পুরুনামক পর্ব্বত অতি পবিত্র তীর্থ, যে স্থানে মহর্ষি ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই আশ্রমীভূত মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কৰ্ত্তা, সনাতন পুরুষোত্তম, বিশাল বদরীতে সেই ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোক-বিখ্যাত আশ্রম। পূর্বে যে স্থানে শীতল জল-বাহিনী গঙ্গা উষ্ণজল-প্রবাহিণী ও স্বর্ণ সিকতা হইয়া প্রবহমাণা হইতেন, মহা-ভাগ ঋষি ও দেবগণ প্রতিনিয়ত তথায় আগমন করিয়া নারায়ণদেবকে নমস্কার করেন। যে স্থানে সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ আছেন, সেই স্থানেই সমস্ত জগৎ সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পুণ্যায়তন। সেই পরম পুরুষই পরম পবিত্র ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তীর্থ; তিনিই তপোধন; তিনিই পরম দেবতা ; তিনিই ভূতগণের পরমেশ্বর, পরম বিধাতা ; তিনিই সনাতন ও পরম পদ। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়াই আর শোক করেন না। যে স্থানে আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন, সেই স্থানেই সমুদায় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধনগণ। তিনিই পুণ্যের পুণ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

হে রাজন্ ! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম। বহু, সাধ্য, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বী ও দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। আপনি ব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃ-গণের সহিত এই সকল তীর্থে বিচরণ করুন, তাহা হইলে আপনার উৎকর্ষার শাস্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! মহাত্মা ধোম্য ধর্ম্মরাজের নিকট এইরূপে তীর্থ সমুদায় কীৰ্ত্তন করিতেছেন ; এমন সময়ে তেজোরাশি-সদৃশ লোমশ ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। যেমন সুরপুরে সুরগণ সুরনাথের উপাসনা করেন, তদ্রূপ সগণ পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণ সকল সেই তপোধনের আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্রাটের সম্মান-সহকারে আগমন কারণ ও পর্য্যটনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহানুভব লোমশ কৌন্তেয়ের জিজ্ঞাসায় প্রীত হইয়া যেন তাঁহাদিগের শোকা-পনোদনের নিমিত্তই মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয় ! আমি বদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রাণ্ডয়ে গমন করিয়াছিলাম ; তথায় আপনার ভ্রাতা মহাবীর সব্যসাচীকে শচীনাতথের অর্দ্ধাসনে সমাসীন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর দেবরাজ আমাকে আপনাদিগের সঙ্গীপে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। আমি দেবরাজ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে আপনাদিগকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ; এক্ষণে আপনারা দ্রুপদনন্দিনীর সহিত একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবাহু অর্জুন মহাদেবের নিকট আপনার অভিলষিত অপ্রতিম আয়ুধ লাভ করিয়াছেন। যে ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র অমৃত হইতে উৎখিত হইয়া

তপোবলে দেবদেব মহাদেবের হস্তগত হইয়াছিল, ধনঞ্জয় সেই অস্ত্র লাভ করিয়া মঙ্গলাচরণ-পূর্বক প্রয়োগ ও সংহারের মন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। আর তিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি অগাণ্য বিবিধ দিব্য আয়ুধ এবং বিশ্বাবসু-তনয়ের সমীপে রীতিমত সাম ও নৃত্য গীত বাণ্য প্রভৃতি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। আপনার তৃতীয় ভ্রাতা এই রূপে আয়ুধ ও গান্ধর্ব বিদ্যায় বিশারদ হইয়া অতিশুখে সুর রাজ্যবাসে অধিবাস করিতেছেন।

সুরনাথ আগাকে যে সকল সন্দেশ প্রদানপূর্বক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! আপনি অবশ্যই মনুষ্যলোকে গমন করিবেন; এবং আগার অনুরোধে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন যে, আপনার ভ্রাতা কৃতাস্ত্র হইয়াছেন। এক্ষণে সুরগণের অসাধ্য এক মহৎ কার্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই কার্য সম্পাদন করিয়া অনতিবিলম্বে এস্থানে আগমন করিবেন। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; তপস্বাই পরম ধর্ম, তপশ্চর্যা ব্যতীত রাজ্য লাভের আর উপায়ান্তর নাই। মহেশ্বরসুত-সদৃশ, সত্যসন্ধ, সূর্য্য-নন্দন কর্ণ যে প্রকার উৎসাহশালী, মহাবীর, মহাযুদ্ধবিশারদ ও মহাধনুর্দ্ধর, আমি তাহা অবগত আছি, এবং পার্শ্বও যেরূপ পুরুষকার-সম্পন্ন, তাহাও আমার অবিদিত নাই।

ইহাতে বোধ হইতেছে, কর্ণ কদাচ পার্থের সমর-নৈশুণ্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। অতএব আপনি মনে মনে কর্ণ হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া যেরূপ ভীত হইয়াছেন, ধনঞ্জয় এ স্থান হইতে আপনার নিকট উপাস্থত হইলে, তাহা অবশ্যই অপসারিত হইবে; আপনি যে তীর্থযাত্রার সংকল্প করিয়াছেন, মহর্ষি লোমশ সেই তীর্থের বৃত্তান্ত ও তীর্থ-ফল বর্ণন করিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিবেন না।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। “হে তপোধন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম কস্মৈ নিয়োগ করিবেন। আপনি পরম ধর্ম, তপস্বী ও রাজাদিগের সনাতন ধর্ম অবগত আছেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণকে তীর্থপর্যটন-জনিত পুণ্যে পরিপূর্ণ ও পাবন পুরুষ নারায়ণের প্রতি অনুরক্ত করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থপর্যটন ও গোদান ক্রিয়ায় তৎপর হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন। তিনি আরও কহিলেন যে, আপনি তাঁহা-দিগকে তীর্থভ্রমণ সময়ে দুর্গম ও বিষম প্রদেশে রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করিবেন। যেমন দধীচ মূনি ইন্দ্রকে ও অঙ্গিরাস আদিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনিও পাণ্ডবগণকে রাক্ষসগণ হইতে পরি-ত্ৰাণ করিবেন। আপনি পাণ্ডবগণকে

রক্ষা করিলে নিকটমুর্তি ভীষণকায় রাক্ষস-
গণ কদাচ তাঁহাদিগের নিকটবর্তী হইতে
সমর্থ হইবে না”।

আমি, দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জুনের
নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া আপনা-
দিগের সহিত পর্যটন করিব। আমি
তীর্থ সকল বারদ্বয় সন্দর্শন করিয়াছি ;
এক্ষণে আমি আবার আপনাদিগের সহিত
তৃতীয় বার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব তীর্থ সকল
সন্দর্শন করিব। পুণ্যশীল মনু প্রভৃতি
রাজর্ষিগণ এই ভয়াপহ তীর্থযাত্রার অনু-
সরণ করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি
ঋজুতাবর্জিত, আগ্নেয়ানুবিহীন, অকৃতবিদ্যা
ও পাপকারী, তাহারা কদাচ তীর্থস্নানে
সমুৎসুক হয় না। আপনি নিত্য ধর্ম্ম-
পরায়ণ ও সত্যসঙ্গর ; অতএব আপনি
ভগীরথের ন্যায়, গদ প্রভৃতি ভূপতিগণের
ন্যায়, যমাতির ন্যায় পুনরায় পাপজনক
সকলপ্রকার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত হইবেন,
সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপ-
নার বাক্য শ্রবণে আমার শরীরে এরূপ
আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে যে, আমি
আপনার কথার কি প্রকার উত্তর প্রদান
করিব, তাহাও বিস্মৃত হইতেছি। যে
ব্যক্তি দেবরাজের স্মৃতিপথে সমুদিত হয়,
তাহা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি গৌরব-
শালী হইতে পারে ? আপনি যাহার
সহবাসী ; ধনঞ্জয় যাহার সহোদর ও দেব-
রাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা
আর কোন্ ব্যক্তি মহিমান্বিত হইতে পারে ?

সে যাহা হউক, আপনি যে তীর্থদর্শনের
নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন ; আমি ইতি-
পূর্বেই ধোম্য মহাশয়ের বাক্যানুসারে
তদ্বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছি ; অতএব
আপনি যে সময় তীর্থযাত্রার অনুকূল ও
প্রশস্ত বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে
গমন করা স্থির করিলাম।

অনন্তর লোমশ মুনি তীর্থ-গমনোৎ-
সুক পার্শ্বকে কহিলেন, মহারাজ ! পরি-
বারসংখ্যার স্বল্পতা সম্পাদন করুন ; কারণ,
অল্প পরিবারে পরিব্রত হইয়া স্বচ্ছন্দে
গমন করিতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে সকল ভিক্ষোপ-
জীবী ব্রাহ্মণ ও যতি, ক্ষুৎপিপাসা, পথ-
শ্রম, আয়াস ও শীতবাতাদি সহ্য করিতে
অসমর্থ, যে সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী,
যাঁহারা পক্কান্ন, লেহু, পেয় ও মাংসের
অভিলাষী, যাঁহারা ভোজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা
সূপকারের অনুবর্তী, তাঁহারা সকলেই
তীর্থাভিগমনে বিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করুন। আমি যাঁহাদিগকে যথোচিত
জীবিকা প্রদান করিয়া প্রতিপালন করি-
তেছি এবং যে সকল পৌরজন রাজভক্তি
প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমার অনুগত হইয়া কাল
যাপন করিতেছেন, তাঁহারা এক্ষণে
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন ;
তিনি তাঁহাদিগকে সময়সমুচিত যোগ্য
জীবিকা প্রদান করিবেন ; অথবা আমাদের
হিতের নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ তোমাদিগের
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু
এস্থানে থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র

কখনই তোমাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিবেন না।

অনন্তর পৌরজন, বিপ্র ও যতিগণ হস্তিনানগরে গমন করিলে, রাজা ধৃত-রাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রেমপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ ও সমুচিত ধন দানপূর্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ অল্প-সংখ্যক ব্রাহ্মণে পরিবৃত্ত হইয়া, লোমশ মুনির সহিত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কাম্যক বনে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! বনবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন ; হে মহারাজ ! আপনি মহাত্মা লোমশ মুনি ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তীর্থ সন্দর্শনে যাত্রা করিতেছেন ; এক্ষণে আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করা আপনার উচিত ; আপনি সঙ্গে না থাকিলে, আমরা অল্পসংখ্যক জন-সমভিব্যাহারে স্থাপদসেবিত বিমম দুর্গম দুর্গ সকল অতিক্রম করিয়া কদাচ তীর্থ-পর্যটন করিতে সমর্থ হইব না। হে পৃথিবীপাল ! আমরা আপনার শূরবর ধমু-দ্ধির ভ্রাতৃগণকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অকুতো-ভয়ে বন ও তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়া ভবদ্যৌ প্রসাদেই তত্রত্য সুখময় ফল লাভ করিব। আপনার বীর্যপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া, অক্ষত শরীরে তীর্থ দর্শন ও তীর্থ-

স্নান করিয়া বিগতপাপ হইব। মহারাজ কার্ত্তদীর্ঘ্য, অষ্টক, রাজর্ষি লোমপাদ ও সার্কর্ষভৌম ভরত, ইঁহারা যে সকল লোকে গমন করিয়াছেন, আপনিও তীর্থ-পরি-প্লুত হইয়া সেই সকল অনুলভ লোক লাভ করিবেন। আমরা আপনার সহিত একত্র হইয়া প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনস্পতি সকল সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি। হে জননাথ ! “যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের এই বাক্য রক্ষা করুন ; ইহাতে অবশ্যই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। তীর্থ সকল সর্বদা তপোবিশ্ব-কর নিশাচরগণে সমাকীর্ণ, আপনারা সেই সকল রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরি-ত্ৰাণ করিবেন। ধীমান্ ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ লোমশ যে সকল তীর্থ কীর্তন করিয়াছেন, আপনারা লোমশ ধামি-কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সহিত ঐ সকল তীর্থ পর্য্যটন করুন।

ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে এই রূপ গৌরবসূচক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের লোচনযুগল হইতে আনন্দসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণ-কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া লোমশ ও ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারী করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদনন্দ-নীর সহিত তীর্থ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

অনন্তর মহাভাগ ব্যাস, পর্বত ও নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যক বনে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সমুচিত পূজা করিলে, তাঁহারা পূজা গ্রহণপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হইবে ; অতএব তোমরা অন্তঃকরণের সরলতা সম্পাদন কর। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষ ব্রত ও মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দৈব ব্রত বলিয়া থাকেন। মনের নির্দোষিতাই শুচিতার পর্যাপ্ত কারণ। শান্ত স্বভাব অবলম্বনপূর্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিতে হইবে। তোমরা মানসিক ও শারীরিক নিয়ম-দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈব ব্রত অবলম্বনপূর্বক যথোক্ত ফল লাভ করিবে।

পাণ্ডবগণ ‘যে আচ্ছা’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা-পূর্বক দিব্য ও মানুষ মুনিগণ-কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া লোমশ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ ও পর্বত ঋষির পাদবন্দন-পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চীরাঙ্গিন-জটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধান-পূর্বক ধোম্য ও সেই সমস্ত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে যুগশিরাঃ নক্ষত্র-যুক্ত পৌর্ণমাসী অতীত হইলে, পুষ্যা নক্ষত্রে তীর্থ দর্শনে নির্গত হইলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভূত্যাগণ, চতুর্দশ রথ, সূপকারগণ ও অগাণ্ড পরিচারক সকল তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ এইরূপে শর, শরাসন ও অসি প্রভৃতি

আয়ুধ গ্রহণপূর্বক পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম ! আমি আপনাকে নিগুণ বিবেচনা করি না, তথাচ অণু মহীপাল অপেক্ষা দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি ; আর অধর্ম-পরায়ণ শত্রুগণকে নিগুণ দেখিতেছি ; তথাপি তাহারা এই পৃথিবীমণ্ডলে অভ্যুদয় লাভ করিতেছে ; ইহার কারণ কি ? লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! অধার্মিক লোক ধর্ম-বিরুদ্ধ কৰ্ম্মদ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্মাচরণ-দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া স্থখ সন্তোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করিয়া শত্রুসংহারে প্ররম্ব হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নিম্মূল হইয়া থাকে। হে মহারাজ ! আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকানেক দৈত্য দানব অধর্মাচরণ-দ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব সত্যযুগে দেবগণ ধর্মপথ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অশুরেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবতার তীর্থপর্যটনে সতত প্ররম্ব থাকেন ; কিন্তু অশুরেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ পরাধীন হয়। অহঙ্কার প্রথমেই অধর্মপর অশুরগণের-শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা জন্মে ; সেই

নির্লজ্জতা-প্রভাবেই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম ইহারা নির্লজ্জ, হীনচরিত্র ও অকৃতব্রত অশ্বরদিগকে অচিরকাল-মধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী দেবগণমধ্যে আবির্ভূত হইলেন; অলক্ষ্মী অশ্বরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কলি অলক্ষ্মী-সমাবিষ্ট অহঙ্কার-পরতন্ত্র দৈত্যদানবগণ-মধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্বরগণ কলি-কর্তৃক সমাক্রান্ত, অহঙ্কার-পরিপূর্ণ, অভি-মানে অভিভূত ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে লাগিল; এই রূপে দানবকুল ক্রমে ক্রমে সমূলে নিশ্চূল হইয়া গেল। এ দিকে ধর্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং তপঃ, যজ্ঞ, দান ও আশীর্বাদপ্রভাবে সর্বপাপ-বিনি-মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিলেন।

হে মহারাজ! দেবগণ এই রূপ সর-লতাদি গুণসম্পন্ন ও অধ্যবসায়াক্রুত হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের জীবন্তি হইয়াছে। অতএব আপনিও অমুজ্জগৎ সমভিব্যাহারে সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলে পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবেন। আমি আপনাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই সনাতন পথ। যেমন রাজা নৃগ, শিবি, উশীনর, ভগীরথ, বশ-মনাঃ, গয়, পুরু, পুরুবাহা ইহারা মহাত্মা-দিগের দর্শন, তীর্থগমন, তীর্থস্নান ও তপ-শ্চর্যা দ্বারা বিধূতপাপ হইয়া পবিত্র যশঃ ও বিপুল ধন লাভ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ

আপনিও প্রভূত সম্পদ লাভ করিবেন। যাদৃশ মহারাজ ইক্ষ্বাকু, যুচুকন্দ, মাক্ষাতা ও মরুত বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। যদ্রূপ দেবর্ষি ও দেবগণ তপঃপ্রভাবে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে আপনিও সেই রূপ মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিবেন। ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ মহামোহাচ্ছন্ন ও অধর্মে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় অনতিকাল-মধ্যেই কালকবলে প্রবিন্ট হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহা-বীর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে উপ-স্থিত হইলেন। তথায় গোমতী নদীর অতি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নান এবং পুনঃ পুনঃ পিতৃগণ, বিপ্রগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও গো দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে কন্যা তীর্থ, গো-তীর্থ, কালকোটি ও বিষপ্রস্থ ধরাধরে অধি-বাস করিয়া বাহুদা তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে দেবগণের দেবযজ্ঞ তীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া তপস্তায় অভি-নিবিষ্ট হইলেন। পরে গঙ্গায়মুনা-সঙ্গম স্থানে বিগতপাপ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে তপস্বীগণ-নিষেবিত পিতা-মহের বেদী তীর্থে উপনীত হইলেন এবং

তথায় কতিপয় বাসর অবস্থান করিয়া নিরন্তর বন্য হবিঃ দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তি সাধনপূর্বক তপোানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজর্ষি গয়-কর্তৃক অভিসংস্কৃত মহোধর তীর্থে উপস্থিত হইলেন ; যে স্থানে গয়শিরঃ নামক এক পর্বত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিনশোভিতা অতি পবিত্রা মহানদী নান্নী এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে । তথায় মহর্ষি-সার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণী-ধর ব্রহ্মসরঃ নামক তীর্থ আছে । যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; যে স্থানে চিরস্থায়ী ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন ; যে স্থানে নদী সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে ; এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন ; তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্মাস্য ব্রত সাধনপূর্বক ঋষিগণ্ড সমাধান করিলেন । যে স্থানে অক্ষয় বট ও অক্ষয় দেবযজন ভূমি বিরাজমান আছে ; পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয় ফল লাভ করিলেন । অনন্তর শত সহস্র তপোধন ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইয়া আর্ষ বিধানানুসারে চতুর্মাস-সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান কারিলেন । তৎপরে বিদ্বাতপোবৃদ্ধ, বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ সভামধ্যে সমাসীন হইয়া মহাত্মাদিগের অতি পবিত্র কথা সকল কীর্তন করিতে লাগিলেন ; ইত্যবসরে বিদ্বাত্রতাভিষিক্ত কৌমার ব্রতধারী শমঠ, অমূর্তরয়ের তনয় রাজর্ষি গয়ের কথা আরম্ভ করিলেন ।

শমঠ কহিলেন, মহারাজ ! আমি অতি বিচিত্র গয়চরিত্র কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । রাজর্ষি গয় অমূর্তরয়ের পুত্র, তিনি এই স্থানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ঐ যজ্ঞে শত সহস্র অন্নচল ও ঘৃতকূল্যা প্রস্তুত হয় ; শত শত দধির নদী এবং শত সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল । গয়-রাজ যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্ন দান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিত । দক্ষিণা প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল ; তখন অন্য আর কোন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই । ঐ অদ্বুত পুণ্য ধ্বনি সঞ্চারিত হইয়া ভূলোক, ত্র্যলোক ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সকলের বিস্ময়োদ্ভাবন করিয়াছিল ; অনন্তর মনুষ্যেরা এই গাথা গান করিত যে, মহাতেজাঃ গয়-রাজের যজ্ঞে দেশে দেশে সকলেই অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ; অত্বে কে ভোজনাভিলাষী আছ বল ; তথায় এখনও পঞ্চবিংশতি অন্নচল বিদ্যমান রহিয়াছে । রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কেহই কখন করে নাই এবং করিবে এমত বোধও হয় না । দেবগণ গয়দত্ত হবিঃ দ্বারা একরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, অন্তদত্ত দ্রব্যজাত গ্রহণে নিতান্ত পরাক্রম হইয়া উঠিলেন । যেমন ভূতলের বালুকা, আকাশের তারকা ও জলধরের বারিধারা সকল অসংখ্য,

তদ্রূপ তদীয় যজ্ঞের দক্ষিণাও সংখ্যাতীত হইয়াছিল। হে মহারাজ! গয়-রাজ ব্রাহ্ম-সরঃসন্নিধানে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠবতীতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর কুন্তীনন্দন রাজা যুপিষ্ঠির দুর্জয়া তীর্থে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিলেন। তথায় মহষি লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মন্! এই স্থলে মহষি অগস্ত্য কি কারণে বাতাপি দানবকে জীর্ণ করিয়াছিলেন? আর ঐ মানবাস্তক দৈত্য কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিল? এবং কি কারণেই বা তখন মহামুনি অগস্ত্যের ক্রোধানল সঙ্কুচিত হইয়াছিল; আপনি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় কীৰ্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মণিমতী পুরীতে ইন্দ্রল নামে এক দৈত্য বাস করিত; তাহার অনুজের নাম বাতাপি। একদা ইন্দ্রল তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে কহিল, ভগবন্! আমাকে দেবরাজ তুল্য এক পুত্র প্রদান করুন। ব্রাহ্মণ তদীয় অভিলষিত সংসা-ধনে অসম্মত হইলে ইন্দ্রল তখন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল; তদবধি জাত-ক্রোধ হইয়া স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগ-রূপী করিয়া তাহার মাংস পাকপূর্ব্বক আগন্তুক ব্রাহ্মণের জীবনসংহারার্থ তাঁহাকে উপোযোগ করিতে প্রদান করিত। যে-

হেতু, ইন্দ্রলের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, সে মৃত প্রাণিকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইত।

অনন্তর ইন্দ্রল ছাগরূপী বাতাপিকে স্তম্ভসংকৃত করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ আহা-রান্ত্রে বিশ্রাম করিতেছেন, এই অবসরে ইন্দ্রল তার স্বরে বাতাপিকে আহ্বান করাতো, সে সত্বরে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সহস্র আশ্রু নিষ্কাশিত হইল। এই রূপে ইন্দ্রল আগন্তুক ব্রাহ্মণ-গণকে ছাগমাংস ভোজন করাইয়া সংহার করিত।

এই সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য এক গর্তে অধোমুখে লম্বমান পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি কারণে অধোমুখে গর্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছেন? তাঁহারা কম্পিতকলেবরে কহিলেন, বৎস! আমরা সন্তানার্থ এই গর্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছি; আমরা তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ; এক্ষণে কেবল ত্বদীয় সন্তানের নিমিত্ত এই রূপ দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যদি তুমি সন্তান উৎপাদন কর; তাহা হইলে আমরা এই ঘোরতর নরকযন্ত্রনা হইতে মুক্ত হইব এবং তুমিও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সত্যপরা-য়ণ মুনিবর অগস্ত্য কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিব; এক্ষণে আপনারা উৎকণ্ঠা পরি-ত্যাগ করুন।

অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য স্বীয় সন্তান-পরম্পরা বিস্তার করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কুত্ৰাপি যোগ্য ও সদৃশী ভাৰ্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না । পরে যে সমস্ত প্রাণীর বে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি-শয় উৎকৃষ্ট, তিনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া তদনুরূপ অপূৰ্ব্ব একটী স্ত্রীরূপ নির্মাণ করিয়া, পুত্রের নিমিত্ত দ্রুত তপ-শ্রায় প্রবৃত্ত বিদৰ্ভরাজকে আশ্রয়ে নিম্নিত্তা সেই কন্যা প্রদান করিলেন । * সৌদামনীৰ ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সেই কন্যা বিদৰ্ভ রাজগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন । অনন্তর মহীপাল বিদৰ্ভ, কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবাগাত্র হর্ষভরে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে, ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ কন্যাকে অভিনন্দনপূর্বক তাঁহার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন । স্তরূপা লোপামুদ্রা কমলিনীর ন্যায়, হতাশনশিখার ন্যায় দিনে দিনে পরি-বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ।

তিনি ক্রমে ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, এক শত অলঙ্কৃত কন্যা ও এক শত অভিলাষানুরূপ কিস্করী তাঁহার পরি-চর্যায় নিযুক্ত হইল । লোপামুদ্রা দাসী-শতপরিবৃত্তা ও কন্যাগণ-মধ্যবর্তিনী হইয়া তেজস্বিনী রোহিণীর ন্যায় বিরাজমান হইলে, মহাত্মা অগস্ত্যের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া, কেহই ঐ রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে প্রার্থনা করিল না । তখন বিদৰ্ভরাজ কন্যাকে যৌবনসম্পন্ন দেখিয়া, কাহাকে সম্প্রদান করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । লোকাতিগরূপ-

সম্পন্ন, সত্যপরাযণা লোপামুদ্রার বিমুগ্ধ ব্যবহারে পিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ মাতি-শয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্য ব্যাপারে দক্ষ দেখিয়া বৈদৰ্ভ-সমিধানে কহিলেন, মহা-রাজ ! আমি পুত্রার্থে দার পরিগ্রহ করি-বার মানস করিয়াছি ; এই নিমিত্ত আপ-নার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করুন । মহা-রাজ বৈদৰ্ভ এই কথা শুনিবাগাত্র নিচে-তনপ্রায় হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা লোপামুদ্রা দান, উভয় বিষয়েই নিতান্ত অসম্মত হইলেন । অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গমন করিয়া মন্দির নিকট এই বৃদ্ধান্ত বিজ্ঞাপনপূর্বক কহি-লেন, প্রিয়ে ! মহর্ষি অগস্ত্য মাতিশয় উগ্রস্বভাব-সম্পন্ন ; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শাপানলে আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই । তখন লোপামুদ্রা জনক ও জননীকে নিতান্ত দুঃখিত নির্মাণ করিয়া অবসরক্রমে পিতৃ সমিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে পিতা ! আপনি আমার নিমিত্ত কোন ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইবেন না ; আমাকে অগস্ত্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিরাপদ হউন ।

অনন্তর রাজা মহাত্মা অগস্ত্যকে বিধি-পূর্বক কন্যা সম্প্রদান করিলে, অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভাৰ্য্যাহে প্রতিগ্রহ করিয়া

কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে মহার্হ অভরণ ও বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ কর। লোপামুদ্রা ভর্তৃহিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ-পূর্বক চীর, বন্ধল ও অজিন পরিধান করিয়া স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বার তীর্থে উপস্থিত হইয়া পতিপরায়ণা মহর্ষিগণীর সহিত অতি কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। লোপামুদ্রা প্রীত মনে বহুমান-পূর্বক পতির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন; মহর্ষিও পত্নীর প্রতি যথোচিত্র প্রীতি ও প্রণয়ানুগত হইলেন।

এই রূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, ভগবান্ অগস্ত্য তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া এবং তদীয় পরিচর্যা, দম, শৌচ ও সৌন্দর্য্যে নিতান্ত প্রীত ও একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সহযোগ-বাসনায় আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কৃতাজলিপুটে প্রণয় সম্ভাবনপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন; হে তপোধন! আপনি অপত্য লাভের নিমিত্তই আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনি এক্ষণে তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যাদৃশ শয্যা প্রস্তুত থাকিত, এই স্থলেও তদ্রূপ শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করি; আপনিও মাল্য ও বসন ভূষণ পরিধান করুন। আমি অভিলাষানুরূপ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার নিকট

গমন করিব; অতথা আমি চীর ও কাষায় বসন পরিধান পূর্বক এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। তপস্বীগণের কাষায় বসন প্রভৃতি পাবিত্র ভূষণসামগ্রী সকল কদাচ দূষিত করা কর্তব্য নহে। অগস্ত্য কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতার যেরূপ প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, আমি-দিগের সেরূপ সম্পত্তি নাই। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! এই জীবলোকে যে কিছু ধন বিদ্যমান আছে, আপনি তপঃপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যেই তৎসমুদায় আহরণ করিতে পারেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে কমললোচনে! তুমি যেরূপ কহিলে, তাহা কোন মতেই অমূলক নহে; কিন্তু অর্থ আহরণ করিতে হইলে তপঃক্ষয় হইবে; অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এই রূপ উপদেশ প্রদান কর। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! আমার ঋতুকাল অল্পমাত্রাবশিষ্ট আছে; উহা অতীত হইলে আপনার সহিত সহবাস করিব না এবং যে কৰ্ম্মে আপনার ধর্ম্ম লুপ্ত হয়, তাহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে স্তম্ভে! যদি তোমার অন্তঃকরণে এই রূপ অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অর্থাহরণ করিতে প্রস্থান করিলাম, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অভিলাষানুসারে কাল যাপন কর।

অষ্টমবতীতম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ ! অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য ধন আহরণ করিবার নিমিত্ত নৃপোত্তম ঋতর্কীর নিকট গমন করিলেন । নরপতি ঋতর্কী, ভগবান্ কুম্ভযোনি সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া, অমাত্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন-পূর্বক পরম সমাদরে সৎকার করিয়া তাঁহাকে সভবনে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি অর্থ প্রদানপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে প্রযত চিন্তে তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে নরনাথ ! আমি ধন লাভেচ্ছায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ; অতএব আপনি অন্নের হিংসা বা ক্ষতি না করিয়া আমাকে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন ।

রাজা ঋতর্কী অগস্ত্যকে আপনার সমুদায় আয় ও ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যে কিছু ধন ইচ্ছা করেন, ইহা হইতে গ্রহণ করুন । মহর্ষি অগস্ত্য তৎসমুদায় শ্রবণে রাজার আয় ও ব্যয় সমান অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে । তখন তিনি ঋতর্কীরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্ম মহীপতির নিকট গমন করিলেন । মহারাজ ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সমাদর-সহকারে সৎ-

কার করিয়া যথাযোগ্য পাত্ত অর্থ প্রদান-পূর্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ ! আমরা ধন লাভেচ্ছায় আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি ; অতএব আপনি অন্নের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন ।

তখন মহারাজ ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে আপনার সমুদায় আয় ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ বিজ্ঞাপন-পূর্বক কহিলেন ; আগার এই সমুদায় ধন হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন । ভগবান্ অগস্ত্য তৎশ্রবণে ব্রহ্মের আয় ও ব্যয় সমান জানিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট ধন গ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে ।

অনন্তর অগস্ত্য, ঋতর্কী ও ব্রহ্ম এই তিন জনে একত্র হইয়া পুরুকুৎসনন্দন ব্রহ্মদত্ত্যর নিকট গমন করিলেন । ব্রহ্মদত্ত্য তাঁহাদিগকে সমাগত জানিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন-পূর্বক পরম সমাদরে স্বীয় সদনে আনয়ন করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মহারাজ ! আমরা অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি ; অতএব আপনি অন্নের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন ।

তখন মহারাজ ব্রহ্মদত্ত্য আপনার সমুদায় আয়ব্যয় তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিয়া

কহিলেন, মহাশয়েরা আমার এই সমস্ত ধন হইতে যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন । ভগবান্ অগস্ত্য তৎশ্রবণে তাঁহার আয় ও ব্যয় সমান সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইহার নিকট অর্থ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে ।

তখন সেই নৃপতিগণ পরস্পর নিরীক্ষণ-পূর্বক মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! দানবেন্দ্র ইন্দ্রল প্রভূত ধনশালী ; আমরা তাহার নিকট গমন-পূর্বক অর্থ প্রার্থনা করিব । এই রূপে তাঁহারা ইন্দ্রলের নিকট ধন প্রার্থনা করাই শেষঃ বোধ করিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন ।

একোশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, দানবরাজ ইন্দ্রল মহর্ষিসমবেত নৃপতিগণকে স্বরাজ্যে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পরম সমাদরে পূজা করিলেন ; তৎপরে তিনি অতিথিগণের ভোজনার্থ ছাগরূপধারী স্রীয় ভ্রাতা বাতাপিকে উত্তমরূপে পাক করিলেন । তখন রাজর্ষিগণ ছাগরূপী মহাস্রর বাতাপিকে পাক করা হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিমগ্ন হইলেন । মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিগণ ! তোমরা খেদ করিও না ; আমিই মহাস্রর বাতাপিকে ভক্ষণ করিব । এই বলিয়া মহার্ষি আসনে উপবিষ্ট হইলে, দানবেন্দ্র ইন্দ্রল সহাস্র বদনে তাঁহাকে পরিবেষণ করিতে লাগিল ; মহর্ষি অগস্ত্য

ক্রমে ক্রমে বাতাপির সমুদায় মাংসই ভোজন করিলেন । অনন্তর অস্রররাজ ইন্দ্রল বাতাপিকে আহ্বান করিলে, মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে ঘনঘটার ঘোর-তর গর্জনের স্রায় গভীর শব্দে সমীরণ নির্গত হইল । তখন অস্ররবর ইন্দ্রল, হে বাতাপে ! তুমি নিজ্রান্ত হও বলিয়া বারংবার আহ্বান করিলে, মুনিসত্তম অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, মহাস্রর বাতাপি আর কিরূপে বহির্গত হইবে, আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি ।

দানবেন্দ্র ইন্দ্রল স্রীয় ভ্রাতা বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে জানিয়া যৎপরোনাস্তি বিমগ্ন হইল এবং অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃতাজ্জলিপুটে মহর্ষিসমবেত মহীপালদিগকে কহিল, হে মহাশয়গণ ! আপনারা কি নির্মিত্ত এখানে আসিয়াছেন ? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?

তখন মহাতপাঃ অগস্ত্য সহাস্র বদনে কহিলেন, হে অস্রর ! আমরা তোমাকে প্রভূত বিভবশালী জ্ঞান করি ; এই ভূপালগণ তাদৃশ ধনী নহেন এবং আমারও নিতান্ত অর্থপ্রয়োজন হইয়াছে ; অতএব তুমি অন্নের হিংসা না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান কর ।

তখন দানবরাজ ইন্দ্রল মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদন-পূর্বক কহিলেন, হে মহাশয় ! আমি আপনাদিগকে যাহা প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা বলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্যই ধন প্রদান করিব ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে অশ্বরাজ ! তুমি এই ভূপতিদিগের প্রত্যেককে দশ সহস্র গো ও তৎ সংখ্যক স্তবর্ণ এবং আগাকে বিংশতি সহস্র গো, তৎ সংখ্যক স্তবর্ণ, হিরণ্য রথ ও মনোনারুতগামী অশ্বদ্বয় প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই সম্মুখস্থিত রণই স্তবর্ণময়। অনন্তর দানবরাজ ইন্দ্রল অগস্ত্যের বচনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, যথাপাই ঐ রথ হিরণ্য। তখন দনুজরাজ সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করিল এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্বদ্বয় সেই রথে যোজিত হইয়া সমুদায় ধন, মহর্ষি অগস্ত্য ও তৎসমবেত নৃপগণকে বহন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সমুদায় রাজর্ষিগণ অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রার অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত করিলেন।

বরবর্গিনী লোপামুদ্রা সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি আমার অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় আহরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে আমার গর্ভে প্রভূত বীৰ্য্যসম্পন্ন অপত্য উৎপাদন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কল্যাণি !* আগি তোমার সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; এক্ষণে পুত্রবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ; বিচার করিয়া

তুমি সহস্র পুত্র অভিলাষ কর, অথবা সহস্র তুল্য ক্ষমতাশালী শত পুত্র, কি সহস্র ব্যক্তি তুল্য পরাক্রমশালী দশ পুত্র, বা সহস্রজেতা এক পুত্র তোমার অভিলষণীয় ?

লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোময় ! এক বিদ্বান্ মাধু পুত্র বহুসংখ্যক অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব সহস্র জনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক পুত্রই আমার অভিলষণীয়।

মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য স্বীকার করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যথাসময়ে তাঁহার গর্ভাধান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমিক সপ্ত সংবৎসর গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। পরে সপ্তম সংবৎসর অতীত হইলে, মহাকবি দৃঢ়ত্যা ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সন্তোজাত কুমারকে অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, শরীর-প্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছেন ও সাক্ষোপনিসং বেদ জপ করিতেছেন। তেজস্বী অগস্ত্যানন্দন বাল্য কালেই পিতার আলয়ে ইধা অর্থাৎ অগ্নিসন্দীপন কাঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধাবাহ হইয়াছিল। পুত্রকে তদ্রূপ দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আফ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্য এই রূপে অতু্যন্তম অপত্য উৎপাদন করিলে, তদীয় পিতৃলোক যথাভিলষিত পরম গতি লাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ অগস্ত্যাশ্রম ভূমণ্ডলে সাতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে। হে

রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদ-বংশজ বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এই সেই অগস্ত্য মহর্ষির পরম রমণীয় আশ্রম। ঐ পরম পবিত্র দেবগন্ধর্ব-সেবিত মন্দাকিনী বাতেরিত পতাকার তায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতেছেন। ভাগীরথী যথানিষ্ক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিত্য নিপতিত হইয়া পরিশেষে পন্নগবধূর তায় শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইনি জননার তায় সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্রাবিত করিতেছেন। এই সমুদ্র-মহিমী পূর্বে মহাদেবের জটা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনি এই পুণ্যসলিলা শ্রোতস্বতীতে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ঐ মহর্ষিগণ-সেবিত ভৃগুতীর্থ শোভা পাইতেছে, অবলোকন করুন। পূর্বে পরশুরাম ঐ তীর্থে স্নান করিয়া রুতবৈর দাশরথি রাম-কর্তৃক হৃত স্বীয় তেজঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব হে পাণ্ডুনন্দন! আপনিও স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এই তীর্থে স্নান করিয়া দুর্ঘোষনহৃত স্বীয় তেজঃ পুনরায় লাভ করুন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অনুজগণ ও কৃষ্ণাসমভিযাহারে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের শরীর-কান্তি অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি এককালে অরাতিগণের অনভিভবনীয় হইয়া উঠিলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা

পাণ্ডুনন্দন লোমশ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি নিমিত্ত পরশুরামের তেজঃ হৃত হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা উহা প্রত্যাহৃত হইল, সবিশেষ বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা দাশরথি রাম ও ধীমান্ পরশুরামের রত্নান্ত কণ্ঠিতেছি; শ্রবণ করুন। দেব-গণাগ্রগণ্য ভগবান্ বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত ধরাতলে দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাম নামে বিখ্যাত হইলে, ভৃগুকুল-সমুৎপন্ন খাচীকনন্দন পরশুরাম রামচন্দ্রের জীবন-রত্নান্ত্র শ্রবণান্তুর তদীয় বল বিক্রম জানিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তক সেই মহৎ ধনুঃ গ্রহণপূর্বক অযোধ্যা নগরে আগমন করিলেন।

মহারাজ দশরথ, পরশুরাম আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্র রামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরশুরাম সমুদ্রতান্ত্র দশরথতনয় রামকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি এই শরাসন-দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলন করিয়াছি; যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে যত্নসহকারে ইহাতে জ্যারোপণ কর। দাশরথি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে অধিক্ষেপ করিবেন না; আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহি; বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের বাহুবীর্য্যই জ্ঞানার বিষয়। পরশুরাম রামচন্দ্রের

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাঘব !
আর বৃথা বাক্য-ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই ;
এক্ষণে ধনুঃ গ্রহণ কর ।

তখন দশরথস্তুত রামচন্দ্র রোষভরে
পরশুরামের হস্ত হইতে সেই ক্ষত্রিয়কুল-
ক্ষয়কারী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্বক অব-
লীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া,
সগর্বে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ।
অশনিনির্ঘোষের ন্যায় সেই টঙ্কারধ্বনি
শ্রবণে প্রাণিগণ ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া
উঠিল । তখন রাম পরশুরামকে কহি-
লেন, হে ব্রহ্মন্ ! জ্যারোপণ করা হই-
য়াছে, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে,
আদেশ করুন । অনন্তর পরশুরাম রামকে
এক শর প্রদান করিয়া কহিলেন, এই
বাণ কর্ণদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ কর ।

রঘুবংশাবতংস রাম পরশুরামের বাক্য
শ্রবণে কোপপ্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগি-
লেন, হে ভার্গব ! তুমি সাতিশয় দর্পপূর্ণ ;
কিন্তু অসমকক্ষ বোধে তোমার সগর্বে
বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষমা করিতেছি ;
বিশেষতঃ তুমি পিতামহ-প্রসাদে ক্ষত্রিয়-
গণকে পরাজয় করিয়া সমধিক তেজস্বী
হইয়াছ ; এই নিমিত্তই তুমি আমাকে
তিরস্কার করিতেছ । এক্ষণে আমি
তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি ;
তুমি আমার শরীর নিরীক্ষণ কর । তখন
পরশুরাম দিব্য চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া রামের
শরীর নিরীক্ষণ করিবামাত্র দেখিলেন যে,
তদীয় শরীরে সমুদায় আদিত্য, বসু, রুদ্র,
সাধ্য, মরুৎ, পিতৃলোক, জ্ঞাতশন, নক্ষত্র,

গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, ব্রহ্ম-
ভূত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবসি,
সমুদ্র, পার্বত, উপনিষৎ, বেদ, বমট্কার,
অধ্বর, সচেতন সাম বেদ, ধনুর্বেদ,
জলদাবলি, রুষ্টি ও বিদ্যুৎ এই সকল
বর্ত্তমান রহিয়াছে ।

অনন্তর ভগবান্ রামরূপী বিষ্ণু সেই
ভার্গবদত্ত বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র ভূম-
গুল ঘোরতর অশনি-নির্ঘোম, টঙ্কাপাত,
পাংশুবর্ষ, ভূমিকম্প ও নির্ঘাত শব্দে
সমাকীর্ণ হইল । তখন সেই রামপরিত্যক্ত
বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করিয়া তাঁহার
তেজঃ হরণ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে পুনরায়
রামসমীপে সমাগত হইল । পরশুরাম
ক্ষণকাল পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া পুন-
র্জীবিতের ন্যায় গাত্রোথান-পূর্বক বিষ্ণু-
তেজঃ স্বরূপ রামের চরণে প্রণিপাত করি-
লেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্র
পর্ব্বতে গমন-পূর্বক ভয় ও লজ্জায় একান্ত
অভিতৃপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে
লাগিলেন ।

সংবৎসর অতীত হইলে পর পিতৃগণ
পরশুরামকে হৃততেজাঃ, মদশৃণু ও নিতান্ত
দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, হে বৎস ! রাম-
চন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু ; তিনি ত্রিভুবনের পূজ্য ও
মান্য ; তাঁহার সমীপে প্রগম্বতা প্রকাশ
করা তোমার নিতান্ত অমুচিত হইয়াছে ।
যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পরম পবিত্র
বধূসর নামক নদীতে গমন কর ; তথায়
স্নান করিলে পুনরায় স্বকীয় তেজঃ প্রাপ্ত
হইবে । ঐ স্থানেই দীপ্তোদ নামে তীর্থ

আছে। তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্য-
যুগে তথায় অত্যাশ্রিত তপস্যা করিয়া-
ছিলেন।

হে মহারাজ! পরশুরাম পিতৃলোকের
বচনানুসারে সেই তীর্থে গমন-পূর্বক স্নান
করিয়া পুনরায় স্নায় তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন।
এই রূপে অক্লিষ্টকর্মা পরশুরাম পূর্বে
ভগবান্ বিষ্ণুরূপ রামের নিকট প্রগল্ভতা
প্রকাশ করিয়া আপনার তেজোরশি বিলুপ্ত
করিয়াছিলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম!
মহর্ষি অগস্ত্য যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন,
পুনরায় তাহা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে
অভিলাষ করি।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অমিত-
তেজঃ অগস্ত্যের প্রভাব-বিষয়ী অলৌকিক
কথা কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।
সত্যযুগে কালকেয় নামে কতকগুলি যুদ্ধ-
চুর্ণদানব রত্নাসুরকে অপিত্তি করিয়া
বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি
সুরগণকে চতুর্দিক্ হইতে আক্রমণ
করিয়াছিল। অসুরগণ তখন রত্নাসুরবধে
উৎসুক হইয়া, পুরন্দরকে পুরঃসর করিয়া
কৃতাজ্জলিপুটে ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন।
অনন্তর ভগবান্ কমলাসন দেবগণকে
কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের
অভিলম্বিত কার্য্য অবগত হইয়াছি; এক্ষণে
যে উপায়ে রত্নাসুরকে বধ করিতে সমর্থ
হইবে, তাহা কহিতেছি। দধীচ বলিয়া

বিখ্যাত এক উদারদী মহর্ষি আছেন,
তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট
গমনপূর্বক বর প্রার্থনা করিবে। সেই
ধর্ম্মায়া যখন প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে বর প্রদান
করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা
তাঁহাকে কহিবে, আপনি ত্রৈলোক্যের
হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থি সকল প্রদান
করুন। অনন্তর তিনি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ
করিয়া অস্থি প্রদান করিবেন; তদ্বারা
যদৃশ ভীমনিম্ন স্তম্ভ বজ্র বিনির্মিত হইলে,
পুরন্দর সেই বজ্রে রত্নাসুরকে বধ
করিবেন। আমি বাহা কহিলাম, তোমরা
অনতিবিলম্বে সেই রূপ অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর দেবগণ পিতামহের অনুজ্ঞা
গ্রহণপূর্বক সরস্বতী নদীর পর পারে
দধীচ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।
নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার
সুসমা সম্পাদন করিতেছে; যাহাতে
সামগান-সদৃশ সটপদ সমূহের সঙ্গীতধ্বনি,
জীবজীবক ও পুংক্ষোকিলকুলের কলরব
সহকারে উথিত হইতেছে; যাহাতে
মহিষ, বরাহ স্তমর ও চমরগণ শাদ্দুলভয়
পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি-
তেছে; যাহাতে মদস্রাবী করিগণ সরো-
বরে অবগাহন-পূর্বক করেণুকার সহিত
ক্রীড়া করিতেছে; যাহাতে গুহাকন্দর-
শায়ী সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনচরগণ
ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।
দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে
প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ
দধীচ ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমান

কলেবরে বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সুরগণ তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্বক অভিবাদন করিয়া ত্রক্ষনির্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দধীচ মূনি অমরগণের প্রার্থনা শ্রবণ-পূর্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদিগের উপকার করিব; কোন ক্রমেই অভিলষিত বর প্রদানে পরাশ্রুত হইব না। হিতৈষী মহর্ষি এই কথা কহিয়া সহসা প্রাণপরিত্যাগ করিলে, সুরগণ তাঁহার অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া, জয় লাভের নিমিত্ত ছোট চিত্তে বিশ্বকর্মার সমীপে আগমন-পূর্বক আপনাদিগের প্রয়োজন কহিলেন। বিশ্বকর্মা তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ক্ষুণ্ণচিত্তে প্রযত্ন-সহকারে দধীচ মূনির অস্থি-দ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণদর্শন বজ্র নির্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্র দ্বারা ভায়ব সুরারিগণকে নিধন করিয়া, স্বর্গ-সমভিব্যাহারে সমুদায় স্বর্গ-রাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন। বিশ্বকর্মা বাক্যাবসান হইলে, পুরন্দর আনন্দিত হইয়া বজ্র গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর পুরন্দর বজ্রগ্রহণ-পূর্বক বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ও বলবান্ দেবগণ দেবরাজের রক্ষাধিকারে নিযুক্ত হইলেন। এ দিকে বৃত্রাসুর স্বর্গমর্ত আবৃত করিয়া রহিয়াছে; মহাকায় কালকেয়গণ শৃঙ্গশালী শৈলরাজের ন্যায় উদ্যতায়ুধ হইয়া তাহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ খড়্গা-স্তোত্র করিয়া আঘাত করিবারাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষশরীরে নিপাতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃত্তশ্রুত তালকলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

এই রূপ তুমুল সংগ্রামসময়ে কালেয় দানবগণ হেমকবচ পরিধান-পূর্বক পরিষদে গ্রহণ করিয়া, দাবদন্ধ পর্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান্ অন্তরেণা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে, দেবগণ তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাসুরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মুচ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সুরারিভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, সনাতন দেব বিষ্ণু তাঁহাকে মোহাবিন্ধ দৃষ্টিগোচর করিয়া স্বীয় তেজঃ প্রদানপূর্বক তাঁহার বল বর্দ্ধন করিলেন। নারায়ণ সুররাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন দেগিয়া, দেবগণ ও ত্রক্ষর্ষিগণ তখন স্বীয় স্বীয় তেজঃ ধারণ করিলেন। এই রূপে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বিষ্ণু-কর্তৃক আপ্যায়িত এবং দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিলেন।

বৃত্রাসুর সুরগণতিকে এই রূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিক্

সুকল, অম্বরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাহার ভীষণ নিনাদ শ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সত্বরে কুলিশ পরিত্যাগ করিলেন। কাঞ্চন-মালাধারী মহাস্তর রত্ন রত্নহার কুলিশ-পাতাভিহত হইয়া বিষ্ণুকরমুক্ত মহাগিরি গম্বরের ন্যায় নিপতিত হইল। স্তররাজ ইন্দ্র রত্নভয়ে এংরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন, ইহা একবারে বোধ করিতে অসমর্থ হইয়া, সরোবরে প্রবেশ-পূর্বক প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ রত্নাস্তরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, আনন্দভরে দেব-রাজকে স্তব ও রত্নবধ-ব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নিমূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত অভিমানী দানবদল দেবগণ-কর্তৃক একান্ত তাড়িত ও আহত হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে মীনমকরকুন্তীর-সমাকীর্ণ অগাধ সাগরগর্ভে প্রবেশপূর্বক একত্র মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিল যে, তপঃ-প্রভাবশালী বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রথমে বিনষ্ট করাই আমাদের কর্তব্য ; কারণ তপস্বী লোকস্থিতির কারণ ; অতএব সকলে তপোবিনাশের নিমিত্ত সত্বর হও। ধরাধামবাসী যে কোন ব্যক্তি

তপশ্চর্যা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, অবিলম্বেই তাহাকে বিনষ্ট কর ; তাহা হইলেই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দানবগণ তরঙ্গদুর্গম সাগর-দুর্গে বাস করিয়া লোক বিনাশের নিমিত্ত এই রূপ মন্ত্রণা অবধারণ করিল।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! কালেয়-গণ সাগরগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রৈলোক্য-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জাতক্রোধ হইয়া বাগিনীযোগে আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই ছুরায়া অস্তরেরা এই রূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, এক শত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসগণকে ভক্ষণ করিল ও অতি পবিত্র দ্বিজসেবিত চ্যবনাশ্রমে গমন করিয়া শতসংখ্যক ফল-মুলাশী ঋষিকে কবলিত করিল। এই রূপ ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, কেবল বায়ুভুক ও জলাহারী বিংশতি-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রিতে এই রূপ দৌরাত্ম্য করিয়া দিবা-ভাগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিত। সমুদায় আশ্রম ভূজবীর্ষাশালী কালোপশৃঙ্খ কাল-কেয়গণের উৎপাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণগণ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন ; কিন্তু কেহই তাহাদিগের অনু-সন্ধান করিতে পারিলেন না।

ছুরায়া দানবদল তাপসগণের প্রতি প্রতিদিন রজনীতে এই রূপ অন্যায়াচরণ

কৰিতে আরম্ভ কৰিল। প্রভাতে কেবল নিয়মাহারক্ৰম তাপসগণ গতজীবিত হইয়া ধৰাতলে পতিত রহিয়াছেন, ইহাই দৃষ্ট হইত। তত্রতা ভূমিখণ্ড মাংস, শোণিত, মজ্জা ও অন্ত্রবিহীন স্তবরাং শঙ্করাশি-সদৃশ মৃত কলেবরে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নয়নগোচর হইত। ভগ্ন কলস, ত্রুণ ও অগ্নিহোত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; বেদপাঠ ও বসট্কার আর শ্রবণ-গোচর হইত না; যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়া-কলাপ এক বারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলতঃ সমুদায় জগৎ কালেয়কুলের ভয়ে সমাকুল ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল।

এই রূপে লোকসংখ্যার সংক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে, অবশিষ্ট মানবগণ ভীত হইয়া, আগ্নয়নক্কার নিমিত্ত দিক্ দিগন্তে পলায়ন কৰিতে লাগিল। কেহ বা পৰ্ব্বত-গুহায় প্রবেশ কৰিল; কেহ বা নিৰ্ঝর-সমীপে লুকাইত হইয়া প্রাণ রক্ষা কৰিল। কেহ বা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ কৰিল। কোন কোন মহাদানবের বীর পুরুষগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া যত্নাতিশয়-সহকারে দানবগণের অশেষেণে প্ররত্ত হইল; কিন্তু দানবগণ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি কৰাতে, কেহই তাহাদিগের রক্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হইল না; বরং কালক্রমে ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

দানবগণের দৌরাভ্যে পৃথিবী নষ্ট-প্রায় এবং যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইলে, ত্রিদশগণ দুস্তর দুঃখে নিপতিত; ও নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন

অনন্তর মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মজ্জগু করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন-পূৰ্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নমস্কারপূৰ্ব্বক স্তব কৰিতে আরম্ভ কৰিলেন। হে জগৎ-প্রভো! তুমি আগাদের স্রষ্টা, কৰ্ত্তা ও সংহৰ্ত্তা; তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি কৰিয়াছ। হে কমললোচন! পূৰ্ব্বে এই পৃথিবী বিনষ্ট হইয়াছিল; তুমি বরাহ-বিগ্রহ পরিগ্রহ কৰিয়া তাহার উদ্ধার কৰিয়াছ। তুমি নরসিংহ আকার স্বীকার কৰিয়া মহাবল পরাক্রান্ত আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপুৰ প্রাণ সংহার কৰিয়াছ। তুমি বামনরূপ অঙ্গীকার কৰিয়া সকলের অবধ্য বলিপ্রধান বলিকে ত্রৈলোক্যভ্রষ্ট কৰিয়াছ। তুমিই যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ মহাশূর জম্ব্বায়নকে বিনাশ কৰিয়াছ। হে মধুসূদন! তুমি এবম্প্রকার অসংখ্য অসংখ্য ব্যাপার সম্পন্ন কৰিয়াছ; অতএব তুমিই ভয়বিহ্বল স্তবগণের শরণস্থান। হে দেবদেবেশ! এক্ষণে তুমি সমুদয় লোক, দেবগণ ও দেবেন্দ্রকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহাবাহো! চতুর্নিধি প্রভা তোমারই প্রসাদে বদ্ধিত হইয়া হব্য ও কব্যাচ্ছায়া দেবগণকে বদ্ধিত কৰিয়া থাকে। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রকার পরস্পর সাহায্য লাভ কৰিয়া পারিষদ্বিত হইতেছে ও তুমি তাহাদিগকে নিরুদ্ধেণে প্রতিপালন কৰিতেছে; কিন্তু এক্ষণে সেই লোক

সকল দারুণ বিপদে পতিত হইয়াছে ।
 জ্ঞানি না কোন্‌ ছুরাঙ্গারা রাত্রিকালে
 ভ্রাক্ষণগণের প্রাণ বধ করিয়া যায় ! এই
 রূপে ভ্রাক্ষণগণ উৎসন্ন হইলে, পৃথিবী
 বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে ; পৃথিবী বিলোপ-
 পদবী প্রাপ্ত হইলে, সুরলোকেরও ক্ষয়দশা
 উপস্থিত হইবে । হে জগৎপতে ! সমু-
 দায় লোক তোমারই করুণা বহন করি-
 তেছে ; তুমিই সেই সমুদায় লোক রক্ষা
 করিতেছ ; অতএব তাহারা যাহাতে বিনাশ
 প্রাপ্ত না হয়, একরূপ উপায় স্থির করা
 একান্ত বিধেয় ।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ ! যে
 কারণে প্রজাক্ষয় হইতেছে ; আমি তাহা
 অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত
 হইয়া উহা শ্রবণ কর । কালেয় নামে
 বিখ্যাত দুর্দান্ত দৈত্যগণ বৃত্রাসুরের সহায়-
 তায় দর্শিত হইয়া সমুদায় জগৎ আলো-
 ডিত করিয়াছিল । অনন্তর ধীমান্‌ সহস্র-
 লোচন তাহার প্রাণ সংহার করিলে, কালেয়-
 গণ জীবিত প্রত্যাশায় অগাধ অর্ণবमध्ये
 প্রবেশ করিল । তাহারা সেই দুর্গম স্থানে
 অবস্থান করিয়া ভুবনোৎসাদন নিমিত্ত
 প্রতিনিশায় ঋষিগণের প্রাণ সংহার করে ।
 তাহারা যত কাল পর্য্যন্ত তিমিনক্রসঙ্কুল
 স্রোতস্বতীপতি মধ্যে অধিবাস করিবে,
 তত দিন তাহারা কোন ক্রমেই বিনাশ
 প্রাপ্ত হইবে না ; অতএব তোমরা সমুদ্র
 শোষণের উপায় অবধারণ কর ; তদ্ব্যতীত
 তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আর উপায়া-
 ন্তর নাই । কিন্তু মহাতপাঃ অগস্ত্য ব্যতি-

রেকে অন্য কেহই সাগর-শোষণে সমর্থ
 হইবে না ।

দেবগণ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 পিতামহের আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক অগস্ত্যা-
 শ্রমে প্রস্থান করিলেন । তথায় উপস্থিত
 হইয়া অবলোকন করিলেন, মহাত্মা মৈত্রা-
 বরুণ, সুরগণ-পারিত পিতামহের ন্যায়
 যুনিগণ কর্তৃক উপাস্যমান হইয়া বিরাজ
 করিতেছেন ; এমত সময়ে দেবগণ তাঁহার
 সঙ্গীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহারই অনুষ্ঠিত
 কন্ধ্যা সকল উল্লেখপূর্বক স্তব করিতে
 লাগিলেন । হে ভগবন্‌ ! পূর্বকালে
 আপনি লোককণ্টক নহুমকে সুরৈশ্বর্য্য
 হইতে ভ্রংশিত করিয়া সকল লোককে
 পারিত্রাণ করিয়াছিলেন । বিদ্যাচল ভাস্ক-
 রের প্রতি জাতক্ৰোধ হইয়া সহসা প্রবুদ্ধ
 হইয়াছিল ; কিন্তু কেবল আপনার
 বাক্যানুসারে তদ্বিময়ে নিরস্ত হইল ।
 যৎকালে মৃত্যু সমুদায় জগৎ তিমিরাবৃত
 করিয়া প্রজাগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত
 হইয়াছিল, তখন তাহারা আপনারই শরণা-
 পন্ন হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল ।
 এক্ষণে আমরা ভয়ান্ত হইয়া আপনার
 শরণাপন্ন হইয়াছি ও বর প্রার্থনা করি-
 তেছি ; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে
 অভিলষিত বর প্রদান করুন ।

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্‌ ! বিদ্যাচল
 কি নিমিত্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সহসা এত-
 দূশ প্রবুদ্ধ হইল ? তাহা সর্বিস্তর শ্রবণ

করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।
লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! সূর্য্যদেব
প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমন সময়ে অদ্রিরাজ
স্নমেরূকে প্রদক্ষিণ করিতেন ; তদর্শনে
বিদ্যা গিরি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সূর্য্যকে
কহিলেন, ভাস্কর ! তুমি প্রতিদিন যেমন
মেরূকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও
প্রদক্ষিণ করিতে হইবে । সহস্ররশ্মি
কহিলেন, হে নগেন্দ্র ! আমি স্বেচ্ছাক্রমে
স্নমেরূকে প্রদক্ষিণ করি না ; বিশ্বনিশ্চীতা-
দিগের আদর্শ পথে পরিভ্রমণ করিতেছি ।
ভূধর দিনকরবাক্যে অমর্গপূর্ণ হইয়া, চন্দ্র-
সূর্য্যের গতি রোধ করিবার মানসে সহসা
অত্যাচার হইয়া উঠিল ।

দেবগণ বিদ্যাচলের উচ্ছ্রায় সন্দর্শনে
উৎকলিকাকুল হইয়া, তৎসম্মিধানে গমন-
পূর্ব্বক নানা উপায়দ্বারা তাহাকে নিবারণ
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অদ্রিরাজ কিছু-
তেই তাঁহাদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিলেন
না । তখন দেবতাগণ অগস্ত্যশ্রমে উপনীত
হইয়া মহর্ষির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন
করিলেন ।

হে ষিঞ্জোত্তম ! অতঃ পর বিদ্যাচল রোষ-
পরবশ হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের
গতি রোধ করিয়াছে ; এক্ষণে আপনা
ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে
সমর্থ হইবে না ; অতএব আপনি তাহাকে
নিবারণ করুন । মহর্ষি অগস্ত্য সুরগণের
অনুরোধে বিদ্যাচলসম্মিধানে উপনীত
হইয়া কহিলেন, হে ভূধরবর ! কোন
বিশেষ কার্য্যোতিপাত বশতঃ আমি দক্ষিণ

দিকে গমন করিব ; অতএব তুমি আমাকে
এক্ক্ষণে পথ প্রদান কর । কিন্তু আমার
প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে
হইবে । অনন্তর আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে,
তুমি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে ।
মহামুনি অগস্ত্য বিদ্যা গিরিকে এই রূপে
নিয়মবদ্ধ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান
করিলেন ; অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই
সুতরাং অচলপাতিকেও তদবস্থায় অবস্থিতি
করিতে হইল । হে মহারাজ ! যে নিমিত্ত
বিদ্যাচল অত্যাচার ও গ্রহনক্ষত্রের মার্গাব-
রোধক হইতে সমর্থ হইল না ; তাহা
আমুপূর্ব্বক কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে
কিরূপে দেবগণ কালেয়দিগকে নিহত
করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।

ভগবান্ মৈত্রাবরুণি দেবগণের স্তুতি-
বাদশ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ !
আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন
করিয়াছেন এবং কিরূপ বর প্রার্থনা করেন,
আদেশ করুন । দেবতারা কহিলেন, মহাজ্ঞান !
আমাদের আভিলাষ যে, আপনি মহার্ণবের
সমুদায় সলিল পান করেন ; তাহা হইলে
আমরা কালেয়সুরাদিগকে সবংশে নিহত
করিতে সমর্থ হই । মহর্ষি তাঁহাদিগের
প্রার্থনাপূরণে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যে
বিষয় আপনাদিগের অভিলষিত এবং জগ-
তের হিতকর ও সুখপ্রদ তাহা আমার অবশ্য
কর্তব্য । অনন্তর তিনি তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও
সমাগত দেবগণ-সমভিব্যাহারে জলধিতীর্থে
গমন করিলেন । মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ
ও কিংপুরুষেরা সেই অদ্বিত্য স্নানসন্দর্শ-

নার্থে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিবিধ যাদোগণসম্মূল বহুবিধ গৌনসমাকীর্ণ গভীরনিঃশ্বন অগাধ জলধিতীরে উপনীত হইলেন । তরঙ্গমালা বাতাভিঘাতে বিভিন্ন ও বারংবার উন্নতানত হওয়াতে বোধ হইল, যেন সরিৎপতি নৃত্য করিতেছে এবং সলিলরাশি কন্দরোদরে স্থলিত ও ফেনিল হওয়াতে বোধ হইল যেন সমুদ্র হান্ত্য করিতেছে ।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

ভগবান্ অগস্ত্য তখন সমাগত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন, আমি লোকহিতার্থ সাগরবারি পান করি, তোমরা সত্ত্বরে আপনাদিগের কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান কর । মহর্ষি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সর্বসমক্ষে পয়োনিধির সমস্ত সলিল নিঃশেষিত করিলেন ; তদর্শনে ইন্দ্র প্রমুখ অমরগণ যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন । হে লোকহিতৈষিন্ ! আপনি আমাদিগের ভ্রাতা ও বিধাতা ও সকল লোকের কর্তা ; আপনার প্রসাদে অদ্য দেবলোক ও নরলোক এই আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা পাইল ।

তখন দেবগণ মহার্ঘ্য নিঃসলিল নিরীকরণ করিয়া পরম প্রহসিত হইলেন ; গন্ধর্বেরা তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে অগস্ত্যগন্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল । অনন্তর তাঁহারা দিব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্বক দুর্য্য দানবদলের

সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন । দানবেরা মহাবল পরাক্রান্ত দেবগণের শস্ত্র-প্রহারে জর্জরিত-কলেবর ও নিতান্ত অসহমান হইয়াও মুহূর্ত্তকাল গভীর গর্জনপূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে পূর্বেরই দৃঢ় হইয়াছিল স্ততরাং অধুনা বহুবিধ যত্ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না । সেই সকল দেবনিহত, নিষ্কাভরণ বিভূষিত, কুণ্ডলাঙ্গদধারী দানবেরা কুত্সাগত কিংশুকের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর হতাবশিষ্ট কালেয়গণ বসুধা বিদারণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল ।

দেবতারা দানবদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পুনরায় অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন ; হে মহাবাহো ! আপনার প্রসাদে লোকে সাতিশয় স্তম্ভলাত করিল এবং আপনার প্রভাবেই ক্রুরবিক্রম দানবকূল নিমূল হইল । এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পীত সলিল সকল সমুদ্রে প্রত্যাৰ্পণপূর্বক পয়োনিধিকে পরিপূর্ণ করুন । ঋষি কহিলেন, হে ত্রিদশগণ ! আমি যে সাগরগলিল পান করিয়াছিলাম, সে সকল জীর্ণ হইয়াছে ; অতএব সমুদ্রের পূরণার্থ আপনারা প্রযত্নাতিশয়-সহকারে উপায়ান্তর চিন্তা করুন । দেবতারা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও বিমাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । সমাগত জনগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণপূর্বক মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে

প্রস্থান করিল। দেবতার। বিষ্ণুর সহিত
ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সমুদ্রের পরি-
পূরণার্থ পুনঃ পুনঃ মন্ত্ৰণা করিয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে ভগবান্ কমলযোনিকে নিবেদন
করিলেন ।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ ! তখন
সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেব-
গণকে কহিলেন, হে সুরগণ ! তোমরা স্ব
স্ব অভিলম্বিত স্থানে গমন কর; বহু কালের
পর মহারাজ ভগীরথ স্নায় জ্ঞাতিগণের
নিমিত্ত এই পয়োনিধিকে পুনর্ব্বার প্রকৃ-
তিস্থ করিবেন । অনন্তর দেবগণ পিতা-
মহের বাক্যানুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া
সেই কালযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! কাহার।
মহারথ ভগীরথের জ্ঞাতি ? মহারাজ ভগী-
রথ যে ঐদৃশ দুৰূহ ব্যাপারে হস্তার্ণণ
করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি ? এবং
সরিংপতিই বা কিরূপে পরিপূর্ণ হইল ?
এই সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার
নিমিত্ত আমার একান্ত কোতূহল জন্মি-
য়াছে ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সকল
রাজগণের চরিত্র কীর্তন করুন ।

বিপ্রবর লোমশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-
কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া মহাত্মা
সগরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন,
হে রাজন্ ! ইক্ষ্বাকু-বংশে সগর নামে এক
অসামান্য রূপগুণবলসম্পন্ন ভূপতি জন্ম
গ্রহণ করেন । তিনি ক্রমে ক্রমে হৈহয় ও

তালজঙ্গ ভূপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক
রাজন্যগণকে আপনার বশংবদ করিয়া
সচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ।
বৈদভী ও শৈব্যা নামে তাঁহার দুই রূপ-
যৌবনবতী মহিষী ছিলেন । বহুকাল
অতীত হইল, তথাপি মহারাজ সগর স্নায়
সহধর্ম্মিণীগণের গর্ভে অনুরূপ অপত্য লাভ
করিতে পারিলেন না । তখন তিনি পুত্র-
কামনায় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে কৈলাস
পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ
করিলেন । তিনি এই রূপে কিয়ৎকাল
তপস্যা করিয়া পরিশেষে পিনাকপাণি
ভগবান্ শূলপাণির সাক্ষাৎকার লাভ করি-
লেন । মহারাজ সগর, ভগবান্ ভূতভাবন
ভবানীপতিকে অবলোকন করিবামাত্র স্নায়
পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার চরণে শ্রণি-
পাত করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন ।
ত্রিশূলধারী ত্রিপুরান্তক পরম পরিতুষ্ট
হইয়া সঙ্গীক সগর নরপতিকে তৎক্ষণাৎ
বর প্রদান করিলেন, হে রাজন্ ! তোমার
এক মহিষীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পরম দর্পিত
মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে ; কিন্তু
তাহারা সকলেই এককালে করাল কাল-
কবলে নিপতিত হইবে । আর অন্য মহ-
যীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন হইবে ;
সেই তোমার বংশ রক্ষা করিবে । ভগবান্
রুদ্রে সগরকে এই রূপ বর প্রদানানন্তর
সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ; মহারাজ
সগরও স্বাভিলম্বিত বর লাভে সাতিশয়
সন্তুষ্ট হইয়া পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে স্নায়
ভবনে গমন করিলেন ।

কিয়দ্দিন পরে সগর নৃপতির উভয় সহধর্মিণীই গর্ভিণী হইলেন। বৈদভী যথাকালে এক অলাবু প্রসব করিলেন। শৈব্যার গর্ভে এক সুররূপী স্কুমাব নব-কুমার জন্মিল। মহোপাতি সগর সেই কৈদভীপ্রসূত অলাবু পরিত্যাগ করিতে মানস করিতেছেন; এমত সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অতি গভীরনিশ্বন এই বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; “হে রাজন্! তুমি পূর্বাগর পর্যালোচনা না করিয়া সহসা পুত্র পরিত্যাগ করিও না; পরম যত্নসহকারে এই অলাবুমধ্য হইতে বীজ সকল নিষ্কাশিত করিয়া ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া স্নতপূর্ণ উপশ্বেদযুক্ত কুম্ভ সমুদায়ের মধ্যে রক্ষা কর; তাহা হইলেই তোমার ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ হইবে। দেবাদিদেব মহাদেব এই রূপ নিয়মেই তোমার পুত্রোৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন; তুমি কদাচ অন্যথা ভাবিও না।”

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজসন্তম! মহারাজ সগর এই রূপ দৈববাণী শ্রবণানন্তর সাতিশয় প্রদ্বাষিত হইয়া সেই অলাবু-মধ্যস্থ বীজ ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্নতকুম্ভমধ্যে সংস্থাপন-পূর্বক পুত্ররক্ষণার্থ এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে, মহাদেবের প্রসাদে সেই সমস্ত কুম্ভমধ্যে অমিততেজাঃ সগর-রাজের ষষ্টিসহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাহার

ক্রমে ক্রমে দারুণ ক্রুরকর্ম্ম ও গগনগামী হইয়া উঠিল; তাহার একত্র মিলিত হইয়া সকল লোককেই অপমান করিতে লাগিল; অধিক কি, দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি অমানুষ প্রাণিগণের সহিতও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সমুদায় লোক মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণের দৌরাভ্যে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দেবরন্দ-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সর্বলোকপিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমরা এই সমুদায় সমুপস্থিত লোক-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; সগরসন্তানগণ অতি অল্প দিনমধ্যেই স্বকীয় কন্দোষে বিনষ্ট হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। দেবগণ ও অন্যান্য জনগণ ব্রহ্মার এই রূপ বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

বহুদিন অতীত হইলে সগর-রাজু অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞের অশ্ব তদীয় সন্তানগণ-কর্তৃক পরি-রক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ভীমদর্শন জলশূন্য জলনিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সগর-সন্তানগণ সমুদ্রমধ্যে সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে রক্ষা করিলেও সেই অশ্ব দেখিতে দেখিতে অন্ত-হিত হইল। সগরতনয়েরা যজ্ঞের অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবে-

জন করিল। তখন ভূপতি স্বীয় সন্তান-
গণকে কহিলেন, তোমরা সকলে সর্বত্র
অশ্বাশ্বেষণে গমন কর। সগরতনয়েরা
স্বীয় পিতার আদেশানুসারে সমস্ত মেদিনী-
মণ্ডলে অশ্ব অশ্বেষণ করিল; কিন্তু অশ্ব
কিন্মা অশ্বাপহর্তার কিছুমাত্র অনুসন্ধান
করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা
সকলে একত্র হইয়া পিতার সমীপে আগ-
মনপূর্বক কৃতাজ্ঞাপুটে নিবেদন করিল,
হে তাত ! আমরা আপনার আদেশানুসারে
সমুদ্র, দ্বীপ, বন, নদ, নদী, পর্বত ও
কন্দরসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরি-
ভ্রমণপূর্বক অশ্বাশ্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু
কোথাও তুরগ বা তুরগাপহর্তার অনুসন্ধান
করিতে পারি নাই। দৈব নির্বন্ধের কি
অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব ! সগর মহীপতি স্বীয়
পুত্রগণের বাক্য শ্রবণে এককালে ক্রোধে
অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
চিরকালের মত বিদায় হইয়া পুনরায় অশ্বা-
শ্বেষণ কর, অশ্ব না লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন
করিবে না। সগরতনয়েরা পিতার অনুমতি-
ক্রমে পুনরায় অশ্বাশ্বেষণ করিবার নিমিত্ত
সমস্ত মেদিনীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লগিল।

অনন্তর তাহারা একদা শুষ্ক সমুদ্রমধ্যে
এক গর্ভ নিরীক্ষণ করিয়া কুন্দাল প্রভৃতি
অস্ত্রদ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল।
রত্নাকর সগর-সন্তানগণের খননে চতুর্দিকে
বিদারিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত
হইল। অশ্বর, উরগ, রাক্ষস এবং অনেক
প্রাণিগণ সগর-সন্তানদিগের অস্ত্রাঘাতে
একান্ত জর্জরিত হইয়া আর্তনাদ করিয়া

প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। শতসহস্র
জন্তুগণের মধ্যে কাহার বা ছিন্ন মস্তক,
কাহার বা বিদীর্ণ কলেবর, কাহার বা ভিন্ন
ভ্রুক, কাহার বা ভগ্ন অস্থি অবলোকিত
হইতে লাগিল। এই রূপে বহুকাল অতীত
হইলেও তুরঙ্গমের কিছুমাত্রও অনুসন্ধান
হইল না।

তখন তাহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
সমুদ্রের পূর্বোত্তর দেশ পাতাল পর্য্যন্ত
খনন করিয়া দেখিল, ঐ স্থানে সেই অশ্ব
বিচরণ করিতেছে ও অসামান্য তেজঃসম্পন্ন
মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন।
যেমন পাবক স্বীয় শিখা-দ্বারা প্রজ্বলিত
হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাত্মা কপিল স্বীয়
তেজোরশি-দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।
কালপ্রেরিত সগরসন্তানগণ তুরঙ্গম-সন্দর্শনে
সাতিশয় পুলকিত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর
হইয়া ক্রোধভরে মহাত্মা কপিলকে অনাদর
করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিতে ধাবমান হইল।
তখন সাক্ষাৎ বায়ুদেব-স্বরূপ প্রভাশালী
মুনিসত্তম কপিল কোপকম্পিত-কলেবরে
নয়ন বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগর-
সন্তানগণকে তেজ দ্বারা ভস্মীভূত করিলেন।

মহাতপাঃ নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত
দেখিয়া সগরের নিকট গমনপূর্বক সমুদায়
বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহারাজ সগর
দেবর্ষি নারদমুখে সেই মর্মান্বহ বৃত্তান্ত
শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় হইয়া
মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিলেন এবং
পরিশেষে নিজতনয় অসমঞ্জস পুত্র অংশু-
মানকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন,

বৎস ! সেই ষষ্টি সহস্র তনয় আমার নিমিত্তই কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছে ; আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষা ও পৌরগণের হিতকামনায় তোমার পিতা অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছি ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন ! নৃপতিশ্রেষ্ঠ সগর কি নিমিত্ত নিতান্ত দুস্ত্যজ্য স্বীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করিলেন, আপনি তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জা নামে মহারাজ সগরের এক পুত্র জন্মিয়াছিল । অসমঞ্জা পুরবাসীদিগের রোরুদ্যমান দুর্ব্বল বালকগণের গলদেশ ধারণ করিয়া নদীনায়ে নিক্ষেপ করিত । তাহাতে পৌরগণ ভয়ে ভীত ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মহারাজ সগরের সমোপে গমনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিল ; হে মহারাজ ! আপনি আগাদিগকে সমুদায় ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন । এক্ষণে আমরা ভবদীয় পুত্র অসমঞ্জার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি ; আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন । নৃপতিসত্তম সগর পৌরবর্গের সেই দারুণ বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় চিন্তা করিয়া স্বীয় মন্ত্ৰিগণকে কহিলেন, হে সচিবগণ ! যদি তোমরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা কর ; তবে ত্বরায় অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্বাসিত কর । সচিবগণ মহারাজের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ অসমঞ্জাকে নগর হইতে বহির্গত করিল । হে ধর্ম্মরাজ ! পৌরগণহিতৈশী মহাত্মা সগর যে নিমিত্ত

আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম ; এক্ষণে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত অংশুমান্কে যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন ।

সগর মহীপতি কহিলেন, হে বৎস ! আমি তোমার পিতার পরিত্যাগ, অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রের নিধন ও যজ্ঞাশ্বের অলাভ-নিবন্ধন তাপে নিতান্ত পরিতপ্ত ও যজ্ঞবিন্ধ-নিমিত্ত মোহিতপ্রায় হইয়াছি ; অতএব তুমি অশ্বানয়নপূর্ব্বক আমাকে নরক হইতে বিমুক্ত কর ।

অংশুমান্ মহাত্মা সগরের বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া সগর-সন্তানগণ-কর্তৃক নিখাত প্রদেশে গমন করিয়া, পূর্ব্ব-প্রকাশিত পথদ্বারা সাগরতলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পুরাণ ঋষি-সত্তম মহাত্মা কপিলতথায় উপবিষ্ট আছেন, যজ্ঞাশ্ব তাঁহার নিকট রহিয়াছে । তখন তিনি ভক্তিভাবে মহর্ষির চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আগমনপ্রয়োজন নিবেদন করিলেন । মহর্ষি কপিল অংশুমানের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস ! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর । তখন অংশুমান্ প্রথমে সেই যজ্ঞীয় ভুরঙ্গম, তৎপরে পিতৃলোকদিগের উদ্ধার, এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন । মহাতেজাঃ মুনিপুঙ্গব কপিল কহিলেন, হে অনঘ ! তুমি যে দুইটা বর প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহা অবশ্যই প্রদান করিব । তুমি অসাধারণ ভাগ্যশালী মানব ; ক্ষমা, ধর্ম্ম ও

সত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে । সগর-
রাজ তোমা হইতেই কৃতার্থ ও তোমার
পিতা তোমাকে লাভ করিয়াই যথার্থ পুত্র-
বান্ হইয়াছেন ; তোমার প্রভাবেই সগর-
সম্ভূতি সকল স্বর্গ লাভ করিবে । তোমার
পৌত্র সগর-সন্তানগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত
দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া,
স্বর্গ হইতে সুরধুনীকে মর্ত্য লোকে আন-
য়ন করিবে । হে নরপুঙ্গব ! তোমার মঙ্গল
হউক, এক্ষণে এই যজ্ঞার্থে গ্রহণপূর্বক
সচ্ছন্দে সগরসমীপে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ
সমাপন কর ।

অংশুমান্ মহাত্মা কপিলের বাক্য
শ্রবণানন্তর অশ্ব গ্রহণপূর্বক যজ্ঞাঙ্গনে
আগমন করিয়া সগরের চরণ বন্দন করি-
লেন । মহাত্মা সগর তাঁহার মস্তকাত্মাণ
করিলে, তিনি তখন সগরসমীপে তদীয়
সন্তানগণের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত
যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহারাজ !
যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞার্থে আনীত হইয়াছে ।

মহারাজ সগর তৎসমুদায় শ্রবণপূর্বক
পুত্রশোক বিম্বৃত হইয়া অংশুমান্কে পরম
সমাদর করিয়া নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করি-
লেন । অনন্তর তিনি সমুদায় দেবগণ-কর্তৃক
সম্মানিত হইয়া সমুদ্রে স্বীয় পুত্রকে
কল্পনা করিলেন । এই রূপে বহু কাল
রাজ্য পালন করিয়া পরিশেষে স্বীয় পৌত্র
অংশুমানের হস্তে সমুদায় রাজ্যভার হস্ত
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । ধর্ম্মাত্মা অংশু-
মান্ স্বীয় পিতামহের পদবী অনুসরণ
করিয়া সমাগরা ধরা শাসন করিতে লাগি-

লেন । এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে,
দিলীপ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল ।
পরে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ
করিয়া পরলোকযাত্রা করিলেন ।

দিলীপ ভূপতি পূর্ব পুরুষদিগের সেই
সুদারুণ নিধনবার্তা শ্রবণে সাতিশয় সম্ভূত
হইয়া, তাঁহাদের সদগতি লাভের নিমিত্ত
ভূতলে ভাগীরথীকে আনয়ন করিতে বহু-
বিধ প্রযত্ন সহকারে সাধ্যানুসারে চেষ্টা
করিলেন ; কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য
হইতে পারিলেন না । কালক্রমে ভাগীরথ
নামে দিলীপের এক পুত্র জন্মিলেন । ঐ
পুত্র সাতিশয় শ্রীমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাক্
ও অসূয়াশূন্য ছিলেন । দিলীপ তাঁহাকে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রস্থান
করিলেন এবং তথায় কালক্রমে তপঃসিদ্ধি
লাভ করিয়া পরিশেষে সুরপুরে গমন
করিলেন ।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! চক্রবর্তী
মহারথ ভাগীরথ সমুদায় লোকের মনঃ ও
নয়নের আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন । তিনি
কিম্বদন্তী-দ্বারা শ্রবণ করিলেন যে, পূর্ব
পিতামহগণ দারুণ কপিল-কোপানলে দগ্ধ
হইয়া স্বর্গে গমন করিতে সগর্হ হন নাই ।
তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখান্বিত হইয়া
সচিবে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক তপস্যা-
দ্বারা পাপ বিনাশ ও গঙ্গার আরাধনা
করিবার নিমিত্ত হিমাচলে গমন করিলেন ।
তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শৈলরাজ

হিংসবান্ ধাতুরঞ্জিত বিবিধাকার বিচিত্র শৃঙ্গে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে ; জলধরপটল পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া উহার চতুর্দিকে জল সেক করিতেছে ; নদী, নিতম্ব ও নিকুঞ্জ সকল সতত শোভা সম্পাদন করিতেছে ; গুহাকন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্র সকল বিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে ; চতুর্দিকে হংস, দাত্যহ, জলকুকুট, ময়ূর, সারস, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর ও খঞ্জম প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ পক্ষিগণ সতত মধুর স্বরে কলরব করিতেছে ; মধুকরেরা গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে ; মনোরম জলাশয় সমুদায়ে কমল সকল প্রফুল্ল হইয়াছে ও উপকূলে সারসকুল মধুর ধ্বনি করিতেছে ; শিলাতলে কিম্বর ও অম্বরোগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; চতুর্দিকে দিগ্গজগণ ভীষণ বিমাণাগ্র-দ্বারা রক্ষ-সমূহ উন্মূলন করিতেছে ; বিদ্যাধরগণ সতত বিচরণ করিতেছে ; নানাবিধ রত্ন-রাজি চারি দিকে বিরাজিত হইতেছে এবং তীরবিষ দীপ্তজিহ্বা ভয়ানক ভুজঙ্গ সকল ইতস্ততঃ পরিসর্পণ করিতেছে । উহার কোন স্থান বা কনকনিকরের ন্যায়, কোন স্থান বা রজতরাশির ন্যায়, কোন স্থান বা অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতেছে ।

মহারাজ ভগীরথ ঐ মহাশৈলে বাস করিয়া কেবল ফল, মূল ও জল ভক্ষণ করিয়া দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্বী করিলেন । দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, মহানদী গঙ্গা স্বয়ং মূর্তিগতী ও ভগীরথের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া

কহিলেন, হে মহারাজ ! তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর ? বল, কি প্রদান করিতে হইবে ? রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে বরদে ! সগর-রাজের ষষ্টিসহস্র সন্তান অশ্বাস্থেষণে গমন করিয়া কপিল দেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন । তাঁহারা আমার পূর্ব পিতামহ, তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হওয়াতে স্বর্গ লাভ হয় নাই । যাবৎ তাঁহাদের সেই ভস্মীভূত কলেবর সকল আপনার মণিলে অভিষিক্ত না হইবে, তাবৎ তাঁহাদিগের সদগতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । হে মহাভাগে ! আমি সেই পূর্ব পিতামহ সগর-সন্ততিগণের সদগতি লাভ জন্ত অবনীতলে আপনার আগমন প্রার্থনা করিতেছি ।

সর্বলোক-নমস্কৃতা গঙ্গা ভগীরথের বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি নিঃসন্দেহই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব ; কিন্তু আমি যৎকালে স্বর্গ হইতে মেদিনীমণ্ডলে নিপতিত হইব ; তখন আমার বেগ নিতান্ত দুর্দ্ধার্য হইয়া উঠিবে । এই ত্রিলোকমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, আমার সেই বেগ ধারণ করে ; অতএব তুমি তপস্বী-দ্বারা সেই আদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট কর ; তিনি পতনসময়ে মন্তক-দ্বারা আমার বেগ ধারণ করিয়া হৃদীয় পিতৃগণের হিতার্থে অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন । মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার আদেশানুসারে কৈলাস পর্বতে

গমনপূর্বক কঠোর তপোমুষ্ঠান-দ্বারা কালক্রমে ভগবান্ ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পিতৃলোকদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত গঙ্গাধারণরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ভগীরথের বাক্য শ্রবণানন্তর দেবগণের প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে গগনপ্রচ্যুত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাকে ধারণ করিব। ভগবান্ ভূতপতি ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী পারিষদে পরিবৃত্ত হইয়া হিমাচলে গমন করিলেন। অনন্তর ভূতনাথ ভগীরথকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি সরিষরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতে বল ; আমি তাঁহাকে ধারণ করিব।

মহারাজ ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতিপূর্বক প্রযত চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন পবিত্রতোয়া পরম রমণীয়া ভাগীরথী, ভগীরথ ধ্যান করিতেছেন ও ঈশানও সমুপস্থিত আছেন অবলোকন করিয়া সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষগণ, গঙ্গা গগনপ্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কোতূহলাক্রান্ত চিত্তে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্তা মীনগ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তুসমূহে সঙ্কুলা গঙ্গা গগন হইতে

নিপতিত হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ হইতে নিপতিত গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাগয়ী মালার ন্যায় ললাটদেশে ধারণ করিলে, তিনি ত্রিধারা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় নিম্নল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, মরালকুল কেলি করিতেছে। ফেনপটল-সংবৃত্তাঙ্গী সুরনদী কোন স্থানে কুটিলগতি কোন স্থানে বা স্থলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে বা তোয়শব্দ-দ্বারা মধুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সুরতরঙ্গিণী এই রূপে স্বর্গ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন ; হে মহারাজ ! আমি তোমার নিমিত্তই ভূতলে আগমন করিয়াছি ; এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া গমন করিব, নির্দেশ কর। ভগীরথ গঙ্গার বচন শ্রবণানন্তর পবিত্র জলদ্বারা সগর-সন্তানগণের ভ্রম্মীভূত কলেবর সকল প্লাবন করিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্বলোকনগম্ভূত শঙ্কর গঙ্গা ধারণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। মহীপতি ভগীরথ ভাগীরথীর সহিত সমুদ্রে গমনপূর্বক উহা গঙ্গাজলে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া ঐ পবিত্র সলিলে পিতৃলোকের তর্পণ ও গঙ্গাকে হৃহিত্তে কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ! ত্রিপথগা গঙ্গা যেরূপে সমুদ্রে পূরণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা অগস্ত্য যে কারণে সমুদ্রে পান ও ব্রহ্মহা বাতাপির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন তৎসমুদায় কীর্তন করিলাম ।

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা কৌন্তেয় ক্রমে ক্রমে নন্দা ও অপর-নন্দা নাম্নী পাপভয়-বিনাশিনী উভয় তরঙ্গিণীতে গমন করিলেন । তথায় হেম-কূট নামক অনাময় পর্বতে গমনপূর্বক ভূরি ভূরি অচিন্ত্য অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন । কাদম্বিনী সমীরণবদ্ধ ও সহস্র সহস্র উপলব্ধ ও সকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে ; লোকে তদা-রোহণে অসমর্থতা বশতঃ বিসাদমাগরে মগ্ন হইয়া থাকে ; প্রতিনিয়ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পয়োবাহ বর্ষণ করিতেছে এবং স্বাধ্যায়-সংঘোষ শ্রয়মান হইতেছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই অবলোকিত হইতেছেন না । প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়াং-সময়ে ভগবান্ হব্যবাহন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন । তপঃপ্রত্যাভূত মক্ষিকা সকল সকলকে দংশন করে, তথায় গমন করিবা-মাত্র লোকের অন্তঃকরণে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগের স্ব স্ব আশ্রয় সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হয় । রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল রহস্যের মর্শ্মোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

লোমশ কহিলেন, হে অরতিসূদন ! পূর্বে আমরা যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি,

তাহা কহিতেছি, একাগ্রমনাঃ হইয়া শ্রবণ করুন । এই ঋষভকূট পর্বতে ঋষভ নামে এক দীর্ঘায়ুঃ কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন । কোন সময়ে কতকগুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি রোষ-পরবশ হইয়া পর্বতকে কহিলেন, “কোন ব্যক্তি এখানে আসিয়া কথোপকথন করিলেই, তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে” । বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তুমি শব্দকরিও না” । হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি এখানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে । মহর্ষি ঋষভ জাতক্রোধ হইয়া এই প্রকারে কোন কোন কৰ্ম্ম প্রতিষিদ্ধ ও কোন কোন কৰ্ম্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ।

একদা দেবগণ নন্দা নদীতে আগমন করিয়াছিলেন ; সেইসময়ে কতকগুলি লোক দেবদর্শন-লালসায় সহসা তথায় উপস্থিত হইল । পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন করিতে অনিচ্ছু হইয়া এই প্রদেশকে ছুরারোহ অচলদ্বারা অতি-দুর্গম করিলেন । তদবধি এই পর্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক ; কেহ ইহাকে দর্শন করিতেও পারে না । প্রকৃত তপ-শ্চর্যা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই ইহাকে অবলোকন বা অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় না । অতএব হে কৌন্তেয় ! আপনি এক্ষণে মৌনাবলম্বন করুন ।

দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, অত্ৰাপি তাহার চিহ্নস্বরূপ কুশা-

কার দূর্বা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ;
যাহাতে এই ভূখণ্ড সংস্কার হইয়াছে এবং
যুপাকৃতি শৃঙ্গ সকল তদীয় লক্ষণ প্রদর্শন
করিতেছে । অতাপি দেব ও ঋষিগণ
এই স্থানে বাস করিতেছেন । প্রভাতে ও
সায়ংকালে তাঁহাদিগেরই হুতাশন নয়ন-
গোচর হইয়া থাকে । এস্থানে স্নান করিলে
তৎক্ষণাৎ পাপবিমুক্ত হয় । হে কুরুচূড়া-
মণি ! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই নন্দা
নদীতে স্নান করুন ; পরে কৌশিকী নদীতে
গমন করিবেন । যে স্থানে মহামুনি বিশ্বা-
মিত্র অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্তা অনু-
ষ্ঠান করিয়াছিলেন । অনন্তর রাজা যুধি-
ষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই শীতল-
সলিলশালিনী তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বতী
নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে
গমন করিলেন ।

লোমশ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস !
এই পবিত্রসলিলা সুরকল্লোলিনী কৌশিকী,
ইহার অনতিদূরে ঐ পরিদৃশ্যমান বিশ্বা-
মিত্রের পরম রমণীয় আশ্রমপদ বিরাজমান
রহিয়াছে । এই স্থানেই মহাত্মা কাশ্যপের
পুণ্যাখ্য আশ্রম । সংযতেন্দ্রিয় মহামুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার পুত্র । ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ
এরূপ তপঃপ্রভাব সম্পন্ন যে, অনারুষ্টি-
সময়ে বলরত্নসূদন নগুচিসূদনও তাঁহার
ভয়ে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন । সেই
কাশ্যপসূত্র অমিততেজাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীগর্ভে
জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি লোমপাদ-
রাজ্যে গতি অদ্রুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন ।
ভ্রম্মিমিত্র সেই প্রদেশে শস্ত্রসমৃদ্ধি সমুৎ-

পাদিত হইলে, যেমন সবিতা ব্রহ্মাকে স্বীয়
তনয়া সাবিত্রী সম্প্রদান করিয়াছিলেন,
তদ্রূপ রাজা লোমপাদ ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে
শান্তা নামী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ !
কাশ্যপতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ কি প্রকারে হরিণী-
গর্ভে উৎপন্ন হইলেন ? বিরুদ্ধযোনি-
সংস্কৃত হইয়াও কি প্রকারে তপস্তায় অধি-
কারী হইয়াছিলেন ? দেবরাজ ইন্দ্র
কি জন্ম সেই বালকের ভয়ে অনারুষ্টি-
সময়ে বর্ষণ করিলেন ? রাজপুত্রী শান্তা
কিরূপ রূপবতী ছিলেন ? যিনি হরিণা-
কৃতি ঋষ্যশৃঙ্গের মনঃ হরণ করিলেন । আর
পরম ধার্মিক রাজর্ষি লোমপাদের রাজ্যে
কি নিমিত্তই বা পাকশাসন বারি বর্ষণ
করেন নাই ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ;
অতএব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিস্তারিত বৃত্তান্ত
বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাকুলিত
চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! অমোঘ-
রেতাঃ পবিত্রচেতাঃ প্রজাপতি-সমপ্রভ,
ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডকের সূত্র প্রতাপশালী ঋষ্য-
শৃঙ্গ মুনি যেরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন । দেবকল্প
স্ববিরামভিমত কাশ্যপতনয় বিভাণ্ডক ঋষি
বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্তা
করিতে লাগিলেন ; এই রূপে বহু কাল
অতীত হইলে, একদা উর্ব্বশীকে নয়নগোচর
করিয়া তাঁহার রেতঃ স্থলিত হইবামাত্র
সলিলে অবগাহন করিলেন । সেই সময়ে

এক যুগী তৃষিত হইয়া জল পান করিতে আসিয়াছিল, সে জলের সহিত ঐ রেতঃ পান করিয়া গর্ভিণী হইল। সেই যুগী পূর্বে এক দেবকন্যা ছিল; ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি যুগী হইয়া তপস্বী পুত্র প্রসবানন্তর বিমুক্ত হইবে। বিধিবাক্যের অমোঘত্ব ও ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবিত্ব-নিবন্ধন মহাত্মা ঋষিশৃঙ্গ সেই হরিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিরোদেশে একটি শৃঙ্গ ছিল; এই নিমিত্ত তিনি ঋষিশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মহাতপাঃ ঋষিশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানেই ব্যাপ্ত ছিল।

সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গ দেশের অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার ও পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার করাতে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এই নিমিত্ত সহস্রলোচন তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন বারিবর্ষণ-ক্ষম ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! পর্জন্যপটল কিরূপে বারিবর্ষণ করিবে; তাহার উপায় অন্বেষণ করুন।

পণ্ডিতগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া

স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে একজন মুনি রাজাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণেরা আপনার প্রতি রোষপরবশ হইয়াছেন; অতএব তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করুন। আর ঋষিশৃঙ্গ নামে সরলস্বভাব-সম্পন্ন নারী-পরিচয়বর্জিত আজন্ম-বনবাসী ঋষিকুমারকে আনয়ন করিবার উদ্যোগ করুন। সেই মহাতপাঃ আপনার দেশে প্রবেশ করিবারাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।

রাজা লোমপাদ এই কথা শ্রবণানন্তর নিষ্কৃতিলভের নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ-সঙ্গীপে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। অনন্তর তিনি মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষিশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। লোমপাদ মহীপতি শাস্ত্রজ্ঞ অর্থকুশল অমাত্যগণের সহিত উপায় অবধারণ করিয়া সূচতুরা কার্যকুশলা বারবিলাসিনীগণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা সগাগত হইলে, লোমপাদ কহিলেন, হে বারবনিতাগণ! কোন উপায়ে ঋষিশৃঙ্গ ঋষির বিশ্বাস বা লোভ উৎপাদন করিয়া এই দেশে তাঁহাকে আনয়ন কর।

বারবনিতাগণ রাজভয়ে ভীত, বিবর্ণ এবং শাপভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে অস্বীকার করিলে, তন্মধ্যে

এক জম প্রবীণ বারঘোষ ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ ! যত্নপি আপনি আমার অভিপ্রেত কতকগুলি উপভোগবস্তু প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে যত্ন করি ; বোধ করি, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে পারিব ।

মহারাজ লোগপাদ সেই বারান্ধনার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে বিবিধ রত্ন ও প্রচুর ধন প্রদান করিলেন । বারবিলাসিনী সেই সমস্ত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া কতকগুলি রূপযৌবন-সম্পন্ন কামিনী-সমভিব্যাহারে লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমভিমুখে গমন করিল ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

লোগশ কহিলেন, হে রাজন ! সেই বারান্ধনা ভূপতির আদেশক্রমে তাঁহার কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার উপর একটা মনোহর আশ্রম নির্মাণ করিয়া, স্বস্বাচ্ছন্দ্যে ফলনিবহশালী বহু কুসুম-বিভূষিত, নানা বিচিত্র কৃত্রিম তরু, লতা ও গুল্ম-দ্বারা সুশোভিত করিল এবং কাশ্যপাশ্রমের অনতিদূরে ঐ তরুণী নিবদ্ধ করিয়া, কোন্ সময়ে বিভাগুক ঋষি আশ্রমের বহির্গত হন, এই সুযোগ অনুচর পুরুষ-দ্বারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল । একদা সেই বারবনিতা বিভাগুক ঋষির অসন্নিধানরূপ সুযোগ সন্দর্শনে ইতি-কর্তব্যতা-সাধন নিশ্চয় করিয়া সুনিপুণা নিজ পুত্রীকে ঋষ্যশৃঙ্গ সমীপে প্রেরণ করিল ।

নিপুণতমা বেষ্যাকুমারী আশ্রমে প্রবেশ-পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুন ! তাপসগণের কুশল ? ফলমূল ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ? আপনি ত সুখে সময় অতিবাহন করিয়া থাকেন ? তাপসগণের তপোবৃদ্ধি হইতেছে ? আপনার পিতার ত তেজোহানি হয় নাই ? আপনি বেদ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন ? সম্প্রতি আমি আপনারই দর্শন-লালসায় এস্থানে আগমন করিয়াছি ।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহাশয় ! আপনি তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন ; বোধ হয়, আপনি আমার অভিবাদনীয় ; সন্দেহ নাই ; অতএব আপনাকে ধর্ম্মানুসারে পাণ্ড ও ফল মূল প্রদান করি । আপনি কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত স্তম্ভস্পর্শ কুশময় আসনে উপবেশন করুন । হে ব্রহ্মন ! আপনার আশ্রম কোথায় ? আপনি যে দেবতার ন্যায় এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন ? উহার নাম কি ?

বারবিলাসিনী কহিল, হে ব্রহ্মন ! এই ত্রিযোজন বিস্তীর্ণ শৈলের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম । অভিবাদন গ্রহণ বা পাদ্যোদক স্পর্শ আমার ধর্ম্ম নহে । আমাকে অভিবাদন করিবেন না ; আপনিই আমার অভিবাণ্ড, আমি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি ; তাহাই আমার ব্রত । ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, ভল্লাতক, আমলক, করুষক, ইন্দুদ, ধমন প্রভৃতি সুপক ফলনিচয় প্রদান করিতেছি ; যথাক্রটি উপযোগ করুন ।

অনন্তর বারাজনা ঋষিকুমার-প্রদত্ত ফল-নিচয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অনুল্য খাদ্য দ্রব্য সকল প্রদান করিল। মুনিকুমার সেই সমস্ত পূর্ণরস ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর বারাজনা পুনরায় স্রস্বাছু খাওয়া, স্রস্বাভি মালা, বিচিত্র উজ্জ্বল বাস ও স্রস্বা পানীয় প্রদান-পূর্বক আমোদ প্রমোদ ও হাস্য পরিহাস-সহকারে কন্দুক লইয়া ফলভরাবনত লতার আয় হাব ভাব প্রকাশ পূর্বক আশ্রমোপ-কণ্ঠে জীড়া করিতে লাগিল। কখন বা গাত্রে গাত্রে স্পর্শ, কখন বা গাঢ়তর আলিঙ্গন, কখন বা সর্জ, অশোক ও তিলক প্রভৃতি কুমুদিত তরু সকল অবনত বা ভগ্ন করিয়া মদাভিভূতার আয়, লজ্জমানার আয় হইয়া ঋষিকুমারের মনোহরণ করিল। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে বিকৃতচিত্ত অবলোকন, করিয়া বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কটাক্ষপাত-পূর্বক অগ্নিহোত্র-ব্যপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বেশাকুমারী প্রস্থান করিলে, ঋষিকুমার মদনমত্ত ও বিচেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তদগতচিত্তে তাহাকে চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে সিংহের আয় পিঙ্গলাক্ষ আনখাগ্র-রোমবেষ্টিতকায় স্বাধ্যায়বান্ বিভাণ্ডক ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ একান্তে আসীন হইয়া বিকলচিত্তের আয় মুহূর্হঃ উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত ও চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, অবলোকন করিয়া, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্র-সমিধ আহরণ কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত অক্ষুণ্ণব নিশ্বাস কর নাই? ও কি নিমিত্তই বা হোমধেনুকে পীতবৎসা করিয়াছ? তোমাকে পূর্বের আয় বোধ হইতেছে না? তোমাকে দীন-ভাবাপন্ন, চিন্তাপরায়ণ ও বিচেতনপ্রায় দেখিতেছি; অতএব বল দেখি, অগ্নি এই আশ্রমে কোন্ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন?

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! অগ্নি এই আশ্রমে নাতিখর্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার বর্ণ স্রবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের আয় আয়ত স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের আয়, তাঁহার মস্তকে হিরণ্য-রজ্জ্ব-গ্রথিত স্রদীর্ঘ নীল নিশ্বাস জটানার, কণ্ঠে আকাশ-বিকাশিনী সৌদামিনীর আয় আলবাল বিলম্বিত রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে লোমসম্পর্ক-শূন্য অতি মনোহর বর্তুলাকৃতি দুটি মাংসপিণ্ড রহিয়াছে, কটি দেশের ক্ষীণতা যারপর নাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার পরিহিত চীরমধ্য হইতে আমার এই মেখলার ন্যায় হিরণ্যময়ী মেখলা প্রকাশিত হইতেছে। চরণদ্বয়ে স্রমধুর শব্দায়মান এক আশ্চর্য্য বস্ত্র দীপ্ত পাইতেছে; পাণিদ্বয়ে মদীয় অক্ষমালসদৃশ কুজিত কলাপকদম্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে।

তিনি যখন কর বা চরণ সঞ্চালন করেন, তখন তাঁহার করনিবন্ধ কলাগন্ধ ও চরণাবরূঢ় সেই অদ্ভুত বস্তু সরোবর-বিহারী মত্ত মরালকুলের ন্যায় কলরব করিতে থাকে । তাঁহার চীর সকল আগার এই চীর থণ্ড অপেক্ষা শত গুণে মনোহর ও অদ্ভুতদর্শন । যে সময় তাঁহার মোহন মুখ-মণ্ডল হইতে অমৃতায়মান বাণী নিঃসারিত হয়, তখন অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও পুলকিত হইতে থাকে । ফলতঃ তাঁহার সেই পুংস্কাকিলবিড়ম্বিনী বাণী শ্রবণগোচর করিয়াই আমার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছে । যেমন বসন্তকালে কানন সকল মলয়ানিল-পরিচালিত হইয়া স্তম্ভো-ভিত ও আমোদিত হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মচারী সামান্য সমীরণ সেবন করিয়াও অসামান্য সৌরভ ও শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন । তাঁহার সুসংযত জটাসমূহ ললাট দেশে বক্র ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে ; কর্ণদ্বয় চিত্রিত চক্রবাক-সমূহে আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । যখন তিনি দক্ষিণ করে কতকগুলি বিচিত্র বৃত্তাকার ফল গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে বারং-বার নিক্ষিপ্ত ও উৎপাতিত করিয়া বাতেরিত তরুবরের ন্যায় ঘূর্ণমান হইয়া তাহাতে অভিঘাত করিতে লাগিলেন, তদবধি সেই দেবকুমার-সদৃশ ব্রহ্মচারীকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছি । তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জটাত্মার গ্রহণপূর্বক আমার মস্তক অব-নামিত ও তক্ষীর মুখকণ্ডল আমার মুণোপরি

বিন্যস্ত করিয়া যে শব্দ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার কলেবর পুলকিত হইয়া রহিয়াছে ।

আমি তাঁহার নিমিত্ত এই সকল ফল ও পান্য আহরণ করিয়াছিলাম ; তিনি তাহাতে অভিনন্দন করিলেন না, বরং আমাকে কতক-গুলি ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, আমা-দিগের ব্রত এই প্রকার । আমি তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল ভোজন করিলাম, উহা কোন ক্রমেই আশ্বাদনে, ত্বকে ও সারাংশে এই সকল ফলের তুল্য নহে । সেই উদারমূর্তি ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার নিমিত্ত যে সলিল প্রদান করিয়া-ছিলেন, উহা পান করিয়া সমধিক ক্ষু-চিহ্ন হইলাম এবং তৎকালে পৃথিবীকে কম্পমানা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ! তিনি এই স্থানে পটুসূত্রে গ্রথিত এই সমস্ত বিচিত্র স্মরণি মাল্য বিকীর্ণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন । তিনি গমন করাতো, আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি ও আমার কলেবর একান্ত পরিতাপিত হই-তেছে । আমি তাঁহার সমীপে শীঘ্র গমন করিতে বাসনা করি, অথবা আমার অভি-লাষ যে, তিনি এই স্থানে চির দিন বাস করেন । হে তাত ! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার ? তিনি যেৰূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমি তাঁহার সহিত সেই রূপ তপোযজ্ঞান করিতে একান্ত অঙ্কুরাশ করি । সেইরূপ তপস্যা করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী । তাঁহার অদর্শনে আমার চিত্ত সান্তিশয় কাতর হইতেছে ।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

বিভাগুক कहিলেন, বৎস! অমিত-
শরাক্রমশালী রাক্ষসগণ অদ্ভুত রূপ ধারণ
করিয়া তপোবিন্ধু বাসনায় সর্বদা ইতস্ততঃ
বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা অগ্রে
অনুপম রূপমাধুরী প্রদর্শনপূর্বক বিবিধ
উপায়ে বনবাসী মুনিগণকে প্রলোভিত
করে। পশ্চাৎ ভীষণমুষ্টি ধারণ করিয়া
তঁাহাদিগকে সনাতন স্থখ ও পুণ্যলোক
হইতে ভ্রষ্ট করে। নিত্য-সুখাভিলাষী
জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ কোন প্রকারে তাহা-
দিগের সেবা করেন না। তাপসগণকে
বিপন্ন করাই, সেই সকল পাপাচারপরায়ণ
নিশাচরগণের ক্রীড়া; অতএব তপোধনগণ
তাহাদিগের প্রতি ভ্রক্ষেপও করেন না।
সেই অসাধু-জনোচিত অপেয় পাপময়
মগ্ন এবং বিচিত্র উজ্জ্বল সুরভি মাল্য মুনি-
জনের ভোগোচিত নহে। তাহারা রাক্ষস;
ভ্রঙ্কচরী নহে। বিভাগুক মুনি এইরূপে
নিজ পুত্রকে নিবারণ করিয়া বেশবনিতা-
গণের অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন;
দিনত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহা-
দিগকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি
আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে সময়ে বিভাগুক ঋষি বৈদিক বিধি
অনুসারে ফল আহরণ করিতে গমন করি-
লেন; সেই সময়ে সেই বেশযোষা ঋষ্যশৃঙ্গ
ঋষিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আশ্রমে
আগমন করিল। ঋষিকুমার বেশবিলা-
সিনীকে দর্শন করিবামাত্র প্রফুল্ল চিত্তে

সমস্ত্রমে গাত্রোত্থান করিয়া कहিলেন, হে
ভ্রঙ্কন! চলুন, আমার পিতা প্রত্যাৱৃত্ত না
হইতে হইতেই আমরা আপনার আশ্রমে
গমন করি।

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ এই রূপ
কৌশলে কাশ্যপ ঋষির একমাত্র কুমার
ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় প্রবেশিত করিয়া
বিবিধ উপায়ে তাঁহার প্রমোদ বর্দ্ধন করিয়া
অঙ্গাধিপতি লোমপাদ-সমীপে উপস্থিত
হইল। বেষ্টাগণ তাঁহাকে আশ্রম দর্শন
করাইবার নিমিত্ত তরণী সংস্থাপন-পূর্বক
সেই সকল কৃত্রিম তরুলতাদি-দ্বারানাব্যাঞ্জম
নামে একটি বিচিত্র কানন প্রস্তুত করিল।

রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে পুর-
মধ্যে প্রবেশিত করিবামাত্র জলদগণ সহস্র
এরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল যে,
সমুদয় সংসার এক বারে জলে পরিপূর্ণ
হইয়া উঠিল। এই রূপে অঙ্গরাজের
মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ
ঋষিকে স্বীয় তনয়া শান্তা সম্প্রদান করি-
লেন। বিভাগুক মুনির কোপোপশমনের
নিমিত্ত তাঁহার আগমনপথের মধ্যে গোপ
কৃষক, প্রভূত পশু ও পশুপালক বীর-
গণকে স্থাপন করিয়া कहিলেন, ‘যখন
মহর্ষি বিভাগুক পুত্রাশ্বেষী হইয়া তোমা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা
তাঁহাকে কৃতাজলিপুটে कहিবে যে, এই
সমস্ত পশু ও কুমক আপনার পুত্রের
অধিকৃত; আমরা আপনার আজ্ঞাকারী
দাস; অতএব কিরূপ প্রিয় কৰ্ম্ম সম্পন্ন
করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন’।

এদিকে প্রচণ্ডকোপ বিভাণ্ডক মুনি ফল মূল আহরণ-পূৰ্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । তথায় পুত্রকে দর্শন না করিয়া অশ্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত কোপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন । তখন তিনি পুত্রকে অপহরণ করা নৃপতির কার্য্য বিবেচনা করিয়া, রাজ্যের মহিত অঙ্গরাজকে ভয়সাৎ করিবার নিমিত্ত চম্পা-নগরাভিমুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে শ্রাস্তি ও ক্ষুধার উদ্বোধ হওয়াতে, তিনি সেই লোমপাদ-প্রেরিত সমৃদ্ধ ঘোষগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি তাহাদিগের কর্তৃক সমুচিত রূপে সংকৃত হইয়া নৃপতির ন্যায় সুখসচ্ছন্দে যামিনী বাপন করিলেন । অনন্তর মহর্ষি তাহাদিগের নিকট সাতিশয় সংকার প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গোপগণ ! তোমরা কাহার অধিকৃত ? তাহারা কহিল, মহাশয় ! আপনার তনয় এই সমস্ত ধনের অধিকারী ।

ঘোষগণের নিকট অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পৃজ্যপাদ মহর্ষি বিভাণ্ডকের প্রজ্বলিত কোপানল একবারে প্রশান্ত হইয়া গেল । তখন তিনি চম্পা নগরীতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গরাজ-সমীপে সমুচিত সংকার প্রাপ্ত হইলেন । তখন পুত্রকে অমরনাথের ন্যায় বিরাজমান, গ্রাম-ঘোষদির অধীশ্বর ও পুত্রবধূ শান্তাকে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমানা অবলোকন করিয়া তাঁহার রোমানল একেবারে নির্বাণ হইয়া গেল । তিনি নৃপতির প্রতি প্রসন্ন

হইয়া ও পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পুত্র ! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে, ভূপতির প্রিয় কার্য্য সকল সৰ্ব্ব-প্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে ।

মহাতপাঃ স্বাধ্যশৃঙ্গ পিতার অনুমতি প্রতিপালন-পূৰ্বক যথাসময়ে আশ্রমে গমন করিলেন ; শান্তাও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন । রোহিণী যেমন শশধরের অনুকূলা, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের প্রণয়িনী, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের প্রিয়কারিণী, দময়ন্তী যেমন নলের প্রিয়তমা, শচী যেমন ইন্দ্রের বশবর্ত্তিনী, নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মৃদগলের সহচারিণী, নৃপতনয়া শান্তা সেই রূপ বনবাসী স্বাধ্যশৃঙ্গের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী হইয়া পরিচর্য্য করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! তাঁহার এই পবিত্র আশ্রম মহাহৃদের স্রবসা সম্পাদন করিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে । এই তীর্থে স্নান করিয়া কৃতকৃত্য ও বিমুক্ত হইয়া অন্যান্য তীর্থে গমন করিবেন ।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কোশিকী তীর্থে উপনীত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তৎপরে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শত নদী-মধ্যে স্নান করিলেন । অনন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ দেশে উত্তীর্ণ হইলেন । তখন লোমশ কহিলেন,

মহারাজ ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করে ; এই স্থানে শ্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে ; এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । নিরবচ্ছিন্ন দ্বিজাতিগণ-সেবিত মহর্ষি-সার্থ-সঙ্কুল যজ্ঞীয়োপকরণ-সংযুক্ত ও গিরি-শোভিত এই বৈতরণীর উত্তর তীর । ইহা স্বর্গপ্রাপ্তির স্নগম পথ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে । পূর্ব্বে এই স্থানে অগ্ন্যাগ্ন মহর্ষি-গণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণ-পূর্ব্বক ইহা আমারই অংশ বলিয়া নির্দেশ করিলে, দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! পরস্ব গ্রহণ করা আপনার নিতান্ত অগ্নায় হইতেছে ; আপনি ধর্ম্ম-সাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না । এই বলিয়া তাঁহার উত্তম রূপে রুদ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ইষ্টিকর্ণধারা ভূষ্টি সাধনপূর্ব্বক তাঁহার সন্মান বর্দ্ধন করিলে, তিনি পশু পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবখানে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । হে বুদ্ধিষ্ঠির ! এবিষয়ে এক কিংবদন্তী আছে যে “দেবগণ রুদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বভাগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ এক ভাগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন” এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে, স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন । তখন বুদ্ধিষ্ঠির লোমশকে কহি-

লেন, হে তপোধন ! আমি তপঃপ্রভাবে বৈতরণী তীর্থে স্নান করিয়া অলৌকিক আকৃতি লাভ করিয়াছি ; আপনার প্রসাদে সকল লোকই প্রত্যক্ষ করিতেছি ; মহাত্মা বৈখানসগণের জপশব্দও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে । লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি তুষ্টীস্তাব অবলম্বনপূর্ব্বক যে জপশব্দ শ্রবণ করিতেছেন, উহা এস্থান হইতে ত্রিশত সহস্র যোজনান্তরে সমুদ্ভূত হইতেছে । ঐ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দিব্য কানন লক্ষিত হইতেছে ; এই স্থানে তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ঐ যজ্ঞে দক্ষিণা দানার্থ মহর্ষি কশ্যপকে পর্ব্বত-বনশালিনী ভূমি প্রদান করেন । তখন ভূমি অবসন্নপ্রায় হইয়া রোষভরে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাকে মনুষ্যহস্তে প্রদান করিবেন না ; আপনার এই দক্ষিণাদান নিষ্ফল হইবে ; আমি এক্ষণে রসাতলে চলিলাম । অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ ভূমিকে বিষম্ভা অবলোকন করিয়া প্রসন্ন করিলেন । পৃথিবী তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন ও পুনরায় সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বেদীরূপে বিরাজমন হইলেন । হে মহারাজ ! ঐ সেই বেদী লক্ষিত হইতেছে ; ইহাতে আরোহণ করিলে, আপনি বীর্য্যবান্ হইবেন । বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে ; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া একাকীই সাগরপারে গমন করিতে পারিবেন । আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি অবিলম্বে ইহাতে আরোহণ করুন । বেদী মানুষস্পর্শ-মাত্রেই সাগরপ্রবেশ করিবে ; ইহাতে শঙ্কা করি-

ষেন না । হে দেবেশ ! তুমি বিশ্বের পাতা, বিশ্বের ঈশ্বর ; তোমাকে নমস্কার ; তুমি লবন সাগরের সম্মিহিত হও ; তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সলিলের আধার ; তুমি দেবীস্বরূপ ও অমৃতের আকর ; এই রূপে স্তব করিয়া আপনি সহরে বেদীতে আরোহণ করুন । পরে অগ্নি তোমার উৎপত্তি স্থান ; ইড়া তোমার দেহ, তুমি বিষ্ণুর রেতোধারী ও অমৃতের আকর ; এই রূপ জপ করিয়া সাগরে অবগাহন করিতে হইবে । হে মহারাজ ! এই রূপ না করিলে দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্র দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না । তখন রাজা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগর-সম্মিধানে উপনীত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্বক মহেন্দ্র পর্বতে নিশা যাপন করিলেন ।

পঞ্চদশাধিকণতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র পর্বতে এক রজনীমাত্র বাস করিয়া তাপসদিগের সৎকার করিলে, মহর্ষি লোমশ ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপ-সম্মিধানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদান করিলেন । রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া অকৃতব্রণ-নাগা মহাবীর রামাশুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! ভগবান্ পরশুরাম কোন্ দিবসে তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিবেন ? আমি সে সুযোগেই তাঁহাকে গন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ।

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে, এস্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা ভগবান্ প্রভাববলে অবগত হইয়াছেন । আপনার প্রতি তাঁহার যে প্রকার প্রীতি আছে, ইহাতে বোধ হয়, তিনি অনতিকালমধ্যেই আপনাকে দর্শন দিবেন । তাপসেরা চতুর্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ; আগামী কল্য চতুর্দশী হইবে । যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি ভগবান্ পরশুরামের একান্ত অনুগত ; সুতরাং অতীত ব্রতান্ত প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়েরা কি রূপে ও কি কারণে ভগবান্ রাম-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল ?

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ ! আমি ভৃগু-বংশাবতংস পরশুরাম ও হৈহয়াধিপতি কার্তবীৰ্য্যের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র কীর্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন । মহাবীর্য্য কার্তবীৰ্য্যের সহস্র বাহু ছিল । তিনি দত্তাত্রেয় দত্তবরপ্রভাবে কাঞ্চনময় বিমান ও সমাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করেন । তাঁহার রথের গতি সর্বত্র অপ্রতিহত ছিল ।

অনন্তর কার্তবীৰ্য্য সেই রথে আরোহণ করিয়া বরপ্রভাবে চতুর্দিকে দেব, যক্ষ ও ঋষি প্রভৃতি প্রাণিগণকে পীড়ন করিতে লাগিল । তখন মহর্ষি ও দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া অস্ত্রনির্সূদন দেবদেব বিষ্ণুকে কহিলেন, ভগবন্ ! সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত আপনি মহাবীর্য্য কার্তবীৰ্য্যকে সংহার করুন ; সে দিব্য বিমানে আরোহণপূর্বক শচীসহায় বাসবকেও পরাভব করিয়াছে ।

তখন ত্রিলোক-পূজিত বিষ্ণু ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্ৰের সহিত কার্ত্তবীৰ্য্য-বিনাশার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তদ্বিষয়ে যে সমস্ত হিতজনক কার্য্য নিবেদন করিলেন; ভগবান্ বিষ্ণু তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় রমণীয় বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

কান্যকুব্জ দেশে মহাবল পরাক্রান্ত গাধি নাগা স্প্রসিক্ত এক মহীপাল ছিলেন; তিনিও সেই সময়ে বনপ্রবেশ করিলেন। বনবাসকালে তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর ভার্গব গাধিরাজ সন্নিধানে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, হে তপোধন! আমার পূর্ব পুরুষ-পরম্পরায় এই রূপ একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদানকালে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্রাম-কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুদ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু আমি আপনার নিকট শুদ্ধ প্রার্থনা করিতে পারি না, অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্রামকর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুদ্ধ প্রদান করিব; আপনি আমাকে কন্যা দান করুন।

অনন্তর ঋচীক এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বরুণ! আমাকে শুদ্ধার্থ অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্রামকর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব প্রদান কর।

বরুণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! যে স্থান হইতে সেই সমস্ত অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, দেবগণ বরষাত্র হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। গাধি-রাজ সহস্র অশ্ব লাভ ও দেব-সমাগম সন্দর্শন-পূর্বক কান্যকুব্জে ভাগীরথী-তীরে স্বমুতা সত্য-বতীকে মহর্ষি ঋচীক হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর ঋচীক এই রূপে ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়া বহুবিধ উপচারে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহর্ষি ভৃগু তথায় সমুপস্থিত হইয়া সপত্নীক পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন। দম্পতি সুরগণ-বন্দিত সুখা-সীন মহাশুরু ভৃগুকে অর্চনা করিয়া কৃত-ঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। তখন ভৃগু, প্রহৃষ্ট মনে স্রুষাকে কহিলেন, হে বৎসে! তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব। সত্যবতী আপনার ও জননীর পুত্র লাভার্থ তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভৃগু প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি ও তোমার জননী পুংস-বনার্থ ঋতুস্মাতা হইলে, উভয়কেই ছুইটি পৃথক পৃথক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তুমি উড়ুশ্বর ও তোমার জননী অশ্বথ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। আর আমি এই চরুক্ষয় প্রদান করিতেছি; তোমা-

দিগের উভয়কেই ইহা ভোজন করিতে হইবে। আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া পরম বহুসহকারে এই চরু প্রস্তুত করিয়াছি। এই বলিয়া মহামুনি ভৃগু সেই স্থানেই অতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভোজনবিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ ভৃগু দিব্য জ্ঞানপ্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নানা সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি নৈরূপ আদেশ করিয়াছিলাম, তাহার বিপরীতাচরণ-দ্বারা তোমরা চরু ভোজন ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি ও তোমার জননী উভয়েই বিরুদ্ধ-গুণশালী পুত্র লাভ করিবে; তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় রাক্ষসাদ্বারা এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবে এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন মহাবীরা সংপথ-গামী এক পুত্র জন্মিবে। এই কথা শুনিয়া সত্যবতী বারংবার বিনয় বচনে শশুরকে কহিলেন, ভগবান্! আমার যেন কদাচ এরূপ পুত্র না হয়, প্রত্যুত এত-লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, তাহাতে ক্ষতি নাই। তখন ভৃগু মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অমুসন্ধান করিলেন। অনন্তর সত্যবতী যথাযোগ্য অবসরে তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর জন্মদগ্নিমানক এক পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মদগ্নি ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন-দ্বারা অনেকানেক

ঋষিকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন ধনুর্বেদ ও চতুর্বিধ অস্ত্র বিভাকর-সমপ্রভা-সম্পন্ন জন্মদগ্নিকে অধিকার করিল।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন্! মহা-তপাঃ জন্মদগ্নি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ-পূর্বক তপোবুষ্ঠান করিয়া নিয়মবলে বেদ-চতুষ্টয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন। পরে রাজা প্রমেনজিৎসঙ্গিগানে উপনীত হইয়া তৎকল্যাণে রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে শুভ লগ্নে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। তখন জন্মদগ্নি কৃতদার হইয়া আশ্রম প্রবেশ-পূর্বক পতিপরায়ণা পত্নীর সহিত তপোবুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কালসহকারে রেণুকাগর্ভে ক্রমে ক্রমে জন্মদগ্নির পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে পরশুরামই সর্বকনিষ্ঠ; কিন্তু তিনি সর্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণপ্রভাবে সকলের জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা কুমারগণ ফলাহরণার্থ প্রস্থান করিলে, রেণুকা স্নান করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছেন, এই অবসরে চিত্ররথ নামক এক মহীপাল তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রেণুকা প্রভূত সম্পত্তিশালী কমল-মালাধারী সেই ধরাপতিকে মহিষীর সহিত জন্মবিহার করিতে দেখিয়া অনঙ্গশরে ব্যথিত ও নিতান্ত অস্বস্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তদ্রূপ ব্যভিচারদোষে দূষিত

ও বিচেতন প্রায় হইয়া শঙ্কিত মনে আশ্রমে প্রবেশ করিবারাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্রাহ্মী লক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই অবগত হইলেন এবং ধিক্ ধিক্ বলিয়া বারংবার নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর জমদগ্নিনিন্দন রুমন্ধান, স্ত্রমেণ, বন্য ও বিশ্বাবন্য ইহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, মহামুনি জমদগ্নি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই মাহুতনাশ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা স্নেহপরবশ হইয়া পিতৃনিদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন । তখন জমদগ্নি ক্রোধভরে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ; তাঁহারা শাপ-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাবিহীন, পশুধর্ম্মী ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন । এই অবসরে পরশুরাম তথায় প্রত্যাগমন করিলেন ; মহাতপাঃ জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! তুমি অক্ষুণ্ণ চিত্তে স্বদীয় পাপাচারিণী জননীকে এই ক্ষণেই সংহার কর । পরশুরাম তৎক্ষণাৎ পরশু গ্রহণ-পূর্বক স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন । অনন্তর ক্রোধ শান্তি হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস ! আমার নির্দেশানুসারে তুমি অতি দুষ্কর কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলে, এক্ষণে অভিলাষানুসারে বর প্রার্থনা কর । রাম কহিলেন, হে তাত ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জননীর পুনর্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত

না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুনঃ প্রকৃতি লাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ও দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি, এই কয়েকটি বর প্রদান করুন । জমদগ্নি তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সকল বর প্রদান করিলেন ।

অনন্তর একদা জমদগ্নির পুত্রগণ পূর্ববৎ আশ্রম হইতে নিজ্জালন্ত হইলেন, এই অবসরে অনুপপতি মহাবীর কার্ত্তবীৰ্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন । ঋষিপত্নী তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিলেও সেই যুদ্ধমদমত্ত কার্ত্তবীৰ্য্য তৎকৃত সৎকারে অনাদর প্রদর্শনপূর্বক আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্বক আক্রমণ ও অপহরণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ পাদপ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর রাম প্রত্যাগমন করিলে, মহর্ষি এই বৃত্তান্ত সকল তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন ; রাম পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ ও ধেনুকে দরদরিত ধারে অনবরত রোদন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষয়োন্মুখ অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন । পরে রুচির শরাসন গ্রহণপূর্বক রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শাগিত ভল্লাস্ত্রদ্বারা কার্ত্তবীৰ্য্যের সহস্রমণ্ড্যক অর্গলভূল্য ভুজবন ছেদন করিলে, সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল ।

অনন্তর কার্ত্তবীৰ্য্যের আত্মজেরা জাতক্রোধ হইয়া রামের অন্তপন্থিতিকালে

আশ্রমাভিমুখে জমদগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল এবং মহাবীৰ্য্য মহর্ষিকে সমরকার্য্যে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তপস্বী জমদগ্নি অনাথের ন্যায় বারংবার আঁতস্বরে ‘হা রাম, হা রাম’ বলিয়া প্রহারযন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; তখন কাৰ্ত্তবীৰ্য্য-পুত্রেরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই অবসরে পরশুরাম সগিধ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজজনক জমদগ্নিকে মৃত ও তথাবিধ নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

রাম কহিলেন, হা তাত! কাৰ্ত্তবীৰ্য্য-পুত্রেরা মূৰ্খ ও ক্ষুদ্রাশয়; তাহারা মৎকৃত অপরাধে জাতক্রোধ হইয়া, অরণ্যমধ্যে নিশিত শরপ্রহারে মৃগের ন্যায় আপনার প্রাণসংহার করিয়াছে; আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মজ্ঞ ও সংপথাবলম্বী; আগনার পক্ষে এবম্বিধ মৃত্যু নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। আপনি তপোনিরত ও বুদ্ধ বলিয়া যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন, এই অবসরে শত্রুগণ শাণিত শরশত-দ্বারা আপনার প্রাণ নাশ করিয়া প্রচুর পাপ সঞ্চয় করিয়াছে; সন্দেহ নাই! সেই নির্লজ্জেরা সমর-পরাঙ্মুখ তপস্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া সচিব ও স্নহজ্ঞান-সমক্ষে কি বলিবে!

পরশুরাম এই রূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে পিতার

প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি প্রজ্জলিত অনলমধ্যে তদীয় মৃত দেহ দাহ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাক্রূত হইলেন এবং একাকী শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক করাল কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধ-ভরে রণস্থলে কাৰ্ত্তবীৰ্য্য-পুত্রদিগের প্রাণ সংহার করিলেন; তৎপরে তাহাদিগের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকুল তিলক রাম এই রূপে ক্রমশঃ পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিক্ষত্রিয়া করিয়া, সমস্ত-পঞ্চক তীর্থে রাধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত-পূর্ব্বক তথায় পিতৃ-লোকের তর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে তদীয় পূর্ব্ব পিতামহ ঋচীক তথায় আবি-ভূত হইয়া রামকে অভিনয়িত বর প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি যজ্ঞ-দ্বারা দেব-রাজ ইন্দ্রের ভূপ্তি সাধন-পূর্ব্বক ঋত্বিক-গণকে ভূমি দান করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে দশ ব্যাম আয়তা ও নয় ব্যাম উচ্ছ্রিতা এক স্তবর্ণময়ী বেদী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কশ্যপের আদেশ-শানুসারে ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তদবধি তাঁহারা খাণ্ডবায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন। এক্ষণে পরশুরাম মহর্ষি কশ্যপকে ভূমি দান করিয়া শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়-গণের সহিত রামের এই রূপে বৈরভাব জন্মে ও তিনি এই রূপেই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

অনন্তর পরশুরাম পূর্ব্বকৃত নিয়মানু-

সারে চতুর্দশীতে বিপ্রগণ ও সানুজ ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সংকার করিতে লাগিলেন । তৎপরে রাম-কর্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া তদীয় নিদেশানুসারে মহেন্দ্র পর্বতে এক রাত্রি বাস করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অতি সচ্চরিত্র রাজা যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ-গণোপশোভিত রমণীয় সাগর তীর্থ সমুদায় সন্দর্শন ও সেই সকল স্থানে অবগাহন করিয়া অনুজগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রগা পুণ্যতমা প্রশস্তা নামে নদীতে উপস্থিত হইলেন । তথায় স্নান করিয়া পিতৃ ও সুরগণের তর্পণ এবং দ্বিজগণকে ধন দানপূর্বক সাগর-গামিনী গোদাবরী তীর্থে গমন করিলেন । তৎপরে বিগত-পাপ হইয়া দ্রাবিড় দেশের অতি পবিত্র সাগরে গমনপূর্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য তীর্থ ও নারী তীর্থ সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তথায় মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্বক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জুনের অলোক-সামান্য কশ্ম সকল কর্ণগোচর করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন । তৎপরে দ্রৌপদী ও অনুজগণের সহিত সেই সমস্ত তীর্থে স্নান ও অর্জুনের বলবিক্রমের সর্বস্তর প্রশংসা করিয়া আনন্দিত হইলেন । অনন্তর সাগরের সেই সমস্ত তীর্থে গো-

সহস্রদান করিয়া প্রাক্কট মনে ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের গোদান কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তদ্রূপে অন্যান্য অতি পবিত্র বহুতর তীর্থ ক্রমশঃ পর্য্যটন-পূর্বক পূর্ণকাম হইয়া আত্মপাবন সূপারক তীর্থ সন্দর্শন করিলেন । অনন্তর সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া অতি প্রিথাত এক অরণ্যে উপনীত হইলেন । পূর্বের সুরগণ যে স্থানে ঘোরতর তপোবনুষ্ঠান এবং পুণ্যাত্মা নরেন্দ্রগণ যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামের তপস্বিজন-পরিবৃত্ত অনির্বচনীয় এক বেদী সন্দর্শন করিলেন ।

অনন্তর তিনি অষ্ট বসু, দেবতা, অশ্বিনীকুমার, বৈবস্বত, আদিত্য, ধনেশ্বর, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিবতা, ভব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ধাতা, পিতৃগণ, মগধ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও অন্যান্য অমরগণের আতি পবিত্র মনোহর আয়তন সকল সন্দর্শন করিলেন । তথায় উগবাস-পূর্বক মহার্হ রত্ন প্রদান ও তদ্রূপে তীর্থ সমুদায়ে স্নান করিয়া পুনরায় সূপারক তীর্থে উপস্থিত হইলেন । পরে দ্বিজগণ, সৌদরগণ ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে সেই সাগর-তীর্থ-পথ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি লোমশের সহিত অতি প্রথাত প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান ও দেব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিলেন । ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিবস জলবায়ু ভক্ষণপূর্বক তথায় অহোরাত্র স্নান এবং চতুর্দিকে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট

হইলেন । এই অবসরে বৃষ্টি-বংশাবতংস
রাম ও কৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে তপোমুষ্ঠান-
নিরত শ্রবণ করিয়া সৈন্তগণ-সমভিব্যাহারে
তথায় আগমন করিলেন । তাঁহারা পাণ্ডব-
গণকে ভূতলশায়ী ও মলবিলিপ্ত-কলেবর
এবং দ্রোণদীকে তাদৃশ বিসদৃশ অবস্থায়
নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে
উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির রান, কৃষ্ণ,
প্রত্যাঙ্গ, শাম্ব, সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্টি-
বংশীয়দিগকে ধর্ম্মানুসারে সৎকার করিলে,
অন্যান্য পাণ্ডবগণও তাঁহাদিগকে পূজা
করিলেন । পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের
কর্তৃক প্রাপ্তপূজিত হইলেন । যেমন দেবগণ
দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট
হইয়া থাকেন, সেই রূপ বৃষ্টি-বংশীয়েরা
যুধিষ্ঠিরকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া উপ-
বিষ্ট হইলেন । রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টান্তঃ-
করণে তাঁহাদিগের সমক্ষে বিপক্ষগণের
অত্যাচার, আপনাদিগের বনবাস ও অর্জু-
নের অঞ্জলাভার্থ ইন্দ্র-সান্নিধ্যানে গমনবার্তা
নিবেদন করিলেন । তাঁহারা পাণ্ডবগণের
করণ বাক্য শ্রবণ ও নিতান্ত ক্ষীণতানিরী-
ক্ষণ করিয়া অবিরল ধারে-অশ্রুজল বিস-
র্জন করিতে লাগিলেন ।

একোনিবিংশত্যাধিকশততম

অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন !
সর্বশাস্ত্র-বিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ

প্রভাসে সমবেত হইয়া কিরূপ কথোপ-
কথন ও কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন ? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !
যাদবগণ অতি পবিত্র প্রভাস তীর্থে পরস্পর
সমবেত হইয়া পাণ্ডবাদিগকে বেষ্টিত করিয়া
উপবেশন করিলেন, এই অবসরে বিশাল
হলধারী দুর্গালগবল বলদেব বনমালী কৃষ্ণকে
সম্ভোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ !
যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শিরে জটাভার
ধারণ ও চাঁর পরিধান করিয়া বনবাসে
অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন,
আর দুর্ন্যতি দুর্ব্যোধন এই বিশাল বিশ্ব-
রাজ্যের অধিপতি হইয়া পরম সুখে প্রজা
পালন করিতেছে ; বশুন্ধরা এখনও বিদীর্ণ
হইয়া তাহাকে বিবরসাৎ করিলেন না ; হা
ধর্ম্ম ! তোমাকে আর কেহই শ্রেয়স্কর
বলিয়া গণ্য করিবে না ও অধর্ম্মকে পরা-
ভবের হেতু বলিয়া স্বীকার করিবে না ;
অতঃপর নির্দোষ ব্যক্তির ধর্ম্ম অপেক্ষা
অধর্ম্মকেই গুরুতর ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান
করিবে । দুর্ব্যোধনের শ্রীহৃদ্ধি এবং
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশ ও বনবাস-
জন্ম যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণকে কিংকর্ত-
ব্যতা-বিষয়ে পরস্পর মন্ত্ৰণা করিতে নিরী-
ক্ষণ করিয়া দুর্ব্যোধনবংশবদ জনগণের শঙ্কা
জন্মিল । এই বদান্যবর ধর্ম্মপরায়ণ সত্য-
মতি রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত ও সুখভ্রষ্ট
হইলেন, কিন্তু অধার্ম্মিক দুর্ভাগ্য দুর্ব্যোধন
কি নিমিত্ত অভ্যুদয় লাভ করিতেছে
তাহা বলিতে পারি না । ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ
ও বৃদ্ধ রাজা ধৃतरাষ্ট্র ইহারা নিরপরাধ

পার্থদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া ক্রুরূপে স্তম্ভ ভোগ করিতেছে ! হে কেশব ! সেই সমস্ত অধর্ম্মরূচি ভরতকুলপ্রধান লোক-দিগকে ধিক্ ! সেই বৃদ্ধ রাজা নিষ্পাপ পুত্রদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরকালে পিতৃলোকের নিকট, আমি পুত্রগণের সহিত সম্যক্ রূপে ব্যবহার করিয়াছি, ইহা ক্রুরূপে যুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন এবং কি প্রকার কুকার্য্য করিয়া ইহা কালে অন্ধ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতেছেন না। ধৃতরাষ্ট্র মহানুভব ভীষ্মাদির অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের অসম্মতিতে ও অক্ষুণ্ণ চিত্তে পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করিয়াছেন। বোধ হয়, বিচিত্রবীৰ্য্য-তনয় শ্মশান-ভূমিতে স্রজাত, স্ববর্ণসদৃশ, দুর্নিমিত্ত-সূচক কোন পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন ; এই নিমিত্তই তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন ; উহা তাঁহার আসন্ন বিপৎপাতের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।

যে মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া রণক্ষেত্রে বিপক্ষগণের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া থাকেন, যঁাহার গস্তীর গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র শত্রুসৈন্যেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া বিন্মুদ্রে পরিত্যাগ করে, সেই বৃকোদর এক্ষণে ক্ষুৎপিপাসা-ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া ঘোর অরণ্য-বাসের ক্লেশ-পরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ই সমুদয় সংহার করিবেন। যঁাহার তুল্য এই পৃথিবীতে আর বীর নাই, সেই বৃকোদর শীত-বাতা-

তপে একান্ত কষিতাপ হইয়া অচির কাল-মধ্যে সমস্ত শত্রু নাশ করিবেন। যিনি পূর্ব্বে এক রথে সানুচর সমস্ত প্রাচ্য মহী-পালগণকে পরাজয় করিয়া নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, অতঃপরে সেই মহাবীর বৃকোদর চীরবাস ধারণ করিয়া বনচারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সমুদ্রের উপকূলে সমাগত সমস্ত দাক্ষিণাত্য নৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই মহাদেব আজি তাপস-বেশধারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পাশ্চাত্য মহীপালগণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই নকুল জটা-চীরধারী ও মলিন-কলেবর হইয়া স্থলভ বন্য ফলমূলে জীবিক নির্বাহ করিতেছেন। যিনি দ্রুপদরাজের অতি সমৃদ্ধ যজ্ঞবেদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, চির-স্থখো-চিতা সেই দ্রৌপদীই বা আজি ক্রুরূপে বনবাসছুঃখ সহ্য করিতেছেন ! ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের আত্মজেরা চির কাল স্তম্ভ ভোগ করিয়া এক্ষণে বনে বনে ক্রুরূপে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন ! সানুচর সপত্নীক রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরাজিত হইয়াছেন ও দুর্ম্মতি দুর্ঘ্যোধন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ! হায় ! শৈশলা ধরা এখনও কেন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল না।

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

সাত্যকি কহিলেন, হে রাম ! এক্ষণে পরিতাপের সময় নয় ; রাজা যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে কিছুমাত্র বাঙ্গিষ্ণুতা না করিলেও

আমরা অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব। মেদিনী-মণ্ডলে সহায়সম্পন্ন ব্যক্তিরাস্বয়ং কোন কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; যেমন শৈব্য প্রভৃতি বীর পুরুষেরা রাজা যযাতির সহায়তা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কার্যকাল উপস্থিত হইলে, লোকে তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। ষাঁহার অনুমতি করিলে, শত শত লোক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারাই সনাথ; তাঁহাদিগকে অনাথের ন্যায় আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তবে আমি, বল-দেব, কৃষ্ণ এবং প্রহ্লাদ এই সকল ত্রৈলোক্য-নাথ ষাঁহাদিগের সহায়, সেই পাণ্ডবেরা অনাথের ন্যায় কি নিমিত্ত অরণ্যে বাস করিতেছেন।

অগ্র যাদবসেনা নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক; সবান্ধব ধার্তরাষ্ট্রেরা যাদব-বলাভিভূত হইয়া অবশ্যই শমন-সদনে গমন করিবে। বাহু-দেব-সদৃশ পার্থ আমার সখা ও গুরুর স্বরূপ; তাঁহাকে এক্ষণে আহ্বান করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি তপোানুষ্ঠান করুন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন রত্না-স্ত্রকে সংহার করিয়াছিলেন; তুমিও সেই রূপ শত্রুরাজ্য আক্রমণ-পূর্ব্বক সানুচর ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ কর। লোকে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত স্ত্রপুত্র ও গুরু নিয়ত বশংবদ শিষ্য কামনা করেন; শত্রু-বিনাশের নিমিত্তই সকলে অতিদুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমি আশীষবিদ্যাগ্নি-সদৃশ নিশিত শস্ত্রসজ্জাত-দ্বারা শত্রুর শরবর্ষণ

নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিব। অনন্তর শানিত খড়্গাঘাতে সানুচর দুৰ্য্যো-ধন প্রভৃতি সমস্ত কৌরবকুল নিমূল করিব।

যুগাবসানে প্রলয়-হুতাশন যেমন সংসারকে ভস্মসাৎ করে; আমি কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে সেই রূপ ভস্মীভূত করিব; তখন মহাবীরেরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতিশয় ছট্টিচিট ও পুলকিত হইবে। রূপ, দ্রোণ, বিকর্ণ ও কর্ণ ইহারা কখনই প্রহ্লাদ-বিনির্মূলক শানিত শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি অর্জুনস্বত অভি-মন্যুর বল বোঁধ্য সমুদয় ও প্রহ্লাদের পরা-ক্রম অবগত আছি। শাস্ত্রও সমস্ত দুঃশা-সনকে বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক গীড়িত ও উত্তমরূপ শাস্ত্র প্রদান করিবে। রণমদ-মত্ত জাম্ববতী-পুত্রের বল নিতান্ত অসহ্য; এই বালক শম্বরাষ্ট্রের সৈন্য সমুদায় সংহার করিয়াছিল; এই বালক রণ-ক্ষেত্রে মহাবীর অশ্বচক্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। কাহার সাধ্য এই মহারণ-শাস্ত্রের সমক্ষে রণক্ষেত্রে রথ আনয়ন করে? যেমন কৃতান্তের ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া মানবগণ নিজ্রাস্ত হইতে পারেন না, সেই রূপ সমর-মাগরে মহাবীর শাস্ত্রের সম্মুখীন হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে বা প্রত্যাগত হইতে পারে না। বাহুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, সমস্তান সৌমদত্ত ও সমস্ত সৈন্যগণকে বাণবল্লি-দ্বারা দগ্ধ করিবেন। এই ত্রৈলোক্য-মধ্যে গৃহীতা-যুধ, চক্রধর ও অপ্ৰতিমতেজাঃ কৃষ্ণের

অসাধ্য কি আছে ? মহাবীর অনিরুদ্ধ, হুতোত্তমাস্ত্র চেতনশূন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-দ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীকে আশ্তীর্ণ করিবে। গদ, উন্মুক, বাহুক, ভানুনাথ, কুমার, নিশাচ, রণোৎকট সারণ, চারুদেব ইহারা কুলোচিত কর্ম সকল সম্পাদন করুন। সাহস ও সূরসেন যোদ্ধা প্রধান রক্ষি, ভোজ ও অন্ধকগণের সহিত সমবেত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রণস্থলে সংহার-পূর্বক চতুর্দিকে যশোরশি বিস্তীর্ণ করুন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির যত দিন পর্য্যন্ত দ্যুতকৃত প্রাতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাবৎ অভিমন্যু এই পৃথিবী শাসন করুন। অস্ত্র-প্রযুক্ত বিশিখ দ্বারা হতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-শূন্য সূতপুত্র-বিহীন রাজ্যের উপভোগী করাই আমাদিগের নিতান্ত কর্তব্য ও যশস্ব।

বাহুদেব কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি যে সকল বাক্য কহিলেন, তাহা সমুদয় সত্য ; উহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যের জয়লব্ধ পৃথিবীকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইহারা কাম, ভয় বা লোভবশংবদ হইয়া কদাচ স্বধর্ম্ম-পরিচ্যুত হইবেন না। কিন্তু যখন পাঞ্চালপতি কেকয়, চেদিপতি ও আগরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক যুদ্ধ করিব, তখন অবশ্যই সমুদায় শত্রু বিনষ্ট হইবে। তবে অপ্রতিম যোদ্ধা

বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও মাদ্রৌহত ইহারা কি নিমিত্ত ধরা শাসন করিতে বাসনা করিতে-ছেন না ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, উহা নিতান্ত বিচিত্র নহে ; কিন্তু আমি কেবল সত্যই প্রতিপালন করিব ; রাজ্য রক্ষায় আমার তাদৃশ অভিলাষ নাই ; ক্রমশঃ আগাকে সবিশেষ অবগত আছেন ; আমিও তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত আছি ; যৎকালে তিনি বিক্রম প্রকাশের যথার্থ অবসর নির্দেশ করিবেন, তখন তুমি ও কেশব স্ত্রযো-ধনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে। হে যাদব-বীরগণ ! তোমরা এক্ষণে প্রতিগমন কর ; তোমাদিগের ধর্ম্মে যেন অচলা শ্রদ্ধা থাকে। এক্ষণে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; পুনরায় সকলকে একত্র সমবেত ও স্ত্রযো কালতিপাত করিতে অবলোকন করিব।

অনন্তর যাদবেরা পরস্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; এদিকে পাণ্ডবেরা তীর্থ পর্য্যটনে বিনির্গত হইলেন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-গণ ও লোমশের সহিত বিদর্ভরাজ-পরি-বদ্ধিত অতি পবিত্র তীর্থ সোমরস-মিশ্রিত-জলশালিনী পয়োষ্ণী নদীতে গমনপূর্বক হস্তচিহ্ন ব্রাহ্মণবর্গ-কর্তৃক সংস্তুয়মান হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা নৃগ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা দেবরাজকে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি মঙ্গলিক প্রীতি হইয়াছিলেন । প্রজাপতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এই স্থানে বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ স্তম্ভহং যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । রাজা অমূর্তরয়ের পূজা গয় এই স্থানে সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন ; সেই সপ্ত যজ্ঞে হিরণ্য বান-স্পত্য ও ভৌম প্রভৃতি মগাই দ্রব্য সকল হিরণ্য ছিল । সেই সকল যজ্ঞে চমাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুঙ্ক ও স্রব এই সাতটি দ্রব্য পরমোৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত হইয়াছিল । তাঁহার যজ্ঞের যূপ সকল হিরণ্য ; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক একটি চমাল ছিল ; ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা স্বয়ং সেই সকল যূপ উত্থাপিত করেন । ঐ যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস পানে প্রমত্ত এবং ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা-স্বরূপ অসংখ্য অর্থ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন ।

হে মহারাজ ! যেমন লোকে পৃথিবীস্থ বালুকায় সংখ্যা করিতে পারে না ; যেমন নভোমণ্ডল-স্থিত তারকার গণনা হয় না ও যেমন নিপতিত বৃষ্টিধারার পরিমাণ করিতে, লোকে অসমর্থ হয় ; তদ্রূপ গয় নৃপতি সেই সকল যজ্ঞে সদাস্ত্রদিগকে যে অপরি-মিত ধন দান করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত শূন্যকঠিন । যতপি পূর্বোক্ত

বালুকাদিরও সংখ্যা হইতে পারে ; তথাপি গয়প্রদত্ত দক্ষিণার সংখ্যা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে । তিনি দিক্ দিগন্ত হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত হিরণ্যময়ী গোসমূহ প্রদানপূর্বক পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । মহারাজ গয়-রাজ এত অধিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন যে, প্রায় সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার চৈতেয় আচ্চিত হইয়াছিল ; তিনি যজ্ঞানু-ষ্ঠান-জনিত পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন । যে ব্যক্তি পয়োফী সলিলে স্নান করে, সে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয় । অতএব হে রাজন্ ! আপনি ভ্রাতৃ-গণের সহিত এই পয়োফীসলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইবেন ।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পয়ো-ফীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য পর্বত, নন্দাদ ও মহানদীতে গমন করিলেন । পরে প্রীতি-পূর্বক রমণীয় তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং তন্ত্ৰৎ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধন দান করিতে লাগিলেন । ভগবান্ লোমশ কহি-লেন, হে কৌশ্বেয় ! বৈদূর্য্য পর্বত দর্শন এবং নন্দাদায় অবগাহন করিলে, দেবলোক ও রাজলোক প্রাপ্ত হয় । এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সঙ্কীর্ণস্থান ; এখানে আগমন করিলে পাপরাশি হইতে বিনিমুক্ত হয় । হে রাজন্ ! এই রাজা শর্যাপতির যজ্ঞস্থান শোভা গাইতেছে ; যে স্থানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারের সহিত সোমরস পান

করিয়াছিলেন ; যে স্থানে মহাতপাঃ চ্যবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সংস্-
স্তিত এবং রাজপুত্রী স্ককন্যাকে ভার্য্যা লাভ
করিয়াছিলেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! মহা-
তপাঃ ভৃগুনন্দন কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
ভগবান্ পাকশাসনকে সংস্‌স্তিত ও কি
নিমিত্তই বা অশ্বিনী-কুমারকে সোমপীথী
করিলেন ; আপনি তৎ সমুদায় অবিকল
কীর্তন করুন ।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি
ভৃগুর চ্যবন নামে এক পুত্র জন্মেন ; মহা-
তেজাঃ ভৃগুনন্দন এক সরোবর-তীরে তপস্বী
করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি পৈতৃক
বীরাসনে স্থাগুর ন্যায় সমাসীন হইয়া এক
স্থানেই অনল্প কাল অতিবাহিত করিলেন ।
ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্বাঙ্গ লতাবলয়-
সংবৃত ও পিপীলিকা-সমাকীর্ণ হওয়াতে
বল্মীকবৎ প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেন ।
এই রূপে ধীমান্ ভার্গব যুৎপিণ্ডের ন্যায়
হইয়া ঘোরতর তপস্বী করিতে লাগিলেন ।
বহু কাল অতীত হইলে পর, একদা রাজা
শর্যাতি সন্ত্রীক হইয়া বিহারার্থ সেই সুরম্য
সরোবরে আগমন করিলেন । তাঁহার
চতুঃসহস্র মহিষী ; কিন্তু একটীমাত্র কন্যা
ছিল ; তাঁহার নাম স্ককন্যা । রাজতনয়া
স্ককন্যা রমণীয় বেশ ভূষা সমাধানপূর্বক
সখীগণ-সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ,
বনস্থলীর শোভা দন্দর্শন ও বনস্পতি-

বীথির নাম গুণ প্রভৃতি পরিচয় গ্রহণ-
পূর্বক ভার্গবের বল্মীক-সমীপে উপনীত
হইলেন । রূপনিধান স্ককন্যা যৌবনকাল-
স্বলভ গর্ভ ও মদনমদে অন্ধ হইয়া সম্যক্
পুষ্পিত পাদপশাখা সকল ভগ্ন করিতে
লাগিলেন ।

বিপ্রমি চ্যবন নিবিড় অরণ্যমধ্যে সঞ্চা-
রিণী অচিরপ্রভার ন্যায় নানাভরণ-বিভূষিতা
একাকিনী কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া
আনন্দ-প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং বারং-
বার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন ।
কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল তপোমুষ্ঠাননিবন্ধন
সাতিশয় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছিলেন ; স্ততরাং
তাঁহার বাক্য রাজ-কুমারীর শ্রবণগোচর
হইল না । অনন্তর নৃপকন্যা স্ককন্যা বল্মীকে
ভার্গবের নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া মোহ-
প্রেরিত ও কোতূহলাক্রান্ত হইয়া, ইহা কি,
এই বলিয়া কণ্ঠক-দ্বারা উহা বিদ্রু করিলেন ।
তখন তপোধন চ্যবন নেত্রোপঘাতে সাতি-
শয় ক্রুদ্ধ হইয়া শর্যাতি-রাজের সৈন্যগণের
শৌচ প্রস্তাব অবরুদ্ধ করিলেন ; তাহাতে
সৈন্যের মহতী পীড়া উপস্থিত দেখিয়া রাজা
শর্যাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তোমরা
কেহ দ্ধানকৃত, অথবা অজ্ঞানকৃত মহাত্মা
ভার্গবের কোন অপরাধ করিয়া থাক, তাহা
হইলে অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর ।
সৈনিকেরা কহিল, মহারাজ ! আমরা অপ-
কারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি ;
আপনি বরং যত্নাতিশয়সহকারে সেই মহ-
ষির নিকট গমনপূর্বক ইহার বিশেষ
অনুসন্ধান করুন । তখন মহীপাল সান্ত্ববাদ

ও উগ্র বচনে স্তম্ভদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ের কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না ।

অনন্তর স্তম্ভদ্বার মলসংরোধ জন্য সৈন্যদিগকে দুঃখার্ভ ও পিতাকে বিষম দেখিয়া কহিলেন, তাত ! অগ্নি ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক বস্ত্রীকে খণ্ডেখণ্ডের ন্যায় কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া নিকটবর্তিনী হইয়া কণ্টকদ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়াছি । রাজা শর্যাত এই কথা শ্রবণ মাত্র ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে বস্ত্রীক-সম্মিধানে গমনপূর্বক তপোবদ্ধ বর্মীয়া ভৃগুনন্দনকে নয়নগোচর করিয়া স্থায়ী সৈন্যের অনিষ্ট শান্তির নিমিত্ত কৃতাজ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন ; হে তপোধন ! মদীয় দুহিতা অজ্ঞানবশতঃ আপনার যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা মার্জনা করুন । চ্যবন কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কন্যা রূপযৌবন-মদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও নয়নাহত করিয়াছে, অতএব আমি সত্য কহিতেছি, সেই মোহপরায়ণা লাভণ্যবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না ।

রাজা ঋষিবাক্য শ্রবণানন্তর সদস্য বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন । ভগবান্ চ্যবন সেই কন্যা প্রত্যাগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলে পর, মহীপাল সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । এখানে শুভাননা স্তম্ভদ্বার তপস্বিপতি লাভে প্রীত ও অসূয়াশূন্য হইয়া প্রতিদিন তপশ্চা, নিয়ম, অতিথি-সংকার

এবং অগ্নিশুশ্রষাদ্বারা স্বামীর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা অশ্বিনীকুমার-যুগল, কৃতস্নাতা বিবৃতাস্ত্রী লাভণ্যবতী স্তম্ভদ্বারকে নিরীক্ষণ করিয়া তৎসম্মিধানে গমনপূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার পরিগ্রহ ? কি নিমিত্ত কাননে আগমন করিয়াছ ? যথার্থ করিয়া বল, আমরা শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি ।

স্তম্ভদ্বারলজ্জাবনত-মুখী হইয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম-যুগল ! আমি রাজা শর্যাতের দুহিতা ; মহাত্মা চ্যবনের ভার্য্যা । অশ্বিনীকুমারেরা সহাস্র বদনে কহিলেন, কল্যাণি ! পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত এই অতীতবয়স্ক ঋষিকে প্রদান করিলেন ; তুমি এই অরণ্য-মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইতেছ ; তেঁমার ন্যায় কামিনী দেবলোকেও প্রত্যক্ষ হয় না ; তুমি বস্ত্রাভরণ-বিহীন হইয়াও এই বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছ । নানা আভরণ ও মনোহর বসন পরিধান করিলে, তোমার ভূয়সী শ্রীরন্ধি হয় ; অতএব এরূপ মলপঙ্কিনী হওয়া কি উচিত ? তুমি কি নিমিত্ত দীন হীনের ন্যায় হইয়া এই জরাজর্জরিত কামভোগ-বহিষ্কৃত পতির উপাসনা করিতেছ ? ইনি পরিদ্রাণ ও ভরণ পোষণে অসমর্থ ; অতএব তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগপূর্বক আমাদিগের

অন্যতরকে বরমাল্য প্রদান কর। এই অকর্ষণ্য স্বামীর নিগিত ঐদৃশ স্নললিত মনোহর নবযৌবন বিফল করিও না।

সুকন্যা এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে অমরযুগল ! আমি স্বামী প্রীতি সাতিশয় অনুরক্ত ; আমার মনঃ বিচলিত হইবার নহে ; আপনারা কদাচ এরূপ সম্ভাবনা করিবেন না। তখন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, ভদ্রে ! আমরা তোমার পতিকে রূপযৌবন-সম্পন্ন করিব ; তাহার সন্দেহ নাই। পরে ভূমি আমাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করিবে। অধুনা এই নিয়মব্রতান্ত তোমার পতিকে নিবেদন কর। সুকন্যা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ভার্গবের নিকট উপনীত হইয়া অশ্বিনীকুমারোক্ত নিয়মব্রতান্ত কীর্তন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুকন্যা স্বামী-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উল্লিখিত কার্য সম্পাদনার্থ অশ্বিনীকুমারাদিগকে নিবেদন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, তোমার পতি এই জল-মধ্যে প্রবেশ করুন। মহর্ষি চ্যবন রূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বিনী কুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মুহূর্তকাল-মধ্যে তাঁহারা সকলেই সরোবর হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিন জনই দিব্যাকৃতি, যুবা, তুল্য বেশ-ভূষণ বিভূষিত এবং সাতিশয় প্রীতিবন্ধন। তাঁহারা মিলিত হইয়া কহিলেন, বরবর্গিনি ! আমাদিগের মধ্যে তোমার যাহাকে অভি-

রুচি হয়, পতিত্বে বরণ কর। সুকন্যা সকলকেই একাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সবিশেষ পর্যালোচনা-পূর্বক আপন পতিকে বরণ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন অভিলষিত যৌবন, মনোহর রূপলাবণ্য ও প্রিয়তমা ভাৰ্য্যালাভে পরম প্রীত হইয়া দেবযুগলকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি বুদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছিলাম ; আপনারা আমাকে রূপযৌবন-সম্পন্ন করিলেন এবং আমি আপন ভাৰ্য্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব সত্য কহিতেছি যে, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেবরাজ-সমক্ষে আপনাদিগকে সোমশীথী করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকুমার যুগল প্রীত মনে সুরধামে গমন করিলেন ; মহর্ষি চ্যবন এবং সুকন্যা দেবতার ন্যায় সেই অরণ্যে সুখসচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! তদনন্তর রাজা শর্যাতি ভার্গবের তরুণাবস্থা প্রাপ্তিব্রতান্ত শ্রবণ পূর্বক ক্ষুণ্ণচিত্তে সেনা-সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক হইয়া তদীয় আশ্রমে গমন করিলেন। নৃপদম্পতী তথায় সুর-সদৃশ জামাতা ও দুহিতাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঋষি রাজা ও রাজমহিষীর যথাবিধি সৎকার করিলে পর, তাঁহারা স্তম্বোপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ শুভকরী মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শুণ্ডনন্দন রাজা শর্যাতিকে আশ্বাস

প্রদানপূর্বক কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করিব ; আপনি যজ্ঞীয় সম্ভার সকল আহরণ করুন । রাজা ভার্গববাক্য শিরোধারণ-পূর্বক যজ্ঞোপযোগী প্রশস্ত দিবসে নানা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞায়তন নির্মাণ করাইলেন । সেই আয়তনে ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজা শর্যাতিকে যজ্ঞ করাইলে, তদুপলক্ষে যে সকল অদ্বুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ।

চ্যবন তপোধন সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে অশ্বিনী-কুমারদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, অশ্বিনী-কুমারেরা দেবগণের চিকিৎসক, তাহাদিগের রুত্তি অতি সামান্য ; অতএব তাহারা কখন সোমাই হইতে পারে না । চ্যবন কহিলেন, হে দেবেন্দ্র ! যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার-যুগল আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস-ভাজন না হইয়া কেবল আপনারাই সোম-ভাগী হইবেন, এ কথা অতি অযোগ্য ; আপনি তাঁহাদিগকে ও দেবতা বলিয়া বোধ করিবেন । ইন্দ্র কহিলেন, যাহারা চিকিৎসক, নানা কার্য্যে ব্যাপ্ত ও কামরূপী হইয়া মর্ত্য লোকে বিচরণ করে, তাহারা কি জন্ম সোমরসের যোগ্য হইবে । দেব-রাজ বাগাড়ম্বর-পূর্বক পুনঃ পুনঃ উহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন-পূর্বক স্বয়ং অশ্বিনী-কুমারের অংশ গ্রহণ করিলেন । তখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধা-

বিষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি তুমি স্বয়ং তাহা-দিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ কর ; তাহা হইলে, আমি এই ভীষণদর্শন বজ্রপ্রহারে তোমার প্রাণ সংহার করিব । ভার্গব দেবরাজ-কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সহস্র বদনে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সেই অন্ত্রম সোমরস গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর শচীপতি ক্রোধভরে ভার্গবকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন তদীয় বাহু সংস্ফুট করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে মস্ত্রোচ্চারণপূর্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন । অনন্তর তপোবলে মদ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত, বিকটাকার মহাসুর সমুৎপন্ন হইল । নিখিল সুরাসুরেরাও তাহার শরীর নির্ণয় করিতে অসমর্থ । সেই মহাসুরের তীক্ষ্ণদর্শন মুখমণ্ডল অতিশয় ভয়ঙ্কর ; তাহার একটি হনু ভূমণ্ডলে ও অপরটি স্বর্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । প্রধান প্রধান দন্তচতুষ্টয় শত যোজন বিস্তীর্ণ এবং অপরাপর দন্ত সকল দশ যোজন আয়ত, প্রাসাদশিখরাকার ও শূলাগ্র-সদৃশ । তাহার বাহুযুগল অযুত যোজন বিস্তীর্ণ ও পর্বতপ্রতিম ; নেত্রদ্বয় চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ ; বস্ত্র কালাগ্নি-সম্মিত ; সে যখন ভীষণানন ব্যাদান ও বিদ্যুচ্চপল জিহ্বা-দ্বারা লেহন করিয়া ইতস্ততঃ ঘোর-তর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, এক কালে সচরাচর বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে । সেই মহাসুর অতি ভয়ঙ্কর গভীর গর্জনশব্দে ত্রিভুবন

নির্নাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইল ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! দেব-রাজ ইন্দ্র সেই ভীষণানন জিঘাংসু অন্তরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান-পূর্বক ভক্ষণ করিতে ধাবমান অবলোকন করিয়া, স্বকণী পরিলেহন-পূর্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে চ্যবনকে কহিলেন, হে বিপ্র ! আমি সত্য বলিতেছি, অগ্ন প্রভৃতি অশ্বিনী-কুমারেরা সোমভাগী হইবেন ; আর এই বিধি নির্দিষ্ট হইল যে, আপনার সমারম্ভ কদাপি মিথ্যা হইবে না ; আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, আপনি অনর্থ কশ্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না । অগ্ন আপনি যেমন অশ্বিনী-কুমারকে সোম-ভাজন করিলেন, সেই রূপ আপনার অসা-ধারণ ক্ষমতা ও সর্বত্র প্রচারিত হইবে এবং স্বকন্যা-জনক শর্যাতির লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তি জগতীতলে প্রথিত থাকিবে ; এই নিমিত্তই আমি আপনার সহিত ঈদৃশ ব্যব-হার করিয়াছি । এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন ; আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন ।

দেবরাজের এবম্বিধ বিনয়নত্ৰ বাক্য শ্রবণে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধানল অচিরাৎ উপশম হইলে, তিনি তাঁহাকে মদাসুর হইতে মুক্ত করিলেন । পরে সেই মদ স্ত্রীজাতি, পান, অক্ষত্ৰীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন । অনন্তর মহর্ষি চ্যবন সোমরস-দ্বারা ইন্দ্র এবং অশ্বিনী-কুমার প্রভৃতি

দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া নৃপতি শর্যাতির যজ্ঞ সমাপন ও তদীয় প্রতিষ্ঠা সর্বত্র প্রখ্যাপন-পূর্বক পতি-পরায়ণা স্বকন্যার সহিত অরণ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! সেই মহর্ষি চ্যবনের এই পবিত্র-সরোবর শোভা পাইতেছে ; ইহাতে আপনি সোদরগণের সহিত পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করুন । পরে সিকতাক্ষ তীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমনপূর্বক কুল্যা সকল সন্দর্শন করিবেন । অনন্তর সমুদায় পুঙ্করে অবগাহন-পূর্বক স্বাধুমন্ত্র জপ করিয়া সিক্তি লাভ করিবেন । হে নরশ্রেষ্ঠ ! এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থান প্রত্যক্ষ হইতেছে ; এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় । এই আর্চ্যক পর্বত অতি উত্তম স্থান ; ইহাতে মনীষিগণ বাস করেন ; সর্বদাই উত্তমোত্তম ফল, মূল ও জল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশুদ্ধ সমীরণ ও নিরন্তর প্রবহ-মাণ হইয়া থাকে । হে যুধিষ্ঠির ! এই সকল বহুবিধ দেবচৈত্য স্মরণোচিত রহি-য়াছে ; এই চন্দ্রমাঃ তীর্থ ; বৈথানস ও বালিগিলা প্রভৃতি বায়ুভোজী ঋষিগণ এই তীর্থে বাস করেন । এই তিনটি পবিত্র শৃঙ্গ এবং তিনটি প্রস্রবণ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান করুন । রাজা শান্তশ্রু, শুনক, নর ও নারায়ণ ইহারা এই তীর্থে সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই আর্চ্যক পর্বতে দেবতারা নিত্য শয়ান আছেন ; পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণ এই স্থানে তপস্তা

করিয়াছেন এবং সেই সকল ঋষিগণ এই স্থানে চরু ভোজন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে অর্চনা করুন ।

হে পাণ্ডবরাজ ! এই স্রোতস্বতী যমুনাতে ভগবান্ কৃষ্ণ তপস্বী করিয়াছিলেন ; এ স্থানে নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব । হে মনুজেশ্বর ! এই পবিত্র ইন্দ্রপ্রাস্তবন ; যে স্থানে ধাতা, বিধাতা এবং বরুণ মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এই স্থানে সেই সকল ধার্মিক ক্ষমাশীলেরা বাস করিয়াছিলেন । ঋজু-বুদ্ধি মৈত্রগণের পরম শুভকর এই গিরিবর দৃষ্ট হইতেছে । মহারাজ ! এই মহর্ষিগণ-সেবিত পাপভয়নিবারণী যমুনা ; যে স্থানে রাজা সোমক, সাহদেবি ও মাক্ষাতা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।

ষড়্ভুজত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ত্রিলোক-বিব্রুত নৃপসত্তম যুবনাশ্ব-নন্দন মাক্ষাতা কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ? সেই মহী-পাল কিরূপে স্বর্গলোকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন ? ও সেই ভূপতিসত্তম কি নিমিত্তই বা মাক্ষাতা নামে বিখ্যাত হইলেন ? ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে ; অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্বক সেই ধীমান্ মাক্ষাতার চরিত্র কীর্তন করুন ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাত্মা যুবনাশ্ব তনয় যে নিমিত্ত লোকমধ্যে মাক্ষাতা

নামে বিখ্যাত হইলেন, তদ্বিষয় কীর্তন করিতেছি ; সাবধানে শ্রবণ করুন । ইক্ষ্বাকু-বংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন ; তিনি সহস্র অশ্বসেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহু-বিধ ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়া ছিলেন ; তথাপি তিনি সম্ভ্রান্তমুখদর্শন-জন্মিত স্তম্ভসম্মোহে বঞ্চিত ছিলেন । কিয়-দিনানন্তর তিনি স্বীয় অমাত্যহস্তে সমস্ত রাজ্যভার ত্যক্ত করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে আত্মসংযম করিয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন ।

তিনি একদা রজনী-যোগে উপবাস-ক্লেশে সাতিশয় ক্লিষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ঐ যামিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়া ছিলেন । যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপুত সলিল এক মহৎ কলসে সম্মিবেশিত ছিল । মহর্ষিগণ, রাজমহিমী কলসস্থ জল পান করিয়া শত্রু-তুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, এই স্থির করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর ঐ কলস সংস্থাপন-পূর্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন । পিপাসাশুষ্ককণ্ঠ নরপতি যুবনাশ্ব রাত্রি-জাগরণশ্রান্ত মহর্ষিগণকে অতিক্রম-পূর্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া বারংবার পানীয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হওয়াতে তাঁহার স্বর শকুনির স্বরের ন্যায় অস্পষ্ট হইয়াছিল ; তন্নিমিত্ত তিনি বারংবার উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিলেও, কেহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না । তখন তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে

করিতে তত্রত্য বেদি-সম্মিবেশিত বারিপূর্ণ কলস অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রতবেগে তথায় গমনপূর্বক সেই কুম্ভ-মধ্যস্থ স্নানীতল জল পান করিয়া পরম পরি-তৃপ্ত হইলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি ভার্গব ও অন্যান্য মুনিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, কলস জলশূন্য রহিয়াছে । তখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ; ইহা কাহার কর্ম । মহারাজ যুবনাথ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ ! আমি পিপাসিত হইয়া এই জল পান করিয়াছি । তখন ভগবান্ ভার্গব কহিলেন, হে রাজন্ ! জল পান করা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে । আমি আপনার পুত্রের নিমিত্তই দ্বারকায় তপোনিষ্ঠান-দ্বারা এই কুম্ভস্থ জল-মধ্যে ব্রহ্মহোম করিয়াছিলাম । আগার অভিজ্ঞ ছিল যে, আপনার পত্নী এই জল পান করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত তপোবল-সংযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিবেন এবং ঐ পুত্র স্বীয় বলপ্রভাবে ইন্দ্রকেও নিধন করিতে পারিবে । কিন্তু আপনি স্বয়ং সেই জল পান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য করিয়াছেন ; জানিলাম, দৈব বল অখণ্ডনীয় এই জল পানে যে কল হইবে, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব না । আপনি পিপাসিত হইয়া আমার তপোবীৰ্য্যসম্ভূত বিধিমন্ত্র-পুরস্কৃত জল পান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনিই পূর্বোক্ত-রূপ পুত্র প্রসব করিবেন । আমরা যাহাতে আপনার শত্রুসদৃশ সন্তান সমুৎপন্ন হয় ও

গর্ভধারণ জন্য দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, এরূপ এক পরমাদৃত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে শত বৎসর পারিপূর্ণ হইলে, মহাত্মা যুবনাথ মহোপতির বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্যাসন্ন প্রভাসম্পন্ন মহাতেজাঃ এক কুমার বহির্গত হইল । তপ-স্মার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! ঈদৃশ ব্যাপারেও মহোপতি যুবনাথের যত্ন হইল না । মহাতেজাঃ শত্রু ঐ বালক সন্দর্শনার্থ আগমন করিলে, দেবগণ কহিলেন, হে সুররাজ ! এই পুরুষগর্ভসম্ভূত বালক কি পান করিবে ; তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই বালকমুখে আপনার প্রদেশিনী প্রদানপূর্বক কহিলেন, এই বালক ‘মাং ধাত্তি’ অর্থাৎ আমার এই প্রদেশিনীর রস পান করিবে ; এই নিমিত্ত দেবগণ ঐ বালকের নাম মাক্ষাতা রাখিলেন । ঐ শিশু শত্রুর প্রদেশিনী প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশ বিতস্তি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল । সুররাজ শতক্রতু মনে মনে সংকল্প করিবারাত্র ঐ বালক সমুদায় বেদ, ধনুর্বেদ, দিব্যাস্ত্র সকল, আজগব নামক ধনুঃ, স্বর্গোদ্ভব শর সমুদায় এবং অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন ।

পরে যুবনাথ-তনয় সুররাজ-কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্মপ্রভাবে ত্রিলোক বিজয় করিলেন । তাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত হইল এবং নানাবিধ রত্নজাত স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল । এই বহুসম্পূর্ণ বস্তুস্বরূপ তাঁহারই ভোগ্য হইল । তিনি প্রভূতদক্ষিণবিবিধ যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে চয়ন ক্রতুর অনুষ্ঠান-দ্বারা

অপর্যাপ্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধা-
মন লাভ করিলেন । সেই ধর্মপারায়ণ মহী-
পাল সাতিশয় শাসন-দ্বারা এক দিনেই এই
সমাগরা ধরা পরাজয় করিয়াছিলেন ।
তাহার প্রভুতদক্ষিণ যজ্ঞ সমূহের চৈত্য
সমুদায়-দ্বারা সমস্ত মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া-
ছিল । তিনি ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র পদ্ম
গো প্রদান করিয়াছিলেন । সেই মহাত্মা
দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনারম্ভি সময় শস্ত্ররুদ্ধির
নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে স্বয়ং জল
বর্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি সোমকুল সমুৎ-
পন্ন মহামেঘের আয় গর্জ্জনকারী গান্ধারি-
পতিকে নিশিত শর-দ্বারা সংহার করিয়া-
ছিলেন । সেই অমিততেজঃ ভূপতি চতুর্বিধ
প্রজা পালন ও তপস্ত্বাধারা সমুদায়
লোককে তাপিত ও অস্থির করিয়াছিলেন ।
সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহীপতির এই
দেবযজ্ঞন স্থান ; এই পরম পবিত্র প্রদেশ
কুরুক্ষেত্রের মধ্য ভাগ । হে মহারাজ !
আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে মাঙ্কাতার
অলোক-সামান্য জন্ম প্রভৃতি সমুদায় চরিত্র
কীর্তন করিলাম । কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির
মহর্ষি লোমশের বাক্য শ্রবণানন্তর মহী-
পাল সোমকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিসত্তম !
মহারাজ সোমক কিরূপ প্রভাব-সম্পন্ন
ছিলেন ও কি কি কৰ্ম্ম করিয়া বলবীৰ্য্য
প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ইহা শুনিতে
আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে ।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির !
সোমক নৃপতি অতি ধার্মিক ছিলেন ;
তাহার এক শত ভাৰ্য্যা ছিল । বহু কাল
অতীত হইল, কিন্তু ভূপতি তাহাদের কাহার
গর্ভেও অপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন
না । পরিশেষে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় বহু
যত্নে সেই শত স্ত্রীর মধ্যে এক জনের গর্ভে
জন্তু নামে এক পুত্র জন্মিল । মাতৃগণ
কাম ও ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া
সতত সেই পুত্রটীর চতুর্দিকে উপবিষ্ট
থাকিতেন ।

একদা একটা পিপীলিকা জন্তুর কটি-
দেশে দংশন করিলে, সে অত্যন্ত ব্যথিত
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । তদদর্শনে
তাহার মাতৃগণ সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে
তাহার চতুর্দিকে বসিয়া চীৎকার স্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন । মহারাজ
সোমক সভামধ্যে ঋত্বিক ও অমাত্যগণ-
সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন ; এমনত
সময়ে অকস্মাৎ অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি
তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি
সেই বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবার নিমিত্ত
দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন । দৌবা-
রিক যথাবৎ বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া
রাজ-সমীপে নিবেদন করিলে, তিনি তৎ-
ক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোথান-
পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে
সাক্ষনা করিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক
ও অমাত্যগণ সহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত
হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশন-পূর্বক কহিতে

লাগিলেন; হায়! এক পুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্র হওয়া উত্তম। এক-পুত্রতা চিবরোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্র লাভেচ্ছায় এই এক শত পত্নীর পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহু প্রযত্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে! আমার ও পত্নী সমুদায়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হই-
 যাছে; পুত্র লাভের আর সম্ভাবনা নাই; ঐ এক পুত্রেই আগাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কৰ্ম্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক; অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

ঋত্বিক্ কহিলেন, হে মহারাজ! শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কৰ্ম্ম আছে; যদি আপনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, তবে আদেশ করি। নোমক কহিলেন, হে ভগবন্! যদ্বারা শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কোন কার্য্য কর্তব্য বা অকর্তব্য হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব; সন্দেহ নাই।

অনন্তর ঋত্বিক্ কহিলেন, হে রাজন্! আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব; সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসাদ্বারা আছতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সনয়ে আপনার পত্নীগণ আছতি-মুগ্ধাংকৃত ধূম আশ্রাণ করিলে, তাঁহারা সক-

লেই এক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন; আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে, পুনরায় তাঁহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে; উহার বাম পার্শ্বে এক অপূর্ণ সৌবর্ণ চিহ্ন থাকিবে।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

নোমক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তাহা সমুদায় করুন, আমি পুত্র-লাভার্থ আপ-
 নার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব। তখন ঋত্বিক্ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজ মহিষীগণের নিকট হইতে জন্তুকে গ্রহণ করিবার উপ-
 ক্রম করিলে, পুত্রবৎসল রাজমহিষীগণ ঋত্বিকের হস্ত হইতে বলপূর্বক তনয় গ্রহণ করিবার মানসে ‘হা হতাস্মি’ বলিয়া রোদন করিতে করিতে বালকের দক্ষিণ কর
 গ্রহণপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ঋত্বিক্ও তাহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া বল-
 পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন রাজ-মহিষীগণ উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল কুররীকুলের ন্যায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্ সেই বালককে সংহার করিয়া তাহার বসা গ্রহণ-
 পূর্বক বিধিবৎ আছতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজ-মহিষীগণ তাহার ধূম আশ্রাণ-পূর্বক শোকে একান্ত অভি-
 ভূত হইয়া সহসা বসুধাতলে নিপতিত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজ-মহিষীগণ সকলেই

গর্ভবতী হইলেন । দশম মাস পূর্ণ হইলে, তাঁহাদের সকলেরই এক এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল । জন্তু সর্বত্রই স্বীয় পূর্ব গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল ; রাজ-মহিষীরা স্ব স্ব প্রসূত পুত্রগণ অপেক্ষা জন্তুকে সমধিক স্নেহ করিতেন । জন্তুর বামপার্শ্বে ঋত্বিকের বচনানুরূপ গৌবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হইল, সর্বজ্যেষ্ঠ জন্তু গুণেও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল ।

অনন্তর মহারাজ সোমকের ঋত্বিক কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়ৎকাল পরে মহীপতি সোমকও পরলোক-বাত্রা করিলেন । তিনি শমন-সদনে গমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ঋত্বিক ঘোরতর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন । তখন তিনি ঋত্বিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজবর ! আপনি কি নিমিত্ত এই ঘোর নিরয়ে নিপতিত রহিয়াছেন ? ঋত্বিক কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি আপনাকে যে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফল ভোগ করিতেছি । মহাত্মা সোমক-মহীপতি ঋত্বিকের বচন শ্রবণানন্তর যমকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন ; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আগারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন । যম কহিলেন, হে রাজন্ ! এক জনের কর্ম্মফল অশ্রেয় ভোগ করিতে পারে না । ঐ দেখ, তোমার সমুদায় সংকল্পের ফল বিগ্ৰহান রহিয়াছে । সোমক কহিলেন,

এই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে বাসনা করি না ; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি । ইহার ও আমার কল্প সকল সমান ; অতএব আমাদের দুই জনের পুণ্যাপুণ্য-ফল সমান হউক । যম কহিলেন, যদি তোমার এই রূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর ; পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদর্পিত লাভ করিবে ।

গুরুপ্রিয় মহারাজ সোমক যমের বচনানুসারে গুরুর সহিত কিয়ৎকাল নরক ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ ও বিমুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত স্বকল্প-নির্জিত চিরাভিলষিত শুভ ফল সমুদায় লাভ করিলেন । হে যুধিষ্ঠির ! সেই মহাত্মা রাজ-ঘির এই পরম পবিত্র আশ্রম অশ্রেয় বিরাজিত রহিয়াছে । ক্ষমাশীল হইয়া এই আশ্রমে ছয় রাত্রি বাস করিলে সদর্পিত লাভ হয় । হে ধর্ম্মাত্মন্ ! আমরা বিগত-ক্রম হইয়া সংযত-চিত্তে এই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিব, আপনি সজ্জীভূত হউন ।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! প্রজাপতি স্বয়ং পূর্বে এই স্থানে ইচ্ছাকৃত নামে সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন । নাভাগনন্দন অম্বরীষ এই যমুনা-সমীপে যজ্ঞ করিয়া সদশ্রুগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দশ পদ্ম গো দানপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা-

দ্বারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যাগশীল, পুণ্যকৰ্ম্মা, সাত্বাজ্যের অধীশ্বর ও অমিততেজাঃ, যিনি দেবরাজ ইন্দের নিকট স্পৰ্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, এই সেই নহষা-অজ যযাতির যজ্ঞভূমি। দেখুন, এই ভূমি নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট বহ্নিস্থাপনের স্থঙিলে নিচিত হওয়াতে, বোধ হয় যেন, যযাতির যজ্ঞকৰ্ম্মে আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছে এবং এই একপত্রা শরী ও মনো-হর পানপাত্র বিগ্ৰহমান রহিয়াছে। এ দিকে পশু রামহৃদ ও নারায়ণাশ্রম অব-লোকন করুন। যিনি যোগপ্রভাবে মহী-তলে বিচরণ করিতেন, এই রৌপ্যবর্ণ তটিনী-সঙ্গীপে সেই অমিততেজাঃ চর্চীক-পুঞ্জের সঞ্চারণভূমি।

এই স্থানে উদুগলভূষণা অতি ভীষণা পিশাচী যাহা কহিয়াছিল, আমি সেই কিস্কদন্তী পাঠ করিতেছি, শ্রবণ করুন ; “যুগন্ধর প্রদেশের দধি প্রাশন, অচ্যুতশ্বলে বাস ও ভূতিলয় স্থানে স্নান করিয়া সপুত্রা হইয়া এই তীর্থে বাস করা উচিত ; নতুবা এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় দিন বাস করাতে তোমার এই রূপ অবস্থা হইয়াছে ; কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিলে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা ঘটিবে।” *

হে কুরুনন্দন ! এই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ ; অতএব অগ্ৰ আমরা এই স্থানেই যাগিনী যাপন করিব।

* (অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণী, পুত্র-সম্ভাব্যাহারে এই তীর্থে স্নান করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ যুগন্ধর দেশের দধি ভোজন করেন। তথায়

হে রাজন্ ! এই স্থানে নহষনন্দন যযাতি রত্ন সমূহ-দ্বারা দেবরাজের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। পণ্ডিতগণ এই যমুনা তীরগত প্লাবাবতরণ তীর্থকে স্বর্গের দ্বার বলিয়া নির্দেশ করেন। মহর্ষিগণ স্নাত ও পশু-দ্বারা সারস্বত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই তীর্থে অবত্থ্য স্নান সমাধান করিতেন। নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ ভরত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় করিয়া বারংবার এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক কৃষ্ণসারস্ব পবিত্র অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মরুভ, মহর্ষি সম্বর্ভ-কর্ভুক প্রতি-পালিত হইয়া এই তীর্থে অনুভব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র !

উষ্ট্রী ও গদভী প্রভৃতির উদ্ধে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে ; স্নতরাং উহা ভোজন করিলে প্রাশস্তিত্ব করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি অচ্যুতশ্বল নামক শব্দর জাতির গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ; তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্র-নিরূদ্ধ। তৃতীয়তঃ ভূতিলয় নামক গ্রামের যে নদীতে স্নাত ব্যক্তির শরীর নিক্ষেপ করে, তিনি তথায় স্নান করিয়াছিলেন ; উহাও পাপজনক। এইরূপে উক্ত শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ ত্রিবিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক পাপভাগী হইয়া তীর্থবাসে অনধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এক পিশাচী আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণীকে প্রথমতঃ নিবেদন করিল ; তিনি তাহা অবহেলন করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলেন ; তাহাতে ঐ পিশাচী রোষপরবশ হইয়া তাহার ষট পিঠরাশি বস্ত্র সকল বিনষ্ট করিয়া এই কথা কহিয়াছিল।

কেহ কেহ কহেন, যুগন্ধরাদি দেশে দধিপ্রাশনাদি কৰ্ম্মত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া উক্ত তীর্থে এক রাত্রি মাত্র বাস করিবে ; তাহার অন্তথা করিলে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই পিশাচী-বাক্য কল্পিত হইয়াছে। ইতি নীলকণ্ঠীক।

এই তীর্থে স্নান করিলে সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ ও দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হয় ; অতএব এই স্থানে স্নান করুন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই তীর্থে অবগাহন করিলেন ও তত্রস্থ মহর্ষিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি তখন লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্যবিক্রম ! আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই তপঃপ্রভাবে সকল লোক ও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দর্শন করিতেছি ।

লোমশ কহিলেন, হে মহাবাহো ! মহর্ষিগণ এবস্ত্রাকারে সকল লোক ও দেব-রাজকে দর্শন করেন, এই পুণ্যশীলজন-পরিবৃত পুণ্যদা সরস্বতীতে স্নান করিলে, বিগতপাপ হইবেন । ঋষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ এই স্থানে সারস্বত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । প্রজাপতির পঞ্চ যোজন আয়তা বেদী ও মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে ।

ত্রিংশদধিক গততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! এই তীর্থে তনু ত্যাগ করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ; এই নিমিত্ত সহস্র সহস্র মানব মর্ত্যকাম হইয়া এই স্থানে আগমন করে । পূর্বে দক্ষ এই আশীর্বাদ করিয়াছেন যে, যে সকল মনুষ্য এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে ।

হে মহারাজ ! এই প্রবাহবন্তী সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছে ; ইহার অনতিদূরে নিষাধ-

রাজ্যের দ্বারস্বরূপ বিনশন প্রদেশ । সরস্বতী নদী নিষাধগণের দোষে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া এই স্থানে মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । যে স্থানে সরস্বতী দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, ঐ স্থান চমসোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত । সমুদায় পবিত্র কল্লোলিনী ঐ স্থানে আগমন করিয়া সরস্বতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ।

যে স্থানে লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মহান্ সিদ্ধু তীর্থ । এই ইন্দ্রের প্রিয়তম পবিত্র প্রভাস তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে । এই বিষ্ণুপদ নামে অনুত্তম তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে । ঐ পরম পাবনী সুরম্যা বিপাশা নদী ; ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া ঐ নদীতে নিমগ্ন হন ; পশ্চাৎ বিপাশ হইয়া উত্থান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে । সকল পুণ্যের আয়তন, মহর্ষিগণ-সেবিত এই কাশ্মীর-গণ্ডল অবলোকন করুন ; এই স্থানে উদীচ্য ঋষিগণ ও যযাতি এবং অগ্নি ও কাশ্যপসংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল । এই স্থান দিয়া মানস সরোবরে গমন করিতে হয় ।

সত্যপরাক্রম শ্রীরাম এই গিরির অভ্যন্তরে বসতিস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন ; বিদেহ নগরের উত্তরে উহার দ্বার ; ঐ স্থান এরূপ দুর্গম যে, সমীরণ ও উহার দ্বার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুগাবসান-সময়ে এই স্থানে হরপার্বতী ও তাঁহাদিগের

ারিমদগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যাজকগণ পরিবারের কল্যাণ কামনায় চৈত্র মাসে এই সরোবরে নানাবিধ যজ্ঞ-দ্বারা পিনাক-পানির পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সরোবরে ব্রহ্মা-সহকারে অবগাহন করে, সে বিধূত-পাপ হইয়া শুভ লোক প্রাপ্ত হয়; তাহার সন্দেহ নাই।

এই স্থান উজ্জানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; কার্তিকেয় ও অরুন্ধতী সহায় ভগবান্ বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই কুশবান্ নামে হ্রদ; যাহাতে প্রচুর কুশ-শয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রুক্ষিণীর আশ্রম; জিতকোপনা রুক্ষিণী এই আশ্রমে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! যে পর্বত অবলোকন করিলে সমাধিজানিত সকল ফল লাভ হয়; আপনি তাহার রক্তাস্ত্র অবণ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই ভৃগুভৃঙ্গ নামক মহাগিরি দর্শন করুন।

হে রাজেন্দ্র! এই কলুম-নাশিনী বিতস্তা নদী অবলোকন করুন; ঐ যদুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নাম্নী বিমল সলিলশালিনী দুইটি তটিনী বিদগ্ধমান রহিয়াছে; উহার জল অতি স্নানাত্মক ও নিম্নাল; মুনিগণ ঐ দুইটি তটিনীর তটে অধিবাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে উশীনর যজ্ঞ-মূর্ত্তানপ্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাসব ও বহ্নি মহাত্মা উশীনর নৃপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজ-সভায় আগমন করিলেন। অনন্তর যৎকালে রাজা উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হইলেন,

তখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও হুতাশন কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হুতাশন শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনর নৃপতির উরুদেশমধ্যে লুকাইয়া হইলেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! সমুদায় ভূপালগণ আপনাকে ধম্মাত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন; অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধম্ম-বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি ধম্মলাভ লোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবেন না; তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধাত্তের আহার হরণ জন্ম পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে।

রাজা কহিলেন, হে বিহগরাজ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবিত প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরম ধম্ম; তাহা কি তুমি জাননা? এই কপোত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গহিত। ব্রহ্ম-হত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে, তদ্রূপ পাপ জন্মে।

শ্যেন কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীব আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার-

স্বারাই পরিবর্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে । জীবগণ দুস্ত্যজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চির কাল জীবিত থাকিতে পারে ; কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না ; অতএব আহার-বিরহে আমার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রস্থান করিবে । আগার মৃত্যু হইলে, পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট হইবে । হে মহারাজ ! আপনি একটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন । হে সত্যবিক্রম ! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর-বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে ; পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম ; অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন । অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করিবে ।

রাজা কহিলেন, হে বিহগবর ! তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ ! তুমি যেরূপ কল্যাণ-কর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয়, তোমার কিছুই অবিদিত নাই । হে বিহঙ্গম ! তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধু ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন ; অতএব তুমি অন্য প্রকারে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার । আমিও আজি তোমার নিমিত্ত গো, রূষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আরহণ করিতে পারি ; অথবা অন্য

কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এই এই ক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে ।

শ্যেন কহিল, হে মহীপাল ! মৃগ বরাহ প্রভৃতি কোন জন্তুকেই ভক্ষণ করি না ; অতএব অন্য কোন প্রাণীতে প্রয়োজন নাই । বিপাতা আনার যে আহার বিধান করিয়াছেন ; আগাকে তাহাই প্রদান করুন । শ্যেন পক্ষীকপোতকে ভক্ষণ করে, আমাদের এই চিরন্তন বিধি নিদিষ্ট আছে ; হে রাজন্ ! সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলীতে আসক্ত হইবেন না ।

রাজা কহিলেন, হে পতঙ্গ ! তোমাকে শিবিদিগের স্তম্ভদ্বারা প্রদান করিতেছি ; অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তৎ সমুদায় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না । যেরূপ পক্ষী করিলে, তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন কারব তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না ।

শ্যেন কহিলেন, হে নরাধিপ ! যতপি এই কপোত আপনাব দ্বেহভাজন হইয়া থাকে ; তাহা হইলে, আপনি আত্মমাংস কর্তন করিয়া তুলারারা কপোতের সহিত পরিমাণ করুন । যখন সেই মাংস কপোত-ভারের সমতুল হইবে, তখন তাহা আগাকে প্রদান করিবেন ; তাহা হইলেই আমি পরম পরিভূক্ত হইব । রাজা কহিলেন, হে শ্যেন ! তুমি আমার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সান্তিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ; আমি এক্ষণেই আপন মাংস কপোতের সহিত

তুলাতে পরিমাণ করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।

পরম ধার্মিক রাজা উশীনর এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া আপন মাংস কৰ্ত্তন করিয়া তুলাযন্ত্রে প্রদানপূর্বক কপোতকে অর্পণ করিলে, কপোতভারই গুরুতর হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার আগ্নেয়াংস কৰ্ত্তন করিয়া তাহাতে প্রদান করিলেন; তথাপি কপোতের সমান হইল না। সমুদায় মাংস নিঃশেষে কৰ্ত্তন করিলেও যখন কপোতের সমতুল হইল না; তখন স্বয়ং সেই তুলাতে আরোহন করিলেন।

শোন কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত হুতাশন। আমরা তোমার ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আপন গাত্র হইতে মাংস কৰ্ত্তন করিয়া যে সমুজ্জল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলে, উহা সমুদায় লোকে প্রথিত হইবে। যাবৎ মনুষ্যকুল তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তি ও পুণ্য লোক অক্ষয় হইয়া থাকিবে। দেবরাজ পাকশাসন ও হুতাশন এই কথা কহিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজা উশীনরও ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য উজ্জ্বল করিয়া দেদীপ্যমানকলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! এই সেই মহাজ্ঞা উশীনরের নিকেতন অবলোকন করুন; এই স্থান অতি পবিত্র ও কলুষনাশন। পুণ্যবান্ মহোদয়েরা এই স্থানে দেব ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে মন্ত্র-বিদগ্ধবুদ্ধি উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু পৃথিবী-তলে অগ্নাপি বিখ্যাত রহিয়াছেন, এই সেই মহর্ষির নানাবিধ ফলশালী আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থানে মানুষরূপধারিণী সাক্ষাৎ সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি বাণীকে জানিবার নিমিত্ত তপস্বী করিতেছি। হে রাজন্! ঐ যুগে কহোড়নন্দন অক্টাবক্র ও উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু এই দুই বেদ-বিদগ্রগণ্য মুনি ছিলেন; উহাদের পরস্পর মাতুলভাগিনেয় সম্পর্ক। উহার দুই জনে মহীপতি বিদেহরাজের যজ্ঞায়তনে প্রবেশপূর্বক বিবাদবিময়ে বন্দীকে নিগ্রহ করিয়া ছিলেন। যে অক্টাবক্র জনকরাজের যজ্ঞে বাদী হইয়া বাদানুবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়া নদীতে নিমগ্ন করেন, সেই অক্টাবক্র উদ্দালকের দৌহিত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহর্ষি উদ্দালকের আশ্রমে প্রবেশপূর্বক কিয়ৎ কাল বাস কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে অক্টাবক্র বন্দীকে নিগ্রহ করিয়ালেন, তাঁহার প্রভাব কি প্রকার? আর কি নিমিত্তই বা তিনি অক্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়নামে এক শিষ্য ছিলেন।

কহোড় সতত আচার্যের বশবর্তী ও শুশ্রূষা-
পরবশ হইয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে স্বীয়
আচার্যের পরিচর্যা করিতেন। মহর্ষি উদ্দা-
লক তাঁহার পরিচর্যা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া
তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমুদয় শ্রুতি প্রদান-
পূর্ব্বক স্বীয় কন্যা সৃজাতার সহিত তাঁহার
বিবাহ দিলেন। কিয়দিনানন্তর সৃজাতা
গর্ভধারণ করিলেন।

একদা সৃজাতার গর্ভস্থিত হৃতাশনসম-
প্রভাসম্পন্ন বালক মাতৃগর্ভ হইতে অধ্যয়ন-
শীল স্বীয় পিতা কহোড়কে কহিলেন, হে
তাত ! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন,
কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক হয় না।
আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভস্থাবস্থাতেই
সমুদায় সাঙ্গ বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছি ; অতএব আমি শ্রবণ করিতেছি,
আপনার অধ্যয়ন উত্তমরূপ হইতেছে না।
মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালক-
কর্তৃক এই রূপ অবমানিত হইয়া রোষভরে
তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ; তুমি গর্ভে
থাকিয়া আমার প্রতি এই রূপ অবমাননা
বাক্য প্রয়োগ করিতেছ ; অতএব তোমার
কলেবরের অষ্ট স্থল বক্র হইবে। কহোড়-
নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই
জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ; এই নিমিত্ত
তাঁহার নাম অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হয়।
শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের মাতুল ও তাঁহার
সমবয়স্ক ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে
সৃজাতা সাতিশয় পীড়মানা হইয়া নির্জনে

স্বীয় স্বামী কহোড়কে প্রসন্ন করিয়া কহি-
লেন, হে মহর্ষে ! আমার দশম মাস সমু-
পস্থিত, আপনি নিতান্ত নির্ধন ; এ সময়ে
অর্থ ব্যতীত আমি কিরূপে এই বিপদ
হইতে মুক্ত হইব। কহোড় ভার্য্যার বাক্য
শ্রবণে ধনার্থী হইয়া জনক-রাজের নিকট
গমন করিলে, তত্রস্থ বাদবেত্তা বন্দী তাঁহাকে
বাদে পরাজয় করিয়া জলে নিগম্ন করিল।
মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় জামাতার বৃত্তান্ত অব-
গত হইয়া সৃজাতার নিকট সমুদায় প্রকাশ-
পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে ! তোমার পুত্র
যেন এই বৃত্তান্ত কোন প্রকারে অবগত
হইতে না পারে। সৃজাতা স্বীয় পিতৃ-
বাক্যানুসারে সেই বৃত্তান্ত নিজ তনয়ের
অগোচরে রাখিলেন ; তন্নিমিত্ত অষ্টাবক্র
ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ঐ বৃত্তান্ত
অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। তিনি
উদ্দালককে পিতা ও শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা
বলিয়া জানিতেন।

ক্রমে অষ্টাবক্রের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম
হইলে, একদা তিনি উদ্দালকের অঙ্কে উপ-
বিষ্ট আছেন ; এমত সময়ে শ্বেতকেতু
ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক
আকর্ষণ করিলে, তিনি ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন। তখন শ্বেতকেতু কহিলেন,
হে অষ্টাবক্র ! এ তোমার পিতৃক্রোড় নহে।
অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুর এই রূপ দুৰ্ব্বৃত্তি
শ্রবণে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দুঃখিত
চিত্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি ! আমার পিতা
কোথায় ? সৃজাতা পুত্রের বাক্য শ্রবণে

সাতিশয় দুঃখিত ও শাপভয়ে একান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন অষ্টাবক্র মাতৃমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রজনীযোগে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, কল্যা আমরা দুই জনে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিব। শ্রবণ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞ বহুবিধ আচার্য্যে পরিপূর্ণ; আমরা তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও বিপুল অর্থ উপার্জন করিব, তদ্রত্য শান্ত ও সৌম্য ব্রহ্মষোষ শ্রবণে আমাদের বিচক্ষণ লাভ হইবে।

অনন্তর মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে তাঁহারা গমনে নিবারিত হইলেন।

ত্রয়স্বিংশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! পথিমধ্যে যাবৎ কাল ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে বধির, স্ত্রী, ভারবাহ ও রাজারা ক্রমান্বয়ে গমন করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিতে হইবে; ব্রাহ্মণের অগ্রে কাহারও গমন করা বিধেয় নহে।

জনক কহিলেন, আমি আপনাকে পথ প্রদান করিলাম; এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন করুন। আমি অল্প পরিমাণ হইলেও তাহার দাহিকা শক্তি হ্রাস হয় না, ইন্দ্রও সৰ্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া

ধাকেন। অতএব আপনি যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! আমরা যজ্ঞ দর্শন নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমরা অতিথি; যজ্ঞান্ত্রানে প্রবেশ করিতে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দ্বারপালকে দ্বার প্রদান করিতে অনুমতি করুন। হে জনক ! আমরা যজ্ঞ দর্শন এবং আপনার সাক্ষাৎকার লাভ ও আলাপ করিবার নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এই দ্বারপাল দ্বার অবরোধ করাতে আমাদের ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া আমাদের দিগকে দগ্ধ করিতেছে।

তখন দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণদারক ! আমরা বন্দীর আজ্ঞাকারী; আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যজ্ঞস্থলে বৃদ্ধ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণেরই প্রবেশ করিতে অনুমতি আছে; বালকদিগের প্রবেশের অধিকার নাই।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দ্বারপাল ! যদি এস্থানে বৃদ্ধগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তবে আমারও ইহাতে প্রবেশের অধিকার আছে। আমি চরিতব্রত ও বেদ-প্রভাবসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধস্থানীয় হইয়াছি; আমি গুরুশুশ্রূষা-নিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান্; অতএব আমাকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিও না, আমি অল্পমাত্র হইলেও স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে।

দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণ-কুমার ! যদি তুমি অভিজ্ঞ হও, তবে মহর্ষিসেবিত

একাক্ষর ও বহুরূপ কর্মকাণ্ডাধিক্য-সম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ কর। তুমি আপনাকে কখন অভিজ্ঞ জ্ঞান করিও না, বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ ? বিদ্বান্ অতি হুতুল্লভ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, কেবল কায়বুদ্ধিতেই বুদ্ধভাব হয় না, উহাতে অনেক জ্ঞানের অপেক্ষা করে ; শাশ্বলি বৃদ্ধেরও অনেক অষ্ঠীনা জন্মে ; কিন্তু তাহাতে উহার কিছুমাত্র সারবত্তা সমুৎপন্ন হয় না। যাহা হ্রস্ব ও কৃশ, কিন্তু ফলবান্, সেই পাদপই যথার্থ বুদ্ধভাবাপন্ন ; কিন্তু যাহার ফল নাই, তাহার বুদ্ধত্ব কোথায় ?

দ্বারপাল কহিল, বালকগণ বুদ্ধদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণপূর্বক কালক্রমে বুদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু অল্প কালমধ্যে জ্ঞানোপার্জন হওয়া অসম্ভব। হে বালক! তুমি বৃথা কেন বৃদ্ধের ন্যায় বাক্য ব্যয় করিতেছ ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দৌবারিক ! কেবল পলিত হইলেই বুদ্ধ হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি বালক হইয়াও প্রজ্ঞাবান্ হয়, দেবগণ তাহাকে স্ববির বলিয়া নির্দেশ করেন। কি বয়স, কি পলিত, কি ঐশ্বর্য, কি বন্ধু কিছুতেই বুদ্ধ হইতে পারে না ; যে ব্যক্তি সান্নবেদ-সম্পন্ন, ঋষিগণ তাঁহাকেই মহান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা রাজ-সভায় বন্দীকে অবলোকন করিবার মানসে আগমন করিয়াছি ; হে দ্বারপাল ! তুমি জনকনৃপতির নিকট আমার আগমন-বার্তা নিবেদন কর ; তুমি

অবশ্যই দেখিবে, অগ্ন আমি পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও বাদে বন্দীকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিব। আজি রাজা ও পুরোহিত-প্রমুখ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা সকলে অবাচ্ হইয়া আমার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরীক্ষা করিবেন।

দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণকুমার ! তুমি দশ-বর্ষবয়স্ক ; কিরূপে সুশিক্ষিত ও বিদ্বান্দিগের প্রবেশ যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিবে ? আমি কৌশলক্রমে তোমাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমিও স্বয়ং যথাবিধি যত্ন কর।

তখন অষ্টাবক্র জনক-রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জনক-বংশাবতংস মহারাজ ! আপনি সত্রাট্ ও সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ; আপনি যজ্ঞীয় কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে পূর্বতন রাজা যযাতির ন্যায় প্রশংসাজনক। শুনিয়াছি, আপনার বন্দী প্রভূত বিদ্বাসম্পন্ন ; সে বাদে অগ্নান্য বিদ্বান্দিগকে পরাজয় করিয়া আপনার পুরুষগণ-দ্বারা জলে নিমজ্জিত করে। হে রাজন্ ! আমি এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণের সমীপে অদ্বৈত ব্রহ্ম কীর্তন করিতে আসিয়াছি। আপনার বন্দী কোথায় ? সূর্য্য যেমন নক্ষত্রগণকে ধ্বংস করেন, আমি তদ্রূপ তাহাকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।

রাজা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণবালক ! তুমি বন্দীর বাক্যবল অবগত না হইয়াই উঁহাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ, ইহা অনুচিত ; যাহারা উঁহার প্রভাব জানেন, তাঁহারা একরূপ বলিতে পারেন না ; অনেকা-

নেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যবল ও ক্ষমতা অবগত হইয়াছেন । তারকা সমুদয় যেমন ভাস্করের নিকট শোভমান হয় না, তদ্রূপ অনেকানেক পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন । আর যে সমস্ত বিজ্ঞানমত্ত মনীষিগণ বন্দীকে পরাজয় করিবার মানসে সভায় সমুপস্থিত হন, তাঁহারা তাঁহার নিকটেই পরাজয় প্রাপ্ত ও অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন ; সদস্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হন না ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বন্দী মাদৃশ লোকের সহিত বিবাদ করে নাই ; এই নিমিত্তই সিংহের আয় নির্ভয় চিত্তে গর্জন করে । অতঃসে মৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া পথি মধ্যে ভগ্ন শকটের আয় নিশ্চল হইয়া থাকিবে ।

রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি দ্বাদশ অংশ, চতুর্বিংশতি পর্ব ও ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশত অরসংযুক্ত পদার্থের অর্থ অবগত আছেন, তিনিই ষথার্থ পণ্ডিত ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! চতুর্বিংশতি পর্ব, ছয় নাভি, দ্বাদশ নেমি ও ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশত অরসংযুক্ত সেই সদাগতি চক্র তোমাকে রক্ষা করুন ।

রাজা কহিলেন, যে দুই পদার্থ বড়বাক্যের আয় সংযুক্ত ও শ্চেন পক্ষীর আয় পতনশীল ; দেবগণের মধ্যে কে ঐ দুই পদার্থ প্রসব করেন এবং ঐ পদার্থদ্বয় বা কি প্রসব করে ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, ঐ দুই পদার্থ যেন তোমার শত্রুর গৃহেও না হয় । মেঘ ঐ দুই পদার্থের প্রসবিতা এবং উহারাও মেঘ উৎপাদন করিয়া থাকে ।

রাজা কহিলেন, কে চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায় ? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না ? কাহার হৃদয় নাই ? ও কোন্ বস্তু বেগে বদ্ধিত হয় ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, মৎস্য নয়ন মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায় ; অণু জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না ; প্রস্তরের হৃদয় নাই ; নদী বেগে বদ্ধিত হয় ।

তখন রাজা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-কুমার ! তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি বালক নও ; আমি তোমাকে বুদ্ধ বলিয়া জানিলাম ; বাক্যালাপে তোমার তুল্য কেহই নাই ; অতএব তোমাকে আমি দ্বার প্রদান করিতেছি ; এই বন্দী রহিয়াছেন, অবলোকন কর ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি উগ্রসেন প্রভৃতি অপ্রতিম রাজগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি বাদিশ্রেষ্ঠ বন্দী, তাহা অবগত হইতে অক্ষম হইয়াছি ; এক্ষণে যেমন লোকে মহাজলস্থ হংসকে অন্বেষণ করে, তদ্রূপ আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি । হে অতিবাদিগানিন্, বন্দিন্ ! তুমি পণ করিয়া আমার বাক্যের প্রভূতর প্রদানে কদাচ সমর্থ হইবে না ; প্রভূত নদীবগে যেমন যুগান্তকালীন জলনের নিকট শুষ্ক

হইয়া যায় ; তদ্রূপ তুমি আমার নিকট বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রাপ্ত ব্যাঘ্র-ও রোমপরবশ বিষধরকে প্রতিবোধিত করিও না ; তাহাদিগের মস্তকে পাদাঘাত করিলে কদাচ তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দুর্বল ব্যক্তি পর্বত ধ্বংস করিবার মানসে সগর্বে উহাতে আঘাত করে, তাহারই হস্ত ও নখ সমুদায় বিদীর্ণ হইয়া যায় ; কিন্তু পর্বতের কিছু-মাত্র হানি হয় না। যেমন পর্বতসকল মৈনাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যেমন বৎসগণ অনড়ান্ অপেক্ষা নীচ, তদ্রূপ সমুদায় রাজগণ জনক নৃপতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। হে রাজন্ ! যেমন সুররাজ সমুদায় দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন গঙ্গা সমুদায় স্রোত-স্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ আপনি সমুদায় ভূপতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনি এক্ষণে অনুগ্রহ-পূর্বক বন্দীকে আমার নিকট আনয়ন করুন।

মহাপ্রভাব-সম্পন্ন অষ্টাবক্র সভামধ্যে এই রূপ তর্জন গর্জন-পূর্বক জাতক্ৰোধ হইয়া বন্দীকে কহিতে লাগিলেন, হে বন্দিন্ ! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে এবং তুমি যে সকল বাক্য কহিবে, আমিও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিব।

বন্দী কহিলেন, এক অগ্নি বহু প্রকারে প্রদীপ্ত হন ; এক সূর্য্য এই সমস্ত লোকে আলোক প্রদান করেন ; এক বীর দেবরাজ অরিকুলের নিহন্তা ও এক ধর্ম পিতৃগণের ঈশ্বর।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন ; নারদ ও পর্বত এই দুই জন দেবর্ষি ; অশ্বিনী-কুমারেণ দুই জন ; রথের চক্র দুই খান ; বিধাতৃ-বিহিত জায়া এবং পতিও দুই।

বন্দী কহিলেন, লোক স্ব স্ব কস্মীন্স-সারে ত্রিবিধ জন্ম গ্রহণ করে ; তিন বেদ একত্র হইয়া সমগ্র বাজপেয় সূসম্পন্ন করে ; অধ্বর্যুগণ ত্রিবিধ স্নানের বিধি বিধান করেন ; লোক তিন প্রকার এবং জ্যোতিও ত্রিবিধ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্বিধ ; চারি বর্ণ জ্ঞান যজ্ঞের অধিকারী ; দিক্ চারি ; বর্ণ চতুষ্টয় ও গাবী চতুষ্পদ।

বন্দী কহিলেন, অগ্নি পঞ্চপ্রকার ; পংক্তি-চ্ছন্দ পঞ্চ পদযুক্ত ; যজ্ঞ পঞ্চবিধ ; ইন্দ্রিয় পঞ্চ ; বেদে অনুসন্ধানাত্মিকা চিত্ত-বৃত্তি পঞ্চপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ও পবিত্র পঞ্চনদ লোকমধ্যে খ্যাত রহিয়াছে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, অগ্ন্যাধানে দক্ষিণা-স্বরূপ ছয়টি গো দান করিয়া থাকে ; ঋতু ছয় ; ইন্দ্রিয় ছয় ও কৃত্তিকা ছয় বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং ছয় সাগ্নস্ক নামক যজ্ঞ সর্ব বেদেই বিহিত হইয়াছে।

বন্দী কহিলেন, গ্রাম্য পশু সপ্তবিধ ; বন্য পশু সপ্তবিধ ; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে ; সপ্তর্ষিমণ্ডল লোকে বিখ্যাত ; অর্হণা সপ্তপ্রকার ও বীণা সপ্ততন্ত্রী।

অষ্টাবক্র কহিলেন, আটটি গোপী ঋতু পরিমিত দ্রব্য ধারণ করে ; অষ্টপাদ শরভ

সিংহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ; দেবগণ মধ্যে আট জন বহু প্রসিদ্ধ আছেন এবং অষ্ট কোটিবিশিষ্ট যুগ সর্ব্ব যজ্ঞেই বিহিত হইয়া থাকে ।

বন্দী কহিলেন, পিতৃযজ্ঞে সাগধেনী মন্ত্র নববিধ ও ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি অবাস্তুর গুণভেদে নয় প্রকার হইয়া বিবিধ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ; বৃহতী নবাক্ষরা ও একাদি নয় পর্য্যন্ত নয়টি অক্ষ-দ্বারা সমুদায় গণনা সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দশ দিক্ ; শত সংখ্যা দশ গুণিত হইলে সহস্র হয় ; জ্রীগণ দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে ; দশ জন তত্ত্বের উপদেষ্টা ; দশ জন দ্বেষ্টা ও দশ জন অধিকারী ।

বন্দী কহিলেন, প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়-বিষয় একাদশ ; সেই একাদশ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; ইন্দ্রিয়-বিকার একাদশ প্রকার ও স্বর্গে একাদশ রুদ্র সুপ্রসিদ্ধ আছেন ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয়, জগতী ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর ; প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয় ; দ্বাদশ আদিত্য ত্রিলোক-বিখ্যাত ।

বন্দী কহিলেন, ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ও পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবিশিষ্ট ।

বন্দী এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিস্তর হইলে, অষ্টাবক্র উহা পূরণ করিবান্ন নিমিত্ত কহিলেন, আত্মা বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধরূপ

ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত হন ও ধর্ম্মাদি সমুদায় বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশের নাশক ।

তখন সভাস্থলে বন্দীকে নিস্তর ও অধোমুখে চিন্তাপর নিরীক্ষণ ও অষ্টাবক্রের বাগাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোক সকল ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন । এইরূপে জনক নৃপতির সেই প্রসূত সম্পত্তিসম্পন্ন যজ্ঞ জনগণের কলরবে ব্যাপ্ত হইলে পর তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ কৃতাজ্জলিপুটে আগমনপূর্ব্বক অষ্টাবক্রের পূজা করিলেন ।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, এই বন্দী পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণকে বাদে পরাজয় করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে ; এক্ষণে উহাকে জলে নিমগ্ন কর ।

বন্দী কহিলেন, আমি বরুণ-রাজের পুত্র ; তিনি জনক নৃপতির ন্যায় দ্বাদশ বামিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন ; আমি তন্নিমিত্ত তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিয়াছি । সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞ অবলোকন করিতে গিয়াছেন ; তাঁহারা পুনরায় আগমন করিতেছেন । আমি পূজনীয় অষ্টাবক্র ঋষিকে পূজা করি ; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে অণু স্বীয় জনয়িতা বরুণের সমীপে গমন করিব ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, বন্দী যে বাক্য বা মেধা-দ্বারা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রেণে নিমজ্জিত করিয়াছে, আমি স্বীয় মেধা-সহকারে সেই বাক্য বেরূপ খণ্ডন করিলাম, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ ব্যক্তির বোধগম্য হইবে । সদস্য-

বহারাভিষ্ট পাষক যেমন স্বীয় তেজঃ দ্বারা সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তির শরীর দাহ করেন না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি বালকের অতি ক্ষুদ্র বাক্যেও অবমাননা করেন না । ইহাতে বোধ হয়, বুদ্ধিনাশক শ্লেষাতকী বৃক্ষ তোমাকে নিতান্ত নিস্তেজাঃ করিয়াছে ; সুতরাং তুমি হস্তীর ন্যায় আহত হইয়াও আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছ না ।

জনক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার ! আমি আপনার অমানুষ দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিলাম, আপনি সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ । আপনি বিবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়াছেন ; অতএব তিনি অবশ্যই মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কৰ্ম্ম করিবেন ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্ ! যদি বরুণ বন্দীর পিতা ; তবে উহাকে এক্ষণে জলাশয়ে নিমগ্ন করিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই । ও জীবিত থাকিলে আমার কি উপকার হইবে ?

বন্দী কহিলেন, আমি বরুণ-রাজের পুত্র ; জলমগ্ন হইতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । সে যাহা হউক আমি এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, অষ্টাবক্র এই মুহূর্ত্তেই চিরবিনষ্ট স্বীয় পিতা কহোড়ের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবেন ।

ইতিমধ্যে বন্দি-নিমগ্নজিত ; বিপ্রগণ বরুণ-কর্তৃক পূজিত ও জলাশায় হইতে সমুখিত হইয়া জনকের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন কহোড় কহিতে লাগিলেন, হে জনক ! লোকে এই নিমিত্তই পুত্রের কামনা করে ; যেহেতু অবলের বলবান্,

অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে । দেখুন, আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার পুত্র অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিল । হে মহারাজ ! আপনার মঙ্গল হউক ; যুদ্ধকালে যম স্বয়ং আসিয়া শাণিত পরশু-দ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন । আপনার এই যজ্ঞে ঔক্খ্য ও সাম সূচারুরূপে গীত এবং সোমরস প্রচুর পরিমাণে পীত হইতেছে এবং দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র যজ্ঞভাগ সমুদায় গ্রহণ করিতেছেন ।

এই রূপে সমুদায় জলনিমগ্ন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাসম্পন্ন হইয়া জলাশয় হইতে সমুখিত হইলে পর বন্দী জনক নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সাগর-জলে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন অষ্টাবক্র স্বীয় পিতাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া মাতুল-সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন । অনন্তর কহোড় মাতৃ-সমীপস্থিত অষ্টাবক্রকে এই সমঙ্গা নাম্নী নিম্নগার মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলে, তিনি পিতৃ বাক্যানুসারে নদীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের বক্রতা সকল বিনষ্ট হইল । এই নদীতে প্রবেশমাত্র অষ্টাবক্রের অঙ্গ সকল সম ভাব প্রাপ্ত লইয়াছিল, এই বলিয়া তদবধি ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে । এই নদী পরম পবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে পাপ মোচন হয় ; অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির ! আপনিও ভ্রাতৃগণ, ভাৰ্য্যা এবং বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে

ইহাতে অবগাহন ও ইহার জল পানপূর্বক এই স্থানে পরম সুখে বাস করিয়া অন্যান্য পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমঙ্গা নদী প্রবাহিত রহিয়াছে; এই কর্দ-মিল নামে ভরতের অভিষেচন স্থান দৃষ্ট হইতেছে। শচীপতি ইন্দ্র বত্র-বধানস্তুর অলক্ষ্যযুক্ত হইয়া সমঙ্গায় স্নান করিয়া সর্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। মৈনাক-কুক্ষিতে বিনশন তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্বে যে স্থানে অদिति পুত্রের নিমিত্ত অন্ন পাক করিয়াছিলেন, আপনি এই পর্বতে অধিরূঢ় হইয়া অযশস্করী নিন্দনীয় অলক্ষ্যের অপনয় করুন। হে রাজন্! ঋষিদিগের প্রিয় এই কনখল পর্বতশ্রেণী ও ঐ মহানদী গঙ্গা বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্বে ভগবান্ সনৎকুমার এই স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; আপনি এই নদীতে অবগাহন করিয়া সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। আপনি ভৃগুসিংহাত্যের সহিত পুণ্যাখ্য হৃদ, ভৃগুভঙ্গ পার্বতী এবং উষ্ণী-গঙ্গে অবগাহন করুন। এই মহর্ষি স্থল-শিরার রমণীয় আশ্রমপদ শোভমান হই-তেছে; এই স্থানে ক্রোধ ও অভিমান বিসর্জন করুন। হে পাণ্ডবেয়! এই শ্রীমান্ রৈভ্যশ্রম শোভা পাইতেছে; এই স্থানে ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্!

মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভারদ্বাজ কিরূপ যোগী ছিলেন এবং তিনি কি নিমিত্তই বা মানব-লীলা সংবরণ করিলেন; তৎ সমুদায় আনু-পূর্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি দেবকল্প ঋষিগণের কীর্তি কীর্তনপূর্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ ও রৈভ্য ইহারা দুই জন বন্ধু ছিলেন; উভয়ে অবিচলিত সদ্ভাবে এই স্থানে বহু কাল অতিবাহিত করেন। রৈভ্যের অর্কবান্ ও পরাবান্ নামে দুই পুত্র এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে এক পুত্র জন্মে। রৈভ্য ও তদীয় আত্মজদ্বয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন; ভরদ্বাজ তপস্বীমাত্র ছিলেন। বাল্যাবধি তাহাদিগের অনুপম যশোরাশি সর্বত্র প্রচারিত হইয়া-ছিল। ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীত তপস্বী পিতার অসম্মান এবং সুপণ্ডিত রৈভ্য ও তাহার সন্তানদিগের সংকার সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও একান্ত সন্তোষিত হইয়া বেদজ্ঞানের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ যবক্রীত প্রজ্বলিত হতাশনে শরীর সমুপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দের সন্তাপ জন্মাইলে, তিনি তাহার নিকট আগমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্তা করিতেছ? যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত আমার এই উত্তোগ; বিজগণের অনধীত বেদ সকল আমার হৃদয়াকাশে অনায়াসে প্রতিভাত

হইবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা করিতেছি ; গুরুর নিকট অপায়ন করিয়া বেদজ্ঞ হওয়া বহুকাল সাধ্য ; অতএব শীঘ্র জ্ঞান লাভ বাসনায় প্রমত্তাতিশয়-সহকারে তপোবল আশ্রয় করিয়াছি ।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বিপ্র ! তুমি যে পথের পাছ হইতে মানস করিয়াছ, উহা উপযুক্ত পথ নহে ; অগ্ন্যধাতুর প্রয়োজন কি ? গুরুর নিকট গমন করিয়া অপায়নে অনুরক্ত হও । দেবরাজ এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, অনিতবিক্রম যবক্রীত পুনরায় যত্নপূর্বক তপোানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । তাঁহার কঠোর তপস্যায় স্তর-পতি সাতিশয় সমুদ্র হইয়া পুনর্বার মুনি-সম্মিলনে আগমন-পূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মুনি ! একরূপ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধির কার্য নহে ; যাহা হউক, আমি বর দান করিতেছি, তোমাদিগের পিতাপুত্রের নিখিল বেদ প্রাতিভাত হইবে । যবক্রীত কহিলেন, হে দেবেন্দ্র ! যদ্যপি আপনি আমার অর্ভাক্ষ সিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে, আমি স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কর্তন করিয়া প্রজ্জ্বলিত ছত্ৰাশনে আহুতি প্রদানপূর্বক অপেক্ষাকৃত ঘোরতর তপস্যা করিব ।

দেবরাজ মুনিতনয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় পরিজ্ঞাত হইয়া নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া যক্ষারোগ-গ্রস্ত শীর্ণকলেবর এক বর্মীয়ান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্বক ভাগীরথীর অন্তর্গত শৌচ-ক্রিয়োচিত যব-

ক্রীতের তীর্থে এক বালুকাময় সেতু নিৰ্ম্মাণ করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন । যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজ-বাক্যের অত্যাচারণ করিলেন ; তখন তিনি বালুকা-দ্বারা গঙ্গা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীতে সিকতানুষ্টি বিক্ষেপ করিয়া যবক্রীতের সমক্ষে সেতু নিৰ্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

মুনিবর তাঁহাকে সেতুধ্বজনে একান্ত বহুবান্ দেখিয়া মহাসম্বদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! এ কি হইতেছে ? আপনি কি করিতে বাসনা করিয়াছেন ? নিরর্থক কেন ঈদৃশ প্রয়াস পাইতেছেন ? ইন্দ্র কহিলেন, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সময়ে নৌকের সাতিশয় রেশ হইয়া পাকে ; ভগ্নিস্তম্ভ এই সেতু নিৰ্ম্মাণ করিতেছি ; এই স্তম্ভ সেতুপথ দ্বারা সকলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । যবক্রীত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! মহাবেগবান্ প্রবাহ প্রতিক্রুদ্ধ করা আপনার সাধ্যাতীত কার্য, তাহার দদেহ নাই ; অতএব এই দুর্বাসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সাধ্য কার্যের অনুষ্ঠান করুন । ইন্দ্র কহিলেন, তপো-ধন ! আপনি যেমন বেদশিক্ষার্থী হইয়া অশক্য তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও এই দুর্বহ ভার গ্রহণ করিয়াছি । যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদ-শেশ্বর ! যেমন আপনার এই উত্তম নিরর্থক, আমারও তপস্যা যদি সেইরূপ বিবেচনা করেন, তবে আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন এবং যাহাতে আমি সর্বা-

পেঙ্গা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এই রূপ বর প্রদান করুন। তখন ভগবান্ ত্রিদশনাথ মুনির প্রার্থিত বর দান করিয়া কহিলেন, হে যবক্রীত ! তোমাদিগের পিতাপুত্রের সমুদায় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং তোমার অগ্ন্যাণ্ড অভীষ্টও সিদ্ধি হইবে ; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। অনন্তর যবক্রীত পূর্ণমনোরথ হইয়া পিতৃ-সম্মিধানে আগমনপূর্বক কহিলেন, তাত ! দেবরাজদত্ত বরপ্রভাবে আমাদিগের উভয়েরই সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং আমরা সর্ক্যাপেঙ্গা শ্রেষ্ঠ হইব। ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি অভিলষিত বর লাভে সাতিশয় দর্পিত হইয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। দেবতার। এই বিষয়ের এক উদাহরণ কীর্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

পূর্বে বালধি নামে মহাতেজাঃ এক ঋষি ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমর পুত্র কামনায় দুষ্কর তপস্যা করিয়া লব্ধকাম হইলেন। দেবতার। প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর দানপূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! তুমি সর্ক্যংশেই অমরসদৃশ পুত্র লাভ করিবে ; কিন্তু মর্ত্য লোকে অমর নাই স্ততরাং সেই পুত্রের জীবন কোন নিমিত্তাধীন হইবে। বালধি কহিলেন, হে দেবরন্দ ! এই পরিদৃশ্যমান অবিনশ্বর ভূধর সকল আমার পুত্রের জীবিত-নিমিত্ত হইবে। দেবতার। ‘তথা স্তু’ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বালধির মেধাবী নামে অতি প্রচণ্ডস্বভাব এক পুত্র জন্মিল। মেধাবী আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া গর্ব প্রকাশপূর্বক অন্যান্য ঋষিগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া একদা মহাতেজাঃ ধনুষ্যাক্ষ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপকার করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ভয় হও বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন ; কিন্তু মেধাবী দেবদত্ত বরপ্রভাবে ভয়শূন্য হইলেন না, তদর্শনে মহর্ষি ধনুষ্যাক্ষ রোষপরবশ হইয়া কতিপয় বিশালবিমাণ মহিষদ্বারা মেধাবীর জীবন-নিমিত্ত পর্কিত সকল বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন বালধি পুত্রের মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পারিতাপ করিতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ দীর্ঘদর্শী ঋষিগণ তদীয় বিলাপ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া যে গাথা কীর্তনপূর্বক শোকসম্প্রস্তু বালধিকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। “মনুষ্য কদাপি দৈবকার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ; এই নিমিত্ত মহর্ষি ধনুষ্যাক্ষ মহিষ দ্বারা মহীধর বিদারিত করিয়াছেন।”

পুত্র ! অল্পবয়স্ক তপস্বি-তনয়েরা এই রূপ বর লাভে দর্পিত হইয়া যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তুমিও যেন সেইরূপ হইও না, মহর্ষি রৈভ্য মহাপ্রভাব-সম্পন্ন ; তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাদৃশ কোপনস্বভাব। মহর্ষি রৈভ্য রোষপরবশ হইলে যৎপরোনাস্তি

পীড়া প্রদান করিতে পারেন ; অতএব যাহাতে তোমার কোন অনিষ্টপাত না হয়, সর্বদা অপ্রমত্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে ।

যবক্রীত কহিলেন, তাত ! যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিব ; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না ; যেমন আপনি আমার পিতা, রৈভ্যও সেইরূপ । যবক্রীত পিতাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া আহ্লাদ-পূর্বক অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষি-গণের অপকার করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর নির্ভীক যবক্রীত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন-পূর্বক একদা বৈশাখ মাসে মহর্ষি রৈভ্যের পরম রমণীয় আশ্রমপদে উপনীত হইয়া দেখিলেন ; কিম্বরীর ন্যায় রূপবতী তদীয় পুত্রবধূ কুম্মিত তরুশোভিত আশ্রম-পদবীতে বিচরণ করিতেছেন । তদর্শনে কামমোহিত যবক্রীত নির্লজ্জ হইয়া সেই লজ্জা-নম্রমুখী কামিনীকে কহিলেন, ভদ্রে ! আমাকে ভজনা কর । পরাবশু-ভার্য্যা আগন্তকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত ও রৈভ্যের তেজস্বিতা স্মরণে ত্রস্ত হইয়া ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রস্থান করিলেন ; ইত্যবসরে যবক্রীত তাঁহাকে নিভৃত প্রদেশে আনয়নপূর্বক স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন । অনন্তর মহর্ষি রৈভ্য নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন-পূর্বক পুত্রবধূকে অশ্রমুখী

নিরীক্ষণ করিয়া মধুর বাক্যে সাহসনা করিয়া রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্বক যবক্রীতের উক্তি ও তৎকর্তৃক স্বীয় সতীত্ব-ভঙ্গবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । যবক্রীতের দুর্ক চেষ্টিত শ্রবণ করিবামাত্র রৈভ্য ঋষির ক্রোধানল একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।

অনন্তর তিনি এক জটা সমুৎপাটন-পূর্বক প্রদীপ্ত হতাশনে আছতি প্রদান করিবামাত্র অবিকল তাঁহার পুত্রবধূর ন্যায় এক রমণী প্রাদুর্ভূত হইল । পরে অপর একটি জটা আছতি প্রদান করিলে, ভীম-দর্শন উগ্রনয়ন এক রাক্ষস সমুদ্ভূত হইল । তাহারা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো ! কি আজ্ঞা হয় । রৈভ্য কহিলেন, শীঘ্র যবক্রীতের প্রাণ সংহার কর । তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া যবক্রীতের জীবন বিনা-শার্থ গমন করিল । পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যবক্রীতকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার কণ্ঠলু অপহরণ করিয়া লইল ।

অনন্তর রাক্ষস শূল উদ্বৃত্ত করিয়া যবক্রীতের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি সেই শূলধারী রাক্ষসকে বেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সহসা এক সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন কিন্তু সেই সরোবর জলশূন্য ছিল, তদর্শনে তিনি পুনর্ব্বার দ্রুতপদ সঞ্চারে নদীতে গমন করিতে লাগিলেন ; কলতঃ তৎকালে সকল নদীই শুষ্ক হইয়াছিল । তিনি তখন ঘোর-রূপী শূলধারী রাক্ষস-কর্তৃক আক্রান্ত ও

মিতান্ত্র ভীত হইয়া পিতার অগ্নিশরণে গমন করিলেন ; কিন্তু তাহার রক্ষক এক অন্ধ শূদ্র তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই স্ত্রমোগে রাক্ষস শূলপ্রহারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও গতজীবিত হইলেন। এই রূপে মহাবল রাক্ষস যবক্রীতকে বিনাশ করিয়া রৈভ্যের নিকট আগমন-পূর্বক তদীয় আদেশানুসারে সেই রমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর ভরদ্বাজ স্বাধ্যায়রূপ আত্মিক সমাধান-পূর্বক সমিৎকলাপ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্বের আশ্রমপ্রবেশ-সময়ে পঞ্চাশি তাঁহার প্রত্যাগমন করিতেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে মৃতপুত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তখন মহর্ষি আগ্নেহোত্রের বিকৃত ভাব সন্দর্শন করিয়া গৃহরক্ষক শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শূদ্র ! অগ্নি কি নিমিত্ত আগ্নেয় আমার প্রত্যাগমন করিতেছেন না ; আর কি নিমিত্তই বা তুমি আমাকে অবলোকন করিয়া পূর্ববৎ অভিনন্দন করিলে না ? এক্ষণে আশ্রমের ত কুশল ? আমার স্যায়জ যবক্রীত রৈভ্যের নিকট ত গমন করে নাই ? হে শূদ্র ! তুমি শীঘ্র বল, আমার মনঃ সান্তিশয় সন্দিহান হইতেছে।

শূদ্র কহিল, ভগবন্ ! আপনার পুত্র মন্দগতি যবক্রীত রৈভ্য-সম্মিধানে গমন করিয়াছিলেন। আপনার পুত্র যবক্রীত এক শূলধারী রাক্ষস-কর্তৃক নিরোধ্যমান হইয়া অগ্নিশরণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ; এই অবসরে আমি বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলাম ; কারণ, তিনি তৎকালে অশুচি ছিলেন ; পরে হতাশ হইয়া পুনঃপ্রবেশ করিবার নিমিত্ত যখন জল্যাম্বেষণ করিতে লাগিলেন, এই অবসরে সেই শূলধারী রাক্ষস দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল। সম্প্রতি তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ শূদ্রমুখ হইতে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে একান্ত দুঃখিত মনে মৃত পুত্র যবক্রীতকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হা বৎস ! তুমি দ্বিজগণের শুভ সঙ্কল্পে অনধীত বেদ সকল প্রতিভাত হইবে বলিয়া তপোমুষ্ঠান করিয়াছিলে ! তুমি ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে বিশেষ কল্যাণভাজন ; তুমি কর্কশ স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াও নিরপরাধ ছিলে ! আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রম-পদে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম ; তথাপি তুমি সেই কালান্তক সম আশ্রম দর্শন করিতে গিয়াছিলে। হা বৎস ! তুমি আমার একমাত্র পুত্র ; দুঃখিত রৈভ্য ইহা অবগত হইয়াও রোষভরে তোমার প্রাণ সংহার করিল ; ফলতঃ আমি ক্রুরকর্ম্মা রৈভ্য হইতেই পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম ; হা তাত ! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে

কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি ; আমি শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া এই দুবিষয় শোক হইতে মুক্ত হইব ; আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেছি, সেই রূপ রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনাপরাধে তাহাকে সংহার করিবে ; তাহার সন্দেহ নাই । যাহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে পুত্র নাই, তাহারাই স্বেচ্ছানুসারে সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় ! তাহারা কখন মর্গ্যচ্ছেদী শোকশঙ্কর আঘাত প্রাপ্ত হয় না ! যাহারা পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রিয়তর মিত্রকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাচারপর আর কে আছে ! আমি পুত্রকে গতাসু দেখিয়া প্রিয়সখ রৈভ্যকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি ; এক্ষণে আমি অপেক্ষা বিপদাপন্ন আর দ্বিতীয় নাই ! মহম্মি ভরদ্বাজ এই রূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া পুত্রকে দাহ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং প্রজ্বলিত পাবকে প্রবিষ্ট হইলেন ।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! এই অবসরে রৈভ্য-যজ্ঞমান মহীপতি বৃহদ্রাক্ষ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রৈভ্যাক্ষজ অর্ক্যাবস্তু ও পরাবস্তুকে বরণ করিলেন । তাঁহার পিতার আদেশানুসারে যজ্ঞন কার্যার্থ তথায় গমন করিলেন ; কেবল রৈভ্য ও পরাবস্তুর সহধর্ম্মিণী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ।

একদা পরাবস্তু ভাষ্যা-দর্শনার্থী হইয়া অল্প তিমিরাচ্ছন্ন রজনীশেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । তৎকালে রৈভ্য মুনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ও কৃষ্ণাজিন-সংরত হইয়া অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন । পরাবস্তু নিবিড়ারণ্য-সঞ্চারী মৃগ বোধ করিয়া আশ্রয়প্রার্থে তাঁহাকে সংহার করিলেন । পরিশেষে পিতার প্রেত কার্য্য সকল সমাধান-পূর্বক আশু অর্ক্যাবস্তু সম্মুখানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতৃ ! আমি আজ রজনীশেষে অরণ্যমৃগ বোধে পিতাকে বধ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মহিংসন ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে । যদি আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, তবে তুমি একাকী কদাচ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তুমি আমার নিমিত্ত এই ব্রতানুষ্ঠান কর ; আমি একাকীই এই যজ্ঞ-কার্য্য সকল নির্বাহ করিব । অর্ক্যাবস্তু কহিলেন, ভ্রাতৃ ! আপনি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন । আমি আপনার নিমিত্ত নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসন ব্রত সাধন করিব ; এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ।

কিয়দিন অতীত হইলে একদা অর্ক্যাবস্তু ব্রত সাধন-পূর্বক তথায় আগমন করিতেছেন ; এই অবসরে পরাবস্তু স্বীয় ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষগদগদ স্বরে বৃহদ্রাক্ষকে কহিলেন, মহারাজ ! এই ব্রহ্মঘাতী যেন যজ্ঞ দর্শনার্থ এস্থানে প্রবেশ না করে । আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহার দৃষ্টিপাত-মাত্রেই আপনার অনিষ্ট ঘটিবে । এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র

রাজা তাঁহাকে নিকাশিত করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন । ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উৎসারিত করিল । তখন অর্ঝাবস্তু “আমি ব্রহ্ম হত্যা করি নাই” এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন ; তথাচ ভৃত্যবর্গ তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অপসারিত করিল । অর্ঝাবস্তু কহিলেন, আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার ভ্রাতাই এই কুকাৰ্য্য করিয়াছেন ; আমি কেবল তাঁহাকে ব্রাহ্মণবধপাতক হইতে মুক্ত করিয়াছি । তিনি ক্রোধভরে বারংবার এই কথা বলিলেও ভৃত্যেরা তাঁহাকে নিকাশিত করিল ।

অনন্তর মহাতপাঃ ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বন-পূর্বক বনে প্রবেশ এবং দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর তপোনিষ্ঠান-দ্বারা সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশক এক বেদ রচনা করিলে, মৃতিগান্ মরীচিমালী তথায় আবির্ভূত হইলেন । অগ্নিপ্রসূপ দেবগণ এই মহৎ কাৰ্য্যদ্বারা পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অর্ঝাবস্তুকে যাজন কার্য্যে বরণ ও পরাবস্তুকে নিবারণ করিয়া অভিলষিত বর প্রদানে সম্মত হইলে, অর্ঝাবস্তু কহিলেন, হে দেবগণ ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার পিতা পুনর্জীবিত হইয়া এই অকারণ-বধ যেন বিস্মৃত ও ভ্রাতা নিরপরাধ হন । আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত উভয়েই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠেন এবং আমার এই সৌর বেদ যেন সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

দেবগণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন ।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলেই প্রাচুর্ভূত হইলে যবক্রীত কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি বেদাধ্যয়ন ও বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি তথাপি রৈভ্য মুনি কিরূপে উক্তরূপ বিধি অনুসারে মদ্বিনাশে কৃতকার্য্য হইলেন ? দেবগণ কহিলেন, হে যবক্রীত ! তুমি সেরূপ কহিতেছ, ইহা সেরূপ মনে করিও না । কারণ, তুমি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ ; কিন্তু রৈভ্য আত্মকর্মে দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বহু ক্রেশে অনেক কালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন ; এ নিমিত্ত তিনি তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন । দেবগণ যবক্রীতকে এই কথা বলিয়া পুনর্বার দেবলোকে প্রস্থান করিলেন । হে মহারাজ ! সেই যবক্রীতেরই এই আশ্রম ; এই স্থানে অবস্থান করিলে নর সর্বপাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় ।

উনচত্বারিংশদধিক শততম

অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! উশীর-বীজ, মৈনাক, শ্বেত ও কালশৈল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছি । এই গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন । এস্থান অতি পবিত্র ; ইহাতে হুতাশন প্রতি-ন্যস্তই প্রজ্বলিত হইতেছে ; অগ্ন্যপি কোন

মমুখ্য এই অদ্বুত স্থান নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই ; অতএব ধীরতা-সহকারে সমাধি বিধানে ব্যাপ্ত হইল, তাহা হইলেই অতিক্রান্ত তীর্থ সকল দর্শন করিতে পারিবেন । এই কালশৈল নামে দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াপর্বত অতিক্রম করিয়া-ছেন । এক্ষণে আমরা শ্বেত ও মন্দর গিরিতে প্রবেশ করিব ; মাণিবর নামে যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের তথায় বাস করেন । অক্টাশীতি সহস্র দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব, কিংপুরুষ এবং ইহার চতুর্গুণ যক্ষেরা নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক এই পর্ব্বতে যক্ষরাজ মাণিভদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন । তাঁহার একপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও তেজস্বী যে, দেবরাজ ইন্দ্রকে ও পদচ্যুত করিতে পারেন । পর্ব্বত সকল একে দুর্গম, তাহাতে আবার বলবান্ পুরুষ ও রাক্ষসগণ-কর্ভুক-রক্ষিত, অতএব সম্যকরূপে সমাধি সাধন করুন । আমরা সৌম্যপ্রভাবে যক্ষরাজের মন্ত্রী এবং রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষসগণের সমীপে গমন করিব ।

হে রাজন্ ! এই বড় যোজন উন্নত কৈলাস পর্ব্বত ; এখানে অনেকানেক অমর-কুল এবং অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিম্বর, ভূজঙ্গ, বিহগ ও গন্ধর্ব্বগণ আগমন করিয়া থাকেন । হে কৌন্তেয় ! অগ্নি আমার তপস্যা, দমণ্ডণ এবং ভীমসেনের বলে সুরক্ষিত হইয়া সেই সকল দেবাদির সমীপে গমন করুন । আজি বরুণ, যম, গঙ্গা, যমুনা, পর্ব্বত, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সরিৎ, সরোবর, দেব, অশ্বর ও বসুগণ অবশ্যই আপনার কল্যাণ করিবেন ।

হে দেবি গঙ্গে ! ইন্দ্রের জাম্বুনদ পর্ব্বত হইতে তোমার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে ; হে স্তম্ভগে ! তুমি আজমীড়-বংশাবতংস রাজেশ্বরকে সকল পর্ব্বত হইতে রক্ষা কর । হে শৈলচূহিতে ! ইনি শৈলসঙ্কটে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ; অতএব ইহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োবিধান কর । মহামুনি লোমশ গঙ্গাকে এই রূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃত-যত্ন হইতে আদেশ করিলেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহর্ষি লোমশ যেরূপ অপূর্ব্ব স্বীয় সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, এই প্রদেশ অতীব দুর্গম ; অতএব সকলে রূক্ষণকে সাবধানে রক্ষা কর এবং শোচাচার-পরায়ণ হও ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীম-পরাক্রম ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীমসেন ! অর্জুন সন্নিহিত থাকিলেও দ্রৌপদী ভীত হইলে তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকে ; অতএব তুমি তাঁহাকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা কর । পরে মহাত্মা কৌন্তেয় নকুল ও সহদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক গদগদ-স্বরে কহিলেন, নকুল ! সহদেব ! তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর ।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বরকোদর ! তথায় দুর্দান্ত ভূতগণ অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে ; অগ্নির সাহায্য ও তপঃপ্রভাব ব্যতিরেকে গমন করা অসাধ্য ; অতএব

ইচ্ছাপূর্বক ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া বল ও দক্ষতা অবলম্বন কর। মহর্ষি লোমশ কৈলাস পর্বতের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছ ; এক্ষণে দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিবে, তাহারও উপায় স্থির কর অথবা মহদেব, ধৌম্য, সারণি, পৌরগণ, ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি তোমরা সকলেই প্রতিনিরুদ্ধ হও ; আমি, নকুল ও মহাতপাঃ লোমশ আমরা তিন জন মিতাহার ও নিয়তাচার অবলম্বন করিয়া গমন করিব। তুমি সাবধানে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা পূর্বক গঙ্গাদ্বারে অবস্থিতি কর।

ভীম কহিলেন, মহারাজ ! রাজপুত্রী একান্ত শ্রান্ত বা দুঃখার্জিত হইলেও প্রতিনিরুদ্ধ হইবেন না ; তিনি অবশ্যই অর্জুনের দর্শন-লালসায় গমন করিবেন। বিশেষতঃ আপনি কেবল অর্জুনকে অবলোকন না করিয়াই অতি প্রবল ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছেন ; পুনরায় মহদেব, রাজপুত্রী ও আমার বিরহে কি করিবেন, বলিতে পারি না ; অতএব ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি আর সকলেই নিরুদ্ধ হউন ; আমি এই বিষয় দুর্গম রাক্ষসসংকীর্ণ পর্বতে আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। পতি-পরায়ণা রাজপুত্রীও আপনা ব্যতীত বিনিরুদ্ধ হইবেন না। এই মহদেব সতত আপনার অনুরাগত ; আমি ইহার অভিপ্রায় অবগত আছি ; এ ব্যক্তিও কখন বিনিরুদ্ধ হইবে না। বস্তুতঃ সকলেই সব্যশাচীকে

দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে ; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। বহুবিধ কন্দরদুর্গম এই পর্বতে রথারোহণে গমন করা অসাধ্য ; অতএব আমরা ইহাতে পদব্রজে গমন করিব ; আপনি তজ্জন্ম বিগনাঃ হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি ; পাঞ্চালী ও স্ককুমার মাদ্রী কুমারেরা যে যে স্থান অতিবর্তন করিতে অসমর্থ হইবেন ; আমি ইহাদিগকে বহন করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে উত্তীর্ণ করিব ; অতএব আপনি তন্নিমিত্ত দুর্শ্বনাযমান হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন ! তুমি যে ইহাদিগকে বহন করিব বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। একরূপ কার্য সম্পাদন করা আর কাহারও সাধ্য নহে ; অতএব তোমার বল, যশঃ, ধর্ম্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হউক। কদাপি যেন তোমার গ্লানি বা পরাভব না হয়। অনন্তর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সহাস্ত্র মুখে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ ! আমিও আপনাদের সহিত গমন করিব ; আমার নিমিত্ত কদাচ পরিতাপ করিবেন না। লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! আমরা কেবল তপঃপ্রভাবে গঙ্গাদান পর্বতে গমন ও সব্যশাচীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইব।

সকলে এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমালয় পরিসরস্থ সুবাহুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভূত গজবাজী, শত শত কিরাত, তঙ্গণ, পুলিন্দ ও অমরগণ এবং

ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন ।

পুলিন্দাধিপতি সুবাহু স্বীয় রাজ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে সমাগত মন্দর্শন করিবারাত্রি অতিমাত্র প্রীতি সহকারে পূজাপূর্বক আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন । তাঁহারাও পূজা গ্রহণপূর্বক তথায় সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন । অনন্তর লোমশ ও মহারথ পাণ্ডবগণ পরদিন প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী উদয়াচল-শিখরে আরোহণ করিলে, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সমুদায় ভৃত্য, পৌরগব, সূপকার, পারি-বর্হ ও পাঞ্চালগণকে পুলিন্দাধিপতির সমীপে সমর্পণ করিয়া অর্জুনদর্শন লালসায় দ্রোপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেশান হইতে পদত্বজে প্রস্থান করিলেন ।

এক চত্বারিংশদধিকশততম

অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীমসেন ! হে নকুল ! হে সহদেব ! হে পাঞ্চালি ! তোমরা এই সকল বনেচরগণকে অবলোকন কর, তাহা হইলে ভূতের বিনাশ নাই বলিয়া অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে । আমরা নিতান্ত দুর্বল ও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি ; তথাপি কেবল সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমের মুখশশী মন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের সাহায্যে এই দুর্গম স্থান দিয়া গমন করিতে গাঁহন করিয়াছি, কিন্তু আমার কলেবর সেই বীর-

চূড়ামণির অদর্শনে অনলকবলিত তুলরাশির ন্যায় দহমান হইতেছে । হে বীর ! একে অনুজগণের সহিত বনবাসী ও অর্জুনের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি ; তাহাতে আবার যাক্সসেনীর এই নিগ্রহ আগাকে মস্তাপিত করিতেছে ।

হে রকোদর ! আমি সেই অমিততেজাঃ অজেয় অর্জুনকে অবলোকন না করিয়াই পরিতাপিত হইতেছি । তাঁহার দর্শন-লালসায় তোমাদিগকে সমস্তবিষাহারে লইয়া তীর্থ, বন ও জলাশয় সকল পরিভ্রমণ করিতেছি ।

হে বীর ! যিনি সমস্ত ধন জয় করিয়া আগাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; যিনি মত্যা-মক্ক, বাঁহাতে অভিগানের লেশমাত্রও নাট, যিনি বিক্রমে ও গমনে সিংহের ন্যায়, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, সংগ্রামে কুশল, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, কোরবকুলের গৌরব-স্বরূপ ; যিনি ক্রুদ্ধ হইলে অরাতিগণের পক্ষে কালান্তক যমোপমা, অগ্ন পক্ষ বৎসর হইল, সেই শ্যামকলেবর প্রিয় মহোদর নয়নের অন্তরাল হইয়াছেন ; আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি । যিনি বল ও ধন-সম্পত্তিতে দেবরাজের সমান ; সেই খেতবাহন এক্ষণে দারুণ দুঃখের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন ; আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি । যিনি ক্ষুদ্র জনকর্তৃক অবমানিত হইলেও কখন ক্ষমা করিতে পরাধুত হইতেন না, যিনি সরল পথপরায়ণ ব্যক্তির অভয়দাতা, যিনি কপটাচারপ্রবৃত্ত ও জিহ্বাংস্ত বজ্র-

ধরেরও দণ্ডকর্তা, যিনি শরণাগত শাত্রব-
গণের প্রতিও কৃপাবান, আমাদিগের
অবলম্বন, সর্বরক্তের আহঁতা, সকলের
সুখাবহ, যাঁহার বাহুবলে নানাবিধ দিব্য
রত্ন সকল লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার
ভুজবীৰ্য্যে সর্বরক্তময়ী ভুবনবিখ্যাত সভার
অধিকারী হইয়াছিলাম, যিনি পরাক্রমে
ত্রিবিক্রমের ন্যায়, সমরে কার্তবীর্য্যের
ন্যায়, সেই অর্জুন আমার নয়নপথ আত-
ক্রম করিয়াছেন।

যিনি স্বীয় ভুজবীৰ্য্য-প্রভাবে বলরাম,
বাহুদেব ও তোমার অনুকরণ করিয়াছেন,
যিনি বাহুবলে ও প্রভাবে পুরন্দরসমান,
বেগে সমীরণসদৃশ, মুখশোভায় সোমতুল্য
এবং কোপসময়ে শমন-সমান, এক্ষণে
আমরা সেই রীরবরের দর্শনাভিলামে এই
যক্ষগণের নিবাসভূমি মহাগিরি গঙ্গাদানে
প্রবেশপূর্বক সকল সন্দর্শন করিব; যে
স্থানে নারায়ণের বিশাল বদরী আশ্রম
বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর আমরা
অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানপূর্বক
ব্রাহ্মসগণসেবিত মনোহর কুবের-সরোবরে
পদব্রজে গমন করিব। যে স্থানে যান-
রোহী, নৃশংস, লুপ্ত বা অপ্রশাস্তচিত্ত ব্যক্তি
গমন করিতে সনর্থ হয় না; আমরা খড়্গাদি
আয়ুধ গ্রহণপূর্বক ত্রৈলোক্য বিপ্রগণ-
সমভিব্যাহারে অর্জুনের অশ্বেষণে সেই
গঙ্গাদানে গমন করিব। তথায় মক্ষিকা,
দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভূজঙ্গমণ
অসংঘতাচার ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে;
নিয়মানুগত লোকের কিছুমাত্র অপকার

করিতে পারে না; অতএব আমরা নিয়তা-
চার ও গিতাহার হইয়া অর্জুনের অশ্বেষণে
এই গঙ্গাদানে প্রবেশ করিব।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ!
ভূরি ভূরি পর্বত, নদী, নগর, বন ও মনো-
রম তীর্থ সকল সন্দর্শন এবং হস্ত-দ্বারা
সলিল স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে এই
পথ-দ্বারা মন্দির পর্বতে গমন করিতে
হইবে; অতএব সকলে চূর্ভাবনা ও অনব-
ধানতা পরিত্যাগ করুন। আপনাদিগকে
এই দেবগণ ও পুণ্যকর্মা ধ্যায়িগণের নিবাসে
গমন করিতে হইবে।

এই শিবসলিল-শালিনী মহতী তরঙ্গ-
মালিনী প্রবাহিত হইতেছেন; বদরিকাশ্রম
ইহার উৎপত্তিস্থান এবং দেবধিগণ ইহার
সেবক। আকাশগামী বালিপিল্যগণ
ইহার অর্চনা এবং মহাত্মা গন্ধর্বগণ ইহাতে
স্নানবিধি সমাধান করিয়া থাকেন। মরীচি,
পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরাস এই স্থানে পবিত্র
স্বরে সাম গান করিয়াছিলেন; দেবরাজ
দেবগণের সহিত এই স্থানে প্রাত্যহিক
জপক্রিয়া সম্পাদন করেন; তৎকালে
সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমার তাঁহার আনুগত্য
করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ
নক্ষত্র পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র ইহার সেবা
করিয়া থাকেন। ভগবান্ গঙ্গাধর গঙ্গা-
দ্বারে ইহারই সলিল শিরোদেশে ধারণ-
পূর্বক সংসারের স্থিতি বিধান করিয়াছেন।
আপনারা সকলে সমীপবর্তী হইয়া বিমুগ্ধ-

হৃদয়ে এই ভগবতী ভাগীরথীকে অভি-
বাদন করুন ।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ লোমশবাক্য শ্রবণে
পবিত্র হইয়া আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীকে
অভিবাদনপূর্বক প্রহুষ্ক মনে পুনর্বার
গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । কিয়-
দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক মেরু-
সম্মিত পাণ্ডুরবর্ণ বস্ত্র দিক্ সকল ব্যাপিয়া
রহিয়াছে । তাঁহারা লোমশকে তাহার
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত উৎসুক
হওয়াতে, তিনি তাঁহাদিগের অভিপ্রায়
জানিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! আমি
আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি,
শ্রবণ করুন । এই যে কৈলাস-শিখরসদৃশ-
শোভাসম্পন্ন বস্তুরাশি নিরীক্ষণ করিতে-
ছেন, উহা মহাত্মা নরকাসুরের ঐশ্ব-
প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাতে
পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ।

ভগবান্ পুরাতন দেব বিষ্ণু দেবরাজের
হিত কামনায় নরক দৈত্যকে নিহত
করিয়াছিলেন । মহামনাঃ নরকাসুর দশ-
সহস্র বর্ষ তপস্বী করিয়া তপঃ ও স্বাধ্যায়-
প্রভাবে ঐন্দ্র পদের প্রার্থী এবং বাহুবলে
নিতান্ত প্রগম্ভ হইয়াছিল । দেবরাজ
নরকাসুরকে বলবান্ ও ধর্মপরায়ণ অব-
লোকন করিয়া ভয় ও উদ্বেগে অস্থির
হইয়া সর্বব্যাপী নারায়ণকে ধ্যান করিলে,
তিনি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন ।
তাঁহাকে দর্শন করিবারাত্র তদীয় তেজঃ-
প্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশন নিঃস্বেজাঃ হইয়া
উঠিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে

স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর
বজ্রধর কৃতাজলিপুটে নমস্কার করিয়া
তাঁহার সম্মুখে আপনার ভয়ের বৃত্তান্ত
সকল নিবেদন করিলেন ।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেন্দ্র !
তুমি যে নরক দৈত্য হইতে ভীত হইয়াছ,
আমি তাহা অবগত হইয়াছি । সে তপস্বী-
প্রভাবে ঐন্দ্র পদ প্রার্থনা করিতেছে ।
নরক দৈত্য তপঃসিদ্ধ হইলেও আমি
তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহার প্রাণ
সংহার করিব ; তুমি মুহূর্ত্ত কাল
প্রতীক্ষা কর ।

অনন্তর মহাতেজাঃ বিষ্ণু হস্ত-দ্বারা
নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলে, সে
আহত গিরিরাজের ন্যায় ধরাতে পতিত
হইল । ঐ সেই মায়ানিহত নরক দৈত্যের
অস্থি সমূহ বিচরমান রহিয়াছে । আর
এই সমস্ত বহুমতী পাতালতলে নিমজ্জিত
হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু একদন্ত বরাহবিগ্রহ
পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহাকে যে উদ্ধার
করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবান্ ! বহুমতী
কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিলেন ? ভগবান্
ত্রিলোকীনাথ বা কি প্রকারে তাঁহাকে
পুনরায় শত যোজন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ?
কি রূপেই বা সর্বশস্ত্র-প্রসবিনী ভগবতী
বহুমতী স্থস্থিরা হইলেন ? কাহার প্রভা-
বেই বা শত যোজন নিমজ্জিত হইয়াছিলেন ?
কোন ব্যক্তিই বা পরমাত্মার অদ্বিত
প্রদর্শন করিয়াছিল ? এই সকল
বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি ; আপনিই সেই কৌতূহল নিবারণের একমাত্র উপায় ; অতএব এই সমস্ত রূভান্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন ।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সগুদায় রূভান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রথমে ভয়ঙ্কর মতায়ুগ উপস্থিত হইলে, আদিদেব বিষ্ণু স্বয়ং বমত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বম-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তৎকালে জন্তুগণ কেবল জন্ম পরিগ্রহ করিত ; কাহাকেও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত না । এই নিমিত্ত পশু, পক্ষী, পিশিভাষণ, মানবকুল ও সলিল অব্যুত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, বসুমতী তাহাদিগের অতিমাত্র ভারে ব্যথিত হইয়া শত যোজন নিম্নে নিপতিত হইলেন ।

অনন্তর পৃথিবী নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার প্রসাদে চির কাল এই স্থানে স্থস্থির হইয়াছিলাম ; কিন্তু এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারি না । অতএব আমি আপনার শরণা-পন্ন হইয়াছি ; হে বিভো ! প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই ভার হইতে মুক্ত করুন ।

ভগবান্ নারায়ণ বসুমতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে আকাশবাণী-নারা কহিলেন, অয়ি কাতরে বসুধারিণি ! ভীত হইও না, আমি তোমাকে ভারমুক্ত করিতেছি । নারায়ণ এইরূপে বসুমতীকে বিদায় করিয়া একদন্ত রক্তলোচন অতি ভীষণ

বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক ভাস্বর ধূমসম স্বীয় শোভা বিস্তার করিয়া সেই স্থানেই বর্দ্ধিত হইয়া সমুজ্জ্বল দশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরামণ্ডলকে শত যোজন উর্দ্ধে উদ্ধার করিলেন ।

ধরাতল উত্তোলন সময়ে নরলোক, সুরলোক ও অন্তরীক্ষ এরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, দেব, ঋষি, তপোধন ও মানবগণ অতিমাত্রী ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল । মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়াছিলেন । অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ একত্র হইয়া স্তম্বাসীন লোকসাক্ষী ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ ! সগুদায় লোক সংক্ষুব্ধ হইয়াছে ; চরাচর ব্যাকুল হইয়াছে ; সমস্ত সাগরবারি আন্দোলিত হইতেছে এবং সগুদায় বসুমতী শত যোজন নিম্নপাগিনী হইয়াছে । হে ব্রহ্মন্ ! এ কি ঘটনা উপস্থিত হইল ? কাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ এরূপ আকুল হইয়া উঠিল ? আমরা ইহাতে হতচেতন-প্রায় হইয়াছি । আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ ! বোধ হয়, তোমরা অম্বর ভয় অনুভব করিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছ, কিন্তু ইহা তাহা নহে ; যিনি সর্বব্যাপী অক্ষয়াত্মা পরম পুরুষ তাঁহারই প্রভাবে সুরলোক সকল সংক্ষো-ভিত হইয়াছে । অথগু ভূমণ্ডল শতযোজন নিম্নে নিমগ্ন হইয়াছিল ; পরমাত্মা বিষ্ণু

পুনরায় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন ; এই জন্ত এবশ্রকার সংক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে । হে দেবগণ ! সংক্ষেপের কারণ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সংশয় দূর কর ।

দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ নারায়ণ যে স্থানে অবস্থিত হইয়া বসুমতীর উদ্ধার সাধন করিতেছেন, সেই স্থান নিরূপণ করিয়া বলুন ; আমরা তথায় গমন করিব ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! শ্রীমান্ নারায়ণ এক্ষণে নন্দনবনে অবস্থিত করিতেছেন । তোমরা সচ্ছন্দে তথায় গমন করিয়া সেই অনাময় পুরুষকে অবলোকন কর । তিনি বরাহ রূপ ধারণ-পূর্বক ধরাতল উদ্ধার করিয়া কালানলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস মণি স্বেচ্ছাক্রমে বিরাজিত রহিয়াছে । অনন্তর অমরগণ মহাত্মা বিষ্ণুকে অবলোকন ও আনন্দ্রণ-পূর্বক পিতামহ-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

পাণ্ডবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে লোমশের আদেশানুসারে হরিতপদে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর মহাবীর পাণ্ডবেরা অদি, চর্গা, কাম্বুক ও সবাগ তুণ ধারণপূর্বক বন্ধা-জুলিত্র হইয়া পাঞ্চালী এবং ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত

হইলেন । তাঁহার গন্ধমাদনের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ-পূর্বক সরিৎ, সরোবর ও ছায়া-বহুল মহীরুহ সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । পরে আত্মসংযম ও ফল-মূল্যাহার করিয়া বহুবিধ মৃগযুথ অবলোকন-পূর্বক দেবমিগণ সেবিত নিত্য ফল-পুষ্পোপশোভিত নানাবিধ বিসম সঙ্কট স্থানে সঞ্চারণ করিলেন । অনন্তর তাঁহার ঋষি-গণ, সিদ্ধগণ ও দেবসার্থপরিত্রত গন্ধর্ব ও অমরোপগণের প্রিয়তম কিম্বরবিচরিত গন্ধমাদন গিরিমণ্ডে প্রবেশ করিলে, সহসা এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুৎপন্ন হইয়া বহুল পত্র-সঙ্কুল ধূলিজাল উড়টীন করিয়া ধরাতল ও নভোগণ্ডল একবারে আচ্ছন্ন করিল । তখন আর কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না । তখন পাণ্ডবেরা প্রস্তুতচূর্ণ-মিশ্রিত সমীরণ-দ্বারা বারংবার আহত হইতে লাগিলেন ; গাত্তর অন্ধকার-প্রভাবে পরস্পর সন্দর্শন বা সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না ; বাতভয় ও ভূপৃষ্ঠনিপতিত বৃক্ষের ভীষণ শব্দ সকল অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল । তাঁহার এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন, কি নভোগণ্ডল নিপতিত হইতেছে ! অথবা ভূতল বা ভূধর বিদীর্ণ হইতেছে ।

অনন্তর পাণ্ডবেরা প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ ও উন্নতানত বল্মীক সকল হস্ত-দ্বারা অশ্বেষণপূর্বক তাহাই আশ্রয় করিলেন ; মহাবল ভীম কাম্বুক গ্রহণপূর্বক দ্রৌপদীকে লইয়া

এক পাদপ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ধর্মরাজ ও ধৌম্য মহোদয় এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন; সহদেব অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্বক পর্বতের এক দেশে বিলীন হইয়া রহিলেন এবং নকুল, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ শঙ্কিত মনে এক এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

পবনবেগ মন্দীভূত ও ধূলিজাল অপসারিত হইলে, মৃষলধারে বারি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল; চট্‌চটাশব্দ-সহকারে অলক্ষ্য বেগে অশনি সকল নিপতিত ও জলধরপটলমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আশু বিনশ্বর ক্ষণ-প্রভা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। করকাসনাথ বারিধারা প্রবল বায়ুপ্রেরিত হইয়া চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে নিপতিত হইতে লাগিল। নদী সকল আবিল, ফেনপরিপ্লুত ও সর্বত্র সমাকীর্ণ হইয়া মহীরুহগণ আকর্ষণপূর্বক কল কল শব্দে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই জলনির্গম শব্দ উপরত, বায়ু প্রশান্ত ও জল নিম্ন স্থলে নিপতিত হইলে, দিবাকর প্রাচুর্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবেরা নির্গত ও পরস্পর সমাগত হইয়া পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম

অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ এক ক্রোশমাত্র অতিক্রম করিলে, দ্রৌপদী পদভ্রজে গমন করিতে অক্ষম

হইয়া পশ্চিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অগ্রে স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ শ্রান্ত ও প্রবল বায়ুবেগে একান্ত ক্লান্ত ছিলেন, অনন্তর মোহপ্রভাবে কম্পিত হইয়া ভূজলতা-দ্বারা করিকরোপম স্বীয় উরু-যুগল অবলম্বনপূর্বক কদলীতরুর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে নকুল অতিমাত্র ব্যস্ত চিত্তে ধাবমান হইয়া ভয়লতার ন্যায় নিপতিত দ্রৌপদীকে ধারণ করিয়া সত্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদী একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছেন; ইনি কদাচ দুঃখ ভোগ করেন নাই; এই নিমিত্ত এক্ষণে দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন; আপনি শীঘ্র আদিয়া ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব ইঁহার। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সত্বরে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া কাতর স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হা! যিনি প্রহরি-পরিরক্ষিত গৃহমধ্যে দুঃখফেননিভ কোমল শয্যায় পরম সুখে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন, অথ আগার নিমিত্ত এই স্কুণ্ডমার চরণ ও কমলোপম মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে! আমি দ্যুতমদে মত্ত ও দুর্বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া পশুপক্ষি-

সমাকুল ভীষণ অরণ্যে দ্রৌপদীর সহিত আগমন করিয়া কি কুর্শ্মই করিয়াছি ! পাণ্ডবদিগের ভাৰ্য্যা হইয়া দ্রৌপদী পরম স্নেহে জীবনকাল যাপন করিবে এই ভাবিয়া ক্রপদরাজ আমাদিগকে কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে এই পাপা-ত্মার কৰ্ম্মদোষেই তিনি সকল স্নেহে বঞ্চিত ও শোকমোহে অভিভূত হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন !

ধৰ্ম্মরাজ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ তথায় উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূৰ্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিয়া শান্তির নিমিত্ত রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ ও রক্ষোঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন । এ দিকে পাণ্ডবেরা বারংবার দ্রৌপদীগাত্রে করস্পর্শ ও স্নানীতল জলার্চ্য ব্যঞ্জন দ্বারা বীজ্ঞন করিতে লাগিলেন । তখন পাঞ্চালী কিঞ্চিং স্তম্ভ হইয়া ক্রমশঃ চেতনা লাভ করিলে, পাণ্ডবেরা বিশ্রামার্থ তাঁহাকে অজিনশয্যায় সংস্থাপিত করিলেন । নকুল ও সহদেব কিণাক্ষিত পাণি-দ্বারা অঙ্গে অঙ্গে দ্রৌপদীর চরণ সংবাহন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর ধৰ্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! পথিমধ্যে হিমভূগম ও সমবিষম বহুসংখ্যক পৰ্ব্বত আছে ; দ্রৌপদী কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিবেন । ভীম কহিলেন, মহারাজ ! আমি একাকী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে স্বয়ং বহন করিব ;

আপনি বিমগ্ন হইবেন না । অথবা মহাবল পরাক্রান্ত খেচর হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে বহন করিবে । এই বলিয়া ভীমসেন তদীয় নিদেশক্রমে স্বপুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন । অনন্তর তাঁহাদিগের কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভীমপরাক্রম নিজ পিতা ভীমসেনকে কহিলেন, হে তাত ! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ? পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীম ! রাক্ষস-পুঙ্গব ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুক ; আমি তোমার বাহুবলে পাঞ্চালীর সহিত অঙ্গত শরীরে গন্ধমাদনে গমন করিব । তখন ভীমসেন জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, হে ঘটোৎকচ ! তোমার মাতা অতি পরি-শ্রান্ত ও গমন করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছেন ; তুমি এক্ষণে কামগামী হইয়া তাঁহাকে বহন কর ; ইহাতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে । তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে লইয়া অন্তরীক্ষে আমাদিগের মধ্য-বর্তী হইয়া মন্দ গতিতে গমন করিবে ;

অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে ইনি পীড়িত ও শঙ্কিত হইবেন। ঘটোৎকচ কহিলেন, হে তাত! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধোম্য, নকুল, সহদেব ও দ্রোপদীকে বহন করিতে পারি; বিশেষতঃ অগ্নি সহায়-সম্পন্ন হইয়াছি। আর কানরূপী অগ্ন্যশ্ব শতসংখ্যক গগনচর রাক্ষস আসিয়া ব্রাহ্মণ-গণ-সমভিব্যাহারী আপনাদিগের সকলকেই বহন করিবে।

এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্তী হইয়া দ্রোপদীকে বহন করিবার নিমিত্ত স্কন্ধে লইলেন; এবং অগ্ন্যশ্ব রাক্ষস আসিয়া পাণ্ডগদিগকে স্কন্ধে লইল। মহর্ষি লোগশ স্বকীয় প্রভাপ্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অন্তরীক্ষের সিদ্ধ মার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে অগ্ন্যশ্ব রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ-গণকে বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি রমণীয় বন ও উপবন অবলোকন-পূর্বক বিশালা বদরীতে গমন করিলেন এবং রাক্ষসগণের আশু গতিপ্রযুক্ত অনতি-বিলম্বে অতি বিস্তীর্ণ পথ অল্প পথের ন্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। গমনকালে স্নেচ্ছজন-সমাকীর্ণ রত্নাকরসংযুক্ত দেশ সকল এবং বহুবিধ ধাতুরাগ রঞ্জিত, কিম্বর, কিম্পুরুষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাধ্যুষিত, রুরু মৃগ, ময়ূর, চমর, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিম্বন্দ-সমায়ুত, বিহঙ্গমকুল-কুজিত, বহুবিধ পাদপ রাজি বিরাজিত, নদীশতসমলঙ্কৃত প্রত্যন্ত পর্বত সমস্ত সন্দর্শন করিলেন।

এই রূপে তাঁহারা বহুতর প্রদেশ ও

উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া বিবিধ আশ্চর্য্য-সম্পন্ন গিরিবর কৈলাস সন্দর্শনপূর্বক সন্নিহিত নর-নারায়ণাশ্রম নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে পরম শোভিত, মধুর মধুস্রব স্রস্বাচ্ছ ফলপূর্ণ, অবিরল কোমল-পল্লবযুক্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়ামস্পন্ন, বিহগকুল-সমাকুল, বিশাল শাখাশালী, মহর্ষিগণ-সেবিত, স্তম্ভাতক্ক, অতি মনোহর ও কণ্টকশূন্য বদরী তরু দর্শন করিলেন। সেই স্থান দংশমর্শক-বিরহিত, বহুফলমূল-সংযুক্ত, শাদ্রলসমাকীর্ণ, স্বভাবতঃ সমতল ও হিমসম্পর্কে স্রুতসেব্য এবং মৃদুস্পর্শ। ঐ প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন।

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে বদরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে নর-নারায়ণাশ্রিত, তমোগুণ-বিরহিত, সূর্য্যকরস্পর্শ-বিবর্জিত, দিব্য পুষ্পোপহার-বিরাজিত, ক্ষুৎপিপাসা-দোষশূন্য, সর্ব্বভূতশরণ্য, শোকনাশন, ব্রাহ্মী-শোভাসমায়ুত, পূর্ণ-কুম্ভোপশোভিত, ব্রহ্মঘোষ-নির্নাদিত, শ্রম-নাশন, আশ্রয়ণীয় দিব্য আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমে অদৃশ্য লোকের সঞ্চার নাই; কেবল ফলমূলশীল, অজিনাস্বর-ধারী, সূর্য্যসম তেজস্বী, ব্রহ্মবাদী, মোক্ষপর, মহাভাগ মহর্ষিগণ সতত বাস করিতেছেন। কোন স্থানে বিশাল অগ্নিশরণ ও স্রুগ্ভাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে অনুলেপন সংস্কৃত হইতেছে, কোন স্থানে পুষ্পোপহার পরিকল্পিত রহিয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ সন্নিধানে উপনীত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত দেখিয়া প্রীত মনে প্রত্যাশ্রয় ও আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক সংকারার্থ ফল, মূল ও স্বচ্ছ মলিল আহরণ করিলেন। ধর্মরাজ মহর্ষিগণসমাক্রান্ত সংকার গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত ও প্রশম হইলেন। তৎপরে বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবলোক-সদৃশ মনোরম শক্রসদনপ্রস্থে প্রবেশপূর্বক ভাগীরথী-পরিশোভিত দেবমিগণপূজিত নর-নারায়ণ-স্থান সন্দর্শন করিলেন। তথায় দেবমিগণ সেবিত মধুস্রব দিব্য ফল অবলোকন-পূর্বক আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই ফল লাভ করিয়া প্রীত মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরম স্তূপে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ষড়ঙ্গমগণ-নিবাসিত হিরণ্যশিখর মৈনাক ও মনোহর বিন্দু-সরোবর সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দ্রৌপদীর সহিত সকল ঋতুকৃত্তম-শোভিত মনোজ্ঞ এক কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় কোকিলকুল-কুজিত ফলভরাবনত পাদপাবলী অবিরল শীতল ছায়া-বারা লোকের ক্লান্তি দূর করিতেছে। প্রশমমলিল কমলোৎপল-শোভিত সরোবরসকল অনির্কচনীয শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং হৃগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর বিশালা বদরী-সন্নিধানে সর্গ-

প্রবালনির্মিত তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত দিব্য পুষ্পমাকীর্ণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা সেই পরম দুর্গম দেবমিচরিত প্রদেশে ভাগীরথীর অতি পবিত্র জলে দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত বিচিত্র ক্রীড়া দর্শন ও জপ তপঃ সংসাধনপূর্বক পরম স্তূপে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে পরম পরিশুদ্ধ চিত্তে সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন। একদা এক সূর্য্যমণ্ডিত মহাস্রব পদ্ম সমীরণযেগ-সহকারে অকস্মাৎ ঈশান কোণ হইতে আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট নিপতিত হইল। দ্রুপদনন্দিনী সেই পবনাক্রান্ত পরিমল-পরিপূর্ণ পরম রমণীয় সৌগন্ধিক গ্রহণ করিয়া অতীব ক্রান্ত চিত্তে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীমসেন! এই দেখ, কেমন উৎকৃষ্ট সৌগন্ধিক পুষ্প! ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমার মনঃ পরমাহ্লাদিত হইয়াছে; আমি এই পুষ্পটী ধর্মরাজকে প্রদান করিব। হে বৃকোদর! যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয়দৃষ্ট থাকে, তবে প্রচুর পরিমাণে এতজ্জাতীয় পুষ্প আহরণ কর; আমি তৎসমূহায় কাম্যক বনে লইয়া যাইব। মন্ত্রচকোর-নেত্রী পাঞ্চালী ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই সৌগন্ধিক গ্রহণপূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রণয়িনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় সৌগন্ধিক সমুদায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্রবর্ণ-পৃষ্ঠ শরাসন ও আশীবিম-সদৃশ শরসমূহ গ্রহণ-পূর্বক বায়ুর অভি-মুখে ক্রুদ্ধ যুগরাজের আয়, মদস্রাবী মাত-ঙ্গের আয় অনবরত ঈশান কোণে গমন করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ সমস্ত প্রাণ-গণ সেই ধনুর্বাণধারী বৃকোদরকে অব-লোকন করিতে লাগিল। গমনসময়ে কি গ্লানি, কি বৈকল্য, কি ভয়, কি সজ্জম কিছ-তেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল না। বাহুবলপ্রদৃপ্ত ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ভয়সম্মোহ পরিত্যাগ-পূর্বক লতাগুপ্ত সমাচ্ছন্ন নীলশিলাযুক্ত, কিম্বরকুলচরিত, নানাবর্ণধর বিচিত্র ধাতু, ক্রম, যুগ ও অণ্ডজ সমুদায়ে ব্যাপ্ত, নানা-ভরণভূষিত ভূমির ভুজদণ্ডের আয় সমি-বেশিত গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণপূর্বক পুংস্কোকিল-নিনাদে নিনাদিত ষট্পদকুল-সেবিত পরম রমণীয় সান্ন সমুদায় নিরীক্ষণ, মনে মনে অভিপ্রায় সকল অনুচিন্তন ও সর্বপ্রকার কুহুমের সৌরভ আশ্রাণ করিতে করিতে মত্ত মাতঙ্গের আয় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পরম পবিত্র বিবিধ কুহুমগন্ধযুক্ত শীতসংস্পর্গ মন্দ মন্দ গন্ধমাদনবায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল।

পবননন্দন স্নীয় পিতার সংস্পর্শে পরম পুলকিত ও বিগতক্রম হইয়া পুষ্পের নিমিত্ত বক্ষ, গদাধি, অমর ও ত্রক্ষসিগণ-

নিমেষিত ঐ পর্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্বতে পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্র-বর্ণ বিমল ধাতুবিচ্ছেদ সকল ত্রিপুণ্ড্র-কা-কারে অনুলিপ্ত রহিয়াছে; উহার পার্শ্ব-দেশে জলদপুঞ্জ লগ্ন হওয়াতে বোধ হয় যেন, পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; প্রস্রবণবারি নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, চতুদ্দিক্ মুক্তাহারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; চতুদ্দিকে মনোহর দরী, কুঞ্জ, নির্বার ও কন্দর সমুদায় শোভা পাইতেছে; অম্বরো-গণের নৃপুরুষানি শ্রবণে মত্ত ময়ূরকুল নৃত্য করিতেছে; দিগ্গজগণ বিমাণাগ্র-ছায়া শিলাতল খনন করিয়াছে এবং অনবরত নদীজল নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, বসন সকল স্রস্ত হইতেছে।

মত্তবারণ বিক্রান্ত কনকবর্ণ শ্রীমান্ বায়ুতনয় এই রূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রিয়ানুষ্ঠান-নিমিত্ত পরম প্রফুল্ল চিত্তে গমনবেগে লতাজাল বিচলিত করিয়া পরম রমণীয় গন্ধমাদন-সান্নুতে বিচ-রণ করিতে লাগিলেন। অদূরগংস্থিত ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ শম্পকবল মুখে করিয়া কোতূহলাগ্নিত চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। প্রিয়-পার্শ্বো-পবিষ্ট গন্ধকর্বযোষিদাগ অদৃশ্য হইয়া রূপের নবাবতার সেই বৃকোদরকে নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীম-সেন বনবাসিনী দ্রৌপদীর ছুর্যোধনজনিত বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রিয়ানু-ষ্ঠানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি গনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অৰ্জুন

স্বর্গে গমন করিয়াছে ; আমিও পুষ্পের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি ; এক্ষণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আগাদের দুই জনের বিরহে না জানি কি করিবেন ! তিনি নকুল ও সহদেবকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ তাহাদের বলবিক্রমে তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই ; তন্নিমিত্ত তিনি কখনই তাহাদিগকে কুত্রাপি প্রেরণ করিবেন না । যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে স্বরায় কুসুম প্রাপ্ত হই ।

মহাবল পরাক্রান্ত রুকোদর মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে গিরিসানুতে দৃষ্টিপাত পূর্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন । তৎকালে দ্রৌপদীর বাক্যই কেবল তাঁহার পাথেয় হইয়াছিল ; পর্বতস্থ গজযুথ পবনগামী ভীমসেনের ভীষণ মূর্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত হইতে লাগিল । তিনি নির্ঘাতপাত সদৃশ চরণপাতে মেদিনী-মণ্ডল কম্পান্বিত করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগগণকে মর্দন করিতে লাগিলেন ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুসমূহ উন্মূলিত ও নিখাত করিয়া ফেলিলেন এবং বেগে লতা-জাল আকর্ষণ-পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন, তিনি উপর্যুপরি শৈলশিখরে আরোহণেচ্ছু গজরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় গভীর গর্জনে করিতে লাগিলেন । ভীমপরা-ক্রম ভীমসেনের গভীর গর্জনে প্রতিবোধিত ব্যাঘ্রগণ গুহা পরিত্যাগ করিল ; বন-বাসিগণ লুকায়িত হইতে লাগিল ; পক্ষি-গণ ত্রস্ত হইয়া উৎপতित হইতে লাগিল ;

মৃগযুথ পলায়নপরায়ণ হইল ; ভল্লুকগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল ; সিংহ সমুদায় গুহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল ; হস্তিগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইয়া করেণু-গণ-সমভিব্যাহারে সেই বন পরিত্যাগপূর্বক বনান্তরে প্রস্থান করিল ; বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিম, ব্যাঘ্র, গোমায়ু, গবয় প্রভৃতি বনচরগণ চীৎকার করিতে লাগিল ; চক্র-বাক, দাতাহ, হংস, কারণ্ডব, শুক, পুংস্ফকিল ও ক্রৌঞ্চগণ নিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য ভীষণাকার জন্তু সমুদায় ভয়-নিভ্রান্ত চিত্তে শকুমুত্র পরিত্যাগপূর্বক মুখবাদান করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল ।

অনেকানেক করিগণ করেণুগণের উদ্বেজনা পরতন্ত্র হইয়া এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ সাতিশয় সংক্লুব হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল । তখন তিনি ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া অনেকানেক গজকে গজের আঘাতে, সিংহগণকে সিংহের আঘাতে ও অন্যান্য পশুদিগকে চপেটাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিলেন । এই রূপে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরঙ্গু প্রভৃতি বহুতর জন্তুগণ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে পঞ্চ প্রাপ্ত হইল ; ইতাব-শিষ্ট পশুগণ প্রাণভয়ে শকুমুত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল । মহাবল পরাক্রান্ত রুকোদর তাহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্বক সিংহনাদে চতুর্দিক্ মুখরিত করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন ।

তিনি ক্রিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধমাদন-সানুতে

এক বহু গোজন বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিতে পাইলেন। মরুতবেগ গাণী মারুত-তনয় মদস্রাবী গজের ন্যায় বিবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া সেই বনে গমন করিলেন। তিনি বৃহৎ বৃহৎ তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত কদলীস্তম্ভ সমুদায় উৎপাটনপূর্বক বেগে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিয়া দর্পিত নৃসিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। রুরুর, বাবুর, সিংহ, মহিম প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুগণ ভীমসেনের শব্দ শ্রবণে বিত্রস্ত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে লাগিল। জন্তুগণের শব্দ ও ভীমসেনের গভীর ধ্বনি শ্রবণে বনাস্তর-গত মুগপক্ষিগণ ও বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র জলচর পক্ষিগণ মুগবিহঙ্গম-কুলের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহসা আর্দ্রপক্ষে উৎপতित হইল।

ভরতবংশাবতংস ভীমসেন সেই সমুদায় জলচর পক্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক স্তম্ভে রম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সরোবর মন্দমারুত কম্পিত কাঞ্চনময় কদলীবৃক্ষ দ্বারা সতত বীজ্যমান হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রভূত পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দাম মহাগজের ন্যায় যথেষ্ট ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর জলক্রীড়া সমাপন-পূর্বক সরোবর হইতে সমুখিত হইয়া বেগে সেই বহু পাদপসংকীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবেগে শঙ্খনাদ ও বাহু আক্ষেপন-দ্বারা দশ দিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি

ও ভীমসেনের গভীর গর্জনে গুহা হইতে ঘোরতর প্রতিশব্দ সমুখিত হইল। শৈল-গুহামধ্যে স্রমুপ্ত সিংহগণ সেই বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ আক্ষেপন শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ানক ধ্বনি করিতে লাগিল। কুঞ্জরগণ সিংহনাদ শ্রবণে সাতিন্দ্রিয় সংত্ৰস্ত হইয়া ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল, এবং করিকুলের ভীম শব্দে সমুদায় পর্বত পরিপূর্ণ হইল।

কপিকুলাগ্রগণ্য হনুমান্ ঐ কদলীবনে বাস করিতেন; তিনি সেই কুঞ্জরকুল-নির্মুক্ত স্তম্ভে নিনাদ শ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেনের আগমনবার্তা জানিতে পারিলেন। ঐ কদলীবনে এক অতি সঙ্কীর্ণ স্বর্গগমনের পথ ছিল। পবন-নন্দন হনুমান্ পাছে স্বীয় ভ্রাতা বরকোদর ঐ পথে গিয়া শাপগ্রস্ত বা পরাভব প্রাপ্ত হন, এই ভাবিয়া সেই স্বর্গমার্গ অবরোধ-পূর্বক শয়ান হইয়া নিদ্রিতপ্রায় রহিলেন। ক্ষণে ক্ষণে জৃম্বন ও শত্রুধ্বজের ন্যায় সমুচ্ছিত লাস্কুলের আক্ষেপন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত হনুমানের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ লাস্কুলক্ষেপন-শব্দে পর্বত প্রচলিত হইল; গুহা সমুদায় প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং শৃঙ্গ সকল বিঘূর্ণিত হইয়া চতুর্দিকে নিপতित হইতে লাগিল। সেই লাস্কুলক্ষেপন-শব্দ মত্ত-বারণগণের ঘোরতর নিঃস্বন অন্তর্হিত করিয়া সমুদায় গিরিসানু-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই শব্দ শ্রবণে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উহার কারণ

অবগত হইবার মানসে সেই কদলীবনের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় এক সুবিস্তৃত শিলা তলে শয়ান, বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় চঞ্চল, দুশ্শ্রেণ্য ও পিঙ্গলবর্ণ বানরাধিপতি হনু-মান্কে নিরীক্ষণ করিলেন । তাঁহার গ্রীবা পীন ও হ্রস্ব ; ক্ষুদ্রদ্বয় সাতিশয় বিপুল ; মধ্যদেশ অতিক্রীণ ; লাস্কুল ঈষদাভুয়াগ্র ; দীর্ঘলোমে আকীর্ণ ও ধ্বজের ন্যায় উচ্ছ্রিত ; ওষ্ঠ হ্রস্ব ; জিহ্বা তাত্রবর্ণ ; ক্রো চঞ্চল ; কলেবর রক্তবর্ণ ; দশন সমুদায় বিবর্ত, শুক্ল ও তীক্ষ্ণাগ্র ; বদন রশ্মিমান চন্দের ন্যায় ; উহার অভ্যন্তরে শুক্ল দন্ত সমুদায় সন্নিবেশিত থাকাতে বোধ হয় যেন, কেশ-রোংকর সন্মিশ্র অণোক সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই কদলীবনমধ্যস্থ শিখাবান্ অনলের ন্যায় কলেবরধারী ঈষদুন্মীলিত লোচন মহাবীর্য-সম্পন্ন বানররাজ হিমাচলের ন্যায় স্বর্গমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া নির্ভয়-চিত্তে বেগে গমনপূর্বক বজ্রনির্দোষ সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তত্রস্থ যাবতীয় যুগপক্ষিগণ ভীমের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে সাতিশয় বিব্রস্ত হইল । মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ তৎ শ্রবণে লোচনদ্বয় ঈষদুন্মীলন করিয়া অবজ্ঞাপূর্বক ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহস্র বদনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । আমি পীড়িত ; এই স্থানে স্নখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম ; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিলে ?

তুমি জ্ঞানবান্ ; তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । আগরা তির্থাগ্গ্যোনিমন্তৃত ; ধর্ম্মের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নাই ; মনুষ্যগণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ; তাঁহারা জন্তুগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন । তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দিগের দেহ, বাক্য ও চিন্তের দোষজনক ধর্ম্মঘাতী কষ্টে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অন্যায্য । বোধ হয়, তুমি ধর্ম্মাভিজ্ঞ নহ ; কিন্তু পশুগণের সেবা কর নাই, এই নিমিত্ত অল্প বুদ্ধি-প্রযুক্ত পশুগণকে পীড়া প্রদান করিতেছ । তুমি কে ? কি নিমিত্ত এই মানুষতাব-বর্জিত নির্জ্ঞান অরণ্যে আগমন করিয়াছ ? কোথায় বা গমন করিবে ? এই উদ্ভা-নের পরই ঐ অগম্য পর্বত রহিয়াছে ; সিদ্ধি লাভ ব্যতীত উহাতে গমন করা অসম্ভব । উহা দেবমার্গ ; মনুষ্যলোক উহাতে কোন ক্রমেই গমন করিতে সমর্থ হয় না । আমি কান্ধ্যপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে নিবেদন করিতেছি ; তুমি নিরস্ত হও ; ইহার পর আর গমন করিতে পারিবে না ; অগ্ন তোমার এই স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ । হে মনুজশ্রেষ্ঠ ! যদি আমার এই হিতকর বাক্য তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই সমুদায় স্তম্ভাসেদর ফল মূল ভক্ষণ করিয়া এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও ; অকারণ মৃত্যু প্রার্থনা করিও না ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকণততম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর ভীমসেন বানরেন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ; তুমি কে ? কি নিমিত্ত বানর-শরীর ধারণ করিয়াছ ? আমি ক্ষত্রিয়, কুরুকুলোৎপন্ন, সোমবংশীয় পাণ্ডুর পুত্র ; কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; আমার নাম ভীমসেন ।

বানরাগ্রণী হনুমান্ কুরুবীর ভীমসেনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্র ! আমি বানর ; তোমাকে অভিলাষানুরূপ পথ প্রদান করিব না ; এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও ; মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইও না ।

ভীমসেন কহিলেন, আমার মৃত্যুই হউক বা অন্য কোন বিপদই হউক ; শুদ্ধিহীন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না । তুমি আমাকে পথ প্রদান কর ; বৃথা আমার হস্তে ব্যথা প্রাপ্ত হইও না ।

হনুমান্ কহিলেন, আমি ব্যাধিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি ; উঠিবার শক্তি নাই ; যদি নিতান্তই গমন করিবে, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর ।

ভীম কহিলেন, নিগুণ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণিগণের দেহে অধিষ্ঠান করেন ; আমি তাঁহাকে অবমাননা বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না । যদি আমি আগমে সেই

ভূতভাবন ভগবান্ পরমাত্মাকে না জানিতাম, তাহা হইলে যেমন হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে ও এই পর্বতকে অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতাম ।

হনুমান্ কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ ! হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ; তিনি কে ? যদি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া থাক, তবে বর্ণন কর ।

ভীমসেন কহিলেন, সেই বানররাজ আমার ভ্রাতা ; তিনি পরম গুণবান্, বুদ্ধি-সম্ব ও বলসম্বিত এবং রামায়ণে অতি সুবিখ্যাত । তিনি রামপত্নীর উদ্ধারার্থ শত যোজন বিস্তৃত সাগর এক লক্ষ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন । আমি বল, বিক্রম ও যুদ্ধে সেই স্বীয় ভ্রাতা হনুমানের সদৃশ ; অনায়াসেই তোমার নিগ্রহ করিতে পারি ; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পথ প্রদান কর ; নতুবা এই ক্ষণেই তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব ।

মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ ভীমসেনকে বলোদ্ভূত ও বাহুবীৰ্য্য-দর্পিত জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাস্য-পূর্বক পুনরায় কহিলেন, মহাশয় ! জরাপ্রভাবে আমার উত্থান শক্তি এক বারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার লাজ্জুল উত্তোলন-পূর্বক গমন করুন ।

বাহুবল-দর্পিত ভীমসেন হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে চিন্তা করিলেন ; এই বানরের কিছুমাত্র বলবিক্রম নাই ; অতএব ইহার লাজ্জুল ধারণপূর্বক ইহাকে সমালয়ে প্রেরণ করিব ; এই স্থির

করিয়া অবজ্ঞাপূর্বক বাম কর-দ্বারা হনু-
মানের লাঙ্গুল ধারণ করিলেন ; কিন্তু
কোন ক্রমেই উত্তোলন করিতে সমর্থ হই-
লেন না । তখন দুই হস্ত-দ্বারা ধারণ
করিয়া যথাশক্তি আকর্ষণ করিতে লাগি-
লেন ; কিন্তু কোন রূপেই চালিত করিতে
পারিলেন না । তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিবৃত্ত,
মুখমণ্ডলে ভ্রুকুটী বদ্ধ ও অঙ্গ হইতে শ্রম-
বারি নির্গত হইতে লাগিল ; কিন্তু হনু-
মানের লাঙ্গুল কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল
না । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন যখন
সাতিশয় যত্নসহকারেও লাঙ্গুল চালন
করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জা-
নত্ন মুখে তাঁহার পার্শ্বদেশে গমনপূর্বক
প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে
লাগিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রসন্ন
হও ; আমি অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রতি
দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি ; তুমি আমাকে
ক্ষমা কর । তুমি কি সিদ্ধ বা দেবতা কি
গন্ধর্ব্ব অথবা গুহুক ? তুমি কে বানররূপ
ধারণ করি। এ স্থানে রহিয়াছ ? যদি
তোমার বৃত্তান্ত নিতান্ত গোপনীয় না হয় ও
আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আমি শিষ্টের
ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া
আপনার পরিচয় প্রদান কর ।

হনুমান্ কহিলেন, হে অরতি-নিপা-
তন ! আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার
সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ; অতএব
আমার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি,
শ্রবণ কর । আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎ-
প্রাণ সমারণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ;

আমার নাম হনুমান্ । পূর্বের সমুদায়
বানররাজ ও বানরযুগপগণ যে সূর্য্যপুত্র
সুগ্রীব ও ইন্দ্রসুত বালীর উপাসনা করি-
তেন, যেমন অগ্নির সহিত বায়ুর প্রীতি,
তদ্রূপ সেই সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয়
হইয়াছিল । সুগ্রীব কোন কারণবশতঃ
স্বীয় ভ্রাতা বালীর নিকট অবমানিত হইয়া
ঋষ্যযুক পর্ব্বতে আমার সহিত বহুদিন
বাস করিয়াছিলেন । অনন্তর দেবাগ্রগণ্য
বিষ্ণু মনুষ্যরূপে দশরথের ঔরসে জন্ম
পরিগ্রহপূর্বক রাম নামে বহুধাতলে
বিখ্যাত হইলেন । পরে সর্ব্বধনুর্দ্ধরা-
গ্রগণ্য রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্ম
ভার্যা ও অনুজ-লক্ষণ সমভিব্যাহারে
দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন । তখন
রাক্ষসাদিপতি মহাবল পরাক্রান্ত দুরাহ্মা
রাবণ সুবর্ণম্বরূপ-ধারী মারীচ নিশাচর-
দ্বারা রামকে বধনা করিয়া ছলপূর্বক জন-
স্থান হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাকে
হরণ করে ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম

অধ্যায় ।

হনুমান্ কহিলেন, এই রূপে মহাত্মা
রামের পত্নী অপহৃত হইলে, তিনি অনুজ-
সমভিব্যাহারে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে অন্বেষণ
করিতে করিতে শৈলশিখরে বানরশ্রেষ্ঠ
সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন । অনন্তর
রামের সহিত সুগ্রীবের পরম সখ্য হওয়াতে
তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য

অভিমেক করিলেন । স্ত্রীগ্রীব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সীতার অশ্রুস্রবণের নিমিত্ত মহত্স মহত্স বানর প্রেরণ করিলেন । তখন আমি কোটি কোটি বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া সীতাস্নেহার্থ দক্ষিণ দিকে গমন করিলাম ।

পথি মধ্যে পক্ষিবর সম্প্রতিত সহিত সাক্ষাৎকার হওয়াতে তিনি কহিলেন, সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন । এই রূপে সম্প্রতিত গ্রুখে সীতার সংবাদ শ্রবণে অক্লিষ্টকর্ম্ম রামের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্ববর্গ্য-প্রভাবে শত যোজন বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিয়া রাবণ-নিকেতনে গমনপূর্ব্বক স্তরস্ততা সদৃশী জনকহুহিতা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম । পরে অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমুদায় লক্ষা পুরী দক্ষ করিয়া তথায় স্বীয় নাম প্রকাশ-পূর্ব্বক পুনরায় রামসমীপে আগমন করিলাম ।

রাজীবলোচন রাম আমার বাক্যে প্রত্যয় করিয়া বৃদ্ধিপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতু বন্ধ করিয়া তদ্বারা বহুসংখ্যক বানরগণ-সমভি-বাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন । তথায় নিশাচরেন্দ্র রাবণ, তাহার ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধববর্গ প্রভৃতি বহুতর রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্ত, পরম ধার্মিক, অনুগতবৎসল বিভী-মণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । তৎপরে রামচন্দ্র বিনষ্ট শ্রুতের ন্যায় সহধার্ম্মণীকে অভ্যুদ্বার করিয়া স্বীয় পুরী অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । অনন্তর আমি রামের নিকট বর

প্রার্থনা করিলাম যে, হে শক্রসূদন রাম ! এই সংসারে যত কাল আপনার কথা বর্ত্ত-মান থাকিবে, তাবৎ আমি জীবিত থাকিব । রাজীবলোচন রাম ‘তথাস্তু’ বলিয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন । সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য ভোগ সমুদায় সমুপস্থিত হয় । রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্য প্রতিপালন করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন । অম্বর ও গন্ধর্ব্ব-গণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করিয়া আমাকে আহ্লাদিত করে । হে কুরুনন্দন ! এই পথ মনুষ্যের অগম্য ; পাছে তুমি এই পথে গমন করিয়া অভি-শপ্ত বা পরাভূত হও, এইরূপ ভাবিয়া আমি এই পথ রুদ্ধ করিয়াছি ; এই পথ দেবমার্গ, ইহাতে কোনমতে মনুষ্যের অধিকার নাই । তুমি বাহার অশ্রবণে আসিয়াছ, সে সরো-বর এই স্থানেই আছে ।

একোনপঞ্চাশদধিকতম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহা-বীর ভীমসেন এই রূপে অভিহিত হইয়া লঙ্কান্তঃকরণে হনুমানকে প্রণিপাত করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয় ! আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থস্মৃৎ হইলাম ; আপনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ; এক্ষণে আমার এক প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করুন । পূর্ব্বক মকরনক্রসার্থ-সঙ্কুল মহাসাগর লঙ্ঘন

করিবার সময় যেরূপ নিরুপম রূপ প্রাপ্তি-
গ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি
নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি । হে বীর !
তাহা হইলে, আমি একান্ত সমুদ্র ও কৃতার্থ
হইব এবং আপনার বাক্যে শ্রদ্ধা করিব ।
হনুমান্ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহাস্থ
মুখে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! এক্ষণে তুমি হও
বা অগ্রই হউক, কেহই আমার পূর্বরূপ
নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে না ; কারণ তৎকালে
অন্য প্রকার কালাবস্থা ছিল ; সম্প্রতি
তাহার অন্যথা হইয়াছে । সত্য, ত্রেতা ও
দ্বাপর এই কালত্রয়ের পৃথক পৃথক অবস্থা
নিরূপিত আছে । এক্ষণে ধ্বংসকারী কাল
উপস্থিত, আর আমার সেরূপ রূপ নাই ।
ভূমি, নদী, শৈল, সিদ্ধ, দেব ও মহাসিগণ
ইহারা যুগপর্য্যয়ে সমভাবে কালের অনু-
বর্তী হইয়া থাকেন, কিন্তু বল, প্রভাব ও
দেহ এই সকল কেবল হীনতা ও বৃদ্ধি লাভ
করে ; অতএব আমার পূর্বরূপ দর্শনের
আর অভিল্য করিও না । কালধর্ম্ম নিত্য
দুরতিক্রমণীয় ; আমি এক্ষণে তাহারই
অনুবর্তী হইয়াছি ।

ভীম কহিলেন, হে কপিবর ! এক্ষণে
যুগের সংখ্যা, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাগ,
তত্ত্ব, কর্ম্ম, বীৰ্য্য, উৎপত্তি ও বিনাশ এই
ক একটি বিষয় কীর্তন করুন, আমি শ্রবণ
করিব । হনুমান্ কহিলেন, হে বৎস !
প্রথমতঃ সত্য যুগ ; ঐ যুগে ধর্ম্ম সনাতন ;
লোক সকল কৃতকৃত্য হইত । এই যুগে
ধর্ম্ম অবসন্ন বা প্রজা ক্ষয় হইত না ; এই
কারণ উহা কৃতযুগ বলিয়া বিখ্যাত ; কিন্তু

ঐ যুগ মুখ্য হইয়াও কালক্রমে অপ্রাধান্য
প্রাপ্ত হইয়াছে । তৎকালে দেব, দানব,
গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পক্ষগেরা পরস্পর
উপদ্রবরহিত ছিল ; ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক
ছিল না । মাগ, ঋক ও যজুর্বেদানুসারে
ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ হইত না ; ক্রীস
প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়া সকল বিলুপ্ত হইয়া
ছিল । লোকের সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত ফল
সম্পন্ন হইত ও সম্যাসই পরম ধর্ম্ম ছিল ।
যুগপ্রভাবে ব্যাধি ও ইন্দ্রিয় ক্ষয় হইত না ।
অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য,
দ্বন্দ্ব, পৈশুণ্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য
ইহার নাম গন্ধও ছিল না । যোগীদিগের
পরব্রহ্মই পরম গতি ; শুক্ল নারায়ণ সর্ব্ব-
ভূতের আত্মা ; তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ শাসন-
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্মনিরত ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারাই প্রভা
ছিলেন । সমান কর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণচতু-
ষ্টয় ব্রহ্মাশ্রয়ী ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী
ছিলেন, এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন
করিয়া ধর্ম্মোপার্জন করিতেন । তাহারা
এক দেব পরমাত্মা, এক প্রণবরূপ মন্ত্র,
এক বেদান্ত প্রণবাদিরূপ বিধি ও এক
ধ্যানাদি-স্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছি-
লেন । তাহারা পৃথক ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও
এক বেদ ও এক প্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত
ছিলেন এবং কামফল বিবর্জিত হইয়া
অশ্রমচতুষ্টয়সমুচিত দর্শাদি কর্ম্মদ্বারা
পরম গতি প্রাপ্ত হইতেন । ব্রহ্মযোগ-
সমাযুক্ত ধর্ম্মই সত্য যুগের লক্ষণ ; এই
যুগে চাতুর্ধর্মেণ ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়-সম্পূর্ণ ও

শাস্ত্রত । হে ভীম ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-
বিবর্জিত সত্য যুগের লক্ষণ কীর্তন করি-
লাম ; এক্ষণে ত্রেতা যুগের বিষয় আরম্ভ
করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ত্রেতা যুগে সত্রানুষ্ঠানের বিধি আছে,
ধর্ম একপাদমাত্র পরিহান ও নারায়ণ রক্ত-
বর্ণ হইয়া থাকেন । মনুষ্য ক্রিয়া ও ধর্ম-
পরায়ণ এবং সত্যপ্রবৃত্ত হয় । তৎকালে
লোকে সংকল্প করিয়া দানাদিক্রিয়া করিলে
ফল হইয়া থাকে । তপোদান-পরায়ণ মনুষ্য-
গণ ধর্মাপথ হইতে কদাচ পরিভ্রষ্ট হয় না ;
প্রত্যুত তাঁহারা স্বধর্মনিরত ও ক্রিয়াবান্
হইয়া থাকেন ।

দ্বাপর যুগে ধর্ম দ্বিপাদবিহীন ; নারা-
য়ণ পীতবর্ণ এবং বেদ চারি ভাগে বিভক্ত ।
তন্মধ্যে কেহ চতুর্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ
দ্বিবেদ ও কেহ বা এক বেদ অধ্যয়ন করি-
তেন ; কেহ কেহ বা এককালে বেদাধ্যয়নে
পরাক্রান্ত হইতেন । এই রূপে শাস্ত্র বিভিন্ন
হইলে, ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য হইয়া
উঠিল । প্রজা সকল তপোদান নিরত
হইয়া রজোগুণাবলম্বী হইতে লাগিল । এক
বেদ বহু দিবসে ও বহু ক্রেশে অধ্যয়ন
করিতে হয় বলিয়া বহু সংখ্যায় বিভক্ত
হইল । দ্বাপরে সত্ত্ব গুণের প্রাচুর্য্য নাই ;
এই জন্য অনেকে সত্যের আশ্রয় লইল ;
কিন্তু সত্ত্বগুণ বিহীন লোক সকল বহুবিধ
ব্যাপি, কাম ও অন্যান্য দৈব উপদ্রব-দ্বারা
আক্রান্ত হইতে লাগিল । ঐরূপ উপদ্রবে
পীড়িত হইয়া মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ
বা কামাধী কেহ বা স্বর্গাধী হইয়া যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । হে ভীম !
এই রূপে দ্বাপর যুগে প্রজারা অধর্ম-
দোমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । *

অনন্তর কলিযুগ ; এই যুগে ধর্ম এক
পাদমাত্র বিদ্যমান থাকে ; তমোগুণ-প্রধান
কলিযুগে নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন ;
বেদাচার, ধর্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ
বিলুপ্ত হয় । অতিরুষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব,
ব্যাপি, আলস্য, দোষ, রোম, আধি, ক্ষুৎ-
ভয় প্রাচুর্য্য হইয়া, যুগনাশে ধর্মের নাশ
হইয়া থাকে । এবং ধর্মের নাশে লোক
সমুদয়ও বিনষ্ট হয় । এই রূপে লোক
সকল বিনষ্ট ও লোকপ্রবর্তক ধর্মজ্ঞান
সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । যুগক্ষয় কালীন
ধর্মদ্বারা প্রার্থনা সকল বিফল হইয়া থাকে ।
হে ভীম ! এই কলিযুগের লক্ষণ ; ইহা
অচিরাৎ প্রবর্তিত হইবে । আমি এই
যুগেরই অনুবর্তী হইব ; আমাকে জানিবার
নিমিত্ত তোমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে ;
এক্ষণে জিজ্ঞাসা কর, নিরর্থক বিষয়ের অনু-
সন্ধানের নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ অভিনিবেশ
হইল । হে বীর ! তুমি অ'মাকে যে যুগ-
সংখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার
সমুদায়ই कहিলাম ; এক্ষণে নির্বিঘ্নে গমন কর ।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ভীমসেন कहিলেন, হে মহাত্মন ! আমি
আপনার পূর্বরূপ অবলোকন না করিয়া
কদাচ গমন করিব না ; অতএব অনুগ্রহ
প্রকাশ করিয়া আমাকে পূর্বরূপ প্রদর্শন
করান ।

হনুমান্ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর
ঈশং হাশ্ব করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের
নিমিত্ত যে রূপে পূর্বের সাগর লঙ্ঘন করিয়া
ছিলেন, সেই রূপ ধারণ করিলেন । তখন
তাঁহার দেহ পূর্য্যাপেক্ষা অধিকতর বদ্ধিত
হইয়া বিস্তারে কদলীরক্ষ আচ্ছাদন ও
দৈর্ঘ্যে পর্ব্বত অতিক্রমণ করিল । তিনি
দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ।
তাঁহার নয়নদ্বয় তাত্রবর্ণ, দংশ্ট্রা তীক্ষ্ণ, যুগ্ম-
মণ্ডলে অকুটী বন্ধ ও লাম্বুল চতুর্দিকে
ব্যাপ্ত হইল ।

কুরুবংশাবতংস ভীমসেন হনুমানের
সেই অর্কসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, স্তবর্ণপর্ব্বতের
ন্যায় প্রদাপ্ত, আকাশের ন্যায় ভীষণ রূপ
সন্দর্শনে এককালে হর্ব্বিশ্রমে পরিপূর্ণ
হইয়া নেত্র নিম্নীলন করিলেন । তখন
কপিবরাগ্রগণ্য হনুমান্ হাস্য করিয়া ভীম-
সেনকে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ ! আমি
যত ইচ্ছা করি, তত অধিক বদ্ধিত হইতে
পারি, কিন্তু তাহা হইলে, তুমি আমার
রূপ সন্দর্শনে অসমর্থ হইবে । হে ভীম !
শত্রুগণসমক্ষে আমার কলেবর ইহা অপে-
ক্ষাও সংধিক বদ্ধিত হয় ।

পবননন্দন ভীমসেন সেই বিষ্কাপর্ব্বত-
সম্মিত অতি ভয়ানক হনুমানের শরীর সন্দ-
র্শনে লোমাঞ্চিত-কণ্ঠেবর হইয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভো ! আপ-
নার শরীরের বিপুলতা দেখিলাম, এক্ষণে
দেহ সঙ্কোচ করুন । আমি মৈনাক পর্ব্ব-
তের ন্যায়, সমুদিত দিবাকরের ন্যায় আপ-
নার শরীর আর নিরীক্ষণ করিতে পারি না ।

এক্ষণে আমার মনে এই বিষয় সমুদিত
হইতেছে যে, আপনি সর্ব্বদা রামের
পার্শ্বে থাকিতেন, তবে কি নিমিত্ত তিনি
স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন ? আপনি
একাকী স্রীয বাহুবলে সমোদা সবাহনা
সমুদায় লক্ষা বিনষ্ট করিতে সমর্থ, হে
পবননয় ! আপনার কিছুই অপ্রাপ্য
নাই, রাবণ ও তাহার সমুদায় অনুচরগণ
আপনার সমক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে ।

প্লবগোত্তম হনুমান্ ভীমসেনের বাক্য
শ্রবণানন্তর স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগি-
লেন । হে মহাবাহো ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ,
রাক্ষসাদ্যম রাবণ বস্তুতই আমার পক্ষে
পর্য্যাপ্ত নহে । কিন্তু যদি আমি সেই
লোককণ্টক দশাননের প্রাণ সংহার করি-
তাম, তাহা হইলে রঘুবংশাবতংস রামের
কীর্ত্তি লোপ হইত ; এই নিমিত্তই আমি
স্বয়ং রাবণবধে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ।
মহাবীর রাম দশানন ও তাহার অনুচর-
গণের প্রাণ সংহার করিয়া জানকীকে
স্বপ্নরে আনয়ন করাতে লোকমধ্যে তাঁহার
অনুগম কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে । হে
মহাত্মন ! তুমি স্রীয ভ্রাতা ধন্যরাজের প্রিয়-
চিকীর্ষু ও বার্য্য হিতাভিনাবী ; এক্ষণে
গমন কর, পথে তোমার কিছুমাত্র বিষম
হইবে না ; গমনকালে বায়ু তোমাকে রক্ষা
করিবেন । সৌগন্ধিক বনে গমন করিবার
এই পথ ; এই পথে গমন করিলে কুবেরের
যক্ষরাক্ষস-রক্ষিত উত্তান অবলোকিত হইবে,
কিন্তু তথায় বলপূর্ব্বক পুষ্পাবচয়ন করিও
না । দেবগণ মনুষ্যদিগের মায়া ; তাঁহারা

বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হন। হে ভ্রাতঃ! সাহস পরিত্যাগ-পূর্বক স্বধর্ম প্রতিপালন কর। স্বধর্মস্ব হইয়া সনাতন ধর্মের যোগার্থ্য অন্বেষণ ও অনুষ্ঠান কর। বৃহস্পতিসমান ব্যক্তিগণও প্রথমতঃ ধর্ম না জানিয়া ও বুদ্ধগণের সেবা না করিয়া কোন মতেই ধর্মার্থের যোগার্থ্য বুঝিতে পারেন না। যে স্থলে অধর্ম ধর্ম বলিয়া ও ধর্ম অধর্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ধর্মের অবধারণ করিতে হইবে; মৃতগণ ঐ প্রকার ধর্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ। আচার হইতে ধর্মের সম্ভব হইয়াছে; বেদ সকল ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে; বেদ হইতে যজ্ঞ সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবগণ বেদাচারবিধানোক্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রের নীতি অবলম্বন করিয়া আছেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক সেবা, বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা-দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া আছেন; যাঁহারা এই ত্রিবিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা সম্যক্রূপে প্রয়োগ করিয়া অনায়াসে লোকযাত্রা নির্বাহ করেন। ত্রয়ী না থাকিলে জগতে ধর্মের সম্পর্কও থাকিত না; দণ্ডনীতির অভাবে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইত ও বার্তাবিরহে প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই তিনটি বিদ্যা সম্যক্রূপে প্রযুক্ত্যমান হইলে প্রজাগণ ধর্মপরায়ণ হয়।

তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম; উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতি-গ্রহ ইহাও ব্রাহ্মণের ধর্ম; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন ও বৈশ্যের ধর্ম পোষণ, আর কেবল দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম। গুরুসেবী শূদ্রগণের ভৈক্ষ্য, হোম ও ত্রোতে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম রক্ষণ; উহা-তোমারও অবশ্য কর্তব্য। লোকে বুদ্ধিমান, শ্রুতশীল, বুদ্ধ ও সজন-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের অনু-গৃহীত হইয়া অনায়াসে দণ্ড-দ্বারা শাসন করে; কিন্তু ব্যসনী হইলে অবশ্যই পারি-ভব প্রাপ্ত হয়। রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে, লোকমর্যাদা ত্বব্যব-স্থিত থাকে; অতএব ভূপতিগণ সতত চর-দ্বারা শত্রুগণের দুর্গ ও বল এবং আপনার দেশ, দুর্গ, সিদ্ধিরক্ষা, বুদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষ রূপে অবগত হইবে। চর, বুদ্ধি, মন্ত্র, পরাক্রম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ভূপতিগণের উপায়, আর দক্ষতা এক প্রধান কার্য-সাধক। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা এই সমুদায় উপায় একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইয়া কার্য সাধন করে। কিন্তু মন্ত্রণাই, এই সকলের মূল; মন্ত্রণা ব্যতীত কি নীতি, কি চর কিছুতেই কার্য সিদ্ধি হয় না। মন্ত্রণা দ্বারা যে বিষয়ের সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, ব্রাহ্মণের সহিত তাহার মন্ত্রণা করিবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, লঘু-চেতাঃ ও উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের

সহিত কদাচ গুঢ় মন্ত্ৰণা করিবে না।
বিদ্বানের সহিত মন্ত্ৰণা, সমর্থ ব্যক্তিব্বারা
কৰ্ম সাধন ও হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতি-
বিচার আলোচনা করিবে। মূৰ্খগণকে
সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্তব্য।
ধৰ্ম্মার্থার্থে ধার্মিক, অর্থার্থার্থে পার্শ্বত,
স্ত্রীলোকের নিকটে ক্লীব ও ক্রুর কৰ্ম্মে
ক্রুরগণকে নিয়োগ করিবে। কোন কৰ্ম্ম
উপস্থিত হইলে উহা চর বা পরের কর্তব্য
কি অকর্তব্য ইহা বিবেচনা করিবে এবং
বুদ্ধিপ্রভাবে রিপুগণের বলাবল পরীক্ষা
করিবে। শরণাগত সাধু ব্যক্তির প্রতি
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অশিষ্ট ও উচ্ছ্রাল
ব্যক্তিদিগের দণ্ড করিবে। রাজা এই রূপ
নিগ্রহ অনুগ্রহে সম্যক প্রবৃত্ত হইলে লোক-
মর্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে।

হে পার্থ ! আমি তোমাকে এই দুরব-
গাহ রাজধৰ্ম্ম কহিলাম ; এক্ষণে তুমি
বিনীত হইয়া স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালন কর।
যেমন বিপ্রগণ তপঃ, ধৰ্ম্ম, দম ও যজ্ঞানুষ্ঠান-
দ্বারা স্বর্গ লাভ করেন, যেমন বৈশ্যগণ
দান ও আতিথ্যদ্বারা সদাতি প্রাপ্ত হন,
তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ কাম, ধেম, লোভ ও
ক্রোধ বিবর্জিত হইয়া সম্যক দণ্ড প্রয়োগ
ও প্রজাপালন করিলে স্বরপূরে গমনপূর্বক
সাধুলোকের সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ
করেন।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর
হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃত সুবিস্তৃত কলেবর উপ-

সংহার করিয়া করযুগল প্রসারণপূর্বক
ভীমসেনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিবামাত্র
তাঁহার সমুদায় শ্রান্তি স্তূদূরপর্যাহত ও সমু-
দায় ঘটনা অনুকূল হইয়া উঠিল। তখন
তিনি আপনাকে অদ্বিতীয় বলবান্ বলিয়া
বোধ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ আনন্দভরে গলদগ্ধ-
লোচনে গদগদ বচনে সৌহার্দ প্রদর্শন-
পূর্বক ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ !
আপন আবাসে গমন কর ; কোন কথা
উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিও ;
এবং আমি যে, এ স্থানে অবস্থান করি-
তেছি, তাহা কুত্ৰাপি প্রকাশ করিও না ;
কারণ, কুবেরের আশ্রয় হইতে দেবগন্ধৰ্ব্ব-
গোমারা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে
আগমন করিয়া থাকেন। আমিও তোমার
মানুষগাত্রস্পর্শে সেই হৃদয়নন্দন, সীতানন-
মরোরুহ ও দশানন-তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ
রাঘবকুলতিলক রামচন্দ্রকে স্মৃতিপথে
সম্মুদিত দেখিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা লাভ
করিলাম ; অতএব আমার সহিত সাক্ষাৎ-
কার তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক ; তুমি
সৌভ্রাতৃ সম্বন্ধানুসারে আমার নিকট বর
প্রার্থনা কর। হে মহাবল ! যদি তোমার
অভিলাষ হয়, তবে অগ্ৰই আমি হস্তি-
নগরে গমন-পূর্বক প্রস্তরাঘাতে সমুদায়
ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট ও সমস্ত নগর উৎসা-
দিত করিতে পারি এবং দুৰ্য্যোধনকে
বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে সমর্পণ করি।

ভীমসেন মহাত্মা হনুমানের বাক্য
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বানরপুঞ্জব !

আপনা হইতে আমার সমুদায় প্রয়োজন স্তম্ভসম্পন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক ; প্রার্থনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে নাথ ! আপনা হইতে অনাথ পাণ্ডবগণ অগ্র সনাথ হইল ; আমি আপনার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় অরাতিগণকে পরাজয় করিব ; তাহার সন্দেহ নাই ।

হনুমান্ কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! আমি সৌভ্রাতৃ ও সৌহৃদ্যবশতঃ তোমার এই উপকার করিব যে, যখন তুমি অরাতিগণের সেনামধ্যে প্রবেশপূর্বক সিংহনাদ করিবে, তখন আমি আত্মস্বরে তোমার স্বর উচ্চৈশ্বর্য করিব এবং ধনঞ্জয়ের ধ্বজারূঢ় হইয়া এমন ভয়ানক চীৎকার করিব যে, সেই চীৎকারই শত্রুগণের কালাস্তক হইবে ও তোমরা তদ্বারা তাহাদিগকে অক্লেশে সমরশায়ী করিবে ।

হনুমান্ এই রূপে ভীমের সহিত সম্ভাষণাদি পরিসমাপ্ত করিয়া তাহাকে কুবেরসরসীর পথ প্রদর্শন-পূর্বক সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ অন্তহিত হইলে, ভীমসেন তন্নির্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্বক বিস্তীর্ণ গন্ধমাদন গিরি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে কপিবরের কলেবর ও অলৌকিক শ্রী এবং দাশরথির মাহাত্ম্য ও মহানুভাবতা নিরন্তর জাগরুক রহিল । অনন্তর তিনি সৌগন্ধিকবনের

অশ্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন স্থানে কুন্তম-স্তম্ভমা সম্পন্ন কত শত রমণীয় বন ও উপবন, কোন স্থানে বিকশিত তরুরাজি-বিরাজিত নদ নদী, কোন স্থানে সজল জলদজালতুল্য পঙ্কদিক্কাঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ সমূহ, কোন স্থানে বরাহ, মহিষ ও শার্দূল প্রভৃতি স্থাপদ সকল এবং কোন স্থানে বা যুথবদ্ধ চপলাপাঙ্গ কুরঙ্গ ও কবলিতশম্পা কুরঙ্গবধুরে নয়নগোচর করিলেন । সমীরণ-সঞ্চালিত আরণ্য পাদপগণ যেন কুন্তম-স্তরভিত্তি কোমল কিসলয়রূপ কর প্রসারণ-পূর্বক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে । স্তরগম্যসলিল সরোবর যেন পদ্মরূপ অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক মত্ত মধুকরের স্বরচ্ছলে তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছে । ভীমসেন কুন্তমিত পর্বতসান্নিতে মনঃ ও নয়ন নিমগ্ন করিয়া দ্রোপদীর বাক্যমাত্র পাণেয় সহকারে স্থরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন ।

পরদিন প্রাতে মহাসত্ত্ব ভীমসেন সেই হরিণ-সেবিত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক মনোহর তরঙ্গিণী গন্ধমাদন পর্বতের গালাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে ; তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পাঙ্গগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে এবং সেই স্রোতস্বতীর সলিলে তরুণভানু সন্নিভ প্রীতিজনক সৌগন্ধিকবন শোভমান রহিয়াছে । তিনি তদর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া সর্বদাই কেবল বনবাস-ক্লিষ্টা প্রিয়তমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন শ্রীতি-
প্রফুল্ল চিত্তে কুবেরসরসীর সঙ্গীপবর্তী
হইলেন । ঐ সরসী কৈলাসশিখর, কুবের-
ভবন ও গিরিনিব্বরের অনতিদূরে সান্নু-
প্রদেশে সমুৎপন্ন বলিয়া যারপারনাই মনো-
হারিণী হইয়াছে । তাঁরসমুত্তর তরু ও
লতারাজী বিপুল ছায়া বিস্তারপূর্বক উহার
সমধিক সৌন্দর্য সম্পাদন করিতেছে ;
উহাতে বিবিধ সরোজরাজী প্রস্ফুটিত
হইয়াছে ; নানাবিধ জলচর পাঙ্কগণ তথ্যে
সঞ্চরণ করিতেছে । উহার সলিল নিম্নল,
শীতল, লঘু ও অমৃতের ন্যায় স্নানাদ ; তীর্থ
সকল স্নানিষ্ঠ ও স্নানোত্তম ; উহাতে
কর্দমের লেশ নাই ও অবগাহনেরও ক্লেশ
নাই ।

ভীমসেন ইচ্ছামত উহার জলপান
করিয়া তত্রস্থ সৌগন্ধিকবনের প্রাতি দৃষ্টি-
পাত করিলেন । উহার কুসুম অতি মনো-
হর ; পত্র সকল কাঞ্চনময় ; গন্ধ অতি
রমণীয় ; নাল বৈদুর্যমণিতে নিৰ্ম্মিত ;
হংস ও কারণ্ডবগণের সঞ্চালনে বিমল
পরাগ সকল সমুখিত হইতেছে । ঐ সরো-
বর মহাত্মা রাজরাজের ক্রীড়াস্থান ; দেব,
গন্ধৰ্ব্ব, অঙ্গরা, ঋষি, যক্ষ ও কিন্নরগণের
পূজনীয় ; ক্রোধবশ নামক শত সহস্র
রাক্ষস উহার সংরক্ষক । ভীমসেন অজি-
নাদি মুন্যবেশ ও ঋগাদি বীরপরিচ্ছদ
গ্রহণপূর্বক নির্ভয়ে গমন করাতে যক্ষাধি-
কারে নিযুক্ত রাক্ষসগণ তাঁহার তাদৃশ

বিরুদ্ধ বেশ অবলোকন করিয়া পরস্পর
কহিতে লাগিল, এই পুরুষবর অজিন
পরিধান অথচ অমুখ গ্রহণ করিয়া এ
স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে,
জিজ্ঞাসা করা উচিত । অনন্তর তাহার
ভীমসেনের সঙ্গীপে গমন করিয়া দর্পপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিল, হে পুরুষ ! তুমি কে ?
তোমার মুন্যবেশ ও বীরবেশ দুই দেখি-
তেছি ; অতএব কি নিমিত্ত এ স্থানে
আগমন করিয়াছ ? বল ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসগণ !
আমি মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন, যুধিষ্ঠিরের
অনুজ, আমার নাম ভীমসেন ; আমি
ব্রাহ্মণের সহিত বদরী তীর্থে আগমন
করিয়াছি । একদা প্রিয়তমা পাঞ্চাল-
নন্দিনী সেই আশ্রমে একটি সৌগন্ধিক
পুষ্প অবলোকন করিয়াছিলেন । বোধ
হয়, ঐ পুষ্পটি এই স্থান হইতেই বায়ুবেগ-
সহকারে তথায় নাত হইয়াছিল । তিনি
তদবধি সেই রূপ অধিকসংখ্যক পুষ্প
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন ।
আমি তাঁহার প্রিয়কারী ; এক্ষণে তাঁহার
অভিলষিত পুষ্প চয়ন করিবার নিমিত্ত
এই স্থানে আগমন করিয়াছি ।

রাক্ষসগণ কহিল, হে ভীমসেন ! এই
সরোবর যক্ষরাজের অতি প্রিয়তম ক্রীড়া-
স্থান ; কোন মর্ত্যধন্য এস্থানে বিচরণ
করিতে সমর্থ হয় না । দেব, দেবর্ষি, যক্ষ,
গন্ধৰ্ব্ব ও অঙ্গরাগণ যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ

না করিয়া ইহার জলপান বা এই স্থানে বিচরণ করেন না। যে কোন দুর্বৃত্ত, ধনেশ্বরকে অবমাননা করিয়া অত্যাচারণ-পূর্বক এই স্থানে বিচরণ করিতে বাসনা করে, তাহাকে কালকবলে প্রবিক্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ভুগি যদি কুবেরকে অনাদর করিয়া বলপূর্বক সৌগন্ধিক হরণ করিতে উৎসুক হও, তাহাইলে কি প্রকারে আপনাকে ধর্মরাজের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ? হে রুকোদর! এক্ষণে যক্ষরাজকে আগন্তুণ করিয়া ইহার জল পান ও পদ্ম আহরণ কর; নতুবা উহার প্রতি নেত্রপাতও করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসগণ! এক্ষণে ধনেশ্বরকে এস্থানে অবলোকন করিতেছি না; অতএব কাহাকে আমন্ত্রণ করিব? ফলতঃ সাক্ষাৎকার হইলেও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিব না; কারণ ভূপালগণের ঈদৃশ সনাতন ধর্ম প্রচলিত আছে যে, তাহারা কুত্ৰাপি যাত্রা করেন না। আগি কোন প্রকারে ক্ষাত্র ধর্ম পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না; বিশেষতঃ এই সরোবর মহাত্মা কুবেরের ভবনে উৎপন্ন হয় নাই; ইহা পর্বতনিব্বরে জন্মিয়াছে; অতএব ইহাতে কুবেরের যেরূপ, সকল লোকেই সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব এবস্থিধ স্থলে কোন ব্যক্তি কাহার নিকটে যাত্রা করিয়া থাকে?

মহাবল ভীমসেন রাক্ষসগণকে এইরূপ প্রভূতর প্রদান করিয়া সরোবরে অবগাহন করিলেন। রাক্ষসগণ চতুর্দিক্ হইতে

ভৎসনাপূর্বক নিমেষ করিতে লাগিল; কিন্তু ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাতে কণপাতও করিলেন না। অনন্তর রাক্ষসগণ রোম-সহকারে ভীমসেনকে ধর, বধ কর, ছেদন কর, পাক কর, ভক্ষণ কর, বলিয়া উত্ততশস্ত্রে বিরূত নেত্রে দ্রুতপদে রুকোদরকে যেমন আক্রমণ করিল, অমনি তিনি কাঞ্চনপট্টাঘাত যমদণ্ডতুল্য গদা গ্রহণ পূর্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহারাও জিঘাংসা-পরবশ হইয়া তোমর, পট্টিশ প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধসহকারে সহসা ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তীর গর্ভে পবনের ঔরসে উৎপন্ন; শূর, তরস্বী, অরাতি, গের কালান্তক; সত্য, ধর্ম ও পরাক্রমে অনুরক্ত এবং দুর্দ্বর্ষ; স্ততরাং অনায়াসে শত্রুবগণের শরজাল সংহারপূর্বক সেই পুষ্করিণী-সমীপে তাহা-দিগের শত শত যোদ্ধারে মৃত্যুমুখে প্রবেশিত করিলেন।

ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমসেনের বিদ্যা, বল ও বাহুবীর্ঘ্যের পরিচয় প্রাপ্ত এবং তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা সমরপরাঙ্মুখ হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে এরূপ আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্টিপ্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরিশেষে শূন্য পথ অবলম্বনপূর্বক কৈলাশ-শৃঙ্গে পলায়ন করিল। যেমন দেবরাজ দানবগণকে পরাক্রমে পরাজিত করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন নিশাচরগণকে অপসারিত করিয়া সরোবরে অবগাহন-

পূর্বক স্বেচ্ছানুসারে সরোরুহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার পীযুষময় সলিল পান করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন ।

এ দিকে ভীমবল তাড়িত রাক্ষসগণ সভয় চিত্তে ধনেশ্বরের সমীপে আগমন-পূর্বক ভীমসেনের বলবীৰ্য্য প্রভৃতি সমুদায় রত্নান্ত্র আনুগ্রহিক বর্ণন করিল । কুবের-দেব সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাস্ত্র বদনে কহিলেন, হে রক্ষিণ ! ভীমসেন পাঞ্চালকুমারার নিমিত্ত 'কমল' চয়ন করিতেছেন ; অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে মৌগন্ধিক গ্রহণ করুন । ক্রোধবশ রাক্ষস-গণ অনুজ্ঞাত হইয়া ভীমসমীপে গমনপূর্বক দেখিলেন, তিনি একাকী সেই সরোবরে স্নানে সঞ্চরণ করিতেছেন ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন সেই মহামূল্য অনেকরূপ বহুসংখ্যক মৌগন্ধিক কুস্তম সংগ্রহ করিলেন । এ দিকে বদরিকাশ্রমে সংগ্রামসূচক পরস্পর সঙ্গীরণ আবির্ভূত হইয়া বালুকা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । ভয়ঙ্কর সনির্ঘাত উল্কা মহীতলে পতিত হইতে লাগিল ; সূর্য্যদেব তিগিরে আচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য হইলেন ; যুগ্মপাক্ষরা কর্কশ রব করিতে লাগিল । ভূমিকম্প, পাংশুরষ্টি, দিক্ সকল লোহিতবর্ণ ও সমুদায় জগৎ অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইল ; আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না । ইহা ভিন্ন অন্যবিধ উৎপাত ও উৎপন্ন হইতে লাগিল ।

রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুদ্ধদুর্গম পাণ্ডব-গণ ! সকলে স্তমজ্জিত হও ; বোধ হয়, কেহ আগাদিগকে পরাভব করিতে আসিতেছে । তিনি এই কথা কহিয়া চারি পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া ভীমসেনকে দর্শন না করিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চাল ! ভীমসেন কোথা ? কি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আছেন ? এই সময়সূচক আকস্মিক উৎপাত চতুর্দিকে প্রাচুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া সেই সাহসপ্রিয় ভীমসেন কি সাহস প্রদান করিয়াছেন ?

প্রিয়কারিণী প্রিয়তমা দ্রৌপদী কহিলেন, রাজন্ ! তিনি বায়ুবেগে আনীত একটী মৌগন্ধিক পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন । আমি সেই কুস্তমটী গ্রহণ করিয়া কহিলাম, যদি আপনি এই পুষ্প অধিক অবলোকন করিয়া থাকেন ; তাহা হইলে শীঘ্র সেই সমুদায় পুষ্প আনয়ন করুন । বোধ হয়, সেই মহাবাহু আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তদ্রূপ পুষ্প আহরণের নিমিত্ত এস্থান হইতে পূর্বোত্তর দিকে গমন করিয়াছেন ।

রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, চল, আগরাও তাহার অনুবর্তী হই । নিশাচর-গণ নিতান্ত ক্লশ ও পরিশ্রান্ত বিপ্রগণকে বহন করুক ; হে অমরসঙ্কশ ঘটোৎকচ ! ভূমি কৃষ্ণাকে বহন কর । ভীমসেন বায়ু ও বৈনতেয়-সমান তরস্বী ; তিনি আকাশে উৎপতিত হইতে ও যথেষ্ট ভয়ণ করিতে

সমর্থ ; তথাপি এখন এতাদৃশ বিলম্ব হই-
তেছে, তখন স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অতি
দূরতর প্রদেশে প্রবিস্ত হইয়াছেন । তিনি
ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণের নিকট অপরাধী না
হন, এই জন্তই আমি তোমাদিগের প্রভাবে
অগ্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইব ।

ঘটোৎকচ প্রভৃতি নিশাচরগণ কুবে-
রের সরসী-স্থান অবগত ছিল ; তন্নিমিত্ত
যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডব ও বিপ্রগণ প্রভৃতি
সকলকে গ্রহণপূর্বক শ্রীতিগ্রফুল্ল মানসে
ক্রতপদে গমন করিয়া শুভকামনা সৌ-
গন্ধিকবতা সরসীসমীপে সমুপস্থিত হইল ।

মহাত্মা ভীমসেন তৎকালে সেই সরসী-
তীরে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তঃকর ন্যায়
ভুজদণ্ডে প্রচণ্ড গদা গ্রহণপূর্বক ক্রোধস্তক
নেত্রে স্বীয় অধঃগত্রে দংশন করিয়া দণ্ডায়-
মান আছেন ; বহুসংখ্যক যক্ষ নিহত হইয়া
ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে । তাহা-
দিগের মধ্যে কাহারও শরীর ভিন্ন ; কাহা-
রও বাহুদ্বয় ছিন্ন ; কাহারও চক্ষুঃ বিদীর্ণ
এবং কাহারও বা শিরোধরা বিচূর্ণিত হই-
য়াছে । রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অব-
লোকন করিয়া ভীমসেনকে পুনঃ পুনঃ
আলিঙ্গন পূর্বক মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা
করিলেন, ভ্রাতঃ ! তোমার কি সাহস !
এ কি করিয়াছ ! তুমি কি দেবগণের
অপ্রিয়াচরণ করিলে ? যাহা হউক,
যতপি আমার প্রিয়বানী হও, পুনরায় আর
এরূপ কৰ্ম্ম করিও না ।

রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুশাসন বাক্য
পরিসমাপ্ত হইলে, অমরোপম পাণ্ডবগণ

সেই সকল কমল গ্রহণপূর্বক সেই সরো-
বর তীরে বিহার করিতে লাগিলেন ; এমন
সময়ে উত্তানরক্ষক রাক্ষসগণ আবির্ভূত
হইয়া ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল,
মহদেব ও অশ্বরাপর ব্রাহ্মণগণকে অব-
লোকনমাত্র বিনয়ান্বিত হইয়া প্রণিপাত
করিল । তখন রাজা ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে
সান্ত্বনা করিলে, তাহারাও প্রসন্নচিত্ত হইল ।
অনন্তর কুরুধুরন্ধরগণ কুবেরের অন্তঃস্থান-
সংগে গন্ধমাদন-মানুতে ধনঞ্জয়ের প্রতীক্ষায়
কিয়দিন অতিবাহন করিলেন ।

ষট্-পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
একদা রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সমক্ষে ভীম-
সেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে
বৃকোদর ! পূর্বের দেব ও মহাত্মা মুনিগণ
যে যে স্থানে বিচরণ করিতেন, আমরা
সেই সকল পবিত্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্
মনোহর বন অবলোকন করিয়াছি ; ধর্ম্ম ও
রাজসিগণের পূর্বচরিত এবং বিবিধ শুভা-
বহ কথা শ্রবণ করিয়াছি ; সেই সকল
আশ্রমে ব্রিজগণের সহিত স্নান, মলিল ও
পুষ্পে দেবগণের তর্পণ এবং যথাবিধি ফল-
মূলে পিতৃগণের অর্চনা করিয়াছি ; রমণীয়
পর্বত, সরোবর, সাগর ও ইলা, সরস্বতী,
সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নানা তীর্থে
ব্রাহ্মণগণের সহিত অবগাহন করিয়াছি ;
গঙ্গাবার অতিক্রম করিয়া ভূরি ভূরি পর্বত,
হিমালয়, নর-নরায়ণাশ্রম, বিশাল বদরী,
সিন্ধুদেবর্ষি-সেবিত দিব্য পুষ্করিণী দর্শন

করিয়াছি ; ফলতঃ মহাত্মা লোমশের প্রসাদে কোন পুণ্যায়তন দর্শন করিতে অবশিষ্ট নাই । এক্ষণে ঐ সিদ্ধগণ-সেবিত পবিত্র বৈশ্রবণ্যবাসে গমন করিব, তাহার উপায় অব্বেষণ কর ।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী আবির্ভূত হইল ; “হে রাজেন্দ্র ! এই বৈশ্রবণ্যের আশ্রম হইতে সেই দুর্গম দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতি-গমন কর । তথা হইতে সিদ্ধচারণ সেবিত ফলকুসুম শোভিত রুমপার্কীর আশ্রমে গমন করিবে । সেই আশ্রম অতিবর্তন-পূর্বক আশ্চিমেণাশ্রমে অধিবাস করিবে । তৎপরে ধনেশ্বরের নিবেশস্থান নয়নগোচর হইবে” । এই সময়েই স্তম্ভস্পর্শ স্তম্ভীতল স্তম্ভগন্ধ গন্ধবহ কুসুমরাশি বর্ণন করিতে লাগিল ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে ঐ দিব্য-বাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তখন মহাত্মা ধোম্য যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! আর কি প্রত্যুত্তর করিব ; এক্ষণে দৈববাণীর অনুসারে কার্য্য করুন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য অস্বীকার করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমা পাণ্ডালী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরম স্তখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

বনপৰ্ব্বাস্তম্ভগত তীর্থযাত্রা পর্বাদ্যায় সম্পূর্ণ ।

জটাসুরবধ পর্বাদ্যায় ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকণততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবেরা পার্থের আগমন প্রতীক্ষায় বিশ্বস্ত মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন । ভীমসেনাভ্রাজ্জ ঘটোৎকচ ও অচ্যুত রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । ইত্যবসরে দুরাত্মা জটাসুর ভীমের অগোচরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইল এবং তদ্বিষয়ে কৃত-কার্য্য হইবার নিমিত্ত পাণ্ডবাদিগের ধনুঃ ও তুণীর গ্রহণের সমুচিত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল । অনন্তর সে আপনাকে মর্ষিণাস্ত্রবিশারদ, মস্তকুশল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রতিদিন পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল । মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভাস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া পরম সমাদরে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন ।

একদা ভীমসেন যুগ্মার্থ নির্গত হইলে এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেহ স্নানার্থ কেহ বা পুষ্পচয়নার্থ গমন করিলে পর, এই সুযোগে জটাসুর বিকটাকার পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডবদ্রব্য ও দ্রৌপদীকে হরণপূর্বক প্রস্থান করিল । সহদেব

সান্তিশয় যত্নসহকারে অপসৃত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক শত্রুহস্ত হইতে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কোষনিষ্কাশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং মহাবীর ভীমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির জটায়ুরকে কহিলেন, রে মৃত ! তুমি প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতেছ না, তোমার ধর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে ; মনুষ্য, পশুপক্ষী, বিশেষতঃ রাক্ষসেরা সকলেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল ; তাহার ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আগার সমীপে অবস্থান করিতে পার। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পশু, পক্ষী, অগাধ তিথ্যাগোনিগত কীট ও পিপীলিকারা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ; তুমিও সেই মনুষ্য হইতে জীবিকা নির্বাহ করিতেছ। মনুষ্যের সমৃদ্ধি দ্বারা তোমরা সুসম্পন্ন হইতেছ। দেবতারা মনুষ্য কর্তৃক বিধিপূর্বক প্রদত্ত হব্যব্যবহারে পুঞ্জিত হইয়া পরিবদ্ধিত হইয়া থাকেন ; অতএব মানবগণ শোকাভিভূত হইলে দেবতারা অবশ্যই শোকাকুল হইবেন। রাজ্য অরক্ষিত হইলে সুখ-সম্পত্তি লাভের সম্যক্ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। হে রাক্ষস ! এ নিমিত্ত আগরা রাজ্যের রক্ষা করিয়া থাকি। নিরপরাধ ভূপালগণের অবমাননা করা রাক্ষসদিগের নিতান্ত অবিদেয়। আগরা তোমাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করি নাই ; বরং প্রণতিপর

হইয়া শত্রুমানুষের ব্রাহ্মণ ও গুরুলোক-দিগকে বিঘস ভোজন করাইয়া থাকি। হে ছবুন্ধে ! মিত্র ও বিপ্রস্তু ব্যক্তির প্রতি কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না এবং যাহা-দিগের অন্ত্র ভোজন ও আলয়ে 'অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের অপকার করা নিতান্ত গহিত ও দোষাবহ। তুমি আগা-দিগের আশ্রয়ে পরম সুখে ও সমাদরে বাস করিয়া অন্নপান দ্বারা প্রাতিপালিত হইতেছ ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? তুমি অতি দুরাচার ও চর্ম্মতি ; তুমি রূপা বদ্ধিত হইয়াছ ; তোমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; অতঃ তোমার মৃত্যু সম্মি-ক্লষ্ট হইয়াছে। যদি তোমার নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে বা সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জিত হইয়া থাক, তাহা হইলে এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর তুমি যদি অজ্ঞানতা-বশতঃ এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাক, তাহা হইলেও ইহলোকে কেবল অধম্যভাগী ও অযশস্বী হইতে হইবে। অতঃ তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া কুন্তে কালকূট আলোড়ন-পূর্বক পান করিয়াছ !

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভর ভার ধারণ করিলে রাক্ষস গুরুভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া পূর্ববৎ শীঘ্র গমন করিতে অসমর্থ হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, তোমরা রাক্ষস হইতে আর শঙ্কিত হইও

না ; আমি ইহার গতিশক্তি অপহরণ করিয়াছি ; মহাবাহু ভীমসেন অতি দূর-বর্তী নহেন, তিনি এই মুহূর্তেই উপস্থিত হইয়া ইহার প্রাণ সংহার করিবেন । অনন্তর সহদেব সেই মুহূর্তেই রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, মহারাজ ! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে উত্তম হইয়া শত্রু বিনাশ বা শরীর পতন করিলে ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের সং কার্য্য আর কি আছে ? এক্ষণে রাক্ষস আগাদিগকে বধ করুক বা আগরাই রাক্ষসকে রণস্থলে সংহার করি ; যাহা হয়, হইবে । অধুনা যুদ্ধের দেশ কাল সমুপস্থিত ; আগাদিগের ক্ষত্র ধর্ম্মেরও সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে ; ইহাতে আমরা পরাজয় বা জয় লাভ করি, উভয়েতেই সন্মতি প্রাপ্ত হইব । অতএব যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতো দ্বাবার অস্ত্রাচলে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না । অরে ছুরাচার রাক্ষস ! স্থির হ ; আমি পাণ্ডুসুত সহদেব ; আগাকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর ; নতুবা তোকে সত্তাই বিনষ্ট হইয়া এই স্থলে শয়ন করিতে হইবে ।

সহদেব ক্রোধভরে রাক্ষসকে এই রূপ তিরস্কার করিতেছেন, ইত্যবসরে ভীমসেন গদা ধারণপূর্বক সবজ্ব বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সহদেব ভূমিস্থ হইয়া রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছেন । পরে কালোপহত চেতাঃ ইত্যন্ত ভ্রমণকারী দৈববল-বিনি-

বারিত এক রাক্ষসকে অগ্ন্যান্ত্র ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিস্ট হইয়া সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন, রে পাপ ! আমি পূর্বে শস্ত্র পরীক্ষাকালেই তোমার বলবীৰ্য্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি ; আমি ইচ্ছা করিলে তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারিতাম ; কিন্তু যেহেতু তৎকালে তোকে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্ত নিশ্চয় জানিবি, তোমার প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই । তুমি ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া এত দিন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলি ; কদাচ আগাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিস্ নাই ; বরং সাধ্যানুসারে আগাদিগের প্রিয় কার্য্য সংসাধন করিয়াছিস্ । তৎকালে তুমি অতিথি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি ; আমি তখন বিনাপরাধেকি প্রকারে তোকে সংহার করি । এক্ষণে এই রূপ অবস্থায় তোকে নিশ্চয় রাক্ষস বোধ করিয়াও যে বিনাশ করে, তাহার নিশ্চয়ই নরকপাত হয় ; কারণ তুমি বালক ; বালককে বধ করিবার বিধি নাই ; কিন্তু যখন তোমার এই রূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, তোমার শৈশব কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে ! যেমন সরোবরস্থ মৎস্য সূত্রা-বলম্বিত বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি আজ কৃতান্তদত্ত কালসূত্র-গ্রথিত দ্রৌপদীহরণরূপ বড়িশ গ্রাস করিয়াছিস্ ; এক্ষণে কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবি ? তুমি যে প্রদেশে গমন করিতে উত্তম হইয়াছিস, তথায় অগ্রেই তোমার মনঃ গমন করিয়াছে, তোকে আর

গমনক্লেশ স্নীকার করিতে হইবে না ;
তুই এক্ষণে বর্কাহিড়িম্বের পথে প্রস্থান
করিবি ।

রাক্ষস ভীমসেন কর্তৃক এই রূপ
অভিহিত হইয়া তীতমনে তাঁহাদিগকে
পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং
রোমভরে অধর কম্পিত করিয়া ভীমকে
কহিল, রে পাপ ! আমি অনায়াসেই
যাইতে পারিতাম ; কেবল তোর নিমিত্তই
বিলম্ব করিতেছি । তুই রণস্থলে যে
সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিস, অগ্ন
তোর রূপধরায় তাহাদিগের তর্পণ করিব।
এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন
সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধভরে
স্বকণী লেহন ও বাহ্যাস্ফোটন পূর্বক
রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন । বলি
যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান
হইয়াছিলেন, রাক্ষসও সেই রূপ ক্রোধা-
বেশে বারংবার মুখ বাদান ও স্বকণী লেহন
করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ভীমের প্রতি ধাবমান
হইল ; উভয়ের নিদারুণ বাহ্যযুদ্ধ হইতে
লাগিল । ইত্যবসরে মাদ্রোতনয় নকুল ও
সংদেব ক্রোধাবিস্ট হইয়া ভীমসেনের
সাহায্যের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন । বৃকো-
দর সহাস্রমুখে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া
কহিলেন, আমি একাকীই রাক্ষসকে
সংহার করিতে সমর্থ হইব ; তোমরা
উভয়ে কেবল অবলোকন কর । আমি
এক্ষণে আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম, স্মৃতি ও যজ্ঞ-
দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই
এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীরবয়
স্পর্ধা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাহু
দ্বারা বেটন করিলেন এবং একান্ত অসহ-
মান হইয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে
আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা জলধরের ন্যায়
গভীর গর্জন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া
অগ্নোত্তর প্রতি বৃক্ষোৎপাটনপূর্বক
নির্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
কখন কখন ক্রোধে একান্ত অধীর ও পর-
স্পরের বধে রুতসংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন ; তাঁহাদিগের উরুদেশের আঘাতে
বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল । পূর্বে
যেমন বানী ও স্ত্রীগ্রীব ভার্গ্যার্থী হইয়া ঘোর-
তর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই রূপ
ইহারাও উভয়ে মহীরুহ বিনাশন বৃক্ষযুদ্ধ
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা মুহূর্ত্তে
সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক মহীরুহ সকল
বিঘৃণিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল পরস্পর
পরস্পরকে প্রহার করিলেন । এই রূপে
তত্রস্থ বৃক্ষ সমুদায় নিপতিত ও জর্জরিত
হইল । অনন্তর যেমন পর্বতযুগল জলধর-
জালদ্বারা যুদ্ধ করে, সেই রূপ তাঁহারাও
ক্রোধাভিভূত হইয়া তীব্রবেগ বজ্রের ন্যায়
উগ্ররূপে প্রতি প্রকাণ্ড উপলখণ্ডদ্বারা
প্রহার করিতে লাগিলেন । পরে মাতঙ্গের
ন্যায় বলদৃপ্ত ও ধাবমান হইয়া বাহ্যযুগল
দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও
দৃঢ়তর মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ
করিলে, রণস্থলে অনবরত কটকটা শব্দ
শ্রুত হইতে লাগিল ।

ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন পঞ্চশীর্ষ

উরগের ন্যায় মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া মহাবেগে
রাক্ষসের গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন,
এবং প্রহারবেগে তাহাকে একান্ত ক্লান্ত ও
নিতান্ত পরিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া সম-
ধিক উৎসাহযুক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসকে
উৎক্লিষ্ট ও পৃথিবীতে নিষ্পেষিত করিয়া
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চূর্ণকৃত করিয়া
তলপ্রহার দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন।
জটায়ুরের সন্দর্ভধর ও নিরন্তরনয়নসংযুক্ত
মস্তক শোণিতনিপ্ত হইয়া রক্তের ফণের
ন্যায় ধরাভূত নিপতিত হইল। তখন
ভীমসেন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায়
বিজ্ঞাতিগণকর্তৃক স্তব্ধমান হইয়া ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে আগমন করিলেন।

জটায়ুবধ পর্বাদ্যায় সমাপ্ত।

যক্ষযুদ্ধ পর্বাদ্যায় ।

অষ্টপঞ্চাশদধিবশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
এই রূপে সেই রাক্ষস নিহত হইলে পর,
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বদরিকাশ্রমে আগ-
মনপূর্বক পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন।
তিনি একদা আপনার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপ-
দীকে সমীপে আনয়ন পূর্বক অর্জুনের
স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল;
আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নিবিঘ্নে

চারি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মহা-
বীর ধনঞ্জয় পঞ্চম বৎসরে আমাদের নিকটে
আসিবেন বলিয়া অস্বীকার করিয়া গিয়া-
ছেন। আমরা এক্ষণে পুষ্পিত ক্রম সমু-
দায়ে স্রশোভিত ; মত্ত কোকিল, যটপদ,
চাতকগণে পরিবৃত, বায়ু, বরাহ, মহিম,
গবয় ও হরিণকূলসঙ্কুল, বিবিধ হিংস্র
শ্বাপদ ও রক্ত সমূহ বাণ্ডু, প্রফুল্ল সহস্র-
দল ও শতদল পদ্ম, নীলোৎপল এবং
অত্যাশ্চর্য্য বিবিধ উৎপলে স্রশোভিত,
পরম পবিত্র, সুরাসুরগণ নিমেষিত,
নিতোৎসব-পরিপূর্ণ, গিরিবরাগ্রগণ্য এই
কৈলাশ পর্বতে সেই অর্জুনের দর্শনাভি-
লাসে ও উদ্দেশে আগমন করিয়াছি।
অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় আমার নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি দিগ্বিশিষ্টার্থ
পঞ্চ বৎসর সুরলোকে বাস করিবেন ;
এখন আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া
সংগৃহীতাস্ত্র অরাতিনিপাতন গাণ্ডীবধ্বা
ধনঞ্জয়কে দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে
পুনরায় আগমন করিতে দোখব।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রাণয়িনী-সমবেত
স্রীয় ভ্রাতৃগণকে এইরূপ কহিয়া তপোধন
ব্রাহ্মণকে আগন্তুগপূর্বক তাঁহাদিগের
সমীপে ও অপনাদের সেই পর্বতে সমা-
গমনের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন
পাণ্ডুনন্দনগণ পরম শ্রীত উগ্রতপাঃ তপোধন-
গণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের
বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন,
হে রাজন্ ! তোমার এই ক্লেশ চিরস্থায়ী
নহে ; তুমি পরিণামে পরম স্তব্ধ সন্তোষ

করিবে; ভুগি ক্ষাত্রধৰ্ম্ম-প্রভাবে অচিরাৎ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন করিবে।

এই রূপে ধৰ্ম্মাত্মা ধৰ্ম্মানন্দন তপোধন-গণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষিলোমশ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে পদব্রজে কোথাও বা রাক্ষস-গণ কর্তৃক উদ্ভ্রমণ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুবিধ ক্লেশ চিন্তা করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সমুদায়ে সমা-কীর্ণ উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে কৈলাশ গিরি, মৈনাক পর্বত, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্বত, হিমাচল ও অন্যান্য শৈল সমুদায়ের উপরিস্থ নদী সকল অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিয়া সপ্তদশ দিবসে পরম পবিত্র হিমাচলের পৃষ্ঠদেশে সমুপ-স্থিত হইলেন। তথায় গন্ধমাদনের সমী-পস্থ বিবিধ পুষ্পিত দ্রুম ও সলিলাবর্ত সমুদায়ে সমাবৃত পরম পবিত্র রাজসি রুম-পর্বতার আশ্রম অবলোকন করিলেন। তখন অরাতি নিপাতন পাণ্ডবগণ সেই ধৰ্ম্মাত্মা রাজসির সমীপে গমনপূর্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তৎকর্তৃক পূজ্যৎ অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া তথায় সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন। অষ্টম দিবস

সমুপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকবিশ্রুত রাজসি রুমপর্বাকে আগজ্ঞপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই পারিবর্হ ও এক এক করিয়া সমুদায় বিপ্রগণকে রুমপর্বার নিকট স্তম্ভ করিয়া তাঁহার আশ্রমে সমুদায় বজ্রপাত্র, রত্ন ও আভরণ সকল রাখিলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সর্বধৰ্ম্মবিৎ ধৰ্ম্মাত্মা রুমপর্ব। তাঁহাদিগকে গমনের অন্তিমতি করিলেন।

তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তর দিকে গমন করিলে, মহাগতি রুমপর্ব। তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বিপ্রগণের সন্নিধানে পাণ্ডবগণকে স্তম্ভ করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ ও পথোপদেশ প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা দ্রুমযুক্ত শৈলশৃঙ্গে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে কৈলাস পর্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্বতের আকার ঘনঘটার ন্যায়; উহাতে নানা স্থানে জলাশয় এবং বহুবিধ গণি, কাঞ্চন ও রৌপ্যের স্তূপ সকল শোভমান হইতেছে।

পাণ্ডবগণ রুমপর্বোপদিষ্ট পথে সমুপ-স্থিত হইয়া বিবিধ পর্বত অবলোকন করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ধোম্য, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডুতনয়গণ এবং

মিলিত হইয়া ক্রমে উপর্যুপরি স্মৃতি-
গুহা সমুদয় ও অন্যান্য স্মৃতিগম প্রদেশ-
সকল পরম স্তখে অতিক্রম করিয়া গমন
করিলেন । উহাদের মধ্যে কেহই সেই
স্মৃতিগম প্রদেশাতিক্রমণে অবসন্ন হইলেন
না ; অবশেষে নানাবিধ যুগ, পক্ষী, বৃক্ষ,
লতা, শাখায়ুগ, বিবিধ পদ্মযুক্ত সরোবর ও
পল্লবে সক্ষীর্ণ স্মনোহর মাল্যবান্ পৰ্বতে
সমুপস্থিত হইলেন ।

পরে গন্ধমাদন পৰ্বত' তাঁহাদিগের
নয়নগোচর হইল । ঐ পৰ্বত কিম্পু-
রুগ, সিন্ধু ও চারণগণের আবাসস্থান ;
বিদ্যাদর ও কিস্তরীগণ উহাতে সতত বিচ-
রণ করিতেছে ; সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সকল
নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; শরভগণ
ঘোরতর নিনাদ করিতেছে ও নানাবিধ
যুগগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ।
দ্রৌপদী-সমবেত পাণ্ডুতনয়গণ পরম
পরিহন্ত চিত্তে বিপ্রগণসমভিব্যাহারে
সেই মনোহর হৃদয়নন্দন নন্দনবনতুল্য
গন্ধমাদনবনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করি-
লেন ; তথায় বিহগমুখ-সমীকৃত শ্রোত্র-
রন্য মনোহর স্মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে
লাগিলেন এবং বহুবিধ স্মধুর ফলভা-
বনত আত্ম, আত্মাতক, কৃষ্ণরঙ্গ, নারিকেল,
তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জার, দাড়িম, বীজ-
পূরক, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জুর,
অন্নয়, বেতস, পারাবত, চম্পক, নীপ,
বিল্ব, কপিথ, জম্বু, কুসুম, বদরী, প্লক্ষ,
উডুম্বর, বট, অশ্বথ, ক্ষীরিকা, ভল্লাতক,
আমলকী, হরীতক, বিভীতক, ইন্দুদ, কর-

মর্দ এবং প্রভূত পুষ্পসুশোভিত চম্পক,
অশোক, কেতক, বকুল, পুমাগ, সপ্তপর্ণ,
কর্ণিকার, পাটল, কুটজ, মন্দার, ইন্দীবর,
পারিজাত, কোবিদার, দেবদারু, শাল,
তাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলী,
কিংকুক, শিংশপা, সরল ও অন্যান্য বৃক্ষ
সমুদয়ে উহার সান্ন্যপ্রদেশ শোভিত দেখি-
লেন । ঐ সমুদায় বৃক্ষে চকোর, শতপত্র,
ভৃঙ্গ, শুক, কোকিল, কলবিল্ব, হারীত,
জীবজীব, প্রিয়ক, চাতক প্রভৃতি নানা-
বিধ পক্ষিগণ স্মধুর স্বরে গান করিতেছে ;
স্থানে স্থানে স্মশীতল জলশালী সরোবর
সকলে কুমুদ, কল্লার, কোকনদ, কমল ও
পুণ্ডরীক প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্প
শোভিত হইতেছে ; তাহাতে কাদম্ব,
কুরর, কারওব, চক্রবাক, জলকুঙ্কট, প্লব,
হংস, বক, মদ্যু প্রভৃতি জলচর পক্ষি-
সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । পদ্ম-
যগুগণিত কমলাকর সমূহে তাগরস-রস
পানে উন্মত্ত, পদ্মোদরচ্যুত কিঞ্জকরাগে
রঞ্জিত মধুকরণগণ মধুর স্বরে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি
করিতেছে । অদূরে পৰ্বতমানুস্ম লতা-
নগুনে সবিলাস নদাকুল ময়ূরকুল মেঘ-
নির্ঘোষ শ্রবণে মদনোন্মত্ত হইয়া প্রিয়া
সমভিব্যাহারে বিচিত্র কলাপ সমুদায়
বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে । কোন
কোন ময়ূর প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ
করিতেছে ; কতকগুলি লতাসক্ষীর্ণ কুটজ
বৃক্ষের শাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া
কলাপনিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাই-
তেছে এবং কতকগুলি তরুকেটরে বাস

করিতেছে । গিরিশৃঙ্গে স্তবর্ণবর্ণ, কুসুম-সম্পন্ন সিঁফুবার সমুদায় শোভা পাইতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন গম্মণের তোমর সকল সম্মিবেশিত রহিয়াছে । স্থানে স্থানে অতুৎকৃত কর্ণপূর সমুদায়ের ন্যায় বিকসিত কর্ণিকার ও কন্দর্পশর সমুদায়ের ন্যায় কামিজ্ঞনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরু-বক সকল পর্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে । কোথাও তিলকের ন্যায় তিলক কুসুম শোভা পাইতেছে ; কোথাও মনোহর সহকারমঞ্জরী সকল অনঙ্গশরের ন্যায় শোভিত হইতেছে ও ভ্রমরকুল ঐ সমুদায়ের উপর উপদেশন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে ; কোথাও তরু সমুদায় লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পে অতীব শোভমান হইতেছে । শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় মালার ন্যায় শৈলশিখরে সংস্কৃত রহিয়াছে । সান্নুতে বিগল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কলহংস প্রভৃতি পাণ্ডুরচ্ছদ পক্ষিসমুদয়সঙ্কুল, সারসগণ-নির্নাদিত, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি জলপুষ্পে সুশোভিত, সুশীতল জলসম্পন্ন সরোবর সকল শোভা পাইতেছে ।

এই রূপে মহাবীর পাণ্ডুনন্দনগণ চতুর্দিকে সুগন্ধি মালা, সুস্বাদু ফল, মনোহর সরোবর ও রমণীয় তরুরাজি দর্শন করিয়া বিস্ময়বিকসিত লোচনে গন্ধমাদনবনে প্রবেশ করিলেন । কমল, কল্লার, উৎপল ও পুণ্ডরীকের সুবাসে সুবাসিত ও সুখস্পর্শ সগীরণ তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল ।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম ! এই গন্ধমাদন-কাননের কি অপূর্ব শোভা ! এই মনোহর বনে ফল-পুষ্পোপশোভিত বিবিধ কাননজ দিব্য ভ্রম ও লতা সমুদায়ের উপরিভাগে পুংক্ষোঁকিলকুল স্তম্ভুর ধ্বনি করিতেছে ; এই গন্ধমাদন-সান্নুতে কোন বৃক্ষই কটকিত বা অপুষ্পিত নাই ; সমুদায় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ । প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে ; করিকুল করেণুগণ সমভিব্যাহারে নলিনীদল বিলোড়ন করিতেছে । এই গন্ধমাদনে নানা কুসুমগন্ধযুক্ত বন-রাজিতে অলিকুল উপবিষ্ট হইয়া মনোহর সুর গান করিতেছে । ঐ দেখ, দেব-গণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে ; হায় ! আমরা মানবজাতির অগম্য স্থানে আসিয়াছি ; আমরা সিদ্ধ হইয়াছি ; হে বৃকোদর ! ঐ দেখ, গন্ধমাদন সান্নুতে পুষ্পিতাগ্র লতা সমুদায় কুসুমভারাবনত বৃক্ষে সংস্কৃত রহিয়াছে ; ঐ ময়ূর সকল ময়ূরীগণ সমভিব্যাহারে কেকারব করিতেছে । চকোর, শতপত্র, মত্ত কোঁকিল ও সারিক। প্রভৃতি পক্ষিগণ এই সমুদয় সুপুষ্পিত বৃক্ষের প্রতি ধাবমান হইতেছে । রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণে সুশোভিত বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও চকোরকুল পাদপের অগ্র ভাগে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে । ঐ হরিতারুণবর্ণ শাদ্বলের সগীপবর্তী শৈলপ্রান্তবর্ণে সারসগণ বিচরণ করিতেছে । ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক ও

কঙ্ক পক্ষিগণ সর্বভূত-মনোরম স্তমধুর ধ্বনি করিতেছে। করেণুসমবেত চতুর্দশ কুঞ্জরকুল বৈদূর্য্যবর্ণ মহাসরোবর ক্ষুব্ধ করিতেছে। শৈলশিখরস্থিত নানাবিধ প্রাস্রবণ হইতে তালতরুসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতেছে। ভাস্কর করনিকরের ন্যায়, শারদ পয়োধরপুঞ্জের ন্যায় রজ-তাঙ্গি নানা ধাতু এই মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে। কোথাও অঞ্জনবর্ণ, কোথাও কাঞ্চনসন্নিভ, কোথাও হরিতাল-সদৃশ, কোথাও বা হিঙ্গুলবর্ণ ধাতু সকল শোভমান হইতেছে। রজতাঙ্গি নানা ধাতুপরিপূর্ণ, সন্ধ্যাব্রসদৃশ মনঃশিলা ও গুহা সমুদায় এই মহাপর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্বেত লোহিতবর্ণ গৈরিক ধাতু এবং সিত, অসিত ও বাল-সূর্য্যসদৃশ অন্যান্য বহুবিধ ধাতু সকল এই পর্ব্বতের স্তম্ভা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, গন্ধর্ব্ব সকল স্ব স্ব প্রণয়িনী ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতেছে। তানলয়বিশুদ্ধ সর্ব্বভূতমনোহর সঙ্গীত ও সাম গীত শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, কলহংসগণসঙ্কীর্ণ ঋষিকিন্নর-সেবিত পরম পবিত্রে দেবনদী মহাগঙ্গা বিরাজিত হইতেছেন। হে ভীমসেন! বিবিধ ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, যুগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, মনোহর কানন ও বিবিধাকার শতশীর্ষ সর্পকূলে আকর্ণ এই শৈলরাজ গন্ধমাদন অবলোকন কর।

অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত, অরতি-নিপাতন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনয়গণ

বারংবার সেই গন্ধমাদন পর্ব্বত অবলোকন করিয়াও পরিভৃপ্ত হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মালা সমূহে পরিশোভিত, উগ্রতপাঃ তপঃক্লেশ, ধমনিব্যাপ্তকলেবর, সর্ব্বধর্ম্মপারগ রাজর্ষি আশ্চিম্বেণের আশ্রম অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

একোন্মষ্যাদিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, সেই তপঃপ্রভাব সম্পন্ন রাজর্ষি আশ্চিম্বেণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সেই রাজর্ষিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। পাণ্ডবপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্য ও সেই শংসিতব্রত রাজর্ষিকে যথা-যোগ্য সন্মান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি আশ্চিম্বেণ স্বীয় দিবা চক্ষুঃপ্রভাবে পাণ্ডু-নন্দন বোধে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজর্ষির আদেশানু-সারে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলে ধর্ম্মাত্মা আশ্চিম্বেণ, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আপনার ত অপর্শ্যে মতি নাই? সর্ব্বদাই ত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে? মাতাপিতার আজ্ঞা পালন ও শ্রদ্ধাদি সম্পাদনে ত পরাশ্রুত হন না?

আপনি ত বিদ্বান্, বুদ্ধ, গুরুজন ও বেদ-পারগদিগকে পূজা করিয়া থাকেন? পাপ-কর্মের ত মতি নাই? আপনি ত পুণ্য কর্মের সমাদর ও পাপ কর্মের পরিহার করিয়া থাকেন? আত্মজ্ঞানী ত কখন করেন না? সাধুগণকে ত যথা যোগ্য সম্মান করিয়া আনন্দিত করেন? বনে বাস করিয়াও ত ধর্মপথাবলম্বী রহিয়াছেন? মহাত্মা ধোম্য ত আপনার আচার সন্দর্শনে পরিতপ্ত হন না? আপনি স্বীয় পূর্ব-পুরুষাচারিত দান, ধর্ম, তপঃ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষায় ত নিয়ত রত রহিয়াছেন? রাজর্ষিগণপ্রস্থিত মার্গে ত গমন করিয়া থাকেন? হে ধর্মসন্ধান! পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্মত পুত্রপৌত্রাদির অসৎ ও সৎ কর্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্মের আদর্শ দিগকে সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও ইহাদিগের ধর্মবলে আমরা অতুল সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব, এই মনে করিয়া শোক ও আত্মলাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচ জনকে পরিভূষিত করিতে পারে, তাহার উভয় লোক জয় করা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম কহিলেন, আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে বিধিবাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

আপ্তিমেন কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! জলপায়ী, বায়ুভক্ষ ও গগনচারী মহর্ষিগণ প্রতি পর্বসন্ধিতে এই পর্বতে আগমন

করিয়া থাকেন। পরস্পরাগুরুকৃত নায়ক-নায়িকাগণ এই পর্বতশৃঙ্গে কিম্পুরুষগণের স্নায় পরম স্নখে বাস করে। বহুসংখ্যক অঙ্গরা ও গন্ধর্বগণ নানাবিধ পরিস্কৃত বসনাভরণভূষিত হইয়া বিচরণ করে। মাল্যধারী প্রিয়দর্শন বিদ্যাধরগণ, মহোরগ সকল ও সুপর্ণ সমুদায় এই স্থানে মতত অবস্থান করে। এই পর্বতের উপরি-ভাগে প্রতি পর্বসন্ধিতে ভৈরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে; উহা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় মাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেব-বৃন্দের বিহারস্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যব-স্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐ স্থানে গমন করিলে তত্রত্য প্রাণিগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়ন করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস পর্বতের শিখর অতিক্রম করিলে পর পরম সিদ্ধ দেবর্ষিগণের স্থান দৃষ্ট হয়। যদি কোন মনুষ্য চপলতা-প্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূলপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহাকে তাড়ন করে। ধনাধিপতি কুবের প্রতি পর্বসন্ধিতে অঙ্গরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সমুদায় প্রাণিগণ তাঁহাকে সমুদিত সূর্য্যের স্নায় নিরীক্ষণ করে। সেই সময় গুহ্যকেশরের উপাসনার্থ সমাগত গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বকুর গীত ও সামধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই স্থানে সমুদায় প্রাণিগণ

প্রতি পর্বসন্ধিতে এই রূপ নানাবিধ
বিচিত্র বস্তু দর্শন করে ।

হে পাণ্ডবগণ ! যত দিন আপনারা
অৰ্জ্জুনের দর্শন প্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎ-
কাল এই সমুদায় মুনিভোজ্য সুরসফল
ভক্ষণ করিয়া এই স্থানে বাস করুন । এই
স্থানে আগমন করিয়া চঞ্চল হওয়া অতি
অকৰ্ত্তব্য । হে বৎসগণ ! আপনারা
একগে এই স্থানে কিয়দ্দিন স্বেচ্ছানুসারে
বাস ও বিহার করিয়া পরিশেষে স্বীয় শস্ত্র-
বলে পৃথিবী জয় করিয়া পালন করিবেন ।

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনি-
সত্তম ! আমার পূর্ব পিতামহ মহাত্মা
পাণ্ডুতনয়েরা গন্ধমাদন পর্বতস্থ ভগবান্
আশ্টিমৈণের আশ্রমে কত কাল বাস করি-
য়াছিলেন ? তথায় সেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত বীরপুরুষেরা কি কি কৰ্ম্ম করিয়া-
ছিলেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার
করিতেন তৎসমুদায় সংকীৰ্ত্তন করুন ।
মহাবীৰ্য্য ভীমসেন হিমাচলে যে যে অদ্ভুত
কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে বর্ণন
করুন । হে দ্বিজোত্তম ! তাঁহার সহিত
যক্ষদিগের কি পুনর্বার যুদ্ধ হয় নাই ?
তাঁহার কি বৈশ্রবণের সহিত মিলিত
হইয়াছেন ? আশ্টিমৈণ কহিয়াছেন,
তথায় কুবের আগমন করিয়া থাকেন ।
হে তপোধন ! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত
সবিস্তর শ্রবণ করিতে বাসনা করি ;
তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্য সকল যত

বার শ্রবণ করি, ততই শুশ্রূষার বুদ্ধি
হইতে থাকে, কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ
হয় না ; অতএব আপনি অনুরোধ করিয়া
সেই সকল বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ !
পাণ্ডবেরা মহর্ষি আশ্টিমৈণের উপদেশ
আপনাদিগের পরম হিতকর জানিয়া সর্বদা
তদনুসারে কার্য্য করিতেন । তাঁহারা
মুনিভোজ্য সুরস ফল মূল এবং বিশুদ্ধ
শরনিহত মৃগমাংস ভোজন ও হিমাচলসমুদ
বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত
হইতেন । এই রূপে তথায় লৌগশোক্ত
বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চম বৎসর
অতীত হইল । ইতি পূর্বে ঘটোৎকচ যে
স্থানে “কার্য্যকালে আমি উপস্থিত হইব”
এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের সহিত প্রস্থান
করিয়াছিলেন, মহর্ষি আশ্টিমৈণের সেই
আশ্রমে পাণ্ডবগণের অনেক মাস বিগত
হইল । তাঁহারা তথায় কত শত অদ্ভুত
বস্তু অবলোকন করিয়া পরম মুখে সমযাতি-
পাত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব সংযতভ্রত মুনি ও
চারুগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রীত হইয়া
সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট
আগমন করিলেন । পাণ্ডবেরাও সমাগত
তপোধনদিগের সহিত নানাপ্রকার কথা-
বার্তা আরম্ভ করিলেন । এই রূপে কতি-
পয় দিবস অতীত হইলে একদা পক্ষি-
প্রধান গরুড় মহাহৃদ-নিবাসী এক মহা-
নাগকে গ্রাস করিয়া সহসা সেই স্থানে
সমুপস্থিত হইল । তাহার পদভরে ভূধর

কম্পিত ও মহীধর সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তত্রত্য প্রাণিবর্গ ও পাণ্ডবগণ সেই অত্যদ্রুত বৃত্তান্ত নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে সমীরণ দ্বারা শৈলাগ্র হইতে শুভজনক সৌগন্ধ-শালী এক মালা পাণ্ডবদিগের সম্মুখে সহসা পতিত হইল। পাণ্ডবগণ, তাঁহা-দিগের স্নহৃদ্বর্গ এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই মালাদামগ্রাধিত পঞ্চবর্ণ দিব্য কুসুমসমূহ সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী উপযুক্ত সময়ে পর্ব-তের নিভৃত প্রদেশোপবিষ্ট ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! গরুড়ের পক্ষবাতবেগে ভূধরশিখর হইতে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে ; বোধ হয়, ঐ স্থান অতি বিস্ময়কর ও পরম রমণীয় ; উহা অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। দেখ, পূর্বের ত্বদীয় ভ্রাতা অর্জুন অশ্বরথা নদীতীরে খাণ্ডবদাহ সময়ে সর্বভূত-সমক্ষে দেবরাজকে পরাভূত, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষস সকলকে নিবারিত এবং উগ্রস্বভাব মায়াবিগণকে নিহত করিয়া অলৌকিক গাণ্ডীব শরাসন উপার্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব এবং অসামান্য ভূজবল সকলেরই দুর্ব্বিষহ ও বিষম ভয়াবহ। তোমার ভূজবলে নিশাচরদল ভীত ও মহীধর হইতে দূরীকৃত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিলে স্নহৃদ্বর্গ অশঙ্কিত চিত্তে গনের উল্লাসে সর্বশুভাস্পদ পরম রমণীয়

অর্দ্ধিশিখরে আরোহণ-পূর্বক কত শত অদ্রুত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং আগিও সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি লাভ করিব।

মহাবল পরাক্রান্ত মন্ত্রমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদর দ্রৌপদীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, শরশরাসন ধারণ ও তুণীর গ্রহণ-পূর্বক অকুতোভয় যুগেন্দ্রের ন্যায় দ্রুত-পদ সঞ্চারে পর্বতার্ভিমুখে গমন করিলেন। তত্রত্য জীবজন্তু সকল তাঁহাকে মদোৎকট বারণেন্দ্রসদৃশ বোধ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। লোহিতাক্ষ শালশিশুসম উন্নত ভীমসেন ভয় মোহ পরিত্যাগপূর্বক গদা গ্রহণ করিয়া শৈলরাজে উপনীত হইলে দ্রৌপদীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তিনি সর্বতোভাবে গ্লানিশূন্য ও অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন ; নৈসর্গিক গৎসরতা প্রভাবে অশ্রের উৎকর্ষ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বোধ করিতেন ; কাতরতা কদাপি তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

তিনি অত্যল্পমাত্র পরিসর এক বন্ধুর পথ দ্বারা অতুল্য গিরিশিখরে আরোহণ-পূর্বক বৈশ্রবণের আবাসস্থান দর্শন করিলেন। সেই বাসভূমি কাঞ্চন ও স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুষোভিত ; তাহার চতুর্দিক্ সুবর্ণনির্মিত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ; কোন কোন প্রদেশ মনোহর উচ্চানে পরম রমণীয় ; পর্বতশিখর অপেক্ষাও উন্নতি তাহার প্রাসাদশিখর সকল আশ্চর্য্য শোভা-সম্পাদন করিতেছে ; দ্বারতোরণ সমীরণ-

সঞ্চালিত পতাকায়া বিভূষিত হইতেছে; বিলাসিনীগণ ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে; গন্ধমাদনসম্ভূত গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; নানাবিধ পাদপ সকল গঞ্জরিত হইয়া অচিন্তনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভীমসেন তখন বকীভূত বাহু দ্বারা ধনু-ক্ষোটি অবলম্বন করিয়া ধনুধিপতির পুরশোভা সন্দর্শনে স্বীয় পূর্বসম্পত্তি স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রত্নজালসমারত বিচিত্র মালাবিভূষিত রাক্ষসাদিপতির আবাসস্থান অবলোকন করিয়া গদা, খড়্গ ও শরাসন গ্রহণপূর্বক পর্বতের ন্যায় অচল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ দ্বারা প্রাণসকলকে মোহিত করিলেন। যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ পুলকিত কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডবসমীপে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তস্থিত গদা, পরিঘ, শূল, শক্তি এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি তখন শত্রুপ্রযুক্ত শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল মহাবেগ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং শর দ্বারা অন্তরীক্ষগত ও ভূতলস্থ গর্জ্জনকারী সমস্ত রাক্ষসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাহাদিগের শরীর হইতে অনবরত প্রবল

বেগে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং ভীমভূজোৎসৃষ্ট আয়ুধ দ্বারা রাক্ষস-শরীর ও মস্তক সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা প্রিয়দর্শন পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিলে বোধ হইল যেন, সূর্য্যবিশ্ব নিবিড় জলদ-জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিনকর যেমন তিথ্যরশ্মি দ্বারা ঘনাবলীর নিরাকরণ করেন; তদ্রূপ ভীমসেন শরজাল বিস্তারপূর্বক নিশাচরদলকে দূরীকৃত করিলেন। রাক্ষসেরা তখন ঘোরতর নিনাদে নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রিয়সাহস পাণ্ডবের অণুমান্ত্র ও চিত্তচাপল্য সমুপস্থিত হইল না।

অনন্তর বিকৃতকলেবর যক্ষ সকল ভীমভয়ে ভীত হইয়া সাতিশয় আর্তিনাদ করিয়া গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি আয়ুধ সকল পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় বৈশ্রবণের সপা মণিমান নামে এক মহাবীর গৃহীতাস্ত্র রাক্ষস ছিল; সে অগাণ্ড সকলকে তখন স্বীয় অধিকার ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে পরারম্ভ নিরীক্ষণ করিয়া মহাস্র আশ্রো কহিল, তোমরা এক জন মনুষ্যের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেছ; এক্ষণে বৈশ্রবণের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে কি কহিবে? রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোমাবেশে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে বেগে আগিতে দেখিয়া তিনটি

বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। মহাবল মণিমান্ও মহতী গদা গ্রহণপূর্বক ভীমসেনকে প্রহার করিল। রুকোদর তখন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অতিভীষণা সেই গদা নিবারণার্থ আকাশপথে বহুসংখ্যক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিক্ষিপ্ত সায়ক সকল গদায় সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবল বেগে প্রতিহত হইল দেখিয়া গদাযুদ্ধের রীত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসকৃত প্রহার বিফল করিলেন।

অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে রুকোদর লৌহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত মহারৌদ্র শক্তি ভীমরবে ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। অমিতবিক্রম রুকোদর শক্তি দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রৌষকষায়িত লোচনে সগভীর গর্জনে অরাতিভয়বন্ধিনী শত্রুঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্বক মণিমানের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মণিমান্ও দেদীপ্যমান শূল দ্বারা ভীমকে প্রহার করিল; তখন গদাযুদ্ধ-বিশারদ পাণ্ডব গদাগ্র দ্বারা সেই শূল ভগ্ন করিলেন। গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিবার মানসে সত্বরে তদাভিমুখে গমন করিলেন ও অন্তরীক্ষে লক্ষ প্রদানপূর্বক গদা ঘূণিত করিয়া রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রবিস্মৃষ্ট অশনির ন্যায় অতি বগবতী গদা রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া

ভূতলে নিপতিত হইল। সিংহ যেমন গজপতিকে নিহত করে, সেই প্রকার ভীম রাক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তাহাকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত স্বর পরিচ্যাগপূর্বক পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিল।

একষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, মহদেব, দ্রোপদী, তাঁহারিণের বহুবর্গ, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শব্দে ঐরিগুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভীমের অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে আশ্রিমণের নিকট সগর্পণ করিয়া সকলে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক পর্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, রুকোদর দেবরাজের ন্যায় গদা, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং তৎ কর্তৃক নিপাতিত মহাবল পরাক্রান্ত গত-জীবিত রাক্ষস সকল ভূপৃষ্ঠে বিলুপ্তিত হইতেছে। তখন তাঁহারা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও তথায় উপবেশন করিয়া পরস পরিতোষ লাভ করিলেন। মহাভাগ লোকপালগণের সান্নিধ্যে যেমন স্বর্গের শোভা হয়, সেই রূপ ভ্রাতৃচতুষ্টয় দ্বারা ভূধরশিখরের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির কুবেরসদন ও ধরাশায়ী রাক্ষসগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে]

কহিলেন, হে বৃকোদর ! সাহস অথবা
স্বাহবশতঃ নিরর্থক এই প্রাণিবধ করা
তোমার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই, ইহাতে
তুমি নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়াছ। ধর্ম্ম-
বেত্তারা কহিয়া থাকেন, রাজার অনভি-
মত কার্য্য করা অনুচিত ; কিন্তু তুমি অগ্র
যে কর্ম্ম করিয়াছ, কি দেব, কি নরপতি
সকলেরই অনভিগত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মা-
র্থে প্রাণ দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে
আসক্ত হয়, সে অবশ্যই 'সেই' পাপের
ফল ভোগ করে, তাহার সন্দেহ নাই।
হে পার্শ্বা : তুমি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু
হও, তাহা হইলে কদাপি এরূপ মাধু-
বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।

যক্ষাঙ্গা যুধিষ্ঠির এই রূপে ভ্রাতাকে
উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিস্তদ্ধ হইয়া সেই
সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ
দিকে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ক্রতবেগে
কুবেরের আলয়ে উপনীত হইয়া ভীমভয়ে
অতি কঠোর আত্মস্মরণ করিয়া উঠিল।
তাহাদিগের হস্তে আয়ুধ নাই, সর্ব্বাঙ্গ
শোণিতসিক্ত, শরীর অবসন্ন এবং শিরোরুহ
সকল বি-প্রকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরে
তাহারা নিভাস্ত ক্রান্ত বচনে যক্ষাধিপতিকে
নিবেদন করিল, দেব ! আপনার যে সকল
যোদ্ধৃপুরুষেরা গলা, পার্শ্ব, নিন্দ্রিংশ,
তোমর ও প্রাশ লইয়া যুদ্ধ করিত, সেই
সমস্ত প্রধান প্রধান যক্ষ ও রাক্ষসেরা এক
জন মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যকর্ত্ত্বক সমরে
নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে ;
কেবল আমরা এই কএক জন পরিত্রাণ

পাইয়াছি। আপনার সখা মণিমান্ও ভীমশ-
মনবদনে প্রবিন্ট হইয়াছেন। এই দারুণ
কার্য্য এক জন মনুষ্যকর্ত্ত্বক অনুষ্ঠিত হই-
য়াছে ; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

যক্ষাধিপতি কুবের তাহাদের যুগ্মে
ভীমসেনের এই অদ্বিতীয় অপরাধ শ্রবণে
একবারে ক্রোশে অধীর হইয়া উঠিলেন।
তাহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। মুখ-
মণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে
লাগিল। তিনি তখন রোষভরে সত্বরে
রথ যোজন করিতে অনুমতি প্রদান করি-
লেন। অনুচরগণ তাহার অনুমতি প্রাপ্তি-
মাত্র হেমমাল্যধারী অশ্বগণযুক্ত অশ্রুপুঞ্জ-
সদৃশ গিরিশৃঙ্গের স্তায় সগুপ্ত রথ যোজন
করিল। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নানারত্নবিভূষিত
মনোমারুতধারী অশ্বগণ রথে যোজিত
হইয়া বিজয়াবহ হ্রোমরব করিতে লাগিল।
ভগবান্ গুহ্যকেশ্বর সেই রথবরে 'আরোহণ
করিয়া গমন করিলে, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ
তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সমুদায়
রক্তনয়ন স্তবর্ণবর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত মহা-
কায় যক্ষগণ কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া
অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে মহাবেগে
সেই যক্ষাধিপতি-পালিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে
গমন করিতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ
লোমাক্ষিত কলেবরে সেই যক্ষগণপরিবৃত্ত
প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন। দেবকার্য্যচিকীর্ষু
যক্ষাধিপতি কুবেরও সেই মহাসত্ত্ব পাণ্ডু-
নন্দনগণকে গৃহীতান্ত্র অবলোকনে মনে
মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনেশ্বরপ্রাণুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধগাদন-শৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সমীপে অবতীর্ণ হইলেন। সমুদায় যক্ষ ও গন্ধর্বগণ কুবেরকে পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া নিবিকার চিত্তে রহিল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যক্ষাধিপতিকে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষাধিপতি কুবের বিশ্বকর্মান্বিনির্ম্মিত বিচিত্র আসনশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে উপবেশন করিলে পর, মহাকায শঙ্কুর্গ মহাস্র সম্ভ্র যক্ষ, রাক্ষস, অসুরাঃ ও গন্ধর্বগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, স্তররাজ্য শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মস্তকে স্তবর্ণগয়ী মালা এবং করে পাশ, খড়্গ ও শরাসন ধারণপূর্বক কুবেরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের দারুণ প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও রাক্ষসগণপরিবৃত কুবেরকে সম্মুখীন নিরাক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে ঘানির লেশমাত্রও উদ্ভিত হইল না।

যক্ষাধিপতি জনেশ্বর শাণিতশরধারী ভীমসেনকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! সকলেই তোমাকে সর্ব্ব ভূতহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া অবগত আছে; তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয় চিত্তে এই শৈলশৃঙ্গে বাস কর; ভীমসেনের প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না। আমার

অধিকৃত লোকগণ কালকর্ত্তক নিহত হইয়াছে; তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই সমুদায় যক্ষরাক্ষস নিহত হইয়াছে বলিয়া লজ্জা করিও না। পূর্বে দেবগণ-সমক্ষে যে সকল যক্ষ ও রাক্ষস বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, প্রত্যুত পরন পরিতুষ্টই হইয়াছি; এবং উহার কার্য্যদ্বারা পূর্বেও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।

যক্ষরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি যে কৃষ্ণার প্রীতি সাধনার্থ এই অলৌকিক ও পরম সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যে আপনার বাহুবলে রাক্ষস ও যক্ষগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভীমসেন! অগ্নি আমি তোমার নিমিত্তই দারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পূর্বে কোন অপরাধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন; তাহাতে আমি সকল লোকসমক্ষে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; অগ্নি তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে; হে বীরবর! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! মহাত্মা অগস্ত্য কি নিমিত্ত আপনাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন? আপনি যে সেই

ধীমান্ মহর্ষির ক্রোধানলে সসৈন্য সানুচর-
বর্গে ভস্মসাৎ হন নাই, ইহা অত্যন্ত
আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং শ্রবণ করি-
তেও আমার সান্ত্বনয় অভিলাষ জন্মিয়াছে ;
অতএব তৎ সমুদায় বর্ণন করুন ।

কুবের কহিলেন, হে নরনাথ ! একদা
কুশাবর্তী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণা হইয়া-
ছিল ; আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঘোররূপী
বিবিধাযুদ্ধধারী ত্রিশত পদ্যসংখ্যক যক্ষ-
সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিতেছিলাম ।
পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলাম যে, ঋষিসত্তম
অগস্ত্য নানা পক্ষিগণ সমাকীর্ণ পুষ্পিত-
দ্রুম-স্থগোভিত যমুনাতীরে উর্দ্ধহস্তে সূর্যা-
ভিমুখে অবস্থিতি করিয়া অতি কঠোর
তপস্যা করিতেছিলেন ; দেপিলে বোধ
হয় যেন, হুতাশন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়া-
ছেন । আমার সখা মণিমান্ নামে এক
প্রধান রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল ;
সে মূর্খত্ব, অজ্ঞানতা, দর্প বা মোহবশতঃ
অন্তরীক্ষ হইতে সেই মহর্ষির মস্তকে নিঙ্গী-
বন করিল । তখন মহর্ষি অগস্ত্য ক্রোধ-
কম্পিত-কলেবরে আগাকে কহিলেন,
তোমার এই সখা নিতান্ত দুরাশ্রা ; এ
নিরপরাধে তোমার সমক্ষে আমার অব-
মাননা করিল ; এই অপরাধে এই দুরাশ্রা
তোমার এই সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে
মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে । তুমি এই
সমুদায় সৈন্যের নিধনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ
প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সেই মনুষ্যকে
অবলোকন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত
হইবে এবং তোমার সৈন্যগণও পুত্রপৌত্র-

সমভিব্যাহারে পুনর্জীবিত হইয়া চিরকাল
তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ।

হে ধর্ম্মানন্দন ! পূর্বে আমি মহর্ষি
অগস্ত্যের নিকট এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া-
ছিলাম ; এক্ষণে তোমার অনুজ ভীমসেন
সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন ।

দ্বিষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় ।

কুবের কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! লোক-
যাত্রা বিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল
ও পরাক্রম এই পঞ্চপ্রকার বিধি আছে ।
সত্যযুগে মনুষ্যেরা ধৈর্য্যশালী, পরাক্রম-
বিধানজ্ঞ ও আত্মকর্ম্মে স্ননিপুণ ছিল ।
সর্ব্বধর্ম্মবিধিবেত্তা, দেশকালবিৎ ও ধৈর্য্য-
গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ই চিরকাল এই
পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন । হেমহারাজ !
যিনি এইরূপ বিধানানুসারে সমুদায় কার্য্য
নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার ইহলোকে যশঃ ও
পরলোকে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে ।
দেখুন, দেশকালভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র
বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক
দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন ।
যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া
আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না
করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি,
পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া
পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি কার্য্য-
বিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ,
বুণাচার ও বুণাসমারম্ভ সেই ব্যক্তিকে
ইহকাল ও পরকালে অশেষ ক্লেশে কাল-
যাপন করিতে হয় ; আর যে ব্যক্তি

সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনা-
পর ও ছুরাজ্ঞা সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে
নিমগ্ন হয় ।

হে মহারাজ ! ভীমসেন নিতান্ত
বালস্বভাব, অধর্মপরায়ণ, অহঙ্কৃত ও
নিষ্ঠীক ; এক্ষণে উহাকে শাসন করা
অবশ্য কর্তব্য । তুমি এখন শোক ভয়
পরিত্যাগ-পূর্বক পুনরায় রাজ্যি আশ্ৰি-
ক্ষেণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া এই
অসিত পক্ষ অতিবাহিত কর । অলকাধি-
বাসী যক্ষ ও পার্বত্যভ্যন্তরে আমার আদে-
শানুসারে গন্ধর্ব ও কিম্বরগণ সমভিব্যাহারে
তোমাকে ও বিপ্র সকলকে রক্ষা করিবে ।
আমার অনুগত ভৃত্যগণ সর্বদা তোমা-
দিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা, শুশ্রূষা ও
নানাবিধ সুস্বাদু অন্নপান আহরণ করিবে ।
দেবরাজের অর্জুন, বায়ুর ভীম, ধর্মের
ভুগি এবং অগ্নিনীকুম্বারের নকুল, সহদেব
যেমন নিয়োগোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নিরন্তর
রক্ষণীয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার সতত
রক্ষণীয় হইয়াছ ।

অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞ সর্বধর্মবেত্তা অর্জুন
দেবলোকে কুশলে আছেন । যে সগন্ত
পরম সম্পত্তি স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া
কীর্তিত আছে, তৎসমুদয় জন্মাবধিই
অর্জুনে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান,
বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি ও তেজঃ এই সমস্ত
উত্তম গুণ মহাসত্ত্ব অর্জুনে বিরাজমান
আছে । তিনি কদাচ মোহাবিষ্ট হইয়া
অজ্ঞান্য ও পহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন
না ; কাহাকেও তাঁহার মিথ্যাবাদ কীর্তন

করিতে দেখি না ; তিনি দেব, গন্ধর্ব ও
পিড়লোককর্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরা-
বতীতে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন । যিনি
ধর্ম্যানুসারে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত
ও বশীভূত করিয়াছিলেন, কুলধুরন্ধর
অর্জুন এখন দেবলোকস্থ তোমার সেই
প্রপিতামহ মহারাজ শান্তনুকে প্রীত ও
প্রসন্ন করিতেছেন । যিনি পিতৃ, দেব,
ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চনা করিয়া যমুন-
তীরে সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া-
ছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রলোকস্থ স্বর্গজিৎ
সেই অধিরাজ শান্তনু ধনঞ্জয়কে তোমার
কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

পাণ্ডবগণ কুবেরমুখে এই কথা শ্রবণ
করিয়া সাতিশয় হস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন ।
অনন্তর বৃকোদর গদা ও শক্তি গ্রহণ,
শরাসনে জ্যারোপণ ও অসি কোষনিকাশিত
করিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে নমস্কার করি-
লেন । তখন শরণ্য কুবের শরণাগত
ভীমকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীমসেন !
তুমি শত্রুগণের মান হানি ও হৃদয়গণের
সমৃদ্ধি বর্দ্ধন কর ; তোমরা যখন স্বীয়
সুরম্য হর্ম্যাপৃষ্ঠে বাস করিবে, তখন
যকেরা অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ
সকল সাধন করিবে ; আর অর্জুনও অস্ত্র-
শিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায়
গ্রহণপূর্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন ।

গুহ্যকেন্দ্র কুবের পাণ্ডবগণকে এই-
রূপ কহিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলে,
সহস্র সহস্র রাক্ষস ও যকেরা বিচিত্র-
কল্পসংস্তার বিবিধরত্নবিভূষিত যানে

আরোহণ করিয়া কুবেরের অনুগমন করিল। তখন অশ্বের হেয়ারব ও যক্ষ-রাক্ষসের কোলাহল শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের তুরঙ্গমগণ যেন মারুত পান ও ঘনজাল আকর্ষণ করিয়াই মহাবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যক্ষেরা কুবেরের আদেশানু-সারে অচলশিখর হইতে রাক্ষসদিগের যুত কলেবর সকল অপসারিত করিল ও ভগবান্ অগস্ত্যনির্দিষ্ট যক্ষরাক্ষসদিগের শাপেরও অবসান হইল। পাণ্ডবেরা যক্ষরাক্ষসগণকর্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া নিরুদ্ধি মনে কুবেরনিকেতনে কতিপয় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর দিনকর উদয় হইলে, মহর্ষি ধৌম্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সমাপনপূর্বক আষ্টি-যেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমাগত মহর্ষিযুগলের চরণ অভিবাদন ও কূতাঞ্জলি-পুটে অগ্ৰাচ্ছ ত্রাক্ষণদিগের সমুচিত সং-কার করিলেন। পরে মহর্ষি ধৌম্য ধর্ম-রাজের দক্ষিণ কর গ্রহণ-পূর্বক পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ঐ দেখুন, পরম রমণীয় মন্দর ভূধর সাগরা-শ্ররা বসুন্ধরাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে ; দেবরাজ ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ গিরিরাজি-বিরাজিত, বনবনাস্ত-পরিশোভিত এই দিক্ রক্ষা করিতেছেন। মনীষী ঋষিগণ এই

গিরিবরকে সুররাজের ও বৈশ্রবণের আশ্রয় বলিয়া থাকেন। ত্রাক্ষণ, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবতা সকলে উদয়াচল-চূড়োপবিষ্ট সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রাণিগণের প্রভু করাল কৃতাস্ত্র যুত-জীবের আশ্রয় এই দক্ষিণ দিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রেতরাজের নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অতি অদ্ভুতদর্শন, পবিত্র ঐ সংযমনাথ্য বাসভবন নয়নগোচর হইতেছে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী যে পর্বতে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ অবস্থিতি করেন, সেই এই অস্তাচল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরুণদেব এই পশ্চিমাচল এবং মহোদধিতে অধিষ্ঠান পূর্বক সর্ব-ভূতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্ম-বাদীর অদ্বিতীয় গতি, পরম মঙ্গলালয় এই মহামেরু উত্তর দিক্ উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে ; যে স্থানে চরাচরশ্রুতি ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষ-প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রেরাও নিরূপদ্রবে বাস করিয়া থাকেন ; বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানেই উদিত হইতেছেন। দেখুন, সুরমেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান ; ঐ স্থানে দেবগণ ও পিতা-মহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্বপ্রাণীর পঞ্চভূতাত্মিক প্রকৃতির উপা-দান, অনাদি, অনন্ত ও সকলের ঈশ্বর, মেরুর পূর্ব ভাগে সেই নারায়ণের বাসস্থান ব্রহ্মসদন অপেক্ষাও অধিকতর পোতা

পাইতেছে ; দেবতারাও যে ভবন সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হন, যাহা অনল ও আদিত্য অপেক্ষাও প্রদীপ্ত, যাহা স্বীয় প্রভাপ্রভাবে দেবদানবদলেরও তুর্নিরাক্ষ্য, তথায় ভূতেশ্বর জগৎকর্তা আত্মভূ চরাচর সকল উদ্ভাসিত করিয়া মাতিশয় শোভা পাইতেছেন । হে কুরুসত্তম ! ঐ স্থানে ব্রহ্মসিদিগেরও গমনাধিকার নাই ; অতএব মহর্ষিগণ কি রূপে যতিলভ্য পরম গতি লাভ করিবেন ? ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃপদার্থেরই প্রতিভা থাকে না ; কেবল সেই ভগবান্ অচিন্ত্যাত্মাই উজ্জ্বলতর রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন । যে সকল তপোবল-সম্পন্ন বিশুদ্ধকর্মা যতিগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে নারায়ণ দর্শনে ঐ স্থানে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর নরলোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না । উহা অতি পবিত্র, ঈশ্বরাদিগত, সনাতন ও অক্ষয় স্থান ; আপনি উহাকে প্রণাম করুন ।

হে কুরুনন্দন ! চন্দ্রসূর্য্য মেরুকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছেন ; জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল ভগবান্ দিবাকরের আকর্ষণে তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । দিননাথ অন্তগত হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন ; পরে উত্তরাশার পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় প্রাগ্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হন । এই রূপে সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ সহস্র-রশ্মি স্তমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পর্ব্বসন্ধি ও কালক্রমে মাস বিভক্ত করিতেছেন এবং সমস্ত জগতে সতত আলোক বিস্তার

করিয়া পুনরায় মন্দর ভূধরে গমন করেন । ভূতভাবন ভগবান্ চন্দ্রমাঃও ঐ রূপে নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে স্তমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন । তিমিরারি ভগবান্ আদিত্য জগতে কিরণজাল বিস্তার করিয়া এই অসম্বাদ পথে নিরন্তর পর্য্যটন করেন এবং ভূতল শীতল করিবার মানসে দক্ষিণাশা ভজনা করিলে দিশিরকাল সমুপস্থিত হয় ।

অনন্তর বিভাবস্থ দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে স্বাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই তেজোভাগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন । তৎকালে প্রাণ-সকল নিতান্ত ক্লান্ত, প্লানিযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ও মাতিশয় তন্দ্রাপরতন্ত্র হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই স্বপ্নাভিভূত হইয়া থাকে । ভগবান্ আদিত্য এই রূপে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের স্তম-সমুদ্বি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পুনরায় বর্ষার সৃষ্টি করেন । অনন্তর তিনি স্তমায় বৃষ্টিধারা, মন্দ মন্দ সমারণ ও স্তমসেব্য সম্ভাপ দ্বারা স্বাবর জঙ্গম সকল পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন । হে পার্থ ! সবিভা অতন্দ্রিত হইয়া নিরন্তর এই রূপে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন ; তাঁহার গতি অবিচ্ছিন্ন ; তিনি জড় পদার্থের ন্যায় কখনই এক স্থানে অবস্থিতি করেন না ; তিনি সর্ব্বভূতের তেজোভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন ; তিনি সর্ব্বভূতের পরমাযুঃ, ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের বিভাগ করিতেছেন, এবং দিবা, রাত্রি, কলা ও কাষ্ঠা নির্দিষ্ট করিতেছেন ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! সত্য-
পরায়ণ ধৈর্য্যশালী ত্রতাচারকুশল মহাত্মা
পাণ্ডবেরা সেই পৰ্ব্বতে অৰ্জ্জুনের দৰ্শন-
প্রতীক্ষায় প্রমুদিত মনে পরম স্থখে কাল-
ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

একদা বহুসংখ্যক গন্ধৰ্ব ও মহর্ষিগণ
প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন
করিলেন । যেমন স্বর্গ প্রাপ্ত হুইলে সুর-
গণের অনির্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মে,
তদ্রূপ সুপুষ্পিত পাদপশোভিত সেই নগো-
ভ্রম সন্দর্শন করিয়া মহাবীর পাণ্ডবগণের
আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না ।
তাঁহারা মহীধরবরের শিখরদেশে অধিরূঢ়
হইয়া ময়ূরের কেকা বাণী ও হংসকুলের
কলরব শ্রবণ এবং নানা জাতীয় কুসুমের
সুসমা সন্দর্শনে অপার আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন
হইলেন । তথায় কুবেরকৃত কত শত সুরম্য
সরোবর তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল ;
সেই সকল সরসীতে সর্বদাই হংস, কারণ্ডব
প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে ;
উৎপল সকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে ও
শৈবালদ্বারা তীরভূমি সকল সংকুত রহি-
য়াছে । তত্রত্য ক্রীড়াপ্রদেশ সকল অতি
রমণীয়, সুবিচিত্র মাল্যদামে সুশোভিত,
নানাবিধ মণিনিচয়ে অলঙ্কৃত ও ধনাধিপতি
কুবেরের ঐশ্বর্য্যানুরূপ সুসমৃদ্ধ ছিল । মুনি-
গণ ইহার সুগন্ধিকুসুমসমূহশোভিত, নানা-
বিধ পাদপে সমাকীর্ণ, শৃঙ্গ সকলে সুখ-
সচ্ছন্দে মনের আনন্দে বিচরণ করেন ।

হে পুরুষপ্রবীর ! সেই নগোভ্রমের
স্বীয় তেজঃ ও মহৌষধির প্রভাবে তথায়
দিবসরজনীর কোন বিশেষনয়নগোচর হইত
না । বহুি যাহার সাহায্যে যামিনীঘোণে
চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত করেন ; পৰ্ব্বতস্থ
মহাপুরুষ পাণ্ডবেরা সেই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত
সন্দর্শন করিতেছেন । মহর্ষিগণ কহিলেন,
হে বীরগণ ! তোমরা তিমিরারির কিরণজাল-
সমুদ্ভাসিত দিক্দিগন্ত এবং তাহার উদয় ও
অস্তগমনস্থান অবলোকন করিয়া স্বাধ্যায়-
সম্পন্ন, সূচিব্রত ও সত্যপরায়ণ হইয়া এই
স্থানেই মহারথ পার্থের সমাগম প্রতীক্ষায়
কালক্ষেপ কর ; আমরা আশীর্বাদ
করিতেছি, তোমরা অচিরাৎ সংগৃহীতাস্ত্র
ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সান্তিশয়
হর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই ।

পাণ্ডবেরা মহর্ষিগণের আদেশে তপস্বী
ও যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ;
পৰ্ব্বতস্থ বিচিত্র বনরাজি নিরাক্ষণ করিয়া
নিরন্তর অৰ্জ্জুনকে চিন্তা করাতে দিবারাত্র
সংবৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ।
অৰ্জ্জুন যখন ধোম্যের অনুমতিক্রমে জটা
ধারণপূর্ব্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন, তদবধি
তাঁহাদিগের হর্ষ বিলুপ্ত হইয়াছে ; এক্ষণে
কেবল অৰ্জ্জুনচিন্তায় তাঁহাদিগের চিত্ত
ব্যাসক্ত রহিয়'ছে ; অতএব কিরূপেই বা
মনের সন্তোষ হইবে । গজেন্দ্রগামী জিহু
জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে যে অবধি কাম্যক
বন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন
করিয়াছেন, তদবধি সকলেই শোক-
সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহারা

তখন সেই পৰ্বতে অবস্থিতি করিয়া দিন-
যামিনী কেবল সেই অৰ্জুনকে চিন্তা করিয়া
অতি কষ্টে এক মাস অতিবাহিত
করিলেন।

এ দিকে ধনঞ্জয় ইন্দ্রাণ্ডয়ে পঞ্চবর্ষ বাস
করিয়া তাঁহার নিকট আগ্নেয়, বারুণ,
মৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত,
ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র ও
বৈশ্রবণের অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়া শত-
ক্রতুকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্বক তৎকর্তৃক
অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে গন্ধ-
মাদনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধপর্যায় সমাপ্ত।

নিবাতকবচযুদ্ধপর্যায়।

পঞ্চমষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
মহাবীর অৰ্জুন মস্তকে কিরীট, গলদেশে
মালা ও অঙ্গে নানাবিধ অভিনব আভরণ
ধারণ করিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন
মাতলিপরিচালিত ইন্দ্রথে আরোহণ-
পূর্বক জলদের অভ্যস্তরবর্তিনী মহতী
উষ্কার ন্যায়, ধূমসম্পর্ক-শূন্য প্রজ্বলিত
অগ্নিশিখার ন্যায় স্বীয় দীপ্যমান মূর্তিতে
নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধ-
মাদন পৰ্বতে আগমন করিলেন। নিতাস্ত
চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্রথ
অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত
হইলেন। কিরীটমালী ইন্দ্রনন্দন রথ

হইতে অবরোহণপূর্বক অতিনত্ন ভাবে
তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও
যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের
পাদবন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা
করিতে লাগিলেন। পরে নকুল ও সহ-
দেব উভয়ে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন
করিলেন। পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত
হইয়া যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন,
ধনঞ্জয় ও তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া
সেই রূপ আনন্দিত হইলেন।

নমুচিনিসূদন যাহাতে আরোহণ করিয়া
দলবদ্ধ সপ্ত দানবকুলের প্রাণসংহার
করিয়াছিলেন, সন্তোষান্বিত পাণ্ডবগণ সেই
ইন্দ্রথের সমীপবর্তী হইয়া তাহাকে
প্রদক্ষিণ করিলেন ; এবং মাতলির প্রতি
স্বরেন্দ্রোচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্বক যথ-
ক্রমে দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। মাতলিও পিতার ন্যায় পাণ্ডব-
গণকে উপদেশ সহকারে অভিনন্দন করিয়া
সেই অপ্রতিম রথে আরোহণপূর্বক
পুনরায় ত্রিদিবনাথের সকাশে প্রস্থান
করিলেন। মাতলি প্রস্থান করিলে পর,
শক্ররিপুপ্রমাধী শক্রনন্দন শক্রদত্ত মহামূল্য
আভরণ সকল প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনীকে
প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় কুরুকুল-তিলক
পাণ্ডবগণ ও সূর্য্য্যগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন
ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে উপবেশনপূর্বক
আমি এই প্রকারে ইন্দ্র, বায়ু ও মহাদেবের
নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি ; দেবগণ
আমার চরিত্র ও সমাধিতে পরম পরিতুষ্ট

হইয়াছেন, ইত্যাদি সমুদায় স্বর্গবাণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সানন্দচিত্তে নকুল ও সহদেবের সহিত সেই আশ্রমে শয়ন করিলেন ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! রাত্রি প্রভাত হইলে, ধনঞ্জয়প্রভৃতি ভ্রাতৃ-বর্গ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিতে-ছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে যুগ, ধ্যাল ও পক্ষিগণের কোলাহলের ন্যায় নিবিধ বাগ-ধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমি-নিশ্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুথিত হইল । অন-ন্তর দিব্যকান্তি সমুজ্জ্বল-কলেবর পুরন্দর বিমানাক্রুত অঙ্গরোগে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় পরিস্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান অশ্বযোজিত রথে আরোহণ-পূর্বক কৌন্তেয়দিগের অন্তিকে আগমন করিলেন ।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা - সুররাজকে অব-লোকন করিবামাত্র প্রত্যাগমন-পূর্বক ভূমি দক্ষিণামুখ্যে, বিধিবিহিত রূপে, পূজা করিয়া পরম প্রীত হইলেন । তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমীপে ভূত্যবৎ দণ্ডায়মান রহি-লেন । মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বিনীত ভাবে পবিত্র তাপসবেশে দ্বেষ-রাজের সকাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীত-মনে তাঁহার মন্তকাস্ত্রাণ করিলেন । ধীমান্ পুরন্দর অদীনমনাঃ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি এই অগণ্ড ভূমণ্ডলের

শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই । আপনার কল্যাণ হউক ; এক্ষণে আপনি পুনরায় কাম্যকাম্যে গমন করুন । ধন-ঞ্জয় আগার নিকট হইতে সমুদায় অস্ত্র লাভ করিয়া আগার মহৎ প্রিয়কার্য সম্পাদন করিয়াছেন । সহস্রলোচন এই কথা কহিয়া অপসরাঃ ও গন্ধর্বগণ সহ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন ।

যে বিদ্বান্ সংবৎসরব্রহ্মচারী ও ব্রত-ধারী হইয়া ইন্দ্রের সহিত ধনেশ্বরগৃহবাণী পাণ্ডবগণের এই সন্মগম অধ্যয়ন করেন, সে ব্যক্তি নির্বিঘ্নে পরম স্তখে শত বর্ষ জীবিত থাকেন ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুর-ন্দর প্রস্থান করিলে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃ-গণের সহিত ধর্ম্মপুত্রকে অভিবাদন করি-লেন । রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্তকাস্ত্রাণ করিয়া হস্তান্তঃকরণে গদগদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ ! কি প্রকারে তোমার এতাবৎ কাল সুরলোকে অতিবাহিত হইল ? কি প্রকারে শতক্রতুকে পরি-তুষ্ট করিয়া অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিলে ? তুমি কি সমুদায় অস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষিত হই-য়াছ ? মহেন্দ্র ও মহাদেব কি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াই তোমাকে এই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন ? হে অন্নিন্দন ! তুমি ভগবান্ ইন্দ্রের এমন কি প্রিয় কার্য সম্পাদন করিয়াছ যে, তিনি তোমাকে প্রিয়কারী বলিয়া নির্দেশ করিলেন । যে

প্রকারে ভগবান্ পুরন্দর ও পিনাকধ্বক্ তোমার দর্শন গোচর হইলেন, তুমি যে প্রকারে অস্ত্র সমুদায় হস্তগত করিলে, যে প্রকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াছ, এবং দেবরাজের যে সকল প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতুহলা-ক্রান্ত হইয়াছি ; অতএব তুমি তাহা আনু-পূর্ব্বিক বর্ণনা কর ।

অৰ্জুন কহিলেন, মহারাজ ! আমি যেরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বরেশ্বর ও শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন । আমি আপনার নিকটে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আপনার আদেশানুসারে কাম্যক কানন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলাম । এক রাত্রি বাসের পরে পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৌন্তেয় ! তুমি কোথায় গমন করিবে ? আমি তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবি-কল বর্ণন করিলাম । তিনি আমার বাক্য শ্রবণে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভারত ! প্রকুল হইয়া তপশ্চর্য্যা কর, তুমি অচির কালমধ্যেই স্বররাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে ।

আমি তাঁহার বাক্যে হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রথম মাস ফলমূল ভোজনে, দ্বিতীয় মাস জলমাত্র পানে, তৃতীয় মাস নিরশনে ও চতুর্থ মাস উদ্ধ-

বাহু হইয়া অতিবাহন করিলাম ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না । অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম বাসর অতীত হইলে অবলোকন করিলাম, এক বরাহ মূহুমূহুঃ বিবর্ত্তিত হইয়া পোত্র ও চরণ দ্বারা ধরাতল বিদারণ এবং জঠর দ্বারা সংমার্জন-পূর্ব্বক আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে । কিরাতবেশধারী এক পুরুষ স্ত্রীগণে পরি-বৃত্ত হইয়া ধনুর্বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে । আমি যে সময়ে ধনুঃ ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই ভীষণ জন্তুকে আঘাত করিলাম, সেই সময়ে সেই কিরাতও শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক যেন আমার হৃৎ-কম্প উৎপাদন করিয়াই তাহাকে দৃঢ়তর রূপে তাড়না করিল ; এবং উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি মৃগয়াধর্ম্মের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্বপরিগ্রহ লক্ষ্যের প্রতি শরাঘাত করিলে ? অতএব এক্ষণে এই নিশিত শরজালে তোমার দর্প চূর্ণ করি-তেছি । সেই মহাকায ধনুর্দ্ধর এই কথা কহিয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছাদন করিল । আমিও তাহার উপরে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম । পর্ব্বত যেমন বজ্রপরম্পরা দ্বারা আহত হয়, কিরাতের কলেবরও সেই রূপ আমার নিক্ষিপ্ত দীপ্তমুখ শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইল ; পরে তাহার সেই শরীর শত সহস্র প্রকার হইয়া উঠিল, তথাপি আমি তাহার

ভিন্ন ভিন্ন শরীরেও শরাঘাত করিতে লাগিলাম ; কিন্তু সেই সকল শরীর পুনরায় একীভূত হইয়া গেল ; ইহা দেখিয়াও আমি শরাঘাত করিতে নিরস্ত হইলাম না । পরে সেই কিরাত আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শরীর সূক্ষ্ম ও মস্তক বৃহৎ, কখন বা শরীর বৃহৎ ও মস্তক ক্ষুদ্র, কখন বা একীভূত হইয়া রণভূমিতে চিহ্নিত করিতে লাগিল ।

আমি বারংবার শরনিকর, বর্ষণেও তাহাকে পরাভব করিতে না পারিয়া শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, কিন্তু তদ্বারাও তাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলাম না ; প্রত্যুত সেই মহাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম । মহারাজ ! আমি পুনর্ব্বার দীপ্যমান শঙ্কুকর্ণ, বারুণ শরবর্ষ, প্রস্তরবর্ষ ও প্রকাণ্ড শলভাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম ; কিন্তু কিরাত সেই সমুদায় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল । তখন আমি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজনা করিলাম । সেই সংযোজিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত শর সমূহ প্রসব করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল ; তাহার তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমাত্রে সমুদায় লোক সম্ভাপিত হইল এবং দিগ্ভাগুল ও নভোমণ্ডল এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । কিন্তু মহাতেজঃ কিরাত তাহাও বিনষ্ট করিল দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল ; তথাপি ধনুঃ ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে আঘাত

করিলাম, কিন্তু সে সহসা সে সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল । এই রূপে সমুদায় অস্ত্রপ্রয়োগ বিফল হইল অবলোকন করিয়া তাহার সহিত বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম । কিন্তু মুষ্ঠ্যাঘাত ও তল প্রহার-পূর্ব্বক ব্যায়াম করিয়াও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলাম না ; প্রত্যুত আমিই অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম ।

অনন্তর সেই কিরাত হাস্য করিয়া আমার সমক্ষেই স্ত্রীগণের সহিত অন্তর্হিত হইল ; পরে কিরাতমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক দিব্যাস্বরশোভিত ভূজঙ্গভূমিত পিনাকপাণি বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পরক্ষণেই উমা সমভিব্যাহারে আবিভূত হইলেন । আমি তৎকাল পর্য্যন্তও পূর্ব্বের স্ত্রায় সমরভূমিতে সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি আমার সঙ্গীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পরম্পদ ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; এই ধনুঃ ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় গ্রহণ কর ; ইহা কহিয়া সেই শরাসন ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করিলেন ; পরে পুনরায় কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! আমি তোমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার প্রার্থনীয় কি ? ব্যক্ত কর, আমি তোমাকে অমরত্ব ভিন্ন আর সমুদায় বর প্রদান করিব । তখন আমি তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে কহিলাম, ভগবন্ ! যদি আগার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সমুদায় দৈব অস্ত্র প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ।

অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন কহিলেন, হে পাণ্ডব ! আমি তাহা প্রদান করিলাম ; আমার রৌদ্রাস্ত্র তোমাকে নিরন্তর উপাসনা করিবে, কিন্তু এই সনাতন অস্ত্র কদাপি মানবের প্রতি প্রয়োগ করিও না, ইহা দুর্বলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিবে। যখন তুমি নিতান্ত পীড়্যমান হইবে ও অগাশ্র অস্ত্র সমূহ প্রতিহত করিবার মানস করিবে, তখন ইহা প্রয়োগ করিও। তিনি এই কথা কহিয়া প্রীতিপ্রফুল্লাচিত্তে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।

এই রূপে দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে, অরাতিগণের উৎসাদন, পরসেনার নিকর্ভন, সুর, দানব ও রাজসগণের দুঃসহ মূর্তিগান্ পাশুপত অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে উপরেখন করিলে, তিনি আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টমষ্টিাধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে সেই স্থলে প্রীত ও প্রসন্ন চিত্তে এক রজনী অবস্থিত করিলাম। পর দিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপান-পূর্বক সেই দৃষ্টপূর্ব বিজশ্রেষ্ঠকে সন্দর্শন ও আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলাম, হে ব্রহ্মণ ! আমি ভগবান্ ভবানীপতির

সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি যেভাবে ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা অন্যের অদৃষ্টে কদাচ সম্ভবে না ; এক্ষণে বৈবস্বতপ্রমুখ লোকপালবর্গের সহিত সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলে, তিনিও তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমাকে বারংবার আলিঙ্গন-পূর্বক যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দিন অপরাহ্নে স্থপীতল সমীরণ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে নবীকৃত করিয়া হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্বতে প্রাচুভূত হইল, স্তগন্ধি দিব্য মাল্য সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল, এবং ঘোরতর দিব্য বাদ্য ও ইন্দ্রবিসয়ক অতি মনোহর স্তুতিবাদ শ্রুতি, গোচর হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব ও অমরোগণ মহাদেবের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রানুচর, তমিলয়নিবাসী স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ ও দেবগণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্বক তথায় আগমন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র অলঙ্কৃত অশ্বগণ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শচীদেবীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অসাধারণ রাজশ্রী-সম্পন্ন নরবাহন কুবেরও তথায় আগমন করিলেন। পরে দক্ষিণ দিগ্বিভাগে অবস্থিত যমরাজ এবং যথাস্থানস্থ বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর লোকপালগণ আমাকে সাস্তুবাদ প্রয়োগপূর্বক কহিলেন, হে অর্জুন !

তুমি সুরকার্য্য নির্বাহার্থ ভগবান্ ত্রিলোচনকে নেত্রগোচর করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে অবলোকন কর; আমরা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিতেছি, যথা বিধানে গ্রহণ কর। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রযতমনে মহাস্ত্র সকল বিধিবৎ গ্রহণ করিলাম। তখন দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জুন! আমি এখানে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত হইয়াছি, কিন্তু পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পূর্ব্বে তুমি বহুতর তীর্থে বারংবার স্নান ও অতি কঠোর তপোন্মুষ্ঠান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ তোমার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার তপোন্মুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতে হইবে। মাতলি আমার আদেশানুসারে তৎকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া দেবলোকে গমন করিবে।

অনন্তর আমি কহিলাম, ভগবন্! আমি অস্ত্র লাভার্থ আপনাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তুমি অস্ত্র-শিক্ষা করিলে নিতান্ত ক্রুরকর্ষা হইবে; অতএব অস্ত্র শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে যে কারণে অস্ত্র শিক্ষা করিতে

উগত হইয়াছ, তোমার সে মনোরথ অচিরাৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমি কহিলাম, হে দেবরাজ! আমি শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র সমূহ নিবারণ ব্যতিরেকে কদাচ মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন; পরে আমি তাঁহার প্রভাবে নিখিল লোক লাভ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত এই রূপ কহিতেছিলাম; ফলতঃ আমার পুত্র হইয়া যেরূপ কহিতে হয়, তুমি তাহাই কহিয়াছ; এক্ষণে মমিকৈতনে গমন করিয়া বায়ু, অগ্নি, অমৃত-বসু, বরুণ ও মরুদগণ হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শিক্ষা কর, এবং সাধ্য, পৈতামহ, গান্ধর্ব্ব, ঔরগ, রাক্ষস, বৈষ্ণব, নৈঋত ও ঐন্দ্র অস্ত্র সমুদায়ও তথায় অবগত হইতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতলি ইন্দ্রের অধিকৃত অতি পবিত্র মায়াময় এক রথ আনয়ন করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহাবল! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলষী হইয়াছেন; অতএব আপনি কার্য্যাবশেষ সংসাধন করিয়া সহরে প্রস্থত হউন; অগ্নিই সশরীরে সুরলোকে যাইয়া অতি পবিত্র লোক সকল অবলোকন করিবেন।

আমি মাতলিকর্ত্তৃক এই রূপ অভি-

হিত হইয়া হিমাচলকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা মাতলি মনোমারুতগামী তুরঙ্গম সকলকে মহাবেগে চালনা করাতে রথবর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতলি বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অশ্বগণ ধাবমান হইবামাত্র দেবরাজ বিচলিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি অণু-মাত্রও বিচলিত বা চকিত হইলেন না, প্রত্যুত রথমধ্যে স্থিরভাবেই অবস্থান করিয়া রহিলেন, বলিতে কি, আপনার এই সমস্ত কার্য্য দেবরাজের কার্য্য সকল অতিক্রম করিয়াছে! এই বলিয়া মাতলি নভোমণ্ডলে উখিত হইয়া বিমান ও দেবালয় সকল দর্শন করাইলেন। ঐন্দ্র রথ ক্রমেক্রমে উর্দ্ধে উখিত হইলে, দেখিলাম যে, তথায় মহর্ষিগণ ও দেবতারা সকলে স্বীয় অভীষ্ট দেবের অর্চনা করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষিদিগের কাম্য লোক সমুদায় এবং গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণের প্রভাব আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি নন্দনপ্রভৃতি দিব্য বন ও উপবন সকল অবলোকন করাইলেন।

পরিশেষে কল্পপাদপোপশোভিত, দিব্যরত্ন-বিভূষিত, ইন্দ্রনগরী অমরাবতী নিরীক্ষণ করিলাম। যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্রান্তি নাই ও ধূলিজাল-জনিত ক্রেশের লেশ নাই,

যে স্থানে জরা নাই, শোক নাই এবং দৈন্য ও দৌর্বল্যের প্রাহুর্ভাব নাই, যে স্থানে ঘ্রানি, ক্রোধ ও লোভের অনুভব হয় না ও সকল প্রাণী নিত্য সন্তুষ্ট, যে স্থানে হরি-ধ্বর্ণ পলাশালঙ্কৃত পাদপাবলী সততই ফল-পুষ্পে স্তূশোভিত রহিয়াছে, যে স্থানে বিকশিত পদ্মগন্ধামোদিত স্বচ্ছমলিল সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, সুশীতল পরিশুদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ অনবরত মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে, যে স্থানে ভূমি সকল নানাবিধ রত্নরাগে রঞ্জিত ও কুসুম-সমূহে স্তূশোভিত হইতেছে, যে স্থানে বহুতর মনোহর পক্ষিকুল মধুর স্বরে গান ও মৃগগণ সঞ্চরণ করিতেছে, এবং যে স্থানে বহুবিধ বিমানগামী প্রাণিসকল সতত পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

আমি তথায় বস্তু, রুদ্র, সাধ্য, সরুদগণ, আদিত্য ও অশ্বিনীতনয়-দ্বয়কে অর্চনা করিলে তাঁহারা আমাকে “তোমার বল, বীর্য্য, তেজঃ, যশঃ ও অস্ত্র অক্ষয় এবং সমরে জয় লাভ হইবে,” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমি অমরপুরী প্রবেশ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দেবরাজকে নমস্কার করিলে, তিনি প্রীতমনে আমাকে নিজ আসনান্ধ্র প্রদান করিলেন এবং স্নেহবশতঃ স্ককীয় করকমলদ্বারা বারংবার আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমি তখন অস্ত্র শিকার নিমিত্ত মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুরলোকে বাস করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশিক্ষাপ্রসঙ্গে বিশ্বাবস্তুর পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সাত্ত্বশয়

সৌহার্দ জন্মিলে, তিনি আমাকে সমস্ত নৃত্য, গীত ও বাণ্য শিক্ষা করাইলেন। হে মহারাজ ! এই রূপে আমি পূর্ণগনোরথ হইয়া পরম সুখসমাদরে পাকশাসনপুরে অবস্থিত করিতে লাগিলাম। তথায় প্রতিদিন সুমধুর গীত ও তূর্য্যঘোষ শ্রবণ এবং অমরোগণের নৃত্য সন্দর্শন করিয়া তাহাতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম ; এ দিকে আবার পুরুষার্থ-বোধে অস্ত্র শিক্ষাবিময়েও সবিশেষ মনো-নিবেশ করিয়া তাহার পর্যালোচনা করিতাম ; এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ ! এই রূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, একদা সুররাজ আমার মস্তকে পাণি প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস ! দুর্বল মানবজাতির কথা দূরে থাকুক, অগ্নাবধি দেবগণও তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি সংগ্রামে অপ্রমেয়, অধুষ্য ও অপ্রতিম হইবে ; অস্ত্রযুদ্ধে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না ; তুমি সকল বিষয়েই দক্ষ, সর্বদাই অপ্রমত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেত্তা ও মহাবীর ; তুমি আমার নিকট পঞ্চদশ অস্ত্র লাভ করিয়াছ ; এবং অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার, আরতি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত এই পঞ্চবিধ বিধি-বিজ্ঞানবিময়েও আর কেহ তোমার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে না। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণার কাল সমুপস্থিত

হইয়াছে ; অতএব তুমি প্রথমতঃ অঙ্গীকার কর, পশ্চাৎ আমি দক্ষিণা নিরূপণ করিয়া দিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সুর-রাজকে কহিলাম, হে দেবাধিপ ! যে কার্য্য আমার কৃতিসাধ্য সম্পন্ন হইবার যোগ্য, তাহার সংসাধনে কোন মতেই ক্রটি করিব না ; আপনি নিশ্চয় বোধ করিবেন, উহা সম্পন্ন হইয়াছে। তখন ভগবান্ পাকশাসন স্নিতমুখে আমাকে কহিলেন, হে অর্জুন ! ত্রিভুবনে অগ্ন তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিবাতকবচ নামক কতকগুলি দুর্দান্ত দানব আমার পরম শত্রু, তাহারা সাগর-গর্ভে দুর্গ নির্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে ; তাহাদিগের রূপ, বল ও প্রভা একই প্রকার, সংখ্যা তিন কোটি ; তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর, তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণাদান সম্পাদিত হইবে।

অনন্তর দেবরাজ পূর্ব্ব যেরূপে আরোহণ করিয়া বিরোচননন্দন বলিকে পরাজয় করিয়াছিলেন ; ময়ূরপক্ষসদৃশ রোমপরি-বৃত্ত, অশ্বযোজিত, মাতলি-পরিচালিত, প্রভাসম্পন্ন সেই দিব্য রথ প্রদান করিয়া আমার মস্তকে স্বহস্তে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন এবং লাভ্যানুরূপ তাঁহার অস্ত্রের অলঙ্কার সকলও অভেদ্য সুখস্পর্শ কবচ প্রদানপূর্ব্বক গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজন করিলেন। আমি সেই রথবরে অধিরূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। তখন দেবগণ রথের ঘর্ঘর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া ইন্দ্র-

বোধে আমাকে অবলোকন করিতে আগমন করিলেন । পরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ফাল্গুন ! তুমি কোন্ কার্য সাধনার্থে গমন করিতেছ ? আমি কহিলাম, হে দেবগণ ! আমি নিবাতকবচগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি ; এক্ষণে আপনারা অশীর্বাদ করুন । তখন দেবগণ সমুদ্র হইয়া দেবরাজের ন্যায় আমারও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে অর্জুন ! এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ রণস্থলে শম্বর, নম্রাচি, বল, ব্রজ, প্রহ্লাদ ও নরক প্রভৃতি শতসহস্র অস্ত্রগণকে সংহার করিয়াছেন ; তুমিও তদ্রূপ ইহাতে অধিকৃত হইয়া নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই । আর আমরা তোমাকে এই এক পরমোৎকৃষ্ট শস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা দানবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ; বলিতে কি, ত্রিদশনাথ এই শস্ত্রপ্রভাবেই দেবদানবপ্রভৃতি সমস্ত লোক আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ।

তখন আমি জয় লাভার্থ সেই দেবদত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া অমরগণকর্তৃক স্তুয়মান হইয়া শস্ত্র, কবচ, বাণ ও শরাসন ধারণপূর্বক সংগ্রামাভিলাষে দানবগণোদ্দেশে সাগরগর্ভে গমন করিলাম ।

একোনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর আমি অনেকানেক স্থানে মহামিগণকর্তৃক স্তুয়মান হইয়া মহাসাগর সন্দর্শন করিলাম । তথায় বহুল ফেনপরিপ্লুত, সংহত ও অত্যাশ্রিত তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ পার্বত্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে ; চতুর্দিকে রত্নপরিপূর্ণ শতসহস্র তরঙ্গী প্লবমান হইতেছে ; তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলগিল, মকর ও কচ্ছপ সমুদায় জলমগ্ন শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; সলিলমধ্যে শতসহস্র শস্ত্র অল্লাভপটলসংবৃত তারকাস্তবকের ন্যায় স্তম্ভোদ্ভিত হইতেছে, প্রভাসম্পন্ন বহুবিধ রত্নজাত নিমগ্ন রহিয়াছে, এবং অতি ভীষণ সমীরণ প্রবল বেগে আশ্চর্যরূপে ঘূর্ণমান হইতেছে ।

আমি এবংবিধ অস্ত্রোনিধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে তন্মধ্যস্থিত দানবালয় অবলোকন করিলাম । অনন্তর রথযোগবেত্তা মাতলি অনতিবিলম্বে পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া রথঘর্ষর শব্দে তদ্রত্য সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া দানবপুরীর অভিমুখে বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন । তখন দানবেরা নভোমণ্ডলবর্তী নীরদনিদারের ন্যায় সেই রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রবোধে নিতান্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল, এবং শপথাস্ত হইয়া অসি, শূল, পরশু, গদা,

মুমল, শর ও শরাসন ধারণপূর্বক শক্তিত-
মনে পুরদ্বার রোধ করিয়া তথায় রক্ষক
নিযুক্ত করিয়া অদৃষ্ট ভাবে রহিল ।

অনন্তর আগি দেবপ্রদত্ত মহাস্বন শব্দ
গ্রহণপূর্বক প্রফুল্ল মনে মন্দ মন্দ ধ্বনি
করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতিশব্দে
অন্তরীক্ষ স্তব্ধ হইয়া উঠিল; প্রাণিগণ
সংক্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ লুকায়িত হইতে
লাগিল; ইত্যবসরে সহস্র সহস্র নিবাত-
কবচগণ বর্ষাধারণ ও লৌহনির্মিত মহা-
শূল, গদা, মুমল, পট্টিশ, রথচক্র,
শতশ্লী, ভূশুণ্ডি এবং বিচিত্র অলঙ্কৃত খড়্গ
গ্রহণপূর্বক নির্গত হইতে লাগিল । মাতলি
বারংবার বিচার করিয়া সমতল প্রদেশে
অশ্ব চালনা করিলে, অশ্বেরা এক্রপ দ্রুত-
পদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে
কিছুই লক্ষিত হইল না; ফলতঃ উহা
আমার পক্ষে নিতান্ত অদৃত বোধ হইয়া-
ছিল । পরে নিবাতকবচগণ সহস্র সহস্র
বিকৃত স্বর ও বিকৃতাকার বায়ু বাদন
করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘোরতর
শব্দপ্রভাবে মাগরগর্ভে পর্কতোপম সংস্কা-
রণ উদ্ভূতমনে দ্রুতগমনে ইতস্ততঃ সঞ্চ-
রণ করিতে লাগিল । অনন্তর দানবেরা
শাণিত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আমার
প্রতি ধাবমান হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল;
ক্রমে ক্রমে সেই নিবাতকবচাস্তক যুদ্ধ
অতি তুমুল হইয়া উঠিল । পূর্বে দানব-
যুদ্ধে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব
করিয়াছিলেন, সেই রূপ দেবর্ষি, দান-
বর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সংগ্রাম দর্শনার্থ

আগমন করিয়া আমার স্তব করিতে
লাগিলেন ।

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর
নিবাতকবচগণ বহুবিধ আয়ুধ ধারণপূর্বক
মহাবেগে আমার প্রতিধাবমান হইল, এবং
আমার রথের পথ রোধ ও পরিবেষ্টন
করিয়া চারি দিক্ হইতে আমার প্রতি
আক্রোশ প্রকাশ এবং অনবরত শরবর্ষণ
করিতে লাগিল । পরে অন্যান্য মহাবল
পরাক্রান্ত দুর্দান্ত দানবেরা শূল, পট্টিশ-
প্রভৃতি স্ত্রীক্ষ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া
আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল; এবং আমার
রথোপরি গদা, শক্তি ও স্তম্ভহং শূলবৃষ্টি
করিতে লাগিল । অনন্তর রণস্থলে কাল-
রূপী মহাঘোর প্রহরণধারী নিবাতকবচ-
গণকে একে একে গাণ্ডীবযুক্ত অজিহ্মগ
দশ দশ বাণ দ্বারা বিনাশ করিলাম । এই
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট সকলেই
পলায়ন করিল ।

তখন মাতলি বায়ুবেগে স্প্রণালীক্রমে
অশ্বগণ চালনা করিলে, তাহারা বহুবিধ পথ
পর্যটন করিয়া অশ্বরগণকে মন্থন করিতে
লাগিল । সেই রথে শত শত অশ্ব যোজিত
ছিল, কিন্তু তৎকালে মাতলির স্ককৌশলে
পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে নিতান্ত
অল্প সংখ্যক বলিয়া বোধ হইল, কোন
ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইল না । অশ্বের চরণ-
পাত, রথচক্রের ঘর্ষের শব্দ ও আমার শর
বর্ষণে শত শত অশ্বেরা প্রাণ পরিত্যাগ

করিল। তখন অশ্বেরা গৃহীতশরাসন, ধরাতলপতিত, গতাস্থ অশ্বর ও সারথি-দিগকে চরণদ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিবাতকবচগণ দিক্‌বিদিক্‌ সকল রোধ করিয়া আমার প্রতি বহুবিধ অস্ত্র-ক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আমার মনঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু মাতলির কি আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল ও অদ্ভুত বীর্য্য! তিনি অনায়াসেই সেই সেই মহাবেগে ধাবমান তুরগগণের রশ্মি সংঘত করিলেন। পরে আমি আশুগামী বিচিত্র অস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অস্ত্রধারী অশ্বর-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলাম।

ইন্দ্রসারথি মাতলি যুদ্ধে আমার এই রূপ অসাধারণ নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অশ্বেরা অনেকেই অশ্ব ও রথদ্বারা বিনষ্ট হইল; কতকগুলি পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা শরণীড়িত ও আমাদিগের কর্তৃক ভৎসিত হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্বক আমাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন আমি অবিলম্বেই মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অশ্বরগণকে দধ্ব করিলাম। তাহারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে শক্তি, শূল ও অসির্বর্ষণ-দ্বারা পুনরায় আমাকে নিতান্ত উদ্ভ্যস্ত করিলে পর, আমি স্তূতীক্স তেজঃসম্পন্ন দেবরাজের দয়িত মাধব নামক এক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র তোমর-প্রভৃতি শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম।

অনন্তর রোষপরবশ হইয়া দশ দশ

বাণদ্বারা অশ্বরদিগের এক এক জনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমরমালার ন্যায় শরনিকর নির্গত হইলে, মহাজ্ঞা মাতলি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং অশ্বেরা যে সমস্ত বাণ প্রয়োগ করিল, তিনি তাহারও সমুচিত প্রশংসা করিলেন। অশ্বেরা পুনরায় আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, আমিও অশ্বরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর যেমন জলদকালে পর্বতশৃঙ্গ হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতে থাকে তদ্রূপ অশ্বরদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে দানবেরা অশনিমসম্পর্শ, অতি বেগগামী, অজিহ্মগ মদীয় বাণদ্বারা বধ্যমান হইয়া নিতান্ত উদ্ভিগ্ধচিত্তে আমার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল।

একসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর চারি দিক্‌ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি পর্বতপ্রমাণ শিলাস্তম্ভ দ্বারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া মাহেন্দ্রাস্ত্রপ্রেরিত বজ্র-সঙ্কাশ শরনিকরদ্বারা শিলা সকল চূর্ণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উথিত হইল, এবং অনলকণার ন্যায় সেই অশ্মচূর্ণসকল নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, জলধারা সকল মুষলধারে দশ দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে

লাগিল। অবিরল ধারাপাত, প্রখর ঝঞ্ঝা-
বাত ও দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর গভীর গর্জনে
এক কালে সকল দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল;
আর কিছুই অনুভূত হইল না। ভূলোক
হইতে দ্ব্যলোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধ বিশাল জল-
ধারা সকল নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমা-
দিগকে বিমোহিত করিল। তখন আমি
ইন্দ্রোপদিষ্ট ঘোরতর অতি প্রদীপ্ত বিশো-
ষণ নামক এক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করি-
লাম, তাহাতেই সেই সকল জল তৎ-
ক্ষণাৎ বিশোষিত হইয়া গেল।

অনন্তর দানবেরা আমার প্রতি মায়া-
ময় আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে,
আমি তৎক্ষণাৎ মলিনাস্ত্রদ্বারা অগ্নি
নির্বাণ ও শৈলাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগ নিবারণ
করিলাম। এই রূপে আগ্নেয় ও বায়ব্য
অস্ত্র বিনষ্ট হইলে পর, যুদ্ধদুঃসদ দানবগণ
এককালে বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিয়া
ঘোররূপ লোমহর্ষণ অস্ত্র, অগ্নি ও শিলা-
বৃষ্টি আরম্ভ করিল; এবং প্রবল বেগে
বায়ু বহিতে লাগিল; সেই মায়াময়ী বৃষ্টি
আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিল। পরে
চারি দিক্ হইতে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার
প্রাচুর্ভূত হইলে, অশ্বেরা বিমুখ ও মাতলি
স্থলিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে
হিরণ্ময় প্রতোদ ভূতলে নিপতিত হইল;
তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া ‘অর্জুন
কোথায়’ ইহা বারংবার বলিতে লাগিলেন।
তাঁহাকে বিচেনপ্রায় অবলোকন করিয়া
আগারও হৃদয়ে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল।

অনন্তর তিনি একান্ত শঙ্কিত গনে

আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে
অর্জুন! পূর্বে অমৃতের নিমিত্ত হুরাসুরের
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল; আমি তাহা
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সম্বরবধে ভয়া-
নক যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল; আমি সে
স্থানেও দেবরাজের সারথ্য কর্ম সম্পন্ন
করিয়াছি; ব্রহ্মাসুর সংহারে আমিই অশ্ব
চালনা করিয়াছি; বৈরোচনি বলির অতি
বিষম সগরও নয়নগোচর করিয়াছি। এই
সকল মহাঘোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও
কদাচ সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। অত্ৰ বোধ
হয়, সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই
প্রকৃতিবর্গের বিনাশ কল্পনা করিয়াছেন;
অতথা এই রূপ সংসারনাশকারী অভূত-
পূর্ব সগরঘটনা নিতান্ত অসম্ভব।

আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কাস্থ
হইয়া দানবগণের মায়াবল নিরাকরণ করি-
বার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত মাতলিকে কহি-
লাম, হে ইন্দ্রসারথ্য! অত্ৰ আপনি আমার
ভূজবল, অস্ত্র ও গাণ্ডীব শরাসনের প্রভাব
প্রত্যক্ষ করুন। অত্ৰ আমি অস্ত্রমায়া-
দ্বারা দানবগণের নিদারুণ মায়া ও গাঢ়তর
অন্ধকার নিরাকরণ করিব; আপনি অণু-
মাত্র ভীত বা ব্যস্ত হইবেন না। এই
বলিয়া আমি দেবগণের হিত সাধনার্থ
সর্বভূতবিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করি-
লাম। তখন অস্ত্রেরা আপনাদিগের
মায়াজাল উচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া পুনরায়
বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল।
কখন প্রচুর আলোক, কখন ঘোরতর
অন্ধকার, কখন লোক সকল দৃষ্টিগোচর

হইয়া উঠিল ; কখন বা সমস্ত সংসার অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি আলোক লাভ করিয়া রণস্থলে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিবাতকবচগণ পুনরায় আমাকে আক্রমণ করিলে, আমিও কোন প্রকার কৌশলে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেই নিবাতকবচাস্তকারী সংগ্রামে মায়াপরিবৃত দানবগণকে আর অবলোকন করিতে পাইলাম না।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! দৈত্যগণ মায়াপ্রভাবে অলঙ্কিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ; আমিও অদৃশ্যমান অস্ত্র সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আগার গাণ্ডী-বোম্মুক্ত শরসমূহে ভূরি ভূরি দানবের মস্তক ছেদন হইলে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই রূপে নিবাতকবচগণের প্রাণ সংহার করিলে, তাহারা প্রকটিত মায়া উপসংহার করিয়া আত্মপুরী-গধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অপসারণে দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে দেখিলাম, শত সহস্র দানব নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত রহিয়াছে ; তাহাদিগের অস্ত্র, আভরণ, গাত্র ও কবচ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এরূপ স্থান নাই যে, তুরঙ্গমগণ এক পদ গমন করে।

আমি এই সকল অবলোকন করিতেছি, এমন সময়ে নিবাতকবচগণ সহসা

অলঙ্কিতরূপে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শিলোচ্চয়সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐকতকগুলি ভয়ানক দানব যুদ্ধিকার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া অশ্বের চরণ ও রথের চক্র ধারণ করিয়া রহিল। এই রূপে তাহারা সমরসময়ে অশ্ব ও রথ আকর্ষণপূর্বক অচল সমূহে দিক্ সকল অপরুদ্ধ করিলে, সেই স্থান পর্বতগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা দানবকর্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত এবং পর্বতাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় কাতর ও ভীত হইয়াছি নিরীক্ষণ করিয়া, মহাত্মা মাতলি কহিলেন, অর্জুন ! তুমি ভীত হইও না, বজ্র গ্রহণ কর। আমি মাতলির বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তররূপে দণ্ডায়মান হইয়া গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণপূর্বক সুররাজের প্রিয়তম অতি ভীষণ বজ্র উদ্বৃত্ত করিলাম। পরে সেই বজ্র হইতে বজ্র-স্বরূপ লৌহনির্মিত বাণসমূহ বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত মায়াময় পদার্থ ও নিবাতকবচগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহারা নিহত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ধরাতে নিপতিত হইল। যে সকল দানব পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব ও রথ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার শরসকল তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিল।

এই রূপে পর্বতোপস্ব নিবাতকবচগণ নিহত ও ধরাশায়ী হইলে, সেই স্থান গিরিবরাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অশ্বগণ, রথ, মাতলি অথবা আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বা অপকার হইল না ! অনন্তর মাতলি সহস্র বদনে কহিলেন, অর্জুন ! তোমার যেরূপ বল-বীৰ্য্য অবলোকন করিলাম বোধ হয়, দেবরন্দেরও তদ্রূপ বলবীৰ্য্য নাই ।

এ দিকে দানবগণ জীবমযাত্রা সংবরণ করিলে, নগরমধ্যে দানবযোষাসকল শারদীয় সারসকুলের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল । আমি তখন রথশব্দে তাহাদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক মাতলি সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম ।

দানবগণ ময়ূরসদৃশ দশ সহস্র অশ্ব ও সূর্য্যসদৃশ রথ অবলোকন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আপন আপন রত্নচয়-মণ্ডিত স্বর্গময় গৃহে প্রবেশ করিল । তৎকালে ভয়ব্যাকুল কুলবধুকুলের অলঙ্কার-বজ্রার শৈলোপরি নিপতিত শিলার ন্যায় মধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল ।

অনন্তর আমি সেই বিচিত্র দানবনগরী অমরপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় ! এই অমরনগর দেবনগর অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি ; অতএব কি নিমিত্ত দেবগণ এবংবিধ মনোহর নগরে অধিবাস করেন না ?

মাতলি কহিলেন, হে পার্থ ! প্রথমে আমাদিগের দেবরাজেরই এই নগর ছিল ; পরে নিবাতকবচগণ তীব্রতর তপোমুষ্ঠান-পূর্ব্বক পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এই

স্থানে অধিবাস ও যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় প্রার্থনা করে ; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নগর হইতে দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয় । অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্মহিতার্থ তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কমলযোনিিকে অনুরোধ করেন ; তাহাতে তিনি কহিলেন, হে শত্রুহন ! তুমি দেহান্তরে অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে সংহার করিবে ।

দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন । তুমি যে সমস্ত দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, দেবগণ কখনই তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন না ; পরে কমলযোনির বাক্যানুসারে কালক্রমে তুমিই তাহাদিগের কালস্বরূপ হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ । হে পুরুষেন্দ্র ! ভগবান্ মহেন্দ্র দানবগণের বিনাশার্থ তোমাকে অতু্যন্তম অস্ত্রবল গ্রহণ করাইয়াছেন ।

অনন্তর আমি সেই নগরের শাস্তি স্থাপন করিয়া মহাত্মা মাতলি-সমভিব্যাহারে পুনরায় দেবপুরে গমন করিলাম ।

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে নরনাথ ! অমরাবতী গমনসময়ে পথিমধ্যে এক কামচারী নগর নয়নগোচর করিলাম । ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ; স্বস্বর পতত্রিগণ-পরিবৃত, রত্নময় পুষ্পফল-

শোভিত, রত্নপাদপশ্রেণীতে পরিকীর্ণ, গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ, অট্টালিকায় স্তম্ভশোভিত এবং দুর্গম্য দ্বারচতুর্দিকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। মাল্যধারী দানবগণ শূল, ধাতি, মুগল, মুদারপ্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্বক তাহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহাতে কালকঞ্জ ও পুলোমজ দম্ভুজদলের আবাসস্থান। আমি এই অদ্ভুতদর্শন আকাশচর নগর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে উহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাতলি কহিলেন, পুলোমা ও কালক, নান্নী দুই প্রধান অস্ত্ররী দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্বী করিয়াছিল। তপস্বাবসানে ভগবান্ স্বয়ম্ভু সেই অস্ত্ররীদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে “তোমাদিগের পুত্রগণ অল্প দুঃখ-ভাগী ও সুর, রাক্ষস, পন্নগগণের অবধ্য হইবে” বলিয়া বর প্রদান করিলেন; এবং তাহাদিগকে সর্বরত্ন-সমম্বিত, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অস্ত্র ও রাক্ষসগণের অনভিভবনীয় এই আকাশচারী নগর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা এই সর্বকামসমম্বিত, বীরোগশোক নগর কালকেয়গণের নিমিত্তই নির্মাণ করিয়াছেন; এই অমরার্জিত নগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; কালকা ও পুলোমানন্দনগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাহারা দেবগণের অবধ্য বলিয়া এই নগরে সদা সানন্দচিত্তে বাস করিতেছে; উদ্বেগ বা ওৎসুক্য তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। হে ভারত! ভগবান্ ব্রহ্মা গনুয্য হইতে তাহাদিগের

মৃত্যু নির্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত কালকেয়গণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ কর।

আমি তখন দানবগণকে স্ত্রাস্ত্রের অবধ্য বোধ করিয়া হুর্দচিত্তে কহিলাম, হে সূত! আপনি এই পুরীমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করুন। অগ্নি বলারাতির সমস্ত অরাতিদল অস্ত্রবলে নির্দলিত করিব; এই দানবগণ আমারই বধ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর মাতলি হয়সনাথ দিব্য রথের সাহায্যে আমাকে অনতিবলম্বেই হিরণ্যপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত করিলেন। দানবদল আমাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধপারিকর হইয়া রথারোহণ পূর্বক মহাবেগে উপত্যক্ত হইল; এবং সংরক্ত-সহকারে তীব্রতর পরাক্রম প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ধাতি ও তোমর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আগি সমরাস্ত্রনে ম্যন্দনারোহণে বিচরণ করিতে করিতে শস্ত্রবল ও বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্বক তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র স্তূর-পর্যাহত ও তাহাদিগকে সন্মোহিত করিলাম। তাহারা যখন অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া পরস্পর আক্রমণ ও আঘাত করিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে তাহাদিগের উত্তমাস্ত্র সকল নিশিত বিশিখজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এই রূপে কামগ পুরবাসী দানবগণ নির্ভরনিপীড়িত হইয়া দানবী মায়ী অবলম্বন করিয়া সেই নগর হইতে যেমন সমুৎপত্ত হইল, আমি অমনি শরনিকর বিস্তার করিয়া তাহা-

দিগের গমনপথ আচ্ছাদন ও গতি রোধ করিলাম ।

অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপাত দ্বারা দনুজদলসহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম । ঐ দিব্য পুরী কখন ভূতলে নিপতিত, কখন উর্দ্ধে উপতিত, কখন তিৰ্য্যক্ ভ্রুগে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল । উহা আমার সরলগামী লৌহময় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল, ও তন্নিবাসী অস্থরেরাও বজ্রসমবেগ বিশিখ-সমূহে নিতান্ত আহত হইয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে লাগিল ।

অনন্তর মাতলি সেই আদিত্যপ্রভ রথের একান্ত প্রাস্তভাগে উপবেশন-পূর্বক আমাকে অচির কাল মধ্যে অবনিতলে অবতারিত করিলেন । তথায় সেই রোষ-পরবশ যুযুৎসু দানবগণের ষষ্টি সহস্র রথ আমার সম্মুখীন হইলে, আমি সেই রথ সকল নিশিত অর্দ্ধাকৃতি বাণে খণ্ড খণ্ড করিলাম । পরে দানবগণ সমরে আমাদিগকে পরাভব করা মানবের সাধ্য নহে, মনে করিয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরাস্রনে অবতীর্ণ হইল । আমিও যথাক্রমে দিব্যাস্ত্র-সকল সংযোজনা করিলাম ; কিন্তু সেই সকল চিত্রযোদ্ধী রথী মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিল । পরে তাহারা বিচিত্র ধ্বজকবচে ও মুকুটপ্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন আমার হর্ষোৎপাদন করিয়া বিচিত্র রথপথে বিচরণ করিতে লাগিল । তাহাদিগকে

উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাহারাই তখন আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

আমি সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধকুশল দানব-দলের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যাধিত ও ভীত হইয়া সংযতচিত্তে দেবদেব মহাদেব এবং ভূতগণের নামোচ্চারণ ও স্তুতিবাচন-পূর্বক অমিত্রবিকর্তন রৌদ্রাখ্য মহাস্ত্র সংযোজনা করিলাম ; এগন সময়ে সেই সনাতন রৌদ্র অস্ত্র ত্রিমস্তক, নবলোচন, ষড়্ভুজ, সূর্য্যানলসঙ্কাশ কেশপাশে শোভিত এবং লেলিহান মহানাগসমূহে কৃতশেখর পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অবলোকন করিলাম । দর্শনমাত্রেই শরাবিভূত ভূতনাথকে নমস্কারপূর্বক দানবগণের জীবন সংহারার্থ সেই গাণ্ডীবনিহিত পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম ।

অনন্তর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, মহিম, আশীবিষ, গো, শরভ, বারণ, বানর, বৃষভ, বরাহ, মার্জ্জার, শালাবৃক, প্রেত, ভুরুগু, গৃধ্র, গরুড়, চমর, অশ্ব, গজমুখ মীন, পেচক, দেব, ধামি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, অস্থর, গুহক ও গদা মুদগারধারী নিশাচর প্রভৃতি অশেষবিধ প্রাণিগণের মূর্ত্তি ও ত্রিশিরাঃ, চতুর্দন্ত, চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজপ্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল । আমি এবম্প্রকার সূর্যাগ্নিসম, তীক্ষ্ণ, বজ্রসম প্রভাযুক্ত ও পর্ব্বতসম সারসম্পন্ন বাণ সমূহে মুহূর্ত্তমাত্রে দানবদলকে উন্মূলিত করিলাম । তাহাদিগকে গাণ্ডী-

বাস্ত্র-প্রভাবে বিনষ্ট ও নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ত্রিপুরা-স্তুক দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলাম।

দিব্যাভরণভূষিত অন্তরগণ পাশ্চপত অস্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং আমি দেব-ভুক্ষর কার্য সাধনে কৃতকার্য হইয়াছি দর্শন করিয়া, মাতলি সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমাকে সৎকার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অদ্য সুরাসুরগণের অসাধ্য কৰ্ম সাধন করিয়াছ! স্বয়ং সুরেশ্বরও এই কার্যে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই! তুমি স্বীয় তেজঃ ও তপঃ-প্রভাবে দেবদানবের অনভিভবনীয় এই আকাশচর নগর বিমথিত করিয়াছ!

এ দিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নিশ্চলিত হইলে, দানবরমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্থলিতকবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুরুরীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল। তাহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতার শোকে ধরাতে বিলুপ্তিত হইয়া দীন কণ্ঠে রোদন ও উরঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কুসুমমালা ও বিভূষণ সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্ব-নগরাকার সেই দানবনগর দানবীগণের শোকানলে দহমান হইয়া নাগবর্জিত হৃদের ন্যায়, সরস তরুশূন্য অরণ্যের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও কাঙ্ক্ষিহীন হইয়া উঠিল।

অনন্তর মাতলি আমাকে অচির কাল-মধ্যেই অমরালয়ে আনয়ন করিলেন। আমি হিরণ্যপুর উৎসম ও সংগ্রামে দুর্জয়

নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া সমধিক সানন্দ চিত্তে দেবেন্দ্রসমীপে আগমন করিলাম। মাতলি তখন আমার অনুষ্ঠিত সমুদায় কার্য দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সহস্রলোচন ও অন্যান্য দেবগণ হিরণ্যপুরের উৎসাদন, দানবী মায়ার, নিরাকরণ এবং মহাতেজঃ দানবগণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে আমাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং স্নমধুর বাক্যে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি গুরু নিমিত্ত ভয়ানক শত্রুগণকে সংহার করিয়া দেবদানবের সাধ্যাতীত কৰ্ম সম্পাদন করিয়াছ। তুমি সংগ্রামসময়ে সর্বদা স্থির-চেতাঃ ও অস্ত্র-প্রয়োগসময়ে অশ্রান্তহৃদয় হইবে; দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পক্ষী, পক্ষগপ্রভৃতি কেহই তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; ধন্যাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারই বাহুবলে সমাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া প্রতিপালন করিবেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবরাজ অবসরক্রমে আমাকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, ভারত! সমুদায় দিব্যাস্ত্র তোমাতেই সম্মিবেশিত রহিল; কোন মানব তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমার ঘোড়াশাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে

পারিবে না। তিনি এবম্প্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্বক আমাকে এই অভেদ তনুদ্রাণ, হিরণ্যমী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য বস্ত্র ও রুচির আভরণ প্রদান করিলেন, এবং স্বহস্তে এই দিব্য কিন্নীট গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আমি ইন্দ্রভবনে এই রূপে পূজিত হইয়া পঞ্চদ্বন্দ্বারকগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছিলাম।

আমি তথায় দ্যুতজনিত বিপত্তি স্মরণ করিয়া পঞ্চ বর্ষ অতিবাহন করিলে, দেব-রাজ ও সুরগণ আমাকে কহিলেন, অর্জুন ! তোমার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতেছেন ; অতএব তোমার গমনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আমি তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্বতের শিখরদেশে আগমনপূর্বক আপনাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নয়ন-গোচর করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি ভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছ ; তুমি ভাগ্যবলে দেবরাজকে আরাধনা করিয়াছ ; তুমি ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ ভবানী ও ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ ; তুমি ভাগ্যবলে যুদ্ধে আশুতোষকে পরিতুষ্ট করিয়াছ ; তুমি ভাগ্য বলে লোকপালগণের সহিত সমাগম লাভ করিয়াছ। আমরাও ভাগ্যবলে এতদিন কুশলে ছিলাম এবং তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। বোধ হয়, অস্ত্র বহুবিধ-পুরমালিনী ভগবতী অবনিদেবী হস্তগত হইলেন ; এবং ধৃত-

রাষ্ট্রের পুত্রগণও পরাজিত হইল। এক্ষণে যাহা দ্বারা তাদৃশ বীর্যবান্ নিবাতকবচগণকে সংহার করিয়াছ, সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! যাহা দ্বারা নিবাতকবচগণকে নিপাতিত করিয়াছি, কল্য প্রভাতে সেই সমুদায় অস্ত্র অবলোকন করিবেন। এই রূপে ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সমক্ষে আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চমপুত্যাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! রজনী প্রভাত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোত্থান-পূর্বক কর্তব্য কর্মসকল সম্পাদন করিয়া মাতৃনন্দ-বর্দ্ধন অর্জুনকে দানবঘাতন দিব্য অস্ত্র সকল প্রদর্শন করাইতে কহিলেন। ধনঞ্জয় শুচি ও দেবরাজদত্ত দিব্য কবচে আবৃত হইয়া দেবদত্ত অস্ত্রসমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ধরাতল রথস্থানীয়, গিরি সকল যুগন্ধর, চক্র ও অক্ষস্বরূপ ; এবং তদ্রূপ বংশ সকল ত্রিবেণু-কল্প হইল। তিনি এই রূপ পার্থিব রথে আরোহণ, দেবদত্ত শঙ্খ ধারণ ও গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ-পূর্বক যখন অস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার পদভরে সক্রমা পৃথিবী কম্পমানা হইতে লাগিল ; নদী সকল স্তব্ধ ও মহাসাগর

ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ; পৰ্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল ; প্রভাকর প্রভাবিহীন, হতাশন নির্ঝাণ এবং দ্বিজাতি-গণের বেদ সকল প্রতিভাশূন্য হইয়া উঠিল ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরবাসী প্রাণিসকল তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে পীড়্যমান ও বিকৃতানন হইয়া তথা হইতে উত্থানপূর্বক পাণ্ডব-গণকে পরিবেষ্টন করিয়া বেগমান কলেবরে ধনঞ্জয়ের নিকটে অস্ত্রের প্রতिसংহার প্রার্থনা করিতে লাগিল । দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধৰ্ব ও পক্ষি-প্রভৃতি আকাশচর, অন্যান্য জঙ্গম প্রাণিগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল । পিতামহ, লোকপালগণ ও ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণসমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন । সমীরণ বিচিত্র দিব্য মাণ্ড্যে পাণ্ডুপুত্র পার্থকে পরিকীর্ণ করিল । গন্ধৰ্বনিবহ সুরগণের অনুমতিক্রমে বিবিধ গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল ; অমরাঃ-সকল বহুবিধ বিভ্রমসহকারে নৃত্য করিতে লাগিল ।

এমন সময়ে মহর্ষি নারদ সুরগণের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, অৰ্জুন ! অৰ্জুন ! তুমি দিব্যাস্ত্রের উপসংহার কর । এই সকল দিব্য অস্ত্র কোনক্রমেই অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে না, অথবা উৎপীড়িত না হইলে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে ; ইহা নিরর্থক প্রয়োগ করিলে সাত্তিশয় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা । এই-সকল অস্ত্র শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করিলে

তেজস্বী ও স্তম্ভজনক হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায় । হে অজাতশত্রো ! যখন অৰ্জুন এই সকল অস্ত্র দ্বারা সমরে অরাতিগণকে অবমৰ্দ্দন করিবে, তখন ইহাদিগের প্রভাব তোমার নয়নগোচর হইবে ।

অৰ্জুন এই প্রকারে নিবারিত হইলে, দেবগন্ধৰ্বপ্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; পাণ্ডবগণও সেই বনে হুচ্চিহ্নে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন ।

নিবাতকবচযুদ্ধপৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

আজগরপৰ্বাধ্যায় ।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, পাণ্ডুনন্দনগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি কি কৰ্ম্ম করিয়া-ছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডুতনয়েরা ইন্দ্রভূল্য প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অৰ্জুনসমভিব্যাহারে সেই সুরম্য শৈলে ধনেশ্বরের আক্ৰীড়-ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন । ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্রত্য

অপ্রতিম গৃহ সমুদায় ও নানাবিধ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্রীড়াস্থান সকল অবলোকন-পূর্বক স্নেহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডুনয়ন যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রসাদলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্য-লোকের ঐশ্বর্যে নিম্পূহ হইলেন ; বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর হইয়াছিল । মহাত্মা পাণ্ডবগণ বহুদিবসের পর প্রিয় ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাতিশয়-বশতঃ ঐ স্থানেই অনায়াসে এক রাত্রির ন্যায় চারি বৎসর যাপন করিলেন । ইতি পূর্বে বনবাসে তাঁহাদের ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল ; এক্ষণে আবার চারি বৎসর অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহাদের দশ বৎসর অরণ্যবাস হইল । ঐ দশ বৎসর তাঁহারা বনে বাস করিয়াও পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন ।

একদা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর, অর্জুন ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মাদ্রী-নন্দনদ্বয় একান্তে আসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক প্রিয় ও হিত-কর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কুরু-রাজ ! আমরা কেবল আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসেই ঐ বন পরিত্যাগ-পূর্বক সানুচর স্তম্ভোদনের সংহারার্থ গমন করিতেছি না । আমরা একান্ত সুখী ; কেবল দুঃখানু-দুঃখোদন-কর্তৃক স্তম্ভোদনে বঞ্চিত হইয়া একাদশ বৎসর বনে বাস করিতেছি । হে মহারাজ ! আমরা আপনার আজ্ঞানু-

সারে মান ও ধন পরিত্যাগ-পূর্বক অবি-শ্লিষ্ট চিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সেই মন্দবুদ্ধি স্তম্ভোদনকে বঞ্চিত-পূর্বক স্নেহে অজ্ঞাত বাস করিব । আমরা এক্ষণে অদূরে বাস করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়াছি ; পরে দূরদেশে গমন করিলে, তাহারা কখনই আমাদের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হইবে না ।

এইরূপে সংবৎসর গূঢ়বাস করিয়া পরিশেষে সেই নরাদম্য দুঃখোদনকে অনায়াসে পরাজয়পূর্বক তাহার সহিত চিরবন্ধমূল বৈরনির্যাতন করিব । অনন্তর আপনি পরম স্নেহে পৃথিবী পরিপালন করিবেন । আমরা এই স্বর্গোপম পরম রমণীয় স্থানে চির কাল বাস করিয়া শোক-সন্তাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার পরম পবিত্র কীৰ্ত্তি বিলুপ্ত হইবে ; অতএব আপনি কুরুবংশীয়গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ যশঃ লাভ ও সংক্রিয়ানুষ্ঠান করুন । আর আপনি ধনপতি কুবেরের নিকট যে কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইবেন, রাজ্যলাভ হইলে অনায়াসেই তৎসমুদায় অসম্পন্ন হইবে । আপনি এক্ষণে কৃতাপরাধ অরাতিগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করুন । হে রাজন্ ! স্বয়ং বজ্রপাণিও আপনার সাতিশয় উগ্রতেজঃ সঙ্ঘ করিতে সমর্থ হন না ; মহাপ্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও সাত্যকি আপনার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ব্যথিত হইবেন না । ধনুর্ধর ধনঞ্জয় অতুল বলশালী ;

উহার তুল্য পরাক্রান্ত । ভগবান্ বাসুদেব
মাদবগণ-সমভিব্যাহারে আপনার অর্থ-
সিদ্ধিবিষয়ে ঘেরূপ চেষ্টা করিবেন,
আমিও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ মাদ্রীকৃতদ্বয়-
সহকারে তদ্রূপ চেষ্টা করিব । এই রূপে
আমরা সকলে আপনার ঐশ্বর্য্য-লাভের
নিমিত্ত একত্রে মিলিত হইয়া অরাতিকুল
নিশ্চল করিতে প্রবৃত্ত হইব ।

মহাত্মা ধৰ্ম্মনন্দন ভ্রাতাদিগের মত
গ্রহণানন্তর কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ এবং
সমুদায় গৃহ, নদী, সরোবর ও রাক্ষসগণকে
আমন্ত্রণ করিয়া যথাগত পথ অবলোকন
করিতে লাগিলেন । পরে গন্ধমাদন
পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রার্থনা
করিলেন, হে শৈলেন্দ্র ! আমি শত্রুগণকে
পরাজয় ও অন্ত্যাত্ত কর্তব্য কর্মসকল
সম্পাদন-পূর্বক পরিশেষে জিতেন্দ্রিয়
হইয়া তপস্তা করিবার নিমিত্ত যেন পুনরায়
তোমাকে দর্শন করি ।

মহাত্মা বুধিষ্ঠির গন্ধমাদনের নিকট
এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনুজগণ ও দ্বিজাতি-
কুলসমভিব্যাহারে সেই পূর্বপরিচিত
পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । পর্বত-
নির্বারে সমুপস্থিত হইলে, ঘটোৎকচ তাঁহা-
দিগকে বহন করিতে লাগিল । তখন
মহর্ষি লোমশ কৃতপ্রস্থান পাণ্ডবগণকে
পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া পরম
শ্রীতমানে পুণ্যতম দেবগণ-নিলয়ে গমন
করিলেন । এ দিকে পাণ্ডবগণ আশ্চর্য্য-
কর্তৃক ; অনুশিষ্ট হইয়া পরম রমণীয়
তীর্থ, উপোবন ও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর-

সকল অবলোকন-পূর্বক গমন করিতে
লাগিলেন ।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ !
ভরতকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা বহুবিধ
প্রস্তবণ, দিগ্গজ, কিম্বর ও পক্ষিগণে
আকীর্ণ সেই পরম রমণীয় আবাসস্থান
গন্ধমাদন পরিত্যাগপূর্বক মনে মনে নিতান্ত
অসুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ।
কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা কুবেরের অভিলম্-
ণীয়, অতি রমণীয়, জলধর-সমকাস্তি কৈলাস
ভূধরে সমুপস্থিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য
সন্দর্শনে গন্ধমাদন পরিত্যাগজনিত শোক
সংবরণ-পূর্বক পুনরায় মনে মনে সাতিশয়
শ্রীত হইলেন ।

শরাসন ও খড়্গধারী নরেন্দ্রগণ অতু-
ন্নত, ভূধরসংকীর্ণ ভূভাগ, সিংহ সমুদায়ের
বাসস্থান, গিরিদেহু, প্রপাত, মিন্মস্থল ও
অনেকানেক যুগপাক্ষ-সেবিত মহাবন সমু-
দায় নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীতমানে
গমন করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা পথি-
মধ্যে যামিনীযোগে রম্য কানন, নদী,
সরোবর, গিরিগুহা বা গিরিগহ্বরে বাস
করিতেন । এইরূপে পাণ্ডবগণ নানাবিধ
দুর্গম স্থানে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে কমনীয়া-
কৃতি কৈলাস পর্বত অতিক্রম করিয়া
রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার মনোহর আশ্রমে সমুপ-
স্থিত হইলেন । তথায় তাঁহারা ঐ মহর্ষির
সহিত মিলিত ও তৎকর্তৃক অর্চিত হইয়া

আপনাদিগের গন্ধমাদনবাস-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিলেন ।

মহানুভব পাণ্ডবগণ দেবমহর্ষি-নিষেবিত পুণ্যাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া বিশাল বদরিকাশ্রম-মুখে পুনরায় গমন করিলেন । তাঁহারা সেই নারায়ণস্থানে অবস্থানপূর্বক স্মর ও ঋসিকগণসেবিত কুবেরের প্রিয়তম সরসী অবলোকন করিয়া বিগতশোক হইয়াছিলেন । যেমন ব্রহ্মর্ষি-গণ বীতমল হইয়া নন্দনবনে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ তাঁহারা তথায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন ।

এই রূপে তাঁহারা সেই বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া পরিশেষে কিরাত-রাজ স্ৰবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন । ক্রমে ক্রমে চীন, তুবার, দরদপ্রভৃতি দেশ ও বহুরত্নশালী কুলিন্দের দেশ সমুদায় এবং হিমাচলের দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া স্ৰবাহুর নগর নয়নগোচর করিলেন । কিরাতরাজ, পাণ্ডুনন্দনগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পরম পরিভুক্ত চিত্তে স্বয়ং প্রত্যক্ষগমন করিলেন ; তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন ।

অনন্তর কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনয়গণ, মহারাজ স্ৰবাহু, বিশোকপ্রভৃতি সূতগণ মহেন্দ্রসেনপ্রভৃতি পরিচারকবর্গ ও মহানসে নিযুক্ত পৌরোগবদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম পরিভুক্ত হইলেন । তাঁহারা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া সানু-চর ঘটোৎকচকে বিদায় করিয়া সমস্ত রথ ও সূতসমূহ-সমভিব্যাহারে যাগুন পর্বতে

গমন করিলেন । উহার সানুসমূহ অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ ; শিখরদেশ-সংসক্ত-শিশিররাশি স্বেতবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে ; স্থানে স্থানে প্রস্রবণসমুদয় শোভা পাইতেছে । পাণ্ডুতনয়গণ ঐ গিরিমধ্যে বিশাখযূপ নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহারা তথায় মৃগয়ানুরক্ত হইয়া নানাবিধ বরাহ, মৃগ ও পক্ষিকূলে সমাকীর্ণ চৈত্ররথ-তুল্য সেই মহাবনে সংবৎসর বিহার করেন ।

একদা বৃকোদর ঐ পর্বতকন্দরে মহাবল পরাক্রান্ত কালান্তক যমের ন্যায় এক ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষাদ ও মোহে যুগপৎ নিমগ্ন হইলেন । তখন অপ্রতিমতেজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহু প্রযত্নে ভুজঙ্গবোষ্টিতঙ্গ ভীমসেনকে মুক্ত করিলেন । তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সেই চৈত্ররথ-সদৃশ বন হইতে মরুধন্য দেশের প্রান্তভাগ অতিক্রম-পূর্বক সরস্বতীতীরস্থ দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইলেন । তত্রস্থ অধিবাসি-গণের আচার অবলোকন করিয়া তৃণ ও জলপাত্র আহরণ-পূর্বক তপঃ, দম, আচার ও সমাধি অবলম্বন-পূর্বক তাহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন । তাহার মধ্যে মধ্যে তীরপ্রকট পক্ষ, অক্ষ, রৌহিতক, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ, বিষ্ণু, ইন্দ্রদ, পীলু, শমী ও করীরপ্রভৃতি বৃক্ষ-নিবহে রমণীয় বৃক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের অভিলষণীয়, সুরসমূহের আবাসভূমি সর-

স্বতী-তীরে বিহার করিয়া পরম শ্রীত
হইতেন ।

অষ্টমপুত্ৰাধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! যিনি
দর্পিত চিত্তে পুলস্ত্যতনয় কুবেরকে যুদ্ধে
আহ্বান করিয়া সম্মুখীন হইয়াছিলেন,
যিনি কুবের-সরসীতীরে অসম্ভা যক্ষ ও
রাক্ষসগণের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন,
সেই অযুতনাগতুল্য বলশালী ভীমপরা-
ক্রম ভীমসেন কি নিমিত্ত অজগরের
আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন ? উহা শ্রবণ
করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মি-
য়াছে ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া
আগোপান্ত বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধনু-
র্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়গণ রাজর্ষি বৃষপর্কায়
আশ্রয়-হইতে আগমন করিয়া সেই দ্বৈত-
বনে বাস করিলে পর, মহাবল পরাক্রান্ত
বৃকোদর যদৃচ্ছাক্রমে শরাসন ও খড়্গ
গ্রহণপূর্বক সেই দেবগন্ধর্ব-সেবিত পরম
রমণীয় বন ও হিমাচলের রম্য প্রদেশ
সমুদায় অবলোকন করিলেন । কোন-
স্থানে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ সতত
বিচরণ করিতেছেন ; কোথাও চকোর
চক্রবাক, জীবজীবক ও কোকিলসকল
স্বমধুর ধ্বনি করিতেছে ; কোথাও সিংহ-
যুথ ভীষণ নিনাদ করিতেছে ; কোথাও
সতত পুষ্পফলে সমাকীর্ণ মনোনয়ন-
নন্দন পাদপসমুদায় অসাধারণ শোভা সম্পা-
দন করিতেছে ; কোথাও বৈদূর্য্য মণি-

সমিভ সলিলসম্পন্ন হংসকারণ-বিচ-
রিত গিরিনদীসমুদায় শোভা পাইতেছে ;
কোথাও দেবদারুগণেরাজি জলদজালের
ম্যায় বিরাজিত হইতেছে ; কোথাও বা
হরিচন্দন ও উত্তুঙ্গ কালীয় বৃক্ষসমুদায়
একত্র গিলিত হইয়া শোভিত হইতেছে ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই
প্রদেশের এই রূপ শোভা নিরীক্ষণ করিয়া
বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বিবিধ যুগ, মহাকায় হস্তী,
বরাহ ও মহিষ সমুদায়কে সংহার করিতে
আরম্ভ করিলেন । বেগে পাদপসমুদায়
উৎপাটন ও ভগ্ন করিয়া কানন প্রতিধ্বনিত
করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ-
পূর্বক পর্বতাগ্র মর্দন এবং পাদপসমু-
দায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন । পরে তিনি
নির্ভয় হৃদয়ে আশ্বেটন, সিংহনাদ ও তল-
ধ্বনি করিয়া কখন বেগে ধাবমান কখন
দণ্ডায়মান কখন বা উপবিষ্ট হইয়া যুগা-
শ্বেষণ পূর্বক সেই গহন কাননে বিচরণ
করিতে লাগিলেন । তখন মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র
ও যুগেন্দ্রগণ ভীমসেনের ভীষণ নিনাদ
শ্রবণে ভীত হইয়া গুহা পরিত্যাগ-পূর্বক
পলায়ন করিতে লাগিল ; এবং তত্রত্য
অসংখ্য প্রাণিগণ বিত্রাসিত ও গুহাশায়ী
সর্পকুল সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ।

মহাজ্যেষ্ঠ ভীমসেন এই রূপে যুগাশ্বে-
ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বনেচরের ম্যায় পাদ-
চারে সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ-
পূর্বক অতি বেগে আতিক্রমণ করিয়া পরি-
শেষে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগি-
লেন । কিয়দূর গমন করিয়া গিরিদুর্গ-

মধ্যে অবস্থিত, লোমহর্ষণ, মহাকায় এক ভুজঙ্গম অবলোকন করিলেন । ঐ সর্প পর্বতাকার স্বীয় বিপুল কলেবরদ্বারা গিরিকন্দর আবরণ করিয়াছে । উহার অঙ্গ চিত্রবিচিত্র ও হরিদ্রাবর্ণ ; মুখবিবর গুহার ন্যায় ; দন্তচতুষ্টয় অতিশয় ভীষণ ; নয়নযুগল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও আকার কালাস্তক যন্মের ন্যায় ; দেখিলে সমস্ত লোকেরই হৃদয়ে ভয় জন্মে । ঐ ভুজঙ্গ মুহূর্হঃ স্কন্ধী লেহন ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক যেন প্রাণিগণকে ভৎসনা করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছে ।

সেই ঘোরদর্শন অঙ্গগর ক্রোধাস্থিত-চিত্তে সহসা ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলপূর্বক তাঁহার করদ্বয় আক্রমণ করিল । তিনি তখন বিষধরের গাত্র স্পর্শ করিয়া বরপ্রভাবে একেবারে বিমোহিত হইলেন । ব্রাহ্মণবরের কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! দশ সহস্র নাগতুল্য বলশালী ভীমসেনের তাদৃশ বাহুবল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল ! তিনি ভুজগের আক্রমণে বিমোহিত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন ; আত্মমোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই ভুজঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না ।

একোনাশীত্যাধিকশততম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অবনিনাথ ! তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন এই রূপে সেই

অঙ্গগরের বশীভূত হইয়া তাহার অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন ; হে ভুজগেন্দ্র ! তুমি কে ? আর আমাকে লইয়াই বা কি করিবে ? অনুগ্রহ করিয়া বল । আমি পাণ্ডুনয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা, আমার নাম ভীমসেন । আমি অযুত নাগসম বলশালী ; অতএব তুমি কিরূপে আমাকে বশীভূত করিলে ? আমি অনেকানেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও বারণ সংহার করিয়াছি ; মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস, পিশাচ ও পক্ষগণ আমার বাহুবল সহ করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু তুমি আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিয়াছ । হে পক্ষগবর ! এ কি তোমার বিদ্যাবল ? অথবা বরপ্রভাব ? দেখ, আমি সাতিশয় যত্নসহকারেও তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না ; তুমি অনায়াসেই আমার অসামান্য বল বিক্রম বিনষ্ট করিলে । এখন বিলক্ষণ বোধ করিলাম, মানবগণের বল বিক্রম সকলই রূথা ।

অক্লিষ্টকর্মা ভীমসেন এই রূপ কহিলে, অঙ্গগর স্বীয় শরীর দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর বেষ্টনপূর্বক কেবল বাহুদ্বয়মাত্র পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাভুজ ! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত ; দেবগণ অথ তোমাকেই আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন । দেহিগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই ; অথ বহু কালের পর তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কদাচ পরিত্যাগ করিব না । হে শক্রনিপাতন !

আমি যে নিমিত্ত সর্পযোনি প্রাপ্ত ও মহর্ষিগণের কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং যেরূপে আমার শাপান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের বংশে সগুহুত আয়ু নামা নৃপবরের বংশধর পুত্র নহ্ম ভূপতির নাম অবশ্যই তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আমি সেই নহ্ম; ব্রাহ্মণগণের অবমাননা-নিবন্ধন মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে এই দুঃখবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হায়! আমার কি দুর্দৈব! দেখ, তুমি আমার অবধ্য দায়াদ, অদ্ব তোমাকেও ভক্ষণ করিতে হইল; কি করি! আগার প্রতি এই রূপ নিয়ম নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে; হে নরোত্তম? কি গজ, কি মহিস, যে জন্তু হউক, দিবসের ষষ্ঠভাগে মৎকর্তৃক আক্রান্ত হইলে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি তিৰ্য্যাগ্যোনিগত সর্পের নিকট পরাভূত হইয়াছ মনে করিয়া লজ্জিত হইও না; ব্রাহ্মণপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই আমাকর্তৃক তোমার বীৰ্য্যহানি হইয়াছে। আমি বিমানোপরিস্থিত শক্রাসন হইতে নিপতিত হইবার সময় অতিদীন বচনে মহর্ষিকে শাপান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আগার কাতরোক্তি শ্রবণে কারুণ্য-রসপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, “রাজন্! তুমি কিয়দ্দিন পরে শাপ হইতে মুক্ত হইবে”; অনন্তর ভূমিতলে নিপতিত হইলাম, কিন্তু আগার স্মৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। অতাপি আমার স্মৃতি পূর্বের ন্যায় বিলক্ষণ বলবতী রহিয়াছে।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন “হে রাজন্! যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে, সেই তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবে”। তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, “হে রাজন্! তুমি অতি বলবান্ জন্তুকে আক্রমণ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বভ্রংশ হইবে” হে বীরবর! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সেই সমুদায় অনুকম্পাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলেই অন্তহিত হইলেন। আমি তদবধি এই সর্পযোনি-প্রাপ্তরূপ অপবিত্র নরকে নিমগ্ন হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছি।

তখন মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাসর্প! আমি ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করিতেছি না; কারণ, মর্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে অবশ্যই স্তম্ভ ছুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব স্তম্ভনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার-প্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? দৈবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; পুরুষার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমি দৈবপ্রভাবেই স্বীয় ভুজবলে বঞ্চিত হইয়া এই দুঃখবস্থা-গ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত অণুগাত্রও পরিতাপ করিতেছি না; কেবল রাজ্য-বিচ্যুত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত সতত পরিতপ্ত হইতেছি। হায়! তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার অশ্বেষণার্থ বিহ্বলচিত্তে যক্ষরাক্ষস-

সকুল দুর্গম হিমাচলের চতুর্দিকে ধাবমান হইবেন এবং পরিশেষে আমি বিনষ্ট হইয়াছি, এই বোধে নিতান্ত উত্তমশূন্য হইয়া পরিদেবন করিবেন ! হা ! তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ! কেবল আমিই রাজ্যলোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছি ! অথবা ধীমান্ ধনঞ্জয় আমার বিনাশে বিসম্ব হইবেন না । তিনি সর্কাস্ত্রবেত্তা ; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না । কপটদ্যুতকারী দম্ভপরায়ণ দুর্ব্বোধনের কথা দূরে থাকুক, সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ একাকী দেবরাজকেও স্থান-ভ্রষ্ট করিতে পারেন ।

হায় ! আমি সেই পুত্রবৎসলা জননীর নিমিত্ত নিতান্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি ! তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে ‘সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হও’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন । হে ভুজঙ্গম ! আমার বিনাশে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত মনোরথসকল এককালে নিষ্ফল হইবে ! হা ! নকুল ও সহদেব কেবল গুরুজনের নিদেশবর্ত্তী ! তাহারা আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়াই পুরুষাভিমান করে ! আমার বিনাশ হইলে নিশ্চয়ই তাহারা উৎসাহশূন্য, বীর্ষ্যবিহীন ও পরাক্রম-হীন হইবে ! মহাত্মা বৃকোদর এই রূপে ভুজঙ্গভোগে সংরুদ্ধকলেবর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন ।

এ দিকে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নানাবিধ অনিষ্টজনক উৎপাতদর্শনে সাতিশয় অশ্রুশ-

চিত্ত হইলেন । শৃগালগণ আশ্রমের দক্ষিণ দিকে বিত্রস্তচিত্তে সূর্যাভিমুখে অশিব ধ্বনি করিতে লাগিল । একপক্ষা, একনেত্রী, একচরণা, মলিনা, ঘোরদর্শনা বর্ত্তিকা আদিত্যাভিমুখে রক্ত বমন করিতে লাগিল । প্রচণ্ড রুদ্ধসমীরণের বেগে বালুকা উড়িয়ায়মান হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল । দক্ষিণ ভাগে মৃগ ও পাক্ষীগণ নিনাদ করিতে লাগিল । পশ্চাচ্ছাগে কৃষ্ণ-বায়স ‘যাও যাও’ বলিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল । তাঁহার দক্ষিণ বাহু ও বাম চক্ষুঃ মুহুমূহুঃ স্পন্দিত, চিত্ত চঞ্চল ও বারংবার পাদস্থলন হইতে লাগিল ।

ধীমান্ ধর্ম্মরাজ এই সমুদায় দুর্লক্ষণ নিরীক্ষণে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালি ! ভীমসেন কোথায় ? তিনি কহিলেন, মহারাজ ! ভীমসেন বহুক্ষণ হইল, কোন্ স্থানে গিয়াছেন কিছুই জানি না ।

তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীরক্ষণে নিয়োগ এবং নকুল সহ-দেবকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অনতিবিলম্বেই ধৌম্য-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অন্ত্রেষণে গমন করিলেন । অনন্তর সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনের চরণাচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অন্ত্রেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া ভীমসেনের অন্ত্রাণ্ড নানাবিধ চিহ্ন অবলোকন করিলেন । বনমধ্যে অনেক যুথপ হস্তী, শত শত মৃগ ও মৃগেন্দ্রগণকে

নিপতিত দেখিয়া বোধ করিলেন, বৃকোদর এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন ; তখন তিনিও সেই পথে গমন করিলেন ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পশ্চিমদ্যে মহাবীর বৃকোদরের গমনকালীন উরুপবন-বেগে ভ্রমদ্রুগ সমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া মাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । এই রূপে ধন্যাত্মা ধর্ম্মনন্দন ঐ সকল চিত্র অবলোকন পূর্বক গমন করিয়া পরিশেষে রুক্ষ মারুতপরিপূর্ণ, নিষ্পাত্র কণ্টকিত দ্রুমসঙ্কুল, জলশূন্য, স্তূভূগম গিরিগল্বরমধ্যে ভুজঙ্গভোগপরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজকে অবলোকন করিলেন ।

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির আশীবিষ-ভোগাবরুদ্ধ প্রিয়তম ভীমসেনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! কি প্রকারে তোমার এই বিপত্তি ঘটিল ? আর এই পর্ব্বতোপম ভোগভূষিত ভুজঙ্গই বা কে ?

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া সর্পের আক্রমণ-প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক কহিলেন, আর্ধ্য ! এই যে বিসম্বর আমাকে ভক্ষণের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি মহাসত্ত্ব রাজষি নহয় ; ইনি ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া এই স্থানে রহিয়াছেন ।

যুধিষ্ঠির সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আয়ুজ্ঞন ! তুমি আমার অমিত-বিক্রমশালী সহোদরকে পরিত্যাগ কর ;

আমরা তোমাকে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী অন্য প্রকার আহার প্রদান করিব ।

সর্প কহিলেন, তাত ! আমি আহারের নিমিত্তই মুখাগত রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর ; এই স্থানে থাকা কোন ক্রমেই তোমার উচিত নহে, কেন না তাহা হইলে তুমি কল্যাণ আমার ভক্ষণীয় হইবে । আমার এই প্রকার নিয়ম নিবন্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিবে, আমি সেই ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করিব । তুমিও আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ, কিন্তু অন্য তোমার অনুজাতকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই ।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প ! তুমি দেবতাই হও, দানবই হও অথবা সর্পই হও, যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি যথার্থ করিয়া বল, কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিয়াছ ? কোন্ বিষয় অবগত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে ? আমি তোমাকে কি প্রকার আহার প্রদান করিব ? এবং কি হইলেই বা ইহাকে পরিত্যাগ করিবে ?

সর্প কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার পূর্বপুরুষ, আয়ুর পুত্র ও চন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, আমার নাগ নহয়, আমি যজ্ঞ, তপস্বী, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্রেশে ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যশূলভ দর্পে একরূপ দর্পিত

হইয়াছিলাম যে, সহস্র সহস্র দ্বিজাতিকে অবমাননা করিয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিতাম। সেই অপরাধে ভগবান্ অগস্ত্য আমাকে এই অবস্থা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অস্ত্রাপি আমার সেই পূর্বপ্রজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার অনুগ্রহে দিবসের মঠভাঙ্গুগে আহারার্থ তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব কোন মতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং আমার অস্ত্র কামনাও নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিমধর! আপনি যথেষ্ট প্রশ্ন করুন; যদি বোধ হয় যে, এ বিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেত্ত নির্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য দ্বারা তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব ব্রাহ্মণ কে? এবং বেত্তই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনুশংস, তপঃ ও যুগলক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না সেই সুখদুঃখবর্জিত নির্বিশেষ

ব্রাহ্মণই বেত্ত; যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অদ্রাস্ত-বেদ চতুর্বর্ণেরই ধর্মব্যবস্থাপক; স্তত্রাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনুশংস, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যতপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রেও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেত্ত বলিয়া নির্দেশ করিলে সুখদুঃখবর্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্র-বংশীয় হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ-বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ; এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।

আপনি কহিয়াছেন যে, “সুখদুঃখ-বিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেত্তলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে”। উহা যথার্থ; কেন না অনিত্য বস্তুমাত্রেরই হয় সুখ, না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখদুঃখ-বিহীন; অতএব তিনিই বেত্ত। এক্ষণে আপনার মত কি, প্রকাশ করুন।

সর্প কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া

স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প ! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতি-বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে ; অতএব মনুষ্য-জাতির মধ্যে সমুদায় বর্ণের এইরূপ সঙ্কর-বশতঃ ব্রাহ্মণ্যাদি জাতি নিতান্ত দুষ্ক্রেম্য । কিন্তু তদ্বদর্শীরা তাহার মধ্যে “যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ,” এই আর্ষ-প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছেন । বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণ্য লাভের হেতু বলিয়া নালিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয় ; তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হন । তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদ পাঠ না করেন, ততদিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন । জাতিসংশয়স্থলে সায়স্তুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত । এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম ; তুমি সত্যতঃ বিময়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ ; অতএব তোমার ভ্রাতাকে ভক্ষণ করিব না ।

একাদশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প ! আপনি নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ; অতএব কি কর্ম্ম করিলে সদগতি লাভ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন ।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়-বাক্যের সহিত সংপাত্রে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দান ও সত্য ইহার মধ্যে কোন্টি প্রধান, এবং অহিংসা ও প্রিয় ইহার মধ্যেই বা কোনটির গৌরব অধিক ?

সর্প কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! দান, সত্য তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয় । কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট ; কখন সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর । এই রূপ কোন স্থলে প্রিয় বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক ; কোন স্থলে বা অহিংসা অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক । হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে তোমার আর কি অভিপ্রায় আছে, বল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্ব্ববর ! আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার ?

সর্প কহিলেন, হে রাজন্ ! মানব-

জাতির স্বকৰ্ম্মনির্দিষ্ট গতি তিন প্রকার ; মানবজন্মপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্যোনি-প্রাপ্তি । নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদি কৰ্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয় ; ইহার বিপরীত কৰ্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ ; আর তির্য্য-গ্যোনি প্রাপ্তির পক্ষে যে সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ কর, কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনু-ষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে । তির্য্যগ্যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, কিন্তু কখন কখন গো, অশ্বপ্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা গিয়াছে ; অতএব জীব সকল কৰ্ম্মবশতই এতাদৃশী গতি প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে । দেহাভিমানী আত্মা স্বখ-কামনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহযোগজনিত ফল ভোগ করে, কিন্তু নিকাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতিশয়-নিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কৰ্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমাহিত করেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতে ! আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গুন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না, বিশেষ করিয়া বলুন ।

সৰ্প কহিলেন, হে নরবীর ! আত্মা যখন দেহ ও করণবিশিষ্ট হন, তখন তিনি বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন । তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও

মনঃ এই তিনটি করণ । জীবাত্মা শরীরাদি-ষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংস্কৃত মনঃ দ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন । তখন মনঃ বিষয় গ্রহণে বুদ্ধি কর্তৃক ব্যাপ্ত হয় ; এই জন্ত মনঃ কালভেদবশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না । বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে ; আত্মা জন্মের মধ্য-বর্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ দ্রব্যে উদ্ভ্রাম্য বুদ্ধি প্রেরণ করেন । পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৰ্প ! মনঃ ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণের প্রধান কার্য্য ; আপনি উহা বিশেষ অবগত আছেন ; অতএব মনঃ ও বুদ্ধির লক্ষণ কি, বলুন ।

সৰ্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যক্তি-ক্রমের বিদেয় এবং ইচ্ছার প্রয়োজক । মনঃ এক বারে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি, কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; মনঃ গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নিগুণ ; অতএব মনঃ ও বুদ্ধির যে প্রভেদ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । হে রাজন্ ! তুমিও বুদ্ধিমান ; অতএব এ বিষয়ে আর কি বোধ করিতেছ ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! আপনি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেদিতব্য বিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ হইয়াও কি নির্মিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন, আপনি স্বর্গবাসী ও সর্ব্বজ্ঞ ;

তথাপি মোহ কি প্রকারে আপনাকে অভিভূত করিল ! আপনি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ অদ্বুত কৰ্ম্ম করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না !

সৰ্প কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানি, সম্পদ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে ; মনুষ্যেরা স্ত্রুথে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন । এই জন্য আমিও সেই রূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম ; এক্ষণে পতিত হইয়া চৈতন্য হওয়াতে তোমাকেও সচেতন করিয়া দিতেছি । হে মহারাজ ! তুমি আমার সহিত সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাকে এই দুৰ্মোচ্য ঘোরতর শাপ হইতে মুক্ত করিয়া অসাধারণ কার্য্য সাধন করিলে ।

পূর্ব্বে আমি দেবলোকে দিব্য বিমানা-রোহণে বিচরণ করিতাম, অভিমানে মত্ত হইয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিতাম না । দেব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ব্রহ্মণি ও ত্রিলোকনিবাসী সমুদায় লোক আমাকে কর প্রদান করিত । আমার ঈদৃশ দৃষ্টি-শক্তি জন্মিয়াছিল যে, মানবগণকে অবলোকন করিবামাত্র তাহার তেজঃ হরণ করিতাম । সহস্র সহস্র ব্রহ্মণি আমার শিবিকা বহন করিত । এই প্রকার অবিনয়ই আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে ।

এক দিন অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, আমি সেই সময় তাঁহাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তিনি সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূত চিত্তে আমাকে “ সৰ্প হইয়া পতিত হও ” বলিয়া

শাপ প্রদান করিলেন ! আমি তৎক্ষণাৎ হীনতেজঃ ও ভুজঙ্গ হইয়া বিমান হইতে অধোমুখে নিপতিত হইলাম । তখন আমি আপন ছরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শাপবিমোচন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, হে ভগবন্ ! আমি অনবধান-দোষে বিমূঢ় হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন । তখন তিনি আমাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কারুণ্যরস বশব্দ হইয়া কহিলেন, ধুম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন । তোমার এই অহঙ্কারজনিত ঘোর পাপের ফলভোগ পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় পুণ্যফল ভোগ করিবে !

আমি তাদৃশ তপোবল, ব্রহ্মপরায়ণতা ও ব্রাহ্মণত্ব দর্শন করিয়া বিশ্বয়রসে প্লাবমান হইলাম এবং এই নিমিত্তই তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম । সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ও ধৰ্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থ সাধক ; জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে । হে যুধিষ্ঠির ! তোমার এই মহাবল ভ্রাতার ও তোমার কল্যাণ হউক ; আমি এক্ষণে স্তরলোকে গমন করি ।

নহুমরাজ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক অজগরকলেবর পরিত্যাগ ও দিব্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্য ধামে গমন করিলেন । পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে অজগরবিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন । দ্বিজগণ, অৰ্জ্জুনাদি ভ্রাতৃত্বেয় ও দ্রুপদনন্দিনী

সেই বৃত্তান্তে অবগে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন । দ্বিজাতিগণ ভীমসেনের অসমসাহসিক কৰ্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভীমসেন ! ঐদৃশ কৰ্ম্ম আর কদাচ করিও না । পাণ্ডবগণ বিপদ্বিনিমুক্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তথায় ক্রোড়া করিতে লাগিলেন ।

আজগরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

মার্কণ্ডেয়সমস্তা পর্ব্বাধ্যায় ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ঐশ্ব্যবাসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল । শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিগ্ভাগুল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মূলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল । বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল । তৎকালে বোধ হইল যে, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে । নবীন তৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল ; দংশ ও বিষধরকুলের নিতান্ত প্রাচুর্ভাব হইয়া উঠিল । চতুর্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে, সমবিষম ভূতল, নদীনিবহ

ও অন্যান্য স্থাবর সকল আর অনুভূত হইল না । তীব্রবেগবতী ক্ষুদ্রসলিলা স্রোতস্বতী-সকল কলকল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী সকল পরি-শোভিত করিল । তাহার মধ্যে ধারা-জলসমাচ্ছন্ন বরাহ, যুগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দানিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল । চাতক, ময়ূর ও পুংস্কো-কিলকুল একান্ত মত্ত এবং দছুর সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল । পরিপূর্ণ গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ বিবিধাকার-নারদরবানুনাচিত বর্ষাকাল সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন ।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল । অরণ্য ও পর্ব্বতশ্রেণী প্রচুর পরিমাণে তৃণ-সমৃদ্ধ সমুৎপন্ন, নিম্নগা সকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । ক্রৌঞ্চ, হংস, সারসপ্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল । রজোবিহীন জলধরশীতল বিভাবরী গ্রহ, নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল । নদী ও পুষ্করিণীসকল কুমুদ, কুবলয় ও কল্লায়ে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল । বেতসলতা-সঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল ।

মহাবীর পাণ্ডবেরাও সেই প্রসন্নসলিলা পুণ্যতমা সরস্বতীকে পরিপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় সমুন্মত্ত হইলেন । পাণ্ডবগণের

নারায়ণাশ্রম-বাসকালে শারদীয়া কার্তিকী পৌর্ণমাসী রজনী উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা প্রস্থানের উদ্দেশ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিত পক্ষের আরম্ভেই মহাসত্ত্ব তাপসগণ, মহর্ষি ধোম্য, সূত ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে গমন করিলেন।

ত্রাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত আতিথিসংকার গ্রহণপূর্বক দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! অর্জুনের প্রিয় সখা মহাত্মা কৃষ্ণ সততই আপনাদিগের দর্শন বাসনা ও শুভ প্রত্যাশা করিয়া থাকেন ; এক্ষণে আপনাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়াছেন ; অতএব তিনি অতি সত্বরেই এস্থানে সমুপস্থিত হইবেন। আর তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন চিরজীবী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও অবিলম্বে আপনাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় এই কাম্যক বনে উপনীত হইবেন ; এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন।

এই অবসরে বাসুদেব স্থলঙ্গণ-সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথারোহণ করিয়া শচীশনাথ সুরনাথের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভাগার সহিত কাম্যক বনে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া

হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধোম্যকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পরিশেষে নকুল ও সহদেবকর্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাদ প্রদানপূর্বক বীরবর প্রিয়তম অর্জুনকে আগত অবলোকন করিয়া মুহূর্মূহঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধোম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকারপূর্বক চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণ অস্তরসংহার-সমর্থ পার্থের সহিত সমাগত হইয়া কার্তিকেয়-সহ সমাসীন ভগবান্ ভূতপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জুন কৃষ্ণকে আদ্রোপান্ত সমস্ত বনবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্তবদ্রা ও অভিমন্যুর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অশেষ প্রশংসাপূর্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্ ! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ; ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত তপোন্মুষ্ঠান করা সর্বতোভাবে বিধেয় ; আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহ লোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্বক সান্নোপাঙ্গ ধর্ম্মব্রত অধ্যয়ন করিয়া ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জনপূর্বক চিরপ্রথিত যাগযজ্ঞসকল সংসাধন করিয়াছেন। গ্রাম্য ধর্ম্মে আপনার অণুমাত্রও অনুরাগ নাই, আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ

কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন না। অর্থ-লাভলোভেও কখন ধর্মপথপরিভ্রষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য, ধন ও বহুবিধভোগ লাভ করিলেও দান, সত্য, তপঃ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সম্বিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্বজন-সমক্ষে দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়াছিল, তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে; কেবল আপনিই ধৈর্য্যামলম্বন-পূর্বক তাদৃশ দুর্বিষহ নৃশংসার সহ্য করিয়াছেন। যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে এই ক্ষণেই পৌরবকুল সমূলে নিশ্চূল করিব; আর আপনি পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়া পরম সুখে প্রজা পালন করিবেন। ভগবান্ বাহুদেব এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌম্যপ্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাবীর অর্জুন আপনাদিগেরই সৌভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্রসকল লাভ করিয়া প্রফুল্ল মনে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি স্নহদগ্ন-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে কৃষে! এক্ষণে ধর্মুর্বেদে একান্ত অনুরক্ত তোমার আত্মজ প্রতিবিন্দ্যপ্রভৃতি সুশীল শিশু স্নহদগ্নানু-মোদিত সাধুজনাচরিত পথে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণকর্তৃক রাজ্য বা ধন দ্বারা প্রলো-ভিত হইয়াও তাঁহাদের আবাসে বাস করিয়া

কোন ক্রমেই চিত্তপরিতোষ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের একান্ত অভি-লাষ যে, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত স্ত্রুথস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। আখ্যা কুন্তী ও ভূমি তাহাদিগকে যাদৃশ পরম যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে, তদ্রূপ স্ত্রুভদ্রাও এক্ষণে তাহা-দিগকে অপ্রমাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রহ্লাদ যেমন অনিরুদ্ধ, অভি-মন্যু, সুনীথ ও ভানুর বিনেতা ও একমাত্র গতি, তদ্রূপ তোমার সন্তানগণেরও বিনেতা এবং একমাত্র গতি। কুমার অভিমন্যু তোমার নিরালস্য সন্তানদিগকে গদা ও অসিচর্ম্মগ্রহণ, অস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও রথাস্ত্র-যান-বিষয়ে সতত সম্যকরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রহ্লাদ, তোমার আত্মজগণ ও অভিন্যুকে সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র প্রদানপূর্বক সুশিক্ষিত করিয়া তাহা-দিগের বল বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছে। তোমার আত্মজেরা যেখানে বিহার করিবার অভিলাষে গমন করে, সেই স্থানেই হস্তী, অশ্ব ও রথসকল তাহা-দের প্রত্যেকের অনুগমন করিয়া থাকে।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব, কুকুর ও অন্ধকেরা আপ-নার নিদেশবর্তী হইয়া সেই স্থানেই অব-স্থান করিবে। মাথুরী সেনাসকল শর-শরাসন-প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও হস্তিপকের সহিত আপনার সাহায্য করিবে। আপনি পাণ্ডা দুর্যো-

ধনকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত ভোগ ও সৌভাগ্যপতির পথে প্রেরণ করুন। আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার যেন অণুখা না হয়। এক্ষণে হস্তিনা নগর যাদবগণকর্তৃক আপনার শত্রুকুল-বিনাশ প্রার্থনা করুক। আপনি বিগতক্রোধ, বাতশোক ও নিম্পাপ হইয়া যথেষ্ট-বিহারপূর্বক সর্বাঙ্গে প্রসিক্ত নাগপুরে প্রবেশ করিবেন।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদুক্ত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সবিশেষ পর্যালোচনা-পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অধিতীয় গতি; পাণ্ডবেরা তোমারই শরণাপন্ন; কি বিপদ কি সম্পদ সকলকালেই তুমি তাহাদিগের কর্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর নির্জজনে অতিবাহিত হইয়াছে; পরে পাণ্ডবেরা যথাবিধি অজ্ঞাতচর্যা সমাপন করিয়া তোমার সহিত গিলিত হইবে; হে কেশব! তোমার যেন সর্বদাই এই রূপ সদ্ভাব থাকে ও সত্যপরায়ণ দানধর্ম্মানুরক্ত সদার সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর, ধর্ম্মাত্মা, রূপগুণ সম্পন্ন, অজর, অমর, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসহস্র-বর্ষব্যয়ক; কিন্তু দেখিলে পঞ্চবিংশতি-বর্ষদেহীয়েয় স্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায়ভ্রাক্ষণ ও কৃষ্ণসমবেত

পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অর্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চিত হইয়া স্তম্বে উপবেশন পূর্বক পরিশ্রম অপ-নয়ন করিলে পর, রক্ষিঃবংশাবতংস কৃষ্ণ ভ্রাক্ষণগণ ও পাণ্ডবাদিগের মত-গ্রহণপূর্বক মহর্ষিকে কহিঁত লাগিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! সমুদায় সমাগত ভ্রাক্ষণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি আমরা সকলেই আপনার অতুষ্কট বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্বক ভূপতি, স্ত্রী ও ঋষিগণের সদাচার-ব্যবহারপ্রভৃতি পুরারত্ত কীর্তন করুন।

মহর্ষিকে এই রূপ জিজ্ঞাসমানন্তর সকলে স্তম্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পাণ্ড-অর্য্য দ্বারা সেই সমাগত দেবর্ষিকে যথা-বিধি পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তত্রস্থ জনগণকে মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে কৃত-নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বায়ুদেব মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণ সমক্ষে যাহা কীর্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা কীর্তন করুন।

মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখ, অনেক উপাখ্যান কহিতে হইবে; অতএব একটী সময়

নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক । পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণে দ্বিজগণ-সমভি-
বাহারে মধ্যাহ্নকালে পুরারত্ন শ্রবণ করি-
বার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন ।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির
মার্কণ্ডেয়কে বিবক্ষু দেখিয়া কহিলেন,
হে ভগবন্ ! আপনি অশ্রাদ্ধের সেবা,
উপাস্ত, অভিমত ও চিরকাজিত । আপনি
সমুদায় দেব, দানব, মহাত্মা মহর্ষি ও
রাজর্ষিগণের চরিত অবগত আছেন ; অত-
এব আপনা হইতেই আমার সংশয়াপনোদ
হইবে ; সন্দেহ নাই । আর এই দেবকী-
নন্দন আমাদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত
এস্থানে আসিয়াছেন, ইনিও এক জন
বিদ্বৎ ও সমুৎসুক শ্রোতা । হে মহাত্মন !
আমি এক্ষণে আপনাকে স্তববিহীন ও ধূত-
রাষ্ট্র-তনয়গণকে সমুদ্বিশালী দেখিয়া মনে
করিতেছি যে, শুভ বা অশুভ কস্মের
অনুষ্ঠাতা কই তাহার ফল ভোগ করে ?
আর কি প্রকারেই বা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া
স্বীকার করি ? কি নিমিত্ত মনুষ্যের স্তব-
ছুঃখ সমুৎপন্ন হয় ? মনুষ্য ইহ লোকে, কি
পর লোকে আপনার কস্মফল প্রাপ্ত হয় ?
দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে পর-
লোকে শুভাশুভ-ফল ভোগ করে ও ইহ-
কালেই বা কিরূপে উহা লাভ করে ? মৃত
ব্যক্তির কস্মকলাপ কোথায় থাকে ?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি
উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন ; কিন্তু নিখিল
জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর আছে ;
তথাপি কেবল লোকস্থিতির নিমিত্ত

জিজ্ঞাসা করিতেছেন । অতএব যেরূপে
মনুষ্য ইহ লোক ও পর লোকে স্তব ছুঃখ
ভোগ করে, আমি তাহা কীর্তন করি-
তেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ।

ভগবান্ পূর্বপ্রজাপতি শরীরীর শরীর
নির্ম্মল, অতি পবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া
সৃষ্টি করিয়াছেন । হে কুরুসন্তম ! সর্বদা
সফলমনোরথ, সত্যবাদী, ব্রহ্মস্বরূপ, পুরা-
তন পুণ্যাত্মা নরগণ সচ্ছন্দে নভস্তলে দেব-
গণের সহিত সমাগত হইয়া পুনর্ব্বার
সকলে মদুচ্ছাক্রমে প্রত্যাগমন করিতেন ।
সেই সচ্ছন্দচারী নরগণ স্বেচ্ছামরণ
ছিলেন । তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন
ক্রমেই বাধা ঘটিত না ; তাঁহারা নিরাতঙ্ক,
নিরুপদ্রব, দেবরন্দ ও মহাত্মা ঋষিগণের
পরিদর্শক, দান্ত, বিগতমৎসর, মহত্স বর্ম্ম-
জীবী ও সকলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন ।
তাঁহারা মহত্স পুত্র লাভ করিতেন ।

অনন্তর কালক্রমে তাঁহারা ধ্বাতলচারী
ও কামক্রোধাভিভূত হইয়া সর্বদা কপট
ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নৃতন কলেবর
পরিগ্রহ করিয়া লোভ ও মোহের একান্ত
বশব্দ হইয়া উঠিলেন । তখন তাঁহারা
নানাবিধ অশুভ কস্মদ্বারা পাপগ্রস্ত,
তির্য্যাগ্যোনিগত ও নিরয়গামী হইয়া বিচিত্র
সংসারে পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইতে লাগি-
লেন । তাঁহাদিগের অর্ভাক্ত সঙ্কল্প ও
জ্ঞান সকলই বিফল হইয়া গেল ; তাঁহা-
দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অশুভ কস্ম
করিতে লাগিলেন । তাঁহারা নিবেকনিধুর,

সকল বিষয়েই শিক্ষিতচিত্ত, লোকসমাজের ক্রেশকর, দুষ্কলজাত, ব্যাধিবহুল, ছুরাত্মা, প্রতাপবিহীন, পাপিষ্ঠ, অল্লায়ুঃ, সর্বকামের অভিলাসী, বিভিন্নহৃদয় এবং নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। হে কোন্তেয় ! এই রূপে মৃত প্রাণী ইহ কালে স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারিনী গতি লাভ করে।

প্রাজ্ঞ অথবা হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কৰ্ম্ম-সকল কোথায় থাকে এবং তাদৃশ ব্যক্তি কোথায় থাকিয়া স্মৃকৃত ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে ; এক্ষণে ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি শরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কৰ্ম্মের সঞ্চয় করে। পরিশেষে আয়ুঃশেষ হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরি ত্যাগ করিয়া অন্ত্যোনিতে সম্ভূত হয় ; ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না ; সেই দেহান্তর পরিগ্রহ-কালে স্মৃকৃত কৰ্ম্ম-সকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখদুঃখের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্থির করিয়া-ছেন যে, কৃতান্তবিধিবশংবদ জন্তু প্রাপ্ত সুখ দুঃখ কদাচ দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্ ! হীনবুদ্ধি ব্যক্তির গতি নিরূপিত হইল ; এক্ষণে জ্ঞানবানের পরমা গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা তপোানুষ্ঠান করিয়াছেন ; যাঁহারা সৰ্ব্বাপন্ন-পরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশ্রদ্ধাযু, সুশীল, নিশ্চিন্তসভাব, দান্ত, পবিত্র যোনিসম্ভূত, সৰ্ব্বপ্রকার শুভ-

লক্ষণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও রোগরহিত ; সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সৰ্ব্বদা নিরুপদ্রবে কাল যাপন করেন ; কি জায়-মান, কি ভ্রাম্যমান, কি গৰ্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর, সকলকেই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এই কৰ্ম্ম-ভূমিতে আগমন করিয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। হে রাজন্ ! মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা হঠাৎ ও কিছু বা স্রীয় কৰ্ম্মফল দ্বারা লাভ করে। ইহা স্থিরতর আছে ; আপনি এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারণা করিবেন না।

হে যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদান করিতেছি ; শ্রবণ করুন। মনুষ্য-লোকে যাহা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহ লোকে, কেহ পর লোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহ লোক ও পর লোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাঁহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কাযিক সুখে সংস্কৃত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করে, ইহ লোকই তাহাদিগের সুখকর ; পর কালে সুখ সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা মোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতে-ন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাজুখ হইয়া দেহ জর্জরিত করেন ; তাঁহাদিগেরই পর-কালে সুখসম্ভোগ হয় ; ইহ লোকে হয় না। যাঁহারা প্রথমে ধৰ্ম্মাচরণ ও ধৰ্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দার পরিগ্রহ করিয়া যোগানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহা-

দিগের ইহ লোক ও পর লোক উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয় । যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহ লোক ও পর-লোক উভয়ত্রই সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হয় ।

হে কৌরবেন্দ্র ! আপনারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসম্ভ্র, তেজস্বী ও কৃতবিদ্য, দেবকার্যের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আপনারা স্তমহৎ সুরকার্য সম্পাদনান্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও সমুদায় পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় কর্ম-ফলে পুনরায় পুণ্যধাম সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন ; সন্দেহ নাই । অতএব হে রাজন্ ! এক্ষণে এই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিশঙ্কিত হইবেন না ।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্ ! আমরা দ্বিজাতিগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কোতূহল চরিতার্থ করুন ।

সর্বশাস্ত্র বিশারদ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডব-গণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! একদা হৈহয়কুল-চূড়ামণি এক জন কুমার নৃপতি মৃগয়াভিলাষে তৃণবল্লরী-মণ্ডিত এক অরণ্যে পর্যটন করিতে-ছিলেন ; এমনতর সময় তথায় কৃষ্ণজিনাচ্ছাদিত কলেবর এক মুনিবরকে অবলোকন

করিয়া কৃষ্ণমারভ্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন । পশ্চাৎ আপনার অনবধানতা উপলব্ধি হওয়াতে নিতান্ত ব্যথিত ও শোকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৈহয়রাজ-গণের সমীপে গমনপূর্বক আত্মকৃত দুষ্কর্ম আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন ।

হৈহয়রাজগণ ফলমূলান্বী তপস্বীর প্রাণ-নাশবৃত্তান্ত শ্রবণ ও অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বিষাদসলিলে প্লাবমান হইতে লাগিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র জানিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কাশ্যপনন্দন অরিন্দেনমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সকলে দণ্ডায়মান হইলেন । মহর্ষি অরিন্দেনমা তাঁহা-দিগের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ পূজোপকরণ আহরণ করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর ! আমরা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি ; অতএব আমরা এক্ষণে আপনার সৎকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি ।

মহর্ষি কহিলেন, আমি আপনাদিগকে এই ক্ষণেই তপোবল প্রদর্শন করিতেছি । আপনারা কি প্রকারে ব্রহ্মহত্যা করিয়া-ছেন ; এবং সেই ব্রাহ্মণই বা কোথায় ? বলুন ।

তাঁহারা তখন অরিন্দেনমাকে যথাভূত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্বক সেই মুনিবরের মৃত কলেবর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে আর সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিয়া গতচেতন ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন ।

তখন ঋষিবর অরিন্টেনমা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপতিগণ! আপনারা যাহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্রাহ্মণ; ইনি আমার পুত্র। এই কহিয়া তিনি আপন পুত্রকে প্রদর্শন করিলে, তাঁহারা সেই দৃষ্টচর ব্রাহ্মণকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য! সেই মৃত মহর্ষি জীবিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন! হে বিপ্র! ইনি যাহার প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সেই তপোবীৰ্য্য কিরূপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমরাদিগের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; যদি শ্রোতব্য হয়, বলুন।

তার্ক্য কহিলেন, হে নৃপগণ! মৃত্যু আমরাদিগের নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুপ্রভাব আমরাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয়, এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি; আমরাদিগের মনঃ মিথ্যাতে কখন অন্তরুক্ত হয় না; আমরা সন্দেহ স্বপ্নের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমরাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণকে কেবল সদাচারের উপদেশ প্রদান করি; গর্হিতাচার বিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করি না; এই নিমিত্ত আমরাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা অতিগিগকে অন্নপান ও ভূত্যগণকে পর্যাপ্ত ভোজন প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করি; এই নিমিত্ত আমরাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা

দান্ত, শান্ত, বদাচ্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থাননিবাসী; এই নিমিত্ত আমরাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী দেশে বাস করি; এই নিমিত্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। হে বিমৎসরগণ! আপনাদিগকে সংক্ষেপে এই মাত্র কহিলাম; এক্ষণে আপনারা শ্রীস্থান করুন, আপনাদিগের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপভয় আর নাই।

অনন্তর হৈহয় ভূপতিগণ তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ ও তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন-পূর্বক ছুটিচিহ্নে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি পুনর্বার ব্রাহ্মণগণের মৌভাগ্য কীৰ্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ববৈষ্ণব নামে এক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; শুনিয়াছি, মহর্ষি অত্রি বিত্তপ্রার্থনায় তৎসম্মিধানে গমন করিবার মানস করিলেন; কিন্তু ধর্ম প্রকাশ হইলে অবশ্য ফলহানি হইবে, এই আশঙ্কায় সমাপক অর্প আহরণে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না। পরিশেষে সর্বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্ত্রীয় সহধর্মিণী ও পুত্রগণকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, চল, আমরা নিরূপদ্রব অরণ্যে প্রস্থান করি; তথায় বহুসংখ্যক অক্ষয় ফল লাভ হইবে। বোধ হয়, তোমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিবে। তখন তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন,

হে নাথ ! আপনি বৈষ্ণৱ সন্ন্যাসানে গমন করিয়া ধন প্রার্থনা করুন । সেই যাজ্ঞিক রাজা আপনাকে অবশ্যই সমধিক অর্থ দান করিবেন । আপনি তাঁহার নিকট ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রপ্রভৃতি পোষ্যবর্গকে উহা বিভাগ করিয়া দিয়া যথেষ্ট প্রস্থান করুন ; তাহাতে কোন হানি নাই । ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অত্রি কহিলেন, হে মহাভাগে ! মহর্ষি গোতম কহিয়াছেন যে, বৈষ্ণৱরাজ ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু তথায় তোমার বিদ্বেষী কএক জন ভ্রান্ত্যবাস করিয়া থাকেন ; তাঁহারা ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কল্যাণ-কর বাক্যও নিরর্থক বলিয়া কৌতূহল করিবেন ; এই নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে আমার মনঃ নিতান্ত অপ্রশস্ত হইতেছে ; কিন্তু কেবল তোমার বাক্য রক্ষার নিমিত্ত আমি বৈষ্ণৱযজ্ঞে গমন করিব ; তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা আমাকে প্রভূত অর্থ ও গো দান করিবেন ; সন্দেহ নাই । এই বলিয়া মহাতপাঃ অত্রি অনতি-বিলম্বে বৈষ্ণৱযজ্ঞে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক মাপ্পলিক মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! আপনি ধন্য, প্রভু ও ভূমণ্ডলের প্রথম ভূপতি ; মুনিজনেরাও আপনার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন ; আপনা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা আর কেহই নাই ।

মহর্ষি গোতম এই কথা শ্রবণ করিবা-
মাত্র রোমাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন,

হে অত্রি ! তুমি এরূপ কথা আর কখন কহিও না ; তোমার বুদ্ধি অত্মাপি পরিণত হয় নাই । আমাদিগের প্রধান প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নাই । অত্রি কহিলেন, হে গোতম ! প্রজাপতি ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন । তুমিই এক্ষণে মোহে অভিভূত হইতেছ এবং তোমারই প্রজাবল পরিহীন হইয়াছে । গোতম কহিলেন, হে অত্রি ! আমি সকলই জানি ; আমি কখন মোহে অভিভূত হই নাই ; প্রভূত তুমি যখন মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায় জনসমাজে এই রূপ স্তব করিতেছ, তখন লোকে তোমাকেই মোহপরবশ বিবেচনা করিবে । তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মন্থাজ্ঞ নও ; এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও জান না । তুমি কোন কারণবশতঃ বুদ্ধ হইয়াছ ; তোমার স্তব অত্মাপি বালকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ।

তাঁহারা পরস্পর এই রূপ বিবাদ করিতেছেন দেখিয়া, যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষিগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কি প্রকার লোক ? কোন্ ব্যক্তি বা ইঁহা-
ইঁহাদিগকে রাজসভাপ্রবেশে আদেশ প্রদান করিয়াছে ? ইঁহারা কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করিতেছেন ? অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কাশ্যপ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি গোতম সভাস্থ সমস্ত মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ ! আমরা আপনা-

দিগের নিকট একটি প্রণয় করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি বৈষ্ণব নৃপতিকে বিধাতা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ; উহা সম্ভব কি না ?

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিগণ স্তম্ভ হইয়া সংশয় নিরাকরণার্থ ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। সনৎকুমার মুনিগণমুখে আত্মোপাস্ত সমস্ত রত্নান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ ! যেমন অনল অনিলের সহিত সমাগত হইলে, সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রির পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদায় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ধর্মস্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতিতুল্য; যিনি প্রজাপতি, বিরাট, সত্রাট, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ এই সকল শব্দ দ্বারা সংস্কৃতমান হন, তাঁহাকে কে না অর্চনা করিবে ? সেই রাজা ধর্মমार्গের প্রথম প্রবর্তক ; তিনি সতত নির্ভয়ে রক্ষা করেন, তিনি সকলের ঈশ্বর, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, জেতা, মত্যের আকর ও বিষ্ণুস্বরূপ। পূর্বে মহর্ষিগণ অধর্মভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে মহাবল পরাক্রান্ত করিয়াছেন। যেমন দিবাকর স্থায় করজাল বিস্তারপূর্বক ছ্যলোকে দেবগণের অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকেন, সেই রূপ ভূপতি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অধর্ম নিরাকরণ করেন। এই রূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে রাজার প্রধানত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ; অতএব যিনি রাজাকে সর্বপ্রধান বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই অশ্রান্ত হইল।

অনন্তর বৈষ্ণবরাজ সিদ্ধান্তপক্ষের বাথার্থ্য শ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আপনি সর্বজ্ঞ ; এবং আমাকে নরোত্তম ও সর্বদেবতুল্য বলিয়া কীর্তন করিলেন ; এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসন-ভূষণে বিভূষিত দাসীসহস্র, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি ; গ্রহণ করুন। তখন মহর্ষি অত্রি ন্যায়তঃ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া স্বর্গহে প্রত্যাগমনপূর্বক প্রীতমনে পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া তপোনিষ্ঠান মানসে বন প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! এই স্থলে দেবী সরস্বতী মহর্ষি তাক্ষ্যকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; শ্রবণ করুন। একদা তাক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে কহিলেন, হে ভদ্রে ! ইহ লোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি ; কিরূপ আচার ব্যবহারে তাহারা ধর্মভ্রষ্ট হয় না ; কিরূপে হতাশনে আছতি প্রদান করিতে হয় ; কোন্ কালেই বা দেবপূজা করিতে হইবে আর কি কারণেই বা ধর্ম রক্ষা হয় ? আপনি এই সকল বিষয় কীর্তন করুন ; আমি তদনুসারে কার্য করিব ও আপনার উপদেশ শ্রবণে নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে স্বর্গলোক লাভ করিব।

শুশ্রূষাপরবশ মহর্ষি তাক্ষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, সরস্বতী দেবী ধর্ম-সঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন, হে তপো-ধন ! যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, শুচি ও অপ্রমত্ত ; তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক দেবগণের সহিত প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন । তথায় কনককমলালঙ্কৃত বিপুল বিশোক, তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত, মৎস্যসার্থসম্মূল, অপঙ্কিল ও রমণীয় পুষ্ক-রিণী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ; ব্রহ্মজ্ঞ পুণ্যবান্ লোকেরা হিরণ্যবর্ণ বহুবিশ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অতি পবিত্র অঙ্গরো-গণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া প্রফুল্ল মনে তাহার তীরে বিহার করিয়া থাকেন । গো প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট লোক, বলী-বর্দদানে সূর্যলোক, বসনপ্রদানে চান্দ্রমস-লোক ও হিরণ্যদানে অমরত্ব লাভ হয় । স্ত্রপ্রভা স্ত্রপ্রদোহা স্ত্রবৎসা ও পোষিতম্ভ্রা ধেনু দান করিলে মানবগণ সেই ধেনুর রোগের সমসংখ্যক মৎস্যসর দেবলোকে বাস করিয়া থাকে । যিনি অনন্তবীৰ্য্য, হলবাহী, ধুরন্ধর ও যুবা বলীবর্দ দান করেন, তিনি দশ ধেনু দান-জন্ম লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন । দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্যসহকারে কাংশ্রোপ-দোহসম্পন্ন সচেলা কপিলা প্রদান করিলে সেই কপিলা স্ত্রীয় প্রসিদ্ধ গুণ দ্বারা কাম-ছুষা হইয়া প্রদাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ধেনুর গাত্রে যাবৎ সংখ্যক রোম বিদ্যমান থাকে, ধেনুদানে তৎসম সংখ্যক কল-লাভ হয় এবং পরকালে প্রদাতার পুত্র-

পৌত্র-প্রভৃতি সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে ।

যিনি দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্য-সহকারে কাংশ্রোপদোহযুক্ত, কাঞ্চননির্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন তিলধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে বহুলোক লাভ করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি স্বকর্মেদোমে কামক্রোধ-প্রভৃতি দানববর্গ কর্তৃক নির-স্তুর নিরুদ্ধ গাঢ়াকার সমাচ্ছন্ন ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়, ধেনুদানই মহা-সমুদ্রে সমীরণপ্রেরিত নৌকার ন্যায় পর-লোকে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়া উঠে । যিনি ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে কন্যা দান ও বিধিপূর্বক অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন । যিনি নিয়মাবলম্বী ও স্থলীল হইয়া ব্রহ্মগত সপ্ত বর্ষ হতাশনে আত্ম-প্রদান করেন, তিনি স্ব-কর্মবলে আপ-নাকে ও সপ্ত-পূর্ব এবং সপ্ত-পর পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন ।

তাক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি ! বেদোদিত অগ্নিহোত্র ত্রত কিরূপ ? আপনি তাহা কীর্তন করুন । আমি অগ্নি আপনাকর্তৃক উপাদিষ্ট হইয়া তদ্বিময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব । সরস্বতী কহিলেন, হে তাক্ষ্য ! অপ্রক্ষালিতপাণি, অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ হোম করে না ; কারণ, পর-চিত্তানু-সন্ধানপর শৌচপ্রিয় অমরগণ ব্রাহ্মহীন লোক হইতে কদাচ হবনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ করেন না । অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকেই

অশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করে ; তাহা-
দিগকে দেবহব্যে নিয়োগ করিলে সমুদায়
বিফল হয় ; অতএব তাদৃশ লোককে তদ্বি-
ষয়ে কদাচ নিয়োগ করিবে না । যাঁহারা
হুতশেমভোজী, সত্যব্রত, শ্রদ্ধাবান্ ও
নিরহঙ্কার হইয়া হোম করেন, তাঁহারা
অতি পবিত্র গোলোক লাভ এবং পরম
সত্যস্বরূপ দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া
থাকেন ।

তাক্য কহিলেন, হে দেবি ! আপনি
পরমাত্মরূপা প্রজ্ঞা ; আপনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও
কর্মকাণ্ড এই উভয়বিধ বিষয়েই প্রবীণ
আছেন ; আর ঐ সকল বিষয় আপনা
কর্তৃক ত্রোত্যগান হইতেছে জানিয়া
জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে ?

সরস্বতী কহিলেন, আমি পরাপরবিদ্যা-
রূপা দেবী ; বিপ্রর্ষিগণের সংশয় নিবারণার্থ
অগ্নিহোত্রাদি সৎ কর্ম হইতে আবির্ভূত
হইয়া তোমার সম্মিথানে আগমনপূর্বক
শ্রদ্ধাসহকারে যথার্থ অর্থ সমুদায় প্রকাশ
করিলাম । তাক্য কহিলেন, হে দেবি !
আপনার তুল্য আর কেহই নাই ; আপনি
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নিরন্তর বিরাজমান
হইতেছেন । আপনার রূপ দিব্য ও কান্তি
অনন্ত । আপনি বুদ্ধি দেবীকে স্তুত
ধারণ করিতেছেন । সরস্বতী কহিলেন,
হে তপোধন ! বানস্পত্য, ধাতুময়, পার্থিব
ও অমৃত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত
যজ্ঞে উপপাদিত হইয়া থাকে ; আমি
তাহার উপযোগ দ্বারা বর্জিত, পরিতৃপ্ত ও
রূপবতী হইয়া থাকি ; তুমি আমার সেই

দিব্য রূপ দর্শন ও আগাকে যজ্ঞস্বরূপ বোধ
করিলে মুক্তি লাভ করিবে ।

তাক্য কহিলেন, হে দেবি ! শাস্ত্র-
বিশারদ ব্যক্তির বিদ্বৎ মনে যাহাকে শ্রেয়ঃ
জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি কঠোর
ব্রতানুষ্ঠান করেন, সেই শোকছুঃখশূন্য
মোক্শ কি প্রকার ? এবং সাংখ্য শাস্ত্রে
যাঁহাকে চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ
করে, সেই পরমাত্মাকেও আমি জানি না ;
অতএব আপনি তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান
করুন । সরস্বতী কহিলেন, হে তাক্য !
স্বাধ্যায় সম্পন্ন বেদ বেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষি-
গণ বীতশোক ও বিষয়বাসনা বিহীন হইয়া
ব্রত ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান এবং যোগ-
সাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মা ; যে
অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হাওয়া যায়,
তাহাকেই মোক্ষ বলে । সেই পুরুষমধ্যে
মহত্স্রাথা-সম্পন্ন পুণ্যগন্ধশালী বিশাল
এক বেতসলতা শোভা পাইতেছে ; তাহার
মূলদেশ হইতে মধুদকপ্রস্রবণ অতিপবিত্র
শ্রোতস্বতীসকল প্রবাহিত হইতেছে ।
তাহার শাখায় শাখায় পুত্রাদি বিষয়সম্পন্না,
ভৃক্ষ্যবাপৃপ-বিশিষ্টা, গংগাশাকযুক্তা, পায়স-
কর্দমশালিনী মহানদী সকল সঞ্চার করি-
তেছে ; সে স্থানে অগ্নিমুখ ইন্দ্রাদি
দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ।
হে তাক্য ! সেই আমার পরম স্থান ।

সপ্তাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আগার একান্ত অভিলাষ হইতেছে ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্তন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ ! প্রজাপতিসম প্রভাসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী অসামান্য রূপ-সম্পন্ন বিবস্বতপুত্র মনু নামে এক মহর্ষি ছিলেন । তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক কখন বা উর্দ্ধবাহু কখন বা এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ণিমেষ লোচনে অযুত বৎসর অতি কঠোর তপো-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তেজঃ, রূপ ও তপস্যা দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃ পিতামহকে অতিক্রম করিলেন ।

একদা তিনি আর্দ্রচীর পরিধান ও জটা-ধারণ-পূর্বক চীরিণী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্ ! মহাবল মৎস্যেরা দুর্বল মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করিবে, আমরাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে ; অতএব আমি অতি ক্ষুদ্রে মৎস্য ; মহাবল মৎস্য হইতে সাতিশয় ভীত হইয়াছি ; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন । অঙ্গীকার করিতেছি, পশ্চাৎ আপনার প্রভূপকার করিব । মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবাগাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে

কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল । তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তধবল অলিঙ্গরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ।

মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল । তদীয় কলেবর অলিঙ্গরমধ্যে অপরিাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুকে কহিল, হে ভগবন্ ! অদ্য আমাকে স্থানান্তরে রক্ষা করুন । তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অলিঙ্গর হইতে উদ্ধার করিয়া অতিবিশাল বাপীসলিলে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ বাপী দ্বিযোজন আয়ত ; এক যোজন বিস্তৃত ; মৎস্য বহুসংখ্যবৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল । ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল ; তখন সে মনুকে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, ভগবন্ ! আপনি আমাকে এক্ষণে সাগর-গামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন ; আমি তথায় বাস করিব ; অথবা আপনকার যেরূপ অভিৰূচি হয়, করুন ; আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনকার আদেশ পালন করিব । আমি আপনারই প্রযত্নাভি-শয় সহকারে এই রূপ পরিবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি ।

এই কথা শ্রবণ করিবাগাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন । সে তথায় কিছুকাল বাস করিয়া সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুকে কহিল, ভগবন্ ! আমার কলেবর অধিকতর

বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ চালনা করিতে পারি না । অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন । অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন । পথিমধ্যে তাহার স্পর্শ, গন্ধ ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন ; পরে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ।

মৎস্য তৎক্ষণাৎ মহাস্ত আশ্রয় কহিল, হে করুণাময় ! আপনি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন ; আমিও প্রত্যুপকার করিতে ক্রটি করিব না । এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত ; আপনি তাহা শ্রবণ করুন । সংসারের সংহারসময় সমাগত হইয়াছে, এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব অচিরকালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে । অতএব অদ্য আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্বক সতর্ক করিতেছি ; আপনি রজ্জুসংযুক্ত সূদৃঢ় এক নৌকা নিষ্কাশন করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তসিংহের সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত ও রক্ষা করিয়া ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আগার প্রতীক্ষা করিবেন । পরে আমি শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইব । হে তপোধন ! আমি ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিল-

রাশি হইতে কদাচ পরিভ্রাণ পাইবেন না । এক্ষণে আমি চলিলাম ; কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয় ; আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না । তখন মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন । অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে ঋণাত্মক করিয়া যথেষ্ট প্রস্থান করিলেন ।

মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা নিষ্কাশন ও বীজসমস্ত গ্রহণ-পূর্বক তথায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহা-সাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্ত মনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন । মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল । মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত পর্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণবমধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ সংঘত করিলেন । সে তখন মহাবেগে পাশবদ্ধ সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল । তৎকালে উদ্ভাল উষ্ণ-মালা উথিত হইল ; বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল ; দেখিলে বোধ হয় যেন, মহাসাগর নৃত্য করিতেছে । নৌকা প্রবল বায়ু বেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপল-স্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল । তখন ভূমি বা দিক্ বিদিক্ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না । ভুলোক ও দ্যুলোক কেবল জলময় বোধ হইতে লাগিল । এই রূপে লোক সকল প্রলয়জলে বিলীন হইলে, কেবল সপ্তর্ষি-

গণ, মনু ও মৎস্য ইঁহারাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এই রূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে, মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সন্নিহিত হইলে মৎস্য হস্তমুখে মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে তপোধনগণ! আপনারা এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অত্য়াপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধনশৃঙ্গ বলিয়া লোকে প্রথিত আছে।

অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবাস্তর, মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। অতি তীব্র তপঃ-প্রভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রকাশিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমারই প্রসাদ-বলে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহপারিশূন্য হইবেন। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

প্রজাসিস্কু ভগবান্ মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপোনিষ্ঠান-

পূর্বক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্বপাপহর উপাখ্যান কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে, সে স্থখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে পুনরায় যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে তপোধন! আপনি অনেক সহস্র যুগান্ত অবলোকন করিয়াছেন। মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যক্তিরেকে অন্য কেহই আপনার সদৃশ আয়ুস্থান্ নহেন। প্রলয়কালে এই ভুলোক দেবদানববর্জিত ও অন্তরীক্ষ-বিহান হইলে পর, আপনিই ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয় নিবৃত্ত হইলে যৎকালে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্ সমুদায় বায়ুভূত করিয়া সেই সেই উপায় দ্বারা জল বিক্ষেপপূর্বক চতুর্দিক্ ভূতের সৃষ্টি করেন, তখন সেই সমুদায় ভূতনির্মাণ আপনিই স্বক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আপনিই সমাধিতৎপর হইয়া লোকগুরু সর্বলোকপিতামহ সাক্ষাৎ বিধাতার আরাধনা করিয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! আপনি অনেক উপায়ে এই সমস্ত বস্তু আয়ুর্মান্বিত করিয়া তপোনিষ্ঠান দ্বারা মরীচিপ্রভৃতি বেধাদিগকে পরাজয়

করিয়াছেন। আপনি নারায়ণের প্রধান ভক্ত; পর লোকে স্তুয়মান হইয়া থাকেন। আপনি অনেক বার যোগকলা দ্বারা হৃদয়-কমল উদ্ঘাটিত করিয়া বৈরাগ্য ও যোগ-রূপ নেত্রদ্বয়ে কামরূপী ত্রক্ষাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ত্রক্ষার প্রসাদে সৰ্বাস্তক মৃত্যু ও দেহনাশিনী জরা আপনার শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

বৎকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমাঃ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, অশ্বর ও মহোরগ-প্রভৃতি সমুদায় স্থাবর, জঙ্গম একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সময় একাকী আপনি একাৰ্ণবে পদ্মপত্রশায়ী অমিতাভা সৰ্বভূতেশ্বর ত্রক্ষার উপাসনা করেন। আপনি সমুদায় পূৰ্ব্ববৃত্ত অনেকবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সকল লোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমি আপনার নিকট তৎ সমুদায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি শাস্ত, অব্যয়, অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম, গুণ-স্বরূপ, নিগুণাত্মা, পুরাণ পুরুষ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় রত্নাস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সেই পীতবাসাঃ জনার্দন; ইনি কৰ্ত্তা, বিবিধ রূপের বিধাতা, সৰ্বভূতাত্মা, ভূত-নিৰ্ম্মাতা, অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য ও পরম পবিত্র। ইনি অনাদিনিধন, বিশ্বাত্মক, অব্যয় ও অক্ষয়। ইনি স্বয়ং কৰ্ত্তা; কাহারও কাৰ্য্য নহেন; ইনি পুরুষত্বের

কাৰণ। ইনিই বেদের অবিদিত সেই পরম পুরুষকে জানেন।

হে মনুজসত্তম ! প্রলয়কালে সমুদায় বিনষ্ট হইলে, অবাক্সনসগোচর পরমাত্মা হইতেই এই আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্য যুগ; সেই সত্য যুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও সেই রূপ। ত্রেতা-যুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষমাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। হে মহারাজ ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুন-রায় সত্য যুগ সমুপস্থিত হয়; এই রূপ দ্বাদশ সহস্র বামিক যুগাখ্যা পরিকীর্তিত হইল। সহস্র মানুসী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মভবনে সৰ্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ সেই বিশ্বপরিবর্তনকেই প্রলয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে নরনাথ ! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে, মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে। তৎকালে যজ্ঞ-প্রতিনিধি, দানপ্রতিনিধি ও ব্রতপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণ-গণ শূদ্রের আয় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জন-পরায়ণ ও ক্ষত্রধর্ম্মানু-বর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অর্জিন

বিসর্জনপূর্বক সর্দভক্ষ্য হইবে এবং জপ পরিত্যাগ করিবে ; শূদ্রগণ জপ-পরায়ণ হইবে । এই রূপে লোকমর্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্ব লক্ষণ ।

হে রাজন্ ! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর ও আভীরপ্রভৃতি বহুবিধ স্লেচ্ছজাতীয় ভূপতি-গণ মিথ্যাবাদ-পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে । তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্মোপজীবী হইবে না । যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধ-কর্মানুষ্ঠান করিবে । মনুষ্যগণ অন্নাযুঃ, অন্নবল, অন্নপরাক্রম, অন্নসার, অন্নদেহ ও অন্ন সত্যভাবী হইবে । জনপদসমুদায় শূন্য-প্রায় ও দিক্‌সকল যুগ ও হিংস্রজন্তু সমূহে পরিপূর্ণ হইবে । মনুষ্যগণ কপট ব্রাহ্মবাদী হইবে । শূদ্রগণ ব্রাহ্মগণকে ‘ভো’ বলিয়া সম্বোধন করিবে ; ব্রাহ্মগণ শূদ্রদিগকে ‘আর্য্য’ বলিয়া সম্বোধন করিবে । জন্তু-সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে ; গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না । রস সমুদায় তদ্রূপ স্বেচ্ছা হইবে না এবং মনুষ্যগণ অনেকা-পত্য, হৃদ্যদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে । কামিনীগণ আপন মুখে ভগবাক্য সমাধান করিবে । জনপদস্থ মনুষ্য সমুদায় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে ; চতুষ্পথ সমুদায় লম্পট বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে এবং পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বेष করিবে । ধেনুসকল অন্ন ছুক্ষ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অন্ন পুষ্পফলযুক্ত ও বায়সকুলাকীর্ণ হইবে । লোভমোহ-পরতন্ত্র ব্রাহ্মগণ কপট ধর্ম-

চিহ্নপরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মহত্যানুলিপ্ত মিথ্যা-বাদী রাজগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে । গৃহস্থগণ সমধিক করপ্রদান ভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যরুতি অবলম্বন করিবে । ব্রাহ্মগণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মূনিগণের ন্যায় নথরোম ধারণপূর্বক ছদ্ম-বেশে অবস্থান করিবে । ব্রাহ্মচারিগণ অর্থ-লোভে রূপাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্লগামী হইবে । মনুষ্যগণ ইহ লোকে কেবল মাংস ও শোণিত বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে । আশ্রম সকল পরাম্ভোজী পামণ্ডসমুদায়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে । ভগবান্ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিবেন না । সমু-দায় বীজ হইতে অঙ্কুর সম্যক্রূপে উদ্ভিষ্ট হইবে না । লোক সকল হিংসাপরায়ণ ও অশুচি হইয়া উঠিবে ; অধর্ম্মফল প্রবল হইবে ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অন্নাযুঃ হইবে । ফলতঃ তৎ-কালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না । মানব-গণ কুটপরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে । ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্ম বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে । ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ অতি হীন, অন্নাযুঃ ও দরিদ্র হইবে ; পাপাত্মারা পরি-বর্দ্ধিত, দীর্ঘায়ুঃ ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে । ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে ; লোকসকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্বিত হইবে । বিশ্বাসপূর্বক নির্জ্ঞানে ন্যস্ত ধন সকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত

লজ্জা পরিহার করিয়া “আমার নিকট তোমার দন নাই” বলিয়া ত্যাসকারীকে প্রত্যাখ্যান করিবে। নরমাংস-লোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগসমুদায় নগরের ক্রীড়া-স্থান ও চৈত্যা সমুদায়ে শয়ান থাকিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে গর্ভবতী হইবে; পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ মোড়শ বর্ষেই জরা-গ্রস্ত হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। বালকগণ বৃদ্ধদিগের ত্রায় ও বৃদ্ধেরা বালক-গণের ত্রায় ব্যবহার করিবে। বিপরীতা-চারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করিয়া দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ কি সামান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্তমানেও পুরুষা-স্তুর সংসর্গ করিবে।

হে মহারাজ ! কলিযুগের শেষে সমুদায় প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয় হইলে, বছ-বার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণিগণ শমনসদনে গমন করিবে। তৎপরে এক-কালে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদীসকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্ক হইউক বা আর্দ্র হইউক, যে কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্তক নামে বহু বায়ুসহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ

করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।

হে রাজন্ ! এই রূপে সেই অগ্নি পৃথিবীস্থ ও পাতালতলস্থ সমুদায় পদার্থ দগ্ধ করিবে। ফলতঃ সেই অমঙ্গল বিধা-য়ক বায়ু ও সংবর্তক অনল দ্বারা দেব, অসুর, গন্ধর্ভ, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদায় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে; তৎপরে গজকুল সদৃশ, তড়িৎমালা বিভূষিত, অদ্বুতদর্শন মেঘ-সকল নভোমণ্ডলে সমুপস্থিত হইবে। ঐ সমস্ত মেঘের মধ্যে কতক গুলি নীলোৎপল-সন্নিভ, কতক গুলি কুমুদের ত্রায়, কতক গুলি কিঙ্করসদৃশ, কতক গুলি পীতবর্ণ, কতক গুলি হরিদ্রাকার, কতক গুলি কাকডিম্বতুল্য, কতক গুলি পদ্মপত্র-বর্ণ, কতক গুলি হিম্মলবর্ণ, কতক গুলি শ্রেষ্ঠ নগরাকার, কতক গুলি গজযুথসন্নিভ, কতক গুলি অঞ্জনবর্ণ ও কতক গুলি মকর-সদৃশ; ঐ সমস্ত বিদ্যুৎমালাবিভূষিত ঘোর-রূপ গভীরনিশ্বন পরমেষ্ঠিপ্রেরিত জলধর-পুঞ্জ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ-পূর্ব্বক পার্শ্বত ও কাননসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও সেই ঘোরতর অশিবসংবর্তক ছত্যাশন নির্বাপিত করিবে।

হে পাণ্ডবনাথ ! এই রূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছেদে বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর, সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়া যাইবে।

পরে সেই সমুদায় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া বাইবে । তখন কমলালয় আদি-দেব স্বয়ম্ভু আকার সঙ্কোচ করিয়া সেই প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন ।

হে মহীপাল ! সেই প্রলয়কালে সমুদায় দেব, অশ্বর, যক্ষ, রাজস, মনুষ্য, আপদ, মহীকুহ. অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীষ স্বাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একাৰ্ণব-গাত্র অবশিষ্ট হইলে, আমি একাকী সেই অসীম সলিলে সঞ্চরণপূর্বক সমুদায় বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিমগ্ন হইব । এই রূপে সুদীর্ঘকাল নিরবলম্ব হইয়া জলে প্লবমান হইতে হইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিব । কিয়ৎ কালানন্তর সেই একা-ৰ্ণব-মধ্যে এক বিশাল ঋগ্রোধ পাদপ আমার নয়নগোচর হইবে । হে রাজন্ ! ঐ পাদপের সুবিস্তীর্ণ শাখায় দিব্যাস্তরণ-সংস্তীর্ণ পর্য্যাক্ষোপারি সমুপবিষ্ট পূর্ণচন্দ্র-নিভানন কমললোচন এক বালক আমার নেত্রপথে পতিত হইবেন । আমি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়া-স্থিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিব, কি আশ্চর্য্য ! সমুদায় লোক বিনষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু এই শিশু এ স্থানে কিরূপে অব-স্থিত করিতেছেন । হে মহারাজ ! আমি ত্রিকালোচ্ছ হইয়াও তৎকালে ধ্যান দ্বারা ঐ শিশুকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব না । ঐ বালক অতসী কুহুমসন্নিভ ও শ্রীবৎসভূষিত ; দেখিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস বলিয়া বোধ হয় ।

তখন সেই কমলনয়ন বালক স্মধুর বাক্যে আমাকে কহিবেন, “ হে মার্কণ্ডেয় ! আমি তোমাকে জানি ; তুমি নিতান্ত পরি-শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম বাসনা করিতেছ ; অতএব আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্বক যত কাল ইচ্ছা হয় বাস কর ; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । হে রাজন্ ! বালকের ঐ বাক্য শ্রবণে আমার স্বীয় দীর্ঘজীবিত ও মনুষ্যত্বে নিতান্ত নির্বেদ সমুপস্থিত হইবে । অনন্তর সেই বালক সহসা মুখ ব্যাদান করিবেন, আমিও দৈবযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব ।

হে মহারাজ ! তদনন্তর আমি সহসা তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রাজ্য ও নগরসমাকীর্ণ সমুদায় মেদিনী-মণ্ডল অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিব । তথায় গন্ধা, শতদ্রু, সীতা, ষমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মগুতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বাকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাত্রা, বেণ্যা, পুণ্যতোয়া, শুভাবহা, সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, ঈরাগা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী সকল ; যাদোগণ-নিষেবিত, নানারত্ন সংযুক্ত পয়োনিধি ; চন্দ্রসূর্য্য-বিরাজিত জাঙ্ঘল্যমান গগনমণ্ডল এবং নানাবিধ বনরাজি বিরাজিত হইতেছে ; ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন ; ক্ষত্রিয়গণ সকল বর্ণের অনু-রঞ্জন করিতেছেন ; বৈশ্যগণ বণাবিধি কৃষিকার্য্য নির্বাহ করিতেছে ও শূদ্রেরা

ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর নিরত রহিয়াছে। হিমাচল, হেমকূট, নিমধ, রজত-সঙ্কীর্ণ শ্বেত গিরি, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনকময় মেরু, মহেন্দ্র, বিষ্ণ্য, মলয়, পারিপাত্র প্রভৃতি রত্নবিভূষিত পার্বত সমুদায় শোভা পাইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শক্রাদি সমুদায় অমর, সাধ্য, রুদ্র, রাহু, আদিত্য, গুহ্যক, পিতৃলোক, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, অমরাঃ যক্ষ ও ধামিগণ এবং কাণ্ডেয়-প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। পূর্বে লোকমধ্যে যাহা যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; তৎসমুদায়ই সেই মহাত্মার কৃষ্ণদেহে দেখিতে পাইব।

হে রাজন্ ! আমি এই রূপে তাঁহার উদরমধ্যে সমুদায় জগৎ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বহু সহস্র বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরীরের অন্ত পাইবার নিমিত্ত সতত ধাবমান হইব; কিন্তু কোন মতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিব না। তখন আমি উপায়ান্তর না পাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই বরদাতা রমণীয় দেবের শরণাগত হইব। তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার বিবৃত মুখবিবর হইতে বায়ুবেগে বিনীগত হইয়া নিরীক্ষণ করিব যে, সেই বালবেশধারী শ্রীবৎসাক্ষিত-কলেবর অমিততেজাঃ পুরুষ সেই বট বৃক্ষের শাখাতেই রহিয়াছেন। তিনি তৎকালে আমাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে সহাস্য বদনে কহিবেন, হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয় ! তুমি বহুকাল জলে প্লবমান হইয়া নিতান্ত

ক্লান্ত হইয়াছিলে; কেমন এখন ত আমার শরীরমধ্যে বাস করিয়া উত্তমরূপে পরি-ভ্রমাপনোদন করিলে ?

অনন্তর আমার নূতন দৃষ্টি পুনরায় প্রাচুর্ভূত হইলে তদ্বারালব্ধচেতাঃ আত্মাকে বিনিমুক্ত দেখিব। তখন সেই অমিত-তেজাঃ বালকের অপরিমিত প্রভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার রক্ততল-সুপ্রতিষ্ঠিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ ও বন্দনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে বিনয় বচনে কহিব, আমার কি শুভাদৃষ্ট ! অত্র সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমললোচনকে দেখিলাম ! হে দেব ! তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত ওৎস্রুকা জন্মিয়াছে। আমি তোমার আস্য দ্বারা তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরমধ্যে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অবলোকন করিলাম। হে দেব ! তোমার প্রমাদে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তোমার শরীরমধ্যে সতত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমারই ইচ্ছানুসারে বহির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমি তোমাকে জানিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত সমুদায় জগৎ ভ্রমণ করিয়া বালকবেশে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেছ ? কি নিমিত্ত এই সমুদায় জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়া রহিয়াছে ? আর কত কালই বা তুমি এই স্থানে থাকিবে ? হে দেবেশ ! তোমার নিকট

এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কেন না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নিতান্ত মহৎ ও অচিন্ত্য।

সেই মহাদ্রুতি দেবদেব আমার বাক্য শ্রবণান্তর আমাকে সান্ত্বনা করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

উনবত্যাধিকশততম অধ্যায়।

দেব কহিলেন, হে বিপ্র! ছেবতারাও আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই; আমি যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই কহিব। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং প্রকৃত ব্রহ্মচার্যের অনুষ্ঠাতা; এই জন্য আমি সাক্ষাৎ তোমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলাম। পূর্বে আমি জলের নার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম; সেই নার সর্বদা আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়; এই জন্য আমি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। আমি কারণস্বরূপ, শাস্ত্রত, অব্যয় এবং সর্বভূতের বিধাতা ও সংহর্তা; আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, প্রেতাধিপতি যম, আমিই শিব, সোম, কাশ্যপ, ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার পদ, সূর্য্য চন্দ্র আমার দুই নেত্র, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার দুই শ্রবণ। মহাদিক্ ও মহাকাল আমার শরীর; বায়ু আমার গন।

আমি বহু শত শ্লোকিণী সম্পন্ন বজ্রের

অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেবযজ্ঞনপ্রবৃত্ত বেদ-বেত্তা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয় ও স্বর্গজিগীষু বৈশ্যগণ আমার উদ্দেশ্যেই যাগ করিয়া থাকে। আমি শেষ নাগ হইয়া মেরুমন্দের সহিত চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা বহুক্ষরা ধারণ করিয়া আছি। আমিই পূর্বে বরাহদেহ পরিগ্রহ করিয়া স-বীৰ্য্য প্রভাবে প্রলয়জল-বিলীন বহুক্ষরা সমুদ্র-ত করিয়াছিলাম। আমিই বড়বাগুখ অগ্নিস্বরূপ হইয়া অসীম সলিল সমুদায় পান করিয়া পুনরায় পরি-তাগ করিয়া থাকি। আমার মুখ ব্রাহ্মণ; ভূজদ্বয় ক্ষত্রিয়; উরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ আমা হইতে প্রোচ্ছৃত হয় এবং আমাতেই প্রবেশ করে।

শান্তিপরায়ণ, সংযতাত্মা, জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ ধ্যানপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। আমিই সংবর্তক অগ্নি; আমিই সংবর্তক অনিল ও আমিই সংবর্তক সূর্য্য। আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র নেত্রগোচর হইতেছে, ঐ সকল আমারই লোমকূপ; সমুদায় সমুদ্র ও চতুর্দিক্ আমার বসন, শয়ন ও নিলয়; আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকলকে বিভক্ত করিয়াছি। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, মোহ এবং শুভসাধন মত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও সকল জীবের প্রাতিহিংসা আমারই রোগস্বরূপ।

মনুষ্যেরা আমারই বিধানক্রমে জায়-মান, মায়াভিভূত ও আমারই দেহচারী হইয়া চেষ্টমান হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে

নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে বেদাধ্যয়ন করেন ; বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ; আত্মাকে শান্ত করেন ; ক্রোধকে পরাজয় করেন ; তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতকর্মা, লোভাভিভূত, ক্রপণ, অনার্য্য ও অকৃতজ্ঞা, সে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যোগসেবিত পথ শুদ্ধাঙ্গাদিগের বেরূপ স্নগম, মৃঢ়গণের সেই রূপ দুঃপ্রাপ্য।

যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লাবন উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যে সময়ে হিংসাপরায়ণ ও স্তরগণের অবধ্য দৈত্য বা রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়, আমি সেই সময়ে মানুসদেহ ধারণপূর্ব্বক শুভ-কর্মাদিগের গৃহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া সকল শান্ত করি। আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও অত্যাচর চরাচর সৃষ্টি করিয়া আত্মমায়া-প্রভাবে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি ; এবং পুনরায় কক্ষকালে গর্ভাঙ্গাদা বন্ধনের নির্মিত্ত মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিস্তনীয় দেহ-সকল সৃষ্টি করি।

আগি সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতা যুগে পীতবর্ণ, দ্বাপর যুগে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকি। সেই সময়ে অধর্ম্ম ও তিন পাদ হয়। আমি অন্তকালে অতি দারুণ কালস্বরূপ হইয়া সমুদায় চরাচর বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ত্রিবর্ত্তা, বিশ্বাত্মা, সর্বলোকের স্রষ্টাদাতা, সকলের প্রোক্ত, সর্বব্যাপী, অনন্ত, সঙ্গীকেশ ও

প্রচুর বিক্রমশালী। আমিই একাকী সর্ব-ভূতান্তক নীরূপ কালচক্র গ্রহণ করি।

হে মুনিপ্রধান ! আমার আত্মা এব-
ম্প্রকারে সর্বভূতে নিহিত হইয়া আছে ; কিন্তু তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। সকল ভুবনেই আমার ভক্তসকল আমাকে পূজা করিতেছে। তুমি আমার নিমিত্ত যে কিছু ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার স্তম্বোদয়ের নিমিত্ত ও কল্যাণের হেতু হইবে। তুমি যে কিছু চরাচর দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, সে সকলই আমার আত্মা। আমি ভূতভাবনরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আগিই শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ ; সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ। যখন কলিযুগের পরিবর্তন হয়, তখন আমি সর্বপ্রাণীকে মোহিত করিয়া নিদ্রিত হই, এবং অশিশু ব্রহ্মা শিশুরূপ ধারণ করিয়া যাবৎ জাগরিত না হন, তাবৎ আমিই এই রূপে অবস্থান করি।

হে মুনিপুঙ্গব ! আমি বারংবার তোমার প্রতি পারিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিয়াছি। তুমি যে সমুদায় চরাচর বিলীন ও একাধর অবলোকন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলে ; আমি তাহা অবগত হইয়াই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তুমি সমস্ত লোক অবলোকন করিয়া বিষ্ময়বশতঃ আর কিছু অনুভব করিতে পার নাই ; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে অবিলম্বে মুক্ত হইতে নিঃসা-

রিত করিলাম। আমি তোমাকে সুরা-
সুরের দুজ্জ্বল আশ্রয়তত্ত্ব কহিলাম ; এক্ষণে
মহাতপাঃ ব্রহ্মা যাবৎ জাগরিত না হন ;
তুমি তাবৎ এই স্থানে বিশ্রুতিচিন্তে স্নেহে
সঞ্চরণ কর। পরে সেই সর্বলোকপিতামহ
প্রবোধিত হইলে, আমি একাকী সমুদায়
শরীর, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতিঃ, বায়ু ও
সলিলপ্রভৃতি সমস্ত স্বাবর জন্ম ও
অন্যাশ্রয় অবশিষ্ট বস্তু সমুদায় সৃষ্টি করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতবংশাব-
তংস ! সেই পরমাত্মত দেব এই কথা
কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে, এই সমস্ত
বিবিধ বিচিত্র প্রজা দৃষ্টিগোচর হইল।
হে রাজন্ ! আমি যুগক্ষেয়ে এইরূপ আশ্চর্য্য
ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম। আমি তখন
যে কমলায়তলোচন দেবকে দর্শন করিয়া-
ছিলাম, তোমরা সেই পুরুষোত্তমের সহিত
সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছ ; আমি ইঁহারই বর-
প্রভাবে অব্যাহত স্মৃতিশক্তি লাভ করি-
য়াছি ; এবং দীর্ঘায়ুঃ ও স্বেচ্ছামরণ হইয়াছি।
এই বৃষ্ণিবংশসমুত কৃষ্ণ এক্ষণে ক্রীড়াপরা-
য়ণ হইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু ইনিই পুরাণ
পুরুষ, বিভু, অচিন্ত্যাত্মা, ধাতা, বিধাতা,
সংহর্তা, সনাতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, গোবিন্দ,
প্রজাপতি ও প্রভু। এই জন্মরহিত
পীতবাসাঃ আদিদেব দৃষ্টিগোচর হওয়াতে
পূর্ববৃত্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথে সম্মুখিত
হইতেছে। ইনি সকলভূতের পিতা ও
মাতা ; তোমরা ইঁহারই শরণাপন্ন হও।

পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী মার্কণ্ডেয়ের
নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জনা-

দ্বন্দকে নমস্কার করিলেন। তিনি মনোহর
শাস্ত্রবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে
লাগিলেন।

নবত্যাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
রাজা যুধিষ্ঠির জগতের ভাবী অবস্থা অবগত
হইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন,
ভগবন্ ! আমরা আপনার নিকট যুগোৎ-
পত্তি-কালীন সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ক আশ্চর্য্য
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কলিকালের
বিষয় শ্রবণে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হই-
য়াছি ; অতএব আপনি তাহার বৃত্তান্ত
সকল বিবৃত করিয়া বর্ণন করুন। তৎকালে
ধর্ম্মসঙ্কুল উপস্থিত হইলে, পরিণামে কি
ফল উৎপন্ন হইবে ? মানবগণের বল, বীর্ঘ্য,
আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আয়ুর পরি-
মাণই বা কি প্রকার হইবে ? এবং কত
কাল পরেই বা পুনরায় সত্য যুগ আরম্ভ
হইবে ?

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ
করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জন
করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে
রাজন্ ! যাহা পূর্বের দর্শন করিয়াছিলাম,
তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে দেবদেব-
প্রসাদে কলিকাল সম্বন্ধী যে সকল ভবিষ্য
লোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে, তাহাও
কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য যুগে ধর্ম্ম
ছল ও লোভাদিসম্পর্কশূন্য এবং বৃষবৎ
চতুষ্পদ ছিল। ত্রেতা যুগে তাহার এক
পাদ ও দ্বাপর যুগে দুই পাদ অধঃপতন

এবং অন্ত্যায়কারী রাজার করভারে নির্ভর-
নিপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে ও
শূদ্রগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্তব্য
কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ
ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে; ব্রাহ্মগণ
শিষ্য হইয়া প্রামাণ্য বুদ্ধি-সহকারে তাহার
শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ
হইবে; এই রূপে সকলই বিপরীত হইবে।
সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের
উপাসনা করিবে। শূদ্রগণ দ্বিজগণের
পরিচারণা করিবে না।

মহর্ষিগণের আশ্রম, ব্রাহ্মগণের বাস-
স্থান, দেবালয়, চৈত্য ও নাগালয়ে এড়ু-
কিছু থাকিবে; পৃথিবী আর দেবগৃহে অল-
ঙ্কৃত হইবে না। মানবগণ ভীষণপ্রকৃতি,
অধাশ্রিত, মাংসাশী ও মত্তপায়ী হইবে।
যুগক্ষেয়ে পুষ্পোপরি পুষ্প ও ফলোপরি ফল
সমুৎপন্ন হইবে। বারিদ সকল অকালে বারি
বর্ষণ করিবে। ক্রিয়াকলাপের ক্রমবিপর্য্যয়
হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের
বিরোধ ও পৃথিবী স্বেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে।
সমুদায় জনপদ একাচারপরায়ণ হইবে;
এবং জনপদবাসী লোকেরা ঝুট্টিয়ারা নিপী-
ড়িত হইয়া কলমূলোপজীবীগণের আশ্রমে
বাস করিবে। লোক সকল এই রূপ
পর্য্যাকুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে
না। শিষ্যগণ গুরুপদেশে অবহেলা
করিয়া তাঁহাদিগের বিপ্রিয়কারী হইবে।
আচার্য্যগণ নির্ধন হইয়া শিষ্যগণকে ভৎসনা
করিবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ
কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস
হইবে; সমুদায় দিক্ প্রজ্বলিত হইবে;
নক্ষত্রসকল প্রভাশূন্য হইবে; জ্যোতিষ্ক
সমুদায় প্রতিকূল হইবে; এবং বায়ুপ্রবাহ
পর্য্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহাভয় সূচক
ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে; সপ্ত সূর্য্য ও
বিষম নিহাদসংকল সমুদিত হইয়া সমস্ত
দিক্ দাহ করিবে। ভাস্কর উদয় ও অন্ত-
গমন সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন। ভগবান্
সহস্রলোচন অনুচিত কালে বারি বর্ষণ
করিবেন। শস্ত্ররোপণ এক বারে রহিত
হইয়া যাইবে। রমণীগণ পরুম্বাদিনী,
কুরস্বভাবা ও রোদনপ্রিয়া হইয়া কদাচ
স্বামীর বশীভূত হইবে না। পুত্র পিতা-
মাতার প্রাণ সংহার করিবে। স্ত্রীলোক
স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট
করিবে। সূর্য্য অমাবস্তা ভিন্ন অন্য অতি-
থিতেও রাহুগ্রস্ত হইবেন। হতাশন সর্ব্বত্র
প্রজ্বলিত হইবে। পান্থগণ প্রার্থনা করি-
য়াও পান, ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে
না; পরে নিরাশ হইয়া পথিমধ্যে শয়ন
করিবে। নির্ঘাত, বায়স, সর্প, পক্ষী ও
মৃগগণ অতি কঠোর শব্দ করিবে। মনুষ্য-
গণ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনকে পরিত্যাগ
করিবে।

মনুষ্য সকল দেশ, দিক্, নগর ও
পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল “হা
তাত! হা পুত্র!” ইত্যাদি নিদারুণ
বাক্যে পরস্পর শোক করিয়া পৃথিবীতলে
পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর এবম্প্রকার ভূমূল সংঘাত

সমুপস্থিত হইলে, পুনরায় দ্বিজাতি প্রভৃতি সমুদায় লোক ক্রমানুসারে সমুৎপন্ন হইবে। কালান্তরে দৈব লোকরুদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় যদুচ্ছাদ্রমে অনুকূল হইবেন। যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পুন্না ও রহস্পতি এক রাশিতে আরোহণ করিবেন; তখন পুনরায় সত্য যুগ সমারম্ভ হইবে। তখন পর্জণ্য সমুচিত সময়ে বারি বর্ষণ করিবে; নক্ষত্র সকল কল্যাণকারী হইবে; গ্রহ সকল অনুকূল হইয়া যথাক্রমে গতিয়াত করিবে; এবং লোক সকল ক্ষেমভাজন, স্তম্ভিক ও নিরাময় হইবে।

কালক্রমে সম্ভুল গ্রামে বিয়ুৎশাঃ নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীৰ্য্য মহানুভব কক্ষী সেই ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তাঁহার মননমাত্রেই সমুদায় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্ম-বিজয়ী ও সত্রাট্ হইয়া পর্য্যাকুল লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্তক সেই দাঁপ্ত পুরুষ উৎখিত ও ব্রাহ্মণগণপরিব্রত হইয়া সর্ব্বত্রগত য়েচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে ভগবান্ কক্ষী চৌরক্ষয় করিয়া মহাবজ্র অশ্বমেধে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণ-হস্তে সমর্পণ ও লোকमध्ये বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপন-পূর্ব্বক পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিবেন। ভুলোকবাসী

মনুস্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে। সত্য যুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় হইবে। দ্বিজসন্তম কক্ষী পরাজিত দেশ সমুদায়ে কৃষাজিন, শক্তি, ত্রিগুন ও অত্যাশ্র আয়ুধ সমুদায় সংস্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তক সংস্থয়মান হইয়া দস্ত্যদল দলন করিয়া পৃথিবী-মণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। তখন দস্ত্যগণ দারুণ যাতনায় হা তাত! হা মাতঃ! হা পুত্র! বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া তাঁহার করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।

৩৭ মহারাজ! এই রূপে সত্য যুগ আরম্ভ হইলে অধম্মের নাশ, ধম্মের বৃদ্ধি ও মনুস্যগণ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিবে। চতুর্দিকে উপবন, চৈত্যা, তড়াগ, আবসগ, পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান সমুদায় নিষ্কাণ এবং বিবিধ যজ্ঞক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বীগণ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বক যে সমুদায় আশ্রমে কেবল পামণ্ডগণকেই দেপা যাইত; এক্ষণে তৎসমুদায় সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হইবে। চির-বদ্ধগুল কুসংস্কার সমুদায় প্রজাগণের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইবে। সমুদায় ঋতুতেই সমুদায় শস্য সমুৎপন্ন হইবে। মনুস্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হইবে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞ-পরায়ণ, ঘটকর্ম্মনিরত, ধর্ম্মাভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হইবেন; ভূপতিগণ ধর্ম্ম সহকারে পৃথিবী পালন করিবেন; বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা-পরায়ণ হইবে।

হে রাজন্ ! এই ধর্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রবল থাকিবে ; আর শেষ যুগের ধর্ম পূর্বেরই পরিকীর্তিত হইয়াছে । যুগসংখ্যা সকলেরই বিদিত আছে, এক্ষণে আমি বায়ুপ্রোক্ত ধর্মগণ-সংস্কৃত পুরাণ অনুস্মরণ করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় অতীত ও অনাগত বিষয় কীর্তন করিলাম । আমি চিরজীবী হইয়া সংসারের এই রূপ গতি অনেক বার নিরীক্ষণ ও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি । অধুনা ধর্মসংশয় মোচনের নিমিত্ত যাহা কহিতেছি ; তাহা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সাবধানে শ্রবণ কর । অতএব ধর্মাত্মা ব্যক্তি উভয় লোকেই স্তুত সম্ভোগ করে ; অতএব ধর্মে সতত আত্ম-সংযোগ করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য ; কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান করিও না ; কারণ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন ।

কুরুবংশাবতংস ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি কোন্ ধর্মে থাকিয়া প্রজা পালন করিব ? আর কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বধর্ম রক্ষা হইবে ? বলুন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি সর্বভূতে দয়াবান্, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য, সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত ও প্রজা-রক্ষণতৎপর হইয়া ধর্ম্যানুষ্ঠান কর এবং অধর্ম পরিত্যাগ কর । দেব ও পিতৃগণের পূজা কর । যদিও প্রমাদবশতঃ কোন মন্দ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর । গর্বিত হইও

না ; সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর । সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া স্তুত কাল যাপন কর । হে রাজন্ ! আমি এই সমুদায় অতীত ও অনাগত ধর্ম তোমাকে কহিলাম । হে বৎস ! কি অতীত, কি অনাগত, তোমার কিছুই অবিদিত নাই । অতএব এই বর্তমান ক্রেশে অভিভূত হইও না । পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্ট ভোগ করিয়াও বিমুগ্ধ হয়েন না ; দেবগণেরও এরূপ সমস্ত সমুপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রজাগণ কাল-বশবর্তী হইয়া অভিভূত হয় । কিন্তু হে রাজন্ ! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম ; তদ্বিময়ে সন্দেহ করিও না ; তাহা হইলে তোমার ধর্ম লোপ হইবে । তুমি কুরুগণের বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; অতএব কায়মনোবাক্যে আমার উপদেশানুরূপ ব্যবহার কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন ; আমি পরম ষত্নসহকারে তদনুসারে কার্য্য করিব । আমার লোভ, ভয় বা মৎসর কিছুই নাই ; আপনি আমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন ; তৎ সমুদায়ই প্রতিপালন করিব ।

বাসুদেব-সমবেত পাণ্ডবগণ এবং সমাগত ব্রাহ্মণ সমুদায় মার্কণ্ডেয়ের সেই পুরাণ-ব্রতান্ত শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন ।

দ্বিবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রাগ্রগণ্য বৈশম্পায়ন ! মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় পণ্ডিতগণ সমীপে যেরূপ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন ; আপনি আমার নিকট তদ্রূপ পুনরায় কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে কহিলেন । তখন তিনি বলিলেন, হে মহারাজ ! এই অপূর্ব ব্রাহ্মণচরিত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস পরিক্ষিৎ নামে এক ভূপতি ছিলেন । তিনি একদা অশ্বারোহণ-পূর্বক যুগয়ায় গমন করিয়া এক যুগের অন্তরয়ক্রমে, ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন । ক্রমে পথশ্রম ও ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে এক নীলবর্ণ নিবিড় কানন নিরীক্ষণ করিলেন । তখন তিনি সেই কাননমধ্যে প্রবেশপূর্বক তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর অবলোকন করিয়া অশ্বের সহিত তাহাতে অবগাহন করিলেন । স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহার পরিশ্রম-পনোদন হইলে, তিনি অশ্ব-সমভিব্যাহারে তীরে আগমনপূর্বক অশ্বকে যুগল প্রদান করিয়া তথায় শয়ন করিলেন ।

মহারাজ পরিক্ষিৎ এই রূপে স্তম্ভ-স্তম্ভকরণে শয়ন আছেন ; এমন সময়ে স্তম-

ধুর গীতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । মহারাজ সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অকস্মাৎ সঙ্গীতশব্দ শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই ; তবে কোন্ ব্যক্তি এই স্তম্ভধুর স্বরে গান করিতেছে ; তিনি এই রূপ চিন্তা-পরবশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন ; অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন নিখিল লোক-ললম-ভূতা এক ললনা স্তম্ভধুর স্বরে গান করিয়া পুষ্পাবচয়ন করিতেছে । ঐ কামিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্তিনী হইলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার রমণী ? কহা কহিল, আমি অন্ত্যপি কণ্ঠকাবস্থায় আছি, আমার বিবাহ হয় নাই । রাজা কহিলেন, হে বরবর্গিনি ! তবে আমাকে বরণ কর । কহা কহিল, মহাশয় ! আমার পাণি-গ্রহণাভিলাষী হইলে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে । রাজা কহিলেন, কি ? কহা কহিল, আপনি আনাকে বারি প্রদর্শন করিবেন না । রাজা কহা বাক্যে সন্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ-পূর্বক পরমাচ্ছাদে তাহাকে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । পরে সৈন্য সমুদায় রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল ।

তখন মহারাজ পরিক্ষিৎ পরমাচ্ছাদে সেই কাগিনীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বনগরে আনয়ন-পূর্বক নির্জনে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । সেই

ক্ৰীড়াশক্ত রাজাকে কেহই অবলোকন করিতে পাইত না। একদা প্রাণ অমাত্য রাজসমীপচারিণী ক্ৰীড়াকে তাহাদের কর্তব্য কর্ম জিজ্ঞাসা করতে তাহারা কহিল, মহাশয়! মহারাজের বাসস্থানে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে; এই নিমিত্ত আমরা এখানে সতত নিযুক্ত আছি।

অমাত্য ক্ৰীড়ার বাক্য শ্রবণানন্তর বহুবিধ পাদপ-সম্পন্ন প্রস্ফলযুক্ত জল-শূণ্য এক কৃত্রিম কানন নিষ্কাশন করাইলেন। ঐ কাননমধ্যে এক গুচ বাপীও প্রস্তুত করাষ্টয়াছিলেন; ঐ বাপী মৃত্তাজাল জড়িত, সুধাধবল ও নির্মল জলসম্পন্ন। কানন প্রস্তুত হইলে, অমাত্য রাজাকে উহা প্রদর্শন করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই বন বারিশূণ্য; ইহাতে সচ্ছন্দে ক্ৰীড়া করুন। রাজা পরিক্ষিৎ অমাত্যের বাক্যানুসারে স্বীয় প্রাণয়িণী সমভিব্যাহারে সেই কাননে প্রবেশ করিয়া ক্ৰীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ পরিক্ষিৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া তত্রত্য এক মাধবীলতাগৃহ অবলোকন-পূর্বক প্রিয়া-সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুধাধবলিত, সলিলপূর্ণ বাপী দেখিতে পাইলেন ও প্রাণয়িনীর সহিত তাহার তীরে সমুপবিষ্ট হইলেন।

দৈব নির্বন্ধ অখণ্ডনীয়! রাজা কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় বনিতাকে সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইতে কহিলে, সে তাঁহার বাক্যানু-

সারে বাপীমধ্যে নিমগ্ন হইল; কিন্তু আর সমুদ্রিত হইল না। তখন রাজা তাহার অশ্বেষগার্গ গমন করিয়া সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রত্যাবর্তন কালে তথায় গর্তমুখে এক মণ্ডুক অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে অনুগতি করিলেন যে, মণ্ডুক দেখিলেই বধ করিবে ও যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে; সে যেন আমাকে মৃত মণ্ডুক উপহার প্রদান করে।

রাজার এই রূপ আজ্ঞানুসারে চতুর্দিকে দারুণ মণ্ডুকবধ আরম্ভ হইলে পর সমুদয় মণ্ডুক ভীত হইয়া মণ্ডুকরাজের সমীপে গমন-পূর্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডুকরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর তাৎসবেশে রাজা পরিক্ষিতের সমীপে আগমন-পূর্বক কহিল, হে রাজন্! তুমি ক্রোধপরবশ হইও না; প্রসন্ন হও; নিরপরাধ মণ্ডুকদিগের সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি; সাবধানে শ্রবণ কর। তুমি আর মণ্ডুক বিনাশ করিও না; কোপ সংহার কর; মণ্ডুক বধ করিলে ধন ক্ষয় হয়। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর মণ্ডুক বধ করিয়া প্রিয়া-বিয়োগজ শোকের প্রতিবিধান করিবে না। কেন বৃথা ভেক বধ দ্বারা অধর্মাচরণ করিতেছ?

ইন্দ্ৰজনবিয়োগ-জনিত শোকসাগর-নিমগ্ন রাজা পরিক্ষিৎ ত্রাঙ্গণ-রূপধারী মণ্ডুকরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন; আমি কখনই ক্ষমা করিব না;

অবশ্যই ভেকগণকে সংহার করিব ; ঐ দুরাগ্ন্যারাই আগার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়াছে ; অতএব আপনি আগাকে মণ্ডুক বধ করিতে নিষেধ করিবেন না ।

ভেকরাজ রাজার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিম্বগমনাঃ হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! আগার নাম আয়ু, আমি মণ্ডুকগণের অধিপতি । আর আপনার যে প্রণয়িনী ছিল ; সে আগারই কন্যা ; উহার নাম স্তম্ভোভনা । সেই দুঃশীলা কুম্ভাববশতঃ পূর্বে অত্যাচার অনেক ভূপতিকে বধনা করিয়াছে । তখন রাজা কহিলেন, হে ভেকরাজ ! আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি ; আপনি আগাকে কন্যা প্রদান করুন । মণ্ডুকরাজ রাজবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে স্নায় তনয়া প্রদানপূর্বক কহিলেন, স্তম্ভোভনে ! তুমি আজি অবাধ নিরন্তর মহারাজের শুশ্রূষা করিবে এবং সক্রোধচিত্তে এই বালিয়া কন্যাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, অরে দুঃশীলে ! তুই যেমন বিনা কারণে অনেকানেক ভূপতিকে বধিত করিয়াছিস্ ; সেই অপরাধে তোর অপত্যগণ ব্রাহ্মণহিত সাধনে পরাঙ্গু হইবে ।

মহারাজ পরিক্ষিৎ মণ্ডুক-রাজপুত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; এক্ষণে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকৈশ্বর্য লাভ হইল বোধে পরম পরিতুষ্ট চিত্তে মণ্ডুক-রাজকে প্রণিপাত-পূর্বক হর্ষজনিত বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, মহাশয় ! আমি অনুগৃহীত হইলাম । অনন্তর মণ্ডুকরাজ

স্নায় চহিতাকে সম্ভ্রামণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

কিয়ৎকাল পরে রাজার ঔরসে মণ্ডুক-রাজতনয়া স্তম্ভোভনার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল ; শল, দল ও বল । মহারাজ পরিক্ষিৎ কিয়দ্দিনানন্তর উপযুক্ত সময়ে স্নায় জ্যেষ্ঠ পুত্র শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপোবনুষ্ঠান নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন ।

একদা মহারাজ শল রথারোহণে মুগ-য়ায় গমন করিলেন । তিনি তথায় এক মুগকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, সারথিকে অধিকতর বেগে রথ চালন করিতে আজ্ঞা করিলেন । সারথি কহিল, মহারাজ ! কেন রথ ব্যগ্র হইতেছেন ; ঐ মুগকে ধৃত করিতে পারিবেন না । যদি আপনার রথে বামীদ্বয় যোজিত থাকিত ; তাহা হইলে আপনি ঐ মুগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন । তখন রাজা সারথিকে কহিলেন, তুমি আগাকে বামীদ্বয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া বল ; নচেৎ তোমাকে সংহার করিব । সারথি এ দিকে রাজভয়, ওদিকে বামদেবের শাপভয়, এই উভয় ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রথমতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল । রাজা তদদর্শনে খড়্গ উত্তোলন পূর্বক কহিলেন, শীঘ্র বল ; নতুবা তোমার প্রাণ বিনাশ করিব । তখন সারথি প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, হে রাজন্ ! মহর্ষি বামদেবের বায়ুবেগগামী দুই অশ্ব আছে ; উহাদিগের নাম বামী ।

মহারাজ শল সারথির বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে বামদেবের আশ্রমাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। পরে অতি অল্প কালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্ ! এক মুগ আগার শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতেছে ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার বামীদ্বয় প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে রাজন্ ! আগি আপনাকে বামীদ্বয় প্রদান করিতেছি কিন্তু আপনার কৰ্ম্ম সমাপন হইলে শীঘ্র আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

মহারাজ শল মহর্ষির বাক্য স্বীকার করিয়া বামীদ্বয় গ্রহণপূর্বক রথে যোজন করিয়া মুগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে সারথিকে কহিলেন, এই অশ্বরত্নদ্বয় ব্রাহ্মণগণের অনুপযুক্ত ; অতএব ইহা ঋষিকে প্রত্যর্পণ করিব না। অনন্তর সেই বাণবিদ্ধ মুগকে আক্রমণ ও গ্রহণ করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমনপূর্বক মহর্ষির বামীদ্বয়কে স্বীয় অন্তঃপুরে সংস্থাপন করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বামদেব কতিপয় দিবস অতীত হইলে মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি উৎপাত ! যুবা রাজকুমার আমার সেই উত্তম বাহন দুটী লইয়া সচ্ছন্দে জীড়া করিতেছে ; প্রত্যর্পণ করিতে চাহে না। পরে এক মাস পরিপূর্ণ হইলে, তিনি আপনার শিষ্যকে কহিলেন, হে আত্রেয় ! তুমি শল-রাজের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিবে, যদি আপনার কার্য্য সমাপন

হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়ের বামীদ্বয় প্রদান করুন। আত্রেয় উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে রাজার সমীপে গমনপূর্বক অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্র ! এবম্বিধ বাহন রাজগণেরই উপযুক্ত ; ব্রাহ্মণগণের অশ্বে প্রয়োজন কি ? আপনি আশ্রমে প্রস্থান করুন। আত্রেয় রাজার বচন শ্রবণানন্তর স্বীয় উপাধ্যায়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন।

মহর্ষি বামদেব শিষ্যমুখে শল-রাজের অশ্বপ্রদানে অসম্মতি শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে স্বয়ং রাজসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, হে পার্থিব ! তোমার দুৰূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে আমাকে বামীদ্বয় প্রত্যর্পণ কর ; নচেৎ তোমার অসদাচরণ নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে পরিত্যাগ করিলে, ভগবান্ বরুণ অতি ভীষণ পাশ দ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন।

রাজা কহিলেন, হে বামদেব ! সুশিক্ষিত বৃষভদ্বয় ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত ও শাস্ত্রবিহিত বাহন ; অতএব আপনি উহা দ্বারা যথেষ্ট গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তির বেদবিহিত বিধির কদাচ অগ্ৰথাচরণ করেন না।

বামদেব কহিলেন, মহারাজ ! মাদৃশ ব্যক্তির পর লোকে শাস্ত্রোক্ত বাহন বৃষভে গতিবিধি করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা লোকে

কি আগার, কি আপনার সকলেরই অশ্ব বাহন নির্দ্ধারিত আছে ।

রাজা কহিলেন, তবে এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের বাহন গর্দভ, অশ্বতরী বা শীঘ্রগামী অশ্ব-চতুর্ভুজে আরোহণ করিয়া গমন করুন, আর মনে করুন, সেই বামীদ্বয় আগার, আপনার নহে ।

বামদেব কহিলেন, তুমি নিতান্তই বামী প্রদান করিতে অনিচ্ছু হইয়াছ, অতএব লৌহময় ঘোররূপ শূলধারী চারি জন রাক্ষস আগার নিদেশানুসারে তোমাকে চারি খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিবে ; কারণ, জীবিত ব্যক্তিকে বধ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত কৰ্ম্ম ।

রাজা কহিলেন ; যাহারা তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছে ; তাহারাই আমার আদেশানুসারে তোমাকে ও তোমার শিম্যমণ্ডলীকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে ।

বামদেব কহিলেন, যিনি তপোবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনিই জীবলোকে শ্রেষ্ঠ ; সেই ব্রাহ্মণ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না ।

যাহা হউক ; তুমি প্রত্যর্পণ করিবে স্বীকার করিয়া আগার বামীদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ ; অতএব যদি জীবিত থাকা তোমার অভিপ্রায় হয় ; তবে শীঘ্র আমাকে সেই বামীদ্বয় প্রদান কর ।

রাজা কহিলেন, যাহারা মৃগয়াচরণ করে, অশ্ব তাহাদিগের আবশ্যক ; কিন্তু

মৃগয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ; অতএব আপনার অশ্বে প্রয়োজন কি ? আমি সত্য কহিতেছি ; অগ্ন প্রভৃতি আপনি অন্ধান যে সকল বিষয়ের অনুমতি করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না ; ইহাতেই আগার পুণ্য লোক প্রাপ্তি হইবে ।

মহারাজ পরিক্ষিৎ এই কথা কহিবামাত্র তথায় ঘোররূপ শূলধারী রাক্ষসচতুর্ভুজ সমুপস্থিত হইয়া রাজাকে সংহার করিতে উদ্যোগ করিলে, তিনি তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, যদি ইক্ষ্বাকুগণ, দল ও বৈশ্যগণ আগার বশবর্তী হয় ; তবে বামদেবকে বধনই বামীদ্বয় প্রদান করিব না । বামদেবের ন্যায় লোকেরা কখনই ধার্মিক হয় না । তিনি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ তাঁহাকে সংহার করিল ।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুগণ, রাজা বিনষ্ট হইয়া-ছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ দলকে রাজ্যে-অভিমেক করিল । তখন মহর্ষি বামদেব দলের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণগণকে দান করা যে অবশ্য কর্তব্য, ইহা সর্বদম্বৈই প্রসিদ্ধ আছে । যদি তুমি অধম্পরাষণ না হও ; তবে অবিলম্বেই আগার সেই বামীদ্বয় প্রত্যর্পণ কর ।

মহারাজ দল বামদেবের বাক্য শ্রবণ-নন্তর ক্রোধাক্ষ চিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে সূত ! তুমি আমাকে এক বিসদিক্ষসায়ক আনিয়া দাও ; আমি তদ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কুকুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব ।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি জানি, তোমার এই দশ বর্ষব্যয়ক শ্চেনজিৎ নামে এক পুত্র আছে ; আমার বচনানুসারে এই বিমাত্ত বাণ তাহাকেই সংহার করিবে । মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র দলবিস্তৃত বাণ অন্তঃপুরে গমনপূর্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল । দল সেই রক্তান্ত্র প্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ ! আমি অত্র এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ; তোমরা শীঘ্র আর একটা স্ত্রীতীক্ষ্ণ বাণ আনয়ন-পূর্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর ।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি ঐ বিমাদিগ্ধ বাণ আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ ; কিন্তু কদাচ উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না ।

তখন রাজা মুনির বাক্যপ্রভাবে বাণ মোক্ষণে অক্ষম হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ ! দেখ, আমি শর সন্ধান করিয়াছি ; কিন্তু কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না । অতএব এক্ষণে বামদেবকে বিনষ্ট করিতে আমার আর অভিলাষ নাই ; এই বামদেব স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন ।

তখন বামদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি এই বাণ দ্বারা মহর্ষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে । রাজা দল মুনির বাক্য শ্রবণে তদনুসারে কার্য করিলেন ।

অনন্তর রাজমহর্ষী কহিলেন, হে বামদেব ! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীকে

প্রতিদিন কল্যাণকর উপদেশ প্রদান-পূর্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সত্য ধর্ম উপার্জন করিয়া চরমে পুণ্য লোক লাভ করিতে পারি ।

বামদেব কহিলেন, হে শুভে ! তুমি এই রাজকুল পরিত্রাণ করিলে ; এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বয়স প্রার্থনা কর । সমুদায় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুরাজ্য শাসন কর ।

রাজমহর্ষী কহিলেন, হে ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ; তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক ।

মহর্ষি বামদেব রাজমহর্ষীর বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্ত বলিয়া বর প্রদান করিলে, মহারাজ দল পাপবিমুক্ত হইয়া পরম পারিতুষ্ট চিত্তে মহর্ষিকে প্রণামপূর্বক বাগ্নীদ্রব্য প্রদান করিলেন ।

ত্ৰিণবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর ! তদনন্তর মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণ সকল ও রাজা যুধিষ্ঠির মর্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! মহাতপাঃ বক কি কারণে দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছিলেন ? মর্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই মহাতপাঃ রাজর্ষি বক কি কারণে দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছিলেন ; তাহার বিচারণার আবশ্যকতা নাই ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে পুনর্বার

মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহর্ষে ! শুনিয়াছি, বক ও দাশ্য নামে দুই জন ঋষি ছিলেন ; তাঁহারা চিরজীবী ও ইন্দের সখা ; লোকে তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকে । অতএব আমি সেই সুখদুঃখ-সংযুক্ত বক-শক্র-সমাগন শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি ; আপনি অনুগ্রহপূর্বক অবিকল কীর্তন করুন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পদ্মরাজ ! দেবাসুরের সংগ্রাম হইলে পর দেবরাজ ত্রিলোকীর অধিপতি হইলেন । তখন পয়োধরমণ্ডলী পর্যাণ্ড পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল ; উভমোভম শস্ত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরাময় হইল । বলনিসৃদন দেবরাজ সকলকেই স্কট ও ধম্মানিষ্ঠ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্বক নদ, নদী, বাপী, তড়াগ, উদ্যান, প্রপা, ব্রহ্মসমাচার-সম্পন্ন দ্বিজোত্তমপরিষেবিত সরোবর, স্তম্ভনগর, জনপদ, পেট, বিচিত্র আশ্রম সকল ও প্রজাপালনদক্ষ ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন । অনন্তর পূর্বদিকে সাগরসমিহিত বহুবিধ পান্দপশোভিত প্রদেশে যুগপক্ষিগণ-নিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমপদ সন্দর্শন করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক মহাতপাঃ বককে অবলোকন করিলেন । মহাতপাঃ বক ইন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া মাতিশয় প্রীত হইয়া পাণ্ড, আসন, অর্ঘ ও নানাবিধ ফল মূল প্রদানপূর্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন ।

দেবরাজ সংকৃত ও স্ত্রুতাসীন হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপনি মহত্স বৎসর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ বর্ণন করুন ।

বক কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ ! চিরকাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ দেখিতে হয় এবং দুর্নিবন্ধ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় ; ইহার পর দুঃখ আর কি আছে ! চিরজীবিত দরিদ্রের ক্রেশম পান্ধী নাই ; কারণ, অর্থাবিহীন ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে । চিরজীবী হইলে কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুল ভাব, কাহারও সংযোগ, ও কাহারও বা বিয়োগ দর্শন করিয়া মাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।

হে দেব শতক্রতো ! অকুলীন সমুদ্র ব্যক্তির কিরূপে কুলবিপর্যায় হইতেছে ; তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস ইহারা সকলেই বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেছে । সংকুলোদ্ভব ব্যক্তি দুষ্কুলীনের বশব্দ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রেশ পাইতেছে ; ধনবান্ নির্ধনের অবমাননা করিতেছে ; বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ক্রেশ ভোগ করিতেছে ; নিতান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিও পরম সুখে রহিয়াছে । হে ত্রিদশনাথ ! লোকে এইরূপ বিস্তর অনায়াস, মনুষ্যের বহুবিধ দুঃখ ও নানা ক্রেশ দৃষ্ট হয় । ইহা

অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে !

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি পুনর্ব্বার চিরজীবীর স্তব্ধের বিষয় বর্ণন করুন । বক কহিলেন, স্তবনাথ ! যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহার-পূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে ; যাহাকে লোকে উদারিক বলে না ; যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না ; সেই চিরজীবীই যথার্থ স্তব্বী । যে ব্যক্তি অন্তের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা স্তব্বী আর কে আছে ! ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকাম ভোজন করাও শ্রেয়স্কর ; তথাপি পর-গৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিতাম ভোজন করাও স্তব্বকর নহে । যে অন্নর কুকুরের খায় পরাম প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে ; তাহাকে ধিক্ । যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃ-গণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই পরম স্তব্বী ; এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য । অতিথি ব্রাহ্মণ যত গুলি অন্নপিণ্ড ভোজন করেন ; প্রদাতার তত সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং তাহার যৌবনকালকৃত সমস্ত পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় । ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার করতলস্থিত জল স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ

পাপ হইতে মুক্ত হয় । এবম্বিধ নানা-প্রকার কথোপকথনান্তে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মহামুনি বকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর পাণ্ডবেরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্য কীর্তন করিলেন ; এফণে রাজন্ত্য মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ জন্মিয়াছে ! মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন ।

সুহোত্র নামে এক জন কুরুবংশীয় রাজা একদা মহর্ষিগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন । প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে সম্মুখীন রথস্থ ঔশীনর শিব-রাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে স্ব স্ব বয়ঃক্রমানুরূপ পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিলেন ; কিন্তু গুণবিষয়ে দুই জনই তুল্য বলিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না ; ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইলেন । তিনি তাঁহাদিগের বিতণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত পরস্পরের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন ?

তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর ! আমরা বাস্তবিক বিবাদ করিতেছি না ; কিন্তু কেহ ব্যক্তি কাহাকে পথ পরিত্যাগ করিবে, এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি দুৰূহ । পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

যে, বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে ; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে উৎ-
কর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করা অসাধ্য ; আমা-
দিগের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম সমান ; অত-
এব আপনি এ বিষয়ের গীমাংসা করুন ।

নারদ কহিলেন, কি ক্রুর, কি মৃদু,
কি সাধু, কি অসাধু পরস্পার সকলেরই
মৌহর্দ্দ হইতে পারে ; অতএব মৌহর্দ্দ
তুল্যতার কারণ নহে । যিনি দেবগণের
অনির্গীত সংকার্যের অনুষ্ঠান করেন ;
যিনি দান দ্বারা কুকর্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা
ক্রুর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্য
বাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা
অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন ;
তিনিই সাধুশীল । আমার মতে তোমরা
উভয়েই উদারস্বভাব ; কিন্তু ঔশীনর
শিবি তোমা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট ;
অতএব তুমি শিবিকে পথ প্রদান কর ।

দেবমি নারদ এই কথা কহিয়া মৌনাব-
লম্বন করিলে, কোরব্য শিবি-রাজকে
প্রদক্ষিণ-পূর্বক বহুবিধ প্রশংসা ও পথ
প্রদান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।
হে রাজন্ ! মহর্ষি নারদ এই রূপে রাজ-
মহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ !
নহ্মাত্মজ রাজা যযাতির বৃত্তান্ত শ্রবণ
করুন । রাজা যযাতি পৌরজন-পরিত্রুত
হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন,
এগত সময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার

নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন-পূর্বক কহি-
লেন, রাজন্ ! আমি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা
হেতু গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি ।
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি
কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আত্মা করুন ।
ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পার্থিব ! লোকে
যাচকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন
করিয়া থাকে ; এ নিমিত্ত আপনাকে
জিজ্ঞাসা করি ; আপনি কি প্রসন্ন মনে
আমাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন ?

রাজা কহিলেন, হে দানার্থ ! বিদ্বে-
ষের কথা দূরে থাকুক ; আমি দান করিয়া
পুনরায় তাহার কীৰ্ত্তন করি না ; কিন্তু
অগ্রে প্রার্থনা না করিলে আঘাত্য অর্থ
প্রদানের অঙ্গীকার করি না । স্ত্রী, পুত্র ও
আপন দেহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্য বস্তু
আছে ; তৎসমুদায় আপনাকে প্রদান করিয়া
আমি কৃতার্থম্বন ও পরম স্তুতী হইতে পারি,
কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচ
সম্মত হই না । হে ব্রাহ্মণ ! আমার গনঃ
যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না ;
আমি যাচমান ব্রাহ্মণকে পরম প্রিয় পাত্র
জ্ঞান করিয়া থাকি ; প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত
আমি কদাপি শোকার্ত্ত হই না । অতএব
এক্ষণে আমি আপনাকে সহস্র ধেনু দান
করিতেছি ; গ্রহণ করুন । রাজা এই
কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান
করিলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিগ্রহ
করিলেন ।

ষষ্ঠ্যবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! পুনরায় রাজন্য-সাহায্য কীর্জন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! রুমদর্ভ ও সেতুক নামে দুই জন অস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ রাজা ছিলেন । রুমদর্ভ বাল্যাবধি উপাংশু-ব্রতধারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণকে কেবল রজত ও কাঞ্চন প্রদান করিতেন ; সেতুক ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না ।

এক দিবস বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেতুকের নিকট উপনীত হইয়া যথাবিধি আশীর্বাদ করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত মহত্ৰ অশ্ব প্রার্থনা করিলেন । সেতুক কহিলেন, ভগবন্ ! আমার গুরুদর্শন প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই ; অতএব আপনি রুমদর্ভ-সকাশে গমন করুন । সেই রাজা পরম ধার্মিক ; তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই আপনার অভিলষিত গুরুদর্শন প্রদান করিবেন ; সন্দেহ নাই । আমি উত্তমরূপে অবগত আছি, তিনি উপাংশু ব্রতচরণ করিতেছেন ।

অনন্তর ব্রাহ্মণ রুমদর্ভ-সকাশে গমন-পূর্বক মহত্ৰ অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আমি নিরপরাধ ; কি নিমিত্ত আমাকে তাড়না করেন ? ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া শাপপ্রদানে উত্তত হইলে, রাজা কহিলেন, হে বিপ্র ! যে ব্যক্তি তোমাকে স্নায় পন দান না করিবে ;

তাহাকে কি অভিসম্পাত করা উচিত ? অথবা অন্যায় শাপ প্রদান করা কি ব্রাহ্মণের কৰ্ম্ম ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ ! আমি সেতুক-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ; শাপ প্রদান করা নী অন্য কোন অভিলাষ নাই । রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অগ্ন পূর্বাহ্নে আমার যত অর্থাগম হইবে ; তৎসমুদায় আপনাকে প্রদান করিব । কিন্তু কশাঘাত আর কোন ক্রমেই দূরীকৃত হইতে পারে না । এই কথা বলিয়া রাজা রুমদর্ভ এক দিনের সমুদায় আয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন । তাহা মহত্ৰাধিক অশ্বের মূল্য হইবে, সন্দেহ নাই ।

একদা দেবতাদিগের এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া উশীনরের পুত্র শিব-রাজের স্বভাব পরীক্ষা করিতে অভিলষ করি । পরে অগ্নি ও ইন্দ্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ধরাতলে সমাগত হইলেন । অনন্তর অগ্নি কপোতরূপ ধারণপূর্বক শিব-রাজের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে, ইন্দ্রও শ্যেনরূপী হইয়া সেই কপোতের অনুসরণ করিলেন । কপোত দিব্যাসনা-মীন রাজার উৎসঙ্গে নিপতিত হইলে, পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ ! এই কপোত শ্চোনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছে । সাহা হউক, কিন্তু এই রূপ কিংবদন্তী আছে যে, অগ্নে সহসা কপোতনিপতন

হইলে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে ; আপনি দিগ্দিগন্তের অধীশ্বর ; অতএব ব্রাহ্মণকে ধন প্রদানপূর্বক দুর্নিমিত্তের প্রতি-কার করুন ।

তখন কপোত কহিল, মহারাজ ! আমাকে প্রকৃত কপোত বিবেচনা করিবেন না । আমি মূনি, স্যাধ্যায়, সম্পন্ন, ব্রহ্ম-চারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিষ্পাপ ; আমি কদাচ আচার্য্যের প্রতি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি না ;* আমি তন্ন তন্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি ; প্রতিদিন বেদপাঠ ও তাহার অনুশীলন করিয়া থাকি ; এক্ষণে কেবল শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ-রক্ষার্থ আপনার গাত্রে নিপতিত হইয়াছি । মহারাজ ! শ্রোত্রিয়কে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অনুচিত ; অতএব আমাকে শ্যেনহস্তে অর্পণ করিবেন না ; আমি বাস্তবিক কপোত নহি ।

শ্যেন কহিল, মহারাজ ! এই সংসারে জন্ম গ্রহণবিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যায় লক্ষ্য হইয়া থাকে ; পূর্ব জন্মে ষাঁহাদিগকে পিতা, মাতা, ভাৰ্য্যা, পুত্র ও কন্যা বলিয়া আসিয়াছেন ; পর জন্মে তাঁহারাই আবার পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ; শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে ; অতএব বোধ হইতেছে ; আপনি পূর্বে এই কপোত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন ; এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ পিতা কপোতকে রক্ষা করিতেছেন ; যাহা হউক, এক্ষণে আমার আহারে বিঘ্নোৎপাদন করা আপনার অনুচিত ।

রাজা কহিলেন, পক্ষিজাতি ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃতবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা কোন্ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে ; কপোত এবং শ্যেন এই উভয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সদস্য নিশ্চয় করি । যিনি ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করেন ; তাঁহার রাজ্যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না ; সময়ে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না ; এবং তিনি বিপৎকালে শরণার্থী হইলে, কেহ তাঁহাকে পরিত্রাণ করে না ; তাঁহার প্রজা সকল হ্রস্বকলেবর হয় ; পিতৃগণ তাঁহার নিকটে বাস করেন না ; এবং দেবতারা তাঁহার হব্য প্রতিগ্রহে পরাধীন হন । সেই অল্পমতি ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা ; তিনি কদাচ স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন না এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি বজ্রপ্রহার করেন । অতএব এই কপো-তের পরিবর্তে ওদনের সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি ; হে শ্যেন ! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিত করিয়া প্রীত হও ; তথায় গমন কর ; শিবিরে তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে ।

শ্যেন কহিল, হে রাজন্ ! আমি বৃষভ প্রার্থনা করি না এবং কপোত ভিন্ন অন্য মাংসেও আমার তাদৃশ অভিরুচি নাই ; অগ্ন দেবতার আমাকে এই কপোত প্রদান করিয়াছেন, উহাই আমার ভক্ষ্য ; অতএব আপনি উহা প্রদান করুন । রাজা কহিলেন, হে শ্যেন ! আমি সকলের

সমক্ষে তোমাকে সর্বাস্ত্রসম্পূর্ণ বলীদর্দ প্রদান করিতেছি ; তুমি এই কপোতের প্রাণ হিংসা করিও না । কপোত প্রাণভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত আমি আপনার প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি ; কিন্তু কপোত প্রদান করিতে কদাচ সন্মত নহি ; অতএব তোমার কপোত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই । যদ্বারা শিবিগণ প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্বক আমার প্রশংসা করেন এবং তোমার প্রিয় কার্য সম্পাদিত হয় ; তাহা আদেশ কর ; আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব ।

শ্রেন কহিল, মহারাজ ! আপনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্তনপূর্বক প্রদান করুন ; তাহা হইলে আমার প্রিয় কার্য সংসাধন ও কপোতের প্রাণ রক্ষা হইবে এবং শিবিগণও আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করিবেন ।

অনন্তর তিনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংসপেশী কর্তনপূর্বক তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অপেক্ষা কপোত গুরুতর ; তখন পুনরায় মাংস কর্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না ; এই রূপে সর্বশরীরের মাংস ছেদনপূর্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও কপোত গুরুতর হইল ; পরিশেষে রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন । তখন শ্রেন এই লোকাতিগ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ‘রাজার

কিছুই অপ্রিয় নাই ; কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল ;’ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল ।

অনন্তর রাজা কপোতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র ! শিবিগণ তোমাকে কপোত বলিয়া জানেন ; সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রেন কে ? আমার বোধ হয়, ইনি কোন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন ; নচেৎ সামান্য লোকে ঈদৃশ দুৰ্দ্ধিহ কার্য করিতে কখনই সমর্থ হন না । কপোত কহিল, মহারাজ ! আমি ধূমকেতু অগ্নি ; আর এই শ্রেন শচীপতি ইন্দ্র । আমরা তোমার সাধু ব্যবহার সর্বিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি । তুমি আমার নিষ্ক্রাযার্থ যে মাংসপেশী অগ্নি দ্বারা কর্তনপূর্বক প্রদান করিয়াছ ; আমি তাহা তোমাদের স্ববর্ণবর্ণ, মনোহর, অতি পবিত্র রাজচিহ্নস্বরূপ করিব । তোমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতি যশস্বী, দেবষিগণের আদরণীয় এক পুত্র জন্মিবে ; তাহার নাম কপোতরোমা ; সে সৌরথেয়গণের প্রধান এবং অতি বীর্যশালী হইবে ।

সপ্তদ্বত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহামুনি মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক অভিহিত হইয়া পুনর্বীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহারাজ ! বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া এক দিন স্বীয় তিন ভ্রাতা প্রতর্দন,

বসুমনাঃ ও শিবির সহিত রথারোহণ-পূর্বক গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবষি নারদকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহার! সকলে অভিবাদন-পূর্বক কহিলেন, হে তপোধন ! রথে আরোহণ করুন ।

দেবষি নারদ তাঁহাদের বাক্যে রথ-
রুঢ় হইলে পর এক জন কহিলেন, ভগ-
বন্ ! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে
অভিলাষ করি । নারদ কহিলেন, কি
অভিলাষ হইয়াছে, বল । তখন তিনি
কহিলেন, তপোধন ! আমরা চারি জন
অবিনশ্বর স্বর্গধামে গমন করিব, তন্মধ্যে
প্রথমে কে ভূতলে অবতীর্ণ হইবে ?
নারদ কহিলেন, অষ্টক । তিনি জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! অষ্টক যে স্বর্গভ্রষ্ট
হইবেন, তাহার কারণ কি ? নারদ কহি-
লেন, আমি এক দিবস অষ্টকালয়ে বাস
করিয়াছিলাম ; পর দিন ইনি আমাকে
রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে
এক স্থানে বহু সহস্র নানাবর্ণ বিচিত্রিত
ধেনু বিচরণ করিতেছে দেখিয়া, আমি
জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল ধেনু কাহার ?
তিনি কহিলেন, আমার ; আমি এই সমু-
দায় ধেনু স্বর্গ লাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে
দান করিয়াছি । এই রূপে আত্মপ্লাঘা
করিয়াছিলেন ; এই হেতু তিনি অগ্রে
ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন । তাঁহারা কহি-
লেন, ভগবন্ ! সম্প্রতি আমরা তিন জনে
স্বরসদনে গমন করিব ; ইহার মধ্যে কে
অগ্রে অবতীর্ণ হইবে ? নারদ কহিলেন,
প্রতর্দন ; একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি

নিমিত্ত ? নারদ কহিলেন, আমি প্রতর্দ-
নের গৃহেও এক দিবস বাস করিয়াছিলাম ।
ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতে-
ছিলেন ; পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া
প্রতর্দনের নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিল ;
তিনি কহিলেন, আমি প্রত্যাগত হইয়া
তোমাকে অশ্ব প্রদান করিব । ব্রাহ্মণ
কহিলেন, শীঘ্র প্রদান করুন ; তিনি তৎ-
ক্ষণাৎ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্ব তাঁহাকে প্রদান
করিলেন ।

অনন্তর আর এক জন অশ্বপ্রার্থী
ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে তাঁহাকে বাম পার্শ্বস্থ
অশ্ব প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন । পরে
অপর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অশ্ব যাক্রা
করিলে, তিনি তখন ধূর্য অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে
শীঘ্র ভার অবরোহণ-পূর্বক সেই অশ্বটি
তাঁহাকে প্রদান করিয়া গমন করিতে লাগি-
লেন । পরে অত্র এক ব্রাহ্মণ আসিয়া
পুনরায় অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি কহি-
লেন, প্রত্যাগত হইয়া প্রদান করিব ।
ব্রাহ্মণ কহিলেন, সত্বরে প্রদান করুন ।
তিনি তখন তাঁহাকে রথধুরসংযুক্ত অশ্ব
প্রদানপূর্বক স্বয়ং ধুর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ
দিগকে কহিলেন, আমি অনেক দান করি-
য়াছি ; সম্প্রতি আর কিছুই নাই ।

নারদ কহিলেন, দান করিয়া অসূয়া
প্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না ।
তাঁহারা কহিলেন, এক্ষণে আমরা দুই জনে
গমন করিব ; তন্মধ্যে কে ধরাতে অব-
তীর্ণ হইবে ? নারদ কহিলেন, বসুমনাঃ ;
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত ?

নারদ কহিলেন, আমি এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে বন্যমনার গৃহে গমন করিয়া পুষ্পরথের প্রয়োজন বশতঃ স্বস্তি-বাচনপূর্বক তাঁহার সমীপে সনুপস্থিত হইলাম ; পরে ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন সমাপন হইলে, তিনি সকলকে রথ প্রদর্শন করিলেন । আমি তাঁহার অনেক প্রশংসা করাতে বন্যমনাঃ কহিলেন, “ভগবন্! আপনি যে রথের প্রশংসা করিতেছেন, উহা আপনার রথ” বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু প্রদান করিলেন না ।

অনন্তর আমি পুনর্বার এক দিবস বন্যমনার নিকট উপস্থিত হইয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশতঃ স্বস্তিবাচন করিলাম । তাহাতে রাজা ইহা আপনারই বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু প্রদান করিলেন না । পুনরায় তৃতীয় বার স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করিলে পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমার প্রাতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পুষ্পরথের নিমিত্ত স্বস্তি-বাচন অতি উত্তম হইয়াছে । এই রূপ দ্রোহবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহাকে ক্ষুতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে ।

তাঁহার কহিলেন, সম্প্রতি আগাদের মধ্যে এক জন ও আপনি, এই দুই জন গমন করিবেন ; তাহাতে কে অবতীর্ণ হইবেন ? নারদ কহিলেন, আমি অবতীর্ণ হইব ; শিবি-রাজ স্বর্গে গমন করিবেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত ? নারদ কহিলেন, আমি শিবির সমান হইব না ; কারণ একদা এক ব্রাহ্মণ শিবি-

রাজের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি ভোজনার্থী । শিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন । ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! বৃহদর্ভ নামে তোমার যে পুত্র আছে ; তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে ।

রাজা পুত্রকে বিনষ্ট ও যথাবিধি পাক করিয়া পাত্রে স্থাপিত করিয়া মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশে গমন করিলেন । তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কহিল, আপনি যে ব্রাহ্মণের অনুগমন করিতেছেন ; তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশপূর্বক আপনার গৃহ, কোমাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা প্রভৃতি সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন । এই অশ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে রাজার মুখ বিবর্ণ বা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইল না ; প্রত্যুত তিনি অবিচলিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণে বিস্ময়-বিষ্ট হইয়া অধোমুখে রহিলেন ; কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না ।

রাজা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; ব্রাহ্মণ মুহূর্তকাল উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবিকে কহিলেন, তুমিই ইহা ভোজন কর । শিবি ব্রাহ্মণবাক্যে সন্তোষ হইয়া অবিমল মনে

কপাল উত্তোলনপূর্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সাধো ! আমি বুঝিলাম, তুমি জিতক্রোধ ; ব্রাহ্মণার্থ তোমার কিছুই অদেয় নাই । এই বলিয়া যথাবিধি সংকার করিলেন । রাজা সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র পবিত্রগন্ধমস্পন্দ, অলঙ্কৃত দেবকুমারতুল্য নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন । ব্রাহ্মণ সেই বিময় সকল সংসাধন করিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন । বিধাতা ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজর্ষির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

ব্রাহ্মণ অন্তহিত হইলে, অসাত্যগণ রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি সবিশেষ জানিয়াও কি নিমিত্ত এই রূপ অনুষ্ঠান করিলেন ? শিব-রাজ কহিলেন, আমি যশোলাভ, অর্থলাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া এরূপ কৰ্ম্ম করি নাই ; কেবল এই পথে পাপপরায়ণদিগের অধিকার নাই ; এই নিমিত্ত আমি ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়াছি । সাধু লোকে যাহা অধিকার করেন, তাহাই প্রশস্ত ; এই কারণে আমার বুদ্ধি প্রশস্ত বিষয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে । নারদ কহিলেন, আমি শিব-রাজের এইরূপ সৌভাগ্য সম্যক্ অবগত হইয়া এরূপ কহিয়াছি ।

অষ্টমবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা

করিলেন, ভগবন্ ! আপনার অপেক্ষা কি আর কেহ প্রাচীন আছেন ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষীণপুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার সম্মিথানে আগমন-পূর্বক কহিলেন, হে তপোধন ! আমার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কি আগাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারেন ? আমি কহিলাম, আমরা নিরবাচ্ছন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকি ; কার্য্য-পর্য্যাকুলত্বপ্রবৃত্ত আপনারই সঙ্কল্প সকল বিস্মৃত হইয়া বাই ; কখন স্মরণ করিলেও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ত্রোতপবাসাদি সাধনজনিত শারীরিক উপতাণে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না ; সুতরাং আপনাকে কি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞান করিব । তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না ? আমি কহিলাম, হিমাচলে প্রাবারকর্ণ নামে এক উল্লুক বাস করিয়া থাকে ; সে আগা অপেক্ষা অতি প্রাচীন ; বোধ হয়, আপনিও প্রত্যভিজ্ঞান করিলেও করিতে পারেন কিন্তু হিমালয় অতি দূরবর্তী ; অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় ত চলুন ; আমিও যাইব ।

অনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বাকার স্বীকারপূর্বক আগাকে লইয়া উল্লুক-সম্মিথানে সমুপস্থিত হইলেন । অনন্তর তিনি উল্লুককে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে উল্লুক ! তুমি কি আগাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পার ? প্রাবারকর্ণ উল্লুক মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করিয়া কহিল, না মহাশয় !

আমি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারিলাম না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে উলুক ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছেন ? উলুক কহিল, মহাশয় ! ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে ; তথায় নাড়ীজজ্ঞ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষাও প্রাচীন ; অতএব আপনি তথায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও উলুক আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরোবরে গমন করিলেন।

অনন্তর আমরা বককে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, হে নাড়ীজজ্ঞ ! তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান ? বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না, আমি তাঁহাকে জানি না। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নাড়ীজজ্ঞ ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছে ? বক কহিল, এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। আপনারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন ; বোধ হয়, সে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজকে জানিতে পারিবে।

অনন্তর সেই বক আমাদের সহিত অকূপার সম্মিধানে উপনীত হইয়া কহিল, আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব ; তুমি শীঘ্র আমাদিগের সম্মিধানে আগমন কর ! কচ্ছপ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্ত্বর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে আগমন করিল। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অকূপার ! তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজকে

জান ? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সে কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে উদ্বিগ্ন মনে কহিল, আমি ইহাকে বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি ; ইনি যাগযজ্ঞ সমাধান-পূর্বক সহস্র বার যুপ সকল আহিত করিয়াছেন ; ইনি যজ্ঞে যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন ; তাহাদিগেরই সঞ্চরণে খুরক্ষুণ্ণ হইয়া এই সরোবর হইয়াছে ; আমি এই স্থানেই সতত বাস করিয়া থাকি।

এই কথা পরিসমাপ্ত হইবামাত্র দেবলোক হইতে এক দেবরথ আবির্ভূত হইল ও রাজমিকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী উচ্চারিত হইয়া উঠিল ; হে মহারাজ ! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত আছে ; এক্ষণে তুমি সেই সমুচিত স্থান লাভ করিয়া কীর্ত্তিমান্ লোকের অগ্রগণ্য হও। যত দিন মনুষ্যের পুণ্যধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া থাকে ; তত দিন সেই মনুষ্য পুরুষ বলিয়া পরিগণিত ; যত দিন লোকের অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকে ; তত দিন তাহার নিকৃষ্ট লোক প্রাপ্তি হয়। অতএব মনুষ্যের অনন্ত লোক লাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া ও পাপসঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কল্প।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, আমি অগ্রে এই স্ববির-দ্বয়কে স্বস্থানে রাখিয়া আসি ; পরে গমন করিব ; এক্ষণে তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি প্রাবার-

কর্ণ উলুক ও আমাকে লইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন । হে পাণ্ডবগণ ! তিনিই আমা অপেক্ষা প্রাচীন । তখন পাণ্ডবেরা কহিলেন, হে তপোধন ! স্বর্গলোকচ্যুত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুনরায় যথাস্থানে অবস্থাপিত করিয়া, আপনি অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই রূপ দেবকীন্দন কৃষ্ণ ও নিরয়নিমগ্ন রাজর্ষি'নৃগকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন ।

নবনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়গুণে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনরায় স্বর্গপ্রতিপাদন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন ! গার্হস্থ্য, বাল্য, যৌবন ও বার্কক্য এই অবস্থা-চতুর্নয়মধ্যে কোন অবস্থায় দান করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং ইহার ফলশ্রুতিই বা কিরূপ ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিষ্কৃতের জন্ম, পরাম্ভোজীর জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, তাহার জন্ম, এই চারি প্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল । বাল, বৃদ্ধ ও অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে, তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে

অকৃতকার্য্য হইয়াছে ; তাহাকে যে দান করা যায়, উহা নিষ্ফল ; যে বস্তু অনায়াস-পূর্ব্বক উপার্জিত হইয়াছে তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না । পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্র-পাচক, বৃষণীপতি ও বৃত্তাধ্যয়ন-শূন্য ব্রাহ্মণ-বাদী ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কোন ফলোদয় হয় না । আর স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক ও পরিচারককে দান করিলে, তাহারও কোন ফলোপধায়কতা নাই । হে মহারাজ ! এই মোড়শ প্রকার বৃথা দান কীর্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে আরও যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভয় বা ক্রোধপ্রযুক্ত দান করে এবং যে ব্যক্তি বিনয়নম্র হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করায় ; সে গর্ভস্থ হইয়া সেই সকল দানফল উপভোগ করে ; অতএব স্বর্গমার্গ-জিগীষাপরবশ হইয়া সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! বর্ণ-চতুর্নয়মধ্যে প্রতিগ্রহপ্রণয়ী ব্রাহ্মণেরা কিরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যবশতঃ অগ্নিকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অগ্নিকে ও আপনাকে উদ্ধার করেন ; ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে, দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণগণ-বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় । তুমি পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা

করিয়া জ্ঞানশূন্য, শ্লেষাক্রিম্ব কলেবর ও ত্রিয়মান হইলেও নিঃসন্দেহ অনন্ত পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গলাভ প্রত্যাশায় ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিবে ; শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। বিবর্ণ, কুনখী, কুণ্ঠী, মায়াবী, কুণ্ড, গোলক ও শরভুগ্নীরধারী নরকে শ্রাদ্ধকালে প্রবন্ধ-পূর্বক পরিত্যাগ করিবে। যাদৃশ ছত্ৰাশন কাষ্ঠভার দন্ধ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ দোষস্পর্শবিশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমুদায় কণ্ঠফল ভক্ষ্যসাৎ করে। শ্রাদ্ধকালে মৃক, অন্ধ ও বধির ব্রাহ্মণদিগকে অশ্রাব্য বেদবেদান্ত-পারগ বিপ্রদিগের সহিত একত্র মিলিত করিয়া নিয়োগ করিবে ; হে মহারাজ। এক্ষণে কি প্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে ; তাহাও কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি স্বশক্ত্যানুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ; সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। বৃদ্ধি যেমন অতিথি ভোজন করাইলে সন্তুষ্ট হন, তদ্রূপ হবির হোম, কুসুম ও অনুলেপন দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। যাহারা পাদোদক, পাদমুত, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে ; তাহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। দেবনির্ম্মাল্য অপনয়ন, দ্বিজোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্করণ ও গাত্র সংবাহন ইহার এক একটি কার্য্য গোদান অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাজন্ ! কপিলা প্রদান করিলে, লোক সঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তি-

পদ প্রাপ্ত হয় ; অতএব গৃহস্থ দ্বারা পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে একান্ত অভিভূত, উপকারসমর্থ অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়কে অলঙ্কৃত কপিলা দান করিবে ; হে মহারাজ ! সুসম্পন্নকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।

এক ব্যক্তিকে একটি গো প্রদান করিবে ; অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না ; কারণ সেই ধেনু বিক্রীত হইলে, বিক্রেতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ফলতঃ এইরূপ দান দাতা ও গ্রহীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যিনি ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত স্তবর্ণ প্রদান করেন ; তাঁহার শতাব্দত স্তবর্ণশত প্রদানের ফল লাভ হয়। যিনি ধূরন্ধর বলবান্ বলীবর্দ প্রদান করেন, যিনি দুর্গম প্রদেশ সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার বাসনা সকল সফল হয়।

যাহারা গমনকালে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিধূসরপাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে ; এবং যাহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন ; সেই নির্দেষ্ঠাও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ ! তুমিও অন্ন দান পরিত্যাগ-পূর্বক অন্ন দান কর। ভুলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতম কৰ্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যানুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্ন দান করেন ;

তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে ।
অম্মই একমাত্র উৎকৃষ্ট ; অম্ম অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । অম্ম সাক্ষাৎ
প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ও
উহাকেই সংবৎসরযজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করে ।
সেই সংবৎসরযজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত
আছে ; এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম
প্রভৃতি ভূতসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহি-
য়াছে ; অতএব অম্মই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট,
তাহার সন্দেহ নাই ।

যাঁহারা অগাধসলিল তড়াগ, হ্রদ, বাপী,
কূপ, গৃহ ও অম্ম প্রদান করেন ; যাঁহা-
দিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর
কৃতান্তের ভয় থাকে না । যিনি স্ত্রীল
ব্রাহ্মণকে শ্রোগোপার্জিত অর্থ দ্বারা সঞ্চিত
ধান্য প্রদান করেন ; বস্তুদ্বারা তাঁহার প্রতি
সমধিক সম্ভুক্ত হইয়া ধনধারা বিপর্জ্জন
করিয়া থাকেন । হে মহারাজ ! অম্মদাতা,
সত্যবাদী ও অযাচিত প্রদাতা এই তিন
ব্যক্তি অনুক্রমে সমলোক লাভ করিয়া
থাকেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গের
সহিত একান্ত কুতূহল-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি
মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
তপোধন ! যমলোকের পথ ও যমলোক
হইতে মনুষ্যলোকের অন্তর কি প্রকার
এবং তাহার প্রমাণই বা কি ? মনুষ্যেরা
কোন্ উপায় দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইয়া
থাকে ? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্তন
করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ !
এই প্রশ্ন ঋষিপ্রশংসিত, পবিত্র, সকলের

গোপনীয় ও ধর্ম্মসম্পন্ন ; এক্ষণে আমি ইহা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

যমলোকের পথ ও মনুষ্যলোকের
সীমা মড়শীতি সহস্র যোজন পরিমিত ।
উহা কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায়
অতি ভীমদর্শন । তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত
পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত দূর করিতে পারে,
একপ রক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সালিলের সম্প-
র্কও নাই । সেই পথ দিয়া যমদূতেরা
বলপূর্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে
লইয়া যায় ।

যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি
প্রদান করিয়াছে, তাহারাই সেই সমস্ত
যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গম বস্তু অতি-
ক্রম করিয়া থাকে । ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা
আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে । অম্ম-
দাতা পরিতৃপ্ত ও অম্মদানবিমুখ ব্যক্তি
অপারিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিতে
থাকে । বস্ত্রদাতা বস্ত্র ও বস্ত্রদান-পরায়ণ
ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে । হিরণ্য-
দাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমি-
দাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে ।
শস্ত্রপ্রদ ব্যক্তি অপারিক্রমিত ভাবে এবং
গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরম
স্থখে গমন করিয়া থাকে । পানীয়দাতা
পিপাসাক্লেদ-শূন্য হইয়া সম্ভুক্তিচিন্তে গমন
করে । দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল
করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব-
পাপবিনিস্কৃত হইয়া পরম স্থখে সঞ্চরণ
করিতে থাকে । মাসোপবাসী হংস-সংযুক্ত
ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবর-যোজিত বিমানে

আরোহণ করিয়া সুখসচ্ছন্দে গমন করে ।
যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রেয় যাপন
করে ; তাহার লোক সকল অনাগয় হয় ।

তথায় পুষ্পাদকা নামে এক স্রোত-
স্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয়দাতা
পুণ্যাশ্রয়া তাহার দিব্য গুণসম্পন্ন প্রেত-
লোকসুখাবহ স্নাতক সলিল পান করিয়া
থাকেন ; কিন্তু কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের
পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয় । এই রূপে
ঐ নদী মনুষ্যের বাসনা সকল সফল
করিয়া থাকে । হে মহারাজ ! এক্ষণে
তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্বক পূজা কর ।
যিনি পথপর্যটনশ্রমে ক্ষীণকলেবর ও ধূলি-
পটলে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদাতার অনু-
সন্ধান বা ভোজন প্রাপ্তির আশয়ে গৃহ-
প্রবেশ করেন ; সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে
প্রযত্নাতিশয়-সহকারে পূজা করিবে ।
অতিথি ব্রাহ্মণ গমন করিলে, ইন্দ্রাদি
দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন ।
তিনি পূজিত হইলে, তাঁহারা শ্রীত হন এবং
তিনি পূজিত না হইলে, তাঁহারা সাতিশয়
নিরাশ হন । হে মহারাজ ! এই সমস্ত
সম্বিস্তরে কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে আর
কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনি
ধর্ম্মার্থ সঙ্গত পাপনাশন পবিত্র কথা সকল
বারংবার কীর্তন করুন ; উহা শ্রবণ
করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে ।
মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! সর্বপাপা-
পনোদন ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ কথা সকল কীর্তন
করিতেছি ; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।

সর্বপ্রধান পুষ্কর তীর্থে কপিলা প্রদান
করিলে যে ফল হইয়া থাকে ; ব্রাহ্মণের
পাদধাবনে তাহাই লাভ হয় । মেদিনী
যাবৎ কাল দ্বিজপাদ-প্রক্ষালনজলে পঙ্কিল
থাকে ; তাবৎ পিতৃলোকেরা পদ্মপলাশ
দ্বারা জল পান করেন । অতিথি ব্রাহ্মণকে
স্বাগত প্রদান জিজ্ঞাসা করিলে হতাশন,
আসন প্রদানে দেবরাজ, পাদ প্রক্ষালনে
পিতৃলোক ও অন্নাদি দানে প্রজাপতি
ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে ।
যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃষ্টমান
হইবে, তদবসরে প্রযত মনে সেই প্রসবো-
ন্মুখী গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল
হয় ; কারণ যত ক্ষণ পর্যন্ত অন্তরীক্ষগত
বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে ;
তাবৎ কাল সেই ধেনু পৃথিবীতুল্য হয় ।
এই রূপ ধেনু দান করিলে ধেনু ও বৎ-
সের গাত্রে যত গুলি লোম থাকে ; দাতা
তৎসমসংখ্য সহস্র যুগ স্বর্গলোকে পূজিত
হয় । সখুরা কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে স্তবর্ণনির্মিত
নাসাসম্পন্ন, তিলপ্রচ্ছাদিত ও নানাবিধ
রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া প্রদান করিবে ।
যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া কোন সাধু লোককে
ঐ গৃহীত বস্তু প্রদান করেন ; তাঁহার প্রতি-
গ্রহজনিত ফলেরও ফল লাভ হয় । ফলতঃ,
এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে দরীসমুদ্রশৈল-
কানন-সম্পন্ন চতুরস্ত পৃথিবী দানের তুল্য
হইয়া থাকে ; সন্দেহ নাই । যে ব্রাহ্মণ
জানুহয়ের অভ্যস্তরে এক হস্ত দ্বারা ভোজন-
পাত্র অবলম্বনপূর্বক নিঃশব্দে অগ্নি হস্তে
আহার করিয়া থাকেন ; ঐহাদিগকে কেহ

পাপাচারপর বলিয়া না জানে ও যাঁহার। সম্যক্ প্রকারে সংহিতা জপ করিয়া থাকেন ; তাঁহারাই লোকোদ্ধারে সমর্থ হন। সচ্চরিত্র শ্রোত্রিয় সমস্ত হব্য-কবোরই অধিকারী ; অতএব শ্রোত্রিয়ে হব্যকব্য-প্রদান প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দানের তুল্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিপ্র-গণের ক্রোধই অস্ত্র ; তাঁহার। কদাচ সামান্য শস্ত্র দ্বারা প্রহার করেন না। যেমন দেব-রাজ বজ্র দ্বারা অশুরগণকে সংহার করিয়া-ছেন ; সেই রূপ ব্রাহ্মণেরাও ক্রোধাস্ত্র ধারণপূর্বক সমুদায় বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ ! নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন ; আমি ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, মনুষ্যের। বিগত-শোক-ভয় ও বীত-পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন ! ব্রাহ্মণগণ যদ্বারা সতত বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন ; সেই শৌচ কি প্রকার ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! বাক্শৌচ ও কৰ্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিন প্রকার শৌচ দ্বারা সতত বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন ; তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সাযং ও প্রাতঃকালে সঙ্ক্যোপাসনা করেন এবং বেদমাতা পবিত্রা দেবী গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন ; তিনি বিগতপাপ

হইয়া এই সমাগরা ধরা প্রতিগ্রহ করিলেও অবসন্ন হন না। তাঁহার পক্ষে অন্তরীক্ষে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল অশুভ গ্রহ বিদ্যমান থাকে ; তৎসমুদয় শুভপ্রদ এবং শিবাগণও শিবপ্রদ হইয়া উঠে। ঘোর-রূপ মহাকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণেরা প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য অধ্যাপন, যাজন বা কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বেদানভিষ্ট হউন বা বেদজ্ঞ হউন, সামান্য হউন বা সংস্কৃত হউন ; ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় ; তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদোপ্ত পাবক দোষাবহ নহে ; সেই রূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্থ হউন ; অব-শ্যই তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। রুচির প্রাচীর, উন্নত পুরদ্বার ও নানাবিধ প্রাসাদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-হীন নগরের কোন শোভা নাই। গোষ্ঠ হউক বা অরণ্য হউক ; যথায় বেদবেদাঙ্গ-পারগ জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন ; পণ্ডিতেরা তাহাকেই নগর ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষক রাজাও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ-সম্মিধানে উপনীত হইয়া সৎকার করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনি-মুক্ত হন।

শাস্ত্রকারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্ত্র কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি

প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম-পরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গম-পূত অতি মনো-হর বাক্যরূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন। হে পণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে; তাহা হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌন-বলম্বন, জটাভার বহন, শিরোমুণ্ডন, বন্ধনা-জিন পরিধান, ত্রতচর্যা, অভিমেক, অগ্নি-হোত্ৰানুষ্ঠান, অরণ্যবাস ও শরীর শোষণ এই সমুদায়ই নিষ্ফল হয়। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ স্বকর হয়; কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি-সহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবত অতি সুকঠিন; কারণ, চক্ষুরাদির বিকার-সমুৎপাদক মনঃ নিতান্ত দুর্জয়ে ও অপ্রতি-শাস্ত। যাহারা মনঃ, বাক্য ও কৰ্ম্ম দ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না; তাহা-দিগের অনশন দ্বারা শরীর শোষণপূর্বক তপস্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই; সেই শুক্রযোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়াণ; তাহার সেই নির্দয় ব্যবহারই তপস্তার সম্পূর্ণ বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব কেবল অশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃসাধন হয়, এগত নহে।

হে রাজন্! যিনি গৃহস্বাস্থ্যমে অবস্থান-পূর্বক পবিত্র ভাবসম্পন্ন, গুণগণে অলঙ্কৃত ও সর্বভূতে দয়াবান্ হন; তিনি চিরসঞ্চিত পাপনিবহ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া থাকেন। অনশনাদি দ্বারা কদাচ পাপ কৰ্ম্ম সমুদয়

বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংস-শোণিতময় দেহক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে। অজ্ঞাত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ পরম্পরাই পরিবদ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না। অগ্নি চিত্তশুদ্ধিশূন্য মনুষ্যের অশুভ কৰ্ম্ম সকল দন্ধ করেন না; কিন্তু লোক সকল স্বকীয় পুণ্য বলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে; অনশনাদি দ্বারা কোন রূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না। ফল মূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরো-মুণ্ডন, জটাভার ধারণ, স্থাবর গৃহত্যাগ, স্থিতি বা ধরাশয্যা, নিত্য অনশন, অগ্নি-শুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইত্যাদি দ্বারা কদাচ জরা, মরণ ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং উত্তম গতি প্রাপ্তি হয় না; কেবল জ্ঞান বা কৰ্ম্ম দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধি সমুদয় নষ্ট এবং উত্তম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদন্ধ বীজ সমুদায় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না; সেই রূপ জ্ঞানদন্ধ অবিঘ্না প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠকুড়্য-সম দেহমাগরের ফেনপুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সর্বভূতশায়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন; পুণ্য-ফলজনক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

‘তত্ত্বং’ এই দ্ব্যক্ষর হইতে শাস্ত্রের মৰ্ম্ম অনুধাবন করিয়া বেদমন্ত্র-চিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন শত সহস্র উপনিষদ্ দ্বারা ‘আগিই ব্রহ্ম’ এই রূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ

বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ বেদবিৎ কহেন, পরলোক, ইহ লোক ও সুখ দুঃখ নাই এই রূপ জ্ঞানই যোগের লক্ষণ । যিনি বেদার্থ সমুদায় অবগত হইয়াছেন ও বৈদিক কার্য্যে দক্ষ ; যেমন দানবদল হইতে সকলে ভীত হয় ; তদ্রূপ তিনিও বেদোক্ত কণ্ঠের অনুষ্ঠানে উদ্বিগ্ন হন । যদি তুমি বেদবিহিত যুক্তি-দ্বারা ঐশ্বর্য্য ও স্মৃতিসম্বন্ধ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ঋষা তর্ক পরি-ভ্যাগপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর । শম দম প্রভৃতি সাধনের বিপর্য্যয়-বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না । দাতিশয় মত্তগহকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, তাঁহাকে জ্ঞান বাইতে পারে । তত্ত্বই বেদস্বরূপ ; বেদও তত্ত্বের শরীর ; বেদই তাঁহাকে বিদিত হইবার অদ্বিতীয় উপায় ; আত্মা বিপ্রকাশ ; তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞেয় । দেব-গণের দেবত্ব বেদ হইতে প্রতিপন্ন ; কণ্ঠের শুভাশুভ ফল বেদে কথিত আছে । প্রাণি-গণের প্রভাব যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হই-তেছে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়শুদ্ধি দ্বারা উহা পরি-ভ্যাগ করা কর্তব্য । বেহেতু ইন্দ্রিয়সংঘম দিব্য অনশনস্বরূপ । তপঃপ্রভাবে স্বর্গ-লাভ ও দানবলে ভোগলাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্থান দ্বারা পাপক্ষয় হয় ।

রাজা যুগিষ্ঠির মহর্ষিমুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! এক্ষণে দানধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভি-লাষ হইয়াছে ; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন । মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! ঐশ্বর্য্য-

স্মৃতিসম্বন্ধ দানধর্ম্ম গৌরববশতঃ সততই আমার অভীষ্ট ; এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর । হস্তীর দেহচ্ছায়ায় তদীয় কর্ণ-পরি-বীজিত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশ অযুত কল্প অক্ষয় হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহার্থ অন্নসহিত প্রচুর অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বৈশ্যকে আশ্রয় প্রদান করেন ; তাঁহার সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় । প্রতিকূল শ্রোতোবাহিনী শ্রোতদ্বতীতে অগ্নীকে অর্থ দান ও অন্নপানী ইন্দ্রকে অন্ন দান করিলে সকল পাপ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া থাকে । উপরাগ-কালে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ ও দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় । পূর্ব্বকালে দান করিলে দ্বিগুণ ফল, বসন্তাদি ঋতুকালে দান করিলে দশ গুণ ও বৎসরে দান করিলে শত গুণ ও বিষুবসংক্রমে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অয়ন ও ষড়শীতি সংক্রমণে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে । চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় ।

যিনি ভূমি দান করেন নাই, তিনি পরজন্মে কখন ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হন না । যিনি ষান প্রদান করেন নাই, তিনি ষানারোহণে বঞ্চিত হন । ব্রাহ্মণ-দিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা হয়, পরজন্মে সেই সকল অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ লাভ হয় । অগ্নির অপত্য স্তবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যমুতা ধেনু এই সকল দান করিলে ত্রিলোক দানের

ফল লাভ হইয়া থাকে । দান অপেক্ষা শাস্ত্রত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই । ত্রিণোকমণ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ।

দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনি দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজ-বংশ, সনাতন ঋষিবংশ, মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অম্বরগণের দিব্য উপাখ্যান অবগত আছেন ; এই জগতী-তলে কিছুই আপনার অবিদিত নাই ; অত-এব ইন্দ্রাকুবংশীয় কুবলাশ্ব ভূপতি কি প্রকারে স্বনামের পরিবর্তে ধুকুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? আমি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি ।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধুকুমারের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন । হে যুধিষ্ঠির ! উত্ক নামে এক সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন ; রম-ণীয় মরুদেশে প্রদেশে তাঁহার আশ্রম । তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহু বৎসর দুষ্চর তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন ।

মহর্ষি উত্ক তাঁহাকে দর্শন করিবাগাত্র

অহিমাত্র বিনীত ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । হে দেব ! তুমি সুরাসুর মানবপ্রভৃতি সমুদায় চরাচর, ত্রাক্ষ, বেদ ও বেদ্য সৃষ্টি করিয়াছ । আকাশ তোমার মস্তক ; চন্দ্র সূর্য্য দুই নয়ন, সগীরণ নিশ্বাস ; হতাশন তেজঃ ; দিক্ সকল বাহু ; মহার্ণব কুক্ষি ; পার্বত সকল উরু ; অন্ত-রীক্ষ জজ্ঞা ; পৃথিবী চরণ এবং ওষধি সকল রোম । ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, অম্বর, মহোরগ ও মহা-যোগী মহমিগণ বিনীত হইয়া বিবিধ বাক্যে তোমার স্তব করিয়া থাকেন । হে ভুবনেশ্বর ! তুমি সমুদায় চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ ; তুমি পরিতুষ্ট থাকিলে, সমুদায় জগৎ সুস্থ থাকে ; তুমি রুষ্ট হইলে মহৎ ভয় উপস্থিত হয় । হে পুরুষোত্তম ! তুমিই একমাত্র ভয়াপহারক ও দেব মানব প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুখদাতা । হে দেব ! তুমি ত্রিবিধ বিক্রম দ্বারা লোক-ত্রয় সংহার ও সমৃদ্ধ দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলে । দেবগণ তোমারই বিক্রমে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে ভূত-ভাবন ! তুমিই ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যোদ্ভগণকে পরাভূত করিয়াছ ; তুমিই ভূতগণের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা । দেবগণ তোমাকে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন ।

হৃষীকেশ মহাত্মা উত্কের স্তবে পরি-তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি প্রীত হইয়াছি ; তুমি বর প্রার্থনা কর ।

উত্ক কহিলেন, দেব ! তুমি সনাতন

পুরুষ ও জগতের স্রষ্টা ; আমি যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি, তখন আমার আর কোন্ বর অবশিষ্ট আছে ।

বিষ্ণু কহিলেন, আমি তোমার ধৈর্য্য ও ভক্তিগুণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব অবশ্যই তোমাকে বর গ্রহণ করিতে হইবে ।

মহাত্মা উত্কল বর দানের নিমিত্ত শ্রীহরির নির্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্ রাজীবলোচন ! যদি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি দ্বারা নিত্য নিত্য যেন আপনার সম্মিহিত হইতে পারি ।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজ ! আমার প্রসাদে তোমার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইবে । তোমার যোগ একরূপ দীপ্যমান হইবে যে, তুমি তদ্বারা লোকত্রয় ও দেব-গণের অসামান্য উপকার সাধন করিবে । হে দ্বিজ ! ধুক্কুনা মা এক মহামুন্ন লোক-ত্রয়ের উৎসাদনার্থ ঘোরতর তপশ্চর্যা করিবে । ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র জিতেন্দ্রিয় অতি পবিত্র কুবলাশ্ব মদীয় যোগবল অবলম্বনপূর্বক তোমারই শাসনে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধুক্কুমার নাম প্রাপ্ত হইবে । ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! মহা-রাজ ইক্ষ্বাকু লোকযাত্রা সংবরণ করিলে, ধর্ম্মাত্মা শশাদ পৃথিবীপতি হইয়া অযো-ধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন । বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ তাঁহার পুত্র ; ককুৎস্থের পুত্র অনেনা ; অনেনার পুত্র পৃথু ; পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব ; বিশ্বগশ্বের পুত্র অদ্রি ; অদ্রির পুত্র যুবনাস্ব ; যুবনাস্বের পুত্র শ্রাব ; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক ; যিনি শ্রাবস্তী নাম্নী নগরী নিষ্ঠা করিয়াছেন । শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব ; বৃহদশ্বের পুত্র কুব-লাশ্ব । কুবলাশ্বের এক বিংশতি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল । তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বলবান্ ও সমধিক তেজস্বী ।

কুবলাশ্ব পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন ছিলেন । পিতা বৃহদশ্ব তাঁহার শূরত্ব ও পরম ধার্ম্মিকতা অবলোকন করিয়া সমুচিত সময়ে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন । রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুবলাশ্বে সংক্রামিত হইলে, রাজা বৃহদশ্ব তপোমুষ্ঠা-নের নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর মহর্ষি উত্কল বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন শুনিয়া, সহস্রে তৎসম্মিধানে গমনপূর্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! প্রজাগণকে প্রতিপালন করাই আপনার উচিত ; আমরা আপনার প্রসাদে নিরুদ্ধেগে কাল যাপন করিতেছি ; এই সমাগরা পৃথিবী আপনা হইতে

নির্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে ; অতএব আপনি কদাচ অরণ্যে গমন করিবেন না । প্রজাগণের প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম অরণ্যে গমন করিলে কখন তাদৃশ হয় না । হে রাজেন্দ্র ! পূর্বের রাজর্ষিগণ প্রজাপালনে যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না । প্রজাগণ অবশ্য রক্ষণীয় ; অতএব প্রজাগণকে রক্ষা করুন ; নতুবা আমরা নির্বিঘ্নে তপোমুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব না ।

হে রাজন্ ! গুরুধর্ম প্রদেশে আমার আশ্রমের অনতিদূরে বহু যোজন বিস্তীর্ণ, বহু যোজনায়ত ও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র আছে ; উহা উজ্জালক বলিয়া বিখ্যাত । মধুকৈটভের পুত্র মহাসুর ধুম্রু ঐ স্থানে ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে । তাহার পরাক্রম অতি ভীষণ ও অপরিমিত । অতএব তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে গমন করাই আপনার উচিত । সেই দানব দেবগণকে বিনষ্ট ও সমুদায় লোক উৎসাদিত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্বী করিয়া ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বের অবধ্য হইয়াছে । আপনি তাহাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হউন ; আপনার বুদ্ধি যেন অলুপ্ত না হয় ; এ বিষয়ে আপনার মহতী কৌর্তি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই । সেই তুর দৈত্য বালুকাবিলীন হইয়া নিদ্রিত থাকে ; বৎসরান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে । তাহার

নিশ্বাস প্রভাবে ধূলি সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে ; সশৈলকাননা পৃথিবী আকাশে উৎপতিত হইয়া সপ্তাহ এরূপ কম্পিত হয় যে, তদ্বারা নিদারুণ ক্ষুণ্ণিঙ্গ, ধূম ও অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে থাকে । তখন সেই আশ্রমে অবস্থিতি করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে ।

হে রাজেন্দ্র ! আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত তাহাকে বিনষ্ট করুন, তাহা হইলে সমুদায় লোক সুস্থ হইবে । আমি স্পষ্ট বোধ করিতেছি ; আপনিই তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন ; ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজঃ দ্বারা আপনার তেজঃ বর্দ্ধিত করিবেন । তিনি পূর্বের আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন, যে “যে মহীপতি দুর্ভিক্ষ দৈত্য ধুম্রুকে বধ করিবার অভিলাষ করিবেন, দুর্ভিক্ষ বৈষ্ণব তেজঃ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবে” অতএব আপনি অলৌকিক বিষ্ণুতেজঃ আশ্রয় করিয়া সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকে বধ করুন । সেই মহাতেজঃ ধুম্রু অল্প তেজে শত বৎসরেও দগ্ধ হইবে না ।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

অপরাজিত রাজর্ষি বৃহদশ্ব উত্কলের বাক্য শ্রবণান্তর কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি ; অতএব আমাকে বিদায় করুন ; আপনার আগমন কখন বিফল হইবে না ; আমার পুত্র মহাবীর কুবলাশ্ব মহাভূজ পুত্রগণসমভিব্যাহারে আপনার অভিলম্বিত

কার্য সম্পাদন করিবে । মহর্ষি উত্কৃ
তথাস্ত্ৰ বলিয়া, তাঁহার বাক্যে অনুমোদন
করিলে, তিনি পুত্রকে মহাত্মা উত্কৃ
প্রিয় কার্য সম্পাদন করিতে অনুমতি
প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন ।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা
করিলেন, ভগবন্ ! এই মহাবীর্য্য দৈত্য
কে ? কাহার পুত্র ও কাহার পৌত্র ?
ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে ?
আমি কখন ঈদৃশ বলবান্ দৈত্যের কথা
শ্রবণ করি নাই ; অতএব আপনি ইহার
যথাভূত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলুন ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ
করুন । সমুদায় চরাচর প্রলয়-পয়োধি-
জেলে বিলীন হইলে, সর্বলোকেশ্বর ভগবান্
বিষ্ণু সলিলরাশিমধ্যে শেষ ভুজঙ্গভোগে
শয়নপূর্বক যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া-
ছিলেন । তৎকালে এই ভূমণ্ডল তাঁহার
শয়নভূত ভুজঙ্গভোগে সংস্কৃত ছিল ।
তিনি নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশে
সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন এক পদ্ম বিনির্গত
হইল । তাহাতে বেদচতুর্কয়, মূর্ত্তিচতুর্কয়
ও মুখচতুর্কয়সম্পন্ন সাক্ষাৎ লোকগুরু
পিতামহ সমুৎপন্ন হইলেন ।

ব্রহ্মার জন্ম গ্রহণের ক্রিয়াকাল পরে
মহাবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামে
দানবদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুকে বহু যোজন
বিস্তৃত ফণিফণায় শয়ান, কিরীট কোমুভ-
ধারী, পীত-কৌশেয়বাসাঃ ও সহস্র সূর্য্য-
সদৃশ দীপ্যমান দৃষ্টিগোচর করিয়া বিস্ময়-
সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার নাভি-

কমলে কমললোচন কমলযোনিকে ভয়
প্রদর্শন করিতে লাগিল । ব্রহ্মা অমুর-
ভয়ে ভীত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্
বিষ্ণুর নাভিবিনিঃসৃত পদ্মনাল কম্পিত
করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি প্রবোধিত
হইলেন ; এবং বলবান্ দানবদ্বয়কে অব-
লোকন করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত
জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, হে দানবদ্বয় !
তোমাদিগের প্রতি শ্রীত হইয়াছি ; অত-
এব তোমরা বর গ্রহণ কর ।

তাহারা সহাস্র মুখে কহিল, হে সুরো-
ত্তম ! আমরা উভয়ে বরদাতা ; অতএব
তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে
আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর ।

ভগবান্ কহিলেন, তোমরা অসামান্য
বীর্য্যসম্পন্ন ; তোমাদের সমান পৌরুষ-
শালী আর কেহই নাই ; অতএব আমি
লোকহিতার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট
এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন
তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই ।

মধু-কৈটভ কহিল, হে পুরুষোত্তম !
আমরা সত্য ও ধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ;
রূপ, বল, শম, ধর্ম্ম, তপস্যা, চরিত্র ও দমে
আমাদিগের সমান কেহ নাই । পূর্ব্বে
আমরা স্বেচ্ছাচার-সময়েও মিথ্যা কহি নাই ;
অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত অগুথা করিব ।
কিন্তু মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল ;
তুমি যাহা কহিলে, তাহা প্রতিপালন করা
অত্যন্ত কঠিন ; কারণ, আমরা পূর্ব্বে
তোমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম যে,
তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ

করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব।
তুমি এক্ষণে তাহার প্রতীকার কর;
আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার
যেন অন্যথা না হয়।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া
তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে
অঙ্গীকার করিলেন এবং ক্ষণ কাল চিন্তা
করিয়া যখন দেখিলেন, কি আকাশ, কি
পৃথিবী কুত্রাপি অনাবৃত স্থান নাই;
তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদেশে নিশিত-
ধার চক্র দ্বারা মধুকৈটভের শিরশেচ্ছদন
করিলেন।

ত্ৰ্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পরা-
ক্রান্ত ধুক্কু সেই মধুকৈটভের পুত্র। ঐ
ধুক্কু এক পদে দণ্ডায়মান ও ধমনিসন্তত-
শরীর হইয়া তপস্বী করিয়াছিল। ব্রহ্মা
তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বর দানে উদ্রত
হইলে, সে কহিল, হে ভগবন্! দেব,
দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ যেন
আমাকে বধ করিতে না পারে, এই আমার
অভিলমণীয় বর। পিতামহ তথাস্তু বলিয়া
তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে, সে যথা-
বিধি তাহার চরণ বন্দনপূর্বক সেস্থান
হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ধুক্কু এই রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া,
পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বারং-
বার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্বগণকে
পরাজয়পূর্বক উৎপীড়িত করিতে লাগিল।
পরিশেষে বালুকাচ্ছাদিত উজ্জ্বালক সমুদ্রে

আগমন-পূর্বক ভূগির অভ্যন্তরে বালুকায়
বিলীন থাকিয়া উত্কাশ্রমের উৎপাত-
স্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ দুর্ভাগ্য উত্কা-
শ্রমের অনতি দূরে লোক বিনাশের নিমিত্ত
তপোবল আশ্রয়পূর্বক শয়ান হইয়া অগ্নি-
শিখার ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
লাগিল। এমন সময়ে মহারাজ কুবলাশ্ব
বল, বাহন, উত্ক ও এক বিংশতি সহস্র
পুত্র-সমভিব্যাহারে তাহাকে বধ করিতে
যাত্রা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু উত্কের
নিয়োগানুসারে ও লোকের হিত কামনায়
স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্ব শরীরে প্রবিষ্ট
হইলেন।

আকাশে “শ্রীমান্ অবধ্য কুবলাশ্ব
ধুক্কুমার হইবেন,” এই মহান্ শব্দ সমুথিত
হইল; দেবগণ চতুর্দিক্ হইতে দিব্য
কুশুমকলাপ বিকীর্ণ করিলেন; দেবদুষ্কৃতি
সকল স্বতই শব্দায়মান হইয়া উঠিল;
জ্বলন্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে
লাগিল; দেবরাজ ধরাতল পাংশুশূন্য করি-
বার নিমিত্ত বারি বর্ষণ করিলেন। দেব,
গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ ধুক্কু ও কুবলাশ্বের সমর
দর্শনে সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে
লাগিলেন। অন্তরীক্ষে তাহাদিগের বিমান
সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল।

কুবলাশ্ব বৈষ্ণব তেজে আপ্যায়িত
হইয়া পুত্রগণকে উজ্জ্বালক সাগরের চতু-
র্দিক্ বেষ্টনপূর্বক খনন করিতে নিযুক্ত
করিলেন। সপ্তাহ খননের পর বালুকার
অভ্যন্তরে মহাবল ধুক্কু দানবের সূর্য্যসদৃশ
দীপ্যমান ভীষণ কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল।

কালানলহৃত্য দীপ্তকলেবর ধুম্রু তৎকাল
পর্যন্তও স্রপ্ত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ
তাহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া, তীক্ষ্ণ শর,
গদা, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাশ ও খড়্গা-
দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল ধুম্রু তাহাদিগের অস্বাঘাতে
জাতক্রোধ হইয়া সমুদায় অস্ত্রভক্ষণ করিয়া
ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে মকল-
লোকভয়াবহ সংবর্তকসদৃশ ছতাসন বিনিঃ-
সৃত হইয়া ক্ষণমাত্রে কুবলাশ্বের পুত্রগণকে
ভস্মাবশেষ করিল। পুত্রগণ কপিল-
কোপানল-কবলিত সগরসন্তানগণের ন্যায়
ভস্মীভূত হইলে, মহাতেজাঃ কুবলাশ্ব দ্বিতীয়
কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ ধুম্রু দানবে সমোপ-
বর্ত্তী হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে রাশী-
কৃত মলিল বিনিঃসৃত হইল : রাজা কুব-
লাশ্ব সেই বারিময় তেজঃপান করিলেন ;
পরে যোগবারি দ্বারা ধুম্রুর মুখবিনিঃসৃত
অগ্নি সমুদায় নির্বাণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা
ক্রুরস্বভাব অদ্বুতপরাক্রম দানবকে ভস্মী-
ভূত করিলেন।

অনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া
কুবলাশ্বকে কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর।
তিনি তখন বিনীত ভাবে অঞ্জলি বন্ধন-
পূর্বক প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, হে দেবগণ!
আমি যেন দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে
পারি ; অরাতিগণের অনভিভবনীয় হই ;
নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে ;
আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয় ;
সতত ধর্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয় এবং স্বর্গে
অক্ষয় বাস প্রাপ্ত হই।

দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তথাস্ত
বলিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন ;
শাসিগণ ও গন্ধর্ভগণ উত্থের সহিত কুব-
লাশ্বকে বিবিধ আশীর্বাদ সহকারে সম্ভা-
ষণ করিয়া স্ন স্ন স্থানে প্রস্থান করিলেন।
সেই সময়ে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও
চন্দ্রাশ্ব নামে তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিল ;
তাঁহাদের হইতেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশ-
পরম্পরা দাপ্যমান হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির!
রাজা কুবলাশ্ব এই রূপে ধুম্রু দৈত্যকে বধ
করিয়া ধুম্রুগার নামে বিখ্যাত হইলেন।
আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে ধুম্রুগারের
উপাখ্যান আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলাম ;
যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে পার্শ্বিক,
পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাহার
কিছুমাত্র ব্যাধিভয় থাকিবে না।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! তদনন্তর
মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাতেজাঃ মার্কণ্ডেয়কে
ধর্ম্মানুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্!
সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি
দেবগণ চিরকাল যাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন
ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুপরম্পরা
বাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন ; সেই
সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, অণ্যান্য বেদবিহিত ধর্ম্ম এবং
পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ
করিতে আগার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।
অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি পতিব্রতাদিগের
মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। গুরু ও পতিব্রতা

স্ট্রীগণ অবশ্য মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষাও অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বন-পূর্বক স্বীয় পতিকে দেব তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা নিতান্ত দুষ্কর। সন্তানগণের পিতৃ মাতৃশুশ্রূষা ও কাগিনীগণের পতিসেবা এই উভয়ই নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু ইহার মধ্যেও পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম আর কিছু দেখি না।

কাগিনীগণ যে পতিপরায়ণ ও সত্যবাদিনী হইয়া যথাকালে স্বামি-সহযোগে গর্ভবতী হন এবং দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনপূর্বক পরিশেষে প্রাণপণে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া অতি কষ্টে সন্তান প্রসব পূর্বক স্নেহ-সহকারে পোষণ করেন; ইহা এক অলৌকিক কার্য। আর মানবেরা ক্রুরগণের মধ্যে বাস করিয়া লোকসমাজে, নিন্দিত হইয়াও যে আপনার কর্তব্য কর্মে পরাজুখ না হয়; তাহাও নিতান্ত দুষ্কর কার্য বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে তপোধন! এক্ষণে পূর্বোক্ত ধর্ম সমুদায় ও ক্ষত্রধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন। দুর্জায়া নৃংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভৃগুবাংশ-বতংস! আমি আপনার নিকট উক্ত প্রস্থানুযায়িক উত্তর শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি তোমার প্রস্থানুসারে উক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ

কর। কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে, কেহ কেহ বা পিতাকে অপেক্ষাকৃত গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন। দেখ, মাতা অতি ক্রেশে সন্তানগণকে লালন পালন করেন, পিতাও পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা, দেবযজ্ঞ, বন্দন, তিতিক্ষা, অভিচার প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। এই রূপে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া পুত্রোৎপাদন-পূর্বক চিন্তা করেন যে, এই পুত্র কিরূপ হইবে। পিতা মাতা পুত্র হইতে যশঃ, কীর্তি, ঐশ্বর্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে; সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে; তাহার ইহ কাল ও পর কালে শাস্বত ধর্ম্ম এবং কীর্তি লাভ হয়। কাগিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষা দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে; কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়। হে যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তোমার নিকট পতিভ্রতা-দিগের ধর্ম্ম কীর্তন করিব; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সান্নোপনিষৎ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষ-মূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমনত

সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া, কারুণ্যরসঃপরতন্ত্র হইয়া ষৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করি-
য়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তপোশনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা নিধননিমিত্ত এই রূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্বচরিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশ-
পূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহা-
শয়! ক্ষণ কাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি। গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলে, ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাণ্ড, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ দ্বারা অতি বিনীত ভাবে স্বামীর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। হে ধৰ্ম্মানন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্তমনে কায়মনোবাক্যে সর্বদা

সর্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচার-সম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত-
চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্রমী ও স্বস্তরের শুশ্রূষা করিয়া কাল যাপন করি-
তেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া পূর্বব্রতান্ত্র অরণপূর্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোমকমায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে বরা-
ঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণ কাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসমুত্তপ্ত দেখিয়া সাস্তুবাদ প্রয়োগপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়া ছেন; অতএব আমি এতাবৎ কাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক; তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর; উহা অতি অনুচিত। হে গর্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণকে প্রাণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের

নিকট সচুপদেশে শ্রবণ কর নাই ; ব্রাহ্ম-
ণেরা অগ্নিসদৃশ ; উঁহারা মনে করিলে
অনায়াসেই সমুদায় বস্তুক্ষরা দগ্ধ করিতে
সমর্থ হন ।

পতিব্রতা কহিলেন, হে তপোধন !
ক্রোধ পরিত্যাগ করুন ; আমি বলাকা
নহি ; আপনি ক্রোধদৃষ্টি দ্বারা আমার কি
করিবেন ? আমি কদাচ দেবতুল্য গন্য
ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না । এক্ষণে
আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ।
আমি ব্রাহ্মণগণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের
বিষয় বিলক্ষণ রূপ অবগত আছি । ব্রাহ্ম-
ণের ক্রোধপ্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত
ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে । আর আমি
কঠোরতপাঃ মুনিগণেরও প্রভাব জ্ঞাত
আছি ; তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অগ্নাপি দগ্ধ-
কারণে প্রদীপ্ত রহিয়াছে । দেখুন,
ছুরাঝা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরিভব করি
য়াই মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক জীর্ণ হইয়াছে ।

হে বিপ্র ! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ
প্রভাব শ্রুত হইয়াছি । তাঁহাদের যেমন
ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ । হে
ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার এই অপরাধ
মার্জনা করুন । আমার মতে পতিশুশ্রূষাই
সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম এবং ভর্তা সমুদায়
দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান ; আমি অবি-
চলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা
করিয়া থাকি । আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ
দেখুন ; আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা
দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে
পারিয়াছি ।

হে বিপ্রেন্দ্র ! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম
শত্রু । যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন,
সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে
সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও
হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়,
ধর্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন
এবং কাম, ক্রোধপ্রভৃতি রিপুবর্গকে
বশীভূত করেন । যিনি সমুদায় লোককে
আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব ধর্মে
রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন,
অধ্যাপন ও যথাসক্তি দান করিয়া থাকেন,
যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্বক অপ্রমত্ত
হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহা-
কেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন ।
ব্রাহ্মণগণ সদা সত্য বাক্য কহিয়া থাকেন ;
তাঁহাদের মনে কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না ।
বেদাধ্যয়ন, দম, অর্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও
সত্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম ;
অতএব সতত ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা
করিবে । প্রাচীনেরা কহেন যে, স্বাস্থ্যত
ধর্ম অতি দুষ্কর ; উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত
আছে এবং শ্রুতিই উহার প্রমাণ ; ফলতঃ
ধর্ম নানাপ্রকার কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ;
আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্মজ্ঞ ; কিন্তু
বোধ হয়, আপনি মথার্থ ধর্ম জানেন না ।

হে ভগবন্ ! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের
মর্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায়
গমনপূর্বক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন ।
ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত
পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে ; সে
আপনার নিকট ধর্ম কীর্তন করিবে ;

আপনি তথায় গমন করুন । হে ব্রহ্মান !
অবলাগণ ধার্মিকদিগের অবধ্য ; অতএব
আপনি আমার এই রমণী স্বভাব-জ্বলন্ত
বাচালতাদোষ মার্জনা করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে ! আমি
তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি ;
আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে ।
তোমার তিরস্কার বাক্য আমার সাতিশয়
হিতকর হইল ; তোমার মঙ্গল হউক ।
এক্ষণে আমি চলিলাম ।

তপোধন কৌশিক এই রূপে সেই
পতিব্রতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া
আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে
গমন করিলেন ।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন ! দ্বিজো-
ত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত
আশ্চর্য্য রত্নান্ত চিন্তা করিয়া আপনাকে
নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধিবৎ বোধ করিতে
লাগিলেন । তিনি যখন চিন্তা করিয়াও
স্বধর্ম্মের সূক্ষ্মতম গতি বোধগম্য করিতে
অসমর্থ হইলেন, তখন স্থির করিলেন যে,
মিথিলাতে যে ধর্ম্মব্যাধ বাস করেন, ধর্ম্ম
জিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাঁহার সমীপেই গমন
করি । মহাত্মা কৌশিক মনে মনে সেই
পতিব্রতা কথিত অগোচর-সম্পন্ন বলাকা-
রত্নান্ত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বাক্য চিন্তা
করিতে করিতে ভূরি ভূরি অরণ্য, গ্রাম ও
নগর অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরে
উপস্থিত হইলেন । তিনি সেই জনক-

পরিপালিত পুরী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,
কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাই-
তেছে ; স্থানে স্থানে প্রশস্ত রথ্যাপ্রণালী
ক্রমে সূচাৰু রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে ;
কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন
স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান
হইতেছে ; কোন স্থানে বা যোদ্ধগণ
ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে । সমুদয় স্থানই
উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ । সমুদায় লোকই
হৃষ্ট পুষ্ট ; নগরের চতুর্দিকই ধর্ম্মালয় ;
যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহে পরিব্যাপ্ত
রহিয়াছে ।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার বহুব্রতান্তশালী
স্থান সকল অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মব্যাধের
রত্নান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য দ্বিজগণ
তাঁহাকে সকল রত্নান্ত কহিলেন ;
তিনি তদনুসারে তথায় গমন-পূর্ব্বক
দেখিলেন, তপস্বী ব্যাধ সূন্যমধ্যে আসীন
হইয়া মৃগ ও মহিমের মাংস বিক্রয়
করিতেছে ।

মহাত্মা কৌশিক সেই স্থানে ক্রেতৃ-
জনসম্বাধ অবলোকন করিয়া একান্তে
দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন । ব্যাধ ব্রাহ্মণের
আগমনরত্নান্ত মনে মনে অবগত হইয়া
সহসা সজ্জগদসহকারে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার
নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজো-
ত্তম ! আমি আপনাকে অভিবাদন করি ;
আপনার সকল কুশল ? হে বিপ্র ! এই
ব্যাধকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন ।
সেই পতিব্রতা রমণী আপনাকে মিথিলায়
আগমন করিতে কহিয়াছেন ; আপনি যে

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তৎ-
সমুদায় অবগত হইয়াছি।

কৌশিক প্রথমে ব্যাধের সম্ভাষণসাত্ৰাই
বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার
তাহার মুখ হইতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায়
প্রকাশ হইল দেখিয়া সমধিক বিস্ময়াবিস্ট
হইলেন। অনন্তর ব্যাধ কহিল, ভগবন্ !
এই দেশ আপনার অপরিচিত; অতএব
যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন, গৃহে
গমন করি। ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধের বাক্যে
অনুমোদন করিলে, সে পরমাচ্ছাদ-পূর্বক
ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে
গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাহার রমণীয় গৃহে
প্রবেশ এবং আসন, পাণ্ড ও আচমনীয়
গ্রহণপূর্বক স্ত্রীপাণ্ড হইয়া কহিলেন,
তাত ! এই মাংসবিক্রয় কর্ম তোমার
নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান
হইতেছে। বলিতে কি, আমি তোমার
এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া
নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।

ব্যাধ কহিলেন, হে দ্বিজবর ! আমি
স্বীয় ধর্ম্যানুসারে পূর্বপুরুষ-পরম্পরাগত
কুলোচিত কর্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি;
অতএব আপনি জাতক্রোধ হইবেন না।
আমি বিধিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক
বুদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্বপ্রযত্নে সেবা
করিয়া থাকি; সত্য বাক্য ব্যবহার করি;
কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না;
যথাসাধ্য দান করি; দেবতা, অতিথি ও
ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি;
কাহারও কখন কিঞ্চিদ্ভ্রাত্ত কুংসা বা নিন্দা

করি না। হে দ্বিজোত্তম ! পূর্বকৃত-কর্ম
কর্তার অনুগমন করে; তদনুসারেই কৃষি,
গোরক্ষণ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ী-
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন
লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠে। শৃঙ্গের
কর্ম সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম
ও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মচার্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও
সত্য। রাজা স্বকর্মানুগত প্রজাগণকে
ধর্ম্যানুসারে শাসন করেন এবং কর্মচ্যুত
ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্মে সংযুক্ত করেন।
সর্বদা নৃপতিগণকে ভয় করিবে; কারণ,
তাহারা প্রজাগণের অদীক্ষর হইয়া শর-
নিবারিত যুগের ন্যায় ধর্মভ্রষ্ট প্রজাগণকে
কুকর্ম হইতে নিবারিত করেন।

হে দ্বিজোত্তম ! এই জনক-রাজ্যে
এক ব্যক্তিও কুকর্মী নাই; চতুর্বিধ বর্ণই
স্ব স্ব কর্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা
জনক আপনার পুত্র দণ্ডাই হইলে তাহারও
দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। তিনি কদাচ
ধর্ম্মিকের গ্লানি বা হানি করেন না। তিনি
শ্রী, রাজ্য ও দণ্ডপ্রভৃতি সমুদায় রাজকার্য্যই
আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্যানুসারে পর্য্যবেক্ষণ
করিয়া থাকেন। সকল রাজারাই স্বীয়
ধর্ম্যানুসারে উন্নতি বাসনা করেন এবং
সমুদায় বর্ণকে প্রতিপালন পূর্বক কাল
যাপন করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্ ! আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি
না; অশ্বের হত বরাহ ও মহিষের মাংস
সর্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস
ভোজন করি না; শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে
স্রীসহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া

রাত্রিতে ভোজন করি। যে ব্যক্তি এই রূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হই-
লেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রগণের অত্যাচার বশতঃ মহান্ ধর্ম সঙ্কীর্ণ হয় ; অধর্ম উৎপন্ন হয় ; পরি-
শেষে প্রজাগণও সঙ্করদোষে দূষিত হয় ;
এবং রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুজ,
শূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন
মানবগণ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পার্থিব-
গণের অধর্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল।
রাজা জনক সর্বদা স্বধর্ম্যানুগত হইয়া
অনুগ্রহসহকারে ধর্ম্যানুসারে প্রজাগণের
পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত
তাহার রাজ্যও নিরাময়।

যাহারা আনাকে নিন্দা করে এবং
যাহারা প্রশংসা করে, আমি বিনয়সম্পন্ন
কর্ম দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরি-
তুষ্ট করি। সতত মাধ্যানুসারে অন্নদান,
তিতিক্ষা, ধর্মনিত্যতা ও সকলকে সমুচিত
প্রতিপূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের
প্রধান ধর্ম। মিথ্যা বাক্য একবারে পরি-
ত্যাগ করিবে ; অযাচিত হইয়াও অন্যের
প্রিয় কার্য সম্পন্ন করিবে ; কাম, ক্রোধ,
বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম পরিত্যাগ
করিবে না। প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হ্রস্ট
হইবে না ; অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ত্রি-
য়মাণ হইবে না, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে
মুহমান হইবে না এবং ধর্মও পরিত্যাগ
করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম অনু-
ষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে
কর্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ

করিবে, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে ;
পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না ;
প্রত্যাগত সর্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি
পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বতই
বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা অসাধুগণের এই
প্রকার অসাধু আচরণ। যাহারা ধর্ম
নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও
ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা
নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পাপাত্মা ব্যক্তি আত্মাত ভক্তার ন্যায়
বুধা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে ;
অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার।
যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপসকল
প্রকাশিত করেন, সেই রূপ তাহাদিগের
অন্তরাঙ্গাই কেবল তাহাদিগের রূপ আবি-
ষ্কৃত করেন। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মপ্রাণ
দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে ;
কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও
শোভমান হন। অন্যের নিন্দা ও আত্ম-
প্রশংসা না করেন এমত গুণসম্পন্ন লোক
এই জগতীতলে অতি দুর্লভ। কুকর্ম
করিয়া অনুতাপ পূর্বক পাপ হইতে মুক্ত
হয় ; এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম করিব না
বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কোন প্রকার সং-
কর্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্মবিষয়ে এই
প্রকার ক্রটি নয়নগোচর হয়।

ধর্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ
করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন ; কারণ,
প্রমাদবশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় ; উপা-
র্জিত ধর্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়।

পাপ কর্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যিনি ধনাদি দানপূর্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাশ্রিত ও অসূয়াশূন্য হন, তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণপথের পাছ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেই রূপ কল্যাণকর কর্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে।

হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র, অদূরদর্শী, লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধাশ্মিক ব্যক্তি ত্যাগাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট ধর্ম্যরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে; বাহ্যে তাহাদিগের পবিত্র ভাব, দম ও ধর্ম্যানুগত আলাপ এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সূদূরপরাহত।

মহাপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্যব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! আমি কি প্রকারে শিষ্টাচার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? হে ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ মহাগতে! তোমার নিকট এই বিষয় সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত উৎসুক্য জন্মিয়াছে; অতএব যথাযোগ্য বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ,

দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। যাহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভূত করিয়া ইহাই ধর্ম্য এই রূপ বোধে সম্বলিত থাকেন; তাহারা শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত। সেই সকল স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাচার সংরক্ষণই সেই সকল শিষ্টগণের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

আর গুরুশৃঙ্গ্রমা, সত্য, অক্রোধ, দান, এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। লোকে শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে সকল আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই অগ্রথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ, এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ; ফলতঃ ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না; দম না থাকিলে সত্য থাকে না; সত্য জ্ঞান না হইলে বেদ নিষ্ফল হয়।

যে সকল মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে এবং যাহারা তাহাদের অনুগামী হয়, তাহারাও পীড়্যমান হইতে থাকে। যাহারা সসংযত, বেদানুরক্ত, দানপরায়ণ, ধর্ম্মপথের পাছ ও সত্য ধর্ম্মে সংস্কৃত, তাহারা শিষ্ট। শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবর্তী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শক হন।

নাস্তিক, অমর্যাদক, ক্রুর ও পাপ-

গাতদিগকে পরিত্যাগ করুন ; জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ধার্মিকগণের সেবা করুন । ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কামক্রোধরূপ যাদোগণ সগাকীর্ণ, পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে পরিপূর্ণ, অতি দুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন । যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ণ শ্রীধারণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ধর্ম্ম শিক্টাচারে মিলিত হইলে পরম রমণীয় হইয়া উঠে ।

অহিংসা ও সত্য বচন সকলপ্রাণীরই হিতকর ; অহিংসা পরম ধর্ম্ম ; সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । প্রবৃত্তি সকল সত্যে সংস্কৃত হইলে বিচলিত হয় না ; শিক্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব । সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ ।

যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি সে তাহাই প্রাপ্ত হয় ; অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কামক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ন্যায়ানুগত কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শাস্ত্রস্বভাব, যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ, তাঁহারাই শিক্টাচার-সম্পন্ন । যাঁহারা সত্যপরায়ণ, যাঁহাদিগের সদাচার অনন্তসাধারণ, যাঁহারা স্বকৃত সং কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সংস্কৃত হন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষ সকল

তিরোহিত হয় । যে সকল মনোমী সাধুগণের আচরিত অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাদিগেরই স্বর্গ লাভ হয় । আশ্রিত, অভিমানশূন্য, বিপ্রসেবা নিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন ।

বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিক্টাচার এই তিনটি শিক্টাদিগের ধর্ম্ম । যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার-দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারূপ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিমাণ দর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান্, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, শত্রুযোগ-সম্পন্ন স্বর্গ-জিৎ, সংপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্, তাঁহারাই শিক্টসম্মত শিক্ট । যাঁহারা দানপরায়ণ, তাঁহারা ইহ লোকে উন্নতি ও পর লোকে স্তম্ভময় লোক প্রাপ্ত হন । যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সত্য অবহিত থাকেন, সাধ্যাতীত দান করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন, লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও চির কাল উন্নতি লাভ করেন । যাঁহারা অহিংসা পরায়ণ, সত্যবাদী, অনুশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্, তীতিক্ষু, ধীমান্, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষ বিবর্জিত, তাঁহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী ।

কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না ;

দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে ; সাধু-
গণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সংপথ বলিয়া
নির্দিষ্ট করেন। শিষ্টাচার সম্পন্ন মহা-
জ্ঞারা সর্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম
লাভ করেন ; অসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ,
প্রিয়বাদিতা, কাম, দ্রোহ পরিত্যাগ ও
শিষ্টাচার নিষেধণ ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম।
তাঁহাদিগের কর্ম সকল শাস্ত্রসম্মত ও পথ
অতি উত্তম। ধর্মালুগত ব্যক্তির শিষ্টা-
চার সেবা করেন। লোকে জ্ঞানপ্রাসাদে
আরোহণ করিলে মহৎ ভয় হইতে পরিতৃপ্ত
হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার
ব্যবহার, পুণ্য ও পাপ কর্ম সকল পর্য্য-
বেক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম ! আমি
যাহা শ্রবণ করিয়াছি, জ্ঞানানুগারে তৎ
সমুদায় আপনাকে কহিলাম।

সপ্তাদিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বৃধিষ্ঠির !
তৎপরে ধর্মব্যাদি পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিতে
লাগিল, হে ব্রাহ্মণ ! আমি যে কর্মের
অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, উহা নিতান্ত নিদা-
ক্রম ; সন্দেহ নাই। বিধিই সর্বাপেক্ষা
বলবান্ ; পূর্ব জন্মের কর্মফল অবশ্যই
ভোগ করিতে হয় ; দেখুন, আমি পূর্বকৃত
কর্মদোষেই এই কুকর্মানুষ্ঠান করিতেছি।
হে বিপ্র ! আমি এই দোষ পরিত্যাগ
করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি ;
কিন্তু বিধির কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব !
কোন ক্রমেই উহা পরিহার করিতে পারি-
তেছি না। হে দ্বিজসত্তম ! বিধিই প্রাণি-

গণকে সংহার করেন ; ঘাতক কেবল
নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশু-
বধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে
ব্রহ্মন্ ! আমরা যে সমুদায় পশুমাংস
বিক্রয় করি, উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম
হয় ; কারণ উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য
ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর
ওষধি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষী সকল যে,
লোকের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। হে
দ্বিজসত্তম ! উদীনরনন্দন শিবী আপনার
মাংস প্রদান করিয়া দুঃপ্রাপ্য স্বর্গ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। পূর্বে মহারাজ রত্নদেবের
মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র গো বধ হইত।
তিনি ঐ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া
প্রতিদিন অতিথি ও অগ্ৰাণ্য জনগণকে
সমাংস অন্ন প্রদানপূর্বক লোকে অতুল
কীর্তি লাভ করিয়াছেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! চাতুর্মাশ্রে পশুবধের
বিধান আছে ; শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভি-
লাষী বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে।
ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু সকল বধ
করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে
ব্রহ্মন্ ! পূর্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না
হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি
লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুনিগণও
এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়া-
ছেন। যে ব্যক্তি সর্বদা বিধানানুসারে
জ্ঞান্বে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস
প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংস-
ভোজন দোষাবহ নহে ; প্রত্ন্যুত শ্রুত্যানু-
সারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন

ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না; তজ্জপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এস্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ সৌদামস শাপাভিভূত হইয়া যে মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন; উহা আগার নিতান্ত স্মৃণাকর বলিয়া বোধ হয়।

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বপ্নম্ বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না; প্রত্যুত আপনার পূর্নকৃত কৰ্ম্মের ফল বলিয়া উহাদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! স্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধৰ্ম্ম হয়; যে ব্যক্তি স্বকৰ্ম্মনিরত, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়। জন্মান্তরীণ কৰ্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; বিধাতা কৰ্ম্মনির্ণয়ে এই রূপ বিধিই নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কৰ্ম্মনির্ণয় নানাপ্রকার; কোন অশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে কিপ্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা বুদ্ধিপূৰ্ব্বক পর্যালোচনা করা উচিত। হে দ্বিজ-সত্তম! আমি দান, সত্যবাক্যকথন, গুরুশ্রদ্ধা ও দ্বিজাতিপূজনপ্রভৃতি ধৰ্ম্মে মতত নিরত থাকি এবং কখন অভিমান বা কাহারও নিন্দা করি না।

হে মহাত্মন্! অনেকে কৃষিকৰ্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কৰ্ম্মের

অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়; দেখুন, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ত্রীহি প্রভৃতি যে মনস্ত বস্তুকে লোকে বীজ কহে, তৎ-সমুদায়ই জীব; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

লোকে পশুগণকে আক্রমণ-পূৰ্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও গুম্বাদি সমুদায় ছিন্ন করে। হে ব্রহ্মন্! কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে; অতএব এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন? অনেক প্রাণী প্রাণিতক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, এবং এমন অনেক জীব জন্তু আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; দেখুন, মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? এই জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এই নিমিত্ত মনুষ্য-গণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীব জন্তুর প্রাণ সংহার করে; এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? সমুদায় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ; অণুগাত্র ও প্রাণিগণশূন্য স্থান নাই; এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

পূর্বের মহাত্মারা অহিংসা পরম ধর্ম বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু দেখুন, এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি হিংসা না করে ? বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেহই অহিংসক নাই ; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন ; তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর দেখুন, সংকুলজাত বহুগুণশালী পুরুষগণ অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম করিয়াও লজ্জিত হয় না ; মনুষ্যগণ কি সুহৃৎ, কি অমিত্র, কি সম্যক্ প্রবৃত্ত লোক, কি সমৃদ্ধ বাস্তুব কাহাকেও অভিনন্দন করে না । পণ্ডিতা-ভিমাত্রী মূঢ়গণ গুরু জনের নিন্দা করে । এই রূপে বিপর্যয়বশতঃ লোকে নানা-প্রকার ধর্মাদর্শ দৃষ্ট হয় । হে দ্বিজবর ! ঈশ্বাদর্শমূলক কর্মের বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির স্বকর্মনিরত, তাহারাই যশস্বী ও মান্য হয় ।

অষ্টাদশ দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডব ! ধার্মিক-বর ধর্মব্যাদ পুনর্বার দ্বিজসন্তম কৌশিককে কহিল, হে কৌশিক ! বৃদ্ধপরম্পরায় কহিয়া থাকেন, বেদপ্রমাণক ধর্মই যথার্থ ধর্ম, উহার গতি অতি সূক্ষ্ম ; উহার শাখা বহুল ও অনন্ত ; প্রাণসঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে ; এই প্রকার স্থলে মিথ্যা

সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে ; অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য । দেখুন, ধর্মের গতি কি সূক্ষ্ম ! যাহা ধর্মের নিতান্ত বিপরীত তাহাও ধর্মমধ্যে পরিগণিত হইল ।

লোকে যে কিছু শুভ বা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে । কেহ কেহ বিষম শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকেরা স্ব স্ব কর্মদোষ দর্শন করে না । চপল, শঠ ও মূর্খেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-দুঃখের বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রজ্ঞা, গুরুপদেশ বা পৌরুষ এই রূপ লোক সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না ।

যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ করিতে পারিত । সংযত-চিত্ত, মতিমান্, কার্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তির ও স্ব স্ব কর্মফল ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন । আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণা-পরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে । কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপ-বিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হই-তেছে । কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না ।

লোকে পুত্রের নিমিত্ত পরম প্রজ্ঞা ও ভক্তি-সহকারে দেবার্চনা ও তপোঅনুষ্ঠান

করে ; সেই পুত্র জননীগর্ভে দশ মাস বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কুলকলঙ্কীভূত হইয়া উঠে । কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধাত্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । ইহলোকে মনুষ্যের রোগ সকল স্ব স্ব কর্মপ্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে ; কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে, স্তনিপুণ ঔষধসম্পন্ন চিকিৎসকেরা সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন । কাহার বা আহার সামগ্রীর অভাবে নাই ; কিন্তু সে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না । কেহ বা ভুজবল প্রকাশপূর্বক বহু ক্লেশে ভোজনদ্রব্য উপার্জন করিয়া থাকে ।

হে তপোধন ! শোকমোহ-পরিপ্লুত ও সমরপরাধু লোক সকল এই রূপে প্রবল কর্মপ্রহারে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে ; কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না ; প্রভূত সকলেই সর্বকামসম্পূর্ণ হইয়া থাকে । জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই । সকলেরই প্রাধান্য লাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই স্বশক্ত্যানুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে ; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না । অনেককে তুল্যানকত্র ও তুল্য মঙ্গলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কর্মানুসারে তাহাদিগের ফল-বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত কর্ম সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না ; কিন্তু সামান্যতঃ কতপ্রকার কর্মসিদ্ধ হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মন্ ! এই রূপ ক্রটি

আছে যে, জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য ; মৃত্যুকালে কেবল শরীর নাশ হয় ; কিন্তু কর্ম নিবন্ধন জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্যাধ ! জীব কি নিমিত্ত নিত্য হয়, ইহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্ ! দেহ নাশ কালে জীবের বিনাশ হয় না ; কিন্তু মৃত্যু হইল, এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে । জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে ; উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয় । এই জীব-লোকে জীবই কর্মফল ভোগ করে ; তদ্বিষয়ে অশ্রের অধিকার নাই । কর্মের বিনাশ নাই ; জীব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম সম্পাদন করে ; তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয় । মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে ; তদনুসারে কেহ বা কর্মানুসারে পুণ্য কর্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপ কর্ম দ্বারা পাপাত্মা হয় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাধ ! মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হয় আর কি কারণেই বা পাপাত্মা ও পুণ্যাশীল হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? ব্যাধ কহিল, হে বিপ্র ! আমি সত্বরে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ; কিন্তু আপাতত দৃশ্যমান উৎপত্তি

কেবল পূর্ব কৰ্মফলমাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৰ্মবীজসম্ভার সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকৰ্মকারী পুণ্য-যোনি ও পাপকৰ্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভ কৰ্মপ্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কৰ্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কৰ্ম সম্পাদন দ্বারা তির্যাক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ-পরম্পরা প্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনি-সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এবং কৰ্মনিবন্ধন সহস্র সহস্র তির্যাক্ যোনি ও নিরয়গামী হয়। তাহার কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভ কৰ্ম দ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্বীর বহুতর অশুভ কৰ্ম সম্পাদন-পূর্বক অপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, ইহলোকে দুঃখাত্তের সংখ্যাই অধিক ; বাহাদিগকে স্থখী বলিয়া বোধ হয় ; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের স্থখ নাগ মাত্র।

মনুষ্য দুর্বিষয় ক্লেশ-পরম্পরায় কৰ্মের ভোগ ও বিষয় বাসনা-নিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে ; কিন্তু স্নেহের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সংকৰ্ম দ্বারা বিমুক্ত হয় ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তপস্যা ও যোগ সাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয়

বহুবিধ কৰ্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে ; সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহাকে আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণ-পূর্বক ক্রমাগত লিপ্ত থাকে ; কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না ; অতএব পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্য কৰ্ম সম্পাদনে তৎপর হইবে। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ স্থখ, ধর্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সংসার-সম্পন্ন, দান্ত, প্রাজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরম স্নেহে কাল-যাপন করেন। সতত সজ্জন সমাচরিত ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। শিষ্ট লোকের ন্যায় কার্য সাধন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করিবে। শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতি মানবেরা ধর্মসঙ্কর ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্মানুসারে কৰ্ম-অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহার ধর্মবলে প্রীতিলভ ও ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে ; এবং সেই ধর্ম-সঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কৰ্মের অনুষ্ঠান করে।

এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে, লোক-সকল ধর্মাত্মা বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে ; তাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ হয় ; তাহার বন্ধুগণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পরলোকে অশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং ধর্মের ফলস্বরূপ অভিলাম্বনরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।

তাহারা ধর্মের ফললাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে নির্বৈদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হন না ; প্রত্যুত তিনি বিষয়রসাস্বাদনে বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং কোনক্রমেই স্বধর্ম পরিত্যাগ করেন না । তিনি লোক সকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া সর্ব পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়া, পরিশেষে মোক্ষ লাভের উপায় উদ্ভাবন-পূর্বক তৎসাধনে যত্নশীল হন ।

হে দ্বিজসন্তম ! মনুষ্য এই রূপে বৈরাগ্য অবলম্বন ও পাপকর্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম ও মোক্ষ লাভ করে । তপস্যা ও যুক্তির আদি কারণ শম ও দম ; তদ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাধ ! ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে ? তাহার নিগ্রহ কিরূপে করিতে হয় ? তাহার ফলই বা কি প্রকার ? এবং মনুষ্যগণ কিরূপেই বা তাহার ফল লাভ করিতে পারে ? হে ধর্মজ্ঞ ! আমি এই সকল বিষয় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! ধর্ম-ব্যাধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর । ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম ! মনুষ্যের মনঃ

প্রথমতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্তিত হয় ; পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে । অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ, রস, গন্ধাদির সেবা করিয়া থাকে । পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাচুর্ভূত হইয়া উঠে । লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষ-বিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্মে প্রবর্তি জন্মে । তখন সে কপট ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জন করিতে থাকে ; এই রূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি তাহাতেই আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে । সেই শমদমাদি-শূন্য বেদমার্গ-পরিভ্রষ্ট বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিবারিত হইলেও আমি বিলিপ্ত ও উদাসীন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে ।

মনুষ্যের রাগ-দোষজনিত অধর্ম ত্রিবিধ ; পাপচিন্তা, পাপ কথন ও পাপাচরণ । অধর্মপ্রবর্তি ব্যক্তির সদৃশ-সকল বিনষ্ট হয় ; পাপকর্মকারী ব্যক্তির পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখ ভোগ-পূর্বক পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে । হে দ্বিজোত্তম ! এইরূপে লোক সকল পাপী হয় ; এক্ষণে কি রূপে ধর্ম লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন । যে ব্যক্তি সমুদায় দোষ সর্বশেষ পর্যালোচনা করিয়া কি সুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে সন্তম ! তুমি যে

সত্য ধর্মের কীর্তন করিতেছ, ইহার বক্তা
অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না ;
অতএব আমার বোধ হয়, তুমি দিব্য-
প্রভাবসম্পন্ন কোন মহর্ষি হইবে ।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্ ! ইহ লোকে
ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ, অগ্রভুক্ত ও পিতা-
স্বরূপ ; তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন
করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । তাঁহাদিগের
প্রিয়তম ব্রাহ্মী বিদ্যা কীর্তন করিতেছি ;
প্রণিপাত-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ।

এই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ স্বাবরজঙ্গমা-
ত্মক জগৎ কোন ক্রমেই কস্মলভ্য নহে ;
সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম আকাশ
প্রভৃতি মহাভূতাত্মক ; তাঁহার পর উৎকৃষ্ট
বস্তু আর কিছুই নাই । আকাশ, বায়ু,
অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহা-
ভূত । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ
এই কএকটি মহাভূতের গুণ । তারত-
ম্য প্রভৃতি শব্দাদির গুণ সকলও পর-
স্পর সংক্রান্ত হইয়া থাকে ; শব্দস্পর্শাদি
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুণসকল পৃথিব্যাদি তিনটি
গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে । যষ্ঠের
নাম চেতনা ; তাহা মনঃ বলিয়া অভিহিত
হয় ; সপ্তমী বুদ্ধি ; তৎপরে অহঙ্কার ;
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জীবাত্তা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ
এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংজ্ঞ । মনঃ, বুদ্ধি,
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তদগ্রাহ্য শব্দাদি পঞ্চ, মন্তব্য,
বোদ্ধব্য, আকাশাদি পঞ্চ, জ্ঞাত্য, অহঙ্কার
ও গুণত্রয় এই চতুর্বিংশতি গণ ; ইহার
মধ্যে কতক গুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কতক
গুলি অতীন্দ্রিয় । এই সমস্ত কীর্তন করি-

লাম ; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ
হয় বলুন ।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত !
ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাদ্যকর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত
হইয়া প্রীতিকর বাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে ধর্ম্মব্যাদ্য ! তুমি যে পঞ্চ
মহাভূতের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের
প্রত্যেকের গুণ বিশেষ রূপে কীর্তন কর ।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্ ! ভূমি, জল,
তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত ;
ইহাদিগের গুণ বলিতেছি শ্রবণ করুন ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি
পৃথিবীর গুণ ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস
এই চারিটি জলের গুণ । শব্দ, স্পর্শ
এবং রূপ এই তিনটি তেজের গুণ । শব্দ
এবং স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ ; আর এক-
মাত্র শব্দ আকাশের গুণ । এই পঞ্চ-
গুণ এই রূপে পঞ্চ ভূতে সন্নিহিত হইয়া
পঞ্চদশ সংখ্যা হয় ।

জরায়ুজাদি ভূত সমূহে যে লোক সকল
প্রতিষ্ঠিত আছে ; তাহারা পরস্পর পৃথক্
পৃথক্ হইয়া থাকে না ; সর্ব্বদা একত্র
অবস্থিতি করে । যখন ভূতসকল দেহ-
লাভ ভাবনা করে, তখন দেহী দেহান্তর
প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ
হয় না । সমুদায় ভূতই আনুপূর্ব্বিক
তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত
হইয়া থাকে । যদ্বারা স্বাবর-জঙ্গমাত্মক
জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সেই পঞ্চ-

ভৌতিক ধাতুসকল সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত; আর যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয় সেই বস্তু অব্যক্ত, দেহো শব্দাদির গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন; তিনি সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন লোক সকল সন্দর্শন করেন। সেই সোপাধি জ্ঞানসম্পন্ন জীব প্রারম্ভ কর্ষে আবদ্ধ হইয়া দেহপাত পর্য্যন্ত ভূতসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি নিরুপাধিহেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্বভূতকে অবলোকন করেন; কিন্তু কদাচ কর্ষে লিপ্ত হন না। যিনি মায়াব্রহ্ম ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবনাত্মিকা বৃত্তিপ্রকাশক জ্ঞানদ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। যিনি অনাদিনিধন, স্বয়ম্ভু, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত; তাঁহাকেই বেদে ভগবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকে।

হে বিপ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তৎ সমুদায়ই তপোমূল। ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্তা হয়; উহা ভিন্ন তপোমুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগদ্বৈষাদিরূপ দোষ সংশ্রব হয় এবং তাহাদিগের সংঘমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গনঃপ্রভৃতি

ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হন না।

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্ব-সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা পরম স্থখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি। যেমন বিযুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য; সেই রূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনঃ মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোহ-বশতঃ শব্দাদি বিষয়জনিত স্নখভোগই উপা-দেয় ও বীতরাগ হওয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষ দর্শনে যাহারা বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় বর্ণন করিলে পর, ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! এই

গুণত্রিতয়ের মধ্যে তমোগুণ মোহাত্মক ;
রজোগুণ সকলের প্রবর্তক এবং সত্ত্বগুণ
সান্তিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ।

অবিদ্যাবল্ল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল,
বিশেষবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও
অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণাশ্রিত । মাহার
বাসনা অত্যন্ত বলবতী ; অভিমানের পরি-
সীমা নাই ; যিনি অসূয়াশূন্য, উদ্ভগ মন্ত্রী
এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন ;
তিনি রজোগুণ-বিশিষ্ট । যে ব্যক্তি ধীর,
সর্বত্র সুপরিচিত, বিষয়বাসনা বিরহিত,
ক্রোধ-বিবর্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও
অসূয়াশূন্য, তিনিই সত্ত্বগুণাস্পদ । সাদ্বিক
ব্যক্তি লোকব্যবহার সন্দর্শনে অত্যন্ত
বিরক্ত হন ; তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বৃত্তিতে
পারিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের কার্যকে
নিন্দা করেন ।

বিরাগের লক্ষণ পূর্বেই প্রকাশ পায় ;
দেখুন, অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে,
অহঙ্কার মূঢ় ভাব অবলম্বন করে ; অন্তঃ-
করণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে ; তখন
আর তাহার মানাপমান জ্ঞান এবং কোন
বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকে না । হে
ব্রহ্মন্ ! অধিক কি বলিব, যদি শূদ্রযোনি-
সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্গুণ-সম্পন্ন হয়, তাহা
হইলে সে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় লাভ করিতে
পারে ; এবং সেই আর্জবসম্পন্ন ব্যক্তির
ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । আপনার নিকট সমু-
দায় গুণ কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে আর
কি শুনিতে অভিলাষ করেন, বলুন ।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরো-
ত্তম ! বিজ্ঞানাত্ম্য তেজোপাত্তি পার্থিব দেহ
আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং
প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি
প্রকারে দেহচেষ্টা সকল বিধান করে ?

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্ ! বিজ্ঞানো-
পাধিক বহু চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া
শরীরকে সচেতন করে ; প্রাণ বিজ্ঞান ও
চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান
হয় । বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের
সমষ্টিই জীবাত্মা ; ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যৎ
ও বর্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে ; ইনি
সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ ;
আগরা ইহার উপাসনা করিয়া থাকি । এই
জীবই সর্বভূতের আত্মা ; ইনিই সনাতন
পুরুষ ; ইনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও
শব্দাদিনিময় । ইহার দ্বারাই লোকসক-
লের আন্তরিক ও বাহ্যিক চেষ্টা সম্পন্ন
হয় । ইনি উপাধির আবেশপ্রভাবে জীব-
ভাব লাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়-পূর্বক
মৃত্যুশয় ও পুরীমাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ গতি
লাভ করেন । মৃত ও পুরীষরাশি বহন
করিয়া আপন বায়ু পরিবর্তিত হইয়া থাকে ;
সেই এক আপন বায়ু প্রযত্ন, কৰ্ম্ম ও বল
এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে ।
অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদান
বায়ু বলিয়া কীর্তন করেন । আর যে বায়ু
মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে ;
তাহাই ব্যান বলিয়া অভিহিত হয় ।

স্বপাদিমধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ু-
প্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি
ধাতু ও পিত্তাদি দোষসমূহের পরিণত
করিয়া সংরক্ষণ করিতেছে। প্রাণাদি
বায়ুর একত্র সম্মিপাতহেতু সঙ্ঘর্ষণ জন্মে;
সেই সঙ্ঘর্ষণজনিত উত্তাপকেই জঠরাগ্নি
কহে; উহাতেই দেহীদিগের তন্মাদি ভুক্ত
বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সন্ধান
ও উদানমধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত
আছে; তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান
সপ্ত বায়ুর সংঘর্ষণজনিত বাল্য ধাতুগণ
দেহকে সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।
সেই অগ্নির পায়ুপথান্ত প্রদেশকে অপান
বলিয়া নির্দেশ করে। সেই অংশ হইতে
দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর প্রবাহ
সম্মত হইতেছে। অগ্নিবেশে উর্দ্ধগামী
প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও উল্লে উখিত
হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্লিপ্ত করে।
নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও উর্দ্ধাগ
আমাশয়। নাভিসম্বন্ধে প্রাণ সকল প্রতি-
ষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ীসকল প্রাণ-
প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয়
হইতে উৎস্র, অধ ও তির্য্যাকভাবে প্রবৃত্ত
হইয়া অন্নরসসকল বহন করিতেছে।
জিতক্রম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথ দ্বারা
ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; এবং মন্তকে
আত্মাকে ধারণ করেন। এই রূপে সর্ব-
দেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহি-
য়াছে। লিঙ্গ-শরীরাত্মক ও প্রাণাদি
ষোড়শ কলা-সম্পন্ন সূতরাং মূর্ত্তমান
আত্মাকে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে।

স্থালীসমাহিত অগ্নির জ্বালা যিনি ষোড়শ
কলায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে
আত্মা বলিয়া জানিবে; পদ্মপত্রস্থ জল-
বিন্দুর জ্বালা যে দেব ষোড়শ কলায় অব-
স্থান করিতছেন, তিনিই নিত্য পরমাত্মা
ও যোগলভ্য। জীবাত্মা মন, রজঃ ও তমোঃ
গুণের আশ্রয় ও নিষ্ঠুর পরমাত্মার বশব্দ।
জড় শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবরূপে
স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বররূপে সকলকে
চেষ্টমান করেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই
আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
এবং সপ্ত-ভুবনপ্রবর্তক বলিয়া কীর্ত্তন
করেন। এই রূপে ভূতাত্মা সর্বভূতে
প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞানবানেরা
সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া
থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ
সমুদায় কর্ম্মই লিখিত হইয়া যায়; পরিশেষে
সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-
জনিত অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। যেমন
পরিভূত ব্যক্তি পরম সুখে নির্দ্রিত হয়, এবং
সমীরণশূন্য প্রদেশে সূচাক্রুরূপে প্রদীপিত
দীপ যেমন সমুজ্জ্বলিত হইতে থাকে,
আত্মপ্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত
হন। অল্লাহারী বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্ব
রাত্রিতেই হউক বা পর রাত্রিতেই হউক,
নিরন্তর যোগ সাধন ও হৃদয়ে আত্মাকে
সন্দর্শন করিয়া প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায়
মনোদীপ দ্বারা নিষ্ঠুর আত্মাকে অবলোকন
করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবন-পূর্ব্বক

ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে, লোকের পবিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে ; তপস্যা কেবল সেদুস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না ; মাৎসর্যের উদয় হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না ; মানাপমানের ভয় করিলে বিত্তা লাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব উক্ত দোষ সকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ; ক্ষমাই পরম বল ; আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য ; সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায় ; সত্য-প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিত সাধন হয়।

যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য আর যিনি বিষয়বাসনা সকল একবারে বিসর্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধি-মান্ ও উদাসীন। গুরু এই রূপ উদাসীন ব্যক্তিকে যোগ প্রবেশ না করাইয়া সঙ্কেত দ্বারা তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন ; ভোগভূষণে চিন্তের উদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে ; তাহাকেই যোগ-সংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে। সকলের সহিত মৈত্রী-ভাব সংস্থাপন করিবে ; কোন প্রাণীর হিংসা ও কদাচ কাহার সহিত বিবাদ করিবে না। বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ-পরিত্যাগ করিয়া ইহ কাল ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সতত যত্নব্রত হইবে। অকিঞ্চনস্থ, সন্তোষ, নিরাশিষ্ট, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কয়েকটি বস্তুই-সর্ব্বাৎকট ; ইহা-

দিগকে হৃদয়ে অবকাশ দান করা অবশ্য কর্তব্য।

তপঃপরায়ণ, দান্ত সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিষ্পৃহ মুনিগণের সহিত সর্বদা সঙ্গত হইবে। যিনি সুখ দুঃখ সমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ববিষয়ে একান্ত নিষ্পৃহ, তিনিই গুণাগুণ সম্পন্ন ললনাদি-সঙ্গহীন জীবাত্ম-নিষ্পাণ্ড, জ্ঞানান্বিত, স্বর্গাদিসুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে দ্বিজোত্তম ! আমি যেরূপ শ্রবণ করি-য়াছি, সংক্ষেপে তাহাই কহিলাম ; এক্ষণে আর কি কীর্তন করিব বলুন।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! ধর্ম্ম-ব্যাধ এই রূপে সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম কহিলেন পর, ব্রাহ্মণ শ্রীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন ! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই শ্রীমদ্ভগবৎ ! ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম ! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধি লাভ করি-য়াছি, আপনি তাহা এক বার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। আর আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনান্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতা মাতাকে দর্শন করুন।

ব্রাহ্মণ ব্যাধের ব্যাক্যানুসারে তাহার সহিত সেই পরম রমণীয় চতুঃশাল-সৌধ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ স্তম্ভ-সদনসদৃশ, দ্বেবগণ-পূজিত, নানাবিধ আসন

ও শয়নীরে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধ-
দ্রব্য সমুদায়ে সমাকীর্ণ । ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে
প্রবেশপূর্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ
পিতা ও মাতা শুক্রাশ্বর পরিধান ও উত্তম-
রূপ আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে
উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে ।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন
করিবামাত্র তাহাদিগের পদতলে নিপতিত
হইল । বৃদ্ধ দম্পতী নিজতনয়কে চরণ-
তলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে
লাগিল, বৎস ! গাত্রোত্থান কর ; ধর্ম্ম
তোমাকে রক্ষা করুন ; আমরা তোমার
শৌচ সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি ;
অতএব তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও । তুমি ইচ্ছা গতি,
জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ ; তুমি
আমাদের সংপুত্র ; প্রত্যহই যথাকালে
উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক
ও দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ।
তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযতচিত্ত
ও একান্ত দান্ত হইয়াছ ; অতএব হে
পুত্র ! আমার পূর্ব পিতামহগণ তোমার
দম ও পিতৃপূজন সন্দর্শনে তোমার প্রতি
পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন । তুমি কায়-
মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে
অণুমাত্র ত্রুটি কর না । ফলতঃ তোমার
মনঃ কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত
রহিয়াছে । হে বৎস ! জমদগ্নি-নন্দন
পরশুরাম যেমন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতার
সেবা করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমা-
দের শুশ্রূষা করিতেছ ।

বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যবশানে ধর্ম্মব্যাধ

গাত্রোত্থান পূর্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয়
তাহাদের নিকট নিবেদন করিল । তখন
তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্ন-
পূর্বক যথাবিধি পূজা করিলে, ব্রাহ্মণও
প্রতিপূজন পূর্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে বৃদ্ধ দম্পতি ! তোমাদের
পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং স্বীয় শরীরের
ত মঙ্গল ? বৃদ্ধদ্বয় কহিল, হে মহা-
জ্ঞান ! আমাদের সমুদায় মঙ্গল । আপনি
ত নির্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন ?
ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হাঁ, নির্বিঘ্নেই
আগমন করিয়াছি ।

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিতে লাগিল, হে ভগবন্ ! ইহারা
আমার পিতা মাতা, আমি ইহাদিগকে
দেবতার তুল্য বিবেচনা করি ; দেবগণের
উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদায়
ইহাদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি ।
যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বলোকের পূজ-
নীয়, তদ্রূপ এই বৃদ্ধ দম্পতী আমার অর্চ-
নীয় । ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত
উপহার আহরণ করেন, আমিও ইহাদের
নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া
থাকি । এই পিতামাতা আমার পরম
দেবতাস্বরূপ ; আমি ইহাদিগকে নানাবিধ
পুষ্প, ফল ও রত্নদ্বারা সতত পরিতুষ্ট
করি । আমি এই দুই জনকে অগ্নি,
যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি ।
হে ব্রহ্মন্ ! আমার ভার্য্যা, পুত্র, স্ত্রু-
জ্ঞান ও প্রাণ এই সমুদায়ই ইহা-
দিগের সেবার নিমিত্ত আছে । আমি পুত্র-

কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইহাদিগের স্তত্রা করি।

হে ভিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাদিগকে স্নান করাইয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্বক সহস্বে আহার প্রদান করি। সতত ইহাদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি; বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাদের প্রিয় কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধঃগাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাধুখ হই না।

হে ভিজসত্তম! আমি পিতামাতাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্ত পরিত্যাগ-পূর্বক অনন্তরূপে সতত তাঁহাদিগের স্তত্রা সম্পন্ন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেবতা এই পাঁচ জন ঙ্গরু। এই পাঁচজনের প্রতি সম্যক-রূপে সন্যাসবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! গৃহস্থ ব্যক্তির এই রূপ নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন; ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে ব্রাহ্মণসঙ্গীপে স্বীয় মাতাপিতার বৃত্তান্ত নিবেদমানস্তর পুনরায় কহিতে লাগিল; হে ব্রহ্মণ! যে নিমিত্ত সেই সভ্যশীলা পতিপরায়ণা কামিনী “হে বিপ্র! আপনি নির্মলায় গমন করুন; তদুৎকৃষ্ট ব্যাধ আপনাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে” এই কথা বলিয়া আপনাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি দিব্য

চক্ষুঃ ও তপোবলপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে বতব্রত! সুশীলা পতিব্রতা তোমাকে যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও ঙ্গবান্ বলিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।

ব্যাধ কহিল, হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াই আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে কহিয়াছেন। আমি আপনার হিত সাধনার্থই আপনাকে এই সমুদায় প্রদর্শন করিলাম; এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ করুন।

আপনি পিতামাতার অনুগতি না হইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্বক বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অনায়াসে কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; অতএব আপনি শীঘ্র পিতামাতাকে প্রসন্ন করিতে গৃহাভিমুখে গমন করুন; নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্ম কৰ্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মণ! আমি আপনাকে সচুপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমার স্বাক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া সহস্বে জনকজননী সঙ্গিধানে গমন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি সাহা কহিলে, তৎ সমুদায়ই স্বার্থ; তাঁহার

সন্দেহ নাই ; অতএব আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মান ! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুঃপ্রাপ্য সনাতন কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবপ্রতিগ হইয়াছেন ; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমন-পূর্বক অগ্রসর চিত্তে তাঁহাদের পূজা করুন । আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৰ্ম্ম আর কিছুই নাই ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি ভাগ্যবলেই এখানে আসিয়াছি ও ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । হে ধৰ্ম্মাত্মন ! তোমার হ্যায় ধৰ্ম্মোপদেশটা ব্যক্তি নিতান্ত দুৰ্লভ ; কেন না এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে এক জন ধৰ্ম্মজ্ঞ হন কি না সন্দেহ । হে মহাত্মন ! অত আমি তোমার সত্যাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম । আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম ; তুমিই অত আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে । অত ভবিতব্যতা-প্রভাবে তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি । যেমন ভোম নরকে পতনোন্মুখ রাজা যযাতি সদাক্ষা স্বীয় দৌহিত্র-গণের অনুগ্রহে সন্তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অত আমাকে রক্ষা করিলে ।

হে পুরুষাগ্রগণ্য ! আমি তোমার বচনানুসারে অগ্নাবধি সংঘতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব । মৃত ব্যক্তি কখনই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না ; আর সনাতন ধৰ্ম্ম শূদ্রজাতির নিতান্ত দুৰ্জয় ; অতএব স্পষ্টই

বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে অবশ্যই কোন গুঢ় কারণ আছে । হে মহাগতে ! আমি যথার্থরূপে এই বিষয় জানিতে বাসনা করি ; তুমি অনুগ্রহ করিয়া কীৰ্ত্তন কর ।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার মতে ব্রাহ্মণগণের বাক্য অতিক্রম করা নিতান্ত অনুচিত ; অতএব আমার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন । আমি পূর্বজন্মে বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম ; আপনাদোষেই এই দুঃবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি । হে দ্বিজবর ! পূর্বজন্মে এক ধনুর্বেদপরায়ণ ভূপতি আমার সখা ছিলেন । তাঁহার সহিত সতত সহবাস হওয়াতে আমিও ক্রমে ক্রমে এক জন ধনুর্ধর হইয়া উঠিলাম । একদা ঐ ভূপতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে যুগয়াভিলাষী হইয়া এক তপোবনে গমন করিলেন । আমিও তাঁহার সহিত যুগয়ায় গমন করিলাম । দৈবের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব ! আমি তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা যুগগণের প্রাণ সংহার করিতেছিলাম ; এমনত সময়ে দৈবাৎ এক বাণ মহাবির গাত্রে নিপতিত হইল ।

হে দ্বিজবর ! মহর্ষি ঝাণাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও ধরাতে নিপতিত হইয়া উঠে ; স্বরে কহিলেন, হায় ! আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই ; তবে কে এমন পাপ কৰ্ম্ম করিল ? আমি ঐ সময়ে শরদ্বারা যুগবিদ্ধ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া সহসা তথায় গমন-পূর্বক দেখিলাম, বাণ-

দ্বারা ধার্মিকে বিদ্ধ করিয়াছি । হে ব্রহ্মন্ ! মহর্ষিকে ক্ষিতিতলে বিলুপ্তমান অবলোকন-পূর্বক আপনার অকার্য্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইলাম । পরে বিনয় বচনে মহর্ষিকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্ ! আমি-অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি ; অতএব আমার অপরাধ মার্জনা করুন । মহর্ষি আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্বক রোষকষায়িত লোচনে আমাকে কহিলেন, অরে ক্রুর ! তুই ব্যাধ হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্ণি ।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিল, হে দ্বিজবর ! ধার্মি এই রূপে অভিসম্পাত করিলে, আমি তাঁহার শরণাগত হইয়া বিনয়নত্ৰ বাক্যে নিবেদন করিলাম, মহর্ষে ! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন । ধার্মি কহিলেন, আমি যে শাপ প্রদান করিয়াছি ; তাহা কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না ; তবে অধুনা এইমাত্র অনু-গ্রহ করিতে পারি যে, তুমি শূদ্রযোনি-সম্ভূত হইয়া পরম ধার্মিক হইবে ; এবং অবিচলিত ভক্তিসহকারে পিতৃমাতার শুশ্রূষা করিবে । সেই শুশ্রূষাকালে তোমার সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে ; এবং তুমি জাতিস্মরণ হইয়া স্বর্গে গমন করিবে । অনন্তর শাপ ক্ষয় হইলে, তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণকূলে সমুৎপন্ন হইবে ।

উগ্রহেতজাঃ মহর্ষি প্রথমতঃ অতি কঠোর

শাপ প্রদান করিয়া পরিশেষে আমার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন । আমি তাঁহার শরীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে গমন করিলাম ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে শরাঘাতে তাঁহার প্রাণ ক্ষয়োগ হয় নাই । হে দ্বিজোত্তম ! আমার পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত কীর্তন করিলাম ; আমি গুণিবচনপ্রভাবে ও পিতৃ-ভক্তিবলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব ; সন্দেহ নাই ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহামতে ! মন্য্য এই রূপে স্তম্ভ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্বতো-ভাবে অনুচিত । তুমি পূর্বের আপনার জাতি জানিয়াও যুগয়ারূপ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলে ; এই নিমিত্ত আত্মকৃত কর্ম্ম-দোষ-জনিত ক্লেশ কিঞ্চিৎকাল ভোগ কর ; পরে পবিত্র দ্বিজকূলে সমুৎপন্ন হইবে ; সন্দেহ নাই । সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ; পাতিত্য-জনক, কুক্রিয়াসক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয় আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি ; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয় । মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষবশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার উত্তরবিধ কার্য্যেই অতি সামান্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা দূরী-কৃত কর । লোক-ব্যবহারজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ভবাদৃশ ব্যক্তির কখন বিবাদসাগরে নিমগ্ন হন না ।

ব্যাধ কহিল, হেহিজোতম ! জ্ঞান-
দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারী-
রিক দুঃখ নিবারিত হয় ; এই জ্ঞান স্ববির-
ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে
সমুদিত হয় না । অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই
ইচ্ছাবিযোগ ও অনিষ্ট সংযোগে দুঃখিত
হয় । সকল ভূতই সুখ, দুঃখ ও মোহে
সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হইয়া থাকে ; অতএব
তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত ।

লোকে অনিষ্টাপাত দর্শনে, অত্যন্ত
বিরক্ত হয় ; কিন্তু যদি উপক্রমে অবগত
হইতে পারে ; তাহা হইলে অনিষ্টাপাতের
প্রতিকার চেষ্টা করে : আর শোক
করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই
লাভ হয় না । যাহারা সুখ দুঃখ উভয়
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই জ্ঞান
তৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী ।

অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ ; উচ্চর
অন্ত নাই ; মূঢ় লোকেরাই নিরন্তর সেই
অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে ; কিন্তু
পণ্ডিতগণের চিন্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান
সন্তোষ বন্ধমূল হইয়া সর্বদা বাস করে ;
তাহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেও কখন
শোকাভিভূত হন না । জ্ঞানী ব্যক্তির
বিষয় হওয়াও কোন ক্রমে উচিত নহে ;
কারণ, কিয়াদি তীব্রতর বিষমরূপ ; যেমন
ক্রোধাক্ত ভুজঙ্গ বালককে দংশন করে,
তদ্রূপ বিষাদ নির্বোধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার
করে । বিষাদ বিক্রমসময়ে যাহাকে অভি-
ভূত করে, সে তেজোবিহীন ; সুতরাং
তাহার পৌরুষ থাকে না ।

কর্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল
ভোগ করিতে হয় ; অতএব দুঃখ উপস্থিত
হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয় ;
কেন না অন্তঃকরণে নির্বেদ উপস্থিত
হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না ; অত-
এব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায়
উদ্ভাবন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।
শোকরহিত হইয়া কার্য্য করিলে কদাচ
দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয় না । যে প্রাজ্ঞ
পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরহ চিন্তা করিয়া
জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন ; তাহারা
কদাচ শোকাভিভূত হন না ; প্রভূত
সদগতি লাভ করেন ।

হে বিবন্ ! আমি এই সমস্ত পর্যা-
লোচনা করিয়া বিষয় বা শোকাভিভূত হই
না, বরং অবিচালিত চিত্তে কালের প্রতীক্ষা
করি রহিয়াছি ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্মব্যাদ ! তুমি
অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী, ধর্মজ্ঞ ও
জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ ; অতএব তোমার
নিমিত্ত উদ্ভিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই ।
এক্ষণে বিদায় হই ; তোমার মঙ্গল হউক ;
ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন ; তুমি সর্বদা
অপ্রগত্ত হইয়া ধর্ম চিন্তা করিবে । ব্যাধ
কৃতাজ্জলিপুটে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণকে
বিদায় করিলে পর, তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণ-
পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া
যথান্যয়ে দৃঢ়তর ভক্তি-মহাকারে পিতা-
মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । হে
ধার্মিকাগণ্য যুগধির ! তুমি ধর্মবিষয়ে

যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং ধর্ম-
ব্যাধ যে পতিত্বতা ও ত্রাস্কাণের মাহাত্ম্য
এবং জনকজননীর শুশ্রূষা কীর্তন করিয়া-
ছেন তৎ সমুদায় বর্ণন করিলাম। যুধি-
ষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্মবিদাশ্বর! আপনি
যে অদ্ভুত অমুতম ধর্মাখ্যান কীর্তন করি-
লেন, ইহা পরম প্রীতিকর ও শ্রুতিস্থখা-
বহ বলিয়া এই দীর্ঘ কাল মুহূর্তের ন্যায়
অতিবাহিত হইল। আমি ধর্মাখ্যান শ্রবণে
অঙ্গাপি পরিতৃপ্ত হই নাই।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম-
রাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সমীপে
উক্ত প্রকার ধর্মসংযুক্ত কথা শ্রবণানন্তর
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্!
পূর্বে ভগবান্ হতাশন কি নিমিত্ত সলিলে
প্রবেশ করিয়াছিলেন? অগ্নি এক; কিন্তু
কার্যকালে তাঁহার বহুত্ব দৃষ্ট হয়; তাহার
কারণ কি? তিনি অন্তর্হিত হইলে পর,
ভগবান্ অগ্নিরাঃ কিরূপে স্বয়ং হতাশন
হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? কার্তি-
কেয় কিরূপে সমুৎপন্ন হন? কিরূপেই
বা মহাদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন?
আর গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণই বা কিরূপে
তাঁহার মাতা হইয়াছিলেন? হে মহর্ষে!
আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে
আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে;
আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমুদায়
বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগ-

বান্ হতাশন যে নিমিত্ত ক্লৃক হইয়া তপো-
মুষ্ঠানজন্ম সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
এবং মহর্ষি অগ্নিরাঃ যে প্রকারে স্বীয় প্রভাবে
সমুদায় জগৎ সম্ভাপিত ও তিগির বিনষ্ট
করিয়াছিলেন, তদ্বিনয়ে পুরাতন ইতিহাস
কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পূর্বকালে মহাভাগ অগ্নিরাঃ আশ্রমে
থাকিয়া অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান দ্বারা
অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া
উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূর্যের
ন্যায় স্বীয় প্রভাপ্রভাবে সমুদায় জগৎ
প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়
ভগবান্ হব্যবাহন সলিলমধ্যে প্রবেশ-
পূর্বক তপোমুষ্ঠান করিতেছিলেন।
তিনি অগ্নিরার প্রভাবে একান্ত সমুত্ত
ও
মান্বিয়ুক্ত হইলেন, কিন্তু উহার কোন
কারণই অবগত হইতে পারিলেন না।
পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে,
ব্রহ্মা এই সমস্ত লোকের নিমিত্ত অগ্নি এক
অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিবস তপস্তা
করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।
এক্কে কি করি; কিরূপেই বা পুনরায়
অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই। ভগবান্ হতাশন এই
রূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অগ্নি-
সদৃশ লোকতাপন মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিয়া
শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার সমীপে গমন
করিলেন।

মহাভাগ অগ্নিরাঃ অগ্নিকে অবলোকন
করিয়া সভয়াস্তঃকরণে কহিলেন, হে ভগ-
বন্! আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জন্মগণের
হিত সাধন করুন; আপনি এই স্বাবর-

জন্মমাত্র ক্রিয়ানীতিমধ্যে বিশেষরূপে জ্ঞাত
আছেন । ভগবান্ কমলধোনি তিমির-
পনোদনক্রম প্রথমে আপনার সৃষ্টি করিয়া-
ছেন ; অতএব আপনি শীঘ্র আপনার স্রষ্টা-
কার প্রাপ্ত হউন ।

অগ্নি কহিলেন, লোকমধ্যে আমার
কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে ; আপনি এক্ষণে
হতাশন হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন । লোকে আপ-
নাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে ; আমাকে
কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না ; অত-
এব আমি অগ্নির পরিত্যাগ করিতেছি ;
আপনিই প্রথম অগ্নি হউন, আর আমি
দ্বিতীয় অগ্নি হইব ।

অগ্নিরাঃ কহিলেন, হে হতাশন !
আপনি অগ্নি হইয়া হবির্বহন দ্বারা প্রজা-
গণের স্বর্গলভের পথ প্রকাশ করুন, আর
আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে
প্রথমে একটা পুত্র প্রদান করুন ।

ভগবান্ হতাশন অগ্নিরসের প্রার্থনামু-
রূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, বৃহস্পতি
নামে অগ্নিরসের এক পুত্র জন্মিল । দেব-
গণ অগ্নির প্রভাবে অগ্নিরসের প্রথম পুত্র
জন্মিয়াছে জানিয়া তাঁহার সমীপে আগমন-
পূর্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেব-
গণের সমীপে সমুদায় কারণ ব্যক্ত করি-
লেন । দেবগণ ও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন
করিলেন । হে রাজন্ ! অগ্নি নানাপ্রকার ;
উহারা বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত ; উহা-
দের এক একটা দ্বারা পৃথক পৃথক কার্য্য
সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর !
ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অগ্নিরসের ভার্য্যার নাম
শুভা । শুভার গর্ভে অগ্নিরসের যেক একটা
সন্তান হইয়াছে, কহিতেছি, প্রবণ করা
বহুকীর্তি, বৃহজ্জ্যোতিঃ, বৃহদব্রহ্মা, বৃহ-
স্পতিঃ, বৃহস্পতি, বৃহস্পতি ও বৃহস্পতি । অগ্নি-
রসের প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী ; উনি
উক্ত সন্তানগণ অপেক্ষা সাতিশত রূপবতী ।
দ্বিতীয়া কন্যার নাম রাগা ; ইনি সর্বভূতের
অনুরাগাম্পদ ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । যিনি রুদ্রের স্ত্রী বলিয়া
বিখ্যাত, যিনি সাতিশত সন্তানপ্রসূত
লোকে দৃশ্যাদৃশ্য হইয়াছেন, সেই সিমি-
বালী অগ্নিরসের তৃতীয়া কন্যা । চতুর্থী কন্যা
অচিন্ত্যতী ; উহাকে পূর্ণিমা বলে । পঞ্চমী
কন্যা হরিমতী ; উহাকে চতুর্থী কহে ।
ষষ্ঠী কন্যা মহিমতী ; উহাকেই চতুর্দশী-
যুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে । যিনি দীপ্ত
যজ্ঞসমুদয়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত,
ঐহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, সেই
কুহু অগ্নিরসের সপ্তমকন্যা ।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর ! চন্দ্র-
মসী নামে বৃহস্পতির যে মনস্বিনী ভার্য্যা
ছিলেন, তিনি পরম পবিত্র ছয় পাবক ও
এক কন্যা প্রসব করেন । যজ্ঞকালে যে
হতাশনে স্ততাহতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির
নাম শংযু । চাতুর্মাস্য ও দশমেঘ যজ্ঞের

সময় উঁহার সমীপে অগ্রজ পশু থাকে।
উনি অনেকবিধ শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া
শোভমান হন। ঐ শংযুর ভাৰ্য্যার নাম
সত্যা ; উনি ধর্ম্মের কন্যা। সত্যার গর্ভে
শংযুর এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে।
পুত্রটী প্রদীপ্ততর হতাশন ; উঁহার নাম
ভরবাজ ; উনি শংযুর প্রথম পুত্র। যজ্ঞা-
মুষ্ঠানসময়ে প্রথম আজ্যভাগ দ্বারা উঁহাকে
পূজা করিয়া থাকে। শংযুর দ্বিতীয়
পুত্রের নাম উর্জ্জভরত ; শংযুর আর যে
তিনটী কন্যা ছিলেন, ঐ ভরত তাঁহাদের
অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। উর্জ্জভরতের পুত্রের
নাম ভরত ও কন্যার নাম ভরতী। ভরত-
পুত্র প্রজাপতিভরতের তনয় পাবক ; ইনি
লোকে সাতিশয় পূজিত।

ভরবাজের ভাৰ্য্যার নাম বীরা। বীরার
গর্ভে ভরবাজের ঔরসে বীর নামা হতা-
শনের জন্ম হয়। বিজগণ সোমের ন্যায়
উঁহাকেও আজ্য দ্বারা আহুতি প্রদান
করিয়া থাকেন। উঁহার আর তিনটী নাম
রথপ্রভু, রথান্বান ও কুন্তরেতাঃ। উনি
সরযুতে সিদ্ধি লাভ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জ-
প্রভাবে সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিলেন, এবং
উঁহার আরাধনা করিলে স্তব্ধ প্রদান করিয়া
থাকেন। যিনি কখনই স্বীয় যশঃ, তেজঃ ও
শ্রী-হইতে চ্যুত হন না, তাঁহার নাম
নিশ্চ্যবন অগ্নি। উনি কেবল পৃথিবীরই
স্তব করেন। উঁহার পুত্রের নাম বিপাপ
অগ্নি ; উনি কলুষশূন্য, বিশুদ্ধ ও অচ্ছিন্নানু ;
যিনি রৌরুগ্ধমান প্রাণিগণের নিষ্কৃতি
করেন, তাঁহার নাম নিষ্কৃতি হতাশন।

নিষ্কৃতির পুত্র স্বন। উনি লোকের
শরীরে রোগ প্রদান করেন ; বেদনার্ত্ত
ব্যক্তিগণ উঁহার প্রভাবেই আৰ্ত্তস্বরে চীৎ-
কার করে।

যিনি জগতীতলস্থ সমুদায় লোকের
বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া থাকেন, অধ্যাত্ম-
বেত্তারা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ অগ্নি বলিয়া
কীৰ্ত্তন করেন। যিনি দেহিগণের অন্তরে
ধাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য সমুদায় পাক করেন,
তিনি লোকে বিশ্বভুক্ হতাশন বলিয়া
প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যত্না, বিপুলব্রত
ব্রাহ্মণগণ পাকযজ্ঞে সতত ইঁহাকে পূজা
করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোমতী নদী
ইঁহার পত্নী। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ ঐ
হতাশনে সমুদায় ধর্ম্ম্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া
থাকেন। যে দারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের
জল পান করেন ও সতত উর্দ্ধগামী,
উঁহার নাম উর্দ্ধভাক্ ; আর প্রাণকে আশ্রয়
করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি।

লোকে যাঁহাকে নিত্য বারিপূত স্বিষ্ট-
নামক হবিঃ প্রদান করিয়া থাকে, তাঁহার
নাম স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। যে অগ্নি প্রলয়কালে
সমুদায় লোক বিনষ্ট হইলেও ক্রোধস্বরূপে
বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নাম মন্যু।
মন্যুর কন্যার নাম স্বাহা ; উঁহার স্বভাব
সাতিশয়ক্রুর ও দারুণ ; সে সকল লোকেই
অবস্থিত করে ; স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপ-
বান্ আর কেহই নাই, লোকে তাঁহাকে
কামপাবক বলিয়া জানে। দেবগণ উঁহার
অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে উঁহাকে কাম-
পাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যিনি

মাল্যধারণ, ধনুগ্রহণ ও রথে আরোহণ-
পূর্বক সমরে সমুদায় শত্রুগণকে সংহার
করেন, তাঁহার নাম অমোঘ হ্তাশন।
উক্খ নাগে অগ্নি বেদবাক্য দ্বারা সতত
সংস্তুত হইয়া থাকেন। উহার পুত্র
মহাবাক্ ; মহাবাকের অপর নাম সকাশ্বাম।

একোনবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! বশিষ্ঠ-
তনয় কশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অগ্নিরসাত্ত্বজ
চ্যবন ও ত্রিস্রবর্চাঃ ; ইহারা প্রজাপতিসম
যশঃ সম্পন্ন, ধর্ম্যপরায়ণ এক পুত্র লাভ করি-
বার নিমিত্ত অতি কঠোর তপোভুষ্ঠান করি-
লেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাহতি মন্ত্র
ধ্যান করিলে, পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব প্রভা-
সম্পন্ন এক তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল।
তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হ্তাশনের ন্যায় ;
ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় ; ত্বক্ ও
নেত্র স্রবর্ণাভ এবং জজ্জ্বাযুগল কৃষ্ণবর্ণ।
মহাতপাঃ পঞ্চ মহর্ষি তাঁহাকে তপোবলে
পঞ্চবর্ণ-সম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চবংশ-
কর দেব পাঞ্চজন্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, পাঞ্চজন্ম
পিভূগণের প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত দশ-
মহশ্র বংশের তপঃসাধন করিয়া ঘোরতর
অগ্নি উৎপাদন করিলেন। পরে মস্তক
হইতে বৃহৎ রথন্তর, আশ্রদেশ হইতে হরি-
হর, নাভি হইতে শিব, শোণিত হইতে
ইন্দ্র, প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নি এবং বাহু-

দ্বয় হইতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বিশ্বসংসার ও
ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর তাঁহা হইতে বৃহদ্রথের প্রণিধি,
কশ্যপের মহন্তর, অগ্নিরসের ভানু, বর্চের
সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটি
পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি
সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞবিদ্যকারী
অত্যাশ্র পঞ্চদশ দেবতাকেও সৃষ্টি করিলেন ;
সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম,
সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্র-
ধর্ম্মা, সুরপ্রবীর, বীর, স্রবেশ, স্রবর্চাঃ ও
দেবহস্তা এই পঞ্চদশ দেবতার পাঁচটি
পাঁচটি করিয়া তিন দল হইল ; উহার
স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতে আরম্ভ
করিল ; এবং বল প্রয়োগপূর্বক হবনীয়
দ্রব্যজাত হরণ ও বিনষ্ট করিতে লাগিল।
এই হেতু বিচক্ষণ পুরুষেরা বহির্বেদিতে
তাঁহাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিতেন।
পরে উহার তখন আর যজ্ঞভূমির অন্ত-
র্বেদিতে গমন করিত না। অগ্নিচয়নকর্তা
যজ্ঞমান আসন প্রদানপূর্বক মন্ত্রবলে উহা-
দিগকে সন্তুষ্ট করিলে, উহার কখন
যজ্ঞীয় হবিঃ অপহরণ করে না।

অগ্নির বৃহদ্রুক্খ নামে আর একটি
পুত্র পৃথিব্যভিমানী দেবতা বলিয়া অভিহিত
হন। পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার
সময় সাধু লোকেরা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া
থাকেন। রথন্তর নামে অনলও অগ্নির
পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। হোতা বৃহস্পতি-
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই রথন্তরকে উদ্দেশ্য
করিয়া হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। মহা-

মশাঃ পাক্জন্ম অনল পুত্রগণের সহিত পরস্পর
প্রীত মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! পৃষ্টি-
মতি নামে ভরত অগ্নি অতিশয় কঠিন
নিয়মবলে সজ্জাত হইয়াছেন ; তিনি সম্ভব
হইলে, লোকে পৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে ।
ঐ অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ পোষণজন্য ভরত
বলিয়া বিখ্যাত । অশ্বিন নামে যে অনল
বিদ্যমান আছেন, তিনি শক্তির উপাসক ।
আর যে হুতাশন দুঃখিত ব্যক্তির মঙ্গল
সম্পাদন করেন, তাঁহার নাম শিব । পরে
তপস্যার অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যাভ্যন্তর নিমিত্ত
পূরন্দর নামে অগ্নির আর এক পুত্র উৎপন্ন
হইল । ঐ অগ্নি হইতে উগ্ৰা নামে অগ্নি
জন্মিল ; ঐ উগ্ৰা সর্বদা মনুষ্যলোকে
লক্ষিত হইয়া থাকে । মনুষ্যনাগা অগ্নি
প্রাজাপত্য ত্রৈলোক্য সম্পাদন করেন । বেদ-
বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে শম্ভু এবং
প্রদীপ্তর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসথ্য
বলিয়া নির্দেশ করেন । সেই তেজঃ অতি
প্রদীপ্ত স্ববর্ণ সদৃশপ্রভ পঞ্চ সোমভাসী
হব্যবাহ উৎপাদন করিলেন ।

অন্তঃসমনকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবা-
কর অগ্নিস্বরূপ হন । যিনি মহাবীর অশুর
ও পৃথগ্নি মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন, অগ্নি
তাঁহাকে উৎপাদন করিলে, অগ্নিরাজপথারী
অগ্নি প্রাজাপত্যকারী ভানুকে সৃষ্টি করি-
লেন । বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বৃহদ্ভানু
বলিয়া থাকেন ; সূর্য্যদুহিতা স্তপ্রজা ও

বৃহদ্ভাসা এই দুইটী ভানু অনলের ভার্য্যা ।
তাঁহারা ছয় পুত্র প্রসব করেন । আমি
এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর ।

যিনি দুর্বল প্রাণিগণের প্রাণ প্রদান
করিতেছেন, সেই অগ্নি ভানুর প্রথম পুত্র
বলদ বলিয়া অভিহিত হন । যিনি ভূত-
সকল বিনষ্ট হইলে নিদারুণ মনুষ্যস্বরূপ
হন, সেই অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র মনু-
মান নামে বিখ্যাত । দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞে
যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া হবিঃ প্রদান করিতে
হয়, সেই অগ্নিকে বিষ্ণু, ধৃতিমান ও
অগ্নিরাঃ বলিয়া থাকে । ইন্দ্রের সহিত যিনি
আগ্রয়ণ নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন,
তিনি ভানুবংশ আগ্রতপ নামে প্রসিদ্ধ ।
চাতুর্মাস্য যাগে আগ্নেয়প্রভৃতি আটটি হবির
উৎপত্তিস্থান ; অগ্রহ নামে ভানুর পঞ্চম
পুত্র, স্তম্ভ নামে ষষ্ঠ পুত্র ও জম্বিয়াছিল ।

ভানুর তৃতীয় ভার্য্যা নিশারোহিণী নাম্নী
এক কন্যা, অগ্নি ও সোম নামক দুই পুত্র,
এবং অন্য পঞ্চ পাবক প্রসব করিলেন ।
শ্রীমান বৈশ্বানর নামে প্রথম পাবক ; ইনি
ইন্দ্রের সহিত চাতুর্মাস্য যাগে অগ্র হবিঃ
দ্বারা পূজিত হন । যিনি এই লোকের
প্রভু, তাঁহার নাম বিশ্বপতি ; তিনি
দ্বিতীয় পাবক । তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া
স্বিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার নাম
স্বিষ্টকৃৎ । তিনি হিরণ্যকশিপু-নন্দিনী
রোহিণীকে সম্ভানোৎপাদনের নিমিত্ত
ভার্য্যা হইতে প্রত্যাগ্রহ করিলেন । ভানুর
তৃতীয় পুত্রের নাম মগ্নিহিত ; ইনি শব্দরূপ

গ্রহণের প্রবর্তক ; এবং দেহীদিগের দেহ-সকল আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্তিত করিতেছেন । যাঁহার বস্ম শুল্ক ও কৃষ্ণবর্ণ ; যিনি অন্যান্য হতাশনের পুষ্টি বর্জন করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কিন্তু ক্রোধের উদ্বেক হইলে কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং যতিগণ যাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কোর্তন করেন, তিনিই সাংখ্য যোগপ্রবর্তক কপিল-নামক অগ্নি ও চতুর্থ পাবক । ভূতগণ নানাবিধ কর্মে অগ্র-নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রতিনিয়ত যাঁহাকে দান করে, তাঁহার নাম অগ্রণী ; তিনিই পঞ্চম পাবক ।

বহুবিধ দোষদুষ্ট অগ্নিহোত্রের প্রায়-শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্ত এই সকল ও অন্যান্য প্রথিত পাবকগণকে সৃষ্টি করিলেন । যখন বায়ুসহকারে অ সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে ; তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে । যখন দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত হইবে, তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ।

যদি ঋতুমতী নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, দম্য-মান নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে । যদি মৃত জীব বা পশুরা অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সুরম্যান নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে । পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে, উত্তর

নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে । যাঁহার আবাসে দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন । যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিবে, তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ।

একবিংশতাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভূলোক-ভুব-লোকাধিপতি বরুণলোকে বিখ্যাত মহনামা অগ্নির দুহিতা নামে এক পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন ; তিনি তাঁহার গর্ভে অদ্ভুত নামে পাবকের উৎপাদন করেন । ব্রাহ্মণেরা পুরুষ-পরম্পরাগত যে অদ্ভুতাত্ম্য পাবককে আত্মা ও ভুবনভর্তা বলিয়া নির্দেশ করেন, সামান্য ও মহৎ প্রভৃতি সর্বভূতের অধীশ্বর সেই মহাতেজাঃ ভগবান্ পাবক নিত্য বিচরণ করিতেছেন । গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিত্য পূজিত হন ও লোকের হৃত হব্য সকল বহন করেন । যে মহাভাগ লোকত্রয়সংহর্তা এবং ভূলোক, ভুবলোক ও মহর্ল্লোকে অধীশ্বর, অগ্নিকোষে নিয়ত পূজিত, যিনি মৃত প্রাণিসকলকে দম্ব করেন, সেই ভরত অগ্নি সহের পৌত্র ও অদ্ভুতের পুত্র ।

একদা দেবতারা হব্য বহনার্থ ভরতকে অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তিনি দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অর্ণব-

মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও তাঁহার অশ্বেষণার্থ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভরতাগ্নি অথর্বা হুতাশনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীর! সম্প্রতি আমি অদৃশ্য হইলাম; তুমি দেবগণের হব্য-বহনকার্যে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রিয় কার্য সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমি অগ্নি প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ভরত অগ্নি অথর্বা কে এই আদেশ করিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, মৎস্তেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অথর্বা অগ্নির বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিল; তখন সেই অনল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৎস্তদিগকে কহিলেন, তোরা বিবিধ প্রকারে শরীরীর ভক্ষ্য হইবি।

অনন্তর তিনি দেবগণের আজ্ঞাক্রমে হব্যবহন করিবার নিমিত্ত অথর্বা কে পুনরায় নানাপ্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। অথর্বা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক ধরাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে নীল-লোহিতাদি ধাতুসকল, পৃথ হইতে গন্ধ ও তেজঃ, অগ্নি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্মা হইতে স্কাটিক, পিত্ত হইতে মরকত, যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স এবং কাষ্ঠ, পাষাণ ও লৌহ হইতে প্রজা সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার নখর-সকল অভ্র ধাতু, শিরাজাল বিক্রম হইল; এবং সুবর্ণ, পারদপ্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন ধাতু-সকলও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল।

অথর্বা অনল এই রূপে কলেবর পরি-

ত্যাগানন্তর নিরুপাধিক ধানে চিত্ত নিবিক্ট করিয়া তপোনিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভৃগু, অঙ্গিরাঃপ্রভৃতি মুনিগণের তপোবলে উত্থাপিত হইয়া নিয়ত নামে বহ্নি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অথর্বা কে তপস্তা করিতে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে অগ্নি বিনষ্ট হইলে, সমস্ত জগৎ সাতিশয় ভীত হইয়া অথর্বার শরণাপন্ন হইল; সুরাসুরপ্রভৃতি লোক-সকল তৎসম্মিধানে উপনীত হইয়া অথর্বার অর্চনা করিতে লাগিলেন। অথর্বা পাবককে এই রূপ অবলোকন করিয়া স্বয়ং সকল লোকের সৃষ্টি করিলেন; এবং সর্ব্বভূতের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন। এই রূপে পূর্ববিনষ্ট পাবক ভগবান্ অথর্বা কর্তৃক আহুত হইয়া সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বেদোক্ত বিবিধ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় সিন্ধু, নদ, পঞ্চ-নদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযু, গণ্ডসা, চর্ম্মগুতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাত্রাবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সূপ্রযোগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা ও কপिला এই সকল নদী অগ্নি-দিগের মাতা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অমৃতের ভার্যা প্রিয়া; তাঁহার পুত্র বিভূরসি। যত প্রকার পাবক উক্ত হইল, সেমও তত সংখ্যক আছে। ভগবান্

অত্রি অপত্য-কামনায় অষ্টকাম অগ্নি-
দিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা তদীয় শরীর
হইতে নিঃসৃত হইলেন । এই রূপে হতা-
শনগণ অত্রির বংশে সজ্জাত হন ।

আমি মহাত্মা অগ্নিদিগের বিষয় কীর্তন
করিলাম ; ইহারা এই রূপে অপ্রমেয়,
শ্রীমান্ ও তিমিরাপহ হইয়া উঠিলেন ।
বেদে অদ্বিতাত্ম্য অগ্নির যেরূপ মহাত্ম্য
কীর্তন করিয়াছেন, সেই রূপ সকল
অগ্নিরই মহাত্ম্য জানিবে । 'যেমন জ্যোতি-
স্টোম যজ্ঞ হইতে বহুবিধ ক্রতু নিঃসৃত
হইয়াছে, সেই রূপ প্রথম অগ্নি ভগবান্
অগ্নিরাঃ হইতে সকল অগ্নি সম্ভূত হইয়াছে ।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুবংশা-
বতংস ! অগ্নিদিগের বিবিধ বংশের বিষয়
কীর্তিত হইল ; এক্ষণে অদ্বিত অগ্নির নন্দন
অমিততেজাঃ কীর্তিকেয় যেরূপে ব্রহ্মধি-
পত্নীগণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন,
তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ সাতি-
শয় যজ্ঞ সহকারে পরস্পর সংগ্রাম করি-
তেন ; ঐ যুদ্ধে ঘোররূপী দানবগণেরই
সতত জয় লাভ হইত । তখন সুরাধিপতি
পুরন্দর এই রূপে আপনার সৈন্য সমুদায়
ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া
মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্বীয় বর-
প্রভাবে দানবদলের দারুণ শরনিকরে
নিঃশেষিতপ্রায় দেবসেনাগণকে রক্ষা
করিতে সমর্থ এক জন সেনানায়কের

নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে । অনন্তর
তিনি একদা মানস শৈলে গমনপূর্বক
একান্তচিন্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন,
এমত সময়ে “কোন পুরুষ এস্থানে সত্ত্বরে
উপস্থিত হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন ;
তিনি আমাকে পতি প্রদান করুন বা স্বয়ং
আমার পতি হউন” এই রূপ স্ত্রীলোকের
আর্তস্বর অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে
প্রবিষ্ট হইলে, তিনি তখন করুণাপরতন্ত্র
হইয়া ‘ভয় নাই’ বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস
প্রদান করিলেন এবং দোখলেন, গদাপাণি
কিরাটধারী কেশী দানব ঐ কন্যার হস্ত
ধারণ করিয়াছে । তখন তিনি সাতিশয়
ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কেশীকে কহিলেন,
চুরাচার ! তুমি কি নিগিত এই কন্যাকে
হরণ করিতেছ ? আমি বজ্রী ; আমার
সমক্ষে উহাকে পীড়ন করিও না ।

কেশী কহিল, হে ইন্দ্র ! তুমি ইহার
বাসনা পরিত্যাগ কর ; আমি ইহাকে
অভিলাষ করিয়াছি ; আমি এক্ষণে তোমাকে
ক্ষমা করিতেছি ; তুমি প্রাণ লইয়া আপন
আলয়ে প্রস্থান কর । কেশী এই বলিয়া
ইন্দ্রনিধন মানসে গদা নিক্ষেপ করিল ।
ইন্দ্র অর্দ্ধপথেই বজ্র দ্বারা সেই গদা দ্বিধা
ছেদন করিলেন । তখন কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া
ইন্দের উপর এক শৈলশিখর নিক্ষেপ
করিলে, ভগবান্ পুরন্দর বজ্র দ্বারা সেই
গিরিশৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপা-
তিত করিলেন । সেই গিরিশিখর কেশীর
কায়ে পতিত হওয়াতে, সে সাতিশয় ব্যথিত
হইয়া কন্যা পরিত্যাগ-পূর্বক দ্রুতবেগে

পলায়ন করিল। দানব পলায়ন করিলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভাননে! তুমি কে? কাহার দুহিতা? এবং এখানেই বা কি করিয়া থাক?

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিগততম

অধ্যায়।

কন্যা কহিলেন, আমি প্রজাপতির কন্যা; আমার নাম দেবসেনা; আগার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা; কেশী দানব পূর্বের তাহাকে হরণ করিয়াছে। হে সুররাজ! আমরা দুই ভগিনী আগোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সখীগণ-সমভিব্যাহারে সতত এই মানস শৈলে সমাগত হইতাম। সেই সময় মহাসুর কেশী প্রত্যহই আমাদিগকে হরণ করিবার চেষ্টা করিত। দৈত্যসেনা কেশীর প্রতি অনুরক্ত ছিল, কিন্তু আমি ঐ দানবকে অবজ্ঞা করিতাম; এই নিমিত্ত সে তাহাকে আমার সমক্ষে হরণ করিতে পারে নাই। পরে সে অবসর পাইয়া দৈত্যসেনাকে হরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমাকেও লইয়া যাইতেছিল, কেবল আপনিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে কৃপা করিয়া এক জন দুর্জয় ব্যক্তিকে আগার পতিরূপে নির্দিষ্ট করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বালে! দাক্ষায়ণী আমার মাতা; তুমি আমার মাতৃদ্বার

কন্যা। এক্ষণে তুমি আমার সমীপে স্থায় বলের কথা প্রকাশ করিয়া বল।

কন্যা কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি অবলা; কিন্তু পিতৃবর-প্রভাবে অসামান্য বলবোধ্য সম্পন্ন সুরাসুর-নমস্কৃত এক ব্যক্তি আগার পতি হইবেন।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার পতির বল কিরূপ হইবে? আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি অতি শীঘ্র তাহা বল।

কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! যে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ আপনাকে সমাভিব্যাহারে লইয়া সমরে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও দুষ্ক দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আগার পতি হইবেন।

দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির অভিলাষ করিতেছেন; তদ্রূপ ব্যক্তি ত এক্ষণে বর্তমান নাই। পরে দেবরাজ শতক্রতু দেখিলেন, মহাদু্যতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমাঃ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র মুহূর্ত্তে অমাবস্তা সমুপস্থিত হইল; উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ মেঘবন্দে আবৃত ও পূর্ব দিগ্ভাগ লোহিতবর্ণ হইল। ভগবান্ হস্তাশ্বিন ভার্গবগণ ও আঙ্গিরসগণ কর্তৃক পৃথগ্ধ মস্ত্র-পাঠপূর্বক হস্ত হব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। অমা-

বস্ত্রা শ্রুতি পার্শ্ব-সকলে চতুর্বিংশতি
দিবাকর সমুপস্থিত হইয়াছেন ।

ভগবান্ পুরন্দর শশিদিবাকরের
একতা ও সেই রৌদ্র-সমবায় সমবলোকন
করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও
চন্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে ; এই
রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে ;
নদীর তরঙ্গ শোণিতময় ও প্রতিকূলগামী
হইয়াছে ; উল্কাযুগ্মী শৃগালিনী সূর্য্যভিমুখী
হইয়া চীৎকার করিতেছে ; ও সূর্য্যের
সহিত চন্দ্রের অদ্ভুত সমাগম হইয়াছে ।
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভগবান্ চন্দ্রমাঃ যে
পুত্র উৎপাদন করিবেন ; তিনিই এই
দেবীর পতি হইবেন । অথবা মরুৎগুণ-সম্পন্ন
অগ্নি ষাঁহাকে উৎপাদন করিবেন ; তিনি
ইহার ভর্তা হইবেন । ভগবান্ ইন্দ্র এইরূপ
চিন্তা করিয়া দৈবসেনাকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্ম-
লোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন,
হে বিধাতাঃ ! আপনি এই রমণীর উপযুক্ত
পতি নির্দেশ করিয়া বলুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবনিসূদন ইন্দ্র !
তুমি ষেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেই রূপেই
এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে ; সে তোমার
সমভিব্যাহারে সেনানীকার্য্য সমাধান
করিবে ও সেই বীর পুরুষ এই দেবীর
পতি হইবে ; সন্দেহ নাই ।

যে স্থানে বশিষ্ঠপ্রমুখ দেবমিগণ যজ্ঞা-
নুষ্ঠান করিতেছিলেন ; সুররাজ শতক্রতু
ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নমস্কার
করিয়া সেই কন্যা-সমভিব্যাহারে তথায়
সমুপস্থিত হইলেন । অন্যান্য সুর সমুদায়ও

সৌমরস-পিপাসু হইয়া ঐ স্থানে আগমন
করিয়াছিলেন । বিজাতিগণ স্তম্ভমুগ্ধ হতা-
শনে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া পরি-
শেষে দৈবগণের নাগোল্লেখ-পূর্ব্বক আহুতি
প্রদান করিতে লাগিলেন । ভগবান্ হতাশন
ঋষিগণ কর্তৃক আহুত ও সহসা সূর্য্যমণ্ডল
হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাক্যসংঘম-সহকারে
নিঃসমানুসারে তথায় আগমন করিলেন ।
তিনি মহর্ষিগণ-প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণ-
পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিয়া সেস্থান
হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে
সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীরা
তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন । তাঁহা-
দিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট কেহ
কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন । ভগবান্ হতাশন
রুদ্রবেদীর ন্যায়, চন্দ্রলেখার ন্যায়,
হতাশন-শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীগণকে
অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরে নিতান্ত
কাতর হইলেন, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা
করিলেন ; পতিব্রতা ঋষিপত্নীগণ আমার
প্রতি অনুরক্ত নহেন ; তথাপি আমি উঁহা-
দিগকে অভিলাষ করিতেছি ; আমার এ
কি অগ্রায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল !
যাহা হউক, আমি প্রকাশ্যরূপে উঁহা-
দিগকে দর্শন বা কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে কখনই সগর্হ হইব না ; অতএব
গর্হপত্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক উঁহাদিগকে
অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করি ।

ভগবান্ হতাশন মনে মনে ঐরূপ স্থির
করিয়া গর্হপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষিপত্নী-
গণকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি

আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিখা সমুদায় এরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি তৎসমুদায়-দ্বারা মহর্ষি ভাৰ্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন। ভগবান্ দহন এইরূপে মহিলাগণের বশবর্তী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়া তথায় বহুদিবস বাস করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।

ইতিপূর্বে দক্ষভূহিতা স্বাহা ভগবান্ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি বহু দিন অবধি দহনের ছিদ্রাচ্ছেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু বহু নিতান্ত অপ্রমত্ত বলিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দক্ষতনয়া, এক্ষণে অগ্নি কামার্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন জানিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অগ্নি সপ্তর্ষি-পত্নীগণের রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির নিকট গমন করি; তাহা হইলে তাঁহার পরিতোষ লাভ ও আমারও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

চতুর্বিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! দক্ষ-ভূহিতা স্বাহাদেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহ-ধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকসমি-ধানে গমনপূর্বক কহিলেন, হে হুতাশন! অগ্নি অঙ্গিরার ভাৰ্য্যা; আমার নাম শিবা; অগ্নি কাল্পশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; আমার কামনা পরিপূর্ণ কর; নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ

করিব। অবশিষ্ট সপ্তর্ষি-পত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আগাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

অগ্নি কহিলেন, অগ্নি যে সাতিশয় কামসন্তপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি কিপ্রকারে অবগত হইয়াছ? যে সকল ঋষিপত্নীগণের কথা উল্লেখ করিলে, তাঁহারা হই বা কি প্রকারে অবগত হইলেন?

স্বাহা কহিলেন, তুমি চিরকাল আমা-দের অনুরাগভাজন ছিলে; কিন্তু আগর তোমার নিকটে ভীত হইয়া থাকিতাম। সম্প্রতি ইঞ্জিত দ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আগমন করিয়াছি; তুমি শীঘ্র আগর মনোরথ সম্পন্ন কর। আমার ভগিনীগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি দ্বারায় প্রস্থান করিব।

তখন হুতাশন হর্ষাতিশয় সহকারে শ্রীতিপ্রফুল্লমূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। স্বাহা দেবী পরম শ্রীতি সহকারে পাণিকমলে আগ্নেয়তেজঃ গ্রহণপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; যद्यপি কাননস্থ লোকেরা আমার এতাদৃশরূপ সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণীদিগের দোষ পাবকের কর্ণগোচর করিবে; অতএব এখানে আর অবস্থান করা উচিত হয় না; এক্ষণে তেজঃ রক্ষা করিয়া গরুড়ী হইয়া অবিলম্বে এই বন হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর তিনি স্তপণীরূপ ধারণপূর্বক সেই মহাবন হইতে প্রস্থান করিয়া পথ-মধ্যে শরন্তস্রাজাদিত খেত পর্বত অবলো-

কন করিলেন। সেই পরিত অসংখ্য দৃষ্টিবিষ সপ্তশীর্ষ সর্প দ্বারা পরিরক্ষিত ; ভয়ঙ্কর রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ এবং ভূত-গণ পরিবৃত ও নানাবিধ যুগপক্ষিগণে সমা-কুল ছিল। সুপর্ণরূপিণী স্বাহা সহসা দুর্গম শ্বেত ভূধরে উপনীত হইয়া সেই আগ্নেয় তেজঃ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাতেজাঃ সপ্তর্ষিগণের পত্নী-দিগের রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির মনোরথ সফল করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অরু-ক্ষতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অরুদ্রম স্বামিশুশ্রয়া-নিবন্ধন তদীয় দিব্য রূপ ধারণে অসমর্থ হইলেন। এই রূপে তিনি ছয় জন মহর্ষির পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া প্রতিপদ তিথিতে সেই অগ্নিরেতঃ কাঞ্চন-কুণ্ডে ছয় বার নিক্ষেপ করেন ; সেই তেজোগয় ক্ষম রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন ; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ক্ষন্দ হইল এবং তিনি ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত ও বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার ছয় মন্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। তিনি দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্তব্ধ, তৃতীয়াতে স্তম্ভিত শিশুর ন্যায় প্রতীত এবং চতুর্থীতে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। লোহিতবর্ণ মেঘ-মালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের ষে রূপ শোভা হয় ; তদ্রূপ স্নকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুর-নিহস্তা মহাদেব দামবকুল-বিনাশন যে শরাসন রক্ষা করিয়াছিলেন ;

মহাবল পরাক্রান্ত কুমার সেই শরাসন গ্রহণপূর্বক নিনাদ করিলে, সচরাচর ত্রৈলোক্য যেন ঘূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

চিত্র ও ঐরাবত নামে নাগেন্দ্রযুগল সেই ভলদগভীর কুমারনিনাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তদভিমুখে ধাবমান হইল। সূর্য্যসমপ্রভ কুমার তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা শক্তি, অপর এক হস্ত দ্বারা তাত্ৰচূড় ও ভুজাস্তর দ্বারা প্রকাণ্ড কুকুটাত্ম গ্রহণপূর্বক ভীম নিনাদ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি অপর হস্তযুগল দ্বারা সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশের নানা স্থানে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি যুগপৎ ত্রিলোকী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! অপ্রমেয়াক্ষা যড়ানন সেই ভূধরশিখরে এই রূপে ক্রীড়া করিয়া উদয়াচল-সন্নিবিষ্ট সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

তিনি শৈলশিখরে সমাসীন হইয়া ইত-স্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দিগ্দিগন্ত সকল সন্দর্শন করিয়া পুনর্বার নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, নানা জাতীয় লোক সকল ভীত ও উদ্বিগ্ন-মনাঃ হইয়া তথায় আগমনপূর্বক তাঁহার শরণাগত হইল। যে সকল বর্ণ তাঁহার অশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; তাঁহারা পারিষদ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সেই মহাবাহু ক্ষন্দ গাত্রোত্থান-পূর্বক শরণাগত ব্যক্তি সকলকে সাস্ত্রনা-পূর্বক ধনুরাকর্ষণ করিয়া শ্বেত পর্বতে বাণ বর্ষণ

করিতে লাগিলেন । পরে শরাঘাতে হিমা-
চলস্রুত ক্রৌঞ্চ মহীধর বিদারিত করিলেন ;
তদবধি হংস ও গৃধ্রগণ সেই পথদ্বারা
গেরুতে গমনাগমন করিয়া থাকে । ক্রৌঞ্চ
ভূধর শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে
রোদন করিয়া নিপতিত হইল । ক্রৌঞ্চের
নিপাত সন্দর্শনে অন্যান্য শৈলগণ সাতিশয়
আর্তনাদ করিতে লাগিল । মহাবল পরা-
ক্রান্ত যড়ানন তাহাদিগের কারুণ্য বিলাপ
শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন
না ।

অনন্তর তিনি সিংহনাদ-পূর্বক শক্তি
বিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বেতাচলের
শিখরদেশ বিদীর্ণ করিলেন । ভূধর ভীত
ও শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া পৃথিবী পারি-
ত্যাগপূর্বক অন্যান্য অচলগণ-সমভিব্যাহারে
উৎপতিত হইল । বসুন্ধরা পর্বতের
উৎপতনে সর্বাস-ব্যাপিনী বেদনায় নিতান্ত
অধীরা হইয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন
এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় পূর্বের ন্যায়
বলবতী হইয়া উঠিলেন । পর্বতেরাও
স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পুনর্বার পৃথিবীতে
গমন করিল । অনন্তর সকল লোক স্তব্ধ
পঞ্চগীতে আঁচলিত ভক্তিসহকারে স্কন্দের
উপাসনা করিতে লাগিল ।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীৰ্য্য
কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিলে, ভয়ানক উৎ-
পাত উপস্থিত হইতে লাগিল । স্ত্রীপুরুষের

বৈরভাব, শীত গ্রীষ্মের একান্ত প্রাচুর্য্য ও
দিগ্‌মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহসকল প্রঙ্ক-
লিত হইয়া উঠিল । পৃথিবী ভীষণরূপে
শব্দায়মান হইতে লাগিল । মহর্ষিগণ
চতুর্দিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত সন্দর্শনে
উদ্ভিগ্ন মনে সকলের শান্তি বিধান করিতে
লাগিলেন । চৈত্রেরধ কাননে যাহারা
নিয়ত বাস করিতেছিল ; তাহারা, ভগবান্
পাবক সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সমা-
গত হইয়া এই অনর্থ পরম্পরা ঘটাইতে-
ছেন, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল ।
কেহ কেহ সুপর্ণীকে গমন করিতে দেখিয়া
কহিল, তোমা হইতেই এই অনর্থাপাত
হইতেছে । কিন্তু স্বাহা যে এইরূপ অনুষ্ঠান
করিয়াছেন ; কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও
অনুধাবন করিতে পারিল না । অনন্তর
সুপর্ণী এইটি আমারই পুত্র, এই বলিয়া সে
কার্তিকেয়-সম্মিথানে উপনীত হইয়া কহিল,
হে বৎস ! আমি তোমার জননী ।

বনবাসীরা কহিত, এই ছয় ঋষিপত্নী
যড়াননের প্রসূতি ! এই রূপে সপ্তর্ষিগণ
সন্তানোৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ছয়
পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন । তখন স্বাহা
সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, এইটি আমারই
পুত্র । সুপর্ণী যাহা কহিয়াছে, তাহা
নিতান্ত বিরুদ্ধ । বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের
যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে কামা-
নলদ্বন্দ্ব পাবকের পশ্চাত্তাগে উপস্থিত
হইয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি এই
বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত

আছেন । তিনিই প্রথমতঃ কুমারের শরণা-
পন্ন হইয়া স্তব করেন ; পরে ত্রয়োদশ
প্রকার মাতুলিক কৌমার কার্য্য সম্পাদন
ও জাতকস্মাদি ক্রিয়া সকল সমাধান
করিয়াছেন এবং লোকহিতার্থে যড়াননের
মাহাত্ম্য কীর্তন, কুকুট অস্ত্রের সাধন এবং
শক্তি দেবী ও পারিষদগণের আরাধনা
করেন ; এই কারণে তিনি কুমারের অতি
প্রীতিভাজন হইয়াছেন ।

মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নী-
রূপ ধারণ অবগত হইয়া সপ্তর্ষিদিগকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ !
আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপ-
রাধ করেন নাই । সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্র-
মুখে আত্মোপাস্ত এই কথা শ্রবণ করিয়াও
সন্দিগ্ধ মনে স্ব স্ব পত্নীদিগকে পরিত্যাগ
করিলেন ।

অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, হে
ত্রিংশনাথ ! আপনি শীঘ্রই কার্ত্তিকেয়কে
সংহার করুন, তাহার বলবীৰ্য্য নিতান্ত
অসহ্য হইয়াছে ; অতএব বিলম্ব করা
উচিত নহে । যদি আপনি তাহাকে বিনাশ
না করেন ; তাহা হইলে, সে আপনাকে ও
আমাদিগকে ত্রৈলোক্যের সহিত পরাভব
করিয়া নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে ।
তখন দেবরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেব-
গণকে কহিলেন, দেবগণ ! সেই মহাবল
পরাক্রান্ত বালক স্ববিক্রম-প্রভাবে বিশ্ববিধাতা
ব্রহ্মাকেও বিনাশ করিতে পারে ; অতএব
আগি তাহাকে কিরূপে সংহার করিব ।

দেবগণ কহিলেন, হে ইন্দ্র ! এক্ষণে
বুঝিলাম ; আপনার বল বীৰ্য্য সমুদায় হ্রাস
হইয়া গিয়াছে ; নতুবা কি নিমিত্ত আপনি
এরূপ কহিতেছেন ! যাহা হউক, অগ্নি
অসাপারণ ক্ষমতাপন্ন লোকমাতা সকল
স্কন্দসম্মিথানে গমন করুন ; ইহারাই
তাহাকে বিনাশ করিবেন । মাতৃগণ এই
কথা শ্রবণ করিবাগাত্র তথাস্থ বলিয়া
প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর মাতৃগণ সেই অতুলবল বালককে
অবলোকন করিয়া বিম্ব বদনে মনে মনে
চিন্তা করিলেন ; আমরা কোন রূপেই
ইহাকে বিনাশ করিতে পারিব না । পরে
তঁাহারা কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া কহি-
লেন, হে বৎস ! তুমি আমাদের পুত্র
স্বরূপ ; আমরা কোন অংশেই নিন্দনীয়
নহি এবং পুত্রবাৎসল্যেও নিতান্ত বিহ্বল
হইয়াছি ; অতএব তুমি আমাদের
মাতৃভাবে অভিনন্দন কর । কার্ত্তিকেয়
এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমাতৃগণের
স্তন্যপান বাসনায় যথোচিত উপচারে
অর্চনা ও তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ
করিলেন । এই অবসরে মহাবল অগ্নি
তথায় উপস্থিত হইলে, কুমার তাঁহার
অর্চনা করিলেন । অগ্নি তৎকৃত সৎকার
গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত মিলিত
হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে
লাগিলেন । পরে মাতৃগণের ক্রোধপ্রভাবে
এক নারী সমুৎপন্ন হইল । যেমন জননী
স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন,
তদ্রূপ ঐ নারী শূল ধারণপূর্ব্বক এবং ক্রুর-

দর্শনা রুদ্রিরপ্রিয়া। লোহিত-সাগরদুহিতা
কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গনপূর্বক রক্ষা করিতে
লাগিলেন। আগমপ্রসিদ্ধ অগ্নি ছাগরূপ
ও বহুসন্তানসম্পন্ন হইয়া সতত ক্রৌড়নক
দ্বারা অচলস্থ কুমার কার্ত্তিকেয়ের শ্রীতি
সম্পাদন করিতেন।

ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! এহ,
উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, অগ্ন্যাগ্ন বহুতর
ঘোরদর্শন স্বর্গবাসিগণ ও হুতাশনপ্রমুখ
গার্ব্বিত পরিমবর্গ মহাভাগ কার্ত্তিকেয়কে
বেষ্টন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করি-
লেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয় লাভে নিতান্ত
সন্দিগ্ধ হইয়া দেবগণের সহিত ঐরাবতে
আরোহণ ও বজ্র ধারণপূর্বক সিংহনাদ
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয়
তখন সেই উৎকৃষ্ট অম্বরসম্বীত ধ্বজপটাব-
গুণ্ঠিত দেবসেনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনা-
শাণী ইন্দের প্রতি ধাবমান হইলেন।
দেবর্ষিপূজিত দেবরাজও কার্ত্তিকেয়কে
সংহার করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ পরিত্যাগ-
পূর্বক দেবসেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া
সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি কার্ত্তিকেয়ের সম্মিহিত
হইয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে সিংহনাদ পরি-
ত্যাগ করিলে, কার্ত্তিকেয়ও মহাসাগরের
ন্যায় অতিমাত্র সিংহনাদ করিতে লাগি-
লেন। দেবসেনা সকল সেই মহাসিংহনাদে
বিচেতনপ্রায় হইয়া সেই স্থানে ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে

ক্রোধাবিস্ট কুমারের মুখ হইতে প্রজ্বলিত
অনল রাশি উদগীর্ণ হইয়া কম্পিতকলেবর
দেবসৈন্য সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিল।
তখন কাহার মস্তক, কাহার বা দেহ, কাহার
বা বাহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন
তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগণের
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবসেনা সকল দগ্ধদেহ হইয়া
পাবকনন্দন স্কন্দের শরণাপন্ন হইল। দেব-
তারাও দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া।
শান্তি লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র
দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্কন্দের
প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার দক্ষিণ
পার্শ্ব বিদগীর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বিদগীর্ণ
পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য স্রবণ কুণ্ডল ও শক্তি-
ধারী এক যুবা পুরুষ নির্গত হইলেন।
বজ্রপ্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া
তাঁহার নাগ বিশাখ হইল। সুররাজ ইন্দ্র
সেই কালানলসম কান্তিসম্পন্ন অগ্নি এক
যুবা পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ভয়-
প্রযুক্ত কৃতাজ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন
হইলেন। স্কন্দ তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্য-
গণকে অভয় প্রদান করিলে, দেবগণ প্রহুষ্ক-
মনে বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে
কুমারের অদ্বুতদর্শন পারিষদ গণের বৃত্তান্ত
কীর্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন। বজ্র-
প্রহারে স্কন্দের পার্শ্বদেশ হইতে কুমার

সকল সম্ভ্রাত হইল। সেই সমস্ত দারুণ কুমারগণ গর্ভস্থ শিশু সম্ভ্রানকে হরণ করিয়া থাকে। পরে ঐ পার্শ্বদেশ হইতেই মহাবল-সম্পন্ন কুমারীগণ জন্ম গ্রহণ করিল। কুমার-সকল বিশাখকে পিতৃতুল্য বোধ করিত। ছাগমুখ বিশাখ ও ভদ্রশাখ কন্যা, পুত্র ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মগরসময়ে সকলকে রক্ষা করিতেন। লোকে কুমার স্কন্দকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিত। সম্ভ্রানগণ ও পুত্রবান্ ব্যক্তিসকল প্রদোষ সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চনা করিয়া থাকে।

তপনাগা বহ্নি হইতে যে সকল কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্কন্দমগ্নি-ধানে গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমরা আপনার প্রসাদে সকলের মাতা ও পুত্রনীয় হইতে অভিলাষ করিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের এই চিরাভিলষিত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুমারীগণ! তোমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; এক্ষণে তোমরা শিবা ও অশিবা এই দুই ভাগে বিভক্ত হও।

অনন্তর লোকমাতা সকল স্কন্দকে পুত্রস্বানীয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আৰ্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদবলে মাতৃগণের গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর লোহিতনেত্র আটটি শিশু জন্ম

গ্রহণ করেন। তাঁহারা ই বীরাক্তক এবং ছাগবক্তৃ তাঁহাদিগের নবম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। স্কন্দের ছয়টি বক্তৃর মধ্যে ছাগবক্তৃটিই প্রধান ও মধ্যবর্তী। মাতৃগণ তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দিব্য শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নাম ভদ্রশাখ। হে মহারাজ! শুক্ল-পঙ্কগীতে বিবিধাকার সমুৎপাদন ও যগ্নীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! হিরণ্যলোচন স্কন্দদেব হিরণ্যয় কবচ, হিরণ্যয় মালা হিরণ্যয় চূড়া ও হিরণ্যয় মুকুট পরিধান করিয়া উপবেশন করিলে, স্বয়ং কমলারূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্দস্বলক্ষণ-সম্পন্ন মড়ানন লক্ষ্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী-সমুদ্ভাসিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সর্ব লোকের কল্যাণকর হও; তুমি ছয় রাত্রিগাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছ; ইতি-মধ্যে সমুদায় লোক তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব হে সুরোত্তম! তুমি এই সমস্ত লোককে অভয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রত্ব পদে অধিরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে তপোধনগণ! ইন্দ্র সমুদায় লোকের কি কৰ্ম্ম করিয়া

থাকেন এবং কিপ্রকারে বা দেবগণকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন ?

ঋষিগণ কহিলেন, সুররাজ ইন্দ্র সম্ভূত চিত্তে প্রজাগণকে বল, তেজঃ, স্থখপ্রভৃতি সমুদায় অভিলম্বীয় বস্তু প্রদান; দুষ্কের দমন, শিক্তের প্রতিপালন ও সমুদায় চরাচর জগৎকে স্ব স্ব কার্যে অনুশাসন করেন। যে স্থানে সূর্য্য নাই; সে স্থানে তিনিই সূর্য্য; এবং যে স্থানে চন্দ্র নাই, সে স্থানে তিনিই চন্দ্রনাঃ হন। তিনি কারণবশতঃ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল হইয়া থাকেন। হে বীর! বিপুলবলশালী ইন্দ্রের এই সকল কর্তব্য কর্ম্ম। তুমিও বীরশ্রেষ্ঠ; অতএব আগাদিগের ইন্দ্র পদে অধিষ্ঠিত হও।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আজি ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত হইয়া আগাদিগের স্থখ সৌভাগ্য বিধান কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমি বিজয়ী হইয়া অনাকুলিত চিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিস্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্র পদ আগার অভীপ্সিত নহে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বীর! তুমি অতি অদ্ভুত বল ধারণ করিয়াছ; অতএব দেবগণের অরাতিকূল নিম্নূল কর। লোকে তোমার তেজঃ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছে। আমি দুর্বলতাগ্রযুক্ত পরাজিত হইয়াছি; অতএব ইন্দ্র পদে অধিষ্ঠিত হইলে, সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে। তাহাতে আগাদিগের স্নহস্তুেদ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আগাদিগের

প্রণয় ভঙ্গ হইলে উন্মোগী সাবধান শত্রুবংগণ অবিলম্বেই তাহা অবগত হইবে; পরে প্রজাগণও পরস্পর অন্তর পক্ষে পক্ষপাতনিবন্ধন দুই দলে বিভক্ত হইবে। এইরূপ ভূতভেদকালে আগাদিগের পরস্পরের বিগ্রহ ঘটনারও অসম্ভাবনা নাই; তাহা হইলে তখন তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাকে পরাজয় করিবে। অতএব হে মহাবল! তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্র পদে আরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমিই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর; আমি তোমার আজ্ঞাবহ ও অনুগত; এক্ষণে কি করিব অনুমতি কর।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবল! আমি তোমার বাক্যে ইন্দ্র পদে অধিরোহণ করিব; সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি যথার্থই আগার শাসন রক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে দেবগণের সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে সুররাজ। দেবগণের অর্থসিদ্ধি, গোত্রাক্ষণের হিত সাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত আমাকে সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত কর।

তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; মুহূর্ত্তি-গণ পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সন্মুখ বহ্নিমণ্ডলের আয় শোভা পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি দেবীসমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্মা-বিনির্গীতা

কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া অর্চনা করিলেন ।

ব্রাহ্মগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এই রুদ্ররূপ অনল কর্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত পর্বতে কৃত্তিকা-গণের প্রযত্নে ক্ষন্দ দেব জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্ম ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রাসিদ্ধ হইলেন । দেবগণ রুদ্রকে তাঁহার অভি-নন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রুদ্রমুখ বলিয়া থাকেন । ফলতঃ তিনি রুদ্ররূপ বহির ঔরসে ঋষিপত্নীরূপধারিণী স্বাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন ।

শ্রীমান্ পাবকনন্দন অজীর্ণ-রক্তাশ্বর-পরিবেষ্টিত কলেবর হইয়া লোহিত বসন-দ্বয়সম্বলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্ত পাইতে লাগিলেন । তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কট কেতুভূত হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । যে শক্তি দেব-গণের জয়বর্ধিনী এবং সর্বভূতের চেষ্ঠা, বল, প্রভা ও শান্তি, তিনি তাঁহাতে সমা-বিষ্ট হইলেন । তাঁহার মহাজাত কবচ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ; যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইত । শক্তি, ধর্ম, বল, তেজঃ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণ্য, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, অরাতিগণের নির্দলন ও লোকাভিরক্ষণ এই সমস্ত গুণ তাঁহার জন্মকালেই সমুৎ-পন্ন হইয়াছিল ।

এবমিধ গুণসম্পন্ন ক্ষন্দ দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

স্বাধ্যায়ধ্বনি, দেবগণের বাগধ্বনি ও গন্ধর্ব-গণের গীতধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল । দেবগণ অস্মরোগণ, পিশাচগণ ও অন্যান্য প্রাণিসকলে অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টিন করিয়া রহিলেন ; তিনিও তাঁহাদের মধ্য-বর্তী হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন । দেবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তমোরাশি-বিনাশী চণ্ডরাশ্বর ন্যায় বোম্ব করিয়াছিলেন ।

অনন্তর “তুগি আগাসের সেনাপতি হইলে” এই কথা বলিতে বলিতে দেব-সৈন্যগণ যড়াননের চতুর্দিকে আগমন-পূর্বক স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ।

দেবরাজ ইতিপূর্বে দেবসেনা নাম্নী যে রমণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং যাহাকে রুদ্রহৃদের প্রণয়িনী হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন ; এক্ষণে কার্তিকেয় সেনাপতি-পদে অভি-ষিক্ত হইলে, তিনি সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে স্বরোত্তম ! ভগবান্ ব্রহ্মা তোমার জন্মবার অগ্রে ইহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন ; অতএব তুগি বেদবিহিত বিধিপূর্বক কর-কমল দ্বারা ইহার পাণিকমল পরিগ্রহ কর ।

ক্ষন্দ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথা-বিধি তাঁহার পাণিপীড়ন করিলে, মন্ত্রবেস্তা ব্রহ্মপতি জপ ও হোমক্রিয়া নির্বাহ করি-লেন । ব্রাহ্মগণ যাহাকে যষ্ঠী, স্তম্ভপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা ও কুহু বলিয়া নির্দেশ করেন ; সেই দেবসেনা

স্কন্দের মহিমাই হইলেন। যখন দেবসেনা সনাতন স্কন্দদেবের প্রণয়িনীপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্তিগতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। ভগবান্ কাঙ্ক্ষিকেষু পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন; এই জন্ম ঐতিধি শ্রীপদ্মা এবং মণীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সম্পন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত মণী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

একোন ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! এদিকে সেই ছয় জন মহামিপত্নী স্ব স্ব পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেবসেনাপতি কাঙ্ক্ষিকেষুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমাদের স্বামিগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমাদেরকে ভর্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমাকে সমুৎপন্ন করিয়াছি; তাঁহারা এই কথা শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমাদেরকে পরিত্রাণ কর। হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে; আমরা তন্নিমিত্তই তোমাকে পূজা করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃস্বর্ণ হইতে মুক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামিপত্নীগণ!

আপনারা আমার মাতা; আমি আপনাদের পুত্র; এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন; তৎসমুদায়ও সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তর কাঙ্ক্ষিকেষু দেবরাজকে বিবক্ষু দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, সুররাজ! কি করিতে হইবে, আত্মা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাত্মন? রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী অভিজিৎ স্পর্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোব্রুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্রসংখ্যা পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিৎকে পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর। স্কন্দ ইন্দ্রকর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এ দিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্রসংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে অত্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

অনন্তর বিনতা স্কন্দকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমিই আমার পিণ্ড পুত্র; আমি তোমার সহিত সতত একত্র বাস করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, জননি! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম; আপনাকে নমস্কার; আপনি পুত্রস্নেহ-সহকারে আমাকে প্রতি-

পালন ও আপনার স্মৃতির সহিত হুখ
সচ্ছন্দে বাস করুন ।

জনস্তর মাতৃগণ একত্র হইয়া স্কন্দকে
কহিলেন, হে কুমার ! পণ্ডিতগণ আগা-
দিগকে সর্বলোক-মাতা বলিয়া কীর্তন
করিয়াছেন ; তন্নিমিত্ত আমরা তোমার
মাতা হইতে বাসনা করি ; তুমি আগা-
দিগকে পূজা কর ।

স্কন্দ কহিলেন, আপনারা আমার
মাতা ; আমি আপনাদের পুত্র ; আজ্ঞা
করুন, আপনাদিগের কি অভিলাষ সম্পা-
দন করিব ?

বিনতাদি মাতৃগণ কহিলেন, ব্রাহ্মী
মাহেশ্বরীপ্রভৃতি যাহারা পূর্বের মাতৃস্ব-
পদে পরিকল্পিত হইয়াছে ; এক্ষণে তাহা-
দের সেই পদ আর না থাকে ; আমরা যেন
তাহাদের স্থানীয় হইয়া লোকের পূজনীয়
হই ; কেহ যেন তাহাদিগকে পূজা না
করে । আর তোমার নিমিত্ত তাহারা
আমাদের ভর্তৃগণকে প্রকোপিত করিয়া
যে সমস্ত সন্তান সন্ততি বিনষ্ট করিয়াছে,
তৎ সমুদায় আগাদিগকে প্রদান কর ।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ ! আমি
আগ্রহাতিশয়-সহকারে প্রার্থনা করিলেও
মহাবিশ্ব আপনাদের গ্রহণে সম্মত হইবেন
না ; অতএব এক্ষণে অন্য কোন্ প্রকার
প্রজা আপনাদের অভিলষণীয় বলুন ।

মাতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার
সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই সমুদায়
পূর্বোক্ত মাতৃগণের প্রজা ও পিতৃাদিকে
ভক্ষণ করিতে বাসনা করি ।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ ! আমি
আপনাদিগকে প্রজা প্রদান করিতেছি ;
কিন্তু আপনারা অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ
করিয়াছেন ; অতএব প্রণতিপূর্বক কহি-
তেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ প্রজা-
গণকে রক্ষা করুন ।

মাতৃগণ কহিলেন, হে মহাত্মন !
আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে ঐ সমস্তান-
গণকে রক্ষা করিব ; কিন্তু তোমার সহিত
চির কাল একত্র বাস করিতে বাসনা করি ।

স্কন্দ কহিলেন, মানব-সন্ততিগণের
যত দিন মোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না
হইবে ; তাবৎ কাল আপনারা নানাবিধ
রূপ ধারণপূর্বক তাহাদিগের বিশ্ব উৎ-
পাদন করুন । আর আমি আপনাদিগকে
এক রৌদ্র অব্যয় পুরুষ প্রদান করিতেছি ;
আপনারা তাহার সহিত বাস করিবেন ।

ভগবান্ স্কন্দ এই কথা কহিবামাত্র
তাহার শরীর হইতে অগ্নিতুল্য এক বীর
পুরুষ বিনির্গত হইল ; মনুষ্যগণের সমস্তান
সন্ততি ভক্ষণ করাউ উহার উদ্দেশ্য । ঐ
পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধায় একান্ত
কাতর ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া মহাসা ধরা-
তলে নিপতিত হইল এবং তৎপরে স্কন্দের
অনুজ্ঞানুসারে ঘোররূপ গ্রহ হইয়া উঠিল ।
ব্রাহ্মগণ ঐ গ্রহকে স্কন্দাপস্মার, মহা-
রৌদ্র বিনতাকে শকুনিগ্রহ, রাক্ষসী পুত-
নাকে পুতনাগ্রহ ও কষ্টদায়িনী ঘোররূপা
নিশাচরী পিশাচীকে শীতপুতনা কহিয়া
থাকেন । শীতপুতনা মানুসীগণের গর্ভ
সমুদায় হরণ করে । অর্দ্রিত রেবতী

বলিয়া বিখ্যাত ; উহার গ্রহের নাম রৈবত ।
ঐ মহাঘোর গ্রহও বালকগণের বিষয় উৎ-
পাদন করিয়া থাকে । দৈত্যগণের মাতা
দিতিকে মুখমণ্ডিকা কহে । ছুরাসদা
মুখমণ্ডিকা সাতিশয় শিশুমাংস-লোলুপ ।

হে পাণ্ডবনাথ ! যে যে কুমার ও
কুমারীগণ স্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে,
তাহারা সকলেই মহাগ্রহ ও গর্ভতোজী ।
ঐ সমুদায় কুমারগণ উক্ত কুমারীগণের
পতি । উহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে
বালকগণকে হরণ করিয়া থাকে ।

ঐচ্ছলোক সমুদায় গোমাতাকে স্মরতি
কহিয়া থাকেন । শকুনিগ্রহ তাঁহার উপর
আরোহণ-পূর্বক বালকগণকে তোজন
করে । কুকুরমাতা সরমা সর্বদা মানুষী-
গণের গর্ভ হরণ করিয়া থাকে । পাদপ-
সমুদায়ের মাতাকে করঞ্জনিলা কহে ।
তিনি সাতিশয় অনুকম্পা-পরতন্ত্র, সৌম্য-
মূর্তি ও বরপ্রদা ; এই নিমিত্ত পুজার্তী
ব্যক্তিগণ করঞ্জ পাদপ অবলোকন করি-
লেই তাঁহাকে নমস্কার করে । এই অষ্টা-
দশ ও অন্যান্য গ্রহ সমুদায় মাংস ভক্ষণ ও
মধুপানে নিতান্ত অভিলাষী ; উহারা দশ
দিবস অনবরত সূতিকাগৃহে বাস করে ।

হে মহারাজ ! নাগমাতা কঙ্ক সূক্ষ্ম
কলেবর পরিগ্রহ করিয়া গর্ভিণীর শরীরে
প্রবেশপূর্বক গর্ভ ভক্ষণ করে । গন্ধর্ব-
গণের মাতা গর্ভিণীর গর্ভ গ্রহণপূর্বক
প্রস্থান করে ; এই নিমিত্ত লোকে কোন
কোন নারীর গর্ভ বিলীন হইতে দৃষ্ট হইয়া
থাকে । অন্দরোদিগের জননী গর্ভিণী-

গণের গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে , এই
নিমিত্ত পণ্ডিতগণ গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে,
কহেন । লোহিত সমুদ্রের কন্যা স্কন্দের
ধাত্রী, উহার নাম লোহিতযোনি ; কদম্ব
রঞ্জে উহাকে পূজা করে । পুরুষগণের
মধ্যে রুদ্রে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ; স্ত্রীগণের
মধ্যে আর্য্যাও তদ্রূপ । আর্য্যা কুমারের
মাতা ; লোকে অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত
উহাকে পৃথক পূজা করিয়া থাকে ।

হে রাজন্ ! যে সমুদায় মহাগ্রহের
বিষয় কীর্তিত হইল, তাহারা বালকগণের
ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিধান
করে । আর যে সমুদায় পুরুষগ্রহ ও
মাতৃগণের বিষয় কীর্তন করিলাম, উহারা
স্কন্দগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত । স্নান, ধূপ,
অঞ্জন, বলি ও উপহার প্রদান দ্বারা উহা-
দিগের শান্তি হয় । উহারা উক্ত প্রকারে
সম্যক রূপে অভ্যর্চিত হইলে মনুষ্যগণকে
আয়ুঃ, বীৰ্য্যপ্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করে ।
হে মহারাজ ! এক্ষণে মনুষ্যগণের ষোড়শ
বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে যে সকল
গ্রহ দ্বারা তাহাদের অপকার হয় ; আমি
মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎ সমুদায়ের
বিষয় কীর্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর ।

হে পাণ্ডবনাথ ! মনুষ্যগণ নিদ্রা বা
জাগরণাবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে
উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে ।
মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃ-
গণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়,
উহাকে পিতৃগ্রহ কহে । সিদ্ধগণকে
অবমাননা করিয়া বা তাঁহাদিগের ক্রোধ-

প্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়, উহার নাম সিদ্ধগ্রহ । বিবিধ প্রকার গন্ধ বা রস আশ্রয় করিবামাত্র যে সহসা উন্মত্ত হয় ; উহাকে রাক্ষসগ্রহ কহে ; গন্ধর্ষের আবেশবশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্বগ্রহ ; নিত্য নিত্য পিশাচের আরোহণবশতঃ যে ক্ষিপ্ত হয় ; উহাকে পৈশাচ গ্রহ কহে ; এবং যক্ষের আবেশবশতঃ যে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে, উহাকে যক্ষগ্রহ কহে । দোষ-বশতঃ চিত্ত প্রকুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রমতে অতি শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা বিধেয় । যে ব্যক্তি বৈষ্ণব, ভয় বা ঘোর দর্শন দ্বারা হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে, মাস্ত্রবাদই তাহার রোগোপ-শমের উত্তম উপায় ।

হে রাজন্ ! গ্রহ তিন প্রকার ; কোন কোন গ্রহ ক্রোড়াভিলাষী ; কোন কোন গ্রহ ভোগাভিলাষী ও কেহ কেহ কামক্রীড়াভি-লাষী । এই সকল গ্রহ মনুষ্যগণের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অহিতাচরণ করিয়া থাকে ; তৎপরে গ্রহসদৃশ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করে । হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, দান্তু, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান ; এবং মহেশ্বরের প্রতি যাহার অবিচলিত ভক্তি ; গ্রহগণ কদাচ তাহা-দিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্ ! স্কন্দ সমুদায় মাতৃগণের প্রিয়কার্য সম্পাদন

করিলে পর, স্বাহা কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার পুত্র ; অতএব তোমাকর্তৃক আমার প্রীতিকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিতান্ত বাসনা । স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি ! আপনি কিদূর্গী প্রীতির অভিলাষিণী ?

তিনি কহিলেন, আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়তমা কন্যা ; আমার নাম স্বাহা ; বাল্যাবধি ছতাশনের প্রতি আমার সাত-শয় অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কিন্তু তিনি তাহা সম্যক্ অবগত নহেন । স্বাহা হউক, এক্ষণে অভিলাষ যে, নিরন্তর ছতাশনের সহিত বাস করিয়া কাল যাপন করি ।

স্কন্দ কহিলেন, দেবি ! অদ্যাবধি সং-পথস্থিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপুত্ৰ হব্যকব্য-প্রভৃতি দ্রব্যজাত স্বাহা বলিয়া ছতাশনে আছতি প্রদান করিবেন ; তাহা হইলে সর্বদাই আপনার অনলসহবাস হইবে ; সন্দেহ নাই । স্বাহা স্কন্দের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত ও যথাবিধি পূজিত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া চিরপ্রার্থিত ভর্তা পাবকের সহিত সম্মিলিত হইলেন ।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি স্কন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ত্রৈলোক্য-বিজয়িন্ ! তুমি তোমার পিতা ত্রিপুর-নিসূদন মহাদেবের নিকট গমন কর । মহাদেব অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমা-বিক্ত হইয়া লোকহিতার্থে তোমাকে উৎ-পাদন করিয়াছেন ; তুমি সকলের অজ্ঞেয় । মহাত্মা রুদ্র উমাঘোষনিত শুক্র নিক্ষেপ করেন ; সেই শুক্র পঞ্চাধি বিভক্ত হইয়া

পঞ্চ স্থানে নিপতিত হয়। প্রথমতঃ তাহা হইতে গিজিকা গিজিক-মিথুন উৎপন্ন হইয়া এই পর্বতে পতিত হয়; এবং লোহিত সাগরে তাহার এক ভাগ, সূর্য্য-রশ্মিতে কিঞ্চিৎ, ভুলোকে কিঞ্চিৎ ও বৃক্ষে তাহার কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল। এই রূপে স্থানে স্থানে তোমার নানা প্রকার পরিষদগণ সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা সকলেই অতি ভীষণ ও পিশিতাশন। তখন পিতৃবংশল স্কন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতা মহাদেবের সম্মিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

ধনার্থী ও ব্যাদিপ্রশমনার্থী লোকে অর্ক পুষ্প দ্বারা সেই পঞ্চ গণের পূজা করিবে। বালকহিতার্থে রুদ্রসন্ত বগিজিকা-মিজিক মিথুনকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যে শুক্রাংশ বৃক্ষে নিপতিত হইয়াছিল; তাহা হইতে মানুষমাংসাদ কতিপয় দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা বুদ্ধিকা-নাগে প্রাসিক; প্রজার্থী লোকে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন্ এই রূপে অসংখ্য পিশাচগণ সঞ্জাত হইয়াছে।

সম্প্রতি কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তির বিময় কীর্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তী নামে ছুইটি লোহিতবর্ণ ঘণ্টা ছিল; দেবরাজ স্বয়ং উহা আনয়নপূর্ব্বক একটি বিশাখকে অপরটি স্কন্দকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবপ্রদত্ত সমস্ত ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করিয়া পিশাচ ও দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া কাঞ্চনশৈলে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার

সম্মিধানবশতঃ কুতুমকানন-তৃশোভিত সেই নগপতিরও পরম রমণীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন সূর্য্য-সম্মিধানে সূচাক-কন্দর মন্দরের শোভা হয়, তদ্রূপ স্কন্দের সম্মিধানে শ্বেত পর্ব্বত অতীব প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তথায় কাননসকল করবীর পারিজাত, জবা, অশোক ও কদম্বপ্রভৃতি প্রফুল্ল কুতুমসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে; নানা জাতীয় দিব্য মৃগ ও পাঙ্কগণ বিচরণ করিতেছে; অতি গভীরনিম্বন দেবতা ও দেবমিগণ নিয়ত বাস করিতেছেন; অম্বরঃ ও গন্ধর্ব্বনিবহ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে, এবং সর্ব্বদাই প্রাণিগণের আনন্দধ্বনি সমুৎপন্ন হইতেছে। ফলতঃ দেবরাজাধিষ্ঠিত সমস্ত জগৎ সেই শ্বেতাচলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সমস্ত জগতের আধারভূত সেই পর্ব্বতে প্রত্যহ অভিনব বস্ত্র সন্দর্শন দ্বারা নয়ন ও মনঃ পারিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর দর্শনানিবন্ধন ক্রেশের লেশও অনুভব করেন নাই।

অনন্তর ভগবান্ পাবক সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত হইলে, ভূতভাবন ভবানীপতি আত্মাদিত হইয়া পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সহস্রসিংহ-সংযোজিত, লোহিতবর্ণ, সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভদ্রবটে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্রগণ মুহূর্ত্ত কালমধ্যে নভোমণ্ডলে সমুৎপন্ন হইয়া গভীর গর্জ্জনে চরাচর ত্রাসিত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমণ্ডল গ্রাস

করিতে উত্তত হইয়াছে। সৌদাগিনী-সমভিব্যাহারী সূর্য যেমন শক্রশরাসনসনাথ জলধরপটলে শোভমান হন, তদ্রূপ পশু-পতি পার্শ্বতী-সমভিব্যাহারে সেই রথে দাপ্তি পাইতে লাগিলেন।

ধনপতি কুবের গুহ্যকগণ পরিবৃত হইয়া সুরচির পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক মহাদেবের অগ্রে অগ্রে চলিলেন; দেব-রাজ ইন্দ্র দেবগণসমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক দেবতা বয় ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন; মালাভরণবিভূষিত যক্ষ, রক্ষঃ ও গ্রহগণপরিবৃত মহাযক্ষও সেই পক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

ঘোররূপ যম ভয়ঙ্করব্যাদিশত-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন; অতি ভীষণ, স্তূর্তীক্ষ, ত্রিশিখর বিজয়াখ্য রুদ্র-শূল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উগ্র-পাশ সলিলাধিপতি ভগবান্ বরুণদেব বিবিধ প্রকার জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রুদ্রের পট্টিশ অস্ত্র গদা, মুমল, শক্তিপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমভিব্যাহারে বিজয়ের অনুগমন করিল। পট্টিশের পশ্চাৎ রুদ্রের ছত্র, তাহার পশ্চাৎ কমণ্ডলু ও তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেবপূজিত পরম শোভমান দণ্ড গমন করিতে লাগিল। ভৃগু ও অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা-দিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

মহাতেজাঃ ভগবান্ রুদ্র বিমলশ্রুন্দনাধি-

ষ্ঠিত হইয়া দেবগণের সন্তোষোৎপাদন-পূর্বক পট্টিশপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভূজগ, অমরাঃ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবশিশু ও বরাস্ত্রনাগণ পুষ্পরুষ্টি করিয়া রুদ্রের অনুগামী হইলেন। মেঘ-সকল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নিশাকর মহাদেবের মস্তকে শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন; বায়ু ও অগ্নি চাগর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজমিগণ ব্রহ্মবজ্রের স্তব করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রীপ্রভৃতি সকলে পার্শ্ব-তীর অনুগামিনী হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেনামুখে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যে রুদ্রসখ রাক্ষসগ্রহ সর্ব্বদা শ্মশানে ব্যাপ্ত থাকে, সে পতাকা গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল এবং লোকানন্দদায়ক পিঙ্গলাখ্য যক্ষেন্দ্রও তাহার অনুগমন করিল; এই রূপে মহাদেব পরম স্তম্বে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে কি পশ্চাতে অপর কোন ব্যক্তির গমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি শিব, ঈশ, রুদ্র, পিতামহ ও মহেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; গানবগণ সং কস্মীনাশ্রুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ ভাবসহকারে তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকে।

এই রূপে কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি সুরসেনাপরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনু-গমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে

কহিলেন, হে মহাবল ! তুমি নিরন্তর অত-
দ্রুত হইয়া সপ্তম মারুত-স্কন্ধকে রক্ষা
করিবে। কাৰ্ত্তিকেয় বিনয়নত্ৰ বাক্যে
কহিলেন, তাত ! আমি সৰ্বদাই সপ্তম
মারুত-স্কন্ধকে প্রতিপালন করিব ; সন্দেহ
নাই ; এক্ষণে যদি অন্য কোন কর্তব্য কৰ্ম্ম
থাকে ; তাহাও শীঘ্র অনুমতি করুন।

রুদ্র কহিলেন, হে বৎস ! তুমি কোন
কার্য্যোপলক্ষে পরম ভক্তি ও প্রজ্ঞাসহ-
কারে আগাকে মন্দর্শন করিলে অবশ্যই
তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া মহে-
শ্বর রুদ্র স্কন্ধকে আলিঙ্গনপূর্বক গমনের
আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাতসকল
উপস্থিত হইল। দেবগণ সহসা মোহে
আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন ; নক্ষত্র-
পুঞ্জের সহিত নভোমণ্ডল অকস্মাৎ প্রজ্ব-
লিত হইয়া উঠিল ; বিশ্ব সংসার এক বারে
ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; মোদিনী-
মণ্ডল বিলক্ষণ শব্দায়মান, সহসা বিমোহিত
ও কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন
ভগবান্ শঙ্কর, দেবী পার্বতী, দেবগণ ও
মহয়িগণ ইহারা সকলে এই ভয়ানক
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষুভিত
হইলেন।

অনন্তর পৰ্ব্বতাস্থদ-সম্মিত গয়োধরা-
কার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী
দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অসংখ্য দানবদল
তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্বক ভগবান্ শঙ্কর ও
অমরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদের
সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল, প্রাস,

অসি, পরিঘ, শতঘ্নী, গদা ও পৰ্ব্বতসকল
নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন দেব-
সৈন্যেরা দানবশরপ্রহারে নিতান্ত পীড়িত
ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে
আরম্ভ করিল। শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ
ও পদাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যেমন
হতাশন যমস্ত কানন দগ্ধ করিয়া থাকে,
তদ্রূপ দানবেরা শরাগ্নি দ্বারা দেবসৈন্য-
দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ
তখন দানবদলের শরাঘাতে বিদার্মমস্তক,
ক্ষতবিক্ষতকায় ও নিঃসহায় হইয়া অনা-
থের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণকে
দানবভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রবোধ
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ !
তোমাদিগের মঙ্গল হইবে ; তোমরা ভয়
পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-
পূর্বক অক্লিষ্ট চিত্তে পূর্ববৎ বল বিক্রম
প্রকাশ কর ; ও ভীষণদর্শন দুর্বৃত্ত দানব-
গণকে পরাজয় করিতে আমার সহিত
অগ্রসর হও। দেবগণ এই কথা শ্রবণ
করিয়া আশ্চর্য্যমনে ইন্দ্রের আশ্রয় লাভ-
পূর্বক দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম
করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল
বায়ু, মহাভাগ সাধ্য ও বহুগণের সহিত
ক্রোধভরে দৈত্যগণের প্রতি ধাবমান
হইয়া শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

নিশিত শর সকল দৈত্যকলেবরে
নিপতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রুধির
পান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরি-
দরী হইতে বিনির্গত হয় ; তদ্রূপ দেবশূর-

নিষ্কর দৈত্যদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অশ্বরগণের শরীর শর-নির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অশ্বখণ্ডের ন্যায় তদগোই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। দৈত্যসেনা এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত শঙ্কিত ও মাতিশয় ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন দেব-গণ উত্ততায়ুধ হইয়া প্রহরু মনে কোলাহল করিতে লাগিলেন; তুরীপ্রভৃতি বহুবিধ স্তম্ভুর বাণ্যসকল অনবরত বাদিত হইতে লাগিল।

এই রূপে দেব ও দানবগণের শোণিত-পঙ্কিল তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইত্যব-সরে দেবতারা দেখিলেন, দানবেরা ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক অশ্বরগণকে সংহার করিতেছে; এবং তুরী ভেরী প্রভৃতি নানা-বিধ বাণ্যধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মহিষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য-ধীর অতি প্রকাণ্ড পর্বত হস্তে লইয়া মহাসা অস্ত্রসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেব-গণ ঘনাবলিপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সেই মহিষাসুরকে নির্য্যক্ষণ করিয়া ভীত-মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

মহিষাসুর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পর্বত নিক্ষেপ করিলে, অযুতসংখ্য দেবসৈন্য সেই পর্বতপ্রহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহিষাসুর অন্যান্য দানবের সহিত দেবগণের অন্তঃকরণে মাতিশয় ভয় উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্রমৃগানুসারী সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল।

তখন দেবতারা তাহাকে অবলোকন করিয়া ভীতমনে অস্ত্র শস্ত্রপরিত্যাগপূর্বক বাম-বেগ সহিত পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মহিষাসুর রৌষকলুষিত মনে ক্রতপদে রুদ্রের রথসম্মিধানে গমন করিয়া ধূর গ্রহণ করিলে, ভূলোক ও দ্যুলোক শব্দায়মান হইয়া উঠিল; জলদজালতুল্য মহাকায় দৈত্যসকল সিংহনাদ করিতে লাগিল; এবং মহাবিগণ বিমোহিত হইলেন। তখন অশুরেরা মনে করিল এই বার আমরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিব।

রণস্থল এইরূপ তুমুল হইয়া উঠিলে, ভগবান্ শঙ্কর মহিষাসুরকে সংহার করিবর নিমিত্ত তদীয় অন্তকস্বরূপ কার্ত্তিকেশকে অরণ করিলেন। মহিষ তখন দেবগণের ভয় ও অশুরদিগের হর্ষ বর্দ্ধনপূর্বক সিংহ-নাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লোহিতা-শ্বরসম্বীত, রক্তআলাবিভূষিত, স্ববর্ণবর্ম্মধারী ভগবান্ ক্ষন্দ কনকমঙ্কশ রথে আরোহণ-পূর্বক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবসৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বরে সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। মহা-বল মহামেন প্রজ্বলিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করিলে, সে তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পর্বত-কার মস্তক ভূতলে পতিত হইবামাত্র উত্তর-কুরুগ যোড়শ যোজন বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য সকলেরই গতি বিধি রোধ হইল; কেবল

উত্তর কোঁরবেরা ঐ পথ দিয়া অক্লেশে গমনাগমন করিতে লাগিল ।

তখন স্কন্দদেব বারংবার শক্তি নিক্ষেপ-পূর্বক শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । দেব ও দানবেরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন । এই রূপে মহাসেন অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষপ্রায় করিলে পর, নিতান্ত দুর্দ্বন্দ্ব তদীয় পারিষদবর্গ প্রহুষ্ঠ মনে অবশিষ্ট অস্ত্রগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল । সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার ধ্বংস ও অনল যেমন মহীৰুহগণকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ কাণ্ডিকেয় স্বকীয় অদ্ভুত বলবীৰ্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে সংহার করিলেন ।

এই রূপে ক্ষণকালমধ্যেই দানবকুল নিশ্শূল হইলে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমিধানে গমন করিলেন । ইন্দ্র তাঁহাকে উপনীত দেখিয়া আলিঙ্গন-পূর্বক কহিলেন, হে স্কন্দ ! যে মহিষ দৈত্য ব্রহ্মদত্ত বর-প্রভাবে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিত, তুমি সেই দেবকণ্টক অস্ত্রকে বিনাশ করিয়াছ । পূর্বে যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে একান্ত পরিতাপিত করিয়াছিল ; শত মহিষাস্ত্রতুল্য বলশালী সেই অস্ত্রগণ আজি তোমা হইতেই বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তোমারই পারিষদবর্গ অবশিষ্ট অস্ত্রদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছে । তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শত্রুগণের অজেয় ; তোমার এই

প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম ত্রিলোকে প্রখ্যাত এবং এই কীৰ্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে ; অধিক কি, অগ্ৰাবধি দেবগণ তোমার বশং-বদ হইয়া রহিলেন ।

এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ ত্র্যম্বকের অনুজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা স্কন্দকে আমার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান করিবে ; আমি এক্ষণে ভদ্রবটে চলিলাম ; এই রূপ নির্দেশ করিয়া তিনি গমন করিলেন । হে মহারাজ ! কৃত্তিকা-নন্দন স্কন্দ এই প্রকারে অস্ত্রদিগকে সংহার করিয়া মহামিগণের পূজা গ্রহণ-পূর্বক এক দিবসে ত্রৈলোক্য জয় করিলেন । যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাঁহার পুষ্টি ও স্কন্দের সলোকতা লাভ হয় ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম

অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন ! আগনি স্কন্দদেবের ভুবনবিখ্যাত নাম সকল কীৰ্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন ।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাণ্ডিকেয়ের নামাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ; আগ্নেয়, স্কন্দ, দাপ্ত-কীৰ্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দন, কামাজিৎ, কামদ,

কাল্প, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবৰ্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধৰ্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কণ্ঠ্যভৰ্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সূর্যশ্চর, সূত্রত, ললিত, বালক্ৰীড়নক-প্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরজন্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ ।' কার্তিকেয়ের এই দিব্য নামসকল সংকীৰ্তন করিলে ঐশ্বর্য্য ও স্বৰ্গ লাভ হয় ; তাহার সন্দেহ নাই ।

হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব করি ; হে ঋন্দ ! তুমি ব্রহ্মপ্রিয় ; ব্রাহ্মণের ঋষ্য ত্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মগণের নেতা ; তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র ; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে ; তুমিই বিখ্যাত হতাশন ; তুমিই সংবৎসর ; তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অৰ্দ্ধমাস, অয়ন ও দিক্ । হে রাজীবলোচন ! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু ; তুমি লোকসকলের পাতা ; তুমি পরম পবিত্র হবিঃ ; তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকৰ্ত্তা ; তুমি সেনাগণের অধিপতি ; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা ; তুমি সহস্রভু ; তুমি পৃথিবী ; তুমি সহস্রতুষ্টি ; তুমিই সহস্রভুক্ ও সহস্রশীৰ্ষ ; তুমি অনন্তরূপ ; তুমি সহস্রপাৎ ; তুমিই গুরুশক্তিধারী ।

হে দেব ! গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকা-

গণ তোমার মাতা ; কুকুট তোমার ক্রীড়নক ; তুমি ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ । তুমি দক্ষ, তুমি সোম, তুমি সমীরণ, তুমি ধৰ্ম্ম, গিরীন্দ্র ও সহস্রলোচন ; তুমি সনাতনের সনাতন, তুমি প্রভুর প্রভু ; তুমিই উগ্রধন্বা ; তুমি সত্যের কৰ্ত্তা ও দানবগণের হৰ্ত্তা ; রিপুগণের জেতা ও সুরগণের শ্রেষ্ঠ ; তুমি পরম সূক্ষ্ম তপঃস্বরূপ ; তুমিই পরাপরের অভিত্ত এবং তুমি স্বয়ংই মেই পরাপর ; হে সুরবীর ! তোমারই ধৰ্ম্ম, কাম ও শক্তি সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে । আমি তোমাকে স্তব করিতেছি ; হে লোকনাথ ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি দ্বাদশ নেত্রবাহ ; তোমার সূক্ষ্ম গতির আর কিছুই জানি না ।

যে বিপ্র সমাহিত হইয়া ঋন্দদেবের এই স্তোত্র পাঠ বা ব্রাহ্মগণের শ্রবণগোচর করান অথবা ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেন ; তিনি ধন, আয়ুঃ, যশঃ, পুত্র, শত্রুজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ঋন্দলোকে বাস করেন ।

মার্কণ্ডেয়সমস্তা পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।



দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্বাদ্যায় ।

ছাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাক্সা পাণ্ডব-গণ ও বিপ্রসমুদায় আশ্রমমধ্যে স্থগে সমা-সীন হইয়া আছেন ; এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন । পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কাগিনীদ্বয় বহু দিবসের পর পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম প্রফুল্ল চিত্তে উপবেশন-পূর্বক কুরু ও যদুবংশ সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ-ক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, হে দ্রৌপদী ! তুমি লোকপালসদৃশ সূদৃঢ়কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক ? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না ; অচ্যুত ঈদৃশ বশী-ভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহা-কেও মনে করেন না ; ইহার কারণ কি ? সোমবারাদি ত্রতচর্যা, উপবাসাদিরূপ তপঃ, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম বা অগ্নিনাদি ঔষধ, ইহার কোন্ উপা-য়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন ? হে পাঞ্চালি !

এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন বশস্ত্র ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল ; যদ্বারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিব ।

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পর, পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সত্যভামা ! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারের বিঘ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অসং স্ত্রীগণই এরূপ আচার করিয়া থাকে ; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব ; তুমি বুদ্ধিমতী ; বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিমী ; ঈদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে । দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন । উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই ; অশান্ত লোক কখনই স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না । হে ভদ্রে ! স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হন না । জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা *ক্রুর রোগোৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান করিয়া থাকে । লোকে জিহ্বা বা ত্বক্-দ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে, তৎসমু-দায়ে চূর্ণবিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয় ।

অনেক পাপপরায়ণ কাগিনীগণ স্বামী-দিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদর-গ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে । হে

বরবর্ণিনি ! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্তব্য নহে ।

হে সত্যভামে ! আমি মহাত্মা পাণ্ডব-গণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি ; শ্রবণ কর । আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্যা করিয়া থাকি । অভিমান পরিহারপূর্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমানে পতিগণের চিত্তানুবর্তন করি । দুর্ভাগ্য প্রয়োগ ও দুর্ব্যবহারে সতত শঙ্কিত থাকি ; কদাপি দ্রুত পদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না ; এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতগ্ৰহণ হইয়া সতত সেবা করি । কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরম সুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না ; ভর্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না । ভর্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোৎথানপূর্বক আসন ও উদক প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি ।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি । দুষ্কৃত স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না ; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না ; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি ।

পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিস্মা গৃহোপবনে সতত বাস করি না । অতি হাস ও অতি রোষ পরিত্যাগপূর্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি ; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও স্থখী থাকি না । স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে, পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্বক ত্রতানুষ্ঠান করি । ভর্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি । উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি ।

আমার শ্রদ্ধা কুটুম্ববিষয়ে আমাকে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মন্ত্রগণের পূজা-প্রভৃতি যে সকল কৰ্ম্ম আমার মনে জাগরুক আছে ; আমি অতদ্ভিত চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদায় পালন করি । আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ত্রুন্ধ সর্পসমূহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিচর্যা করিয়া থাকি ।

হে ভদ্রে ! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম । পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি ; তজ্জন্ম তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গহিত । আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার

পরিধান করি না এবং প্রাণান্তে ও স্বস্ত্রের
নিন্দায় প্ররত্ত হই না। হে শুভে !
সতত সাবধানতা, কার্যদক্ষতা ও গুরু-
শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত
হইয়াছেন।

হে সত্যভাগে ! আমি প্রত্যহ বীর-
প্রসবিনী আৰ্য্যাকুলীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও
আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি ; কদাপি
উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন
ভূষণ পরিধান করি না। পূর্বে মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র
ব্রাহ্মণ রুক্ষপাত্রে ভোজন করিতেন ; এবং
যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে
ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল ;
এমন অক্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক
প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর
দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণ-
পাত্র সমুদায় স্তম্ভস্কৃত অগ্নে পরিপূর্ণ
থাকিত। আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে
অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমু-
চিত সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ
শত সহস্র দাসী ছিল ; তাহারা মহাই মালা
ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়,
কেয়ূর, নিক্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অল-
ঙ্কিত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের
সকলেরই নাগ, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমু-
দায় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন,
পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই
সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র
অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্র-

প্রস্থবাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত
হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্র ছিল।

মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে
এই সমস্ত বিষয় ছিল ; আমি তৎসমুদায়,
অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেঘ-
পালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে
ভদ্রে ! আমি একাকিনী মহারাজের সমু-
দায় আয়-ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম।
পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্য-
বর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত
হইতেন ; আমি সমুদায় স্ত্রুথ পরিহার
করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন
করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির
ন্যায় নিধিপূর্ণ কোমাগারের তত্ত্বাবধান
করিতাম ; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং
ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরব-
গণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাঙ্গে
প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম
এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম।
হে সত্যভাগে ! আমি পতিগণকে বশীভূত
করিবার এই মহৎ উপায় জানি ; কিন্তু
অসদাচার কাগিনীগণের ন্যায় কদাচ
কুব্যবহার করি না ; তাহা করিতে অভি-
লাষও করি না।

সত্যভাগা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালরাজ-
তনয়ার এই রূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণা-
নন্তর তাঁহাকে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি !
আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর ; সখী-
জনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই
এরূপ হইয়া থাকে ; তাহাতে ক্রোধ বা
দুঃখ করা উচিত নয়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি ! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি ; তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর কখন অশ্রু নারীর মুখাবলোকন করিবেন না । পতিই পরম দেবতা ; পতির ন্যায় দেকতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না ; অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয় ; কোপ শমুদায় বিনষ্ট হয় ; তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মালা, স্বর্ণ, পুণ্য লোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে । স্ত্রের সময় সুখ লাভ হয় না ; সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে স্ত্র-ভাগিনী হন ।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্বক রমণীয় বেশ ভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধ মালা প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াম্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন ; তাহার সন্দেহ নাই । দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে ; অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাণ্ড ও আসন প্রদানপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে । তিনি কোন

কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে নিয়োগ করিলে, তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে । তোমার এই প্রকার সন্যাস-হার সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সান্ত্বয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন । পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন ; তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না ; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন ।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামী প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে ; এবং প্রযত্নাতিশয় সহকারে স্বামীকে দ্বেষ, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকাদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে । অশ্রু পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্বক মৌনাবলম্বনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে । প্রত্যাশ ও শাস্ত তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্রে বাস করিও না ।

সংকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রী-দিগের সহিত সখ্য করিবে ; ক্রুর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চোর, দুষ্ক ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদগন্ধর্চিতকলেবর ও মহাই মালা-ভরণবিভূষিত হইয়া সর্বদা স্বামীর শুশ্রূষা-পরতন্ত্র হইবে । এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে, কেহ তোমার প্রতি শত্রুতা-

চরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে ।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ জনার্দন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নানা-প্রকার অনুকূল কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক রথারোহণসময়ে সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন । সত্যভামা অবিচলিত প্রণয়ভাবে দ্রুপদাত্মজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়মখি ! উৎকণ্ঠিত হইও না ; দুঃখ দূর কর ; চিন্তিত হইয়া রজনী জাগরণ করিবার আবশ্যকতা নাই ; তোমার স্বামিগণ নিজ-ভুজবলে অনতিকালমধ্যেই পুনরায় এই বসুমতী অধিকার করিবেন । তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুলক্ষণা কামিনীদিগের কখনই চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না ; আমি শুনিয়াছি ; অবশ্যই তুমি ভর্তৃগণের সহিত দ্বিগুণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে ।

হে দ্রুপদনন্দিনি ! পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের বধসাধনরূপ বৈরনির্যাতন করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে, যে সমস্ত দর্পবিমোহিত কুরুকামিনীগণ তোমাকে পদত্রেজে পাণ্ডবদিগের সহিত বনে গমন করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, অচিরে তাহাদিগের সেই গর্ব খর্ব ও সঙ্কল ব্যর্থ হইয়াছে দেখিবে । যাহারা

নিতান্ত দুঃখের সময় তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে ; তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমন-সদনে গমন করিতে হইবে ।

প্রতিবিদ্য, স্তমসোম, অশ্রুতকর্মা, শতানীক ও অশ্রুতসেনপ্রভৃতি তোমার পুত্রেরা সকলেই ক্ষেমাঙ্গদ, মহাবীর ও কৃতান্ত্র ; ইহারা অভিমন্যুর ন্যায় দ্বারবর্তী নগরীতে সান্ত্বিত্য প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং স্তম্ভদ্রোণ তোমার ঞায় সেই সকল পুত্রের প্রতি মমান স্নেহ করিয়া থাকেন । তিনি সন্তাপশূন্য ও নির্বন্দ হইয়া তোমাদিগের স্নেহে স্নেহ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন । প্রহ্মজ্ঞানী ও ইহাদিগের প্রতি সর্বতোভাবে সেই রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । এবং কৃষ্ণ, ভানুপ্রভৃতি পুত্রগণ অপেক্ষা ইহাদিগকে সমধিক স্নেহ করেন । আমার শশুর ইহাদিগের গ্রামাচ্ছাদনের নিমিত্ত সর্বদাই যত্নবান্ রহিয়াছেন । বলরাম প্রভৃতি অশ্বক ও বৃষ্টিবংশীয়েরা ইহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে কালযাপন করিতেছেন । হে ভাবিনি ! প্রহ্মজ্ঞ ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর সম্ভাব চিরকাল সমভাবে থাকিবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

সত্যভামা দ্রৌপদীকে এবস্থিধ নানাবিধ প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সাস্তুনা করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্যাধ্যায় সমাপ্ত ।

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় ।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন !
শীতোষ্ণ বাতাতপে একান্ত কষিভাঙ্গ
পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করিয়া সেই রমণীয়
মরোবর ও পুণ্য বন প্রাপ্ত হইয়া কি
করিয়াছিলেন ? আপনি . আনুপূর্ব্বিক
কর্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !
পাণ্ডবগণ সেই মরোবর সমিধানে উপনীত
হইয়া এক গৃহ নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস
করিতে লাগিলেন, সময়ক্রমে তাঁহারা
কমনীয় কানন, উন্নত অচল ও সমস্ত নদী-
প্রদেশে সঞ্চরণ করিতেন । কখন কখন
তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত
বেদবেদাঙ্গপারগ স্নধ্যায়সম্পন্ন প্রাচীন
মহামিগণ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরাও
তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অৰ্চনা
করিতেন ।

অনন্তর একদা কথাকুশল এক ব্রাহ্মণ
পাণ্ডবগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহা-
দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ষড়্চ্ছাক্রমে
রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমিধানে উপনীত হইলেন ।
ব্রাহ্মণ তথায় উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া
রাজার আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগকে
কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা এক্ষণে
দুৰ্ব্বিষহ দুঃখে নিপতিত হইয়া দিন দিন
ক্ষীণ হইতেছ এবং অরণ্যবাসক্লেণে নিতান্ত

ক্লিষ্ট দ্রুপদনন্দিনী বীঃসনাৎ হইয়াও
অনাথার ন্যায় রহিয়াছেন ।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করিয়া-
মাত্র একান্ত কৃপাপন্নতন্ত্র হইয়া ঘন ঘন
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ;
পরে ক্রিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডব-
গণকে আত্মপ্রভব বোধ করিয়া কহিলেন,
হে বৎসগণ ! যে মত্যাবাদী সঙ্করিত্ত যুধি-
ষ্ঠির রক্ষুরোগময় আশ্রয়সংস্কার শয্যায়
শয়ন করিত এবং নিশাবসানে মাগধ সমু-
হের স্তুতিবাদশব্দে প্রবোধিত হইত ;
এক্ষণে সে ধরাশায়ী হইয়া প্রভাত কালে
পক্ষিকুলের কলরবে জাগরিত হয় ! কোপ-
পীতচেতাঃ বাতাতপকর্মিত ও বন্য উপ-
চারের নিতান্ত অযোগ্য ব্রহ্মোদর কিরূপে
দ্রোপদীনসঙ্গে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছে !
এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,
ধর্ম্মরাত্তের একান্ত বশংবল্লভকুমার অর্জুন
নকুল, মহদেব, দ্রোপদী, ভীম ও যুধি-
ষ্ঠিরকে স্বপরিভ্রষ্ট দেগিয়া ক্রোধাবিষ্ট
মনে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনায় পরিদ্রুত ব্যক্তির
ন্যায় ঘামিনীযোগে কদাচ নিদ্রিত হয় না ;
প্রত্যুত উগ্রতেজাঃ অজগরের ন্যায় গুল্মমূর্ছ-
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে ।

যমজনকুল মহদেব দেবতুল্য রূপসম্পন্ন
এবং সুখোপচারসমুচিত হইয়াও ধর্ম্ম ও
মত্যের অনুরোধে অপ্রশান্ত মনে নিতান্ত
দুঃখে রঙ্গনী জাগরণ করিয়া থাকে ।
এক্ষণে অনিলতুল্য বলশালী অপ্রতিহত-
প্রভাব ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির
কর্ত্তক ধর্ম্মপাশে সংযত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্বক ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছে এবং স্বয়ং সত্য ও ধর্ম দ্বারা নিবাসিত হইয়া আমার আত্মজদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

দুঃশাসন ছল দ্বারা অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতে পরাজিত করিয়া যে-সকল পরম বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় নিরন্তর তাহাকে দন্ধ করিতেছে। যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ মনোমধ্যে পাপ চিন্তার উদয় হইতে দেয় না, মহাবীর অর্জুন সেই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু অরণ্যবাস-ক্লেশে কেবল ভীমেরই ক্রোধ হতাশন অনিলোদ্দীপিত অনলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তিত হইতেছে। সেই ভীম ক্রোধে দন্ধপ্রায় হইয়া বরে করনিষ্পেষণপূর্বক মদীয় পুত্রপৌত্রগণকে ভস্মাবশিষ্ট করিয়াই যেন অভ্যুক্ষণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কালকল্প ভীম অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অশনিসঙ্কাশ নিশিত শর-নিকর নিক্ষেপ-পূর্বক বিপক্ষসেনাদিগকে নিঃশেষিত করিবে।

দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ইহার। যখন কপট দ্যুত অবলম্বনপূর্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন তাহারা কেবল মঙ্গলের এতিই দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় এক কালে বিন্মৃত হইয়াছিল। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম সম্পাদন-পূর্বক তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; পরে সেই ফল লাভ করিয়া তাহারা একান্ত

বিমোহিত হয়; অতএব লোকের মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া অতি দুষ্কর। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্ষেত্র স্তপ্রণালীক্রমে কষিত, বীজ রোপিত এবং বর্ষা কালে দেবতা বারি-বর্ষণ করিলে কৃষকের প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু দৈববিড়ম্বনাবশতঃ ইহার অন্তথা ঘটিয়া থাকে।

অক্ষপ্রিয় শকুনি দ্যুতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় অশুভ কার্য্য করিয়াছে; পাণ্ড-বেরা তৎকালে দুর্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ না করায় নিতান্ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে; এবং আমিও কুপুত্রের বশবর্তী হইয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব এক্ষণে বোধ হয়, কুরুকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; সন্দেহ নাই। দেগ, সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইয়া থাকে; গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে; দিন-প্রারম্ভে রজনীর নাশ ও রজনীপ্রারম্ভে দিনের নাশ হয়; অতএব পাপ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে; স্ততরাং তখন হিতাহিত বিবেচনা থাকে না; এই-নিমিত্তই মনুষ্যেরা অন্যায়াচরণ দ্বারা বিস্তোপার্জন করে; উহা কদাচ ধর্ম্ম কর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; স্ততরাং ঐ অর্থ অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

ধনঞ্জয় অরণ্য হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চতুর্বিধ দিব্য অস্ত্র সংগ্রহপূর্বক

পুনরায় ভূলোকে আগমন করিয়াছে ;
অতএব তাহার বলবীৰ্য্য অলোকসামান্য ;
কাহার সাধ্য সহ্য করে ! দেখ, কোন
ব্যক্তি স্বর্গে মশরীরে গমন করিয়া পুন-
র্দার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ
করে ? ইহাতে বোধ হয় অর্জুন হইতেই
কালোপহত কুরুকুল সমূলে নিমূল হইবে ;
তাহার সন্দেহ নাই । অর্জুন অদ্বিতীয়
ধনুর্ধর ; তাহার গাণ্ডীবের বেগ অতি ভয়-
ঙ্কর এবং সেই সমস্ত অস্ত্র ও দিব্য অস্ত্র ;
এক্কে কাহার সাধ্য ইহাদিগের দুৰ্ব্বিহ
তেজঃ সহ্য করে ! অনন্তর শকুনি মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া
দুর্য্যোধন ও কর্ণকে নির্জ্ঞানে আনয়নপূর্ব্বক
সমস্ত নিবেদন করিল । তখন হীনমতি
দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত
দুঃখিত হইল ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! দুষ্-
মতি শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ
করিয়া কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে
সমুপস্থিত হইয়া অবসরক্রমে কহিলেন,
মহারাজ ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব-
গণকে প্রত্নাজিত করিয়াছ ; এক্কে দেব-
রাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ
কর । এক্কে সকল ভূপালই তোমার
নিকট করপ্রদ হইয়াছেন এবং তুমিও
পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীকে ভ্রাতৃ-
বর্গের সহিত সম্যক্রূপে অধিকার করি-
য়াছ । আমরা পূর্ব্ব ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি
দেখিয়াছিলাম ; এক্কে তোমারও তদ্রূপ
অবলোকন করিতেছি ।

তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির
হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ ;
এক্কে অতি অল্প দিবস হইল তোমার
বিপক্ষেরা ক্রেশে সময় অতিবাহিত করি-
তেছে ; স্ততরাং তোমার স্থখ সম্ভোগাভি-
লাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ
রহিয়াছে । আর অগ্গাণ্ড রাজারাও তোমার
নিদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নির-
ন্তর উন্মুগ হইয়া আছে । গ্রাম, নগর ও
আকরে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত
এই সমাগরা ধরাও তোমার সম্পূর্ণরূপ
অধিকৃত হইয়াছে ।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! এক্কে তুমি ব্রাহ্মণ-
গণ কর্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গ কর্তৃক
পূজ্যমান হইয়া স্থখে কালান্তিপাত করি-
তেছ । যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে
দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান, তদ্রূপ
তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে
দেদীপ্যমান হইতেছ । দ্বাদশ রুদ্রপরি-
বেষ্টিত যমরাজ ও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের
ন্যায় তুমি কৌরববর্গপরিবেষ্টিত হইয়া
মাতিশয় বিরাজমান হইতেছ । যাহারা
তোমার আদেশ পালনে অনাদর প্রদর্শন
করিয়া থাকে, আমরা সেই অরণ্যবাসী
পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব ; তাহার
সন্দেহ নাই । শুনিতে পাই, এক্কে
তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈত
বনে এক সরোবরসন্নিধানে বাস করি-

তেছে । অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের
ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক
সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন
হইয়া তথায় গমন কর ।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে তাহারা রাজা-
চ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও অসমুদ্র হইয়াছে ; কিন্তু
তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান্ ও সুসমুদ্র ;
অতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত
সাক্ষাৎ করা তোমার সর্বতোভাবে বিধেয় ।
তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন, সকলমঙ্গলা-
স্পদ, নহ্মতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমাকে
সন্দর্শন করিবে । স্তম্ভ ও শক্রগণ পুরু-
ষের লক্ষ্মীকে প্রদীপ্তা দেখিলে, তাহাদিগের
হর্ষ ও শোকমাগর একেবারে উদ্বেল
হইয়া উঠে । যেমন উত্তুঙ্গ-শৈলশৃঙ্গা-
রোহী ব্যক্তি জগতীশ্ব সমস্ত বস্তুই অধীন
ও নীচ বোধ করে ; ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি
একান্ত দুর্দশাগ্রস্ত শক্রগণকে তদ্রূপ বোধ
করিয়া থাকে ; হে মহারাজ ! ইহা অপেক্ষা
স্থূপের বিষয় আর কি আছে ?

পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ
প্রীতি লাভ হয় ; শত্রুদিগের দুঃখ দর্শনে
তদপেক্ষা সমধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে ।
তুমি সফলকাম হইয়া বন্ধুলাজিনধারী
ধনঙ্করকে আশ্রয়স্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে ;
এবং দিব্যান্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমা-
সকল বন্ধুলাজিনসংরতা একান্ত দুঃখিতা
ক্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে ইহা-
দিগকে দেখিয়া নিতান্ত নিবেদগ্রস্ত হইয়া
ধনহীন জীবন ও আপনাকে বারংবার নিন্দা
করিবে । অধিক কি, সে সভাগণ্যে

তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ বিমনা
হইয়াছিল, তোমার প্রিয়তমাদিগকে অল-
ঙ্কতা অবলোকন করিয়া তদপেক্ষাও সম-
ধিক বিমনা হইবে ; সন্দেহ নাই ! কর্ণ
ও শকুনি রাজা দুর্যোধনকে এই রূপ
কহিয়া তুমণীস্থাব অবলম্বন করিলেন ।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর !
রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু পুনরায়
দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হে অঙ্গ-
রাজ ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎ-
সমুদায় আমারও মনে জাগরুক আছে ;
কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের
সম্মিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত
হই নাই । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের
নিমিত্ত পারদেবন ও তাহাদিগকে সমধিক
তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন ;
অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে
পারিয়াও ভাবী অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনায়
আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি
করেন না । আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন
ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈত বনে গমন করি-
বারও অণু কোন প্রয়োজন নাই ।

হে কর্ণ ! মহামতি বিদুর দ্যুতক্রীড়ার
সময় সমুপস্থিত হইলে, তোমাকে আমাকে ও
শকুনিকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎ-
সমুদায় তোমার বিদিত আছে । অর্থাৎ
সেই সকল কথা এবং অত্যান্ত পারদেবন
বাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈত বনে গমন করিব

কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণ-সমবেত ভীম ও অর্জুনকে অরণ্যানীমধ্যে ক্রেশ ভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে, আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইতেছে। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে বন্ধল-জিনধারী দর্শনে আমার যেরূপ স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সমুদায় সমাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আফ্লাদ জন্মে না।

হে কর্ণ ! আগি অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীকে যে কামায়বসনধারিণী অবলোকন করিব, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে ! যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে ; তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আফ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি ? কি উপায়ে দ্বৈত বনে গমন করিব ? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব ? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আগি তথায় গমন করিব কি না, ইহা অগ্রই স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব। তোমরা যে উপায় স্থির করিবে, আগি এবং ভীম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে পর, তুমি শকুনি-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আগি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর পিতা-

মহকেই অনুময় করিয়া গমনে উদ্রত হইব।

তাহারা দুর্ঘ্যোধনের বাক্যে সন্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্ঘ্যোধনের সমীপে আগমন পূর্ব্বক মহাস্ত্র বদনে কহিলেন, মহারাজ ; উপায় স্থির হইয়াছে, শ্রবণ কর। দ্বৈত বনে যে সমস্ত আভীর-পল্লী আছে ; তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। বল্লবপল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।

তাহারা দুই জনে এই রূপে ঘোষযাত্রা বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমনত সময় গান্ধাররাজ শকুনি তথায় আগমন-পূর্ব্বক মহাস্ত্র মুখে কহিলেন, হে রাজন্ ! আগি দ্বৈত বনে গমন করিবার এক অত্যাৎ-কৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি ; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি করিবেন। দ্বৈতবনে যে সমুদায় আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাহারা সকলেই পরমাফ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের কর গ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

অটত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর তাঁহারা সকলে অনাময় প্রস্থপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন ।

অনন্তর সমস্ত নামে এক জন গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, মহারাজ ! ধেনু সকল সমীপে রহিয়াছে । পরে রাধেয় ও শকুনি পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে কৌরবরাজ ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সম্মিবেশিত আছে ; গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং আপনার পুত্র দুর্হ্যোধনেরও সাতিশয় যুগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে ; অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক ; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত ; কারণ আগি শুনিয়াছি, নরব্যাত্ত্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে ; অতএব আমি তোমা-দিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না । পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ ; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্বক তাহা-দিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্যমধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ । যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক ; তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও

করিতে পারেন ; কিন্তু ভীমসেন মহাক্লেশ-স্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী ; কদাচ ক্ষমাপর নহেন । তোমরা হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্বিত ; তথায় গমনপূর্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা হয়ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে ; নতুবা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে ; তাহার সন্দেহ নাই । অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর ; তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে । আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে ; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতিশয় শ্রুষ্টি ।

মহাবাহু অর্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া সমুদায় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । তিনি যখন অস্ত্র শিক্ষায় সুনিপুণ হন নাই ; তখনই সাগরাস্ত্রা পৃথিবী জয় করিয়াছেন ; অধুনা কৃতান্ত্র হইয়া কি তোমা-দিগকে নিহত করিবেন না ? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্বদা সাবধানে থাকিবে ; পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমা-দিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই । যতপি কোন মৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অবিবেককৃত কৰ্ম্ম দ্বারা তোমা-দিগেরই দোষ হইতে পারে । অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদি নিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত

বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর ; স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভি-প্রায়সিদ্ধ হয় না ।

শকুনি কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক ; তিনি সভা-মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম-চারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত ; অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আগা-দিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না । যুগয়ায় আগাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হই-য়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি ; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই । আমরা তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোন প্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্বক অমাত্যসমেত দুর্যোধনকে দ্বৈত বন গমনে অনুজ্ঞা করিলেন । দুর্যোধন অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা-সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিলেন । পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল । অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল । অসংখ্য শকট, আপণ, বেশ্যা, বণিক, বন্দী ও যুগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।

এই রূপে নরপতি দুর্যোধনের প্রয়াণ সময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষা-কালীন সমুদ্রত মহাবায়ুনিশ্বনের স্রোত ঘোরতর গভীর কোলাহল ধ্বনি সমুৎপন্ন হইল । নরপতি সেই জনতা-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্বৈত বনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থতি করিলেন ।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর রাজা দুর্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন । তথায় পরিচারক-দিগকে আদেশ করিবাগাত্র তাহারা ছায়া-বহুল মহীকুহসম্পন্ন প্রসন্নমলিলযুক্ত ও সর্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্যোধনের গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহ-সম্মিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদর দিগের পৃথক পৃথক গৃহ প্রস্তুত করিল ।

দুর্যোধন তথায় বাস করিয়া শত-সহস্র গো সন্দর্শনপূর্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন । পরে বৎসসকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনাই বলিয়া নির্দেশ করিয়া বালবৎসা ধেনু সকলকেও গণনা করিলেন । অনন্তর ত্রিবর্ষব্যস্ত বৃষদিগের সংখ্যা নিরূপণ এবং তৎ সমুদার অঙ্কিত করিয়া গোপালকগণের সমভিব্যাহারে পর্যটন করিতে লাগিলেন । পৌর জন ও

বহুসংখ্য সৈন্যগণ অমরসমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন নৃত্যগীতবাছানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া তুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইল। তুর্য্যোধন অঙ্গনাগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা যুগযার্থ নির্গত হইয়া যুগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা তুর্য্যোধন বহুসংখ্য বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে যুগয়া করিতে লাগিলেন। পরে গোরস পান ও অগ্ন্যান্ন মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের কেকারব-মুখরিত, পরম রমণীয় বন ও উপবন সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ, বকুল-সমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবননামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে গৃহ নির্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্ৰের ন্যায় পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্য বিধানানুসারে নিজ সহস্রশিগী দ্রোণদীর সহিত একদিবসসম্প্রদ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা তুর্য্যোধন ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে জীড়ানিবাস প্রাপ্তত করিবার নিমিত্ত শত সহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজ্যজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে

গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অম্বরগণ ও দেবরুদ্ৰে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমারূত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে, দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপালসম্মিধানে আত্মোপান্ত সমুদায় রত্নাস্ত্র নিবেদন করিলে, রাজা তুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র “শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে অপসারিত কর,” এই রূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নিদেশানুসারে সেই সরোবরসম্মিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, হে গন্ধর্ব্বগণ! মর্ত্য পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা তুর্য্যোধন বিহার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন; অতএব তোমরা সত্বরে অপস্থত হও। গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্তমুখে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা তুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; অত্যাঁপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না যেমন দেবগণ বৈশ্বদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদেরও মৃত্যু নিতান্ত সম্মিকৃত; কারণ তোরা তাহারই নিদেশানুসারে আমাদিগকে এই রূপ কহিতেছি। অতএব এস্থান হইতে শীঘ্রই পলায়ন কর;

নচেৎ অগ্ৰই শমনসদনে গমন করিবি ।
তখন সেনানায়কেরা গন্ধৰ্ব্বগণের এই কথা
শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে ধাৰ্ত্ত-
রাষ্ট্রমন্নিধানে গমন করিল ।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
অনন্তর গন্ধৰ্ব্বগণ বাহা বাহা কহিয়াছিল,
সেনানায়কেরা সকলে একত্র হইয়া দুৰ্য্যো-
ধনসমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল ।
প্রতাপবান্ দুৰ্য্যোধন, গন্ধৰ্ব্বেরা তাহার
সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎ-
পরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, হে মৈত্রগণ ! তোমরা সত্বরে
গমন করিয়া সেই অধাৰ্ম্মিক বিপ্রিয়কারী
গন্ধৰ্ব্বগণকে শাসন কর । যদি সুররাজ
শতক্রতু সমুদায় দেবগণ-সমভিব্যাহারে
আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তথাপি
তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না । দুৰ্য্যো-
ধনের এই রূপ বচন শ্রবণানন্তর যাবতীয়
ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধ-
পরিকর হইয়া সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ
করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে
লাগিল । তখন অন্যান্য গন্ধৰ্ব্বগণ সাম্ববাদ-
পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও
তাহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া বনে
প্রবেশ করিল ।

গন্ধৰ্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুৰ্য্যোধন-
প্রমুখ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণ কোন ক্রমেই বাক্যে

নিবারিত হইবার নহে ; তখন তাহারা
সকলে সমবেত হইয়া গন্ধৰ্ব্বরাজ চিত্র-
সেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যা-
চার নিবেদন করিল । তিনিও তখন ক্রোধে
অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ
করিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনাৰ্য্য-
গণের শাসন কর ।

গন্ধৰ্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞা প্রাপ্তি-
মাত্র অন্তশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়-
গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান
হইল । কুরুসৈন্যেরা গন্ধৰ্ব্বগণকে বেগে
ধাবমান দেখিয়া দুৰ্য্যোধনের সমক্ষেই
পলায়ন করিতে লাগিল । কিন্তু মহাবীর
কর্ণ তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও
রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না । তিনি ক্ষুরপ্র,
বিশিখ, ভল্ল, বৎসদণ্ড ও অন্যান্য অযোগ্য
নিশিত শর বর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধৰ্ব্ব-
গণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন ।
নিশিত মায়ক নিক্ষেপ দ্বারা এক কালে
অসংখ্য গন্ধৰ্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে
পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন
করিয়া ফেলিলেন । কর্ণকর্তৃক আহত
গন্ধৰ্ব্বগণ শতসহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া
পুনরায় আগমন করিল ; চিত্রসেনের
সেনাসমাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যেই
গন্ধৰ্ব্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

তখন রাজা দুৰ্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন
ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ
গস্তীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে
অগ্রসর করিয়া গন্ধৰ্ব্বসেনার উপর পুনরায়
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । গন্ধৰ্ব্বগণও

তাঁহাদিগের প্রাতি শরসমূহ নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, ক্রিয়াক্ষণ পরে গন্ধর্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদর্শনে কৌরবগণ আনন্দিত চিত্তে গর্ভভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন; এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনা-গণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। তখন দশ দশ জন গন্ধর্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা শত্রুগণের প্রহারে মাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই রূপে দুর্যোধনের সেনা সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্বতের ন্যায় স্থিরতর ভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া দুর্যোধন ও শকুনিকে সহায় করিয়া গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্বগণ একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টাশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দিক্ হইতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং কেহ কেহ তাহার রথের যুগকাষ্ঠ, কেহ

কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ ঈষা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিকে, কেহ কেহ বা রথগুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্ম-ত্রাণের নিমিত্ত সত্বরে বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্ব চালনপূর্বক পলায়ন করিলেন।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্বগণ কর্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে, কৌরবসেনা সমগ্রে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু দুর্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না। তিনি কেবল একমাত্র সাহসসহায় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জয় গন্ধর্বসৈন্যের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শরবর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিল এবং রথের ধ্বজা, সারথি, যুগ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্ল-প্রভৃতি সমুদায় বস্তু বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্বক জীবিতাবস্থায়

তাঁহাকে গ্ৰহণ কৰিলেন; এবং অন্যান্য গন্ধৰ্ব-সকল মিলিত হইয়া রথস্থ দুঃশাসনকে চতুৰ্দ্দিক্ হইতে আক্ৰমণ কৰিল; এবং বিবিশতি, চিত্ৰসেন, বিন্দ ও অনুবিন্দ-প্ৰভৃতি ধাৰ্ত্তিৰাষ্ট্ৰ ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ প্ৰস্থান কৰিল। এইৰূপে মহীপতি দুৰ্য্যোধন অপহৃত হইলে, তাঁহার সেনাগণ গন্ধৰ্বগণ কৰ্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, যানযুগ্ম, শকট, আপণ, বেষ্টা ও পূৰ্বপলায়িত সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, হে পাণ্ডবগণ! গন্ধৰ্বগণ মহাৰাজ দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন, দুৰ্বিষহ, দুৰ্ম্মখ, দুৰ্জন ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন কৰিয়া হরণ কৰিয়াছে; এক্ষণে আপনাতাঁহাদিগের অনুগমন কৰুন। দুৰ্য্যোধনের অমাত্যবৰ্গ এই কথা বলিয়া অতি দীন মনে বাম্পাকুল লোচনে মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰের শরণাপন্ন হইল।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধদীনভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিৰের অনুগ্ৰহপ্ৰাৰ্থী অতি কাতর দুৰ্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন; আমরা বন্ধপাৰিকর হইয়া গজ বাজী সংগ্ৰহ-পূৰ্বক প্ৰযত্নাতিশয়-সহকাৰে যে কাৰ্য্য কৰিতাম, অগ্ন গন্ধৰ্বেরা তাহা সম্পন্ন কৰিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথসকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে এক প্ৰকাৰ চিন্তা কৰে, কিন্তু অন্য প্ৰকাৰ ঘটয়া উঠে; কপটদ্যুতবেদী ধৃতৰাষ্ট্ৰের দুৰ্ম্মজ্ঞাৰ ফল এই; ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্ৰতি দ্বেষ কৰে, অবশ্যই তাহারা অন্য দ্বাৰা তাহার প্ৰতিফল প্ৰাপ্ত হয়।

অগ্ন গন্ধৰ্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিয়াছেন। ইহা পৰম মৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীৰ্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে; আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি; কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভাৱ অনায়াসে বহন কৰিল। যে দুৰ্ম্মতি মনে কৰিয়াছিল, আপনি পৰম স্তখে থাকিবে; আর আমরা শীত, আতপ, বাত ও বৰ্ষায় নিরতিশয় ক্ৰেশপৰম্পৰায় কাঁলযাপন কৰিব; অগ্ন সেই অধম্ভাচাৰী দুৰাত্মা কৌৰবের স্বভাবানুবৰ্ত্তী লোকেরা পৰাভব প্ৰত্যক্ষ কৰুক। আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তী-তনয়েরা অনৃশংস; কিন্তু যে ব্যক্তি ধাৰ্ত্তি-ৰাষ্ট্ৰগণকে এই কুমজ্ঞা প্ৰদান কৰিয়াছে, সেই অধাৰ্ম্মিক।

উগ্ৰস্বভাব ভীম ক্ৰোধে পৰিপূৰ্ণ হইয়া কৌৰবদিগের প্ৰতি এই রূপ কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰিতেছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠিৰ কহিলেন, ভীমসেন! এ সময় একৰূপ ব্যবহার কৰা পুৰুষের উচিত নহে।

দ্বিচত্বাৰিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিৰ কহিলেন, হে বৃকোদৰ! কৌৰবগণ দুৰবস্থাগ্ৰস্ত ও ভয়াৰ্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্ৰয় লইয়াছে; অতএব ভূমি এক্ষণে কিৰূপে এই সকল কথা কহিতেছ! দেখ, জ্ঞাতিভেদ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈৰ সৰ্বদাই ঘটয়া থাকে; তথাপি কুলধৰ্ম্ম কদাচ নিশ্চল হইবার

নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টার প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎ পুরুষদিগের কর্তব্য যে তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দোঁরাছোঁর প্রতিকার করেন।

আমরা এই স্থলে বহু কাল বাস করিতেছি, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্বক এই প্রকার অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে; এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্ঘ্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা ক্ষীত্র উত্তীর্ণ ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া দুর্ঘ্যোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে বিমোচন কর।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সাক্ষিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিগ্রহপূর্বক কাঞ্চনধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ধার্তরাষ্ট্রদিগের রথ সকল সূসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও এবং সূযোধনকে মোচন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! এক জন সামান্য ক্ষত্রিয় ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ “আমাদিগকে রক্ষা কর” বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাজলিপুটে

শরণাপন্ন হয়; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যালাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।

সূযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবন লাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে! হে বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞ আরম্ভ না হইত, তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া সূযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর; যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও; তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য সাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্বক শত্রুকে শাসন করিয়া সূযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি; অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্বক দুর্ঘ্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধি দ্বারা দুর্ঘ্যোধনকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে অস্ত্র পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে। কৌরবগণ অর্জুনের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভচিত্ত ও নিভীক হইল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ! রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহরক বদনে গাত্রোত্থান-পূর্বক বিবিধ অস্ত্রধারক বচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে বহুপারিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গগণসংযুক্ত মহারথের আয়োজনপূর্বক সত্বরে গমন করিলেন। কৌরব-সৈন্য মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্বগণনির্ভয়-চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমন-পূর্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাদীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়মান রহিল। পরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অস্ত্র অস্ত্র সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, মন্দমতি গন্ধর্বসৈন্যগণ বহু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্বক কহিলেন, হেখচরগণ ! তোমরা আমার ভ্রাতা সুর্যোধনকে পরিত্যাগ কর।

গন্ধর্বগণ যশস্বী অর্জুনের বাক্য

শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল; হে তাত ! আমরা অক্ষুর চিত্তে একমাত্র গন্ধর্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি; তিনি আমাদের পক্ষে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্বগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, বল-প্রকাশপূর্বক পরস্পরী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্বরাজের নিতান্ত অনুরূপ; অতএব তোমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশপূর্বক তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্বগণের উপর শাপিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্বগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

চতুঃচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেগমাল্যধারী গন্ধর্বেরা

নিশিত শর বর্ষণ দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডবচতুর্কয় ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্বের গন্ধর্বেরা শরযুষ্টি দ্বারা কণ ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবচতুর্কয়ের বর্ম্ম ও ছিন্নভিন্ন করিলেন। পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্বদিগকে মূৰ্ছমূৰ্ছঃ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোন ক্রমেই তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্র সহস্র গন্ধর্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর-প্রহারে শত শত গন্ধর্বকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবও যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর গন্ধর্বগণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল; তখন মহাবীর অর্জুন শর-প্রয়োগপূর্বক গন্ধর্বদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলে, তাহারা পঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অর্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জুন সেই

অস্ত্রজাল নিরাকরণ করিয়া গন্ধর্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তদ্বরা কাহার মস্তক, কাহার বা চরণ, কাহার বা বাহু, শিলাযুষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়-সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জুনের প্রতি অনবরত শর-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র-প্রয়োগপূর্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বাদৃশ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্বেরা অর্জুনবাণে একান্ত দহমান হইয়া সাতিশয় বিষম্ব হইয়া উঠিল। তাহারা যখন উদ্ধে উত্থিত হয়, তখন অর্জুন বাণ-প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিরাকরণ করিলেন; পরে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের গতি রোধ করিলেন।

অনন্তর গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্বগণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্বক অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জুন শরসমূহদ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন বিতাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন;

এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্বক অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । অর্জুন অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ সকল ব্যর্থ হইল ।

মহাবীর অর্জুন অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল নিরাশ্রয় করিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বধসাধন করিবার নিমিত্ত শব্দবেধী বাণ প্রয়ে করিলেন । গন্ধর্বরাজ পার্শ্বরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি তোমার প্রিয় সখা চিত্রসেন । তখন অর্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয় সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন । তদর্শনে অত্যন্ত পাণ্ডবগণও বেগগামী স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনুঃ সকল প্রতिसংহার করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রথারূঢ় হইলেন ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, হে বীর ! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? আর কি নিমিত্তই বা সভার্য্য দুর্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন ?

চিত্রসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! আমি স্ব স্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম । সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে ; এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্বপ্রভৃতি সম্পত্তি সমভিব্যাহারে তাহা-দিগের দুর্দশা দর্শন করিব । আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীকে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল । সুররাজ ইন্দ্র উহাদের দুর্ভিক্ষি বুঝিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, “ তুমি সুরায় গিয়া অমাত্যসমবেত দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর ; অর্জুন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিও । ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য ” হে পাণ্ডব ! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি ; এক্ষণে ইহাকে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসম্মি-ধানে গমন করিব ।

অর্জুন কহিলেন, হে চিত্রসেন ! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন । কারণ দুর্যোধন আমাদের ভ্রাতা ; উহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত ।

চিত্রসেন কহিলেন, এই পাপাত্মা দুর্যোধনকে মুক্ত করা কোন ক্রমে উচিত নহে । এই মন্দমতি ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীকে বঞ্চনা করিয়াছিল । ধর্ম্মরাজ যুধি-

ষ্ঠির ইহার দুর্ভাগ্যপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চন্ড, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি ; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।

অনন্তর তাঁহার সাক্ষাতে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গীপে গমনপূর্ব্বক দুর্ঘ্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত দুর্ঘ্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই ; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় ; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই ছুরাঙ্গা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; আজ্ঞা কর ; কি অভিলাষ সম্পাদন করিব। তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বরে গমন কর ; বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদায় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এই রূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নী-সমুদায়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত

হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তখন ষষ্ঠমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্ঘ্যোধনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তুমি আর কখন এরূপ সাহস করিও না ; অসম মাহসিক ব্যক্তি কদাপি স্ত্রী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে নির্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরম স্থখে গৃহে গমন কর ; অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখ চিন্তা করিও না।

নরপতি দুর্ঘ্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত ; তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপারোক্ষি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলস্থ্যবর্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে সমারত হইয়া পরমাহ্লাদে সেই দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিত্যতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ছুরাঙ্গা অভিমানী গর্বিত পাপপরায়ণ দুর্ঘ্যোধন পুরুষকার ও উদারতা প্রকাশ-

পূর্বক সর্বদাই পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিত; কিন্তু সেই পাণ্ডিষ্ঠ শত্রু কর্তৃক পরাজিত ও নিবদ্ধ হইলে, মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাহাকে শত্রুহন্ত হইতে মুক্ত করিলেন; বোধ হয়, এই নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ স্থগা ও লজ্জায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়াছিল। তখন সে কিরূপে হস্তিনা পুরে প্রবেশ করিল, তাহা লবিস্তর বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুৰ্য্যোধন ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক দুঃখে একান্ত কাতর ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব চিন্তা করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে লজ্জাবনত মুখে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যবপূর্ব ও জলসনাথ পরগ রমণীয় ক্ষেত্রে যানসকল বিমুক্ত এবং হস্ত্যশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সৈন্যচয় যথানিয়মে সমিবেশিত করিয়া স্বয়ং উজ্জ্বলতর সূচারু পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণ নিশাবসান সময়ে রাজ-গ্রন্থ চন্দ্ৰের আয় মলিনবদন শোকদুঃখ-পরিপ্লুত দুৰ্য্যোধনের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; হে কুরুনন্দন! আগাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, তোমার জীবন বিনষ্ট হয় নাই; তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে পরাভব করিয়াছ; ভাগ্যক্রমে অল্প আমরা পুনরায় গান্ধার নগরে মিলিত হইলাম; এবং ভাগ্যক্রমে বিজিগীষু নির্জিতশত্রু তোমার ভাতৃগণকে নয়ন-

গোচর করিলাম। তোমার সমক্ষে গন্ধর্ব্বেরা আমাকে আক্রমণ করিলে, আমরা সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাদিগকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে না পারিয়া অরাতিশয়ে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা কিরূপে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে স্ত্রী, সৈন্য ও বাহনগণ-সমভিব্যাহারে অক্ষত শরীরে নির্বিঘ্নে বিমুক্ত হইলে! অহরাজ! অগ্ন রনস্থলে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তুমি যে কার্য্য নির্বাহ করিয়াছ, তাহা নির্বাহ করে, এমন লোক আর ইহ লোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজা দুৰ্য্যোধন কর্ণ কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দুৰ্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি আমাদের যুদ্ধের বিষয় কিছুই জান না; এই নিমিত্ত আমি তোমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলাম না। তুমি বোধ করিয়াছ যে, আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু তাহা নহে। আমি সোদরগণ-সমভিব্যাহারে অনেক ক্ষণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই সৈন্য ক্ষয় হইল। তৎপরে যখন মায়াবী গন্ধর্ব্বগণ গগনতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল,

তখন আমরা তাহাদের সহিত সমভাবে সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে পরাজয় করিল ; এবং পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ভৃত্য, বল, বাহনসম-ভিব্যাহারে বন্ধন করিয়া আকাশমাগে লইয়া চলিল ।

ঐ অবসরে আমাদের কতকগুলি মৈনিক পুরুষ ও অমাত্য একত্র হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদিগের নিকট গমন-পূর্বক দীন বচনে কহিল, হে মহাবীরগণ ! স্বর্গবাদী গন্ধর্বেরা পত্নীসমূহ-সমবেত রাজা দুর্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বল-পূর্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাই-তেছে ; আপনারা ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুন । কুরুকুল কামিনীগণের অব-মাননা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয় ।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদের মুখে এই রূপ সংবাদ শ্রবণমাত্র অত্যাশ্রয় পাণ্ডবগণকে সম্মত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন । তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ গন্ধর্বদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং পরাজয়ে সমর্থ হইলেও সাস্ত্র-বাদপূর্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন ; কিন্তু গন্ধর্বগণ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া, মহাবীর অর্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব তাহাদিগের উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন । গন্ধর্বগণ শরা-ঘাতে জর্জরিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ; ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয়

শরজালে বেষ্টিত হইয়া দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন ।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্জুনের সখা গন্ধর্ব-রাজ চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও চিত্রসেনকে অবলোকন করিয়া অনাগর্য জিজ্ঞাসা করিলেন । এই রূপে তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে পূজা করিলেন ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দুর্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ ! তখন মহাবীর অর্জুন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত সমাগত হইয়া মহাস্রা মুখে কহিলেন, “মখে ! তুমি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কর ; আমরা জীবিত থাকিতে ইহাদিগের এই রূপ অবমাননা নিতান্ত অনোগ্য হইতেছে” । আমরা যে প্রকার অভিমানি করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়া-ছিলাম ; গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অভিহিত হইয়া তাহার আচোপাস্ত সমস্তই অর্জুনের কর্ণগোচর করিলেন । আমি তৎকালে নিতান্ত লাজ্জিত হইয়া মনে করিলাম, ভগ-বতী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইলে এখনই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি ।

অনন্তর গন্ধর্বেরা পাণ্ডবগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুর্মন্ত্রণা ও বন্ধনবৃত্তান্ত আচো-পাস্ত সমস্তই নিবেদন করিল । হে কর্ণ ! আমি প্রিয়াসমক্ষে বদ্ধ ও শত্রুবশব্দ

হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপহারস্বরূপ হই-
লাম ; ইঁহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি
আছে ! আমি যাহাদিগকে রাজ্য হইতে
নিষ্কাশিত করিয়াছি এবং যাহারা আমার
পরম শত্রু, এক্ষণে তাহারাই আবার
বন্ধন মোচন ও জীবন প্রদান করিল !
ফলতঃ এই রূপ অপমান সহ্য করিয়া জীবন
ধারণ করা অপেক্ষা যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষ-
হস্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহাও মঙ্গলের
বিষয় ; কারণ গন্ধর্ব্বহস্তে মৃত্যু হইলে
ভূমণ্ডলে আমার প্রভূত যশোরামি বিস্তার
হইত এবং আমিও ইন্দ্রসদনে অক্ষয় পুণ্য-
লোক লাভ করিতাম । এক্ষণে আমি
যে রূপ কর্তব্য অবধারণ করিয়াছি,
শ্রবণ কর ।

অত্র তোমরা আমার দুঃশাসন-প্রভৃতি
ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নগরে
প্রতিগমন কর । আমি এ স্থানেই প্রায়োপ-
বেশন করিব ; শত্রুকৃত অপমান সহ্য
করিয়া আর পুর প্রবেশ করিব না । পূর্বে
আমি শত্রুগণের মাননাশ ও স্তম্ভজনের
মান বর্দ্ধন করিতাম ; আজি স্তম্ভদগণের
শোক ও শত্রুপক্ষের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া
বারণাবত নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহা-
রাজকে কি বলিব ! আর ভীষ্ম, দ্রোণ,
কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বাহ্লীক, মঞ্জয় ও
সোমদত্তি প্রভৃতি অচাঞ্চ বৃদ্ধসম্মত ব্যক্তি,
প্রধান প্রধান শিল্পী, ব্রাহ্মণ এবং উদা-
সীনেরাই বা আমাকে কি বলিবেন এবং
আমিই বা তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর
প্রদান করিব ! আমি শত্রুগণের মস্তকে

অবস্থান ও বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ
করিয়া আত্মদোমে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি ; এই
কথা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপে
কহিব !

দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য
লাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দে
নিরাপদে কাল যাপন করিতে পারে না ;
দেখ, মদগর্বিত হইয়া আমার কি দশা
ঘটিয়াছে । আমি মোহাবিন্ট হইয়া এই
রূপ অচাঞ্চ ও গহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে বিষম সঙ্কটে
নিপতিত হইয়াছি ; অতএব আমি এক্ষণে
প্রায়োপবেশন করিব ; আমার জীবন
ধারণে আর প্রয়োজন নাই । আমি
বিপৎকালে শত্রু কর্তৃক উদ্ধৃত, উপহসিত
ও যে রূপ অবমানিত হইয়াছি, তাহাতে
ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে অণুমাত্র
অভিলাষ করি না ।

এই রূপে দুর্ঘ্যোধন চিন্তাসাগরে
একান্ত নিমগ্ন হইয়া দুঃশাসনকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন ! আমি
তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিতেছি ;
তুমি রাজা হইয়া স্তপ্রণালীক্রমে কর্ণ-
সৌবলপালিতা পৃথিবী শাসন কর । দেব-
রাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে প্রতিপালন
করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণকে
বিশ্বস্ত চিন্তে পালন কর । বন্ধুবর্গ
তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ
করুক ; তুমিই তাহাদিগের একমাত্র
গতি । তুমি অপ্রমত্ত চিন্তে বিপ্রগণের
সহিত সদ্যবহার করিবে । নাদৃশ ভগবান্

যাচ্ছে ; তদ্বিময়ে তোমার শোক করা অনুচিত ; বরং তাহাদিগের প্রত্যুপকার করাই তোমার পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর । যে বিময়ে তোমার হর্ম প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের সংকার করা উচিত, তদ্বিময়ে তুমি শোক করিয়া নিতান্ত বিপরীতাচরণ করিতেছ । এক্ষণে প্রসন্ন হও ; কদাচ প্রাণ পরিত্যাগ করিও না ; সম্ভব চিতে পাণ্ডবগণ কর্তৃক উপকৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান কর ; তাহা হইলে তোমার যশঃ ও ধর্ম লাভ হইবে । তুমি অবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাতৃ সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর ; তাহা হইলে পরম স্তখে চির কাল যাপন করিবে ।

মহারাজ দুর্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর চরণতলে পতিত বিপরী তচেতাঃ দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সোদর-স্নেহবশতঃ বাহুবল দ্বারা তাহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মন্তকাস্ত্রাণ করিলেন । কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য স্ত্রহৃদগণের সাস্ত্রনাবাক্য শ্রবণে তাঁহার মনঃ স্থির হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সমধিক নির্বেদ ও ত্রীড়ার উদয় হওয়ায় নৈরাশ্র অবলম্বন করিলেন ; এবং দীন বাক্যে কহিলেন, কি ধর্ম, কি ধন, কি স্ত্র, কি ঐশ্বর্য, কি প্রভুত্ব, কি ভোগ, কিছূতেই আমার আবশ্যকতা নাই ; আমি প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি ; তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ প্রদান করিও না । সকলে একত্র

হইয়া নগরে প্রতিগমনপূর্বক আমার গুরুগণের সেবা কর । তাহারা দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর পুনরায় তাঁহাকে কহিল, মহারাজ ! আমরা আর প্রতিগমন করিব না ; আমরা তোমা ব্যতিরেকে কদাচ সেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না । এক্ষণে তোমার যেরূপ গতি আশাদিগেরও সেই রূপ হইবে ।

মহারাজ দুর্যোধন স্তম্ভে, অমাত্য, ভ্রাতা ও সজ্ঞগণ কর্তৃক এই রূপ বহুপ্রকার অভিহিত হইয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না । তিনি স্বর্গলাভ বাসনায় জলস্পর্শপূর্বক শুচি হইয়া ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্কার করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন । কুশ ও চীর বসন পরিধান, বাস্তব সংযম ও মনের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া বাহ্য ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিলেন ।

এই অবসরে স্ত্রগণ কর্তৃক পরাজিত পাতলতলবাসী দাক্ষণ দৈত্যদল দুর্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া ও জ্ঞাতিগণের ক্ষয় বৃদ্ধিতে পারিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত অগর্হবেদবিহিত মন্ত্রপাঠপূর্বক যজ্ঞ কর্ম আরম্ভ করিল । যে সকল মন্ত্রজপসমায়ুক্ত ক্রিয়া উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে ; তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল ; বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ স্তম্ভমাহিত চিতে অগ্নিতে আছতি প্রদান করিতে লাগিলেন ।

কর্ম সকল স্ত্রচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর, অদ্বুতরূপশালিনী আজ্ঞাকারিণী এক

দেবতা জুস্তগ করিতে করিতে প্রাচুভূত হইয়া জিহ্বাসা করিলেন, হে দানবগণ ! তোমাদিগের কি করিতে হইবে ? তখন দৈত্যগণ প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, আপনি কৃতপ্রায়োপবেশন মহারাজ দুৰ্য্যোধনকে এই স্থানে আনয়ন করুন । সেই দেবতা দৈত্যগণের বাক্যে সন্মত হইয়া, নিমেষ-মধ্যে স্ত্রযোধনসমাপে গমনপূর্বক তাঁহাকে লইয়া, পাতালতলে প্রবেশ করিয়া, দানব-গণের নিকট প্রদান করিলেন । দানব-গণ দুৰ্য্যোধনকে সমানীত দেখিয়া রজনী-যোগে সকলে একত্র সমাসীন হইয়া হৃষ্ট মনে উৎফুল্ল লোচনে সন্মান প্রকাশ-পূর্বক কহিতে লাগিল ।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দানবেরা কহিল, হে রাজেন্দ্র ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ স্ত্রযোধন ! আপনি প্রতিদিন মহাবল পরাক্রান্ত শুরগণে পরিবৃত হইয়া অলৌকিক বল বিক্রম ও মাহিম প্রকাশ করিয়াছেন ; এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রায়োপ-বেশন করিলেন । দেখুন ! আত্মঘাতা ব্যক্তি নিরয়গামী হয় ; এবং সকলে তাহার মহতী অকীৰ্ত্তি কীর্তন করে । ভবাদৃশ বুদ্ধিমান পুরুষেরা কুল-বিনাশন আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হন না ; অত-এব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, স্ত্র, মশঃ, প্রতাপ ও বীৰ্য্যবিনাশিনী এবং অরাতিকুলের আনন্দ বর্কিনী এই দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন । আপনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ; আপনি

স্বর্গীয় মহাপুরুষ ; যেভাবে আপনার কলে-বর নিশ্চিত হইয়াছে, পৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক তাহার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করুন ।

মহারাজ ! আমরা পূর্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বরপ্রসাদে আপনাকে লাভ করিয়াছি ; আপনার শরীরের পূর্বাব্দ বজ্রসমষ্টি দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে ; ঐ অংশ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভেদ । পশ্চিম কায় দেবী কর্তৃক পুষ্প দ্বারা বিনিশ্চিত ; উহা নয়নগোচর করিলে রমণীজনের মনঃমোহিত হয় । এই রূপে ভগবান্ ভবানীপতি ও পার্বতী কর্তৃক আপনি নিশ্চিত হইয়াছেন ; অতএব আপনার শরীর মানব শরীর নহে ।

দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভগদত্তপ্রমুখ মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার অরাতিকুল নিশ্চল করিবেন ; অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন ; আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই ; কেবল ভবদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতারণ হই-য়াছে । অন্যান্য অস্ত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যপ্রভৃতির শরীরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা দয়াশূন্য হইয়া তোমার শত্রুগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন ; তখন তাঁহারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও যুধ, কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না । দারুণ দানবাবেশ-বশতঃ বিমোহিত হইয়া এক কালে চির পরিচিত স্নেহে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক হৃষ্ট চিত্তে সকলকেই যুদ্ধে প্রহার করিবেন ; তাহার সন্দেহ নাই । তাঁহারা বিধিনির্বন্ধ ও দৈবপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া “আমি

“তোমাকে জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিব না,” এই রূপ পরস্পর বাক্যবুদ্ধি, অনবরত অস্ত্র বর্ষণ, স্ব স্ব পুরুষকার-প্রকাশ ও গ্লানি করিয়া শত্রুবিনাশে প্ররত হইবেন। তদর্শনে মহাত্মা পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিতে পরাযুগ হইবেন না; তাহা হইলে ভীষ্মপ্রভৃতি মহাবল পুরুষেরা দৈববলে পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার করিবেন। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে; তাহারাই কার্যকালে গদা, মুমল, শূল ও নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্বক রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।

হে রাজন্! আপনার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে অর্জুনভয় জাগরুক রহিয়াছে, আমরা তাহার নিরাকরণের সত্বপায় বিধান করিয়াছি। পূর্বনিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণ মূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্বক জন্মান্তরীণ বৈর স্মরণ পূর্বক কৃষ্ণার্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্জুন ও অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া অর্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ অপহরণ করিবেন। তন্নিমিত্ত আগরাও সংসপ্তক নামে শত সহস্র দানব তথায় নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারাই অর্জুনকে নিহত করিবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের অধ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন; এক্ষণে বিমাদে প্রয়োজন নাই। হে

রাজন্! আপনার বিনাশ হইলে, আগরাও বিনষ্ট হইব; পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের তদ্রূপ আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্য দিকে প্রবর্তিত না হয়। এই বলিয়া দানবেরা নিতান্ত দুর্দ্বন্দ্ব মহারাজ দুর্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক আত্মজের ন্যায় প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্থিরীকৃত করিল। পরে প্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্বক আপনার জয় লাভ হউক বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন যে স্থানে তিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই দেবতা পুনর্বীর তথায় তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চনা করিয়া গমনের অনুজ্ঞালাভপূর্বক সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। তৎকালে তাঁহার এই রূপ বোধ হইল, যেন মহাবীর কর্ণ ও সংসপ্তকগণ পার্থ সংহারার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। বস্তুর পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত ছদ্মুতিপরতন্ত্র দুর্যোধনের বলবতী আশা এই রূপে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল; মহাবীর কর্ণ মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অর্জুন সংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন; এবং সংসপ্তকগণ রাক্ষসাবেশপ্রভাবে রজঃ ও তগোণ্ডে অভিভূত হইয়া অর্জুনবধে

অধাবসায়াক্রুত হইল । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইহারা দানবাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ববৎ স্নেহ-প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন ।

রাজা দুর্যোধন এই কথা অতি গোপনে রাখিলেন । পর দিন প্রভাতে মহাবীর কর্ণ কৃতাজ্জলি হইয়া সহস্র মুখে রাজা দুর্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ ! জীবন পরিত্যাগ করিলে জয় লাভ হয় না ; জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলেরই ভাজন হইয়া থাকেন ; অতএব তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জয় বা মঙ্গল লাভ হইবে । এক্ষণে ভয়, বিমাদ বা মরণের অবসর নাই । মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া রাজা দুর্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ ! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর ; কি নিমিত্ত অকারণ শোক করিতেছ ? স্ব বীর্য্যপ্রভাবে শত্রু-দিগকে একান্ত সম্ভ্রান্ত করিয়া এক্ষণে কেনই বা মরণাভিলাষী হইয়াছ ? অথবা যদি অর্জুনের বলবীর্য্যে তোমার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে তবে, সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, আয়ুধ-গ্রহণপূর্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অবিলম্বেই তাহাকে বধ করিব ।

তখন রাজা দুর্যোধন কর্ণ ও মৈত্য়গণের প্রবোধ বাক্যে এবং দ্রুপদাদির অনবরত প্রণিপাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন । পরে দানবদিগের বাক্যানুসারে বুদ্ধি স্থির করিয়া মৈত্য়গণকে নগর গমনের আদেশ প্রদান করিলে, রথ,

অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতিকসঙ্কুল মৈত্য়সকল গঙ্গাপ্রবাহের ত্রায় অনবরত গমন করিতে লাগিল । তখন শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাতাকা ও শ্বেত চাগরে শারদীয় স্তবিস্রল নভো-মণ্ডলের ত্রায় মৈত্য়মণ্ডলী স্তম্ভোভিত হইয়া উঠিল । রাজা দুর্যোধন অধিরাজের ত্রায় পরম রাজশ্রীম্পন্ন হইয়া শকুনি, কর্ণ ও দ্যুতরত পুরুষগণের সহিত সর্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ।

ব্রাহ্মণগণ জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক তাঁহার স্তুতিবাদে প্রমত্ত হইলেন ; অধীনস্থ সমস্ত লোক তথায় আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল । দ্রুপদ-প্রভৃতি রাজসহোদরগণ ভূরিপ্রবাঃ সৌমদত্ত ও বাহ্লিকের সহিত নানাবিধ হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন । এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অল্প কালমধ্যেই স্বীয় নগরে সমুপস্থিত হইলেন ।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণের বনবাস কালে ধনু-র্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন পাণ্ডুতনয়গণ কর্তৃক বিনিমুক্ত হইয়া হস্তিনা নগরে আগমন করিলে পর, কুরুকুলচূড়াগণি ভীষ্ম তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! আমি তোমার দ্বৈত বন

গমন কালে তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, দ্বৈত বনে গমন করা আমার সম্মত নহে। তুমি আগার বাক্যে অবহেলন করিয়া তথায় গমন করিলে, শত্রুগণ বলপূর্বক তোমাকে আক্রমণ করিল; ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ অরাতihস্ত হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিয়াছেন; ইহাতে কি তোমার লজ্জার লেশমাত্রও হয় নাই। সূতপুত্র কর্ণ তোমার ও তোমার সৈন্য সমূহের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল; ইহাতে তুমি মহাজ্ঞা পাণ্ডুনন্দনগণ ও দুর্ম্মতি সূতপুত্রের পরাক্রম স্পষ্টই অবগত হইয়াছ। ছুরাজ্ঞা সূতপুত্র কি ধনুর্বেদ, কি শৌর্য্য কি ধর্ম্ম কিছুতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশ-ভাগী নহে। অতএব এই কুলের বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করা আমার মতে প্রায়স্কর।

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক হাস্য করিতে করিতে শকুনি-সমতিব্যাহারে তথা হইতে সহসা প্রস্থান করিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলাগণ্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাজ্ঞা ভীষ্ম স্ব স্থানে গমন করিলে পর, নরপতি দুর্য্যোধন মন্ত্রিগণ-সমতি-ব্যাহারে পুনরায় তথায় আগমনপূর্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,

দেখ, কিরূপে আগাদের শ্রেয়োলাভ হইবে, কোন্ কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, আর সেই কার্য্য কিরূপেই বা সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ করি।

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা কহিতেছি; অবধানপূর্বক শ্রবণ কর। ভীষ্ম সতত আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তোমার ঘেস করিলেই আমার ঘেস করা হয়। তিনি সততই তোমার সমীপে আগার নিন্দা করেন। তিনি তোমার সমক্ষে যে পাণ্ডবগণের ঘশঃ কীর্ত্তন ও তোমার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর, আমি ভৃত্য, বল ও বাহন লইয়া শৈল কানন সমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিব; বলশালী পাণ্ডবেরা চারি জনে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিল, আমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিব। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম সতত অনিন্দ্য ব্যক্তির নিন্দা ও অপ্রশংসা ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকে, সে অগ্ন আগার বল বিক্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে নিন্দা করুক। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর; আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট সত্য করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে।

নরপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণা-নন্তর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, অঙ্গ-রাজ! তুমি আমার হিত কার্য্যে নিরত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্পম্ভ হইলাম;

অগ্ৰ আমার জন্ম সার্থক হইল। যখন তুমি সমুদায় শত্ৰুনিধনে কৃতসংকল্প হইয়াছ, তখন সচ্ছন্দে দ্বিধিজয়ে গমন করিতে প্ররত্ত হও ; আর আগাকে সত্বপ-দেশ প্রদান কর।

মহাবীর কর্ণ ধীমান্ দুৰ্য্যোধন কর্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া যাত্ৰিক সমুদায়কে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন ; এবং শুভ তিথি নক্ষত্র ও মুহূৰ্ত্তে স্নাতক ও ব্রাহ্মণ-গণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ ও রথে আরোহণ-পূর্বক বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রাতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম

অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া রমণীয় দ্রুপদ নগরী রৌদ্র-দ্রুপদ-রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট কর স্বরূপ রজত, ও বিবিধ রত্নজাত গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজের অনুচর রাজগণকে বশংবদ ও করপ্রদ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিকে বশীভূত ও মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করিলেন। পরে হিমাচলে আরোহণপূর্বক তত্রস্থ পার্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া সম্বরে তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পূর্ব দ্বিধিভাগে যাত্রা করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মাগধ, কৰ্কথণ্ড, আবশীর, যোধ্য ও অহিষ্কত্র এই কএকটি প্রদেশকে আপনার রাজ্যাস্তর্গত করিলেন। পরে বৎসভূমি অধিকার করিয়া কেবলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পতন, ত্রিপুরা ও কোশলাবাণী ভূপাল-দিগের নিকট জয়লাভপূর্বক কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজ রুক্মীর সহিত সংগ্রামে প্ররত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রুক্মী শর্পের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্। আপনার বল-বিক্রমে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি ; অতএব আপনার আর বিদ্বানুষ্ঠান করিব না ; প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম, এক্ষণে প্রীতিপূর্বক আপনার ইচ্ছানুরূপ স্তবর্ণ প্রদান করিতেছি ; গ্রহণ করুন। তখন মহাবীর কর্ণ কর-গ্রহণপূর্বক রুক্মী-সমভিব্যাহারে পাণ্ড্য ও শৈলাদিগের প্রতি-ধাবমান হইলেন। পরে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিতনয় এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য রাজাকে পরাজিত ও করপ্রদ করিলেন।

অনন্তর মহীপাল শিশুপালের সম্মিধানে গমনপূর্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পার্শ্বস্থ ভূপালগণকে পরাজিত করিলেন। পরে মক্ষিসংস্থাপনপূর্বক অবন্তিদেবীদিগকে বশীভূত করিলেন এবং রুষিৎবংশীয়দিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া

যবন, বর্ষরপ্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক, নর্মাজিৎ প্রভৃতি আটবিধ ও পার্বত্যগণকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তিনি পর্বত, বন ও সাগর সমবেত দেশ, পত্তন, নগর, জলপ্রায় প্রদেশ ও দ্বীপ-সম্পন্ন পৃথিবী অল্প কাল-মধ্যেই অধিকৃত এবং ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণপূর্বক পুনরায় হস্তিনা পুরে উপস্থিত হইলে, রাজা দুর্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে প্রভূদগমনপূর্বক তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া নগরমধ্যে তাঁহার দ্বিজয়সংবাদ প্রচারিত করিয়া দিলেন ও প্রীত মনে কাহিলেন, হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে যে কার্য্য প্রাপ্ত হই নাই, অগ্ন তাহা তোমা হইতেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম। অধিক কি, তুমি আছ বলিয়া আমি সনাথ হইয়াছি। পাণ্ডবেরা বা অগ্ন উন্নতিশালী রাজগণ তোমার ঘোড়শী কলারও উপযুক্ত নহে। যাদৃশ দেবরাজ অদিতিকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিবে।

অনন্তর হস্তিনা নগরে মহাকোলাহল ও হাহাকার শব্দ উথিত হইল; কেহ কেহ কর্ণকে প্রশংসা কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল; কোন কোন রাজা

তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এক দিকে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মিথানে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী ও তাঁহাকে সন্দর্শন এবং তাঁহাদিগের পাদ বন্দন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া গমনের অনুমতি করিলেন। হে মহারাজ! শকুনি তদবধি মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া রাখিয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সূতপুত্র কর্ণ দুর্যোধনকে কহিলেন, দুর্যোধন! এই ভূমণ্ডলমধ্যে তোমার শত্রু আর কেহই নাই; এক্ষণে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় নির্বিঘ্নে এই পৃথিবী পালন কর।

রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অঙ্গরাজ! তুমি যাহার সহায়, যাহার প্রীতি অনুরক্ত এবং যাহার কার্য্য সাধনে সতত সমুদ্রত, তাহার কিছুই দুর্লভ নাই। এক্ষণে আমার এক অতিপ্রার্থ আছে; শ্রবণ কর। পাণ্ডু-নন্দনের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শনাবধি উহার অনুরোধে আমারও স্পৃহা হইয়াছে; অধুনা তুমি আমার সেই অভিলাষ সম্পাদন কর।

মহাবীর কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে সমুদায় ভূপতিই তোমার বশীভূত হইয়াছেন; অতএব তুমি দ্বিজগণকে আত্মান করিয়া যজ্ঞোপকরণ সমুদায়

আহারণ কর । বেদপারগ ঋত্বিক্গণ আসিয়া স্তুচাক্ষরূপে কৰ্ম্ম সম্পন্ন করুন । হে মহারাজ ! তুমি বহুবিধ অন্ন, পান ও অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর ।

মহারাজ দুৰ্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় পুরোহিতকে আনয়ন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসন্তম ! আপনি আগার নিমিত্ত বিপুলদক্ষিণ মহাক্রতু রাজসূয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্ররত্ত হউন ।

পুরোহিত দুৰ্য্যোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনাদের বংশে কেহই রাজসূয়ানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না । বিশেষতঃ আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতে রাজসূয়ানুষ্ঠান করা আপনার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ । হে মহারাজ ! রাজসূয় যজ্ঞের সদৃশ আর এক মহাসত্র আছে ; আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন । যে সমুদায় ভূপতি আপনার করপ্রদ হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা আপনাকে স্বর্ণ কর প্রদান করুন । আপনি সেই স্বর্ণ-সমূহ দ্বারা লাক্ষল প্রস্তুত করাইয়া তদ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন এবং তথায় যথাশাস্ত্র প্রভুতামসম্পন্ন স্তম্ভযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্ররত্ত হউন । এই সৎ-পুরুষসম্পাদ্য যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ । বিমুণ্ডব্যতীত আর কেহই পূর্বে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই । এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের সমকক্ষ । ইহা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর ; ইহাতে আগাদের সম্পূর্ণ

মত আছে । আপনার আশা সফল ও এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

মহীপতি দুৰ্য্যোধন পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ, শকুনি ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, ব্রাহ্মণ বাহা কহিলেন, উহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে ; তোমাদের মত কি ? তখন কর্ণপ্রভৃতি সকলেই দুৰ্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন । পরে মহারাজ দুৰ্য্যোধন শিল্পিগণকে স্বর্ণ লাক্ষল প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবারাজ অনতিকালমধ্যেই সমুদায় দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া উঠিল ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! তখন সমুদায় শিল্পী, অমাত্যগণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বর দুৰ্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! মহামূল্য স্বর্ণময় লাক্ষল ও যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত এবং শুভ সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে ; মহারাজ দুৰ্য্যোধন ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলে পর, সেই ক্রতু যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । দুৰ্য্যোধন স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইলেন । ধৃতরাষ্ট্র, বিদ্বর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী সাতশয় প্রহর মনে ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-সমুদায়ের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত ক্রতুদিকে শীঘ্রগামী দূতসকল প্রেরণ করিতে

লাগিলেন । দূতগণ তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুত-পদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল । ঐ সময় দুঃশাসন উহাদের মধ্যে এক জনকে কহিলেন, হে দূত ! তুমি দ্বৈত বনে গমনপূর্বক পাণ্ডা পাণ্ডব ও তত্রস্থ বিপ্র সমুদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস ।

দূত দুঃশাসনের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডব-গণসমীপে গমনপূর্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ ! নরপতি দুর্যোধন স্ববীর্য্যার্জ্জিত অর্থজাত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন ; যাবতীয় ভূপতি ও ব্রাহ্মণ সকল তথায় গমন করিতেছেন । কৌরবকুলাগ্ৰণী নরনাথ দুর্যোধন আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আগাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; তাঁহার মানস যে, আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করেন ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দূতের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কীর্তিবর্দ্ধন মহারাজ দুর্যোধন যে অত্যাচার কৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় । কিন্তু আমরা এক্ষণে কোন মতেই তথায় যাইতে পারিব না ; আগাদিগকে অবশ্যই ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে ।

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসান হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিলেন, হে দূত ! তুমি দুর্যোধনের সমীপে শীঘ্র গিয়া বল যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর

অতীত হইলে পর, যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রাগ্নি-মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, সেই সময়েই তাহার সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হইবে । আর, যখন ইনি সমরানলদগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধহবিঃ নিক্ষেপ করিবেন, তৎকালে আমিও তথায় গমন করিব । মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া নিস্তক হইলেন ; অন্যান্য পাণ্ডবগণ কেহই কোন কটুক্তি করিলেন না । তখন দূত তথা হইতে দুর্যোধনসমীপে গমনপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ।

অনন্তর নানা জনপদের অধিপতি ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ সমুদায় হস্তিনা নগরে আগমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার। যথাবিধি পূজিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন । তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় কৌরবগণে পরিবৃত্ত হইয়া পরম পরিভ্রুত চিত্তে বিছুরকে কহিলেন, হে ক্ষতঃ ! যজ্ঞ-সদনে সমাগত সমুদায় লোকে যাহাতে উত্তমরূপে ভোজন করিতে পায়, শীঘ্র তদ্বিষয়ের চেষ্টা কর । মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যথাবিধি অন্ন, পান, গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ প্রকার বসন-দ্বারা সর্ব বর্ণের পূজা করিতে লাগিলেন । মহারাজ দুর্যোধন সমাগত ভূপতিবর্ণের অবস্থানের নিমিত্ত উত্তমোত্তম গৃহসমুদায় নির্মাণ করাইয়া দিলেন । পরিশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর, তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণ-গণকে বিবিধ ধন প্রদান ও সান্ত্বনাপূর্বক বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণ, কণ্ণ ও শকুনিসমভিব্যাহারে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর স্তুতিপাঠকেরা রাজা দুর্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল ; অভ্যাগত লোকে তাঁহার মস্তকোপরি মাল্যলিলা লাজাঞ্জলি ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল । ভূপালেরা কহিলেন, মহারাজ ! ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞ নির্বিন্ধে সম্পন্ন হইয়াছে । উন্নতেরা কহিল, আপনার যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য হয় নাই ; বলিতে কি, ইহা তাহার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে । স্তম্ভজ্ঞানেরা কহিল, ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই ।

ভাতৃপরিবৃত দুর্যোধন এই রূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্বক পিতামাতার পাদবন্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপপ্রভৃতি নমস্কা-দিগকে নমস্কার ও অনুজবর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তুমি নির্বিন্ধে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে ; কিন্তু যখন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিয়া মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তৎকালে আমি তোমাকে সমুচিত সৎকার করিব ; সন্দেহ নাই । রাজা দুর্যোধন কহিলেন, হে বীর ! তুমি কি সত্যই কহিতেছ ; আমি ছুরাঙ্গা পাণ্ডবদিগকে সংহার

করিয়া মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন করিলে, তুমি আমাকে সৎকার করিবে ?

এই বলিয়া তিনি মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের কথা উত্থাপনপূর্বক পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকে কহিলেন, হে কৌরবগণ ! আমি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কবে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ।

তখন কর্ণ কহিলেন, মহারাজ ! আমি অর্জুনকে বিনাশ না করিয়া পাদ ধাবন বা জল গ্রহণ করিব না ; অদ্যাবধি আমার ব্রত ধারণ করিব । কোন অর্থী আসিয়া আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে কদাচ পরাঙ্মুখ করিব না ।

তখন ধর্ম্মরাত্তেরা মহাবীর কর্ণের অর্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মনে করিল যেন, তাহারা পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে । অনন্তর রাজা দুর্যোধন অন্যান্য মহীপালগণকে বিদায় করিয়া অনুজবর্গের সহিত স্ব স্ব বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন ।

এদিকে পাণ্ডবেরা দূতমুখে দুর্যোধনের বৈষম্য যজ্ঞব্রতান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন ; এই অবসরে এক দূত উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের অর্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইল । ধর্ম্মরাজ তাহা শুনিবামাত্র মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণের একান্ত দুর্ভেদ্য কবচের বিষয় চিন্তা করিয়া সাত্ত্বিক উদ্বিগ্ন হইলেন । তখন আপনাদিগের দুর্বিষহ ক্রেশপরম্পরা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার

অন্তঃকরণ হইতে শাস্তিরস এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই ছুরন্ত হিংস্র ও স্বাপদমমাকীর্ণ দ্বৈত বন পরিত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

রাজা দুৰ্য্যোধন অনুজবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া এই সমাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দান ও ভোগ দ্বারা ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণপণে নৃপতিগণের প্রিয়-সম্পাদন ও ভুরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বিপ্রদিগের ভুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোষযাত্রা পৰ্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মৃগস্বপ্নোদ্ভব পৰ্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনগণ দুৰ্য্যোধনকে মোচন করিয়া পরিশেষে সেই বনमध्ये কি কি কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! একদা রঞ্জনীযোগে ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূৰ্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পাশ্বিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধৰ্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা

কে ? কি নিমিত্ত এ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছ ? যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, বল।

মৃগগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, হে মহারাজ ! আমরা মৃগ ; এই দ্বৈত বন আমাদের আবাসস্থান। সৰ্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন ; কেবল আমরা কএকটি অবশিষ্ট আছি। অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন ; আমাদের এক কালে সমূলে উৎসন্ন করিবেন না। এক্ষণে আমরা এই বনের মৃগরন্ধির বীজভূত হইয়াছি ; যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে পুনরায় আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

সৰ্ব্বভূতহিতকারী ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণকে মাতিশয় বিত্রস্ত ও কম্পিত-কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দয়াক্ষ হইয়া কহিলেন, হে মৃগগণ ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।

রাত্রিশেষে এই রূপ স্বপ্ন দৰ্শনানন্তর ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রতিবুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন ; অগ্নি যামিনীযোগে আমি স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিলাম যেন, অত্রত্য মৃগগণ আমার নিকট আসিয়া কহিতেছে ; “হে মহারাজ ! আমরা অধুনা অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ; অতএব আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন” হে ভ্রাতৃগণ ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে ; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য

কর্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে; ঐ সময় আমাদের যুগ্মাংসও উপযোগ করিতে হইবে; অতএব আইস, আগরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরের সমীপবর্তী সেই পরম রমণীয় কাব্যক বনে গমনপূর্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি।

ধর্মপরায়াণ পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক এবং ইন্দ্রমেন-প্রমুখ ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে বিবিধ অন্নপানীয়সম্পন্ন পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করিতে করিতে কাব্যক কানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন স্মৃতি ব্যক্তরা স্বর্গে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা সেই অন্নপান্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুগ্মপোত্তব পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রীহিদ্রৌণিক পৰ্বাধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম

অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে অরণ্যবাসে একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্নমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এইরূপ

অনুশ্রবণ করিয়া অনায়াসলভ্য বন্য ফল-মূল ভক্ষণপূর্বক দিন পাত করিতে লাগিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বকর্ণদোষজনিত ভ্রাতৃগণের দুঃখ, দ্যুতসম্বৃত শত্রুগণের দৌরাভ্য ও কর্ণের অতি পরম্পর বচন শ্রবণ করিয়া শল্যাহত-হৃদয়ের ন্যায় স্তবে রজনীতে নিদ্রিত হইতেন না; প্রত্যাগ যোগ্যবশপ্রভাবে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জুন, ভীম, নকুল, মহদেব ও দ্রৌপদী ইহারা বনবাসের নির্দিষ্ট কাল অন্নমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই দুবিমহ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কল্বেবর উৎসাহ, চেষ্টা ও অমর্ষপ্রভাবে যেন অন্য প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা সত্যবতীস্বত ভগ্নবান্ ব্যাস পাণ্ডব-গণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্য-ক্লমণপূর্বক বিধানানুসারে তাঁহার সম্বন্ধন করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মহাতপাঃ ব্যাস আসনে আসীন হইলে, মহারাজ যুধি-ষ্ঠিরও প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মিথানে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাস স্বীয় পৌত্রগণকে বন্য ফলমূলাহারী ও নিতান্ত ক্লশকায় নিরীক্ষণ করিয়া বাম্পগদগদ বচনে কৃপা প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, হে ধর্মরাজ! তপোবুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখ লাভ হয় না। অনুশ্রয় পর্যায়ক্রমে

সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু অনন্ত সুখ সম্ভোগে কেহই সমর্থ হয় না । বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোক উন্নতি লাভে হর্ব ও হান দশায় কোন ক্রমে বিষম্ব হন না ; অতএব উপস্থিত সুখ দুঃখ সম-ভাবে বোধ করিবে । যাদৃশ ক্রমক শস্ত্রের সময় প্রতিপালন করিয়া থাকে ; তদ্রূপ সকলেরই সুখ দুঃখের অবসর প্রতিপালন করা কর্তব্য ।

হে যুধিষ্ঠির ! তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই ; তপস্যা হইতে পরম সুখ লাভ হয় ; তপস্যাপ্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে । সত্য, সর-লতা, অক্রোধ, সংবিভাগ, দম, শম, অন-সূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযম, এই কএকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে । সংপথবিরোধী অধর্ম-রুচি মনুষ্যেরা কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না । ইহ লোকে যে কার্যের অনু-ষ্ঠান করা যায়, পর লোকে তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে ; অতএব মনুষ্য তপস্যা ও নিয়মে নিরন্তর নিরত থাকিবে । প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগতমৎসর হইয়া প্রফুল্ল মনে অর্থকে পূজা ও প্রণাম-পূর্বক শত্যানুসারে দান করিবে ।

সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ু ও সরল হইয়া থাকে । অক্রোধী ও অসূয়া-শূন্য মনুষ্য পরম নির্বাণ লাভ করে । দান্ত ও শাস্তিপূর্ণ হইলে নিরন্তর সুখ-সচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে । উদ্ভ্রিয়-দমনশীল ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি সন্দর্শন

করিয়া কদাচ সন্তপ্ত হন না । যে ব্যক্তি সংবিভাগকর্তা, দাতা, অহিংসক এবং সুখ ও ভোগসম্পন্ন, সে পরম আরোগ্য লাভ করে । যে ব্যক্তি সম্মানার্থ মনুষ্যকে সম্মান করিয়া থাকে, মহৎ কূলে তাহার জন্ম লাভ হয় । জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাচ ব্যগনী হন না । যিনি শুভ বিষয়ে অনু-শোচনা করেন, তিনি কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হন ।

যুধিষ্ঠির "কহিলেন, ভগবন্ ! পর লোকে দান ধর্ম ও তপস্যার কি কি গুণ লাভ হয় এবং দুষ্কর কর্মই বা কি ? আপনি তাহা কীর্তন করুন । ব্যাসদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই । লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী ; অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে । দেখ, মনুষ্য ধন লাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে ; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয় ; কেহ বা দাসত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে ; সুতরাং এই রূপ দুঃখোপার্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর । বিশেষতঃ ঋণোপার্জিত অর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সাতিশয় সুকঠিন । যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ অর্থ উপার্জন করিয়া সম্প্রদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ পাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থকে ঋণোপার্জিত

অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

একোনষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে ধৰ্ম্মানন্দন ! মহর্ষি মুদগল এক দ্রোণ ত্রীহি প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তদ্বিময়ে একটি পুরাতন ইতিহাস আছে ; শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে ! মহাত্মা মুদগল কিরূপে ত্রীহিদ্রৌণ প্রদান করেন এবং কোন্ বিধান অবলম্বনপূর্বক কাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন ; তদ্বিময় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ; সকল ধৰ্ম্মাভিজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর যে মহাত্মার কশ্ম্মে পরিভুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আমার মতে সার্থকজন্মা।

ব্যাস কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূণ্য জিতেন্দ্রিয় মুদগল নামে এক ধৰ্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি উজ্জ ও কপোতবৃন্তিমাত্র অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ, অতিথি সৎকার ও অগ্ন্যান্ত ধৰ্ম্ম-কশ্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঐ মহর্ষি ইষ্টীকৃত ও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর থাকিতেন ; তিনি কপোতবৃন্তি অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক দ্রোণ ত্রীহি উপার্জন করিতেন এবং পক্ষান্তে তদ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পুত্র কলত্র-সমভিব্যাহারে তাহাই উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ত্রিভুবনাদীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত প্রতি পর্বে মহর্ষি-

সম্মিধানে আগমনপূর্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি মুদগল প্রতিপর্বে প্রফুল্লাস্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবে অতিথি-গণকে অন্ন প্রদান করিতেন বলিয়া, অতিথিগণ সমাগত হইবাগাত্র তাঁহার ত্রীহিদ্রৌণ বর্দ্ধিত হইত ; সুতরাং তিনি অনায়াসেই শত শত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেন।

মহর্ষি দুর্বাসাঃ পরম ধার্ম্মিক ব্রত-পরায়ণ মুদগলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও কেশবিহীন হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মহর্ষি মুদগলের সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, হে বিজসন্তম ! আমি অম্মার্থী হইয়া* তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। মহর্ষি মুদগল অকপট ভক্তিসহকারে সেই উন্মত্ত-বেশধারী ক্ষুধিত দুর্বাসাকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পাণ্ড, অর্ঘ ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্বাসাঃ ক্রমে ক্রমে মুদগলের গৃহস্থিত সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজনাবসানে উচ্ছিন্ন অন্ন সমুদায় অঙ্গে লেপনপূর্বক স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার পর পর্বাহেও তথায় আগমনপূর্বক সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি মুদগল নিরাহারে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পুনরায় উজ্জ বৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য, কি অবমাননা, কি সন্ত্রম কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষুধা করিতে পারিল না। তিনি এই রূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক

উজ্জ্বল রত্নের অনুশীলন করিতে লাগিলেন । মহাতপাঃ দুর্বাসাও পর্বের পর্বের আগমন-পূর্বক তাঁহার সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিয়া বাইতে লাগিলেন । মহর্ষি দুর্বাসাঃ ক্রমে ক্রমে ছয় বার মুদ্যালের সমস্ত অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃকোভ নিরীক্ষণ করিলেন না ; প্রত্যুত সতত তাঁহাকে বিশুদ্ধমনাই দেখিতেন ।

তখন মহর্ষি দুর্বাসাঃ পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন! মুদ্যাল ! ইহ লোকে তোমার সমান মাৎস্যব্যবজিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না । হে মহর্ষে ! ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্য নাশ করে ; রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয় ; প্রাণ আহার প্রভাবেই দেহে অবস্থান করে ; মনঃ অতি চঞ্চল ও দুর্নিবার ; তাহাকে বশীভূত করা অতি কঠিন । ইন্দ্রিয়গণ ও মনের একাত্মতাই তপস্যা ; তাহা কেবল তোমাতেই বিদ্যমান দেখিতেছি । হে মহাত্মন ! অমোপার্জিত দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর ; কিন্তু আপনি অন্য়ান্যসেই তাহা করিতেছেন । আমি আপনার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম । ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম এই সমুদায়ই তোমাতে বর্ত্তমান আছে । তুমি কশ্মী দ্বারা সমুদায় লোক জয় এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ । স্বর্গবাসীরাও তোমার বশঃ কীৰ্ত্তন করিতেছেন ; তুমি অচিরেই মশরীরাই স্বর্গ গমন করিবে ।

মহর্ষি দুর্বাসাঃ এই কথা কহিবামাত্র

এক দেবদূত হংসসারসযুক্ত কিষ্কিনীজাল-জড়িত কামচারী বিচিত্র বিমান লইয়া মহাতপাঃ মুদ্যালের সমীপে আগমনপূর্বক কহিল, হে মহর্ষে ! আপনার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে ; আপনি স্বীয় কশ্মীপ্রভাবে এই বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব ইহাতে আরোহণ করুন ।

মহর্ষি মুদ্যাল দেবদূতের বাক্য অবগান-নস্তর কহিলেন, হে দেবদূত ! তুমি স্বর্গ-নিবাসিগণের গুণ, তপস্যা, নিয়ম, স্নেহ এবং দোমই বা কিরূপ ; ইহা কীৰ্ত্তন কর । কুলোচিত সংপুরুষগণ সাধুদিগের মিত্রকে সপ্তপদ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ; আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি এ বিষয়ে কর্তব্যকর্তব্য বিবেচনা করিয়া আমাকে সংপরামর্শ প্রদান কর ; আমি তোমার কাক্যানুসারে কার্য্য করিব ; তাহার সন্দেহ নাই ।

ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

দেবদূত কহিল, মহর্ষে ! আপনি বুদ্ধি-মান হইয়াও অবোধের ন্যায় কি নিমিত্ত স্বর্গস্থ উত্তম বলিয়া তাহার বহুমান করিতেছেন না ? স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত ; তথায় নিরন্তর দেবদান সকল গমনাগমন করিতেছে ; সেস্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠানবিবর্জিত, মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না । যাহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শাস্ত, দান্ত, নিশ্চল, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমর-প্রিয় মহাবীর ; তাহারাই শমদমমূলক

অনুভূতম ধৰ্ম্মানুষ্ঠানপূৰ্বক সংপুরুষগণনিষে-
বিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হন ।

দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম,
গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ ইহাদিগের কামফল-
প্রদ অনেকানেক লোক দেদাপ্যমান রহি-
য়াছে । ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হিরণ্য
আদ্রি রাজ মেরুতে নন্দনপ্রভৃতি অনেক-
কানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোজান
শোভা পাইতেছে ; সেই স্থান পুণ্যবান
লোকদিগের বিহারভূমি ; তথায় ক্ষুধা,
পিপাসা, শ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অশু
কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না ; সর্ব-
দাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ
মন্দ মন্দ বেগে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে ;
শ্রুতিস্থখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মনঃ মোহিত
করিতেছে । তথায় শোক, তাপ, জরা ও
আয়ামের লেশ নাই । হে মুনীন্দ্র ! লোকে
স্বোপার্জিত স্কৃতফলে সেই সর্বস্থখাস্পাদ
স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তথায় গমন
করিলে কন্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয় ;
পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না ;
তথায় শ্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃ-
প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন
হয় না । তত্রত্য লোকদিগের দিব্য গন্ধযুক্ত
মনোরম মাল্যদাম স্নান হয় না ; তাঁহারা
সর্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন ;
ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্রেশের লেশও
অনুভব করেন না ; এবং নিশ্চেষ্ট ও
মোহবিবর্জিত হইয়া পরম সুখে কাল
যাপন করিতেছেন । হে মুনিপুঙ্গব !
ঐদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক

আছে ; এই রূপে অশেষ গুণসম্পন্ন
অনেকানেক দিব্য লোক উপর্যুপরি
অবস্থিতি করিতেছে ।

পূর্ব দিকে শুভাস্পদ তেজোগয়
ব্রহ্মলোক বাস করে ; তথায় পবিত্রস্বভাব
ধামিগণ স্ব স্ব শুভ কর্মফলে গমন করেন ;
তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন ; তাঁহা-
দিগের লোক সর্বোৎকৃষ্ট ; দেবতারাও
তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন ।
তাঁহারা প্রভাসম্পন্ন ; সকলের অভীষ্ট
ফলপ্রদ ; তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই ;
ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই । তাঁহারা
আল্হতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও অমৃত
ভোজন করেন না ; তাঁহাদিগের শরীর
দিব্য ও অনির্বচনীয় ; কোন প্রকার
আকৃতি বা মূর্তি নাই ; তাঁহারা দেবদেব ও
সনাতন ; তাঁহাদিগের সুখকামনা নাই ;
কল্প পরিবর্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্তিত
হন না ; নিরন্তর এক ভাবেই থাকেন ।
তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ,
রাগ ও দ্বেষ নাই ; এই দুস্ত্রাপ্য পরমা
গতি দেবতাদিগেরও অভিলষণীয় ; তাহা
বিময়বাসনানিরত জনগণের অগম্য ।
মণীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধি-
পূর্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ
দেবলোক প্রাপ্ত হন । আপনি লোকাতি-
শায়িনী বদান্ততাপ্রভাবে এই পরম সুখা-
বহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব তপঃ-
প্রভাবসম্পন্ন হইয়া স্কৃতিলব্ধ সদগতি
উপভোগ করুন ।

হে বিপ্রেন্দ্র ! স্বর্গের সুখ ও নানা-

বিধ লোকের বর্ণন করিলাম এবং স্বর্গের গুণ সমূহও কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; এক্ষণে উহার দোষ কীৰ্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন ।

লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে ; কিন্তু অন্য কোনরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে না ; সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায় । পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অশংপতন হয় ; ইহা আমার মতে মহাদোষ ; কারণ বহু দিবস স্থখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্রেশকর হইয়া উঠে । অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, ইহা অপেক্ষা ক্রেশজনক আর কি আছে ! কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য স্নান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতন কালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায় । ব্রহ্মভবন-পর্য্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

স্বরলোকবাসে লল্ললকবিধ গুণ সমূহ লক্ষিত হয় ; কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্য-দিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভাদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপ-পূর্বক কেবল মনুষ্যালোকেই জন্ম গ্রহণ করেন । সেই মহাভাগ সে স্থানেও স্থখে কালাতিপাত করিতে পারেন ; কিন্তু যদি

সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হন ; কারণ পৃথিবী কক্ষভূমি ; আর স্বর্গ ফলভূমি ; ইহা লোকে কক্ষ করিলে পর লোকে তাহার ফল ভোগ হয় । হে মহর্ষে ! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে আর বিলম্ব করিতে পারি না ; অতএব অনুমতি করুন ; আমি সচ্ছন্দে গমন করি ।

মুনিবর এই কথা শ্রবণানন্তর সবি-শেষ পর্যালোচনা করিয়া কহিলেন ; হে দেবদূত ! তুমি যে মহাদোষ কীৰ্ত্তন করিলে, তাহাই আমার আবশ্যক , স্বর্গে বা স্থখে প্রয়োজন নাই । স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পুনরায় নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় এবং দারুণ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয় ; এই নিমিত্ত আমি স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা করি না । যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না এবং শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ থাকে না, আমি প্রাণ-পণে সেই স্থানের অন্বেষণ করিব ।

দেবদূত কহিল, ব্রহ্মসদনের উর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্গায় বিষ্ণুপদ আছে ; লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানে । হে বিপ্র ! সে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও বিষয়বাসনা-পরায়ণ পুরুষেরা গমন করিতে পারে না । নিশ্চয়, নিরহঙ্কার, নিদ্বন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগনিরত মানবেরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হন ।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিবর দেবদূতকে বিদায় করিয়া উজ্জ্বলিত দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া অনুত্তম শমগুণ আশ্রয় করিলেন । তখন তাঁহার নিন্দা ও স্তুতিবাদ এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সন্মান জ্ঞান হইতে লাগিল । এই রূপে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে নিশ্চল হইয়া উঠিল ; এবং তিনি ধ্যানযোগবলে পরম পুরুষার্থ শাস্ত্র মুক্তিপদ লাভ করিলেন । অতএব হে কৌন্তেয় ! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া, তোমার শোক করা অনুচিত ; তুমি তপোবলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে ; তন্নিমিত্ত চিন্তা কি ? দেখ, স্তম্ভ দুঃখ চক্রেয় ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তিত হইতে ছ ; স্তম্ভের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের বিগমে স্তম্ভ ভোগ হইয়া থাকে । ত্রয়াদি ১৫-সর অতীত হইলে পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে ; অতএব মনোদুঃখ দূর কর । ভগবান্ মহামুনি ব্যাস এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন ।

ত্রীহিদ্ভোগিক পর্বাদ্যায় সমাপ্ত ।

দ্রৌপদীহরণ পর্বাদ্যায় ।

একষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে মুনিগণ-সমভিব্যাহারে বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে চিন্ত-

বিনোদন করিয়া দ্রুপদনন্দিনীর ভোজন পর্য্যন্ত আদিত্যপ্রদত্ত অক্ষয়াম্বে ও নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অমার্ণী ব্রাহ্মণ-গণের ভূপ্তি সাধন করিয়া সময়াতিপাতে প্রবৃত্ত হইলে, কর্ণ, শকুনি ও দুরাঙ্গা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ! বনবাসী পাণ্ডবগণ নগরনিবাসী মানবের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, রাজা দুর্যোধন এবং কপটাচারপরায়ণ কর্ণ ও দুরাঙ্গা দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে ; এমন সময়ে মহাযশাঃ দুর্ব্বাসাঃ দশ সহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । শ্রীমান্ দুর্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরম কোপন তপস্বীকে অবলোকন করিয়া বিনয়, প্রশ্ন ও দম অবলম্বনপূর্ব্বক আতিথ্য দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ এবং কিঙ্করবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন ।

তিনি যে কএকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজা দুর্যোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্যা করিলেন । মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাঃ, “ক্ষুধিত হইয়াছি, শীঘ্র অন্ন প্রদান কর” বলিয়া স্নান করিতে গমন করিতেন ; কিন্তু বহু কণের পর প্রত্যাগত হইয়া, “আজি আহার করিব না ; আজি আমার ক্ষুধা নাই” বলিয়া অদর্শন

হইতেন; পুনরায় সহসা আগমনপূর্বক কহিতেন, “ত্বরাস্থিত হইয়া আমাকে ভোজন করাও” নিকৃতিপরায়ণ দুর্ভাসাঃ কখন নিশীথ সময়ে উত্থান করিয়া পূর্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না; প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। যখন রাজা দুর্ঘোষন তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারও নির্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন; তখন তিনি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর; আমি প্রীত হইলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

দুঃস্বপ্নি দুর্ঘোষন ইতিপূর্বে কর্ণ ও দৃশ্যাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রার্থনীয় বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে শুদ্ধাত্মা মহর্ষির বাক্য শ্রবণে আপনাকে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; এবং অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির আগাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ; গুণবান্ এবং শীলসম্পন্ন; তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন; অতএব আপনি যেমন আমার নিকট শশিম্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে স্ককুমারী দ্রুপদকুমারী ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করিয়া স্নাত্তে বিশ্রাম করিবেন, তৎকালেই আপনাকে তথায় গমন করিতে

হইবে; আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ভাসাঃ কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ অবশ্যই তাহা করিব; এই বলিয়া অভিলম্বিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্নয়োদন কৃতার্থম্বুত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে করদ্বারা কর্ণের কর গ্রহণ করিলেন।

কর্ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সমক্ষে কহিলেন, হে কোরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল; তোমার শত্রুগণ দুস্তর ব্যমনার্ববে মগ্ন হইল; এবং পাণ্ডবগণ দুর্ভাসার ক্রোধানলে পতিত হইল। এই রূপে দুর্ঘোষন প্রভৃতি সকলে পরম প্রীতিচিন্তে হাস্য করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল।

দ্বিষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কোন সময় মহর্ষি দুর্ভাসাঃ পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃতভোজন এবং স্নানসমীপে জানিয়া দশ সহস্র শিম্যে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের বসতি বনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগান্ যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্ৰণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! শীঘ্র আহার সমাধান করিয়া আগমন করুন। মহর্ষি দুর্ভাসাঃ এই চিন্তা করিতে করিতে শিষ্য-

গণ-সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন যে, ইনি কি প্রকারে আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন ।

অনন্তর মহাযশাঃ দুর্বাসাঃ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে সলিলে অবগাহন করিলেন । এ দিকে রমণীরত্ব দ্রৌপদী অম্মের নিমিত্ত সান্তিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াৎ যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন ; হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! মহাবাহো ! দেবকীনন্দন ! হে অব্যয় ! হে বাহুদেব ! হে জগন্নাথ ! হে প্রণতাব্তি-বিনাশন ! হে বিশ্বাত্মন ! হে বিশ্বজনক ! হে বিশ্বসংহারকারিন্ ! হে বিপন্নপাল ! গোপাল ! প্রজাপাল ! হে পরাৎপর ! আমি তোমাকে নমস্কার করি ; হে বরেণ্য ! হে বরদ ! হে অনন্ত ! তুমি গতিহীনের গতি ; হে পুরাণ পুরুষ ! হে প্রাণ ! হে সর্বসাক্ষিন্ ! হে পরাধীক্ষ ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ; হে শরণাগতবৎসল ! রূপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর । হে নীলোৎপলদলশ্যাম ! হে পদ্মারুণেক্ষণ ! হে পীতাম্বর ! হে কৌস্তভভূষণ ! তুমিই আদি ও অন্ত ; তুমিই সকলভূতের আশ্রয় ; তুমিই পরতর জ্যোতিঃ ; তুমিই বিশ্বাত্মা ; তুমি সর্বতোমুখ ; তুমি সকলের বীজ ও সকল সম্পদের নিধান ; তুমি যাহাকে রক্ষা কর ; তাহার পাপভয় সুদূর-পরাহত হয় । তুমি পূর্বের যেমন সভা-মধ্যে দুঃশাসন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া

ছিলে, এক্ষণে সেই রূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ।

অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাহুদেব দ্রুপদনন্দিনীর স্তবে তাঁহার বিপদ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে পরি-ত্যাগপূর্বক ত্বরিত গমনে সেই বনে আগ-মন করিলেন । দ্রুপদনন্দিনী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপূর্বক দুর্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন ।

কৃষ্ণ কহিলেন, দ্রৌপদী ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি ; অগ্রে আমাকে ভোজন প্রদান কর ; পশ্চাৎ অন্যান্য কৰ্ম্ম করিও ।

দ্রৌপদী তাঁহার বাক্য শ্রবণে লজ্জাব-নতমুখী হইয়া কহিলেন, দেব ! আমার ভোজনপর্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অম্মে পরি-পূর্ণ থাকে ; কিন্তু অগ্ন আমি ভোজন করিয়াছি ; এখন ত আর তাহাতে কিছুই নাই ।

কমলায়তলোচন বাহুদেব কহিলেন, দ্রৌপদী ! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি ; এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত ? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর ।

দ্রৌপদী তাঁহার নির্বন্ধাতিশয় উল্ল-স্জন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন । সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকাম সংলগ্ন ছিল । বাহুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন, ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিভূষ্ট হউন ; এবং ভীমসেনকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র

ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর ।

দুর্বাসা-প্রভৃতি মুনিগণ স্নানার্থ দেব-
নদীতে গমন করিয়াছিলেন । মহাযশাঃ
ভীমসেন ভোজনার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান
করিতে গমন করিলেন ; তাঁহারা তৎ-
কালে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ
করিতেছিলেন । পরে সলিল হইতে
উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর সামরস উদ্যার অব-
লোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন ;
এবং দুর্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে ! আমরা রাজা
যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া
স্নানার্থ আগমন করিয়াছি ; কিন্তু আমরা
অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন
প্রকারেই আহার করিতে পারিব না ;
অতএব অকারণ পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হই-
তেছে ; এক্ষণে কি করিব ।

দুর্বাসাঃ কহিলেন, আমরা বৃথা পাক
নিমিত্ত রাজর্ষির নিকটে অপরাধী হইলাম ;
এক্ষণে এই অপরাধে পাণ্ডবগণ কোপ-
দৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করেন ;
এমত উপায় চিন্তা কর । হে বিপ্রগণ !
ধীমান্ অশ্বরীষ রাজর্ষির প্রভাব স্মৃতিপথা-
রুঢ় হইলে, হরিপদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হই-
তেই ভীত হইতে হয় । বিশেষতঃ পাণ্ডব-
গণ সকলেই মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, শৌর্য-
শালী, কৃতবিদ্ব, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচার-
রত এবং নারায়ণপরায়ণ ; তাঁহাদের
ক্রোধানল উদ্দীপিত হইলে তুলরাশির
স্তায় আত্মাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে ;

অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিল্লাই
সকলে শীঘ্র পলায়ন কর ।

শিষ্যগণ দুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুত দিকে পলায়ন
করিলেন ।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অব-
লোকন না করিয়া ইতস্তত তীর্থে তীর্থে
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তথায় তাপস-
গণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়নবৃত্তান্ত
শ্রবণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত
হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন । অন-
ন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন
প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া
এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দুর্বাসাঃ
নিশীথসময়ে অকস্মাৎ আগমন করিয়া
আমাদিগকে ছলনা করিবেন ; তাহা
হইলে আমরা কি প্রকারে এই দৈবোপ-
পাদিত ক্রেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে
পারিব ।

শ্রীমান্ বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডব-
গণকে মুহুমুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ !
পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্বাসাঃ
হইতে আপদঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া
আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন ; আমি
তন্নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিয়াছি ;
অতএব দুর্বাসাঃ হইতে আর কিছুমাত্র
ভয় নাই । তিনি তোমাদিগের তেজে
ভীত হইয়া পূর্বেই পলায়ন করিয়াছেন ।
যাঁহারা ধর্মের অনুগত, তাঁহারা কখনই
অবসন্ন হন না । হে পাণ্ডবগণ ! তোমা-

দিগের কল্যাণ হউক ; আমি এক্ষণে তোমাঙ্গিকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলাম ।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভচিত্ত হইলেন ; এবং কহিলেন, হে গোবিন্দ ! সিন্ধুনিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা প্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আপদ হইতে উদ্ধার হইলাম ; তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর ।

বাসুদেব পাণ্ডবগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী প্রফুল্ল চিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া স্নাত্তে সময় বাপন করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! ছুরাত্মা ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণ এই রূপে পাণ্ডবগণের সহিত ষত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল ; সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবেরা বহুল যুগযুথসংযুক্ত, কল-পুষ্পোপশোভিত, ঋতুকালরমণীয় অরণ্য-সকল নিরাক্ষণ করিয়া কাম্যক বনে যুগানুসরণ-প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ পর্য্যটন-পূর্বক অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন । পরে তাঁহারা সেই অরণ্যে ক্রিয়াক্ষণ অবস্থান করিয়া মহষি তৃণবিন্দু ও পুরো-হিত ধোমেয়র নিদেশানুসারে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধ-নার্থ যুগয়া প্রসঙ্গে এককালে চতুর্দিকে নির্গত হইলেন ।

এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্বক শাস্ত্রযদিগের নিকট গমন করিলেন । তথা হইতে অনেকানেক ভূপাল-গণসমভিব্যাহারে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন । যাদৃশ সৌদামিনী নীল জল-ধরকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে, তথায় পাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই বনবিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তিনি রাজা জয়দ্রথের নয়নপথে পতিত হইলেন । তখন অন্ত্যাত্ত ভূপালগণ ইনি অমরা, কি দেবকন্যা, অথবা দৈবী মায়ী, এই বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে সন্দর্শনপূর্বক নিতান্ত বিস্মিত ও মদন-বাণে একান্ত আহত হইয়া দুষ্ক মনে রাজা কোটিকান্তকে কহিলেন, হে সৌম্য ! এই সর্ববাস্তবসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী ? বোধ হয়, ইনি মামুখী নহেন । আমি বিবাহার্থ ইহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইব । এক্ষণে ইনি কাহার পরি-গৃহীত ? কোথা হইতে আসিয়াছেন ? এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আগমন করিবার কারণ কি ? আর ত্রিলোকললাগভূতা ঐ ললনা আমাকে কি ভজন্য করিবেন ? এবং আমি ইহাকে পাইয়া কি সফলকাম হইব ? হে কোটিক ! তুমি সত্বরে গমন করিয়া এই সকল কথা সর্বিশেষ অবগত হইয়া আইস । তখন শৃগাল যেমন

ব্যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে ; তদ্রূপ কোটিকাশ্রয় দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন ।

চতুঃষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

কোটিকাশ্রয় কহিলেন, হে স্তলোচনে ! তুমি কে ? শরীরী সময়ে পদনাদিকাম্পিত প্রজ্বলিত হতাশনশিখার ন্যায় কদম্বশাখা অবনত করিয়া একাকী আশ্রমপদে অবস্থান করিতেছ ; তথাচ তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য ; বোধ হয়, তুমি দেবনারী, যক্ষী, দানবী, অন্তরপত্নী, অম্বরী, মূর্ত্তিমতী উরগরাজছুহিতা, বনদেবী বা নিশাচরী হইবে । কিম্বা তোমাকে মহারাজ বরুণ, যম বা সোমের সহধর্ম্মিণী অথবা ধনাদিপতি কুবেরের ভার্য্যা বলিয়া বোধ হয় । তুমি যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা কাশ্যপ, ভগবান্ রুদ্র অথবা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুর অ'লয় হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ । যাহা হউক, আমি তোমার নিকট সম্যক্ অপরিচিত এবং তুমি যে কাহার আশ্রয় লইয়া এস্থানে অবস্থতি করিতেছ, তাহাও সবিশেষ অবগত নহি । এক্ষণে আমি তোমার সম্মান বর্দ্ধনার্থ পিতা ও পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি তাহা সবিশেষ নির্দেশ কর এবং এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কি করিতেছ ; তাহাও প্রকাশ করিয়া বল ।

আমি সুরথ-রাজের আত্মজ ; আমার

নাম কোটিকাশ্রয় । যিনি হৃত হতাশনের ন্যায় এই কাঞ্চনবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যিনি ত্রিগর্ত্তক্ষত্রিয় কুলিন্দাদিপতির আত্মজ, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা ধনুর্বেদে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই পর্ব্বতবাসিনীরত আয়তলোচন ক্ষেমঙ্কর নামা মহাবীর তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । আর ঐ যে, প্রিয়দর্শন যুবা পুষ্করিণীসন্নিধানে দণ্ডায়মান আছেন, উনি ইক্ষ্বাকুরাজ স্তবলের তনয় ; সৌবীরক দেশীয় দ্বাদশ রাজকুমার লোহিতকায় অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দীপ্তিশালী ষষ্ঠীয় অনলের ন্যায় ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন এবং অম্মারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সৃঞ্জয়, স্তপ্রবুদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ, কুহনপ্রভৃতি ষট্‌সহস্র রথী ও হস্ত্যশ্ব, রথ, পদাতি সকল ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে । ইহার নাম সৌবীররাজ জয়দ্রথ ; বোধ হয়, তুমি লোকপরম্পরায় ইহার নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে । বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি সৌবীরপ্রবীর যুবা ভ্রাতৃগণ রাজা জয়দ্রথের অনুগমন করিয়া থাকেন । ইনি দেবগণপারিত্রিক দেবরাজ ইন্দের ন্যায় এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া গমন করেন । হে স্তকেশি ! তুমি কাহার ভার্য্যা ও কাহারই বা ছুহিতা ? আমরা এ বিষয়ে কিছুই বিদিত নহি ; অতএব এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর ।

পঞ্চষষ্ঠ্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
 দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা শিবিবংশাবতংস
 কোটিকাস্ত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণানন্তর
 তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শাখা পরি-
 ত্যাগ ও কৌশেয় উত্তরীয় গ্রহণপূর্বক
 কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্রনন্দন !
 তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী
 মহিলার নিতান্ত অনুচিত ; কিন্তু এখানে
 এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে,
 তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করে ;
 সুতরাং আমাকে স্বয়ংই উত্তর করিতে
 হইল । আমি স্বধর্মনিরত ; বিশেষতঃ
 একাকিনী রহিয়াছি ; তুমিও একাকী
 এখানে আসিয়াছ ; তন্নিমিত্ত তোমার
 সহিত আলাপ করা কোনক্রমেই বিধেয়
 নহে ; তবে তোমাকে সুরথের পুত্র
 কোটিকাস্ত্র বলিয়া অবগত হইয়াছি ;
 এই নিমিত্ত তোমার সমোপে আপনার
 বন্ধুগণ ও কুলের পরিচয় প্রদান করিব ।

হে শৈব্য ! আগি দ্রুপদ-রাজের কন্যা ;
 আগার নাম কৃষ্ণা । আগি যুধিষ্ঠির, ভীম,
 অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবকে
 পতিত্বে বরণ করিয়াছি । তাঁহারা আমাকে
 এখানে রাখিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত চারি দিকে
 গমন করিয়াছেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব
 দিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, অর্জুন
 পশ্চিম দিকে এবং নকুল সহদেব উত্তর
 দিকে গমন করিয়াছেন । তাঁহাদের
 আগমনসময় প্রায় সমুপস্থিত হইয়াছে ।

তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণ-
 কাল এই স্থানে অবস্থান কর । তাঁহারা
 আসিয়া তোমাদের যথেষ্ট সম্মান করিবেন ;
 তৎপরে তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন
 করিও । হে মহাত্মন ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
 একান্ত অতিথিপ্রিয় ; তিনি তোমাদিগকে
 দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন ;
 সন্দেহ নাই । পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া
 কোটিকাস্ত্রকে এই কথা কহিয়া সমাগত
 ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার
 মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ! সমুদায়
 রাজগণ তথায় সমুপবিষ্ট হইলে পর,
 কোটিকাস্ত্র দ্রোপদীসমক্ষে যাহা যাহা
 কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাদিগের
 নিকট কহিলেন । পাপাত্মা জয়দ্রথ কোটি-
 কাস্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 কহিল, হে শৈব্য ! ঐ সর্বলোকললমভূতা
 ললনার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার মনঃ উহাতে
 রত হইয়াছে ; তুমি কিরূপে উহার নিকট
 হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ? আগি যে
 অবধি উহাকে অবলোকন করিয়াছি,
 তদবধি অন্যান্য কামিনীগণকে বানরী বলিয়া
 বোধ হয় । ঐ কামিনী দর্শনাবধি আমার
 মনঃ হরণ করিয়াছে ; অতএব সে মানুষী
 কি না আমাকে বল ।

কোটিকাস্ত্র কহিলেন, ঐ কামিনী
 রাজতনয়া ; উহার নাম দ্রোপদী ; ও পঞ্চ
 পাণ্ডবের মহিষী ; তাহারা সকলেই উহার

প্রতি একান্ত অনুরক্ত । তুগি উহাকে লইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর ।

বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ছুষ্ঠমতি জয়দ্রথ কোটিকান্তের বাক্য শ্রবণানন্তর আমি দ্রৌপদীকে দেখিব বলিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্বক কহিল, হে বরারোহে ! তোমার মঙ্গল ত ? তুমি সতত যাঁহাদের কুশল কামনা কর ; তাঁহারা সকলে ও তোমার ভর্তৃগণ ত কুশলে আছেন ?

দ্রৌপদী কহিলেন, তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত ? তুমি একাকী বর্ষানুসারে সৌবীর ও সিন্ধুদেশ ত উত্তন-রূপে শাসন করিতেছ ? মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণপ্রভৃতি আমরা সকলেই কুশলে আছি । তুমি আর আর যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের সকলেরই মঙ্গল । এই পাণ্ড ও আসন গ্রহণ কর । আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি । কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ঋক্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্কু, রুহু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষপ্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন ।

জয়দ্রথ কহিল, হে বরাননে ! তুমি আমাকে যে সমুদায় প্রাতরাশ প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ, উহা পরমোৎকৃষ্ট । এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর ; স্নখে কাল যাপন করিবে । শ্রীহীন,

হুতরাজ্য, অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের আর অনুরোধ করিও না ; প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শ্রীহীন ভর্তার উপাসনা করেন না । হে নিতম্বিনি ! সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করায় কোন আবশ্যক নাই । উহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও ; তাহা হইলে আমার সহিত সমুদায় সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্য পরম স্নখে যাব-জীবন ভোগ করিতে পারিবে ।

দ্রুপদতনয়া পাঞ্চালী জয়দ্রথমুখে এই হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপকুটীকুটিল মুখে তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক তথা হইতে গমন করিতে উগত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন, রে দুরাত্মন ! তোমার লজ্জা হয় না ; তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না । জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন ।

সপ্তমর্ধ্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী দ্রুপকুটীবন্ধন ও ফুৎকার পরিত্যাগপূর্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে পুনরায় জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন ; অরে মূঢ় ! তুমি স্বকর্মনিরত, যশস্বী, মহেন্দ্রভূল্য, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অজেয়, মহারথ পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না ? সাধু ব্যক্তির কদাচ পরম

পূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না ; পামর-গণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ক্ষত্রিয়সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্ভে পতোন্মুখ মানবের হস্ত ধারণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।

যেমন অবিবেকী ব্যক্তি দণ্ডমাত্র গ্রহণ করিয়া হিমাচলের উপত্যকায় গিরিকূট-পরিমিত মদ্যস্রাবী কুঞ্জরকে আক্রমণ করিবার মানস করে, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্ম-রাজকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন করিবে ; তখন মনে করিবে যে, অজ্ঞানতা-বশতঃ স্মৃথপ্রস্তু মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহার মুখলোম উৎপাটনপূর্বক পলায়ন করিতেছ। যখন অর্জুনের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তুমি মনে করিবে যে, পর্বতকন্দরজাত মহাবল পরাক্রান্ত শয়ান সিংহকে পদাঘাত করিতেছ। রে দুরাত্মন ! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়া তীক্ষ্ণ-বিষ অতি প্রমত্ত কৃষ্ণ সর্পদ্বয়ের পুচ্ছদেশে পাদ ক্লেপ করিবার অভিলাষ করিতেছ। রে গন্দাত্মন ! যেমন বেণু, নল ও কদলী আপনার নাশের নিমিত্তই ফলিত হয় ; যেমন কর্কটী আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিতেছ।

জয়দ্রথ কহিল, হে কৃষ্ণ ! পাণ্ডুনন্দন-

গণের যেরূপ বল বিক্রম, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি উক্ত প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কখনই আমাকে ত্রাসিত করিতে পারিবে না। আমি পরমোৎকৃষ্ট সপ্তদশ কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; শৌর্য্য প্রভৃতি ছয় গুণ আঘাতে বর্ত্তমান আছে ; তন্নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অতিহীন জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব হে নিতম্বিনি ! তুমি শীঘ্র গজ বা রথের আরোহণ কর ; বাক্চাতুর্য্য দ্বারা আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না ; এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে, আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব ; তখন অবশ্যই তোমাকে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মহাবল-সম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত দুর্বলার স্তায় তোমার বশবর্ত্তিনী হইব ? তুমি নিগ্রহ করিলেও কখন আমি তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিব না। দেখ, এক রথস্থ মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণ ও অর্জুন যাহার সহায়, ক্ষুদ্র মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও তাহাকে হরণ করিতে পারেন না। অগ্নি যেমন গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরাতিনিপাতন অর্জুন রথারোহণপূর্বক শক্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

মহাবীর জনার্দন অন্ধক, বৃষি ও কেকয়বংশসম্ভূত রাজপুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার সহায় হই-

বেন। তুমি জান না ; মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভয়ঙ্কর শরনিকর গাণ্ডীব হইতে অতিবেগে বহির্গত হইয়া ঘনঘটার ঞায় গভীর গর্জন করে। তুমি যে সময় সেই অর্জুনকে পতঙ্গপুঞ্জসদৃশ শর-সমুদায় নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিবে, তখন অবশ্যই তোমাকে স্বীয় অসদভিপ্রায়ের নিন্দা করিতে হইবে। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্বক শঙ্খধ্বনি ও তলবারনিঃস্বন করিতে করিতে তোমার বক্ষঃস্থলে বাণাঘাত করিবেন ; তখন তোমার মনঃ কিরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইবে, বলিতে পারি না। অরে অধম ! যখন ভুগি গদাহস্ত বৃকোদর ও ক্রোধবিষপ্রদীপ্ত মাদ্রীস্থতদ্বয়কে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিবে, তখন তোমার মনে অবশ্যই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই ; অতঃ সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অবলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমাকে সমরাজনে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমাকে নিগ্রহ করিয়াও ভীত করিতে পারিবে না ; আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে সমাগত হইয়াছি।

বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এক বারও তাঁহাদিগকে ভৎসনা করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগি-

লেন এবং ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। ছুরাঙ্গা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই ছুরাঙ্গা ছিন্নমূল পাদপের ঞায় ধরাতলে নিপতিত হইল ; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদনন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্বক অগত্যা সিঙ্কুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে পাপা-অনু ! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখন ইঁহাকে হরণ করিতে পারিবে না। কেন এরূপ দুর্কর্মে প্রবৃত্ত হইলে ? এক বার পুরাতন ক্ষত্রিয়ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরপ্রযুথ পাণ্ডবগণের নয়নপথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতি সৈন্যের মধ্যবর্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

• বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এ দিকে পাণ্ডবেরা শরাদান গ্রহণপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ, মহিম-প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন । অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃগপাক্ষিসমাকুল কাম্যক বনमध्ये মৃগগণের করুণালাপ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, এই বনস্থ সমস্ত মৃগ-পক্ষী পূর্ব দিকে উপস্থিত হইয়া পরুম শব্দ দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছে ; বোধ হয়, শত্রু কর্তৃক কাম্যক বন অত্যন্ত উপক্রান্ত হইয়া থাকিবে ; অতএব তোমরা শীঘ্র নিরন্ত হও । আমাদিগের মৃগে প্রয়োজন নাই ; আগার মনঃ নিতান্ত বিষন্ন ও দগ্ধ হইতেছে, বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে এবং অন্তরাগ্না শোকাকুল হইয়া একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে ।

গরুড় কর্তৃক ভূজঙ্গসকল অপহৃত হইলে, সরোবরের যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তিগণ নিঃশেষরূপে জল পান করিলে শূন্য কুস্তুর যেমন শোভা হয় এবং রাজ-লক্ষ্মী অপহৃত ও সন্নিবিহীন হইলে রাজ্য যেমন শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, অদ্য কাম্যক বনও সেই রূপ প্রতীত হইতেছে । অনন্তর সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা উত্তমোত্তম রথ ও মারুতগামী ভুরঙ্গমে আরোহণপূর্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন । তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে গোমায়ুগণ চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল ;

রাজা যুধিষ্ঠির তদর্শনে সাতিনয় অনিষ্ট-শঙ্কা করিয়া ভীম ও অর্জুনকে কহিলেন, দেখ, বায়স ও শৃগালপ্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বল-পূর্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

তাঁহারা অরণ্যানী ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে করিতে এই রূপ দুর্নিমিত্ত সন্দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পরিশেষে ব্যথাক বনে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে । ইন্দ্রসেন দ্বরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে তাহার নিকট গমনপূর্বক সকাতির জিজ্ঞাসা কবিল ; ধাত্রেয়িকে ! তুমি কি নিমিত্ত ধূলয় পতিত হইয়া রোদন করিতেছ ? কি নিমিত্তই বা তোমার মুখ বিবর্ণ ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে ? নৃশংস পাপিষ্ঠেরা কি রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছে ? যদি সেই অচিন্ত্যরূপবতী পাণ্ডবশরীরসমা দেবী পৃথিবী, স্বর্গ কিম্বা সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ধম্মপুত্র যেরূপ বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবেরা সকলেই তাঁহার অনুগাম্য হইবেন । কোন্‌মূঢ় ব্যক্তি অনুভব রত্নসদৃশ পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে হরণ করিবার মানস করিয়াছে ? সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী দুর্জয় অরাতিবিমর্দন পাণ্ডব-

গণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ; তিনি অনাথা নহেন ; তিনি পাণ্ডবদিগের হৃদয়-স্বরূপ । অদ্য স্ত্রীক্ষু অতি ভয়ঙ্কর পাণ্ডব-শর কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবিষ্ট হইবে ; বলিতে পারি না । হে ভীষ্ম ! তুমি আর দ্রৌপদীর নিগিত শোক করিও না ; অতি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যেই সমগ্র শত্রু বিনষ্ট করিয়া যশস্বিনী বাজ্ঞসেনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইবেন ; তাহার সন্দেহ নাই ।

ধাত্রেয়িকা ইন্দ্রসেনের এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সারথি ! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ ইন্দ্রকল্ল পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণাকে হরণপূর্বক এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে ; বোধ হয়, রাজপুত্রী এখনও অধিক দূর নীত হন নাই ; দেখ, এই অভিনব ভগ্ন বৃক্ষসকলের পল্লব-নিচয় অद्याপি স্নান হয় নাই । অতএব সত্বরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তিত কর । ইন্দ্রকল্ল পাণ্ডবেরা শীঘ্র বর্ম্ম ধারণ ও স্তমহৎ শরচাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করুন ।

যদি পাণ্ডবেরা স্বরায় দেবীর উদ্ধার সাধন না করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের নির্ভৎসন ও দণ্ডভয়ে তাঁহার বদন-সুধাকর মলিন হইয়া যাইবে ; এবং হত-বুদ্ধি হইয়া হয়-ত কোন অযোগ্য পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিবেন । কিন্তু তাহা হইলে অদ্য উৎকৃষ্ট আজ্যপূর্ণ শ্রব্ধ ভঞ্জে

নিপতিত, ভূমানলে আহুতি প্রদত্ত, শ্মশানে কুসুমমালা নিপতিত ও দ্বিজগণকে মোহিত করিয়া কুকুর কর্তৃক যজ্ঞীয় সোমরস পীত হইবে ; এবং শৃগালমহারণ্যে মৃগয়া করিয়া সরোবরে অবগাহন করিবে । অতএব আর কাল ক্ষেপ করিবেন না ; শীঘ্র এই পথে তাঁহার অনুসরণ করুন । কুকুর যেমন যজ্ঞীয় পুরোভাগ স্পর্শ করিয়া দূষিত করে, সেই রূপ কোন অধাশ্রিত্যক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়-তমার স্তম্ভসন্ন বদনসুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভদ্রে ! নিবৃত্ত হও ; পুরুষ বাক্য দ্বারা আর আমাদিগকে দগ্ধ করিও না । রাজাই হউক অথবা রাজপুত্রই হউক, বলপ্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিকূল প্রাপ্ত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এই কথা বলিয়া বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শীঘ্র সেই পথে প্রস্থান করিলেন । কিয়দূর গমন করিয়া শত্রুসৈন্যের বাজিখুরোখিত গগন-গামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন ; এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য শীঘ্র গমন কর বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন, শ্রবণ করিলেন । এ দিকে সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে সাস্ত্রনা করিয়া কহিলেন ; মহাশয় ! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ; আপনি সচ্ছন্দে আগমন করুন ।

শ্রোণগণ যেমন আগ্নেয় দ্রব্যের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ জয়দ্রথসৈন্যেরা বেগে ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্রোধান্বিত শত্রুগণের অবমাননায় দ্রৌপদীর ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহারা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া সিঙ্কুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্-ভ্রম হইতে লাগিল।

একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর অর্ঘ্যপূজার ক্ষত্রিয়েরা ভীমার্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা জয়দ্রথ ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকনপূর্বক ভয়োৎসাহ চিত্তে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি ! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চ রথ লক্ষিত হইতেছে ; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্তৃগণ আগমন করিতেছেন ; অতএব এক্ষণে তুমি অনুক্রমে উহাদিগের পরিচয় প্রদান কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ় ! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; আজ তোমা-

দিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুক্রমের সহিত ধর্ম্ম-রাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্রেশই অপনীত হইল ; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ; আমি ধর্ম্মরোপে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ নামক স্তম্ভুর যুদ্ধস্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত, উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করেন ; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয়ঃ ইচ্ছা কর তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক কৃতাজলিপুটে অবিলম্বেই উঁহার শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহ্যুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রুকুটিকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত, যিনি মুহুমুহুঃ ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন, উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উঁহাকে বহন করিয়া থাকে। উঁহার কর্ম্ম সকল অলোক সামান্য এবং উঁহার ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে স্প্রচার হইয়াছে। উঁহার নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে

হয়। উনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শাস্তি লাভ করেন না।

ইহার নাম যশস্বী অর্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; তয, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসা-চারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্ধরা গ্রগণ্য, সর্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়াভের ভ্রাতা; ইহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে, অগ্ন্যাগ্ন ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি ঋত্বেদে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্য-মধ্যবর্তী দেবরাজ ইন্দের ন্যায় রণস্থলে ইহার অদ্বুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনসী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর ষাঁহাকে সূর্যাসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ, উনি আমার পতি, সর্বকনিষ্ঠ সহদেব; উহার তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণ ত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অশ্রম্য ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্য। কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্নবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে অগ্নিত হইলে চূর্ণ ও বিকীর

হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশ পরবশ হইয়া ষাঁহাদিগকে এই রূপ অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমাকে অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রাতিফল প্রদান করিবেন, কিন্তু অগ্ন যদি তুমি ইহাদিগের নিকট পারত্ৰাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পুনর্জন্ম লাভ হইবে, মন্দেহ নাই। অনন্তর ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বন্ধাজ্জলি পদাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্ন্যাগ্ন সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! তখন সিন্ধুদেশাপতি ছুরাভ্রা জয়দ্রথ “থাক,” “প্রহার কর,” “ধাবমান হও” বলিয়া সেই সমুদায় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাত্তের ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চ পুরুষ-ব্যাত্তকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিমল্লমনাঃ হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম শূবর্ণ-চিত্রিত অতি ভীষণ লৌহময় গদা গ্রহণ-পূর্বক জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলে, নরপতি কোটিকাস্ত্র তদর্শনে সত্তরে বহু-সংখ্যক রথ দ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্য-

বর্তী পথ অবরোধ করিলেন এবং ভীম-
সেনের উপর শক্তি, তোমর, নারাচ প্রভৃতি
বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।
মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কোটিকাস্ত্রের
অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া
প্রভূত, গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও
চতুর্দশ জন পদাতিকে সংহার করিলেন ।
মহাবীর অর্জুন জরাসন্ধকে আক্রমণ করি-
বার মানসে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ
পঞ্চশত পার্বত্যীকে বিনাশ করিলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষমধ্যে
শত সংখ্যক স্রবীরদেশীয় বীর পুরুষকে
সংহার করিলেন । বলবীৰ্য্যসম্পন্ন নকুল
খড়্গধারণপূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ
হইয়া পদাতীগণের মস্তক ছেদনপূর্বক
বীজের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন । যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে পক্ষি-
সমূহকে নিপাতিত করে, তদ্রূপ সহদেব
রথে আরোহণ করিয়া নারাচ নিক্ষেপ-
পূর্বক গজারোহিণকে ভূতলে পাতিত
করিলেন ।

তখন ধনুর্ধর ত্রিগর্ত রথ হইতে অব-
তীর্ণ হইয়া গদাঘাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
বাহন চতুষ্টয় সংহার করিলে, ধনু্যরাজ
কুন্তীনন্দন সেই সমীপগত পাদচারী
ত্রিগর্তের বক্ষঃস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ
করিলেন । মহাবীর ত্রিগর্ত যুধিষ্ঠিরের
বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রূধির
বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের
ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন ।
তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেন-সমভিব্যা-

হারে সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ
হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন ।

বর্ষাকালীন মেঘ যেমন মুষলধারে
বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ ক্ষেমঙ্কর ও মহা-
মুখ নাগক বীরদ্বয় নকুলের উভয় পার্শ্বে
থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত তোমর ও
বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন । ত্রিগর্তরাজ সুরথ নকুলের রথের
অগ্র ভাগে আরোহণপূর্বক গজ দ্বারা ঐ
রথ আক্রমণ করিলেন । তখন নকুল রথ
হইতে অবরোহণপূর্বক খড়্গ যুগিত করিয়া
পর্বতের ন্যায় স্থিরতর পদে দণ্ডায়মান
রহিলেন । নরপতি সুরথ তদর্শনে অতি
শয় ত্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের নিমিত্ত
এক মত্ত কুঞ্জর প্রেরণ করিলেন । করি-
বর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া নকুলের সম্মুখে
ভ্রমণ করিতে লাগিল । নকুল তদর্শনে
সহরে তাহার গণ্ডদেশে এরূপ বলপূর্বক
এক খড়্গাঘাত করিলেন যে, তাহাতেই
তাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল ।
সেই হস্তী তখন চীৎকার করিতে করিতে
ভূতলে নিপতিত হইয়া বহু সংখ্যক হস্তি-
পকের প্রাণ নাশ করিল । মহাবল পরা-
ক্রান্ত মাদ্রীনন্দন সেই তুষ্কর কশ্য সম্পা-
দনানন্তর ভীমসেনের রথে আরোহণ করিয়া
স্বস্থ ও সুখী হইলেন ।

বলবীৰ্য্যসম্পন্ন বৃকোদর ক্ষুরদ্বারা
সমরাস্ত্রনে সমাগত কোটিকাস্ত্রের সারথির
শিরশ্ছেদন করিলেন ; কিন্তু তিনি কিছুই
জানিতে পারিলেন না । সারথি নিহত
হওয়াতে তাঁহার অশ্বগণ বিশৃঙ্খল হইয়া

ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন প্রাসদ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লদ্বারা দ্বাদশ জন সৌবীরের শরাসন ও মস্তক ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শিবি, ইক্ষুকু, ত্রিগর্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। অনেকানেক মাতঙ্গ ও মহারণ তাঁহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শমনসদনে মাত্রা করিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র মস্তকশূন্য কলেবর ও কলেবরশূন্য মস্তক দ্বারা একবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুকুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, গোমায়ু ও বায়সগণ নিহত বীর পুরুষসমূহের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া পরম পরি-তৃপ্ত হইতে লাগিল।

ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক ছুরাত্মা জয়দ্রথ সেই সমুদায় বীর পুরুষগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সম্ভ্রান্ত চিত্তে দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিবার মানস করিল। পরে সেই নরাধম প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সৈন্যসমুদায়সঙ্কুল সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণাকে রথ হইতে অবতারণ-পূর্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্যসমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রোস্তের সহিত তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন।

এই রূপে পাপাত্মা জয়দ্রথ সমরস্থল পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিলে পর, তাহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে

লাগিলে, মহাবীর বৃকোদর নারাচদ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মবাসাচী ধনঞ্জয় জয়-দ্রথকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে জয়দ্রথের সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, দেখ, যে ছুরাত্মার অত্যাচার নিবন্ধন আমরা তাহাকে এতাদৃশ ক্রেশ সহ্য করিতে হইল, তাহাকেই এই সমরঙ্গনে অবলোকন করিতেছি না ; অতএব আইস, আমরা তাহারই অত্মে মগ্ন করি ; বৃথা সৈন্য বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

বলবদগ্রগণ্য ভীমসেন ধীমান্ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! রিপুগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে ; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে ; অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে গমনপূর্বক সান্ত্বনা করুন। ছুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে পলায়ন করে, আর সুররাজ ইন্দ্র যদি উহার সারণ হন, তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব ; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবীর ! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহাকে সংহার না করাই কর্তব্য।

লজ্জানত্মুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া কোপ-

কম্পিত কলেবরে ভীম ও অর্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! যদি আমার শ্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্তব্য হয়, তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মাকে সংহার করিও । দেখ, যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্তব্য । ভীম ও অর্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণানন্তর জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া সেই বহুবিধ মঠসঙ্কুল আশ্রমে আগমন করিলেন ; এবং দেখিলেন, মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছেন । তখন ধর্ম্মরাজ ভার্য্যা, ভ্রাতৃদ্বয় ও পুরোহিত-সমভিব্যাহারে সেই দ্বিজগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠির শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আফ্লাদিত হইলেন । তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন ; বরবর্গিনী কৃষ্ণানকুল ও সহদেব-সমভিব্যাহারে আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

এ দিকে ভীমসেন ও অর্জুন জয়দ্রথ তথা হইতে এক ক্রোশ পথ পলায়ন করিয়াছে জানিয়া স্বয়ং বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লগিলেন । ধর্ম্মরাজগণ্য মহাবীর অর্জুন সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্ব-গণকে সংহার করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত দিব্যাস্ত্রধারী সব্যসাচী বিপৎকালেও

বিচলিতহৃদয় হইতেন না ; তিনি মনুপুত শরনিকর দ্বারা অন্যায়সে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিলেন । অনন্তর তাঁহারা দুই জনে জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলে, ক্ষত্রিয়াপসদ জয়দ্রথ অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ও ধনঞ্জয় অতি বিক্রমের কার্য্য করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া পলায়ন মানসে প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল ।

মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া তাহার অনুগমনপূর্ব্বক কহিতে লগিলেন, ওহে রাজপুত্র ! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিনী হরণ করিবার বাসনা করিয়াছিলে ; নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত । তুমি কি বলিয়া শত্রুগণে অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ ? ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়নে নিবৃত্ত হইল না । তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ‘থাক্’ ‘থাক্,’ বলিয়া সহসা জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । দয়াশীল অর্জুন উহার প্রাণ সংহার করিও না বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন ।

দ্রৌপদীহরণ পর্লখ্যায় সমাপ্ত ।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পৰ্বাধ্যায় ।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ মহাবীর ভীমার্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষার নিগিত বেগে ধাবমান হইল । ভীমও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কেশপাশ গ্রহণ করিলেন । পরে তাহাকে উন্তোলিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও জটাজুট গ্রহণপূর্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন । জয়দ্রথ ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে মহাবীর ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জাহ্নুদ্বয় আরোপিত করিয়া বারংবার কুপ্পর প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন জয়দ্রথ তাঁহার প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মূর্ছিত হইলেন ।

অনন্তর অর্জুন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার বিষয় উল্লেখ করিয়া যে কথা কহিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা কর্তব্য । ভীম কহিলেন, এই পাপাচার দ্রৌপদীকে ক্রেশ প্রদান করিয়াছে ; আমি ইহাকে অবশ্যই বিনাশ করিতাম,

কিন্তু ধর্ম্মরাজ একান্ত কৃপাপরতন্ত্র ; এবং ভুগিও দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে বারংবার আমাকে নিষেধ করিতেছে ; সুতরাং এক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম । এই বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পক্ষ স্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন ; কিন্তু সে বাঙুস্পত্তিও করিতে পারিল না ।

অনন্তর বৃকোদর তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, রে মৃঢ় ! যদি তুই জীবিত লাভের অভিলাষ করিস্ ; তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । সভামধ্যে আগাদিগের দাস বলিয়া তোকে পরিচয় দিতে হইবে ; ইহাতে সম্মত হইলে, আমি তোমার জীবন প্রদান করিব । যুদ্ধ-নির্জিত শত্রুর প্রতি এই রূপই ব্যবহার করা চিরপ্রসিদ্ধ । জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন ।

অনন্তর মহাবল ভীমসেন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান ধূল্যবলুষ্ঠিতকলেবর জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথারোহণপূর্বক অর্জুনের সহিত আশ্রমস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ শত্রুকে তাঁহার সমীপে অর্পণ করিলেন । ধর্ম্মরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র সহাস্ত মুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! তুগি অবিলম্বেই ইহাকে মুক্ত কর । ভীম কহিলেন, মহারাজ ! এই নরাধম আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে ; অতএব আপনি ইহার পরিত্যাগের বিষয় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন । তখন রাজা যুধিষ্ঠির

শ্রীংয় সম্ভাষণপূর্বক ভীমকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর দ্রৌপদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে ; এবং তুমি ইহার মুণ্ড মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচড়ম্পর্শ করিয়াছ ; অতএব ইহাকে শীঘ্রই মুক্ত কর।

অনন্তর জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত লিহ্বল হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনপূর্বক সম্মুখীন সুনিগ্রগকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্মরাজ অর্জুনপরিগৃহীত জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া দয়ার্দ্ৰ চিত্তে কহিলেন, রে নরাধম ! এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, কিন্তু এরূপ গহিত কর্ম আর কদাচ করিও না। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রাশয়েরাই তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্রীলোলুপ ; তোমায় ধিক্ ; তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে আমাদিগকে গতাত্ম বোধ করিয়া এই রূপ অন্যায় আচরণে কোন্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে ? অনন্তর তিনি সদয় হৃদয়ে কহিলেন, এক্ষণে তুমি হস্তাশ্ব রথ পদাতি-সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর ; আর কদাচ অধর্মপথে পদার্পণ করিও না ; প্রার্থনা করি, তোমার ধর্মবুদ্ধিই পরিবর্তিত হউক।

অনন্তর মহারাজ জয়দ্রথ নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে লজ্জাবনত মুখে গঙ্গাদ্বারাভিমুখে যাত্রা

করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং অতি কঠোর তপোঅনুষ্ঠানপূর্বক অনতি কালমধ্যেই তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে, দেবদেব ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। জয়দ্রথ কহিলেন, ভগবান্ ! আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব। শঙ্কর কহিলেন না, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জুন ব্যতিরেকে সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারিবে। পূর্বকালে নররূপী অর্জুন ভগবান্ নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকের অজেয় ও দেবগণেরও ছরধিগম্য ; তিনি আমি হইতে পাশুপত অস্ত্র ও লোকপালদিগের নিকট বজ্রপ্রভৃতি মহাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, চরাচর গুরু ভগবান্ বিষ্ণু কালাগ্নিরূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈলকাননসম্পন্ন সমাগরা সন্ধীপা পৃথিবী ও পাতালভল নদ্র করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সৌন্দামিনীজালমাণ্ডিত ঘনমণ্ডলী অন্তরীক্ষে উদ্ভিত হইয়া অতি গভীর গর্জন ও রথাক্তুল্য শূল ধারে অনবরত বারি বর্ষণপূর্বক চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত ছতাসন নির্দশন করিয়া থাকে। চারি সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে, এই পৃথিবী এক কালে মলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পবন কিছুই লক্ষিত হয়

না। কেবল একমাত্র অসীম সাগর নেত্র-
গোচর হইয়া থাকে।

এই অবসরে সহস্রাঙ্ক, সহস্রপাৎ ও
সহস্র মন্তকসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ সেই
অগাধ জনধিজলে সহস্র সূর্য্যাস্নিভ, সহস্র
ফণাধারী, শশিস্নিগালধবল শেষসর্পে শয়ন
করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি স্বায়
নিদ্রার নিমিত্ত রজনীকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়-
তর তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন ; পরে
সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিলোককে
কেবল শূন্যময় অবলোকন করেন।
জলের নাম নার ; প্রলয়কালে ভগবান্
তাহাতেই শয়ন করিয়াছিলেন এই কারণে
তিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি
করিবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার
নাভি সরোবর হইতে এক পদ্ম সম্মুখত
হইল। সর্বলোকোপতামহ ব্রহ্মা সেই
নাভিপদ্মে সমদ্রুত ও উপবিষ্ট হইয়া এই
নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য অবলোকন-পূর্ব্বক
আপনার মনঃ হইতে মরাঁচি প্রভৃতি মহামি-
গণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার
স্বাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে
লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মমুক্তি-
দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুণী মূর্ত্তিদ্বারা রক্ষা ও
রৌদ্রাভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন।

হে সিদ্ধপতে ! বোধ হয়, তুমি বেদ-
বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও মুনিগণমুখে ভগ-
বান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত কৰ্ম্মসমুদায় শ্রুত
হইয়া থাকিবে। এই অবনামগুল জল-
প্লাবিত হইলে, তিনি বর্ষারজনীর খণ্ডোতের

ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার
করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;
আমি কি প্রকার আকার পরিগ্রহ করিয়া
পৃথিবী উদ্ধার করিব। অনন্তর দিব্য
চক্ষুঃপ্রভাবে জলবিহার যোগ্য বরাহরূপ
তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, তিনি
দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন আয়ত
বেদোক্ত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।
তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতি তীক্ষ্ণ, শরীর
পৰ্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও নবীন জলধরের
ন্যায় নীল বর্ণ ; এবং তাঁহার গভীর গর্জ্জন
মেঘনির্ঘোষসদৃশ।

ভগবান্ বিষ্ণু এবম্বিধ বরাহরূপ পরি-
গ্রহ করিয়া সাগরসলিলে প্রবেশপূর্ব্বক
একমাত্র দশন দ্বারা মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার
করিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। অন-
ন্তর তিনি অপূর্ব্ব নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ
করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভা-
মণ্ডপে গমন করিলেন। দানবরাজ সেই
অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নরসিংহরূপ নিরাক্ষণ
করিয়া রোষকষায়িত লোচনে এক স্ততীক্ষ
শূল উত্তত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান
হইল ; তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব ক্রোধ-
ভরে খর নখরপ্রহারে তাহার উরঃস্থল
বিদারণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ লোকের
হিতসাধনার্থ মহামি কশ্যপের ঔরসে
অদিতিগর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন।
অদিত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে,
নবীন নীরদশ্যামল দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী,
জটামণ্ডিতমস্তক, শ্রীবৎসলাঙ্ঘিতবক্ষ,

যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, বামনাকার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বামনদেব বৃহস্পতি-সমভিব্যাহারে দানবরাজ বলির যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্য-রাজ বলি সেই অদ্বুতরূপ বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া হতাশ্বতঃকরণে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়; প্রার্থনা করুন।

বামনদেব স্তুতি বলিয়া হস্তোত্তোলন-পূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া মহাস্থমখে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন। দানব-রাজ তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে বামনের মনো-রথ পূর্ণ করিলেন। তখন বিক্রমশালী বামনদেব দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবিক্রমপ্রভাবে দানবহস্ত হইতে পৃথিবী প্রত্যাহরণপূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ বামনের সহিত দেবতারাও ভূতলে প্রাচুর্ভূত হন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এ নিমিত্ত এই জগৎ বৈষ্ণব জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

হে বংশ! বামনাবতারের বিষয় সম্যকরূপ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন ধর্ম স্থাপন, অসৎ নিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধু লোকেরা তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, অজ ও অজিত বলিয়া কীর্তন করেন। তিনি পীতাম্বর ও শঙ্খচক্রগদাধারী; তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবংশভূষিত। সেই

ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত অর্জুন দেবাণেরও অজেয় হইয়াছেন; স্ততরাং মনুমোরা তাঁহাকে কিরূপে পরাজয় করিবে। অতএব তুমি এক দিন অর্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী পার্শ্বতীর সহিত নানা প্রহরণধারী বিকট, বামন, কুজ ও বিকৃতনয়ন প্রভৃতি পারি-ষদবর্গপারিত্যক্ত হইয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলে, রাজা জয়দ্রথ স্ব ভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পৰ্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

রামোপাখ্যান পৰ্ব্বাধ্যায় ।

দ্বিগুণত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রৌপদী অপহৃত হইলে, পাণ্ডবেরা নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে পরাজিত ও দ্রৌপদীকে বিমুক্ত করিয়া পরিণামে কাম্যক বনে মুনিগণসমভিব্যাহারে একত্র

সমাসীন হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখবার্তা শ্রবণ করিয়া স্নানোত্তর শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত; ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করুন। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কাল, দৈব ও ভবিতব্যতা অনতিক্রমণীয়; নতুবা অমোনিজা বেদি-মধ্যসমুত্তা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও আমাদের সহধর্ম্মিণী সেই ধর্ম্মচারিণী ক্রমপদরাজমন্দিরী কি নিমিত্ত এরূপ দুঃখ-বস্থাগ্রস্ত হইলেন। তিনি কদাপি পাপ ও নির্দিত কর্ম্ম করেন নাই; সর্বদা দ্বিজ-সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে তৎপর।

পাপমতি জয়দ্রথ ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল বলিয়া সহায়সম্পন্ন হইলেও সে সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহার মস্তকের কেশ-পাশ মুণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সমুদায় সিদ্ধদেবী সৈন্য নিহত করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছি। বাহা হউক, অতিক্রান্ত ভাষ্যাহরণ, দীর্ঘ কাল অরণ্য-বাস, বনেচর নিরপরাধ যুগগণের প্রাণ-হিংসা দ্বারা জীবিকা ও কপটাচারী জ্ঞাতিকর্তৃক নির্বাসন এই সকল দুঃখে আমাদের জন্মদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহর্ষে! আপনি ত্রিকালজ্ঞ; অতএব আপনি কি কখন

আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন?

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত রাবণ মায়াপ্রভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্র জটায়ুর প্রাণ সংহারপূর্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, রামচন্দ্র সীতার অদর্শনে তোমা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি স্ত্রীস্বামীবিরোধে সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্বক দশাননপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করেন।

যুদ্ধার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাম কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য, কাব্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ এবং রাবণই বা কাহার পুত্র? তাহার সহিত কোন্ ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল? তৎ সমুদায় সবিস্তর কীর্তন করুন। অনুভব রামচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্। পূর্বক ইক্ষ্বাকুবংশসমুত্ত অজ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ; তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও নিরস্তর স্মাধ্যায়নিরত ছিলেন। দশরথের চারি পুত্র; রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন; তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তাবিশারদ। রামের জননী কৌশল্যা, ভরতের জননী কৈকেয়ী এবং লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের জননী

সুমিত্রা । বিদেহরাজদুহিতা সীতা রামের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন বলিয়া, বিশ্বকর্মা স্বয়ং তাঁহাকে নিৰ্ম্মাণ করেন । হে ভূপাল ! রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত কীর্তিত হইল ; এক্ষণে রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি ; শ্রবণ কর ।

সৰ্বলোকপ্রভু ভগবান্ প্রজাপতি রাবণের পিতামহ ; তাঁহার পুলস্ত্য নামে এক মানস পুত্র জন্মেন, তিনি পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন । পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্রবণ ; বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা ক্রোধে তনু ত্যাগ করিলেন । কিন্তু বৈশ্রবণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ছিল ; অতএব তিনি তাহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অন্ধাংশে দ্বিজকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্ববাঃ নামে বিখ্যাত হইলেন ।

এ দিকে পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব, ধনেশ্বত্ব, লোকপালত্ব ও নলকুবর নামে পুত্র প্রদান করিলেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার সখ্য বিধান করিয়া তাঁহাকে পুষ্পকাণ্ড্য কামগ বিমান সমৰ্পণপূর্বক রাক্ষসগণ-পরিপূর্ণ লঙ্কা তদীয় রাজধানী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । বৈশ্রবণ ভগবান্ কমল-যোনির কৃপাবলে যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি পুলস্ত্যের দেহাঙ্কসমুৎপন্ন বিশ্ববাঃ বৈশ্রবণকে সতত ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন । রাক্ষসেশ্বর কুবের স্বীয় পিতাকে ক্রোধপরতন্ত্র জানিয়া সতত সান্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন । নরবাহন বৈশ্রবণের আবাসস্থান লঙ্কা । তিনি পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিন জন রাক্ষসীকে স্বীয় পিতা বিশ্ববার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন । ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ । উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা-সহকারে মহর্ষি বিশ্ববার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল ।

মহর্ষি বিশ্ববাঃ তাহাদের আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিন জনকেই লোকপালসদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন । পুষ্পোৎকটার গর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূৰ্পনখা জন্ম পরিগ্রহ করেন । উহাদের মধ্যে বিভীষণ সৰ্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, ধার্মিক ও সংকল্পনিরত ; সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ মহাবল পরাক্রান্ত ও উৎসাহশীল ; কুম্ভকর্ণ সৰ্ব্বাপেক্ষা বলবান, মায়াবী, সংগ্রামনিপুণ ও প্রচণ্ড ; এবং খর ব্রহ্মদেবী, মাংসলোলুপ ও মহাধনুর্ধর ছিলেন । ঘোররূপা শূৰ্পনখা সতত সিদ্ধগণের বিশ্ব উৎপাদন করিত । রাবণপ্রভৃতি জাতীগণ সকলেই মহাবল

পরাক্রান্ত, বেদবেত্তা ও ব্রতচারী ছিলেন ।
উঁহারা স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন
পর্বতে বাস করিতেন ।

একদা দশাননাদি ভ্রাতৃগণ পরম সমুদ্বি-
সম্পন্ন নরবাহন বৈশ্রবণকে পিতার সহিত
একত্র সমামীন অবলোকন করিয়া সাতিশয়
ঈর্ষান্বিত হইয়া তপোন্মুঠানে যত্নবান্ হই-
লেন । তাঁহারা অতি কঠোর তপশ্চর্যা
দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন ।
দশানন পঞ্চাশ্মিন্দ্যস্থ বায়ুভুক্, কুম্ভকর্ণ
অধঃশিরাঃ ও সংমতাহার এবং বিভীষণ শীর্ণ
পত্রমাত্র ভক্ষণপূর্বক উপবাসনিরত ও
জপপরায়ণ হইয়া সহস্র বৎসর অতি কঠোর
তপোন্মুঠান করিলেন । খর ও শূৰ্পনখা
রাবণাদির তপোন্মুঠান কালে হুট চিহ্নে
তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিল । সহস্র
বৎসর সম্পূর্ণ হইলে, তুর্দ্ধর্ষ দশানন আপনার
মস্তক ছেদনপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিলেন ।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণের সেই
অলোকসামান্য কার্য্য সন্দর্শনে পরম প্রীত
হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে আগমনপূর্বক
সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বর দান দ্বারা প্রলো-
ভিত করিবার নিমিত্ত তপোন্মুঠান হইতে
নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ !
আগি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ;
আর তপস্শ্রা করিতে হইবে না ; এক্ষণে
অমরত্ব ব্যতীত স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা
কর । বৎস রাবণ ! তুমি মহত্ লাভ বাস-
নায় আপনার মস্তক ছেদনপূর্বক অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিয়াছ, তুমি মিত্ত তোমার

যত ইচ্ছা, ততই মস্তক হইবে ; কিন্তু উহা
দ্বারা তোমার দেহের কিছুমাত্র বৈরূপ্য
জন্মিবে না । তুমি কামরূপী ও সংগ্রামে
শত্রুগণের নিহন্তা হইবে ; তাহার সন্দেহ
নাই ।

রাবণ কহিলেন, হে প্রভো ! দেব,
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মর্প, কিন্নর ও
ভূতগণ ইহাদের নিকট যেন আমার
পরাভব না হয় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রাবণ ! তুমি
মনুষ্য ভিন্ন যাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ;
তাহাদের নিকট তোমার কিছুমাত্র ভয়ের
বিষয় নাই ; তুমি অনায়াসেই জয় লাভ
করিবে । নরমাংসাশী রাবণ মনুষ্যকে তুচ্ছ
জ্ঞান করিতেন ; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্য
শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।

অনন্তর মর্পলোকপিতামহ ভগবান্
ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে
কহিলে, মোহাক্রান্তচিত্ত কুম্ভকর্ণ, আমার
দীর্ঘকাল নিদ্রা হউক বলিয়া, বর প্রার্থনা
করিলেন । ব্রহ্মা তথাস্ত বলিয়া তাঁহাকে
বর প্রদানপূর্বক বিভীষণকে বর গ্রহণ
করিতে কহিলেন । বিভীষণ কহিলেন,
হে ব্রহ্মান্ ! স্মহান্ আপং কাল সমুপস্থিত
হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্ম হইতে
বিচলিত না হয় এবং অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্র
যেন সতত আগাতে প্রতিভাত থাকে ।
ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস ! তুমি যখন
রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও অধর্ম্ম-
বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছ ; তখন আগি
তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম ।

মহাবীর দশানন ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণান্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লক্ষা অধিকার করিলেন। ধনেশ্বর তখন লক্ষা পরিত্যাগপূর্বক যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ভ, ও কিম্পুরুষ সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্বতে প্রস্থান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান বলপূর্বক হরণ করিলে, তিনি তখন ক্রোধকাম্পিত কলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, রে ছুরা-অন্ ! এই পুষ্পক কখনই তোকে বহন করিবে না। যিনি সমরাজ্ঞনে তোকে সংহার করিবেন ; এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে। আর আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু ; তুই যেমন আমার অপমান করিলি ; এই অপরাধে তোকে স্বরায় শমনসদনে গমন করিতে হইবে।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনচারিত পথ স্মরণপূর্বক কুবেরের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ ধনেশ্বর স্বীয় ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি পরম পরিভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষ-রাক্ষসসৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

এ দিকে নরমাংসলোলুপ মহাবল পরাক্রান্ত পিশাচগণ একত্র হইয়া দশাননকে লক্ষ্যরাজ্যে অভিষেক করিল। আকাশ-গামী, কামরূপী, মহাবল পরাক্রান্ত দশগ্রীব দেবগণ ও দৈত্যগণকে আক্রমণপূর্বক তাঁহাদের সমুদায় রত্ন হরণ করিল। তিনি দেবগণেরও মনে ভয় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাবীর দশানন সমস্ত লোককে রাবিত অর্থাৎ তাহাদের হিংসা

করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও দেবমিগণ হতাশনকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। হতাশন কমলযোনিকে কহিলেন, ভগবন্ ! বিজ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব আপনার বরপ্রভাবে অবধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রজাগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে ; অতএব আপনি রক্ষা করুন ; আপনা ব্যতীত ত্রাণকর্তা আর কেহই নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে হব্যবাহ ! যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করা দেবাসুরের অসাধ্য ; আমি তাহার নিগ্রহের উপায় বিধান করিয়াছি। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে অবতারণ হইয়া সেই কার্য সম্পাদন করিবেন। সম্প্রতি তুমি দেবগণ-সমভিব্যাহারে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া ধাক্ষী ও বানরীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত কামরূপী পুত্র সকল উৎপাদন কর ; তাহারা কার্য্যকালে বৈকুণ্ঠস্বামী বিষ্ণুর সহায় হইবে।

অনন্তর দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অংশ ক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের সমক্ষে ছন্দুভী নামে গন্ধর্ব্বকে আদেশ করিলেন, “ছন্দুভী ! তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মর্ত্য লোকে গমন কর।” ছন্দুভী পিতামহবাক্য শ্রবণ-

পূর্বক কুজা হইয়া মনুম্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিলেন; তঁহায় তাঁহার নাম মন্সুরা হইল।

এ দিকে দেবরাজ প্রভৃতি দেবতার প্রধান প্রধান বানরী ও ঋক্ষীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্রেরা যশঃ ও বলবিষয়ে পিতৃগণের অনুরূপ হইল; তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, গিরিশৃঙ্গ-বিদারণক্ষম; অযুত নাগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী; এবং শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি তাহাদিগের আয়ুধ হইল। তাহাদিগের নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; যাহার যে স্থানে অভিলাষ হইত; সে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিত।

ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে সমুদায় বিধান করিয়া পরিশেষে যেক্রমে যে কার্য্য করিতে হইবে; মন্সুরাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মনো-আরুতগামিনী মন্সুরা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর বৈরসঙ্কুক্ষেণে বিরত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ-পূর্বক পিতামহের আদেশানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন; এক্ষণে রাম, লক্ষণ ও জনকদুহিতা সীতা কি কারণে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন; তাহাও আনুপূর্বিক বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-নিরত বৃদ্ধজনমতাবলম্বী রাজা দশরথ অপত্য লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা বিমল শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সগুদয় বেদ ও সরহস্য ধর্ম্মবেদে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করিলে, রাজা দশরথ তাহাদিগের বিবাহসংস্কার নির্বাহ করিয়া যৎপরোনাস্তি স্মৃখী হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম রমণীয় গুণগ্রামে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

মত্তমাতঙ্গগামী কমললোচন রামের বাহুবল আজানুলম্বিত; কেশকলাপ নীল ও কৃষ্ণিত; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, অসতের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকের রক্ষিতা, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান এবং শত্রুগণেরও প্রিয়দর্শন ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অধুন্য ও অপরাজিত রঘুনাথকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার গুণ সমূহ চিন্তা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজা দশরথ আপনাকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সমুচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে; ইহা অবধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে পুরো-
হিতকে কহিলেন; অগ্ৰ পুত্র্য নক্ষত্র ও
পবিত্র যোগযুক্ত রজনী; অতএব আপনি
রামকে এই বিষয় অবগত করিয়া অভি-
ষেকোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করুন ।
মহারা ভূপালমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র
মস্তরে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া
কহিল, দেবি ! তোমার নিতান্ত দুঃদৃষ্ট;
ভীষণ অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া এখনই তোমাকে
দংশন করুক; কোশল্যার অদৃষ্ট প্রসন্ন
হইয়াছে; তাহার পুত্র অনতিকালমধ্যেই
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। মহারাজ
তোমার পুত্রকে কখন রাজ্যাধিকারী
করিবেন না; স্ততরাং তোমার সৌভাগ্য
আর কোণায় রহিল? উহা এককালে
বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবাগাত্র
বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া দ্রুত
গমনে নির্জনে ভূপালসমিধান উপনীত
হইলেন এবং মহাস্য মুখে প্রণয় প্রকাশ-
পূর্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ !
তুমি পূর্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়া
আমাকে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।
রাজা দশরথ কহিলেন, হে স্তম্ভরি ! আমি
এক্ষণে বর প্রদানে সম্মত আছি; তুমি
অবিলম্বেই স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।
আমি পৃথিবীর রাজাধিরাজ এবং বর্ণ-
চতুষ্টয়ের রক্ষক; বল, কোন্ অবধ্যকে
বধ বা কোন্ বধ্যকে বিমুক্ত করিব?
আমার যে কিছু ধন আছে; বল,
কাহাকে প্রদান করিব; অথবা ব্রহ্মস্ব

ব্যতিরেকে কাহার ধন অপহরণ করিয়া
লইব?

তখন কৈকেয়ী রাজার প্রসন্ন ভাষা
নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে
কহিলেন, মহারাজ ! তুমি রামের রাজ্যা-
ভিষেক সাধনার্থ যে দ্রব্যসম্ভার আহরণ
করিয়াছ; তাহা দ্বারা আমার পুত্র ভরতের
অভিষেক হউক; আর রাম অরণ্যে প্রস্থান
করুক। রাজা কৈকেয়ীমুখে এই নিদারুণ
চূর্বিসহ বাক্য শ্রবণপূর্বক একান্ত দুঃখিত
হইয়া কিছুমাত্র বলিলেন না।

অনন্তর মহানুভব রাম পিতা এইরূপ
বচনবদ্ধ হইয়াছেন; ইহা সবিশেষ বিদিত
হইয়া তাঁহার সত্য রক্ষার্থ বনপ্রস্থান করি-
লেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা
তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে
রাজা দশরথ পুত্রবিরহে নিতান্ত কাতর
হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী ভরতকে নন্দি গ্রাম
হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, বৎস-
রাজা তনু ত্যাগপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া-
ছেন; রাম ও লক্ষ্মণ বনপ্রস্থান করিয়াছে;
এক্ষণে তুমি রাজ্যাধিকারী হইয়া নিষ্কণ্টকে
ভোগ কর। ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন,
কুলপাংসনে ! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ !
ধনলাভ লোভে ভর্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ
উৎসন্ন করিলে ! লোকে এ বিষয়ে
আমারই অমশঃ ঘোষণা করিবে; এক্ষণে
তোমার বাসনা সকল সম্যক সফল হইল;
এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুল
লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপ-
নার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা রামকে প্রত্যানয়ন করিবার অভি-
লাষে কৌশল্যা, স্নমিত্রা ও কৈকেয়ীকে
সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।
পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শত
সহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জ্ঞানপদবর্গপরিবৃত
হইয়া শত্রুদ্বের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন।
চিত্রকূট পর্বতে তাপসবেশধারী ধনুর্ধর
রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ
বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন;
কিন্তু রাম পিতার আদেশে বনবাসই
শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে
প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত নন্দি গ্রামে তদীয়
পাত্ৰকাযুগল পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত
রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।
রামও তথায় পৌরগণের পুনরাগমন
আশঙ্কা করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্বক
মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন
এবং তাঁহাকে সৎকার করিয়া দণ্ডকারণ্যে
গমন করিলেন এবং তথায় গোদাবরী নদী
নিরীক্ষণ-পূর্বক পরম স্নখে বাস করিতে
লাগিলেন। তথায় জনস্থাননিবাসী রাক্ষস
খরের সহিত রামের শূৰ্পনখামূলক ঘোরতর
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম
তাপসগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে
সংহার ও মহাবল পরাক্রান্ত খর ও দূষণকে
বিনাশ করিয়া সেই ধর্ম্মারণ্য নিক্ষেপক
করিলেন।

অনন্তর শূৰ্পনখা ছিন্ননাগা ও ছিন্নোষ্ঠী

হইয়া লঙ্কাধিনাথ রাবণের নিকট গমন-
পূর্বক দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া তাঁহার
চরণে নিপতিত হইল। বীরবর রাবণ
ভগিনীকে তাদৃশ বিকলপীকৃত অবলোকন
করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দশনে দশন
নিপাড়নপূর্বক সত্বরে সিংহাসন হইতে
উত্থিত হইলেন এবং অমাত্যবর্গকে পরি-
ত্যাগ করিয়া নির্জনে শূৰ্পনখাকে কহিলেন,
হে শূৰ্পনগে! আমাকে অবমাননা ও ঘৃণা
করিয়া কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিল।
কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা আপনাব্দ
সর্দঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তি
মস্তকে বর্হি সংস্থাপনপূর্বক বিশ্বস্ত মনে
শয়ন করিয়া আছে? কোন্ ব্যক্তি মহা-
ঘোর ভূজঙ্গকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করি-
তেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা মহাবল পরা-
ক্রান্ত কেশরীর দশন স্পর্শ করিয়া নিঃশঙ্ক
চিত্তে অবস্থান করিতেছে?

যাদৃশ নিশাকালে বৃক্ষরন্ধু হইতে তেজঃ
নির্গত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সেই সময়ে
রাবণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অন-
বরত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল।
তখন শূৰ্পনখা খরদূষণবধ প্রভৃতি রাক্ষস-
গণের পরাভব পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত রাম-
বিক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল।
অনন্তর রাবণ কর্তব্যাবধারণপূর্বক ভগি-
নীকে সান্ত্বনা ও মস্তিহস্তে নগরের রক্ষাভার
সমর্পণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন।
পরে ত্রিকূট ও কাল পর্বত অতিক্রম
করিয়া অতি গভীর তিমিরকরসঙ্কুল সাগর
নিরীক্ষণ-পূর্বক অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া

ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তর গোকৰ্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন । যে স্থানে তদীয় পূৰ্ব্ব-মাত্য মারীচ রামভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি কঠোর তপোব্রতান করিতেছিল ; রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ।

সপ্তসপ্তত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! মারীচ রাক্ষসাদিপতি রাবণকে সমাগত দেখিয়া সমস্ত্রমে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল । রাবণ তথায় সমাসীন হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলে, মারীচ তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে রাক্ষসেন্দ্র ! আপনার নগরী লক্ষা ও প্রজাগণের মঙ্গল ত ? প্রজাগণ ত পূৰ্ব্বের ন্যায় আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকে ? কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন ? আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিবেন ; অতি দৃষ্কর হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব ।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহার সমীপে রামের সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলেন । মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে মহারাজ ! আপনি রামের সহিত বিরোধ করিবেন না । আমি তাঁহার পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি । এই ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, দাশরথির বাণবেগ সহ্য করিতে পারে । তিনি আমার এই প্রব্রজ্যার এক মাত্র হেতু । কোন্‌ দুরাত্মা আপনাকে মৃত্যু-

মুখে নিপতিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছে ?

দশানন মারীচের বাক্য শ্রবণে এক-বারে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ভৎসন-পূৰ্ব্বক কহিলেন, যদি তুমি আমার আদেশানুসারে কার্য্য না কর ; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব । তখন মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল ; রামের হস্তে হউক বা রাবণের হস্তে হউক, আমার মরণ অবশ্যই হইবে ; সন্দেহ নাই । কিন্তু দুরাত্মার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সাধু লোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ ; অতএব আমি দুরাত্মা রাবণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব । মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া রাবণকে কহিল, হে রাক্ষসরাজ ! আপনার কি অভিলাম সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন ; আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব ।

রাবণ কহিলেন, হে মারীচ । তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্নরোমসম্পন্ন যুগরূপ ধারণ-পূৰ্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে প্রলোভিত কর । সীতা তোমাকে দেখিয়া অবশ্যই তোমার অনয়নার্থ রামকে প্রেরণ করিবে । রাম দূর প্রদেশে গমন করিলে, আমি অনায়াসেই সীতাকে বশীভূত করিয়া অনয়ন করিতে পারিব । রাম সীতার বিয়োগে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে । হে মারীচ ! তুমি আমার এই অভিলাম সম্পাদন কর ।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় উৰ্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনপূৰ্ব্বক

রাবণের অনুগমন করিল। পরে তাঁহার ছুই জনে রামের আশ্রমসমীপে গমনপূর্বক পূর্বকৃত মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাবণ কুণ্ডল ও ত্রিদণ্ডধারী মৃগুতমুণ্ড যত্নে বেষণ ধারণ করিলেন। মারীচ রাবণের আদেশানুরূপ যুগরূপ ধারণপূর্বক বৈদেহীমন্দিরানে গমন করিল। দৈবনির্দম্ব অখণ্ডনীয়; সীতা সেই অপূর্ব যুগরূপ সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাকার আনয়নার্থ রামকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেনন তারায়ুগের প্রাতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম সীতার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শর, শরাসন, তুণীর ও অঙ্গুলিত্র গ্রহণপূর্বক সেই মায়ায়ুগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যুগরূপী মারীচ ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত ও ক্ষণে ক্ষণে রামের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

মহাবীর দাশরথি এই রূপে মায়ায়ুগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ যুগকে নিশাচর বলিয়া বোধ করিয়া অগোষ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক ঐ চুম্ব নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। নিশাচর মারীচ মরণসন্ময়ে রামের স্বরসদৃশ স্বরে উচ্চৈঃ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বৈদেহী রাক্ষসের করুণ স্বর শ্রবণে রামের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে সেই শব্দানুসারে ধাবমান হই-

লেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, ভীৰু! কোন শঙ্কা করিও না; রামকে প্রহার করা কাহার সাধ্য? তুমি যত্নে কালমধ্যে পুনরায় ভর্তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে।

সীতা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীস্বভাব-মূলত লঘুতাপ্রভাবে লক্ষ্মণের ছুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! তুই মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছিস তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি বরং অস্বাভাতে, কি গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনপূর্বক অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; তথাপি জীবিতনাথকে পরিত্যাগ করিয়া তোর বশীভূত হইব না। অরে মূর্থ! ব্যাহী কি কখন শূণালকে ভজনা করে?

পরম পার্শ্বিক রামপ্রিয় লক্ষ্মণ বৈদেহীর তাদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক রামমন্দিরানে প্রস্থান করিলেন। তিনি রামের চরণাচিহ্ন অনুসারে গমনপূর্বক ক্রমে ক্রমে জানকীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।

এ দিকে যতিবেশধারী দশানন মগধ বুকিয়া সাতাকে হরণ করিবার মানসে ভাস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা বৈদেহী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিতে আনন্ত্রণ করিলেন। রাবণ তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্বক স্বকীয় রূপ গ্রহণ করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহি-

লেন, অয়ি সীতে ! আগি রাক্ষসকুলের
অধিপতি ; আমার নাম রাবণ ; পয়ো-
নিধিপারে লক্ষ্মা নাম্নী পরম রমণীয়া পুরী
আমার রাজধানী । তুমি তথায় গমন
করিয়া বরনারীগণমধ্যে আমার সহিত
শোভিত হইবে । হে স্ত্রশ্রোণি ! তুমি
আমার প্রণয়িনী হও ; তপস্বী রাঘবকে
পারিত্যাগ কর ।

পতিব্রতা জানকী রাবণের মুখে ঐ
সমুদয় বাক্য শ্রবণে কর্ণে হস্ত প্রদান
করিয়া কহিলেন, যদি নক্ষত্রসমবেত স্বর্গ
ভূতলে পতিত হয় ; যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড
হইয়া যায় ; আর যদি অগ্নি শীতল হয় ;
তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পারিত্যাগ
করিব না । করেণু মদস্রাবী হস্তীকে
ভজনা করিয়া কি শৃকরকে স্পর্শ করিতে
পারে ? যে কামিনী মাধ্বীক বা মধু-
মাধবী পান করিয়া থাকে ; তাহার কি
কখন কাঞ্জিকে শ্রদ্ধা হয় ?

সীতা রাবণকে এই কথা বলিয়া
ক্রোধভরে স্ফুরিতাধর হইয়া করদ্বয় কম্পন
করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করি-
লেন । রাবণ দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে
সমুপস্থিত হইয়া অতি রুদ্ধ বাক্যে ভৎ-
সনা করিয়া তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণপূর্বক
উল্লম্ব মার্গে গমন করিলেন । সীতা রাক্ষ-
সের হস্তে পতিত ও তৎকর্তৃক সাতিশয়
নিপীড়িত হইয়া রাম রাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন । সেই সময়
গিরিনিবাসী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহাকে তদ-
বস্থাপন্ন অবলোকন করিলেন ।

অষ্টসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ !
অরুণাশ্বজ গৃধ্ররাজ জটায়ু রাজা দশরথের
সখা ; এবং মহাশুর সম্প্রতিহর সহোদর
ছিলেন । তিনি বধু জানকীকে রাবণের
অঙ্কে নিরীক্ষণ পূর্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে
রাক্ষসেশ্বরসমীপে উপনীত হইয়া কহি-
লেন, ওরে দুষ্ক নিশাচর ! সীতা আমার
সুখা ; তুই আমার সমক্ষে কিরূপে ইঁহাকে
হরণ করিবি । যদি তোর জীবন রক্ষা
করিবার বাসনা থাকে ; তবে অবিলম্বে
জানকীকে পারিত্যাগ কর । গৃধ্ররাজ
জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড নখাঘাত ও
পক্ষ প্রহার দ্বারা নিশাচরের শরীর জর্জরী-
ভূত করিলে, তাঁহার সর্বাপ্স হইতে প্রত্ন-
বণের ন্যায় অজস্র রুধিরধারা বিনিঃসৃত
হইতে লাগিল ।

রাবণ, রামহিতৈষী জটায়ু কর্তৃক
অত্যন্ত আহত হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্বক
পক্ষীন্দ্রের পক্ষযুগল ছেদন করিয়া তাঁহাকে
মৃতকল্প করিলেন এবং সীতাকে অঙ্কে
লইয়া আকাশপথে উপস্থিত হইলেন ।
বৈদেহী পথিমধ্যে যে যে স্থানে আশ্রম-
মণ্ডল, সরোবর ও নদী অবলোকন করি-
লেন ; তথায় স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচন-
পূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; পরি-
শেষে গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানর দর্শন করিয়া
তথায় দিব্য উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করি-
লেন । যেমন বারিদমধ্যে বিদ্যুৎ বিরা-

জিত হয়; তদ্রূপ সেই পীতবর্ণ বসন বায়ুবেগে বানরগণের মধ্যে পতিত হইয়া শোভিত হইল। খেচর নিশাচর অচির কালমধ্যে সীতা-সমভিব্যাহারে বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত, পরম রমণীয় প্রাকারবেষ্টিত, বহুদারোপশোভিত লক্ষা পুরী প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রাম মৃগরূপী মারীচের প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যগত হইতেছেন; এমন সময় পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এই বলিয়া ভ্রাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কিরূপে সেই বাক্ষসপূর্ণ জনশূন্য অরণ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিল। অনন্তর তিনি মৃগরূপী রাক্ষস দ্বারা আপনার আকর্ষণ ও লক্ষ্মণের আগমনে নিতান্ত শঙ্কিত ও একান্ত চিন্তাকুল হইয়া আপনাদিগকে নিন্দা করিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন-পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! বৈদেহী ত জীবিত আছেন? তখন লক্ষ্মণ, সীতা তাঁহার প্রতি যে সকল অসদৃশ দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের হৃদয় দন্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পর্বতপ্রতিম মূর্তির ন্যায় নিপতিত গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসভ্রমে শরাসন আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

গৃধ্ররাজ রাম ও লক্ষ্মণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি রাজা দশরথের সখা; আমার নাম জটায়ু। ভ্রাতৃযুগল তাঁহার বাক্য কর্ণগোচর করিয়া পরস্পর কহিলেন ইনি কে আমাদের পিতার নাম করিতে-ছেন। পরে তাঁহারা সেই ছিন্নপক্ষ পক্ষীর নিকট গমন করিলে, তিনি কহিলেন, অগ্ন সাতার নির্মিত দুর্ভায়া রাবণ হইতে আমার এই দুর্দশা ঘটয়াছে। তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! রাবণ কোন্ পথে প্রস্থান করিয়াছে। পক্ষান্দ্র বাহুস্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া শিরশ্চাল দ্বারা পথের নিরূপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দাশরথি গৃধ্ররাজের উপস্থিত দর্শনে রাবণ দাক্ষিণ্য দিকে গমন করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং স্বীয় পিতৃবন্ধু জটায়ুর ভৃত্যপ্তি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তথা হইতে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, আশ্রম শূন্য হইয়া রহিয়াছে; তদ্রূপ মঠ সমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কলস সকল চূর্ণ হইয়াছে এবং শত শত গোমায়ুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

তখন তাঁহারা জানকীহরণ-জ্ঞাত্য শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ত্রুণিক দাক্ষিণ্যভিমুখে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, ঐ ঘোর অরণ্যমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগযুথ বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য জন্তুগণ

বর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতেছে। তাঁহার। ক্রিয়ৎক্ষণ পরেই 'এক ঘোরদর্শন মহাভূজ কবন্ধ অবলোকন করিলেন। উহার আকার নিবিড় মেঘ ও পর্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধদেশ শালসদৃশ। উহার বিশাল নেত্রদ্বয় বক্ষঃস্থলে ও ভীষণ বদনমণ্ডল উদরে সম্মিষিত রহিয়াছে। কবন্ধ যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্যণের হস্ত ধারণ করাতে, তিনি সাতিশয় বিষম্ব হইলেন। কবন্ধ তখন লক্ষ্যণকে আকর্ষণ করিয়া রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন স্তমিতানন্দন রামকে অবলোকন করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, মহাশয়! আমার দুঃখবস্থা দর্শন করুন। বৈদেহীর হরণ, আমার এই আকস্মিক বিপৎপাত, আপনার রাজ্য নাশ ও পিতার মরণ এই সমুদায় অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি কোশল নগরে বৈদেহী-সমভিব্যাহারে আপনাকে পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য শাসন করিতে দেখিলাম না; আপনি যখন কুশ, লাজ ও শমী দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন; তখন ধন্য ব্যক্তিরাই মেঘনির্মুক্ত শশধরের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন। লক্ষণ এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

সূর্য্যবংশাবতংস মহাবীর রাম সেই বিপৎকালেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কিছুমাত্র বিষম্ব হইও না; আমি জীবিত থাকিতে উহার নিকট তোমার ভয়ের বিষয় কি? আমি এই দুঃখের বাগ বাহু ছেদন

করিতেছি; তুমি শীঘ্র উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর। মহাবীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অনায়াসে কবন্ধের বাম বাহু ছেদনপূর্ব্বক পাতিত করিলেন। লক্ষ্যণও তদদর্শনে সাহসী হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার দক্ষিণ বাহু ছেদনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিতে লাগিলেন। কবন্ধ দারুণ আঘাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যদর্শন এক পুরুষ কবন্ধের দেহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাম তদদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন; আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দিব্য পুরুষ কহিলেন, হে ভূপনন্দন! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম বিশ্বাস্ব; ব্রহ্মশাপপ্রভাবে রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে মহাত্মন! লঙ্কাধিবাসী দুঃখী রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। আপনি স্ত্রী-বের নিকট গমন করুন; তিনি আপনার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবেন। এই যে পবিত্রতোতা হংসকারণ্ডবসনাথা পল্লাপুষ্করিণী দেখিতেছেন; ইহার অনতিদূরে ধাম্যমুক পর্ব্বত; স্ত্রী-চারি জন সচিব-সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাবীর স্ত্রী-ব বানররাজ বালীর সহোদর। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনার দুঃখের

কারণ জ্ঞাপন করুন। তিনিও আপনার ন্যায় ভাৰ্য্যাবিযোগী; অতএব অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনি নিঃসন্দেহ জানকীর সন্দর্শন পাইবেন; বানররাজ স্ত্রীৰ নিশ্চয়ই রাবণাদিকে জানেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন দিব্য পুরুষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাবীর রাম ও লক্ষণ বিস্ময়াব্বিত হইলেন।

একোনশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দাশরথি অনতি দূরবর্তী প্রফুল্লোৎপলশালী সুরম্য পম্পা সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার স্ত্রীতল স্তম্ভকর সমীরণ সেবন করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে জানকীবিরহ উদ্দীপিত হইল। তখন তিনি মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া অতীত রক্তান্তের অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ তাঁহাকে জানকীবিরহে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আৰ্য্য! যেমন ব্যাধি, বুদ্ধমতানুযায়ী বিজ্ঞ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না; তদ্রূপ এব-
শ্বিধ বিরূপ ভাব আপনাকে স্পর্শ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না; অতএব আপনার শোকাকুল হওয়া অনুচিত; আপনি জানকী ও রাবণের বার্তা অবগত আছেন; এক্ষণে বুদ্ধি, বল ও পৌরুষ প্রকাশ-পূর্বক সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান্

হউন। আসুন, আমরা পর্বতবাসী কপি-বর স্ত্রীবের নিকট গমন করি। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়; আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার নিরাশ্বাস হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

অনন্তর রাঘব প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কর্তব্য কার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সেই সরোবরে অব-গাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ধাম্য-মৃকাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরবাসী মহাবীর পঞ্চ বনরকে নিরীক্ষণ করিলে, কপিবর স্ত্রীৰ হিমাচলের ন্যায় উন্নত নিজ মন্ত্রী ধীমান্ হনুমানকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হনুমানকে সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহার সহিত কপিরাজ স্ত্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি রামের সহিত মৈত্ৰীভাব সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাম কপিগণের নিকট নিজ রক্তান্ত বর্ণন করিলে, তাঁহারা, সীতা দেবী হরণ কালে পর্বতোপরি যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার নেত্রগোচর করিলেন। রাম প্রত্যয়কর সেই অভিজ্ঞান লাভ করিয়া স্ত্রীবেকে পৃথিবীস্থ বানরগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং আমি মহাবল বালীকে বধ করিব এই বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। স্ত্রীৰও সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে প্রতি-শ্রুত হইলেন।

তাঁহারা এই রূপ পরস্পর বচনবদ্ধ

হইয়া বিশ্বস্ত মনে যুদ্ধার্থ কিস্কিন্দ্রা আক্রমণ করিলে, স্ত্রীস্বহৃৎ সিংহনাদ পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। বালী এই ব্রতান্ত অবগত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন; ইত্যবসরে স্ত্রীস্বপত্নী তারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবেদন করিয়া কহিল, মহারাজ! যখন মহাবল পরাক্রান্ত স্ত্রীস্ব সিংহনাদ করিতেছে; তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, সে অন্য কোন জীবের আশ্রয় লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে; অতএব এই ক্ষণে যুদ্ধার্থ নিজ্রান্ত হইও না। তখন হেমমালী বালী প্রিয়তমা তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি ত বুদ্ধিবলে সকল প্রাণীরই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিতে পার; অতএব আমার ভ্রাতা স্ত্রীস্ব কাষ্ঠার আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া দাও।

অনন্তর তারা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মহাবীর বালীকে কহিল, মহারাজ! হৃদ্যদার দাশরূপি স্ত্রীস্বের সহিত তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছেন; অতরাং স্ত্রীস্বের মিত্র তাঁহার মিত্র ও স্ত্রীস্বের শত্রু তাঁহার শত্রু। আর উহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ স্ত্রীস্বের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত মত্তবান্ আছে এবং মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ইহারা স্ত্রীস্বের মন্ত্রী। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্; বিশেষতঃ রামবল-বীর্ষের আশ্রয় লাভ করিয়া তোমার বিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। তখন বালী তারার হিত বাকে অনাদর

প্রদর্শনপূর্বক ঈর্ষাবশে তাহাকে স্ত্রীস্বানু-রাগিণী মনে করিয়া বারংবার ভৎসনা-পূর্বক সহরে গুহা হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান্ পরর্তের নিকটবর্ত্তী স্ত্রীস্বকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রে চুরা-চার! আমি পূর্বে তোকে বারংবার পরাজয় করিয়া জ্ঞাতি বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে পুনর্ব্বার মৃত্যু ইচ্ছা হইয়াছে কেন? তখন স্ত্রীস্ব কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ; অতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি? এই বলিয়া আমি পুনরায় আগমন করিয়াছি।

এই রূপ কথোপকথনানন্তর বালী ও স্ত্রীস্ব শাল, তাল ও শিলা গ্রহণপূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার, ভূতলে পাতিত ও মুষ্ঠাঘাত করিয়া বিচিত্র লক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নখ দন্ত প্রহার দ্বারা রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্টিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। সেই ঘোরতর যুদ্ধে যখন বালী ও স্ত্রীস্বের আকারগত কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না; তখন হনুমান্ স্ত্রীস্বের কণ্ঠদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। যেমন মেঘমালা দ্বারা মহাশৈল মলয় শোভিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর স্ত্রীস্ব হনুমান্-প্রদত্ত মাল্য দ্বারা শোভমান হইলেন।

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই মাল্য দ্বারা স্ত্রীস্বকে চিনিতে পারিয়া বালীকে লক্ষ্য

করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বালী রামের দারুণ শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া রক্ত বগনপূর্বক লক্ষ্মণসমবেত রামকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে ভৎসনা করিতে করিতে মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। তখন তারা তারাপতিসদৃশ ভূতলশায়ী স্বীয় পতিকেকে নিরীক্ষণ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইল।

এই রূপে মহাবীর বালী নিহত হইলে পর, স্ত্রীগ্রীব কিস্কিন্দ্যারাজ্য ও পূর্ণেন্দুগুহী তারাকে প্রাপ্ত হইলেন। রামও স্ত্রীগ্রীব কর্তৃক পূজিত হইয়া চারি মাস মালাবান্ পর্বতের উপর আশ্রয় করিলেন।

এ দিকে রাবণ লক্ষ্মাপুরী গমনপূর্বক তাপসোন্নয়নসদৃশ অশোক বনসমীপবর্তী নন্দনোপম ভবনে জানকীকে নিবেশিত করিলেন। ভর্তৃহরণকুশালী, তাপসীবেশধারিণী, পৃথুলোচনা জানকী সেই স্থানে ফলমূল্যাশনে জীবন ধারণপূর্বক অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাদিপতি তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদগর ও আলাতধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ বা ললাটনেত্রা; কাহারও বা দীর্ঘ জিহ্বা; কাহারও বা জিহ্বার চিহ্নমাত্র নাই; কাহারও বা তিন স্তন; কাহারও এক পদ; কাহারও বা তিনটিমাত্র জুটা; কাহারও বা এক লোচন; কাহারও প্রজ্বলিত চক্ষু; কাহারও বা

কেশকলাপ পিঙ্গল বর্ণ ও রক্ষ; তাহার দিবারাত্র অতদ্ভিত হইয়া সীতাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিত এবং সবদা পরুষ বাক্যে “ভক্ষণ করিব, সংহার করিব, তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিব, এ আগাদের স্বামীকে অবমাননা করিয়াও জীবিত রাখিয়াছে;” এই বলিয়া তর্জ্জন ও ভৎসনা করিত।

পতিশোকবিধুরা জানকী তাহাতে অতি ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতেন, ‘আত্ম্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর; আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই; আমি সেই নীলকুণ্ডিতকেশ রাজীবলোচন প্রাণবল্লভবিরহে তালগত মপৌর ন্যায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না; ইহার পর যাহা কৰ্ত্তব্য থাকে কর’।

রাক্ষসীগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিকেকে তৎসমুদায় নিবেদন করবার নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলে, ত্রিজটা নাম্নী প্রিয়বাদিনী এক রাক্ষসী তাঁহাকে সাম্বনাপূর্বক কহিল, মাখি জানকি! আমাকে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস কর; ভয় ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। অবিক্য নামে একটি মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন; তিনি রামের হিতাশ্রমী; তিনি তোমার নিমিত্ত আমাকে কহিলেন, “তুমি আমার বাক্যে সীতাকে আশ্বাসিত ও প্রসন্ন করিয়া কহিবে, তোমার ভর্তা রাক্ষ

এবং বলবান্ লক্ষ্মণ কুশলে আছেন ; তিনি তোমার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়া শক্র-মমতেজাঃ বানররাজ স্ত্রীবেবের সহিত সখ্য বন্ধন করিয়াছেন ; হে ভীক ! লোকবিন-ন্দিত রাবণ হইতে ভীত হইও না ; তুমি নলকুবরশাপে স্তরক্ষিত হইবে । পাপাত্মা রাবণ পূর্বের রক্তা বধুকে বলপূর্বক গ্রহণ করাতে এই রূপ অভিশপ্ত হইয়াছে যে, কোন অবশীভূত রমণীকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না । তোমার ভর্তা এবং সৌমিত্র স্ত্রাবসহায় হইয়া শীঘ্র আগমন-পূর্বক তোমার উদ্ধার করিবেন । অগ্নি আশি ছুরাত্মা রাবণের সংহারসূচক এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, দুকাত্মা নিশাচর দেবগণ কর্তৃক স্পর্ধিত ও কালোপহতচেতন হইয়া গদভযুক্ত রথে নৃত্য করিতেছে ; কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসগণ নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও রক্তমালাবিভূষিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে ; বিভ্রাণ একাকা শ্বেতাতপত্র, উকীসধারী ও শুক্ল মালানুরঞ্জিত হইয়া শ্বেত পর্বতে আরোহণ করিয়াছে ; তাহার চারি জন মন্ত্রী শুক্ল মালাধারা, শুক্লানুলেপনে অনু-লিপ্ত ও শ্বেত পর্বতারুঢ় হইয়া এই মহা-ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে ; সমাগরা পৃথিবী রামের অস্ত্রে পরিষ্কৃপ্ত হইয়াছে ; এবং তোমার স্বামীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে । লক্ষ্মণ দশ দিক্ দাহ করিয়া অস্থিরাশিতে আরোহণ-পূর্বক গধু ও পায়স ভোজন করিতেছেন ; এবং তোমার সমুদায় শরীর রূধিরে আর্দ্র হইয়াছে ও

একটি ব্যাত্র তোমাকে রক্ষা করিতেছে,” অতএব হে যুগশাবাক্ষি ! তুমি অচির কাল মধ্যে স্বামীর সহিত সমাগত হইয়া আন-ন্দিত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-নন্দিনী সীতার পুনরায় ভর্তৃসমাগমের আশা বলবতী হইয়া উঠিল । অনন্তর সেই সকল নিশাচরীগণ আগমনপূর্বক দেখিল যে, সীতা ত্রিজটা-সমভিব্যাহারে পূর্বের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন ।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভর্তৃবিরহবিধুরা অতি দীনা, মর্শ্বনবসনা, মণিমাত্রভূষণা, পতি-পরায়ণা জনকনন্দিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন ও রক্ষাধিকৃত রাক্ষসীগণ সর্গীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; এমন সময়ে রাজা দশানন দিব্য বসন, মনোহর মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মালা ও মুকুট ধারণ করিয়া মূর্তিমান্ বসন্তের ন্যায়, রক্ত-বিভূষিত কল্প পাদপের ন্যায় কন্দর্পশরে আহত হইয়া জনকনন্দিনীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তাঁহার মূর্তি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও শ্মশানারোপিত চৈতন্য রক্ষের ন্যায়, রোহিণীসমীপবর্তী শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল ।

অনন্তর রাবণ জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অগ্নি জনকনন্দিনি ! শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে ; এক্ষণে প্রসন্ন হও ; বেশ

বিশ্বাস করিয়া দিতেছি। হে বরারোহে ! আমাকে ভজনা কর ; আমার রমণীগণের শিরোমণি হও। আমার গৃহে বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব ও দৈত্যকন্যা বাস করিতেছে। হে কল্যাণ ! চতুর্দশ কোটি পিশাচ, অষ্টবিংশতি কোটি ভীমকন্যা রাক্ষস এবং রাক্ষসের তিন গুণ যক্ষ আমার আজ্ঞাকারী। কত শত লোক আমার ধনাধ্যক্ষ ভ্রাতা কুবেরকে উপাসনা করিতেছে ; আমি আপানে উপবেশন করিলে, কত শত গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরা আমার ভ্রাতার ন্যায় আমাকে সেবা করে। আমি বিপ্রর্ষি বিশ্বাবার পুত্র ; কুবেরের ন্যায় আমার বশঃ সর্ব্বত্র প্রথিত ; হে ভাবিনি ! ত্রিদশালয়ে যেরূপ বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় বিদ্যমান আছে, আমার আলয়েও সেইরূপ আছে ; তাহার সন্দেহ নাই। হে নিত-শ্বিনি ! এক্ষণে বনবাসজনিত দুষ্কৃত ক্রয় কর ; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার প্রণয়িনী হও।

পতিপরায়ণা জানকী রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল পরিবর্তিত করিয়া তৃণরাশিমধ্যে অন্তরিত করিলেন ; তাহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ ! তুমি বারংবার বিষাদকর দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ ; এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে ; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে ; অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক ; তুমি এই দুর্ভাগিনীকে পরি-

ভাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী ; তোমার গ্রহণীয় নহি ; কৃপাপাত্র মানুষী তোমার উপযুক্ত প্রেয়সী নহে। তুমি অবশীভূত কামিনীর প্রীতি বল প্রকাশ করিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে ? তুমি প্রজাপতিসম ব্রাহ্মণের সন্তান এবং স্বয়ং লোকপালসদৃশ হইয়া কি নিমিত্ত আপন ধর্ম্ম প্রীতিপালন করিতেছ না ? তুমি মহেশ্বরের সখা ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি লজ্জিত হইতেছ না ?

জনকনন্দিনী রাবণকে উক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বসন দ্বারা গ্রীবা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক হংসকম্প-সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন ; তখন তাহার মন্তুকশোভিনী স্তম্ভসংঘতা বেণী নিশ্চিসিতা কালসপৌর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ছুর্বুদ্ধি দশানন তাহার নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে আপনার দুরাশা পরিপূরণে হতাশ্বাস হইয়াও পুনরায় কহিল, হে জনকনন্দিনি ! মকরধ্বজ আমাকে যারপারনাই ব্যথিত করিতেছে ; কিন্তু তুমি স্পৃহাবর্তী না হইলে কখনই আত্মস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। তুমি এখন অত্যাগি আমাদের আহার স্বরূপ মনুষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধ করিতেছ ; তখন আর আমি তোমার কি করিতে পারি। রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিলে, রাক্ষসীগণ-পরিবৃত্তা, শোকাভিভূতা, জনকদুহিতা বৈদেহী সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ স্ত্রীকৈবর্ত কর্তৃক পালিত হইয়া মাল্যবান্ পর্বতের উপর বাস করিতে লাগিলেন । একদা রাম রজনীযোগে নিশ্চল নভঃস্থলে চন্দ্রমাঃ সমুদিত হইয়াছে ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে অবলোকন-পূর্বক নিদ্রিত হইলে, প্রভাত-কালীন কুগুন উৎপল পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের পারি-মলবাহী স্তম্ভ গন্ধবহের স্পর্শে প্রতি-বোধিত হইলেন । তখন তিনি সীতা রাক্ষসাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সীতায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, “হে সৌমিত্রে ! তুমি কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে সেই গ্রাম্য ধম্মানিরত স্মার্দধন-তৎপর কৃতম্ব বানররাজের নিকট গমন কর । যে কুলধন মৃঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি । গোপুচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ বানরনিবহ ও ধ্বংসগণ সতত যাহাকে ভজনা করিয়া থাকে । আমি যাহার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে বধ করিয়াছি । এক্ষণে সেই বানরপদ স্ত্রীকৈবর্তে নিতান্ত কৃতম্ব বলিয়া বোধ হইতেছে । ঐ ছুরাজ্ঞা আমার এই চুর্দশা একবার মনেও করেনা । ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে মৎকৃত উপকার অল্প জ্ঞান করিয়া আমার অবমাননা-পূর্বক নিয়ম প্রতিপালনে পরা-য়ুগ হইয়াছে । হে ভ্রাতঃ ! তুমি তথায়

গমন করিলেও যদি সেই ছুরাজ্ঞা নিশ্চেষ্ট ও কামপ্রবর্তিতপরতন্ত্র হইয়া থাকে ; তবে বালীর ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিও । আর যদি সে আগাদিগের কার্য সাধনে একান্ত মনে নিযুক্ত হয় ; তাহা হইলে তাহাকে এখানে আনয়ন করিও ; মস্তুর হও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই ।

গুরুজনহিতানুষ্ঠাননিরত লক্ষ্মণভ্রাতার বচনানুসারে দিব্য কাম্যুক ও শর গ্রহণ-পূর্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন । বানররাজ স্ত্রীকৈবর্ত লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ জানিতে পারিয়া সমস্ত্রমে প্রত্যাগমনপূর্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিলেন । তখন স্মিতানন্দন নিভীক চিত্তে স্ত্রীকৈবর্তধামে সমুদায় রামবাক্য কহিলেন । বানররাজ লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ শ্রবণানন্তর ভৃত্য ও পত্নী-সমভিব্যাহারে কৃতাজ্জলিপুটে নিতান্ত বিনাত ভাবে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ ! আমি মেধাহীন, অকৃতজ্ঞ বা নির্দয় নহি । আমি সীতার অশ্রেষণের নিমিত্ত যেকোন প্রযত্ন করিতেছি ; শ্রবণ কর । স্ত্রীকৈবর্ত বানর-গণকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়াছি ; তাহা-দিগকে এক মাস পরে প্রত্যাগমন করিতে নিয়ম করিয়া দিয়াছি । ঐ সমুদায় বা-র পর্বতবনগ্রামনগরসমবেত সমুদায় মেদিনী-মণ্ডলে সীতার অশ্রেষণ করিবে । হে সৌমিত্রে ! এক মাস পূর্ণ হইবার আর পঞ্চ রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে । ঐ পঞ্চ-রাত্র অতীত হইলেই তুমি রাম সমভি-ব্যাহারে শুভ সংবাদ শ্রবণ করিবে ।

লক্ষ্মণ স্ত্রীবের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে প্রতিপ্ৰজন করিলেন । অনন্তর তিনি বানররাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে গমনপূর্বক স্ত্রীবের কাণ্ডারস্তের বিষয় নিবেদন করিলেন ।

ক্রমে ক্রমে বানর সমূহ সমাগত হইতে লাগিল । পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে যে সমুদায় বানর গমন করিয়াছিল ; সকলেই প্রত্যাবর্তন করিল ; কিন্তু কেবল যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল ; তাহারাষ্ট প্রত্যাগত হইল না । সমাগত বানরগণ রামসমীপে আগমনপূর্বক কহিল, মহাশয় ! আমরা সমাগরা সঙ্গীপা সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি ; কিন্তু কোন স্থানেই সাতা বা রাবণের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হই নাই । তখন বৈদেহা-বিয়োগবিধুর রঘুনন্দনদক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরগণের নিকট জানকীর বাস্তা শ্রবণের আশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ।

ছুই মাস অতীত হইলে পর, একদা কতকগুলি বানর সত্তরে স্ত্রীবেসান্ন-ধানে সমাগত হইয়া কহিল, মহারাজ ! হনুমান্, অঙ্গদ ও অঘাত্য যে সমুদায় বানরগণকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; তাহারা আসিয়া আজ আপনার চিররক্ষিত ও যত্নপূর্বক পরিবর্দ্ধিত মধুবনে প্রবেশপূর্বক সমুদায় ফল ভক্ষণ করিতেছে । কপিরাজ স্ত্রীবে হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণের সেই প্রণয়সূচক কার্য্য শ্রবণে

তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন । তখন তিনি রামসমীপে ঐ বৃত্তান্ত কহিলে রামও মৈথিলী দৃষ্টে হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন ।

অনন্তর হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ বিস্ত্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণসান্নিধানে বানর-রাজ স্ত্রীবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । রঘুবংশাবতংস রাম হনুমানের গতি ও মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যয় করিলেন । তখন পূর্ণমানস হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও স্ত্রীবেকে যথাবিধি প্রণাম করিলে, রাম সশর শরাসন গ্রহণপূর্বক সেই সমুদায় বানরগণকে কহিতে লাগিলেন ; তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ ? আমায় কি জীবিত রাখিবে ? আমি কি যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়নপূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিব ? আমি সীতার উদ্ধার সাধন ও সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইব না । আমি হতদার ও অবমানিত হইয়া কদাচ জীবন ধারণ করিব না ।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ কহিলেন, হে রাম ! আমি আপনাকে একটি প্রিয় বাক্য কহিতোছি ; শ্রবণ করুন ; আমি আপনার জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়াছি । আমরা বহু কাল অচলাকর অরণ্যপরিপূর্ণ দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অতি গভীর এক

গুহা অবলোকন করিলাম । ঐ গুহা বহু সোজন আয়ত, গাঢ় তিমিরে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন, কীটকুলসঙ্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন নির্বিড় কাননে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ।

আমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহু দূর গমন করিয়া দিবাকরের আলোক ও ময় দানবের পূর্ব ভবন সুরমা এক হস্ত্য অবলোকন করিলাম ; সেই স্থানে প্রভাবতী নাম্নী এক বর্ম্মীয়সী তাপসী তপস্যা করিতেছেন । আমরা তদন্ত পান ভোজনে পরিতৃপ্ত ও লব্ধবল হইয়া আপনার নিদ্দিষ্ট পথ অবলম্বন-পূর্বক গুহা হইতে বহির্গত হইলাম । পরে সহ, মলয় ও দর্দুর পর্বত এবং অগাধ নীর-নিধি নিরীক্ষণ করিয়া মলয় পর্বতে আরোহণ করিয়া মাতিশয় বিমগ্ন, ব্যথিত ও জীবিতাশায় নিরাশ হইলাম । আমরা সেই বহু যোজন বিস্তীর্ণ তিমি-মকর-নক্র-সার্থপরিপূর্ণ মহার্ণব কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব ; ইহাই নিতান্ত দীনমনে বারংবার ভাবিতে লাগিলাম ।

অনন্তর আমরা সেই স্থানে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প ও একত্র সগামী হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথা কীর্তন করিতে লাগিলাম । ইত্যবসরে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গসদৃশ ঘোররূপ অতি ভীষণ এক পক্ষী নিরীক্ষণ করিলাম । সে আমাদের ভক্ষণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়া কহিল । অহে ! কে আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কীর্তন করিতেছ ? আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

সম্প্রতি । একদা আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া সূর্য্যোদনে উপস্থিত হইলে তাহার উদ্ভাপে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু জটায়ুর পক্ষ সকল তদ্রূপই রহিল । আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম ।

অনন্তর আমরা সম্প্রতিক জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিলে, তিনি ঐ অপ্রিয় সমাচার-কর্ণগোচর করিয়া বিমগ্ন মনে আগাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কপীন্দ্রগণ ! রাম কে ? সীতা কি নিমিত্ত অপজ্ঞতা হইয়াছেন ও জটায়ুরই বা কি নিমিত্ত মৃত্যু ঘটনা হইল ? আমি এই সমস্ত সবিস্তরে প্রবণ করিতে অভিলাষ করি । তখন আমরা আপনার বিপদ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আগাদিগের প্রায়োপবেশনের বিষয় সকল নিবেদন করিলাম ।

অনন্তর সম্প্রতি আমাদের উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, “আমি রাবণকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি ; সাগরপারে ত্রিকূট-কন্দরে তাহার রাজধানী লঙ্কাও দেখিয়াছি । তথায় সীতা দেবী অবস্থান করিতেছেন ; তাহার সন্দেহ নাই” । তখন আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, পারিশেষে আমাই পিতা পবনকে অবলম্বন করিয়া জলরাক্ষসী বিনাশ-পূর্বক সেই শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ সলিলরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করিলাম এবং রাক্ষস-

রাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতিদীনা সতী মীতাকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি আমিষমাগম লালসায় মগ্ন হইয়া উপবাস ও তপস্রায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকে জটাভার; সর্বাঙ্গ মল্লিপ্ত ও নিতান্ত ক্লেশ।

আমি এই সকল পৃথক পৃথক লক্ষণে তাঁহাকে মীতা বোধ করিয়া সম্মুখীন হইয়া কহিলাম, অধো! আমি পবনায়ুজ হনুমান্; রামের দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া দেবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজকুমার রাম লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। কপিবর স্ত্রীস্বর্গ প্রভৃতি সকল বানর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বানরের স্ত্রীস্বর্গও মিত্রভাবে আপনার মঙ্গল বাঞ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাম মহাবল কপিবল-সমভিব্যাহারে সত্তরেক লক্ষা পুরে উপস্থিত হইবেন। হে দেবি! আমি প্রচ্ছন্নরূপী রাক্ষস নহি; আমাকে প্রকৃত বানর বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন।

তখন জনকছুহিতা মীতা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! একদা শিক্তিম রাক্ষস অবিক্রম্য আমাকে কহিয়াছিল যে, কপীশ্বর স্ত্রীস্বর্গ হনুমান্ প্রভৃতি মন্ত্রিসমূহে সতত পরিবৃত থাকেন; তদনুসারে তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর; এই বলিয়া তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ এই গণিটি আমাকে

প্রদান করিয়া আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কহিলেন, “রাম মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থান কালে এক কাককে লক্ষ্য করিয়া ইয়োকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন”। অনন্তর আমি রাক্ষস কর্তৃক দ্রুত হইয়া লক্ষা পুরী দগ্ধ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; এই বলিয়া মহাবীর হনুমান্ রামকে অর্জনা করিলেন।

দ্বাদশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমুদায় বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রীস্বর্গের বচনানুসারে পর্বতোপরি বানরগণের সহিত স্ত্রীস্বর্গ রামের সমাপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বানীর শ্বশুর শ্রীমান্ স্ত্রীস্বর্গ মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র কোটি বানর লইয়া আগমন করিল। বানরেন্দ্র গয় ও গবয় শত কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমদর্শন গবাক্ষ নামা গোলাঙ্গুল বানর সত্ত্বি সহস্র কোটি বানর-সমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে আগমন করিল। গন্ধমাদননিবাসী গন্ধমাদন নামা বানর শত সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল। পনস নামে মেধাবী মহাবল পরাক্রান্ত বানর দ্বিপঞ্চাশৎ কোটি বানর আনয়ন করিল। বলবীর্যসম্পন্ন শ্রীমান্ দধিমুখ নামে বুদ্ধ বানর ভীমপরাক্রমশালী স্ত্রীস্বর্গ বানরসেনা লইয়া রামসন্নিধানে সমাগত হইল। জাম্ববান্ কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুবদন ভীমকম্বা শত সহস্র কোটি ভল্লুক লইয়া আগমন করিল।

এই সমুদায় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বানরগণ রামের কার্য সাধন নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল । ঐ সমস্ত গিরিকূটসন্নিভ বানরগণ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তুমুল শব্দে সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল । উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় ; কেহ কেহ মহাসৈর তুল্য ; কেহ কেহ বা শরদ্রসন্নিভ ও হিঙ্গুলবর্ণ মুখসম্পন্ন । কপিগণ উৎপতিত, পতিত ও প্লবমান হইয়া ধূলিপটল উদ্ধৃত করিয়া মহাবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল । ঐ সমুদায় বানরসৈন্য স্ত্রীগ্রীবের অনুমতি ক্রমে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়া রহিল ।

এই রূপে সেই সমুদায় প্রধান প্রধান বানরগণ একত্র মিলিত হইলে, রাম প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে উত্তম মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া স্ত্রীগ্রীব-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন ; বোধ হইল যেন, ভুলোক আলোড়িত হইতে লাগিল । পবননন্দন হনুমান্ সেই মহাসৈন্যের মুখস্বরূপ হইলেন এবং স্তমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উহার জঘনদেশ পালন করিতে লাগিলেন । গোধানুলিত্রধারী রাম ও লক্ষ্মণ কপিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ঐ স্তমহৎ বানরসৈন্য শাল, তাল ও শিলা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত শালিকাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।

সেই মহতী বানরচমু নল, নীল,

অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ কর্তৃক পালিত হইয়া রাঘবের কার্য সাধন করিতে গমন করিল । সৈন্যগণ প্রভূত গধু-মাংস ও জলসম্পন্ন বিবিধ ফলমূলসমাকীর্ণ অরণ্য ও গিরিশিলাতলে বাস করিয়া নির্বিঘ্নে ক্ষীরোদ সাগরসমীপে সমুপস্থিত হইল । দ্বিতীয় সাগরসন্নিভ বহুধ্বজশালী সেই বানরসৈন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে বাস করিতে লাগিল ।

তখন শ্রীমান দাশরথি স্ত্রীগ্রীব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন, তোগাদের মতে সাগর লঙ্ঘনের উপায় কি ? কিরূপে এই মহতী সেনা ঈদৃশ দুস্তর সাগর পার হইবে ? তখন কোন কোন স্বাভিমानी বানর কহিল, আমরা লক্ষ প্রদান দ্বারা সমুদ্র পার হইব । কেহ কেহ নৌকা দ্বারা ও কেহ কেহ বা বিবিধ প্লব দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে স্থির করিল । তখন রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ইহার মধ্যে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ সাগর শত যোজন বিস্তীর্ণ ; সমুদায় বানরগণ লক্ষ প্রদান দ্বারা উহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না । এত অধিক নৌকাও নাই যে, এই মহতী চমু তদ্বারা পার হইতে পারে । বিশেষতঃ বণিক্দিগের প্রতি উপদ্রব করা মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অকর্তব্য । শত্রুগণ ছিদ্র পাইলেই আমাদের এই অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে সংহার করিবে ; অতএব প্লব বা উড়ুপ দ্বারা পার হওয়া আমার মতে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ হয় না ; অত-

এব আমি ঐ সমস্ত উপায় পরিত্যাগপূর্বক রত্নাকরের আরাধনা করি। আমি উপবাস করিয়া ইহার তীরে শয়ান থাকিলে, ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদান করিবেন। যদি না করেন ; তবে অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল অপ্রতিহত মহাস্ত্র দ্বারা ইঁহাকে দধ্ব করিয়া ফেলিব।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশাসন সংস্কার করিয়া সাগরতীরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন রত্নাকর রাঘবের স্বপ্নযোগে জলজন্তুগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে লোকনাথ ! আমি কোন্ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য প্রদান করিব, আদেশ করুন। রাম কহিলেন, হে সমুদ্র ! আমি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়, তোমারই জ্ঞাত ; এক্ষণে রাক্ষস-কুলপাংসন রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব ; অতএব তুমি আমার সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান কর। যদি এই বিষয়ে সম্মত না হও, তাহা হইলে এখনই মন্ত্রপূত শর দ্বারা তোমাকে শুষ্ক করিব।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিম্নগাপতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে রাঘব ! আপনি আমার শোষণবিষয়ে বিরত হউন ; আমি কদাচ আপনার বিঘ্ন সম্পাদন করিব না। কিন্তু এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া কর্তব্য অবধারণ করুন। অতঃপরে যদি আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান করি ; তাহা হইলে

অন্যেও কাম্যকরবে আমাকে এই রূপ আশ্রয় করিবে ; সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বকর্মার আশ্রয় সাতিশয় শিল্পী নল নামা মহাবল এক বানর আছেন ; তিনি আমার উপর যে সমস্ত শিলা, কাষ্ঠ ও তৃণ নিক্ষেপ করিবেন ; আমি তাহা ধারণ করিয়া আপনার সেতু প্রস্তুত করিয়া দিব। এই বলিয়া সরিৎপতি সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন।

অনন্তর রাঘব নলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নল ! তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ এবং আমার একান্ত প্রিয়তম ; এক্ষণে সমুদ্রে সেতু বন্ধন কর। এই বলিয়া রঘুবংশাবতংস রাম সাগরনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্বক নল বানর দ্বারা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক সেতু নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। অতঃপরে উহা ভূমণ্ডলে নলসেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্র রামের আদেশক্রমে আজিও ঐ পর্বততুল্য প্রকাণ্ড সেতু অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন।

অনন্তর একদা রাবণের ভ্রাতা পরম ধান্মিক বিভীষণ মন্ত্রিসভাভিযাহারে সাগরতীরবর্তী রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলে, রাম স্বাগত প্রস্তুতপূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিভীষণকে রাবণের গুপ্তচর বলিয়া স্ত্রীকৈবের অন্তঃকরণে শঙ্কা জন্মিল। রাম আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নির্দোষ বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চনা-পূর্বক রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং

মন্ত্ৰণাবিসয়ে লক্ষণের পরম স্ফুং করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে এক মাসে সেই সেই দ্বারা সমুদ্র পার হইলেন। পরে লক্ষা প্রবেশ করিয়া বানরগণ দ্বারা রাবণের অতি বিস্তীর্ণ বহুবিশ রমণীয় উদ্যান ভগ্ন করিলেন। রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ গুপ্তচর হইয়া বানরবেশে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়াছিল; বিভীষণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিলেন। পরে যখন তাহারা পুনর্বার রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল; তখন কৃপাবান রাম তাহাদিগকে কপিবল অবলোকন করাষ্টয়া প্রতিগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই নগরীয় সুরম্য উপবনে সেনানিবেশ সংস্থাপনপূর্বক মহাবীর অশ্বদকে দোত্যা কর্ত্তে নিযুক্ত করিয়া রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

ত্ৰ্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে রাবণ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে লক্ষা পুরী-মধ্যে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরী স্বভাবতই দুরাক্রমণীয়; তাহাতে আবার দৃঢ়তর প্রাকার ও তোরণে পরিরক্ষিত; এবং গৌনকুস্তুর-সমাকীর্ণ অগাধ জলপরিপূর্ণ সাতটী পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম পরিখা সূদৃঢ় খদিরকাষ্ঠাবিনির্মিত শঙ্কু-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত; দ্বিতীয় পরিখা

কপাটযন্ত্রে দৃঢ়ীকৃত; তৃতীয় পরিখা লণ্ড ও প্রস্তরগোলকে ব্যাপ্ত; চতুর্থ পরিখা অশীবিধ সমূহ ও মোক্ষগণে নিতান্ত দুর্ধর্ম; পঞ্চম পরিখা মর্জ-রস ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণ; ষষ্ঠ পরিখা মুমল, আলাত, নারাচ, তোমর, খড়্গ, পরশু ও শতদ্ব্যাসমাকীর্ণ; সপ্তম পরিখা মধুচ্ছিক্ত ও মৃদঙ্গর সমূহে সমাকীর্ণ। সমুদায় পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম বৃক্কর্জ সকল গজবাজি-নিবহে পরিপূর্ণ ও পদাতি সমূহে পরি-রক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্রপ্রেরিত বীরবর অঙ্গদ রাক্ষসরাজের জ্ঞাতসারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট ও কোটি কোটি রাক্ষসগণের মধ্যবর্তী হইয়া উপবেশনপূর্বক মেঘমালার অভ্যন্তর স্থিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অমাত্যগণবেষ্টিত রাক্ষসাধিপতি রাবণের সমীপবর্ত্তা হইয়া বাগ্মিতা প্রদর্শনপূর্বক রামচন্দ্রের আদেশসকল কহিতে আরম্ভ করিল, হে রাজন্! মহা-যশঃ অযোধ্যানাথ কহিয়াছেন যে, “দেশ ও নগর সকল দুরাগ্না অত্যাচারী শাসন-কর্ত্তার পরতন্ত্র হইলে, দুর্নীতিনিবন্ধন উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়; তাহার সন্দেহ নাই। তুমি বলপূর্বক আমার মীতাকে অপহরণ করিয়া কেবল একাকী অপরাধী হইয়াছ; কিন্তু সেই একের অপরাধে কত শত নিরপরাধ প্রজার প্রাণ দণ্ড হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে বলদর্পে দর্পিত হইয়া বনবাসী ঋষি-গণের হিংসা ও দেবনিবহের অবনাননা

করিয়াছ ; তুমি রাজষিদিগকে নিহত
করিয়াছ ; এবং অবলাগণের নেত্রজল
উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার
করিয়াছ ; এক্ষণে তোমাকে সেই সকল
চুন্নীতির ফল ভোগ করিতে হইবে ;
সন্দেহ নাই। তুমি যুদ্ধই কর, আর
আপনার পৌরুষই প্রকাশ কর, আমি
তোমাকে অমাত্যসহ শমনসদনে প্রেরণ
করিব। হে নিশাচর ! তুমি আমার এই
মানব ধনুর বীর্য্য প্রত্যক্ষ কর। তুমি
জানকীকে মুক্ত করিলেও আমার নিকট
মুক্তি পাইবে না ; আমি নিশিত শর সমূহে
এই ভূমণ্ডল রাক্ষসশূন্য করিব ; তাহার
সন্দেহ নাই”।

তখন ক্রোধমুচ্ছিত রাবণ দূতের পরুষ
বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চারি
জন রজনীচরকে ইঙ্গিত করিলেন।
যেমন পক্ষিগণ শার্দূলকে আক্রমণ করে ;
সেই রূপ ঐ চারি জন রজনীচর অঙ্গদের
চারি অঙ্গ ধারণ করিল। অঙ্গদ অঙ্গ-
সংলগ্ন চারি জন নিশাচরকে গ্রহণ করিয়া
আকাশে উৎপতিত হইয়া প্রাসাদতলে
আরোহণ করিল। উৎপতন কালে ঐ
চারি নিশাচর আর্ত নাদ করিয়া ভূমিতলে
নিপতিত ও চূর্ণহৃদয় হইয়া গেল।

অঙ্গদ তখন হস্ত্যশিখর হইতে লক্ষ
প্রদানপূর্বক লক্ষা পুরী উল্লঙ্ঘন করিয়া
স্ববলসমীপে উপনীত হইল এবং রামচন্দ্রকে
আনুপূর্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন-
পূর্বক তৎকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া
বিশ্রাম করিল।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহাবেগবান্ বানর-
গণের সম্যক্ সাহায্যে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন
করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববান্-
সমভিব্যাহারে দুরতিক্রম্য দক্ষিণ দ্বার
আক্রমণ করিলেন। তখন করভকায ও
অরুণবর্ণ অতি মাত্র যোদ্ধা শত সহস্র
কোটি বানর তাঁহার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ
করিল ; এবং লম্ববাহু দীর্ঘকর আয়তোরু
ও মহাজজ্ঞাশালী ধূত্রবর্ণ তিন কোটি
ভল্লুক সেই নগর নিপীড়ন করিতে লাগিল।
বানরগণের উৎপতন ও নিপতনে ধূলি-
পটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাকরের প্রভা
তিরোহিত করিল। কোন বানর শালি-
প্রসূনসদৃশ ; কেহ কেহ বা শিরীষ কুসুম-
তুল্য ; কেহ কেহ বা তরুণ অরুণসন্নিভ
এবং কেহ কেহ বা শণের ন্যায় গৌরবর্ণ ;
ঈদৃশ বিচিত্রবর্ণ বানরগণাধিষ্ঠিত পুর-
প্রাচীর কপিল বর্ণ হইয়া উঠিল ; আবাল-
বৃদ্ধ বনিতা রাক্ষসগণ বিস্ময়োৎফুল্ল
লোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

বানরগণ নগরের মণিস্তম্ভ ও কর্ণাট-
শিখর সকল ভগ্ন করিল ; পরে শতদ্বী,
চক্র, লণ্ড ও প্রস্তর গ্রহণ করিয়া মহা-
শব্দে মহাবেগে ভগ্ন ও উৎপাটিত শৃঙ্গ
এবং যন্ত্র সকল লঙ্কাগধ্যে নিক্ষেপ করিতে
আরম্ভ করিল। যে সকল নিশাচর
প্রাকারোপরি উপবিষ্ট ছিল, তাহার
কপিগণের উপদ্রবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন
করিল।

অনন্তর বিকৃতাকার, কৃষ্ণকায়, কাম-
রূপী শত সহস্র বিক্রমশালী নিশাচর রাব-

ণের আদেশানুসারে প্রাকারপৃষ্ঠে আরো-
হণ ও বানরগণকে আক্রমণপূর্বক শস্ত্র-
জাল বর্ষণে অপসারিত করিয়া সেই
প্রাকার কপিশৃঙ্গ করিল; এক দিকে
বানরগণ শূলাঘাতে, অন্য দিকে, রাক্ষসগণ
স্তম্ভতোরণাঘাতে নিপতিত হইতে
লাগিল। কোন স্থানে কেশাকেশি,
কোন স্থানে নখানখি ও কোন স্থানে দন্তা-
দন্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলই
তর্জ্জনগর্জনপূর্বক এরূপ উন্মত্ত হইয়া
উঠিল যে, ভূতলে নিপতিত ও নিহত না
হইলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে না।

এ দিকে রামচন্দ্র পয়োধরের ধারা
বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া অনেক
সংখ্যক নিশাচরকে ধরাশায়ী করিলেন।
দৃঢ়ধন্বা ভ্রমশৃঙ্গ সৌগিত্রিও নারাচ সমূহ
দ্বারা একে একে দুর্গস্থ অরাতিগণকে
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে
লক্ষা পুরী বিমর্দিত হইলে, সে দিন সৈন্য-
গণ চরিতার্থ ও জয় প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের
আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন পর্বণ,
পতন, জম্বু, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ,
আরুজ, প্রঘস প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাবণানু-
গত পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্নরূপে
রামচন্দ্রের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল।
বিভীষণ ঐ দুরাঙ্গাদিগকে অদৃশ্য ভাবে

আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্ত-
র্ধান শক্তি নিরোধ করিলেন। এই রূপে
তাহারা দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হইলে,
মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণ তাহাদিগকে
সংহার করিয়া ধরাসাৎ করিল।

তখন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রাবণ
সৈন্যক্ষয় সহ করিতে না পারিয়া ঘোররূপ
রাক্ষস ও পিশাচসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঔশনস
বৃহ নিশ্চাংপূর্বক বানরগণকে পরিবেষ্টন
করিলে, রঘুবংশাবতংস রাম তদর্শনে বাহ-
স্পত্য বিধানানুসারে ব্যূহ করিয়া তাঁহাকে
আক্রমণ করিলেন। রাম রাবণের সহিত,
লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত, স্ত্রীবিব বিক্র-
পাক্ষের সহিত, নিখবট তারের সহিত,
নল ভূগের সহিত ও পটুশ পনসের সহিত
ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।
অন্যান্য সৈন্যগণ স্ব স্ব বাহুবল অবলম্বন-
পূর্বক যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান
করিল, তাহারই সহিত সে সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইল।

পূর্বকালে দেবাসুরের যেরূপ ঘোরতর
সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধও
তদ্রূপ হইয়া উঠিল। এই ভূগল সংগ্রাম
সন্দর্শনে ভীরুগণের ভয় বৃদ্ধি ও লোমহর্ষণ
হইতে লাগিল। রাম ও রাবণ শক্তি, শূল,
অসি প্রভৃতি বিবিধ শাণিত লৌহময় অস্ত্র-
শস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার
করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ
বহুবিধ মর্দ্যভেদী শরনিকর দ্বারা পর-
স্পরকে পীড়িত করিলেন এবং বিভীষণ ও

প্রহস্ত পরস্পর পরস্পরের উপর খগপত্র-যুক্ত নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ফলতঃ তৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ পরস্পরের প্রতি এক্রপ শর সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তদ্বারা স্বাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিল ।

পঞ্চাশিত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন প্রহস্ত রাক্ষস সহস্রা বিভীষণসমীপে আগমন করিয়া গভীর গর্জন-পূর্বক তাহাকে গদাঘাত করিল । মহাবল পরাক্রান্ত বিভীষণ সেই দারুণ গদাঘাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা কাম্পিত না হইয়া হিমাচলের আয় স্থির পদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সুবিপুল শত-ঘণ্টায়ুক্ত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন । শক্তি অশনি-বেগে নিপতিত হইয়া মস্তক ছেদন করাতে, সে বাতরুগ্ন বৃক্ষের আয় দৃষ্ট হইতে লাগিল । রজনীচর প্রহস্ত রণে নিহত হইলে, ধৃত্রাক্ষ রাক্ষস মহাবেগে কর্ণগণের প্রতি ধাবমান হইল । প্রধান প্রধান বানর-গণ মেঘসদৃশ ভীমদর্শন ধৃত্রাক্ষের সেনা-গণকে আগমন করিতে দেখিয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।

পবননন্দন মহাবীর হনুমান্ সহস্রা বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলেন । বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত মারুততনয়কে সমরক্ষেত্রে সমা-

গত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে চতুর্দিক্ হইতে প্রত্যাভর্তন করিতে লাগিল । তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে লোমহর্ষণ তুমুল কোলাহল সমু-থিত হইল । উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ; হতাহত সেনাগণের রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিল । নিশাচর ধৃত্রাক্ষ ঐ সময় শরনিকর নিক্ষেপ দ্বারা কর্ণগণকে তাড়িত করিতে লাগিল । পবননন্দন তদদর্শনে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন । পূর্বের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে হনুমান্ ও ধৃত্রাক্ষের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । রাক্ষস গদা ও পরিঘ দ্বারা হনুমান্কে প্রহার করিলে, হনুমান্ও শাখা-পল্লবসমবেত বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন । পরিশেষে পবননন্দন সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া এক কালে ধৃত্রাক্ষ এবং তাহার অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ।

বানরগণ ধৃত্রাক্ষকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশঙ্কিত চিত্তে রাক্ষসসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল । হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত ও ভয়সংকল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কামধ্যে পলায়নপূর্বক রাবণসমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাধনুর্ধর প্রহস্ত ও ধৃত্রাক্ষ সংগ্রামে বানরহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সিংহাসন হইতে সমুথিত হইয়া কহিলেন,

এইবার কুন্তকর্ণের কার্যকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।’ এই কথা বলিয়া মহানিস্বন বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্বক অতিশয় নিদ্রালু কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

এই রূপে বহু প্রযত্নে মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তকর্ণ জাগরিত হইয়া অব্যগ্র চিন্তে সমুপবিষ্ট হইলে পর, মহাবীর দশানন তাঁহাকে কহিলেন, হে কুন্তকর্ণ! তুমি ধন্য; তোমার নিদ্রাও আশ্চর্য্য, তুমি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলে যে, এই দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহার অগুনাত্রও তোমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি রামের ভার্গ্যা জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি; সে তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বানরগণ-সমভিব্যাহারে সেতু বন্ধনপূর্বক পারাবার পার হইয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছে। ঐ ছুরাঙ্গা প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের স্বজনগণকে নিহত করিয়াছে। হে অরাতিনিপাতন! তোমা ব্যতীত আর কেহই ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিহন্তা নাই; অতএব তুমি মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে সমরমাগরে অবতীর্ণ ও বন্ধপারিকর হইয়া শত্রুগণকে সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দুমণের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভূততর সৈন্য লইয়া তোমার সহিত গমন করিবে।

রাক্ষসাদিপতি দশানন কুন্তকর্ণকে এই রূপ আদেশ করিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে কর্তব্য বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা ‘যে আজ্ঞা মহারাজ!’ বলিয়া কুন্তকর্ণকে

অগ্রসর করিয়া মত্তরে পুরগধ্য হইতে বহিগত হইল।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কুন্তকর্ণ অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রামদর্শন বাসনায় সেই সৈন্যমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কাম্বুকধারী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বানরগণ কুন্তকর্ণকে বেষ্টন করিয়া অতি বিশাল পাদপ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ভীক হইয়া থর নথর প্রহারে তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল। এই রূপে তাহারা ধোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কুন্তকর্ণকে বহুবিধ আয়ুধ প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর কুন্তকর্ণ বানরগণ কর্তৃক এই প্রকার বারংবার তাড়িত হইয়া সহায় মুখে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত বানরদ্বয়কে অনায়াসে গ্রাস করিলেন। তখন তার প্রভৃতি বানরেরা কুন্তকর্ণের এই রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর স্ত্রীবির্ভয়ে কুন্তকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কবল প্রকাশপূর্বক তাঁহার মস্তকে এক বিশাল শাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র শত খণ্ডে চূর্ণ

হইয়া গেল ; কিন্তু মহাবীর কুন্তকর্ণের
কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

বীরবর কুন্তকর্ণ শাল প্রহারে প্রতি-
বোধিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বল
প্রকাশপূর্বক স্ত্রীগ্রীবকে ভূজপঞ্জরে রুদ্ধ
করিয়া হরণ করিলেন। মিত্রবৎসল
সৌমিত্রি এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া
কুন্তকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন
এবং শরাসনে শর সন্ধান করিয়া অনবরত
প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল
নিশিত শর কুন্তকর্ণের বর্ম ও দেহ ভেদ
করিয়া শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবী বিদীর্ণ
করিতে লাগিল।

অনন্তর কুন্তকর্ণ কপাশ্বর স্ত্রীগ্রীবকে
পরিত্যাগপূর্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড
উত্তত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান
হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বরে খরধার ক্ষুর
প্রহারে তাঁহার উত্তত ভূজদ্বয় ছেদন
করিলেন। তখন কুন্তকর্ণের চারিমাত্র
হস্ত অবশিষ্ট রহিল। পরে লক্ষ্মণ সম্মুখীন
হইয়া তাঁহার গৃহীতাস্ত্র হস্তচতুষ্টয় ক্ষুর
দ্বারা ছেদন করিলেন।

তখন মহাবীর কুন্তকর্ণ কলেবর রুদ্ধ
করিয়া বহুতর কর, চরণ ও শিরঃসম্পন্ন
হইলেন। লক্ষ্মণ ত্রক্ষাস্ত্র দ্বারা পর্বতের
ন্যায় উন্নতকায় কুন্তকর্ণকে বিদীর্ণ করিলে,
তিনি অশনিনির্দগ্ধ শাখাপল্লবশালী পাদ-
পের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত
হইলেন। রাক্ষসেরা কুন্তকর্ণকে ভূমি-
পতিত ও গতাস্থ দেখিয়া সচকিত চিত্তে
আশ্চ পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দুষ্টানুজ বজ্রবেগ ও প্রমাণি
যোদ্ধৃবর্গকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রোধভরে
লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ
তাহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক শর
প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে
উভয় পক্ষেরই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ
হইলে, লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রতি অনবরত
বাণ বর্ষণ করিলেন ; তাহারাও ক্রোধভরে
লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর শর
নিষ্ক্ষেপ করিল। এই অবসরে মহাবীর
মারুতি এক অদ্রিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক মহা-
বেগে ধাবমান হইয়া বজ্রবেগের প্রাণ
সংহাব করিলেন। পরে মহাবল নীল
এক প্রকাণ্ড পর্বত উদ্ভূত করিয়া ক্রুত-
বেগে আগমনপূর্বক প্রমাণিকে বিনাশ
করিল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা
পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে
লাগিল। ঐ যুদ্ধে বানরেরাই অধিকাংশ
রাক্ষসকে বিনাশ করিল ; কিন্তু রাক্ষসেরা
বানরদিগকে তদ্রূপ সংহার করিতে সমর্থ
হইল না।

সপ্তাশীত্যাধিক দ্বিশততম

অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর রাক্ষসপ্রবর রাবণ সানুচর কুন্তকর্ণ ও
মহাবল ধূত্মাক্ষ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন
প্রবণ করিয়া আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধন-
পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি পূর্বের দেব-
রাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ভূমণ্ডলে

আমার যশোরশি বিস্তার করিয়াছ ;
এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বা সম্মুখীন হইয়া দিব্য
প্রাপ্তবর শর দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার
কর । রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা
তোমার বাণবেগে কদাচ সহ্য করিতে
পারিবে না । সুতরাং তাহাদিগের অনু-
যায়িবর্গ যে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব । কুন্ত-
কর্ণ ও প্রহস্ত শত্রুগণের কিছুমাত্র অনিষ্ট
সাধন করিতে পারে নাই ; অতঃ তোমা
হইতেই তাহার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি ।
যেমন পূর্বে তুগি বাসবকে পরাজয় করিয়া
আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলে ; তদ্রূপ
এক্ষণে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া
আমাকে আনন্ডিত কর ।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ, সত্বরে সমরবেশ
পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্বক রণস্থলে
উপস্থিত হইল । পরে উচ্চ স্বরে আপন
নাম নির্দেশপূর্বক ঘন ঘন লক্ষ্মণকে
আহ্বান করিতে লাগিল । ষাটশ যুগরাজ
সিংহ ক্ষুদ্র যুগের অনুসরণ করিয়া থাকে,
তদ্রূপ লক্ষ্মণ শর-শরাসন গ্রহণপূর্বক
অনবরত করতালি প্রদান করিয়া বিপক্ষ
রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন ।
অনন্তর তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ
হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ।

তখন ইন্দ্রজিৎ মহাবল লক্ষ্মণকে বাণ-
বলে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুরুতর
যত্ন সহকারে এক তোমর প্রহার করিলেন ।
লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই তোমর
ছিন্ন ভিন্ন করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে

নিপতিত হইল । ঐ অবসরে অঙ্গদ এক
পাদপ উদ্বৃত্ত করিয়া মহাবেগে ধাবমান
হইয়া ইন্দ্রজিৎের মস্তকে আঘাত করিল ।
তখন ইন্দ্রজিৎ অসম্বুদ্ধচিত্তে অঙ্গদের
হৃদয়ে এক প্রাস অস্ত্র প্রহার করিবার
উপক্রম করিলে, লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা
ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে সম্মুখীন
দেখিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে এক গদাঘাত
করিলেন । অঙ্গদ সেই গদাঘাতে কিছু-
মাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং ইন্দ্রজিৎের
বদোদ্দেশে ক্রোধভরে এক শালরক্ষ
নিক্ষেপ করিল । শালরক্ষ উৎসৃষ্ট
হইবাগাত্র ইন্দ্রজিৎের অশ্ব, রথ ও সার-
থিকে বিনষ্ট করিল । তখন ইন্দ্রজিৎ
সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মায়া-
বলে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল । রাম
তাহাকে অন্তর্হিত দেখিয়া সত্বরে তথায়
আগমনপূর্বক কপিবল রক্ষা করিতে লাগি-
লেন । ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য
করিয়া বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের সর্বাস্ত
ক্ষত বিক্ষত করিলে, তাঁহারা অন্তর্হিত
ইন্দ্রজিৎের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে
লাগিলেন । ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে নিতান্ত
অধীর হইয়া পুনরায় শর দ্বারা তাঁহাদিগের
কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল । কপিগণ
নিরন্তর শরপ্রহারকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে
অনুসন্ধান করিয়া এক এক শিলাখণ্ড
গ্রহণপূর্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল ।
ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য রূপে বানর ও
রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শরে

বিদ্ধ করিল। যেমন চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডল
হইতে ভূতলে নিপতিত হন; তদ্রূপ রাম-
লক্ষ্মণ শরপরিবৃত ও মুচ্ছিত হইয়া রুণ-
শায়ী হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ
রাম ও লক্ষ্মণকে নিপতিত নিরীক্ষণ
করিয়া প্রাপ্তবর শরজাল দ্বারা পুনরায়
তঁাহাদিগকে বন্ধন করিল। তঁাহারা
শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কপিরাজ
সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলনিপতিত
এবং বাণবিদ্ধকলেবর অবলোকন করিয়া
স্বমেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনু-
মান, নীল, তার ও নল প্রভৃতি বানরগণ
দ্বারা তঁাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া
উপবিষ্ট হইলেন। তখন কৃতকর্ম্মা বিভী-
ষণ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা
ভ্রাতৃত্বয়কে প্রবোধিত করিলে, বানররাজ
সুগ্রীব দিব্য মন্ত্রপ্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যা
দ্বারা অতি সত্বরে তঁাহাদিগকে শল্যনির্ম্মুক্ত
করিয়া দিলেন। মহারথ রাম লক্ষ্মণ
লক্ষসংজ্ঞ ও শল্যনির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান-
পূর্ব্বক ক্ষণ কালমধ্যেই গতক্রম হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসকুলতিলক বিভীষণ
ইক্ষাকুবংশাবতংস রামকে সম্পূর্ণ সুস্থ
দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে
অরাতিনিপাতন! এক গুহক কুবেরের
শাসনানুসারে এই জল লইয়া কৈলাস

পর্ব্বত হইতে আপনার নিকট আগমন
করিয়াছে। যক্ষরাজ কুবের অন্তর্হিত
প্রাণিগণকে দর্শন করিবার নিগিহ্ন আপ-
নাকে এই বারি প্রদান করিয়াছেন।
আপনি হউন বা অন্য কোন ব্যক্তি হউন,
এই উদক দ্বারা নেত্র ক্ষালন করিলে
অন্তর্হিত ভূতগণকে অনায়াসে অবলোকন
করিতে সমর্থ হইবেন। রাম বিভীষণের
বচনানুসারে সেই সুসংস্কৃত সালিল দ্বারা
নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। মহামনাঃ
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ,
মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও অন্যান্য প্রধান
প্রধান বানরগণ ঐ জল দ্বারা নয়ন ক্ষালন
করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ
তঁাহাদের চক্ষুঃ অতীন্দ্রিয় হইয়া উঠিল।

এ দিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া
পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন
করিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিল।
লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার সমাগত
দেখিয়া বিভীষণের মতানুসারে তাহার
প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিভী-
ষণের বাক্যানুসারে অকৃতার্থিক ইন্দ্র-
জিৎকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধা-
স্থিত চিত্তে তাহার উপর শর নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের সুররাজ ও
প্রহ্লাদের যেরূপ ঘোরতর সমর হইয়া-
ছিল; তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের অতি-
শয় আশ্চর্য্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইন্দ্র-
জিৎ মর্মাভেদী শরনিকর দ্বারা লক্ষ্মণকে
ও লক্ষ্মণ অনলসদৃশ শর সমূহ দ্বারা ইন্দ্র-
জিৎকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

রাবণনন্দন লক্ষ্মণের শরস্পর্শে সাতিশয়
ক্রোধোদীপিত হইয়া আশীবিষসদৃশ অষ্ট
বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল ।

একণে মহাবীর লক্ষ্মণ যেরূপে তিন
বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিতের প্রাণ সংহার করি-
লেন ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।
প্রথমতঃ হুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুই বাণে
ইন্দ্রজিতের শরাসন ও নারাচোপশোভিত
ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন ; পরিশেষে তৃতীয়
বাণ দ্বারা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুণ্ড কর্তন-
পূর্বক ধরাতে পাতিত করিয়া তাহার
ভুজস্কন্ধবিহীন ভীমদর্শন কবন্ধ কলেবর
সংহার করিয়া সারাথিকে নিধন করিলেন ।

তখন ঘোটকগণ রথ লইয়া লক্ষ্মণের
প্রবেশ করিল । রাবণ শূন্য রথ সন্দর্শনে
পুল্ক নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া,
শোক ও মোহে নিতান্ত অধীর হইয়া
উঠিলেন । অনন্তর ক্রোধান্বিত চিত্তে
অশোক বনস্থা রামদর্শনলালসা সীতাকে
সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণপূর্বক
বেগে ধাবমান হইলেন । অবিক্য রাব-
ণের পাপ সংকল্প বুঝিয়া বিবিধ সাস্ত্রনা-
বাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন,
হে মহারাজ ! আপনি এই দেদীপ্যমান
মহারাজ্য শাসন করিতেছেন ; অতএব
স্বীহত্যা করা আপনার নিতান্ত অনুরূপ ।
সীতা একে নারী, তাহাতে আবার আপ-
নার বশীভূত হইয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে ;
ইহাই তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য ।
আমার মতে উহার দেহ নাশ করিলে
উহাকে বধ করা হয় না ; আপনি উহার

ভর্তাকে সংহার করুন ; তাহা হইলেই
উহাকে নিধন করা হইবে । স্বয়ং শত-
ক্রুহুও আপনার তুল্য বিক্রমশালী নহেন ।
আপনি অনেক বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে
পরাজিত ও ত্রাসিত করিয়াছেন ।

অবিক্য এই রূপ বহুবিধ সাস্ত্রনাবাক্য
দ্বারা রোষপর্যবশ রাবণকে শান্ত করিলে,
তিনি অবিক্যের বাক্যে সন্মত ও সমর-
গমনে অভিলাষী হইয়া খড়্গ পরিত্যাগ-
পূর্বক রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন ।

একোনবত্যাধিক দ্বিশততম

অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর দশগ্রীব ইন্দ্রজিতের বধবার্তা শ্রবণে
ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, রত্নালঙ্কৃত
রথে আরোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ নিজ্রাস্ত হই-
লেন । ঘোররূপ রাক্ষসগণ বিবিধ আয়ুধ
ধারণপূর্বক তাঁহার সমাভিব্যাহারে চলিল ।
রাবণ কপীন্দ্রকূলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ
করিয়া রাগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ।
তখন অঙ্গদ, মৈন্দ, নীল, নল, হনুমান্ ও
জাম্ববান্ ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ
করিল এবং রাবণের সমক্ষেই শিলা ও
বৃক্ষ নিক্ষেপপূর্বক রাক্ষস সৈন্য সংহার
করিতে লাগিল ।

অনন্তর রাবণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট
হইতে দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন ।
তখন তাঁহার কলেবর হইতে শরশক্তি
সৃষ্টিধারী রাক্ষসগণ নির্গত হইতে লাগিল ।
রাঘব দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই

সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন । তখন রাবণ পুনর্বার মায়া সৃষ্টি করিলেন ; কতকগুলি নিশাচর রামের রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এবং কতকগুলি রাক্ষস লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের প্রতি ধাবমান হইল । সেই রাক্ষসেরা শর-শরাসন গ্রহণপূর্বক রামলক্ষ্মণকে অর্চনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল । তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ রাবণের মায়া অবগত হইয়া আবিচলিত চিত্তে রামকে কহিলেন, আৰ্য্য ! রাক্ষসেরা আমাদের প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ; এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ করুন । এই বলিবামাত্র রাম অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সেই সমস্ত মায়াবী রাক্ষসকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন ।

অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি সূর্য্য-সন্ধ্যা রথে হরিদ্বর্গ অশ্ব যোজনা করিয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে রাম ! দেবরাজ ইন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিয়াছেন ; এক্ষণে আমি ইহার সারথ্য করিতেছি ; আপনি আরুঢ় হইয়া অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করুন । তখন মাতলির বাক্যে উহা রাক্ষসী মায়া বলিয়া রামের শঙ্কা জন্মিলে, বিভীষণ কহিলেন, হে রাম ! ইহা ছুরাত্মা রাবণের মায়া নহে ; অতএব আপনি এই ইন্দ্রপ্রেরিত স্ত্রন্দনে সীচ্ছন্দে আরোহণ করুন ।

রঘুকুলোদ্ভূত রাম বিভীষণবাক্যে অমু-
সোদন করিয়া প্রহুন্ট মনে রণারোহণ-

পূর্বক ক্রোধভরে দশগ্রীবের প্রতি গর্গন করিলেন । তখন সকল ভূত হাহাকার করিতে লাগিল ; দেবলোকে দেবতারা পটহ বাদনপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে রাম ও রাবণের একরূপ তুণ্ডল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, উহার উপমা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । রাবণ ব্রহ্মদেৱের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল উদ্ভূত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । রাম স্ত্রীক্ষ শর দ্বারা সম্বরে তাহা ছেদন করিলেন । ইহা দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল ।

অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি শূল, মুসল, পরশু, শতঘ্নী, ভূশুণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিলেন । তখন বানরেরা রাবণের এই রূপ বিকৃত মায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । ইত্যবসরে রাম স্ত্রবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন, স্তম্ভ, স্ত্রীক্ষ এক শর ভূগীর হইতে উদ্ভূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিলেন । ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তদর্শনে সাতিশয় সমুন্ট হইয়া রাবণের পরমাযুঃ অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন ।

পরে রাম সমুদ্ভূত ব্রহ্মদেৱের ন্যায় রাবণাস্ত্রকর অতি ভয়ঙ্কর সেই শর সম্বরে পরিত্যাগ করিবামাত্র নিতান্ত ভীষণ হতাশন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সারথি রথ ও অশ্বের সহিত রাবণকে ভস্মসাৎ

করিল। গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিম্বর ও দেব-
গণ রাবণকে বিনষ্ট বিলোকন করিয়া
সাতিশয় সম্ভুষ্ট ও হুঙ্ক হইলেন। তখন
পঞ্চ ভূত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল;
এবং তিনি সকল লোক হইতে অন্তরিত
হইলেন। তাঁহার শরীর, ধাতু, মাংস ও
রুধির সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল; আর
কোন চিহ্নই রহিল না।

নবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! রঘু-
কুলতিলক রাম সুরবেশা নিশাচর রাক্ষস-
রাজ দশাননকে সংহার করিয়া লক্ষ্মণ ও
অশ্বাশ্বত্থদ্বন্দ্ব-সমভিব্যাহারে পরম পরি-
তুষ্ট হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ রাবণ
নিহত হইয়াছে দেখিয়া মহাবাহু রামকে
আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিলেন।
গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মস্তকোপার পুষ্প বর্ষণ
করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব
ও ঋষিগণ রামকে পূজা করিয়া স্ব স্ব
স্থানে গমন করিতে নভোমণ্ডল একেবারে
ঘন মহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

মহাযশাঃ রাম এই দুর্জয় দশাননের
প্রাণ সংহার করিয়া বিভীষণকে লক্ষা
প্রদান করিলেন। তখন মহাপ্রাপ্ত
অবিস্কৃত নামা বুদ্ধামাত্য বিভীষণ সমভিব্য-
হারে সীতাকে লইয়া রামসমীপে আগমন-
পূর্ব্বক অতি দীনস্বরে কহিল, হে মহাত্মন!
এই সচ্চরিত্রা জানকী দেবোকে গ্রহণ
করুন। ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দাশরথি
রাক্ষসামাত্যের বাক্য শ্রবণে রথ হইতে

অবতীর্ণ হইয়া বাম্পাভিমুক্তা, পতিবিরহে
একান্ত কষিতা, মলিনকলেবরা, মলিন-
বসনা, জটীলা, যানস্থা জানকীকে অব-
লোকন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার
সত্য স্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া কহিলেন,
বৈদেহি! তুমি মূক্ত হইয়াছ; যথা
ইচ্ছা হয়, গমন কর। আমার যাহা
কর্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছি। হে
ভদ্রে! আমি থাকিতে রাক্ষসগৃহে বাস
করিয়া জরাক্রান্ত হওয়া তোমার উচিত
নহে; এই ভাবিয়া আমি দশাননকে সংহার
করিয়াছি। হে শুভে! অস্বাধিধ ধর্ম্মজ্ঞ
ব্যক্তি কিরূপে পরহস্তগত নারীকে পুনরায়
গ্রহণ করিবে? অতএব হে মৈথিলি!
তুমি সচ্চরিত্রা হও বা অসচ্চরিত্রাই হও,
আমি কুক্কুরোচ্ছিষ্ট হবির ন্যায় তোমাকে
পরিত্যাগ করিলাম।

জনকনন্দিনী রামের সেই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদী
দারুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া
ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ধরাতলে
নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র রাম-
দর্শনজনিত হর্ষে বিকচ কমলের ন্যায়
প্রফুল্ল হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার সেই
মুখমণ্ডল পরুষ বাক্য শ্রবণে নিঃশ্বাসোপ-
হত দর্পণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া
গেল। লক্ষ্মণ ও সমুদায় বানরগণ রামের
নির্দয় বাক্য শ্রবণে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট
হইয়া রহিলেন।

তখন জগৎস্রষ্টা বিশুদ্ধাত্মা পদ্মবোনি,
সুররাজ শক্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ,
যক্ষাধিপতি কুবের, সপ্তঋষিগণ ও দিব্য-

ভাস্করকলেবর রাজা দশরথ দীপ্তিশালী মহার্ষি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্বক রামসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ দেব ও গন্ধর্ব্বকূলে সম্মূল হওয়াতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বৈদেহী উদ্ভিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! আমি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ আশঙ্কা করি না। তুমি স্ত্রী ও পুরুষগণের রীতি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। সদাগতি সমীরণ সর্ব্বভূতের শরীরে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি আমি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকি; তবে সেই বায়ু এবং অগ্নি, জল, আকাশ ও পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমা বিনা আর কাহাকে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই; অতএব তুমি দেবগণের নিদেশানুসারে আমার পতি হও।

সীতার বাক্যাবসানে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বানরগণকে লোমাঞ্চিত করিয়া এক আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া উঠিল। বায়ু কহিলেন, হে রাঘব! আমি সদাগতি বায়ু; তোমাকে সত্য কহিতেছি; মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ইহার সহিত সঙ্গত হইয়া সচ্ছন্দে সন্তোগ কর।

অগ্নি কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি সমুদায় ভূতের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করি; আমি জানি, মৈথিলী অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই।

বরুণ কহিলেন, হে রাঘব! মৎপ্রসূতা পৃথিবী প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিতি করেন; অতএব আমি কহিতেছি; তুমি জানকীকে গ্রহণ কর; ইনি কোন ক্রমেই অপরাধী নহেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পুত্র! তুমি রাজর্ষি-ধর্ম্মা ও সাধুশীল; অতএব বায়ু, অগ্নি ও বরুণ তোমার প্রণয়িনীর সতীত্ববিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহার অসম্ভাবনা কি; তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু ছুরাঙ্গা রাবণকে সংহার করিয়াছ। এই পাপাঙ্গা আমার প্রসাদে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। এই ছুরাঙ্গা কোন কারণবশতঃ কিয়ৎকাল উপেক্ষিত ছিল; পরে আপনাবধের নিমিত্ত সীতাকে হরণ করিয়া আনে। পূর্বে নলকুবর রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া ছিল যে, অকামা কামিনীকে বলাৎকার করিলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া পড়বে। আমি সেই নলকুবরশাপে নির্ভর করিয়া সীতাকে রক্ষা করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া জানকীকে গ্রহণ কর। হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ।

দশরথ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; তোমার প্রতি সান্তিশয় প্রীত হইয়াছি; হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গিয়া রাজ্য শাসন কর।

রাম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদুপি আপনি আমার পিতা, তবে আমি আপ-

নাকৈ অভিবাদন করি। আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমন-পূর্বক রাজ্য শাসন করিব।

দশরথ কমললোচন রামের বাক্য শ্রবণে সান্তিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার कहিলেন, হে মহাভ্যূত ! চতুর্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে ; অতএব ত্বরায় অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর।

তখন রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া শচীমহায় সুররাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে অবিক্রম্যে বর ও ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মান প্রদান করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে রামকে कहিলেন, হে কৌশল্যানন্দন ! তুমি কি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ?

রাম कहিলেন, হে ব্রহ্মান ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও শক্রগণের নিকট অপরাধ্য এবং রাক্ষস-নিহত বানরগণের পুনর্জীবন এই তিনটি বর প্রদান করুন।

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে, রাক্ষসনিহত বানরগণ সচেতন হইয়া স্তপ্তো-খিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তখন ভাগ্যবতী সীতা হনুমান্কে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, “বৎস হনুমান্ ! যত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে, তুমিও তত দিন জীবিত থাকিবে ; এবং আমার প্রসাদকৃত দিব্য উপভোগ সকল চির-কাল তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইবে।”

তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সকল অক্লিষ্টকর্ম্মা বীরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। শক্রসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে জানকীসমবেত নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভদগণের সমক্ষে পরম প্রীত চিত্তে कहিলেন, হে সত্যপরাক্রম ! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও পক্ষগণের দুঃখ অপনোত করিলেন ; অতএব পৃথিবী যত দিন তাঁহা-দিগকে ধারণ করিবে ; তত দিন তাঁহার। আপনার নাম কীর্ত্তন করিবেন। মাতলি রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই রথ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ রক্ষার উপায় বিধান করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও স্ত্রীীব প্রভৃতি বানরগণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক অমাত্যগণসংবৃত্ত হইয়া সেইসেতু দ্বারা সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া যথাকালে বানরগণকে পূজা ও বিবিধ রত্ন প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। গোপুচ্ছ বানর ও ভল্লুকগণ প্রস্থান করিলে, শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রীীব ও বিভীষণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক কিঙ্কিঙ্ক্য পুরীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে জানকীকে তদ্রূপ কানন সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে কিঙ্কিঙ্ক্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথাগত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজ্যে-

অর রাম অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া হনু-
মানকে বস্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান-
পূর্বক ভরতসমীপে প্রেরণ করিলেন।
পাবননন্দন নন্দিগ্রামে উপনীত হইয়া
দেখিলেন, মলিনকলেবর চীরবাসাঃ ভরত
শ্রীরামচন্দ্রের পাছুকাষয় সম্মুখে রাখিয়া
অধ্যাসীন আছেন।

অনন্তর বীৰ্য্যবান্ রামলক্ষ্মণ ভরত ও
শক্রশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আন-
ন্দিত হইলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
সহিত সম্মিলিত হইয়া ও বৈদেহীকে
অবলোকন করিয়া হর্ষমাগরে নিমগ্ন হই-
লেন। তখন মহাত্মা ভরত প্রীতিপ্রফুল্ল
চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই নিক্ষিপ্ত রাজ্য
প্রত্যর্পণ করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ ও বাগদেব একত্র
হইয়া বৈষ্ণব নক্ষত্রে অভিগত দিনে
শৌর্য্যশালী রামকে অভিষিক্ত করিলেন।
তিনি অভিষেকানন্তর স্ত্রীস্বামী, বিভীষণ ও
তাঁহাদিগের স্ত্রীস্বামীগকে বিবিধ ভোগ দ্বারা
অর্চনা ও তৎকালোচিত শিষ্টাচার দ্বারা
সৎকার করিয়া অতি দুঃখে গৃহগমনে অনু-
মতি করিলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে
পুষ্পক রথকে পূজা করিয়া প্রীতিপূর্বক
যক্ষরাজকে প্রদান করিয়া, দেবগণ-সমভি-
বাহারে গোমতী নদীসঙ্গীপে নির্বিঘ্নে
ত্রিগুণদক্ষিণ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিলেন।

একনবতাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব-
কালে রাম এই রূপে বনবাসজনিত নিতান্ত
দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন।
অতএব হে অরতিনিপাতন ! তুমি আর
শোক করিও না ; তোমার কিছুমাত্র পাপ
নাই। তুমি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়া প্রত্যক্ষফল বাহুবলের উপরই
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছ। হে রাজন্ !
তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ ; ইন্দ্রাদি
দেব এবং দানবগণও এই পথের পাছু
হইয়া থাকেন। দেবরাজ দেবগণের
সহিত সমবেত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রত্ন,
নমুচি ও দীর্ঘাজিহ্বা রাক্ষসীকে সংহার
করিয়াছেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তির সকল
বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।
মহাবীর অর্জুন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন
এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যাহার
ভ্রাতা, তাহার কিছুই অজেয় নাই। তুমি
এই সগুদায় সহায়সম্পন্ন ; কেন বিষম
হইতেছ। এই মহাবীরগণ সগুদায়
দেবতা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সেনাদিগকে
অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। তুমি
ইহাদিগের সহায়্যে সংগ্রামে শক্রগণকে
অবশ্যই পরাজয় করিবে। দেখ, এই
অরণ্যমধ্যে সিদ্ধদেবশাধিপতি দুর্ভাত্মা জয়-
দ্রথ বলপূর্বক দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া-
ছিল ; কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মারা
সিদ্ধপাতিকে অনায়াসে পরাজয় ও

বশীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন ।

রাঘব অসহায় হইয়া সংগ্রামে দশ-
ক্রৌবকে সংহার করিয়া সীতা দেবীকে
প্রত্যাহরণ করেন ; কেবল ভল্লুক ও বান-
রেরাই তাঁহার গিত্র ছিল । অতএব হে
মহারাজ ! এক্ষণে সমস্ত বিনয় পর্যা-
লোচনা করিয়া শোকর সন্তাপ পারি-
ত্যাগ কর । তোমার সদৃশ মহাত্মারা
কদাচ শোকের বশীভূত হয়েন না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীমান্ মার্কণ্ডেয়
এই রূপ আশ্বাস প্রদান করিলে পর, ধন্ম-
রাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিহারপূর্বক পুন-
রায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ।

রামোপাখ্যান পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

পতিব্রতামাহাত্ম্যপৰ্বাধ্যায় ।

দিনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় সন্মোদন
করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি এই
ক্রপদনন্দিনীর নিমিত্ত যে প্রকার শোকা-
কুল হইয়াছি, আপনার বা ভ্রাতৃগণের
অথবা রাজ্য নাশের নিমিত্ত তাদৃশ পরি-
তপ্ত হই নাই । যখন দুরাগ্নারা দ্যুত-
ক্রোড়ায় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া
নিগ্রহ করে, তৎকালে এই যাজ্ঞসেনী
আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ।

দুরাগ্না জয়দ্রথ বন হইতে ইঁহাকে যখন
হরণ করে ; ইনি সেই বিষম সময়েও মনে
মনে আমাদিগকেই চিন্তা করিয়াছেন ।
মহর্ষে ! আপনি কি এই ক্রপদনন্দিনীর
তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা
শ্রবণগোচর করিয়াছেন ?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! কুল-
কামিনীগণের সৌভাগ্য যত দূর পর্য্যন্ত
হইতে পারে ; রাজপুত্রী সার্বিত্রী তৎ-
সমুদায়ই যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;
তাহা শ্রবণ করুন ।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম
ধাৰ্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দান-
শীল নরপতি ছিলেন । তাঁহার সম্ভান-
সম্পত্তি কিছুই ছিল না । কালক্রমে
বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে, ভূপতি অন-
পত্যতা নিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া
অপত্যোৎপাদনার্থ মিথাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম সকল
অবলম্বনপূর্বক সার্বিত্রী দেবীর উদ্দেশে
হোম করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি
প্রাচীন লক্ষ আছতি প্রদান করিয়া
দিবসের ষষ্ঠ ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার
গ্রহণ করিতেন ।

এই রূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে,
সার্বিত্রী দেবী স্তপ্রীত হইলেন এবং দিব্য
কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে
উত্থানপূর্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবি-
ভূত হইয়া কহিলেন, মদ্ররাজ ! আমি
তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও
অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি ;

একধে তুমি ধৰ্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া
অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর ।

অশ্বপতি কহিলেন, দেবি ! দ্বিজাতি-
গণ আমাকে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই
পরম ধর্ম । আমি তাঁহাদিগের বাক্যে
আস্থা করিয়া ধর্ম লাভ কামনায় অপত্য
লাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত
হইয়াছি । যদি আপনি প্রীত হইয়া
থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান
করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎ-
পন্ন হউক ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি
পূর্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার
পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহকে কহিয়া-
ছিলাম ; তাঁহার প্রসাদে অচির কালগোচ্যই
তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন
হইবে । আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট
হইয়া কহিতেছি যে, তুমি ইহাতে আর
কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান করিও না ।

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার
করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে
লাগিলেন ; তৎপরে সাবিত্রী দেবী অস্ত-
হিত হইলে, স্বদেশে গমনপূর্বক ধর্মাসুসারে
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ-
কাল অতীত হইলে, ত্রতপরায়ণ রাজার
জ্যেষ্ঠ মহিষী গর্ভবতী হইলেন । রাজপুত্রীর
গর্ভ সিতপক্ষোদিত চন্দ্রগার ন্যায় দিন দিন
বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক
রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন ।
নৃপচুড়ামণি অশ্বপতি প্রীতিপ্রকল্প চিত্তে

কন্যার জাতকর্ম সমাধান করিলেন ।
সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করাতে
তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটি প্রদান করিয়াছেন
বলিয়া রাজা ও বিপ্রগণ তাহার নাম সাবিত্রী
রাখিলেন । রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী
লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে
গৌবনসাম্য আরোহণ করিলেন । তৎ-
কালে লোকে তাঁহাকে স্নগদ্যমা, নিবিড়-
নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়
অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল
যে, বুঝি, দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া
অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ঐ পদ্ম-
পলাশলোচনা এই রূপ তেজস্বিনী ছিলেন
যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে
প্রতিহত হইয়াছিল ; কেহই তাঁহার পাণি-
গ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই ।

একদা পর্কদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-
সদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চন ও
অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া
শেষ গ্রহণপূর্বক মহান্না পিতার সমীপে
গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন
ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন-
পূর্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন ।
মহারাজ অশ্বপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যাকে
নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করি-
লেন, হায় ! কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে,
কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে
প্রার্থনা করেনা ; মনে মনে এই রূপ চিন্তা
করিয়া বিষম চিত্তে সাবিত্রীকে কহিলেন,
বৎসে ! তোমার সম্প্রদান সময় উপস্থিত
হইয়াছে ; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত

আমার নিবটে প্রার্থনা করে না ; অতএব তুমি স্বয়ং আজ্ঞামুরূপ ভর্তা অন্বেষণ কর । যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে ; আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব । আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্মশাস্ত্রপাঠ সময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । হে বৎসে ! যে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করে এবং যে পুরুষ বিবাহ না করে, যে ব্যক্তি ভর্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে ; এই তিন জন নিন্দনীয় হয় । অতএব তুমি বরাহ্মেয়গণে সত্বর হও ; আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর ।

রাজা অশ্বপতি কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্ৰীগণকে তাঁহার অনুমাত্র হইতে অনুমতি করিলেন । মাণ্ডিকী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পাদ বন্দনপূর্বক বৃদ্ধ সচিবগণ সমভিব্যাহারে হৈমরথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিলেন না । নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্বক তত্রস্থ মাম্বাতম স্ববিরগণের পাদাভিবন্দন করিলেন । তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় বন গমনপূর্বক তীর্থে ধনে প্রদান করিয়া তত্তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

ত্ৰিণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভা-

মধ্যে সমুপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন ; এমত সময়ে মাণ্ডিকী মন্ত্ৰীগণ-সমভিব্যাহারে সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । রাজনন্দিনী স্বীয় পিতাকে নারদ-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মন্তকদ্বারা উভয়ের পাদবন্দন করিলেন ।

তখন নারদ অশ্বপতিকে কহিলেন, রাজন্ ! তোমার এই দুহিতাটী কোথায় গিয়াছিল ; কোথা হইতেই বা আগমন করিল ? কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে ; তথাপি কেন সংপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না ?

অশ্বপতি কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি উহাকে সংপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে । মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া মাণ্ডিকীকে কহিলেন, বৎসে ! কাহাকে পতি করিতে গনস্থ করিয়াছ ; বিশেষ করিয়া বল ।

মাণ্ডিকী পিতার বাক্য শ্রবণে উহা দেববাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতা ! পরম ধার্মিক দ্রুমশেননামা ভূপতি শাল দেশের অদীশ্বর ছিলেন । কিয়দ্দিন পরে দুর্ভিক্ষপাক বশতঃ তাহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায় । ঐ সময়ে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল । রক্ষাশেষণকারী বৈরিগণ তাঁহাকে আন ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে ।

ভূপতি এই রূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বালক পুত্র ও ভাৰ্য্যা-সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্বক তপোানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান্। সত্যবান্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; তিনিই আমার অনুরূপ পতি। আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি।

তখন নারদ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্কে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা মাতা সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ উহার সত্যবান্ নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান্ বালক কালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মুগ্ধয় অশ্ব নির্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া অনেকে উহাকে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করে।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! রাজতনয় সত্যবান্ এক্ষণে তেজঃ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন ত?

নারদ কহিলেন, সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান্।

রাজা কহিলেন, রাজনন্দন সত্যবান্ দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান্, উদারস্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত?

নারদ কহিলেন, প্রিয়দর্শন সত্যবান্

সংকৃতিনন্দন রস্তিদেবের ন্যায় দানশীল; উশীনরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী; যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্। তপোবদ্ধ ও শীলবান্ ব্যক্তির সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত সত্যবান্ দান্ত, মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান, ধাজুস্বভাব ও মর্যাদাপালক।

অশ্বপতি কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সত্যবানের, গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উহার যে সমুদায় দোষ আছে, তাহা উল্লেখ করুন।

নারদ কহিলেন, সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদায় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষ-গুণসাগর সত্যবান্ অজ্ঞায়ুঃ; অত্যাধি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালক বলে নিপতিত হইবে।

তখন ভূপতি স্বীয় কন্যাকে কহিলেন, সাবিত্রী! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহাদোষ তাহার সমুদায় গুণ গ্রাস করিয়াছে। ভগবান্ নারদ কহিতেছেন যে, সে অত্যাধি সংবৎসর পূর্ণ হইলেই শমনসদনে গমন করিবে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যাকে একবারই প্রদান করে; দদানি এই বাক্য একবারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন

কার্য্য এক এক বারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন আর আল্লায়ুই হউন; সপ্তগুণই হউন বা নিপুণগুণই হউন; আমি যখন এক বার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহাকে বরণ করিব না। দেখুন, কৰ্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আগার মতে মনই প্রমাণ।

তখন নারদ ভূপতিকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার কন্যার বৃদ্ধি নিতান্ত স্থির; উহাকে কখনই এই ধৰ্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পারিবে না। সত্যবানে যে সমুদায় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিচেষ্টি, তুমি সত্যবান্কে কন্যা প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষি! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ; আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা কহিলেন তাহাই করিব।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি নির্বিঘ্নে সাবিত্রী প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া উচ্ছিন্নমার্গে গমন করিলেন, নরপতি অশ্বপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যা-সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধ-রাজ দ্যুমৎসেন এক বিশাল শাল-বৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিকে অর্চ্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছেন? তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবান্কে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রী নাম্নী পরম শোভনা কন্যাটিকে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে এই বনবাসজনিত

দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন? অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি ও আমার কন্যা আমরা উভয়েই উৎপত্তি-বিনাশাত্মক স্ত্রুত দুঃখ সমুদায় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমাকে *আর ও কথা কহিবেন না; আমি আত্মোপান্ত সমুদায় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! আমি প্রণতি-পরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্বক আপনার সম্মুখ-ধানে সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি প্রত্যা-খ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করিবেন না। বিশেষতঃ আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ; অতএব আপনি স্ত্রীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন।

তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চির প্রার্থনীয়; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্য-চ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহা হউক, আমি পূর্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করুন; আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।

অনন্তর তাঁহারা আশ্রমবাসী সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্বক বিধানানুসারে পুণ্ড্র কন্যার বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কতা দুহিতাকে পাত্রসাৎ করিয়া পরম স্ত্রে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজ-কুমারী সাবিত্রী ও স্ত্রীল সত্যবান্ ইহারা

পরস্পার পরস্পরকে লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানান্তর সর্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্বক অরণ্যস্থলভ বস্ত্রল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয় লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সঙ্গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীর-সংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা স্বশ্রুকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংঘম দ্বারা স্বশ্রুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শাস্তি ও নির্জনে উপহার প্রদান দ্বারা তর্ভাকে সম্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই আশ্রমে তপোানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদিগের ক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরা-য়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সমুপ্ত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম

অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎপরে কাল-ক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণসংহার করিবে; সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরুক ছিল; তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন গণনা করিতেছিলেন; যখন দেখিলেন, প্রাণে-শ্বরের প্রাণ পতনের আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; তখন তিনি ত্রিরাত্র ত্রত

অবলম্বন করিলেন । তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে উত্থাপনপূর্বক তাঁহাকে সাস্থনা করিয়া কহিলেন, রাজপুত্রি ! ভূমি অতি তীব্রতর কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ ; দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর ।

সাবিত্রী কহিলেন, তাত ! পরিতাপ করিবেন না ; আমি ব্রত সাধন করিতে সমর্থ হইব । অধ্যবসাই ইহার উপায় ; আমি অধ্যবসায় সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি । তখন পরম ধার্মিক দ্যুমৎসেন মাদৃশ লোকে ব্রত সংসাধন কর ব্যতীত কখন ব্রত ভঙ্গ করা বলিতে সমর্থ হয় না, এই মাত্র কহিয়া বিরত হইলেন ।

এ দিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন । তিনি যে দিন জানিলেন যে, কল্যা প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন ; সেই রাত্রি তাঁহার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল । প্রভাত হইলে আজি সেই দিন উপস্থিত হইল ননে করিয়া প্রদীপ্ত হতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন, এবং সূর্য্যদেব চারি হস্ত মাত্র উত্থিত হইলেই পূর্বাঙ্কিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্বক কুতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন । তপোবনবাসী তপস্বীগণ তোমার অবৈধব্য হউক বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন । ধ্যানপরায়ণ সাবিত্রী মনে মনে তাহাই

হউক বলিয়া তপস্বীগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিত চিত্তে নারদবাক্য স্মরণ করিয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুর তাঁহাকে একান্তে লইয়া প্রীতিপূর্বক কহিলেন, মাতঃ ! যে প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা করিয়াছ ; এক্ষণে আহারসময় সমুপস্থিত ; অতএব শীঘ্র গিয়া আহার কর । সাবিত্রী কহিলেন, আমি এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, দিবাকর অন্তগত হইলে ভোজন করিব ।

সাবিত্রী এইরূপে শ্বশুর ও শ্বশুরসমীপে আপন সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ সন্ধে পরশু গ্রহণপূর্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন । সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, একাকী গমন করা তোমার কৰ্ত্তব্য নহে । আমি অগ্ৰ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ; তোমার সহিত গমন করিব ।

সত্যবান্ কহিলেন, ভাবিনি ! ভূমি কখন বনে গমন কর নাই ; অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে ; বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ ; কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে ?

সাবিত্রী কহিলেন, উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই । আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি ; আমাকে নিষেধ করিও না ।

সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি

অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে ; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশুর ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আশ্বপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন ; আজ আমি উঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না ; ইচ্ছা করিয়াছি, উঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিব ; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজন সংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন ; অতএব উঁহাকে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত ; তবে উঁহাকে বন গমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূর এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই ; এই জন্য কুস্মিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কোতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিদ্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই ; অতএব অগ্নি ইনি স্বাভিলষিত ফল লাভ করুন। পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে ! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।

যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি গ্রহণানন্তর ভর্তৃ-সমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য স্মরণে

তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্য গমন কালে তাঁহার বদন সহস্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রিয়ে ! অবলোকন কর বলিয়া নধুর বাক্যে সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলে, তিনি রমণীয় বন, ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্বত সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু মুনিবাক্য স্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া ধীর গমনে ভর্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

বন্যাত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বীৰ্য্যবান্ সত্যবান্ ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বহুবধ ফল আহরণপূর্বক তদ্বারা স্থানী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে শ্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, সাবিত্রী ! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে ; অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে ; ফলত আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি ; আমার মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে ! এক বার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা

হইতেছে ; আর এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।

প্রতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশন-পূর্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন এবং নারদের বাক্য শ্রবণপূর্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সমস্ত্রমে গাত্রোত্থানপূর্বক কম্পিত হৃদয়ে কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ ! আপনার অমামুষ আকৃতি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে ? কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন ?

যম কহিলেন, হে সাবিত্রি ! তুমি পতিব্রতা ও তপোবান্ধবসম্পন্না ; এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যম ; অগ্নি তোমার পতি সত্যবানের আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ; আমি উঁহাকে বন্ধনপূর্বক লইয়া যাইব ; এই আমার অভিলাষ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ভগবন্ ! শ্রুত

আছি যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায় ; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ?

পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমনহেতু কহিতে লাগিলেন, হে শুভে ! এই সত্যবান্ পরম ধার্মিক, রূপবান্ ও গুণসাগর, আমার দূতেরা ইঁহাকে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি। কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপিত করিলেন।

যাণ সমুদ্রত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ স্থানরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণ-পূর্বক দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ব্রতাসন্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পিতৃপতি সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সাবিত্রি ! প্রতিনিবৃত্ত হও ; ক্ষীত্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনুগ্য লাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হন অথবা স্বয়ং গমন করেন ; আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য ইহাই নিত্য ধর্ম্ম। হে মহাত্মন ! তপস্কা,

গুরুভক্তি, ভৰ্তৃস্নেহ, ত্রুত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধৰ্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি মিত্রতাপূৰ্ব্বক তোমাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে না ; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধৰ্ম্মই বিজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ ; সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমত ঐ ধৰ্ম্ম সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান উপার্জন করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোকে পূৰ্ব্বোক্ত প্রথম বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করে না ; এবং পাণ্ডিত্যগণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট করেন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে ! নিরন্তর হও ; আমি তোমার স্বব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি ; এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর ; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, সমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুঃ লাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন।

যম কহিলেন, অনিন্দিতে ! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম ; তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি, তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ ; অতএব এক্ষণে

নিরন্তর হও ; নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ধৰ্ম্মরাজ ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি ? স্বামীই আমার এক মাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব ; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত এক বার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে ; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না ; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্তব্য।

যম কহিলেন, হে ভাবিনি ! তুমি যে আক্য বিস্তার করিলে, উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুদ্ধগণেরও বোধবর্দ্ধন ; তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর পূৰ্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন ; এবং স্বধৰ্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন ; আমি তোমার নিকটে এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, রাজা দ্রুমৎসেন অচিরেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন ; স্বধৰ্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। হে রাজপুত্র ! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম ; এক্ষণে প্রতিনিরন্তর হও, নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব ! প্রজাগণ তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং তুমিই নিয়মপূৰ্ব্বক তাহাদিগকে

কামনা সকল প্রদান করিতেছ; এই নিমিত্ত তোমার যমস্ব স্ববিখ্যাত হইয়াছে। হে যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর, কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূগোলমধ্যে প্রায় সমুদায় মনুষ্যগণই ভক্তিপ্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।

যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়; অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতার সন্তান সন্ততি নাই; অতএব যেন তাঁহার বংশধর এক শত ঔরস পুত্র জন্মে; আমি তোমার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।

যম কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশধর স্ত্রুতেজাঃ শত পুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্র! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিরন্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্ধিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূর পথ নহে। আমার মনঃ ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। তুমি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর

প্রজাগণ ইহ সংসারে তোমার পক্ষপাত-রহিত ধর্ম্ম শাসনে সঞ্চরণ করিতেছে; এই জন্য তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিকে যত দূর বিশ্বাস করা যায়; আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; আমি ইহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্যবানের জীবন বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিরন্ত হও।

সাবিত্রী কহিলেন, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন এক শত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, অবলে! তোমার বল-বীর্য্যশালী আনন্দবর্দ্ধন শত নন্দন হইবে, এক্ষণে নিরন্ত হও; আর পরিশ্রম স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেক দূর আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চির কালই সমান; সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না; এবং সজ্জনেরা সজ্জনের সমীপে ভীত হন না। সজ্জনেরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন; সজ্জনেরাই তপ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; সজ্জনেরাই

ভূত ভবিষ্যতের গতি ; এবং সজ্জনেরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আৰ্য্য-গণের পূজনীয় জ্ঞানেই চির কাল পরোপ-কার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না ; এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না ; প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসঙ্গীপে অব্যাহত থাকে ; অতএব সাধু-গণ সকলের রক্ষাকর্তা।

যম কহিলেন, হে পতিব্রতে ! আমি তোমার স্তুবিস্তুত ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি ; ততই আমার ভক্তিরূপিত তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ ! স্বামীর ঔরস পুত্র যেরূপ ; ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে ; বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবন-ধারণে সমর্থ নহি ; অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিলাসিত স্ত্রী, স্বামিবিলাসিত স্বর্গ অথবা স্বামিবিলাসিত শ্রীর অভি-লাষিনী নহি ; এবং স্বামী ব্যতীত জীবন ধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমিই আমার শত-পুত্রতা বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছ ; অতএব হে ধর্ম্মরাজ ! সত্যবান্ জীবিত হউন ; এই বর প্রার্থনা করি ; তাহা হইলেই তোমার বাক্য সত্য হইবে।

ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিত চিত্তে তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্কে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, হে কুলনন্দিনী ! এই তোমার ভর্তাকে মুক্ত করিয়া দিলাম ; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশী-ভূত হইয়া তোমার সহিত চারি শত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্ম দ্বারা খ্যাতি লাভ এবং তোমার গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে। তাহারও রাজা, পুত্রপৌত্রশালী ও স্ত্রী-খ্যাত হইয়া পরম স্ত্রীপে কাল যাপন করিবে। তোমার পিতাও তোমার মাতা মালবীর গর্ভে মালব নামে বংশকর ইন্দ্রসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন।

প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই রূপ বর প্রদানপূর্বক নিবৃত্ত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী ও স্বামীকে প্রতিলভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্তাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপন উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রবাসাগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেম দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, কি কষ্ট ! আমি এত অধিকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম ! প্রিয়ে ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত কর নাই ; আর যিনি আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায় ?

সাবিত্রী কহিলেন, জীবিতনাথ ! তুমি বহুক্ষণ আগারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে । যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্তা যম ; কিয়ৎক্ষণ হইল, স্ব-স্থানে গমন করিয়াছেন । হে রাজপুত্র ! তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ও বিশ্রাম লাভ হইয়াছে ; এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর । দেখ, অন্ধকার রজনী উপস্থিত হইতেছে ।

তখন সত্যবান্ স্বেপ্তোপ্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্বক সমুদায় দিক্ ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ-পূর্বক কহিলেন, হে স্নগধ্যমে ! আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে, আমি ফলমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীগণে আগমন করিয়াছিলাম । পরে কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে শিরঃ-পীড়ায় একান্ত পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম ; এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম । হে প্রিয়ে ! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজাঃ পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন, কি সত্য কিছুই জানি না । তুমি যद्यপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল ।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতা-মাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক ; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর ; কল্য সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করিব । ঐ দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত

দিবাকর অন্তমিত হইয়াছেন । নিশাচর-গণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ, যুগগণের সঞ্চারণ-শব্দ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে শিবা-গণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া আগার হৃৎকম্প হইতেছে ।

সত্যবান্ কহিলেন, এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে তুমি কোন ক্রমেই ইহাতে পথ নিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না ।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ ! তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি ; অতএব যद्यপি তমসারূত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও, তবে অগ্ন এই স্থানেই অবস্থান কর । ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু সকল প্রজ্বলিত হইতেছে ; আমি তাহা হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করি ; তুমি তদ্বারা শরীরগ্লামি অপনোদন কর । হে নাথ ! অগ্ন রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক ; কল্য প্রভাতে কানন সকল প্রকাশিত হইলে, আশ্রমে গমন করিব ।

সত্যবান্ কহিলেন, আগার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গ সকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে ; এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে বাসনা করি । আমি পূর্বের কখন নিয়মিত সময় অতিক্রমণ করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই । মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমাকে রুদ্ধ করিতেন । আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতাপিতা সন্তপ্ত হইতেন । পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমাকে অন্বেষণ করিতেন । এক বার

তঁাহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া-
ছিলেন। আজি আমার নিমিত্ত তঁাহাদের
কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা
করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে
তঁাহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন।
একদা রাত্রিতে তঁাহারা নিতান্ত দুঃখিত
হইয়া গলদশ্রুতলোচনে প্রীতিযুক্ত বচনে
আমাকে কহিয়াছিলেন, “বৎস! আমরা
তোমা ব্যতীত মুহূর্তমাত্রও জীবন ধারণ
করিতে পারি না; তুমি আমাদেরকে
ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে, আমাদের
জীবন ধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই;
তুমি এই নয়নহীন স্ববিরহের যষ্টি;
আমাদের বংশ, পিণ্ড, কীর্তি ও সন্তান
তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।” হে প্রিয়ে!
আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন; আমি
তঁাহাদের যষ্টিস্বরূপ। আহা! না জানি
অন্য আমার অদর্শননিবন্ধন তঁাহাদের কি
অবস্থাই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রে!
কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা
আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন।
আমিও বিপন্ন ও সংশয়াপন্ন হইলাম।
ফলত আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণ ধারণ
করিতে সমর্থ নহি। নিশ্চয়ই আমার সেই
অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল
হইয়া আশ্রমবাসীদের প্রত্যেককে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও
তঁাহার আশ্রিতা অতি দুর্বলা জননীর
নিমিত্তই আমার শোকসাগর উচ্ছ্বসিত
হইয়াছে; আপনার নিমিত্ত নহে। হায়!

আজি তঁাহারা আমার নিমিত্ত কতই পরি-
তাপ করিতেছেন! তঁাহারা জীবিত থাকি-
লেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র
জানি যে; তঁাহাদের ভরণ, পোষণ ও
প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত
কর্তব্য।

গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয়, ধর্মাত্মা সত্যবান্
এইমাত্র বলিয়া বাহ্যুগল উন্মিত করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।
তখন ধর্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল
ভর্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন
করিয়া কহিলেন, আমি যদি তপোানুষ্ঠান,
দান ও আর্হতি প্রদান করিয়া থাকি;
তাহা হইলে, শরীর আমার শব্দ, শব্দ ও
ভর্তার পক্ষে কল্যাণকরী হউক। আমি
যে স্বৈর ব্যবহারেও কখন মিথ্যা বাক্য
উচ্চারণ করি নাই, আজি সেই সত্য
আমার শব্দ ও শব্দের অবলম্বন
হউক।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি
পিতামাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত
উৎসুক হইয়াছি; চল, আর বিলম্ব করিও
না। সত্য কহিতেছি, যদ্যপি অদ্য জনক
বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি,
অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব
হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্মের
অনুগামিনী হয়; যদি তুমি আমাকে
জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর; যদি আমার
প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্তব্য হয়;
তাহা হইলে চল, স্বরায় আশ্রমে গমন
করি।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সত্যবান্কে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্ও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন ও চতুর্দিক্ অবলোকনপূর্বক স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, হে নাথ! কল্য ফল আহরণ করিও। আগি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব; এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন; এবং স্বীয় বাম স্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণ করে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, ভীৰু! অভ্যাসবশত এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে; এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবচয়ন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে দুই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার উত্তর পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আগি প্রকৃতিস্থ ও বলবান্ হইয়াছি, তুমি স্বরান্বিত হও; মাতাপিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে। সত্যবান্ সাবিত্রীকে এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এ দিকে মহাবল ছ্যামৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুস্থান্ হইয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুঞ্জের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অশ্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যাসমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান্ আসিতেছেন ভাবিয়া উল্লেঃ স্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। এই রূপে সেই নৃপদম্পতি পুঞ্জশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব রাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; রাজা ছ্যামৎসেন ও তাঁহার ভার্য্যা ঋষিগণের প্রবোধ বাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুঞ্জমুখনিরীক্ষণবাসনা পুনরায় তাঁহাদের

হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রের বাল্য বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল। তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া হা পুত্র সত্যবান্! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রী! কোথায় রহিলে! এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর স্বর্বাঃ নাগে ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর তপস্যা, দম ও সদাচারবলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন; সন্দেহ নাই।

মহর্ষি গৌতম কহিলেন, আমি সান্ন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; দীর্ঘ কাল তপোন্মুগ্ধান করিয়াছি; কৌগার ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিকে সম্ভুক্ত করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুগাত্র ভক্ষণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান ও যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আমি অন্তের অভিপ্রায় ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান্ প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান্ যে জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, সাবিত্রী সমুদায় অবৈধব্যকর সুলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সাবিত্রী যেরূপ

তপোঃদম ও সদাচারসম্পন্ন, তাহাতে কদাচ সত্যবানের প্রাণ নাশ হইবে না।

দাস্ত্য কহিলেন, যখন তুমি চক্ষুস্থান্ হইয়াছ; যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন।

আপস্তুষ কহিলেন, যখন দিক্ সকল প্রসন্ন রহিয়াছে; মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে এবং তোমার প্রবৃন্তি রাজ-ধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে; তখন সত্যবান্ জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুত্র সত্যবান্ অশেষ গুণসম্পন্ন, সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবিলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।

দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণ কর্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগত কালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

পরে অন্যতম বিলম্বে সাবিত্রী ও সত্যবান্ হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্মিলিত ও চক্ষুস্থান্ হইলেন দেখিয়া আমরা সান্তিশয় সম্ভুক্ত হইলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরে আপনার স্তম্ভ সমুদ্রি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ অগ্ৰ আপনি প্রিয়তম নিরুদ্দেশ পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাই-

লেন এবং অমূল্য রত্ন চক্ষুঃ পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম, তৎ সমুদায়ই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিদ্ভ্রান্তও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনাদের শ্রী বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্জ্বলনপূর্বক সমীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরস্থানি নিরাকরণ করিলেন। শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে, তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্যবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপনন্দন! তোমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত আগমন কর নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অতঃপর তোমাদিগের নিমিত্ত এই বনস্থ সমস্ত লোক, বিশেষতঃ তোমার পিতা মাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যবান্ কহিলেন, অতঃপর পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম; তথায় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে, আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। অতঃপর দীর্ঘ কাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম; আমি

পূর্বের কখন এত ক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এই জন্মই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আগাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অতঃপর কোন কারণ নাই।

গৌতম কহিলেন, সত্যবান্! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষুঃ-প্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না। সাবিত্রী ইহার পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব উনি উহা আত্মোপাস্ত কীৰ্ত্তন করুন; আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রী! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী; স্বপ্নের চক্ষুঃ-প্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে; যদি রহস্য না হয় তবে যথার্থ বর্ণন কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে; ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই; আমি যথার্থ রূপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্বের দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে; অন্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া উহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান্ নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে, কৃতান্ত কিঙ্কর-সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন-

পূৰ্বক দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। তদৰ্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সত্য বাক্য দ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার ঋণের রাজ্য ও চক্ষুঃ-প্রাপ্তি, পিতার এক শত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ুঃ এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর ত্রতামুষ্ঠান করিয়াছি। হে মহমিগণ! আমি যে পরিণাম-সুখ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা আপনাদের সঙ্গীপে সবিস্তর কীর্তন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ত্রত এবং পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।

সমাগত মহর্ষিগণ এই রূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রাজা দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক আত্মাদিত চিত্তে নিৰ্ব্বিষ্মে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই রজনী প্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে, তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর

অদ্ভুত সৌভাগ্যবৃত্তান্ত কীর্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্যুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাস্ত্রদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাজমন্ত্রী আপনার শত্রুকে সবাঙ্কবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎশ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকলে এক মত অবলম্বনপূর্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষুশ্রান্ হউন বা না হউন; তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন্! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই চতুরঙ্গি সেনা ও যান সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্ততর যানে আরোহণপূর্বক নিজ রাজধানী প্রতিগমন করুন। নগরমধ্যে আপনার জয় ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নিৰ্ব্বিষ্মে চির কালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন। এই বলিয়া তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহাকে চক্ষুশ্রান্ ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশ-বার্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ-সমভিব্যাহারে মনুষ্যবাহু যানে আরোহণ-

পূৰ্বক চতুৰঙ্গিণী সেনা লইয়া পরম স্তখে
নগরে সমুপস্থিত হইলেন । তখন
পুরোহিতগণ প্রীত মনে মহারাজ দ্যুগৎ-
সেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আজ্ঞা সত্য-
বান্ধু যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন ।

বহু কাল অতীত হইলে, সাবিত্রীর
গর্ভে সত্যবানের এক শত পুত্র উৎপন্ন
হইল এবং মন্ত্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে
মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত মহাবল
পরাক্রান্ত সহোদর জন্ম গ্রহণ করিল ।
হে মহারাজ ! এই রূপে পতিপরায়ণা
সাবিত্রী পিতা, মাতা, স্বশ্রু, স্বশুর, সমগ্র
ভর্তৃকুল ও আপনাকে কৃচ্ছ হইতে উদ্ধার
করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই কল্যাণী
দ্রৌপদাও তাঁহার ঋায় তোমাদিগকে পরি-
ত্যাগ করিবেন ; সন্দেহ নাই ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই রূপে পাণ্ডু-
নন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় কর্তৃক অনুনীত ও
শোকজ্বরবিবর্জিত হইয়া পরম স্তখে কাম্যক
বনে বাস করিতে লাগিলেন । যে নর
ভক্তি প্রীতি সহকারে পতিব্রতা সাবিত্রীর
উপাখ্যান শ্রবণ করে ; তাহার পরম স্তখ
ও সর্ব সিদ্ধি লাভ হয় ।

পতিব্রতামাহাত্ম্য পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

কুণ্ডলাহরণ পৰ্বাধ্যায় ।

একোনশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন !
মহর্ষি লোমশ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবরাজের
এই বাক্য কহিয়াছেন যে, “হে ধর্ম্মরাজ !
তোমার হৃদয়ে যাহার ভয় নিরন্তর জগরুক
রহিয়াছে ও তুমি যাহার বিষয় কুত্ৰাপি
কীর্তন কর নাই ; ধনঞ্জয় এস্থান হইতে
প্রস্থান করিলে, আমি তাহা অপহরণ
করিব ;” হে মহর্ষে ! এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত
কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ !
তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ; তাহা বিষয়
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অরণ্য-
মধ্যে পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত
হইলে, একদা সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের
হিতাচকীর্ষু হইয়া কর্ণসমীপে ভিক্ষার্থে
গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সহস্র-
রশ্মিও সহস্রলোচনের অভিপ্রায় অবগত
হইয়া অপত্যম্নেহবশতঃ করুণার্জ হৃদয়ে
রজনীযোগে কর্ণের নিকটে আগমন করি-
লেন । সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণ তৎ-
কালে বিশ্রুতিতে মহামূল্য শয়নে শয়ান
ও নিদ্রিত ছিলেন ; দিবাকর বেদ্যিৎ
ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বপ্নযোগে

তঁাহাকে সান্নিধ্যপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'বৎস কর্ণ ! আমি সৌহার্দবশতঃ তোমার পরম হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর ; দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন । তিনি তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত জগতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, তুমি কাহারও নিকটে প্রার্থনা কর না ; কিন্তু সাধুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন, তুমি সাধ্যমতে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাক ; কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না । পাকশাসন তোমার এবাংস্ব স্বভাব অবগত হইয়া তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন । তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুন্নয় বিনয় করিবে ; ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর । তিনি কুণ্ডল লাভের নিমিত্ত তোমাকে বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্বক বাগ্জাল বিস্তার করিবেন ; তুমি রত্ন, স্ত্রী, গো প্রভৃতি অশ্রান্ত নানাবিধ ধন দ্বারা তঁাহাকে নিবারিত করিবে । যদি তাহা না করিয়া সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে, তুমি অবশ্যই গতাযুঃ হইয়া অচির কালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে । হে মানদ ! তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগলসম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরতিগণের অবধ্য হইয়াছ । তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে সমুৎপিত হইয়াছে ; অতএব

যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য' ।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কে ব্রাহ্মণবেশে প্রণয় প্রদর্শনপূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন ; বলুন ।

সূর্য্য কহিলেন, তাত ! আমি সূর্য্য, সৌহার্দনিবন্ধন তোমাকে দর্শন দিয়াছি । আমার কথা রক্ষা কর ; তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে ।

কর্ণ কহিলেন, যখন দিবাকর আজি আমার হিতাশ্রয়ী হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; তখন আমি অবশ্যই শ্রেয়ঃ লাভ করিব । কিন্তু হে বরদ ! আমি প্রণয়পূর্বক যাহা কহিতেছি, এসময় হইয়া শ্রবণ করুন । হে বিভাবসো ! যদ্যপি আমি আপনার প্রীতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ত্রুত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না । লোকমধ্যে আমার এই ত্রুত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি । অতএব যদি দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিত কাগনায় আমার নিকটে বস্তু ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আগমন করেন ; আমি অবশ্যই তঁাহাকে উহা সমর্পণ করিব । আমি আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ । গাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তিকর প্রাণ প্রতিপালন অপেক্ষা যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ । অতএব যদ্যপি আশঙ্কল পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া কুণ্ডলার্থে মৎসমীপে সমুপস্থিত হন ; আমি

অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব ;
তাহা হইলে সমস্ত জগতে আমার কীর্তি
ও তাঁহার অকীর্তি দীপ্তি পাইতে থাকিবে ।

আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্তি লাভ
করিতে বাসনা করি । কীর্তিমান্ লোকেই
স্বর্গ লাভ করে ; এবং কীর্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি
বিনষ্ট হয় । কীর্তি মাতার ন্যায় পুরুষের
জীবন রক্ষা করেন ; কিন্তু অকীর্তি জীবিত
মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে ।
বিধাতা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ কীর্তি
পর লোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হন ;
এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন
করেন । অতএব আমি শরীরজাত অচির-
স্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িণী
কীর্তি লাভ করিব । ব্রাহ্মণগণকে যথা-
বিধি দান, দুষ্কর কৰ্ম্মের সংসাধন, সংগ্রামে
অরতিগণকে পরাজয় এবং পরিশেষে
সমরানলে শরীরাহুতি প্রদান করিয়া কেবল
কীর্তি স্থাপন করিব । সংগ্রামে ভীত
জীবিতার্থী ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান এবং
বৃদ্ধ, বালক ও দ্বিজাতগণকে মহাভয়
হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইহ লোকে যশঃ ও
পর লোকে স্বর্গ লাভ করিব । ফলতঃ
নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণ দান করিয়াও
কীর্তি রক্ষা করাই আমার ব্রত । অতএব
আমি দ্বিজবেশধারী পুরুষকে এই কীর্তি-
কর ভিক্ষা প্রদান করিয়া চরণে দেবলোকে
পরম পদে অধিরোহণ করিব ।

ত্রিশতম অধ্যায় ।

সূর্য্য কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি পুত্র,
কলত্র, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ ও আপনার
অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিও না । প্রাণিগণ
প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশঃ ও অনন্ত
কীর্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে ; কিন্তু তুমি
প্রাণের অপেক্ষা না করিয়া শাস্ত্রতী কীর্তি
লাভে লোলুপ হইয়াছ ; এক্ষণে নিশ্চয়ই
বোধ হইতেছে, সেই কীর্তিই তোমার
প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিবে ।
পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য
বান্ধবগণ জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সংসাধন
করিয়া থাকেন ; অধিক কি, জীবিত
লোকের পৌরুষবলে ভূপালেরাও তাঁহার
কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ।

মনুষ্য জীবিতাবস্থাতেই মহীয়সী কীর্তি
লাভে সমধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
মৃত ব্যক্তির কীর্তিকলাপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-
কর । দেখ, পরলোকগত ব্যক্তি আপনার
কীর্তির বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে
না ; কিন্তু জীবিত ব্যক্তি উহা ভোগ
করে । হে বৎস ! তুমি আমার নিতান্ত
ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি
বারংবার এই রূপ কহিতেছি । যে ব্যক্তি
পরম ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা
করে, আমি তাহাকে সতত রক্ষা করিয়া
থাকি । হে বৎস ! তোমার আস্থা দর্শনে
তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি ;
অতএব তুমি আমার আদেশ ও উপদেশ
প্রতিপালন কর ।

হে কর্ণ ! এই বিষয়ে দৈবকৃত একটি রহস্য আছে, তাহা দেবগণেরও অগোচর ; শুতরাং তুমি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পার নাই । আমি সেই রহস্য এক্ষণে ব্যক্ত করিব না ; সমুচিত অবসর উপস্থিত হইলে, তুমি অবশ্যই তাহা জ্ঞাত হইবে । হে বৎস ! আমি বারংবার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে, তুমি কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না । নিম্নলি নভোমণ্ডলে বিশাখা নক্ষত্র দ্বারা মধ্যগত শশাঙ্কের ন্যায় তুমি এই রমণীয় কুণ্ডলযুগল দ্বারা অতিমাত্র শোভা পাইতেছ । অতএব তুমি কুণ্ডলার্থী সুররাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিবে । হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অবশ্যই তাঁহার কুণ্ডলসম্প্রদায় অপনোত করিতে পারিবে । ফলতঃ যে কোন রূপে হউক, তাঁহার এই বুদ্ধি অপনোদন করা তোমার অতি কর্তব্য ।

মহাবীর সব্যসাচী অর্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্ধা করিয়া থাকে । সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে ; কিন্তু তুমি কুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে, ইন্দ্রের সাহায্যেও সে তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না । অতএব তুমি যদি অর্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর ; তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার পরম ভক্ত ; আপনি তাহা সম্যক্

বিদিত আছেন । আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই । আমি আপনার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ; পুত্র, কলত্র, আত্মা ও অভিলাষিত মিত্রের প্রতিও তদ্রূপ নহি । মহাত্মা যে অভীষ্ট ভক্তের উপর সততই অনুরক্ত থাকেন, আপনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন । কর্ণ আমার নিতান্ত ভক্ত, তাহার অন্য উপাস্ত্র দেবতা নাই, এই বিবেচনা করিয়াই আপনি আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন ; কিন্তু আমি বারংবার প্রাণিপাত দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি ; আপনি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন ।

আমি যত্নে অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি ; বিশেষ সাধু ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্তাচারে সাতিশয় শঙ্কিত হই । কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি । আপনি অর্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে যেরূপ কহিলেন, সেই চিন্তা ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ পরিত্যাগ করুন । আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জুনকে পরাজয় করিব । আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন । এক্ষণে হে সুরশ্রেষ্ঠ ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আমার জীবন প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহাকে তাহা প্রদান করিব ; আপনি আমার এই ব্রত সাধন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন ।

সূর্য্য কহিলেন, বৎস ! তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সৰ্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অৰ্জ্জুন-দ্বারা তোমার বধ সাধন করিবার নিগিত কুণ্ডল প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর; তাহা হইলে অগ্রে অৰ্জ্জুনবিজয় মানসে প্রিয়োক্ত প্রয়োগপূৰ্ব্বক তাঁহার নিকট অভ্যর্থনা করিবে, হে স্তররাজ ! আমি আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিতেছি, কিন্তু একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে। আপনি অগ্রে আমাকে এক শত্ৰুঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন; পশ্চাৎ আমি আপনাকে বশ ও কুণ্ডল দান করিব। তুমি দেবরাজকে এই রূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডল যুগল প্রদান করিবে; তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা অনায়াসে সমস্ত শত্ৰু সংহার করিতে সমর্থ হইবে; সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রের সেই শক্তি শত সহস্র শত্ৰু বিনাশ না করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে না। এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসম্মিধানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া যেরূপ দর্শন ও উভয়ে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার আত্মোপাস্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ভগবান্ ভামু এই কথা শুনিয়া হাস্তমুখে স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্বীকার করিলেন। পরে কর্ণ আপনার স্বপ্নের যাথার্থ্য জানিয়া শক্তি লাভ লালসায় বাসবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন ! ভগবান্ সূর্য্য কর্ণের নিকট যে গুঢ় বৃত্তান্ত গোপন করিলেন; তাহা কি ? সেই কুণ্ডলদ্বয় ও কবচই বা কিরূপ এবং তিনি কোথা হইতেই বা ঐ কবচ ও কুণ্ডল-যুগল প্রাপ্ত হইলেন ? উহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূৰ্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূৰ্বে মহাতেজাঃ, শ্মশ্রুতবিশিষ্ট, দণ্ডধারী, প্রাংশু ও জটিল এক ব্রাহ্মণ রাজা কুন্তিভোজের নিকট উপনীত হন। তিনি পরম দর্শনীয়, মধুরভাষী ও তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন; দেগিলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। সেই মহাতপাঃ কুন্তিভোজকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি ভিক্ষার্থী; আপনার গৃহে ভোজন করিতে অভিলাষ করি; কিন্তু আপনি বা আপনার অনুচর-বর্গ আমার কোন প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবেন না; আমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হইবে; গমন করিব এবং আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাগত হইব। আমার শয়ন ও উপবেশনকালে কেহ কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করিতে পারিবে না। যদি ইহাতে সন্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে বাস করি।

রাজা কুন্তিভোজ প্রীত মনে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে অনুমোদন করি-

লেন। পরে অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথা নামে আমার এক বশস্বিনী কন্যা আছেন; তিনি অতি সচ্ছন্দ্রিত্রা, সাধ্বী ও ধর্মপরায়াণা। তিনি ভক্তি-পূর্বক আপনার পরিচর্যা করিবেন; আপনি তাঁহার সদ্যবহার ও স্মৃশীলতায় পরম পরিভুক্ত হইবেন; সন্দেহ নাই।

রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের যথা-বিধি সংকার করিয়া পৃথুলোচনা পৃথার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে অভিলাষী, আমিও তাঁহার ইচ্ছা পূরণে প্রতিক্ষিত হইয়াছি; অতএব তুমি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্যায় নিযুক্ত হও; দেখ, যেন আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা না হয়। ঐ মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপস্বী যখন যাহা বলিবেন; নিঃসংশয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। বৎসে! ব্রাহ্মণই পরম তেজঃ ও ব্রাহ্মণই পরম তপঃস্বরূপ; ব্রাহ্মণের নমস্কারপ্রভাবে ভগবান্ উষ্ণ-রাশি অন্তরীক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাসুর বাতাপি ও তালজঙ্ঘ-পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ মহাভাগ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার ভার তোমাতেই অর্পিত হইল; তুমি সর্বদা সংযত চিত্তে তাঁহার সেবা কর।

ব্রাহ্মণ, গুরু ও বজ্রবান্ধবের প্রতি বাল্যাবধি তোমার যে বিশেষ ভক্তি আছে; তাহা আমি জানি; তুমি ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃগণ ও আমাকে যথোচিত সমা-

দর করিয়া থাক। তোমার সদ্যবহারে নগরস্বয়ং ও অন্তঃপুরস্বয়ং সমস্ত লোক এবং দাস দাসীগণ সর্বদা সমস্ত রহিয়াছে। বৎসে! তুমি বালিকা ও আমার কন্যা; এ নিমিত্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, অতি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিবে; কারণ ব্রাহ্মণজাতি সহজেই অতি কোপনস্বভাব; তুমি বৃষ্ণিকুলসম্মত রাজা শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা; বহুদেবের ভগিনী; তোমার পিতা ঐতিহ্য হইয়া স্বয়ং বাল্যকালে তোমাকে আগাকে প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমার সম্মান-সম্মতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আগাদিগের কূলে পরিবর্তিত হইয়াছ; অতএব যেমন পদ্মিনী হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে নীত হয়; সেই রূপ তুমিও স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ। দুষ্কুলজাত প্রমদারা আবদ্ধ হইয়াও প্রায় বালস্বভাবমূলত দোষাচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অসাধারণ গুণ সকল তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমার রূপ-লাবণ্য অলোকসামান্য; সম্প্রতি তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া বরপ্রদ ঐ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর; অবশ্যই ক্রোধো লাভ হইবে; কিন্তু ঐ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রদলিত হইলে, আমার বংশ ধ্বংস হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

অধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

কুন্তী কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! সত্য বলিতেছি ; আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; আমি সংসৃত হইয়া অবশ্যই সেই রূপ তাঁহার আরাধনা করিব। বিশেষরূপে সেবা করা আমার স্বাভাবিক ধর্ম ; বিশেষতঃ আপনার প্রিয় কার্য ; অতএব উহা আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর ; তাহার সন্দেহ কি। তিনি যদি সায়াহ্নে, প্রাতে, রাত্রিকালে অথবা নিশীথ সময়ে আগমন করেন ; তথাপি আগাকে ক্রোধান্বিত করিতে পারিবে না ; আমি অবিরক্ত ভাবে তাঁহার পরিচর্যা করিব। মহারাজ ! একে ত ব্রাহ্মণসেবা তাহাতে আবার আপনার আত্মা প্রতিপালন ও হিতানুষ্ঠান ; ইহার পর আমার আর শ্রেয়োলাভ কি আছে। আপনি বিশ্বস্ত হউন ; আমি সত্য কহিতেছি, আপনার গৃহে বাস করিলে, কোন ক্রমেই সেই দ্বিজোত্তমের অপ্রিয় কার্য বা সেবার ক্রটি হইবে না। যাহা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হিতকর ; আমি তৎ সাধনে সতত বৃত্ত করিব ; আপনি কদাচ চিন্তিত হইবেন না।

হে পৃথিবীনাথ ! ব্রাহ্মণ পরম পূজনীয়, তাঁহার প্রসাদে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইলে, রাজা-

দিগেরও নানাবিধ অঙ্গুল ঘটিয়া থাকে। স্মরণ করিয়া দেখুন ; পূর্বে হৃদয়্যার অপরাধে তপোধন চ্যবন ক্রোধান্বিত হইলে, রাজা শর্যাপ্তির কিরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল ; আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি ; অতএব যাহাতে দ্বিজোত্তমের সন্তোষ জন্মে, তাহাই করিব ; আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে আপনার কোন প্রকার অপকার হইবে না। আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন ; আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মবর্তী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব ; তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা কন্যার এবশ্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে ইতিকর্তব্যতার উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! যাহাতে আমার, তোমার ও বংশের হিত হয় ; তাহাই করিবে।

দ্বিজবংশল কুন্তীভোজ এই কথা বলিয়া পৃথাকে ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন ! এই আমার কন্যা ; ইনি অতি বালিকা, চির কাল স্নেহে পরিবর্তিত হইয়াছেন ; কদাপি এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই ; অতএব যদি ইহা হইতে কখন কোন অপরাধ হয় ; তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া, বরং ক্ষমা করিবেন। বাল, বৃদ্ধ ও ভ্রূপাঙ্গণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও ভবাদৃশ মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা কর

উচিত এবং যথাশক্তি পূজা করিলে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য।

ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া রাজবাক্যে সম্মত হইলে, রাজা কুন্তীভোজ প্রীত মনে তাঁহাকে সুধাধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং তত্রস্থ অগ্নিশরণে রুচির আসন ও আহাংরাদি দ্রব্য সামগ্রী সকল নিবেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তমের নিকট গমন করিলেন। তিনি আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা* করিয়া পরম পরিভূক্ত করিতে লাগিলেন।

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ত্রত-পরায়ণা সেই কন্যা পরিশুদ্ধ চিত্তে নিয়ত-ত্রত ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আগমন করিব বলিয়া, কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তমোত্তম ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী ব্যতীত কদাপি তাঁহাকে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না; এবং তিরস্কার, অপবাদ বা অপ্ৰিয় বাক্য দ্বারা তাঁহার অগ্নিচরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। ভোজকন্যা কুন্তী যে সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন; ব্রাহ্মণ সেই সময়েই

তাঁহাকে নানাবিধ আদেশ এবং অতি দুর্লভ সামগ্রী সকলও প্রার্থনা করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায় ও ভগিনীর ন্যায় অবহিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত সামগ্রী সকল প্রদানপূর্বক পরিভূক্ত করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ কন্যার কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তীভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, পুত্রি ! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্যায় পরিভূক্ত হইতেছেন? তিনি উত্তর করিতেন, যারপর নাই আনন্দিত হইতেছেন। মহানুভব কুন্তীভোজ তৎশ্রবণে আনন্দমাগরে প্লাবমান হইতেন।

এই রূপে একবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, মৌহর্দ্দিপারায়ণ ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন, রাজ-কন্যার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই; তখন প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, কল্যাণি ! আমি তোমার পরিচারণায় পরম পারিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অনন্যমূল্য বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর; তুমি সেই বর প্রাপ্তিবন্ধন যশ দ্বারা সমস্ত দীর্ঘান্ত্রনীর অগ্রণী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে বিপ্র ! আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তখন আমার বর লাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব অন্য বরে প্রয়োজন কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে চারুহাসিনি ! তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমাকে দেব-

গণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি ; গ্রহণ কর ; তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা অকামই হউন, আর সকামই হউন, মন্ত্রপ্রভাবে ভূত্যের আয় তোমার বশবর্তী হইবেন ।

অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে আর সমর্থ হইলেন না ; তখন তিনি তাঁহাকে অথর্ব বেদবিহিত মন্ত্র সকল গ্রহণ করাইলেন । অনন্তর দ্বিজবর কুন্তীভোজকে কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার কন্যা কর্তৃক পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরম স্নেহে বাস করিয়াছি ; এবং সর্বদা যথাবিধি সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছি ; এক্ষণে ইচ্ছা সাধন করিতে চলিলাম । এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন । রাজা কুন্তীভোজ তাঁহাকে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ; এবং তদবধি পৃথাকে সাতিশয় সমাদর সহকারে সন্মান করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! একদা কুন্তীভোজকন্যা দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্র-সমূহের প্রতি সংশয়ান হইয়া চিন্তা করিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণ আগাকে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন ; তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি । এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কণ্ঠাবস্থায় রক্তস্রাব

হইয়াছেন বলিয়া, অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন ।

অনন্তর স্তম্ভ্যগা কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্বক তরুণোদিত অরুণের প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এই নিমিত্ত ভানু-মানের রূপে সম্ভাপিত না হইয়া, তাঁহার কবচ ও কুণ্ডলযুগলমাণ্ডিত দিব্য মূর্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন । ঐ সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্র সকলের বলাবল পরীক্ষার কৌতূহল আবির্ভূত হইল । তিনিও তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্বক দিবাকরকে আহ্বান করিলেন । “মধুর আয় পিঙ্গলবর্ণ, কস্মু-গ্রীবার্ণবিশিষ্ট মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্তিদ্বয় ধারণ করিলেন, এক মূর্তি দ্বারা পূর্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন ; এবং অঙ্গদ ও মৃকুটমাণ্ডিত অগ্নি মূর্তি অবলম্বনপূর্বক দিক্‌সকল প্রদ্বলিত করিয়া, সমুদ্রে পৃথাসমীপে আগমন-পূর্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, কল্যাণি ! আমি মন্ত্র-প্রভাবে তোমার নিতান্ত বশব্দ হইয়াছি ; এক্ষণে তোমার কি করিব, বল ।

কুন্তী কহিলেন, ভগবন্ ! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন ; সেই স্থানেই প্রতিগমন করুন । আমি কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি ; অতএব আগার প্রতি প্রসন্ন হউন ।

সূর্য্য কহিলেন, হে স্তম্ভ্যমে ! তুমি যে প্রকার কহিতেছ ; তাহাতে আমি অবশ্যই

গমন করিব; কিন্তু দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া প্রেরণ করা স্মার্য্যগত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি; আমি হইতে অপ্রতিম শৌর্য্যশালী, কবচকুণ্ডলমালী সম্ভান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি; অতএব এক্ষণে আত্মপ্রদান কর; তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে সস্মিতমুখি! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া গমন করিব। যন্তপি তুমি অত্যাচার প্রিয়াচরণ না কর; তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া, নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার এই দুর্নীতিদোষ অবগত হইতেছেন না; এবং যখন সেই ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্রে পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; তখন আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের দণ্ড বিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর; দেখ, তাঁহারা বিশ্বয়াবিস্টের স্যায় তোমার প্রতারণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

রাজহুহিতা কুন্তী ভাস্করের স্যায় ভাস্করযুক্তি দেবগণ আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন, অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিমানে আরোহণ করুন; আমি বালম্বভাবমূলক অপরাধে আপনাকে দুঃখ প্রদান করিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতি

গুরু জনেরাই আমার দেহ দানে অধিকারী; অতএব আমি তাহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষারূপ ধর্ম্মই পূজনীয়। হে দিনকর! আমি বালিকা; কেবল মন্ত্রবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে কুন্তী! আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুন্নয় করিতেছি; অত্যাচারী আমার অনুন্নয় লাভে সমর্থ নহে; অতএব আগাকে আত্মপ্রদান কর; তোমার শাস্তি লাভ হইবে। হে ভীকর! আমি তোমার মস্ত্রে অহুত হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব অসম্পূর্ণ মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের উপহাসাস্পদ ও দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্ব্বান্সসুন্দরি! তুমি আমার গুণসে মাদৃশ পুত্র লাভ কর; লোকসমাজে বিশিষ্টা বলিয়া প্রতাপন্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ষড়্বধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! কন্তা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্য বলিয়াও সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন, ভাস্করকে প্রত্যাখ্যান করা নিতান্ত অসাধ্য; তখন শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহু ক্ষণ চিন্তা করিলেন, এখন কি করি; কি

উপায়ে নিরপরাধ পিতা ও ব্রাহ্মণ মন্দির-মিত্তক সূর্য্যশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন; বালক সন্ধ্যাবহারসম্পন্ন হইলেও পূর্ব্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া কোন ক্রমে তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইবে না। যাহা হউক; আমি এক্ষণে করে গৃহীত ও নিতান্ত ভীত হইয়াছি; কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানস্বরূপ অকার্য্যানুষ্ঠান করি।

অভিসম্পাতভীতা কুন্তী মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত মোহপরায়ণা হইয়া লজ্জানত্ন মুখে বিনয় বচনে সূর্য্যদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে দেব দিবাকর! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধব-সমুদায় বর্ত্তমান থাকিতে এই রূপ বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়; তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি নাশ হইবে; অথবা প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশঃ, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন; তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তোমার পিতা মাতা বা অন্যান্য গুরু জন তোমার প্রভু নহেন; অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়; তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্র,

পরতন্ত্রা, নহে; অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব। হে ভাবিনি! স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাবসিদ্ধ; বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্লনামাত্র; অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশঃ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

কুন্তী কহিলেন, দেব! যদি আপনি আমার পুত্র প্রদান করেন; তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্য বর্ষ্ম ধারী হয়।

সূর্য্য কহিলেন, হে নিতম্বিনি! তোমার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত বর্ষ্মধারী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন; ঐ পুত্র যদি কুণ্ডল ও সহজাত বর্ষ্মধারী এবং আপনার ন্যায় তেজস্বী, রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হয়; তাহা হইলে আপনি স্বীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে বরারোহে! অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন; তাহা এবং এই উৎকৃষ্ট বর্ষ্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।

কুন্তী কহিলেন, হে দিবাকর! আপনি যেরূপ কহিলেন; আমার পুত্র যদি তদ্রূপ

হয়, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইব।

তখন সূর্য্যদেব তাহাই হইবে বলিয়া কুন্তীর সহিত সহবাস বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তদীয় তেজঃ-প্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব কহিলেন, হে স্ত্রীশ্রোণি! তবে আমি এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্ররত্ব হই; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রকোবিদ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্ত্রীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্য্যকে অভ্যর্থনা সাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানত্ৰ মুখে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া, লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীরে শয়ান রহিলেন। তখন ভগবান্ সহস্রকিরণ স্ত্রীয় তেজঃ-প্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগ-বলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কন্যাকাবস্থা দূষিত করিলেন না। অনন্তর সূর্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, কুন্তী সচেতন হইলেন।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নৃপচুহিতা কুন্তী নভোমণ্ডলবর্ত্তী প্রতিপচ্ছন্দ্রলেখার ন্যায় গর্ভ ধারণ করিলেন; কিন্তু বান্ধবভয়ে সর্ব্বদাই তাহা সংবৃত্ত করিয়া রাখিতেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই; কেবল

তাঁহার এক ধাত্রেয়িকা ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিল।

অনন্তর কুন্তী সমুচিত অবসর লাভ করিয়া সূর্য্যদেবের প্রসাদে কন্যাকালে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী, সিংহনেত্র ও রুষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই পুত্র তেজঃপ্রভাবে নিজ পিতা দিনমণির ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিলেন। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধুচ্ছিক্তবিলপ্ত, অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদন-সম্পন্ন এক মঞ্জুষামধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যাকালে গর্ভ ধারণ অতি গহিত কষ্ট জানিয়া ও পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিহ্বল হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পরে মঞ্জুষানিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! দিব্য, পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত এবং জলচর প্রাণী সকল তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পৃথিবীতে অন্য কেহ তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবেন না; তুমি নির্বিঘ্নে গমন কর।

জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে এবং গগন-চারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমাকে দিব্য বিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন; সেই সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, দেব-রাজ, মরুৎ ও দিক্‌পাল সহ দিক্‌সকল সম বিষম প্রদেশে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

আমি বিদেশেও সহজাত কবচ দ্বারা তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্য্যদেব ধন্য ; তিনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে মঞ্জুষামধ্যেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে যে তোমাকে পুত্রহে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে যাহার স্তন পান করিবে, সে নারীও ধন্য। না জানি সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে ; আহা ! কি সৌভাগ্য ! এই কমললোচন, স্নললাট ও স্নকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন পালন করিবে ! তুমি যখন ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া জামু দ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অক্ষুট বাক্য প্রয়োগ করিবে ; তুমি যখন হিমাচলসম্ভূত কেশরিশাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে ; না জানি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীর অন্তঃকরণে কতই আনন্দ সঞ্চার হইবে।

কুন্তী এইরূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিয়া নিশীথ সময়ে অশ্বনদীসলিলক্ষিপ্ত মঞ্জুষা পরিত্যাগ করিলেন ; পরে পিতার আত্মানভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুল মনে ধাত্রীর সহিত পুনরায় নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে মঞ্জুষা অশ্বনদীপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবামাত্র তথা হইতে চন্দ্রগুণ্ডী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল ; পরে সে স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিল। অনন্তর মঞ্জুষামধ্যগত দৈববিনির্ম্মিত বর্ষধারী বালক প্রবাহবেগে বাহিত হইয়া সূত-রাজ্যান্তর্বর্ত্তী চম্পা নগরীতে উপনীত হইল।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ নামা সূত নিজ পত্নী রাধা সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু দৈব দুর্বিপাকবশতঃ বহুতর যন্ত্র করিয়াও পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক মঞ্জুষা যদৃচ্ছাক্রমে প্রবমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল ; ঐ মঞ্জুষা দুর্বিপাকমুগ্ধ প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে বিভূষিত। বরং বর্ণনায় রাধা তদদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ভর্তৃসম্মিধানে নিবেদন করিলেন। অধিরথ পত্নীর বচন শ্রবণেই জল হইতে মঞ্জুষা উদ্ধার করিয়া যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক দেখিলেন, উহার মধ্যে তরুণারুণসম্মিত হেমবর্ণধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচিরপ্রসূত শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদদর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভাষ্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি এরূপ অদ্বুত রূপ কদাপি নেত্রগোচর করি নাই ; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই বালকটী দেবপুত্র ; দেবগণ আমাকে অপত্য দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুত্রটী প্রদান করিয়াছেন। অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভাষ্যা রাধাকে সেই পুত্রটী প্রদান করিলেন। রাধা সেই কমলগর্ভসম্মিত বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক

বিধিগতে ভরণ পোষণ করিতে আরম্ভ করিলে, শিশুও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাকে গৃহে আনয়ন করিলে পর অধিরথের আর কতক গুলি ঔরস পুত্র সমুৎপন্ন হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সমানীত সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডলসমবেত দেখিয়া উহার নাম বসুসেণ রাখিলেন। হে মহারাজ ! এই রূপে ঐ বালক বসুসেণ নামে বিখ্যাত সূতপুত্র হইলেন। উহার অপর নাম বসু ; বসুসেণ অঙ্গদেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তী চরপ্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

সূত অধিরথ পুত্র বসুসেণকে প্রাপ্ত-বয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন ; বসুসেণও দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট চতুর্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণের অহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহার পরম্পর বল, বীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যাবিশেষে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। হে মহারাজ ! কর্ণ যে দিনকরের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে সন্তৃত হইয়া সূতকূলে প্রতিপালিত হইয়াছেন ; ইহা লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল ; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সূতকূল-স্থিত কর্ণকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া সমরে অবধ্য বিবেচনা

পূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে সলিল হইতে সমুপ্তিত হইয়া সবিভা দেবের স্তব করিতেন ; ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ ধন-লাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া যিনি যাহা যাক্সা করিতেন ; তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

সুররাজ শতক্রতু ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন।

নবাধিকত্রিশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! বীর-বর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! সুবর্ণাভরণবিভূষিত প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি সুবর্ণাভরণ-বিভূষিত প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতি-জনক বস্তুর অভিলাষ করি না ; যাহারা তাহা প্রার্থনা করে ; তাহাদিগকে প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হন, তবে আপনার সহজাত বর্ষ্ম ও কুণ্ডল-দ্বয় উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন ; তাহা হইলে আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।

কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা; ধেনু ও বহুবর্ষসম্ভূত ধানাদি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ষ প্রদান করিতে সমর্থ নহি। এই কথা বলিয়া কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষ প্রকার সান্নিধ্য করিলেন এবং গো, স্তবর্ণ ও রাজ্য প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সমস্ত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এই রূপে কর্ণ যখন দেখিলেন যে, বিপ্রেন্দ্র অন্য বস্তুর অভিলষী নহেন; তখন তিনি সহস্র বদনে পুনরায় কহিলেন, হে বিপ্র! আমার বর্ষ ও কুণ্ডলযুগল মহাজাত; ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি; অতএব কোন ক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনাকে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কটক রাজ্য প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। সহজ বর্ষ ও কুণ্ডলযুগলবিহীন হইলে, শত্রুগণ আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিবে।

এই রূপে ভগবান্ পাকশাসন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলে, মহাবীর কর্ণ সহস্র বদনে পুনরায় কহিলেন, হে দেব দেবেশ! আমি আপনাকে পূর্বে জানিতে পারিয়াছি; এক্ষণে আপনাকে বৃথা বর প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্বভূতের অধীশ্বর; অতএব আপনিই আমাকে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনাকে

কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করি; তাহা হইলে লোকের বধ্য হইব এবং আপনিও সকলের হান্ডাস্পদ হইবেন; অতএব কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে; নতুবা আমি আপনাকে বর্ষ ও কুণ্ডল প্রদান করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, কর্ণ! আমি তোমার নিকট আগমন করিব জানিয়া সূর্য্যদেব পূর্বে স্বপ্নে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন; তুমি তদনুসারে এই সকল কথা বলিতেছ; তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক; তুমি বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে; তাহাই প্রদান করিব।

অনন্তর কর্ণ হৃষ্ট মনে বাসবকে কহিলেন, হে সুরনাথ! আপনি বর্ষ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন। সুররাজ কর্ণবাক্য শ্রবণে শক্তির নিমিত্ত মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন; হে সূতজ! তুমি সহজ বর্ষ ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর; তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমি দানবকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, এই অমোঘ শক্তি আমার করচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। কিন্তু তোমার করচ্যুত হইয়া কেবল এক জন মাত্র মহাবল পরাক্রান্ত শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে দেবরাজ! যাহাকে

নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে ; আমি সেই শত্রুকে সমরে সংহার করিব । ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত একমাত্র শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে ; কিন্তু যে শত্রুকে সংহার করিবার মানস করিতেছ ; তাঁহাকে ভগবান্ নারায়ণ সতত রক্ষা করিতেছেন । তিনি সামান্য লোক নহেন ; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিজয়শালী অচিন্তনীয় নররূপী নারায়ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন । কর্ণ কহিলেন, ভগবন্ ! কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ; এক্ষণে আপনি আগাকে এক পুরুষধাতিনী শক্তি প্রদান করুন ; তাহা হইলে আমি মহাপ্রতাপশালী শত্রু সংহারে সমর্থ হইব । আমি এক্ষণে শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি ; ইহাতে আমার চৰ্ম্ম ছেদন হইলেও অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বীভৎস রসের উদ্বেক হইবে না ।

ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি সত্য প্রতিপালনে উগ্ৰত হইয়াছ ; অতএব কদাচ তোমার মনে বীভৎস রসের সঞ্চার বা শরীরে ত্রণ উৎপন্ন হইবে না । যাদৃশ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজঃ ; তুমিও সেই রূপ বর্ণ ও তেজঃ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই অন্যান্য শত্রু দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি জানিয়াও যদি তুমি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর ; তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপাত্ত

হইবে ; সন্দেহ নাই । কর্ণ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা কদাচ অন্যথা হইবে না ; নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি প্রাণসংশয় কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব ।

অনন্তর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজ্জ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্বক এক শাণিত শস্ত্র দ্বারা আপনার চৰ্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্বক আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন । কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না ; প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন । তদর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং দিব্য ছন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ।

তখন দেবরাজ সহাস্ত বদনে কর্ণকে বঞ্চনা ও বশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধনপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন । ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষন্ন ও অহঙ্কার-পরিশূন্য হইলেন ; এ দিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপার সকল অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! তৎকালে পাণ্ডবেরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ও কিরূপেই বা এই প্রিয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলেই বা কি করিয়াছিলেন ? আপনি এই সমুদায় আত্মোপাস্ত কীৰ্ত্তন করুন । বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণাকে লাভ ও জয়দ্রথকে বিজ্ঞাবিত্ত করিয়া সমগ্র বনবাসকাল অতিক্রমণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে অতি বিস্তীর্ণ দেবর্ষিগণবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক রথ, অশুযাত্র, সূত ও পৌরোগববর্গ-সমভিব্যাহারে পুনরায় কাম্যক বনে প্রতিগমন করিলেন ।

কুণ্ডলাহরণ পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

আরণ্যক পৰ্বাধ্যায় ।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা দ্রুপদদুহিতা অপহৃত হইলে, পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহকারে পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নয়নাথ ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে অপহৃত দ্রুপদমৃতাকে অতিমাত্র ক্লেশে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যক কানন পরিহারপূর্বক পুনর্বার সুস্বাদু কলমূলসনাথ, বিচিত্র পাদপ-রাজিবিরাজিত বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন । সেই স্থানে তাঁহারা নিয়ত-ব্রত হইয়া পরিমিত ফলমূল আহার করিয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখকর অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ করিতেন । হে রাজন্ ! তাঁহারা তথায় বাস করিয়া যে সকল ভাবি-

সুখপ্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাহা শ্রবণ করুন ।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল ; এক যুগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে উহার শৃঙ্গে সেই অরণীসনাথ মন্থদণ্ড সংস্কৃত হইবামাত্র যুগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল । ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বরিত পদে অজাতশত্রুর সমীপে সমাগমনপূর্বক কহিলেন, হে রাজন্ ! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড এক বন-স্পতিতে বদ্ধ ছিল ; কোন যুগ আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট ; হইবামাত্র সে তাহা লইয়া, মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে । হে পাণ্ডবগণ ! আপনারা স্বরায় তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট না হইতে হইতেই আনয়ন করুন ।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন ; এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুঃগ্রহণপূর্বক বৃক্ষপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন সহকারে যুগের অনুগমন করিলেন । তাঁহারা অনতিদূরে সেই যুগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু কোন মতে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না । পরে সেই যুগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায়

কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক শৃগোথ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন ।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্যভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, হে রাজন্ ! আমাদিগের বংশে কখন আলম্ব্যবশতঃ ধর্ম বা অর্থ লোপ হয় নাই ; তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি ?

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! আপদের সীমা নাই ; নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই ; কেবল একমাত্র ধর্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয় ।

ভীমসেন কহিলেন, যৎকালে প্রাতি-কামী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল ; তখন যে আমি তাহাকে সংহার করি নাই ; এই নিমিত্তই এরূপ ক্লেশ সমূহ সহ্য করিতেছি ।

অর্জুন কহিলেন, আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্থিভেদী বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই, ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি ।

সহদেব কহিলেন, হে ভারত ! যৎকালে শকুনি অক্ষকৌড়ায় আপনাকে পরাজয় করিয়াছিল ; তখন যে আমি তাহাকে বিনষ্ট করি নাই ; এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি ।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, হে মাদ্রেয় ! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন ; অতএব এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ কর ; দেখ, কোন্ নিকটবর্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে ।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দিক্ অভি-বীক্ষণপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং সারসকুল কলরব করিতেছে ; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্বক এই সকল তৃণ দ্বারা পানীয় আনয়ন কর ।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকার-পূর্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুলপরিবর্ত্ত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্বক জল পান কামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন ; অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল ; “বৎস মাদ্রেয় ! ঈদৃশ সাহস করিও না ; আমি পূর্বে ইহা অধিকার করিয়াছি ; অতএব অগ্রে আমার প্রার্থনের উত্তর প্রদান কর ; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও” । নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন ; এই নিমিত্ত যক্ষবাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন ; অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতে নিপতিত হইলেন ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, সহদেব ! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন ; তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর ।

সহদেব যে আজ্ঞা বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন ; তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন । অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, “বৎস ! ঐদৃশ সাহস করিও না ; আমি পূর্বের ইহা অধিকার করিয়াছি ; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর ; পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও” । পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া, জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! নকুল ও সহদেব বহু ক্ষণ গমন করিয়াছেন ; অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর । তোমার কল্যাণ হউক ; তুমিই দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয় ।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্বক গমন করিলেন । সরোবরসমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন । নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে

নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্ধত করিয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না । তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অস্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, “হে কৌন্তেয় ! বলপূর্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না ; যদি মদুস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর ; তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে” ।

ধনঞ্জয় এই রূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ ; কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বাণ সমূহ দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব ; তাহা হইলে পুনরায় আর একরূপ বলিতে পারিবে না । ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দবেধী বাণ প্রদর্শনপূর্বক দশ দিকে কণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন যক্ষ অস্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে পার্থ ! বৃথা শর বর্ষণ করিতেছ ; অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর ; নতুবা বলপূর্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে । ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! নকুল, সহদেব ও ধন-

জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন ; কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না ; তোমার কল্যাণ হউক ; তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর ।

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন ; সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন । তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিস্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন ; ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কৰ্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । পরিশেষে জলপানানন্তর যুক্ত করিবেন ; ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন । এমন সময়ে যক্ষ কহিলেন, “বৎস কোন্তেয় ! এরূপ সাহস করিও না ; আমি পূর্বে ইহা অধিকার করিয়াছি ; অতএব আমার প্রেমের প্রত্নস্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও” । ভীমসেন যক্ষের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জল পান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তা-পরায়ণ ও দম্ভহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই ; কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে ; নীলভাস্বর পাদপ সকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুস্বরে গান করিতেছে ; ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর গমন করিতে করিতে সিদ্ধুবার, অরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল পাদপশ্রেণীতে হুসংবৃত্ত নলিনী-

দলসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিগম্ব হইলেন ।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর ! রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন ; ধনুর্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে । তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদণ্ড্র লোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু বৃকোদর ! তুমি যে গদাঘাতে দুর্ঘ্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ! আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদায় বিফল করিলে ! হা মহাজান্ ! হা মহাবাহো ! হা কুরুকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন ! মনুষ্যের প্রতিজ্ঞাত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে ; কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না !

হা ধনঞ্জয় ! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেব-গণ জননীকে কহিয়াছিলেন, “হে কুন্তি ! তোমার এই পুত্র সহস্রাঙ্গ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না” । আর তৎকালে উত্তর পারিপাত্র পর্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, “ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীকে বলপূর্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন ; সময়ে ইহার জেতা কেহই নাই ; এবং অজেয়ও কেহই নাই” । আজি

সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় যুত্ব্যর বশবর্তী হইলেন ! আমরা যঁহার শরণাপন্ন হইয়া ঐদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি ; আজি সেই পার্শ্ব আমাদের সমুদায় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশিযায় শয়ান রহিয়াছেন ।

যে বীরস্বয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমর-ঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দলন করিতেন ; যঁহাদের বলবীৰ্য্যের ইয়ত্তা ছিল না ; কোন অস্ত্রই যঁহাদিগকে প্রতি-হত করিতে সমর্থ হইত না ; যঁহারা কুস্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; আজি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন ! হা নকুল ! হা সহদেব ! তোমরা দুই সহোদরে ভূমিশিয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না ; তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছে ; তাহার সন্দেহ নাই । হে ভ্রাতৃগণ ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ; দেশকালভিজ্ঞ ; তপ-শ্চর্য্যাপরায়ণ ও সংকল্পশালী ; অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ ! তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রযুক্ত দেখিতেছি ; তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ !

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্কয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে স্তম্ভপ্রস্থাপ্ত দেখিয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন । অনন্তর নানাবিধ বিলাপ-পূর্ব্বক বহু ক্রণের পর আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া দ্বারা এই ব্যাপারের কারণ চিন্তা

করিতে লাগিলেন ; ইহাদিগের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্কৃত ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে । যাহা হউক, একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি ।

বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি, ছুরাঙ্গা দুৰ্য্যোধ-নের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জনে এই সরোবর নির্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে ; অথবা ঐ ছুরাঙ্গা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষদূষিত করিয়াছে ; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই ; মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন ; সেই রূপই রহিয়াছে । আহা ! ইঁহারা এক এক জন প্রচুর বলশালী ; কালান্তক যম ব্যতীত কে ইঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ ! এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন । তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন । “রাজ-পুত্র ! আমি শৈবাল ও মৎসভোজী বক ; আমিই তোমার অনুজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি ; যতপি আমার প্রপ্নের উত্তর প্রদান না কর ; তাহা হইলে তোমা-কেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে । বৎস কৌন্তেয় ! এরূপ সাহস করিও না ; আমি পূর্ব্ব এই সরোবর অধিকার করি-য়াছি ; অতএব অগ্রে আমার প্রপ্নের প্রভূ-

ভর প্রদান কর ; পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও ।”

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবল ! হিমালয়, পারিপাত্র, বিদ্যা ও মলয় এই অবিচলিত পর্বতচতুষ্টয়ে কে কে পাতিত করিয়াছে ? ইহা পক্ষীর কৰ্ম্ম নহে ; বোধ হয়, এই মহৎ কৰ্ম্ম আপনিই করিয়াছেন ; অতএব জিজ্ঞাসা করি ; আপনি কে ? আপনি কি রুদ্র, বহু বা মরুদগণের অধিপতি ? কি আশ্চর্য্য ! দেবগণ, গন্ধৰ্বগণ, অশ্বরগণ ও রাক্ষসগণ ঐহাদিগের ঘোরতর সমর সম্বন্ধ করিতে পারেন না ; আপনি ঐহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন ; ভগবন্ ! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ, কিছুই জানি না ; অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে ; হৃদয় কম্পিত হইতেছে ; শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে ?

যক্ষ কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক ; আমি যক্ষ ; জলচর পক্ষী নহি ; আমিই তোমার মহাতেজাঃ ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি ।

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এই রূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ভিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায, তালসমুদ্ভূত, সূর্য্যাম্বিসদৃশ, পর্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! আমি

তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার বারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছি । এক্ষণে তোমাকেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জল পান করিতে সাহস করিও না ; আমি পূর্ব্ব ইহা অধিকার করিয়াছি ; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর ; পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও !

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই ; এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল ; আমি আত্মজ্ঞাষা করিতেছি না ; কারণ সাধু পুরুষেরা সতত আত্মজ্ঞাষার নিন্দা করিয়া থাকেন ; অতএব আমি এই মাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব ।

যক্ষ কহিলেন, কে আদিত্যকে উন্মিত করেন ? কাহারো তাঁহার চতুর্দিকে থাকেন ? কে বা তাঁহাকে অন্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্মিত করেন ; দেবগণ তাঁহার চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন ; ধর্ম্ম তাঁহাকে অন্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।*

যক্ষ কহিলেন, কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয় ? কিসের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ হয় ? কিসের দ্বারা পুত্রবান হয় এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্বী দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান এবং বুদ্ধসেবায় বুদ্ধিমান হয় ।

যক্ষ কহিলেন, ত্র্যক্ষগণের দেবত্ব কি ? তাঁহাদিগের কোন্ ধর্ম সাধু ধর্ম ? তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব ; তপস্বী সাধু ধর্ম ; যজ্ঞ মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধু ভাব ।

যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধুভাবই বা কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রশস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব ।

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞীয় সাম কি ? যজ্ঞীয় যজ্ঞ কি ? কে যজ্ঞ বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিবর্তন করে না ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মনঃ যজ্ঞীয় যজ্ঞ, ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহাকে অতিক্রম করে না ।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের

বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ ।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়স্থানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান, লোকপূজিত ও সর্বপ্রাণীর মন্যত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্বপণ না করে ; সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে ।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে ? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে ? বায়ু অপেক্ষা শীত্ৰগামী কে ? আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মনঃ বায়ু অপেক্ষা শীত্ৰগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর ।

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্ধিত হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সংস্র নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণু জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পামাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্ধিত হয় ।

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে ? গৃহবাসীর মিত্র কে ? আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর সঙ্গী,

গৃহবাসীর ভাৰ্য্যা, আত্মরের চিকিৎসক এবং মুমূৰ্শু ব্যক্তির দানই মিত্র ।

যক্ষ কহিলেন, কে সৰ্বভূতের অতিথি? সনাতন ধৰ্ম্ম কি? অমৃত কি এবং সমুদায় জগৎ কি পদার্থ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সৰ্বভূতের অতিথি, গলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞান-যোগ সনাতন ধৰ্ম্ম এবং বায়ু সমুদায় জগৎ ।

যক্ষ কহিলেন, কে একাকী বিচরণ করেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন? হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূৰ্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমাঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র ।

যক্ষ কহিলেন, ধৰ্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বৰ্গের একমাত্র আশ্রয় কি? এবং হুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধৰ্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বৰ্গের এবং শীল হুখের একমাত্র আশ্রয় ।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা কি? এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভাৰ্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয় ।

যক্ষ কহিলেন, ধন্যের মধ্যে উত্তম কি?

ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং হুখের মধ্যে উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং হুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম ।

যক্ষ কহিলেন, প্রধান ধৰ্ম্ম কি? কোন ধৰ্ম্ম সৰ্বদা ফলবান্? কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনুশংস্য প্রধান ধৰ্ম্ম, বৈদিক ধৰ্ম্ম সৰ্বদা ফলবান্? মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না ।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক যায়, কি ত্যাগ করিলে অৰ্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে স্তখী হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অৰ্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই স্তখী হয় ।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণ, নট ও নর্তক, ভৃত্য এবং রাজা; ইহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধৰ্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্ত নট ও নর্তককে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে ।

যক্ষ কহিলেন, লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত

থাকে ? কিজন্তু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে
এবং কিজন্তুই বা স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক সকল
অজ্ঞানে আবৃত, তমোছারা অপ্রকাশিত
থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ
করে এবং সঙ্গহেতু স্বর্গ গমনে অস-
মর্থ হয় ।

যক্ষ কহিলেন, মৃত পুরুষ কে ? মৃত
রাষ্ট্র কি ? মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই
বা কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষই মৃত
পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রো-
ত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই
মৃত যজ্ঞ ।

যক্ষ কহিলেন, দিক্ কি ? জল কি ?
অন্ন কি ? বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই
বা কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধুগণই দিক্,
আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই
বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল ।

যক্ষ কহিলেন, তপ, দম, ক্ষমা ও
লজ্জার লক্ষণ কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মানুবর্তিত্বই
তপঃ, মনের নিগ্রহই দম, হৃদয়সহিষ্ণুতাই
ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা ।

যক্ষ কহিলেন, জ্ঞান, শম, দয়া এবং
আর্জ্জব কাহাকে কহে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থোপলব্ধিই
জ্ঞান, চিন্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের
সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিন্ততাই
আর্জ্জব ।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষের কোন শত্রু
দুর্জয় ? কোন ব্যাধি অনন্ত ? কীদৃশ
লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জয় শত্রু,
লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী
ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দয় ব্যক্তিই অসাধু ।

যক্ষ কহিলেন, মোহ, মান, আলস্য ও
শোকের লক্ষণ কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ-
তাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানু-
ষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই
শোক ।

যক্ষ কহিলেন, ধামিগণ সৈর্য্যা, ধৈর্য্যা,
স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে স্থিরতা
সৈর্য্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্যা, মনোমালিন্য
পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা
করাই দান ; এই লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে ।

যক্ষ কহিলেন, পণ্ডিত কে ? নাস্তিক
কে ? মূর্খ কে ? কাম কি এবং মৎসরই
বা কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি
পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ,
সংসারহেতুই কাম ও হৃতাপই মৎসর ।

যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য
এবং পৈশুণ্য কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞানরাশিই অহ-
ঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নয়নই দম্ভ, দানের
ফলই দৈব্য এবং পনের প্রতি দোষারোপ
করাই পৈশুণ্য ।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম

ইহারা পরস্পর বিরোধী ; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম ও ভাৰ্য্যা পরস্পর বশবর্তী হয় ; তখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে ।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কৰ্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে ; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে ; এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাধুখ হইয়া থাকে ; তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয় ।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং ঋতি, ইহার মধ্যে কোন্টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ ; তুমি নিশ্চয় করিয়া বল ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ ! কুল, স্বাধ্যায় ঋতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না ; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্বক বিশেষ রূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন । অক্ষীণ-বৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হন না ; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয় । যাহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্র চিন্তা করেন ; তাহারা সকলেই

ব্যাসনী ও মূর্থ ; যিনি ক্রিয়াবান্ ; তিনিই যথার্থ পণ্ডিত । চতুর্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না ; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন এইমাত্র বিশেষ ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ; তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ !

যক্ষ কহিলেন, প্রিয় বচন কহিলে কি লাভ হয় ? বিবেচনা পূর্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয় ? বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্মো অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয় ; বিমুশ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয় লাভ করে ; বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্মানুগত ব্যক্তি সদাতি লাভ করিয়া থাকে ।

যক্ষ কহিলেন, স্ত্রী কে ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এবং বার্তাই বা কি ? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তোমার ব্রাহ্মণ জীবিত হইবেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন ; তিনিই স্ত্রী । প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চির জীবন ইচ্ছা করে ; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ! তর্কের স্থিরতা নাই ; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার , যিনি এক জন নহেন যে, তাহার মতই প্রমাণ করিব ; আর ধর্মের তত্ত্বও অজ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে ; অতএব

মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাজ্জি-
ন্দিবস্বরূপ ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত করিয়া মহা-
মোহরূপ কটাহে ধাতু ও মাসস্বরূপ দব্বী
পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করি-
তেছে; ইহাই বার্তা।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি যথার্থ
রূপে আমার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান
করিয়াছ; এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের
মধ্যে ধনী কে ? ইহা নিরূপণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মানবের নাম পুণ্য
কর্মে দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত
হয়; সেই নাম যত দিন থাকে; তত দিন
সেই পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরি-
গণিত হন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত
সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান
করেন; তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষ কহিলেন, তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী
শব্দের অর্থ করিলে; এই জন্ম এক্ষণে
তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক
জনমাত্র জীবিত হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ ! এই শ্যাগ-
কলেবর, লোহিতলোচন, বিশালবক্ষ,
মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল শাখীর
শ্রায় সমুপস্থিত হউন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি দশ
সহস্র গাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতি-
পাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের
একমাত্র আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ
করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের
প্রাণ দান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মকে বিনষ্ট
করিলে ধর্ম্মও আগাদিগকে বিনষ্ট করি-
বেন; এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও
আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব
আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না;
এবং ধর্ম্মও যেন আগাকে কখন পরিত্যাগ
না করেন। হে যক্ষ ! আনুশংসাই
পরম ধর্ম্ম; আমি আনুশংসু অবলম্বন
করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে
আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন; অত-
এব আমি কোন ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ
করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহারা
আমার জননী; উভয়েই পুত্রবতী হইয়া
থাকুন; এই আমার অভিলাষ। আমার
পক্ষে উভয়েই সমান; অতএব আপনি
নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী
করুন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি
অর্থত ও কামত আনুশংসুপরায়েণ; এই
নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত
হউক।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষবাক্যানু-
সারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করি-
লেন; তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই
অপনীত হইল। এ দিকে অপরাজিত
যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়া-
ছেন; রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় !

আপনি কে ? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না ; আপনি বহু, রুদ্র কিম্বা মরুদগণের মধ্যে প্রধান এক জন অথবা দেবরাজ হইবেন ; সন্দেহ নাই ; নতুবা এপ্রকার ব্যাপার ঘটিত না । এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধ-কুশল ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করে । ইহারা যেরূপ সুখসচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন ; এবং ইহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে ; তাহাতে বোধ হয়, আপনি আগাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন ।

যক্ষ কহিলেন, তাত ! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম ; তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । যশঃ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর ; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয় । হে যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন ; তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ ; এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্য্য পরাজয় করিয়াছ । আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম ; এক্ষণে তোমার আনুশংস্কা দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি । তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি বর গ্রহণ কর ; যে ব্যক্তি আমার ভক্ত ; সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্বদণ্ড যুগ কর্তৃক অপহৃত হই-

য়াছে ; তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয় ; ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা ।

ধর্ম্ম কহিলেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্বদণ্ড অপহরণ করিয়াছি ; তাহা প্রদান করিতেছি ; তুমি এক্ষণে অষ্ট বর প্রার্থনা কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি ; ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত ; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব ; কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয় ; এই বর প্রদান করুন ।

ভগবান্ ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, তাত ! যতপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরামণ্ডল ভ্রমণ কর ; তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না । হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ় বেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিবে । তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন ; তিনি সচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন ; আর এই অরণী-সংযুক্ত মন্বদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর ; আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম । হে প্রিয়দর্শন ! তুমি আমার আশ্রয় ; বিদুর আমার অংশজ ; আমি তোমাকে বর

প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না ;
অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবদেব !
আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টি-
গোচর করিয়াছি ; হে পিতঃ ! এক্ষণে
আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করি-
বেন ; তাহাই গ্রহণ করিব । হে তাত !
আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরা-
জয় করিতে সমর্থ হই ; আমার অন্তঃকরণ
যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনু-
রক্ত থাকে ।

ধৰ্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব ! তুমি
স্বভাবতই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ ;
এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধৰ্ম্মভূষণে সমাধিক
শোভমান হইবে । এই কথা কহিয়া
ভূতভাবন ভগবান্ ধৰ্ম্ম সেই স্থানেই অন্ত-
হিত হইলেন । সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও
আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে
অরণীসনাথ মনুদত্ত প্রদান করিলেন । যে
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুখান
এবং ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মপুঞ্জের সমাগম অধ্যয়ন
করেন ; তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত্ত হইয়া
শত বর্ষ জীবিত থাকেন । এই আখ্যান
অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ
কদাপি অধৰ্ম্ম, স্তম্ভেদ, পরস্বাপহরণ,
পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কর্ণে
অনুরক্ত হয় না ।

চতুর্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
অনন্তর সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণকে ধৰ্ম্মের

অনুষ্ঠানসূত্রে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে
বাস করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা বনবাস-
সহচর অনুরক্ত তপস্বিগণের সমীপে উপ-
বেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণাভি-
লাষে কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে
মুনিগণ ! ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ছলপূর্ব্বক যে
প্রকারে আগাদিগের রাজ্যাপহরণ ও আমা-
দিগের সহিত বারংবার অসৎ ব্যবহার
করিয়াছে ; তাহা আপনাদিগের অবিদিত
নাই ; আমরা সেই জন্তই অরণ্যে অতি
কষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম ;
সম্প্রতি অজ্ঞাত বাসের সময় সমুপস্থিত ;
এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বেশে বাস করিতে হইবে ;
অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন । দুরাশ্রা
দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি জানিতে পারিলে
বিষম অনর্থ পাত হইবে ; আমাদিগের
সহিত তাহাদের বৈর ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে
এবং পোর ও আশ্রায় জন তাহার পক্ষ
অবলম্বন করিয়াছে । হে ব্রাহ্মণগণ !
আমরা সকলে কি পুনরায় স্বরাজ্যে অধি-
রোহণ করিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র
বাস করিব ? এই কথা কহিতে কহিতে
রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে শোকাভি-
ভূত ও মুচ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত
হইলেন । তখন তাহার ভ্রাতৃগণও ব্রাহ্মণ-
সকলে আশ্রাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

পুরোহিত ধোম্য নৃপতিকৈ সম্বোধন
করিয়া মহার্ঘ্য পরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ
করিতে আরম্ভ করিলেন ; হে রাজন্ !
আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতে-
ন্দ্রিয় ; এবম্বিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কখন

কোন আপদে মুহুমান হন না। দেখুন, দেবগণও শত্রু সমূহের নিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে কত শত বার দুর্কিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। দেবরাজ অরাতি যিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে নিষধদেশে গিরিপ্রস্থাত্রমে বাস করিয়া স্বকার্য সাধন করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বশিরাঃ হইয়া অদितिগর্ভে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন রূপে বামন আকার স্বীকার করিয়া যে প্রকার বিক্রমে বলির রাজ্যাপহরণ করিয়াছেন; হুতাশন জলপ্রবিক্ত হইয়া যে প্রকারে সুরগণের কার্য সাধন করিয়াছেন; নারায়ণ শত্রু দমনার্থ প্রচ্ছন্ন বেশে বজ্রে প্রবিক্ত হইয়া সুররাজের যে কার্য সাধন করিয়াছেন; ত্রক্ষসি ওর্ক উরুতে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া দেবগণের নিমিত্ত যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তৎসমুদায় আপনার জ্ঞাবগোচর হইয়াছে। এই রূপে মহাতেজাঃ দিবাকর ছদ্মবেশে ভূতলে বাস করিয়া শত্রুগণকে দম্ব করিয়াছেন; ভীমকর্ণা বিষ্ণু প্রচ্ছন্ন ভাবে দশরথগৃহে বাস করিয়া দশাননকে সমরশায়া করিয়াছেন এবং সকল মহাত্মাই এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; আপনিও তদ্রূপ অরাতিকুল নিমূল করিবেন; সন্দেহ নাই।

ধর্মপরায়ণ ধর্মরাজ ধৌম্যবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধিপ্রভাবে প্রকৃতিস্থ হইলে, মহাবল ভীমসেন তাঁহার ঈর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ গাণ্ডীবধন্য অর্জুন আপনাত্ত্ব ও ধর্মের অনুরোধেই কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করে নাই; শত্রুদলনসমর্থ ভীমবিক্রম নকুল ও সহদেবকে প্রতিদিন আঘিহ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি আগাদিগকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন; আমরা তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনি উপায় বিধান করুন; শীঘ্রই অরাতিগণকে পরাজয় করিব।

ভীমসেনের বাক্য অবসান হইলে, ব্রাহ্মগণ পাণ্ডবগণকে আশীর্বাদ প্রয়োগ ও আগস্ত্রপূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদবেত্তা যতি ও মুনিগণ পাণ্ডবগণের পুনর্দর্শন লালসায় আয়ানুসারে বিহিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, ধৌম্য ও পাঞ্চালীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন কারণবশতঃ সেই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্বক পর দিন অবধি অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার। সকলে পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও মন্ত্রিবিগ্রহকালজ্ঞ; অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিলেন।

আরণ্যপর্কাদ্যায় সমাপ্ত।

বনপার্শ্ব সমাপ্ত।

পুরাণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ।

মহাভারত ।

বিরাটপর্ব ।

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

তৎপুত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যানুসারে

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বরাট কর্তৃক প্রকাশিত ।

“যে যেমন সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই অক্ষয় ভারত বৃক্ষ উত্তরকালে সকল

কবিকুলের আশ্রয় স্থান হইবেক” । মহাভারত ।

কলিকাতা ।

১৪৭ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিন্ডিকেট হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৭ সাল ।

ভূমিকা ।

পুরাণসংগ্রহের ষষ্ঠ খণ্ডে মহাভারতীয় বিরাট পর্ক সবিস্তরে অনুবাদিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।
দ্ব্যর্থোদনভরভীত পঞ্চ পাণ্ডব পতিপরায়ণা পাঞ্চালী-সমভিব্যাহারে কি প্রকারে বিরাটভবনে এক বৎসর প্রচ্ছন্ন
ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; দ্বন্দ্বিতি কীচক কিরূপে সপরিবারে ভীমহস্তে নিহত হয় ; কীচকবধ সংবাদ শ্রবণে
উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় ত্রিগর্ভেরা কিরূপে বিরাটের গোধান অপহরণ করে ; কিরূপে দ্বন্দ্বিতি দ্ব্যর্থোদন কুরু-
চতুরঙ্গিনী-সমভিব্যাহারে অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হয় ; এবং কিরূপে পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে ত্রয়োদশ
বৎসর বনবাস-ক্লেশ সহ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনপূর্বক বিরাটভবনে প্রকাশিত হন ; এই পর্কের
তাহা বর্ণিত হইয়াছে ।

বহুল আশাসম্পাদিত পুরাণসংগ্রহ-কার্যে হস্তক্ষেপ করণসময়ে আমার এমন ভরসা ছিল না যে, এতাদৃশ
অত্যন্ত কালমধ্যে দ্রব্যাগাহ ভারতের বিরাট পর্ক পর্য্যন্ত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবে ; এক দিবসের অন্তর
আমার মনে হয় নাই যে, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সহদয়সমাজ গ্রাহ্য করিবেন। আমি হস্তর জলধিঅল
ভেলা দ্বারা পার হইতে সংকল্প করিয়াছি ; কত দিনে যে পরপার প্রাপ্ত হইব তাহা হৃদয়মন্দিরেও সমুদিত হয় না।
ভয়ানক জলজন্তুর ভীষণ রব, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় প্রবল বেগ প্রতিপদে উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছে। এক্ষণে কেবল
ঘনঘটাব্যক্ত গগনমণ্ডলমধ্যবর্তী গমনমার্গপ্রদর্শক নক্ষত্র স্বরূপ সজ্জনসমাজের একমাত্র গুণগ্রাহিতা গুণ ভরসায়
তাহাদিগের উৎসাহেই অব্যাঘাতে বিরাটপর্ক সম্পূর্ণ করিলাম।

সারস্বতাপ্রম
১৭৮৩ শকাব্দা:

}

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

সূচিপত্র ।

মহাভারতাস্তম্ভগত বিরাটপর্ব ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
অজ্ঞাত বাসার্থ যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণা	১
ধোমোর উপদেশ	৫
অস্ত্রসংস্থাপন	৯
শ্রীদুর্গার স্তব	১০
যুধিষ্ঠিরের বিরাটভবনে প্রবেশ	১২
ভীষ্মের প্রবেশ	১৩
দ্রোপদীর প্রবেশ	১৪
সহদেবের প্রবেশ	১৬
অর্জুনের প্রবেশ	১৭
নকুলের প্রবেশ	১৮
ভীমত বধ	২০
দ্রোপদী-কীচকসংবাদ	২১
দ্রোপদীর সুরা আহরণ	২৪
কীচক-কর্তৃক দ্রোপদীর অবমাননা	২৫
দ্রোপদী-ভীমসংবাদ	২৮
কীচকবধ	৪০
উপকীচকবধ	৪২
কীচকদাহ	৪৩
হৃষ্যোখনসমীপে চরগণের প্রত্যাগমন	৪৫
কর্ণ ও হৃশ্যাসনের বক্তৃতা	৪৬
দ্রোণের বক্তৃতা	৪৬
ভীষ্মের বক্তৃতা	৪৭
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৪৮
মৎস্তদেশে স্রশঙ্গাদির যুদ্ধযাত্রা	৪৯
মৎস্তরাজের সমরোত্তোগ	৫০
স্রশঙ্গার সহিত বিরাটের যুদ্ধ	৫২
স্রশঙ্গার নিগ্রহ	৫৫
বিরাটের বিজয় ঘোষণা	৫৬
উত্তরের আশ্বমুখা	৫৭
দ্রোপদী-কর্তৃক বৃহন্নলার সারণ্য কথন	৮৫

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
উত্তরের যুদ্ধযাত্রা	৬০
উত্তরের ভয় ও অর্জুন কর্তৃক আশ্বাসন	৬০
কৌরবগণের অর্জুন বিষয়ক কথোপকথন	৬২
উত্তরের প্রতি অর্জুনের অস্ত্রগ্রহণের আদেশ	৬৪
উত্তর-কর্তৃক অস্ত্রাবরোপণ	৬৪
উত্তরের অস্ত্রবিষয়ে প্রশ্ন	৬৪
অর্জুনের প্রত্যুত্তর	৬৫
উত্তরের পাণ্ডবপরিচয় প্রাপ্তি	৬৬
অর্জুনের যুদ্ধে গমন	৭০
কৌরবগণের উৎপাত দর্শন	৭০
হৃষ্যোধনের বক্তৃতা	৭১
কর্ণের আশ্বস্তাঘা	৭৩
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৭৫
অশ্বখামা কর্তৃক কর্ণের ভৎসনা	৭৬
দ্রোণাচার্য্যের বক্তৃতা	৭৮
ভীষ্মের বাহ রচনা	৭৯
গোধন প্রত্যাহারণ	৮০
অর্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন	৮২
অর্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের সংগ্রাম, দেবগণের আগমন ও কৃপের পলায়ন	৮৩
দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন	৮৮
অশ্বখামার যুদ্ধ	৯১
কর্ণের পুনর্যুদ্ধ ও পলায়ন	৯২
হংশাসনাদির যুদ্ধ	৯৫
সমূল যুদ্ধ	৯৬
ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন	৯৮
হৃষ্যোধনের যুদ্ধ ও পলায়ন	১০০
যুদ্ধের উপসংহার	১০১
অর্জুন ও উত্তরের কথোপকথন	১০৩
উত্তরের নগর প্রবেশ, যুধিষ্ঠির ও বিরাটের দ্যুতক্রীড়া এবং উত্তরের প্রতি বিরাটের সমরবিষয়ক প্রশ্ন	১০৪
বিরাটোত্তরসংবাদ	১০৭
পাণ্ডবগণের আশ্বপ্রকাশ	১০৯
উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব	১১১
উত্তরার বিবাহ	১১২

মহাভারত ।

বিরাটপর্ব ।

পাণ্ডব প্রবেশ পৰ্বাধ্যায় ।

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
ব্রহ্মন্ ! আমার পূর্বপিতামহগণ চুর্যোধন-
ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কি রূপে বিরাট-
নগরে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, এবং
পতিপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী দ্রুপদনন্দিনীই
বা কি প্রকার অজ্ঞাত বাসের ক্লেশ ভোগ
করিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ !
তোমার পূর্বপিতামহগণ বিরাট নগরে যে
প্রকারে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, তাহা
শ্রবণ কর। ধার্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্মের
নিকট সেই প্রকার বর-লাভানন্তর আশ্রমে
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ-সমীপে সমুদায়
বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন ;
এবং যে ব্রাহ্মণের অরণী-সংযুক্ত মন্থদণ্ড
অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাকেও তাহা প্রদান
করিলেন ।

অনন্তর মহামনাঃ যুধিষ্ঠির সমুদায়
অনুজগণকে একত্রে করিয়া অর্জুনকে
সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় !
আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ

বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি ;
একণ্ঠে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত ; অতএব
এমন কোন উৎকৃষ্ট স্থান মনস্থ কর, যে
স্থানে এই সংবৎসর কাল অরাস্তিগণের
অজ্ঞাতসারে অতিপাত করিতে পারি ।

অর্জুন কহিলেন, হে মহারাজ ! আমরা
ধর্মপ্রদত্ত বর প্রভাবে অবশ্যই নরগণের
অজ্ঞাতসারে কালাতিপাত করিব, সন্দেহ
নাই ; একণ্ঠে বাসোপযোগী কতকগুলি
রমণীয় গূঢ়তম স্থান উল্লেখ করি, আপনি
তন্মধ্যে কোন স্থান মনোনীত করুন ।
কুরুগণ্ডলের চতুর্দিকে পাঞ্চাল, চেদি,
মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র,
মল্ল, শাল্ল, যুগন্ধর, বিশাল কুন্তিরাষ্ট্র,
সুরাষ্ট্র ও অবন্তি, এই সকল পরম রমণীয়
প্রচুর অন্নশালী জনপদ বিদ্যমান আছে ;
ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে
আপনার অতিরুচি হয়, বলুন ; আমরাও
তথায় এই বৎসর অতিবাহিত করিব ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো !
সর্বভূতেশ্বর ভগবান্ ধর্ম যাহা কহিয়া-
ছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না ।
আমরা অবশ্যই রমণীয় বাসস্থান অনুসন্ধান

করিয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিব। মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধর্মশীল, বদাশু, বুদ্ধ ও সতত শ্রীতিভাজন; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত; অতএব আমরা এই সংবৎসর কাল বিরাট-নগরে বাস করিয়া মৎস্যরাজের কার্যসমুদায় সম্পাদন করিব। হে কুরুনন্দনগণ! বিরাট-নগরে গমন করিয়া ভূপতি সম্মিথানে যে যে কর্মের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে সকলে তাহা নির্দিষ্ট কর।

অর্জুন কহিলেন, হে নরদেব! আপনি বিরাট-নগরে কোন্ কর্ম অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন? আপনি ধীরস্বভাব, বদাশু, লজ্জাশীল, ধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব এই আপৎকালে কোন্ কর্ম অবলম্বন করিবেন? হায়! ধর্মরাজ কখন কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃও দুঃখ ভোগ করেন নাই; তিনি এই ঘোরতর বিপত্তিসাগর হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমি বিরাট ভূপতির নিকট গমন করিয়া যে কর্ম করিব, তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামা অক্ষয়দয়জ দ্যুতিপ্রায় ব্রাহ্মণ হইয়া মহাত্মা বিরাট নৃপতির সভ্যপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদুর্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মনোহর অঙ্গুটিকা সকল যথাস্থানে সম্মিবেশিত করিব। এই রূপে আমি সহস্রাত্য সবার্হব বিরাট নৃপতির সম্ভোষ সাধনে যত্নবান্ হইয়া কীলাতিপাত করিলে, কেহই আমাকে জ্ঞানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যরাজ

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, পূর্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম, এই কথা বলিব। আমি যেরূপে কাল যাপন করিব, তাহা তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে, বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাট-নগরে বাস করিবে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন ভীমসেন কহিলেন, হে ধর্মরাজ! আমি স্থির করিয়াছি যে, মহারাজ বিরাটের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া “আমি পৌরগব, আমার নাম বল্লব” এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন্! আমি পাক কার্যে সাতিশয় স্তনিপুণ। বিরাটরাজ্যভবনে নানাবিধ সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্বে স্তশিক্ষিত পাচকগণ রাজার নির্গত যে সমুদায় উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জন সকল প্রস্তুত ও অপরিমিত কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া মহারাজের শ্রীতি সম্পাদন করিব; তদর্শনে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্মরাজ! আমি তথায় এক্রপ অলৌকিক কার্য করিব যে, বিরাট-রাজের অন্যান্য কিঙ্করগণ আমাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে। আমি সকলের অন্নপান প্রদানের কর্তা হইব। মহাবলিষ্ঠ হস্তী বা বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে হইলে, অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিব। সমাজে যাহারা আমার সহিত বাহ্যযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, আমি রাজ্যের শ্রীতি বর্ধনের

নিমিত্ত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব, কিন্তু সংহার করিব না । লোকে জিজ্ঞাসা করিলে “আমি ইতিপূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অম্লসংস্কারক, পশু-নিগৃহীতা, সুপকর্তা ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম” বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব এবং সতত স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইব । হে মহারাজ ! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বাস করিতে সংকল্প করিয়াছি ।

তৎপরে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, অগ্নি খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিবার মানসে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ-পূর্বক স্বয়ং যাহার সমীপে আগমন করিয়া-ছিলেন, যিনি কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণপূর্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া খাণ্ডবারণ্য দাহন-পূর্বক ছতাসনকে পরিত্যক্ত করিয়াছিলেন, যিনি সপ্তরাজ বাহুবীর ভগিনীকে হরণ করিয়া-ছিলেন, সেই সর্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জুন কি রূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন ? যেমন প্রতাপশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সপের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে ককুদ্ভান্, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, বর্ষণকারীর মধ্যে পর্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, শ্রিয়তমের মধ্যে পুত্র ও স্ত্রীদের মধ্যে ভার্য্যা, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই গাণ্ডীবধনু অর্জুন ইন্দ্র ও নারায়ণের তুল্য প্রভাব সম্পন্ন ; ইনি পঞ্চ বর্ষ ইন্দ্রভবনে বাস করিয়া স্বীয়

বীর্য্যপ্রভাবে অস্ত্রবিদ্যায় হুশিক্ষিত ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ইহাকে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বহু ও দশম গ্রহ বলিয়া জ্ঞান করা যায় ; ইহার বাহুবল সম, দীর্ঘ ও জ্যাঘাত-কঠিন ; ইনি উভয় হস্তেই সমানরূপে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন । যেমন হিমালয় সমুদায় পর্বত অপেক্ষা, সমুদ্র নদীগণ অপেক্ষা, ইন্দ্র দেবগণ অপেক্ষা, অগ্নি বহুগণ অপেক্ষা, শার্দূল যুগগণ অপেক্ষা ও গরুড় অন্যান্য পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ধনঞ্জয় সমুদায় বীরগণ অপেক্ষা প্রধান । ইনি কি রূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন ?

অর্জুন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি বিরাটভবনে গমন করিয়া ‘আমি ক্লীব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব । আমার ভূজস্বয়-সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা ছকর ; আমি বলয় দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিব । কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ এবং আমার নাম বৃহন্নলা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব । পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনমূলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব । বিরাটরাজের পুরস্কৃত-গণকে বিবিধ গীত, নৃত্য ও বাণ শিক্ষা করাইব । সতত লোকের আচার ব্যবহার কৌতূহল করিয়া মায়াপূর্বক আত্মগোপন করিব । রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি ইতিপূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভবনে দ্রৌপদীর পরিচর্যা করিতাম । হে ধর্ম্মরাজ ! আমি এই রূপে

উদ্রাহাদিত বহির ন্যায় আত্মগোপন-পূর্বক বিরাটরাজভবনে স্থগে বিহার করিব ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন এই বলিয়া তুষ্টী-কৃত হইলেন ; তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্রু ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নকুল ! তুমি স্তম্ভসম্ভোগ-সমুচিত, স্ককুমার, শূর ও প্রিয়-দর্শন ; এক্ষণে সেই বিরাটরাজের রাজ্যে কি কর্ম করিবে, তাহা কীর্তন কর । নকুল কহিলেন, মহারাজ ! আমি অশ্ব-বিজ্ঞান ও অশ্বরক্ষণে হুনিপুণ এবং অশ্ব-শিক্ষা ও অশ্বচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি ; এক্ষণে গ্রন্থিক নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্বক বিরাটরাজের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত হইব । এই কার্য আমার একান্ত প্রিয়তর । হে রাজন্ ! আপনার ন্যায় আমিও অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকি । হে মহারাজ ! বিরাটনগরনিবাসী কোন ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কহিব আমি পূর্বের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম । হে রাজন্ ! আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট নগরে বাস করিতে বাসনা করিয়াছি ।

তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, সহদেব ! তুমি বিরাটরাজ সমিধানে কি প্রকারে পরিচিত হইবে এবং কি রূপ

কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্ন বেশে কালাতি-পাত করিবে ?

সহদেব কহিলেন, আমি গোসমূহের প্রতিমেধ, দোহন ও সন্ধ্যান বিষয়ে সম্যক পারদর্শী ; বিরাটরাজ-সমীপে তদ্বিপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্বক তাঁহার গোসন্ধ্যান কার্যে নিযুক্ত হইব । আমি অতি কৌশলে বিরাটরাজ্যে কালাতিপাত করিব ; আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না । পূর্বের আপনি নিরন্তর আমাকে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে আমি অশেষবিধ কৌশল বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি । গোলক্ষণ, গোচরিত এবং তাহা-দের শুভ ও অশুভ সমুদায়ই আমার বিনত আছে । যাহাদিগের মূত্র আত্মাণ করিয়া বক্ষ্যা নারী পূজবতী হয়, আমি এই রূপ শুভ লক্ষণ সম্পন্ন বৃষভ সকলকেও জ্ঞাত আছি । হে মহারাজ ! গোচর্য্যায় আমার সবিশেষ প্রীতি আছে ; অতএব আমি এই কার্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি । হে রাজন্ ! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বেশে বিরাটরাজের তুষ্টি সম্পাদন করিব ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সহদেব ! আমাদিগের প্রাণপ্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয় ; ইনি কি রূপ কার্য অব-লম্বন-পূর্বক তথায় কালাতিপাত করিবেন । এই পতিপরায়ণা স্ককুমারী রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অশ্রু নারীর ন্যায় কোন

প্রকার কার্যসাধনে সমর্থ নহেন। ইনি আজন্ম কাল কেবল মালা, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ ! লোকে শিল্প কৰ্ম্ম সম্পাদনার্থে কিস্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সংকুলমস্তুত রমণীরা কদাচ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে ; অতএব আমি কেশসংস্কারকুশল সৈরিক্ষ্মী বলিয়া তথায় আপনার পরিচয় প্রদান করিব এবং রাজ্য জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্বে আমি কুরু-রাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে দ্রৌপদার পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজন্ ! আমি এই রূপে আত্মগোপনপূৰ্ব্বক রাজসহিতী স্তদেষ্ণার পরিচর্যা করিব। আমি উপস্থিত হইলে, তিনি অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন ; অতএব এক্ষণে আপনি আমার নির্মিত্ত আর মনস্তাপ কহিবেন না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি উত্তমই কহিতেছ। অতি মহৎ বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং তুমি সতত সদাচারেই নিরত থাক ; কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না ; অতএব দেপিও যেন বিপক্ষগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না ; যেন সেই পাপাচারপরায়াণ ধূর্তেরা পুনরায় স্থখী হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা বিরাট রাজ্যে যে সমস্ত কার্যানুষ্ঠান করবে

তাহা কহিলে ; আমিও স্বয়ং যাহা করিব তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীর পরিচারিকা, সূত ও পৌরগবগণ-সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজ্যভবনে গমনপূৰ্ব্বক আমাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন এবং ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি সকলে রথ লইয়া অবি-লম্বে দ্বারকা নগরতে গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই কহিবেন যে, পাণ্ডবেরা আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি।

অনন্তর পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ অবধারিত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আগন্তুক করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সম্মেহ সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সূত্র, যান, প্রহরণ ও অগ্নি-বিষয়ক কর্তব্য অবধারণ করিয়া দিলে, এক্ষণে যাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে সতত দ্রৌপ-দীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তোমরা লোকবৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ ; কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সূত্রদ্বর্গের অবশ্য কর্তব্য ; লোকে ইহা-কেই সনাতন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ; এই নির্মিত্ত আমি তোমাদিগের ইতিকর্তব্যতা নির্দেশ করিয়া দিতেছি ; শ্রবণ কর।

হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা রাজকূলে বাস করিবে ; অতএব আমি রাজকূলের বিষয়

উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত অবগত হইয়াছে, তথায় তাহাকেও অতি ক্রেশে কালযাপন করিতে হয়। ভোগরা সম্মানিত হও বা অবমানিতই হও, যেভাবে হউক ছদ্মবেশে তথায় এক বৎসর অতিক্রম করিবে। পরে চতুর্দশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবে। হে পাণ্ডুনন্দনগণ! রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে; রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অশ্রু পরাভব করিতে না পারে, এই রূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি আমি মহারাজের প্রিয় এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ হইবেন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুই লোকেরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্তব্য এবং গোণাবলম্বনপূর্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রীকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারী, রাজার দ্বৈষ ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী করিবেন না। রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্বক সম্পাদন করিবে। এই রূপে রাজার পরিচর্যা

করিলে কদাচ বিপদগ্নস্ত হইতে হয় না। উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যঙ্কের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে, ভূপাল আর তাহাকে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় রাজার উপাসনা করিবে। মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকেন। প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর ও প্রিয় বাক্য নিতান্ত দুর্লভ, সে স্থলে প্রভুর প্রিয় বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিত বাক্য বলাই কর্তব্য। কদাচ স্বামিবাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে প্রভুর অপ্রিয় পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সেবা করেন ও সর্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহার হিত ও প্রিয় কার্য্যে তৎপর হন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতচারীদের সহবাস ও অনধিকারচর্চায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেন; অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

কোন গুঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অন্তের নিকট ব্যক্ত করিবে না; তাহা হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাস-ভাজন হইতে হয়। রাজারা যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাহা অন্তের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পণ্ডিতাভিমানী লোকদিগকে ঘৃণা করেন। আমি বার বা বুদ্ধিমান এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্ত চিত্তে সতর্কতাপূর্বক রাজার প্রিয় ও হিত কার্য্য করেন, তিনিই তাঁহার প্রণয়াম্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগস্থলে কালযাপন করিতে পারেন। দেখ, যাহার কোপে অশেষ ক্লেশ এবং প্রসাদে মহাফল লাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠান করে।

রাজসভায় স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে; হস্ত, পাদ ও ওষ্ঠপ্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে, হস্তু হইয়া অতি হাস্য, ও ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক হাস্য সংবরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতি হাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সংবরণে গাঙ্গীর্ঘ্য প্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে যুছ যুছ হাস্য করা কর্তব্য। যিনি লাভে হস্তু ও অপমানে দুঃখিত হন না, এবং সর্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপ-

যুক্ত পাত্র। যে পণ্ডিত অমাত্য সর্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চির কাল প্রিয় পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণবশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ লাভ করিতে পারেন। যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে এবং পরোক্ষে তদায় গুণানুবাদ করিবেন। যে অমাত্য বলপূর্বক বিষয় ভোগ করিবার নিগৃহীত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি আচর কালমধ্যে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্, অগ্নান, সত্যবাদী, যুছ ও দাস্ত হইয়া সর্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত। প্রভু অন্য বক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, যিনি কি করিব বলিয়া সেই কক্ষে অগ্রসর হন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি ভূপতি কর্তৃক গুঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাশ্রুত না হন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াম্পদ পুত্র, কলত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না, এবং স্ত্রের নিগৃহীত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ রাজার সদৃশ

বেশ ভূষা করিবে না ; তাঁহার সমীপে অতি হাস্য করিবে না ; এবং মন্ত্ৰণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না । অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক কার্য্য করিবে ; কারণ, কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে, বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে । এই রূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয় পাত্র হওয়া যায় ।

হে পাণ্ডবগণ ! সম্প্রতি তোমরা ঐযত্নাতিশয় সহকারে এই রূপে চিত্ত-সংযত করিয়া আপনাদিগের সুশীলতা প্রদর্শনপূর্বক বিরাট নগরে সংবৎসর কাল অতিবাহিত কর । অনন্তর আপনাদিগের রাজ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অগ্রথাচরণ করিব না । মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আপনার ন্যায় সহুপদেষ্টা আর কেহই নাই ; অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইব, কিরূপে প্রস্থান করিব এবং কিরূপেই বা আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার উপায় বিধান করুন ।

দ্বিজোত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া প্রস্থানোচিত সমুদায় আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্য-লাভ, সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্জ-

লিত করিয়া মন্ত্ৰোচ্চারণপূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবেরা সেই অগ্নি ও তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্বক দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন । তাঁহারা গমন করিলে পর, ধৌম্য অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পুরোহিত লোকেরা যাদবগণের নিকট গমনপূর্বক হুসংবৃত হইয়া অশ্ব, রথ রক্ষা করিয়া পরম স্নেহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বরাজ্য-লিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধাজুলিত্রাণ বন্ধন ও ধনুঃ, খড়্গা, আর্যুধ, তুণগ্রহণপূর্বক পাদচারে কাশ্মিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে কখন বা গিরিভূর্গে, কখন বা বনভূর্গে অবস্থানপূর্বক মৃগয়া করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । এই রূপে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ এবং যকুল্লোগ ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্য দেশে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! নানাবিধ ক্ষেত্র ও এই পথসমুদায়ের অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি দূরবর্তী হইবে ; আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি ; অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অবস্থান করুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তুমি যত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর ; যখন অরণ্য অতিক্রমণ করিয়াছি, তখন এক-বারে রাজধানীতে গিয়া অবাস্থিতি করিব । গজরাজ ভুল্য অর্জুন দ্রৌপদীকে গ্রহণ-পূর্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া বিরাট নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন ।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ ! এই আয়ুধ সকল কোথা রাখিয়া পুর প্রবেশ করিব ? যতপি আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে সমুদায় লোক সাতিশয় উদ্ভিগ্ন হইবে । তোমার গাণ্ডীব ধনুঃ লোক-মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই ; ইহা গ্রহণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, মনুষ্য-মাত্রেই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে । যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে অস্নাতবাসসময়ে এক ব্যক্তি জানিতে পারিলেও পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বন বাস করিতে হইবে ।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! এই পর্বতশৃঙ্গে এক ছুরারোহ শমী বৃক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে । উহার শাখাসকল অতি ভয়ঙ্কর ; বিশেষতঃ উহা শ্মশানের সমীপবর্তী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে পরিণত । বোধ হয়, উহার সমীপে এমন কেহ নাই যে, আমরা উহাতে শস্ত্রগুলি সংস্থাপিত করিবার সময় তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইব । অতএব ঐ শমী বৃক্ষে আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া,

নগর প্রবেশপূর্বক যথাযোগ্য রূপে কাল যাপন করিব ।

ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এই প্রকার কহিয়া শস্ত্র সংস্থাপন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন । তিনি যাহা দ্বারা এক রথে সমুদায় দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত এবং স্তম্ভজনপদ সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই গাণ্ডীবশ্বন, অরাতিবলনিসূদন গাণ্ডীব শরাসন মৌর্ব্বীশূন্য করিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠিরও যে ধনুদ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অক্ষয় গুণ বিশ্লেষিত করিলেন । মহাবল ভীমসেন যদ্বারা পাঞ্চাল জনপদ পরাজিত ও দিগ্বিজয় কালে একাকী ভূরি ভূরি অরাতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, বজ্রাহত পর্বত বিস্ফোটের আয় যাহার বিস্ফার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সপত্নগণ রণ-পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিত, যাহার প্রভাবে সিঙ্কুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়া-ছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যাপাশ অবতারিত করিলেন । যিনি কুলে, রূপে অনুপম বলিয়া নকুল নাগে প্রসিদ্ধ, সেই ইন্দ্র সদৃশ, নিতভাষী, মাদ্রীনন্দন যে শরাসন দ্বারা পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তাহারও মৌর্ব্বী অপাকৃষ্ট হইল । দক্ষিণাচারপরায়ণ সহদেব যে ধনুদ্বারা দক্ষিণ দিক্ পরাজয় করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তিনিও তাহা হইতে গুণপাশ বিযোজিত করিলেন । অনন্তর সেই সমস্ত ধনুঃ এবং সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তুণ ও ক্ষুরধার শর সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হইল ।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, বীর ! তুমি এই শমী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর ।

তখন নকুল সেই শমী বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহার যে যে স্থানে বক্রভাবে বারি বর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে গাণ্ডীব প্রভৃতি পাঁচ খানি ধনুঃ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র স্ফুট পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন ।

লোকে শব্দগুরুত্ব আঘাণ করিয়া দূর হইতেই এই বৃক্ষ পরিহার করিবে, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ সেই শমী বৃক্ষে একটি মৃত শরীর বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং গোপাল ও মেঘপাল প্রভৃতি সকলের নিকটে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমরা পূর্বাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে অশীতিশতবর্ষব্যয়ঙ্কা গতাসু প্রসূতিকে ইহাতে বন্ধন করিয়া রাখিলাম ।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গুট নাম রাখিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে অতিবাহন করবার নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রমণীয় বিরাট নগরে গমন করিয়া মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন । হে যশোদা-

নন্দিনি, নারায়ণপ্রণয়িনি, কুলবিবন্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অম্বরবিনাশিনি, ভগবতি, বরদে, কৃষ্ণে ! আপনাকে নমস্কার । আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা বাস্তবদেবের ভগিনী । দুর্দান্ত কংস বলপূর্বক আপনাকে আকর্ষণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন । হে ত্রিভুবনেশ্বরী ! আপনি দিব্যবস্ত্র ও মাণ্যে বিভূষিত হইয়াছেন ; আপনার করতলে স্ত্রীশূল খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে । হে ত্রৈলোক্য-তারিণি ! যাঁহারা ভূভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনাকে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীকে সন্দর্শন করিবার মানসে পুনরায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন । হে বালার্কসদৃশে, চতুর্ভুজে, চতুর্বিক্তে, ময়ূরপিচ্ছবলয়ে, পীনপয়োধরে, পৃথুনিত-ম্বিনি, কেয়ূরধারিণি দেবি ! আপনি লক্ষ্মীর তায় শোভা পাইতেছেন । আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলবিস্পন্দী ; শ্রবণ-যুগল স্তবর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত ; মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম রমণীয় । হে নানা আয়ুধধারিণি ! আপনার বিপুল বাহ্যুগল শক্রধ্বজসদৃশ । আপনি ভুজঙ্গা-ভোগরূপ মেখলাদামে বিভূষিত হইয়া বিঘধরপরিবৃত মন্দর গিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন । শিখিপুচ্ছাবিনির্মিত উন্নত

ধ্বজদণ্ডে আপনার কি অনির্বচনীয় শোভা
হইয়াছে ! হে ত্রিদশেশ্বর ! আপনি
কৌমার ত্রত ধারণপূর্বক সুরলোক পবিত্র
করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রিদশগণ নিরন্তর
আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন ;
আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত
মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন ।
আপনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে
বিজয়প্রদা ; অতএব এক্ষণে আমার প্রীতি
প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমাকে বিজয়
দান করুন । হে সৌধুমাংসপশুপ্রিয়ে কাম-
চারিণি ! নগেন্দ্র বিক্ষ্যাচল আপনার শাস্ত
বাসস্থান । আপনি যাত্রা করিলে, ভূতগণ
আপনার অনুগমন করে । হে কালি !
হে মহাকালি ! যাহারা ভাবাবতারণ-
মানসে প্রভাতে আপনাকে স্মরণ ও প্রণাম
করেন, তাহাদিগের ধন পুত্র লাভ দুর্লভ
হয় না । হে দুর্গে ! আপনি দুর্গ হইতে
উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে
দুর্গা বলিয়া থাকে । কান্তারে অবসন্ন,
জলধিজলনিমগ্ন ও দম্যহস্তে নিপতিত
জনের আপনিই একমাত্র গতি । হে
দেবি ! জল-প্রতরণে, কান্তারে ও অটবীতে
বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্বক আপনাকে স্মরণ
করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না । হে
সুরেশ্বর ! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি,
সিদ্ধি, লজ্জা, বিঘা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা,
রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি,
ক্ষমা ও দয়া । আপনার পূজা করিলে,
নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়,
ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না । হে

ভক্তবৎসলে, শরণাগতপালিকে দুর্গে !
আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ; এক্ষণে আপনার
শরণাপন্ন ; আপনাকে প্রণাম করি ; আপনি
আমাকে রক্ষা করুন ।

দেবী রাজার এবস্থিধ স্তবে পরিতুষ্ট
হইয়া তাহার সমীপে আগমনপূর্বক কহি-
লেন, হে রাজন্ ! আমার প্রসাদে অচির
কাল মধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয় লাভ
হইবে । তুমি নিখিল কৌরববাহিনী
পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম
প্রীত মনে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে
এবং তোমার সখ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে ।
হে ধর্ম্মরাজ ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা
আমার নাম সঙ্কীর্্তন করে, আমি প্রসন্ন
হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ুঃ, অপূর্ব
দেহ ও পুত্র প্রদান করি । যাহারা প্রবাস,
নগর, শত্রুদঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন
কানন, পর্বত ও সাগরপ্রভৃতি দুর্গম স্থলে
বিপন্ন হইয়া এই রূপে আমাকে স্মরণ
করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না ।
যাহারা ভক্তিপূর্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র
শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদায়
কার্য্য সিদ্ধ হয় । হে পাণ্ডবগণ ! আমি
প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তোমরা বিরাট
নগরে অবস্থিতি করিলে, তত্রত্য লোক ও
কৌরবেরা কেহই তোমাদিগকে জানিতে
পারিবে না ।

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া
পাণ্ডবগণের রক্ষা করিয়া সেই স্থানেই
অন্তর্হিত হইলেন ।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! তদনন্তর মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় চুরাসদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষুণ্টিকাসকলবস্ত্র-দ্বারা বেষ্ঠনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া-সর্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বল-প্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভাস্মাচ্ছন্ন বহির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংরত স্তম্ভাংশুসদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভাসদগণ ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, উনি কে ? উনি ব্রাহ্মণ নন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন। উঁহার সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই ; তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, উঁহার আকার প্রকার দর্শনে উঁহাকে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

বিরাটরাজ এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মিথানে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহা-

রাজ ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি ; সর্ব্বস্বাস্ত্র হওয়াতে জীবিকা লাভের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ; মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভি-লাষানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিব। তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহর মনে স্বাগত প্রত্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, তাত ! তোমাকে নমস্কার ; এক্ষণে তুমি কোন্ রাজার রাজ-ধানী হইতে আগমন করিতেছ ? তোমার নাম ও গোত্র কি ? এবং তুমি কি কি শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক ? এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! আমি ব্যাস্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক ; পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম ; দ্যুতে আমার সবিশেষ নিপুণতা আছে। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা পরণে সম্মত আছি ; তুমি মৎস্য দেশ শাসন কর ; আমি তোমার একান্ত বশংবদ, দ্যুতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র ; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্য লাভে সম্যক্ উপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যুতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহাকে পরাজয় করিব, সে আমার ধন লাভে কদাচ অধিকারী হইবে না ; আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হউন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নিব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে

তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশ করিব ।

হে জানপদবর্গ ! তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ ; এক্ষণে আমি বাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । অত্যাধি প্রিয় সখা কৃষ্ণ আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন । অনন্তর ধর্ম-রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে ! আমি তোমার সহিত এক বানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপৰ্যাপ্ত পান ভোজন লাভ হইবে । আমি গৃহের দ্বার সকল উদঘাটন করিয়া দিতেছি, তুমি সর্বদাই বাহ্যন্তর পর্বাবেক্ষণ করিবে ; যদি কেহ জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব ; আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই ।

হে মহারাজ ! এই রূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাহার এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিমর্গও অবগত হইতে পারিল না ।

অষ্টম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম-পরাক্রম ভীমসেন সকললোকবিকাসী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিত বসন পরিধান এবং

করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ অসি, মন্থ-দণ্ড ও দক্ষী ধারণপূর্বক সুপকারবেশে মৎস্যরাজসমীপে সমুপস্থিত হইলেন । মৎস্যরাজ ভূপতিসমিভ অস্তিকাগত কুন্তী-কুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জন-পদবাসিদিগকে কহিলেন, ঐ যে সিংহসদৃশ, উন্নতশৃঙ্গ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান্ অদৃষ্ট-পূর্ব যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে ? আমি সবিশেষ অনুধাবন করিয়াও উহার অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হই-তেছি না । অতএব তোমরা অবিলম্বে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর ; উনি গন্ধর্ব-রাজ হউন বা দেবরাজ হউন, আমি বিচার না করিয়া উহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব ।

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুতপদ সঞ্চারে ভীমসেনসম্মিধানে সমু-পস্থিত হইয়া সমুদায় রাজবাক্য নিবেদন করিল । মহাত্মা বৃকোদর তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্মি-কটে আগমনপূর্বক অসঙ্কুচিত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! আমি সুপকার, আমার নাম বল্লব, আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি ; আমাকে গ্রহণ করুন ।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব ! তোমাকে মৎস্যরাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায়রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সুপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না ।

ভীম কহিলেন, নরেন্দ্র ! আমি সুপ-কার আপনার পরিচারক ; পূর্বের রাজা যুধিষ্ঠিরের সুপাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম ।

আমি কেবল সুপকার্যে পারদর্শী নই ; আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবান ও অতি দুর্লভ । আমি সর্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম ; এক্ষণে নিরস্তুর আপনায় প্রিয় কার্য সম্পাদন করিব ।

বিরাট কহিলেন, বল্লব ! আমি তোমার মনোরথ পারিপূর্ণ করিলাম ; তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর ; কিন্তু এপ্রকার কৰ্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না ; তুমি সমাগর ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য । যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে ; আমি তোমাকে তদ্রূপ সমস্ত আধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম ।

ভীমসেন এই রূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাট নৃপতির সান্তিশয় প্রীতিভাজন হইলেন । তদ্রূপ পরিচারক বা অন্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই ;

নবম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিত-লোচনা দ্রৌপদী নীল সূক্ষ্ম স্বকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন, অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া মৈরিক্ষীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন । নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দ্রুত পদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া “তুমি কে ? তোমার অভিলাষ কি ?” বারংবার এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । তখন দ্রৌপদী তাহাদিগকে

কহিলেন, আমি মৈরিক্ষী ; যদি কেহ আমাকে কোন কার্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিব ; এই নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি । কিন্তু তাহারাই তাঁহার অসামান্য রূপ লাভ্য, বেশ বিন্যাস ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অমার্শিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না ।

বিরাটমহিনী সূদেষ্ণা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন । রাজমহিষা তাঁহাকে তাদৃশ রূপবতী, অনাথা ও একবসনা দেখিয়া নিকটে আহ্বানপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে ও তোমার অভিলাষই বা কি ? দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মৈরিক্ষী, যিনি আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারুরূপে তাঁহার কৰ্ম সম্পাদন করিব, এই কারণেই এস্থানে আগমন করিয়াছি ।

সূদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি ! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তোমার স্মায় কামিনীগণের পক্ষে তাহা কখনই হয় না ; ফলতঃ তুমিই নানাবিধ দাসদাসীগণের নিয়োগ্য । তোমার গুল্ফভাগ অনুচ্চ ; উরুদ্বয় সংহত ; নাভিপ্রদেশ অতি গম্ভীর ; নাসিকা উন্নত ; অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর লোহিত বর্ণ ; বাক্য হংসের ন্যায় গদগদ ; কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ ; নিন্দা ও পয়োধর নির্বিড়ন্তম ; পক্ষ্মরাজি কুটিল ; মধ্যভাগ ক্ষীণ ; গ্রীবা

কম্বুর ন্যায় ; শিরা সকল অদৃশ্য এবং মুখ-
গুণল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয় ; তুমি
কাশ্মীরী-তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মপলাশ-
লোচনা কমলার ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ
করিয়াছ ; হে ভদ্রে ! তোমাকে পরিচারিণী
বলিয়া কৈন প্রকারেই বোধ হইতেছে না ;
তুমি যক্ষ রমণী, কি দেবকামিনী ? গন্ধর্ব্বী
কি অসুরা, ভুজঙ্গবনিতা, কি এই নগরের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? বিদ্যাধরী বা কিম্বরী
অথবা স্বয়ং রোহিণী ? অলম্বুবা কি শিশ্র-
কেশী ? পুণ্ডরীকা কি মালিনী ? অথবা
তুমি ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্মার পত্নী,
ব্রহ্মাণী কি অগ্ন্যান্য দেবকন্যাগণের অন্য-
তমা হইবে ? যাহা হউক, তুমি কে, বল ।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি দেবী,
গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা রাক্ষসী নহি । সত্য
কহিতেছি, আমি সৈরিন্দ্রী ; আমি কেশ-
সংস্কার, বিলেপন, পেমণ এবং মল্লিকা,
উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুম-
কলাপের বিচিত্র মালা গ্রহণ করিয়া
থাকি । প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা
তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদ-
কুমারীর সেবা করিয়াছিলাম ; সেই সেই
স্থানে সমুচিত অশন বসন সহকারে পরম
সুখে কাল যাপন করিতাম ; স্বয়ং দেবী
আমাকে মালিনী বলিয়া আহ্বান করিতেন ।
অগ্ন আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি ।

সুদেবী কহিলেন, হে কল্যাণি ! আমি
তোমাকে মস্তকে স্থান দান করিতে পারি ;
কিন্তু ভয় হয়, পাছে রাজা সর্বাশ্রয় করণে
তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হন । পুরুষের কথা

দূরে থাকুক, এই রাজকুল ও আমার গৃহ-
বাসিনী রমণীগণ মোহিত হইয়া অনশ্রম-
তোমাকে নিরাক্ষণ করিতেছে । দেখ,
আমার আলয়জ্ঞাত তরুজ্ঞাত তোমাকে দর্শন
করিবার নিমিত্ত অবনত হইতেছে ; হে
নিবিড়নিতিশ্রিনি ! বিরাটরাজ তোমার
অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিলে,
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বাশ্রয় করণে
তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন । হে তরলায়ত-
লোচনে ! তুমি যে পুরুষের প্রতি সান্নুরাগ
দৃষ্টিপাত করিবে, অথবা তুমি সতত যাহার
নেত্রপথে নিপতিত হইবে, সে অবশ্যই
অনঙ্গশরের বশবর্ত্তা হইবে । মনুষ্য
যেমন আত্মহত্যার নিমিত্ত রুক্ষে আরোহণ
করে, তোমাকে রাজ গৃহে স্থান দান করা
আমার পক্ষে সেই রূপ । ফলতঃ
তোমাকে স্থান দান করা কৰ্কটীর গর্ভ-
ধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি !
বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমাকে লাভ
করিতে সমর্থ নহেন ; পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব
আমার স্বামী ; তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব
গন্ধর্ব্বরাজের তনয় ; ঐ পাঁচ জন সত্তত
আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন । যিনি
আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদ
প্রক্ষালন না করান, আমার পতি গন্ধর্ব্ব-
গণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন । যে
পুরুষ ইতর কামিনীর ন্যায় আমার প্রতি
লোভপরবশ হন, তাঁহাকে সেই রাজ্রিই
শমনসদনে গমন করিতে হয় । কোন
পুরুষ আমাকে স্বধর্ম্ম হইতে পরিচালিত

করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে আগাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

স্বদেয়া কহিলেন, হে আনন্দবর্দ্ধিনি ! তোমার অভিলাম্বনরূপ বাস প্রদান করিব। তোমাকে কদাচ কাহারও চর্চণ বা উচ্ছিন্ন স্পর্শ করিতে হইবে না।

হে জনমেজয় ! পতিপরায়ণা দ্রুপদ-নন্দিনী এই রূপে বিরাটভার্য্যা কর্তৃক পরিসাঙ্কিত হইয়া বিরাট নগরে বাস করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনু-ভ্রম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদিগের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন। তিনি রাজভবনসমীপবর্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন ; রাজা তাঁহাকে নয়ন-গোচর করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরু-নন্দনকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত ! আমি পূর্বে তোমাকে কখন দেখি নাই ; তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায়ই বা কি, সমুদায় যথার্থ করিয়া বল।

তখন সহদেব জলদগন্তীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বৈশ্য, আমার নাম

অরিন্টনেমি, আমি কৌরবদিগের গোসংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি রাজ-সিংহ পাণ্ডবেরা কোথায় গিয়াছেন, কিছুই জানি না ; আমিও বিষয়কর্মাশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ ; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট থাকিতে অভিলাম্ব করি ; অন্য রাজার নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ ! তুমি যথার্থরূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর, তোমার আকৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র-ক্ষিত্রীশ ক্ষত্রিয় হইবে ; বৈশ্যের কন্ম করা তোমার উচিত হয় না। তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আসিয়াছ, কি কি শিল্প কন্ম জান, সর্বদা কিরূপে আমার নিকট বাস করিবে এবং কিরূপে বেতনই বা প্রার্থনা কর ?

সহদেব কহিলেন, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র গো, অন্তের দশ সহস্র ও অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম ; লোকে আগাকে তন্ত্রিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো সমুদায়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবগত আছি। আমার গুণরাশি মহাত্মা কুরুরাজের সুবিদিত ছিল ; তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা শীঘ্র গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের কোন প্রকার রোগ না জন্মে, তাহা

আমার বিদিত আছে ; আমি এই সকল জানি, হে মহারাজ ! যে সমুদায় ঋষিভের মূর্ত্তি আত্মাণ করিলে বক্ষ্যারও গর্ভ হয়, আমি পূজিতলক্ষণ সেই সকল রূমকেও চিনিতে পারি ।

বিরাটরাজ কহিলেন, আমার পশু-শালায় নানা জাতীয় অসংখ্য পশু একত্র সমাহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি গুণ তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুপাল-গণের ভার সমর্পণ করিতেছি, এক্ষণে উহারা তোমার অধীন হইল ।

নরোত্তম সহদেব এই রূপে রাজার নিকট সুপারিচিত হইয়া পরম স্তখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । রাজাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন । অন্য লোকে তাঁহাকে কোন ক্রমেই চিনিতে পারে নাই ।

একাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর পরম সুন্দর উন্নতাকার অর্জুন স্ত্রীলোকের আয় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশকলাপ উন্মোচনপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন । গমনকালে ভ্রূমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল । রাজা সেই পরম তেজঃসম্পন্ন, প্রাচ্যরূপী, গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্রতনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন ? আমি পূর্ব্বক

কখনই এই রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই । সভ্যেরা কহিলেন, মহারাজ ! ইনি যে কে, আমরা ইহার কিছুই বলিতে পারি না ।

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে অর্জুনকে কহিলেন, হে মহানুভব ! তুমি স্ত্রীলোকের আয় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশকলাপ উন্মোচন করিয়াছ ; অথচ পুরুষের আয় শর, শরাসন ও বস্ত্র ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছ ; তোমার অমরমদৃশ রূপ ও মাতঙ্গমদৃশ বিক্রম দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া কোঁন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না । অতএব তুমি বানে আরোহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর । অত্যাধি তুমি আমার পুত্র বা আমারই তুল্য হইলে । আমি নিতান্ত বদ্ধ, সমস্ত রাজকার্য্য পর্যা-লোচনে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি ; অতএব তুমিই এক্ষণে মৎস্য দেশ শাসন কর ।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! আমি নৃত্য গীত ও বাজে দক্ষতা লাভ করিয়াছি ; অতএব দেবী উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত আগায় নিয়োগ করুন । আমার নাম বৃহন্নলা । যে কারণে আমি এই রূপ হইয়াছি, তাহা আপনাকে আর কি বলিব, উহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যায় । হে রাজন্ ! আপনি আমাকে পিতৃমাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইলেন । বিরাট কহিলেন, হে বৃহন্নলা ! আমি তোমার মনো-রথ পূর্ণ করিতেছি, তুমি আমার কন্যা ও তদনুরূপ অন্যান্য নারীগণকে নৃত্য-প্রয়োগ-

বিষয়ে স্থনিপুণ কর । কিন্তু আমার মতে এই কার্য তোমার সমুচিত হয় নাই ; তুমি এই সমাগরা ধরা শাসনের উপযুক্ত পাত্র ।

তদনন্তর গংস্তরাজ অর্জুনের নৃত্য, গীত, বাগ্‌প্রভৃতি কলাসমুদায়ে বিশেষ নৈপুণ্য সম্ভর্ষণপূর্বক মন্ত্ৰীগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অবিলম্বে স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন । পরে তাহাদিগের বাক্যে তাঁহাকে প্রকৃত ক্রীষ স্থির করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন । তিনি তথায় নিরন্তর বাস করিয়া উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকা-গণকে নৃত্য, গীত, বাদ্যে সম্যক শিক্ষা প্রদান-পূর্বক ক্রমশঃ তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন ।

হে মহারাজ ! এই রূপে মহাবীর অর্জুন নর্তকের কার্য্য অবলম্বনপূর্বক রাজকুমারী ও নারীগণের সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন, বাহ্যভ্যন্তরচারী পুরুষেরা কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অংগত হইতে পারিল না ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল দ্রুতপদ সন্ধারে গংস্তরাজের নিকট গমন করিতে লাগিলেন । মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে মেঘনির্মুক্ত সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন । তিনি বাজিরমজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, গংস্তরাজ অনুচরগণকে কহিলেন, এই অমরোপন

পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন ? ইনি যখন আমার অশ্বগণকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই এক জন সুবিচক্ষণ হয়তত্ববেত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই ; যাহা হউক, গহ্বরে উঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর ।

এমন সময়ে নকুল রাজসম্মিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনার জয় হউক, আমি নৃপতিগণের অভিপ্রেত হয়তত্ববেত্তা ; আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি ।

বিরাট কহিলেন, আমি যান, ধন ও নিবেশন সমুদায় তোমাকে প্রদান করিতেছি ; তুমি আমার অশ্বপাল হইবার উপযুক্ত পাত্র । এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিতেছ, পূর্ব্বে কোথা ছিলে এবং কি কি শিল্প কশ্ম জান, তাহার পরিচয় প্রদান কর ।

নকুল কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে অশ্ব-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আমি অশ্ব-গণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুক্ট অশ্বের শাসন সবিশেষ অবগত আছি । আমার নিকটে কোন বাহন কাতর হইতে পায় না এবং অশ্বের কথা দূরে থাকুক, আমার নিকটে বড়বাগণেরও দুক্টতা স্তূদূর-পরাহত হয় । রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন ।

বিরাট কহিলেন, আমার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথীগণ অত্যাধি তোমার

অধীন হউক । এক্ষণে যদি এই কার্য্যই তোমার অভিলষিত হইল ; তবে তোমাকে কিরূপ বেতন প্রদান করিতে হইবে বল । কিন্তু অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয় ; আমার মতে তুমি ভূপালের উপযুক্ত । তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যেরূপ ছিলে, আগার নিকটেও সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক । হায় ! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির ভৃত্য-বিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন । গন্ধর্ব্বোপম নকুল এই রূপে বিরাট কর্তৃক সমাদৃত হইয়া অন্তের অজ্ঞাত-সারে বাস করিতে লাগিলেন ।

হে রাজন্ ! সমাগরা ধরাধোস্থর পাণ্ডব-গণ এই রূপে দুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণের নিমিত্ত বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস সমাধান করিতে লাগিলেন ।

পাণ্ডবপ্রবেশ পক্ষাধ্যায়সমাপ্ত ।

সময়পালন পরীক্ষাধ্যায় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! মহাবাহ্য পাণ্ডবেরা এই রূপ প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্য নগরে থাকিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবেরা মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুপ্রসাদে বিরাটনগরে মৎস্যরাজের পরিচর্যা করিয়া অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিতে লাগি-

লেন । যুধিষ্ঠির বিরাট-রাজের সভাসদ হইলেন । তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদায় সভ্যগণের পরম প্রিয় পাত্র ছিলেন । তাঁহার অক্ষবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য থাকাতে, যেমন লোকে সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ তিনি প্রতিদিন তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বিপুল ধনোপার্জনপূর্ব্বক গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন । ভীমসেন মৎস্যরাজপ্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন । অর্জুন অন্তঃপুরে যে সকল জীর্ণ বস্ত্র পাইতেন তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া অত্যাশ্র পাণ্ডবাদিগকে প্রদান করিতেন । সহদেব গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক অত্যাশ্র ভ্রাতৃগণকে দধি দুগ্ধ সূত প্রদান করিতেন । নকুল অশ্ব-গণের উত্তমরূপ পালন করিয়া রাজপ্রসাদে যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন । তপস্বিনী দ্রৌপদী, লোকের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিতেন ।

এই রূপে মহারথ পাণ্ডবগণ পরস্পরের সাহায্য করিয়া পুনর্গর্ভস্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে বিরাট নগরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ।

অনন্তর চতুর্থ মাসে মৎস্য নগরে হুস-হুস্ক ব্রহ্মমহোৎসব সমারম্ভ হইল । ঐ মহোৎসবে চতুর্দিক্ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায অশ্বরসমিভ রাজসংকৃত

মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তাহারা নৃপ-
সম্মিধানে বারংবার স্ব স্ব অসাধারণ ক্ষমতা
প্রকাশপূর্বক পরিচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে
এক জন সর্বপ্রধান, সে সমুদায় মল্লগণকে
রঙ্গে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই
তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। এই
রূপে সমাগত সমস্ত মল্লগণ তদায় বিক্রম
দর্শনে বিগোহিত হইলে, মৎস্যরাজ স্বীয়
সূদের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে
কহিলেন। ভীমসেন রাজার আজ্ঞা শ্রবণ
করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ
যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান
করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে স্বীয় বাহুবল
প্রকাশিত হইয়া যায়; বাহা ইউক, অগত্যা
তাঁহাকে যুদ্ধে সম্মত হইতে হইল। তখন
তিনি বিরাটের সংকার করিয়া শার্দূলের
স্তায় ধীরে ধীরে মহারঙ্গে প্রবেশপূর্বক
কোটি বন্ধন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া
মকলেই হ্রস্ট হইল। পরে তিনি, বৃত্তা-
শ্রমদৃশ্য বিখ্যাতবিক্রম মহামল্ল জীমূতকে
তথায় আহ্বান করিলেন। মহাবল পরা-
ক্রান্ত, মহোৎসাহ, রঙ্গভূমিগত সেই বার-
যুগল, মষ্টিবর্ষদেশীয় মহাকায় মন্ত মাতঙ্গের
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর
উভয়ে প্রহস্ট ও পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী
হইয়া বাহ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র ও
পর্বতপাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে
লাগিল। তাহারা পরস্পরের ছিদ্রাঘেদ-
তৎপর ও বিজিগীষু হইয়া কখন সাংঘাতিক
বাহুপ্রহার, কখন মুস্ত্যাঘাত, কখন নিদা-
রূপ পদাঘাত, কখন শলাকার ন্যায় স্তম্ভীক

নখাঘাত, কখন চপেটাঘাত, কখন পাষাণ-
সুদৃঢ় জঘন প্রহার ও কখন বা মস্তকে
মস্তকে সংঘটনপূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম
করিতে লাগিলেন।

সেই বীরযুগল সংগ্রামে পরস্পরকে
আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্বক জানুপ্রহার
করিতে লাগিলেন এবং গভীর শব্দে পর-
স্পরকে ভৎসনা করিয়া সুদৃঢ় লৌহপরি-
ঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেটন করিলেন।
তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সিংহ
বেগন হস্তাকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সেই
তর্জ্জন গর্জ্জনকারী মল্লকে আকর্ষণপূর্বক
ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগি-
লেন। তদর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্য-
দেশনিবাসিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হই-
লেন; তৎপরে মহাবাহু বৃকোদর তাহাকে
এক শত বার ঘূর্ণিত ও বিচেনন করিয়া
ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিলেন।

এই রূপে লোকবিশ্রুত জামূত বিনি-
হত হইলে, বিরাটরাজ ও তাঁহার বন্ধুবণের
আহ্লাদের আর পারিসামা রহিল না।
তখন মৎস্যরাজ প্রসন্ন মনে রঙ্গস্থলে ভীম-
সেনকে বিপুল বিন্ত প্রদান করিলেন।
তৎপরে মহাবীর বৃকোদর ক্রমে ক্রমে
সমস্ত মল্ল ও বীর পুরুষদিগকে পরাভব
করিয়া মৎস্যরাজের পরম প্রিয় পাত্র
হইলেন। মৎস্যরাজ যখন দেখিলেন যে,
তথায় ভীমের তুল্য বীর পুরুষ আর কেহই
নাই, তখন তিনি তাঁহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও
দ্বিরদ গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত করিয়া
দিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে
'প্রবেশপূর্বক স্ত্রীগণসমক্ষে সিংহ শাদ্দুল
প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। অর্জুনও সঙ্গীত এবং নৃত্য
দ্বারা বিরাটরাজ ও তাঁহার অন্তঃপুর-
চারিণী রমণীগণের চিত্ত বিনোদন করিতে
লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও
গমন বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া রাজার
সন্তোষ সম্পাদনপূর্বক তাঁহার নিকট বহু-
তর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব কর্তৃক
ব্রহ্মভগণ অতি বিনীত হইয়াছে দেখিয়া,
রাজা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে বহু বিভ্র
প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ
পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত ক্লিষ্টমান দেখিয়া
বিমল মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
লাগিলেন।

হে মহারাজ! পুরুষর্বভ পাণ্ডবেরা
এই রূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাট ভূপতির
কার্য সম্পাদন করিয়া তথায় বাস করিতে
লাগিলেন।

সময়পালনপর্বাদ্যায় সমাপ্ত।

কীচকবধ পর্বাদ্যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ পাণ্ডব-
গণ প্রচ্ছন্ন হইয়া মৎস্য নগরে বাস করিতে
লাগিলেন। ঋপদনন্দিনী পরিচারভাজন

হইয়াও বিরাটমহিষী ও অন্যান্য রমণী-
গণের পরিচর্যা ও সন্তোষ সাধন করিয়া,
অতি চুপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদিগের দশ
মাস অতিক্রান্ত হইল।

একদা বিরাট ভূপতির সেনাপতি মহা-
বল কীচক ঋপদনন্দিনীর অলোকসামান্য
রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরের
নিতান্ত বশবর্তী হইল এবং কাগাকুলিত
চিত্তে হৃদেষ্ণুসঙ্গীপে গমন করিয়া সহস্র
বদনে কহিল, আমি এই সুরূপা কামিনীকে
বিরাটরাজের ভবনে কখন নয়নগোচর করি
নাই। যেমন মদিরা গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত
করে, সেই রূপ এই ভাবিনীর মনোহর
রূপ আমাকে নিতান্ত মোহিত করিয়াছে।
হে শোভনে! এই দেবরূপিণী হৃদয়গ্রাহিণী
কামিনী কে, কাহার কামিনী এবং কোথা
হইতে আগমন করিয়াছে, বল; এই বালা
আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়া আমাকে
নিতান্ত বশবদ করিয়াছে। আহা! এই
অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী যুবতী তোমার
পরিচারিকা হইয়া, কি অসদৃশ কর্ম করি-
তেছে; অতএব এ আমার উপর আধিপত্য
এবং হস্ত্যশ্বরথসমৃদ্ধ, প্রভূত পানভোজন-
সম্পন্ন ও কাঞ্চনময় বিভূষণশালী মদীয়
ভবনের শোভা সম্পাদন করুক।

কীচক হৃদেষ্ণুকে এই প্রকার আগ-
ম্বণ করিয়া জম্বুক যেমন সিংহকন্ঠার
সঙ্গীপে গমন করে, তদ্রূপ ঋপদান্নজার
সঙ্গীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে সাস্বনা করিয়া
কহিতে লাগিল, হে কল্যাণি! তুমি কে,

কাহার প্রিয়তমা এবং কি নিমিত্তই বা বিয়াট নগরে আগমন করিয়াছ, গথার্ণ করিয়া বল। আহা তোমার কি রূপ-মাধুরী! কি অল্পুপম কান্তি! কি মনোহর স্নকুমারতা! তোমার মুখমণ্ডল শশাঙ্কসদৃশ স্ননির্ম্মল; লোচন পদ্যপত্রের ন্যায় আয়ত ও বাক্য কোকিলকুজিতের ন্যায় স্নগধুর; ফলতঃ তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সর্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি লক্ষ্মী কি ভূতি, হ্রী বা শ্রী, অথবা কীর্ত্তি কি কান্তি? সুন্দরি! এই জগতে এমন কে আছে যে, তোমার অনঙ্গবিলাসিনীর ন্যায় রূপ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ ও চন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে? তোমার হারভূষণোচিত কমল-কলিকাসদৃশ কামদেবের কশার ন্যায় পীন পয়োধরযুগল আমাকে নিরন্তর নির্যাতন করিতেছে। বলীবিভঙ্গচতুর, স্তনভারাবনত, করাগ্রসন্মিত মধ্যভাগ ও নদীপুলিন-গম্ভি মনোহর জঘ-স্থল নয়নগোচর করিয়া দুর্নিবার্য্য কামজ্বরে একান্ত জর্জরিত হইয়াছি। অধিক কি বলিব, দুঃসহ দাবানল সদৃশ কামানল তোমার সমাগম সংকল্পে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে; অতএব হে বরারোহে! আত্ম-প্রদানরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া এই দুর্দ্বিষহ মদনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে অগিতাপাঙ্গি! তীব্রতর মন্থখশর আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছে এবং হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে

উন্মাদিত করিতেছে; তুমি আত্ম প্রদান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। হে বিলাসিনি! তুমি বিচিত্র মাণ্যে ও বসন পরিধান এবং সমুদায় আভরণে বিভূষিত হইয়া আমার সহিত সমুদায় কাম্য বিষয় উপভোগ কর। তুমি স্নখভাজন হইয়া কি নিমিত্ত ঈদৃশ অসুখে কাল যাপন করিতেছ। এক্ষণে সচ্ছন্দে আমার নিকটে থাকিয়া স্নস্বাদু পান ভোজনপ্রভৃতি সৌভাগ্যস্নখ সম্ভোগ কর। তোমার ঈদৃশ রূপ ও নবীন বয়স, অপরিহিত মালার ন্যায় মনোহর হইয়াও নিরর্থক হইতেছে। হে চারুহাসিনি! আমি তোমার নিমিত্ত সমুদায় পুরাতন প্রণয়িনীগণকে পরিত্যাগ করিব; তাহারা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে এবং আমিও দাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারী হইব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি কেশসংস্কারিণী সৈরিক্কা, অতি হীন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিও না; বিশেষতঃ পরপত্নী দয়ার পাত্র; অতএব ধর্ম্মের প্রীতি দৃষ্টিপাত কর। পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য পরিত্যাগই সংপুরুষগণের প্রধান ব্রত। পাপাত্মা ব্যক্তি অগ্রায্য বিষয়ে অভিলাষ করিয়া ঘোরতর অযশঃ ও মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়।

কীচক পরদারাভিমর্ষণ সর্ব্বলোক-বিগহিত বহু দোষের আকর জানিয়াও কন্দর্পশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পুনরাপ্য দ্রৌপদীকে কহিল, চারুহাসিনি! আমি

তোমার একান্ত বশংসদ ও প্রিয়বাদী ; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অনুরূপ ; করিলে অবশ্যই তোমাকে অনু-
তাপ করিতে হইবে। হে স্তম্ভ ! আমি এই সমুদায় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী ; রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্য-
মান নাই। হে কল্যাণি ! এরূপ সমৃদ্ধ ভোগসকল বিদ্যমান থাকিতে, তুমি কি জন্ত দাস্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ ? হে নিতম্বিনি ! তুমি এক্ষণে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর ; আমি সমুদায় রাজ্য তোমাকে প্রদান করিলাম ; তুমি এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ কর ।

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এব-
ম্প্রকার দুর্ভাগ্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র ! মোহাবিষ্ট হইও না ; কেন বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিবে। দুর্দান্ত পঞ্চ গন্ধর্ব্ব সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাঁহারা আমার স্বামী ; তুমি কখনই আমাকে লাভ করিতে পারিবে না। গন্ধর্ব্বগণ কুপিত হইলে অবশ্যই তোমাকে নিহত করিবেন। সাবধান ! মৃত্যুগুণে প্রবিষ্ট হইও না। তুমি পুরুষগণের অগম্য পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন অজ্ঞান বালক এক কুল হইতে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে ব্যগ্র হয়, তুমি সেই রূপ উৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ। তুমি যত্বপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা উর্দ্ধ-

পথে অথবা সমুদ্রেপারে পলায়ন কর ; তথাপি আমার স্বামিগণের সমীপে পরি-
ত্ৰাণ পাইবে না , তাঁহারা গগনচারী দেব-
পুত্র ; হে কীচক ! তুমি কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ-
সহকারে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শমন-
সদনে গমন করিতে বাসনা করিতেছ। যেমন মাতৃক্রোড়স্থিত বালক চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে যায়, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ। আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ বা অন্তরীক্ষে গমন করিলেও তোমার রক্ষা নাই। অত-
এব সংপথে নেত্র নিয়োগ করিয়া জীবন রক্ষা কর ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ । অনন্তর অনঙ্গশরজর্জরিত ছুরাঙ্গা কীচক রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী কর্তৃক এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবী স্নদেষ্ণাকে কহিল, হে কৈকেয়ি ! গজগামিনী সৈরিন্দ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজন্য করে, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। যদি নিতান্তই আমার সৈরিন্দ্রী লাভ না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তখন বিরাটমহিষী স্নদেষ্ণা বারংবার কীচকের এই রূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন এবং ক্ষণকাল দ্রৌপদীর অধ্যবসায় অনুধাবন করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন ! তুমি পর্বেপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করিও ; আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত

সৈরিক্কীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব ।
তুমি সেই সুযোগে প্রতিবন্ধকশূন্য নির্জন
প্রদেশে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ সান্ত্বনা
করিও ; তাহা হইলে বোধ হয়, সে তোমার
প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে ।

কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেবতার আশ্বাস
বাক্যে কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইয়া তথা
হইতে সহসা নিজস্ব হইলেন এবং অনতি
বিলম্বে সুপটু পাচক দ্বারা বিবিধ অন্ন
ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রাজসেবনোপযোগী পরি-
ষ্কৃত সুরা আহরণ করাইয়া রাজমহিমাকে
সংবাদ দিলেন । তখন সুদেবতা দ্রৌপদীকে
আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৈরিক্কি !
আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর
হইয়াছি ; অতএব তুমি কীচকের আশ্রয়ে
গমন করিয়া সম্বরে পানীয় আনয়ন কর ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজমহিম !
আমি কীচকের গৃহে কদাচ গমন করিতে
পারিব না ; সে যেক্রপ নির্লজ্জ আপনি
তাহা বিলক্ষণ জানেন । আমি আপনার
আশ্রয়ে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় বাস করিতে
পারিব না । পূর্বে আমি যে নিয়মে আপ-
নার আবাসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা
আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন । হে
সুকেশি ! সেই কামোন্মত্ত কীচক আগাকে
দেখিবামাত্রই অবগমননা করিবে ; অতএব
আমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে
পারিব না । আপনার অন্যান্য অনেক
পরিচারিকা আছে ; আপনি তাহাদিগের
এক জনকে প্রেরণ করুন ।

সুদেবতা কহিলেন, হে সৈরিক্কি !

তুমি মৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় গমন
করিতেছ, কীচক কদাচ তোমার অব-
গমননা করিতে পারিবেন না । এই
বলিয়া রাজমহিমী তাঁহার হস্তে আচ্ছাদন-
যুক্ত এক হিরণ্ময় পাত্র প্রদান করিলেন ।

তখন দ্রৌপদী বাম্পাকুল লোচনে ভীত-
মনে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা
সুরা আহরণার্থ কীচকালয়ে গমন করিতে
আরম্ভ করিলেন । মনে মনে কহিতে
লাগিলেন, আমি ভর্তৃগণ ভিন্ন স্প্রেও অন্য
পুরুষের মুখাবলোকন কবি নাই ; সেই
পুণ্যবলে কীচক যেন আমাকে বশীভূত
করিতে না পারে । এই বলিয়া দ্রৌপদী
মুহূর্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন ।
সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর মনোগত ভাব অবগত
হইল । এক রাক্ষসকে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহাকে
রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন । রাক্ষস
তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর
রক্ষা করতে লাগিল ।

অনন্তর পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া
চকিত যুগীর ক্রায় বিব্রস্ত চিত্তে ক্রমে
ক্রমে কীচকভবনের সমীপবর্তী হইলেন ।
দুরাত্মা কীচক তাঁহাকে আগমন করিতে
দেখিয়া যেমন পারগামী নৌকা লাভ
করিলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সান্ত্বয়
সম্বন্ধে চিত্তে সম্বরে গাত্রোথানপূর্ব্বক
কহিতে লাগিল ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

কীচক কহিল হে সুশ্রোণি ! নির্বিঘ্নে
আসিয়াছ ত ? আঃ ! অগ্ন আগার রজনী

সুপ্রভাত হইল ; আইস এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। আমার পরিচারকেরা তোমার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে হেগহার, শঙ্খ, বলয়, কুণ্ডল, কৌশিক বস্ত্র, উৎকৃষ্ট অজিন ও বিবিধ রত্নজাত আহরণ করিবে। আমি-তোমার নিমিত্ত এক পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি ; চল এক্ষণে আমরা তথায় গিয়া মধু পান করি।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজমহিষী আমাকে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, আমি বলবতী পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব তুমি সম্বরে পানীয় আনয়ন কর। কীচক কহিলেন, তুমি রাজমহিষীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাহা অন্তে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া ছুরাঙ্গা কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণ কর ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, অরে পাপাত্নান্ ! আমি গর্বপূর্বক মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই ; অতঃ সেই পুণ্যবলে অবশ্যই তোকে পরাভূত দেখিব।

ছুরাঙ্গা কীচক দ্রৌপদীর এই রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তদীয় উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন দ্রৌপদী নিতান্ত অসহমান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে বলপূর্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কীচক তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইল।

দ্রৌপদী কীচককে এই রূপে নিক্ষেপ করিয়া যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, দ্রুতপদ সঞ্চারে সেই সভাগুপে সমুপস্থিত হইলেন। কীচকও দ্রুতপদ সঞ্চারে তথায় গমনপূর্বক সহসা দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষে তাঁহাকে পাদ গ্রহণ করিল। তখন সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। ছুরাঙ্গা কীচক রাক্ষসের আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিশ্চক ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রত্যক্ষে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর কীচককৃত পরাভব দর্শনে নিতান্ত সমস্তপ্ত হইলেন। মহামনাঃ ভীমসেন কীচকবধাভিলাষে রোষাবিষ্ট হইয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং উন্নত পক্ষ্ম সকল ক্রোধানলের ধূমশিখাস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। ললাটদেশে শ্বেদ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিতান্ত কুটিল হইয়া উঠিল ; তিনি করতল দ্বারা ললাট মর্দন ও ক্রোধভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আজ্ঞাপ্রকাশ-ভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ মর্দন পূর্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে সূদ ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন

করিতেছ ? যদি তোমার কাষ্ঠে প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে বহির্দেশের রক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।

অনন্তর দ্রৌপদী আকার ও ধর্ম্মানুগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া অবিরল বিগলিত বাষ্পাকুল লোচনে দীনচেতাঃ ভর্তৃগণকে অবলোকনপূর্ব্বক সভাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া, অতি কঠোর দৃষ্টিপাতে সমুদায় দম্ব করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, হে মহারাজ ! যঁাহাদিগের পাঞ্চিগ্রহও ভয়ে রাত্রিকালে স্তূপে নিদ্রিত হয় না ; যে সমস্ত সত্যনিরত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ব্যক্তির অর্থাদিগকে অর্থ দান করিয়া থাকেন, অশ্বের নিকট কদাচ প্রার্থনা করেন না ; যঁাহাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া থাকে, যঁাহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান্ ও সম্ভ্রান্ত ; যঁাহারা মনে করিলে সমুদায় লোক সংহার করিতে পারেন ; ছুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীকে পদাঘাত করিয়াছে। যঁাহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ ; যঁাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন ; অথ তাঁহারা কোথায় রহিলেন। সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তির প্রিয়তমাকে কীচক কর্তৃক পলাতন দেখিয়া হীনবীর্যের জ্ঞায় কেনই উপেক্ষা করিতেছেন ; এক্ষণে তাঁহাদিগের অমর্ষ ও বল বীর্য কোথায় রহিল ; হায় ! ছুরাত্মা কীচক আগাকে পরাভব করিতেছে ; এক্ষণে তাঁহারাও কিছুই প্রতীকার করিলেন না।

অথ জানিলাম বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্ম্মিক ; যেহেতু তিনি এই নিরপরাধা অবলার নিগ্রহ দেখিয়াও অন্যায়সে উপেক্ষা করিয়াছেন। হায় ! যখন রাজা কিছুই বিবেচনা করিলেন না, আমি ইহার কি করিব। ইনি রাজা কিন্তু ছুরাত্মা কীচকের প্রতি রাজার জ্ঞায় কিছুই আচরণ করিতেছেন না। হে মহারাজ ! আপনার দম্বজনসদৃশ এই ধর্ম্ম সভামধ্যে কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। এই ছুরাত্মা আপনার সমক্ষে আমাকে পরাভব করিল ; ইহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। হে সভ্যগণ ! আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কীচক অধার্ম্মিক এবং বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন ; আর যঁাহারা ইহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সমস্ত সভ্যেরাও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

দ্রৌপদী অশ্রুগুণী হইয়া এবম্প্রকারে রাজাকে তিরস্কার করিলে, তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগের বিগ্রহের বিষয় আত্মোপাস্ত অবগত নহি ; অতএব যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কিরূপে বিচার করিব ?

অনন্তর সভ্যেরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া কীচকের নিন্দা ও পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, এই বরবর্ণিনী যঁাহার ভার্য্যা তিনি পরম ভাগ্যবান্, কদাচ তাঁহার অন্তঃকরণে শোক সম্ভাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী মনুষ্য লোকে দুর্লভ ; বোধ হয়, ইনি কোন দেবী হইবেন, সভা-

সদাগ দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া এই-
রূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রেয়সীর দুর্দশা
দর্শনে নিতান্ত ক্রোধসম্পন্ন হইলেন ;
রোমভরে তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু
সমুদায় বহির্গত হইতে লাগিল । তখন
তিনি ক্রোধ সংবরণপূর্বক দ্রৌপদীকে
কহিলেন, সৈরিঙ্কি ! আর এখানে থাকি-
বার আবশ্যক নাই, তুমি সত্তরে স্তদেষ্ণার
আলয়ে গমন কর ; বীরপত্নীগণ স্বামীর
নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া
চরমে পাতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ; বোধ হয়,
অত্যাঁপ তোমার পতিগণের ক্রোধের সময়
উপস্থিত হয় নাই ; তাহা হইলে অবশ্যই
সেই সূর্যাসদৃশ তেজস্বী গন্ধর্বেবরা তোমার
নিকট আগমন করিতেন । হে সৌরঙ্কি !
তুমি নিতান্ত কালানভিচ্ছ, কেন বৃথা রাজ-
সভায় শৈলুমীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া ক্রীড়-
মান মৎস্যগণের বিদ্রোহপাদন করিতেছ ;
এক্কে গমন কর ; গন্ধর্বেবরা উপযুক্ত
সময়ে তোমার প্রিয় কার্য্য করিবেন ।
তাঁহারা অবশ্যই তোমার অপ্রিয়কারীর
প্রাণ সংহারপূর্বক তোমার দুঃখাপনোদন
করিবেন ।

তখন দ্রৌপদী কহিলেন, বাঁহারা
জ্যেষ্ঠের দ্যুতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয়
শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি
তাঁহাদের নিমিত্ত সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করি-
তেছি, তাঁহারা অবশ্যই সেই অহিতকারী
দুরাত্মাদিগের সংহার করিবেন ।

কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কেশপাশ

বিমোচনপূর্বক রোষকষায়িত লোচনে
স্তদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন । পরি-
শেষে রোদনে নিরস্ত হইয়া নেত্রজল
মার্জিত করিলে, তাঁহার মুখমণ্ডল জলধর-
বিনিমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে
লাগিল । তখন স্তদেষ্ণা কহিলেন, হে
শোভনে ! কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে ?
তুমি কেন রোদন করিতেছ ? অথ
কাহার হুথ তিরোহিত হইল ? কে
তোমার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে ?
দ্রৌপদী কহিলেন, আমি আপনার নিমিত্ত
স্বরা আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলাম ;
পাপাত্মা কীচক নির্জন কাননের ন্যায় সত্ৰ-
মধ্যে ভূপালসনকে আগাকে প্রহার করি-
য়াছে । স্তদেষ্ণা কহিলেন, দুরাত্মা কীচক
কামোন্মত্ত হইয়া তোমার অবমাননা করি-
য়াছে ; অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে
বল, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিমাশ
করিব । দ্রৌপদী কহিলেন, সেই দুরাত্মা
বাঁহাদিগের অপকার করিয়াছে, সেই মহা-
ত্মারাই তাহাকে সংহার করিবেন ; বোধ
হয়, অতাই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে
হইবে ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ক্রপদ-
নন্দিনী মনে মনে কীচকের যত্ন কামনা
করিয়া স্বীয় আবাসে গমনপূর্বক গাত্র ও
বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং আপনার
শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া, “কি করি,
কোথায় যাই” এই বলিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। পরিশেষে ননে করিলেন, ভীমসেনের শরণাপন্ন হই; তিনি ব্যতীত অন্য কে আমার প্রিয় কার্য সম্পাদন করিবে?

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া রজনীযোগে শয্যাতে পরিত্যাগ-পূর্বক বিষম চিন্তে ভীমসেনের ভবনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার শত্রু সেই পাপাত্মা তাদৃশ কৰ্ম্ম করিয়াও এখন জীবিত রহিয়াছে; তুমি কি করিয়া স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছ? দ্রুপদ-নন্দিনী এই কথা বলিয়া ভীমসেনের গৃহ-ভ্যন্তরে প্রবেশিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর মুগরাজের ন্যায় শয়ন রহিয়াছেন। তখন সেই গৃহ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে ও ভীমসেনের অসাধারণ তেজে প্রজ্বলিত প্রায় হইতে লাগিল।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষকে, মুগরাজবধু প্রস্তুত মুগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ দ্রুপদনন্দিনী ভীমসেনকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণাবিনির্গত গান্ধারস্বরের ন্যায় মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, নাথ! গাত্তোথান কর; কি আশ্চর্য্য! এখনও নিদ্রা যাইতেছ! বোধ হয়, তুমি জীবন পরিত্যাগপূর্বক শয়ন করিয়াছ; নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে!

ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্বক মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, দ্রৌপদী! তুমি কি নিমিত্ত এত ত্বরান্বিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণ নাই; তোমাকে কৃশা ও পাণ্ডু বর্ণ দেখিতেছি কেন? অতএব সমুদায় বিশেষ করিয়া বল। স্ত্রী বা ছুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সমুদায় শ্রবণ করিয়া ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিব। আমি সমুদায় কার্য্যেই তোমার বিশ্বাসভাজন; আপৎ কালে পুনঃ পুনঃ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। অতএব শীঘ্র বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া, অন্য লোক জাগরিত হইবার পূর্বেই শয়নের নিমিত্ত গমন কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্তা, তাহার স্ত্রী সচ্ছন্দতা কোথায়। তুমি আমার সমুদায় ছুঃখ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও এক্ষণে কেন এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? তৎকালে প্রাতিকাগ্নী আমাকে দাগী বলিয়া যে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা অতাপি নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দেখ, দ্রৌপদী ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রাজকুমারী ঈদৃশ ছুঃখ সহ করিয়া জীবিত থাকে। বনবাসকালে দুঃখ জয়দ্রথ বলপূর্বক আমার অবমাননা করিয়াছিল; আমি ব্যতিরেকে তাহাই বা আর কে সহ করিতে পারে। সম্প্রতি কীচক

ধূর্ত সংস্কারাজসমক্ষে আগাকে পদাঘাত করিয়াছে । হে ভীম ! আমি বারংবার এই রূপ ক্রেশ পাইতেছি, তথাপি তুমি আমার দুঃখে কিছুই মনোযোগ করিতেছ না ; অতঃপর আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি ?

দুঃস্বপ্নে কীচক বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি ; সে আমাকে সৈরিক্রী দেখিয়া “আমার প্রেয়সী হও” প্রতিদিনই আমাকে “আমার প্রেয়সী হও, আমার প্রেয়সী হও” এই কথা কহিয়া থাকে । সেই দুঃস্বপ্নের অবগাননায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । এক্ষণে ষাঁহার কর্মফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি ; তুমি তোমার সেই দ্যুতাসক্ত ভ্রাতাকে তিরস্কার কর । ঐ দ্যুতাসক্ত ব্যক্তিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য সর্পদ ও আপনাকে ছুরোদরগুণে বিসর্জন করিয়াও পুনরায় প্রব্রজ্যা অবলম্বনার্থে দ্যুতক্রীড়া করিয়া থাকে । যদি ধর্ম্মরাজ নিক্সসহস্র ও মহামূল্য রত্নজাত দ্বারা অনেক বংশর নায়াং ও প্রাতঃকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলেও রজত, স্তবর্ণ, বস্ত্র, যান, অশ্ব ও অশ্বতর সকল কদাচ ক্ষয় হইত না । কিন্তু তিনি দ্যুত বিবাদে নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কেবল অতীত কর্ম্মের অনুশোচনা করিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় ভুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছেন ।

পূর্ব্বে দশ সহস্র হস্তী ও অশ্ব সমুদায় ষাঁহার অনুগমন করিত, এক্ষণে তিনি দ্যুতক্রীড়া অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ

করিতেছেন । ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র ভূপালগণ যে যুদ্ধার্থীকে উপাসনা করিতেন ; ষাঁহার মহানসে শত সহস্র দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথি ভোজন করাইত ; যিনি সহস্র সহস্র নিক্স দান করিতেন ; তিনিই এখন দ্যুতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন । পূর্ব্বে মধুর স্বর-সংযুক্ত মণিময় কুণ্ডলধারী সূত ও বৈতালিকগণ ষাঁহাকে সায়াং ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিত ; তপস্যা ও শ্রুতসম্পন্ন সহস্র সংখ্যক ঋষি ষাঁহার সভাসদ ছিলেন ; যিনি অক্টাশীতি সহস্র গৃহগেষী স্নাতক ও তাহাদের দাসীগণ এবং দশ সহস্র অপ্রতিগ্রাহী উর্দ্ধরেতাঃ যতিগণকে ভরণ পোষণ করিতেন ; ষাঁহাতে অনুশংসতা, অনুক্রোশ ও সংবিভাগ এই সকল সদগুণ বিদ্যমান আছে ; তিনিই এক্ষণে এই রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছেন ।

যিনি রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক প্রভৃতি দুঃবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সর্পদা প্রতিপালন করিতেন ; যিনি কোন বস্তু বিভাগ করিতে হইলে পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইতেন ; এক্ষণে তাঁহাকে সভামধ্যে সকলে বিরাটপরিচারক, দ্যুতক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া আত্মান করিয়া থাকে । তাঁহার এই অবস্থা নরক-প্রাপ্তির তুল্যই বোধ হইতেছে । ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে ভূপালগণ ষাঁহার নিকট উপহার লইয়া সমুচিত অবসরে সমুপস্থিত হইতেন ; তিনিই এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহার্থে আশ্রয় নিকট বেতন গ্রহণ করিতেছেন । বহু-

সংখ্যক ভূপতিগণ সতত যঁহার বশবর্তী
হিগেন ; তিনি এক্ষণে স্বয়ং পরবশ হইয়া-
ছেন। যিনি তেজঃপ্রভাবে সূর্যের ন্যায়
সমস্ত মেদিনীসমূহ পরিভ্রমিত করিতেন ;
তিনি এখন বিরাটরাজের সভাসদ হইয়া-
ছেন। অনেক সংখ্যক ভূপতিও স্বায়ংগণ-
সমভিব্যাহারে সভাসদ্যে যঁহার উপাসনা
করিতেন, তিনিই এক্ষণে অন্যের সভায়
অধ্যাসিত হইয়া তাহার প্রিয়বাদী হইয়া-
ছেন। উঁহাকে দর্শন করিয়া আমার
ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই
ধর্ম্মাশ্রয় ধর্ম্মরাজকে জীবিকা নির্বাহার্থে
পরাদীন দেখিয়া কাহার না দুঃখের উদ্বেক
হয় ? হে ভীম ! আমি অনাথার ন্যায়
এবম্বিধ বহুবিধ দুঃখভারে নিতান্ত কাতর
হইতেছি ; তুমি কেন আমার দুঃখ মোচনে
যত্ন করিতেছ না ?

একোনিবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ ! আমি
সকল প্রকাশ করিতেছি না ; যৎপরো-
ক্ষাৎ দুঃখ ভোগ করিতেছি বলিয়াই কহি-
তেছি। তুমি অতি হেয় সূপকারকর্মে
নিমগ্ন হইয়া বল্লব বলিয়াই আজ্ঞা-পরিচয়
প্রদান করিতেছ ; ইহা দেখিয়া কাহার
শোকমাগর উচ্ছলিত না হয়। লোকে
তোমাকে বিরাটের সূপকার বল্লব বলিয়া
নিশ্চয় করিয়াছে ; তুমি দাসবৃত্তি অবলম্বন
করিয়াছ ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়
আর কি আছে ! অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে,
যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে বাও,

তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় !
যখন সম্রাট সম্ভুক্ত হইয়া তোমাকে কুঞ্জর-
গণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্তিত করেন, তখন
অন্তঃপুরস্থ সমুদায় নারীগণ হাস্ত করিতে
থাকে ; তদর্শনে আমার অন্তঃকরণ
আকুলিত হইয়া উঠে। যখন তুমি
অন্তঃপুরে স্নদেবার সমক্ষে শাদ্দুল, মহিষ
ও সিংহগণের সহিত সংগ্রাম করিতে-
ছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সংবরণ
করিতে না পারিয়া মোহাবিস্ত হইয়াছিলাম।
স্নদেবার আমাকে মোহাভিভূতা নিরীক্ষণ
করিয়া উত্থাপনপূর্বক সমাগত রমণীগণের
সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, “সূপকার
প্রবল পরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ
করিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈরিন্দ্রী
সহবাসস্থলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে।
সৈরিন্দ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লব পরম
সুন্দর এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবর্ত্তিও দুজ্জৈয় ;
ইহারা উভয়েই এক সময়ে রাজকুলে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; বিশেষতঃ সৈরিন্দ্রী
সর্বদাই প্রিয়-সহবাসের নিমিত্ত পরিতাপ
করিয়া থাকে”। হে মহাবাহো ! রাজ-
মহিষী এই প্রকার আভিপ্রায় বাক্যে সর্ব-
দাই আমাকে তর্জজন করিয়া থাকেন ; আমি
তাহাতে রোষ প্রদর্শন করিলে, তিনি সমধিক
সন্দেহান্বিত হইয়াছেন। আমি তন্নিকট নিতান্ত
দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তাদৃশ পরাক্রম-
শালী হইয়াও যখন ঐদৃশ নিরয়ভাগী হই-
য়াছ এবং ধর্ম্মরাজ যুদ্ধাধিকার শোকমাগরে
নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া
আর জীবন ধারণ করিতে পারি না।

যে যুবা এক রূপে সমস্ত দেব ও মনুষ্য-
গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে
তিনি বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্তক
হইয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রভাবে ঋগ্বেদ-
রণ্যে ছুতাশনকে পরিহৃত করিয়াছিলেন,
তিনি এক্ষণে কুপগত অগ্নির ন্যায় অন্তঃ-
পুরে সংবৃত হইয়া বাস করিতেছেন।
অরতিগণ ষাঁহার ভয়ে সতত ভীত হইয়া
থাকে, তিনি এক্ষণে অতি ঘৃণিত বেশে
কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ষাঁহার
পরিবসদৃশ বাহুরয় মোক্ষী আফালনে
সাতিশয় কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে
সেই বাহুরয় শংস্বার করিয়া রাখিলেন ;
ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি
হইতে পারে ! শত্রুগণ ষাঁহার জ্যানির্যোগ
শ্রবণমাত্রেই কম্পিত হইয়া উঠে, এক্ষণে
স্ত্রীগণ হস্ত চিত্তে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ
করিতেছে। ষাঁহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ
কিরীটে মুশোভিত হইত, আজি তাহা
বেগী দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। হে নাথ !
ধনজয়কে বেগীবিকৃত ও কন্যাগণে পরিবৃত
দেখিয়া আমার হৃদয় বিদোৰ্গ হইয়া যাই-
তেছে ! যে মহাত্মা সমস্ত দিব্যাস্ত্রের ও
সমুদায় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে
কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহাবল পরা-
ক্রান্ত সহস্র সহস্র রাজা সমরে ষাঁহার
সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, এক্ষণে তিনি
ছদ্মবেশে বিরাট-রাজের কন্যাগণের নর্তক
হইয়া তাহাদিগের পরিচর্যা করিতেছেন।
ষাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল
বিকম্পিত হইত ; যিনি জন্ম পরিগ্রহ

করিলে কুন্তীর সমুদায় শোক সন্তাপ
অপনোদিত হইয়াছিল ; এক্ষণে তাঁহাকে
কুণ্ডল ও শঙ্খাদি অলঙ্কার ধারণ করিতে
দেখিয়া একান্ত শোকাবুল হইয়াছি।
ধরাতলে ষাঁহার সমকক্ষ ধনুর্ধর নাহি।
আজি তাঁহাকে কন্যাগণের নিকট গান
করিয়া কাল যাপন করিতে হইল ! যিনি
ধর্ম, শৌর্য ও সত্যে সমস্ত জীবনোদ্যমের
প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে
স্রোবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত
কাতর হইয়াছি ! যখন আমি সেই দেব-
রূপী ধনজয়কে করণু পরিবৃত মত্ত মাত-
ঙ্গের ন্যায় কন্যাগণপরিবৃত ও তূর্য্যমধ্যস্থ
হইয়া বিরাটরাজের উপাসনা করিতে
দেখি, তখন আমার দশ দিক্ শূণ্য হইয়া
যায়। হায় ! মহাবীর ধনজয় ও দ্যুতা-
সক্ত অজাতশত্রু যে ঈদৃশ বিপত্তিসাগরে
নিগম্ন হইয়াছেন ; আর্য্য কুন্তী ইহার কিছু
জানিতেছেন না।

হে বৃকোদর ! আমি সবীয়ান্ সহ-
দেবকে গোমধ্যে গোপালবেশে বিচরণ
করিতে দেখিয়াই পাণ্ডুবর্গ হইয়া গিয়াছি।
আমি শান্তি লাভ করিব কি, পুনঃ
পুনঃ সহদেবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
একবারে আমার নিদ্রাচ্ছেদ হইয়াছে।
আনি সত্যবিক্রম সহদেবের এমন কোন
পাপই দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে
ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আমি
তোমার প্রিয়তম ভ্রাতাকে গোপালবেশে
নিবৃত্ত দেখিয়া নিতান্ত শোকাবুল হই-
য়াছি। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি

লোহিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক গোপাল-
গণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া বিরাট
নৃপতিকে প্রসন্ন করেন, তখন আমার
কলেবর জর্জরিত হয়। আৰ্য্যা কুন্তী
আমার নিকট মহাবীর সহদেবের প্রশংসা
করিতেন। যখন আমরা রাজ্য হইতে
বিবাসিত হই; তৎকালে তিনি আমাকে
কহিয়াছিলেন, ‘বৎসে পাঞ্চালি! স্ককুমার
সহদেব সাতিশয় স্থলীল, লজ্জালীল ও
যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত। তুমি অতি
সাবধানে অরণ্যমধ্যে ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ
ও স্বয়ং পান ভোজন প্রদান করিবে’।
পুত্রবৎসলা আৰ্য্যা এই বলিয়া রোদন
করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন
করিয়া রহিলেন। হায়! এক্ষণে সেই
সহদেবকে গোচরণ ও বৎসচক্ষু শয়ান
হইয়া রাত্রি যাপন করিতে দেগিয়া, আমি
কি রূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারি?

কালের বৈপরীত্য দেখ, যিনি রূপ,
অস্ত্র ও মেধাসম্পন্ন, সেই নকুল এক্ষণে
অশ্ববদ্ধ হইয়াছেন! তিনি যখন বিরাট-
রাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা
দেন, তখন দর্শকগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত
হইয়া পড়ে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,
শ্রীমান্ সহদেব এই প্রকারে বিরাটরাজকে
অশ্ব প্রদর্শন করিয়া উপাসনা করেন।

হে বৃকোদর! যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত
আমার এই প্রকার কত শত দুঃখ বিদ্যমান
থাকিতেও তুমি কি প্রকারে আমাকে
স্থখিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ইহা
ভিন্ন আর যে সকল দুঃখ বলিতে অবশিষ্ট

আছে, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর।
তোমরা জীবিত থাকিতে দুঃখরাশি আমার
শরীর শোষণ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা
অধিক দুঃখের বিনয় আর কি হইতে
পারে!

বিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি
দ্যুতপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তই রাজ-
সংসারে মৌরন্ধ্রীবশে অবস্থান করিয়া
সুদেষ্ণার বশবর্তী হইয়াছি; দেখ আমার
কিরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে মনু-
ষ্যের কোন দুঃখই প্রায় চিরস্থায়ী হয় না;
অর্থসিক্তি ও জয় পরাজয় নিতান্ত অনিত্য;
বিপদ ও সম্পদ সতত চক্রের ন্যায় পরি-
বর্তিত হইতেছে; যদ্বারা জয় হয় তাহাই
পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে; আমি এই
বিবেচনা করিয়া ভর্তৃগণের উদয়কাল
প্রতীক্ষা করিতেছি।

হে ভীম! আমি যে জীবন্মৃত হইয়া
রহিয়াছি তাহা কি তুমি জানিতেছ না?
লোকমুখে শুনিয়াছি, মনুষ্য অগ্রে দান
করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থনা করে এবং বিনাশ
করিয়া বিনষ্ট ও পাতিত করিয়া পাতিত
হইয়া থাকে; এই সকলই দৈবমূলক।
দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে
অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি
এই বুঝিয়া দৈবই প্রতীক্ষা করিতেছি।
সলিল পূর্বে যে স্থানে থাকে, পুনরায়
তথায়ই প্রতিনিবৃত্ত হয়; এই বিবেচনা
করিয়া আমি উদয়েরই প্রতীক্ষা করি-

তেছি। দৈব যাহার অর্থ-সিক্তির ব্যাঘাত করে, সে নিতান্ত দুঃস্থাপন্ন হয় ; অত-এব দৈবেরই আগমে যত্ন করা কর্তব্য। হে বৃকোদর ! আমি এক্ষণে যে কারণে এই কথার উল্লেখ করিনান, তাহা শ্রবণ কর।

দেখ, আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় মহিষী হইয়াও এই রূপ দুঃস্থাপন্ন হইলাম ! হায় আমি ব্যতিরেকে কোন্ নারী এই রূপ অবস্থায় জীবিত থাকিতে বাসনা করে ! আমার এই ক্লেশ কৌরব, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অবশ্যই অবমানিত করিবে। কোন্ নারী পুত্র, স্বশুর ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর এই রূপ ক্লেশে কাল যাপন করিয়া থাকে ? যে বিধাতার প্রভাবে আমাকে এই রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে ; বোধ হয়, আমি বাল্যকালে তাঁহারই কোন অপকার করিয়া থাকিব। দেখ, এক্ষণে আমি কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছি। তাদৃশ বিষম দুঃখের সময়েও এরূপ হই নাই। পূর্বে আমার যে প্রকার সুখ সচ্ছন্দ ছিল, তাহা তোমার অগোচর নাই ; এক্ষণে সেই আমি দাসী-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিরূপে শাস্তি লাভ করিব ? যখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলের শ্যায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি এই বিষয় দৈবায়ত্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। প্রাণিগণের গতি বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। দেখ, তোমাদিগের যে

এই রূপ দুঃস্থাপন্ন হইবে, পূর্বে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই।

হে মহাবীর ! তোমরা ইন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ সুখ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিকট লোকদিগেরই সুখ-সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখ ভীম ! তোমরা এরূপ দুঃস্থাপন্ন পতিত হইয়াছ বলিয়া আমার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে। কালের কি বিপরীত গতি ! পূর্বে এই সমাগরা ধরা আমারই অধিকৃত ছিল ; এক্ষণে আমাকে শঙ্কিত মনে স্ত্রদেফার বশবর্তিনী হইতে হইয়াছে। পূর্বে অনুচরেরা আমার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে আমি স্ত্রদেফার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেছি। আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্য্য কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র বিলেপন ও পেষণ করি নাই ; কিন্তু এক্ষণে আমাকে স্ত্রদেফার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ, আমার পাণিতল আর পূর্ববৎ কোমল নাই ; এক্ষণে কিণাক্ত হইয়াছে। আমি আর্য্য্য কুন্তী ও তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই, কিন্তু এক্ষণে রাজভবনে কিঙ্করীকূপে অবস্থান করিয়া বিরাতের নিকট ভীত হইতেছি। অনুলেপন স্ত্রমুখ হইয়াছে কি না দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন, সর্বদা এই শঙ্কা করিয়া থাকি ; কারণ আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে কদাচ রাজার মনোনীত হয় না।

দ্রৌপদী এই রূপে আপনার দুঃখ-
বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া ভীমের প্রতি দৃষ্টি
নিষ্কেপ-পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।
পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভীমের
হৃদয় বিদার্য প্রায় করিয়া কহিলেন, বোধ
হইতেছে, পূর্বে আমি দেবগণের নিকট
বিলক্ষণ অপরাধ করিয়া থাকিব, নতুবা
কেন কর্মকরা হইয়া এত ক্লেশে জীবন ধারণ
করিতে হইবে। তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর
কিণাক্ষিত পাণিতল নিরীক্ষণ ও মুখমণ্ডলে
প্রদানপূর্বক অনিবার্য বেগে বাষ্পাবারি
বিসর্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

এ. বিংশতিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে! যখন
তোমার লোহিততল পাণিপল্লব ঈদৃশ
কিণাক্ষিত হইয়াছে; তখন আমার বাহু-
বলে ও অর্জুনের গাণ্ডীবে দিক্। কি
বলিব, রাজা যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা
করিতেছেন, নতুবা বিরাটের সভামধ্যেই
ঘোরতর সংগ্রাম অথবা আমি মহাগজের
ন্যায় অবলালাক্রমে পদাঘাতে ঐশ্চর্য্য-
মত্ত কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম।
যাজ্ঞসেনি! যখন দুরাত্মা কীচক তোমাকে
পদাঘাত করিয়াছিল; তখনই আমি
সমুদায় সংশ্লেশ বিমদিত করিতে উৎ-
স্ক হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে রাজা
যুধিষ্ঠির কটাক্ষ ভঙ্গিতে নিবারিত করি-
লেন বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইয়া আছি।
আমরা যে রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াছি
এবং অস্থাপি কর্ণ, শকুনি, দুৰ্যোধন ও

দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মা কুরুগণের মস্তক
ছেদন করি নাই; এই দুইটি হৃদিন্যস্ত
শল্যের ন্যায় আমার কলেবর নিপীড়ন
করিতেছে। অয়ি নিতম্বিনি! ক্রোধ
পরিত্যাগ কর; ধর্ম্য পরিত্যাগ করিও
না। রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রকার
তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই
প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি প্রাণ
ত্যাগ করিলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও
গতজীবিত হইবে। ইহারা লোকান্তর
প্রস্থান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ
করিতে সমর্থ হইব না।

পূর্বকালে ভৃগুবাংশীয় চ্যবন, বনে
বল্লীকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি
তঁাহার পত্নী স্ককন্যা তঁহার অনুগামিনী
হইলেন। ভুবনবিখ্যাত রূপবতী চন্দ্র-
সেনা সহস্র বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধতম স্যামীর অনু-
চারিণী হন। জনকদুহিতা সীতা অরণ্য-
চারী রামের সমভিব্যাহারিণী হইয়া রাক্ষস-
হস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন;
তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হন নাই।
রূপযৌবনসম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক
ভোগ সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক অগস্ত্যের
সহচরী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী
যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন
করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও
এই সকল পতিব্রতাগণের ন্যায় সর্বগুণ-
সম্পন্না; অতএব আর অত্যল্প কাল
অপেক্ষা কর; অর্দ্ধ মাসমাত্র অবশিষ্ট
আছে; ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, তুমি
রাজমহিষী হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ ! আমি রাজাকে তিরস্কার করিতেছি না, দুঃখিহ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি বলিয়াই আমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে আর অতীত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে ? কর্তব্য বিষয়ে চেষ্টাবান হও। রাজা বিরাট পাছে আমার নিমিত্ত চলচ্চিত্র হন, পাছে আমার সৌন্দর্য্য দর্শনে স্ত্রুদেষ্কার সৌন্দর্য্য অনাদৃত হয় ; এই আশঙ্কায় রাজ-মহিনী ক্রুরূপে আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন, প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করেন। ছুরাঙ্গা কীচক রাজমহিষীর এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সতত আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাহাতে প্রথমে ক্রোধাধ্বিত হই ; পুনরায় ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া এই কথা বলি, কামাঙ্ক কৌচক ! আত্মরক্ষা কর। আমি পাঁচ জন গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা মহিষী ; তাহার সাক্ষ্যেই শৌর্য্য-শালী ও সাহসী ; কুপিত হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। ছুরাঙ্গা কীচক আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করে, 'সৈরিক্ষি ! আমি গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করি না ; শত লক্ষ গন্ধর্ব্ব সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সমরশায়ী করিব'। আমি প্রত্যুত্তর করি, কীচক ! তুমি যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের সমকক্ষ নও, আমি ধর্ম্মপরায়ণা কুলকামিনী, কাহারও প্রাণ সংহার করা আমার অভিপ্রেত নহে ; এই নিমিত্তই অত্মপি জীবিত রহিয়াছ। কীচক এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করে।

একদা স্ত্রুদেষ্কা ভ্রাতার প্রীতি কামনায় তাহার আদেশানুসারে সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে কীচকের আশ্রয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তদনুসারে কীচকের ভবনে গমন করিলে, সেই ছুরাঙ্গা প্রথমতঃ আমাকে সাস্তুনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে বলপ্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলে, আমি তাহার সংকল্প অবগত হইয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে রাজার শরণাগত হইলাম। কিন্তু ছুরাঙ্গা সূতপুত্র রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূমিসাৎ করিয়া পদাঘাত করিল। বিরাট, কঙ্ক, রথী, পীঠমর্দ, গজারোহী ও নগরিক প্রভৃতি ভূরি ভূরি লোক তাহা দর্শন করিতে লাগিল। আমি তৎকালে বিরাট ও কঙ্ককে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলাম ; তথাপি বিরাটরাজ তাহাকে নিবারণ বা শাসন করিলেন না।

ছুরাঙ্গা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যভিমান। ঐ ছুরাঙ্গা নিতান্ত ক্লিষ্ট রোক্তমান জনগণের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি ঐ কামাঙ্ক ছুবিনীত পাপাত্মাকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি ; এক্ষণে যদি সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে আঘাত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব যদি তোমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ; তন্নিবন্ধন তোমাদের মহান্ অধর্ম্ম হইবে। বিশেষতঃ ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় ; এবং পুত্র রক্ষিত

হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভাৰ্য্যার গৰ্ভে জন্ম গ্রহণ করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভাৰ্য্যাকে জায়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আর ভাৰ্য্যা ভৰ্ত্তা তাহার গৰ্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া সতত সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করে। বর্ণধৰ্ম্ম বর্ণনা কালে ব্রাহ্মণগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, অরতিগণের প্রাণ সংহার ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের অন্য ধৰ্ম্ম নাই।

দেখ, কীচক তোমার ও ধৰ্ম্মরাজের সমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল। পূৰ্বে তুমিই আমাকে ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে এবং তুমিই ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার অবসন্তা পাপাত্মা কীচককেও সংহার কর। ঐ ছুরাত্মা রাজার প্রশয় পাইয়া আমাকে শোকাবুল করিতেছে। ঐ পাপাত্মা আমার অনর্থপাতের হেতু। যদি ঐ ছুরাত্মা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিন্যাসন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তোমার সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রুপদনন্দিনী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখমণ্ডলের অশ্রু মার্জন করিয়া আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; এবং কীচককে লক্ষ্য

করিয়া কোপ প্রদর্শনপূৰ্ব্বক স্বকবয় পরি-
লেহন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে যাজ্ঞর্সেনি! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুষ্ঠানে সন্মত আছি। অতঃ নিশ্চয়ই আমি কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তুমি সমুদায় শোক সম্ভাপ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক কল্য কীচকের সহিত সঙ্কেত করিবে। বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন; তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রি কালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। সেই স্থানে রমণীয় এক শয্যা প্রস্তুত আছে; ছুরাত্মা কীচক যেন প্রদোষসময়ে ঐ নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়; আমি তথায় উহাকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। ঐ ছুরাত্মা যখন তোমার সহিত আলাপ করিবে, তৎকালে কেহ যেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে।

তাঁহার পরস্পর এই রূপ কণোপ-
কথনান্তর একান্ত দুঃখিত মনে পরস্পর বাষ্প মোক্ষণপূৰ্ব্বক প্রভাত কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রুপদনন্দিনী স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র ছুরাত্মা কীচক শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূৰ্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল, হে স্ত্রোত্রাণি! আমি ভূপালের সমক্ষেই তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম;

তিনি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলেন না ।
বিরাটরাজ মৎস্য দেশের নামগাত্র রাজা,
কিন্তু বস্তুত আমিই এস্থানের নৃপতি ও
সেনাপতি । হে ভীক ! তুমি আমার প্রণ-
য়িনী হও, আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস
হইয়া থাকিব । আমি এই মুহূর্ত্তেই
তোমাকে এক শত নিষ্ক এবং তৎসংখ্যক
দাস দাসী ও অশ্বতরীয়ুক্ত রথ প্রদান
করিতেছি ; আমাকে ভজনা কর ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক ! আমি
তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে সন্মত
আছি ; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্যান্য
বন্ধুগণ কেহই যেন এই বিষয় জ্ঞাত হইতে
না পারে ; কারণ, পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব-
গণের অমণঃ হয়, এই ভয়ে আমি সাতিশয়
ভাত হইতেছি । অতএব যদি তুমি গোপনে
আমার সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে
আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি ।

কীচক কহিলেন, হৃন্দরি ! আমি
তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সন্মত
আছি । আমি তোমার সমাগম লাভের
নিমিত্ত একাকীই স্বদীয় নির্জ্জন আলায়ে
গমন করিব । সেই সূর্য্যসঙ্কাস গন্ধর্বগণ
তোমার এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও
জানিতে পারিবেন না । তখন দ্রৌপদী
কহিলেন, বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা
প্রস্তুত করিয়াছেন ; তথায় কন্যাগণ দিবা-
ভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে
গমন করিয়া থাকে । অন্ধকার হইলে
তুমি তথায় গমন করিবে ; তাহা হইলে
আর কোন দোষেরই অপেক্ষা নাই ।

দ্রৌপদী কীচকের সহিত এই রূপ
সঙ্কেত করিয়া সত্বরে তথা হইতে প্রত্যা-
গমনপূর্ব্বক ভীমের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত
নিবেদন করিতে গমন করিলেন । তৎ-
কালে অর্দ্ধ দিবসও তাহার মাস তুল্য
বোধ হইতে লাগিল । দুরাশ্বা কীচকও
হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নিজ নিকেতনে প্রাতি-
গমন করিল ; কিন্তু সৈরিন্দ্রী যে তাহার
মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে তাহা কিছুতেই অব-
গত হইতে পারিল না । পরে অনঙ্গশরে
একান্ত জর্জরিত হইয়া অবিলম্বে গন্ধ,
মাল্যপ্রভৃতি বিহারযোগ্য বেশ ভূষা দ্বারা
আপনাকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল ।
তৎকালে সেই আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে
নিরন্তর অনুধ্যান করিয়া, তাহার মনঃ এমন
চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বেশ বিম্বাস
কালও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল । যেমন দশাদহনোন্মুখ দীপশিখা
নির্বাণকালে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া
উঠে, তদ্রূপ কীচকও আচরাৎ কলেবর
পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া,
তৎকালে সাতিশয় শোভমান হইতে
লাগিল । ঐ দুরাশ্বা দ্রৌপদীর বাক্যে
বিশ্বাস করিয়া তদীয় চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন
হইয়াছিল যে, কিরূপে দিবাবসান হইল,
কিছুই জানিতে পারিল না ।

এদিকে দ্রৌপদী মহানসে ভীমসেনের
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে
ভীম ! আমি তোমার বচনানুসারে
কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে
সঙ্কেত করিয়াছি । সেই গৃহ লোকশূন্য ;

সে শীঘ্রই তথায় গমন করিবে ; অতএব তুমি নিশাকালে একাকী তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ঐ পাণ্ডা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অবমাননা করিয়াছে ; অতএব তুমি সত্বরে নৃত্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অবিরল বিগলিত নয়নজল মার্জ্জন, কুলের মান রক্ষা ও আপনার শ্রেয়ঃ সাধন কর।

ভীমসেন কহিলেন, হে ভীৰু ! তুমি যখন আমাকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিতেছ, তখন অবশ্যই স্বচ্ছন্দে আগমন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বের হিড়িম্বকে বধ করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার মুখে এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্য, ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মের শপথ করিয়া কহিতেছি, যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমি অমৃতসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কীচককে নিহত ও প্রোথিত করিব। যদি অত্রত্য লোকে কীচকবধে জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের বধ সাধনেও পরাযুথ হইব না। তৎপরে দুর্ব্বোধনকে বিনাশ করিয়া এই সমাগরা বনুন্ধরা অধিকার করিব। আমি কদাচ ধর্ম্মরাজের অনুরোধ রক্ষা করিব না ; তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বিরাট-রাজের উপাসনা করুন।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম ! তুমি

প্রচ্ছন্ন ভাবে ছুরাঙ্গা কীচককে বিনাশ করিবে ; দেখিও যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়। ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত আছি। আমি গাঢ় তিমিরে প্রচ্ছন্ন হইয়া অগ্নি কীচককে সবাঙ্কবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। ঐ ছুরাঙ্গা বারংবার তোমাকে প্রার্থনা ও তোমার অবমাননা করিয়াছে ; অগ্ন তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। গজরাজ যেমন নিশ্চফল গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমি তাহার মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রোথিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া নিশাকালে নৃত্যশালায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে উপবেশন করিয়া সিংহ যেমন যুগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কীচকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ছুবুন্ধি কীচক কামিজনোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, দ্রৌপদীলাভ প্রত্যাশায় সেই অন্ধতমগাচ্ছন্ন সঙ্কেত স্থানে প্রবেশ করিল। ভীমসেন ইতিপূর্ব্বক তথায় আগমনপূর্ব্বক একান্তে শয়ান ছিলেন। দ্রৌপদীপরাভব-নিবন্ধন তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। ছুরাঙ্গা কীচক একান্ত কামমোহিত হইয়া হৃষ্ট মনে দ্রৌপদী বোধে বৃকোদরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হস্ত মুখে কহিতে লাগিল, প্রিয়ে ! আমি তোমার নিমিত্ত অসংখ্য ধন প্রেরণ করিয়াছি এবং দাসীশতপরিবৃত্ত রূপ-

লাবণ্যসম্পন্ন যুবতীগণে অলঙ্কৃত অন্তঃপুর
পরিভ্রমণপূর্বক সম্বরে তোমার নিকট
আগমন করিতেছি। আমার অন্তঃপুর-
চারিণী রমণীগণ সতত এই বলিয়া আমার
প্রশংসা করে যে, তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন
পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয়
না ; তখন ভীমসেন কহিলেন, হে কীচক !
আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি অসামান্য
রূপসম্পন্ন হইয়া আগ্রপ্রশংসা করিতেছ।
ফলতঃ তোমা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রীতি-
কর পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমিও
ঈদৃশ স্পর্শস্থ কদাচ অনুভব কর নাই।
আহা ! তোমার কি চমৎকার স্পর্শজ্ঞান !
কি রসিকতা ! কি কামশাস্ত্রে বিচ-
ক্ষণতা !

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া
সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক সহস্র বদনে
কহিলেন, রে ছুরাঙ্গন ! সিংহ যেমন
পর্বতপ্রতিম মহাগজকে অনায়াসে আক্র-
মণ করে, সেই রূপ আমি তোমার ভগিনীর
সমক্ষেই তোকে ভূতলে বিকর্ণণ করিব।
তুই নিহত হইলে, মৈরিদ্ধী নিরাপদ ও
তাঁহার পতিগণ পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে
কাল যাপন করিবেন। মহাবল পরা-
ক্রান্ত বৃকোদর এই কথা বলিয়া কীচকের
কেশ গ্রহণ করিলেন। কীচকও বাহু-
বলে অতি বেগে স্থায় কেশ বিমুক্ত করিয়া
তাঁহার বাহুযুগল আক্রমণ করিল। এই
রূপে উভয়ে ক্রোধপরবশ হইয়া ভয়ানক
বাহুবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বসন্ত
কালে বলবিক্রান্ত হিরদ যুগল করিণীর

নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে, যেমন
কপিকুলসিংহ বালী ও হুগ্রীব পত্নীর
নিমিত্ত একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দূরন্ত
সমরমাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন,
সেই রূপ রোষবিসোধিত ভীম ও কীচক
পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া প্রচণ্ড
সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন। উভয়ে
পঞ্চশীর্ষ ভূজগদাশ ভীষণ ভূজদণ্ড সমুদ্রত
করিয়া পরস্পর নখাঘাত ও দস্তাঘাত
করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত
কীচক ভীমকে অত্যন্ত আঘাত করিল,
কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর এক পদও
বিচলিত হইলেন না। তাঁহার পরস্পর
আশ্লেষ ও আকর্ষণ প্রকর্ষণপূর্বক যুদ্ধ
করিয়া প্রবৃত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখ ও
দস্ত প্রহার করিয়া ভীষণমূর্তি ব্যাত্তয়ুগ-
লের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।
পরে অমর্গপ্রদীপ্ত কীচক মদস্রাবী মাতঙ্গ
যেমন অন্য মাতঙ্গকে আক্রমণ করে,
তক্রপ বেগে ধাবমান হইয়া বাহু দ্বারা
ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবল
ভীমসেনও তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন।
কীচক পুনরায় বলপূর্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ
করিল। তৎকালে সেই পুরুষদ্বয়ের
ভূজনিষ্পেষে বেণুবিষ্ফোটসদৃশ ঘোরতর
শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর কীচককে
গৃহমধ্যে আকর্ষণপূর্বক প্রচণ্ড বায়ু যেমন
প্রকাণ্ড মহীকুহকে আন্দোলিত করে,
তক্রপ তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগি-
লেন। কীচক ভীমের সঙ্ঘর্ষে নিতান্ত

দুর্দল ও কল্পিতকলেবর হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবশতঃ ঈষদ্বিচলিত হইবামাত্র কীচক জানু প্রহার দ্বারা তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত না হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় পুনরুত্থিত হইলেন।

বলদৃপ্ত ভীমসেন ও কীচক এই রূপ পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ ও তর্জন গর্জন-পূর্বক নিশীথ সময়ে সেই বিজন স্থলে পরিকর্ষণ করাতে, সমুদায় গৃহ মূহুমূহু কল্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে কীচকের বক্ষঃস্থলে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রোধানলে তাহার অন্তর্দগ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু উষ্ণিবার সামর্থ্য হইল না। ভীমসেন ছুরায়া কীচককে দ্রুতঃ চপেটাঘাতে নিতান্ত হীনবল ও বিচেতন প্রায় দেখিয়া, তাহাকে নিকটে আনয়নপূর্বক দৃঢ়তর মর্দন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিশ্বাস পারিত্যাগপূর্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পিণ্ডিতাকাক্ষী শাদ্দুল যেমন যুগ গ্রহণপূর্বক চীৎকার করে, তদ্রূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রুকোদর কীচককে নিতান্ত জ্ঞান হ্রাস দেখিয়া তাহাকে ঘৃণিত করিতে লাগিলেন। ছুরায়া কীচক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন

দ্রৌপদীর ক্রোধানল নির্বাণ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ গ্রহণপূর্বক দৃঢ়তর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ঐ ছুরায়া সর্বাস্ত্রভয় ও চক্ষুবিদ্ধ হইলে, ভীম জানু দ্বারা তাহার কোটিদেশ আক্রমণপূর্বক বাহু দ্বারা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া পশুর ন্যায় সংহার করিলেন।

কীচক পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইলে, ভীমসেন তাহার মৃতদেহ ভূতলে সংঘটন করিয়া কহিলেন, হে সৈরিন্ধি ! অগ্ন আগি ভার্য্যা-পহারী ছুরায়া কীচকের প্রাণ সংহার করিয়া ভ্রাতার নিকট অধাণী হইলাম ; অগ্ন আমার পরম শান্তি লাভ হইল ! রোষা-ক্লমেন্দ্রে ভীমসেন এই কথা বলিয়া স্থলিত-বস্ত্রাভরণ, উদ্ভ্রান্তনেত্র ও গতজীবিত কীচককে পারিত্যাগ করিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। তিনি পুনরায় হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠ দংশন-পূর্বক তাহার হস্ত, পাদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, 'পাঞ্চালি ! দেখ, সেই কামুকের কিরূপ দুর্দশা হইয়াছে'। এই কথা বলিয়া সেই মণ্ডিতসর্বাস্ত্র মাংসপিণ্ডাকার কীচকের মৃত দেহে এক পদাঘাত করিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালন পূর্বক ঐ মৃত কলেবর দ্রৌপদীকে দর্শন করাইয়া কহিলেন, হে ভীম ! যাহারা তোমাকে কামনা করিবে, তাহারা কীচকের ন্যায় পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইবে ; সন্দেহ নাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন

এই রূপে দ্রৌপদীর হিত সাধনার্থে কীচক-বিনাশরূপ অতি দুষ্কর কৰ্ম্ম সম্পাদনানন্তর শান্তচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট বিদায়গ্রহণ-পূর্বক সত্বরে মহানগরে আগমন করিলেন ।

দ্রৌপদী এই প্রকারে কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসম্ভাপ ও পরম পরি-তুষ্ট হইয়া সভাপালদিগকে কহিলেন, হে সভাসদগণ ! আপনারা আগমন করিয়া দেখুন, পরস্রীকামবিমোহিত দুরাভ্রা কীচক আমার পতিগণ কর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে ।

তখন নৃত্যশালারক্ষকগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র উল্লা গ্রহণপূর্বক সহসা তথায় আগমন করিল এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক হস্তপদ-বিহীন, রক্তাস্তকলেবর, গতাস্ব কীচককে নয়ন-গোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়া-বিন্ট হইয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত, পাদ ও মস্তকই বা কোথায় গেল ! তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় সমুপ-স্থিত হইয়া তাহার চতুর্দিকে উপবেশন পূর্বক রোদন করিতে লাগিল । তাহারা স্থলে সমুদ্ভূত কূর্ম্মের স্রায় সস্তিম্বকলেবর কীচককে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল । অনন্তর তাহার

উদ্ধর্দেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃত দেহ বহির্দেশে নিক্ষে-পিত করিবার উপক্রম করিতেছে, এই অবসরে উপকীচকেরা অনতি দূরে দ্রৌপদীকে অবলোকন করিল ।

তখন তাহারা সমাগত অচ্যান্ত ব্যক্তি-দিগকে কহিল, হে বান্ধবগণ ! যাহার নিমিত্ত আমরাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়া-ছেন ; ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ আলি-ঙ্গনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর । অথবা এক্ষণে উহাকে সংহার করিবার আবশ্যক নাই ; কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভক্ষ্যসাৎ করা উচিত ; কারণ লোকান্তরেও কীচ-কের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমরাদিগের কর্তব্য । এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট সমুপ-স্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! পানীয়সী মৈরিক্কীর নিমিত্তই আমরাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন ; অতএব আমরা উহাকে তাঁহার সহিত দগ্ধ করিব ; আপনি অনু-মতি প্রদান করুন । বিরাটরাজ উপ-কীচকগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অব-গত ছিলেন, সুতরাং তাহাদের বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া তদ্বি-ষয়ে অনুমোদন করিলেন ।

তখন উপকীচকেরা দ্রৌপদীর সম্মু-খীন হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া কীচকের মৃত দেহোপরি আরোপিত করিয়া আশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণ লইবার নিমিত্ত

করণ স্বরে কহিতে লাগিলেন; জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্রল ইহারা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্রুশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাহাদিগের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ধনুর্ফল্গু, তলবারধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথ-ঘর্ঘরশব্দ শ্রুত হইত, সেই সকল গন্ধর্ব-গণ এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্রুশানে লইয়া যাইতেছে।

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এই রূপ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক কহিলেন, হে সৈরিন্ধি! তোমার বাক্য আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর তোমার কোন শঙ্কা নাই। এই বলিয়া ভীমসেন সমস্ত উপকীচক সংহারার্থ প্রস্তুত হইয়া বেশ পরিবর্তন করিলেন। পরে নির্গমন দ্বার পরিহারপূর্বক অন্তর্য্যাস দিয়া বহিঃপ্রদেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বরে নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্বক দ্রুত পদ সঞ্চারে শ্রুশনাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে, শ্রুশানভূমি সমীপে সূতপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তথায় দশ ব্যাম আয়ত তাল-প্রমাণ এক বনস্পতি নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মত্ত মাতঙ্গের মায় ভূজদণ্ড দ্বারা তাহা উৎপাটনপূর্বক উত্ততদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের মায় সূতপুত্রদিগের প্রতি ধাব-মান হইলেন। তাহার গমনবেগে

অগ্রোধ, অশ্বখ ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল অনবরত ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল।

তখন ভীমসেন ক্রমে সূতপুত্রগণের দৃষ্টিপথে নিপাতিত হইলেন। তাহার কুপিত সিংহসদৃশ রুকোদরকে গন্ধর্ব জ্ঞান করিয়া, বিবাদমাগরে নিমগ্ন ও প্রাণ-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব ক্রোধভরে পাদপ উত্তত করিয়া আগমন করিতেছেন; অতএব যাহার নিমিত্ত আমা-দিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সৈরিন্ধীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তাহার দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ-পূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন পবনতনয় ভীমসেন সূতপুত্রদিগকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষ প্রহার করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরগণকে নিপাত করেন, তদ্রূপ সেই এক শত পঞ্চ জন উপকীচককে সংহার করিলেন।

পরে ভীমসেন বাম্পাকুললোচনা দীনা দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, শ্রিয়ে! যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্রেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই এই রূপে তাহাদিগকে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি পরম স্থখে নগরাভি-মুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বন-পূর্বক বিরাটরাজের মহানগরে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! এই রূপে এক শত ও

পক্ষ কীচক বিনষ্ট হইয়া ছিন্ন পাদপের
ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। এক
শত পক্ষ জন উপকীচক ও সেনাপতি
কীচক এই ষড়ধিক এক শত মহাবীর
ভীমসেনের হস্তে পক্ষস্থ প্রাপ্ত হইল।
তত্রত্য সমুদায় নর ও নারীগণ এই
আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত
বিস্মিত হইয়া রহিল; কাহারও আর
বাক্য ক্ষুণ্ণি হইল না।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেসকল লোকে
সূতপুত্রগণকে নিহত হইতে দর্শন করিয়া-
ছিল, তাহারা মৎস্যরাজের সম্মিধানে
গমন করিয়া কহিল, মহারাজ! গন্ধর্বগণ
মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্রাদিগকে সংহার
করিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড পর্বতশিখর
বজ্রপাতে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া
পড়ে, তদ্রূপ সূতগণও ধরাশয্যায় শয়ান
রহিয়াছে। সৈরিক্ষী বন্ধনগুক্ত হইয়া
পুনরায় মহারাজের গৃহে আগমন করি-
তেছে। হে মহারাজ! সৈরিক্ষী যেরূপ
রূপবতী, গন্ধর্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং
কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয়,
তাহাতে বোধ হয়, এবার আপনার সমুদায়
নগর সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব যাহাতে
বিরাট নগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশ নীতি
বিধান করুন। মৎস্যরাজ তাহাদিগের
বাক্য শ্রবণান্তর কহিলেন, তোমরা সত্বরে
সূতগণের চরম ক্রিয়া সমাধান কর; এক-
মাত্র স্তম্ভগিদ্ধ হস্তাশনে সমুদায় কীচক-

কীচকগণকে সরস্ত্র ও গচ্ছন্দন করিয়া দাঁহ
করিবে। তৎপরে সাতিশয় সজ্জস্ত চিত্তে
স্বদেশ্যকে কহিলেন, প্রিয়ে! সৈরিক্ষী
আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নিদেশ-
ক্রমে তাহাকে কহিবে, হে বরবর্ণিনি!
তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা
প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্বগণের কার্য্যে
অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, গন্ধর্ব-
গণ তোমাকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি
স্বয়ং তোমাকে এই কথা বলিতে সমর্থ
হইলেন না। স্ত্রীলোকে তোমার সহিত
কথোপকথন করিলে, গন্ধর্বগণের মনে
কোন সংশয় হইবে না, এই জ্ঞাত আমি
তোমাকে কহিতেছি।

এ দিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে
সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া
গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক শাদ্দুল-
বিদ্রোসিত হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে গমন
করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহাকে
নয়নগোচর করিবামাত্র গন্ধর্বগণের ভয়ে
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল;
কেহ কেহ বা নেত্রভয় নিমিলীত করিয়া
রহিল। দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে মহানসের
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায়
ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান
করিতেছেন অবলোকন করিয়া, তাঁহার
বিস্ময়োৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্কেত
বাক্যে কহিলেন, যিনি আমাকে বিপদে
রক্ষা করিয়াছেন, সেই গন্ধর্বকে নমস্কার
করি। ভীমও সঙ্কেতক্রমে উত্তর করি-
লেন, গন্ধর্বগণ যাহার বশীভূত হইয়া

পূর্বাবধি এখানে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিস্কৃত হইলেন।

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকটে নৃত্য শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা শিরপরাধা সৈরিন্ধুকে আগমন করিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্জুন-সমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া দ্রুত চিত্ত কাহলেন, সৈরিন্ধু! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ; এবং যাহারা তোমাকে ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে।

অর্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধু! তুমি কিরূপে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মাগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, কল্যাণি বৃহন্নল! তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছ, বাস কর; সৈরিন্ধুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধু যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত তোমায় সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়াও সহাস্র বদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অর্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধু! বৃহন্নল! তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ

করিতেছে; তুমি তাহাকে ত্রিষ্যগ্ণোনি পশু পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস করে, তাহাদের অন্যতম দুঃখিত হইলে, সকলেই সেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে, আমাদের কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদয়ত ভাব বুঝিতে পারে না; এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছ।

দ্রৌপদী অর্জুনের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ-সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক স্তুদেশ্যের সম্মুখানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে কহিলেন, সৈরিন্ধু! এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্বগণের কার্যে অত্যন্ত ভাত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী; পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল; এবং গন্ধর্বগণও অতি কোপনশ্রবাব; অতএব আর তোমার এখানে অবস্থান করা কর্তব্য নহে।

দ্রৌপদী কহিলেন, দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন; গন্ধর্বগণ ইতিমধ্যেই কৃতকার্য হইবেন; সন্দেহ নাই। তৎপরে তাঁহারা আমাকে এস্থল হইতে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে, মহারাজ বিরাটও আপনি সবাঞ্ছবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কীচকবধপর্বাব্যায় সমাপ্ত।

গোহরগণ পর্বাদ্যায় ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই রূপে কীচক ও উপকীচকগণ বিনষ্ট হইলে, সমুদ্রার লোক অত্যাহিত শঙ্কায় শঙ্কিত ও ষৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল । কি বিরাটনগরে, কি জনপদের অভ্যন্তরে সর্বত্রই এই কণার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত কীচক শৌর্য্যপ্রভাবে বিরাটরাজের নিতান্ত প্রিয়তম সৈন্তাধ্যক্ষ ও অরতিগণের কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে দুর্ব্বদ্ধিক্রমে গন্ধর্ব্বগণের দারভিক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের হন্তে বিধ্বস্ত হইল ।

ইতিপূর্বে রাজা দুর্ঘ্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুনয়নগণকে অন্বেষণ করিয়া এই সময়েই হস্তিনা নগরে দুর্ঘ্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইল । দেখিল, মহারাজ দুর্ঘ্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম ও মহারথ দ্রিগর্ত্তগণ ভ্রাতৃসমুদারে পরিবৃত্ত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন । তখন তাহারা কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ ! আমরা অপ্রতিহত বহুসহকারে সেই নানাবিধ লতাগুম্বাপাদপসমাবৃত্ত বিবিধ যুগসংকীর্ণ দুরবগাহ

অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারথ্য এবং অন্ত্যস্ত জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরতিগণের রাজধানীসমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম ; কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না । একদা পাণ্ডবদিগের সারথিগণকে শূন্য রথ লইয়া দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুগামী হইলাম । কিন্তু তথায় কি পাঞ্চালী, কি পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না । তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কোন্ কর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না । বোধ হয়, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন ; অতএব আপনিই অজাবধি আমাদিগের শাসন করুন । আপনীর মঙ্গল হউক । অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই ।

মহারাজ ! আর একটি প্রিয় সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন । যে মহাবীর দ্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভূয়ঃ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাট-সারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক নিহত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে । এক্ষণে এই প্রিয় সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্যালোচনা করিয়া অনন্তর কর্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশ করুন ।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুৰ্য্যোধন দূতগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বহু কণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সভাসদগণকে কহিতে লাগিলেন, কার্যের গতি কি দুঃস্থের, কিছুই বোধগম্য হয় না ; অতএব পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাত বাসের বৎসর ; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যতঃ পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আশিবিষের ন্যায় রোষাবেশে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দানবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আগার রাজ্যও চির কালের নির্মিত্ত নিবন্ধ, অনাকুল ও নিঃসপত্ত হয়।

তখন কণ কহিলেন, মহারাজ ! আর কতকগুলি ধূর্ত প্রিয়কারী কৰ্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া হুমুস্ক জনপদ গোষ্ঠী এবং সিন্ধুগগনসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক তীর্থ ও প্রত্যেক আকরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও হুমুস্কৃত বেশে

নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।

অনন্তর পাপানুরক্ত দুৰাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ ! যে সমুদায় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক ; আর মহামতি কণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত ; অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তত্তৎ প্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কৰ্ম্মপ্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয় তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে গতি, বাস ও অবস্থান করিতেছে ; না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে ; অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন দুঃস্থায় পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ ! আপনি অনাকুলিত চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করুন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যথার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, পাণ্ডবগণ অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ ; অতএব তাদৃশ মহাত্মাগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাহাদিগের সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সর্বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন ; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়

পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশংবদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন । আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হন নাই, তাঁহারা কেবল সমস্ত হইয়া সমুচিত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন । অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন ; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক । তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুষ্কেষ, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী ; বিশেষতঃ তেজোরশি, অজাতশত্রু, অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান্ ও সত্যপরায়ণ ; অতএব তাঁহাদিগের অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্য নহে । যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করুন ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আচার্য্য দ্রোণ গৌনাবলম্বন করিলে, দেশকালকুশল কুরুকুলতিলক শান্তনুন্দনভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন । পাণ্ডবেরা সর্ব্বমূলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধমতাবলম্বী । সেই ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত মহাবলপরাক্রান্ত সময়াভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের

অনুগত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন । তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না । ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্ববীৰ্য্যপ্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন ; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না । এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ।

নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুঃস্বপ্নবৎ ; তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত ; ঈর্ষাশূলক নহে । যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তদ্বিময়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্তব্য নহে ; কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে ; এই নিমিত্তই আমি সত্বপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাসনিরূপণবিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না । আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ, অন্যাচারে পরান্বিত হইবেন এবং জনগণ বদান্ত, দাস্ত, হুঙ্ক, পুঙ্ক, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে । তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না ; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ যজ্ঞ

কবলিত হইয়াছে; অতএব নিরুদ্বেগ চিত্তে বিরাট নগরে গমনপূর্বক গো সমুদায় ও বিবিধ বস্তুজাত গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য।

তখন রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্যে অভিনন্দনপূর্বক নিয়ত আজ্ঞাবহ স্বীয় অশুভ্র দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা বুদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শীঘ্র বাহিনী যোজনা কর। মহাত্মা শূশ্র্মা স্ববল বাহন-সমভিব্যাহারে অগ্রেই বিরাট রাজ্যে গমনপূর্বক গোপগণকে দ্রুত করিয়া, বিপুল ধনজাত ও গো সমূহ হস্তগত করুন। পর দিবসে আমরা সমস্ত বক্রাধিনী বিধি বিভক্ত করিয়া গমন করিব।

অনন্তর শূশ্র্মা বদ্ধপরিধার হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরনির্যাতন মানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌরবগণও পর দিনে অন্তিম্যন্তে বিরাট রাজ্যে গমনপূর্বক গো সমূহ আক্রমণ করিলেন।

একত্রিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। দুরাভা কীচক নিহত হইলে, ঠাঁহারাই বিরাটরাজের এক সহায় হইয়াছিলেন।

এ দিকে ত্রিগর্তাধিপতি শূশ্র্মা বলপূর্বক বিরাটরাজের বহুতর গোধন অপ-

হরণ করিলেন। তখন গোপ সমুদয়ে রথারোহণপূর্বক মহাবেগে পুরপ্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহাবল পরাক্রান্ত বহুতর যোদ্ধা, মন্ত্রী ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত্ত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া, সমুদয়ে রথ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার সম্মিথানে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্বক কহিল, মহারাজ! ত্রিগর্তেরা আমাদের সবারূপে সময়ে পরাজয় করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান করিয়া আপনার গোধন রক্ষা করুন।

বিরাটরাজ গোপের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অগম্যাতঙ্গসঙ্কুল, অশ্বপদাতিগণসমাকীর্ণ, খরজপটশুশোভিত স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় রাজা ও রাজকুমারগণ বিরাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বীরপ্রিয় বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক হীরকখণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনময় ও তৎকনিষ্ঠ মদিরাক্ষ কল্যাণকর লৌহময় অক্ষয় কবচ ধারণ করিলেন। পরে বিরাটরাজ স্বয়ং শত সূর্য্য সম, আবর্তশতসম্পন্ন, নেত্রোপমিত ছিদ্ৰশতসংযুক্ত, নিতান্ত দুর্ভেদ্য বর্মে বিভূষিত হইলেন। রাজা সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসঙ্কশ নীলোৎপলালঙ্কৃত কবচ ধারণ করিলেন। তৎপরে বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর শঙ্খ রজতময় আয়ুর্গর্ভ শতাক্ষিসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিগ্রহ

করিলেন এবং নানা প্রহরণধারী দেবরূপ মহারথ সকল সংগ্রামার্থ বিবিধ বর্ম্য ধারণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর উপকরণসম্পন্ন শুভ্রবর্ণ রথে স্ত্রবর্ণময় বর্ম্যসংযুক্ত অশ্বগণ যোজিত হইল । মহানুভব মৎস্যরাজ সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ হিরণ্ময় দিব্য রথে ধ্বজ উচ্ছিত করিয়া দিলেন । পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব রথে নানাপ্রকার ধ্বজ যোজনা করিতে লাগিলেন । তখন মৎস্যরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! বোধ হইতেছে, মহাবীর কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রাহি ইঁহারাও যুদ্ধ করিবেন, অতএব তুমি ইঁহাদিগকেও ধ্বজ-পতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর । ইঁহারা মুদু স্তদূচ বিচিত্র বর্ম্য ধারণ করুন ।

শতানীক রাজার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্ত্বরে পাণ্ডবগণকে রথ দানের আদেশ করিলেন । রাজভক্তিসম্পন্ন সারথি সকল তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিমিত্ত রথ প্রস্তুত করিল । তখন সেই প্রচ্ছন্নরূপী অরাতিনিপাতন যুদ্ধবিশারদ মহারথচতুষ্টয় বিরাট-নিদ্রিষ্ট বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া স্ত্রবর্ণ-মণ্ডিত বিচিত্র রথে আরোহণপূর্বক সত্ত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।

সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, যৌগণ্যধিক্তিত মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গ সকল জঙ্গম পর্বতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

গমন করিতে লাগিল । যুদ্ধবিশারদ উৎসাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্যগণ বিরাট-রাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অশ্ব সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া নির্গত হইলেন । তখন সেই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, যোদ্ধৃবর্গপরিবৃত, গোস্বান-গমনসমুত্তত বিরাটসেনা সমুদায় অলৌকিক শোভা ধারণ করিল ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত মৎস্যগণ মহতী সেনা-সম-ভিব্যাহারে অপরাহ্ন কালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোপনাপহারী ত্রিগর্তদিগকে আক্রমণ করিলেন । রণদুর্দ্দ দ্রিগর্ত ও মৎস্যগণ গোত্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন । উভয় পক্ষীয় যুদ্ধকুশল প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা গজারোহণপূর্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল । তাহাদিগের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । রণনিহত জনসমূহ দ্বারা যমপুর পরিপূর্ণ হইল ।

ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অধিকতর বল বিক্রম প্রকাশ-পূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল । ফলতঃ তৎকালে সেই যুদ্ধ দেবাত্মর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল । সেনাগণের পাদবিক্ষুণ্ণ মহাতল হইতে ধূলি-

রাশি সমুখিত হইয়া চতুর্দিক অন্ধকারময় করিল। পক্ষিগণ ধূলিপটলসংবৃত ও ধিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। স্তূদূরপ্রস্থিত শরজালে সূর্য্য-মণ্ডল তিরোহিত হইয়া গেল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ খগোত-মালায় বিভূষিত হইয়াছে। সব্যদক্ষিণ-প্রধাবিত বলবান্ ধানুকগণের শরাসন-সকল পরস্পর সংঘটিত হইতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, ও গজারুঢ় গজারুঢ়ের সহিত সংগ্রামে প্রমত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসি, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করিয়া শত শত লোক নিহত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই তুল্যবল, কেহ কাহাকে পরাধীন করিতে সমর্থ হইল না। আহত সৈন্যগণের ওষ্ঠ, নাসিকা ও কেশবিহীন মস্তক সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূসরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শালস্কন্ধসন্নিভ শরীরসমুদায় নিশিত ইষু-প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিকিণ্ড হইল। মহাকায় ক্ষত্রিয়-গণের চন্দনচর্চিত বিশাল বাহু ও কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক দ্বারা রণক্ষেত্রের অনির্ব-চনীয় শোভা হইতে লাগিল। নিহত প্রাণিগণের শোণিতপ্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি কর্দম ভাব প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমরসাগর উদ্বেগ হইল উঠিলে, অনেকেই মূর্ছাপন্ন

হইতে লাগিল। গৃধ্রপ্রভৃতি রুধিরমাংস-লোলুপ পক্ষিগণ বীরগণের শরে উদ্বেজিত হইয়াও তথায় উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর নিহন্তা রণদুর্দ্দ বীর পুরুষাদিগের সমরপ্রভাবে অন্তরীক্ষগামী প্রাণিগণেরও দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারথ শতানীক এক শত ও মহাবল পরাক্রান্ত বিশালাক্ষ চতুঃশত শত্রু-সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় রথত্রজ লক্ষ্য করিয়া মহতী ত্রিগর্তসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বাহুবলে তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও রথাক্রমণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্ট শত অশ্ব নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ-পূর্ব্বক স্তবর্ণ-রথারুঢ় স্তম্ভাঙ্কে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরযুগল পরস্পর স্পর্ধা করিয়া গোষ্ঠস্থিত বৃষভ-দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণবিশারদ ত্রিগর্তরাজ মৎস্তরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন জলদ-কালে ঘনঘটা গভীর গর্জনপূর্ব্বক অনবরত বারি-ধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা রৌষপর-বশ হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই কৃতান্ত ও লঘুহস্ত; তাঁহারা স্ততীক্স বাণ, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বিষয়ে স্ব স্ব নৈপুণ্য

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ, স্তম্ভাধিপতি দশ বাণে ও তাঁহার লক্ষচতুর্দশ পক্ষ পক্ষ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্বাস্ত্রকুশল রণবিশারদ স্তম্ভাধিপতি ও বিরাটপতির প্রতি নিশিত পক্ষাঘাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যপদোদ্ভূত ধূলিপটলে চতুর্দিক সমারূঢ় হইলে, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

ত্রয়স্বিশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই রূপে ভুলোক ধূলিজাল ও গাঢ়তিগির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যগণ মুহূর্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে ভগবান্ কুমুদিনীনাথক অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে সগুদিত হইলেন ; রজনী নিশ্চল হইল ও ক্ষত্রিয়গণ আলোকলাভে পুলকিত হইয়া পুনর্বীর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ কাহার নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে ত্রিগর্তাধিপতি স্তম্ভাধিপতি ভ্রাতার সহিত রথারোহণ করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের অভিযুখে ধাবমান হইলেন এবং সহরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাগ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে রথ সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটসেনা রোষাবিষ্ট হইয়া গদা, খড়্গ, পরশু ও স্তম্ভাধিপতি হস্তে লইয়া ত্রিগর্তদিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ স্তম্ভাধিপতি স্বীয় বলবীৰ্য্য-প্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মন্থন ও পরাজয়

করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার পার্শ্ব ও সারথি সংহারপূর্বক তাঁহাকে রণচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজ-নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্যসেনাগণ তদদর্শনে নিতান্ত ভীত ও ত্রিগর্তদিগের বলবীৰ্য্যে একান্ত পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন বরকোদর ! ঐ দেখ ত্রিগর্তাধিপতি স্তম্ভাধিপতি মৎস্যরাজকে লইয়া প্রশ্রয় করিতেছেন। তুমি সহরে তাঁহাকে মোচন কর ; উনি যেন কদাচ বিপক্ষের বশীভূত না হন। আমরা তাঁহার অধিকারে সর্বকামসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে বাস করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে তুমি তাঁহার উদ্ধার করিয়া তাঁহার সমুচিত নিষ্কর প্রদান কর।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার নির্দেশানুসারে বিরাটকে শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব ; আমি একাকী স্বীয় বাহুবল প্রভাবে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করি ; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার অদ্ভুত কৰ্ম্মসমুদায় প্রত্যক্ষ করুন। আমি এই সম্মুখস্থিত মহাক্ষত্রু পাদপ উৎপাটনপূর্বক ইহা দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন,

হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিলে সকলেই তোমার ঐ অলৌকিক কার্য্য দর্শনে তোমাকে ভীম বলিয়া জ্ঞাত হইবে; অতএব এক্ষণে পাদপোৎপাটনের প্রয়োজন নাই; ধনুঃ, শক্তি, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অন্য কোন মনুষ্য-গ্রহণোচিত অস্ত্র ধারণপূর্বক অলক্ষিত রূপে অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবেন। তুমি অনতিবিলম্বে মৎস্যরাজকে মোচন কর।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণপূর্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বিরাটরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালান্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাচ্ছাণ্ডে নিরীক্ষণ করিয়া আতিশয় ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন ও শরাসন গ্রহণপূর্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষ মাত্রে বিরাট-সম্মিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে গদা-গ্রহণ-পূর্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ সুশর্ম্মা তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিলেন, এ কে, সহসা আমার সৈন্য-

মধ্যে আগমন করিল, দেখিতেছি আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে! এই রূপ চিন্তা কবিয়া পরিশেষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক অনবরত স্ততীক্ৰ শরানকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবেরা ক্রোধভরে ত্রিগর্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া শরপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বিরাটের পুত্র ও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উদ্বৃত্ত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠি—এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত এবং সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অধু উদ্বৃত্ত করিয়া সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও সহস্রের সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া শররষ্টি করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রোধাবিক্ত হইয়া তাঁহাকে নয়টি ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সুশর্ম্মার অভিমুখে গমনপূর্বক তদীয় অশ্বগণকে প্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া রথ হইতে সারথিকে পাতিত করিলেন। সুবিখ্যাত চক্ররক্ষক মদিরাক্ষ সুশর্ম্মাকে রথচ্যুত দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিরাটরাজ সহস্রের সুশর্ম্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই গদা গ্রহণপূর্বক দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং যুদ্ধ হইয়াও তরুণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অন-

স্তুর ভীমসেন স্তশশ্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার ! প্রতি-নিবৃত্ত হও ; রণস্থল হইতে পলায়ন করা তোমার কর্তব্য নহে । তোমাকে ধিক্ ! তুমি এই রূপ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন হইয়া গোধন অপহরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে ? এখন অনুচর বর্গকে শত্রুগণমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমগ্ন হইতেছ ? মহাবীর স্তশশ্মা ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অভিগৃহে গমন করিতে লাগিলেন । ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতারণা হইয়া স্তশশ্মার বিনাশ সাধনার্থ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মুগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ স্তশশ্মার কেশপাশ গ্রহণপূর্বক রোমভরে তাঁহাকে উদ্ধে উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদ প্রহার, অবান্ত্র দ্বারা জজ্ঞা গ্রহণ ও বক্ষে জানুপ্রদান করিলেন । স্তশশ্মা প্রহারবেগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মুচ্ছাপন্ন হইলেন । ত্রিগর্ত-সেনাগণ তদর্শনে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ স্তশশ্মাকে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যাগরণপূর্বক সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলেন । তখন ভীমসেন কহিলেন, এই পাপাত্মাকে জীবিত রাখিতে আমার বাসনা নাই ; কিন্তু রাজা নিতান্ত দয়ালু, সুতরাং আমি এক্ষণে ইহার কি করিতে পারি । এই

বলিয়া তিনি ধূল্যাংলুপ্তিকলেবর বিচেতন স্তশশ্মার গলগ্রহণপূর্বক সংযত করিয়া রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিবৃত্ত হইয়া সন্দর্শন করাইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্তশশ্মাকে দেখিবামাত্র হাস্তমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম ! তুমি ইহাকে মুক্ত কর । ভীম তদীয় আজ্ঞা শ্রবণানন্তর স্তশশ্মাকে কহিলেন, অরে মূঢ় ! যদি তোর জীবিত থাকিতে বাসনা থাকে, তবে আগি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর । আজি সভামধ্যে তোকে বিরাট রাজের দাস বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে ; তাহা হইলে আগি তোকে পরিত্যাগ করিব । কারণ যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রতি এই রূপই ব্যবহার করিতে হয় । তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় সম্ভাসনপূর্বক ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! যদি আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই ইহাকে পরিত্যাগ কর । এ এক্ষণে বিরাটরাজের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । এই বলিয়া তিনি স্তশশ্মাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে ; আর কদাচ এরূপ করিও না ।

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্তশশ্মা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে যুক্তি লাভ করিয়া লজ্জানত্রে মুখে বিরাটরাজকে অভিবাদনপূর্বক প্রস্থান করিলেন । বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ স্তশশ্মাকে বিসর্জন করিয়া

সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন।

মৎশুরাজ অমানুষ বিক্রমশালী পাণ্ডব-গণকে প্রভূত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া কহিলেন, অগ্নি আমি আপনাদিগের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম; অতএব আপনারাই এই মৎশুরাজ্যের অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নজাত স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃতাজলিপুটে মৎশুরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার সমুদায় বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রুহন্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ হইয়াছে।

রাজসত্তম বিরাট পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাশয়! আনুন, আপনাকে মৎশুরাজ্যে অভিষিক্ত করি; আপনিই আমাদিগের অধিপতি। আমি আপনাকে মনোহর রত্ন, গো, স্তবর্ণ ও মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিব। আপনি আমাদের সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার, অদ্য আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ ও সম্মান-গণের যুথাবলোকন করিলাম। হে মহাবীর! আপনি আমাকে অরাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় উত্তর করিলেন, মৎশুরাজ! আমি আপনার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি; অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন স্তবপরা পরিসম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া স্তবদগণকে প্রিয় সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয় ঘোষণা করুক।

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গমন করিয়া আমার রণজয় ঘোষনা কর। কুমারীগণ, গণিকা সমুদায় ও বাদ্যকর সকল নগর হইতে এখানে আসিয়া আমাকে প্রত্যাঙ্গমন করুক।

দূতগণ মৎশুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সেই রাত্রিতেই প্রস্থান করিল; এবং পরদিন সূর্যোদয় কালে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিরাটরাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন মৎশুরাজ গোধন প্রত্যাহরণমানসে ত্রিগর্তদিগের সম্মুখীন হন, সেই সময়েই রাজা দুর্ঘ্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুযুথপ্রভৃতি মহারথগণ-সমভিব্যাহারে মৎশু দেশে উপনীত হইয়া রথ সমূহে চতুর্দিক্ পরিবৃত্ত করিয়া ঘোষণাকে প্রহারপূর্বক বষ্টি সহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর

সময়ে কৌরবাহত গোপাল ও ঘোষণা
ঘোর রব করিতে লাগিল ।

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে
সত্ত্বরে রথারোহণপূর্বক আৰ্ত্তনাদ করিতে
করিতে নগরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিলম্বে
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ-
পূর্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল,
রাজপুত্র ! কৌরবগণ বলপূর্বক আপনার
যষ্টি সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছে ; অতএব
আপনি অচিরাৎ তৎসমুদায় প্রত্যাহরণের
উদ্দেশ্যে করুন । আপনি হিতাল্পসু হইয়া
স্বয়ং গমন করুন ; মহারাজ আপনার
উপরে সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়া-
ছেন । তিনি সভাসদগণের সমক্ষে আপ-
নার নামোল্লেখ করিয়া এইরূপ শ্লাঘা
করিয়া থাকেন যে, আমার পুত্র আমার
অনুরূপ শৌর্য্যশালী, বংশধর অস্ত্রকুশল,
যোদ্ধা এবং বীর । হে রাজপুত্র ! এক্ষণে
সেই রাজবাক্য অর্থ হউক । আপনি
শরাসন বিনিক্ষান্ত স্বর্ণপুঙ্খ সমতপর্বশর-
সমূহে অরাতিগণের সৈন্য সংহার ও তাহা-
দিগকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যা-
হরণ করুন । বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্ত্বরে
স্যান্দনে রজতশ্বেত বাজিরাজি সংযোজিত
ও স্বর্ণবর্ণ ধ্বজপট সমুচ্ছিত করিয়া,
সংগ্রামে গমনপূর্বক শরনিকর দ্বারা নৃপতি-
গণের পথ নিরোধ ও দিনকরকে আচ্ছাদিত
করুন এবং যেমন সুররাজ অস্ত্ররগণকে
পরাজিত করেন, তদ্রূপ কৌরবগণকে
সগরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরশ্মি
লাভ করিয়া পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাগত

হউন । হে রাজপুত্র ! অর্জুন যেমন পাণ্ডব-
গণের আশ্রয়, আপনিও সেইরূপ মৎস্ত-
দেশবাসী মনুষ্যগণের একমাত্র অবলম্বন :
অতএব যাহাতে অগ্নি রাজ্য রক্ষা ও প্রজা-
গণের পরিত্রাণ হয়, এবাশ্রয় উপায় বিধান
করুন ।

উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজমধ্যে এব-
ম্প্রকার অভিহিত হইয়া আত্মশ্লাঘা সহ-
কারে কহিতে লাগিলেন ।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

উত্তর কহিলেন, যদি আমি এক জন
তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হই,
তাহা হইলে অবিলম্বেই সুদৃঢ় শরাসন
ধারণপূর্বক সংগ্রামে গমন করি ; কিন্তু
আমার সারথ্যপদে অতিবিক্ত হইতে পারে,
এমত লোক দৃষ্টিগোচর হয় না । অতএব
অবিলম্বে এক জন উপযুক্ত সারথির অন্বে-
ষণ কর । অষ্টাবিংশতি রাত্রি কি এক
মাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল,
তাহাতেই আমার সারথি গতজীবিত
হইয়াছে । এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন
এক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে
অচিরাৎ মহাধ্বজসমুচ্ছিত গজবাজিরথ-
সঙ্কুল পরবলে প্রবেশপূর্বক তুর্য্যোধন,
ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বখামাপ্রভৃতি
সমাগত মহাধর্ম্মরগণকে পরাজিত করিয়া
পশুযুধ প্রত্যানয়ন করিতে পারি । কৌরব-
গণ শূন্য দেশ পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণ-
পূর্বক প্রস্থান করিতেছে । আমি তথায়
বিদ্যমান থাকিলে, তাহারা কি এই ব্যাপারে,

কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ অদ্ব্য আমার বলবীৰ্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আগাদিগের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন ?

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, কল্যাণ ! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল, যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ; অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।

বিরাটপুত্র অর্জুনের নাম কীৰ্ত্তন-পূর্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রুপদতনয়া সহ্য করিতে পারিলেন না ; তিনি উত্তরের সমীপবর্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, রাজপুত্র ! ঐ প্রিয়দর্শন বৃহ-দ্বারণসম্ভিত বৃহন্নলা পূর্বক অর্জুনের সারথি ছিলেন। উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাস কালে উঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যখন হতাশন খাণ্ডব বন দাহ করেন, তৎকালে উনিই ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উঁহারই সারথ্য-সহকারে সর্ব ভূত পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ উঁহার সমান সারথি আর কেহই নাই !

উত্তর কহিলেন, সৈরিন্ধ্র ! ঐ নপুং-সক যুবা যেপ্রকার লোক, তাহা তুমি সর্বিশেষ অবগত আছ যথার্থ বটে ; কিন্তু

আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে আমার সারথ্য কার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র ! বৃহ-ন্নলা আপনার যবীয়সী ভগ্নীর বাক্য অব-শ্যই রক্ষা করিবেন। যদ্যপি তিনি আপনার সারথ্য পদ পরিগ্রহ করেন ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি কৌরবগণকে পরাভব ও গোধন সমুদায় প্রত্যাহরণপূর্বক পুনরাগমন করিবেন।

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগিনীকে কহিলেন, উত্তরে ! যাও শীঘ্র বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে দ্রুতপদ সঞ্চারে নর্ত্তনগৃহে ছদ্মবেশী অর্জুনের সমীপে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

সর্দাঙ্গশূন্দরী বিরাটকুমারী কুন্তীকুমা-রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলধর-সংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নাগরাজসমীপ-বর্তিনী করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জুন উত্তরাকে নয়নগোচর করিয়া সহাস্ত বদনে কহিলেন, রাজপুত্র ! এমন দ্রুত পদ সঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি ? আজ তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন ?

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণ-পূর্বক কহিলেন, বৃহন্নলে ! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদায় গোধন অপ-হরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে গমন করিবেন। কিছু

দিন হইল, তাঁহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে ; এক্ষণে উপযুক্ত সারথি আর কেহই নাই। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া, সৈরিন্দ্রী তাঁহাকে তোমার ইয়ত্ততার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে ! তুমি পূর্বে অর্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে ? তিনি তোমারই সাহায্যে ধরামণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্য কর্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এতক্ষণ গোপন লইয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। হে কল্যাণি ! যद्यপি তুমি আমার এই প্রণয়সহকৃত অনু-রোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাবীর অর্জুন রাজপুত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর অমিততেজাঃ রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। যেমন বারণ-বধু মদমত্ত করতের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশালনয়না উত্তরা হরিতগামী অর্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জুনকে দূর হইতে দৃষ্টিগোচর করিয়াই কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে ! সৈরিন্দ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্বে তুমি কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্য ভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযুথ প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

অর্জুন উত্তর করিলেন, রাজপুত্র ! সংগ্রামমুখে সারথ্য কর্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য ! যদি গান, বাণ বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি ; আমার সারথ্য শক্তি কোথা !

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে ! তুমি পুনর্বার গায়ক বা নর্তকপদে অধিষ্ঠিত হইবে ; এক্ষণে আমার রণে আরোহণপূর্বক অশ্ব চালন কর।

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন ; তথাপি রাজকুমারের মহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস মানসে স্ত্রীয় কবচ বিপর্যাস্ত করিয়া অস্ত্রে ধারণ করিলেন ; তদর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র স্বয়ং তাহাকে সম্বন্ধ ও সারথ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নয়নপূর্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উত্তরাপ্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জুনকে কহিলেন, বৃহন্নলে ! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ পরাজিত হইলে, তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্বারা পুন্দ্রলিকা সজ্জিত করিব।

ধনঞ্জয় হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন সকল আনয়ন করিব।

এই কথা বলিয়া অর্জুন কৌরব-সৈন্যভিষ্মে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ মহাভূজ উত্তরকে বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া রথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রমণীগণও মঙ্গলাচরণপূর্বক কহিলেন, হে বৃহন্নলে! পূর্বে যেমন ঋগ্বেদাহ সময়ে মহাবল অর্জুনের মঙ্গল লাভ হইয়াছিল, অতঃপর তুমিও কৌরব-সমরে সেই রূপ মঙ্গল লাভ কর।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাজ-কুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিকে কহিলেন, বৃহন্নলে! সম্বরে কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর। আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন গ্রহণপূর্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব। অর্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ-ভূষিত মারুতগামী তুরঙ্গমগণ অতিবেগে ধাবমান হইলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশ-মার্গেই গমন করিতেছে।

তাহারা কিয়দূর গমন করিয়া সেই শশানসমীপস্থ শমী বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপন মহাবল কৌরববল তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ধৃত পার্শ্বিবে রেণু নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, আকাশ-

পথে একটি বহুলপাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে।

বিরাটনয় কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্মপ্রভৃতি বীর পুরুষগণে পরিরক্ষিত গজাশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়োদ্ধিগ্ন চিত্তে পার্থকে কহিলেন, সারথি! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহু বীরপরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরু-সৈন্য দেবগণেরও দুর্ধিগম্য। অতএব আমি কিরূপে এই ভীমকান্দুকশালিনী পান্ডিধ্বজসমাকীর্ণা রথনাগাশ্বসঙ্কলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, বিবিশতি, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাঙ্লিক ও দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বীর পুরুষেরা ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক নিরস্তর যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবাগাত্র আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবগম হইতেছে।

রাজপুত্র উত্তর সূচতুর অর্জুনের বল বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি মূৰ্খতাপ্রযুক্ত তাহার নিকট আক্ষেপ প্রকাশপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্য গৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে ত্রিগুর্ভদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী, বালক, বিশেষতঃ পরিজ্ঞামে

অপটু ; কৌরবেরা কৃতান্ত্র ও বহুসংখ্যক ; উহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করা কোন-ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে ; অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও ।

বৃহন্নলা কহিলেন, মহাশয় ! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে ছেন কেন ? শত্রুগণ এমন কি কর্ম করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত হইলেন ? আপনি পূর্বে আমাকে কৌরবসেনামধ্যে লইয়া বাইতে আদেশ করিয়াছেন ; অতএব আমি আপনাকে গোদনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সঙ্গীপে লইয়া যাইব । মহাশয় ! যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণসমক্ষে তাদৃশ গর্ল প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্গুপ হইতেছেন ? যদি গোধন জয় না করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ বিশেষতঃ বীরগণ একত্র হইয়া আপনাকে উপহাস করিবে । অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন । সৈরিক্সী সর্বসমক্ষে যুক্তকণ্ঠে আমায় সারণ্য কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না ; আমি সৈরিক্সীর স্তুতিবাদ, উত্তরার অনুরোধ ও আপনার আদেশ ক্রমে আগমন করিয়াছি । অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব ।

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে ! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণ করুক ; আবারুদ্ধ বনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক ; সমুদায় গোধন অপহৃত ও

নগর শূন্য হউক বা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন ; আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না । বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধর্ম্মরূপের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন ।

তখন অর্জুন কহিলেন, মহাশয় ! যুদ্ধে পরাঙ্গুপ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ; ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর । মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সমরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । গতিবেগে তাঁহার হৃদীর্ঘ বেণী আল্লায়িত এবং বর্মানযুগল শিথিল ও ইতস্ততঃ বিধূষমান হইতে লাগিল । তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল ।

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্বুতরূপ দ্রুত-পদগামী অর্জুনকে অবলোকন-পূর্বক বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভাস্মা-চ্ছাদিত বহির ঞ্চায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে ? ইহার অবয়বের কিয়দংশ পুরুষের ঞ্চায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ঞ্চায় দেখিতেছি । এ ক্রীবরূপী, কিন্তু ইহাতে অর্জুনের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছে । ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বল বিক্রম অবিকল অর্জুনের ঞ্চায় । অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে । যেমন সুররাজ সমস্ত অমরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ অর্জুন ও সমুদায় মানবের

প্রধান। সে ব্যতীত একাকী আগাদিগের সম্মুখীন হয় এমন বীর ধরাতলে আর কে আছে! বোধ হয়, বিরাটতনয় একাকী পুরগণ্যে বাস করিতেছিল; সে বাল-স্বভাবনিবন্ধন স্বীয় পুরুষকার বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশী অর্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। এক্ষণে আগাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; অর্জুন উহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।

কৌরবেরা ছদ্মবেশী অর্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এই রূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এ দিকে অর্জুন শত পদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত এক শত দীনার, মহাপ্রভাসম্পন্ন হেমবন্ধ অষ্ট বৈদূর্য্যমণি, সুশিক্ষিত অশ্বসংযুক্ত, হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিব তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

উত্তর এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মুচ্ছিতপ্রায় হইলে, অর্জুন সহাস্র বদনে তাঁহাকে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে শত্রু-

কর্ষণ! যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ব চালন কর; আমি স্বয়ং মহারথ বীর পুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব। হে অরাতিনিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুসমক্ষে এত বিমগ্ন হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেমুগণ প্রত্যনয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

জয়শীল অর্জুন এই রূপ প্রবোধ বাক্যে ভয়পীড়িত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া, তাঁহাকে লইয়া রথারোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথিগণ ছদ্মবেশী অর্জুনকে উত্তর-সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্বক শমীরক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভ্রমোৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, দেখ, সমীরণ অনবরত কর্কর বর্ষণপূর্বক প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভো-মণ্ডল ভস্মাকার গাঢ়তর তিমিরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অতি ভীষণ ঘনমণ্ডলী ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান হইতেছে; শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে অতি কঠোর স্বরে চীৎকার

করিতেছে ; দিগ্‌দাহ উপস্থিত ; অশ্বগণ অশ্রু মোচন করিতেছে ; অকস্মাৎ কোষ হইতে বিবিধ শস্ত্রজাল স্থলিত হইতেছে এবং ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে।

হে বীরগণ ! এই রূপ ও অত্যাশঙ্করূপ বহুতর ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষার্থে বাহ রচনা কর এবং গোপন রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও । নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাবীর অর্জুন ক্রীববেশে আগমন করিতেছে ।

দ্রোণাচার্য্য সমুদায় বীর পুরুষগণকে এই রূপ কহিয়া পরিশেষে ভীষ্মকে সম্বোধন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে শান্তনুতনয় ! মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ অত্র আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিশ্চয়ই গোপন লইয়া যাইবে । বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমুদায় দেবাসুরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পরাজুখ হয় না । ঐ মহাবীর দেবগোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে । বিশেষতঃ অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও একান্ত অগর্বপরবশ হইয়া আছে ; স্ততরাং বিনা যুদ্ধে কদাচ নিরস্ত হইবে না । কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কোন বীরই নাই যে, উহার প্রতি-দ্বন্দ্বী হইতে পারে । শুনিয়াছি, অর্জুন হিমাচলে কিরাতবেশধারী ভগবান্ ত্রিলোচনকে স্বীয় যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতা প্রদর্শন-পূর্বক সম্বুদ্ধ করিয়াছে ।

তখন কর্ণ কহিলেন, হে আচার্য্য !

আপনি সর্বদাই অর্জুনের গুণ-কীর্ত্তন ও আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমার ও মহারাজ দুর্য্যোধনের যেরূপ ক্ষমতা অর্জুনের তাহার মোড়াংশের একাংশও নাই ।

দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, হে কর্ণ ! যদি এই অনঙ্গবেশধারী পুরুষ মথার্নই অর্জুন হয়, তাহা হইলে, আমাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ হইবে ; কারণ পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতসারে কাল যাপন করিবে বলিয়া পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছে ; এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করিতে হইবে, মন্দেহ নাই ; আর যদি অত্র কেহ ক্রীববেশে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত শরপ্রহারে এখনই উহার প্রাণ সংহার করিব ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা মহারাজ দুর্য্যোধনের এই রূপ পৌরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন সেই শরীরবৃক্ষের সন্নিকটে হইয়া রাজকুমার উত্তরকে নিতান্ত স্নকুমার ও যুদ্ধে একান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে উত্তর ! তুমি আমার নিয়োগক্রমে অন্যতর বিলম্বে শরীরবৃক্ষে আরোহণপূর্বক শরাসন

সমুদায় আনয়ন কর। তোমার এই সমুদায় ধনুঃ অতি অসার, সুতরাং আমি যখন সমরাস্ত্রনে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুজয় ও হস্ত্যশ্বদল বিমর্দন করিব, তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহুবিক্ষেপ ও বলবীর্য সহ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি সহরে পল্লববিস্তীর্ণ এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের শর, কাম্বুক ও দিব্য কবচ সমুদায় নিহিত রহিয়াছে। এই বৃক্ষেই অর্জুনের গাভীৰ শরাসন সংস্থাপিত আছে। এই একমাত্র ধনুঃ সহস্র সহস্র কাম্বুকের তুল্য; উহা নিতান্ত ব্যায়ামসহ, সর্বাযুধপ্রদান, স্বর্ণালঙ্কৃত, আয়ত, ত্রণশূন্য, দুর্বহভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধন্যরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কাম্বুকও এই রূপ সূদৃঢ়।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি, এই বৃক্ষে একটা শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আমি রাজকুমার হইয়া ক্রীড়্যে উহা স্পর্শ করিব। ফলতঃ মন্ত্রত্ৰতবিৎ ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে এই রূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি এই মৃত কলেবর স্পর্শ করিলে নিঃসন্দেহ শববাহকের গায় অশুচি হইবে; তাহা হইলে তুমি ক্রীড়্যে আমাকে স্পর্শ করিবে? অর্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, শ্রুতগাকে

অশুচি হইতে হইবে না। উহা কাম্বুক, মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন! তুমি মহাংশসমুত্ত, বিশেষতঃ মৎস্যরাজ্য বিরাটের আত্মজ; অতএব যদি উহা বস্ত্রত শব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমাকে উহা স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিতাম না।

তখন রাজকুমার উত্তর অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জুন রথে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি অবিলম্বে বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে মহারাজ কাম্বুকসকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন-বিনির্মুক্ত কর। উত্তর অর্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদায় অস্ত্র শস্ত ভূতলে অবতীরিত করিয়া পরিবেষ্টন পত্র বিমোচিত করিবাগাত্র অর্জুনের গাভীৰ ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমুদায় তাঁহার নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্য প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদায় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর জন্তনশীল ভীমণ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই কাম্বুকসকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক চাপ স্পর্শ করিয়া অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, এই শত সহস্র কোটি স্বর্ণবিদ্যুপরিশোভিত শরাসন কোন মহাত্মা ধারণ করিতেন? বাহার পৃষ্ঠভাগ

সুবর্ণ আবরণে আবৃত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর এবং গ্রহণস্থান অতি সুখকর, এই ধনুঃ বা কাহার হস্তে পরিশোভিত হইত । যাহার পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবিনির্মিত ইন্দ্রগোপকোটের প্রতিমূর্তিসকল লাঙ্ঘিত রহিয়াছে, উহা কাহার করপল্লবের শোভা সম্পাদন করিত ? ঐ সুবর্ণময় সূর্য্যত্রেয়ে উদ্ভাসিত শরাসুন কাহার হস্তে শোভা পাইত ? যাহাকে কাঞ্চনময় শলভ-সকল মণিময় ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার হস্তে বিদ্যস্ত হইত ?

এই কাঞ্চনময় নিমঙ্গে কোন্ মহাত্মার কাঞ্চনফলক, লোমবাহী সহস্র নারাচ নিহিত রহিয়াছে ? যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, লৌহনির্মিত, পীতবর্ণে রঞ্জিত, গৃধ্রপক্ষে শোভিত ও মন্থন ঐ সকল শর কাহার শরাসনে সংযোজিত হইত ? এই যে বরাহকর্ণলাঙ্ঘিত, পঞ্চ শাদ্দুলচিহ্নে চিহ্নিত দশটি শায়ক রহিয়াছে, ঐ শরগুলি কাহার ? এই স্থূল, দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার একশত সপ্ত নারাচ কাহার ? যাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শুকপক্ষের ত্রায়, পরার্দ্ধ লৌহময়, পুঙ্খ সকল কাঞ্চনময়, ফলকভাগ নিশিত, ঐ সকল শরই বা কাহার এবং এই গুরুভারসহ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ শিলী-মুখই বা কাহার ?

যাহার মুষ্টি কাঞ্চনময়, যাহা ব্যাত্র-চন্দ্রনির্মিত কোষমধ্যে নিহিত, ঐ পৃথুল কিল্কিনীশালী খড়্গ খানি কাহার ? এই গোচন্দ্রনির্মিত কোষে বিনিহিত নির্মল

খড়্গই বা কাহার ? এই ব্যাত্রচন্দ্রনির্মিত কোষে নিহিত, হেমবিগ্রহ, নিষধদেশীয় অসিই বা কাহার ? এই প্রজ্বলিত পাবক-সদৃশ হেমময় কোষে কোন্ বীরের নীলবর্ণ খড়্গ নিহিত রহিয়াছে ? এবং এই হেম-বিন্দুপরিবৃত আশীবিমসমস্পর্শ ভয়ঙ্কর খড়্গই বা কাহার ? হে বৃহন্নলে ! তুমি যথার্থক্রমে আগার নিকট এই সমুদায় অস্ত্র গুলির পরিচয় প্রদান কর । আমি এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি ।

ত্রিচত্রারিংশতম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে রাজপুত্র ! আপনি প্রথমে যে শরাসনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব ; ধনঞ্জয় এই একমাত্র কাম্যুক লইয়া সমুদায় দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়াছেন । দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহুকাল ঐ স্নিগ্ধ, আয়ত, অক্ষয় ও উচ্চাবচ শরানিকরশোভিত শরাসনের অর্চনা করিয়াছেন । প্রথমে ভগবান্ ত্রক্ষা ঐ ধনুঃ সহস্র বর্ষ, তৎপরে প্রজাপতি সাদ্র্ধ সহস্র বর্ষ, পুরুন্দর পঞ্চাশীতি বর্ষ, চন্দ্রমাঃ পঞ্চ শত বর্ষ এবং বরুণ-দেব শত বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় বরুণদেবের নিকট এই দিব্য চাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ইহা তাঁহার হস্তে পঞ্চষষ্টি বর্ষ ছিল । আর এই সুপার্ব হেমবিগ্রহ শরাসন ভীমসেনের করে শোভা পাইত ; তিনি ঐ ধনুঃ দ্বারা সমুদায় পূর্ব্ব দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন । এই নে

ইন্দ্রগোপচিত্রে চারুদর্শন শরাসন রহিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত আছে, উহা নকুলের ধনুঃ। যাহাতে নানা-বিধ হেমময় চিত্র ও স্তবর্ণবিনির্মিত শলভ-সমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন।

এই যে ক্ষুরধার সহস্রটী নারাচ দেখিতেছ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইহা লইয়া সংগ্রাম করিতেন ; উহা শীঘ্রগামী ও অক্ষয় ; সমর সময়ে সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত আর ঐ সমুদায় স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শরনিকর ভীমসেনের ; যে সমুদায় বাণে পঞ্চ শার্দূলের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, ধীমান্ নকুল ঐ সমস্ত হরিদ্বর্ণ হেমপুষ্প নিশিত শর সমূহ দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়াছেন। এই সমুদায় সূর্য্যসদৃশ চিত্রিত লৌহময় শরসমূহ ধীমান্ সহদেবের। ঐ সকল নিশিত পীতবর্ণ হেমপুষ্প ত্রিপর্ক শরগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ; আর ঐ স্তদীর্ঘ শিলীপৃষ্ঠ শিলীমুখ মহাবীর অর্জুনের। ঐ ব্যাস্রচর্ম্মনির্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গ রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই চিত্র-কোষনিহিত হেমমুষ্টিশোভিত তাম্রধার নিস্ত্রিংশ ব্যবহার করিতেন। শার্দূলচর্ম্ম-বিনির্মিত কোষে নকুলের দৃঢ়তর খড়্গ-রহিয়াছে আর ঐ গোচর্ম্মনির্মিত কোষে সহদেবের অসিপত্র লক্ষিত হইতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায়।

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবগণের স্তবর্ণবিনির্মিত মনোহর আয়ুধসকল সমৃদ্ধজল রহিয়াছে দেখিতেছি ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায় ; তাঁহারা অক্কে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমাভিব্যাহারে বন-প্রয়াণ করিয়াছেন ; কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বা কোথায় ?

অর্জুন কহিলেন, আমি পার্থ অর্জুন ; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ ; ভীমসেন বল্লব নামে পাচক ; নকুল অশ্বপাল ও সহদেব গোপাল হইয়া রহিয়াছেন। যাহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকেরা নিহত হইয়াছে, তিনিই দ্রৌপদী, সৈরিন্দ্রীবেশে তোমার ভবনে কালযাপন করিতেছেন।

উত্তর কহিলেন, পার্থের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার সমুদায় বাক্যে বিশ্বাস করি।

অর্জুন কহিলেন, হে বিরাটনয় ! আমি পার্থের দশ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অর্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎস, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যাসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন, মহাশয় ! কি নিমিত্ত

আপনার এই দশটি নাম হইল, যথার্থ করিয়া বলুন। আমরা শুনিয়াছি, মহাবীর পার্থের নাম অশ্বর্ষ; অতএব আপনি যদি ঐ সকল সাবশেষ নির্দেশ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, আপনার বাক্যে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিবে না।

অর্জুন কহিলেন; আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি সমরাস্ত্রনে রণ-বিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না; এই কারণ লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে শ্বেতাস্ব সংযোজিত হয়; এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে। আমি হিমাচলপৃষ্ঠে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুন বলিয়া সম্বোধন করে। আমি পূর্বে মহাবল দানবদলের সহিত ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন; এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী হইয়াছে। আমি যুদ্ধস্থলে কদাপি বীভৎস কর্ম করি নাই; এই নিমিত্ত দেবলোক ও মনুষ্যালোকে আমার বীভৎস নাম বিস্তৃত হইয়াছে। আমি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই গাণ্ডীবধনুঃ আকর্ষণ করিতে পারি; এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। আমি এই সাগরাস্ত্ররা বসুন্ধরায় সর্বদা নির্মল কর্ম করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত

লোকে আগাকে অর্জুন বলিয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্বক কেহ আমার সম্মুখে আগমন করিতে পারে না; আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম জিযু হইয়াছে। আর বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয়; এই নিমিত্ত পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।

অনন্তর উত্তর অর্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার সাঙ্গাৎকার লাভ করিয়া আজি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনি পূর্বে যে সমস্ত অদ্বুত কর্ম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার না হইয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়।

আগি আপনার সারথ্য কার্য স্বীকার করিতেছি; এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক কোন্ স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন; আমি সেনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব। অর্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর ভয় নাই; আমি একাকী তোমার শত্রুসকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না;

এই সকল ভূগীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধন-
পূর্বক স্তবর্ণসমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উত্তর
সহরে অর্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্বক
শনীৰুগ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন
অর্জুন কহিলেন, হে উত্তর ! আমি কোরব-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতি বিলম্বেই
তোমার গোধান সকল প্রত্যাহরণ করিব ;
আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকার
ও তোরণস্বরূপ হইবে। ক্ষণকালমধ্যে
তোমার নগর জ্যাঘোসিনাদিত, চন্দ্রভি-
ধনিমুখরিত হইয়া উঠিবে। ভয় কি,
আমি রণস্থলে গাণ্ডীব শরাসন ধারণ-
পূর্বক রথারোহণ করিলে, শত্রুগণ কদাচ
তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

উত্তর কহিলেন, হে বীর ! আমি
এক্কেণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না ;
আপনার বল বীর্য্য সমুদায় জ্ঞাত হই-
য়াছি ; আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ
বা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, তাহার সন্দেহ
নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ ও
শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারে কৰ্ম্ম-
বিপাকবশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহা
মনে মনে আন্দোলন করিয়া একান্ত বিমো-
হিত হইতেছি। আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ;
সুতরাং এক্কেণে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ
হইতেছি না ; বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশ-
ধারী ভগবান্ শূলপাণি, গন্ধর্ব্বরাজ ঋচজ-
রথ অথবা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।

অর্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার !
তুমি আমাকে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ

করিও না ; আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগ-
পরতন্ত্র হইয়া সংবৎসর কাল এই রূপ
ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি ; এক্কেণে ব্রতকাল
অতীত হইয়াছে। উত্তর কহিলেন,
আজি আপনি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন
করিলেন। ফলতঃ ঈদৃশ আকার কদাচ
ক্লীব হইতে পারে না ; আমি পূর্বে যে
সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্কেণে নিষ্ফল
হইল না। আজি আমি সহায়সম্পন্ন হই-
লাম ; বলিতে কি, দেবগণের সহিত যুদ্ধ
করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে।
মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হই-
তেছে না। আপনার কি কার্য্য সাধন
করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি
সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে সারথ্য কার্য্য শিক্ষা
করিয়াছি ; এক্কেণে আপনার অশ্ব চালনা
করিব। বামদেবের দারুক ও সুররাজ
ইন্দ্রের মাতুলির ন্যায় আমিও অশ্বচালনায়
নিপুণতা লাভ করিয়াছি। যে অশ্ব রথের
দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্
বিষ্ণুর স্ত্রীভূত তুল্য এবং গমনকালে
ভূতলে তাহার পাদক্ষেপ কদাচ অমুভূত
হন না। যে অশ্ব রথের বাম ধুর বহন
করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর মেঘপুষ্প
অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে। যে
অশ্ব বাম পার্শ্বভাগ বহন করিতেছে,
সে ভগবান্ বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বল-
বান্। আর যে অশ্ব দক্ষিণ পার্শ্বভাগ
বহন করিতেছে, সে মেঘ অপেক্ষাও
বীর্য্যবান্। আমি এই সকল অশ্ব রথে
যোজনা করিয়াছি ; সুতরাং ইহা আপনাকে

অনায়াসে বহন করিতে পারিবে ; অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন ।

অনন্তর মহাবীর অৰ্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্বক কাঞ্চননিষ্পিত বর্ম্ম ধারণ ও শুরুর বসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন, পরে পবিত্র ও প্রাগ্লগ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ-পূর্বক গঙ্গা সমুদায় ধ্যান করিতে লাগিলেন । তখন অস্ত্র সকল প্রোছিত হইয়া কৃতাজ্ঞানিপুটে পার্শ্বকে প্রাণিপাত-পূর্বক কহিল, হে মহাভাগ ! এই আত্ম-বহু কিঙ্করগণ সমুপস্থিত ; এক্ষণে কি আত্মা হয় ? তখন অৰ্জ্জুন তাহাদিগকে নমস্কার ও প্রকুল বদনে ক্ষণে মনে প্রতি-গ্রহ করিয়া কহিলেন, হে অস্ত্রগণ ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর ।

অনন্তর তিনি অনতি বিলম্বে গাণ্ডীব জ্যারোপনপূর্বক টাকার প্রদান করিলেন । যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হয় ; তদ্রূপ গাণ্ডীবের প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল ; পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল ; প্রবল বেগে বায়ু বাহতে লাগিল ; দিক্ সকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ; চতুর্দিকে ঘন উষ্ণাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ডসকল উদ্ভাস্ত ও পাদপরাজি বিচলিত হইয়া উঠিল । তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষ সদৃশ সেই ভয়া-বহু শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা

মহাবীর অৰ্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি ; তাহার সন্দেহ নাই ।

উত্তর কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! আপনি একাকী, কিন্তু সর্দাস্ত্রপারগ মহা-রথ কৌরবগণ বহুসংখ্যক ; অতএব আপনি ইহাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিবেন ; এই চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত হইতেছি । তখন অৰ্জ্জুন মহাত্মা মুখে কহিলেন, হে উত্তর ! ভূমি ভীত হইও না ; দেখ, যখন আমি ঘোষমাত্রায় মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্কগণের সহিত যুদ্ধ-করিয়াছিলাম ; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল ? যখন সুরাসুরপরিবৃত অতি-ভীষণ খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম ; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল ? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত মহাবল পৌলোম ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম ; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল ? যখন দ্রৌপদীসম্মুখে বহু-সংখ্যক ভূপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলাম ; তখন বা কে আমার সাহায্য করিয়াছিল ? হে উত্তর ! আমি এক্ষণে দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, বক্রণ, যম, কুবের, বহি, রূপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহা-দেবের অনুগ্রহে অবশ্যই ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অন-ন্তর মহাবীর অৰ্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ

ও আয়ুধ ধারণ করিয়া রথ হইতে সিংহ-
ধ্বজ অপনয়ন ও শমীরক্ষ্মণে সংস্থাপন-
পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন ।

অনন্তর অৰ্জুন বিশ্বকর্মা বিহিত দৈবী
মায়া অবলম্বন করিয়া সিংহলাঙ্গুললক্ষণ,
বানরচিহ্নিত পাবকপ্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজ
আরাধনা করিতে লাগিলেন । ভগবান্
পাবক তাঁহার সংকল্প অবগত হইয়া তদীয়
রথপতাকায় ভূত সকলকে সম্মিবেশিত
করিলেন । অনন্তর ঐ পতাকা সমুদ্র
আকাশ হইতে অতি বিচিত্র ভূগীরসম্পন্ন,
মনোরথগতি তদীয় রথে নিপতিত হইল ।
অৰ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে
আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন
গ্রহণপূর্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন
এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ
শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, সেই
সকল বেগগামী তুরঙ্গম প্রবল বেগে গমন
করিতে লাগিল । উত্তর তদর্শনে নিতান্ত
ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিলেন ।

অৰ্জুন রশ্মি সংযত করিয়া উত্তরকে
আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, হে রাজকুমার !
তুমি ভীত হইও না ; ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রু-
মধ্যে কি নিমিত্ত বিষম হইতেছ ? তুমি
নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গ-
বৃংহিত শ্রবণ করিয়াছ ; তথাপি আজি
আমার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত
লোকের ন্যায় কেন বিষম ও বিব্রত হই-
তেছ ? উত্তর কহিলেন, হে মহাভাগ !
নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গ-
বৃংহিত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু এতা-

দৃশ শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্যোষ কদাচ শ্রবণ
করি নাই এবং ঐদৃশ ধ্বজদণ্ড কদাচ
আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই সমস্ত
অম্লানুশ্রবণ এবং রথঘর্ষের শব্দে আমার
মনঃ নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হই-
তেছে । দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠি-
য়াছে এবং ধ্বজপটে সমাচ্ছাদিত হইয়া
আমার নেত্রপথ রোধ করিতেছে ।
গাণ্ডীবনির্ঘোষে কর্ণকুহর বধির হইয়া
গিয়াছে । তখন অৰ্জুন কহিলেন, হে
উত্তর ! তুমি দৃঢ়তর রূপে রশ্মি সংযম-
পূর্বক সাবধানে উপবেশন কর । আমি
পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব ।

অনন্তর অৰ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে,
এক কালে তদীয় বন্ধুবর্গের অপারিসীম
আনন্দোদয় ও শত্রুগণের হৃৎকম্প উপ-
স্থিত হইল ; দিক্ সকল যুগ্মিত হইয়া
উঠিল ; গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধর-
সকল বিদারিত হইতে লাগিল । তাঁহার
শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের
টঙ্কারশব্দে সচরাচর ধরাতল বিচলিত
হইয়া উঠিল । উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত
ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া
বিলীন ভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে,
অৰ্জুন অভয় প্রদানপূর্বক তাঁহাকে আশ্বা-
সিত করিলেন ।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে কৌরবগণ !
যখন ইঁহার জলদগম্ভীর রথনির্ঘোষে বন-
মতী বিকম্পিত হইতেছে ; তখন বোধ
হয়, ইনি অবশ্যই অৰ্জুন হইবেন । এই
দেখ, আমাদিগের অস্ত্রশস্ত্রসকল নিপ্রভ

ও অশ্বগণ বিসম্বল হইতেছে । অগ্নির আর তাদৃশ প্রতিভা নাই এবং যে সকল বস্তু বাস্তবিক সমুজ্জ্বল, তাহাও এক্ষণে প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে ; মৃগগণ পূর্ব দিকে ঘোরতর রব করিতেছে ; বায়সগণ ধ্বজোপরি লীন হইতেছে ; রোরুদ্রমান শিবাসকল অশিব শব্দ করিয়া সেনাগণে প্রবিষ্ট হইতেছে ; কেহ তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও আপনারা বহির্গত হইয়া ভাবী ভয় সূচনা করিতেছে ; তোমাদিগের রোমকূপসকল প্রফুট দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব এই সমস্ত ভয়ানক ঔৎপাতিক চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অগ্ন যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় হইবে ; আজি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদায় অপ্রকাশিত ও মৃগপাক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে । অগ্ন যুদ্ধে আমাদিগের বিনাশ যে অবশ্যস্বাভাবী, তাহার আর সংশয় নাই । দেখ, এদীপ্ত উল্কাসকল সেনাগণের অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছে ; বাহনসকল দুঃখিত চিত্তে যেন রোদন করিতেছে এবং গৃধ্রসকল তোমাদিগের সৈন্যগণের চতুর্দিকে উড্ডীন হইতেছে । হে মহারাজ ! আজি অর্জুনশরে সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অতীব সন্তপ্ত হইবেন । ঐ দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণ পরাভূতপ্রায় লঙ্কিত হইতেছে ; কাহাকেও সমরোৎসাহী বোধ হইতেছে না ; সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও চিত্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে । অতএব গোসকল প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্মাণপূর্বক

তন্মধ্যে অবস্থিতি করা অবশ্য কর্তব্য ; নতুবা আর নিস্তার নাই ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আমি ও কৰ্ণ উভয়ে এই বিষয় বারংবার কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেছি ; দ্যুতক্রীড়াসময়ে আমাদিগের এই রূপ পণ হইয়াছিল যে, যাহারা পরাজিত হইবেন, তাহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে । অত্য়াপি তাহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই, তথাপি অর্জুন আজি আমাদিগের সহিত সমাগত হইল । নির্বাসনকাল অতিক্রান্ত না হইতেই যত্নপি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে । কিন্তু পাণ্ডবেরা লোভবশতঃ সময় ভঙ্গ করিল অথবা আমাদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না ; কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়তই সংশয় হইয়া থাকে । কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া থাকে । ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ স্বার্থচিন্তাসময়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হন । অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কিনা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি সন্দেহান্বিত হইতেছি ; কিন্তু বোধ হয় পিতামহ বিশেষ অবগত আছেন ।

মৎস্যসেনাগণ যুদ্ধ করিবার মানসে উত্তর গোণ্ডে গমন করিয়াছে ; যত্নপূর্ণ ধনঞ্জয় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। মৎস্যগণ ত্রিগর্তদিগের বহুবিধ অপকার করিয়াছিল ; তাহারা ভয়াভিভূত হইয়া দেহ দিয়া আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করাতে, আমরা তাহাদিগের সাহায্যার্থ এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ত্রিগর্তগণ মগধীতে অপরাহে মৎস্যগণের গোধনসকল গ্রহণ করিবে ; পরে মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলেও আমরা অষ্টমীতে সূর্যোদয় সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব ; এক্ষণে তদনুসারে মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি।

বোধ হয়, ত্রিগর্তগণ বিরাটরাজের গোধনসকল আনয়ন করিবে ; কিন্তু যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে ; তাহা হইলেও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। অথবা মৎস্যগণ জনপদবাগী লোক ও সমুদায় সেনাসমভিব্যাহারে কেবল এই রাত্রি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে ; কিন্তু তাহাদিগের কোন বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে ; অথবা স্বয়ং বিরাটরাজ সন্মত হইতেছেন। মৎস্যরাজই আগমন করুন, আর ধনঞ্জয়ই বা আসুক, আমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে ; ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম।

ভাঙ্গ, দ্রোণ, কৃপা, বিকর্ণ, অশ্বত্থামাপ্রভৃতি মহারথগণ এমন সময়ে কি নিমিত্ত উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন ? বিনা যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই ; অতএব সকলেই মতকর্ক হইয়া মত্ত করুন। যত্নপূর্ণ বা দণ্ডপূর্ণ বলপূর্বক আমাদিগের গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন্ ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রাতিগমন করিবে ? পদাতি হউক বা অশ্বরোহী হউক, সন্মত পরাধীন হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিবে না ; অতএব এক্ষণে আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের নিয়মসকল নির্ধারণ করুন ; তিনি তাহাদিগের মত বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় মঞ্চর হইতেছে ; অর্জুনের প্রতি তাঁহার সমাদর প্রীতি আছে ; ফলতঃ পাণ্ডবগণ চিরকালই আচাৰ্য্যের প্রণয়ভাজন ; দেখুন, ধনঞ্জয় নিকটে আগমন করিতেছে দেখিয়াই উনি তাহার প্রশংসা করিতেছেন ; তাহার অশ্বের হেবিত শ্রবণমাত্রেই আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব সেনাগণ বাহাতে মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিক ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথপ্রবিষ্ট না হয়, এইরূপ নীতি বিধান করা কর্তব্য।

পাণ্ডবগণ আচার্য্যের সর্বিশেষ প্রীতিপাত্র ; তাহা উনি স্বয়ংই কহিতেছেন ; নতুবা অশ্বগণের হেন্তিত শ্রবণমাত্রেই কোন্ ব্যক্তি যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে ? অশ্বগণ স্বস্থানে অবস্থান বা গমন সময়ে স্বভাবতই হেঁমারব করিয়া থাকে ;

সঙ্গীরণ সৰ্বদাই প্রবাহিত হয় ; বাসবদেব সৰ্বদাই বৰ্ষণ করেন ; জলধরপট্টনের উদয় হইলেই অশনিনির্দোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ; ইহাতে অৰ্জুনের কি অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত হইতেছে ? আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহাকে প্রশংসা করিতেছেন ? প্রাক্তম আচার্য্যগণ আমাদেব প্রাতি কোন অভিশাপ, বিদেহ বা রোমপদব না হইয়া কীরণ্য রসবশব্দ ও উপায়দর্শী হইয়া থাকেন ; অতএব ভয় উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় । তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা বা উপবনে বিচিত্র কথা উত্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন এবং জনসমাজে নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, যজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষা অথবা মক্ষিসময়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন । পরচ্ছিদ্রাণ্ডমন্ধান, লোকচরিত্র, বিজ্ঞান, গজ, অশ্ব ও রথচর্যা, গো, খর, ঊষ্ট্র, জজ, মেঘ-কাণ্ড্য পরিজ্ঞান, রথ্যা ও পুরদ্বার নিষ্কাশ এবং অগ্নির সংস্কার ও দোষনিষেয়ে ইহারা কুশলী । এক্ষণে যাহারা বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করেন, তাদৃশ পাণ্ডিত্যগণকে উপেক্ষা করিয়া শত্রুসংহারোপযোগিনী নীতি প্রয়োগ করুন । চতুর্দিকে একরূপ ব্যূহ রচনাপূর্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে রক্ষা করুন ; যাহাতে আমরা অনায়াসে শত্রুগণসঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য ! সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত ও সমরপরাঙ্কুত দৃষ্ট হইতেছে । ঐ ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক বা অৰ্জ্জুনই হউক ; উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি ? যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; তদ্রূপ আমি উহাকে অবরোধ করিব ; সন্দেহ নাই । মদীয় শর-সমূহ শরাসন হইতে মুক্ত হইলে গমনশালী আশীর্ব্বমের ন্যায় কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে । যেমন পতঙ্গকুল পাদপ-সমূহ আছন্ন করে, তদ্রূপ আমার রুক্মপুঙ্খ স্ত্রীকুল শরনিকর পার্শ্বকে সমাচ্ছন্ন করিবে । এক্ষণে শত্রুগণ আহত ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের শরাসনজ্যানিবোধ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক । ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল, অৰ্জ্জুন আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছে ; অতএব এই সংগ্রামে মার্তিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করিবে ; তাহার সন্দেহ নাই । মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় নিশিত শরনিকর সহ করিবার উপযুক্ত পাত্র । ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত ; আমিও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি । অতএব আকাশ-মণ্ডল কাঞ্চনময় পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শর-জাশে সমাচ্ছন্ন হইয়া পতঙ্গকুলসঙ্কুলের ন্যায় বোধ হইবে ।

আজি আমি সমরে অৰ্জ্জুনকে সংহার করিয়া দুর্ন্যোধানসমাপে পূর্বপ্রতিশ্রুত ধান

পরিশোধ করিব। আজি অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শরসমূহের পুঙ্খ সমুদায় আকাশচাটী শলভকুলের ন্যায় শোভমান হইবে। যেমন উষ্ণা দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ আজি আমি মহেন্দ্রসমতেজাঃ ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজি আমি সর্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করিব। যেমন সৌদামিনীসনাথ জলধরপটল বারি বর্ষণ করিয়া প্রবল হতাশনকে নির্দোষিত করে, তদ্রূপ আজি আমি রথারোহণপূর্বক শরজাল দ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনয়কে বিনাশ করিব। যেমন পদ্মগগণ বল্লীকমধ্যে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয় শর সমুদায় আজি অর্জুনের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পর্বত যেমন কর্ণিকার পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি স্ত্রীতীক্ষ্ণ স্ত্রবর্ণপুঙ্খ নতপর্বত মদীয় শরনিবহে পরিবৃত্ত হইবে। আমি মহর্ষিসন্তম পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; সেই সকল অস্ত্রবলে ও স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে আমি অমরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি। আজি অর্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইবে এবং তত্রত্য অহান্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে ত্রিপন্ন হইয়া গগনব্যাপী ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। আজি আমি রথ হইতে অর্জুনকে নিপাতিত

করিয়া দুর্ঘ্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উন্মূলন করিব। আজি কৌরবগণ পুরুষকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাস্ত্র ও বিরথ হইয়া ত্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা গোধন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্বক আমার সংগ্রামনিপুণতা সন্দর্শন করুন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

রূপ কহিলেন, হে কর্ণ ! তুর যুদ্ধেই তোমার নিপুণতা আছে; এবং কিরূপে মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহাও তোমার অবদিত নাই, কিন্তু উত্তরকালে যে কি ফল হইবে, তাহার কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্র বহুবিধ গায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয় লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না। হে রাধেয় ! অনধিকারচর্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; বিজ্ঞ ব্যক্তির রথকারের ভার বহনে কদাচ প্রবৃত্ত হন না। ইহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। ঐ মহাবীর একাকী কুরুদেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তি সাধন ও পঞ্চবৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে; ঐ মহাবীর একাকী স্ত্রভদ্রাকে হরণ করিয়া

রথে আরোহণপূর্বক বৈরথযুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী বনমধ্যে জয়দ্রথ কর্তৃক অপহৃত কৃষ্ণকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী ইন্দ্রের নিকট পঞ্চ বৎসর অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী অরাতি পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোরাশি দেদীপ্যমান করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিনিসূদন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন, নিবাতকবচ-গণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। হে কর্ণ! ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় একাকী স্বীয় বীর্যপ্রভাবে এই সমুদায় অলৌকিক কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎ কর্ম সম্পাদন করিয়াছ?

মহাবীর অর্জুন দিগ্বিজয়সময়ে ভূপাল-গণকে বশবর্তী করিয়া যে প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র ও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন; অতএব হে সূত-নন্দন! তুমি সেই মহাতেজাঃ পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিয়া কি নিমিত্ত দক্ষিণ কর প্রসারণপূর্বক প্রদেশিনী দ্বারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের দশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ। তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবনপ্রবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গে আরোহণপূর্বক নগরে গমন করিতে বাসনা করিয়াছ; তুমি যতান্ত্র হইয়া চীর বাস পরিধানপূর্বক

প্রজ্বলিত হত হতাশনের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাসনা করিতেছ; কোন্ ব্যক্তি গলদেশে মহাশিলা বদ্ধ করিয়া বাহু দ্বারা সমুদ্রে সম্ভরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতান্ত্র ও দুর্বল হইয়া সেই বল-বান্ কৃতান্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করে, সে নিতান্ত মূঢ়। ঐ মহাবীর আমাদিগের কর্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিল; এক্ষণে মুক্ত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন যে কূপমধ্যস্থিত হতাশনের ন্যায় এই স্থানে গোপনে অবস্থান করিতেছে, ইহা আমরা পূর্বে জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ কর্ম করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত; অতএব দ্রোণ, দুৰ্যোধন, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি; সকলে একত্র হইয়া অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। একাকী যুদ্ধ করিব বলিয়া রুথা সাহস বা দর্প করিবার আবশ্যক নাই। সৈন্য সমুদায় ও প্রধান প্রধান ধনুর্ধরগণ বর্ম্মধারণ ও বাহুরচনা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সাবধান হইয়া থাকুক। পূর্বে দানবগণ বাস-বের সহিত যেরূপ সমর করিয়াছিল; অগ্ন অর্জুনের সহিত আমাদিগেরও সেই প্রকার সংগ্রাম হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশতম অধ্যায়।

অশ্বখামা কহিলেন, হে কর্ণ ! গোধন-সকল এখনও পরাজিত ও বারণাবত নগরে নীত হয় নাই ; তাহারা স্বস্থানেই অবস্থান করিতেছে ; তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এক্রপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয় লাভ ও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াও কদাচ আশ্চর্য্যজনক করেন না। ছত্ৰাশন তুমুগীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন ; দিবাকর সূর্য হইয়া স্বায় প্রাণের করজাল বিস্তার করেন ; অবনী গোণাবলম্বন করিয়া এই সচরাচর লোক সকল ধারণ করিয়া আছেন। বিপাতা চাতুর্কর্ষণের বিশেষ বিশেষ রীতি বিধান করিয়া দিয়াছেন ; ব্রাহ্মণেরা স্বাধ্যায়মস্পন্দন ইত্যাদি সর্ব্বদা যজ্ঞ ও যাজ্ঞ কার্য্যে নিমুক্ত হইবেন ; ক্ষত্রিয়েরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, কদাচ যাজ্ঞন কন্ডে প্রবৃত্ত হইবেন না ; বৈশ্যেরা অর্থলাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরই কাৰ্য্য সাধন করিবেন ; এবং শূদ্রেরা কপটতাসূচ্য হইয়া বিনাত ভাবে নিরন্তর বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন ; অতএব বিধিবিহিত স্ব স্ব ব্যবসায়মূলভ অর্থ লাভ করিলে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। মহানুভব পুরুষেরা ধম্মানুসারে এই সমাগরা পৃথিবী হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরু জনেরও অবমাননা করেন না।

এই নৃশংস ও নিয়ুগ্ন দুৰ্য্যোধনের ন্যায়

কোন ক্ষত্রিয় কপট দ্যুত দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া সমুদ্র হইয়া থাকেন ? এবং কোন ব্যক্তি বৈতংসিকের ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মপ্লাঘা করে ? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বাহাদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ ? কোন যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ ? এবং কোন যুদ্ধেই বা একবস্ত্রা রজস্বলা পতিব্রতা দ্রৌপদীকে জয় করিয়া সভায় আনয়ন করিয়াছ ? তোমরা পূর্বে যে সমস্ত ক্রিয় করিয়াছ, তাহাই এই অনর্থের মূল ; কিন্তু মহাত্মা বিদুর এ বিষয়ে তোমাদিগকে বাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও তোমরা অগ্রাহ্য করিয়াছ ; এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ ভঙ্গ হইয়াছে। মনুষ্যদিগের শত্ৰুত্বানুসারে শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়।

অর্জুন দ্রৌপদীর সেই সকল ক্রোধ কদাচ সহ্য করিবে না। সে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই প্রাচুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কারণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছ ? মহাবীর অর্জুন আনাদিগকে সংহার করিয়া অবশ্যই বৈর নির্যাতন করিবে। সে রণস্থলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অশুর বা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। খগরাজ গরুড় মহাবেগে পতিত হইবামাত্র যেমন মহীকূহ উন্মূলিত হয়, তদ্রূপ সে ক্রোধভরে সংগ্রামে যাহাকে আক্রমণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ

বিনষ্ট হইবে ; সন্দেহ নাই। অর্জুন বলবীৰ্য্য তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; ধনু-বিগ্ৰায় দেবরাজসদৃশ ও যুদ্ধে বাহুবল-তুল্য। অতএব কে তাহাকে প্রশংসা না করিবে ? তাহার সমান বীর পুরুষ ভূম-গুণে আর দৃষ্টিগোচর হয় না ; সে দৈব-বলে দেবগণ, বাহুবলে মানবগণের সহিত সংগ্রাম করে ; এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে।

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অপত্যস্নেহ হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছে। তুমি যেরূপে দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলে ; যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে ; এক্ষণে সেইরূপে তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল কাত্য ধর্ম্মকোবিদ কপট দ্যুতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন। অর্জুনের গাণ্ডীব পাশক, দিক্ বাচতুক্ষ নিষ্কোপ করেন না ; উহা কেবল অনবরত প্রজ্বলিত স্ত্রীক্স শর সমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে। অর্জুনের নিদারুণ শরজাল গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক গমন করিতে পারে। পবন, অন্তক ও অগ্নি ইহারা কদাচ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্য লাভ করিয়া যেরূপে দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলে ; এক্ষণে শকুনি কর্তৃক স্তরক্ষিত

হইয়া সেইরূপে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে অন্য যোদ্ধা সমুল গমন করুন। আমি কখনই অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব না ; যদি মৎস্যরাজ এই গোষ্ঠে আগমন করেন ; তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহামতি রূপ ও অশ্ব-খামা অতি উত্তম কহিয়াছেন। কর্ণ কাত্য-ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুদ্ধ করিবারই অভিলাস প্রকাশ করিয়াছেন আর আচার্য্য যাহা কহিয়াছেন ; তদ্বিমুখে দোষারোপ করা বিদ্বৎ ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তমরূপে দেশ কাল পর্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্তব্য। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পাঁচ জন শত্রুকে অভ্যু-দয়শালী অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিমোহিত না হয় ? ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ঐ স্বার্থচিন্তাসময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্ব্বোধন ! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যে মত ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই সমরবাসনা প্রকাশ করিয়াছেন ; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, রূপ ও আচার্য্যপুত্রের এ বিষয়ে ক্ষমা করা কর্তব্য ; এবং তোমারও ইহাতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎ কার্য্য সমুপস্থিত ; অর্জুন আগতপ্রায় ; অতএব আমাদের সকলেই একত্রে হইয়া যুদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে পরস্পার বিরোধ করিবার সময় নহে।

আপনাদিগের অন্ত্রবিদ্ধা সূর্য্যপ্রভার ন্যায়
এবং ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থির
লক্ষ্মীর ন্যায় সতত অপ্রতিহত রহিয়াছে।
ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং দ্রোণপুত্র
অশ্বখামা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই
চারি বেদ ও ক্ষাত্র তেজঃ এই উভয়ের
একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। পুরুষোত্তম
দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই
ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ এই তিনের
সমানাধিকরণ্য অবলোকন করি না।
বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস এই সমুদায়
বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা
কহেন, সৈন্যের যে সমুদায় ব্যসন আছে ;
তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য ; অতএব হে আচার্য্য-
পুত্র ! আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন ; এখন
আত্মীয়ভেদের সময় নহে।

তখন অশ্বখামা কহিলেন, আমরাদিগের
এই সময়ে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা
কর্তব্য নহে ; কিন্তু পিতা রোষপরবশ
হইয়া যাহা কহিয়াছেন ; তাহার কারণ
এই যে, বিজ্ঞ ব্যক্তির গুণবান্ শত্রুর গুণ
ও দোষী শত্রুর দোষ কীর্তনে পরাঙ্মুখ
হন না এবং পুত্র ও শিষ্যকে সতত
হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন অশ্বখামার বাক্য শ্রবণানন্তর
দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
মহাশয় ! ক্ষমা প্রদর্শন করুন ; আপনি
পরিভূষ্ট থাকিলেই আমরাদিগের মঙ্গল
লাভের সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি কর্ণ,
ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সমভিব্যাহারে

দ্রোণাচার্য্যকে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রোণ কহিলেন, শান্তমুনন্দন
ভীষ্ম পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমি
তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি। পরে ভীষ্মকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হেঁ গাঙ্গেয় !
এক্ষণে পার্থ যাহাতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ
করিতে না পারে, যাহাতে মহারাজ
দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশতঃ শত্রুর বশী-
ভূত না হন, তব্বিস্মিণী নীতি চিন্তা কর।
ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হইলে অর্জ্জুন
কদাচ আত্মপ্রকাশ করিত না। ঐ মহাবীর
এক্ষণে গোপন গোচন করিতে আসিয়াছে ;
কখনই ক্ষমা করিবে না ; অতএব যাহাতে
অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধন ও এই সকল
সৈন্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হয়,
এ বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ কর। দুর্য্যোধন
পূর্ব্বে এই রূপ কহিয়াছিলেন ; এক্ষণে
তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে শ্রোয়োলাভ
হয়, ঐদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! কলা,
কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ,
নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর লইয়া একটী
কালচক্র হয়। উহাদিগের কালান্তিরেক
ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যতিক্রমবশতঃ প্রতি
পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়।
এই রূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর
সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চ মাস ও ছয় দিবস অধিক
হইয়াছে। তাহার যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিল, তৎসমুদায় অবিকল অনুষ্ঠিত

হইয়াছে, জানিয়া অৰ্জ্জুন সমাগত হইয়াছে ; তাহার সন্দেহ নাই । মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক ; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের রাজা ; অতএব তাহারা কি নিমিত্ত ধর্মের নিকট অপরাধী হইবে ? পাণ্ডবেরা কৃতী ও লোভবিহীন । তাহারা অধর্মাচরণ দ্বারা রাজ্য লাভের অভিলাষ করে না । তাহারা ধর্মপাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই ; নতুবা সেই সময়েই আপনাদিগের অসাধারণ বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিত । তাহারা অনায়াসে যত্নমুখে গমন করিতে পারে ; তথাপি কদাচ অনৃত পথে পদার্পণ করে না । পাণ্ডবগণের স্বভাবই এই রূপ যে, তাহারা ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না । এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অৰ্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুগণাচারিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর । হে রাজেন্দ্র ! যুদ্ধে সিদ্ধি লাভের অবশ্যস্তাবিত্ব কদাপি নয়নগোচর হয় না । জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে । তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবার বিষয় কি ? ধনঞ্জয় আগত প্রায় ; এক্ষণে সত্বরে যুদ্ধোচিত অথবা ধর্মসম্মত কর্মে প্রবৃত্ত হও ।

দুর্যোধন কহিলেন, পিতামহ ! আমি কদাচ পাণ্ডবাদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না ; আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! যাহাতে তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, ঐদৃশ উদ্যোগ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য ; যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর । তুমি এই সকল সৈন্যকে চতুর্থাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ সমভিব্যাহারে নগরে প্রস্থান কর । অপর এক ভাগ গোধন লইয়া গমন করুক ; পরে ক্রপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বথামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ-সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব । যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্রয়ং ইন্দ্র আগমন করেন, তথাপি আজি আমি তাহাদিগের নিরাকরণ করিব ; সন্দেহ নাই ।

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্য কাহারও অনভিমত হইল না । কুরুরাজ দুর্যোধন তন্নির্দিষ্ট সমুদায় কাণ্ড সম্পাদন করিলেন । ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্যোধন, তৎপরে গোধন সকল প্রেরণপূর্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত করিয়া ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আচার্য্য ! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন ; অশ্বথামা বাম পার্শ্ব ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিবেন । সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি সকলের পশ্চাত্তাগে থাকিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করিব ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন রথধ্বংসরশ্মি দিগ্ভাঙল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যপুংগবসমীপে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবেরা তাঁহার ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীবধ্বনি ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, দূরে মহাবীর অর্জুনের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাইতেছে ; রথের ধ্বংস রথ শ্রবণগোচর হইতেছে ; ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় স্তম্ভিত রথে আরোহণপূর্বক মুহুমূহুঃ গাণ্ডীব শরাসনে অশনিনির্ঘোষমদৃশ টঙ্কার প্রদান করিতেছে। দেখ, ঐ দুইটি শর সমবেত হইয়া আম্মর চরণে নিপতিত হইল ; অপর দুইটি মদীয় শ্রবণমুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল বেগে অতিক্রান্ত হইল। বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অরণ্যবাস কালে যে সকল অলৌকিক কন্ম সম্পাদন করিয়াছে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিবাদনপূর্বক তাহা আমার কণ্ঠগোচর করাইল। যাহা হউক, আমরা বহু কালের পর প্রিয়বান্ধব শ্রীমান্ অর্জুনকে অবলোকন করিলাম। এক্ষণে পার্থ শর, শরাশন, জুগীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীট ও খড়্গ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত ছত্ৰাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অনন্তর অর্জুন কৌরবগণকে রণস্থলে

সমবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার উত্তরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে সারথ্যে ! সেনাদিগের প্রতি বাণপাত কালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে ; আমি এই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে সেই কুরুকুলাধম দুর্ঘ্যোধন কোথায় আছে, এক বার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অভিমানপরতন্ত্র দুর্ঘ্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, তাঁহার পশ্চাত্তাগে অশ্বখামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। এস্থলে দুর্ঘ্যোধনকে ত দেখিতে পাইলাম না ; এক্ষণে বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণপূর্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণামুখে পলায়ন করিতেছে ; নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত ; অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা পারিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি। তাহাকে পরাজয় করিলেই অনতিবিলম্বে গো সকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।

অনন্তর উত্তর পরম যত্ন সহকারে রশ্মি সংযত করিয়া যে দিকে রাজা দুর্ঘ্যোধন গমন করিতেছেন, সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জুনের আভ্য প্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, অর্জুন মহারাজ দুর্ঘ্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে ; অতএব আইস, আমরা দুর্ঘ্যোধনের পার্শ্ব গ্রহণ করি। অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীনন্দন মধুসূদন, অশ্বখামা ও দ্রোণ ব্যতিরেকে কেহই

একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না ।
একগণে গোধন বা প্রভূত ধন লইয়া
আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে ; মহা-
রাজ দুৰ্য্যোধন অনতি বিলম্বে নাবিকশূন্য
নৌকার ন্যায় অৰ্জ্জুনজলে নিমগ্ন হইবে ;
তাহার সন্দেহ নাই ।

অনন্তর অৰ্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া
উচ্চৈঃ স্বরে আপনার নাম কীর্তন করিলেন
এবং কৌরবসেনাগণের প্রতি অনবরত
শলভ-সমূহের ন্যায় শরজাল প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন । তখন ভূমণ্ডল ও
নভস্তল পার্শ্বশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল ।
কৌরবসেনা-সকল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া
উঠিল ; কিন্তু তৎকালে কেহই পলায়ন
করিল না ; প্রভূত মনে মনে মহাবীর
অৰ্জ্জুনের ক্ষিপ্ৰকারিতার সবিশেষ প্রশংসা
করিতে লাগিল ।

ইত্যবসরে ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীব-
টঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূতসকল
প্রেরণ করিলেন । শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ,
গাণ্ডীবশব্দ ও ধ্বজসম্মিষিষ্ট ধাবমান উৰ্দ্ধ-
পুচ্ছ অমানুষ ভূতসকলের কলরবে
পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল । তখন
ধেনুসকল দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত
হইল ।

চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই
রূপে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় স্বীয় অসাধারণ
বলবিক্রমে শত্রুসেনাগণকে পরাজয় পূর্বক
গোধন মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনরায়

দুৰ্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন ।
কৌরবগণ গো সমুদায় বেগে মৎস্তাভি-
মুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয়
কৃতকার্য্য হইয়া দুৰ্য্যোধনের সম্মুখীন
হইতেছেন দেখিয়া, সহসা তাঁহার প্রতি
ধাবমান হইলেন । আরাতিনিপাতন
অৰ্জ্জুন বহুলধ্বজপতাকাশালী প্রভূত
কৌরবসৈন্য সম্পর্শন করিয়া উত্তরকে
সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাজপুত্র !
সত্বরে এই পথে রথ চালনা কর, তাহা
হইলে অনায়াসে কুরুবীরগণের মধ্যে-
প্রবিষ্ট হইতে পারিবে । ঐ দেখ, সূত-
পুত্র কর্ণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত
সংগ্রাম করিতে সমুদ্রত হইয়াছে ; ঐ
দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনের আশ্রয়বলে একান্ত
দপিত ; তুমি সত্বরে উহার নিকট আমাকে
লইয়া চল । বিরাটতনয় অৰ্জ্জুনের নিদে-
শানুসারে সত্বরে স্ববর্ণকক্ষ খেতবর্ণ অশ্ব
সমুদায় চালনপূর্বক শত্রুসৈন্য বিনাশ
করিয়া রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত
করিলেন ।

তখন চিত্রসেনপ্রভৃতি বীরগণ কর্ণের
সাহায্যবলে অৰ্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ
করিতে আরম্ভ করিল । মহাবীর ধনঞ্জয়ও
শরাসননির্মুক্ত শরানল দ্বারা অরাতিকানন
দগ্ধ করিতে লাগিলেন । এই রূপে ভূমূল
সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর, বিকর্ণ রথা-
রোহণপূর্বক পার্শ্বসমীপে সমাগত হইয়া
তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।
তখন অরাতিনির্সূদন পার্শ্ব স্ববর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়-
মৌর্য্য শরাসন আকর্ষণপূর্বক বিকর্ণকে

ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র ক্ষতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে পর, শক্রান্তপ, অরাতিনিপাতন অর্জুনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনে অতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শক্রান্তপের শরাঘাতে সমধিক সংক্রুদ্ধ হইয়া ত্তাহাকে পাঁচ বাণ ও তাহার সারথিকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শক্রান্তপ ঐ পঞ্চ শরাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপাতিত বাতভয় পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন অন্যান্য বীর-পুরুষগণ অর্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র তুল্য প্রতাপ-শালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পুরাক্রান্ত হুবেশধারী বীরগণ পার্শ্বশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথ্বীতলে শয়ান রহিল।

যেমন দাবানল নিদাঘসময়ে কানন দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমরে শক্রসঙ্ঘ সংহার করিয়া রণস্থলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমীরণ বসন্তকালে পতিত পত্র ও মেঘ সমুদায় ইতস্ততঃ বিকর্ণ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জুন রণস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সমুদ্রে কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রীতি

ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জুনের সমীপ-বর্তী হইয়া দ্বাদশ বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণ, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সহসা কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। কৌরবগণ কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শন-মানসে তথায় আগমন করিলে পর, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ক্রোধভরে মুহূর্ত্তমধ্যে শরবর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাহার অশ্ব, রথ ও সারথিকে অন্তর্হিত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ এবং তাঁহাদিগের রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায়ও অর্জুনের শরে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শর নিক্ষেপ দ্বারা পার্শ্বের সমুদায় বাণ নিরস্ত করিয়া ধনুর্বাণ ধারণপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণলিপ্তবান্ হতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্ক-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তদদর্শনে সাতিশয় আত্মলাদিত হইয়া করতালি প্রদান ও শঙ্খ, ভেরী, পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহ-নাদ করিতে লাগিলে, তিনি তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাকে অবলোনপূর্ব্বক কর্ণ এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও বিবিধ সাযক দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীরপুরুষকে মেঘযুক্ত রথাক্রুত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লঘুহস্ত কর্ণ সহরে অর্জুনের অশ্বগণকে বাণবিক্র করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন । সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা এককালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় স্পৃশ্যস্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তুণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করিয়া স্বরায় তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন । পরে স্তম্ভাশিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শিরঃ, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর, গজ যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসম্মিত শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর ! রাধেয় প্রস্থান করিলে পর, দুর্যোধন প্রমুখ বীর পুরুষগণ স্ব স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ড-বকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । নিভীক বীতংসু সহায় বদনে বেলার ন্যায় সাগরসদৃশ কৌরবসেনার বেগ ধারণ করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । যেমন মরীচিমালীর কিরণজালে মেদিনী-মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্শ্বের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিশিখসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । অর্জুন নিশিত শর দ্বারা বিপক্ষপক্ষের অশ্ব, রথ ও গজের শরীর-

সকল এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলিমাত্র অন্তর রহিল না । কৌর-বেরা অশ্বগণের অলৌকিক গতিবৈচিত্র্য, উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল এবং পার্শ্বের দিব্য শক্তি ও অপ্রতি-হত প্রভাব নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের বোধ হইল যেমন প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজা-সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে । ফলতঃ তৎকালে অর্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়া-ছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই ।

সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বতস্থ অল্পপটলে সংক্রান্ত হইলে যেমন চমৎকারিণী শোভা হয় এবং বিকসিত অশোককুসুমমুগায় বনভূমি যেমন পরম দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ কৌরব-বাহিনী অর্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল । ছিন্নযুগ অশ্বগণ ভীত হইয়া রথান্বেষণে বহন-পূর্ব্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইল । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ-সকল অর্জুনশরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতন হইয়া সমরঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল । রণক্ষেত্র সমরশায়ী গজযুথের শরীরে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । রাজন্ ! যেমন যুগান্ত সময়ে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় স্থাবর জঙ্গম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অর্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন ।

“অনন্তর দুর্যোধনসেনা মহাবল পরা-

ক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্রপ্রভা নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিঃশ্বন, ধ্বজাশ্রিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের শ্রবণভৈরব রব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। শক্রগণের রথাক্র পূর্বেই ভয় হইয়াছে; সুতরাং শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিল না। অর্জুন সাহসপূর্বক সহসা তাহাদিগের পশ্চাত্তাগে উপস্থিত হইয়া অনবরত শর-বর্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জুনবাণ সূর্য্যাকিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্য। ফলতঃ অর্জুন যুগপৎ এত অধিক শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শক্রশরীরে তাহাদিগের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের শরীর দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার রথও শক্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যেমন অনন্তভোগ ভুজগ মহার্ঘবে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ অর্জুন অনবরত শর-বর্ষণপূর্বক সমরমাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভূতগণ অশ্রুতপূর্বক গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সব্য দক্ষিণ পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বাণ-বিক্ষেপ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। যেমন চক্ষুঃ রূপশূন্য পদার্থে কদাচ পতিত হয় না; সেই রূপ অর্জুনের শর কোন ক্রমে অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র গজ এককালে বনমধ্যে গমন করিলে যেমন প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে, আজি রণক্ষেত্রে পার্শ্বের রথমার্গও সেই রূপ হইল। শক্র-

গণ পার্শ্বশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বোধ হয় দেবরাজ পার্শ্বকে জয়ী করিবার মানসে অমরগণ-সমভিব্যাহারে সমরমাগরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সংহার করিতে-ছেন। কেহ কেহ মনে করিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জুনরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রজা-সকল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৌরবসেনার মধ্যে যাহারা পার্শ্ব কর্তৃক আহত হয় নাই; তাহারাও অর্জুনের প্রভাবে আহতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া রহিল।

এই রূপে অর্জুনভয়ে কৌরবগণের বলবীৰ্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জুনের সূতীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রুধির-ধারায় ধরণী আপ্লাবিত হইল। শোণিত-লিপ্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হওয়াতে সূর্য্যদেবের রাশিজাল একান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন গগনতল সন্ধ্যা-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

অন্তকাল উপস্থিত হইলে দিবাকরও বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর কুরুপ্রবীরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুঃমহকে দশ, অশ্বখামাকে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও মহা-

রাজ ছুর্যোদয়কে এক শত শরাঘাত করিলেন । তৎপরে কর্ণ দ্বারা মহাবীর কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মারণিকে সংহারপূর্বক রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে তদীয় সেনাগণ নিতান্ত ভীত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ।

তখন বিরাটতনয়, উত্তর মহাবীর পার্থের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন ! এক্ষণে কোন মৈত্র্যগণের সম্মুখীন হইতে বাসনা করেন ; আত্মা করুন, আমি তাহাদের সমাপে রথ উপনীত করি । অর্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার ! যিনি লোহিত অশ্বসংযুক্ত নীলপতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উহার নাম কৃপাচার্য্য ; তুমি উহারই মৈত্র্যসমক্ষে আমাকে লইয়া যাও । আমি উহার সমাপে স্বীয় শর-প্রয়োগনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব । ষাঁহার ধ্বজদণ্ডে স্তবর্ণনির্মিত কমণ্ডলু পরিশোভিত হইতেছে, উনিই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য । ঐ মহাবীর আমার ও অন্যান্য শত্রুধারীদিগের মান্য ও পূজনীয় । এক্ষণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিধানানুসারে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে । যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন, তবে আমিও উঁহাকে প্রহার করিব, তাহা হইলে উনি আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না ।

যিনি দ্রোণাচার্য্যের অনতিদূরে অব-

স্থান করিতেছেন, ষাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড লক্ষ্যমান রহিয়াছে, উনি আচার্য্য-পুত্র মহারথ অশ্বখামা ; উনিও আমার এবং অন্যান্য শত্রুধারীদিগের মান্য ও পূজনীয় । তুমি উঁহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেই প্রতি নিরস্ত হইবে । যিনি স্তবর্ণবর্ষ্য ধারণপূর্বক প্রধান প্রধান মৈত্র্য সমুদায়ে রক্ষিত হইয়া রথোপরি অধিরূঢ় রহিয়াছেন, ষাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতন-লাঙ্ঘিত মাতঙ্গ পরিশোভিত হইতেছে, উনি পুত্ররাষ্ট্রাশ্রয় শ্রীমান্ ছুর্যোদয় । উনি নিতান্ত যুদ্ধদুর্মদ এবং ক্ষিপ্রকারিতা-বিময়ে দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত । তুমি উঁহার সমক্ষে রথ লইয়া যাইবে ; আমি উঁহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব ।

ষাঁহার ধ্বজাগ্রে রমণীয় নাগবন্ধনরজ্জু লক্ষ্যমান রহিয়াছে, উনি তোমার পূর্বপরিচিত কর্ণ । উনি সততই আমার সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকেন ; তুমি উঁহার রথসন্নিধানে গমন করিয়া সংগ্রামে সাবধান হইবে । ষাঁহার রথে সূর্য্যতারালঙ্ঘিত-ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ স্তনির্মল আতপত্র পরিশোভিত হইতেছে, যিনি জলধর-সন্নিহিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় মৈত্র্যগণ-সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, যিনি চন্দ্রার্ক-সঙ্কাশ স্তবর্ণবর্ষ্য ও স্তবর্ণশিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়াছেন, উনি আমাদের পিতামহ শান্তশুনন্দন ভীষ্ম । ঐ মহাবীর দুরাশ্রয় ছুর্য্যোদয়ের একান্ত বশব্দ । আমরা সর্ব্বশেষে উঁহার নিকট গমন করিব । উনি

আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। আমি যখন উঁহার সহিত সংগ্রাম করিব, তৎকালে তুমি যত্নপূর্বক অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিবে। অনন্তর উত্তর যে-স্থানে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থান করিতেছেন, অর্জুনকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাধনুর্ধর কৌরবসেনাসকল তৎকালে বর্ষাকালীন মন্দমারুতসঞ্চালিত জলধর-পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের নিকটে অশ্বারোহিণ ও তোমরাঙ্কশনোদিত, মহামাত্রপরিচালিত, বিচিত্র কক্‌চবিভূষিত মাতঙ্গসমুদায় শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রহিল।

ঐ সময় ত্রিদিবনাথ শতক্রতু কৃপ ও অর্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ বিশ্বদেব এবং অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানে আরোহণপূর্বক আকাশ-পথে অবতীর্ণ হইলেন। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও উরগগণের সহস্র সহস্র সূবর্ণ-স্তম্ভবিভূষিত মণিরত্নখচিত বিমানসমুদায় মেঘবিনিস্মৃক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবরাজের সর্বরত্নবিভূষিত কামচর বিমান সমধিক শোভিত হইল। বসু, রুদ্রপ্রভৃতি ত্রয়-স্রিংশৎ অমর, ঈশ্বর, রাজস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা বসুমনাঃ, বলাঙ্ক,

সুপ্রতর্দন, অশ্বক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর ও নল ইহারাও তৎকালে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্রসেন, অলম্বুস ও তুম্বরুপ্রমুখ গন্ধর্ব-গণের বিমান সমুদায় যথাস্থানে সন্নিহিত রহিল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জুনের সহিত কৌরব-গণের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

দিব্য মাল্যের পবিত্র গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। দেবগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যাজন ও রত্নজাত ইত্যন্তঃ শোভমান হইতে লাগিল। পার্শ্বিধ ধূলি-পটল তিরোহিত এবং চতুর্দিক্ মরাচি দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ দিব্য গন্ধ আহরণপূর্বক যোদ্ধাদিগের সেবা করিতে লাগিল। সুরোত্তমগণের সমানীত, নানা রত্নসমুদ্ভাসিত, বিবিধ বিমান দ্বারা গগন-মার্গ অলঙ্কৃত হইয়া অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী সুর-রাজ দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া বিমানে অবস্থানপূর্বক রণস্থলস্থিত স্রীয় পুত্র অর্জুনকে বারংবার অবলোকন করিয়াও পারিতৃপ্ত হইলেন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে দেখিয়া, উত্তরকে কহিলেন,

রাজপুত্র ! যাহার ধ্বজে ঐ স্তব্ধময়ী বেদী
দৃষ্ট হইতেছে, উহার দক্ষিণ দিক্ দিয়া
রথ চালন কর, তাহা হইলেই অনায়াসে
কূপের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিবে ।
অশ্ববিদ্যা বিশারদ উত্তর অর্জুনের বচনা-
নুসারে মহাবেগে সেই রজতপুঞ্জসন্নিভ
উদৃষ্ট বেগবান্ অশ্বগণ সঞ্চালনপূর্বক
কুরুসৈন্যগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুন-
রায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । পরে স্বীয় শিক্ষা-
প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বাম দিক্ দিয়া প্রদক্ষিণ-
পূর্বক কোরবসেনাগণকে সম্মোহিত করি-
লেন এবং অকুতোভয়ে সত্বরে কূপের সন্নি-
ধানে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁহার
সম্মুখীন হইলেন ।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কূপের সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্বক মহাবেগে
দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ।
পর্বতের বিদারণশব্দের তায়, অশ্বনি-
নির্দোষের তায়, পার্থের সেই শঙ্খনির্দোষ
আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।
কোরবগণ কি আশ্চর্য্য ! এই শঙ্খ অর্জুন
কর্তৃক আঘাত হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল
না ; এই বলিয়া সেই শঙ্খের যথেষ্ট
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর
কৃপাচার্য্য অর্জুনের শঙ্খনাদ শ্রবণে মৎ-
পরোনাস্তি রোষপরতন্ত্র হইয়া, তাঁহার সহিত
সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে স্বীয়
শঙ্খ আঘাত করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক
ভয়ঙ্কর জ্যোতিষ্ক করিতে লাগিলেন । তৎ-
কালে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই বীরদ্বয় শরৎ-
কালীন মেঘের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ শাণিত
মর্দ্দভেদী দশ বাণ দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ
করিলেন । মহাবীর পার্থও গাণ্ডীব আক-
র্ষণপূর্বক কূপের উপর মর্দ্দভেদী নারাচ
সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কৃপ
নিশিত সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই অর্জুন-
নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন ।
মহাবীর ধনঞ্জয় তদদর্শনে সাতিশয় অমর্ষ-
পরবশ হইয়া বিচিত্র শরনিকর দ্বারা সমু-
দায় দিক্ বিদিক্ আচ্ছাদনপূর্বক কূপের
উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন । তখন আচার্য্য কৃপ সেই সমুদায়
অগ্নিশিখার তায় প্রজ্বলিত নিশিত সায়ক
দ্বারা সমাহত হইয়া রোষান্বিত চিত্তে
পার্থের উপর দশসহস্র শর বর্ষণ করিয়া
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । পরে পুনরায়
শরাসন গ্রহণপূর্বক অপর দশ বাণ দ্বারা
অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব আকর্ষণ-
পূর্বক চারিটি বাণ দ্বারা কূপের অশ্বচতু-
র্ক্যকে বিদ্ধ করিলেন । অশ্বগণ প্রজ্বলিত
হুতাশনসদৃশ অর্জুনশরাঘাতে নিতান্ত
পীড়িত হইয়া লক্ষ প্রদান করিতে, তিনি
রথ হইতে নিপতিত হইলেন । তখন
মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত নিরীক্ষণ
করিয়া সম্মান রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি শর-
সন্ধান করিলেন না । পরে কৃপাচার্য্য
পুনরায় সত্বরে রথে আরোহণপূর্বক অর্জু-
নের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ।
অর্জুন কূপের বাণাঘাতে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ
হইয়া হুতীক্স ভল্লপ্রহারে তাঁহার শরাসন

ছেদন করিয়া মর্গভেদী অপর এক শর দ্বারা তাঁহার বর্মচ্ছেদ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জুনের বাণে কবচ ছিন্ন হইয়া গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে আচার্য্য কৃপ নিম্নোক্তনিম্নুক্ত ভূজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্বক জ্যা আরোপণ করিলে, মহাবীর অর্জুন অবিলম্বে উহা ছেদন করিলেন। এই রূপে মহাবীর কৃপ মত চাপ গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় লঘুহস্ততা প্রযুক্ত তৎসমুদায় ছেদন করিলেন।

* বারংবার কাম্বুক ছিন্ন হওয়াতে কৃপা-চার্য্য ক্রোধভরে অর্জুনের প্রতি অশনির ন্যায় প্রদাপ্ত এক স্বর্ণবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অর্জুন নিশিত দশ সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শক্তি দশ খণ্ডে ছেদন করিলেন। মহাবীর কৃপ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া, পুনর্বীর ধনুগ্রহণপূর্বক নিশিত দশ সায়ক দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া কৃপের উপর ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপপূর্বক এক বাণে তাঁহার যুগ, চারি বাণে চারি অস্থ, ছয় বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে তিন বেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে মহাশূর বদনে বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এই রূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ ও হতসারথি হইয়া

ক্রোধভরে অর্জুনের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে, অন্যান্য যোদ্ধৃগণ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দিক হইতে অর্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বামদিক্ দিয়া যমকমণ্ডল করিয়া সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ধরগণ তদর্শনে ভীত-চিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! কৃপাচার্য্য অপসারিত হইলে, গোহিতবাহন আচার্য্য দ্রোণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনের সম্মুখীন হইলেন। জয়শীল অর্জুন কাঞ্চনরথারোহী আচার্য্যকে সর্গাপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, উত্তর ! যাঁহার প্রকাণ্ড দণ্ডমণ্ডিত ধ্বজে বহুপতাকালঙ্কত কাঞ্চনবেদী সমুচ্ছিত রহিয়াছে, যাঁহার রথে স্নিগ্ধ প্রবালসদৃশ শোণবর্ণ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ সকল সংযোজিত আছে, যিনি যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, রূপবান্, বলবান, প্রতাপবান্, শুক্রেয় ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বৃহস্পতির ন্যায় নীতিমান্ ; বেদচতুর্কয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, অর্জবপ্রভৃতি গুণসমূহে বিভূষিত এবং সংহারসমবেত সমুদায় দিব্যাস্ত্র ও ধনুর্বেদের একমাত্র আধার, উনি ভরদ্বাজনন্দন আচার্য্য দ্রোণ। আমি

ঊঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করি ; অতএব শীঘ্র রথ চালনা করিয়া আমাকে আচার্য্যসন্নিধানে লইয়া যাও ।

বিরটিনন্দন, কুন্তীনন্দনের বাক্যানুসারে দ্রোণরথাভিমুখে হেমভূষণ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন । যেমন কোন মন্ত্র মাতঙ্গ অত্র মাতঙ্গের অভিমুখীন হয়, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য সমীপাগত মহারথ কোন্তেয়ের প্রত্যুদগমন করিলেন । অনন্তর ভেরীশতনিদানাকারী শঙ্খধ্বনি সমুৎখিত হইল ; সমুদায় সৈন্য উদ্ধৃত সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল । শোণিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্ব সকল একত্র হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাবীর ; উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ; উভয়েই কৃতবিদ্য ; উভয়েই দুর্জয় এবং উভয়েই মহানুভব । ঐদৃশ উভয় বীর সংগ্রামমুখে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া, অতি মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল । তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া মধুর বাক্যে বিনয়পূর্বক কহিলেন, হে সমরদুর্জয় ! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম ; এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে উৎসুক হইয়াছি ; অতএব আমাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইবেন না । আমি প্রতিক্ষা করিয়াছি, আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আপনাকে কদাচ প্রহার করিব না ; এক্ষণে আপনি তাহা করুন ।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি

শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি লঘুহস্ততা নিবন্ধন দূর হইতেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ পার্থের কোপানল প্রজ্বলিত করিবার জন্যই যেন শরসহস্র দ্বারা তাঁহার রথ ও অশ্বগণ আচ্ছাদিত করিলেন । এই রূপে দ্রোণার্জুনের সমরকৃত্য সমারদ্ধ হইল । তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্মা ; উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ ; অতএব উভয়ে শরজাল বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূপতি ও অন্যান্য বোদ্ধগণকে বিমোহিত করিলেন । তাহারা ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিল, “ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্য কি ভয়ানক ! ধনঞ্জয় আচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন” !

এ দিকে বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া রোমাবেশে শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন । জাতক্রোধ ভারদ্বাজ দুর্দ্বর্ষ শরাসন বিক্ষারিত করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন । তাঁহার নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল । যেমন ধারাধর বৃষ্টি-ধারায় ধারাধরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ মহারথ পার্থ শোণিত শরসমূহে দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন । তিনি প্রফুল্ল চিত্তে গাণ্ডীব গ্রহণপূর্বক স্ববর্ণখচিত বিচিত্র শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন । তাঁহার চাপবিনিন্মুক্ত শরজালে অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল । তিনি রথা-

রোহণপূর্বক বিচরণ করিয়া যুগপৎ চতুর্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল যেন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহার-পরিবৃত্ত হইয়া একবারে অদৃশ্য হইলেন। প্রজ্বলিত পাবকপরিবৃত্ত পর্বতের যেরূপ শোভা হয়, ধনঞ্জয়ের শরসমূহে আচ্ছাদিত দ্রোণাচার্য্যের রূপও সেই রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্শ্ব-শরজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া শরাসন বিক্ষা-রণ করিলেন; তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নি-চক্ষের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যখন অর্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহমান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি স্বচাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শরসমূহে সমুদায় দিক্ ও সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার কাঞ্চনপুঙ্খ নতপর্ব্ব শরসমূহ গংহত হইয়া গগনমণ্ডলে সমুপ্ত হইলে এক মাত্র দীর্ঘ শর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহাদিগের কাঞ্চনপুঙ্খ শর-সমূহে গগনমণ্ডল উল্কাপরিবৃত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত শরজাল আকাশবিহারী হংসপংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বৃত্তাস্ত্রের সহিত পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধও সেই রূপ হইতে লাগিল। যেমন করিযুগল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে

আক্রমণ করে; সেই রূপ রণবিশারদ বীর-দ্বয় রোমাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

জয়শীল অর্জুনের দর্শকগণের সমক্ষে শরজাল বর্ষণ করিয়া আচার্য্যসমুৎসৃষ্ট শিলাশিত শর সমূহ নিবারণপূর্ব্বক আকাশ-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। আচার্য্যপ্রধান ভারদ্বাজ উগ্রতেজাঃ অর্জুনকে জিঘাংসা-পরবশ নিরীক্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার শর সমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্রসমুদায় নিক্ষেপ করিবামাত্র বীরবর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় সংহার করিলেন। পর্ব্বতোপরি অনবরত বজ্রপাত হইলে যেরূপ শ্রবণবিদারণ অতি ভীষণ শব্দ সমু-প্ত হইত, অর্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ সৈন্য-গণের শরীরে নিপাত হইয়া সেই রূপ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদায় শোণিতাক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সংগ্রামে কেয়ুরবিভূষিত বাহু, বিচিত্র রণ, স্তবর্ণময় কবচ ও ধ্বজসকল বিনি-পাতিত এবং বীরসকল নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া একান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই ঘোর-তর যুদ্ধে শরাসন কম্পিত করিয়া শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে সমা-বৃত্ত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক শব্দ সমুথিত হইল এই যে, “ভারদ্বাজ অতি ক্লষ্ণ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ; যে অৰ্জ্জুন দেব ও দানব-গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি দুৰ্দ্ধৰ্ব্ব ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন” ! পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘুহস্ততা ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ।

অনন্তর কোন্তেয়-অমৰ্ষপরিপূরিত চিত্তে গাণ্ডীব ধনুঃ সমুগ্ৰত করিয়া দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন । তখন সকলে শলভ-শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার বাণবর্ষণ অবলোকনে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । তিনি একরূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমীরণও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না । তিনি কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করেন ও কোন্ সময়ে নিক্ষেপ করেন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না । তাঁহার গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শতসহস্র বাণ বিনির্গত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথসমীপে নিপতিত হইয়া আচ্ছাদিত করিল । সৈন্য-গণ দ্রোণাচার্য্যকে অৰ্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল । পুরন্দর এবং তদ্রূপ গন্ধৰ্ব্ব ও অঙ্গরাগণ তাঁহার লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রথযুথার্থ্যক অশ্বখামা মনে মনে মহাত্মা অৰ্জ্জুনের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া ক্রোধভরে সহসা রথসমূহ দ্বারা

তাঁহার গতি রোধপূর্ব্বক বর্ষণশীল পর্জন্তের ন্যায় শরসহস্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন অৰ্জ্জুন অশ্বখামার গতি রোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রশ্রয় করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন । ছিন্নবস্ত্র ছিন্নধ্বজ ক্ষত-বিক্ষতকলেবর দ্রোণাচার্য্য বেগগামী তুরঙ্গের সাহায্যে সে স্থান হইতে প্রশ্রয় করিলেন ।

একোনযষ্টিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর অশ্বখামা বাণ রুষ্টি করিতে করিতে মহাবীর অৰ্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন । অৰ্জ্জুন প্রচণ্ড বাতায় ন্যায় অশ্বখামাকে সমীপবর্তী দেখিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পরে তাঁহাদিগের য়োরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । বোধ হইল যেন, পুনরায় দেবাসুরসংগ্রাম সমুপস্থিত । নভোগুল শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ; দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না । বায়ু-সঞ্চার একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল ; দহমান বংশের ন্যায় অনবরত চটচটা শব্দ সমুথিত হইতে লাগিল । ইত্যবসরে অৰ্জ্জুন অশ্বখামার অশ্বগণকে সাতিশয় প্রহার করিলে, অশ্বসকল প্রহারবলে একান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না । অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা স্রযোগক্রমে ক্ষর-ধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের মৌৰ্ব্বী ছেদন করিলেন । দেবগণ এই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা

করিতে লাগিলেন । এ দিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য ইহারাও বারংবার অশ্ব-
 থামার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । পরে
 অশ্বথাগা রুচির শরাসন আকর্ষণ করিয়া
 পৌর্বে হৃদয়ে শরাঘাত করিলে পর, তিনি
 উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া বলবীৰ্য্য সহকারে
 গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা রোপণ করিলেন
 এবং যাদৃশ যুথপাতি হস্তী অপর মত্ত মাত-
 ঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ
 তিনি গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্ব-
 থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । উভ-
 যের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । কৌরব-
 গণ বিস্ময়বিম্বারিত লোচনে সেই লোম-
 হর্ষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ।
 তাঁহারা পরস্পর প্রজ্জ্বলিত পদ্মগের ন্যায়
 শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 অশ্বথাগা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত
 শরক্ষেপ করাতে অতি শীঘ্রই তাঁহার শর-
 ক্ষয় হইল ; কিন্তু মহাবীর অর্জুনের তুণীর-
 দ্বয় অক্ষয় ; স্ততরাং কোন ক্রমেই তাঁহার
 আর শরক্ষয় হইল না । এই নিমিত্ত তিনি
 অশ্বথামা অপেক্ষা সর্গধিক উৎকর্ষ লাভ
 করিলেন এবং রণস্থলে অচলের ন্যায়
 নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর, সূর্য্যকুমার কর্ণ উৎকৃষ্ট
 কাশ্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক অর্জুনের প্রতি
 শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । রণস্থলে সহসা
 হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল । অর্জুন তখন
 ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কর্ণকে
 সগরাঙ্গনে অবতীর্ণ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত
 অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জিঘাংসাপরবশ

হইয়া আকেকর নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ
 করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে কৌরবা-
 ধিকৃত পুরুষেরা সত্বরে অশ্বথাগার বহু-
 সংখ্যক শর আহরণ করিল । অর্জুন
 রোষকষায়িত লোচনে কর্ণের প্রতি ধাবমান
 হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষে তাঁহাকে
 কহিলেন ।

বক্ষিতম অধ্যায় ।

হে কর্ণ ! ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ
 যোদ্ধা নাই বলিয়া তুমি পূর্ব্বে সভামধ্যে
 মাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলে ;
 এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত ; একবার আমার
 সহিত যুদ্ধ কর ; তাহা হইলে তুমি আপ-
 নার পরাক্রম জানিতে পারিবে ও অন্যের
 অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না ।
 তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর
 কেবল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ ;
 এক্ষণে তোমার এই ছুরাভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া
 নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে । তুমি আমার
 অসমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ,
 আজি কৌরবগণসমক্ষে আমার নিকট
 তাহা সম্পন্ন কর । ছুরাঘাৱা পাঞ্চালীর
 কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে যখন নিগ্রহ
 করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাতে বাঙ-
 নিম্পত্তি না করিয়া অনায়াসে তাহার সেই
 ছুরবস্থা অবলোকন করিয়াছিলে ; আজি
 তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে ।
 ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে ক্ষমা
 করিয়াছি ; আজি সমরে সেই ক্রোধের
 প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করিবে । ছুরাঘ্ন !

আমি বনে দ্বাদশ বৎসর যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি ; তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হইবে । রে দুরাশ্রয় ! তুমি এক বার আগার সহিত যুদ্ধ কর ; কোরব-মৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক ।

কর্ণ কহিলেন, 'পার্শ্ব ! কথায় যাহা বলিলে ; কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান কর ; অনর্থ বাক্য ব্যায় করিলে কি হইবে । তোমার বাগাড়ম্বরই 'সার ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে ; তোমার পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে ; তুমি পূর্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে ; তাহা অক্ষমতাপ্রযুক্তই হইয়াছে । তুমি পূর্বে ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই ; এক্ষণে আমার নিকটেও সেই রূপ বদ্ধ আছ ; কিন্তু কেবল অবিম্ব্যকারিতা প্রযুক্তই আপনাকে বিগুস্ত বোধ করিতেছ । তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে বনে বাস করিয়া সাতিশয় ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়াছ ; এই নিমিত্ত তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছ ; তাহার সন্দেহ নাই । যাহা হউক, আজি যদি তোমার সাহা-য্যার্থে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করেন ; তাহা হইলেও আমার কিছুমাত্র হানি নাই । আমি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সমরে অপরিমিত বল বিক্রম প্রকাশ করিতে কদাচ পরাজুখ হইব না । হে কৌন্তেয় ! তোমার এই সমরাত্তিলাষ অচির কাল-মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে ; তুমি যুদ্ধ করিলেই আমার বলবিক্রম অবগত হইতে পারিবে ।

অর্জুন কহিলেন, রে রাধেয় ! তুমি এই মাত্র রণস্থল হইতে পলায়নপূর্বক আপনীর জীবন রক্ষা করিয়াছিস ; কিন্তু এ দিকে তোর অনুজ নিহত হইয়াছে । তথাপি তুমি সাধুসমাজে আত্মপ্লাবী করিতেছিস ; অতএব তোর সমান নির্লজ্জ ও কাপুরুষ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না ।

জয়শীল অর্জুন এই কথা বলিতে বলিতে বর্ষ্মভেদী বাণ বর্ষণপূর্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রহুট মনে অর্জুনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । চতুর্দিক ঘোরতর শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল । অর্জুন অসহমান হইয়া আনত-পর্ব নিশিত শরাঘাতে কর্ণের তুণীররজু ছেদন করিলেন । তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্র এক তুণীর হইতে বাণ গ্রহণপূর্বক অর্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবারাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল । অনন্তর মহাবাহু অর্জুন কর্ণের শরাসন ছেদন করিলে, তিনি ক্রোধাক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । অর্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকরণ করিলেন । পরে এককালে অসংখ্য কর্ণ সৈন্য প্রচণ্ড বেগে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি শরাঘাতে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন ; এবং আকর্ণ শর সন্ধানপূর্বক কর্ণের অশ্ব-গণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল । পরে কর্ণের বক্ষঃ-স্থলে প্রদ্বলিত স্ততীক্ষ এক শরঘাত করিলেন । সেই বাণ বর্ষ্ম ভেদ করিয়া তাঁহার

শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিকলে-
দ্ভিন্ন ও মূচ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত
হইলেন ; কিন্তু তখন কি হইল কিছুই
জানিতে পারিলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে
মহাবীর কর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃসহ
বেদনায় অধীর হইয়া রণ পারিত্যাগপূর্বক
উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন । এ দিকে
মহাবীর অর্জুন ও উত্তর উচ্চ স্বরে হাস্য
করিতে লাগিলেন ।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর মহাবীর অর্জুন কর্ণকে পরাজয় করিয়া
উত্তরকে কহিলেন, হে রাজকুমার ! যে
স্থানে হিরণ্ময় তালবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে ;
যে স্থানে অমরদর্শন শান্তনুন্দন ভীষ্ম
সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে আমার সহিত যুদ্ধ
করিবার মানসে রথারোহণপূর্বক অবস্থিতি
করিতেছেন ; ঐ স্থানে লইয়া যাও । তখন
বিরাটনয় উত্তর অনবরত শরজালে জর্জ-
রিত কলেবর ও হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী
নিরীক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়া অর্জুনকে
কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি আপনার
অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে
নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি ; আমার সর্বাঙ্গ
বিষম ও মনঃ একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠি-
য়াছে । আপনি ও কৌরবগণ যে সমস্ত
দিব্য শরজাল প্রয়োগ করিতেছেন ; বোধ
হয় যেন, তাহার প্রভাবে দশ দিক্ দ্রবীভূত
হইতেছে । আমি মেদ, রুধির ও বসাগন্ধে
মূচ্ছিতপ্রায় হইয়াছি ; আজি এই সকল

অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া
আমার মনঃ সাতিশয় অবসন্ন ও বিবেকশূন্য
হইতেছে ।

আগি পূর্বে এরূপ বীরসমাগম কদাচ
নিরীক্ষণ করি নাই । এক্ষণে স্তম্ভহং গদা-
ঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গবংশিত
ও অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবরব দ্বারা
আমার কর্ণকুহর বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা
বিনষ্ট হইয়াছে । আপনাকে অলাতচক্র-
প্রতিম গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে দেখিয়া
আমার দৃষ্টি বিচলিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হই-
তেছে । ক্রোধোদ্ধত ভগবান্ ব্যোমকেশের
ন্যায় আপনার এই উগ্রমূর্তি ও অর্গলতুল্য
ভুজযুগল অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃ-
করণে অপরিণীম ভয় সঞ্চার হইতেছে ।
আপনি কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন ;
কখন সঙ্কান করিতেছেন ও কখনই বা
প্রয়োগ করিতেছেন ; আমি তাহা কিছুই
অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না । ফলতঃ
রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শন-
পূর্বক আমি নিতান্ত বিচেন্তন হইয়া
উঠিয়াছি । বোধ হইতেছে যেন, ভূমণ্ডল
নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে । এক্ষণে আমি
আর কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে
একান্ত অসমর্থ হইলাম ।

অর্জুন কহিলেন, হে উত্তর ! তুমি
ভীত হইও না ; সুবিখ্যাত মৎস্যরাজকূলে
উৎপন্ন হইয়া রণস্থলে আশ্চর্য্য কার্য্য
সকল সংসাধন করিয়াছ ; এক্ষণে কি
নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ ; ধৈর্য্যাবলম্বন-
পূর্বক পুনরায় অশ্ব সংযত কর ; অবিলম্বে

ভীষ্মদেবের সম্মিধানে যাইতে হইবে ; আমি তাঁহার মৌরবী ছেদন করিব । যাদৃশ মেঘ হইতে মৌদামিনীদাম বিনির্গত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ আজি আমি রণস্থলে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিব । তখন কৌরবগণ আমার এই স্তবর্ণ পৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণ করিয়া, উহার দক্ষিণ কি বাম পার্শ্ব হইতে শরনিকর নির্গত হইতেছে ; ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানা-প্রকার তর্ক বিতর্ক করিবে ; সন্দেহ নাই ।

আজি আমি রথাবর্তবতী, নাগনক্র-শালিনী, অরিনাশিনী, শক্রগণের শোণিত-তরঙ্গিণী আলোড়িত করিব এবং কর, চরণ, শিরঃ, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখাসম্মূল কুরুকানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব । যেমন অরণ্যমধ্যে দহনোন্মুখ পাবকের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ যখন আমি একাকী কৌরবসেনা সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব ; তখন কেহই আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না । আমি যিচ্চিত্র অস্ত্র শস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি ; আজি তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে । এক্ষণে বন্ধুর প্রদেশে রথ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব সাবধানে অবস্থান কর । আজি আমি নভোগণ্ডলগামী অতি বিপুল পর্বত বিদীর্ণ করিব । পূর্বে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জদিগকে সংহার করিয়াছি ; দেবরাজ হইতে দৃঢ় মুষ্টি ও ভগবান্ ত্রক্ষা হইতে ক্ষিপ্রহস্ততা শিক্ষা করিয়াছি । রুদ্রদেব হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে

বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি । তুমি কদাচ ভীত হইও না ; প্রবল বায়ু যেমন শীর্ণ কূলস্থ পাদপ-সমূহকে উন্মূলন করে ; তদ্রূপ আজি তোমার সমক্ষে যষ্টি সহস্র পয়োনিধিপারবর্তী হিরণ্যপুরবাসিগণকে পরাজয় করিয়া কুরু-কূল নিমূল করিব এবং ধ্বজবৃক্ষশালী, পত্তিহৃৎসম্পন্ন, রথিসিংহসমাকীর্ণ কৌরব-বন অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব এবং অসহায় হইয়া আজি সমস্ত কৌরবসেনা এই বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিব ।

অনন্তর উত্তর মহাবীর অর্জুন কর্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ক্রুরকর্মা ভীষ্ম জিগীষাপরবশ অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে, তিনি তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিশতি ইহার আসিয়া সহসা অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন । দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অর্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন । তখন অর্জুন নিশিতধার শর দ্বারা কাম্বুক ছেদন করিয়া পঞ্চ সায়কে তাঁহার অতি বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । পরে দুঃশাসন পার্শ্বশরনিপীড়িত ও তৎক্ষণাৎ সমরে পরাধূত হইয়া সম্মুখে সে স্থান হইতে অপস্থত হইলেন ।

অনন্তর মহাবীর বিকর্ণ অর্জুনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিকর্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিশ্ৰুতি, বিকর্ণের প্রাণ রক্ষা করিবার নিগিহিত অর্জুনের প্রতি অনবরত স্তুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় শর প্রয়োগপূর্বক তাঁহাদিগকে একান্ত জর্জরিত করিয়া তাঁহাদিগের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। অধিকৃত লোক সকল তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন অর্জুন অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ একত্র হইয়া অর্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। অশ্বগণের হেঁচা, করিকুলের বৃংহিত এবং ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ একত্র হওয়াতে এক জুমুল শব্দ সমুপস্থিত হইল। অর্জুন-নির্মুক্ত শরনিকর অশ্ব ও করি সমুদায়ের দেহ এবং লৌহময় কবচ সকল ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎকালীন দিবাকর মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় প্রথর কিরণজাল নিক্ষেপ করেন ; তদ্রূপ

মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে কৌরবপক্ষীয় রথী সকল রথ হইতে ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক ভয়চকিত মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অর্জুনের স্তুশাণিত শরনিকরে বীর পুরুষগণের তাত্র, রজত ও লৌহময় বর্ষ সমুদায় ভিন্ন হওয়াতে কঠোর শব্দ সমুদিত হইতে লাগিল। গতজীবিত গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথোপাস্ত হইতে নিপতিত জন সমুদায়ের কলেবরে রণক্ষেত্রে একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বোধ হইতে লাগিল ; মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন হস্তে করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। বজ্রনির্ঘোষমদৃশ গাণ্ডীবনিদাদ শ্রবণে সমুদায় সৈন্য বিব্রস্ত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কুণ্ডলোক্ষীষশোভিত দিব্য মাল্যবিভূষিত মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিল। বিশিখচ্ছিন্নকায়, দিব্যভরণভূষিত কাম্বুক-সনাথ হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় নিশিত সায়কে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্বে ত্রয়োদশ বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন ; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধায়ি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ

অৰ্জুনের শরানলে সৈন্য সকল দগ্ধ হই-
তেছে দেখিয়া দুৰ্য্যোধনের সমক্ষেই
ভয়োৎসাহ হইয়া উঠিলেন । মহাবীর
ধনঞ্জয় এই রূপে মহারথগণকে ত্রাসিত ও
বিদ্রাবিত করিয়া, প্রভূত সৈন্য সংক্ষয়
করিয়া রণক্ষেত্রে মধ্যে কবচোক্ষীষসকুল,
শ্বাপদগণনিবাদিত, ক্রব্যাদনিষেবিত, অতি
ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন ;
দেখিলে বোধ হয় যেন যুগান্তে কাল কর্তৃক
নিশ্চিত হইয়াছে । তাহাতে অস্থি সকল
শৈবালের ন্যায়, শরাসন সকল ভেলার
ন্যায়, মুক্তাহারজাল উর্ধ্বিমালার ন্যায়,
কেশকলাপ শাবলের ন্যায়, অলঙ্কারনিকর
বৃদ্ধদের ন্যায়, মাতঙ্গগণ কুর্মের ন্যায়,
তীক্ষ্ণ শস্ত্র সকল গ্রাহের ন্যায়, শর সমূহ
আবর্তের ন্যায় ও বৃহৎ বৃহৎ রথ সমূহ
মহাদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।
তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় যে কখন শর
গ্রহণ করিতেছেন, কখন শর সন্ধান
করিতেছেন, কখন শর নিক্ষেপ করিতে-
ছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ
করিতেছেন ; ইহা কেহই অবগত হইতে
পারিল না ।

ত্রিযুক্তিম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন !
অনন্তর দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন, বিবিশতি,
দ্রোণ, অশ্বখামা ও মহারথ কৃপাচার্য্য
ইহারা ধনঞ্জয়কে বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃ-
রায় হৃদয় শরাসন বিক্ষারিত করিয়া গমন
করিলেন । ধনঞ্জয়ও বিকীর্ণপতাক রথে

আরোহণপূর্বক তাঁহাদিগের প্রত্যঙ্গমন
করিলেন । তখন মহারথ কর্ণ ও দ্রোণ
অনতিদূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের
ন্যায় স্ততীক্ষ শর সমূহ বর্ষণ করিয়া
অৰ্জুনকে এরূপ আচ্ছাদিত করিলেন যে,
তাঁহার কলেবরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও
অনাচ্ছন্ন লক্ষিত হইল না ।

তখন মহাবীর অৰ্জুন হাস্য করিয়া
গাণ্ডীবে সূর্য্যসঙ্কাশ ঐন্দ্র অস্ত্র সংযোজন
করিলেন । সেই অস্ত্র হইতে আদিত্যের
ন্যায় অংশুমালা বিনির্গত হইতে লাগিল ।
তিনি তখন তাহা দ্বারা সমুদায় কৌরব-
গণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । গাণ্ডীব শরা-
সন মেঘমালাবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়,
পর্বতবিকীর্ণ ছত্ৰাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ
ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ।
যেমন বিদ্যুৎ বৃষ্টিসময়ে জলধরপটলে
আবির্ভূত হইয়া সমুদায় দিক্, সমস্ত ধরা-
মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিচোতিত করে ;
সেই রূপ সমাকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনু ও দশ দিক্
উদ্ভাসিত করিল । হস্তী ও রথী সকল
মুগ্ধ হইল ; ত্যক্তায়ুধ ঘোড়গণ বিহ্বল
হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সৈনিক পুরু-
ষেরা হতচেতন হইয়া সমরপরায়ুধ হইল ।
এই রূপে সৈন্যগণ সমর পরিহার করিয়া
স্ব স্ব জীবিত প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্বক
দিক্ দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল ।

চতুযুক্তিম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজনাথ ! তখন
কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক

যোদ্ধৃগণকে বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিত্রস্ত মহাশরাসন ও মশ্মভেদী স্ত্রীক্ষ শর সমুদায় গ্রহণপূর্বক মহাবেগে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়; তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র থাকাতে তদ্রূপ শোভা হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুন্দন শঙ্খনিদে ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণকে হ্রষ্ট করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন-পূর্ব্বক পার্থকে আক্রমণ করিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জুন ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জুনের ধ্বজে শ্বসমান ভূজঙ্গের ন্যায় অষ্টশর নিক্ষেপ করিলে, তত্রস্থ কপি ও অন্যান্য জন্তু সকল বিদ্ধ হইল। ধনঞ্জয় তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীক্ষ ভল্ল প্রহার করিয়া ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত এবং বাণাঘাতে তাঁহার অশ্বগণ, পার্শ্ব ও সারথিকে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জুন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি তৎকর্ত্তক স্বীয় ধ্বজ প্রভৃতি বিনষ্ট হইল অবলোকন করিয়া রোষান্বিত চিত্তে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জুনও স্বীয় পিতামহের প্রতি শর সন্ধান করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে বলি ও রাসবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; এক্ষণে অর্জুন ও ভীষ্মের সেই রূপ ভূমূল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাবতীয় কৌরবগণ,

যোদ্ধৃবর্গ ও সেনা সমুদায় বিস্ময়াবিস্ট চিত্তে তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় কর্ত্তক নিমুক্ত ভল্লনিচয় অন্তরীক্ষে উখিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ শর নিক্ষেপ সময়ে সত্বরে এক বার বাম ও এক বার দক্ষিণ হস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অলাতচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

মেঘ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে; তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাশিশির শান্তনুতনয় মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অর্জুনের শরজাল ছেদন করিয়া তাঁহার রথসমাপে পাতিত করিলেন। তখন অর্জুনের রথ হইতে পুনরায় শলভ-রাজিসদৃশ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বিনির্গত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ নিশিত শত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তৎসমুদায় নিরাকরণ করিলেন। তখন সমুদায় কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কি অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! মহাবীর ধনঞ্জয় বলবান্, যুবা, দক্ষ ও লঘুহস্ত। শান্তনুন্দন ভীষ্ম, দেবকী-সুত কৃষ্ণ ও ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ঐ মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করা কান্নার সাধ্য!

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংস বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্র নিয়োগপূর্বক সমরক্রীড়া করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন । তাঁহারা প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কোবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রয়োগ-পূর্বক সমরঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে সমুদায় বীর বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ সাধু পার্থ, কেহ বা সাধু ভীষ্ম বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কহিল, আমরা মনুষ্যালোকে এতাদৃশ যুদ্ধ কদাচ নয়নগোচর করি নাই । সর্বাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম ও অর্জুন এই রূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক অস্ত্রযুদ্ধ করিলেন ।

অনন্তর শরযুদ্ধ আরম্ভ হইল । অর্জুন ক্ষুরধার মায়ক দ্বারা ভাস্কের শরাসন ছেদন করিলে, তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য চাপ গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্বক অর্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন । মহাবীর অর্জুনও তাঁহার উপর নিশিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তৎকালে ঐ দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ এরূপ সহরে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর লঘুহস্ত, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ বোধগম্য হইল না । তাঁহারা পরস্পর অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । তদর্শনে তত্রস্থ সমুদায় লোক বিস্মিত ও চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল । তখন মহাবীর অর্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকগণকে

নিহত ও পাতিত করিলেন । তাঁহার গাণ্ডীবনির্মুক্ত কনকপুঙ্খবিভূষিত শর সমুদায় আকাশমার্গে উৎখিত হইয়া হংস-পংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।

বাসবপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন । এতাপশালী গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন পার্থের বিক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, মহাশয় ! ঐ দেখুন, পার্থনির্মুক্ত দিব্যাস্ত্র সকল যেন সংহত হইয়াই ধাবমান হইতেছে । কি আশ্চর্য্য ! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য ! মনুষ্যমধ্যে আর কেহই ঐ সমুদায় পুরাতন মহাস্ত্রের প্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে । মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ যে কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন বাণ সন্ধান করিতেছেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন ; এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন ; তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না । সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় অর্জুন ও ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না । উঁহারা উভয়ে সমান বিশ্রুতকর্শী, তীব্রপরাক্রম ও দুর্জয় । সুররাজ ইন্দ্র চিত্রসেনের মুখে মহাবীর অর্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা শ্রবণে পশ্চম পরিতুষ্ট হইয়া উঁহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্প রুপ্তি করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর শান্তমুনন্দন ভীষ্ম অর্জুনের বাম পার্শ্বে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে সহাস্র বদনে

ভীষ্মধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদনপূর্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শান্তমুতনয় অর্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথকূবর ধারণপূর্বক বহু ক্লণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদেশ বাক্য স্মরণ-পূর্বক রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

পঞ্চমস্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাধুখ হইয়া সত্বরে পলায়ন করিলে, রাজা দুর্যোধন কাম্যুক এহণপূর্বক এক প্রচণ্ড সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সহসা অর্জুনের সম্মিথানে আগমন করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সঙ্কান করিয়া সমরাস্ত্রচাৰী ধনঞ্জয়ের ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। অর্জুন ভল্ল-বিদ্ধ হইয়া এক শূঙ্গসম্পন্ন নীল পর্বতের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন স্তবর্ণপুঙ্খশোভিত ভল্লাস্ত্র একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর, মহাবীৰ্য্য অর্জুন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া গাণ্ডীব শরাসনে বিষাগ্নিসদৃশ শর সঙ্কান করিয়া দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্যোধনও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর ক্রোপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্বতসন্নিভ এক মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জুন সেই মাতঙ্গের কুস্ত-মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সঙ্কানপূর্বক এক শর পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দেবরাজবিস্মৃষ্ট বজ্র পর্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে ; তদ্রূপ অর্জুনশর সেই করিবরের কুস্তদেশে বিদারণপূর্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তখন সেই নাগরাজ নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তৎকণাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল। তদর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই করিরাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত পদ সঞ্চারে এক শত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন সেই রূপ আর একটি শর দ্বারা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃগণের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধৃগণ অর্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া সত্বরে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন এই অন্ত্যুত ব্যাপার সকল অবলোকন ও জ্ঞাপন করিয়া সহসা অর্জুনশূন্য প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জুন সেই ভীমরূপী বাণবিদ্ধ রুধিরোক্ষিতকলেবর দুর্যোধনকে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আক্ষালনপূর্বক কহিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি সমরভূমি হইতে পলায়ন করিয়া কি নিমিত্ত মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ ?

দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত তুর্ধ্যও সমাহত হয় নাই । আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশবর্তী হইয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও ; সেই সকল পূর্ব কার্য্য একবার স্মরণ কর । যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ ; তখন ভূমণ্ডলে তোমার দুর্ঘোষন নামটি নিতান্ত নিষ্ফল হইল, ঐ নামের আর গৌরব রহিল না । আজ তোমার অগ্র পশ্চাৎ কোন রক্ষক নিরাক্ষণ করিতেছি না ; অতএব তুমি সহরে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! যেমন মত্ত মাতঙ্গ অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হয় ; সেই রূপ পলায়নোন্মুখ দুর্ঘোষন মহাশয় অর্জুনের বাক্যে আহুত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন । ভুজঙ্গ যেমন পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না ; তদ্রূপ অর্জুনের তিরস্কার তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল । হেমমালী কর্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বায় ক্ষত বিক্ষত গাত্র স্তম্ভিত করিয়া তাঁহার উত্তর দিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিল । মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্ঘোষনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন । দ্রোণ, কৃপ, বিবিশ্বাসি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্ঘোষ-

ধনের সাহায্যার্থ ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক অতি শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন । হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয় ; সেই রূপ তরঙ্গী ধনঞ্জয় মহাপ্রবাহ-সদৃশ সেই সেনানিচয়কে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন । যেমন ঘনঘটা পর্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে ; সেই রূপ কোরব-সেনা অর্জুনের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ।

গাণ্ডীবধন্য ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা কোরব অস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, অনিবার্য্য সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত ও শর সমুদে-দণ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কোরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন । পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আঘাত করিলে, দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । কুরুবীরগণ অর্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্বর্ষ শরাসন পরিত্যাগপূর্বক এক বারে চেটী-শূন্য হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল ; তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে বীর ! কোরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে ; অতএব তুমি সহর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুল্ক বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র এবং অশ্বখন্ডা ও দুর্ঘোষনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর । ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিঘাতকৌশল অবগত আছেন ; বোধ হয়, উনি চেতনাশূন্য হন নাই ; অতএব উঁহার অশ্বগণকে বাগ দিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্বক গমন করিতে হইবে ।

মহাত্মা বিরাটপুত্র রথি পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্বক মহারথিগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই শ্বেত-বর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে, তাহার তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া অর্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময়ে তরস্বী ভীষ্ম পুরুষপ্রবীর অর্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্ব-গণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন। অর্জুন এই রূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্রয় করিয়া রথবন্দ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘ-মালানিস্তৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, হুসৈন্যকল্প সব্যাসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন; তখন দুর্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উহাকে এরূপ আহত করুন যে, আর বিমুক্ত হইতে না পারে।

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, দুর্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদায় বাণ ও বিচিত্র ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলে; তখন মহাবীর পার্থ নৃশংসকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; ইহার মনঃ কদাচ পাপ কশ্যে

সংস্কৃত হয় না। ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও ইনি স্ব ধর্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্তই এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে প্রস্থান কর; অর্জুন গোধন সকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থ বিঘাত না হয়; এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।

অমর্ষপরবশ দুর্যোধন পিতামহমুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাভীকৃত বিষয়ে হতশ্রাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূমীস্তাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারিতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া, দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে মুহূর্ত্ত কাল শর দ্বারা তাঁহা-দিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খ-নির্নাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারা সমুদায় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাটপুত্রকে কহিলেন,

উত্তর ! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্তিত কর ; তোমার পশু সকল প্রত্যাহত হইয়াছে ; উহার অগ্রে গমন করুক ; পশ্চাৎ তুমি হুঁক চিত্তে গমন করিবে ।

অন্তরীক্ষে দেবগণ কুরুগণের সহিত অর্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন-পূর্বক মনে মনে তদ্বিময়ের আন্দোলন করিয়া হুঁক চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! বৃষভলোচন ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন । তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, যুদ্ধ-কেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতক গুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে অর্জুনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিল, আমরা আপনার কি করিব, অনুমতি করুন । অর্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি ; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই ; তোমরা পরগ স্থখে প্রস্থান কর ; আমি কদাচ আৰ্ত্ত ব্যক্তির প্রাণ হিংসা করি না ।

মৈনিকগণ অর্জুনের অভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও আয়ুঃপ্রদ অশীর্বাদ প্রয়োগে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল । অনন্তর ধনঞ্জয় বিনবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া মত্ত গাতঙ্গের ন্যায় বিরাট নগরাভিমুখে গমন করিলে, কৌরবগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না ।

এই রূপে মহাবীর অর্জুন মেঘসঙ্কাস কুরুসৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, তাত ! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন ; তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে ; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না ; তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়বশতঃ তোমার পিতার প্রাণ নাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । তুমি তাঁহার নিকটে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ আশ্রুত বলিয়া প্রকাশ করিবে ।

উত্তর কহিলেন, মহাশয় ! আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ; আমি যে তাহা সম্পাদন করি ; ঐদৃশ সাগর্য্য নাই ; শুধে এই মাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন ; তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না ।

এই রূপ কথোপকথনের পর শর-বিক্ষতশরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্তী সেই শমী-তরুসমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন বহুপ্রতিগ মহাকপি ভূতগণও দৈবী মায়া-সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন ; সন্দনে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল । রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তুণ ও শর সমুদ্রায় পূর্ববৎ বিন্যস্ত করিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় পূর্বের ন্যায় বেণী বন্ধনপূর্বক বৃহন্নলারূপে রাজপুত্রের অগ্ররশ্মি গ্রহণ করিলেন । রাজপুত্র উত্তর পার্শ্ব সারথি-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

পশ্চিমধ্যে ফাল্গুন উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজপুত্র ! অবলোকন কর, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে । গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিল পান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্ত চিত্তে নগরে গমনপূর্বক প্রিয় সংবাদ প্রদান ও তোমার বিজয় ঘোষণা করুক । আমরা অপরাহ্নে গমন করিব । উত্তর অর্জুনের বাক্যে স্বরমান হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা নগরে গমনপূর্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহত হইয়াছে, প্রচার কর । অনন্তর বিজয়পরিতপ্ত উত্তর ও পার্শ্ব পূর্বোৎসৃষ্ট স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । এ দিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষম বদনে দীন মনে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন ।

অষ্টমস্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্তদিগকে পরাজয় পূর্বক প্রভূত ধন ও সমস্ত গোধন অধিকার করিয়া পাণ্ডবচতুষ্টয়ের সহিত সন্ধি মনে স্ব নগরে প্রবেশ করিলেন । প্রকৃতিগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন । বিরাট তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদানপূর্বক অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে ? তখন তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে কহিল, মহারাজ ! ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ কৌরবগণ আপনার উত্তর গোপুত্রের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে, শ্রবণ করিবাগাত্র রাজকুমার অতিমাত্র ফোপাবিস্ট হইয়া বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে কেবল সহস্র সহকারে বিজয় লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন । বিরাটরাজ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া একান্ত সন্তপ্ত মনে মন্ত্ৰীগণকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্ৰীগণ ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্তদিগের প্রস্থানসংবাদ শ্রবণ করিয়া সে স্থানে কদাচ অবস্থান করিবেন না ; বাহা হউক, বাহার। আমার রণস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে ; এক্ষণে সেই সকল যোদ্ধগণ উত্তরের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্যগুণী-সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক ।

এই রূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রয়াণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা স্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর ; বোধ হইতেছে, যখন ক্রীষ সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে ; তখন সে কদাচ জীবিত নাই । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহা-

রাজ ! আজি বৃহমলা রাজকুমারের সারথী স্বীকার করিয়া গমন করিয়াছে ; অতএব অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না । আজি আপনার আত্মজ সেই একমাত্র সারথির সহায়্যেই দেব, দানব, যক্ষ, সিদ্ধ ও সমস্ত কৌরবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন ; তাহার সন্দেহ নাই ।

এই অবসরে দূত সকল রাজসভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়সংবাদ নিবেদন করিল । তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন সকল গ্রহণ করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন । তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! আজি ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সকল আনীত হইয়াছে ; যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে, কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছেন ; ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে ; কারণ বৃহমলা যাহার সারথি ; নিশ্চয়ই তাঁহার জয় লাভ হইয়া থাকে ।

অনন্তর বিরাট নৃপবর হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে রাজপথে পতাকা সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চনা কর । যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রতিগমন করুক । অধিকৃত লোকেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয়

ঘোষণা করুক ; আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশে বিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক ।

তখন রাজার আদেশক্রমে ভেরী, তুরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল ; প্রমদারা উজ্জ্বল বেশে উত্তরের প্রত্যাগমন করিল ; সূত ও মাগধ সকল রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বিনির্গত হইল । তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্ল মনে সৈরিক্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সৈরিক্রী ! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর ; আমি কঙ্কের সহিত দ্যুতক্রীড়া করিব । অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অনায়াস ও গর্হিত ; আজি আপনাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি ; অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যুতক্রীড়া করিব না ; যদি অভিলাষ হয় বলুন, আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ।

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক ! যদি আমার অভিলষিত দ্যুতক্রীড়াই না হইল ; তবে অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী, গো, হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি ? দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্ব প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না ; অতএব আইস, আমরা উভয়ে ক্রীড়া করি । কঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! বহু দোষাকর দ্যুতক্রীড়া করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে ? বরং উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয় । বোধ

হয়, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডু-
নন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যুতাসক্ত হইয়া
সমস্ত রাজ্য ও অমরোপম ভ্রাতৃ-
গণকে হারিয়াছেন ; অতএব দ্যুতক্রীড়া
আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। অথবা
যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া
থাকে, বলুন, আমি এই ক্ষণেই দ্যুতে
প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর দ্যুতারম্ভ হইলে মৎশ্ররাজ
রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, কঙ্ক ! আজি
আমার আত্মজ মহাবীর কৌরবগণকে
রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! বৃহন্নলা
যাঁহার সারথি ; সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার
জয় লাভ হইবে। মৎশ্ররাজ বারংবার
এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে নিতান্ত
অধীর হইয়া কহিলেন, হে কঙ্ক ! আমার
পুত্র উত্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-
গণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ
হইবে ? তুমি আমার পুত্রের সমান
ক্লীবের প্রশংসা করিলে ; তোমার বাচ্যা-
বাচ্য জ্ঞান নাই ; তুমি এক্ষণে আমারই
অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ; যাহা হউক,
আজি বয়স্শ্রাব প্রযুক্ত তোমার এই অপ-
রাধ মার্জনা করিলাম ; কিন্তু যদি জীবিত
লাভের অভিলাষ থাকে ; তাহা হইলে
আমি কদাচ এরূপ কহিও না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! অচার্য্য
দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুৰ্য্যো-
ধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং
অসংখ্য সহস্রদেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণ-

স্থলে উপস্থিত হন ; তাহা হইলে বৃহন্নলা
ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ
করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার তুল্য
বাহুবলসম্পন্ন আর কেহ হয় নাই ও হইবে
না ; ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাঁহার
মনোমধ্যে সান্তিশয় হর্ষসঞ্চার হইয়া থাকে।
যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও
মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে
সমর্থ হয় ; তাহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি
সংগ্রামে জয় লাভ না করিবে ?

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক ! আমি বারং-
বার তোমাকে নিষেধ করিতেছি ; তথাপি
তুমি বাক্য সংযমন করিতেছ না ; বোধ
হইতেছে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন
ব্যক্তিই ধর্মপথে প্রবৃত্ত হয় না ; যাহা
হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য
প্রয়োগ করিও না। মৎশ্ররাজ এই রূপ
ভৎসনা করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মূখ-
মণ্ডলে অক্ষাঘাত করিবামাত্র তাঁহার
নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে
লাগিল ; কিন্তু এ রুধিরধারা ধরাতল
স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি
দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ব-
বর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি এক বার
দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভি-
প্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক স্তবর্ণ-
পাত্রে সেই শোণিতধারা ধারণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ
পবিত্র গন্ধমাল্যে আকৌর্ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে
নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও
জনপদবাসী স্ত্রী পুরুষগণ তাঁহাকে অর্চনা

করিতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার স্বীয় ভবনদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া পিতাকে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বারবানকে আদেশ করিলেন। দ্বারী রাজপুত্রের আদেশানুসারে সত্বরে মৎস্যরাজসমীপে গমনপূর্বক কহিল, মহারাজ ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

মৎস্যরাজ পুত্রের আগমনবার্তা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, দ্বারপাল ! সত্বরে উত্তর ও বৃহন্নলাকে আনয়ন কর ; উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। তখন ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে কহিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর ; বৃহন্নলা যেন এস্থানে আগমন না করে। মহাবাহু বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, “সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাশণ বা আমার অঙ্গ ক্ষত করিবে ; সে তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবে না” ; অতএব বৃহন্নলা যদি এস্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত সন্দর্শন করে ; তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য, বল ও বাহনের সহিত সংহার করিবে।

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক পিতার চরণ বন্দন করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে ব্যগ্র চিত্তে একান্তে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন ; সৈরিন্দ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বরে পিতাকে কহিলেন, মহাশয় ! কে ইহাকে প্রহার করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল ?

বিরাট কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার বিজয়বার্তা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম ; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিল ; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে প্রহার করিয়াছি।

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ইহাকে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন ; শীঘ্র প্রসন্ন করুন ; নচেৎ দারুণ ব্রহ্মবিষে সমূলে নিম্মূল হইবেন ; তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর ভস্মাচ্ছন্ন ছত্ৰাশনসদৃশ ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, মহারাজ ! আমি অনেক ক্ষমা ক্ষমা করিয়াছি ; আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত ; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বিনষ্ট হইতে ; তোমার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত ; তুমি আমাকে নিরুপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে ; কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত তোমার অগুণাত্ত ও অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা-প্রসিদ্ধই আছে, বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিসৃত শোণিত,

অপনীত হইলে, বৃহন্নলা তথায় প্রবেশ-
পূর্বক বিরাট ও তাঁহাকে অভিবাদন করি-
লেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন
করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সংগ্রামসাগত
উত্তরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে
বৎস ! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হই-
য়াছি ; তোমার সমান পুত্র আমার আর
হয় নাই ও হইবে না। যিনি অহোরাত্র
যুদ্ধ করিয়া কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হন না ;
তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের
সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে ! এই মনুষ্য-
লোকে যাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা বিদ্যমান
নাই ; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর
ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে !
যিনি সর্বাস্ত্রবিশারদ ; যিনি যাদব, কৌরব
ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ; তুমি কি
প্রকারে সেই মহাবীর দ্রোণের সহিত
সংগ্রাম করিয়াছিলে ! যিনি সমস্ত অস্ত্র-
ধারীর অগ্রগণ্য ; তুমি কি প্রকারে সেই
মহাবীর অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়া-
ছিলে ! যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে হত-
সর্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয় ;
তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কৃপের
সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে ! যিনি শর
দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন ;
তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দুৰ্য্যো-
ধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে ! যাহা
হউক, বলশালী কৌরবগণ আমার যে
সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল ; তুমি
আমিষহর ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দূরী-
কৃত করিয়া তৎ সমুদায় প্রত্যাহৃত করি-

য়াছ ; অতএব অরাতিগণ অবসন্ন হইয়াছে
এবং স্তম্ভসেব্য অনুকূল সমোরণ প্রবাহিত
হইতেছে ; সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে তাত ! আমি
স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া
গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই ; এক দেব-
পুত্র ঐ সমুদায় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়াছেন ;
আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম ;
তিনি আমাকে নিবারণপূর্বক স্বয়ং রথে
অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও
গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি
একাকী শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ,
দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রণীকে
সমরপরাস্থ করিয়াছিলেন। তদর্শনে
দুৰ্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে
উদ্যত হইলে, সেই দেবকুমার দুৰ্য্যোধনকে
সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, “কুরুরাজ !
কোথায় পলায়ন করিতেছ ? হস্তিনা-
নগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার
নাই। এক্ষণে স্বীয় বলবীৰ্য্য প্রকাশ-
পূর্বক সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা
কর ; তুমি পলায়ন করিলেও কোন ক্রমে
পরিভ্রাণ পাইবে না। অতএব আজি যুদ্ধ
করিতে প্রবৃত্ত হও ; যদি তাহাতে জয়
লাভ কর ; তবে সমুদায় মেদিনীমণ্ডলে
একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে ; আর যদি
নিহত হও ; তাহা হইলেও পরলোকে
স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে ; সন্দেহ
নাই”।

মানধন দুর্ঘোষধন দেবপুত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া মচিবগণ-সমুত্তিব্যাহারে অশনিমদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্ঘোষধনের অতি ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে আমার রোম-হর্ষ ও উরু কম্প হইতে লাগিল । কিন্তু সেই সিংহমদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রণীকে পরাজয় করিলেন ; পরিশেষে অসংখ্য শরনিকর প্রহার দ্বারা সমুদায় কুরুগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্য সমূহকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন । অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শাদ্দীল অনায়াসে বনচর যুগগণকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সেই মহাবল পরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্প কালমধ্যেই সসৈন্য কৌরব-গণকে পরাজয় করিলেন ।

বিরাট উত্তরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, বৎস ! যে দেবপুত্র কৌরব-গণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোথায় ? আমি তাঁহাকে দর্শন ও অর্চনা করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি ।

উত্তর কহিলেন, হে তাত ! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন ; কল্য হউক বা পরশ্বই হউক ; পুনরায় আবির্ভূত হইবেন । তখন গৎশ্বরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না ।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন বিরাটরাজের

আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অপহৃত বস্ত্র সমুদায় প্রদান করিলেন । রাজপুত্রী মহামূল্য বিবিধ নূতন বসন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । পরে ধনঞ্জয় বিরাটপুত্রের সহিত মজ্জনা করিয়া ইতিকর্তব্যত্যা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসমীপে নিবেদন করিলেন ; পরিশেষে পঞ্চ ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্ট মনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ।

গোহরণ পরীক্ষাধায় সমাপ্ত ।

বৈবাহিক পরীক্ষাধায় ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর প্রতিজ্ঞায়ুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানান্তর শুরু বসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন । যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগর্গ দ্বারদেশে অশোভিত হয়, যেমন গৃহমধ্যে অগ্নি সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেই রূপ মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায়,

আগমন পূর্বক পাবকসম্মিত পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া রোমাভিভূত হইলেন । পরে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দেবগণপরি-বৃত্ত দেবরাজসদৃশ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক ! আমি তোমাকে দ্যুতকারী সন্ত্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম ; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কৃত হইয়া রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলে ?

অর্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্র বদনে পরিহাস বাসনায় কহিলেন, হে রাজন্ ! এই মহাতেজাঃ দেবরাজের অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত ; ইনি অতি বদান্ত, যুধিষ্ঠির ধর্ম্য ও অলৌ-কিক বুদ্ধিশালী ; এই ধরামণ্ডলে ইঁহা অপেক্ষা অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই । ইনি পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র ; ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ ; মহাতেজাঃ সমুদ্র শ্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতি-পালক ; ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির ; ইঁহার কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার শ্যায় চতুর্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে । ইনি যৎকালে কুরুমণ্ডলে অধিবাস করিতেন, তখন দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসংগোজিত ও স্তবর্ণমণ্ডিত রথ ইঁহার অনুযাত্র ছিল ; যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অষ্ট শত সূত মাগধগণের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহার স্তুতিবাদ করিত ; যেমন অমর-গণ সর্ব্বদা কিঙ্করের শ্যায় কুবেরের উপা-সনা করে, সেই রূপ কুরু ও রাজগণ ইঁহার উপাসনা করিত ; ইনি স্বাধীন ও

পরাদীন সমুদায় মহীপালকেই বৈশেষ্য শ্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন ; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইঁহার নিকটে জীবিকা লাভ করিত ; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ ; ইঁহার স্ত্রী ও প্রতাপে দুর্ব্বোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরস্তুর পরি-তাপিত হইতেছে । এই রূপ অসীম গুণ-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না ?

একসপ্ততম অধ্যায় ।

বিরাট কহিলেন, যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির ; তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে ? তাঁহার দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন ; ইঁহা ত কেহই অবগত নহে ।

অর্জুন কহিলেন, হে নরাধিপ ! যিনি আপনার সুপকারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লব নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম । ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধ-বশ যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুস্তম সকল আহরণ করিয়াছিলেন । যিনি ছুরাশ্রা কীচকগণকে সংহার করিয়া-ছিলেন ; ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব । ইনি আপ-নার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহ-গণকে হনন করিয়াছিলেন । যিনি আপ-নার অশ্বপাল ; তিনি এই নকুল এবং যিনি

আপনার গোপালক ; তিনি এই সহদেব ।
ইহার পরম রূপবান্ ও প্রত্যেকে সহস্র
যোদ্ধার সমকক্ষ । এই অলোকসামান্য
রূপসম্পন্ন পতিপরায়ণা সৈরিন্দ্রীই দ্রুপদ-
নন্দিনী । কীচকগণ ইহার নিমিত্তই
নিহত হইয়াছে । আর আমিই ভীম-
সেনের অনুজ ও নকুল সহদেবের পূর্বজ
অর্জুন ; আপনি আমার বৃত্তান্ত সম্যক
রূপে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন । হে
রাজন্ ! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অব-
স্থিতি করে, সেই রূপ আমরা আপনার
আলয়ে পরম সুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি ।

অর্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত
হইলে, বিরাটনয় উত্তর পুনরায় তাঁহা-
দিগের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ।
তাত ! এই যে স্বর্ণের ঝায়া গৌরবর্ণ,
সিংহের ঝায়া প্রবুদ্ধ, উন্নতনাসাসম্পন্ন ও
লোহিতায়তনেত্র পুরুষকে দেখিতেছেন ;
ইনি রাজা যুধিষ্ঠির । এই যে মত্তমাতঙ্গ-
গামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলক্ষ্ম ও দীর্ঘবাহু
পুরুষকে দেখিতেছেন ; ইনি বৃকোদর ।
ইহার পার্শ্বে যে ব্লারণযুধপতিসদৃশ,
সিংহের ঝায়া উন্নতক্ষম, গজরাজগামী,
কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর, যুবাদণ্ডায়-
মান আছেন ; ইনিই মহাধনুর্ধর অর্জুন ।
ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রসদৃশ দুইটী পুরুষ
রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া
উপবিষ্ট আছেন ; মনুষ্যলোকে ঐহা-
দিগের রূপ, লাভ্য, বল, বিক্রম ও জুগী-
লতার তুলনা নাই ; ইহারাই নকুল ও
সহদেব । আর ঐ মৃত্তিমতী পার্বতীর

ঝায়া, স্নিগ্ধদর্শন ইন্দীবরের ঝায়া, মনো-
হারিণী সুরকামিনীর ঝায়া, বিগ্রহবতী
লক্ষ্মীর ঝায়া যে রমণী ইহাদিগের পার্শ্বদেশে
উপবেশন করিয়া আছেন ; ইনিই দ্রুপদ-
নন্দিনী কৃষ্ণা ।

এই রূপে রাজকুমার উত্তর পিতার
সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া,
পরিশেষে অর্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে
লাগিলেন । ইনিই যুগকুলসংহারকারী
কেশরীর ঝায়া অরাতিগণকে নিপাতিত
করিয়াছেন ; এবং রথ সমূহ ভগ্ন করিয়া
অক্ষুন্ন চিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন ;
প্রকাণ্ডকলেবর মাতঙ্গগণ ইহারই একমাত্র
বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয়ধরাতে
প্রোথিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে ;
ইনিই গোমগন্ত প্রত্যানীত ও কৌরব-
গণকে পরাজিত করিয়াছেন ; ইহারই
শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল ।

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন, তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করি-
বার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ;
অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি
এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি ।

উত্তর কহিলেন, আমার মতে মহাজ্ঞা
পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয় ; এবং
প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে ; অত-
এব সংকারণোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে
পূজা করুন ।

বিরাট কহিলেন, আমিও শত্রুগণের
হস্তগত হইয়াছিলাম ; ভীমসেন আমাকে
মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যনয়ন ।

করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা ইহাদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সংকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইহাদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি; বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদায় ক্ষমা করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। বিরাটরাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সংকারপূর্বক দণ্ড, কোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন; এবং কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিয়া অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আশ্রয়, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং ছুরাজাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে; আপনারা নিঃশঙ্ক চিত্তে তৎ সমুদায় প্রীতি গ্রহ করুন। সব্যাসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভৃত্তা; এক্ষণে ইনিই তাহার পূর্ণগ্রহণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! মৎস্য ও ভরতকুলের পরম্পর সম্বন্ধ নিবন্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত; অত-

এব আজি আমি স্মৃষার্থ আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাটরাজ কহিলেন, পাণ্ডবপ্রবীর! আপনি কি নিমিত্ত আগার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাভ্যে প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?

অর্জুন কহিলেন, মহাশয়! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতাম; তিনি কি রহস্য, কি প্রকাশ্য সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; আমি তাঁহাকে পরম প্রবত্ত সহকারে নৃত্য গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া, তিনিও আগাকে সম্মান-ভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এই রূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি; তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধ সম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্র-বধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রীতি, আমার পুত্রের প্রীতি অথবা আমার প্রীতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি; অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাহুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমারদৃশ, অস্ত্র-কোবিদ আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার

ক্রামাতা ও উত্তরার ভর্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে কৌশ্বেয় ! আপনি নিতান্ত ধর্ম্যপরায়ণ ; উত্তরার পাণি-গ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন রিলাম, তখন আমার সমুদায় কামনা সম্পূর্ণ হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, পাণ্ডব-গণ বিরাট নগরে অবস্থান করিতেছেন ; ইহা সর্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জুন জনার্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদ ও অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন ; দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ড ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন ; ইহারা সকলেই অক্ষৌহিণী-নায়ক, যাগশীল ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। পরম ধার্ম্মিক বিরাট নানা দিগ্দেশাগত ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী-দিগকে সমুচিত সম্মানপূর্বক সংকার

করিলেন। অভিমন্যুকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্বানের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর আনর্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্মা, হার্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রুর, শাম্ব এবং বলদেবনন্দন নিষষ্ঠ ইহারা অভিমন্যু ও স্তভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পাণ্ডব-সারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সমস্ত রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত অশ্ব, অর্কবুদ রথ, নিখর্য পদাতি এবং রুমি, অঙ্কক, ভোজবংশীয় বহু ব্যক্তি বাসুদেবের সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমারম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী, পণব প্রভৃতি বাজ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ যুগ, মংস্ত্র ও মৈরেয় প্রভৃতি প্রভূত সুরা সকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক, নট, বৈতালিক, সূত ও মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। সর্বাঙ্গহুন্দরী মংস্ত্রনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ আভরণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রহুতার শ্রায় অলঙ্কৃত উত্তরাকে লইয়া হুদেয়া-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন ; কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীর অসীম রূপ লাভ্য ও উজ্জ্বল কান্তি সন্দর্শনে সকলেই পরাভূত হইলেন।

ধনঞ্জয় নিজ পুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত বিরাটকন্যা উত্তরাকে গ্রহণ করিয়া দেব-রাজ ইন্দ্রের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরাকে স্নানার্থ প্রতিগ্রহ পূর্বক জনার্দনকে পুরস্কৃত করিয়া মহাত্মা সৌভদ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট আশ্রিত হুতাশনে বিধিবৎ হোম ও বিজ-গণকে অর্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতি-পূর্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, তুরি

ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মপর্যন্ত প্রদান করিলেন।

উদ্বাহক্রিয়া: পরিসমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অচ্যুতপ্রদত্ত সন্ম-দায় ধন, গোসহস্র, রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয়ন, রমণীয় ভোজন ও নানা-বিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হৃষ্ট পুষ্ক-জনাকীর্ণ মৎস্যনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বৈবাহিকপর্বোদ্যায় সমাপ্ত।

বিরাটপর্ব সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২০.২২-২৩)

মহাভারত ।

উদ্যোগপর্ব

সেনোদ্যোগপর্বোধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !
পাণ্ডব ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ অভিমন্যুর
উরাহক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, যামিনীযোগে
বিশ্রাম-পূর্বক প্রাতঃকালে অফুল্ল গনে
পুষ্পদামবিভূষিত, স্নগন্ধসম্পন্ন, গণিরত্ন-
খচিত, আসনসনাথ বিরাটরাজের সভা-
মণ্ডপে গমন করিলেন । বিরাটরাজ ও
ক্রপদরাজ প্রথমে আগন পরিগ্রহ করিলে,
বহুদেবপ্রভৃতি মান্ততম বৃদ্ধগণ উপবেশন
করিলেন । পরে সাত্যকি ও বলদেব পাঞ্চাল-
রাজসমাপে এবং যুধিষ্ঠির ও বাহুদেব বিরাট-
রাজসম্মিধানে সমাধীন হইলেন । তৎপরে
ক্রপদরাজের পুত্রগণ, ভীম, অর্জুন, নকুল,
সহদেব, প্রচ্যাম্ব, শাম্ব, বিরাটপুত্রগণ এবং
পাণ্ডবসদৃশ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ও রূপবান্
দ্রোপদেয়গণ স্তবর্ণভূষিত আসনে অধিষ্ঠান
করিলেন । উজ্জ্বল নেপথ্যমণ্ডিত রাজমণ্ডল
উপবেশন করিলে, বিরাটরাজের স্নস্নগন্ধ
সভামণ্ডপ বিমল গ্রহমণ্ডলবিভূষিত গগন-
তলের স্থায় শোভা ধারণ করিল ।

অনন্তর ভাস্কর বৈশম্যভূষিত মহারথ
নৃপগণ বিবিধ বিচিত্র কথোপকথনান্তর
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনা-
বলম্বন করিলেন । তখন বাহুদেব অবসর
প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য সাধনের
নিমিত্ত ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া
মহার্ষসম্পন্ন ঔদার্যযুক্ত বাক্য-সকল
কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

হে রাজন্ত বর্গ ! এই রাজা যুধিষ্ঠির
অক্ষত্রীড়ায় মৌবল কর্তৃক যে রূপে শঠতা-
পূর্বক পরাজিত, হতরাজ্য ও বনবাসের
নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা
আপনারা সকলেই অবগত আছেন ।
পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিব্যামণ্ডল বলপূর্বক স্বাধীন
করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরাশ্র-
য়তা প্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুঃস্বপ্নে
ব্রত স্বীকার করিয়াছেন । বিশেষতঃ
অজ্ঞাত বাসসময়ে আপনাদিগের নিবাসে
দাম্পত্যপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরূপে
সহ করিয়া, দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের
অগোচর নাই । এক্ষণে কোরব ও
ওবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম,

বশব্দর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত স্বরসাত্রাজ্যও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীৰ্য্যে ইহাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া, কেবল ষষ্ঠাতাপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়া ইহাদিগকে অসহ ক্রোধানলে দগ্ধ করিতেছেন; তথাপি ইহারা তাঁহাদিগের অনাময়ই কামনা করিতেছেন। ইহারা স্বয়ং ভূপতিগণকে নিপীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণ-মানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইহাদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে উগ্ৰত হইয়াছিলেন। অতএব কোরবগণের ঈদৃশ প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা ও ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আপনারা সমবেত বা পৃথগ্ভূত হইয়া ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করুন।

ইহারা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালনপূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কোরবেরা ইহাদিগের প্রতি সতত অশ্রদ্ধাচারণ করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্ত্যরাষ্ট্রকে নিহত করুন। কিন্তু মহাদর্শন অসদৃশ কার্য্যসকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন। যদি কোরবগণ ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা

হইলে ইহারা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন; সন্দেহ নাই। যত্বপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহা হইলে সকল স্তূহং মিলিত হইয়া ধার্ত্ত্যরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। কিন্তু দুর্ঘ্যোধন এ বিষয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; পরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্ঘ্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্ক প্রদান করেন, এই রূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক, কুলীন, প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।

বলদেব জনার্দ্রনের ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বলদেব কহিলেন, আপনারা সকলেই ধর্ম্মার্থসম্পন্ন বাহুদেববাক্য শ্রবণ করিলেন; উহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেরূপ শ্রেয়স্কর, রাজা দুর্ঘ্যোধনের পক্ষেও সেই রূপ। পাণ্ডবগণ অর্দ্ধ রাজ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত আছেন; অতএব মহারাজ দুর্ঘ্যোধন তাঁহাদিগকে রাজ্যার্ক প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত পরম স্তূহী হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করুন। শত্রুগণ যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, পাণ্ডবেরা

অর্ধ রাজ্য লাভেও প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া স্তম্ভসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবেন ; তাহা হইলে প্রজাগণের আর কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না । এক্ষণে আমার মতে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয় কুলের শাস্তি সুধন্যার্থে দুর্ব্যো-ধনসমীপে গমনপূর্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার কি মত ইহা অবগত হউন । অনন্তর তিনি মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, কুরুকুলাগ্রগণ্য শাস্ত্র-তনয় ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিভ্র, কৃপ, শকুনি, কর্ণ, সমুদায় ধৃতরাষ্ট্র-তনয় ও বহুদর্শী ধার্ম্মিক পুরবাসী বৃদ্ধ সমুদায়কে আমন্ত্রণপূর্বক সমবেত করিয়া, মবিনয়ে যুধিষ্ঠিরের অর্থকর বাক্য প্রয়োগ করুন । কৌরবগণ বলপূর্বক পাণ্ডবদিগের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সকল অবস্থায় তাঁহাদিগকে কুপিত করা কর্তব্য নহে ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন ; কিন্তু দ্যুতে প্রমত্ত হইয়াই আপ-নার সমস্ত রাজ্য পরহস্তগত করিয়াছেন । ইনি অন্ধক্ৰীড়ায় স্ননিপুণ নহেন ; সমুদায় স্তম্ভদগণ তদ্বিষয়ে ইহাকে নিষেধও করিয়া-ছিলেন ; তথাপি ইনি দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । দুর্ব্যোধনের সভামধ্যে এক-সহস্র সহস্র অক্ষদেবী ছিল ; তাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিতেন ; কিন্তু দৈবেশ্ব কি দুর্ব্বিপাক ! ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ-পারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকে দ্যুতে

আহ্বানি করিলে, সে তৎক্ষণাৎ ইহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া পরাজয়পূর্বক ইহার সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিল ; ইহাভে তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । অতএব এক জন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সমুপ-স্থিত হইয়া প্রণিপাত-পূর্বক সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করুন ; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সন্ধি বিধান পক্ষে সম্মত হইবেন । কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি করাই কর্তব্য ; সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে ; কিন্তু যে অর্থ, সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত ; তাহা অর্থই নহে ।

বলভদ্র এই কথা বলিবারাত্র মহাবীর সাত্যকি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক বলদেবের বাক্যে দোষা-রোপণ করিয়া কহিতে লাগিলেন । “যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে-সেই রূপই কহিয়া থাকে ; অতএব তোমার যেরূপ প্রকৃতি ; ভূমি তদ্রূপই কহিতেছ । দেখ, এই ভূমণ্ডলে শূর ও কাপুরুষ এই উভয়বিধ লোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । যেমন এক বৃক্ষে ফলবান ও ফলহীন শাখা সম্ভা-হয় ; তদ্রূপ এক বংশে ক্লীব ও শূর এই দুই প্রকার পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে । হে হলধর ! আমি তোমার বাক্যে অনু-প্রকাশ করিতেছি না ; কিন্তু যাহারা স্বর চিত্তে তোমার এই বাক্য শ্রবণ করিতে-ছেন ; তাহাদেরই উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছি । কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে

নির্দেশ ধর্মরাজের প্রতি অণুমান দোষ-
রোপ করিয়া কি পুনরায় কথা কহিতে
সমর্থ হয়? যখন অক্ষুণ্ণবিশারদগণ এই
দ্যুতানভিজ্ঞ মহাজ্ঞাকে দ্যুতে আহ্বান
করিয়া পরাজয় করিয়াছে; তখন তাহা-
দিগের জয় কিরূপে ধর্মাসুগত হইল?
যদি মহাজ্ঞা যুধিষ্ঠির আপনায় গৃহে ভ্রাতৃ-
গণসমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন; আর
দুর্যোধনাদি তথায় সমাগত হইয়া ইহাকে
পরাজয় করিত; তাহা হইলে ইনি ধর্মতঃ
পরাজিত হইতেন। কিন্তু ঐ দুরাত্মাগণ
তাহা না করিয়া প্রত্যুত যখন ইহাকে
আহ্বানপূর্বক কপট দ্যুতে পরাজয় করি-
য়াছে; তখন তাহাদের মঙ্গল কোথায়?
এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ
হইতে মুক্ত হইয়াছেন; কি নিগিত সেই
দুরাত্মাদের নিকট অবনত হইবেন? ইনি
বনবাস হইতে মুক্ত হইবামাত্র স্বীয় পৈতা-
মহ পদের অধিকারী হইয়াছেন; কি
নিমিত্ত স্বীয় পৈতৃক রাজ্য অধিকারার্থ
প্রার্থনা করিবেন; যদি পরের ঐশ্বর্য্য
এহণেও ইহার অভিলাষ জন্মে; তাহাও
যাক্রান্ত করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে;
বলপূর্বক গ্রহণ করাই কর্তব্য। আর
পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসরূপ
প্রতিজ্ঞা সম্যক প্রতীপালন করিয়াছেন;
তথাপি পাপাত্মা কৌরবগণ সর্বদা কহিয়া
থাকে, পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বৎসরের
মধ্যেই পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব
কিরূপে ঐ দুরাত্মাদিগের রাজ্যাপহরণ
বাসনা নাই বলা যাইবে এবং কি প্রকারেই

বা উহাদিগকে ধার্মিক বলিয়া বো-
করিব?

ঐ দুরাত্মারা মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ
কর্তৃক অশুনীত হইয়াও পাণ্ডবগণকে
তাহাদের পৈতৃক রাজ্য দানে সম্মত হই-
তেছে না। আমি স্বীয় নিশিত শরনিকরে
সেই দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্ম-
রাজের চরণে পাতিত করিব; তাহার
সন্দেহ নাই। যদি তাহারা ইহাতে সম্মত
না হয়; তবে অবশ্যই তাহাদিগকে অমাত্য-
গণ-সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে
হইবে। যেমন মহীধরগণ বজ্রের বেগ
সহ্য করিতে পারে না; তদ্রূপ সমরাস্ত্র-
চারী ক্রোধোদ্ধত যুযুধানের প্রতাপ সহ্য
করিতে কাহারও শক্তি নাই। কোন্
ব্যক্তি মহাবীর অর্জুন, চক্রপাণি, ভীমসেন
ও আগাকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ
হইবে? কোন্ যোদ্ধা স্বীয় জীবনের
প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া অন্তকোপম
নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবসম বল-
বীৰ্য্যশালী পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র, স্তভদ্রাতনয়
অভিমন্যু, গদ, ওদ্যুম্ন ও অনলসঙ্কশ
শাস্ত্রের সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব
আমরা অনায়াসেই শকুনি, কর্ণ ও দুর্যো-
ধনকে সংহার করিয়া পুনরায় ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।
আততায়ী শত্রুগণকে বিনাশ করিলে অধ-
র্মের লেশ নাই; প্রত্যুত তাহাদের নিকট
যাক্রাই অধর্ম্য ও অযশস্ত। এক্ষণে
তোমরা সতর্ক হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
চিরশত্রু-মনোরথ পরিপূর্ণ কর। ইনি-

মুত্তরাষ্ট্রবিশেষ রাজ্য গ্রহণ করুন। হয় আজি কৌরবগণ সম্মানপূর্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাহার পৈতৃক রাজ্য প্রদান করুক; নতুবা তাহার আনাদিগের শব-জালে সমূলে নিমূল হইয়া ধরাতলশায়ী হউক।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্রুপদ, কথিলেন, হে মহাবাহো! আপনি বেক্রপ কথিলেন, নিঃসন্দেহ তাহাই হইবে। দুর্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না; পুত্রবৎসন রাজা পুত্তরাষ্ট্র নিরন্তর তাহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া থাকেন; ভাঙ্গা ও দ্রোণ দানতাবশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি মৃগতা-প্রযুক্ত তাহার চন্দ্রানুপর্তন করিতেছেন; অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য নিতান্ত বুদ্ধিবৃত্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির শ্রেয়োগোভের অভিলাষ আছে, অগ্রে এই রূপ অনুষ্ঠান করাই তাহার কর্তব্য।

দুরাষ্ট্রা দুর্যোধনকে শান্ত বাক্য প্রয়োগ করি একান্ত অবিধেয়; মৃত্যুতাবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। গর্দভের প্রাতি মূচ্ছ ভাব ও গো সকলের প্রাতি তীব্র ভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি দুর্যোধনের সহিত শান্ত ব্যবহার করে, সে তাহাকে মূচ্ছ ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মূচ্ছ হইলে, সে নিয়তই এই রূপ অনুমান করিবে যে, আমি অনা-

য়ামেহ কার্য সাধন করিতে সমর্থ হইব। অতএব অমাদিগের এই রূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প; এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্ন বিধান কর। সৈন্যসংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ কর। দ্রুতগামী দূত সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমুদায় কৈকেয়াদিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক। দুর্যোধনও সর্বত্র দূত প্রেরণ করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। সাধারণে এই রূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে; যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্যে ত্রুটি হইয়া থাকেন; অতএব আমরা অগ্রেই সর্বত্র দূত প্রেরণ করি; কারণ এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্বল কার্যভার বহন করিতে হইবে।

মহারাজ শল্য ও তাহার অনুচর রাজ-গণের নিকট লীয চর প্রেরণ কর; অনন্তর পূর্ব সাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হাদিকা, আঙ্ক, প্রজাসম্পন্ন মহাবীর রোচমাণ, মহাবল পরাক্রান্ত রুহন্ত, সেনু-বিন্দু, সেনজিৎ, প্রতিবিন্দ্য, চিত্রবর্ণা, স্তক, বাহ্লীক, মুঙ্গকেশ, চেদিপতি সুপার্ষ, সুবাহু, পৌরবী, শকরাজ, পল্লবরাজ, দর-দরাজ, সুরারি, নদীজ, কর্ণবেক্ট, নীল, বীরদামা, দম্ভবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আমাচ, বায়ুবেগ, পূর্বপালী, দেবক, সপুত্র একলব্য, কারুষদেশীয় ভূপালগণ, ক্ষেম-ধৃতি, যমস্তু কাম্বোজ, শমিকগণ, জয়ৎসেন, পাশ্চাত্য সকল, কাশ্য, অনুপকগণ, সমস্ত পাঞ্চনদ ভূপাল, ক্রাপপুত্র, পার্বতীয়

নৃপতিগণ, জানকি, স্নানশ্রী, গণিমান, পৌতিমৎস্যক, পাণ্ডুরাষ্ট্রাধিপতি, ধৃষ্ট-কেতু, পৌণ্ড্র, দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরা-জিত নিষাদ, শ্রোণিমান, বসুমান, বৃহৎল, মহাতেজাঃ বাহু, মপুত্র, মনুদ্রসেন, উদ্ধব, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রুতায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুঃ, শাল্য-পুত্র, কুমার ও কলিঙ্গেশ্বর ইহাদিগের নিকট মন্ত্রে দূত প্রেরণ করুন। হে রাজন্ ! এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমার পুরোহিত ; ইনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুৰ্য্যোধন, ভীষ্ম, ও দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন গমন করুন। তাঁহাদিগের নিকট যে সকল সংবাদ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ইহাকে কহিয়া দেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, দ্রুপদরাজ পাণ্ডব-রাজের আয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন ; তাহা তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ; অগ্ৰথা-চরণ করিলে অতিশয় মূর্থতা প্রকাশ হইবে ; সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সূক্ষ্ম ; তাঁহারা কখন গর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই, আমরা বিবাহে নিমজ্জিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন ; এক্ষণে বিবাহ

সম্পন্ন হইয়াছে ; আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়স ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা ; রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সর্ব্বদা আপনাকে বহুমান করিয়া থাকেন ; আমরা আপনার শিষ্য স্বরূপ ; অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থহর আপনি তাহার উল্লেখ করুন ; আপনার বাক্যে আমাদিগের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভা-বনা নাই। যদি দুৰ্য্যোধন সত্যতঃ সন্ধি সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আর কুরু-পাণ্ডবের সৌভ্রাতৃ নাশ বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু যদি দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন দর্পাশ্রিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অগ্ন্যায় ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুৰ্ব্বুদ্ধিপন্নতন্ত্র দুৰ্য্যোধন বন্ধু বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর বিরাটরাজ কৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া আত্মীয় স্বজন-সমভিব্যাহারে দ্বার-কায় প্রেরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি নৃপতি-গণের সহিত সাম্প্রায়িক আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে মহীপতি দ্রুপদ ও বিরাটরাজ বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এক-বাক্য হইয়া ভূপাল সকলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহীপালের পাণ্ডবগণ, মৎস্যরাজ ও পাঞ্চাল মহীপতির আদেশে হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে বিরাটনগরে সমাগত হইলেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়নাগ ও চতুর্দ্ভিহইতে ভূপাল সকল আনয়ন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কুরুপাণ্ডবের নিমিত্ত সমাগত রাজগণের প্রয়াণে ভূপাল পরিব্রাজ হইল; চতুর্দ্ভিহইতে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ সকল আগমন করিতে লাগিল; চতুরঙ্গিণী সেনায় বসুমতী সঙ্কুল হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন তাহাদিগের পদভরে এই প্রকাণ্ড মেদিনীমণ্ডল পর্বত ও কাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর পাক্ষালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ক্রপদ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মধ্যে অনুম্য, অনুম্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে যাঁহারা বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধি বৈদিকের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানানুরূপ কাৰ্য্য করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মবেত্তাই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান; অতি বিশিষ্ট বংশোৎপন্ন, পরিণতবয়স্ক, শাস্ত্রের পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় ক্ষীণ-

সম্পন্ন; অতএব আপনাকে দুর্ব্যোজন ও যুধিষ্ঠিরের কোন পরিচয় প্রদান করিতে হইবে না; আপনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন। শত্রুগণ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। বিদুর বারংবার অনুনয় করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুত্রের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। অক্ষয় শকুনি ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্র ধর্ম্মের একান্ত অনুগত ও অঙ্গে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জানিয়াও দূতে আহ্বান করিয়াছিল। যাহারা একরূপ কপটতাচরণে ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিবে না; অতএব আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া তদীয় যোদ্ধবর্গের মন আনত্বিত করিবেন। এ দিকে বিদুরও আপনার বাক্য শ্রবণে স্তব্ধ, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির পরস্পর ভেদ উপস্থিত করিবে। অমাত্যবর্গের অন্তর্ভেদ ও সৈনিকেরা বিগৃহ্য হইলে পুর; তাহাদিগের একতা সম্পাদনের নিমিত্ত কৌরবগণকে সাতশয যত্নবান হইতে হইবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা একত্র চিহ্নে সৈন্য সংগ্রহপ্রভৃতি সাম্রাজ্যিক কার্য্য ও দ্রব্যসকলের আয়োজন করিবেন। তাহাদিগের আত্মভেদ উপস্থিত হইলে, আপনি তদ্বিময়ের পোষকতা করিবেন; তাহা হইলে বিপক্ষের আর স্ফূর্ত্ত সেনা সংগ্রহ প্রভৃতি সামরিক কন্ম করিবে না। এক্ষণে ইহাই প্রধান প্রয়োজন

বাদ হইতেছে; অতএব আপনি যত্নপূর্বক আমাদিগের এই উদ্দেশ্য সাধন করুন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এফান্ত সঙ্গত ও ধর্ম-যুক্ত বলিয়া আপনার বাক্যে অনুমোদন করিবেন; আপনিও তখন কৌরবগণের সহিত ধর্ম্য ব্যবহার করিয়া কুপালু ব্যক্তিদিগের নিকট পাণ্ডবগণের দুঃসহ দুঃখ-প্রসঙ্গ কীর্তন ও রুদ্ধদিগের নিকট পূর্ব পুরুষাচারত কুলধর্মের উল্লেখ করিয়া নিঃশেষ উর্হাদিগের মনোভেদ করিবেন। তাহাতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনি বেদাভ্যাস ত্রাঙ্গণ ও দৃতকশ্মে নিযুক্ত, বিশেষতঃ স্বাবির; অতএব আপনি লুপ্তশস্ত্র চিত্তে পুয়া নক্ষত্রযুক্ত বিজয়প্রদ শুভ সময়ে পাণ্ডবাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে কৌরবসকলে গমন করুন। নীতিশাস্ত্রবিশারদ পুরোহিত দ্রুপদরাজ কর্তৃক এই রূপ অনুরোধ হইয়া পাণ্ডব গ্রহণপূর্বক পাণ্ডবহিতার্থ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারনাবত নগরে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব প্রভৃতি মহাপালগণ হস্তিনা নগরে দ্রুপদপুরোহিতকে প্রস্থাপিত করিয়া স্থানে স্থানে নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারবর্তী নগরে গমন করিলেন। এ দিকে নাস্তদেব, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজগণ ও বল-দেবের সহিত বিরাট নগর হইতে দ্বারবর্তী

প্রস্থান করিলে পর, রাজা দুর্যোধনও গুপ্ত চর দ্বারা পাণ্ডবগণের বিচেষ্টিত সকল অবগত হইয়া বায়ুবংশালী তুরঙ্গ সমূহের সাহায্যে পরিমিত বল সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এই রূপে দুর্যোধন ও ধনঞ্জয় উভয় বারই এক দিবসে আনর্ত দেশে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিত্ত হইলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক-সমীপস্থ প্রশস্ত আমনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ-পূর্বক বিনীত ও কৃতাজ্ঞ হইয়া বাদব-পতির পাদতলসমীপে সমাসান হইলেন। অনন্তর র্ষভনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সংকর-পূর্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্যোধন সহাস্র বদনে কহিলেন, হে বাদব! এই উপাস্থত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যাক্তরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মান-নীয়; অতএব অগ্র সেই সদাচার প্রতি-পালন করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি

কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান্ যতনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্জুদ গোপ এক পক্ষের মৈনিক-পদ গ্রহণ করুক; আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাদ্ধুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি; তঁহার মধ্য যে পক্ষ তোমার জগতর হয়; তাহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরতিমগ্ন জনাঙ্গন সমর-পরাদ্ধুখ হইবেন এবং করিয়াও তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন অর্জুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরপরাদ্ধুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতির পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ সমস্ত নারায়ণী সেনা সংগ্রহপূর্বক রৌহিণেশ্বরসূর্য্যপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার আগমনহেতু নিবেদন করিলে, তিনি কহিলেন, হে নররাজ ! আমি বিরাটরাজ্যভবনে বৈবাহিক সভায় তোমার নিমিত্ত হস্তীকেশকে নিগ্রহপূর্বক পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম যে, আমাদিগের সহিত ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের সম্বন্ধগত কিছুমাত্রও বৈলক্ষ্য্য নাই; তথাপি হস্তীকেশ আমার ঐ সকল বাক্য গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু হস্তীকেশবিনা ক্ষণমাত্রও

অবস্থান করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আমি তাঁহার অনুরোধে এই স্থির করিয়াছি যে, কি ধনঞ্জয়ের কি তোমার কাহারও সাহায্য করিব না। অতএব প্রস্থান কর; তুমি সকল পার্থিবপূজিত ভারতবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অবশ্যই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে।

বলদেবের বাক্যাবসান হইলেন, তুষ্ণো-ধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে সমরপরাদ্ধুখ ও যস্ত্রশস্ত্র মনে করিয়া যুদ্ধে অবশ্যই জয় লাভ হইবে, বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃতবর্ষ্মার সমীপে গমন করিলে সেই মহাত্মা তাঁহাকে অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। এই রূপে রাজা দুর্যোধন ভীমবল বল সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া স্তম্ভদণ্ডের হর্বোৎপাদন করিয়া অফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আগাকে সমরে পরাদ্ধুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে ?

অর্জুন কহিলেন, ভগবন্ ! আপুনি সমস্ত ধার্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ ও আপনার কীর্ত্তিও ত্রিলোকবিখ্যাত; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশঃ লাভ করিব; এই বসনায় আপনাকে সমর-পরাদ্ধুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার অভিলাষ এই যে, আপনি আমার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া আমার এই চিরপ্রকৃত মনোরথ পূর্ণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, 'অর্জুন' তুমি আমার সহিত যে স্পর্ধা করিয়া থাক ; তাহা নিতান্ত উপযুক্ত । আমি তোমার শারথ্য গ্রহণ করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করিব । এই প্রকার কথোপকথনানন্তর অর্জুন ও বাসুদেব ভূরি ভূরি দাশার্হ বীর-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরসমীপে উপনীত হইলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর শল্য দূতমুখে কুরুপাণ্ডবের সমর-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের সহিত দিপ্ল লৈম্ফমণ্ডলী সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-গণের সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন । তাঁহার সেনানিবেশ অর্দ্ধ যোজ্ঞন বিস্তীর্ণ হইল । মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্রকবচালঙ্কৃত, ধ্বজ-কাম্মুরুসম্পন্ন, কুশুমদামবিভূষিত, স্বদেশ-প্রচলিত বেশাভরণধারী শত সহস্র ক্ষত্রিয় বীর রমণীয় স্রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । শল্য-রাজ সেনাগুণের প্রশংসানোদন করিয়া যুদ্ধপদ সঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন ; বোধ হইল যেম পদভরে প্রাণিগণকে ব্যথিত ও মেদিনীমণ্ডল বিক-স্পিত করিয়া গমন করিতেছেন ।

মহারাজ দুর্যোধন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র সত্বরে স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন । পরে তাঁহার প্রীতি সম্পাদনার্থ শিল্পী দ্বারা স্থানে স্থানে এক এক সভা নির্মাণ ও

নানাপ্রকার ক্রীড়াভব্য প্রস্তুত করাইলেন । তথায় নানাবিধ অন্ন, মালা, মাংস, সুসংস্কৃত ভক্ষ্য ও সুধাসোদর পানীয় আহরণ, বিবিধ রমণীয় কূপ বাপীখনন এবং অনেকানেক রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিলেন । শল্যরাজ সেই সকল সভায় সমুপস্থিত হইয়া দুর্যো-ধনের অমর্ত্যগণ কর্তৃক দেবতার ন্যায় পরম সমাদরে পূজিত হইলেন ।

অনন্তর তিনি অমরাবতীর ন্যায় আর এক সভায় গমন করিয়া অলৌকিক বিষয় সমুদায় অবলোকন করিয়া একান্ত হুচ্চ ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনাকে ইন্দ্রদেব অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিতে লাগিলেন । পরে তত্রস্থ পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন্ শিল্পীরা এই সমস্ত সভা নির্মাণ করিয়াছে ? এক্ষণে তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন কর ; তাহারা পারিতোষিকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাহা-দিগকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিব । তখন পরিচারকেরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া অতি সত্বরে রাজা দুর্যোধনকে নিবেদন করিল, মহারাজ ! শল্যরাজ সভা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার জীবন পর্য্যন্তও প্রদান করিতে উত্তত হইয়াছেন । তখন রাজা দুর্যোধন প্রচ্ছন্ন বেশে মদ্ররাজ-সমক্ষে সমুপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়া প্রীতমনে আলি-ঙ্গনপূর্বক কহিলেন, হে শিল্পিপ্রধান !

এক্কেণে তোমার কি অভিলাষ হইয়, প্রার্থনা কর। তখন দুর্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না ; আপনাকে আমার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে ; আপনি আমাকে এই একমাত্র অভীষ্ট বর প্রদান করুন ।

তখন মদ্ররাজ কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার প্রার্থনাবাক্যে সন্মত হইলাম ; এক্কেণে বল, আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে । দুর্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! আমার অভিলাষ সকল সম্পন্ন হইয়াছে ; এখন আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই । তখন মদ্ররাজ কহিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি এক্কেণে স্বনগরে প্রতিগমন কর ; রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্তব্য, এই অভিলাষে মৎস্যদেশে গমন করিতেছি ; তাঁহাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব । দুর্যোধন কহিলেন, আপনি পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া অনতিবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিবেন ; আমরা আপনারই অধীন, আপনি আমাদিগকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না । শল্য কহিলেন, আমি সত্ত্বরেই আগমন করিব ; তোমার মঙ্গল হউক ; এক্কেণে তুমি নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন কর । এই বলিয়া তিনি দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করিলে, রাজা দুর্যোধনও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন । অনন্তর শল্যরাজ পাণ্ডবগণকে এই বাণী

অবগত কারবার নিমিত্ত মৎস্যদেশে গমন করিতে লাগিলেন ।

পরে মদ্ররাজ শল্য মৎস্যদেশে সমুপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে প্রবেশপূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । পাণ্ডবেরা বিধানানুসারে তাঁহাকে পাণ্ড, অর্ঘ ও গো প্রদান করিলে, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া পরম প্রীত মনে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব আগনে আসীন হইলে, তিনি তখন আসন গ্রহণপূর্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ত কুশলে আছেন ; আপনি ভ্রাতৃগণ ও প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত দুঃসহ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে নিতান্ত দুঃসহ কষ্টসকল সংসাধন করিয়া এক্কেণে যে তাহা হইতে নির্বিঘ্নে বিনিমুক্ত হইয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তির কদাচ সুখ সম্ভোগ হয় না ; সে কেবল প্রতিনিয়তই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এক্কেণে সেই দুঃখের সময় অতীত হইয়াছে ; আপনি শত্রু সকল সংহার করিয়া পুনরায় সুখসম্ভোগ করুন ।

আপনি লোকতন্ত্রের বিষয়সকল বিলক্ষণ অবগত আছেন ; আপনি কদাচ লোভের বশীভূত হন না ; পূর্বতন রাজর্ষিগণের অনুসরণ করিয়া দান, সত্য ও তপস্যায় অনোনিবেশ করুন । ক্ষমা, দয়, অহিংসা ও লোকাভীতি বিষয় সমুদায় আপনাকেই পোষিত আছে । আপনি

শান্তস্বভাব, বদাচর্য, ব্রহ্মপরায়ণ ও ধার্মিক ; লোকসাংক্ষিক, ধর্মসকল আপনার অবিদিত নাই। আপনি এই জগতের ভাবসকল সম্যক্ অবগত আছেন ; আজি সৌভাগ্যবশতঃ তাদৃশ দুর্বিম্বহ ক্রেশপরম্পরা হইতে বিনিম্মুক্ত হইয়াছেন ; আর আমরাও ভাগ্যক্রমে পুনরায় আপনার সাফাৎ-কাম লাভ করিলাম। এই বলিয়া তিনি পশ্চিমদিকে দুর্য্যোধনসমাগত, তৎকৃত শুশ্রূষা ও আপনার বরদানরতান্ত্র আনুপূর্ব্বিক কীর্তন করিলেন। তখন ধর্মরাজ পাণ্ডু-তনয় প্রফুল্ল মনে কহিলেন, হে মাতুল ! আপনি দুর্য্যোধনের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন ; কিন্তু আমার মুখাপেক্ষায় আপনাকে একটি অকার্য্য সংসাধন করিতে হইবে ; তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধে বাহুবলবদৃশ ; যখন কর্ণ ও অর্জুনের বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তৎকালে আপনি কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিয়া আনাদিগের হিতোদ্দেশে অর্জুনকে রক্ষা ও কর্ণের তেজঃসংহার করিবেন ; হে ভাত ! ইহা অকার্য্য হইলেও আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আপনার মঙ্গল হউক ; যুদ্ধে মহাবীর কর্ণের তেজঃ সংহারার্থ যাহা কহিলেন, আমি তাহার সারথ্য স্বীকার করিয়া অবশ্যই উহা সম্পাদন করিব। তিনি আমাকে সমরে বাহুদেব তুল্য জ্ঞান করিয়া

থাকেন ; 'অতএব আমি সত্য কহিতেছি, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাকে অবশ্যই অহিত ও প্রতিকূল উপদেশ প্রদান করিব ; তিনি তাহাতে অবশ্যই ক্ষতদর্প ও ঈর্ষতেজঃ হইবেন ; তখন তোমরা তাঁহাকে অনায়াসে সংহার করিতে সমর্থ হইবে ; সন্দেহ নাই। মাধ্যানুসারে আমি হইতে আপনার যে সকল প্রিয় কার্য্যের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আমি অণুমান ক্রটি করিব না। আপনি দ্রোপদীর সহিত দ্যুতে পরাজিত হইয়া কর্ণকৃত সমস্ত পরম্বাক্য শ্রবণ করিয়া যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়াছেন এবং দ্রোপদান্দিনী দময়ন্তীর ন্যায় দুইটী জটাস্বর ও কাঁচক হইতে যে সমস্ত ক্রেশ সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল ক্রেশ স্থখে পরিণত হইবে। আপনি কদাচ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না ; এই সংসারে সকলই দৈবায়ত্ত। কি ছুরায়া, কি মহায়া সকলকেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অধিক কি, দেবগণও সময়ক্রমে অশেষ ক্রেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র শচী দেবীর সহিত সান্তিশয় দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্ ! দেব-রাজ ইন্দ্র ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কিরূপে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

শল্য কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! সুররাজ

ইন্দ্র যে রূপে ভাৰ্য্যা-সমভিব্যাহারে দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণ-বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূৰ্ব-কালে দেবশ্রেষ্ঠ মহাতপাঃ ত্রিষ্টো নামে এক প্রজাগতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত এক ত্রিশিরাঃ পুত্র উৎপাদন করেন। ত্রিশিরাঃ এক বদনে বেদাধ্যয়ন ও অশ্ব বদনে সুরাপান করিতেন। তাঁহার আর একটা বদন অবলোকন করিলে বোধ হইত যেন, তিনি ঐ বদনে সমুদায় দিক্ বিদিক্ গ্রাস করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মহাদ্রুতি ত্রিশিরাঃ ইন্দ্রপদ গ্রহণমানমে নিতান্ত শান্ত ও অতিশয় দান্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

সুররাজ শতক্রুহু স্বকৃতনয়ের ধর্ম-পরতা, তপোনিষ্ঠা ও সত্যানুষ্ঠান সন্দর্শনে স্বীয় ইন্দ্র পদের লোপাশঙ্কায় যৎপরো-নার্ত্তি বিষম হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কিরূপে ত্রিশিরােকে তপোনিষ্ঠান হইতে বিরত করিয়া ভোগে আসক্ত করিব। ঐ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে তপঃপ্রভাবে অনায়াসে সমুদায় ভুবন গ্রাস করিতে সমর্থ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। ধীমান পুরন্দর মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে অঙ্গরাদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, হে বারান্নাগণ! তোমরা মহাশুশ্রূষাধারণপূর্বক স্বকৃতনদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া হাব, ভাব ও লাভ্য দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া ভোগে আসক্ত কর। আমি তাহার

তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা সাতশয় ব্যাকুল হইতেছে; তোমরা মহাশুশ্রূষাধারী এই মহাভয় বিনাশ কর।

অঙ্গরাগণ কহিল, হে সুররাজ! আমরা যথাসাধ্য যত্ন সহকারে তাঁহাকে প্রলোভিত করি। আপনার ভয় বিনাশ করিতে চেষ্টা করিব। ঐ তপোধন যুব স্বীয় নয়ন দ্বারা সমুদায় জগৎ দৃষ্টপ্রায় করিতেছেন; আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া অচিরে তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া আপনার ভয় নিরাকরণ করিব।

অনন্তর অঙ্গরাগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে ত্রিশিরার নিকট গমনপূর্বক এতদূর হাব, ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মহাশুভব স্বকৃতনন্দন ইন্দ্র সম্মনপূর্বক পূর্ণ সাগরের স্তায় গভীর ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সমুদায় সুরবারান্নাকে অবলোকন করিয়া অণুমাত্রও প্রভুত বা বিচলিত হইলেন না। অঙ্গরাগণ যখন যথাসাধ্য যত্ন সহকারেও তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে অসমর্থ হইল, তখন পুনরায় শক্রসম্মিধানের গমনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিল, সুররাজ! সেই তপোধন যুবকে ধৈর্য্যচ্যুত কর। দুঃসাধ্য। আমরা অশেষ প্রকার কৌশলেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হইলাম না; এক্ষণে আপনি উপায়ান্তর অবলম্বন করুন।

সুররাজ অঙ্গরাদিগের বাক্য শ্রবণ-
নস্তর তাহাদিগকে যথোচিত সম্মানপূর্বক
বিদায় করিয়া ত্রিশিরার বদোপায় চিন্তা
করিতে লাগিলেন। ক্রিয়াক্ষণ স্থির
কিছুতে অনুদান করিয়া স্থির করিলেন যে,
উহার উপরে বজ্র প্রহার করাট কৰ্ত্তব্য ;
তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। বল-
বান্ধু ব্যক্তিও দুর্বল শত্রুকে কদাচ উপেক্ষা
করিবে না। দেবরাজ এই রূপ কৃত-
নিশ্চয় হইয়া ত্রিশিরার উপর অগ্নিসদৃশ
ঘোরতর বজ্র প্রহার করিলেন। স্বক্-
নন্দন বজ্রঘাতে নিহত হইয়া ভগ্ন পর্বত-
শিখরের ন্যায় ধরাতলে নিপাতত হইলেন ;
ক্ষিপ্ত তাঁহার তেজের কিছুমাত্র হাস হইল
না। অশনিপ্রহারে নিহত হইলেও
তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল সকল কিছু-
মাত্র মলিন হইল না। সুররাজ পুরন্দর
তাঁহার তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত ভীত
ও অস্বস্থ হইয়া মনে মনে ইতিকৰ্ত্তব্যতা
অবধারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক
জর্জর সূত্রধর পুরুষ ক্ষণে করিয়া সেই বনে
সমুপস্থিত হইল। সুররাজ তাহাকে
দেখিবামাত্র অঙ্গুলিরারা ত্রিশিরাকে প্রদ-
র্শন করিয়া কহিলেন, সূত্রধর ! সত্বরে
ইহার মস্তক ছেদন কর।

সূত্রধর কহিল, এই ব্যক্তির ক্ষুদ্রদেশ
প্রতিশয় বিপুল ; আমার পরশু দ্বারা
ইহা ছেদন করা দুঃসাধ্য ; বিশেষতঃ আমি
এই সাধুবিগাহিত কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে
নিতান্ত অসম্মত।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার কিছুমাত্র ভয়
নাই, তুমি শীঘ্র আমার বচনানুরূপ কার্য
কর ; আমার প্রসাদে তোমার অস্ত্র বজ্র-
কল্প হইবে।

সূত্রধর কহিল, আপনি কে ? কি
নিমিত্তই বা এই নৃশংস ব্যাপারে প্ররক্ত
হইয়াছেন ? যথার্থ করিয়া বলুন, শুনিতে
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র ;
তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সত্বরে
আমার বাক্যানুরূপ কার্যে প্ররক্ত হও।

সূত্রধর কহিল, হে সুররাজ ! আপনি
এই ক্রুর কর্মে প্ররক্ত হইয়া কি নিমিত্ত
লাজ্জিত হইতেছেন না ? আর এই ঋষি-
কুমারের নিধনজনিত ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত
হইতে কি নিমিত্তই বা ভীত হন না ?

ইন্দ্র কহিলেন, আমি এই পাপ হইতে
বিগৃহীত হইবার নিমিত্ত পরে অতি কঠোর
ধর্মাসুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্যসম্পন্ন
পুরুষ আমার পরম শত্রু ; আমি বজ্রঘাতে
ইহাকে সংহার করিয়াছি ; তথাপি আমার
শঙ্কা দূর হয় নাই ; ইহার তেজঃপ্রভাবে
নিতান্ত ভীত হইতেছি ; অতএব তুমি
সত্বরে ইহার শিরশ্ছেদন করিয়া আমার
উদ্বেগ দূর কর। আমি তোমাকে বর
প্রদান করিতেছি যে, অগ্নাবধি মানবগণ
যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে তোমাকে যজ্ঞভাগস্বরূপ
পশুমস্তক প্রদান করিবে।

তখন সূত্রধর ইন্দের বচনানুসারে
কুঠার দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকভ্রম ছেদন
করিলে, তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে কপিঞ্জল,

তিস্তির ও কলবিষ্ক এই তিন প্রকার পক্ষী
নিজ্জান্ত হইল। মহাতপাঃ ত্রিশিরাঃ যে
মুখে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইতে
কপিঞ্জলসকল বহির্গত হইতে লাগিল;
তাঁহার যে মুখ দেখিলে বোধ হইত যে,
যেন তিনি ঐ বদন দ্বারা সমুদায় দিক্
বিদিক্ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন,
সেই মুখ হইতে তিস্তির সমুদায় বিনির্গত
হইল এবং তিনি যে মুখে স্তরা পান করি-
তেন, তাহা হইতে কলবিষ্ক সকল নিজ্জান্ত
হইতে লাগিল। এই রূপে স্তররাজ
ইন্দ্র আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিয়া
হৃষ্টচিত্তে স্তরলোকে গমন করিলেন;
সূত্রধরও স্বগৃহে প্রতিগমন করিল।

এ দিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্তৃক
স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া
রোষকমায়িত লোচনে কাহিতে লাগিলেন,
আমার পুত্র ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয়
হইয়া তপোবুষ্ঠান করিতেছিল; তুরাত্মা
পুরন্দর বিনা অশরাধে তাহাকে বিনষ্ট
করিয়াছে। আমি এই অপরাধে তাহাকে
সংহার করিবার নিমিত্ত বৃত্তকে উৎপাদন
করিব। এক্ষণে সমুদায় লোক ও সেই
তুরাত্মা শতক্রু আমার তপঃপ্রভাব অব-
লোকন করুক। ত্বষ্টা এই কথা বলিয়া
ক্রোধভরে অক্রমপূর্বক অগ্নিতে আহুত
প্রদান করিয়া বৃত্তকে উৎপাদন করিলেন;
এবং কাহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি
আমার তপঃপ্রভাবে বদ্ধিত হও। প্রজা-
পতি ত্বষ্টা এই কথা কহিবারাত্র সূর্য্যাস্ত-
সমিভ বৃত্তের কলেবর আকাশ ভেদ করিয়া

ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সে
প্রজাপতিকে কহিল, মহাশয়! অজ্ঞা
করুন, কোন কার্য সাধন করিতে হইবে?
ত্বষ্টা কহিলেন, তুমি স্তরলোকে গমন
পূর্বক ইন্দ্রকে সংহার কর।

প্রলয়কালসমুদিত দিবাকরনিভ মহা-
প্রভাবশালী বৃত্ত ত্বষ্টার আত্মায়ুসারে
সত্তরে স্তরপুরে গমন করিয়া ইন্দ্রের গৃহিত
ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল; পারিশেষে
ক্রোধভরে স্তররাজকে অক্রমপূর্বক স্বীয়
বক্তৃত্ত্বমধ্যে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া, দেবগণ
সমস্ত্রমে বৃত্ত বিনাশার্থ জুস্তিকান্ত পারি-
ত্যাগ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্ত
জুস্তিকান্তপ্রভাবে মুখ ব্যাদানপূর্বক জুস্তি
করিবারাত্র দেবরাজ স্বীয় শরীর সঙ্কোচ-
পূর্বক সত্তরে নিজ্জান্ত হইলেন। তদ-
র্শনে স্তরগণের আর আত্মাদের পরিসীমা
রহিল না। হে মহারাজ! জুস্তা সেই
অবধি লোকের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া
রহিল।

অনন্তর বৃত্ত ও বাসবের পুনরায় কোর-
তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই
রোষভরে বহু ক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। পরি-
শেষে মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্ত ত্বষ্টার তপঃ
প্রভাবে সমরাজ্যে পরিবদ্ধিত হইতে
লাগিল দেখিয়া, স্তররাজ সাতিশয় ভীত
হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করি-
লেন। তখন দেবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত
ও ত্বষ্টার তেজে বিগোহিত হইয়া মুনিগণ
সমভিব্যাহারে মন্দর পর্বতের শিখরদেশে
ইন্দ্রের সমীপে আগমনপূর্বক বৃত্তের

বিনাশসাধনের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে মহাত্মা বিষ্ণুর শরণগ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নবম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবগণ! বৃত্রাস্ত্রের দৌরাণ্যে এই জগতীতলস্থ সমস্ত লোক নিতান্ত পরিপীড়িত হইয়াছে; কিন্তু আমার এমন কিছু নাই যে, তদ্বারা তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হই। পূর্বে আমার সাগর্ভ্য ছিল; সম্প্রতি অসমর্থ হইয়াছি; কি প্রকারে তোমাদিগের উপকার করিব। অতি দুর্দ্ধর্ষ, তেজস্বী ও সংগ্রামে অপারিমিত পরাক্রমশালী মহাত্মা বৃত্রাস্ত্রের স্ত্রাস্ত্রনরশালী ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এই নিমিত্ত স্থির করিয়াছি যে, বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক মহাত্মা বিষ্ণুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ ছুরাস্ত্রার বধোপায় অবধারণ করিব।

মঘবানের বাক্যবসানে বৃত্রাস্ত্রভয়-বিহীন দেব ও ঋষিগণ পরস পরস্পর বিষ্ণু-দেবের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন; হে অমরোত্তম! তুমি পূর্বে ত্রিবিক্রমপ্রভাবে লোকত্রয় আক্রমণ, অমৃত আহরণ ও অস্ত্রগণ সংহার করিয়াছ; তুমি দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন করিয়া দেব-রাজ ইন্দ্রকে স্ত্ররাজ্যে অভিসিক্ত করিয়াছ; তুমি সমস্ত দেবগণের প্রভু ও চুরাচরের অধীশ্বর; দেব ও মহাদেব এবং সকল লোকের নমস্য; এক্ষণে আমাদিগকে বৃত্রভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে

অস্ত্রসূদন! সেই ছুরাত্মা সমুদায় জগৎ আক্রমণ করিয়াছে।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্তব্য; অতএব যে উপায়ে ঐ ছুরাত্মা নিহত হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা সকলে গন্ধর্ব ও ঋষিগণ সম্ভাব্যবাহারে বিশ্বরূপী বৃত্রাস্ত্রের আশ্রয়ে গমন করিয়া সামোপায় প্রয়োগ কর; আমি অদৃশ্যরূপে আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্রে প্রবিক্ট হইব; আমার তেজে দেবরাজের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। অতএব তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া বৃত্রাস্ত্রের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গন্ধর্ব ও ঋষিদিগের সহিত বিষ্ণুর বাক্যানুসারে বৃত্রাস্ত্রের আশ্রয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাতেজাঃ বৃত্রাস্ত্র চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় স্রীয় তেজে দশ দিক্ সম্ভাপিত ও লোকত্রয় কবলিত করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ তাহার সমি-হিত হইয়া প্রিয় বাক্যে কহিলেন, হে দুর্জয়! তোমার তেজে সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত ও সম্ভপ্ত হইতেছে এবং বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতে অতি দীর্ঘ কাল অতি-ক্রান্ত হইয়াছে; তথাপি তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে কেবল দেবাস্ত্র মানুষপ্রভৃতি প্রজাগর্গ নির্ভরনিপীড়িত হইতেছে; অতএব স্ত্ররাজের সহিত চির কালের নিমিত্ত সন্ধি-বন্ধন করা কর্তব্য; তাহা হইলে তুমি পরম সুখে সনাতন শত্রুলোক আধিকার করিতে পারিবে।

মহাবল রক্ত ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তেজস্বিহৃয়ের পরস্পর সখ্য সংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব; আমরা উভয়েই তেজস্বী; হুতরাং কি প্রকারে আমার সহিত ইন্দের সন্ধি সংস্থাপিত হইবে? •

ঋষিগণ কহিলেন, সাধুগণের সহিত অন্ততঃ এক বারও মিলিত হওয়া কর্তব্য; পশ্চাৎ যাহা ভবিষ্যৎ, তাহাই হইবে; সাধুসমাগম পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি অর্থকুচুসময়ে সাধুসঙ্গকেই অর্থ বলিয়া নির্দেশ করেন। ফলতঃ সৎ পুরুষসংবাস মহামূল্য রত্ন-স্বরূপ; এই নিমিত্ত পুণ্ডিতেরা সাধুগণের হিংসা করেন না। দেবরাজ ইন্দ্র মনীষ-গণের মাননীয়, মহাত্মাদিগের আশ্রয়, সত্যবাদী, অনিন্দনীয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী; অতএব তাঁহার সহিত তোমার স্থিরতর সন্ধি সংস্থাপন করা কর্তব্য; তুমি এ বিষয়ে বিচিন্ত্ত হও; তোমার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্তথাভূত না হয়।

মহাত্ম্যুত্তি রক্ত্রাহুর মহাঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে দ্বিজগণ! আপ-নারা আমার মাননীয়, তাহার সন্মোহ নাই; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিকটে যদি এই রূপ অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা শুষ্ক বা আর্দ্র বস্ত্র, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিব্যভাগে কিম্বা রাজ্যিকালে আমাকে বধ করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনাদের বাক্য রক্ষা করি। • ঋষিরা

তথাস্তবলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন রক্ত্রাহুর অসীম হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইল। •

এ দিকে পুরন্দর সন্ধি সংঘটনে আত্মা-দিত হইলেন বটে, কিন্তু সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে রক্ত্রাহুরের বোধোপায় চিন্তা ও তাহার ছিদ্রাহেষণ করিতে লাগিলেন। একদা নিদারুণ মহুর্ভসমম্বিত সন্ধ্যাকালে সমুদ্র-তীরে ঐ মহাহুরকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন, এই ভীষণ সন্ধ্যাকাল দিবাও নয়, রজনীও নয়; এই সময় আমার সর্বস্বাপহারী রক্ত্রাহুরকে নিহত করিলে মহাত্মাদত্ত বরের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না; কিন্তু আজি উহাকে বধনা-পূর্বক সংহার না করিলে কোন ক্রমেই আমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। দেব-রাজ এই রূপ মনে করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদ্র-মলিলোপরি পর্বতোপম ফেনরাশি-নয়ন-গোচর করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই ফেনরাশি শুষ্ক, আর্দ্র বা শস্ত্র নয়; ইহা নিক্ষেপ করিলে ক্ষণমাত্রে ইহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহার শব্দেহ নাই! অনন্তর সেই সবজ্ঞ ফেনরাশি রক্ত্রাহুরের উপর নিক্ষেপ হইবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত্রাহুরকে বিনষ্ট করিলেন।

• রক্ত্রাহুর বিনষ্ট হইলে দিক্‌সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল; অশুকুল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; প্রজ্ঞা সকল পরম আত্মাদিত হইল; দেব; গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভূজগ ও ঋষিগণ দেবরাজের

নানাবিধ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্মজ্ঞ দেবরাজ এই রূপে সর্বপ্রাণী কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া সকলকে সাস্তুনা করিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন।

দেবরাজ ইতিপূর্বে ত্রিশিরাকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকে বিলিপ্ত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি আবার মিথ্যায় অভিভূত হইয়া নিতান্ত দুঃখান্বিত হইলেন। তিনি স্বকৃত পাপসমূহে হতচেতন হইয়া জগতের প্রান্তবর্তী সলিলমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যাক্রিয়াভিভূত দেবরাজ ইন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে, এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল বিনষ্টপ্রায় এবং কাননসকল শুষ্ক ও তরুবিহীন হইয়া উঠিল; শ্রোতস্বতীর প্রবল প্রবাহ একবারে রুদ্ধ হইল; জলাশয় সকল সলিলশূন্য হইতে লাগিল। প্রাণিগণ অনারুণি-নিবন্ধন সংক্ষোভিত এবং সমুদায় জগৎ অরাজক ও উপদ্রবে পরিপূর্ণ হইল। অন্তর কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও ঋষিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবে এই শঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজের অভাবে সেই দেবরাজ্য তাঁহাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই স্থখকর বোধ হয় নাই।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃগণ অতি তেজস্বী, যশস্বী এবং পরম ধার্মিক নহ্ম-

রাজকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পরামর্শ করিয়া সকলে তাঁহার নিকট গমন-পূর্বক কহিলেন, হে নরনাথ! আপনি দেবরাজ্যের ভার গ্রহণ করুন।

নহ্ম কহিলেন, বলবান্ ব্যক্তিরই রাজ্যভার গ্রহণ করা উচিত; দেবরাজ ইন্দ্র মহাবল পরাক্রান্ত; আমি নিতান্ত দুর্বল, আপনাদিগের প্রতিপালনে অসমর্থ। তখন ঋষি-প্রমুখ দেবগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি; আপনি আমাদের তপোবল আশ্রয় করিয়া স্বরলোকের অধিরাজ হউন। আপনি দর্শনমাত্র দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব ও অগ্ন্যাণ্ড ভূতগণের তেজঃ হরণ করিয়া অপ্রতিহত বলসম্পন্ন হইবেন; আপনি ধর্ম্মানুসারে সর্বলোকের উপর আধিপত্য করুন এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হউন। অনন্তর রাজা নহ্ম স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্বক সকল লোকের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এই রূপে রাজা সুদূর্লভ বর ও অমূল্য ত্রিদিবরাজ্য অধিকার করিয়া স্বাভিলাষ চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন দেবোত্তানে, কখন মন্দনবনে, কখন কৈলাসে, কখন হিমালয়ে, কখন শ্বেতাচলে, কখন মন্দরে, কখন মহেন্দ্রে, কখন সছে, কখন মলয়ে, কখন সাগরে, কখন বা সরোবরে অঙ্গুরা ও দেবকছা-সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন অ্রবণ-

মনোরম বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে কাল অতি-
বাহিত, কখন বা বাদিত্রয়সংকৃত বিশুদ্ধ
তানলয়সংযুক্ত ঈমধুর সঙ্গীত শ্রবণে
শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। বিশ্বা-
বস্ত্র, নারদ, গন্ধর্ব ও অম্বরগণ এবং
মৃতিমান্ ছয় ঋতু তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। শীতল
স্নগন্ধ গন্ধর্বহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে
লাগিল।

এই রূপ অবিচ্ছিন্ন স্নগন্ধস্রোতে
কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর, একদা
দুরাত্মা নহষ ইন্দ্রমহিমী শচী দেবীকে
নয়নগোচর করিয়া কাঁহল, হে সভাসদগণ!
আমি ইন্দ্র; দেবলোক ও নরলোকের
অধীশ্বর হইয়াছি; অতএব শচী কি নিমিত্ত
আমার সেবা করেন না, আজি অবিলম্বে
আমার নিকট তাঁহাকে আগমন করিতে
হইবে।

ইন্দ্রমহিমী নহষলক্য শ্রবণে অতিশয়
উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মপাতিকে কহিলেন, হে
ব্রহ্মন! আমি আপনার শরণাগত; দুরাত্মা
নহষ আমার ধর্ম নাশ করিতে উদ্যত হই-
য়াছে; এক্ষণে আপনি আগাকে রক্ষা
করুন। আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা
হইবার নহে; আপনি পূর্বে কহিয়া-
ছিলেন, তুমি দেবরাজের দয়িতা, অত্যন্ত
স্বভাগিনী, একপত্নী ও পতিব্রতা;
তোমাকে কদাচ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ
করিতে হইবে না; তুমি স্বামীর পূর্বেই
লোকান্তর গমন করিবে; এক্ষণে আপনার
এই সকল বাক্য যেন সত্য হয়। •

ব্রহ্মপতি কহিলেন, দেবি! আমার
বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; তুমি
অচির কালমধ্যেই দেবরাজের সাক্ষাৎকার
লাভ করিবে; নহষ হইতে তোমার কিছু-
মাত্র ভয় নাই। ইন্দ্রাণী ব্রহ্মপতির শরণা-
গত হইয়াছেন, শুনিয়া রাজা নহষ সাতশয়
ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ দেবরাজ
নহষকে ক্রুদ্ধ দোঁষিয়া বিনীত ভাবে কহিতে
লাগিলেন, সুররাজ! ক্রোধ পরিহার
করুন; আপনি ক্রোধান্বিত হওয়াতে সুরা-
সুর, গন্ধর্ব, কিম্বর, মহোরগসমবেত সমুদ্র
দায় জগৎ ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছে। হে
সুরেশ্বর! প্রসন্ন হইয়া রোষাবেগ সংবরণ
করুন; ভবদ্বিধ সন্তানগণ কদাপি ক্রোধের
বশীভূত হন না। শচী পরপত্নী; অতএব
আপনি পরদারাভিমর্ষণ হইতে নিবৃত্ত
হউন; আপনি দেবগণের অধীশ্বর;
ধর্মামুসারে প্রজাপালনে মনোনিবেশ
করুন।

সুররাজ নহষ কামশরে নিতান্ত বিশো-
হিত হইয়া সুরগণের বাক্যে কর্ণপাত না
করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের
পূর্বাধিপতি পুরন্দর পূর্বে ঋষিপত্নী অহ-
ল্যার পতি বর্তনানেও সতীত্বভঙ্গপ্রভৃতি
বহুবিধ পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন; তোমরা তৎকালে কি নিমিত্ত
তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর নাই? যাহা
হউক, এক্ষণে যদি ইন্দ্রাণী আমার সমীপে

সমুপস্থিত হইয়া মদীয় মনোভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার ও তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হইবে। দেবগণ নহু-
ষের নির্বন্ধাতিশয় সন্দর্শনে কহিলেন, সুর-
রাজ ! ক্রোধ সংবরণপূর্বক প্রসন্ন হউন।
আমরা আপনার ইচ্ছানুসারে অবশ্যই
ইন্দ্রাণীকে আনয়ন করিব।

অমরগণ নহুষকে এই কথা কহিয়া
ঋষিগণ-সমভিষাহারে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রা-
ণীকে এই অশুভ সংবাদ কহিবার নিমিত্ত
গমন করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতিভবনে
সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগি-
লেন, হে সুরাচার্য ! ইন্দ্রাণী যে আপনার
শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং আপনিও যে
তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন,
আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে
দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ প্রার্থনা করিতে-
ছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া নহুষকে
ইন্দ্রাণী প্রদান করুন। দেবরাজ নহুষ শত্রু
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব এই বরবর্ণিনী
ইন্দ্রাণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করুন।

পতিপরায়ণা শচী দেবগণের বাক্য
শ্রবণে সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে
ক্রন্দন করিয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে
দেবর্ষিসত্তম ! আমি নহুষকে পতিত্বে বরণ
করিতে অভিলাষ করি না; এক্ষণে আপ-
নার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি আমাকে
এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে সত্যশীলে !
তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ,
তখন আমি নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা

করিব। আমি ধর্ম্মভীরু সত্যশীল ব্রাহ্মণ
হইয়া কি রূপে এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান
করিব ? মহাত্মা সুরাচার্য শচীকে এই
রূপ আশ্বাস প্রদানানন্তর সুর সমুদায়কে
কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা স্ব স্ব
স্থানে প্রস্থান কর; আমি ইন্দ্রাণীকে
কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।
পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা শরণাগত পরি-
ত্যাগ বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ কর।
যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে
প্রত্যর্পণ করে, তাহার ভাগ্যে বীজ যথা-
কালে অঙ্কুরিত হয় না; পঙ্কজ তাহাকে
যথাসময়ে বারি প্রদান করে না; সে স্বয়ং
শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলে কেহই
তাহার শরণ্য হয় না; তাহার অন্ন ভোজন
করা বৃথা; সে বিশেষ যত্ন করিলেও
অচেতন হইয়া স্বপ্ন হইতে চ্যুত হয়;
দেবগণ তদ্রূপ হব্য গ্রহণ করেন না;
তাহার প্রজাগণ অল্পকালে মৃত্যুমুখে নিপ-
তিত হয় ও পিতৃগণ সত্যত বিবাদ এবং
ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ
করেন। হে সুরগণ ! আমি উক্ত বিষয়
বিলক্ষণ অবগত হইয়া ক্রুরূপে লোক-
বিশ্রুতা শত্রুমহিষী শচীকে পরিত্যাগ
করিব ? অতএব এক্ষণে যাহাতে ইহার ও
আমার হিত সাধন হয়, আপনারা তদনু-
রূপ কার্যানুষ্ঠানে যত্ববান্ হউন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া
কহিলেন, হে সুরাচার্য ! এক্ষণে ক্রুরূপে
সকলের শ্রেয়োলাভ হইবে; আপনি এই
বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে সুরগণ !
এক্ষণে ইন্দ্রাণী নহ্মমসিধানে গমনপূর্বক
কিষ্ণকালপরে আপনাকে বরণ করিব
বলিয়া প্রার্থনা করুন ; তাহা হইলেই
আমাদিগের সর্বলোকই • শ্রোয়োলাভের
সম্ভাবনা । কাল বহু বিদ্রব ; অতএব
কালক্রমে বরণপূর্ণিত দুরাঙ্গা নহ্মমেরও
কোন বিদ্রব হইতে পারে ; তাহা হইলে
আমরা এই দুর্বস্থা হইতে অনায়াসে
বিমুক্ত হইতে পারি ।

দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরম
শ্রীত হইয়া কহিলেন, মহাশয় ! উত্তম
কহিয়াছেন ; ইহাতে সমুদায় দেবগণেরই
হিত লাভের সম্ভাবনা । এক্ষণে ইন্দ্রা-
ণীকে প্রসন্ন করা কর্তব্য । এই স্থির
করিয়া লোকহিতৈষী অগ্নিপ্রমুখ সুরগণ
শচীকে কহিলেন, হে দেবি ! আপনি এই
স্বাবরজসমাক্ত সমুদায় জগৎ ধারণ
করিতেছেন ; এক বার অনুগ্রহ করিয়া
নহ্মমের নিকট গমন করুন । আপনি
পতিব্রতা ; দুরাঙ্গা নহ্মম যখন আপনাকে
কামনা করিয়াছে ; তখন সে অবশ্যই
বিনষ্ট হইবে ; এবং শত্রুও সমুদায় সুররাজ্য
প্রাপ্ত হইবেন ।

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী দেবগণের
বাক্যে স্বার্থ সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া
লজ্জানত মুখে ভীষণদর্শন নহ্মমের সম্মুখে
সমুপস্থিত হইলেন । সেই রূপমৌলবতী
ইন্দ্রমহিষীকে অবলোকন করিয়া কামশর-
বিমোহিত দুরাঙ্গা নহ্মমের আত্মার আর
পরিসীমা রহিল না ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর তিনি কহিলেন, হে বরবর্ণিনি !
আমি ত্রিলোকাপতি ইন্দ্র ; তুমি আমাকে
পতিত্ব বরণ কর । পতিপরায়ণা দেবী
নহ্মমের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া
বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে
লাগিলেন । পরে তিনি কৃতাজ্ঞাপূর্ণে
ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ভীষণদর্শন সুর-
রাজ নহ্মমকে কহিলেন, হে সুররাজ !
আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎ কাল অব-
কাশ প্রার্থনা করি ; কারণ ইন্দ্র কোথায়
গমন করিয়াছেন ও তাঁহার কি হইয়াছে
কিছুই জানিতে পারি নাই ; অতএব
সময়মধ্যে ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিব ;
যদি তাঁহার কোন সংবাদ না পাই ; তবে
কহিতেছি, আমি অবশ্যই আপনার নিকট
সমুপস্থিত হইব ।

রাজা নহ্মম ইন্দ্রাণীর এই রূপ আপাত-
মনোরম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া
আত্মসমাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং কহি-
লেন, অগ্নি নিতম্বিনি ! হানি কি ; তুমি
কথা বলিলে, তাহাতে কোন ক্রমেই
আমার অসম্মতি নাই । আমি তোমার
সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম ;
তুমি ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া আইস ।

যশস্বিনী ইন্দ্রাণী বিদায় গ্রহণপূর্বক
নিজান্ত হইয়া বৃহস্পতিত্বনে গমন করি-
লেন । অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তাঁহার সাক্ষাৎ
বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত একাধি
চিন্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর

সকলে সমবেত হইয়া উন্নিয় সনে দেবদেব বিষ্ণুর নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, হে দেবেশ ! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের প্রভু, জ্ঞানাদিগের একমাত্র গতি এং সর্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিষ্ণু প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মার আপনারই বীৰ্য্যে নিহত হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে বাসব ব্রহ্ম-হত্যা পাপে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব কিরূপে তাঁহার মুক্তি হইবে ; ইহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ ! পাকশাসন আমার উদ্দেশ্যে পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ; তাহা হইলে তিনি ব্রহ্ম-হত্যাজ্ঞানিত পাপ হইতে বিমুক্ত ; হইয়া পুনরায় ইন্দ্র লাভ করিতে পারিবেন এবং দুৰ্ম্মতি নহুং স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অচির কালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। তোমরা কিছুকালের নিমিত্ত সারধান হইয়া অবস্থান কর।

দেবগণ অমৃতবর্ষিণী পরম হিতৈষিণী বিষ্ণুবাণী শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন। তখন পাকশাসন পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার দানসে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্বক বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী ও জীজ্ঞাতিতে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিভক্ত করিয়া রাখিলেন।

সুররাজ এই রূপে পাপবিমুক্ত হইয়া পাকশাসন লাভ করিলেন ; কিন্তু তেজো-নিহতা বরদানহুংসহ নহুংকে স্বপদে দৃঢ়-

প্রতিষ্ঠিত ক্ষমিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্বভূতের অদৃশ্য হইয়া কাল প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পতিপরায়ণা শচী স্বামীর অদর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া হা নাথ ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে বলিয়া উচ্চ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্ম ! যদি আমি কখন দান করিয়া থাকি ; যদি কখন ছতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি ; যদি কখন গুরুজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি এবং যদি কখন সত্যে আমার ভ্রাতা থাকে ; তাহা হইলে যেন কদাচ আমার সত্য হইতে বিনষ্ট না হয়। ভগবতি যামিনি ! তুমি অতি পবিত্র ও উত্তরায়ণপ্রসিদ্ধ ; আমি তোমাকে নমস্কার করি ; যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ হয় ; এই বলিয়া নিশাদেবীর আরাধনা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় অকপট পতিপরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রযুক্ত উপশ্রুতি দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, দেবি ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকট লইয়া চল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর উপশ্রুতি পতিব্রতা ইন্দ্রাণীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাণী সেই রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেবী উপশ্রুতিকে সন্দর্শন করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে বরদান ! তুমি কে ? তোমাকে জানিতে আমার বিনতাস্ত অভিলাষ হইয়াছে। উপ-

শ্রুতি কহিলেন, দেবি ! আমি উপশ্রুতি ; সত্যানুরাগ বশতঃ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ; তুমি একান্ত পতিপরায়ণা ও যমনিয়ম-সম্পন্না ; তোমার মঙ্গল হউক ; এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর ; আমি তোমাকে স্বতন্ত্রনিম্নদন পুরন্দরকে প্রদর্শন করিব ।

অনন্তর ইন্দুমহিষী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ মহৌষধ ও রমণীয় দেবারণ্য অতিক্রম করিয়া হিমাচল উল্লঙ্ঘনপূর্বক তাহার উত্তর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন । পরে বহুযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণব-সমিধান্বে উপনাত হইয়া পাদপরাজিবিরা-জিত লতাজালগণ্ডিত মহাদ্বীপে সমুপস্থিত হইলেন । তথায় চতুর্দিকে শত যোজন বিস্তীর্ণ হংসসারসকুলমুখরিত এক রমণীয় সরোবর সন্দর্শন করিলেন । ঐ সরোবরে ষট্পদগগনিদাদিত পঞ্চবর্ণ মহত্স মহত্স দ্বিবা কমল বিকসিত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে গৌরকান্তি উন্নতনীল এক নলিনী শোভা পাইতেছে ।

অনন্তর শচী উপশ্রুতি দেবীর সহিত পদ্মের মৃণালদণ্ড বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বিষতস্তুর অন্তর্গত সুররাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিলেন । তাঁহার স্তথায় পুরন্দরকে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনারাও তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন । পরে শচী ইন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব কর্ণের কথা উত্থাপন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । দেবরাজ তাঁহার স্তবে সম্বলিত হইয়া কহিলেন, হে

ইন্দ্রাণি ! তুমি কি নিমিত্ত আগমন করি-
য়াছ ; আর আমি যে এখানে অবস্থান
করিতেছি ; ইহাই বা কিরূপে সম্ভব
হইলে ? শচী কহিলেন, হে দেবরাজ !
অহঙ্কারপরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ভাগ্য
নহুষ ত্রিলোকের ইন্দ্র হু লাভ করিয়া
আমাকে কহিয়াছে, তুমি আমাকে পতিত
বরণ কর ; আমি তাহার সহিত এক সময়
নিরূপণ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি আমাকে
রক্ষা না করিলে সেই দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই
গ্রহণ করিবে । আমি এই নিমিত্ত আপ-
নার নিকট আগমন করিয়াছি ; অতএব
আপনি বিষতস্ত হইতে নিজাক্রান্ত হইয়া
তেজঃ প্রকাশপূর্বক তাহাকে মিনশীও
পুনরায় দেবরাজ্য শাসন করুন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

দেবরাজ ইন্দ্র শচীমুখে এই গংবাদ
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সত্যব্রতে
এখন বিক্রম প্রকাশের অবসর নহে ;
রাজা নহুষ এক্ষণে আমা অপেক্ষা বলবান
ঋষিগণের হব্য কব্ধে একান্ত পরিবৃত্ত
হইয়াছে । অতএব আমি এই বিষয়ে
এক সং পরীক্ষা প্রদান করিতেছি ; তুমি
অতি গোপনে তাহার অনুষ্ঠান কর, কদাচ
কাহার নিকট প্রকাশ করিও না । হে
সুন্দরি ! তুমি এক্ষণে নহুষসমিধান্বে উপ-
নীত হইয়া কহিবে, হে মহারাজ ! আপনি
দ্বিব্যষ্টিবাহু যানে আরোহণ করিয়া আমার
নিকট উপস্থিত হইবেন ; তাঁহা হইলেই
আমি শ্রীত মনে আপনার বশীভূত হইব ।

অনন্তর ইন্দ্রাণী জীবিতনাথের 'আদে-
শানুসারে নহ্মসম্মিধানে সমুপস্থিত হই-
লেন। রাজা নহ্ম তাঁহাকে নিরীক্ষণ
করিয়া সহস্র মুখে স্বাগত প্রশ্নপূর্বক
কহিলেন, অয়ি বরারোহে ! বল, আমি
তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব ?
আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত
অনুরক্ত ; এক্ষণে তুমি প্রীত মনে আমার
অভিলাষ পূর্ণ কর ; কদাচ লজ্জাপরবশ
হইও না ; আমাকে বিশ্বাস কর ; আমি
সত্য কহিতেছি, তুমি যাহা কহিবে ; আমি
তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।
ইন্দ্রাণী কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে
আমার সহিত সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন ;
তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি
আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ; কিন্তু
আমি আপনার নিকট একটি মনোগত
কথা ব্যক্ত করিতেছি ; আপনি যদি তাহা
সম্পাদন করেন ; তাহা হইলে আমি
আপনার মনোরথ সফল করিব।

দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী, অশ্ব, রথ
প্রভৃতি নানাবিধ বাহন ছিল ; কিন্তু আপ-
নাকে এগন এক অপূর্ব বাহন অবধারণ
করিতে হইবে, যাহা ভগবান্ শিব্যু, রুদ্র,
অশ্বর বা রাক্ষসগণ কেহই কখন অব-
লোকন করেন নাই ; আপনি দর্শনমাত্র
স্বরীষ্যপ্রভাবে অশ্বের তেজঃ অপহরণ
করিতে পারেন ; কেহই আপনার সমক্ষে
অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ; অশ্বর ও
দেবগণের অনুকরণ করা আপনার নিতান্ত
অকর্তব্য ; অতএব মহাভাগ মহর্ষিগণ সম-

বেত হইয়া শিবিকা দ্বারা আপনাকে স্কন্ধে
বহন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

তখন দেবরাজ নহ্ম সাতিশয় হৃষ্ট ও
নিতান্ত মস্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দেবি !
আমি তোমারই অধীন ; তুমি যাহা কহিলে,
ইহা অপূর্ব বাহন ; তাহার সন্দেহ নাই ;
মহর্ষিগণকে বাহন করা অল্প বলবীৰ্য্য-
শালী ব্যক্তির কার্য্য নহে ; অতএব এ
বিষয়ে আমারও বিলক্ষণ অভিলাষ আছে।
আমি তপঃপরায়ণ ও ত্রিকালজ্ঞ ; সমুদায়
জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি
রোষপরবশ হইলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিনষ্ট করিতে পারি ; দেব দানব, গন্ধর্ব্ব,
কিম্বর, উরগ ও রাক্ষস কেহই আমার
সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। আমি
যাহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করি ;
তাহারই তেজঃ সংহার করিয়া থাকি ;
অতএব তুমি যাহা কহিলে, আমি অবি-
লম্বেই তাহা সংসাধন করিব ; সপ্তমি ও
ব্রহ্মমিগণ অবশ্যই আগাকে বহন করি-
বেন। হে দেবি ! আজি তুমি আমার
মাহাত্ম্য ও সমুদ্রিক সন্দর্শন কর।

এই বলিয়া বলগদগন্ত, কামচারী ছুরাঙ্গী
নহ্ম শটীকে বিদায় করিয়া নিয়মসম্পন্ন
মহর্ষিগণকে বিনামে যোজনা করিয়া আপ-
নাকে বহন করাইতে লাগিলেন। ইত্য-
বসরে ইন্দ্রাণী বৃহস্পতিসম্মিধানে উপনীত
হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! দেবরাজ নহ্ম
যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল ; তাহা
আগতপ্রায় হইয়াছে ; এক্ষণে আপনি
অনতি বিলম্বে দেব পুরুন্দরকে অনুসন্ধান

করিয়া আমার প্রতি অনুসন্ধান প্রকাশ করুন। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে দেবি ! দুর্ভাগ্য নহ্ম হইতে তোমার আর কোন আশঙ্কা নাই ; যখন সেই অধাশ্বিক ঋষিগণ দ্বারা আপনাকে বহন করাইতেছে, তখন তাহার বিনাশকাল আগম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে তাহার বধ সাধনের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি ; তুমি ভীত হইও না ; আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব ; তোমার মঙ্গল হউক।

অনন্তর বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে অনল ! তুমি এক্ষণে সুররাজ ইন্দ্রকে অনুসন্ধান কর। তখন হুতাশন অপূর্ব জীবন ধারণ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন এবং নিমেষমাত্রে দিক্, বিদিক্, পর্বত, কানন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুসন্ধানপূর্বক পুনরায় বৃহস্পতিসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে সুরাচার্য্য ! আমি দেবরাজকে কোন স্থানেই অবলোকন করিলাম না ; আমার সলিল প্রবেশের ক্ষমতা নাই ; এই নিমিত্ত কেবল তথায় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে পারি নাই ; এক্ষণে বলুন, আপনার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তখন দেবগুরু কহিলেন, হে অনল ! তোমাকে অবশ্যই সলিলে প্রবেশ করিতে হইবে। অগ্নি

কহিলেন, হে সুরাচার্য্য ! সলিল হইতে অনল, ত্রাসা হইতে ক্রোধ ও প্রসন্ন হইতে শৌহ সমুদ্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদিগের অপ্রতিহত তেজঃ স্ব স্ব উদ্ভব ক্ষেত্রেই প্রশান্ত হইয়া থাকে। অতএব আমি কদাচ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না ; তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইব। এক্ষণে আপনার মর্জ্বল হউক ; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অনল ! তুমি সকল দেবতার মুখস্বরূপ ; তুমি হব্যবাহ ; তুমি সাক্ষীর ন্যায় সকল প্রাণীর অন্তরে গূঢ়রূপে বিচরণ কর ; কবিগণ তোমাকেই একবিধ ও ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হে হুতাশন ! তোমা বিনা এই সমস্ত জগৎ ক্ষণমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; বিপ্রগণ তোমাকে নমস্কার করিয়াই পুত্রকলত্র সমাভিযাহারে স্বকন্মোপার্জিত শাস্ত্র গতি লাভ করেন। তুমিই হব্যবাহ ; তুমিই পরম হবিঃ ; যাদ্বিকেরা যজ্ঞ দ্বারা তোমারই অর্চনা করেন। হে হব্যবাহ ! তুমি লোকত্রয় সৃষ্টি কর এবং কালক্রমে পুনরায় সমিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দধ্ব করিয়া থাক। হে পাবক ! তুমিই নিখিল ভুবনের প্রসূতি এবং তোমাতেই সমুদায় জগৎ বিলীন হয়। মনুষ্যগণ তোমাকেই জলধর ও বিদ্যুৎ বলিয়া নির্দেশ করেন। তোমা হইতে শিখা সকল নিজ্রাস্ত হইয়া সমুদায় ভূতকে ধারণ

করে। তোগাতেই সমুদায় জল ও সমু-
দায় অগ্নি নিহিত হইয়া আছে। ত্রিলোকে
কিছুই তোমার অবিদিত নাই। সকলেই
তোমার প্রবিন্দ হইয়া থাকে ;
তোমার দ্বারা অবিদিত চিত্তে সলিলমধ্যে
প্রবেশ কর। আমি তোমাকে সনাতন
প্রাণী মনে করিতে করিতে করিব। কবি-
প্রাণী তোমার বৃহস্পতি কর্তৃক
প্রদত্ত হইয়াছে। আমিও তোমার
বৃহস্পতি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছি, পুত্ররূপে আপনায়
প্রবেশ করিব।

যে স্থানে শতক্রতু প্রচক্ষ
করিতেছেন ; ভগবান্ হতা-
শ্রিত হইলে প্রবেশপূর্বক ক্রমে ক্রমে
গমন ও পথল সকল অতিক্রম করিয়া
সেই ক্রোমেরে আগমন করিলেন ; তথায়
তিনি কমলমল অশ্বেষণ করিয়া যুগলতন্তুর
অভ্যন্তরস্থ দেবরাজকে অবলোকন
করিয়ামাত্র অতিমাত্র বেগে প্রত্যাগত
হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে সুরাচার্য্য !
দেবরাজ অণুমাত্র কলেবর ধারণ করিয়া
বিষতন্তুর অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া আছেন।

তখন বৃহস্পতি, দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব-
গণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রসমীপে আগমন
করিয়া তৎকৃত পুরাতন কৰ্ম সকল উল্লেখ
করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।
হে শত্রু ! তুমি নিদারুণ নমুচি, মহাবল
বল ও শত্রু দৈত্যকে নিহত করিয়াছ ;
একধে পার্শ্ববর্তিত হইয়া অরাতিগণকে
যিনষ্ট কর। হে ইন্দ্র ! তুমি উখিত
হইয়া অবলোকন কর, দেবতা ও ঋষিগণ

তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন। তুমি
দানবগণকে সংহার করিয়া সমস্ত লোক
রক্ষা করিয়াছ। তুমি বিমুতেজঃপ্রস-
বিত ফেন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাসুরকে বধ
করিয়াছ। তুমি সর্বভূতের শরণ্য ও
স্তবনীয় ; তোমার সগান আর কেহই নাই ;
তুমিই সকল প্রাণীকে ধারণ ও দেবগণকে
মহিমান্বিত করিয়াছ। এক্ষণে বলবান্
হইয়া সকল লোক রক্ষা কর।

দেবগুরু বৃহস্পতি এই প্রকার স্তব
করিলে পর, ভগবান্ ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরি-
বর্তিত হইতে লাগিলেন। পারিশেষে স্বীয়
কলেবর গ্রহণপূর্বক বলবান্ হইয়া কহি-
লেন, হে সুরাচার্য্য ! মহাসুর ভৃক্‌নন্দন ও
লোকবিনাশী বৃহকে সংহার করিয়াছি ;
এক্ষণে আপনাদের আর কি কার্য্য অব-
শিষ্ট আছে ?

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ ! নহব-
নামা এক জন মানবরাজ দেবর্ষিগণের
তেজে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের
অত্যন্ত বিষ করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, মহাশয় ! রাজা নহব
কীদৃশ তপস্যা ও পরাক্রমপ্রভাবে অশ্লত
দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ?

বৃহস্পতি কহিলেন, হে মহেন্দ্র !
আপনি ইন্দ্র পুরিত্যাগ করিলে দেব,
পিতৃ, ঋষি ও প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ ভীত
হইয়া নহবসমীপে গমনপূর্বক কহিলেন,
হে নহব ! আপনি আমাদিগের রাজ্য
হইয়া সমুদায় ভুবন রক্ষা করুন। নহব
কহিলেন, আমি সামর্থ্যশূন্য হইয়াছি

তোমরা স্ব স্ব তপস্যা ও তেজঃ দ্বারা
আমার তেজস্বিতা সম্পাদন কর। তখন
তঁাহারা তাহাকে তেজস্বী করিলে, সেই
দুরাত্মা দেবরাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া এক্ষণে
মহর্ষিগণকে বাহন করিয়া লোকলোকান্তরে
গমন করিতেছে। আপনি সেই তেজো-
হর দৃষ্টিবিষু নহুকে কদাপি দৃষ্টিগোচর
করেন নাই। নিতান্ত কাতর দেবগণ
গূঢ়রূপে বিচরণ করিয়াও তাহাকে দর্শন
করেন না।

বৃহস্পতি এই রূপ কহিতেছেন, এমন
সময় কুবের, যম ও সোম প্রভৃতি লোক-
পালগণ তথায় আগমন করিয়া কহিলেন,
হে ইন্দ্র ! ভাগ্যক্রমে আপনি স্বর্ঘ্যন্দন ও
বৃদ্ধান্তরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং আমরা
ভাগ্যক্রমে আপনাকে অক্ষত ও কুশলী
অবলোকন করিলাম।

মহেন্দ্র প্রীতিপ্রকল্প হইয়া সমুচিত
সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, হে লোকপালগণ !
ভীষণস্বভাব নহুষের পরাজয় বিষয়ে তোমা-
দিগকে সাহায্য করিতে হইবে।

তঁাহারা কহিলেন, হে ইন্দ্র ! দৃষ্টিবিষ
নহুষ অতি ভয়ঙ্কর ; এই নিমিত্ত অত্যন্ত
ভীত হইতেছি। যদি আপনি তাহাকে
পরাজয় করেন, তাহা হইলেই আমরা
মজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হই।

ইন্দ্র কহিলেন, সে যাহা হউক ;
আজি আমি বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি
লোকপালগণকে স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত
করিলাম ; সকলে একত্র মিলিত হইয়া
দৃষ্টিবিষ নহুষকে পরাজয় করিব।

তখন আমি ইন্দ্রকে কহিলেন, হে
ইন্দ্র ! আমাকে অংশ দান কর ; আমিও
তোমাদের সাহায্য করিব। ইন্দ্র কহি-
লেন, হে ছত্ৰাশন ! তুমি মহাযজ্ঞে ঐন্দ্রিয়
নামে এক অংশ প্রাপ্ত হইয়ো।

অনন্তর বরদাতা মহেন্দ্র কুবেরকে
যক্ষগণের ও সমুদায় ধনের, যমকে পিতৃ-
গণের এবং বরুণকে জলের আধিপত্য
প্রদান করিয়া নহুষের বধোপায় চিন্তা
করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

এই রূপে দেবরাজ ইন্দ্র লোকপাল-
গণের সহিত নহুষের বধোপায় চিন্তা
করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ অগস্ত্য
তথায় আগিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি
ইন্দ্রের সংকার করিয়া কহিলেন, হে পুর-
ন্দর ! ভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপ ও বৃদ্ধান্তর
নিহত এবং তোমার বিষম শত্রু নহুষও
রাজ্যচ্যুত হইয়াছে ; অতএব আজি সৌভা-
গ্যের আর পরিসীমা রহিল না।

ইন্দ্র স্বাগত প্রসন্নপূর্বক কহিলেন, হে
তপোধন ; আপনার সম্মুখনে আমি পরম
প্রীত হইলাম ; এক্ষণে পাত্র, অর্ঘ্য, আচ-
মনীয় ও মধুপক গ্রহণ করুন। মুনিবর
এই রূপে পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন
করিলে পর, দেবরাজ প্রহৃষ্ট মনে তঁাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম !
পাপাত্মা নহুষ কিরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হইল ;
তাহা আত্মপূর্বিক বর্ণন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে ছত্রনাথ ! একদা

কতিপয় দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি বলদর্পিত ছুরা-
চার নহষকে, স্কন্ধে বহন করিয়া নিতান্ত
শ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসব !
শান্ত্রে যে সকল গোপ্রোক্ষণের মন্ত্র ও
ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে ; আপনি
কি তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন ? মৃঢ়-
চেতাঃ নহষ তমোগুণপ্রভাবে না বলিয়া
প্রভুতত্ত্ব প্রদান করিল। ঋষিগণ নহষের
এই রূপ গর্ভিত বাক্য শ্রবণে সাতিশয়
অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মের প্রতি
তোমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই ; অধর্ম্মে
প্রবৃত্ত হইয়া তোমার বুদ্ধি একবারে কলু-
ষিত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিগণ পূর্বে
যে সকল কথা বলিয়াছেন ; তাহাই আগরা
গ্রমাণ বলিয়া গণ্য ও মান্য করি।

পাপাত্মা নহষ মুনিগণের সহিত এই
রূপ বিবাদ করিয়া অধর্ম্মপ্রেরিত হইয়া
আমার মস্তকে পদার্পণ করিবামাত্র তেজো-
হীন, শ্রীভ্রষ্ট ও নিতান্ত ভয়পীড়িত হইয়া
চিন্তা করিতে লাগিল। তখন আমি
কহিলাম, রে মৃঢ় ! যেহেতু তুমি পূর্বতন
ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশপূর্বক
ঠাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত পবিত্র কার্য্য সকল
দূষিত করিতেছ ; তুমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া
আমার মস্তকে পদাঘাত করিলে এবং
ব্রহ্মকল্প ছুরাসদ ঋষিগণকে বাহন করিয়া
দিক্ দিগন্ত ভ্রমণ করিতেছ ; এই নিমিত্ত
তোমার সমুদায় পুণ্য ক্ষয় হইল এবং তুমি
স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ; অদ্যাবধি আর তোমার
ভাদৃশ প্রভাব থাকিবে না। এক্ষণে তুমি
ধরাতলে গমন করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের

প্রায়শ্চিত্ত স্তুরূপ মহাকায় সর্পরূপ ধারণ-
পূর্বক দশ সহস্র বৎসর বিচরণ কর ;
পরে শাপকাল সম্পূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ
প্রাপ্ত হইবে। হে ত্রিদিবনাথ ! এই রূপে
সেই ছুরাত্মার অধঃপতনে ত্রিভুবন নিক-
ণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি দেবরাজ্য
প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য
করুন।

অনন্তর দেবতা, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস,
গন্ধর্ব্ব, ভূজগ, দেবকন্যা, পিতৃগণ, অঙ্গরা
এবং সরিৎ, সাগর ও শৈল প্রভৃতি ভূত
সকল সাতিশয় হ্রষ্ট হইয়া বাসবসকাশে
গমনপূর্বক কহিলেন, হে সুরেশ্বর ! ভাগ্য-
ক্রমে পাপাত্মা নহষ আজি অগস্ত্যশাপে
স্বর্গভ্রষ্ট ও সর্পরূপ প্রাপ্ত হইয়া মহীতলে
নিপতিত হইয়াছে ; অতএব আপনি এক্ষণে
স্বথসচ্ছন্দে নিকণ্টকে সুররাজ্য প্রতিপালন
করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তখন ব্রহ্মনিমূদন পুরন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন
ঐরাবতে আরোহণপূর্বক অগ্নি, বৃহস্পতি,
যম, বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবগণে পরি-
বৃত্ত এবং গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণ কর্তৃক
সংস্তুয়মান হইয়া পুনরায় ত্রিভুবনমধ্যে
আগমন করিলেন এবং স্বীয় 'নহর্ষাশ্বিনী
শচীর সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমাঙ্কুরে
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। পরে
ভগবান্ অঙ্গিরাঃ শচীপতির সমীপে সমু-
পস্থিত হইয়া অধর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক ঠাঁহাকে পূজা করিলেন। সুররাজ

তদ্বর্ণনে সাতিশয় সংস্কৃতি ও ছুটি হইয়া বর প্রদান করিলেন, হে মহাত্মন ! তোমার অধর্মবান্ধব নাম অধর্মবেদে প্রসিক্ত হইবে এবং তুমি সর্বত্র যশস্তাগ প্রাপ্ত হইবে । শতক্রতু এই বলিয়া অগ্নিরাকে অর্চনাপূর্বক বিদায় করিলেন । অনন্তর দেবগণও ততপোধন সমুদায়কে যথাবিধি পূজা করিয়া পরমাত্মাদে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ধর্মানন্দন ! সুররাজ ইন্দ্র এই রূপে ভাষ্যা সমভিব্যাহারে দুঃখ ভোগ করিয়া শত্রুগণের বধাকঙ্কায় অস্ত্রাত বাদ করিয়াছিলেন । অতএব আপনি মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও বশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর সহিত মহাবনে ক্রেশ ভোগ করিয়াছেন বলিয়া কোন ক্রমে দুঃখিত হইবেন না । দেবরাজ যেমন বৃত্তকে সংহার করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও শত্রু বিনাশ করিয়া অবশ্যই রাজ্য লাভ করিবেন । যেমন ব্রহ্মদেবী পাপাত্মা নহুষ অগস্ত্যের শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ কর্ণ দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার অরতিগণ অচির কাল মধ্যে উৎসন্ন হইবে । অনন্তর আপনি স্বয়ং ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও পতিপরায়ণা পাঞ্চালী সমভিব্যাহারে নির্বিঘ্নে সমাগরা ধরার একাধিপত্য করিবেন ।

হে মহারাজ ! সৈন্যসকল মিলিত হইলে, জয়াভিলাষী ভূপতির শত্রুবিজয় উপাখ্যান শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য । এই নিমিত্ত আমি আপনার মিকট এই উপাখ্যান কীর্তন করিলাম । যে মহাত্মাগণ এই

উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিজয়ী ও সমুদ্রশালী হন । হে ধর্মনন্দন ! দুর্যোধা দুর্যোধনের অপরাধে ও ভীষ্মার্জুনের পুরী-ক্রমে অচিরে মহাত্মা কত্রিয়গণের বিনাশ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই । হে যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি নিয়মপূর্বক এই ইন্দ্রবিজয় উপাখ্যান পাঠ করে, সে অরতিভয়বিমুক্ত, অপত্যদম্পন্ন, নিরাপদ ও দীর্ঘায়ু; হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপনপূর্বক পরকালে স্বর্গলাভ করিতে পারে এবং সর্বত্র জয় লাভ করিয়া থাকে ; কৃত্রাপি পরাভূত হয় না ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শল্যের এই রূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনার কৈ অবশ্যই কর্ণের সারথ্য কার্য সম্পাদন করিতে হইবে । আপনি সেই সময়ে কর্ণের তেজোনাশ ও অর্জুনকে রক্ষা করিবেন ।

শল্য কহিলেন, আমি অবশ্যই আপনার বাক্যানুরূপ কার্য করিব । আর অন্যান্য যে সকল কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব তাহার অনুরোধেও অণুমাত্র ক্রটি কল্পিব না । মদ্রাধিপতি শল্য এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণপূর্বক মনৈশ্চৈ দুর্যোধিন সমীপে গমন করিলেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সাত্ততবংশীয় মহারথ মাত্যকি চতুরঙ্গিনীসেনা সমভিব্যাহারে ধর্মরাজের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । নানা দেশ হইতে সমাগত মহাবল পরাক্রান্ত বীর

পুরুষগণ পরশু, ভিন্দিপাল, শূল, তোমর, মুদগর, পরিষু, বষ্টি; পাশ, তলবার, খড়গ ও ধনুর্বাণ প্রভৃতি বিবিধ তৈলধোত প্রহরণ-প্রভায় সাত্যকির সেনা পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। এই সৈন্য সমুদায় স্থান-স্থল অস্ত্র শস্ত্রবিভূষিত হইয়া সবিদ্যাৎ জল-ধরণপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই এক অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় অন্তর্হিত হইল। তৎপরে চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী, মহাবল পরাক্রান্ত মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধতনয় জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী ও মহাবীর পাণ্ড্য সাগরানুপবাসী বহু-সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে অমিততেজাঃ-পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইলেন। এই রূপে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইলে, ধর্ম্মরাজের সেনানিবেশ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর ক্রপদ নানা দেশ সমাগত অসংখ্য বীর পুরুষ ও মহারথ স্বায় পুত্রগণ এবং মৎস্যরাজ - সিরিট, পার্শ্বতীয় ভূপালগণসমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজের নিকট আগমন করিলেন। এই রূপে নানা দেশীয় ভূপালগণ কৌরব-দিগের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ আনয়ন করিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। তদর্শনে পাণ্ডবগণের আত্মাদের আরু পরিসীমা রহিল না।

এ দিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্যোধনের নিকট গমন

করিলে, গুণতিনি সান্তিণয় সম্ভুক্ত হইলেন। স্ববর্ণালঙ্কৃত চীন ও কীরাতকূলসকুল ভগদত্তের সেনাগণ কর্ণিকারবনের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরি-প্রাণ ও শল্য ইহারিও ঐত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে দুর্যোধন-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হার্দিক্য এবং কৃতবর্মা ভোজ, অন্ধক ও কুরুগণ-সমভিব্যাহারে অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। তৎকালে দুর্যোধনের সৈন্যগণ সেই সমুদায় বনমালাধারী বীর পুরুষে ব্যাপ্ত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গকূলসকুল অরণ্যানীর ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর জয়দ্রথ প্রভৃতি সিদ্ধ সৌবীরদেশীয় ভূপালগণ বায়ুবেগবিধূত বহুরূপ নীরদের ন্যায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্য-সমভিব্যাহারে ধরাতল কম্পিত করিয়া দুর্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কাশ্মোজাধিপতি হৃদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবন সৈন্য-সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া কুরু-সৈন্যमध्ये প্রবিষ্ট হইলেন। মাহিষ্মতী-নিবাসী নীল মহাবল পরাক্রান্ত দক্ষিণাপথ-নিবাসী সেনা সমুদায় লইয়া কুরুরাজের নিকট আগমন করিলেন। অবল্লিদেশ বাসী মহীপালদ্বয় এক এক অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে সমুপস্থিত হইলেন; এবং মহাবলশালী কৈকেয় বংশীয় পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য ভূপতিগণের নিকট হইতে তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমুপস্থিত হইল। এই রূপে মহা-

রাজ্য ত্র্যযোদশ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত একাদশ অকৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন ।

নানাবিধ ধ্বজপতাকাশালী সৈন্যগণের সঙ্গাগমে হস্তিনা নগর একবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তখন তাহারা তথা হইতে পঞ্চনদ, সমুদায় কুরুজাঙ্গল, রোহিত-কারণ্য, মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকূল, বারগ, বাটধান ও যামুন পর্বত প্রভৃতি প্রভূত ধনধান্যশালী সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে গমনপূর্বক বাস করিতে লাগিল । পাঞ্চালপতিশ্রেণিত পুরোহিত সেই প্রভূত-তর কুরুসৈন্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন ।

সেনোত্তোগ পক্ষাধ্যায়ঃ সনাত্ত ।

সঞ্জয়ান পর্বাদ্যায় ।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! এ দিকে পাঞ্চালরাজের পুরোহিত কৌরব-গণের সমীপে সমুপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন । তিনি কুশল সংবাদ প্রদান ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া সেনানিগণের সমক্ষে কহিলেন, হে সভাসদগণ ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্য অবগত আছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে

তাহার সবিশেষ উপযোগিতা আছে ; এই নিমিত্ত পুনরায় কহিতেছি, হে কৌরবগণ ! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক জনের সমান ; পৈতৃক ধনে ইহাদিগের উভয়েরই সমান অধিকার ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করিলেন ; আর পাণ্ডুনন্দনগণ তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ; ইহার কারণ কি ?

আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, পূর্বের রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের পৈতৃক দ্রব্য গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন ; তাঁহার পুত্রেরা প্রাণপণে তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ; ধার্তরাষ্ট্রগণ পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সহায়ে ছল দ্বারা তাঁহাদিগের স্ববলবৃদ্ধিত রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন ; সভামধ্যে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী ক্রপদনন্দিনীকে নিগৃহীত ও ত্রয়োদশ বর্ষ মহারণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা বনবাসসময়ে যে সমস্ত ক্রেশ ও বিরাট নগরে গর্ত্তস্থিত জীবের মায় যে সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই । তথাপি তাঁহারা ধার্তরাষ্ট্রকৃত সমুদায় নিগ্রহ বিস্মৃত হইয়া সন্ধি স্থাপনে এতদূর অভিলাষী হইয়াছেন ।

এই সকল সূক্ষ্মগণ উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত হইলেন ; একপক্ষ ত্র্যযোদশ ধনকে সাক্ষ্যনা করুন । পাণ্ডবগণ সমধিক বলবান হইয়াও কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম

করিতে পরামুখ হইয়াছেন। লোকহিংসা ব্যতিরেকে অংশ লাভ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। কিন্তু রাজা দুৰ্য্যোধন যে কি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। দেখুন, সপ্ত অকোহিণী সেনা ধনু-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কুরু-গণের সহিত সমরোন্মুখ হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাত্যকি, ভীষ্মসেন, নকুল ও সহদেব ইহারা সহস্র অকোহিণীর সমকক্ষ। মহাবাহু ধনঞ্জয় ও আপনাদিগের এই একাদশ অকো-হিণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনবল নহেন। তিনি যেমন সমস্ত যোদ্ধার প্রধান; মহা-হুতি বাসুদেবও সেই রূপ। এই প্রকার সৈন্য সংখ্যার বহুলতা, কিরীটীর রণদক্ষতা ও বাসুদেবের বুদ্ধিগভা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে? অতএব আপনারা ধনু ও নিয়নের অনুসারে দ্রুতব্য বিষয় প্রদান করুন; অর্থাপি ইহার কাল অতীত হয় নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্জনা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ ও মধুসূদন কুশলে কাল যাপন করিতেছেন; ভাগ্যবলে তাঁহারী সহায়সম্পন্ন হইয়া ধর্মপথে একান্ত নিরত রহিয়াছেন এবং ভাগ্যবলেই তাঁহার

বান্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিহার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার স্বার্থার্থ বিষয়ে আমার অণুমানও সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে আপাততঃ উহা অতি কঠোর বলিয়া প্রতীয়-মান হইতেছে। পাণ্ডবেরা বনবসক্লে-শে ক্লিষ্ট হইয়া এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহারথ কিরীটী অলৌকিক বলশালী; এই ত্রিলোকমধ্যে রণস্থলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ভূজবীৰ্য্য সহ্য করিতে পারে? অতঃ ধর্ম্মদারীর কথা দূরে থাকুক; সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন না।

মহাবীর কণ ক্রোধভরে অহঙ্কারপূর্বক ভীষ্মদেবের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া মহারাজ দুৰ্য্যোধনের প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্বের শকুনি রাজা দুৰ্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্যুতক্রীড়া করিয়া যুদ্ধিত্তিরকে পরাজয় করেন। রাজা যুদ্ধিত্তিরও প্রতি-জ্ঞানুসারে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কাহারও অবদিত নাই; হুতরাং আমরা আর এ বিষয়ের বারংবার উল্লেখ করিব না। এক্ষণে তিনি মূর্খের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া মৎস্য ও পাঞ্চালদিগের সহায়্যে সমস্ত পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। রাজা দুৰ্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রু-কেও সমস্ত পৃথিবী দান করিতে পারেন;

কিন্তু ভয় প্রদর্শন করিলে একুপদ ভূমিও প্রদান করেন না ; অতএব যদি তাঁহারা পুনরায় পৈতৃক রাজ্য লাভের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অনণ্যবাস আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন ; পরে মহারাজ দুৰ্য্যোধনের অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থান কুরিতে সমর্থ হইবেন । মূৰ্খতা-বশতঃ যেন কদাচ অধার্মিকী বুদ্ধি অবলম্বন না করেন । আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রণস্থলে কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণপূর্বক অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ ! ভূমি বাক্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ বটে কিন্তু অর্জুন একাকী রণস্থলে ছয় রথীকে পরাজয় করিয়াছেন ; তাহা এক বার তোমার শ্রবণ করা উচিত । ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, যদি আমরা সেই রূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের সমরাস্রনের পাংশুজাল ভক্ষণ করিতে হইবে । অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে প্রসন্ন ও তাঁহার বাক্যে অনুগোদন করিয়া কর্ণকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ ! শান্তমুদন ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তাহা আমাদের শুভকর ; পাণ্ডবগণের হিতকর ও সমস্ত জগতের শ্রেয়স্কর হইতেছে বিবেচনা করিয়া আমি পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব । তিনি অগ্নি তাঁহাদের

নিকট গমন করুন ; এই বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিরাটপুরোহিতকে সৎকারপূর্বক পাণ্ডবগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন, এবং সভামধ্যে সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে সঞ্জয় ! শুনিয়াছি, পাণ্ডুতনয়েরা বিরাটরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে তুমিও সম্রাজ হইয়া উপযুক্ত সময়ে আগমন করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে শীঘ্র বিরাট নগরে গমনপূর্বক পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অর্চনা করিয়া সকলকেই আমাদের কুশল বাঁতী কহিবে । পাণ্ডবেরা পরোপকারী অকপট ও সাধু ; তাঁহারা অজ্ঞাতবাসে দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ করিয়াও আমাদের প্রতি কিছুগাত্র ক্রুদ্ধ হন নাই । আমি কদাপি পাণ্ডবদিগের মিথ্যা ব্যবহার অবলোকন করি নাই ; তাঁহারা স্বীয় বীৰ্য্য-জিত সমুদায় সম্পত্তি আমাদের প্রদান করিয়াছেন । আমি নিরস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদের কিছুগাত্র দৌষ দেখিতে পাই নাই ; অতএব কি বলিয়া পাণ্ডবগণের নিন্দা করিব । তাঁহারা সর্বদা ধর্ম্মার্থের অবিরোধে কর্ম্ম করিয়া থাকেন ; আপনাদিগের স্বথ, প্রিয় বা অতীক সাধনের অনুরোধ করেন না । তাঁহারা ধৈর্য ও প্রজ্ঞাবলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ ও প্রমাদ এই সকল অভিজুত করিয়া ধর্ম্ম-

ধর্মের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা প্রয়োজনসময়ে মিত্রগণকে ধন দান করিয়া থাকেন এবং দীর্ঘ কাল একত্র সহবাস করিলেও তাঁহাদিগের বন্ধুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না; সেই ধার্মিকেরা যিনি যেমন ব্যক্তি তাঁহার তদনুরূপ সম্মান রক্ষা করেন এবং যথাযোগ্য অর্থ চিন্তাও করিয়া থাকেন।

পাপাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্ব্যোধান ও ক্ষুদ্রাশয় কৰ্ণ ব্যতিরেকে অস্ত্রংপক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণের বিদ্বেষ করেন না। কেবল ইহারা দুই জনে সেই সুখাভিলাষ-বিহীন মহাত্মাদিগের ক্রোধ বন্ধিত করিতেছে। দুর্ব্যোধান আরম্ভসময়ে বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু কার্যকালে তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। সে অতিশয় সুখাভিলাষী ও বালক; স্বীয় অবি-মুখ্যাকারিতা প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সমক্ষে তাঁহাদের অংশ অপহরণ করা অনায়াসসাধ্য মনে করিতেছে। অর্জুন, কেশব, বৃকো-দর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও শৃঙ্খয় ঐহিক অমুগামী যুদ্ধের পূর্বেই তাঁহাকে ভাগ প্রদান করা কর্তব্য। জয়শীল সব্য-সাচী একাকী পৃথিবী পরিচালিত করিতে পারেন; এবং কেশবও সকলের দুর্দাগম্য ও ত্রৈলোক্যের অধিপতি। যিনি সর্ব-লোকের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? মহাবীর অর্জুন এক রথে অধিকৃত হইয়া জলদগ্ধতীর নির্বোধ পতঙ্গসংঘের স্থায় ক্রতগামী শর-জাল বিস্তারপূর্বক উত্তর দিক ও হিমালয়

প্রদেশবাসী উত্তর বুরুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়াছেন; দ্রাবিড় দেশীয় লোকদিগকে স্বীয় সৈনিক দলের অন্তর্গত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নিধিল দেবগণকে পরাজিত করিয়া অখণ্ড খাণ্ডবারণ্য ছত্ৰাশনগুণে উপহার প্রদানপূর্বক পাণ্ডবগণের যশো-বিস্তার ও মান বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ভীম গদাযুদ্ধের স্থায় হস্ত্যারোহণে অদ্বিতীয়। তিনি রথারোহণে অর্জুন অপেক্ষা হীনবল নহেন এবং বাহুবলে অযুত নাগসদৃশ। মহাবল পরাক্রান্ত সুশিক্ষিত ভীমসেনের সহিত শত্রুতাচরণপূর্বক তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিলে ধার্তরাষ্ট্রেরা ভয়ীভূত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও অমর্যপূর্ণ ভীমসেনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যেমন শ্যেন অশ্ব পক্ষী সমূহকে বিনষ্ট করে, সেই রূপ সুশিক্ষিত লঘুহস্ত মাদ্রীতনয়যুগল অরাতি-কুল অনায়াসে নিমূল করিতে পারেন।

ভীষ্ম, দ্রোণপ্রভৃতি মহাবল বীর পুরুষেরা আমাদিগের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন যথার্থ বটে; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে অতি সামান্য বোধ হয়। সৌমকশ্রেষ্ঠ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী। শূনিয়াছি, তিনি ভৃত্যগাত্য ও আত্মসমর্পণ করিয়াও পাণ্ডবগণের উপকার করিবেন। বিশেষতঃ বৃষিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়; তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?

অংশুধিপতি বিরাট পাণ্ডবগণের সহ-

বাসে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন ; এ নিমিত্ত তাঁহারা পিতা পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সাতশয় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং কার্য-কালে পাণ্ডববর্ষসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবেন ; সন্দেহ নাই । মহাবল পরাক্রান্ত কৈকয়েরা পক্ষ ভ্রাতা পূর্বে আমাদিগের পক্ষ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কৈকেয় দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অবধি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য প্রাপ্তি কামনায় পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন । পাণ্ডবাদিগের সাহা-য্যার্থ নানা দেশ হইতে মহাবীর ভূপতিগণ সমানীত হইয়াছেন ; তাঁহারা ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি ও অকপট প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন । পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বৃদ্ধ সমূহ পার্বত্য ও দুর্গনিবাসী যোদ্ধারা এবং নানায়ুধধারী বলবান স্নেহ-গণ পাণ্ডববর্ষ আনতি হইয়া সৈন্যমধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে । অলোকসামান্য বীর্য-সম্পন্ন ইন্দ্রকল্ল মহাত্মা পাণ্ডা পাণ্ডবগণের হিতার্থ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমরে সমাগত হইয়াছেন । ঈনি দ্রোণ, অর্জুন, বাহুদেব, কৃপ ও ভীষ্মের নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করিয়াছেন ; লোকে যঁাহাকে প্রহ্লাদ সদৃশ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে ; সেই সত্যিক পাণ্ডবগণের অর্থ সিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধে ব্রজ হইয়াছেন ।

পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ ও কুরুষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব-প্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে চেদিরাজতনয়

সূর্য্যেক ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মরাজ ও যুদ্ধে অজয় । ভগবান্ কৃষ্ণ কণকবলমধ্যে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎ-সাহ ভয় করিয়াছিলেন এবং কুরুষরাজ প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদি-পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুদ্র স্রুগের ন্যায় পলায়ন করিলে, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশঃ ও মান বর্দ্ধন করিলেন ।

সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষ রক্ষা করিতেছেন ; কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া বৈরথ যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে ? হে সঞ্জয় ! কৃষ্ণ পাণ্ডববর্ষ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি ভ্রবণ করি-য়াছি । তাঁহার কার্য অমুক্ণ স্মরণ করিয়া আমি শাস্ত্র লাভে বঞ্চিত হইয়াছি ; কৃষ্ণ যঁাহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহা-দিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে ? কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে । আমার পুত্র দুর্বুদ্ধিপন্নতন্ত্র ; এক্ষণে যদি সে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করে, তাহা হইলেই মঙ্গল ; নতুবা যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণু সমুদায় দৈত্যসেনা নিহত করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহারাও কুরুকুল নিশ্চল করি-বেন, সন্দেহ নাই । অর্জুন, বাহুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একমাত্র দুর্ভেদ্যধনের অপরাধে ত্রুণ হইয়া সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে প্রহার না করেন ; তাহা হইবে

আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শর্ম ও দয়াস্বরূপ
বোধ করিব।

হে সঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ-
নল প্রদীপ্ত হইলে, আমার অন্তঃকরণে
যেমন ভয় সঞ্চার হয়; বাসুদেব, ভীম,
অর্জুন, নকুল ও সহদেব হইতে তাদৃশ ভয়
হয় না। যুধিষ্ঠির মর্হাতপাঃ ও ব্রহ্মচর্য-
সম্পন্ন; তাঁহার সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া
থাকে। হে সঞ্জয়! তাঁহার এই ক্রোধ
শ্রায়াস্রুগত বিবেচনা করিয়া আমি সান্তি-
শর ভীত হইতেছি। তুমি শীঘ্র রথা-
রোহণপূর্বক পাঞ্চালরাজের সেনানিবেশে
গমন করিয়া প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে পুনঃ পুনঃ
যুধিষ্ঠিরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং
কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া অনাময় প্রশ্ন-
পূর্বক কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই
পাণ্ডবগণের শান্তি বাসনা করিতেছেন।
কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম
ও মতত তাঁহাদিগের কার্যে নিযুক্ত
আছেন। অতএব তিনি বাহা কহিবেন,
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহার কিছুমাত্র অন্তথা
করিবেন না। অনন্তর অগ্ন্যায় পাণ্ডব,
সম্ভর, বিরাট ও দ্রোপদেয়দিগকে কহিবে,
রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাদিগের কুশল
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! বাহাতে
যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হয় এবং ভারতগণের
হিত লাভ হইতে পারে, তুমি উপযুক্ত
অবসর বিবেচনা করিয়া রাজগণমধ্যে সেই
রূপ বাক্য-প্রয়োগ করিবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন-
ন্তর সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে
পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিরাট-
রাজ্যে গমন করিলেন। তথায় উপনীত
হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে « অভিবাদন-
পূর্বক প্রীতমনে কহিলেন, মহারাজ!
ভাগ্যবলে আমি আপনাকে অরোগ ও
সহায়সম্পন্ন দেখিতেছি। বৃদ্ধ রাজা
ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি, মহাবল পরা-
ক্রান্ত ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীতনয় নকুল,
সহদেব ত কুশলে আছেন এবং আপনি
বাহা হইতে সকল মনোরথ সফল করিয়া
থাকেন; সেই বীরসহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনী
ও তাঁহার পুত্রগণের ত সর্বদ্রাঘীন মঙ্গল?

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়!
তুমি ত নির্বিলম্বে আগমন করিয়াছ?
তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা
পরম প্রীত হইলাম; আমি অনুজগণের
সহিত কুশলে আছি। বহু কালের পর
কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল সমাচার অব-
গত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে দর্শন
করিয়া আহ্লাদবশতঃ বোধ হইতেছে যেন
তাঁহাকেও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি।
সর্বধর্ম্মজ মহাপ্রজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম ত
কুশলে আছেন? আমাদের উপর তাঁহার
যে স্নেহ ও সন্তোষ ছিল, তাহা ত বিলুপ্ত
হয় নাই? মহারাজ বাহ্লিক, সোমদত্ত,
ভুরিঞ্জক ও শল্য ইহাদের ত মঙ্গল?

আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইহারা ত
সমস্ত শরীরে কাল যাপন করিতেছেন ?
ইহারা ত কৌরবগণের প্রতি একান্ত অনু-
রাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহা-
দিগের নিকট ত সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত
হইতেছেন ? রাজকুমার যুয়ুৎসু ও
অমাত্য কর্ণ ইহারা ত কুশলে আছেন ?

ভারতজননী বৃদ্ধ রমণীসকল, মহানসে
নিযুক্ত দামভার্য্যা, বধূ, পুত্র, ভাগিনেয়,
ভগিনী ও দৌহিত্রসকলের ত মঙ্গল ?
রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে
মন্দন্ত গ্রামাদি ত প্রত্যাহরণ করেন নাই ?
তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণদিগের
অবমাননায় কি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া
থাকেন ? তিনি স্বর্গের সোপানভূত মন্দন্ত
বৃত্তি সমুদায় ত বিলুপ্ত করেন নাই ? হে
মঞ্জয় ! বিধাতা বৃত্তির প্রতিপালন পর-
লোকে শুভকর ও ইহা লোকে যশস্কর
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন । এক্ষণে
তাঁহারা যদি লোভ সংবরণ না করেন,
তাহা হইলে সমস্ত কৌরুবগণ বিনষ্ট হই-
বেন ; তাহার সন্দেহ নাই । রাজা ধৃত-
রাষ্ট্র ও তাঁহার স্নাত্ত্বজগণ অমাত্যদিগকে
ত যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ?
তাঁহার শত্রুগণ হুহুধ্বগের ন্যায় একমত্য
অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদিগের ত অহন্তেদ
উৎপাদন করিতেছে না ? কৌরবগণ ত
তাঁহাদিগকে অসং পরামর্শ প্রদান করেন
না ? দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইহারা
ত আমাদিগের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত
কোন সুকল্প করিতেছেন না ? তাঁহারা

ত সম্পূত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনার্থ মন্ত্রণা
প্রদান করেন ? তাঁহারা যোদ্ধবর্গকে
সমবেত দেখিয়া সংগ্রাম নিকর্বাহক অর্জু-
নের কার্য্যসমুদায় ও তাঁহার জলধরনির্বোধ-
সদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি ত স্মরণ করিয়া থাকেন ?

আমি মহাবীর অর্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
যোদ্ধা আর দৃষ্টিগোচর করি নাই ; তিনি
একবৃষ্টি হস্তীক পুঙ্খযুক্ত শর এককালে
নিষ্ক্ষেপ করিতে পারেন । ভীমসেন গদা
ধারণ করিয়া মহারণে মদস্রাবী মত্ত
মাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামমধ্যে শত্রুগণকে ভীত
ও কম্পিত করিয়া ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া
থাকেন ; ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া
থাকেন ? মাদ্রীতনয় মহদেব বাম ও
দক্ষিণ হস্তে অনবরত শরক্ষেপ করিয়া
সমাগত কলিঙ্গদিগকে পরাজয় করিয়াছেন ;
ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন ?
পূর্বে আমি তোমার সমক্ষে শিবি ও
ত্রিগর্তদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত
মহাবীর নকুলকে প্রেরণ করিলে, তিনি
সমস্ত পশ্চিম দিগ্ধিভাগ বশীভূত করিয়া
ছিলেন ; ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া
থাকেন ? ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত ধর্ম্মরথ-
গণের তুমুলগণাবশতঃ দ্বৈতবনে যে পরাভব
হইয়াছিল এবং ভীম ও অর্জুন শত্রুগণকে
পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে যে মোচন
করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ
করিয়া থাকেন ? সেই স্থানে আমি
অর্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলাম ও ভীম-
সেন নকুলসহদেবের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া
ছিলেন ; ইহাও কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া

থাকেন ? আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়, দুর্ব্যো-
ধনকে দানাদি উপায় দ্বারা পরাজয় করিতে
অসমর্থ ; এবং একমাত্র সামরূপ উপায়
দ্বারাও তাঁহাকে অন্যাসে পরাজয় করিতে
পারিব না ; অতএব এক্ষণে দণ্ডরূপ উপায়
অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করা
কর্তব্য ।

‘ ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডবরাজ !
আপনি যে সকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠের
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারা সক-
লেই কুশলে আছেন । মাধু অমাধু উভয়
প্রকার লোকই দুর্যোধনের পক্ষে আছে ;
কিন্তু যিনি শত্রুগণকেও দান করিয়া
থাকেন, তিনি যে ব্রাহ্মণগণের রক্তি লোপ
করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব । আপ-
নারা সদাচারপরায়ণ হইলেও মিত্রদ্রোহী
ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ আপনাদিগের
অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু
আপনারা পূর্বে যখন অপকৃত হইয়াও
ধার্তরাষ্ট্রদিগের অণুমাত্র অপকার করেন
নাই, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অপকৃত
ব্যক্তির আয় হিংস্র ব্যবহার করা আপনা-
দের কর্তব্য নহে । রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ-
বিষয়ে অনুমোদন করেন নাই ; প্রত্যুত
ব্রাহ্মণগণের সঙ্গীপে মিত্রদ্রোহ সমুদায়
পাতক অপেক্ষা গুরুতর, ইহা শ্রবণ করিয়া
সমরুচারা যোধাশ্রী জিষ্ণু, গদাপাণি ভীম,
মহারথ নকুল, সহদেব ও আপনাকে স্মরণ
করিয়া মনে মনে বৎপরোনাস্তি শোক ও

অনুতাপ করিতেছেন । আপনারা সর্ব-
ধর্মপরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ ক্রেশরাশি
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অনাগত ভবিষ্য
ঘটনা পুরুষগণের নিতান্ত দুঃস্থের, তাহার
সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ কানার্ঘ্য ধর্ম
পরিত্যাগ করা ইন্দ্রকল্ল পাণ্ডবগণের কদাচ
কর্তব্য নহে । অতএব বাহাতে তাঁহারা
সুখভাগী হন ; আপনারা ধার্তরাষ্ট্রগণ,
সঞ্জয় সকল ও অগ্ন্যন্তঃসম্বিহিত ভূপালবর্গ
একত্র মিলিত হইয়া এই রূপ সন্ধি সংস্থা-
পনে যত্নশীল হউন এবং আপনার পিতৃব্য
রাজা ধৃতরাষ্ট্র গত যামিনীনোগে আমাকে
কহিয়াছেন, আপনারা পুত্র ও অমাত্যের
সহিত মিলিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডব
ও সঞ্জয়গণ, বায়ুদেব, যুযুধান এবং বিরাট
সকলেই এখানে সমাগত হইয়াছেন ;
অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্রক আদেশ করিয়া-
ছেন, বল ।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি কুরুগণের
সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত বৃকোদর, ধনঞ্জয়,
নকুল, সহদেব, শৌরি, যুযুধান, চেকিতান,
দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনাকে আমন্ত্রণ
করিয়া কহিতেছি ; সকলে শ্রবণ করুন ।
রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিবিষয়ে অভিনন্দন
করিয়া স্বরমাণ হইয়া আমাকে প্রেরণ
করিয়াছেন । এক্ষণে আপনারা সেই
বিষয়ে অনুমোদন করুন । হে পাণ্ডবগণ !
আপনারা যুদ্ধতা, ঋজুতা প্রভৃতি সর্বগুণ-

সম্পন্ন, কুলীন, অনুশাস, বদান্য, লজ্জাপরা-
য়ণ ও সকল কর্মের নিশ্চয়কৃত ; অতএব
ঐদৃশ সর্বশালী হইয়া হীন কর্ম করা
আপনাদের কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে ;
যদি সেই রূপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন,
তবে শুভবস্ত্রলগ্ন অন্নবিন্দুর ন্যায় আপনা-
দিগের অপযশঃ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া
উঠিবে । যে কর্ম পাপ, নিরয় ও বন্ধু-
ক্ষয়ের কারণ এবং যাহাতে জয় পরাজয়
উভয়ই সমান, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া
শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ?
যাঁহারা জ্ঞাতিগণের উপকার করিয়া
থাকেন, তাঁহারাও ধন্য ; অতএব যাঁহা-
দের হইতে কুরুকুলের শ্রীরুদ্ধি হইবার
সম্ভাবনা সেই সকল পুত্র, স্ত্রী ও
বান্ধবগণ সাধুবগণিত কণ্ঠসকল পরি-
ত্যাগ করিয়া সংপথে পনর্পণ করুন ।
যদি পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে শাসন ও
শত্রুকুল নিশ্চল করিয়া জ্ঞাতিবধ পূর্বক
সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা হইলে
তাঁহাদিগের জীবন নিশ্চল । অন্নের কথা
দূরে থাকুক, কেশব, চেকিতান, দ্রুপদ ও
সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে, দেব-
রাজ ইন্দ্র সমুদায় দেবগণের সাহায্য গ্রহণ
করিয়াও আপনাদিগকে পরাজয় করিতে
সমর্থ হন না । অথবা দ্রোণ, ভীষ্ম, অঙ্গ-
থামা, শল্য, কূপ, রাধেয় ও অগ্ন্যাত্ত ভূপাল-
গণ যদি কৌরবগণের সাহায্য করেন ;
তাহা হইলে তাঁহাদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি
সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ।
কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং অকৃত থাকিয়া রাজা

দুর্যোধনের তাদৃশ সৈন্যগণকে সংহার
করিতে পারে ? যাঁহা হউক, আমি
একণে জয় পরাজয় উভয় বিষয়েই কিছু-
মাত্র মঙ্গল দেখিতেছি না । পাণ্ডবগণ
কি প্রকারে দুর্কুলহাত নীচ ব্যক্তির ন্যায়
ধর্মার্থবিরুদ্ধ কর্ম করিবেন ? একণে
আমি কৃতাজলিপুটে প্রণাম করিয়া বায়ু-
দেব ও পাঞ্চালধিপতির শরণাপন্ন হই-
লাম । যদি বায়ুদেব ও অর্জুন এই সকল
ব্যক্তি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কি
প্রকারে কুরু ও ময়গণের মঙ্গল হইবে ?
আমি কেবল সন্ধিকার্য সাধনার্থ কহি-
তেছি । অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক,
যাক্রা করিলে প্রাণ পর্যন্তও প্রদান
করিতে হয় ; ফলতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও
ভীষ্মপ্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে আপনা-
দিগের সন্ধি হইলেই উত্তম হয় ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি
ত তোমার নিকট যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করি
নাই ; তবে তুমি কি নিমিত্ত সংগ্রাম-বিষয়ে
ভীত হইতেছ ? হে বৎস ! যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হওয়া অপেক্ষা উহাতে উপেক্ষা করাই
শ্রেয়স্কর ; অতএব যদি সহজে অর্থসিদ্ধ
হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সর্গরে প্রবৃত্ত হয় ?
দেখ-মনুষ্যের মনোরথ সমুদায় যদি কর্ম
না করিয়াও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে
কখনই কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না । তাহা
হউক, আগার মতে যুদ্ধ না করিয়া যদি
অতি অল্পমাত্র লাভ হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর ।

কোন ব্যক্তি সহজে বা দৈবদুর্নিপাক-বশতঃ যুদ্ধাভিলাষ করিয়া থাকে ? পাণ্ডু-তনয়গণ স্থখাভিলাষে ধর্ম্মানুগত লোক-হিতকর অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয় ! যাহার স্বীয় স্থখ সাধন ও দুঃখ নিবারণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বিষয়বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু ; যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের প্রাচুর্য্যবই হইয়া থাকে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশত-সমভিব্যাহারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে-ছেন না।

ভাগ্যহীন ব্যক্তি কদাচ বিগ্রহে সমর্থ হয় না এবং গীত শ্রবণ বা মাল্য গন্ধ ও অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী উপভোগ কিম্বা উত্তমোত্তম বসন পরিধান করিতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য ; নচেৎ কি নিমিত্ত কুরুদেশ হইতে দূরীকৃত হইব। অজ্ঞ ব্যক্তির অভিলাষ প্রায়ই তাহার হৃদয় ও দেহ দাহ করে। মহা-রাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং অসমর্থ হইয়া যে পরের সাগর্থে নির্ভর করেন, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ; কারণ তিনি স্বয়ং যেরূপ অক্ষম, পরকেও তদ্রূপ জ্ঞান করা কর্তব্য। যেমন কোন ব্যক্তি আল্পবিনা-শের নির্মিত গ্রাস্ত্রকালে বহুভৃগসম্পন্ন বনে অগ্নি দান করিয়া পরিশেষে সেই অগ্নি

প্রবৃদ্ধ হইতেছে অবলোকন করিয়া অনু-তাপ করিয়া থাকে, সেই রূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও চর্য্যতি কুটিলস্বভাব হতভাগ্য পুত্রকে স্বাধী নতা প্রদানপূর্ব্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিদুর কুরুকুলের পরম হিতকারী ; কিন্তু ছুরায়া দুর্্য্যোধন অহিতকারী বোধে সতত তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিত বাস-নায় জ্ঞাতসারেই অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন ; মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতশীল বাগ্মী বিদুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি কেবল মান-নাশক, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, ধর্ম্মার্থ-বর্জ্জিত, কটুভাষী, কামুক, গিত্তদ্রোহী ও নিতান্ত পাপবুদ্ধি ছুরায়া দুর্্য্যোধনের শ্রীতি-সাধন মানসে ধর্ম্মকাগে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। হে সঞ্জয় ! যে সময়ে আমার দ্যুতে অভিলাষ হইয়াছিল, সেই সময়েই কুরুগণের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন বুদ্ধিমান বিদুর হিত-বাক্য বলিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রশংসা-ভাজন হন নাই। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিদু-রের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী না হইয়াই বিপদগ্রস্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছিল, তত দিন তাহাদের রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয় ! অর্থলুব্ধ ছুরায়া দুর্্য্যোধনের কি ছুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে দেখ, সে বিমোহিত হইয়া পাপপরায়ণ দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণকে মস্ত্রিপদে নিধুস্ত করি-

যাচ্ছে ; অতএব আমি তাহাদিগের শ্রেয়ো-
লাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না ।
দূরদর্শী বিদূর প্রত্নজিত হইলে, সপুত্র
রাজা ধৃতরাষ্ট্র পনের অতুল ঐশ্বর্য্য আত্ম-
সাৎ করিয়া মহারাজ্য নিষ্কণ্টক বিবেচনা
করিতেছেন । কিন্তু তিনি যখন মদীয়
অর্থজাত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে-
ছেন, তখন তাঁহার শান্তি কোথায় ?

সূতপুত্র কর্ণ সংগ্রামে অর্জুনকে পরা-
জয় করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া
রাখিয়াছে ; কিন্তু পূর্বে যে সকল স্তমহৎ
যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে এক বারও
জয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই ; বিশে-
ষতঃ কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণ, পিতামহ ও
অন্যান্য কৌরবগণ ইহারা সকলেই সেই
সংগ্রামস্থলে উপস্থিত ছিলেন ; অতএব
বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে,
অর্জুনের সমান ধর্ম্মদর আর কেহই নাই ।
অরাতিকুলনিপাতন ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকি-
তেও আমাদের রাজ্য যে রূপে দুর্যোধনের
হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কোন ভূপতির
অবিদিত নাই । এক্ষণে দুরাত্মা দুর্যোধন
সেই মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুনের সহিত
সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডবগণের বিভব হরণ
করিতে বাসনা করিতেছে । ধৃতরাষ্ট্রতনয়-
গণ যতর্কণ পর্য্যন্ত অর্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ
শ্রবণ না করিবে, তাবৎকাল জীবন ধারণে
সমর্থ হইবে ; এবং যত দিন পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ
ভীমসেনকে অবলোকন না করিবে, তত-
দিন পর্য্যন্ত অর্পসিক্রির অভিলাষ করিতে
পারিবে । ফলতঃ মহাবীর ভীমসেন

ধনঞ্জয় ও মার্দীনন্দনদ্বয় জীবিত থাকিতে
ইন্দ্রও আগাদিগের রাজ্য হরণ করিতে
পারিবেন না । যद्यপি বৃদ্ধ রাজা সেই
আম্রাজের বুদ্ধির অনুগামী হন, তাহা
হইলে তাঁহার পুত্রগণ অবশ্যই সমরে
পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইবে । হে সঞ্জয় !
আমরা যেরূপ ক্রোশ সহ করিয়াছি, পূর্বে
কৌরবদিগের সহিত আমাদের যে ঘটনা
হইয়াছে এবং আমরা দুর্যোধনের সহিত
যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ত তোমার
কিছুই অবিদিত নাই । আমি তোমাকে
সৎকার কন্নিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলি-
তেছি, এখনও যদি দুর্যোধন আমাদের
সহিত সদ্ভাবহার করিয়া আমাদের ইন্দ্র-
প্রস্থ প্রদান করে, তাহা হইলে আমি
শান্তিপক্ষ অবলম্বন করিব, তাহার
সন্দেহ নাই ।

ষড়িংশতিতম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপ-
নার সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া লোক-
মধ্যে বিব্রত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতঃ-
এব আপনি আপনার মহতী কীর্ত্তি ও
জীবন অনিত্য বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে
ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না ।
হে অজ্ঞাতশত্রো ! কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে
কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবেন
না ; কিন্তু আমার মতে যুদ্ধে রাজ্য লাভ
করা অপেক্ষা অল্পক বৃক্ষরাজ্যে ভিক্ষা-
বৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করাও শ্রেয়স্কর ।
বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের জীবন

ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখময় ; বিশেষতঃ আপনি যেরূপ যশস্বী, কুরুকুলের হিংসা করা কদাপি আপনার বিধেয় নহে ; অতএব আপনি পাপানুষ্ঠানে বিরত হউন। হে নরেন্দ্র ! ধর্ম্মবিনাশিনী বিষয়বাসনা সকল মনুষ্যকে আক্রমণ করে ; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার পরতন্ত্র না হইয়া লোকে মহতী কীৰ্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থ-ভ্রমণ অতি বলবতী ; তাহাতে অভিভূত হইলে অবশ্যই ধর্ম্ম নাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। কামপরতন্ত্র হইলে অর্থানুরোধে হীন প্রবৃত্তি জন্মে। লোকে ধর্ম্মানুযায়ী কৰ্ম্ম করিলেই সূর্য্যের ন্যায় এতাপ্রাণালী হইয়া উঠে ; কিন্তু ধর্ম্মবিহীন হইলে সমুদায় ভূমণ্ডলের অদীক্ষর হইয়াও সতত বিমাদে কাল যাপন করিতে হয় ; আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান, যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহু দিবস আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান, আর কে আছে ? যেব্যক্তি কেবল ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিয়া যোগাভ্যাসে বিমগ্ন হয় ; সে ধনক্ষয়ে দুঃখিত, সুখভোগে বঞ্চিত ও বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি পর লোকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে দেহত্যাগানন্তর পর কালে অশেষ প্রকার অনুতাপ করিতে হয়।

পর ধোকে পুণ্য বা পাপের ক্ষয় হয় না ; মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ ! আপনি যে বহুদক্ষিণ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্তম্ভকরসম্পন্ন অন্ন প্রদান এবং সজ্জনগণঃ সমভিব্যাহারে অতি প্রশস্ত কন্যান্য পারলৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। হে রাজন্ ! মনুষ্যগণ ইহ লোকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরলোক কৰ্ম্মভূমি নহে ; তথায় জরা, যুত্ব, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা, অগ্নীতিপ্রভৃতি কিছুই নাই এবং ইন্দ্রিয়প্ৰীতিসাধন ব্যতীত অন্য কোন কৰ্ম্মও করিতে হয় না। যাহা হউক, আপনি কি ঐহিক কি পারাত্মিক কোন সুখলাভ বাসনায় কার্য্যানুষ্ঠান করবেন না ; এরূপ কৰ্ম্ম করুন মাহাতে স্বর্গ বা নরক এ উভয়ের কোন স্থানেই গমন করিতে না হয়। হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনার জ্ঞানপ্রভাবে কন্যা সমুদায় বিনষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব এমন সময়ে সত্য, দম, আর্জ্জব ও অনুশংসতা পরিত্যাগকরবেন না ; বরং কাল-যাপনের নিমিত্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করুন ; কিন্তু পাপ-কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কদাপি প্রবৃত্ত হইবেন না।

হে পাণ্ডব ! যদি আপনি পরিশেষে এই জ্ঞাতবধরূপ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবে কি নিমিত্ত এতাবৎ কাল দারুণ কনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন ? এই

সমুদায় সৈন্য তখনও আপনার অধীন ছিল। মহাবীর জনার্দন ও সাত্যকি এবং সচিব-গণ চির কালই আপনার বশীভূত আছেন ; মহারাজ মৎস্যরাজ ও তাঁহার মহাবল পরা-ক্রান্ত পুত্রগণ এবং আপনাদের পূর্বনির্ভীত ভূপতি সমুদায় অবশ্যই আপনাদের পক্ষ হইতেন ; তাহা হইলে আপনি মহাসহায়-সম্পন্ন হইয়া বাসুদেব ও অর্জুনের সাহায্যে অনায়াসে শত্রুপক্ষীয় মহীরথগণকে সংহার পূর্বক দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারি-তেন ; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া বহু বৎসর বনে বাস পূর্বক শত্রুবর্গের বল বর্ধন ও স্বীয় সহায়গণের বল হ্রাস করিয়া এখন কি নিমিত্ত এই অন্তঃকৃত্ত সময়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন ? অপ্রাজ্ঞ ও ধর্মহীন এই উভয়ই সময়ে শত্রু-গণকে পরাজয় করিয়া ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে ; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও দৈববশতঃ কখন কখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইয়াছেন ।

হে যুধিষ্ঠির ! আপনি ত কখনই ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপচিন্তা বা পাপা-চরণ করেন নাই ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে এই প্রজ্ঞাবরূদ্ধ দুষ্কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন ? যাহা হউক, এক্ষণে এই যশোনাশক পাপকলপ্রদ অমর্তের দুস্ত্যজ্য ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন। আমার মতে আপনার পক্ষে ভোগ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেয়ঃ । দেখুন, যুদ্ধ করিয়া রাজ্য-লাভ করিতে হইলে শান্তিমনোদন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কুপ, শল্য, মৌমদুতি,

বিকর্ণ, বিবিশ্নাত কর্ণ ও দুর্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে ; তাহা হইলে আপনার কি সুখ লাভের সম্ভাবনা ? আর দেখুন, আপনি সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও জরা, মৃত্যু এবং প্রিয়, অপ্ৰিয় ও সুখ দুঃখ ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারিবেন না ; অতএব যুদ্ধাভিলাষ পরি-ত্যাগ করুন। আর যদি অমর্ত্যগণের ইচ্ছানুসারে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহাদের উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং উদাসীন অব-লম্বন করুন। হে ধর্মরাজ ! আপনি জ্ঞাতদ্রোহরূপ পাপপক্ষে নিমগ্ন হইয়া কদাচ সজ্ঞানীমুগত পথ পরিত্যাগ করি-বেন না ।

সপ্তবিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সপ্তম ! ধর্মই শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি ধর্ম কি অধর্মাচরণ করিতেছি, তুমি তাহা সর্বশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া আমাকে তিরস্কার কর। কোন্ স্থানে অধর্ম ধর্ম-রূপ ধারণ করে ; কোন্ স্থানে ধর্ম অধর্ম-রূপ ধারণ করে ; আর কোন্ স্থানেই ব বাস্তবিক ধর্ম ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অনায়াসে প্রজ্ঞাবলে তৎ-সমুদায় বুঝিতে পারেন। বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম নির্দিষ্ট থাকিলেও আপৎ কালে তাহারো পরস্পর পরস্পরের ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে ; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্মে কদাচ অশ্রের অধিকার নাই। হে

সঞ্জয়! এক্ষণে আপদ্ধর্ম ও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

যে ব্যক্তি বিপন্ন না হইয়াও লোভ-প্রযুক্ত আপদ্ধর্মের অনুসরণ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় । গনুষ্যের জীবিকা-নির্বাহোপযোগী মূল ধন ক্ষয় হইলে সে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্য বর্গের ধর্ম অবলম্বনপূর্বক অর্থোপার্জন করিতে পারে । যে ব্যক্তি মূল ধন ক্ষয় না হইলেও আপদ্ধর্মের অনুসরণ করে এবং যে বিপন্ন হইয়াও আপদ্ধর্মানুসরণে পরাঙ্মুখ হয়, এই উভয়বিধ লোকই নিন্দনীয় । যে সকল ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষয়িত ধর্মাবলম্বনানন্তর স্বীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন, বিধাতা তাঁহাদের আপদুত্তরণানন্তর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া ছেন ; অতএব যাহারা আপদুত্তীর্ণ হইয়া কৰ্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, তাহারা প্রশংসনীয়, আর যাহারা আপৎকাল অতীত হইলেও কর্তব্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহারা সজ্জনগণের নিন্দাস্পদ হয় । মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানাস্থেয়ার্থে সজ্জনগণ-সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত ; কিন্তু যাহারা অত্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানাস্থেয়ী নহে, তাহাদের স্ব স্ব জাতিধর্ম অবলম্বনপূর্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়ঃ । আমাদের পিতা পিতামহপ্রভৃতি পূর্ব পুরুষসকল, অত্যাশ্রয় প্রজ্ঞাস্থেয়ী মহাত্মাগণ এবং কৰ্ম্ম-মম্ব্যাসী সমুদায় পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন ; আমি অনাস্তিক ;

মৃতরাং অন্য পথ অবলম্বন করিতে পারি না ।

হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য, স্বর্গ ও ব্রাহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই । যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মফলপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক । উনি কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহু-সংখ্যক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন । এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এস্থলে কি কর্তব্য । মহাপ্রভাব শিনির নণ্ডা এবং চৈদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুরু ও যজ্ঞবংশীয়গণ-বান্ধদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রুদমনপূর্বক হুহুদগণকে আনন্দিত করিতেছেন । ইন্দ্র-কল্প উগ্রসেনপ্রভৃতি বীরসকল এবং মহাবল পরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক মৃততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন । কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বজ্র উত্তম স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ঐশ্র্যাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে, তদ্রূপ বান্ধদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন । কৰ্ম্ম-নিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ; ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম,

আমি কদাচ ইহার কথার অন্তর্থাচরণ করিব না।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বাহুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সুপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত; আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্তান্ত পাণ্ডবগণসমন্বিত রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিরাছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ মীতিশয় অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; হুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি! হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই; ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজনপরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে।

শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করিয়া জীবন যাপন করিবে, এই রূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিস্তারিত থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। এই রূপ স্বীকার করিয়া

থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন বা করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সেই বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিয়া মাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহা কালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এই রূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; হুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্তশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমাঃ কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদ্ভিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। শ্রোতদ্বতীসকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সলিলরাশি প্ৰদারণ করিতেছে। অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করি-

বার নিমিত্ত ত্র্যম্বকচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্
ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারি
বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অগ্রমত্ত চিত্তে
ভোগান্তিলাষ বিসর্জন ও প্রিয় বস্তু সমুদায়
পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম,
ক্ষমা, সগতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন-
পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন।
তগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়
নিরোধপূর্ব্বক ত্র্যম্বকচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের
আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র,
আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, মরু, অঙ্গর,
ঐশ্ব্যবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরা-
জিত রহিয়াছেন; মহাষিগণ ত্র্যম্বকচর্য্য,
ত্র্যম্বকচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান
করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

হে সত্ত্ব ! তুমি কি নিমিত্ত ত্র্যম্বক,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বপ্রভৃতি সকল লোকের
ধর্ম্ম সন্নিবেশিত জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের
হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ
চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির
বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনু-
ষ্ঠানকর্তা, যুদ্ধবিহার পারদর্শী এবং হস্তাশ্ব-
রথ চালনে অসুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ড-
বেরা কৌরবগণের গ্রাণ হিংসা না করিয়া
ভীমসেনকে সাস্থনা করিয়া রাজ্য লাভের
অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে
পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা ও পুণ্য
কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহারা যদি
ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসা-

ধন করিয়া দুর্গদৃষ্টবশতঃ যত্নাশ্রমে নিপ-
তিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়,
তুমি সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা
করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়-
দিগের যুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষা হয় কি যুদ্ধ না
করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে
যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি
তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তুমি বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ, স্বীয় কর্ম্ম
ও পাণ্ডবগণের কার্য্য পর্যালোচনা করিয়া
স্বচ্ছানুসারে নিন্দা বা প্রশংসা কর।
ত্র্যম্বক অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ, যাগ, দান,
পরিচিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ ও
তীর্থ পর্য্যটন করিবেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানু-
সারে প্রজা পালন, দান, যজ্ঞ ও সমস্ত
বেদ অধ্যয়ন করিয়া দার পরিগ্রহপূর্ব্বক
গৃহে বাস করিবেন। বৈশ্ব কৃষি, গোরক্ষণ
ও বাণিজ্য দ্বারা বিত্তোপার্জন এবং
সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া গৃহে
বাস করিবেন; ত্র্যম্বক ও ক্ষত্রিয়ের
প্রিয়ানুষ্ঠান এবং পরিচর্য্যাই তাঁহার কর্তব্য
কর্ম্ম; বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা
তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। শূদ্র
শ্রমোলাভের নিমিত্ত আলস্যশূন্য ও নিত্য
অভ্যুদয়সম্পন্ন হইবে; ইহাই তাহাদিগের
পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম।

রাজা অগ্রমত্ত চিত্তে ইহাদিগকে প্রতি-
পালনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন;
প্রজাগণের প্রতি সমদর্শী হইবেন এবং
পাপসঙ্কল্পে বদাচ অনুরক্ত হইবেন না।
এই রূপ রাজার নিকট হইতে জ্ঞানতঃ ও

ধর্ম্যতঃ সঙ্গললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা !
রাজা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত গুণগ্রামে অল-
ঙ্কৃত ; তাহাতে অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই ;
সুতরাং তিনিই ধর্ম্মতঃ রাজ্যের অধিকারী ।
নৃশংস ব্যক্তি দুরদৃষ্টবশতঃ সৈন্য সংগ্রহ
করিয়া পরস্বগ্রহণে উত্তত হইয়া থাকে ;
তাহাতেই যুদ্ধের সৃষ্টি ও অস্ত্র শস্ত্রের সৃষ্টি
হইয়াছে ।

দেবরাজ ইন্দ্র দম্ভ্যদল সংহারার্থ ধনুঃ ও
বর্ষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন ; অতএব তাহাতে
দম্ভ্যবধ করিলেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।
অধর্ম্মপরায়ণ কৌরবগণ যে দুরপনেষ
দোষানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত
নিন্দনীয় ; রাজা দুর্ঘোষনও চিরন্তন রাজ-
ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ পাণ্ডবগণের
পৈতৃক নাক্ষ অর্পহরণ করিয়াছেন এবং
অত্যাচার কৌরবগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া
থাকেন । তক্ষর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া
হঠাৎ যে পরস্ব অপহরণ করে, উভয়ই
নিন্দনীয় ; সুতরাং দুর্ঘোষনের কার্য্যও
এক প্রকার তক্ষরকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন
করা যাইতে পারে ; তিনি ক্রোধপরতন্ত্র
হইয়া ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা
করিতেছেন কিন্তু তাহা অত্যাচার ; পাণ্ডব-
গণের স্তম্ভ সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি কি নিমিত্ত
অস্ত্রে গ্রহণ করিবে । এই বিষয়ের নিমিত্ত
যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ
করিতে হয়, তাহাও স্লামনীয় ; তথাপি
পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধরণে বিমুগ্ধ হওয়া
কোন ক্রমে উচিত নহে । হে সঞ্জয় !
তুমি সভামধ্যে কৌরবদিগকে বারংবার

এই প্রাচীন ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে ।
দেখ, কৌরবগণের কি অত্যাচার ! তাহারা
কতকগুলি ভূপালকে যত্নমুখে নিক্ষেপ
করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছে এবং
ভীষণপ্রভৃতি সকলেই রজস্বলা পাণ্ডব-
প্রণয়িনী রূপমনন্দিনীকে সভামধ্যে বাস্পা-
কুল লোচনে রোদন করিতে দেখিয়াও
তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ; ইহা
তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অত্যাচার ও
গর্হিত হইয়াছে । তাঁহারা যদি আবাল-
বৃদ্ধের সহিত সমবেত হইয়া এই অত্যাচার
নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে আমার
ও ধর্ভরাষ্ট্রগণের একান্ত প্রিয়ানুষ্ঠান
হইত । দুরাশ্রয় দুঃশাসন যৎকালে
সভামধ্যে স্বশুরগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে
আনয়ন করিয়াছিল, তখন তিনি বারংবার
বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও বিদুর ব্যক্তি-
রেকে আর কাহারও আশ্রয় প্রাপ্তি হই-
নাই । যখন দীনতাবশতঃ সভাস্থ সমস্ত
ভূপালগণের বাক্যক্ষুণ্ণি হইল না, তখন
কেবল বিদুরই ধর্ম্মবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া
সেই দুর্ম্মতি দুঃশাসনকে ধর্ম্ম ও অর্ধেঙ্গ
সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

হে সঞ্জয় ! তুমি এক্ষণে রাজা যুধি-
ষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভি-
লাষী হইয়াছ ; কিন্তু তৎকালে সভামধ্যে
দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই ।
কৃষ্ণা তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ
প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে ও পাণ্ডবগণকে
দুস্তর দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।
সেই সভায় সূতপুত্র স্বশুরগণসন্নিধানে

দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে ষাণ্ডসেনি ! তোমার গত্যন্তর নাই ; তুমি এক্ষণে ধার্ত-রাষ্ট্রগণের ভবনে দাসীভাব অবলম্বন কর । পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছেন ; তাঁহারা আর তোমার ভর্তা নহেন ; তুমি এক্ষণে অন্য পতিকে বরণ কর । মর্শ্মোপঘাতী অতি কঠোর কর্ণের বার্ষ্যশর মহাবীর অর্জুনের হৃদয়গস্থি ছেদন করিয়া আপনি জাগরুক রহিয়াছে । যখন পাণ্ডবগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন, তখন দুঃশাসন কহিয়াছিল, এই সকল বণ্ডুতিল বিনষ্টপ্রায় হইয়া অতি দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকে গমন করিল । গান্ধাররাজ শকুনি দ্যুতক্রীড়াকালে ছলপূর্বক ধর্মরাজকে কহিয়াছিল, হে ধর্মরাজ ! নকুল পরাজিত হইয়াছে, তোমার আর কিছুই নাই ; এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর । হে সঞ্জয় ! দ্যুতক্রীড়াকালে কৌরবগণ যে সকল গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই । এক্ষণে আমি এই বিপন্ন কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত হস্তিনা নগরে গমন করিব ; কিন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও শক্তি সংস্থাপনে সন্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে । তাহা হইলে স্নগহং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণ যুত্যাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন ।

আমি যখন নীতিসঙ্গত ধর্মার্থযুক্ত

আমাকে সমাদর ও অর্চনা করিবেন ; ইহার অত্যা হইলে সেই সমস্ত উদ্ধৃত পাপাত্মা ধার্তরাষ্ট্রেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষে মহারথ অর্জুন ও ভীমসেনের শরভ্রাতাশনে নিঃসন্দেহ দগ্ধ হইবে । দুর্ঘোষন দ্যুতাবসানে পাণ্ডবগণকে সম্পদবিহীন বলিয়া উপহাস করিয়াছিল ; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে অগ্রমত গদাধারী সেই ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইবেন ; দুর্ঘোষন সন্ধ্যায় মহারুক ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ ; শকুনি শাখাস্বরূপ ; দুঃশাসন পুষ্প ও ফল এবং মনৌষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল । রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহারুক ; অর্জুন তাহার স্কন্ধ ; ভীমসেন শাখাস্বরূপ ; মাদ্রী-তনয় নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল ; আগি, বেদ ও ব্রাহ্মণ তাহার মূল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ মহারণ্যস্বরূপ ; পাণ্ডবেরা সেই মহারণ্যের ব্যাত্র ; অতএব সেই মহারণ্যের উচ্ছেদ ও ব্যাত্রসকলকে বিনষ্ট করিও না । আশ্রয়ীভূত বন উচ্ছিন্ন হইলে ব্যাত্র নিহত হয় এবং ব্যাত্র না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব ব্যাত্র বন রক্ষা ও বন ব্যাত্রকে রক্ষা করিবে । ধার্তরাষ্ট্রগণ লতাভূষা ; পাণ্ডবগণ শাল-সদৃশ ; স্তত্রাং মহারুকের আশ্রয় না পাইলে লতা সকল কদাচ পরিবার্জিত হইতে পারে না । পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগের সেবা অথবা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন ; এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের বাহা কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন । ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা সমরকার্য্যে স্ননিপুণ

হইয়া অতি প্রশান্তভাবেই বুহিয়াছেন ।
হে সঞ্জয় ! তুমি অবিকল এই সকল
কথার উল্লেখ করিবে ।

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরদেব ! আমি
আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করি ;
আপনি স্তব্ধসঙ্কল্পে অবস্থান করুন । হে
দেব ! আমার অন্তঃকরণ অভিভূত হইয়া-
ছিল ; তন্নিমিত্ত আমি কথাক্রমে যদি কোন
দোষ উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইলে
এক্ষণে ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব,
সাত্যকি, চৌকিতান ও আপনাকে আমন্ত্রণ
করিতেছি । আপনারা আমার প্রতি
প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি
অনুজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে স্তব্ধে গমন কর ।
হে বিদ্বন্ ! তুমি কদাপি আমাদিগের
অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিও না ; আমরা
তোমাকে শুদ্ধাত্মা, মধ্যস্থ ও সত্য বলিয়া
জানি, তুমি কল্যাণভ্রমী, স্তব্ধ, সন্তুষ্ট-
চিত্ত, আগ্রদূত ও অত্যন্ত প্রীতির আশ্রয় ;
আমরা জানি, কখন তোমার বুদ্ধিব্রংশ
হয় না ; দুর্বাক্য কহিলেও তুমি কুপিত
হও না ; কদাপি মর্ষভেদী, রুষ্ট, নীরস,
অপ্রকৃতবাক্তা, একটি কর না ; প্রত্যুত
ধর্ম্মার্থসঙ্গত কারুণ্যপূর্ণ বাক্যই ব্যবহার
করিয়া থাক । অতএব তুমিই প্রিয়তম
দূত অথবা দ্বিতীয় বিদুরস্বরূপ হইয়া আমা-
দের নিকট আগমন করিয়াছ । তুমি
ধনঞ্জয়ের আত্মসম সখা ; পূর্বে

আমরা পুনঃ পুনঃ তোমাকে নয়নগোচর
করিয়াছি ।

হে সঞ্জয় ! এক্ষণে ঐশ্বান হইতে
প্রস্থান করিয়া বিশ্বকর্ষী কঠকৌধুমাদি
চরণসম্পন্ন কুলীন সর্বধর্ম্মপরায়ণ উপাস-
নাহঁত্রাক্ষগণকে উপাসনা করিবে ।
আর স্বাধ্যায়ী, জিহ্বু, তপস্বী ও বনবাসী
ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধগণকে অভিষাদন ও অন্যান্য
ব্যক্তিদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ।
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত, আচার্য ও
ঋত্বিক্গণের সহিত যথাযোগ্য কুশলে
মিলিত হইবে । তথায় যে সকল মহাত্ম-
ভব শীলবলসম্পন্ন অশ্রোত্রিয় বৃদ্ধ বাস
করেন, যাহারা আমাদিগের বিষয় কণ্ঠোপ-
কথন ও আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন,
যাহারা ধর্ম্মের লেশমাত্রও অনুষ্ঠান করেন,
যাহারা রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা
নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং যে সকল স্থান-
ধিকারী রাজ্যমধ্যে বাস করে, তাহাদি-
গকে প্রথমে আমাদিগের কুশল সংবাদ
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের অনাময়
জিজ্ঞাসা করিবে । নীতিপুরায়ণ, বিষয়-
গ্রাহী, অভীষ্ট আচার্য্য দ্রোণ বেদলাভার্য্য
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এবং
অস্ত্রকে মস্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহার-
রূপ পাদচতুষ্টয়ে শোভিত করিয়াছেন ;
তুমি সেই প্রসন্নস্বভাব আচার্য্যকে অভি-
ষাদন করিবে । যিনি অস্ত্রকে পুনর্বার
চতুষ্পাদসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই
অধীতিবিদ্য কঠকৌধুমাদি চরণোপপূর্ণ
গন্ধর্ব্বকুমারসদৃশ তপস্বী অশ্বখামাকে কুশল

জিজ্ঞাসা করিবে। মহারথ আজ্ঞাত্ববিৎ
 রূপাচার্য্যের জ্ঞানলয়ে প্রবেশ করিয়া পুনঃ
 পুনঃ আগার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে
 অভিবাদন করিবে। শৌর্য্য, দয়া, তপঃ,
 প্রজ্ঞা, শীল, শ্রুতি, সত্ব ও ধৃতিসম্পন্ন
 কুরুসত্তম ভীষ্মের পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া
 আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। প্রজ্ঞা-
 চক্ষুঃ কুরুকুলের প্রণেতা, বহু শাস্ত্রবিৎ,
 বুদ্ধসেবী, মনোবী, শ্ববিররাজ ধৃতরাষ্ট্রকে
 অভিবাদনপূর্ব্বক আমার অনাময় সংবাদ
 প্রদান করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র
 পাণ্ডিষ্ঠ, শঠ, মূর্খ, অখণ্ড ভূমণ্ডলের অধি-
 পতি দুৰ্য্যোধন ও তৎসদৃশ শীলসম্পন্ন মহা-
 ধর্ম্মজ্ঞ কুরুকুলের শ্রুতম দুঃশাসনকে
 কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি প্রাতি-
 নিয়ত ভরতকুলের সন্ধি কামনা করেন,
 সেই সাধুশীল মনোবী বাহ্লিকশ্রেষ্ঠকে
 অভিবাদন করিবে। যিনি অনেক সদ-
 গুণসম্পন্ন, জ্ঞানবান্ সদয়স্বভাব; যিনি
 স্নেহবশতঃ ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছেন;
 আমার মতে সেই সোমদত্ত পৃজনীয়।
 মহাধর্ম্মজ্ঞ মহারথ কৌরবকুলের পৃজনীয়
 সৌমদত্তি আমার ভ্রাতা ও সহায়; অতএব
 তাঁহাকে ও তাঁহার অমাত্যদিগকে কুশল
 জিজ্ঞাসা করিবে। তন্মিষ য়ে সকল
 কুরুপ্রধান যুবা আমাদিগের পুত্র, পৌত্র
 বা ভ্রাতা, তাহাদিগকে যথাযোগ্য অনাময়
 জিজ্ঞাসা করিবে।

চর্শ্চাতি, শাস্ত্রক, কেকয়, অবন্ত্য,
 ত্রিগর্ত্ত, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য
 ও পার্শ্বতীয় প্রভৃতি যে সকল অনাংশ,

শীলবৃত্তসম্পন্ন ভূপতি পাণ্ডবগণের সহিত
 যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুৰ্য্যোধন কর্ত্তক
 আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে
 কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অশ্বারোহী,
 গজারোহী, রথী, পদাতি, অর্থসম্পন্ন
 অমাত্য, দৌবারিক, সেনানায়ক, আয়ব্যয়-
 দর্শী ও অর্থাশ্বেষাদিগকে আমার কুশল
 সংবাদ প্রদান করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা
 করিবে। যিনি কুরুকুলের দেবতাস্বরূপ,
 প্রজ্ঞাবান্ ও পরম ধার্ম্মিক, যুদ্ধ বাঁহার
 নিতান্ত অনভিপ্রেত, সেই বৈশ্যাপুত্রকে
 অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি শঠতা ও
 অন্ধক্রোড়ায় অদ্বিতীয় ও সংগ্রামে দুর্জয়,
 যিনি গূঢ় রূপে অমাত্যদিগের পরীক্ষা
 করেন, সেই চিত্রসেনকে কুশল জিজ্ঞাসা
 করিবে।

রাজা দুৰ্য্যোধনের সম্মানার্থ মিথ্যা-
 বুদ্ধি, অন্ধদেবী, অদ্বিতীয় শঠ পার্শ্বতরাজ
 শকুনিকে ও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যে
 বীর এক রথে দুর্ধ্ব পাণ্ডবগণকে জয়
 করিতে অধ্যবসারীকৃত হইয়াছেন, যিনি
 ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অদ্বিতীয় মোহিতা, সেই
 কর্ণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমা-
 দিগের ভক্ত, গুরু, পিতা, মাতা, স্বজন ও
 মন্ত্রীস্বরূপ অগাধবুদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিছুরকে
 কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

আমাদিগের মাতৃস্বরূপ তত্রস্থ গুণবতী
 বৃদ্ধ বনিতাগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক
 আমার প্রশ্ন জ্ঞানহিবে এবং তাঁহাদিগের
 অনুশংস পুত্র পৌত্রগণ সম্যক জীবিকা
 লাভ করিতেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া

পশ্চাৎ কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র সম-
ভিব্যাহারে কুশলে আছেন। তন্ত্ৰিম
যাঁহাদিগকে আগাদিগের পালনীয়া বোধ
করিবে, সেই সকল অনবদ্য রমণীকে
জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁহারা স্মরিত, স্মরতি-
চর্চিত ও অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিতি এবং
ঋতুরগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে-
ছেন কি না ? আর তাঁহাদিগের স্বামীরা
যে রূপ অনুকূল ব্যবহার করিয়া থাকেন,
তাঁহারাও তদ্রূপ অনুকূল ব্যবহার করিতে-
ছেন কি না ? যে সকল গুণবতী প্রজা-
বতী রমণী সম্পর্কে আমাদিগের স্নেহ ও
যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগত হইয়াছেন,
তাঁহাদিগকে এবং কন্যাগণকে অনাময়
জিজ্ঞাসা করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক কহিবে,
রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন,
তোমাদের কল্যাণ হউক ; তোমাদিগের
স্বামী অনুকূল হউক ; তোমরাও অলঙ্কতা,
বস্ত্রবতী, গন্ধচর্চিতা, অবিভংসা, অনুকূলা
হইয়া পরম স্তম্ভকাল যাপন কর। যে
সকল বনিতা দৃষ্টিপথে আগমন বা সমক্ষে
কথোপকথন করেন না,; তাঁহাদিগকেও
কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

দাস ও দাসীগণকে আমাদিগের কুশল
সংবাদ প্রদানপূর্বক অনাময় জিজ্ঞাসা
করিবে।* তাঁহাদিগের আশ্রিত কুজ,
খঞ্জ, অঙ্গহীন, অতি দীন, বামন, অন্ধ,
স্ববির ও গজাজীব প্রভৃতিকে আমাদিগের
কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া অনাময় প্রশ্ন-
পূর্বক জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্ঘ্যোধন তাঁহা-
দিগকে পুরাতন বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন

কি না ? পরে কহিবে যে, তোমরা পূর্ব
জন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ ; তন্নি-
মিত্ত ক্লেশকর কুংসিত জীবিকায় কাল-
যাপন করিতেছ ; কিন্তু কদাচ ভীত হইও-
না ; আমরা কালক্রমে অরাতিগণকে নিগ্-
হীত ও স্তম্ভদগণকে অনুগৃহীত করিয়া
অম্মাচ্ছাদন প্রদান পূর্বক তোমাদিগকে
প্রতিপালন করিব ! হে সঙ্ঘ ! তুমি
দুর্ঘ্যোধনকে কহিবে যে, যুধিষ্ঠির যে সকল
ব্রাহ্মণকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ;
তুমি তাহা অব্যাহত রাখিয়াছ কি না ? এই
সংবাদ দূত দ্বারা তাঁহাকে শ্রবণ করাইবে।
যে সকল অনাথ, দুর্বল, মূঢ় ব্যক্তি আজ্ঞা-
প্রতিপালনের নিমিত্ত সতত ব্যস্ত ; তুমি
সেই সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে
যে সকল ব্যক্তি নানা দিগদেশ হইতে আগ-
মন করিয়া ধার্ত্ত্যরাষ্ট্রগণের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছে, তাহাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্য্য-
বেক্ষণপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।
এই রূপ চতুর্দিক হইতে সমাগত রাজ-
দূতগণকে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর আমাদিগের
কুশল সংবাদ প্রদান করিবে।

দুর্ঘ্যোধন যে সকল যোদ্ধাকে হস্তগত
করিয়াছে, তাঁদৃশ যোদ্ধা পৃথিবীতে আর
দেখি না ; আমাদিগের অন্য উপায় নাই ;
কেবল এক ধর্ম্মই শত্রু জয় করিবার অবি-
নশ্বর উপায়। সে যাহা হউক, পুনরায়
এই কথা দুর্ঘ্যোধনের কর্ণগোচর করিবে
যে, হে বীর ! কুরুরাজ্য শাসন করিব
বলিয়া যে অভিলাষ তোমার হৃদয় ব্যধিত
করিতেছে, সেই তোমার শত্রু ; আমরা

একগে যেরূপে অবস্থান করিতেছি, ইহা তোমার অত্যন্ত প্রীতিজনক ; তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যে চির কাল এই অবস্থায় থাকিব, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; অতএব হয় আমাকে ইন্দ্রপুরী প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হও ।

ত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে সঞ্জয় ! কি সাধু কি অসাধু, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি বলবান্ কি দুর্বল, ধাতা সকলকেই বশীভূত করেন । তিনি পূর্বকস্মীনােসারে বালককে পাণ্ডিত্য ও পণ্ডিতকে বালত্ব প্রদান করিয়া থাকেন ; দকলই তাঁহার অধীন । হে. সঞ্জয় ! একগে তুমি কুরুরাজ্যে গমন কর ; অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্বক তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে । তিনি আমাদের বলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাহা দেখিতেছ ইহাই যথার্থরূপ বর্ণন করিবে ; আর তিনি কুরুকূলে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে "পর করিবে" যে, আপনার বীর্যপ্রভাবে পাণ্ডবগণ পরম স্তখে কাল যাপন করিতেছেন । তাঁহার বালক ; আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন ; অতএব অগ্রে তাঁহাদিগকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া একগে উপেক্ষা করিয়া বিনষ্ট করা অনুচিত । হে সঞ্জয় ! এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড কখন এক জনের অধিকৃত হইতে পারে না । আমরা পরস্পর সামঞ্জস্য-সহকারে বাস করিতে বাসনা

করি । তুমি একগে শত্রুদিগের বশীভূত হইও না ।

হে গবজগনন্দন ! তুমি ভরতকুলের পিতামহ শান্তনুতনয় ভীষ্মের নিকট গমন-পূর্বক আমার নাম কীর্তন করিয়া তাঁহাকে অভিবাাদন করিবে এবং কহিবে যে, আপনি ক্ষয়োন্মুখ শান্তনুর বংশ প্রত্যুদ্ধার করিয়াছেন, অতএব স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহাতে আপনার পৌত্রগণ জীবিত থাকিয়া পরস্পর সৌহার্দ অবলম্বন করে, তদ্বিষয়ে যত্ন করুন । পরে কুরুকুলের মন্ত্রী বিহুরের সমীপে গমনপূর্বক কহিবে, হে ক্ষত ! তুমি যুধিষ্ঠিরের পরম হিতৈষী ; অতএব যাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ না হয়, এরূপ পরামর্শ প্রদান কর ।

অনন্তর কৌরবগণ-মধ্যে সমাসীন অমর্ষপরায়ণ রাজপুত্র দুর্ঘ্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুন্নয় করিয়া কহিবে, হে রাজকুমার ! তুমি যে নিরপরাধা দ্রুপদনন্দিনীকে স্তভামধ্যে আনয়ন করিয়া যথোচিত অবমাননা করিয়াছিলে, এবং তুমি যে পাণ্ডবগণকে অজিন পরিধান করাইয়া বনে নির্বাসিত ও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখে পাতিত করিয়াছ, তাঁহারা তৎসমুদায় ক্ষমা করিয়াছেন আর কুরুকুল নিশ্চল করেন নাই । আর দুঃশাসন তোমার অনুমতিক্রমে কুন্তীদেবীর বাক্য আতক্রম করিয়া যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও তাঁহার সছ করিয়াছেন ; অতএব একগে তুমি পরদ্রব্য গ্রহণাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া

উঁহাদিগকে উঁহাদের যথার্থ ভাগ প্রদান কর। তাহা হইলেই পরস্পরের শান্তি ও ঐতি লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। উঁহারা রাজ্যের একদেশগাত্র প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন; অতএব তুমি কুশস্থল, বুকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্ত এক গ্রাম; এই পঞ্চগ্রাম উঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে প্রদান কর।

হে সঞ্জয়! আমার অভিলাষ এই যে, জ্ঞাতিগণের সহিত আগাদের শান্তি লাভ হয়; ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও পিতা পুত্রের সহিত মিলিত হন; পাঞ্চালগণ হাসিতে হাসিতে কৌরবদিগের নিকট গমন করেন; এবং আমি সমুদায় কৌরব ও পাঞ্চালগণকে একতর দর্শন করি। আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছি; যুদ্ধ ও দারুণ এই উভয় কার্যেই পরাশ্রয় নহি; এক্ষণে যে রূপ উপস্থিত হইবে, তাহাই করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

একত্রিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুযায়ী কার্য-জাত সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক অনতি বিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্কে কহিলেন, দৌবারিক! যদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জাগরিত থাকেন, তবে তুমি নিবেদন কর, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি; আমার অত্যন্ত আবশ্যক আছে। আমি উঁহার জ্ঞাতসারে

প্রবেশ করিব; অতএব তুমি বিলম্ব করিও না। দ্বারপাল সঞ্জয়ের বাক্যানুসারে ধৃতরাষ্ট্রনিকটে গমনপূর্বক কহিল, মহারাজ! প্রণাম; আপনার দূত সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়া মহারাজের সহিত দর্শন করিবার মানসে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানি আছেন; তিনি কি করিবেন, অনুমতি করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দ্বারপাল! আমার কল্যাণ সংবাদ প্রদানপূর্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সঞ্জয়কে প্রবেশিত কর। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে ত নিবারণ করি নাই; তবে কি নিমিত্ত দ্বারদেশে রুদ্ধ হইয়া আছে?

অনন্তর দ্বাররক্ষী সঞ্জয়কে রাজনিদেশ অবগত করিলে, তিনি তখন বিশাল নিবেশনে প্রবেশপূর্বক কৃতঞ্জলিপুটে সিংহাসনে সমাগীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করি; আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি। মহানুভব যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদনপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং পুত্র, নপ্তা, স্বহৃৎ, মন্ত্রী ও উপজীবীগণ আপনার পুত্রদিগের প্রতি অনুরক্ত আছেন কি না, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু কুন্তীকুমারকে স্বপ্নে অভিনন্দন করিয়া তোমাকে কহিতেছি, পাণ্ডুরাজ যুধিষ্ঠির উঁহার ভ্রাতা, পুত্র ও অমাত্যগণ ত কুশলে আছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! 'ধর্মরাজ' যুধিষ্ঠির অমৃত্যুর সহিত কুশলে আছেন। আপনি অনুদ্যতের পূর্বে যাহা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে অতীলাষ করিতেছেন। তিনি নির্দোষ, ধর্মার্থসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুশীল; দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম, ধনরাশি অপেক্ষা ধর্ম তাঁহার অধিকতর প্রিয়; তাঁহার বুদ্ধি ধর্মামুগত অর্থযুক্ত সুখ ও প্রিয় বস্তুর অনুসরণ করে। আমি পাণ্ডবগণের ঈদৃশ নিগ্রহ এবং মহারাজের অনুষ্ঠিত অবক্তব্য পাণ্ডানুবন্ধী ভীষণ কর্মদোষ অবলোকন করিয়া বোধ করিতেছি যে, পুরুষ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া সূত্রগ্রথিত সাক্ষ্যময়ী যোষার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; মনুষ্য অপেক্ষা দৈব কর্ম প্রধান; আর শত্রু যত কাল বিঘ্ন ইচ্ছা না করে, তত কাল পুরুষ প্রশংসা লাভ করিতে পারে। মর্প যেমন অকর্মণ্য নিম্নোক পরিত্যাগ করে, মহাবীর যুধিষ্ঠির সেই রূপ পাণ্ডাচরণ পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক আচার ব্যবহার দ্বারা শোভা পাইতেছেন। আর দেখুন, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, অর্থবিরুদ্ধ ও আর্য্যব্যবহার বিরুদ্ধ, তাহাই আপনার কর্ম; অতএব আপনি যেমন ইহ লোকে নিন্দাস্পদ হইয়াছেন, সেই রূপ পরলোকেও নিরয়গামী হইবেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! যে সকল বিষয় পাণ্ডবগণব্যতিরেকে অন্য কেহ লাভ করিতে অসমর্থ হয় না, আপনি পুত্রের বশীভূত হইয়া সেই সকল বিষয় আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত জন্মনা

করিতেছেন; ইহা আপনার উপযুক্ত কর্ম নহে। এরূপ করিলে পৃথিবীমণ্ডলে আপনার মহতী অপকীর্ত্তি হইবে। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞহীন, দুষ্কলজাত, নিষ্ঠুর, দীর্ঘবৈর, ক্ষত্রবিদ্বেষী অনভিজ্ঞ, বীর্য্যহীন ও অশিষ্ট; সেই ব্যক্তিই এই প্রকার আপদ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করুক। যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে শরীর ধারণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তিই ভাগ্যবশতঃ কুলীনত্ব, বলবদ্ব, যশস্বিত্ব, শাস্ত্রজ্ঞতা, স্তম্ভজীবিত্ব ও জিতাত্ম এই গুণঘটকের অধিকারী হইয়া উঠে। আপনি কুলজাত হইয়াও কেবল অন্ত দোষ বশতঃ অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হইয়াছেন; নতুবা মন্ত্রণাকুশল ভীষ্মপ্রভৃতির আশ্রয়, আপৎকালে ধর্মার্থের প্রণেতা, সর্বমন্ত্রণাসম্পন্ন, অমৃচ্ ও দ্যুতক্রীড়া হইতে ভীষ্মাদি কর্তৃক নিবারিত হইয়াও কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নির্বাসনরূপ নৃশংসকর্ম করিতে পারে? হে মহারাজ ! কর্ণপ্রভৃতি মন্ত্রবৈভাগণ মিলিত হইয়া প্রতি-ন্যত আপনার কর্মে ব্যাপ্ত আছেন; তাঁহারা কুরুকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব না বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ যুধিষ্ঠির আপনার পাপ কর্মে উত্তোজিত হইয়া আপনার প্রতি পাপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ অকস্মাৎ উন্মূলিত হইবে; আর তিনি আপনার প্রতি পাণ্ডাচরণ পরিত্যাগ করিলে, আপনার নিন্দায় এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

হে মহারাজ ! সমুদায়ই দৈবাধীন;

যে ধনঞ্জয় পরলোক দর্শনার্থ পৃথিবীলোক অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং যিনি উভয়-লোকসংস্পর্গযোগ্যতা-নিবন্ধন সাধুগণসমীপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারও যখন তাদৃশী দুঃখবস্থা ঘটিয়াছে, তখন মনুষ্যকৃত কৰ্ম্ম-কৰ্ম্মই নহে । বলি রাজা ধৰ্ম্মজনিত শৌর্য্যাদি গুণ ও ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব কারণপরম্পরার পায় প্রাপ্ত না হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে কাল ভিন্ন অন্য কারণ নাই ; অতএব পুরুষ দ্বৈশূন্য ও দুঃখবিহীন হইয়া জ্ঞানায়তন চক্ষুঃ, শ্রোত্র, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বাকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়লালসার সংযম দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবে । কিন্তু অন্য কেহ এরূপ কহেন না ; তাঁহারা কহেন, পুরুষকৃত কৰ্ম্ম সুন্দররূপে প্রযুক্ত হইলে সফল হয় ; দেখুন, পুরুষ মাতা পিতার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিধিবৎ ভোজন দ্বারা পরি-বদ্ধিত হয় ।

হে রাজন্ ! শ্রিয়, অশ্রিয়, সুখ, দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা মনুষ্যমাত্রেয়ই ঘটিয়া থাকে । দেখুন, এক ব্যক্তি যাহাকে অপরাধের নিমিত্ত নিন্দা করে, আবার তাহাকেই সদাচারের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে ভারতকুলের বিরোধী জন্তু সমুদায় প্রজা-ক্ষয় হইবে বলিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি । যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়,

তাহা হইলে যেমন হতাশন কঙ্করাশি ভস্মা-ভূত করে, সেই রূপ আপনার অপরাধে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুকুল নিমূল করিবেন । আপনি একাকী স্বেচ্ছাচারী পুঞ্জের বশবর্তী ও কৃতার্থস্বপ্ন হইয়া দ্যুতকালে শাস্তি অব-লম্বন করেন নাই ; এক্ষণে তাহারই পরি-ণাম অবলোকন করুন । আপনি অনাপ্ত-দিগের সংগ্রহ ও আপ্তদিগের নিগ্রহ জন্ত দুর্বল হইয়া এই বিস্তারিত পৃথিবী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন । হে রাজন্ ! আমি রথবেগে অভিভূত ও নিতান্ত পরি-শ্রান্ত হইয়াছি ; অতএব অনুজ্ঞা করুন, শয়নগৃহে গমন করি ; প্রাতঃকালে সভা-মধ্যে কৌরবগণ সকলে একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূতপুত্র ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমনপূর্ব্বক স্নেহে শয়ন কর ; প্রাতঃকালে কুরুগণ সভামধ্যে একত্র হইয়া অজাতশত্রুর বাক্য শ্রবণ করিবেন ।

সজ্জয়মান পক্ষাধার সমাপ্ত ।

প্রজাপ্তর পর্বাদ্যায় ।

ছাত্রিশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ! পরে মহাপ্রাজ্ঞ মহাপতি ধৃতরাষ্ট্র দ্বারবান্কে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দ্বারপাল ! বিদুরকে দেখিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে ; তুমি সত্বরে তাহাকে এস্থানে আনয়ন কর । দ্বারবান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুরের নিকট গমনপূর্বক কহিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! মহারাজ আপনাকে দেখিতে বাসনা করিতেছেন ; আপনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মিথানে গমন করুন । বিদুর মহারাজের নিদেশ শ্রবণমাত্র দ্বারপালের সম্মতিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক কহিলেন, দ্বারপাল ! তুমি মহারাজ সমীপে আমার আগমনবার্তা নিবেদন কর । দ্বারবান্ বিদুরের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্বক কহিল, মহারাজ ! বিদুর আপনার আশ্রয়ানুসারে আগমনপূর্বক চরণ দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন ; এক্ষণে আপনার কি অনুমতি হয় ? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দ্বারপাল ! দীর্ঘদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে সত্বরে আমার নিকটে আনয়ন কর ; আমি বিদুরকে দর্শন করিতে কদাপি পরায়ুধ নহি । তখন দ্বারবান্ বিদুরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহাশয় ! আপনি

অবিলম্বে মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন ; তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কদাচ বিরত নহেন ।

তখন মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটনে প্রবেশপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিদুর ; আপনার আদেশানুসারে আগমন করিয়াছি ; অনুমতি করুন, কি করিব । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! অতঃ সঞ্জয় আমার সমীপে আগমনপূর্বক আমাকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে । যুধিষ্ঠির তাহাকে যাহা কহিয়াছেন, সে প্রভাতে সভামধ্যে আসিয়া তৎসমুদায় কহিবে । যুধিষ্ঠির তাহাকে যে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি এখনও জানিতে নাই । তন্নিমিত্ত আমার চিত্ত অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে । নিদ্রা কোন ক্রমেই আমার নয়নাবলম্বিনী হইতেছে না ; আমি জাগরিত থাকিয়া কেবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি । অধিক কি বলিব, যদবধি সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, সেই অবধি আমার মনঃ অপ্রশান্ত ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে । সঞ্জয় যে কি বলিবে, এই চিন্তাই আমার হৃদয় দাহ করিতেছে । অতএব বাহাতে আগাদের শ্রোয়োলাভ হয়, একরূপ কথোপকথন কর । অনন্তর বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! যে ব্যক্তি কামী বা চৌর এবং যে ব্যক্তি দুর্বল ও হীনসাধন হইয়া বলবান্ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত অথবা যাহার সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, ইহাদিগেরই নিদ্রাচ্ছেদ হইয়া থাকে । আপনি ত

একপ্ কৌন মহাদোমে আক্রান্ত হন নাই ? অথবা পরধনে লোভ করিয়া ত পরিতপ্ত হইতেছেন না ? যুতরাষ্ট্রে কহিলেন, হে বিদুর ! আমি তোমার নিকট যুক্তি-প্রদায়ক ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, তুমি উহা কীর্তন কর। হে বিদুর ! এই রাজ্যবিবংশমধ্যে তুমিই এক জন প্রাজ্ঞজনসম্মত মনুষ্য আছ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! সর্ব্বশুল-ক্ষণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইতে পারেন। আপনি সকলের প্রার্থনীয় সেই পুরুষকে বনে প্রবাসিত করিয়াছেন ; কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ও নয়নহীনতা প্রযুক্ত রাজলক্ষণবিহীন হইয়াছেন ; সুতরাং রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন না। ধর্ম্মাঙ্গা যুধিষ্ঠির অনুশংস, দয়ালু, সত্যপরায়ণ ও পরাক্রমশালী ; তন্নিমিত্তই আপনাকে গুরু বলিয়া জ্ঞান করিয়া অশেষ বিধ ক্রেশ সহ করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি দুর্ঘ্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের উপরে ঐশ্বর্যের ভীর সমর্পণ করিয়া কিরূপ শ্রমোলাভের বাসনা করিতেছেন ? হে মহারাজ ! আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম, তীতিক্ষা ও ধর্ম্মনিত্যতা যে ব্যক্তিকে অর্থ হইতে বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই পণ্ডিত। * যিনি অনাস্তিক ও অজ্ঞাবান হইয়া প্রশস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অন্ত্রতা ও আত্ম-ভীমানপরতন্ত্র হইয়া অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হন, তিনিই পণ্ডিত। যাহার কার্য্য ও

মন্ত্রণার ফল সমুদিত না হইলে শত্রুগণ উহা জানিতে পারে না, তিনিই পণ্ডিত। শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধিতে যাহার কার্য্যের বিষ উৎপাদন হয় না তিনিই পণ্ডিত। যাহার স্বাভাবিকী বুদ্ধি ধর্ম্মার্থের অনুগামিনী এবং যিনি উভয় লোকস্বখাবহ অর্থের কামনা করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি স্বীয় শক্ত্যানুসারে কার্য্যসাধনের ইচ্ছা বা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং কোনবিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুদ্ধিতে পারেন, অর্ধাক্ষণ ক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তম রূপ বিবেচনা না করিয়া কেবল কামবশতঃ অর্থ সাধনে প্রবৃত্ত হন না এবং যথাবৎ জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্য ব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অপ্রাপ্য বিষয়লাভে অভিলাষী হন না, বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক সস্তাপ করেন না এবং আপৎকালেও কদাচ বিমুগ্ধ হন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অগ্রে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হন না এবং এক যু ক্লুর্ভ ও বৃথা অতিবাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সজ্জনোচিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন, ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ও হিতকর কার্য্যে কদাচ অসূয়া প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপনার সম্মানে দ্বন্দ্ব ও অপমানে পরিতপ্ত হন না এবং হৃদের স্মৃতি সতত অবিচলিত ও অক্ষুণ্ণ থাকেন,

তিনিই পণ্ডিত। যিনি সৰ্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সৰ্ব্ব কৰ্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অকু-
 ঞ্চিত চিন্তে বাক্য প্রয়োগ করেন, লোক-
 বার্তা পরিজ্ঞাত থাকেন, তর্কে বিশেষ
 প্রতিভা লাভ করেন ও আশু প্রবেশের অর্থ
 ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত।
 যাহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা
 শাস্ত্রানুসারিণী; যিনি কদাচ অর্থ্য ব্যক্তির
 মর্যাদা ভঙ্গ করেন না এবং বিপুল অর্থ,
 বিদ্যা ও ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও অনুদ্রুত
 চিন্তে কাল যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পণ্ডিতা-
 ভিমান, প্রকাশ, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব ও
 কুকার্য দ্বারা ধনোপার্জনের চেষ্টা করে,
 সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ-
 পূর্বক পরার্থ সাধন করিতে যত্নবান হয় ও
 মিত্রের কার্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাচরণ
 করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি ভক্তিশূন্য
 মানবকে অভিলাষ ও ভক্ত ব্যক্তিকে পরি-
 ত্যাগ এবং বলবানের প্রতি বিদ্বেষ করে,
 সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্র জ্ঞান
 করে, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা করে এবং
 অসৎ কৰ্মে ব্যাপ্ত হয়, সেই মূঢ়। যে
 ব্যক্তি সাংসারিক কার্যে সতত সন্দেহান
 হয় ও আশু কর্তব্য কৰ্মে বিলম্ব করে, সেই
 মূঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রদ্ধা ও দেবার্চনে
 খিরত হয় এবং মিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়
 না, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আহুত না
 হইয়া গমন, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহু বাক্য-
 ব্যয় ও অবিশ্রান্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস

করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী
 হইয়াও পরের প্রতি দোষারোপ করে এবং
 অণুমাত্র ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও সতত ক্রুদ্ধ
 হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আত্মবল অব-
 গত না হইয়া ধর্মার্থ পরিবর্জিত অলভ্য
 বস্তুর লাভে বাসনা করে, সেই মূঢ়।
 যে অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড করে ও অজ্ঞাত-
 সারে ভূপালের উপাসনা করে এবং যে
 ব্যক্তি অদাতার প্রসাদনে প্রবৃত্ত হয়,
 পণ্ডিতগণ তাহাকেও মূঢ় বলিয়া নির্দেশ
 করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! যে ব্যক্তি স্বীয় ভৃত্য-
 গণকে যথোচিত ভাগ প্রদান না করিয়া
 একাকী সম্ভোগ ও সুন্দর বসন পরিধান
 করে, তাহা অপেক্ষা নৃশংস আর কে
 আছে? দেখুন, এক জন পাপ করিলে,
 অন্য ব্যক্তিকেও ভোগ করিতে হয়; কিন্তু
 ফলভোক্তা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে
 পারে; পাপকর্তা বিমুক্ত হইতে পারে না।
 ধনুর্দ্ধরাবিনিমুক্ত সায়ক দ্বারা একবারে
 এক ব্যক্তির প্রাণ নাশ হওয়াও সম্ভব;
 কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধিপ্রভাবে রাজা ও
 তাঁহার সমুদায় রাজ্য এককালে বিনষ্ট
 হইতে পারে। হে মহারাজ! এক্ষণে
 আপনি বুদ্ধিপূর্বক কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ
 করিয়া সামাদি উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা মিত্র,
 উদাসীন ও শত্রুগণকে বশীভূত, ইন্দ্রিয়-
 পরাজয়, সন্ধিবিগ্রহাদিতে বিশেষ জ্ঞান-
 লাভ এবং স্ত্রী, অক্ষ, যুগয়া, পান, বাক-
 পার্শ্ব্য, দণ্ডপার্শ্ব্য ও অর্থপার্শ্ব্য পরিত্যাগ
 করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করুন।

দেখুন, বিষয়রস এক জনকেই বিনাশ করিতে পারে ও শত্রু দ্বারাও এক জন বিনষ্ট হয় ; কিন্তু মন্ত্রবিলম্ব হইলে ভূপতি সমুদায় প্রজা ও রাজ্য-সমভিব্যাহারে এক বারে উৎসন্ন হন । হে মহারাজ ! একাকী মিত্র দ্রব্য ভক্ষণ, অর্থ চিন্তা, পথপর্যটন ও প্রযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরণ করা বিধেয় নহে । আপনি সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পুরুষকে অবগত হইতে পারেন নাই ; তিনি সত্যস্বরূপ, স্বর্গের সোপান ও সংসারমাগরের তরি । হে কুরুবংশাবতংস ! ক্ষমাবান ব্যক্তির একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে । কিন্তু তাঁহার ঐ দোষ গণনীয় নহে ; কারণ ক্ষমা মনুষ্যের পরম ধন ; ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ । এই জগতীতলে ক্ষমা অদ্বিতীয় বশীকরণ ; ক্ষমা দ্বারা সমুদায় কাৰ্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে । যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গ ধারণ করিয়া থাকে, দুৰ্জয়গণ তাহার কি করিতে পারে ? বহিঃ তৃণশূন্য স্থানে নিপতিত হইলে স্বয়ং প্রশসিত হইয়া থাকে । কিন্তু ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনিই সমুদায় দোষের ভাজন হইয়া উঠে । ধর্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি ও অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান ।

সর্প যেমন গর্তস্থ জন্তুগণকে ভক্ষণ করে, পৃথিবী তজ্রপ যুদ্ধ চেষ্টা পরাধ্ব ভূপতি ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ লোককে উৎসাদিত করিয়া থাকে । মনুষ্য

ইহ লোকে পরম বাক্য প্রয়োগ ও অসত্যের পূজা এই দুই কর্ম পরিভ্রাণ করিলে যশস্বী হয় । যে স্ত্রী কাম্বকেই কামনা করে ও যে পুরুষ পূজিত ব্যক্তিকেই পূজা করে, এই দুই জন লোকের বিশ্বাসভাজন হয় । নিক্কনের অভিলাস ও অনীশ্বরের ক্রোধ স্ত্রীক্ক কণ্টক স্বরূপ হইয়া তাহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে । নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও ধর্ম-তৎপর ভিক্ষুক এই উভয়বিধ লোকই জনসমাজে শোভিত হয় না । ক্ষমাবান প্রভু ও বদান্ত দরিদ্র এই দুই প্রকার ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করে । অপাত্রে গৌরব ও পাত্রে অগৌরব প্রদর্শন এই উভয়বিধ কার্য্য করিলে স্নায়ানুগত কর্মের বিপরীতা-নুষ্ঠান হয় । যে ব্যক্তি অপরিমিত ধন-সম্পন্ন হইয়াও অদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ না হয় ; এই উভয়বিধ লোকেই গলদেশে শিলা বন্ধন-পূর্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্তব্য । যে পরিত্রাজক যোগশীল এবং যে বীর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া নিহত হয়, এই দুই প্রকার লোকই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারে ।

হে ভরতবংশাবতংস ! বেদজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা যায় যে, মনুষ্যগণের উপায় তিন প্রকার ; শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনীয়ান । এই ভূমণ্ডলে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক আছে ; উহা-দিগকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্মে নিয়োগ করা কর্তব্য । ভার্যা, দাস ও পুত্র এই তিন জনই অধম ; ইহারা যাহা কিছু উপার্জন

করে, তৎসমুদায়ই উহাদের ঈশ্বরের অধীন। পরত্যাগাহরণ, পরদারাভিমর্ষণ এবং স্বেচ্ছা পরিত্যাগ এই ত্রিবিধ দোষই অতি ভয়ানক। কাম, ক্রোধ ও মোহ এই তিন রিপু নরকের ত্রিবিধ দ্বারস্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু; এই নিমিত্ত এই রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিবে! যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক এবং যে ব্যক্তি “আমি তোমার” বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এই তিন প্রকার শরণাপন্ন লোককে বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুকে কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত করা বর প্রদান, রাজ্য লাভ ও পুত্রের জন্ম এই তিন কর্মের সদৃশ।

হে মহারাজ! ভূপতিগণ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্র, অলস ও স্তম্ভক এই চতুর্বিধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করিবেন না। আপনার আশ্রম সম্পত্তিশালী গার্হস্থ্য ধর্মযুক্ত ভবনে বৃদ্ধ জাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্যহীন ভগিনী এই চারি প্রকার লোক বাস করুক। স্ত্রগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্র-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দেবগণের সংকল্প, ধোমান্দিগের অনুভাব, কৃতবিদগণের বিনয় ও পাপ কর্মের বিনাশ, এই চারিটি বিষয়ই সদ্য ফল প্রদান করে। মানাশ্লিষোক্ত, মানমৌন, মানাধীত ও মান-যন্ত এই চতুর্বিধ কার্য স্বভাবতঃ ভয়াবহ নহে; কিন্তু অযথাভূত অশুষ্ঠিত হইলে সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

হে ভরতকুলপ্রদীপ! লোকে সাতিশয় বস্তুসহকারে পিতা, মাতা, হতাশন, আত্ম

ও গুরু এই পঞ্চ প্রকার অগ্নির পরিচর্যা করিবে। এই ভূমণ্ডলমধ্যে দেব, মনুষ্য, ভিক্ষুক, অতিথি ও পিতৃলোক এই পাঁচের পূজা করিলে যশোলাভ হয়। আপনি যে যে স্থানে গমন করিবেন; মিত্র, অমিত্র, মধ্যম, উপজীব্য ও উপজীবী এই পঞ্চবিধ লোকও সেই সেই স্থানে যাইবে। যেমন জলপূর্ণ চন্দ্রময় পাত্রে কখন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল নিকাশিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্থলিত হইলে তন্নিবন্ধন সমুদায় প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে মহারাজ! ঈশ্বর্যাভিলাষী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘ-সূত্রতা এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপ্রবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য স্বাত্ত্বিক, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামনিবাসা-ভিলাষী গোপাল ও বননিবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় জনকে পরিত্যাগ করেন। সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, কমা ও ধৈর্য্য এই ছয় গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি পুরুষের বিধেয় নহে। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা ও শূদ্রসঙ্গতি এই ছয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ছয় ব্যক্তি পূর্বোপ-কারীদিগকে অবজ্ঞা করে; শিক্ষিত ছাত্র-গণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজন

প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই জীবলোকে আরোগ্য, আনুগা, অপ্রবাস, সংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস, এই ছয়টি জীবলোকের স্তম্ভ। ঈর্ষা, ঘৃণা, অসম্মতি, ক্রোধপরায়ণ, নিত্যশঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ষড়্ভিধ ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত। নিত্য অর্থের আগম, অরোগিতা, প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা, বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা ও প্রিয়বাদিনী বনিতা এই ছয়টি জীবলোকের স্তম্ভ। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টি মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কদাচ পাপ বা অনর্থের ভাজন হন না। চোর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত এই ছয় প্রকার লোক প্রমত্ত, ব্যাধিত, কামুক, যজমান, বিবাদী ও মূৰ্খ এই ছয় প্রকার লোকের নিকট হইতেই জীবিকা নির্বাহ করেন।

হে রাজনু! স্ত্রী, অক্ষ, যুগয়া, পান, বাক্পাক্ষ্য, দণ্ডপাক্ষ্য ও অর্থদূষণ এই সপ্ত দোষ পরিত্যাগ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্তব্য; কারণ ঐ সমুদায় দোষে দূষিত হইলে বহুমূল ভূপতিগণও উৎসন্ন হন।

হে ভরতবংশাবতংস! ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঘৃণা, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায়

আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষা প্রকাশ, কাঙ্ক্ষাকালে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করী এবং তাঁহারা যাত্রা করিলে তাঁহাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন, এই আটটি মনুষ্যের বিনাশের পূর্ব নিগিত; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দোষ পর্যবেক্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। বহুবর্গের সহিত সমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, উপযুক্ত সময়ে প্রিয়ালাপ, অপেক্ষের সমুদায়, অভিলষিত বস্ত্রলাভ ও জনসমাজে পূজাপ্রাপ্তি, এই আটটি বর্তমানে সাতিশয় স্তম্ভপ্রদ। প্রজ্ঞা, কুলীনত্ব, দম, শ্রুত, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, সাধ্যানুসারে দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ মনুষ্যকে প্রফুল্ল করে।

হে মহারাজ! এই দেহরূপ গেহে নব ষার, তিন স্তম্ভ ও পঞ্চ সাক্ষী বর্তমান আছে; এবং চিদাত্মা উহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন; যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

হে কুরুনন্দন! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ত্রুণ, বুভুক্ষিত, স্বরাশ্বিত, শূন্য, ভীত ও কামী এই দশবিধ ব্যক্তি ধর্ম অবগত হইতে পারেন না; এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা পণ্ডিতের কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে।

পুত্রার্থী অমুরেন্দ্র স্তম্ভা এই বিষয়ে, যাহা কহিয়াছেন, তাহা কীর্তন করিতেছি; এবং কুরুন। যে রাজা কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ ও সংপাত্রে ধন প্রদান করেন এবং সবিশেষ শ্রুতশীল ও ক্ষিত্রকারী

হন, সমুদায় লোক তাঁহারই মতানুসারে
কর্ম করিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন ; দোষী
ব্যক্তিদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া
পাকেন ; দোষের তারতম্য বিবেচনা
করিতে সমর্থ হন এবং ব্যক্তিবিশেষে
ক্ষমা প্রদর্শন করেন ; তিনিই সমগ্র ত্রীর
আধার হন। যিনি অতিশয় দুর্বল
ব্যক্তিগণ অবমাননা করেন না ; শত্রুর
ছিদ্রাশ্রয়ে অবহিত হইয়া বুদ্ধিপূর্বক
তাঁহার শুক্রিয়া করেন ; বলবানের সহিত
যুদ্ধ করিতে বাসনা করেন না ; এবং
উপযুক্ত সময়ে বিক্রম প্রকাশ করেন ;
তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে মহাত্মা আপৎ-
কালে ব্যথিত হন না ; অপ্রমত্ত হইয়া
উত্তোপন করেন এবং উপযুক্ত সময়ে দুঃখ-
ভার সহ্য করিয়া থাকেন ; তিনিই যথার্থ
ধূরন্ধর ও সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয়
করিতে পারেন।

যিনি অনর্থক প্রবাস, পাপাত্মাদিগের
সহিত সন্ধি, পরদারভিমর্ষণ, দম্ভ, চৌর্য্য,
ক্রুরতা ও মদ্যপান পরিত্যাগ করেন ;
তিনিই সতত সুখভোগী। যিনি ক্রোধ-
পরবশ হইয়া জীবগণসাধনে লম্বিত হন না ;
যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ
প্রদান করেন ; যিনি মিত্রের নিমিত্ত
বিবাদ করেন না এবং পূজিত না হইলেও
ক্রুদ্ধ হন না ; তিনিই জ্ঞানী। যিনি
কাহারও অসূয়া করেন না ; সতত দয়া
প্রকাশ করেন ; স্বয়ং দুর্বল হইয়া কাহা-
রও সহিত বিরোধ করেন না ; অতিবাদের

প্রবৃত্ত হন না এবং বিবাদ সহ্য করেন ;
তিনি সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন।
যিনি কদাপি উদ্ধত বেশ ধারণ করেন না ;
স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্বক অন্যের নিন্দা
করেন না এবং গর্ভিত হইয়া কাহারও
প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করেন না ; সক-
লেই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে।
বৈর প্রশান্ত হইলে, যিনি আর তাহা উদ্দী-
পিত করেন না ; যিনি নিতান্ত দৃপ্ত বা
নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার এবং
আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও অকার্য্যে
প্রবৃত্ত হন না ; যিনি আপনার স্ত্রী বা
পরের দুঃখে প্রহুত হন না এবং যিনি
দান করিয়া অনুতাপ করেন না ; তিনিই
যথার্থ সংস্কারশালী। যিনি দেশাচার,
ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্মের আধিপত্য লাভ
করিতে বাসনা করেন ; তিনিই উত্তম ও
অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ এবং সকল স্থানেই
সাধুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে
সমর্থ।

যে মনস্বী দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপ-
কার্য্য, রাজদ্রোহ, খলতা, বহু ব্যক্তির
সহিত শত্রুতা এবং মদ্য, উন্মত্ত ও দুর্জ্ঞান-
গণের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন না ;
তিনিই প্রধান প্রজ্ঞাশালী। যিনি দম,
শৌচ, দেবার্চন, বিবিধ মঙ্গলকার্য্য ও
প্রায়শ্চিত্তপ্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান
করেন ; দেবগণ সতত তাঁহার অভ্যুদয়ে
প্রবৃত্ত থাকেন। যিনি সম ব্যক্তির সহিত
বৈবাহিক সংস্কৃত, সখ্য-সংস্থাপন, আলাপ
ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত-

দিগের অনুবর্তী হন ; তিনিই ষথার্থ নীতিজ্ঞ । যিনি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদানপূর্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন ; অপরিমিত কৰ্ম্ম করিয়া পরিমিত রূপে নিদ্রা যান এবং যাক্ষা করিলে শত্রুকেও ধন দান করেন ; সেই মহাক্ষা কদাচ অনর্থের ভাজন হন না । যাঁহার ইচ্ছা, অপকার ও কৰ্ম্ম অণ্ডে জানিতে পারে না এবং যিনি গোপনে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন ; তাঁহার অণুগাত্র অর্থও বিনষ্ট হয় না । যিনি সর্ব্বভূতের শাস্তিতে রত, সত্যবাদী, যুদ্ধ, মানকারী ও সদাশয় ; তিনি উত্তম আকর-সমুত মণির ন্যায় জ্ঞাতিগণে শোভমান হইয়া থাকেন । যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হন, তিনি সর্ব্বলোকের গুরু ও সেই মহাক্ষা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দীপ্ত হন ।

হে মহারাজ ! শাপগ্রস্ত মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র বনে জন্ম গ্রহণ করে ; উহারা মহাশয়ের অনুগ্রহে বদ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া আপনারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে ; অতএব আপনি উহাদিগকে সমুচিত রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া পুত্রগণের সহিত স্থখে কাল যাপন করুন ; তাহা হইলে কি দেব কি মনুষ্য কাহারও নিকট আপনার শঙ্কা থাকিবে না ।

ত্রয়স্তিংশতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস বিদুর ! তুমি ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সুনিপুণ ; অতএব

যে ব্যক্তি জাগরিত হইলে যজ্ঞশালনে দক্ষ হয়, তাহার কর্তব্য কি বল । আমাকে প্রজাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান কর ; যাহা যুধিষ্ঠিরের হিত সাধন ও কৌরব-গণের শ্রেয়স্কর, তাহাই বর্ণন কর । ভাবী অনিষ্টাপাতশঙ্কা ও অনুষ্ঠিত পাপাচরণ মনে করিয়া আমার আত্মা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে ; এই নিগিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে সর্ব্বজ্ঞ ! হে অদীনমত্ব ! তুমি যুধিষ্ঠিরের সমুদায় সঙ্কল্প যথার্থ করিয়া বল ।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্ ! যাঁহার জয় ও শুভ অভিলাষ করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক ; সমুদায়ই তাঁহার সগক্ষে বর্ণন করা কর্তব্য ; অতএব আমি কল্যাণ-কামনায় কুরুগণের শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিব ; শ্রবণ করুন । যে সকল কৰ্ম্ম অসত্যদোষে দূষিত, যাঁহা সম্পাদন করিতে হইলে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয় ; তাহা মনেও করিবে না । যদি ষ্টুপায়বিহিত কৰ্ম্ম সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনকে মানিযুক্ত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির একান্ত অকর্তব্য । বিনা প্রয়োজনে কোন কৰ্ম্ম করিবে না ; অথ্রে তাহার নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ অনুষ্ঠান করিবে ; অধীরতা সহ-কারে কোন কৰ্ম্ম করিবে না । কৰ্ম্মের পরিণাম ও প্রয়োজন এবং আশ্বিনার উত্তোগ বিবেচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অগ্রসর বা পরাধ্ব্য হইবেন । যিনি

দুর্গপ্রভৃতি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, জন-
পদ ও দণ্ডের প্রমাণজ্ঞ নহেন, তিনি
রাজ্যলাভ করিতে পারেন না। যিনি
উক্ত প্রমাণসকল ও ধর্মার্থবিষয়ে অভিজ্ঞ,
তিনি রাজ্যলাভ করিতে সগর্ভ হন।
রাজ্যলাভ হয় নাই মনে করিয়া অযোগ্য-
রূপে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে না।
জরা যেমন রমণীয় রূপ বিনষ্ট করে, অবি-
নয় হইতে সেই রূপ স্ত্রী বিনষ্ট হয়।
লোভপরতন্ত্র মংস্ত্র পরিণামে বন্ধন আলো-
চনা না করিয়া ভোজ্যসামগ্রীসমাবৃত লোহ-
ময় বড়িশি গ্রাস করে। যাহা ভোজন
করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে
পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরি-
পাকবস্থায় হিতকর হয়; সম্প্রতি লিপ্সু
ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিবে।

যিনি বনস্পতির অপরিপক ফল চয়ন
করেন, তিনি তাহা হইতে রস প্রাপ্ত হন
না; প্রত্যুত তাহার বীজ পর্য্যন্ত শুষ্ক
হইয়া যায়। কিন্তু যিনি যথাকালে পরি-
ণত ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতে
রস লাভ করেন। এবং তাহার বীজ
হইতেও পুনরায় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! যেমন মধুকর কুমুম
নিকর রক্ষা করিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ
করে, সেই রূপ হিংসা না করিয়া মনুষ্য-
গণের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবে। মালা-
কার উপবন হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন
করে, কিন্তু মূল ছেদ করে না; অতএব
মালাকারের অনুকরণ করিবে; কদাচ
অঙ্গারকারের অনুকরণ করিবে না।

ইহার অনুষ্ঠান করিলে কি হয়, না করি-
লেই বা কি হইতে পারে, এই রূপ বিবে-
চনা করিয়া কণ্ঠ করিবে অথবা তাহা হইতে
বিরত হইবে। যিনি প্রয়োজন অপেক্ষা
করেন না, বাহার পুরুষকার ফলহীন,
যিনি অর্থাগমশূন্য, বাহার প্রসাদ নিষ্ফল ও
ক্রোধ নিরর্থক; কেহই তাঁহাকে প্রভু
বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না;
দেখুন, কোন্ স্ত্রী স্ত্রীবকে স্বামী বলিয়া
গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে। প্রাজ্ঞ
ব্যক্তি অল্লায়াসসাধ্য প্রচুর ফলপ্রদ কর্মের
অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হন; যিনি সরলস্বভাব
হইয়া শ্রীতনয়নে সকলকে অবলোকন
করেন, তিনি গৌন ভাব অবলম্বন করিয়া
অবস্থান করিলেও প্রজাগণ তাঁহার প্রতি
অনুরক্ত হয়।

সুপুষ্পিত হইয়াও ফলিত হইবে না,
ফলিত হইয়াও ছুরারোহি হইবে ও অপক
হইয়াও আপনাকে পক্বৎ প্রদর্শন করিবে;
তাহা হইলে কোন কালেই বিলীর্ণ হইবে
না। যে ব্যক্তি চক্ষুঃ, মনঃ, বাক্য ও কর্ম-
দ্বারা সকলকে প্রসন্ন করেন; লোকে
তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে। যেমন
মৃগগণ ব্যাধ হইতে ভীত হয়, সেই রূপ
প্রাণিগণ বাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, তিনি
সমাগরা ধরা লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে
পারেন না। বায়ু যেমন জলধরকে
বিচ্ছিন্ন করে, সেই রূপ দুর্নীতিপর ব্যক্তি
স্বতেজোলব্ধ পৈতৃক রাজ্য ভ্রংশিত
করিয়া থাকে। যিনি প্রথমাবধি সাধু-
সমাচরিত ধর্ম অনুষ্ঠান করেন; বসুধা

সেই ভূপতির নিকট বহুপূর্ণা ও সম্পত্তি-
বন্ধিনী হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকেন। যেমন
চন্দ্রপাত্র অগ্নির নিট সঙ্কুচিত হয়; সেই
রূপ এই পৃথিবীও ধর্মত্যাগী ও অধর্ম্যাচারী
নরপতির নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অল্প ফল-
শালিনী হইয়া থাকে। পররাজ্য বিমর্দনে
যে রূপ যত্ন করিতে হয়; স্বরাজ্য সংর-
ক্ষণেও সেই প্রকার যত্ন করা কর্তব্য।
ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মানুসারে
রাজ্যপালন করিবে। ধর্ম্মানুগত রাজ-
লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্ত চিত্তে রক্ষা
করিলে, তিনিও কখন হীন বা ক্ষীণ হন না।
যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চনসকল সঙ্কলিত
হয়, সেই রূপ উন্নতদিগের প্রেলাপ ও
বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ
করিবে। ধার . ব্যক্তি উদ্ধাহারীদিগের
উদ্ধ অশ্বেষণের দ্বায়া সর্বত্র অশ্বেষণ করিয়া
সকল লোক হইতেই সবাধ্য ও সদাচার-
সকল সঙ্কলন করিবেন। গোসকল গন্ধ
দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা রোদ দ্বারা, রাজারা চর-
দ্বারা এবং ইতর বক্তির চক্ষু দ্বারা দর্শন
করেন।

যে ধেনু অনায়াসে দোহন করিতে না
দেয়, লোকে তাহাকেই অধিক ক্রেশ
প্রদান করিয়া থাকে, আর হুখদোহা গোকে
কেহই যত্নগা প্রদান করে না। যে কার্ত্ত
পরিভূত না হইলে নত হয় অথবা স্বতই
নত হইয়া থাকে, কেহ তাহা উত্তাপিত
করে না; এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়-
মান হইতেছে যে, ধীর ব্যক্তি বলবানকে
প্রণাম করিবেন; কারণ, বলবানকে প্রণাম

করিলে, স্বরপতিকে প্রণাম করা হয়।
পশুগণের বন্ধু পক্ষ্মণ; রাজার বন্ধু মন্ত্রী,
স্ত্রীর বন্ধু স্বামী, ব্রাহ্মণের বন্ধু বেদ।
ধর্ম্ম সত্য দ্বারা, বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা,
রূপ অঙ্গগার্জন দ্বারা, কুল ধন দ্বারা, ধান্য
পরিমাণ দ্বারা, অশ্ব ব্যায়ামশিক্ষাদি দ্বারা,
ধেনু তত্ত্বাবধান দ্বারা এবং স্ত্রীলোক
কুৎসিত বস্ত্র দ্বারা রক্ষণীয় হয়।

আমার মতে আচারভ্রষ্টদিগের কুল
কদাচ কোন কার্যে প্রমাণ বলিয়া পরি-
গণিত হইতে পারে না; একমাত্র সদাচার
অন্ত্যজ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও
প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।
অশ্বেষ ধন, রূপ, বীরত্ব, কুল, স্বখ,
সৌভাগ্য ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষা হয়,
তাহার ব্যাপি অনন্ত। যিনি অকর্তব্য
কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ ও
আকালিক মন্ত্রভেদে ভীত হন, তিনি
মাদক দ্রব্যসেবা পরিত্যাগ করিবেন।
বিদ্যা, ধন ও আভিজাত্য অসাধুগণের মদ
এবং সাধুগণের দম গুণের কারণ। যদি
সাধুগণ বিখ্যাত অসাধু ব্যক্তিকে কখন
কোন কার্যে আহ্বান করেন, তাহা হইলে
সে ব্যক্তি সেই কার্যের অত্যন্তমাত্র অস-
ম্পন্ন না করিয়াই আপনাকে সাধু বলিয়া
বিবেচনা করে। সাধুগণ মহাত্মা সাধু ও
অসাধুদিগের গতি; কিন্তু অসাধুগণ সাধু-
গণের গতি নহে। পরিচ্ছদসম্পন্ন ব্যক্তি
সভা জয় করেন; গোদনসম্পন্ন ব্যক্তি
মিষ্টভোজনভিলাষ জয় করেন, যানসম্পন্ন
ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শালসম্পন্ন

ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন। শীলই পুরুষের প্রধান গুণ; ইহ লোকে যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুতে প্রয়োজন কি; আচ্যগণের ভোজন মাংস প্রধান, মধ্যবিত্তগণের ভোজন গব্যরস প্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈল-প্রধান। দরিদ্রেরাই স্বাস্থ্য অন্ন ভোজন করে; কেন না, যে ক্ষুধা খাওয়া বস্তুর স্বাস্থ্যতা সম্পাদন করে, তাহা উহাদিগেরই আছে; আচ্য ব্যক্তিদিগের অতি দুর্বল। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি প্রায় থাকে না; কিন্তু দরিদ্রেরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। অধম ব্যক্তির জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়; মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভীত হন এবং উত্তম পুরুষেরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না। যেমন গ্রহগণ মঙ্গত্র সকলকে তাপ প্রদান করে; সেই রূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইলে ভুলোককে পরিতাপিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষয়লালসা-প্রবর্তক সহজাত শ্রোত্রাদি পক্ষেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহার আপদ সুরূপক্ষশরীরে স্থায় পরিবর্তিত হইতে থাকে।

যিনি মনকে জয় না করিয়া অমাত্যকে অথবা অমাত্যকে জয় না করিয়া অমিত্রকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তি অবশ হইয়া অত্যন্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

যিনি প্রথমে অমিত্ররূপে মনকে পরাজয় করেন; পরে অমাত্য ও অমিত্রগণের প্রতি তাঁহার জগীষা কদাচ বিফল হয় না। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে পরাজয়, অন্যায়-কারীর প্রতি দণ্ড বিধান ও পরীক্ষা করিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজলক্ষ্মী সেই বীর পুরুষকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। শরীর রথ, আত্মা সারথী ও ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া ঐ সমস্ত বশীভূত অশ্ব দ্বারা রথীর স্থায় কূশলে ও পরম স্থখে গমন করেন। যেমন অবশীভূত অশ্বগণ পথিমধ্যে কু সারথীর প্রাণ নাশ করে; সেই রূপ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে, পুরুষের প্রাণ বিনাশের দৃঢ়তর কারণ হইয়া উঠে। বালকগণ অনর্থকে অর্থ, অর্থকে অনর্থ ও অপরা-জিত ইন্দ্রিয়জনিত ছুরপনয়ে দুঃখকেও স্থখ বোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়; সে ব্যক্তি অবিলম্বে বিনষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, গতসর্ব্বস্ব ও কনিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যিনি অর্থরাশির অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর হইয়া থাকেন; তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হন। আত্মা, মনঃ, বুদ্ধি ও নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে; কারণ, আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে; সেই আত্মাই আত্মার নিয়ত বন্ধু ও অবশীভূত আত্মাই নিয়ত রিপু। যেমন ক্ষুদ্রছিদ্র জাল মৎস্যস্বয়কে আবৃত করে;

সেই রূপ প্রজ্ঞান কাম ও ক্রোধ-উভয়কেই বিলুপ্ত করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থের অনুরোধে জয়সামগ্রীসকল আহরণ করে, সেই সম্ভূত সম্ভার ব্যক্তি নিরন্তর সুখ লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনোগম্য শ্রবণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরাজিত না করিয়া অন্য শত্রুকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হয়, শত্রুগণ তাহাকেই পরাজয় করে; দেখুন, অনেক ছুরাঙ্গা রাজা ঐশ্বর্যবিলাসের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া নিহত হইয়াছে। যেমন আর্জ কাষ্ঠ শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয়; সেই রূপ পাপপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত পুণ্যবান্কেও সমান দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব সর্ব প্রকার পাপ ও পাপপরায়ণ মানবের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গোহবশতঃ উন্মার্গপ্রস্থিত স্ব স্ব বিষয়াসক্ত পঞ্চ শত্রুকে নিগৃহীত না করে, আপদ তাহাকে গ্রাস করে। অনসূয়া, আর্জক, শৌচ, সম্ভ্রাষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও অনায়াস এই কএকটি গুণ ছুরাঙ্গাদিগের নাই। আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্মনিত্যতা, গুপ্ত বাক্য ও দান, এই সকল গুণ অধম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। যে অজ্ঞ ব্যক্তি কটু বাক্য ও পরিবাদ দ্বারা জ্ঞানবানের হিংসা করে, সে পাপভাগী হয়; কিন্তু যিনি ক্ষমা করেন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন। হিংসা অসাধুগণের বল, দণ্ডবিধান রাজার বল, শুশ্রূষা স্ত্রীর বল, এবং

ক্ষমা গুণবানের বল। বাক্যসংঘম অতি দুষ্কর কর্ম; অর্থযুক্ত-কিচ্ছিত্ত বহু-বাক্য প্রয়োগও ক্ষমতার অতীত। সুভাষিত বাক্য বিবিধ কল্যাণের আকর; কিন্তু উহাই আবার দুর্ভাষিত হইলে অনর্থরাশি উৎপাদন করে। সায়কবিদ্ধ বা পরশু-ছিন্ন অরণ্য পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ভাক্যসায়কে বিকৃত ব্যক্তি কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন না। কম্বী, নালিক ও নারায় শরীর হইতে উৎখাত হইয়া থাকে; কিন্তু হৃদিপ্রবিষ্ট বাক্যশল্য কোন ক্রমেই উদ্ধৃত করা যায় না। যে বাক্যায়ক বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্বারা লোকসকল আহত হইলে, দিবা-রাত্রি শোক করিয়া থাকে; যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থান স্পর্শ করে না; পণ্ডিত গণ অন্যের প্রতি কদাচ তাহা নিক্ষেপ করেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব করেন, তাহার বুদ্ধি অপকৃষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি অর্বাচীন কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। যুত্ব আসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে নীতিবৎ প্রতীয়মান দুর্নীতি সকল কখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ নিবন্ধন আপনার পুত্রদিগের বুদ্ধি সেই প্রকার কলুষিত হইয়াছে; এক্ষণে আপনি অনুধাবন করিতেছেন না। অতএব আপনার শিষ্য ত্রৈলোক্যরাজসমুচিত্ত লক্ষণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির শাসনকর্ত্তা হউন; সকল পুত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে ভাগদেয় প্রদান করুন। তেজঃ ও প্রজ্ঞা

সম্পন্ন ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ধার্মিকবর যুধিষ্ঠির কেবল অনুগ্রহ, দয়া ও আপনার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত বহুবিধ ক্রোশ সঙ্ঘ করিয়া আছেন।

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মতিগন! তুমি ধর্মার্থসঙ্গত বাক্যসকল বারংবার কীর্তন করিতেছ, তথাপি আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না; তুমি যাহা কহিলে, উহা সাতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব পুনরায় ধর্মযুক্ত বাক্যসকল কীর্তন কর। বিদুর কহিলেন, মহারাজ! সকল তীর্থে স্নান ও সর্কভূতে সরল ব্যবহার উভয়ই তুল্য অথবা তাহার মধ্যে সরলতাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। অতএব আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সরল ব্যবহার করুন; তাহা হইলে ইহকালে মহীয়সী কীর্তি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিবেন। পৃথিবীতে যত কাল মনুষ্যের কীর্তিপতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়। এই ক্ষণে সুধম্বিরোচনসংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দিতিনন্দন বিরোচন কেশিনী-লাভ বাসনায় তাহার নিকট গমন করিলে, কেশিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, কি দানবেরা শ্রেষ্ঠ, আর সুধম্বা কি নিমিত্তই বা পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিবেন না? বিরোচন কহিলেন, হে

কেশিনী! আমরাই শ্রেষ্ঠ; এই লোকসকল আমাদেরই অধিকৃত; স্ততরাং দেবতা ও ব্রাহ্মণ আমাদেরই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। কেশিনী কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা এই স্থলেই প্রতীক্ষা করিব; সুধম্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন; তাহা হইলে তোমাদের উভয়কেই সমবেত দেখিব। বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি যাহা কহিতেছ, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব; কল্য প্রাতে সুধম্বা ও আমাকে একত্র সমাগত দেখিবে।

অনন্তর রজ্ঞী প্রভাত হইলে, যে স্থানে বিরোচন ও কেশিনী অবস্থান করিতেছেন; সুধম্বা তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশিনী ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যাশামন-পূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। সুধম্বা কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার এই হিঙ্গ্রথায় আসন স্পর্শ করিলাম; কিন্তু যদি তোমার সমান হই, তাহা হইলে এখনই প্রতিগমন করিব; তোমার সহিত কদাচ একাসনে উপবেশন করিব না। বিরোচন কহিলেন, হে সুধম্বন! কাকটপীঠ, কুশাসন বা কুশমুষ্টি তোমার উপবেশন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; তুমি কোন ক্রমে আমার সহিত একাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত নও। সুধম্বা কহিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা পিতাপুত্রের একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু ঐ

চারি বর্ষের পরস্পর একামনে উপবেশন করা নিত্য নিষিদ্ধ । আদি উপবিষ্ট হইলে, তোমার পিতা আমার আসনের অধঃপ্রদেশে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেন ; তুমি বালক, গৃহমধ্যে বিবিধ স্তম্ভসেব্য দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতেছ ; এখনও তোমার বিষয়বুদ্ধি পারিপক্ব হয় নাই ।

বিরোচন কহিলেন, হে স্তম্ভন ! আমরা হিরণ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি অস্ত্র-গণের সাক্ষত বিহু সমুদায় পণ রাখিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে এই প্রস্তু জিজ্ঞাসা করিব । স্তম্ভা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ ! হিরণ্য, গো, অশ্বপ্রভৃতি পণ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই ; আইস, আমরা পরস্পর প্রাণ পলা রাখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি । বিরোচন কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! আমরা প্রিয়তর প্রাণকে পণ রাখিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিব ; আমার ত দেবতা বা মনুষ্যে কিছু-মাত্র আস্থা নাই । স্তম্ভা কহিলেন, দৈত্য-বর ! আমরা এক্ষণে তোমার পিতা প্রহ্লা-দের নিকট গমন করিব ; বোধ হয়, তিনি পুত্রের নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কহিবেন না ।

উভয়ে এইরূপ বচনবদ্ধ ও নিত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ-সম্মিধানে গমন করিলেন । তিনি তাঁহাদিগের সন্দর্শন করিয়া মনে করিলেন, যাহারা কদাচ পরস্পর সংস্রব রাখেন না, তাঁহারা আজি কি নিমিত্ত কুপিত ভূজঙ্গের ন্যায় এক পথে আগমন করিতেছেন ! অনন্তর তিনি

বিরোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! পূর্বের তোমরা কখনই একত্র সঞ্চ-রণ করিতে না ; এক্ষণে বল স্তম্ভার সহিত তোমার কিরূপ মৌহুত জন্মিয়াছে ? বিরোচন কহিলেন, তাত ! স্তম্ভার সহিত আমার মৌহুত জন্মে নাই ; আমার প্রাণ পণ রাখিয়া আপনার নিকট একটি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি ; বোধ করি, আপনি কদাচ তাহার রূপা সিদ্ধান্ত করিবেন না ।

অনন্তর প্রহ্লাদ স্তম্ভাকে কহিলেন, হে স্তম্ভন ! আপনি পূজনীয় ; অতএব আপ-নার নিমিত্ত উদক, মধুপর্ক ও স্কুলকায় শ্বেতবর্ণ ধেনু আহরণ করুক । স্তম্ভা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! আমি উদক ও মধুপর্ক পথিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি ; এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা শ্রোষ্ঠ কি দৈত্যেরা শ্রোষ্ঠ ? এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার মানসে আসিয়াছি ; আপনি যথার্থ উত্তর প্রদান করুন । প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! আমার একমাত্র পুত্র তুমিও স্বয়ং আমার সম্মিধান অবস্থা করিতেছ ; অতএব আমি কি প্রকারে এই বিবাদে সিদ্ধান্ত করিতে পারি । স্তম্ভা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ ! যদি ঐ পুত্রের শ্রীতি সম্পাদন আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহাকে ধেনু ও অশ্বাশ্ব প্রভৃ-তর সম্পত্তি প্রদান করুন ; কিন্তু বিবাদি-দিগের বিবাদ ভঙ্গ করা আপনার অন্ত্য-কর্তব্য ; অতএব এক্ষণে আমাদিগের বিবা-দের যথার্থ সিদ্ধান্ত করুন ।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে স্বধম্ম ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি সত্য না বলিয়া মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে, সেই অনায়াসবস্তা কিরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বধম্মা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ ! অধিবিম্বা স্ত্রী, দ্যুতপরাজিত ও দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ যামিনীযোগে দুঃখ ভোগ করে, অনায়াস বস্তা সেই রূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগরমধ্যে প্রতিরুদ্ধ, বুড়ুকিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণপরিবেষ্টিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে পঞ্চ পুরুষ, গৌর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে দশ পুরুষ, অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে শত পুরুষ ও মনুষ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র পুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। স্ববর্ণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে জাত ও অজাত উভয়বিধ পুরুষই পতিত হয় আর ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিরোচন ! মহর্ষি অঙ্গিরাস আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বধম্মা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর স্বধম্মার জননী তোমার জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি অত স্বধম্মা কর্তৃক পরাজিত হইলে ; হতরাং এক্ষণে স্বধম্মা তোমার প্রাণেরও ঈশ্বর হইলেন। অনন্তর স্বধম্মাকে কহিলেন, হে স্বধম্ম ! তুমি এক্ষণে আমার পুত্রকে পুনরায় প্রদান কর। স্বধম্মা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ ! আমি তোমার ধর্ম্মপরাধতা ও

সত্যবাদিতার নিমিত্ত তোমার পুত্র বিরোচনকে পুনরায় প্রদান করিলাম ; বিরোচন আমার সমক্ষেই কুমারী কেশিনীর পাণিগ্রহণ করুক।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! অতএব আপনি ভূমির নিমিত্ত রূদাচ মিথ্যা কহিবেন না ; যদি ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে পুত্র ও অমাত্যবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন ; সন্দেহ নাই। দেবগণ সামান্য পশুপালকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া রক্ষা করেন না ; কিন্তু যাহাকে রক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, তাহাকে বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরুষ যে রূপ কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে, তাহার অর্থসকল সেই রূপে সিদ্ধ হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। বেদ সকল গায়ারী ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার করে না ; প্রত্যুত যেমন শকুন্তলাবক পক্ষ উদ্ভিন্ন হইলে নাড় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসকল অল্প-কালমধ্যেই তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মদ্যপান, কলহ, দম্পতীবিচ্ছেদ, দম্পতীকলহ, সাধারণ বৈর, জ্ঞাতিভেদ ও রাজবিদ্বেষ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। সামুদ্রিক-বেতা, চৌরপূর্ব্ব বণিক, শলাকধূর্ত্ত, চিকিৎসক, অগ্নি, মিত্র ও কুশীলব এই সাত জনকে সাক্ষী করিবে না। মানাঘিহোত্র মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটি ভয়াবহ নহে ; কিন্তু অযথারূপে অনুষ্ঠিত হইলেই নিতান্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। গৃহদাহক, বিষপ্রয়োক্তা, কুণ্ডলী,

সোমবিক্রয়ী, শরকর্তা, খল, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, ক্রোধাতী, গুরুতল্লগামী, মদ্য-পায়ী ব্রাহ্মণ, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখবিবর্দ্ধক, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, বেদদেষী, গ্রামপুরোহিত, নাস্তিক, পতিতসাবিত্রীক, কর্তব্যক এবং যে ব্যক্তি বলসম্পন্ন হইয়াও অন্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক হিংসা করে, ইহার ব্রাহ্ম-ঘাতীর তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

তৃণাগ্নি দ্বারা স্তবর্ণ, চরিত্র দ্বারা ভদ্র ও ব্যবহার দ্বারা সাধুকে অবগত হওয়া যায় এবং ভয় উপস্থিত হইলে শূর, অর্থ-ক্লেশ উপস্থিত হইলে ধীর ও আপদকালে স্তব্ধ ও শত্রুর পরাক্রম হইয়া থাকে। জ্বর মৌন্দর্য্য নাশ, বলবতা আশা ধৈর্য্য নাশ, মৃত্যু প্রাণ নাশ, অসূয়া ধর্ম্মচর্যা নাশ, ক্রোধ সম্প্রতি নাশ, অনার্য্যসেবা শীল নাশ, কাম লজ্জা নাশ ও অভিমান সমুদয় নাশ করিয়া থাকে। • সম্পত্তি মঙ্গল হইতে প্রাচুর্য্য, প্রগম্ভতা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা বদ্ধমূল হইয়া সংযম দ্বারা চিরস্থায়ী হয়। প্রজ্ঞা, সংকুল, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, গিতভাষিতা, যথাসম্মত দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভাসম্পন্ন করে। আর একটি গুণ ঐ সমস্ত গুণকে সহসা আশ্রয় করিয়া থাকে ; যদি রাজা কোন পুরুষকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ সকল গুণ তাহাকেই অনুসরণ করে।

হে মহারাজ ! ঐ আটটি গুণ স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ; কিন্তু সংপুরুষেরা

নিত্যানুষ্ঠানেয় যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন। আর দম, সত্য, অর্জব ও অনুশংসতা এই চারিটি অতি যত্নপূর্বক উপার্জন করিতে হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নীতি, সত্য, ক্ষমা, স্নেহ ও লোভ এই আটটি ধর্ম্মের পথ ; লোকে দম্বের নিমিত্ত পূর্ব চারিটি সেবা করিয়া থাকে আর অন্য চারিটি অনার্য্য ব্যক্তিকে কথনই আশ্রয় করে না। যে সভায় বুদ্ধের সমাগম নাই, তাহা সভাই নয় ; যে বুদ্ধের ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান না করেন, তাহার বুদ্ধই নন ; যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই, তাহা ধর্ম্মই নয় আর যে সত্য কপটতা দ্বারা নিতান্ত কুটিল ভাব ধারণ করে, সে সত্যই নয়। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবোপাসনা, সংকুল, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তি-সম্পন্ন বাক্য এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে।

পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া পাপেরই ফল ভোগ করে ; কিন্তু পুণ্যাত্মা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যেরই ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আর প্রজ্ঞাহীন গনুষ্য প্রতিনিয়তই পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; অতএব কদাচ পাপাচরণ করিবে না ; কারণ বারংবার পাপানুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিব্রংশ হইয়া নিরন্তর পাপ কর্ম্মেরই প্রবৃত্তি জন্মে। পুণ্য বারংবার আচরিত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে ; তাহা হইলে নিরন্তর পুণ্যসঙ্গেই পুরুষের অভিলষ জন্মিয়া থাকে এবং পরিণামে পুণ্য

স্থান লাভ হয় ; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্য কন্ঠের অনুষ্ঠানেই যত্নবান হইবে।

অসূয়াপরবশ, নিষ্ঠুর, মর্শ্যচ্ছেদী, শঠ, বৈরকারী ব্যক্তির পাপাচরণের অনতিকাল বিনশেষ সাতিশয় ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে। আর অসূয়াশূন্য, প্রজ্ঞাবান, শুভাচারসম্পন্ন মনুষ্য নিরন্তর সুখ সম্ভোগ করেন ও সকলেরই প্রীতিভাজন হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য হইতে জ্ঞানোপার্জন করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। প্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ লাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।

দিবাভাগে একরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। আট মাস একরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। প্রথম বয়সে একরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে চরম কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। যাবজ্জীবন একরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা জাঁপ জ্ঞান, গতবোবন ভাষ্যা, সমরবিজয়া বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সর্বশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অধ্যয়নরত জনরার এক ছিদ্র সংরত করিতে হইলে তাহা সংরত না হইয়া প্রত্যুত তাহা হইতে অণু এক ছিদ্র প্রকাশিত হইয়া উঠে। গুরু কৃতান্তাদিগের ও রাজা দুরান্তাদিগের শাস্তা ; আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে,

অন্তক তাহাদিগকে শাসন করেন। স্বামি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতার কারণ অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃস্থ। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণসেবানিরত, দাতা, সুশীল ও জ্ঞাতিগণের প্রতি সরল ব্যবহার করেন, তিনিই চির কাল পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন ; আর শূর, কৃতবিদ্য ও সেবানিরত এই তিন প্রকার পুরুষ পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। বুদ্ধি-সাধ্য কর্ম্মসকল প্রশস্ত, বাহুবলসাধ্য কর্ম্ম সকল মধ্যম, কপটসাধ্য কর্ম্ম নীচ ও বে সকল কর্ম্মের ভার দায় মস্তকে বহন করিতে হয়, তাহা নীচতর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ ! আপনি দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের হস্তে সমস্ত বৈশ্য্য সমর্পণ করিয়া কিরূপে কুশল অভিনায় করিতেছেন ? পাণ্ডবগণ সর্বগুণালঙ্কৃত এবং আপনাকেও পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি তাহাদিগকে স্নাত নিবিশেষে স্নেহ করুন।

পঞ্চত্রিংশতম, অধ্যায় ১।

বিভূর কহিলেন, মহারাজ ! এই স্থলে সাপ্যাত্রেয়সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কাণ্ডন করিতেছি ; শ্রবণ করুন। পূর্বে একদা মহর্ষি আত্রেয় পরিত্রাজকরূপে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সাধ্যগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন ! আমরা সাধ্যগণ আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া

কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না ; কিন্তু বোধ হইতেছে, আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধীর ; অতএব এক্ষণে সান্তিশয় উদার ও রমণীয় কথাসকল কীর্তন করুন ।

পরিব্রাজক কহিলেন, হে সাধ্যগণ ! আমি উপদেশকালে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ধৈর্য্য, হিংস্রজয় ও সত্যধম্মানুরক্তি দ্বারা হৃদয়ের গ্রাহি ছেদন করিয়া স্তম্ভ দুঃখ সমান বোধ করিবে । কেহ শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ প্রতিশাপ প্রদান করিবে না বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে ; তাহা হইলে অভিশপ্তকে দক্ষ করিয়া তাহার সমস্ত স্কৃত অপহরণ করিয়া থাকে । অণ্ডের অবমাননা, গিত্ত্র-দ্রোহ, নীচ লোকের উপাসনা কদাচ কর্তব্য নহে । অভিমানপরতন্ত্র ও নীচ-রুদ্ভিপরায়ণ হওয়া একান্ত অবিধেয় । অতি কঠোর বাক্য পুরুষের মস্তা, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দক্ষ করিয়া থাকে ; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কৰ্কশ ও মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না । যে মর্ম্মোপঘাতী অতি পরুষ-বাক্যরূপ কষ্টক দ্বারা অণ্ডের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে ; যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে অনলসদৃশ স্তম্ভাক্ক বাক্যবাণে দৃঢ়তর বিদ্ধ করেন, তাহা হইলে বিদ্ধ ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, ইনি তাহার উপকার করিতেছেন । যেমন বজ্র নীলাদি বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিলে, সেই

সকল বর্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধু বা অসাধু তপস্বী বা তস্করের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ।

কেহ কটুক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার প্রত্নতর প্রদান করিবে না ; আহত হইলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আঘাত করিবে না । যিনি হস্তাকে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন, তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । প্রথমতঃ অসম্বন্ধ-প্রলাপ অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ সত্য বাক্য, তৃতীয়তঃ প্রিয় বাক্য, চতুর্থতঃ ধম্মানুগত বাক্য শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দেশ করেন । পুরুষ ষাট্শ লোকের সহিত সহবাস ও ষাট্শ লোকের সেবা এবং যে রূপ স্বভাবসম্পন্ন হইতে অভিলাষ করে, সে সেই রূপ স্বভাবশালী হইয়া থাকে । মানব যে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ সকল হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে ; এই রূপে সকল বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহাকে অণুগাত্রও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । অন্য কর্তৃক বিজিত বা জিগীষাপরবশ হইবে না ; কাহারও প্রতি বৈরাচরণ বা বৈরনির্যাতন করিবে না ; নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ে সম ভাব প্রদর্শন করিবে ; তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকে না । যিনি সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কদাচ অণ্ডের অশুভ আশংসা করেন না ; যিনি সত্যবাদী, মৃদু, ও দানশীল, তিনিই উত্তম । যিনি অন্যকে বৃথা সাস্থনা করেন না এবং অগ্নীকার

করিয়া দান ও পররক্ষের অনুসন্ধান করেন, তিনি মধ্যম। আর যে ব্যক্তি মঙ্গলময় পদার্থে ভ্রাতা ও গুরুজনদিগকে বিশ্বাস করে না এবং মিত্রগণকে নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহাকে শাসন করা নিতান্ত কঠিন, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধাবেশ বশতঃ কখনই দ্রল ভাব ধারণ করে না আর সকলের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিতে একান্ত পরাধীন হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, সেই অধম। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেবা করিবেন; সময়ানুসারে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিতে পারেন; কিন্তু অধমপুরুষের সেবা সর্বতোভাবে অনুচিত। পুরুষ স্বীয় বল, বীর্য, অভ্যুদয়, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার সহকারে ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে; কিন্তু মহৎ কুল-সম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও কীর্তিলাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! ধর্মার্থনিরত বহু শাস্ত্রজ্ঞ শীলসম্পন্ন দেবগণ সতত মহা কুলের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ কুলকে মহাকুল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বেদাধ্যয়ন, ধন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্য বিবাহ ও সতত অন্নদান, এই সাতটি পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মহাকুল। পিতৃাদি বাহাদিগের চরিত্র দর্শনে ব্যথিত না হন, বাহারা এককালে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া

প্রসন্ন মনে ধর্ম্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বংশগণে মহীয়সী কীর্তি সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাহারাই মহাকুল-প্রসূত। যজ্ঞের অননুষ্ঠান, বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, বেদের উৎসর্গদান, সনাতন ধর্মের অতিক্রম, দেবদ্রব্যের অপলাপ, ব্রহ্মস্বের অপহরণ ও ব্রাহ্মণাতিক্রম দ্বারা কুলসকল দুকুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুল বিদ্যা, অর্থ ও সৎপুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও যদি ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তবে সেই সমুদয় কুল কখনই কুলগণে পরিগণিত হইতে পারে না। আর যে সমস্ত কুল ধর্ম দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সেই সকল কুল অল্প ধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া কুলগণে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! পরম যত্ন সহকারে ধন রক্ষা করাই বিধেয়। ধনের আগম ও ক্ষয় নিরন্তরই হইয়া থাকে; অতএব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষীণধন হইলে তাহাকে ক্ষীণ বলা যায় না; কিন্তু যাহার ধর্ম ক্ষীণ হইয়াছে, সেই যথার্থ ক্ষীণ। যে কুলে ধর্ম নাই, তাহা বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমৃদ্ধ হইতে পারে না।

আমাদিগের বংশে বৈরকারী পরস্বাপহারী রাজাগত্য, গিত্তদ্রোহী একপটাচার-পরায়ণ, অনৃতবদী ও পিতৃলোক, দেবতা এবং অতিথিদিগের পূর্বভোজী ব্যক্তি যেন জন্ম পরিগ্রহ না করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃণ বা বিনাশ করে এবং কৃষি কার্য্য নির্বাহ করে না, কদাচ তাহার

সভায় গমন করিবে না। পুণ্য, ক্ষম্যকারী সাধু লোকের নিকটতনে তৃণ, ভূমি, উদক ও স্নাত্ত বাক্য এই চারিটি কদাচ উচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহারা তৃণাদিসকল পরম স্রদ্ধাসহকারে অন্তের সংকারার্ণ আনয়ন করিয়া থাকেন। যেমন স্তম্ভন বৃক্ষ সূক্ষ্ম হইলেও ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু অন্য মহীর্ষহ সকল তদ্বিসয়ে কখনই সমর্থ হয় না; তদ্রূপ মহাকুলীনেরা একান্ত ভারসহ হইয়া থাকেন; কিন্তু সামান্য কুল-প্রসূত ব্যক্তির কদাচ তাঁহাদিগের অনু-করণ করিতে পারে না। যাহার ক্রোধে ভীত হইতে হয়; যাহাকে সঙ্কিত মনে সেবা করিতে হয়; তিনি কদাচ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; ফলতঃ পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যথার্থ মিত্র; কিন্তু অন্তের সহিত মিত্রতা কেবল সম্বন্ধমাত্র। যদি কোন ব্যক্তি অসম্বন্ধ হইয়াও মিত্রভাবে অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত মিত্র; তিনিই একমাত্র গতি ও প্রধান আশ্রয়।

চঞ্চলচিত্ত, স্থূলবুদ্ধি, বুদ্ধোপদেশপরাশ্রয় ব্যক্তির সহিত মিত্রভাবে সংঘটন হয় না। যেমন হংসমণ্ডলী শুষ্ক সরোবর পরিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ সকল অব্যবস্থিতিচিন্ত ইন্দ্রিয়বশবর্তী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। অসাধু লোকের স্বভাব চপল জলদের ন্যায় অব্যবস্থিত; তাহারা সহসা-ক্রোধপরবশ ও অকারণ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি মিত্রগুণ কর্তৃক সংকৃত ও কৃতকার্য হইয়াও তাঁহাদিগের উপকার

করে না, সেই কৃতজ্ঞকে বলা যায়। পরিত্যাগ করিলে ক্রব্যাভেদে তাহার মৃত্যুদেহ স্পর্শ করে না। মনী হউন বা নির্দীনই হউন, মিত্রকে অর্চনা করা নিতান্ত কর্তব্য। প্রার্থনা না করিলে তাহাদিগের সারবস্তুর পরীক্ষা হইতে পারে না। সম্ভাপ হইতে রূপ নষ্ট হয়; সম্ভাপ হইতে বল নষ্ট হয়; সম্ভাপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয় ও সম্ভাপী হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শোক উপস্থিত হইলে অভিলষিত বস্তু লাভ হয় না; শোকে শরীর পরিতপ্ত হয় এবং শোক হইলে শত্রুগণ নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনি কদাচ শোক করিবেন না। মনুষ্যগণ বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে, বারংবার ক্ষয় হয়, বারংবার পরিবর্তিত হয়, বারংবার অন্তের নিকট প্রার্থনা করে, অন্য ব্যক্তিও বারংবার তাহার নিকট যাত্রা করে আর বারংবার শোক করে এবং অন্তেও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। স্বখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, লাভ ও ক্ষতি এই সকল পর্যায়ক্রমে ভোগ করিতে হয়; অতএব ধীর পুরুষ কদাচ হর্ষ ও শোকের বশীভূত হইবেন না; চক্ষু আদি ছয় ইন্দ্রিয় নিতান্ত চঞ্চল। ইহারা যে যে বিষয়ে প্রবল বা অনুরক্ত হইয়া উঠে, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে ভ্রংশ হয়।

ধৃন্তরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিচুর! আমি অনলমৃদু রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত অনেক কপট ব্যবহার করিয়াছি; এ নিমিত্ত তিনি আমার মন্দমতি পুত্রগণকে রণস্থলে

সংহার করিবেন ; *সন্দেহ নাই । সমস্ত বিষয়ই উদ্দেশ্যের কারণ ; এ নিমিত্ত মনঃ নিতান্ত উদ্ভিন্ন হইতেছে ; অতএব যাহাতে শান্তি লাভ হয় ; এরূপ উপদেশ প্রদান কর । বিচুর কহিলেন, মহারাজ ! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও লোভ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে আপনার শান্তি লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব । আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসার-ভয় নিবারণ হয় ; তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম, গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান ও যোগবলে শান্তি-লাভ হইয়া থাকে । মোক্ষার্থীরা দান ও বেদজ্ঞানজনিত পুণ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া রাগ দ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন ; অধ্যয়ন, ধর্মযুদ্ধ, পুণ্য কর্ম ও তপস্যার পরিণামে সুখ লাভ হয় । যাহারা আত্মাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ করেন, তাঁহারা আত্মীর্ণ শয়নে শয়ান হইয়া কদাচ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না । কি স্ত্রী কি মাগধগণের স্ত্রীতবাদ, কিছুতেই তাঁহাদের স্ত্রীতি লাভ হয় না । তাঁহারা ধর্মাচরণে নিতান্ত পরাশ্রুত হইয়া থাকেন । তৎকালে তাঁহাদের আর গৌরব থাকে না ; তাঁহারা শান্তিলাভ ও স্ত্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না ; তাঁহাদের পক্ষে-হিতোপদেশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে এবং অলব্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা, উভয়ই একান্ত অসম্ভবপর হইয়া উঠে ; বিনাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের অন্য কোন আশ্রয় দৃষ্টিগোচর হয় না ।

ধেনু হইতেই দুগ্ধ উৎপন্ন হয় ;

ব্রাহ্মণই তেপোমুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে ও জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় ; কখনই ইহার অন্যথা হইতে পারে না । আপনি বাল্যাবস্থায় পাণ্ডবগণকে লালন পালন করিয়াছেন ; পরে তাঁহারা বহুসংখ্যক বন্ধু ও ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে অনেক বৎসর অরণ্যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন ; এনিমিত্ত তাঁহারা সাধু লোকের নিদর্শন-স্থান হইয়াছেন । হে মহারাজ ! যেমন অঙ্গারসকল পৃথক পৃথক হইলে ধূমায়িত হয় ও একত্র মিলিত হইলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আপনার জ্ঞাতিবর্গও তদ্রূপ । ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো ও জ্ঞাতিমধ্যে যে সমস্ত বীর জন্মগ্রহণ করে ; তাহারাও রূপক ফলের ন্যায় নিপাতিত হয় । দৃঢ় বদ্ধমূল অতি মহৎ একমাত্র মহীরুহ সমীরণভরে অনায়াসে গদ্বিত ও পতিত হইয়া থাকে ; কিন্তু বহু বৃক্ষ একত্র মিলিত ও বদ্ধমূল হইলে অক্লেশে প্রবল বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে ; এই রূপ গুণসম্বিত ব্যক্তিও একাকী হইলে, শত্রুগণ তাঁহাকে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়া থাকে । যেমন সরোবরমধ্যে উৎপলদলসকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ, গো, শিশু ও স্ত্রীলোকসকল অবধ্য ; আর যাহাদিগের অন্ন ভোজন করিতে হয় ও যাহারা শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও অবধ্য বলিয়া পরিগণিত । ধনী না হইলে গনুয্যের গুণ থাকে না ।

রোগী ব্যক্তি মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে ; অতএব আপনি আরোগী হউন । হে মহারাজ ! অব্যাদিহ, কটু, শিরোরোগের কারণ, পাপে প্রসূতি, সম্ভাপজনক, সাধু-গণের সংবরণীয় ও অসাধুগণের অপরিহার্য্য ক্রোধ সংবরণ করিয়া শান্তি লাভ করুন । পীড়িত ব্যক্তিরা ফল মূলের আদর করে না ; কোন বিষয়ের যথার্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং বনভোগজনিত সুখ-সচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না ।

হে মহারাজ ! পাণ্ডিত্যে দ্যুতানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ; এ নিমিত্ত আমি দ্যুতে দ্রোপদীকে পরাজিতা দেখিয়া আপনাকে চুর্যোধনকে নিবারণ করিতে করিতে কহিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি তৎকালে তাহার অনুষ্ঠান করেন নাই । যে বল দুর্বল কর্তৃক প্রতিহত হইয়া থাকে, সে বল বল বলিয়া পরিগণিত হয় না । যাহাতে অতি অল্প ধর্ম লাভ হইতে পারে, আগ্রহাতিশয়-সংকালে তাহারও অনুষ্ঠান করিবে । লক্ষ্মী ক্রুরের হস্তগত হইলে তাহারই বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন ; কিন্তু শান্ত ব্যক্তি কর্তৃক সমাশ্রিত হইলে তাহার পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় অনু-গামিনী হন ।

ধর্তারদ্রুগণ পাণ্ডবদিগকে ও পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করুন । তাঁহারা একমণ্ডা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করুন ; তাঁহাদের অশ্রুতরের শত্রু ও মিত্র তাঁহাদের উভয়ের শত্রু ও মিত্র হউক । আপনি কৌরব-

গণের স্বেচ্ছাচারনিরোধক ; কুরুকুল আপ-নারই অধীন ; অতএব আপুনি বনবাস-সমুপ্ত অল্পবয়স্ক পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া আপনার ধর্ম রক্ষা করুন । আপনি পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের সন্ধি সংস্থাপন করুন ; শত্রুগণ কদাচ যেন আপনাদিগের পরস্পর ভেদ দর্শন না করে । পাণ্ডবেরা একমাত্র সত্যে নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে চুর্যো-ধনকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করুন ।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! স্বায়ম্ভু-ব মনু কহিয়াছেন, “যে অশিষ্ট ব্যক্তিকে শাসন করে ; যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয় ; যে অতিমাত্র শত্রুসেবা করিয়া কল্যাণ লাভ করে ; যে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া কল্যাণ লাভ করে ; যে অযাচ্য বস্তু যাত্রা করে ; যে আত্মপ্রাণ করে ; যে আভি-জাত হইয়া অকার্য্য করে ; যে দুর্বল হইয়া বলবানের সহিত নিরন্তর বিবাদ করে ; যে অবিখ্যাসী ব্যক্তিকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলে ; যে অকাম্য কাগনা করে ; যে পুত্রবধূর লহিত পরিহাস করে ; যে পুত্রবধূর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও গন্যার্থী হয় ; যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে ; যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত করে ; যে প্রাপ্ত হইয়াও বিম্বৃত হইয়াছি বলে ; যে যাচককে দান করিয়া আশা করে এবং যে অসাধুকে সাধু বলিয়া প্রতি-পন্ন করে ; এই সকল ব্যক্তিকে নিরয়-

গামী হইতে হয়। এই গপ্তদশ পুরুষের অসাধ্য কি আছে ! ইহারা আকাশকে মৃক্ষ্যাঘাতে নষ্ট করিতে পারে ; অনম্য ইন্দ্রধনুঃ অবনাগিত করিতে পারে এবং নরীচিমালীর অসংগ্রাহ্য কিরণমালা সংগ্রহ করিতে পারে”। যে ব্যক্তি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার সহিত তিনি সেই রূপ ব্যবহার করিবেন, ইহাই ধর্ম্ম ; যে ব্যক্তি কপট ব্যবহার করে, তাহার সহিত কপট ব্যবহার করিবে ; যে ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে, তাহার সহিত সাধু ব্যবহার করিবে। জরা রূপ হরণ করে ; আশা ধৈর্য্য হরণ করে ; মৃত্যু প্রাণ হরণ করে ; অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা হরণ করে ; কাম লজ্জা হরণ করে ; অসাধুসেবা সদাচার হরণ করে ; ক্রোধ শ্রীহরণ করে এবং অভিমান সগুদায়ই হরণ করে।

- ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! সকল বেদেই পুরুষ শতাযুঃ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ; অথচ সকল আয়ুঃ প্রাপ্ত হইতেছেন না ; ইহার কারণ কি ?

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! অতিমান, অতিবাদ, অতি অপরাধ, ক্রোধ, আত্মস্তম্ভিতা ও মিত্রদ্রোহ, এই ছয়টি তাক্স বাণ-অরূপ হইয়া পুরুষের আয়ুঃ কুন্তন ও প্রাণ হরণ করে ; আপনার কল্যাণ হউক। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারাপহরণ করে ; যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে ; যে দ্বিজ শূত্রের পাণিগ্রহণ অথবা মদ্যপান করে ; যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে আদেশ কিম্বা তাঁহাদের বৃত্তিনাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিয়োগ

করে ; যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহার করে ; তাহার সকলেই ব্রহ্মহার সমান ; ইহাদিগের সহিত সংশ্রব হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। যিনি প্রকৃত বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বদান্ত, শেষাম্ভোক্তা, অহিংসক, অনর্থকার্য্যে পরাঙ্মুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মুদুস্বভাব ও বিদ্বান্ ; তিনি স্বর্গ লাভ করেন। প্রিয়বাদী পুরুষ অতি স্থলভ ; কিন্তু অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা বা শ্রোতা অতি দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরোধে প্রভুর প্রিয়াপ্রিয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া অপ্রিয় হিতকর বাক্য বলে, রাজা তদ্বারাই সহায়বান্ হন। কুলের নিমিত্ত এক জনকে এবং গ্রামের নিমিত্ত কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম ও আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। আপং কালের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে ; ধন দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে এবং স্ত্রী ও ধন উভয় দ্বারা সত্তত আত্মাকে রক্ষা করিবে। পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, এই দ্যুতক্রীড়া মনুষ্যগণের পরস্পর বৈরভাব উদ্ভাবন করে ; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি আগোদের নিমিত্তও দ্যুতক্রীড়া করিবে না। আমিও দ্যুতকালে উপযুক্ত কথাই কহিয়াছিলাম ; কিন্তু আত্মুর ব্যক্তির ঔষধ ও পথ্যের ন্যায় আপনার নিকটে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কালের সাহায্যে বিচিত্র কলাপশোভিত ময়ূরগণকে পরাজয় করা আর দুর্ঘোষনাদির সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করা উভয়ই সমান ; বলিতে কি, আপনি সিংহগণকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি শৃগালকে আতিপালন

করিতেছেন ; কিন্তু কালক্রমে আপনাকে অবশ্যই শোক করিতে হইবে ।

যিনি ভক্ত ও হিতার্থী ভৃত্যের প্রতি কদাপি জাতক্রোধ না হন, ভৃত্য সেই ভর্তাকে বিশ্বাস করে ; আপৎকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না । ভৃত্যগণের জীবিকা রোধ করিয়া পরকীয় রাজ্য ও ধন সংগ্রহ করিবার অভিলাষী হইবে না ; কেন না, স্নেহবান্ অমাত্যগণ প্রতারণিত, বিরুদ্ধ বা ভোগবর্জিত হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করে । প্রথমে সমুদয় কার্য সাধ্য কি অসাধ্য ইহা নিশ্চয় করিয়া, দেয় বৃত্তি আয় ব্যয়ের অনুরূপ করিবে ; পরে উপরুক্ত সহায় সংগ্রহ করিবে ; কারণ, সমুদয় দুষ্কর কার্যই সহায়সাধ্য ।

যে ব্যক্তি ভর্তার অভিপ্রায় অবগত ও নিরালস্য হইয়া কার্য করে ; যে ব্যক্তি হিত বাক্যের বক্তা, অনুরক্ত, আর্ঘ্য ও শক্তিজ্ঞ ; তাহাকে আপনার ন্যায় কৃপা-ভাজন বোধ করিবে । যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভুবাক্যে অনাদর করে ; কোন কার্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যাভ্র করে ; আপনাকে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া অভিমান করে ও প্রতিকূলভাবী হয়, তাদৃশ ভৃত্যকে অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে । যে ভৃত্য দর্পশূন্য, সমর্থশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়-স্বভাব, হৃদয়, অনন্যভেদ, রোগসম্পর্ক-শূন্য ও উদারভাবী ; তাহাকেই অকণ্ঠ-সম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করা যায় । সাং-কালে অবিব্রস্তের গৃহে বিশ্বাসপূর্বক গমন, রাজ্যকালে লুকায়িত হইয়া প্রাজ্ঞনে আস

রাজকান্ধা কামিনীকে কামনা করিবে না । যে ব্যক্তি মন্ত্রগৃহে গমনপূর্বক অনেক অসতের সহিত মন্ত্রণা করে, তাহার মন্ত্রণা অপহরণ করিবে না ; তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি না, ইহাও বলিবে না ; কিন্তু কোন আর্ঘ্যব্যপদেশে তথা হইতে অপস্থত হইবে । লজ্জালীল রাজা, পুংচলী, রাজ-ভৃত্য, বিধবা, বালপুত্র, সেনাজীবী ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তির সহিত ঋণাদানাদি ব্যবহার করিবে না ।

বল, রূপ, স্বরশক্তি, বর্ণশক্তি, মুহূর্তা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, অকুসারতা ও বর-বর্ণিনীগণ, এই দশটি স্নানলীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে । পরিমিতভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ুঃ, বল ও স্বথ লাভ করেন ; তাঁহারই নির্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কেহ তাঁহাকে ক্ষমার বলিয়া নিন্দা করে না । অকর্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্ভিক্ট, কপট, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও ক্ষণ-কাদিবেশধারী, ইহাদিগকে গৃহমধ্যে স্থান দান করিবে না । অত্যন্ত ক্রেশ হইলেও কৃপণ, শাপপ্রদ, মূর্থ, কৈবর্ত, মূর্ত, মানী ব্যক্তির অবমত্তা, নিষ্ঠুর, শত্রু ও কৃতক ব্যক্তির নিকট কদাপি প্রার্থনা করিবে না । আততায়ী, অতি প্রমাদী, নিয়ত মিথ্যাবাদী, দৃঢ়ভক্তিশূন্য, স্নেহশূন্য ও নিপুণশূন্য, এই ছয় জন নরাধমকে সেবা করিবে না । অর্থ সহায়সাপেক্ষ, অর্থসাপেক্ষ ; সুতরাং একটর অত্যাধিক অন্যটি হস্তগত হয় না । অর্থে অপত্যোৎ-পাদনপূর্বক ঋণশূন্য হইয়া প্রজ্ঞাদিগের

কোন বৃত্তি বিধান ও কুমারীগণকে সং-
পাত্রে প্রদান করিবে ; পশ্চাৎ অরণ্যগমন-
পূর্বক মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন
যাপন করিবে। বাহা সকল প্রাণীর হিত-
কর ও আপনাদেবতার সুখাবহ তাহাই করিবে ;
ঈশ্বরের নিকট এই রূপ কষ্টই সর্বার্থ-
সিদ্ধির কারণ। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজঃ,
শত্রু, উৎখান ও ব্যবসায়সম্পন্ন হইলে
জীবিকার অভাব নিবন্ধন ভীত হইতে
হয় না।

মহারাজ ! পুরন্দরপ্রভৃতি দেবগণ
ঐহান্নিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যথিত
হন, সেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা
হইলে এই সকল অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে ;
প্রথমতঃ পুত্রগণের সহিত বৈরভাব, দ্বিতী-
য়তঃ নিরন্তর উদ্বেগ, তৃতীয়তঃ বশোনাশ,
চতুর্থতঃ শত্রুগণের হর্বোৎপাদন। যেমন
ধূমকেতু আকাশ হইতে তির্ঘাণ্ডাবে
পাতিত হইলে, সমুদায় লোক নষ্ট হয়,
সেই রূপ ভীষ্ম, ইন্দ্রকল্ল দ্রোণাচার্য্য, রাজা
যুধিষ্ঠির ও আপনাদেবতার প্রবুদ্ধ হইলে,
এই লোক উৎসাদিত হইবে। অতএব
আপনাদেবতার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব
একত্রে হইয়া এই সাগরাস্তরণ ধরা অনুশাসন
করুন। ঐহান্নিগণ বনদ্রুপ ও পাণ্ডব-
গণ ব্যাভ্রগণকে ; আপনি ব্যাভ্রের সহিত
সমুদায় বন উৎসম অথবা কেবল ব্যাভ্র-
গণকে বিনষ্ট করিবেন না। ব্যাভ্রগণ
বন ও বন ব্যাভ্রগণকে রক্ষা করে ;
অতএব ব্যাভ্র ব্যাভ্রের বন থাকে না
এবং বন না থাকিলেও ব্যাভ্র থাকিতে

পারে না। পাণ্ডবগণ : ঐহান্নিগণ
পাণ্ডবগণের নিষ্ঠুরতা অবগত হইবার
নিমিত্ত যে রূপ উৎসুক হইয়াছে, তাহা-
দিগের গুণসমূহ বিদিত হইবার নিমিত্ত
সে রূপ অভিলষী নয়। যিনি অর্থসিদ্ধির
অভিলাষ করেন, তিনি অগ্রে ধর্ম্মাচরণ
করিবেন ; যেমন স্তরলোক ব্যতীত অন্য
স্থানে অমৃত নাই, সেই রূপ ধর্ম্মব্যতীত
অর্থলাভের অন্য উপায়ান্তর নাই। ঐহান্নি
আত্মা পাণ্ডব হইতে বিরত ও কল্যাণ কর্ম্মে
সম্মিলিত হইয়াছে, তিনিই কি প্রকৃতি
ও কি বিকৃতি উভয় অবগত হইয়াছেন।
যিনি বণাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের
সেবা করেন, তিনি ইহ কালে ও পর
কালে উহাই লাভ করেন। যিনি ক্রোধ
ও হর্ষের আবেগে সংবরণ করেন ও আপ-
কালে যুদ্ধ না হন, তিনি ঐশ্বর্য্য লাভ
করেন।

মহারাজ ! পুরুষের বল পঞ্চবিধ ;
প্রথম বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল, তৃতীয়
ঘনবল, চতুর্থ পুত্রসম্পন্নরূপে আভিজাত্য
বল, পঞ্চম প্রজ্ঞাবল, এই বলই সকল
বলের শ্রেষ্ঠ ; ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত বল
সংগৃহীত হইতে পারে ; যে লোক অন্য
লোকের অপকারের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ
করে, তাহার সহিত বৈরভাব উৎপন্ন
হইলে দূরস্থ হইয়াও কদাচ বিশ্বাস করিবে
না। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা,
সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর
উপর বিশ্বাস করেন ? যে জন্ত প্রজ্ঞা-
রূপ সায়কে আহত হইয়াছে, তাহার

চিকিৎসক নাই, ঔষধও নাই; অধর্ক-
বেদবিহিত হোম, মন্ত্র বা মন্ত্রল কার্য দ্বারা
তাহার আরোগ্য লাভ হয় না। সর্প,
অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি, ইহারা অতিশয়
তেজস্বী; মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা
করিবে না। ইহা লোকে অগ্নি এক মহৎ-
তেজঃ; অগ্নি কাষ্ঠের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে
অবস্থিত করেন; যে পর্যন্ত অগ্নি লোক
তাঁহাকে উদ্দীপিত না করে, তাবৎকাল
তিনি সেই দারু উপযোগ করেন না;
যখন অগ্নি ব্যক্তি নির্মাণিত করিয়া তাঁহাকে
উদ্দীপিত করে, তখন সেই অগ্নি অচিরে
স্বকায় তেজে সেই দারু ও অন্যান্য বন
দগ্ধ করেন। মহারাজ! অগ্নি যেমন
ক্ষমাবান ও নিরাকার হইয়া দারুগণ্যে
শয়ন করিয়া থাকেন, অতি তেজস্বী
পাণ্ডবেরাও সেই প্রকার। আপনি ও
আপনার পুত্রগণ লতাস্বরূপ; পাণ্ডবগণ
শালবৃক্ষস্বরূপ; লতা কদাপি মহাদ্রুমের
আশ্রয় ব্যতীত বর্জিত হইতে পারে না।
হে রাজন্! আপনারা বনস্বরূপ ও পাণ্ডব-
গণ সিংহস্বরূপ; সিংহ না থাকিলে বন
বিনষ্ট হয় এবং বন ব্যতিরেকে সিংহও
বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! শ্ববির
ব্যক্তি যুবকের নিকটে গমন করিলে যুব-
কের প্রাণ উজ্জ্বল উৎপত্তি হয়; পরে যুবা
ব্যক্তি শ্ববিরকে প্রত্যাখ্যান ও অভিবাদন
করিলে পুনর্বার তাহা প্রাপ্ত হয়। সাধু-

গণ সীঠদান ও পানীয় আনয়ন করিয়া
অভ্যাগত ব্যক্তির পাদ প্রক্ষালন করিয়া
কুশল প্রশ্নপূর্বক আশ্বাসন নিবেদন,
পরে অবহিত হইয়া অন্ন দান করিবে।
মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি লোভ, ভয় ও কাৰ্পণ্য
দেখিয়া যাহার গৃহে জল, মধুপর্ক বা গো
এহণ না করেন, আশ্বাসন তাহার জীবন
নিরর্থক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।
চিকিৎসক, শরকর্তা, নষ্টব্রজচর্যা, চৌর,
মদ্যপায়ী, ভ্রমণী, সেনাজীবী ও ক্রান্তি-
বিক্রেতা ব্রাহ্মণ উদকাই না হইলেও যদি
অতিথিরূপে আগত হয়, তবে তাহাকে
অর্চনা করিবে। লবণ, পক্ক অন্ন, দধি,
ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, গাংস, ফল,
মূল, শাক, রক্তবস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য সকল ও
গুড় বিক্রয় করিবে না। যাহার ক্রোধ
নাই; লোভ, প্রসন্ন ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান;
শোক নাই; সন্ধি ও বিগ্রহ নাই; যিনি
গিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন;
যিনি উদাসীনের ন্যায় প্রিয় ও অপ্রিয়
বিষয় পরিত্যাগ করেন; তিনিই ভিক্ষুক।
নীবার, মূল, ইস্কুদী ফল ও শাক যাহার
জীবিকা, যিনি সংযতাত্মা, অগ্নিকাৰ্য্যে অব-
হিত, বনবাসী, সতত অতিথিসংকারে
অনুরক্ত, ধুরন্ধর ও পুণ্যকন্ধ্যা, তিনিই
তাপস। বুদ্ধিমানের অপকৃষ্ণ করিয়া
দূরস্থ হইয়াও বিশ্বস্ত থাকিবে না; বুদ্ধি-
মানের বাহুদ্রব্য অতি দীর্ঘ; তিনি হিংসিত
হইলে তদ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন।
অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে
না। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস

করা যত্ন নহে, যত্ন হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সে ভয় মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে। ঈর্ষাশূন্য, স্ত্রীরক্ষক, সংবিত্ততা, প্রিয়বাদী, স্নেহবান্, গধুরভাষী ব্যক্তি স্ত্রীলোকের বশীভূত হইবে না। পূজনীয়, সচ্চরিত্র, ভাগ্যবতী রমণী সকল গৃহের স্ত্রী ও দীপ্তিস্বরূপ; অতএব তাহাদিগকে সান্ত্বনয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহানস ও আত্মসম ব্যক্তির হস্তে গো সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং কৃষিকাৰ্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবে। বণিকদিগকে ভৃত্য দ্বারা ও দ্বিজগণকে পুত্র দ্বারা সেবা করিবে। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের সম্বন্ধগামী তেজঃ স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানেই শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। সান্ত্বনয় তেজস্বী কুলীন সংপুরুষের। কাষ্ঠাভ্যন্তরবিলীন নিরাকার অগ্নির ন্যায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। কি বহিঃশত্রু, কি অন্তঃশত্রু, কেহই যাঁহার মন্ত্রণা অবগত হইতে পারে না, সেই চতুরস্র রাজাই দীর্ঘকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। ধর্ম্মকাৰ্য্য, কামকাৰ্য্য ও অর্থকাৰ্য্য অগ্রে প্রকাশ না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে পরে প্রকাশ করিবে। মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ করিবে না। গিরিপৃষ্ঠ, প্রাসাদ, ভূগাদিশূন্য অরণ্য প্রভৃতি নির্জনস্থানে মন্ত্রণা করা বিধেয়। স্নেহ না হইলে রহস্য মন্ত্রণা জানিবার যোগ্য হইতে পারে না। স্নেহ বা পণ্ডিত

হইলেই যে সচিবপদের যোগ্য হইবে এমন নয়; স্নেহে মূর্খ হইতে পারেন এবং পণ্ডিতও চপলবাক হইতে পারেন; অতএব পরীক্ষা না করিয়া কহাকেও আপন সচিবপদ প্রদান করিবে না; অমাত্যের অর্থলিপ্সা ও মন্ত্রণারক্ষণ উভয়ই থাকিবার সম্ভাবনা।

যে রাজার অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত কেবল পারিষদেরাই অবগত হইতে পারেন, সেই রাজাই ধর্ম্মার্থ কামবিষয়ে প্রধান; সেই গুণগঞ্জ নৃপতি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন; যে মোহবশতঃ অপ্রশস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্য-ভ্রংশ নিবন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্ত্রের নিদান ও তাহার অননুষ্ঠান অনুতাপের কারণ। যেমন ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণের অধিকারী হয় না, সেই রূপ যে ব্যক্তি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধাভাব ও সগা-শ্রয়ণ রূপষাড়াগুণ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে মন্ত্রণা জ্ঞানের যোগ্য হইতে পারে না। যিনি স্থান, বুদ্ধি, ক্ষয় ও ষাড়াগুণ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ; যাঁহার চরিত্র-জনসমাজে সমাদৃত; যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ; যিনি স্বয়ং কার্য্যজাত পর্য্যবেক্ষণ ও কোষ-সকলের তত্ত্বাবধারণ করেন; পৃথিবী তাঁহার নিকট স্বাধীন হয়। মহীপতি ছত্র ও নাম লাভ করিয়াই পরিতুষ্ট হইবেন; ভৃত্যগণকে অর্থ দান করিবেন ও একাকী সর্ব্বগ্রাহী হইবেন না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ভৃত্তা স্ত্রীকে এবং নৃপতি

অমাত্য ও নৃপতিকৈ অবগতুং আছেন।
বধ্য শত্রু বশীভূত হইলেও পরিত্যাগ
করিবেনা; স্বয়ং হীনবল হইলে শত্রুর
উপাসনা করিবে; বলবান হইলে তাহাকে
বধ করিবে; বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলে
অচিরে তাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়।
রুদ্ধ, বালক, ও আতুরের প্রতি ক্রোধ
হইলে তাহা সংবরণ করিবে। যে প্রাজ্ঞ
ব্যক্তি অনর্থক লহ পরিত্যাগ করেন, তিনি
লোকে কীর্তি লাভ করেন ও তাঁহার
অনর্থপাত হয় না। ষাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল
ও ক্রোধ নিরর্থক, এরূপ প্রভু কাহারও
অভিলষণীয় হন না; কোন্ স্ত্রী নপুংসকের
পত্নী হইতে অভিলাষ করে? বুদ্ধি থাকি-
লেই যে ধন লাভ হয়, এমন নয় আর
জাদ্য দোষ থাকিলেই যে দরিদ্র হয়,
এমন নয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই লোকদ্বয়ের
ক্রমবৃত্তান্ত অবগত আছেন; ইতর ব্যক্তি
তাহা অবগত নয়।

মুঢ় ব্যক্তি বিচক্ষণ, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন
বা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ লোককে প্রতি-
ন্যস্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র,
অপ্রাজ্ঞ, অসূয়ক, অধাৰ্মিক, দুষ্কৃত্য ও
কোপনস্বভাব ব্যক্তি শীঘ্র বিপদগ্রস্ত হয়।
প্রতারণা পরিত্যাগ, দান, মর্যাদার অনু-
বর্তন ও সম্যক্ উচ্চারিত বাক্য প্রাণি-
গণকে বশীভূত করে। অপ্রতারণক, কার্য-
দক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরলস্বভাব ব্যক্তি
রিক্তকোষ হইলেও মিত্রাদি পরিবারগণকে
লাভ করিয়া থাকেন। ধৃতি, শম, দম,
শৌচ, কারুণ্য, যুহু বাক্য ও মিত্রগণের

অদ্রোহ, এই সাতটি লক্ষ্মীরূপ অনলের
ইন্দ্রনস্বরূপ। অসংবিভাগ্য, দুষ্কৃত্য,
কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ
করিবে; যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া
নির্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে একোপিত
করে, তাহাকে সুসম্পন্ন গৃহশায়ী ব্যক্তির
ন্যায় অতি কষ্টে যাসিনী যাপন করিতে
হয়। যে সকল ব্যক্তি দূষিত হইলে
যোগক্ষেমের ব্যাঘাত জন্মে, দেবতাদিগের
ন্যায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে।
যে সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত
ও অনার্য্য লোকের হস্তে নিহত হয়, তাহা
পুনরায় লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে।
যেমন প্রস্তুতময় ভেলা নদীতে নিগল্ল হয়,
তদ্রূপ স্ত্রী, ধূর্ত বা বালক যে স্থানের
শাসনকর্তা, তত্রত্য লোক ও উৎসন্ন হইয়া
যায়। যে ভূত্যেরা নিরন্তর প্রয়োজনে
সংস্কৃত হয় কিন্তু অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তা-
র্পণ করে না, তাহারাই বিজ্ঞ। ধূর্ত, চর
অথবা বারবণিতাগণ যাহাকে প্রসংসা
করে, তাহার জীবন রক্ষা হওয়া স্বকঠিন।
আপনি তাদৃশ মহাধর্ম্মীর অমিততেজাঃ
পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্ঘোষনের
হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য হস্ত করিয়াছেন;
কিন্তু যেমন বলি লোকত্রয় হইতে ভ্রষ্ট
হইয়াছে, তদ্রূপ এই ঐশ্বর্য্যদম্বুদ্র দুর্ঘো-
ষনকে অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন
করিবেন।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর !
বিধাতা পুরুষকে দৈবের বশীভূত করিয়া-
ছেন ; যেমন সূত্রগ্রথিত দারুময়ী ঘোষা
আত্মবশ নহে, তদ্রূপ স্বীয় ঐশ্বর্য বা
অনৈশ্বর্যে পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।
অতএব তুমি পুনরায় এই সকল বিষয়
কীর্তন কর ; আমি সাবধন হইয়া শ্রবণ
করিতেছি।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! যদি সুর-
গুরু বৃহস্পতি অনুপযুক্ত সময়ে বাঞ্ছিত্যাস
করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অবজ্ঞা ও
অবমানের ভাজন হইতে হয়। কেহ
কেহ দান করিয়া প্রিয় হয়, কেহ কেহ বা
প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয় ;
কিন্তু যে ব্যক্তি মদ্রুণা ও ধন প্রদান দ্বারা
প্রিয় হয়, সেই যথার্থ প্রিয়। লোকে
দ্রব্য ব্যক্তিকে সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত
জ্ঞান করে না। ফলতঃ লোকের স্বভাবই
এই যে, তাহারা প্রিয় ব্যক্তিকে সগল
শুভ কার্য্য ও দ্রব্য ব্যক্তিকে পাপ
কার্য্যের আধার জ্ঞান করিয়া থাকে। হে
রাজন্ ! দুৰ্য্যোধন জন্মিবামাত্র আপনাকে
কহিয়াছিলাম যে মহারাজ ! আপনি এই
পুত্রকে পরিত্যাগ করুন ; তাহা হইলে
অন্যান্য পুত্রগণের অভ্যুদয় হইবে ; নচেৎ
আপনার শত পুত্রই বিনষ্ট হইবে ; সন্দেহ
নাই। হে ভরতবংশাবতংস ! যে বৃদ্ধি
দ্বারা উত্তর কালে ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা
তাহা বৃদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য নহে ;

আর যে ক্ষয় দ্বারা চরমে বৃদ্ধি লাভ হয়,
সে ক্ষয়কেও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করা উচিত ;
কারণ, যে ক্ষয় বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষয় নহে ;
কিন্তু যে অল্প লাভ দ্বারা বহু বস্তু বিনষ্ট
হয় ; সেই লাভই ক্ষয়স্বরূপ। হে মহা-
রাজ ! কোন কোন ব্যক্তি ধন দ্বারা কেহ
কেহ বা গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ;
আমার মতে ধনাঢ্য গুণবিহীন ব্যক্তিগণকে
পরিত্যাগ করা আপনার কর্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! তুমি
যাহা যাহা কহিলে তৎ সমুদায়ই প্রাজ্ঞ-
সম্মত ও পরিণামে হিতকর ; কিন্তু আমি
পুত্র পরিত্যাগ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ
নই। দেখ, যে স্থানে ধর্ম, সেই স্থানেই
জয় নির্দ্ধারিত আছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! প্রভূত
গুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি প্রাণিগণের অতি
অল্প মাত্র ক্রোধ সহ্য করিতে পারেন না।
যাহারা সতত পরের অপবাদে নিরত
থাকে ; পরের দুঃখ ও পরস্পরের বিরো-
ধের নিগিত যত্নবান্ হয় ; যাহাদের দৃষ্টি
সদোম ও সহবাস ভয়াবহ ; যাহাদের নিকট
হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে মহৎ দোষ উৎ-
পন্ন হয় ; যাহাদিগকে ধন প্রদান করিলে
মহাভয় জন্মে এবং যাহারা ভেদকারী,
কামপরায়ণ, নির্লজ্জ, শঠ ও অশীল্য মহা-
দোষে দূষিত ; তাহারা পাপাত্মা বলিয়া
বিখ্যাত ; তাহাদের সহবাস কদাচ কর্তব্য
নহে ; তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাই
শ্রেয়ঃ। নীচ লোকেরা কোন কারণবশতঃ
প্রণয় করিয়া থাকে। সেই কারণ বিলীন

হইলেই তাহারা প্রণয় ভঙ্গ করে, মৌল-
দ্বের ফল ও মৌলহর্গজনিত স্ত্রেরও সম্পর্ক
থাকে না। প্রভূতি তাহারা অপবাদ
প্রদান ও ক্ষয়বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করে।
অজ্ঞানবশতঃ উহাদিগের অধুমাত্র অপকার
করিলেই উহারা আর শাস্তিপথ অবলম্বন
করে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি নৈপুণ্য-সহকারে
বিবেচনা করিয়া দূর হইতে এতাদৃশ
লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।

হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি দান, দরিদ্র,
আতুর ও জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ
করে, তাহার পুত্র ও পশু বৃদ্ধি হয় ; সে
অনন্ত কাল শ্রেয়োলাভ করে। আত্ম-
শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি ও কুল
বর্দ্ধন করা অবশ্য কর্তব্য ; অতএব আপনি
সংকল্পানুষ্ঠানে যত্নবান্ হউন। জ্ঞাতিগণ
সংক্রিয়া করিলে মহান্ শ্রেয়োলাভ হয়।
হে রাজন্ ! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলে অতি
যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে রক্ষা করা
কর্তব্য। দেখুন, পাণ্ডবগণ অশেষগুণ-
লব্ধ ও আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ; তাহা-
দিগের প্রতি প্রসন্ন হওয়া আপনার অবশ্য
কর্তব্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডব-
গণকে কতিপয় গ্রাম প্রদান করুন ; তাহা
হইলে লোকমধ্যে যশোলাভ করিতে
পারিবেন। হে মহাশয় ! আপনি বুদ্ধ
হইয়াছেন ; এক্ষণে পুত্রগণকে শাসন করা
আপনার নিতান্ত কর্তব্য। আমি সতত
আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি ;
আপনি আগাকে হিতৈষী বলিয়া জ্ঞান করি-
বেন। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি-

বর্গের সহিত বিবাদ করা সর্বতোভাবে
অকর্তব্য ; উহাদিগের সহিত একত্র মিলিত
হইয়া স্ত্রথ সম্ভোগ করা বিধেয়। জ্ঞাতি-
দিগের সহিত সতত ভোজন, মিষ্টালাপ ও
প্রণয় করাই কর্তব্য ; বিরোধ করা কদাচ
উচিত নহে। জ্ঞাতি মদ্বৃত্ত হইলে বিবাদ
হইতে পরিত্রাণ করি আর দুর্ত হইলে
বিপদে নিমগ্ন করে। হে মহারাজ !
আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি সদ্যবহার
করিলে, সেই সমুদয় বীর পুরুষ আপনার
চতুর্দিকে থাকিবে ; তাহা হইলে শত্রুগণ
কখনই আপনাকে পরাভব করিতে পারিবে
না। যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তিশালী জ্ঞাতির
আশ্রয়ে থাকিয়াও কষ্টভোগ করে, তাহা
হইলে সেই সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তন্নিবন্ধন
পাপভাগী হইতে হয়। যাহা হউক, কিয়-
দিবস পরে আপনাকে হয় পাণ্ডবগণ না হয়
স্বীয় পুত্রগণের নিধনবার্তা শ্রবণে অনুতাপ
করিতে হইবে ; অতএব এক্ষণে উত্তম রূপ
বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন। মনুষ্যের
জীবিত কালের নিশ্চয় নাই ; অতএব যে
কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ চিন্তাগারে প্রবেশ
পূর্বক পরিতাপ করিতে হয়, সে কর্ম্ম নু
করাই কর্তব্য।

হে মহারাজ ! নীতিশাস্ত্রকর্তা শুক্র-
চার্য্য ব্যতীত আর সমুদায় লোকই নীতি-
বিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে ; কিন্তু বুদ্ধি-
মান্ ব্যক্তিগণ মোহবশতঃ অনুষ্ঠিত অনীতির
আশু প্রতিবিধান করেন। দুর্ধ্যোধন
পূর্বে পাণ্ডবগণের প্রতি যে পাপাচরণ
করিয়াছে, আপনি এক্ষণে তাহার প্রতি-

বিধান করুন। আপনি পাণ্ডুনন্দনগণকে রাজ্য প্রদান করিলে পাপবিমুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে মনীষিগণের পরম পূজনীয় হইবেন। যে ব্যক্তি পণ্ডিতগণের হিতবাক্য বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া কার্যে অধ্যবসায় করে, তাহার যশোরশি এই মেদিনী মণ্ডলে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। সুকুশল ব্যক্তি অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তাহাও বিফল হয়; কেন না, তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে পারে না; বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্য্য করে না। যে ব্যক্তি পাপফলজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার অভ্যুদয় হয়। যে দুর্ন্যতি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিবিধান না করিয়া তাহার অনুসরণ করে, সে বিষম অগাধ নরকে নিপতিত হয়। চিত্তবৈকল্য, নিদ্রা, শত্রুগণের গুচ চরকে নষ্ট জানা, রাজার ভাবভঙ্গী, দুই অমাত্যে বিশ্বাস ও কার্য্যক্ষম দূত, এই ছয়টি মন্ত্রভেদের দ্বারস্বরূপ। অর্থবর্দ্ধনাভিলাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই সমুদায় বিশেষ রূপে লক্ষ্য করা কর্তব্য। যে ভূপতি বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মার্থকামাচরণে সত্যত নিযুক্ত থাকেন, তিনি অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন। বৃহস্পতি-সদৃশ ব্যক্তিগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বুদ্ধগণের সেবা না করিয়া কখনই ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। দ্রব্য সমুদ্রে পতিত হইলে বিনষ্ট হয়; অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়; মৃত

ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি ভিন্ন পদার্থে আছতি প্রদান করিলে তাহা বিনষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি-সহকারে প্রাজ্ঞগণের পরীক্ষা, বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাঁহাদের যোগ্যতা নিশ্চয়, অন্তের নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহাদের প্রাজ্ঞতা বিচারিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। বিনয় অকীর্তি বিনাশ করে; পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে; ক্রমা ক্রোধ বিনাশ করে এবং আচার অলক্ষণ বিনাশ করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভোগ্য বস্তু, জন্ম ম্রান, আচার ও গ্রাসাচ্ছাদন লক্ষ্য করিয়া লোকের কুল পরীক্ষা করিবেন।

হে মহারাজ! কামোপরন্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত মহাত্মারও কাম উপস্থিত হইলে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। রাজাপ্রিয়, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও সুবক্তা স্বেচ্ছা প্রতীপালন করা অবশ্য কর্তব্য। অকুলীন ব্যক্তিও যদি অহু ও লজ্জাশীল হয় এবং মর্যাদা প্রতীপালন ও ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে শত কুলীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা উচিত। যে দুই জনের চিত্তবৃত্তি, গুণাচার ও প্রজ্ঞা সমান, তাহাদের উভয়ের মৈত্রী কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। দুর্ব্বুদ্ধি, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়; তাহার সহিত সৌহৃদ্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এবং বিধ লোককে পরিত্যাগ করিবেন। পণ্ডিতগণ গর্বিত,

মুখ, কোপনস্বভাব; সাহসিক ও ধর্মবিহীন ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচ বন্ধুতা করিবেন না। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যাচার, উদারচিত্ত, অতিশয় ভক্তি-পরায়ণ, জিতেজ্জিয়, মর্যাদাপালক এবং কদাপি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করে না, তাঁহার সহিতই বন্ধুতা করা কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু উহাদিগকে একান্ত বিষয়াশ্রিত করিলে দেবগণকেও উৎসাদিত হইতে হয়। পণ্ডিতগণ যত্নহীন, অনসূয়া, ক্রমা, ধৈর্য ও সিক্তগণের মাননা, এই সমুদায় আয়ুষ্কর বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। অধ্যবসায়-সহকারে অপনোত বিষয় প্রত্যা-ক্ষার করিতে চেষ্টা করাই সং পুরুষের ধর্ম। যিনি ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রতীকার করিতে পারেন, অধ্যবসায়-সহকারে বর্তমান দুঃখ সহ্য করেন এবং ভোগ না করিলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না, এই বিবেচনা করিয়া অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করেন না; কদাপি তাঁহার অর্থ বিনাশ হয় না। কায়মনোবাক্যে সতত যে কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হইতে হয়; অতএব নিরন্তর মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। মাদ্র-লিক্স দ্রব্য-স্পর্শ, সহায় সম্পত্তি, অধ্যয়ন, উদ্যম, সরলতা এবং সতত সজ্জনসন্দর্শন; এই সকল ঐশ্বর্য্যের নিদান। উদ্যোগ-পরায়ণতা লাভ, সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল; দেবাগী ব্যক্তি সর্বপ্রধান হইয়া চির লি স্ত্রু সন্তোষ করেন। ক্ষমতাশালী

ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্রমা প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। অশক্ত ব্যক্তির সকলকেই ক্রমা করা কর্তব্য; শক্ত ব্যক্তির ধর্মোপার্জনের নিমিত্ত ক্রমা করা উচিত; আর যাহার বিপৎ, সম্পৎ উভয়ই সমান, তাহার পক্ষে ক্রমার তুল্য শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। যে স্ত্রুসন্তোষ দ্বারা ধর্মার্থ বিনষ্ট না হয়, সেই স্ত্রুই ভোগ করিবে; মুঢ় ব্যক্তিরাই ভোজনাদি স্ত্রুখে একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বীয় ধর্মার্থের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। দুঃখার্হ, লিপ্সাহীন, নাস্তিক, অলস, অদান্ত ও উৎসাহবিবর্জিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি কদাপি স্থায়ী হয় না। দুর্শ্রুতি ব্যক্তিগণ বিনয়নত্ৰ ও বিনয়লজ্জিত মানবদিগকে অশক্ত জ্ঞান করিয়া সতত পরাভব করে। লক্ষ্মী অতি সরল, অতি-দাতা, অতিশুর, অতি ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভি-মানী ব্যক্তির নিকট ভয়ে গমন করেন না এবং অতি গুণবান ও নিতান্ত নিগুণ, এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। ইনি সগুণ বা নিগুণের বশীভূত নহেন; উন্নতা ধেমুর স্থায় এক স্থানে বহু কাল বাস করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! বেদের ফল অগ্নিহোত্র; অধ্যয়নের ফল সংস্কার ও সদাচরণ; নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্মোপার্জিত অর্থ দ্বারা পরলোকহিতকর যজ্ঞাদির অনু-ষ্ঠান করে, তাহার গির লোকে স্বাভি-লম্বিত ফল লাভ হয় না। সন্তশালী

ব্যক্তিগণ কি কান্তার কি বনচূর্ণ কি
 আপজ্ঞনক স্থান কি উত্ততশস্ত্র কিছতেই
 ভীত হন না। উত্তম, সংযম, দক্ষতা,
 অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমীক্ষাকারিতা
 এই সমুদায় ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত। তপস্যা
 তাপসগণের বল; ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল;
 হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবান-
 'দিগের বল। জল, মূল, ফল, দ্রুত, দ্রুত,
 উত্তম এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অজ্ঞা এই
 আটটি ব্রতবিনাশী নহে। বাহ্য করিলে
 আপনার অনিষ্ট হয়, তাহা অন্নের প্রতিও
 করিবে না। উক্ত ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা
 ও অন্ন ধর্ম্ম কামনা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া
 থাকে। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ পরাজয়
 করিবে; সংকর্ষ দ্বারা অসং কর্ষ পরা-
 জয় করিবে; দান দ্বারা কদর্য্য কাণ্ড্য
 পরাজয় করিবে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা
 পরাজয় করিবে। স্ত্রী, পুত্র, অলস, ভীক,
 ক্রুদ্ধ, পুরুষাভিমাত্রী, চোর, কৃতঘ্ন ও
 নাস্তিক, এই সমুদায় লোককে বিশ্বাস
 করিবে না। অভিবাদনশালী বুদ্ধোপসেবী
 ব্যক্তির কীর্ত্তি, আয়ুঃ, বশঃ ও বল বৃদ্ধি হয়।
 যে অর্থ উপার্জন করিবার নিমিত্ত সাতিশয়
 ক্রেশভোগ, ষষ্ঠ্য অতিক্রম বা শত্রুকে
 প্রণিপাত করিতে হয়, তাদৃশ অর্থো-
 পার্জনে কদাচ মনোনিবেশ করিবে না।
 বিদ্যাশূন্য পুরুষ, ভূপতিশূন্য রাজ্য, প্রজা-
 শূন্য মৈথুন এবং আহার শূন্য প্রজারা,
 ইহাদিগের নিমিত্ত সতত শোক করিতে
 হয়। পথ দেখিগণের, জল পর্ব্বতের,
 অসন্তোষ স্ত্রীদিগের এবং দুর্ব্বাক্য মনের

জরা স্বরূপ। বেদের মল অনভ্যাস;
 ব্রাহ্মণের মল অত্রত; পৃথিবীর মল বাহ্লীক-
 দেশ সকল; পুরুষের মল অনৃত; পতি-
 ত্রতার মল কৌতুহল; স্ত্রীলোকের মল
 প্রবাস; স্তবর্ণের মল রূপ্য; রূপ্যের মল
 রত্ন, রত্নের মল মাস ও মাসের মল মল
 মাত্র; তাহাতে আর কিছুই নাই। কেহই
 শয়ন দ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি, পান
 দ্বারা স্রাব ও কাম দ্বারা স্ত্রীদিগকে পরাজয়
 করিতে পারে না। যিনি দান দ্বারা মিত্র,
 যুদ্ধে শত্রুগণ ও অংপান প্রদান করিয়া
 জায়াকে পরাজয় করিতে পারেন, তাহা-
 রই জন্ম মার্থক।

হে মহারাজ! যিনি সহস্র মূদ্রার অধী-
 শ্বর, তিনিও স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করেন
 আর যিনি শত মূদ্রার অধীশ্বর, তিনিও
 স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করেন; ফলতঃ
 এই ভূমণ্ডলে আপনার জীবিকা নির্বাহ
 করিতে না পারে, এমন কেহই নাই;
 অতএব আপনি চুরাশ্য পরিত্যাগ করুন।
 যদি এক ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ সমুদায়
 ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়,
 তথাপি তাহার তৃপ্তলাভ হয় না; সাধুগণ
 ইহা বিবেচনা করিয়াই মোহগর্ত্তে নিপতিত
 হন না। হে রাজন্! যদি আপনি স্বীয় পুত্র
 ও পাণ্ডুপুত্রগণকে তুল্যজ্ঞান করেন, তবে
 উভয় পক্ষের প্রতি সগান ব্যবহার করুন।

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যিনি
 সজ্জনগণ কর্ত্তক সম্পূজিত হইয়া গর্ব্ব

পরিত্যাগপূর্বক অর্ধোপার্জন করেন, তিনি অতি শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। সাধুগণ প্রসন্ন হইলে সাতিশয় স্থলাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অধর্মলব্ধ বিপুল অর্থে আসক্ত না হইয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি ত্যক্তনির্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া স্থগচ্ছন্দে কাল-যাপন করেন। মিথ্যাচরণ দ্বারা জয়লাভ, রাজার ক্রুরতা ও গুরুর মিথ্যায় আগ্রহাতি-শয়, এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ। অসূয়া মূঢ়তুল্য ; অত্যাক্তি সম্পত্তিনাশের নিদান এবং অশুশ্রমা, হুসা ও প্লাগা, এই তিনটি বিচার্যার পরম শত্রু। আলস্য, মদ, মোহ, চপলতা, গোষ্ঠি, ঐক্যত্ব, দর্প ও লুব্ধতা, এই কএকটি বিচার্যারিগণের মহা দোষ। স্থার্থীর বিচার্যাত্ত্ব হয় না এবং বিচার্যার স্থখ সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকে না ; অতএব স্থার্থীকে বিচার্য ও বিচার্য-থীকে স্থখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। রাশি রাশি কাষ্ঠ প্রদান করিলেও অগ্নির তৃপ্তিলাভ হয় না ; শত শত নদীর সমা-গমেও সমুদ্রের তৃপ্তিলাভ হয় না ; সমুদায় প্রাণী সংহার করিলেও অন্তকের তৃপ্তি-লাভ হয় না এবং শত শত পুরুষসন্তোগেও কামিনীর তৃপ্তিলাভ হয় না। আশা ধৈর্য্য নাশ করে ; অন্তক সমৃদ্ধি নাশ করেন ; ক্রোধ শ্রী নাশ করে ; যশঃ কদ-র্য্যতা বিনাশ করে ; অপালন পশু সমু-দায়কে বিনাশ করে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়।

হে মহারাজ ! অজ, অশ্ব, কাংস্থ,

রজত, মধু, অক্ষ, সজ্জন, শ্রোত্রিয়, বুদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন কুলীন, এই সমুদায় তোমার গৃহে সতত অবস্থান করুন। মনু কহিয়াছেন, “অজ, বৃষ, চন্দন, বীণা, আদর্শ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাত্ত্বপাত্র-সমূহ, শালগ্রাম, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, রৌচনা ও ধাতু এই সমুদায় দ্রব্য সাতিশয় মঙ্গলাবহ ; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজা সাধি-নার্থ এই সমুদায় দ্রব্য গৃহে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য”। হে রাজন ! আমি সমু-দায় পুণ্যোপদেশ অপেক্ষা গুরুতর আর এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন ; কাম, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আপনাব্য প্রাণরক্ষার নিমিত্তও কদাপি ধর্ম পরি-ত্যাগ করিবেন না। ধর্ম নিত্য অপদার্থ ; স্থখ ও দুঃখ অনিত্য ; জীব নিত্য ; কিন্তু উহার হেতু অবিত্য অনিত্য ; অতএব আপনি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগপূর্বক নিত্য বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাতিশয় সন্তোষে কাল যাপন করুন ; সন্তোষই পরম লাভ। দেখুন, ধনধান্যপূর্ণ বস্ত্র-ঙ্করার শাসন কর্তা মহাবল পরাক্রান্ত মহানুভব ভূপতিগণকেও পরিশেষে রাজ্য ও বিপুল বিষয়ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক শম-নের বশীভূত হইতে হইয়াছে। মনুষ্যগণ বহুদুঃখজনক মৃত পুত্রকে গৃহ হইতে দূরী-কৃত করিয়া মুক্তকেশে জন্মন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় চিতাগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মুক্ত ব্যক্তির ধন সম্পত্তি অন্বে সন্তোগ করে ;

পক্ষি সকল তাহার শরীর ভক্ষণ করে এবং তাহার শরীরগত ধাতু সমুদায় অগ্নিতে দগ্ধ হয় ; সে কেবল পুণ্য ও পাপে পরি-
বৃত্ত হইয়া পরলোকে গমন করে। যেমন পক্ষিগণ পুষ্প ফল বিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ-
পূর্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, স্বহৃদ ও পুত্রগণ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া
স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল
স্বকৃত কৰ্ম্ম সমুদায় ভস্মীভূত ব্যক্তির সহ-
গামী হয় ; অতএব অতিশয় যত্ন সহকারে
ধৰ্ম্ম সংযত করিবে।

হে মহারাজ ! স্বর্গ ও পাতালে অতি
ভয়ানক ইন্দ্রিয়গণের মহামোহজনক অন্ধতা
মিশ্রাখ্য নরক আছে ; সাবধান ! যেন
সেই নরক আপনাকে স্পর্শ করিতে না
পারে। হে রাজন্ ! যদি আপনি মনো-
নিবেশপূর্বক আগার এই সমুদায় বাক্য
শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন,
তাহা হইলে ইহলোকে যশস্বী হইবেন ও
পরলোকে নির্ভয়ে স্বর্গভোগ করিবেন।
পরম পবিত্র লোভশূন্য আত্মা নদীস্বরূপ ;
পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য তাহার জল, ধৃতি
তাহার কূল ও দয়্য তাহার তরঙ্গ স্বরূপ ;
লোভহীন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ এই নদীতে
স্নান করিয়া পবিত্র হন। হে মহারাজ !
আপনি ধৃতিময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া
জলস্বরূপ দুর্গ ও কাম ক্রোধরূপ জলজন্তু-
রূক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলপরিপূর্ণ নদী
পার হউন। যে ব্যক্তি কি কার্য্য কি
অকার্য্য সকল বিষয়েই প্রজ্ঞাবুদ্ধি, ধৰ্ম্মবুদ্ধি,
বিচারবুদ্ধি ও বয়োবুদ্ধি বন্ধুকে পূজা করিয়া

তাহার মৃত জিজ্ঞাসা করে ; তাহাকে
কদাপি মুক্ত হইতে হয় না। ধৈর্য্য সহ-
কারে শিষ্যোদর রক্ষা করিবে ; চক্ষুঃ দ্বারা
হস্ত পদ রক্ষা করিবে ; মন দ্বারা চক্ষুঃ ও
কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কৰ্ম্ম দ্বারা মনঃ ও
বাক্য রক্ষা করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য
উদককার্য্য সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীত
ধারণ, নিত্যবেদাধ্যয়ন, পতিতান্ন পরি-
ত্যাগ, সত্য বাক্য প্রয়োগ ও গুরুর কার্য্য
সাধন করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মলোক হইতে
চ্যুত হইতে হয় না। যে ক্ষত্রিয় বেদ
অধ্যয়ন, সংগ্রামে দেহ ত্যাগ, যথাস্থানে
বহিঃস্থাপন, যজ্ঞ সম্পাদন, প্রজাপালন ও
গো ব্রাহ্মণার্থ প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ
করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। যিনি
বেদাধ্যয়ন, যথাকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও
আশ্রিতদিগকে ধন ভাগাভুগারে প্রদান
এবং ত্রেতাগ্নির পবিত্র ধূম আশ্রাণ করেন,
সেই বৈশ্ব চরমে সুরলোকে গমন পূর্বক
দিব্য সুখ সম্ভোগ করিরা থাকেন ! যে
শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বকে পূজা দ্বারা
পরিভুষ্ট করিয়া স্বীয় পাপসকল দগ্ধ
করিতে পারে, সে পরলোকে স্বর্গভোগ
করে। হে মহারাজ ! আমি যে নিমিত্ত
আপনাকে এই চারি চর্ণের ধর্ম্মের বিষয়
কহিলাম, তাহা শ্রবণ করুন ; পাণ্ডুনন্দন
যুধিষ্ঠির প্রজাপালন না করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্ম
হইতে পরিচ্যুত হইতেছেন ; অতএব
আপনি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিহুর ! তুমি
অনুকণা আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান

করিয়া থাক ; আমারও উহাতে বিলক্ষণ সন্মতি আছে । আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে সতত অভিলাষী ; কিন্তু দুর্যোধনকে স্মরণ করিলেই আমার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে । যাহা হউক, দৈব অতি ক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে ; অতএব আমার মতে দৈবই প্রধান ; পুরুষকার নিরর্থক ।

প্রজাগর পৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

সনৎসুজাত পৰ্বাধ্যায় ।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! তুমি অতি বিচিত্র কথা কীর্তন করিতেছ ; অতএব যদি আরও কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে পুনরায় আরম্ভ কর ; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে । বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! সনাতন কুমার সনৎসুজাত কহিয়া থাকেন, যত্ন নাহি কোন একটা পদার্থ নাই । সেই ধীমান আপনার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সংশয় সকল নিরাকরণ করিবেন ; সন্দেহ নাই । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! সনাতন কুমার সনৎসুজাত আমাকে যাহা কহিবেন, তাহা কি তোমার অবিদিত আছে ? যদি তাহা জ্ঞাত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমিই

একগে উহা কীর্তন কর । বিদুর কাহলেন, মহারাজ ! আমি শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত আপনার নিকট সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে অসমর্থ হইতেছি । কিন্তু কুমার সনৎসুজাতের জ্ঞানই শাস্ত্রত জ্ঞান । যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অতি গোপনীয় বিষয় সমুদায় কীর্তন করেন, তিনি দেবগণের নিকট কদাচ নিন্দাভাজন হন না ; অতএব আমি সনৎসুজাতের নিকট এই বিষয় শ্রবণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! এই স্থানে সনাতন কুমার সনৎসুজাতের সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে ; ইহার উপায় বল ।

অনন্তর মহাত্মা বিদুর মহর্ষি সনৎসুজাতকে চিন্তা করিতে লাগিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আবহূত হইলেন । বিদুর বিধিঅনুসারে মধুপকাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ; পরে স্নেহোপবীক ও গতক্রম দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা নিরাকরণ করিতে অসমর্থ ; অতএব যাহা শ্রবণ করিলে মহারাজ অনায়াসে দুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, শত্রু, মিত্র, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুণ্ণ, পিপাসা, তন্দ্রা, কাম, ক্রোধ, ক্রয়, উদয় ও অগ্রীতি তাঁহার নিকট যাইতে না পারে, আপনি সেই বিষয় কীর্তন করুন ।

একচত্বারিংশতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিচুরবাক্যে সমাদর প্রদর্শন করিয়া পরম জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্জনে মহর্ষি মনঃস্বজাতকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কহিয়া থাকেন, মৃত্যু নাই ; কিন্তু দেব ও অশ্বরগণ মৃত্যুভয়ে সতত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষ সত্য ; আপনি তাহা সবিশেষ নির্দেশ করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।

মনঃস্বজাত কহিলেন, মহারাজ ! মৃত্যু 'নাই' মৃত্যু আছে, এই উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধশঙ্কা করিবেন না। 'একমাত্র পুরুষেরই অবস্থা ভেদে উভয় পক্ষ সত্য হইয়া থাকে ; আমার মতে প্রমাদ মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃত্যু। অতএব বিবান্ ব্যক্তির কহিয়া থাকেন, মোহবশতই মৃত্যু হয় আর মোহহীন হইলে অমর হয়। অশ্বরগণ প্রমাদবশতঃ মৃত্যুলাভ ও অপ্রমাদবশতঃ অমৃত লাভ করে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা নিতান্ত স্বকঠিন। কেহ কেহ অন্তর্য্যাক্ষকে মৃত্যু ও আত্মানিহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই 'অমৃত' কহিয়া থাকেন। সেই অন্তর্য্যাক্ষ পিতৃলোকে রাজ্য শাসন করিতেছেন ; তিনি মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তাঁহার অদেশানুসারে ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভস্বরূপ মৃত্যু সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া

কুপথে পদার্পণ করে, সে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না ; সে বিমোহিত, ক্রোধাদি রূপ মৃত্যুর বশীভূত ও ইহ লোক হইতে অন্তরিত হইয়া বারংবার নরকে নিপতিত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুসরণ করে। এই নিমিত্ত মৃত্যু মরণ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগপ্রদ কর্মের ফলোদয় হইলে তদনুরাগসম্পন্ন মনুষ্যেরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ; স্তব্রতাং দেহনাশ হইলেও মৃত্যু হইতে উদ্ধীর্ণ হয় না। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের অনবগম প্রযুক্ত দেহী বিষয়বাসনার বশীভূত হয় ; সেই পুরুষের স্বাভাবিক অনিত্য বিষয়ে অনু-রাগ ও প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহে বিমোহিত করে এবং সেই পুরুষ অলীক বিষয়সংসর্গে প্রতারিত হইয়া বিষয় স্মরণই বিষয়ের সেবা বলিয়া বোধ করে। অজিত-চিত্ত ব্যক্তির প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা, পরে বিষয়-প্রাপ্তির অভিলাষ এবং তৎপরে কোন কারণজনিত ক্রোধে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ; কিন্তু প্রকৃত ধীর ব্যক্তির দৈর্ঘ্যাবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি আত্মচিন্তানিরত ও বিষয়বাসনায় সতত আনন্দ প্রদর্শন করেন, তিনি কামসকল বিনষ্ট করিতে পারেন এবং মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।

বিষয়ানুরাগী মনুষ্য বিষয়নাশের পর বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করিলে চুঃখ সমুদায় বিনষ্ট হয়। বিবেকালোকশূন্য বিষয়ানুরাগই মনুষ্য-

দিগের ভয়ঃস্বরূপ ও নরকের অশ্ময় দুঃখ-
প্রদ । যেমন সুরাপানবিমোহিত ব্যক্তিগণ
গর্তমধ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ বিষয়ানু-
রাগিতা স্তম্ভপ্রদ বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে ।
যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয়
নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের
ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । অতএব
বিষয়ানুরাগ বিনষ্ট করিবার নিগিহ্ন অন্য
কোন কাম্য বিষয় কদাচ স্মরণ করিবে না ।
তোমার শরীর মধ্যে যে অন্তরাত্মা আছেন,
তিনিই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যু-স্বরূপ ।
জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মৃত্যুকে এই রূপে জন্মশীল
জানিয়া কদাচ ভয় করেন না । দেহ যেমন
যক্ষ্মের হস্তগত হইয়া বিনষ্ট হয়, মৃত্যুও
জ্ঞানগোচর হইলে তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত !
বেদে একমাত্র যজ্ঞ দ্বারা পুণ্যতম সনাতন
সত্যলোকসকল প্রাপ্ত হুওয়া যায় এবং
তাহাদিগেরই মোক্ষপ্রাপকতা প্রতিপন্ন
হইতেছে ; অতএব মনুষ্য ইহা সর্বিশেষ
জ্ঞাত হইয়া কি নিমিত্ত কশ্মের অনুর্ত্তান
না করিবে ? সনৎসুজাত কহিলেন, মহা-
রাজ ! আপনার মতে অবিদ্বান্ ব্যক্তির
উক্ত প্রকারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ; আর বেদ বহুতর উদ্দেশ্য সংসাধ-
নের উপদেশ প্রদান করিতেছেন । কিন্তু
জীবাত্মা নিজাম হইলেই পরমাত্মার
অভিমুখীন হয় এবং প্রকৃত পথ প্রাপ্ত
হইয়া অশ্রান্ত পথ পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তি
লাভ করে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ ! যান
এই সচরাচর বিশ্ব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি
করিতেছেন, সেই জন্মমৃত্যুবিহীন পুরাণ
আত্মাকে কে নিয়োগ করিয়া থাকেন,
তিনি কিরূপ কার্যের অনুর্ত্তান ও কি
প্রকার স্তম্ভ ভোগ করেন ? আপনি ইহা
সর্বিশেষ কীর্তন করুন । সনৎসুজাত
কহিলেন, মহারাজ ! যদি জীবাত্মা ও
পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন হন, তাহা হইলে
অভেদে একতা সম্পাদন করা অসম্ভব ;
তাহাতে মহৎ দোষের উৎপত্তি হইয়া
থাকে । পরমাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায়
কেবল অজ্ঞানপ্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর
দ্বয় সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হন ;
উপাধিক ভেদ দ্বারা তাঁহার মহত্বের কিছু-
মাত্র হানি হয় না । সেই অধিকারী ভগ-
বান্ পরমাত্মা মায়াযোগে এই বিশ্ব সৃষ্টি-
করিতেছেন ; এই স্বপ্নবৎ বিশ্ব যে যক্ষ্ম
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহা
কেবল সেই পরমাত্মারই শক্তি ; বেদ-
বাক্যেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ ! এই
পৃথিবীতে কেহ বা ধর্ম্মানুর্ত্তানে পরান্নমুখ
কেহ বা ধর্ম্মাচরণপরায়ণ ; অতএব এক্ষণে
জিজ্ঞাসা করি, পাপ দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়
কি ধর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় ? সনৎ-
সুজাত কহিলেন, মহারাজ ! পাপ ও পুণ্য
উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয় । সন্ত্যাস
ও উপাসনাপূর্বক ধর্ম্মানুর্ত্তান উভয়ই
মোক্ষ প্রাপ্তির অবিচলিত কারণ ; কিন্তু
সম্যাস সহকৃত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম ও উপা-

সনাপূর্বক কৰ্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। দেবত্ব লাভ হইলে যেমন তাহা হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে, সেই রূপ পুনরায় নরলোকে আবর্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে; অতএব সম্ম্যাস সহকৃত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এই রূপ ধৰ্ম ও অধৰ্ম উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়; কিন্তু উভয় ফলই অনিত্য; তন্মিহিত ধৰ্ম ও অধৰ্মজনিত ফলভোগের অবসানে পুনরায় কৰ্মক্ষেত্রে জন্ম হইয়া থাকে; তন্মধ্যে যিনি ধৰ্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপকে দূরীকৃত করিতে পারেন এবং তদ্বারা কালক্রমে মোক্ষ লাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে; অতএব ধৰ্মই শ্রেষ্ঠ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ স্বধৰ্ম্যবলে যে সমস্ত সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভারতম্য ও অন্যান্য বিষয় সকল কীৰ্ত্তন করুন। আমি স্বধৰ্ম্মানুযায়ী কৰ্ম ভিন্ন অন্য কোন কৰ্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। সনৎশুজাত কহিলেন, মহারাজ! যেমন বীর পুরুষ স্বীয় বলবীৰ্যের স্পৰ্দ্ধা করিয়া থাকে; তদ্রূপ যাঁহারা ব্রত-সাধন বিষয়ে স্পৰ্দ্ধা করেন, সেই ব্রাহ্মণ-গণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে একান্ত আগ্রহ আছে, তাঁহাদিগের যজ্ঞাদিই জ্ঞানের সাধন; তাঁহারা সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বৈদিকাভিমানিগণ ধৰ্মের অনুষ্ঠানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাত

আছেন; এই নিমিত্ত সেই নিকাম ও সকাম ধৰ্মের অনুষ্ঠাতারা কিঞ্চিৎ সম্মান-ভাজন হন।

যে গৃহ তৃণাদিপরিপূর্ণ বর্ষাকালীন ক্ষেত্রের ন্যায় অন্ন পানে পরিপূর্ণ, সন্ধ্যাগী ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন; কিন্তু ক্ষীণ-বৃদ্ধি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়িত করিবেন না। যে স্থানে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গলজনক ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানেও যে ব্যক্তি স্বীয় উৎকর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি অন্যের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া ঈর্ষাপরবশ না হন এবং ব্রহ্মস্ব-এহণে নিতান্ত পরায়ুখ, সাধু লোকে তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কুকুরগণের স্বীয় উল্লারিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও সম্ম্যাসিদিগের পাণ্ডিত্য প্রকটন-পূর্বক জাবিকা নির্বাহ করা উভয়ই তুল্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণমধ্যে বাস করিয়াও মনে করেন যে, জ্ঞাতিষর্গ আমার আচার ব্যবহারাদি কিছুই অবগত না হউন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্বোক্ত আচার না করিয়া কোন্ ব্রাহ্মণ উপাধিশূন্য, বুদ্ধির অগম্য, সর্বব্যাপী, নির্লেপ ও অধিতীয় আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত আচারপরায়ণ ক্ষত্রিয়ের হৃদয়েও আবির্ভূত হন। তখন সেই ক্ষত্রিয়ও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং একরূপ হইয়া অন্য রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই আত্মা-পহারী চোর কর্তৃক কোন্ পাপ অনুষ্ঠিত না

হয়। ত্র্যম্বকপরায়ণ ত্র্যম্বক অশ্রান্ত, প্রতি-
গ্রহশূন্য, সাধুসম্মত ও নিরুপদ্রব হইবেন
এবং শিষ্ট হইয়াও কদাচ শিষ্টাচার প্রদ-
র্শন করিবেন না। যাঁহারা সামান্য মনুষ্য-
লব্ধ অর্পে দরিদ্রে কিন্তু পারলৌকিক
ধর্ম্মাদি ও যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অধা-
শ্বর, একান্ত দুর্জীব ও অচলচিত্ত, তাঁহা-
দিগকেই প্রকৃত ত্র্যম্বক বলিয়া জ্ঞাত হই-
বেন। যে দেবগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া যজ্ঞ-
মানের নিমিত্ত দিব্য স্ত্রী, অন্ন ও পান
প্রস্তুত করেন, সেই দেবগণকে যিনি
জ্ঞাত হন, তিনি ত্র্যম্বকের সদৃশ নহেন;
যেহেতু তিনি সেই দিব্য স্ত্রী, অন্ন ও
পানের অভিলাষ করিয়া থাকেন। দেব-
গণ যে সম্রাসী ব্যক্তিকে সম্মান করেন,
তিনিই সম্মানিত; অতএব স্বয়ং আত্মাকে
কদাচ সম্মাননা বা অবমাননা করিবে না।
লোকসকল স্বভাবতঃ মনে করিয়া থাকে
যে, আমাকে সকলেই সম্মান করে; কিন্তু
উহা নিতান্ত অনুচিত; ফলতঃ বিদ্বানেরা
যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত
মানী। মায়াবিশারদ অধর্ম্মপরায়ণ মূর্খেরা
মান্য ব্যক্তিদিগকে সম্মান করে না; প্রত্ন্যত
অবমাননা করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা
কহিয়া থাকেন, মান ও মৌন কদাচ একত্র
বাস করে না, কিন্তু ইহ লোক সম্মান-
লাভের নিমিত্ত এবং পরলোক মৌনের
নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। হে মহারাজ!
ইহ লোকে সম্পদই মান ও যজ্ঞের স্থান;
কিন্তু উহা পরলোকবিনাশক ও সাতিশয়
অনিষ্টকর। প্রজাহীন ব্যক্তির কদাচ

ত্র্যম্বকের স্ত্রী লাভ করিতে সমর্থ হয় না।
সাধু লোকেরা নিরুপণ করিয়াছেন, সত্য,
আর্জব, হ্রী, দম, শৌচ ও বিদ্যা ত্র্যম্বক-
নন্দের দ্বার; মোহ কদাচ তাহা রোধ
করিতে পারে না।

দ্বিচত্রিংশতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! কাহার
নিমিত্ত মৌন নির্দিষ্ট হইয়াছে, মৌন
শব্দের অর্থ কি, মৌনের লক্ষণ কি, বিদ্বান্
ব্যক্তি মৌন দ্বারা কি প্রকারে নির্বিকল্প
পদ প্রাপ্ত হন এবং কিরূপেই বা মৌন-
ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আপনি
একগে এই সমস্ত কীর্তন করুন। সনৎ-
জ্ঞাত কহিলেন, মহারাজ! সমস্ত বেদ ও
মনঃ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং
যাঁহা হইতে বেদ ও ‘অয়ং’ শব্দ সমুৎপত্ত
হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম মৌন বশিষ্ঠ
অভিহিত ও তিনিই মৌনগয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যিনি
ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন,
তিনি পাপানুষ্ঠান করিলে পাপে লিপ্ত
হন কি না? সনৎজ্ঞাত কহিলেন, মহা-
রাজ! আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি,
ঋক্, সাম ও যজুঃ কপটাত্মী পুরুষকে
পাপ হইতে কদাচ পরিত্রাণ করে না;
প্রত্ন্যত যেমন পক্ষিসকল পক্ষোদ্ভেদ
হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদ-
সকল সেই ব্যক্তিকে চরমে পরিত্যাগ
করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে
বিচক্ষণ! যদি বেদসকল ধর্ম্ম ব্যতি-

রেক উদ্ধার করিতে সমর্থ না হয়; তবে ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত বেদকে পাপনাশক বলেন? সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধিবিশেষ মাত্র; বেদে ও ইহা নিরূপিত আছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। সেই ব্রহ্মলভ্যার্থ তপস্তা ও যজ্ঞানুষ্ঠান অভিহিত হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি তদ্বারা পুণ্য লাভ করেন এবং সেই পুণ্যবলে তাঁহার পাপসকল দূরীভূত হইলে তাঁহার আত্মা জ্ঞানালোকে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই রূপে তিনি জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু জ্ঞানোদয় না হইলে বিষয়লালসা ক্রমশঃ পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। ইহা লোকে যে সকল পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পর কালে তাহার ফল ভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্মক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়। ইহা লোকে যে সকল তপোানুষ্ঠান করা যায়, পর লোকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; কিন্তু এই সংসার কেবল অবশ্য কর্তব্য তপোানুষ্ঠাননিরত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের ফলভোগের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্তা কি প্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে? আপনি তাহা কীর্তন করুন। সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! দোষস্পর্শশূন্য তপস্তা মোক্ষসাধন; এই নিমিত্ত উহা সমৃদ্ধ আর দম্ভপ্রদর্শক তপস্তা অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, সে সমস্তই তপোমূলক; বেদবেত্তারা কেবল তপস্তা দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন দোষস্পর্শশূন্য তপস্তা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তপস্তার দোষ কিপ্রকার? তাহা সর্বিশেষ কীর্তন করুন। সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! ক্রোধপ্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মজ্ঞাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ নৃশংসাত্মক তপস্তার দোষ বলিয়া অভিহিত হয়; শাস্ত্রে দ্বিজাতিগণের যাহা গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই ধর্মাদি দ্বাদশ পিতৃগণেরও গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা, নির্দয়তা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা ও জুগুপ্সা এই দ্বাদশটি দোষ; অতএব যত্নসহকারে ইহা পরিত্যাগ করিবে। যেমন ব্যাধিযুগদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল দোষ প্রত্যেকেই মনুষ্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সতত অবসর অনুসন্ধান করে। যাহারা মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইলেও কদাচ ভীত হয় না, সেই সমস্ত পাপস্বভাব সম্পন্ন মনুষ্যেরা আত্মজ্ঞাঘা, পরদারাদি ভোগেচ্ছা, অবমাননা, অকারণ ক্রোধ, চপলতা এবং সামর্থ্য-সত্ত্বেও প্রতিপাল্যবর্গকে প্রতিপালন না করা, এই ছয় প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বনিত্যসন্তোষই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিত্য হর্ষব্যবস্থিত হয়; যে ব্যক্তি অত্যন্ত অহ-

কৃত ; যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুভূত প করে ;
যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও ধন ব্যয় করে না ;
যে ব্যক্তি পূর্বতন রাজাদিগের অপেক্ষা
প্রজাগণের নিকট অধিক কর গ্রহণ করে ;
যে ব্যক্তি পরের পরাভব দেখিয়া সুখী
হয় এবং যে ব্যক্তি ভাৰ্য্যাঘেবী, এই সাত
ব্যক্তিও নৃশংসমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে ।

ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা,
অমাংসর্ষা, হ্রী, তিত্তিকা, অনসূয়া, যজ্ঞ,
দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশটি
ব্রাহ্মণের ব্রত । যিনি এই দ্বাদশ ব্রত
সাধনে সমর্থ হন, তিনি সমস্ত পৃথিবী
শাসন করিতে পারেন ; অধিক কি, যিনি
এই দ্বাদশটির মধ্যে তিনটি, দুটি অথবা
একটি ব্রতও সাধন করেন, তিনি অব-
শ্যই অলৌকিক ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠেন ।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ ও তত্ত্বানুসন্ধান মুক্তির
আধার । মনোহী ব্রাহ্মণগণ এই তিনটি
গুণকে সত্যপ্রধান বলিয়া কীর্তন করিয়া
থাকেন । দম অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন ।
বৈদিক কার্য ও উপবাস প্রভৃতি ব্রতাদির
প্রতিকূলতাচরণ, অনৃত, অসূয়া, কাগ,
ধনোপার্জনার্থ নিতান্ত যত্ন, স্পৃহা, ক্রোধ,
শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পিশুনতা, মাংসর্ষা,
হিংসা, পরিতাপ, সংকর্মে অনভিলাষ,
কর্তব্য-বিস্মরণ, পরাক্রোধ ও আপনার
প্রতি মহত্ব বুদ্ধি এই সকল দোষ হইতে
যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন, সাধু লোক
তাঁহাকে দম গুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন ।
মদ এই অষ্টাদশ দোষসম্পন্ন । মদের
বিপরীতই দম ।

প্রথম সম্পদলাভে হর্ষ প্রকাশ না
করা, দ্বিতীয় যজ্ঞ হোমাদির অনুষ্ঠান ও
তড়াগ খননাদি, তৃতীয় বৈরাগ্য বশতঃ কাম-
ত্যাগ, চতুর্থ নানাবিধ গুণ ও দ্রব্যসম্পন্ন
হওয়া এবং অপ্রিয় উপস্থিত হইলে কদাচ
ব্যথিত না হওয়া, পঞ্চম অভিলষিত কলত্র
ও পুত্রগণকে কদাচ যাক্ষা না করা এবং
ষষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি যাক্ষা করিলে তাহারে
অভিলাষ পূর্ণ করা ; এই ষড়্বিধ ত্যাগ
শ্রেয়স্কর । ইহার মধ্যে তৃতীয় নিতান্ত
দুষ্কর ; কিন্তু তাঁহাযয়ের অনুষ্ঠান করিলে
দুঃখ নাশ ও মিত্ররাজ্য পরাজিত হয় ।
স্বেচ্ছানুসারে উপভোগ সামগ্রী পরিত্যাগ
করিলেই- নিকাম হইয়া থাকে ; কিন্তু
উপভোগ করিলে কদাচ কামের উপশম
হয় না । কর্ম সম্পন্ন না হইলে দুঃখ বা
গ্লানি প্রকাশ করা অনুচিত । যিনি উক্ত
ষড়্বিধ ত্যাগ দ্বারা প্রমাদো হন না, তিনি
সত্য, ধ্যান, সমাধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য,
অন্তেষ্ট, ব্রহ্মচর্যা ও অপ্রতিগ্রহ, এই
আটটি গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন । এই
আটটি গুণ ; আর প্রমাদের আটটি দোষ ;
সেই সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।
মানব পাঁচ ইন্দ্রিয়, মনঃ এবং অতীত ও
অনাগত প্রমাদ হইতে মুক্ত হইলে সুখী
হয় । হে মহারাজ ! আপনি সত্যপরায়ণ
হউন ; লোকসকল সত্যেই প্রতিষ্ঠিত
আছে এবং উহাদিগকে সত্যপ্রধান বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকে এবং সত্যই
মুক্তির আধার । দোষসমুদায় পরিহার
করিয়া তপোঅনুষ্ঠান ব্রতে দীক্ষিত হইবে :

বিধাতা এই রূপ বিধান করিরাছেন যে, সত্যই সাধু লোকের একমাত্র ভ্রত। হে রাজন! এই সগস্ত দোষবিহীন ও এই সকল গুণসম্পন্ন তপস্শ্রাই সমৃদ্ধ তপস্শ্রা। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই জন্মমৃত্যুজরাপহারী পাপহর পবিত্র বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ইতিহাস পুরাণাদি অন্তর্গত করিয়া বেদ পাঁচ প্রকার অভিহিত হইয়া থাকে; কিন্তু কেহ চতুর্বেদ কেহ ত্রিবেদ কেহ দ্বিবেদ কেহ একবেদ কেহ বা আপনাকে বেদশূন্য বলিয়া নির্দেশ করেন; তন্মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায়? সনৎজাত কহিলেন, মহারাজ! একমাত্র সত্যস্বরূপ বেদের অপরিজ্ঞানার্থ বেদ বহুবিধ উপকল্পিত হইয়াছে; কলতঃ ব্রহ্মলাভ হওয়া নিত্যস্তু দুর্বট। কেহ কেহ সত্যস্বরূপ বেদকে সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বাহ্য স্তম্ভলোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যাহারা পরমানন্দ লাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগেরই সামান্য আনন্দ লাভের অভিলাষ হয়; পরে তাহারা বেদবচনের মর্মগ্রহ করিয়া যাগ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ মানস, কেহ বাক্য এবং কেহ বা কর্ম দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; কিন্তু যিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া উঠেন, তিনি ব্রহ্মলোকাহি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিত্তের একাগ্রতা না হইলে বাক্যসংযমাদি-

বিষয়ে মজ্ঞানিবেশ করিবে; কিন্তু তাহার ফল নিত্য নহে; এই নিগিত সাধু লোকেরা সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ; দেখুন, যে ব্রাহ্মণ বহু অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে বহুপাঠী বলে। তপস্শ্রার ফল পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! কেহ কেবল অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারে না; কিন্তু যিনি সত্য হইতে প্রচ্যুত না হন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্বে মহামুনি অথর্বা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম উপনিষদ ও তাঁহারাই উপনিষদেতা; কিন্তু যাহারা বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ, তাহারা বেদবেদ্য বস্তুর তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। বেদ ব্রহ্ম জ্ঞানের নিরপেক্ষ কারণ; বেদবেত্তারা সেই জ্ঞান দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন; কেহ বেদার্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়, কেহ বা অসমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ, তিনি বেদবেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন; কিন্তু যিনি সত্যপরায়ণ, তিনিই সেই বেদবেদ্য পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

যেমন কোন প্রসিদ্ধ মহীরুহের শাখা প্রতিপচ্ছদের কলার জ্ঞানবিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ পরম পুরুষার্থস্বরূপ সত্যের জ্ঞানবিষয়ে সহায়তা করে।

যিনি বাক্যার্থ-বর্ণনকুশল, বিচক্ষণ এবং ছিন্নসংশয় হইয়া অন্তের সংশয় অর্পনোদন করিতে সমর্থ হন, তিনি ব্রাহ্মণ। কি

উত্তর কি দক্ষিণ কি পূর্ব কি পশ্চিম কি উর্দ্ধ কি অধঃ কি বিদিক কি প্রাণময়াদি পঞ্চ কোষ, কোন স্থানেই তাঁহার অনু-সন্ধান করিবে না। তপস্বী বেদ অনু-সন্ধান না করিয়া সেই পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে; কিন্তু মনঃ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিবে না হে মহারাজ! আপনি বেদ-বিশ্রুত বাক্যের অগোচর সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হউন। মৌন অবলম্বন ও অরণ্যে বাস করিলে মুনি হইবেন এমন নহে; ফলতঃ যিনি আপনার লক্ষণ অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুনিশ্রেষ্ঠ। যিনি অর্থ-সকল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন, তিনি বৈয়াকরণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; অতএব যে শাস্ত্রে ঐরূপ অর্থসকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে; তাহা ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত। 'যে ব্যক্তি লোক সঙ্কলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তিনি সর্বদর্শী'; কিন্তু যিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবলে সর্ববিৎ হইয়া থাকেন। এই রূপ যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্যাদিতে আনুপূর্বিক অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি স্নেহপূর্বক আপনাকে অনুভবসিদ্ধ বিষয়-সকল কীর্তন করিলাম।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসজাত! আপনি অতুৎকৃত ব্রহ্মপ্রাপক ও বিশ্ব-প্রকাশক কথা কীর্তন করিতেছেন; এক্ষণে বিষয়সম্পর্কশূন্য সুদূর্লভ বাক্য কীর্তন করুন। সনৎসজাত কহিলেন, মহারাজ! আপনি প্রফুল্ল মনে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সত্বরে সেই ব্রহ্ম লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। আমি ব্রহ্ম এই নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধিতে মনঃ বিলীন হইলে পর, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সকলবৃত্তিবিরোধিকা বিত্তা নান্দ্রী কোন অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি সামান্য কার্য্যের অসদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতসিদ্ধ যে সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার কথা উল্লেখ করিলেন; তাহা কার্য্যকালে আত্মাতেই অবস্থান করে; অতএব ব্রহ্মচর্য্যের যোগ্য বৃত্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে? সনৎসজাত কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্ম বিত্তা বুদ্ধি দ্বারা কীর্তন করিব; সেই বিত্তা বুদ্ধি গুরুদ্বিগকে নিত্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করিলে মনুষ্য মর্ত্য লোক পরিত্যাগ করে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! এই ব্রহ্ম বিত্তা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রকৃত রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়; অতএব এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কি রূপ? আপনি তাহা কীর্তন করুন। সনৎসজাত কহিলেন, মহারাজ! যিনি আচার্য্যের নিকট গমন পূর্বক নিষ্ক-

পট সেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্ম-
চর্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহ লোকেই
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন এবং কলেবর পরিত্যাগ
করিয়াও পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া
থাকেন। যে সমস্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন
ব্যক্তির। ইহ লোকে ভিতকান হইয়া
মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত তিতিকা
করিয়া আছেন; যেমন মুঞ্জ হইতে ঈষীকা
পৃথক্কৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহার। দেহ হইতে
আত্মাকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। মনু-
ষ্যের। পিতা মাতা হইতে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়া থাকে; পরে তাহার। গুরুপদেশ
প্রাপ্ত হইলেই পবিত্র, অজর ও অমর হয়।
‘আচার্য্য সত্য দ্বারা বাহ্যাস্তর আবৃত এবং
বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম আবিস্কৃত ও মোক্ষ প্রদান
করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাকে পিতা
মাতা স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং তৎকৃত
উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার অপ-
কারে প্রবৃত্ত হইবে না।

শিষ্য প্রতিনিয়ত গুরুকে অভিবাদন
এবং শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া অধ্যয়ন
করিবে। মান ও রোষ বিসর্জন করা
তাঁহার অবশ্য কর্তব্য; ইহা ব্রহ্মচর্যের
প্রথম পাদ। প্রাণ, ধন, ‘কর্ম্ম, মনঃ ও
বাক্য দ্বারা আচার্যের শুভানুধ্যাননিরত
হইবে এবং গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতি
গুরুর স্যায় ব্যবহার করিবে; ইহা ব্রহ্ম-
চর্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্যের অনুগ্রহে
দুঃখ-নিবৃত্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি ও উন্নত
অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে এই কয়েকটি
উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি

নিয়ত সন্তুষ্ট থাকিবে; ইহা ব্রহ্মচর্যের
তৃতীয় পাদ। গুরুদক্ষিণা প্রদান না করিয়া
কদাচ আশ্রমাস্তর প্রবেশ করিবে না ও
আমি গুরুকে অর্থ প্রদান করিতেছি, ইহাও
কখন মনে করিবে না বা বলিবে না; ইহা
ব্রহ্মচর্যের চতুর্থ পাদ। শিষ্য বুদ্ধিপরি-
পাক দ্বারা এক পাদ, গুরুলাভে দ্বিতীয়
পাদ, বুদ্ধিবৈভব দ্বারা তৃতীয় পাদ ও সহা-
ধ্যায়িদিগের সহিত বিচার দ্বারা চতুর্থ পাদ,
এই চারি পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদি
দ্বাদশটি ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ ও আসন প্রাণা-
য়ামাদি ধর্ম্মাঙ্গসকল তাহার বল; এই
ব্রহ্মচর্য্য আচার্যের সাহায্য ও বেদার্থ
প্রতিপত্তি দ্বারা ফলিত হইয়া থাকে। এই
রূপ গুরুবর্ধপ্রবৃত্ত শিষ্য যে কিছু অর্থ উপা-
র্জন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা আচা-
র্য্যকে দান করিবে; গুরু এই বৃত্তি বহুগুণ-
সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই
প্রকার বৃত্তি গুরুপুত্রের প্রতিও অভিহিত
হইয়া থাকে।

যিনি এই ‘রূপ ব্রহ্মচর্যের’ অনুষ্ঠান
করেন, তিনি সর্ব্ব প্রকারে পরিবর্জিত
হইয়া বহু পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া
থাকেন; নানাদিগেশস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে
অর্থ প্রদান করে ও অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তা-
নুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।
ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে দেবগণ দেবত্ব ও মনুষী
মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন।
অপ্সরাঃ ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে
সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সূর্য্যদেব
ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবেই প্রতিনিয়ত উদিত হইতে-

ছেন। যেমন লোকে চিন্তিত বস্তু প্রদ চিন্তা-
মণি লাভ করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান
করিতে পারে, তদ্রূপ দেবাদি ব্রহ্মচর্য্য
লাভ করিয়া অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে
সমর্থ হইয়াছেন। যিনি তপোানুষ্ঠানপারায়ণ
হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়াছেন ! তাঁহার
শরীর পাবিত্র্য। তিনি রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ
করিতে সমর্থ এবং অন্তর্কালে মৃত্যু জয়
করিয়া থাকেন। তিনি দেহ পরিত্যাগ
করিয়া কল্পপ্রভাবে অভিলষিত লোক সমু-
দয় জয় করেন ; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞান-
প্রভাবে ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। হে
মহারাজ ! জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের
আর উপায় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ ! বিদ্বান্
ব্যক্তি হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মকে শুক্লবর্ণ কি কৃষ্ণ-
বর্ণ কি লোহিতবর্ণ কি পিঙ্গলবর্ণ অথবা
আয়সবর্ণ সন্দর্শন করেন ? আপনি এক্ষণে
সেই অবিনাশী সর্বব্যাপী রূপ কি প্রকাশ
তাহা কীর্তন করুন। সনৎসুজাত কহি-
লেন, মহারাজ ! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল,
লোহিত, আয়স এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভা
পাইয়া থাকে ; সেই রূপ ভুলোকে নাই,
দু্যলোকে নাই, সাগরে নাই, সলিলে নাই,
তারক সমূহে নাই, সৌদামনীমালায় নাই,
জলদজালে নাই, বায়ুতে নাই, দেবনিবহে
নাই, নিশাকরে নাই এবং সূর্য্যমণ্ডলেও
নাই। ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব, সাম, রথন্তর,
বর্হদ্রথ এবং মহাযজ্ঞেও তাহা নয়নগোচর
হয় না। সেই ব্রহ্ম অনতিক্রমণীয় ও
অজ্ঞানরূপ অজ্ঞকারের তীক্ষ্ণতালয়-

কালে অমৃতকণ্ঠ তাঁহাতে বিলীন হইয়া
থাকে ; তিনি ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত
দুর্লভ্য এবং পবিত্র অপেক্ষাও বৃহত্তর।
তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি মুক্তি, তিনি সমুদায়
লোক, তিনি মশঃ ও তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা
হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং
তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনি অনা-
ময়, মহৎ ও উদ্ভিত ঘণঃস্বরূপ ; কবিগণ
তাঁহাকে বিকারস্বরূপ বলিয়া কীর্তন
করেন ; কিন্তু তিনি বিকৃত নহেন ;
তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে।
যে সকল মহাত্মারা তাঁহাকে বিদিত হন,
তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন।

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! শোক, ক্রোধ, লোভ,
কাম, মান, নিদ্ৰাপারায়ণতা, ঈর্ষা, মোহ,
বিধিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সা, এই
দ্বাদশটি মহাদোষ ও প্রাণনাশক। এই
সকল দোষ প্রত্যেকে মনুষ্যকে আশ্রয়
করিয়া থাকে ; মৃত্যুবন্ধি মনুষ্য ইহা দ্বারা
আক্রান্ত হইয়া পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহাবান্, উগ্রস্বভাব,
পরুসবাক্, বহুভাষী, ক্রোধপরবশ ও আত্ম-
জ্ঞাননিরত, এই ছয় জন নৃশংস ; ইহারা
অর্থ লাভ করিয়া অন্নের অশ্রমাননা করিয়া
থাকে। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থ
বোধ করিয়া দুর্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি
অতি মানী, যে ব্যক্তি রূপণ, যে ব্যক্তি
হীনবীর্য্য, যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসানিরত,
যে ব্যক্তি বনিতাদেহী এবং যে ব্যক্তি দান

করিয়া আত্মশ্লাঘা করে, এই সাত জন পাপশীল ও নৃশংস। ধর্ম, সত্য, তপঃ, দম, অমাংসর্ঘ্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনাসূয়া, দান, শাস্ত্র, ধৈর্য্য ও ক্ষমা, এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের মহাব্রত বলিয়া অভিহিত হয়। যিনি এই দ্বাদশটী ব্রত পালন করেন, তিনি এই পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হন। যিনি এই দ্বাদশ ব্রতের তিন, দুই অথবা একটি মাত্র ব্রত সাধন করেন, সামান্য ধনে তাঁহার আর আদর থাকে না। ত্যাগ, দম ও অপ্রমাদে যুক্তি অবস্থান করিতেছে; এই তিনটি মনীষী ব্রাহ্মণ-গণের নিতান্ত শ্রেয়স্কর।

ব্রাহ্মণের প্রকৃত বা আরোপিত দোষ কীর্ত্তন করা সাতিশয় অপ্রশস্ত; তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হয়। পরদারপরায়াণতা, ধর্মের বিঘ্নাচরণ, গুণে দোষারোপ, মিথ্যা বাক্য, কাম, ক্রোধ, পরদোষকীর্ত্তন, মগ্ধাদিবশবর্ত্তিতা, ক্রুরতা, অর্থহানি, বিবাদ, মাংসর্ঘ্য, প্রাণি-পীড়ন, ঈর্ষা, অহঙ্কারদ্ব্যতক হর্ষ, অভিবাদ, অজ্ঞানতা ও নিরন্তর পরানিষ্ট চিন্তা, এই অষ্টাদশ মদদোষ; ইহা নিতান্ত নিন্দিত; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরম-যত্নসহকারে এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিবেন। সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে; প্রিয় উপস্থিত হইলে হর্ষ; অপ্রিয় উপস্থিত হইলে দুঃখের উদ্বেক; কোন ব্যক্তি শুদ্ধবাসম্পন্ন দাতার নিকট অযাচ্য পুত্র, কলত্র ও বিভবাদ প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা; যাহাকে সর্ব্বশ

প্রদান করিবে আমি এ ব্যক্তির উপকার করিয়াছি মনে করিয়া তাহার আবাসে কদাচ বাস না করা; সংকর্ষার্জিত অর্থ উপভোগ এবং মিত্রের হিত সাধনার্থ আপনার মঙ্গলজনক কার্যেরও ব্যাঘাত করা।

যিনি এই রূপ গুণবান্, দ্রব্যবান্ দাতা ও মত্তগুণসম্পন্ন হন, তিনি শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন; ইহাই সমুদ্র তপঃ; ইহাতে সদগতি লাভ হয়। ধৈর্য্যচ্যুত ব্যক্তির দিব্য স্থখ সম্ভোগ করিব এই সঙ্কল্পে সমাহিত তপঃপ্রভাবে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মতের অবধারণ প্রযুক্ত সঙ্কল্প হইতে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ মনঃ, কেহ বাক্য, কেহ বা কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু পরমাত্মা সত্য-সংকল্প পুরুষের উপর ও আধিপত্য করিয়া থাকেন।

● হে মহারাজ! এক্ষণে ব্রাহ্মণের কতক গুলি বিশেষ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত যশস্কর; কবিগণ ইহা অপেক্ষা অশাস্ত্র বাক্যকে বিকার বলিয়া থাকেন। সগুদয় বিষয়ই যোগের অধীন; যাহারা ঐ যোগ সগ্যক্ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন। উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-প্রভাবে ব্রহ্ম লাভ হয় না। অবিদ্বান্ পুরুষ যাগ ও হোমাদ্বক কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না এবং অন্তকালে আনন্দ লাভ করিতেও সমর্থ হয় না।

তুষ্টীস্তাব অবলম্বনপূর্বক ত্র্যক্ষোপাসনা করিবে; মনঃ দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করা অবিধেয়। ত্র্যক্ষগণ স্তুতিবাদে প্রীতি ও নিন্দায় ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। বেদচতুর্কম্ব আনুষ্ঠানিক অনুশীলন করিলে ইহা লোকেই ত্র্যক্ষের সাক্ষাৎকার ও তাদাত্ম্য লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়।

মনঃস্বজাত কহিলেন, মহারাজ! জ্যোতির্মাত্র দ্বাপ্তিশীল মহাযশঃ নামক যে শুক্র আছেন; দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন এবং তাঁহা হইতেই সূর্য্য বিরাজিত হইতেছেন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ শুক্রকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ত্র্যক্ষ শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হন। সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও ভয়প্রদ, অশুভদ্বারা অপ্রকাশিত সেই শুক্র গ্রহমণ্ডলীমধ্যে উদ্ভাপ প্রদান করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীব ও জৈব উভয়েই হৃদয়াকাশে অবস্থান করিতেছেন; তন্মধ্যে এক জন নিন্দায় ও সূর্য্যের সূর্য্য; তিনি ভূলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শুক্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্ সমুদয়, ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে নদী সকল প্রবাহিত ও মহাসাগর সমুদ্রাং বিহিত হইয়াছে।

যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বগণ কক্ষা-ধান ও বিনাশী দেহরথে যোজিত হইয়া জীবকে সেই দিব্য অজর অমর পরমাত্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার রূপের সাদৃশ্য নাই; কেহ তাঁহাকে নয়ন-গোচর করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাহার মনঃ, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে অবগত হন, তাঁহা হইয়াই মুক্তি লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। জীবগণ চিত্ত, স্মরণ, শ্রোত্র, শ্রবণ, বাক্, বচন, শব্দ, বিপদ, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার, ও স্মৃতিসম্পন্ন, চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক; দেবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত অবিদ্যা নদীর জল পান ও তাহাতে পূজ, পশুপ্রভৃতি মধুর ফল নির্য্যাসপূর্বক তৃপ্তি লাভ করিয়া সেই শুক্র নামক অধিষ্ঠানে পুনঃপুন আবর্তিত হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যে জীব পর লোকে কর্মের অর্দ্ধ ফল উপভোগ করিয়া ইহা লোকে অবশিষ্ট ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তর্য্যামী হইয়া সর্ব্ব ভূতমধ্যে অবস্থান করে, সেই জীবই যজ্ঞাদির প্রবর্তক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। চিদাত্মারূপ পক্ষী স্ত্রীপুংস্বরূপ পুত্রবিশিষ্ট; অবিদ্যা বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষীহীন হয়; অনন্তর তথায় পক্ষোদ্ভব হইলে স্বৈচ্ছানুসারে নানা দিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে।

যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণস্বরূপ পূর্ণকে উদ্ধার করেন ; পূর্ণ-স্বরূপ পূর্ণস্বরূপকে নিষ্কাশন করেন এবং পূর্ণস্বরূপ পূর্ণস্বরূপকে সংহার করেন ; স্তূতরাং পরিশেষে একমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। বায়ু তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। অগ্নি, সোম ও প্রাণ তাঁহা হইতেই সঞ্জাত হইতেছে ; ফলতঃ সমস্ত বস্তুই সেই পূর্ণ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে ; হে মহারাজ ! তিনি বাক্যের অগোচর। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

অপান প্রাণে, প্রাণ মনে, মনঃ বুদ্ধিতে, বুদ্ধি পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। যেমন হংস সময়ানুসারে এক চরণ গোপন করিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্তবুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ চতুস্তয় সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াখ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া কেবল পাদত্রেয়ে বিচরণ করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত ও অমৃত উভয়ই বিলুপ্ত হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অন্তরাঙ্গী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ; তিনি লিঙ্গ শরীর যোগে নিত্য হইয়া থাকেন ; কিন্তু মূঢ়েরা সেই সর্বকার্য্যসমর্থ, স্তবনীয়, মূল-কারণ, চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু যোগীরা সেই

সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা শমাদিবিহীন হউক বা তদ্যুক্ত হউক, ঈশ্বরকে একরূপ দর্শন করিয়া থাকে ; তাঁহার নিকট মৃত ও অমৃত উভয়েই তুল্য ; কেবল মুক্ত ব্যক্তির মধু স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোকেই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হন ; তিনি তৎকালে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্ ! আপনি আমি দাস, একরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবেন না ; কারণ, ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তির ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। বাক্য মনের অগোচর যোগৈকগম্য নির্বিকার পরমাত্মা জীবকে আপনাতে লীন করেন ; যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া গমন করেন, যাহার বেগ মনোবেগ তুল্য, তিনিই হৃদয়স্থ অন্তরাঙ্গীকে প্রাপ্ত হন ; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মার রূপ নয়নগোচর হয় না ; বিশুদ্ধসদ্ব্যসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জগতের গিত্র ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল হইয়া

এবং পুত্রাদিবিনাশেও শোকাকুল হইয়া প্রব্রাজিত হন, সেই মহাপুরুষই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগীরা সেই মক্তিদাতা সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুস্যেরা স্বায় শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা আপনার পাপ কর্ম সমূহায় গোপন করে; আর বিমূঢ় ব্যক্তিরা আপাত-রমণীয় বিষয়ে বিমোহিত হয় এবং অন্যকেও সেই সমস্ত পাপ কর্মে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু যোগীরা সর্বদা সংসর্গ লাভের নিমিত্ত সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি কোন কালে স্থগ ছুঃখ জরা মরণাদি সম্পন্ন নহি; অতএব আমার জন্ম মরণও নাই; স্মৃতরাং মোক্ষ লাভেরও অভিলাষ করি না; কারণ মতা, মিথ্যা, মঃ ও অমঃ সকলই এক-মাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতেছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণলাগধ্যে সংকর্ষ বা অসংকর্ষ দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নয়ন-গোচর হয়; কিন্তু চৈতন্যরূপ পরব্রহ্মে তাহা কিছুই নাই; তিনি সেরূপ নহেন; অমৃতের সমান, সর্বদা সমভাব সম্পন্ন; পুণ্য পাপ কঁদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। হে মহারাজ! আপনি পূর্বোক্ত রূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অভিলাষ করুন। যোগীরা এই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। নিন্দা ব্রহ্মজ ব্যক্তির হৃদয় পরিতপ্ত করিতে সমর্থ হয় না; অধ্যয়নে অমনোযোগ ও অগ্নিহোত্রের অনশুষ্ঠান তাঁহার অন্তঃকরণ সমস্ত করিতে পারে

না। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যানপারায়ণ পুরুষলভ্য প্রাপ্ত লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্বভূতমধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অন্যকে বিষয়াসক্ত নিরাক্ষণ করিয়া কঁদাচ শোকা-কুল হন না; কিন্তু সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তি-রাই শোকাকুল হইয়া উঠে। যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলাশয়ে ইন্টসিদ্ধি হয়; তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদমধ্যে ইন্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। অশুষ্ঠমাত্র হৃদয়-স্থিত আত্মা কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না; তিনি জন্মাদিশূন্য, অতীত ও জগন্মিয়ম্ভা; বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নিশ্চল হন।

আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি অতীত, অনাগত ও বর্তমান সকলেরই আত্মা এবং আমিই বুদ্ধ পিতামহ। তোমরা আমার আত্মাতে অবস্থান করিতেছ; কিন্তু আমার নও; আমিও তোমাদের নই। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মস্থান। আমিও তপঃপ্রভাবে সর্বত্র অবস্থান করিতেছি; আমি অজর; আমি দিব্যরূপে আলস্যশূন্য; পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাকে সন্দর্শন করিয়া নিশ্চল হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্বদর্শী, সকলের অন্ত-র্ধামী, পিতা ও হৃদপদ্মে অবস্থিত বলিষ্ঠা জ্ঞাত হন।

সনৎসুজাতপর্কীধ্যায় সমাপ্ত।

যানসন্ধি পর্বাদ্যায় ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কুমার সনৎসুজাত ও ধীমান্ বিদুরের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সেই বিভাবরী অতিবাহিত করিলেন । অনন্তর তিনি পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, অশ্ব-খামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুয়ুৎসু ও অন্যান্য শৌর্য-শালী পার্শ্ববর্গ সমভিব্যাহারে এবং কোপনস্বভাব কুরুরাজ দুর্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুশ্মগ, দুঃসহ, কর্ণ, উলুক ও বিবিশতি সমভিব্যাহারে স্খাবদাত, বিস্তীর্ণ কনকচত্বরশোভিত, চন্দ্রপ্রভ চন্দনরসাভিষিক্ত, পরিচ্ছদপরিচ্ছন্ন কাঞ্চন-ময় দারুণ্য প্রস্তরসারময় ও দন্তময় আসন সমূহে সমাকীর্ণ রুচির সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । শৌর্যশালী মহাবাহু সূর্য্যসম তেজস্বী রাজগণ বিচিত্র আসন সকল পরি-গ্রহ করিলে সেই সভা সুরমণ্ডলীমণ্ডিত ইন্দ্রপুরীর আয়, সিংহসমুৎসনাথ গিরিগুহার আয় শোভা ধারণ করিল ।

অনন্তর দ্বারবান্ নিবেদন করিল, মহারাজ ! পাণ্ডবগণের সমীপে যে রথ প্রেরিত হইয়াছিল ; ঐ সেই রথ আসিতেছে । আমাদের দূত সূতপুত্র সঞ্জয় শীঘ্রগামী

তুরঙ্গ সমূহের সাহায্যে অতি শীঘ্রই আগমন করিয়াছেন ।

অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্মা মহীপাল সমূহে পরিপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ ! আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি ; এক্ষণে তদ্রূপ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । পাণ্ডবগণ সমুদায় কৌরবগণকে বয়ঃক্রমানুসারে প্রত্যভিনন্দন করিয়াছেন । তাঁহারা বয়ো-বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যো-চিত সম্ভাষণ এবং যুবাদিগকে প্রতিপূজা করিয়াছেন । আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যে প্রকার উপদেষ্ট হইয়াছিলাম, পাণ্ডব-গণকে সেই রূপ অবগত করিয়াছি ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! অদীন-সদ্ব যোদ্ধাগণের নেতা, দুরাত্মাগণের সংহর্তা মহাত্মা ধনঞ্জয় কি কহিয়াছেন ? আমি রাজগণসন্মক্ষে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনু-সারে কেশবের সম্মুখে আমাকে কহিয়াছেন যে, হে সঞ্জয় ! যে দুর্ভাবী দুরাত্মা অতি-মূঢ় আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আগার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন এবং যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ও সমস্ত কুরুগণের সমক্ষে দুর্যোধন ও তাঁহার

অমাত্যগণকে কহিবে যে; লোহিতলোচন গাঙ্গীবধ্বা যুদ্ধোন্মুখ ধনঞ্জয় স্বরসমাজমধ্য-বর্তী বজ্রহস্ত সহস্রলোচনের ন্যায় পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণের সমক্ষে কহিয়াছেন যে, যদি দুৰ্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পারিত্যাগ না করেন ; তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অভুক্ত পূর্বকৰ্ম্ম-জনিত পাতক অবশ্যই বর্ত্তমান আছে ; এই নিমিত্তই ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃতশস্ত্র ধৃষ্ট-দ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ ঘটনা হইবে এবং যে যুধিষ্ঠির অবলীলাক্রমে স্বর্গ মর্ত্ত ভ্রমসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে সন্মুখীন হইবেন । যদি দুৰ্য্যোধন ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সকল প্রয়োজনই সম্পন্ন হয় । কিন্তু তাহা যেন না করেন ; আর যদি ইচ্ছা হয়, যুদ্ধ করুন ।

ধর্ম্মচারী রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যে প্রত্ন-জিত হইয়া যে দুঃসহ দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দুৰ্য্যোধন তদপেক্ষা অধিক তর দুঃখদায়ক অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পারিত্যাগ করুক । অগ্ন্যাচার-পরায়ণ ছুরাঙ্গা দুৰ্য্যোধন হ্রী, জ্ঞান, তপস্বী, দম, শৌর্য্য, ধর্ম্ম ও বল দ্বারা কদাচ পাণ্ডব-গণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু আমাদিগের রাজা যুধিষ্ঠির সরলতা, তপশ্চর্য্যা, দম, শৌর্য্য, ধর্ম্ম ও বলসম্পন্ন এবং প্রাণিপাতপরায়ণ হইয়াও কেবল সত্যের অনুরোধে দুঃসহ ক্রেশ সহ্য করিয়া

আছেন । যখন ধর্ম্মাঙ্গা যুধিষ্ঠির উদ্ভ্রান্ত-চেতাঃ হইয়া 'কুরুগণের' প্রাতি চিরসঞ্চিত ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করিবেন এবং যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কক্ষ দাহ করে, সেই রূপ যখন তিনি ক্রোধদীপ্ত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রের সেনাগণকে দগ্ধ করিবেন, তখন তদদর্শনে দুৰ্য্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, যমোপম ভীমসেন বর্ষারত শরীরে গদাহস্তে রণারোহণপূর্বক ভীমবেশে সেনাগণের সন্মুখীন হইয়া রোষবিষ উদগার করিতে-ছেন এবং বীর ও সেনাগণকে সংহার করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাদিগের বাক্য-স্মরণ করিতে হইবে । যখন দেখিবেন, ভীমসেন গিরিশঙ্গসদৃশ মাতঙ্গদল নিপাতিত করিয়াছেন, তাহাদের কুস্ত্র সমূহ বিদীর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতে রন্ধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন ভীমরূপ ভীমসেন গোসমুপ্রবিষ্ট মহাসিংহের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্তী হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন ভয়শূন্য কৃতান্ত্র শৌর্য্যশালী ভীমসেন একমাত্র রথে গদা-দ্বারা রথ ও পদাতি সমূহ সংহার করিবেন, শৈক্য দ্বারা বেগে মাতঙ্গগণকে নিগৃহীত করিবেন এবং পরশুচ্ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈন্য গণকে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ

করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, ভীমসেন শাস্ত্রাণি দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তৃণবহুল গ্রামের আয় দগ্ধ করিয়াছেন, সেনাগণকে বিদ্যাদমিদগ্ধ স্তপক শাস্ত্রাশির আয় অগ্নিসাৎ করিয়াছেন এবং প্রগল্ভ যোদ্ধাগণকে ভয়ার্ত্ত, পরাঙ্গুথ ও স্তদূরপরাহত করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন চিত্রযোদী নকুল দক্ষিণ তুণীর হইতে শতাধিক শর নিক্ষেপ করিয়া রথিগণকে ব্যাধিত করিবেন, তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন স্ত্রখোচিত নকুল বনমধ্যে দীর্ঘ কাল 'দুঃখশম্যায়' শয়ন নিবন্ধন রোষপরবশ আশীবিষের আয় ফ্রোদহলাহল বর্জন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির যে সকল রাজাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মপ্রদান করিয়াছেন; যখন সেই সকল রাজা শুভ্র রথসমূহে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, যুবাসদৃশ শৌর্য্যশালী কৃতাস্ত্র পঞ্চ শিশু জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া কৌরবগণকে আক্রমণ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সহদেব ধৃতাস্ত্র হইয়া দাস্ত তুরঙ্গমযুক্ত নিঃশব্দচক্র স্বর্ণ-তারাসনাথ রথে আরোহণপূর্ব্বক শর সমূহে ভূপতিগণের শিরঃচ্ছেদ করিতে

আরম্ভ করিবেন; তখন কৃতাস্ত্র রথিগণকে মহাভয়ে সমরে পরাঙ্গুথ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। লজ্জা-শীল, নিপুণ, সত্যবাদী, মহাবল, সর্ব্বদশা-সম্পন্ন, ক্ষিপ্ৰকারী ও তরসী সহদেব দুর্যোধনকে অক্রমশপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সংহার করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। যখন দুর্যোধন দেখিবেন, শরশোভিত, শৌর্য্যশালী, সমরকুশল দ্রোপদেয়গণ ঘোরবিষ আশীবিষের আয় আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন পরবীরঘাতী কৃতাস্ত্র কৃষ্ণসম অভিমন্যু বারিধারাবর্ষী ধারাদরের আয় অরাতীগণের প্রতি শরধারা বর্ষণ করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন, যুবাসদৃশ শৌর্য্যশালী ইন্দ্রপ্রতিম কৃতাস্ত্র বালক মৌভদ্ৰ শক্রসেনার মৃত্যু-স্বরূপ হইয়া আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ক্ষিপ্ৰকারী রণবিশারদ সিংহসমান শৌর্য্যশালী যুবা প্রভদ্রকগণ সৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ পৃথক্ পৃথক্ সেনা সমাভিব্যাহারে সৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রুপদ মহীপতি

রথারোহণ-পূর্বক রোষাবেশে শরসমূহে যুবগণের মস্তক সমস্ত ছেদ করিবেন, তখন দুৰ্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন সম্পূর্ণ বিরাট-রাজ মৎস্যগণ-সমীভব্যাহারে শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন দুৰ্য্যোধন সম্মুখে আৰ্য্যসদৃশ বিরাট-পুত্র উত্তরকে রথারূঢ় ও বদ্ধপারিকর অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তনুভ্রসনাথ শিখণ্ডী দিব্য তুরঙ্গ-যোজিত রথদ্বারা রথ-সমূহ অবমদন ও সমুদায় রথিগণকে অন্বেষণপূর্বক ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আগ্নী সত্য কহিতেছি, কুরুসভায় ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলে, অরাতিগণ অবশ্যই আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। যখন দেখিবেন, ধীমান্ দ্রোণ ঐহাকে গুহ্য অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন সেই অপ্রমেয় শৌর্য্যশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই শরনিকরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ব্যথিত করিতেছেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। মনীষী ধীমান্ লক্ষ্মীমান্ বলবান্ মনস্বী গোমকুলতিলক বাসুদেব যাহাদিগের প্রধান নেতা, অরাতিগণ কোন কালেই তাহা-

দিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না। দুৰ্য্যোধনকে ইহাও বলিবে যে, আমরা যখন অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহারথ বীত-ভয় বিপুলায়ুধধারী সাত্যকিকে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি যেন রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেন। যখন সেই শিরিরাজ সাত্যকি আগার বাক্যানুসারে বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় শরজ্বালে প্রধান যোদ্ধা দিগকে আচ্ছাদিত করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যেমন গোসকল সিংহের গন্ধ আশ্রয় করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, সেই রূপ দীর্ঘবাহু দৃঢ়ধন্বা মহাত্মা সাত্যকি যুদ্ধের নিমিত্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে, শত্রুগণ সংগ্রাম হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সাত্যকি একরূপ অস্ত্রবিভায় নিপুণ ও ক্ষিপ্র-হস্ত যে, তিনি অনায়াসে পক্ষিতশ্রেণী বিদীর্ণ ও সৰ্ব্ব লোক বিনষ্ট করিতে পারেন। বৃষসিংহ বাসুদেবের অস্ত্রযোগে যে প্রকার বিস্ময়কর, রমণীয় ও সুশিক্ষিত এবং বাদৃশ অস্ত্রযোগ প্রশস্ত বলিয়া নিদ্বিষ্ট আছে, সাত্যকি তৎসমুদায় গুণেই অলঙ্কৃত হইয়াছেন। যখন অকৃতাত্মা মন্দবুদ্ধি দুৰ্য্যোধন সেই সাত্যকিকে হিরণ্য ও প্লেত তুরঙ্গচতুষ্টয়যোজিত মাধবরথে অবলোকন করিবেন, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে।

যখন তিনি দেখিবেন, কেশব ঋমা সুবর্ণসদৃশ গণিপ্রভাসমুজ্জ্বল শ্বেতাশ্বযুক্ত বানরকেতু রথে আরোহণ করিয়াছেন,

তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে । যখন মহারণে আমার গাণ্ডীব শরাসনের মৌরবী বজ্রনির্ঘোষদৃশ কঠোরতর মৌরবী-শব্দ দুর্মতি দুর্ঘ্যোধনের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণ বাণবর্ষণজনিত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন সমরমুখে গোসমূহের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত হইতেছে এবং যেমন বিদ্যুৎফুলিঙ্গ মেঘ হইতে বিনির্মুক্ত হয়, তদ্রূপ ভীমরূপ, সহস্রয়, অস্থিচ্ছেদী ও মর্শ্বেদী নিশিত-ফলক শরসমূহ গাণ্ডীবের জ্যামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বর্ষিতাঙ্গ যোদ্ধাদিগকে কবলিত করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, পরপ্রযুক্ত শরসমূহ আমার শরজালে প্রতিহত ও তির্য্যগ্ভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন দ্বিজগণ তরু-শিখর হইতে ফল চয়ন করেন, সেই রূপ যখন আমার বিনির্মুক্ত শরসমূহ যুবগণের উত্তমাস্ত্র অবচয়ন করিবে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার প্রসিদ্ধ যোদ্ধা-গণ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথ, হস্তী ও অশ্ব হইতে রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ধার্ত্ত-ব্রাহ্মগণ উহা দর্শনমাত্রেই যুদ্ধের সহিত

জীবন পরিত্যাগ করিতেছে, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন আমি বিরূত বদন কালস্বরূপ প্রজ্ব-লিত ও অবিচ্ছিন্ন শরপরম্পরায় পদাতি, রথ ও শত্রুগণকে পরাহত করিব, তখন তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, ইতস্ততঃ সঞ্চারী রথবেগে নিবিড় ধূলিপটল সমুখিত ও গাণ্ডীবাস্ত্রে তাঁহার সৈন্যসকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে কেহ বা পলায়ন করিতেছে, কাহারও বা কলেবর বিচ্ছিন্ন, কেহ বা সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছে, কোথাও বা অশ্ব, মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে, কাহারও বা বাহন শ্রমার্জ, কেহ বা তুষার্ত, কেহ বা ভয়ার্ত হইয়াছে, কেহ বা আর্ত স্বরে চাৎকার পূর্বক প্রাণ পরি-ত্যাগ করিতেছে, কেহ বা গতজীবিত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে, তাহার কেশ, অস্থি ও কপাল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, রণভূমি যেন বাজপেয় যজ্ঞভূমি হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি আমার রথে গাণ্ডীব, বাহুদেব, দিব্য পাঞ্চজন্ম শঙ্খ, তুরঙ্গ সমূহ, অক্ষয়-ভূগীরদ্বয় এবং দেবদত্ত শঙ্খ ও আমাকে দৃষ্টিগোচর করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন যুগান্তকালীন হতাশন দম্ভ্যগণকে উন্মূলিত করিয়া যুগা-ন্তর প্রবর্তিত করে, তদ্রূপ আমি যখন

কৌরবগণকে দক্ষ করিয়া ঋগাশ্বত্ব উপস্থিত করিব, তখন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র-গণকে অমৃত্যপ করিতে হইবে। যখন কোপনস্বভাব অন্নচেতাঃ দুৰ্য্যোধন ঐশ্বর্য-ভ্রষ্ট ও হতদৰ্প হইয়া সৈন্যগণ এবং ভ্রাতা-দিগের সহিত আহত ও কম্পিতকলেবর হইবেন, তখন তাঁহাকে অমৃত্যপ করিতে হইবে।

একদা এক ব্রাহ্মণ আমার পৌৰ্ব্ব-ক্ষিক জপক্ৰিয়া ও তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিসমাপ্ত হইলে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে সব্যসাচিন! দেবরাজ উচ্চৈঃশ্রবাস আরোহণ ও বজ্র হস্তে করিয়া শত্রুগণকে সংহারপূর্বক তোমার সম্মুখে গমন করুন আর কৃষ্ণই বা স্ত্রীবহুযোজিত রথে তোমার পশ্চাৎ রক্ষা করুন, শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করা তোমার অনায়াসসাধ্য নহে। আমি কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ! বাসুদেব বজ্রধর অপেক্ষাও অধিক সাহায্য করিবেন; আমি দম্যগণকে বধ করিবার নিমিত্তই কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছি; বোধ হয়, দেবতারাই এই ঘটনা সংঘটন করিয়া-ছেন। তেজস্বী শৌর্যশালী বাসুদেবকে পরাজয় করিবার অভিলাষ আর বাহু দ্বারা অপ্রণেয় সলিলশালী মহাসাগর উত্তীর্ণ হই-বার অভিলাষ উভয়ই সমান। যে ব্যক্তি অতিমাত্র বৃহৎ শ্বেত পর্বত ভগ্ন করিবার অভিলাষে চপেটাঘাত করে, তাহারই পাণিতল বিশীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব-তেষু কিছুমাত্র হানি হয় না। সমরে পুরুষোত্তম কেশবকে পরাজয় করিবার

অভিলাষ করা আর হস্ত দ্বারা প্রত্নলিত ছত্ৰাশন নির্বাণ করা ও চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ করা এবং সহসা সুরগণের স্রুধা অপ-হরণ করা সকলই সমান। যিনি সমরে ভোজরাজদিগকে সহসা উৎসাদিত করিয়া মহাত্মা রৌক্মিণেয়ের জননী যশস্বিনী রুক্মি-ণীর পাণি পীড়ন করিয়াছেন। যিনি সহসা গান্ধারগণকে প্রমথিত ও নগ্নজিতেৰ্ণ পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া সুরলোক-ললামভূত সূদর্শন-রাজকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। যিনি কপাট দ্বারা পাণ্ড্য-রাজকে নিহত এবং কলিঙ্গদিগকে রণক্ষেত্রে বিমদিত করিয়াছেন। যৎ-কর্তৃক বরাণসী নগরী দক্ষ হইয়া বহু বর্ষ অনাথা হইয়াছিল। যিনি অন্যের অজ্ঞেয় নিষাদরাজ একলব্যকে সমরে আত্মান করিয়া অনায়াসে নিহত করিয়াছেন। যিনি বলদেবের সাহায্যে বৃষ্ণি ও অন্ধক-দিগের সমক্ষে দুর্দান্ত কংসকে ধ্বংস করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়া-ছেন। যিনি আকাশচর মায়াধর নির্ভীক শাল্যরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়া সৌভদ্বারে হস্ত দ্বারা শতগ্রী ধারণ করিয়া-ছেন। কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সামর্থ্য সছ করিতে সমর্থ হয়?

অতি দুর্গম প্রাগ্জ্যোতিষ নগরনিবাসী মহাবল পরাক্রান্ত ভূমিপুত্র নরকাস্ত্র অদিতির মণিময় কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া-ছিল, দেবগণ অমর হইয়াও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই; অনন্তর কেশ-বের প্রকৃতি, বিক্রম, বল ও অনিবার্য

অস্ত্র সকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকেই দস্যু-বধে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্যসাধন-সমর্থ বাসুদেবও ঐ ছুরক কণ্ঠ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন। পরে ঘটসহস্র অস্ত্র, মুর ও ওঘ রাক্ষসকে বিনষ্ট ও লোহময় পাশ সকল ছিন্ন করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাবল নরক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইলে, দৈত্যরাজ বাতর্মাথত কণিকার কুস্ত্রমের মায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইল। অমিতপ্রভাব বাসুদেব এই রূপে ভৌম নরক ও মুরকে সংহার পূর্বক শ্রী ও কীৰ্ত্তিসম্পন্ন হইয়া মণিময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন দেব-গণ ইহার ভয়ানক রণকৃত্য নিরাক্ষণ করিয়া ইহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে কেশব! অত্যাধি যুদ্ধসময়ে তোমার শ্রান্তি বোধ হইবে না; তোমার গাত সর্বত্র অব্যাহত হইবে এবং শত্রু-প্রহিত শস্ত্রসকল তোমার গাত্রে বিদ্ধ হইবে না। ভগবান্ বসুদেবতনয় এই রূপ বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এবম্বিধ মহাবলসম্পন্ন অপ্রমেয়বীর্য্য বাসুদেবে সর্বদাই গুণসম্পাদ বিদ্যমান আছে। দুৰ্য্যোধন কি এই অনন্তবীর্য্য অনন্ত দেবকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করে? সেই ছুরায়া ইহাকে সংহার করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছে; কিন্তু ইন্নি কেবল আমাদিগের মুখাপেক্ষায় তাহা সম্ব-করিয়া আছে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের ও আমার পরম্পর কলহ উৎপাদন করিতে

অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করিলে জানিতে পারিবে যে, কৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবগণের মমতা অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমি রাজ্য লাভার্থ রাজা ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও অর্দ্ধিতীয় যোদ্ধা কৃপাচার্য্যকে নমস্কার-পূর্বক রণক্ষেত্রে অন্তীর্ণ হইব। আমি দেখিতেছি যে, যে পাপবুদ্ধি পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে ধর্ম্মের হস্তে নিহত হইতে হইবে। নৃশংস ধাত্তরাষ্ট্রগণ যে রাজপুত্রদিগকে কপট দ্যুতে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে ও এক বর্ষ অজ্ঞাত বাসে বিবাসিত করিয়াছিল, বলিতে পারি না, তাহারা জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত ঐ ছুরা-আরা পদস্থ হইয়া সুখসচ্ছন্দে পরমানন্দে কাল যাপন করিবে? যদি তাহারা ইন্দু-প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যুদ্ধে আমা-দিগকে পরাজিত করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মাচার গরীয়ান্ এবং সাধু কন্মের অনুষ্ঠান কেবল পণ্ডিত্রম; তাহার সন্দেহ নাই। যদি পুরুষ কন্মসূত্রে প্রথিত না হয় ও আমরা কৌশলবগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হই, তাহা হইলে দুৰ্য্যো-ধনের জয় লাভ হইতে পারে। যদি আমাদিগকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করা এবং এক্ষণে রাজ্য প্রদান না করার ফল অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আমি অব-শ্যই বাসুদেবের সাহায্যে দুৰ্য্যোধনকে সমূলে নিমূল করিব। উক্ত উভয়বিধ কন্মের ফলাফল আলোচনা করিয়া অব-

ধারণ করিয়াছি যে, দুর্ঘোষণেনের পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমি কুরুগণের সমক্ষে কহিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কেহই জীবিত থাকিবে না; অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আমি কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনষ্ট করিয়া সমগ্র কোরব রাজ্য জয় কারব। তোমাদিগের যাহা কর্তব্য থাকে, কর; এই সময় স্ব স্ব প্রেয়সাসমাগমস্থল সন্তোগ করিয়া তৃপ্ত লাভ কর। আমাদিগের নিকট যে সকল বৃদ্ধ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, শীলকুলসম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ, জ্যোতিষিক, এবং নক্ষত্র যোগের নিশ্চয়জ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা এবং নানাবিধ দৈব রহস্য, ভাবা ঘটনার অর্থ-প্রকাশক, শৈবাগম প্রাসিদ্ধ যুগচক্র সকল ও মুহূর্ত্ত সমুদায় কোরবগণের ক্ষয় ও পাণ্ডবগণের জয় নিবেদন কারিতেছে। আমাদিগের অজাতশত্রু শত্রুগণের নিগ্রহ-বিষয়ে যেমন স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্বদশী জনার্দনও সেইরূপ কৃতানশ্চয় হইয়াছেন। আগিও স্বয়ং অগ্রমাদ, বৃদ্ধ ও যোগপ্রভাবতী দৃষ্টিতে সেইরূপ ভাবন্য ঘটনা অবলোকন করিয়া অবগত হইতোছ যে, যুদ্ধকালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। আমার গাণ্ডীব শরাসন স্পর্শ করি নাই; তথাপি ইহা স্ফীত হইতেছে; অনাহত মোক্কা কম্পিত হইতেছে; আমার শরসমুদায় তুণমুখ হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তঃ উৎসুক হইতেছে; আমার নির্মল খড়্গ

নির্মোকমুক্ত বিষধরের ন্যায় কোষে হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে; ধ্বজ হইতে এই নিদারণ বাক্য উচ্চারিত হইতেছে যে, “হে কিরীটিন! তোমার রথ কত দিনে সংযোজিত হইবে”? রাত্রি হইলে গোমায়ুগল চীংকার করিতে থাকে ও রাক্ষসগণ অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হয় এবং যুগ, শৃগাল, দাত্যহ, কাক, গৃধ্র, বক; তরঙ্গু ও স্তবর্ণপত্রগণ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথ অবলোকন করিয়া পশ্চাতে পতিত হয়; আমি একাকী শরজাল বর্ষণ করিয়া সমুদায় যোদ্ধাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। যেমন প্রজ্বলিত ছতাসন নিদাঘ-সময়ে অরণ্যকে নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নির্বাণ হয়; সেইরূপ আমি তাহাদিগের বধার্থ স্তসাজ্জিত হইয়া অস্ত্র প্রয়োগের পৃথক পৃথক উপায় অবলম্বনপূর্বক বেগ-শালী স্মৃণাকর্ণ, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও ইন্দ্রদত্ত অস্ত্রে সমস্ত প্রজা নিঃশেষিত করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে সঞ্জয়! তাঁহাদিগকে আগার এই স্থির সংকল্প অবগত করিবে। দেখ, দুর্ঘোষণেনের কি ভ্রান্তি! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাহা-দিগকে পরাজয় করা সাধ্য নয়; সহসা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, বৃদ্ধ পিতামহ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বখাণা ও ধীমান্ বিদুর যে প্রকার কহিয়াছেন, তাহাই হউক; কোরবগণও চিরজীবন লাভ করুন।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়।

অনন্তর শান্তমুন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুর্যোধন ! একদা বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্র, অগ্নি, মণ্ড-
ঋষি এবং বায়ু, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও অমরাগণ এবং বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহাকে নমস্কার-পূর্ব্বক চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ তথায় আবির্ভূত হইয়া যেন স্বীয় তেজঃ দ্বারা তাঁহাদিগের তেজঃ ও মনঃ অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ ! আপনাকে উপাসনা না করিয়া গমন করিলেন, ইহারা দুই জন কে ? ব্রহ্মা কহিলেন, সুরাচার্য্য ! এই যে দুই মহাবল তপস্বী ভূলোক ও দ্ব্যলোক উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, ইহারা নর ও নারায়ণ; ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আগমন করিয়াছেন। ইহারা তপস্তাপ্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইহারাই কশ্ম দ্বারা লোক সকল অনন্দিত করিয়া থাকেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ইহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন এবং ইহারাই অশ্রুবধের নিমিত্ত দ্বিধাকৃত হইয়াছেন।

দেবগণ তখন অশ্রুগণের সহিত যুদ্ধ-নিবন্ধন ভীত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত যে স্থানে নর ও নারায়ণ তপস্তা করিতেছেন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া

তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা বর গ্রহণ কর। ইন্দ্র কহিলেন, হে নর নারায়ণ ! আপনারা আগাদিগের সাহায্য করুন। তাঁহারা কহিলেন, হে ইন্দ্র ! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা সেই রূপই করিব। অনন্তর পুরন্দর তাঁহাদিগের সাহায্যে দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করিলেন। পর-
স্তপ নর ও পুরন্দরের শত্রু শত সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জদিগকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছিলেন। জম্বান্তর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তখন ভ্রমণশীল রথে উপবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তিনিই সমুদ্রপারে ষষ্টি সহস্র নিবাতকবচকে পরাজিত করিয়া হিরণ্যপুর উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবাহু ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ছতাসনের তর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ নারায়ণ ও ভূরি ভূরি শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন। দেখ, সেই দুই মহাবীর নরলোকে অব-
তীর্ণ হইয়াছেন।

আগি বেদবিৎ নারদ মুনির নিকট প্রবেশ করিয়াছি, মহারথ অর্জুন সেই পূর্ব্বদেব নর ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বদেব নারায়ণ; একমাত্র আত্মা নর ও নারায়ণরূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অশ্রুগণ অথবা মানবগণ ইহাদিগকে পরাজয় করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। ইহারা কশ্ম দ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক সমূহ লাভ

করিয়াছেন। যে সকল স্থানে ভুয়ল সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়, ইহারা সেই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; যুদ্ধই ইহাদিগের কর্তব্য কর্ম।

হে দুৰ্য্যোধন! যখন তুমি শঙ্খচক্র-গদাহস্ত কেশব ও গাণ্ডীবসনাথ শত্রুপানি মহাত্মা অৰ্জুনকে এক রথে অবলোকন করিবে, তখন তোমাকে আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে; ফলতঃ যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে কুরু-কুলের সংহারদশা উপস্থিত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ও অৰ্জুন কর্তৃক বহুবীর বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়াও যদি তুমি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমুদায় কৌরব তোমার মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি একাকী পরশুরাম কর্তৃক অভিশপ্ত হীনজাতি সূতপুত্র কর্ণ, স্তবলনন্দন শকুনি ও ক্ষুদ্রাশয় পাপাত্মা দুঃশাসন এই তিন জনের মতের অনুবর্তী হও।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা পুনরায় কহিবেন না। আমি ক্ষাত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। আমাতে আর কি দুর্বৃত্ততা আছে যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? ধর্ত্তরাষ্ট্রেরা জানেন, আমি কখন কিঞ্চিৎ পাপানুষ্ঠান করি নাই। আমি কদাপি দুৰ্য্যোধনের সহিত

কিছুমাত্র অহিতাচরণ করি নাই। আমি সংগ্রামে সমুদায় পাণ্ডবকেই সংহার করিব। পাণ্ডবগণ পূর্বে বিরোধী ছিল, এক্ষণে সাধু হইয়াছে বলিয়াই কি তাহাদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি হইতে পারে? সে যাহা হউক; এক্ষণে দুৰ্য্যোধন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন; অতএব আমি তাঁহার ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব প্রকার প্রিয় কার্য সাধন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে রাজন! কর্ণ পাণ্ডবগণকে সংহার করিব বলিয়া সর্বদা আত্মপ্রাধা করিয়া থাকেন, কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডবদিগের যে রূপ ক্ষমতা, ইহাতে তাহার ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ও নাই। তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার দুর্ভাগ্য পুত্রগণের যে দুর্নীতি উপস্থিত হইবে, উহা দুর্ভাগ্য সূতপুত্র কর্ণের কর্ম। তোমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুৰ্য্যোধন ইহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবপুত্র মহাবীর পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিয়াছে। পূর্বে সেই পাণ্ডবগণ যে সকল দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন, কর্ণ কি তাদৃশ কোন কর্ম সাধন করিয়াছেন? যখন ধনঞ্জয় বিরাট নগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে আক্রমণ পূর্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখন ইনি কি করিয়াছিলেন? যখন ধনঞ্জয় সমস্ত কৌরবগণকে আক্রমণপূর্বক অচেতন করিয়া তাহাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন, তখন কি ইনি সেখানে ছিলেন না? এখন ইনি রথের দ্বায়ে আশ্রয়

করিতেছেন ; কিন্তু ঘোষণাত্মক সময়ে গন্ধর্বগণ যখন তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিলেন ? দেখ, সেই সময় মহাত্মা ভীম-সেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিয়া গন্ধর্বগণকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। হে রাজন্ ! তোমার কল্যাণ হউক, ধর্ম্মার্থভ্রংশকর আশ্লাঘানিরত ব্যক্তির এই প্রকার ভূরি ভূরি গিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মহানুভব দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজমণ্ডলীমধ্যে সম্মান-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন ; অর্থলিপ্সু-দিগের বাক্যানুসারে কার্য্য করা সর্ব্বতো-ভাবে অকর্তব্য। যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডব-গণের সহিত মিলিত হওয়াই উচিত ; কেন না সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের যে সকল কথা কহিয়াছে, আমি তৎসমুদায় অবগত আছি ; ধনঞ্জয়ও যাহা কহিয়াছেন ; তাহা অবশ্যই করিবেন ; তাঁহার সমকক্ষ ধনুর্ধর ত্রিভুবনে নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের তাদৃশ অর্থসম্পন্ন বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সস্তাষণে পরামুখ হইলেন, কৌরবগণ তখনই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমাদিগের প্রীতির নিগিত ভূরি ভূরি সেনা সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কি কহিলেন ? তিনি যুদ্ধের নিগিত কিরূপ উদ্যোগ করিতেছেন ? কাহারাই বা অনুমতি লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন ? কোন্ ব্যক্তিরাই বা কপটাচারকোপিত ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও ক্ষান্ত করিতেছে ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হউক। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার শাসনের অনুগামা হইয়া চলিতেছেন। তিনি আগমন করিলে তাঁহাদিগের রথসমূহ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তাঁহার অভিনন্দন করে। বিশেষতঃ পাঞ্চালগণ সেই দীপ্ততেজঃ যুধিষ্ঠিরকে গগনোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, তেজোঃ-রাশির ন্যায় পূজ্য করিয়া থাকেন। অন্তর কথা কি কহিব, পাঞ্চাল, কেকয় ও মৎস্য-দেশের গোপাল ও মেঘপাল পর্য্যন্ত তাঁহার অভিনন্দন করে। দ্রাক্ষণী, রাজপুত্রী ও বৈশ্যকুমারীগণও যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধপরিহার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণ কাহার সাহায্যে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিগিত সজ্জীভূত হইয়াছেন ?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিবারাত্র সঞ্জয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া অকস্মাৎ মুচ্ছাপন্ন হইলেন । তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ ! সঞ্জয় মুচ্ছিত হইয়া ধরাতে পতিত হইয়াছেন ; ইহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর ! সঞ্জয় মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল ; তাহারা ইহার মনকে নিতান্ত উদ্বেজিত করিয়াছে ; সন্দেহ নাই ।

অনন্তর সঞ্জয় চেতনা লাভপূর্বক আশস্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বিরটিগৃহনিরোধ-নিবন্ধন অতিমাত্র ক্লেশ অবলোকন করিলম্বম । সে যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহারা যাহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন, শ্রবণ করুন । পাণ্ডবগণ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন । যিনি রোষ, ভয়, লোভ, অর্থ বা কোন প্রকার হেতুবাদে কদাপি সত্য পরিত্যাগ করেন না ; যিনি স্বয়ং ধর্মের প্রমাণস্বরূপ ; পাণ্ডবগণ সেই ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন । বাহুবলে যাঁহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই ; যে ধনুর্ধর সমুদয় মহীপালকে বশীভূত ও কালী, বজ্র, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছেন ;

পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন । পাণ্ডবচতুষ্টয় যাহার বাহুবলে মহা জতুগৃহ ও নরভক্ষক হিড়িম্ব হইতে রক্ষিত হইয়াছিলেন ; যিনি পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন ; যিনি শিকুরাজের হস্ত হইতে যাজ্ঞসেনীকে পরিত্রাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষে বিপৎসাগরের দীপ-স্বরূপ হইয়াছিলেন ; পাণ্ডবগণ সেই বৃকোদরের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন । যিনি দ্রৌপদীর প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত অতি দুর্গম গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়া ক্রোধবশ নামে রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া ছেন ; যাঁহার বাহুবল অযুত নাগবলের সমান ; পাণ্ডবগণ সেই ভীমসেনের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন ।

যিনি ছত্ৰাশনের সম্ভোষার্থ কৃষ্ণের সাহায্যে ও আপন বিক্রমে যুদ্ধে পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছেন ; যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত করিয়া সকল লোকপালকে বশীভূত করিয়াছেন ; পাণ্ডবগণ সেই ধনুর্ধর ধনঞ্জয়ের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন ।

যিনি শ্বেচ্ছকুলসংকুল প্রতীচী দিক্ বশীভূত করিয়াছেন । পাণ্ডবগণ সেই চিত্রযোধী সৌম্যযুতি মহাধনুর্ধর কীরবর নকুলের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন ।

যিনি কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ-
দেশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন ;
পৃথিবীতে অশ্বখামা, ধ্বংসকর্তা, রক্ষা ও
প্রদ্রাব্য এই বীরচতুষ্টয় বলবীর্যে যাহার
সমকক্ষ ; পাণ্ডবগণ সেই সহদেবের সাহায্যে
আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত
সজ্জীভূত হইয়াছেন। মহারাজ ! সেই
খবীযান্ নরবীর জননীর আনন্দবর্দ্ধন সহ-
দেবের সহিত আপনাদের যুদ্ধ ঘটনা কেবল
বিনাশের কারণ।

পূর্বে যে সাধবী কাশীরাজকন্যা প্রাণ-
ত্যাগ করিয়াও ভীষ্মকে বধ করিবার অভি-
লাষে ঘোরতর তপস্বী করিয়া পাঞ্চাল-
রাজের কন্যা হইয়াছিলেন ; যিনি আবার
যজ্ঞের অনুগ্রহে পুরুষবিগ্রহে পরিগ্রহ
করিয়াছেন ; যিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই
গুণাগুণ অবগত আছেন এবং যিনি কলিঙ্গ-
দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ; পাণ্ডবগণ
'সেই যুদ্ধদুর্দ্দম শিখণ্ডীর সাহায্যে আপনা-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জী-
ভূত হইয়াছেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা
মহাধনুর্দ্ধর, বর্ষিতাঙ্গ ও শৌর্য্যশালী ;
পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের সাহায্যে আপনা-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জী-
ভূত হইয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু, লঘুহস্ত,
ধৈর্য্যশালী, অমোঘবিজয়, সেই বৃষ্ণবীর
যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ ঘটনা
হইবে। যিনি সমুচিত সময়ে মহাজ্ঞা
পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই
বিরাটরাজের সহিত আপনাদিগের সমাগম
হইবে। যে কাশীশ্বর পাণ্ডবগণের যোদ্ধ-

পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই
মহারথ কাশীপতির সাহায্যে আপনাদিগের
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত
হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ আশীষিমের ত্রায়
বিষমস্পর্শ ও সমরে দুর্জয় দ্রুপদশিশু-
দিগের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ
করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।
যিনি বীরত্বে বাসুদেবের তুল্য ও ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহে যুধিষ্ঠিরের সমান ; পাণ্ডবগণ সেই
অভিমন্যুর সাহায্যে আপনাদিগের সহিত
যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।
যিনি চেদিরাজ্যের অধীশ্বর, বীরত্বে অপ্র-
তিম ও সমরে দুঃসহ ; পাণ্ডবগণ সেই
মহাযশাঃ শিশুপালনন্দন ধ্বংসকর্তুর
সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করি-
বার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন। যিনি
অক্ষৌহিণীপরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের
সহিত মিলিত হইয়াছেন ; যিনি দেবগণের
অস্ত্রায় সহস্রলোচনের ত্রায় পাণ্ডব-
গণের সহায় ; পাণ্ডবগণ সেই বাসু-
দেবের সাহায্যে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ
করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হইয়াছেন।
এবং তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ
ও করকর্ষের সাহায্যে আপনাদিগের
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত
হইয়াছেন।

অদ্বিতীয় রথী জরাসন্ধনন্দন সহদেব ও
জয়ৎসেন যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিত আছেন।
মহাবলপরিবৃত মহাবল দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে
আত্মপ্রদানপূর্বক যুদ্ধার্থী হইয়া আছেন।
রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল ও প্রাচ্য পশ্চাত্য-

প্রভৃতি শত শত ভূপাতিকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আছেন ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

দ্বুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি ষাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে, তাঁহারা সকলেই মহেৎসাহসম্পন্ন ; তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু এক দিকে একাকী ভীমসেন ও অন্য দিকে ভূপতি সকল একত্র মিলিত হইলে তাঁহার তুল্যবল হইতে পারেন । যেমন পশুগণ ব্যাঘ্র ও সিংহ হইতে ভীত হয়, সেই রূপ আমি ক্ষমাগুণপরাঙ্কুশ ক্রোধপর বৃকোদর হইতে অধিকতর ভীত হইয়াছি । আমি তাহার ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাক্তি জাগ্রিত হইয়া থাকি । আমার সৈন্যের মধ্যে এমন এক জনও নয়নগোচর হয় না যে, শত্রুসমতেজাঃ মহাবাহু ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় । তাহার ক্ষমা নাই, বৈরভাবের শেষ নাই ও পরিহাস নাই । সে উন্নত ও কুটিলদৃষ্টি ; তাহার গর্জন ও বেগ অতি ভয়ঙ্কর ; তাহার উৎসাহ অতি দৃঢ় ও বল অতি প্রচণ্ড ; সে অবশ্যই দণ্ডপাণি যমের ন্যায় গদাধর হইয়া গুরুতর আগ্রহসহকারে আমার হতভাগ্য পুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে । আমি দিব্য চক্ষু সমুদ্রত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় তাহার অষ্টাশ্র লৌহময় স্তব্ধমণ্ডিত ভয়ঙ্কর গদা অবলোকন করিতেছি । যেমন বলবান্ সিংহ যুগযুগের মধ্যে বিচরণ করে, সেই রূপ ভীমসেন মদীয় সেনাগণের মধ্যে

শঙ্করণ করিবে । সেই বহুবোজী ক্রুর-বিক্রম বৃকোদর বাল্য কালেও বলপূর্বক আগার পুত্রগণকে আক্রমণ করিত । তৎকালে আমার পুত্রগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাতঙ্গমর্দিতের ন্যায় নিষ্পেষিত হইত । তাহার পরাক্রম স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে ; আমার পুত্রগণও তাহার বাহুবলে অর্জিত-মাত্র ভীত হইয়াছে । সেই ভীমবিক্রম ভীমসেনই এই স্তম্ভভেদের কারণ । আমি যেন সন্মুখে দেখিতেছি যে, ক্রোধোদ্দীপিত ভীমসেন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও সেনাগণকে গ্রাস করিতেছে । সে অস্ত্রশিক্ষায় দ্রোণ ও অর্জুনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায় এবং ক্রোধে জ্বলিতের ন্যায় ; কোন্ ব্যক্তি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিতে সমর্থ হয় ?

হে সঞ্জয় ! মনস্বী ভীমসেন যৌবল্য কালেই আগার পুত্রগণকে সংহার করে নাই, ইহাই আগার পরম লাভ । যে ভীম ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছিল, কোন সমুদ্র কি তাহার রণবেগ সহ্য করিতে পারে ? এক্ষণে আগার দুর্ভাগ্য পুত্রগণ তাহাকে ক্লেশিত করিতেছে ; অতএব এক্ষণকার ত কথাই নাই ; সে বাল্য কালেও কদাপি আমার বশীভূত হয় নাই ; সে এমন নির্ভুর ও কোপনস্বভাব যে, ভয় হইবে তথাপি নত হইবে না । সেই অপ্রতিম শৌর্য্যশালী তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, অর্জুন অপেক্ষাও প্রাদেশপরিমাণ দীর্ঘ, তুরঙ্গ অপেক্ষাও

বেগবান্, মাতঙ্গ অপেক্ষাও বলবান্ ও অস্পষ্টভাষী ভীমসেনের কুটিল দৃষ্টি ও ক্রুটিরচনা অবলোকন করিলে বোধ হয় যে, সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। বাল্য কালে ব্যাসদেবের নিকট উহার রূপ ও তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি যে, ক্ষমাহীন নিত্যক্রোধপরায়ণ ষোড়শপ্রধান ভীমসেন যুদ্ধে লৌহময় দণ্ডে রথ, হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বগণকে সংহার করিবে। আমি প্রথমে প্রতিকূলাচরণপূর্বক তাহাকে অবমানিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহার লৌহময়, সরল, স্থূল, সুপার্শ্ব, স্ববর্ণভূষিত, ঘোরনাদ, শতদ্বী গদার আঘাত সহ্য করিবে? আমার মন্দগতি পুত্রগণ অপার, অগাধ, শরের ন্যায় বেগসম্পন্ন, দুর্গম ও দুর্ববগাহ ভীমরূপ সমুদ্র পার হইতে অভিলাষী হইয়াছে। আমি উচ্চ স্বরে নিবারণ করি; তথাপি সেই পণ্ডিতস্বন্য বালকগণ তাহা শ্রবণ করে না। পশ্চাৎ যে কি বিপৎপাত হইবে, তাহারা অবগত হইতেছে না। যাহারা নররূপ অন্তকের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহারা বিধাতা কর্তৃক মৃত্যুর মুখে প্রেরিত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ কি প্রকারে ভীমনিশিগ্ধ চতুর্হস্ত ষড়স্ত্র ওজস্বল ছুঃসহ শৈক্যের বেগ সহ্য করিবে? সেই প্রজ্বলিত হতাশনসদৃশ ভীমসেন যখন ঘূর্ণমান গদাঘাতে হস্তিগণের মস্তক সমস্ত বিদীর্ণ করিবে; স্বকন্ধ্য পুনঃপুন পরিহেলন পূর্বক যখন উজ্জ্বল ত্যাগ করিবে; যখন

ভীষণ রবে বারগগণকে আক্রমণ করিবে এবং সেই সকল প্রমত্ত মাতঙ্গ প্রতিগর্জনপূর্বক তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে, সে যখন স্তম্ভনপথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবে, তখন কি আমার পুত্রগণ তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

যখন মহাবাহু ভীমসেন আমার সেনাগণকে উন্মূলনপূর্বক পথ প্রস্তুত করিয়া গদাহস্তে নৃত্য করিতে করিতে প্রলয়কাল উপস্থিত করিবে; যেমন মত্ত মাতঙ্গ কুসুমিত ক্রমরাজি বিমদিত করে, সেই রূপ বৃকোদর সংগ্রামে প্রবেশপূর্বক যখন আমার পুত্রগণের সেনাগণকে সংহার করিবে; যখন রথসমুদায় রথিহীন, সারথিবিহীন, অশ্বহীন ও ধ্বজহীন এবং রথী ও গজারোহীদিগকে উৎপীড়িত করিবে; যেমন জাহ্নবীবৈগ তীরজাত তরুগণকে ভগ্ন করে, সেই রূপ ভীমসেন যখন আমার পুত্রগণের সেনাসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে, তখন আমার পুত্র, ভৃত্য ও রাজগণকে ভীমভয়ে কাতর হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

মগধদেশের অধীশ্বর ধীমান্ জরাসন্ধ বল ও প্রতাপে অশ্ব ও ভূমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন; কুরুগণ ভীষ্মপ্রভাবে এবং অন্ধক বৃষ্টিগণ নীতিপ্রভাবে যে তাহার বশবর্তী হন নাই দৈবই তাহার কারণ। কিন্তু যে বীর রিক্ত হস্তে ও ব্যাসদেবের সাহায্যে বলপূর্বক সেই মহাবীর জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংহার

করিয়েছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বলকার্য্য
আর কি আছে । যেমন আশীবিষ দীর্ঘ-
কাল সঞ্চিত হলাহল পারিত্যাগ করে,
সেইরূপ বৃকোদর আগার পুঞ্জগণের প্রতি
বহু কাল সংকলিত তেজঃ প্রদর্শন করিবে ;
সন্দেহ নাই । যেমন বজ্রধর বজ্র দ্বারা
দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেই-
রূপ ভীমসেন গদাঘাতে আগার পুঞ্জগণকে
উন্মূলিত করিবে । আমি যেন নিরীক্ষণ
করিতেছি, দুর্বিষহ, দুর্দ্বার, তীত্রবেগ ও
অতিতাত্ত্বাক্ষ বৃকোদর আগমন করিতেছে ।
মহাবীর বৃকোদর যদি গদা, ধনুঃ, রথ ও
বর্ষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহুযুদ্ধ
করে, তাহা হইলেও কাহার সাধ্য তাহার
সম্মুখীন হয় ? আমার ঞ্চায় ভীষ্ম, দ্রোণা-
চার্য্য এবং কৃপাচার্য্য ও শ্রীমান্ ভীমসেনের
বীরত্ব অবগত আছেন । তথাপি তাঁহারা
আর্য্যভ্রতবোধে সমরে স্ব স্ব সংহার বিধানের
নিগিত আমার পুঞ্জগণের সেনাযুগ্মে অব-
স্থান করিবেন । আমি যখন পাণ্ডবগণের
জয়লাভ হইবে অবগত হইয়াও পুঞ্জগণকে
মিবারণ করিতেছি না, তখন পুরুষের
ভাগ্যই সর্ব্বতোভাবে প্রবল ; তাহার
সন্দেহ নাই । মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও
কৃপা চিরপ্রথিত স্বর্গগণ আশ্রয় করিয়া
পার্শ্বিক যশঃ রক্ষা পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ
করিবেন । আমার পুঞ্জগণের সহিত ইহা-
দিগের মেরুপ সম্পর্ক, পাণ্ডবগণের সহিতও
সেইরূপ । পাণ্ডব ও ধর্ম্মরাত্রি উভয়েই
ভীষ্মের পৌত্র ; উভয়েই দ্রোণ ও কৃপা-
চার্য্যের শিষ্য ; তন্মধ্যে এই স্বর্গরাজ্যকে

যৎকিঞ্চিৎ অতীর্ক আশ্রয় প্রদত্ত হইয়াছে ;
ইহারা অবশ্যই তাহার নিজস্ব করিবেন ।
শত্রু-গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ
করা স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের সাতিশয়
শ্রেয়স্কর । ইহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে
গমন করিবেন, এক্ষণে আমি কেবল
তীহাদিগের নিগিত শোকাকুল হইতেছি ।
বিদুর যে ভয়ের বিষয় উচ্চস্বরে ব্যক্ত
করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় সমুপস্থিত
হইয়াছে ।

আমার বোধ হয়, জ্ঞান দুঃখকে বিনাশ
করিতে পারে না ; প্রতু্যত অধিকতর দুঃখ
হইলে জ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া থাকে । মৃত
ব্যক্তির যে দুঃখের দশায় অধীর হইয়া
উঠে, তাহা বিচিত্র নহে ; লোকসংগ্রহদর্শী
জীবন্মুক্ত ঋষিগণও স্ত্রণের সময়ে স্ত্রুং ও
দুঃখের সময় দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন ।
অতএব আমি কি এই অবশ্যজ্ঞাবী পুত্র,
পৌত্র, কলত্র, মিত্র ও রাজ্যের উন্মূলন
সহ করিতে পারি ? আমি নিপুণরূপে
চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, কৌরবগণ
কালগ্রাসে নিপতিত হইবে, তাহার সন্দেহ
নাই ; কেন না, দ্যুতক্রীড়া অবধিতাহা-
দিগেরই পাপাচরণ প্রকাশিত হইতেছে ।
ঐশ্বর্য্যলুপ্ত মন্দমতি দুর্ব্বোধনের লোভে
এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে । এই দ্রুতগামী
কাল চক্রনেমির ঞ্চায় পর্য্যায়ক্রমে ক্রমে
ক্রমে গমনাগমন করিতেছে ; কেহই
ইহার হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ
হয় নী ।

হা ! আমি কি করিব ! কি প্রকার

কার্যের অনুষ্ঠান কারব ! কোথায় বা গমন করিব ! এই হতভাগ্য কৌরবগণ অবশ্যই কালকবলো কবলিত হইবে। শত পুত্র বিনাশ হইলে আমি অবশ্য হইয়া কি প্রকারে স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিব। অতএব মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করুন। যেমন প্রজ্বলিত ছত্ৰাশন নিদাঘ কালে বায়ুর স্নাহায্যে কক্ষরাশি দাহ করে; সেইরূপ গদাহস্ত ভীষ্মেন অর্জুনের সহিত নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে সংহার করিবে।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে সঞ্জয় ! যাঁহার যোদ্ধা ধনঞ্জয় ; যাঁহার সিংহা বাক্য কখন কাহারও প্রত্যা-গোচর হয় নাই ; ত্রৈলোক্যও সেই পাণ্ডব-রাজ" দুর্ধৃতির হস্তগত হইবে। নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন লোক দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি রথারোহণপূর্বক গাণ্ডীবধনু আর যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যখন ধনঞ্জয় কর্ণ, নানীক প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তখন কেহই তাহার অভিযুখীন হইবে না। যদি বহুসমরজয়ী দ্রোণ ও কর্ণ তাহার যুদ্ধে গমন করেন, তাহা হইলে অন্যান্য লোক জয় পরাজয় বিষয়ে সন্দেহান হইতে পারে ; কিন্তু আমার মতে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই ; কেন না, কর্ণ কারুণ্যরসবশতঃ প্রমাদী ; দ্রোণাচার্য্য স্ববির ও উভয় পক্ষেরই আচার্য্য ; ওদিকে পার্থ সমর্থ, বলবান, দৃঢ়ধর্ম ও অক্লান্ত-পরাক্রম। ইহারা সক-লেই অপরাজিত, সকলেই অস্ত্রবেত্তা,

সকলেই শৌর্য্যশালী ও সকলেই লক্ষ-প্রতিষ্ঠ এবং সকলেই দেবাধিপত্য পরি-ত্যাগ করিতে পারেন ; তথাপি জয় পরি-ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না ; অতএব তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইলে, হয় দ্রোণ ও কর্ণের, না হয় ধনঞ্জয়ের বধ ব্যতিরেকে সে যুদ্ধের অবগান হইবে না ; কিন্তু ধন-ঞ্জয়কে জয় বা বধ করিতে সমর্থ হয় এমন কেহই নাই। আর যে ব্যক্তি মন্দকারীর বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কি প্রকা-রেই বা তাহার ক্রোধ শাস্তি হইবে ? অন্যান্য অস্ত্রবেত্তারা জয়লাভ করেন এবং পরাজিতও হইয়া থাকেন ; কিন্তু ধনঞ্জয়ের কেবল জয়লাভই শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্তিংশং বৎসর ছত্রা-শনের ভূপ্তিসাধন কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন ও তমিষন্ধন সমুদায় দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা কখনই অর্জু-নের পরাজয় শ্রবণ করি নাই। সমশীল ও সমাচারসম্পন্ন হৃষীকেশ সংগ্রাম-সময়ে যাঁহার সারথি, তাঁহার জয়লাভ দেবরাজের জয়লাভের ন্যায় অনিবার্য্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই ; শ্রবণ করিয়াছি, এক রথে দুই কৃষ্ণ ও অধিগুণ গাণ্ডীব ধনুঃ এই তিন তেজঃ একত্র গিলিত হইয়াছে। তাদৃশ রথী, তাদৃশ সারথি ও তাদৃশ ধনুঃ যে আর কুত্রাপি বিद्यমান নাই ; ইহা দুর্ঘোষনের বশবর্তী মন্দমতির্য্য অবগত নহে। প্রজ্ব-লিত বজ্র মস্তকে নিপতিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া যায় ; কিন্তু অর্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসকল কোনক্রমেই নিঃশেষিত

হয় না । হে সঞ্জয় ! আমি যেন দেখিতেছি, মহাবীর ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপ, শরাঘাত ও শরবৃষ্টি দ্বারা সৈন্যগণের শরীর হইতে মস্তকগুলি পৃথক্ করিতেছে ; তাহার গাণ্ডীবসমুখিত বাণময় প্রদীপ্ত তেজঃ আমার সেনাগণকে দক্ষ করিতেছে এবং তাহারা সব্যসার্চীর ব্রথনিনাদে ভয়বিহ্বল হইয়া ছিন্নভিন্ন হইতেছে । যেমন সগীরসক্ষু-
কিত ছতাশন ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণপূর্বক প্রচুর কক্ষ দাহ করে ; সেইরূপ সেই তেজঃ আগার পুঞ্জগণকে ভস্মাবশেষ করিবে ! যখন অস্ত্রবিশারদ কিরীটী নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিবেন, তখন তাহা বিধিস্বষ্ট সর্বসংহর্তা অন্তকের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে ! যখন আমি গৃহে অবস্থিতি করিয়া বারংবার শ্রবণ করিব যে, কৌরব-
গণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়িত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইবে ভরতকুলের বিনাশ কাল সমুপস্থিত হইয়াছে ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে সঞ্জয় ! জয়লাভোৎসুক পাণ্ডবগণ যেরূপ পরাক্রান্ত, তাঁহাদের অগ্রসর যোদ্ধৃগণও সেইরূপ আত্মপ্রদানে কৃত-
নিশ্চয় ও সমুৎসুক হইয়াছেন । তুমিই সেই পরাক্রান্ত পাঞ্চাল, কেকয়, মগধ ও বৎসরাজ্যগণের কথা নিবেদন করিয়াছ । যিনি ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রের সহিত এই সমুদয় ডুবন বশীভূত করিতে পারেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জয়ের নিমিত্ত সমানীত হইয়াছেন । যে শিনি-

রাজ সাত্যকি অর্জুনের নিকট অচিরকাল-
মধ্যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন ; তিনি বীজবপনের ন্যায় শরবর্ষণ করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবেন । ক্রুরকর্মা মহারণ পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন আগাদের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন ।

হে বৎস ! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রম হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি । মানবেন্দ্র পাণ্ডবগণ অলৌকিক অস্ত্ররূপ জাল বিস্তীর্ণ করিয়াছে ; বোধ হয় আমার সৈন্যগণ তাহাতে নিপতিত হইলে কদাচ উদ্ধীর্ণ হইতে পারিবে না ; এই নিমিত্তই আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছি, যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, শ্রীমান্, ব্রহ্মতেজে তেজস্বী, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, ধর্ম্মাত্মা এবং সমরো-
দ্ভূত মহারণ মহাবীর মিত্র, অমাত্য, ভ্রাতা ও শশুরগণে পরিবৃত, ধৈর্য্যশীল, গুণবান্, দয়ালু, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ, অব্যর্থ-
পরাক্রম, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বুদ্ধসেবী এবং জিতেন্দ্রিয় ; এই সর্বগুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত ছতাশন স্বরূপ ; কোন মুমূর্ষু অচেতন ব্যক্তি এই অনিবার্য্য ছতাশনে পতঙ্গবৃষ্টি অবলম্বন করিবে ? আমি অগ্নিসমানধর্ম্মা ধর্ম্মরাজের সহিত কপট ব্যবহার করিয়াছি ; এনিমিত্ত তিনি যুদ্ধে অবশ্যই আমার হতভাগ্য পুঞ্জগণকে সংহার করিবেন ।

অতএব হে কুরুগণ ! তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই শ্রেয়স্কর ; যুদ্ধ করিলে সমস্ত কুল নিমূলিত হইবে, তাহার

সন্দেহ নাই। আমার বুদ্ধির সীমা এই পর্য্যন্ত ; এইরূপ করিলেই আমার অন্তঃ-
করণ নিরুদ্বেগ হয় ; ইহা যদি তোমাদের
অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা
সন্ধির নিমিত্ত যত্নশীল হই ; নতুবা আমরা
যৎপরোনাস্তি পরিক্রিষ্ট হইলেও যুদ্ধাভি-
আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি
স্বধর্ম্মানুসারে আমাদেই এই সমস্ত
ঘটনার কারণ বলিয়া নিন্দা করিয়া
থাকেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি
যে প্রকার কহিতেছেন, তাহা যথার্থ ;
ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে গাণ্ডীব দ্বারা মৃত্যুগ্রাসে
নিপতিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।
কিন্তু আপনি যে সব্যসাচীর বল বিক্রম
অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত পুত্রগণের
বিশবর্তী হইয়াছিলেন তাহা জানি না।
আপনিই প্রথমে পাণ্ডবগণকে প্রতারিত
করিয়াছেন ; তবে এক্ষণে যে আপনার
এপ্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে, বোধ
হয় ইহা চিরকাল থাকিবে না। যিনি
সুহৃৎ, সম্যক সাবধানচিত্ত ও হিতকারী,
তিনি যথার্থ পিতা ; কিন্তু যিনি অনিষ্টা-
চরণপরায়াণ, তিনি পিতা বলিয়া গণ্য
হইতে পারেন না। মহারাজ ! দ্যুতকালে
এই জয় হইল, এই লাভ হইল, এই পাণ্ডব
গণ পরাজিত হইল, এই সকল কথা শ্রবণ
করিয়া আপনি বালকের ন্যায় আহলাদিত
হইতেন এবং পাণ্ডবগণ পরুষ বাক্যে

তিরস্কৃত হইলে, আপনি উপেক্ষা করিয়া-
ছিলেন। পশ্চাৎ যে তাঁহারা সমস্ত রাজ্য
হস্তগত করিবেন, ইহা আপনি জানিতে
পারিতেছেন না। কেবল কুরু ও জাঙ্গল
দেশ আপনার পৈতৃক রাজ্য ; মহাবীর
পাণ্ডবগণ তদ্বিন্ন অখিল ভূমণ্ডল স্বভূজ-
বীর্য্যে উপার্জন করিয়া আপনাকে অর্পণ
করিয়াছেন ; আপনি তৎসমুদায় রাজ্য
স্বোপার্জিত বলিয়া ভোগ করিতেছেন।

মহারাজ ! আপনার পুত্রগণ গন্ধর্ব্ব-
রাজের হস্তে নিপতিত হইয়া অপার বিপদ-
সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন ; পার্থই তাঁহা-
দিগকে উদ্ধার করেন। যখন পাণ্ডবগণ
দ্যুতে পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিতে
ছিলেন ; তখন আপনি বালকের ন্যায়
পুনঃপুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ;
জীবজন্তুর কথা দূরে থাকুক, ধনজয় নিশিত
শরসমূহ বর্ষণ করিলে সমুদ্র ও শুষ্ক হইয়া
যায়। তিনি সমুদায় ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ;
গাণ্ডীব সকল শরাসেনের প্রধান ; কৃষ্ণ
সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ ; সুদর্শন সকল চক্রের
উৎকৃষ্ট ও দীপ্যমান, বানরকেতু নিখিল
কেতুর মধ্যে প্রসিদ্ধ ; এই গুলি সেই
শ্বেতবরুণাঙ্গলী স্তম্ভনে একত্র হইলে
উত্তম কালচক্রের ন্যায় সেই রথ আপনার
সমুদায়ই নিঃশেষিত করিবে। ভীম ও
অর্জুন যাহার যোদ্ধা, তিনি অতী এই
অংগু ধনামণ্ডল অধিকার করিতে পারেন।
দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবগণ আপনার
সেনাগণকে ভীম কর্তৃক নিহতপ্রায় অব-
লোকন করিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদিগের অনুগামী ভূপতিগণ ভীম ও অৰ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ জয় লাভ করিতে পারিবেন না।

হে রাজন্ ! পাণ্ডাল, কেকয়, শাল্বেয় ও শূরসেনগণ ধীমান্ পার্থের পরাক্রম অবগত হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছে; তাহারা এক্ষণে আর আপনাকে উপাসনা করিতেছে না; প্রত্যাগত অবজ্ঞাই করিতেছে আর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের বিরোধী হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি ও বিচুর দ্যুতক্রীড়া-সময়েই কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডা দুৰ্য্যোধন অবধ্য ধার্মিকবর পাণ্ডবগণকে অন্যায় কৰ্ম্ম দ্বারা ক্লেশ প্রদান ও দ্বেষ করিতেছে; অতএব তাহাকে ও তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগকে সর্বপ্রকার উপায় দ্বারা শাসন করা উচিত; কিন্তু তখন তাহা না করিয়া এক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিলাপ করা নিরর্থক।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুৰ্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ ! ভীত হইবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্ত শোক করিবেন না; আমরা শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব। হে পিতা! যখন শ্রবণ করিলেন, পররাষ্ট্রবিমর্দী সেনাগণ-সমভিব্যাহারে মধুসূদন এবং কেকয়, ধৃষ্টকেশু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য অনুযাযিবর্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অনতিদূর হইতে

বনবাসী পাণ্ডবগণের সমীপে সমাগত হইয়া কুরুগণের সহিত আপমার কুৎসা ও অজিনধারী যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছে; এবং আপনাকে সম্মান সন্ততির সহিত উচ্ছিন্ন করিবার অভিলাষে রাজ্য প্রত্যাহরণ করা কর্তব্য বলিয়া তাঁহাকে অনু-রোধ করিতেছে; তখন আমি জ্ঞাতকর্য-ভয়ে ভীত হইয়া ভীম, দ্রোণ ও কৃপা-চার্য্যকে কহিলাম যে, যখন বামদেব আমাদিগের সমুচ্ছেদে সমুৎসুক হইয়াছেন, তখন বোধ হয় পাণ্ডবগণ অবশ্যই সমর-সময়ে অংশুমান করিবেন। কেবল বিচুর ও কুরুবৃদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রভিন্ন আপনাদের সকলকেই তাঁহার হস্তে ধ্বস্ত হইতে হইবে। তিনি আমাদিগের সর্বোচ্ছেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে একাধিপত্য প্রদান করিবেন। অতএব প্রণিপাত, পলায়ন আর শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ কন্নিয়া প্রাণ পরিত্যাগ, এক্ষণে ইহার মধ্যে কি করা কর্তব্য? প্রতিযুদ্ধ করিলে আমাদিগেরই নিয়ত পরাজয় হইবে; কারণ সমুদায় ভূপতিই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী; কিন্তু আমার প্রতি রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই বিরক্ত ও সকল মিত্র কুপিত হইয়াছে; এবং সকল ভূপতি ও আত্মীয়গণ আমাকে দিকৃত করিতেছেন। প্রণিপাত করিলে দোষ নাই; চিরকালের নিমিত্ত সন্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমি কেবল আপনার নিমিত্তই শোক করিতেছি; আপনি আমার নিমিত্ত দুঃসহ দুঃখ ও অশেষ রো-প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র

পুত্রগণ শত্রুগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই সকল মহারথ শত্রু পাণ্ডবগণ যে অমাত্যসহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদ-পূর্বক বৈরনির্যাতন করিবে, ইহা আপনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্বেই অবগত হইয়াছেন ।

হে তাত ! দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্ব-খামা আমাকে এবাষ্মি চিন্তাদিকাতর অবলোকন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্ ! আরাতিগণের অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ক্রোধে ভীত হইবেন না । আমরা সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে, তাহারা কোন ক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইবে না । আমা-দের প্রত্যেক ব্যক্তি শত্রুপক্ষের সমুদায় পার্শ্ববকে পরাভূত করিতে পারেন । অতএব সকলে চল, নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগের দৰ্প চূর্ণ করি । পূর্বে পিতা-মহা ভীষ্ম পিতার নিধনে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী এক রূপে সমস্ত ভূপতিকে পরাজিত ও তাহাদিগের ভূরি ভূরি ব্যক্তিকে নিহত করিলে, অবশিষ্ট রাজারা ভীতিবশতঃ এই দেবব্রতের শরণাপন্ন হইয়া-ছিলেন ; সেই সুসমর্থ মহাপুরুষ যুদ্ধ করি-বার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ; অতএব শত্রুজয়ের নিমিত্ত ভয় পরিত্যাগ করুন” । হে পিতঃ ! এই অমিততেজাঃ বীরগণ তৎকাল অবধিই এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন ।

এই সমস্ত পৃথিবী পূর্বে শত্রুগণের বশীভূত ছিল বটে ; কিন্তু এক্ষণে তাহারা সমরে আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ

হইবে না ; কেন না, শত্রুগণ নিস্তেজ ও তাহাদিগের সহায়গণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; এ দিকে পৃথিবী আমার হস্তগত আছে ; এবং আমি যে সকল ভূপতিকে আনয়ন করি-য়াছি, তাহারা আমার নিমিত্ত অগ্নি বা সমুদ্রেও প্রবেশ করিতে পারাঙ্কুশ নন । আমার সুখই তাহাদিগের সুখ ও আমার দুঃখই তাহাদিগের দুঃখ ; ইংরা আপ-নাকে দুঃখিত ও ভীত হইয়া শত্রুগণের প্রশংসা-সহকারে বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতেছেন । ইহাদিগের এক এক জন পাণ্ডবগণের সমকক্ষ । মহারাজ ! সকলেই আপনি আপনাকে অবগত আছেন ; অতএব আপনি উপস্থিত ভয় পরিত্যাগ করুন ।

মহারাজ ! অন্যের কথা কি কহিব, দেবরাজ ও আমার সমগ্র সেনাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না ; স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও হনন করিতে পারেন না । যুধিষ্ঠির আমার সৈন্য ও প্রভাব অবলোকন করিয়া এরূপ ভীত হইয়াছে যে, নগর পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছে । আপনি আমার সমুদয় প্রভাব অবগত হন নাই ; এই নিমিত্তই বৃকোদরকে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন, কিন্তু তাহা আপনার ভ্রান্তিমাত্র । পৃথিবীতে গদাযুদ্ধে আমার সমান এক্ষণে কেহই নাই ; আর হয় নাই ও হইবেও না । আমি একাগ্রতা ও অতি দুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করিয়া বিচার পার প্রাপ্ত হইয়াছি ; অত-এব আপনি এক্ষণে ভীম বা অন্যান্য ব্যক্তি

হইতে ভীত হইবেন না। আমি যখন বলদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতাম, তখন তাঁহার এই নিশ্চয় হইয়াছিল যে, গদাঘাতে দুৰ্য্যোধনের সমান কেহই নাই; তিনি সামান্য লোক নন; পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ আর নয়নগোচর হয় না। ভীমসেন কদাপি আমার গদাপ্রহার সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি ভীমসেনকে ক্রোধপূৰ্ব্বক একটি আঘাত করিব; তাহাতেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমনসদনে গমন করিতে হইবে। আগার বহু দিনের মনোরথ এই যে, এক ষার বৃকোদরকে গদাধর অবলোকন কারব। আমি বৃকোদরকে গদাঘাত করিলে, সে বিশ্ৰীর্ণগাত্র ও গতজীবন হইয়া ধরাতে নিপতিত হইবে।* অশ্বের কথা কি কহিব, আমার গদার এক আঘাতে হিমা-লয় পৰ্ব্বতও শতধারা সহস্রধারা বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৃকোদর, বাসুদেব ও অৰ্জুনও ইহা অবগত আছে যে, গদাযুদ্ধে দুৰ্য্যোধনের সদৃশ দ্বিতীয়* ব্যক্তি নাই। অতএব আপনার ভীমভয় দূরীভূত হউক; আপনি বিমনাঃ হইবেন না; আমি তাহাকে ব্যাপাদিত করিব; তাহার সন্দেহ নাই। আমি ভীমসেনকে বিনষ্ট করিলে পর, অন্যান্য তুল্যরূপ অথবা উৎকৃষ্ট রথসমূহ ধনঞ্জয়কে দূরে নিক্ষেপ করিবে।

হে তাত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্ব-খ্যামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবাঃ, প্রাগ্জ্যোতিষাধীশ্বর শল্য ও সিজুরাজ জয়দ্রথ, ইহাদের এক এক জন পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে

সমর্থ; একত্র মিলিত হইলে ত ক্ৰণমাত্রেই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন। ভূপতিগণের সমগ্র সেনা যে একাকী ধন-ঞ্জয়কে জয় করিতে অসমর্থ হইবে, তাহার কোন কারণ নাই।

সে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বখ্যামা ও কৃপের শরজালেই কালকন্ডে প্রবিষ্ট হইবে। ব্রহ্মসিঁদৃশ পিতামহ গঙ্গার গর্ভে শান্তমুর ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; দেব-গণও ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ; কেহ ইহার সংহারকর্তা নাই; ইহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা না করিলে, তোমার মৃত্যু হইবে না। দ্রোণাচার্য্যও ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজের* ঔরসে দ্রোণীগণ্ডে উৎপন্ন হইয়াছেন। পরমাত্ত্ববিৎ অশ্বখ্যামা ইহারই পুত্র এবং আচার্য্যপ্রধান কৃপাচার্য্যও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্বত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয়, ইনিও অবধ্য। ষাঁহার পিতা, মাতা ও মাতুল তিন জনই অযোনিজ, সেই শৌর্য্যশালী অশ্বখ্যামা আগার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল দেব-কল্প মহারথগণ সগরে দেবরাজকেও ব্যধিত করিতে পারেন। ধনঞ্জয় ইহা-দিগের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-তেও সমর্থ নয়। তাঁহার* একত্র হইয়া ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিবেন।

কর্ণ একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের সমান; ইনি যখন পরশুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত* অনুমতি প্রার্থনা করেন, তিনি তখন তুমি

আমার সম্মান হইয়াছে বলিয়া ইঁহাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবরাজ শচীর নিমিত্ত এই মহাবীরের নিকট সহজাত রুচির কুণ্ডলবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইনি অতিভীষণ অমোঘ শক্তি দ্বারা ধনু্যকে আক্রমণ করিলে, সে কি আর জীবিত থাকিতে পারিবে ? •

“ হে রাজন্ ! করতলযন্তু ফলের আয় বিজয় আমার হস্তগত ও শত্রুগণের পরাজয় অভিব্যক্ত হইয়া আছে ; কেন না, এই ভীষ্ম এক দিনে অত বীরকে বিনষ্ট করেন ; মহাধর্মুর্ধ্বর জেগে, অশ্বখামা এবং কৃপও ইঁহার সমান ; এবং সংসপ্তক ক্ষত্রিয়গণ সামান্য বীর নয়। সব্যসাচীকে বধ করিবার নিমিত্ত যে সকল ভূপতি আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে এক বার এসন সংশয় হয় না যে, হয় আমরা অর্জুনকে সংহার করিব, না হয়, অর্জুন আমাদের সংহার করিবে। দলতঃ তাঁহারা তাহাকে বধ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন। তথাপি আপনি পাণ্ডবগণের ভয়ে কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছেন ? ভীমসেন নিহত হইলে, আর কে যুদ্ধ করিবে ? যদি আপনি তাঁহাদের আর কাহাকেও অবগত থাকেন, বলুন। যুধিষ্ঠিরা দি পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদিগের সার যোদ্ধা ; কিন্তু ঐ সকল যোদ্ধা অপেক্ষা আমাদের যোদ্ধা ভীষ্ম, জেগে, কৃপ, অশ্বখামা, বৈকর্তন, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগজ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবস্ত্যপতি জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুঃসহ,

দ্রুম্যুথ, শ্রুতায়ুঃ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভুরিপ্রবাঃ ও আপনার আত্মজ বিকর্ণ ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। তন্মিমা আমি একাদশ অকৌহিণী আহরণ করিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাদিগের সপ্ত অকৌহিণী ভিন্ন আর কিছু নাই ; অতএব কি নিমিত্ত আমাদের পরাজয় হইবে ? বৃহস্পতি কহিয়াছেন, আপনার বল শত্রুবল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার সেনাও শত্রুসেনা অপেক্ষা তিন গুণ অধিক এবং তাঁহাদিগের সেনার মধ্যে বহু ব্যক্তিই নির্ভণ। কিন্তু আমার সেনা বহুগুণ ও বহুগুণসম্পন্ন। হে তাত ! আপনি আমার এই প্রকার বলাধিক্য ও পাণ্ডবগণের ন্যূনতা অবগত হইলেন ; এক্ষণে মোহাবিন্ট হওয়া কোন ক্রমেই আপনার উচিত নয়।

পরপুরুষ দুর্ব্যোধন পিতাকে এই প্রকার কহিয়া ও পাণ্ডবগণের রক্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়া সজ্জকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপাঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্ব্যোধন কহিলেন, হে সজ্জ ! যুধিষ্ঠির ও অত্যাশ্র রাজগণ সাত অকৌহিণী-মাত্র লাভ করিয়াই কি যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে ?

সজ্জ কহিলেন, হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন ; ভীম, অর্জুন, নকুল এবং

মহদেবও ভয় প্রাপ্ত হন নাই। ধনঞ্জয় অস্ত্রপ্রয়োজক গজ্জ সকল পরীক্ষা করিবার অভিলাষে দিব্য রথ সংযোজনা করিয়া দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছেন। আমি সেই বর্ষিতাঙ্গ ধনঞ্জয়কে সৌদামনৌ সমুদ্ভাসিত জলদেব ন্যায় অবলোকন করিলাম। তিনি গাঢ়তর চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! আমরা যে জয় লাভ করিব, এই তাহার পূর্ব লক্ষণ, দেখ”। তিনি যেরূপ কহিলেন, আমি তাহা বাস্তবিক বোধ করিলাম।

চর্যোদধন কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমিত অপরাঞ্জিত পাণ্ডবগণের অভিনন্দন পূর্বক প্রশংসাই করিয়া থাক ; বল দেখি, অর্জুনের রথের অঙ্গগণ কি প্রকার ? ধ্বজ সকলই বা কিরূপ ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! বিশ্বকর্মা, পুরন্দর ও প্রজাপতি মহাগুল্য ও লঘুতর বহুবিশ আকৃতি কল্পনা করিয়া সেই ধ্বজ চিত্রিত করিয়াছেন এবং গারুতম্রত হনুমান্ ভৌমসেনের অনুরোধে সেই ধ্বজে আত্মপ্রতিকৃতি আরোপিত করিবেন। সেই ধ্বজ ত্রির্ভুজ ও উর্দ্ধ দিকে এক যোজন আবৃত করে ; এবং বিশ্বকর্মা তাহাতে এরূপ মায়া প্রকটিত করিয়াছেন যে, তাহা বৃক্ষে নিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সংস্কৃত হয় না। আকাশে যেমন নানাবর্ণ ইন্দ্রধনুঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহা কি পদার্থ কিছুই জানি না ; বিশ্বকর্মার নির্মিত ধ্বজেও সেই রূপ বহুবিশ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যেমন ধূম আকাশে উথিত ও রুদ্ধ হইলে

তেজ দ্বারা বহুবিশ স্প্রশোভিত হয়, বিশ্বকর্মান্বিনির্মিত ধ্বজও সেই রূপ ; কিন্তু ইহার ভারও নাই ; অবরোধও নাই। চিত্ররথ তাহাকে যে দিব্য রথ ও বায়ুসদৃশ বেগবান্ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ সকল প্রদান করিয়াছেন, কি পৃথিবী কি অন্তরীক্ষ কি স্বর্গ কুত্রাপি সেই রথ বা অশ্বসমূহের গতি রোধ হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথে যৈ শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ডকলেবর সর্বার্যের অনুরূপ শত অশ্ব সংযোজিত আছে, তাহাদের যত বিনষ্ট হউক, শত সংখ্যা পূর্ণ থাকিবে ; তাহার সন্দেহ নাই। ভৌমসেনের রথে যে সকল অশ্ব স্প্রশোভিত আছে, তাহারা সপ্তর্ষির ন্যায় তেজস্বী ও বায়ুতুল্য বেগবান্ ; তাহাদের পৃষ্ঠদেশে তিত্তির পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ এবং অন্যান্য অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। ধনঞ্জয় প্রীত হইয়া ভৌমসেনকে ঐ সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের অশ্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও অগ্নান্ন্যভাব অন্য অশ্ব সকল মহদেবকে এবং ইন্দ্রদত্ত তুরঙ্গগণ নকুলকে বহন করে। বয়স ও বিক্রমে বায়ুগমান বলবান্ ও বেগবান্ ইন্দ্রাশ্বের তুল্য মহাজব ও বিচিত্ররূপ দেবদত্ত অশ্বগণ দ্রৌপদেয় ও সৌভদ্রপ্রভৃতি কুগারগণকে বহন করিয়া থাকে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ আগাদিগের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত

কোনসকল বীর সমাগত হইয়াছে, অবলোকন করিলে ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! দেখিলাম, রথি ও অন্ধকবংশের প্রধান বায়ুদেব ও চেকিতান আগমন করিয়াছেন ; সুবিখ্যাত মহারথ পুরুষমানী যুযুধান ও সাত্যকি উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ অকৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন ; পাণ্ডুরাজ দ্রুপদ সত্যজিৎ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পুত্রগণ এবং অকৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্যের শরীর আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের মান বর্দ্ধনপূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন ; পৃথিবীপাল বিরাট শঙ্খ ও উত্তর প্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতৃগণ এবং এক অকৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে অজ্ঞাতশত্রুকে আশ্রয় করিয়াছেন । পৃথক্ পৃথক্ অকৌহিণীপরিবৃত মগধরাজ জরাসন্ধনন্দন ও চৌদরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের অন্তর্গত হইয়াছেন । লোহিত ধ্বজ কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা অকৌহিণী লইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

মানুষ, দৈব, গাক্ষর ও আশ্বর ব্যূহবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাগণের অগ্রে অবস্থান করিবেন । শান্তনুন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন ; বিরাটরাজ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধগণের সহিত সেই শিখণ্ডীর সাহায্য করিবেন । বলবান্ মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন ; কেহ কেহ এই ব্যবস্থা অসদৃশ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । দুর্যোধান

ধন তাঁহার শত ভ্রাতা এবং প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য বীরগণ ভীমসেনের অংশে কল্পিত হইয়াছেন । কর্ণ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতি যত শূরাভিমানী অজেয় বীরপুরুষ আছেন, ধনঞ্জয় তাঁহাদের সমুদায়কেই আপনার অংশে কল্পনা করিয়াছেন । মহাধনুর্ধর কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা কৈকেয়গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধ করিবেন । মালব ও শাল্যকগণ এবং সংসপ্তক বলিয়া বিখ্যাত ত্রিগর্তদেশীয় বীরবর তাঁহাদিগের অংশে কল্পিত হইয়াছেন । দুর্যোধান ও দুর্যোধানের পুত্রগণ এবং রাজা বৃহদল স্তব্ধদ্রোণনন্দনের অংশে পতিত হইয়াছেন । সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্ধর দ্রৌপদেয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিবেন । চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুৎসুক হইয়াছেন । যুযুধান ভোজরাজ কৃতবর্মার সহিত সংগ্রাম করিবেন । ইন্দ্রসম যোদ্ধা সহদেব স্বয়ং আপনার আলক শকুনির সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন ! কৈতব্য উলুক ও সারস্বতগণ নকুলের ভাগে পরিকল্পিত হইয়াছেন । এতদ্ভিন্ন আর যে সকল রাজা যুদ্ধে গমন করিবেন, তাঁহাদিগের নাম নির্দেশপূর্বক স্ব স্ব অংশে কল্পনা করিয়াছেন । ইহাদিগের সেনাগণ এবম্প্রকার ভাগানুসারে বিভক্ত হইয়াছে । এক্ষণে আপনার ও যুবরাজদিগের যাহা কর্তব্য, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করুন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার

দ্যুতপরায়ণ বাসনাশক্ত যুগ্মমতি পুত্রগণ
রণক্ষেত্রে বলবান্ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ
ঘটনা হইলে কখনই জীবিত থাকিবে না।
যেমন পতঙ্গগণ পাবে প্রবেশ করে,
সেই রূপ সমুদায় ভূপালগণ কালধর্ম
কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবিষ্ট
হইবে। আমার সেনাগণ কৃতবৈর পাণ্ডব-
গণের যুদ্ধে পলায়ন করিলে, কে তাহাদের
পশ্চাৎ গমন করিবে? পাণ্ডবগণ সকলেই
অতিরথ, শৌর্যশালী, কীর্তিমান্, প্রতাপ-
বান্, সূর্য ও পাবকের ন্যায় তেজস্বী এবং
সমরবিজয়ী। যুধিষ্ঠির যাহাদিগের নেতা,
মধুসূদন রক্ষাকর্তা এবং অর্জুন, ভীম,
নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাহার ভ্রাতৃগণ,
সাত্যকি, দ্রুপদ, দুর্জয় যুধামন্যু, শিখণ্ডী,
ক্ষত্রদেব, বিরাটনন্দন উত্তর, এবং বক্র,
কাশী, চেদী, মৎস্য, স্রঙ্গয়, পাঞ্চাল ও প্রভ-
দ্রকগণ যাহাদিগের যোদ্ধা, দেবরাজ ও
যাঁহাদিগের অধিকৃত পৃথিবী হরণ করিতে
সমর্থ হন না; এবং যাঁহারা অনায়াসে
পর্বতশ্রেণীও বিদীর্ণ করিতে পারেন,
আমার দুর্ভাগ্য পুত্রগণ সেই সর্বগুণসম্পন্ন
অলৌকিক প্রতাপশালী পাণ্ডবগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

দুর্যোধন কহিলেন, তাত! পাণ্ডব ও
কৌরব উভয় পক্ষই এক জাতীয় এবং
উভয় পক্ষই মনুষ্য; তবে আপনি কি
নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবগণেরই জয়লাভ
আশঙ্কা করিতেছেন? পাণ্ডবগণের কথা
দূরে থাকুক, দেবরাজ সমস্ত দেবগণের
সহিত মিলিত হইয়াও ভীম, দ্রোণ, কৃপ,

দুর্জয় কর্ণ, জয়দ্রথ, সৌমদত্ত ও অন্যান্য,
এই সমস্ত মহাধনুর্ধর মহাতেজাঃ বীরগণকে
জয় করিতে সমর্থ নহেন। শৌর্যশালী
আর্য্য ভূমিপালগণ আগার নিমিত্ত শস্ত্র
গ্রহণ করিলে অবশ্যই পাণ্ডবগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। পাণ্ডবেরা
আমার সৈন্যগণকে প্রতিবীক্ষণ করিতে
সমর্থ হইবে না। প্রহৃত আগি স্বপ্রভাবৈ
তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব! আগার
শ্রিয়চিকীর্ষু পার্শ্ববগণই তাহাদিগকে রুদ্ধ
করিবে। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ আমার
প্রকাণ্ড রথদণ্ড ও শরজাল দ্বারা অভিভূত
হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র
উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ
করিতেছেন; ইনি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরা-
জয় করিতে পারিবেন না; পাণ্ডব ও তাঁহা-
দিগের পুত্রগণ যে প্রকার বলবান্, ভীম
তাহা অবগত আছেন; এই নিমিত্ত সেই
মহাত্ম্যগণের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার অভি-
প্রেত নয়। সে যাহা হউক পুনরায় তাঁহা-
দিগের বিচেষ্টিত সকল কীর্তন কর।
কোন ব্যক্তি সেই মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণকে
সন্দীপিত করিতেছেন? কোন ব্যক্তি
মৃত্যুহতি প্রদানপূর্বক সেই প্রজ্বলিত
পাবকরাশি সঙ্কুচিত করিতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন
সর্বদাই পাণ্ডবগণকে এই বলিয়া সমু-
ভেজিত করিতেছেন যে, হে পাণ্ডবগণ!
যুদ্ধ করুন; ভীত হইবেন না; যেমন তিগি

উদক মধ্য হইতে সংস্রগণকে গ্রহণ করে, সেই রূপ যে কোন বীর দুৰ্য্যোধন কর্তৃক সংরূত হইয়া সেই শত্রুসংকুল ভুয়ল বুদ্ধে আগমন করিবে, আমি একাকী তাহা-দিগকে ও তাহাদিগের অনুবর্তীদিগকে আক্রমণ করিব। যেমন বেলাভূমি মকরা-লয়কে নিরুদ্ধ করে, • সেই রূপ আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রৌণি, শল্য ও সুযোধনকে নিরুদ্ধ করিব।

ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ, সকলেই তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে। তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর; আমরা তোমাকে ক্ষত্রে ধর্ম্মে দৃঢ়তর পক্ষ-পাতী বলিয়া অবগত আছি। সমরসমুৎ-স্রক কৌরবগণ রণমুখে অগ্রসর হইলে, তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত এক-মাত্র তোমারই পরাক্রম পর্য্যাপ্ত হইবে। তুমি যাহা করিবে, তাহা আমাদিগের শ্রেয়স্করই। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যাহারা সমরে ভঙ্গ দিয়া শরণার্থী হইয়া পলায়ন করে; যে বীর তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া অগ্রে পৌরুষ-প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হন; সহস্রগুণ মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে জয় করিবে। তুমি সেই-রূপ শৌর্য্যশালী, বীর্য্যবান ও পরাক্রান্ত; তুমিই সমরসময়ে ভয়ানকগণের পরিত্রাতা হইবে।

ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন; এবং আমারও অন্তঃকরণ ভয়ে ব্যাকুল হই-

তেছে, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আগাকে কহিলেন, “হে সূত! তুমি গগন করিয়া জনপদবাসী যোদ্ধা বাহ্লিক, কৌরব ও প্রাতিপ্রিয়গণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বখামা, কর্ণ, জয়দ্রথ, চ্যামন, বিকর্ণ, ভীষ্ম ও রাজা দুৰ্য্যোধনকে বল, তাঁহারা শীঘ্র আগমন করুন; কোন মতে বিলম্ব না করেন।

মহারাজ! দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় যেন আপনাদিগকে বর্ধ না করেন, এই নিমিত্ত কোন সাধু ব্যক্তি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করুন। আপনারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট শীঘ্র প্রার্থনা করুন। সত্যবিক্রম সব্যসাচীর ন্যায় যোদ্ধা পৃথিবীতে বিদ্য-মান নাই; তিনি ঐদৃশ পরাক্রান্ত যে, দেব-গণ তাঁহার দিব্য রথ বরণ করিয়াছিলেন। কোন মনুষ্য তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনারা যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি আগার মন্দমতি পুত্রগণ ক্ষত্রেতেঃসম্পন্ন ও কুমার ব্রহ্মচারী যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে। হে বৎস দুৰ্য্যোধন! বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; কোন প্রকার যুদ্ধই প্রশংসনীয় নয়। অর্দ্ধ পৃথিবীতে তোমার প্রয়োজন কি? আপনার ও অমাত্যগণের জীবন রক্ষার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। তুমি যে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত

সন্ধি কর, কুরুগ সকলেই ইহা ধর্ম্যানুগত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে পুত্র ! আপনার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; ইহারা তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ; তুমি মোহবশতঃ তাহা অবগত হইতেছ না। যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমিই যে কেবল যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিতেছি, এমন নহে ; বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বখামা, শঙ্খ, সোমদত্ত, শল, কৃপ, সত্যভ্রত, পুরুষিত্ত, জয় ও ভূরি অবাপ্রভৃতি যে সকল বীর পরীক্ষিত কোরবগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারা কেহই যুদ্ধকার্যে অভিলাম বা অভিনন্দন করিতেছেন না ; অতএব তুমিও তাঁহাদের মতের অনুবর্তী হও। তুমি আপন ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না ; কিন্তু কর্ণ, দুঃশাসন ও পাপাত্মা শকুনি তোমাকে তদ্বিষয়ে প্রবর্তিত করিতেছে।

দুর্যোধন কহিলেন, হে তাত ! আমি দ্রোণ, অশ্বখামা, ভীষ্ম, কাম্বোজ, কৃপ, বাহ্লিক, সত্যভ্রত, পুরুষিত্ত কিম্বা ভূরি-অবাঃ অথবা আপনার অন্য কোন বীরের উপর নির্ভর করিতেছি না। আমি ও কর্ণ এই উভয় বীর দীক্ষিত হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার করিব। যুধিষ্ঠির তাহার পশু, রথ বেদী, খড়্গ অস্ত্র, গদা অস্ত্র, কবচ যজ্ঞভূমি, ঘোটকচতুষ্টয় হোতা, শরসকল দর্ভ ও যশঃ তাহার মৃত্যুস্বরূপ হইবে। আমরা দুই জন যমরাজের উদ্দেশে এই রূপ রণযজ্ঞ সমাপন করিয়া জয় লাভ করিব ; অরাতীগণকে সংহার করিব এবং

পরিশেষে রাজলক্ষীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিব। হে তাত ! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জন পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজ ! হয়, আমি পাণ্ডবগণকে বিনাশিত করিয়া এই ভূমণ্ডলের আধিপত্য করিব ; না হয়, তাহারা আমাকে বিনষ্ট করিয়া এই পৃথিবী সম্ভোগ করিবে। যদি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব ; তথাপি পাণ্ডবগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিব না। ভূমি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়া থাকে, পাণ্ডবগণকে তৎপরিমিত ভূমিও প্রদান করিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে ভূপতিগণ ! আমি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম ; এক্ষণে কেবল ইহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছি না ; ইনি শমনসদনে গমন করিলে, যাহারা ইহার অনুগমন করিবে, তাহাদিগের জন্মও শোকাকুল হইতেছি। ব্যস্ত যেমন মৃগযূথ বিনষ্ট করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ প্রধান প্রধান যোদ্ধগণকে সংহার করিবে। আমি যেন দেখিতেছি, দীর্ঘবাহু যুযুধান ভারতী সৈন্য আক্রমণ-পূর্বক বিমর্দিত ও ব্যস্ত সমস্ত করিয়াছে। বায়ুদেব ধনঞ্জয়ের বিনষ্ট বল পরিপূর্ণ করি বেন ; সাত্যকি বীজ বপনের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমরে দণ্ডায়মান হইবেন। উচ্চতর প্রাকারসদৃশ ভীমসেন সেনাগণের

অগ্রসর হইলে, তাহারা সকলেই তাহার
সাশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যখন দেখিবে, ভীমসেন পর্বতপ্রতিম
কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়াছে ; তাহা-
দিগের দন্ত সমুদায় বিলীর্ণ এবং কুন্ত সকল
বিলীর্ণ ও শোণিতাক্ত হইয়াছে ; তাহারা
বিলীর্ণ পর্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ান
রহিয়াছে ; তখন ভীমসেনের আক্রমণভয়ে
ভীত হইয়া আমার বাক্য স্মরণ করিতে
হইবে। যখন ভীমরূপ ছতাশনে হস্তী,
রথ ও সৈন্যগণ দগ্ধ হইয়াছে অবলোকন
করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে
হইবে। পাণ্ডবগণ হইতে যে অনিষ্ট উপ-
াস্থিত হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে ;
কেন না তাহা হইলে তোমাদিগকে ভীম-
সেনের গদাঘাতে নিঃশেষিত হইতে হইবে।
যখন কৌরবকল উন্মূলিত মহাবলের ন্যায়
ভীমহস্তে নিপাতিত হইয়াছে অবলোকন
করিবে, তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে
হইবে ; রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় ভূপতি-
গণকে এই রূপ কহিয়া পুনর্বীর যজ্ঞকে
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে সঞ্জয় ! মহাত্মা বাহুদেব ও ধনঞ্জয়
যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার
নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি ; অতএব তাহাই
কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আমি কৃষ্ণ
ও ধনঞ্জয়কে যে প্রকার অবলোকন করি-
লাম আর তাঁহারা যাহা কহিয়াছেন, তৎ-

সমুদায়ই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি
নরদেব ধনঞ্জয় ও বাহুদেবের সহিত
কথোপকথন করিবার নিমিত্ত সংযত ও
কৃতাজলি হইয়া পদাঙ্গুলির উপর দৃষ্টিপাত-
পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যে
স্থানে অর্জুন, বাহুদেব, দ্রৌপদী ও সত্য-
ভাসী অবস্থান করেন, তথায় কি অভিসমু-
ক্তি নকুল, কি সহদেব, কেহই গমন করেন
না। আমি সেই স্থানে উপাস্থিত হইয়া
দেখিলাম, বাহুদেব ও অর্জুন উভয়ে মধু-
পানে মত্ত, চন্দনচচ্চিত এবং উত্তম
মালা, উত্তম বস্ত্র ও দিব্য আভরণে
ভূষিত হইয়া অনেক রত্নশোভিত বিবিধ
আস্তরণগণ্ডিত কাঞ্চনময় আসনে আসীন
হইয়া আছেন ; এবং কেশবের চরণযুগল
অর্জুনের উৎসঙ্গে এবং অর্জুনের এক
চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে ও অন্য চরণ
সত্যভামার অঙ্কে আরোপিত আছে।
অনন্তর ধনঞ্জয় আমাকে অবলোকন করিয়া
চরণ দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় পাদপীঠ প্রদান
করিলেন ; আমি তাহা কর দ্বারা স্পর্শ
করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলাম। তিনি
যখন পাদপীঠ হইতে পাদবন্ধ উত্তোলিত
করেন, তখন তাঁহার চরণতলে শুভসূচক
উর্দ্ধরেখা অবলোকন করিলাম। মহারাজ !
শ্রামকলেবর, তরুণবয়স্ক, শালতরুসমুন্নত
ধনঞ্জয় ও বাহুদেবকে একাসনে সমাসীন
নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হই-
লাম। মন্দাত্মা দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের
প্রশ্রয়ে এবং কর্ণের আত্মপ্রাণায় ইন্দ্র ও
বিষ্মসদৃশ ঐ উভয় বীরকে অবগত হইতে

পারেন নাই । তৎকালে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এই ছুই বীর যখন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাকারী, তখন তাঁহার সকল অবশ্যই সম্পন্ন হইবে ।

আমি ষণ্মাষি সৎকৃত হইয়া তাঁহা-
দিগের নিকট আনৃত কলেবরে কৃতাজ্জলি-
পুটে আপনাত্ম আদেশ নিবেদন করিলাম ।
তখন ধনঞ্জয় গুণকিপাক্রিত পাণিহারী
বাসুদেবের চরণদ্বয় অবনামিত করিয়া
তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে কহি-
লেন । ইন্দ্রোপম সর্বাভরণভূষিত বাসু-
দেব ইন্দ্রকেতুর স্তায় উখিত হইয়া আমাকে
সম্বোধন করিয়া আহ্লাদজনক, অভি-
প্রতীক প্রকাশের উপযোগী, ধার্ম্মিক-
দিগের ভয়জনক, মহা অশচ'নিদারুণ, সদর্শ-
সম্পন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিতে
লাগিলেন, “হে সন্তুষ্ট ! আমাদের বাক্যানু-
সারে বুদ্ধগণকে অভিবাদন ও সুবাগণকে
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কুরুপ্রধান ভীষ্ম ও
দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে মনীয় ধৃতরাষ্ট্রকে
এই কহিবে যে, রাজা যুদ্ধস্তির জয় লাভের
নিমিত্ত হারা করিতেছেন ; অতএব আপনি
এই সমস্ত ব্রাহ্মগণকে দক্ষিণা দান পূর্বক
বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পুত্র ও কন্য-
গণের সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ করুন ।
আপনাদিগের মহৎভয় সমুপস্থিত হইয়াছে ;
আপনারা এক্ষণে সংপাত্রে অর্থদান, অভি-
লষিত পুত্রলাভ ও প্রিয় জনের প্রতি
প্রিয়াচরণ করুন । আমি দ্রোণদীর নিগ্রহ-
সময়ে অতি দূরে ছিলাম ; তিনি যে সেই
সময়ে হা গোবিন্দ ! বলিয়া রোদন করিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু আমি সমুপস্থিত হইতে
পারি নাই । সেই ঋণ ক্রমে ক্রমে পরি-
বর্জিত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যন্ত্রণাও
আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে
না । তেজোময় চুরাধর্ম্ম ষাণ্মাষি ষাঁহার
ধুমুঃ এবং আমি ষাঁহার সহায়, সেই সব্য-
সাচীর সহিত তোমাদের শত্রুতা । আমি
ধনঞ্জয়ের সাহায্য করিলে, কালপ্রেরিত
বা সাক্ষাৎ পুরন্দর ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি
ইহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রার্থনা করে ?
যিনি অর্জুনকে পরাজয় করিতে পারেন,
তিনি ক্রুদ্ধ হইলে বাহুবলী ভ্রমণলকে
বহন, সমুদায় প্রজাকে দহন ও দেবগণকেও
অর্গভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হন । দেব, অশ্বর,
মনুষ্য, বর্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মর্পের মধ্যে এমন
বীর বিস্তমান নাই যে, সময়সময়ে সব্য-
সাচীর সম্মুখীন হইতে পারে । তোমরা
বহুবীর বিরাট নগরে এক মাত্র ধনঞ্জয়
কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে চতুর্দিকে পলা-
য়ন করিয়াছিলে, তাহাই অর্জুনের পরা-
ক্রমের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত ; এক মাত্র ধনঞ্জয়ই
বল, বীর্য্য, তেজঃ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবি-
বাদ ও ধৈর্য্যের একমাত্র আধার” । মহা-
রাজ ! যেমত বর্ষাকালে সহস্রলোকের
আকাশে গর্জনপূর্বক বারি বর্ষণ করে, সেই
রূপ হব্যীকেশ ধনঞ্জয়কে উত্তীর্ণ করিয়া
এই সকল বাক্য কহিলেন । অন-
ন্তর মহাবীর কীরীটি তাঁহার বাক্য সকল
শ্রবণ করিয়া লোমহর্ষণ বচন সকল প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন ।

উনবিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণের জয় কামনায় যথাবুদ্ধি সূক্ষ্ম রূপে সেই বাক্যের গুণ দোষ বিচার করিতে লাগিলেন । অনন্তর যথার্থ রূপে বলধ্বিল নিশ্চয় করিয়া উভয় পক্ষের শক্তিবিশ্বাসে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে পাণ্ডব-গণকে দৈব ও মানুষ্য উভয় প্রকার তেজঃ ও শক্তি সম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অপেক্ষাকৃত অল্পতর শক্তিশালী বিবেচনা করিয়া ছুযোধনকে কহিলেন, বৎস ! আমি যে নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চিন্তাকুল হইতেছি, তাহা কেবল অনুমানসিদ্ধ নহে ; প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে । সকল জীবই আত্মজের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন, তাহাদিগের প্রিয়াচরণ ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; এবং ইহাও দেখিতেছি যে, উপকৃত সাধুগণ প্রায়ই উপকারীর প্রতুপকার করিতে পরাশ্রয়ী হন না ; অতএব পাণ্ডবগণের জন্মদাতা যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ আহুত হইলেই তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন ; হত্যাশনও পাণ্ডবারণ্যে অর্জুনকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে তাহার সহকারী হইবেন ; সন্দেহ নাই । বোধ হয় এই সকল দেবতা পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিকতর ক্রোধাবিস্ট ও হইবেন । পাণ্ডবগণ একে বীর্যবান্ ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ; তাহাতে আবার দেবগণ তাঁহাদিগের সাহায্য করিলে কোন

ব্যক্তিই তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না । যাঁহার দিব্য গাণ্ডীব ধনুঃ অতি ভয়ঙ্কর ; বরুণদত্ত ভূশীরদ্বয় সততই অক্ষয় ও পরিপূর্ণ ; যাঁহার দিব্য রথের গতি ধূমের ন্যায় নির্লিপ্ত ; যাঁহার ধ্বজ বানরে অঙ্কিত ; যিনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ; যাঁহার সিংহনাদ জলদগর্জনের ন্যায়, বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করে ; সমুদয় লোক যাঁহাকে অলৌকিক বীর্যবান্ ও সমুদয় ভূপতি যাঁহাকে দেবগণেরও জেতা বলিয়া অবগত আছে ; যিনি এক নিমেষের মধ্যে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ, পরিত্যাগ ও অতিদূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন ; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা, মদ্ররাজ শল্য ও অম্বাণ্য মধ্যস্থ মানবগণ যাঁহাকে অলৌকিক পরাক্রমশালী পার্শ্ববর্গেরও অপরাভেয় ও কার্তবীর্য্যের ন্যায় ভূজবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করেন ; আমি এই মহাযুদ্ধে সেই মহাধনুর্ধর মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ধনঞ্জয়কে যেন সংহারে প্রবৃত্ত বোধ করিতেছি । হে পুত্র ! আমি অহোরাত্র এই রূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রা ও শ্রুথে বঞ্চিত হইয়াছি । এই কলহে কুরুগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে ; সন্ধি-ব্যতিরেকে ইহার অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই । এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতেই সমুৎসুক হইতেছি । পাণ্ডবগণ কৌরব অপেক্ষা সমধিক বলবান্ ; অতএব তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই আমার অভিপ্রেত নয় ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় .

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন !
অতি কোপনস্বভাব দুর্যোধন পিতার বাক্য
শ্রবণানন্তর যৎপরোনাস্তি ক্রোধপরবশ
হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে তাত !
দেবতারা পৃথুবগণের সহায় ; এই নিমিত্ত
তাহাদিগকে অজেয় বোধ করিয়া আপনার
যে ভয় হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন ;
পূর্বে দ্বৈপায়া ব্যাস, মহাতপাঃ নারদ ও
জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই
পৌরাণিক কথা কহিয়াছেন যে, “দেবগণ
কাম, দ্বেষ, লোভ ও দ্রোহ পরিত্যাগ এবং
সকল বিষয়ে ঔদাসীণ্য অবলম্বন করিয়া-
ছেন বলিয়াই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
অতএব তাহারা মনুষ্যের স্থায় কাম, ক্রোধ,
লোভ বা দ্বেষের বলীভূত হইয়া কোন কার্য
করেন না । যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম, ইন্দ্র
ও অশ্বিনীকুমার কামনার অনুগত হইয়া
কার্য করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে
দুঃখ ভোগ করিতে হইত না । ফলতঃ
এই সকল দেবগণ সতত দৈববিষয়েই
অনুরক্ত ; অতএব আপনি চিন্তিত হইবেন
না । যদি দেবগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া
লোভ বা দ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে
তাহাদিগের দৈব শক্তি ও পরাক্রম প্রভৃ-
তির হানি হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

হে তাত ! কেবল তাহারাই যে দৈব-
বলে বলীয়ান, এমন নয়, আমিও প্রতি-
ন্যয়ত হতাশনকে আসন্ন করিয়া থাকি ;
তিনি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল লোক

ভয়ীভূত করিবার অভিলাষে প্রশান্ত হইয়া
আছেন । দেবগণ যে প্রকার অনুপম
তেজে তেজস্বী, তাঁহাদিগের এসাদে
আমিও সেই প্রকার তেজঃ প্রাপ্ত হই-
য়াছি । আমি ধরাতলগামিনী বনুধা ও
উন্নত গিরিশিখরসকল আত্মান করিয়া
দর্শকগণের সমক্ষে সংস্থাপিত করিতে
পারি । চেতনাচেতন সমস্ত চরাচর বিনষ্ট
করিবার নিমিত্ত যে ভীষণ প্রস্তর রুষ্টি এ
যে সর্গীরণ ঘোরতর শব্দ করিয়া আবিভূত
হয়, আমি প্রাণিগণের প্রতি কারুণ্য
প্রকাশ করিয়া সকল লোকের সমক্ষে
তাহা পুনঃপুনঃ নিবারণ করি । আমি যে
জলন্তস্ত কার, রথী ও পদাতিগণ ত্রাহীর
মধ্যে গমন করিয়া থাকে । আমি একাকী
দেবাত্মপ্রভৃতি সকল জীবের প্রবর্তক ।
আমি অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে যে সকল
দেশে গমন করিবার সংকল্প করি,
আমার অশ্বগণ আপনা হইতেই সেই
সকল স্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয় ।
আমার রাজ্যের মধ্যে ভূজঙ্গপ্রভৃতি
ভীষণ জন্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয় না ;
হিংস্র জন্তুগণ অত্রত্য মন্ত্ররক্ষিত জীব-
গণের হিংসা করে না ; ইন্দ্রদেব যথেষ্ট
বারি বর্ষণ করেন ; প্রজাগণ ধর্ম্মানুগত ;
ঐতিভয়ের, লেশমাত্রও নাই । অতএব
অশ্বিনীকুমারযুগল, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও
ধর্ম্ম সমস্ত সুরগণ-সমভিব্যাহারেও আমার
বিপক্ষগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন
না । যদি তাহারা তাহাদিগকে বলপূর্বক
পরিভ্রাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে

পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। আমি সত্য কহিতেছি, কি দেব কি গন্ধর্ব কি অশ্বর কি ব্যাস, কেহই আগার শত্রুগণকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি মিত্রে বা অমিত্রের বিষয়ে যখন যাঁহা চিন্তা করি, তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক, কদাপি তাহাতে আমার অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই। আমি যখন যাঁহা কহিয়াছি, কখন তাহার অন্যথা হয় নাই; অতএব আমাকে সত্যবাদী বলিয়া অবধারণ করিবেন। সকল লোকই আমার এই সর্বদেশপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যের সাক্ষী; আমি কেবল আপনাকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্তই এরূপ কহিতেছি; আত্মপ্লাঘা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূর্বের কখন আত্মপ্লাঘা করি নাই; অসামান্য লোকই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে।

হে ভাত! আপনি তৎকালে শ্রবণ করিবেন যে, আমি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকে পরাজিত করিয়াছি। যেমন নদী-সকল সাগর প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই সবংশে ধ্বংস হইবে। আমার বুদ্ধি, তেজঃ, বীৰ্য্য, বিদ্যা ও উপায় তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; এবং পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল যে সকল অন্ত্রকৌশল অবগত আছেন, আমিও তৎসমুদায় জ্ঞাত আছি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুৰ্য্যোধনের কথিত সমস্ত বাক্য সজ্জয়কে কহিয়া যুদ্ধার্থী পাণ্ডবগণের

সময়োচিত কার্য্যজ্ঞাত পরিজ্ঞাত হইয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একবিক্রম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সজ্জয়কে যুদ্ধাঙ্গিরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে কুর্ণ সভাসীন সমস্ত কৌরবগণের হর্ষোৎপাদন পূর্বক দুৰ্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্বের মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়া পরশুরাম হইতে ব্রহ্মময় অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তখনই কহিলেন, “অন্তকালে এই সকল ব্রহ্ম অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইবে না”। মহর্ষি গুরুদেব আমার সেই মহাপরাধে এই শাপ প্রদান করিয়াছেন; সেই উগ্র-তেজাঃ মহর্ষি সগাগরা ধরিত্রীকেও ভস্মসাৎ করিতে পারেন। অনন্তর আমি শুক্রাষা ও পৌরুষবারা তাঁহার মনঃ প্রসাদিত করিলাম। সে য়াহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তকালে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সেই সকল অস্ত্র আমার স্মৃতিপথে সমুদিত আছে; অতএব আমিই অর্জুনকে জয় করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি সেই মহর্ষির নিমেষমাত্রের প্রসাদে পাঞ্চাল, কুরুষ ও মৎস্যগণ এবং পুঞ্জপৌত্রের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়া শত্রুজিত লোক সকল হস্তগত করিব। পিতামহ, দ্রোণ ও অন্যান্য নরেন্দ্রগণ আপনার সমীপে অবস্থান করুন; আমিই প্রধান প্রধান বল-সমভিব্যাহারে সমরে

গমনপূর্বক পাণ্ডবগণকে নিহত করিব ;
এই ভার গ্রহণ করিলাম ।

কর্ণ এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময়
ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন,
হে কালহতবুদ্ধি কর্ণ ! তুমি কেন আজ্ঞা-
মুখ্য করিতেছ ? তুমি কি জ্ঞান না যে,
প্রধান ব্যক্তির বিনষ্ট হইলে ধার্মিক-
দিগকেও নিহত হইতে হইবে । ধনঞ্জয়
বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবদহন সময়ে যে
কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া
তুমি বজ্রগণের সহিত আত্মাকে সংযত কর ।
মহাত্মা মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তি প্রদান
করিয়াছেন, তুমি তাহা সময়সময়ে বাসু-
দেবের চক্রে প্রতিহত, বিলীর্ণ ও ভস্মীভূত
অবলোকন করিবে । তোমার যে সর্প-
মুখ শর প্রদীপ্ত হইতেছে, তুমি মনোহর
মাল্য দ্বারা সর্বদা যাহার পূজা করিয়া
থাক, সেই শর পাণ্ডুপুত্রের শরজালে
প্রতিহত হইয়া তোমার সহিত বিনাশ
প্রাপ্ত হইবে ! বাণেশ্বর নরকাস্তরের নিহন্তা
বাসুদেব অর্জুনকে রক্ষা করিতেছেন ;
তিনি সমরে তোমাদের ন্যায় প্রধান প্রধান
যোদ্ধাকে বিনাশ করিবেন ।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ ভীষ্ম !
মহাত্মা বাসুদেবের কথা যে প্রকার কথিত
হইল, তিনি তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ;
তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি যে
কিছু পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি,
তাহার তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করুন । আমি
এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম ; আপনি
আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে বা সভাগর্ভে

দেখিতে পাইবেন না ; আপনি গানবলালা
সংবরণ করিলে পর, ভূমিপালগণ আমার
প্রভাব অবলোকন করিবেন ।

মহাধনুর্ধর কর্ণ এই কথা কহিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ পূর্বক স্বভবনাভি-
মুখে প্রস্থান করিলেন । তখন ভীষ্ম
সহাস্র বদনে কৌরবগণের মধ্যে দুর্য্যো-
ধনকে কহিলেন, হে রাজন ! সত্যপ্রতিজ্ঞ
কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভীষ্ম নিধন
প্রাপ্ত না হইলে তিনি শস্ত্র গ্রহণ করিবেন
না ; অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন না বলি-
য়াই কি ভীষ্মসেন তোমাদিগের সমক্ষে
বৃহৎ রচনা করিয়া শিরশ্ছেদ পূর্বক লোক
ক্ষয় করিবেন ? আমি অবশিষ্টরাজ
কলিঙ্গেশ্বর, চৌদ্রিপতি, জয়দ্রথ ও বাহ্লি-
কের সমক্ষে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র
অযুত অযুত যোদ্ধাকে সংহার করিব ।
পুরুষাধম কর্ণ যখন আপনাকে ব্রাহ্মণ
বলিয়া ভগবান্ পরশুরামের নিকট অস্ত্র
শিক্ষা করিয়াছে, তখনই ইহার ধর্ম্ম ও
তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে ।

পিতামহ ভীষ্ম এই কথা কহিলে এবং
সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
প্রস্থান করিলে পর, রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে
কহিতে লাগিলেন ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে পিতামহ ! পাণ্ডবগণও মনুষ্য,
আমরাও মনুষ্য ; অতএব আপনি কি
নিমিত্ত কেবল তাহাদিগেরই জয় লাভ
আশঙ্কা করিতেছেন ? আমরা ও তাহারা

উভয় পক্ষই বীৰ্য্য, পরাক্রম, শম, বয়স, প্রতিভা শাস্ত্রজ্ঞান, শূরগণের সম্পত্তি, অস্ত্র, শস্ত্র, শীঘ্রতা, কোশল ও জাতি, সকল বিষয়েই সমান; তবে আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন যে, পাণ্ডবগণই বিজয় লাভ করিবে? হে পিতামহ! কি দ্রোণ কি কৃপ কি বাহ্লিক কি অন্যান্য নরপতিগণ, আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতেছি না; কেবল নিজ-পরাক্রমে কার্য্যারম্ভ করিব। আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দৃশাসন আমরা এই তিন জনেই নিশিত শরসমূহে পঞ্চ পাণ্ডবকে সংহার করিয়া পরিশেষে বহু-দক্ষিণ বহুবিধ মহাযজ্ঞ, গো, অশ্ব ও ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিব। যেমন যুগশাবকগণ তন্তু দ্বারা অনায়াসে আকৃষ্ট হয়, যেমন শ্রোত দ্বারা কর্ণধার-বিহীন নৌকা আবর্তে নিপাতত হয়, সেই রূপ পাণ্ডবগণ যখন আমার সৈন্য-সমূহ কর্তৃক বাহু দ্বারা আক্রান্ত হইবে, তখন তাহারা ও বাস্তদেব রথনাগসমাকুল শত্রুগণকে নয়নগোচর করিয়া গর্বি পারিত্যাগ করিবে।

বিদূর কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধাস্ত-বিৎ বৃদ্ধগণ ইহা লোকে ব্রাহ্মণগণের দম-গুণকেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করেন। দমসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃতরূপ উপপন্ন হয়; সেই দমগুণ দান, তপস, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুসরণ করিয়া থাকে। দম অতি পবিত্র গুণ; উহা দ্বারা তেজঃ বর্দ্ধিত হয়; তেজঃ

বর্দ্ধিত হইলে, পাপ সকল বিনষ্ট হয়; পাপ বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। লোকে রাক্ষস হইতে যেক্রপ ভীত হয়, অদান্ত ব্যক্তিদিগকেও সেই রূপ ভীত করিয়া থাকে; বিধাতা উহা-দিগকে দমন করিবার নিগিত ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। দমব্রত প্রতিপালন করা চতুর্বিধ আশ্রমী ব্যক্তিরই কর্তব্য। হে মহারাজ! এক্ষণে দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের লক্ষণ শ্রবণ করুন। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়-জয়, ধৈর্য্য, মৃদুতা, লজ্জা, শৈথিল্য, অকা-পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা একই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই দান্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হন। দান্ত ব্যক্তি কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মপ্লাব, অভিমান, ঈর্ষা ও শোকের সেবা করেন না। যিনি কুটিলতা ও শঠতাপরিবর্জিত, শুদ্ধ, অলোলুপ ও কামনাপরায়ুথ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় দীপ্ত বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। যিনি সদাচার, স্ত্রীল, এসমস্বভাব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত; তিনি ইহা লোকে সম্মানভাজন হইয়া পর-লোকে সদগতি লাভ করেন। যিনি অন্য লোক হইতে ভীত হন না এবং অন্য লোকেও বাঁহার নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না, তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধান মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকল প্রাণীর হিতকারী ও মিত্র; তাঁহা হইতে কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই; তিনি শ্রদ্ধা দ্বারা তৃপ্তি লাভপূর্বক সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শান্ত হইয়া থাকেন। দম ও শমপরায়ণ

পুরুষগণ সাধুদিগের আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া আনন্দিত হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদায় কর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক সময় প্রতীক্ষা করিয়া ইহ লোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। যেমন আকাশে শকুনিগণের সঞ্চারমার্গ লুক্কিত হয় না, সেই রূপ প্রজ্ঞানতৃপ্ত ঋষিগণের পথও উপলব্ধি করা যায় না। যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গে ভেজোময় লোকসকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে নরনাথ! আমি প্রাচীন লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, কোন ব্যাধ পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত ভূমির উপরে পাশ যোজনা করিয়াছিল; দুটি মহচর পক্ষী তাহাতে বদ্ধ হইবামাত্র তাহা গ্রহণ করিয়া আকাশে পলায়ন করিল; তদুদ্দেশ্যে সেই শাকুনিক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পক্ষিদ্বয়ের অনুসরণক্রমে ধাবমান হইতেছে, এমন সময় আশ্রমাসীন কৃতাহক কোন তপস্বীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। মহর্ষি ব্যাধকে দ্রুতবেগে আকাশগামী বিহগবয়ের অনুসরণ করিতে দেখিয়া সন্মোদনপূর্বক কহিলেন, হে শাকুনিক! পক্ষীরা আকাশপথ অবলম্বন করিয়া পলায়ন করিতেছে আর ভূমি ভূমিপথ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের অনুধাবন করিতেছ; ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিক্ত হইয়াছি।

শাকুনিক কহিল, হে তপোদন! এই পক্ষী দুটি একগে একমত অবলম্বনপূর্বক আমার একমাত্র পাশ অপহরণ করিয়া গমন করিতেছে বটে কিন্তু যখন উহারা পরস্পর বিবাদ করিবে, তখনই আমার বশবর্তী হইবে।

অনন্তর সেই দুর্বুদ্ধি শকুন্তল পরস্পর বিবাদ করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র শাকুনিক অজ্ঞাতচারে তাহাদের সঙ্গীপবর্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।

এই রূপ যে সকল জ্ঞাতি অর্থের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ বিবাদমান শকুন্তল যুগলের ন্যায় অমিত্রগণের বশীভূত হইতে হয়। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও মহাবাস জ্ঞাতিগণের কর্তব্য; পরস্পর বিরোধ করা কদাচ বিশেষ নহে। যে সকল মনস্বী সমুচিত সময়ে বন্ধগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সিংহসংরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্তের অনভিভবনীয় হন। যিনি নিরন্তর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও দানের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার শ্রী শত্রুগণকে প্রদান করেন। জ্ঞাতিগণ উল্লুকের ন্যায় যখন তাঁহারা পৃথক পৃথক অবস্থান করেন, তখন কেবল প্রধূমিত হন; এবং একত্র মিলিত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন।

মহারাজ! আমি গন্ধমাদন পর্বতে যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহা জ্যৈষ্ঠর

হয়, করুন। একদা আমরা কতকগুলি
কিরাত ও দেবকল্প মন্ত্রযন্ত্রাদি এবং ঔষধ-
প্রসাধনাদি বস্তাস্তের অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-
সমভিষাহারে চতুর্দিকে লতাপরিরূত,
দীপ্যমান ঔষধিসমূহে মগ্নিত, সিদ্ধগন্ধক-
সেবিত গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিতে
করিতে তত্তত্বে কোন বিষম প্রদেশে কুস্ত-
পারমিত স্ববর্ণমাকিক নামে ধাতু বিশেষ
অবলোকন করিলাম। আমাদের সমভি-
ষাহারী সেই সকল ব্রাহ্মণ কহিলেন,
ঐ ধাতু রাজরাজ কুবেরের অত্যন্ত প্রীতি-
কর; আশীর্বাদগণ উহা রক্ষা করিয়া থাকে;
উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অমরত্ব, অক্ষ-
নয়ন ও বুদ্ধ যৌবন লাভ করে। কিরাত-
গণ সেই ধাতু সন্দর্শনে সাতিশয় লোলুপ
হইয়া গমন করিবাগাত্র সেই সসর্প গিরি-
গহ্বরে নিপতিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইল।
সেইরূপ আপনার পুত্র একাকী এই সগন্ত
পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলষী হইয়াছেন;
কিন্তু পশ্চাতে যে পতন হইবে, তাহা
মোহবশতঃ বিবেচনা করিতেছেন না।
চর্যোদন সব্যাসাচীর সহিত যুদ্ধ করিতে
সমুৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু ইহার তাদৃশ
তেজঃ বা বিক্রম আছে বলিয়া বোধ হয়
না। অর্জুন যে একাকী রথারোহণপূর্বক
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম,
দ্রোণপ্রভৃতি ষোড়শগণ যে বিরাট নগরের
যুদ্ধে ভীত হইয়া ভঙ্গ দিয়াছিলেন, আপনি
কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি
কেবল সময় প্রতীক্ষায় আপনার বীৰ্য্য
সহ্য করিতেছেন। ক্রপদ, মৎস্তরাজ ও

ধনঞ্জয় বধূতরিত অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলে
কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। অতএব
আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোধে করুন;
যে পক্ষ পরাজিত হয়, কেবল সেই পক্ষে-
রই যে অনিষ্ট ঘটে এমন নয়; জয়শীল
ব্যক্তিদিগকেও অনেক অপকার ভোগ
করিতে হয়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র চর্যোদনকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! আমার বাক্যে
অভিনিবেশ কর; অনভিজ্ঞ পণ্ডিকের ন্যায়
প্রকৃত পথকে কুপথ মনে করিও না।
তুমি চরাচরধর পঞ্চ মহাভূতসদৃশ পঞ্চ
পাণ্ডবের তেজঃ সংহার করিতে অভিলষী
হইয়াছ; কিন্তু ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে
পরাজিত করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না,
প্রত্যুত তোমাকে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে
হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। বৎস!
ভীমসেনের তুল্যবল ধীর নয়নগোচর হয়
না। বৃক্ষ যেমন প্রবলোথিত পবনের
প্রতি স্পর্শ প্রকাশ করে, তুমিও সেই-
রূপ সগরে শমন স্বরূপ ভীমসেনের উপর
তর্জন করিতেছ। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি
শিখরিশ্রেষ্ঠ স্তম্ভের সদৃশ সমস্ত শত্রুধরের
অগ্রগণ্য গাভীবধন্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইবে? যেমন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ
করেন, সেইরূপ পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন
শত্রুমধ্যে শরজাল বিস্তার করিয়া কোন্
ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারে?
পাণ্ডবহিতৈষী অন্ধক-বৃষ্টিগণের প্রিহত

অতি দুৰ্দ্ধৰ্শ মাতাকিই তোমার সেনাগণকে সংহার করিবে। ত্রিভুবনে বাঁহার তুলনা নাই, কোন্ বুদ্ধিমান সেই বাহুদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তিনি এক দিকে জ্ঞী, জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মা ও পৃথিবী, আর অন্য দিকে একমাত্র ধনঞ্জয় অবস্থান করিলে সমান বিবেচনা করেন। পাণ্ডবগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, দুৰ্দ্ধৰ্শ যত্না বাহুদেবও সেই স্থানে বর্তমান থাকেন; অতএব কৃষ্ণ বাঁহাদিগের সহায় পৃথিবীও তাঁহাদিগের বল সহ্য করিতে সমর্থ হন না।

বৎস! সাধু অৰ্ধবাদী হুহুদগণের বাক্যানুসারে অবস্থান কর; বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর; অগ্নি কুরুগণের অৰ্ধদর্শী; আমার বাক্য শ্রবণ কর; এবং আগার ন্যায় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিকেরও সম্মান রক্ষা কর; ইহার সৰ্ব্বত্রই ধৰ্ম্মজ্ঞ ও সকলেই স্নেহবান্। বিরাট নগরের তোমার সম্মুখে তোমার ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হইয়া গোসমূহ পরিত্যাগপূর্বক যে পলায়ন করিয়াছিল, আর অন্য যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, এক ব্যক্তি যে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, উহাই তাহার দৃষ্টান্ত। দেখ, ধনঞ্জয় একাকী সেই কার্য করিয়াছিল; সকল ভ্রাতা একত্র হইলে কি না করিতে পারে? অতএব পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্র প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাতৃ সংস্থাপন কর।

পঞ্চমস্তিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাপ্রজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! বাহুদেব বলিলে পর অৰ্জুন যাহা কহিয়াছিলেন; তাহার অবশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুৰ্দ্ধৰ্শ ধনঞ্জয় বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই আগাকে কহিলেন, হে সঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কৰ্ণ, বাহ্লিক, অশ্বখীমা, সোমদত্ত, শকুনি, দুঃশাসন, শল, পুরুগিত্ত, বিবিশ্বাস্তি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবাস্তিদৈশীয়, বিন্দ ও অমুবিন্দ, দুযুধ, সিদ্ধুরাজ, তুরি-শ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং অন্য যে সকল যুযুধ রাজাকে প্রীতি পাণ্ডবগণিতে হোম করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন, আগার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগের সকলকে স্মাদানুগত কুশল জিজ্ঞাসা ও অভিবাদন করিয়া তুপাতিগণের সমক্ষে পাপকৰ্ম্মা কোপনস্বভাব দুৰ্ম্মন্তি লুকপ্রকৃতি দুৰ্য্যোধনকে এবং তাঁহার অমাত্যদিগকে এই সমস্ত কথা কহিবে।

তিনি এই কথা কহিয়া নেত্রেষয় লোহিতবর্ণ করিয়া বাহুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক পুনরায় কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি মহাত্মা মধুসূদনের নিকট যে প্রকার শ্রবণ করিলে এবং আমি তোমাকে যে প্রকার কহিলাম, তুমি সমস্ত তুপালগণ

একত্র সমাগত হইলে অবিকল ঐ সকল কহিলেন ; আর এই মহাযুদ্ধে রথ রূপ সমীরণে সঙ্কুচিত শর ছতাশনে শরাসন রূপ স্রব দ্বারা যেন হোন ক্রিয়া সম্পন্ন না হয় ; তোমরা তন্নিমিত্ত যত্নশীল হও অথবা শক্রনিপাতন যুপিষ্ঠিরের অভিলষিত অংশ প্রদান কর। যদি ইহাতে সম্মত না হও, তাহা হইলে নিশিত শরপ্রহারে তোমাদিগকে অশ্ব, পদাতি ও কুঙ্গর-সমভিব্যাহারে অতিভীষণ প্রেতরাজভবনে প্রেরণ করিব।

অনন্তর আমি আপনাদিগকে সেই সকল বাক্য অবগত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আমন্ত্রণ ও বাহুদেবকে নগস্কার-পূর্বক দ্বারান্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছি।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন সঞ্জয়ের বাক্য অভিনন্দন না করিলে, এবং অচ্যুত লোকে ও মৌনী হইয়া রহিলে, তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিগণ সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন পুত্রশরবণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের জয় শঙ্কা করিয়া সেই নির্জন্ম স্থানে শত্রুগণ, অচ্যুত লোক ও আপনাদের চেন্টাসকল সঙ্কয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে সঞ্জয় ! আমাদিগের সেনামধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও কে অপকৃষ্ট, বল ? এবং তুমি পাণ্ডবগণের বিষয় ও বিশিক্টরূপ অবগত আছ ; অতএব তাহাদিগের মধ্যেই বা কোন্ ব্যক্তি জয়ান্ ও কোন্ ব্যক্তি কনীয়ান

তাহাও কীর্তন কর। তুমি উভয় পক্ষে-রই মারজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মার্থকুশল ও নিশ্চয়জ্ঞ ; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি বল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ পক্ষ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আমি কদাপি নির্জন স্থানে আপনাকে কিছুমাত্র কহিব না ; কেন না, তাহাতে আপনার মনে অসূয়ার উদয় হইতে পারে ; অতএব মহারত ব্যাসদেব ও দেবী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা উভয়েই ধর্মজ্ঞ, নিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ ; তাঁহারা আপনার অসূয়া খণ্ডন করিতে পারিবেন। আমি তাঁহাদের সন্নিধানে আপনাকে ধনঞ্জয় ও বাহুদেবের সমস্ত মত নিবেদন করিব।

বিদূর এই কথা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করিলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর সহিত সভা প্রবেশপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত এবং তাঁহার ও সঞ্জয়ের মত অবগত হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি ধনঞ্জয় ও বাহুদেবের সমস্ত বিষয় অবগত আছ ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তদ্বিষয়ে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কীর্তন কর।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! পরমপূজিত ধনুর্দ্ধর অর্জুন ও বাহুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ; ইহাদিগের প্রসা-

দেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। মহামু-
ভাব বাসুদেবের চক্রে অভ্যন্তর ভাগ
এক ব্যাগ বিস্তৃত ; কিন্তু মায়াপ্রভাবে উহা
যথাভিলাষ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ঐ
চক্র কৌরবগণের সংহারক ; কিন্তু পাণ্ডব-
গণের প্রিয়তম ; উহা সকলের সারাসার
জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তেজঃপুঞ্জ উদ্ভাসিত
হইয়া আছে। মহাবল বাসুদেব অবলীলা-
ক্রমে ঘোররূপ নরক, শম্বর, কংশ ও
চৈত্যানুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন।
শ্রেষ্ঠরূপ সামর্থ্যবান্ পুরুষোত্তম কেশব
সংকল্পমাত্রেই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ
আত্মরশে আনয়ন করিতে পারেন।

মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবগণের সারা-
সার অবগত হইবার নিমিত্ত যাঁহা পুনঃপুনঃ
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহা সংক্ষেপে
প্রবণ করুন। জগতে যে সকল সারবান্
পুরুষ আছে, জনার্দন তাঁহাদিগের সকল
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; এগুনাক, এক দিকে
সমস্ত জগৎ আর অন্য দিকে একাকী
জনার্দন অবস্থান করিলে ব্রহ্মান বোধ হয়।
বাসুদেব ইচ্ছামাত্রে এই সমস্ত জগৎ ভস্মী-
ভূত করিতে পারেন ; কিন্তু সমস্ত জগৎ
একত্র মিলিত হইলেও তাঁহাকে ভস্মীকৃত
করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে সত্য,
ধর্ম, হ্রী ও সরলতা থাকে, ভগবান্
গোবিন্দ সেই স্থানেই অবস্থান করেন ;
এবং যেখানে ক্লেশ, সেই স্থানেই জয় ;
তাহার সন্দেহ নাই। ভূতাত্মা জনার্দন
অবলীলাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ
সঞ্চালিত করিতে পারেন। তিনি পাণ্ডব-

গণকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত লোক সন্মো-
হন-পূর্বক আপনার অধ্যাত্মিক মূর্খ পুত্র-
গণকে দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন।
ভগবান্ কেশব আত্মযোগপ্রভাবে নিরন্তর
কালচক্র, জগৎচক্র ও যুগচক্র পরিবর্তিত
করিতেছেন। আমি সত্য কহিতেছি,
ভগবান্ জনার্দন একাকী কাল, মৃত্যু,
জন্ম ও শ্রাবরসমূহের অধীশ্বর। যেমন
কুবীবল ধাতাদি পরিবর্তিত করিয়া স্বয়ং
ছেদন করে, সেই রূপ মহাযোগী হরি
সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যগণকে
সংহার করেন। তিনি মহামায়াপ্রভাবে
লোকসকলকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন ;
কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন,
তাঁহাদিগকে কদাচ মুগ্ধ হইতে হয় না।

অষ্টযমিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি
সর্বলোকাধিপতি মাধবকে কিরূপে অব-
গত হইলে ; আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে
বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না ? তুমি
একগে ইহা কীর্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন,
মহারাজ ! আপনি বিদ্যাশূন্য ; বিষয়াক্ষকারে
অন্ধপ্রায় হইয়া আছেন ; এই নিমিত্ত কেশবকে
অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আমি
বিদ্যাসম্পন্ন ; সেই বিদ্যাপ্রভাবে যুগজয়ের
অধিষ্ঠান, বিশ্বের কর্তা, স্বতঃসিদ্ধ, প্রাণি-
গণের উৎপত্তি ও লয়স্থান ভগবান্ জনা-
র্দনকে বিদিত হইতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহি-
লেন, হে সঞ্জয় ! তুমি যে ভক্তিপ্রভাবে
ভগবান্ কেশবকে অবগত হইতেছ,

তাহা কিরূপ ? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার মঙ্গল হউক। আমি মায়ার সেবা ও বৃথা ধর্মের অমুষ্ঠান করি নাই ; কেবল ভক্তিবলে বিশুদ্ধ ভাবসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে বিদিত হইতেছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্ঘোষধনকে কহিলেন, বৎস ! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী ; অতএব তুমি কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। দুর্ঘোষধন কহিলেন, তাত ! যদি কেশব অর্জুনের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া সমস্ত লোক সংহারার্থ সমুদ্রত হন, তথাপি আমি এখন তাঁহার শরণাপন্ন হইব না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে ! তোমার পুত্র দুর্ঘোষধন ঈর্ষাপন্নায়ণ, অভিমানী ও উপদেশগ্রহণ-পরাক্রম ; অতএব উহাকে নরকে গমন করিতে হইবে। গান্ধারী কহিলেন, রে দুঃশয় ! তুমি ঐশ্বর্য, জীবন ও পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণের প্রীতি বর্জন এবং আমাকে শোকসাগরে বিসর্জন করিয়া ভীণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ-পূর্বক পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।

অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ ! তুমি আমার প্রিয় পাত্র ; এক্ষণে আমি কৃষ্ণের বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ কর ; তাহা হইলে তোমার মহৎ ভয় নিবারণ হইবে। সঞ্জয় তোমাকে প্রেমের কার্যে নিয়োগ করিতেছে ; এ ব্যক্তি চিরন্তন হৃষীকেশকে সর্বিশেষ অবগত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ক্রোধ ও ঈর্ষপরায়াণ,

আপনার ধনে অসম্বৃত্ত ও কামপ্রভৃতি বিবিধ পাশে সংযত ; তাহারা অন্ধ কর্তৃক নীয়মান অন্ধের শ্রায় স্বীয় কর্মবলে নীত হইয়া বারংবার যমের বশবর্তী হইয়া থাকে। এই জ্ঞানমার্গ ব্রহ্মলাভের হেতু-ভূত ; মনোবিগণ এই পথ অবলম্বন করিয়া সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ; মহৎ লোক কদাচ তাহাতে সংস্কৃত হন না। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি যে পথ অবলম্বনপূর্বক হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হই, সেই নির্ভয় পথ কি প্রকার ? তুমি তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, নরনাথ ! অজিতাত্মা ব্যক্তি সেই নিত্যসিদ্ধ জনার্দ্রনকে কদাচ অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর। অতি প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, অপ্রমাদ ও অহিংসা এই কত্রকটী জ্ঞানের কারণ ; অতএব আপনি আলম্ব্যশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যত্নবান হউন ; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ প্রচ্যুত না হয়। আপনি নৃক্ষবৃত্তি বশীভূত করুন। ব্রাহ্মগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহই জ্ঞানশব্দে নির্দেশ করিয়া থাকেন। মনোবিগণ এই জ্ঞানরূপ পথই অবলম্বন করেন। হে মহারাজ ! ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত হইয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র ও যোগবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

একেনিসমুত্তিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি পুনরায় আমার নিকট কৃষ্ণের কথা কীর্তন কর ; তাঁহার নাম ও কর্মের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয় ; তথাপি আমি তাঁহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । তিনি সর্বভূতের বাসস্থান ও দেবযোনি-সম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব ; তিনি বৃহৎ বলিয়া বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; যা শব্দের অর্থ বুদ্ধিরূতি ; তিনি মৌন, ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিরূতি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব এবং সর্বভূতের যথার্থ জ্ঞান লাভ ও মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে প্রাধিত হইয়াছেন । হে মহারাজ ! কৃষিশব্দের অর্থ সত্ত্ব ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ । মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরম স্থান ও অঙ্ক শব্দের অর্থ অব্যয় ; বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক হইয়াছে । তিনি দম্ভ্যগণকে বিক্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ঐ সন্তুশালী পুরুষ কদাপি সত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম সান্ত্বত ; বৃষভ শব্দের অর্থ

বেদ ও ঐকণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক ; বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাহার নাম বৃষভেক্ষণ । তিনি কাহারও গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার নাম অজ ; তিনি সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার নাম দামোদর ; তিনি অতিশয় হৃষ্ট, স্থখী ও ঐশ্বর্যবান্ বলিয়া হৃষীকেশ নাম ধারণ করিয়াছেন । তিনি বাহুবল দ্বারা রোদসী ধারণ করিতেছেন বলিয়া মহাবাহু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ও অধঃপ্রদেশে তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম অধোকক্ষ । তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ ; তিনি সর্বভূতের পূরণকর্তা ও সর্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম ; তিনি সমুদায় কার্য-কারণের মূলীভূত ও সর্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব ; এবং তিনি সত্য ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সত্য । তিনি চরণ দ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণু, জয়লীল বলিয়া জিষ্ণু, নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । সেই মহাপুরুষ অসত্যকে সত্য ও প্রজ্ঞাপণকে মোহিত করেন । হে মহারাজ ! আমি আপনার আদেশক্রমে সেই ধর্ম্মনিত্য ভগবান্ মধুসূদনের স্বরূপ কীর্তন করিলাম । সেই মহাত্মা কুরুগণের প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি-সংস্থাপনের নিমিত্ত আগমন করিবেন ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যিনি বপুঃ দ্বারা দিক্ বিদিক্ প্রকাশিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন, যাহারা সেই বায়ু-দেবকে সঙ্গীপে অবলোকন করিতেছেন, আমি সেই সফলনয়ন ভাগ্যবান্ গানবগণকে ধৃত্যবাদ করি । যিনি ভারতগণের অর্চনীয়, স্বজয়গণের কল্যাণকর, সম্পত্তি-লিপ্সুদিগের গ্রহণীয়, মুগ্ধগুণের অগ্রাহ্য এবং সর্বতোভাবে অনিন্দনীয় ভারতী উচ্চারণ করেন ; যিনি অরিতীয় বীর, যাদবগণের নেতা, অরাতিকুলের নিহন্তা, ক্লেভয়িতা এবং যশোনামী ; কৌরবগণ দেখিবেন, সেই বরণীয় মহাত্মা বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ আমার সৈন্যগণকে গোহিত করিয়া সদয় ভাবে কথা কহিতেছেন ।

• আমি সেই সনাতন ঋষি, আত্মজ্ঞ, বাক্যের সমুদ্র, যতিগণের স্নলভ, অরিক্ত-নেমি, গরুড়, সুপর্ণ, প্রজাগণের সংহর্তা, সহস্রশীর্ষ, পুরাণ পুরুষ, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অনন্তকীর্তি, আদি বীজের বিধাতা, অজ, নিত্য, পরাৎপর, ত্রৈলোক্যের নির্মাতা এবং দেব, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও নরাধিপগণের জনয়িতা, বিদ্বত্তম, ইন্দ্রানুজ কেশবের শরণাপন্ন হই ।

যানসন্ধিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায় ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ ! সঞ্জয় প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্ববাদবশ্রেষ্ঠ বায়ুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে মিত্রবৎসল ! এক্ষণে তোমার মিত্রগণের সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; এ সময় তোমা ভিন্ন তাহাদিগকে আপদ হইতে উদ্ধার করে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না । হে মাধব ! আমরা কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় চিত্তে বৃথা গর্ব্বিত ছুরাত্মা দুর্ব্বোধনকে অমাত্য-সমভিব্যাহারে পরাজয় করিয়া আপনাদের রাজ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছি । হে অরাতিনিপাতন ! তুমি আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃষ্ণিদিগকে যেমন রক্ষা করিয়া থাক, পাণ্ডুগণকেও সেই রূপ রক্ষা করা কর্তব্য ; অতএব আমাদেরকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো ! এই আমি উপস্থিত রহিয়াছি ; বলুন, এক্ষণে কি করিতে হইবে ; আপনি যাহা কহিবেন, আমি তদ্বিময় সম্পাদনে সম্মত আছি ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছ । সঞ্জয় আগার নিকট যাহা কহিয়াছে, উহাই ধৃতরাষ্ট্রের মত । সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আত্মার স্বরূপ হইয়া তাঁহার সুমুদায়

মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছে । রাজার বাক্য যথার্থরূপে কীর্তন করা দূতের অবশ্য কর্তব্য ; যে দূত তাহার অন্যথাচরণ করে, সে বধ্য । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভবশতঃ আগাদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান না করিয়াই আগাদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছেন । আমরা কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আভ্যাসুসারেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্দশ বর্ষে আমাদেরকে রাজ্য প্রদান করিবেন এই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই ; ব্রাহ্মণ-গণ ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন । তিনি এক্ষণে দুই পুত্রের একান্ত বশীভূত হইয়া স্বধর্মচিন্তায় বিরত ও তাহারই শাসনের অনুবর্তী হইয়াছেন । তিনি কেবল দুর্ব্যোধনের মতাসুসারে আমাদের সহিত মিথ্যাচরণ করিতেছেন । হে জনার্দন ! আমি স্বীয় মাতা ও বান্ধবগণের দুঃখ নিবারণ করিতে পারিতেছি না ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে । হে মধুসূদন ! আমি কাশী, চেদি, পাঞ্চাল ও মৎস্তদেশীয় ভূপতিগণ এবং তোমার দ্বারা তাঁহার নিকট অবিশ্বল, বৃকশ্বল, মাকন্দী, বারণাবত ও অশ্ব কোন গ্রাম এই পাঁচখানি গ্রাম অথবা পাঁচটি নগর যাত্রা করিয়াছিলাম । আমার মানস ছিল যে, আমরা পঞ্চ ভ্রাতা একত্র হইয়া কোরবগণের সহিত বিবাদ পরিত্যাগপূর্বক ঐ সমুদায় স্থানে আধিপত্য করি । কিন্তু

দুর্ন্যতি ধৃতরাষ্ট্র আপনার আধিপত্য বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না ; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আর কি আছে !

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সংকুলে সম্ভূত, এক্ষণে বৃদ্ধ ও হইয়াছেন ; কিন্তু পরধনাপহরণে তাঁহার লোভ জন্মিয়াছে । হে ভগবন্ ! লোভ প্রজ্ঞা বিনষ্ট করে ; প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইলে লজ্জা নাশ হয় ; লজ্জা নাশ হইলে ধর্ম নষ্ট হয় ; ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রীর হানি হয় ; শ্রী হত হইলেই পুরুষের নাশ হয় । ধনাভাবই পুরুষের মৃত্যুস্বরূপ ; যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্পবিহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি, বৃহৎ ও দ্বিজগণ অধম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । হে মহাত্মন ! যেমন মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হয় এবং লোকে যেমন পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন ; ইহা আমার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ । সম্বর কহিয়াছেন যে, প্রাতর্ভোজন সম্পাদনের ধন না থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই ।

ধনই পরম ধর্ম ; ধন দ্বারা সকল কার্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে । ধনবান্ ব্যক্তিরাই জীবিত ; নির্দীন ব্যক্তির জীবন মরণের তুল্য । যাহারা স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে অশ্ব কোন ব্যক্তিকে ধনভ্রষ্ট করে, তাহারা ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং সেই ব্যক্তিকে এক কালে বিনষ্ট করে । নির্দীনতা-নিবন্ধন অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে । আরও

নাগরিক পুরুষ গ্রামে ও অনেক গ্রামনিবাসী ব্যক্তি অরণ্যে বাস করিতেছে ; কেহ বা প্রাণ বিনাশের অভিলাষে দেশান্তরে গমন করিয়াছে ; কত শত লোক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে ; কেহ কেহ অরাতিকুলের বশীভূত হইতেছে এবং অনেকে পরের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে । ধর্ম্যকামের হেতুভূত সম্পত্তিবিনারূপ আপদ্ পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যু কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ।

হে মধুসূদন ! যে ব্যক্তি অগ্রে প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া পশ্চাৎ সম্পত্তিবিহীন হয়, তাহার পক্ষে নির্দীনতা যাদৃশ ক্লেশকর, আজন্ম ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ কষ্টজনক হয় না । ধনবান্ ব্যক্তি আপনার দোঁষেই ব্যসনাপন্ন হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও আত্মার নিন্দা করিয়া থাকে । ব্যসন শাস্ত্র-প্রভাবে বিনষ্ট হইবার নহে ; ব্যসনী ব্যক্তি সতত ভৃত্যদিগের উপর ক্রোধ ও স্নেহজ্ঞানের প্রতি অসূয়া করে । সতত ক্রোধপরায়ণতাপ্রযুক্ত মুগ্ধ ও মোহবশতঃ পাপকর্ম্ম-মুঠানে প্রবৃত্ত হয় । অনবরত পাপ করাতে পাপশঙ্কর সমুপস্থিত হইয়া উঠে ; উহা নরকের নিদান ও পাপের পরাকাষ্ঠা । মনুষ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে এই রূপে ক্রমে ক্রমে মহানরকে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রতিবুদ্ধ হইলে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করে । প্রজ্ঞাচক্ষুঃ দ্বারা শাস্ত্রে দৃষ্টি হইলে মানবগণ ধর্ম্মামুঠানে প্রবৃত্ত হয় ; ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ লজ্জা । লজ্জাশীল ব্যক্তি পাপের ঘেষ

করিয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন তাহার শ্রী বৃদ্ধি হয় । যে পুরুষ শ্রীমান্, সেই যথার্থ পুরুষ ।

ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রশাস্তাজ্ঞা, কার্য্যকুশল ব্যক্তি কদাপি অধর্ম্ম চিন্তা বা অধর্ম্মাচরণ করে না । নির্লজ্জ অথবা মূঢ় ব্যক্তি শ্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত নহে ; শূদ্রের স্ত্রায় তাহার বেদে অধিকার নাই । শ্রীমান্ ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ ও আত্মার নিকট সতত প্রণত থাকেন এবং তন্নিবন্ধন মুক্তিলাভ করেন ; মুক্তিলাভই পুণ্যের পরাকাষ্ঠা ।

হে মধুসূদন ! ভূমিত স্বচক্ষে আমার লজ্জাশীলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছ । আমি রাজ্যপরিভ্রষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনার্থ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছি । ত্যায়ানুসারে আমরা কখনই সম্পত্তির অনধিকারী নহি ; অতএব রাজ্য লাভের নিমিত্ত যদি আমাদের প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ । রাজ্য লাভ বিষয়ে আমাদের প্রথম কল্প এই যে, আমরা ও তাহারা সকলেই পরস্পর যুদ্ধেচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত চিতে স্ব স্ব রাজ্যাংশ লাভ করি । আমরা কৌরবগণকে সংহার করিয়া রাজ্য লাভ করিলে রৌদ্র কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয় । জ্ঞাতিবর্গের কথা দূরে থাকুক, যাহারা বান্ধব নহে অথচ সতত অভদ্রতা ও শত্রুতা করে, তাহাদিগকেও বিনাশ করা কর্তব্য নহে । কুরুবংশীয়েরা আমাদের জ্ঞাতি ও সহায় ; তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের গুরুলোক

আছেন ; অতএব যুদ্ধ করিয়া ক্রৌরব-
দিগকে বধ করা নিতান্ত পাপকর । ক্ষত্রিয়-
ধর্ম পাপজনক ; কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয় ;
অতএব ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক,
আমাদিগকে ক্ষত্রধর্মই অবলম্বন করিতে
হইবে ; অন্য রুতি আমাদের পক্ষে একান্ত
বিগর্হিত ।

শূদ্র শুক্রবা, বৈশ্য বাণিজ্য, ক্ষত্রিয়
লোকবিনাশ ও ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া
জীবিকা নির্বাহ করে । ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-
গণকে সংহার করে ; গৎস্ত গৎস্ত ভক্ষণ-
পূর্বক প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে ; কুকুর
কুকুরকে বিনাশ করে ; এই রূপ যাহার যে
ধর্ম, সে তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে ।
কলি নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে ;
যুদ্ধে প্রাণ নাশ হয় ; যুদ্ধ সর্বতোভাবে
পাপজনক । বল ও নীতির তারতম্য অনু-
সারেই যুদ্ধে জয় ও পরাজয় হইয়া থাকে ।
জীবিত বা মরণ লোকের স্বৈচ্ছানুসারে হয়
না । কেহই অকালে সুখ বা দুঃখ ভোগ
করে না । একাকী অনেককে সংহার
করে ; কখন কখন অনেকে সমবেত হই-
য়াও এক জনকে বধ করিয়া থাকে ।
অনেক সময়ে কাপুরুষ শূরকে ও অশশসী
ষশসীকে বিনাশ করে । এককালে উভয়েরই
জয় বা পরাজয় কখনই হয় না । পরাজয়-
ভয়ে পলায়ন করিলে দীনতা প্রকাশ হয় ;
এবং সম্পত্তিনাশ ও মৃত্যু হইবারও বিলক্ষণ
সম্ভাবনা আছে । সময়ে অন্যকে আঘাত
করিলে প্রায়ই তৎকর্ত্তক আহত হইতে
হয় । মৃত ব্যক্তির জয় ও পরাজয় উভয়ই

সমান । আমার মতে পরাজয় মৃত্যু হইতে
বিশেষ নহে ।

যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুল্য ; কেন
না, উহাতে অন্য কর্ত্তক অনেক দায়িত্ব
ব্যক্তির প্রাণ সংহার হইয়া থাকে । এই
রূপে বিজয়ী ব্যক্তির মান, জাতি, বল
এবং পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশ নিবন্ধন
মহান্ নির্বেদ সমুপস্থিত হয় । নিতান্ত
বীর, লজ্জাশীল, সজ্জন ও কারুণ্য রস-
সম্পন্ন ব্যক্তিরা যুদ্ধে নিহত হয় ; কিন্তু
নিকৃষ্ট লোকেরা প্রায়ই পরিত্রাণ পায় ।
সংগ্রামে অনাক্ষীয় ব্যক্তিগণকে সংহার
করিলেও অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া
থাকে । বিশেষতঃ শত্রুপক্ষীয় হতাবশিষ্ট
ব্যক্তিরা ক্রোধে ক্রোধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া
বিজয়ী ব্যক্তির বল সংহার করিতে আরম্ভ
করে এবং বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে
একবারে তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিতে
যথাসাধ্য চেষ্টা করে ।

জিত ব্যক্তির মনে বৈরানল চির কাল
প্রজ্বলিত থাকে ; আর পরাজিত ব্যক্তি
নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে ; কিন্তু জয় ও
পরাজয় পরিত্যাগপূর্বক শাস্তিমাগ্নি অবলম্বন
করিলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভূত হইতে
থাকে । জাতবৈর পুরুষ সর্পাধিপতি গৃহ-
মধ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় অতি কষ্টে নিদ্রিত
হয় । যে ব্যক্তি সকলকে উৎসাদিত করে,
সে চির কাল অযশঃ ও অকীর্ত্তির ভাজন
হয় । বহু কাল গত হইলেও বৈর উপশমিত
হয় না ; শত্রুকূলে এক ব্যক্তি জীবিত
থাকিলেই পুরাতন বৈরের উল্লেখ ইহাতে

থাকে। বৈর কদাচ বৈর দ্বারা প্রশমিত হইবার নহে; প্রত্যুত ঘৃতাছত বহ্নির ন্যায় পুনঃপুন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শত্রুগণকে বিনাশ না করিলে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই এই বিবেচনা করিয়া যাহারা অরাতিকুলের ছিদ্রাশ্বেষণে যত্নবান্ হয়, তাহারা স্বতই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষ-কার হৃদয়ব্যথার প্রধান কারণ; অতএব পুরুষাভিমান পরিত্যাগ বা প্রাণত্যাগ ব্যতীত শান্তি লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। শত্রুগণকে সম্মুখে উন্মূলন করিতে পারিলে শান্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত মুশংসতার কার্য্য। রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি লাভ করা যত্নের সদৃশ; কারণ তাহা হইলে শত্রুগণ আমাদিগের ছিদ্র পাইয়া আমাদিগকে প্রহার বা উপেক্ষা করিবে; এই সংশয়ে এবং আগ্নবিনাশ-সম্ভাবনায় নিরন্তর কাল-মাপন করিতে হয়। অতএব আমরা রাজ্য পরিত্যাগ বা কুলক্ষয় এই উভয় কার্য্যেই পরাজুখ হইতেছি। এস্থলে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক আমাদের উভয় পক্ষেরই সগাচিত স্ব স্ব অংশ প্রাপ্ত হইয়া শান্তি-লাভ করাই শ্রেয়ঃ।

আমরা প্রথমে যুদ্ধচেষ্টাপরাজুখ হইয়া অগ্রাশ্র উপায় দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করিব; যদি কোন প্রকারেই কৃত-কার্য্য হইতে না পারি, পরিশেষে অগত্যা আমাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; শান্তির চেষ্টা বিফল হইলে ততরাং যুদ্ধ করিতে হয়। ণ্ডিতগণ যুদ্ধকারীদিগকে কুকুরগণের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া-

ছেন; কুকুরগণ কোন আশিষের জন্ম প্রথমে পরস্পর লাঙ্গুল চালন, চীৎকার, বিবর্তন, দন্ত প্রদর্শন ও পুনরায় চীৎকার করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; পরিশেষে বলবান্ দুর্ব্বলকে পরাজয় করিয়া সেই আশিষ ভক্ষণ করে; মনুষ্যেরাও তদ্রূপ সংগ্রাম করিয়া স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে। বলবান্ ব্যক্তির দুর্ব্বলের প্রতি সতত অনাদর প্রদর্শন ও তাহার সহিত বিরোধ করে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের নিকট সতত নত হয়।

হে জনার্দন! পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্ব্বতোভাবে মাননীয়; অতএব ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পরম পূজনীয় ও মান্য। কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহ অতিশয় বলবান্; তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া আমাদের প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যপ্রদানে পরাজুখ হইবেন। তাহা হইলে আমাদের কি করা কর্তব্য? আর কিরূপেই বা আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের রক্ষা হইবে? হে মধুসূদন! এক্ষণে এই নিতান্ত দুঃখবগাহ বিষয়ে তোমা ব্যতীত আর কাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? তুমি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও হিতৈষী; তুমি সর্ব্ব কার্য্যজ্ঞ; আমাদের মধ্যে তোমার ন্যায় সমুদায় বিষয়ের নিশ্চয় তত্ত্ববেত্তা আর কে আছে?

মহাত্মা জনার্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই-রূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনাদের উভয়-পক্ষের হিতার্থে কোরবসভায় গমন করিব। যদি তথায় আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে

শান্তি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কৌরব, দ্রুপদ, ধর্ম্মরাজ, পাণ্ডব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন; তন্নিবন্ধন আমারও মহাকলপ্রদ পুণ্য লাভ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমার মতে কৌরবগণের নিকট তোমার গমন করা অকর্তব্য। তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া অতি হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিলেও দুর্যোধন তদনুসারে কার্য্য করিবে না; আর যে সমুদয় ভূপতিগণ তথায় আছেন, তাঁহারা সকলেই দুর্যোধনের বশবর্ত্তী; অতএব তাহাদের নিকট তোমার গমন করা আগার অভিপ্রেত নহে। হে মাধব! তোমার অনিষ্ট ঘটনা দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সুখের কথা দূরে থাকুক; যদি দেবত্ব বা সমুদায় দেবগণের ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়; তাহাতেও আমাদের সন্তোষ হয় না।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্যোধনের পাপাভিনিবেশ-বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব করিলে লোক-মধ্যে আমরা অনিন্দনীয় হইব; এই বিবেচনায় কুরুসভায় গমন করিতে বাসনা করিতেছি। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ অনায়াসে অন্যান্য পশুদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদায় পার্থিবগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিতে পারি। যদি কৌরবগণ

আমার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমি এককালে তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। হে মহারাজ! কৌরবগণসমীপে আমার গমন করা কদাপি ব্যর্থ হইবে না; হয় তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে সন্ধি স্থাপন হইবে, না হয় লোকমধ্যে তোমরা অনিন্দনীয় হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার যাহা অভিরুচি, তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরবগণ-সমীপে গমন কর। যেন তোমাকে কৃতার্থ হইয়া নির্বিঘ্নে পুনরায় এখানে আগমন করিতে দেখি। হে মনুষ্যদন! তুমি কুরু-কূলে গমন করিয়া একরূপ শান্তি স্থাপন করিবে যে, আমরা যেন সকলে প্রশান্ত চিত্তে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর আনন্দ প্রমোদে কাল যাপন করি। তুমি আমাদের ভ্রাতা; বিশেষতঃ অর্জুন ও আগার প্রিয় সখা; পরম সৌহার্দ্যপ্রযুক্ত তোমার প্রতি কখন আমাদের কোন আশঙ্কা হয় না; তোমার মঙ্গল হউক; মঙ্গল সম্পাদনের নিমিত্ত কৌরব-সভায় গমন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের ও আমাদের শত্রুগণকে বিশেষরূপ অবগত আছ; অর্থতত্ত্বজ্ঞতা ও বাগ্মিতার পারদর্শিত্ব লাভ করিয়াছ; অতএব যাহাতে আমাদের হিত হয়, দুর্যোধনকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিবে। হে কেশব! যে বাক্য ধর্ম্মানুগত ও আমাদের হিতজনক, কৌরবসভায় তাহা কহিবে; ইহাতে

সন্ধি সংস্থাপন হয় উত্তম, না হয় পরি-
শেষে যুদ্ধ করিব।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বাহুদেব কহিলেন, হে ধর্মরাজ! আমি
সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে
আপনার কথাও শুনিলাম এবং আপনার ও
কৌরবগণের অভিপ্রায়ও সবিশেষ অবগত
আছি। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত ও
কৌরবগণের বুদ্ধি বৈরাচরণে নিরত।
বিনা যুদ্ধে যাহা লাভ হয়, আপনি তাহারই
বহুমান করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায়
আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যচরণ নিষেধ
করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়
লাভ বা প্রাণ পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্য
ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব
দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।
হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি
দীনতা অবলম্বন করিলে কখনই স্থায় অংশ
লাভ করিতে পারিবেন না; অতএব
বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ
করুন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অতি লুপ্ত;
তাহারা বহু কাল একত্র বাস করিতেছে;
তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ স্নেহ জন্মিয়াছে;
বিশেষতঃ এক্ষণে তাহারা বহুতর স্নেহ ও
সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও
কৃপ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ স্বপক্ষে থাকিতে
আপনার বলবস্তার অভিমান করিয়া থাকে;
সুতরাং তাহারা যে আপনাদের সহিত সন্ধি

সংস্থাপন করিবে এমন বোধ হয় না।
আপনি যুদ্ধভাব অবলম্বন করিলে, তাহারা
আর রাজ্য প্রদান করিবে না। আপনি
কৃপা, দৈন্য, ধর্ম্ম অথবা অর্থই প্রদর্শন
করুন, তাহারা কদাচ আপনার অভিলাষ
পূর্ণ করিবে না।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন কোপীন
পরিধান করিয়া বনে গমন করেন, তখন
কৌরবগণ কিছুমাত্র অমুতপ্ত হয় নাই।
তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র,
অন্যান্য কুরুপ্রধান ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও
নাগরিক জনগণের সমক্ষে দ্যুতক্রীড়ায়
আপনাকে বঞ্চনা করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত
হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে
যে, আপনার সহিত আত্মীয়তা করা তাহা-
দের অভিপ্রেত নহে। হে মহারাজ!
ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেরূপ অসংস্বভাবসম্পন্ন,
তাহাতে তাহাদের সহিত প্রণয় করা আপ-
নার কদাপি বিধেয় নহে। আপনার কথা
দূরে থাকুক, তাহারা ভৃগুশাস্ত্র সমস্ত
লোকেরই বধ্য। ছুরাঙ্গা ছুর্য্যোধন সভা-
মধ্যে আপনার প্রতি বহুবিধ কটুক্তি প্রয়োগ
করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রহর্য্যচিতে
আত্মপ্লাবী করিয়া কহিয়াছিল যে, পাণ্ডব-
গণের ধন সম্পত্তি আর কিছুই নাই;
উহারা কালক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া আমার
নিকট পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইবে; তাহা হইলে
উহাদের নাম ও গোত্র আর কিছুই
থাকিবে না।

হে অজাতশত্রো! দ্যুতক্রীড়া-সময়ে
ছুরাঙ্গা ছুর্য্যাসন ক্রপদনন্দিনীকে অনাথার

ন্যায় কেশাকর্ষণ-পূর্বক রাজসুভায় আনয়ন করিয়া “গরু গরু” বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছিল। তৎকালে আপনার ভ্রাতৃগণ কেবল ধর্ম পালন ও আপনার প্রতিবেশ বাক্য রক্ষার নিমিত্তই ঔদাসীণ্য অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। ছুরাঙ্গা দুঃশাসন আপনার বনবাস-সময়ে উক্তপ্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া জ্ঞাতিসমাজ-মধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল। তৎকালে ঐ সভাস্থ সমস্ত মহাত্মারা আপনাকে অপরাধশূন্য বিবেচনা করিয়া বাস্পপূর্ণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ভূপতি-গণ ও ব্রাহ্মণগণ দুঃশাসনের বাক্যে অভি-নন্দন করিলেন না। সভাসদগণ সকলেই দুর্ঘোষনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! নিন্দা অপেক্ষা সংকুলসম্ভূত ব্যক্তির ক্ষুদ্রতাই শ্রেয়স্কর। ছুরাঙ্গা দুর্ঘো-ধন ভূগণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপতিগণ কর্তৃক নিন্দিত ও জ্ঞানসমাজে লজ্জিত হইয়া তৎকালেই নিহতপ্রায় হইয়াছে। দুর্ঘো-ধনসদৃশ অসচ্চারিত্রসম্পন্ন জনগণকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করা অনায়াসসাধ্য।

হে রাজন ! অনায়াস ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সমুদায় লোকের বধ্য ; অতএব আপনি নিঃসন্দেহ চিন্তে দুর্ঘোষনকে সংহার করুন। আমার মতে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিকট প্রণিপাতপরতন্ত্র হওয়া আপনার কদাচ কর্তব্য নহে। যাহা হউক, যাহাদের দুর্ঘো-ধন সাধু কি অসাধু এই সন্দেহ আছে, আমি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের

সংশয় ছেদ করিব। হে ধর্মরাজ ! আমি তথায় সমুদায় ভূপতিগণসমক্ষে আপনার পুরুষোচিত গুণ ও দুর্ঘোষনের দোষ কীর্তন করিব। তত্রস্থ নানা জনপদেস্থর ভূপতিগণ আমার সেই ধর্মার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধর্মাত্মা ও সত্যবাদী এবং দুর্ঘোষনকে লুক্ক বলিয়া জানিতে পারিবেন। পুরও জনপদবাসী ব্রাহ্মণপ্রভৃতি চারি বর্ষ সমাগত হইলে, আমি আবালবৃদ্ধ সকলের সমক্ষে দুর্ঘোষনের নিন্দা করিব। কৌরব-গণের নিকট শাস্তি প্রার্থনা করিলে আমার কিছুই অধর্ম হইবে না ; প্রতু্যত সমুদায় ভূপতিগণ কৌরবাদীগণকে বিশেষতঃ ধৃত-রাষ্ট্রকে নিন্দা করিবে। ছুরাঙ্গা দুর্ঘোষন সকল লোক কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইলেই মৃত্যুপ্রায় হইবে ; তর্খন তাহার পরাভবের নিমিত্ত আপনার কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না ; আপনার বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন।

হে ধর্মরাজ ! আমি কুরুকূলে গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শাস্তি স্থাপন করিতে যত্ন করিব। কিন্তু নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কৌরবেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না ; যুদ্ধপক্ষেই কৃত-নিশ্চয় হইবে ; তাহা হইলে আমিও আপ-নাদের জয় লাভার্থ পুনরায় এ স্থানে প্রত্যা-গমন করিব। হে মহারাজ ! বৈরূপ দুনি-মিত্ত অবলোকন করিতেছি, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম হইবে ; শাস্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। সাংকালে যুগ ও পক্ষিগণ হস্তাশ-

গণের মধ্যে ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে ; অগ্নি ঘোরতর রূপ ও নানাবিধ বর্ণ ধারণ করেন। বোধ হয়, মনুষ্যলোকক্ষয়কারী যমরাজের সমাগম হইয়াছে ; নচেৎ এরূপ হইত না। যাহা হউক, যোদ্ধৃগণ এক্ষণে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের তত্ত্বাবধারণে যত্ন করুক এবং শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদায় সুসজ্জিত করিয়া রাখুক। হে মহারাজ ! সংগ্রামে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক ; সমুদায় তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়া রাখুন। দুর্যোধন যখন দ্যুতক্রীড়ায় আপনার সমুদায় রাজ্য অপহরণ করিয়াছে ; তখন জীবন থাকিতে কখনই আপনাকে উহা প্রদান করিবে না।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি কুরুমন্ডায় গমন করিয়া যাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের শান্তি লাভ হয়, এরূপ কথা কহিবে ; যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কদাচ কোরবগণকে ভীত করিও না। দুর্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিও না ; 'মাল্লবাদ' দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিও। সে সাতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব, শ্রেয়োদেষী, পাপ-পরায়ণ, দম্ভতুল্যচেতাঃ, ঐশ্বর্য্যমদগন্ত, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, ক্রুরকণ্ঠা, পাপাত্মা ও শিষ্ট। সে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে ; তথাপি কাহারও নিকট নত হইবে না এবং আপনার মতও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না ; বিশেষতঃ ঐস আমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা সুহৃদ্বজনের

মতের বিপরীত কার্য্য করে ; ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে ; মিথ্যা ব্যবহার সাতিশয় প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে ও সুহৃদ্বর্গের বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মনঃপীড়া উৎপাদন এবং ক্রোধবশতঃ দ্রুত স্বভাব অবলম্বন করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। অতএব তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা আমার মতে নিতান্ত দুষ্কর।

হে মধুসূদন ! দুর্যোধনের সৈন্যসংখ্যা, স্বভাব, বল ও পরাক্রমের বিষয় তোমার অবিদিত নাই। পূর্ব্বে সমুদায় কোরব-গণ ও আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইন্দ্রতুল্য বোধ করিয়া পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে আগ্রোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতাম ; কিন্তু এক্ষণে যেমন নিদাঘ-কালে ছত্ৰাশন বন সকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্যোধনের ক্রোধানলে সমুদায় ভরতবংশ ধ্বংস হইবে।

হে মহাত্মন ! মহাতেজস্বী অশ্বরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদ্যবর্ত, নীপদিগের জনমেজয়, তালজঙ্ঘাদিগের বহুল, ক্রমীদিগের উদ্ধতবস্ত্র, সুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের রুম্বর্জিক, বলীহদিগের অর্কজ, চীনদিগের ধৌতমূলক, বিদেহদিগের হয়-গ্রীব, মহৌজাদিগের বরষু, সুন্দর বংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরুষবা, চেদি-মংশাদিগের সহজ, প্রবীরদিগের রুম্বর্জ, চন্দ্রবংশদিগের ধারণ, যুকুটদিগের বিগা-হন ও নন্দিবেগদিগের সম ; এই অকাঁদশ ভূপতি বংশের কলঙ্কস্বরূপ ; ইহারা যুগান্তে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্নীয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব-

গণকে এক কালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, পাপাত্মা কুলঙ্গার দুর্ঘ্যোধানও সেই রূপ কুরুকুল সংহারের নিমিত্ত যুগান্তে কৌরববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার সমীপে যুধি, ধর্ম্মার্থযুক্ত ও তাহার স্বার্থাবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য ; কটু বাক্য কদাপি বক্তব্য নহে। যদি দুর্ঘ্যোধানের নিকট আগাদের সকলকেই হীনভাবে কাল-যাপন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ; কিন্তু ভরতবংশ বিনাশ করা কদাপি কর্তব্য নহে। বরং যাহাতে কৌরবগণের সহিত আগাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তুমি এরূপ কার্য্য করিও ; কিন্তু যদ্বারা কৌরব-গণ কুলক্ষয়নিবন্ধন দারুণ দোষে দূষিত হয়, এরূপ চেষ্টা কখন করিও না। তুমি আমাদের পিতাগৃহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভা-সদস্যগণকে বলিবে যে, যাহাতে আমাদের পরস্পর সৌভাদ্র্য জন্মে ও দুর্ঘ্যোধান প্রশান্ত হয়, তাহার এমন কোন উপায় নির্দ্ধারিত করুন। হে মধুলুদন ! আমার এই মত ; ধর্ম্মরাজও ইহাতে অভিনন্দন করিতেছেন ; আর পরম দয়ালু অর্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নাই।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহা-বাহু শাক্ষপাণি কেশব গিরির লঘুত্বের স্মায়, পাবকের শীতলত্বের স্মায় ভীমসেনের মুখে অশ্রুতপূর্ব্ব যুধি বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগি-

লেন, হে ভীমসেন ! আপনি অন্যান্য সময়ে বধাকাজ্ঞী ক্রুরকর্ম্ম কৌরবগণকে সংহার করিবার মানসে যুদ্ধেরই প্রাশংসা করিয়া থাকেন, এক বারও নিদ্রিত হন না ; স্ন্যজ ভাবে শয়ন করিয়া জাগরিতা-বস্থাতেই রজনী অতিবাহিত করেন ; সতত দারুণ, অপ্রশান্ত, ক্রোধজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি যখন স্বীয় ক্রোধায়িত্তে সমুত্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তৎকালে আপনাকে সমুদ্র হতাশনের স্মায় বোধ হয়। যখন ভয়ার্ত্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির স্মায় একান্তে শয়ন করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন, তখন আপনার আন্তরিক ভাবানভিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞান করে। হে বৃকোদর ! আপনি সততই মদস্রাবী মাতঙ্গের স্মায় বৃক্ষ সমুদায় নিমূল করিয়া ক্ষিতিলে পাতিত ও পদাঘাত করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহা-বেগে ধাবমান হন ; এই সমুদায় ব্রাহ্মণ-গণের সহবাসে আনন্দিত হন না ; নির্জনে কালযাপন করেন এবং কি দিবা কি বিভাবরী কোন সময়েই যুদ্ধচিন্তা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন না। আপনি অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিয়া নির্জনে জাম্বুদ্বয়ের মধ্যে গম্বুক সংস্থাপন-পূর্ব্বক নিমৌলিত নেত্রে উপবেশন করেন ; পুনরায় ক্রকুটিবন্ধন ও ওষ্ঠদংশনপূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেখুন, যেমন দিবাংকর প্রত্যহ পূর্ব্ব দিগ্বিতাপে উদ্ভিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক

অস্তাচলে গমন করিয়া পুনঃপুনঃ মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কদাপি ইহার ব্যতিক্রম হয় না; তদ্রূপ আপনিও “গদাঘাতে দুৰ্য্যোধনকে সংহার করিব, কদাচ অন্যথা হইবে না”; ভ্রাতৃগণমধ্যে এই কথা বলিয়া গদাস্পর্শনপূর্বক সত্য করিতেন; কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে আপনার গতি শান্তিপথানুবর্তিনী হইয়াছে। আজি আপনার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয় করিলাম, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির চিন্তবৃত্তির বৈপরীত্য জন্মে।

হে ভীমসেন! আপনি নিদ্রিত ও জাগ্রিতাবস্থায় দুর্নিমিত্ত সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন; তন্নিমিত্তই শান্তি পথাবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি ক্রীষের ঞ্চায় আপনাকে পুরুষত্ববিহীন অনুভব করিতেছেন! আপনি মোহে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই আপনার মনঃ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার হৃদয় কম্পিত হইতেছে; মনঃ বিষণ্ণ হইয়াছে এবং আপনি উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়াছেন; তন্নিমিত্তই শান্তি সংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। মনুষ্যের চিত্ত বাতবেগপ্রচলিত শাম্বলিবীজের ঞ্চায় নিতাস্ত চঞ্চল। যেমন গোমুখে মানুষের বাক্য অশ্রদ্ধেয়, তদ্রূপ আপনার এই বুদ্ধি নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে; আপনার বাক্য শ্রবণে শাণ্ডবগণের মনঃ একবারে উৎসাহশূন্য হইয়াছে।

হে ভীমসেন! আপনার এই রূপ

অসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, পর্বতও প্রচলিত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি আপনার কৰ্ম্ম ও ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে মনোনিবেশ করুন; বিষাদ করিবেন না; স্থির হউন। হে অরাতি-নিপাতন! প্ৰাণি আপনার গুণে অতিশয় বিরুদ্ধ; স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাহা লাভ না হয়; ক্ষত্রিয়গণ তাহা কদাচ ভোগ করেন না।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! নিত্য ক্রোধপরায়ণ মহাবলং পরাক্রান্ত বৃকোদর কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে সুশিক্ষিত অশ্বের ঞ্চায় ধাবমান হইলেন; অনন্তর কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! আমি যে নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া শান্তিপথ অবলম্বনে কৃতযত্ন হইয়াছি, তুমি তাহা সविशेष অবগত না হইয়াই আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি আমার সহিত বহু কাল একত্র বাস নিবন্ধন আমার হৃদয় ভাবসকল অবগত হইতে পার, অথবা যেমন হৃদয়মাত ব্যক্তির হৃদয়মধ্যস্থ দ্রব্যজাতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও আমার আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পার নাই; তন্নিমিত্তই অনুচিত বাক্য দ্বারা আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি যেরূপ কটুক্তি করিলে, ভীমসেনের প্রতি এরূপ অপ্রতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করা অন্য কাহারও

সাধ্য নহে । যাহা হউক এক্ষণে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

সকলেই আপনার পৌরুষ ও পরাক্রম পরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করে । হে জনার্দন ! আত্মপ্রশংসা নিতান্ত নিন্দনীয় ; তথাপি আমি কেবল তোমা কর্তৃক নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া আপনার বলের বিষয় কহিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । হে বাহুদেব ! এই যে স্বর্গ ও পৃথিবী দেখিতেছ, ইহা সমুদায় লোকের বাসস্থান, অচল, অনন্ত ও সকলের মাতৃস্বরূপ । যদি ঐ দুই পদার্থ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাবয়ের ন্যায় ধাবমান হয় ; তাহা হইলে আমি স্বীয় বাহুযুগল দ্বারা অনায়াসে উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি । দেখ, আমার বাহুযুগল লৌহময় পরিষদ্বয়ের ন্যায় ; ইহার মধ্যে নিপতিত হইয়া বিমুক্ত হইতে পারে, এমন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় না । হিমাচল, সমুদ্র ও বলনিসূদন ইন্দ্র ইহারা তিন জনে আমার সমুদ্রিত সসৈন্তে সংগ্রাম করিলেও পরিত্রাণ পাইতে পারেন না । যে সমুদায় যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয় পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়িতা প্রকাশ করিতেছে ; আমি তাহাদের সকলকে একাকী ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া পাদ দ্বারা মর্দন করিতে পারি ।

হে মধুসূদন ! আমি পূর্বে যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি অবগত হও নাই ? যদি না হইয়া থাকে, তবে এই আগামী তুমুল সংগ্রামসময়ে

সমুদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় আমার অসীম পরাক্রম অবগত হইবে । হে জনার্দন ! ত্রণের পৃথ উন্নয়ন করিলে ঘেরূপ মত্তগা হয়, তোমার পরুষ বাক্যে আমার তক্রপ কষ্ট হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত স্বীয় অনুভবানুসারে আপনার পরাক্রমের বিষয় কহিলাম ; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার বল বিক্রম অধিক জানিবে । তুমুল সংগ্রাম সমারম্ভ হইলে আমি যখন অসংখ্য মাতঙ্গ, রণা, গজারোহী ও যুদ্ধকুশল ক্ষত্রিয়গণকে সংহার এবং সচরাচর ভূমণ্ডল আকর্ষণ করিব ; তৎকালে তুমি ও অন্যান্য লোক-সকল আমার পরাক্রম দৃষ্টিগোচর করিবে ।

হে মধুসূদন ! আমার লজ্জা অবসন্ন হয় নাই ; আমার মনঃ কম্পিত হইতেছে না ; সমুদায় লোক ক্রুদ্ধ হইলেও আমার ভয় জন্মে না । আমি কেবল কৌরবগণের সহিত মৌহর্দ্দিনিমিত্ত তাহাদের অবি-নাশের নিমিত্ত আমাদের সমুদায় ক্রোশে উপেক্ষা করিয়া শান্তিস্থাপনে যত্ন করিতেছি ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভীমসেন ! আমি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে প্রণয়পূর্ব্বক আপনাকে ঐ সকল কথা কহিয়াছি ; স্বীয় পাণ্ডিত্য বা ক্রোধবশতঃ আপনাকে কহি নাই ; এবং আপনাকে আত্মপ্লাঘা দোষে দূষিত করিতেও আমার অভিলাষ ছিল না । আমি আপনার মাহাত্ম্য, বল ও কর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত

আছি ; আপনাকে পরিভব করিতে আমার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। আপনি আপনার প্রভাবের বিষয় যেরূপ অনুভব করেন, আমি উহা তদপেক্ষা সহস্র গুণ জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনি যেরূপ সর্ববিরাজাভিপূজিত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, প্রভাবও তদনুরূপ লক্ষিত হইতেছে ; এবং বন্ধু বান্ধবগণও তদনুসারে মিলিত হইয়াছে।

হে বৃকোদর ! লোকে দৈব ও মানুষ্য-ধর্ম্মে সন্দেহ সমুপস্থিত হইলে তন্মিরাকরণার্থ বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কৃতনিশ্চয় হইতে পারে না। ধর্ম্ম পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু এবং বিনাশেরও কারণ হইয়া উঠে ; কিন্তু পুরুষকারের ফলের স্থিরতা নাই। দোষদর্শী পণ্ডিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য পক্ষে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাও বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য উত্তম-রূপে মন্ত্ৰণা করিয়া ন্যায়ানুসারে সম্যক-প্রকারে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেও দৈব-প্রভাবে উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। স্বভাব-জাত শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ক্ষুধা, পিপাসা-প্রভৃতি দৈব কার্য্য সমুদায়ও পুরুষকার দ্বারা নিবারিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম সমুদায়ের ফল পর-লোকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত কর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব পুরুষকার সর্বতো-ভাবে প্রধান। তথাপি মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরি-

ত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না। অতএব আমার মতে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিশ্চয়ই জয় লাভ করিব এ কথা বক্তব্য নহে। কিন্তু শত্রুগণের নিকট নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় আচরণ করাও অকর্তব্য ; তাহা হইলে পরিণামে বিষন্ন ও গ্লানিযুক্ত হইতে হয়।

যাহা হউক, আমি কল্য প্রভাত সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। যদি কৌরবগণ তাহাতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমার অনন্ত যশোলাভ, আপনাদের কার্য্য সিদ্ধি ও কৌরবগণের মঙ্গল হইবে। আর যদি তাহারা আমার কথায় উপেক্ষা করে, তবে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে ভীষ্মসেন ! সেই যুদ্ধে আপনি ও ধনঞ্জয় আপনারা উভয়ে ধুরন্ধর হইয়া অন্যান্য জন-সমুদায়কে সংগ্রহ করিবেন। আমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে ; কিন্তু অর্জুনের অভিলাষানুসারে আমি উহার সারথি হইব। হে বৃকোদর ! আমি কেবল আপনাকে নিস্তেজের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া আপনার তেজঃ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত আপনার প্রতি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, হে জনার্দন ! মহা-
রাজ যুধিষ্ঠির উপযুক্ত কথা কহিয়াছেন ;
কিন্তু তোমার বাক্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা
জন্মিতেছে। তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে,
ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের দৈন্যপ্রযুক্ত
কৌরবগণের সহিত আমাদের সন্ধি হওয়া
অতি দুষ্কর। তুমি কহিলে যে, প্রাক্তন
কর্ম ব্যতীত কেবল পুরুষকার দ্বারা ফল-
লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ; তন্নিমিত্তই
পুরুষের যত্ন অনেক বার নিষ্ফল হয়।
আরও কহিয়াছ যে, তোমার যুদ্ধ করিতে
বিলক্ষণ অভিলাষ আছে ; যদি উহা যথার্থ
হয়, তবে যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও ; কিন্তু তুমি
ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শান্তি সংস্থাপন
করিতে পার ; তোমার অসাধ্য কিছুই
নাই। তুমি যুদ্ধ সাতিশয় কষ্টদায়ক বলিয়া
স্বীকার করিতেছ ; আর উহাতে কৌরব
ও পাণ্ডব উভয়েরই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা
বটে ; কিন্তু যাহাদের নিকট কর্ম সকল
সফল হয় না, তাহাদের পক্ষে সামাদি
উপায়ও বিনাশকর হইয়া উঠে। হে পুরুষো-
ত্তম ! কর্ম সম্যক রূপে সম্পাদন করিলে
প্রায়ই ফলোদয় হইয়া থাকে। অতএব
তুমি এই রূপ কার্য করিবে, যাহাতে
শত্রুগণের নিকট আমাদের শ্রোয়োলাভ
হইতে পারে।

হে কৃষ্ণ ! প্রজাপতি যেমন স্ত্র ও
অস্ত্র এই উভয় পক্ষের স্ত্রহং, তদ্রূপ
তুমিও কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষে-

রই প্রথম মিত্র। অতএব তুমি আমাদের
উভয় পক্ষের নিরাসন্ন চিন্তা কর ; আমা-
দের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে দুষ্কর
নহে। হে জনার্দন ! তুমি কুরুসভায়
গমন করিলেই শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ
হইবে। আর যদি কৌরবগণের সহিত
সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতেও আমার
অসম্মতি নাই। ফলতঃ তুমি আমাদের
উপদেষ্টা ; উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া
তাহাদের সহিত সংগ্রাম বা সন্ধি যাহা
করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই সম্মত
হইব। হে মধুসূদন ! যে দুরাত্মা ধর্ম-
নন্দনের উৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শনে অধৈর্য্য
হইয়া দ্যুতক্রীড়ারূপ নৃশংস উপায় দ্বারা
উহা অপহরণ করিয়াছে ; তাহাকে সমূলে
উন্মূলন করা কি আমাদের কর্তব্য নহে ?
দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের কিছুমাত্র অপরাধ
নাই ; কোন্ ক্ষত্রিয় প্রাণনাশ উপস্থিত
হইলেও আহুত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় ?
যাহা হউক, দুরাত্মা দুর্যোগ্য যখন আমা-
দিগকে কপট দ্যুতে পরাজয় করিয়া বনে
প্রেরণ করিয়াছে, তখনই সে আমাদের
বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; তাহার
সন্দেহ নাই।

হে কৃষ্ণ ! তুমি যে সন্ধি স্থাপনের
চেষ্টা করিতেছ, তাহা অনুচিত নহে ;
কেন না সন্ধি বা বিগ্রহ যে উপায় দ্বারা
হউক, কার্য সিদ্ধ হইলেই শ্রোয়োলাভ
হয়। অথবা যদি তুমি কৌরবগণের
সহিত সংগ্রাম করাই উপযুক্ত বোধ কর,
তবে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও

আর কালবিলম্বের আবশ্যকতা নাই। ছুরাজ্ঞা দুর্ব্যোধান সভাগধ্যে দ্রোপদীকে যেরূপ ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে সে ছুরাজ্ঞা যে আমাদের সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে, আমি কখনই এক্ষণ প্রত্যাশা করি না; দেখ, মরুভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিলে কি তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে? অতএব যাহাতে আগাদের হিত হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বরে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও।

অষ্টমপুতিতম অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি যাহা কহিলে তাহা যথার্থ; কোরব ও পাণ্ডবগণের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, উহা আমার অবশ্য কর্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়ই আমার আয়ত্ত; কিন্তু এ স্থলে আমার কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর; উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন ও বীজ-বপনাদি করিলেও বর্ষাব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষ-কারসহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আগার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

ছুরাজ্ঞা দুর্ব্যোধান ধর্ম ও লোকভয়

পরিত্যাগপূর্বক সজ্জনবিগর্হিত দুষ্কর্মানুষ্ঠান করিয়াও লজ্জিত বা সম্ভাপিত হইতেছে না। শকুনি কর্ণপ্রভৃতি তাহার মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন নিয়ত উত্তেজন দ্বারা ঐ ছুরাজ্ঞার পাপপ্রবৃত্তি বদ্ধিত করিতেছে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজ্য প্রদান করিয়া তোমাদের সহিত সন্ধি করিবে না। হুতরাং তাহাকে নিধন না করিলে তোমাদের রাজ্য লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক সন্ধি করা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু আমরা যাক্ষা করিলেও ছুরাজ্ঞা দুর্ব্যোধান কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। আমার মতে তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অকর্তব্য; ঐ ছুরাজ্ঞা কখনই উহাতে সম্মত হইবে না। তাহা হইলে পাপপরায়ণ কোরবকুলকলঙ্ক দুর্ব্যোধান আমার ও পৃথিবী সমস্ত লোকেরই নধ্য হইবে।

ঐ ছুরাজ্ঞা বাল্যাবস্থায় সতত ভোগাদিগকে বদ্ধিত করিত; পরিশেষে ধর্মরাজের অতুল সম্পত্তি দর্শনে স্থস্থির হইতে না পারিয়া তোমাদের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা অনেক বার তোমাদের উপর আগার ভেদবুদ্ধি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহার সেই কুমন্ত্রণা গ্রহণ করি নাই। হে মহাবাহো! দুর্ব্যোধানের যেরূপ অভিপ্রায় ও আমি যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ বাসনা করি, তাহা তোমার অবিদিত নাই; তবে কি নিমিত্ত আজি অনভিজ্ঞের ঋণ্য কথা কহি-

তেছে। তুমি সামান্য লোক নগ্ন ভূভার
হরণ জন্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

হে মহাত্মন! শক্রগণের সহিত সন্ধি
সংস্থাপন একান্ত দুষ্কর। যাহা হউক,
আমি বাক্য ও কার্য দ্বারা সন্ধিস্থাপনে
যথাসাধ্য যত্ন করিব; কিন্তু বোধ হয়,
কৃতকার্য হইতে পারিব না। গোহরণ-
কালে তোমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর
শেষ হইয়াছিল; সেই সময়ে মহাত্মা ভীষ্ম
রাজ্য প্রদানপূর্বক তোমাদের সহিত
সন্ধি করিতে দুর্যোধনকে অনুরোধ
করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে
সম্মত হয় নাই। সে অতি অল্পমাত্র রাজ্য
প্রদানেও সম্মত নহে। হে অর্জুন! তুমি
যখন তাহাকে বধ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ,
তখন সে নিহত হইয়াছে; তাহার সন্দেহ
নাই। যাহা হউক, আমি সর্বথা যুধিষ্ঠি-
রের আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্বক দুরাত্মা
দুর্যোধনের পাপকর্মে দৃষ্টিপাত করিব।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

নকুল কহিলেন, হে মাধব! ধর্মপরা-
য়ণ অতি-বদান্য ধর্মরাজ যে সকল বাক্য
প্রয়োগ করিয়াছেন; মহাত্মা ভীমসেন
যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর যেরূপে সন্ধি-
স্থাপনের উল্লেখ ও স্বীয় ভুজবীর্য প্রকাশ
করিয়াছেন এবং মহাবীর অর্জুন যাহা যাহা
কহিয়াছেন; আপনি তৎসমুদায় শ্রবণ ও
তদ্বিষয়ে বারংবার স্বীয় মত প্রকাশ করি-
লেন। কিন্তু যদি শক্রগণের মত আপনা-
দের মতের বিপরীত হয় তবে আপনাদের

এই সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক: পুনরায়
কর্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কার্য
করিতে হইবে। নিমিত্তের বিভিন্নতানু-
সারে মতেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে;
অতএব উপস্থিত মতে কার্য করাই মনু-
ষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কার্য এক প্রকার
চিন্তা করিলে প্রায়ই অন্য প্রকার
হইয়া উঠে।

লোকের বুদ্ধিবৃদ্ধির স্থিরতা নাই;
দেখুন, আমরা যৎকালে বনে বাস করি-
তাম, তখন আমাদের এক প্রকার বুদ্ধি
ছিল; যখন অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলাম,
তখন আর এক প্রকার হইয়াছিল; এক্ষণে
দৃশ্যভাবে রহিয়াছি, বুদ্ধিও অন্য প্রকার
হইয়াছে। হে মধুসূদন! এক্ষণে রাজ্য-
গ্রহণে আমাদের যাদৃশ আস্থা হইয়াছে,
বনবাসকালে তাদৃশ ছিল না। হে জনা-
র্দন! আপনার প্রসাদে আমরা বনবাস
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া এই
সপ্ত অক্ষৌহিণী আমাদের নিকট সমাগত
হইয়াছে। এই সকল অচিন্ত্যবলবিক্রম
পুরুষগণকে সমরে অস্ত্র ধারণ করিতে
দেখিয়া কাহার মনঃ ব্যথিত না হয়।

অতএব আপনি কুরুসভায় গমনপূর্বক
অগ্রে সাস্তুবাদ পশ্চাৎ ভয়জনক বাক্য
প্রয়োগ করিবেন; এরূপ কথা কহিবেন
যেন দুরাত্মা দুর্যোধন ক্রুদ্ধ না হয়। হে
মহাত্মন! কোন্ রক্তমাংসধারী পুরুষ
যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, সহদেব, বল-
রাম, সাত্যকি, বিরাট, উত্তর, অমাত্য-
সমভিব্যাহারী দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ

ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর এবং আপনার ও আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিবে? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কৌরব সভায় গমন করিলেই ধর্ম্মরাজের অভিপ্রেত অর্থ সাধন করিতে পারিবেন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লিক ইহারা আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্মতি দুর্যোধন ও তাহার অমাত্যগণকে বুঝাইবেন। হে জনার্দন! আপনি বস্ত্র ও বিদুর শ্রোতা হইলে কোন্ কার্য্য সূক্ষ্মসম্পন্ন না হয়।

অশীতিতম অধ্যায়।

সহদেব কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন মধুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে সন্ধি করা কর্তব্য, ইহা স্থির হইলেও যাহাতে যুদ্ধ হয়, আপনি তদ্রূপ কার্য্য করিবেন। বত্ৰপি কৌরবগণ আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপনে মত প্রকাশ করে, তাহা হইলেও আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ সংঘটন করিবেন। যখন সভামধ্যে পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমান সন্দর্শন করিয়াছি, তখন দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কি রূপে ক্রোধ সংবরণ করিব। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন ও নকুল ধর্ম্মানুরোধে যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন; কিন্তু আমি ধর্ম্ম পরিপরিভ্যাগ করিয়া ছুরাত্মা দুর্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

অনন্তর সাত্যকি কহিলেন, হে

পুরুষোত্তম! মহামতি সহদেব যথার্থ কহিয়াছেন। ছুরাত্মা দুর্যোধনকে সংহার করিলেই আমার ক্রোধ শাস্তি হইবে। আপনি কি জানেন না? পাণ্ডবগণকে চীরাজিন পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে দেখিয়া আপনিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব রণদুর্ম্মদ মহাবীর মাদ্রো-নন্দন যাহা কহিলেন, সমুদায় যোদ্ধৃগণ তাহাতেই সম্মত আছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহামতি সাত্যকি এই কথা কহিবারাত্র চতুর্দিক্ হইতে যোদ্ধৃগণের তুমুল সংহ-নাদ সমুথিত হইল। যুদ্ধাভিলাষী বীর পুরুষগণ হৃষ্ট চিত্তে সাত্যকির বাক্যে অভিনন্দন করিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধু-বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

একশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে ও ভীষ্মসেনের প্রশান্ত ভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যেরূপ শঠতাসহকারে পাণ্ডবগণকে স্তম্ভিত করিয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির গোপনে সঞ্জয়ের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধি করিবার মানসে তোমার সমক্ষেই সঞ্জয়কে কহিয়াছিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দুর্যোধনকে কহিবে যে,

সে আমাকে অবিশ্বল, বৃকশ্বল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্ত কোন জনপদ এই পঞ্চ গ্রাম প্রদান করে । সঞ্জয় তাঁহার আদেশ-ানুসারে দুর্ঘোষধনকে কহিয়াছিল ; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতে সন্মত হয় নাই ।

যাহা হউক, তুমি কৌরব সভায় গমন করিলে দুর্ঘোষধন যদি তোমার নিকট রাজ্য প্রদান না করিয়া সন্ধি স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করে ; তাহাতে কদাচ সন্মত হইবে না । পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়গণ একত্র মিলিত হইলে অনায়াসেই দুর্ঘোষধনের সৈন্যসামন্তগণকে পরাভব করিতে পারেন । সাম বা দান দ্বারা কৌরবগণের নিকট হইতে কার্য্যসিদ্ধি করা কাহারও সাধ্য নহে ; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কদাপি তোমার কর্তব্য নহে । যে শত্রুগণ সাম বা দান দ্বারা প্রশান্ত না হয়, স্বীয় জীবন রক্ষার্থ তাহাদের প্রতি অবশ্যই দণ্ড বিধান করিতে হয় । অতএব কৌরবগণের উপর দ্বেষাদণ্ড নিক্ষেপ করা তোমার এবং পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়গণের পক্ষে নিতান্ত বিধেয় । এই কর্ম্ম পাণ্ডবগণের অবশ্য কর্তব্য, তোমার যশস্কর ও ক্ষত্রিয়ের সুখাবহ । স্বর্ধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের লুপ্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিদিগকে সংহার করা কর্তব্য কর্ম্ম । ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-বর্ণের গুরু ও পূজ্য ; অতএব তিনি সর্ব্ব প্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও কদাপি কাহারও বধ্য নন ।

হে জনাৰ্দ্দন ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে

যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে । অতএব তুমি যাহাতে পাণ্ডব, শৃঙ্গয় ও সৈনিক পুরুষগণ-সমভিব্যাহারে উক্ত পাপে লিপ্ত না হও, এক্ষণ কার্য্য করিবে ।

হে মাধব ! এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমার তুল্য কাগিনী আর কে আছে ? আমি অম্পদরাজের অধোনিমন্তৃত কন্যা, ধৃষ্ট-দ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, আজ-মীঢ়কুলসম্বৃত পাণ্ডুরাজের স্নেহা ও ইন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী । ঐ পঞ্চ ভ্রাতার ঔরসে আমার গর্ভে পঞ্চ মহারথ সমুৎপন্ন হইয়াছে ; তোমার পক্ষে অভি-মন্যু যেরূপ, উঁহারাও তদ্রূপ । আমি এতাদৃশ মৌভাগ্যশালিনী হইয়াও তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভা মধ্যে কেশা-কর্ষণক্লেশ অনুভব করিয়াছি । ঐ সময়ে আমি সেই পাপপরায়ণ শর্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছিলাম ; যখন দেখিলাম পাণ্ডব-গণ অমর্যশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পরস্পর মুখাবলোকন করিতেছেন ; তখন আমি হে গোবিন্দ ! আমাকে রক্ষা কর বলিয়া মনে মনে তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম । সেই ফলেই আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণ স্ব স্ব রথ ও আয়ুধ প্রাপ্ত হউন এবং উঁহাদের দাসত্ব মোচন হউক বলিয়া বর গ্রহণ করাতে তাঁহারা বনবাস হইতে মুক্ত হইলেন ।

হে জনার্দন ! তুমি আগার সেই সমুদায় দুঃখ বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছ ; অতএব এক্ষণে আগাকে এবং আমার ভর্তা, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে পরিত্রাণ কর। দেখ, আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্ন্যুষা ; আমাকেও শত্রুগণের পরাক্রমপ্রভাবে দাগী হইতে হইল। কি অশ্চর্য্য ! দুর্ঘ্যোষণ এখনও জীবিত আছে ! পার্থের শরাসন ও ভীমসেনের বলে ধিক্। হে কৃষ্ণ ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের উপর ক্রোধায়ি নিক্ষেপ কর।

অসিতাপান্নী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষ্মণসম্পন্ন, মহাভূজগ সদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীনবচনে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন ! ছুরায়া দুঃশাসন

- আগার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভোগার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃত-
- সঙ্কল্প হইয়াছেন ; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ; আমার হৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবলপরা-
- ক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। ছুরায়া দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতে নিপতিত ও পাংশুগুপ্তিত না দেখিলে আমার শাস্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায় ?

আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে ; তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না ; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে কম্পিত-কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দ্রবী-ভূত হতাশনের ন্যায় অতুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাহুদেব তাঁহাকে সান্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি অতি অল্প দিনের মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন ক্রন্দন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন, নকুল ও সহদেব-সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্ররত হইব। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরে নিহত ও শৃগল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রলিত, মেদিনী উৎক্লিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্র সমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণ ! বাষ্প সংবরণ কর ; আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচির

কাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্য লাভ করিতে দেখিবে।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায়।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি সমুদায় কুরুবংশীয়গণের প্রধান সূত্র ; তুমি আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধী ও স্নেহ-ভাজন ; অতএব যাহাতে আমাদের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য কর। তুমি মনে করিলে অনায়াসেই শাস্তি করিতে পার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি এখান হইতে কুরুমন্ডায় গমন করিয়া অতিক্রোধন দুর্যোধনের নিকট সন্ধি স্থাপনের কথা উল্লেখ করিবে। যদি ঐ অল্প-বুদ্ধি তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলজনক বাক্যে সম্মত না হয় ; তবে তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! কোরব-গণের মঙ্গল করা আমার পক্ষে হিতকর ও ধর্ম্মজনক ; অতএব আমি উহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন করিব।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। বিনির্ম্মল প্রভাব-শালী ভগবান্ মরীচিমালী মুহূর্ত্তাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদুবংশাবতংস বাসুদেব ঐ রেবতীনক্ষত্র-যুক্ত কার্ত্তিক মাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্ত্তে কোরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিস্তৃত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য পুণ্যনির্বোধ অগণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও

বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন এবং বৃষলাঙ্গুল স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দেবাসকল সন্দর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বাক্য স্মরণ করিয়া সমীপে আসীন শিনির নপ্তা সাত্যকিকে কহিলেন, ভদ্র ! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, ভূগীর, শক্তি ও অগ্ন্যস্ত্র আশ্রয় সকল সংস্থাপন কর। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি নিতান্ত দুষ্কৃত্য ; বলবান্ ব্যক্তির অতি দুর্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে।

তখন কৃষ্ণের অগ্রগামিগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া রথযোজনে প্রবৃত্ত হইল। ঐ রথ গগনচারী, প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় অধ্বগামী, সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ চক্রবয়ে বিভূষিত, কৃত্রিম চন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, মংস, মৃগ ও পাকিসমুদায়ে শোভিত এবং বিবিধ পুষ্প, মণি, রত্ন ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত, ধ্বজপতাকামণ্ডিত, ব্যাক্র চর্ম্মে আবৃত, শত্রুগণের মশোনাশক ও যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধন। অগ্রগামিগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে শৈব্য স্ত্রীষ প্রভৃতি অশ্বগণ রথে যোজিত করিল। ধ্বজের অগ্রভাগে পতগেন্দ্র গরুড় সন্নিবেশিত হইল ; দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

যদুকুলপ্রদীপ কৃষ্ণ সেই কামগ বিমান-সদৃশ, মেরুশিখর ভূল্য, মেঘগভীরনিম্বন স্তম্ভদনে আরোহণ করিলেন। পরে সত্যকিকে তথায় আরোপিত করিয়া রথ-নির্বোধে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত

করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কণ-
কাল মধ্যে আকাশমণ্ডল বিগতাত্র হইয়া
উঠিল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত
হইতে লাগিল, পার্শ্বস্থ ধূলিপটল একেবারে
প্রশান্ত হইল, মঙ্গল্য যুগ ও পক্ষিগণ
তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল এবং
সারস, শতপত্র, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ স্তম-
ধুর শব্দ করিয়া মধুসূদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইল। মন্ত্রাহত হতাশন বিধুম
হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তাহার
শিখা সমুদায় দক্ষিণাবর্ত হইয়া উঠিল।
বশিষ্ঠ, বামদেব, সূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র,
নারদ, বায়ীক, মরুত, কুশিক, ভৃগু প্রভৃতি
মহর্ষিগণ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণকে
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ মধুসূদন এইরূপে সেই সমুদায়
মহাভাগগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া কৌরব-
সভায় গমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করি-
লেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, মহাবল
পরাক্রান্ত চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ,
কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্র বিরাট,
কৈকয়গণ ও অচ্যুত ক্ষত্রিয় সমুদায় তাঁহার
সমভিব্যাহারে গমন করিতে উত্তত হইলেন।

যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্ধের বশী
ভূত হইয়া কদাচ অচায়াচরণ করেন নাই;
যিনি সর্বভূতের অগীষ্মর এবং সর্বাপেক্ষা
ধর্ম্মপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, ধৃতিমান ও প্রাজ্ঞ; মহা-
রাজ যুধিষ্ঠির তখন ভূপতিগণ সমক্ষে সেই
সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণসাক্ষর সনাতন দেব-
দেবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগি-
লেন, হে মাধব! যিনি আমাদের কৃষ্ণকে

কাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন; যিনি
উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা ও অতি-
থির পূজা এবং গুরুশ্রদ্ধায় একান্ত নিরত
এবং নিতান্ত পুত্রবৎসল; যিনি দুঃখো-
ধনের ভয় হইতে আমাদের পক্ষপাতি
করিয়াছেন; যিনি আমাদের নিমিত্ত সতত
দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন; তুমি কৌরব-
ভবনে গমন করিয়া আমাদের সেই দুঃখিনী
জ্ঞানীর অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে এবং
তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক আমাদের কুশল-
বার্তা কীর্তন করিয়া বারংবার আশ্বাস
প্রদান করিবে। সেই পুত্রবৎসলা বিবাহ-
প্রভৃতি শিশুরকূলের দুঃখ ও অবগাননা দর্শনে
নিতান্ত দুঃখভোগ করিতেছেন। হে
অরাতিনিপাতন! আগার কি এমন সময়
সমুপস্থিত হইবে যে, আমি সেই চিরদুঃখিনী
জননীর দুঃখ মোচন করিতে পারিব! হায়!
আমরা যখন বনে গমন করি; তৎকালে
তিনি রোদন করিতে করিতে ক্ষুণ্ণবেগে
আমাদের নিকট আগিয়াছিলেন; কিন্তু
আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসি-
য়াছি। বোধ হইতেছে, তিনি পরলোক
প্রাপ্ত হন নাই; পুত্রবিরহদুঃখে একান্ত
অভিভূত হইয়া জীবিত আছেন। তুমি
তাঁহাকে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম,
দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা ও মহারাজ বাহ্লিক
এবং সৌগদ্য প্রভৃতি বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে
অভিবাদন করিয়া কুরুকূলের প্রধান মন্ত্রী,
অগাধবুদ্ধি, ধর্ম্মপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে
আলিঙ্গন করিবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ভূপতিগণ মধ্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া

প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর মহামুভব অর্জুন স্রীয় সখা
শতবলনিসূদন মধুসূদনকে কহিতে লাগি-
লেন, হে গোবিন্দ ! আমরা মদ্রাবিনিশ্চয়
সময়ে যে রাজ্যার্জি গ্রহণপূর্বক সন্ধি সংস্থাপ-
নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তাহা ভূপতি-
গণ বিদিত হইয়াছেন । কৌরবগণ যদি
আমাদিগকে সংকার পুরঃসর উহা প্রদান
করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোন
শঙ্কা থাকিবে না ; নচেৎ আমি নিশ্চয়ই
সমুদায় ক্ষত্রিয়কে সংহার করিব । ধনঞ্জয়
এই কথা কহিবারাত্র মহাবীর বৃকোদর
সান্তিশয় ফলিত হইলেন এবং ক্রোধকম্পিত
কলেবরে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে
লাগিলেন । ভীষ্মসেনের ভয়ঙ্কর চীৎকার-
ধ্বনি শ্রবণে ধনুর্দ্ধরগণ কম্পিত হইতে
লাগিল । অর্জুন কক্ষকে এই কথা বলিয়া
তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন-
পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ প্রতিনিবৃত্ত
হইলে, জনার্দন সত্তরে কৌরব নগরাভিমুখে
গমন করিতে লাগিলেন । অশ্বগণ দারুক
কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে গমন
করিতে লাগিল ; দেখিলে বোধ হয় যেন
তাহারা পথ ও আকাশমণ্ডল গ্রাস করি-
তেছে । মহাবাহু কেশব এই রূপে কিয়-
দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্ম-
তেজে জ্বলন্তমান কতিপয় মহর্ষিকে সন্দ-
র্শন করিলেন । তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবা-
মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে রথ হইতে

অবতীর্ণ হইয়া আতিবাদনপূর্বক ভিজ্জাঙ্গা
করিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সমুদায় লোকের
কুশল ? ধর্ম্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হই-
তেছে ? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের
শাসনে অবস্থান করিতেছে ? আপনারা
কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন ? কোথায় যাইতে
বাসনা করিতেছেন ? আপনাদের প্রয়ো-
জন কি ? আগাকে আপনাদের কেনি
কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? এবং
আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ
হইয়াছেন ?

তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কক্ষকে আলি-
ঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন ! আমা-
দের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ
বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং
কেহ কেহ তপস্বী । আমরা অনেক বার
দেবাত্মরের সমাগম দেখিয়াছি ; এক্ষণে
সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ, ভূপতি ও আপ-
নাকে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন
করিতেছি । আমরা কৌরব সভা মধ্যে
আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য
শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । হে
যাদবশ্রেষ্ঠ ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিষ্ণুর প্রভৃতি
মহাভাগগণ এবং আপনি যে সুত্য ও হিতকর
বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য
শ্রবণে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি ।
এক্ষণে আপনি সত্তরে কুরুরাজ্যে গমন
করুন ; আমরা তথায় আপনাকে সতী-
গণপে দিব্য আসনে আসীন ও স্তোত্র-
প্রদীপ্ত দেখিয়া পূর্নরায় আপনার সহিত
কথোপকথন করিব ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ ! দেবকীনন্দনের গমন কালে দশ জন শত্রু-সৈন্যনাশক শস্ত্রপাণি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ, সহস্র পদাতি, সহস্র অশ্বারোহী ও বিপুল ভক্ষ্য দ্রব্য সহিত শত শত কিক্কর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে গমন করিয়া-ছিলেন ? আর তাঁহার গমন কালে কি কি নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছিল ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাত্মা বায়ুদেবের প্রয়াণসময়ে যে সকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন । বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; নদী সমুদায় প্রতিকূল বেগে প্রবাহিত হইতে লক্ষ্মীগল ; সপ্ত সমুদ্রে পূর্ব দিকে ধাবমান হইল ; অকস্মাৎ লোকের মনে দিগ্ভ্রম জন্মিল ; অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ; পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল ; কূপ ও কুস্ত্র হইতে জল উচ্ছলিত হইতে লাগিল ; সমুদায় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; সমুখিত পার্থিব ধূলিপটলপ্রভাবে দিক্ বিদিক্ সকল বিলুপ্তপ্রায় হইল ; আকাশ-মণ্ডলে তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহার নির্ণয় হইল না, এবং বজ্রনিশ্চয় নৈঋত বায়ু অসংখ্য পাদপ-ভগ্ন করিয়া হস্তিনানগর মণ্ডিত করিল । কিন্তু এই সমুদায় উপদ্রব

ভগবান্ বায়ুদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না । তিনি যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন ; সেই সেই স্থানে বায়ু স্তম্ভস্পর্শ হইল ; পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ স্রগন্ধ পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল ; পথ সকল সমতল ও কুশকণ্টকরহিত হইল । সহস্র সহস্র ত্রাক্ষণ বেদবাক্যে কৃষ্ণের স্তুত্ব করিতে আরম্ভ করিল ; ত্রাক্ষণগণ মধুপর্ক ও ধন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন । কামিনীগণ পথিমধ্যে আগমনপূর্বক তাঁহার মস্তকে স্রগন্ধ বস্ত্রপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ।

দেবকীনন্দন সর্বশস্য পরিপূর্ণ অতি রম্য, স্তম্ভাস্পদ, পরম পবিত্র শালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্য পশু সন্দর্শন করিয়া বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন । কুরুকুল-সংরক্ষিত নিত্যপ্রহরিত অনুদ্বিঘ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বায়ুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল ।

এদিকে ভগবান্ মরীচিগালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে, অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সঙ্করে রথ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাস্থগোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন । দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে

রথ হইতে যুক্ত করিয়া শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্তাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সঙ্ক্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ ! অগ্ৰ যুগ্মিষ্ঠিরে কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে পটমণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ ও বিবিধ স্নমিক্ত অন্নপান প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হুম্বীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহার স্নমিক্ত দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে ঘামিনী যাপন করিলেন।

চতুর্দশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! এদিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দূতমুখে মধুসূদনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া মহাভূজ ভীষ্ম, দ্রোণ, গঞ্জয় ও মহামতি বিদুরের সমক্ষে অমাত্য-সমবেত

দূর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস ! অতি আশ্চর্য্য কথা শ্রবণগোচর হইল ; দণ্ডার্থাধিপতি বাসুদেব পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধনার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন। প্রতিগৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই এই কথা শ্রুত হইতেছে ; কি চত্বর কি সভা সমুদায় স্থানেই এই কথার আলোচনা হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন আমাদের মান্য ও পূজনীয় ; তাঁহার প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে ; তিনি সমুদায় ভূতের ঈশ্বর ; তাঁহাতে ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও তেজঃ বর্ত্তমান আছে ; এবং তিনিই সাধুলোকের মাননীয় ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহাকে পূজা করিলে স্নেহ দয় হয় ; না করিলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। যদি আমরা যথাবিধি পূজা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি ; তাহা হইলে আমাদের সমুদায় অন্তিলাষ সফল হইবে। অতএব হে অরাতিনিপাতন ! অগ্ৰই তাঁহার পূজার উদ্যোগ কর। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সমুদয় ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ সভা সমুদায় প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হও এবং যাহাতে তিনি তোমার প্রতি ক্রীত হন ; এ রূপ কার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন কর। এ বিষয়ে আমার এই মত ; দেখ, ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম আবার ইহাতে কি বলেন।

ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

রাজা দূর্য্যোধন তাঁহাদের সকলের

অভিপ্ৰায়ানুসারে পরম রমণীয় সভা সম্পাদনোপযোগী দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিয়া রমণীয় প্রদেশ সমুদায়ে নানারত্নসম্বীর্ণ বিবিধ সভা নিৰ্মাণ করাইলেন। ঐ সমুদায় সভাতে বিবিধ বিচিত্র আসন, স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সুক্ষ্ম বসন, সুগন্ধি অন্ন পান ও সুগন্ধ মাল্য সকল সংস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ কৃষ্ণের বাসের নিমিত্ত বৃক-স্থলে যে সভা প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা অত্যাশ্চর্য সমুদায় সভা অপেক্ষা প্রচুররত্নসম্পন্ন ও মনোহর।

দুর্যোধন সেই দেবোচিত অতিমানুষ কণ্ঠ সম্পাদন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কেশব সেই সকল সভা ও রত্নজাতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া কুরুসভায় গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা জনার্দন উপপ্লব্য নগর হইতে আমাদিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; অথ বৃকস্থলে অবস্থান করিতেছেন; কল্য প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহুকাদিগের অধিপতি, সমুদায় সাঙ্ঘতগণের অগ্রগ, অতি বিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের ভর্তা ও রক্ষিতা এবং লোক-ক্ৰয়ের প্রপিতামহ। যেমন আদিত্য, রুদ্র ও বহুগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির অনুগামী হন; তদ্রূপ যাবতীয় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ বাহুদেবের প্রজানুসারে কার্য্য করিয়া

থাকেন। আমি তোমার সমক্ষেই সেই মহাত্মাকে যে দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া পূজা করিব; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একবর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর বাহ্লিকদেশীয় চারি চারি অশ্বে সংযোজিত সুবর্ণনির্মিত ঘোড়শ রথ, নিত্যমদস্রাবী, বিশালদর্শন, অন্ট অন্ট অনুচরে অনুগত, অন্ট মাতঙ্গ, সুবর্ণবর্ণ অজাতাপত্য শত দাসী, তৎসংখ্যক দাস, পার্শ্বত্ৰীয়গণোপহৃত সুখম্পর্শ অন্টাদশ সহস্র মেঘ এবং চীনদেশসমুত্ত সহস্র অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিব। যে প্রভুত-তেজঃসম্পন্ন নিৰ্ম্মল মণি দিব্যরাত্র প্রজ্বলিত থাকে; তাহা তাঁহাকে প্রদান করিব এবং যে অশ্বতরী যানে সংযোজিত হইলে এক দিনে চতুর্দশ যোজন গমন করিতে পারে; তাহাও তাঁহাকে প্রদান করিব। মহাবাহু কেশবের বহন ও তাঁহার সমভিব্যাহারী পুরুষ সমুদায় যে পরিমাণে ভোজন করিতে পারে, আমি তদপেক্ষা অন্টগুণ অধিক ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিব। দুর্যোধন ব্যতীত আমার যাবতীয় পুত্র ও পৌত্রগণ দিব্য অলঙ্কার ধারণপূর্বক সুসংস্কৃত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রভুতগমন করিবে। সহস্র সহস্র বারবিলাগিনী উত্তমোত্তম বেশ ভূষা ধারণপূর্বক তাঁহাকে আনয়ন করিতে পদব্রজে গমন করিবে। যে সকল মহিলাগণ নগর হইতে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে যাইবে; তাহাদিগকে প্রকাশ্য রূপে গমন করিতে হইবে। প্রজাগণ যেমন সূর্য্য দর্শন করে, তদ্রূপ নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ সমুদায় লোক একগে

মহাত্মা মধুসূদনকে অবলোকন করুক। চতুর্দিকে উচ্চতর ধ্বজা ও পতাকা সকল উত্থাপিত এবং রাজমার্গ জলমিস্ত্র হউক। চুঃশাসনের ভবন চুঃযোধনের ভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেই ভবন ত্বরায় সুশাসিত ও অলঙ্কৃত করুক। ঐ ভবন রূচিরাকার প্রাসাদ সমুদায়ে সুশোভিত, পরম রমণীয় এবং সমুদায় ঋতুতেই সুখাবহ। আমার ও চুঃযোধনের রত্নরাশির মধ্যে যে সকল রত্ন কৃষ্ণকে প্রদান করিবার উপযুক্ত, তৎসমুদায় ঐ গৃহমধ্যে স্থাপিত করুক।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্। আপনি যে কথা কহিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি সমুদায় লোকের মান্য, আদরণীয় ও প্রিয়। আপনি শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা স্থিরবুদ্ধ হইয়াছেন। প্রজাগণ আপনার ধর্ম্য প্রস্তরকলকাস্থিত লেখার ন্যায়, সূর্য্যাকিরণের ন্যায় ও সাগরতরঙ্গের ন্যায় অবিদ্যম্বর বলিয়া স্থির করিয়াছে। আপনার গুণগ্রামে সমুদায় লোকই সমুদ্র রহিয়াছে; অতএব আপনি বান্ধবগণ সমাভিব্যাহারে গুণরক্ষণে নিয়ত যত্নবান্ হউন; সরলতা অবলম্বন করুন। অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুত্র, পৌত্র ও প্রিয় সন্তানগণকে কালকবলে নিজেপ করিবেন না।

হে মহারাজ! আপনি কৃষ্ণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন এবং যাহা প্রদান করিলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিয়া-

ছেন, মহাত্মা দেবকীনন্দন তৎসমুদায় ও তন্ত্ৰিম অশ্রুত দ্রব্যজাতেরও উপযুক্ত পাত্র; বলিতে কি, তিনি সমুদায় পৃথিবী লাভের ভাজন। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনি ধন্যমুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতি-সামনের উদ্দেশে তাঁহাকে ঐ সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করেন নাই; কেবল কপটতামহকারে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ করিতেছেন। আমি আপনার বাহ্য কন্ম দ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। পঞ্চ পাণ্ডব আপনার নিকট পঞ্চ গ্রাম যাত্রা করিতেছেন; কিন্তু আপান তাঁহাদিগকে উত্তম প্রদান করিতে অসম্মত; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সাক্ষ্য করিতে বাসনা নাই।

আপনি অর্থ প্রদান দ্বারা কৃষ্ণকে প্রলোভিত করিয়া পাণ্ডবগণ হইতে পৃথক করিতে বাসনা করিতেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কি অর্থ কি উদ্যম কি নিন্দা কোন উপায়েই তাঁহাকে অর্জুন হইতে পৃথক করিতে পারিবেন না। আমি কৃষ্ণের মহাত্ম্য ও অর্জুনের দৃঢ়ভক্তি জানি এবং বাহুদেব যে অর্জুনকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন ও তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। ভগবান্ জনার্দন পূর্ণ-কুন্ত, পাণ্ড ও কুশল প্রম্ম ব্যতীত আপনার দের নিকট আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না। অতএব যেক্রপ সংস্কার করিলে মাননীয় মধুসূদন প্রীত হন, তাহাই করা কর্তব্য। মহাত্মা কেশব মঙ্গল কামনায়

এখানে আগমন করিতেছেন ; অতএব তাঁহার যাহা অভিপ্রায় ; তাহা সম্পাদন করাই সর্বতোভাবে বিধেয় । হে মহারাজ ! দুর্যোধন, পাণ্ডবগণ ও আপনার শান্তি-বিধান করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ; অতএব তাঁহার বচনানুসারে কার্য্য করা আপনার অবশ্য কর্তব্য । হে রাজন ! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রস্বরূপ, আপনি তাঁহাদের পিতা স্বরূপ ; তাঁহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ ; তাঁহারা আপনাকে পিতৃ তুল্য জ্ঞান করেন, আপনিও তাঁহাদিগকে সন্তান-সদৃশ জ্ঞান করুন ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

দুর্যোধন কহিলেন, হে মহারাজ ! বিদুর কৃষ্ণের বিষয় যাহা কহিলেন ; তৎ-সমুদায়ই সত্য । তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, কখনই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন না । আপনি সৎ-কারার্থ তাঁহাকে যে সমুদায় ধন সম্পত্তি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন ; তৎ-সমুদায় কখনই প্রদেয় নহে । কেশব আগাদের অবশ্য পূজনীয় ; কিন্তু এ সময়ে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি মনে করিবেন, ইহারা ভীত হইয়া আমার অর্চনা করিতেছে । অতএব যে কর্ম্ম করিলে স্বয়ং অবমানিত হইতে হয়, ক্রটিয়ের পক্ষে তাহা কদাপি কর্তব্য নহে । বিশাললোচন কৃষ্ণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য, তাহা আমার অবদিত নাই ; কিন্তু যখন তাঁহাকে অর্চনা করিলে উপস্থিত

যুদ্ধ শান্ত হইবে না, তখন তাঁহাকে পূজা করা আমার মতে রীতিবহির্ভূত কার্য্য ।

অনন্তর কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! কৃষ্ণকে সৎ-কার্য্য কর অথবা অসৎকার্য্য কর, তিনি কদাচ ক্রুদ্ধ হন না ; তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে ; তিনি অবজ্ঞার পাত্র নন ; তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও কেহ তাহা অগ্ণ্য করিতে সমর্থ হইবে না । সেই মহাবাহু মধুসূদন যাহা কহিবেন, অসান্দিগ্ধ চিত্তে তাহা সম্পাদন করা কর্তব্য ; সেই মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সাহত সন্ধিসংস্থাপন কর । • ধর্ম্মাত্মা জনাৰ্দ্দন নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য বলিবেন ; অতএব আপনারও বহুগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

তখন দুর্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি পাণ্ডবগণকে আপনার বশীভূত করিয়া যে স্বয়ং সমুদায় রাজ্য ভোগ করিতে পারিব, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না । কিন্তু মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়াছি ; শ্রবণ করুন । পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্বন ভগবান্ যদুনন্দন কল্যাণাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন ; আমি তাঁহাকে তখন বন্ধ করিয়া রাখিব ; তাহা হইলে বৃষ্ণিগণ, পাণ্ডবগণ ও সমুদায় পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে । অতএব

যাহাতে জনার্দন আমার এই অভিসন্ধি বুঝিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কোন অপকার না হয় ; আপনি এক্ষণে আমাকে এমন কোন উপায় বলুন ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য সমভিব্যাহারে দুর্যোধনের এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে মাতিশয় ব্যঞ্চিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! ওরূপ কথা আর কদাচ কহিও না ; উহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে । দেখ, জম্বীকেশ দূত হইয়া আসিতেছেন ; বিশেষতঃ তিনি আগাদের আত্মায় ও প্রিয় ; তিনি কদাচ কুরুকুলের অনিষ্টোচরণ করেন নাই ; অতএব তাঁহাকে বন্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে ।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার এই সন্তান মাতিশয় তুর্বাদ্বীক্ষ ; এ সততই অমর্থ চিন্তা করিয়া থাকে, স্নেহ-জ্ঞানের অনুরোধেও অর্থচিন্তায় প্ররত হয় না । তুমিও বান্ধবগণের বাক্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই কুপথগামী পাপাত্মার অনুবর্তন কর । এই দুরাত্মা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণের ক্রোধে অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিবে । আমি আর এই ত্যক্তধর্ম্মা পাপাত্মা হুঁম্মতির অনর্থজনক বাক্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি না ।

সত্যপরাক্রম, ভরতবংশাবতঃস ভীষ্ম এই বলিয়া ক্রোধভরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ ! এদিকে ভগবান্ দেবকীনন্দন প্রভাত সময়ে

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আত্মিক কার্য্য সকল সমা-পন করিয়া, ব্রাহ্মগণের অমুগতি গ্রহণ-পূর্ব্বক নগরভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । বৃকস্বলনিবাসী ব্যক্তিগণ সেই মহা-বাহুর চতুর্দ্ভিক্ষ বেটন করিয়া গমন করিতে লাগিল । ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মা-গণ ও দুর্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকল তাঁহার প্রত্যাগমন নিমিত্ত গমন করিলেন । পুরবাসিগণ কৃষ্ণদর্শন-মানসে কেহ কেহ বহুবিধ যানে আরোহণ করিয়া ও কেহ কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল ।

অনন্তর মহাত্মা বাহুদেব অক্লিষ্টকর্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণে পরিবৃত্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ বহুবিধ রহে সমাচিত হইয়াছিল । আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কৃষ্ণদর্শন মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল । কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তদ্রত সমুদায় লোকই রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল । সেই সময় বরুণী-গণসমগৃহীত মহাগৃহসকল প্রচলিতের-ন্যায় বোম্ব হইতে লাগিল । বাহুদেবের অশ্ব সমুদায় বায়ুবেগগামী ; কিন্তু রাজমার্গ জনতায় আবৃত হওয়াতে তাহাদের গতি নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাহুদেব বহু-প্রাসাদশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন । ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের

সমীপে স্নানপাশ্চিৎ হইলেন। মহাযশঃ, প্রসাদক্ষুঃ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লিক ঈশ্বরাসকলে তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গল্লোথান করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীত বাক্যে পূজা করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। পরে বাহ্লিক, অশ্বখামা, কৃপ ও সোমদত্তের সহিত একত্র সমাসান বশসী দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন। ঐ স্থানে অতি মহৎ, পরিশুদ্ধ, কাঞ্চনময় আসন পাতিত ছিল; মহাত্মা অত্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুসারে তাহাতে উপবেশন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ ঞ্চানুসারে কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহাত্মা গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুবংশীয়গণের সহিত সম্মুখোচিত পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাত্মা মধুসূদন ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কুরুসভায় উপস্থিত ও যথানিয়মে কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদুরভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর অতিশয় কারণোপযোগী দ্রব্যজাত দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শনে আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা তোমাকে আর কি বলিব। তুমি সর্ব-

জীবের অন্তরাগ্না, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এই রূপে মহাত্মা মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবগণের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন পরম স্নহৎ, ধর্ম্মার্থতৎপর, ক্রোধবিবর্জিত, হৃদ্যচিত্ত, ধীমান্ বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন।

একোননবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা জনাৰ্দ্দন বিদুরকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্নে পিতৃষমা কুণ্ঠীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা পৃথা বহু দিনের পর স্বীয় তনয়গণের সহায় যত্নকুলাতিলক বাসুদেবকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার কণ্ঠধারণপূর্বক স্বীয় পুত্রগণের নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণের যথাবধি আতিথ্য সমাপন করিয়া বাম্পগদগদ বচনে ন্নান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত; যাহাদের পরম্পর মৌহান্দ কদাপি বিনষ্ট হয় না; যাহাদিগের চিন্তাবৃত্তি বিভিন্ন নহে; যাহারা শত্রুগণের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জনে গমন করিয়াছিল; ক্রোধ ও হর্ষ যাহাদের বশীভূত; আমি রোদন করিলেও যাহারা আমাকে পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে গমন করিয়া আমার হৃদয় সার্তিশয় উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল; সেই দেবপরায়ণ, সত্যবাদী পাণ্ডবগণ কিরূপে সিংহব্যাঘ্রসমাকুল মহা-

রণ্যে নাম করিয়াছিল ! আহা ! তাহার
বালক কালেই পিতৃবিহীন হইয়াছে ;
কেবল আমিই তাহাদিগকে লালন পালন
করিয়াছি ; তাহার পিতা মাতা উভয়ে
অলোকন না করিয়া ক্রুরপে মহাবনে
বাস করিয়াছিল ; তাহার বাল্যাবধি শঙ্খ,
চন্দ্রভি, মৃদঙ্গ ও বেণুর নিনাদ, করহুংহিত,
অশ্বহোমিত এবং রণনির্মিতদ্ব্যেবে প্রাতি-
বোধিত হইত। ব্রাহ্মগণ শঙ্খ, ভেরী, বেণু ও
বীণার নিনাদের সান্নিধ্য প্রাপ্যদ্ব্যেবে মিত্রিত
করিয়া তাহাদিগের স্তব করিতেন ।
তাহারা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন দ্বারা
ব্রাহ্মগণের অর্চনা করিত । তা বিধাতা !
যাহারা প্রসিদ্ধ প্রাসাদে রাক্ষস অজিনে শয়ন
করিয়া নিদ্রিত ও মধ্যাহ্ন ব্রাহ্মগণের
স্তুতিগীত শ্রবণে জাগরিত হইত ; তাহার
বন মধ্যে ক্রুর আপদগণের অতি ভীষণ
শব্দ শ্রবণে কদাচ নিদ্রিত হইতে পারিত
না । হে কৃষ্ণ ! যাহারা প্রসিদ্ধ ভেরী,
মৃদঙ্গ, বীণা ও শঙ্খধ্বনি, বিলাসিনীগণের
মুর পীতি এবং বান্দীগণের স্তবশ্রবণে
প্রতিবোধিত হইয়াছে ; সেই মহাত্মা
মহারণ্যমধ্যে হিংস্র ও আপদগণের চীং-
কার শ্রবণে ক্রুরপে জাগরিত হইত !

যে মহাত্মা একান্ত সত্যপরায়ণ, লজ্জা-
শীল, দয়াপর, কাম ও দ্বেষ যাহার বশী-
ভূত ; যে ধর্ম্মাত্মা সত্যসাধুলোকের পদবী-
তেই পদার্পণ করিয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্যম,
মাক্কাভা, যযাতি, নহুম, ভরত, দিলীপ ও
শিবি প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভূপতিগণের ভার
বহন করিয়া আসিতেছে ; যে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্র-

প্রভাবে সমুদায় কৌরব অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও
ত্রৈলোক্যের আধিপত্যভেদে উপযুক্ত
পাত্র ; সেই বিশ্বজ্ঞ কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘবাহু,
অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এক্ষণে কেমন আছে ?
যে বীর অমৃত মাতঙ্গ তুল্য বলশালী ; যে
ব্যক্তি সত্য ভ্রাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া
থাকে ; যে বীর মহাবাহু কাঁচক, উপ-
কাঁচকগণ, বক ও হিড়ম্বকে নিধন করি-
য়াছে ; যাহার পরাক্রম ইন্দ্রের তুল্য, বল
বায়ুর তুল্য ও ক্রোধ মহেশ্বরের তুল্য ;
যে অরাতিনিপাতন ক্রোধনশ্রবণ হইয়াও
ক্রোধ ও বল সংবরণপূর্ণক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
শাসনানুবর্তী হইয়া থাকে ; সেই মহাবল
পরাক্রান্ত, মহাবাহু, তেজোরাশি, ভীষ্মদর্শন
ভীষ্মেন এখন কেমন আছে ? যে বীর
দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু অর্জুনের প্রতি
স্পর্ধা করিয়া থাকে ; যে বীর একবারে
পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপ করিতে পারে ; যে
মহাবাহু অস্ত্রশস্ত্রে কার্ত্তবীর্য্যের সদৃশ,
তেজে আদিত্য সদৃশ, দমে মহর্ষি সদৃশ,
ক্ষমায় পৃথিবী সদৃশ ও বিক্রমে মহেন্দ্র
সদৃশ ; যে বীর সমুদায় ভূপতিগণের উপর
কৌরবদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করি-
য়াছে ; পাণ্ডবগণ যাহার বাহুবল অবলম্বন
করিয়া কালান্তিপাত করিতেছে ; যাহার
সহিত সংগ্রাম করিয়া কেহই জীবিতাবস্থায়
প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না ; যে বীর সর্ব্ব-
ভূতের জ্যেষ্ঠ ও পাণ্ডবগণের আশ্রয় ;
সেই সর্ব্বরণি জ্যেষ্ঠ ভোগার প্রিয় সখা ও
ভ্রাতা ধনঞ্জয় এখন কেমন আছে ? যে
সুকুমারী যুবা সর্ব্বভূতে দয়াবান, লজ্জা-

শীল, অস্ত্রকোবিদ, দার্শনিক, সভ্য, ভ্রাতৃ-
গণের শুশ্রূষা ও আগার একান্ত প্রিয় ;
অন্যান্য পাণ্ডবগণ সতত যাহার চরিত্রের
প্রশংসা করিয়া থাকে ; যে যুবা সতত
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করে ; সেই মাদ্রী-
নন্দন মহাদেব এখন কেমন আছে ? যে
প্রিয়দর্শন যুবা ভ্রাতৃগণের বহিষ্কৃত প্রাণ-
স্বরূপ ও ত্রিযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণ ; আমি
যাহাকে বাল্যাবধি স্নেহে বদ্ধিত করিয়াছি ;
সেই স্কুমারকলেবর নকুলের ত কুশল ?
হায় ! আর কি তাহাকে দেখিব ! কি
আশ্চর্য্য ! যে নকুলকে পলকপতন কালে
না দেখিয়া অধৈর্য্য হইতাম, বহুদিন হইল
তাহাকে না দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছি !

হে জনাৰ্দ্দন ! কুলীনা অসামান্যরূপ-
সম্পন্নী দ্রুপদনন্দিনী আমার পুত্রগণ
অপেক্ষা প্রিয়তর । সে পুত্রসহবাস অপেক্ষা
পতি-সহবাস শ্লাঘা জ্ঞান করে, তন্নিমিত্তই
সে প্রিয়তর পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া
পতিগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন
করিয়াছিল । সেই মহাবংশপ্রসূতা কল্যাণী
দ্রুপদনন্দিনী এখন কেমন আছে ? হায় !
সেই পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী অনলতুল্য
প্রতাপশালী পঞ্চ পতিসমভিব্যাহারে থাকি-
য়াও দুঃখ ভোগ করিতেছে । আমি সেই
পুত্রশোকপরিক্রিষ্টা মত্যাভিনিবীকে চতুর্দশ
বৎসর অবলোকন করি নাই । যখন তাদৃশ
পুণ্যশীলা দ্রুপদনন্দিনী চিরস্বপ্নসম্বোধে
বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন স্পষ্টই বোধ
হইতেছে যে, মনুষ্য পুণ্য কস্মীকুষ্ঠান দ্বারা
স্বখভোগ করিতে সমর্থ হয় না ।

হে কৃষ্ণ ! যে দিন দ্রৌপদীকে সভা-
মধ্যে সমাগত দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি
কি তুমি, কি অৰ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি
ভীম, কি নকুল, কি মহাদেব, কাহাকেও
প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না ! স্ত্রীধর্ম্মগৌ
দ্রৌপদীকে ক্রোধলোভপরতন্ত্র চুষ্টগণ
কর্তৃক সভামধ্যে স্বশুরগণ-সঙ্গীপে সমানীত
অবলোকন করিয়া যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি,
পূর্বের আর কখন সেরূপ দুঃখভোগ করি
নাই । সেই সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ
বাহ্লিক, রূপ, সোমদত্ত ও সমুদায় কৌরব-
গণ নির্নির্ম্মচিত্তে একবাক্যে দ্রৌপদীকে
অবলোকন করিতে লাগিলেন । আমার
মতে সেই সভাস্থ সমুদায় লোকের মধ্যে
বিদুরই পূজ্যতম । লোকের সংস্খভাব
দ্বারা যেরূপ দান্য হইতে পারে, ধন বা
বিদ্যা দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না । সেই
অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন অতি গভীর মহাত্মা বিদু-
রের অভাব সমুদায় লোককে অতিক্রম
করিয়া রহিয়াছে ।

এইরূপে কুণ্ঠী কৃষ্ণসন্দর্শনে শোক ও
হর্ষে যুগপৎ অভিভূত হইয়া নানাবিধ দুঃখ
প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে
অরাতিনিপাতন জনাৰ্দ্দন ! যে সমুদায়
পূর্ব্বতন নিন্দনীয় নৃপতিগণ অক্ষত্রীড়া ও
মৃগ বধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি তন্মি-
বন্ধন স্বখ ভোগ হইয়াছিল ? • সভা মধ্যে
কুরুগণ সমক্ষে কৃষ্ণা অবমানিত হওয়াতে
আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে, বোধ
হয়, মৃত্যুতেও সেরূপ হয় না । আমি
পুত্রগণের নির্বাসন, প্রভ্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও

রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাদি বহুঃ অতি-
জ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্ঘোষধন আত্মাকে ও
আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বৎসর
অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের
বিষয় আর কি আছে! কিন্তু ইহা কথিত
আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয়
হয়; পরে পুণ্যফল স্তম্ভ সন্তোষ হইয়া
থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ
করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ স্তম্ভ
সন্তোষ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।
আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কদাপি স্বীয়
পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই;
সেই পুণ্য ফলে তোমাকে পাণ্ডবগণ-সমভি-
বাহারে সমুদায় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া
সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিব;
শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজয়
করিতে পারিবে না।

এক্ষণে আপনাকে বা দুর্ঘোষধনকে নিন্দা
না করিয়া পিতাকেই নিন্দা করা উচিত;
কেন না যেমন বদাম্ম ব্যক্তিগণ অনায়ামে
ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তিনি অক্লেশেই
আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করি-
য়াছেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুক
লইয়া ক্রীড়া করিতাম, সেই সময়ে পিতা
আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করেন।
আমার কি দুর্দৃষ্ট! আমি তৎকালে জনক
কর্তৃক ও এক্ষণে শ্বশুরগণ কর্তৃক অব-
মানিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি;
আমার জীবনে কিছুমাত্র ফল নাই। হে
জনর্দন! অর্জুনের জন্মদিনে রজনীযোগে
আমি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম

যে “তোমার এই পুত্রটি সমুদায় পৃথিবী
জয় করিবে; ইহার যথঃ আকাশ স্পর্শ
করিবে এবং এই মহাত্মা মহাযুদ্ধে
কৌরবগণকে পরাজয়পূর্বক রাজ্যলাভ
করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তিনটি
অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিবে”। আমি
দৈববাণীর নিন্দা করিতেছি না। বিশ্ব-
কর্তা ধর্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার;
ধর্ম লোক সকল ধারণ করিতেছেন। হে
বৃষিঃবংশাবতংস! যদি ধর্ম থাকেন, যদি
দৈববাণী যথার্থ হয় এবং যদি তুমি সত্য
হও; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমার
সমুদায় অভিলাম সম্পাদন করিবে।

হে মাধব! আমি পুত্রগণের অদর্শনে
যে রূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছি, বৈধব্য,
অর্থনাশ ও জ্ঞাতীগণের সহিত শক্রিতায়
তাদৃশ শোকাকুল হই নাই। আজি চতুর্দশ
বৎসর হইল, আমি ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির,
সর্বাঙ্গবিদগ্ৰগণ্য অর্জুন, মহাবীর বৃকোদন
ও মাদ্রাতনয়বয়সকে অবলোকন করি নাই;
আমার শাস্তি কোথায়? মানবগণ মৃত
হইয়াছে বলিয়া অনুদ্ভিত ব্যক্তিগণের শ্রাস্ত
করিয়া থাকে; তদনুসারে পাণ্ডবগণ আমার
পক্ষে ও আমি পাণ্ডবগণের পক্ষে মৃত
হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যুধি-
ষ্ঠিরকে কহিবে যে, সে যেন তাহার
বাক্য মিথ্যা না করে; কারণ, তাহা হইলে
তাহার ধর্মনাশ হইবে। যে নারী পরাধীন
হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাকে শিক;
দীনতা অবলম্বন-পূর্বক জীবিকা নির্বাহ
করিলে মহতী অপপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়।

হে কেশব ! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব যদি তোমরা এই সময়ে তাহার বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘণাকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহার নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে, আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব ; সময়ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ ! তুমি ক্ষত্রিয়দম্ভ-নিরত মাদ্রীতনয়নকে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রমাদিগত অর্থই ক্ষত্রধর্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

হে বাসুদেব ! তুমি অর্জুনকে দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করিবে। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, অন্তকসদৃশ ভীমসেন ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। দুরাশ্রা দুর্ব্যোধন যে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ যে পরুম বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল ; তাহা ভীমার্জুনের পক্ষে ন্যাতান্ত্র অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্ব্যোধন কৌরবমুখ্য ব্যক্তিগণসমক্ষে মনস্বী ভীমসেনকে যে উপহাস করিয়াছিল, অচিরে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। ভীমসেনের অন্তঃকরণে বৈরানল এক বার প্রজ্বলিত হইলে কখনই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে না ; ফলতঃ ভীমসেন মাঝে শত্রুগণকে

সংহার করিতে না পারে ; তাবৎ তাহার ক্রোধহুতর্শন নির্বাণ হয় না।

হে বাসুদেব ! ক্ষত্রিয়নিরতা দ্রুপদ-নন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় রজস্রাবস্থায় সভামধ্যে আনাত হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া, আমি যাদৃশ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যুতে পরাজয়, রাজ্যহার ও পুত্রহণের নির্বাসনের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতা ; তুমি, বলদেব ও মহারণ প্রচ্যুত আমার মহায় ; ভীমার্জুন ও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে ; হা ! তথাপি আমাকে এতদৃশ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইল।

তখন অর্জুনসখ কৃষ্ণ পুত্রশোকপারিত্রিক পিতৃষমাতে আশ্রয় প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে পিতৃষমা ! আপনার তুল্য মহিলা লোকমধ্যে আর কে আছে ? আপনি শূরসেন রাজের দ্রাহতা ; এক্ষণে আজমাতৃকুলে প্রদত্ত হইয়াছেন ; আপনার ভর্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্বগুণ-সম্পন্না ; অবশ্যক হইলে আপনার সদৃশ কামিনীগণকে স্ত্রু ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা ; তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিংস ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত স্ত্রুখে নিরত রহিয়াছেন। তাহারাই ইন্দ্রিস্ত্রুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত স্ত্রুখসন্তোগে সন্তুষ্ট আছেন ; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীর ব্যক্তির হয় অতিশয়

ক্ৰেশ, না হয় অত্যাধিকৃত স্থখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন ; আর ইন্দ্রিয়স্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিষ্টাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে ; কিন্তু উহা দুঃখের আকর ; রাজ্য লাভ বা বনবাস স্থখের নিদান ।

পাণ্ডবগণ সাতিশয় ধীর ; তন্মিহিতই তাঁহারা মধ্যবিষ্টাবস্থায় পরিতুষ্ট হন নাই । যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে আপনাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহাদের কুশল বার্তা নিবেদন করিয়া অনাগয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । আপনি অচিরে তাঁহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে দেখিবেন ।

তনয়শোকসন্তপ্তা কুন্তী. কৃষ্ণ কর্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া অজ্ঞানজ তঃসংবরণপূর্বক কহিতে লাগিলেন ; হে মধুসূদন ! তুমি যাহা যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর বোধ করিবে, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে অরূপটে তৎসমুদায় বিষয়ের অনুরূপে যত্নবান হইবে । হে কৃষ্ণ ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও বিক্রম-বিষয়ে তোমার প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছি । তুমি আমাদের কূলে ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও তপঃস্বরূপ ; তুমিই মহান ; তুমি পাণ্ডবগণের ভ্রাতা ; তুমি ব্রহ্ম ; তোমাতে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

অনন্তর মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধনভবনান্তিমুখে গমন করিলেন ।

নবতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপাল ! মহাত্মা গোবিন্দ এই রূপে স্বীয় পিতৃস্বসাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন, পুরন্দরগৃহসদৃশ, বিচিত্রোদয়যুক্ত দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন । তিনি দ্বারবান কর্তৃক আনিবারিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রমপূর্বক গিরিশঙ্করের ন্যায় সমুন্নত, স্রোধবল, পরম শোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুল ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট আছেন ; দূঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহার সমীপে অত্যাধিকৃত আসনে সমুদীন রহিয়াছেন । মহাযশাঃ ধৃতরাষ্ট্র তনয় গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমৃত্যুগণ সমভিব্যাহারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন । বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব এই রূপে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরিশেষে বয়ঃক্রমানুসারে সমুদায় ভূপতিগণের সহিত আলাপ করিয়া বিবিধ আন্তরগে আন্তীর্ণ জাম্বুনদময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন । দুর্য্যোধন তাঁহাকে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ করিলে, অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাকে অর্চনা করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না । তখন দুর্য্যোধন কর্ণের সমক্ষে শঠতাপূর্ণ হৃদয়ে যুদ্ধ বাক্যে বাহু

দেবকে কহিলেন, হে জনার্দন। এই সমুদায় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার নিমিত্তই আনীত হইয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষের সাহায্যকারী ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দয়িত। আপনি ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব যথার্থ রূপে অবগত আছেন; অতএব আপনার নিকট উক্ত বিষয়ের কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি।

মহামতি গোবিন্দ দুর্ধ্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার বিপুল বাহু গ্রহণ করিয়া মেঘগভীর নিঃশ্বনে স্পষ্টাক্ষর, অর্থপূর্ণ, হেতুগর্ভ বাক্য কহিতে লাগিলেন; হে দুর্ধ্যোধন! দূতগণ কার্য্যসম্পাদনান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।

দুর্ধ্যোধন কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্তব্য নহে। আপনি কৃতার্থই হউন অথবা অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনাকে পূজা করিতে যত্ন করিব; কিন্তু আপনার পূজা করা আগাদের সাধ্য নহে। যাহা হউক, আমরা প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিলেও আপনি যে কি নিমিত্ত উহা গ্রহণ করেন না, ইহার যথার্থ কারণ কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত আমাদের বৈর বা বিগ্রহ নাই; অতএব ঐদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার একান্ত অনুচিত।

তখন, বাহুদেব ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক দুর্ধ্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভনিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, 'আগিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব। আপনি অকারণে প্রিয়ানুবর্তী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সোদরকল্প পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিয়া থাকেন; উহা নিতান্ত অকর্তব্য। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথাবলম্বী; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে কোন কথা কহে। যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে, সে আমারও দ্বেষী। আর সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগত, সে আমারও অনুগত; ফলতঃ আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের সহিত বিরোধ করিতে বাসনা করে ও গুণবানের দ্বেষ করে, সে নরাধম। যে ব্যক্তি কল্যাণকর গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট জ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই অজিতাত্মা দুরাচার কথাই চিরসঞ্চিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। আর গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাঁহাকে প্রিয়চরণ দ্বারা বশীভূত করে, সে চির কাল যশস্বী হইয়া থাকে; যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কোন দুর্ভা-

- সন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করিব না; কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে।

মহাবাহু বাসুদেব অমর্যসম্পন্ন দুৰ্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকেতন হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও অনেকানেক কৌরবগণ বিদুর-ভবনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! আপনারা স্ব স্ব নিকেতনে গমন করুন; আমি আপনাদের সমুদায় পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে কৌরবগণ ভগবান্ বাসুদেবের নিয়োগানুসারে স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলে, মহাত্মা বিদুর পরম যত্নসহকারে সর্বোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া অতি পবিত্র বিবিধ সুগন্ধি অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সেই বিদুরপ্রদত্ত অন্নপান দ্বারা সর্বত্রায়ে বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহু-বিধ ধনসম্পত্তি প্রদান-পূর্বক পরিশেষে সুরগণসমবেত বাসবের ন্যায় অনুযায়িগণ-সমভিবাহারে সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তা-বশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের ভোজন সমাধান হইলে পর, মহাত্মা বিদুর রজনীযোগে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! আপনার কৌরব রাজ্যে আগমন করা অসুচিত হইয়াছে। দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন ধর্ম্মার্থবিবর্জিত, কামক্রোধপরায়ণ, মাননাশক, মানাভিলাষী, মূঢ়, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয়, পণ্ডিতাভিমাত্রী, মিথ্যাদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মহীন, মিথ্যাপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারী ও কর্তব্য বিমর্ষে অকৃতনিশ্চয়। ঐ দুরাত্মা বৃদ্ধগণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন প্রালন করে না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনার বাক্য শ্রেয়স্কর হইলেও ঐ দুরাত্মা কখন উহাতে সম্মত হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ ইহারা দুৰ্য্যোধনের নিকট হইতে জীবিকা লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং শাস্তিপক্ষে কদাপি সম্মত হইবেন না। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ ও কর্ণ মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতিকে কদাপি আক্রমণ করিতে পারিবেন না। অল্পবুদ্ধি অবিচক্ষণ দুৰ্য্যোধন কতকগুলি মানব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ স্থির করিয়াছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কর্ণ একাকী সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন; অতএব দুৰ্য্যোধন কদাপি শাস্তিপথ অবলম্বন করিবে না। সমুদায় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পাণ্ডবদিগকে যথোচিত অংশ প্রদান

করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে ; সুতরাং আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৌভ্রাতৃ-সংস্থাপন বাসনায় যে সকল কথা কহিবেন, তৎসমুদায় রূপা হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

হে জনার্দন ! যেমন গায়ক ব্যক্তি বধিরের নিকট গান করে না, তদ্রূপ যাহার নিকট সম্বাক্য ও অসম্বাক্য উভয়ই সমান, প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন ক্রমে তাহার নিকট কোন কথা কহেন না। যেমন চণ্ডালকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের অকর্তব্য, তদ্রূপ সেই মর্যাদাবিহীন অজ্ঞ যুড় ব্যক্তিগণকে সচুপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য। দুৰ্য্যোধন স্বভারতঃ যুড়; বিশেষতঃ এক্ষণে বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে; অতএব কখনই আপনার বাক্য গ্রহণ করিবে না। একত্র সমুপবিষ্ট পাণ্ডা দ্বুবুদ্ধি দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতি অশিক্ষিতগণের মধ্যে আপনার গমন করা ও তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করা আমার মতে শ্রেয়স্কর নহে। দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন একে কখন বুদ্ধগণের উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহাতে আবার নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ; ধনমদে মত্ত ও নিতান্ত গৰ্ব্বিত; সে কখনই আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না। সে প্রবল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে ও আপনার উপর তাহার মহতী শঙ্কা আছে; এ নিমিত্ত সে কখন আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ স্থির করিয়াছে যে, স্ত্র-রাজ ইন্দ্র সমুদায় অমরগণ সমভিব্যাহারেও তাহাদের সৈন্যকে পরাজয় করিতে পারি-

বেন না। অতএব আপনার বাক্য সন্ধি-স্থাপনে সমর্থ হইলেও সেই ক্রোধনস্বভাব কামপরবশ কৌরবগণের নিকট অসমর্থ হইবে।

হে জনার্দন ! দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন প্রভূত হস্ত্যশ্বরথসম্পন্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নির্ভয় চিত্তে সমুদায় পৃথিবী আপনার বশীভূত ও রাজ্য শত্রুশূন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছে; অতএব সে কখনই শান্তি সংস্থাপনে সম্মত হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়াছে; কালগ্রাসে পতনোন্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা দুৰ্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ ! যে সকল ভূপতিগণ পূর্বে আপনাদের সহিত কৃতবীর ও আপনার প্রভাবে হতমার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনাদের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যোদ্ধগণ দুৰ্য্যোধন-সমভিব্যাহারে প্রাণপণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ধি-স্থাপনের কথা উত্থাপন করা আমার মত নয়। হে মধুসূদন ! আমি আপনার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি বিলক্ষণ অবগত আছি এবং দেবগণও আপনার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হন না, যথার্থ বটে; তথাপি আপনি সেই দুর্ভেদিত শত্রুগণের সভায় প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, আপনার উপর তদপেক্ষা অধিক।

হে পুরুষোত্তম ! আপনার দর্শনে আমি
যে রূপ প্রীত হইয়াছি ; তাহা আপনাকে
আর কি বলিব ; আপনি সর্বভূতের
অন্তরাত্মা ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বিদ্বান ! মহাপ্রাজ্ঞ
ব্যক্তির যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া
থাকেন, বিচক্ষণেরা যেরূপ কহিয়া থাকেন
এবং মৎসদৃশ স্তম্ভদের প্রতি ভবাদৃশ
ব্যক্তির যেরূপ ধর্মার্থযুক্ত সত্য বাক্য
প্রয়োগ করা উচিত, আপনি তদনুরূপ
কথা কহিয়াছেন । আপনি আনাকে যাহা
যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ ;
কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগ-
মন করিয়াছি, অশ্বহিত চিন্তে তাহা শ্রবণ
করুন । আমি দুর্ঘ্যোধনের দৌরাত্ম্য ও
ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে
আগমন করিয়াছি । হে বিদ্বান ! যিনি
অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায়
পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে
সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয় ।
আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, মনুষ্য
যথাসাধ্য ধর্মকর্মসাধনে সচেষ্ট হইয়া
যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে,
তথাপি তাহার সেই কার্যসাধনানুরূপ
ফল প্রাপ্তি হয় । কিন্তু কেবল মনে মনে
পাপ কর্মাসুষ্ঠানের বাসনা করিয়া যদি
তাহার অসুষ্ঠানে কৃতকার্য না হয়, তাহা
হইলে সেই পাপাসুষ্ঠানের ফল ভোগ
করিতে হয় না । দেখুন, কণ ও দুর্ঘ্যো-

ধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোরতর আপৎ
সমুপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে যাহাতে
সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও শৃঙ্গয়-
গণের শান্তি হয়, তৎসম্পাদনে আমি
যথাসাধ্য যত্ন করিব ।

হে বিদ্বান ! যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত
বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন-
বান্ধব না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস
বলিয়া কীর্তন করেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে
অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাই-
বেন ; যদি সে তাহাতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা
হইলে ঐ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই লোক-
সমাজে নিন্দনীয় হইবেন না । আমি ধর্মে
রাষ্ট্র, পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের
হিতার্থে যে সমুদায় কথা কহিব, তৎসমু-
দায় গ্রহণ করা দুর্ঘ্যোধনের অবশ্য কর্তব্য ।
যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য গ্রহণ
করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন ;
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ;
প্রভুত আত্মীয়কে সচুপদেশ প্রদান-নিব-
ন্ধন পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ হইবে ।
যে ব্যক্তি ভ্রাতৃভেদ সময়ে মিত্রকে সৎ-
পরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখন
আত্মীয় নহে । হে বিদ্বান ! আমি কুরু-
পাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা
করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্মিক
মুঢ়গণ বা আত্মীয়গণ কখনই বলিতে
পারিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধ-
বিমুঢ় কুরুপাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না ।
আমি উভয় পক্ষের অর্থ সাধন করিবার

নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি'; অত-
এব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনে প্রাণপণে
যত্ন করিয়া জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব।
যদি দুর্ঘ্যোধন বালস্বভাবপ্রযুক্ত আমার
ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য গ্রহণ না করেন,
তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই
হইবে।

হে মহাজ্ঞান! আমি যদি পাণ্ডবগণের
অর্থের অবিঘাতে কৌরবগণের সহিত
তাঁহাদের সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি,
তাহা হইলে আমার পুণ্য লাভ ও কৌরব-
গণের মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি হয়। ধৃত-
রাষ্ট্রতনয়গণ কি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত নির্দোষ
বাক্য শ্রবণ করিবে? আমি কুরুসভায়
গমন করিলে, কৌরবগণ কি আমার সম্মান
করিবে? যাহা হউক, সিংহ যেমন
অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে
পারে, তদ্রূপ আমি সমুদায় কৌরব-পক্ষীয়
ভূপতিদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিতে
পারি। যদুকুলপ্রদীপ বাহুদেব এই কথা
বলিয়া স্তম্ভস্পর্শ শয্যাতে শয়ন করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ
ও বিদুরের এই রূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বিচিত্র
কথোপকথন হইতে হইতে সেই মঙ্গল-
দায়িনী বিচিত্র নক্ষত্রসম্পন্ন বিভাবরী
অতিবাহিত হইল। স্তমধুর স্বরসম্পন্ন
বৈতালিকগণ শব্দ, চন্দ্রুভি নির্দোষ করিয়া
কেশবকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল।
তখন মহাত্মা বাহুদেব গাত্রোত্থান করিয়া

অবশ্য কর্তব্য প্রাতঃকৃত্যসকল সম্পাদন-
পূর্বক উদকক্রিয়া, জপ, হোম ও অলঙ্কার
পরিধান করিয়া নবোদিত আদিত্যের উপা-
সনা ও উত্তর সন্ধ্যার আরাধনা করিতে-
ছেন, এমন সময় দুর্ঘ্যোধন ও শকুনি
তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন,
হে মধুসূদন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম-
প্রভৃতি অন্যান্য কৌরবগণ ও ভূপতিসমু-
দায় সভায় সমুপস্থিত হইয়া আপনার গমন
প্রতীক্ষা করিতেছেন।

মহাত্মা বাহুদেব স্তমধুর সান্ধবাদ দ্বারা
তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া ভ্রাক্ষণ-
গণকে গো, হিরণ্য, বাস ও বিবিধ রত্ন
প্রদান করিলেন। ঐ সময় সারথি দারুক
তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্বক তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া কিঙ্কিনীজালজড়িত, উৎকৃষ্ট
অশ্বগণযোজিত রুহৎ রথ আনয়ন করিল।
মনস্বী বাহুদেব সেই নীরদনির্দোষ সর্ব-
রত্নবিভূষিত স্যন্দন সমুপস্থিত হইয়াছে
জানিয়া, অগ্নি ও ভ্রাক্ষণগণকে প্রদক্ষিণ এবং
কৌস্তভগণি ধারণপূর্বক কৌরব ও রক্ষি-
গণ-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া তাহাতে
আরোহণ করিলেন; সর্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর
তাঁহার পশ্চাৎ সেই রথে উঠিলেন। পরে
দুর্ঘ্যোধন ও শকুনি অপর এক রথে আরো-
হণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগামী হইলেন।
সত্যকি, কৃতবর্মা ও অন্যান্য রক্ষিবংশীয়-
গণ কেহ রথে কেহ গজে কেহ বা অশ্বে
আরোহণ-পূর্বক তাঁহার অনুগমন করিতে
লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় ক্ষত্রিয়-
গণের হেগোপকরণসম্পন্ন, মেঘগভীরনিঃস্বন

সম্পদনসমুদায় অপরূপ শোভা ধারণ করিল।

মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-রজঃ রাজপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাঢ় বাদিত হইতে লাগিল। সিংহসদৃশ বিক্রমশালী অরাতিনিপাতন বীর পুরুষগণ তাঁহার রথের চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত বিচিত্রবসনবিভূষিত, অসি প্রাস-প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র গজ ও রথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কৌরবপুরবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজপথাস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতাস্তু ব্যগ্র হইল। কামিনীগণ গৃহবেদিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিতে বোধ হইল, যেন ভুবন সমুদায় উহাদিগের ভয়ে প্রচলিত হইতেছে।

তখন মহাত্মা দেবকীনন্দন কৌরবগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদের মুখের বাক্য শ্রবণ, তাঁহাদিগকে যথোচিত প্রতिसংকার ও চতুর্দিক্ অবলোকন-পূর্বক মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুযায়ীগণ সভায় গমন করিয়া শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। সমুদায় সভা কৃষ্ণাগমনজনিত হর্ষে কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপের সমীপবর্তী হইলে, তত্রস্থ ভূপালগণ তাঁহার মেঘনির্ঘোষসদৃশ রণশব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত

হইলেন। তখন সাহসতকুলাতলক কৃষ্ণ সভাঘারে সমুপস্থিত হইয়া সেই কৈলাশ-শিখরসদৃশ স্যন্দন হইতে; অবতরণপূর্বক বিচুর ও সত্যিকির হস্ত ধারণ-পূর্বক রূপ-প্রভাবে কৌরবগণকে প্রচ্ছাদিত করিয়া নবজলধরবর্ণ, তেজঃপ্রজ্বলিত, মহেন্দ্রসভা-সদৃশ কৌরব সভায় প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও দুর্ঘ্যোধন তাঁহার অগ্রে এবং কৃত-বস্মা ও ব্যাধগণ তাঁহার পশ্চাচ্চাগে গমন করিতে লাগিলেন।

ব্যাধবংশাবতংস বাহুদেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-দ্রোণাদি সমাভিব্যাহারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করাতে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতিগণ আসন হইতে সমুপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শাসনানুসারে ঐ সভামধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত স্তবর্ণময় অতি পরিষ্কৃত মহার্ঘ এক আসন সমিবেশিত ছিল। বাহুদেব হস্তায়ুখে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ ও কৌরবসমুদায় সভাগত জনাৰ্দ্দনকে অর্চনা করিলেন।

মহাত্মা মধুসূদন সেই ভূপতিগণমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরীক্ষস্থ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, হে শান্তনুতনয়! দেখুন, ঐ নারদ-প্রভৃতি ঋষিগণ সভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত মর্ত লোকে আগমন করিয়াছেন; উহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান-পূর্বক

সংকার করুন। উঁহারা আসন পরিগ্রহ না করিলে, কেহই উপবেশন করিতে পারিবেন না ; অতএব শীঘ্র উঁহাদিগের পূজা করুন।

তখন কৌরববংশাবতংস শান্তনুন্দন ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বরে ভূত্যগণকে আসন আনয়নে আদেশ করিলেন। ভূত্যগণ তৎক্ষণাৎ ঋষিকাঞ্চনখচিত বিপুল আসন সকল সমানীত করিল। মহর্ষিগণ সেই সমুদায় আসনে উপবিষ্ট হইলে পর, মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভূপতিরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে ও বিবিশ্বতি কৃতবর্ণাকে উৎকৃষ্ট কাঞ্চনগয় আসন প্রদান করিলেন। অমর্ষপরায়ণ কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধারাজ শকুনি গান্ধারগণ-কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পুত্র সমভিব্যাহারে একাসনে উপবেশন করিলেন। মহামতি বিদুর কৃষ্ণের আসন স্পর্শ করিয়া শুক্লাঙ্গিন-সংস্কীর্ণ মণিময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ ভূপতিগণ বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী কৃষ্ণের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ, পীতবসন জনার্দন স্তবর্ণমণ্ডিত নীল-কান্ত মণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভার সমুদায় সভ্যগণ এক মনে অনিমেঘনয়নে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিঃস্বস্ত হইয়া রহিলেন ; কাহারও মুখে বাক্য স্ফুর্তি হইল না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই রূপে সমুদায় সভ্যগণ তুষীভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলে, মহাত্মা মধুসূদন বর্ষাকালীন সজল জলদগন্তীর নিঃস্বনে সভানগুপ প্রতীধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভরতবংশাবতংস ! আমার গানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পার সন্ধি-স্থাপন হয় ; বীর পুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপন-নার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অণু কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই ; যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন্ ! আপনাদিগের কুল বিদ্যা সদাচার প্রভৃতি সমুদায় গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদায় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনুশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষ রূপে বর্তমান আছে ; অতএব এই কুলে বিশেষতঃ আপনা হইতে অযুক্ত কার্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত ব্যবহার করিতেছে। দুর্যোধনপ্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্যাদা-নাশক ও লোভপরতন্ত্র। উঁহারা ধর্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নুশংস ব্যবহার করিতেছে।

দেখুন, এক্ষণে কুরুকুলে এই ঘোরতর

আপং সমুখিত হইয়াছে ; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ ! আপনি মনে করিলেই এই আপং বিনাশ করিতে পারেন ; বোধ হয়, উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আগার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শাস্ত করুন ; আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্তব্য ; আপনার শাসনে থাকিলে তাহাদের যথেষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ হইবার সম্ভাবনা। আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে ; অতএব বৈর নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান্ হউন ; প্রাণপণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন ! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে ; এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া সচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইলে, ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণ-সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিশ্রুতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাশ্যাজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও মহারথ যুয়ুৎসু, এই সমুদায় মহাবীর-

গণের সহিত কোন্ যোদ্ধা যুদ্ধ কারতে সাহসী হইবে ? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে অনায়াসে সমুদায় লোকের অধীশ্বর ও শত্রুগণের অজেয় হইতে পারিবেন। কি সমকক্ষ কি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল ভূপতিই আপনার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন।

তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতা ও স্নহৃদগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিয়া স্বথ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। আপনি স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের উপার্জিত ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

হে মহারাজ ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট হানি হইবে ; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে ? পাণ্ডবগণ নবলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী ; তাঁহারাও আপনার আত্মীয় ; অতএব আপনি তাহাদিগকে এই ভাবী বিপৎ হইতে রক্ষা করুন। আগাদিগকে যেন সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও রথিগণকে রথিগণ কর্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সববেত হইয়াছেন ; তাঁহাদের ক্রোধে

সমস্ত প্রজা! বিনষ্ট হইবে; সন্দেহ নাই।
হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা
করুন, উহারা যেন বিনষ্ট না হয়।
আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাদের পরস্পর
বিবাদ-ভঞ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ
করিয়া পবিত্র কুলসমুত্ত, বদান্য, অতি
যশস্বী, লজ্জাপরবশ, মহাগান্য, পরস্পর
মিত্রভাবসম্পন্ন কুরূপাণ্ডবগণকে এই মহৎ
ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এই সকল
ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও
বৈর পরিত্যাগপূর্বক উত্তম বসন ও মাল্য-
ধারণ পূর্বক একত্র পান ও ভোজন করিয়া
স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্বের পাণ্ডব-
গণের সহিত আপনার মেরূপ সৌহৃদ্য
ছিল, এক্ষণেও সেই রূপ হউক; আপনি
শক্তি সংস্থাপনে যত্ন করুন। পাণ্ডবেরা
বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্তৃক
পূজনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন;
অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে ও স্বীয় পুত্র-
গণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন।
পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎ-
কালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি
তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ
করিবেন না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনাকে
অভিবাদন-পূর্বক প্রসন্ন করিয়া কহিয়া-
ছেন যে, আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান
করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ
বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত
বাস করিয়া নিরন্তর ক্রেশ ভোগ করিয়াছি।
এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা

প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে
যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে
পারি এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থ-
তত্ত্বজ্ঞ; আমরা আপনাকে গুরুর ন্যায়
জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্রেশ সহ্য
করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতা-
পিতার ন্যায় আমাদিগকে এই নিপদ হইতে
পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।
হে রাজন্! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ
ব্যবহার করা উচিত, আমরা আপনার
প্রতি সেই রূপ করিতেছি; আপনি আমা-
দিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন।
আমরা উৎপথগামী হইলে আমাদিগকে
সংপথাবলম্বা করা আপনার অদৃশ্য কর্তব্য;
অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান
থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত
করুন।

পাণ্ডবগণ সভাসদগণকেও কহিয়াছেন
যে, ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে
অন্যায় কার্য্য হওয়া-কদাপি বিধেয় নহে।
যদি সভাসদগণের সমক্ষে অধর্ম্মপ্রভাবে
ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়,
তাহা হইলে তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। যদি কোন সভাসদে ধর্ম্ম
অধর্ম্মস্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্ত্বস্থ
সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা
হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন।
নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে,
তদ্রূপ ধর্ম্ম উল্লরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট
করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া ভূষীভাব অবলম্বন করিয়া

অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।

হে মহারাজ ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অণ্ড কিছু বলিতে পারি না ; অথবা অত্রস্থ পারিষদগণ এ বিষয়ে যাহা মঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল ! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থমঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমুদায় ভূপতিগণকে যত্ন্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরত-কুলপ্রদীপ ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন ; ক্রোধ-পরবশ হইবেন না ; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদানপূর্ব্বক পুত্র-গণ-সমভিব্যাহারে স্তম্ভসচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যৈরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহাকে দাহিত ও নিসর্দাসিত করিয়াছিলেন, তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়া ছিলেন ; আপনার মর্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু জ্বলনন্দন শকুনি আপনার মতানুসারে কপট যুদ্ধে তাঁহার

রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামণ্ড্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল বাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি ; আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও স্তম্ভভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বাল্যা জ্ঞান করিতেছে ; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন ; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

তত্রস্থ সমস্ত পারিষদ মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অগ্রে স্পর্শাভিধানে কেহই কিছু কহিতে পারিলেন না।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য অবমান হইলে পর, সভ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কেহ কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপ সমস্ত ভূমিপাল ভূয়ীস্তাব অবলম্বন করিলে, জামদগ্ন্য সকলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! অগ্রে আমার সদুচ্চৈশ্বর্য বাক্য শ্রবণ করুন ; পশ্চাৎ যাহা কল্যাণকর বোধ হয়, তাহা সমুদান করিবেন। শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্ব কালে দস্তোদ্রব নামে এক সম্রাট এই অথও

ভূগণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্তান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কোন্ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ যুদ্ধে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা আমার সমান যোদ্ধা বিদগ্ধমান আছেন? রাজা দস্তোস্তব দস্তোস্তব হইয়া অন্য কোন যোদ্ধার অনুসন্ধানার্থ ঐ কথা বলিতে বলিতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। উদারস্বভাব বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্লাঘা-পরায়ণ রাজাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া-ছিলেন; তথাপি সেই গর্বিত সৌভাগ্য-মত্ত মহীপাল বিজগণকে বারংবার ঐ রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জাতক্রোধ হইয়া সেই উদ্ধত-স্বভাব রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! যে দুই মহাপুরুষ সমরে অনেক বীরকে পরা-জয় করিয়াছেন, আপনি কদাপি তাঁহা-দিগের সমকক্ষ হইবেন না।

রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিজগণ! সেই দুই বীর কোথায় অবস্থান করেন, কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কর্ম্য হ বা কি প্রকার?

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, নরনাথ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সেই দুই মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ; তাঁহারা মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুন। এক্ষণে তাঁহারা গন্ধমাদন পর্বতে কোন অনির্দেশ্য তপস্যায় নিমগ্ন আছেন।

অনন্তর সেই অপরাজিত নর ও নারা-

য়ণ যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, অসহিষুস্বভাব রাজা দস্তোস্তব ষড়ঙ্গিনী সেনা সংযোজনপূর্বক সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই বিষম ঘোর গন্ধমাদন পর্বতে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্ষুৎ-পিপাসায় অতিমাত্র ক্লেশ, বনবাসী, তপস্বী, শীর্ণকায়, শীতবাতাতপে একান্ত ক্লান্ত নর ও নারায়ণকে অবলোকন করিলেন। অন-ন্তর তাঁহাদের সমীপবর্তী হইয়া নমস্কার ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ফল, মূল, আসন ও উদক দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া আশ্রয় করিলেন।

রাজা দস্তোস্তব কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি এবং সমস্ত শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই পর্বতপ্রদেশে আগমন করিয়াছি। আপনারা এই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ সফল করুন।

নর নারায়ণ কহিলেন, হে রাজন্! এই ক্রোধলোভবিবর্জিত আশ্রমে শস্ত্রই বা কোথা, যুদ্ধই বা কোথা এবং কুটিলতাই বা কোথা। এই পৃথিবীতে অনেক ক্ষত্রিয় আছেন; তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর।

নর ও নারায়ণ রাজা দস্তোস্তবকে সাস্তুনা করিবার নিমিত্ত পুনঃপুন ঐরূপ কহিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি ক্লান্ত না হইয়া যুদ্ধাভিলাষে তাপসদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নর এক মুষ্টি ইষিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যুদ্ধকাম ! যুদ্ধ কর, সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ কর এবং সেনা সংযোজনা কর ; আমি তোমার সমরানুরাগ অপনীত করিব ।

দন্তোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস ! যদি এই সকল অস্ত্রই আগাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করা উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন, নিক্ষেপ করুন । আমিও ইহা দ্বারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব ; আমি যুদ্ধার্থী হইয়াই আগগন করিয়াছি ।

রাজা দন্তোদ্ভব এই কথা কহিয়া সেই তাপসকে সংহার করিবার নিমিত্ত সৈন্যে তাঁহার চতুর্দিকে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন নিমিত্তবেধী তপস্বী নর ইষিকা দ্বারা পরতনুচ্ছেদী দন্তোদ্ভবনিকিপ্ত অতি ভীষণ অস্ত্রসকল বিফল করিয়া তাঁহার প্রতি অপ্রতিসঙ্কেয় ঐষিক অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক অতুত ব্যাপার উপস্থিত করিলেন । তিনি মায়াপ্রভাবে ইষিকা-সমূহ দ্বারা দন্তোদ্ভবের সৈন্যগণের চক্ষুঃ, কণ ও নাসিকা বিকৃত করিলে, দন্তোদ্ভব আকাশমণ্ডল ইষিকাধীর্ণ ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করিয়া, আমার মঙ্গল করুন বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন ।

তখন শরণার্থীগণের শরণ্য ভগবান্ নর কহিলেন, হে নৃপশাৰ্দূল ! অতঃপর ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হও ; এমন কর্ম্ম পুনরায় করিও না । তোমার সদৃশ পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কদাচ মনে মনেও ঈদৃশ ব্যবহারের সংকল্প করে না । তুমি

গর্বিত হইয়া কি দুর্বল কি বলবান্ কাহাকেও কখন আক্রমণ করিও না । এক্ষণে কৃতপ্রজ্ঞ, লোভহীন, নিরহঙ্কার, মহানুভব, দান্ত, ক্ষমাবান্, যুদ্ধ ও সৌম্য হইয়া প্রজাগণকে প্রাতিপালন কর । বলবল অবগত না হইয়া আর কাহাকেও আক্রমণ করিও না । ফলতঃ কদাপি এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইও না । এক্ষণে অনুষ্ঠা করিতেছি, পরম স্তখে গমন কর । আমাদিগের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও । অনন্তর রাজা দন্তোদ্ভব নর ও নারায়ণের চরণ বন্দনপূর্বক স্বনগরে গমন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! ভগবান্ নর যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সামান্য নয় ; কিন্তু নারায়ণ নর অপেক্ষাও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ; অতএব শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে অস্ত্র যোজনা না হইতেই আপনি সম্মান প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন । মানবগণ কাকুদীক, শুক, নাক, অক্ষিসত্তর্জন, সন্তান, নর্তক, ঘোর ও আশ্চর্যমোদক এই আটটি অস্ত্রে বিদ্ধ হইলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে । এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎস্যর্য ও অহঙ্কার পূর্বোক্ত অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে । মনুষ্যগণ ঐ সকল অস্ত্রে আহত হইলে উন্মত্ত হয় ; কখন অচেতন হইয়া কার্য্য করে, কখন শয়ন, কখন লৃক্ষন, কখন বগন, কখন মূর্খত্যাগ, কখন রোদন, কখন বা হাস্ত করিতে থাকে ।

সকল লোকের নিৰ্মাতা ও ঈশ্বর, সৰ্ব-
কৰ্ম্মবিৎ নারায়ণ ঐহার বন্ধু, ত্রিলোকীর
মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণচুসহ অৰ্জুনকে
পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। মহাবীর
অৰ্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ গুণসম্পন্ন;
আপনিও ধনঞ্জয়ের বিষয় বিলক্ষণ অবগত
আছেন। জনাৰ্দ্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! পূৰ্বে যেন র ও
নারায়ণের কথা কীৰ্ত্তিত হইল, অৰ্জুন ও
কেশব সেই দুই মহাপুরুষ। যদি আমার
বাক্যে আপনার সংশয় না হয়, যদি আমার
বাক্য আপনার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে,
তাহা হইলে আৰ্য্যবৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া
পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। যদি
অজ্ঞেয়তা না করা কল্যাণকর বোধ হইয়া
থাকে, তবে শান্ত হউন; যুদ্ধে অভিলাষ
করিবেন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনা-
দিগের কুল এই পৃথিবীমণ্ডলে সাতিশয়
সম্মানিত; অতএব উহা সেই রূপই
থাকুক; আপনার কল্যাণ হউক; এক্ষণে
কেবল স্বার্থচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।

যশস্বতীতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কণ্ঠ জামদগ্ন্যের বাক্য শ্রবণানন্তর
দুর্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে মহা-
রাজ! সৰ্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, ভগবান্
নর ও নারায়ণ অক্ষয় এবং অব্যয়। সমু-
দায়, দেবগণের মধ্যে কেবল ভগবান্ বিযুৎই
নিত্য ও অজ়েয়। চন্দ্র, সূর্য্য, মহী, জল,
বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি

সমুদায়েরই বিনাশ আছে। ইহার
প্রলয় সময়ে লোকত্রয় পরিত্যাগ করিয়া
বারংবার ক্ষয় প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়া থাকে।
আর মনুষ্য এবং যুগ পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যাক্-
যোনিগত জীবজন্তুসকল এবং অন্যান্য
জীবলোকবাসী প্রাণিসমুদায় অতি অল্প
কাল জীবিত থাকিয়াই পরলোকযাত্রা
করে। ভূপতিগণ প্রায়ই তরুণ বয়সে
অসামান্য সম্পত্তি সম্ভোগ করিয়া স্তব্ধ ও
চক্ষুতের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পর-
লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব
আপনি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডু-
পুত্রগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন-পূর্ব্বক
একত্র মিলিত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন
করুন।

হে দুর্যোধন! আপনাকে বলবান্
বলিয়া জ্ঞান করা নিতান্ত অনুচিত; কেন
না বলবান্ হইতেও বলবান্ দৃষ্ট হইয়া
থাকে। দেবভুল্য পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ
অসাধারণ বাহুবীৰ্য্যসম্পন্ন; বাহুবলশালী
ব্যক্তিগণের নিকট সৈন্যবল নিতান্ত
অকিঞ্চিৎকর। এই বিষয়ে কথ্যপ্রদান-
ভিলানী মাতলির বর অশ্বেমণরূপ একটী
পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ত্রিলোকনাথ পুরন্দরের অভিমত
সারণি মাতলির কূলে অতি বিখ্যাত রূপ-
সম্পন্ন এক কন্যা জন্মিয়াছিল। উহার
নাম গুণকেশী। ঐ কন্যা স্বীয় রূপ-
লাবণ্যে অন্যান্য সমুদায় কামিনীগণকে
অতিক্রম করিয়াছিল। মাতলি ঐ কন্যার
সম্প্রদান সময় সমুপাস্থত হইয়াছে বৃত্তিতে

পারিয়া ভার্য্যা-সমভিবাহারে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; লগ্নুর্ত্তি মৃদু-স্বভাব অগচ যশসী ব্যক্তিদিগের কুলে কন্টার জন্মগ্রহণে ধিক্ ! কত! হইতে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শশুরকুল, এই তিন কুলই সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠে । আমি স্বয়ং দেব ও মানুষ এই উভয় লোক অনুসন্ধান করিলাম, কুত্ৰাপি আমার মনোনাত পাত্র নয়নগোচর হইল না ।

এইরূপে মাতলি দেব, দানব, গন্ধর্বি, মনুষ্য ও ঋষিগণের মধ্যে কন্টার উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত না হইয়া পারিশেষে স্বায় ভার্য্যা স্তম্ভার সহিত রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া নাগলোক গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন । দেবলোক ও মনুষ্যলোকমধ্যে গুণকেশীর অনুরূপ নরপতি বর নেত্রগোচর হইল না ; বোধ হয়, নাগলোকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব ; ইহা মনে মনে স্থির করিয়া স্তম্ভাকে আমন্ত্রণ শু প্রদক্ষিণ এবং কন্টার মন্তুকাগ্রানুপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন ।

সপ্তমবর্ত্তিতম অধ্যায় ।

ঐ সময় মহর্ষি নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত পাতালে গমন করিতেছিলেন । পথিমধ্যে মাতলিকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, মাতলে ! কোথায় গমন করিতেছ ? তোমার অপ-নার কি কোন প্রয়োজন আছে অথবা সুররাজের আজ্ঞানুসারে যাত্রা করিয়াছ ? মাতলি তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায়

বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন । তখন নারদ কহিলেন, হে মাতলে ! আমি বরুণ সন্দর্শনার্থ সুরলোক হইতে আগমন করিতেছি ; অতএব চল, উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করি । আমি তোমাকে পাতালতল প্রদর্শন করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিব এবং উভয়ে তত্রত্য এক জন উপযুক্ত বর-অন্বেষণ করিয়া মনোনাত করিতে পারিব ।

এই রূপ স্থির করিয়া তাঁহার উভয়ে পাতালতলে প্রবেশপূর্বক লোকপাল বরুণকে সন্দর্শন করিলেন । তথায় নারদ দেবগির উপযুক্ত ও মাতলি ইন্দ্রের সদৃশ পূজা প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তাঁহার উভয়ে বরুণের নিকট আপনাদের উদ্দেশ্য অবগত করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক নাগলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

মহর্ষি নারদ পাতালতলনিবাসী প্রাণি-গণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন ; এক্ষণে মাতলির নিকট তৎসমুদায় কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । হে সূত ! তুমি পুত্র-পৌত্রসমারত বরুণদেবকে অবলোকন করিয়াছ ; এক্ষণে তাঁহার সর্ব সমুদ্বিসম্পাদিত্যুৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় অবলোকন কর । এই দেখ, উদকুপাত বরুণের কমললোচন ; মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্করনাগা পুত্র ; উনি রূপ, গুণ সদাচার ও শৌচ দ্বারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন । লক্ষ্মীর স্থায় রূপসম্পন্ন জ্যোৎস্নাকালী নামে সোমের কন্যা উঁহায়ে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন । ঐ দেখ অর্দিতর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরশ্রেষ্ঠ দেবরাজের কাঞ্চনময় সুরাগৃহ শোভা পাইতেছে

দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া সুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, হুতরাজ্য দৈত্যগণের অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; ঐ সকল অক্ষয় প্রহরণ নিক্ষেপ করিলে কার্যসাধন করিয়া পুনরায় প্রহর্তার নিকট সমাগত হয় ; দেবগণ অস্ত্র-দিগকে পরাজয় করিয়া ঐ সকল শস্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণ কর্তৃক বিনির্জিত হইয়াছে।

এই বারুণ হ্রদে প্রদীপ্ত শিখাসম্পন্ন অনল জ্বল্যমান রহিয়াছেন ; এবং বৈষ্ণব-চক্র রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে লোকসংহারকারী গণ্ডারপৃষ্ঠবংশসম্ভূত নিরস্তুর দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত বিপুল শরাসন রহিয়াছে, উহার নাম গাণ্ডীব। ব্রহ্মবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে ঐ প্রচণ্ড শরাসন নির্মাণ করেন। কার্যকাল সমুপস্থিত হইলে উহার বল অণু শরাসন অপেক্ষা শতসহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ কাম্যুক রাক্ষসদংশ অশাস্ত রাজগণকে শাসন করে। ভগবান্ শুক্র ঐ শরাসন সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। সলিলরাজ বরুণের পুত্রগণ উহা ধারণ করিয়া থাকেন।

ঐ দেখ সলিলরাজ বরুণের ছত্রগৃহে বিপুল ছত্র রহিয়াছে ; উহা মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে স্তম্ভীতল বারি বর্ষণ করিতেছে। এ ছত্র হইতে পরিভ্রষ্ট নিশাকরের ন্যায় নির্মল সলিল অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে বলিয়া সৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে

মাতলে ! এই স্থানে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে ; কিন্তু তোমার কার্য্যানুরোধে তৎ সমুদায় দর্শন না করিয়া অতি শীঘ্রই আমা-দিগকে গমন করিতে হইবে।

অষ্টমবতীতম অধ্যায়।

এই নাগলোকের মধ্যস্থলে যে দেব-দানবসেবিত পুর দেখিতেছ, ইহার নাম পাতাল। যে সকল জঙ্গম জলবেগ-প্রভাবে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার। সেই সময় ভয়পীড়িত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে। এই স্থানে সলিলভোজী হতাশন অতি যত্নে আত্মসংবরণপূর্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবগণ শত্রু-বিনাশানন্তর অমৃত পান করিয়া এই স্থানে রাখিয়াছেন ; আর এই স্থান হইতে চন্দ্রের হাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাত শব্দে পতন ও অলং শব্দে অত্যন্ত ; এই স্থানে হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু প্রতিপর্কে বাক্য দ্বারা বেদাধ্যায়ীদিগের রেদধ্বনি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলে, চন্দ্র-প্রভৃতি জলমূর্ত্তিসকল চন্দ্রকাস্ত মণির ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া নিপতিত হয় ; এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল হইয়াছে।

জগতের হিতকারী ঐরাবত গজ এই স্থান হইতে জল গ্রহণ করিয়া মেঘে প্রদান করে ; ইন্দ্র সেই জল সর্বত্র বর্ষণ করেন। এই স্থানে নানাবিধ তিমিনিকর চন্দ্রকিরণ পান করিয়া জলমধ্যে বাস করে। এই স্থানে প্রাণিগণ প্রত্যহ দিবাভাগে দিনকর-কিরণে দগ্ধ হইয়া মৃত হয় ; পরে রজনী-

যোগে চক্ষুমাঃ সমুচিত হইয়া রশ্মিরূপ বাহু দ্বারা অমৃত গ্রহণপূর্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন। কালনিপীড়িত বাসব-নির্জিত অশ্বরগণ এই স্থানে বদ্ধ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া বাস করিতেছে। এই স্থানে সর্বভূতেশ্বর মহাদেব সর্ব লোকের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত তপস্তা করিয়া-ছিলেন। এই স্থানে বেদাধ্যয়ননিপুণ গোত্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরি-ত্যাগপূর্বক স্বর্গ জয় করিয়া বাস করিতে-ছেন। যাঁহার যথা তথায় শয়ন, অন্য়-প্রদত্ত অন্ন ভোজন ও অন্য়প্রদত্ত বসন পরিধান করেন, তাঁহারাই গোত্রতাবলম্বী।

হে মাতলে ! এই স্থানে সুপ্রতীকবংশ-সম্ভূত ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ ও অঞ্জন এই সগুদায় বারণপ্রধান আছেন ; ইহাদের মধ্যে কে তোমার মনোনীত হয়, বল, আমি তাঁহাকে অতি যত্নে তোমার কন্ডার নিমিত্ত বরণ করিব। এই যে জল-মধ্যে অণুটী দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ইহা প্রথমজাত জীবগণের জন্মাবধি এই স্থানে সমভাবেই আছে ; অত্য়পি স্ফুটিত বা চলিত হইল না। আমি কাহারও মুখে ইহার জন্ম বা স্ত্রাবের বিষয় শ্রবণ করি নাই ; কেহই ইহার জনক জননীর বিষয় অবগত নহেন। প্রলয়কালে ইহা হইতে অতি বিপুল হতাশন সমুখিত হইয়া সচরা-চর ত্রৈলোক্য দক্ষ করিবে।

মাতলি নার্মদের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহর্ষে ! এখানে কেহই আগার

মনোনীত হইলেন না, চলুন, অন্য় কোন স্থানে গমন করি।

নবনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মাতলে ! বিশ্বকর্মা সয়দানব, মায়াবিহারী দৈত্য ও দানবগণের নিমিত্ত অনল্প যত্ন সহকারে সংকল্প দ্বারা পাতালতলে হিরণ্যপুর নামে এই বৃহৎ নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বকালে মহাশূর, বিশালদশন, ভীমপরাক্রম, মারুত-গামী, বীর্য্যসম্পন্ন রাক্ষস ও বিষুপ্লাদসম্ভূত, ব্রহ্মপাদসম্ভূত এবং কালকল্প অশ্বরগণ ও যুদ্ধচুর্ম্মদ নিবাতকবচগুণ বর প্রাপ্ত হইয়া সহস্র মায়া প্রকটনপূর্বক এই স্থানে অবস্থান করিত। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের বা অন্যান্য দেবতা তাহাদিগকে কণ্ঠধর্ত্তী করিতে সমর্থ হন নাই ; তুমি ইহা অবগত আছ। তুমি, তোমার পুত্র গোবৃথ, দেব-রাজ ও তাঁহার পুত্র জয়ন্ত, তোমরা সক-লেই অনেকবার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলে।

দেখ, এই হিরণ্যপুরের স্রবণময়, রজত-ময়, পদ্মরাগময়, বৈদূর্য্যগণিময়, প্রবালের ন্যায় রুচির, সূর্য্যকাস্তগণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, বিধিবিহিত কশ্ম-সমূপেত, অতু্যমত, গণিজালগণ্ডিত, নিবিড় গৃহ সকল মুগ্ধময়, শিলাময়, দারুণময়, সূর্য্য-ক্রিরণময় ও অগ্নিময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার কি রূপ, কি গুণ, কি পরিমাণ, কি উপাদান, কিঁছুই বর্ণনা করা যায় না। ঐ দেখ, দৈত্যগণের ক্রীড়াস্থান

ও শয্যা সকল ; ঐ দেখ, মহামূল্য রত্ন-শোভিত ভবন ও আসন সকল ; ঐ দেখ, জলদ শ্যামল শৈল ও প্রভাবণ সকল ; এবং প্রচুর ফলপুষ্পশোভিত কামচারী পাদপ-রাজি শোভা পাইতেছে । মাতলে ! এ স্থানে কি তোমার অভিযুক্ত পাত্র থাকি-বার সম্ভাবনা আছে ?

মাতলি কহিলেন, দেবর্ষে ! দেবগণের অপ্রিয় কর্ম্ম করা আমার কর্তব্য নহে ; দেব ও দানবগণের পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে বটে ; কিন্তু ইহারা চিরকাল পর-স্পর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; অতএব পরপক্ষের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? আমি স্থায়ী স্বভাব, আপনার প্রকৃতি ও হিংসা-পরাক্রম অসুরগণের ব্যবহার বিলক্ষণ অব-গত আছি ; অতএব চলুন, আমরা অন্যত্র গমন করি ; অসুরগণকে দর্শন করা আমার উচিত নয় ।

শততম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, হে মাতলে ! এই লোক পন্নগভোজী গরুড় পক্ষীদিগের বাস-স্থান ; আকাশগমনে ও ভার-বহনে ইহা-দিগের কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না । বিনতার স্মৃথ, স্নানামা, স্নেনত্র, স্ববর্চাঃ, সুরক ও স্ববর্ণ নামে ছয় পুত্র দ্বারা কাশ্যপ কুল-বিস্তারিত হইয়াছে । ঐশ্বর্য্যবদ্ধ বিনতাকুল-সমুত্ত প্রধান প্রধান বিহগগণ পক্ষিরাজের শত সহস্র কুল সহরে পরিবদ্ধিত করিয়া-ছেন । এই কুলসমুত্ত সকলেই শ্রী ও

শ্রীবৎসলক্ষণসম্পন্ন, শ্রীলাভে সমুৎসুক এবং বলবান্ । নির্দয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মদোষে পন্নগ-ভোজী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । তাঁহারা ভ্রাতৃক্ষয় করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন নাই । এই কুল ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগৃহীত ; বিষ্ণুই ইহাদিগের দেবতা ; বিষ্ণুই ইহাদিগের পরম আশ্রয় ; বিষ্ণু ইহাদিগের হৃদয়বাসী ; বিষ্ণুই ইহাদিগের গতি ; অতএব এই কুল অতি প্রশংসনীয় । এক্ষণে ইহাদিগের নাম কীর্তন করি, শ্রবণ কর ; স্ববর্ণচুড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডহুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পক্ষজিৎ, বজ্রনিকম্ব, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষুঃ, নিমিস, অনিমিস, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, পরিদ্বীপ, সারস, পদ্ম-কেতন, স্মৃথ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেঘজৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, দ্বিগুপ্তা, কুমার, প্লারিবর্হ, হরি, স্তম্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশা, নিশাকর ও দিবাকর । আমি সংক্ষেপে গরুড়াভ্রাজ-দিগের মধ্যে কীর্ত্তিমান্ মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান পক্ষিগণের নাম উল্লেখ করিলাম । যদি এখানে তোমার অভিলষিত পাত্র না থাকে, তবে চল, যে স্থানে বর প্রাপ্ত হইবে, তথায় তোমাকে লইয়া গমন করি ।

একাধিকশততম অধ্যায় ।

হে মাতলে ! এই রম্যাতল নামে সপ্তম পাতাল ; অমৃতসম্ভবা গোমাতা হরভি এই

স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহা হইতে নিরন্তর পৃথিবীর সমস্ত সারসমুত্ত বড়বিশ্ব রসসম্পন্ন অনুপম রসযুক্ত ক্ষীর নিষ্কৃত হইয়া থাকে। পূর্বের পিতৃগৃহ ব্রহ্মা অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া যখন তাহার সার উদগীরণ করিয়াছিলেন, তখন অনিন্দিতা সুরভি তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষীরদারা মহীতলে নিপতিত হইয়া পরম পবিত্র ক্ষীরনিধি সমুৎপন্ন করিয়াছে। ক্ষীরের কেন দ্বারা ঐ সাগরের পর্য্যন্ত প্রদেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে উহা পুষ্পিত-বৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি গুনি ফেন পানপূর্বক উগ্র তপস্বীরা নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা ফেনপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; দেবগণও তাঁহাদিগের নিকট ভীত হইয়া থাকেন। সুরভির গর্ভসমুত্ত আর চারিটি পেনু চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক ঐ সকল দিক্ প্রতীপালন ও ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুরূপা পূর্ব দিক্, হংসিকা দক্ষিণ দিক্, মহানুভাবা বিত্তরূপা স্তভদ্রা পশ্চিম দিক্ এবং সর্বকামপ্রসূতি ঐলবিলা নান্না পেনু অতি পবিত্র উত্তর দিক্ পালন ও ধারণ করিতেছেন।

দেব ও অসুরগণ মন্দার পর্বত মহানদগু করিয়া ঐ সকল পেনুর দুগ্ধমিশ্রিত সমুদ্রজল মহানপূর্বক বারুণী, লক্ষ্মী, অমৃত, অশ্বরাজ উচৈঃশ্রবা এবং মণিশ্রেষ্ঠ কৌন্তভ সমুদ্রুত করিয়াছেন। একা সুরভি সুরা-ভোজীদিগকে সুরা, স্বধাভোজীদিগকে

স্বধা ও অমৃতভোজীদিগকে অমৃত দান এবং দুগ্ধ নিঃসারণ করেন। পূর্বের রসাতলবাসীরা এই বিষয়ে এক গাথা গান করিতেন; অতাপি তাহা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; পণ্ডিতেরা অতাপি এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, রসাতলে যে প্রকার বাসস্থান, তাহা নাগলোকে নাই; স্বর্গলোকে নাই এবং বিমানেও নাই।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় ।

হে মাতলে! দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবর্তী পুরী যেরূপ মনোহর ও অগ্রগণ্য, বায়ুকিপরিপালিত এই ভোগবতী নগরীও সেই রূপ। শ্বেতাচলকলেবরদিব্যভরণভূষিত জাম্বাজিহ্ব মহাবল শেষ নাগ এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপঃপ্রভাবে সহস্রমস্তক দ্বারা প্রভাববতী পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। সুরসা ভুজঙ্গীর সহস্রসংখ্যক পুত্র গতক্বেশ হইয়া এই লোকে বাস করে; তাহারা সকলেই স্বভাবতঃ বলবান্ ও ভয়ঙ্কর; তাহাদিগের আকার নানাপ্রকার ও বিষও নানাবিধ; তাহাদিগের শরীর মণি, স্বস্তিক, চক্র ও কমণ্ডলু চিহ্নে চিহ্নিত। সেই সকল পর্বতাকার বিপুল ভোগশালী ভুজঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি সহস্রশিরাঃ, কতকগুলি পঞ্চশতশিরাঃ, কতকগুলি শতশিরাঃ, কতকগুলি দশশিরাঃ, কতকগুলি সপ্তশিরাঃ এবং কেহ কেহ বা ত্রিশিরাঃ; এক্ষণে সেই এককণ্ঠীয় সহস্র সহস্র প্রবৃত্ত প্রবৃত্ত অর্বুদ অর্বুদ আশীবিধ এই স্থানে বাস করিতেছে।

জ্যোষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর; বাহুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কঞ্চল, অশ্বতর, বাহুকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বাগন, এলপত্র, কুকুর, কুকুন, আৰ্য্যক, নন্দক, কলস, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, স্নগনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরিক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্মদ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুহুরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সম্ভূত, উরুত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মৃষকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহর, কৃশক, বিরজাঃ, ধারণ, স্ৰবাহু, মুখরী, জয়, বধিরাক্ষ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস। ইহা ভিন্ন আরও ভূরি ভূরি ভূজঙ্গ বিদ্যমান আছে। হে মাতলে! অত্রত্য কোন্ ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভি-
রুচি হয়?

অনন্তর ধীরস্বভাব মাতলি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রীতি প্রকাশপূর্বক ভগবান্ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! যিনি কৌরব্য ও আৰ্য্যকের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, ঐ কান্তিমান্ সৌম্যমূর্তি কোন্ কুলের আনন্দোৎপাদন করেন? ইহার জনক জননী কে? ইনিই বা কোন্ জাতীয় সর্পের অন্তর্গত? এবং কোন্ বংশেরই বা কেতুভূত হইয়াছেন; ইনি একাগ্রতা, ধীরতা, রূপ ও বয়সে আমার মনঃ হরণ করিয়াছেন; অতএব ইনিই গুণকেশীর উপযুক্ত পতি।

দেবর্ষি নারদ মাতলিকে স্মৃখদর্শনে প্রীতমনাঃ দেখিয়া স্মৃখের জন্ম, কৰ্ম্ম ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন, হে মাতলে! এই নাগরাজ ঐরাবতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার নাম স্মৃখ; ইনি আৰ্য্যকের প্রিয় পৌত্র, বামনের দৌহিত্র ও চিকুর নাগের পুত্র। অতি অল্প দিন হইল, বিনতানন্দন ইহার পিতা চিকুর নাগকে বিনষ্ট করিয়াছেন।

তখন মাতলি প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! এই ভূজগরাজই আমার অভিলষিত জামাতা; আগি ইহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি। আপনি ইহাকে আগার প্রিয়তম ছুহিতা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন।

ত্ৰ্য্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ নাগরাজ আৰ্য্যকের সঙ্গীপে গমন করিয়া কহিলেন, হে আৰ্য্যক! ইনি দেবরাজের প্রিয়তম স্নহুৎ; ইহার নাম মাতলি; ইনি শুচি, শীলগুণসম্পন্ন, তেজস্বী, বীৰ্য্যবান, বলবান্, দেবরাজের সারথি ও মন্ত্রী। প্রত্যেক সময়েই বাসবপ্রভাবের সহিত ইহার প্রভাবের অত্যন্ত অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ইচ্ছামাত্রেই অশ্বসহস্রসংযুক্ত জৈত্রে রথ প্রদান করেন। দেবরাজ ইহার সাহায্য, অশ্বের সাহায্য ও নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; আর ইহার সাহায্যেই বলাসুরকে সংহার

করিয়াছিলেন । অসামান্য কুপলাবণ্য, সত্য, শীল ও ননাগুণসম্পন্ন গুণকেশী নামে ইহার এক কন্যা আছেন । ইনি প্রযত্ন-সহকারে সমস্ত লোকু পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে আপনার পৌত্র স্মৃথকে সেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতেছেন । যদি আপনার ইচ্ছা হয়, বিলম্ব করিবেন না ; শীঘ্রই সেই কন্যা পরিগ্রহে অনুমতি প্রদান করুন । যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর কুলে, স্বাহা অগ্নির কুলে ও শচী বাসবের কুলে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই রূপ গুণকেশী আপনার কুলে পরিগৃহীত হউন ; আপনি পৌত্রের নিমিত্ত গুণকেশীকে গ্রহণ করুন । আপনার পৌত্র পিতৃহীন হইলেও আমরা ইহার গুণ এবং আপনার ও ঐশ্ব্যবতের বহুমান প্রযুক্ত ইহাকে বরণ করিতেছি । মাতলি স্মৃথের শীল, শৌচ, দমাদি গুণসমূহ অবলোকন করিয়া স্বয়ং আগমনপূর্বক উহাকে কন্যারত্ন প্রদান করিতে সমুদ্রত আছেন ; আপনি ইহার সম্মান রক্ষা করুন ।

নাগরাজ আৰ্য্যকের পুত্র নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌত্র জীবিত আছেন, এই উভয় কারণে তিনি শোক ও হর্ষ উভয়ই প্রদর্শন করিয়া নারদকে কহিলেন, মহর্ষে ! দেবরাজের সখা মাতলির সহিত সম্বন্ধবন্ধন কোন্ ব্যক্তির স্পৃহণীয় নয় ? কিন্তু আমি সাগান্য কারণ প্রযুক্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি ; এই নিমিত্ত আপনার প্রস্তাবে সম্যক্ সম্মতি প্রদর্শন করিতেছি না ; ইহার জন্মদাতা আমার পুত্র বিনতা-

তনয়ের কবলে নিপতিত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত আমরা শোকাক্ত আছি ; বিশেষতঃ সে গমনকালে কহিয়াছিল, এক মাসের মধ্যেই স্মৃথকে ভক্ষণ করিব ; সে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তাহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, অবশ্যই তাহা ঘটিবে । আমি বিনতানন্দনের বচনে একবারে দুঃখমাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ।

তখন মাতলি আৰ্য্যককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ ! এ বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন ; আমি আপনার পৌত্র স্মৃথকে জাগাতৃভাবে বরণ করিলাম ; ইনি • আমাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করুন । আমি বিশেষ উপায় দ্বারা ইহাকে আয়ুঃ প্রদান করিব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে নিহত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিব । এক্ষণে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্মৃথ আগার সহিত দেবরাজসমীপে আগমন করুন । হে ভুজঙ্গম ! আপনার মঙ্গল হউক ।

অনন্তর সেই সকল মহাতেজাঃ স্মৃথকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাভ্রুতি দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; দৈবগত্যা সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন । তখন মহর্ষি নারদ ঋত-লির আনুপূর্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহা-দিগকে নিবেদন করিলেন ।

ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া স্বর-রাজ ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ ! আপনি

অমৃত প্রদান করিয়া স্তম্ভকে অমরতুল্য করুন। মাতলি, নারদ ও স্তম্ভ আপনাদের ইচ্ছায় স্ব স্ব কামনা পরিপূর্ণ করুক।

অনন্তর পুরন্দর বৈনতেয়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া বিয়ুকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই ইহাকে অমৃত দান করুন।

• বিয়ু কহিলেন, দেবরাজ! আপনি সমস্ত চরাচরের অধীশ্বর; অতএব আপনার অদত্ত বিষয় দান করা কাহার সাধ্য?

অনন্তর দেবরাজ পদ্মগরাজকে অমৃত প্রদাননা করিয়া পরমাযুঃ প্রদান করিলেন। স্তম্ভ বরলাভে প্রসন্নমুখ হইয়া মাতলি-কন্যার পাণিগ্রহণপূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। নারদ ও আর্য্যক কৃতকার্য্য হওয়াতে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মহাভ্যুতি দেবরাজের অর্চনাপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর পদ্মগরাজ গরুড় সুররাজ নাগকে আয়ুঃ প্রদান করিয়াছেন ভ্রবণ করিয়া ক্রোধকল্মষিত কলেবরে পক্ষপবনে ত্রিভুবন আকুলত করিয়া বাসবের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দরকে কহিলেন, সুররাজ! তুমি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমার বন্তিলোপ করিলে? তুমি পূর্বে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত বিচলিত হইতেছ? সর্বভূতেশ্বর স্নিধাতা সর্পকে আমার আহার নিরূপণ করিয়াছেন; তুমি কি নিমিত্ত তাহার অন্যথা করিলে?

আমি মহানাগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত নিয়ম সংস্থাপন-পূর্বক পরিবার ভরণ পোষণ করিতেছি; অন্য কাহারও হিংসা করিতে পারিব না। কিন্তু তোমার কোন নিয়ম নাই; তুমি স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছ। আমি এক্ষণে পরিজন ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করি; তুমি সুখে কাল যাপন কর। যখন আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াও পরের ভৃত্য হইয়াছি; তখন আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে সুরেশ্বর! তুমি অনন্ত কাল রাজ্য ভোগ করিবে; তুমি বর্তমান থাকিতে বিয়ুও আমার প্রভু নহেন।

হে বাসব! আমিও দক্ষহুতা বিনতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার সমুদায় লোক বহন করিবার ক্ষমতা আছে; আমার বল সর্বভূতের অসহ। দানব-গণের সহিত সংগ্রাম সময়ে আমিও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান, রোচনানুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণ আমারই হস্তে নিহত হইয়াছে। বোধ হয়, আমি তোমার অনুজকে বহন ও তাহার ধ্বজাগ্রে উপবেশন করি বলিয়া, তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি অপেক্ষা বলবান ও ভারসহ আর কে আছে? আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াও কৃষ্ণকে সবাঙ্কবে বহন করিয়া থাকি; আর তুমি অবজ্ঞাপূর্বক আমার আহারের ব্যাঘাত করিলে; অতএব তোমাদিগের উভয় হইতে আমার

গৌরব নষ্ট হইল। হে পুরুষদর !
অদিতির গর্ভে যে সমুদায় বলবিক্রমশালী
পুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি
তঁাহাদের সকলের অপেক্ষা বলবান্ ।
কিন্তু আমি স্বীয় পক্ষের একদেশে তোমাকে
বহন করিতে পারি ; অতএব বিবেচনা
কর, আমি অপেক্ষা বলবান্ আর
কে আছে ?

ভগবান্ চক্রপাণি অক্ষুণ্ণ গুরুড়ের
গর্বিত বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে
ক্ষোভিত করিয়া কহিলেন, হে বলহীন
অণুজ ! তুমি মনে মনে আপনাকে বলবান্
বলিয়া স্থির করিয়াছ ; কিন্তু আমার
সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করা তোমার নিতান্ত
অনুচিত । ত্রিভুবনও আমার দেহ ধারণ
করিতে পারে না ; আমি আপনিই আপ-
নাকে ও তোমাকে ধারণ করিতেছি ।
যদি তুমি আমার এই দক্ষিণ বাহুর ভার
সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে তোমার
আত্মশ্লাঘা সার্থক । ভগবান্ নারায়ণ এই
বলিয়া গুরুড়ের ক্ষেপে দক্ষিণ বাহু অর্পণ
করিবামাত্র পক্ষিরাজ নিতান্ত বিকল হইয়া
বিনষ্টকৈতনের ন্যায় ধরাতে নিপতিত
হইলেন । সপর্বতকানন সমুদায় মেদিনী-
মণ্ডলের ভার যে প্রকার গুরুতর, পতগেন্দ্র
বিষ্ণুর এক বাহুতে তদনুরূপ ভার অনু-
ভব করিলেন ।

ফলতঃ ভগবান্ অচ্যুত স্বীয় বল দ্বারা
গুরুড়কে নিতান্ত নিপীড়িত করেন নাই
বলিয়াই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল । তিনি
তখন গুরুতর বিষ্ণুবাহুভরে বিহ্বল, শিথিল-

কায় ও নিচেতনপ্রায় হইয়া বমন এবং পক্ষ
বিস্তার করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত-
পূর্বক দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, ভগ-
বন্ ! আপনার গুরুভারযুক্ত দক্ষিণ বাহু
আমার উপর এক বার নিষ্কিণ্ড হওয়াতে
আমি নিষ্কিণ্ট হইয়াছি ; অতএব অনুগ্রহ
করিয়া এই অরুচতাৎ বন্দর্পবিহীন ধ্বজ-
বাসী পক্ষীর অপরাধ মার্জ্জন করুন । আমি
আপনার বল বিক্রম অবগত ছিলাম না
বলিয়াই আপনাকে সর্কাপেক্ষা বলবান্
স্থির করিয়াছিলাম ।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ গুরুড়ের স্তব
শ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্নেহমহ-
কারে কহিলেন, বিহগরাজ ! কদাচ আর
এমন কষ্ট করিও না । এই বলিয়া স্তম্ভ-
থকে আনয়নপূর্বক পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গুরুড়ের
বক্ষঃস্থলে নিষ্কেপ করিলেন । তদবধি
গুরুড় সর্পের সহিত একত্র বাস করিতে
লাগিলেন ।

হে গান্ধারীনন্দন ! মহাবল পরাক্রান্ত
বিনতাতনয় এই রূপে বিষ্ণুর নিকট বিনষ্ট-
দর্প হইয়াছিল । আপনিও যে পর্য্যন্ত
সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ না করি-
বেন, সেই পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন ।
মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন ও
ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় সমরে কাহাকে সংহার
করিতে সমর্থ না হন ? হে চুর্যোধন !
আপনি কি রূপে বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম ও
অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে সংগ্রামে পরাভব করি-
বেন ? অতএব আপনি সমরবাসনা পরি-
হারপূর্বক বায়ুদেবের দ্বারা পাণ্ডবগণের

সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া কুল রক্ষা করুন। এই সেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যাদর্শী মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদ এবং এই সেই চক্র-গদাপাণি ভগবান্ নারায়ণ উপস্থিত রহিয়াছেন।

চূর্ণ্যতি চূর্যোধন মহর্ষি কণ্ঠের বাক্য শ্রবণে ক্রুটিকুটিল মুখে কণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষির বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন-পূর্বক উরু-দেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! পরমেশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্যই করিতেছি; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটবে। আপনি কেন বৃথা প্রলাপ করেন?

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ ব্যাসদেব ও পিতামহ ভীষ্ম অথবা অন্যান্য স্নেহবান্ স্ত্রহৃদগণ কি নিমিত্ত অনর্থে কৃতনিশ্চয়, পরার্থলুপ্ত, অনার্য কার্যে নিরত, মরণে কৃতসংকল্প, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখ-নিদান, বন্ধুগণের শোকবর্জন, স্ত্রহৃদজনের ক্লেশদাতা, শত্রুপক্ষের হর্ব্জজনক, বিপথ-গামী চূর্যোধনকে কি নিমিত্ত নিবারণ করিতেছেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভীষ্ম অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি নারদও অনেক কহিয়াছেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! হিত-কারী স্ত্রহৃৎ যেমন দুর্লভ; স্ত্রহৃদেব বাক্য শ্রবণ করে, এরূপ ব্যক্তিও সেই রূপ দুর্লভ। স্ত্রহৃৎ ও বন্ধুতে অনেক অন্তর; স্ত্রহৃৎ প্রত্যাশ্যকার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া উপকার করেন; কিন্তু বন্ধু প্রত্যাশ্যকার প্রত্যাশায় উপকার করেন; আর স্ত্রহৃৎ সকল স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু বন্ধু তাদৃশ নহেন; অতএব স্ত্রহৃদেব বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য। কোন বিষয়ে নির্বন্ধাতিশয় করা কর্তব্য নহে; নির্বন্ধ অতিশয় অনর্থকর। মহর্ষি গালব নির্বন্ধাতিশয় নিবন্ধন যেরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিধে একটী পুরাতন ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর।

একদা ভগবান্ ধর্ম্ম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠের বেশ ধারণ-পূর্বক সাতিশয় ক্ষুপিত হইয়া কৌশিকের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সমস্ত্রমে যত্নাতিশয় সহকারে পরমাম পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারিলেন না। এই অবসরে বশিষ্ঠরূপধারী ধর্ম্ম অন্যান্য মুনিগণ কর্তৃক দত্ত অন্ন ভোজন করিলে পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরমাম লইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আমার ভোজন সম্পন্ন হইয়াছে; আপনি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন। ভগবান্ ধর্ম্ম ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বিশ্বামিত্র তদবধি

সেই উষ্ণ পরমাত্ম মস্তকে রাখিয়া বাহুদ্বয়ে ধারণ-পূর্বক বায়ুভক্ষ হইয়া স্থানুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহার শিষ্য তপোধন গালব গৌরব, বহুমান ও প্রিয়ান্বষ্ঠানের নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, ভগবান্ ধর্ম্য বশিষ্ঠের কেশ ধারণ-পূর্বক পুনরায় বিশ্বামিত্রের নিকট ভোজন করিতে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই অন্ন মস্তকে ধারণ-পূর্বক বায়ুভুক্ হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার মস্তকস্থিত অন্নও সেই রূপ উষ্ণ ও নূতন রহিয়াছে। বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্য সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া, আমি পরম পরিতৃপ্ত হইলাম বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান-পূর্বক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্যের বাক্যানুসারে তদবধি ক্ষত্রভাব-বিমুক্ত ও ত্র্যক্ষগত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি স্বীয় শিষ্য গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। তখন গালব মধুর বচনে কহিলেন, মহা-জন্! আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আজ্ঞা করুন, কোন্‌ দ্রব্য প্রদান করিব। দক্ষিণা প্রদান করিলেই কর্ম্ম-সিদ্ধি হয় ও দক্ষিণাদাতা চরমে মুক্তি, স্বর্গে যজ্ঞফল ও শাস্তি লাভ করিতে

পারে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা আহরণ করিব।

বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষায় নিতান্ত বাধিত হইয়া বারংবার কহিলেন, বৎস! আর দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না; যথা ইচ্ছা গমন কর। গালব তাহাতে সন্মত না হইয়া পুনঃপুন দক্ষিণা প্রদানে নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, গালব! তুমি যদি নিতান্তই দক্ষিণা প্রদান করিবে; তাহা হইলে অচিরে আমাকে শশধরের ন্যায় শুক্রবর্ণ, শ্যামৈক-কর্ণ অষ্ট শত অশ্ব প্রদান কর।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, হে দুর্যোধন! তপোধন গালব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া শয়ন, উপবেশন ও আহার পরিত্যাগপূর্বক ক্রমে অস্থিচন্দ্র-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, দুঃখদঙ্কান্তঃকরণে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! আমার ধন বা মিত্র বা অর্থ কিছুই নাই; অষ্ট শত শ্বেতাশ্ব কোথায় পাইব। আমার ভোজন-প্ররুতি ও সুখাভিলাষ কিছুমাত্র নাই; আর জীবনেচ্ছাও বিগত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সমুদ্রপারে বা পৃথিবীর অতি দূর প্রদেশে গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। আমি নির্জন, অকৃতার্থ ও বিবিধ কল-ভোগে বঞ্চিত; বিশেষতঃ ঋণগ্রস্ত হইলাম; আমার সুখ কোথায়? আমার জীবনে

প্রয়োজন কি ? যে ব্যক্তি প্রণয়-পূর্বক চুলদের ধন সম্ভোগ করিয়া তাহার প্রত্যা-
কারে অসমর্থ হয় ; তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ;
জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র । যে ব্যক্তি
কর্তব্য বিষয়ে অস্বীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে
অসমর্থ হয় ; তাহার পুণ্য কর্ম ও ইচ্ছাপূর্ত্ত
বিনষ্ট হয় । সত্যবিহীন ব্যক্তির সঙ্গতি
লাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সমৃদ্ধি ও
আধিপত্য কিছুই থাকে না । কৃত্যের
মশঃ, স্থান বা স্থখ কোথায় ? সে সকলের
অশ্রদ্ধেয় ; তাহার নিকৃতি নাই । ধন-
হীনের জীবন রুখা, তাহার কুটুম্ব থাকিবার
সম্ভাবনা কোথায় ? পাপাত্মা উপকারীর
প্রত্যাশা করিতে না পারিয়া অচিরে
বিনষ্ট হয় ; তাহার সন্দেহ নাই ।

আমি নিতান্ত পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, দীন,
ও সত্যবিহীন, আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা
করিয়া তৎপ্রতিপালনে অসমর্থ হইলাম ।
অতএব বিষ পান বা উষ্মান প্রভৃতি উপায়
দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার অবশ্য
কর্তব্য । আমি কখন দেবগণের নিকট
যাত্রা করি নাই ; তাঁহারাও যজ্ঞকালে
আমার বহু মান করিয়া থাকেন । অতএব
এক্ষণে দেবশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর নিকট
গমন করি । তিনি সর্বভূতের পতি ও
সকলকে উপভোগ প্রদান করেন । আমি
প্রণত ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিব ।

তপোধন গালব এই কথা কহিবামাত্র
তাঁহার প্রিয় সখা বিনতানন্দন গরুড় তাঁহার
প্রিয়কামনায় তথায় সমুপস্থিত হইয়া
কহিলেন, হে বাহুব ! তুমি আমার এবং

অন্যান্য ব্রহ্মবর্গের অভিষত ব্রহ্ম ; তোমার
অভিলাষ সাধন ও তোমাকে বিভবশালী
করা আমার অবশ্য কর্তব্য । আমার
বিভব ভগবান্ মধুসূদন ; আমি তোমার
নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া-
ছিলাম ; তিনিও আমার প্রার্থনা পূরণ
করিয়াছেন । অতএব চল, যে স্থানে
তোমার ইচ্ছা হয়, তথায় আমরা দুই
জনে শীঘ্র গমন করি ।

সপ্তাদিক শততম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, হে গালব ! বুদ্ধি-
প্রণেতা ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে অনুজ্ঞা
করিয়াছেন ; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম বা
উত্তর প্রথমে কোন্ দিকে গমন করিব ?
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, বল । সকল-
লোকপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমাণী যে
দিকে সমুদিত হন ; সাধ্যগণ সন্ধ্যাকালে
যে দিকে তপস্তা করেন ; বিশ্বব্যাপিনী
বুদ্ধি প্রথমে যে দিকে আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন ; যজ্ঞ সকল নিযন্ত্রিত করিবার
নিমিত্ত যে দিকে ধর্মের দুই চক্ষুঃ বিদ্যমান
আছে ; যে দিকে আহুতি প্রদান করিলে
সেই আহুত হব্য সকল দিকেই গমন
করে ; সেই প্রাচী দিক্ দিবস ও স্বর্ণ-
পথের স্বরস্বরূপ । এই দিকেই দক্ষ
প্রজাপতির কন্যা অদिति প্রভৃতির গর্ভে
কন্যাপের গুণসে প্রজা সকল উৎপন্ন ও
বর্জিত হইয়াছিলেন ; এই দিকে দেবগণ
শ্রী লাভ করিয়াছিলেন ; এই দিকে ইন্দ্রের
অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই

দিকেই দেবগণ তপস্কা করিয়াছিলেন। পূর্ব কালে দেবগণ প্রথমে এই দিকে বাস করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম পূর্ব দিক্ হইয়াছে এবং ইহা পূর্বতন-দিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। এই দিকে দেবগণ সুখাৰ্থী হইয়া সমুদ্রের কৰ্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই দিকে ভূত-ভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত বেদ গান করিয়া-ছিলেন; এই দিকে সাবিত্রী দেবী সবিতার মুখ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মবাদিগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; এই দিকে সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ককে যজুর্বেদ সকল প্রদান করিয়া-ছিলেন, এই দিকে সোমরস বর লাভ করিয়া যজ্ঞে সুরগণের পেয় হইয়াছেন; এই দিকে ছতাসন পরিভূত হইয়া আপনার প্রসূতি সোমরস, স্নাত ও ছুঙ্কাদিস্বরূপ জল উপযোগ করেন; এই দিকে বরুণদেব পাতাল আশ্রয় করিয়া শ্রীলাভ করিয়া-ছেন; এই দিকে মিত্র ও বরুণের যজ্ঞ-কালে পুরাতন বশিষ্ঠের উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিধন হইয়াছিল; এই দিকে ঔকারের দশ সহস্র পথ উৎপন্ন হইয়াছে; এই দিকে ধূমপায়ী মূনিগণ আজ্যধূম পান করিয়া থাকেন; এই দিকে বরাহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি পশু প্রোক্ষিত হইয়াছিল; এই দিকে দেবরাজ দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ পরিকল্পিত করিয়াছেন এবং এই দিকে ছতাসন সমুদিত ও জাতক্ৰোধ হইয়া অহিত-কারী কৃত্য মানব ও অসুরগণকে সংহার করেন। এই পূর্ব দিক্ই ত্রিলোকের দ্বার, স্বর্গের দ্বার ও মূখের দ্বার। যদি

ভোমার ইচ্ছা হয়, চল, এই পূর্ব দিকেই গমন করি। আমি বাঁহার বাক্যের অধীন; তাঁহার প্রিয় কার্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য; অতএব হে গালব! তুমি বল, তাহা হইলেই আমি গমন করিব। অথবা অন্তান্ত দিকের বিষয় জ্ঞাবণ কর।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

হে বান্ধব! পূর্বের সূর্য্যদেব বিধিবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ এই দিক্ তাঁহার গুরু কণ্যাপকে প্রদান করিয়াছিলেন; তন্মিগিত এই দিক্ দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞাবণ করিয়াছি, সমস্ত লোকের পিতৃপক্ষ ও উষামভোজী দেবগণ এই দক্ষিণ দিকে অবস্থান করেন। এই দিকে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব পিতৃগণের সহিত লৌকিক-যজ্ঞের ভুল্যভাগী হইয়াছেন। এই দিক্ ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই দিকে ক্রটি ও লব প্রভৃতি কালের গণনা হইয়া থাকে। এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃ-লোক ও রাজর্ষিগণ পরম সুখে বাস করেন। এই দিকে সত্য, ধর্ম্ম ও কৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গতি ও কৰ্ম্মক্ষেত্র। এই দিকে সকল লোকেই গমন করিতে হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ কখন সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকেই প্রতিকূলচারী বহু সহস্র রাক্ষস সৃষ্ট হইয়াছে; অকৃতাত্মগণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বগণ এই দিকেই মন্দরকুঞ্জে এবং ঋষিদিগের আশ্রমে ও ব্রাহ্মণগণের

সদনে মনোহর গাথা সকল গান করিয়া থাকেন। এই দিকে রৈবত মনু গাথা-সংকলিত সাংগাম শ্রবণ করিয়া জ্ঞী, অমাত্য ও রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে গমন করিয়াছেন। এই দিকে সাবর্ণি ও যব-জ্ঞীতনয় একরূপ সীমা সংস্থাপিত করিয়াছেন যে, সূর্য্যদেব তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দিকে পুলস্তনন্দন মহাত্মা রাবণ তপস্যা করিয়া অমরগণের নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই দিকে রত্নোত্তর ব্যবহারদোষে দেবরাজের দ্বেষ-ভাজন হইয়াছিল। এই দিকে সমস্ত প্রাণ সমাগত ও পুনরায় পঞ্চা হইয়া বিনির্গত হইয়া থাকে। এই দিকে চুরাচার মনুষ্য-গণ স্বকৃত দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এই দিকে বৈতরণী নদী বৈতরণ দ্রব্য সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া আছে। এই দিকে গমন করিলে সুখ ও দুঃখের অবসান হয়। এই দিকে দিনকর প্রত্যারুত হইলে অরস জল সকল ক্ষয় হইতে থাকে; এবং তিনি পুনরায় উত্তর দিকে গমন করিয়া হিম বর্ষণ করিতে থাকেন। আমি পূর্বে ক্ষুধার্ত ও চিন্তিত হইয়া এই দিকে গমন-পূর্বক পরস্পর যুদ্ধমান অতি বৃহৎ গজ ও কচ্ছপ লাভ করিয়াছিলাম। এই দিকে চক্রধনুঃ নামে মহর্ষি সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সগরবংশধ্বংসকারী কপিল-দেব বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দিকে শিবা নান্নী ভ্রাক্ষণী সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া ছুরগণেয় সন্দেহে নিপাতিত হইয়াছিলেন। এই দিকে বাহুকি, তক্ষক

ও ঐরাবত নাগ কর্তৃক পরিরক্ষিত ভোগ-বতী নগরী সন্নিবেশিত আছে। সেই নগরী হইতে বহির্গত হইবার সময় ঘোরতর তিমির প্রতীক্ষমান হয়; স্বয়ং ভানু বা কৃশানু তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হন না। হে গালব! ভুগি যদি প্রতীচী দিকে গমন কর; তাহা হইলে সেই দিকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

হে গালব! এই দিক্ দিক্‌পাল সলিল-রাজ বরুণদেবের অতি প্রিয়তম ও আদিম বাসস্থান। এই দিকে সূর্য্যদেব দিবসের পশ্চাৎ কিরণ সকল বিসর্জন করেন; এই নিমিত্ত ইহা পশ্চিম দিক্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিকে ভগবান্ কশ্যপদেব সলিল সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বরুণকে যাদোরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দিকে তিমিরারি সুধাকর শুক্ল পক্ষের প্রথমে বরুণের নিকট ছয় রস পান করিয়া পুনর্ব্বার নবীকৃত হন। এই দিকে দৈত্যগণ বিমুখীকৃত ও মহাবাতে নিপীড়িত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক-শয্যা করিয়াছিল। এই দিকে অন্ত প্রণয় প্রকাশ-পূর্বক সূর্য্যদেবকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন; অন্ত হইতেই পশ্চিম সন্ধ্যা আবির্ভূত হয়; রাত্রি ও নিদ্রা ইহা হইতেই নির্গত হইয়া যেন জীবলোকের অর্দ্ধ আয়ুঃ হরণ করিবার নিমিত্ত প্রাচুর্ভূত হয়। এই দিকে পুরন্দর সুখস্তপ্তা গর্ভবতী দিতি দেবীকে গর্ভবিহীন করিয়াছিলেন। দেব-

গগণ এই দিকে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই দিকে হিমালয় পর্বতের মূল সাগর বিলীন মন্দরাভিমুখে নিরন্তর গমন করি তেছে; বর্ষসহস্রেও উহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দিকে সুরভি কাঞ্চন, শৈল ও স্তবর্ণমরোজসম্পন্ন অতি বিস্তীর্ণ সরোবরভীরে আগমন করিয়া ছুৎ ক্রুরণ করেন। এই দিক্স্থ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য-কল্প সূর্য্যেন্দুজিঘাংসক স্বর্ভানুর কবন্ধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দিকে অপরিমেয় পরাক্রমশালী, অদৃশ্য, চির-তরুণ স্তবর্ণশিরোঃ-নামক মূনির উন্নত বেদ-ধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। এই দিকে হরি-মেধা নামক মূনির কণ্ঠা ধ্বজবতী দিবা-করের শাসনে আকাশে অবস্থান করিয়া আছেন। এই দিকে বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ দৈনিক ও নৈশিক দুঃখদ স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করেন। এই দিক্ হইতেই সূর্য্যের তিথ্যক্ গতি পরিবর্তিত হয়। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল্য আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। অনন্তর অষ্টাবিংশতি-রাত্রি ভানুসহ সংক্রম করিয়া পুনরায় চন্দ্র-সংযোগে তাঁহা হইতে নিপতিত হয়। এই দিকেই সাগরের চিরপূর্ণতার হেতু-ভূত নদী সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দিকে লোকত্রয়ের প্রয়োজনোপযোগী সলিল সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিক্ পন্নগরাজ অনন্ত ও অনাদি অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুর বাসস্থান। এই দিকে অনলসহায় বায়ু, মহর্ষি কশ্যপ ও মারীচ অবস্থান করেন। হে গালব! আনি তোমার

মিকট পশ্চিম দিকের বৃত্তান্ত কীর্তন করি-লাম; এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করিবে, বল।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

হে সূর্য্য! এই দিকের প্রভাবে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তি লাভ করে; এই নিমিত্ত ইহার নাম উত্তর দিক্ হইয়াছে। এই দিকে উত্তমোত্তম স্তবর্ণধনির পথ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সর্ব্বৈক্য উত্তর দিকে কুৎসিত দর্শন, অজিতাজ্ঞা বা অধাৰ্ম্মিক ব্যক্তি বাস করে না। নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম জিষ্ণু ও সনাতন ব্রহ্মা এই দিক্স্থ বদরীকী নামে আশ্রমপদে বিদ্যমান আছেন। এই দিকে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত হিমালয়ের পশ্চাচ্ছাগে প্রতিনিয়ত বাস করেন; নর ও নারায়ণ ব্যতিরেকে ইন্দ্রাদি দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। এই দিকে অবিনাশী শ্রীমান্ বিষ্ণু একাকী সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং ও সহস্রমস্তক হইয়া এই মায়াগয় সমুদায় জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই দিকে চন্দ্রমাঃ বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে মহাদেব গগন হইতে নিপতিত গন্ধাকে গ্রহণ করিয়া মর্তলোকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দিকে দেবী পার্বতী মহেশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্বী করিয়াছিলেন। এই দিকে কাম, রোষ, শৈল ও উমাদীপ্ত পাইয়াছিলেন। এই

দিকে কৈলাস পর্বতে কুবের রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্বরাজ্যে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে চৈত্ররথ উদ্ভান, বৈখানসের আশ্রম, মন্দাকিনী ও পারিজাত বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে। এই দিকে করিষর্ণ কদলীক্ষক ও কল্প বৃক্ষ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে সংযত ও কামচারী সিদ্ধগণের কামভোগ্য অনুরূপ বিমান সকল বিদ্যমান আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে অবস্থান করেন। এই দিকে স্বাতি নক্ষত্র অবস্থিতি করে এবং উদিত হয়। এই দিকে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। এই দিকে জ্যোতিষকমণ্ডল সকল, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতি নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছেন। এই দিকে মহাত্মা সত্যবাদী মূনিগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলাহার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের স্মৃতি, আকৃতি, তপশ্চর্যা, গমনাগমন, পরিবেশন, পাত্র ও কামভোগ সকল অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্য এই উত্তর দিকে প্রবেশ করিবারাত্রি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নারায়ণ ও নর ব্যতীত আর কেহই এ দিকে গমন করিতে সগর্হ হয় না। এই দিকে কুবেরের অধিকৃত কৈলাস নামক স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিকে সৌদামিনীর শ্রায় প্রভাসম্পন্ন দশটি অঙ্গুরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই দিকে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক পরিভ্রমণ সময়ে আকাশে পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আকাশ

বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই দিকে রাজা মরুত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই দিকে উশীরবীজ নামক স্থানে জাম্বুনদ নামে সরোবর সমিবেশিত আছে। এই দিকে অতি পবিত্র নির্মল হিমালয়ের স্বর্ণধনি ব্রহ্মাষি মহাত্মা জীমুতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এখানে যে সমুদায় ধন বিদ্যমান আছে; তাহা জৈমুত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। এই দিকে দিক্পালগণ প্রতিদিন প্রভাত ও সায়ংকালে সমুপস্থিত হইয়া কাহার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

হে ব্রাহ্মণ! এই দিক্ এই রূপ ও অগ্ন্যন্য রূপ নানাপ্রকার গুণে সর্বোত্তর হইয়াছে; এই নিমিত্ত ইহা উত্তর দিক্ বলিয়া বিখ্যাত। আমি এই চতুর্দিকের বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে বল, কোন্ দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত? আমি তোমাকে সমুদায় দিক্ ও সমুদায় মেদিনীমণ্ডল প্রদর্শন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি; অতএব কোন্ দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত, বল এবং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

গালব কহিলেন, হে গরুড়ম্! পূর্ব দিকে ধর্ম্মের চক্ষুর্দর্শনরূপ চন্দ্র ও অগ্নি রহিয়াছেন; ঐ দিকে আমাকে লইয়া চল। ভূমিই কহিয়াছে, ঐ স্থানে সমুদায় দেবগণের

বিশেষতঃ সত্য ও ধর্মের সান্নিধ্য আছে ; অতএব সেই দেবগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত সমাগম করিতে পুনরায় আমার বাসনা জন্মিয়াছে ।

তখন বিনতানন্দন তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন । গালব গরুড়ের আদেশানুসারে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে পতগেহু ! তোমার গমন সময়ে তোমাকে মধ্যাহ্নকালীন ভাঙ্করের ঝায় বোধ হইতেছে । তোমার পক্ষপবনপ্রধূলিত পাদপ সমুদায় যেন তোমার অনুগমন করিতেছে । তুমি স্বীয় পক্ষবাত্তে যেন শৈল, সাগর ও কাননসমবেত সমুদায় বহুঙ্করা আকর্ষণ করিতেছ । তোমার পক্ষপবনবেগে মৎস্য ও ভুজঙ্গগণসমবেত জলরাশি যেন আকাশ-মার্গে সমুখিত হইতেছে । তিমি, তিমি-ঙ্গিল ও অগ্ন্যন্ত তুল্যাকার মৎস্য সকল এবং মনুষ্যের ঝায়-মুখবিশিষ্ট সর্প-সমুদায় যেন উন্মথিত হইতেছে । হে পমগরাজ ! মহার্ণবের গভীর শব্দে আমার জ্যোত্বদয় বধির হইয়াছে ; আমি কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং আপনীর প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়াছি । অতএব তুমি মন্দবেগে গমন কর ; ব্রহ্মহত্যা করিও না । আমি সূর্য্য, আকাশ ও দিক্ সমুদায় কিছুই দেখিতেছি না ; চতুর্দিক্ কেবল অন্ধকারময় অবলোকন করিতেছি । তোমার ও আপনার শরীর আমার নেত্র-গোচর হইতেছে নহি ; কেবল স্রজাত মণির ঝায় তোমার নয়নযুগল নিরীক্ষণ করি-

তেছি । পদে পদে তোমার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতেছে ; অতএব উহা নির্বাণ ও নয়নের জ্যোতিঃ প্রশমন করিয়া বেগ সংবরণ কর । গমনে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; তুমি ক্ষান্ত হও ; আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছি ।

হে বিনতানন্দন ! আমি তুমিকে শ্যামৈককর্ণ নিশাকরসদৃশ শ্বেতবর্ণ অকীর্ণত অথ প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি । ঐ সমুদায় অথপ্রাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাই না ; তন্নিমিত্তই স্বয়ং জীবন ত্যাগের চেষ্টা করিতেছি । আমার ধন বা ধনবান্ বন্ধু নাই ; আর অর্থ দ্বারাও ঐ সমুদায় অথ লব্ধ হইবার নহে ।

পমগরাজ গরুড় গালবের এই রূপ বহুবিধ দীন বচন শ্রবণে সহাস্ত বদনে গমন করিতে করিতে কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের স্তায় জীবন ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ । যত্ন মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে ; যত্ন পরমেশ্বর-স্বরূপ তুমি পূর্বে কি নিমিত্ত আমাকে ঐ সকল অশ্বের নিমিত্ত অনুরোধ কর নাই ; ঐ সমুদায় প্রাপ্তির বিলক্ষণ সত্বপায় আছে । অতএব এই সাগরসমীপস্থিত ঋষভ পর্বতে বিজ্রাম ও আহারাদি সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হইব ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর গালব ও গরুড় ঋষভ পর্বতের শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তপোমুর্ত্তানপরায়ণা

শাণ্ডিলী নাম্নী ব্রাহ্মণীকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলি-মন্ত্রপুত সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। তাঁহারা সমুদয় চিত্তে সেই অন্ন ভক্ষণ-পূর্ব্বক পরিভুক্ত হইয়া মোহিতের ন্যায় ভূতলে নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর গমন করিবার অভিলাষে মূহূর্ত্তগধ্যে প্রতিবোধিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ সমুদায় পতিত হইয়াছে ও তিনি স্বয়ং মুণচরণ-বিশিষ্ট মাংসপিণ্ডাকার হইয়া রহিয়াছেন। তখন মহর্ষি গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া বিষম ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিহগরাজ ! তুমি কি এই স্থানে আগমন করিয়া এই ফল প্রাপ্ত হইলে ? আমাদিগকে কত কাল এই স্থানে বাস করিতে হইবে ? তুমি কি মনে মনে কোন ধর্ম্ম-দূষণ অশুভ বিষয় চিন্তা করিয়াছ ? বোধ হয়, ইহা তোমার সামান্য ধর্ম্মাতিক্রমনহে।

তখন গরুড় কহিলেন, হে বিপ্র ! আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে প্রজাপতিসম্মিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমার বাসনা হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণী ভগবান্ মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও যজ্ঞের সম্মিধানে বাস করেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইহার নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ইহাকে শ্রীত করি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণীকে কহিতে লাগিলেন, ভগবতি শাণ্ডিলি ! আমি অজ্ঞান বশতঃ

মনে মনে আপনার অনভিগত কার্য্যানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছিলাম ; অতএব আপনি স্বয়ং মহাত্ম্যপ্রভাবে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। শাণ্ডিলী গরুড়ের অনুময়ে পরিভুক্ত হইয়া কহিলেন, হে সুপর্ণ ! তোমার ভয় নাই ; তুমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বন্দর পক্ষযুক্ত হইলে। হে বৎস ! আমি নিন্দা সহ্য করিতে পারি না ; তুমি আমার নিন্দা করিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলে। যে পাপাত্মা আমার নিন্দা করে, সে পুণ্য লোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি সমুদায় অশুভ লক্ষণবিহীন, অনিন্দিত ও সদাচারসম্পন্ন হইয়াই এই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। সদাচারই ধর্ম্ম, ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির এবং অশুভ লক্ষণবিনাশের প্রধান কারণ। সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতে পার। স্ত্রীলোক বস্তুতঃ নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না। আমার বাক্যানুসারে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইলে। শাণ্ডিলীর বাক্যবশানে বিনতানন্দন গরুড়ের পক্ষদ্বয় পূর্ব্ববৎ বলসম্পন্ন হইল। তখন তিনি শাণ্ডিলীক্ অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বাভিলাষানুসারে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অশ্ব অশ্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোথাও কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বিশ্বামিত্র গরুড় ও গালবকে পথি মধ্যে সন্দর্শন করিয়া গরুড়ের সমক্ষে গালবকে কহিতে লাগিলেন, হে বিজ ! তুমি আমাকে যাহা প্রদান করিতে অস্বী-

কর করিয়াছিলে ; আমার মতে তৎ-
প্রদানের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; অথবা
তুমি যাহা বিবেচনা কর। তোমার
অঙ্গীকার দিবসাবধি ষত দিন অতিবাহিত
হইল ; আমি আর তত দিন প্রতীক্ষা
করিতে সম্মত আছি ; অতএব তুমি এক্ষণে
স্বকার্য্য সংসাধনে যত্নবান হও ।

তখন পতগরাজ গরুড় নিতান্ত দীন-
ভাবাপন্ন একান্ত দুঃখিত গালবকে কহি-
লেন, হে দ্বিজোত্তম ! বিশ্বামিত্র যাহা
কহিলেন ; তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছি ;
অতএব চল, এক্ষণে উভয়ে অশ্ব-প্রাপ্তির
পরামর্শ করি ; গুরুকে অঙ্গীকৃত অর্থ
প্রদান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন
ক্রমে তোমার বিধেয় নহে ।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

হে তপোধন ! ভূমির অন্তর্গত পাংশু-
সকল বায়ু দ্বারা পরিশোধিত ও বহি দ্বারা
অসংস্কৃত হইয়া স্ববর্ণাদি ধাতুর রূপ ধারণ
করে বলিয়া সমুদায় জগৎ হিরণ্যপ্রধান
এবং লোকে স্ববর্ণাদি হিরণ্য নামে বিখ্যাত
হইয়াছে । এই হিরণ্য সমুদায় ত্রাক্ষাণ্ড
পোমণ ও সকলের জীবন ধারণ করে
বলিয়া উহার নাম ধন । এই ধন পূর্বভাদ্র-
পদ, উত্তরভাদ্রপদ, অগ্নি ও কুবেরের
নিকট এবং ত্রিলোকমধ্যে সতত সন্নি-
বেশিত আছে । হিরণ্যরেতাঃ অগ্নি আপ-
নার রেতঃস্বরূপ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান
করিয়া থাকেন । পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তর-
ভাদ্রপদ এই ধন রক্ষা করে ; ধনপতি

কুবের তাহার অধ্যক্ষ ; অতএব ধন লীভ
করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে । ধন-
ব্যতীত অশ্ব প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই ।
অতএব যে ভূপতি স্বীয় প্রজাগণকে পীড়ন
না করিয়া আনাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে
পারেন ; তাঁহার নিকট গমন করিয়া
প্রার্থনা করা কর্তব্য । হে দ্বিজোত্তম !
সোমবংশীয় নহুষতনয় যযাতিরাজ আমার
পরম মিত্র । এই ভূপতি ধনপতির ন্যায়
বিভবশালী ; আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট অর্থ
প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের
আশা পূর্ণ করিবেন । তাহা হইলে তুমি
অনায়াসে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে
পারিবে ।

এই রূপ স্থির হইলে পর, উভয়ে স্বার্থ-
সম্পাদন চিন্তায় নিগম্ন হইয়া যযাতির
নিকট গমন করিলেন । মহাজ্ঞান নহুষতনয়
পাণ্ড অর্থ প্রভৃতি প্রদান-পূর্বক তাঁহাদের
যথেষ্ট সৎকার করিয়া আগমনকারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন গরুড় কহি-
লেন, হে রাজন ! এই তপোনিধি গালব
আমার প্রিয় সখা ; ইনি বহু সহস্র বর্ষ
বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন । পরি-
শেষে তিনি ইহাকে স্বাভিলষিত প্রদেশ-
গমনে অনুমতি করিলে, ইনি তাঁহাকে
গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি-
লেন । তপোধন বিশ্বামিত্র বারংবার
তাঁহাতে অঙ্গীকার করিলেও ইনি নির্বন্ধা-
তিশয় প্রকাশ করিলেন । তখন তিনি
ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার ঐশ্বর্য্য নাই জানিয়াও
কহিলেন, গালব ! তুমি আমাকে শুভ্র-

বর্গ শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। ইনি তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত সম্ভ্রান্ত চিত্তে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন; আপনাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে রাজর্ষে! আপনি এই দ্বিজোত্তমকে ইহার অভিলষিত ভিক্ষা প্রদান করিলে, ইনি স্বীয় তপস্কার বিভাগ প্রদান দ্বারা আপনার বহুসত্ত্বোপার্জিত তপস্বা বর্দ্ধিত করিবেন। অশ্বের শরীরে যাবৎ সংখ্যক লোম থাকে; অশ্বপ্রদাতার তাবৎ সংখ্যক পুণ্য লোক প্রাপ্তি হয়। এই দ্বিজ-সত্তম গ্রহণের ও আপনি দানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব ইহাকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া আপনার অনুরূপ কার্য্য করুন।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়।

যজ্ঞসহস্রের অনুষ্ঠাতি, অসাধারণ দান-শক্তিসম্পন্ন, কাশীস্থর মহারাজ যযাতি গরুড়ের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রিয় সখা বিনতানন্দন ও দ্বিজোত্তম গালব সমাগত হইয়া আমার নিকট যাচঞা করিতেছেন; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; ভিক্ষা প্রদান অপেক্ষা শ্লাঘনীয় আর কি আছে এবং ইহারাও সূর্য্যবংশসম্ভূত অন্যান্য ভূপতিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। এই সমুদায় চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে বিহগরাজ! আজি আমার ক্রম্য সফল এবং দেশ ও কুলের পরিজ্ঞান

হইল। হে মিত্র! এক্ষণে আমার পূর্ব্বের ন্যায় বিভব নাই; আমার সম্পত্তি হ্রাস হইয়াছে; তথাপি আমি তোমার আগমন ও এই বিপ্রর্ষির আশ্রয় ব্যর্থ করিতে পারিব না। আমি এমন কোন বস্তু তোমাদিগকে প্রদান করিব; যদ্বারা তোমাদের অভিলাস পূর্ণ হইবে। অর্থী যাচঞা করিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুল দন্ধ হইয়া যায়। অর্থীকে প্রত্যাখ্যান করা অপেক্ষা পাপজনক কর্ম্ম আর কিছুই নাই। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হয়। এতএব তোমরা এই দেব, দানব ও মানুষ-গণের অভিলষণীয়া সুরস্তুতসিঁদূশী আমার কন্ডাকে গ্রহণ কর। ইহার নাম মাধবী; ইহা হইতে চারিটী বংশ সমুৎপন্ন হইবে। ভূপতিগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইলে শ্যামৈককর্ণ অষ্ট শত অশ্বের কথা দূরে থাকুক; সমুদায় রাজ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। ইহার গর্ভসমুৎপন্ন পুত্র দ্বারা দৌহিত্রবান্ হওয়া ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাস নাই।

তখন তপোনিধি গালব মাধবীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক যযাতিকে আমাদের পরম্পর পুনঃ সন্দর্শন হইবে বলিয়া গরুড় সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। বিনতানন্দন কিয়ৎক্ষণ পরে গালবকে এই অশ্ব প্রাপ্তির উপায় হইয়াছে বলিয়া আপনার ভবনে গমন করিলেন। খগরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে তপোধন গালব কন্ডা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহাকে কাহার হস্তে ন্যস্ত

করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে । পরিশেষে মনে মনে স্থির করিলেন যে, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্যশ্ব মহী-পতি মহাবল পরাক্রান্ত, চতুরঙ্গ বলসম্বিত, ধনধান্যশালী, প্রজাবৎসল ও দ্বিজগণের প্রিয় । তিনি অপত্যকামনায় উৎকৃষ্ট তপোমুষ্ঠান করিতেছেন ; তাঁহার নিকট গমন করিলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে ।

তপোনিধি গালব মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া হর্যশ্ব ভূপতির সমীপে গমন-পূর্বক কহিলেন, হে রাজন্ ! এই কন্যাটি পুত্র প্রসব দ্বারা আপনার বংশ বর্দ্ধন করিবে ; আপনি শুদ্ধ প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন । ইহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপনাকে যেরূপ শুদ্ধ প্রদান করিতে হইবে ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া নির্দ্ধারিত করুন ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

রাজা হর্যশ্ব অনপত্যতা-নিবন্ধন চিন্তা-সহকারে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গালবকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকল লোকদর্শনীয় বালার করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োদর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উমতি ; কেশ, দশন, কর-পদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা ; স্বর, নৃভি ও স্বভাবের গম্ভীরতা এবং পাণ্ডুল, অপাক, তালু, জিহ্বা ও ভট্ঠাধরের রক্তিম-প্রভৃতি বহু লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ইনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত পুত্র প্রসবসম্বন্ধী বলিয়া

বোধ হইতেছে ; অতএব আপনি আমার সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া ইহার শুদ্ধ-পরিমাণ বলুন ।

গালব কহিলেন, হে রাজন্ ! যে সকল অশ্ব চক্ষুর দ্বায় শুভ্রবর্ণ, গ্রাম্য ও স্তম্ভ-রাস্তা এবং যাক্ষদিগের এক কর্ণ শ্যামবর্ণ ; এরূপ অষ্ট শত তুরঙ্গ প্রদান করিতে হইবে ; তাহা হইলে যেমন অরণীতে হুতাশন সমুৎপন্ন হয় ; সেই রূপ ইহার গর্ভে আপনার বহু পুত্র সমুদ্ভূত হইবে ।

কামমোহিত রাজা হর্যশ্ব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনতা প্রদর্শন-পূর্বক কহিলেন, হে তপোধন ! আপনার অতি-লম্বিত দুই শত ও অন্যান্য শত শত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে । কিন্তু আমি ঐ দুই শত অশ্ব প্রদান করিয়া এই রমণীতে একটীমাত্র অপত্য উৎপাদন করিব ; আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন ।

অনন্তর সেই বাল্য হর্যশ্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া গালবকে কহিলেন, মহাশয় ! কোন ব্রহ্মবাদী আমাকে এই বর প্রদান করিয়া-ছিলেন যে, “তুমি প্রতি প্রসবান্তেই কন্যা-ভাব প্রাপ্ত হইবে” । অতএব আপনি ঐ দুই শত অশ্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করুন । আপনি এই রূপে চারি জন রাজার নিকট হইতে অষ্ট শত অশ্ব সংগ্রহ করিবেন আর আমারও চারি পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । হে তপোধন ! এই রূপে আপনার শুরদক্ষিণার সংখ্যা পূর্ণ হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই । আমার

এই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, এক্ষণে আপনি যে প্রকার বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।

মহর্ষি গালব কন্ডার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই কন্ডাকে গ্রহণ করিয়া শুষ্কের চতুর্থ ভাগ প্রদান-পূর্ব্বক একটা অপত্য উৎপাদন করুন।

রাজা হর্য্যশ্ব মাধবীকে অভিনন্দনসহ-করে গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে এক অভি-লম্বিত পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম বহুমনাঃ ; কিয়দ্দিনানন্তর বহুপ্রভ বহুপ্রদ বহুমনাঃ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

অনন্তর দীমান্ গালব হর্য্যশ্বের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ভাস্করসম্বিত পুত্র লাভ করিয়াছেন ; এদিকে আগারও ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য নৃপতির নিকট গমন করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব মাধবীকে প্রদান করুন।

তখন পৌরুষশালী রাজা হর্য্যশ্ব সত্যের অনুরোধে তাদৃশ অশ্বের অশ্ললভতা বোধে মাধবীকে গালবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। মাধবী স্বেচ্ছাক্রমে দীপ্যমান রাজক্ৰী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় কুমারী হইয়া গালবের অনুগমন করিলেন। মহর্ষি গালব রাজার নিকট তদন্ত তুরঙ্গ সমুদায় স্তুত করিয়া মাধবী-সমভিব্যাহারে মহারাজ দিবোদাসের সমীপে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

মহর্ষি গালব পথি মধ্যে মাধবীকে কহিলেন, ভদ্রে ! মহাবীর ভীমসেননন্দন

দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর ; আমরা তাঁহারই নিকট গমন করিতেছি ; অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া মন্দ মন্দ আগমন কর। রাজা দিবোদাস অতি ধার্মিক, সংযমী ও সত্যপরায়ণ। দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব এই কহিয়া কাশীরাজ দিবোদাসসমীপে সমুপস্থিত হইলেন ; এবং তথায় স্নানানুসারে সৎকার লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুজোৎপত্তির নিমিত্ত মাধবীকে পরিগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

দিবোদাস কহিলেন, হে দ্বিজ ! আপনার অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই ; আমি ইহা পূর্ব্বই শ্রবণ করিয়াছি ; এবং ইহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া আছি। আমার ইহা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় যে, আপনি অন্যান্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন ; ইহা ভবিতব্যতার কর্ম্ম ; সন্দেহ নাই। আগার আপনার অভি-লম্বিত দুই শত অশ্বের সম্পত্তি আছে ; অতএব আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র অপত্য উৎপাদন করিব। দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহাকে সেই কন্ডা প্রদান করিলেন।

রাজা দিবোদাসও বিধিপূর্ব্বক মাধবীকে পরিগ্রহ করিলেন। যেমন প্রভাকর প্রভাবতীর, হুতাশন স্বাহার, পুরন্দর ইন্দ্রাগীর, চন্দ্র রোহিণীর, ধর্মরাজ উর্ধ্বলার, বরুণদেব গৌরীর, ধনেশ্বর ধাক্কির, নারায়ণ লক্ষ্মীর, সাগর জাহ্নবীর, রুদ্র রুদ্রাগীর, ব্রহ্মা ব্রহ্মাগীর, বাশিষ্ঠ অদৃশ্যতীর, বাশিষ্ঠ

অক্ষমালার, চ্যবন স্কন্ধার, পুলস্ত্য সুক্কার
অগস্ত্য বৈদভীর, সত্যধান্ সাবিত্রীর, ভৃগু
পুলোমার, কশ্যপ অদিতির, অর্চীক রেণু-
কার, কৌশিক হৈমবতীর, বৃহস্পতি
তারার, শুক্র শতপর্কার, ভূমিপতি ভূমির,
পুরুরবা উর্বসীর, খাচীক সত্যবতীর, মনু
সরস্বতীর, দুহস্ত শকুন্তলার, সনাতন ধর্ম
ধৃতির, নল দময়ন্তীর, নারদ সত্যবতীর,
জরৎকার জরৎকার, পুলস্ত্য প্রতীচীর,
উর্গায় মেনকার, তুম্বুর রজার, বাহুকি
শতশীর্ষার, ধনঞ্জয় কুমারীর, রামচন্দ্র জান-
কীর ও জনার্দন রুক্মিণীর সহিত প্রণয়
বন্ধন করিয়াছিলেন ; সেই রূপ রাজা
দিবোদাস মাধবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া
তাঁহার গর্ভে প্রতর্দন নামে এক পুত্র উৎ-
পাদন করিলেন । •

অনন্তর ভগবান্ গালব যথাসময়ে
রাজা দিবোদাসের সঙ্গীপে আগমন করিয়া
কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে মাধবীকে
প্রত্যর্পণ করুন ; এবং যত দিন শুদ্ধার্থী
হইয়া আমাকে অন্ত্র গমন করিতে হয়,
তত দিন তুরঙ্গ সকল আপনার নিকট শ্রুত
থাকুক ।

তখন সত্যবাদী ধর্মাত্মা দিবোদাস
গালবের হস্তে মাধবীকে প্রত্যর্পণ
করিলেন ।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর যশস্বিনী মাধবী স্বীয় প্রতিজ্ঞানু-
সারে পূর্ববৎ রাজক্ৰী পরিত্যাগপূর্বক
কন্যাভাব পরিগ্রহ করিয়া গালব ঋষির

অমুগামিনী হইলেন । মহর্ষি গালব কর্তৃক
বিচার করিয়া ভোজরাজ উশীনরের নিকট
গমনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! এই
কন্যা আপনার ঔরসে রাজলক্ষণসম্পন্ন
হই অপত্য প্রসব করিবে । আপনি ইহার
গর্ভে চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ দুই পুত্র উৎপাদিত
করিলে ইহা লোকে ও পরলোকে কৃতা-
র্থতা লাভ করিবেন । কিন্তু আমাকে
ইহার শুদ্ধস্বরূপ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ
শ্যামৈককর্ণ চতুঃশত অশ্ব প্রদান করিতে
হইবে । অথবা আমার কিছু প্রয়োজন
নাই ; কেবল গুরুর নিমিত্ত এই কপ্পে
প্রবৃত্ত হইয়াছি । মহারাজ ! যদি আপনি
সমর্থ হন ; তবে অবিচারিত চিন্তে এই
মাধবীকে পরিগ্রহ করুন । আপনি পুত্র-
হীন ; এক্ষণে ইহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন
করিয়া পিতৃগণকে ও আত্মাকে পরিত্রাণ
করুন । পুত্রবান্ ব্যক্তিকে অপুত্রের ন্যায়
স্বর্গভ্রষ্ট বা নিরয়গামী হইতে হয় না ।
রাজা উশীনর মহর্ষি গালবের নিকট এই
রূপ ও অন্তরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যাহা
কহিলেন ; আমি তাহার সমুদায়ই শ্রবণ
করিলাম, এক্ষণে অবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক ;
তাহার সন্দেহ নাই । তজ্জন্ম আমার
অন্তঃকরণও সমুৎসুক হইয়াছে ; এবং
শ্যামৈককর্ণ দুই শত ও অন্তবিধ বহু সহস্র
তুরঙ্গ আমার আশ্রয়ে বিচরণ করে । কিন্তু
আমিও ইহার গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন
করিয়া সাধুগণের অনুসৃত পথে গমন
করিব এবং আপনিও উহার সমুচিত শুদ্ধ

প্রাপ্ত হইবেন। আমার শমুদয় অর্থ পৌর ও জনপদগণের নিমিত্ত সঞ্চিত আছে; আত্মভোগের নিমিত্ত নয়। যে রাজা অন্তের প্রতিপালনার্থ সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট ব্যয় করেন; তিনি ধর্ম্য ও যশঃ লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনি একমাত্র পুঞ্জের নিমিত্ত এই দেব-গর্ভা কুমারীকে প্রদান করুন; আমি ইহাকে পরিগ্রহ করিব।

রাজা উলীনর এই রূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব পূজা-পূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। যেমন কৃতপুণ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত হইয়া কালান্তিপাত করেন; সেই রূপ রাজা উলীনর যযাতিকন্যা মাধবী-সমভি-ব্যাহারে কখন শৈলকন্দরে, কখন নদী-নিব্বরে, কখন বাতায়ন বিমানে, কখন অভ্যন্তরগৃহে, কখন বিচিত্র উত্থানে, কখন বনে, কখন মনোহর হর্ম্ম্যতলে, কখন বা প্রসাদশিখরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাহার অভিনব রবিসঙ্কাশ এক পুত্র সগুৎপন্ন হইল। ইনিই পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ শিবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাবি গালব রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে মাধবীকে গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

তখন বিনতানন্দন গরুড় গালবকে সম্বোধন করিয়া সংহাস্ত বদনে কহিলেন,

হে গালব! আজি কি সৌভাগ্য! আমি তোমাকে কৃতকৃত্য অবলোকন করিলাম।

গালব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৈনতেয়! যত অশ্ব আহরণ করিতে হইবে; অত্য়পি তাহার চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট আছে; অতএব এক্ষণে কর্তব্য কি, বল?

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বৈনতেয় কহিলেন, হে গালব! অবশিষ্ট অশ্ব আহরণের নিমিত্ত আর যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই; আর তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও দেখি না। পূর্ব্ব রাজা ঋচীক কান্যকুজ দেশাধিপতি গাধি-রাজের নিকট সত্যবতী নাম্নী তাঁহার কন্যাকে পরিণয়ার্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে চন্দের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি আপনাকে সত্যবতী সম্প্রদান করিব।

ঋচীক 'তথাস্তু' বলিয়া বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অশ্বতীর্থ হইতে গাধি-রাজের অভিলষিত এক সহস্র অশ্ব আনিয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গাধি-রাজ পুণ্ডরীক যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত অশ্ব দ্বিজাতিগণকে প্রদান করিলেন। আপনি যে তিন জন রাজার নিকট হইতে ছয় শত অশ্ব আহরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল দ্বিজাতির নিকট হইতে প্রত্যেকে দুই শত শত করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শত অশ্ব বিতস্তা নদী পার হইবার সময় সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল। আপনি

সেই সকল দুৰ্লভ অশ্ব কোন কালোঁ
করিতে সমর্থ হইবেন না ; অতএব বিশ্বা-
মিত্রকে অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্তে
এই কন্যা ও পূৰ্ব্বহৃত ছয় শত অশ্ব প্রদান
করুন ; তাহা হইলে আপনি গতসম্মোহ ও
কৃতকৃত্য হইবেন ।

মহর্ষি গালব বৈনতেয়ের এই বাক্য
অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সমাভিব্যাহারে
সেই অশ্বগণ ও সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্বক
বিশ্বামিত্রসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহি-
লেন, ভগবন্ ! আপনার আট শত অশ্বের
মধ্যে এই ছয় শত অশ্ব ও অবশিষ্ট দুই
শত অশ্বের পরিবর্তে এই কন্যাকে গ্রহণ
করুন । তিন জন রাজর্ষি ইহার গর্ভে
পরম ধার্মিক তিনটি সন্তান উৎপাদন
করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনিও একটি পুত্র
লাভ করুন ।

বিশ্বামিত্র বৈনতেয়, গালব ও সেই
বরবর্ণিনী মাধবীকে অবলোকন করিয়া
কহিলেন, হে গালব ! তুমি কি নিমিত্ত
প্রথমেই আমাকে এই কন্যা প্রদান কর
নাই ? তাহা হইলে আমিই ইহার গর্ভে
কুলপাক্ষ চারি পুত্র লাভ করিতে পারি-
তাম । সে যাহা হউক, এক্ষণে একমাত্র
পুত্র লাভের নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করি-
তেছি । আর এ অশ্ব সকল আমার আশ্র-
মের ইত্যন্ততঃ বিচরণ করুক । মহাদ্র্যতি
বিশ্বামিত্র এই রূপে মাধবীকে পরিগ্রহ
করিয়া কালক্রমে তাহার গর্ভে অষ্টক নামে
এক পুত্র সমুৎপন্ন করিলেন । পুত্র
জন্মিবামাত্র মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে

ধর্ম, অর্থ ও সেই সমুদায় অশ্ব প্রদান এবং
গালবের হস্তে মাধবীকে সমর্পণ করিয়া
অরণ্যে গমন করিলেন । তখন অষ্টক
সৌমপুরসদৃশ স্বীয় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন ।

মহর্ষি গালব বিনতানন্দন গরুড়ের
সহিত এই রূপে গুরুকে দক্ষিণা দান
করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে মাধবীকে কহি-
লেন, হে বরারোহে ! তোমার এক জন
দানপরায়ণ, এক জন শৌর্যশালী, এক
ধর্ম ও সত্যপরায়ণ ও এক জন যোগশীল
এই চারি পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে ; তুমি
সেই সমস্ত পুত্র দ্বারা পিতা, চারি জন
রাজা ও আমাকে পরিভ্রাণ করিয়াছ ;
এক্ষণে পিতার নিকট গমন কর ; এই
বলিয়া তপোধন গালব সেই কন্যাকে
তাঁহার পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ ও বিনতা-
নন্দনকে গমনে অনুমতি করিয়া অরণ্য-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

একোনিবিংশত্যধিক শততম ।

অধ্যায় ।

মহারাজ যযাতি স্বীয় কন্যার স্বয়ম্বর
সম্পাদন করিবার মানসে তাঁহাকে দিব্য
মাল্যবিভূষিত ও রথে আরোপিত করিয়া
গঙ্গাযমুনার সঙ্গমসঙ্গীপস্থ আশ্রমে আনীত
করিলেন । পুরু ও যদু স্বীয় ভগিনীর
অনুসরণক্রমে সেই আশ্রমে গমন করি-
লেন । বিবিধ দেশ, শৈল ও বন হইতে
অসংখ্য মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋগ ও
পক্ষিগণ ঐ আশ্রমে সমাগত হইলেন
বহুসংখ্যক ভূপতি ও ব্রহ্মকল্প মহর্ষিগণে

মেই আশ্রমকানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । কিন্তু বরবণিনী মাদবী তথায় বহুসংখ্যক উপযুক্ত পাত্র সমুপস্থিত থাকিলেও তাঁহা-
দিগকে পরিহার-পূর্বক অরণ্যকে বরণ করিলেন । অনন্তর তিনি রথ হইতে অব-
তরণ পূর্বক বক্ষুগণকে নমস্কার করিয়া
বনমধ্যে তপোমুঠান করিতে লাগিলেন ।
ক্রমে ক্রমে বহুবিধ উপবাস, দীক্ষা ও
নিয়ম দ্বারা আপনার মনকে রাগদ্বেষাদি-
বিবর্জিত করিলেন । বৈদূর্গ্যাকুরমন্নিভ,
মুঢ়, হরিত, তিত্ত ও মগুর শস্য ভক্ষণ এবং
প্রাশ্রবণাক্ত পরম পবিত্র অতি বিনিমূল
স্বপ্নকল জল পান করিয়া মুগধভুল, ব্যাস-
প্রভৃতি তিৎস জন্তুবিবর্জিত, দাবানলবিহীন,
জনশূন্য কাননে হরণ সমুপস্থিত হইয়া মুগীর
ন্যায় ভ্রমণ করিয়া হৃৎকটক দ্বারা বিপুল
মুগ উপার্জন করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ যমাতিও পুনর্বন ভূপতি-
গণের প্রতি অবলম্বন করিয়া বহু মহত্ব বর্ষ
পরে পরলোকান্তর করিলেন । পুরু ও
যত হইতে মহারাজ যমাতির দুই বংশ
বর্ধিত হইয়া লোক সকলকে প্রাতিষ্ঠিত
কারণ এবং মহামিষ্ট নরপতি যমাতি
পরলোকে প্রাতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গের
প্রধান ফল ভোগ করিতে লাগিলেন ।
এই রূপে বহু মহত্ব বর্ষ অতীত হইলে পর
তিনি একদা একত্র সমাগীন বহুসংখ্যক
রাজসি ও মহামিষ্টের সমক্ষে মুচের ন্যায়
দেব, দ্যায় ও নরগণের অবমাননা করি-
লেন । মহারাজ শত্রু তাঁহার মনের ভাব
বিস্তারে পারিলেন এবং সমুদায় রাজসিগণ

তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন ।
তখন তত্রস্থ সকলেই যমাতিকে অব-
লোকন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন
যে, এ ব্যক্তি কে ? কাহার পুত্র ? কি
রূপেই বা এখানে আগমন করিল ?
এ কোন্ কৰ্ম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ?
কোন্ স্থানেই বা তপোমুঠান করিয়াছে ?
স্বর্গমধ্যে ইহাকে কি রূপে পরিজ্ঞাত
হওয়া যাইবে ? আর কোন্ ব্যক্তিই বা
ইহাকে জানে ? স্বর্গবাসিগণ পরস্পর
এই রূপ যমাতির বিষয় পর্যালোচনা
করিতে লাগিলেন এবং বিমানপাল, স্বর্গ-
দ্বাররক্ষক ও আসনপালগণকে যমাতির
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা
কহিলেন, আমরা কিছুই জানি না । এই
রূপে স্বর্গবাসিগণ যমাতির বিষয় কিছুই
পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না । কিন্তু
এ দিকে মহারাজ যমাতি মহর্ভূতপেয়ই
নিহন্তেজ হইয়া উঠিলেন ।

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ যমাতি
কম্পিতমনাঃ, শোকাভিভূত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া
আমনস্ত্রক ও দলান হইতে প্রচলিত হই-
লেন । তাঁহার মাল্য লান এবং বসন, মুকুট
ও অঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সমুদায় স্থলিত
হইল ; তাঁহার মর্দঙ্গ বিদূর্ণিত হইতে
লাগিল । দেবগণ প্রভৃতি সকলে কখন
তাঁহার নয়নগোচর ও কখন বা নয়নের
বহির্ভূত হইতে লাগিলেন । তিনি অদৃশ্য
হইয়া শূন্য চিত্তে মহীতল নিরীক্ষণপূর্বক

মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মনোগণ্ডে এমন কি ধ্বংসদূষণ অশুভ কণ্ঠ অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, স্থানচ্যুত হইলাম ! তখন তত্রস্থ ভূপতি, অঙ্গুরা ও সিদ্ধগণ দেখিলেন, নহ্মতনয় যযাতি স্বর্গচ্যুত হইতেছেন ।

ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত স্বর্গমধ্যে যে সকল দূত নিদ্রিতে আছে ; ঐ সময় তাহাদের মধ্যে এক জন সুররাজের আদেশানুসারে যযাতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! তুমি সাতিশয় গর্ভিত ; সকলেরই অবমাননা করিয়া থাক ; তন্নিবন্ধন তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে ; তুমি স্বর্গের অনুরূপ ; অতএব ত্বরায় স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হও । পতনোন্মুখ নহ্মরাজ মহারাজ যযাতি আমি যেন সাধুগণের মধ্যে নিপতিত হই, এই কথা তিন বার বলিয়া আপনার গতি চিন্তা করিতেছেন ; এমন সময় নৈমিষারণ্যে প্রতর্দন, বসুমতাঃ, উল্লীশর শিবি ও অন্তক এই চারি জন প্রধান ভূপতিকে দেখিলেন । ঐ লোকপালসদৃশ ভূপতিচতুষ্টয় ঋজুপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুররাজের প্রীতি সাধন করিতেছেন । যজ্ঞধুম স্বর্গদ্বার পর্যন্ত সমুপস্থিত হইয়া ধুমময়ী নদীর ন্যায় স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিত মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে । মহারাজ নহ্মতনয় সেই পরম পবিত্র যজ্ঞধুম আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া ঐ ভূপতিচতুষ্টয়ের মধ্যে নিপতিত হইলেন ।

প্রতর্দনপ্রমুখ ভূপতিচতুষ্টয় যযাতিকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! আপনি কে ? কাহার বন্ধু ? আপনি গ্রাম্য কি নাগরিক ? আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না ; আপনি কি দেব, না যক্ষ, বা গন্ধর্ব্ব, না রাক্ষস ? আপনার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি ?

যযাতি কহিলেন, মহাশয় ! আমার নাম যযাতি ; আমি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছি । আমি সাধুদিগের মধ্যে পতিত হইব, মনে করিয়াছিলাম বলিয়া আপনাদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি ।

তখন নৃপচতুষ্টয় কহিলেন, মহাশয় ! আপনি মথার্ব্বী কহিয়াছেন ; যাহা হউক, এক্ষণে আমিদিগের যজ্ঞকল ও ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন ।

যযাতি কহিলেন, হে সাধুগণ ! আমি প্রতিগ্রহজীবী ব্রাহ্মণ নহি ; আমি ক্ষত্রিয় ; বিশেষতঃ পরপুণ্য নিরাকরণে আমার প্রবৃত্তি নাই ।

মহারাজ যযাতি ও প্রতর্দন প্রভৃতি ভূপতিচতুষ্টয় এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন ; এমন সময় যযাতিকন্ডা মাধবী মৃগচর্য্যাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । প্রতর্দনাদি ভূপতিচতুষ্টয় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, জননি ! এই আপনার পুত্রগণ সমুপস্থিত আছে ; আশ্চর্য্য করুন, কি করিতে হইবে । মাধবী তাঁহাদের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় পিতা যযাতির সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও পুত্র-

গণের মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে তাত ! এই চারি জন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে আর আমি আপনার কন্যা মাদবী ; আমি যে ধর্ম্ম উপার্জন করিয়াছি ; আপনি তাহার অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করুন । সমুদায় অপত্যোপার্জিত ধর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং সদাশ্রিত্য লাভের নিগন্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে ।

অনন্তর প্রতর্দনপ্রসূত ভূপতিগণ মাতা ও মাতামহকে অভিবাদন করিয়া অতি উচ্চ গভীর স্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া মাতামহকে উদ্ধার করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এই সময় তপোধন প্লাব তথায় সমুপস্থিত হইয়া যযাতিকে কহিলেন ; মহারাজ ! আপনি আমার তপস্কার অষ্টম অংশ গ্রহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করুন ।

একবিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় ।

মহারাজ যযাতি সেই সমুদায় মহাত্মগণ কর্তৃক প্রত্যভিজ্ঞাত হইবামাত্র দিব্য বসন পরিধান, দিব্য আভরণ ধারণ, দিব্য গন্ধ মাল্য গ্রহণ ও দিব্য স্থানে উপবেশনপূর্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া উল্কে সমুপস্থিত হইতে লাগিলেন । তখন লোক-মধ্যে দানপতি নামে বিখ্যাত মহাযশাঃ বহুমনাঃ সর্বাগ্রে উচ্চ স্বরে যযাতিকে কহিলেন, হে মহাত্মন ! আমি সর্ব বর্ণের

অনিন্দনীয়তা-নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও অগ্ন্যাদান-নিবন্ধন যে ফল লাভ করিয়াছি ; তৎসমুদায় আপনাকে প্রদান করিলাম ; আপনি গ্রহণ করুন । তৎপরে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ প্রতর্দন নহুষ তনয়কে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি ধর্ম্মাভিনিবেশ, যুদ্ধ-পরায়ণতা ও বীর শব্দ লাভ নিবন্ধন যে সকল ফল লাভ করিয়াছি ; তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম ; আপনি গ্রহণ করুন । অনন্তর উশীনরনন্দন শিবি ময়ুর বচনে কহিলেন, হে নহুষতনয় ! আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে লোকের যুত্বসময়ে, আপৎকালে এবং ব্যসনসময়েও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই । আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন । আমি বরং রাজ্য প্রাণ, কর্ম্ম ও স্বখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি ; তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না ; আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন । আমি যে সত্যপ্রভাবে ধর্ম্ম, অগ্নি ও পুরন্দরকে পরিত্যক্ত করিয়াছি ; আপনি আমার সেই সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন । অনন্তর রাজর্ষি অষ্টক বহু শত যজ্ঞানুষ্ঠাতা নহুষ-নন্দনকে কহিলেন, হে রাজন ! আমি শত শত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি ; আপনি তৎসমুদায়ের ফল লাভ করুন । আমি সমুদায় রত্ন, ধন ও পরিচ্ছদ যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছি ; আপনি সেই ফলে স্বর্গে গমন করুন ।

এই রূপে মহারাজ যযাতি স্বীয় দৌহিত্রচতুষ্টয়ের বাক্যানুসারে পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্বক ক্রমে ক্রমে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দৌহিত্র-গণ সকলে সমবেত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমরা আপনার দৌহিত্র ; আমরা সর্বধর্মোপেত হইয়া বর্তমান আছি ; আপনি স্বর্গে গমন করুন। এই রূপে সেই রাজবংশসমুৎ কুলবর্দ্ধন ভূপতিচতুষ্টয় স্ব স্ব যজ্ঞদানাদিজনিত স্কৃতপ্রভাবে স্বর্গ-চ্যুত স্বীয় মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে সংস্থাপিত করিলেন।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় ।

এই রূপে মহারাজ যযাতি মচ্ছনা-প্রণয় স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রভাবে সদগতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। গমন-কালে তাঁহারমস্তকে ত্রিবিধ সুগন্ধিপুষ্প-রুষ্টি ও গাত্রে পরম পবিত্র সুগন্ধ সগীরণ সংলগ্ন হইতে লাগিল। মহারাজ নহ্ম-তনয় দৌহিত্রগণের তপঃপ্রভাবনির্জিত অবিচল স্থানে সংস্থিত ও স্বীয় কর্মপ্রভাবে পরমোৎকৃষ্ট শোভাসম্পন্ন হইয়া জাজ্বল্য-মান হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অঙ্গরা-গণ তাঁহার সমীপে নৃত্য গীতাদি করিতে লাগিল ; চতুর্দিকে চন্দ্রভিষ্মনি হইতে লাগিল ; বিবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও চারণগণ তাঁহার স্তব ও অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

এই রূপে মহারাজ যযাতি স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রমনাঃ হইলে, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নহ্মতনয় ! তুমি লৌকিক কর্ম দ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম উপার্জন করিয়া এই লোক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় কান্তি লাভ করিয়াছিলে। তোমার স্বীয় কর্মদোষেই তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়। স্বর্গবাসিগণের মনঃ তমোরূত হওয়াতে তাঁহারা তোমাকে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই ; সেই নিমিত্তই তুমি ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলে। এক্ষণে স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রীতি নিবন্ধন পুন-রায় স্বকর্ম-নির্জিত পরম পবিত্র শাস্ত্র-অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ।

তখন যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমার একটা সংশয় সনুপস্থিত হইয়াছে ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা ছেদন করুন ; আপনা ব্যতীত অন্য কাহার নিকট সেই সংশয় প্রকাশ করিতে আমার শ্রদ্ধা হয় না। হে পিতামহ ! আমি বহু মহত্সবৎসর প্রজা পালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে মহাফল লাভ করিয়াছিলাম ; তাহা কিরূপে স্মৃতি অল্প কালমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া আমাকে পাতিত করিল ? হে ভগবন্ ! আমি ধর্ম্যানুষ্ঠান দ্বারা যে শাস্ত্রত লোক লাভ করিয়াছিলাম ; তাহা আপনার অবিদিত নাই ; অতএব এক্ষণে বলুন, কি নিমিত্ত উহা বিনষ্ট হইল ?

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নহ্মতনয় ! তুমি বহু মহত্সবৎসর প্রজা পালন, যজ্ঞানুষ্ঠান

ও দান দ্বারা যে ফল লাভ করিয়াছিলে ; তোমার অভিমান-নিবন্ধন তাহা বিনষ্ট হওয়াতে তুমি স্বর্গচ্যুত হও । দেখ, যে ব্যক্তি অভিমান, বল, হিংসা, শঠতা বা মায়া প্রকাশ করে ; এই লোক তাহার পক্ষে চিরস্থায়ী হয় না । কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, কাহাকেও অবমাননা করা তোমার বিধেয় নহে । অভিমান-নলদগ্ন ব্যক্তিগণের শাস্তি কোথায় ? হে যনাতি ! যে ব্যক্তি তোমার এই পতন-রোহণরূপান্তর শ্রবণ করিবে ; সে অতি বিবশ সঙ্কটে নিপতিত হইলেও অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে ।

পূর্বের ভূপতি যনাতি অভিমান-প্রযুক্ত ও মহাতপাঃ গালব নিক্কম্মাতিশয় নিবন্ধন এই রূপে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন । হে কৌরবরাজ ! হিতাভিলাষী সুহৃদ্বর্জনের বাক্য শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য ; নিক্কম্মাতিশয় কদাপি বিধেয় নহে । অতএব আপনি অভিনান ও ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন । লোকে দান, তপ ও হোম প্রভৃতি যে সমুদায় কার্য্য করে ; তাহার দ্বন্দ্ব বা বিনাশ হয় না আর যে ব্যক্তি ধন্দ্বানুষ্ঠান করে ; সেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে ; অন্তে কদাচ তাহা করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি এই বহুক্রান্তসম্পন্ন, রাগরোষ-বিবর্জিত, সজ্জনগণের নানা শাস্ত্রবিনিশ্চিত, যুক্তিযুক্ত আখ্যান শ্রবণ পূর্বক ত্রিবর্গে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন ; তিনি অনায়াসে সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হন ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে প্রকারকহিতেছেন ; সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ; উহা আমার অভিপ্রেত বটে ; কিন্তু তাহা সম্পাদন করা আমার সাধ্যাত্তম নহে । রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এই রূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব ! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, পশ্যানুগত ও ন্যায্যোপেত ; তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি স্বাধীন নই ; স্তবরাং আমার প্রিয় কাম্য অনুষ্ঠিত হয় না । অতএব তুমি পাপাত্মা দুৰ্য্যোধনকে সাত্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর ; সে গান্ধারী, দ্বৈমান্বি বিদুর বা ভীষ্ম প্রভৃতি অশ্রান্ত হিতৈষী সুহৃদগণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না । তুমি সয়ং সেই তুরান্নাকে শাসন কর ; তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে ।

ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে দুৰ্য্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, দুৰ্য্যোধন ! তোমার ও তোমার বংশের সবিশেষ শাস্ত্রিকর বাক্য শ্রবণ কর । তুমি সত্যশাস্ত্রকূলে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার প্রভৃতি সমুদায় সদগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছ ; অতএব সন্ধি সংস্থাপন করাই তোমার সমুচিত কর্ম্ম । তোমার যেরূপ

সংকল্প ; দুষ্কলজাত নৃশংস নির্লজ্জ ব্যক্তি-
রাই তদনুযায়ী কার্য করিয়া থাকে । সাধু
ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি ধর্মার্থের অনুগত ;
অসাধুরাই বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে ।
কিন্তু তোমাতে সেই বিপরীত ব্যবহার
বারংবার নয়নগোচর হইতেছে ; ঈদৃশ ব্যব-
হারে ঘোরতর অধর্ম, প্রাণ নাশের কারণ,
অনিষ্ট ও অপ্রতিবিধেয় দুর্নিমিত্ত সমুৎপন্ন
হইয়া থাকে । এক্ষণে তুমি সেই অনর্থ
পরিহারপূর্বক আপনার, ভ্রাতৃগণের, ভৃত্য-
গণের ও মিত্রগণের শ্রেয়ঃ সাধন কর ;
তাহা হইলে তুমি অধর্মজনক, অযশস্কর
কণ্ড হইতে বিমুক্ত হইবে । আর এক্ষণে
প্রাজ্ঞ, শূর, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহানুভাব,
শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন
কর । তাহা হইলে ধীমান্ পুত্ররাষ্ট্র, পিতা-
মহ ভাস্কর, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপ,
সোমদত্ত, বাঙ্কীক, অশ্বখামা, বিকর্ণ,
সঞ্জয়, বিবিশ্রুতি, জ্ঞাতগণ ও জ্ঞানসম্পন্ন
অন্যান্য মিত্রগণ সর্বতশয় সুখী হইবেন ।
ফলতঃ সন্ধি সংস্থাপন হইলে সমস্ত জগৎ
আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে ; সন্দেহ নাই ।
তুমি লজ্জাশীল, সংকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ ও
সদয়স্বভাব ; অতএব পিতামাতার শাসনে
অবস্থান কর । পিতার শাসনপরবশ হওয়া
পুত্রের নিত্য শ্রেয়ঃকর ; দেখ, মনুষ্যেরা
বিপন্ন হইলে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া
থাকেন ।

ভ্রাতৃ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন
করা হইবে ; পিতার ও অমাত্যগণের
নিত্য স্তম্ভ অভিভূত ; এক্ষণে তাহা তোমারও

অনুমোদিত হউক । যে ব্যক্তি স্তম্ভদ্বাংক্য
শ্রবণ করিয়াও গ্রাহ্য না করে ; যেমন মহা-
কালফল ভক্ষণ করিলে পরিণামে পরি-
তাপিত হইতে হয় ; তদ্রূপ সেই ব্যক্তিকে
পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে
হয় । যে দীর্ঘসূত্রী মোহবশতঃ কল্যাণ-
কর বাক্য পরিত্যাগ করে ; তাহাকে পুরু-
ষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট ও পশ্চাত্তাপে পরি-
তাপিত হইতে হয় । যে ব্যক্তি অর্থকাম
ব্যক্তিদিগের মতবিরোধী বাক্য সহ্য না
করে ; কিন্তু বাস্তবিক প্রতিকূল বাক্য
গ্রহণ করে ; সে অরতিগণের বশবর্তী হয় ।
যে ব্যক্তি সাধুগণের মত অতিক্রম করিয়া
অসতের মতে অবস্থান করে ; অচির কাল-
মধ্যে তাহার বিপদে মিত্রগণকে শোকা-
কুল হইতে হয় । যে ব্যক্তি প্রধান প্রধান
অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া হীনস্বভাব-
দিগকে সেবা করে ; সে একরূপ ঘোরতর
বিপদে নিপতিত হয় যে, তাহা হইতে আর
উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা থাকে না । যে
ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা, অনর্থ, কার্যের
অনুষ্ঠান, সাধু স্তম্ভদ্বাংক্যের বাক্যে উপেক্ষা,
অনাঙ্গীয়েয় সমাদর ও আত্মীয়গণের প্রতি
দ্বेष প্রকাশ করে ; পৃথিবী তাহাকে
পরিত্যাগ করেন । অতএব তুমি কি
নিমিত্ত মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ
করিয়া অশিষ্ট অসমর্থ যুৱগণের সাহায্যে
পরিভ্রাণ লাভের অভিলাষ করিতেছ ?
এই যেদিনীমণ্ডলে তোমা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি
ইন্দ্রসদৃশ মহারথ ভূপতিগণকে অতিক্রম
করিয়া অন্য হইতে পরিভ্রাণের প্রত্যাশা

করে? পাণ্ডবগণ এরূপ ধর্মপরায়ণ যে, তুমি তাঁহাদিগকে জন্মাবধি প্রতিনিয়ত নিগৃহীত করিয়াছ; তথাপি তাঁহারা কখন জাতক্রোধ হন নাই। তুমি জন্মপ্রভৃতি সেই বান্ধবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ; তথাপি তাঁহারা তোমার প্রতি সম্যক্ সন্তুষ্ট আছেন; অতএব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হওয়া তোমারও কর্তব্য; প্রকৃত বন্ধুগণের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ হইও না। প্রাজ্ঞগণের কর্ম্য ত্রিবর্গসংযুক্ত; অন্যান্য লোকে ত্রিবর্গসাধনে অসমর্থ হইয়া কেবল ধর্ম ও অর্থের অনুগামী হয়; কিন্তু ধীর ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মলাভ্য ত্রিবিধের মধ্যে কেবল ধর্মকেই লক্ষ্য করিয়া চলেন। মধ্যম লোকে কলহের মূল অর্থের নিমিত্ত কর্ম্ম করে আর বালকেরাই কেবল কাগনার বশবর্তী হয়। যে নীচ ব্যক্তি লোভ পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে; সে ব্যক্তি প্রকৃত উপায়ের অভাবে কেবল কাম ও অর্থের অভিলাষী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কেন না, কাম ও অর্থ কদাপি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না; অতএব যিনি কাম ও অর্থ লাভের কামনা করেন; প্রথমে তাঁহার ধর্ম লাভ করাই নিতান্ত কর্তব্য। ধর্মই ত্রিবর্গ লাভের উপায়। যে ব্যক্তি ধর্মরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গ লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কক্ষগত পাবকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

হে ছর্ঘ্যোদন! তুমি হীন উপায় অবলম্বন করিয়া সকল রাজবিখ্যাত অতি-

বিস্তীর্ণ আধিরাজ্য লাভে সমুৎসুক হইয়াছ। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে; সে পরশু দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় আপনাকে ছেদন করে। যে ব্যক্তির জয় ইচ্ছা করিতে হয়; তাহার মতিভ্রংশ করা একান্ত অবিধেয়; মানব মতিভ্রংশ না হইলে সতত কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মহানুভাব ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে কি, ত্রিলোকের মধ্যে কোন সামান্য ব্যক্তিকেও অবমাননা করেন না। রোষপরবশ ব্যক্তির কিছুই বুঝিতে পারে না; তাহারা অতি বিশদ সাধারণ প্রমাণ সকলও অস্বীকার করে। হে ভারত! অমাধুসংসর্গ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সমাগম তোমার নিতান্ত শ্রেয়স্কর; তাঁহারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে তোমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তুমি যে দুষ্টাশন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্যাভিলাষী হইয়াছ; তাহারা কি জ্ঞানে কি ধর্ম্মে কি অর্থে কি বিক্রমে, কিছুতেই পাণ্ডবগণের সমকক্ষ নয়। কেবল উহার নয়; এই সমুদায় রাজা একত্র হইলেও যুদ্ধকালে কুপিত বৃকোদরের মুখ সন্দর্শনে সমর্থ হইবেন না। এই সম্মিহিত সেনাগণ এবং ভীষ্ম, কর্ণ, কূপ, ভূরিশ্রবাঃ, সৌমদত্তি, অন্তথামা ও জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইবেন। কি সুর, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। অতএব তুমি যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর।

অথবা সমুদায় পার্থিব সেনার মধ্যে এমন এক বীরকে অনুসন্ধান কর ; যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্তম্ভলে গৃহে প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হন । অনর্থক লোকস্বয়ের প্রয়োজন নাই ; যিনি জয় লাভ করিলে তোমার জয় লাভ হইবে ; ঈদৃশ কোন পুরুষকে আনয়ন কর । কিন্তু যে ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশুর ও পন্নগগণকে পরাভূত করিয়াছেন ; কে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবে ? আর এক জন যে বহু ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় ; বিরাট নগরে ইহার আশ্চর্য্য নিদর্শন অবলোকন করিয়াছি । যিনি সময়ে আদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন ; তুমি কি সেই এজ্যেয়, অধুষ্ট, বীরবর, অতি তেজস্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর ? আমি সাহায্য করিলে কে তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে ? যদি ধনঞ্জয় যুদ্ধে আগমন করেন ; সাক্ষাৎ দেব-রাজও কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ? যে ব্যক্তি বাহু দ্বারা ধরা ধারণে লম্বা হয়, যে ব্যক্তি অমর্ষপরবশ হইয়া এই সমুদায় প্রজাকে দগ্ধ করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি দেবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; সেই ব্যক্তিই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে । পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃ ও সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; এই সকল ভরতশ্রেষ্ঠগণ যেন তোমার নিমিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত না হয় ; যেন কৌরবগণের শেষ বিদ্যমান থাকে ; সমুদায় কুল

উচ্ছিন্ন করিও না । তুমি যেন নষ্টকীর্ত্তি ও কুলস্ব বলিয়া বিখ্যাত না হও । মহারথ পাণ্ডবগণ তোমাকে যৌবরাজ্যে ও তোমার পিতাকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।

অতএব এই আগমনোন্মুখী রাজ-লক্ষ্মীকে অবমাননা করিও না । স্তম্ভদগ-ণের বাক্য রক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন ও তাঁহাদিগকে রাজ্যার্ক প্রদান করিয়া মহতী শ্রী লাভ কর ; এবং মিত্র-গণের প্রীতিভাজন হইয়া চির কাল কুশলে অরহানি কর ।

চতুবিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় ।

অনন্তর শান্তনুন্দন ভীষ্ম কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণুত্বভাব চূর্য্যো-ধনকে কহিলেন, চূর্য্যোধন ! বাহুদেব স্তম্ভদগণের শান্তি সাধনে সমুৎসুক হইয়া তোমাকে বাহা কহিতেছেন ; তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও ; কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইও না । মহাত্মা কেশবের বাক্যানু-সারে না চলিলে কদাপি কল্যাণ বা সুখ লাভ হইবে না । মহাবাহু কেশব তোমাকে পরম্পরসঙ্গত বাক্যই কহিতেছেন ; তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও ; প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না । তুমি কুলস্ব, কাপুরুষ, ছবৃদ্ধি ও কুপথগামী ; তুমি কেশব, ধৃত-রাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুরের অর্থবৎ বাক্য অতিক্রম করিতেছ ; স্তবরাং শ্রোমার দৌরাত্ম্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই ভারতকুলের দাপ্যমান রাজলক্ষ্মী দূরীকৃত

হইবেন এবং তুমি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে অমাত্য, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত জীবিতভ্রষ্ট করিবে। হে বৎস ! তুমি পিতা মাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।

রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধবশতঃ পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মার্থধুক্ত বাক্যই কহিয়াছেন ; তুমি তাহার অনুগামী হও। 'ইহার প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দাস্ত, অর্থকাম ও শাস্ত্রজ্ঞ ; অতএব ইহার তোমার হিতবাক্যই কহিয়াছেন ; তুমি তাহা গ্রহণ কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ ! বাসুদেব ও ভীষ্ম যাহা কহিলেন ; তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর ; মোহবশতঃ কৃষ্ণকে অবমাননা করিও না। এই সকল বীর তোমাকে উৎসাহিত করিতেছেন ধটে, কিন্তু ইহার কিছুমাত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না ; যুদ্ধকালে বীরভার অস্ত্রের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবেন ; তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রজা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিও না। বাসুদেব ও অর্জুন যে সেনাগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন ; কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। পরম মুহূর্ত্তে কেশব ও ভীষ্ম যে মত প্রকাশ করিলেন ; তাহা যথার্থ ; যদি তাহা গ্রহণ না কর ; তবে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইবে। পরশুরাম অর্জুনের যেপ্রকার তেজঃ বর্ণন করিয়াছেন ; অর্জুন তদপেক্ষাও তেজস্বী

এবং বাসুদেব দেবগণেরও অজেয়। মহারাজ ! এক্ষণে তোমার নিকট হিত ও প্রিয় কথা কহিয়া প্রয়োজন নাই। যাহা বক্তব্য, সমুদায়ই বলিলাম ; এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর ; তোমাকে আর অধিক বলিতে বাসনা করি না।

দ্রোণাচার্য্যের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে মহামতি বিদুর দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দুর্যোধন ! আমি তোমার নিমিত্ত শোক করিতেছি না ; তোমার যুদ্ধ পিতা মাতার জন্যই শোকা-কুল হইতেছি ; তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও তুমি এমন পাপাত্মা কুলনাশক যে, ইহার তোমাকে উৎপাদন করিয়া হত-মিত্র ও হতামাত্য হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন ; আর পরিশেষে ইহাদিগকে ভিক্ষারূপে অবলম্বন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে এই সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।

বিদুরের বাক্যাবয়ানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কহিলেন, বৎস ! মহাত্মা বাসুদেবের বাক্য অত্যন্ত কল্যাণকর ; যোগক্ষেমশালী ও অপরিবর্ত্তনীয় ; তুমি ইহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। 'তাহা হইলে অন্যান্য রাজার প্রতি আমাদিগের যে অতীকৃত অভিসন্ধি আছে ; এই অক্লিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণের সাহায্যে তাহাও সংসাধিত হইবে। এক্ষণে তুমি কেশবের সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর। ভরত-কুলের কুশলের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্বস্ত্য-য়ন কর এবং বাসুদেবকে সহায় করিয়া

শাস্তি লাভ করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; এ সময় অতিক্রম করিও না। মহাত্মা কেশব সন্ধি প্রার্থনায় তোমার নিমিত্ত অনেক কথা কহিতেছেন ; ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না ; তাহা হইলে তোমার পরাজয় হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

সমদুঃখস্থ ভীষ্ম ও দ্রোণ যুতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশিষ্টস্বভাব দুর্ব্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্ব্যোধন ! এখনও অর্জুন ও বাহুদেব করচ পরিধান করেন নাই ; এখনও গান্ধীব শরাসনে জ্যা আরোপিত হয় নাই। এখনও পুরোহিত ধৌম্য শক্রসেনাদিগকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই ; এখনও মহাধনুর্ধর লজ্জাশীল যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার সেনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই ; এখনও কেহ বীরবর ধনঞ্জয় ও মহাধনুর্ধর বরকোদরকে তাঁহাদের সেনাগণের মধ্যে নয়নগোচর করে নাই। এখনও গদাপাণি ভীমসেন সেনাগণকে পরাভব করিয়া পথে পথে বিচরণ করেন নাই ও বনস্পতি হইতে ফলপাতনের ন্যায় বীরুঘাতিনী গদা দ্বারা গজযোধিগণের কালপরিণত মস্তকসকল রণক্ষেত্রে নিপাতিত করেন নাই ; এখনও কৃতান্ত ক্ষিপিকারী নকুল, মহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী ও শিশুপালনন্দন কবচযুক্ত হইয়া মহাসমুদ্রে কুন্তীর

প্রবেশের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হন নাই ; এখনও ভূমিপালগণের স্ককুমার কলেবরে অহুগ্র শরনিকর নিপতিত হয় নাই ; এবং এখনও কৃতান্ত লঘুহস্ত দূরবাতী বীরগণ তোমার যোদ্ধগণের চন্দনাগুরুচর্চিত হারনিকবিভূষিত বক্ষঃস্থলে লৌহময় মহান্ত্র সকল প্রবেশিত করেন নাই ; এই অবসরে সেই ভাবী অতি বিষম হতাকাণ্ড শাস্ত হউক। তুমি মস্তক দ্বারা রাজকুঞ্জর যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর ; তিনিও কর দ্বারা তোমাকে প্রতিগ্রহ করুন ; শাস্তির নিমিত্ত ধ্বজ, অঙ্কুশ ও পতাকাচিহ্নিত দক্ষিণ বাহু তোমার সন্ধে নিক্ষেপ করুন এবং তোমার উপবেশনান্তে রত্নৌষধিসমেত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতলস্রশোভিত পাণিতে তোমার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জিত করুন। উন্নতস্কন্ধ মহাবাহু বরকোদরও শাস্তির নিমিত্ত কুশলসম্ভাষণ করুন এবং অর্জুন, নকুল ও মহদেব ইহারাও তোমাকে অভিবাদন করুন। তুমি স্নেহসহকারে তাঁহাদিগের মস্তক আশ্রাণ ও তাঁহাদিগের সহিত প্রণয় সম্ভাষণ কর। এই সমস্ত নরাধিপ তোমাকে স্বীয় ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সম্মিলিত দেখিয়া আনন্দাপ্রাণ বিসর্জন করুন। তুমি সকল রাজধানীতে কুশল সংবাদ ঘোষণা কর ; এবং বিগতসম্রাট হইয়া মৌব্রাত্রসহকারে এই পৃথিবী ভোগ কর।

ষড়িংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্গেয্যদন কুরুসভামধ্যে অগ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তগবান্ কেশবকে কহিতে লাগিলেন, হে বাস্তদেব ! অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য ; তুমি তাহা না করিয়া বিশেষ রূপে আমাকেই নিন্দা করিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন-পূর্বক আমাকে নিন্দা করিতেছ ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম তোমরা এই কয় জন সতত আমারই নিন্দা করিয়া থাক ; অথ কোন ভূপালকে নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষ রূপে অনু-সন্ধান করিয়া আপনার অগুমান্ত্রণ ও অপরাধ ও অত্যাচারণ দেখিতে পাই না ; তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ।

হে তেশব ! পাণ্ডবগণ শ্রীতিপূর্বক দূতে প্ররৃত্ত হইলে, শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন ; তাহাতে আমার অপ-রাধ কি ? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যে সমু-দায় ধন পরাজিত হইয়াছিল ; তাহা তাঁহা-দের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অজ্ঞেয় পাণ্ডবগণ যে দুর্বোদরমুখে সর্বস্ব 'বিসর্জন-পূর্বক বনে গমন করিয়াছিলেন ; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের

সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন ? আমরা তাঁহাদের কি করিয়াছি ? তাঁহারা কি অপরাধে সৃষ্টিগণ-সমভিব্যাহারে আমা-দিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন ? আমরা উগ্র কৰ্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুর-রাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না যে, যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষণ, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্বক যদি অস্ত্রা-ঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি ; তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমরা শত্রুগণের নিকট অব-নত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা প্রাপ্ত হই ; তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতাপিত হইবেন না। কোন্ সঙ্কশ-জাত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সন্মত হয় ? মাতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন ; “উত্তমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য ; অতএব উত্তম করা নিতান্ত আবশ্যক ; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে ; বরং অসময়ে ভয় হইবে, তথাপি কোন ক্রমে নত হইবে না”। হিতাভিলাসী ব্যক্তিগণ মাতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন ! মদ্বিধ ব্যক্তির কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-গণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন। অত-

এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাব-
জীবন উক্তরূপ ধর্ম আচরণ করিবে ;
ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম এবং আমারও
এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি আছে ।

আমার পিতা যে পূর্বের পাণ্ডবগণকে
রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা
করিয়াছিলেন ; আমি জীবিত থাকিতে
তাহা কখনই হইবে না । ফলতঃ যে
পর্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন ;
তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে
অবশ্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষু-
কের ন্যায় কালান্তিপাত করিতে হইবে ।
হে কেশব ! পূর্বের আমি পরাদীন ও
বালক হিলামি, তৎকালে অজ্ঞানবশতই
হটক বা ভয় প্রযুক্তই হটক, আমার অদেয়
রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল ; এক্ষণে
আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি
তাহা প্রাপ্ত হইবে না । অধিক কি,
স্বতীক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণে
ভূমিভাগ বিক্রয় করা যায় ; পাণ্ডবগণকে
তাহাও প্রদান করিব না ।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ! মহাত্মা
জুনর্দন দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ-
পর্যাকুললোচন হইয়া হস্ত করিয়া কহিতে
লাগিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি অমাত্যের
সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করি-
তেছ ; তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে ।
শিরঃহুণ্ড ; অচির কাল মধ্যেই মহৎ সংগ্রাম

সমুপস্থিত হইবে । হে মূঢ় ! তুমি যে
কহিলে, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছু
মাত্র অত্যাচার নাই, অত্রস্থ ভূপতিগণ
তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন ।
হে ভরতকুলকলঙ্ক ! তুমি পাণ্ডবগণের
সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শকু-
নির সহিত পরামর্শ-পূর্বক কপট দ্যুতে
প্রবৃত্ত হইয়াছিলে । কপটাচার-বহীন
অতি প্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে
কুটিল ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত
হইয়াছিল ? অক্ষকৌড়ায় সাধুগণের বুদ্ধি-
লোপ এবং অসাধুগণের ভেদ ও ব্যসন
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তুমি অসমীক্ষ্য-
কারিতা-প্রযুক্ত সদাচার পরায়ণ পাণ্ডব-
গণের সহিত কপট দ্যুত ক্রীড়া করিয়া
এই ব্যসন সমুৎপন্ন করিয়াছ । তুমি
কুলশীলসম্পন্ন পাণ্ডবগণের প্রাণ অপে-
ক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে সভা-
মধ্যে আনয়ন পূর্বক যেরূপ অপমান ও
কটুক্তি করিয়াছ ; আর কোন্ ব্যক্তি
ভ্রাতৃভার্য্যার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে
পারে ? পাণ্ডবগণের অরণ্যগমন সময়ে
দুঃশাসন কুরুসভা মধ্যে তাঁহাদিগকে যাহা
যাহা কহিয়াছিল ; কৌরবগণ তৎসমুদায়
অবগত আছেন । ফলতঃ তোমরা পাণ্ডব-
গণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছ ; অন্য
কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ
অসদ্ব্যবহার করিতে পারেনা । হে দুর্যোধন !
তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে
অন্যায় ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে
বারংবার বহুবিধ কটুক্তি করিয়াছ ।

দেখ, তুমি পাণ্ডবগণের বাল্যাবস্থায়-
বারণাবত নগরমধ্যে তাঁহাদিগকে মাতৃ-
সমভিব্যাহারে দক্ষ করিতে সবিশেষ যত্ন
করিয়াছিলে ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পার
নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধীর্ণ
হইয়া মাতৃ সমভিব্যাহারে একচক্রা নগরে
ব্রাহ্মণের নিকেতনে বহু দিবস প্রচ্ছন্ন
ভাবে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিগমপ
প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে
বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে ; কিন্তু
কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পার নাই।
তুমি উক্ত রূপে বারংবার মহাত্মা পাণ্ডব-
গণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ ; অতএব
পাণ্ডবগণের নিকট যে তোমার কিছুমাত্র
অপরাধ নাই ; ইহা কিরূপে বলিতে পারি।

পাণ্ডবগণ স্বায় পৈতৃক রাজ্যাংশ
প্রার্থনা করিতেছে ; তুমি তৎ প্রদানে
সম্মত হইতেছ না ; কিন্তু অচিরাতঃ
তোমাকে ঐশ্বর্য্যভ্রট ও নিপাতিত হইয়া
তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে।
তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন
ও নৃশংসের ন্যায় নানাবিধ অসদ্যবহার
করিয়া এক্ষণে পুনরায় তাঁহাদের সহিত
বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ। তোমার
পিতা, মাতা, ভাষ্য, দ্রোণ ও বিদুর
তোমাকে শান্তিমাগ্ন অবলম্বন করিতে
বারংবার অনুরোধ করিতেছেন ; কিন্তু
তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। হে
দুর্য্যোধন ! এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইলে
তুমি ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই যথেষ্ট লাভ
হয় ; কিন্তু তুমি অল্প বুদ্ধিপ্রযুক্ত তাহাতে

সম্মত হইতেছ না। তুমি স্তম্ভজ্ঞানের
বাক্যে উপেক্ষা করিয়া ; নিতান্ত অধর্ম্ম্য ও
অযশস্কর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতেছ ;
অতএব স্পর্কই বোধ হইতেছে, তোমার
শ্রোয়োলাভ হইবে না।

ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্যাবসান হইলে
ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধন-
স্বভাব দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্ !
যদি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত
সন্ধি সংস্থাপন না করেন। তাহা হইলে
কৌরবগণ আপনাকে বন্ধ করিয়া যুধিষ্ঠি-
রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ভীষ্ম,
দ্রোণ ও পিতা আপনাকে, আমাকে ও
কর্ণকে পাণ্ডবগণের বশীভূত করিতে
একান্ত অভিলানী হইয়াছেন।

দুর্য্যোধন, নির্লজ্জ, সর্ব্যাদাঘাতক, অহ-
ঙ্কারপরবর্শ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভ্রাতার বাক্য
শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিদুর,
ধৃতরাষ্ট্র বাহ্লিক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম,
দ্রোণ ও জনাদনের প্রতি-অনাদর প্রকাশ-
পূর্ব্বক সকলে গাত্রোত্থান করিয়া তথা
হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার
ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া
তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সভা-
মধ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রাতৃ-
গণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া
কহিতে লাগিলেন ; হে সভাসদগণ ! যে
দুরাত্মা ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধের
বশবর্ত্তী হয় ; সে অচিরাতঃ ব্যসনাপন্ন
হইয়া অরাতিকুলের হস্তাশ্রয় হইয়া উঠে।

এই ছুরাঙ্গা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুৰ্য্যোধন উপায়ান-
ভিক্ষ, রথা রাজ্যাভিমানী ও ক্রোধলোভের
একান্ত বশীভূত। যে সমুদায় ভূপতি
মোহবশতঃ মন্ত্ৰিগণ-সমভিব্যাহারে এস্থানে
সমাগত হইয়াছেন ; তাঁহাদের আয়ুঃ শেষ
হইয়াছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ জনাৰ্দ্দন ভীষ্মের বাক্য
শ্রবণানন্তর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মা-
দিগকে কহিতে লাগিলেন ; হে মহাত্মগণ !
কুরুবৃদ্ধ সকল ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ছুরাচার
দুৰ্য্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত
অন্যাচারণ করিতেছেন। এক্ষণে যাহা
কর্তব্য ; আমি তাহা এক প্রকাব স্থির
করিয়াছি ; আপনারা তদনুষ্ঠানে সম্মত
হইলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। যদি
আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ইচ্ছা করেন ;
তাহা হইলে আমি আপনাদিগের সমক্ষে
হিতকর বাক্য বলি। দেখুন, বৃদ্ধ ভোজ-
রাজ উগ্রসেনের তনয় ছুরাঙ্গা কংস পিতা
জীবিত থাকিতেই তাঁহার রাজ্য হরণ
করিয়াছিল। তন্নিবন্ধন ঐ ছুরাচার স্বীয়
বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। পারিশেষে
আমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে উহাকে
সমরে সংহার করিয়া ঐ সকল জ্ঞাতিগণ-
সমভিব্যাহারে আত্মকতনয় উগ্রসেনকে
সৎকার-পূর্ব্বক পুনরায় ভোজরাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিলাম। এই রূপে কুল রক্ষার্থ
এক কংসকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায়
যাদব, ব্যিষ্ণু ও অন্ধকবংশীয়গণ সমুদয় হুথ
ভোগে কালান্তিপাত করিতেছেন। আর
যৎকালে দেবায়ুস্রগণ উত্ততাস্ত্র হইয়া

পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমুদায় লোক
বিনষ্ট হইতে লাগিল ; তৎকালে ভগবান-
লোকভাবন কমলমোনি বিবেচনা করিলেন
যে, সমস্ত অশ্বর, দৈত্য ও দানবগণ নিশ্চয়ই
পরাভব প্রাপ্ত হইবে এবং আদিত্য, বসু ও
রুদ্রগণ স্বর্গবাসী হইবেন। এই সংগ্রামে
সমুদায় দেব, অশ্বর, মনুষ্য, গন্ধর্ভ, ভূজঙ্গ
ও রাক্ষসগণ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে
সংহার করিবে। ভগবান্ প্রজাপতি মনে
মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মকে
কহিলেন, হে ধর্ম্ম ! তুমি এই সমস্ত
দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন করিয়া বরু-
ণের নিকট প্রদান কর। ধর্ম্ম সর্বলোক-
পিতামহ বিরিঞ্চির আদেশানুসারে সমুদায়
দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করিয়া বরুণের
হস্তে সমর্পণ করিলেন। জর্জরপতি
বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মপাশ ও স্বীয় পাশ
দ্বারা বদ্ধ করিয়া সমুদ্রমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক
মতত রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে মহাত্মগণ ! ধর্ম্ম যেমন দুর্দান্ত
দানবগণকে বদ্ধ করিয়া বরুণের নিকট
প্রদান করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ আপনারা
দুৰ্য্যোধন, কর্ণ, দ্রুশাসন ও স্তবলনন্দন
শকুনিকে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট
প্রদান করুন। কুল রক্ষার নিমিত্ত এক
জনকে পরিত্যাগ করিবে ; গ্রাম রক্ষার
নিমিত্ত কুল পরিত্যাগ করিবে ; জনপদ
রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং
আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরি-
ত্যাগ করিবে। অতএব হে রাজন্ !
আপনি দুৰ্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডব-

গণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন ;
আপনার দেশে যেন সমুদায় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট
না হয় ।

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন ; হে রাজন্ !
নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
সহরে সর্বদগ্ধজ্ঞ বিদুরকে কহিলেন,
বৎস ! দূরদর্শিনী গান্ধারীর সনীপে গমন-
পূর্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর ;
আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে দুরাত্মা দুৰ্য্যো-
ধনকে অনুশাসন করিব । যদি গান্ধারী
সামবচনে লোভাভিভূত দুর্বীক্ষ দুঃসহায়
দুৰ্য্যোধনকে শান্ত ও সৎপথাবলম্বী করিতে
পারেন ; তাহা হইলে আমরা অনায়াসে
পরম সুলুং বায়ুদেবের বচনানুসারে কার্য্য
করিতে পারিব । হায় ! আমাদের এই
দুৰ্য্যোধনকৃত ঘোর ব্যসন কি প্রশমিত
হইবে !

ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানু-
সারে তৎক্ষণাৎ গান্ধারীকে তথায় আনয়ন
করিলেন । তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার-
রাজতনয়াকে কহিলেন, গান্ধারি ! তোমার
পুত্র দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন ঐশ্বর্য্য-লোভে সুল-
জ্ঞনের শাসন অতিক্রম করিয়াছে, অতএব
সে ঐশ্বর্য্য ও জীবন উভয়েই বঞ্চিত হইবে ;
সন্দেহ নাই । ঐ দুরাত্মা অগ্নি সুলভাক্য
উল্লঙ্ঘনপূর্বক পাপাত্মগণ-সমভিব্যাহারে
অশিষ্টির ঞায় সভা হইতে বহির্গত হইয়া
গিয়াছে ।

যশস্বিনী গান্ধারী স্বামীর বাক্য শ্রবণ-
নন্তর কুরুকুলের শ্রেয়োলাভের আশয়ে
কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! সহরে সেই
রাজ্যকাম্যক দুষ্কৃতি পুত্রকে জ্ঞাত কর যে,
দগ্ধার্থবিলোপী, অশিক্ষিত, অবিনীত ব্যক্তি
কখনই রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।
হে রাজন্ ! এই যে ব্যসন সমুপস্থিত হই-
য়াছে ; ইহাতে তুমি নিন্দনীয় হইবে ; তুমি
দুৰ্য্যোধনের পাপপরায়াণতা অবগত হইয়াও
তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক ।
এক্ষণে ঐ দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের
নিভান্ত বশীভূত হইয়াছে ; স্ততরাং তুমি
আজ বল দ্বারাও উহাকে প্রতিনিবৃত্ত
করিতে পারিবে না । মৃগ, দুরাত্মা, দুঃসহায়,
দুরাত্মার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে যে
ফল লাভ হয় ; তুমি তাহা ভোগ করিতেছ ।
তুমি আত্মীয়জনের সহিত ভেদ কিরূপে
উপেক্ষা করিতেছ ? তোমাকে স্বজনের
সহিত ভেদ করিতে দেখিয়া শত্রুগণ হাস্য
করিবে । সাম ও দান দ্বারা বিপদ হইতে
উদ্ধার হইতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি দণ্ড-
বিধানে প্রবৃত্ত হয় ?

অনন্তর মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধা-
রীর বচনানুসারে অমর্গসম্পন্ন দুৰ্য্যোধনকে
পুনরায় সভায় আনয়ন করিলেন । দুৰ্য্যোধন
মাতার বাক্য শ্রবণাভিলাষে ক্রোধরক্ত-
নয়নে কুপিত আশীষিমের ঞায় দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক সভামধ্যে প্রবেশ
করিলেন ।

গান্ধাররাজতনয়া কুপথগামী দুৰ্য্যো-
ধনকে সমুপস্থিত দেখিয়া ভৎসনা করিয়া

কহিতে লাগিলেন, বৎস দুর্ঘোষণ ! আমি তোমাকে যে হিতকর ও ভবিষ্যতে স্তম্ভজনক বাক্য কহিতেছি ; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও গোমার পিতা যাহা কহিয়াছেন ; তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । তুমি শান্তিমাৰ্গ অবলম্বন করিলে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, আমি ও দ্রোণ প্রভৃতি স্তম্ভদগণ সকলেই সংকৃত হন । দেখ, রাজ্য স্বেচ্ছাক্রমে লাভ, রক্ষা বা ভোগ করিবার নহে । অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বহু কাল রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; জিতেন্দ্রিয় মেধাবী মহাত্মাই স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন করেন । কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হাতে পরিচ্যুত করে ; ঐ রিপুদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারিলেই অনায়াসে পৃথিবী জয় করা যায় । ছুরাভাৱা প্রভৃতি, রাজ্য ও অভিলষিত স্থান কখনই রক্ষা করিতে পারে না । ধর্ম্মার্থাভিলাষী ব্যক্তি মহত্ব-কামনায় যত্নপূর্বক ইন্দ্রিয়লিগ্রহ করিতে ; যেমন ইন্দ্রন দ্বারা হতাশন প্রবৃত্ত হয় ; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে । যেমন অবাধ্য অশান্ত অশ্ব-গণ অনভিষ্ঠ সারথিকে বিনষ্ট করে ; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিলে উহারা মনুষ্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত না করিয়া অমাত্যগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করে এবং অমাত্যদিগকে পরাজয় না করিয়া শত্রুগণকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে ; সে স্বয়ং পরাজিত হয় । যে

ব্যক্তি প্রথমে দ্বেষভাব অবলম্বনপূর্বক আত্মাকে পরাজয় করিতে পারে ; পরে অমাত্য ও শত্রুগণকে পরাজয় করা তাহার পক্ষে কেবল ক্রমেই দুঃসাধ্য নহে । যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিয়ন, অমাত্যগণকে পরাজয় ও শত্রুগণের প্রাতিদণ্ড ধারণপূর্বক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন ; লক্ষ্মী নিরন্তর তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ।

হে বৎস ! ক্ষুদ্র ছিদ্রমঙ্গুল জালজড়িত মৎস্তদ্বয়ের ন্যায় শরীরাত্মন্তরস্থ কাম ক্রোধ প্রজ্ঞা বিলুপ্ত করে ; কোন বীতরাগ ব্যক্তি স্বর্গাননোন্মুগ হইলে দেবগণ ভয়-নিবন্ধন তাহার অন্তঃকরণে কামক্রোধ বদ্ধিত করিয়া স্বর্গপথ রোধ করেন । যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্প সমাক্রূপে পরাজয় করিতে পারে ; পৃথিবী বিজয় করা তাহার পক্ষে অতি সামান্য কৰ্ম্ম । যে ভূপাত ধর্ম্ম, অর্থ ও অরাতিপরাজয় বাসনা করেন, সতত ইন্দ্রিয়লিগ্রহে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি কামক্রোধার্ভিভূত হইয়া কপটাচরণ করে ; কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয় কেহই তাহার সহায় হয় না । হে পুত্র ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, মহাবল পরাক্রান্ত, অরাতিনিপাতন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে পরম স্তখে পৃথিবী ভোগ করিবে । শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণ কহিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ অজেয় ; উহা যথার্থ ।

হে দুর্ঘোষণ ! তুমি অরিক্তকর্ম্মা মধু-

সূদনের বাক্য রক্ষা কর ; তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের উভয় পক্ষের সুখসমৃদ্ধি হইবে । যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী কৃতনিষ্ঠ স্বেচ্ছাজনের শাসনানুবর্তী না হয় ; সে কেবল শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে । সংগ্রামে ধন্য, অর্থ, সুখ বা শ্রেয়োলাভ হয় না ; বুদ্ধ ক্রিয়ালৈই যে জয় লাভ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই ; অতএব যুদ্ধে অভিলাষ করিও না । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বাহ্লক ভেদভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন । পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলে এই প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইবে যে, তাহারা সমুদায় পৃথিবী নিষ্কণ্টক করিবে ; তুমি অনায়াসে উহা ভোগ করিতে পারিবে । অতএব হে পুত্র ! যদি অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে তোমার বাসনা হয় ; তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর । রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট ; অতএব সুহৃদের বাক্য রক্ষা কর ; জনসমাজে যশস্বী হইবে । হে বৎস ! সেই শ্রীমান্, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ করিলে নিশ্চয়ই সুখ-ভ্রষ্ট হইবে । অতএব এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণকে তাহাদের সমুচিত অংশ প্রদান ও সুহৃদগণের ফ্রোষ নিবারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন কর ।

হে বৎস ! তুমি কামক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ ; এক্ষণে তাহার প্রতি-

বিধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি দৃঢ়ক্রোধ কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হওয়া তোমাদের সাধ্য নহে । আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় প্রজা বিনষ্ট হইবে । অতএব তুমি অমর্ষপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রামে পাতিত করিও না । তোমার দোষে যেন সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট না হয় । তুমি যুতপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে ; কেন না এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মহাত্মারা তোমাদের উভয় পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সম-ধিক ধর্ম্মশীল । ঐ মহাত্মগণ রাজার অগ্নে প্রাতিপালিত হইতেছেন বলিয়া সমরে স্বীয় জীবিত পরিত্যাগ করিবেন ; তথাপি ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই প্রহার করিতে সমর্থ হইবেন না । হে পুত্র ! মনুষ্যাগণ লোভপরকৃত্ত হইয়া কদাপি অর্থ লাভ করিতে পারে না ; অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও ।

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ । দুর্যোধন সদর্পসম্পন্ন মাতৃবাক্য শ্রবণে

জাতক্ৰোধ হইয়া সভা পরিতাগপূৰ্বক পুনরায় দুরন্তাদিগের সমীপে গমন করিয়া, দ্যুতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুষ্যেপন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ইহারা এক রূপ চেষ্টা এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ক্ষিপ্রকারী জনানন্দন পুত্ররাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে আমাদের গিরিগ্রহ করিয়াছেন; এফেণে আমরাও তাঁহাকে উদ্ধৃকভুক্ত নিগৃহীত বৈরোচনির স্যায় বলপূর্বক নিগৃহীত করিব। বাসুদেব বন্ধ হইয়াছেন ভ্রবণ করিলেই পাণ্ডবগণ ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের স্যায় ততচেতন ও নিকরসাম্য হইবেন; তাহার মন্দেহ নাই। এই মহাবাহু পাণ্ডবগণের স্তম্ভ ও ধন্যস্বরূপ; ইহাকে বন্ধন করিলে অবশ্যই পাণ্ডব ও মোক্ষগণের উত্তম ভঙ্গ হইবে। অতএব রাজা পুত্ররাষ্ট্র আক্রোশ কারণেও আমরা এই স্থানেই ক্ষিপ্রকারী কেশবকে বন্ধন করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

উপ্তিতজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সাত্যকি পাণ্ডাদিগের পাপ অভিসন্ধি অবগত হইয়া আতি শীঘ্র হাদিষ্ট্যের সহিত বিনিক্ষান্ত হইলেন এবং কৃতবর্ষ্মাকে কহিলেন, কৃতবর্ষ্মন! আমি যত ক্ষণ অক্লান্তকন্ম্য কৃষ্ণকে এই ব্রতান্ত অবগত না করি; তাবৎ তুমি শীঘ্র সৈন্য যোজনা করিয়া কবচ ধারণপূর্বক সভাদ্বারে উপস্থিত থাক।

সাত্যকি কৃতবর্ষ্মাকে এই কথা বলিয়া সিংহের গিরিগুহা প্রবেশের স্যায় সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক মহাজ্ঞা বাসুদেবকে

সেই অভিপ্রায় অবগত করিলেন। পরে মহাজ্ঞা বদনে পুত্ররাষ্ট্র ও বিদুরের নিকট দুষ্যেপনদিগের সেই অসং অভিপ্রায় ব্যক্ত কারয়া কহিলেন; হে পুত্ররাষ্ট্র! হে বিদুর! পাণ্ডাভ্রগণ ধর্ম্ম, তর্প ও কামনাভের নিমিত্ত সার্ববিগহিত কন্ম্য করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কোন প্রকারে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেমন জড় ও বালকগণ বস্ত্র দ্বারা প্রাজ্ঞিত আশ্রয় নিৰ্বাণ করিতে বাসনা করে; সেই রূপ এই সকল পাণ্ডা একত্র মিলিত এবং কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হইয়া এই বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়াছে।

দার্দ্রদর্শী বিদুর সাত্যকির বাক্য ভ্রবেণে সভামণ্ডপেই মহাবাহু পুত্ররাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কালপ্রেরিত হইয়া অসাধ্য ও অশক্ষর কার্য্য করিতে সমুদ্রত হইয়াছে; এই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনভিভবনীয় ভগবান বাসুদেবকে বলপূর্বক অভিভব কারয়া নিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিতেছে। যেমন পতঙ্গগণ পানকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়; ইহাদিগের দশাও কি সেই রূপ হইবে না? সিংহ যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিগণকে বিনষ্ট করে; সেই রূপ জনানন্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে তাহাদিগের সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু পুরুষোত্তম বাসুদেব কদাপি নিন্দিত কন্ম্য করিবেন না ও ধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

বিদুরের বাক্যবশানে মহাজ্ঞা বাসুদেব

সুহৃদগণের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! শুনিতেছি, দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন ; কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন ; আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার একরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কৰ্ম্ম করিব না ; আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলূপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুত ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অগ্ৰই ইহাদিগকে ও ইহাদের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি ; তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না ; কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুৰ্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্বেষের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর ! অমাত্য, মিত্র, সহোদর, সহচর ও অনুচরগণসমেত রাজ্যলুক দুৰ্য্যোধনকে শীঘ্র আনয়ন কর ; যদি তাহাকে সৎপথাবলম্বী করিতে পারি, এক বার চেষ্টা করিয়া দেখি।

বিদুর তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা ও ভূপতিগণে পরিবৃত্ত দুৰ্য্যোধনকে সভামধ্যে

প্রবেশিত করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন ; দুৰ্য্যোধন ! তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচসহায় ; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অশক্ষর, সাধুবিগর্হিত পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুল-পাংশুল মৃঢ়েরশ্যায় ছুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দর্শ জনাদনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয় ; তুমিও সেই রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের ছুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও উরগগণ যঁাহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ? বৎস ! হস্ত দ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না ; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না ; মন্তক দ্বারা কখন মোদিনী ধারণ করা যায় না এবং বল দ্বারা কখন কেশবকেও গ্রহণ করা যায় না।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুর দুৰ্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দুৰ্য্যোধন ! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। সৌভ নগরদ্বারে দ্বিবিদ নামা বানররাজ যঁাহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে প্রভূত শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিয়াও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই ; তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। নির্য্যোচন নগরে ষট্ সহস্র মহাসুর যঁাহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া

পরিশেষে আপনারাই পাশবন্ধ হইয়াছিল ;
তুমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বল-
পূর্বক গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ ।
প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে নরকাসুর দানবগণের
সহিত মিলিত হইয়া যঁাহাকে গ্রহণ করিতে
সমর্থ হয় নাই ; তুমি সেই পুরুষোত্তম
নারায়ণকে বল-পূর্বক গ্রহণ করিবার
বাসনা করিতেছ ।

ইনি বাল্য কালে পুতনা ও শকুনীকে
নিহত করিয়াছিলেন । ইনি গোকুল-
রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিয়া-
ছিলেন । ইনি অরিস্ত, ধেনুক, মহাবল
চানুর, অশ্বরাজ, কংস, জরাসন্ধ, বক্র,
শিশুপাল, বাণ ও অন্যান্য রাজাদিগকে
সমরে সংহার করিয়াছেন । ইনি তেজঃ
দ্বারা বরুণ, অগ্নি এবং পারিজাত হরণ-
কালে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন ।
ইনি সকলের কর্তা ; কিন্তু ইহার কেহ কর্তা
নাই, ইনি সকল পৌরুষের কারণ । ইনি
যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমুদায় সংসা-
ধন করিতে ইহার যত্নের আবশ্যকতা নাই ;
উহা আপনিই সিদ্ধ হইয়া উঠে । ইনি
মহাপ্রলয়জলে শয়ন কালে মধুকৈটভকে
বিনষ্ট করিয়াছিলেন । পরে ইনি জন্মা-
স্তুর পরিগ্রহ করিয়া হয়গ্রীবকে কালকবলে
নিষ্ক্রেপ করিয়াছিলেন । তুমি এই মহা-
বল পরাক্রান্ত অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণকে অবগত
হইতে সমর্থ হও নাই । অতএব পতঙ্গ
যেমন পাবকে পতিত হইয়া ভস্মাবশেষ
হয়, তুগিও সেই রূপ এই কুপিত
ভূজঙ্গসদৃশ অতি তেজস্বী মহাবাহু

বান্ধবেকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে ।

অরাতিমর্দন জনার্দন বিদুরের বাক্যা-
বসানে দুর্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্যো-
ধন ! তুমি যে আমাকে একাকী মনে
করিয়া পরিভূত ও রুদ্ধ করিবার অভি-
লাষ করিতেছ ; তাহা তোমার ভ্রান্তি ;
পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র,
বসু ও ঋষিগণ এই স্থানেই বিদ্যমান
আছেন । তিনি এই কহিয়া উচ্চ স্বরে
হাস্য করিতে লাগিলেন ।

তখন শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুতের
ন্যায় রূপবান্ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অশ্লু-
পরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগি-
লেন ; তাঁহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ
হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ,
মুখমণ্ডল হইতে অনল, আদিত্য, সাধ্য,
বসু ও বায়ুগণ, অশ্বিনদ্বয়, ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ
বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন । এই রূপ
দক্ষিণ বাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বাম
বাহু হইতে হলধর বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে
ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন-
প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া
আবির্ভূত হইলেন । শঙ্খ, চক্র, গদা,
শক্তি, শাঙ্গ, লাস্ত্রল ও নন্দক, এই সকল
মহাস্ত্র সমুদ্যত হইয়া তাঁহার বাহু সমূহে
দীপ্যমান হইতে লাগিল । তাঁহার নেত্র,
নাসিকা ও শ্রোত্র হইতে ধূমসম্বলিত অতি
ভীষণ ছত্ৰাশনশিখা আবির্ভূত হইল এবং
লোমকূপ হইতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণ
সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল ।

ভগবান্ বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, বিজয়, সঞ্জয় ও ধর্মিণকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন ; তাঁহারা ভিন্ন তন্ত্রস্থ সমস্ত ভূপাল মহাত্মা কেশবের সেই ভীষণ মূর্তি নির্মাণ করিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে নেত্রদ্বয় নির্মাণিত করিলেন । সভাতলে বাসুদেবের এই সর্পলোকার্ণীত আঁত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবচন্দ্রভি সকল নিনাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত হইতে লাগিল ।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রমশঃ কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে মাদবশ্রেষ্ঠ ! তুমি সকল জগতের হিতকারী ; অতএব প্রসন্ন হইয়া আমাকে চক্ষুঃ দান কর ; আমি তদ্বারা কেবল তোমাকে দর্শন করবার আভিলাষ করি ; অন্যকে দেখিবার প্রয়াস নাই ; তোমাকে দর্শন করা হইলে তাহা যেন পুনরায় তিরোহিত হয় ।

মহাবাহু ক্রমশঃ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! আপনি অন্য কর্তৃক অদৃশ্যমান নেত্রদ্বয় লাভ করুন ।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিশরূপ সন্দর্শনের অভিলাষে বাসুদেব হইতে নয়নদ্বয় প্রাপ্ত হইলেন । রাজা ও ধর্মিণগণ তাঁহাকে লক্ষনয়ন নির্মাণ করিয়া বিস্ময়াবদ্ধ হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করতে লাগিলেন । পৃথিবী বিচলিত ও সাগর সঞ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং ভূপতিগণ মাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ।

অনন্তর বাসুদেব সেই স্নায় মূর্তি ও সেই অদ্ভুত বিচিত্র সমুদ্র উপসংহার এবং

পার্বণের নিকট অন্ত্রজা লাভ করিয়া সাত্যকি ও হাদিকের পাণি ধারণ-পূর্বক সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন । নারদাদি মহর্ষিগণ অন্তহিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন এক অদ্ভুত কোলাহল উপস্থিত হইল ।

কৌরবগণ পুরুষোত্তমকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভূপতিগণ সমাভিযাহারে দেবরাজের অনুগামী দেবগণের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । অনেষাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে গণনা না করিয়া মধুম হতাশনের ন্যায় বিনিব্রান্ত হইয়া শৈব্য স্তম্ভাবয়ুক্ত আঁত বহৎ শ্বেতবর্ণ রথসমেত সারথি দারুক, মহারথ কুতবম্মা ও রূমিগণের প্রিয়তম হাদিকাকে নয়নগোচর করিলেন ।

অনন্তর তিনি রথারোহণপূর্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কহিলেন, হে কেশব ! আমার পুত্রগণের বল তোমার অগোচর নাই ; মধুদয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছ ; আমার যেরূপ অবস্থা এবং আমি কৌরবগণের শান্তির নিমিত্ত যেরূপ প্রকার যত্ন করিতেছি ; সেই সকল অবগত হইয়া শঙ্কা করা তোমার উচিত নয় । পার্বণের প্রতি আমার পাপাতিসাক্ষি নাই ; আমি তুমোপনকে বাঁহা কহিয়াছি ; তুমি তাহা অবগত হইয়াছ ।

আমি সাক্ষি সংস্থাপনের নিমিত্ত যে কি প্রকার যত্ন করিতেছি ; মধুদয় কৌরব ও পার্শ্ববগণ উহা বিলক্ষণ অবগত আছেন ।

তখন বায়ুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, বিছুর, বাহ্লিক ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আজি কৌরব-সভায় যে যে ঘটনা হইয়াছে, তুরাত্না তুর্য্যোধন রোষবশতঃ যে প্রকার অশিষ্টের ন্যায় সমুখিত হইয়াছিল এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার কর্তৃত্ব নাই বলিয়া যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন; আপনারা তৎ-সমুদায়ই প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। এক্ষণে সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি।

বায়ুদেব এই রূপে তাঁহাদিগকে আম-
ন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলে ভীষ্ম, দ্রোণ,
কৃপ, বিছুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, অশ্বখামা,
বিকর্ণ, যুবংশু প্রভৃতি মহাপনুঙ্কর কুরু-
বারগণ তাহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর
বায়ুদেব পিতৃদ্রুমা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তখন
অন্যান্য কৌরবগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া
দর্শন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

অনন্তর বায়ুদেব কুন্তীর আলয়ে গমন-
পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং
কৌরব-সভামধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়া-
ছিল, সংক্ষেপে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে
আরম্ভ করিলেন, হে দেবি! আমি ও
স্বায়ম্ভুগণ আমরা সকলেই তুর্য্যোধনকে বহু-
বিধ হেতুযুক্ত বাক্য কহিয়াছিলাম; সে
তাহা গ্রহণ করিল না। কালক্রমে তুর্য্যো-
ধনের অনুগত সকলেরই শেষ দশা সমু-

পস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনাকে আম-
ন্ত্রণ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন
করিব। এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণের প্রতি
আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন; আমি
তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

কুন্তী কহিলেন, কেশব! ধর্ম্মাত্মা রাজা
যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিবে যে, হে পুত্র!
তোমার পৃথিবী-পালনজনিত প্রচুর ধর্ম্ম
বিনষ্ট হইতেছে; অতএব আর প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ করিও না। যেমন বেদার্থজ্ঞানশূন্য
বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি, নিরন্তর বেদাধ্যয়নে
কলুষিত হয়; তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানু-
ষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া কেবল ধর্ম্মের দিকেই
ধাবমান হইতেছে। হে বৎস! ভূগবান্
ত্রৈলোক্যে প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন;
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি ত্রু-
কশ্ম বিগ্রহ দ্বারা প্রজাগণকে প্রতিপালন
করিবার নিমিত্ত বাহু হইতে বাহুবীৰ্য্যোপ-
জাবী ক্ষত্রিয়গণকে উৎপন্ন করিয়াছেন।
আমি বৃদ্ধগণের নিকট এই বিষয়ের একটা
দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি তাহা
শ্রবণ কর।

পূর্বকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজসি
মুচুকুন্দকে এই পৃথিবী প্রদান করিয়া-
ছিলেন; কিন্তু মুচুকুন্দ নিজ ভুজদীপ্যে
অর্জিত রাজ্য ভোগ করিবার বাসনায়
তাহার দান গ্রহণ করিলেন না। কুবের
তদর্শনে অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হই-
লেন। অনন্তর রাজসি মুচুকুন্দ ক্ষত্রেণ
অনুসারে বাহুবলসম্পূর্ণভিত্তিঃ সন্তপ্ত
শাসন করিতে লাগিলেন।

‘হে পুত্র ! রাজা কর্তৃক স্মরিত প্রজা
গণ যত ধর্ম উপার্জন করে ; রাজা তাহার
চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হন । রাজা যে ধর্ম
উপার্জন করেন ; তাহা তাঁহার দেবত্ব
লাভের কারণ হয় । আর তিনি অধর্ম
আচরণ করিলে নিরয়গামী হইয়া থাকেন ।
স্বামী কর্তৃক সম্যক প্রযুক্ত দণ্ডনীতি চারি
বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম নিয়োজিত ও আবদ্ধ
করে । যখন রাজা অথও দণ্ডনীতি অব-
লম্বন করিয়া স্ব কার্য সম্পাদন করেন ;
তখন সর্বোত্তম সত্য যুগ প্রবর্তিত হয় ।
হে বৎস ! সময়ের গুণে বিশেষ বিশেষ
রাজা সমুৎপন্ন হন, কি রাজা হইতেই
বিশেষ বিশেষ সময় প্রবর্তিত হয় ; এরূপ
সংশয় করিও না ; কেন না, রাজাই বিশেষ
বিশেষ কাল প্রবর্তিত করেন । রাজাই
সত্য যুগের স্রষ্টা ; রাজাই ত্রেতা যুগের
প্রবর্তক ; রাজাই দ্বাপর যুগের নিদান
এবং রাজাই কলিযুগের কারণ । যে রাজা
সত্য যুগ প্রবর্তিত করেন ; তিনিই অথও
স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন ; ত্রেতা যুগের
প্রবর্তক রাজা তদপেক্ষা কিঞ্চিদূন স্বর্গ
ভোগে সমর্থ হন ; যিনি দ্বাপর যুগের
স্রষ্টি করেন ; তিনি স্বর্গফলের অর্দ্ধ ভোগ
করিতে পারেন ; কিন্তু কলিযুগের প্রব-
র্তক রাজাকে সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিতে
হয় । দুষ্কর্মা রাজা চির কাল নরকে বাস
করেন ; রাজদোষে জগৎকে ও জগতের
দোষে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয় ।

অতএব তুমি পিতৃপিতামহাদি পর-
ম্পরাগত রাজবংশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ;

তুমি যেরূপে অবস্থান করিতে অভিলাষ
করিতেছ ; তাহা রাজর্ষিদিগের ধর্ম নয় ।
দুর্বল ও দয়ালু রাজা কিছুমাত্র প্রজাপালন-
সম্মত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন না ।
তুমি এক্ষণে যেরূপ আচরণ করিতেছ ;
কি আমি, কি পাণ্ডু, কি পিতামহ, কি
তোমার পূর্বপুরুষগণ আমরা কেহই
তোমাকে এরূপ আশীর্বাদ করি নাই ।
আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত এই কহিয়াছি
যে, তুমি যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠান
করিবে এবং শৌর্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য,
বল ও তেজঃ লাভ করিবে । মনুষ্য ও
দেবতাগণ সম্যক আরাধিত হইলে ইহ
লোকে দীর্ঘ আয়ুঃ, ধন ও পুত্র এবং পর-
লোকসাদন সাহা ও স্বধা প্রদান করেন ।
পিতা, মাতা ও দেবগণ পুত্রের নিকট
হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও
অজ্ঞাপন অভিলাষ করিয়া থাকেন । বৎস
আমি বাহা কহিলাম ; উহা ধর্মোপেত বা
অধর্মযুক্ত, তাহা জানি না ; কিন্তু উহা
আমার স্বভাবতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে ; অত-
এব ইহা বিবেচনা করিয়া কষ্ট করিবে ।
দেখ, তোমরা বেদজ্ঞ ও সৎকুলজাত
হইয়াও জীবিকার অভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট
হইতেছ ।

হে পুত্র ! ক্ষুধিত মনুষ্যাগণ বদান্তবর
শৌর্যশালী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া যে
সমুদ্র চিত্তে অবস্থান করে ; ইহা অপেক্ষা
অধিক ধর্ম আর কি হইতে পারে ? দান
দ্বারা এক প্রকার ; বল দ্বারা এক প্রকার
আর স্তন্যত বাক্য দ্বারা এক প্রকার ধর্ম

উপার্জন হইয়া থাকে ; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিলে সকল প্রকার ধর্মই লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজা পালন, বৈশ্য ধনোপার্জন ও শূদ্র তাঁহাদিগকে সেবা করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ আর কৃষি কর্ম অবলম্বন করাও তোমাদিগের পক্ষে উপযুক্ত হয় না ; তুমি ক্ষত্রিয় ; আপদ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমার কর্তব্য এবং ভূজবীৰ্য্যই তোমার জীবিকা। অতএব সাগ, দান, ভেদ, দণ্ড বা নীতি দ্বারা অপহৃত পৈতৃক অংশ পুনরায় উদ্ধার কর। আমি তোমাকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরাপণ্ডপ্রত্যাশী হইয়া রহিলাম ; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে ! অতএব হে পুত্র ! রাজধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর ; পিতামহগণের নাম লোপ করিও না এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নিরয়গামী হইও না।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে-বৎস ! এই স্থলে বিড়লাসঞ্জয়-সংবাদ কহিতেছি, শ্রবণ কর ; পরে বাহা শ্রেয়স্কর হয়, কহিবে। ক্ষত্রিয়কুলসন্তুতা, যশস্বিনী, সাতিশয় ক্ষত্রধর্মনিরতা, ক্রোধ-পরায়ণা, দীর্ঘদর্শিনী বিড়লা নামে এক রমণী ছিলেন। ঐ রাজসমাজবিশ্রুত বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ কাগিনী একদা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত ও দীনের ন্যায় শয়ান দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিতে

লাগিলেন, হা অরাতিহর্ববর্দ্ধন কুসন্তান ! তুমি আমার গর্ভে বা তোমার পিতার গুহ্রসে জন্ম গ্রহণ কর নাই ; কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছ। তুমি ক্রোধশৃণু, অগণনীয়, নিবীৰ্য্য পুরুষের ন্যায় যাবতীবন নিরাশ হইয়া কালাতিপাত করিতেছ। তুমি এক্ষণে কল্যাণকর ভার গ্রহণ কর ; আত্মাবমাননা করিও না ; অস্ত্রে সন্তুষ্ট হইও না ; নির্ভয় চিত্তে শ্রেয়স্কর কার্য্যে মনোযোগ কর।

হে কাপুরুষ ! গাত্রোত্থান কর ; পরাজিত হইয়া শত্রুগণের হর্ব ও মিত্রগণের শোক বর্দ্ধন-পৃথক শয়ান থাকিও না। কুন্দী অগ্নি জলে পরিপূর্ণ হয় ; মূষিকের অঞ্জলি অগ্নি দ্রব্যে পূর্ণ হয় এবং কাপুরুষ অগ্নিমাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হে অধম ! যেমন সর্পদন্ট কুকুর কদাচ নিধন প্রাপ্ত হয় না ; তজ্জপ অরিপরাজিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিও না ; অধম জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ কর। তুমি শৌন পক্ষীর ন্যায় পরিভ্রমণ-পৃথক অক্রোধ বা ভূষীভাব অবলম্বন করিয়া অশঙ্কিত চিত্তে শত্রুর ছিদ্রাঘেষণে তৎপর হও। কি নিমিত্ত বজ্রাহত যুতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ ! গাত্রোত্থান কর ; শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। তুমি অন্তগত না হইয়া স্বকর্ম দ্বারা বিখ্যাত হও ; মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় ভেদ ও নীচ উপায় দান এই সকল উপায় অবলম্বন করিবার মানস করিও না ; উত্তম উপায় দণ্ড, উহা অবলম্বন করিবার চেষ্টা

কর। তিন্দুক কাষ্ঠের অলাতের ন্যায়
মহুর্ন্তমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হও ; জীবনাভিলাষী
হইয়া তুমিগির ন্যায় চির কাল ধূমায়িত
হইও না। চির কাল ধূমায়িত হওয়া
অপেক্ষা ক্ষণ কালও প্রজ্জ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ।
কোন ভূপতির গৃহে যেন মিতান্ত প্রথর বা
মিতান্ত মৃদু পুত্র জন্ম গ্রহণ না করে।
লোকে সংগ্রামে গমন-পূর্বক মনুষ্যের
উৎকৃষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া ধর্মের
অনুগত ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। পণ্ডিত
ব্যক্তির লাভ হউক বা না হউক, কিছু-
তেই তাপিত হন না ; কলহঃ তাহার ধন-
ত্যাগ পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে বলসাধ্য
কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র !
হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ
প্রাণ পরিত্যাগ কর ; ধর্মের নিরপেক্ষ হইয়া
জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।
হে ক্লীব ! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হই-
য়াছে ; কীৰ্ত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ও
ভোগমূল রাজ্যধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ;
তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবন ধারণ
করিতেছ ! বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার
পতন সময়েও শত্রুর জজ্ঞা গ্রহণপূর্বক
তাহার সহিত নিপতিত হয় ; দুঃখমূল হই-
লেও কদাপি ভগ্নোত্তম হয় না এবং আজা-
নেয় অশ্বের দৃষ্টান্তানুসারে উত্তম-সহকারে
ভার বহন করে। হে পুত্র ! স্বীয় পুরুষ-
কার, মদ্ব ও মান অবলম্বন কর। এই
কূল তোমার দোষেই নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে ;
অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর।

লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের

বিষয় জল্পনা না করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরু-
ষও নয় ; তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা বর্দ্ধনের
নিমিত্ত। দান, তপস্যা, মতা, বিদ্যা ও
অর্থলাভ বিষয়ে যাহার যশ উচ্চারিত না
হয় ; সে কেবল মাতার মলম্বরূপ। যে
ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি, বিক্রম
প্রভৃতি কস্য দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে
সমর্থ হয় ; সেই যথার্থ পুরুষ। হে পুত্র !
মূর্খের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় অযশস্কর
দুঃখজনক ভিক্ষারূপিত্তি অবলম্বন করা তোমার
কদাপি বিধেয় নহে। শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে
অভিনন্দন করে এবং যে ব্যক্তি লোকে
অবজ্ঞাত, গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, হীনবীৰ্য্য ও
নীচাশয় ; বন্ধুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া
কখনই স্তম্ভী হয় না।

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাদিগকে
রাজ্য হইতে প্রবাসিত, সর্বকামে বঞ্চিত
ও দীনভাবাপন্ন হইয়া জীবিকাভাবে প্রাণ
পরিত্যাগ করিতে হইবে। হে পুত্র ! তুমি
অমঙ্গলকারী সংকুলনাশক কলি ; পুত্র-
রূপে আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ।
কোন কামিনী যেন ক্রোধশূন্য, নিরুৎসাহ,
নিবীৰ্য্য, শত্রুকুলের অনন্দজনক পুত্র-প্রসব
না করে ; হে বৎস ! আর ধূমায়িত হইও
না ; প্রজ্জ্বলিত হইয়া শত্রু সংহার কর ;
অরাতিকুলের মস্তকোপরি মহুর্ন্ত কাল
প্রজ্জ্বলিত হওয়াও শ্রেয়ঃ ; অমর্ষপরায়ণ ও
ক্ষমাশীল ব্যক্তিই যথার্থ পুরুষ ; ক্ষমাবান
ও অমর্ষহীন লোক স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়।
সন্তোষ, দয়া, শত্রুগণের প্রতি অনুতান ও
ভয় শ্রীমাতার প্রধান কারণ আর নির্দাহ

ব্যক্তি কদাচ মহত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি পরাভবরূপে দোষ হইতে আত্মাকে মুক্ত ও হৃদয় লৌহ-তুল্য করিয়া পুনরায় স্বার্থসাধনে তৎপর হও। পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে; যে নর স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরাহ ভাবে কালাতিপাত করে; তাহার পুরুষ নামের কিছুই সার্থকতা থাকে না। জ্ঞানিগণ, নিঃ-বিক্রান্ত মহাশয় ব্যক্তি মৃত হইলেও তাহার বিষয়স্ত প্রজাগণ পরম স্তপে কালাতিপাত করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয় কার্য্য ও স্তব্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পাদিত লাভের চেষ্টা করে; সে আচরাৎ অমাত্যগণকে হ্রস্ট করিতে পারে।

তখন সঞ্জয় তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! যদি আমি তোমার নেত্রপথ হইতে অন্ত-হিত হই; তাহা হইলে তোমার আভরণ, ভোগ, সমুদায় পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি?

বিড়লা কহিলেন, বৎস! আমার বাসনা এই যে, তোমার শত্রুগণ অনাদৃত ব্যক্তিগণের ও মিত্রগণ আদৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হউক। তুমি ভূত-বর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত, পরপিণ্ডোপজীবী, সত্ত্বশূন্য দানগণের বৃত্তির অনুবর্তন করিও না। যেমন প্রাণিগণ মেঘের প্রভাবে ও দেবগণ সুররাজের প্রভাবে জীবিত থাকেন; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও স্ত্রহদগণ তোমার অনুগ্রহে জীবিকানির্ব্বাহ করুন। প্রাণিগণ পক্ষ-ফলশালী পাদপের ন্যায় যাঁহাকে প্রাপ্ত

হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাঁহারই জীবন সার্থক। যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরের বলবিক্রমে বান্ধবগণ স্তব্ধী হন; তাহার জীবন দৃঢ়। যে ব্যক্তি স্বীয় বাহ-বলপ্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সে ইহ লোকে বিপুল কীৰ্ত্তি ও পরলোকে সদাতি লাভ করিতে পারে।

ত্রয়স্বিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৎস! যদি তুমি এই অবস্থায় স্বীয় পৌরুষ পরিত্যাগ করিতে বাসনা কর; তাহা হইলে আচরাৎ তোমাকে হীন জনের পদবীতে পদার্পণ করিতে হইবে। যে ক্ষত্রিয় স্বীয় জীবনরক্ষার্থী হইয়া বিক্রম ও তেজঃ প্রকাশ না করে; পণ্ডিতগণ তাঁহাকে চোর বলিয়া নিদেহ করেন। হে পুত্র! যেমন মৃগযু্য ব্যক্তি ঔষধ সেবনে অরুচি প্রকাশ করে; তদ্রূপ আমার এই অথোপ-পন্ন গুণসংযুক্ত বাক্যে তোমার অরুচি হইতেছে। সিন্ধুরাজের প্রজাগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে; কেবল আপনাদিগের দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত তাহার ব্যসন প্রত্যাখ্য করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যদি পৌরুষ প্রকাশ না কর; তাহা হইলে তোমার স্বপক্ষগণ সহায়সম্পন্ন হইবে ও শত্রুপক্ষ সমাগ্রয় করিবে। অতএব তুমি এক্ষণে আত্মপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া গিরিছুর্গে গমনপূর্ব্বক সিন্ধুরাজের ব্যসন ও অবসর অনুসন্ধান কর; সিন্ধুরাজ অজ্ঞ ও অমর নয়।

হে পুত্র! তোমার নাম সঞ্জয়; কিন্তু

আমি তোমার নামের সার্থকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সার্থকতা সম্পাদন কর; ব্যর্থনামা হইও না। এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ বাল্যাবস্থায় তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিলেন, এই বালক প্রথমে মহৎ ক্রেশে নিপতিত হইয়া পরিশেষে পুনরায় সৌভাগ্যশালী হইবে। আমি তাঁহার বাক্য স্মরণ করিয়া তোমার জয় প্রত্যাশা করিতেছি এবং তদ্বিগিন্তই তোমাকে বারং বার এই রূপ কহিতেছি। যাহার অর্থসিদ্ধি হইলে আত্মীয়গণ আপ্যায়িত হয়; সে ব্যক্তি অর্থের অনুসরণ করিলে ন্যায়ানুসারে অবশ্যই তাহার অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুত্র! তুমি লাভালাভে নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; ক্ষান্ত হইও না। শম্বর কহিয়াছেন, এক দিনের বা প্রাতঃকালের ভোজন সামগ্রী না থাকি অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশকর অবস্থা আর কিছুই নাই; দরিদ্রতা এক প্রকার মৃত্যু; উহা পতিপুত্রের নিধন অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখজনক। আমি মহাকুলপ্রসূতা; এক হ্রদ হইতে অণু হ্রদে গমনের ন্যায় এই বংশে সমাগত হইয়াছি। আমি সকলের কণ্ঠ্য ছিলাম; ভর্তা আমাকে পরম সমাদর করিতেন। পূর্বে তুমি আমাকে মহার্হ বসন, আভরণ ও মাণ্যে বিভূষিত এবং স্নানাদিতে পরিবৃত্ত দেখিয়াছি। এক্ষণে তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্গ্যাকে সাতিশয় দীনভাবাপন্ন দেখিবে; তখন তোমার জীবন ধারণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইবে।

হে সঞ্জয়! যদি দাস, কৰ্ম্মকর, ভৃত্য, আচার্য্য, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ জীবিকা প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন; তাহা হইলে তোমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি! আমি যে পর্য্যন্ত পূর্বের ন্যায় তোমার যশস্ব ও শ্লাঘনীয় কার্য্য না দেখিব; তদবধি কখনই আমার শান্তি লাভ হইবে না। ব্রাহ্মণের নিকট 'না' এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; আমি বা আমার ভর্তা আমরা কেহই কখন ব্রাহ্মণের নিকটনা বলি নাই। আমরা লোকের আশ্রয়; কখন পরের আত্মকারী হই নাই; এক্ষণে যদি আমাকে অন্যের আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস। এই অপার অগ্নব দুঃখসাগরে তুমি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পারে নীত কর; স্বস্থানে স্থাপিত কর ও মৃত দেহে জীবন প্রদান কর। যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে; তবে শত্রুগণকে উপেক্ষা কর। হে পুত্র! যদি তুমি শত্রুগণের প্রতি তেজঃ প্রকাশ না করিয়া নিতান্ত ক্রীণের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাসনা কর; তাহা হইলে অচিরে পাপ ক্ষত্রিয়রূপি পরিত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য।

দেখ, বলবান্ ব্যক্তি একমাত্র শত্রু সংহার করিলেও লোকমধ্যে বিখ্যাত হয়; পুরুষ একমাত্র বৃত্তান্তরকে সংহার করিয়াই মহেন্দ্র, লোকের নিয়ন্ত্ৰ ও ঈশ্বর হই

প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে মহাবীর সংগ্রামে
আপনার নাম প্রকাশ করিয়া বর্ম্মধারী
শত্রুগণকে আহ্বান, শত্রুসৈন্যদিগকে
বিদ্রাবণ অথবা রণগণকে সংহার-পূর্ব্বক
মহৎ যশঃ লাভ করিতে পারেন ; তাঁহার
নিকট শত্রুগণ ব্যাধিত ও বিনত হইয়া
থাকে । কাপুরুষেরাই অবশ্য হইয়া প্রাণ
পরিত্যাগপূর্ব্বক রণদক্ষ শূর ব্যক্তিগণের
সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ করে । সাধু
ব্যক্তির সন্মূলে রাজ্য উন্মূলন ও জীবন
পরিত্যাগ করেন না এবং শত্রুর শেষ
রাখেন না । হে পুত্র ! রাজ্যই স্বর্গ বা
অমৃতের একমাত্র পথ ; উহা রুদ্ধ হইয়াছে
জ্ঞান করিয়া অগ্নির ন্যায় তাহার অঁভিমুখে
গমন কর । রণে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া
স্বধর্ম্ম প্রাতিপালন কর । তুমি শত্রুগণের
ভয়বর্দ্ধন ; আমি কদাপি তোমাকে এতাদৃশ
দীনভাবাপন্ন হইতে দেখি নাই । হে পুত্র !
আমাদিগকে যেন দীন চিত্তে শোক করিতে
করিতে তোমাকে • ক্ষুণ্ণচিত্ত শত্রুগণে
পারিত্যক্ত দেখিতে না হয় । তুমি সৌবীর-
দের্শীয় কন্যাগণের সহিত অবস্থান করিয়া
আনন্দিত হও এবং স্বার্থ সাধন করিয়া
পূর্ব্বের ন্যায় শ্লাঘনীয় হও ; সিন্ধুদের্শীয়
কন্যাগণের বশীভূত হইও না । তোমার
ভূল্য রূপ, যৌবন, বিদ্যা ও অভিজ্ঞানসম্পন্ন,
লোকবিশ্রুত, যশস্বী ব্যক্তি যদি ভারবহন
কার্য্যে রূষভের সমরে পরাশ্লুথ হয় ; তাহা
হইলে তাহার মরণই শ্রেয়ঃ ।

হে বৎস ! তোমাকে পরের প্রিয়বাদী
ও অনুগামী হইতে দেখিয়া কদাচ শাস্ত্র-

লাভ করিতে পারিব না । এই কুলসম্ভূত
কোন ব্যক্তিই কখন পরের অনুগমন
করেন নাই ; অতএব তোমারও পরের
অনুগামী হইয়া জীবন ধারণ করা কর্তব্য
নহে । আমি প্রজাপতিকৃত এবং আমা-
দিগের বংশের ও অন্য বংশের বুদ্ধগণ-
প্রোক্ত শাস্ত্র ক্ষত্রধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছি ।
যে যে মহাত্মারা আমাদিগের এই কূলে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহারা ভীত
হইয়া কদাপি কাহারও নিকট নত হন
নাই । • ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উদ্বম্ন নিতান্ত
আবশ্যক ; নত হওয়া কদাপি উচিত নহে ;
ক্ষত্রিয় বরং অকাণ্ডে ভগ্ন হইবে তথাপি
নত হইবে না । মহামনাঃ ক্ষত্রিয় মত্ত মাত-
ঙ্গের ন্যায় পর্যাটন করিবে ও ধর্ম্মের নিমিত্ত
ব্রাহ্মণগণের নিকট নত হইবে । এবং
সহায়সম্পন্ন হউক বা না হউক, লোক-
দিগকে নিয়মিত ও পাপাত্মাদিগের দণ্ড
বিধান করিয়া কালান্তিপাত করিবে । *

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে অকরুণে
বীরাভিমানিনি জননি ! নিশ্চয়ই বোধ
হইতেছে, বিধ্বাতা লৌহ দ্বারা আপনার
হৃদয় নির্মাণ করিয়াছেন । ক্ষত্রিয়দিগের
আচার ব্যবহার কি আশ্চর্য্যজনক ! আপনি
জননী হইয়া পরমাতার ন্যায় আমাকে যুদ্ধে
নিয়োগ করিতেছেন । আমি আপনার
একমাত্র পুত্র ; তথাপি আপনি আমাকে
ঈদৃশ ভীষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অগ্নুমাত্র
ব্যাধিত হইতেছেন না ; কিন্তু বিবেচনা

করিয়া দেখুন, আপনার এই প্রিয় পুত্র নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হইলে সমুদায় পৃথিবী, ভোগ, আভরণ ও জীবনে আপনার প্রয়োজন কি ?

“বিচুলা কহিলেন, বৎস ! মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধন্য ও অর্থ চিন্তা করা কর্তব্য ; আমি এই দুই বিষয়ের নিমিত্তই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। তুমি অসামান্য পরাক্রমসম্পন্ন ; আর কালক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি এ সময় তুমি কর্তব্য কার্যে উপেক্ষা কর ; তাহা হইলে তোমার নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। হে বৎস ! যদি আমি তোমাকে অযশসী দেখিয়াও কিছু না বলি ; তাহা হইলে গর্দভীর ন্যায় অকারণ কল-বিহীন বাৎসল্য প্রদর্শন করা হইবে। হে পুত্র ! প্রায় সমুদায় লোকই মহতী অবি-ষ্ঠার প্রভাবে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া আছে ; অতএব তুমি যেন সজ্জনবিগহিত মূর্খনিবে-বিত পথ অবলম্বন করিও না। তুমি সদ্ভূতসম্পন্ন হইলেই আমার প্রিয়পাত্র হইবে।

হে বৎস ! যে ব্যক্তি ধন্য, অর্থ ও গুণ-সম্পন্ন, সজ্জনাচরিত পথাবলম্বী, দৈব ও পুরুষকারযুক্ত পুত্র পৌত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখসচ্ছন্দে কালোতিপাত করে ; তাহার জন্ম সার্থক। কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্যোগ-শূন্য আবনোত দুর্বুদ্ধি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয় ; তাহার জন্ম রথা। যে পুরুষাধমগণ সংকল্পে বিরত ও নিন্দিত

কর্ণে নিবৃত থাকে ; তাহাদের কি ইহ কাল কি পরকাল কোন কালেই সুখ হয় না। যুদ্ধ ও জয় লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে জয় লাভ বা প্রাণ ত্যাগ করিলে অবশ্যই ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় শত্রুগণকে বশীভূত করিতে পারিলে ইহ লোকে বেক্রপ সুখ সম্ভোগ করে ; শত্রুভয়ে ভীত হইলে স্বর্গেও বেক্রপ সুখ ভোগ করিতে পারে না। মনস্বী ব্যক্তি শত্রু-গণকে পরাজয় করিবার আশয়ে ক্রোধা-গ্নিতে দগ্ধ হইয়া হয় শত্রুগণকে সন্তার, না হয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্তম্ভা হয় ; ফলতঃ উক্ত উভয়বিধ কান্দ্য ব্যতীত মন-স্বীর শান্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সল্ল্য বিভব অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন ; কিন্তু যে মানব সল্ল্য ঐশ্বর্য প্রিয় বোধ করে ; তাহার পক্ষে উহা অচিরাৎ অনর্থকর হইয়া উঠে। স্ততরাং প্রিয় বস্তুবিরহে সে কদাপি মঙ্গল-ভাজন হয় না ; প্রতু্যত সাগরগামিনী গঙ্গার ন্যায় অচির কালমধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, জননি ! পুত্রকে একরূপ কথা বলা কদাপি আপনার কর্তব্য নহে ; আপনি জড় ও মূকের ন্যায় হইয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।

বিচুলা কহিলেন, বৎস ! তুমি যে আমাকে দয়া করিতে কহিলে, উহা শুনিয়া আমি সাতিশয় আল্লাদিত হইলাম ; তুমি আমাকে মাতার কর্তব্য কর্ণে নিয়োগ

করিতেছ; আগিও তন্নিমিত্ত তোমাকে তোমার কর্তব্য কর্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি। হে পুত্র! সমুদায় সৈন্যবকে নিহত করিয়া যখন তোমাকে সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, জননি! আমি ধন-হীন সহায়বিহীন হইয়া কিরূপে জয় লাভ করিব এই মনে করিয়া রাজ্যপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি আপনি এক্ষণে আমার জয় লাভের কোন সন্মুখ্য উদ্ভাবন করিয়া থাকেন; তবে বলুন, আমি আপ-নার আজ্ঞা প্রতিপালনে একান্ত সম্মত আছি।

বিচলা কহিলেন, বৎস! পূর্বতন সম্রাটের অভাব-প্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইও না; অর্থ না থাকিলে উহা সঞ্চয় করা যায় এবং সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতি মূর্থ ব্যক্তিরও ক্রোধপরায়ণ হইয়া কার্য আরম্ভ করে না। সকল কন্মেরই ফল অনিত্য; পাণ্ডতেরা কন্মফল অনিত্য বলিয়া জানেন; তথাপি কন্মানুষ্ঠানে বিরত হন না; এই নিমিত্ত তাঁহারা কখন কন্মফল প্রাপ্ত, কখন বা উহাতে বঞ্চিত হন। আর যাহারা কন্মানুষ্ঠানে নিতান্ত পরাণুথ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কালাতিপাত করে; তাহাদের কখনই ফল লাভ হয় না। নিশ্চেষ্টতার ফল একমাত্র অভাব; চেষ্টার ফল দুই প্রকার, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি। যে ব্যক্তি পূর্বের কন্মফলের অনিত্যতা অবগত হইয়াছে; সেও আপনার ক্রেশ ও শত্রুর

সমৃদ্ধি দূর করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কার্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে, মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া অব্যগত চিত্তে ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে অগ্রে করিয়া মঙ্গল দর্শন-পূর্বক সতত সমুখিত, জাগরিত ও শ্রেয়স্কর কন্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে ভূপতি উক্ত-রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার অচিরেই বৃদ্ধি হয়; যেমন দিবাকর কখন পূর্ব দিক্ পরিত্যাগ করেন না; তদ্রূপ লক্ষ্মী তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তিনি সকলের দৃষ্টান্তস্থল এবং বহুবিধ উপায় ও উৎসাহ তাঁহার অনুগামী হয়। তুমি শোকবৃদ্ধান্ত অবগত হইয়াছ; এক্ষণে পুরুষকার প্রদর্শন-পূর্বক অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জনে যত্নবান হও। হে বৎস! তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ, লুন্ধ, ক্ষীণ, গর্বিত, অবমাননাকারী, স্পর্দ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে বশীভূত কর; তাহা হইলে যেমন প্রবল সনারণ বলাহকসমূহকে বিভিন্ন করে; তদ্রূপ তুমি শত্রুগণকে ভেদ করিতে পারিবে। তুমি অগ্রে ক্রুদ্ধ লুন্ধ-প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অর্থ প্রদান কর, উহাদের হিত চেষ্টা কর এবং উহাদের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর; তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য সাধন করিবে ও অগ্রসর হইবে।

হে পুত্র! সংগ্রামে জীবিতনিরপেক্ষ শত্রু গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় উদ্বেগজনক। পরাক্রান্ত শত্রুকে যদি বশীভূত করিতে না পারে; তাহা হইলে দূত দ্বারা তাহার নিকট সন্ধি বা দানের কথা উত্থাপন

করিবে ; ফলতঃ তাহাতেই তাহাকে বশী-
ভূত করা হয় । এই রূপে দূত দ্বারা
শত্রুকে বশীভূত করিয়া লক্ষ্যপ্রসন্ন হইলে
অচির কালমধ্যে ধনরুদ্ধি হইয়া থাকে ।
মিত্রগণ ধনবানের আশ্রয় গ্রহণ ও ধন-
হীনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । তাহারা
ধনহীনের নিকট কদাচ আশ্রয় হয় না এবং
সতত তাহার নিন্দা করে । যে ব্যক্তি
শত্রুকে সহায় করিয়া তাহাকে বিশ্বাস
করে ; তাহার রাজ্য প্রাপ্তির বিলক্ষণ
সম্ভাবনা ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে বৎস ! কোন প্রকার আপদেই
রাজার ভীত হওয়া উচিত নহে । ভূপতি
যদিও কখন মনে মনে ভীত হন, তথাপি
ভীতের ন্যায় ব্যবহার কদাচ করিবেন না ।
রাজাকে ভীত দেখিলে রাজ্য, বল, অমাত্য-
প্রভৃতি সকলে ভীত হইয়া সমুদায় প্রজা-
গণকে ভেদ করিবার চেষ্টা করে ; কেহ
কেহ শত্রুর শরণাপন্ন হয় ; কেহ কেহ
শত্রুকে পরিত্যাগ করে ; আর যাহারা
পূর্বে শত্রু কর্তৃক অবমানিত হইয়াছিল ;
তাহারা শত্রুকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করে ।
লোকে অত্যন্ত সৌহৃদ্য নিবন্ধন অশ্রের
উপাসনা করিয়া থাকে অথবা বন্ধবৎসা
ধেমুর ন্যায় শক্তিহীনতা-প্রযুক্ত অশ্রের
কল্যাণ কামনা করে এবং অশ্রুকে শোকা-
কুল দেখিলে শোক করিয়া থাকে ।
তোমার পূর্বপূজিত সুলক্ষণ বর্তমান আছে,
উহারা তোমার রাজ্য স্থায়ী রাজ্য বলিয়া

জ্ঞান ও তোমাকে ব্যসন হইতে উদ্ধার
করিতে নিতান্ত বাসনা করে । তুমি সেই
সুলক্ষণের ভেদোৎপাদন করিও না ও
সুলক্ষণ যেন তোমাকে ভীত দেখিয়া পরি-
ত্যাগ করিতে বাসনা না করে ।

হে পুত্র ! আমি তোমার প্রভাব,
পুরুষকার ও বুদ্ধির পরীক্ষা, তেজোরুদ্ধি
এবং ধৈর্য্য বিধান করিবার নিমিত্তই এই
সকল কথা কহিলাম । যদি আমার কথা
তোমার হৃদয়ত ও মথার্থ বলিয়া বোধ
হইয়া থাকে ; তাহা হইলে তুমি স্থিরচিত্ত
হইয়া জয়ার্থ সমুখিত হও । তোমার
অবিদিত আমাদের কোষ সমূহ আছে ;
আমি ভিন্ন আর কেহই উহা জানে না ;
আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব ।
তোমার বহুসংখ্যক স্তম্ভদুঃখসহ হৃদয়ানুবর্তী
বান্ধবও বর্তমান আছে । উক্তবিধ সুল-
ক্ষণ ইন্টসাধনতৎপর ঐশ্বর্যাভিলানী
ব্যক্তির সহায় ও সচিবস্বরূপ ।

বিচলার পুত্র, স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি
ছিলেন, তথাপি মাতার উক্তবিধ বিচি-
ত্রার্থপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাঁহার অজ্ঞান
দূর হইল । তখন তিনি মাতাকে কহিলেন,
জননি ! আপনি আমাকে নিয়ত শ্রেয়স্কর
পথে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন ; অতএব
আমি হয় মলিলময় মেদিনীর ন্যায় পৈতৃক
রাজ্যের প্রত্যাঙ্কার, না হয় সংগ্রামে প্রাণ
পরিত্যাগ করিব । আমি আপনার নিকট
উক্ত বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিবার বাসনায়
আপনার বাক্যের প্রতিকূলে কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান করিয়া তুষ্টীস্তাব

অবলম্বন করিয়াছিলাম । আপনার অমৃতো-
পম বচন শ্রবণে আমার আনন্দের পরিসীমা
রহিল না ; আমি এক্ষণে শত্রুগণকে নিগ্রহ
ও পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত
হইতেছি ।

কুন্তী কহিলেন, বৎস ! বিচলানন্দন
সঙ্কল্প জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া
সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার বাসনানুরূপ
সমুদায় কার্য সম্পাদন করিলেন । হে
কেশব ! মন্ত্রী শত্রুপীড়িত অবসন্ন ভূপতিকে
এই তেজোবর্দ্ধন অভ্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান
শ্রবণ করাইবেন । বিজিগীষু ব্যাক্তির এই
জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্তব্য ; ইহা
শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পৃথিবী-পরাজয় ও
শত্রুমর্দন করিতে পারেন । গর্ভবতী
রমণী এই পুত্রপ্রসবকর বীরজনন উপাখ্যান
শ্রবণ করিলে অবশ্যই বীর পুত্র প্রসব
করে । আর ক্ষত্রিয়া এই ইতিহাস শ্রবণ
করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যাবান্, তপঃপরায়ণ,
দাতা, ব্রাহ্ম-শ্রীসম্পন্ন, সাধুবাদোচিত,
মহাবল পরাক্রান্ত, মহারণ, ধৈর্য্যশালী,
অজয়, জেতা, অসাধুনিয়ন্তা, সজ্জন-
পরিপালক, সত্যপরাক্রম, বীর পুত্র
প্রসব করে ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে কেশব ! তুমি ধনঞ্জয়কে এই রূপ
কহিবে ; হে বৎস ! তুমি জন্ম পরিগ্রহ
করিলে পর, আমি নারীগণে পরিবৃত্ত
হইয়া আশ্রমে উপবিষ্ট আছি ; এমন
সময়ে অন্তরীক্ষে এই রূপ মনোরম দৈব-

বাণী হইল যে, হে কুন্তি ! তোমার ঐই
পুত্র সহস্রাক্ষের সমকক্ষ হইবেন ; সংগ্রামে
সমুদায় কৌরবগণকে পরাজিত করিবেন ;
ভীমসেনের সাহায্যে শত্রুগণকে আকুলিত
করিবেন ; অথও ভূমণ্ডল পরাজয় করি-
বেন ; বাহুদেবের সাহায্যে কুরুগণকে
সংহার করিয়া বিনষ্ট পৈতৃক অংশ পুনরায়
উদ্ধার করিবেন এবং পারিশেষে ভ্রাতৃগণের
সহিত মিলিত হইয়া তিনটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিবেন । ইহার যশঃ নভোমণ্ডল স্পর্শ
করিবে । হে কেশব ! সেই সত্যসদ্ব
সব্যসাচী যে প্রকার বলবান্ ও দুর্জয় ;
তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ । তখন
যে প্রকার দৈব বাণী হইয়াছিল ; এক্ষণে
তাহা সম্পূর্ণ হউক । যদি ধর্ম্ম থাকে ;
তাহা হইলে সেই দৈব বাণী অবশ্যই ফল-
বতী হইবে ; এবং তুমিও তৎসমুদায় সম্পা-
দন করিবে । আমি দৈব বাণীর প্রতি
অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না । ধর্ম্মকে
নমস্কার করি ; কেন না, ধর্ম্মই প্রজাগণকে
ধারণ করিয়া আছেন ।

তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোদ্যোগী বৃকো-
দরকে এই কথা কহিবে যে, ক্ষত্রিয়পত্নীর
যে নিমিত্ত সন্তান প্রসব করেন ; তাহার
সময় সমাগত হইয়াছে । শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ
বৈর প্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন হন না । হে
কেশব ! তুমি ইহাও অবগত আছ যে
শত্রুমর্দন ভীমসেন যে পর্য্যন্ত শত্রুগণকে
সংহার না করিবে ; সে পর্য্যন্ত তাহার
বুদ্ধি কদাচ শান্ত হইবে না ।

হে মাধব ! সর্পধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ

মহাশ্মা পাণ্ডুর স্মৃমা যশস্বিনী কল্যাণী
কৃষ্ণাকে কহিবে, হে মহাভাগে ! হে
কুলানে ! হে যশস্বিনি ! তুমি যে আমার
পুত্রগণের প্রতি ন্যোচিত আচরণ করি-
তেছ ; তাহা তোমার উপযুক্ত কণ্ঠই
হইতেছে ।

মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে এই কহিবে যে,
হে নকুল ! হে মহাদেব ! তোমরা উভয়েই
ক্ষত্রধর্মের অনুগত ; অতএব জীবন অপে-
ক্ষাও বিক্রমার্জিত ভোগ সকল শ্রেষ্ঠ ও
প্রিয়তর বোধ কর । বিক্রমার্জিত অর্থ
ক্ষত্রধর্মোপজীবী মানবদিগের মনকে প্রীত
করে । তোমরা পরম ধার্মিক ; সকল
ধর্মের উন্নতি সাধন করিয়া থাক ; অতএব
তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদানন্দিনীর প্রতি
যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে ; কে
তাহা ক্ষমা করিতে পারে ? তোমাদিগের
যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছে ; তাহাতে
আমার দুঃখ নাই ; তোমরা যে দ্যুতে পরা-
জিত হইয়াছ ; তাহাতেও আমি দুঃখিত
নই ; এবং তোমাদিগের বিবাসনেও আমার
দুঃখ নাই ; কিন্তু কেবল সেই শ্যামাঙ্গী
দ্রুপদবালা যে, সভামধ্যে রোদন করিতে
করিতে পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ;
তাহাই আমার অধিকতর দুঃখের কারণ ;
স্ত্রীধার্মিনী ক্ষত্রধর্মাত্মগামিনী দ্রৌপদী
নাথবতী হইয়াও যে তৎকালে অনাথা
হইয়াছিলেন ; তাহাই আমার সমধিক
দুঃখের বিষয় ।

হে মহাবাহো ! তুমি সেই সকল ধনু-
র্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে কহিবে, হে

বীর ! তুমি দ্রৌপদীর পদবীতে অনুসরণ
কর । হে কেশব ! ইহা তোমার অগো-
চর নাই যে, যমোপম ভীমসেন ও অর্জুন
কুপিত হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে
পারে । কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের
অধিক অপমানের বিষয় আর কি হইতে
পারে যে, তাহাদিগের সহধার্মিনী দ্রুপদ-
নন্দিনীকে সভামধ্যে আগমন করিতে
হইয়াছিল এবং সেই স্থানেই দৃশ্যমান
কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমসেনকে পরুষ
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল ।

হে বৎস ! তুমি আমার পুত্রদিগকে
পুনরায় এই সকল স্মরণ করিয়া দিবে ।
পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাঁহার পুত্রগণকে
কুশল জিজ্ঞাসা এবং তাঁহাদিগকে আমার
কুশল সংবাদ প্রদান করিও । এক্ষণে
তুমি নির্বিন্দে গমন কর ; আমার পুত্র-
গণকে প্রতিপালন করিও ।

অনন্তর যুগেন্দ্রগমন মহাবাহু কেশব
কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদাক্ষণ করিয়া
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভীষ্ম-
প্রভৃতি কুরুবীরগণকে বিমর্জিত-পূর্বক
কর্ণকে স্থায় রথে সমারূঢ় করিয়া সাত্যকি-
সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-
লেন । অনন্তর কৌরবগণ একত্র হইয়া
পরস্পর কহিতে লাগিলেন, কেশবের কি
অদ্ভুত ভাব ! সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশের
বশীভূত হইয়া তাঁহার শরীরে গৃঢ় হইয়া
রহিয়াছে ! হা ! দুর্যোধনের মূর্থতায় এই
রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না ।

এ দিকে পুরুষোত্তম নগর হইতে গমন

করিয়া বহুক্ষণ কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন । পরে কর্ণকে বিদায় করিয়া অশ্বগণকে মহাবেগে চালন করিতে অনুর্তিত করিলেন । মনের ন্যায় বেগবান্ মারুত-গাত অশ্বগণ দারুকের নিয়োগান্তসারে বেন নভোমণ্ডল গ্রাস করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল ; এবং আশ্বগামী শোনের ন্যায় অনর্তিবিগ্নস্বে অতি বিস্তার পথ আতক্রম করিয়া উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইল ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

এদিকে মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি অবাধ্য চুপো-ধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! কুন্তী কেশবের সান্নিধ্যনে যে উদারার্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে । তদ্বিশেষে বাহুদেবেরও বলক্ষণ সম্মতি আছে । পাণ্ডবগণ অবশ্যই তদনু-সারে কৰ্ম্ম করিবেন । তাঁহারা রাজ্যব্যতিরেকে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না । তুমি যে সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ও দ্রোণদীকে ক্লেষিত করিয়াছিলে, তাঁহারা তৎকালে ধন্ববন্ধনে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তাহা সহ্য করিয়াছেন । • রাজা যুধিষ্ঠির যশন কৃতান্ত অর্জুন, কৃতনিশ্চয় ভীমসেন, গাণ্ডীব, তুগীরদ্বয়, রথ, ধ্বজ, বলবীৰ্য্যসমন্বিত নকুল ও সহদেব এবং বাহুদেবকে সহায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না । ধীমান্ ধনঞ্জয় বিরাট নগরে আমাদিগের সকলকে যেক্রমে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি-

য়াছ । তিনি অতি ভীষণকৰ্ম্মা নিবর্তক বচনগণকে রৌদ্রাস্ত্রে দগ্ধ করিয়াছিলেন । অধিক কি, তিনি যে ঘোমযাত্রাসময়ে তোমাকে ও কর্ণপ্রভৃতি এই সকল যোদ্ধগণকে মৃত্ত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সামর্থ্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া যমদণ্ডের অন্তগত এই পৃথিবীকে রক্ষা কর । তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির পরম ধাৰ্ম্মিক, স্নেহবান্, মধুরবাক্ ও দূরদর্শী ; তুমি মনোমালিন্য দূরীকৃত করিয়া সেই পুরু-মোহমের সান্নিধ্যনে গমন কর । তুমি শরাসন ও দ্রুপদিতপ্তা পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অয়নপথের আতিথ্য গ্রহণ কর, তাহা হইলেই আমাদিগের কুলের শান্তি হইবে । তুমি পূর্বের ন্যায় অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সন্নীপে গমন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর । তিনিও তোমাকে মৌল্যদ্রুপদ্রুপ পাণি দ্বারা প্রীত-গ্রহ করুন । সিংহস্কন্ধ রত্নায়তবাহু যোধ-প্রধান ভীমসেন ও বাহুবল দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করুন । কাম্বসদৃশ গ্রীবাসম্পন্ন কমললোচন ধনুজয় তোমাকে অভিবাদন করুন । অপ্রতিম রূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব গুরুর ন্যায় তোমাকে পূজা করুন এবং দাশাইপ্রভৃতি ভূপতিগণ সকলে আনন্দাশ্রিত বিসর্জন করুন । হে রাজন্ ! তুমি অভিমান পরিত্যাগপূরক ভ্রাতৃত্বগণের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আধিপত্য কর । সমাগত পার্থিবগণ আনন্দ-

সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

হে রাজেন্দ্র ! স্তম্ভদগণের নিমেষ বাক্য শ্রবণ কর ; যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে কেবল ক্ষত্রিয়গণের বিনাশই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভাবী ক্ষত্রিয়বিনাশের চিহ্ন-স্বরূপ নানাবিধ উৎপাত দৃষ্টিগোচর হই-হইতেছে ; গ্রহগণ প্রতিকূল এবং যুগ ও পক্ষিগণ নিদারূণ হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদিগের নিবেশনে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটিতেছে ; সেনাগণের মধ্যে প্রদীপ্ত উল্লাসকল নিপতিত হইতেছে ; বাহনগণ অপ্র-হস্ত হইয়া যেন রোদন করিতেছে ; গৃধ্র-গণ মৈন্দ্ৰদিগের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে ; নগর ও রাজত্ববনের তাদৃশ শোভা নাই ; দিক্ প্রজ্বলিত হইতেছে ; শিবাগণ অশিব নির্ঘোম করিয়া সেই দিকের অভি-মুখেই গমন করিতেছে।

অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! পিতা মাতা ও এই সকল হিতৈষীদিগের বাক্য শ্রবণ কর। যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই তোমার আয়ত্ত ; যদি তুমি স্তম্ভদগণের বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে সেনাগণকে পার্থবাণে নিপীড়িত দেখিবা তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যদি আমাদিগের এই বাক্য অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে হৃদয়-শোমক ভীমসেনের মহানাদ ও গাণ্ডীবের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিশেষে আমা-দের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্। রাজা দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্য শ্রবণান্তর বিমনাঃ, বক্রদৃষ্টি ও অধোবদন হইয়া ক্রোধের মধ্যভাগ সঙ্কচিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ; কোন কথা কহিলেন না। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহাকে দুঃস্বাদমান দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্বক পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্যোধন ! আমি সেই শুশ্রূষাসম্পন্ন অনসূয় ব্রহ্মপরায়ণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রাতিযুদ্ধ করিব ; তাহা হইলে তোমার আর তুঃখের বিষয় কি ?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্। যদিও আমি অশ্বখামার ত্র্যাস কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ের প্রতি সবজ্ঞমান প্রীতি করিয়া থাকি ; অধিক কি, সে আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর ; তথাপি ক্ষত্রপশ্মানুরোপে সেই অর্জুনের সহিত প্রাতিযুদ্ধ করিব। ক্ষত্র-জীবিকায় দিক্। সেই আলৌকিক ধনু-র্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারই প্রসাদে যকল যোদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মিত্রদ্রোহী, দুষ্কভাব, নাস্তিক, অসরল ও শঠ ব্যক্তি সৎসমাজে সমাগত হইলে যজ্ঞে সমুপস্থিত মূর্খের ত্র্যাস পূজনীয় হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে ; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পাপ কষ্টে নিয়ো-

জিত হইলেও শুভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন ।
প্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত
মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ ; এই দোষেই
তোমাকে পরাভূত হইতে হইবে । আমি,
ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলে
তোমার হিতকর কথাই কহিলাম ; কিন্তু
তুমি তাহা অগ্রাহ করিয়া আপনাকে
বনবান্ মনে করিয়া গঙ্গাবেগের ঘায় গ্রাহ,
নদ্র, মকরমঙ্গুল মহাসাগর সহসা উদ্ভাঁর্ণ
হইতে অভিলষ করিতেছ ।

সেমন লোকে পরের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও
মাল্য পরিধান করিয়া আপনার বোধ করে ;
তদ্রূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত
হইয়া লোভবশতঃ আপনার বলিয়া জ্ঞান
করিতেছ । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোপদী
ও মশস্ত্র ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া বনস্থ
হইলেও কোন্ রাজ্যস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে
পরাজয় করিবে ? সকল রাজা কিল্লরের
স্তায় ষাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করেন,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবৈচলিত চিত্তে সেই
কুবেরের সহিতও সংগ্রাম করিয়াছিলেন ।
পাণ্ডবগণ কুবেরসদন হইতে রত্ন আহরণ
করিয়া এক্ষণে তোমার সমুদ্রসম্পন্ন রাজ্য
আক্রমণ করিতে অভিলষ করিতেছেন ।
আমরা দান করিয়াছি, হোম করিয়াছি,
অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ধন দ্বারা ব্রাহ্মণ-
গণকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ; সুতরাং আমরা
একপ্রকার কৃতকৃত্য হইয়াছি । আর আমা-
আমাদের আয়ুঃও প্রায় নিঃশেষিত হই-
য়াছে ; মরিলেও কোন হানি নাই । কিন্তু
তুমি যে রাজ্যস্থখ, মিত্র ও ধন পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া
ব্যসন প্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের
বিষয় । আর তপস্যা ও ব্রতপরায়ণা
সত্যবাদিনী দ্রোপদী ষাঁহার জয় আশংসা
করিতেছেন, তুমি সেই পাণ্ডবকে কি
প্রকারে পরাজয় করিবে ? জনার্দন
ষাঁহার মন্ত্রী ও নিগিল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য
ধনঞ্জয় ষাঁহার ভ্রাতা, তুমি সেই পাণ্ডবকে
কি প্রকারে পরাজয় করিবে ? পৈর্য্য-
শীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ ষাঁহার সহায়
এবং যিনি স্বয়ং উগ্রতপাঃ মহাবীর, তুমি
সেই পাণ্ডবকে কি প্রকারে পরাজয়
করিবে ? স্তম্ভদগণ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন
হইলে হিতৈষী স্তম্ভদের যাহা কর্তব্য
আমি তাহা পুনরায় কহিতেছি । হে বার !
যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ; কুরুগণের সমুন্নতির
নিমিত্ত সন্ধি স্থাপন কর ; পুত্র, অমাত্য ও
সেনাগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইও না ।

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহায়া
বাসুদেব রাজপুত্র ও অমাত্যগণপরিবৃত
হইয়া কর্ণকে আপনার রণে আরোহণ
করাইয়া যখন নগর হইতে নির্গত হইয়া-
ছিলেন, তখন তিনি অতি গভীর স্বরে
কর্ণকে যে সকল যুদ্ধ বা তীক্ষ্ণ সামুদ্রিক
বাক্য কহিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদয়
আমাকে বল ।

সঞ্জয় কহিলেন, “হে ভারতশ্রেষ্ঠ !
মহানুভাব মধুসূদন কর্ণকে যে সকল তীক্ষ্ণ,

মুদ্র, প্রিয়, ধন্যবুল, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী বাক্য কহিয়াছিলেন ; তাহা অনুপূর্বিক কহিতেছি ; শ্রবণ করুন। হে মহারাজ ! বাস্তবদেব কর্ণকে সম্ভোধন করিয়া কহিলেন, হে রাধেয় ! তুমি বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণকে সেবা এবং নিয়ত অসুয়াশৃণু হইয়া তদ্বার্প জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ ; এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্ডার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্ডার কানীন ও মহোৎপত্তের পিতা। হে কর্ণ ! তুমিও তোমার জননার কন্ডকা-বস্ত্রায় সমুৎপন্ন হইয়াছ ; তন্নিমিত্ত তুমি ধর্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র ; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।

পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃকুলজাত ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত ; তুমি এই উভয় কুল অবগত হইয়া আজি আমার সহিত আগমন কর ; পাণ্ডবগণও তোমাকে কোন্ডেয় ও বৃন্দাষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হউন। তোমার ভ্রাতা পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদার পঞ্চ কুমার, জয়শীল অভিমন্যু এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধক-বৃষ্ণিগণ তোমার পাদ গ্রহণ করিবে। রাজা ও রাজকন্যাগণ হিরণ্য, রজতময় ও মুগ্ধয় কুম্ভ, ওষাধ, সর্বপ্রকার বীজ, সুদয় রত্ন ও লতাপ্রভৃতি অভিষেক সামগ্রী সকল আনয়ন করুন। দ্রৌপদী দিবসের মঠ ভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন। আশ্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞোত্তম ধোম্য

আগিতে আছতি প্রদান করুন। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণেরা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চোদিগণ, বৈদিক কাম্পপরায়ণ পুরোহিত ধোম্য ও আমি, আমরা সকলেই তোমার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিব। ধন্যাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইয়া শ্বেত ব্যাজন গ্রহণ-পূর্বক তোমার অনুপাদে রথে আরোহণ করুন। তুমি অভিষিক্ত হইলে মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেত ছত্র ধারণ করিবেন ; ধনঞ্জয় তোমার কীৰ্ত্ত্বী-শতর্দিনাদিত ব্যাজচন্দ্রমংচ্ছাদিত শ্বেত বাহনসংবাহিত রথ সঞ্চালন করিবেন ; অভিমন্যু প্রতিনিয়ত তোমার সমীপবর্তী থাকিবেন ; নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডা ও আমি আমরা সকলে তোমার অন্তবর্তী হইব ; এবং দাশাহ ও দাশাণগণ তোমার পরিবার হইবে।

অতএব হে মহাবাহো ! জপ, হোম ও পৃথক্ পৃথক্ মঙ্গল কন্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্য ভোগ কর। দ্রাবড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও রেণুপগণ তোমার পুরোবর্তী হউক ; বন্দীগণ বিবিধ স্বত্তি দ্বারা তোমার স্তব করুক এবং পাণ্ডবগণ তোমার জয় ঘোষণা করুন।

হে বস্ত্রযোণ ! তুমি নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্য শাসন ও কুন্তীর আনন্দ বর্দ্ধন কর। আজ মিত্রগণ আনন্দিত, শত্রুগণ ব্যথিত

এবং পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রাতৃ সম্বৎসর হউক।

চত্বারিংশদধিক শততম

অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সৌমদ্র, প্রণয়, সখ্য বা হিতৈষিতাবশতঃ ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাহ্য মনে করিতেছ, আমি তাহা নিশ্চয় অবগন্ত হইলাম এবং আমি যে, ধর্মশাস্ত্রমারে রাজা পাণ্ডুর পুত্র, তাহারও সন্দেহ নাই। আমার জননী কন্যাবস্থায় দিবাকরের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ এবং তাহারই বাক্যানুসারে জাত-মাত্র আমাকে বিসর্জন করিয়াছিলেন। আমি যখন এই রূপে জন্ম লাভ করিয়াছি, তখন ধর্মশাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুর্ন্তা আমাকে আমার অঙ্গঙ্গল উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারণি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহৃদ-সঙ্কারে রান্নার হস্তে সঙ্গীর্ণ করিলেন। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ রান্নার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। অতএব মাদৃশ ধর্মজ্ঞ ও ধর্মশাস্ত্রশ্রবণপরায়ণ ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার পিণ্ড লোপ করিবে। আর অধিরথও আমাকে পুত্র বলিয়া অবগত আছেন এবং আমিও সৌহৃদবশতঃ তাহাকেই পিতা বলিয়া জানি। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধি দ্বারা

আমার জাতকর্মাদি সম্পন্ন করিয়া আমার নাম বশ্মশেণ রাখিলেন। অনন্তর আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া দার পরিগ্রহ করিলাম; তাহাদের হইতে আমার পুত্র পৌত্র সকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে; এবং আমার হৃদয় সেই সকল ভার্য্যাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। অথগু ভ্রমণল বা রাশীকৃত শ্রবণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অগ্রথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

এই প্রকার আমি ধৃতরাষ্ট্রকূলে দুর্যোধনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্য ভোগ ও সূতগণের সহিত বারংবার বহুবিশ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি। সূতজাতির সহিত আমার বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্দাহিত হইয়াছে। রাজা দুর্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহ সহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সব্যসারীর প্রতিমোদ্ধা বলিয়া পরিচিতি হইয়াছি। বধ, বন্ধান, ভয় বা লোভবশতঃ ধীমান্ দুর্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি আমি সব্যসারীর সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ না করি, আমার ও পার্থের অপকীর্তি হইবে। তুমি যে হিতের নিমিত্তই কহিতেছ, তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হইয়া আছে, তখন তাহারা অবশ্যই সমুদায় কার্য সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার জন্মবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। জিতে-

ক্ষিয় ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথমজাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিবেন না; আর আমিই যদি সেই অবিস্তার রাজ্য প্রাপ্ত হই; তাহা হইলে দুর্ব্বোধনকেই প্রদান করিব; অতএব ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন। ক্রমাকেশ যাঁহার নেতা এবং ধনঞ্জয়, মহারথ ভাগসেন, নকুল, মহাদেব, দ্রোণদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সত্যধর্ম্মা, সৌমকি, চৈদিরাজ, চেকিতান, অপরাজিত শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপবর্ন পঞ্চ কেকয়, ভীমসেনের মাতুল ইন্দ্রায়ুধবর্ন মহানুভব কুন্তিভোজ, মহারথ শৌনজিৎ ও বিরাটপুত্র শত্রু যাঁহার যোদ্ধা, তাঁহারই পৃথিবী ও তাঁহারই রাজ্য। তিনি যখন ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তখনই তিনি এই সকল রাজসমাজ-প্রসিদ্ধ প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে বৃষভনন্দন! দুর্ব্বোধনের যে শত্রু-যজ্ঞ হইবে, তুমি তাহার উপদেষ্টা ও অধ্বর্ষ্য হইবে, বশ্মিতকলেবর কপিধ্বজ এই যজ্ঞে হোতৃপদ গ্রহণ করিবেন, গাণ্ডীব শ্রবক ও পুরুষকার আজ্যস্থানীয় হইবে; সব্যাসাচীপ্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থানাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্র সকল যজ্ঞের মন্ত্র হইবে; অর্জুনসদৃশ বা অর্জুন অপেক্ষাও অধিকতর পরাক্রান্ত অভিমন্যু গীত ও স্তোত্র পাঠ করিবেন; শদায়মান ভীমসেন উদগাতা ও স্তোতা হইবেন; জপহোম-প্রায়ণ ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠির ব্রহ্মা হইবেন; শত্রুশব্দ, মুরজশব্দ, ভেরীশব্দ ও সিংহনাদ

উৎকৃষ্ট মঙ্গলধ্বনি হইবে; বশস্বী নকুল ও মহাদেব পৈশু বন্ধন করিবেন; ধ্বজদণ্ড ও রথশ্রেণী যুগস্থানায় হইবে; কণী, নালীক, নারাচ ও বৎসদণ্ডসকল সমাধ্বর্ষ্য, তোমার সমূহ গোমরসের কলস, শরাসন সকল পবিত্র, অগ্নি সকল কপাল ও মস্তক সকল পুরোডাশের পাকপাত্র এবং রুপির হবিঃস্থানীয় হইবে; নিম্মল গদা সকল পরিধি ও শক্তি-সকল এই যজ্ঞের সমিধ হইবে; দ্রোণ ও কুপাচার্যের শিস্যগণ সদগ্ৰহ হইবেন; অর্জুন, দ্রোণ ও অশ্বখামা প্রভৃতি মহারথগণের হস্তাবিন্মুক্ত শর-নিকর পরিস্তোম হইবে; সাত্যকি প্রাতি-প্রস্থানিক কৰ্ম্ম সম্পাদন করিবেন; দুর্ব্বোধন এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন, এই মহতী সেনা তাঁহার পত্নী হইবে, মহাবল ঘটোৎকচ এই বিস্তৃত অতিরাত্র যজ্ঞকর্মে পশু বন্ধন করিবে; এবং যিনি শ্রোত যজ্ঞে হুতাশন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দীক্ষণা হইবেন।

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্ব্বোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কষ্ট বাক্য কহিয়াছি; এক্ষণে সেই অপকর্মানিবন্ধন অনুরূপ হইতেছে। যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইতে দেখিবে, তখন পুনরায় এই যজ্ঞের আগ্র চয়ন হইবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদ সহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখন সোমরসপান সমাপন হইবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ এবং ভীষ্মকে

নিপাতিত করিবেন, সেই সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হইবে। যখন মহাবল ভীমসেন ভূর্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন তাঁহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধু ও পৌত্রপত্নী-সকল একত্র মিলিত এবং সামিগীন, পুত্র-বিহান ও নাথহীন হইয়া গান্ধারী সমভিব্যাহারে কুকুর, গৃধ্র ও কুরুরসঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করিবেন, তখন এই যজ্ঞের অব-ভূত স্নান সমাপান হইবে। হে কেশব ! বিদ্যাবুদ্ধ ও বয়োবুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ তোমার নিমিত্ত রুণা প্রাণ ত্যাগ না করেন। ত্রৈলোক্যের মধ্যে এই কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতম স্থান; যাহাতে ক্ষত্রিয়গণ এই ক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলে পরিত ও নন্দা সকল যাবৎ বর্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার কীৰ্ত্তি অবিদ্বন্দ্ব হইয়া রহিবে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রিয়সমাজে এই বশস্কর মহাভারতযুদ্ধ কাঁড়ন করিবেন। অতএব মন্ত্রণা সংবরণ-পূর্বক যুদ্ধে নিমিত্ত স্নান নিকট কৌন্তেয়কে অন-য়ন করন।

একচত্বারিংশদধিক শততম

অধ্যায় ।

শত্রুনাশন কেশব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈশৎ হস্ত-সহকারে কহিলেন, হে কর্ণ ! আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিলাম; কিন্তু তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া শাসন করিতে অনিচ্ছু হইলে; অতএব

তুমি রাজ্য লাভের উপায় প্রাপ্ত হইবে না। পাণ্ডবেরাই যে জয় লাভ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বিশ্বকস্মা ইন্দ্র-কেতুসদৃশ যে মায়াময় ধ্বজ নিষ্কাশন করিয়া-ছিলেন; যে ধ্বজে জয়াবহ ও ভয়াবহ ভূত-গণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; যে ধ্বজ চতু-দ্দিকে সৌজন্যপরিমিত হইয়াও পর্বত বা বনস্পতিতে সংলগ্ন হয় না; সেই ছতাসন-সদৃশ বানরকেতু নামে ধনঞ্জয়ের অত্যাশ্রয় ধ্বজ সমুৎখিত হইয়াছে। যখন দেখিবে, ধনঞ্জয়কৃষ্ণ সারথি-সমভিব্যাহারে সংগ্রামে আগমন পূর্বক অগ্নেয় ও বায়ব্য ঐন্দ্র অস্ত্র পরিচাল্য করিবেন; এবং বজ্রনির্ঘোমসদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে; তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, আদিত্য-সদৃশ চর্কর্য জগদ্রোমপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির স্রীমৎ সেনাগণকে রক্ষিত ও পরকীয় সেনা-গণকে সন্তাপিত করিতেছেন; তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মহাবল ভীমসেন প্রতিমা-প্রসূত মত্ত মাতঙ্গের স্থায় ভ্রুশাসনের রূপিত পান করিয়া রণ-ক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন; তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূর্যোধন ও জয়দ্রথ যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া-মাত্র সবাসাচী কর্তৃক প্রতিহত হইলেন; তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর, কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, মাতঙ্গসদৃশ মহাবলশালী মাদ্রীপুত্রেরা

নিবিড় শরসম্পাতে অরাতিগণের সেনা,
রথ ও বারনিবহকে নিপীড়িত করিতেছেন;
তখন কি সত্য, কি ত্রোতা, কি দ্বাপর,
কোন যুগই থাকিবে না।

হে কর্ণ ! এ স্থান হইতে গমন করিয়া
দ্রোণ, ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে যে,
হে বীরগণ ! এই মাস অতি মনোহর ;
এক্ষণে তৃণ ও উদ্ভিদ অতি সুলভ ; ওষধি
ও বন সকল সতেজঃ, বৃক্ষ সমুদয় ফলবান্,
মক্ষিকা সকল বিনষ্ট এবং মলিল সকল
বিনিষ্কল ও সুস্বাদু হইয়াছে ; এই মাস
অতিমাত্র উষ্ণ বা অত্যন্ত শীতল নয় ; ইহা
কেবল সুখময়। আজ হইতে সপ্ত দিব-
সের পর অমাবস্তা হইবে ; পণ্ডিতেরা
কহিয়াছেন, পুরন্দর এই তিথির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা ; অতএব আপনারা সেই দিনে
সংগ্রামসাধন সামগ্রীকলাপ সংগ্রহ করুন।
আর যে সকল রাজা যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া
ছেন, তাঁহাদিগকেও কহিবে, হে রাজগণ !
কেশব তোমাদিগের সমুদায় অভিলাষ পরি-
পূর্ণ করিবেন ; তোমরা যে সকল রাজা ও
রাজপুত্র দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়াছে,
সকলেই শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া পরম গাতি
লাভ করিবে।

দ্বিচত্রিংশদশিক শততম

অধ্যায়।

মহাবীর কর্ণ কেশবের হিত বাক্য
শ্রবণ করিয়া পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, হে
মধুসূদন ! তুমি আনাকে অবগত হইয়াও
কি যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ ? এই

যে পৃথিবীর প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়াছে ;
আমি, শকুনি, দ্রুপদ, দ্রুপদ ও রাজা দুর্য্যোধন,
এই চারিজন ইহার কারণ। পাণ্ডব ও
কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী
রূপির দ্বারা কলমিত হইবে ; তাহার
সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনের বশীভূত রাজা
ও রাজপুত্রগণ এই সময়ে শস্ত্রাগ্নি দ্বারা
দগ্ধ হইয়া শমনসদনে গমন করিবেন।
ভূরি ভূরি দ্রুপদ, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ও
নিদারুণ বোমহরণ উৎপাত সকল যুধি-
ষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা
করিতেছে। অতিতীক্ষ্ণ মহাদ্রুতি শনিগ্রহ
প্রাণিগণকে অধিকতর পীড়া প্রদান করি-
বার নিমিত্ত রোহিণী নক্ষত্রকে নিপীড়িত
করিতেছে ; মঙ্গলগ্রহ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের
নিকট বক্র হইয়া মিত্রগণকে বিনাশ করি-
বার নিমিত্ত অশ্লীল্যধাকে প্রার্থনা করি-
তেছে ; বিশেষতঃ যখন মহাপাত নামে
এই চিত্রা নক্ষত্রকে পীড়া প্রদান করি-
তেছে, তখন কুরুগণের ঘোরতর বিপদ
উপস্থিত ; তাহার সন্দেহ নাই। চন্দ্র-
মার কলঙ্ক ক্ষীণ হইয়াছে ; রাহু সূর্য্যকে
গ্রহণ করিতেছে ; এই উল্কা সকল কম্পা-
শ্বিত হইয়া আকাশ হইতে নিখাত সহকারে
নিপাতিত হইতেছে ; মাতঙ্গগণ ভীষণ গর্জ্জন
করিতেছে এবং অশ্বগণ পানীয় ও ভূণের
সহিত অশ্রু মোচন করিতেছে। পণ্ডি-
তেরা কহিয়াছেন, এই সকল দুর্নিমিত্ত
প্রাভুভূত হইলে প্রাণিবিনাশকর মহাভয়
উপস্থিত হয়। অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণ
অত্যন্ত আহার করিয়া প্রচুর পুরীষ পরি-

ত্যাগ করিতেছে ; পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৃত-
রাষ্ট্রের পুত্র ও মৈত্ৰ্যবর্ণের পরাভবচিহ্ন
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন।

পাণ্ডবগণের বাহন সকল ছুটি ও যুগ-
গণ তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিকস্থ হইয়া উঁহা-
দিগের বিজয়লক্ষণ কাহিতেছে ; আর
দুর্যোধনের বাম দিকস্থ যুগগণ ও দৈব-
বাণী ইহার পরাভবলক্ষণ প্রকাশ করি-
তেছে। পবিত্র পক্ষা ময়ূর, হংস, মারুত,
চাতক ও চকোরগণ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতেছে আর গুহ্র, কঙ্ক,
বক, শ্যেন, রাক্ষস, বৃক ও মাক্ষিকগণ
কৌরবগণের অন্তর্গামী হইতেছে। দুর্যো-
ধনের মৈত্ৰ্যমধ্যে ভেরার শব্দ নাই ; পাণ্ডব-
গণের পটহ সকল আহত না হইয়াও শব্দ
করিতেছে। কুরুমৈত্ৰ্যমধ্যে কৃপ প্রভৃতি
জলাশয় সকল বৃনভগণের স্যাম শব্দ করি-
তেছে ; দেবতা মাংস ও শৌনসহ বসন
করিতেছেন ; প্রাকার, গরিপা, বহু ও
চারু তোরণে স্তম্ভোদ্ধিত শব্দধ্বনিগর মৃদা-
সংযুক্ত হইয়া উদর হইতেছে ; বৃনভ কঙ্ক-
বর্ণ পরিবেশ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া
রহিয়াছে ; পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর দিক্যাই
কৌরবগণের বিগতি মূঢ়তা করিতেছে ;
একপক্ষ, একময়ন, একচরণ সৌন্দর্যনি-
পক্ষিগণ ও শিবাসকন্যেব বসন করি-
তেছে ; কৃষ্ণগ্রীব রক্তপাতি ওষ্মাক শঙ্কন-
গণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে ; পূর্ব
দিক্ লোহিতবর্ণ, দক্ষিণ দিক্ শত্ৰুবর্ণ ও
পশ্চিম দিক্ আম পাত্রের ন্যায় হইয়াছে ;
এই সকল কৌরবগণের পরাভবচিহ্ন

লক্ষিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ যে
গুহ্র, রাক্ষস ও ভক্তিমান ভত্যগণকে দ্বেষ
করিতেছে, ইহাও তাহাদের পরাভবলক্ষণ।
এই রূপ উৎপাত দর্শন ও দিক্ সকল
প্রদীপ্ত হইয়া দুর্যোধনের মহৎ ভয় উদ্ভা-
বন করিতেছে।

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রাজা যুধি-
ষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্র স্তম্ভোপরি
সম্মিবেশিত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন ;
তৎকালে তোমাদের সকলেরই শ্বেত
উদ্ভান, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত আসন লক্ষিত
হইতেছে। পুণিবা কপিরে আবিল ও
গস্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির
অস্ত্ররাশির উপরিভাগে আরোহণ করিয়া
প্রফুল্ল চিত্তে স্ববর্ণপাত্রে মৃত পায়স ভোজন
ও মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন। অত
এক বসিষ্ঠিবট কোমল প্রদত্ত এই বসুন্ধরা
ভোগ করিবেন।

পুনরায় স্বপ্নে দেখিলাম যে, ভামকম্পা
বৃন্দার গদা হস্তে উচ্চ গবনতে আরোহণ
করিয়া এমন এই পুণিবা গ্রাস করিতেছেন।
অতঃপর অপর্যক্ট বোম হইতেছে, তিনিই
অতঃপরে সমুদায়কে বিশেষণিত করিবেন।
হে ভগবদেব ! আমি অর্জুন, দেখানে ধর্ম্য,
সেইখানে হই। পুনরায় দেখিলাম,
যাহার ধনবান তোমার সহিত পাণ্ডুরবর্ণ
যজ্ঞে আরোহণ করিয়া বার বার নাই শোভা
ধারণ করিয়াছেন। নকুল, মহদেব, ও
সাত্যকি এই তিন মহারথ শুভ্র কৈশুর,
শুভ্র কীর্ণব্রাণ, শুভ্র নাল্য, শুভ্র অশ্বর,
শুভ্র ছত্র ও শুভ্র উর্জয় ধারণ করিয়া

নরুবাহনে আরোহণ করিয়া আছেন। অতএব তোমরাই দুর্য্যোধন প্রভৃতি পার্থিব-গণকে সংহার করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পুনরায় দেপিলাম, ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যগণমন্যে অশ্বখামা, কূপ, কৃতবন্মা, সাত্বত ও অন্যান্য পার্শ্ববর্গ রক্তবর্ণ উবশাস ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আমি, মহারণ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমরা সকলেই উষ্ট্র-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছি। অতএব আমি, অন্যান্য রাজমণ্ডল ও সমুদায় ক্ষত্রিয় আমরা সকলেই গাণ্ডীবায়ুক্ত প্রবেশ ও যমসদনে গমন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কর্ণ। যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল, না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রাণিগণের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইলে ন্যায়বৎ প্রতীয়মান অন্যায় সকল তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।

কর্ণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হয় আমরা এই ক্ষত্রাস্তকারী মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, না হয়, স্বর্গে গমন করিয়া তোমার সহিত সমাগত হইব। সম্প্রতি আমরা সমরক্ষেত্রে পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।

হে মহারাজ! কর্ণ এই কথা কহিয়া কেশবকে গাড় আলিঙ্গন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে বিষম চিত্তে স্ববর্ণবিভূষিত দ্বীয় রথে আরোহণ পূর্বক আমাদিগের

সহিত আগমন করিলেন। বাসুদেবও সারথিকে চালাও চালাও বলিয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে অতিশীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদু-বংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে অকৃতকার্য্য হইয়া কুরুকুল হইতে পাণ্ডব-গণের সমাপে গমন করিলে পর, মচামতি বিত্তর কুন্তীর নিকট আগমন পূর্বক শোকাকুলিত চিত্তে শনৈঃ শনৈঃ কহিতে লাগিলেন, হে কুন্তি! বিগ্রহবিষয়ে আমার বিলক্ষণ অসম্মতি আছে; তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি অনুক্ষণ দুর্য্যোধনকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি; তথাপি ঐ দুরাত্মা কোন মতেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করে না। মহারাজ দুর্ধৃতির উপপ্লব্য নগরে বাস করিতেছেন; চেদি, পাঞ্চাল ও কৈকয় বংশীয়গণ এবং ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ-প্রভৃতি মহাপ্রভাব বীরগণ তাঁহার সহায়; তথাপি তিনি জ্ঞাতি, সৌহৃদ ও ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত বলবান হইয়াও দুর্দলের ন্যায় সন্ধি-সংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শান্তিপথাবলম্বনে কিছুমাত্র বাসনা নাই; তিনি পুত্রমদে মত্ত হইয়া অধঃপথের পথিক হইয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্বুদ্ধিপ্রভাবে অচরাৎ পরস্পর ভেদ সমুপস্থিত হইবে।

তাহারা পার্শ্বিকের প্রতি এই রূপ অধম ব্যবহার করিয়া বৈরানল প্রাজ্বলিত করিয়া থাকে, তাহারা অবশ্যই অচিরাৎ কণ্ঠের ফল প্রাপ্ত হয়। কৌরবগণ বলপূর্বক ধর্ম বিনষ্ট করিলে কাহার মনঃ বিকোমিত না হইবে? দেখ, কেশব যখন মন্দি-স্থাপনে অকৃতকার্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, তখন পাণ্ডবগণ অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; তাঁহা হইলেই কৌরবগণের অনয়-নিবন্ধন অসংখ্য বীর পুরুষ অকালে কালকবলে প্রবেশ করিবে। হে ভদ্রে! আমি এই চিন্তায় আকুল হইয়া দিবারাত্র নিদ্রাতপে লিপ্ত হইয়াছি।

মনাসনা কুন্তা বিদুরের বাক্য শ্রবণে নিরাস্ত্র হইয়া দার্ন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্থে দিক্, ঐ অর্থের নিমিত্ত এই যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ ও সূত্রদর্পের পরাভব হইবে। পাণ্ডব, চেদিবংশীয় ও মাদবগণ একত্র হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! ধনহীনের সংগ্রাম দোষাবহ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; আর যুদ্ধ না করিলে পরাভব হইয়া থাকে; অতএব ধনহীনের স্ত্রীরাই শ্রেয়; জ্ঞাতি-ক্ষয় করিয়া জয় লাভ করা কখনই কর্তব্য নহে। হায়! এই সমুদায় চিন্তায় আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, ষোড়শগণ্য দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুৰ্যোধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয় বর্জন করিতেছেন। অথবা আচার্য দ্রোণ

স্বেচ্ছাক্রমে কখনই শিষ্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন না; ভীষ্মই বা কি বলিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি সূত্রদ্রাব পরিত্যাগ করিবেন। কেবল রথাদৃষ্টি মোহানুবর্তী অনর্পণিরত বলবান্ ছুরায়া কর্ণ পাপমতি দুৰ্যোধনের বশবর্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া আমার মনঃ সতত দগ্ধ হইতেছে।

অতএব আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মনঃ প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি বাল্যকালে বিশ্বস্ত সখ্যাগণে পরিবৃত্ত হইয়া পিতা কুন্তীভোক্তার অন্তঃপুরে বাস করিতাম; ঐ সময় ভগবান্ চন্দ্রামাঃ আমার ভক্তিভাবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দেবাহ্বান মন্ত্ৰ প্রদান করেন। আমি ব্যাকুলিত চিত্তে ক্রীড়া ও বাল্য-স্বভাব প্রযুক্ত বারংবার মন্ত্ৰের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্যবল চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং কিরূপে পিতার চরিত্রে দোষ স্পর্শ না হয় আর কি রূপেই বা আমি আপনি স্কৃতশালিনী ও অনপরাধিনী হইব, এই বিবেচনা করিয়া নিতান্ত কৌতূহল ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া সেই মন্ত্ৰ পাঠপূর্বক সূর্যদেবকে আহ্বান করিলাম। সূর্যদেব মন্ত্ৰপ্রভাবে আমার নিকট আগমন করিয়া কথ্যবহ্নাতেই আমার গর্ভে কর্ণকে উৎপাদন করিলেন। কর্ণ আমার কানীন পুত্র; কি নির্গিত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিবে?

মহানুভাবা কুন্তী এই রূপে কার্য

বিনিশ্চয় করিয়া ভাগীরথী তীরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গঙ্গা-তীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আজ্ঞা মতাপরায়ণ মহাতেজাঃ কর্ণ পূর্ব-মুখে উল্লবাহু হইয়া বেদ পাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন ; কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরায়-চ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপানমান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভাব কর্ণ অপরাহু পর্য্যন্ত পূর্বান্তিমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিতে লাগিলেন ;—

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম

অধ্যায়।

ভদ্রে ! রাধাগর্ভসমুত অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে ; আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?

কুন্তী কহিলেন, বৎস ! তুমি কুন্তী-নন্দন, রাধাগর্ভসমুত নও ; অধিরথও তোমার পিতা নন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার কানীন পুত্র ; আমি কল্যাবস্থায় সর্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি ; ভ্রুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন ; তুমি সহজাত কবচ কুণ্ডলদারী দেবপুত্রসদৃশ ও দুর্দ্ধ

হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস ! তুমি আমার পিতার গৃহে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ-পূর্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃ-গণের সহিত সৌহার্দ না করিয়া এক্ষণে যে দুৰ্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য ? মহাত্মাগণ ধর্ম্ম-বিনিশ্চয় বিষয়ে পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রদান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্তন করিয়া-ছেন ; মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মাগণ ছলপূর্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণ পূর্বক অচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরব সকল কর্ণার্জুনসমাগম অবলোকন করুন ও দুরাত্মাগণ তোমাদের সৌভ্রাতৃ মন্দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জুন ও তুমি তোমরা দুই জন বলদেব ও কৃষ্ণের সদৃশ ; তোমরা একত্র হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদন না করিতে পার। হে কর্ণ ! তুমি স্বীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণ-পরিযুত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পুণ্যত ; অতএব তোমার সূত-পুত্রসংক্রা তিরোহিত হওয়াই উচিত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! কুন্ত র
বাক্য অবসান হইলে, ভগবান্ ভাস্কর গগন
হইতে কর্ণকে কহিলেন, বৎস কর্ণ! কুন্তী
সত্য কহিয়াছেন; তুগি স্রীয় মাতার বচ-
নানুরূপ সমুদায় কার্য্য কর; তাহা হই-
লেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে ।

সত্যপরায়ণ কর্ণ স্রীয় মাতা কুন্তী ও
পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়াও
কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । তিনি
তখন কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে
লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার
বাক্যে আস্থা করি না; আপনার বাক্যানু-
রূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে।
দেখুন, আপনি হইতেই আমার জাতিব্রংশ
হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে
পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অশশ্রু কীন্তি-
লোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।
আমি ক্ষত্রকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম;
কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায়
সৎকার প্রাপ্ত হই নাই; অতএব আর
কোন্ শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক
অপকার করিবে? আপনি ক্ষত্রসংস্কার
প্রাপ্ত কালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দয়
ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার
কার্য্য সাধনে অনুরোধ করিতেছেন।
আপনি পূর্বে মাতার ন্যায় আমার হিত-
চেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিত
বাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন

করিতেছেন। দেখুন, কৃষ্ণসমভিব্যাহারী
অর্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি
ভীত ও ব্যথিত না হয়! অতএব আজি
যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন
করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে
সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে।
অত্য়াপি কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা
বলিয়া জানে না; অতএব যদি আমি এই
যুদ্ধকালে তাহাদের ভ্রাতা বলিয়া প্রকাশিত
হইয়া তাহাদের সমীপে গমন করি, তাহা
হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন!

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ
আমাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও
সুখোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন;
আজি আমি কিরূপে উহা বিফল করিব।
যাহারা শত্রুদিগের সহিত বৈরভাব অব-
লম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা
ও আমাকে নমস্কার করে, যাহারা আমার
বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে
পরাজয় করিবার প্রত্যাশা করে, আমি কি
রূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব।
যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া অপার
সমরসাগরের পরপার প্রাপ্ত হইতে বাসনা
করে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরি-
ত্যাগ করিব। যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের
নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়
সমুপস্থিত হইয়াছে; এই সময় আমিও
তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা
স্বামীর নিকট কৃতকার্য হইয়া তাঁহার কার্য্য-
কাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই

মকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহ-
লোক বা পরলোকে সম্পত্তি লাভ হয় না ।

অতএব হে আর্যো ! আমি সত্য করিয়া
কহিতেছি ; ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ
স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত
সংগ্রাম করিয়া সংপূর্য্যমোচিত অনুশংস
কার্য্যানুষ্ঠান করিব ; অপনার বচনানুরূপ
কার্য্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি
সম্মত হইব না । পাণ্ডবগণের উপর
আমার যে ক্ষোভ আছে, তাহা কদাপি
বিফল হইবে না । আমি যুধিষ্ঠির, ভীম,
নকুল ও সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে
সংগ্রামে সংহার করিব না । যুধিষ্ঠিরের
সৈন্যমধ্যে কেবল অর্জুনের সহিত আমার
সংগ্রাম হইবে । অতএব হয় অর্জুনকে
সংগ্রামে নিহত করিয়া আমার উপকার
করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন হইব । হে
পুত্রবৎসলে ! আপনার পক্ষ পুত্র কদাপি
বিনষ্ট হইবে না ; কারণ অর্জুন আমার
হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব
অথবা আমি অর্জুনের হস্তে নিহত হইলে
অর্জুন জীবিত থাকিবে ; এই রূপে আপনি
চির কাল পক্ষ পুত্রের মাতা হইয়া সচ্ছন্দে
কাল যাপন করিবেন ।

যশস্বিনী কুন্তী অতিদীর্ঘ মহাবীর কর্ণের
বাক্য শ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইয়া তাঁহাকে
আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস !
তুমি যে রূপ কহিলে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ
হইতেছে, কোরবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট
হইবে ; কি করি, দৈবই খলবান্ । কিন্তু

তুমি যে অর্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতু-
র্কয়কে অভয় প্রদান করিলে, ইহা যেন
তোমার মনে থাকে । কুন্তী ও কর্ণ এই
রূপে কথোপকথন সমাপন করিয়া পরস্পর
অনাময় ও সন্তিবাচ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক স্ব স্ব
স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এ দিকে অরাতিনিসৃ-
দন মধুসূদন হস্তিনা হইতে উপদ্রব্য নগরে
আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নিকট সমুদায়
রত্নান্ত কহিলেন এবং তাঁহাদিগকে বারং-
বার সম্ভাষণ ও তাঁহাদের সহিত বহু ক্ষণ
মন্ত্ৰণা করিয়া বিদ্রামার্গ স্বীয় আবাসভবনে
গমন করিলেন । ভগবান্ প্রথরদীপতি
অস্তাচলে গমন করিলে, পাণ্ডবগণ বিরাট-
প্রভৃতি নৃপতিগণকে বিদায় করিয়া যৎ-
কালীন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করিলেন ।
কিন্তু এতাবৎ কাল তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-
গতমানস হইয়া তাঁহারই চিন্তা করিতে-
ছিলেন । অনন্তর তাঁহাকে আবাসভবন
হইতে আনয়ন করিয়া পুনরায় মন্ত্ৰণা
করিতে আরম্ভ করিলেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ !
তুমি হস্তিনা পুরে গমন করিয়া সভামধ্যে
দুর্য্যোধনকে কি কহিয়াছিলে, তাহা বল ।

কৃষ্ণ কহিলেন, ধন্যরাজ ! আমি হস্তিনা-
পুরে গমন করিয়া সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে
যথার্থ হিতবাক্য কহিলাম ; কিন্তু ঐ
দুরাত্মা তাহা গ্রহণ করিল না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে হৃগীকেশ !
 ছুরাঙ্গা দুৰ্য্যোধনকে বিপথগামী দেগিয়া
 কুরুকুলবদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ,
 জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, আৰ্য্য গান্ধারী ও
 আমাদের বিরহে নিতান্ত মন্তপ্ত খুল্লতাত
 বিছুর এবং তত্রস্থ অন্যান্য সভাগণ সেই
 ছুরাঙ্গাকে কি কহিলেন ; তৎ সমুদায়
 যথার্থ রূপে কীর্তন কর । তুমি কুরুকুল-
 শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ভূপতিগণ
 তোমরা আমার নিমিত্ত কুরুসভায় যে সমু-
 দায় বাক্য কহিয়াছিলে, তাহা সেই কাম-
 লোভাভূত প্রাজ্ঞাভিনানা ছুরাঙ্গা দুৰ্য্যো-
 ধনের হৃদয়মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই ।
 হে কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের গতি, নাথ ও
 গুরু ; অতএব যাহাতে আমরা কালকবলে
 নিপাতত না হই ; এক্ষণে এমন উপায়
 স্থির কর ।

তখন বাস্তবদেব কহিলেন, হে রাজন্ !
 ভীষ্মপ্রমুখ মহাত্মাগণ কুরুসভামধ্যে দুৰ্য্যো-
 ধনকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন ; তৎসমু-
 দায় শ্রবণ করুন । ছুরাঙ্গা দুৰ্য্যোধন
 আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিলে,
 শান্তনুজন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে
 লাগিলেন, হে দুৰ্য্যোধন ! আমি কুশের
 হিতার্থ তোমাকে যাহা কহিতেছি, তাহা
 শ্রবণ করিয়া তৎসাধনে যত্নবান্ হও ।
 আমার পিতা শান্তনু লোকমধ্যে অতি
 বিশ্রুত ছিলেন ; আমি তাহার একমাত্র
 পুত্র ছিলাম । একদা তিনি মনে মনে
 চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পণ্ডিতগণ
 কহেন, এক পুত্র পুত্রের মধ্যে পরিগণিত

নহে ; অতএব কিরূপে আমার অন্য পুত্র
 সমুৎপন্ন হইবে, কিরূপে কুলরক্ষা হইবে
 ও কিরূপেই বা যশোবিস্তার হইবে ।
 আমি পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া কালীকে
 আয়ন পূর্বক তাহার সহিত পিতার বিবাহ
 দিলাম । পিতা ও কুলের নিমিত্ত সয়ং
 রাজা হইব না, উদ্ধরেতাঃ হইব বলিয়া
 দ্বন্দ্বর প্রতিজ্ঞা করিলাম ; সেই প্রতিজ্ঞানু-
 সারে তথাপি কার্য্য করিতেছি । উহা
 তোমার অবদিত নাই । কিয়দিন পরে
 কালীর গর্ভে আমার পিতার গুণসে কুরু-
 কুলতিলক মহাবাহু আমার কনীয়ান্ ভ্রাতা
 বিচিত্রবীৰ্য্যের জন্ম হইল । পিতার স্বর্গ
 প্রাপ্ত হইলে, আমি বিচিত্রবীৰ্য্যকে আমার
 প্রাপ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার
 অধান হইয়া কালব্যাপন করিতে লাগি-
 লাম । কিয়দিনানন্তর আমি বহুসংখ্যক
 ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া বিচিত্র-
 বীৰ্য্যের বিবাহের নিমিত্ত কাশিরাজের
 কন্যাাদিগকে আনয়ন করিলাম ; উহা
 তোমার অবদিত নাই । পরে পরশু-
 রামের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমাপ্তিত
 হইলে, নগরবাসিগণ পরশুরামের ভয়ে
 বিচিত্রবীৰ্য্যকে বিপ্রবাসিত করেন । ঐ
 সময়ে বিচিত্রবীৰ্য্য একান্ত বনিতাসক্ত
 হইয়া যক্ষারোগে আক্রান্ত হয় ।

এই রূপে রাজ্য অরাজক হওয়াতে
 স্তররাজ শতক্রতু বারিবসনে বিরত হইলেন ।
 প্রজাগণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার
 নিকট আগমন পূর্বক কহিতে লাগিল,
 হে মহাত্মন ! সমুদায় প্রজা ক্ষাণ হইয়াছে ;

...ব আপনি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা হইয়া ঈতি নিবারণ করুন। হে বীর! প্রজাগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; মাহারা অনশিষ্ট আছে, তাহারাও নিদারুণ ব্যাধিনিবহে একান্ত নির্পীড়িত হইতেছে; আপনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করুন; আমাদের মনোব্যথা দূর করুন ও পশুমানুসারে প্রজা পালন করুন। আপনি বর্তমান থাকিতে এই রাজ্য যেন বিনষ্ট না হয়।

হে দুর্যোধন! প্রজাগণের এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণেও আমার মনঃ ক্ষুভিত হইল না; আমি সদাচার স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষাতেই দৃঢ় হইয়া রহিলাম। তখন সমুদায় পৌরবর্গ, মাতা কাণী এবং ভৃত্য, পুরোহিত ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! তুমি আমাদের হিতার্থ রাজা হও, নচেৎ মহারাজ প্রতীপ কর্তৃক রক্ষিত রাজ্য তোমার সময়ে বিনষ্ট হইবে।

তখন আমি নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে বন্ধাজলি হইয়া তাহাদিগকে কহিলাম, আমি পিতার গৌরবরক্ষা ও কুলরক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং উদ্ধরেতাঃ হইব, রাজা হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব আমাকে রাজ্য-গ্রহণে অনুরোধ করিও না। পরে কৃতাজলিগুটে মাতাকে বারংবার কহিলাম, জননি! কৌরববংশে শান্তনুর ঔরসে সমুৎপন্ন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ আপনার

এই দাস আপনার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

হে দুর্যোধন! আমি এই রূপে মাতাকে ও জনগণকে অনুনয় করিয়া মাতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভ্রাতৃজা-দিগের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসকে আহ্বান পূর্বক প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন; তাহার মধ্যে তোমার পিতা জন্মান্তর প্রযুক্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই; মহাত্মা লোক-বিশ্রুত পাণ্ডুরাজা হন। এক্ষণে তাহার পুত্রগণ তাহার রাজ্য প্রাপ্ত হইবার উপ-যুক্ত; অতএব তুমি কলহ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্ক প্রদান কর। আমি জীবিত থাকিতে রাজ্য শাসনে কাহার অধিকার আছে? হে বৎস! আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিও না; আমি তোমাদের শান্তির অভিলাষেই কহিতেছি; তোমাকে ও তাহাদিগকে অবিশেষে স্নেহ করিয়া থাকি। আমি যাহা কহিলাম, এ বিষয়ে তোমার পিতা ও মাতার বিলক্ষণ মত আছে। হে বৎস! বৃদ্ধিবাক্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য; অতএব অবিশিষ্ট চিত্তে আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর; আত্মা ও সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট করিও না।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! ভীষ্মের বাক্যাবসান হইলে, আচার্য্য দ্রোণ ভূপাতি-
গণের মধ্যে ছবোদ্যমকে কহিতে লাগ-
লেন, বৎস! প্রতাপনন্দন শান্তনু ও
উহার পুত্র দেবভ্রত ভীষ্ম যেমন ক্রুরের
হিত সাধনে যত্নবান্ ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ
জিনোন্দ্ৰয় কুব্জনাথ পাণ্ডু মর্দাপাতি বন্দ-
পোক্ষা ন্যাস ছিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের
উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে
সিংহাসনে 'সংস্থাপন প্রদক' ভাষ্যাদয়-
সমভিষাচারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।
মহামতি বিদুর বিনোদভাবে কিস্করের শ্যায়
চানরবীজন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা
করিতে লাগিলেন। সমুদায় প্রজাগণ
নরাদিপতি পাণ্ডুর শ্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু
বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

হে বৎস! মহারাজ পাণ্ডু এই রূপে
ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের প্রতি রাজ্যভার সম-
র্পণ প্রদক সমুদায় পৃথিবী পদাটন করিতে
লাগিলেন। এ দিকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর
কোষবর্দ্ধন, দান, ভূত্যাগণের পর্য্যবেক্ষণ ও
সকলের ভরণপোষণে নিযুক্ত হইলেন।
অরাতিনিপাতন ভাঙ্গ সন্ধি, বিগ্রহ ও
দানাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিরত রহিলেন;
এবং মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ধৃতরাষ্ট্র
সিংহাসনস্থ হইয়া মহামতি বিদুরের পরা-
মর্শানুসারে অত্যাচর রাজকার্য্যসকল পর্য্য-
৩৫

লোচন করিতে লাগিলেন। হে বৎস!
তুমি সেই মরণশে সমুৎপন্ন হইয়া কি
নিমিত্ত কুলভেদ অভিশাপ করিতেছ?
ভাভ্যাগণের মাহত মালত হইয়া স্বচ্ছন্দে
রাজ্য ভোগ কর; আমি যুদ্ধভয় বাস্পর্শ-
গ্রহণ গালমায়ে একথা কহিতেছি না।
আমি তোমার নিকট জীবিকা নির্বাহ
করিতে বাসনা কর না; ভাঙ্গ যাহা প্রদান
করেন, তাহাই আমি উচ্চাপ্রদক গ্রহণ
করি। যেখানে ভাঙ্গ সেইখানেই দ্রোণ,
উচ্চা নিশ্চয় জামবে। এক্ষণে ভাঙ্গ যাহা
কহিলেন, তদনুসারে কার্য্য কর; পাণ্ডব-
গণকে রাজ্যাদি প্রদানে সম্মত হও; আমি
পাণ্ডবগণের ও নোমাদের উভয় পক্ষেই
আচার্য্য; তোমাদের উভয় পক্ষেই আমার
সমান স্নেহ আছে। আমি অশ্রুখীনা ও
অজ্ঞানকে তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি।
এক্ষণে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই;
যেখানে ধম্ম, সেইখানেই জয়।

অমিততেজঃ দ্রোণ এই কথা কহিয়া
তৃণীভাব অবলম্বন করিলে, মহামতি বিদুর
ভীষ্মের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিতে
লাগিলেন, হে দেবভ্রত! পূর্বের আপনি
বিনষ্টপ্রায় কোরববংশের সমুদ্ধরণ করিয়া-
ছেন; এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার বাক্যে
উপেক্ষা করিতেছেন? কুলপাংশুল
চুরাঙ্গা দুর্বোদ্যমকে, যে আপনি উহার
মতের অনুবর্তী হইতেছেন। এই অনায়াস
অকৃতজ্ঞ লোভাভিভূত চুরাঙ্গা দুর্বোদ্যম
ধর্ম্মার্থদর্শী স্বীয় পিতার শাসন অতিক্রম
করিতেছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই

দুরাত্মার দোষে সমুদায় কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে ; অতএব যাহাতে সকলের রক্ষা হয়, এরূপ উপায় করুন । যেমন চিত্র-কর আলেক্য রচনা করিয়া পুনরায় অন্যায়সে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আপনি এই কৌরবকুল বিনাশ করিবেন না । যেমন প্রজাপতি প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া অন্যায়সে তাহাদিগকে সংহার করেন, তদ্রূপ আপনি এই কুলের সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে সংহার করিবেন না এবং কুলক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া উপেক্ষা করিবেন না । বোধ হইতেছে, এই মহাবিনাশ সমুপস্থিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে । এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া হয় আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করুন, না হয় এই কপটাচারপরায়ণ দুষ্মতি দুৰ্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণপরি-রক্ষিত এই রাজ্য শাসন করুন । মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিয়া দীন চিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

সুমনন্দিনী গান্ধারী কুলনাশভয়ে একান্ত ভীত হইয়া ভূপতিগণের সমক্ষে পাপমতি দুরাচার দুৰ্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে পাপপরায়ণ দুৰ্য্যোধন ! এই সভামধ্যে যে সমুদায় পার্থিব, ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য জনগণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমি তাহাদের সমক্ষে তোমার ও তোমার অমাত্যদিগের অপরাধ কহিতেছি ; উহার প্রাণ করুন । হে পাপবৃদ্ধ ! কৌরবগণ পুরুষানুক্রমে কুরুরাজ্য ভোগ করিবে ;

এই আমাদের কুলধর্ম ; তুমি সেই রাজ্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ । হে মূঢ় ! মনুষ্য ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার অনুজ দীর্ঘদর্শী বিদুর বর্তমান থাকিতে তুমি কি বলিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম পূর্বক রাজ্য প্রার্থনা করিতেছ ? দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ইহার উভয়েই পরাধীন হইবেন । এই ধর্মাপরায়ণ মহাত্মা শান্তনুতনয় রাজ্যাভিলাষ করেন না । পূর্ব ধর্মাত্মা পাণ্ডু এই রাজ্য ভোগ করিয়া-ছিলেন ; সুতরাং এই রাজ্যে পাণ্ডুতনয়গণ ও তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিরই যথাথ অধিকার আছে ; অন্য কেহ ইহার অধিকারী নহে । এক্ষণে কুরুবংশাবতঃস মত্যাপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা ভীষ্ম যাহা কহিলেন এবং তাহার মতানুসারে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর যাহা আজ্ঞা করিবেন, আপনাদের ধর্ম প্রতিপালন-পূর্বক তদনুসারে কার্য্য করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । আমার মতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিদেশানুসারে এই কৌরবরাজ্য শাসন করুন । সেই ধর্মাত্মাই ইহার যথাথ অধিকারী ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে নরনাথ ! মহানুভাব গান্ধারীর বাক্যাবসান হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ভূপতি-গণসমক্ষে দুৰ্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র ! যদি তোমার পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা

কহিতেছি, তাহা। অবধান পূর্বক শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান হও। প্রজাপতি সোম কুরুকুলের পূর্ব-পুরুষ। নহ্মনন্দন যযাতি সেই সোমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যযাতির পঞ্চ পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে মহাতেজাঃ যদু সর্দ-জ্যেষ্ঠ ও পুরু সর্দকনিষ্ঠ। মহাত্মা পুরু আগাদিগের কুল বর্দ্ধন করিয়াছেন; উনি রুমপক্ষীর চুক্তিতা শাশ্বতান্ন গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন।

সর্বজ্যেষ্ঠ যদু অমিততেজাঃ শুক্লের কন্যা দেবযানীর গর্ভে সমুৎপন্ন হন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীর হইতেই যাদবগণের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সর্দাপেক্ষা সমাদিক বলবান ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত তিনি দর্পে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া পিতার শাসনে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাকে, ভ্রাতাদিগকে ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া হস্তিনা নগরে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা যযাতি পুত্রের গর্ব দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত করিলেন। যদুর অপর যে সকল ভ্রাতারা তাঁহার অনুবর্তী ছিলেন, তাঁহারাও ক্রোধাক্ত মহারাজ যযাতির শাপগ্রস্ত হইলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুরু পিতার বশবর্তী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে পুত্র! জ্যেষ্ঠ

গর্বিত হইলে কদাপি রাজ্যলাভ করিতে পারে না; আর পিতার বশবর্তী ও সৎ-স্বভাবসম্পন্ন হইলে কনিষ্ঠ ও রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে।

আরও দেখ, আমার পিতার পিতা-মহা ত্রিলোকবিশ্রুত সর্বধন্যজ্ঞ মহীপাল প্রতীপ ধম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার দেবতুল্য তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবাপি সর্বজ্যেষ্ঠ; বাহ্লীক মধ্যম ও শান্তনু সর্দকনিষ্ঠ। মহাত্মা শান্তনু আমার পিতামহ।

মহাতেজাঃ দেবাপি সাতিশয় ধাশ্বিক, সত্যবাদী, পিতৃশুশ্রূষানিরত, সজ্জনসংকৃত, বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বভূতহিতৈষী পিতার শাসনে স্থিত, ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানু-বর্তী, পুর ও জনপদবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই প্রিয়; এবং চক্রাকার কুষ্ঠরোগে দূষিত ছিলেন। দেবাপি, বাহ্লীক ও শান্তনু এই তিন জনের পর-স্পর বিলক্ষণ মৌভ্রাতৃ ছিল।

কিয়ংকাল পরে বৃদ্ধ রাজা প্রতীপ জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপির অভিষেকার্থ সমুদায় মঙ্গলদ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। তখন সমুদায় ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণ পৌর ও জনপদ-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভূপতির সমীপে গমন-পূর্বক দেবাপির অভিষেক নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! দেবাপি সাতিশয় বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের নিতান্ত প্রিয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু উনি কুষ্ঠরোগে দূষিত বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না।

হে' রাজন্! দেবগণ হীনাস্ত ব্যক্তিকে
কদাপি অভিনন্দন করেন না। মহারাজ
প্রতাপ এই রূপে সেই সমাগত মহাত্মাগণ
কর্তৃক প্রিয় পুত্রের অভিসেক্ষে নিবারণিত ও
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুগদগদ স্বরে
বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা
দেবাপি রাজ্যলোভে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যে
প্রস্থান করিলেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা
বাছানক ও পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃরাজ্য-
প্রভৃতি পরিত্যাগ-পর্যন্তক পরম সন্তুষ্টি-
সম্পন্ন মাতুলকূলে গমন করিয়া বাস
করিতে লাগিলেন। কিয়দিন পরে বৃদ্ধ
রাজা প্রতাপ পরলোক্যাত্মা করিলে, লোক-
বিশ্রুত শাস্ত্রবৎ বাছানকের আত্মশাস্ত্রমারে
পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পশ্চাত্তমারে
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

হে পুত্র! হানাস্ত হইলে রাজ্য লাভ
করিতে পারে না বলিয়া মতিনান্ পাণ্ডু
কনিষ্ঠ হইয়াও আমার প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ
করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার অবদানে
তাহার পুত্রগণই এই রাজ্যের যথাধর্ম অধি-
কারী। হে দুর্যোধন! যখন আমি রাজ্য-
প্রাপ্ত হই নাই; তখন তুমি আমা বলিয়া
রাজ্য-গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছ; তুমি রাজ-
পুত্র বা রাজা নও। এক্ষণে এই রাজ্য-
গ্রহণে অভিলাষী হইয়া পরস্বহরণে প্রবৃত্ত
হইতেছ। দেখ, মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ-
পুত্র; ন্যায়ানুসারে এই রাজ্যপ্রাপ্ত তাহা-
রই হইতে পারে; সেই মহাত্মভবই এই
কৌরবকূলের প্রভু ও লালনকর্তা। এই
মহাত্মা মতাপ্রজ্ঞ, অপ্রমত্ত, বন্ধুবণের

শাসনানুবর্তী, প্রজাগণের প্রিয়, দয়াবান্,
জিতেন্দ্রিয় ও সাধুগণের পালনকর্তা।
এই মহাত্মাতে ক্ষমা, তীতিক্ষা, অর্জব,
মত্য, শ্রুত, অপ্রমাদ, ভৃত্যবৃন্দকম্পা ও
শাসনপ্রভৃতি সমুদায় রাজগুণ বর্তমান
আছে। তুমি নিতান্ত অভদ্র, লুন্ড ও
পাপবান্ধ; তাহাতে আব'র রাজপুত্র নও;
অতএব কিক্রমে এই পরের রাজ্য হরণ
করিতে সমর্থ হইবে? যদি সত্য অনুজ-
গণ সমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া স্বপ্নে
কালান্তিপাত করিতে বাসনা থাকে, তাহা
হইলে পাণ্ডবগণকে অর্চনাং সমাচীনমপরি-
চ্ছদ রাজ্যাদ্ব প্রদান কর।

একোদশাশদশিক শততম অধ্যায়।

হে দম্ভনন্দন! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ,
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এই প্রকার উপদেশ
প্রদান করিলেও দুর্য্যোদন প্রাতি-
বোধিত হইল না। এই দুরাত্মা তদ্রূপ সমু-
দায় সভ্যগণের প্রাতি অনাস্থ্য প্রদর্শন-
পর্যন্তক ক্রোধরক্ত নয়নে দ্ব্যস্ত্রোপান-পর্যন্তক
গমন করিতে লাগিল; ক্ষণায়ুঃ ভূপতিগণ
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।
দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সেই ভূপতিগণকে
পুনঃ পুনঃ কাহিতে লাগিল, হে ভূপালগণ!
অগ্নি পুয়া নক্ষত্র; অতএব সকলে কুরু-
ক্ষেত্রে গমন কর। কালপ্রোরিত ভূপাল-
গণ দুর্যোধনের অনুরক্তক্রমে ভীষ্মকে সেনা-
পতি করিয়া অর্চ্যচক্রে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহা-
রে ভ্রময় গমন করিতে লাগিল। তাল-

কেতু ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌ-
হিণী সেনার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া
অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিলেন ।

হে নরনাথ ! কুরুসভামধ্যে মহাত্মা
ভীষ্ম, দ্রোণ, বিভ্রর, ধৃতরাষ্ট্র ও মনাস্থনী
গান্ধারী আমার সমক্ষে বাহা বাহা কহিয়া-
ছিলেন, এবং অন্যান্য যে সমুদায় ঘটনা
হইয়াছিল, তাহা আপনাকে কহিলাম ;
এক্ষণে সাহা কর্তব্য হয়, করুন ; হে রাজন !
আমি আপনাদের উভয় পক্ষের পরস্পর
সৌভ্রাতৃ সংস্থাপন, বংশের অভেদ ও প্রজা
গণের ব্রাহ্মের নিমিত্ত মনোযোগে সামবাক্য
প্রয়োগ করিয়াছিলাম । কিন্তু যখন দেখি-
লাম, দ্রুপদ্যোদন সঙ্কল্পস্থাপনে সম্মত নহে,
তখন সমুদায় ভূপতিগণকে একত্র করিয়া
দেবমানুষসম্পর্কীয় কার্যের কীৰ্ত্তন, অদ্বুত
অমানুষ দারুণ কষ্ট প্রদর্শন, সেই সমুদায়
ভূপতিগণকে ভৎসন, দ্রুপদ্যোদনকে তৃণ-
ভ্রাদান ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কপট দত্ত নিব-
ন্ধন নিন্দা এবং কর্ণ ও শকুনিকে বারংবার
ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিতে
লাগিলাম ।

এইরূপে সেই সমুদায় ভূপতিদিগকে
বাক্য ও মন্ত্রণা দ্বারা ভেদিত করিয়া পরি-
শেষে কুরুবংশীয়গণের অভেদ ও স্বকার্য-
সাধনের নিমিত্ত দানপক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক
দ্রুপদ্যোদনকে কহিলাম, হে ধৃতরাষ্ট্রতনয় !
মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ স্ব স্ব মান
পরিচ্যোগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, বিভ্রর ও ভীষ্মের
আজ্ঞানুবর্ত্তী ও অধীন হইয়া কালতিপাত
করিবেন ও উভাদের বাক্যানুসারে

তোমাকে সমুদায় রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক
আপনারা অনীশ্বর হইয়া থাকিবেন ।
সমুদায় রাজ্য তোমারই হইবে ; পিতামহ
ভীষ্ম, বিভ্রর ও তোমার পিতার বাক্যানু-
সারে তোমাকে কেবল তাঁহাদের পক্ষ
গ্রাম প্রদান করিতে হইবে ; পাণ্ডবগণ
তোমার পিতার অবশ্য পোষ্য ।

হে ধন্যরাজ ! দুরাশ্রা দ্রুপদ্যোদন
আমার এই বাক্যেও সম্মত হইল না ।
সুতরাং কৌরবগণের প্রতি চতুর্থ উপায়
দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি
না । দ্রুপদ্যোদনের সংগৃহীত ভূপতিগণ
কালপ্রেরিত হইয়া বিনাশের নিমিত্ত কুরু-
ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে । হে মহারাজ !
কৌরবসভায় বাহা বাহা ঘটিয়াছিল,
তৎসমুদায় আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করি-
লাম । লোক বিনাশের হেতুভূত আসন্ন-
মৃত্যু কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে আপনাকে
কদাপি রাজ্য প্রদান করিবে না ।

ভগবদ্রথানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

সৈন্যনির্ঘান পর্ব্বাধ্যায় ।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধন্য-
রাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণগোচর
করিয়া তাঁহারই সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে কহি-
লেন, হে ভ্রাতৃগণ ! কৌরবসভায় যেরূপ

কথোপকথন হইল এবং বাহুদেবের যে প্রকার অভিপ্রায়, তোমরা তাহা সম্যক অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সেনা-সমুদায় বিভাগ কর। এই সাত অক্ষৌ-
হিণী সেনা বিজয়ার্থ সমবেত হইয়াছে। মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, প্লষ্টদ্যুম্ন, চেকি-
তান, সাত্যকি ও ভীমসেন এই সাত জন সেই সাত অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক হই-
বেন; ইহারা সকলেই বেদপারগ, যুদ্ধ-
বিশারদ, অস্ত্রবেত্তা, সজ্জরিত্র, লজ্জাশীল ও নীতিকুশল; এবং রণস্থলে শরীরপাত করিতেও উদ্যত আছেন। হে মহাদেব! যিনি এই সাত জন সেনাপতির নায়ক হইতে পারেন এবং সংগ্রামে মহাবল পরা-
ক্রান্ত জলন্ত অনলসঙ্কশ ভীষ্মের শর-
জালের তেজঃ সহ্য করিতে সমর্থ হন, এমন এক সেনাবিভাগনিপুণ ব্যক্তিকে নির্দেশ করিয়া বল। হে পুরুষপ্রবর! কে আগাদিগের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত, তদ্বিময়ে তুমি আশ্রমত প্রকাশ কর।

মহাদেব কহিলেন, মহারাজ! আমরা যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যংশ প্রাপ্তির নিমিত্ত উদযুক্ত হই-
তেছি, যিনি আমাদের সমদুঃখতুখ মিহ্র, সেই যুদ্ধতর্জম মহাবীর বিরাটই রণস্থলে ভীষ্ম ও অন্যান্য মহারথগণের বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। অনন্তর বাক্য-
বিশারদ নকুল কহিলেন, মহারাজ! যিনি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য, কুল ও আভিজাত্য-
সম্পন্ন, যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সকল

শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি নিতান্ত দুর্ধর্ষ ও দত্য প্রতিলব্ধ, যিনি মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি প্রতিনিয়ত স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি শতশাখাসম্পন্ন রক্ষের ন্যায় পুত্রপৌত্রগণপরিবৃত ও পার্শ্ববর্গের স্নানীয়, যিনি দ্রোণবিনা-
শের নিমিত্ত রোমপরবশ হইয়া স্রীয মহ-
ধন্বী-সমভিব্যাহারে অতি কঠোর তপোমু-
ষ্ঠান করিয়াছিলেন, যিনি পিতার ন্যায় মন্তত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ দ্রুপদরাজই আগাদিগের সেনাপতি হইবেন; তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবেন।

অনন্তর অর্জুন কহিলেন, মহারাজ! যে অনলসঙ্কশ দিব্য পুরুষ তপোবলে ও মহর্ষিগণের সন্তোষপ্রভাবে শরাসন, কবচ ও খড়্গ ধারণ এবং দিব্য অশ্ব-
সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া মহা-
মেঘের ন্যায় রথঘর্ষর শব্দে দিগ্ভ্রম প্রাতি-
স্থানিত করিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; যাঁহার স্কন্ধ, ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থল সিংহের ন্যায়, যাঁহার ক্রা, দন্ত-
পংক্তি, হনু, মুখমণ্ডল ও লোচনযুগল অতি রমণীয়, যাঁহার জক্র গৃহ এবং চরণদ্বয় স্তম্ভাঙ্কিত, যিনি সর্বশস্ত্রের অভেদ এবং যিনি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন, সেই সিংহের ন্যায় গর্জ্জনশীল, বলবিক্রমশালী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ধৃষ্ট-
দ্যুম্ন ভীষ্মদেবের অশনিসমস্পর্শ, প্রদীপ্ত-
মুখ, ভুজঙ্গমতুল্য, বেগে যমদূতসম, নিপাত-

বিষয়ে পাবকসদৃশ ও বজ্রের ন্যায় কঠিন শরজাল অনায়াসে সহ করিতে সমর্থ হইবেন। পূর্বে ভগবান্ রাম রণস্থলে ঐ সমস্ত শর সহ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ ! এক্ষণে মহাবীর ধুষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে মহাত্রিত ভীষ্মের পরাক্রম সহ করিতে কে সমর্থ হইবে। তিনি দুর্ভেদ্য কবচধারী ও ক্ষিপ্রহস্ত এবং যুগপতি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দর্শ ; আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।

ভানসেন কহিলেন, মহারাজ ! সিদ্ধ পুরুষ ও মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, জ্ঞাপদা-ভুজাশিখণ্ডী ভীষ্মের বধ সাধনার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছেন ; তিনি যখন সমরমধ্যে দিব্যাস্ত্র-জাল বিস্তার করেন, তৎকালে লোকে মহাত্মা রামের ন্যায় তাঁহার রূপ নিরাক্ষণ করিয়া থাকে। সান্দনস্থিত বঙ্গধারী শিখণ্ডীকে সমরে সংহার করিতে কে সমর্থ হইবে ; তিনি ভিন্ন দৈরথযুদ্ধে ভাঙ্গাকে বিনাশ করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না। অতএব আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! বাসুদেব সমস্ত জগতের সারাসার, বলাবল ও ইহাদিগের অভিপ্রায়ও সম্যক্ অবগত হইতেছেন ; এক্ষণে ইনি যঁাহাকে নির্দেশ করিবেন, আমি তাঁহাকেই সেনাপতি পদে নিয়োগ করিব। কৃষ্ণ কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, বুদ্ধ বা যুবাই হউন, ইনিই আমাদিগের জয়পরাজয়ের মূল কারণ। একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে সমস্ত প্রাণ,

রাজ্য, ভাব, অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই প্রতিষ্ঠিত আছে ; ইনি ধাতা ও বিধাতা ; ইহাতেই সমস্ত সিদ্ধি বিद्यমান রহিয়াছে। অতএব কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সেনাপতি হইবেন, ইনি তাহা অবধারণ করুন। রজনী সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে আমার সেনাপতির বিষয় অবধারণ করিয়া প্রাতঃকালে অস্ত্রশস্ত্রাদির অধিবাসন ও স্বস্তি-বাচন-পূর্বক কৃষ্ণের আদেশানুসারে সমরাস্ত্রনেগমন করিব।

অনন্তর কৃষ্ণ দণ্ডরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক শ্রবণ করিয়া অর্জুনের মুখ নিরীক্ষণ-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ইহারা যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিলেন, তাঁহারাই সেনাপতির উপযুক্ত, শত্রুজয়ে সক্ষম। তাঁহারা রণস্থলে অবতারণ হইলে, লুক্কপ্রকৃতি পাপাত্মা ধর্तरাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়। আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সন্ধি-সংস্থাপন বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে আমরা ধর্মের ধান হইতে বিনিমুক্ত হইলাম এবং লোকের নিকটেও নিন্দনীয় নই। অবিচক্ষণ বালক দুর্ঘোষণ আপনাকে অস্ত্রশস্ত্রে স্তম্ভপুণ ও বলসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব আপনি সেনা সকল সসজ্জিত করুন। ধর্तरাষ্ট্রগণ মহাবীর ধনঞ্জয়, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন, যমোপম নকুল সহদেব, যুয়ুধান, ধুষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, ঋপদ, দ্রৌপদীতনয় ও অতীন্দ্র মহাবল পরাক্রান্ত অকৌহীনায়কদিগকে নিরীক্ষণ করিলে

রণস্থলে অবস্থান করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। আমাদিগের দুরাসদ দুপ্রদর্শ মহাবল সৈন্যসমূহায় সংগ্রামে ধর্ত্তিরাষ্ট্র-গণের সেনাদিগকে সংহার করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমার মতে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হউন।

বাসুদেব এই রূপ কহিলে তদন্ত তৃপালসকল একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদিগের অতি গভীর আনন্দ কোলাহল সম্মিথিত হইল। ইত্যন্তঃ পাবমান সৈন্যগণের মাজ মাজ শব্দ, অশ্বের হেঁসারব, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, রথচক্রের ঘর্গরধ্বনি এবং শস্র ও দ্রুমুভিনিাদে চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। দ্রুতসফল ইত্যন্তঃ পাবমান হইল; পাণ্ডবগণ মসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত বস্ত্রধারণ করিতে লাগিলেন। তখন রথমাতঙ্গ-পদাতিজনসমাকুল সেনাসমাগম উন্মাদালা-সকুল মহাসাগরের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ ও পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় নিতান্ত তুর্দ্ধ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা প্রাচীর নিশ্চাণ ও বীর পুরুষ নিযোজন দ্বারা স্ত্রী ও সমস্ত ধনের রক্ষা বিধান ও অর্ধদিগকে স্বর্ণ এবং ধেনু দান করিয়া রথারোহণ পূর্বক সেনা-সমভিষাঘারে গমন করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেন, মার্দীতনয় নকুল সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ সূনামুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সেনা-গণের মধ্য হইতে সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর

শব্দ সম্মিথিত হইয়া নভোগুণ স্পর্শ করিল। পশ্চরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেনা-বিদারণপটু স্বীয় সৈন্যগণের মধ্যবর্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। শকট, আপণ, বেষ্টাগণ, যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও চিকিৎসক সকল তাঁহার সমাভিষাঘারে যাত্রা করিল। রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত পারিচারিক এবং অকম্প্য ও তুর্দ্ধল সৈনিক পুরুষদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সত্যবাদিনা দ্রুপদমানন্দনা দামী ও দাসগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়গণ ধৃতকেকেতু, কাশিরাজপুত্র বিভ্র, শ্রেণিমান, বসুদান ও শিখণ্ডা ইহারা বিবিধ অলঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্র ও বস্ত্র ধারণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বিরাট, মাজ্জ-সেনা, সৌম্যক, তুশম্মা, কুন্তিভোজ ও ধৃষ্ট-দ্যুম্নের আত্মভরণ সৈন্যের পশ্চিমাঙ্কে গমন করিলেন। অনাধুষ্টি, চোকতান, ধৃতকেকেতু এবং সাত্যকি ইহারা চারি অবৃত্ত রথ, দুই লক্ষ অশ্ব, চারি লক্ষ পদাতি ও ছয় অবৃত্ত হস্তী লইয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন-পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া যুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ বাসুদেব ও অতীর্ন অধিকতর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বজ্রনিঘোষ-সদৃশ সেই পাঞ্চজন্ত্যনিমিত্ত শ্রবণগোচর করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। শঙ্খদ্রুমুভি-

ক্ষমিসহকৃত বীরগণের মিত্রনায়ে প্রাণবী,
অন্তর্যাক্ষ ও মহাপ্রাণের প্রাণকান্ডে হইতে
লাগিল।

একপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায়।

মহারাজ! অমন্তুর ময়রাজ মাদ্যন্তর
শুশানস্তান, দেবায়তন, মন্তায়তন, মহাসি-
গণের আগ্রহ ও ত্রাণদায়ক পারিচার
করিয়া সমস্ত, স্রষ্টা, প্রভূত ত্রাণ ও
ইন্দ্রসম্পন্ন, অতি পবিত্র রমণীয় প্রদেশে
সেনানিবেশ সম্পাদন করিলেন। পরে
ক্ষণকাল বাহনগণকে গতক্রম করাষ্টয়া পুন-
রায় তথা হইতে উত্থানপূর্বক শত সহস্র
মহাপ্রাণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাহুদেব
অর্জুনের সন্তান দারিদ্র্যদেবের সহস্র
মহাস্র সৈন্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া ইত-
স্তত পদাটন করিতে লাগিলেন। মহাবীর
ধৃতিহাস, মাত্যাক ও মুরদান ইহারা শিবির
ের পরিমাণ স্থির করিলে পর, ভগবান্
বাহুদেব তথায় উত্তম উপতীর্ণশোভিত,
কর্করপক্ষাববাজিত, পাবত্র মণিগয়ুক্ত চির-
গুতা নামে এক স্রোতস্বতী প্রাপ্ত হইয়া
পরিখা খনন করাষ্টিলেন এবং আশ্রয়ার্থ
তথায় কতকগুলি সৈন্যকে অদৃশ্যভাবে
সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডব-
গণের নিমিত্ত যে প্রকার শিবির সন্নি-
বেশিত হইল, তদ্রূপ অস্ত্রাশ্রয় ভূপালগণের
নিমিত্তও প্রভূততর কাঠসম্পন্ন অন্নপান-
সহকৃত নিতান্ত দুঃস্বাদ শত সহস্র শিবির

পৃথকপৃথক সন্নিবেশিত হইতে লাগিল;
দৈশিলে বোধ হয় যেন, বিনানসমূহ ধরা-
তলে অবতারণ হইয়া রাখাছে।

তথায় শত শত বেতনভুক্ত স্ত্রীপুণ
শিখা ও মলোপকরামগ্ন শাস্ত্রবিশারদ
চিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইল। ময়রাজ
যদিষ্ঠির পরামন, জ্যা, বশ্ম ও অচ্যাত্ত শত্রু-
সমূহ এবং পক্ষীভোগ্য মনকচূর্ণ, ত্রাণ, ত্রাণ
ও অস্বারোহ এবং অপারিগত মগ্ন, যুত ও
উদক এবং অসংখ্য মহাবল, নারীচ,
তোমর, পরশু, যষ্টি ও ত্রাণ প্রত্যেক শিবির
মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। তথায়
শত সহস্র যোদী কণ্টকময় কবচযুক্ত
মাতঙ্গ সকল উত্তম পর্বতের ত্রাণ পরিদৃশ্য-
মান হইতে লাগিল। মিত্রগণ পাণ্ডব-
দিগকে তথায় সন্নিবেশিত ভ্রমণ করিয়া
মথাস্থানে আগমন করিলেন এবং সৌম-
পায়া ত্রাণচর্চানিরত অচ্যাত্ত মহাপ্রাণ
সকল বলবাহন-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের
বিজয় লাভার্থ তথায় আগমন করিতে
লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোদন!
রাজা দুর্গোদন মণ্ডিত বিরাট ও দ্রুপদ
এবং কেকয়, বৃষ্ণি ও অচ্যাত্ত শত সহস্র
মহাপ্রাণগণে পরিবৃত্ত, বাহুদেব কর্তৃক স্তর-
ক্ষিত সসৈন্য রাজা যদিষ্ঠিরকে সূর্য্যপরি-
বেষ্টিত, সুররাজ ইন্দ্রের ত্রাণ মেই ত্রুণুল
সংগ্রামের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত
ভ্রমণ করিয়া কুরুপ অল্পস্থান করিলেন।

হে ব্রহ্মন! এই বীরসমাগম উদ্ভূতভূতি দেবগণকেও ব্যাণ্ডিত করিতে সমর্থ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও যুধামন্যু, এই সমস্ত মহাবীর দেবগণেরও ছুরধিগম্য। অতএব সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিচ্ছেদিত ও কার্য্যসকল সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব প্রতিগমন করিলে, রাজা দুৰ্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে কহিলেন, দেখ, বাসুদেব যে কার্য্য সংসাধনোদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তাহা সফল না হওয়াতে তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণ-সম্মিলনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই কৌরবগণকে ভয়্যাবশেষ করিবেন। পাণ্ডবগণের সহিত আমার সমরানল প্রজ্বলিত হয়, ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুমোদিত। ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহারই ছন্দানুবর্তী; রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বশবর্তী। পূর্বে আমি অনুজগণের সহিত তাঁহার অগ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছি। বিরাট ও দ্রুপদের সহিত আমার শত্রুভাব জন্মিয়াছে। তাঁহারাই এক্ষণে বাসুদেবের বশবর্তী হইয়া সেনাপতিপদ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম অবিলম্বেই সমাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা আলস্য পরিহার করিয়া সাংগ্ৰামিক কার্য্যের আয়োজন কর। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থানে শত্রুগণের ছুরাফ্রম্য,

বিবিধাযুধপূর্ণ, ধ্বজপতাকাপরিশোভিত, উন্নত ও দৃঢ়তর আবরণেপরিবেষ্টিত শত সহস্র শিবির সন্নিবেশিত কর। তথায় সমরোপযোগী সামগ্রী সকলের আহরণার্থে পথ প্রস্তুত করিবে, তাহা যেন শত্রুপক্ষ মহা আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। জল ও কাষ্ঠভার শিবিরमध्ये স্থাপিত করিয়া রাখিবে এবং তথায় গমনাগমন করিবার নিমিত্ত নগরের বহির্ভাগে এক অবক্ষুর পথ প্রস্তুত করিবে। হে বীরগণ! কল্যই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, অবিলম্বে সর্বদ্রুত এই রূপ ঘোষণা কর। তখন তাঁহারা যে আজ্ঞা বলিয়া পর দিন প্রভাতে স্থানে স্থানে উক্তরূপ ঘোষণা করিয়া মণী-পালগণের নিবাসের নিমিত্ত শিবিরসমূহ সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পার্শ্ববগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে স্ব স্ব মহার্ষি সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া কাঞ্চনান্দ্রদমলক্লত, চন্দনাগুরুবভূষিত, অর্গলতুল্য ভূজযুগল বারংবার মর্দন ও উত্তরীয় প্রভৃতি বসন এবং নানাবিধ ভূষণ পরিধান ও উষ্ণীয় বন্ধন করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথ, অশ্বকোবিদেরা অশ্ব, এবং হস্তিশিক্ষায় নিযুক্ত পুরুষেরা হস্তীসমস্ত স্তম্ভাজিত করিতে লাগিল। অধিকৃত ভৃত্যেরা কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল আহরণ করিল। পদাতিক পুরুষেরা স্ববর্ণচিত্রিত বহুবিধ আয়ুধসকল ধারণ করিতে লাগিল। তখন প্রহুট জনসমাকীর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী উৎ-

সবসময় হইয়া উঠিল । যোদ্ধৃগণসমাকীর্ণ
কুরুরাজগণল চন্দ্রোদয় কালীন মহার্ষিবের
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ; জন সমূহ
আবর্তের ন্যায়, হস্তী, রথ ও তুরগ সকল
মীননিকরের ন্যায়, বিচিত্র আভরণ ও বর্ণ-
সকল উর্ধ্বগালার ন্যায়, কোমসমূহ রত্ন-
জাতের ন্যায়, শঙ্খচন্দ্রভিনিদ গভীর
নির্দোষের ন্যায়, প্রাসাদপংক্তি পর্বত-
রাজির ন্যায়, অস্ত্র শস্ত্রসকল ফেননিচয়ের
ন্যায়, রথ্যা ও আপগসকল সমুদ্রগামী
হ্রদনিবহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে
লাগিল ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের
বাক্য অনুধ্যান করিয়া পুনরায় কহিলেন,
হে কৃষ্ণ ! মন্দবুদ্ধি দুর্ব্যোধন একথা কি
রূপে কহিল ! আর এত ক্ষণে আমাদিগের
কর্তব্যই বা কি এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করি-
বেই বা আমরা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ
হই । তুমি দুর্ব্যোধন, কর্ণ, শকুনি,
মৌবল ও আমার ভ্রাতৃগণের এবং আমার
অভিপ্রায় সম্যক্ বিদিত হইয়াছ ; মহাবীর
বিদুর ও ভাষ্কর বাক্য কর্ণগোচর করিয়াছ
এবং অব্যা কুন্তার অভিলানও সম্যক্ অব-
গত হইয়াছ ; এক্ষণে এই সমস্ত বিষয়
বারংবার বিবেচনা ও ইহা ভিন্ন অন্য উৎ-
কৃষ্ট বিষয়ও উদ্ভাবন করিয়া মাহাতে আমা-
দিগের শ্রেয়ো লাভ হয়, অবিলম্বে এই রূপ
উপদেশ প্রদান কর ।

বৃহদেব অতি গভীর স্বরে কহিলেন,

হে ধর্ম্মরাজ ! আপনি যে ধর্ম্মার্থসঙ্গত হিত-
জনক বাক্য প্রয়োগ করিলেন ; দুর্ভাষা
দুর্ব্যোধন তাহার অনুসরণে অভিলাষী নহে ।
সে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুরের এবং আমার
কথায় কদাচ কর্ণপাত করে না ; সে
সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে । তাহার
ধর্ম্মভয় নাই ও যশোলাভের অভিলাষ নাই ।
সে একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া
সকলকে পরাজিত করিয়াছি বিবেচনা
করিয়া থাকে । সেই পাপাত্মা আমাকে
বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিল ; কিন্তু
তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই ; তৎ-
কালে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইহারাও যুক্তিযুক্ত
কথা কহেন নাই । বিদুর ব্যতিরেকে আর
সকলেই তাহার মতামুসারী হইয়াছিল ।
শকুনি, মৌবল, কর্ণ ও দুঃশাসন আপনার
প্রতি একান্ত অযুক্ত ও নিতান্ত দুঃসহ
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে । দুর্ব্যোধন আপ-
নাকে যে রূপ কহিয়াছে, তাহার উল্লেখ
করিবার আর প্রয়োজন নাই ; ফলতঃ, সে
আপনার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছে
না । এই সমস্ত পার্থিব এবং সৈনিকগণের
মধ্যে যে পাপ ও অকল্যাণ নাই, এক-
মাত্র দুর্ব্যোধনে তাহা বিদ্যমান আছে ।
এক্ষণে আমরা সগর পরিত্যাগ করিয়া
রাজ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্বক কদাচ
কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিব না ।

অনন্তর ভূপালগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে
বাঞ্ছনিস্পৃহিত না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের
মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । তখন
ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুতনয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত

মিলিত ও তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া সময়ের উদ্যোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র সেনাগণের মধ্যে এক মহৎ হর্ষধ্বনি সমুৎপন্ন হইল; তাহাদিগের আফ্রাদের আর পরিমীমা রহিল না। ধর্ম-রাজ অবধ্য জ্ঞাতিবর্গের বধ সাধন করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-
ত্যাগ প্রদীপ্ত-ভীমসেন ও অর্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমরা যাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত অরণ্যবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্রেশপরম্পরা সীকার করিলাম; সেই কুলক্ষয়রূপ অনর্থ আজি অনিবার্য রূপে সমুপস্থিত হইতেছে। আমরা এই অনিষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত যে যত্ন করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল; যুদ্ধের উদ্যোগ করি নাই; তথাপি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল। আমরা অবধ্য আন্যগণের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রৱত্ত হইব এবং কি প্রকারেই বা বয়োবৃদ্ধ গুরু-লোকদিগকে সংহার করিয়া বিজয় লাভ করিব?

অনন্তর অর্জুন পুনরায় ধর্মরাজকে বাস্তবদেবের কথা প্রবণ কল্পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহামতি কৃষ্ণের মখে আশ্রয় কুন্তা ও বিতরের যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, তাহা সম্যক্ অবধারণ করিয়াছেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হই-
তেছে, তাহার ধর্মাত্মগত কথাই কহিয়া-
ছেন; সুতরাং এক্ষণে সমরে পরাধীন হইয়া আপনার নিন্দাস্ত অশ্রায়। তখন

বাস্তবদেব স্মিতমুখে অর্জুনের বাক্যে অনু-
মোদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সৈন্য-
মণ্ডলী-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয়
হইয়া পরম স্থখে রজনা অতিবাহিত
করিলেন।

চতুঃপাঞ্চদশিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা ভূম্যোপন রজনী
প্রভাত হইবামাত্র একাদশ অশ্বোহী-
মনিবানে গমন করিয়া মনুষ্য, হস্তী, রথ
ও অশ্বসকলকে তাহাদিগের প্ররোভাগ,
মধ্যভাগ ও পশ্চাচ্চাগে সন্নিবিষ্ট হইতে
আদেশ করিলেন। তখন বিচিত্র সৈন্য-
গণ অনুক, মনোহর ভূগীর, পান্ডব, তোমর,
খড়্গা, ধ্বজ, পতাকা, শর, শরাসন, শক্তি,
নিষঙ্গ, বিচিত্র রজ্জু, হস্তরণ, কবচগ্রহবি-
ক্ষেপ, তৈল, গুড়, সলিল, মৃত, বালুকা,
সসর্প কুম্ভ, ধূনকচূর্ণ, ঘটিকা, কলক,
গোশাস্ত্র, উপল, শূল, ভিন্দিপাল, মধুচ্ছিত,
মৃদগর, কাণ্ডদণ্ড, লাক্ষল, বস, শূর্ণ, পিটক,
দাত্র, অক্ষুণ, কণ্টকযুক্ত কবচ, বাসী,
লৌহকণ্টক, শূঙ্গ, পাপ্তি, ভল্ল, কুঠ্মর,
কুদাল, তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র, অঘাঘ্র বিবিধ
আয়ুধ গ্রহণ ও নানা প্রকার মণি এবং
স্ববর্ণাভরণ পরিধান করিয়া ব্যাস্চক্ষাচ্ছাদিত
দ্বীপিচক্ষুঃপরিবেষ্টিত রথে অরোহণ পূর্বক
প্রজ্জ্বলিত পাবকের তায় শোভা পাইতে
লাগিল। সংকুলসমুদ্ভূত শত্রুবিশারদ অশ্ব-
তত্ত্বজ্ঞ কবচধারী মহাবীর সকল সারথী-
কার্যে নিযুক্ত হইলেন। শর শরাসন
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসহকৃত পতাকাপারশোভিত

অগিচন্দ্র পট্টিশম্পন্ন ঘটাচামরদিযুক্ত উৎকৃষ্ট তুরগচতুষ্টয়যোজিত 'রথসকল পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মোক্ষগণ ঐ সকল রথে অশুভহর যন্ত্র ও ঔষগসকল বন্ধন কারলে পর, ঐ সকল রথ সুরাক্ষত, নিতান্ত চুরাক্ষয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এক জন হয়ত ক্রোধে ভী প্রসম্মিত অশ্ববৈয়ের রক্ষক ও দুই জন রথিশ্রেষ্ঠ পাষাণ সারথি হইল।

বন্ধ কক্ষায় পরিশোভিত অলঙ্কৃত হস্তা-মকল রত্নসম্পন্ন পার্শ্বতের ন্যায় প্রত্যয়মান হইয়া উঠিল। তাহাদিগের রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই জন অঙ্গুপারী, দুই জন পল্লী-ধারা, দুই জন খড়্গধারা এবং এক জন শান্তি ও প্রশ্লবারী নিযুক্ত হইল। তখন দুর্বোধ্যের মৈত্ৰীগণ সঙ্গপ্রকার আয়ুধ-ক্ষোভসম্পন্ন মত্ত মাতঙ্গ দ্বারা পরিগূর্ণ হইয়া উঠিল। কবচধারী পতাকাশম্পন্ন অলঙ্কৃত অশ্বারোহী সকল অশ্বে আরোহণ করিল। প্লুতগতিরহিত, সম্যক্ শিক্ষিত, স্তব্ধাল-ঙ্করে অলঙ্কৃত শত সহস্র অশ্ব আরোহী দিগের বশবর্তী হইয়া রহিল। বহুবিধ রূপধারী কবচশস্ত্রসম্পন্ন স্তব্ধমাল্যপরি-শোভিত পদধতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এক এক রথের দশ দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ দশ অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের দশ দশ পদাতি পাদরক্ষক হইল। অথবা এক এক রথের পঞ্চাশ পঞ্চাশ হস্তী প্রত্যেক হস্তীর শত শত অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের মাত মাত পদাতি পাদ রক্ষা করিতে লাগিল। পঁচ শত হস্তী,

পাঁচ শত রথ, পঁচ শত অশ্ব ও পঞ্চবিংশতি শত পদাতিতে এক সেনা হয়; দশ সেনাতে এক পৃথনা ও দশ পৃথনাতে এক বাহিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধা-রণ নাম সেনা, বাহিনী, পৃথনা, ধ্বজিনী, চম্ব ও বক্রাধনী।

এই রূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সংক-লিত হইল; তাহার মধ্যে মহারাজ দুর্বো-ধ্যন একাদশ অক্ষৌহিণী সংগ্রহ করিলেন; এবং পাণ্ডবগণের মাত অক্ষৌহিণী সংগৃহীত হইল। পঞ্চপঞ্চাশং পদাতিতে এক পতি ও তিন পতিতে এক সেনামুখ হয়; ইহা গুল্ম শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। তিন গুল্মে এক গণ হয়; কুরুসৈন্যমধ্যে-অদ্যত অদ্যত গণ নিযুক্ত ছিল। রাজা দুর্বোধ্যন মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান মনুষ্য-দিগকে পরীক্ষা করিয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ সেনা-নায়ক পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিয়া পূর্বেই সেনানায়কপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মহাবীর রূপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি স্তব্ধাক্ষণ, কৃত-বন্ধ্যা, অশ্বখামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি, মৌবল ও মহাবল বাহ্লীক, ইহাদিগকে প্রতিদিন দুই বেলা সর্পসমক্ষে বিধিবৎ অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং যাহারা এই সমস্ত মহাবীরগণের বশবর্তী; তাহা-রাও দুর্বোধ্যনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে ভূপাণি ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়
দুর্যোধন অত্যাচ্য মহাপালগণ সমভিব্যাহারে
কৃতাজলিপুটে মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন,
হে পুরুষপ্রবীর ! আনাদিগের সৈন্য-
গণ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত সেনা-
পতিবিরহে পিপীলিকাপুটের ন্যায় ছিন্ন
ভিন্ন হইতেছে। দুই ব্যক্তির বুদ্ধি কদাচ
সমভাবসম্পন্ন হয় না ; এই নিমিত্ত সেনা-
পতিগণ পরস্পর স্বায় বলবীর্যের স্পর্ধা
করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, পূর্বে ব্রাহ্মণ-
গণ কুশল্য ধ্বজদণ্ড উন্নত করিয়া বৈশ্য ও
শূদ্র সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ-
সম্মিধানে গমন করিলেন। তখন এক
দিকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ও অন্য দিকে
একমাত্র ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়-
গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বারং-
বার পরাজিত হইতে লাগিলেন। তখন
ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ইহার কারণ
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিলেন, হে
দ্বিজাতিগণ ! আমরা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া
এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মতানুসারে কার্য্য
করিয়া থাকি ; কিন্তু আপনারা সস্ব বুদ্ধি-
বৃষ্টির বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।
তখন ব্রাহ্মণগণ নীতিবুশল এক ব্রাহ্মণকে
সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে
পরাজয় করিলেন।

এই রূপ যাহারা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ
হুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন,

তাহারা যুদ্ধে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হন ;
তাহার সন্দেহ নাই। হে পিতামহ !
আপনি অস্তরগুরু শুক্রেয় ভুল্য, আমার
প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র, অন্তের অসংহার্য্য ও
ধন্যপরায়ণ ; অতএব এক্ষণে আমাদিগের
সেনাপতি হউন। সুরেন্দ্র পর্ব্বত সকলের,
গরুড় পক্ষিগণের, আদিত্য তেজঃপদার্থের,
চন্দ্র পাদপ সমূহের, কুবের যক্ষগণের,
ইন্দ্র দেবগণের, কাঙ্কিকৈয় ভূতগণের এবং
ছত্ৰাশন যেমন বহুগণের রক্ষক, তাদৃশ
আপনিও আমাদিগের রক্ষক হউন ; আমরা
আপনার বলবীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া দেব-
গণেরও দুর্দ্ধর্ষ হইব ; সন্দেহ নাই। যেমন
কাঙ্কিকৈয় দেবগণের অগ্রবর্তী হইয়া-
ছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে আপনি আমা-
দিগের অগ্রবর্তী হউন। যেমন গো সকল
রুমভের অনুসরণ করে, তদ্রূপ আমরা
আপনার অনুগমন করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো ! ভূমি
যাহা কহিলে, আমি তদ্বিময়ে সম্মত হই-
লাম ; কিন্তু তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবেরাও
আমার প্রিয় পাত্র ; সুতরাং তাহাদিগকে
সং পরামর্শ প্রদান করাও আমায় কর্তব্য
হইতেছে। কিন্তু আমি এক্ষণে পূর্ব্ব
প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের পক্ষ হইয়াই
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। মহাবীর অর্জুন-ব্যতি-
রেকে ভূমণ্ডলে আমার প্রতিদ্বন্দী আর
কেহই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিনি
বহুবীধ দিব্যাস্ত্র সকল অবগত হইয়াছেন ;
তথাচ প্রকাশ্যে আমার সহিত সংগ্রাম
করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না। আমি

অস্ত্রবলে ক্ষণকালমধ্যেই সুরাসুররাক্ষসগণ-
পরিবৃত বিশ্বকে নির্মল্য্য করিতে পারি ;
কিন্তু পাণ্ডবগণকে উৎসাদিত করিতে
কখনই সমর্থ নহি । আমি কহিতেছি,
যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে ;
তাহা হইলে আমি তোমার নিয়োগানুসারে
প্রতি দিন তাঁহাদিগের এক এক অশ্বত
সৈন্য সংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা-
দিগকে নিধন করিব । আর আমি
তোমার সেনাপতিপদ গ্রহণ করিব,
তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু একটা নিয়ম
নির্দ্ধারিত করিতেছি, শ্রবণ কর ; সূতপুত্র
কর্ণ সতত আমার সহিত রণের স্পর্ধা
করিয়া থাকেন ; এক্ষণে আমাদের উভয়ের
মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ? কর্ণ
কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর ভীষ্ম জীবিত
থাকিতে আমি কদাচ অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইব না । তিনি বিনষ্ট হইলে পশ্চাৎ
অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব ।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন বিধিপূর্বক
ভীষ্মদেবকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত
করিলে, তিনি তখন সমধিক শোভাসম্পন্ন
হইলেন । বাদকেরা রাজার নিদেশানু-
সারে অব্যগ্র মনে শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খ-
ধ্বনি করিতে লাগিল । বীর পুরুষেরা
সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল । কিন্তু
মেঘশূন্য নভোমণ্ডল হইতে অনবরত কর্দম
ও রুধিরময় বৃষ্টি নিপতিত, বজ্রাঘাত ও
ভূকম্প হইতে লাগিল । তদর্শনে যোদ্ধৃ-
গণের মনঃনিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল ।
আকাশবাণী ও নিরন্তর উচ্চাধাত হইতে

লাগিল । অনিষ্টসূচক শিবাগণ তারস্বরে
চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল । ভীষ্মদেব
সেনাপতির কার্য্য পরিগ্রহ করিলে, এই
রূপ নানা প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইতে
লাগিল ।

রাজা দুর্যোধন ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ও
নিষ্ক প্রদান-পূর্বক সৈন্য ও ভাতৃগণ সম-
ভিব্যাহারে ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া কুরু-
ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন । তৎকালে অশী-
র্বাদকেরা তাঁহাকে জয়াশীর্বাদ করিতে
লাগিলেন । তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়া কর্ণের সহিত পরিভ্রমণ-পূর্বক
প্রভূত ভূণ ও ইক্ষনসম্পন্ন অনুর্বর ও সম-
তল প্রদেশ পরিমাণ করিয়া শিবির সংস্থা-
পন করিলে উহা হস্তিনা পুরীর ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিল ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন !
রাজা যুধিষ্ঠির রহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান,
পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান, সমুদ্রের ন্যায়
গভীর, হিমাচলের ন্যায় সুদীর্ঘ, প্রজা-
পতির ন্যায় উদার গুণসম্পন্ন, দিবাকরের
ন্যায় তেজস্বী, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু-
বিদারণসমর্থ, ভূপালগণের অগ্রগণ্য মহাবীর
ভীষ্মকে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ ভূমূল
সংগ্রামে দার্দ্রিকালের নিমিত্ত দীক্ষিত
শ্রবণ করিয়া কি কহিয়াছিলেন এবং
ভীম, অর্জুন ও মহামতি কৃষ্ণই বা কি
কহিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত দ্রাবিড়গণ ও সনাতন বাসুদেবকে আহ্বান করিয়া শান্তি বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দ্রাবিড়গণ ! হে কেশব ! তোমরা সৈমগণ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ কর এবং বস্ত্রধারণ করিয়া সাবধান হইয়া থাক ! প্রথমতঃ পিতামহ ভীষ্মের সহিত তোমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে ; অতএব এক্ষণে সাত অশ্বোহিণীর সাত জন সেনাপতি অবধারণ কর । বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! আপনি সময়োচিত কস্মি নিদ্দেশ করিতেছেন ; উহা আমারও নিতান্ত সম্মত হইতেছে ; অতএব অন্যতি বিনশ্বে সাতটী সেনাপতি নিযুক্ত করুন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধ দেশাধিপতি সহদেব, এই সাত জনকে বিধি পূর্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন । নিম্নে দ্রৌণ বিনাশের নিমিত্ত প্রদীপ্ত ছত্ৰাশনমধ্য হইতে প্রাচুড়িত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন । মহাবীর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে এই সমস্ত সেনাপতির আদিপত্ন্য আকার করিলেন ; এবং ধান্য জমান অর্জুনের সারথী হইলেন ।

অনন্তর নীলাম্বরধারী কৈলাস গিরি মূদৃশ মধুপানমত্ত আরক্তলোচন বলদেব এই কুলক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত দেখিয়া অক্রুর, গদ, মাষ, উদ্ধব, রৌকিণ্যেয়, আছক ও চারুদেয় প্রভৃতি বলদৃশ্য বৃষ্টিবংশীয় মহাবীরগণ সম্ভিষ্যাহারে দেব-

গনস্তরঙ্গিত স্বররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মন্দ মন্দ গমনে পাণ্ডবগণের আবাসভবনে প্রবেশ করিলেন । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, পার্থ ও ভীমকর্তা ভীমসেন তাঁহাকে দর্শন করিয়ামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইলেন । পরে অর্জুন ও অগাধ্য ভূপালগণ তাঁহাকে মধোচিত উপচারে অর্চনা করিলে বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন । রাজা যুধিষ্ঠির কর দ্বারা তাঁহার কর গ্রহণ করিলে পর, তিনি বুদ্ধ রাজা দিরাট ও দ্রুপদকে নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবিষ্ট হইলেন ।

এই রূপে সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলে, রৌকিণ্যনন্দন বলদেব ক্রুদ্ধের প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে ক্রুয় ! অবিলম্বে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় সমুপস্থিত হইবে ; আমি নিশ্চয় বোধ করিতেছি, এই দৈবঘটনা অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ; এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, তোমরা বান্দবগণের সহিত আরোগ ও অক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হও । আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই একত্র সমবেত ভূপালগণের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইয়াছে ; অতএব সংসংশোণিতময় মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে । আমি তোমাকে বারংবার নির্জ্ঞনে কহিয়াছিলাম ; হে মধুসূদন ! তুমি আত্মীয়গণের সহিত একরূপ ব্যবহার কর ; পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্বোধ্য ও আনাদিগের প্রিয় পাত্র ; অতএব তাঁহার সাহায্য ও অর্চনা করা তোমার

কর্তব্য ; কিন্তু তুমি অর্জুনের প্রতি স্নেহ-
বশতঃ তদ্বিষয়ে একান্ত পরাধীন হইয়াছ।
যখন তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত
প্রদর্শন করিতেছ, তখন তাঁহাদিগের জয়
লাভ হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। আমি
তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে অব-
লোকন করিতে অভিলাষী নহি ; এই
নিমিত্ত তুমি যাহা অনুষ্ঠান কর, তাহারই
অনুসরণ করিয়া থাকি। •গদাযুদ্ধবিশারদ
ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য ;
তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমান স্নেহ ;
আমি কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইলে
কদাচ উপেক্ষা করিতে পারিব না ; অত-
এব এক্ষণে সরস্বতী নদার তীর্থসমুদায়
পর্যটন করিতে যাত্রা করিলাম। এই
বলিয়া বলদেব বাসুদেবকে প্রতিনিবৃত্ত
করিয়া পাণ্ডবগণের আদেশানুসারে তীর্থ
পর্যটনার্থ নির্গত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায়।

হে মহারাজ ! আলঙ্কারিক ইন্দ্রের
প্রিয় সখা ভোজরাজ হিরণ্যলোমাভীষ্মকের
ভুবনবিখ্যাত পুত্র রুক্মী গন্ধমাদনবাসী
কিম্পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তির
শিষ্য হইয়া চতুস্পাদ ধনুর্বেদ অধ্যয়ন
করিয়াছিলেন। তিনি গাণ্ডীব, বিজয় ও
শার্ঙ্গ এই তিন দিব্য শরাসনের মধ্যে
গাণ্ডীবতুল্য তেজস্বী, শার্ঙ্গসোদর দিব্য
লক্ষণসম্পন্ন বিজয় নামে মাহেন্দ্র ধনুঃ
কুবেরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ বাসুদেব অল্পময় পাশ সংচ্ছেদন
করিয়া স্ববীৰ্য্যপ্রভাবে মুর নামক এক
অসুরকে বিনাশ, ভৌম নরককে পরাজয়
এবং মণিকুণ্ডল হরণ করিয়া মোড়শ মহত্স
মহিলা, বিবিধ রত্ন ও বিপাকের ভূয়াবহ,
তেজোময় উত্তম শার্ঙ্গ নামে শরাসন প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। আর মহাবীর অর্জুন
পাণ্ডবদাহে ভগবান্ ছত্ৰাশন হইতে গাণ্ডীব
লাভ করেন। রুক্মী জলধরনির্ঘোষের
ন্যায় গম্ভীরধ্বনিম্পন্ন সেই মাহেন্দ্র ধনুঃ
লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাপিত করিয়া
পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন।
বাহুবলগম্বিত রুক্মী পূর্বে ধীমান্ বাসু-
দেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া,
আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ
প্রতিনিবৃত্ত হইব না, এই রূপ প্রতিজ্ঞা-
পূর্বক প্রবুদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী
বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা-
সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি দাবমান হইয়া
ছিলেন। পরে তাঁহার সম্মিহিত হইবা-
মাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতি-
গমন করিলেন। কিন্তু যেখানে বাসু-
দেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায়
ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজি-
সম্পন্ন স্রবিক্ষাত এক নগর সংস্থাপন
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে
ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা-
সমভিব্যাহারে সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট
আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের স্ফূর্ত-
সারে কৃষ্ণের শ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত
কবচ, ধনুঃ, তরবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ

করিয়া আদিত্যসঙ্কশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রত্যুদগম ও যথোচিত সৎকার করিলেন। ভোজরাজ রুক্মী পূজিত ও অভিসংস্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কিয়ৎকণ সসৈন্যে বিপ্রামস্ত্র অশ্রুভব করিয়া বীরগণমধ্যে ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে অর্জুন! তুমি এই রূপ সহায়সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে ভীত হইও না; আমি অসহ্য বিষয়ও সহ্য করিব; আমার তুল্য বলবিক্রমশালী পুরুষ আর নাই। তুমি শত্রুসৈন্যের যে অংশ নির্দিষ্টে করিয়া দিবে, আমি অনায়াসেই তাহা সংহার করিব। এক্ষণে মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ এবং সমাগত সমস্ত ভূপাল স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন; আমি একাকী যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন রুক্মী-কর্তৃক পার্শ্ববগণসমন্বে এই রূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সখিভাব প্রকাশপূর্ব্বক সহায় মুখে রুক্মীকে কহিতে লাগিলেন; হে ভোজরাজ! আমি কোরব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়তা করিয়া থাকেন ও গান্ধীব আমার শরণমন; সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধে ভীত হইতেছি, এই কথা কিরূপে কহিলেন। হে বীর! যখন আমি ঘোষদাত্তাকালে মহাবল

গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় ও সখা হইয়াছিল? যখন আমি দেবদানবসকুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন আমি বিরাট নগরে কোরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল? কোন্ ব্যক্তি রণস্থলে রুদ্র, শক্র, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবের আরাধনা, তেজোময় স্তম্ভ দিব্য গান্ধীব ধারণ, অক্ষয় শর ও দিব্যাস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া, ভীত হইতেছি, এই অশঙ্কর কথা কহিতে সমর্থ হয়? হে মহাবাহো! আমার সহায় সম্পত্তি কিছু নাই; তথাপি আমি ভীত নহি। এক্ষণে তুমি যথেষ্ট গমন বা এই স্থানেই অবস্থান কর; তদ্বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই।

অনন্তর রুক্মী সাগরসন্নিভ সেনা সকল প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজা দুর্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ এই কথা উল্লেখ করিলে বীরোত্তম দুর্যোধন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন মহারাজ রুক্মী বলদেবের ন্যায় সমরপরাজুখ হইয়া তীর্থ পর্য্যটনার্থ বিনির্গত হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত পুনরায় উপবেশন করিলেন। তখন পার্শ্ববগণ-

সমাকুল সেই পাণ্ডবসভা তারকানিকর-
স্তশোভিত চন্দ্রমামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিল ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভূপোধন !
কৌরবগণ কালপ্রেরিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে
ব্যাহত বিপুল সৈন্যমণ্ডলমধ্যে কি করিয়া-
ছিলেন ? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !
সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ যত্ববান হইলে, রাজা ধৃত-
রাষ্ট্র সজ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
হে সজ্জয় ! কুরু ও পাণ্ডবগণের সেনা-
নিবেশমধ্যে যে সকল বিষয় অনুষ্ঠিত হই-
য়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্তন কর ।
আমার মতে অদৃষ্টই বলবান ও পুরুষকার
নিরর্থক ; দেখ, আমি বিনাশকল যুদ্ধদোষ
সমুদায় অবগত হইলেও কপটপরদ্যুতবেদী
দুর্যোধনকে নিসারণ ও আপনার হিতানু-
ষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলাম না । আমার
বুদ্ধি সততই দোষানুদর্শিনী হইয়া থাকে ;
কিন্তু দুর্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায়
প্রতিনিবৃত্ত হয় । এই রূপে বোধ হয়,
যাহা ঘটিল, তাহা অবশ্যই ঘটিবে ।
ফলতঃ রণস্থলে দেহত্যাগ এক প্রশংসনীয়
কৃত্রিয়ধর্ম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ।

সজ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি
যে রূপ কহিতেছেন ও যে প্রকার অভিলাষ
করিতেছেন, ইহা আপনার সমুচিত হই-
য়াছে এবং এই দোষ রাজা দুর্যোধনের
প্রতি আরোপ করাও আপনার কর্তব্য হই-

তেছে । এক্ষণে আমি যে কথার উল্লেখ
করি, আপনি তাহা আদ্রোপাস্ত জ্ঞাপন
করুন ; যে ব্যক্তি আপনার দুঃস্ফুরিত দ্বারা
অশুভ লাভ করে, সে কাল বা দৈবকে
তাহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে
কদাচ সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি সমুদায়-
মধ্যে গহিত কার্যের অনুষ্ঠান করে, সে
সকল লোকেরই বধ্য হইয়া থাকে ।
পাণ্ডবগণ কেবল আপনার নিমিত্ত দ্যুত-
ক্রীড়াকালে অমাত্যগণের সহিত সেই
সমস্ত কপটাচার সহ করিয়াছেন । এক্ষণে
আপনি স্থিরভাবে সর্বলোককর্ম্ম এবং অশ্ব,
গজ ও রাজগণের বিনাশসংবাদ জ্ঞাপন
করিয়া একমনাঃ হইয়া অবস্থিতি করুন ।
পুরুষ স্রষ্টাশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করে
না ; দারুয়ন্তের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া কার্যে
নিয়োজিত হয় । কেহ ঈশ্বরের নির্দেশে,
কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা পূর্ব্বকল্প-
বলে কার্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; এই
তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছু নয়নগোচর
হয় না ; অতএব আপনি এক্ষণে বিপদাপন্ন
হইয়াও স্থির চিত্তে সমরবৃত্তান্ত জ্ঞাপন
করুন ।

সৈন্তনিৰ্মাণপৰ্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

উলূক দূতগমন পরীক্ষাধ্যায় ।

উনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা ! পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্যতী নদার নিকট অবস্থান করিলে পর, কৌরবেরাও তথায় প্রবেশ করিলেন । রাজা দুর্যোধন অভ্যাগত ভূপালগণকে সম্মান ও সেই স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া রক্ষণীয় দ্রব্যাদি সকল স্থাপিত করিয়া কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য পার্শ্বগণকে আনয়ন-পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । অনন্তর শকুনির পরামর্শানুসারে উলূক দূতকে আহ্বান করিয়া নির্জনে কহিলেন, হে উলূক ! তুমি সোমক ও পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বাহুদেবসমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিবে, এক্ষণে বহুবর্ষচিন্তিত মহাভয়ঙ্কর কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছে । সঞ্জয় যে কৌরবদিগের মধ্যে কৃষ্ণের, আপনার ও আপনার ভ্রাতৃগণের আত্মপ্লাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে আপনারা যেরূপ প্রীতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার অনুষ্ঠান করুন । অনন্তর পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, আপনি ধার্মিক হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপে অপর্য্যে মনোনিবেশ করিলেন । আমি বোধ করিতাম, আপনি

সকলকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু এক্ষণে কিরূপে নৃশংসের ঋণ সমস্ত জগৎ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! যখন দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্যাপহরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কীৰ্ত্তন করেন, হে দেবগণ ! যে ব্রতের দর্ভপাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্ন লোকমধ্যে বিখ্যাত হয় এবং পাপ সমুদায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা বৈড়াল ব্রত বলিয়া অভিহিত হয় । এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ আমার পিতার ঊনকট যে উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কাহিতোঁছি, শ্রবণ করুন ।

কোন সময়ে এক ছুরাঙ্গা মার্জার সকলকর্ম্মে নিরপেক্ষ ও উদ্ধবাহু হইয়া ভাগীরথীরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলের প্রত্যয়ের নির্মিত অহিংসাপরায়ণ হইয়া আমি ধম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কথা সকলের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিল । এই রূপে বহু কাল গত হইলে, ঐ মার্জার পক্ষিগণের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল । তখন পক্ষীরা সমবেত হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল । মার্জার পক্ষিসকলের আদরভাজন হইয়া মনে করিল, এত দিনে আমার ব্রতচর্য্যার ফল লাভ ও স্বকার্য্য সংসাধিত হইল ।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, মূমিকেরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্রতচারী সাতিশয় দান্তিক মার্জারকে অবলোকন করিয়া মনে মনে এই রূপ সিদ্ধান্ত করিল, আমাদের অনেক শত্রু ; অতএব

ইনি আমাদিগের মাতুল হইয়া আবার
বুদ্ধ সকলকেই রক্ষা করুন। অনন্তর
তাহারা বিড়ালসঙ্গিধানে গমন করিয়া
কহিল, হে মার্জারশ্রেষ্ঠ ! আমরা আপনার
শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে আমরা আপনার
অনুগ্রহে স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চরণ করিতে ইচ্ছা
করি ; আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি
ও পরম স্তম্ভ । আপনি নিরন্তর ধর্ম্য-
কর্ণে দাঁক্ষিত হইয়া আছেন ; অতএব
যেমন ত্রিদেশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা
করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা
করুন। তখন মুষিকান্তক মার্জার কহিল,
হে মুষিকগণ ! তপোভূতান ও রক্ষা বিধান,
এই দুইটি বিষয়ের এককালীন অনুষ্ঠান
নয়নগোচর হয় না ; যাহা হউক, তোমাদের
হিতানুষ্ঠান করা আমার কর্তব্য হইতেছে ;
কিন্তু আমি যাহা বলিব, প্রতিদিন তোমা-
দিগকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।
আমি যখন নিয়মাবলম্বী হইয়া তপস্তায়
নিতান্ত ক্রান্ত ও পরিত্রান্ত হইব, যখন
আমার চলৎশক্তি রহিত হইবে, তখন
তোমরা আমাকে এই স্থান হইতে ভাগীরথী-
তীরে লইয়া যাইবে ; মুষিকেরা আবার
বুদ্ধ সকলেই মার্জারের বাক্য স্বীকার
করিয়া তাহার হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ
করিল।

অনন্তর পাণ্ডা মার্জার মুষিকদিগকে
ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিয়া পীবর, দৃঢ়কায়
ও লাবণ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিল ; কিন্তু মুষিক
সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইতে লাগিল।
তখন মুষিকসকল একত্র সমবেত হইয়া

কহিল, দেখ, আমাদিগের মাতুল মার্জার
প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন ; কিন্তু
আমরা সংখ্যায় অল্প হইতেছি। এই অব-
সরে প্রাক্তম ডিগ্গক নামে এক মুষিক
সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে
মুষিকগণ ! যখন তোমরা একত্র হইয়া
নদীতীরে গমন করিবে, তৎকালে আমি
একাধী মাতুলের সহিত তোমাদিগের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এই কথা
শ্রবণ করিবামাত্র মুষিকগণ তাহাকে সাধু-
বাদ প্রদান ও যথোচিত সৎকার করিয়া
তাহার বাক্যানুসারে গঙ্গাতীরে গমন
করিল। ডিগ্গকও মার্জারের সহিত
তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন
মার্জার লবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া
ডিগ্গককে ভক্ষণ করিল। অনন্তর মুষি-
কেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত
সমবেত হইলে, বুদ্ধতম কোকিল নামে এক
মুষিক কহিল, হে মুষিকগণ ! আমাদের
মাতুল ধর্ম্মার্থী নুন ; ইনি কপট শিখা ধারণ
করিয়াছেন। ইহার বিষ্ঠা লোমযুক্ত দেখি-
তেছি ; কিন্তু ফলমূলভোজীর পূরীম কদাচ
লোমশ হয় না। আর ইহার কলেবর
প্রতিনিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ; কিন্তু
আমাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া
আসিতেছে ; বিশেষতঃ আজি সাত আট
দিন হইল, আমরা ডিগ্গককে আব্রু দেখিতে
পাই না। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র
মুষিকেরা তথা হইতে ধাবমান হইল ; দুই
বিড়ালও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

হে পাণ্ডব ! তদ্রূপ আপনিও বিড়াল-

ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং মার্জ্জার
যে রূপ মৃষিকদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়া-
ছিল, সেই রূপ আপনিও জ্ঞাতিবর্গের
সহিত ব্যবহার করিতেছেন। আপনার
কথা এক রূপ; কিন্তু কার্য তাহার সম্পূর্ণ
বিপরীত। আপনি কেবল লোকদিগকে
প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই বেদাধ্যয়ন ও
শান্তি অবলম্বন করিয়াছেন; এক্ষণে
কপটাচার পরিহার ও ক্ষত্রিয়ধর্ম আশ্রয়
করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।
আপনি লোকের নিকট ধাত্মিক বলিয়া
পরিচিত আছেন; অতএব নিজ বাহুবলে
পৃথিবী লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান
ও পিতৃলোকের শ্রীদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ
নির্বাহ করুন। রণে জয় লাভ করিয়া
চির দুঃখিনী জননীর অশ্রুজল মার্জন ও
সর্বত্র সম্মান লাভ করুন। আপনারা
আগ্রহাতিশয় সহকারে পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা
করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাহা প্রত্যা-
র্পণ করি নাই। ইহা ব্যতীত তোমাদিগের
যুদ্ধোদ্যোগ ও ক্রোধোদ্বেগের কোন কারণ
সন্দর্শন করি না। আমি আপনার নিমিত্তই
চক্ষুষ্যভাব বিছুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি।
এক্ষণে আপনি জতুগৃহদাহবৃত্তান্ত শ্রবণ
করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। যখন
কৃষ্ণ কোরব সভায় আগমন করেন,
তৎকালে আপনি আমাদিগের কর্ণগোচর
করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে,
আমি শান্তি অবলম্বন ও যুদ্ধোদ্যোগ উভয়
বিষয়েই প্রস্তুত আছি; এক্ষণে সেই যুদ্ধ-
কাল উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অপেক্ষা

ক্ষত্রিয়দিগের পরম লাভ আর কিছুই নাই;
এই বলিয়া আমি সাংগ্রামিক দ্রব্য আহরণ
করিয়াছি।

আপনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ, পৃথি-
বীতে খ্যাতি লাভ এবং রূপ ও দ্রোণাচার্য্য
হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া এক্ষণে তুল্যবল
ও তুল্য বংশসমুৎপন্ন ব্যক্তি থাকিতে কি
নির্মিত বাস্তবদেবকে আশ্রয় করিলেন।

হে উলূক! তুমি পাণ্ডবগণসমক্ষে
বাস্তবদেবকে কহিলে, তুমি আপনার ও
পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যত্নবান হইয়া আমার
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সভামধ্যে মায়া-
প্রভাবে যে রূপ শরীর পরিগ্রহ করিয়া-
ছিলে, এক্ষণে সেই রূপ ধারণ করিয়া
অর্জুনের সহিত আমার প্রতি ধাবমান
হও। ইন্দ্রজাল, মায়া বা অতি ভীষণ
কুহক, এই সকল যুদ্ধে গৃহীতাস্ত্র বীর
পুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে
সমর্থ হয় না। আমরাও, মায়াবলে
নভোমণ্ডল পর্য্যটন, রসাতলে প্রবেশ,
ইন্দ্রনগরী অমরাবতীতে গমন করিতে
পারি এবং স্বশরীরে বিবিধ রূপ প্রদর্শন
করিতে পারি, কিন্তু ভয় প্রদর্শনাদি
দ্বারা আপনার সিদ্ধি লাভ হওয়া নিতান্ত
স্বকঠিন। ঈশ্বরই মনুষ্যগণকে বশীভূত
করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই রূপ
বিভীষিকা কখনই তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন
করিতে পারে না। হে কৃষ্ণ! তুমি
কহিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সমরে
সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান
করিব; আমি যাহার সাহায্য করিয়া

থাকি, সেই অর্জুনের সহিত ধার্ত-
রাষ্ট্রগণের শত্রুভাব জন্মিয়াছে; সুতরাং
আর তাহাদের নিস্তার নাই; সঞ্জয়
আমাকে এসকল কথা কহিয়াছে; অতএব
তুমি এক্ষণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পাণ্ডবগণের
কার্যসাধনার্থ যত্নবান্ হইয়া পৌরুষ
প্রকাশপূর্ণক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যে
ব্যক্তি পৌরুষবলে বিপক্ষগণের শোকবর্দ্ধন
করিয়া থাকেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক।
হঠাৎ তোমার যশোরশি লোকমধ্যে
নিষ্ঠীর্ণ হওয়াতে আজি জানিলাম, অনেক
পুংচিহ্নধারী নপুংসক আছে। তুমি মহা-
রাজ কংসের ভৃত্য; তোমার সহিত যুদ্ধ
করা আমার সমকক্ষ ভূপালগণের কদাচ
উচিত হয় না।

হে উলুক! তুমি সেই বহুভোজী
তুবর মূর্খ বালক ভীমসেনকে বারংবার
কহিবে, হে ভীম! তুমি পূর্বে বিরাট নগরে
বল্লভ নামে বিখ্যাত হইয়া যে সূপকারবৃদ্ধি
অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা আমারই
পুরুষকার। পূর্বে তুমি সভামধ্যে যে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা
না হয়। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও,
দুঃশাসনের শোণিত পান কর। তুমি
কহিয়া থাক, আমি ধার্তরাষ্ট্রদিগকে সমরে
বলপূর্বক সংহার করিব; এক্ষণে তাহার
কাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পান-
ভোজনে পুরস্কার লাভ করিতে পার;
কিন্তু ভোজনই বা কোথায় ও যুদ্ধই বা
কোথায়! যদি তুমি পুরুষকার প্রদর্শন
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে

নিশ্চয়ই গদা আলিঙ্গন পূর্বক ধরাশয্যায়
শয়ন করিবে। হে বরকোদর! এক্ষণে
বোধ হইতেছে, তুমি তৎকালে সভামধ্যে
বৃথা আশ্বালন করিয়াছিলে। হে উলুক!
তুমি আমার বাক্যানুসারে নকুলকে
কহিবে, হে নকুল! তুমি স্থস্থির হইয়া যুদ্ধ
করিলে, আমরা তোমার পৌরুষ দর্শন
করিব। তুমি এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের প্রতি
অনুরাগ, আমার প্রতি ঘেঘ ও দ্রৌপদীর
ক্লেশপরম্পরা স্মরণ কর। হে দূত!
তুমি ভূপালগণমধ্যে সহদেবকে কহিবে,
হে সহদেব! তুমি সমুদায় ক্লেশ স্মরণ
করিয়া যুদ্ধে যত্নবান্ হও, পরে বিরাট ও
দ্রুপদকে কহিবে, হে বীরগণ! আমি
তোমাদের গুণবান্ স্বামী; তথাপি তোমরা
আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলে না; অতএব
তোমরা অতি মূঢ়। আর রাজা যুধিষ্ঠির
যখন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন,
তখন তিনিও মূঢ়। অতএব তোমরা
একত্র সমবেত হইয়া আমাকেও বধ
করিতে পার। এক্ষণে পাণ্ডবগণের
উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সমবেত হইয়া
আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে
উলুক! তুমি পাক্ষালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে
কহিবে, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এক্ষণে সমরে
দ্রোণাচার্যকে প্রাপ্ত হইয়া আপনার হিত-
কর বিষয় সমস্ত জ্ঞাত হইবার সমস্ত উপ-
স্থিত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের
সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুষ্কর গুরু-
বধরূপ স্থায় কার্য সাধনের নিমিত্ত যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হও।

হে উলুক ! তুমি আমার বাক্যানুসারে শিখণ্ডীকে কঠিনে, রাজা ত্র্যম্বক তুমাকে জ্বালোকের আয় নিতান্ত চানবীর্ণ্য মনে করিয়া বিনাশ করিবেন না। নিভীক মহাধনুর্ধর ভীষ্মদেবই যুদ্ধ করিবেন ; অতএব তুমি যত্নবান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; আমরা তোমার পৌরুষ প্রদর্শন করিব, এই বলিয়া রাজা ত্র্যম্বক সহস্র মুখে উলুককে কহিলেন, হে দূত ! তুমি বাসুদেবসমক্ষে পুনরায় অর্জুনকে কহিবে, হে অর্জুন ! আমাদের যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তোমাকে এই পৃথিবী শাসন বা আমাদের শরজালে বিনষ্ট হইয়া রণস্থলে শয়ন করিতে হইবে। এক্ষণে নিকাসন-ক্লেশ, বনবাসদুঃখ ও দ্রোপদীপ পরাভব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। যে নিমিত্ত ক্ষত্রিয়রমণীরা সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, তাহার কাল উপ-স্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বল, বীর্ঘ্য, শৌর্য, অস্ত্রলাঘব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া কোপ অপনীত কর। বহুবধ ক্লেশে ক্লিষ্ট, নিতান্ত দীন, দীর্ঘকাল প্রোষিত ও ঐশ্বর্যপরিভ্রষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হয় ! পুরুষপর-ম্পরাগত রাজ্য আক্রমণ করিলে কোন্ সৎকুলজাত, মহাবীর, পরস্বাপহরণপরাঙ্ক-ব্যক্তির ক্রোধের উদ্বেক না হয়। যে ব্যক্তি অকর্ষণ্য হইয়া কেবল বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, সে কাপুরুষ। অতএব তুমি পূর্বেই যে সকল কথা কহিয়া-ছিলে, কার্য্যে তাহা প্রদর্শন কর।

বিপক্ষগণের হস্তগত স্থান ও রাজ্য পুন-রায় উদ্ধার কর ; যুদ্ধার্থী ব্যক্তির ঐহি দুইটাই প্রয়োজন। এক্ষণে পৌরুষ প্রদ-র্শন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। তুমি দ্যুতে পরাজিত হইয়াছ এবং তোমাদের প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী সভায় আনীত হইয়া ছিল ; সুতরাং ইহাতে পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই ক্রোধোদ্বেক হইতে পারে। তুমি দ্বাদশ বৎসর বনে নিবাসিত হইয়াছিলে এবং এক বৎসর বিরাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ভবনে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি নির্বাসনদুঃখ ও দ্রুপদনন্দিনীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া পৌরুষ প্রদর্শন কর। যাহারা বারংবার তোমার প্রতি শত্রুসমুচিত কথা প্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগের উপর রোষ প্রকাশ কর ; রোষই পুরুষকার। তুমি পুরুষকার সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; লোকে রণস্থলে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য, জ্ঞানযোগ ও লঘুহস্ততা দর্শন করুক। তোমার অস্ত্র শস্ত্রের নারাজনাধিসমাহিত কুরুক্ষেত্র কদমশূন্য, অশ্ব সকল হস্ত পুন্ড ও যোদ্ধগণ স্তম্ভজিত হইয়াছে ; অতএব কল্যই কেশবকে সহায় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি রণস্থলে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। যেমন মন্দগামা ব্যক্তি গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আত্মশ্লাঘা করিতেছ ; এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি নিতান্ত দুর্জয় সূত-

পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত শল্য ও দেবরাজ
ভুল্য দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় না করিয়া
কিরূপে রাজ্যাভিলাষ করিতেছ। যিনি
ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুবিদ্যার আচার্য্য; যিনি
বেদ ও শস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী; যিনি যুদ্ধের
সমগ্র ধুরন্ধর এবং নিতান্ত অক্ষুন্ন, সেই
সেনানায়ক বিজয়া দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয়
করিতে রথা ইচ্ছা করিয়াছ। বায়ুভরে
স্মেরু গিরি উন্মূলিত হইয়াছে; এ কথা
আমরা কখনই শ্রবণ করি না! তুমি
যাহা কহিয়াছ, তাহা যদি যথার্থ হয়;
তাহা হইলে অনিল স্মেরু বহন করিবে;
নভোমণ্ডল ভূতলে নিপতিত হইবে এবং
যুগ পরিবর্তিত হইবে।

কোন ব্যক্তি ভীষ্ম বা দ্রোণের শরে
আহত হইয়া জীবনভিলাষী হইয়া থাকে!
অর্জুন হউক বা অন্ম ব্যক্তিই হউক, দ্রোণ
ও ভাষ্মের শরাঘাত প্রাপ্ত হইলে কেহই
নির্বিঘ্নে গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ
হয় না। তাঁহারা যাহাকে বিনাশ করিতে
অভিলাষ করেন, সে নিদারুণ শরজালে
ভিন্নকলেবর হইয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের
হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কদাচ গমন
করিতে পারে না। রে মুঢ়মতে! তুমি
কুপমণ্ডকের ন্যায় নৃপতিরঞ্জিত দেবসেনা-
সদৃশ নিতান্ত দুর্দ্বর্ষ সেনাসমুদায় সমবেত
হইয়াছে, ইহা কি অবগত হইতেছ না।
আমি যখন হস্তিসৈন্যমধ্যে অবস্থিত হইব,
তৎকালে কি তুমি আমার ও দুর্নিবার
বেগবতী ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য
পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশীয়

ভূপাল, কাশ্যোজ, শক, খগ, শাম্ব, মংস্ত,
কুরুমধ্যদেশীয় শ্বেচ্ছ, পুলন্দ, দ্রুপদ ও
অন্ধকসকুল জনসমূহের সহিত সংগ্রাম
করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমরা
রণস্থলে তোমার অক্ষয় তুগীর, অগ্নিদত্ত
রথ ও দিব্য কেতুর প্রভাব অবগত হইব।
তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হও; আত্মপ্লাঘা করিলে কি হইবে।
রণস্থলে নানাপ্রকার অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন
করিলে প্লাঘা সফল হইয়া থাকে; কিন্তু
কেবল বার্ত্ত্য কদাচ উহা সপ্রমাণ
হইতে পারে না। প্লাঘা প্রকাশ করিতে
কেহই অশক্তি নহে, যদি কেবল প্লাঘা
প্রকাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইত; তাহা
হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত।
আমি তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান
সহায় বাহুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি; তোমার
সদৃশ যোদ্ধা আর নাই, তাহাও সর্বিশেষ
অবগত আছি; তথাপি তোমার সমস্ত
রাজ্য সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ
করিতেছি।

মানবগণ কখন সংকল্প দ্বারা সিদ্ধিলাভ
করিতে সমর্থ হয় না; বিধাতাই সংকল্প
দ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করিয়া
থাকেন। দেখ, আমি তোমাকে দুঃখ-
সাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর
রাজ্য ভোগ করিয়াছি; এক্ষণে আব্রার
বান্ধবগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া
পুনরায় সেই রাজ্য শাসন করিব। যখন
তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে;
তখন তোমার গাণ্ডীব এবং ভীমসেনের

বলবীর্য ও গদা কোথায় ছিল ! দ্রৌপদী-
ব্যতিরেকে তোমাদিগের মুক্তিলভের আর
প্রত্যাশা ছিল না। সেই দ্রৌপদীই
তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমো-
চন করিয়াছে। তোমরা বিরাট নগরে
মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকন্ঠে নিযুক্ত ছিলে;
সুতরাং আমি যে তৎকালে তোমাদিগকে
যশোতল বলিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত
অমূলক নহে। আমারই পৌরুষপ্রভাবে
ভীম বিরাটরাজের মহানসে সূপকাররূতি
অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত
হইয়া ছিল। তুমি যশবেশ পরিগ্রহ ও
বেগী ধারণ করিয়া বিরাটরাজদুহিতা
উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইয়াছিলে।
দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি এই
রূপই দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন।
স্ত্রীবেশধারী পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধম,
কারণ, কামিনীরা স্মরযুক্ত উপস্থিত হইলে
পরাক্রম হয় না; কিন্তু স্ত্রীবেশধারী পুরুষ
পলায়ন করে; অতএব আমি তোমার ও
বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ রাজ্য
প্রদান করিব না; তুমি এক্ষণে কেশব-
সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মায়া,
ইন্দ্রজাল বা অতি ভীষণ কুহক সকল সমরে
অস্ত্রধারী বীর পুরুষকে কখনই বিভীষিকা
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। সহস্র
বাসুদেব বা শত শত অর্জুন সমরে আমার
সম্মুখীন হইলে অবশ্যই তাহাদিগকে দিগ্-
দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে। তুমি
সংঘুণে ভীষ্মের সহিত সমাগত হও বা
মন্তক দ্বারা গিরি বিদীর্ণ কর অথবা বাহু-

দ্বারা অগাম সৈন্যসাগর উদ্ভীর্ণ হও; আমার
সম্মুখীন হইলে দিগ্ দিগন্তে পলায়ন
করিতে হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। ঐ
মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবংশতি উরগ,
ভীষণ প্রবল বেগ, দ্রোণ চুরাসদ গ্রাহ, কণ
আবর্ত, কাশ্যোজ বাড়ানল, সোমদত্তি
তিগিঙ্গিল, রুহদ্রল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ুঃ,
হাদিক্য ও যুয়ুৎস্ত সলিল, ভগদত্ত প্রবল
মারুত, দৃশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্য-
স্তুর গিরি, শকুনি কূল, স্তম্বেণ মাতঙ্গ,
চিত্রায়ুধ নকুল এবং পুরুষত্রয় গান্ধীর্ঘ্য।
তুমি যখন ঐ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া
হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত
হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর
পরিসীমা থাকিবে না। যেমন অশুচি
ব্যক্তির মনঃ স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়,
তদ্রূপ তোমার মনঃ পৃথিবীর শাসন হইতে
বিনিবর্তিত হইবে। যেমন তপোমুষ্ঠান-
পরাক্রম ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ
করে, তদ্রূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য
লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

ষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর
কৈতব্য উল্লুক পাণ্ডবগণের সেনানিবেশে
প্রবেশ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহি-
লেন, মহারাজ ! আপনি দ্যুতবাক্যের
অভিজ্ঞ; অতএব রাজা দুর্যোধন যে সমস্ত
কথা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া
আমার প্রতি ক্রোধাবিস্ট হইবেন না।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উল্লুক ! তোমার

কোন ভয় নাই ; সেই অদ্রুদর্শী লোক
দুর্বোদন যাত্রা করিয়াছে, তুমি তাহা
অকুণ্ঠিত চিত্তে কীর্তন কর।

তখন উল্লুখ পাণ্ডব, শ্যাম, মৎস্য ও
অনেকানেক নৃপতিগণ, মহামতি কৃষ্ণ,
মপুত্র বিরাট ও দ্রুপদসম্মিলনে ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহারাজ ! রাজা ভূয়ো-
ধন কৌরবগণসমক্ষে আপনাকে যাহা
কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন ;—হ যুধিষ্ঠির !
আপনি দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে
আপনাদের প্রণায়নী দ্রুপদনন্দিনী সভা-
মধ্যে আনীত হইয়াছিল ; স্ততরাং ইহাতে
পুরুষাভিমানী ব্যক্তির অবশ্যই রোমো-
দ্রেক হইতে পারে। আপনারা দ্বাদশ
বৎসর অরণ্যে বাস ও এক বৎসর বিরা-
টের দাসত্ব স্বাক্ষর করিয়া বিরাটভবনে
অবস্থিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব
অমর্গ, রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর
ক্লেশস্বরূপ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন।
ভীম অশক্ত হইয়াও, আমি দুঃশাসনের
রূধির পান করিব এই রূপ অঙ্গীকার
করিয়াছিল, এক্ষণে যদি সমর্থ হয় তাহার
অনুষ্ঠান করুক। অস্ত্র শস্ত্রের নারাজন-
বিধি সমাহিত হইয়াছে ; কুরুক্ষেত্র কদম-
শৃঙ্গ, পথ সকল সমতল ও আপনার অশ্ব-
গণও ক্ষুণ্ণপুষ্ট হইয়াছে ; অতএব কল্যই
কেশব সমাভিযাত্রার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।
আপনি রণস্থলে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত
না হইয়া কেন আত্মপ্লাঘা করিতেছেন ;
যেমন মন্দগামী ব্যক্তি গন্ধমাদন পর্বতে
আরোহণ করিবার অভিলাষে প্লাঘা করিয়া

থাকে, তদ্রূপ আপনিও আপনার প্লাঘা
করিতেছেন ; এক্ষণে অহঙ্কার পরিহার
করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করুন। আপনি
একান্ত দুর্ভাগ্য সূতপুত্র, মহাবল পরা-
ক্রান্ত শল্য ও দেবরাজতুল্য প্রভাবসম্পন্ন
দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় না করিয়া কিরূপে
রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন।
যিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্মবিদ্যার আচার্য্য ;
যিনি বেদ ও শাস্ত্রবিদ্যার পারগ ; যিনি
যুদ্ধের সমগ্র ধুরন্ধর এবং নিতান্ত অক্ষুণ্ণ ;
সেই সেনানায়ক বিজয়া দ্রোণাচার্য্যকে
পরাজয় করিতে রথা ইচ্ছা করিয়াছেন ;
বায়ুবেগে স্তম্ভের গিরি উন্মূলিত হইয়াছে,
এ কথা আমরা কখনই শ্রবণ করি নাই !
আপনি আমাকে যেদ্রুপ কহিয়াছেন,
তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনিল
স্তম্ভের বহন করিবে ; নভোগগল ভূতলে
নিপাত্ত হইবে এবং যুগ পারবর্ত্তিত হইবে।
কোন ব্যক্তি অরিনসূদন দ্রোণকে প্রাপ্ত
হইয়া জীবনাভিলাষ করিয়া থাকে। গজ
অথ বা রথ ইহারাও দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত
হইয়া কখনই নিন্দিত গৃহে প্রাতিগমন
করিতে সমর্থ হয় না। দ্রোণ ও কর্ণ
যাহাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হন,
সে নিদারুণ শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া
জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের হস্ত হইতে পরি-
ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া কদাচ গমন করিতে
পারে না। আপনি কূপমণ্ডকের ন্যায়
নৃপতিরূপিত দেবসেনাসদৃশ নিতান্ত দুর্জয়
সেনা সমুদায় সমবেত হইয়াছে, ইহা কি
অবগত হইতেছেন না ? হে অন্নবুদ্ধে !

আমি যখন নাগবলমধ্যে অবস্থিত হইব, তৎকালে কি আপনি আমার ও চূর্ণিবার বেগবর্তী ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় অনিবার্য্য, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশীয় ভূপাল, কাম্বোজ, শক, খগ, শাল্ল, মৎস্য, কুরুমধ্যদেশীয় শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ, দ্রবিড় ও অন্ধকগণসকুল জন সমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছেন ?

অনন্তর উল্লুক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অর্জুনকে কহিতে লাগিল, হে ধনঞ্জয় ! তুমি এক্ষণে অহঙ্কারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন ? সমরে যুদ্ধের নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতি প্রদর্শন করিলে শ্লাঘা সফল হইয়া থাকে । দেখ, শ্লাঘা প্রকাশে কেহই অশক্ত নহে ; যদি কেবল শ্লাঘা প্রকাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিত ; তোমার তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও প্রধান সহায় বাসুদেবকে জ্ঞাত হইয়াছি ; তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই ইহাও সর্বশেষ অবগত আছি ; তথাপি তোমার সমুদায় রাজ্যসম্পত্তি অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছি । মানবগণ কখন সঙ্কল্প দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; বিধাতাই সংকল্প দ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করিয়া থাকেন । দেখ, আমি তোমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছি ; এক্ষণে আবার বাসুদেবের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী শাসন করিব । যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত

হইয়াছিলে, তৎকালে তোমার গাণ্ডীব-প্রভাব এবং ভীমের বলবার্য্য ও গদা কোথায় ছিল ! দ্রৌপদী ব্যতিরেকে তোমাদের মুক্তিলাভের আর প্রত্যাশা ছিল না । সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে বিমোচন করিয়াছে । তোমরা বিরাট নগরে মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া দাসকর্মে নিযুক্ত ছিলে ; স্ততরাং আমি তোমাদিগকে যে যুগ্মতিল বলিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে । আগারই পৌরুষপ্রভাবে ভীম বিরাটের মহানসে সূপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল । তুমি যৎবেশ পরিগ্রহ ও বেণী ধারণ করিয়া বিরাটকন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইয়াছিলে । দেখ, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়গণের প্রতি এই রূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন । আমি তোমার ও বাসুদেবের ভয়ে ভীত হইয়া কখনই রাজ্য প্রদান করিব না ; তুমি এক্ষণে কেশব সমাভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । মায়া, ইন্দ্রজাল বা অতি ভীষণ কূহক সকল সমরে অস্ত্রধারী বীর পুরুষকে কদাচ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না । সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জুন সমরে আমার সম্মুখীন হইলে অবশ্যই তাহাদিগকে দিক্দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে । তুমি যুদ্ধে ভীষ্মদেবের সহিত সমাগত হও বা মন্তক দ্বারা গিরি বিদৌর্ণ কর অথবা বাহু দ্বারা অগাধ সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হও ; আমার সম্মুখীন হইলে দিক্দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই । ঐ

মহাসাগরে শারদ্বত মীন, বিবিশতি উরগ,
ভীষ্ম প্রবল বেগ, দ্রোণ দুরাসদ গ্রাহ, কর্ণ
আবর্ত্ত, কাশ্যাজ বাড়বানল, সোমদন্তি
তিমিঙ্গিল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, শ্রুতায়ুঃ,
হাদিক্য ও যুযুৎসু সলিল, ভগদত্ত প্রবল
মারুত, দ্রুশাসন মহাপ্রবাহ, জয়দ্রথ অভ্য-
ন্তর গিরি, শকুনি কূল, স্রমেণ মাতঙ্গ,
চিদ্ভায়ুধ নরু এবং পুরুষমিত্র গান্ধার্য্য ।
তুমি যখন ঐ মহাসাগরে অবগাহন করিয়া
হতবান্ধব ও পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্তচিত্ত
হইবে, তখন তোমার পরিতাপের আর
পরিসীমা থাকিবে না । যেমন অশ্বাচি
ব্যক্তির মনঃ স্বর্গ হইতে প্রাতিনিরন্ত হয়,
তদ্রূপ তোমার মনঃ পৃথিবীর শাসন হইতে
বিনিবর্ত্তিত হইবে । যেমন তপোমুষ্ঠান-
পরায়ুখ ব্যক্তি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ
করে, সেই রূপ তুমিও নিতান্ত দুর্লভ
রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবগণ
দুর্যোধন কর্তৃক কপট দ্যুতে পরাভূত
হইয়া পুনর্বিবাদই জাতক্রোধ হইয়া আছেন ;
একগুণে আবার উলূক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গসদৃশ
অর্জুনকে বাক্যশলাকা দ্বারা আহত
করিলে তাঁহার সাতিশয় রোমপ্লবণ হইয়া
উঠিলেন । পরে তাঁহার সহসা আসন
হইতে সমুখিত হইয়া বাহু বিকম্প ও
ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন । ভীমসেন অধোমুখে
অতি ভীষণ আশীষিমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে
কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন
মহামতি বাসুদেব ভীমসেনকে নিতান্ত
নির্দোষিত ও একান্ত ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া
সহাস্রমুখে উলূককে কহিলেন, হে উলূক !
তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্যোধনকে
কহিবে ;—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ
ও তাহার যথার্থ অর্থগ্রহ করিয়াছেন ;
একগুণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই
হইবে । কৃষ্ণ এই বলিয়া মঙ্গরাজ যুধি-
ষ্ঠিরের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলেন ।

অনন্তর উলূক সর্বসমক্ষে কৃষ্ণ ও
পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে পুনর্বার সেই
সমস্ত কথা কহিল । মহাবীর অর্জুন
উলূকের নির্দারুণ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত
রোষাবিষ্ট হইয়া ললাট মার্জ্জন করিতে
লাগিলেন । সভাস্থ সমস্ত নৃপতি
অর্জুনকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধ
সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না ; প্রত্যুত
বাসুদেব ও অর্জুনের প্রতি দুর্যোধন-
প্রযুক্তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তখন ধৃষ্ট-
দ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কৈকেয়েরা পঞ্চ
ভ্রাতা, রাক্ষস বটোৎকচ, দ্রুপদপুত্র, অভি-
মন্যু, ধৃষ্টকেতু ও যমজ নকুল সহদেব ;
ইহারা আরক্ত লোচনে পরস্পরের কেয়ুর-
বিভূষিত চন্দনচর্চিত রুচির কর। গ্রহণ
করিয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ ও স্কন্ধগী
লেহন পূর্বক সহসা আসন হইতে সমুখিত
হইলেন ।

অনন্তর বৃকোদর তাঁহাদিগের আস্ত-

রিক অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত ও ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাভাগে উদ্ভিত হইলেন এবং নোঐদম উন্নত করিয়া দন্তের কটকটা শব্দ ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া উল্লুকে সম্বোধন পূর্বক কাহিতে লাগিলেন, হে উল্লুক ! ঈশোদন আমাদিগকে অশক্ত বোধ করিয়া যে মনস্ত উদ্ভেজনা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি ; তুমি তাহা স্মৃতখুল করণ, দুরাশ্রা শকুনি ও অত্যাচ্য ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে দুর্যোধনকে শ্রবণ করাউবে ; রে দুরাচার ! আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসাধনো, দেশেতোমাকে ক্ষমা করিয়াছি ; কিন্তু তুমি তাহা আপনার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছ না। ধন্যরাজ পাণ্ডুনন্দন ও প্রীতি-কুলের মঙ্গলাভিলাষে বাসুদেবকে সন্ধি-স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি কালপ্রেরিত বা কালগ্রাসে নিপতিত হইতে অভিলষী হইয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; কল্য নিশ্চয়ই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। আমি তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের বদ-সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ; তাহা অবশ্যই সফল হইবে ; তদ্বিষয়ে বিচার করবার আর আবশ্যকতা নাই। যদি মহাসাগর বেলাতুমি অতিক্রম করে ; পর্বত যদি বিদীর্ণ হয় ; তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে দুর্ভুদ্ধ ! যদি যম, কুবের বা রুদ্র তোমার সহায় হন ; তথাচ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কখনই পরা-

ভূত হইবেন না। আমি যখন স্বেচ্ছানুসারে দুঃশাসনের রুধির পান করিব, তৎকালে যদি কোন ক্ষত্রিয় ভীষ্মকেও পুরস্কৃত করিয়া আমার নিকট আগমন করেন, আমি তাঁহাকে যম সন্দনে প্রেরণ করিব ; তাহার সন্দেহ নাই। আমি আত্মাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি ; ক্ষত্রিয়গণসমক্ষে যাহা কহিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তাহা অনুষ্ঠান করিব।

সহদেব ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর উল্লুকের সমক্ষে দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে লোহিত নয়নে মেনাগণসমক্ষে বার পুরুষোচিত কথা কাহিতে লাগিলেন, রে পাপ ! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে ; যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের কখনই ভেদ হইত না। তুমি অতি পাপিষ্ঠ ; তুমি ধৃতরাষ্ট্রকুলের উন্মূলন ও লোক বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার পাপাত্মা পিতা জন্মান্বদি আমাদিগের সহিত প্রতিনিয়ত নৃশংস-চরণ করিয়া থাকেন ; সেই নৃশংস-চরণ-মূলক চিরাগত বৈর আজ তোমা হইতেই নিম্মূল হইবে। আমি শকুনির সমক্ষে অগ্রে তোমাকে সংহার করিয়া পরে সকল ধনুর্দ্ধারাদিগের সমক্ষে দুই শকুনিকে বিনষ্ট করিব ; তাহার সন্দেহ নাই। মহাবীর অর্জুন ভীম ও সহদেব উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাস্রা মুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে বৃকোদর ! যাহাদের সহিত

আপনার শত্রুভাব সঞ্জাত হইয়াছে, তাহারা এস্থানে নাই ; এক্ষণে যত্নের বশী-
ভূত হইয়া স্বথসচ্ছন্দে গৃহে অবস্থান করি-
তেছে । যথোক্তভাষী দূতের অপরাধ
কি ; অতএব আপনি উলূকের প্রতি কটু-
বাক্য প্রয়োগ করিবেন না । অর্জুনের
ভীমপরাক্রম ভীমকে এই রূপ কহিয়া
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি স্তম্ভদ্রগকে কহি-
লেন, হে বান্ধবগণ ! সেই পাপপরায়ণ
দুর্যোধন আমার ও বাহুদেবের বিশেষ
রূপে নিন্দা করিয়াছে ; আপনারা তাহাই
শ্রবণ করিয়া আগাদিগের চিত্তান্তর্যাসনের
নিমিত্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়াছেন । আমি
বাহুদেবের প্রভাবে ও আপনাদিগের যত্নে
ক্ষত্রিয়গণ ও ভূপালদিগকে গণনা করি না ।
দুর্যোধন কহিয়াছে, কল্যই যুদ্ধ উপস্থিত
হইবে ; আমি সেনামুখে গাণ্ডীব দ্বারা
ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব ;
বাক্যে প্রয়োজন নাই ; ক্রীবেরাই বাগা-
ডম্বর করিয়া থাকে । তখন ভূপালগণ
অর্জুনের বচনভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া
তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূকমুখে
দুর্যোধনবাক্য শ্রবণান্তর ভূপালগণকে
বয়ঃক্রমানুসারে যথাযোগ্য অনুময় করিয়া
কহিলেন, হে উলূক ! আমি পার্থিবশ্রেষ্ঠ ;
আমি আপনাকে অবমাননা করি না ;
অতএব দুর্যোধনের বাক্যের উত্তর প্রদান
করিতেছি, শ্রবণ কর । এই বলিয়া তিনি
ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস
পরিত্যাগ ও উলূকের বিপুল ভুজযুগল

গ্রহণ করিয়া জনার্দন ও ভ্রাতৃগণের প্রতি
দৃষ্টিপাত এবং রোষভরে মৃকণী লেহন
করিয়া বিস্ময়াবিস্ট চিত্তে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ-
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে উলূক !
তুমি গমন করিয়া সেই কৃত্য কুলপাংসন
দুর্গাতি দুর্যোধনকে কহিলে, রে পাপ !
তুমি প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের প্রতি কপটা-
চার করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতেছ । যে
ব্যক্তি স্ববীর্য্যপ্রভাবে পরাক্রম প্রকাশ
করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, যে
ব্যক্তি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে
সমর্থ হয়, সেই ক্ষত্রিয় । তুমি ক্ষত্রিয়
হইয়া আগাদিগকে সমরে আহ্বান পূর্বক
মান্য ও অমান্য ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত
করিয়া যুদ্ধ করিও না । তুমি আপনার ও
সৈন্যগণের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডব-
গণকে সমরে আহ্বান করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া
পরিচিত হও । যে ব্যক্তি স্বয়ং অসমর্থ
হইয়া অন্যের আশ্রয় লাভ করিয়া যুদ্ধে
শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই নপুংসক !
তুমি অন্যের বলে আপনাকে বলশালী
বিবেচনা করিয়া থাক ; অতএব তুমি কি
বলিয়া আমাদের প্রতি তর্জ্জন গজ্জ্বল
করিতেছ । •

• অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, হে উলূক
তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্যোধনকে
পুনরায় কহিবে, হে দুর্গাতি ! তুমি পুরুষ
কার প্রদর্শন করিয়া কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইবে । আমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার
করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে
স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না ; কি

গেমন হুতাশন হৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আগিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্শ্ববর্গকে দগ্ধ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। আগি ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে সমরে মহাত্মা অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিব। তুমি ত্রিলোকে গমন কর অথবা ভূতলে প্রবিষ্ট হও, সর্বত্রই প্রভাত সময়ে অর্জুনের রথ নয়নগোচর করিবে। তুমি ভীমের বাক্য নিষ্ফল বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আজি চুঃশাসনের শোণিত পীত হইয়াছে, এই রূপ অবধারণ করিবে। তুমি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিলেও কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি যমজ নকুল সহদেব ইহারা কেহই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

দ্বিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উলূকের ডুজাবলম্বন পূর্বক অতিমাত্র লোহিত নয়নে কহিলেন; হে উলূক! তুমি কৌরব গণসম্মিধানে উপনীত হইয়া দুর্ব্যোধনকে কহিবে, যে ব্যক্তি স্বীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া রণস্থলে নির্ভয়ে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সেই পুরুষ। যে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক রণস্থলে শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে ক্ষত্রিয়নামধারী কাপুরুষ। রে মূঢ়! তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়া আপনাকে বলশালী বিবেচনা করিতেছ; স্বয়ং কাপুরুষ

হইয়া কি নিমিত্ত শত্রু বিনাশের অভিলাষ কর। তুমি ভূপালগণমধ্যে বৃদ্ধতম হিত-জ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিতে দীক্ষিত করিয়া আত্মপ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ। আমরা তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; তুমি মনে করিয়াছ, পাণ্ডব দয়াপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবেন না; কিন্তু তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়াছ; আগি সকল ধনুর্ধরদিগের সমক্ষে প্রথমেই সেই ভীষ্মকে বিনাশ করিব। তুমি বলিয়াছ, রজনী প্রভাত হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; তদ্বিষয়ে অর্জুনেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কৌরবগণের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া কহিয়াছিলেন; আগি সঞ্জয়গণের সৈন্য ও শাল্বেয়দিগকে বিনাশ করিব; অধিক কি, দ্রোণ ব্যতিরেকে নিখিল লোক সংহার করিতে পারি; যাহা হউক, এক্ষণে এই কার্য্যের ভার আমাকেই বহন করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ হইতে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি তাহাদিগকে বিপদসাগরে নিমগ্ন করিয়া এই রাজ্য লাভ করিয়াছ। ভীষ্মের এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়া তোমারও মনোগত ভাব ঐরূপ হইয়াছে। তুমি এই দর্পে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার অনর্থপরম্পরা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছ না; এক্ষণে আগিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপস্বরূপ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপতিত ও বিনষ্ট করিব।

দিবাকর উদিত হইলে তুমি ধ্বজ, রণ ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে রক্ষা করিও। তিন যখন আমার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইবেন, তুমি তখন তাহাকে নিরাক্ষণ করিয়া আমার এই মাহুজার বাক্য নিষ্ফল নয়, ইহা বিবেচনা করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। ভীমসেন ক্রোধপরবশ হইয়া সভামধ্যে অদরদশী চুংশামনকে লক্ষ্য করিয়া বক্রপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তুমি অবিলম্বেই তাহা সমাহিত দেখিবে।

তুমি নৃশংসের ন্যায় নিতান্ত অশম্ম-পরায়ণ ও নিত্যবৈরসম্পন্ন; এক্ষণে অভিমান, দর্ব, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, পার্শ্ব্য, অবলোপ, নৃশংসতা, ভীষণতা, ধম্মবেগ, অপবাদ, বক্রাতিক্রম, কর্ণপ্রভাতর নির্ভর, সেনার আধিক্য ও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যানের ফল অবিলম্বেই নিরাক্ষণ করিবে। আমি ও বায়ুদেব রোমপরবশ হইলে কিরূপে তোমার রাজ্য ও জীবনের প্রত্যাশা থাকিবে! মহাবীর শান্তসভাব ভীষ্ম, সত্যপুত্র কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্য নিপুষ্টিত হইলে, তুমি রাজ্য, জীবিত ও পুত্রের প্রত্যাশায় নিরশ হইবে। তুমি পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভ্রমের হস্তে কলেশ্বর পারিত্যাগপূর্ব্বক আপনার চক্ষুত সমুদায় স্মরণ করিবে। আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি না; কিন্তু সত্য কহিতেছি, এ সমস্তই সত্য হইবে।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উলূককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে উলূক! তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনসম-

পানে গমন করিয়া কহিবে, তুমি আপনার চরিত্রের ন্যায় আমার চরিত্র অনুমান করিও না; সত্য ও মিথ্যা উভয়ের অন্তর অনুসন্ধান কর; জ্ঞাতিবর্গের বধ কামনা করা দূরে থাকুক, আমি কাঁট পিপীলিকা প্রভাত ক্ষুদ্র জীবেরও আনিষ্টার্চরণে প্ররত নাই; বানিতে কি, পাছে জ্ঞাতিবধ হয় বলিয়া আমি পূর্বে পাচ পানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া কেবল বিষয় বাসনা ও মূর্খতানিবন্ধন আত্মজ্ঞাঘা করিতেছ। মহামতি বায়ুদেবের হিতকর বাক্য শ্রবণগোচর কর না। এক্ষণে আর আশঙ্ক কি কহিব, তুমি বান্ধবগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্ররত হও। হে উলূক! তুমি আমার অহিতকারী দুর্য্যোধনকে কহিবে; আমি তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইবে।

অনন্তর ভীমসেন কহিলেন, হে দূত! তুমি সেই চক্ষুতপরায়ণ চরাচর দুর্য্যোধনকে পুনরায় কহিবে, হয় আমি পশু পক্ষীর উদরে, না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিব। আমি সত্যই শপথ করিতেছি সভামধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা সংসাধন করিব। আমি তোমার উরুযুগল ভগ্ন ও তোমার সোদরগণকে বিনাশ করিয়া রণস্থলে চুংশামনের শোণিত পান করিব। অভিমুখ্য রাজপুত্রদিগে ও আমি ধর্ত্তরাষ্ট্রগণের যত্নস্বরূপ। হে দুর্য্যোধন! আরও কহিতেছি, আমি ধর্ম্ম

রাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে মহাদেবগণের সহিত তোমাকে সংহার করিয়া তোমার সমস্তকে পদার্পণ-পূর্বক সকলকে সম্বলিত করিব।

অনন্তর মহাবীর নকুল কহিলেন, হে উলূক ! তুমি দুর্ঘোষনকে কহিবে ; তুমি যাহা কহিয়াছ ; আমি তাহা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হইব।

মহদেব কহিলেন, হে উলূক ! তুমি দুর্ঘোষনকে কহিবে, হে দুর্ঘোষন ! তোমার যেরূপ অভিলাষ, তাহা অনুষ্ঠান কর। তুমি এক্ষণে আমাদের ক্লেশ দর্শনে হ্রস্ট ও সম্বলিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ, তাহার নিমিত্ত তোমাকে পুত্র, স্ত্রী ও বান্ধবগণের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে। পরে বুদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উলূককে কহিলেন, হে উলূক ! তুমি দুর্ঘোষনকে কহিবে, আমাদিগের অভিলাষ এই যে, আমরা সততই সাধু লোকের দাসত্ব প্রার্থনা করিয়া থাকি ; আমরা দাস হই বা না হই, যাহার যেরূপ পৌরুষ, তাহা মন্দর্শন করিব। শিখণ্ডী কহিলেন, হে উলূক ! তুমি সেই পাপ-নিরত রাজা দুর্ঘোষনকে কহিবে, তুমি আমাকে যুদ্ধে দারুণ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে নিরীক্ষণ করিবে। তুমি যাহার বলবীর্য্যের আশ্রয় লাভ করিয়া যুদ্ধে জয় প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতেছ ; আমি সেই পিতামহ ভীমকে রথ হইতে নিপাতিত ও সকল ধনুর্দ্ধারদিগের সমক্ষে বিনাশ

করিব ; তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্তই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ধৃষ্ট-দ্যুম্ন কহিলেন, হে উলূক ! তুমি আমার বাক্যানুসারে দুর্ঘোষনকে কহিবে, আমি বান্ধবগণের সহিত জ্রোণাচাযাকে বিনাশ ও অগ্নির অসাধ্য ভয়ঙ্কর কার্য্যসমস্ত সংসাধন করিব।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে উলূক ! তুমি দুর্ঘোষনকে কহিবে, আমার স্ত্রীতে বিনাশের অভিলাষ নাই ; প্রভূত আমি তদ্বিময়ে সম্পূর্ণ অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলাম ; হে দুঃস্বপ্ন ! তোমারই দোষবশতঃ এই সকল উপাস্থিত হইয়াছে ; অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় আমিও তদ্বিময়ে প্রবৃত্ত হইব ; তাহার সন্দেহ নাই। হে উলূক ! তোমার মঙ্গল হউক ; এক্ষণে তোমার ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে প্রস্থান বা এহ স্থানে অবস্থান কর। আমরা তোমার বান্ধব। তখন কৈতব্য উলূক ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ-পূর্বক তাহার অনুজ্ঞা লাভ ও যত্নপূর্বক সমস্ত বাক্য হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া দুর্ঘোষনসম্মিথানে গমন করিল। পরে তথায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল, মহদেব, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর বাক্য সুমুদায় নিবেদন করিল। রাজা দুর্ঘোষন উলূক-মুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, রাজবল ও মিত্রবলদিগকে আজ্ঞা করিলেন ; তোমরা

সকলে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে স্তম্ভজিত হইয়া অবস্থান করিবে। তখন দূতগণ কর্ণের অদেশানুসারে সঙ্করে রথ, উষ্ট্র, বাঘী ও মহাজবশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেনাগণসাম্রাটের উপনাত হইয়া রাজগণকে সূর্যোদয়ে পূর্বের স্তম্ভজিত হইতে আদেশ করিল।

ত্রিষট্টিয়িক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর রাজা সুশিষ্ঠের পৃথিবীর আয় পৈয়াশালী পদ্যাত, রথ, অশ্ব ও গজ, এই চতুরঙ্গসম্পন্ন সেনা বহিগত করিলেন। ভাগ প্রভৃতি মহাবীরগণ সেই স্থিরসাগরদৃশ বল সমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন। অশ্বিণ পৃষ্ঠদ্যক্ষ দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেনার অগ্রণী হইয়া গমন করিলেন এবং সৈন্য ও উৎসাহ অনুসারে শত্রুগণের সহিত রথদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন ;—মহাবীর অর্জুনকে সূতপুত্রের সহিত, ভীমকে দুর্গেয়োধনের সহিত, ধৃষ্টকেতুকে শল্যের সহিত, উত্তমৌজাকে গৌতমের সহিত, নকুলকে অশ্বত্থামার সহিত, শৈব্যকে কৃতবান্মার সহিত, বাফেয় যুগ্মপানকে জয়দ্রথের সহিত, শিখণ্ডকে ভাগের সহিত, মহদেবকে শকুনির সহিত, চৌকিতানকে শল্যের সহিত, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিগর্তদিগের সহিত এবং অভিমন্যুকে বৃষসেন ও অন্যান্য মহীপালগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি অভিমন্যুকে অর্জুন অপেক্ষাও সমধিক

বলশালী জ্ঞান করিতেন। এই রূপে সেনাপতিদিগের অধিপতি ধৃষ্টদ্যক্ষ যোদ্ধৃবগকে সমবেত ও পৃথক পৃথক বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন এবং দ্রোণাচার্যকে স্বীয় প্রতিদ্বন্দী স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি সংগ্রামের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া বিধি অনুসারে ব্যূহ রচনা পৃথক পাণ্ডবগণের সেনা যোজনা করিলেন এবং তাহাদিগের জয়লাভের নিমিত্ত সাতশয় যত্নসহকারে সমরঙ্গনে অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

উলুকদূতগমন কাব্যায় সমাপ্ত।

রথাত্তিরথসংখ্যান

পর্বোধ্যায় ।

চতুঃষট্টিয়িক শততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! দৃঢ়ধন্বা অর্জুন ভীমকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রতিদ্বারক হইলে, মন্দবুদ্ধি দুর্গেয়োধন-প্রভৃতি আমার পুত্রগণ কি করিল ? আমি দেখিতেছি, মহাবীর অর্জুন বাহুবলবের সাহায্যে সমরে ভীমকে সংহার করিয়াছে। সেই সমুদিক ধীশক্তিসম্পন্ন ভীম অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন এবং কোরবগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীম কৌরবগণের সেনাপতিপদ পরিগ্রহ করিয়া দ্রব্যোপনের মন্তোষ সম্পাদনপূর্বক কংগিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ ! আজি আমি দেবসেনানী শক্তিধর কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া তোমার সেনাপতি হইব ; তাহার সন্দেহ নাই । আমি সেনাকান্যে অভিভূত হইয়াছি, বিবিধ ব্যুত্থরচনায় আমার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এবং আমি বৈতনভুক্ত ও অবৈতনিকদিগকে কাণ্ডাত্মকভাবে প্রবৃত্ত করিতে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছি । আমি সুরগুরু রহস্যপ্রতির আয় যান, যুদ্ধ ও পরপ্রযুক্ত অস্ত্রের প্রত্যেক সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং দৈব, গান্ধর্ব ও মানুষ্যবৃত্ত রচনা করিতে একান্ত সমর্থ ; আমি তদ্বারা পাণ্ডবগণকে বিনোদিত ও যথার্থ শাস্ত্রানুসারে তোমার সেনাগণকে রক্ষা করিয়া সংগ্রাম করিব ; তুমি এখন হৃদয়সন্তাপ দূর কর ।

দ্রব্যোপন কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি সত্য কহিতোঁছি, দেবাসুরের সাক্ষিত সংগ্রাম করিতেও শঙ্কিত নাহি ; বিশেষতঃ আপনি সেনাপতিপদ পরিগ্রহ ও পুরুষ সিংহ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে অবস্থান করিলে আর শঙ্কার বিষয় কি ? আপনাদের মাধ্যমে আমার অবশ্যই বিজয় লাভ হইবে ; অধিক কি, দেবরাজ্যও আমার পক্ষে ছল্লভ হইবে না । আপনি শত্রুগণের ও

আমাদের সমুদায় বিষয়ই অবগত আছেন ; অতএব এক্ষণে আমি এই সকল ভূপালের সহিত উভয় পক্ষের রণী ও অতিরথের সংখ্যা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলষী হইয়াছি ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দ্রব্যোপন ! তোমার সেনাগণসংখ্যে সহস্র সহস্র প্রবৃত্ত প্রবৃত্ত ও অর্কবৃন্দ অর্কবৃন্দ রণী ও অতিরথ আছে ; আমি তাহাদের প্রাণাহ্বানসারে আশ্রয়পালক সংখ্যা কীভূত করিতোঁছি, শ্রবণ কর । তুমি দ্রুপদপ্রভৃতি এক শত সোদর সমাভিব্যাহারে রণী হইয়া অগ্রে অবস্থান করিবে । ইহার সকলেই অস্ত্রশাস্ত্রে রূপ ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ; ইহার অসিচন্দ্রা, গদা, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া তোমার রথপ্রান্তে ও হস্তিসন্ধে অবস্থান করিবে । তাহার শত্রুসৈন্যকে সংবৃত্ত, প্রহৃত ও ছিন্ন ভিন্ন করিতে একান্ত সমর্থ এবং যুদ্ধভার বহনে নিতান্ত পারগ । পাণ্ডবগণ ইহাদিগের প্রাণে পাণ্ডাচরণ করিয়াছেন ; অতএব ইহারাই সমরভূমিতে যুদ্ধদ্রুমদ পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে ; তাহার সন্দেহ নাই ।

অনন্তর আমি তোমার সেনাপতিপদে প্রাণীকৃত হইয়া পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অস্ত্রাণ্য শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিব । তুমি আমার সমুদায় গুণ বিদিত হইয়াছ ; এক্ষণে তাহা উল্লেখ করিবার আর আবশ্যকতা নাহি । অতিরথ ধনুঃকরাগ্রগণ্য ভোজরাজ কৃতবান্ধা রণস্থলে তোমার সমস্ত কার্য্য সংসাধন করিবেন ; সন্দেহ নাই ।

যেমন দেবরাজ দানবগণকে সংহার করিয়া ছিলেন ; সেই রূপ নিতান্ত দুৰ্দ্ধৰ্ণ অতিরথ মদ্ররাজ শল্য শত্রুগণের সেনা সকল বিনাশ করিবেন । তিনি দ্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দানবদেবের প্রাণত স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন ; অতএব তিনিই সাগরতরঙ্গনাথের ন্যায় শর-জাল দ্বারা শত্রুগণকে প্রাণিত করিয়া মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন । তোমার প্রিয় সূত্বং শিক্ষিতান্ত্র ভূরিশবা ও অতিরথ সোমদত্তি অদৃষ্টই তোমার বিপক্ষগণের বশ ক্ষয় করিবেন । বিরথ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীচরণ কালে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাভূত হইলে অতি কঠোর তপোযুষ্ঠান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তুল্য বর লাভ করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি সেই শত্রুভাব ও ক্লেশপরম্পরা স্মরণপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগে নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন ।

পঞ্চষট্ঠিক শততম অধ্যায় ।

হে• তুর্ঘ্যোদন ! কাশ্যোজদেশীয় একরথ স্নদক্ষিণ তোমার কাষ্য সংসামনার্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন । তখন কোরবগণ রণস্থলে দেবরাজ হস্তেয় ন্যায় তাঁহার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন । তাঁহার রথসমূহে শলভশ্রেণীর ন্যায় কাশ্যোজ দেশীয় অতিবেগবান্ বারগণ অবস্থান করিয়া থাকে । মাহিষ্মতীর অধিবাসী নীলবর্ণ বস্ত্রধারী মহারাজ নীল

তোমারই রথী ; তিনি রথসমূহ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন । মহাদেবের সহিত তাঁহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে ; অতএব এক্ষণে তিনি তোমার কাষ্য সংসামনার্থ সমধিক যত্নবান্ হইবেন । যেমন ক্রৌড়ানিরত যুথপতি মাদ্রদ্রবক দ্রুমসমো মক্ষরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত অবশিষ্টদেশীয় বিন্দ ও অন্তবিন্দ যুদ্ধার্থী হইয়া সমরভূমিতে বিচরণ করিয়া গদা, প্রাস, আসি, নারাচ ও তোমর দ্বারা তোমার শত্রুসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবেন ; ত্রিগর্ভেরা পঞ্চ ভ্রাতা বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন ; যেমন মকরগণ তরঙ্গমালামঙ্গল ভাগীরথীকে বিক্ষেপিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার ও পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে বিচলিত করিবেন । সেই পঞ্চ রথীর মধ্যে সত্যরথই প্রধান । ভীমার্জুন দীর্ঘজয় প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের সে সমস্ত অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পাণ্ডবগণের সহায় মহারথপ্রধান ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর মহাবাহাদ্রগকে বিনাশ করিবেন ।

তরুণবয়স্ক শুকুমার তোমার আত্মজ লক্ষণ ও ভ্রংশসনের পুত্র মহৎ কণ্ঠের অনুষ্ঠান করিবে ; ইহারা সংগ্রামে অপরা-জুথ, যুদ্ধবিশারদ, অতিবেগবান্, সকলের প্রণেতা ও রথী । একরথ রাজা দ্রুমপার স্বায় সৈন্যগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন । অযোধ্যাধিপতি মহাবল

পরাক্রান্ত রথী মহারাজ বৃহৎল স্রীয় বন্ধু-
গণকে সম্ভব করিয়া তোমার হিতের
নিমিত্ত বুদ্ধ করিবেন। যিনি মহর্ষি গোতম
শরদ্রানের ঔরসে শরস্তুষে অজ্ঞেয় কার্ত্তি
কেয়ের ন্যায় সমুৎপন্ন হইয়াছেন ; সেই
রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া
জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্বক বিপক্ষগণকে
বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ছতা-
শনের ন্যায় বিবিধায়ুধদারী বহুল বল দগ্ধ
করিয়া সমরে সঞ্চরণ করিবেন।

ষট্‌ষষ্ঠ্যামিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্ ! তোমার মাতুল একরথ
শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত বৈর উৎপাদন
করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিবেন ; তাহার
সন্দেহ নাই। তাহার সেনাসকল বেগে
বায়ুর তুল্য, নিতান্ত দুদ্ধর্ষ, বিবিধায়ুধদারী
ও সমরে অপরাগুণ। দ্রোণাত্মজ অশ্বখামা
ধনুর্দ্ধরপ্রধান, চিত্রযোদী ও দৃঢ়াত্ম ; মহা-
বীর অর্জুনের ন্যায় তাহার শরদ্রাল শরা-
সন হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অবিচ্ছিন্নরূপে
গমন করিয়া থাকে। তাহার বলবীৰ্যের
শীমা নিদ্দেশ করা আমার সাধ্য নহে ;
তিনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে
সমর্থ হন। তিনি তপোবলে ক্রোধ ও
তেজঃ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আশ্রমবাসী
দ্রোণের অনুগ্রহে দিব্য অস্ত্রে অশিক্ষিত
হইয়াছেন। কিন্তু তাহার একটি বিশেষ
দোষ এই যে, তিনি অত্যন্ত জীবনপ্রিয় ;
আমি এই নিমিত্তই তাঁহাকে রথী বা অতি-
রথ বলিয়া নিদ্দেশ করিতে পারি না।

উভয় পক্ষের সেনাগণমধ্যে তাহার তুল্য
পরাক্রমশালী আর কেহই নাই। তিনি
একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমুদায়
দেবসেনা সংহার ও তলধ্বনি দ্বারা পর্বত
বিদারণ করিতে সমর্থ হন। তাহার গুণ-
গ্রাম গণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তিনি
রণস্থলে সাক্ষাৎ কালান্তক যনের ন্যায়
সঞ্চরণ করিবেন। তিনি ক্রোধাবিন্ট
হইলে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রতী-
মান হইতে থাকেন। তিনিই এষ্ট কুরু-
পাণ্ডবযুদ্ধের পব্যবসান করিবেন। তাহার
পিতা দ্রোণ বুদ্ধ হইলেও যুবা অপেক্ষা
সমধিক সামর্থ্যশালী ; নিশ্চয়ই বোধ হই-
তেছে, তিনি রণস্থলে অমহৎ কাবীসকল
সংসাদন করিবেন। সৈন্যস্বরূপ ইক্ষন-
সমুৎখিত ছতাশন অস্ত্রবেগরূপ প্রবল বায়ু-
দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য
গণকে ভয়সাৎ করিবে। আচার্য্য দ্রোণ
অতিরথ ; তিনি রণস্থলে তোমার হিত-
জনক ভয়ানক কর্মসমুদায় সম্পাদন করি-
বেন। তিনি ভূপালগণের আচার্য্য ; তিনি
স্বজ্ঞয়গণকে বিনষ্ট করিবেন, তাহার সন্দেহ
নাই। ধনঞ্জয় তাহার প্রিয় শিষ্য ; স্তত্রাং
তিনি অক্লিষ্টকর্মা অর্জুনের গুণসমূহ স্মরণ
করিয়া কদাচ তাহাকে বিনাশ করিবেন না ;
তিনি তাহার গুণগ্রামের স্লাঘা করিয়া থাকেন
এবং স্বপুত্র অশ্বখামা অপেক্ষাও তাহাকে
সমধিক গুণসম্পন্ন বিবেচনা করেন।
তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া
দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে একত্র সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব
ও মানবগণকে বিনাশ করিতে পারেন।

রথী পৌরব স্বীয় সৈন্য দ্বারা রিপক্ষ-
সৈন্যগণকে সমুপ্ত করিয়া অনলের তৃণ-
রাশি দহনের ন্যায় পাপলাদিগকে দগ্ধ
করিবেন । মহাবল পরাক্রান্ত একরথ
সত্যশ্রবা তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া
রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন এবং তাঁহার
মোদ্ধগণ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারণ-
পূর্বক তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া
রণক্ষেত্রে বিচরণ করিবে ।* মহারথ কর্ণা-
জ্ঞ রুমেন তোমার বিপক্ষবল দগ্ধ করি-
বেন । প্রধান রথী মহাতেজাঃ জলসন্ধ
জীবিতমিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্ররত্ত হইবেন ।
মহাভূজ রণবিশারদ মাদব রণে আরোহণ
করিয়া তোমার শত্রুসৈন্যদিগকে যুদ্ধে ক্ষয়
করিবেন । ইনি তোমার কাব্য সংসাদ-
নার্থ সৈন্যগণের সহিত সযং প্রাণ পরিত্যাগ
করিতেও পরাঙ্মুখ নন । ইনি মহাবল
পরাক্রান্ত ও চিত্রমোদ্ধা ; এক্ষণে নির্ভয়ে
তোমার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন,
তাঁহার সন্দেহ নাই । অতিরথ বাহ্ল্যাক
রণস্থলে অবতারণ হইয়া কখন পরাঙ্মুখ হন
না ; বরং করাল কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত
ভীষণ হইয়া উঠেন । ইনি সম্মারণের ন্যায়
নিরন্তর রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়া তোমার
শত্রু সৈন্য সংহার করিবেন । তোমার
সেনাপতি মহারথ সত্যবান্ রণস্থলে অতি
অদ্ভুত কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন ।
তাঁহার যুদ্ধ দর্শন করিলে মনোমধ্যে কোন
পীড়া জন্মে না ; তিনি অবলাক্রমে সম্মু-
খীন শত্রুগণকে উৎসাদিত করিয়া প্রত্যা-
গত হইতে সমর্থ হন । তিনি তোমার

নিমিত্ত শত্রুগণমধ্যে সংপুরুষোচিত কার্য্য-
সমুদয় অনুষ্ঠান করিবেন । ক্রুরকন্ধ্যা
মহারথ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বন পূর্বকৃত বৈর
স্মরণ করিয়া শত্রুসংহারে প্ররত্ত হইবেন ।
ইনি সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের প্রধান রথী,
মায়াবী ও দৃঢ়বিরোধী । মহাবল পরাক্রান্ত
প্রতাপশালী প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ও
অর্জুন তাঁহারা জিগীষাপরবশ হইয়া বহু
দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।
অনন্তর ভগদত্ত নিজ সখা পাকশাসনের
সম্মান রক্ষার্থ অর্জুনের সহিত মিত্রতা
করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন । এক্ষণে
তিনি দেবরাজ ইন্দের ন্যায় যুদ্ধে প্ররত্ত
হইবেন ।

সপ্তবর্ষ্যধিক শততম অধ্যায় ।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ; মহাবল পরাক্রান্ত
গান্ধারপ্রধান রমণীয়দর্শন ক্রোধপরায়ণ যুবা
অচল ও রমক নামে দুই ভ্রাতা তোমার
শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবে । যে পাণ্ডব-
গণের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত করিবার নিমিত্ত
সতত তোমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছে ;
যে তোমার প্রিয় সখা, মন্ত্রী ও নেতা, সেই
প্লাষাপরতন্ত্র শরনিন্দক নীচপ্রকৃতি হীন-
জাতি অভিমানী কর্ণ সহজাত কবচ ও
দিব্য কুণ্ডলযুগলে বর্ণিত এবং আপনাকে
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করাতে রামু-
কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত আছে ; এই নিমিত্ত
রথী বা অতিরথ হইতে পারে না ।
আমার মতে ইহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া জ্ঞান
করা উচিত । এই কর্ণ অর্জুনের সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কখনই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইবে না।

অনন্তর সর্পদন্তুর্দ্ধিরাগ্ৰগণ্য দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে ভাঙ্গা! আপনি যাহা কহিলেন; তাহার অণুমাাত্রও মিথ্যা নয়। কৰ্ণ অতিশয় অভিমানী, অবদানশূন্য ও প্রত্যেক রণেই পরাস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আমার মতেও ইহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তখন কৰ্ণ এই কথা শ্রবণগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধবিস্ফারিত নয়নে কঠোর বচন কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আমার কোন অপরাধ নাই; তথাপি আপনি আমাকে স্বেচ্ছানুসারে বৈদেশ বশতঃ পদে পদে বাক্যশরে বিদ্ধ করিতেছেন; আপনি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় নিনান্ত মন্দ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি মহারাজ দুৰ্য্যোধনের অনুরোধেই আপনাকে ক্ষমা করিতেছি। আপনি যখন আমাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দেশ করিলেন, তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকই এই কথা কখন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিবে না; কারণ, সকলে জানেন, ভাঙ্গা কদাচ মিথ্যা কহেন না। আপনি কৌরবগণের নিতান্ত অহিতকারী; কিন্তু রাজা দুৰ্য্যোধন ইহা অবগত হইতেছেন না। আপনি যেমন গুণবিশেষবশতঃ আমার প্রতি দ্রব্য প্রকাশ করিতেছেন, তদ্রূপ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে পরস্পরের ভেদ করিতে অভিলাষী হইয়া সমকক্ষ ভূপালগণের এই রূপ তেজোবদন করিয়া থাকেন। আপনি কি ধনসম্পত্তি কি বন্ধু

কি বয়ঃক্রম কি বার্কিক্য কিছুতেই মহারথস্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ক্ষত্রিয়গণ বলে, বিজাতিগণ মস্ত্রে, বৈশ্যেরা ধনে এবং শূদ্রেরা বয়সে জ্যেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। আপনি কাম ও দ্বেষ-পরায়ণ হইয়া মোহ প্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে রণা ও অতিরথাদগকে নির্দেশ করিতেছেন; হে দুৰ্য্যোধন! আপনি এই সকল বিষয় সম্যক্ পর্যালোচনা করিয়া এই দুটো স্বভাবসম্পন্ন ভাঙ্গাকে পরিত্যাগ করুন; ইনি আপনার অহিতকারী। পুরুষমপরাগত সৈন্যসকল ভিন্ন হইলে যখন তাহাদগকে একত্র করা দুঃসাধ্য, তখন যাহারা নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন হইলে যে একত্র করা দুষ্কর, তাহার সন্দেহ কি? এক্ষণে এই সকল যোদ্ধৃদিগের বৈধৰ্ম্মের সঙ্গীত হইয়াছে; তাহাতে অবার ভাঙ্গ প্রত্যক্ষেই আমাদের তেজোবদন করিতেছেন। দেখুন, রণ-বিজ্ঞানই বা কোথা? আর অল্পমাত্র ভাঙ্গই বা কোথা?

হে বুরুরাজ! আমি পাণ্ডবগণের সৈন্য আক্রমণ করিব; যেমন ব্যাঘ্রকে মন্দর্শন করিলে রুমভগণ পলায়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি সম্মুখান হইলে, পাণ্ডবেরা পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে দশ দিকে প্রস্থান করিবে। যুদ্ধ বা বিমর্দ এবং মন্ত্র ও ব্যাঘ্রতই বা কোথা, আর অতিরুদ্ধ কালপ্রেরিত ভীষ্মই বা কোথা। ভীষ্ম একাকা প্রতিনিয়ত পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকেন

এবং কাছাকেও গণনা করেন না। শাস্ত্রে
কহিয়া থাকে, যুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করা
বিধেয় ; কিন্তু অতিরুদ্ধের কৃপা কখনই
শ্রবণ করিবে না ; তাহার বালক বলিয়া
পরিগণিত হইয়া থাকেন। আমি একা-
কাই পৃথিবীগণের সৈন্য সংহার করিব।
আপনি ভীষ্মকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন ; সুতরাং আপনার যুদ্ধে
ভীষ্মেরই মশোলাভ হইবে ; কারণ যুদ্ধে
সেনাপতিরই মশোলাভ হইয়া থাকে ;
সেনাগণ তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হয়। হে মহা-
রাজ ! ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কখনই
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ; তিনি কলেবর
পারিত্যাগ করিলে পর অচ্যুত মহারথগণ
সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ ! এই যুদ্ধের
মাগরসদৃশ গুরুভার আমাতেই সমর্পিত
হইবে, ইহা আমি বহু কাণ অবধারণ-
করিয়াছি। সেই লোমহবন সংগ্রামকাল
উপস্থিত হইলে আমি কদাচ পরস্পরের
ভেদ করিব না ; অতএব তুমিও জীবিত
থাকিবে। তুমি নিতান্ত বালক ; আজি
আমি যুদ্ধ করিয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্বক
তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবিতাভিলাষ নিরাশ
করিব না। মহাবীর জামদগ্ন্য মহাস্ত্র
পারিত্যাগ করিয়াও আমাকে কোন রূপ
পীড়া প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই ;
সুতরাং এক্ষণে তুমি আমার কি করিবে।
হে হীনকূলপাংশুল ! সাধু লোকেরা কদাচ
আপনার বলবীর্যের প্রশংসা করেন না ;

কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াই
এই কথা উত্থাপন করিতেছি ; কাশিরাজ-
কন্যাদিগের সয়ংবরকালে আমি একমাত্র
রথে আরোহণ করিয়া সমবেত ক্ষত্রিয়-
গণকে পরাজয় করিয়া বল পূর্বক কন্যা-
দিগকে হরণ করিয়াছিলাম এবং আমি
একাকীই সমরাস্ত্রনে অতি বিখ্যাত মহাস্ত্র
মহাস্ত্র সৈন্য ভূপালগণকে নিরস্ত করিয়া-
ছিলাম। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কোরব-
গণের অন্য উপস্থিত হইয়াছে ; তুমিও
বিনাশ লাভের নিমিত্ত আগত হইয়াছ ;
অতএব পুরুষকার প্রদর্শন-পূর্বক যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হও। তুমি যাহার সহিত সতত
স্পর্ধা করিয়া থাক, আজি সেই পার্থের
সহিত যুদ্ধ কর। আমি সেই যুদ্ধ হইতে
তোমাকে প্রত্যাগত দেখিব।

তখন রাজা দুর্যোধন উভয়কে এইরূপ
বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মদেবকে কহি-
লেন, হে পিতামহ ! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত
করুন ; এক্ষণে মহৎ কার্য উপস্থিত
হইয়াছে ; অতএব যাহাতে আমার শ্রেয়ো-
লাভ হয়, আপনি তাহা অবধারণ করুন।
আপনার উভয়েই আমার মহৎ কৰ্ম্ম অনু-
ষ্ঠান করিবেন। রজনী প্রভাত হইলেই
যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এক্ষণে পুনরায়
বিপক্ষগণের বলাবল এবং রথী ও অতিরথ-
সংখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

অষ্টবর্ষ্যিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম করিলেন, চর্যোপন! তোমার রথী, অতিরথ ও অঙ্গরথ সংখ্যা কীভূত করিলান, এক্ষণে বীর পাণ্ডবগণের রথ-সংখ্যা শ্রবণ করিতে কোতুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সকল ভূপালগণের সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রবণ কর। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং রথী; তিনি ছত্ৰাশনের ন্যায় সমরে সঞ্চরণ করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। ভীষ্মেন একাকী অষ্ট রথীর সমান ও অব্যত নাগ তুল্য বল-শালী; তাহার সদৃশ গদা ও বাণযুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। মাদ্রীতনয় নকুল ও মহদেব উভয়েই রথী; তাহারা তেজঃ ও সৌন্দর্য্যে অশ্বিনী-কুমারের তুল্য। তাহারা সেনামুখে উপ-স্থিত হইয়া ক্রেশপরম্পরা সংস্মরণ পূর্ব্বক রুদ্রের ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাহারা সকলেই শালস্তম্ভের ন্যায় উন্নত এবং অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা প্রাদেশপ্রমাণ উচ্চ। তাহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য ও তপোব্রতান করিয়া-ছেন এবং সকলেই বলসম্পন্ন। তাহারা দীর্ঘজয়কালে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং বেগ, প্রহার ও যুদ্ধ-বিষয়ে অলৌকিকতা লাভ করিয়াছেন। কেহই তাঁহাদিগের শরাসনে জ্যারোপণ বা আয়ুধ, গদা ও শরজাল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা বালক হইয়াও

গরীয়সী গদা উত্তোলন, শর নিক্ষেপ, লক্ষ্য-বেধ, মণ্ডপীড়ন, মুষ্টিযুদ্ধ ও বেগে তোমা-দের অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া-ছেন; তাহারা তোমাদের এই সকল সৈন্য-সংহার কারবেন; অতএব তোমরা কদাচ তাহাদিগের সাহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও না। রাজমুয় যুদ্ধে মেরুপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ তাহারা তোমার সমক্ষেই সমরে সমস্ত ভূপালগণকে একে একে বিনাশ করিবেন। তাহারা দ্রৌপদীর ক্রেশ ও দ্যুতক্রোড়া কালীন অতি কঠোর বাক্য-সমুদায় স্মরণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় বণ্ণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন।

উভয় পক্ষের সৈন্যগণমধ্যে লোহিত-লোচন অর্জুনের তুল্য বীর ও রথী আর নাই। অধিক কি, পার্শ্ব দেবতা, উরগ, রাজস এবং যক্ষগণমধ্যেও তাহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাহ, পরেও হইবে না; নরলোকের ত কোন কথাই নাই। অর্জুনের রথ স্তম্ভজিত, বাহুদেব সারথি, অর্জুনের স্বয়ং রথী, গাণ্ডীব শরাসন, অশ্বসকল বায়ুবৈগগামী, কবচ অভেদ্য, তুণীরদ্বয় অক্ষয়, গদাসকল অতি ভীষণ, মাহেন্দ্র, পাণ্ডপত, কোবের, বাঘা ও বাক্রণ অস্ত্র তাহার অধিকৃত এবং বজ্র-প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র-সকল তাহার বশবর্তী রহিয়াছে। তিনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া হিরণ্য-পূরবাসী সহস্র সহস্র দানবকে বিনষ্ট করেন; তাহার তুল্য রথী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিঃশঙ্কে

রাগিয়া তোমার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিবেন । তুমি আমি না তুমি আচার্য্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ; উভয় সৈন্যমধ্যে তাঁহার শরবর্ষণ মহা করে, এমন কেহই নাই । যেমন সমারণ গীতাবসানে জগৎগরের স্তম্ভাঙ্গা করে, তদ্রূপ বাস্তবের অর্জুনের সাহায্য কারিয়া থাকেন । অর্জুন যুবা, আমরা উভয়েই বদ্ধ ।

তখন সভাস্থ সমস্ত নৃপাতিগণ মহাবীর ভীষ্মের বুথে এই সমস্ত কথা শ্রবণ-পূর্বক পাণ্ডবদিগের পক্ষতন সামর্থ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন । তাঁহাদিগের স্থল অঙ্গদবৃদ্ধ চন্দ্রবিভূষিত ভুজ্জয় একান্ত বিশ্রান্ত হইয়া পড়িল ; দেখিলে বোধ হয় যেন, তাঁহারা পাণ্ডবগণের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিতেছেন ।

উনসপ্ততম শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্র সকলেই মহারথ । • বিরাটনন্দন উত্তর রথ । মহাবীর অভিমন্যু অর্জুন ও বাস্তবদেবের তুল্য লঘুহস্ত ও দৃঢ়ব্রত ; তিনি পিতা অর্জুনের ক্রেশ স্মরণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলেন । মহাবীর মাত্যকি বৃষ্ণবংশীয়দিগের মধ্যে অমর্যপারায়ণ ও নিভয় ; আমি তাঁহাকে ও মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যুকে রথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি । ইহাদিগের বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ আছে । ইহারা অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় পরস্পর আহ্বান-পূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণ-দম-

ভিব্যাহারে অর্জুনের প্রিয় সাধনার্থ তোমার সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবেন । মহাবীর পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সমরে দুর্জয় বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ ; ইহারা বদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ নন ; অন্যত্র বীর পুরুষ কারণ বশতঃ কখন তেজস্বী কখন বা নিস্তেজঃ হন ; কিন্তু ইহারা যুত্যা পর্য্যন্তও দৃঢ়ব্রতম থাকেন ; অতএব এই দুই মহাবীর সম্বন্ধ, বংশ, বীৰ্য্য, বল ও পাণ্ডবগণের বিশ্বাস অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে বীরাচারিত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে সমরে মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন ।

সপ্ততম শততম অধ্যায় ।

হে দুর্ঘোধন ! পাঞ্চালরাজতনয় শিগগ্নী রথিপ্রদান ; তিনি বহুল পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সেনা-সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার সৈন্যগণমধ্যে যশোবিস্তার ও পৌরুষ প্রদর্শন পূর্বক - রথসমূহ দ্বারা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন । দ্রোণ-শিষ্য মহারথ পুণ্ড্রক্য পাণ্ডবগণের সেনানী ; আমি তাঁহাকে অতিরথ বিবেচনা করিয়া থাকি । যেমন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভগবান্ বোমকেশ প্রলয়কালে প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবেন । সমরপ্রিয় অনুষোয়া কহিয়া থাকেন, ইহার রথ ও সৈন্য বহু-সংখ্যাপ্রযুক্ত সাগরের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে । ইহার আত্মজ ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ, বালকত্ব-প্রযুক্ত সাতশয় পরিভ্রমে সমর্থ

নহেন ; অতএব আমি তাঁহাকে অর্দ্ধরথ
নলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। মহা-
রাজ শিশুপালের পুত্র মহারথ ধৃষ্টকেতু
পাণ্ডবগণের সম্বন্ধী ; এক্ষণে তাঁহারা পিতা-
পুত্রে পাণ্ডবদিগের মহৎ কার্যানুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হইবেন। মহারাজ ক্ষত্রদেব পাণ্ডব
দিগের এক প্রধান রথী ও ক্ষত্রিয়ধর্মপরা-
য়ণ। জয়ন্ত, অমিততেজা ও মহারথ
সত্যজিৎ-প্রভৃতি মহাত্মা পাণ্ডালগণ কৃদ্ধ
কুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহা-
বল পরাক্রান্ত অজ ও ভোজ পাণ্ডবগণের
হিত সাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সামর্থ্য
প্রদর্শন করিবেন ; ইহারা লঘুহস্ত, চিত্র-
যোদী ও দৃঢ়বিক্রম। যুদ্ধভূমিদে কেবলের
পঞ্চ ভ্রাতা, কাশিক, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ
ও মদীরাশ্ব, ইহারা সকলেই রথী, যুদ্ধ-
লক্ষণযুক্ত ও সন্দ্রাভবেতা। মহারাজ
বার্কক্ষেমি মহারথ। নৃপতি চিত্রাঙ্গুস রথি-
শ্রেষ্ঠ ; তিনি যুদ্ধবিশারদ ও অর্জুনের
একান্ত ভক্ত ছিলেন। চৌকিতান ও
সত্যধৃতি ইহারা রথী। বাসুদত্ত ও চন্দ্র-
সেনকে পাণ্ডবগণের প্রধান রথী বলিতে
পারি। বাসুদেব বা ভীমসেন-সম সেনা-
বিন্দু ও ফ্রোদহস্তা বিক্রম প্রকাশপূর্বক
তোমার সেনাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইবেন। তুর্গি যেমন দ্রোণ, কৃপ ও
আমাকে সমরপ্রার্থী বিবেচনা করিয়া থাক,
তদ্রূপ তাঁহাকেও বোধ করিবে। মহারাজ
কাণ্ড সাতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত, প্রশংসনীয় ও
একরথ। সমরপ্রিয় দ্রুপদনন্দন সত্য-
জিৎ মহাবল পরাক্রান্ত, যুবা ও অষ্ট

রথীর সমান ; তিনি এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্ট-
দ্যুম্নের ন্যায় অতিরথ হইয়াছেন ; এক্ষণে
পাণ্ডবগণ যশোলাভ করিবেন, এই বাসনায়
মহৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাণ্ডব-
গণের অনুরাগভাজন মহাবীর্য পাণ্ডুরাজ
মহারথ। শ্রেণিমান ও বসুদান ইহারা
উভয়েই অতিরথ।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়।

হে ভূযোথন ! মহারথ রোচমান রণ-
স্থলে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। মহা-
বল পরাক্রান্ত স্তনিপুণ চিত্রযোদী, ভীম-
সেনের মাতুল কৃষ্ণভোজ পুরজিৎ অতি-
রথ ; যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও
বিক্রম প্রকাশপূর্বক ভাগিনেয়াদিগের
হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।
তাঁহার যুদ্ধ রিশারদ স্তবিখ্যাত বহুসংখ্যক
যোদ্ধা আছে ; তাঁহারাও রণস্থলে অতি
অধুত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে, সন্দেহ
নাই ; হিড়িম্বাতনয় সমরপ্রিয় অতিশয়
মায়ারী রাক্ষস ঘটোৎকচ, আপনার বশ-
বর্তী অগ্ন্যশ্ব মহাবীর রাক্ষসগণ-সামন্তব্য-
হারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। হে মহারাজ !
এই সকল ও অন্যান্য মহীপালগণ সমবেত
হইয়া বাসুদেবকে পুরোবর্তী করিয়া পাণ্ডব-
গণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন।

এই সমস্ত প্রধান প্রধান রথী, অতি-
রথ ও অর্দ্ধরথ সমরক্ষেত্রে দেবরাজপ্রীতম
অর্জুন কর্তৃক প্রাতিপালিত অতি ভয়ঙ্কর
যুধিষ্ঠিরসেনাসকল লইয়া যাইবেন। আমি

সেই সমস্ত জিগীষাপরবশ মায়াবী ভূপাল-
গণের সহিত মমর করিয়া জয় বা নিধন
লাভ করিব । আমি সন্ধ্যাকালীন চন্দ্র-
সূর্যোর ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও চক্রধর
বাসুদেব এবং পাণ্ডবদিগের অগ্ন্যান্ত রণী
বীর পুরুষগণকে রণস্থলে আক্রমণ করিব ।

পাণ্ডবদিগের যে সকল রণী, অতিরথ
ও অর্দ্ধরথের বিষয় প্রাধান্যানুসারে কীৰ্ত্তিত
হইল, আমি তাঁহাদিগকে • এবং অর্জুন,
বাসুদেব ও অগ্ন্যান্ত পার্থিবগণকে সমরে
অবলোকন করিবামাত্র অস্ত্রজাত • দ্বারা
নিবারণ করিব । কেবল পাঞ্চালতনয়
শিখণ্ডী প্রাত্যোদ্ধা হইয়া শর নিক্ষেপ
করিলে, তাহাকে কদাচ বিনাশ করিব না ।
লোকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমি
পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত লঙ্ক-
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ভ্রতের
অনুষ্ঠান করিয়াছি । আমি চিত্রাঙ্গদকে
কোরবদিগের আধিপত্যে স্থাপিত ও অল্প-
বয়স্ক বিচিত্রবীৰ্য্যকে • যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়াছি । আমি ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপাল-
গণকে আমার ব্রহ্মচর্য্য অবগত করিয়া
এক্শে ঋত্বী বা ক্রীপূর্ব পুরুষকে সংহার
করিতে পারি না । বোধ হয়, তুমি ভ্রাবণ
করিয়া থাকিবে, শিখণ্ডী পূর্বে ক্রীজাতি
ছিল ; পশ্চাৎ পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ
করিয়াছে ; অতএব আমি তাহার সহিত
কদাচ যুদ্ধ করিব না । কিন্তু পাণ্ডবগণ
ব্যতিরেকে সমরে যাহাকে প্রাপ্ত হইব,
তাহাকেই সংহার করিব ; সন্দেহ নাই ।

• • অতিরথসংখ্যানপর্বাদ্যায় সমাপ্ত ।

অশ্বোপাখ্যান পর্বাদ্যায় ।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

দুর্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ
আপনি মোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার
করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন •
এক্শে শিখণ্ডীকে রণস্থলে শরক্ষেপ করিতে
দৃষ্টিগোচর করিয়াও কি নিমিত্ত বিনাশ
করিবেন না ?

ভাশ্ব কহিলেন, হে দুর্যোধন ! আমি
যে নিমিত্ত শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না
তুমি তাহা এই সকল ভূপালগণের সহিত
অবহিত হইয়া ভ্রাবণ কর । আমার পিত
ত্রিলোকবিশ্রুত মহারাজ শান্তনু সমুচিত
অবসরে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, আমি
প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন-পূর্বক ভ্রাতা চিত্রা
ঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করিলাম । অন-
ন্তর তিনিও লোকান্তরগত হইলে, আমি
সত্যবতীর অভিমতে বিচিত্রবীৰ্য্যকে নিয়
মানুসারে অভিষেক করিলাম । বিচিত্র
বীৰ্য্য মন্যতঃ আমার কনীয়ান্ ; এই নিমিত্ত
সকল বিষয়ে আমার মতানুসরণ করিতেন ।
আমি তাঁহার দ'রাক্রিয়া সম্পাদন করিবার
নিমিত্ত অনুরূপ কুল অনুসন্ধান করিতে
লাগিলাম ; অনন্তর শুনিলাম, অলোক-
সামান্য রূপসম্পন্ন কাশিরাজের তিন
দুহিতা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ং-
বরা হইবেন ; তাহাদিগের মধ্যে অম্বা
সর্বজ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা ও অম্বালিকা

কনিষ্ঠা ছিলেন। সম্মানের নিমিত্ত অনেকে কানেক ভূমিপাল নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আমি একমাত্র রথে আরোহণ-পূর্বক কাশিরাজের রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গদ্বারা ভূমিতা কাশিরাজের চরিত্রাদিগকে ও নিমন্ত্রিত নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলাম। পরে আমি সেই তিন কন্যাকে বীর্য্যশুদ্ধ অবগত হইয়া রথে আরোহিত করিলাম এবং সমাগত পার্শ্ববর্গগণকে আশ্বাস করিয়া বারংবার কহিলাম, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম তোমাদের সমক্ষে বন প্রসক কন্যাগণকে ভরণ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা শান্তনুসারে ইহাদিগকে মোচন করিবার নিমিত্ত যত্ন কর।

অনন্তর ভূপালগণ ক্রোধভরে আরম্ভ গ্রহণ-পূর্বক মত্তরে আসন হইতে সমুপস্থিত হইয়া সারথিদিগকে মাজ মাজ বলিয়া আদেশ করিলেন। তখন যোদ্ধৃগণ উগ্রতায়ুধ হইয়া মাতঙ্গসদৃশ রথ, গজসমূহ এবং ক্ষুদ্র পুষ্ট অশ্বের সজ্জিত আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উৎখিত হইলে পর, ভূপালসকল রথে আরোহণ করিয়া আমাকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অনন্তরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম; ভীষ্মা যখন আমার সম্মুখীন হইলেন, তখন আমি অবলম্বিতক্রমে তাঁহাদিগের স্তবর্ণালঙ্কৃত বিচিত্র ধ্বজ পাত্তিত করিলাম এবং অশ্ব, গজ ও সারথিদিগকে এক এক শর দ্বারা ভূতলে নিপাত্তিত করিতে লাগিলাম।

তখন সকলে আমার শরলাঘব দর্শনে

সমরপরাজুগ হইয়া উত্থিতঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহাদিগকে জয় করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলাম এবং ভীষ্মের পরিণয় কন্যা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়াছি; এই সমস্ত ব্যাপার সম্ভাবতাকে নিবেদন করিলাম।

ত্রিমস্ততাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর আমি জননী মতাবতী সান্নিধ্যানে গমন ও তাঁহাকে আভিষাদন করিয়া কহিলাম, জননী! আমি একমাত্র বীর্য্যই এই তিন কন্যার শুদ্ধ অবগত হইয়া পার্শ্ববর্গগণকে পরাজয় করিয়া ইহাদিগকে বিচিত্র-বায়োব নিমিত্ত আহরণ করিয়াছি। তখন মতাবতী ক্ষম্তমনে ও গগদন্ত্রনয়নে আমার মস্তক আশ্রয় করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ভীষ্মবলে জয় লাভ করিয়াছ। পরে ভীষ্মের অনুমোদিত কিম্বদন্তি সমুপস্থিত হইলে, কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা লক্ষ্যবস্তু বদনে আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আপনি ধন্যপারায়ণ ও সর্ধশাস্ত্র-বিশারদ; এক্ষণে আমার ধন্যায়ুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের অনুষ্ঠান করুন। আমি পুনের শাস্ত্রপাতকে মনে মনে বরণ করিয়াছি; ত্রিণ্ড ও নির্জ্জনে পিতার অর্জ্জাত-সারে আমাকে বরণ করিয়াছেন; আমি আর অন্ডকে প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধন্যপথ উল্লঙ্ঘন-পূর্বক কি রূপে আমাকে

স্বীয় আবাসে রাখিবেন । হে মহারাজ ! আপনি ইহা বুদ্ধিবলে সম্যক্ অবধারণ করিয়া যাচা কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন । শাস্ত্ররাজ নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা করিতেছেন ; অতএব আমাকে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি করুন । আমরা শ্রবণ করিয়াছি, আপনিই পুণ্ড্রবামধ্যে মর্কটাকুট প্রচ্ছাদিত ; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন ।

চতুঃসপ্ততমিক শততম অধ্যায় ।

ভাঙ্গ কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর আমি জননী সত্যবতী, মন্ত্রী ও পুরোহিতের অনুমতিক্রমে কাশিরাজচরিত্রা অম্বাকে গমন করিতে আদেশ করিলাম । তখন অম্বা রুদ্ধ ভ্রাক্ষণপাররক্ষিত ও দাত্রী কর্তৃক অনুসৃত হইয়া শাস্ত্রপতির রাজধানীতে গমন করিলেন । পরে রাজধানীর পথ অতিক্রম করিয়া ভূপালসন্নিধানে গমনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিয়াছি । শাস্ত্রপতি ইমংপ্রাশ্ন্য করিয়া কহিলেন, হে বর-বর্গিনী ! তুমি অণুপূর্ব হইয়াছ ; আমি আর তোমার পাণিগ্রহণ করিব না । তুমি পুনরায় সেই ভাঙ্গের সন্নিধানে গমন কর । তিনি অত্যাচ্য ভূপালগণকে পরাজয় করিয়া বলপূর্বক তোমার করগ্রহণ করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত আমি আর তোমাকে পার্শ্বনা করি না । তুমি তৎকালে ভাঙ্গের প্রা. অনুরক্ত হইয়াছিলে ; সুতরাং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ভূপতি অন্যের

দম্বোপদেষ্টা হইয়া কি রূপে অন্যপূর্বদা নারাকে আভিলাষ করিবেন ; অতএব গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে ; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছাক্রমে গমন কর ।

তখন একান্ত অনঙ্গশরশীড়িত অম্বা শাস্ত্রপতিকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি এরূপ কহিবেন না ; ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আমি ভাঙ্গের প্রতি প্রীতিমত্তী নহি ; এ নিমিত্ত আমি অবিরল বাস্পাকুল লোচনে রোদন করিতেছিলাম । তথাপি তিনি অত্যাচ্য মর্হীপালগণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন । আমি আপনার একান্ত ভক্ত ; আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই ; অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ; দম্বাক্রমে নিরপরাধ ভক্তকে পরিত্যাগ করা প্রশস্ত নয় । এক্ষণে আমি ভাঙ্গকে আমন্ত্রণ ও তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি । শ্রবণ করিয়াছি, মহাবাহু ভাঙ্গ আপন ভ্রাতার নিমিত্ত এই কাম্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; তিনি স্বয়ং আমাকে প্রার্থনা করেন না । বিবাহকাল উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিহ্নবাগকে আমার কন্যায়সী ভগিনী অম্বা ও অম্বালিকা প্রদান করিয়াছেন । হে রাজন্ ! আমি মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনা-ব্যতিরেকে অণু বরকে ধ্যান করি না । আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া সত্য কহিতেছি, আমি অণুপূর্বদা নহি । এক্ষণে আমি স্বয়ং সমুপস্থিত হইয়া আপনার প্রসন্নতা লাভের

অভিলাষ করিতেছি ; আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ।

অনন্তর কাশিরাজদুহিতা অম্মা বারং-বার এই প্রার্থনা করিলেও শাল্লরাজ মর্পের নিম্নোক্ত পারিত্যাগের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন ; তাঁহার প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না । তখন অম্মা রোমাবিস্ট হইয়া বাম্পাকুল লোচনে ও গদগদ বচনে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ; এক্ষণে আমি যথা ইচ্ছা, তথা প্রস্থান করি ; মাধু ব্যক্তিরাই সত্যের ন্যায় আমার রক্ষক হইবেন । শাল্লরাজ অম্মার এই রূপ বিলাপ ও পারিতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে পারিত্যাগ করিলেন এবং বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে নিতম্বিনি ! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর । মহাবীর ভীষ্ম তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন । আমি তাঁহার বলবীৰ্য্যে নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি ।

অম্মা অদূরদর্শী শাল্লরাজ কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অতি দীন মনে কুর-বার ন্যায় রোদন করিতে করিতে রাজ-ধানী হইতে নির্গত হইলেন । মনে করিলেন, এই ভ্রমণে আমার তুল্য দুঃখিনী রমণী আর নাই । আমি বান্ধববিহীন হইয়াছি ; শাল্লরাজও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । ভীষ্ম আমাকে শাল্লরাজ মন্দি-ধানে গমন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন ; স্ততরাং আমি পুনরায় হস্তিনা নগরে গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না । এক্ষণে

আমি আপনার ভাগ্য কিংবা ভীষ্মকে নিন্দা করিব না ; আর আমার স্বয়ংবরের অনু-ষ্ঠাতা সেই মৃঢ় পিতাকেই বা কি নির্গত নিন্দা করি ; ইহা আমারই দোষ ; প্রথমে ভ্রমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে আমি যে ভীষ্মের রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শাল্লরাজ-মন্দিরধানে গমন করি নাই, তাহারই ফল ভোগ করিতেছি । এক্ষণে সেই মৃঢ়চেতাঃ পিতাকে দিচ্ ; কারণ তিনি আমাকে বীৰ্য্যশুদ্ধা করিয়াছেন বলিয়া আমি সকলের ত্যাজ্য হইয়াছি । আমাকে দিচ্, ভীষ্মকে দিচ্, শাল্লরাজকে দিচ্ এবং বিপাতাকেও দিচ্ ; আমি তাঁহাদেরই দ্রুত অভিপ্রায়ে এই রূপ কষ্ট ভোগ করিতে ছ । এক্ষণে বোধ হইতেছে, মনুষ্যেরা স স ভাগ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে । শান্তনুন্দন ভীষ্মই আমার এই বিপদের নিদান ; অতএব যুদ্ধ দ্বারা হটুক বা তপঃপ্রভাবেই হটুক, ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিতে হইবে ; কোন্ রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে শরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, এক্ষণে তাহাই অনুসন্ধান করা কর্তব্য ।

কাশিরাজদুহিতা অম্মা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই রূপ নিশ্চয় করিয়া পুণ্যাত্মা তপস্বীগণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । পরে তাঁহাদিগকে ভীষ্ম কর্তৃক হরণ, গমনে অনুমোদন ও শাল্লের প্রত্যাখ্যান-প্রভৃতি বৃত্তান্ত আশ্রোপান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং তথায় তাপসগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া সেই যামিনী যাপন করিলেন ।

ঐ আশ্রমে শ্রীত, স্মার্ত, ক্রিয়াকুশল, ব্রহ্মবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ও তপোরক্ত এক তপস্বী বাস করেন ; তিনি শোকছুঃখপরায়ণা অশ্বাকে ঘন ঘন দার্ব নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎসে ! তোমার ত এই রূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে , এক্ষণে আশ্রমবাসী তপাস্বীগণ তোমার নিমিত্ত কি রূপ অনুষ্ঠান করিবেন ?

অশ্বা কহিলেন, হে তপোধনগণ ! আপনারা আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি সম্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তপোানুষ্ঠান করিব। আমার বোধ হই-
তেছে, আমি পূর্বে জন্মে মোহবশতঃ যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল। আমি শাল্লরাজ কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া নিরানন্দ মনে স্বজন-সম্মিধানে গমন করিতে আর অভিলাষ করি না। আপনারা দেবতুল্য ; এক্ষণে অনুগ্রহ প্রদর্শন-পূর্বক আমাকে তপোানুষ্ঠান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্ ! সেই ধর্মপরায়ণ তপসগণ কার্য্যানুষ্ঠানে প্ররত্ত হইরা অগ্রে এই বিষয়ে কিংকর্তব্যতা অবধারণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিলেন, কন্যাকে শিক্রালে লইয়া চল ; কেহ কেহ আশ্বা

দিগকে তিরস্কার করিতে অভিলাষ করিলেন ; কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, শাল্লরাজ-সম্মিধানে গমন করিয়া ইহাকে নিয়োগ করা কর্তব্য ; কেহ কেহ কহিলেন, শাল্লরাজ এক বার ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; এক্ষণে আমরা তথায় গমন করিয়া কি করিব ? অনন্তর তাঁহারা সকলে অশ্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! এক্ষণে তোমার সম্যাস ধর্ম অবলম্বন কারবার প্রয়োজন নাই ; তুমি আমাদের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর ; তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি পুনরায় পিতৃভবনে গমন কর ; পিতা যেরূপ উপায় বিধান করিয়া দিবেন, তুমি তাহাতেই সম্পূর্ণ সুখী হইবে। পিতার ন্যায় স্ত্রীলোকের আর অন্য আশ্রয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, পিতা অথবা পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। তাঁহার মধ্যে উত্তম অবস্থায় ভর্তা ও বিপদ কালে একমাত্র পিতাই রমণীগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। সম্যাসাশ্রম নিতান্ত ক্লেশকর ; বিশেষতঃ তুমি পরম স্নেহময়ী রাজকুমারী ; কোন রূপেই ঐ সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। আর ইহাতে বিস্তর দোষ, সুতরাং পিতৃগৃহে বাস করাই তোমার শ্রেয়স্কর হইতেছে।

অনন্তর অন্যান্য তাপসেরা কহিলেন, বৎসে ! ভূপালগণ তোমাকে নির্জন অরণ্যে একাকী বাস করিতে দেখিয়া অবশ্যই প্রার্থনা করিবেন ; অতএব তুমি কদাচ এ রূপ অভিলাষ করিও না। অশ্বা কহিলেন, হে তপোধনগণ ! আমি পিতৃ-

গৃহে পুনর্বার গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না; বান্ধবগণ আমার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা, ও ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালে স্তম্ভ-সচ্ছন্দে পরম সমাদরে পিত্রালয়ে বাস করিয়াছি; এ ক্ষণে আর তথায় অবস্থান করিতে আমার অভিরূচি হইতেছে না। আপনাদের মঙ্গল হউক; এ ক্ষণে আমি তাপসগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তপোন্মুগ্ধতা করিতে অভিলাস করি। তাহা হইলে আমাকে পরলোকে আর এই রূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে না।

তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে-ছেন, ইত্যবসরে রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হইলেন। তাপসেরা তাঁহাকে স্নাগত প্রস্ন-পূর্বক পান্য, আসন ও উদক প্রদান করিয়া পূজা করিলেন। রাজর্ষি উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তাপসেরা পুনরায় কন্যাকে উপদেশ প্রদানে প্ররত হইলেন। রাজর্ষি তাপসসঙ্গে অস্থায়ী বিপদ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং কন্যাকে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে দেখিয়া একান্ত রূপাপরতন্ত্র হইলেন। অনন্তর তিনি সহরে সমুখিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে অঙ্কে আরোপিত করিয়া আশ্বাস প্রদান-পূর্বক দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অস্থা তাঁহার সম্মিথানে আচোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন রাজর্ষি শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কর্তব্য অবধারণ-পূর্বক কহি-

লেন, হে বৎসে! তোমার পিতৃগৃহে গমন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। আমি তোমার মাতামহ; তুমি আমার ছন্দানুবর্তিনী হইলে, আমি অবশ্যই তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি যে এই রূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ, ইহাতে আমার অন্তঃ-করণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। এ ক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে তপস্বী জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর। ভীষ্ম যদি তোমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সেই কালাগ্নিসমতেজাঃ জামদগ্ন্য তাঁহাকে সংহার করিয়া তোমার দুঃখ ও শোক শান্তি করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

তখন অস্থা অবিরল বাস্পাকুল লোচনে মধুর বচনে মাতামহ হোত্রবাহনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, তাত; আমি মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া আপনার নির্দেশানুসারে আজি সেই লোকবিশ্রুত অর্য্য জামদগ্ন্যকে সন্দর্শন করিব। এক্ষণে কি রূপে তথায় গমন করিব এবং কি প্রকারেই বা তিনি আমার দুঃখবিনাশে কৃতকার্য হইবেন, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলষ্য করি।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়।

হোত্রবাহন কহিলেন, বৎসে! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ পরশুরামকে মহারণ্যে দোরতর তপোন্মুগ্ধতা করিতে সন্দর্শন করিবে। তিনি প্রতিদিন বেদবিৎ মহর্ষি, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ-সমভিব্যাহারে গিরিবর মহেন্দ্রকে উপাসনা করিয়া

থাকেন। তুমি সেই পূর্বদেতে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্বক আমার নাম কীর্তন ও আপনার অভিলষিত কাৰ্য্য নিবেদন করিলে, তিনি তাহা সম্পাদন করিবেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিতনয় পরশুরাম আমার সখা ও প্রিয় স্বজন।

রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বাকে এই রূপ কহিতেছেন; এই অবসরে জামদগ্ন্যের প্রিয় অনুচর অকৃত্যবাহন তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন শতসহস্র মহর্ষিগণ ও বৃদ্ধরাজ হোত্রবাহন আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথোচিত সংকার পূর্বক তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন এবং শ্রীতমনে দিব্য মনোরম কথাসকল কহিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা হোত্রবাহন অকৃত্যবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে সেই প্রভাপান্বিত মহাবীর জামদগ্ন্য কোথা অবস্থান করিতেছেন? এখন কি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইব?

অকৃত্যবাহন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ পরশুরাম সততই আপনার নাম কীর্তন করিয়া কহিয়া থাকেন, রাজর্ষি স্বজয় হোত্রবাহন আমার প্রিয় সখা। বোধ হইতেছে, তিনি কল্য প্রভাতে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিবেন; তাহা হইলে আপনিও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কণ্ঠাটিকে, কি নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়াছেন এবং আপনাই বা কে?

হোত্রবাহন কহিলেন, হে অকৃত্যবাহন এই কণ্ঠা কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা আমার দ্রৌহিত্রী। ইহার নাম অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে ইহার দুই কনিষ্ঠা ভগিনী আছে। ইহাদিগের স্বয়ং বরকাল উপস্থিত হইয়াছিল; তানমি কাশী নগরীতে অনেকানেক ভূপালসমবে হইয়াছিলেন। তথায় কণ্ঠার নিমিষ বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম নৃপতিগণকে পরাজয় পূর্বক তিন কণ্ঠাকে হরণ করিয়া হস্তিনপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং সত্যবতাকে এই ব্রতান্ত নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্র বীর্যের ঐববাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে অম্বা মল্লিগণের সম্মুখে ভীষ্মকে কহিলেন, হে বীর! আমি মনোমানে শাল্মল্যপতিকে পতিত্রে বরণ করিয়াছি; অতএব আপনি ভ্রাতাকে অকৃত্যবাহন সৎসন্তমনা কণ্ঠা দান করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

তখন ভীষ্ম মল্লিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জননী সত্যবতীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন তখন ইনি সৌভ্রপতি শাল্মল্যের নিকট গমন করিয়া অবসরক্রমে কহিলেন, মহারাজ ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে আপনি আমার ধর্ম রক্ষা করুন। আমি পূর্বদেই আপনাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। তখন শাল্মল্য ইহার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এক্ষণে

ইনি তপোানুষ্ঠান-বাসনায় তপোবনে আগমন করিয়াছেন। আমি ইহার বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে বিদিত হইয়াছি। এক্ষণে ইনি কহিতেছেন, ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল কারণ।

তখন অম্বা কহিলেন, হে তপোপন ! রাজা হোত্রবাহন আমার মাতামহ ; ইনি যাহা কহিলেন, তদ্বশে আর অণুমাত্রও সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমি অপমান ও লজ্জাভয়ে স্নানগরে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভগবান্ পরশুরাম আমাকে যাহা কহিবেন ; তাহাই আমি একমাত্র প্রধান কার্য বলিয়া বোধ করিব।

সপ্তদশতম অধ্যায় ।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে ভদ্রে ! তোমার এই দুইটি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে বল, ইহার মধ্যে কোনটির প্রতিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ। যদি শালুরাজকে পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করা তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ জামদগ্ন্য তোমার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাও করিবেন ; অথবা যদি ভীষ্মকে পরাজিত দেখিতে ইচ্ছা কর ; ধীমান্ পরশুরাম তাহাও সম্পাদন করিবেন। এক্ষণে রাজা হোত্রবাহনের ও তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্তব্য, রাজাই তাহা অবধারণ করা উচিত হইতেছে।

অম্বা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি শালু-

রাজের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি ; ভীষ্ম ইহা সর্বিশেষ অবগত না হইয়া আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আপনি মনে মনে ইহা বিচার করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বা শালুরাজের প্রতি যাহা কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি আপনার নিকট আনুপূর্বিক দুঃখকারণ নিবেদন করিলাম ; এক্ষণে আপনি যুক্ত্যানুসারে তদ্বশে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা সংসাধন করুন।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্গিনি ! তুমি যে ধন্যসম্পন্ন বাক্য কহিলে, তাহা সম্যক্ উপপন্ন হইতেছে ; এক্ষণে আমি যাহা কহি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। যদি ভীষ্ম হস্তিনা পুরে তোমাকে লইয়া না যান, তাহা হইলে শালুরাজ ভগবান্ পরশুরামের নির্দেশানুসারে তোমাকে শিরোধার্য্য করিবেন। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন ; সেই নিমিত্তই তোমার উপর শালুরাজের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভীষ্ম অতিশয় পুরুষাভিমानी ও বিজয়ী ; অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতিফল প্রদান করা কর্তব্য।

অম্বা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি ভীষ্মকেই সমরে সংহার করিব, সর্বদা এই রূপ অভিলাষ করিতেছি। এক্ষণে ভীষ্মই হউন বা শালুরাজই হউন, আমি যাহার নিমিত্ত এই রূপ দুঃখ ভোগ করিতেছি ও আপনি যাহাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাঁহাকেই সমুচিত শাসন করুন।

তাঁহাদিগের এই রূপ কথোপকথনে

দিবা ও বিভাবরী অতিবাহিত হইল। অনন্তর জটীভারমণ্ডিত চীরধারী রঞ্জোশুণ-বিরহিত খড়্গ, পরশু ও শরাসন সম্পন্ন ভগবান্ জামদগ্ন্য শিমাগণে পরিবৃত্ত হইয়া সৃঞ্জয়রাজ হোত্রবাহনের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণ, হোত্রবাহন ও রাজকুমারী অম্বা তাঁহাকে দর্শন করিবাগাত্র মধুপর্কদ্বারা অর্চনা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সংকৃত হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে উপবেশন-পূর্বক রাজমি হোত্রবাহনের সহিত অতীত বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে সৃঞ্জয়রাজ মধুর বচনে সমুচিত অবসরে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! ইনি কাশি-রাজদুহিতা ও আমার দৌহিত্রী ; এক্ষণে আপনি ইহারই মুখে ইহার কার্য্য শ্রবণ করুন।

তখন প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জকলেবর পরশুরাম অম্বাকে স্বকার্য্যের উল্লেখ করিতে কহিলে, তিনি তাঁহার সন্নিধানে উপনীত এবং মস্তক দ্বারা পাদবন্দন ও কমজ্জ্বলকোমল পাণিতল দ্বারা পাদ-স্পর্শ-পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবিরল বাষ্পজল বিসর্জন পূর্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাম কহিলেন, হে রাজনন্দিনি ! তুমি সৃঞ্জয়রাজের যে রূপ স্নেহভাজন, আমারও তদ্রূপ ; এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনার মনোভূখ বর্ণন কর। আমি তোমার অভিলষিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিব। অম্বা কহিলেন, ভগবন্ !

আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে আপনি আমাকে ঘোর শোকপঞ্চার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।

তখন জামদগ্ন্য তাঁহার অসামান্য রূপ, অভিনব যৌবন ও পরম স্নকুমারতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন এবং অম্বা কি বলিবেন, বিসর্গভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে বহু ক্ষণ ইহা বিবেচনা করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎসে ! তুমি এক্ষণে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ কর। তখন অম্বা তাঁহার সমক্ষে আনুপূর্বিক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎসে ! আমি ভীষ্মের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিব ; তিনি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা সংসাদন করিবেন। যদি তিনি তদ্বিসয়ে পরাঙ্মুখ হন ; তাহাইলে আমি অন্ততঃ-দ্বারা অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে সমরাস্ত্রনে দগ্ধ করিব। অথবা যদি ভীষ্মের প্রতি তোমার অভিরূচি না হয়, তাহাইলে শাল্যরাজকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে নিয়োগ করিব।

তখন অম্বা কহিলেন, ভগবন্ ! শাল্যরাজের প্রতি পূর্বাবধিই আমার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে আমি সৌভরাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকের বক্তব্য কথা কহিলাম ; কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন না। আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই-

সকল অনুধাবন করিয়া যাহা কর্তব্য, তাহা অবধারণ করুন। মহাত্মা ভীষ্ম তৎকালে আমাকে বল-পূর্বক হরণ করিয়া আপনার বশবর্তী করিয়াছিলেন; স্ততরাং তিনিই আমার এই দুর্দশার মূল কারণ; আপনি তাঁহাকে সংহার করুন। আমি তাঁহার নিমিত্তই ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্ম অতিশয় লুক্র, নীচপ্রকৃতি ও সমরবিজয়ী; অতএব তাঁহাকেই ইহার প্রতিকার প্রদর্শন করা কর্তব্য হইতেছে। তিনি সংকালে আমার এই অপকার করেন, তখনই আমি তাঁহাকে সংহার করিব এই রূপ সংকল্প করিয়াছিলাম। এ ক্ষণে আপনি আমার এই মনোরথ সফল করুন। যেমন পুরন্দর 'দ্রুতাসুরকে' বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও তাঁহাকে বিনষ্ট করুন।

অষ্টমপুস্ত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর জামদগ্ন্য বারংবার এই রূপ অভিহিত হইয়া গলদশ্রুতয়ন কন্যাকে কহিলেন, হে বৎসে! আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ-গণের নিয়োগ ব্যতিরেকে কদাচ শস্ত্র-গ্রহণ করিব না; এ ক্ষণে বল, তোমার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? মহামতি ভীষ্ম ও শাল্যরাজ উভয়েই যাহাতে আমার বশবর্তী হন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব; অতএব ভূমি-আর শোকাবুল হইও না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণের নিয়োগ-ব্যতিরেকে কখনই শস্ত্রগ্রহণ করিব না।

অম্বা কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার দুঃখ নিরাকরণ করিবেন কহিয়াছেন; ভীষ্মই আমার এই দুঃখের মূল; অতএব আপনি তাঁহাকেই বিনাশ করুন। পরশুরাম কহিলেন, হে রাজকন্যে! ভীষ্ম-সংকারযোগ্য হইলেও আমার নিদেশানুসারে মন্তক দ্বারা তোমার চরণদ্বয় গ্রহণ করিবেন। অম্বা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যদি আমার হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে সংগ্রামে আহুত হইয়া গর্জ্জনশীল অশ্বরের ন্যায় ভীষ্মকে বিনাশ করুন। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা কর্তব্য।

তাঁহার উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে পরম ধন্যপরা-য়ণ অকৃতব্রণ কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! এই কন্যা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন; আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। যদি ভীষ্ম রণস্থলে সমাহুত হইয়া আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন; তাহা হইলে এই কন্যার কার্য সমাহিত ও আপনার বাক্য সত্য হইবে। আপনি তৎকালে সকল ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণগণ-সম্মিথানে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদেবী হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যদি কেহ ভীত হইয়া শরণাপন্ন হয়, আমি জীবন থাকিতে তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। আর যে ব্যক্তি সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিবে, আমি

তাঁহাকে বিনাশ করিব । ভীষ্ম ও বিজয়ী ;
অতএব আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হউন ।

পরশুরাম রুহিলেন, হে তপোধন !
আমি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া
শান্তির অব্যাবহাতে এই কার্য অনুষ্ঠান
করিব । কাশিরাজকন্যার মনোগত কার্য
অতি গুরুতর ; অতএব যথায় ভীষ্ম অব-
স্থান করিতেছেন, আমি স্বয়ং এই কন্যাকে
লইয়া তথায় গমন করিব । আপনি
ক্ষত্রিয়, সংগ্রামে ইহা বিদিতই আছেন যে,
আমি যে সমস্ত শর প্রয়োগ করি, তাহা
শরীরাদিগের শরীর ভেদ করিয়া গমন
করে ; অতএব যদি সেই সমরপ্লাঘী ভীষ্ম
আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে
আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব, তাহার
সন্দেহ নাই ।

ভগবান্ জামদগ্ন্য মহর্ষিগণের নিকট
এই রূপ কহিয়া যুদ্ধযাত্রাভিলাষে উদযুক্ত
হইলেন । তাপসেরাও হতাশনে আছতি
প্রদান ও জপ সমাপন করিয়া তথায় রজনী
ষাপন-পূর্বক আমাকে সংহার করিবার
নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন । অনন্তর জাম-
দগ্ন্য রাজকন্যা অম্বা ও তপোধনদিগের
সহিত কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সরস্বতী-
তীরে বাস করিতে লাগিলেন ।

উনাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মত
জামদগ্ন্য তৃতীয় দিবসে রাজধানীতে আমার
নিকট আগমন করিয়া আমার প্রিয়ানু-

ষ্ঠান কর, এই আদেশের সহিত আগমন-
সংবাদ প্রেরণ করিলে, আমি উহা শ্রবণ-
মাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ, দৈব
তুল্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণের সহিত
এক ধেনু পুরস্কৃত করিয়া অনতিবিলম্বে
অতি তেজস্বী ভগবান্ জামদগ্ন্যের নিকট
গমন করিলাম । তিনি আমাকে উপস্থিত
দেখিয়া মন্দন্ত পূজা গ্রহণপূর্বক কহিলেন,
হে ভীষ্ম ! কাশিরাজনন্দিনী অম্বা তোমার
প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন না ; তুমি কি
বিবেচনায় ইহাকে হরণ করিয়া পুনরায়
বিসর্জন করিয়াছ ? ইনি তোমা হইতেই
ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়াছেন । বিশেষতঃ তুমি
বলপূর্বক ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে ;
সুতরাং এংশে আর কে ইহার পাণিগ্রহণ
করিবে ? তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া
শাল্বরাজ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ।
অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইহাকে
গ্রহণ কর, তাহা হইলে এই রাজকন্যা
আপনার ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ।
হে ভীষ্ম ! ইহাকে এই রূপ অবমাননা
করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না ।

অনন্তর আমি তাঁহাকে নিতান্ত বিমনা-
মান দেখিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আমি এই
কন্যাকে কদাচ বিচিত্রবীর্যের হস্তে সম্প্র-
দান করিব না । পূর্বে ইনি আমাকে
কহিয়াছেন, আমি শাল্বরাজের প্রতি অনু-
রাগিণী হইয়াছি । পরে আমার অনুমতি
লাভ করিয়া শাল্বরাজের নগরভিমুখে গমন
করিলেন । আমার এই রূপ একটি ব্রত
আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা, অর্থ-

লোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশীভূত হইয়া কখনই ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ করিব না।

অনন্তর জামদগ্ন্য রোষকষায়িত লোচনে আমাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি আজিই অমাত্যগণের সহিত তোমাকে সংহার করিব। আমি তখন প্রিয় বাক্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, ভগবন্! আপনি যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য; আপনি আমাকে চতুর্বিধ অস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

তখন তিনি ক্রোধরক্ত নয়নে কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিতেছ; তবে কি নিমিত্ত আমার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্ত কাশিরাজকন্যাকে গ্রহণ করিতেছ না? এক্ষণে আমার বাক্য রক্ষা না করিলে আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর। এই রাজকন্যা তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছেন।

আমি কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ! আপনার যত্ন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে; আমি কখনই এ কার্য করিব না। আপনি আমার পূর্ব্বতন গুরু; আমি এই

বিবেচনা করিয়াই আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি; আমি পূর্ব্বই এই রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের ক্ষয়মূলক দোষ সকল অবগত হইয়া ভূজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীকে স্বগৃহে বাস করাইবে? আমি ইন্দের ভয়েও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন; অথবা অনতিবিলম্বেই স্বকর্তব্য অনুষ্ঠান করুন। পুরাণে মহাত্মা মরুভ কহিয়াছেন, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য নিতান্ত গবিত কুপথগামী গুরুকেও পরিত্যাগ করিবে। আপনি আমার গুরু, এই নিমিত্ত আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনাকে সবিশেষ সম্মান করিতাম; কিন্তু এক্ষণে আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না; অতএব আমি আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। গুরু, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যুদ্ধে বিনাশ করি না; এই নিমিত্ত আপনাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম্মে এই রূপ নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়াণ হইয়া ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমরে অবস্থান, রোধ প্রকাশ ও শর বর্ষণ করিতে সন্দর্শন করে, সে তাহাকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা প্লাতকে লিপ্ত হয় না; আমিও ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবহার করে, তাহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিলে কখনই অধর্ম্ম ও অগঙ্গল হয় না। দেশকালবিৎ এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ ব্যক্তি যদি অর্থকার্য্য অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলেও

তিনি শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি নিঃসংশয়ে
ধ্যানানুষ্ঠান করেন। কিন্তু আপনি সংশ-
য়িত অর্থেও অন্ত্রাচার্য্য করিতেছেন ;
অতএব আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব।
আপনি যুদ্ধে আমার অনৌকিক বিক্রম ও
অদ্ভুত ভূজবাঁয়্য মন্দর্শন করিবেন। এক্ষণে
আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন ; আমিও কুরু-
ক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া
সামর্থ্যানুসারে কাব্যানুষ্ঠান করিব।
আপনি আমার শরণত দ্বারা জর্জরিত ও
নিহত হইয়া নির্জিত লোক সমুদায় প্রাপ্ত
হইবেন। এক্ষণে সমরক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
গমন করুন ; আমি যুদ্ধার্থ সেই স্থানে
আপনার সহিত সমাগত হইব। পূর্বে
আপনি যে স্থানে পিতার ঔর্দ্ধদৌহিক
ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,
আমিও আপনাকে বিনাশ করিয়া তথায়
শুদ্ধি কাব্য সমাপন করিব। আপনি
অনাতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে গমন করুন ;
আমি আপনার পুরাকৃত দর্প দুরাকৃত
করিব। আপনি একাকী ক্ষত্রিয়গণকে
পরাজয় করিয়াছিলেন বালিয়া চির কাল
অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু
তৎকালে আমার সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পৃথি-
বীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই ; পশ্চাৎ
তেজঃ সমুদায় প্রাচুভূত হইয়াছে ; সুতরাং
আপনি তৃণমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন।
যে আপনার এই যুদ্ধময় দর্প অপমীত
করিবে, সেই শত্রুবিজয়ী ভাস্কর জন্ম গ্রহণ
করিয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয়ই কহিতেছি,
আমি রণস্থলে আপনার দর্প চূর্ণ করিব।

অনন্তর-জামদগ্ন্য মহাত্মা মুখে আমাকে
কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি ভাগ্যবলে
আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাস করি-
য়াছ ; এক্ষণে আমি তোমার সহিত কুরু-
ক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ;
তুমি ও তথায় গমন কর। তোমার
জননী জাহ্নবী তোমাকে আমার শরজালে
নিহত এবং গৃধ্র, কঙ্ক ও কাক কর্তৃক
ভক্ষিতকলেবর নিরাক্ষণ করিবেন। সিদ্ধ-
চারণসেবিতা ভগবতা ভাগীরথী কখন
শোকাকুল হন নাই ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে
শোকাভিভূত হইতে হইবে ; আজ তিনি
তোমাকে আমার শরজালে নিহত দেখিয়া
অবশ্যই রোদন করিবেন। তুমি নিতান্ত
যুদ্ধকাঙ্ক্ষক ও একান্ত আতুর হইয়াছ ;
এক্ষণে যুদ্ধার্থ আমার সহিত সমবেত্ত হও
এবং রথপ্রভৃতি সমস্ত সামারিক দ্রব্য
গ্রহণ কর। তখন আমি তাঁহাকে নগন্ধার
করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আপনি যাহা
কহিলেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর পরশুরাম সংগ্রামাভিলাষে
কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে, আমি পুনরায়
নগর প্রবেশ পূর্বক জননী সত্যবতীকে
এই ব্রতান্ত নিবেদন করিয়া এবং তৎকর্তৃক
অনুমোদিত ও কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া পাণ্ডুর-
বর্ণ বশ্ম ও পাণ্ডুর-বর্ণ কাম্বুক সহকারে
অগ্নসংযুক্ত স্তম্ভরঅবয়বশোভিত ব্যাঘ্র-
চন্দ্রপরিবৃত উৎকৃষ্টঅধিষ্ঠানসহকৃত শস্ত্রোপ-
পন্ন রজতময় রথে আরোহণ করি-
লাম। অশ্বশাস্ত্রবিশারদ, অপরাঙ্কিত,
স্বশীল, মহাদীর সারথি বায়ুবেগে অশ্ব

চালন করিতে লাগিল । ভূত্যাগণ আগার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিল । এবং আমাকে শ্বেত চামর দ্বারা বীজন করিতে লাগিল । শুরুর বসন, শুরুর শুরুর উষ্মী ও শুরুর অলঙ্কারপরিশোভিত সূত মাপধেরা জয়শীর্ষাদ প্রয়োগ করিয়া আগার স্তুতি-বাদে প্রবৃত্ত হইল । ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহ ধ্বনি করিতে লাগিলেন । অনন্তর আমি হস্তিনা নগর হইতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ও মহাবল পরাক্রান্ত রামের দর্শনপথে অবস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলাম । বনবাসী তপস্বী, ব্রাহ্মণ ও হিন্দু প্রভৃতি দেবগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ আগমন করিলেন । তখন দিব্য মালা সকল নিপাতিত, বাদিত্র বাদিত ও মেঘমণ্ডল ধ্বনিত হইতে লাগিল । জামদগ্ন্যের অনুযায়ী তাপসগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ রণক্ষেত্রে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।

ইত্যবসরে সর্বভূতচিহ্নৈমিণী জননী গঙ্গা স্রীমুখী পুরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন, বৎস ! তুমি কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ ! আমি জামদগ্ন্য সন্নিধানে গমন করিয়া বারংবার প্রার্থনা করিব যে, ভীষ্ম তোমার শিষ্য ; তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিও না । হে ভীষ্ম ! তুমি ব্রাহ্মণ পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে অধ্যবসায়াক্রত হইও না । তুমি কি ব্যোম-কেশ তুল্য ভীষ্মপরাক্রম ক্ষত্রিয়ঘাতী জামদগ্ন্যকে বিদিত হও নাই ; তবে কি নিমিত্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ ? তিনি এই বলিয়া আমাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর আমি কৃতাজলিপুটে জননী জাহ্নবীকে অভিবাদন করিয়া আত্মোপাস্ত স্বয়ংবর বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক, জামদগ্ন্যকে যে রূপ কহিয়াছিলাম এবং কাশি-রাজত্বহিতা অম্বা যে রূপ অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, সমস্তই তাঁহার কর্ণগোচর করিলাম । তখন তিনি আমার নিমিত্ত পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কহিলেন, হে পরশুরাম ! তুমি স্ব শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না । পরশুরাম কহিলেন, হে দেবি ! তুমি ভীষ্মকে নিবৃত্ত কর ; সে আমার মনোভিলাষ সফল করিতেছে না , এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি ।

অনন্তর জাহ্নবা পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু ভীষ্ম ক্রোধভরে তাঁহার বাক্যের অনুরূপ কাৰ্য্য করিলেন না । তখন জামদগ্ন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর আমি সমরভিলাষী পরশুরামকে সহাস্ত মুখে কহিলাম, ভগবন্ ! আমি রথে আরুঢ় আছি ; আপনি ভূতলে অবস্থান করিতে-ছেন ; স্ততরাং এক্ষণে আপনার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে আগার উৎসাহ হইতেছে না । আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হন ; তাহা হইলে রথারোহণ ও কবচ

ধারণ করুন। তখন তিনি আমাকে সহস্র আশ্রয় কহিলেন, হে ভীষ্ম! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি ও বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্শা; আমি তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এই কথা বলিয়া মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য শরজাল দ্বারা চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর দেখিলাম, তিনি অদ্বুতদর্শন, মনঃকম্পিত, অতি বিস্তারিত নগরোপম, দিব্যশব্দোজ্জিত আয়ুধ ও কলচে পরিপূর্ণ স্তবর্ণালাঙ্কিত ও চন্দ্রসূর্য্যলোকিত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় সখা অকৃতব্রণ ধনুর্ধারণ এবং অঙ্গুলিত্র ও তুণীর বন্ধন করিয়া তাঁহার সারথ্যে নিযুক্ত আছেন। তখন জামদগ্ন্য ‘এস’ বলিয়া আমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া ঝাংঝাং আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তদদর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ানুকারী দিবাকরতুল্য তেজস্বী পরশুরামের সন্নিধানে একাকী গমন পূর্ব্বক তিনটি বাণ দ্বারা তাঁহারি অশ্বগণকে নিগৃহীত করিয়ারথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অর্চনা করিবার নিমিত্ত পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাচন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! আপনি আমার তুল্য বা আমি অপেক্ষা সগমিক বলশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমারই জয় লাভ হয়।

পরশুরাম কহিলেন, হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি সম্পত্তি লাভের অভিলাষ করে, তাহার এই রূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; এবং সাহারা উৎকৃষ্ট লোকের সহিত সংগ্রাম করে, তাহাদিগের উদ্ভাট ধর্ম্ম। তুমি যদি এই রূপে আমার নিকট আর্গমন না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে অবশ্যই শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে মৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার জয় প্রার্থনা করি না; প্রত্নত আমি তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার আচরণে শ্রীতি লাভ করিয়াছি।

তখন আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সহরে গিয়া আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় শাস্ত্রধ্বনি করিলাম। অনন্তর পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া বহু দিবস যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। জামদগ্ন্য প্রথমতঃ আমাকে আনতপূর্ব্বক সন্ধ্যাধিক নব শত শর দ্বারা প্রহার করিলেন; তদ্বারা আমার চারিটী অশ্ব ও সারথি প্রতিকূল হইল; কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরে আমি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া মধ্যস্থ গৃহে তাঁহাকে কহিলাম, ভগবন্! আপনি মর্যাদাপূর্ণ হইলেও আমি আপনাকে আচার্য্য বলিয়া সৌকার করিব, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করুন। আপনার শরীরমধ্যে যে সমস্ত বেদ ও

ব্রহ্মতেজঃ আছে এবং আপনি যে সমস্ত তপোবুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহাতে আঘাত করিব না। শস্ত্র উদ্বৃত্ত করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব আপনি যে ক্ষত্রিয়তেজ পরিগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাহাকেই গ্রহণ করিব। এক্ষণে আপনি আমার শরাসনের বল ও বাহুবীৰ্য্য নিরীক্ষণ করুন। আমি এখনই স্তম্ভাক্ষ শর দ্বারা আপনার কাম্যুক ছেদন করিব। আমি এই বলিয়া এক নিশিত ভল্ল নিষ্ক্ষেপ করিয়া তাঁহার কাম্যুককেটি ছেদন পূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া সমস্তপর্ব শরশত প্রয়োগ করিলে ঐ শরজাল বায়ুপ্রেরিত ও তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া রূপির ক্ষরণ করত ভীষণ ভূঙ্গ-স্রের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন শোণিতলিপ্তকলেবর মহাতেজা পরশুরাম ধাতুবিভ্রাবী মেরুর ন্যায়, হেমন্তের অবসানে রক্তস্তবকমণ্ডিত অশোকের ন্যায় ও কুন্তল স্তম্ভোভিত কিংশুকের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর তিনি ক্রোধগরায়ণ হইয়া অত্য কাম্যুক গ্রহণপূর্বক হেমপুষ্পা পরিশোভিত নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল মর্প, অনল ও বিষতুল্য মহাবেগসম্পন্ন মণ্ডাবেধী ভয়ঙ্কর শরজাল আমাকে কম্পিত করিল। অনন্তর আমি আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ক্রোধভরে শরশত দ্বারা পরশুরামকে প্রহার

করিলে, তিনি আশীবিধ সদৃশ সূর্যাগ্নি-সঙ্কাশ সেই শরশত দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। আমি তখন রোম বিসর্জ্জন পূর্বক কুপারস ও শোকা-বেগে একান্ত অধীর হইয়া কহিলাম, যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়পন্থে দিক্ ; আমি ক্ষত্রিয়পন্থা প্রভাবে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ গুরুকে শর প্রহারে নিপীড়িত করিয়া মাতিশয় পাপাবুষ্ঠান করিয়াছি ! তদবধি আমি তাঁহাকে আর প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান্ মরীচিনালী পৃথিবী পরিতপ্ত করিয়া অন্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন।

একাদশীতাপ্তিক শততম অধ্যায়।

এ দিকে সারথি আপনার, আমার ও অশ্বগণের শল্য অপনীত করিল। অনন্তর ভগবান্ সূর্যাসগ্ৰদিত হইলে এবং অশ্বগণ স্নান, জল পান ও বিশ্রাম লাভ করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাগদম্য আমাকে রথারোহণ ও বশ্য ধারণ পূর্বক সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া আপনার রথ স্ফস্কিত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। আমি সমরভিলাসী পরশুরামকে আগমন করিতে "দেখিয়া কাম্যুক পরিত্যাগ পূর্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পুনরায় রথারোহণ পূর্বক নির্ভয়ে যুদ্ধাভিলাষে তাঁহার সন্ধিধানে গমন করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও আমার প্রতি বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জাম-

দগ্ধা নিতান্ত ক্লুদ্ধ হইয়া আমার উপর অন-
বরত প্রদীপ্তমুখ উরগের ন্যায় সাতাণ্ডয়
ভয়ানক শরজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ
করিলেন। আমিও নিশিত শত সহস্র
ভল্লাস্ত্র দ্বারা অন্তর্গত পুনঃ পুনঃ তাহা
ছেদন করিতে লাগিলাম। জামদগ্ধ্য
আমাকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদায়
প্রয়োগ করিলে আমিও অস্ত্র দ্বারা তাঁহার
সেই সকল অস্ত্র নিরাকরণ করিলাম।
তখন নভোমণ্ডলে এক স্তম্ভের শব্দ
সমুদ্ভূত হইল।

অনন্তর আমি জামদগ্ধ্যের প্রতি বায়ু-
বাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তিনি গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা
তাহা প্রতিহত করিলেন। পরে আমি
মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করি-
লাম। তিনি বাকুগাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ
করিলেন। এই রূপ আমরা পরস্পর
অস্ত্রজাল নিবারণ করিতে লাগিলাম। অন-
ন্তর তিনি আমাকে বামপার্শ্বস্থ করিয়া
ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন;
আমি তৎক্ষণাৎ মূচ্ছিত হইয়া রথে নিপ-
তিত হইলাম। সারথি আমাকে পরশুরাম-
শরে একান্ত নিপীড়িত ও মূচ্ছিত দেখিয়া
সত্বরে রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল।
তখন অকৃতব্রণ প্রভৃতি তাঁহার অনুচরবর্গ
ও কাশিরাজ কন্যা অম্বা আমাকে বাণবিদ্ধ,
বিচেতন ও তৎপরে রণস্থলে অনুপস্থিত
দেখিয়া হুট মনে আক্রোশ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন।

অনন্তর আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া
সাত্ত্বিকের কহিলাম, হে সূত! আমার

বেদনা অপনীত হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধার্থ
প্রস্তুত হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি
পরশুরাম সমিধানে আমাকে লইয়া চল।
তখন সারথি মারুতগামী পরম শোভা-
সম্পন্ন অশ্ব দ্বারা আমাকে বহন করিতে
লাগিল। বোধ হইল যেন অশ্বগণ নৃত্য
করিতেছে। অনন্তর রথ অনতিবিলম্বে
পরশুরামসমিধানে সমুপস্থিত হইল।
আমি তখন ক্রোধাবিস্ট ও জিগীষাপরবশ
হইয়া তাঁহার প্রতি শর প্রয়োগ করিতে
লাগিলাম। তিনি সেই সরলগামী শর-
জাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তিন্ তিন্
বাণ দ্বারা তাহার এক একটি ছেদন
করিলেন।

অনন্তর আমি তাঁহাকে বিনাশ করি-
বার নিমিত্ত অন্তকোপম অতি প্রদীপ্ত এক
বাণ প্রয়োগ করিলাম। তিনি তদ্বারা
অভিহত ও তাহার প্রবল বেগের বশবর্তী
হইয়া দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও
মূচ্ছিত হইলেন। তদর্শনে পৃথিবীস্থ
সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে
লাগিল অনন্তর তপোধনগণ ও কাশিরাজ-
কন্যা অম্বা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে
তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তখন
আমি পরশুরামকে আলিঙ্গন করিয়া জয়া-
শীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক স্তম্ভীতল পাণ্ডিতল
দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলাম। তিনি
উৎখিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্বক
অপারিস্ফুট বাণে আমাকে কহিলেন, হে
ভীষ্ম! তুমি নিহত হইয়াছ মনে কর।
এই বলিয়া তিনি বাণ পরিত্যাগ করিলে

উহা আমার বাম ভাগে নিপতিত হইল । আমি রুক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলাম । অনন্তর জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া আমার প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । আমিও সমরবারণ অস্ত্র সকল বিসর্জন করিতে লাগিলাম । ঐ সমস্ত শরজাল নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আমার ও তাঁহার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল । দিবাকর শরজালসমূহ হইয়া আর উদ্ভাপ এদানে সমর্থ হইলেন না । সমীরণ যেন জলধর দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল ।

অনন্তর বায়ুর একম্প, সূর্য্যের কিরণ ও শরজালের অভিঘাতে অগ্নি সমুথিত হইতে লাগিল ; তাহাতে নভোমণ্ডলস্থিত শর সমন্য ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । পরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার প্রতি অনবরত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অযুত অযুত, অর্বুদ অর্বুদ, নিখর্ব নিখর্ব শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমিও আশীবিমসদৃশ শরজাল দ্বারা তৎসমুদায় গুণ্ড গুণ্ড করিয়া শৈলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলাম । হে মহারাজ ! এই রূপে আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । অনন্তর নিশা কাল সমুপস্থিত হইলে ভগবান্ জামদগ্ন্য সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

দ্বাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পরদিন প্রভাতে মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য রণস্থলে সমুপস্থিত হইলে

পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । দিব্যাস্ত্রবিৎ পরশুরাম প্রতিদিন বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । আমি প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া অস্ত্র-জাল বিস্তারপূর্বক তাহা নিবারণ করিতে লাগিলাম । অনন্তর তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ঘোররূপ কালপ্রযুক্ত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন । উহা ভেজপ্রভাবে লোক সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিয়া আগমন করিতে লাগিল । আমি শর দ্বারা প্রলয়কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্ত সেই শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম । তখন পবিত্র গন্ধসম্পন্ন সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল ।

অনন্তর রাম ক্রোধে অধীর হইয়া এককালে দ্বাদশটি শক্তি প্রয়োগ করিলে আমি তাহাদের তেজস্বিতা ও শীঘ্রগামিতা প্রযুক্ত স্বরূপ বর্ণনে সমর্থ হইলাম না ; কিন্তু লোক সংহারার্থ সমুদিত দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত নানারূপধারী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য সেই শক্তি সমুদায় চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিতেছে দেখিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইলাম । অনন্তর বাণনিবহ দ্বারা তাঁহার অশ্ব শরজাল ভেদ করিয়া পশ্চাৎ দ্বাদশ শর প্রয়োগ পূর্বক ঘোররূপ শক্তি সকল প্রতিহত করিলাম । তখন জামদগ্ন্য কাঞ্চনপট্টমাণ্ডিত সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শক্তি সকল নিক্ষেপ করিলেন । আমি চর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ ও খড়্গ দ্বারা ছেদন

করিয়া ভূতলে নিপাতিত করত জামদগ্ন্যের সারথি ও অশ্বগণের প্রতি অনবরত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলাম । তিনি নির্মোকমুক্ত পক্ষগের ন্যায় হেমচিত্রিত শক্তি সকল ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধ মনে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিলেন । তখন সেই শরশ্রেণী শলভসমূহের ন্যায় সমুপাস্থিত হইয়া আমার দেহ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিল । তদ্বারা রথের ঘূগ ও অক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল । পরে আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর শরজাল দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া অজস্র রূধির বর্ষণ করিতে লাগিল । তিনি বাণ দ্বারা নিতান্ত মন্থপ্ত হইলেন ; আমিও শর সমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম । অনন্তর দিবাকর অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে আমাদিগের যুদ্ধ বিরত হইল ।

ত্ৰাণীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

পর দিন প্রভাতে অতি নিম্নল সূর্য্য-মণ্ডল সমুদিত হইলে আমরা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম । পরশুরাম গিরিশিখরস্থিত জলধরের ন্যায় রথে আরোহণ করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমার প্রিয় স্ত্রীসহ সারথি শরতাড়িত হইয়া রথ হইতে নিপাতিত হইলে আমি সাতিশয় বিম্ব হইলাম । আমার সারথি মুচ্ছিত ও নিপাতিত হইয়া মুহূর্তকাল মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল । তখন আমি নিতান্ত ভীত হইলাম ।

অনন্তর জামদগ্ন্য অন্তক তুল্য এক শর যোজনা করিয়া বলপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করত আমার প্রতি পরিত্যাগ করিলেন । সেই শর আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সচিৎ ধরাতলে নিপাতিত হইলাম ।

তিনি আমাকে বিনষ্ট বোধ করিয়া ক্ষতান্তঃকরণে বারংবার মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । তাঁহার অনুচরেরাও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল । তখন আমার পার্শ্বস্থিত কৌরবগণ ও সন্দর্শনার্থী অন্যান্য মনুষ্যেরা আমাকে নিপাতিত দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন ।

অনন্তর আমি হতাশনকল্প আটটি ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিলাম । তাঁহারারণক্ষেত্রে আমার চতুর্দিক্ বেষ্টিত ও আমাকে ভূজপঞ্জর দ্বারা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন । আমি পরম স্তম্ভিতের ন্যায় সেই সকল বিপ্র কর্তৃক অন্তরীক্ষে গৃহীত, পরিরক্ষিত ও শীতল সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম ; তৎকালে আমাকে ভূতল স্পর্শ করিতে হয় নাই । অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তোমার আর কোন শক্তি নাই ; তুমি মঙ্গল লাভ করিবে । আমি তাঁহাদিগের বাক্যে পরিতৃপ্ত ও সহসা উত্থিত হইয়া সরিষরা গঙ্গাকে রথে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম । তিনি আমার নিমিত্ত অশ্ব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন । আমি তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়া বিপ্ররূপী

পিতৃগণের রথে আরোহণ করিলাম। ভাগীরথী অশ্ব, রথ ও অলঙ্কারাদির সহিত আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন কৃতাজ্জলিপুটে পুনরায় তাঁহাকে বিদায় করিলাম।

দিবাবসান হইলে আমি স্বয়ং বায়ুব্বেগ-গামী অগ্ন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাজব মহাবল হৃদয়চ্ছেদী এক শর নিক্ষেপ করিলাম। তিনি সেই শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক জানুদ্বয় আকুলিত করত বিমোহিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন জলদজাল প্রভূততর রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল; উল্কা সকল নিপতিত, সৌদামিনী ক্ষুরিত ও প্রচণ্ড নির্ঘাত সমুখিত হইতে লাগিল। রাহু সহসা প্রথর দিবাকরকে গ্রাস করিল। অনবরত ভূমিকম্প ও সমারণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃধ্র, বক ও কঙ্ক সমুদায় হুঙ্কান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালগণ দিগদাহ হইতেছে দেখিয়া বারংবার ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। ছন্দুভি সকল আহত না হইয়াও অতি কঠোররূপে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরশুরাম ঋচ্ছিত ও পৃথিবীতে নিপতিত হইলে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর উৎপাত লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি 'সহসা উখিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে

আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন গন্ধরসমাতৃময় শরাসন ও শর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কুপাপরায়ণ তপোধন তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের বাক্যে তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ মহাস্রদীধিতি পাংশুপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন হইয়া করনিকর সঙ্কোচিত করত অস্ত্রাচলে গমন করিলেন; স্পর্শস্পর্শ স্রশীতল মারুতসম্পন্ন বিভাবরী সমুপস্থিত হইল। আমরাও যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। হে মহারাজ! আমরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ হইতে প্রিরত ও প্রাতঃকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলাম। এই রূপে আমাদের ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর আমি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও ভূতগণকে নমস্কার করিয়া নির্জনে শয্যায় শয়ন করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম; বহু দিবস অতীত হইল, জামদগ্ন্যের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। যদি তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই; তাহা হইলে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বপ্ন প্রদর্শন করুন। আমি এই রূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়িত ও নিদ্রিত হইলাম।

অনন্তর আমি রথ হইতে নিপতিত হইলে যাহারা উত্থাপন, ধারণ ও অভয়

প্রদান পূর্বক মাস্তানা করিয়াছিলেন ; সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আমাকে অপযোগে দর্শন প্রদান ও চতুর্দিকে বেটেন করিয়া কহিলেন, হে গান্ধেয় ! পাত্রে প্রস্থান কর । তোমার আর কিছুমাত্র শক্তি নাই । তুমি আমাদিগেরই দেহস্বরূপ, আমরা তোমাকে সতত রক্ষা করিতেছি । জামদগ্ন্য কোন রূপেই তোমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারিবেন না ; প্রত্যুত তুমিই তাঁহাকে পরাজয় করিবে । এক্ষণে প্রস্থাপ নামক এই বিশ্বকৃৎ প্রাজাপত্য অস্ত্র তোমার প্রত্যভিজ্ঞাত হইবে । তুমি পূর্ব দেহে ইহা অবগত ছিলে । এই পৃথিবীতে রাম বা অন্য কেহই ইহা বিদিত নহেন । অতএব তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ ও সংযোজনা কর ; উহা স্মরণেই তোমার সন্নিদানে উপনীত হইবে । তুমি সেই অস্ত্রপ্রভাবে জামদগ্ন্যকে পরাজয় ও অস্থান্য মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদিগকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে । পাপাচার কদাচ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । জামদগ্ন্য তোমার বাণবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রণস্থলে নিদ্রিত হইবেন । পরে তুমি এই প্রিয়তর সম্বোধনামক অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় উত্থাপিত করিবে । অতএব আজিই প্রভাবে রথারোহণ করিয়া এই রূপ অনুষ্ঠান কর । পরশুরাম কখনই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন না ; আমরা তৎকালে তাঁহাকে প্রস্তুত বা মৃত জ্ঞান করিব ; অতএব এক্ষণে তুমি এই প্রস্থাপ অস্ত্র সংযোজনা কর । এই বখিয়া তেজঃ-

পুঞ্জকলেবর তুল্যরূপ সেই আটটি ব্রাহ্মণ তথায় অন্তর্হিত হইলেন ।

পঞ্চাশীতমিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর নিশা কাল অতীত হইলে আমি প্রতিবোধিত হইয়া সপ্নরত্ন চিন্তা করিয়া একান্ত ভ্রষ্ট হইলাম । পরে আমাদিগের মূর্খভূত লোমহর্ষণ তুগুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া । ভাগব আমার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমিও শরজাল দ্বারা তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলাম । তখন তিনি গত দিনের কোপে অভিভূত হইয়া অশনি-সমস্পর্শ, যমদগ্ন্যোপম, হুতাশনের আয় প্রজ্বলিত ও লেলিহান এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন । উহা গগনচারা নক্ষত্রের আয় শীঘ্র আমার জজ্ঞেদেহে নিপাতিত হইল । তখন আমার ক্ষত হইতে গৈরিক গাতুর আয় অনবরত রূপির ক্ষরণ হইতে লাগিল । পরে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পবিষতুল্য যুতুমস্কাশ এক শর নিক্ষেপ করিলে দ্বিজ-সন্তম জামদগ্ন্য সেই শর দ্বারা ললাটে দেশে অভিহত হইয়া একশৃঙ্গ শৈলের আয় শোভমান হইতে লাগিলেন । তিনি তাহা উৎপাটন করিয়া রৌষকষায়িত লোচনে বলপূর্বক শরাসন আকষণ করিয়া অস্ত্র-কোপম এক শর সন্ধান করিলেন । ঐ শর ভীষণ অজগরের আয় মহাবেগে আমার বক্ষস্থলে নিপাতিত হইলে আমি শোণিত নিপুঙ্কলেবর হইয়া পরাতলে নিম্নতর হইলাম । অনন্তর সংজ্ঞা লভ্য হইল ।

প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলাম; উহা তাঁহার বক্ষস্থলে নিপতিত হইলে তিনি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয় সখা অক্লান্তরূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা ভার্গব আশ্বস্ত হইয়া ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমিও তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র অন্তরিক্ষে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তখন বোধ হইল যেন, প্রণয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ অস্ত্রদ্বয় আমাদিগের নিকট উপস্থিত না হইয়া নভোমণ্ডলে পরস্পর সমাগত হইলে সহসা এক তেজঃ প্রাচুর্ভূত হইয়া উঠিল। তদ্বর্ণনে প্রাণিগণ একান্ত ভীত ও নিতান্ত শঙ্কিত হইতে লাগিল; মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ অস্ত্রতেজপ্রভাবে সাতিশয় পীড়িত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন; পর্ব্বতবনসম্পন্ন্য অবনী কম্পিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণ নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া সাতিশয় বিমগ্ন হইল। গগনতল প্রজ্বলিত ও দিগ্ভ্রমল ধূমায়িত হইতে লাগিল। গগনচারী প্রাণিগণ তথায় আর অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সর্ব্বত্র হাহাকার শব্দ সমুখিত হইলে আমি প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মগণের বচনানুসারে সহস্রে প্রস্থাপাত্র পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলাম এবং ঐ অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল।

ষড়্শিত্যধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর, হে ভীষ্ম! তুমি প্রস্থাপাত্র পরিত্যাগ করিও না, এই বলিয়া নভোমণ্ডলে এক মহৎ কোলাহল সমুখিত হইল। কিস্ত আমি জামদগ্ন্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই অস্ত্র যোজনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন; হে ভীষ্ম! দেবগণ আকাশে অবস্থান করিয়া তোমাকে প্রস্থাপাত্র পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি তাহা প্রয়োগ করিও না। জামদগ্ন্য তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ তোমার গুরু; তুমি কদাচ তাঁহার অবমাননা করিও না।

আমি পুনরায় সেই অটুটি ব্রাহ্মণকে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহার সহস্র বদনে আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! দেবর্ষি নারদ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা অনুষ্ঠান কর। ইহার বাক্য লোকের পরম হিতকর বলিয়া কান্ধিত হইয়া থাকে। তখন আমি প্রস্থাপাত্র প্রতিসংহার করিয়া বিধানানুসারে ব্রহ্মাস্ত্র উদ্দীপিত করিলাম। পরে জামদগ্ন্য স্বাপনাস্ত্র প্রতিসংহৃত দেখিয়া সহস্রা রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম।

অনন্তর তিনি তথায় তাঁহার পিতা ও মহামাণ্ড পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। তাঁহারা জামদগ্ন্যকে বেক্টন করিয়া সাস্তুবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

হে বংশ ! তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষত্বঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কদাচ সাহস প্রকাশ করিও না। পূর্বের আগরা কহিয়াছিলাম কোন কারণবশত অস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত ভয়ঙ্কর ; কিন্তু তুমি সেই অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ। যুদ্ধ বিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্য ; আর অধ্যয়ন ও ব্রত সাধনই ব্রাহ্মণের পরম ধন। তুমি ভীষ্মের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রাম করিলে, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে ; অতঃপর আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তোমার কাম্যুৎসাহারণ এই পর্য্যন্তই পর্য্যবসিত হইল ; এক্ষণে তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া তপোঅনুষ্ঠান কর। দেবগণ শান্তনুসন্দন ভীষ্মকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। জামদগ্ন্য তোমার গুরু ; অতএব তুমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইও না। তাঁহাকে রণস্থলে পরাজয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না ; বরং তুমি তাঁহার সম্মান পরিবর্দ্ধিত কর। আগরা তোমাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এই নিমিত্তই তোমাকে নিবারণ করিতেছি। হে জামদগ্ন্য ! তুমি ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছ। ভীষ্ম বস্ত্রগণের অমৃতম ; তুমি কি রূপে তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ; অতএব এক্ষণে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভগবান্ স্বয়ম্ভু মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রনন্দন অর্জুনকে যথা কালে ভীষ্মের অন্তরূপে উৎপন্ন করিয়াছেন।

মহাতেজাঃ জামদগ্ন্য এই রূপে পিতৃ-

গণ কর্তৃক অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে পিতৃগণ ! আমি পূর্বের কখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। এক্ষণেও নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার এক মাত্র ব্রত। আপনারা গাঙ্গেয়কে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করুন। আমি কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তখন ঋচীকপ্রমুখ মহমিগণ দেবর্ষি নারদের সহিত সমাগত হইয়া আগাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্মাননা কর। আমি তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে কহিলাম, হে মহমিগণ ! আমার এই রূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি সমরপরাস্থ বা পৃষ্ঠভাগে শর দ্বারা তাড়িত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি লোভ, কাপণ্য, ভয় ও অর্থ বশত কদাচ শাস্ত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।

তখন নারদপ্রমুখ মহমিগণ ও জননী ভাগীরথী সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। কিন্তু আমি গৃহীতাস্ত্র ও স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। পরে তাঁহারা পুনরায় জামদগ্ন্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে রাম ! ব্রাহ্মণের হৃদয় কখন অবিবীত হয় না ; অতএব তুমি প্রশান্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভীষ্ম তোমার অবধর এবং তুমিও ভীষ্মের বধাই নও। এই বলিয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে প্রতিরোধ করত রামকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন।

অনন্তর আমি পুনরায় উদিত আঁট

এহের আয় দিগ্গমীল আটটি ব্রাহ্মণের
সন্দর্শন লাভ করিলে তাঁহারা প্রীতি-
পূর্বক আমাকে কহিলেন, হে মহাবাহো !
তুমি লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার
নিমিত্ত জামদগ্ন্যের নিকট গমন কর ।
তিনি শুদ্ধদাগ্নের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে
নিরন্ত হইয়াছেন । তখন আমি লোকের
হিত সাধনার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার
করিয়া তুংগিত মনে জামদগ্ন্য সন্নিপানে
গমন ও তাঁহার পাদ বন্দন করিলাম । রাম
হাস্য করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, হে ভীষ্ম !
পৃথিবীতে তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় আর নাই ;
এক্ষণে তুমি গমন কর । আমি এই যুদ্ধে
তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ।

সপ্তাশীত্যপিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর তিনি সর্বসমক্ষে কাশিরাজ-
দুহিতা অম্বাকে আহ্বান করিয়া অতি দীন
বচনে কহিতে লাগিলেন,—

হে বৎসে ! আমি সর্বসমক্ষে শতাব্যু-
সারে উপেক্ষিত প্রদর্শন ও দিব্যাহুজ্ঞান
প্রয়োগ করিলাম । কিন্তু কিছুতেই
ভীষ্মকে আতঙ্কিত করিতে সমর্থ হইলাম
না । এই আমার গরীয়সী শক্তি ও এই
আমার উৎকৃষ্ট বল ; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানু-
সারে গমন কর । আমি তোমার গত্যন্তর
দেখিতেছি না । ভাগ্য মঞ্চ প্রত্যগ
করিয়া আমাকে পরাজয় করিয়াছেন ;
অতএব এক্ষণে আর কি করিব ; তুমি
মহাবীর ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর ।
এই বলিয়া পরশুরাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-

তাগ পূর্বক তৃষ্ণান্ত্রাঘ অবলম্বন করিলেন ।
কাশিরাজদুহিতা অম্বা কহিলেন, ভগবন্ !
দেবগণ ও রণস্থলে ভীষ্মকে পরাজয় করিতে
সমর্থ হন না ; ইহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ
নাই । আর আপনিও শক্তি ও উৎসাহ
অনুসারে আমার কার্য সম্পাদন করিয়া-
ছেন । ভীষ্মের বীৰ্য্য ও নানাবিধ অস্ত্র
অনিবার্য্য, এই নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে
আতঙ্কিত করিতে সমর্থ হইলেন না । যাহা
হউক, আমি আর তাঁহার সন্নিধানে গমন
করিব না । আমি যে স্থানে গমন করিলে
সম্রাট তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব,
তথায় প্রস্থান করিব । এই বলিয়া অম্বা
রোষকল্লুমিত লোচনে আমাব বধসাধন
তপোানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত প্রস্থান
করিলেন ।

অনন্তর জামদগ্ন্য সেই সমস্ত মহিম-
গণের সহিত আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া
মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করিলেন । আমিও
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া রথারোহণ
ও নগর প্রবেশ পূর্বক জননী সত্যবতীকে
আচ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি-
লাম । তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া আমাকে
অভিনন্দন করিলেন । পরে আমি অম্বার
কাণ্ড সকল অবগত হইবার নিমিত্ত প্রাজ্ঞ
পুরুষদিগকে আদেশ করিলাম । তাহারা
আমার হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া প্রতিদিন
অম্বার জন্মনা, গতি ও কার্য্য সমুদায় প্রত্যা
হরণ করিতে লাগিল । অম্বা যদবধি বনে
গমন করিয়া তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন,
আমি তদবধি নিতান্ত ব্যথিত, দীন ও

হতবুদ্ধি হইতে লাগিলাম। হে মহারাজ ! তপঃপরায়ণ কৃত্তব্রত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে কোন ক্ষত্রিয় আমাকে বলবোধ্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাহি। অনন্তর আমি দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসকে এই বিষয় অবগত করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি কাশিরাজকন্যাকে তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেগিয়া বিষন্ন হইও না ; কোন ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

এ দিকে অম্বা আশ্রম প্রবেশ ও যমুনা-তীর অশ্রয় করিয়া লোকাতিগ তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিরাহার, রুশ, রুক্ষ, জটাভারমণ্ডিত ও মললিপ্তকলেবর হইয়া ছয় মাস বায়ু ভক্ষণ পূর্বক স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এক বৎসর যমুনাজলে অবাস্থিতি করিয়া উপবাস করিলেন ; এক বৎসর একমাত্র শীর্ণ পত্র দ্বারা পারণা করিলেন এবং এক বৎসর তাঁর কোপপরবশ হইয়া পাদাস্পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিলেন। অম্বা এই রূপ ঘোর-তীর তপোানুষ্ঠান দ্বারা দ্বাদশ বৎসর ভূলোক ও দ্যুলোক পরিতাপিত করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

কাশিরাজকন্যা অম্বা সিদ্ধচারণসেবিত পুণ্যশীল তাপসগণের আশ্রয় বৎসভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন এবং পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নান করিয়া দিবারাত্র স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে

অতি কঠোর ত্রতানুষ্ঠান পূর্বক নন্দাশ্রম, উল্কাশ্রম, চাবনাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, প্রয়াগ, দেবযজন, দেবারণ্য, ভোগবতা, কৌশিকাশ্রম, মাণ্ডব্যশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ ও শৈলগঙ্গাশ্রমে স্নান করিলেন।

আমার জননী ভাগীরথী মলিনমধ্যে অবস্থান করিয়া অম্বাকে কহিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি কি নিমিত্ত কেশ প্রাপ্ত হই-তেছ এবং ইহার কারণই বা কি ?

অম্বা রুতাজ্জলিপুটে কহিলেন, হে চারু-লোচনে ! মহাবীর পরশুরাম ভীষ্ম কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন ; ভীষ্মকে পরাজয় করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না ; সুতরাং আমি স্বয়ং তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অতি দারুণ তপোানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া, যে প্রকারে হউক তাঁহাকে বিনাশ করিব ; ভীষ্মকে বিনাশ করিব ; ভীষ্মকে বিনাশ করাই আমার ব্রতফল।

ভাগীরথী কহিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি অতি ক্রুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এই অভিলাষ কদাচ সফল হইবে না। যদি তুমি ভীষ্ম বিনাশার্থ ত্রতানুষ্ঠানে তৎপর হও অথবা নিয়মস্ব হইয়া শরীরপাত কর, তাহা হইলে বর্ষাসলিলপরিপূর্ণ, কুটিল, কুতীর্থসম্পন্ন, ভীমগ্রাহসঙ্কুল, ভয়ঙ্কর নদী-রূপ ধারণ করিবে। কিন্তু তুমি বাষিকী বা অষ্টমাসিকী, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না। এই বলিয়া জননী সহাস্য মুখে কাশিরাজকন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন কাশিরাজকন্যা কখন অষ্টম মাস

কখন দশম মাসেও জল গ্রহণ করিতেন না । অনন্তর তিনি তাঁর পর্যটন লোভে বৎস ভূমিতে সন্মুপস্থিত হইলেন এবং তথায় তপপ্রভাবে দেহার্ক দ্বারা বামিকী, গ্রাহ-বহলা, চুস্তীর্ণা, কুটীলা শ্রোতস্বতীরূপ ধারণ করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ সেই কণ্ঠাকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমরা তোমার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিব ?

অম্বা কহিলেন, হে তপোদনগণ ! ভীষ্ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পতিরূপ ধম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন । এক্ষণে আমি তাঁহার বধ সাধনার্থ তপস্শায় দীক্ষিত হইয়াছি । অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে । আমি একমাত্র ভীষ্মকে সংহার করিয়া নিশ্চয়ই শান্তি লাভ করিব । আমি তাঁহা হইতেই পতিলোক-বিহীন হইয়া এই রূপ অবিচ্ছিন্ন দুঃখ সমূহ প্রাপ্ত হইতোছি এবং না স্ত্রী না পুরুষ হইয়া ইহ লোকে অবস্থান করিতোছি । এক্ষণে আমি ভীষ্মকে বিনাশ না করিয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না ; ইহাই আমার অভিলাষ । আমি পুরুষার্থ সাধনে উদ্বৃত্ত হইয়া কেবল স্ত্রীভাব প্রযুক্ত ক্ষিপ্ত হইতোছি ; তথাপি আমি ভীষ্মকে ইহার প্রতিকূল প্রদর্শন করাইব, তাহার সন্দেহ নাই ; আপনারা আমাকে নিবীরণ করিবেন না ।

তখন ভগবান্ শূলপাণি স্বীয় আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ব্রাহ্মণমধ্যে আবির্ভূত হইয়া কন্যার নেত্রপথে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি এক্ষণে বর গ্রহণ কর । অম্বা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করি । শূলপাণি কহিলেন, বৎসে ! তুমি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে । অম্বা পুনর্বার কহিলেন, হে দেব ! আমি স্ত্রীলোক হইয়া কি রূপে জয় লাভে সমর্থ হইব ? স্ত্রী-ভাবশূলভ শান্তিরস আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে । কিন্তু আপনি ভীষ্মের বধ সাধনার্থ বর প্রদান করিলেন ; অতএব এক্ষণে যেরূপে ইহা সত্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন ; আমি যেন সময়ে তাঁহাকে বধ করিতে পারি । রুদ্ধ কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়, অবশ্যই সত্য হইবে । তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষত্ব লাভ করিবে এবং দেহান্তর লাভ হইলেও তোমার পূর্ব্ব রক্তান্ত সমুদায় স্মৃতিপথে আকৃষ্ট থাকিবে । তুমি দ্রুপদবংশে ভ্রম্য পরিগ্রহ করিয়া কালক্রমে ক্ষিপ্ৰাস্ত্র ও ক্ষিপ্ৰযোধী পুরুষ হইবে । আমি যাহা কহিলাম, তাহার কিছুই অন্যথা হইবে না । দেবাদিদেব মহাদেব এই কথা বলিয়া বিপ্র-গণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ।

অনন্তর অম্বা অরণ্য হইতে কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া যমুনাধীপে এক উদ্ভত

চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ চিত্রায় অগ্নি প্রদান করিয়া রোষাবিস্তমানসে ব্রাহ্মণগণ-সমক্ষে আমি ভীষ্মের বধের নিমিত্ত অগ্নি প্রবেশ করিতেছি বলিয়া তাহাতে প্রবেশ হইলেন।

উনবত্যাধিক শততম অধ্যায়।

দুর্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ ! শিখণ্ডী প্রথমতঃ কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনি ইহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! দ্রুপদ-রাজের প্রিয় মহিমী অপুত্রী ছিলেন। দ্রুপদরাজ পুত্র লাভ ও আমাদিগের বধ সাধনার্থ অতি কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমার এক পুত্র উৎপন্ন হউক।

শঙ্কর কহিলেন, “হে মহারাজ ! তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্ররূপ প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিরন্তর হও ; আমি যাহা কহিলাম, কদাচ ইহার অন্তথা হইবে না।”

তখন দ্রুপদরাজ নগর প্রবেশ করিয়া স্ত্রীয় মহিমীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি পরম যত্ন সহকারে ভগবান্ শঙ্করকে তপ-স্রায় সন্তুষ্ট করিলে তিনি কহিলেন, হে দ্রুপদরাজ ! তোমার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পুত্ররূপ প্রাপ্ত হইবে। আমি পুনর্বার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে

তিনি কহিলেন, আমি যাহা কহিলাম, কখন তাহার অন্তথা হইবে না।

অনন্তর মহিমী ঋতু কাল উপস্থিত হইলে পণ্ডিত হইয়া দ্রুপদরাজসম্মিধানে গমন ও বিধি অনুসারে গর্ভ ধারণ করিলেন। গর্ভ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া পরম স্থখে তাঁহার পরিচর্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহিমী যখন গৌরব অতিলাষ করিতেন, তিনি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজমহিমী যথাকালে সর্দার-সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিয়া সেই কন্যাকে আপনার পুত্র বলিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। অপুত্র রাজা দ্রুপদ রুদ্রদেবের বাক্যে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া পুত্রের ন্যায় সেই প্রচ্ছন্ন কন্যার সগুদায় জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেন। রাজমহিমী কন্যাকে পুত্ররূপে প্রচার করিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত একরূপ গোপনে রক্ষা করিতে লাগিলেন যে, দ্রুপদরাজ ব্যতিরেকে নগরের কোন ব্যক্তিই এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। ঐ কন্যার নাম শিখণ্ডী। হে মহারাজ ! আমি চরবাক্য, দেববাক্য ও অশ্বার তপোানুষ্ঠান দ্বারা এই বিষয় বিদিত হইয়াছি।

নবত্যাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর দ্রুপদরাজ আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণসম্মিধানে অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদমহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিবার নিমিত্ত দ্রুপদরাজকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দ্রুপদ ও মহিষী উভয়েই কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা অবলোকন করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ মহিষীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি ভগবান্ শূলপাণির বচনানুসারে কন্যাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে এই শোকবন্তিণী কন্যা যৌবনসম্পন্না হইয়াছে।

মহিষী কহিলেন, মহারাজ! সেই ত্রিলোকীনাথ শূলপাণির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিষ্ফল কথা কহিবেন, ইহা সম্ভবিত নহে। এক্ষণে যদি অভিরাচি হয়, আমি যাহা কহি, তাহা শ্রবণ করিয়া কর্তব্যাবধারণ করুন। আমার নিশ্চয়ই বোধহইতেছে, তাঁহার বাক্য বদাচ ব্যর্থ হইবে না; অতএব এক্ষণে বিধানানুসারে কন্যার দার গ্রহণ সম্পাদন করুন।

দ্রুপদরাজ ও রাজমহিষী এই রূপ নিশ্চয় করিয়া ভূপালগণের কুল পরিজ্ঞাত হইলেন। পরিশেষে নিতান্ত দুর্জয় দুর্দ্বন্দ্ব দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবশ্মার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

তিনিও শিখণ্ডীকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন। শিখণ্ডী দারক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পুনরায় কাম্পিল্য নগরে আগমন করিলেন। কাল ক্রমে দশার্ণাধিপতির চাহিতার যৌবন কাল সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে দশার্ণাধিপতির কন্যা শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী ভ্রাত হইয়া লজ্জিত মনে ধাত্রী ও সখাগণ সম্মিধানে এই বিষয় প্রচার করিল। ধাত্রীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আতশয় দুঃখিত হইল এবং ইহা ভূপতির কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত দাসীদগকে প্রেরণ করিল। দশার্ণাধিপতি দাসীমুখে আত্মোপান্ত এই বিপ্রলম্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত কুপিত হইলেন। শিখণ্ডী তৎকাল পর্যন্ত আপনার স্ত্রীত্ব তিরোহিত করিয়া পুরুষের ন্যায় পিতৃকূলে পরম কুতূহলে বাস করিতে ছিলেন।

কিয়দ্বিবস অতীত হইলে মহারাজ হিরণ্যবশ্মা এই বিষয় বিদিত ও রোষাবেশ প্রভাবে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া দ্রুপদরাজ-ভবনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুপদসম্মিধানে উপনীত হইয়া নির্জনে কহিল, মহারাজ! দশার্ণাধিপতি আপনাকে কহিয়াছেন, হে দ্রুপদ! তুমি দুষ্ক-মজ্জণা-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে অবমাননা ও প্রভা-রণা করিয়াছ। আমি এই পরাভব প্রযুক্ত তোমার প্রতি একান্ত কুপিত হইয়াছি। তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত মোহ বশত আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, আজি সেই প্রভারণার সমু-

চিত প্রতিকূল প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে স্থির হও; আমি তোমাকে ও তোমার অমাত্যগণকে অবিলম্বেই বিনাশ করিব ।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

দূতগণে এই রূপ আবেগ করিয়া লোপ্ত-সহকারে দ্রুত চৌরের আয় দ্রুপদের বাক্য ক্ষুদ্র হইল না । তখন তিনি মধুরভাষী দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ও দূতগণ ! তোমরা মহারাজ হিরণ্যবশ্মার নিকট গমন করিয়া কহিবে, মহারাজ ! আপনাদের রূপ কহিয়াছেন, তাহার কিছুই বার্থ নহে । এই বাণী তাহাদিগকে সন্দিগ্ধচিত্ত বৈবাহিকের নিকট প্রেরণ করিলেন । দশার্ণাদিপতি হিরণ্যবশ্মা পুনর্বার প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়া বিদিত হইলেন । পরে দ্বাত্রিংশের বচনানুসারে চাহিতার বিশেষত্ব-বৃত্তান্ত মিত্রগণ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দ্রুপদরাজের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন ।

• অনন্তর তিনি দ্রুপদরাজের প্রতি কর্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত মিত্র-গণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে অন্যত্র ভূপালগণ কহিলেন, মহারাজ ! যদি শিখণ্ডী বার্থ হই কন্যা হয়, তাহা হইলে আমরা পাপালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিব এবং তাহাকে ও তাহার কন্যা শিখণ্ডীকে সংহার করিয়া পাপাল রাজ্যে অন্য এক রাজাকে অভি-ষিক্ত করিব ।

তখন দশার্ণাদিপতি হিরণ্যবশ্মা দূত-দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূত-গণ ! তোমরা দ্রুপদরাজকে বলিবে, হে দ্রুপদরাজ ! তুমি স্থির হও, আমি অনতি-বিলম্বেই তোমাকে বিনাশ করিব । দূত-দিগকে এই রূপ আদেশ করিয়া পাপাল-দেশে প্রেরণ করিলেন । দূতগণ অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রুপদসন্নিধানে এই কথা নিবেদন করিল ।

মহীপাল দ্রুপদ স্বভাবতই ভীত ছিলেন, এক্ষণে এই রূপ পাপাচরণ দ্বারা নিতান্ত উদ্ভিগ্ন হইলেন । অনন্তর তিনি দূতগণকে দশার্ণাদিপতির সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া শোকাকুলত মনে প্রেয়সী মহি-মীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! মহাবল পরাক্রান্ত হিরণ্যবশ্মা দ্রোণভরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আমার প্রাপ্তক্ষে আগমন করিতেছেন । এক্ষণে আমরা নিতান্ত ভয়বিহীন হইয়াছি ; অতঃ-এব এই কন্যার নিমিত্ত কি রূপ অনুষ্ঠান করিব ? স্ববর্ণবশ্মা তোমার পুত্র শিখণ্ডীকে কন্যা বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন এবং আপনাকে বধিত বিবেচনা করিয়া মিত্রবল সমভিব্যাহারে আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন । এক্ষণে তুমি এই বিষয়ের সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া বল ; আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব । আমি অতিশয় সংশয় দশায় নিপতিত হইয়াছি এবং তুমি ও এই বাল্য শিখণ্ডী উভয়েই অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছ । অতঃ-

এব তুমি সকলের পরিত্রাণার্থ সত্বপদেশ প্রদান কর ; আমি অবিলম্বেই কর্তব্য কাব্য অনুষ্ঠান করিব । হে শিখাণ্ডিনী ! আমি পুত্র লাভে বাঞ্ছিত হইয়াছি বটে, কিন্তু, তজ্জন্য তুমি ভীত হইও না ; আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব । এক্ষণে দশার্ণাদিপতি আমা হইতেই প্রতারণিত হইয়াছেন ; অতএব এই বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব ।

তখন রাজমাতীমা সর্বসমক্ষে এই রূপ অভিহিত হইয়া মহারাজ রূপদ সর্বশেষ জানিলেও অন্যকে অবগত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ।

দ্বিবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

মহারাজ ! আমি সপত্নীগণের ভয় প্রযুক্ত জন্ম গ্রহণকালে শিখাণ্ডিনীকে পুরুষ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম । আপনি প্রীতি-পূর্বক আমাকে তদ্বিময়ে অনুমোদন করিয়া ইহার পুত্রোচিত কার্য্যজাত অনুষ্ঠান এবং দশার্ণাদিপতির কন্যার সহিত ইহার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিয়াছেন । দেব ঝাক্যানুসারে তৎকালে আপনাকে কহিয়া-ছিলাম, শিখাণ্ডিনী পরিণামে পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিবে । এই রূপে ইহার কন্যাভাব উপেক্ষিত হইয়াছিল ।

অনন্তর রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদিগকে এই সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রজাগণের রক্ষা বিধান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

পূর্ববৎ প্রতারণা করিয়া দশার্ণাদিপতির সহিত সম্বন্ধ সমর্থিত করিতেই অভিলাষ করিলেন । অনন্তর তিনি স্বভাবতঃ সুরক্ষিত নগরকে বিপদকালে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দশার্ণাদিপতি সুরবর্ণবস্ত্রার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মহিমীর সহিত সান্ত্বনয় ব্যাধিত হইলেন । তখন যাহাতে সুরবর্ণবস্ত্রার সহিত যুদ্ধ না হয়, মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া দেবার্চনা করিতে লাগিলেন । এই অবসরে রাজমাতীমা তাঁহাকে দেবপূজায় নিরত নিরাক্ষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! দুঃখের সময় কি, স্তুত্বের সময়েও সতত দেবপূজা করা বিধেয় ; আপনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চনা এবং দশার্ণাদিপতির প্রতিনিবৃত্তির নিমিত্ত প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে ছতাশনে আছতি প্রদান করুন । যাহাতে যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইতে পারে, তাহা অবধারণ করা কর্তব্য । আমার বোধ হইতেছে, দেবগণের প্রসাদে ইহা অবশ্যই সফল হইবে । দেবকার্য্য মানুসকার্য্যের সহিত মিলিত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কদাচ সফল হয় না । অতএব আপনি মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শপূর্বক নগরের রক্ষা বিধান করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন ।

তখন শিখাণ্ডিনী তাঁহাদিগকে শোকা-কুলিত চিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ; এবং

আমার জনক জননী আমার নিমিত্তই এই রূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া প্রাণনাশ অভিলাষে গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক শোকসন্তপ্ত মনে এক গহন বনে গমন করিলেন । স্মৃণাকর্ণ নামে ঐশ্বর্যশালী এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত ; তাহার ভয়ে কেহই তপায় গমন করিতে সমর্থ হইত না । সেই কাননে স্মৃণাকর্ণের উন্নত প্রাকার ও তোরণসম্পন্ন স্তম্ভাবলিত উদীরপরিমলযুক্ত ধূমসমাচ্ছন্ন এক প্রাসাদ ছিল । ক্রপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী সেই অরণ্যমী প্রবেশ করিয়া বহু দিবস অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন ।

একদা সেই যক্ষ শিখণ্ডিনীসম্মিধানে সমুপস্থিত হইয়া মৃদু বচনে কহিলেন, হে রাজকন্যে ! তুমি কি নিমিত্ত এই রূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব । শিখণ্ডিনী কহিলেন, তুমি আমার কাণ্ড্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না । যক্ষ কহিল, হে রাজপুত্রি ! আমি যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর ; তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি । তুমি আমার সমক্ষে স্নায় অভিলাস প্রকাশ কর ; আমি অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই ।

তখন শিখণ্ডিনী যক্ষপ্রধান স্মৃণাকর্ণকে আত্মরক্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে যক্ষ ! মহাবল পরাক্রান্ত উৎসাহসম্পন্ন দশার্ণাধিপতি স্তবর্ণবর্ণা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতে-

ছেন ; আমার পিতা পুঞ্জহীন ; তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন, আপনি আমাকে ও আমার জনক জননীকে রক্ষা করুন । আমার দুঃখ শাস্তি করিবার নিমিত্ত আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন ; অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষত্ব লাভ করি । হে মহাযক্ষ ! যে পর্যন্ত সেই রাজা আমার পুর প্রবেশ না করেন, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ।

ত্রিবিম্বতাপ্তিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! দৈবনিপীড়িত যক্ষ শিখণ্ডার বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, হে ভদ্রে ! আমাকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত অবশ্যই ক্রীতগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে, অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভীষ্ট সাধন করিব । কিন্তু আমার সচিত একটি সম্মত নির্দেশ করিতে হইবে, আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব । কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়া আমাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, অথ্রে এইটি সত্য করিয়া বল । আমি কামচারী ও গগনবিহারী ; তুমি আমার অনুগ্রহে স্নায় নগর ও বক্ষুবর্গকে রক্ষা কর । তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার ক্রীতরূপ ধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ।

শিখণ্ডিনী কহিলেন, হে নিশাচর ! আমি কিয়ৎকালানন্তর পুরুষাকৃতি আপ-

নাকে প্রত্যর্পণ করিব; আপনি কিয়ৎ-
কালের নিমিত্ত জারূপ ধারণ করুন।
দশার্ণাধিপতি প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি
পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইব; আপনিও
পুরুষত্ব লাভ করিবেন।

তাহারা পরস্পর এইরূপ শপথ করিয়া
পরস্পর লিঙ্গ পরিবর্তন করিলে স্ত্রীাকর্ষ
জারূপ ও শরীড়নী প্রদীপ্ত যক্ষরূপ প্রাপ্ত
হইলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী একটি মনে নগর
প্রবেশ ও দ্রুপদসান্নায়ে গমন করিয়া
আছোপান্ত সমুদায় যুগান্ত নিবেদন করি-
লেন। দ্রুপদরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া
একান্ত ক্ষুণ্ণ ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।
তখন ভগবান্ শূলপাণির বাক্য তাহার ও
তাহার মহিমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইল।
পরোতর্নি দশার্ণাধিপতি স্তব্ধবস্ত্রের নিকট
এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, মহারাজ !
আমার পুত্র পুরুষ, আপনি এ কথায়
কদাচ অবিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর রাজা হিরণ্যবস্ত্রা দুঃখশোক-
সম্বৃত হইয়া কাশ্ম্পল্য নগরে আগমন
পূর্বক এক ব্রাহ্মণকে যথোচিত সৎকার
করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আপনি আমার
বাক্যানুসারে সেই নৃপাধম দ্রুপদকে
বলিবেন, হে দুঃস্থ ! তুমি যে আপনার
কন্টার নিমিত্ত আমার কন্টাকে প্রার্থনা
করিয়াছিলে, আজ সেই অহঙ্কারের প্রতি-
ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্রুপদভবনে
প্রবেশ পূর্বক দ্রুপদরাজের সম্মুখে সম-

পাস্থত ধইলেন। দ্রুপদরাজ ও শিখণ্ডী
তাহাকে গো অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক পূজা
করিলেন। ব্রাহ্মণ তদন্ত পূজা প্রতিগ্রহ
না করিয়া, মহারাজ হিরণ্যবস্ত্রা যেরূপ
কহিয়াছিলেন, তাহাই কহিতে লাগিলেন,
হে দুঃশয় ! তুমি যে আমাকে প্রার্থনা
করিয়াছিলে, আজ সেই পাপের প্রতিফল
প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার মর্ত্ত
যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হও। আমি তোমাকে, তোমার
পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণকে বিনাশ
করিব।

মহারাজ দ্রুপদ মন্ত্রিগণমধ্যে পুরো-
হিতস্বর্গে এইরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রীতি পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ !
আপনি মহারাজ স্তব্ধবস্ত্রার বচনানুসারে
আমাকে যাচা কহিলেন, আমার এক দূত
গমন করিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান
করিবে। এই বলিয়া দ্রুপদ হিরণ্যবস্ত্রার
নিকট বেদপারগ এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ
করিলেন। ব্রাহ্মণ দশার্ণাধিপতির মন্দি-
রানে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ !
শিখণ্ডী পুরুষ; আপনি বরং তাহা পরীক্ষা
করুন। বোধ হয়, কোন ব্যক্তি আপনার
নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; আপনি
তাহাতে আত্মা প্রদর্শন করিবেন না।

তখন দশার্ণাধিপতি একান্ত চিন্তিত
হইয়া শিখণ্ডী জ্ঞা কি পুরুষ ইহা সর্বশেষ
বিদিত হইবার নিমিত্ত সববাস্তবসুন্দরী রমণী-
গণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তদ্বার্থ
অবগত হইয়া দশার্ণাধিপতিকে কহিল,
মহারাজ ! শিখণ্ডী পুরুষ, তদ্বিনশ্চে আর

কোন সন্দেহ নাই । রাজা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং দ্রুপদরাজের সহিত সমাগত হইয়া হস্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন । পরে তিনি শিখণ্ডীকে হস্তী, অশ্ব, গো, বহুসংখ্য দাসী ও প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া স্নায় চুহিতাকে ভৎসনা করত নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন । দশাধিপতি রোষমুক্ত ও পরম প্রীত হইয়া প্রস্থান করিলে শিখণ্ডী ও নিতান্ত মন্থত হইলেন ।

ঈষৎকাল অতীত হইলে একদা দ্বাদশিপতি কুবের লোকযাত্রা নির্বাহ করিবার নিমিত্ত স্মৃণাকর্ণের গৃহভিত্তিগে আগমন করিলেন এবং গৃহের উপরিভাগ হইতে সেই প্রাসাদ বিচিত্র মাণ্যমলঙ্কৃত, উন্নীত-গন্ধানোদিত, সুপুষ্টিগত, বিতানপ্ৰজপতাকা-পরিশোভিত, অমপান্যামসপরিপূর্ণ ও মণি-রত্নস্বর্ণমণ্ডিত অলোকন করিয়া তাহার অনুচরদিগকে আশ্বানপক্ষক কহিলেন, স্মৃণাকর্ণের গৃহ পরম শোভিত দেখিতেছি ; কিন্তু সেই মূঢ় কেন আজি আমার নিকট আগমন করিতেছে না । আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি উচ্চ অবগত হইয়াও যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে না, তখন তাহাকে আমার অভিল্যাসু-সারে অতি তাক্ষ দণ্ড সহ্য করিতে হইবে ।

যক্ষগণ কহিল, হে যক্ষরাজ ! স্মৃণাকর্ণ বিশেষ নিমিত্ত বশত শিখণ্ডিনী নামে দ্রুপদরাজের এক কন্যাকে পুরুষলক্ষণ প্রদান এবং স্বয়ং স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করিয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন ; এই নিমিত্ত লজ্জিত

হইয়া আপনার সম্মিধানে আগমন করিতে-ছেন না । এক্ষণে আপনি বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই বিষয় শ্রবণপূর্বক বাহ্য কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করুন ।

কুবের কহিলেন, হে যক্ষগণ ! তোমরা • সেই স্মৃণাকর্ণকে আমার নিকট আনয়ন কর । আমি তাহার যথোচিত দণ্ড বিধান করিব ।

তখন স্মৃণাকর্ণ অনুচরগুণে সমুদায় রত্নান্ত্র শ্রবণানন্তর কুবেরসম্মিধানে উপনীত হইয়া লজ্জাবনত মুখে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান রহিলেন । তখন কুবের নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে স্মৃণ ! তুমি যক্ষগণের অব-মাননা ও পাপাচরণ করিয়া শিখণ্ডীকে আপনার পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছ ; অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে । তুমি এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে ।

অনন্তর যক্ষগণ স্মৃণাকর্ণের নিমিত্ত দ্বাদশিপতি কুবেরকে প্রসন্ন করিয়া বারং-বার কহিতে লাগিল, ভগবন্ ! আপনি এই শাপের অমসান করুন । তখন কুবের অনুচরদিগকে কহিলেন, শিখণ্ডী নিহত হইলে স্মৃণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে স্মৃণাকর্ণ নিরুদ্ভিগ্ন হউক । এই বলিয়া কুবের শীঘ্রগামী যক্ষগণের সহিত প্রস্থান করিলেন । স্মৃণাকর্ণ এই রূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে অব-স্থান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর শিখণ্ডী সগয়াসুসারে তথায় আগমন করিয়া স্মৃণাকর্ণকে কহিলেন, হে যক্ষরাজ ! আমি আগমন করিলাম।

স্মৃণ রাজকুমার শিখণ্ডীকে অকপটে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে শিখণ্ডী ! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম। পরে স্মৃণ তাঁহার নিকট স্ব বৃত্তান্ত আচোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে শিখণ্ডী ! আমি তোমার নিমিত্তই কুবের কর্তৃক অভিযন্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন ও পরম স্থখে সমস্ত লোকে সঞ্চরণ কর। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি পৌলস্ত্যকে অবলোকন করিলাম ; অতএব বোধ হইতেছে, ভাগ্যকে অতিক্রম করা নিতান্ত অকঠিন।

শিখণ্ডী যক্ষ কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পুলকিত মনে নগরাভিমুখে আগমন পূর্বক গন্ধ মাণ্য দ্বারা দ্বিজাতি, দেবতা, চৈত্য ও চতুষ্পাথ সকল পূজা করিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ ও বান্ধবগণের সহিত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ধনুর্বেদে শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দ্রোণহস্তে সমর্পণ করিলেন। হে মহারাজ ! শিখণ্ডী তোমাদের সমভিব্যাহারে চতুষ্পাদপূর্ণ ধনুর্বেদে সম্যক শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। আমি যে সকল অক্ষ, বধির ও জড়াকার চরদিগকে দ্রুপদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাই আমাকে এই বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়াছে। অম্বা নামে বিক্রতা

কাশিরাজদুহিতা এই শিখণ্ডীরূপে দ্রুপদকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই শিখণ্ডীকে যুদ্ধার্থ সমুপাস্থিত দেখিয়াও মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ বা প্রহার করিব না। পৃথিবীতে আমার এই রূপ এক ব্রত প্রচারিত আছে যে, আমি স্ত্রী, স্ত্রীপূর্ব পুরুষ, স্ত্রীনাগধারী ও স্ত্রীস্বরূপ পুরুষের প্রতি কদাচ শর প্রয়োগ করি না। হে মহারাজ ! আমি শিখণ্ডীর এই রূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি ; এই নিমিত্তই ইহাকে প্রহার করিব না। যদি আমি স্ত্রীরূপ শিখণ্ডীকে বিনাশ করি, তাহা হইলে সকলে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি ইহাকে সমরে অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়াও কদাচ সংহার করিব না।

তখন রাজা দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এই রূপ প্রতিজ্ঞা করা মহানীর ভীষ্মের সমুচিতই হইয়াছে।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রজনী প্রভাত হইলে আপনার আত্মজ দুর্যোধন সর্বসৈন্যের সমক্ষে পিতামহ ভীষ্মকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয় ! আচার্য্য দ্রোণ, মহাবল কৃপ, সমরপ্রাণী কর্ণ ও দ্বিজসন্তম অশ্বখামা সকলেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও সকলেই আমার পক্ষ ; এক্ষণে বলুন, আপ-

নারা ধ্বংস ও ভীমার্জুন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত লোকপালতুল্য ব্যক্তি দ্বারা সুরক্ষিত প্রভুতত্তর নরনাগাশ্রয়িত মহারথসমাকুল অশ্বনা অনিবায়া অদ্রুত সাগরোপম দেবগণেরও অক্ষোভ্য বল সমুদায়কে কত কালে বিনাশ করিবেন, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত কোতুহলাক্রান্ত হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! তুমি যে শত্রুগণের বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার অনুরূপই হইয়াছে । এক্ষণে আমি রণস্থলে যেরূপ পরম শক্তি, শস্ত্রবল ও ভূজবীৰ্য্য প্রদর্শন করিব, তাহা শ্রবণ কর ! ধর্মশাস্ত্রে এই রূপ নির্ণীত আছে যে, অকপট ব্যক্তির সহিত অকপট যুদ্ধ এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে । আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে সহস্র রথী ও দশ সহস্র যোদ্ধা বিনাশ করিব । আমি নিত্য উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া এই রূপ এক এক ভাগ কল্পনা করিয়া শতসহস্রঘাতী শরনিকর দ্বারা এক মাসমধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হইব ।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আচার্য্য ! আপনি কত দিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন ?

তখন দ্রোণ হাস্যমুখে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি জরাজীর্ণ ও ক্লীণপ্রাণ হইয়াছি ; অতএব বোধ হইতেছে, আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসমধ্যে সমস্ত পাণ্ডব-

সৈন্যগণকে অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব । এই আমার পরম শক্তি ও এই আমার পরম বল ।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ ! আমি দুই মাসে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনাশে সমর্থ হইব । অশ্বখামা কহিলেন, মহারাজ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দশ রাত্রির মধ্যে বিপক্ষগণের বল ক্ষয় করিব । তখন অঙ্গরাজ কর্ণ অঙ্গীকার করিলেন, আমি পাঁচ রাত্রির মধ্যেই পাণ্ডবদিগের সৈন্য বিনাশ করিতে সমর্থ হইব । মহাবীর ভীষ্ম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, হে রাধেয় ! তুমি বাস্তবদেবসহায় অর্জুনকে রণস্থলে নিরীক্ষণ কর নাই ; এই নিমিত্ত এক্ষণে এই রূপ বিবেচনা করিতেছ । কিন্তু পুনর্বার স্বেচ্ছানুরূপে এই রূপ কহিতে সমর্থ হইবে না ।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুগণের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নির্জনে ভ্রাতৃগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! আমি যে সকল চরকে ধর্মরাত্ত্রিসৈন্যগণমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রভাতকালে আসিয়া আমাকে কহিল, মহারাজ ! দুর্যোধন মহাব্রত ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কত দিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিবেন । ভীষ্ম কহিলেন, আমি এক

নাসমধ্যে সমুদায় বিনাশ করিব। পরে দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, আমি এক মাসে সমস্ত সংহার করিব। রূপাচার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি দুই মাসে পাণ্ডবসৈন্য সংহারে কৃত-কার্য্য হইব। অশ্বখান প্রাতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি দশ রাত্রিমধ্যে সমুদায় বিনাশ করিব। তৎপরে দিব্যাস্ত্রবিৎ কণ কুরু-সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছেন, আমি পাঁচ দিবসে পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হইব। হে অর্জুন! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কত দিনে কোরব-সৈন্য সংহার করিবে, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

তখন অর্জুন বাস্তবদেবের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত শিক্ষিতাস্ত্র চিত্রযোধা মহাত্মাগণ আমাদের মৈত্র্য সংহারে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপান তগ-মিত্ত চিন্তিত হইবেন না। আমি এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, বাস্তবদেবের সাহায্যে একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া নিমেষ-মধ্যে স্বাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোক ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। ভগবান্ শূলপাণি কৈরাত-দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে এক ভয়ানক অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি যুগান্তকালে সর্বভূত সংহার করিতে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। কর্ণের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম, দ্রোণ, রূপ এবং অশ্বখানও তাহা জ্ঞাত নহেন। হে মহারাজ! দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে

বিনাশ করা বিধেয় নহে; স্ততরাং আর্জব যুদ্ধ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিব। আর এই সমস্ত দিব্যাস্ত্রবেত্তা সমরাভিলাষী পার্শ্ববেরা আপনার সহায়। ইহার সক-লেই দারিদ্র্য্যকালে যানানুষ্ঠান করিয়া-ছেন; শিখণ্ডী, যুযুধান, প্লষ্ট্যঙ্গ, ভীমসেন, যমজ নকুল সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমোজা, ভীষ্ম, দ্রোণ তুল্য বিরাট, দ্রুপদ, শল্য, মহাবল পরাক্রান্ত হৈড়িম্বেয়, তাঁহার আত্মজ অঞ্জনপদা, পরম সহায় রণপাণ্ডিত শৈল্যেয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ইহার সকলে দেবসেনাগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হন। আপনিও ত্রৈলোক্য উৎসন্ন করিতে পারেন এবং রোয়কবায়ত লোচনে যাহাকে এক বার নিরীক্ষণ করেন, আমার বোধ হয়, তাহাকে এককালে জীবিতাশা বিসর্জন করিতে হয়।

যশস্বত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! বিমল প্রভাত কাল উপাস্ত হইলে, শৌর্য্যশালা, সদাচারপরায়ণ, কামচারী, আহবলক্ষণসম্পন্ন, কোরবপক্ষ ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে স্নান, মাণ্য ও শুভ্র বসন পারধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ, অস্তিত্বাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পরবলপরাজয় প্রত্যাশায় পরস্পর প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পাণ্ডব-গণের প্রতিপক্ষে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অবন্তী দেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয় ও বাহ্লকগণ দ্রোণা-

চাৰ্ঘ্যের অনুগমন করিলেন ; অশ্বখামা, ভীষ্ম, শিকুরাজ জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি এবং দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, উদীয়, পার্শ্বীয়, শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশাতিগণ স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন । সসৈন্য কৃতবৰ্ম্মা, ত্রিগৰ্ত্ত, শল, ভূরিপ্রবাঃ, শল্য ও কোশল-রাজ রুহদ্রথ, ইঁহার ভ্রাতৃপরিবৃত রাজা দুৰ্য্যোধনের অনুগমন করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই রূপে সমাগত হইয়া ণায়ামুসারে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন । রাজা দুৰ্য্যোধন দ্বিতীয় হস্তিনা নগরের ণায় যে অলঙ্কৃত শিবির নিৰ্ম্মিত করিয়াছিলেন, নিপুণতম নাগরিকেরাও তাহার ও নগরের বৈলক্ষণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই এবং ভূপতি-গণের বাসোপযোগিতা সম্পাদনার্থ যে সমস্ত দুৰ্গ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও অবিকল নগরস্থিত দুৰ্গের ণায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । পঞ্চ যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দ্রব্যসম্পন্ন শিবির সকল সম্মিবেশিত হইল ; ভূপালগণ উৎসাহসহকারে নিজ নিজ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; রাজা দুৰ্য্যোধন সেই সকল মহাত্মা, তাঁহাদিগের সৈন্যগণ এবং বহিঃপ্রদেশবর্তী হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানের আদেশ করিয়া শিল্পী, অনুচর, সূত, মাগধ, বন্দী, বণিক, বেশা ও দর্শকগণের যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

সপ্তদশতম অধ্যায় ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, কাশি ও কুরুগণের নেতা দূর্চবিক্রম ধৃষ্টকেশু, বিরাট, দ্রুপদ, যুয়ুধান, শিগন্তী, পাঞ্চাল-নন্দন মহাধনুর্ধর সুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা বিচিত্র বৰ্ম্ম ও তপ্তকাঞ্চন-ময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় হৃত হতাশনের ণায় ও প্রজ্বলিত গ্রহের ণায় শোভা পাইতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য, বাহ, গজ, অশ্ব, পরিচারক ও শিল্পোপজীবিসমেত সেই সকল মহাত্মাকে পূজা করিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান ও প্রস্থা-নের অনুমতি করিলেন । তিনি ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে রুহৎকলেবর অভিমন্যু ও দ্রৌপ-দীর পঞ্চ পুত্রের অগ্রগামী করিয়া ভীষ্ম, যুয়ুধান ও ধনঞ্জয়কে দ্বিতীয় বল অবধারিত-করত প্রেরণ করিলেন ।

তখন যোদ্ধাগণ অশ্ব স্তম্ভিজিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও প্রধাবনপূৰ্ব্বক গগনস্পর্শী সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপাল-গণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন । এই রূপে ধনুর্ধরপরি-বৃত ধৃষ্টদ্যুম্নপরিপালিত সেনা পয়ঃপরি-পূর্ণা প্রবাহবতী ভগবতী ভাগীরথীর ণায় নয়নগোচর হইতে লাগিল ।

বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বুদ্ধি বিলোপ বাসনায় পুনরায় সৈন্য যোজনা করিতে লাগিলেন । মহাধনুর্ধর

দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল সহদেব, প্রভদ্রকগণ ইহারা দশ সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র হস্তী, অযুত পদাতি ও পঞ্চ শত রথ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহকারী হইলেন ; বিরাট ও জয়ৎসেন রথ্যগণ বলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । গদাকাম্বুক-ধারী যুধামন্যু সৈন্যের পশ্চাদ্ভর্তা এবং বাহুদেব ও ধনঞ্জয় তাহার মধ্যবর্তী হইলেন ; এইরূপে সকলে অস্ত্র শস্ত্র পরি-এহ করিয়া রোমভরে গমন করিতে লাগিলেন । শূরাধিপতি বিংশতি সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী, পঞ্চ সহস্র রথবংশ এবং কাশ্মুক, অগি ও গদাধারী সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতি তাঁহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যে সৈন্যসাগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, অধিকসংখ্যক ভূমিপাল এবং সহস্র হস্তী, অযুত অশ্ব, সহস্র রথ ও সহস্র পদাতি তাহার অন্তর্নিবেশিত হইল । প্রচুর সৈন্যসমেত চেকিতান, চেদিনায়ক ধ্বংসকৈতু, শত সহস্র রথে পরিবৃত রুক্ষি বংশের প্রধান রথী মহাধনুর্ধর সাত্যকি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ কত্রহা ও কত্রদেব সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । যে স্থানে

শকট, বণিক, বেষ্ঠা, যুদ্ধযোগ্য বাহন ও অন্যান্য বাহন ছিল, তথায় সহস্র হস্তী ও অযুত অশ্ব অবস্থান করিতে লাগিল । রাজা যুধিষ্ঠির নাগবল, বালক, স্ত্রী, দুর্বল ব্যক্তি ও কোমলসময়বর্তী কোমাগার সকল গ্রহণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিলেন । যুদ্ধদৃশ্যদ সত্যধৃতি সৌচিতি, শ্রেণিমান, বহুদান ও কাশিরাজপুত্র, বিংশতি সহস্র রথ, কিঙ্কিনীজালমণ্ডিত দশ কোটি অশ্ব, বিশাল দর্শনসম্পন্ন কুলীন জলদগমন মদ্র-স্রাবী দশ কোটি হস্তী সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন । ধর্ম্মরাজের সপ্ত সৈন্যের অন্তর্গত বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মদ্রস্রাবী সপ্ততি সহস্র রণমাতঙ্গ জঙ্গম পর্বতশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিল । তদনন্তর শত শত সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত মনুষ্য আপনাদের সহস্র সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হ্রস্ট চিত্তে ঘোর নাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন ও সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত ব্যক্তি প্রফুল্ল চিত্তে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাজ করিতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! ধীমান্ কুন্তীপুত্রের এসম্প্রকার ভীষণ বল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল ।

অধোপাখ্যানপর্বোধ্যায় সমাপ্ত ।

উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত ।

পূরণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ।

মহাভারত ।

ভীষ্মপর্ব

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কৃত্বক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

তৎপুত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যস্বত্বস্বত্ব

দ্বি কান্টন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে প্রকাশিত ।

“পূর্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলসী যন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অত্র দিকে এই ভারত সংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণ কাপে ভারত সংহিতা মনহস্ত বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ব ও ভারবহু গুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দেশ করিলেন।” মহাভারত ।

কলিকাতা ।

১৪৭ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দ্বি কান্টন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে

শ্রীজগদম্ভু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৮ সাল ।

ভূমিকা ।

মহাভাবতীয় ভীষ্মপর্ব জম্বুদ্বীপনির্মাণ, ভূমি, ভগবদগীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্বে বিভক্ত। এই পর্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট পতীয়মান হয় যে, পূর্বতন হিন্দুরা সকল কার্যই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যে সকল সাংগামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মর্যাদা আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐরূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অশ্রাব্যকারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে উভয় পক্ষই নিলক্ষণরূপে তাহা জদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু তথ্যোপদেষ্টার সাধারণতায় ও যুদ্ধস্থির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইলে অধর্ম হয়, এইরূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বাসদেবের সময়ে কুরুপ ভূগোল বিজ্ঞান আলোচনা হইত, অশ্বখণ্ড নিনির্মাণ ও ভূমিপক্ষে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদগীতা পাঠ করিলে পূর্বপুরুষদিগের বিজ্ঞা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আক্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদগীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সঙ্কীর্ণ অধুনাতন বিখ্যাত আদর্শিকতা ও ত্রয়ী + বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ত্র্যম্বকসংকল্প মত ও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাষ্ট ভারতবর্ষীয় আদর্শিকতা ও ত্রয়ীবেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এতলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, যুদ্ধপরায়ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদগীতা অবতারণিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার মত উদ্দেশ্য, মনোবিজ্ঞা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদগীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত একবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ প্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে কোন স্থলেই যুদ্ধ কথা উল্লিখিত হয় নাই। বাসদেব কেবল মহাভারতের ঘটনাবাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এইরূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্বতন হিন্দুরা কুরুপ উৎসাহ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অসত্যকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত চবিশ বছর কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম রক্ষার অস্ত্ররোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্ত বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবসারণ ও নিক্ষেপে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতেন ভীষ্ম বধ পর্ব পাঠ করিলে তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলতঃ যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্মের অতীতপূর্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপাঙ্গন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সারস্বতপ্রসঙ্গ
১৭৮৪ শকাব্দা:

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
কোরব ও পাণ্ডবগণের সময় নিয়ম সংস্থাপন	১
ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাস-দর্শন	২
ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্র সমীপে নিমিত্ত কথন	৪
সজয়ের ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ভূমির গুণ কথন	৯
সুদর্শন দ্বীপ বর্ণন	১০
ভূম্যাদির পরিমাণ কথন	১১
মাণ্যবান্ বর্ণন	১৩
বর্ষ কথন	১৫
ভারতবর্ষীয় নগাদি কথন	১৬
আয়ুঃ-সংখ্যা কথন	১৮
শাকদ্বীপ বর্ণন	১৯
উত্তর কুরুপ্রভৃতির নিরূপণ	২১
ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ	২৩
ভীষ্মবধ-শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ এবং ভীষ্মের সংগ্রাম ও তাঁহার মৃত্যু বৃত্তান্ত দ্বিজ্ঞাসা	২৩
হৃষ্যোদন হংশাসন সংবাদ কথন	২৭
সৈন্ত বর্ণন	২৮
যুদ্ধিষ্ঠিরার্জুন সংবাদ	৩৫
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ	৩৫
হর্গাস্তব	৩৬
ধৃতরাষ্ট্র সজয় সংবাদ	৩৮
ভগবদগীতারম্ভ—অর্জুনের বিষাদ	৩৮
অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগোপদেশ সাংখ্যযোগ	৪০
কর্মেযোগ	৪৫
জ্ঞানযোগ	৪৭
কর্মে-সম্যাস যোগ	৫০
আত্মসংযমযোগ	৫১
বিজ্ঞান যোগ	৫৪
মহাপুরুষ যোগ	৫৬
রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্য যোগ	৫৭
বিকৃতি যোগ	৫৯

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকুল প্রদর্শন	৬১
ভক্তি যোগ	৬৫
কৈবল্যকেন্দ্র যোগ	৬৬
শুণ্ধ্যের বিভাগ যোগ	৬৮
পুরুষোত্তম যোগ	৭০
দৈবাস্ত্রম সম্পত্তি যোগ	৭১
শ্রদ্ধাঙ্গর বিভাগ যোগ	৭২
সন্ন্যাস যোগ	৭৩
ভীষ্ম, দ্রোণ, রূপ ও শল্যের সমরে আগমন	৭৮
যুদ্ধারম্ভ	৮৪
শেষের যুদ্ধ	৯১
শেষ বধ	৯৪
শস্যের যুদ্ধ — প্রথম দিবসের অবহার	৯৯
পাণ্ডবগণের ক্রৌঞ্চ বাহু নির্মাণ	১০২
কৌরবগণের বাহু নির্মাণ	১০৪
ভীষ্মের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ	১০৫
দ্রোণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ	১০৮
কলিঙ্গরাজ-বধ	১১০
দ্বিতীয় দিবসের অবহার	১১৬
কৌরবগণের গারুড় ও পাণ্ডবগণের অর্কচক্ষু বাহু নির্মাণ	১১৭
তৃতীয় দিবসের যুদ্ধারম্ভ	১১৮
ভীষ্ম হুযোধান সংবাদ	১২০
তৃতীয় দিবসের অবহার	১২২
অর্জুনের সহিত ভীষ্মের দ্বৈরথ যুদ্ধ	১২৯
সাংখ্যমণিতনয়ের নিধন	১৩১
ভীমসেনের পরাক্রম প্রকাশ	১৩২
সাত্যাকি ও ভূরিশবার সমাগম	১৩৫
চতুর্থ দিবসের অবহার	১৩৭
বিশ্বোপাখ্যান	১৪০
পঞ্চম দিবসের যুদ্ধারম্ভ	১৪৮
পঞ্চম দিবসের অবহার	১৫৬
ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধারম্ভ	১৫৭
ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা	১৫৯
ষষ্ঠ দিবসের অবহার	১৬৫
ভীষ্ম হুযোধান সংবাদ	১৬৮
সপ্তম দিবসের যুদ্ধারম্ভ	১৬৯
সপ্তম দিবসের অবহার	১৮০

সূচিপত্র ।

১/০

প্রাকরণ	পৃষ্ঠা
অষ্টম দিবসের যুদ্ধারম্ভ ...	১৮৩
আনিত্যকেতু প্রভৃতির নিধন ...	১৮৪
ইরাবানের নিধন ...	১৮৮
ঘটোৎকচের যুদ্ধ ...	১৯১
ভগদত্তের পরাক্রম প্রকাশ ...	১৯৯
অষ্টম দিবসের অবতারণা ...	২০২
পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার মন্ত্রণা ...	২০৫
ভীষ্ম দ্রোণাধন সংবাদ ...	২০৭
সর্বতোভদ্র বৃহ নিশ্চাণ ও উৎপাত দর্শন ...	২০৯
নবম দিবসের যুদ্ধারম্ভ—অলপুষ ও অভিমন্যুর সমাগম ...	২১০
দ্রোণার্জুন সমাগম ...	২১৫
ভীষ্মের পরাক্রম প্রকাশ ...	২১৭
সাত্যকির সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ ...	২১৯
শল্য যুধিষ্ঠির সমাগম ...	২২০
নবম দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত ...	২২০
পাণ্ডবগণের ভীষ্ম বধের মন্ত্রণা ...	২২৫
ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর প্রলাপ ...	২৩০
ভীষ্ম দ্রোণাধন সংবাদ ...	২৩২
অর্জুন দ্রুপদাসন সমাগম ...	২৩৪
দ্রোণাশ্বখামসংবাদ ...	২৩৮
ভীষ্মার্জুনের পরাক্রম প্রকাশ ...	২৩৯
ভীষ্মের বিষাদ ...	২৪৩
সঙ্কুল যুদ্ধ ...	২৪৪
দ্রুপদাসনের পরাক্রম প্রকাশ ...	২৪৭
ভীষ্মের নিপাত ...	২৫২
ভীষ্মকে উপধান প্রদান ...	২৫৮
ভীষ্মকে জল দান ...	২৬০
ভীষ্ম কর্ণ সমাগম ...	২৬২

ভীষ্মপর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

মহাভারত ।

ভীষ্মপর্ব ।

জন্মখণ্ডবিনির্মাণ পর্বাধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোপন !
কৌরব, পাণ্ডব, সোমক প্রভৃতি মহাবল
পরাক্রান্ত ও নানা দেশসমাগত পার্শ্ববর্গ
কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ !
কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা তপঃক্ষেত্রে
কুরুক্ষেত্রে যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন,
তাহা শ্রবণ করুন । বেদাধ্যায়নসম্পন্ন
সমরাভিলাষী পাণ্ডবগণ জিগীষাপূর্বক
হইয়া সোমক সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে
গমনপূর্বক কৌরবাদিগের নিকট উপস্থিত
হইলেন এবং স্ববীর্য্যপ্রভাবে বিজয় লাভের
অভিলাষে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্য-
গণের অভিমুখে গমনপূর্বক মদৈত্রে
প্রাগ্জ্যোতীন হইয়া পশ্চিম দিকে অবস্থান
করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্যামন্তপাকক
তীর্থের বহির্ভাগে বিধানানুসারে মহাস্র
মহাস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন ; সমস্ত
ভূবলয় হইতে সৈন্যগণ আগমন করিতে

লাগিল ; তখন বালরুদ্ধাবশিষ্ট প্রকম-
বাহিন রথাস্থকুঞ্জররহিত মেদনীনডল যেন
শূন্য প্রায় হইয়া উঠিল । ত্রাক্ষণ প্রভৃতি
সমুদয় বর্গই সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল ;
তাহারা একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ
ও নদী সকল আক্রমণ পূর্বক বহু যোজন
বিস্তৃত এক মণ্ডল প্রাপ্ত করত অবস্থান
করিতে লাগিল । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ-
দিগের সহিত সেই সকল বর্গকে অভ্যুৎ-
কৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্যপ্রদানের আদেশ করিয়া,
বিশেষরূপে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে অবগত
হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা প্রদান করি-
লেন । পরে সংগ্রামকাল সমাপ্ত হইলে
সকলকে অভিযুক্তান ও অলঙ্কার প্রদান
করিতে লাগিলেন ।

এদিকে রাজা দ্রুপদ্যোধান পাণ্ডবগণের
ধ্বজাগ্র মন্দর্শন করিয়া সকল ভূপালের
সহিত বাহু রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ।
ভূতেরা তাহার মস্তকোপরি পাশুবর্ণ
আতপত্র ধারণ করিল । পাণ্ডালেরা ভ্রাতৃ-
গণপরিবৃত্ত দ্রুপদ্যোধানকে নাগমহেশ্বরের মধ্য-
বর্তী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত হস্ত ও
নিতান্ত মস্তক হইলেন এবং মহাশয় শঙ্খ

ও মধুরবসম্পন্ন ভৈরীধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও বায়ুদেব স্রীয় সৈন্য সমূহকে অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে রথে অবস্থান করিয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কোরবদিগের যোদ্ধাগণ কক্ষের পাশ্চাত্য ও অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের আতি গর্জার নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র প্রবাহ পরিভাগ করিতে লাগিল। যেমন দুগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলে ভীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিসম্ব হইল।

এই অবসরে ভূতল হইতে ধূলিপটল সমুখিত হইয়া সকল বস্তুই সমাচ্ছাদিত করিল; কিছুই আর অনুভূত হইল না। দিবাকর সৈন্যসংবৃত হইয়া যেন অস্তাচলে গমন করিলেন; জলধর চতুর্দিকে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; উহা সকলেরই নিস্তান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সমীরণ প্রাচুর্ভূত হইয়া কর্কর বর্ষণ পূর্বক সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরসদৃশ উভয় পক্ষীয় সৈন্য হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; ঐ অদ্ভুত সেনাসমাগম প্রলয়কালীন সাগর-দ্বয়সমাগমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কোরবগণ সেই সেনা সমুদায় সংগ্রহ করিলে বালবৃদ্ধাবশিষ্ট পৃথিবী শূন্য প্রায় হইয়া উঠিল।

অনন্তর কোরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময়নির্দেশ পূর্বক যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন; আরক যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; তুল্য নোং অতিক্রম, অন্যায়চরণ ও প্রতারণা করা হইবে না; বাক্যুদ্ধ আরক হইলে বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ হইবে; সেনা হইলে নিদ্রান্ত হইলে তাহাকে প্রহার করা হইবে না; রণা রণের সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্রুক্রুর অশ্রুক্রুর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভীলামানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণশস্ত্র, বস্ত্রাহিত ও সমরপরাঙ্কু হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না; সারথি, ভারবাহক, শস্ত্রোপজীবী, ভৈরী ও শঙ্খবাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না। কোরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন; পরে সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় সম্ভাষণ আভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হে রাজন্ ! অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সত্য-বতীকৃত ভগবান্ ব্যাস উভয় পক্ষের সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে কনিলেন,

ভরতপিতামহ ভীষ্ম এই ঘোর সংগ্রামে নিশ্চয়ই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন । পরে শোকাকুল, পুত্রগণের অনয়দর্শী, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ্জনে কহিলেন, মহারাজ ! তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্শ্ববর্গের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে তাহারা এই সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া বিনষ্ট হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই । তুমি কালের বৈপরীত্য পর্যালোচনা কর । পুত্রগণের বিনাশ দর্শনে শোকাকুল হইও না । এক্ষণে তুমি যদি রণস্থলে উহাদিগকে অবলোকন করিবার অভিল্যায়ী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি ; তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তপোধন ! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিল্যায় করি না ; আপনার তেজঃপ্রভাবে আন্দোপান্ত এই যুদ্ধযুদ্ধান্ত্র প্রবণ করিব । তখন বেদ-ব্যাস সঞ্জয়কে বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধযুদ্ধান্ত্র অবিকল বর্ণন করিবেন । ইনি কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই, কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অণু যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে, তাহাও অবগত হইবেন । ইহার শরীরে শাস্ত্র স্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিগ্রমেও কদাচ ভ্রান্ত বা ক্লান্ত হইবেন না । একমাত্র সঞ্জয়ই এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন । আমি কৌরব ও পাণ্ডবগণের

কীর্তিকলাপ সর্বত্র প্রথিত করিব । তুমি শোকাকুল হইও না ; ইহাদিগের অদ্বৈতে এই রূপই নিদ্দিষ্ট আছে ; তুমি ইহা নিরাকরণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না ; যে স্থানে দর্শ্য, সেই স্থানেই জয় ।

হে মহারাজ ! ভগবান্ বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্ ! এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর হত্যা কাণ্ড সমুপস্থিত হইবে ; দেখ, এক্ষণে ভয়প্রদ দুর্নিমিত্ত সমুদায় উপলক্ষিত হইতেছে ; শ্বেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক ইহারা সমবেত হইয়া বৃক্ষাশ্রে নিপতিত হইতেছে ; পক্ষী সকল ছুট মনে সংগ্রাম সামিহিত অবলোকন করিতেছে ; ক্রবাদাগণ গজ-বাজ্রার গাংস ভক্ষণ করিবে ; প্রচণ্ড কক্ক সকল অতি কঠোর চাৎকার করিয়া দাঁকিনা-ভিগুখে ধাবমান হইতেছে ; আমি প্রাচীনয়ত পূর্ব ও পশ্চিম মধ্য নিরাক্ষণ করিতেছি, সূর্য্যদেব উদয়াস্তকালে কবন্ধপারিত হইতেছেন এবং মধ্যাকালে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেতলোহিতপ্রান্ত, বিহ্বাদানমণ্ডিত পরিধ নগলে পরিবেষ্টিত হইতেছেন ; দিবারাত্র চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সকল প্রজ্বলিত হইতেছে ; দিবা ও রাত্রির কিছুনাত্র বিশেষ নাই । হে মহারাজ ! এই সমস্ত তোমারই ভয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে ; দেখ, কার্তিকা পৌর্ণমাসীতে পদ্মবর্ণাভ নভোনগলে অলক্ষ্য, প্রভাহীন, অগ্নিবর্ণ চন্দ্রনা সমুদিত হইয়াছে ; মহাবলপরা-ক্রান্ত অর্গলতুল্য-ভূজযুগলসম্পন্ন রাজা ও রাজপুত্রগণ নিহত হইয়া ধরাতে শয়ন

করিবেন। প্রতিনিয়ত রজনীবোধে প্রাজ্ঞের নিমিত্ত অন্তরীক্ষে সংগ্রাম-নিরত বরাহ ও মার্জ্জারের তুমুল নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ; দেবগণের প্রতিনিয়ত সকল কথন কাম্পিত, কথন স্বেদসিক্ত কথন বা ভূতলে নিপাতিত হইতেছে, কথন ভাষা ও কথন বা রূপের বমন করিতেছে ; তন্দ্রুভি সকল আহত না হইয়াও বাদিত এবং ক্ষত্রিয়দিগের রথ সমুদয় অগ্নিবোজিত না হইয়াও চলিত হইতেছে ; কোকিল, শতপত্র, চান, ভাস, শুক, সারস ও মনুরাগ অতি কঠোর চাৎকার করিতেছে ; প্রভাতকালে শত সহস্র শলভ পরিদৃশ্যমান হইতেছে ; লোহিত ও কুম্ভবর্ণ শলভ সকল গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিতেছে ; দিম্বাহ উপাশ্রিত হওয়াতে উভয় সন্ধ্যা প্রকাশমান হইতেছে ; পঙ্কজ ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে ; সাধুসম্মতা ত্রিলোকবিখ্যাতা ভগবতী অরুন্ধতী বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাত্তী করিয়াছেন ; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন ; চন্দ্রমার কলঙ্কচিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে ; মেঘগুচ্ছ নভোমণ্ডলে মহাঘোর গজ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে ; অগ্নি সকল অনবরত বাষ্পবিন্দু বিসর্জন করিতেছেন। হে রাজন ! মহৎ ভয় উপাশ্রিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ ! গদভ সকল গোগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ; পুঞ্জেরা জননীর

সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ; অরণ্যমধ্যে পাদপদল আকালিক ফল কুণ্ডল প্রসব করিতেছে ; গভিণী ও প্রসূত-পুত্রা নারী হইতে অতি ভীষণ সম্ভান সকল উৎপন্ন হইতেছে ; শৃগাল ও কুক্কুর সকল পার্শ্বগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে ; দংশী, বিমানশালী, অশিবনৃচক, নানাবিধ পশু সকল উৎপন্ন হইয়া অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার তিন শৃঙ্গ, কাহার চারিধেনু, কাহার পাঁচ চরণ, কাহার দুই মেট্র, কাহার দুই মস্তক, কাহার দুই পুচ্ছ, কাহার তিন চরণ, কাহার চারি দন্ত, কাহারও বা আশ্রদেশ নিতান্ত বিবৃত পরিদৃশ্যমান হইতেছে ; তাক্ষা সকল শৃঙ্গাশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; ব্রহ্মবাদিগণ অন্য রমণী সম্ভোগ করিতেছেন ; ভোমার রাজধানীতে বৈনতেয়গণ মনুর সকল প্রসব করিতেছে ; বড়ুবা হইতে গোবৎস, কুক্কুর হইতে শৃগাল ও মৃগ বিশেষ হইতে কুক্কুর উৎপন্ন হইতেছে ; শুক পক্ষী সকল অশুভ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে ; কোন স্ত্রী এককালে চারি পাঁচ কন্যা প্রসব করিতেছে ; তাহারা জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র নৃত্য গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ; নীচবংশোদ্ভব কাণ কুজ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ সকল মহৎ ভয় প্রদর্শন করিয়া নৃত্য গীত ও হাস্য করিতেছে এবং কালপ্রেরিত হইয়া সমস্ত প্রাতিমা সকল চিত্রিত করিতেছে ; শিশু সকল দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পরের প্রতি

ধাবমান হইতেছে ও যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরী সকল মদিত করিতেছে; পাদপ সমূহে উৎপল ও কুমুদ সকল উৎপন্ন হইতেছে; সমীরণ প্রবল বেগে গমন করিতেছে; ধূলিজাল নিরন্তর হইতেছে না; অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু সূর্য্য-সন্ধিধানে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহাতে যে কুরুকুল ক্ষয় হইবে, তাহা সম্যক্ উপলক্ষিত হইতেছে। মহাঘোর ধূমকেতু পুম্যা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; উহা উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের অনিষ্ট সাধন করিবে।

মঙ্গল বক্র হইয়া মঘা নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন; শনি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতেছে; শুক্র পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া গোভা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন; দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু মধুম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রমস্কী তেজসী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে; ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বাণ পার্শ্বে প্রবর্তিত হইতেছে; চন্দ্র সূর্য্য রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন; ক্রুর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে; অনলসঙ্কাশ মঙ্গলগ্রহ বারংবার বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন;

পৃথিবী সর্বপ্রকার শস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে সর্ব শস্ত্রের প্রধান ও বিশ্বব্যাপী যব পঞ্চশীর্ষশালী ও দাণ্ড শত-শীর্ষম্পন্ন দৃষ্ট হইতেছে; বৎস সকল দুগ্ধ পান করিলে পর আপীন হইতে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে; শরাসন হইতে অগ্নি শিখা নির্গত ও খণ্ডা প্রজ্বলিত হইতেছে; শস্ত্র সমুদায় সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রদর্শন করিতেছে; শস্ত্র, মলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নিবর্ণ প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে বোধ হয়, নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর হত্যা কাণ্ড সমুপস্থিত হইবে।

যখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে, তখন অবনীমণ্ডল শোণিতময় আবর্তমন্ডল ও ধ্বজস্বরূপ ভেলাসমাচ্ছন্ন হইবে। প্রজ্বলিতাশ্রুবিবর যুগপক্ষী সকল মহৎ ভয় ও অনিষ্ট সূচনা করিয়া চতুর্দিকে চীংকার করিতেছে; এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক চরণম্পন্ন শকুনিগণ রজনীতে নভোমণ্ডলে সমুথিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রূপির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর পরিত্যাগ করিতেছে। শস্ত্র সমুদায় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উদারপ্রকৃতি মহর্ষিগণের প্রভা সমাচ্ছন্ন করিতেছে।

বিশাখার সমীপস্থ সংবৎসরস্বায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশি দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; উৎপাতজনক ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডলী রজনীতে শোণিত বর্ষণ করিতেছে; সমীরণ ধূম-

কেতুকে আশ্রয় করিয়া অনবরত সঞ্চরণ ও বিষম ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিতেছে ; পাপগ্রহ ভয়োৎপাদন করিয়া পৃথিবীমাটা, পূর্বভাদ্রপদ ও পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে ; এক মাসের মধ্যে ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও ষোড়শী তিথি এবং অপর্ণা দিনে চন্দ্র সূর্য্য রাহু-এস্ত হইতেছে ; এই সকল অবলোকন করিয়া বোধ হয়, সমুদায় প্রজা ক্ষয় হইবে।

রাক্ষসেরা রাক্ষসের মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছে ; তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতেছে না ; শোণিতোদকপূর্ণ মহানদী সকল প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতেছে ; ফেনায়-মান কূপ সকল বনভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে ; অশ্বিনিসম প্রভাসম্পাদ ঘোরতর নির্ধোষমহকৃত উষ্ণা সকল নিপতিত হইতেছে। অগ্নি রজনী প্রভাত হইলে তোমরা দুর্নীতির ফল প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণ পরস্পর কথোপকথন সময়ে কহিয়াছেন, মেদিনী সহস্র সহস্র মহাপাল গণের শোণিত পান করিবে। নিবিড় অন্ধকার উষ্ণার সহিত নিঃশ্বত হইয়া চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে ; কৈলাস, মন্দর ও হিমালয় পর্বত হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুৎপন্ন হইতেছে ; আকাশচর প্রাণী সকল নিপতিত হইতেছে ; ভূগকম্প উপস্থিত হইলে চারি মহাসাগর উচ্ছলিত হইয়া বহুদূরকে বিচলিত করত যেন বেলাভূমি অতিক্রম করিতেছে ; সর্গারণ মহীকুহগণ উন্মূলিত করিয়া কর্কর বর্ষণ পূর্বক প্রবল বেগে বাহিত হইতেছে ;

অশ্বিনিসমাহত বায়ুভয় বৃক্ষ ও চৈতয় সকল গ্রাম ও নগরमध्ये নিপতিত হইতেছে ; ব্রাহ্মণাছত ছত্ৰাশন বামাবর্ত হইয়া নীল, লোহিত ও পীতবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে ; স্পর্শ, গন্ধ ও রস সমুদায় বিপরীত হইয়াছে ; ধ্বজ সকল গুল্মগুহ কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে ; ভেরী ও পটহ সকল অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে ; বায়স সকল অত্যন্ত বৃক্ষাশ্রয়গে আরোহণ ও মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া অতিশয় অশ্বিনিসূচক চাঁৎকার করিতেছে ; তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলি “পক্ষাপক্ষ” বলিয়া বারংবার ধ্বনি করিয়া মহাপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে নিলান হইতেছে ; দুই হস্তি সকল কম্পিত কলেবরে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে ; তুরঙ্গমগণ দীন ভাব অবলম্বন করিয়া রাহিয়াছে ; করিসকল অনবরত স্বেদজল বিসর্জন করিতেছে। হে ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া একরূপ ইতিকর্তব্যতা অবধারণ কর, যাহাতে এই লোক সমুদায় বিনষ্ট না হয়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! লোকক্ষয় হইবে, ইহা অদৃষ্টে নির্দিষ্টই আছে। ভূপালগণ ক্ষাত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গগন পূর্বক স্তম্ভ ভোগ করিবেন, এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে দীর্ঘ কাল মহানুষ্ঠ প্রাপ্ত হইবেন ; তাহার

সন্দেহ নাই। তখন কবীন্দ্র ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে অনুমোদন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! কাল বিশ্ব সংহার করিয়াই পুনরায় লোক সমুদায় সৃষ্টি করিয়া থাকে; কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও স্তম্ভদগণকে ধর্ম্মপথে প্রাবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচকার্য্য; অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার অগ্নিয়ানুষ্ঠান করিও না; বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাল তোমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে। তুমি সমর্থ হইয়াও ঐতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম, স্ততরাং কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত কাল দ্বারা কুপথে গীত হইতেছে; স্বয়ং অনর্থ তোমার রাজ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতঃ দ্বারা এককালে তোমার ধর্ম্মলোপ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। যে রাজ্যের নিমিত্ত পাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই রাজ্য দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্য লাভ ও কৌরবেরা স্তম্ভ ভোগ করুক।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

হে মহর্ষে! আমি আপনার ন্যায় স্থিতি ও বিনাশ সম্যক্ বিদিত হইয়াছি। সমুদায় লোকই সার্থ সাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকমধ্যে পরিগণিত। আপনার প্রভাবের তুলনা নাই; আপনি আমাদের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা, এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে মহর্ষে! পুত্র সকল আমার বশীভূত নয়; অতএব আমার মতে আপনিই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি ধর্ম্মপ্ররুতি, যশ ও ভরতবংশের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ; আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহামান্য ও পিতামহ।

ব্যাস কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আপনার অভিলাষ প্রকাশ কর; আমি তোমার সমগ্র সংশয় নিরাকরণ করিব। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি বিজয় লাভ করিবে, সংগ্রাম কালে তাহাদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। ব্যাস কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! হতাশন বিমল প্রভাসম্পন্ন, ধূমশূন্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত হয়; শিখা উর্দ্ধে গমন করে; আলতির অতি পবিত্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকে; ইহাই ভাবী জয়ের নিদ্রিষ্ট লক্ষণ। শত্রু ও যুদ্ধঙ্গ সকল অতি গভীর শব্দে বাদিত এবং চন্দ্র সূর্য্য বিশুদ্ধ রশ্মি-সম্পন্ন হয়; ইহাই ভাবী জয়ের নিদ্রিষ্ট লক্ষণ। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী হয়, তাহাদের পক্ষে বায়স-মুখনিঃসৃত

বাক্য একান্ত প্রিয়তর হইয়া থাকে ; বায়সেরা পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া গমনোন্মুগ ব্যক্তিদিগকে হুঁরাহিত এবং সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে । ভ্রাক্ষণেরা কহেন, যখন শকুনি, রাজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ ও শতপত্র দক্ষিণাশ্রুত হয়, তখন রণস্থলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইয়া থাকে । যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু, সিংহনাদ ও অশ্বের হেয়ারব দ্বারা পরম সুশোভিত ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারাষ্ট জয় লাভ করে ; তাহার সন্দেহ নাই । যাহাদিগের যোদ্ধাগণের বাক্য প্রকৃষ্ট ও বলবান্য অক্ষীণ আছে এবং মালাদাম কদাচ স্নান হয় না, তাহারাষ্ট সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় ।

যাহারা পরসৈন্য প্রবিন্ট হইয়া “বিনষ্ট করিয়াছি, বিনষ্ট করিয়াছি” এই বাক্য বলিতে থাকে এবং যাহারা পরসৈন্য-অবেশাভিলাষী হইয়া “হত হইয়াছে” এই বাক্য কহিতে থাকে, তাহাদিগের নিশ্চয় জয় লাভ হয় । “যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে” এই বাক্য অমঙ্গলজনক ; ইহা চূর্যোধনদিগের মধ্যেই প্রচলিত হইতেছে । শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অধিকৃত ও শুভ হয় । যোদ্ধাগণ সতত প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান করে ; ইহাই জয়লক্ষণ । সঙ্গীরণ অনুকূল হইয়া সঞ্চারণ, মেঘ সকল অনুকূল বর্ষণ ও পক্ষিকুল অনুকূল ধ্বনি করে এবং ইন্দ্রধনু ও অনুকূল হইয়া উদ্ভিত হয় । হে ধৃতরাষ্ট্র ! এই সকল জয় লাভের লক্ষণ, ইহার বিপরীতই যত্ন্যর কারণ হইয়া থাকে ।

সেনা অল্প বা অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোদ্ধাগণের গুণ ও জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । এক জন সেনা শত্রুশরে ভিন্নকলেবর হইলে অতি বিপুল সৈন্যও বিদীর্ণ হয় ; সগন্ত সৈন্য বিদীর্ণ হইলে মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা সকলও বিদীর্ণ হইয়া থাকে । তখন সৈন্যগণ বেগগামী জলপ্রবাহ ও অতিশয় ভীত যুগযুগের ন্যায় নিতান্ত অপ্রতিনিবার্য হইয়া উঠে ; এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একত্র সমবেত করা অসাধ্য । সৈন্যগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সেনা সকল ভয় হইয়া দিক্দিগন্তে পলায়ন করিলে মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গ-বল সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না । শত্রুগণ কর্তৃক প্রাণিত সন্ধি বা ধন দান দ্বারা পরিতোষিত হইয়া জয় লাভ করা শ্রেষ্ঠ উপায় ; ভেদ দ্বারা জয় লাভ করা মধ্যম উপায় ও যুদ্ধ দ্বারা জয় লাভ করা ক্ষয়ন উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । সৈন্যগণমধ্যে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হওয়া মহৎ দোষ ও বিনাশের কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ; পরস্পরের প্রভাবজ্ঞ, হর্ষযুক্ত, ক্রৌঞ্চশোণ-পরানুগ, কৃতনিশ্চয় বীর পুরুষ পঞ্চাশং-সম্ব্যক হইলেও মহতী সেনাকে পরাজয় করিতে পারে ; বলিতে কি, ঈদৃশ গুণ-শালী সমরে দৃঢ়তর পাঁচ, ছয় বা সাত জন বীর পুরুষও বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয় ; দেখ, বিনতাতনয় গরুড় মহতী সেনার

বিনাশ এক ব্যক্তির সাধা বিবেচনা করিয়া সমরে বহু সেনাসমন্বয় প্রাণত্যাগ করেন না । হে রাজন্ ! বহু বল সংগ্রহ করলেই যে নিশ্চয় জয় লাভ হয়, উহার নিশ্চয় কি, জয়ের স্থিরতা নাহি ; সমরে জয় পরাজয় উভয়ই হতে পারে ; অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবান ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মত-বতীকৃত ভগবান্ ব্যাসদেব ধীমান্ প্রতরাষ্ট্রকে এই রূপ সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, রাজা প্রতরাষ্ট্র মহর্ষি কাল চিন্তা করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুনরক মঞ্জয়কে কহিলেন, হে মঞ্জয় ! সংগ্রামান্তরুক্ত মহাশয় পরাক্রান্ত মহাপাণ-গণ রাজ্য লাভার্থী জীবনে উপেক্ষা করিয়াও বহুবিশ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন ; তাহারা লোক সংহার করিয়া কেবল বনানয় পরিপূর্ণ করিবেন ; তথাচ কিছুতেই নিরুদ্ধ হইবেন না । তাহারা পরস্পর পার্থিব ঐশ্বর্য লাভে অভিলাষী হইয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইতেছেন না ; তন্নিমিত্ত ভূমিই বহুগুণ-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে ; অতএব তুমি তাহার গুণ কীর্তন কর । হে মঞ্জয় ! তুমি অমিততেজাঃ ; ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য বুদ্ধি ও জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছ ; অতএব কুতুহলে সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অর্ধবৃন্দ অর্ধবৃন্দ বীর পুরুষ যে সকল দেশ ও নগর হইতে আগমন করিয়া-

ছেন, এক্ষণে তাহারও পরিমাণ শ্রবণ করিতে বাসনা কর ।

মঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি জ্ঞানচক্ষু ; আমি আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রজ্ঞানুসারে ভূমির সমুদায় গুণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ভূত দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম ; জঙ্গম তিন প্রকার, অণুজ, সেনজ ও জরায়ুজ ; এই ত্রিবিধ জঙ্গমের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ ; তাহার মধ্যে বিবপরূপদারী যজ্ঞের সাধন ও প্রবর্তক পশুই প্রধান ; তাহাদিগের মধ্যে সাতটি অরণ্যবাসী ও সাতটি গ্রামবাসী এই চতুদ্দশ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে । সিংহ, ব্যাস্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, বাঘ ও ভল্লুক এই সাতটি অরণ্যবাসী ; আর গো, ছাগ, মেঘ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গদভ এই সাতটি গ্রামবাসী বলিয়া পরিগণিত হয় । হে মহারাজ ! এই চতুদ্দশ প্রকার ভেদ বেদে নির্দিষ্ট ও ইহাতে বাগ মন্ত্র সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে । গ্রাম্যের মধ্যে মনুষ্যই ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ । এই সকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে । সমুদায় স্থাবর উদ্ভিজ্জ ; তন্মধ্যে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী ও তৃণসার-ভৃৎজাতি এই পাঁচ প্রকার পরিভেদ কল্পিত হইয়াছে । এই উনবিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্বিংশতি প্রকার হইতেছে ; লোকে ইহাকে চতুর্বিংশতিবর্ণাত্মকা গায়ত্রী বলিয়া নির্দেশ

করে। যিনি এই সৰ্বগুণযুক্ত অতি পবিত্র গায়ত্রী সম্যক বিদিত হইয়াছেন, তাহার আর ইহা লোকে বিনাশ নাই। ভূমি হইতে সমস্ত উৎপন্ন ও ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ভূমি সর্ব ভূতের অধিষ্ঠান ও ভূমিই নিত্য। বাহার ভূমি আছে, তাহারই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বলীভূত। ভূপালগণ এই ভূমি লাভের নিমিত্তই একান্ত লোলুপ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! নদী, পর্বত, জনপদ, কানন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ভূতল আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নাম ও সমস্ত পৃথিবীর প্রমাণ কীৰ্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এই পাঁচ মহাভূত দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ স্রস্তুত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত মনীষিগণ ঐ সকল পদার্থকে তুল্যরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ভূমি এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন ; তত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি ভূমির গুণ ; অতএব ভূমিই প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি সলিলের গুণ ; তাহাতে কেবল গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি ভেজের গুণ ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ এবং একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ ! পঞ্চভূতাত্মক লোক-

মধ্যে এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে ; এই সকল গুণ সমভাব অবলম্বন করিলে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করে ও পরস্পর বিষম ভাব ধারণ করিলে দেহীরা দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ আনুপূর্বিক জন্ম গ্রহণ করিয়া আনুপূর্বিক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎসমুদায়ের পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর ; এই সকল গুণ ঈশ্বরতুল্য রূপসম্পন্ন। পার্শ্বভৌতিক দ্বাৰা সৰ্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে ; মনুষ্যগণ তর্ক দ্বারা ঐ দ্বাৰা সকলের প্রমাণ নির্দেশ করে। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ অচিন্তনীয়, তাহা তর্ক দ্বারা নির্দেশ করা নিতান্ত কঠিন।

হে মহারাজ ! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের বিবরণ কীৰ্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। উহার অপর নাম স্তদর্শন দ্বীপ ; ঐ দ্বীপ চক্রাকার, নিতান্ত চুল্ল্য, নদী ও জলে সমাচ্ছন্ন ; মেঘসন্নিভ পর্বত, বিবিধ নগর, স্তম্ভ জনপদ ও ফলপুষ্পে স্তম্ভোদ্ভিত ; পাদপ-নিবহে সমাকীর্ণ ও চতুর্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। যেমন মনুষ্য দর্পণতলে আপনার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ জম্বুদ্বীপের প্রতি-বিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই জম্বুদ্বীপের দুই অংশ পিপ্পলস্থান ও দুই অংশ মহাশলস্থান ; তাহার চতুর্দিক সর্বপ্রকার ওষধি এবং সলিলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন্ ! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

যতরাষ্ট্র করিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি দ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিলে ; এক্ষণে উহা সবিস্তরে বর্ণন কর । তুমি সকল বিষয়েরই তত্ত্বজ্ঞ ; অতএব শশাঙ্কানে যে সমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার পরিমাণ কীর্তন করিয়া পরিশেষে পিপ্পল-স্থানের বিষয় বর্ণন করিবেণ ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! হিমালয়, হেমকূট, নিমধ, বৈদূর্যময় নীল, শশিসঙ্কশ খেত ও সর্ষপাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান এই ছয়টি পর্বত একাকার ; এই সকল পর্বত পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত আয়ত ; তথায় সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে । এই ছয় পর্বত মহত্স মহত্স বোজন অন্তরে অবস্থিত ; তন্মধ্যে নানা জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও সকল প্রকার প্রাণী অধিষ্ঠিত আছে ; ইহাই ভারতবর্ষ । হিমালয়ের উত্তরে হৈমবত বর্ষ ও হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ । নীল পর্বতের দক্ষিণ ও নিমধ গিরির উত্তরে মালাবান পর্বত ; উহা পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে । তদ্রূপ গন্ধমাদন পর্বতও নীল পর্বতের দক্ষিণ এবং নিমধ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত হইয়া পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । বালার্কের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল, বিধুম পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, কনকময় মহত্স মহত্স বোজন বিস্তীর্ণ অমেরুগিরি নীল ও নিমধ

পর্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে । উহা ভূগর্ভে ঘোড়শ যোজন প্রবিক্ত ও উর্ধ্বে চতুরশীতি যোজন উন্নত ; লোক সমুদায় উহার উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্ধ্যাক্ প্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে । ভদ্রাশ্ব, কেতুগাল, জম্বু ও উত্তর কুরু এই চারিটি দ্বীপ উহার পার্শ্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে । পুণ্যশীল ব্যক্তির উত্তর কুরুদ্বীপে স্রম্যা আশ্রম সকল নির্মাণ করিয়াছেন । একদা বিহগরাজ গরুড়ের আত্মজ স্মৃগ স্মেরু পর্বতে স্রবণময় পক্ষিসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিল, এই স্মেরু পর্বতে পক্ষিগণের কিছুমাত্র উত্তর বিশেষ নাই ; উত্তম, মধ্যম ও অধম সকলই এক প্রকার ; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য ; এই বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর কুরুতে গমন করিল । জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রগণ ও দক্ষিণানিল নিরন্তর স্মেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন । তথায় বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে স্রশোভিত ; প্রাসাদ সমুদায় স্রবণে অলঙ্কৃত ; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, অপ্সরা ও রাজ-গণ সর্বদা তথায় বিহার করিয়া থাকেন । ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুররাজ ইন্দ্র ইহারা তথায় সমবেত হইয়া বহুদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; তৎকালে তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবস্তু ও হাহা, হুহু ইহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন । মণ্ডগিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রতিপর্কে তথায় গমন করেন । তাহার শৃঙ্গে দৈত্যগুরু শুক্র

সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং রত্ন-পর্বত সকল তাঁহারই অধিকৃত। গন্ধাধিপতি কুবের সেই শুভ্র হইতে বস্ত্রের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যে মনুষ্যাদিগকে প্রদান করেন।

সুমেরু পর্বতের উত্তর পার্শ্বে শিলা-জালসমুখিত, কুসুমস্তবকশোভিত, পরম রমণীয় কর্ণিকারবন বিরাজিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান্ ক্তবানোপাত পার্শ্ববর্তী সমাভিব্যাহারে চরণাবলম্বনী কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ পর্বত ভূতগণ-পরিবৃত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন; তাহার নেত্রত্রয় উদিত দিবাকরের ন্যায় সান্নিধ্য সমুজ্জ্বল। সত্যবাদী তপঃপরায়ণ সিদ্ধগণ সতত তাঁহাকে নিরাক্ষণ করেন; ছুর্ত্ত ব্যক্তির কদাচ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুর শিখর হইতে সাধজনসেবিতা, বিপ্রকণা, অতি পবিত্রা, স্তম্ভ সান্নিধ্যসম্পন্ন ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতি গভীর ভয়ঙ্কর ঝঝর শব্দে মহাবেগে চন্দ্রমাহুদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতেই সাগরসদৃশ ঐ মহাহুদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্বতগণও যাহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান্ শূলপাণি সেই গঙ্গাকে শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষ সকল স্বর্ণবর্ণ ও নারীগণ অম্বরাসদৃশ; তাহাদিগের রোগ শোকের সম্পর্ক নাই; তাহারা দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া

নিরন্তর সমুদ্র মনে কাল যাপন করে। যক্ষরাজ কুবের রাজসগণ সমাভিব্যাহারে অম্বরাগণপরিবৃত হইয়া তৎসান্নিহিত গন্ধ-মাদনশৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধ-মাদনের উত্তর পার্শ্বে বহুমুখ্যাক গণ্ডেশল আছে; তত্রত্য পুরুষগণ কুবের, মহাবল পরাক্রান্ত ও তেজস্বী; মহিলা সকল উৎ-পন্নবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন; একাদশ সহস্র বৎসর তাহাদিগের পরমায়ু। হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে হৈম-বতবর্ষ, হেমকূট পর্বতের উত্তরে হরিবর্ষ, নিম্ন পর্বতের উত্তরে ইলাবতবর্ষ, নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেত পর্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবত-বর্ষ; এই সাতটি বর্ষ শরাসনাকার ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সান্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বর্ষের গুণ এবং প্রাণিগণের আয়ুঃ-প্রাণ, জ্ঞান্য, পদ্ম, অর্থ ও কাম উদ্ভ-রোত্তর উৎকৃষ্ট; তত্রত্য প্রাণিসকল সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হে মহারাজ! এই পৃথিবী এই রূপ বহুবর্ষ পর্বত দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূট-কৈলাস নামে রমণীয় অতি বিশাল এক পর্বত আছে; তথায় যক্ষরাজ কুবের গুহ্যকাদিগের সহিত বিহার করেন। হেম-কূটকৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্বতসন্নি-হিত হিরণ্যশৃঙ্গ নামে অতি বৃহৎ রমণীয় এক পর্বত আছে; তাহার পার্শ্বে কাঞ্চন-ময় বালুকাপরিশোভিত অতি রমণীয় বিন্দু-সর নামে সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; তথায় মহারাজ ভগীরথ ভগবতী তাগী-

রথীকে অবলোকন করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন ; সেই সরোবরতীরে গণিময় যুগ ও তিরথায় চৈত্য সকল নিখাত আছে ; দেবরাজ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । অমিততেজাঃ ভগবান্ ভূতপতি রুদ্র সেই স্থানে অবস্থান পূর্বক প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ভূতের স্তবনায় হইয়াছেন ; সেই স্থানে নরনারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্বাগু ইহারা প্রাণিগণ কর্তৃক উপাসিত হইতেছেন । ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; পরে বসোকসারী, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুদ্বীপ, গীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সাতটি দ্বারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হন । ইহারা আচিন্তনীয় ও দিব্য গুণসম্পন্ন ; ভগবান্ মহেশ্বর এই সমস্ত পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন । যে স্থানে লোকে শত্ৰুকে উপাসনা করে, সহস্র যুগ অর্থাৎ হইলে অদৃশ্য সরস্বতী নদী সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । এই সাতটি দিব্য গঙ্গা ত্রিলোকে বিস্তৃত আছেন ।

হিমাচলে রাক্ষস, তেমকুটে গুহক, নিম্নে সর্প ও নাগ, গোকর্ণে তপোদন, শ্বেত পর্বতে সমস্ত দেবাসুর, নিম্নে গন্ধর্ব্ব ও নীল পর্বতে ব্রহ্মমিগণ বাস করিয়া থাকেন । শৃঙ্গবান্ পূর্বত দেবগণের ব্যবহারস্থান বলিয়া নিদ্রিষ্ট আছে । হে রাজন্ ! যে সাতটি বর্ষ কীর্তন করিলাম, তাহাতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিসমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে ; তাহাদিগের দেবী ও

মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার ; উহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুষ্কর ; কিন্তু মঙ্গলার্থী ব্যক্তির তদ্বিময়ে শ্রদ্ধা করা একান্ত বিধেয় । হে রাজন্ ! আপনি যে শশস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—শশস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি বর্ষ আছে ; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ শশস্থানের কর্ণস্বরূপ ; শশস্থানে তাত্রাশ্বী নামে শিলা ও মলয় পর্বত সন্নিবেশিত আছে । শশস্থান জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি স্তম্ভের পর্বতের অগ্নি পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্বতের বিষয় সম্যক্ কীর্তন কর । সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! স্তম্ভের উত্তর ও নীল পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে সিদ্ধগণ-নিবেশিত অতি পবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে । তথায় বৃক্ষ সকল প্রাতিনিয়ত-মধুর রসসম্পন্ন স্নান্য ফল ও স্তম্ভকুসুম-নিচয় প্রসব করে ; সেই স্থানে সর্প প্রকার কামফলপ্রদ কতকগুলি পাদপ সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামে কতকগুলি বৃক্ষ ছয় রসযুক্ত অমৃতোপম ক্ষীরধারা বর্ষণ এবং ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণ সমূহ উৎপন্ন করে । সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ গণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবালুকা-সম্পন্ন ; কোন কোন ভূমিখণ্ড হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগ, তুল্য অতি রমণীয় দ্রুত হইয়া থাকে । তত্রত্য পুষ্করিণী সকল

পঞ্চশূন্য ও মনোরম ; তাহার সলিল সমুদায় সকল ঋতুতেই সাতিশয় স্পর্শ হইয়া থাকে । মনুষ্য সকল দেবলোক হইতে পরিচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করে ; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও গুরু বংশসমুদ্ভূত ; স্ত্রী সকল অপ্সরাসদৃশ । সেই স্থানের সমুদায় লোক ক্ষীরীপাদপের অমৃত-সদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে । তথায় চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরসিধু এককালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্তিত হয় ; তাহারা তুল্য রূপগুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে স্ত্রীশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্য সন্তুষ্ট । তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহাকে কখন পরিত্যাগ করে না । তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণ তুণ্ডসম্পন্ন অতি ভয়ঙ্কর ভাঙ্গু নামে পক্ষিসকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! আমি সবিস্তরে উত্তর কুরুর বিষয় কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে হুমেরুর পূর্ব পার্শ্বের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—তথায় ভদ্রাশ্ব নামে এক প্রধান প্রদেশ আছে ; সেই প্রদেশে ভদ্রশালবন ও এক যোজন উন্নত কালাত্র বৃক্ষ রহিয়াছে । কালাত্র বৃক্ষ প্রতিনিয়ত ফলপুষ্প প্রসব করে এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকে । তথায় পুরুষ সকল মহাবল পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও শ্বেতবর্ণ ; স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ ও প্রিয়দর্শন । তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের

ন্যায় ও গাত্র অতি শীতল ; তাহারা সকলেই নৃত্য গীতে নিতান্ত অমুরক্ত । তথায় সকলেই স্থিরযৌবন ও দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কালাত্রফলের রস পান করে । নীল পর্বতের দক্ষিণ ও নিম্নের উত্তর স্তদর্শন নামে এক সনাতন জম্বুবৃক্ষ আছে ; এই নিমিত্ত ইহা জম্বুবীপ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ঐ জম্বুবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর উহার সেবা করিয়া থাকেন ; এই গগনস্পর্শী বৃক্ষ শত সহস্র যোজন উন্নত ; উহার ফলের পরিণাহ দুই সহস্র পাঁচ শত অরতি । ঐ জম্বুফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে । ঐ ফল হইতে স্বর্ণসমিভ রস নির্গত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া হুমেরুকে প্রদক্ষিণ পূর্বক উত্তর কুরুতে প্রবাহিত হইতেছে । জম্বুফলের রস পান করিলে জম্বুবীপবাসীদিগের অন্তঃকরণে শান্তি সঞ্চার হয় ; পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকে না । তথায় ইন্দ্রগোপসঙ্কশ, অতি ভাষর, দেবগণের ভূষণ জাম্বুনদ নামে কনক উৎপন্ন হয় । সেই স্থানে মানব সকল তরুণ দিবাকর তুল্য দীপ্তসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ।

মাল্যবান্ পর্বতের শিখরদেশে সম্ভর্ভক নামে কালায় নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে ; তথায় গণ্ডশৈল সকল স্ত্রীশোভিত আছে । মাল্যবান্ পর্বত পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ ; সেই স্থানে স্বর্ণবর্ণ মনুষ্য

সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান পূর্বক উদ্ধারেতাঃ হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবলোক পরিভ্রম্ভ ও ব্রহ্মবাদী ; তাঁহারা প্রাণিগণের রক্ষা বিধান করিবার নিমিত্ত সূর্য্যামণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন ; তাঁহাদিগের মধ্যে ষট্‌মুষ্টি সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকে পরিবৃত্ত করিয়া অরুণের অগ্রে গমন করেন এবং ষট্‌মুষ্টি সহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

৮. অষ্টম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি বর্ষ, পর্বত ও পর্বতবাসীদিগের নাম নির্দেশ কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ঋত পর্বতের দক্ষিণ ও নিম্ন গিরির উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে ; তথায় মনুষ্য সকল শুক্ল বংশসমুৎপন্ন, প্রিয়দর্শন ও বিপক্ষবিহীন। নীল পর্বতের দক্ষিণ ও নিম্নের উত্তর হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে ; তথায় হৈরণ্মতী নামে এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ স্থানে পদ্মগরাজ গরুড় অবস্থান করেন ; তত্রত্য মনুষ্য সকল যকের অনুগত, মহাবল পরাক্রান্ত, প্রিয়দর্শন, সতত হৃষ্টচিত্ত ও বিপুলধন-শালী। এই সকল বর্ষবাসী মানবেরা দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসর জীবিত থাকে।

শৃঙ্গবান্ পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ আছে ; তন্মধ্যে একটি মণিগয়, একটি রজতগয় এবং একটি সর্ব্বরত্নময় ও সুরম্য গৃহপরি-শোভিত ; তথায় অসামান্য প্রভাশালিনী

শাণ্ডিলী নামে এক দেবী বিরাজিত আছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সাগরপারে ঐরাবত বর্ম্ম ; তথায় দিবাকর উত্তাপ প্রদান করেন না এবং মনুষ্যেরা কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল সমভিব্যাহারে তাহার চতুর্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তথায় পদ্মবর্ণ, পদ্মনেত্র ও পদ্মগন্ধসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্ম গ্রহণ করেন ; তাঁহারা দেব-লোকচ্যুত, শ্বেদসম্পর্কশূন্য, গন্ধাপ্রিয়, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও পাপশূন্য। তত্রত্য মানবেরা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ ক্ষীরসাগরের উত্তরে কনকগয়, অনলবর্ণ, মনের ন্যায় বেগবান্, সুরবর্ণভূষিত, ভূতমোজিত অষ্ট চক্রপরিশোভিত শকটে উপবিষ্ট থাকেন ; তিনি সর্ব্বভূতের বিধু ; তিনি সংক্ষেপ ও বিস্তার ; তিনি কর্ত্তা ও কারয়িতা ; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও যজ্ঞ স্বরূপ ; এবং হতাশন তাঁহার আনন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিময় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয় ! কালই যে বিশ্ব বিনষ্ট ও পুনর্বার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার আর সংশয় নাই ; এই পৃথিবীর কোন পদার্থই নিত্য নয়। ভগবান্ নর ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতসংহারক। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যেরা বিষ্ণু বলিয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

প্রতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে ভারত-বর্মে এই সমুদায় সৈন্য একত্র হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্যোধন ও পাণ্ডুনয়গণ যাহা গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত আছে, তুমি সেই ভারতবর্ষের যথার্থ রত্নান্ত কীৰ্ত্তন কর; আমি তোমাকেই মঙ্গলপেঙ্কা বুদ্ধিমান বলিয়া জ্ঞান করি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভারতবর্ষ গ্রহণে একান্ত আভিলাষী নহেন; দুর্যোধন ও শকুনিই উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লোলুপ হইয়াছেন। অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবার মানসে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না। এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, বেননন্দন পৃথু মহাত্মা ইক্ষাকু, যযাতি, অশ্বরাম, উশীনার-তনয় শিবি, মহারাজ ধামন্ত, এল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি অন্যান্য বলবান্ ক্ষত্রিয়বর্গের নিতান্ত প্রিয়।

যাহা ইউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রশ্নানুসারে এই ভারতবর্ষের বিষয় যথা-শ্রুত কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, গন্ধমাদন, বিষ্ণু ও পারিপাত্র এই সাতটী কুলপর্বত। ইহাদের সমীপবর্তী সারবান্ বিচিত্র সানু-যুক্ত সহস্র সহস্র পর্বত আছে; এই সমুদায় জনসমাজে অবিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত

আছে; ক্ষুদ্র লোকেরা এই সকল গিরিতে বাস করে।

হে রাজন্! এই ভারতবর্ষ মধ্যে যে সমুদায় নদী আছে, তাহা কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, শ্রবণ করুন;—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নন্দ্য, বাহদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দুসদ্বতী, স্থলবালুকাম্পন্ন বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, পিতস্তা, পয়োম্বী, দৌবিকা, বেদস্তুতা, বেদ-বতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুমাণবী, করীষিণী, চিত্র-সেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, কোশিকী, নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিহী, লোহ-তারিণী, রহস্থা, শতকুন্তা, সরযু, চন্দ্রগুতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্, শরাবতী, পয়োম্বী, পরা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, স্তপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, সিন্ধু, রাজনী, পুরমালিনী, পূর্ণাভিরামা, বীরা, ভামা, গুণবতী, পলা-শিনা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিন্ধা, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেলা, হেনা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ঠা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃম্যা, কুশধারা, সদা-ক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, স্তবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্যুতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চনী, রথচিত্রা, জ্যোতিষা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহলা, কুচীরা, মণ-বাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, বেণা, তুঙ্গবেণী, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাত্রা, কপিলা, শলু, স্তবামা, বেদাস্থা, হরপ্রায়া, মহোপমা, শীত্ৰা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কোশিকী, শোণা, বহদা, চন্দ্রমা, দুর্গমস্ত্রাশিলা, ব্রহ্ম-

বোধা, বৃহত্তী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনমা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, জম্বী, নাল, পুতিমতা, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসা, রুমতা, ব্রহ্মমেধা, বৃহদতী, কুম্ভা, মন্দ-বাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগোরা, ছুয়া, চিত্রো-পলা, চিত্ররথা, মঞ্জলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোণা, সাক্তিমতী, মনিম্বা, প্রাণ-বেণী, উৎপলাবতী, লোহিতা, করতোয়া, রুমকা, কুমারী, খামকুম্ভা, নীরমা, সরস্বতী, মন্দাকিনী ও সর্বসঙ্গা। এই সমুদায় মহাফলপ্রদা নদী সকল লোকের মাতৃ-স্বরূপ এবং আত্মা, শ্রেষ্ঠ ও অগাধ্য মঙ্গল জাতি এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র অপ্রকা-শিত নদী আছে।

হে মহারাজ ! আমি ঐয় স্মরণানুসারে নদী সমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে জন-পদ সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ; কুরুপাঞ্চাল, শাল্ল, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধ, মাল, মৎস্য, নৃকট্ট, মৌবল্য, কুন্তল, কাশি, কৌশল, চৈদি, মৎস্য, কঁরম, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কোশিজ, নৈক-পৃষ্ঠ, ধূরন্ধর, মোঘ, মদ্রভূজঙ্গ, অপার কাশি, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবাস্তি, অপার কুন্তি, গোম্মত, মন্দক, যগু, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অম্বক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাত, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্চ, অপবাহ, চক্ৰ, বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, অক্ষ; মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যক্শ্লোম, মল্ল,

মুদেল, প্রজ্ঞাদ, মাহিক, মাশিব, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালজোষক, অপরাশ্চ, পরাশ্চ, পঙ্কব, চক্ষুগণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপারভ, অনপারভ, সরাষ্ট্র, কেকয়, কুটাপরাশ্চ, নাহেয়, কক্ষ, মাগধ-নিফট, অক্ষ, অস্ত্রধার, বাহগিরি, অশ্বম-মজ, মাগধ, মানবজক, মহামন্তর, প্রারম্ভেয়, ভানব, পাণ্ডু, ভান, কিরাত, স্রমেট, মনেন, শাক, নিসাদ, নিমগ, আনন্ত-নৈমাত, তপল, প্রাণমাত, কুন্তল, কুশল, তারগ্রহ, শূরসেন, ঐজক, কক্ষকাণ্ডল, তিলভার, শর্মা, মধুসত্ত, অকন্দক, কাশ্মার, সিন্ধুসৌবীর, গাক্ষার, দর্শক, অতী-সার, উত্তল, শৈবাল, বাহ্লক, দকৌ, বানবাদবদ, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহ-বাপ, কোরব্য, স্রদামা, স্তম্ভল্লক, বধু, করী-মক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমী, কুশাবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বন্দর, সিন্ধু, বৈদেহ, তাত্রালপু, উদ্ভ, পোণ্ড, সৈসিকত-ও পানবতীয়।

হে মহারাজ ! এই সমুদায় দেশ ব্যতীত দক্ষিণ দিক্ত কতিপয় জনপদ কীৰ্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ করুন। দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মুমিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহি-বক, বিকল্য, মুমিক, জিল্লিক, কুন্তল, সৌজদ, মলকানন, কোকটুক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, কর, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজুনি, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ভ, শাল্লসেনি, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবদ, বিষ্ণুচুলক, পুলিন্দ, কঙ্কল,

মাণব, মল্লব, অপরমল্লভ, কালিন্দ, কালব, কুণ্টক, করট, কুমক, তনবাল, মনায়, আদট, সগ্ৰ, অলন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশাশ্বিনী, কা গ্রাক, বঙ্গন, পরতঙ্গন, উত্তর স্নেচ্ছ, অপর স্নেচ্ছ, ক্রুর, যশন, চীন, কাস্মের, মকদ্দাহ, কুণ্ড, কুন, পার্শ্বিক, রমণ, চীন, দশনাগিক, সোনি-বেশ, দরদ, কাশ্মীর, পাক্তি, পনার, অন্ত-চার, পদ্ম, গিরিগঙ্গর, আদ্রৈয়, ভরদ্বাজ, স্তনমোদিক, প্রোদক, কালঙ্গ, ত্রোমর, হংসমার ও করভঙ্কক।

হে মহারাজ ! আমি আপনার নিকট যে সমুদায় দেশের নাম কীর্তন করিবাম, ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আত্মীয় ও স্নেচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ জাতি আছে। এই সকল দেশ ভিন্ন পুনর উত্তরে অশ্রুত বহু-বিধ জনপদ আছে। হে রাজন ! ভূমি সম্যক্ প্রাতিপালিত হইলে, কামদেবের ন্যায় অর্থ প্রদান করে ; এই নির্মিত ধন্যার্থত্ববাহু মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ ভূমি লাভার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কণে বর পরিত্যাগ করেন। ভূমি দেব ও মানবগণের একমাত্র শরণ ; কুকুর যেমন আমিষ লোভে পরস্পর বিবাদ করে, তদ্রূপ ভূপতিগণ পৃথিবী ভোগ বাসনায় পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন। অত্যাপ কামোপ-ভোগে কাহারও তৃপ্তি লাভ হয় নাই। তন্নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমি পরিগ্রহে যত্নবান হইয়াছেন। হে মহারাজ ! সম্যক্ অধিকৃত ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও সখ্যবান।

দশম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! এই ভারতবর্ষ, তৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ সমস্ত লোকের আয়ু, বল এবং ভূত ভবিষ্য ও বর্তমান শুভাশুভ রত্নান্ত সবিস্তরে কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এই ভারত-বর্ষে প্রথমে মত্ৰ, তৎপরে ত্রেতা, তদন-ন্তর দ্বাপর ও পরিশেষে কলি, এই চারি যুগ ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হয়। মত্ৰযুগে আয়ু মত্ৰ্য্য চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে আয়ু মত্ৰ্য্য তিন সহস্র বৎসর, দ্বাপর যুগে আয়ু মত্ৰ্য্য দ্বি সহস্র বৎসর, কলিযুগে আয়ু মত্ৰ্য্যার ত্রয়ত্ব নাই ; এই যুগে প্রাণিগণ কেহ কেহ গর্ভস্থাবস্থায়, কেহ কেহ বা জন্মান্তরিত বিনষ্ট হইয়া থাকে। মত্ৰ্য্যযুগে সহস্র সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশুণমমহত ধনবান্ প্রিয়দর্শন তপঃ-পরায়ণ মুনিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রেতায় মহোৎসাহম্পন্ন, ধাৰ্ম্মিক, মত্ৰ্য্যবাদী, প্রিয়দর্শন, দৃঢ়কায়, অসীম বীর্য্যম্পন্ন, মহাধনুদ্বার, বুদ্ধাবিশারদ, চক্রবর্তী, মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সমুৎপন্ন হন। দ্বাপরে সমুদায় বর্ষ ই জন্মে ; উহারা সকলেই বীর্য্যবান্, মহোৎসাহম্পন্ন ও পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া থাকে ; এই সময় মনুষ্যগণের গুণ সংক্ষেপ হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগের পুরুষগণ অল্পতেজঃ, ক্রোধনশ্রভাব, লুদ্ধ-প্রকৃতি ও মিথ্যাপরায়ণ হইয়া থাকে ; লোকের মনে ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপ-

টতা, অসূয়া, রাগ ও লোভ প্রভৃতি নিকট প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে। হে রাজন্! উৎকৃষ্ট গুণশালী হৈমবতবর্ষ এবং হরিবর্ষও এই রূপ।

জম্বুখণ্ডবিনিষ্কাশপৰ্য্যায়ঃ সৰ্ব্বমুখঃ ।

ভূমি পৰ্বাখ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মজ্জয়! ভূমি জম্বুখণ্ডের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলে; এক্ষণে উহার বিস্তার, পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুম্বদ্বীপ, শাম্বাদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য ও রাহুর বিষয় কীৰ্ত্তন কর।

মজ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বহুসংখ্যক দ্বীপ এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; এক্ষণে সপ্ত দ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;— জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয় শত নোজনা বিস্তীর্ণ। লবণ সমুদ্রের বিস্তার ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; ঐ সাগর নানা জনপদ-সমাকীর্ণ, মণিবিদ্রুমবিভূষিত, অনেক ধাতুসম্পন্ন, পর্বতরাজপারিশোভিত, সিদ্ধ-চারণসঙ্কুল ও নিতান্ত ভূনিরাক্ষ্য। এক্ষণে ত্রায়ামুসারে শাকদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—জম্বুদ্বীপের যে রূপ

বিস্তার কীৰ্ত্তিত হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ এবং উহার সাগর জম্বুদ্বীপের সাগর অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। এই শাকদ্বীপ কীৰ্ত্তনান্তরে পরিচোদিত; তথায় অতি পবিত্র দেবগণের বাস আশ্রয়িত আছে। কুম্বদ্বীপ মনুসংখ্যক দ্বাদশ কান্যকাসে নিপতিত; ইহা না; ইহার সাগর তেজঃ ও অমাসম্পন্ন; ঐ স্থানে হৃদয়কলিত কেশের বেশনাত্র সম্যকরূপে হয় না। হে মহারাজ! আম শাকদ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বলুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মজ্জয়! ভূমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে; এক্ষণে ইহা বিস্তারে কীৰ্ত্তন কর।

মজ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত সাতটি পর্বত ও নানারত্নের আকর নদী সকল প্রবাহিত আছে। তথায় সমস্ত বিষমত গুণসম্পন্ন ও অতি পবিত্র দেবদেবসমোচিত মর্ত্যগরি মেরুই, সর্বপ্রধান; উহার পশ্চিমে মলয় পর্বত বিস্তারিত আছে; সেই স্থান হইতে মেঘ সকল সমুদ্রান্তে বহিয়া সর্বত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহার পূর্বে দিগ্বিভাগে জলধর নামক এক ব্রহ্ম পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবরাজ উক্ত দেহ স্থান হইতেই মণিল গ্রহণ পূর্বক বসন্তকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবতক পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে দিব্য নক্ষত্র রৈবতী তথায় বাস করিতেছেন। যমের উত্তরে অত্যাশ্রিত,

নদীন জলধরের আয় শ্যামল, উজ্জ্বল
কান্তিম্পন্ন শ্যামগিরি প্রাতিষ্ঠিত আছে ;
তত্রত্য মনুষ্যগণ এই পবনত হইতেই শ্যাম-
লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মঞ্জয় ! তত্রত্য
মনুষ্যগণ এক রূপে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ; এই বিষয়ে আমার সার্বভৌম সংশয়
জন্মাগিয়াছে ।

মঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! সকল
দ্বীপেই ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয় কৃষ্ণবর্ণ ও
বৈশ্য লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে ; ঐকবর্ণ
হয় না ; কিন্তু শ্যামগিরিতে মনুষ্যগণ সে
कारणे শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা কহিব ;
এক্ষণে পবনতের বিষয় শ্রবণ করুন ।
শ্যামগিরির পর অভূষিত দুগ শৈল ; তথায়
কেশরম্পন্ন সিংহ ও সমারণ সমুদ্ভূত হইয়া
থাকে । এই সকল পবনতের বিস্তার
উত্তরোত্তর দ্বিগুণ ;—এই সকল পবনতে
মহানেক, মহাকাশ, জনদ, কুমদ, উত্তর,
জলধার ও শুকুমার, এই সাতটি বর্গ অধি-
ষ্ঠিত আছে । রৈবত পবনতের কোনার
বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চন বন, কৈদার
পবনতের মোদাকা বন কীর্ণিত হইয়াছে ।
তাহার পর মহাপুমান্ নামে এক পর্বত
আছে ; তাহার পরিমাণ ত্রিশদ্বীপের তুল্য ;
সেই গিরি শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । তাহার
মধ্যে শাক নামে এক বৃক্ষ অবস্থান করে ।
প্রজা সকল এই বৃক্ষের উপাসক ; এই পর্বতে
অতি পবিত্র জনপদ সকল সন্নিবেশিত
আছে ; তত্রত্য মানবগণ ভগবান্ শঙ্করের

আরাধনা করিয়া থাকে ; সিন্ধু, চারণ ও
দেবগণ তথায় সন্তত গমন করেন । প্রজা
সকল চারি বর্গে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও
অল্প বয়সে একান্ত অনুরক্ত ; তথায়
চৌরভয় নাই ; জরামৃত্যুর অপকার নাই ।
যেমন বর্ষাকালে নদী সকল পরিবদ্ধিত
হয়, তদ্রূপ প্রজারাও ক্রমে ক্রমে পরি-
বদ্ধিত হইতে থাকে । তথায় বহু শাখায়
বিভক্ত গঙ্গা, শুকুমারী, কুমারী, মীতা,
কানেরকা, মহানদা, মণিজলা ও চক্ষু-
বদ্ধানকা এই সকল নদী প্রবাহিত হই-
তেছে ; ইহা ভিন্ন শত সহস্র পবিত্র-
সালিলা নিম্নগাও বহুমান আছে ; সুর-
পতি সেই সমুদায়ের সলিল গ্রহণ করিয়া
বনন করিয়া থাকেন ; সেই সমস্ত নদীর
নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত অকঠিন ;
সেই স্থানে যুগ, মশক, মানস ও মন্দগ এই
চারিটি জনপদ আছে । যুগ দেশে অক্ষয়-
নিরত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন ; মশক দেশে
মর্কটকামপ্রদ পরম ধার্মিক ক্ষত্রিয়েরা বাস
করিয়া থাকেন ; মানস দেশে স্বধর্মপরায়ণ
মর্কটকামসম্পন্ন মহাবীর বৈশ্যগণের বাস-
স্থান এবং মন্দগ দেশে ধর্মশীল শূদ্রেরা
বাস করে । সেই সকল স্থানে রাজা নাই,
রাজদণ্ডের হয় নাই এবং নগুমারী পুরুষও
নাই । তত্রত্য মানবগণ স্বধর্ম দ্বারা পর-
স্পর রক্ষা করেন । হে মহারাজ ! সম-
দিক দীর্ঘপুশালী শাকদ্বীপের বিষয় এই
পর্যন্তই কীর্তন করিতে পারা যায়, আর
এই সকল বিষয়ই শ্রোতব্য ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! উত্তর দিক্স্থ দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ঐ সমুদায় দ্বীপে যতসমুদ্র, দক্ষিণ-সমুদ্র, ত্তরাসমুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবেশিত আছে । উক্ত দ্বীপ সকল উত্তরোত্তর দ্বিগুণ আয়ত এবং সমুদ্রে পরিবেষ্টিত । মধ্যম দ্বীপে মনঃশিখাময় গৌর পার্বত আছে ; পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণের মণা কৃষ্ণ পার্বত ; ভগবান্ কেশব অয়ং উহাতে দিব্য রত্ন সমুদায় সংস্থাপন করেন । তিনি ঐ স্থানে প্রসন্ন হইয়া প্রজাগণের স্তম্ভসমুদ্বিগ্ন করিয়াছেন । কুশদ্বীপের অধিবাসী জনগণ কুশস্তম্ভের ও শাল্মলীদ্বীপস্থ ব্যক্তির শাল্মলীর অর্চনা করিয়া থাকে । ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের অধিবাসী চারি বর্ণ নিরন্তর রত্ন-নিকরপরিপূর্ণ মহাক্রৌঞ্চ গিরির উপাসনা করিয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! কুশদ্বীপের প্রথম পার্বত গোমন্ত, ঐ গিরি সর্বপাত্তেরাজিত ও বিক্রমে সমাকীর্ণ ; ঐ পার্বতে কমল-লোচন ঐভু নারায়ণ মূর্ত্য ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সতত বাস করেন । ঐ দ্বীপের দ্বিতীয় পার্বত হেমময় হেমগিরি ; তৃতীয় দ্ব্যতিমান্ কুমুদ পার্বত ; চতুর্থ পুষ্প-বান্ ; পঞ্চম কুশেশয় ; ষষ্ঠ হরিপার্বত । এই ছয়টি পার্বতোত্তম কুশদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে ; উহাদের পরস্পরের দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ । কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঐন্দ্রদ ; দ্বিতীয় বর্ষ বেণুমণ্ডল ; তৃতীয়

সুরথাকার ; চতুর্থ কাম্বল ; পঞ্চম ধৃতিমৎ ; ষষ্ঠ প্রভাকর ; সপ্তম কাপিল এই সাতটি বর্ষপ্রধান । ঐ সমুদায় বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ সতত আনন্দিত চিত্তে বিহার করিয়া থাকেন । ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের মৃত্যু নাই ; ঐ সকল স্থানে দম্ভ বা য়েচ্ছ জাতের সম্পর্ক নাই ; ঐ বর্ষসমুদায়ের মানবগণ গৌরবর্ণ ও স্কুম্বার-কলেবর ।

হে কুরুরাজ ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বৃত্তান্ত যথাশ্রুত কীর্তন করিতেছি ; স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন । ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাপার্বত আছে । ক্রৌঞ্চের পর বামন, তাহার পর অন্ধকার, তৎপরে মৈনাক, তদনন্তর গোবিন্দ, গোবিন্দের পর নিনিড় পার্বত বর্তমান আছে । ঐ সমুদায় পার্বতের পরস্পর দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ । ঐ সকল পার্বতে যে যে দেশ আছে, তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—ক্রৌঞ্চ পার্বতে কুশল দেশ ও বামন পার্বতে মনোমুগ দেশ, তাহার পর উষ্ম দেশ, তাহার পর প্রাবরক দেশ, তাহার পর অন্ধকারক দেশ, তাহার পর মুনি দেশ, মুনি দেশের পর চন্দ্রভিন্মন দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে । চন্দ্রভিন্মন দেশ সিদ্ধ ও চারণগণে সঙ্কীর্ণ ; তত্রত্য সমুদায় অধিবাসিগণ প্রায় শুক্লবর্ণ । হে মহারাজ ! যে সকল দেশের উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদায় দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি ।

পুষ্করদ্বীপে প্রভূত মণিরত্নসম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পার্বত আছে । ভগবান্ প্রজা-

পাতি অয়ং তপায় বাস করেন ; দেব ও মহাসিগণ স্তুতিবাক্য দ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন । জম্বদ্বীপে বিবিধ রত্নজাত সমৃৎপন্ন হয় । হে ভূপাল ! যে সকল দ্বীপের নাম কীৰ্ত্তন করিলাম ; এই সমুদায় দ্বীপস্থ প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও আয়ু প্রমাণ উদ্ভ-রোত্তর দিগুণ ; এবং কস্মণ্ড এক প্রকার, কিছুমাত্র ভেদ নাই । এই সকল দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে । সৰ্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ প্রজাপতি অয়ং দণ্ড ধারণ করিয়া উক্ত দ্বীপ সমুদায় রক্ষা করত তপায় আশী-ষ্ঠান করিতেছেন । তিনি মঙ্গলদায়ক রাজা, তিনি পিতা ও পিতামহ ; তিনি কি ছড় কি পাণ্ডিত সমুদায় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন । সেই জনপদের প্রজা-গণের সমাপে স্বমিষ্ট ভোজনদব্যজাত অয়ং সন্নিপস্থিত হয় ; তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে ।

শ্বেতদ্বীপের পর সম নামে চতুরস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডল দৃষ্ট হয় । এই স্থানে বামন, ঐরাবত, স্বপ্রতাক প্রভৃতি লোকবিখ্যাত দিগ্গজচতুষ্টয় অবস্থান করে । এই দিগ্গজ-গণের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । হে মহারাজ ! এই স্থানে দশ দিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে ; দিগ্গজগণ প্রফুল্ল কমলমদন স্ব স্ব শুণ্ড দ্বারা সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া অনবরত নিষ্ক্ষেপ করিতেছে । সেই দিগ্গজমুক্ত বায়ু এইস্থানে আগমন করিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মঞ্জয় ! তুমি

দ্বীপ সমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করিলে ; এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর প্রমাণ কীৰ্ত্তন কর ।

মঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! দ্বীপ সমু-দায়ের বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়াছি ; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ শ্রবণ করুন ; রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার ; তাহার ব্যাস দ্বাদশ মহত্স যোজন ও পরিধি দ্বিষ্ট্রিংশৎ মহত্স যে জন ; অন্ত্যাত্ম প্রাণদৈতারা বহেন, রাহুর পরি-মাণ সট্‌মহত্স যোজন । চন্দ্রমার ব্যাস একাদশ মহত্স যোজন ও পরিধি ত্রয়স্ত্রি-ংশৎ মহত্স যোজন ; মহান্তরে তাহার পরি-মাণ একোনসপ্তি মহত্স যোজন । সূর্য্যের ব্যাস দশ মহত্স যোজন ও পরিধি ত্রিংশৎ মহত্স যোজন, মহান্তরে তাহার পরিমাণ অন্তপঞ্চাশৎ যোজন । শীতগামী ভগবান্ সূর্য্যের এই রূপ পরিমাণ স্থির হইয়াছে ; হে রাজন্ ! রাহু যথাকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে ; চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর এই বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম । আপনি শান্তিচক্ষুঃ ; আপনি আপনার আদে-শান্ত্যুসারে জগতের নিষ্কাশ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত যথাতত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম । এক্ষণে আপনি অয়ং শান্তিপক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বীয় পুত্র ত্রয়োদশনকে আশ্বাস প্রদান করুন । যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপাল শ্রবণ করে, তাহার শ্রীলাভ, অর্থসিকি এবং আয়ু, বল ও তেজের বৃদ্ধি হয় । যে মহীপাল পর্দাহে সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষগণের শ্রীতি লাভ হয় । আমরা যে ভারতবর্মে বাস

করিতেছি, পূর্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস
করিয়া যে প্রকার পুণ্য কৰ্ম করিয়া গিয়া-
ছেন, তৎসমুদায় আপান প্রতি হইয়াছেন ।

ভূমিপদাধ্যায় সমাপ্ত ।

ভগবদ্গীতা পৰ্ব্বাধ্যায় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ !
ভূতভবিষ্যবর্তমানস্ত্রয়মকলবিষয়ের প্রত্যক্ষ-
দশী সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ও
চিন্তাপরায়ণ পুত্ররাত্ত্রের সমীপে সহসা
সমুপস্থিত হইয়া দীন বচনে কহিলেন,
মহারাজ ! আমি সঞ্জয় ; আপনাকে নম-
স্কার করি । ভরতগণের পিতামহ শান্তনু-
নন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন ; যিনি সোদা-
গণের অগ্রগণ্য ও ঋতুর্দ্ধবগণের আশ্রয় ;
আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরণবায়
শয়ন করিয়াছেন ; আপনার পুত্র যাঁহার
যায আশ্রয় করিয়া দ্যুতক্রাড়া করিয়া-
ছিলেন ; সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত
ও সমরশায়ী হইয়াছেন ; যিনি কাশী নগ-
রার মহাবুদ্ধে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপালকে
এক রথে পরাজিত করিয়াছিলেন ; পরশু-
রাম যাঁহাকে সমরে পরাজিত করিতে
সমর্থ হন নাই ; আজি সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর
হস্তে সংহার প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যিনি
শৌর্য্যে মহেন্দ্রের ন্যায়, সৈর্য্যে গিরীন্দ্রের

ন্যায়, মহিষ্মতায় পৃথিবীর ন্যায় ও গান্ধীর্ঘ্যে
সমুদ্রের ন্যায় ; আজি সেই ভীষ্ম বাণদন্ত,
ধনুর্বিজ্ঞ, খড়্গজিহ্ন, চুরাসদ, নরসিংহ
পাশালপুত্রের হস্তে নিপাতিত হইলেন !
পাণ্ডবগণের মহাশয় যাঁহাকে সমরো-
ত্তম নিরীক্ষণ করিয়া সিংহভাত গোময়ুগের
ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল ;
আজি সেই বারমাতা মহাবীর ভীষ্ম দশ
রাত্রি আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও চক্ষুর
কর্ম সমুহ সম্পাদন করিয়া আদিত্যের
ন্যায় অস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যিনি ইন্দ্রের
ন্যায় অক্ষুন্ন চিত্তে মহত্স মহত্স শর বর্ষণ
করিয়া দশ দিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে
নিঃশেষিত করিয়াছেন ; আজি সেই ভীষ্ম
মহারাজের চক্ষুজ্ঞানায় অযোগ্য ব্যক্তির
ন্যায় নিহত হইয়া বাতভর্গ্য তরুর ন্যায় ধরা-
শায়ী হইয়াছেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পুত্ররাত্ত্র কহিলেন, সঞ্জয় ! বাসবসদৃশ
কুরুচূড়ামণি ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর
হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত,
হইলেন ? যে দেবকল্প বীর পিতার
নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ;
আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মের অভাবে কি
রূপে অবস্থান করিতেছে ? সেই মহা-
প্রাজ্ঞ মহোৎসাহ মহাবল মহাত্মা ভীষ্ম
নিহত হওয়াতে তাহাদিগের মন কি প্রকার
হইয়াছে ? সেই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে
নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত
কাতর হইতেছে । হে সঞ্জয় ! যিনি বুদ্ধ-

যাত্রা করিলে কাহারো তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, কাহারো পুরোবর্তী ছিল, কাহারো অবস্থান করিয়াছিল, কাহারো তাঁহার নিকটে হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন্ সকল বীর তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়াছিল এবং সেই মহারথ অরিসৈন্যে প্রবেশ করিলে কোন্ শৌর্যশালী পুরুষেরা হই বা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেমন দিবাকর তমোরশি বিনষ্ট করেন, সেই রূপ যে মহাবীর পরসৈন্য পরাহত করিয়াছেন ও শত্রুগণের ভয় উৎপাদন পূর্বক দুষ্কর কণ্ঠ সকল সম্পাদন করিয়াছেন; কোন্ দুর্দ্ধম কৃতী আজি সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কিপ্রকারে শান্তনুন্দনকে সমরে নিবারিত করিল? যুদ্ধিষ্ঠির কি প্রকারে সেই সেনান্তক, বাণদন্ত, তরসী, বিস্তুতানন, ভীষ্মমূর্তি, খড়্গজিহ্ব, দুর্দ্ধম, অসামান্য পুরুষবর, হ্রীমান্, অপরাজিত, উগ্রধন্বা, প্রধান রথারোহী, পরমসুতকচ্ছেদী ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাহাকে সমরোচ্চত ও কালাগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধম দেখিয়া মৃগুবুর ন্যায় হস্ত পাদ বিক্লেপ করিত; তিনি দশ রাত্র পরসৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কণ্ঠ সকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন! যে পুরুষ ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় শরানিকর বর্ষণ পূর্বক দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন; তিনি আজি আমার দুঃস্বপ্ন-

ণায় অযোধ্যরূপে নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন!

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবদিগের সেনাগণ কি প্রকারে ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল, পাণ্ডবগণ কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিল, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে ভীষ্ম কি নিমিত্ত জয়ী হইতে পারিলেন না, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য সমিহিত থাকিতে যোদ্ধা-প্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন এবং পাণ্ডালপুত্র শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য অতিরথ ভীষ্মকে সমরে সংহার করিল?

যিনি সংগ্রামকালে প্রতিনিয়ত মহাবল পরশুরামের, সমক্ষেও স্পর্ধা প্রকাশ করিতেন; যিনি পরশুরাম কর্তৃক অপরাজিত ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত; সেই ভীষ্ম কি প্রকারে নিহত হইলেন, বল; আমরা তাঁহার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি। আগাদের কোন্ সকল মহাদুর্দ্ধর ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই? কোন্ সকল বীর দুর্ঘোষধনের আদেশানুসারে ভীষ্মকে পরিত্যক্ত করিয়াছিলেন? শিখণ্ডপ্রভৃতি সকলে যখন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? আমার হৃদয় প্রস্তুতময় ও নিতান্ত কঠিন; তাহার সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু অবগন করিয়াও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। যে দুর্দ্ধম পুরুষ অপ্রমেয় সত্য, মেধা, অস্ত্র ও নীতির

আশ্রয় ; তিনি আজি কি প্রকারে নিহত হইলেন ; ভীষ্মরূপ সমুদ্রত মহানেশ্ব, মৌবীর্ষমৌবীরূপ গজেন ও পল্লবানিরূপ বজ্রধ্বনি সহকারে পাণ্ডব, পাণ্ডাল ও স্ত্রয়গণের উপর বাণরূপ বারিবার বর্ষণ-পূর্বক দানবাত্তকারা দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ সমুদায় নিপাতিত করিয়াছেন । অস্ত্র সকল সাগর, শরনিকর জলজন্তু, কাম্যুক সকল উন্মাদ ও গড়গ সকল মকর, গজ ও তুরঙ্গ আবর্ত্ত, পদাতি মকলু মংস্ত্র, শঙ্খচন্দ্রভিষ্মনি সকল তরঙ্গশব্দ ; এই সাগরের ক্ষয় নাই ; ইহাতে দ্রাপ নাই ও ভেলাও নাই ; যে পরনারিনাশী ভীষ্ম তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় এই ভূম্পার সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার কোপ অনন্তের ন্যায় ও যাঁহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত হয়, বেলা-ভূমির সাগর রোধের ন্যায় কোন্ সকল বার তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল ?

শত্রুবিনাশী ভীষ্ম যখন তুর্গেয়াদনের হিতার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাহারো তাঁহার পুরোবর্তী হইয়াছিল, কাহারো তাঁহার দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারো দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগে শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারো তাঁহার অগ্র-ভাগে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, কাহারো তাঁহার উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল, কাহারো তাঁহার বাম চক্রে অবস্থান করিয়া স্ত্রয়গণকে বিনাশ করিয়াছিল, কাহারো অতি দুর্গম পুরোবর্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারো অতি

দুর্গম ভাগ করিয়া পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া-
ছিল এবং কাহারো বা সৈন্যদলে অবস্থান করিয়া পরবীরগণের সহিত প্রাতিযুদ্ধ করিয়াছিল ? হে মঞ্জয় ! বীরগণ ভীষ্মকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিল এবং বীর-
গণই বা ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই ? পাণ্ডবগণ কিরূপে হিরণ্যগভমদৃশ ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল ?

কৌরবগণ যে দ্রৌপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে-
ছিলেন, তাহার নিমজ্জনসংবাদ কহিতেছ ! আনার প্রচুর বলসম্পন্ন পুত্র যাঁহার দীর্ঘ আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে গণনা করিত না, শত্রুগণ কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল ? পুত্র দেবগণ দানব সংহার সময়ে যে মহাব্রত যুদ্ধচরিত্র ভীষ্মের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন ; যে পুত্রের জন্ম গ্রহণে ভূবনবিখ্যাত শাচক্ষু-
শোক, দৈত্য ও দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলেন, তুমি কি প্রকারে কহিতেছ, সেই ভূবনবিখ্যাত, প্রাণ আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, স্পন্দ-
নিরত, শৌচস্কারপরায়ণ, পদপেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ হীম প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন । মর্দবাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, মনসী শান্তনুন্দন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, জীবন করিয়া বোধ হইতেছে যে, অবশিষ্ট সমুদয় রণও নিহত হইয়াছে । যখন পাণ্ডব-
গণ বৃদ্ধ গুরুকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা

অধর্মের বলই ভদ্রিক । পূর্বের সর্বাঙ্গবিৎ পরশুরাম অশ্বার নিমিত্ত সমুদ্রাশ্রিত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পুরন্দরের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য সেই ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ কহিতেছ ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ! যিনি পরবীরঘাতী ক্ষত্রিয়ান্তকারী জামদগ্ন্যের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্ম আজি শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন । অতএব দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী তেজ বীর্য ও বলে মহাবীর্য পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাহার সন্দেহ নাই । শিখণ্ডী যখন সর্বশাস্ত্র-বিশারদ অস্ত্রবিজ্ঞায় সুশিক্ষিত ভীষ্মকে সংহার করে, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল ?

হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের কি প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, কীর্তন কর । আজি আমার পুত্রের সেনা অনাথা যোমার ন্যায়, গোপহীন গোকুলের ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ! দেখ, সমরকালে সমুদয় লোকের পৌরুষ যাঁহার উপর নির্ভর করে, সেই ভীষ্ম পরলোকগত হওয়াতে আমাদের মন কি প্রকার হইয়াছে ! আর তিনি জীবিত থাকিতেই বুঝা যায় আমাদের কি রূপ সামর্থ্য ছিল ! অগাধ মিলিলে নৌকা মগ্ন হইলে যে রূপ দুঃখ হয়, বোধ করি, আমার পুত্রকগণ মহাবীর্য ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া সেই রূপ শোকাকুল হইতেছে । পুরুষোত্তম ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যখন আমার

হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা পাষণমনয় ; তাহার সন্দেহ নাই । বাঁহাতে অস্ত্র, নীতি ও মেধা অপ্রমেয়, আজি সেই ভীষ্ম রণক্ষেত্রে কি রূপে বিনষ্ট হইলেন ! যখন শাস্ত্রনুগত ভীষ্ম কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন, তখন কালই মহাবীর্য-সম্পন্ন ও সকল লোকের দুর্ভাতক্রমণীয় । কেহই অস্ত্র, শৌর্য, তপ, মেধা, ধৃতি বা ভাগ দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না ; আমি পুত্রশোকে অভিভূত হইলেও দুঃখ চিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পারিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ।

হে সঞ্জয় ! যখন দুর্বোদন ভীষ্মকে আদিত্যের ন্যায় পরাতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি কিরূপ হইয়াছিলেন ? আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আগ্নেয় ও পরকীয় মহীপালগণের সৈন্য কিঞ্চিৎশত্রুও অবশিষ্ট থাকিবে না । ঋষিগণ অতি নিদারুণ ক্ষাত্র ধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন ; তন্নিমিত্তই পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন ; অথবা আমরাই তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া রাজ্য লাভের ইচ্ছা করিতেছি । ক্ষাত্রধর্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণের কিছুনাশ অপরাধ নাই ; সাতিশয় কষ্টজনক আপৎকাল উপস্থিত হইলে আর্ষ্যগণের ইহা অবশ্য কর্তব্য ।

হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে সেই মহাবল পরাক্রান্ত অপরাজিত ভীষ্মকে প্রতিকূদ্ধ করিয়াছিল, সেনা সকল কি প্রকারে সংযোজিত হইয়াছিল, মহাস্থাগণ

• কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কুরুকুল-
পিতামহ ভীষ্ম শত্রুহন্তে কি প্রকারে বিনা-
• শিত হইলেন, তিনি নিহত হইলে দুৰ্য্যো-
ধন, কর্ণ, শকুনি ও শীঠ্যপরায়ণ দুঃশাসন
কি করিয়াছিল ; বুদ্ধবিশারদ দুরাশ্রা ধৃত-
গণ নর বারণ ও বাজীগণের শরীরে
আস্ত্রীর্ণ, শর শক্তি মহাথড়া ও তোমর-
সম্মুখ অতি ভীষণ সংগ্রামসমায় প্রবেশ
করিলে, ভীষ্ম ভিন্ন আর কোন্ যোদ্ধার
সেই যুদ্ধরূপ প্রাণদূতে জড়ীড়া করিয়া
থাকে এবং শরবিদ্ধ নিপাতিত ও পরাজিত
হইয়াও জয়যুক্ত হয়, বল ? সংগ্রামভূষণ
ভীষণকর্মা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ
করিয়া আমার আর শাস্তি নাই । আমার
হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত যে শোকানল
সমুখিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা স্মৃত
দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছ ! সকললোক-
বিখ্যাত যে পুরুষ মহৎভার গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, শোধ হয়, আমার পুত্রকগণ
তাহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পারিতাপ
করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিব । অতএব
সেই সংগ্রামে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছে,
তৎসমুদায় বর্ণন কর । দুরাশ্রা দুৰ্য্যোধনের
বুদ্ধিতে নীতিযুক্ত বা নীতিবহির্ভূত যাহা
যাহা ঘটিয়াছে ; জয়লাভসমুৎসুক কৃতাস্ত্র
ভীষ্ম যে সকল তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়া-
ছেন ; কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের যে
ব্যক্তি যে সময়ে যাহার সহিত যে প্রকার
সংগ্রাম করিয়াছে ; তৎসমুদায় নিঃশেষে
কীর্তন কর ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি
যে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা আপনার
উপযুক্ত বটে, কিন্তু দুৰ্য্যোধনে দোষারোপ
করা আপনার উচিত নয় । যে মনুষ্য
আপনার দুঃস্মরিতনিবন্ধন অন্তত ভোগ
করে, অস্ত্রের প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা
করা তাহার কর্তব্য নয় । হে রাজন্ ! যে
ব্যক্তি সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কণ্ডের অশু-
ষ্ঠান কবে, সে সকল লোকের বধ্য হয় ।
পাণ্ডব ও তাঁহাদের অমাত্যগণ আপনা-
দিগের অসুষ্ঠিত শঠতা বিলক্ষণ অসুভব
করিয়াও কেবল আপনার মৃণাপেক্ষায়
অব্যয়মধ্যে দীর্ঘ কাল উহা লম্ব করিয়াছেন ।

মহারাজ ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগিবলে
ভূতঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিততেজাঃ ভূপতিগণের
বাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ
করুন ; শোকে মনোনিবেশ করিবেন
না ; এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে, তাহা
পূর্বদেই দর্শন করিয়াছি । অতএব বাঁহার
প্রমাদে আমি দিব্য জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি,
দূর হইতে শ্রবণ, পরাচর্য্যবিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট
আকাশগতি, শাস্ত্রবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের
ক্লারণ জ্ঞান, অতীত ও অনাগত ব্রহ্মাস্ত্রের
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং যে মহাত্মার
বর দানে অস্ত্র সমূহের অস্পৃশ্য হইয়াছি,
এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরা-
শরনন্দনকে নন্দকার করিয়া ভরতগণের
সেই অদ্বুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তরে
কহিতেছি, শ্রবণ করুন ।

সেই সমুদায় সেনা বিধানানুসারে
বৃদ্ধিত ও সমস্ত ভরণে দুর্বোধ্যন দুঃশা-
সকে কহিলেন, হে দুঃশাসন ! তুমি শীঘ্র
ভীষ্মের রক্ষাকারী রথ সকল যোজনা
করিতে ও সেনাগণকে সম্ব্যাহৃত হইতে
আদেশ কর। চিরকাক্ষিত সৈন্য পাণ্ডব
ও কৌরবগণের সমাগম সমুপাস্ত হই-
য়াছে ; এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করা ব্যতি-
রেকে আর কার্য্য নাই ; তিনি রক্ষিত
হইলে পাণ্ডব, সৌমক ও যুধিষ্ঠিরগণকে
সংহার করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা কহিয়া-
ছেন যে, আমি শিখণ্ডকে বধ করিব না ;
শুনিয়াছি, শিখণ্ডী প্রবল ক্রীড়িনী ; অত-
এব সংগ্রামকালে আমি উদ্ধাকে পরিত্যাগ
করিব। সেই নিমিত্ত আমার নভে আমার
সমুদায় বীর ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা ও
শিখণ্ডীর প্রাণ সংহারে যত্নবান হউক ;
এবং সর্দাস্ত্রকুণল প্রাচ্য, প্রত্যাচ্য, দাক্ষি-
ণাত্য ও উর্দাচ্যগণও পিতামহকে রক্ষা
করুক ; অরক্ষিত হইলে মহাবল সিংহও
শৃগাল কর্তৃক বিনষ্ট হয় ; আমরা যেন
সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীরহস্তে
নিপাতিত না করি। হে দুঃশাসন ! যুধা-
মন্যু বাম চক্রে ও উত্তমৌগ্রী দক্ষিণ চক্রে
আস্থান করিয়া অর্জুনকে রক্ষা করিতেছেন ;
আবার অর্জু শিখণ্ডাকে রক্ষা করিতেছেন ;
এই রূপ স্তরাক্ষিত ও ভীষ্মের পরিহার্য্য
শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে
সমর্থ না হয়, তাহাই কর।

ষোড়শ অধ্যায়।

মঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রজনী
ও ভাত হইলে ভূপালগণের ‘মাজ মাজ’
শব্দে, শব্দ ও চক্ৰান্তর বাজে, সেনাগণের
সিংহনাদে, তুরঙ্গের হেবারবে, রথনেদীর
ঘর্ষের ঘোনে, মাতঙ্গের ব্যুহিতে ও যোদ্ধা-
গণের বাহ্যাক্ষেপটন একে দশ দিক্ আকু-
লিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয়
পক্ষের সৈন্যগণ, চর্য্যা অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ
সকল পরস্পরের হস্তে লাগিল। স্তবর্ণ-
মণ্ডিত হস্তিসকল চপলাসিনাথ জয়ধ্বরের-
ন্যায়, সৈন্যবনপারস্থত রথনিকর নানা-
বিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণ-
চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, দেখিলাম।
অনন্তর শরামন, দ্বাষ্টি, খড়্গ, গদা, শক্তি,
তোমর ও অঘাঘ শুভ্রবর্ণ প্রহরণ সমূহে
শোভিত যোদ্ধা সকল, শতসহস্র গজ,
পদাত্ত, রথী ও তুরঙ্গ বাণুরাকারে অব-
স্থান করিতেছে ; উভয় পক্ষের নানাবিধ
দাঁড়ানু ধ্বজদণ্ড সকল সমুখিত হইয়াছে ;
কাঞ্চনমণ্ডিত মহত্স মহত্স ধ্বজপট
সকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অগ্নিবর্ত্তস্থ
শুভ্রবর্ণ উল্লগাত্মকর ন্যায় দাঁড়ি পাই-
তেছে ; সমস্ত ভায়ী সঙ্গদ বীর প্রব্রুকেরা
সমুৎসুক চিত্তে এই সকল পতাকা নিরীক্ষণ
করিতেছেন। ধামভাক্ষ প্রদান যোদ্ধারা
বিচিত্র কবচ, আয়ুধ, তল ও ভূগীর ধারণ
করিয়া সেনাগুণে শোভা পাইতেছেন।
স্তবলনন্দন শকুনি, শল্য, অবন্তিরাজ বিন্দু,
অমুবিন্দু, কৈকেয়গণ, কাশ্যোজরাজ, হৃদ-

ক্ষিপ, কলিসরাজ প্রভাত্যুদ, রাজা জয়ৎ-
সেন, বৃহদল, কৌরব, মাত্তত, কৃতবন্ধ্যা ও
দুর্যোধনের বশবর্তী অন্যান্য রাজা ও রাজ-
পুত্রগণ স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতেছেন ;
এই সকল অক্ষৌহিণীপাতি মহারথগণ কৃষ্ণা-
জিন পরিধানপূর্বক দুর্যোধনের নিমিত্ত
স্তুতিচক্রে ব্রহ্মলোকগমনে দীক্ষিত হইয়া
দশ অক্ষৌহিণী পরিগ্রহ করিয়াছেন ।
সেনাপাতি ভীষ্ম এক অক্ষৌহিণী মহাসেনা
সমভিব্যাহারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন ; শ্বেত উষ্মাস, শ্বেত
ছত্র ও শ্বেত কবচ ধারণ করিয়া সমুদিত
চন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন । কুরু ও
পাণ্ডবগণ রজতময় রথে অবস্থিত, হেম-
নির্মিত তালধ্বজশোভিত ভীষ্মকে শ্বেত
সেন্যসমাকৃষ্ট শীতাংশুর ন্যায় অবলোকন
করিতে লাগিলেন ; যেমন ক্ষুদ্র মুগগণ
জুড়মাণ মহাসিংহকে সন্দর্শন করিয়া ভীত
হয়, সেই রূপ ধূটছুন্ন প্রভৃতি স্তম্ভয়-
গণ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন
হইয়া উঠিলেন । আপনার এই শোভা-
শালী একাক্ষা ও পাণ্ডবগণের মহাপুরুষ-
পালিত মপ্ত অক্ষৌহিণী উন্মত্তনকরানন্ত-
বুদ্ধ মহাগ্রীহ্মসমাকুল যুগান্তকালীন সম-
বেত সাগরব্রয়ের ন্যায় প্রতীক্ষমান হইতে
লাগিল । মহারাজ ! যে রূপ কৌরব-
গণের সৈন্য সকল একত্র সমবেত হই-
য়াছে, আমি ঐদৃশ সৈন্যসমবায় কখন
নয়ন বা শ্রবণগোচর করি নাই ।

মপ্তদশ অধ্যায় ।

মহারাজ ! ভগবান্ বেদব্যাস যে
প্রকার কথিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেই
প্রকার একত্র হইয়া আগমন করিয়াছেন ।
ঐ দিন চন্দ্রমাঃ সমানক্ষেত্রে গমন করিয়া-
ছিলেন । দীপ্যমান মপ্ত মহাগ্রহ আকাশে
পাতত হইয়াছিল এবং প্রজ্বলিত শিখাসম্ম-
গেত দিবাকর যেন দ্বিপাভূত হইয়া সমুদিত
হইয়াছিলেন । মাংসশোণিতভোজী গোমায়ু
ও বায়সগণ শরীর ভঙ্গণে লোলুপ হইয়া
প্রদীপ্ত দীপ্তভাগে শব্দ করিতে লাগিল ।
কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও অর্জুনসুদন দ্রোণ
প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্ৰোত্থান পূর্বক
সংঘত হইয়া পাণ্ডবগণের জয় উকুলিয়া
আশীর্বাদ করেন ; এবং আপনার নিমিত্ত
সে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনু-
সারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন ।

ভীষ্ম প্রথমে সমুদায় মহীপালগণকে
আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ !
সংগ্রামই স্বর্গ গমনের অন্যতর দ্বার ; এই
দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্ম-
লোকে গমন কর । নাভাগ, যযাতি,
মাক্রাতা, নহন ও নগ ঐদৃশ কন্যা দ্বারাই
সিদ্ধ হইয়া পরম স্থানে গমন করিয়াছেন ।
ব্যাপি দ্বারা গৃহে প্রাণ ত্যাগ করা ক্ষত্রি-
য়ের পক্ষে অদর্শ্য ; শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুই তাহা-
দিগের সনাতন দর্শ্য ।

মহীপালগণ ভীষ্মের বাক্যবসানে রণা-
রোহণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে
গমন করিলেন । কিন্তু বারবর ভীষ্ম কর্ণ,

তাহার অনাত্য ও বন্ধুগণকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। কৰ্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপাল ও আপনার পুত্রগণ সিংহ-
নাদে দশ দিক্ মুখরিত করিতে লাগিলেন ;
সৈন্য সকল শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, গজ
বাজী, রথ ও পদাতি দ্বারা সাতিশয় শোভ-
মান হইতে লাগিল ; ভেট্টী, পগব, তুন্দুভি
ও রথনেমির নিনাদে মেদিনীমণ্ডল আকৃ-
লিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময়
অঙ্গদ ও কেয়ুর দ্বারা অগ্নিমান্ পৰ্ব্বতের
ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বিমল
আদিত্যদৃশ কুরুচমূপতি পিতামহ ভীষ্ম
পঞ্চতারঙ্গগণ্ডিত তালকেতু দ্বারা শোভা
পাইতে লাগিলেন। আপনার মহাধনুর্ধর
ভূপালগণ ভীষ্মের চতুর্দিকে যথাস্থানে অব-
স্থান করিলেন। গোবাসনদৈশীয়া রাজা
শৈব্য পতাকাশোভিত করিরাজে আরোহণ
করিয়া রাজগণ সমভিব্যাহারে গমন করি-
লেন। পদ্মবর্ণ অশ্বখামা সিংহলাঙ্গুলকেতু
রথে আরোহণ পূর্বক সকলের অগ্রসর
হইয়া গমন করিলেন ; ঞ্জতায়ুধ, চিত্রসেন,
পুরুমিত্র, বিবিশ্রুতি, শল্য, ভূরিশ্রবাঃ ও
বিকর্ণ, এই সাত মহাধনুর্ধর উৎকৃষ্ট বর্ষা
ধারণ ও রথে আরোহণ করিয়া অশ্বখামার
অনুসরণ ক্রমে ভীষ্মের পুরোবর্তী হইলেন।
তাহাদিগের অতুল্যত সুবর্ণময় ধ্বজ সকল
রথসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে
লাগিল। আচার্য্যপ্রদান দ্রোণের ধ্বজ
সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুবিভূষিত এবং
শরাসনযুক্ত পরিদৃশ্যমান হইল। অনেক-
শত সহস্র সেনাসমবেত দুর্যোধনের গণ-

ময় ধ্বজ নাগচিহ্নে শোভিত হইতে লাগিল।
কলিঙ্গদেশবাসী, পোরব, কাঞ্চোজ ও
সুদক্ষিণগণ এবং কেমধম্বা ও শল্য দুর্যোধ-
নের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
মগধরাজ বৃষভধ্বজভূষিত মহামূল্য রথে
আরোহণ পূর্বক শারদ মেঘসদৃশ পূর্ব-
দৈশীয়া সেনাগণের অগ্রস্থ হইয়া শত্রু সমু-
হের অভিমুখে গমন করিলেন ; অঙ্গপতি
বৃষকেতু ও মহামুভাব কৃপাচার্য্য সেই সেনা-
গণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি
যশস্বী জয়দ্রথ রজতময় বরাহকেতু দ্বারা
শোভা পাইতে লাগিলেন ; শত সহস্র রথ,
অষ্ট সহস্র হস্তী ও ছয় অযুত অশ্বারোহী
তাহার বশবর্তী ছিল ; তিনি অগ্রে অবস্থান
পূর্বক অনন্তর রথনাগাশ্বসঙ্কুল মহৎ সৈন্য
রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গরাজ
যশ্টি সহস্র রথ এবং যজ্ঞ, তোমর, তুগীর ও
পতাকাপারিশোভিত পৰ্ব্বতসঙ্কশ অযুত
নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতছত্র, উরোভূষণ,
চামর ও ব্যজনে শোভমান হইয়া গমন
করিলেন। মহাবীর কেতুমান্ বিচিত্র
অক্ষুশযুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেঘা-
কূট ভানুমানের ন্যায় তাহার সমভিব্যাহা-
রে গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্তও
দেবন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে
তাহার সদৃশও কেতুমানের সমকক্ষ বিন্দও
অনুবিন্দ তাহার স্বক্কেদেশে সগারূঢ় হই-
লেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম,
অশ্বখামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কর্তৃক
বিরচিত বাহু হস্তিরূপ অঙ্গ, ভূপালরূপ
মস্তক স্বক্কেশ্বরূপ পক্ষে সুশোভিত হইয়া

যেন হাশ্ব করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মহারাজ ! যাহুর্ভূত কাল পরেই হৃদয়-কম্পন তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল ; ক্ষণমাত্রেই শত্রু ও দুন্দুভির বাণ, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের ত্রৈমিত, যুদ্ধার্থি-গণের গজিত ও রথনেগির ঘর্ঘর ঘোমে যেন ধরামণ্ডল বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল । উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ পরস্পর সমাগমে কম্পমান হইতে লাগিল । দেখি-লাম, হিরণ্যভূষিত-নাগ ও রথ সকল চপলাবিলম্বিত জলদজালের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল । স্বীয় ও পরকীয়-গণের কাঞ্চনময় অঙ্গদশোভিত, জ্বলিতানল-সদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্রগৃহনিবেশিত শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভমান হইল ; বীরগণ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন । কুরুযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কাশ্মুক ও মোক্ষৌজাণ ধারণ করিলেন । মহাধনুর্ধর ঋষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন । আপনার পুত্র ঋষি-ষহ, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুঃসহ, বিবিশতি, চিত্রঙ্গেন ও বিকর্ণ আর সত্যব্রত, পুরুষিত্র, জয়, তুরিষ্রবাঃ, শল ও তাঁহাদিগের অনু-যায়ী বিংশতি সহস্র রথ ভীষ্মের পৃষ্ঠগোপ্তা হইল ; অভীমাহ, শূরসেন, শিবি, বসতি, শাম্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত, কৈকেয়,

সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ন, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া রথপরম্পরায় পিতা-মহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ; মাগধ ভূপতি দশ সহস্র তরশ্বী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্তী হইলেন ; সেই সৈন্যের মধ্যে যষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রণ সমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদ রক্ষা করিতে লাগিল ; এবং লক্ষ লক্ষ পদাতি ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর ও প্রাস হস্তে করিয়া অগ্রে গমন করিল । হে রাজন ! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যমুনা সহ সঙ্গত জাহ্নবীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল ।

উনবিংশতিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! এই একাদশ অক্ষৌহিনী ব্যাহিত হইয়াছে দেখি-য়াও মানুষ, দৈব, গাক্কর্ষ ও আত্মর ব্যা-বেত্তা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে অল্প সৈন্য লইয়া ভীষ্মের বিপক্ষে ব্যাহরচনা করিলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, নরনাথ ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যাহিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে তাহা-দিগকে বিস্তারিত ও অধিক হইলে তাহা-দিগকে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে । অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে অল্প সৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে সম্মিবেশিত করিবে । আমাদিগের সৈন্য

শত্রু অপেক্ষা অল্প ; অতএব বৃহস্পতির
বাক্যানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার
নির্মিত বজ্রপাণিশিক্ষিত বজ্রাণ্য নামে
অচল ও দুর্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি।
যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের
ভ্রঃসহ, যুদ্ধোপায়বিচক্ষণ ও যোদ্ধাদিগের
অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আশ্রয়িতার অগ্র-
মোদ্ধা হইয়া রিপুসৈন্যের তেজোরাশি
বিনাশিত করিবেন। যেমন হীনবল মৃগ
সকল সিংহ সন্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন
করে, তদ্রূপ দুর্ব্যোধান প্রভৃতি কৌরবগণ
তঁাহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে।
যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয়
গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমরা সেই প্রাকার-
স্বরূপ যোধপ্রধান ভীমসেনকে আশ্রয়
করিব। এই ভূমণ্ডলে এমন পুরুষ-
নাই যে, ভীমকৃষ্ণা ভীমসেন রোষাবিষ্ট
হইলে তঁাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
সমর্থ হয়।

মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্য-
গণকে যথোক্ত প্রকারে ব্যূহিত করিয়া
গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও
স্তিমিত ভাগীরথীর ন্যায় পাণ্ডবগণের মহতী
সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে
দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ
করিল। যিনি বজ্রসারময়ী গদা গ্রহণ
করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও
শুষ্ক হইয়া যায়, সেই ভীমসেন সেনাগণের
অগ্রনেতা হইলেন এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন,
নকুল, সহদেব ও রাজা ধৃষ্টকেতু ইহারাও

অগ্রনেতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।
বিরাট এবং অক্ষৌহিণীপারিত্ত রাজা যুধি-
ষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে
পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। মহাদ্যুতি নকুল ও
সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষক হইলেন ;
অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ
রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্ট-
দ্যুম্ন প্রভদ্রকগণসমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের
সকলকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের
নির্মিত সাতিশয় যজ্ঞবান্ হইয়া তাঁহাদিগের
পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহাবলযুধা-
ন অর্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ;
পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমোজা এবং
কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চৈকিতান
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার চক্ররক্ষক
হইলেন। ইহারা সকলেই আপনার সৈন্য-
গণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে
রাজন্ ! মহাবীর অর্জুন ঐ সকল ব্যক্তি
ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ, ' ইহারা আপনার
অংশে রহিল, ইহা ভীমসেনকে কহিলে
পর পাণ্ডবসৈন্য সকল অনুকূল বাক্যে
তঁাহাকে স্তুত করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সচল অর্চনের ন্যায়
বৃহত্তর মত্ত মাতঙ্গসমূহ সহকারে মধ্যম
সৈন্যে অবস্থান করিলেন। মহানুভব
পাঞ্চালনন্দন যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভি-
ব্যাহারে পাণ্ডবগণের নির্মিত পরাক্রান্ত
বিরাটের অনুবর্তী হইলেন ; তাঁহাদিগের
পরে আদিত্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন,
সুবর্ণভূষিত, নানা চিহ্নশালী ধ্বজ সকল

শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে মহারণ যুদ্ধে দুইদিক উৎসারিত করিয়া সম্রাট সপুত্র যুদ্ধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের রথে একমাত্র কর্ণ-ধ্বজ কোরব ও পাণ্ডবগণের অগ্ৰাণ্য সমুদায় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। বহু সহস্র পদাতি ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি ও খাষ্টি হস্তে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মদভ্রান্তি মহাবল হেমজাল-জড়িত পদ্মগন্ধী দশ সহস্র বারণ বর্ষণকারী গমনশীল ভূধরের ন্যায় রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরের অন্তবর্তী হইল।

মনস্কী ভীমসেন পরিষোপম ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া মহাসৈন্য আকর্ষণ করত বিপক্ষসৈন্যের প্রতি গমনোন্মুখ হইলেন; তখন কোন যোদ্ধারই সাধ্য নাই যে, নিকটে গিয়া দিবাকরের ন্যায় তুষ্প্রাঙ্গণীয় পরন্তুপ ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যে ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, সকল দিকেই বাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ বাহার ধ্বজ, যথা অতি ভীষণ ও মানবগণের অজ্ঞেয়, গাণ্ডীবধন্য অর্জুন এবং অগ্ৰাণ্য পাণ্ডবগণ কোরবসেনার বিপক্ষে সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিল। আকাশে মেঘের লেশ নাই; তথাপি গর্জ্জনশীল সমীরণ জলবিন্দু সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এবল বায়ু কর্কর বর্ষণপূর্বক ধূলিপটল উৎকিঞ্চ করিল। সমুদয় জগৎ

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অতি বৃহৎ উষ্ণ পূর্বাভিমুখে নিপাতিত হইয়া, সূর্য্যের প্রতি আশ্ফালন করিয়া মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সৈন্যগণ স্তম্ভাজিত হইলে দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন; পৃথিবী ঘোর শব্দে কাম্পিত ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল; চতুর্দিকে ভূরি ভূরি নিপাত শব্দ সমুৎপন্ন হইল; আর এরূপ দুর্ভয়ময় ধূলিপটল প্রাতঃভূত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিষ্কিণাজালজড়িত কাঞ্চনমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকা-পারিশোভিত, আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত ধ্বজ সকল সহসা সমারণভরে বিকম্পিত হইলে বায়ুস্তাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদায় জগৎ রাগ ঝগাঝগান হইয়া উঠিল। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রাহিত দেখিয়া আপনার সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা পূর্বক যেন তাহাদিগের মজ্জা গ্রাস করত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

সুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কোরব সৈন্য অথবা ভীমপরিপালিত পাণ্ডব সেনা, এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া ছিলেন; স্থাপদগণ কাহার সেনাগণের প্রতি গর্জ্জন করিয়াছিল এবং কোন্ পক্ষের

যুবাগণ প্রসন্নবদন হইয়াছিলেন ? এই সমুদায় যথাবৎ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! উভয় পক্ষই তুল্যরূপে পরস্পর সমীপবর্তী হইয়াছে ; উভয় পক্ষই হৃষ্টচিত্তে ব্যূহিত হইয়া বনরাজির আয় বিচিত্র এবং হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; উভয় পক্ষের সেনাগণই অপরিমিত, ভীমরূপ ও দুর্বিষহ ; এবং উভয় পক্ষই সংপূর্ণসমবেত ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কৌরবগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্বাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কৌরবসেনা অশ্বরসেনার আয় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার আয় শোভা পাইতেছে। সনীরণ পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে ; শ্রীপদগণ ধার্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গুর্জন করিতেছে। আপনার পুত্রের হস্তিগণ যত্রপক্ষের গজেন্দ্রসমূহের তীব্রতর মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্যোধান পরাধীন, স্তবর্ণকক্ষ, জালনগিত, মদস্রাবী মাতঙ্গ আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন ; বন্দী ও মগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে। চন্দ্রের আয় শ্বেতশ্রভ আতপত্র ও স্তবর্ণমালা তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। গান্ধার-রাজ শকুনি পার্শ্বতীয় গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম শ্বেত ছত্র, শ্বেত ধনু, শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ধ্বজ, কৈলাস সদৃশ শ্বেত অশ্ব ও খড়্গে স্ত্রশোভিত হইয়া

সকল সৈন্যের অগ্রগামী হইলেন। ধার্তরাষ্ট্র, কতিপয় বাহ্লীক, অশ্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, সৈন্য, সৌদীর ও মহাশূর পাণ্ডনদগণ এবং শল তাঁহার সৈন্যদলের অন্তর্গত ছিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রক্তবর্ণ তুরঙ্গসংযোজিত স্তবর্ণগয় রূপে আরোহণ ও শরাগ্ন ধারণ পূর্বক প্রায় সমুদায় ভূপালের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিয়া রাজার আয় গমন করিতে লাগিলেন। বার্কক্ষত্রি, তুরিষ্রবাঃ, পুরুষিত্র ও জয় ইহার মকলে সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাস্ত্র, মংস্ত্র ও কেক্যেরা পক্ষ ভ্রাতা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গজসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিলেন। মহাপনুর্ধর চিত্রযোধী মহাত্মা কৃপাচার্য্য শক, কিরাত ও যবনগণ সমভিব্যাহারে সেনার উত্তর ভাগে গমন করিতে লাগিলেন। বাহারা অর্জুনের মৃত্যু বা তাঁহার জয়ের নিমিত্ত স্কট হইয়াছে, অর্জুনের অস্ত্রাচার্য্যই বাহাদিগকে কৃতান্ত করিয়াছেন, সেই সংসপ্তকগণের অযুত রথী ও শৌর্যশালী ত্রিগর্তগণও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

মহারাজ ! অত্যাংকূট এক লক্ষ হস্তী ; এক এক হস্তীর প্রতি এক এক শত রথ ; এক এক রথের প্রতি এক এক শত অশ্ব ; এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ ধনুর্ধর ; এক এক ধনুর্ধরের প্রতি দশ দশ চর্ম্মী ; এই রূপে ব্যূহিত আপনার সেনাগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন দিন মানুষ, কোন দিন দৈব, কোন দিন গান্ধর্ব ও কোন দিন আশ্রয় ব্যূহ রচনা করেন।

মহারথপংকুল সাগরের আয় গভীরধ্বনিযুক্ত
এই ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিগুপ্তে অবস্থান
করে । আপনার এই সেনা যেরূপ অসংখ্য
ও ভয়ানক, পাণ্ডবগণের সেনা সেরূপ
নয় ; কিন্তু কেশব ও ধনঞ্জয় যাহাদিগের
নেতা, আমার মতে তাহারাই বৃহৎ ও
দুর্জয় ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে রাজন্ ! দুর্ব্যোধনের রহতী সেনা
সমুত্ত হইয়াছে এবং ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ
প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির
বিষন্ন ও বিবর্ণ হইয়া অর্জুনকে কহিলেন,
ধনঞ্জয় ! পিতামহ ভীষ্ম যখন ধার্তরাষ্ট্র-
গণের যোদ্ধা হইয়াছেন, তখন আমরা কি
তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব !
মহাতেজাঃ ভীষ্মের এই শাস্ত্রানুসারে বির-
চিত অকোভ্য অভেদ্য ব্যূহ অবলোকন
করিয়া আমরা সন্দেহে বংশাশ্রয় হইয়াছি;
একণে এই মহাব্যূহ হইতে কি প্রকারে
পরিত্রাণ ও জয় লাভ করিব !

• হে রাজন্ ! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে
আপনার অগৌকিনী অবলোকনে দুঃখনায়-
মান দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! যে
কারণে অল্পসংখ্যক লোকেও সমধিক
প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণশালী বহুসংখ্যক
ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা
অবগণ করুন ; দেবাসুরযুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা
মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কহিয়াছিলেন
যে, জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও একমাত্র ধর্ম্ম
দ্বারা যে প্রকার জয় লাভ করিয়া থাকেন,

বলবীর্য্য দ্বারা সে প্রকার হয় না । মহর্ষি
নারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণও ইহা অবগত আছেন;
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভের বিষয় অবগত
এবং নিরহঙ্কার হইয়া উত্তম সহকারে যুদ্ধ
করুন ; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয় ।
নারদ কহিয়াছেন যে, যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই
স্থানেই জয় । অতএব আমাদের যে
জয় হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই । হে
রাজন্ ! যেমন অগ্ন্যান্ত গুণগ্রাম বাহুদেবের
বংশবদ, জয়ও তদ্রূপ ; ইনি যে স্থানে
গমন করেন, জয়ও সেই স্থানে অনুগমন
কারিয়া থাকে ; অতএব যে স্থানে অনন্ত-
তেজাঃ, শত্রুগণের সমীপেও অব্যথিতচিত্ত
সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয় ।
এই অপ্রতিহতসায়ক জনার্দন পূর্ব্বে হরি-
রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেবাসুরগণের সম্মুখে
আবির্ভূত হইয়া, কে জয় লাভ করিবে
জিজ্ঞাসা করিলে, যাহারা কহিলেন, আমরা
কৃষ্ণের অনুগত, আমরাই জয়ী হইব;
তাহারাই জয় লাভ করিলেন । শত্রুদি-
গুরগণ তাহার প্রসাদে ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । সেই কৃষ্ণ যখন কহিতে-
ছেন, আপনার জয় লাভ হইবে, তখন
আপনার আর কোন চিন্তা বা দুঃখের
কারণ দেখিতেছি না ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

• অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কুরুকুল-
তিলক পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনা-
সমূহ ভীষ্মসেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহিত করিয়া
ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভের কামনা করিতে

লাগিলেন। ধনঞ্জয় সকলের মধ্যস্থিত শিখণ্ডীর সেনাগণকে, ভীমসেন অগ্রচারী ধ্রুতদ্রুমকে এবং ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্দ্ধর সাত্ত্বতপ্রধান যুযুধান দক্ষিণ সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুদ্ধটির হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্ররথসদৃশ, যুদ্ধোপ-
করণসম্পন্ন, হেমরত্নচিত্রিত, স্তবর্ণময় ভাণ্ড-
যুক্ত রথে আরোহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকে সমুন্নত, দন্তুর্নির্ম্মিত শলাকাশালী শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাঠিতে লাগিল। মহাশিগণ স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিত সকল শক্রবধ ঘোষণা এবং ত্রক্ষসি ও সিদ্ধগণ জপ, মন্ত্র ও মহোমধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুদ্ধটির সহস্র গো, পুষ্প, ফল ও নিকসনূহ ত্রাক্ষসসাৎ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর অর্জুন গান্ধীব ও বাণ হস্তে করিয়া সহস্র দূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল, আগ্নেয় ন্যায় শিখা-
শালী, শত কৃষ্ণিণীশোভিত, স্তবর্ণখচিত, শ্বেতভূরঙ্গযুক্ত, সূচক, কাপধ্বজ ও কেশবা-
ধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করিলেন। বাঁহার সদান ধনুর্দ্ধর এই পৃথিবীতে হয় নাই ও হইবেও না; যে মহাভূজ অস্ত্র শস্ত্র পরি-
ত্যাগ করিয়াও কেবল ভূজযুগলে নর ও নাগগণকে নিধন করেন, সেই অর্জুন আপ-
নার পুত্রের সেনাগণকে উচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত রৌদ্ররূপ ধারণ করিলেন। যিনি জীড়ায় মৃগরাজের ন্যায়, বিক্রমে দেব-
রাজের ন্যায় ও দর্পে বারণরাজের ন্যায়, সেই ভূজ্য ভীমসেন নকুল ও সহদেবের

সহিত বীররথের পরিরক্ষক হইলেন; আপনার যোদ্ধাগণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে ভয়োৎসাহ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ জনাৰ্দ্দন সেনামধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে কহি-
লেন, হে অর্জুন! যিনি সেনামধ্যে অব-
স্থান করিয়া রোমাবেশে সকলকে উদ্ভাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে আকুল করিতেছেন, ইনিই সেই ভীম; ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ করিয়াছেন। যেমন জলদজাল আদিত্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেই রূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগণ তাঁহাকে আরত করিয়া রক্ষা কর-
তেছে; ইহাদিগকে বিমুক্ত করিয়া ভীমের সাহিত যুদ্ধ কর।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

মঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বাহুদেব দূর্ব্বোপনের সৈন্যগণকে সমরো-
দ্ভূত নিরাক্ষণ করিয়া অর্জুনের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, হে মহাবাহু! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গার স্তব কর।

অর্জুন ধীমান্ বাহুদেবের বাক্যানুসারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে স্তোত্র আরম্ভ করিলেন;—

হে সিদ্ধসেনানি! আৰ্য্যে! মন্দর-
বানিনি! কুমারি! কালি! কপালি!
কপিলে! • কৃষ্ণপিন্ধলে! তোমাকে নম-

স্কার ; হে ভদ্রকালি ! তোমাকে নমস্কার ;
 হে মহাকালি ! তোমাকে নমস্কার ; হে
 চণ্ডি ! হে চণ্ডে ! তোমাকে নমস্কার ; হে
 তারিণি ! বরবণিণি ! ক.ত্যাণি ! মহা-
 ভাগে ! করালি ! বিজয়ে ! জয়ে ! শিখি-
 পিচ্ছধ্বজধরে ! নানাভরণভূষিতে ! অট্ট-
 শূলপ্রহরণে ! খড়্গখেটুধারিণি ! গোপে-
 দ্রানুজ্ঞে ! জ্যেষ্ঠে ! নন্দগোপকূলসম্ভবে !
 মহিমরূপিরপ্রিয়ে ! কৌশ্লিকি ! পীত-
 বাসিনি ! অট্টহাসে ! কোকযুগ্মে ! রণ-
 প্রিয়ে ! তোমাকে নমস্কার ; হে উমে !
 শাকম্ভ্রি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে ! কৈটভ-
 নাশিনি ! হিরণ্যাক্ষি ! বিরূপাক্ষি !
 ধূম্রাক্ষি ! তোমাকে নমস্কার । তুমি বেদ-
 অবগজানিত মহাপুণ্যস্বরূপ, ব্রহ্মণ্যস্বরূপ
 এবং হুতাশনস্বরূপ ; তুমি জম্বু, কটক ও
 চৈত্য় বৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান
 কর ; তুমি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা
 ও দেহিগণের মহানিদ্রা । হে ! স্কন্দজননি !
 ভগবতি ! দুর্গে ! শ্কান্তারবাসিনি ! তুমি
 স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী,
 বেদমাতা ও বেদান্ত । আমি বিশুদ্ধ অন্ত-
 রাত্মার সহিত তোমাকে স্তব করিতেছি ;
 তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয় লাভ
 করিতে সমর্থ হই । তুমি ভক্তগণের
 রক্ষার নিমিত্ত, দুর্গম পথে, ভয়ে, দুর্গম
 স্থানে ও পাতালে নিত্য বাস এবং দানব-
 গণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাক । তুমি
 জম্বুনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, স্রী, সন্ধ্যা,
 প্রভাবতা, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি,
 ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবৰ্দ্ধনী, দীপ্তি ও সম্পন্ন-

দিগের সম্পত্তি । সিদ্ধচারণগণ সমর-
 ভূমিতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন ।

মানববংশের বরদা ভগবতী কৌন্তেয়ের
 ভক্তি দেখিয়া অন্তরিক্ষে আগমন ও বাহু-
 দেবের সম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন,
 হে বীর ! তুমি অল্পকাল মধ্যেই অরাতি-
 গণকে পরাজিত করবে ; তুমি নর ;
 নারায়ণ তোমার সহায় ; অন্য শত্রুর কথা
 কি, অয়ং বজ্রধর তুন্দ্র ও তোমাকে জয়
 করিতে সমর্থ হন না । ইহা কহিয়া তিনি
 তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন ।

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বর লাভ পূর্ব্বক জয়
 লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বধে আরোহণ
 করিলেন এবং বাহুদেবের শঙ্খধ্বনির
 সহিত নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান
 করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, যক্ষ,
 রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, মর্প প্রভৃতি দন্তী ও
 রাজকুল হইতে তাহার ভয় থাকে না ;
 তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত, বন্ধন
 ও চোর হইতে বিমুক্ত, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ,
 লক্ষ্মীমান্ এবং আরোগ্য ও বলসম্পন্ন
 হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন । আমি
 ধামান্ ব্যাসের প্রসাদে ঐ সকল ঘটনা
 দর্শন করিয়াছি । আপনাত্ত কোপনস্বভাব
 দুর্ভাত্তা পুত্রগণ কালপাশে অবলুপ্ত হইয়া
 মোহবশত মহিম নর ও নারায়ণকে
 জানিতে পারেন নাই এবং ব্যাস, নারদ,
 কণ্ণ, পরশুরাম ও মধুসূদন দুৰ্য্যোধনকে
 বারণ করিয়াছিলেন ; তিনি তাঁহাদিগের
 সেই সমযোচিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই ।

কিন্তু যে স্থানে ধর্ম, সেই স্থানে ছাতি ও
কাস্তি ; যে স্থানে হী, সেই স্থানে শ্রী ও
বুদ্ধি ; যে স্থানে ধর্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণ ও
যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয় ।

চতুবিংশতিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার
পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ পক্ষের
যোদ্ধাগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে হুর্দাচিহ্নে
যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোন্ পক্ষ প্রফুল্ল ও
কোন্ পক্ষ দুর্মানায়মান হইয়াছিল এবং
কাহারাই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার
করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল । • কাহা-
দিগের সেনা সমূহে গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও
মাল্য অবিকৃত ছিল এবং কোন্ পক্ষের
যোদ্ধাগণের বাক্য সকল অনুকূল
হইয়াছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! তৎকালে
ঈভয় পক্ষের যোদ্ধারাই হুর্দাচিহ্ন হইয়া-
ছিল ; উভয় পক্ষেই গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও
মাল্য সমভাবসম্পন্ন ছিল । উভয় পক্ষের
সমুদ্রত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর
সংসর্গে সাতিশয় বিগদ্দ উপস্থিত হইল ;
এবং উভয় পক্ষের পরস্পর দর্শনকালে শূর
ও রণশূরগণের পরস্পর গর্জন, আনন্দোৎ-
ফুল্ল সৈন্যগণের সিংহনাদ, কুঞ্জরগণের
বুংহিত, বাদিত্রশব্দ এবং শব্দ ও ভেরীধ্বনি
একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে
লাগিল ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ প্রথম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! কৌরব
ও পাণ্ডবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্মভূমি
কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রাজা
দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত অবলোকন
করিয়া দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন পূর্বক
কহিলেন, আচার্য্য ! ঐ দেখুন, আপনার
শিষ্য ধোমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহতী পাণ্ডবসেনা
ব্যূহিত করিয়াছে । যুয়ুধান, বিরাট, মহা-
রথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্ষবান্
কাশিরাজ, পুরুজিত, কুন্তীভোজ, নরোত্তম
শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্ত-
মোজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর
পঞ্চ পুত্র, এই সকল শৌর্য্যশালী মহারথ
ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ মহাধনুর্ধর বীর পুরুষ
ঐ ব্যূহিত সৈন্যमध्ये সন্নিবিষ্ট আছে ।
আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনানায়ক
আছেন, আপনাকে অবগত করিবার
নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামও কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ করুন । আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ,
কূপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরি-
শ্রবাঃ ও জয়দ্রথ, এবং অন্যান্য নানাবিধ
অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বীর পুরুষগণ
আমার নিমিত্ত প্রাণ দানে অধ্যবসায়াক্রুত
হইয়াছেন । আমাদিগের এই ভীষ্মপালিত
সৈন্য অপরিমিত ; কিন্তু ভীমরক্ষিত পাণ্ডব-
সেনা পরিমিত । এক্ষণে আপনারা সকলে
স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদায় ব্যূহভারে

অবস্থান পূর্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

তখন প্রতাপবান্ ভীষ্ম রাজা দুর্যোধনের হর্ব বর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চ স্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পর ক্ষণেই শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ সকল আহত এবং তাহা হইতে তুমুল শব্দ প্রাভূত হইল।

এ দিকে কৃষ্ণ ও অর্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমারুঢ় হইলেন এবং বাহুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্মা ভীমসেনা পোণ্ড্রনাগে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল স্বেষাম শঙ্খ, মহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ এবং কাশিরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ইহারা সকলে পৃথক পৃথক শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিল।

হে রাজন্ ! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারুদ্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজ শরাসন উত্তোলন পূর্বক বাহুদেবকে কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রণ স্থাপন কর ; ছবুন্ধি দুর্যোধনের প্রয়াচরণ বাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কাহারো যুদ্ধ করিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে যুদ্ধকাম হইয়া অবস্থান করিতেছেন, নিরীক্ষণ করিব। তখন

জম্বীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রণ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! ঐ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধা ও সমস্ত কোরব গণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।

ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, স্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন। অবলোকন করিবাগাত্র কারুণ্যরসবশংবদ ও বিষম হইয়া বাহুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন ! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কল্মিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে ; মুখ শুষ্ক হইতেছে ; গাণ্ডীব হস্ত হইতে ত্রস্ত হইয়া পতিত হইতেছে, সমুদয় স্বক দক্ষ হইতেছে ; আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই ; চিত্ত যেন উদ্ভ্রান্ত হইতেছে ; আমি কেবল দুর্নিমিত্তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ ! আমি আর জয়, রাজ্য ও স্ত্রের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও স্ত্রের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; তবে আমাদের আর রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি ! ইহারা আমাদের বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না ; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্য লুপ্ত হইলেও আমি ইহাদিগকে

বধ করিতে বাসনা করি না। ধার্তরাষ্ট্র-দিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কি প্রীতি হইবে! এই আততায়ীদিগকে নিরাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে; অতএব আমাদিগের বান্ধব ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন ক্রমেই কৰ্তব্য নয়। হে মাপব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কি স্থখী হইব? ইহাদিগের চিত্র লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহারাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবৃদ্ধি হইতে নিরত হইব না! কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম বিনষ্ট হইলে সনাতন কুল অধম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধম্মপূর্ণ হইলে কুলস্বীর্ণ ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়; কুলস্বীর্ণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করে; কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদক-ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়; স্ততরাং তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিদিগের বর্ণসঙ্করের হেতুভূত এই সনাতন দোষে জাতিধর্ম ও সনাতন কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শুনিয়াছি, কুলধর্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চির কাল নরকে বাস করিতে হয়; হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়াক্রম হইয়াছি! আমি প্রতিকারপরাদ্ধুখ ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্যস্থলোভে স্বজনবিনাশসমুদ্রত

শস্ত্রপাণি ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে। হে পৃথিবীনাথ! ধনঞ্জয় এই রূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক শোকা-কূলতর্জিতে রথে উপবেশন করিলেন।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন ভগবান্ বায়ুদেব কৃপাবশংবদ অশ্রুপূর্ণলোচন, বিষম্বদন অর্জুনকে কহিলেন, অর্জুন! ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্য্যজনোচিত অঙ্গ-প্রতিরোধক অকাঁটিকর মোহ উপস্থিত হইল! তুমি ক্রীবতা অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরম্পর! অতিতুচ্ছ হৃদয়দৌৰ্ভাগ্য দূরীকৃত করিয়া উত্থান কর।

অর্জুন কহিলেন, ভগবন্! আমি কি প্রকারে পৃজনীয় ভাস্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব! মহানুভাব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি হহলোকে ভিক্ষাম ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোনটির গৌরব অধিক; তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না; কেন না, ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে সমুপস্থিত! কাতরতা ও অবশ্যক্সাবী

কুলকয়জনিত দোষে আমার দাভাবিক
শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিন্তা ধর্ম্মাস্ক
হইয়াছে ; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি ; যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর
হয় বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার
শরণাপন্ন হইয়াছি ; আমাকে উপদেশ
প্রদান কর । ভূমণ্ডলে অকণ্টক স্তম্ভযুক্ত
রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত
হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে
পারিশ্রম্য হইবে । আমি এমন কিছুই দেখি-
তেছি না, যাহাতে আমার শোকাপনোদন
হইতে পারে ; অতএব আমি যুদ্ধ করিব
না । শত্রুতাপন গুড়াকেশ হনীকেশ-
সম্মুখে এই রূপ বলিয়া তুম্বীভাব অবলম্বন
করিলেন ।

তখন হনীকেশ সহস্র আশ্রয় উভয়
সেনার মধ্যবর্তী বিষম্বদন অর্জুনকে কহি-
লেন, হে অর্জুন ! তোমার যুগ্ম হইতে
পণ্ডিতগণের স্মার্য্য বাক্যসকল বিনির্গত
হইতেছে ; কিন্তু তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের
নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্ত্তা প্রদর্শন করি-
তেছ । পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত
কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না ।
পূর্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ,
আমরা সকলেই বিদ্যমান ছিলাম ; এবং
পরেও বর্ত্তমান থাকিব । এই দেহ যেমন
কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়,
জীবাত্মাও তক্রপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন ; ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যুদ্ধ হন না ।
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ,
তাহাই মৃত উৎস ও স্রব্ধ দুঃখের কারণ ;

সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট
হয় ; অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধসকল
সহ্য কর । এই সম্বন্ধসকল যাহাকে
ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখগ্রস্ত
ধীর পুরুষ মোক্ষ লাভের যোগ্য । যাহা
কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না ; এবং
যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব
হয় না ; তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভা-
বের এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন । যিনি
এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,
তাহার বিনাশ নাই ; কোন ব্যক্তি সেই
অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ
হয় না । ● তদ্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন,
এই সকল শরীর অনিত্য ; কিন্তু শরীরী-
জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্ৰমেয় ;
অতএব তুমি যুদ্ধ কর । যিনি মনে
করেন, এই জীবাত্মা অন্তকে বিনাশ করে
এবং যিনি মনে করেন, অন্তে এই
জীবাত্মাকে বিনাশ করে, তাহার
উভয়েই অনভিজ্ঞ ; কেন না, জীবাত্মা
কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং জীবা-
ত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে
না । ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; ইনি
পুনঃপুনঃ উৎপন্ন বা বর্জিত হন না ; ইনি
অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাণ ; শরীর বিনষ্ট
হইলে ইনি বিনষ্ট হন না । যে পুরুষ
ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয়
বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাকেও বধ
করেন ? না বধ করিতে আদেশ করেন ?
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রূপ দেহী

জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অস্তিনব দেহ-
স্তর পরিগ্রহ করেন । ইনি শস্ত্রে ছেদিত,
অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত বা বায়ুতে
শোষিত হন না ; ইনি নিত্য, সর্বগত,
স্থিরসত্ত্ব, অচল ও অনাদি ; অতএব
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য, ও অশোষ্য ।
ইনি চক্ষুরাদির অগোচর, মনের অবিসম,
ও কন্মোদ্রিগের অগ্রাহ্য । অতএব তুমি
এই জীবাত্মাকে এবশ্পকার অবগত হইয়া
অনুশোচনা পরিত্যাগ কর ।

যদি জীবাত্মা সর্বদা জন্ম গ্রহণ ও
মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া
তাহাকে জাত ও মৃত বোধ করি ; তাহা
হইলেত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্তব্যই
নয় ; কেন না জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত
ব্যক্তির জন্ম অবশ্যস্বাবী ও অপরিহার্য ;
অতএব ঐদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া
তোমার উচিত নয় । ভূতসকল উৎপত্তির
পূর্বে অব্যক্ত ছিল ; ধ্বংস সময়েও অব্যক্ত
হইয়া থাকে ; কেবল জন্মমরণের অন্তরাল
সময়ে প্রকাশিত হয় ; অতএব তদ্বিষয়ে
পরিদেবনা কি ? কেহ এই জীবাত্মাকে
বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন ; কেহ বিস্ম-
য়ের সহিত বর্ণনা করেন ; কেহ বিস্ময়ের
সহিত শ্রবণ করেন ; কেহ শ্রবণ করিয়াও
বুঝিতে পারে না । জীবাত্মা সর্বদা
সকলের দেহে অবস্থারূপে অবস্থান করেন,
অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা
উচিত নয় ।

তুমি স্ব ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে
আর এপ্রকার বিকল্পিত হইবে না ;

ধর্মবুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর
কর্ম্য নাই ; যে সকল ক্ষত্রিয় মদুচ্ছাক্রমে
উপস্থিত, অনাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঐদৃশ যুদ্ধ
লাভ করে, তাহারাই সুখী । যদি তুমি
এই ধর্মবুদ্ধ না কর ; তাহা হইলে স্ব ধর্ম ও
কীর্তি হইতে পারিত্রাট ও পাপভাগী হইবে ।
লোকে চিত্র কাল তোমার অকীর্তি কীর্তন
করিবে ; সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণ
অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ । যে সকল
মহারথ তোমাকে বহু মান করিয়া থাকেন,
তাহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে
না ; তাহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত
সংগ্রামে পরাধুখ হইয়াছ । তাহারা
তোমাকে কত অবজ্ঞা কথ্য করিবেন
এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন ;
ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি
আছে ! সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত
হইবে ; জয় লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ
করিবে ; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়
হইয়া উত্থান কর ; সুখ দুঃখ, লাভালাভ, ও
জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হও ; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না ।

হে পার্থ ! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব
সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট
কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে কর্ম্যযোগবিষয়িণী
বুদ্ধি অবগত হও ; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে
তুমি কর্ম্যরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ।
কর্ম্য যোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না ;
তাহাতে প্রত্যাবায়ও নাই ; ধর্মের অত্যন্ত
অংশও মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ করে ।
কর্ম্য যোগবিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি একমাত্র

হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রমাণজনিত বিবেক-
রহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহু
স্বার্থাবশিষ্ট । যাহারা আপাতমনোহর
শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত ; বহুবিধ
ফলপ্রকাশক বেদ বাক্যই যাহাদিগের
প্রীতিকর ; যাহারা সনাতন কলসাধন কর্ম
ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করেন না ; যাহারা
কামনাপরায়ণ ; স্বাই যাহাদিগের পরম
পুরুষার্থ ; জন্ম, কর্ম ও ফলপ্রদ, ভোগ ও
ঐশ্বর্য লাভের সাধনভূত, নানাবিধ ক্রিয়া-
প্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত
হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে
একান্ত সংস্কৃত ; সেই বিবেকবিশীন মূঢ়
ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাপি বিষয়ে সংশয়শূন্য
হয় না । বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের
কর্মফলপ্রতিপাদক ; অতএব তুমি শীতোষ্ণ
ও • স্তব্ধস্থোদিতদন্দসচ্চক্ষু, দৈর্ঘ্যশালী,
সৌন্দর্যমরহিত ও অশ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম
হও । মেনন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি
জলাশয়ে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,
একমাত্র মহাহুদে সেই সকল প্রয়োজন
সম্পন্ন হইয়া থাকে ; সেইরূপ সমুদায়
বেদে যে সকল কর্মফল বর্ণিত আছে,
সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । কর্মেই তোমার অপিকার
হউক, কর্মফলে যেন কামনা না হয় ; কর্ম
ফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়
এবং কর্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি
না হউক । তুমি আসক্তি পরিত্যাগ
পূর্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও

অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম-
সকল অমুষ্ঠান কর ; পাণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও
অসিদ্ধি উভয়ের তুল্য জ্ঞানই যোগ বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । সংশয়রহিত বুদ্ধি
দ্বারা অমুষ্ঠিত কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ; কাম্য
কর্মসমুদায় সাতিশয় অপকৃষ্ট ; অতএব
তুমি কর্মযোগের অমুষ্ঠান কর ; সকাম
ব্যক্তির অতিদীন । যাহার কর্মযোগ-
বিষয়িণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি ইহ
জন্মেই পরমেশ্বরপ্রসাদে মুক্ত ও মুক্ত
উভয় পরিত্যাগ করেন ; অতএব কর্ম-
যোগের নিগমিত যত্ন কর ; ঈশ্বরস্বরূপ
ব্রহ্মনহেতু কর্মসকলের মোক্ষসাধনত-
ম্পাদক চাতুর্যই যোগ । কর্মযোগ-
বিশিষ্ট মনীষিগণ কর্মজনিত ফল পরি-
ত্যাগ করেন ; সুতরাং জন্মব্রহ্মন হইতে
বিনিমুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হন ।
যখন তোমার বুদ্ধি অতি দুর্বল মোহ হইতে
উদ্ধীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও
শ্রুত বিষয়ে নৈরাগ্য লাভ করিবে ; তাহার
আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না । তোমার
বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয়
প্রাণে উদ্ভাস্ত হইয়া আছে ; যখন উহা
বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে
পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে ।

অর্জুন কহিলেন, হে বৈশম্পায়ন ! সমা-
ধিস্থ স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি ? তাহার
বাক্য, জ্ঞাবস্থান ও গতি কি প্রকার ?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ ! যিনি সর্ব-
প্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন ;

যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সম্বলিত থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধ, চিত্ত, দুঃখস্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিবর্জিত, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি পুত্র মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহশূন্য; যিনি অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চল। ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কুশ্ম যেমন আপন অঙ্গসকল সংকোচন করে, সেই রূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চল। ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করেন, বিষয় সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে; রিসয়া-ভিলাষ বিনিবৃত্ত হয় না; কিস্তি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয়-বাসনা হইতে বিনিমুক্ত হইয়া থাকেন।

কোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকে ও বল পূর্বক হরণ করে; এই নিগিল্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমন পূর্বক সংপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। এই রূপ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চল। ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমে বিষয়চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগদ্বৈষবর্জিত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়োপভোগ করিয়াও আত্ম-

প্রসাদ লাভ করেন; আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই আশু নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতে-দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত বায়ু কর্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণায়িত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ-বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা নিশ্চল। ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। অজ্ঞান-তিমিরাবৃত্তমতি ব্যক্তি-দিগের নিশ্চাসরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেদ্রিয় যোগিগণ জাগরিত থাকেন; এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রাবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি। যেমন নদীসকল সর্বদা পারপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে; ভোগসকল সেই রূপে যাঁহাকে আশ্রয় কবে, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে নী। যিনি কামনাসকল পরিত্যাগ পূর্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও সমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু সমুদায় উপভোগ করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা এই প্রকার; ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরম সময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিও পর ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায় । -

অৰ্জুন কহিলেন, হে কেশব ! যদি তোমার মতে কৰ্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ; তবে আমাকে এই মারাত্মক কৰ্ম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ ? তুমি কখন জ্ঞানের কখন বা কৰ্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার বুদ্ধিকে যুক্তপ্রায় করিতেছ ; এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয় লাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ ! আমি পূর্বেই কহিয়াছি যে, ইহা লোকে নির্ভা ছই প্রকার ; এক শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞান-যোগ, দ্বিতীয় কৰ্ম্মযোগীদিগের কৰ্ম্মযোগ । পুরুষ কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না ; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সম্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না । কেহ কখন কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমুদয়ই • তাহাকে কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে । যে ব্যক্তি কৰ্ম্মেঙ্গিয় সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় । যে ব্যক্তি মন দ্বারা জ্ঞানেঙ্গিয়গণকে বশী- কৃত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কৰ্ম্মেঙ্গিয় দ্বারা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । অতএব তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর ; কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ ; কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার

শরীরযাত্রা নির্বাহ হইবে না । যে কৰ্ম্ম বিষ্ণুর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে ; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর । পূর্বে প্রজাপতি প্রজা- গণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া কহিয়া- ছিলেন, হে প্রজাগণ ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও ; যজ্ঞ তোমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করুক । তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর ; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন ; এই রূপ পরস্পর সংবর্দ্ধন করিলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে ; দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভি- লষিত ভোগ সকল প্রদান করিবেন । যে ব্যক্তি দেবগণপ্রদত্ত ভোগ্য সকল তাহা- দিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর । সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন ; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে । প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন-পর্জন্য হইতে, পর্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে, কৰ্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে ; অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন । যে ব্যক্তি ইহা লোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে প্রব- ত্তিত কৰ্ম্মাদি চক্রের অনুবর্তী না হয়, তাহার আত্ম পাপময় ও জীবন স্থা ।

আত্মাতেই • যাহার শ্রীতি, আত্মাতেই

যাহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাহার সম্ভ্রাম, তাহাকে কোন কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না ; কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহার পুণ্য হয় না ; কৰ্ম্ম না করিলেও তাহার পাপ হয় না ; এবং তাহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অর্থাৎ স্বাধার পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না । পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন ; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর ; জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কৰ্ম্ম দ্বারা ই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির তাহা-রই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; এবং তিনি যাহা মাণ্য করেন, তাহারা তাহারই অনু-বর্ত্তী হয় ; অতএব তুমি লোকদিগের ধৰ্ম্ম রক্ষণার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর । দেখ, ত্রিভু-বনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই ; স্ততরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই ; তথাপি আমি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করি-তেছি । যদি আমি আনুষ্ঠানই হইয়া কখন কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করি ; তাহা হইলে সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে ; অতএব আমি কৰ্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে ; এবং আমিই বর্গসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব । অতএব মূৰ্খেরা যেমন ফলপ্রত্যাশী হইয়া কৰ্ম্ম করে, তদ্রূপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগের ধৰ্ম্ম রক্ষ-ণের নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । বিদ্বান্ ব্যক্তি কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎ-

পন্ন না করিয়া, অসং সর্বিপ্রকার কৰ্ম্মানু-ষ্ঠান পূর্বক তাহাদিগকে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করবে না । সকল প্রকার কৰ্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে ; কিন্তু অহঙ্কারবিশৃঙ্খলিত ব্যক্তি আপনাকে এই সকল কৰ্ম্মের কর্ত্তা বিধিয়া মনে করিয়া থাকে । ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া গুণকৰ্ম্মনিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হন না । যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণে মাতি-শয় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানদর্শী মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না ।

তুমি আত্মাতে সমুদায় কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া, আমি অন্তর্বাণী পুরুষের অধীন হইয়া কৰ্ম্ম করিতেছি । এই রূপ ভাবিয়া কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । যাহারা ব্রহ্মাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর আমার মতের অনুসরণ করে, তাহার সকল কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হয় । যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদায় কৰ্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান-বান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে ? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেম আছে ; ঐ উভয়ই গুণস্কুর প্রতিবন্ধক ; অতএব উহাদের বশ-

বর্তী হইবে না। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পর-
ধর্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বপ্নম্ ও
শ্রেষ্ঠ ; পরধর্ম আতি ভয়ানক ; অতএব দ
ধর্মো মরণশ্রেয়স্কর ।

অর্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব ! পুরুষ
ইচ্ছানা করিলেও কে তাহাকে বল পৃথক
পাপাচরণে নিয়োজিত করে ?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! এই
কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ
হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয় ও অতিশয়
উগ্র ; ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া
জানিবে। যেমন ধূম্রা দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা
দর্পণ ও জুয়ায় দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে ;
সেই রূপ জ্ঞানগণের চির বৈরী, দুষ্পূর-
ণীয়, অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন
করিয়া রাখে । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার
আবির্ভাবস্থান ; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রি-
য়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে
বিনোহিত করে ; অতএব তুমি অগ্রে
ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান-
বিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর ।
দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ ;
ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা
সংশয়রহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; যিনি সেই বুদ্ধি
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা । হে মহা-
বাহু ! তুমি আত্মাকে এই রূপ অবগত
হইয়া এবং মনকে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা
নিশ্চল করিয়া কামরূপ ছুরাসদ শত্রুকে
বিনাশ কর ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায় ।

আমি পূর্বে আদিত্যকে এই অব্যয়
যোগ কহিয়াছিলাম ; তৎপরে আদিত্য
মণ্ডকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন ;
এবং নিমি প্রভৃতি রাজসিগণও পরম্পরা-
গত এই যোগবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন ।
অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল ;
আজি আমি তোমার নিকটে সেই পুরাতন
যোগবৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম ; তুমি আমার
ভক্ত ও সখা ; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে
এই রহস্য কহিলাম ।

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব ! আদিত্য
জন্ম গ্রহণ করিলে পর তোমার জন্ম হইয়া-
ছিল ; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত
হইব যে তুমি অগ্রে তাহাকে এই যোগ-
বৃত্তান্ত কহিয়াছিলে ?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি
অনেক বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ;
তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে ; তুমি
তাহার কিছুই জান না ; কিন্তু আমি তৎ-
সমুদায়ই অবগত আছি । আমি জন্ম-
রহিত, অনশ্বরসুভাব ও সকলের ঈশ্বর
হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া
আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি । যে যে
সময়ে ধর্মের বিপ্লব ও অধর্মের প্রাচুর্ভাব
হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে
সৃষ্টি করিয়া থাকি । আমি সাধুগণের
পরিদ্রোণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্মের
সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ

করি। যিনি আমার এই অলৌকিক কৰ্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন, তাঁহাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্ত একান্ত আশ্রিত, এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। যাহারা যে রূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে। মনুষ্য লোকে অচির কালেই কৰ্ম্ম সকল সফল হয়; এই নিমিত্ত কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা প্রায়ই ইহ লোকে দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। আমি গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; তথাপি আমি সংসারবিহীন; আমাকে কর্ত্তা মনে করিও না। কৰ্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কৰ্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপ অবগত হইতে পারে, তাহাকে কৰ্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্বতন মুমুকুগণ আমাকে এই প্রকার অবগত হইয়া কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুমি প্রথমে পূর্বতনদিগের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

ইহ লোকে বিবেকিগণও কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম বিষয়ে মোহিত হইয়া আছেন; অতএব তুমি যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি তোমাকে সেই

কৰ্ম্মের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর; কৰ্ম্মের গতি অতি দূরবগাহ; অতএব বিহিত কৰ্ম্ম, অবিহিত কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মত্যাগ এই তিনেরই তত্ত্ব অবগত হইতে হয়। যিনি কৰ্ম্ম বিঘ্নমান থাকিতেও আপনাকে কৰ্ম্মশূন্য এবং কৰ্ম্মত্যাগ হইলেও কৰ্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ করেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী ও সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যাহার সমুদায় কৰ্ম্ম নিষ্কাম, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, তাঁহার কৰ্ম্ম সমুদায় জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি কৰ্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কৰ্ম্মে সগম্য প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কৰ্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন; যাহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ; তিনি কেবল শরীর দ্বারা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। যিনি যদৃচ্ছা লাভে সম্বন্ধ, শীত উষ্ণ, ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। অক্ষ অক্সাদি পাত্রে সকল ব্রহ্ম; হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম; অগ্নি ব্রহ্ম ও যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম; এই প্রকার কৰ্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাহার সমাধি

হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । কতকগুলি যোগী সম্যক্ রূপে দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন ; কোন কোন যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ-রূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকল আত্মা প্রদান করিয়া থাকেন ; কেহ কেহ সংঘমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, আর কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আত্মা দিয়া থাকেন । কেহ কেহ পোষ্য বিষয় দ্বারা উদ্দীপিত আত্মাধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম, কৈশোন্দ্রিয়ের কৰ্ম্ম ও প্রাণ বায়ুর কৰ্ম্ম সকল আত্মা প্রদান করেন । দৃঢ়-ব্রত যতিগণ দ্রব্য দান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদ পাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কএকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । কেহ কেহ প্রাণরুত্তিতে অপান রুত্তিকে আত্মা প্রদান করিয়া প্ররক, অপান-রুত্তিতে প্রাণরুত্তিকে আত্মা প্রদান করিয়া রেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন ; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণে-ন্দ্রিয় সমুদায়কে হোম করিয়া থাকেন । এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন ; কিন্তু যজ্ঞ-হীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, এই লোকও নাই । এবশ্বিধ ভূরি ভূরি যজ্ঞ বেদ দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে ; তৎ-সমুদায়ই কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন ; তুমি ইহা অবগত হইয়া মুক্তি লাভ কর । ফলের

সহিত সমুদায় কৰ্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে ; অতএব দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ।

হে ধনঞ্জয় ! তুমি প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর ; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন । জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবান্ধবদিগ্নিত মোহে অভিভূত হইবে না ; তুমি আপনাতে সমুদায় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে । যতপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে । যেমন প্রজ্জ্বলিত ছতাসন কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মাবশেষ করে, সেই রূপ জ্ঞানায়ি সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে । ইহ লোকে জ্ঞানের ঋণ শুল্কিকর আর কিছুই নাই ; মুমুক্শু ব্যক্তি কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে । যে ব্যক্তি গুরুপদে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশ্রবণপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ; একান্ত জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; সংশয়া-ত্মার এই লোক ও পর লোক কিছুই নাই এবং স্থগও নাই । যিনি যোগ দ্বারা কৰ্ম্ম-সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন, কৰ্ম্ম সকল সেই অপ্র-মত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না । অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়-

নিহিত অজ্ঞানসমুত্ত সংশয় ছেদ করিয়া
কৰ্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও ।

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ পঞ্চম অধ্যায় ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কৰ্ম
সম্যাস ও কৰ্মযোগ উভয়ের কথাই কহি-
তেছ ; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাচা শ্রেয়-
স্কর, তাহা অবদারিত করিয়া বল ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অৰ্জুন ! কৰ্মত্যাগ
ও কৰ্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ ; কিন্তু
তন্মধ্যে কৰ্মযোগই শ্রেষ্ঠ । যাহার দেহ
নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই নিত্য
সম্যাসী ; কারণ তাদৃশ নির্বন্দ পুরুষেরাই
অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ
করেন । মূৰ্খেরাই সম্যাস ও যোগ উভ-
য়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল করে ; কিন্তু পণ্ডি-
তেরা একরূপ কহেন না ; বাস্তবিকও যিনি
সম্যাস ও যোগ এই উভয়ের একটি মাত্র
সম্যক অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই
ফল প্রাপ্ত হন । সম্যাসীরা মোক্ষ নামক
যে স্থান লাভ করেন, কৰ্মযোগীরাও সেই
স্থান প্রাপ্ত হন ; যিনি সম্যাস ও যোগ
উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থ-
দর্শী । কিন্তু কৰ্মযোগ ব্যতীত সম্যাস
দুঃখ প্রাপ্তির কারণ ; কৰ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি
সম্যাসী হইয়া অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ।
যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন,
যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাহার
আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি
লৌকযাত্রা নির্বাহার্থ কৰ্ম অনুষ্ঠান

করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না । পরমার্থ-
দর্শী কৰ্মযোগী দূর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রোণ,
অশন, গমন, শয়ন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ,
উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন,
আমি কিছুই করিতেছি না ; ইন্দ্রিয়গণই
স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । যিনি
আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মে কৰ্মফল
সমর্পণ করিয়া কৰ্ম করেন, পদ্মপাত্রে
জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না ।
কৰ্মযোগিগণ চিরশুদ্ধির নিমিত্ত কৰ্মফলে
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন,
বুদ্ধি ও মনঃস্বৰূপব্রহ্মত ইন্দ্রিয় দ্বারা
কৰ্মানুষ্ঠান করেন । পরমেশ্বরপরায়ণ
ব্যক্তি কৰ্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য
প্রাপ্ত হন ; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ ব্যক্তি
কামনাবশত ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয় ।
জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদায় কৰ্ম
পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুত্রে
স্থখে অবস্থান করেন ; তিনি স্বয়ং কৰ্মে
প্রবৃত্ত হন না ও অর্গ্যকেও প্রবৃত্ত করেন
না । বিশ্বকর্তা ঈশ্বর জীব লোকের কর্তৃত্ব
ও কৰ্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহা-
কেও কৰ্ম ফলভাগী করেন না ; স্বভাবই
তৎ সমুদায়ের প্রবর্তক । ঈশ্বর কাহারও
পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; জ্ঞান
অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব সকল
মোহাবিন্ট হইয়া থাকে । যাহারা জ্ঞান
দ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়া-
ছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের
ন্যায় প্রকাশিত হয় । ঈশ্বরেই যাহাদিগের
সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদিগের

আত্মা, ঈশ্বরেই ষাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেই ষাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিম্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।

পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চাণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। এই রূপ ষাঁহাদিগের মন সর্বত্র সম ভাবে অবস্থান করে, তাহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন। এবং নির্দোষ ব্রহ্ম সর্বত্রই সম ভাবে আছেন, স্তবরাং সমদর্শী ব্যক্তিরাত ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মবিশ্ব হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না; কেন না, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থির বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ষাঁহার চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তি-স্থখ অনুভব করেন; পারিশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় স্থখ প্রাপ্ত হন। যে সকল স্থখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। যিনি ইহ লোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও তিনিই স্তবী। আত্মাতেই ষাঁহার স্তব, আত্মাতেই ষাঁহার আরাম, ও আত্মাতেই ষাঁহার দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। ষাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়া-

ছেন এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষ লাভ করেন। যে সকল সম্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহারা এই কাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষ লাভ করেন। যে মোক্ষপ্রায়েণ মূনি মন হইতে বাহ্য বিষয় সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় জয়গলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারা প্রাণ ও অপান বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূরপরাহত করিয়াছেন, তিনিই জীবমুক্ত। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের গহেশ্বর ও স্তব্ধ জানিয়া শান্তি লাভ করেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

উপনিষৎ বর্ষ অধ্যায়।

হে অর্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সম্যাসী, এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি ও পূর্ত প্রভৃতি কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সম্যাসীও নন, যোগীও নন। পাণ্ডিতেরা ষাঁহা সম্যাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ; অতএব কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মূনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কৰ্ম্মই তাঁহার সহায়; আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কৰ্ম্মত্যাগই তাঁহার

সহায়। যিনি সর্বপ্রকার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগ-সাদন কষ্টে আসক্ত না হন, তিনিই তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে অবসন্ন করিবে না; কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্ররম্বিত হয়। শীত উষ্ণ, স্নেহ দুঃখ ও মান অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নিবিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোভ, প্রস্তুত ও কাঞ্চন সম জ্ঞান করেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হন। যিনি স্নেহ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মদ্যস্ত, দ্বৈশ, বন্ধু, সাধু ও অসাধু, সকলকেই সম জ্ঞান করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান করিবেন। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমনে পবিত্র স্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অর্জুন ও বস্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত অনতিউচ্চ অনতিনীচ স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া

তাঁহাতে উপবেশন, শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম ও সরল ভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্তঃস্থ দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্বক স্থায়ী নাসিকার অগ্র ভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আগাতেই চিত্ত অর্পণ পূর্বক অবস্থান করিবে। সংযতচিত্ত যোগী এই রূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে, আগার সারূপ্যরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করে। অতিভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী, এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। যাহার আহার, বিহার, কস্মাচেক্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। যখন বশীভূত চিত্ত সর্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠান কালে নির্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিমুগ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্তি হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্মান্তিক স্নেহ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর

দুঃখও বিচালিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ ; তাহাওঁ দুঃখের সম্পর্কও নাই ; তাহাই বিশেষ রূপে অব-
গত হইবে এবং অদ্যবসায়সহকারে ও নির্বেদশূন্যচিত্তে অভ্যাস করিবে । সংকল্প-
সমুৎপন্ন কামনা সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃ-
করণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদায় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে । মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া
স্থির বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে ; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না ।
চঞ্চলস্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে ।
প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন । নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে
মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন । সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি
সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন । যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে
আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না ; সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না । যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত
হইয়া আমাকে সর্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজনা করে, সে, যে কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করুক
আমাতেই অবস্থান করে । যে ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় সক-
লের সুখ দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ।

অর্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতানিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘ কাল স্থায়ী হই দেখিতেছি না ; মন স্বভাবত চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজ্ঞেয় ও দুর্ভেদ্য ; যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! চঞ্চল-
স্বভাব মন যে দুনিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই ; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয় । যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট ; যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃ-
করণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ করিতে সমর্থ ।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান কিন্তু যত্নহীন ও যোগভ্রষ্টচেতা, সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ? সে কি যোগ ও কর্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম লাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ? হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর ; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহ লোকে কি পর লোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না ; কোন শুভকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি

পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গেহে অথবা বুদ্ধিমান যোগীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করে ; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ । যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌরুষদেহিক বুদ্ধি লাভ করে এবং গুণ্টিলাভ বিষয়ে পূর্ব জন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে । যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায়বশত ইচ্ছা না করিলেও পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে ; তখন তিনি যোগজিজ্ঞাস্ত হইয়াই বেদোক্ত কশ্যপল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন । নিম্পাপ যোগী অধিকতর যত্নসহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হন । হে অর্জুন ! যোগী - তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কন্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি যোগী হও । হে পাথ ! যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মা পূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ সপ্তম অধ্যায় ।

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি অনু-রক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস পূর্বক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর ; আমি যে অনুভবসহকৃত জ্ঞান সমীকরূপে কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা

বিদিত হইলে শ্রেয় বিষয়ে আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না । মহত্ৰ সহস্র মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিগিত যত্নবান হয় ; আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় । আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, গন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত ; এই প্রকৃতি অপরা ; এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ পরা প্রকৃতি আছে ; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । হে পার্থ ! স্থাবর-জীৱমাত্মক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজস্বরূপ প্রকৃতি দ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে । অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয় কর্তা, আমি ভিন্ন ইহার সৃষ্টি সংহারের আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ নাই । যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে । আমি সীলিলে রসরূপে, চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা-রূপে, সমুদয় বেদে ঔকাররূপে, আকাশে-শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজ-রূপে, সর্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্বরূপে অবস্থান করিতেছি । হে পার্থ ! তুমি আমাকে সর্ব ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বিদিত হও । আমি বুদ্ধিমান-দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজঃ, বল-বানের ছুরাকাঙ্ক্ষাশূন্য বল ও সর্বভূতের ধম্মানুগত কাগ । যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজ-

সিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন ; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নই। জগতীশ্বর সমুদায় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না।

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দ্রুতরা আমার এক মায়া আছে ; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা ঐ ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ঐ মায়া দ্বারা যাহা-দিগের জ্ঞান অপভ্রুত হইয়াছে এবং যাহারা আশ্রয়-ভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্মকারী নরাদম মূর্থ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত, আত্ম-জ্ঞানভিলাষী, অর্থভিলাষী ও জ্ঞানী, এই চারি প্রকার পুণ্যবীন্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। পূর্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মাস্বরূপ ; তিনি মদেক-চিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করত আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহু জন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব এই রূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ। অণু উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও কাম-শত দ্বারা হন্তজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র

দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই তাঁহাদিগকে সেই অচল শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি ; তাহারা সেই শ্রদ্ধাসহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করেন ; তৎপরে আরা হইতেই হিতকর অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু সেই সমস্ত অল্পব্যক্তি ব্যক্তিদিগের দেবলক ফল সমুদায় ক্ষয় হইয়া যায়। দেবযাজ্ঞী ব্যক্তির দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি অব্যক্ত ; কিন্তু নির্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কুর্মাভিভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না ; এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নয়। হে অজ্ঞান ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি ; কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। জন্ম গ্রহণ করিলে ভূত সকল ইচ্ছাদ্রেষ্যসমুখিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাশ্রাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে আরাধনা করেন। যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা মৃত্যু হইতে বিনিমুক্ত হইবার যত্ন করেন, তাহা-

রাই সমগ্র অধ্যাত্ম বিষয়, নিখিল কৰ্ম ও সনাতন ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হন না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

উপনিষৎ অষ্টম অধ্যায়।

অৰ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম কাহাকে বলে ? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি ? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কি এবং সেই অধিযজ্ঞ কি রূপে অবস্থান করিতেছে ? সংযতচিত্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হন ?

বাসুদেব কহিলেন, হে অৰ্জুন ! যিনি পরম, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদন হইয়া থাকে, সেই যজ্ঞ কৰ্ম। বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত সকলকে অধিকার করিয়া থাকে ; এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্য-মণ্ডলবন্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত বলা যায়। আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি ; এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি ! যিনি অন্তঃকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক প্রয়াণ

করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি একান্ত মনে অন্ত কালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর ও সমরে প্ররুত হও। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। হে অৰ্জুন ! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্তমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে অবিচলিত চিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ক্রয়ুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া পুরাতন, বিশ্ণুনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাক্ষকারের উপরি বর্তমান দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। হে অৰ্জুন ! বেদ-বেত্তারা যাহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন, এবং বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন ও যাহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্ররুত হন, আমি সেই প্রাপ্য বস্তু লাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ;—

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদায় সংযত, হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ক্রমধ্যে প্রাণ-বায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন এবং ব্রহ্মের অভিধান ও এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক প্রয়াণ করেন,

তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অনন্তমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন। মহা-
 ত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষরূপ পরম সিক্তি লাভ করিয়া দুঃখের আশ্রয় অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। প্রাণি-
 গণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদায় লোক হই-
 তেই পুনরায় প্রতিনিরন্তর হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দ্বি-
 ন এবং ঐ রূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। ঐহারা ইহা নিদ্রিত হইয়া-
 ছেন, সেই সর্বদ্রব্যাক্তিরাই অহোরাত্র-
 বেত্তা। ব্রহ্মার দিবস অগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। সেই ভূতসমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হয়, এবং পুনরায় দিবসাগমে কস্মাদি-
 পরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রি-
 সমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। সেই চরা-
 চরের কারণরূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর অতিশয় অব্যক্ত সনাতন আর একটী ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। অতীন্দ্রিয় ও অক্ষয় ভাবেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন; উহাই আমার স্বরূপ; উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য আর বিনিবর্তিত

হয় না। হে অর্জুন! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূত সকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়া-
 ছেন। যোগীরা যে কালে গমন করিলে আনুভূতি ও যে কালে গমন করিলে অনানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর;—যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভা-
 সম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ, ব্রহ্ম-
 বেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন, কস্মাযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গ লাভ করিয়া নিরন্তর হন। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী শাস্ত্র গতি আছে; উন্মধ্যে একতর দ্বারা অনানুভূতি ও অন্যতর দ্বারা আনুভূতি হইয়া থাকে। হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হও। শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, জানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল কারণ বিমুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ত্রয়স্বিংশতম অধ্যায়ঃ।

উপনিষৎ নবম অধ্যায়ঃ।

হে অর্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে

মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় উপাসনা-
সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর ;—এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিদ্যাশ্রেষ্ঠ,
রাজগণেরও গোপনীয়, অতি পবিত্র,
প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ধর্ম্মানুগত ও অব্যয় ; ইহা
অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে ।
বাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা
আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুপরিকীর্ত
সংসারপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ।
হে অর্জুন ! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত
বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি ; আগাতে ভূত সকল
অবস্থান করিতেছে ; কিন্তু আমি কিছুতেই
অবস্থিত নই । আর আমাতেও কোন
ভূত অবস্থান করিতেছে না , আমার এই
ঐশিকি অঘটনঘটনাচাতুরী নিরীক্ষণ কর ।
আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন
করিতেছে ; কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান
করিতেছে না । যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী
ও সহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অব-
স্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে
অবস্থান করিয়া রহিয়াছে । কল্পক্ষয়কালে
ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন
হয় এবং কল্প প্রারম্ভে আমি পুনরায় উহা-
দিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি । আমি স্বীয়
মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কন্মালু-
সারে প্রলয়কালবিলীন কন্মাদিপরাবশ ভূত
সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি ; কিন্তু
আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কন্মের
আয়ত্ত নই ; আমি সকল কন্মেই অনাসক্ত
হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান
করিয়া থাকি । মায়া আমার অধিষ্ঠান-

মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি
করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই
এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ।
আমি সকল ভূতের ঈশ্বর ; আমি
মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া
বিফল আশাসম্পন্ন, বিফল কন্মপরায়ণ,
বিফল জ্ঞানযুক্ত, বিচেতন মূঢ় ব্যক্তির
আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া
আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ; কারণ
তাহারা রাক্ষসী, আশুরী ও মোহিনী
প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে । কিন্তু
মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় পূর্বক
আমাকে সফল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ
অবগত হইয়া অনন্তমনে আরাধনা করেন ;
সতত ভক্তিব্যুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার
নাম কীর্তন এবং যজ্ঞবান্ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া
আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং
প্রতিনিয়ত সানধান হইয়া ভক্তি সহকারে
আমার উপাসনা করেন । আর কেহ তত্ত্ব-
জ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ
পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্বাত্মক
বলিয়া ব্রহ্মরূপে আমাকে আরাধনা
করিয়া থাকেন । দেখ, আমি যজ্ঞ, স্বধা,
ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম, আমি এই
জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা ;
আমি জেয়, পবিত্র, ঐকার, ঋক্, সাম ও
যজু ; আমি কন্মফল, ভক্তা, প্রভু, সাক্ষী,
নিবাস, শরণ, স্তম্ভ, প্রভব, প্রলয়, আধার,
লয়স্থান ও অব্যয় বাঁজ ; আমি উদ্ভাপ
প্রদান, বারি বর্ষণ ও বারি আকর্ষণ কর-
তেছি । আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ ।

ত্রিবেদবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানপর, সোম-
পায়ী, বিগতপাপ মহাভাগণ ষষ্ঠ দ্বারা
আমার সংকার করিয়া সুরলোক লাভের
অভিলাষ করেন ; পরিশেষে অতি পবিত্র
সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ
সকল উপভোগ করিয়া থাকেন । অনন্তর
পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্য লোকে
প্রবেশ করেন । এই রূপে তাঁহারা বেদ-
ত্রয়বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী
হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন । যাহারা
অনন্তমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা
করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তি-
দিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি ।
যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেব-
তার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্বক
আমাকেই পূজা করিয়া থাকে । আমি
সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ; কিন্তু
তাঁহারা আমাকে যথার্থ বিদিত হইতে
পারে না ; এই নিমিত্ত স্বগভ্রষ্ট হইয়া
থাকে । দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তির দেবগণ,
পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃগণ ও ভূত-
শিবকেরা ভূত সকলকে এবং আমার উপা-
সকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয় । যিনি ভক্তি
সহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও
ভোয় প্রদান করেন, আমি সেই যত্না
ব্যক্তির সেই সমুদায় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান
করিয়া থাকি । হে অৰ্জুন ! তুমি যে
কিছু কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান, বাহ্য ভক্ষণ, বাহ্য
হোম, যে বস্ত্র দান ও যেরূপ তপঃসাধন
করিয়া থাক, তৎসমুদায় আমাকে সমর্পণ
করিও ; তাহা হইলে কৰ্ম্মজনিত শুভাশুভ

কল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কৰ্ম্মার্পণ-
রূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ।
আমি সকল ভূতে একরূপ ; কেহ আমার
শত্রু বা মিত্র নাই । যাহারা ভক্তি পূর্বক
আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতেই
অবস্থান করিয়া থাকে এবং আমিও সেই
সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি ।
যদি চুরাচার ব্যক্তিও অনন্তমনে আমার
উপাসনা করে, সে সাধু ; তাহার অধ্যবসায়
অতি সুন্দর ; সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ
হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে এবং
তাঁহার বিনাশ নাই । অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ
ও ভক্তিপরায়ণ রাজমিগণের কথা দূরে
থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা
কুর্মাাদিনিষ্ঠ বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন-
বিরাহিত শূদ্র, তাহারা এবং স্ত্রীলোকেরাও
আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি
লাভ করিতে পারে । হে অৰ্জুন ! তুমি
এই অনিত্য অশুখকর লোক প্রাপ্ত হইয়া
আমাকে আরাধনা ও নমস্কার কর ;
আমাতে মন সমর্পণ পূর্বক আমার প্রতি
ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্বদা আমার পূজা
কর । তুমি এই রূপে আমাতে আত্মা
সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে ।

• চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

উপনিষৎ দশম অধ্যায় ।

হে অৰ্জুন ! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে
নিতান্ত শ্রীত হইতেছ ; এক্ষণে আমি
তোমার হিত বাসনায় পুনরায় যে সমস্ত
উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর;—মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভব অবগত নন; আমি এই বিষয়েই তাঁহা-
দিগের আদি। যিনি আমার অনাদি, জন্ম-
বিহীন ও সকল লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন,
তিনি জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাপ
হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি,
জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম,
সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা,
সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ।
আমি হইতেই প্রাণিগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব
উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বতন সনকাদি চারি
জন ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং
মনু সকল আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও
আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।
তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। যিনি আমার এই বিভূতি ও ঐশ্বর্য
সমাক্ষি বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়-
রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন; সন্দেহ নাই।
পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমি
হইতে সমস্ত প্রবর্তিত জানিয়া প্রীতমনে
আমার অর্চনা করেন। তাঁহারা আমাতে
মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত
হন এবং আমার নাম কীর্তন করিয়া
একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করিয়া
থাকেন। আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত
উপাসকদিগকে বুদ্ধি প্রদান করি; তাঁহারা
তদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
আমি অমুক্তিপ্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত
তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবাস্তব হইয়া
দীপ্তিশীল জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার
নিরাকরণ করিয়া থাকি।

অর্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! ঋষি-
গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও বাস-
দেব তোমাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম
পারিত্র, শাস্ত্র পুরুষ, দিব্য, আদি দেব ও
জন্মবিহীন বলিয়া থাকেন এবং তুমিও
আপনাকে ঐ রূপ নিদ্দেশ করিলে। এক্ষণে
তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদ্বিময়ে অণু-
মাত্রও সন্দেহ করি না। দেব ও দানবগণ
তোমাকে সম্রাট অবগত নন; তুমি আপ-
নিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। হে
দেবদেব! হে ভূতভাবনা! তুমি যে সমস্ত
ভূতি দ্বারা এই লোক সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া
রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি
সম্যাক্রূপে কীর্তন কর। আমি কিরূপে
তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত
হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্
পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব?
এক্ষণে তুমি পুনরায় সন্নিহিত হইয়া
ঐশ্বর্য ও বিভূতি কীর্তন কর; তোমার
এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছু-
তেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন! আমার
বিভূতির ঐয়ত্তা নাই; অতএব এক্ষণে
প্রধান প্রধান বিভূতি সকল কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর;—আমি আত্মা ও সকল
প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি।
আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, আমি
আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্মণ্ডলীর
মধ্যে সমাজ্জল সূর্য্য, মরুদগণের মধ্যে
মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, আমি
বেদের মধ্যে সান, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র,

ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের চৈতন্য । আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পৰ্ব্বতের মধ্যে হুগেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান বৃহস্পতি, সেনাদিগের মধ্যে কার্তিকেয় ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর । আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে ঔকার, যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বথ, দেবমিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধৰ্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিন্ধু সমুদায়ের মধ্যে মহামুনি কপিল । আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমহ্ননোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যমধ্যে রাজা, আয়ুগমধ্যে বজ্র, ধেনুগণমধ্যে কামধেনু । আমি উৎপত্তিহেতু কন্দর্প, সর্পময় ভূজঙ্গগণের মধ্যে বাত্কিক, নীলবর্ম ভূজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচর সকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়মীদিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণমধ্যে প্রহ্লাদ । আমি গণনাকারীদিগের কাল, যুগগণের মধ্যে যুগেন্দ্র, পাক্ষনহৃদ্য বৈনাত্যেয়, বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্তগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী । আমি সৃষ্ট পদার্থ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যা সকলের মধ্যে আজ্ঞাবিদ্যা, বাদিগণের বাদ, অক্ষর সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব । আমি অনন্ত কালে, সর্বতোমুখ বিধাতা, সর্বসংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয় লাভের যোগ্য ।

প্রাণীদিগের অভ্যুদয় । আমি নারীগণমধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, কাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা । আমি সগ বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মাসশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, প্রত্যেক দিগের দ্যুত ও তেজস্বীদিগের তেজ আমি জয়, ব্যবসায়, সত্ত্ববান্দিগের সত্ত্ব ব্রহ্মবংশীয়দিগের মধ্যে বাহুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্ল । আমি শাসন কর্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি গোপ্য বিষয়ের মধ্যে গোপনভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান ও সকল ভূতের বীজ । যে অর্জুন ! এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নয় ; স্তবরাং আমার দিব্য বিভূতি ইয়ত্তা নাই । হে পার্থ ! আমি স্রষ্টাক্ষে এই বিভূতিবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম বস্তুত যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাববল সম্পন্ন, সেই সমস্তই আমার প্রভাবে অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে । আমি একাংশ দ্বারা এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ; অতএব এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথকরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ একাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে বাহুদেব ! তুমি আমার প্রতি অমুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পরম ঐহ্য আজ্ঞা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্বারা আমার ভ্রান্তি দূর

হইয়াছে । আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য সংবিস্তরে শ্রবণ করিলাম । হে পুরুষোত্তম ! তুমি আপনার ঐশিক রূপের বিষয় যেরূপ কান্টন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি ; এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার সম্যক উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর ।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি আমার নানা বর্ণ ও নানা প্রকার আকার-বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর । অগ্নি আমার কলেবরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদগণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয়, অদৃষ্টপুত্র অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তু সকল, সচরাচর বিশ্ব এবং অগ্নি যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর । কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না ; এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি ; তুমি তদ্বারা আমার অসংখ্য যোগ অবলোকন কর ।

অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে হু মুখ ও বহু নয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে মল্লকুত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্য মালা ও অস্ত্রে পরিণোভিত, দিব্য গন্ধচর্চিত, সর্বতোমুখ অদ্বুতদর্শন, পরম ঐশিক রূপ প্রদর্শন করিলেন । যদি নভোমণ্ডলে এক কালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে । ধনঞ্জয় তাঁহার দৈহে বহু

প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন । পরে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে দেব ! আমি তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা জরায়ুজ ও অণুজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি । হে বিশেষ্বর ! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বস্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম ; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না । আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রাঙ্কিত, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্য-সঙ্কাশ, নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি । তুমি অক্ষয়, পর ব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্ম্মপ্রতিপালক ও অনন্ত-বায়ু ; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে ; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র ; তুমি স্বীয় তেজঃপ্রাবে এই বিশ্বকে সম্ভূত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ । তোমার এই ভীষণ অদ্বুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই লোকত্রয় ব্যণ্ডিত হইতেছে । এই সকল সুরগণ শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন ; কেহ কেহ বা আগাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন ; সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তুতি-বাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন । রুদ্র, আদিত্য,

বসু, সাধ্যা, মনু, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশ্বর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সাতিশয় নিম্নিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন । আমি এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণসংযুক্ত, অনেক উদরপরিশোভিত ও বহু দংষ্ট্রাকরাল আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি । আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহু বর্ণসম্পন্ন, বিরতানন, বিশাললোচন ও অতি প্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শাস্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না ; আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে । হে জগন্নাথ ! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নিসম্মিত দংষ্ট্রাকরাল মুখ-মণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছে ; আমি কিছুতেই স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না ।

মহাবীরভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও আমাদিগের যোদ্ধৃ-বর্গ সমভিব্যাহারে সম্মুখে তোমার ভয়ঙ্কর আশ্রুবিরে প্রবেশ করিতেছেন ; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাস্ত্র চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসম্মিতে সংলগ্ন হইয়াছে । যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীর পুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । যেমন সমুদ্র বেগশালী পতঙ্গ সকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়,

তদ্রূপ এই সমস্ত লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদায় লোককে গ্রাস করিতেছ এবং তোমার প্রথর তেজঃ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক সকলকে সম্ভুত করিতেছে । হে ত্রিলোকীনাথ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি ; তুমি প্রসন্ন হও । আমি তোমার কোন রস্তান্তই অবগত নই ; এক্ষণে তুমি কে, তাহা কীর্ত্তন কর ; আমি তোমাকে বিদিত হইতে একান্ত অভিলষী হইয়াছি ।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে কেবল তোমা ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় বীর পুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন ; অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর । আমি পূর্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি ; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও । হে অর্জুন ! আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর ; ব্যথিত হইও না ; অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে । তখন অর্জুন কম্পিত-কলেবরে ও কৃতাজ্ঞালিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভীতমনে ও গদগদ বচনে

কহিলেন, হে বাসুদেব ! তোমার নাম কীর্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ সে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত। তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও তাঁহার আদি কর্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূল কারণ অবি-
নাশী ব্রহ্ম ; এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি আদি দেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান ; তুমি বেত্তা, বেগ ও পরম তেজঃ ; তুমি এই বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান আছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ। হে নরেশ্বর ! আমি তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি ; আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি ; আমি তোমার চতুর্দিকেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীৰ্য্য ও অমিত পরাক্রমসম্পন্ন ; তুমি সমুদায় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্বস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া হে কৃষ্ণ ! হে সখা ! বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বজ্রজনসঙ্গেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন বিষয়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর ; আমি তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়

পূর্বক ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। তুমি স্বাবরজসমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু ; ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সম-
ধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই ; অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি ; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের, স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন ; সেই রূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জনা করিবে ; তাহার সন্দেহ নাই। আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পুনর্বার পূর্ব-
রূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর ; আমি তোমার কিরীটমণ্ডলকৃত গদাচক্রলাঞ্ছিত সেই চতুর্ভুজ মূর্তি অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন মনে যোগসাম্যপ্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বস্বরূপ পরম রূপ প্রদর্শন করিয়াছি ; তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বের নিরীক্ষণ করেন নাই। তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যালোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ত্রিযাকলাপ, নয় ও অতিকঠোর তপস্তা দ্বারা আমার ঐদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিনোহিত হইও না ; এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রীত মনে পুনরায় আমার পূর্ব রূপ প্রত্যক্ষ কর।

এই বলিয়া বাসুদেব নিতান্ত ভীত অৰ্জুনকে পুনরায় স্বকীয় সৌম্য মূর্তি প্রদর্শন পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন ।

তখন অৰ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জনার্দন ! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুস মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম ।

তিনি কহিলেন, হে অৰ্জুন ! তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাস করিয়া থাকেন । কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও ষষ্ঠানুষ্ঠান দ্বারা আমার এই মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না ; অনন্ত-সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । হে অৰ্জুন ! যে ব্যক্তি আমার কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্ত রহিত, যাহারা কাহার সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ দ্বাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব ! যাহারা স্বদগত চিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ

লোকের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ?

বাসুদেব কহিলেন, হে অৰ্জুন ! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিক্ট-মনা হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান যোগী । আর যাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, সর্ব ভূতের হিতানুষ্ঠান নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্বব্যাপী, হ্রাস বৃদ্ধি বিহীন, কূটস্থ এবং নিত্য পর ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহার আমাকেই প্রাপ্ত হয় । দেহাভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্ত-গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহার অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য সমর্পণ পূর্বক একান্ত ভক্তি-সহকারে আমাকেই প্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচির কাল মধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ।

হে অৰ্জুন ! তুমি আমাতে স্থিরতরুরূপে চিত্ত অধিষ্ঠিত ও বুদ্ধি সমিবেশিত কর ; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে । যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা অধমকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর । যদি তদ্বিমুগ্ধও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ ব্রত-পঙ্ক

প্রভূঁ কাম্য সকল অনুষ্ঠান করিলেও
মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। যাদ ইহাতেও
অশক্তি হও, তথা হইলে এক মাত্র আমারই
শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সকল কাম্য-
ফল পারিত্যাগ কর; কারণ বিবেক শূন্য
অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর; জ্ঞান
অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়স্কর; ধ্যান অপেক্ষা
কাম্যফল পারিত্যাগ শ্রেয়স্কর। কাম্যফল
পারিত্যাগ করিলে শান্তি লাভ হয়। সে
ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দেবশূন্য, রূপালু,
মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখস্তম্ভ, ক্ষমা-
বান্, সত্য প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতে-
দ্ভিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও
বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং স্তম্ভ ও দুঃখ
সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়।
লোক সকল যাঁহা হইতে উদ্ভিন্ন হয় না,
যিনি লোকদিগকে উদ্ভিন্ন করেন না এবং
যিনি অনুচিত হব, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ
শূন্য, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ,
শুচি, দক্ষ, পক্ষপাত রহিত ও আধি শূন্য
এবং যিনি সকাম কাম্য সকল পারিত্যাগ
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি
শোক, হব, ঘেম, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য পাপ
পারিত্যাগ করিয়া ভাক্তমান্ হন, তিনিই
আমার প্রিয়। যিনি সব সমস্ত পারিত্যাগ
পূর্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত
ও উষ্ণ, স্তম্ভ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা
তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যৎ-
কিঞ্চিৎ লাভে সম্মুখ হন, কোন স্থলেই
প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি
ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই

আমার প্রিয়। যিনি মহাপরায়ণ হইয়া
পরম প্রীতি সহকারে উক্ত প্রকার ধর্মরূপ
অমৃত পান করেন, তিনিই আমার প্রিয়।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

উপনিষৎ সংবাদেণ অনাদয়।

অর্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি
প্রকৃতি, প্রাণ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ, জ্ঞান ও
জ্ঞেয়, এই কল্কটি বিষয় ভ্রমণ কারিতে
অভিলাষ করি।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন! এই
শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে; যিনি ইহা
বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ। আমি
সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র-
জের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান, তাহাই আমার
অভিপ্রের্ত যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র
যে প্রকার ধর্মাবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়-
বিকার যুক্ত, যে রূপে প্রকৃতি পুরুষের
সংযোগে উদ্ভূত হয়, যে রূপে স্বাবর জঙ্গ-
মাদি ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপত যে রূপ
এবং যে প্রকার প্রভাব সম্পন্ন, তাহা
সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি; ভ্রমণ কর।
বিশিষ্ট প্রভূতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণী-
তার্থ বহুবিধ বেদ, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ
লক্ষণ দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন।
পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি,
একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয়, ইচ্ছা,
ঘেম, স্তম্ভ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মকা মনো-
বৃত্তি ও ধৈর্য্য এই কএকটি ক্ষেত্রধর্ম। হে
অর্জুন! উক্ত ধর্মাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি
বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্তন করি-

লাম। অমায়িত্ব, অদাম্বিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জব, আর্যোপাসনা, শৌচ, সৈবর্য্য, আত্মসংসম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বাসনার সমালোচন, প্রীতি ত্যাগ এবং পুত্র, কন্যা ও গৃহাদির প্রীতি অনাসক্তি এবং ইচ্ছা ও অনিচ্ছাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারণী ভক্তি, নিজ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিদ্বাগ, আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্ণ দর্শন, ইত্যাদি জ্ঞান ; ইহার বিপরীতই অজ্ঞান।

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীভাবে করি, শ্রবণ কর। উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নিবিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয় ; তিনি সৎ ও নন, অসৎ ও নন। সৎকৃত্ব তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক, ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়বিধান, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ করেন ; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আদার ; তিনি নিম্নলিখিত কিন্তু সঙ্গীতগুণপালক ; তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম হু প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয় ; তিনি অতিমায়িকূট ও দূরবর্তী ; তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া, বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতদিগের ভর্তা ; তিনি প্রলয় কালে সমুদায় গ্রাস করেন ও সৃষ্টি কালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

তিনি জ্যোতিষ্কগুণীর জ্যোতি ও অক্ষ-কারের অতীত ; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানপ্রাপ্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে অর্জুন ! আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটি সংক্ষেপে কান্ডন করিলাম। আমার তত্ত্বগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃত ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং স্তম্ভ তুৎখাদি গুণ সমুদায় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃত এবং স্তম্ভ তুৎখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত স্তম্ভ তুৎখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কিত সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম গ্রহণের এক মাত্র কারণ। তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন ; কারণ তিনি মাফা স্বরূপ, অন্তঃপ্রাণক, বদান-কর্তা, প্রতিপালক, মহেশ্বর ও অন্তঃসারী। যে ব্যক্তি এই রূপে পুরুষ ও সত্ত্ব গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্ত্র-সম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে ; কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ কেহ বা কস্মীযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অনোর নিকট উপদেশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক

তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ; সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে । স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায় বিনশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না ; তিনি সকল ভূতে নির্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন । যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন, তিনি যথার্থ দেখিতেছেন । লোক সকল সর্ব ভূতে সম ভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না ; এই নিমিত্ত মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতি সর্ব প্রকার কর্ম সমুদায় সম্পাদন করেন কিন্তু আত্মা সয়ং কোন কর্ম করেন না ; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যক্ দর্শী । যখন লোকে এক মাত্র প্রকৃতিতে জীবন্ত ভূত সকলের ভিন্ন ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিভিন্ন ও নিগুণ হইয়া প্রযুক্ত কোন কর্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হন না । যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ দোষ দ্বারা কণ্ঠময় লিপ্ত হন না । যেমন সূর্য্য এক মাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে স্তপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ এক মাত্র আত্মা সমস্ত

দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন । যাহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের অন্তর এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হন, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ চতুর্দশ অধ্যায় ।

হে অর্জুন ! আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহর্ষি-গণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহা আশ্রয় করিলে আমার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্ম গ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না । মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধান স্থান ; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি ; তাহাতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয় । সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্তি সমুদায়ের যোনি এবং আমি বীজপ্রদ পিতা । প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে । তন্মধ্যে সত্ত্ব গুণ নিশ্চলত্বপ্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্কর ও নিকৃপদ্রব ; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে স্থায়ী ও জ্ঞানসম্পন্ন করে । রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত ; উহা দেহীকে কন্ঠে নিবদ্ধ করিয়া রাখে । তমোগুণ অজ্ঞানসমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক ; উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা

দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। সত্ত্ব গুণ প্রাণিগণকে স্ত্রে মগ্ন, রজোগুণ কশ্মে সংমত্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রাণীদের বশীভূত করে। সত্ত্ব গুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ধৃত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্ব গুণ পরিবদ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সগুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে; রজোগুণ প্রবদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কস্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তি সজ্জাত হইয়া থাকে। তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সজ্জাত হয়। সত্ত্ব গুণ পরিবদ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্য-গর্ভোপাসকদিগের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে যদি কাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কস্মা-সত্ত্ব মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবদ্ধিত হইলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। সাত্বিক কশ্মের ফল স্ত্রীশীল সাত্বিক স্ত্রণ; রাজস কশ্মের ফল চুঃখ এবং তামস কশ্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুৎপত্ত হইয়া থাকে। সাত্বিক লোকে উর্দ্ধে ও রাজসিক লোকে মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য গুণসজ্জাত প্রমাদ মোহাদির বশীভূত তামসিক লোকে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানব

বিবেকী হইয়া গুণ সকলকে সমস্ত কার্যের কর্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহী দেহ-সমমুত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যুজরাজনিত দুঃখপরম্পরা হইতে পারিত্রাণ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

• অর্জুন কাহিলেন, হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ সকল চিত্র ও ক্রিয়াক্রম সম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

বাসুদেব কাহিলেন, হে অর্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বত প্রবৃত্ত হইলে ব্বেদ করেন না এবং ঐ সকল নিরস্ত হইলেও অভিলাস করেন না; যিনি উদাসীনের ন্যায় আসান হইয়া স্ত্রণ দুঃখাদি গুণকার্য দ্বারা বিচলিত হন না; প্রত্যাগত গুণ সকল স্বকার্য্যেই ব্যাপ্ত আছে, তৎসমুদায়ের সহিত আমার কোন সংশ্লেশ নাই, এই রূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন; যিনি সমগ্রঃখস্ত্রণ, আত্মনিষ্ঠ ও দীমান; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সম-দৃষ্টিতেই দর্শন করেন; যাঁহার প্রিয় ও অপ্ৰিয় উভয়ই একরূপ; যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র ভুক্ত্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্ব কস্মত্যাগী, তিনিই গুণা-তীত। যে ব্যক্তি অসাধারণ ভুক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। হে অর্জুন! আমি

ব্রহ্ম, নিত্য মোক্ষ, শাস্ত্রের দশা ও অগণ্ড
স্বপ্নের সম্পদ ।

উনচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ পঞ্চদশ অধ্যায় ।

হে অর্জুন । সংসাররূপ এক অব্যয়
অশ্বথ বৃক্ষ আছে ; উর্দ্ধে উচ্চারণ এবং
অধোদে উচ্চারণ শাখা ; বেদ সমুদায় উচ্চাব
পত্র ; যিনি এই অশ্বথ বৃক্ষ বিদিত হইয়া-
ছেন, তিনি বেদবেত্তা । এই বৃক্ষের শাখা
অদ ও উর্দ্ধ দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উচ্চ-
মতাদি গুণ দ্বারা পারাবদ্ধিত হইতেছে
এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল উচ্চাব
পত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বৃক্ষের
দশাধিকারক কন্যা প্রসূতি মূল সকল অঙ্গ-
প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে ।
এই বৃক্ষের রূপ নির্দীক্ষিত হয় না ; উচ্চাব
আদি নাই, অন্ত নাই এবং উচ্চা কি রূপে
অবস্থান করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া
যায় না । এই বৃক্ষমূল অশ্বথ বৃক্ষ স্ফূট
নিম্নমুখ রূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উচ্চাব
মূলভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে ; উচ্চা প্রাপ্ত
হইলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্ত হইতে হয় না ।
যাহা হইতে এই চিরন্তন সংসারপ্রবর্ত্তি
বিস্তৃত হইয়াছে, আম সেই আদি পুরু-
ষের শরণাপন্ন হই, এই বলিয়া উচ্চাব অনু-
সন্ধান করিতে হইবে । যাহারা অভিনান,
মোহ ও পুত্র কন্যাদির প্রতি আসক্তি
পরিভ্যাগ করিয়াছেন এবং স্থখ ও দুঃখ
হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সুসন্ত আত্মা
জ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিগাশনা মহাত্মারা

অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যাহা
প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে
হয় না ; চন্দ্র, সূর্য ও ছতাসন যাহাকে
প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাই
আমার পরম পদ । এই জীবলোকে সনা-
তন জীব আচারিত অংশ ; ইনি প্রকৃতি-
বিলীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ
করেন । যেমন বায়ু কুস্তমাদি হইতে গন্ধ
গ্রহণ পৃথক গমন করিয়া থাকে, সেই
রূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরি-
ত্যগ করে, তখন পূর্বে দেহ হইতে ইন্দ্রিয়
সমুদায় গ্রহণ পৃথক গমন করিয়া থাকে ।
এই জীব শোত্র, চক্ষু, ত্রু, রসনা, স্পর্শ ও
মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমুদায়
উপভোগ করে । বিমূঢ় ব্যক্তির দেহান্তর-
গামী, দেহাবস্থিত বা বিষয়োপভোগনিপু
ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে কদাচ নির্দীক্ষণ করিতে
সমর্থ হয় না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মহাত্মারাই
উচ্চা অবলোকন করিয়া থাকেন । যোগী
ব্যক্তির যত্নবান হইয়া দেহে অবস্থিত
জীবকে সন্দর্শন করেন ; কিন্তু অবিমুক্ত-
চিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তির যত্ন করিলেও তাঁহাকে
সন্দর্শন করিতে পারে না । চন্দ্র, অনল
ও নিগিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই
তেজে তেজস্বী । আমি ওজঃপ্রভাবে
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে
ধারণ এবং রসাতলক চন্দ্র হইয়া ওষধি
সমুদায়ের পৃষ্টি সাধন করিতেছি । আমি
জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমাভি-
ব্যাহারে দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিক
ভক্ষ্য পাক করিতেছি ।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করি
যাছি ; আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভ-
য়ের অভাব জন্মিয়া থাকে । আমি চার
বেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্ত-
কর্তা ও বেদবেত্তা । ক্ষর ও অক্ষর এই
দুইটি পুরুষ লোকে প্রাসঙ্গ আছে ;
তন্মধ্যে সমুদায় ভূতই ক্ষর ও কৃষ্ণ পুরুষ
অক্ষর । ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম
পুরুষ আছেন ; তাহার নাম পরমাত্মা ;
সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে
প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রাতিপালন করিতে-
ছেন । আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই
প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম; এই নিমিত্ত
বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকি । যে ব্যক্তি মোহশূন্য
হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত
হয়, সেই সৰ্ববেত্তা সৰ্ব প্রকারে আমার
আরাধনা করে । হে অৰ্জুন ! আমি এই
পরম গুহ্য শাস্ত্র কীৰ্ত্তন করিলাম ; ইহা
বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান ও কৃত-
কার্য হয় ।

• চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

উপনিষৎ ষোড়শ অধ্যায় ।

হে অৰ্জুন ! যাহারা দৈব সম্পদ লক্ষ্য
করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা অভয়,
চিন্তাশূন্য, আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা,
দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, স্বাজুতা,
অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি,
অখলতা, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা,
মুদুতা, হী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি,

শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা, এই সড়্-
বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা
আত্মর সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ
করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ,
নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয় । দৈব
সম্পদ মোক্ষের ও আত্মর সম্পদ বশের
হেতু । আমি দৈব সম্পদ লক্ষ্য করিয়া
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; অতএব শোক
করিও না ।

হে লোকে দৈব ও আত্মর এই দুই
প্রকার ভূত স্রষ্ট হইয়াছে ; দৈব লোকের
বিষয় নিস্তারিত রূপে কথিয়াছি ; এক্ষণে
আত্মরদিগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । আত্মরস্বভাব লোক সকল
ধর্ম প্রকৃতি ও অদম্য হইতে নিবৃত্তির
বিষয় অবগত নয় ; তাহাদিগের শৌচ
নাই, আচার নাই ও সত্য নাই ; তাহারা
জগৎকে অসত্য, স্ভাবিক, ঈশ্বরশূন্য,
স্বীপুরুষসম্ভূত ও কামজানিত কহে । সেই
সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান
আশ্রয় করিয়া নলিন চিত্ত, উগ্রকন্মা ও
অধিকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত
সম্ভূত হয় ; দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচি
ব্রত ও দুষ্স্পৃহা কামনা অবলম্বন এবং
মোহ বশত অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র
দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় ; আমরণ
অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ;
কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া
নিশ্চয় করে ; শত শত আশাপাশে বন্ধ
ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাম
ভোগার্থ অগায় পূর্বক অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

করে ; আজি আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমার এই ধন আছে, পুত্ররায় এই অর্থ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে, আমি যাগ করিব, দান করিব ও আগোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত, অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কাম ভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয় ; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে এবং আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও মানদনমদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্বক নারীমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ ক্রুরস্বভাব অশুভ-কারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আশ্রয় যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। তাহারা আশ্রয় যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, স্তূতরাং অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার ; অতএব এই তিনটি পরি ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে পরম গতি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি

প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতিও প্রাপ্ত হয় না। অতএব কায্যাকায্য ব্যবস্থা বিহয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ ; তুমি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম অব-গত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।

একচত্বারিংশতম অধ্যায়।

উপনিষৎ সপ্তদশ অব্যায়।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা মাত্ত্বিক, কি রাজসিক, অথবা তামসিক ?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! দেহি-গণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার ; মাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সক-লের শ্রদ্ধাই সত্ত্ব গুণের অনুযায়িনী ; পুরুষও সত্ত্বময় ; তন্মধ্যে পূর্বের যিনি যে রূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেই রূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। মাত্ত্বিক লোক দেব-গণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রক্ষগণের এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেত সমূহের যাগ করিয়া থাকে।

যে সকল হীনচেতাঃ ব্যক্তি দম্ভ, অহ-ঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেষিত করিয়া অশাস্ত্র-বিত্ত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাদেরই ক্লেষিত করিয়া থাকে ; তাহা-দিগকে অতিশয় ক্রুরস্বভাব বলিয়া জানিবে। সকলের শ্রীতিকর আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপ তিন প্রকার, এবং দানও তিন প্রকার ; জীবন

উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও ক্ষুধাবৃদ্ধি, রস ও স্নেহ যুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী, মনোহর আহার সাধিকদিগের প্রীতিকর ; অতি রুচি, অতি অন্ন, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ, অতিদারী এবং দুগ্ধ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজস গণের অভিলষিত ; এবং বহু ক্ষণের পর, গতরস, দুগন্ধ, পূর্ণাঙ্গিত, উচ্ছৃঙ্খল, অপবিত্র ভোজ্য তামসদিগের প্রীতিকর ।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তির। একাগ্রমনে কেবল কর্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাধিক । ফল লাভ বা মুহূর্ত্ত প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজাসিক । বিধি, অন্ন দান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধা শূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্তিত হয় ।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাপ্ত ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, সজ্জতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা শারীরিক তপ ; অভয়, মনঃ, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বৈদ্যভ্যাস বাধ্যতাপ ; চিত্তশুদ্ধি, অকুরতা, মৌন, আগ্নিনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ । ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাধিক ; সংকার, মান, পূজা লাভ ও দম্ব প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক ; এই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক ; যে তপস্যা চরাগ্রহ ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক ।

কেবল দান্তব্য জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির

প্রতি যে দান, তাহাই সাধিক ; প্রত্যাপকার বা স্নানাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক ; অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রের সংকারবর্জিত তিরস্কার সহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক ।

ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার ; ওঁ, তৎ ও মহৎ ; পূর্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিদ্যামোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; মনস্কু ব্যক্তির। ফলাভিলাষি পারিত্যাগ করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । অস্তিত্ব, সাধুত্ব, মঙ্গল কাম্য, যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মের সং শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অশ্রদ্ধা সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম অসৎ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ; তৎসমুদায় ইহ লোকে বা পর লোকে সফল হয় না ।

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

উপনিষৎ অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্ রূপে জ্ঞান করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্তন কর ।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জুন ! পার্শ্ব-তেরা কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন । কেহ কেহ কহেন,

ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অতঃপর কৰ্ম্মিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কএকটি কার্য্য কোন রূপেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ কি রূপ তাহা জ্ঞাপন কর। তামসাদ ভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে; ইহার অন্ত্যস্তান করাই শ্রেয়স্কর। এই কএকটি কার্য্য বিবেকাদানের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে পার্থ! আমার নিশ্চয় মত এই যে, আসক্তি ও কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অন্ত্যস্তান করাই শ্রেয়।

নিত্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে; কিন্তু মোহবশত যে নিত্য কৰ্ম্ম ত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকল্পিত হয়। নিত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া কার্য্যক্ৰেপ ও ভয়-প্রযুক্ত যে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা, তাহা রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাজস ত্যাগী পুরুষ ত্যাগফল লাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে যে কার্য্যান্ত্যস্তান, তাহা সাত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সদ্ধৃগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে বিষ ও স্তম্ভাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কৰ্ম্মফল ত্যাগী, তাহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। কৰ্ম্মের ইচ্ছা, অনিচ্ছা ইচ্ছানিচ্ছা এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া

থাকে। যাহারা ত্যাগী নহ, তাহারা পল্প লোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন, কিন্তু সম্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হন না। হে অৰ্জ্জুন! সকল কৰ্ম্মের সিদ্ধি বিষয়ে কৰ্ম্মাবিশিষ্ট বৈদান্ত সিদ্ধান্তে শরীর, কৰ্ত্তা, পৃথক্বাদি কারণ, পৃথক্ব পৃথক্ব চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নিদিষ্ট আছে; ন্যাস বা অন্যাস্যই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অন্ত্যস্তান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ। এই রূপ কারণ অবদারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধিবশত নিরুপাধি আত্মায় কর্তৃত্ব নিরাক্ষর করে, সেই দৃশ্য কখন সাধুদর্শী নয়। যিনি আপনাতঃ কৰ্ত্তব্যবিশিষ্ট মনে করেন না, যাহার বুদ্ধি কার্য্যে অসম্মত হয় না, তিনি লোক সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না এবং তাহাকে বিনাশজনিত ফল ভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান-জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা কৰ্ম্মে প্রবর্ত্তি সম্পাদনের হেতু; আর কারণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। সাত্ব্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা প্রত্যেকে সদ্ধাদি গুণভেদে তিন প্রকার নিদিষ্ট হইয়াছে। হে অৰ্জ্জুন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূত-গণের মধ্যে অভিন্ন রূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ব পৃথক্ব পদার্থ পৃথক্ব রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজ-

সিক জ্ঞান। আর এক মাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই রূপ অবাস্তবিক অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্তৃত্বাভিমানবিরহিত নিস্কাম ব্যক্তি কর্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পারিত্যাগ পূর্বক অনুষ্ঠিত নীতি কর্ম্মই সাদ্বিক। সন্ধ্যা ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তিকর্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্মই রাজসিক। আর ভাবাশুভাশুভ, বিতর্ক্য, হিংসা ও পৌরুষ পর্যালোচনা না করিয়া মোহবশত যে কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামসিক।

আনামস্ত নিরঙ্কর দৈব্যা ও উৎসাহ-সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে নিকার-বিরহিত কর্তাই সাদ্বিক। অনুরাগপরায়ণ কর্ম্মফলপ্রার্থী মল্লপ্রকৃতি হিংস্রক অশুচি ও হর্বশোকসমন্বিত কর্তাই রাজসিক। আর অনপঠিত, বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরামানী, অলস, বিদ্বাদবল্ল ও দার্দ্র্যমূলী কর্তাই তামসিক।

• হে অর্জুন! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা সম্যক্ রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কাৰ্য্য, অকাৰ্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাদ্বিকী। যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাৰ্য্য ও অকাৰ্য্য প্রকৃত রূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী। আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে

ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীত রূপে প্রতি-পন্ন করে, তাহা তামসী।

যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কাৰ্য্য সমুদায় ধারণ করে, তাহা সাদ্বিকী। যে ধৃতি প্রসঙ্গত ফল লাভের আভিসান্নি করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসিকী। আর অবিবেচক পুরুষ বাহ্যর প্রভাবে স্পষ্ট, ভয়, শোক, বিবাদ ও গর্দ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য।

হে অর্জুন! যে স্থখে আভ্যাসবশত আসক্ত হইতে হয় এবং নান্য লাভ করিলে তৃষ্ণের অবসান হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ স্থপের বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ কর। নান্য অগ্রে বিসের ঋণ ও পরিণামে অন্তের ন্যয় প্রতীয়মান হয় এবং বদ্বারা আত্মবিষয়িণা বান্ধির প্রমত্ততা জন্মে, তাহা সাদ্বিক স্থপ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগবশত নান্য অগ্রে অন্ত তুল্য পরিণামে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস স্থপ। আর যে স্থপ অগ্রে এবং পশ্চাতেও আত্মার মোহ সম্পাদন করে, নান্য নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমু-খিত হয়, তাহা তামসিক স্থপ। পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ত্রাজং, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সমুদায় বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্রমা, অর্জন, জ্ঞান, শিষ্টান ও আত্মিক্য এই

কএকটি লোকের আভাবিক কন্ম। শৌর্য, তেজ; প্রতি, দক্ষতা, মনরে অপরা-
 য়তা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কএকটি
 ক্ষত্রিয়দিগের আভাবিক কন্ম। কৃষি,
 গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কএকটি বৈশ্যের
 আভাবিক কার্য এবং একমাত্র পরিচর্যা
 শব্দজ্ঞানের আভাবিক কন্ম। মনুষ্য স্ব
 স্ব কন্মানিরত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া
 থাকে। এক্ষণে সকলানিরত ব্যক্তিদিগের
 যে রূপে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা শ্রবণ কর।
 যাহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাচুর্য্যত
 হইতেছে, তিনি এই শব্দ সংসারে ব্যাপ্ত
 হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্ব কন্ম দ্বারা
 তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া
 থাকে। সম্যক অনুষ্ঠিত পরম্পরা অপেক্ষা
 অঙ্গীকৃত স্ব পন্থাই শ্রেষ্ঠ; কেন না স্বভাব
 নির্মিত কাৰ্য্য অনুষ্ঠান করিলে দুঃখ ভোগ
 করিতে হয় না। যেমন ধূমরাশি দ্বারা
 ছতাসন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত
 কন্মই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে; অত-
 এব আভাবিক কন্ম দোষমুক্ত হইলেও
 কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। আসক্ত-
 বিবজিত, জিতোদ্ভয় স্পৃহাশূন্য ও মনুষ্য
 সন্ম্যাস দ্বারা সর্ব কন্ম নিরাক্তিরূপ সত্ত্বগুণ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ! মুক্তি
 পুরুষ বাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই
 ভ্রাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করি-
 তেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি-
 সংযুক্ত হইয়া পৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংগত
 করিলে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ
 করিয়া রাগ ও দ্বেষ পরিত্যক্ত হইলে;

বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া
 বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যো-
 গানুষ্ঠান-
 পূর্বক লঘু আহার ও নির্জনে বাস করিবে;
 অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ
 পরিত্যাগ পূর্বক মনস্তা শূন্য হইয়া শান্ত
 ভাব অবলম্বন করিবে; এই রূপ অনুষ্ঠান
 করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ
 হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্ন-
 চিত্ত হইয়া শোক ও গোভের বশীভূত হন
 না; সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন
 হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ় ভক্তি
 জন্মে। তিনি ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ
 ও আমার মনব্যাপ্ত সম্যক অবগত
 হইয়া পারমার্থে আত্মাতেই প্রবেশ করেন।
 লোকের আমাকে আশ্রয় করিয়া কন্ম মন-
 দায় অনুষ্ঠান করিয়া আমারই অন্তঃকণ্ঠায়
 অব্যয় শাস্ত্র পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 হে অর্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত
 কন্ম আত্মাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ
 হও এবং বুদ্ধিমোগ অবলম্বন করিয়া সতত
 আত্মাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা হইলে
 তুমি আমার অনুগ্রহে ছুত্তর দুঃখ সকল
 উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি
 অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ
 না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ
 প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি অহঙ্কারপ্রযুক্ত
 যুদ্ধ করিব না, এই রূপ অধ্যবসায় করিয়া
 থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল
 হইতেছে; কারণ প্রকৃতিই তোমাকে
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। তুমি মোহবশত
 এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না,

তোমাকে ক্ষত্রিয়ভূত শূরতার বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন সূত্রপার দারু যন্ত্রে আকৃত কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণা-পন্ন হও; তাহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শান্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জুন! আমি এই পরম গুহ্য জ্ঞানের বিষয় কীর্তন করিলাম; এক্ষণে ইহা মম্যক আলোচনা করিয়া যে রূপ অভিলষ্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়তর; এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য কিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরা-য়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিনুক্ত করিব; এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্মানুষ্ঠান শূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুদ্ধবাবিহিত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ যে লৌক আমার প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ

করাইবে না। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন; এই নর-লোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম আর হইবে না। যে ব্যক্তি আমার দণ্ডের এই ধর্ম্যানুগত সংবাদ অপায়ন করিবে, তাহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই আর্চনা করা হইবে। যে মনুষ্য অসূয়া-পরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্বপাপ বিনুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মাঙ্গের শুভ লোক সকল প্রাপ্ত হইবে। হে মনুষ্য! তুমি কি একান্ত মনে এ সংবাদটি শ্রবণ করিলে এবং ইহা দ্বারা কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপগত হইল?

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে মোহাকার নিরাকৃত হওয়াতে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি; আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে; এক্ষণে তুমি যাহা কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি বাসুদেব ও অর্জুনের এই রূপ অদ্ভুত ও লোমচর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। বাসুদেবের অনুগ্রহে যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি এবং এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিয়া বারংবার হৃদে ও মস্তক হইতেছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ স্মরণপূর্বক বারংবার বিস্ময় ও হর্ষমাগরে

ভাসমান হইতেছি ; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বায়ুদেব ও অর্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্য-লক্ষ্মী, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।

ভগবদগাথা পৰাবশ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্মবধ পৰ্ব্বাধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! মহারথ-গণ ধনঞ্জয়কে বাণগাণ্ডীবদ্বারা দেখিয়া পুন-রায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ কর-লেন। — পাণ্ডব ও যুজ্যগণ এবং তাহাদের অনুযায়ী বীর সমুদয় সাগরসমুত্ত গজ বাঘ কারতে লাগিলেন ; ই সময় ভেরী, পেঁপী, ক্রকচ, গোবিশাণিক প্রভৃতি বিবিধ বাঘ বাদিত হওয়াতে তুমুল শব্দ সমাপ্ত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, মিত্র, চারণ ও মহাসিগণ সুরাজকে অগ্রে লইয়া সেই ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শনার্থে আগমন করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সাগরো-পম উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে সমুত্তর দেখিয়া কবচ ও আব্রুধ পরিচ্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং কৃতাজ্জলি, যতবাগ্ ও পূর্ব্বযুগীন হইয়া রিপুসৈন্যমধ্যস্থ পিতৃমহ ভীষ্মের সমীপে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহা-

বীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিধ্যা-হারে তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ; মহাত্মা বায়ুদেব অর্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং অত্যা-তুপতিগণও কোতুলোক্তান্ত হইয়া প্রাধা-ন্যানুসারে কৃষ্ণের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর অর্জুন ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পারিত্যাগ করিয়া রিপুসৈন্যভিমুখে পাদচায়ে গমন করিতেছেন ?

ভীমসেন কহিলেন, হে রাজন্ ! শত্রু-সৈন্যগণ সসজ্জিত হইয়াছে ; এ সময়ে আপনি কবচ ও অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে পারিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়াছেন ?

নকুল কহিলেন, আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া এই রূপ ব্যবহার করাতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যগত হইতেছে, অতএব বলুন, কোথায় গমন করিতেছেন ?

সহদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; এ সময় আপনাকে যুদ্ধ করাই কর্তব্য ; আপনি তাহা না করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন ?

যতবাগ্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্তৃক উক্ত প্রকার অভিহিত হইয়াও কিছু মাত্র উত্তর করিলেন না ; কেবল তাহা-

দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতে লাগিলেন। তখন মনস্বী জনার্দন হাসিতে হাসিতে ভীমসেন প্রভৃতিকে কহিতে লাগিলেন ; হে পাণ্ডবগণ ! আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি ; উনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সম্মানিত করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। পুরুষপুরুষসম্পরায় ভ্রাবণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বুদ্ধ, গুরু ও বান্ধবগণের সম্মান করিয়া শাস্ত্রানুসারে বলবান্ শত্রুবণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তৎশাস্ত্রই তাহার জয় লাভ হইয়া থাকে।

মহাত্মা মধুসূদন কৌরব সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র মহান্ হাহাকার শব্দ সন্নিবৃত্ত হইল এবং অনেকে নিশ্চর হইয়া রহিল। দ্রুম্যো-ধনের সৈন্যগণাশ্ব বীরপুরুষগণ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ; এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সহোদরগণ সমভিব্যবহারে শরণ গ্রহণার্থে ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। আহা ! মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব মহায় থাকিতে নির্লজ্জ যুধিষ্ঠির কি একায়ে ভীতের ন্যায় গমন করিতেছে ! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ঐ কাপুরুষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই ; নচেৎ কি নিমিত্ত সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হও-ন্মতে উহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল ?

বীরপুরুষগণের এই বাক্য শ্রবণে কৌরবপক্ষীয় সমুদায় সৈন্যগণ হস্ত চিত্তে

কৌরবগণের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং যুধিষ্ঠির, তাহার ভ্রাতৃগণ ও কেশবের নিন্দা করিয়া পতাকা কম্পিত করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ এই রূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিকার প্রদান পূর্বক পুনরায় তুষ্ণীস্থাব অবলম্বন করিল। ঐ সময়ে মহারাজ যুধি-ষ্ঠির কি বলেন ; ভীষ্ম বা কি প্রত্নভর প্রদান করেন এবং সমরল্লাঘী ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও বাহুদেবত বা কি কহেন ; উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে এই আশঙ্কা উপ-স্থিত হইল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শরশক্তিদঙ্কল শত্রু সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত শান্তনু-তনয়ের সমীপে গমন করিলেন এবং তাহার চরণদ্বয় গ্রহণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে দুর্দ্ধব ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি ; আপনার সহিত সংগ্রাম করিব ; অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান ও আশীর্বাদ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্ ! যদি তুমি অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি পরাভব হউক বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম ; কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সান্তিশয় প্রীত হইয়াছি ; আশীর্বাদ করি, বুদ্ধ করিয়া জয় লাভ কর। সংগ্রামে তোমার অন্যান্য যে সমুদায় অভিলাষ আছে, তাহাও সিদ্ধ হউক ; তোমার কখনই পরাজয় হইবে না ; এক্ষণে আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্ ! পুরুষ অর্থের

দাস, অর্থ কাহারও দাস নয় ; এ কথা যথার্থ । কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে ; অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি - যে, কৌরবগণ অর্থ প্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছে ; সতরাং আমাকে তাহাদের পক্ষ হইয়াই সংগ্রাম করিতে হইবে । তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না ; অতএব ইহা ব্যতীত আমার নিকট তুমি কি প্রার্থনা কর ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি আমার চিতাখৌ হইয়া মঙ্গলা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন ; আমি এই ঘর প্রার্থনা করি ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্ ! তোমার বিপক্ষগণের পক্ষ হইয়া আমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে । বাহা হউক, এ বিষয়ে তোমার বাহা অভিলাষ থাকে, ব্যস্ত কর ; আমি তাহা সম্পাদনে প্রয়াস পূর্বক হইব না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি আপনাকে প্রণিপাত পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অপরাজ্যে, অতএব আমি কিরূপে আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিব ? হে মহাজ্ঞান ! যদি আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হন, তবে উক্ত বিষয়ে সংগ্রাম প্রদান করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্ ! আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না । অন্তের কথা দূরে থাকুক, যাক্ষাৎ পুন্দরও যুদ্ধে

আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি আপনাকে প্রণতি পূর্বক কহিতেছি, আপনি সংগ্রামে আপনার বধোপায় বলুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই ; এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই ; অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও ।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের বাক্য মস্তকে দারণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সর্ব সৈন্য সমক্ষে ভাতৃগণ সমভিব্যাহারে আচার্য্য দ্রোণের রথভিষুখে গমন করিলেন । তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে দুর্দর্শ ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি ; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ; আপনার অনুজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত কি রূপে শত্রু সমুদায় পরাজয় করিব ?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি আমার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি পরাজয় হউক বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম । বাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার পূজা করাতে তোমার প্রতি পরম পারিতুষ্ট হইয়াছি ; নির্ভয়ে যুদ্ধ কর । আশীর্বাদ করিতোছ, তোমার জয় লাভ হইবে । তুমি স্বীয় অভিলাষ ব্যস্ত কর, আমি তাহা সম্পাদন

করিতে সম্মত আছি। হে রাজন্ ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয় ; এ কথা যথার্থ। কোরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বন্ধ করিয়াছে ; ততরাং নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, আমি কোরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না ; অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমাকে জয় লাভের আশীর্বাদ ও আমার হিত মঙ্গলা এবং কোরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্ ! যখন মহাত্মা মধুসূদন তোমার মন্ত্রী, তখন তোমার জয় লাভে সংশয় কি ? আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবে। হে ধর্মরাজ ! যেখানে ধর্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয় ; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে আমাকে আর কি বলিতে হইবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি নিতান্ত অপরাভ্যেয় ; আমি আপনাকে কি রূপে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি যতক্ষণ রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তোমার জয় লাভের কিছু-

মাত্র সম্ভাবনা নাই ; অতএব ভ্রাতৃগণ সম-ভিন্যাহারে দীপ্ত আগাকে সংহার করিতে যত্নবান্ হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য ! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বধোপায় বলুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস ! আমি সমরক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ চিত্তে শরানকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আমাকে বধ করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আমি সমরে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক যখন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিব, সেই সময় আমাকে সংহার করিতে পারিলেই আমি নিহত হইব। সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে মহৎ আশ্রয় বাক্য শ্রবণ করিলেই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব ; যথার্থ কহিলাম।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া কূপের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, আর্ষ্য ! আমি আপনাকে আশ্রয় পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি ; আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।

কূপ কহিলেন, হে রাজন্ ! যদি তুমি সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি পরাজয় হউক বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহারাজ ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয় ;

একথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; স্ততরাং তাহাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব না। অতএব বল, ইহা ব্যতীত আমার নিকট তোমার আর কি প্রার্থনা আছে? *

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমি আপনাকে যত্না জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন, এই মাত্র বলিয়া ব্যপিত ও গতচেতন হইলেন।

কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অবধ্য; যাহা হউক, তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় লাভ হইবে। আমি তোমার আগমনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; সত্য কহিতেছি, সতত জয়াশীর্বাদ করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্য কৃপের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি; আত্মা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।

শল্য কহিলেন, হে মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করিতে না আসিতে, তাহা হইলে আমি পরাভব হউক বলিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমাকে পূজা করিতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; তোমার অভিলাষ

সিদ্ধ হউক। আমি তোমাকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর; জয় লাভ হইবে। এক্ষণে তোমার কি ইচ্ছা বল; আমি তোমাকে কি প্রদান করিব? হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস; অর্থ কাহারও দাস নয়; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আগারে বশীভূত করিয়াছে; স্ততরাং আমি তাহাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব আমি তোমাকে ক্লীবের স্থায় কহিতেছি যে, তুমি ইহা ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমার হিতাধী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন; আমার এই প্রার্থনা।

শল্য কহিলেন, ভাগিনেয়! কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; স্ততরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যথাসম্ভব যুদ্ধ করিব। সেই সংগ্রামে তোমার কি হিত সাধন করিতে হইবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি সংগ্রাম সময়ে সূতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমন পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; আমি কহিতেছি, তোমার জয় লাভ হইবে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে স্বীয়

মাতুল মদ্ররাজ শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাসৈন্য হইতে বিনির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, হে কর্ণ ! শ্রুত হইলাম, তুমি ভীষ্ম-দেবী ; সংগ্রামস্থলে ভীষ্ম বর্তমান থাকিতে তুমি যুদ্ধ করিবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হন, সেই পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কর ; ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের পক্ষ হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব ! আমি কদাপি দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব। মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ মধ্যে উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার হিত সাধন করিতে বাসনা করেন, আগমন করুন ; আমি তাঁহাকে বরণ করিব। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুয়ুৎসু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীত মানসে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি তোমার পক্ষ হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতৃ ! চল, সকলে একত্রে হইয়া তোমার মুঢ় মহোদরগণের সহিত সংগ্রাম করি। এ বিষয়ে বাসুদেব, আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে

তোমাতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ বরণ করিলাম ; তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর। স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, তুমি একাকী ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড রক্ষা করিবে। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর। অমর্ষপারায়ণ ছবু দ্বি দুর্য্যোধন অচিরে নিহত হইবে।

হে মহারাজ ! অনন্তর যুয়ুৎসু মহোদরগণকে পরিত্যাগ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে দুন্দুভি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডবপক্ষে গমন করিলেন। তখন মহাভূজ যুধিষ্ঠির সম্মুখে চিত্তে কনকোজ্জ্বল দেদীপ্যমান কবচ ধারণ করিলেন ; যোদ্ধাগণ সকলে সস্বরথে অধিরোহণ ও ব্যূহ নিষ্কাশন করিতে লাগিলেন ; শত শত দুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল ; এবং বীর পুরুষগণ বিবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি পার্শ্বগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে রথস্থ দেখিয়া পুনরায় সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডবগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মান রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া ভূপতিগণ আনন্দিত চিত্তে তাঁহাদিগকে পূজা ও তাঁহাদের সৌহৃদ্য, দয়া ও ভ্রাতৃগণের প্রতি অনুগ্রহের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে পাণ্ডবগণের প্রতি সাধুবাদ ও স্তুতিবাদ হইতে লাগিল। কি স্নেহ কি আশ্রয় তদ্রূপ সমস্ত লোকই হৃদে চিত্তে সমুদায় দর্শন, শ্রবণ ও গদগদ স্বরে পাণ্ডবগণের চরিত্র কীর্তন করিতে লাগিলেন। মনস্বিগণ মহাভেরী ও

গোক্ষীর সদৃশ শব্দের ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! অশ্বাং পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় এই রূপে ব্যূহিত হইলে পর কৌরব ও পাণ্ডব-গণের মধ্যে কাহারো অগ্রে প্রহার করিয়া-ছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে পর আপ-নার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতার বাক্যানুসারে ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া সেনাগণ সমাভি-ব্যাগারে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগি-লেন । ভীষ্মেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে ছুটোচড় হইয়া সমরে গমন করিতে প্ররূত হইলেন । উভয় পক্ষীয় সেনাগণের সিংহনাদ ও কিল-কিলা শব্দ এবং ত্রকচ, গোশৃঙ্গ, ভেদ্রা, যুদ্ধঙ্গ ও মুরজের ধ্বনি এবং হস্তিগণের রূংহিত ও অশ্বগণের হেঁসা রবে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । সৈন্যগণ পর-স্পর পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন প্রকট ধাবমান হইল । এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমাগম হইলে সেই বিপুল সৈন্য সমুদায় শব্দ ও যুদ্ধঙ্গের শব্দ শ্রবণে বায়ুবেগাবকম্পিত বনরাজির ন্যায় প্রচ-লিত হইতে লাগিল । ঐ অশিব মহুর্ভে ভূপতি, হস্তী ও অশ্বে সমাকুল সৈন্যগণ বাতবেগপরিচালিত সাগরের ন্যায় ভুমল-নির্নাদ করিতে লাগিল ।

সেই সাগরোপম সৈন্য সমুদায়ের ভুমল শব্দ সমুখিত হইলে মহাবাহু ভীষ্ম-সেন বিপুল বলীবর্দের ন্যায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন । ভীষ্মসেনের ভীম রবে শব্দ ও চন্দ্রুভির নির্যোম, করিকুলের রূংহিত ও সৈন্যগণের সিংহনাদ আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল । হে মহারাজ ! বৃকো-দরের সেহ অশানিনির্যোম সদৃশ ভীষণ রব শ্রবণে আপনার সমুদায় সৈন্যগণ বিভ্রাসিত হইল । যেমন যুগগণ সিংহের ভীষণ রব শ্রবণে বিষ্ঠা মূত্র পারিত্যাগ করে, তদ্রূপ বাহনগণ ভীষ্মসেনের সিংহনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পারিত্যাগ করিতে লাগিল । ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মসেন এই রূপ মহামেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আপনার পুত্র-গণকে ভীত করিয়া সৈন্যমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন ।

কৌরবগণ সেই অসামান্য বলশালা বৃকোদরকে সৈন্যমধ্যে সমাগত দোখিয়া চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । বৃকোদর মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরেব ন্যায় শরজালে লুকায়িত রহি-লেন । দুর্যোধন, দ্রুমখ, দুঃসহ, দুঃশাসন, অতিরথ, দ্রুম্যর্ষণ, বিবিশ্রীতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, প্রকৃগিত্ত, জয়, ভোজ ও সৌমদ্যুতি ইহারা সকলে মহাচাপ কম্পন এবং নির্মোকমুক্ত আশীর্ষকের ন্যায় নারাচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । পুরন্দর যেমন পর্বত-শৃঙ্গ সমুদায়ের উপর বজ্র প্রহার করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ দুর্যোধনাদির উপর

শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেই প্রথম সংগ্রামে ভীষ্ম জ্যানিঃস্বন ও তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি আপনার পক্ষীয় কি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই রণে পরাযুগ্ন হইল না। আমি স্বচক্ষে নিমিত্তবেধা দ্রোণশিষ্যগণের ক্ষিপ্ৰ-কারিতা দেখিলাম। তৎকালে শরাসনের জ্যানিঃস্বন যুগ্মত মাত্র ও নিবৃত্ত হইল না; প্রদীপ্ত শরনিকর আকাশ হইতে নিপতিত জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অত্যাশ্চর্য ভূপতিগণ প্রেক্ষকের ন্যায় সেই ভীষ্ম জ্যোতিষ্ক দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মহারথ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর স্পর্ধা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রণস্থলস্থিত হস্তাশ্ব-রথসমাকুল উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রপটস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং ভগবান্ ভাস্কর সৈন্যসমুদ্ভূত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইলেন। শরাসনধারী ভূপতিগণ রাজা দুর্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষপক্ষে নিপতিত হইলেন। সেই গজ অশ্ব, শঙ্খভেরী ও শরশরাসনসমাকুল সংগ্রাম স্থলে ভূপতিগণ ধাবমান হওয়াতে ক্ষুদ্র সমুদ্রনিঃস্রব সদৃশ ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল। এ দিকে পাণ্ডব পক্ষীয় বহু সংখ্যক নরপতি যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্য সমুদায় সমভিব্যাহারে দুর্যোধনের সৈন্য সমুদায়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ

হইল। সৈন্যগণ কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কখন ভয় ও কখন প্রত্যাহৃত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এই উভয়ের কিছুই ইতর বিশেষ বোধ হইল না। হে মহারাজ! সেই মহাভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম সময়ে মহীত্মা ভীষ্ম সমুদায় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া দেদীপমান হইতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ দিন পূর্ণাছে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভাতে বহু সংখ্যক ভূপতিদেহ ক্ষত বিক্ষত হয়। কৌরব ও শ্রজয়গণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া সিংহের ন্যায় ভীষ্ম ধ্বনি করিয়া সমুদায় পৃথ্বী ও আকাশমণ্ডল প্রাতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের কিল-কিলা শব্দ, তল ও শঙ্খের গভীর নিঃস্রব, পরস্পর স্পর্ধাশালী বীরগণের সিংহনাদ, তলজাতিহত শরাসনজ্যোতী ভীষ্ম ধ্বনি, পদাতিগণের ধ্বনি, আয়ুধ সমুদায়ের নিঃস্রব; পরস্পর ধাবমান গজ সমুদায়ের ঘণ্টানিনাদ এবং পর্জন্মধ্বনি সদৃশ রণনির্ঘোমে এক অদ্ভুত তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ সমুদ্ভূত হইল।

তখন কৌরবগণ নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া ক্রীবিভাষা পরিত্যাগ পূর্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। শাস্ত্রনুতনয় ভীষ্ম স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ঘোরদর্শন শরাসনধারণ পূর্বক অর্জুনের অভিমুখীন হইলে অর্জুনও লোক বিক্রমতঃ গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্বিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পরস্পর বধাভিলাষী ঐ দুই

কুরুবীরের মধ্যে কেহই কাহাকে শর
প্রহার দ্বারা বিকম্পিত করিতে সমর্থ হই-
লেন না। এ দিকে মহাধনুর্ধর সাত্যকি
কৃতবস্মার প্রতি ধাবমান হইলেন; তাহা-
দের উভয়ের ভূমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।
সাত্যকি কৃতবস্মার প্রতি ও কৃতবস্মা সাত্য-
কির প্রতি স্পর্ধা করিয়া পরস্পর আক্রমণ
করিতে লাগিলেন। ঐ দুই পুরুষের
কলেবর শরনিকরে সমাচিত হওয়াতে
উইঁরা বসন্ত কালীন কুস্তমিত কিংশুক
বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলের সহিত
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল বৃহ-
দ্বল অভিমন্যুর ধ্বজ ছিন্ন ও সারথিকে
নিহত করিলেন। ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট
হওয়াতে মহাবীর স্তম্ভদ্রোণনয় ক্রোধান্বিত
চিহ্নে নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলের গাত্র বিদ্ধ
করিয়া দুই নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক
এক দ্বারা ধ্বজ ও অপর দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ
সারথিকে নিপাতিত করিলেন। পরে
সেই বীর পুরুষদ্বয় ভীষ্ম শরনিকর দ্বারা
পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীষ্মসেন মহামানী সমরবিশা-
রদ জাতবৈর মহারথ দুর্হ্যোদনের সহিত
ভূমূল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ মহা-
বল পরাক্রান্ত কুরুবংশীয় বীর পুরুষদ্বয়
পরস্পরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। সেই দুই মহাত্মার বিচিত্র
সংগ্রাম সন্দর্শনে সকল লোকের মনে
বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর দুঃশাসন মহারথ নকুলের সম্মু-

খীন হইয়া নিশিত সায়ক সমুদায় দ্বারা তাঁহার
কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন
মহাবীর মাদ্রীনন্দন হাশ্ব্য করিতে করিতে
নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের ধ্বজ ও শর
শরাসন ছেদন করিলেন। তদর্শনে আপ-
নার পুত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের
প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ এবং
তাঁহার তুরঙ্গ সমুদায় ও ধ্বজ ছেদন
করিলেন।

মহাবীর দুঃশাসন মহাবল পরাক্রান্ত সমরে
যত্নশীল সহদেবের সমীপবর্তী হইয়া শর-
নিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগি-
লেন। তখন প্রভূতবলবীৰ্য্যশালী সহদেব
এক ভীক্ষু শর নিক্ষেপ করিয়া দুঃশাসনের
সারথিকে নিপাতিত করিলেন। ঐ রণ-
দুর্গমদ বীর পুরুষদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহার
মানসে সায়ক সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া পর-
স্পর বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজের
সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মদ্র-
পতি শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন দ্বিগুণ
করিয়া ফেলিলেন। তখন কুন্তীনন্দন
যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ
পূর্বক অন্য এক স্তম্ভক কোদণ্ড গ্রহণ করি-
লেন এবং সমস্তপর্ব শর সমুদায় দ্বারা মদ্র-
পতিকে আচ্ছাদনপূর্বক ‘থাক থাক’ বলিয়া
তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের
প্রতি ধাবমান হইলেন। বীরবরাগ্রগণ্য
দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া মহাত্মা দ্রুপদাঙ্গ-
জের বিপুল শরাসন ছেদন করিলেন এবং

মহাঘোর কালদণ্ডের আয় এক শর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ করিলেন । তখন ধূতুয়ান অন্ম ধনু ও চতুর্দশ বাণ গ্রহণ পূর্বক দ্রোণের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন । এই রূপে সেই বীর পুরুষ দ্বয় ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন ।

মহাবীর শঙ্খ সৌমদন্তির সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইয়া ‘থাক থাক’ বলিয়া তাঁহার প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন । মহাবীর সৌমদন্তি বাণ দ্বারা শঙ্খের দক্ষিণ ভূজ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জত্রদেশে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন । দেব ও দানবের আয় সেই বীর পুরুষ দ্বয়ের সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল । মহারণ ধূতুকেতু ক্রোধান্বিত বাহুলীকের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন । মহাবল বাহুলীক অমরপরায়ণ ধূতুকেতুর প্রতি বাণ বৃষ্টি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তখন চেদিরাজ ধূতুকেতু ক্রোধান্বিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ তুল্য পরাক্রমশালী বাহুলীকের প্রতি নয় বাণ পরিত্যাগ করিলেন । মঙ্গল ও বুধের তুল্য সেই বীরদ্বয় সংগ্রামস্থলে মুহুমুহু বীরনাদ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ।

ভীমসেন কুরুরক্ষা ঘটোৎকচ অলম্ব্য রাণসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নবতি বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল । মহাবল অলম্ব্য ও বারংবার অর নিক্ষেপ পূর্বক ভীমসেনের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল । বৃত্র ও

বাসব তুল্য পরাক্রমশালী সেই বীর পুরুষ দ্বয় শরবিক্ষতকলেবর হইয়া সংগ্রামস্থলে অধিকতর শোভা পাউতে লাগিল । বলবান শিখণ্ডী অশ্বখামার সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন । মহাবীর অশ্বখামা স্ততীক্ষ নারাচ প্রহার দ্বারা ক্রোধপরায়ণ শিখণ্ডীকে বিকম্পিত করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডীও নিশিত সায়ক নিক্ষেপ পূর্বক অশ্বখামাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন । এই রূপে তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ।

বাহিনীপতি বিরাট ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন ; তাঁহাদের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ; মেঘ যেমন পর্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, মহাবীর বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর তদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঘনঘটা যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, মহারাজ ভগদত্তও তদ্রূপ শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক বিরাটকে আচ্ছাদিত করিলেন ; শরদ্বান্বিতনয় কৃপাচার্য্য কৈকেয়াধিপতি বৃহৎকত্রের সমীপে গমন পূর্বক শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন । বৃহৎকত্রও কৃপের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । পরে উভয়ে উভয়ের অশ্ব সংহার, ধনু ছেদন ও রথ ভগ্ন করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই বীর পুরুষ দ্বয়ের অসিযুদ্ধ ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ।

অরতিতপন মহারাজ দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া সিদ্ধিরাজ জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান

হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ তিন বাণ দ্বারা
ক্রপদকে বিদ্ধ করিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া
সিদ্ধুরাজের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন। শুক্র ও মঙ্গল সদৃশ সেই দুই বীর
পুরুষের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিয়া দর্শক-
গণ পরম প্রীত হইলেন। আপনার ক্রুদ্ধ
মহাবীর বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুত-
সোমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহা-
দের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে
লাগিল। তাঁহারা পরস্পর বাণ প্রহার
করিয়া কেহই কাহাকে কম্পিত করিতে
পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যা-
স্থিত হইলেন।

মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতাৰ্থী
হইয়া ক্রোধাক্ষ চিতে অশস্যার প্রতি ধাব-
মান হইলেন। অশম্বা বহুবল দায়ক
বর্ষণ করিয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে
লাগিলেন। মহাবীর চেকিতানও ক্রোধা-
স্থিত হইয়া পৰ্ব্বতোপরি মহামেঘের বারি-
বর্ষণের ন্যায় অশস্যার উপর বাণ বৃষ্টি
করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মত্ত
মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তদ্রূপ
গাঙ্কাররাজ শকুনি মহাবল পরাক্রান্ত যুধি-
ষ্ঠিরাজ প্রতিবিজ্ঞের প্রতি ধাবমান হই-
লেন। ইন্দ্র যেমন দানবকে বিদারিত
করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরতনয় ক্রোধা-
স্থিত হইয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা শকুনির কলে-
বর বিদারণ করিতে লাগিলেন। শকুনিও
শরনিকর বর্ষণ পূর্বক প্রতিবিজ্ঞের দেহ
বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর সহদেবতনয় শ্রুতকর্ণা

কাম্বোজ দেশীয় মহারথ হৃদক্ষিণেন প্রতি
ধাবমান হইলেন। হৃদক্ষিণ বিবিধ বাণ
নিষ্ক্ষেপ করিয়াও মেনকাচলসন্নিভ মহা-
রথ শ্রুতকর্ণাকে বিচলিত করিতে পারি-
লেন না। শ্রুতকর্ণা শরনিকর প্রহার
দ্বারা হৃদক্ষিণের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করি-
লেন। অরাতিনিপাতন মহাবীর অর্জুন-
তনয় ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ
শ্রুতায়ুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং
তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ
করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিকম্পিত
করিতে লাগিলেন। তখন শ্রুতায়ু ক্রুদ্ধ
হইয়া গদাগ্র দ্বারা অর্জুননন্দনের অশ্ব সমু-
দায় বিনষ্ট করিলেন। এই রূপে তাঁহাদের
পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অর্বিন্দুদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্য
সপুত্র কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রাম করিতে
লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে আগরা বিন্দ ও
অনুবিন্দের ঘোর পরাক্রম দেখিলাম ;
তাঁহারা স্থির চিতে সেই মহতী সেনার
সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অশু-
বিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজকে তাড়ন
করিতে লাগিলেন ; কুন্তিভোজও তাঁহার
উপর বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন
কুন্তিভোজতনয় বিন্দের প্রতি শর প্রহার
করিতে আরম্ভ করিলেন ; বিন্দও কুন্তি-
ভোজনন্দনকে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন।
তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন।
কৈকেয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা স্বকীয় সৈন্যগণ
সমভিব্যাহারে সৈন্য পাঁচ জন গাঙ্কারের
সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

আপনার পুত্র বীরবাহু রথিশ্রেষ্ঠ বিরাট-
তনয় উত্তরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া
নয় বাণ দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করি-
লেন । মহাবীর উত্তরও তাঁহার গাত্রে
নিশিত শর প্রোদিত করিতে লাগিলেন ।
মহাবীর চেদিরাজ উলূকের প্রতি পাবমান
হইয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে
লাগিলেন । উলূকও তাঁহার প্রতি সগোম
নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ
করিলেন । এই রূপে সেই বীরযুগল
পরস্পরের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন ; কেহ কাহাকে পরা-
জিত করিতে পারিলেন না ।

হে মহারাজ ! এই রূপে আপনার ও
পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী,
অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ
করিতে লাগিল । এই যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র মধুর-
দর্শন হইয়াছিল ; পরে নিতান্ত সঙ্কুল হইয়া
উঠিল ; তখন আর কিছুই নয়নগোচর
হইল না । এই সময় গজ গজের সহিত,
রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও
পদাতি পদাতির সহিত ভূমূল যুদ্ধ করিতে
লাগিল । অনন্তর শূরগণ পরস্পরের প্রতি
পাবমান হইয়া ভূমূল সংগ্রাম আরম্ভ করি-
লেন । দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায়
সমুপস্থিত হইয়া সেই দেবাত্মরসংগ্রাম-
সদৃশ ভয়ঙ্কর সমর সন্দর্শন করিতে লাগি-
লেন । তখন সহস্র রথ, সহস্র হস্তী,
অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত দিকে গমন
করিতে লাগিল । এই সময়ে ইতস্ততঃ
বহু সহস্র রথী, গজ ও আরোহিণীকে

পরস্পর মুহূর্ত্ত সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট
হইল ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে নরনাথ ! এই যুদ্ধে বহু সহস্র পদাতি
মর্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া-
ছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । এই
সময় পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে,
ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল
ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারে
নাই । ফলতঃ পাণ্ডবগণ উন্মত্ত প্রায়
হইয়া কোরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে
লাগিলেন । বহুসংখ্যক যুদ্ধবিশারদ বীর
রথ লইয়া রথীদিগকে আক্রমণ করিলে রথ
দ্বারা যুগ, রথেষা দ্বারা রথেষা ও রথকুবর
দ্বারা রথকুবর ভগ্ন হইতে লাগিল । কোন
কোন বীর পুরুষ পরস্পর জিঘাংসাপরবশ
হইয়া ভূমূল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ।
কতক গুলি রথ রথসমীপাতে অচল হইয়া
পড়িল । মদস্রাবী মহাকায কুঞ্জরগণ
তোরণপতাকাশোভিত বেগবান্ শত্রুপক্ষীয়
মহাগজ সমুদায়ের সহিত দম্ভযুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইল এবং পরস্পর পরস্পরের দম্ভ দ্বারা
ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিতান্ত ব্যাণ্ডিতের ন্যায়
চীৎকার করিতে লাগিল । হস্তিবিদ্ভা-
বিশারদ ব্যক্তিগণকর্তৃক স্পর্শিত অপ্র-
ভিন্ন গাতঙ্গগণ অক্ষুণ্ণ হইয়া মদস্রাবী
বারগগণের সম্মুখীন হইল । বহুসংখ্যক
মহাগজ মদস্রাবী গাতঙ্গ সমুদায়ের সম্মুখীন
হইয়া বকের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ
গমন করিতে লাগিল । সম্যক শিক্ষিত

মদাক্তগণ ও মহাগজগণ ঋষি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিরুদ্ধ ও মন্যস্তলে আহত হইয়া কতক গুলি প্রাণ ত্যাগ করিয়া নিপতিত ও কতক গুলি ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল ।

বিশালবক্ষ গজের পাদরক্ষকগণ পরস্পর হৃৎনেচ্ছায় ঋষি, শরাসন, পরশু, গদা, মুসল, ভিন্দিপাল, তোমর, শর পরিষ ও সুশাণিত খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ-পূর্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল । পরস্পরের প্রতি ধাবমান শর-গণের নরশোণিতলিপ্ত খড়্গসমুদায় সম-পিক শোভা ধারণ করিল । বীরবাহু ব্যক্তি-গণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত নিশিত অসি সমুদায় শত্রুগণের মধ্যে নিপতিত হইবার সময়ে তাহা হইতে তুমুল শব্দ বহির্গত হইল । গদামূলরুম্ব, খড়্গাহত, হস্তিদন্তবিদৌর্গ-কলেবর ও গজমদিত মানবগণ প্রেতসমু-দায়ের ন্যায় দারুণ স্বরে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতে লাগিল । অশ্বারোহিণ চামর-ভূষিত মহাবেগসম্পন্ন হংস সদৃশ শোভমান অশ্ব সমুদায় লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাব-মান হইল । সেই সমুদায় মহাবীর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণমাণ্ডিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় সর্প-সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল । কোন কোন অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লক্ষ প্রদানপূর্বক বৃহৎ রথে উত্থান করিয়া রথিগণের শিরশ্ছেদন করিল । রথী সমীপে সমুপস্থিত বহু সংখ্যক অশ্বারোহীকে নতপর্শি ভিন্ন দ্বারা সংহার করিল । নব-মেঘসন্নিভ, কনকভূষণমণ্ডিত, মত্ত মাতঙ্গ-

গণ অশ্ব কুম্ভ ও পার্শ্বদেশপাটিত হইলেও অশ্ব সকলকে নিপাতিত করিয়া পদদ্বারা মদন করিতে লাগিল । অনেকে প্রাসের আঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল । কোন কোন বীর পুরুষ আরোহিসহিত অশ্বগণকে ও কেহ কেহ বারণগণকে উন্মোচিত করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিল । করিগণ দস্তাগ্র দ্বারা আরোহীর সহিত তুরঙ্গমগণকে উৎ-ক্ষিপ্ত ও রণ সমুদায় মদিত করত গমন করিতে লাগিল । কোন কোন প্রভূত মদশালী মহাগজ শুণ্ড ও চর্য দ্বারা আরোহিসহিত অশ্বগণকে নিহত করিল । ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ তীক্ষ্ণ শর সমুদায় হস্তি-গণের দন্তরয়ের মধ্য ভাগ, গাত্র ও পাশ্ব-দেশে নিপতিত হইতে লাগিল । বীরবাহু-গণ কর্তৃক বিনামুক্ত মহেষ্কাসদৃশ শক্তি সমুদায় নর ও অশ্বগণের গাত্র এবং লৌহ-ময় কবচ সকল ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল । বীরগণ দ্বীপচর্ম্ম ও ব্যাত্র-চর্ম্মে নিবদ্ধ কোমনিষ্কাশিত নিশ্মল খড়্গ সমুদায় দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । কোন কোন হস্তী শুণ্ডদ্বারা অশ্বের সহিত রথসমুদায় আকর্ষণ ও নিক্ষেপ পূর্বক চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ শক্তিবিস্তারিত, পরশুচ্ছিন্ন, হস্তমদিত, অশ্বপদাহত ও রথনির্ম্মগ্ধ হইয়া কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয় ও কেহ কেহ

অত্যাঘ বন্ধু বান্ধবদিগকে স্মরণপূর্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল । অনেকে নাড়া বিকীর্ণ, উরু ভয়, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্ব বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতলালসায় ঘোরতর চাৎকার করিতে আরম্ভ করিল । কেহ কেহ পিপাসায় নিতান্ত অধীর ও ভূতলে পতিত হইয়া জল যাত্রা করিতে লাগিল । অেকে রক্তাক্তকলেবর ও একান্ত ব্লিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে ও মহাশয়ের পুত্রগণকে নিন্দা করিতে প্ররম্ভ হইল । কিন্তু সমরোৎসাহী শূরবর ক্ষত্রিয়গণ তৎকালে অস্ত্র পারিতোষ বা ক্রন্দন করিলেন না । তাঁহারা ক্রোধভরে দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটী বন্ধনপূর্বক পরস্পর অবৈক্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে শুভ্জন গজ্জন করিতে লাগিলেন । অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত সত্ত্বশালা বীরগণ শরাঘাতে একান্ত জজ্বরিত হইয়াও তুণ্যম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন । অনেক বীর পুরুষ সংগ্রামে বিরথ হইয়া অন্তের রথ গ্রহণেচ্ছায় নিপতিত হইবামাত্র শত্রুপক্ষীয় হস্তগণের দস্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুণ্ঠমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! এই রূপে সেই বীর-ক্ষয়কারী মহাসংগ্রাম ক্রমে তুণুল হইয়া উঠিলে সৈন্য সমুদায়मध्ये বহুতর ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল । ঐ সময় পিতা পুত্রকে, পুত্রপিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে ও বান্ধব

বান্ধবকে নিধন করিতে প্ররম্ভ হইল । এই রূপে সেই নির্মধ্যাদ মহাভয়ঙ্কর সমরে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল । পাণ্ডব সৈন্যগণ এই দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের নিকট কাম্পিত হইতে লাগিল ; মহাবীর ভীষ্ম সমুচ্ছিত, রজতময়, পঞ্চ তারা স্তম্ভোভিত, তালকেতুরূপে আরোহণ করিয়া মেরুস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে রাজন্ ! ঐ দারুণ দিবসের পূর্বাহ্ন গত প্রায় ও বহু সংখ্যক বীর পুরুষ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুমুখ, কৃতবন্থা, কৃপ, শল্য ও বিবিৎশাত আপনাদিগের অনুমতিক্রমে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহারথ শান্তনুতনয় উক্ত পঞ্চ অতিরথ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডব সৈন্যসাগরে অবগাহন করিলেন । বেদী, কাশি, ককুম ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্যগণमध्ये ভীষ্মের তালধ্বজ বহুদা প্রচলিত হইতে লাগিল । মহাবীর গাঙ্গেয় সমরঙ্গনে বহু সৈন্যের মস্তক, রথ, বাহুন ও ধ্বজ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন । সমরক্ষেত্রে ভ্রমমাণ মহাবীর ভীষ্মের রথমার্গস্থিত কুঞ্জরগণ মধ্যে তাড়িত হইয়া আর্ত স্বরে চাৎকার করিতে লাগিল ।

এই রূপে মহাবীর শান্তনুতনয় সমরক্ষেত্রে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু একান্ত ক্রোধ-

পরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গ সমুদায়ে যোজিত স্বর্ণমণ্ডিত কর্ণিকারকেতু স্রশো-
ভিত রথে আরোহণপূর্বক ভীষ্ম ও তাঁহার
রক্ষক রথাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হই-
লেন এবং ভীষ্মের কেতুতে তীক্ষ্ণ শর
নিষ্ক্ষেপ পূর্বক তাঁহার ও তাঁহার অনুরূপ-
গণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ।
মহাবীর অর্জুনতনয় অভিমন্যু কৃতবর্মা-
কে এক বাণ ও শল্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা বিদ্ধ
করিয়া স্থায়ী প্রপিতামহের উপর নয় বাণ
নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং মহাবেগে এক
তীক্ষ্ণ শর নিষ্ক্ষেপ পূর্বক তাঁহার স্বর্ণ-
ভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।
পরে ক্রোধভরে সর্বাবরণভেদী সন্নতপর্বা
ভল্ল প্রহারে দুর্মুখের সারথির মস্তক,
অপর নিশিত ভল্ল দ্বারা কৃপের স্বর্ণমণ্ডিত
শরাসন এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে
তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগপূর্বক বিপক্ষনিগ্ধিত
শর সমুদায় ছেদন করিয়া গাঙীবের ন্যায়
শরাসনধ্বনি করত চারি দিকে ধাবমান
হইতে লাগিলেন । তাঁহার হস্তলাঘব
দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ।
মহাবীর অভিমন্যুর, লক্ষ্যের প্রতি শর
নিষ্ক্ষেপ এক বারও ব্যর্থ হয় না দেখিয়া
ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জু-
নের ন্যায় সত্বসম্পন্ন ও ছতাশনের ন্যায়
প্রভাশালী জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাবীর ভীষ্ম মহাবেগে অভি-
মন্যুকে আক্রমণপূর্বক নয় বাণ দ্বারা
তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন । পরে
তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদনপূর্বক

তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন । ঐ
সময় কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য এবং শল্যও
অর্জুনতনয়ের প্রতি বিবিধ শর প্রহার
করিলেন ; কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু কিছু-
তেই কম্পিত হইলেন না । তিনি চুর্য্যো-
ধনপক্ষীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া পূর্বোক্ত
পঞ্চ রথীর উপর শর নিষ্ক্ষেপ করিতে
লাগিলেন এবং শরবৃষ্টিদ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে
তাঁহাদের মহাস্ত্র সমুদায় নিরাকরণপূর্বক
ভীষ্মের উপর শর নিষ্ক্ষেপ করত সিংহনাদ
করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সংগ্রামে
ভীষ্মকে শরনিকরদ্বারা নিপীড়িত করাতে
মহাবীর অর্জুনতনয়ের অসাধারণ বাহুবল
সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল । মহাবীর
ভীষ্ম অর্জুনতনয়ের পরাক্রম সন্দর্শনে
তাঁহার উপর বিবিধ শর নিষ্ক্ষেপ করিতে
লাগিলেন ; কিন্তু তিনি অনায়াসে তৎসমু-
দায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর
মহাবীর অর্জুনতনয় নয় বাণ নিষ্ক্ষেপ
পূর্বক ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করিলেন ।
তদদর্শনে সমুদায় লোক চীৎকার করিয়া
উঠিল । মহাবীর ভীষ্মের রজতময় মণি-
বিভূষিত উচ্চতর তালধ্বজ অভিমন্যুর
সাম্যক প্রভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত
হইল । সমরোৎসাহী ভীমসেন ভীষ্মের
রথধ্বজ অর্জুনতনয়ের শরে ছিন্ন ও ভূতলে
নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত
করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সমরা-
ঙ্গনে বিবিধ দিব্য মহাস্ত্র সমুদায় প্রকাশ
করিতে লাগিলেন । তিনি অভিমন্যুর প্রতি

সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া সমুদায় লোক চমৎকৃত হইল । তখন পাণ্ডব পক্ষীয় দশ জন মহাধনুর্ধর, সপুত্র বিরাট, দ্রুপদতনয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবেগে তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন । শাস্ত্রনুন্দন ভীষ্ম তাহাদিগকে সম্বরে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন ও সাত্যকির উপর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্বক মহাবেগে এক ক্ষুরধার নিশিত সায়কে ভীমের স্বৰ্ণময় সিংহধ্বজ ছেদন করিয়া উহা ভূতলে নিপাতিত করিলেন ।

মহাবলু পরাক্রান্ত রুকৌদর তদর্শনে অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবৰ্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর উত্তর মহাগজে আরোহণপূর্বক মদ্রাধিপতি শল্যের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন । মহাবীর দ্রুপদ-তনয়ের মহাগজ মহাবেগে রথ আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত মদ্র-রাজ বল পূর্বক তাহার বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন । তখন সেই মহাগজ ক্রুদ্ধ হইয়া পদ দ্বারা শল্যের রথের যুগ-কাঠ আক্রমণ পূর্বক অশ্চতুন্ময় সংহার করিল । মহাবীর মদ্রাধিপতি সেই বাহন বিহীন স্তম্ভনে অবস্থান পূর্বক ভূজঙ্গম সদৃশ ভীষণ লৌহময় শক্তি গ্রহণ করিয়া উত্তরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন । শল্য-নিষ্কণ্ট শক্তি বশ্য ভেদ করিয়া কলেবরে প্রবেশ করাতে দ্রুপদতনয় চতুর্দিক্ অন্ধ-কারময় স্বরলোকন করিয়া উত্তরীয় বগন ও

তোমর পরিত্যাগপূর্বক গজঙ্গক হইতে নিপাতিত হইলেন । তখন মদ্ররাজ শল্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে সহসা অব-তরণপূর্বক সেই মহাগজের শুণ্ড ছেদন করিলেন । হস্তী ইতিপূর্বে শরনিকর প্রহারে ভিন্নবস্ত্রা ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া-ছিল ; এক্ষণে ছিন্নশৃণু হওয়াতে নিতান্ত কাতর ও চীৎকার করত নিপাতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । মদ্ররাজ এই রূপে স্বকার্য সাধন করিয়া সম্বরে কৃত-বৰ্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন ।

তখন বিরাটতনয় শ্বেত, সমরে স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত ও মহাবীরকে বর্ন্ত-মান দেখিয়া ক্রোধভরে নতপর্ব সায়ক সমুদায় নিক্ষেপপূর্বক তাঁহাদের শরাসন সকল ছেদন করিলেন । মহাবীরগণ তৎ-ক্ষণাৎ অন্য শরাসন সমুদায় গ্রহণপূর্বক সাত জনে এক কালে শ্বেতের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর শ্বেত সাত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক পুনরায় তাঁহাদের ধনু ছেদন করিলেন । তখন মহাবীরগণ কোপে কম্পিত হইয়া শক্তি গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ করত শ্বেতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মহোক্ষাসদৃশ অশনিনিম্বন শক্তি সমুদায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল ; কিন্তু মহাবীর শ্বেত অর্দ্ধ পথে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন । পরে এক সর্বকাযবিদারণ সায়ক শ্বেতগাত্রে নিষ্কণ্ট হইল । মহাবীর শ্বেত শরাঘাতে একান্ত ব্যুথিত ও মুচ্ছাপন্ন হইয়া রথো-পশ্বে নিপাতিত হইলেন । সারাধি তাঁহাকে

তদবস্থ দেখিয়া মহারাজে রথ লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল পরাক্রান্ত স্বেত গৃহুর্ভ মধ্য পুনরায় লক্ষ্যগঞ্জ হইলেন। তখন তিনি স্তবর্ণনির্মিত অন্যান্য অশ্ব সমুদায় লইয়া রণস্থলে গমনপূর্বক পুনোক্ত রথিগণের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে তাহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বানাবদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর শরশষ্টি নিক্ষেপপূর্বক শল্যের রথাভিমুখে দাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেনাপতি স্বেত শল্যের রথের প্রতি গমন করিবামাত্র সৈন্যমধ্যে মহান্ হলহলাশব্দ সমুৎপন্ন হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া বহু সংখ্যক শর সমাভিব্যাহারে শল্যের রথ-সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে দ্রুত্যাগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম সমাপ্ত হইল; আপনার ও শত্রুগণের রথ ও হস্তসমুদায় পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময় বুদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, মাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চৈদ্যসৈন্যগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে মহামুর্দ্ধর স্বেত শল্যরথের প্রতি সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ, বিশেষতঃ শান্তনুতনয় ভীষ্ম কি করিয়া-ছিলেন, সবিস্তরে কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারথগণ সেনাপতি স্বেতকে অগ্রসর করিয়া আপনার পুত্রকে বল বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহারা আত্মদ্রাব্যার্থ শিশুগণকে অগ্রে লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার মানসে তাহার হেমভূমিত রথসম্মিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! এই সময়ে আপনাদিগের ও শত্রু-পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া বহুসংখ্যক লোক সংহার করিল; আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাবীর শান্তনুতনয় শরাঘাতে বীর-গণের মস্তক ছেদন ও রথোপস্থ মকল শূন্য করিতে লাগিলেন। এই সূর্য্যমদশ প্রতাপশালী মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। রবি যেমন সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ শান্তনুতনয় সমরমধ্যে অসংখ্য বীর পুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন। এই মহাবীরকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়ান্তক সহস্র সহস্র সায়ক মহাবেগে গমনপূর্বক মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। বলবিক্রম-শালী রথিগণ তাঁক্ষ শরে ছিন্নমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে রথমধ্যে নিপতিত রহিলেন। রথ রথের উপর ও অশ্ব অশ্বের উপর নিপতিত হইল। কোন কোন অশ্ব পৃষ্ঠে লম্বমান রণনিহত স্বীয় আরোহীকে বহন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গাত্মীরধারী বদ্ধ-পারিকর শত শত বীরগণ ছিন্নকবচ ও

নিহত হইয়া ধরাতলে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন । দ্বন্দ্বযুদ্ধকুশল বীরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে, পুনরুত্থিত ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর পীড়িত হইয়া রণস্থলে বিলুপ্তন করিতে লাগিলেন । মত্ত গজ নিপাতিত হইল ; শত শত রথিগণ শত্রুপক্ষীয় রথীদিগকে মর্দন করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল । কেহ কেহ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথোপরি নিপাতিত হইল । সারথি নিহত হইবামাত্র উচ্চ উচ্চ রথ সমুদায় নিপাতিত হইতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় ধূলিপটল মহাবেগে সমুত্থিত হওয়াতে সংগ্রামনিরস্ত ব্যাক্তগণ কেবল শরাসনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল । তাহার শত্রুর গাত্র স্পর্শ করিয়াও তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিল না । সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল । ঐ তুমুল সংগ্রামে কর্ণধিদারী পটধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে বীরগণের বাণশব্দ এবং 'কোন্ বীর পৌরুষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার' নামও শ্রবণগোচর হইল না । ঐ সময় পিতা স্বীয় পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল । ঋজুগামী বাণসমূহদ্বারা রথচক্র ও যুগ ভগ্ন, ভারবাহী অশ্ব নিহত ও যোদ্ধা সারথিসমভিব্যাহারে রথ হইতে নিপাতিত হইতে লাগিল । যোদ্ধাগণ ভগ্নধুর ভিন্নচক্র রথ-মধ্যে দেখিল যে, স্বীয় বান্ধবগণ কেহ ছিন্নমস্তক কেহ বা মর্মান্বিত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছে । ফলত 'মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর শাস্ত্রনুতনয় শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষপক্ষের প্রায় কেহই অনাহত রহিল না ।

মহাবীর শ্বেতও কৌরব পক্ষীয় মহত্স মহত্স রাজপুত্রকে সংহার করিতে লাগিলেন । তিনি শরানিকর নিক্ষেপপূর্বক রথিগণের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, ধনু, ক্ষুদ্র ও বিশাল রথ, রথচক্র ও পতাকা সমুদায় ছেদন করিলেন । মহত্স মহত্স হস্তী, অশ্ব ও মানবগণ তাহার শরাঘাতে প্রাণত্যাগপূর্বক ধরাতলশায়ী হইল । হে মহারাজ ! আমরা সেই সময় শ্বেতের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলাম । সমরার্থ স্তম্ভিত কৌরবগণ শ্বেতের শরপাত হইতে বিমুক্ত হইয়া শাস্ত্রনুতনয়ের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে একমাত্র ভীষ্ম মেরু পর্বতের স্থায় অচল ভাবে রহিলেন । যেমন মরীচি-মালী ভাস্কর গ্রীষ্ম কালে স্বীয় কিরণ-জাল দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর শাস্ত্রনুতনয় শরানিকরদ্বারা অরাতি কুলের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ভগবান্ চক্রপাণ যেমন অগ্নরগণ নিহত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীষ্ম বাণ বর্ষণপূর্বক শত্রুগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অরাতিগণ ভীষ্মের শরে নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল । দুর্ঘ্যোদনপ্রিয়চকীর্ষ মহাবল পরাক্রান্ত

শান্তনুভূতনয় জ্ঞানিতাশা ও ভয় এক কালে পরিত্যাগ পূর্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ।

মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে কৌরব সৈন্য নিধন করিতে দেখিয়া এই রূপে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিয়া মহাবেগে তাঁহার সমীপে পাবমান হইলেন । মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভীষ্ম ও তাঁহার প্রতি বহু-সংখ্যক শর সন্ধান করিলেন । তাঁহারা উভয়েই রুমভদ্রের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ-দ্রয়ের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ব্যাস্রদ্রয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রতি পাবমান হইলেন এবং পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণ পূর্বক ঘোর-তর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত যদি পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অসামান্য বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই তাহাদিগকে নিঃশেষিত করিতে পারিতেন ।

হে মহারাজ ! বহু ক্ষণ এই রূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম হইলে পরিশেষে মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে সমরে পরাভূত করিলেন । তদদর্শনে পাণ্ডবগণের আত্মলাদ ও দুর্ঘোষধনের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না । মহাবীর দুর্ঘোষধন তৎক্ষণাৎ ক্রোধা-স্থিত চিত্তে বহুসংখ্যক ভূপতি ও সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বায়ুবগে যেমন বৃক্ষগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে

পরিত্যাগপূর্বক দুর্ঘোষধনের সৈন্য সমুদায় সংহার করিতে লাগিলেন । তিনি এই রূপে অতি অল্প কালের মধ্যে দুর্ঘোষধনের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন । তখন বৃদ্ধ ও বাসনের ন্যায় সেই বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপপূর্বক ঘোর-তর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ পরাক্রমশালী ভীষ্ম বল-পূর্বক শ্বেতকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিলেন । তখন মহাবীর শ্বেত পুনরায় ভীষ্মকে প্রহার করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম শ্বেতের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । বলবান্ শ্বেত ভীষ্মের শর সহ্য করিয়া পর্দতের ন্যায় অকম্পিত রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর সমস্তপর্ব পঞ্চাংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন ; তদদর্শনে সমুদায় লোক চমৎকৃত হইল । পরে মহাবীর শ্বেত সহস্র বদনে স্কন্ধী লেহন করিতে করিতে দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্বক ভীষ্মের শরাসন দশ খণ্ড করিলেন । তদনন্তর লোগযুক্ত এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের তাল-কেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিলেন । আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের কেতু নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিলেন এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন ।

তখন দুর্যোধন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ আপনাব সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন ; সৈন্যগণ অতি যত্ন সহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল । সমরোৎসাহী দুর্যোধন তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ ! শ্বেত অবশ্য বিনষ্ট হইবে ; শাস্ত্রমুতনয় ভীষ্ম মহাবল পরাক্রান্ত ; তাঁহার কিছু মাত্র শঙ্কা নাই । মহারথগণ দুর্যোধনের এই রূপ উত্তেজনা বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সত্বরে চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহাবীর বাহুলীক, কৃতবর্মা, রূপাচার্য্য, শল্য, জরাসন্ধতনয়, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিশ্চিতি ইহারা সত্বরে চতুর্দিক্ হইতে শ্বেতের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক নিশিত সায়ক সমুদায় দ্বারা সেই ক্রোধান্বিত বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । কেশরী যেমন কুঞ্জরগণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ক্রমে সেই সমুদায় বীরগণকে পরাভূত করিয়া বহুসংখ্যক শর বর্ষণ পূর্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন । তখন শাস্ত্রমুতনয় অশ্ব এক ধনু প্রহণ পূর্বক শ্বেতের উপর কঙ্কপক্ষযুক্ত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তদ্বশনে সেনাপতি শ্বেত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সর্বলোকসমক্ষে প্রভূত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন । মহারাজ দুর্যোধন এই রূপে সর্ববীরপ্রধান ভীষ্মকে শ্বেত কর্তৃক নিরাকৃত দেখিয়া

নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঐ সময় কৌরবপক্ষ বহুতর সৈন্যগণও বিনষ্ট হইতে লাগিল । তখন মহাবীর ভীষ্মকে শ্বেতের শরে ক্ষত বিক্ষতান্ন অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও তৎকর্তৃক নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাবীর শাস্ত্রমুদন ভীষ্ম স্বীয় ধ্বজ উন্মথিত ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত দেখিয়া একান্ত ক্রোধান্বিত চিত্তে শ্বেতের উপর বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রথিকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের সেই সমুদায় বাণ নিবারণ করিয়া ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তদ্বশনে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্ব এক শরাসন গ্রহণ পূর্বক তাহাতে স্তম্ভীকৃত মাত ভল্ল যোজন পূর্বক চারিটি দ্বারা শ্বেতের চারি অশ্ব, দুইটি দ্বারা ধ্বজ ও একটি দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন । তখন মহারথ শ্বেত সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একান্ত ক্রোধপরবশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন । মহাবীর ভীষ্ম রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন । শ্বেত ভীষ্মের চাপচ্যুত শরনিকরে ত্র্যড়িত হইয়া স্বীয় রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্বক কালদণ্ড সদৃশ মহাভয়ঙ্কর কাঞ্চনবিনির্মিত শান্তি প্রহণ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম শাস্ত্রমুতনয় ! ক্ষণ কাল অব-

স্থান পূর্বক আমার পরাক্রম অবলোকন কর। হে মহারাজ ! পাণ্ডবগণের হিতার্থী ও আপনার অহিতচিকীর্ষ মহাবীর শ্বেত এই বলিয়া ভীষ্মের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই নিঃশোকনির্মুক্ত ভীষ্ম ভূজঙ্গ সদৃশ শ্বেতনিষ্কিপ্ত শক্তি সন্দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শক্তি নভস্তল হইতে নিপতিত মহোজ্জ্বল তায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। শান্তনুতনয় তদর্শনে একান্ত সংভ্রান্ত হইয়া আটবাণ পরিত্যাগ পূর্বক সেই উৎকৃষ্ট হেমনির্মিত শক্তি নয় খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে আপনার পুত্রগণের সমুদায় সৈন্য উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

কালোপহতচিত্ত বিরাটতনয় শ্বেত শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইতিকর্তব্যতাবিস্মৃত হইলেন। তিনি একান্ত ক্রোধাক্ত হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধসংরক্ত লোচনে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ধাবমান হইলেন। প্রতাপশালী ভীষ্ম সেই গদার বেগ অনিবার্য জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সহস্র রপো হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাগদা বিঘূর্ণন পূর্বক ভীষ্মের রথোপরি নিক্ষেপ করিলে সেই ভীষ্মগদাঘাতে ভীষ্মের রথ, ধ্বজ, সারঙ্গি, অশ্ব ও যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল।

এ দিকে শল্য প্রভৃতি রথিগণ রথি-শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক শরাসন কম্পিত করিয়া মহারণ শ্বেতের সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্রীয হিতকরী এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল ; হে মহাবাহু ভীষ্ম ! শীঘ্র যত্ন কর ; ভগবান্ বিশ্বসোনি শ্বেতের এই নিধন কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন। শান্তনুতনয় দেবদূতের এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্বেতবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেশু ও অভিমন্যু প্রভৃতি মহারণ সমুদায় রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে সমরাসনে পাদচারে সঞ্চারণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম উক্ত মহারণগণকে আগমন করিতে দেখিয়া দ্রোণ, শল্য ও কৃপের সাহায্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে সম্মিরুদ্ধ দেখিয়া খড়্গ আকর্ষণ পূর্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীষ্ম দেবদূতের বাক্যে শ্বেতবধে প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন ; স্তরাং শ্বেত কর্তৃক নিবারিত হইয়া ও সত্তরে সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্বক অন্য ধনু গ্রহণ ও কণকালমধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি মহারণগণ কর্তৃক সেনা-

পতিপদে অভিষিক্ত মহাবীর শ্বেতের প্রতি শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা হইলেন । প্রতাপশালী ভীষ্মসেন ভীষ্মকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর যষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন ।

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ঘোরতর শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক অভিমন্যুকে ও তিন শর দ্বারা অন্যান্য মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সাত্যকির প্রতি এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি বিংশতি ও কৈকেয়ের প্রতি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত দেবরত ভীষ্ম এই রূপে শরনিকর দ্বারা সেই মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা হইলেন এবং সাক্ষাৎ কালান্তকযমোপম এক ভীষণ সায়ক তুণীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া শ্বেতের প্রতি সন্ধান করিলেন । দেব, নগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র হুসন্ত লোমযুক্ত শর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অস্তাচলগমনোন্মুখ ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর মহাবীর শ্বেতের কবচ ভেদ পূর্বক প্রাণ লইয়া বহির্গত ও মহাশনির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল । মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকর্তৃক এই রূপে নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলেন । তদর্শনে পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষ ক্ষত্রিয় সমুদায় শোক করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন । দুঃশাসন শ্বেতকে নিহত দেখিয়া বাদিত্রসহকারে চতুর্দিকে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরবরাগ্রগণ্য বিরাটতনয় শ্বেত সংগ্রামে ভীষ্মশরে নিহত হইলে ধনুর্ধর শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন । তখন মহাবীর পনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সেনাপতি নিহত হইল দেখিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন । উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া মুহুমুহু গর্জন করত বিশ্রাম করিতে লাগিল । পার্শ্বগণ বিম্বনা হইয়া দৈরথ যুদ্ধে শ্বেতের নিধন চিন্তা করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন ।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সেনাপতি শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহামনুর্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কি করিয়া ছিলেন ? সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছে । যাহারা তাহার রক্ষার্থে যত্ন করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং আগাদের পক্ষ জয় লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছে, প্রত্যব্য চিন্তা করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না । এবং সমরানুষ্ঠানী ক্রোধপরায়ণ কুরুরাজ দুর্যোধন সর্ব্বথা হস্ত হইয়াছে । কিন্তু সে পূর্বে বর্গরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারই ভয়ে পুনরায় তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে সর্ব্বশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম দেশে প্রবেশ করিয়া তাহারে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে । দুর্মতি

দুর্যোধন সদাচারপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার নিতান্ত ভক্ত ও আশ্রয় বিরাটপুত্র শ্বেতকে কি নিমিত্ত বিনাশ করিল ? বোধ হয়, হীনমতি দুর্যোধন শকুনি প্রভৃতি কতকগুলি পুরুষাধম কর্তৃক অধঃপাতিত হইয়াছে। দেখ, কুরু-কুলচূড়ামণি ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারীর এবং আমার যুদ্ধপক্ষে অভিলাষ ছিল না এবং রুক্ষিণবংশাবতংস বাহুবদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারও সংগ্রামাভিলষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি, গান্ধারী, বিদুর, পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাস, আগরা ছুরাত্মা দুর্যোধনকে বারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যসনমাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কৃষ্ণ সমবেত অর্জুন শ্বেতের বিনাশ ও ভীষ্মের জয় লাভ সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিয়াছিলেন ? অর্জুন হইতে আমার নিতান্ত শত্রু হইতেছে ; উহা কোন মতেই নিবারণ হয় না। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যন্ত লঘুহস্ত ; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে শর দ্বারা শত্রুগণকে প্রমথিত করিবে। যে বীর সংগ্রামে অরিগণের উপর বজ্রসদৃশ শরনিকর প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎকালে সেই অমোঘক্রোধ, বেদবেত্তা, সূর্য্যাসিন্দূশ প্রতাপশালী, ঐন্দ্রাস্রজ, লঘুহস্ত, উপেন্দ্র, সদৃশ ইন্দ্রসূনু অর্জুনকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমাদের মন কিরূপ হইল ?

মহাবীর শ্বেতকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ ক্রপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন ? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বতন অপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডবগণের মনে ক্রোধায়ি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয় ! দুর্যোধনের অপরাধমূলক পাণ্ডবতনয়গণের ক্রোধ চিন্তা করিয়া আমি কি দিবা কি রজনীকখনই শাস্তি লাভ করিতে পারি না। যাহা হউক, কি রূপে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন। এক্ষণে যে বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনাই দোষ ইহার মূল ; এবিষয়ে দুর্যোধনের দোষ আপনাই বক্তব্য নহে। এক্ষণে আপনাই বেক্ষণ বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা জল বহির্গত হইলে সেতু বন্ধন ও গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কুপ ধননের অতিপ্রায়ের অনুরূপ। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সেই দারুণ দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে সেনাপতি শ্বেত ভীষ্ম কর্তৃক নিহত হইলে অরাতিবননিপাতন সমরপ্লাঘী বিরাটতনয় শত্রু শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃতাহত ব্যববাহের অ্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি প্রভূত রথ সমুদায়ে পরিবৃত্ত হইয়া শত্রুচাপ সদৃশ মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বাণ বৃষ্টি করিতে করিতে শল্যকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান

হইলেন । আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ সেই মত্ত বারণবিক্রান্ত বিরাটনয়কে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া শল্যকে যুত্মর দংষ্ট্রা হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে চতুর্দিক হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে লাগিলেন ।

তখন শাস্ত্রনুতনয় ভীষ্ম মেঘের ন্যায় স্তম্ভভীর গর্জ্জন করিয়া তালতরু সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূর্বক শঙ্খের প্রাতি ধাবমান হইলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথকে সমবে সমুদ্রত দেখিয়া ভয়ে বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বরে শঙ্খের অগ্রসর হইলেন । তদর্শনে সমুদায় যোদ্ধাগণ হাহাকার করিতে লাগিল । এক তেজে অস্ত তেজ সম্পৃক্ত হইলে যে রূপ হয়, ভীষ্মার্জ্জুন সমাগমে তদ্রূপ হইয়াছে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল । অনন্তর শল্য ও শঙ্খ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর শল্য গদা হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্খের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন । তখন বিরাটনয় শঙ্খ খড়্গ গ্রহণ পূর্বক দ্রুত বেগে সেই হতাস্থ রথ হইতে অর্জ্জুনের রথে গমন করিয়া হস্তচিত্ত হইলেন । ঐ সময় ভীষ্মের রথ হইতে শর নিকর বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্বত সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিল । মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভক্তগণকে নিপাতিত করিতে লাগি-

লেন । তিনি সমরে অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপ্রিরত প্রিয় সম্বন্ধী দ্রুপদের সমীপে গমন পূর্বক শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । গ্রীষ্ম কালে অগ্নি যেমন বনরাজি দগ্ধ করে, ভীষ্মের শর নিকর দ্রুপদের সৈন্যগণকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে লাগিল । মহাবীর ভীষ্ম সমরে বিধুম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের ন্যায় প্রত্যাপশালী ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলে পাণ্ডবগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন ; ঐকান্ত রক্ষা করিতে পারে এমন কাহাকেও অবলোকন করিলেন না ।

এইরূপে সৈন্যগণ হত ও পলায়িত হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার সমুৎপন্ন হইল । তখন মহাবীর ভীষ্ম শরাসন গুলাকার করিয়া আলীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সায়ক দ্বারা চতুর্দিক একাকার করত একে একে পাণ্ডব পক্ষীয় রথিগণকে সংহার করিলেন । এইরূপে সেই সৈন্য সমুদায় নিহত ও প্রমথিত হইলে ভগবান্ গরীচিমালী অন্তগত হইলেন ; তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না । পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে রণে নিভস্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থ আদেশ করিলেন ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহারাজ ! সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে চুর্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের রোধ ও ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া আপনার পরাজয় চিন্তায় নিতান্ত শোকার্ত হইয়া সমুদায় ভ্রাতা ও ভূপতিগণ সমভিব্যাহারে সহরে কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাহুবল ! দেখ, অনল যেমন তুংরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন, আমরা ক্তিরূপে উহঁার সম্মুখীন হইব । আমার সৈন্যগণ ধনুর্ধর মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয়কে দেখিয়া ও তাহার বাণে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে । বরং ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাপারী কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় করা যায়, তথাপি মহাতেজাঃ মহারথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজয় করা যায় না । অতএব আমি স্রীয় হীন বুদ্ধিপ্রাবে ভীষ্মরূপ অগাধ জলপিঞ্জে নিমগ্ন হইলাম । হে গোবিন্দ ! এই সমুদায় ভূপালগণকে ভীষ্মরূপ যুতুর মুখে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বনে গমন পূর্বক জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে শ্রেয় । স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবীর ভীষ্ম আমার সেনা সমুদায় সংহার করিবেন । যেমন পতঙ্গ কাল-প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত ছত্যাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমার সৈন্যগণ আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মের সমীপে গমন করি-

তেছে । হে বৃষ্ণিবংশাবতংস ! আমি এক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলাম ; আমার মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতারা বিপক্ষপক্ষের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে । তাহারা অত্যন্ত সৌভ্রাতৃশালী ; তন্নিমিত্তই আমার অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও স্তম্ভচ্যুত হইয়াছে । হে কৃষ্ণ ! সকলেই জীবনকে বহু জ্ঞান করিয়া থাকে ; জীবন অতি দুর্লভ । আমি জীবিত নিরুশিমে তপ-শ্চরণ করিব ; তথাপি সমুদায় মিত্রবর্গের প্রাণ বিনাশে কদাপি প্রবৃত্ত হইব না ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম একাকী দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমার বহুসহস্র রথীকে সংহার করিবেন । অতএব হে মাধব ! এক্ষণে কি কর্তব্য, সহরে তাহা স্থির করিয়া বল । মহাবীর অর্জুনকে সহরে উদাসীনের ন্যায়বোধ হইতেছে । কেবল মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মসেন ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসরণ পূর্বক একাকী বাহুবীর্য প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরঘাতিনী গদা দ্বারা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতির মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছে । মহাবীর বৃকোদর অকপট যুদ্ধ করিয়া শত বৎসরে এই সমুদায় কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত করিতে পারে । তোমার সখা ধনঞ্জয় অস্তিত্ব অস্ত্রবেত্তা ; কিন্তু সে আগাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরানলে দগ্ধ দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে । বীববরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র সমুদায় বারংবার প্রযুক্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিবে । ভীষ্মের যেরূপ পরাক্রম তাহাতে স্পষ্টই

বোধ হইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভূপতি সমাভিযাহারে আগাদিগকে এক কালে উৎসন্ন করিবেন। অতএব হে যোগেশ্বর জনার্দন! মেঘ যেমন দাবায়ি প্রশমিত করে; তদ্রূপ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে এমন কোন মহারথের যদি অনুসন্ধান করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবগণ হতশত্রু ও স্ব-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ সমাভিযাহারে পরমানন্দে কালাতিপাত করে।

মহামনাঃ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকৌপহতচিত্তের ন্যায় বহুক্ষণ অন্তর্মনাঃ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত শোকার্ত ও দুঃখোপহতচিত্ত দেখিয়া আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আপনি শোক করিবেন না; শোক কবা আপনার উপযুক্ত নয়। আপনার ভ্রাতারা মহাবল পরাক্রান্ত ও ধনু-দ্ধরাগ্রগণ্য; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রিয়কান্নী এবং সৈন্যসমেত অন্যান্য বহু-সংখ্যক ভূপতিগণ আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ও ভক্ত। আপনার হিতচিকীর্ষু ও প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাবাহু শিশুগুণী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে সংহার করিবেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণা-নন্তর তাঁহার সমক্ষে সভামধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর; ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি

বান্ধুদেবসদৃশ প্রভাব সম্পন্ন; আমাদের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছ। পূর্বে কাঙ্ক্ষিক যেমন দেবগণের সেনানায়ক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডব-গণের সেনানী হইয়াছ। অতএব এক্ষণে বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কৌরবগণকে সংহার কর। আমি, মহাবল পরাক্রান্ত রুকোদর, কৃষ্ণ, মার্দীনন্দন দয়, দ্রৌপদী-তনয়গণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূপতি-গণ আমরা সকলেই তোমার অনুগমন করিব।

তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সমস্ত লোককে হমিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ শম্ভু আমাকে দ্রোণাস্তক করিয়া নিশ্চাণ করিয়াছেন। আমি আজ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সমুদায় সমরভূমিদ বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিব। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদ্রত হইলে পর যুদ্ধভূমিদ পাণ্ডবগণ উচ্চসরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পার্শ্বদ! ক্রৌঞ্চাক্ষণ নামক ব্যূহ দ্বারা সমুদায় শত্রুকে নিবারণ করা যায়; পূর্বে দেবাস্ত্রযুদ্ধ সময়ে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে ঐ ব্যূহের কথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নিশ্চাণ করিব; কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহ সন্দর্শন করিবেন।

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া প্রভাতে ধনঞ্জয়কে সর্ব

সৈন্যের অগ্রে সম্মিবেশিত করিলেন। মহারথ অর্জুনের কেতু ইন্দ্রের আদেশানুসারে বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্মিত ও ইস্ত্রায়ুধ সদৃশ পতাকা সমুদায়ে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। উহা আকাশগামী গন্ধর্বপুরের ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা নৃত্য করিতেছে। সূর্য্য সমীপে থাকিলে ত্রক্ষার যেরূপ শোভা হয়, সেই কেতু সমীপে থাকাতে অর্জুনের ও অর্জুন সমীপে থাকাতে সেই কেতুর তদ্রূপ শোভা হইল। মহারাজ দ্রুপদ বহুতর সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া পাণ্ডব সেনাগণের মস্তক এবং মহারাজ কুন্তিভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণামিপাতি এবং প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পটচ্চর, হুণ্ড, পৌরবক ও নিষাদগণের সহিত পৃষ্ঠ হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণদীতনয়গণ, অভিমন্যু, সাত্যকি এবং পিশাচ, দারদ, পৌণ্ড্র, কুন্তীবিষ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহিক, তিস্তির, পাণ্ড্য, উদ্র, শরব, তুম্বুম, বৎস ও নাকুলগণ পক্ষ দ্বয়ে এবং নকুল ও সহদেব বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, মস্তকে নিযুত, পৃষ্ঠে এক অর্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবায়া এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সম্মিবেশিত হইল। ইহার চতুর্দিকে পক্ষে ও পক্ষান্তে জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় বারগণ অবস্থান করিতে

লাগিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশিরাজ ও শৈব্য তিন অযুত রথ লইয়া সেই ব্যূহের জঘন পালন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে সেই মহাব্যূহ নির্মাণানন্তর সৈন্য সমুদায়কে বস্মিত করিয়া যুদ্ধার্থ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বারণ ও রথ সমুদায়ের উপর আদিত্যসঙ্কাশ নির্মল বিপুল স্বেত ছত্র সকল শোভা পাইতে লাগিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আপনার তনয় চুর্য্যোধন সেই পাণ্ডব পক্ষীয় অভেদ্য ক্রৌঞ্চারণ ব্যূহ অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অন্যান্য বহুসংখ্য শূরগণকে সমবেত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা নানাস্তবেতা ও শাস্ত্রার্থজ্ঞ; তোমাদের একত্র হইবার কথা দূরে থাকুক; তোমরা এক এক জন সৈন্য লইয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে পার। আমাদের ভীষ্মাভিরক্তি সৈন্য অপৰ্য্যাপ্ত; পাণ্ডবগণের ভীমসেনাভিরক্তি সেনা পর্য্যাপ্ত। অতএব এক্ষণে সংস্থান, শূরসেন, বেণিক, কুঙ্কর, রেচক, ত্রিগর্ত, মদ্রক ও যবনগণ ইহার। শক্রজয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুবীর, নন্দোপ-
নন্দগণ, মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেন সম-
ভিব্যাহারে ভীষ্মকেই রক্ষা করুক।

এই রূপ যুক্তি স্থির হইলে ভীম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে বৃহৎ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, গান্ধার, সিন্ধু-সৌবীর, শিবি, বদাতি, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক্ষ ও কর্ণপ্রাবরণগণ-সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনি সৈন্য সমুদায় সমভিব্যাহারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সমুদায় সহোদর, অশ্বাতক, বিকর্ণ, বামনকোশল, দরদ, বক ও ক্ষুদ্রকমালবগণ সমভিব্যাহারে ছন্ট চিত্তে যুগিষ্ঠিরসৈন্যভিষুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভূরিপ্রবাঃ, শল, শল্য, ভগ্নদত্ত এবং অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অম্বুবিন্দ সৈন্যগণের বাস পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সোমদত্ত, স্তম্ভাঙ্গা, কাশ্যোজরাজ স্তম্ভকিণু, শতায়ু ও শ্রুতায়ু দক্ষিণ পক্ষে অবস্থান করিলেন। অশ্বখামা, কৃপ, কৃতবর্মা ও মাত্তত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাপৃষ্ঠে রহিলেন। কেতুমান্, বহুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু প্রভৃতি নানা জনপদেশ্বরগণ সৈন্য সমূহের পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। তখন আপনার পক্ষীয় সেনাগণ বৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত ছন্টচিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুরুবৃদ্ধ ভীম সৈন্যগণের হর্ষপ্রাপক শব্দ

শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেণী ও আনক ধ্বনিত করাতে তুমুল শব্দ সমুথিত হইল। মহাপ্রভাসম্পন্ন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেতহয়যোজিত মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর বাহুদেব পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত, ভীম-কর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল স্তম্ভোষ ও সহদেব মণি-পুষ্পক নামক মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন। পরে কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, মহাধনুর্ধর দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সমুদায় বীরগণের সেই তুমুল নিনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ ! এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ ছন্টচিত্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে সম্ভাপিত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যাহিত হইলে যুদ্ধবিজ্ঞাবিশারদ যোদ্ধাগণ কি রূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এই রূপে সেনাগণ ব্যাহিত হইলে রুচিরধ্বজ সমুদায় সমুচ্ছিত হইলে। সেই মহান্ সৈন্যসাগর অপার বহিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আপনার পুত্র দুর্য়োধন সেই অগাধ সৈন্য-সমুদ্রমধ্য হইতে আপনার পক্ষীয় সেনা-গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সৈন্যগণ ধ্বজ সমুচ্ছিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক ত্রুর মনে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রথিগণকর্তৃক বিমুক্ত সুশাগিত শরনিকর অকুণ্ঠিত ভাবে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্ম বর্ষ্য পরিধান পূর্বক শরাসন সমুদ্যত করিয়া অভিন্না, ভীমসেন, মহারথ অর্জুন, কৈকেয়, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চৌদ্রি ও সৎশ্রুদেশীয় যোদ্ধাদিগের উপর অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল ও সৈন্যগণের ঘোরতর বিপদ সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য আরোহী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় নিহত হইতে লাগিল; রথিগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর অর্জুন ভীষ্মের অসাধারণ বিক্রম দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাহুদেব! সত্ত্বরে পিতামহের সমীপে গমন কর। মহাবীর শান্তনু-তনয় দুর্য়োধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর; উনি ক্রোধভরে আগার সমুদায় সৈন্য নিধন করিবেন। এই দ্রোণ, কৃপ, শল্য,

বিকর্ণ ও দুর্য়োধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণ সমবেত হইয়া পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে; অতএব আমি সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে সংহার করি।

তখন স্বাযিবংশাবতংস বাহুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই আমি ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছি, এই বশিষ্ঠা তিনি ভীষ্মের রথভিগুণে অর্জুনের রথ চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের লোকবিশ্রুত রথ বহু পতাকা শোভিত বলাকার ন্যায় মনোহর অশ্ব সমুদায়ে যোজিত, ভীষণাকার বানরকেতু সংযুক্ত, মেঘের ন্যায় গস্তীর ধ্বনিসম্পন্ন ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জল; অর্জুনের আনন্দবর্দ্ধন মহাবীর অর্জুন সেই মহারথে অবস্থান পূর্বক কৌরব সৈন্য ও শূরসেনগণকে সংহার করিয়া সত্ত্বরে সমরক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণকে বিভ্রাসিত ও পাতিত করত সমরে আগমন করিতে-ছেন দেখিয়া, প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধব প্রভৃতি বীরগণ কর্তৃক রক্ষিত শান্তনুতনয় মহাশাহার সম্মুখীন হইলেন। কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মকর্ণা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও মহাবীর কর্ণ ব্যতীত কাহান সাধ্য যে সমরে ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হয়। মহাবীর ভীষ্ম অর্জুনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণ পঞ্চ-বিংশতি, কৃপ পঞ্চ শত, দুর্য়োধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, অশ্বখামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিন শর এবং আর্ভাযনি তিন ভল্ল দ্বারা ধনঞ্জয়কে

বিক্র করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য অর্জুন সেই সকল মহাবীরগণের নিশিত শর-নিকরে সমস্তাৎ বিদ্ধ হইয়াও ভিद्यমান অচলের ন্যায স্থির হইয়া রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয়, দ্রোণের উপর যষ্টি, বিকর্ণের উপর তিন, আর্তায়নির উপর তিন ও দুর্যোধনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সাত্যকি, বিয়ট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণ সমাভিব্যাহারে ভীষ্মের হিতসামনতঃপর মহাবলুর্দ্ধর দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। রণশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সত্বরে অর্জুনের উপর অতি নিশিত অশীতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় সেনাগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া আহ্লাদ-সূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদের নিনাদ শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বীরগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পার্শ্বশরে জর্জরিত দেখিয়া ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আপনি স্বয়ং ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বর্তমান থাকিতে এই পাণ্ডুতনয় কৃষ্ণ সমাভিব্যাহারে সমুদায় সৈন্যগণ বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে সমুদ্রত হইয়াছে। এই কর্ণ আমার একান্ত হিতাচকীর্ষ হইয়াও কেবল আপনার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ

পূর্বক যুদ্ধে পরাধুত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জুন শীঘ্র নিহত হয়, এমন উপায় স্থির করুন।

মহাবীর দেবব্রত দুর্যোধন কর্তৃক এই রূপ অতিহিত হইয়া ক্ষত্বশ্চে ধিক্! বলিয়া পার্থের রথ সমীপে গমন করিলেন। পার্শ্বগণ সেই উভয় বীর পুরুষকেই শ্বেতাস্থযোজিত রথে সংস্থিত দেখিয়া সিংহ-নাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখ্যমা, দুর্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধার্থ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিবার মানসে অর্জুনকে পরিবেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জুনের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে বীরবর অর্জুন মর্গ্যভেদী দশ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহার চারি দিক্ অবরোধ করিলেন। শান্তনুতনয় শরজাল প্রয়োগ করিয়া অর্জুননিষ্কিপ্ত শর সমূহ নিরাকরণ করিলেন। এই রূপে পরস্পর প্রতিকারাতিল্যমী সমরপ্রিয় সেই বীর পুরুষদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন ভীষ্মচাপবিমুক্ত শরজাল স্বীয় শর-নিকর দ্বারা নিরাকৃত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয়ও অর্জুননিষ্কিপ্ত শর সমুদায় ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অর্জুন ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন;

ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়কে নয় বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ ! সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া সমরাক্ষেত্রে ফীড়া করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকণ পরে মহাবীর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনসারথি বাসুদেবের বক্ষস্থলে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মচাপচ্যুত সায়কে বিদ্ধ হইয়া পুণ্ডিত কিংশুক রক্ষের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জনদমনকে ভীষ্মশরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্বক ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের রথে শর সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্য প্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যগতি প্রদর্শন এবং পরস্পরের রক্ষাশেষণ ও বারণকার সৈন্য়মাধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও চাপনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। এই দুই বীরপুরুষের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমিনির্ঘোষে মেদিনীগণুল সহসা বিদীর্ণ, কম্পিত ও ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহই মহাবীর অর্জুন ও ভীষ্মের বৈলক্ষ্য বুঝিতে পারিলেন না। কৌরবগণ ভীষ্মের ও পাণ্ডবগণ অর্জুনের চিত্রমাত্র সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ সমুদায় লোকই সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। ধাত্মিক

লোকের পাপের আয় কোন ব্যক্তিই সেই বীরদ্বয়ের অশ্বমাত্র ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা এক বার পরস্পর শরজালে আবৃত ও পুনরায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! এই সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের উভয়ের পরাক্রম দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব, অশ্বর ও গন্ধর্ব্বগণও সময়ে এই দুই বীরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইতেছে ; এরূপ সময় আর কখনই হইবে না। মহাবীর পার্থ সমস্ত, সরথ, ভীষ্মকে কদাপি পরাজয় করিতে পারিবেন না। দুর্দ্বর্ষ পার্থেরও ভীষ্মের নিকট পরাভব হইবার সম্ভাবনা নাই। এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না।

হে মহারাজ ! ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রাম সময়ে এই রূপ স্তবযুক্ত বাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধগণ শিতধার খড়্গ, নিশ্ফল পরশু ও নিশিষ্ঠ সায়ক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহা-
ধনুর্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপে সংগ্রাম
করিয়াছিলেন ? আমি অদৃষ্টকে পুরুষকার

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি ; দেখ, মহাবীর শাস্ত্রমুতনয় ও অৰ্জুনকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিলেন না । যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে সমরে সমুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে অৰ্জুনের নিকট পরাভূত হইলেন ; অদৃষ্ট ব্যতীত ইহার অন্য কারণ কি আছে ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অতি দারুণ সংগ্রামরত্নান্তে কীৰ্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন ; ইন্দ্রসমবেত সমুদায় দেবগণ একত্র হইলেও মহাবীর অৰ্জুনকে পরাজয় করিতে পারেন না । বাহা হউক; এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রামরত্নান্তে শ্রবণ করুন ; মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বিবিধ শর দ্বারা ক্রোধপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারণিকে রথ হইতে নিপাত্ত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নবতি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া থাক, থাক, বলিয়া দর্প করিতে আগলেন । অসামান্য বলবিক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনরায় শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া সংহার করিবার মানসে ভীষণ অশ্বনির ন্যায়, দ্বিতীর্ঘ যমদণ্ডের ন্যায় এক বাণ গ্রহণ করিলেন । অস্ত্রবিদগ্ৰগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে সেই শর সঙ্কন করিতে দেখিয়া সমুদায় সেনাগণ উচ্চস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল । ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশিত হইল । তিনি পরাক্রমের ন্যায়

অচল ভাবে অবস্থান পূর্বক সেই মাক্ষাৎ যুভ্যসদৃশ দ্রোণবিমুক্ত বাণ অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ভারদ্বাজের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । পাকাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই হুতুকর কর্ম দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধাভিলাষে স্বর্ণ ও বৈদুর্য্যে খচিতা মহাবেগশালিনী শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাহা অর্দ্ধ পথেই তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ দ্রোণ ক্ষণকাল মধ্যে সেই শরনিকর নিরাকরণ পূর্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিলেন । মহাযশাঃ রূপদতনয় কাম্যুক ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধাক্ত হইয়া দ্রোণের বধাভিলাষে তাঁহার উপর দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলে বলবিক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক তাহা নিবারণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত ভল্ল সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ভল্ল সমুদায় রূপদেব বশ্য ভেদ পূর্বক রুধির পান করিতে লাগিল । তখন মহামনাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক পাঁচ বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন । তৎকালে তাঁহার উভয়েই রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন গুল্পিত তিমিলাকৃত কল্লুর ন্যায় শোভমান হইলেন ।

শেষ যেমন পূর্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্বক তাঁহার উপর সমস্তপর্ব শর-
নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারণিকে ও চারি বাণে চারি অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদ করত অন্য এক ভল্ল দ্বারা শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে ছিন্নদ্বা, বিরণ, হতশ্ব ও হতসারণি হইয়া গদা গ্রহণ পূর্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ, দ্রুপদতনয় রথ-সহিতে অবরোহণ না করিতে করিতেই শরমিকর দ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তদর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য-
গ্নিত হইল। আমিসাভিলাষী সিংহ যেমন মত্ত গজের প্রাতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহা-
বাহু দ্রুপদনন্দন শতচন্দ্রসংযুক্ত স্রবিপুল চন্দ্র ও দিব্য খড়্গ ধারণ পূর্বক দ্রোণ-
বধের আকাঙ্ক্ষায় মহাবেগে ধাবমান হই-
লেন। এই সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের পুরুষকার, অস্ত্রপ্রয়োগলাঘব ও অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। এই মহাবীর একাকী বাণরুষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবা-
রণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় অসামান্য বলশালী হইয়াও কোন ক্রমে দ্রোণের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না; কেবল চন্দ্র দ্বারা দ্রোণবিমুক্ত শারনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর

দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থে সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ পূর্বক সহস্রে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে আরোপিত করিলেন। তখন মহা-
রাজ দুর্যোধন দ্রোণের রক্ষার্থ প্রভূত সৈন্যসমবেত কলিঙ্গদেশাধিপতিকে প্রেরণ করিলেন। সেই সমুদায় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য দুর্যোধনের আদেশানুসারে ভীম-
সেনের প্রাতি ধাবমান হইল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্বক এক কালে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ের সহিত সংগ্রামকরিতে লাগিলেন। ধৃষ্ট-
দ্যুম্ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। হে মহারাজ! কলিঙ্গ দেশীয় সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল; ঐ যুদ্ধ জগতের ক্ষয়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনা-
পতি কলিঙ্গ আমার পুত্রকর্তৃক আদিক্ট হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে কি রূপে অদ্ভুত-
কন্ধ্যা মহাবল পরাক্রান্ত গদাপাণি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত কলিঙ্গ দুর্যোধনের আদেশানু-
সারে সেনাগণ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। অসাধারণ বলবিক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর প্রভূত রথাস্থনাগসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্রসমবেত কলিঙ্গ-

সেনা সমুদায়ের সহিত নিষাদতনয় কেতু-
মানকে আগমন করিতে দেখিয়া চেদি-
গণের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন।
তখন ক্রোধপরায়ণ প্রতাপ্যু ব্যুহিত সেনা-
গণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভূপতি কেতু-
মানের সহিত ভীমসেনের সম্মুখীন হই-
লেন। নরপতি কলিঙ্গ বহু সহস্র রথ
দ্বারা এবং মহাবীর কেতুমানু নিষাদগণ সম-
ভিষাহারে অগ্নুত গজ দ্বারা ভীমসেনকে
পরিবৃত্ত করিলেন। ঐ সময় ভীমসেনের
অগ্রগামী চেদি, মৎস্য ও করুমগণ ভূপতি-
সমূহ সম্ভিষাহারে সহসা নিষাদগণকে
আক্রমণ করিল। এই রূপে যোদ্ধাগণ
পরস্পর নিপনেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাব-
মান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! স্বরাজ ইন্দ্র যেমন
দানবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,
তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অরাতিসৈন্যগণের
সহিত বোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।
যুদ্ধকালে সেই প্রভূত সৈন্যের কোলাহল-
ধ্বনি সমুদ্রগর্জনের ন্যায় বোধ হইতে
লাগিল। যোদ্ধাগণ পরস্পর ছেদন
করাতে রণক্ষেত্র এক বারে মাংসশোণিত-
ময় হইয়া উঠিল। জিঘাংসারুতি প্রবল
হওয়াতে বীরগণ, কে আত্মীয়, কে পর,
তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল না; অনেকে
আত্মীয়গণকেই সংহার করিতে লাগিল।
চেদি সৈন্যগণ অল্পসংখ্যক হইয়াও বহুসংখ্যক
কলিঙ্গ ও নিষাদসৈন্যগণের সহিত তুমুল
সংগ্রাম করিতে লাগিল এবং প্রাণপণে
স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্বক পরিখেযে

নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাপ
করত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইল। মহাবীর বৃকো-
দর এই রূপে সমুদয় চেদিগণকে নিবৃত্ত
দেখিয়াও আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর
করত কলিঙ্গদিগের নিকটবর্তী হইয়া যুদ্ধ
করিলেন; তিনি মুহূর্ত্তনাশ্রয় রথ হইতে
বিচলিত হইলেন না; প্রত্যাগত কলিঙ্গ
সৈন্যগণকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন।

এই সময় মহাবল পরাক্রান্ত কলিঙ্গ ও
তাঁহার পুত্র শক্রদেব উভয়ে ভীমসেনের
উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
তখন মহাবীর বৃকোদর আপনার বাহুবলে
নির্ভর করত শরাসন বিধূনিত করিয়া
কলিঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।
কলিঙ্গের পুত্র শক্রদেব বহুসংখ্যক শর
নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের অস্থ সমুদায়
বিনষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে বিরথ
দেখিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত তাঁহার
প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষা-
কালে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবল
শক্রদেব ভীমের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে
লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন
সেই অশ্ববিহীন রথে থাকিয়া শক্রদেবের
উপর এক দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলেন।
মহাবীর কলিঙ্গতনয় ভীমসেনের সেই ভীষণ
গদাঘাতে নিহত হইয়া ধ্বজ ও সারথির
সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারথ কলিঙ্গ পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ
করিয়া ক্রোধভরে বহু সহস্র রথ দ্বারা
ভীমের চতুর্দিক্ আবরণ করিলেন। তখন

মহাবীর রুকোদর দারুণ কার্য্য করিবার নিমিত্ত গদা পরিত্যাগ পূর্বক খড়্গ এবং স্তবর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রসমূহে স্তম্ভোভিত স্তম্ভ চূর্ণ বার্ষভ চূর্ণ গ্রহণ করিলেন । মহাবল কলিঙ্গ রুকোদরকে তদবস্থ দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনজ্যোত্স্নান পূর্বক নিধন করিবার মানসে তাঁহার উপর আশী-বিস সদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর রুকোদর মহাবেগে সমাগত কলিঙ্গ-নিক্ষিপ্ত সেই নিশিত শর খড়্গ দ্বারা দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরব সৈন্যগণকে সংক্রান্ত করত ফল্ট চিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন । মহাবল কলিঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর স্তম্ভা-গিত চতুর্দশ তোমর প্রয়োগ করিলেন । সেই সমুদায় তোমর শূন্য মার্গে সমুথিত হইবামাত্র মহাবীর ভীমসেন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

মহাবল পরাক্রান্ত রুকোদর এইরূপে সেই কলিঙ্গনিক্ষিপ্ত তোমর সমুদায় ছেদন পূর্বক ভানুমানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন । মহাবীর ভানুমান ভীমসেনকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল প্রতিক্ষণিত করত ঘোরতর নিদাদ করিতে লাগিলেন । রুকোদর সংগ্রামস্থলে ভানু-মানের সিংহনাদ শ্রবণ করিতে না পারিয়া ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন । কলিঙ্গ-সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে অতিমাত্র বিত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অমানুষ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল । মহাবীর ভীমসেন গভীর গর্জন ও অসিহস্তে মহা-

বেগে লক্ষ্য প্রদান পূর্বক ভানুমানের মহাগজের দন্ত ধারণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠ-দেশে আরোহণ করিলেন । মহাবীর ভীম-সেন মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হওয়ায় গজরাজ ভানুমান পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর রুকোদর এই রূপে করিপৃষ্ঠে আরুঢ় হইয়া খড়্গ দ্বারা ভানু-মানকে ছেদনপূর্বক সেই হস্তীর স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিলেন । করিরাজ ভীমের খড়্গাঘাতে ছিন্নস্কন্ধ হইয়া ঘোরতর নিদাদ করত ধরাতলে নিপতিত হইল । মহাবীর ভীমসেন হস্তী নিপতিত না হইতে হইতেই লক্ষ্য প্রদান পূর্বক তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া গজাহস্তে অদীন ভাবে রণস্থলে অন্যান্য গজ সমুদায় নিপাতিত করত ইত-স্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তখন তাঁহাকে অগ্নিচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । ঐ কালান্তক যোগোপগম মহাবীর ভীম অশ্ব, গজ, রথসৈন্য ও পদাতি সমু-দায়কে নিধন করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রেণের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; বহুসংখ্যক গজারুঢ় যোদ্ধাগণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং একাকী ক্রোধ-ভরে পাদচারে ভ্রমণ করত বীর পুরুষ-গণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন । বীরগণ মুঢ় হইয়া ঘোরতর নিদাদ করত মহাবীর রুকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন । অসীমনিপাতন মহাবীর ভীমসেন রথি-গণের রথোবা ও যুগ সমুদায় ছেদন পূর্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া ভ্রাস্ত, উদ্ভ্রাস্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রস্থত, প্লুত, সম্পাত ও

সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

করিগণ ভামসেনের ভীষণ খড়্গাঘাতে মর্মভেদ হওয়ায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল । কোন কোন হস্তী দন্ত, শৃণু ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে ভীষণ ধ্বনি করত ভূতলে নিপতিত হইয়া অপক্ষীয় সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করিল । অসংখ্য তোমর, মহাগদ্রগস্তক, চিত্র কঙ্কল, কনকভূষিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধন রজ্জু, শক্তি, পতাকা, ভূগীর, বস্ত্র, ধনু, অগ্নিদণ্ড, তোত্র, অক্ষুশ, ঘণ্টা ও স্তবর্ণমাণ্ডিত গমি-
ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখিলাম । হান্ত-
সমুদায় ছিন্নকলেবর ছিন্নশৃণু হইয়া পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন পরিত্যক্তাঙ্গ বালিয়া বোধ হইতে লাগিল ।

মহাবীর রুকোদর মহানাগ সকল সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন । এই রূপে কোরব সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের ঘোর-
তর সংগ্রাম হইল । বল্লগা, যোদ্ধা, বন্ধন-
রজ্জু, চিত্র কঙ্কল, প্রাস, শক্তি, কবচ, চণ্ড ও বিচিত্র আভরণ সমুদায় ইতস্তত নিপ-
তিত হওয়াতে রণস্থল যেন কুমুদাঙ্গীর্ণ বালিয়া বোধ হইতে লাগিল । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন লক্ষ প্রদান পূর্বক
রথিগণকে আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে
ভাঙ্গাদিগকে ধ্বজ সমভিব্যাহারে পাতিত
করিতে লাগিলেন । বিচিত্র গতি প্রদর্শন
পূর্বক মহাবেগে ইতস্তত ধাবমান ও উৎ-
পতিত হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিগণকে বিস্মিত

করিলেন । কাহাকে পদাঘাতে নিহত,
কাহাকে আকর্ষণ পূর্বক প্রোথিত,
কাহাকে খড়্গাঘাতে ছেদিত, কাহাকে
সিংহনাদে ভীষিত, কাহাকে বা উরুবেগে
পাতিত করিতে লাগিলেন । অনেকে
সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমমূর্তি ভীম-
সেনকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করত ভীষ্মের
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল ।

অনন্তর সেই মহতী কলিঙ্গসেনা পুন-
রায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইতে
লাগিল । মহাবীর রুকোদর কলিঙ্গসৈন্যের
সম্মুখে কলিঙ্গাধিপতি ঋতায়ুকে দেখিয়া
তঁাহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর
কলিঙ্গ ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তঁাহার
বক্ষস্থলে নৈয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মহা-
বল পরাক্রান্ত রুকোদর কলিঙ্গরাজ ঋতায়ুর
শরাঘাতে তোত্রাহত মহাগজের ন্যায় ক্রুদ্ধ
হইয়া উঠিলেন । ক্রমে তঁাহার ক্রোধাগ্নি
আহত হতাশনের ন্যায় বিগুণ প্রজ্বলিত
হইয়া উঠিল । ঐ সময় রথিগণের অশোক
ভীমসেনের সমীপে হেমবিভূষিত রথ আন-
য়ন করিলেন । অরতি নিসূদন মহাবীর
ভীমসেন সেই রথে আরোহণ পূর্বক থাক্
থাক্ বলিতে বলিতে কলিঙ্গের প্রতি
ধাবমান হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত
কলিঙ্গরাজ ঋতায়ু ক্রোধভরে পাণিলাদব
প্রদর্শন পূর্বক ভীষ্মের প্রতি অসংখ্য শর
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । বীরবরাগ্রগণ্য
রুকোদর কলিঙ্গের কাম্যুকনিহত শরের
আঘাতে দুগ্ধহত সর্পের ন্যায় যৎপরোনাস্তি
ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্বক লৌহ-

ময় সাত বাণে কলিঙ্গাধিপতিকে, দুই শরে তাঁহার দুই চক্ররক্ষক, সত্যদেব ও সত্যকে ও নিশিত নারায়ণ সমূহে কেতু-মানকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন ।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় সমুদায় বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, শাষ্টি ও পরশু প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন যুহুর্ভগ্নে সেই অস্ত্ররষ্টি নিরাকৃত করিয়া গদাহস্তে লক্ষ প্রদান পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে সপ্ত শত তৎপরে দ্বিসহস্র কলিঙ্গসৈন্যকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করিলেন । তদদর্শনে তত্রত্য সমুদায় লোক বিস্ময়াশ্বিত হইল । মহাবীর বৃকোদর এই রূপে পুনঃপুনঃ কলিঙ্গসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । অসংখ্য পক্ষারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল । আরোহি-বিহীন বাণাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যमध्ये প্রবেশ পূর্বক বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিত ইত্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল । ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন খড়্গ গ্রহণ পূর্বক ছক্টি চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন । গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত করিয়া কম্পিত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্য সমুদায় ও বাহনগণ ভীমের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পাশ্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল । অনন্তর মত্ত বারণবিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শন

পূর্বক রিচরণ ও লক্ষ প্রদান করিতে দেখিয়া সমুদায় কলিঙ্গসৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল ।

এই রূপে ভীমকন্যা ভীমসেনের প্রভাবে সমুদায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইত্যন্ত বিকৃত হইলে পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন । শিখণ্ডিপ্রমুখ বোদ্ধাগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রণ-গণ সমভিব্যাহারে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের পশ্চাৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই রূপে সমুদায় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পাণ্ডু গ্রহণ করিলেন । ভীম ও সাত্যকি ভিন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই । মহাবল পাঞ্চালতনয় অরাতিনিপা-তন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যमध्ये ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ছক্টি চিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্ব-যুক্ত রথের রক্তকাক্ষন ধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইলেন । কলিঙ্গ-সৈন্যগণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবীর দ্রুপদতনয় তাঁহার পরি-ত্ৰাণের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন । মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কলিঙ্গ সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বরে তথায় গমন পূর্বক তাঁহাদের দুই জনের পাণ্ডু গ্রহণ করিলেন । মহা-

বীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণ পূর্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া রুধিরস্রবী নদী প্রবাহিত করিলে, কলিঙ্গ ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই নদীতে সম্ভরণ করিতে লাগিল । হে মহারাজ ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল ; ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ।

ঐ সময় মহাবীর শান্তনুতনয় সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমুদায় ব্যাহিত করিয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত রুকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর ভীম ও যত্নশীল বীরদ্রুয়কে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও মহাশর দ্বারা মহারথগণকে নিবারিত করিয়া ভীম বাণে ভীমের অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ব বিহীন রথে অবস্থান পূর্বক মহাবেগে ভীমের রথান্তিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদন পূর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন । তখন ভীমসেন অয়োময় মহাগদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহিত করিয়া সর্ব সৈন্যগণ সমক্ষে প্রস্থান করিলেন । ঐ সময় মহা-

বীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় তাক্স সাযকে কুরুবদ্ধ ভীমের সারথিকে বিনষ্ট করিলেন । ভীমের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহাকে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল ।

মহারথ ভীম রণস্থল হইতে অপস্থত হইলে মহাবীর ভীমসেন কক্ষদাহক বীহির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদায় কলিঙ্গসৈন্য সংহার পূর্বক সেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না । তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চাল্য ও মৎস্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । যত্নশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে হৃষ্ট করত কহিতে লাগিলেন, হে রুকোদর ! তুমি আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে কলিঙ্গরাজ, তাঁহার পুত্র কেতুমান্, শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য সমুদায়কে সংহার ও স্বীয় ভূজবলে কলিঙ্গদিগের নাগাস্রবসঙ্কুল, মহাপুরুষভূষিষ্ঠ ও বীরগণে অভিয্যাপ্ত মহাবাহু মর্দন করিয়াছ । মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুত বেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । পরে পুনরায় আপনার রথে আরোহণ পূর্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধভরে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! ঐ দিবসের পূর্নাহ্ন বিগত হইতে হইতেই অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বখামা, শল্য ও কৃপ এই তিন মহারথের সহিত সংগ্রামে প্ররক্ত হইয়া স্তূর্ণাণিত সায়কে দ্রোণপুত্রের লোকবিদিত অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা অশ্বগণ নিহত হইবামাত্র সত্বরে শল্যের রথে আরোহণ পূর্বক পাঞ্চালতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় স্তূর্ণা-নন্দন অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বখামার সহিত সংগ্রামে প্ররক্ত দেখিয়া নিশিত সায়ক সমুদায় নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বরে তথায় আগমন পূর্বক শল্যের উপর পঞ্চ বিংশতি, কৃপের উপর নয় ও অশ্বখামার উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অশ্বখামা এক, শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা এক কালে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময়ে দুর্গেয়োধনতনয় লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্ররক্ত দেখিয়া ক্রোধভরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ক্রোধভরে নিশিত শরনিকর বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে তত্রস্থ সমুদায় লোক চমৎকৃত হইল। মহাবীর অভিমন্যু লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া

তাঁহাকে পঞ্চশত বাণে সত্বরে বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ নিশিত সায়কে অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সমুদায় লোক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর স্তূর্ণা-নন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক অন্য এক বিচিত্র ধনু গ্রহণ করিলেন। পরে সেই মহাবীর-দ্বয় প্রহার ও প্রাতিপ্রহারে অভিলানী হইয়া পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্গেয়োধন স্বীয় পুত্রকে অভিমন্যুর পীড়িত দেখিয়া তাঁহার-সমাপে গমন করিলেন। দুর্গেয়োধন তথায় সমুপস্থিত হইলে সমুদায় বোদ্ধাগণ রথ লইয়া অভিমন্যুকে সমস্তাৎ পরিবেষ্টন করিল। কৃষ্ণ তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর অভিমন্যু সংগ্রামস্থলে সেই সমুদায় শুরগণে পরিবৃত হইয়াও কিছুমান্দ্ৰ ব্যপিত হইলেন না। এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্রকে বহু-সংখ্যক বোদ্ধাগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবার মানসে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ রথ, অশ্ব ও হস্তী লইয়া অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্ররক্ত হইলেন। পদাতি, অশ্ব ও রথ সমুদায়ের গমনে ধূলিপটল সমুথিত হইয়া সহসা সূর্যকে সমাচ্ছন্ন করিল; সমুদায় নাগ ও নরপতিগণ অর্জুনের শরসঙ্কানের পথবর্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তত্রস্থ সমুদায় লোকই চীৎকার করিয়া উঠিল; চতুর্দিক অন্ধকারময় হইল এবং কোরবগণের ঘোর-

তর বিপদ উপস্থিত হইল। মহাবীর
কিরীটীর শরসমূহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন
হওয়াতে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি ভূমি,
কি ভাস্কর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।
অশ্ব ও গজ পরিত্যাগপূর্বক আরোহী,
ধ্বজবাহী নাগ, অশ্ব বিহীন, আয়ুধহস্ত রণী
ও রথরক্ষকগণ অর্জুনের ভয়ে ইতস্তত
পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধন-
ঞ্জয়ের শরে একান্ত আহত হইয়া কেহ কেহ
রথ হইতে, কেহ কেহ গজ হইতে, কেহ
কেহ বা অশ্ব হইতে নিপতিত হইল।
মহাবীর ধনঞ্জয় গদা, খড়্গ, প্রাস, তুণীর,
শর, শরাসন, অক্ষুশ ও পতাকাযুক্ত অসংখ্য
বাহু ছেদন পূর্বক ভূতলে পাতিত করি-
লেন। রাশি রাশি পরিষ, যুদ্ধার, প্রাস,
ভিন্দিপাল, খড়্গ, পদাশু, তোমর, স্বর্ণময়
বর্ষা, ধ্বজ, চন্দ্ৰ, ব্যজন, হেমদণ্ড, ছত্র,
প্রতোদ, কশা ও যোদ্ধা অর্জুনশরে ছিন্ন
হইয়া রণস্থলে বিকীর্ণ রহিল। হে মহারাজ !
তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া
সংগ্রাম করিতে পারে, আপনার পক্ষীয়
এমন কোন যোদ্ধাই দৃষ্টিগোচর হইল না।
ফলত এই সময়ে যে যে ব্যক্তি অর্জুনের
অভিমুখীন হইল, মহাবীর ধনঞ্জয় তুতীক্ষ
সায়কে তাহাদের সকলকে পর লোকে
প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্ ! সেই দারুণ
সময়ে আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ চতুর্দিকে
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর
অর্জুন ও বাহুদেব হৃদে চিন্তে শঙ্কিত
করিতে লাগিলেন।

এ সময়ে কুরুবংশাবতংস মহাপ্রাজ্ঞ

ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণকে ভয় দেখিয়া বিন্মি-
তের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়
কৌরব সৈন্য মধ্যে আপনার উপযুক্ত
কার্য্য করিতেছে। উহার রূপ কালান্তক-
মের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ; অগ্নি কখনই
উহাকে পরাজয় করা যাইবে না। এই
বিপুল সৈন্যগণকেও নিবারণ করা
দুঃসাধ্য। আমাদের সৈন্যগণ নিতান্ত
দুর্বল হইয়াছে। আরও দেখ, ভগবান্
ভাস্কর সর্ব লোকের চক্ষুগ্ৰস্ত! অপহরণ
করিয়াই যেন অন্তাচলচূড়াবক্ষী হইতে-
ছেন। অতএব এক্ষণে আমার মতে সৈন্য-
গণকে অবহার করিতে অনুমতি করাই
কর্তব্য; যোদ্ধাগণ শ্রান্ত ও ভীত হইয়াছে;
কদাপি যুদ্ধ করিবে না। কুরুকুলপ্রদীপ
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে এই বলিয়া সৈন্যগণকে
অবহার করিতে আদেশ করিলেন। তখন
উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই অবহার করিতে
লাগিল। এদিকে ভগবান্ কমলিনীনামক
অন্তাচলেগমন করিলেন ; সক্ষ্য! সমুপস্থিত
হইল।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহারাজ ! সেই রজনী প্রভাত হইবা-
মাত্র আপনার পুত্রগণের জয়াকাঙ্ক্ষী কুরু-
কুলপিতামহ ভীষ্ম সৈন্যগণকে সমরমুখে
আদেশ করিয়া গারুড় বাহ রচনা করিলেন।
শান্তনুন্দন ভীষ্ম স্বয়ং এই গারুড় ব্যূহের
মুখে, মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ষা উহার
চক্ষুদ্বয়ে, অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ভ,

মৎস্য, কৈকেয় ও বারদানগণ সমভি-
ব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবল ভূরিশ্রবা,
শল, শলা, ভগদত্ত, জয়দ্রথ এবং মদ্রক,
সিঙ্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদগণ উহার গ্রীবাতে,
মহারাজ দুর্যোধন সোদর ও অনুচরগণ
সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, অবান্তদেশীয়
বিন্দু ও অনুবিন্দু এবং কাম্বোজ, শক ও
শূরসেনগণ উহার পুচ্ছে, মাগধ ও কলিঙ্গ-
গণ দানোরকগণ সমভিব্যাহারে উহার
দক্ষিণ পক্ষে এবং কাক্ষয়, বিকূঞ্জ, যুগ ও
কৌন্তীরসগণ রহদল সমভিব্যাহারে উহার
বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে অরাতিনিপাতন সব্যসাচী ধন-
ঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে ব্যাহিত দেখিয়া
ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে স্বকীয় সৈন্যগণকে
অর্দ্ধচন্দ্র বৃহৎ প্রতিব্যূহিত করিতে আরম্ভ
করিলেন। ঐ ব্যূহের দক্ষিণ শৃঙ্গে মহা-
বার রুকোদর নানা শস্ত্র সম্পন্ন নানা
দেশীয়গণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন।
ভীমের পশ্চাৎ বিরাট ও দ্রুপদ, তৎ-
পশ্চাৎ নীলায়ুধ সমবেত নীল এবং তৎ-
পশ্চাৎ চোদি, কাশি, করুম ও পৌরবগণ
সমভিব্যাহারে মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থান
করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন,
শিখণ্ডী, পাক্ষালগণ ও প্রতদ্রকগণ প্রভৃত
সৈন্য লইয়া ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থিতি
করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজও করিসৈন্য
লইয়া সেই স্থানে রহিলেন; তাঁহার
পশ্চাৎ সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র,
তৎপরে ইরাবান্, তৎপরে ভীমসেনের
পুত্র ও মহারথ কৈকেয়গণ এবং তৎপরে

সেই ব্যূহের বাম পার্শ্বে সর্ব জগতের
রক্ষিতা জনার্দন কর্তৃক রক্ষিত মানবশ্রেষ্ঠ
মহাবীর অর্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহা-
শয়ের পুত্র ও তৎপক্ষ বীরগণকে সংহার
করিবার নিমিত্ত এই রূপে প্রতিব্যূহ
রচনা করিলেন। পরে কৌরব ও পাণ্ডব-
গণের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম
আরম্ভ করিয়া পরস্পর সংহার করিতে
লাগিল। উভয় পক্ষীয় হস্তী ও রথী
সমুদায় পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া
নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্ ! রথ
সমুদায়ের ঘবরধ্বনি ও পরস্পর সংহার-
কারী বীরগণের সিংহনাদ দুন্দুভিশব্দে
বিমিশ্রিত হওয়াতে রণস্থলে তুমুল শব্দ
সমুৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গ পর্যন্ত অবরোধ
করিল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্ ! এই রূপে উভয় পক্ষীয়
সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে কালান্তক যোগোপম
অতিরথ ধনঞ্জয় শরনিকরে কৌরব পক্ষীয়-
রথরক্ষকগণকে সংহার করিয়া রথীন্দ্রগণকে
নিধন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়
বীরগণ তদর্শনে উৎকৃষ্ট যশোলাভাভিলাষে
প্রাণপণে পাণ্ডব পক্ষীয়গণের সহিত সংগ্রাম
আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত
হইয়া অনেক বার পাণ্ডব সৈন্যগণের শ্রেণী
ভঙ্গ করিলেন; পাণ্ডবগণও বারংবার
কৌরব সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে
লাগিলেন। তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডব-

গণের সৈন্য সমুদায় ইতস্ততঃ ধাবমান, ভয় ও পরিবর্তমান হওয়াতে পরস্পরের ইতর বিশেষ বোধগম্য হইল না। রণ-সমুৎখিত ধূলিপটলে দিনকর ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল; কেবল অনু-মান ও নামগোত্রোল্লেখ দ্বারাই সংগ্রাম হইতে লাগিল। কোরবগণের মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক ও পাণ্ডবগণের মহাবাহু ভীম ও অর্জুন কর্তৃক সঙ্কীর্ণ হওয়াতে কেহই ঐ উভয় ব্যক্তির অন্যতর ভেদ করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণ সেনা-গুহ হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রাম কারিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় রথ ও হস্তী সমুদায় পরস্পর মিলিত হইল। হ্যারোহী-গণ নিশিত ঋষি, প্রাস, নারায়ণ, শর ও তোমর দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয় হস্ত্যারোহী-দিগকে, রথীরা কনকভূষণ বাণ দ্বারা রথী-দিগকে, পদাতিগণ ভিন্দিপাল ও পরশু দ্বারা পদাতিগণকে এবং রথী গজের সহিত গজারোহীকে, গজারোহী ও অশ্বারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাতিকে, গজারোহী অশ্বারোহীকে, অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহীরা পদাতিদিগকে, পদাতিগণ গজারোহীদিগকে প্রাস তোমর শর প্রভৃতি বিবিধ শাণিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল। রাশি রাশি ধ্বজ, কাম্বুক, তোমর, চিত্র-কম্বল, মহার্য্য কম্বল, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পান, শক্তি, কবচ, কুণপ, অক্ষুশ, নির্মল খড়্গ ও সুবর্ণপুঙ্খ বাণ সমুদায় ইতস্ততঃ নিপা-তিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন অগদামভূমি-

তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও হস্তিগণের কলেবর মাংস ও রূক্ষিত ধারায় সমরভূমি অগম্য ও কর্দমিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্র রণশোণিতে সমুৎখিত হওয়াতে রজোরশি প্রশমিত ও চতুর্দিক্ নির্মল হইল। জগদ্বিনাশের চিহ্ন স্মরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে সমুৎখিত হইতে লাগিল এবং রণিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুষিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি সিংহতুল্যপরাক্রম সমরভূমির মহাবীরগণ সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে ভয় করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন দানবগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ ভীমসেন, ঘুটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়-গণ অন্যান্য ভূপতিগণে সমবেত হইয়া আপনার তনয়গণকে ও তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সেই সমুদায় ভূপতিগণ পরস্পর পরস্পরের আঘাতে রক্তোৎকীর্ণ হইয়া কুস্তমিত কিংশুক তরুর ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। শত্রু-রিজয়ী উভয় পক্ষীয় বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল নভোমণ্ডলস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় দুর্ঘ্যোধন সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণও মহতীশ্রেনা সমভিব্যাহারে অরাতিনিপাতন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর অর্জুন ক্রোধান্বিত চিত্তে পার্শ্ব

সমুদায়কে এবং অভিমন্যু ও সাত্যকি স্ববলনন্দন শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্! পরে আপনার ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই ভূপতি সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিতে বহু মন্ত্র রথ লইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্বক তাঁহার রথের উপর অসংখ্য শর, নিশিত শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মৃদঙ্গ ও মৃদল সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন কনকভূষণ শরনিকর দ্বারা যুহুর্ভ্রমধ্যে ভূপতিগণের সেই শররষ্টি নিরাকৃত করিলেন। সমর দর্শনার্থ সমাগত দেব, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস গণ অর্জুনের অসাধারণ হস্তলাঘব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এ দিকে গান্ধার ও সৌবলগণ মহতী সেনার সহিত সাত্যকি ও অভিমন্যুকে ব্যবরোধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সৌবলগণ ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সাত্যকির রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলে মহাবীর সাত্যকি সত্তরে অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। এই রূপে সেই বীর পুরুষ দ্বয় একু রথে অবস্থান পূর্বক সম্মতপর্ব স্তীর্ণ শরনিকর

দ্বারা স্ববলনন্দনের সৈন্য সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভীষ্ম ও দ্রোণ কঙ্কপত্রবিভূষিত স্তীর্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা পরম যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজের সেনাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে মহারাজ ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দন দ্বয় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণের প্রতি দাবমান হইলেন। তখন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও ঘটোৎকচ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন তাঁহাদের উভয়ের অভিমুখীন হইলে মহাবল পরাক্রান্ত হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ ভীমসেন অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রাম করিয়া অদ্ভুত বল বিক্রম প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে হাসিতে হাসিতে দুর্যোধনের হৃদয়ে নিশিত সায়ক বিদ্ধ করিলে মহারাজ দুর্যোধন সেই শরাঘাতে একান্ত নিপীড়িত হইয়া মুচ্ছাপন্ন ও রথে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সত্তরে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

এই রূপে মহারাজ দুর্যোধন মুচ্ছাপন্ন ও সংগ্রাম হইতে অপনীত হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয় হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেন তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সমক্ষেই স্তীর্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা তাঁহাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্তত পলা-

মন করিল ; ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না । উঁহারা বারংবার তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল । এই রূপে সহস্র সহস্র রণী পলায়নপরায়ণ হইলে একরথস্থ মহাপ্রভাব সাত্যকি ও অভিমন্যু স্তবলনন্দনের সেনা সমুদায় সংহার করিতে লাগিলেন । তৎকালে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদ্বয়ের অমাবস্যাগত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা হইল ।

ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে নীরদের বারি বর্ষণের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণের উপর বাণরষ্টি করিতে লাগিলেন । সৈন্যগণ অর্জুনের শরে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । দুর্য়োধনহিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরব সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহারাজ দুর্য়োধন ও লক্ষসংহত হইয়া সেই সমস্ত পলায়মান সৈন্যগণকে নিরস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে যে যে মহারথ দুর্য়োধনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সকলেই নিরস্ত হইলেন । অগাধ লোক সমুদায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ পরস্পর স্পর্ধা, কেহ কেহ বা লজ্জা বশত পলায়নে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই রূপে

কৌরব সৈন্যগণ পুনরাবর্তন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের বেগ চন্দ্রোদয়কালীন পরিপূর্যমান সাগরবেগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ।

মহারাজ দুর্য়োধন সেই সমুদায় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সন্তোষে শান্তনুতনয়ের সন্মোহে সমুপস্থিত হইয় কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ; আপনি, সপুত্র সবার মহাস্তুর্বিৎ দ্রোণ এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকিতে যে কৌরব সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, তাহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে ; পাণ্ডবগণকে সামান্য প্রতিপক্ষ বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নয় । হে পিতামহ ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ এই কৌরব সৈন্যগণকে নিহন্যমান দেখিয়া ও যখন উপেক্ষা করিতেছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য । যদি আপনার এই রূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পূর্বে বলেন নাই ; তাহা হইলে আমি কদাপি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্ররস্ত হইতাম না । আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের বাক্যানুসারে কর্ণ সমভিব্যাহারে কার্য্য চিন্তা করিয়া সমরে কৃতসংকল্প হইয়াছি । যাহা হউক, এক্ষণে যদি আমি সংগ্রামে আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যক্ত না হই, তাহা হইলে আপনারা স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ বুদ্ধ করুন ।

মহানীর ভীষ্ম চুর্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার হাস্য করিয়া ক্রোধ-ভরে নয়নদ্বয় বিমূর্ণনপূর্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি স্ত্র সমুদায়েরও অজেয় ; এই হিতকর বাক্য আমি পূর্বে তোমাকে বারংবার কহিয়াছি। যাহা হউক, আমি রুদ্ধ ; এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি ; তুমি সবাঙ্কবে অবলোকন কর। আমি অদ্য সৈন্য সবাঙ্কব পাণ্ডবগণকে সর্বলোকসমক্ষে নিবারণ করিব। হে মহারাজ ! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিলে আপনার পুত্র শত্রুধ্বনি ও ভেরীবাদন করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই স্তম্ভহৎ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রু, ভেরী ও মূরজ বাদন করিতে লাগিলেন।

একোনব্বিংশতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাত্মা শাম্বনুতনয় আমার পুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ও পাঞ্চালগণই বা তাঁহার সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিয়াছিল ; তৎসমুদায় কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ঐ দিবসের পূর্বাঙ্ক গতপ্রায় ও দিনকর পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিলেন। তখন সর্ব ধর্ম্মজ্ঞ মহাবীর দেবভ্রত মহাবেগশালী অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহতী সেনা সম-

ভিব্যাহারে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ধনু-কুঞ্জিত ও তলাভিঘাত দ্বারা গিরিবিদারণ শব্দের ন্যায় ভূমল শব্দ সমুৎপন্ন হইল। চতুর্দিকে কেবল থাক্, আমি রহিয়াছি, ইহাকে জান, নিরুত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর, এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কাকনগয় বস্ম, কিরীট ও ধ্বজে শরনিকর নিপতিত হওয়াতে শৈলনিপতিত শিলার ন্যায় শব্দ সমুৎপন্ন হইল। দিব্যাতরণ-ভূষিত সহস্র সহস্র মস্তক ও বাহু ভূতলে নিপতিত ও বিলুপ্তিত হইল ; কোন যোদ্ধা মস্তক ছিন্ন হইলেও পূর্বের ন্যায় ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া রহিল ; নর, অশ্ব ও গজের শোণিতে মহাবেগশালিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল ; মাতঙ্গকলেবর উহার শিলা ও মাংস কদম স্বরূপ হইল। সেই শোণিতস্রোতস্বতী সন্দর্শনে গৃধ্র ও গোমাস্ত্র-গণের আকুলদের আর পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেমন সংগ্রাম দেখিলাম, এরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। নর ও গিরিশৃঙ্গ সদৃশ নীল গজ সমুদায়ের কলেবরে রণস্থল আবৃত হওয়াতে তথায় রথ-চালনের পথ রহিল না। বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সকল বিকীর্ণ হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কোন কোন যোদ্ধা শ্রেণী হইতে বহির্গত ও দর্প সহকারে অদীন ভাবে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান

হইয়া তাহাদের মৰ্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিল।
রণে নিপতিত ব্যক্তিগণ, হা ভ্রাত! হা
বন্ধু! হা বয়স্কা! হা মাতুল! আগাকে
পরিত্যাগ করিও না বলিয়া উচ্চ স্বরে
রোদন করিতে আরম্ভ করিল। আগমন
কর, কেন ভীত হইয়াছ? কোথায় যাই-
তেছ? আমি যুদ্ধে রহিয়াছি, ভয় নাই,
বলিয়া অন্ত্যাত্ম যোদ্ধারা চীৎকার করিতে
লাগিল।

হে মহারাজ! সেই ভীষণ সংগ্রাম-
স্থলে মহাবীর শান্তনুতনয় শরাসন মণ্ডলী-
কৃত করিয়া আশীষমদশদীপ্তাশ্র শর-
নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; শরদ্বারা
দশ দিক্ একাকার করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয়
সহারণগণের নাগোল্লেক্ষপূর্বক তাঁহা-
দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং
পাণিলাঘব প্রদর্শন করিয়া রথমার্গে
ইতস্তত অলাতচক্রেয় ন্যায় নৃত্য করিতে
লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃষ্টিগণ ঐ মণ-
বীরের অসাধারণ লাঘব বশত সংগ্রামস্থলে
সহস্র সহস্র ভীষ্মকে দেখিয়া তাঁহাকে
মায়াবী বলিয়া বোধ করিলেন। সেই
সমরান্ধনস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এই পূর্ব
দিকে, তৎক্ষণাৎ পশ্চিম দিকে, পরে
উত্তর দিকে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণ দিকে
সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পাণ্ডব
পক্ষীয় বীরগণ কেবল ভীষ্মের শরাসন-
নির্ম্মুক্ত শর সমুদায়ই দেখিতে লাগিলেন,
তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না।
তাঁহারা শান্তনুতনয়কে অমানুষ কৰ্ম্ম সম্পা-
ন্ন পূর্বক সৈন্যগণকে নিহত করিয়া

সংগ্রামস্থলে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বহু-
বিধ চীৎকার করিতে লাগিলেন। শলভ-
স্বরূপ ভূপতিগণ বিমোহিত হইয়া আজ-
বিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মরূপ অগ্নিতে নিপ-
তিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মের শর নর,
হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপ-
তিত হইয়া ব্যর্থ হইল না। যেমন বজ্র
দ্বারা পর্বত বিদীৰ্ণ হয়, তদ্রূপ ভীষ্মের
এক এক বাণে এক এক হস্তী বিদীর্ণ
হইতে লাগিল। তিনি এক এক নারাচ
নিক্ষেপ করিয়া দুই তিন গজারোহীকে
নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ
যে যে ব্যক্তি সংগ্রামে ভীষ্মের সম্মুখীন
হইলেন, তাঁহাদের সকলকেই মুহূর্ত্তমধ্যে
ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীষ্ম
বুধিত্বের সৈন্যগণকে সংহার করিতে
আরম্ভ করিলে হতাবশিষ্ট সেনাসমুদায়
ভীষ্মের শরে নিপীড়িত ও কম্পিত হইয়া
প্রাণভয়ে বায়ুদেব ও অৰ্জুনের সমক্ষেই
ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। মহারণ-
গণ সেই পলায়মান সৈন্য সমুদায়কে নিবা-
রণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন
না। তাহারা ভীষ্মশরে নিতান্ত ব্যথিত
ও এরূপ ভয় হইয়া নানা দিকে ধাবমান
হইল যে, দুই জনকে একত্র গন্তন করিতে
দেখা গেল না। রথ, নাগ ও অশ্বসমুদায়
বিচ্ছিন্ন হইল; ধ্বজকূবর নিপতিত হইল ও
যোদ্ধগণ হাহাকার করত অচেতন হইতে
লাগিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে

ও প্রিয় সখা সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে কবচ পরিত্যাগ পূর্বক কেশকলাপ বিকিরণ করত পলায়ন করিতে লাগিল। ফলত তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে গো সমুদায়ের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া আতঁস্বর করিতে দৃষ্ট হইল।

যদুবংশাবতংস মহামতি বাসুদেব সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে তোমার অভিলষিত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব যদি মুগ্ধ না হইয়া থাক, তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। তুমি পূর্বের ভূপতিগণের সমক্ষে কহিয়া-ছিলে যে, কৌরব পক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি যে কেহ আমার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, আমি তাহাকে সমলে উন্মূলন করিব ; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেগ তোমাদের সৈন্যগণ ভগ্ন হইতেছে ; ভূপতিগণ পলায়ন করিতেছেন ও ক্ষুদ্র যুগেরা যেমন সিংহকে দেখিয়া বিদ্রুত হয়, তদ্রূপ বীরগণ ভীষ্মকে দেখিয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, হৈ কৃষ্ণ ! সত্ত্বরে এই সৈন্যসাগরের মধ্য দিয়া রথ চালন পূর্বক ভীষ্মসমীপে গমন কর ; আজ আমি রণচূর্মদ বৃদ্ধ কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মকে সংহার করিব। মহাজ্ঞা মাধব অর্জুনের বচনানুসারে সূর্যাসদৃশ ছুনিরীক্ষ্য ভীষ্মের রণাভিমুখে রজতবর্ণ অশ্ব সমুদায় চালন করিলেন ; পাণ্ডব সৈন্যগণ অর্জুনকে

ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত দেখিয়া পুনরায় সংগ্রামে সমাগত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জুনকে সম্মুখীন দেখিয়া বারংবার সিংহনাদ করিয়া সত্ত্বরে শরনিকর দ্বারা অর্জুনের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মের শরজালপ্রভাবে মুহূর্তমধ্যে অর্জুনের রথ ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাজ্ঞা বাসুদেব পৈর্য্য অবদমনপূর্বক অমস্ত্রাশুচিন্তে সেই ভীষ্ম-সায়কনিমগ্ন অশ্ব সমুদায় চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জলদগন্তারনিঃস্রন দিব্য চাপু গ্রহণপূর্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় শরাসন ছিন্ন অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য যন্ত্র গ্রহণ পূর্বক তাহাতে জ্যো রোপণ করিলেন। ধনঞ্জয়ও নিমেষমধ্যে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক ভীষ্মের সেই শরাসন ছেদন করিলে মহাজ্ঞা শান্তনুতনয় অর্জুনের লাঘবের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, সাধু পার্থ ! সাধু ; তুমি যে কার্য্য করিলে ইহা তোমারই উপযুক্ত। আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি ; তুমি আমার সহিত স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ কর।

মহাবীর ভীষ্ম অর্জুনকে এই রূপে প্রশংসা করিয়া মহাশরাসন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার রথে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব সম্পন্ন বাসুদেব এই সময়ে সত্ত্বরে গুল চারে রথ চালন পূর্বক অশ্বচালনে স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন মহাবীর্য্যসম্পন্ন ভীষ্ম

কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সর্বাঙ্গে নিশিত শর-
নিকর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । নরোত্তম
কৃষ্ণ ও অর্জুন ভীষ্মের শরে ক্ষতবিক্ষতাস্থ
হইয়া বিমাণবিক্ষতদেহ গর্জজন করে রমভ-
দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন । মহাত্মা
ভীষ্ম পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কৃষ্ণ ও
অর্জুনের দণ দিক্ আবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ
বাণ সমুদায় দ্বারা কৃষ্ণকে কম্পিত করত
অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন ।

মহাত্মা মধুসূদন সমরে অর্জুনকে
মুহু ভাব অবলম্বন ও ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মকে
সূর্যের ন্যায় পাণ্ডব সেনাগণের মধ্যে
প্রবেশ পূর্বক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ-
দিগকে সংহার করিতে দেখিয়া পাণ্ডব
সৈন্যগণ সমূহে উন্মূলিত হইয়াছে, স্থির
করিলেন এবং ভাবিলেন, মহাবীর ভীষ্ম
এক দিনেই, সসৈন্য সানুচর পাণ্ডবগণের
কথা দূরে থাকুক, সমুদায় দৈত্যদানবগণকে
বিনষ্ট করিতে পারেন । পাণ্ডব সৈন্যগণ
ভয় হইয়া সমরভূমি হইতে পলায়ন করি-
তেছে । কৌরবগণ সোমকদিগকে ভয়
দেখিয়া ভীষ্মের হর্ষ বর্দ্ধনপূর্বক রণস্থলে
ধাবমান হইয়াছে । অতএব আমিই অণু
পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মকে সমরে নিহত
করিয়া উহাদের ভার লাঘব করিব ।
অর্জুন তীক্ষ্ণ শরে একান্ত আহত হইয়াও
ভীষ্মের গৌরবানুরোধে আপনার কর্তব্য
বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না ।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপ চিন্তা করিতে-
ছেন ; ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম
ক্রোধভরে পার্শ্বের রথে শর নিক্ষেপ

করিতে আরম্ভ করিলেন । শান্তমুতনয়ের
শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অন্ত-
রীক্ষ, দিক্, বিদিক্, ভূমি বা ভাস্কর কিছুই
লক্ষিত হইল না । সধুম বায়ু প্রবাহিত
হইতে লাগিল ; দিক্ সমুদায় ক্ষুভিত
হইল । মহাত্মা ভীষ্মের নিদেশানুসারে
দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা,
কূপ, অম্বষ্ঠপতি প্রতাপ, বিন্দ, অনুবিন্দ,
সুদক্ষিণ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বশাতি,
ক্ষুদ্রক ও মানবগণ সম্মুখে কীরীটীর প্রতি
বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
অর্জুন বহু সহস্র অশ্ব, পদাতি ও রথে
পরিবেষ্টিত হইয়াছেন এবং অসংখ্য পদাতি,
হস্তী, অশ্ব ও রথী সমুদায় কৃষ্ণ ও অর্জুনের
প্রতি ধাবমান হইতেছে দেখিয়া সাত্যকি
সম্মুখে সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন
এবং বিষ্ণু যেমন ইন্দের সহায়তা করেন,
তদ্রূপ অর্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন ।
মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবক্ষীয়
হস্তী, অশ্ব, গজ ও রথ সমুদায় বিনষ্ট এবং
যোদ্ধাগণ বিভ্রাসিত হইল । মহাবীর
সাত্যকি তদদর্শনে নির্ভয় চিন্তে বীর সমু-
দায়কে কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ !
তোমরা কেথায় পলায়ন করিতেছ ? ইহা
কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম । হে বীরগণ ! আপনা-
দিগের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না ;
স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর ।

তখন মহাত্মা মধুসূদন ভূপতিগণের
পলয়ন বার্তা শ্রবণ এবং সংগ্রামে অর্জুনের
মুহুতা, ভীষ্মের পরাক্রমাধিক্য ও কৌরব-
গণের দর্প সহকারে সমাগম দর্শনে ক্রোধো-

স্থিত হইয়া সাত্যকিকে কহিতে লাগিলেন, হে সিনিবংশাবতংস ! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা পলাইয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই ; যাহারা আছে, তাহারাও পলায়ন করুক ; আমি একাকী ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাহাদের অনুগামিগণের সহিত সংহার করিব। আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে কোরব পক্ষীয় কাহারও নিস্তার নাই। এক্ষণে আমি চক্র গ্রহণ পূর্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণ বিনাশ ও তৎপরে সৈন্য দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সাধন করি। আমি অগ্নি সমুদায় ধৃত-রাষ্ট্রনন্দন ও তৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে সংহার করিয়া ইন্দিচিভে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, মন্দেহ নাই।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া স্তন্যভি-সম্পন্ন, সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্র বজ্রতুল্য, ক্ষুর-ধার চক্র উদ্ভ্রামণ পূর্বক অশ্ব সমুদায় পরি-ত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করি-লেন এবং পদভরে ধরাতল কম্পিত করিয়া মদাক্ষ বারণ সংহারে সমুদ্যত সিংহের ন্যায় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য-মধ্যে তাঁহার অভিযুগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গাত্রে বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড আকাশ মণ্ডলে চিরসংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্য-কিরণে প্রক্ষুটিত, ক্ষুর সঙ্গীতীকৃত স্র-ভাগরূপ পদ্মে সম্পন্ন, বাসুদেবের দেহরূপ সরোবরে সজ্জাত বাহুরূপ নালে অধিষ্ঠিত

সুদর্শনরূপ পদ্ম নারায়ণনাভিজাত তরুণার্ক-বর্ণ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তত্রস্থ সমুদায় মানবগণ কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ চিত্তে চক্র গ্রহণ পূর্বক উচ্চ স্বরে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুল ধ্বংস হইল মনে করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মহাপ্রভাব বাসুদেব সমুদায় জীবলোক ধ্বংস করিবার নিমিত্তই যেন সুদর্শন গ্রহণ পূর্বক ধাবমান হইয়া জীৱধ্বংসকারী ধূম-কেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা শান্তনুতনয় নরশ্রেষ্ঠ বাসু-দেবকে চক্র গ্রহণ পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া ধনুরুণহস্তে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নিবাস ! দেবেশ আগমন কর। হে খড়্গধারিন্ ! হে শাস্ত্র-পাণে ! হে গদাধর ! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতশরণ্য ! হে লোকনাথ ! আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর। হে কৃষ্ণ ! তুমি আমাকে সংহার করিলে আমার ইহ লোক ও পর লোক উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ ও ত্রিলোকমধ্যে প্রভাব প্রথিত হইবে। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবেগে তাঁহার অভিযুগে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমিই এই মহাক্ষয়ের মূলীভূত ; তোমার নিমিত্তই আজি দুর্ঘ্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুতনয় ! দ্যুতাসক্ত নৃপতিকে নিবারণ করাই ধর্ম্মপথাবলম্বী মন্ত্রীরাবশ্য কর্তব্য। যদি রাজা কাল-ধিপাকবশত উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম্মানপেত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে

উঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। মহাত্মা ভীষ্ম যদ্বংশাবতংস বায়ুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া উঁহাকে কহিলেন, হে জনার্দন! দৈবই বলবান্; যদুগণ হিতার্থ কংগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি এই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার বলিয়াছিলাম; তিনি দৈবদুষ্কিপাকবশত আমার সেই হিত-বাক্যে প্রতিবোধিত হইলেন না।

ভীষ্ম ও বায়ুদেবের এই রূপ কথোপ-কথন হইতেছে, এমন সময় মহাবাহু ধন-ঞ্জয় সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদ-চারে কৃষ্ণের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার লক্ষ্মণ পীন বাহুযুগল ধারণ করিলেন। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ লইয়া গমন করে, তদ্রূপ মহাত্মা বায়ুদেব সমাধিক ক্রোধাস্থিত চিত্তে অর্জুনকে লইয়া ভীষ্মাভিমুখে ধাব-মান হইলেন। তখন অর্জুন প্রাণপণে কৃষ্ণের চরণ দ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহার দশম পাদ নিক্ষেপ সময়ে গতি রোধ করিলেন এবং প্রণতিপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! ক্রোধ পরিত্যাগ কর; তুমি পাণ্ডব দিগের একমাত্র গতি; আমি পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া কহিতেছি, স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিব না; তোমার নিদেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল সমূলে উন্মুলন করিব।

মহাপ্রভাব জনার্দন অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া চক্র হস্তে পুনরায় রথে আরোহণ ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্বক পাঞ্চজন্য নিনাদে আকাশ ও দিগ্‌গুল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কোরব

পক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিক, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিভূষিত, রজোবিকীর্ণপক্ষ, বিশুদ্ধ-দন্ত, পাঞ্চজন্যধারী বায়ুদেবকে অবলোকন করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কুরুসৈন্যগণে যুদ্ধ, ভেরী, পটহ ও তুন্দুভির ধ্বনি এবং রথনোমির শব্দ বীর-গণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হওয়াতে তুমুল হইয়া উঠিল। এ দিকে অর্জুনের ঘননির্ঘোম সদৃশ গাণ্ডীবশব্দে দিক্ সকল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এবং নির্মল শর-সমুদায় চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তখন কোরবাপরাজ্য দুর্যোধন ধনু-র্কণ ধারণপূর্বক ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবা সম-ভিব্যাহারে সৈন্য সমুদায়ে পরিবৃত্ত হইয়া কক্ষদহনোত্তম পাবকের ন্যায় অর্জুনের সম্মুখীন হইলেন। ভূরিশ্রবা স্তবর্ণপুষ্প সাত ভল্ল, দুর্যোধন উগ্র তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম ভীষণ শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে সাত বাণ দ্বারা ভূরিশ্রবার সাত ভল্ল ও শাণিত ক্ষুরাস্ত্রে দুর্যোধনের তোমর নিরাকৃত করিয়া দুই বাণ নিক্ষেপপূর্বক ভীষ্মপ্রযুক্ত বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাসম্পন্ন শক্তি ও শল্যের গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অসামান্য বলবিক্রমশালী মহাবীর পার্শ্ব এই রূপে সেই বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করিয়া বিচিত্র গাণ্ডীব শরাসন আক-র্ষণ পূর্বক অন্তরীক্ষে অদ্রুত মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রাচুর্ভূত করিলেন এবং সেই উত্তমাস্ত্র ও বিমলাগ্নিবর্ণ অস্ত্রাণ্য বিবিধ শরনিকর দ্বারা সমুদায় কোরব সৈন্যগণকে নিবারণ করি-

লেন । অর্জুনশরাসনবিমুক্ত শর সমুদায় রথ, ধ্বজাশ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরেন্দ্র, নগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল । মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে নিশিত ঘোর শরনিকর দ্বারা সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব শব্দে বিপক্ষসৈন্যগণের মন ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই তুমুল সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবশব্দপ্রভাবে শঙ্খনিদাদ ও ছন্দুভনিঃস্বন অন্তহিত হইল । ঐ সময় আতি ভীষণ রথশব্দ হইতে লাগিল । তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও বিরাটরাজপ্রমুখ বীরগণ গাণ্ডীবধ্বার গাণ্ডীবনিঃস্বন বাকিতে পারিয়া অর্দীন চিত্তে সেই স্থানে সমুপাস্থত হইলেন ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় যাবতীয় কৌরব সৈন্যগণ গাণ্ডীবশব্দানুসারে অর্জুনের সমীপে গমন করিল । কিন্তু সেই মহা-শরাসনের ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না । সেই নৃপতিকুলকালান্তক ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য বীর, রথী, সারথি, মহাপতাকা-যুক্ত স্বর্ণরজ্জু স্তম্ভোভিত গজ, অশ্ব ও পদাতি সমুদায় অর্জুনের ঐন্দ্র অস্ত্র, নিশিত নারায়ণ, ভল্ল ও শরনিকরে দৃঢ়হস্ত ও ভিন্নদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক সহসা ধরাতে নিপতিত হইতে লাগিল । ভূপতিগণের ধ্বজ সমুদায় মহাবীর ধনঞ্জয়-বিমুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্নযন্ত্র ও নিহতেন্দ্র-জাল হইয়া সেনামুখে পতিত হইল । মহাবীর কীরীটীর শরে যোদ্ধগণের শরীর

ক্ষতবিক্ষত হইয়া রূধিরধারা নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাবৈতরণীসদৃশ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল ; নরগণের মেদ উহার ফেনস্বরূপ, মৃত নাগ ও অশ্বগণের শরীর তাঁর স্বরূপ, নরদিগের মজ্জা ও মংস কর্দম স্বরূপ, অসংখ্য রাক্ষসগণ তাঁরস্থ রক্ষ স্বরূপ, নরুম্মগণের কেশকলাপ শাদ্রল স্বরূপ, বিকীর্ণ কবচ সমুদায় তরঙ্গ স্বরূপ এবং নর, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরকলেবর প্লবমান হইতে এবং গোমায়ু, শালরুক, তরফু ও ক্রব্যাঙ্গগণ উহার কূলে অবস্থান করিতে লাগিল ।

অর্জুনবাণপ্রভাবে মেদ, বসি ও রূধির বাহিনী নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং অরাতি-কুলভয়াবহ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্য সমুদায়ের মধ্যে বীর পুরুষ সকলকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া, চেদি, পাঞ্চাল, করুম, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ, একত্র হইয়া জয়প্রগল্ভ চিত্তে কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন । সিংহ যেমন মৃগগণকে ত্রাসিত করে, তদ্রূপ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় ও মহাত্মা বাসুদেব কৌরব সেনাগণকে বিত্রাসিত করিয়া ছল চিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় শত্রুবিক্ষতাস্ত্র ভীষ্ম, দ্রোণ, দুৰ্য্যো-ধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সূর্য্যকে সংরতরশ্মি, সন্ধ্যা সমাগত ও অর্জুনবিমুক্ত ভীষ্ম ঐন্দ্রাস্ত্র বিতত দেখিয়া সংগ্রামেকান্ত হইলেন । মহাবীর

ধনঞ্জয় ও অরাতিকুল বিমর্দনপূর্বক অসামান্য যশঃ ও কীৰ্ত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিলেন ।

ঐ সময় কোঁরবগণের শিবিরে ঘোরতর শব্দ সমুৎপন্ন হইল । হে মহারাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে অব্যুত রথ ও মগ্ন শত-গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর ও ক্ষুদ্রক মালব-গণকে সংহার করিয়াছেন ; উনি বৈরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, উহা অগ্নোর অসাম্য ; ঐ মহারথ স্রীয বাহুবল-প্রভাবে অম্বষ্ঠপতি শ্রুতায়ুঃ, তুর্মর্গণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সৈন্ধব, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি-অগ্ন্যাগ্ন সমস্ত মহত্স বীর পুরুষগণকে পরাজয় করিয়াছেন । কোঁরবপক্ষীয় সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে রণস্থল হইতে মহত্স মহত্স উল্লা ও প্রদীপে সমুজ্জ্বল শিবিরমধ্যে গমন-পূর্বক বাস করিতে লাগিল ।

যুক্তিতম অধ্যায় ।

হে রাজন্ ! রজনী প্রভাত হইয়া মাত্র মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় কোঁরব-সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর দ্রোণ, দুর্ষোধন, বাহ্লিক, তুর্মর্গণ, চিত্রসেন ও মহাবল পরাক্রান্ত জয়দ্রথ এবং অগ্ন্যাগ্ন ভূপতিগণ প্রভূত সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন । মহাবীর শান্তনুতনয় সেই সমুদায় মহাবল, তেজস্বী, বীর্য্যবান্, মহারথ ভূপতি-গণে পরিবৃত্ত হইয়া সুরমণ্ডলমধ্যবর্তী সুর-

রাজ পুত্রদের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । সেনাসমূহে মহাগজের স্কন্ধে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ পাণ্ডুর প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা সমুদায় দোদুয়মান হইতে লাগিল । কোঁরব সৈন্য-গণ মহাবীর ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথগণ ও প্রভূত গজ বাজ দ্বারা বন্যাকালীন সর্বিজ্ঞাৎ মজল জলধরপটল-পারিশোভিত সগন-মণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল । সেই ভীষ্মাভিরক্ষিত প্রভূত কোঁরব সৈন্য ভীষণ নদীবেগের ন্যায় অর্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল ।

কপিকেতন মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান যোদ্ধা, গজ, অশ্ব, রথ ও পদাভিতে পরিপূর্ণ, মহামেঘ সদৃশ কোঁরব-ব্যূহ দূর হইতে অবলোকন করিয়া স্তম্ভেত হইয়া রথে আরোহণ-পূর্বক অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । হে মহারাজ ! আপনার পুত্র ও অন্যান্য কোঁরব পক্ষীয় বীরগণ ক্রোধসারথি অর্জুনকে অবলোকন করিয়া বিসাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অদ্বিতীয় মহারথ উদায়ুধ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ অবলোকন করিতে লাগিলেন । ঐ ব্যূহে মহত্স হস্তী চারি চারিটিতে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে ছিল । ধর্ম্মরাজ পূর্বদিনে যে অদৃষ্টচর অক্ষতপূর্বক ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যও সেই রূপ ব্যূহ রচনা করিলেন ।

হে মহারাজ ! তৎপরে সংগ্রামস্থলে মহত্স মহত্স ভেরীনাদ, শঙ্খনিলাদ, তুর্ঘ্য-ধ্বনি, সিংহনাদ ও বীরগণ কর্তৃক বিস্ফার্য্য-

মান সবাণ শরাসনের নিঃস্বন সমুখিত হইল। কণমধ্যেই স্নগভোর শঙ্খনির্বোধে ভেরী, ও পনবের ধ্বনি অন্তর্হিত ও গগন-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে ধূলিপটল সমুখিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডলে মহাবিতান লক্ষ-মান রহিয়াছে। বীরগণ সেই বিতানাকার ভূরেণুনিচয় সন্দর্শন ও শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা নিপতিত হইতে লাগিলেন। রথী রথী কর্তৃক আহত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত নিপতিত হইল এবং গজারোহী গজারোহী কর্তৃক ও পদাতি পদাতি কর্তৃক নিহত হইয়া ধরাশয়ী গ্রহণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অমৃতাকার ঘোরদর্শন অশ্বারোহিগণ বিপক্ষ অশ্বারোহী-দিগের খড়্গ ও প্রাসপ্রহারে নিহত হইল। ঔবর্ণময় তারাপুঞ্জে বিভূষিত সূর্য্যসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন ভূগীর সমুদায় খড়্গ, প্রাস ও পরশুর আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রথী গজের দস্তাঘাতে ও কেহ কেহ শুণ্ডাঘাতে অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত ধরাশায়ী হইল। অনেক রথী রথিগণের বাণে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য মানবগণ গজসমূহের বেগে আহত, নিপ-তিত, দস্ত ও গাত্রাবরণে তাড়িত অশ্ব-রোহী ও পদাতিদিগের আর্তনাদ শ্রবণে ধরাতে পতিত হইল।

হে মহারাজ ! এই রূপে গজারোহী অশ্বারোহী ও রথিগণ উদ্ভাস্ত এবং পদাতি ও অন্যান্য বীরগণ নিহত হইতেছে, এমন

সময়ে মহারথগণে পরিবৃত পঞ্চতালকেতু মহাবীর ভীষ্ম মহাস্ত্রবেগপ্রভাবে সন্দীপ্ত কপিরাজকেতু অর্জুনকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, চুর্য্যোধন, ভুরিশ্রবা ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণও সেই ইন্দ্র-সদৃশ তেজস্বী ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয়ের অভিগুণে গগন করিতে লাগিলেন। সর্বাস্ত্রকোবিদ বিচিত্র কাঞ্চনবস্ত্রধারী, অর্জুনতনয় অভি-মন্যু সেই সমুদায় বীরদিগকে পিতার অভি-মুখীন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে মহা-বেগে সেনামুখ হইতে তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মহাস্ত্র সমু-দায় ছেদন করিয়া জ্বালাকরাল মহামস্ত্রাহত হতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম বণস্থলে রিপুগণের রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়া অভিমন্যুকে অতিক্রমপূর্বক অদীন চিতে মহারথ পার্থের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহা-বীর কিরীটী গম্ভীবধ্বনি করিয়া অমৃত-দর্শন অস্ত্রজালে অরতিগণের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্বক সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব ধনুর্জ্বা-গণ্য শাস্ত্রকুতনয়ের প্রতি নিশিত শরনিকর ও বিমল ভল্লনিচয় নিক্ষেপ করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তৎসমুদায় যুত্বর্তমধ্যে ছেদন করিয়া কেলিলেন। হে মহারাজ ! এই রূপে মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় পরস্পর শরাসনধ্বনি করিয়া অদীন চিতে ঘোরতর বৈরথ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কুরু ও শৃঙ্গয় প্রভৃতি সমুদায় লোক বিস্মিত-

চিতে তাঁহাদের সেই সমর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

একযুক্তিম অধ্যায় ।

মহারাজ ! মহাবীর অশ্বখামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংঘমনির পুত্র, অভিমন্যুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । অর্জুনতনয় সেই অতিতেজস্বী পাঁচ যোদ্ধার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চ গজের সহিত যুধ্যমান সিংহশিশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ঐ পাঁচ জনের মধ্যে কেহই কি লক্ষ্য বিষয়ে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অন্ত্রসঙ্কানে, কি হস্ত-লাঘবে কিছুতেই অভিমন্যুর সদৃশ হইতে পারিলেন না । মহাবীর অর্জুন স্বীয় তনয়কে সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া আত্মানন্দিতচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।

হে রাজন ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ সৈন্যগণকে অভিমন্যুকর্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । মহাবীর অর্জুনবন্দন অর্দীনচিত্তে সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে তাঁহার শরাসন সূর্য্যসদৃশ প্রভা সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । মহাবীর অভিমন্যু অশ্বখামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া আট বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সাংঘমনির ধ্বজ-ছেদন করিলেন । অনন্তর সৌমদন্তি তাঁহার উপর স্রবণদণ্ড,

তীষণ ভূজঙ্গসদৃশ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অভিমন্যু নিশিত বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবীর শল্য তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তিনিও অনা-য়াসে তৎসমুদায় নিবারণ ও তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন । ফলতঃ তৎকালে ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বখামা, সাংঘমনি ও শল্য ইহারা কেহই অভিমন্যুর বাহুবল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না ।

তখন শক্রগণের অজেয় ধনুর্বেদবিৎ ত্রিগর্ভ, মদ্র ও কৈকেয়দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দুর্ব্বোধনের নিদেশানুসারে সপুত্র অর্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে চতুর্দিক হইতে বেটন করিলেন । পাণ্ডব-গণের সেনাপতি অরাতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ সৈন্যগণ কর্তৃক অর্জুন ও তাঁহার তনয়ের রথ পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহু সহস্র বারণ, রথ, অশ্ব ও পদাতি-সমভিব্যাহারে ক্রুদ্ধ চিত্তে ধনুঃ বিস্ফারণ ও সৈন্য প্রেরণ-পূর্ব্বক মদ্র ও কৈকেয় সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন । কাণ্ডিগান্ দৃঢ়বস্থা মহাবীর ধৃষ্ট-দ্যুম্ন কর্তৃক রক্ষিত প্রভূত রথনাগাশ্বশালী পাণ্ডবসৈন্য যুদ্ধের নিমিত্ত অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর পাঞ্চালনন্দনক্রমে অর্জুনের সঙ্গীপবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিন বাণে কৃপের জক্রদেশ বিদ্ধ, পরে দশ বাণে মদ্রকগণের শরীর ভেদ, অনন্তর শাণ্ডিভন দ্বারা কৃতবর্মান পৃষ্ঠরক্ষককে বিনাশ করিয়া বিপুল নারাকে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন ।

তখন সাংঘমনির পুত্র, যুদ্ধভূমদ দ্রুপদ-
তনয় ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে
বিদ্ধ করিলেন। মহাপল্লবের ধ্বংস এই
রূপে বাণবিদ্ধ হইয়া ফলগা লেহন পূর্বক
স্বতন্ত্র ভল্লাগ্রে সাংঘমনিতনয়ের শরাসন
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সহরে
পক্ষবিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া
তাঁহার অঙ্গ সমুদায়, পার্শ্ব ও সারথিকে
সংহার করিলেন। সাংঘমনিবিন্দন সেই
অঙ্গবিহীন রথে অবস্থান পূর্বক রথস্থ যশস্রী
পাঞ্চালনন্দনকে অবলোকন করিয়া অবি-
লম্বে মহাবীর অয়োময় খড়্গ গ্রহণপূর্বক
পাদচাৰে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।
পাণ্ডবগণ ও মহাবীর দ্রুপদতনয় সেই খড়্গ-
ধারী মত্ত বারণবিক্রম সাংঘমনিতনয়কে
মাগরতরঙ্গের ন্যায় আকাশ হইতে
নিপতিত আশীবমের ন্যায়, কালপ্রেরিত
অস্ত্রকের ন্যায়, প্রচণ্ড মাল্লভের ন্যায় অব-
লোকন করিতে লাগিলেন। তুগীরধারী
মহাবল পরাক্রান্ত সাংঘমনিতনয় অসামান্য
ক্ষমতাপ্রভাবে পাণ্ডব সৈন্যগণের বাণবেগ
নিবারণ করিয়া শানিত রূপাণ চেষ্টে ধ্বংস-
ভ্রমের রথসনাপে সমুপস্থিত হইবা মাত্র
পাঞ্চালতনয় ক্রুদ্ধ চিত্তে গদাঘাতে তাঁহার
মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর
সাংঘমনিতনয় গদাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ-
পূর্বক ধরাভূত পতনোন্মুখ হইবা মাত্র
তাঁহার হস্ত হইতে প্রভাশালী খড়্গ ও শরা-
সন নিপতিত হইল। ভীমবিক্রম মহাত্মা
পাঞ্চালতনয় এই রূপে গদাঘাতে সাংঘমনি-
তনয়কে সংহার করিয়া অসামান্য যশ লাভ

করিলেন। হে মহারাজ ! সেই রাজপুত্র
নিধন হইবা মাত্র আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্
হাহাকার সমুপস্থিত হইল।

মহাবীর সাংঘমনি পুত্রকে নিহত
দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে মহাবেগে রণ-
ভূমদ পাঞ্চালরাজতনয়ের প্রতি ধাবমান
হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সমু-
দায় ভূপাতি পরস্পর মিলিত সেই বীর
দ্বয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন।
মহাবল পরাক্রান্ত সাংঘমনি ক্রুদ্ধ চিত্তে
মহাহস্তীর উপর অক্ষুশাঘাতের ন্যায় ধ্বংস-
ভ্রমের উপর তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন।
সমররসপরাযণ শল্য ও দ্রুপদতনয়ের বক্ষ-
স্থলে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
এই রূপে মহাসংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

দ্বিযুক্তিতম অধ্যায়।

প্রতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি
দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা প্রধান বলিয়া
গণনা করি ; কেন না পাণ্ডুনন্দনদিগের
সৈন্যেরা আমার পুত্রের সৈন্যগণকে অনা-
য়াসেই সংহার করিতেছে। তুমি সততই
আমাদিগের সেনাগণের বিনাশ এবং পাণ্ডব-
সৈন্যগণের অবিনাশ ও হর্বের বিষয় কীর্তন
কর। আমাদের সৈন্যগণ জয় প্রত্যাশায়
পুরুষকার-সহকারে যথাশক্তি সংগ্রাম
করিয়া থাকে, কিন্তু পাণ্ডবেরা অনায়াসে
তাহাদিগকে পরাভব করে। আমি দুর্ব্যো-
ধনের নিমিত্ত সতত তীব্রতর দুঃসহ দুঃখ-
জনক বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করি। এক্ষণে
এমন কোন উপায়ই দেখিতেছি না, যদ্বারা

সমরে পাণ্ডবগণের পরাজয় ও আগ্নীদেহ জয় লাভ হয়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য মনুষ্য, গজ, অশ্ব, ও রথের ক্ষয় বার্তা শ্রবণ করুন ; মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের নয় বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার উপর লৌহময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে সমর-দুর্গদ শল্যকে নিবারণ করিয়া আগ্নীদেহকে স্ত্রীয় অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। বদ্ধ কালে এই দুই বার পুরুষের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সেই ঘোরতর বদ্ধ মহূর্ত্তমাত্র হইলে, মহারাজ শল্য নিশিত ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া বর্ষাকালীন মঙ্গল জলধরে পর্দিতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, অর্জুনতনয় অভিমন্যু, ক্রুদ্ধ চিত্তে শল্যের রথান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহূর্ত্তমধ্যে তথায় মূমুপস্থিত হইয়া নিশিত তিন শরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ অভিমন্যুকে পরাজয় করিবার মানসে সমরে গমন পূর্বক মদ্রাধিপতির রথের চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। দুর্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিশ্ণতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র ও শল্যের রক্ষার্থে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু ও মাদীনন্দন

দ্বয়, পাণ্ডব পক্ষীয় এই দশ রথী নামাক্রপে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পুনোক্ত কৌরব পক্ষীয় দশ জন রথীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন পুনোক্ত উভয় পক্ষীয় রথিগণ পরস্পরের নিধন মানসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অগ্ন্যায় সমুদায় রথীরা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তাঁহাদের সমর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

উক্ত বিংশতি মহাবীর ক্রুদ্ধ চিত্তে পরস্পরকে নিধন করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করিয়া সিংহনাদ ও নানা রূপ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিশ্ণতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঁচিশ পঁচিশ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রের উপর দশ দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মাদীনন্দনদ্বয় স্ত্রীয় মাতুল মদ্রাধিপতিকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল্য ও রথিশ্রেষ্ঠ প্রতীকারেচ্ছা স্বস্ত্রীয় দ্বয়কে তীক্ষ্ণ শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর মাদীনন্দন দ্বয় শল্যের শর প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

হে মহারাজ ! এই সময় মহাবল পরা-

ক্রান্ত মহাবীর-রুকোদর দুর্ঘোষনকে অবলোকন করিয়া বিবাদ শেষ কবিবার বাসনায়া গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমপরাক্রম ভীমসেনাকে গদা সমুদ্যত করিয়া কৈলাস পর্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহাবীর দুর্ঘোষন ক্রোধভরে দশ সহস্র গজারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে মগধরাজকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেনার অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর রুকোদর সেই সমুদায় করিসৈন্য সমাগত দেখিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া সেই অয়োনিয় মহাগদা লইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্বক ব্যাদিত বদন যমরাজের ন্যায় তাহাদের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্বকালে বাসব যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর রুকোদর গদা দ্বারা সেই করিসৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনার ভীষণ তর্জনে মনঃ ও হৃদয় কম্পিত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল।

তখন দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, নকুল, মহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনার পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া মেঘ যেমন পর্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ নিশিত ক্ষুর ও ক্ষুরপ্রসমূহে গজ সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণের মস্তক,

কর ও অক্ষুণ্ণসমবেত বাহু সমুদায় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে সংগ্রামস্থলে যেন প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। গজারোহিগণ ছিন্নমস্তক হইয়া গজের উপর অবস্থান করিয়া পর্বতাগ্রস্থিত ছিন্নাগ্র বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সেই সময় অসংখ্য মহাগজ সংহার করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন।

মগধরাজ অভিমন্যুর রথ্যভিমুখে ঐরাবত সদৃশ স্বীয় গজ সঞ্চালিত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের হস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়া এক তীক্ষ্ণ শর গ্রহণে তাহাকে সংহার করিয়া রক্ততপুজা ভল্ল নিক্ষেপে মগধেশ্বরের শিরশ্ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেনাও সেই বিপুল গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক ইন্দ্রের গিরিবিমর্দনের ন্যায় করিসমুদায় সংহার করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক গদা-বাতে এক এক হস্তীকে নিহত করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। পর্বতাকার হস্তীগণ ভীমসেনার ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নদন্ত, ভগ্নগণ্ড, ভগ্নোঁরু, ভগ্নপৃষ্ঠ ও ভগ্নকুন্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্বক রণস্থলে পতিত হইল; কতকগুলি রুধির বমনপূর্বক প্রাণ ত্যাগ করিল; কতকগুলি বিহ্বল হইয়া মহাশৈলের ন্যায় ধরাতে নিপতিত রহিল। মহাবীর রুকোদর করিকূলের মেদ, রুধির, বস। ও মজ্জাতে লিপ্তকলেবর হইয়া গজরুধিরচর্চিত গদা ধারণ-পূর্বক দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, পিণাকপাণি

পিনাকীর ন্যায় সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিলেন ।

হে মহারাজ ! হতাবশিষ্ট করিগণ বৃকোদরের গদাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও সহসা ধাবমান হইয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্য গণকেই সংহার করিতে আরম্ভ করিল । অগরগণ যেমন ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাপুরুষের রণিগণ সেই যুধ্যমান মহাবীর বৃকোদরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন গজ-শোণিতলিখিত গদা ঘূর্ণনপূর্বক কৃতাস্ত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে বোধ হইল যেন ভগবান্ শূলপাণি নৃত্য করিতেছেন । তাঁহার করাস্থিত, যমদণ্ড সদৃশ, ইন্দ্রাশনি তুল্য, কেশ মন্ত্রা রূপিরচচ্চিত ভীষণ গদা জীবসংহারকর্তা ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । পশুপালক যেমন যষ্টি দ্বারা পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গদা দ্বারা গজসমূহকে তাড়িত করিতে লাগিলেন । কুঞ্জরগণ বাণ ও গদাঘাতে তাড়িত হইয়া আহুপক্ষীয় সান্দন সমুদায় বিমর্দন পূর্বক দ্রুত বেগে ধাবমান হইল । মহাবায়ু যেমন মেঘমণ্ডল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গজ সমুদায়কে সংগ্রাম হইতে দূরীকৃত করিয়া শ্মশানবাসী মহাদেবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

মহারাজ ! এই রূপ করিসৈন্য নিহত হইলে, দুর্ব্যোধন ভীমসেনকে সংহার কর বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন । মহাবীর ভীমসেন তখন সংগ্রামস্থলে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছিলেন ; কৌরব সৈন্যগণ দুর্ব্যোধনের নিয়োগানুসারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল । যেমন বেলা ভূমি পর্বকালে ছুস্পার পয়োনিধিকে নিবারিত করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই রথনাগাশ্বসঙ্কুল, অসংখ্য পদাতি-সংযুক্ত তৎকালসমুখিত ধূলিপটলে সংরুত দেবগণেরও ছুসং প্রভূত কৌরব সৈন্য-সমুদয়কে অনায়াসে নিবারিত করিলেন । আমরা এই সংগ্রামে মহাত্মা বৃকোদরের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কৰ্ম্মসকল অনু-লোকন করিলাম । ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সেই সমুদায় ভূপতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে অবলীলাক্রমে গদা দ্বারা নিপাতিত করিয়া গেরুর ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন । সেই ভয়ঙ্কর ভূমল সংগ্রাম-সময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চাল-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী ও ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না । তখন মহাবীর বৃকোদর অয়োময় মহাগদা গ্রহণ পূর্বক দণ্ডপাণি কৃতাস্ত্রের ন্যায় কৌরবসৈন্যভিষ্মখে ধাবমান হইলেন ; এবং যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় বিচরণপূর্বক রথ ও বাজিসমুদায় প্রো-থিত করিয়া সীমাৎ কৃতাস্ত্রের ন্যায়,

নলবনপ্রানার্থ। কুঞ্জরের ন্যায় যোদ্ধৃদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উরু-বেগে রথ সকল বিঘটিত হইল। বায়ু যেনন বৃক্ষ সমুদায়কে বলপূর্বক পাতিত করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদাঘাতে রথ হইতে রথিগণকে গজ হইতে গজারোহিণকে অশ্ব হইতে অশ্বারোহিগণকে ও ভূপৃষ্ঠে পদাতিপণকে পাতিত করিয়া সংহার করিলেন। তখন তাঁহার সেই নাগাস্বঘাতিনী মহতী গদা মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসে লিপ্ত হইয়া সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে নিহত মনুষ্য ও গজসমুদায় নিপাতিত থাকাতে সেই রণস্থল যমালয়সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রস্থ সমুদায় লোকই ভীমসেনের সেই জীবসংহারিণী মহতী ধ্বংসকে জীবঘাতী পিনাকীর পিনাকের ন্যায়, যমদণ্ডের ন্যায়, পুরন্দরের অশনির ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। মহাবীর ব্রহ্মোদর সেই বিশাল গদা ধারণপূর্বক বিচরণ করিয়া প্রলয়কালীন কালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রভূত সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া রণস্থলস্থিত সমুদায় লোকই বিমনাঃ হইল, ও মহাবীর গদা সমুদ্রত করিয়া যে যে দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে সৈন্যপ্রাসকারী বিবর্তনান কৃতান্তসদৃশ ভীমকর্ষা ভীমসেন গদা দ্বারা

সমুদায় সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া, মহাবীর ভীম মেঘগস্তীরনিঃস্বন আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন রণে আরোহণ-পূর্বক বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন ভীমকে ব্যাদিতবদন শমনের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। এ সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ শিনিবংশাবতংস মহাবীর সত্যকি দৃঢ় শরাসন ধারণপূর্বক দুর্ব্যোপনের মেনাগণকে বিনষ্ট ও কাষ্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতসদৃশ অশ্ব সংযোজিত স্যন্দনে সমারাঢ় নিশিত শরনিকরবর্ষা শনিপ্রবারকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুস তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া অবলম্বীলাক্রমে রথারোহণ-পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্টিকুলপ্রবীর সাত্যকিকে বিপক্ষপক্ষে বিচরণ-পূর্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্গুহঃ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া, পক্ষতোপরি বর্ষণশীল জলধরপটলের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। তখন সোমদত্তের তনয় মহাবীর ভুরিশ্রবা ব্যতীত আর সক-

লেই বিষম হইয়াছিলেন ; ঐ মহাবীরই আপনার পক্ষীয় রথিগণকে সাত্যকি কর্তৃক তাড়িত দেখিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় উগ্রবেগ শরাসন ধারণ পূর্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! ভাস্করপক যেমন অক্ষুশ দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভুরিশ্রবা সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া ক্রোধান্ডরে তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকিও সমুদায় লোকের সমক্ষে সম্মুখপর্দা শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্যোধন স্বীয় সোদরগণ-সমভিব্যাহারে সমরে যত্নশীল মহাবীর সোমদত্তনয়ের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিলেন ; মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণও সাত্যকিকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত রকেদর ক্রোধান্ডরে গদা সমুদ্যত করিয়া দুর্যোধন প্রভৃতিকে তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার পুত্র নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক মহত্সর রথ সমভিব্যাহারে মহাবল ভীমসেনকে শিলাশিত কঙ্কপত্রসম্বিত শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ দুর্যোধনও ভীমের বক্ষস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় মহারথে আরোহণ পূর্বক সারথি বিশোককে কহিলেন, হে সারথি ! এই সমুদায় মহাবল

পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রকনয় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেই নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে ; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তোমার সমক্ষে উহাদিগকে সংহার করিব ; অতএব তুমি অশ্বগণকে স্থগিত কর। মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া কণকভূষণ স্ত্রীকঙ্ক দশ বাণ দ্বারা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া নন্দকের বক্ষস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুর্যোধন সপ্তি বাণ দ্বারা ভীমকে ও তিন বাণ দ্বারা সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিয়া মহাত্সর বদনে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে দুর্যোধনের তীক্ষ্ণ শরে নিতান্ত পীড়িত নির্দীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধান্ডরে ক্ষুরপ্রা নিক্ষেপ করিয়া দুর্যোধনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ছিন্ন কাস্মুক পরিহারপূর্বক সম্মুখে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্বক তাহাতে কালভূল্য ঘোর শর সন্ধান করিয়া ভীমের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্যোধনের সেই ভীমশ শরে গাঢ় বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মুচ্ছাপন্ন ও রথमध्ये নিপতিত হইলেন।

তখন অভিমুখ্যপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে তাদৃশ ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধান্ডরে অব্যগ্ৰ চিত্তে চতুর্দিক হইতে দুর্যোধনের সম্মুখে বাণ রপ্তি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন

সংজ্ঞা লাভপূর্বক তুর্যোধনকে প্রথমে তিন, পরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া স্বর্ণ-পুষ্প পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলে, মহাবল শল্য ভীমের শরাঘাতে কাতর হইয়া রণস্থল পারিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলেন। তখন সেনানী, স্রমেণ, জলসন্ধ, স্রলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুস্মুখ, দুপ্রদর্শ, বিবিৎস্ত, বিকট ও সম, আপনার এই চতুর্দশ পুত্র ভীমসেনের অভিযুখীন হইয়া সঁকলে এক কালে তাঁহার উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া পশু-গণমধ্যস্থিত রকের ন্যায় ক্রোধে স্কন্ধী লেহন করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনানীর শিরশ্ছেদন পূর্বক হস্ত চিত্তে নিশিত তিন বাণে জল-সন্ধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। পরে স্রমেণকে সংহার করিয়া ভল্ল দ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণমণ্ডিত কুণ্ডলবিভূষিত চন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন এবং সপ্ততি বাণ দ্বারা অশ্ব, কেতু ও সারথি সমবেত বীরবাহুকে পর লোকে প্রেরণ পূর্বক হাসিতে হাসিতে ভীম ও ভীমরথকে শমনসদনে নীত করিয়া সর্বসৈন্যগণসমক্ষে ক্ষুরপ্র দ্বারা স্রলো-চনকে সংহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ সেই মহাবল ভীমসেনের ভীম পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা শাস্ত্রনুতনয় কৌরব

পক্ষীয় মহারথগণকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারথগণ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রনয়দিগকে অপ্রজ্ঞ ও শৌর্য্যবীৰ্য্য-বিহীন জ্ঞান করিয়া এক কালে সংহার করিতেছে; তোমরা অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ কর। কৌরব সেনাগণ ভীষ্মের এই রূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের "অভিগুখে" ধাবমান হইল। মহাবীর ভগদত্ত মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণ পূর্বক ভীমের সন্নিধানে গমন করিয়া শিলানিশিত শরানিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ অভিমন্যু-প্রভৃতি বীরগণ মহাবল ভীমসেনকে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া একান্ত "ক্রোধপরত্ত" হইয়া চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার ও তাঁহার গজের উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগদত্তের মহাগজ সেই সমুদায় মহারথগণের শরানিকরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও রুদ্ধি-রাদ্রিকলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জল-ধরপটলের ন্যায় শোভমান হইল।

তখন মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই মহাগজকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। করিবর পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে ধরণীতল কম্পিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথগণ সেই মহাগজের ভীষণ রূপ নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া বিষমমনা হইলে, ভূগতি ভগদত্ত শরাসনে আনতপর্ব সায়ক সঙ্কান করিয়া ভীমসেনের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করি-

লেন। মহাবীর ভীষ্মসেন ভগদত্তের শরা-
ঘাতে একান্ত ব্যথিত ও মুচ্ছিত হইয়া ধ্বজ-
ষষ্টি অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে
লাগিলেন। প্রতাপশালী ভগদত্ত ভীষ্ম-
সেনকে মুচ্ছিত ও অন্ত্রান্ধ মহারথগণকে
ভীত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ করিতে
আরম্ভ করিলেন।

তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য ঘটোৎকচ ভীষ্ম-
সেনকে মুচ্ছিত অবলোকন করিয়া ক্রোধ-
ভরে সেই স্থানেই অন্তহিত হইল এবং
মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়বন্ধিনী দারুণ মায়া প্রভাবে
ঘোর রূপ ধারণ পূর্বক মায়াময় ঐরাবতে
আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন
করিল। উহার মায়াপ্রভাবে অঞ্জন,
বামন ও মহাপদ্মা এই তিন চতুর্দন্ত দিগ্-
গজ ও সৃষ্ট হইয়াছিল; উহারা ঐরাবতের
অনুগামী হইল। ঐ মহাকায়, মদস্রাবী,
বলবীৰ্য্যসমম্বিত, মহাবেগশালী দিগ্গজত্ৰয়
রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত ছিল। মহাবীর
ঘটোৎকচ গজ দ্বারা ভগদত্তকে বিনাশ
করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে আপ-
নার গজ সঞ্চালিত করিতে লাগিল। অন্য
তিন গজও সেই সমুদায় রাক্ষসগণ কর্তৃক
চালিত হইয়া দন্ত দ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে
ক্ষত বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। ভগ-
দত্তের হস্তী সেই সমুদায় দিগ্গজ কর্তৃক
একান্ত পীড়িত ও বেদনার্ত্ত হইয়া বজ্র-
নির্ঘোষের আয় চীৎকার করিতে লাগিল।
‘‘ হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত
মহাত্মা শান্তনুতনয় সেই মহাগজের ঘোর
তর চীৎকার শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ও দুর্য্যো-

ধনকে কহিতে লাগিলেন। হে বীরগণ!
ঘটোৎকচ মহাবীর এবং ভূপতি ভগদত্তও
অতি কোপনস্বভাব; কাল ও মৃত্যুর সদৃশ
এই মহাবীরদ্বয় নিশ্চয়ই সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন; বোধ হয়, মহাপুরুষ ভগদত্ত
দুরাত্মা হিড়িম্বাতনয়ের সংগ্রামে সান্তিশয়
বিপন্ন হইয়া থাকিবেন। ঐ দেখ, পিতৃ-
মাতুলাদিত পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি ও প্রাণ-
জ্যোতিষেধরের ভীত হস্তীর ভীষণ চীৎ-
কার শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে মহারাজ
ভগদত্তের রক্ষার্থ সমরে গমন করা আমা-
দের অবশ্য কর্তব্য; নচেৎ তিনি অবি-
লম্বেই রাক্ষসহস্তে নিহত হইবেন। অত-
এব হে মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন বীর পুরুষগণ!
সত্বর হও; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই;
ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের লোমহর্ষণ মহা-
সংগ্রাম ক্রমশঃ বন্ধিত হইতেছে। ভগদত্ত
আমাদের ভক্ত, কুলীন, শৌর্য্যশালী ও
সেনাপতি; তাঁহার পরিদ্রাণ করা আমা-
দের অবশ্য কর্তব্য।

তখন মহাবীর দ্রোণ ও তত্রস্থ ভূপতি-
গণ ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর একত্রে
হইয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত
সত্বরে তাঁহার সম্মিধানে গমন করিলেন।
এ দিকে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই সমুদায়
বীরগণকে সংগ্রামে গমন করিতে দেখিয়া
তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।
রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সমুদায় সৈন্য
সন্দর্শন করিয়া অশনিবিক্ষেপের আশ
ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন
শান্তনুতনয় ভীষ্ম ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি

শ্রবণ ও দিগ্‌গজগণের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় দোণাচম্যকে কহিলেন, হে ভারদ্বাজ ! আমার মতে ছুরাছা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করা কৰ্ত্তব্য নয়। ঐ ছুরাছা মহাবল পরাকান্ত ; বিশেষতঃ সহায়-মল্লম্ হইয়াছে ; এক্ষণে স্বয়ং ইন্দ্র ও উহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। হিড়িম্বাতনয় লক্ষ্যে শর প্রহার করিতেছে ; আমরা শ্রান্তবাহন এবং পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। অতএব আমার মতে জয়শীল পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা নিতান্ত অন্তর্চিত। আজি অবসার করাই কৰ্ত্তব্য ; কালি শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করা যাইবে। ঘটোৎকচভাষ্যাদিত বীরগণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর তদুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে কৌরব পক্ষীয়েরা রণে নিরুত্ত হইলে জয়শীল পাণ্ডবগণ শঙ্খবেণুনিষ্পন্ন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ দিবস পাণ্ডবগণ মহাবীর ঘটোৎকচের সাহায্যে কৌরবদিগের সহিত এই রূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কৌরবগণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যৎপরোনাস্তি জ্বাড়াষিত চিত্তে নিশা কালে স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। শরবিক্ষত কণ্ঠের মহারণ পাণ্ডুতনয়গণ জয়লাভ-কীৰ্ত্তি হইতে অক্ট হইয়া মহাবীর ভীষ্মসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিয়া ভূব্যংধনি, শঙ্খনিষ্পন্ন ও বিবিধ সিংহনাদে মেদিনী-মন্ত্রা কাঞ্চী ও হসোদ্যনের মস্তা বিঘটিত

করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ চুর্যোধান ভ্রাতৃ-বধজনিত শোকে অকুল হইয়া বাষ্পজল বিসর্জন পূর্বক ক্ষণ কাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর বিধানানুসারে শিবিরের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃনিধন শোকে অভিভূত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায়।

পুত্ররাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! দৈব-চক্ষুরক্ষা পাণ্ডবদিগের কাম্য শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে মহৎ ভয় ও বিষম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পুত্রগণের পরাভব সংবাদ শ্রবণ করিয়া, কি রূপ অবস্থা হইবে এই বলবতী চিন্তা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে। মহাত্মা বিজয়ের বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় দম্বপ্রায় হইতেছে ; তিনি যেরূপ কহিয়া-ছিলেন, এক্ষণে দৈবযোগে তৎসমুদায়ই সেই রূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডুতনয়েরা সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষ্মপ্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরনধারী বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নভোমণ্ডলে তারাগণের ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জানি না, তাহারা কিরূপ তপস্থা করিয়াছে এবং কিরূপ বর ও কি প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে ; পাণ্ডবেরা যে বারংবার আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে, আমি তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবেরা যেরূপ বপাই, আমরা পুত্রেরাও সেইরূপ ; কিন্তু

দৈব বশতঃ আগাতেই এই নিদারুণ দণ্ড
নিপতিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি
এই বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত বর্ণন কর। যেমন
মনুষ্য ভুজবলে সম্ভরণ করিয়া মহাসাগরের
পার প্রাপ্ত হয় না, তক্রপ আমি এই দুঃখের
সীমা অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে
বোধ হইতেছে, পুত্রগণের অতি দারুণ
বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর ভীম
তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে;
এক্ষণে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করে এমন
কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতেছি না।
তাহারা নিশ্চয়ই রণস্থলে বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে; অতএব তুমি তাহার উপযুক্ত
কারণ কীৰ্ত্তন কর। দুৰ্য্যোধন স্বপক্ষ-
দিগকে রণপরাগুণ নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ
অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ,
কৃপ, শ্রবলনন্দন শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা
ও মহাবল বিকর্ণ আমার পুত্রগণ সমর-
পরাগুণ হইলে, কিরূপ কর্তব্য দারণ
করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি
যাহা কহিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া
শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন মন্ত্রকৃত
শিষ্যের অনুষ্ঠান, ম'য়াজাল বিস্তার বা
বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না।
তাহারা পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ত্রায়ানুসারে
যুদ্ধ করিতেছেন এবং যশোবাসনাপরবশ
হইয়া জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেও
দগ্ধানুসারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন।
দগ্ধপরাযণ শ্রীসম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ
সমর হইতে নিরুদ্ধ হইবেন না। হে

রাজন্! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়;
অতএব কেহই তাহাদিগকে বধ করিতে
পারিবে না; প্রত্যুত তাহারা জয়যুক্ত
হইবেন। আপনার পুত্রেরা সতত পাপ-
কর্ম্ম নিরত, চুরাঙ্গা, নিষ্ঠুর ও নীচকর্ম্মা;
এই নিমিত্তই তাহারা যুদ্ধে জয় লাভ
করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনার
পুত্রেরা নিতান্ত নীচের ত্রায় বারংবার
পাণ্ডবগণকে পরাভব ও তাহাদিগের প্রতি
ক্রুরাচরণ করিয়াছেন; কিন্তু পাণ্ডবেরা
আপনার পুত্রগণের সেই সকল পাপানুষ্ঠান-
বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সহ্য করিয়া-
ছিলেন; তথাচ আপনার পুত্রেরা তাহা-
দিগকে সমুচিত সমাদর করেন নাই। হে
মহারাজ! সেই সতত অনুষ্ঠিত পাপের
মহাকালফল সদৃশ ভয়ানক ফল সমুপস্থিত
হইয়াছে; এক্ষণে আপনি পুত্র ও বান্ধব-
গণের সহিত উহা ভোগ করুন। বিদুর,
ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ প্রভৃতি বান্ধবগণ
এবং আমি আমরা আপনাকে বারংবার
নিবারণ করিয়াছি; তথাপি মন্দ ব্যক্তি
যেমন হিতকর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, তক্রপ
আপনি আমাদিগের হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম
করিতেছেন না; প্রত্যুত আপনি পুত্র-
গণের ছন্দানুবর্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে
জিতপ্রায় বিবেচনা করিতেছেন।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ যে কারণে
জয় লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কীৰ্ত্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন। এক দিন
মহারাজ, দুৰ্য্যোধন মহারণ ভ্রাতৃগণকে
রণস্থলে পরাজিত দেখিয়া নিশাকালে

শৌকাকুলিত মনে পিতামহ সন্নিধানে গমন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, হে পিতামহ! অ্যুপনি, দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ণা, হার্দিক্য, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত এবং অগ্ন্যাত্ম্য সুবিখ্যাত জীবিতনিরপেক্ষ কুলতনয়েরা ত্রিলোক সংহার করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের বলবোধ্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে এবং পাণ্ডবগণ কাহাকে আশ্রয় করিয়া পদে পদে আগাদিগকে পরাজয় করিতেছে; এই সকল বিষয় কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমাকে বারংবার বলিয়াছি; তথাপি তুমি তাহা কর নাই; কিন্তু এ ক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা উচিত হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গল লাভ হইবে এবং তুমিও সুরক্ষাগণকে পরিতৃপ্ত ও বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে পরম স্থখে পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। আমি পূর্বে তোমাকে নির্বন্ধাতিশয় সহকারে যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ না করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়াছ; এ ক্ষণে তাহারই প্রতিফল সমুপস্থিত হইয়াছে। আর তাহারা কি নিমিত্ত অরধ্য হইয়াছে, তাহাও কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ রাত্নদেব সতত পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; স্ততরাং তাহাদিগকে পরাজয় করে, এমন

লোক ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না, হইবে না ও হয় নাই। মহর্ষিগণ আমার নিকট একটি পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব কালে মহর্ষি ও সুরগণ সমবেত হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যে পরম স্থখে উপবেশন করিয়া মতোমণ্ডলে অতি ভাস্কর রমণীয় এক বিমান নিরীক্ষণ করিলেন এবং ধ্যান দ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃদে মনে কৃতাজ্জলিপুটে পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলে, মহর্ষি এবং সুরগণও গগন-মণ্ডলে সমুপস্থিত বিমান অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুকে বিধানানুসারে অর্চনা করিয়া স্তব করিলেন, হে বাহুদেব! তুমি বিশ্বাবাস্তব, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বক্সেন; আমি তোমাকে পরম দেবতা বলিয়া স্তীকার করি। হে মহাদেব! তুমি বিশ্ব, তুমি লোকের হিতানুষ্ঠান নিরত, তুমি যোগীশ্বর, তুমি সকলের প্রভু, তুমি যোগপরায়ণ; হে অগর! হে পদ্মনাভ! হে বিশাললোচন! তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের প্রভু; হে প্রিয়দর্শন! তুমি আজ্ঞের আজ্ঞাজ, তুমি অসংখ্য গুণের আধার, তুমি লোক সকলের পরম গতি; হে নারায়ণ! হে শাস্ত্রধর! তোমার মহিমার পরিসীমা নাই, তুমি নিরাময়, তুমি

লোকের কার্যসাধন তৎপর, তুমি মহোরগ ও মহাবরাহের আদি ; হে পিঙ্গলকেশ ! হে শীতাম্বর তুমি দিক্ সকলের ঈশ্বর, তুমি বিশ্বনিকেতন, তুমি অমিত ও অব্যয়, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তুমি সর্বব্যাপী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি অমংখ্য, তুমি আত্মভাবজ্ঞ, তুমি গম্ভীর, তুমি কামদ, তুমি সতত সংকার্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাক ; হে অনন্ত ! তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি সূতভাবন, তুমি কৃতকশা, তুমি প্রজ্ঞাবান্, তুমি ধর্ম্যজ্ঞ, তুমি বিজয়ী, তুমি গুণাঙ্গী, তুমি সর্ব যোগাঙ্গী ; হে লোকেশ ! তুমি জগতের কারণ, তুমি সকল সূত-স্বরূপ, তুমি আত্মতত্ত্ব, তুমি স্বয়ম্ভু ; হে মহাভাগ ! তুমি প্রলয়কর্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, তুমি সৃষ্টিসংহারনিরত ; হে কামেশ ! তুমি অমৃতসমুত্ত, তুমি সংস্রব সম্পন্ন, তুমি যুগান্তকালীন অগ্নি ; হে বিজয়প্রদ ! তুমি প্রজাপতির পতি, তুমি মহাবল, তুমি মহা-ভূত, তুমি কর্ম স্বরূপ, তুমি সর্ব দাতা ; তুমি জয়যুক্ত হও । ভগবতী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, দিক্ সমুদায় বাহু, গগন-মণ্ডল মন্তক, আমি মূর্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্র সূর্য চক্ষুঃ, তপঃ ও সত্য বল, ধর্ম্যকর্ম আত্মজ্ঞ, অগ্নি তেজঃ এবং সগৌরব নিশ্বাস । সলিলরাশি তোমার শ্বেদ হইতে সমুত্ত হইয়াছে ; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণ-যুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা এবং বেদ সকল তোমারই সংস্কারনিষ্ঠ । তুমি এই জগতের আশ্রয় ; তোমার কি পরি-

মাণ কি তেজঃ কি পরাক্রম কি বল কিছু-রই ইয়ত্তা নাই । আমরা তোমার জন্ম অবগত নই ; আমরা তোমার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি । তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর ; আমরা তোমাকে সতত অর্চনা করি । আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষগ, পিশাচ, মনুষ্য, ঋগ, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি সমস্ত জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি । তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব সূতের গতি, তুমি সকলের নেতা এবং তুমিই জগ-তের আদি, দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত স্তখে অবস্থান করিতেছেন । তোমা-রই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে । এক্ষণে তুমি ধর্ম্য সংস্থাপন, দানব দলন ও পৃথিবী ধারণের নিমিত্ত যজুর্বংশে অবতীর্ণ হও । হে বিভো ! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর ; আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্য বিষয় সমু-দায় কীর্তন করিয়াছি । তুমিই আত্মার সাক্ষী, তুমি আত্মা স্বরূপ সন্ধর্ষণ, আত্মজ স্বরূপ প্রদ্যম্ব ও প্রদ্যম্ব হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ ; সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণু স্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন ; এই অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রহ্মা-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব আমিও তোমার বিনির্মিত বাহুদেব স্বরূপ । এক্ষণে তুমি আপনাকে ঐরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মানুষ কল্বেবর পরিগ্রহ কর । তুমি মনুষ্য লোকে সকলের স্থখ

সম্পাদনার্থ অস্তুর বন্দ, ধর্ম স্থাপন ও মশো-
লাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে।
হে অমিতবিক্রম ! দেবতা ও ব্রহ্মসিগণ
পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সকল নাম
দ্বারা তোমাকেই পরমাত্মত বলিয়া গান
করিয়া থাকেন। ভূত সকল তোমাতে
অবস্থান করিতেছে ; ব্রাহ্মসিগণ তোমার
আশ্রয় লাভ করিয়া তোমাকেই অনাদি,
অমধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

মহারাজ ! অনন্তর ত্রিলোকপতি ভগ-
বান্ বিষ্ণু স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মাকে কহি-
লেন, হে তাত ! আমি যোগবলে তোমার
অভিলম্বিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি ;
তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে ; এই বলিয়া
তিনি তথায় অন্তহিত হইলেন।

অনন্তর দেবসি ও গন্ধর্বসিগণ সাতিশয়
বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতূহলপরতন্ত্র
হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, ভগবন্ ! আপনি যাহাকে বিনীত
ভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তুত
করিলেন, উনি কে ? আমরা উহা শ্রবণ
করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, হে দেবসি গন্ধর্বসিগণ !
যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ; যিনি
সকলের পর, যিনি প্রভু, ব্রহ্মা ও পরম
পদ ; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত
সম্ভাষণ করিতে ছিলেন ; আমি জগতের

হিতার্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম,
হে বিশ্বেশ ! তুমি বাস্তদেব নামে বিখ্যাত
হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর এবং
অস্তুর সংহার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে
অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহা-
বল পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস
সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই
মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তুমি
তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের
সহিত মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে
সঞ্চার করিবে। অমরগণ ও পুরাতন ঋষি
নর নারায়ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন
না ; তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু মৃত লোকেরা
তাঁহাদিগকে অবগত নয়। আমি তাঁহারই
আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব-
লোকেশ্বর বাস্তদেব তোমাদিগের অনুমেয় ;
তোমরা শঙ্খ চক্র গদাধর বাস্তদেবকে
মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না।
তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্মা ও
পরম যশঃ। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও
শাস্ত ; লোকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া
কীর্তন করিয়া থাকে কিন্তু কেহ জ্ঞাত
নয়। বিশ্বকর্মা ইহাকে পরম তেজঃ, পরম
স্থখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্তন করিয়া
থাকেন ; অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা কি
অস্তুরগণ কাহারই বাস্তদেবকে মনুষ্য
বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্তব্য নয়। যে ব্যক্তি
অবজ্ঞা করিয়া জম্বীকেশকে মনুষ্য বলে,
সেই মৃত্যুমতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই
পরম কারণ পরমাত্মাকে, মনুষ্যকলবর

পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মানবগণ তাহাকে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই স্বাবরজঙ্গমাত্মক শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বাহুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহাকেও তামস পুরুষ বলিয়া থাকে । সেই কিরীটকৌন্তভধারী মিত্র গণের অভয়প্রদ মহাত্মা বাহুদেবকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয় । সকল লোকই এই রূপ তদ্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিবে ।

ভগবান্ কমলযোনি দেবর্ষিদিগকে এই রূপ কহিয়া সকলকে পারিত্যাগপূর্বক স্ব-ভবনে গমন করিলেন । দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অঙ্গরাসকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সুরলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এই রূপে বাহুদেবের গুণগান করিতেছিলেন ; আমি তাঁহাদিগেরই মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন । সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আশ্রয়, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাহুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে । হে বৎস ! মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমাকে ধর্ম্মী বাহুদেব ও পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না বলিয়া বারংবার নিবারণ করিয়াছেন ; কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া উহা অনুধাবন করিতেছ

না ; এক্ষণে তোমাকে ক্রুর রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে । তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া বাহু-দেব ও অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ । দেপ, কোন্ মনুষ্য নর ও নারায়ণের ঘেষী হইতে সমর্থ হয় । তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল । সেই চরাচর পুরুষ হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতে-ছেন ; তিনি বোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর । তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিবর্জিত ; অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম ; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয় । তাঁহার সাহায্য ও আশ্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছেন ; স্তুতরাং তাঁহাদিগেরই জয় লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । যিনি পাণ্ডবগণকে সৎ-পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন, তিনি সতত নির্ভয়ে কালযাপন করিয়া থাকেন । হে মহারাজ ! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাস্ত্রত সর্বভূতময় দেবতাই বাহুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন । স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্ব স্ব কৰ্ম্ম-দ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন । ভগবান্ বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্ত্বিক বিধি জীব-লক্ষণ পূর্বক যাঁহাকে গান করিয়া ছিলেন, সেই বিশ্ব্রক্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভস্থিত পুরী এবং সমুদ্রের আবাসস্থান বারংবার সৃষ্টি করিতেছেন ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্যোধন কহিলেন, হে পিতাগহ ! সকল লোকে যাঁহাকে মহাভূত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাহুদেব কোন স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাভুভূত হইয়াছেন এবং কোথায় বা অবস্থান করিতেছেন, তাহা অবগত করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! বাহুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ; তিনি সমুদায় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজঃ এই তিনটি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়া ছিলেন। সেই সর্বভোজ্যময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্নি দেবতা, ঋষি ও লোক সকল সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম, ধর্মজ্ঞ, বরদ ও সর্বকামদাতা, তিনি কর্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমতঃ জগতের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন ; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষ নাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সকলে এই শেষ নাগকে অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন, ইনিই পর্বত ও প্রাণিগণ-সমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতে-

ছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যানযোগে ইঁহাকে অবগত হইয়া মহাতেজাঃ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। বাহুদেব ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্ভূত, স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয় সমুদ্ভব ভয়ঙ্কর ভীমকর্মা উগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মধুনামক অস্ত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও মনুষ্যেরা মধুনামক অস্ত্রকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাহুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহাকে জনার্দন বলিয়া আস্থান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, সিংহ ও বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; তিনি প্রাণিগণের পিতা, মাতা ও দুঃখহর ; তাঁহা ভিন্ন সর্ব দুঃখসংহারক আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি মুখ-হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণতল হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপোভূতানে নিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ কেশবকে অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে অর্চনা করিলে অবশ্যই মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরম তেজঃ ও সর্বলোকপিতামহ বলিয়া নির্দেশ করেন ; তাঁহাকে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হন এবং যিনি এই বিষয়টি পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখ লাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে, মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতি-

নিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন ।

অষ্টবর্ষিতম অধ্যায় ।

মহারাজ ! এক্ষণে ভগবান্ কমল-মোনি সে রূপে বাসুদেবের স্তব করিয়া-ছিলেন এবং যাহা ভূমণ্ডলে ত্রক্ষর্ষি ও দেব-গণ কর্তৃক পূর্বে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন । ভগবান্ নারদ বাসুদেবকে মাধ্য ও দেবগণের প্রভু, দেবদেবেশ্বর, লোকল্লাবন ও ভাবজ্ঞ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন । মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, যজ্ঞের যজ্ঞ ও নারায়ণের চক্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মহামুনি বাদরায়ণ কহিয়াছেন, হে ভগবন্ তুমি ভূতগণের দেবদেব । পূর্ব পণ্ডিতেরা প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । মহর্ষি অঙ্গিরাঃ তাঁহাকে সর্বভূতাক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন । মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেব ! অব্যক্ত বিষয় তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ; ব্যক্ত বিষয় তোমার মনে অবস্থান করিতেছে । দেবগণ তোমার বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । হে নাথ ! তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে ; বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত আছে । তুমি সনাতন পুরুষ ; মনুষ্যেরা তপঃপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া

থাকে । তুমি আত্মদর্শনতৃপ্ত মহর্ষি ও উদার প্রকৃতি সম্পন্ন সমরে অপরাধমুখ রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি ; এই বলিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যোগীরা প্রতিনিয়ত তোমার অর্চনা ও স্তব করিয়া থাকেন ।

হে বৎস ! আমি সংক্ষেপে ও সবি-স্তরে ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় স্বরূপতঃ কীৰ্ত্তন করিলাম ; তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রীত হও ।

হে রাজন্ ! রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে কেশব ও পাণ্ডবদিগকে বহুমান করিলেন । শান্তনুসন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্জুন ও কেশবের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যে কারণে কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম ; আর মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিলে । হে মহারাজ ! বাসুদেব পাণ্ডবদিগের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; অতএব আমি তোমাকে বারংবার কহিতেছি, তুমি এক্ষণে তাঁহাদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ কর । তুমি নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ।

এই বলিয়া ভীষ্মদেব তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্যোধনকে বিদায়

করিলেন। দুৰ্য্যোধনও তাঁহাকে প্রাণ-
পাত পূর্বক শিবিরে প্রবেশ ও ধবল
শয়ন করিয়া রাত্রি কাল অতিবাহিত
করিতে লাগিলেন।

উন সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্মস্রী প্রভাত ও দিবাকর
উদিত হইলে, উভয় পক্ষায় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ
সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব ও
ধার্মরাত্তেরা সমবেত, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও
জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের মুখাব-
লোকন পূর্বক যুদ্ধে ধাবমান হইলেন।
ধার্মরাত্তগণ আপনার কুমন্ত্রণানুসারে মকর
ব্যূহ রচনা করিয়া প্রহুন্ট মনে নানা প্রকার
অস্ত্র ও বর্শা ধারণ করিতে লাগিলেন।
মহাবীর ভীষ্ম সেই মকর ব্যূহের চতুর্দিক্
রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরাও
নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা
করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ
ভীষ্ম ধ্বজসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত
হইলে রণী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক
সকল যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার
অনুগমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ
তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্বৃত্ত নিরাক্ষণ
করিয়া নিতান্ত দুর্ভেদ্য শোন ব্যূহ রচনা
করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মসেন
সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধ্বজদ্বয় নৈত্র-
দ্বয়ে, সত্যবিক্রম সাত্যকি শিরোভাগে
এবং পার্থ গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া
ঐরাবতেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
মহাত্মা ক্রপদ আত্মজের সহিত এক অক্ষৌ-

হিণী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষ,
কৈকেয় তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ এবং দ্রৌপদীর
পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধি-
ষ্ঠির নকুল এবং সহদেবের সহিত উহার
পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সম্মুখ দ্বারা মকর
ব্যূহে প্রবেশ পূর্বক ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্ম
পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করিয়া
মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।
তখন অর্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে বিমোহিত
দেখিয়া সত্বরে সহস্র শর দ্বারা ভীষ্মকে
বিদ্ধ করিলেন এবং ভীষ্মপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরস্ত
করিয়া হুটুচিত্ত স্বীয় সৈন্যগণের সহিত
রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
অনন্তর মহারাজ দুৰ্য্যোধন ভয়ঙ্কর সৈন্য
সংহার ও ভ্রাতৃবধ নিরীক্ষণ করিয়া অবি-
লম্বে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য!
আপনি নিরন্তর আমার হিতাভিলাষ করিয়া
থাকেন। হীনবল পাণ্ডবগণের কথা দূরে
থাকুক, আমরা পিতামহ ভীষ্ম ও আপ-
নাকে আশ্রয় করিয়া অমরগণকেও পরাজয়
করিতে বাসনা করি; এক্ষণে যাহাতে
পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করুন;
আপনার মঙ্গল হইবে। তখন দ্রোণাচার্য্য
সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার
করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও দ্রোণা-
চার্য্যকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন।
এই রূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে
লাগিল। প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণ দশটি
বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্র দেশ অনায়াসে

বিন্ধ করিলেন । ইত্যবসরে ভীমসেন
ক্রোধভরে তাঁহার হস্ত হইতে সাত্যকিকে
রক্ষা করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিন্ধ
করিতে লাগিলেন । তখন আচার্য্য দ্রোণ,
ভীষ্ম ও শল্য নিতান্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়া
শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করি-
লেন । মহাবীর অভিমন্যু ও দ্রোণদীর
আত্মজগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ সমস্ত
উত্ততায়ুধ বীরদিগকে বিন্ধ করিতে লাগি-
লেন । পরে শিখণ্ডী মহাবল পরাক্রান্ত
ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রোষকষায়িত
লোচনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যাগ-
মন করিলেন এবং জলধরের ন্যায় গভীর-
নিশ্বাস স্ফূট শরাসন গ্রহণ করিয়া দিবা-
করকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ
করিতে লাগিলেন । তখন ভরতপিতামহ
ভীষ্ম শিখণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী
স্মরণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি-
লেন । ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য মহারাজ
দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে
রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর প্রতি ধাব-
মান হইলেন । শিখণ্ডী যুগান্ত কালীন
অনলের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল দ্রোণা-
চার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া ভীম মনে তৎক্ষণাৎ-
পরিত্যাগ করিলেন । তখন রাজা
দুর্যোধন যশোলাভ-বাসনায় বিপুল বল
সমুদায়ের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে
লাগিলেন । পাণ্ডবেরাও জয় লাভার্থ
একান্ত অধ্যবসায়াক্রান্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে
পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন
করিলেন । যেমন দানবদিগের সহিত

দেবগণের যুদ্ধ হওয়াছিল, তদ্রূপ অসীম
যশঃ ও জয়লাভার্থী কৌরব এবং পাণ্ডব-
গণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

মহারাজ ! শাস্ত্রনুন্দন ভীষ্ম ভীমসেন
হইতে দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্র-
গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন । দিবসের পূর্বাঞ্চে
কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম
আরম্ভ হইল । রণস্থল হইতে গগনতল-
স্পর্শী তুমুল কোলাহল সমুৎপন্ন হইতে
লাগিল । মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি,
অশ্বের হ্রেষা রব এবং ভেরী ও শঙ্খের
শব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল । মহাবল
পরাক্রান্ত সমরভিলাষী বীর পূর্বসেরা
বিজয় লাভার্থী হইয়া গোষ্ঠে বৃনভের স্তম্ভ
পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে
লাগিলেন । নিশিত শর প্রহারে বীরগণের
মস্তকসকল অনবরত ভূতলে নিপতিত
হইতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, নভো-
মণ্ডল হইতে প্রস্তুত রষ্টি হইতেছে । পরে
কনকোজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীমধারী
মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে,
নিরীক্ষিত হইতে লাগিল এবং কাহার
উত্তমাঙ্গছিন্ন কবচমণ্ডিত দেহ, কাহার
কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক, কাহার অলঙ্কৃত বাহু
দণ্ড এবং কাহারও বা রক্তপ্রাস্ত লোচন
সনাথ শশিসঙ্কাশ মুখমণ্ডল দ্বারা ক্ষণ কাল-
মধ্যে বস্তুকরা পরিপূর্ণ হইল । বহুসংখ্যক
গজবাজীর ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে চতুর্দিক

সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ জলদের আয় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধূলিজাল ঘনমণ্ডলীর আয় সমুখিত হইল; শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষুরিত হইতে লাগিল, আয়ুধধ্বনি মেঘনির্ঘোষের ন্যায় অনুরূপ হইল এবং রুধির-প্রবাহ বারিধারার আয় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

যুদ্ধদুর্গম ক্ষত্রিয়গণ সেই ভয়ঙ্কর লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম কালে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় কুঞ্জরগণ বাণরষ্টিদ্বারা নিতান্ত সমুপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উল্লঙ্ঘ্যে ধাবমান হইল। অতি তেজস্বী রোমাবিষ্ট ধীর প্রকৃতি-সম্পন্ন বীরগণের তলধ্বনি প্রত্যয়ে কিছুই প্রতিগোচর হইল না; চতুর্দিক্ শোণিত-সমাচ্ছন্ন ও কবন্ধ সকল সমুখিত হইলে অন্যান্য ভূপালগণ শত্রুবধে উত্তত হইয়া ধাবমান হইলেন। অর্গলতুল্য ভুজযুগল-সম্পন্ন বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর সকল শরবিদ্ধ ও নিরক্ষুণ হইয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় অশ্বগণ আরোহী বিনষ্ট হইলে দশ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কোন কোন অশ্ব এক বার উখিত ও পর ক্ষণেই শরাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! ভীষ্মের সহিত ভীমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে চতুর্দিকে মস্তক, বাহু, কান্দ্যুক, গদা, পরিষ, উরু, চরণ ও কেশর প্রভৃতি ভূমণের রাশি পরিদৃশ্যমান

হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ধাবমান অশ্ব ও বিনিবৃত্ত মাতঙ্গসমূহ দৃষ্টি-গোচর হইল। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া গদা, অসি, প্রাস ও সমতপর্ক শর-নিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কোন কোন সমর নিপুণ বীর লৌহময় অর্গল সদৃশ বাহুযুগল দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি, জালু, তল ও কফোণি দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কখন পতিত কখন পীড়িত কখন ভূপৃষ্ঠে বিচেক্তমান হইতে লাগিলেন। এই রূপে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রথী সকল রথচ্যুত হইয়া খড়্গ ধারণপূর্বক পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গ দেশীয় বীর পুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি-গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও বেগগামী যানে আরুঢ় হইয়া মহাবীর বৃকোদরকে বেষ্টন করিয়া ফ্রোমাবিষ্ট চিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পার্শ্ববিদগকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া অস্ত্র উত্তত করিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কার শ্রবণ এবং ধ্বজদণ্ড সন্দ-

শনি করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়-
সঞ্চার হইল । আমরা সিংহলাঙ্গুলভূষিত
বহু বর্ণচিত্রিত, বানরলাঞ্ছিত আকাশে
প্রজ্বলিত পর্বতের ন্যায়, উত্থিত ধূমকেতুর
ন্যায় তাঁহার দিব্য ধ্বজ নিরীক্ষণ করিলাম;
উহা কদাচ বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না । যোদ্ধৃ-
গণ নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায়
দীপ্তিসম্পন্ন স্তব্ধপৃষ্ঠ গাণ্ডীব শরাসন
সন্দর্শন করিতে লাগিল ।* তিনি কৌরব-
সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা দেব-
রাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গর্জন
ও ঘোরতর তলশব্দ শ্রবণ করিতে লাগি-
লাম । যেমন প্রচণ্ড বায়ুপ্রেরিত ঘোর
গর্জনশীল সৌদামিনীমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী চারি
দিকে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ
মহাবীর অর্জুন চারি দিকে শর বর্ষণ
করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন;
কিন্তু তিনি পূর্বে কি পশ্চিমাভিমুখে গমন
করিলেন, তাহা আমরা অন্ত্রবিমোহিত
হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম
না । শ্রান্তবাহন হতাশ হতচেতন যোদ্ধৃ-
গণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুর্ব্যোধনা-
দির সহিত পলায়ন করিয়া ভীষ্মের শরণা-
পন্ন হইলে তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে
লাগিলেন । রথাসকল ভীত হইয়া রথ
হইতে ও অশ্বারোহীসকল অশ্ব হইতে
নিপতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ
ভূতলে পতিত হইল । সৈন্যসকলে
অশনি নির্দোষ সদৃশ গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ
করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে
লাগিল । কলিঙ্গাধিপতি শীঘ্রগামী কাশ্যাজ

দেশীয় অশ্বগণে, রক্ষা কুশল বহু সহস্র
গোপ-বলে এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার,
ত্রৈগর্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয়
ব্যক্তিসমূহে পরিবৃত্ত হইলেন । মহারাজ
জয়দ্রথ বহুসংখ্য মনুষ্য ও ভূপালগণের
সহিত সগবেত হইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে
করিয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন । চতুর্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী
মহারাজ দুর্ব্যোধনের আদেশানুসারে
সৌবলকে বেষ্টিত করিয়া রহিল ।

হে মহারাজ ! অনন্তর পাণ্ডবগণ সগ-
বেত হইয়া রথ ও বাহনসকল বিভাগ
করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ
করিতে লাগিলেন । তখন মহামেঘ সদৃশ
ধূলিজাল রথ, বারণ, অশ্ব ও পদাতি দ্বারা
নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া যেন যুদ্ধ করিতে
প্রবৃত্ত হইল । মহাবীর ভীষ্ম তোমর,
প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথভূষিষ্ঠ বল
সমুদায়ে পরিবৃত্ত হইয়া অর্জুনের নিকট
সমুপস্থিত হইলেন । অবন্তিরাজ কাশি-
রাজের সহিত, সিদ্ধুরাজ ভীমসেনের
সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও
অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে . . . মদ্রাধিপতি
শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত ও
চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবার
নিমিত্ত মিলিত হইলেন । মৎস্যগণ মহা-
রাজ দুর্ব্যোধন ও শকুনির প্রতিগমন
করিল । ক্রপদ, চেকিতান ও সাত্যকি
দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বখামার সহিত সমীপে
হইলেন । কৃপ ও কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের
প্রতি ধাবমান হইলেন । এই রূপে চতু-

দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথ, অশ্ব ও হস্তীসকল ইত্যন্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও স্নগভীর নির্বোধ সহকারে উল্কাসকল প্রাচুর্য্য হইল। দিগ্‌মণ্ডল ধূলিজালে সমচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু প্রচণ্ড বেগে বাহিত ও অবরত কর্কর বসিত হইতে লাগিল। দিবাকর সৈন্যসমুখিত রেণু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্দ্বান করিলেন। সমরোখিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণীসকল বিমোহিত হইল। বীরবাহু-বিশিষ্ট বর্ষাভেদী শরসমূহের শব্দ অতি ভুমূল হইয়া উঠিল। নক্ষত্র মণ্ডলের ন্যায় শস্ত্রসকল বিমল প্রভা সম্পন্ন বীর-গণের বাহুদণ্ড দ্বারা উত্তোলিত হইয়া গগন-তল স্প্রকাশিত করিল। স্তব্ধজাল সম-লঙ্ঘিত বিচিত্র গোচর্য্য সকল চতুর্দিকে নিপ-তিত হইতে লাগিল। শরীর ও মস্তক-সকল দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য খড়্গ দ্বারা নিকৃষ্ট ও চতুর্দিকে নিপাতিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। রথের চক্র ভগ্ন, হস্ত সমুদায় ছিন্ন ও অশ্ব সকল বিনষ্ট হইলে মহারথ সকল ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কতকগুলি অশ্ব শস্ত্র-দ্বারা ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; কোন স্থলে রথীসকল বিনষ্ট হইলে রথ সমুদায় ইত্যন্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে বদ্ধযোদ্ধা অশ্বগণ শরাহত ও ভিন্নদেহ হইয়া যুগ্মকাষ্ঠ-সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে মহাবেগ সম্পন্ন এক মাত্র শর দ্বারা

রথী, সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইলে করিগণ অন্য হস্তীদিগের মদগন্ধ আশ্রয় করিয়া নাসিকা-দ্বারা সমীরণ গ্রহণ করিতে লাগিল; নারাচ-নিহত গজ সমুদায় তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নিপতিত হইয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল; কতক গুলি হস্তী পরিচালিত অন্য উৎকৃষ্ট হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া আরো-হীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থলে করিগণ নাগরাজসদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর সকল ভগ্ন করিল এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযুথ পরস্পর সংসক্ত-রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংসক্ত নলিনী-জাল আকর্ষণ করিয়া শোভা পায়, তখন সেই সকল করিবর তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে ঐ সংগ্রামভূমি মাদী, পদাতি ও সমুন্নত ধ্বজ মহারথগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর শিখণ্ডী সংস্রাজ্য বিরাটের সহিত সমবেত হইয়া দুর্জয় ভীষ্মের সম্মুখ-ধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধন-ঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবল পরা-ক্রান্ত অন্যান্য ভূপালগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ভীষ্মসেন অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমবেত সৈন্যব, মহাধনুর্ধর দুর্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য

ভূপালগণের সম্মিলিত হইলেন । সহদেব মহাধনুর্ধর দুর্জয় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের নিকট গমন করিলেন । রাজা যুদ্ধার্থে দুর্ঘোষন কর্তৃক পরাভূত হইয়া নাগবলে গমন করিলেন । যুদ্ধে ইন্দ্রভূলা মাত্রীতনয়নকুল ত্রিগর্তগণের মহারথদিগের সহিত মিলিত হইলেন । সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাস্ত্র ও কৈকেয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্ঘোষন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণের রথসৈন্য-সম্মিলনে উপনীত হইলেন । সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ণা দ্রোণের নিকট গমন করিলেন । হে মহারাজ ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । ভগবান্ মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া সাতিশয়-তাপিত করিলে, কোঁরব ও পাণ্ডবেরা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন । হেমচিক্রিত ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত পতাকাসম্পন্ন রথ সকল রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল । জিগীষা পরবশ সমবেত বীরপুরুষেরা গর্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু স্রষ্টব্যগণের সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলাম ; চতুর্দিক্ শর-জ্বলে সমাচ্ছন্ন হইলে কি দিক্ কি বিদিক্ কি আকাশ কি সূর্য্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না । বিগলাগ্রভাগ শস্ত্রের, নিক্ষিপ্ত . তোমরের ও নিশিত খড়্গের নীলোৎপল-ভূল্য প্রভায় এবং বিচিত্র কবচের ও

ভূষণের কান্তিতে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল । ভূপালগণের চন্দ্র সূর্য্যসম প্রভা-সম্পন্ন দেহে রণস্থল স্রশোভিত হইয়া উঠিল । রথারূঢ় প্রধান প্রধান বীরসকল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডলের গৃহের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ।

মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবলম্বিত হইয়া সৈন্য-গণ সমক্ষে ভীমসেনাকে নিবারণ পূর্ব্বক রক্ষপুঙ্খ শিলাশিত তৈলধৌত স্ত্রীক্ল শরজাল পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রুদ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ মহাবেগসম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর ভীষ্ম সমতপস্বী শরনিকরে সেই সুবর্ণ দণ্ডমণ্ডিত নিতান্ত দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিশিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনার কাম্বুক দুই খণ্ড করিলেন । তখন সাত্যকি ভীষ্মের সম্মিলিত হইয়া আকর্ণসমাকৃষ্ট স্ত্রীক্ল অতি বেগশালী বহুসংখ্যক শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । ভীষ্ম পরম দারুণ শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন । সারথি নিহত হইলে, মনোমারুতগামী ভুরঙ্গমগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল ; তখন সৈন্যগণ কোলাহল করিতে লাগিল ; পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন । তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, মুযুধানের রথের প্রতি এই রূপ ভুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল । এই অবসরে শাস্ত্রমু-মন্ডন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনা সংহার করিলেন ;

সোমক ও পাণ্ডব সেনাসকল দৃঢ়তর
অধ্যবসায়-সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান
হইল এবং পাণ্ডবেরা ধূক্‌তু্যন্ন প্রভৃতি
ক্ষুপালবর্গের সহিত দুর্যোধনসেনা বিনাশ
করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান
হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-
পক্ষীয় বীরেরাও তাঁহাদিগের প্রতি বেগে
গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোর-
তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

হে রাজন্ ! অনন্তর বিরাট তিনটি বাণ
দ্বারা মহারথ ভীষ্মকে এবং আর তিনটি বাণ
দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে,
ক্ষিপ্রহস্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম স্বর্ণপুঙ্খ
সম্পন্ন দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন।
দৃঢ়হস্ত অশ্বখামা দশ বাণে অর্জুনের বক্ষ-
স্থলে আঘাত করিলে, অর্জুন তাঁহার
‘কাম্বুক ছেদন’ করিয়া সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ
দ্বারা তাঁহাকে আহত করিলেন। অশ্বখামা
অর্জুনকৃত কাম্বুকছেদ সহ্য করিতে না
পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ
পূর্বক নবতি শরে অর্জুনকে ও সপ্ততি
শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলে, অর্জুন
ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ
নিশ্বাস সহকারে বারংবার চিন্তা করিয়া
বাম কর দ্বারা গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্বক
শাগিত জীবনাস্তকর অতি ভয়ঙ্কর শর-
সমূহে অশ্বখামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন। অর্জুনের শরজাল অশ্বখামার
বর্ষ ভেদ করিয়া শাগিত পান করিল;

কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিহ্বল না
হইয়া অর্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ ও
ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে
কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন, কৌরবগণ তাঁহার এই মহৎ কার্যের
ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
তিনি দ্রোণাচার্য্য হইতে প্রয়োগ সংহারের
সহিত দুর্লভ ক্ষত্র লান্ধ করিয়াছিলেন;
এক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার
পূর্বক প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
ইনি আগার আচার্য্যের প্রিয় পুত্র ও আগার
পুজনীয়, বিশেষত ব্রাহ্মণ; শত্রুতাপন
অর্জুন এই রূপ বিবেচনা করিয়া অশ্ব-
খামাকে কৃপা প্রদর্শন পূর্বক পরিত্যাগ
করিয়া সম্মুখে কৌরব সেনা সংহারে প্রবৃত্ত
হইলেন।

মহারাজ দুর্যোধন স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত
দশ শরে মহাধনুর্ধর ভীমসেনাকে নিতান্ত
ব্যথিত করিলেন। ভীমও ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া প্রাণান্তকর বিচিত্র কাম্বুক ও
নিশিত শরসকল গ্রহণ করিলেন এবং
অবিচলিত চিত্তে মহাবেগশালী ও তেজঃ-
সম্পন্ন শরনিকর কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ
করিয়া কুরুরাজ দুর্যোধনের বক্ষস্থলে
আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষস্থলে
কাঞ্চনসূত্রগ্রথিত মণি শরজালে পরিবৃত্ত
হইয়া গ্রহণ পরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গ
তলশব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ
দুর্যোধন মাতঙ্গের ন্যায় ভীমসেনার তল-

শব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে পরিভ্রাণ করিবার নিমিত্ত শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন । এই রূপে সেই দেব তুল্য বীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন ।

অনন্তর দেবরাজ তুল্য অভিমন্যু নিশিত শরজালে চিত্রসেনকে, সাত বাণে পুরুষিত্রকে এবং অশ্ব সাত শরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন । তদর্শনে আমাদের মনে সাতিশয় ক্লেশ সঞ্চার হইল । পরে চিত্রসেন দশ শরে, মত্যাভ্রত নয় শরে এবং পুরুষিত্র সাত শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার কলেবর হইতে রুমির ক্ষরণ হইতে লাগিল । তখন তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন এবং তাঁহার বর্ষা ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন । অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজকুমার সকল রোমাঘিষ্ট ও সগবেষ্ঠ হইয়া শাণিত শর-নিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । পরমাত্তবেতা অভিমন্যুও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর দুর্ঘোষনপ্রভৃতি মহাবীর সকল অভিমন্যুর এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিলেন । যেমন গ্রীষ্ম কালে প্রবল হুতাশন তৃণসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু কৌরব সেনা বিনাশ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! আপনার পৌত্র-লক্ষণ অভিমন্যুর এই রূপ কার্য্য নয়ন-

গোচর করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । অভিমন্যুও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে শুভ লক্ষণসম্পন্ন ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । লক্ষ্মণও শাণিত শরনিকর দ্বারা সৌভদ্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । লক্ষ্মণ সেই হতাস্থ রথে অবস্থান করিয়াই অভিমন্যুর রথোপরি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সেই ঘোররূপ অঙ্গুর মদুশ ছুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তখন কৃপাচার্য্য সর্ব সৈন্যসমক্ষে লক্ষ্মণকে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন । এই রূপে সেই ভীষণ সমর আকুল হইয়া উঠিলে, বীর পুরুষেরা পরস্পর সংহারে উদ্রত হইয়া ধাবমান হইলেন । আপনার পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ সকল জীবিতাশা বিসর্জন করিয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করিতে লাগিলেন । সৃঞ্জয়গণ বিমুক্তকেশপাশ, শূন্যকবচ, ছিন্নকাশ্মুক ও বিরথ হইয়া কৌরবদিগের সহিত বাহ্য-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন । তখন নিহত আরোহী, গজ, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও সাদী সকল নিপতিত হইলে, সমরভূমি সগাকীর্ণ হইয়া উঠিল ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর সমরপ্রিয় সাত্যকি ভারসহ শরাসন আকর্ষণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক পুণ্ড্রসংযুক্ত আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন কাম্যুক আশ্ফালন, কখন শর প্রয়োগ, কখন অন্য শর গ্রহণ ও সন্ধান, কখন বা উহা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার রূপ বর্ণন শীল জলধরের আয় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্যোধন সাত্যকিকে স্বীয় সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অভিযুগে দশ সহস্র রথী প্রেরণ করিলেন। সত্যবিজ্ঞান সাত্যকি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিয়া ঠাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দারুণ কার্য সমাধান করিয়া দুরিপ্রবাকে আক্রমণ করিলেন। দুরিপ্রব সাত্যকিকে কৌরবসেনাগণ নিহত করিতে দেখিয়া ইতি পূর্বে ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ কাম্যুক আশ্ফালন করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক আশীবিষ সদৃশ বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির অনুঘাতী বীর সকল সেই যুত্ম সমস্পর্শ শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্বক সমস্তাং ধাবমান হইল।

অনন্তর সাত্যকির মহারথ দশ পুঞ্জ বিচিত্র বর্ণা ধ্বজ ও আয়ুধে শোভিত হইয়া

মহারথ ভুরিপ্রবাব নিকট গমন পূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, হে কৌরবদায়াদ ! এস, তুমি আমাদের এক এক জন বা এক কালে সকলের সহিত যুদ্ধ কর। হয়, তুমি আমাদের পুরাজয় করিয়া যশস্বী হইবে, না হয় আমরা তোমাকে পরাজয় করিয়া প্রীতি লাভ করিব। তখন ভুরিপ্রব কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা আশ্ফালন করিয়া যে কথা কহিতেছ, তাহা উত্তম ; এক্ষণে তোমরা সমবেত হইয়া পরম যত্নসহকারে যুদ্ধ কর ; আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব ; তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর বীরগণ ভুরিপ্রবাব প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভুরিপ্রব একাকী হইয়াও সমবেত বহু বীরের সহিত অপরাহ্নে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেমন বর্ধাকালীন জলদজাল মহাটশলের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বীরগণ সেই একমাত্র ভুরিপ্রবাব উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দুরিপ্রব যমদণ্ড তুল্য অশনিনির্ঘোষ সদৃশ শব্দায়মান শর সকল উপস্থিত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরগণ তাঁহাকে বেঁটন করিয়া বিনাশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র দুরিপ্রব ক্রোধাবিস্তি হইয়া বহুবিধ শর দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ঠাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহার বজ্রভয় বৃক্ষের আয় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বীরগণ সাত্যকি পুঞ্জগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক দুরি-

শ্রবণ প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়ে রথ দ্বারা উভয়ের রথ নিপীড়িত, ভগ্ন ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; পরে বিরথ হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্বক পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের এক অনির্বচনীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। এই অবসরে ভীমসেন সত্বরে তথায় আগমন করিয়া নিস্ত্রিংশধারী সাত্যকিকে স্বরথে আরোপিত করিলেন; এ দিকে মহারাজ দুর্যোধনও সকল ধনুর্ধারীদিগের সমক্ষে ভূরিপ্রবাকে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেও অর্জুন সত্বর হইয়া পঞ্চদিশতি সহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন পতঙ্গেরা অনলগণ্যায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত মহারথগণ অর্জুন-বিনাশার্থ রাজা দুর্যোধন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জুন সমিধান্নে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইলেন। তখন মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে বিনষ্ট করিয়া রহিলেন। এ দিকে দিবা-কর তিরোহিত হইলেন; সৈন্য সকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীম অবহার করিলেন। বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। পাণ্ডব, সহজয় ও কোট-রবগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিধমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর কোরব ও পাণ্ডবগণ রজনী-প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। রথ সমুদায় যোজিত, হস্তী-সকল সুসজ্জিত এবং পদাতি ও অশ্ব সমুদায় বশ্মিত ও উভয় পক্ষে ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল এবং চতুর্দিকে শব্দ ও দুষ্কৃতির ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহো! অবিলম্বে অরাতিকুলহৃদয়-তাপন মকর ব্যূহ প্রস্তুত কর।

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদায় রথিগণকে উক্ত ব্যূহের ঘণা স্থানে সমিবেশিত হইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও ধনঞ্জয় ঐ ব্যূহের মস্তক, নকুল ও সহদেব উহার চক্ষু; ও মহাবল ভীমসেন উহার মুখ হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদী-তনয়গণ, রাবণ, ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যূহের গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুসংখ্যক সৈন্য সম-ভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, কেকয়েরা পঞ্চ-ভ্রাতা উহার বামপার্শ্বে, নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান উহার দক্ষিণ পার্শ্বে, মহারথ কুন্তিরাজ শতানীক অসংখ্য সৈন্য সম-ভিব্যাহারে উহার পাদ দ্বয়ে এবং সৌমক-গণ সমবেত শিখণ্ডী ও ইরাবান্ উহার পুচ্ছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধার্থী, বশ্মিতকলেবর পাণ্ডবগণ সূর্যোদয় সময়ে সেই মহাব্যূহ

ব্যাহিত এবং ধ্বজ, ছত্র ও নির্মল নিশিত শস্ত্রসমুদায় উন্নত করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কৌরবগণের অভিযুগ্মে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শাস্ত্রনু তনয় পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যাহিত দেখিয়া কৌরব সৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চ ব্যাহে ব্যাহিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যাহের তুণ্ডে, অশ্বখামা ও কৃপ উহার নয়ন দ্বয়ে, সৰ্ব্ব ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা কাশ্যোজ ও বাহ্লিকগণ-সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবীর শূরসেন ও দুৰ্য্যোধন বহু সংখ্যক ভূপতি-সমভিব্যাহারে উহার গ্রীবায়, প্রাগ্জ্যোতি-সেন্সর ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কৈকয় দেশীয় অসংখ্য সেনা-সমভিব্যাহারে উহার বক্ষস্থলে, প্রস্থলাধিপতি সুষেণ স্বীয় সৈন্য-গণ সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষে, তুমার, যবন, শক ও চুলিকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষে এবং শ্রুতায়ুঃ, শতায়ুঃ, ও সৌমদত্তি পর-স্পরকে রক্ষা করিয়া উহার জঘনে অব-স্থান করিতে লাগিলেন।

পটের পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সমর হইতে লাগিল। নাগ-সমুদায় রথীদিগের প্রতি, রথিগণ নাগ-সকলের প্রতি, অশ্বগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথীসকলের, অশ্ব-সকলের ও হস্তী সকলের প্রতি, রথিগণ হস্ত্যারোহীদিগের প্রতি ও হস্ত্যারোহী-দিগের প্রতি ধাবমান হইল। পদাতিগণ-সমবেত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর

আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবী সেনা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডল-বিভূষিত যামি-নীর স্নায় শোভা ধারণ করিল। কৌরব সেনাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য এবং দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গ্রহমণ্ডলারত আকাশমণ্ডলের স্নায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পরাক্রমশালী বৃকোদর দ্রোণা-চার্য্যকে অবলোকন করিয়া মহাবেগগামী অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহার সৈন্যভিযুগ্মে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ তদদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া জীমের মৰ্ম্ম লক্ষ্য করিয়া নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাবল ভীমসেন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণা-চার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ করিয়া পাব-কের তুলরাশি দহনের স্নায় পাণ্ডব সৈন্য-গণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৈকেয়গণ দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্তৃক দৃঢ়-তর আহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরব সৈন্যগণও ভীমার্জুন-বাণে পরিষ্কৃত হইয়া মদমত্ত বরাদ্ধনার ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই কত বিক্ষত হইল এবং উভয় পক্ষেই ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকেই এক স্থানে অবস্থান করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেঁম্বহারাজ ! এই রূপে পাণ্ডব

ও কৌরবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র সন্ধান পূর্বক ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমরা-
দের সৈন্য বহুসংখ্যক ; বাহ ও যথা শাস্ত্র
বিনিশ্চিত হইয়াছিল ; উহা ঈষৎ রক্ত ও
আয়ত। আমাদের সৈন্যগণ প্রগল্ভ,
আমাদের প্রতি অনুরক্ত, বিনত, ব্যসন-
শূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহাদের মধ্যে কেহই
অতিবৃদ্ধ বা বালক, অতিক্রম ও অতি
পীবর নয় ; দৃঢ়গাত্র, বর্ষিত, বহুশস্ত্রজ্ঞ,
অসিযুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে, ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী ;
প্রাস, ঋষি, তোমর, পরিষ, তিন্দিপাল,
শক্তি ও মুষলে সুশিক্ষিত ; সমুদায় শস্ত্র-
গ্রহণ-বিদ্যায় সুনিপুণ এবং আরোহণ,
অবরোহণ, সরণ, বিরল প্লুত, সগ্যক্
প্রহার, যান ও ব্যপযানে বিশেষ পারগ।
আমরা উহাদের নাগ, অশ্ব ও রথগমনে
পরীক্ষা করিয়াই কেতন দিয়া নিযুক্ত করি-
য়াছি ; গোষ্ঠী, উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ
বা কুলময্যাদা নিবন্ধন নিযুক্ত হয় নাই।
উহারা আর্ঘ্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ ; উহা-
দিগের বান্ধবগণ সতত পরিতোষিত ও
সংকৃত হইয়া থাকে ; উহারা সকলেই
সাত্ত্বিক উপকারী, যশস্বী, মনস্বী মুখ্য-
কর্ম্মা, সম্বর, লোকপাল সদৃশ লোকবিশ্রুত
ব্যক্তিগণ, কর্তৃক পালিত, লোকসম্মত,
স্বচ্ছানুসারে আমাদের সমীপে সমাগত,
এবং সানুচর সবল ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক সংর-
ক্ষিত। ঐ পরিপূর্ণ মহোদধি ভূল্য প্রভূত

সৈন্য রথ ও রাজমার্ত্তঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণে
সংবৃত ; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি নানা-
বিধ অস্ত্র শস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে সমা-
কুল ; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশো-
ভিত ; সাগর সদৃশ গজ্জমান এবং ভীষ্ম,
দ্রোণ, কৃতবর্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ,
ভগদত্ত, বিকর্ণ, অন্তথামা শকুনি, বাহ্লিক
প্রভৃতি মহাত্মা বলবান বীরগণ কর্তৃক
রক্ষিত।

হে সঞ্জয় ! আমাদের পক্ষ সৈন্যগণ
ঈদৃশ হইয়াও যে পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত
হইল, ইহা কেবল জন্মান্তরোণ অদৃষ্টের
ফল। কি মহাভাগ পুরাতন ঋষিগণ কি
মানবগণ কেহই ঈদৃশ উত্তোষ দর্শন করেন
নাই। আমাদের এতাদৃশ বল সমুদয় যে
সংগ্রামে অনায়াসে নিহত হইতেছে, কেবল
অদৃষ্টই তাহার কারণ। হে সঞ্জয় ! এক্ষণে
আমার সমুদায় বিষয়ই বিপরীত বলিয়া
বোধ হইতেছে। মহাত্মা বিচুর পূর্বে
এই বিপদের কথা বলিয়াছিলেন ; ছুরাত্মা
দুর্যোধন তাহার বাক্য গ্রহণ করে নাই।
সেই সর্বজ্ঞ ক্ষত্র পূর্বে যাহা বুঝিতে
পারিয়া আমাদের কহিয়াছিলেন, এক্ষণে
তৎ সমুদায়ই ঘটিতেছে ; অথবা বিধাতা
যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কদাপি তাহার
অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি
আপনার দোষেই এই মহাবিপদে নিপতিত
হইয়াছেন। আপনি যে সমুদায় ধর্ম্মসন্ধ

বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্ঘোষধন তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূপাল! পূর্বে আপনার দোষে দ্যুত ক্রীড়া হইয়াছিল; এক্ষণেও আপনার দোষে এই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনিই অধুনা স্বীয় পাপানুষ্ঠানের ফল ভোগ করুন। লোকে স্বয়ং কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহ কালে হউক, আর পর কালেই হউক, স্বয়ংই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি এই ব্যাসন-সময়ে স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধের বিষয় আত্ম-পূর্বিক ভ্রাবণ করুন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মসেন নিশিত শরনিকর দ্বারা ভীষ্মরক্ষিত মহাসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ছুঃশাগন, ছুঃবিষহ, ছুঃসহ, ছুঃমদ, জয়, জয়ংসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, হৃদর্শন, চাক্রচিত্র, স্রবশ্মা, চুক্ষণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্ঘোষধনানুজ-গণকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ছুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীষ্মসেনকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে উহার জীবন সংহার করিব। দুর্ঘোষধনের অনুজগণ এইরূপ স্থির করিয়া ভীষ্মসেনকে পরিবৃত্ত করিলে, মহাবীর বৃকোদর ক্রুর মহাগ্রহ সমুদায়ে পরিবৃত্ত প্রলয় কালীন সূর্যের স্তায় শোভমান হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক দেব-সুত্রযুদ্ধে দানবদল সম্মুখীন পুরুন্দরের স্তায় নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন সর্বশস্ত্রে সুশিক্ষিত সহস্র সহস্র

রথী ঘোরতর শরনিকর সমুদ্রত করিয়া তাঁহার চতুর্দিক আবৃত করিল। মহাবীর ভীষ্মসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোদ্ধগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্বক কৌরব সৈন্যকে নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে মহাবীর বৃকোদর কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অরুণদত্তনয় ধৃষ্ট-দ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্বক শকুনির অভিযুখে ধাবমান হইলেন এবং মহতী কৌরবসেনা নিবারণ পূর্বক ভীষ্মসেনের শূন্য রথ সমীপে গমন ও তাঁহার সারথি বিশোককে অবলোকন করিয়া ছুঃখিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্প গদগদ বচনে কহিলেন, সূত! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভীষ্মসেন কোথায়? তখন ভীষ্মসারথি বিশোক কৃতাপ্তলিপুটে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীষ্মসেন আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গমন কালে আমাকে কহিয়াছেন, হে বিশোক! তুমি অশ্বগণকে সংগিত করিয়া কণকাল এই স্থানে অবস্থান পূর্বক আমার আগমন প্রতীক্ষা কর; কৌরবগণ আমাকে নিধন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছে; অতএব আমি গুরুত-

মধ্যেই উহাদিগকে সংহার করিয়া আসিতেছি। হে মহাশয় ! ভীমসেন এই কথা বলিয়া গদা হস্তে কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি দাবমান হইলে, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই কৌরবগণের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোকের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সূত ! রণস্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহভাব পরিহার করিয়া আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি ? ভীম ও আমি একত্র কৌরবগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতেছিলাম ; এক্ষণে যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন ? দেখ, যে ব্যক্তি আপনার সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্বিলে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সখা, আত্মীয় ও ভক্ত ; আমিও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিয়া থাকি ; অতএব মহাবীর বৃকোদর যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া, হ্রস্বরাজ পুরন্দর যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।

হে মহারাজ ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া গদাশ্রমখিত গজযুথের চিহ্নিত পথ অবলম্বন পূর্বক ভীমসেনের সমীপে গমন

করিয়া দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর শত্রু-সৈন্যগণকে নিধন পূর্বক ভূপগণকে বৃক্ষ-সমুদায়ের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এদিকে রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও হস্তিগণ বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আত্ম স্বর করিতে লাগিল ; এই রূপ কৌরব-সৈন্যমধ্যে হাহাকারী সমু-থিত হইল। তখন অস্ত্রবিছায় স্তম্ভিত বীরগণ নির্ভয়চিত্তে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দিক হইতে তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভয়ঙ্কর সৈন্য সমুদায় একত্র হইয়া অস্ত্র-বিদগ্ধগণ্য মহাবীর ভীমসেনের প্রতি দাব-মান হইয়াছে দেখিয়া, মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই শরবিক্রান্ত, পদাতি, ক্রোধবিসোদাগারী পাণ্ডুতনয়কে সমীক্ষিত করিয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীয় রথে আরোপণ পূর্বক নিঃশল্য করিয়া শত্রুগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্যো-ধন সহসা সেই সংগ্রামস্থলে স্ত্রীয় ভ্রাতৃগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ ! এই দুরাশ্রয় দ্রুপদতনয় ভীম-সেনের সহিত সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হই-য়াছে ; চল, আমরা সকলে একত্র গমন করিয়া তাহাকে সংহার করি।

হে মহারাজ ! তখন আপনার তনয়-গণ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া দ্রুপদতনয়কে সংহার করিবার মানসে বিচিত্র শরাসন গ্রহণ-পূর্বক জ্যানিদ্বীপে মেদিনী কল্পিত

করিয়া যুগলকালীন কেতুগণের স্তায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোদ্ধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ধার্তরাষ্ট্রগণের শরে সমস্তাং আহত হইয়াও তাঁহাদিগকে চতুর্দিকে অবস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না ; বরং ক্রোধান্বিত চিত্তে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর সংসোহন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর দ্রুপদতনয়ের সংসোহন শর-প্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ তাহাদিগকে কালপ্রাপ্তের স্তায় বিসংজ্ঞ ও বিমোহিত দেখিয়া রথ, অশ্ব ও নাগ সমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় অস্ত্রবিদগ্ৰগণ্য দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পূর্বতন বৈর স্মরণ পূর্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এই রূপে দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ তাঁহার শঙ্খধ্বনি জ্ঞাপনে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাবীর ধার্তরাষ্ট্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাত্মকভাবে বিমোহিত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিবারাত্র দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র

ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের সমীপে গমন পূর্বক দেখিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মেন অবলীলাক্রমে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন, আর ধার্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি প্রজ্ঞাত নিক্ষেপ-পূর্বক দ্রুপদতনয়-নিক্ষিপ্ত প্রমোহনাত্মক বিনাশ করিলেন। অস্ত্র বিনষ্ট হইবারাত্র ধার্তরাষ্ট্রগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন বর্ষরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! তোঁমরা অবিলম্বে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর ; সৌভদ্র-প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উহাদের সমাচার আনয়ন করুন ; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইলে আমার মনঃ স্থির হইতেছে না। তখন সেই পুরুষাভিমানী বিক্রমশালী বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনা সমবেত কৈকেয় সমুদায়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্তী করিয়া সূচী-মুখ ব্যূহ নির্মাণ পূর্বক কৌরবদিগের রথ-সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ভীম-ভয়াবিক্ত ধৃষ্টদ্যুম্নশর-বিমোহিত কৌরব সৈন্যগণ সেই অভিমন্যু-প্রমুখ মহাধনুর্ধর-গণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পাপিহিত প্রমদার স্তায় মূর্ছাপন্ন হইল।

অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্ধরগণ সূবর্ণ-

বিনির্মিত ধ্বজ সমুচ্ছিত করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন ; তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্রয় করিতে-
ছিলেন ; অভিমন্যু-প্রভৃতি ধনুর্ধরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না । ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশে ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বরে ভীমসেনকে কেকয়-
রাজের রথে সগারোপিত করিয়া স্বয়ং ক্রুদ্ধ চিত্তে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগি-
লেন । দুর্যোধনহিতার্থী কৃতজ্ঞ প্রতাপ-
শালী দ্রোণাচার্য্য ক্রপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধতরে ভল্ল দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিলেন । অরাতিকূল নিপাতন মহাবল পরাক্রান্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষণমধ্যে অল্প শরাসন গ্রহণ পূর্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি-
সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় ক্রপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্বক চারি শরে তাঁহার
চারি অঙ্গ ও নিশিত ভল্ল দ্বারা সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন মহা-
ব্রথ ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে সত্বরে অবরোহণ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য-
গণ দ্রোণের শরে আহত হইয়া ভীম ও
ক্রপদতনয়ের সমক্ষেই কল্পিত হইতে
লাগিল । পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় মহাবীর

গণ সেই অমিততেজঃ দ্রোণ কর্তৃক ভয়
সৈন্যগণকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে
পারিলেন না । উহারা দ্রোণের শরাঘাতে
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায়
ভ্রমণ করিতে লাগিল । কৌরবসৈন্যগণ
পাণ্ডব সৈন্যগণকে তদবস্থ ও দ্রোণাচার্য্যকে
ক্রুদ্ধ চিত্তে শত্রুসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া
পরমাহলাদিত হইল ; যোদ্ধৃগণ সাধু সাধু
বলিয়া দ্রোণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন মোহবিমুক্ত
হইয়া পুনরায় সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্বক
ভীমের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলে, সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একত্র হইয়া
ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ।
ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন আপনার ক্রম
প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে তাহাতে আরোহণ
পূর্বক দুর্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন ।
পরে নরাস্তকারী বিচিত্র শরাসন গ্রহণ
পূর্বক দুর্যোধনকে নিশিত শরে বিদ্ধ
করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর দুর্যো-
ধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের গর্ভে
আঘাত করিলেন । মহাধনুর্ধর ভীমসেন
এই রূপে দুর্যোধন কর্তৃক দৃঢ় আহত
হইয়া ক্রোধসংরক্ত নয়নে মহাবেগে স্বীয়
কাম্যুক আকর্ষণ পূর্বক তিন বাণে দুর্যো-
ধনের বাহু ভয় ও বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলেন ।
দুর্যোধন ভীমসেনের শরে তাদৃশ আহত
হইয়াও গিরিনাজের দ্বায় অচলভাবে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

দুর্যোধনের অশুভ্রগণ ভীম ও দুর্যোধনকে পরস্পর প্রহার করিতে দেখিয়া আপনাদের পূর্বক মঙ্গল স্মরণ করিয়া ভীমসেনকে নিগ্রহ করিবার মানসে জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে উপক্রম করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই সমুদায় বীরকে সমাগত দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গজকুলের প্রতি দাবমান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি দাবমান হইলেন এবং ফ্রোণভরে নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া স্তবর্ণপুঙ্খ মহাবেগগামী বহুবিধ শরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যুপ্রমুখ দ্বাদশ মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিয়া মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি দাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যায়ী সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন স্তবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ শূরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ-পূর্বক পলায়ন করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ইহাও ভীমসেনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

উনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাবীর অভিমন্যু ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিক্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপে গমন-পূর্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্যোধনপ্রমুখ মহারথগণ আপনাদের সৈন্যের উপর দৃষ্টি

পাত করিয়া শরাসন গ্রহণ ও বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে আরোহণ-পূর্বক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ দিন অপরাহ্নে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাসমর আরম্ভ করিল। মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের সমুদায় অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ সেই হতাস্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা দুই ভ্রাতা এক রথস্থ হইলে, মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদের উভয়কেই শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জয় ও বিকর্ণ অয়োময় পাঁচ বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু স্তম্বেক সদৃশ, মহাবীর অর্জুনকুমার তাহাতে বিকম্পিত হইলেন না।

এ দিকে মহাবল দুঃশাসন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত অদ্বৃত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীতনয়গণ ফ্রোণাঘ্রিত চিত্তে দুর্যোধনের উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলে, দুর্জয় দুর্যোধন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণের শরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরসিক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতু বিমিশ্রিত প্রস্রবণ যুক্ত গিরির ন্যায় শোভমান হইলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীম পাণ্ডব-

সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ দিকের সৈন্য হইতে শত্রুনিধন প্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীবনির্ঘোষ প্রাচুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ সমুৎপন্ন হইল। যোধগণ রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া রণনিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রূপির জলে পরিপূর্ণ, শরনিকররূপ আবর্তে অন্ধুল, গজরূপ দ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ উদ্গির সমূহে তরঙ্গিত, দুস্তর সেনাসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীর পুরুষ ছিন্নহস্ত হীনকবচ ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন, নয়নগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গ সন্মুখ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল পবিত্রাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ অসম্ভাব্য বারবিনাশকারী ঘোর সমরে কি কৌরব কি পাণ্ডব, কোন পক্ষের কোন যোদ্ধাই পরাভূত হন নাই। হে মহারাজ! এই ক্ষুদ্র আপনার পক্ষীয় বীর পুরুষেরা যুদ্ধে জয় ও বিজয় যশোলাভের প্রত্যাশায় পাণ্ডবদিগের বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, রণভূমদ মহাবীর। দুর্ঘোষন ভীমসেনকে নিহত করিবার। বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রধান শত্রু দুর্ঘোষনকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে গান্ধারীতনয়! আমি বহুদিন অবধি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছি, অণু সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই আজি তোমাকে সংহার করিয়া কুস্তীর চুখ, আমাদের বনবাস ক্রেশ ও দ্রৌপদীর চুঃসুহ যন্ত্রণা প্রশমিত করিব। তুমি পূর্বের দর্প-সহকারে পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই পাপের ফল ভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্বের কণ ও শকুনির মতামুসারে পাণ্ডবগণের বল বিক্রম কিন্তু না করিয়া যে যথেষ্টাচার করিয়াছিলে, বায়ুদেব সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাঁহার যে অপমান করিয়াছিলে এবং ক্রুদ্ধ চিত্তে উল্লুক দূত দ্বারা আমাদিগের নিকট যে সংগ্রামাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে; সেই অপরাধে আজি তোমাকে সবাঞ্ছবে সংহার করিব; আর তুমি পূর্বের অন্যান্য যে সকল অনিষ্ট করিয়াছ, তাহারও প্রতিবিধান করিব।

মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া শরাসন আকর্ষণ এবং মহাশনি ও প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-তুল্য অজিহগ ঘোরতর ষট্‌ক্রিংশৎ বাণ গ্রহণপূর্বক দুর্ঘোষনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; পরে দুই শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দুই শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ-পূর্বক অণু শরদ্বয়ে তাঁহার ছত্র ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশিত শরদ্রয় নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্ঘোষনের নীনা রত্ন ভূষিত ধ্বজ ভীষণরে ছিন্ন হইয়া বারিদবিনিঃসৃত বিদ্যুতের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল; সমুদায় ভূপতিগণ সেই সূর্য্য সদৃশ প্রজ্বলিত ছিন্ন মণিময় নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন এই রূপে কুরুরাজের ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন রথশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক বীর-সমভি-
বাহারে দুর্ঘোষনের পার্শ্বগ্রহণে প্ররত্ত হইলেন এবং মহাবীর কৃপাচার্য্য অমর্গ-
পরায়ণ অগিততেজাঃ দুর্ঘোষনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহারাজ দুর্ঘোষন
'ভীমসেনের ভীষণ শরে সাতশয় বিদ্ধ ও
ব্যথিত হইয়া রথमध्ये অবস্থান করিতে
লাগিলেন। তখন মহাবীর জয়দ্রথ ভীম-
সেনকে নিধন করিবার বাসনায় অনেক
সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দিক অবরোধ
করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধুষ্ঠকেতু,
অভিমন্যু এবং কৈকেয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ
ধার্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে
লাগিলেন। মহাবল অভিমন্যু বজ্র সদৃশ
সাক্ষাৎ কাল তুল্য সমতপস্ক বিচিত্র পাঁচ
পাঁচ বাণে প্রত্যেক ধার্তরাষ্ট্রকে, বিদ্ধ
করিলেন। তাঁহার অভিমন্যুর শরাঘাতে
নিভাস্ত্র ফুট হইয়া মেঘের মেরুগিরির

উপর বারি বর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণ
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণভূমদ শিক্ষি-
তাস্ত্র মহাবীর অজ্জ্বলতনয় ধার্তরাষ্ট্রগণের
শরে বিদ্ধ হইয়া, দেবাসুরযুদ্ধে বজ্রপাণি
বাসব যেমন মহাসুরগণকে কম্পিত করিয়া
ছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনা সমুদায়কে
বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ
মহাবীর বিকর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া ভীষণ
ভূজঙ্গসদৃশ চতুর্দশ ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক
তাঁহার ধ্বজ, সারণি ও অশ্ব সমুদায়কে
নিপাতিত করিয়া তাঁহার উপর শাণিত
অকুণ্ঠিত্র অজিহ্মগতি শরনিকর নিক্ষেপ
করিলেন। সেই কঙ্কপত্রযুক্ত সায়কনিচয়
নিশ্বসন্ত ভূজঙ্গের ন্যায় বিকর্ণের দেহভেদ
পূর্বক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত
হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহার
রক্ত বমন করিতেছে।

তখন বিকর্ণের অত্যাচ্য মহাদরগণ
তাঁহাকে শরনিভিন্নগাত্র দেখিয়া সত্তরে
অভিমন্যুপ্রভৃতি বীরগণের সম্মুখে সমু-
পস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ
হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের
প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
মহাবীর দুমুখ পাঁচ বাণে শ্রুতকর্ষ্মাকে
বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন,
সাত বাণে সারণিকে নিধন ও ছয় বাণে
জ্বর্ণজাল সমাচ্ছাদিত বায়ুবেগগামী অশ্ব-
গণকে সংহার করিলেন। মহারথ শ্রুত-
কর্ষ্মা সেই হতশ্ব রথে অবস্থান করিয়া
ক্রোধভরে দুমুখের উপর জ্বলিত মহোদ্ধার
ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি

যশস্বী দুৰ্ম্মথের বশ্য ভৈরব ও গাত্রবিদারণ-
পূৰ্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহা-
বীর স্ততসোম অশ্রুতকীর্ত্তিকে বিরথ দেখিয়া
সৰ্বসৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহাকে স্বরূপে আনো-
পিত করিলেন।

মহাবীর অশ্রুতকীর্ত্তি যশস্বী জয়ৎসেনকে
নিধন করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন
হইলেন। মহাবীর জয়ৎসেন অশ্রুতকীর্ত্তির
শরনিক্ষেপ সময়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রা দ্বারা
তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
তখন তেজস্বী শতানীক স্রীয় সোদরকে
শরাসন বিহীন দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন
করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং
শরাসন বিষ্কারণ পূৰ্ব্বক দশ বাণে জয়ৎ-
সেনকে বিদ্ধ করিয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের
ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর
পুনরায় এক সৰ্বাবরণভেদী সায়ক গ্রহণ
করিয়া জয়ৎসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন।
এইরূপে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে
দৃঢ় প্রহার করিলে, দুৰ্দ্ধক ক্রোধভরে জয়ৎ-
সেনের সমক্ষে নকুলনন্দনের সশর শরাসন
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর
শতানীক অন্ত দৃঢ় শরাসন ও শরনিকর
গ্রহণপূৰ্ব্বক থাক থাক বলিয়া দুৰ্দ্ধককে
তাঁহার ভ্রাতার সমক্ষে তুৰ্দ্ধক করিয়া প্রজ্জ-
লিত প্লবঙ্গ সদৃশ নিশিত সায়ক সমুদায়
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর
এক বাণে জয়ৎসেনের ধনুঃ ও দুই বাণে
তাঁহার সারথিকে ছেদন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে
নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ ও তীক্ষ্ণ দ্বাদশ
শরে তাঁহার সমুদায় অশ্ব নিহত করিয়া

ক্রোধভরে শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয়
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুৰ্দ্ধক শতানীকের
ভল্ল দৃঢ়তর সমাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-
পূৰ্ব্বক বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ধরাতে
নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ ! দুৰ্ম্মথ, দুৰ্দ্ধক, দুৰ্ম্মবর্ণ,
শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ আপনার এই মহাবীর
পাঁচ পুত্র দুৰ্দ্ধককে নিহত দেখিয়া শতা-
নীককে সংহার করিবার বাসনায় শরনিকর
নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন
করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয়
পঞ্চ ভ্রাতা সেই পঞ্চ মহাবীরের প্রতি
ধাবমান হইলেন ; তদর্শনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ
হইয়া বিচিত্র কবচ ও শরাসন ধারণ এবং
বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়সমুদায়ে যোজিত
নানাবর্ণ ধ্বজ পতাকায শোভিত রথে
আরোহণপূৰ্ব্বক মহাগজ সমুদায়ের মহা-
গজ আক্রমণের ন্যায় কেকয় দেশীয় পঞ্চ
ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া সিংহের বন-
প্রবেশের ন্যায় শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ
করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য-
গণের ঘোরতর যমরাষ্ট্র বিবৰ্জন সংগ্রাম
সমুপস্থিত হইলে, বীরগণ পরস্পর প্রহার
করিতে লাগিলেন এবং রথে রথে ও গজে
গজে দারুণ সংঘর্ষ হইয়া উঠিল। এমন
সময় ভগবান্ ভাস্কর অন্তাচলচূড়াবলম্বী
হইলেন। রথী ও অশ্বারোহিণী ছিন্ন ভিন্ন
হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর শাস্ত্রভূতনয়
ভীষ্ম ক্রোধাম্বিত হইয়া সমস্তপৰ্ব শর-
নিকরে কেকয় ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে
সংহারপূৰ্ব্বক স্রীয় সেনাগণের অবহার

করিয়া শিবিরে গমন করিলেন । এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদের মন্তকাত্মাণ পূর্বক ধৃষ্ট চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন ।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

‘হে মহারাজ ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পরম্পর কৃতাপরাধ বীর পুরুষেরা শোণিতলিপ্ত কলেবরে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । পরে পরম্পর বিধানানুসারে সংকার করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুনরায় কবচ ধারণ করিলেন । শোণিতসিক্ত কলেবর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত চিন্তিত হইয়া বিশ্বস্ত মনে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ ! পাণ্ডব পক্ষীয় দ্রুপদী সকল সত্বরে আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ঙ্কর বিপুল বল সমুদায়কে বিদারিত, নিম্পীড়িত, নিহত এবং বিমোহিত করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে । আমি বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেজ মকর ব্যাছে প্রবেশ করিয়াও ভীমসেন কর্তৃক যমদণ্ড তুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম ; এখনও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; কিন্তু কেবল আপনার অনুকম্পায় জয় লাভ ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিতেছি ।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে জাতক্রোধ বিবেচনা করিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, মহারাজ ! আমি পরম যত্ন সহকারে

সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে বিজয় ও স্তম্ভ প্রদান করিবার অভিলাষ করি ; তোমার কার্য্য সংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায়শূন্য হইব না । যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বীর পুরুষেরা রণস্থলে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা গতক্রম হইয়া রোমবিষ উদগার করিতেছেন ; তুমি তাঁহাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছ । এক্ষণে সেই সমস্ত সমদিক বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সহসা পরাজয় করিতে কেহই সমর্থ হইবে না । অতএব আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । হে মহানুভাব ! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে তোমার প্রিয় কার্য্য সংসাধন করিব । বিপক্ষের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিমিত্ত দেব, দৈত্য ও লোকসমুদায়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব ।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র গ্রীত হইয়া সমস্ত সৈন্য ও মহীপালগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন । তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সঙ্কুল নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী বল সমুদায় পরম কুতূহলে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । মতিঙ্গগণ চতুর্দিকে দলবদ্ধ ও প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল । সৈন্যসকল অস্ত্রশস্ত্রবিৎ ভূপালগণ সমভিব্যাহারে স্তম্ভোভিত হইতে লাগিল ।

বালাক সঙ্কশ ধূলিজাল নিয়মানুসারে পরি-
চালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিসমূহ
দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন
করিল। যেমন নীরদমধ্যগত ও বায়ু-
প্রেরিত বিদ্যুৎ নভোমণ্ডলে শোভা পাইয়া
থাকে, তদ্রূপ নানা বর্ণসম্পন্ন রথ, হস্তী,
পদাতি সকল ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া শোভা
প্রাপ্ত হইল। যেমন সত্যযুগে মন্তন কালে
সমুদ্রের অতি গভীর শব্দ সমুৎপন্ন হইয়া-
ছিল, তদ্রূপ মহীপালগণের শরাসন আক-
ষণসময়ে ঘোরতর ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে
লাগিল। হে মহারাজ! তখন রাজা
দুর্য্যোধনের, শত্রুসৈন্যসংহারিকারী নানা
বর্ণসম্পন্ন অস্ত্রাশ্রয় নিনাদ সংযুক্ত সৈন্যগণ
প্রলয় কালীন মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান
হইতে লাগিল। •

দ্বাশীতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম চিন্তাপরায়ণ
রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় আহ্বাদজনক
বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ !
আমার বোধ হইতেছে যে, আমি দ্রোণ,
শল্য, কৃতবর্ণা, সাহত, অশ্বখামা, বিকর্ণ,
সৈন্ধবগণসহ সোমদত্ত, অবন্তি দেশীয়
বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লিকদেশীয় সৈন্য-
সহিত মহারাজ বাহ্লিক, ত্রিগর্তরাজ,
দুর্জয় মাগধ, কোশল্য বৃহদল, চিত্রসেন
ও বিবিশ্রতি, আময়্য সকলেই তোমার
নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে
সমুদ্ভূত হইয়া অমরগণকে ও পরাজয়
করিতে পারি। অধিক কি, ধ্বজপটমণ্ডিত

সহস্র সহস্র রথ, আরৌহিসনাথ দেশজাত
অশ্ব, মদমত্ত প্রভিষগণ গজেন্দ্র, নানাদেশ-
সমুৎপন্ন বিবিধ আয়ুধধারী মহাবল পরা
ক্রান্ত রণী, পদাতি ও অগ্ন্যাশ্রয় বহুসংখ্যক
লোক ইহারে জীবিতাশা পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সমুদ্ভূত
হইয়া অমরগণকে জয় করিতে পারে। হে
মহারাজ ! তোমার হিতকর বাক্য বলা
আমার সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। ইন্দ্রাদি
দেবগণও বাস্তদেবসহায় মহেন্দ্রসমবিক্রম
পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন
না। তথাপি আমি তোমার বাক্য রক্ষা
করিব; হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয়
করিবে, না হয় আমি তাহাদিগকে পরাজয়
করিব। • এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম
তাঁহাকে অতি তেজস্বিনী বিশল্যাকরণী
ওষধি প্রদান করিলেন; তদ্বারা দুর্য্যো-
ধনের শল্য অপনীত হইল।

অনন্তর ব্যাহবিশারদ ভীষ্ম বিমল
প্রভাতকাল সমুপস্থিত হইলে, অনেক
সহস্র রথপরিবারিত, করিপদাতিসমাকুল,
যোদ্ধগণপরিবৃত, ঋষিতোমরধারী পুরুষ-
রক্ষিত, তুরগগণপরিপূর্ণ, অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন
মণ্ডল ব্যূহ বুচনা করিলেন। প্রত্যেক
হস্তীর প্রতি সাত সাত রথ, প্রত্যেক রথের
প্রতি সাত সাত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের
প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধারী, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর
প্রতি সাত সাত পদাতি নিযুক্ত হইল।
বীরবর ভীষ্ম এই রূপে মহাব্যূহ রচনা
করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র
অশ্ব, দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ ও

চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ বর্ম্মধারণ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। ভীষ্ম ও তাঁহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ নিযুক্ত রহিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণ বর্ম্মধারণ করিলে, রাজা দুর্য্যোধন বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ করিয়া দেবলোকস্থিত দেব-রাজ 'ইন্দ্রের ন্যায়' শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা তুমুল ধ্বনি করিতে প্ররভ হইলেন। রথের বিপুল ঘর্ঘর রব ও অনবরত বাদ্যোত্তম হইতে লাগিল। পরে শক্রগণের একান্ত দুর্য্যোগম্য নিতান্ত দুর্ভেদ্য মণ্ডলাকার ভীষ্ম-বিরচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মহাবাহু পরম 'শোভা' সম্পন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্ররভ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ পরম দারুণ মণ্ডল ব্যাহ নিরীক্ষণ করিয়া বজ্র ব্যাহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও নিষাদী-সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া হিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় বীর সকল নানা প্রকার অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী ও ব্যাহ ভেদার্থী হইয়া নির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যের প্রতি, অশ্বখামা শিখণ্ডীর প্রতি, রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের প্রতি, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অত্যাচ্য সমস্ত ভূপাল অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যজ্ঞ সহকারে হাদিক্যাকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও

দুর্য্যোগের সহিত যুদ্ধে প্ররভ হইলেন। যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগে প্রাণেজ্যাতিমেশ্বর ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস অলম্বুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যাকির প্রতি ধাবমান হইল। ভূরিশ্রবা যজ্ঞবান্ হইয়া ধ্রুতকৈতুর সহিত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত এবং চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধে প্ররভ হইলেন। অবশিষ্ট বীরসকল যজ্ঞ সহকারে ভীমসেনের প্রতি গমন করিলে, সহস্র সহস্র ভূপাল শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ হস্তে অর্জুনকে বেষ্টিত করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যাহ রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাভিলাষী অসংখ্য মহাবীর; ঐ দেখ, ত্রিগুর্ভরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছে, আজি তাহাদিগকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব। এই বলিয়া বীরবর অর্জুন শরাসন আশ্ফালনপূর্ব্বক ভূপালগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেমন বর্ষাকালে জলধারা দ্বারা তড়াখাদি পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূপালগণ শর-বৃষ্টি দ্বারা অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে

শরাস্রম দেখিয়া সাতিশয় কোলাহল
করিতে লাগিল। দেব, দেবসি, গন্ধর্ব্ব
ও উরগগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিকট হইলেন।

অনন্তর অর্জুন ক্রোধাবিকট হইয়া ঐন্দ্র
অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার
অদ্বুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগি-
লাম। তিনি অস্ত্রজাল দ্বারা শত্রুপ্রযুক্ত
অস্ত্র নিরাকরণ করিয়া সহস্র সহস্র ভূপাল,
হস্তী, অশ্ব ও অন্যান্য লোকদিগকে দুই
তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সক-
লেই তাঁহার শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া
ভীষ্মসম্মিধানে গমন করিল। তিনি তাহা-
দিগকে অগ্নাধ বিপদ সাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ
করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হই-
লেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা আপনার বলসম্মে
নিপতিত হইলে, তাহারা অনিলক্ষুভিত
মহার্গবের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল।

ত্রাণীতম অধ্যায়।

হে নরনাথ! সংগ্রামপ্রবৃত্ত সশস্ত্রা
বিনিবৃত্ত ও মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক কৌরব-
পক্ষীয় বীর পুরুষেরা ছিন্ন ভিন্ন হইলে,
সাগরসৈন্য সৈন্যসমুদায় নিতান্ত ক্ষুভিত
হইয়া উঠিল। ভীষ্মদেব অবিলম্বে অর্জুনের
প্রতি গমম করিবার উপক্রম করিলে,
মহারাজ দুর্যোধন পার্থের বিক্রম নিরীক্ষণ
করিয়া সম্বরে ভূপালগণ সম্মিধানে গমন-
পূর্বক সৈন্যসমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত
সুশস্ত্রাকে একান্ত হস্ত ও নিতান্ত সম্বন্ধে
করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! পিতা-
মহা ভীষ্ম জীবিতনিরপেক্ষ ও পার্থের

সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ-
সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্যসম্মে প্রবেশ
করিতেছেন; এক্ষণে তোমরা যত্নবান
হইয়া ইহাকে রক্ষা কর। তখন ভূপাল-
দিগের সৈন্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া মহাবীর
ভীষ্মের নিকট সমুপস্থিত হইল।

পিতামহ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অর্জুনকে
আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার
সহিত সমাগত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্ব
সংযুক্ত বানরকে তুসম্পন্ন পরম সুশোভিত
রণে ধনঞ্জয়কে মেঘের ন্যায় ঘর্ঘর শব্দে
আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে
তুগুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। এবং
বাত্তদেবকে মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের
ন্যায় প্রথিহ হস্তে রণস্থলে আগমন করিতে
দেখিয়া নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইল।
পাণ্ডবেরাও সেই শ্বেতাশ্বশোভিত শ্বেত
কাম্বুকধারী নভোমণ্ডলে সমুদিত শ্বেত
গ্রহের ন্যায় ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে
সমর্থ হইলেন না। তৎকালে ত্রিগর্তের
পুত্র, ভ্রাতৃ ও অন্যান্য মহারথগণ-সমভি-
ব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য এক শরে বিরাটকে বিদ্ধ
করিয়া তাঁহার কাম্বুক ও ধ্বজ ছেদন করি-
লেন। বিরাট সেই ছিন্ন কাম্বুক পরিত্যাগ
করিয়া সম্বরে হৃদয় ভারসহ অন্য এক
শরাসন ও প্রজ্জ্বলিতমুখ ভূজঙ্গের ন্যায়
শরনিকর গ্রহণপূর্বক তিন শরে দ্রোণা-
চার্য্যকে, চারি শরে তাঁহার অশ্বগণকে,
এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ শরে তাঁহার
সারথিকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার

ধনুঃ ছেদ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্টি হইয়া আট বাণে বিরাটের অঙ্গগণকে ও তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। বিরাট অবিলম্বে সেই রথ হইতে অবতীর্ণ ও শঙ্কর রথে অরুঢ় হইয়া পিতা পুত্র অনবরত শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শঙ্কর প্রতি আশীর্ব্বসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে, উহা তাঁহার হৃদয় ভেদ ও রুপির পান করিয়া শোণিতসিক্ত হইয়া ধরাতে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট আপনার পুত্র শঙ্খকে বিনষ্ট দেখিয়া খাণ্ডিতানন কৃতান্তদৃশ দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত মনে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী অশ্বখামাকে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রগামী তিন বাণে তাঁহার ক্রম্বুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। দ্রোণ-পুত্র ললাটদেশস্থিত তিন শরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয় বিভূষিত কাঞ্চনময় স্তম্ভের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও বেগবামী তুরঙ্গমসকল লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধ নিমেষমধ্যে শরজাল দ্বারা ভূতলে পতিত করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত অসি ও বিমল

চন্দ্র গ্রহণ পূর্ব্বক রোমকলুমিত মনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বখামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর প্রতি বহু সহস্র শর প্রয়োগ করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী স্তম্ভিস্ক অসি দ্বারা সেই নিদারুণ শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বখামা শর দ্বারা তাঁহার স্তনির্মল, মনোরম, শত চন্দ্র সুশোভিত চন্দ্র ও অসি ছেদ করিয়া বারংবার তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী জলন্ত পদ্মগের ন্যায় সেই খণ্ডিত খণ্ডগ অশ্বখামার প্রতি নিক্ষেপ করিলে অশ্বখামা পাণি লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রায় কালীন অনলপ্রভা সদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন সেই খণ্ডগ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকে বহু সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী নিশিত শরজালে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে মহাত্মা সাত্যকির রথে আরুঢ় হইলেন।

সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রুরস্বভাব অলম্ব্যকে ঘোরতর শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে, রাক্ষসরাজ অলম্ব্য অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সাত্যকির কামুক ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া চতুর্দিক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিলাম; তিনি নিশিত শরপ্রহারে বিচ-

লিত না হইয়া অবিলম্বে অর্জুন হইতে লক্
ইন্দ্রাজ্ঞে রাক্ষসী মায়া অপনীত করিয়া,
যেমন বর্ষা কালে ধারাদর বারিধারা দ্বারা
পর্বতকে অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ সাত্যকি
শরনিকরে অলম্বুষকে সমাচ্ছন্ন করিলেন ।
অলম্বুষ শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া
সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ে ধাবমান
হইল । সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই
রাক্ষসেন্দ্রকে গরাজয় করিয়া প্রতিপক্ষ-
দিগের সমক্ষে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে
লাগিলেন এবং কৌরব বীরগণের প্রতি
শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, তাঁহারাও নিতান্ত
ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন ।

ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন
মহারাজ দুর্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন
করিলেন । কিন্তু দুর্যোধন কোন রূপেই
ব্যথিত বা ভীত না হইয়া অতি সহরে
নবতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন ।
তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ
হইতে লাগিল । সেনাপতি রোসপরবশ
হইয়া দুর্যোধনের কাম্বুকচ্ছেদ ও চারি
অশ্ব বিনাশপূর্বক শাণিত সাত শরে সহরে
তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । তখন দুর্যোধন
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গা উদ্যত
করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান
হইলেন । এমন সময় রাজপক্ষপাতী
শকুনি তথায় সমুস্থিত হইয়া মহারাজ
দুর্যোধনকে স্ব রথে আরোপিত করিলেন ।
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনকে পরাজয়
করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে
লাগিলেন ।

অনন্তর যেমন নিবিড় জলধর দিবা-
করকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্মা
মহারথ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন
করিলেন । ভীমসেন ক্রোধভরে হাশ্ব
করিয়া কৃতবর্মার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে
লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্মা
কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ভীমের প্রতি
নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন ।
ভীমসেন তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া
সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে নিপা-
তিত করিয়া বহুবিন শরদ্বারা তাঁহাকে
সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । এই রূপে
সর্বদিক ছিন্ন ভিন্ন হইলে কৃতবর্মা অবিলম্বে
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজ দুর্যো-
ধনের সমক্ষেই আপনার শ্যালক রমভের
রথে আরোহণ করিলেন । ভীমসেনও
ক্রোধাবেশে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি
ধাবমান হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায়
তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । *

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি
তোমার মুখে আমার পক্ষীয় বীরগণের
সহিত পাণ্ডবদিগের বহুবিন বিচিত্র দৈরথ্য
যুদ্ধ শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু তুমি আমার
পক্ষীয়দিগকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট বলিয়া নির্দেশ
করিতেছ না ; কেবল পাণ্ডবদিগকেই
প্রতিনিয়ত হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া
কীর্তন করিতেছ । যাহা হউক, এক্ষণে
পরাজিত হীনভেদ্য ও বিমনায়মান
আত্মজগণের বিনয় কীর্তন কর । আমি

নিশ্চয় বুঝিতেছি; এ সকল অদৃষ্টের কৰ্ম্ম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ অদ্বুত পৌরুষ প্রদৰ্শন-পূৰ্ব্বক শক্তি ও উৎসাহঅনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন ; কিন্তু যেমন সুরনদী ভাগীরথীর স্রষ্টা সলিল মহাসাগর সংসর্গে লবণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যৰ্থ হইয়া থাকে। আপনি সেই সমস্ত দুষ্কর কৰ্ম্মা যত্নশীল বীরগণের প্রতি দোষা-রোপ করিবেন না। আপনার ও আপনার পুত্রগণের অপরাধেই যমরাজ্য বিবৰ্দ্ধন এই বহুদ্বারার ঘোরতর ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। যখন আপনার অপরাধে ইহা উৎপন্ন হইতেছে, তখন এ বিষয়ে শোক কৰ্ম্মা নিতান্ত অকৰ্ত্তব্য। এই সংগ্রামে ভূপালগণ কোন ক্রমেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পুণ্যকৰ্ম্মাদিগের সলোকতা লাভে লোলুপ হইয়া প্রতিনিয়ত মৈত্ৰ্যসাগরে অবগাহনপূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ ! পূৰ্ব্বাহ্নে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ; আপনি একমনাঃ হইয়া এই দেবাসুরসদৃশ সংগ্রামের বিষয় ভ্রবণ করুন।

যুদ্ধদুৰ্গম অবস্থিদেখীয়া বিন্দ ও অনু-বিন্দ মহাবীর ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোম-হর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইরাবান্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিলে, তাঁহারাও

ইরাবান্কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই শত্রুবিনাশে উদ্বৃত ও প্রতীকার-নিয়ত ; তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ইরাবান্ চারি শরে অনুবিন্দের চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া স্তম্ভীকৃত ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাম্যুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ; তখন উহা অতি অদ্বুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক বিন্দের রথে আরোহণ করিয়া সূদৃঢ় ভারসহ এক শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইরাবানের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কাঞ্চনভূষিত মহাবেগশালী শরনিকর আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তখন ইরাবান্ রোষাবিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি শরবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি ভূতলে নিপতিত ও পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলে, অশ্ব সকল রথ লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই রূপে ইরাবান্ বিন্দানুবিন্দকে পরাজয় করিয়া আপনার পৌরুষ প্রকাশপূৰ্ব্বক কৌরব-সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যেমন বিষপান করিয়া নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া থাকে, কৌরব সেনা-সকল অস্ত্রশস্ত্রপ্রহারে জর্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিড়িম্বাতনয় ধ্বজপটমণ্ডিত আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া ভূপতি ভগদত্তের প্রতি গমন করিলেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তরকাময় সংগ্রামে

নাগরাজোপরি অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাগৈজ্যাতীশেশ্বর ভগদত্ত নাগ-রাজোপরি অবস্থান করিতেছিলেন। সমা-গত দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বগণ উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। যেমন সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দানবদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রা-বিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগদত্ত পাণ্ডব-সেনাগণকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কেবল ভীমতনয় ঘটোৎকচকে রথাক্রুত নিরীক্ষণ করিলাম। কৌরব সেনা-সকল পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তুগুল কেলাহল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে বোধ হইল যেন জলধর জলধারায় স্রমের গিরিকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে। ভূপতি ভগদত্ত সেই সমস্ত শরনিকর অপসারিত করিয়া অবিলম্বে ঘটোৎকচের মণ্ডস্থলে প্রহার করিলেন। ঘটোৎকচ ভিষ্মগান অচলের ন্যায় শর-তর্জিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর প্রাগৈজ্যাতীশেশ্বর ভগদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে, ঘটোৎকচ নিশিত শর দ্বারা তদগ্রে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অশনিসঙ্কাশ সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেও তিনি সেই রথে অবস্থান করিয়া তাঁহার

হস্তীর প্রতি মহাবেগে হৈমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রাগৈজ্যাতী-শেশ্বর তৎক্ষণাৎ উহা তিন খণ্ড করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যেমন দানবরাজ নমুচি ইন্দের ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘটোৎকচ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর কুঞ্জরাধিপতি ভূপতি ভগদত্ত যমরাজ ও বরুণের অজ্ঞেয়, প্রখ্যাত-পৌরুষ, মহাবল পরাক্রান্ত, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে এই রূপে পরাজয় করিয়া পাণ্ডবসেনা সংহার করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, অরণ্যহস্তী পার্শ্বনীকে বিমর্দিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় যমজ নকুল সহদেবের সমিহিত হইয়া তাঁহা-দিগকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মেঘ যেমন দিবাকরকে আবরণ করে, তদ্রূপ সহদেব মাতুল শল্যকে সগুপস্থিত দেখিয়া শরসমূহে আবৃত করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শরনিকর সমাচ্ছন্ন হইয়াও নিতান্ত হুঙ্কার ও একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদেরও জননী মাদ্রী সম্পর্ক নিবন্ধন মাতুলের প্রতি অতুল প্রীতি সসুপন্ন হইল। শল্য সহাস্য মুখে চারি শরে নকুলের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলে, নকুল সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে অধিক্রুত হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধ-ভরে স্তম্ভ শরাগন আকর্ষণ পূর্বক শল্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু

মদ্রাজ অচলের আয় কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অনলালারূপে বাণসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর মহদেব রোমকলুসিত মনে শল্যকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর পার্শ্বরাজ গরুড়ের আয় বেগে ধাবমান হইয়া মদ্রাজকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণোপস্থে নিসঙ্গ ও মূর্ছিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে নিপতিত ও বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। পার্শ্বরাজের মদ্রাজ শল্যের রথ প্রতিনিবৃত্ত অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এ দিকে নাকুল ও মহদেব মদ্রাজকে পরাজয় করিয়া প্রফুল্ল মনঃ শঙ্করানি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দৈত্য-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইঁহারাও কৌরব-সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর দিনাকরনভোমগুলের মধ্যবর্তী হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঋতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বসকল চালনাপূর্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীস্কন নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। ঋতায়ুঃ ঐ সমস্ত শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত বাণ প্রয়োগ করিলে, শর সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে

লাগিল; বোধ হইল যেন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ অমুসন্ধান করিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠির ঋতায়ুর শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কেতু ছোদত করিয়া ফেলিলেন। তদদর্শনে ঋতায়ুঃ নিশিত মণ্ড মায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন যুগান্তকালীন হতাশন ভূত সকলকে ভয়সাৎ করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবতা, গন্ধন্দ ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ক্রোধাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং সমস্ত জগৎ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিলেন, অত্র রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবর্ত্ত হইয়া ত্রিলোক দধ্ব করবেন, তাহার সন্দেহ নাই। দেবতা ও মহাধিগণ লোক-দিগের শান্তি লাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ রোমকষায়িত লোচনে বারংবার স্রবণী লেহন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্ত কালীন মার্কণ্ডের আয় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তদদর্শনে কৌরবসেনাসকল এক কালে জীবিতাশা পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যসহকারে ক্রোধ সংবরণ পূর্বক ঋতায়ুর মুষ্টিদেশে কাম্যুক ছেদন ও সকল সৈন্যসমক্ষে মারাত্মক দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া সহরে তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। ঋতায়ুঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষকার অব-

লোকন করিয়া রথ পারিত্যাগ পূর্বক মহা-
বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুয়ো-
ধনের মৈত্রীগণ ক্ষতায়ুকে পরাজিত দেখিয়া
তৎক্ষণাৎ সত্বরে পরাঙ্গুণ হইল। রাজা
যুধিষ্ঠির ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় কৌরব-
মৈত্রীগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রক্ষিণবংশীয় চেকিতান সর্ব-
মৈত্র্য সমক্ষে কৃপাচার্য্যকে শরজালে সমা-
চ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত
শরনিকর নিবারণ করিয়া সমরপ্রিয় চেকি-
তানকে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগি-
লেন ; পরে এক ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কাম্বুক
হৃদয় ও অন্ত্র ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে
ভূতলে নিপাতিত করিয়া অশ্ব সকল ও
দুইটি পার্শ্ব সারথিকে বিনাশ করিলে,
চেকিতান সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
বীরঘাতিনী গদা গ্রহণ পূর্বক তাঁহার অশ্ব-
গণকে বিনাশ ও সারথিকে ভূতলে নিপা-
তিত করিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য ভূতলে
অবস্থান করিয়া মোড়শশর নিক্ষেপ করিলে,
উহা চেকিতানের দেহ ভেদ করিয়া ধরণী-
তলে প্রবেশ করিল। যেমন পুরন্দর
রত্নাসুরকে বিনাশ করিতে অভিলষী
হইয়াছিলেন, তদ্রূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া
তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত পুনর্বার
গদা নিক্ষেপ করিলে কৃপাচার্য্য সেই
পাষণ্ডগর্ভ বিপুল মহাগদা বহু সহস্র
শরে নিবারণ করিলেন। অনন্তর চেকি-
তান লঘু হস্ত প্রদর্শনপূর্বক কোষ
হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপের
প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও

কাম্বুক পারিত্যাগপূর্বক সমংস্কৃত অসি
গ্রহণ করিয়া চেকিতানের প্রতি মহা-
বেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে
উভয়ে স্ততাক্ষ অসি দ্বারা পরস্পর আঘাত
করিলেন। তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত,
নিস্ত্রিংশবেগে অভিহত ও মূর্ছায় অভিভূত
হইয়া ভূতপাত্রী ধরিত্রীতে নিপতিত হই-
লেন। এই অবসরে চেকিতানের প্রিয়
সহকর্ম করকর্ম মহাবেগে দাবমান হইয়া
তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সর্ব-
মৈত্র্য সমক্ষে স্ব রথে আরোহণ করাইলেন।
এ দিকে শকুনিও কৃপাচার্য্যকে সত্বরে রথে
আরোপিত করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু
ক্রোধাবিস্ট হইয়া নবতি সায়কে সোম-
দত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থল রুদ্ধ
করিলেন। যেমন মার্ত্তণ্ডমণ্ডল মধ্যাহ্ন
কালে রশ্মিজালে স্তম্ভোদ্ভিত হয়, তদ্রূপ
সৌমদত্তি শরনিকরে অলঙ্কৃত হইয়া সায়ক-
সমূহে ধৃষ্টকেতুর রথ, সারথি ও অশ্বকে
বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে ও সমাচ্ছন্ন করিলেন।
ধৃষ্টকেতু রথ পারিত্যাগপূর্বক শতানীকের
রথে আরুঢ় হইলেন। স্তবর্ণকবচে অলঙ্কৃত
রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ অভিমন্যুর
অভিমুখে গমন করিলে, যেমন বশত, পিত্ত ও
কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে,
তদ্রূপ তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোর-
তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অভিমন্যু তাঁহা-
দিগকে রথচ্যুত করিলেন ; কেবল ভীমের
বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ
করিলেন না।

ইত্যবসরে দেবগণেরও নিতান্ত দুর্ভিক্ষ
ভীষ্ম দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা
করিবার নিমিত্ত একমাত্র ষালক অভি-
মন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন
দেখিয়া অৰ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে
বাসুদেব ! যে স্থানে ঐ বহুসংখ্যক রথ
রহিয়াছে, সেই দিকে শীঘ্র অশ্ব চালনা
কর। ঐ দেখ, যুদ্ধচরমদ বীরগণ আমাদের
সেনা সকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।
তখন বাসুদেব ঐতথ্যযুক্ত রথ ঘর্ষর শব্দে
প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অৰ্জুন ক্রোধ-
বিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি গমন
করিতেছেন দেখিয়া, কৌরব সৈন্যগণ অতি-
শয় কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর
অৰ্জুন ভীষ্মরক্ষক ক্ষিতিপালগণসমিধানে
সমুপস্থিত হইয়া সূশর্মাকে কহিলেন, হে
সূশর্মণ ! তুমি আমার পূর্ব বৈরী এবং যুদ্ধে
শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছ দেখিতেছি ;
কিন্তু আজি তোমাকে দুর্নীতির অতি দারুণ
ফল প্রাপ্ত হইতে হইবে ; আমি এক্ষণেই
তোমাকে মৃত পিতামহদিগকে দর্শন
করাইব। সূশর্মার অৰ্জুনের এই রূপ অতি
কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভাল
মন্দ কিছুই বলিলেন না। পরে যেমন
ঘনমণ্ডলী দিবাকরকে পরিবৃত্ত করে, তদ্রূপ
সূশর্মার দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভূপাল-
গণে পরিবৃত্ত হইয়া অৰ্জুনকে বেটন-
পূর্বক চারি দিক্ হইতে শরজালে সমাচ্ছন্ন
করিলেন। এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডব-
গণের শোণিতময় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে
লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরদ্বারা ছিন্ন
ভিন্ন হইয়া পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস
পরিত্যাগ পূর্বক বাণে বাণে মহারথগণের
কাম্যুক ছেদ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে
নিঃশেষে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়া
এক কালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহা-
দিগের সর্বাস্ত্র ক্ষত বিক্ষত, বর্ষা সকল ছিন্ন
ভিন্ন ও মস্তকসকল ছেদিত হইল ;
তাঁহারা শোণিত লিপ্ত কলেবরে এককালে
ভূতলশায়ী হইলেন। অনন্তর ত্রিগুর্ভরাজ
সূশর্মার তাঁহাদিগকে গতাস্ব দেখিয়া প্রতি-
গমন করিলেন। তাঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক
দ্বাত্রিংশ মহাবীর অৰ্জুনসমিধানে সমু-
পস্থিত হইয়া তাঁহাকে খেঁচন করিয়া শরাসন
আকর্ষণ পূর্বক বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।
মহাবীর অৰ্জুন শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত
ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তৈলমাজিত
যষ্টি শরে পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনাশ করি-
লেন। তিনি এই রূপে যষ্টি সংখ্যক রথী-
দিগকে পরাজয় করিয়া ভূপালগণের বল-
সমুদায় বিনাশ করিয়া ভীষ্মবধার্থ ঐত মনে
সঙ্করে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিগুর্ভ-
রাজ স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিহত নিরীক্ষণ
করিয়া অত্যন্ত ভূপালগণকে পুরুষত
করিয়া অৰ্জুনবধার্থ ধাবমান হইলেন।
তখন শিখণ্ডীপ্রভৃতি বীরসকল অৰ্জুনকে
সঙ্করে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার রথ
রক্ষা করিবার নিমিত্ত শোণিত শস্ত্র গ্রহণ
করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে

লাগিলেন। অর্জুন ত্রিগর্তরাজ হুশ্যার সহিত ভূপালগণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া গাণ্ডীবমুক্ত নিশিত সায়ক দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দুর্ব্যোধন ও জয়দ্রথপ্রভৃতি নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তমাত্র শক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক ভীষ্ম সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিন্ট হইয়া প্রতিবন্দী শল্যকে পরিত্যাগ পূর্বক ভীষ্ম-সেন ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত ও দারুণ শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর সত্যসন্ধ জয়দ্রথ তথায় আগমন করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক সহসা পাণ্ডবগণের কাম্যুক ছেদন করিলেন। রাজা দুর্ব্যোধন ক্রোধাবিন্ট হইয়া অনলসংক্রান্ত শরনিকরে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ সগবেত অস্ত্রগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের বিচিত্র সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় রোষাবিন্ট হইলেন। অজ্ঞাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মশরে শিখণ্ডীর কাম্যুক খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি তোমার পিতার অস্ত্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে,

আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, বিগল সূর্যাসন্ধ্যা শরনিকরে মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না; এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন এবং ধর্ম, কুল ও যশঃ রক্ষা কর। দেখ, যেমন কৃতান্ত ক্ষণকালমধ্যে জগৎ সমস্তপু করে, তদ্রূপ ভীষ্ম হস্তাক্ষ বাণসমূহে আমার সৈন্যগণকে নিরন্তর পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নধনুঃ, সমরপরাস্থ ও ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়া সহোদর ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক কোথায় গমন করিবে; ইহা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। বোধ হয়, তুমি অনন্তবীৰ্য্য ভীষ্ম এবং ছিন্ন ভিন্ন পলায়নপর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মুখমণ্ডলেও প্রফুল্লতা নাই। তুমি আজি আমার আজ্ঞানুবর্তী মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত ও পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া কি নিমিত্ত ভীষ্ম হইতে ভয় প্রাপ্ত হইতেছ।

তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিরস্কার-বোধে ভীষ্মবধে যত্নবানু হইলেন। মহাবীর শূল্য তাঁহাকে ভীষ্ম-বিনাশার্থ ধাবমান দেখিয়া অনিবার্য্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। দেববাজ সদৃশ প্রভাবশালী শিখণ্ডী সেই যুগান্তানলকল্প শল্যপ্রেরিত অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিমোহিত হইলেন না, প্রভূত শরনিকরে তাহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্বক তাঁহার

প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এক বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পার্থিবগণ ও দেবলোকস্থিত দেবতাসকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রনিবারণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও কাশ্মুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্মসেন যুধিষ্ঠিরকে ভয়ে একান্ত অভিভূত দেখিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ এবং গদা গ্রহণ পূর্বক পাদচায়ে জয়দ্রপের প্রতি দাবমান হইলেন। মহাবীর জয়দ্রথ গদাপারী ভীষ্মকে মহাবেগে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ভীষণ যমদণ্ড-সদৃশ শাপিত পঞ্চ শত শরে তাঁহার চারি পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর সেই সকল শরজাল লক্ষ্য না করিয়াই রোমকর্মায়িত লোচনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রপের অশ্ব-গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুররাজ-সদৃশ রাজকুমার চিত্রসেন ভীষ্মসেনকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র উত্তত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ভীষ্ম সহসা সিংহনাদ পরিত্যাগ ও গদা প্রদর্শনপূর্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রতি-গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব-গণ সেই যমদণ্ডকল্প ভীষণ গদা উত্তত অবলোকন করিয়া চিত্রসেনকে পরিত্যাগ-পূর্বক গদাপাত পরিহার বাসনায় পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্বেই বিমল অসি ও চন্দ্র গ্রহণ পূর্বক অচলশিখর হইতে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমতুল ভূতলে গমন করিলেন; ছুর্যোধন প্রভৃতি সক-

লেই চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ সমভি-বাহারে তাঁহাকে যথোচিত সংকার করিলেন। ভীষ্মনির্মুক্ত গদা চিত্রসেনের রথ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত প্রজ্বলিত উষ্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার তনয় বিকর্ণ ভগ্নরথ মনস্বী চিত্রসেনের সম্মুখে সমু-পস্থিত হইয়া তাঁহাকে রথে, আরোপিত করিলেন। সেই তুমুল সঙ্কুল সংগ্রামে শান্তনুতনয় ভীষ্ম সহরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দাবমান হইলে, বহুল নাগাশ্বরথসমবেত সৃষ্টিগণ তদর্শনে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে স্থির করিল যে ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের মুখে নিপতিত হইয়াছেন। এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির মাদ্রোন্দনদ্বয়-সমভিব্যাহারে মহাধনুর্ধর শান্তনুতনয়ের অভিমুখীন হইলেন এবং মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠিরপ্রমুক্ত সহস্র সহস্র শর অনায়াসে সহ্য করিয়া অসংখ্য শর সন্ধান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মানিক্ষিপ্ত শরনিকর আকাশমণ্ডলে পক্ষিকূলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুতনয় নিমেষমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন।

তখন মহারাজ যুদ্ধার্থে ক্রোধভরে ভীষ্মের প্রতি আশীষসদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলে, মহারথ শান্তনুতনয় সেই যুদ্ধার্থে নিক্ষেপ কালসদৃশ নারাচ অর্ধপথে ছেদন পূর্বক ধর্মরাজের কাঞ্চনভূষণ-বিভূষিত অশ্বসমুদায় নিহত করিলেন। ধর্মরাজ সেই হতাস্বরথ পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে মহাত্মা নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অরাকুল বনপাতন শান্তনুতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাজীনন্দনদ্বয়ের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুদ্ধার্থে সেই যমজ ভ্রাতৃত্বকে ভীষ্মের শরে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে নিধন করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। পরে স্নায় স্তম্ভে ভূপতিগণকে শান্তনুতনয়ের নিধনার্থ আদেশ করিলেন।

ভূপতিগণ যুদ্ধার্থে প্রাপ্ত হইবামাত্র রথসমুদায় লইয়া ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এই রূপে সেই ভূপতিগণকর্তৃক চতুর্দিকে পরিবৃত্ত হইয়া ক্রোধভরে শরাসন সঞ্চালনপূর্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন; তখন পাণ্ডবগণ অরণ্যে যুগকুলমধ্যস্থ যুগরাজ-শিশুর ন্যায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং যুগযুগ যেমন যুগপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম সমরে শূরগণকে তর্জিত ও সায়কদ্বারা সংগ্রাসিত করিতেছেন দেখিয়া সাত-

শয় ভীত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনাভিলাষী পবনসহায় ছতাশনের গতির ন্যায় শান্তনুতনয়ের গতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যেমন স্তনিপুণ ব্যক্তি তালতরু হইতে পরিপক্ক ফল সমুদায় পাতিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম রথগণের মস্তক নিপাতিত করিলেন। বীরগণের মস্তক ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া ধরণীতলে নিপাতিত হওয়াতে প্রস্তরপতন শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল।

হে মহারাজ! সেই দারুণ সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সমুদায় সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইল। সেনাগণের পরস্পর মিলনে ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইলে, ক্ষত্রিয়গণ এক এক জন এক এক জনকে আহ্বান পূর্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় শিশুগৌ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবীর শান্তনুতনয় শিশুগৌর স্ত্রী চিন্তা করিয়া তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্বক স্নেহগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। স্নেহগণ ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি অসংখ্য শত্রু, তোমর ও সায়ক দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়াও বীরজনোচিত বুদ্ধিপ্রভাবে সগর পরিত্যাগ না করিয়া উৎসাহসহকারে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর তাহারা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে একান্ত আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। তখন অবস্থি দেশীয় বিন্দ ও অমুবিন্দ সেই সৈন্যগণের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভি-
মুখীন হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন মহাবীর পাঞ্চাল-
রাজতনয় অবিলম্বে সেই অশ্বশৃংখর হইতে অবতরণ পূর্বক মহাত্মা সাত্যকির রথে
এমারূঢ় হইলেন। ধৃষ্টনন্দন যুধিষ্ঠির
ক্রোধভরে মন্ত্রী সেনাসমভিব্যাহারে
বিন্দ ও অমুবিন্দের সমীপে গমন করিলেন।
তদদর্শনে মহারাজ দুর্বোধন সৈন্যে বিন্দ
ও অমুবিন্দের রক্ষা তাঁহাদিগকে পার-
বেটন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর ধনঞ্জয় দানবদলন
সমুদ্রত পুরন্দরের ন্যায় ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়-
গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।
দুর্বোধনের প্রিয়চিকার্ষু দ্রোণাচার্য্য ও
ক্রোধান্বিত চিত্তে অনলের তুলরাশি দহনের
ন্যায় পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে লাগি-
লেন দুর্বোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভাষ্যকে
পারবেটনপূর্বক পাণ্ডবগণের সাহিত সংগ্রাম
করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্ত্রীচিমালা ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে
লোহিতবর্ণ হইয়া অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে,
মহারাজ দুর্বোধন কোরব সৈন্যগণকে

সহর হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ
তদনুসারে সংগ্রামস্থলে অসাধারণ বল
বিক্রম প্রকাশপূর্বক দুষ্কর কার্য্যের
অনুষ্ঠান করিলে অতি ভীষণ, তরঙ্গসমাকুল
রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশ্ব
শিবাগণ ভৈরব রব করিয়া উহার তীরে
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস,
পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ অসংখ্য পিশিতাশন
ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই রূপে
ভূতসমূহ সমাকুল সেই সময় অতি ভীষণ
হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় স্বশ্রম্য প্রভৃতি
সৈন্য ভূপতিগণকে এবং ভীমসেন, দুর্বোধ-
ন প্রভৃতি রথিগণকে পরাজয় করিয়া
শিবিরান্তিমুখে গমন করিলেন। কুরুকুল-
চূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাতৃগণকে
সমভিব্যাহারে লইয়া এবং সাত্যকি ও
ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধৃগণের সহিত মিলিত হইয়া
স্কন্ধাবারে গমন করিতে লাগিলেন। এ
দিকে রাজা দুর্বোধন শান্তনুতনয়কে এবং
দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কৃতবন্মা
সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবির-
ান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। কোরব ও
পাণ্ডবগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র মিলিত
হইয়া পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্বক
পরস্পর যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন, শূর-
গণের রক্ষা, যথাবিধি গুল্মসংস্থাপন,
গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান
করিয়া গীত বাত্যাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ
বরিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের
সন্ত্যয়ন ও বান্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ

করিল । ঐ সময় কোরব ও পাণ্ডবগণের শিবির স্বর্গসদৃশ বোধ হইতে লাগিল ; বীর পুরুষগণ কেহ যুদ্ধ বিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না । যুদ্ধগণ এইরূপে ক্ষণকাল আমোদ প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত ও হস্ত্যশ্বসকল প্রস্তুত হইলে সেই সময়শ্রান্ত উভয় সৈন্য অপর শোভা ধারণ করিল ।

অষ্টাদশোত্তম অধ্যায় ।

হে নরনাথ ! এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীর পুরুষগণ নিদ্রাস্থ অশ্রুভব করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ নিগত হইলেন । উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধ যাত্রা কালে সাগর-ধ্বনি সদৃশ ভুমূল কোলাহল সমুপস্থিত হইল । তখন মহারাজ দুর্যোধন, চিত্রসেন, বিবিশ্রুতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য একত্র মিলিত হইয়া ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন । কোরবশ্রেষ্ঠ শান্তনুতনয় সাগরসদৃশ মহাব্যূহ নিৰ্ম্মাণ-পূর্বক স্বয়ং মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্য-গণ-সমভিব্যাহারে সর্বসৈন্যের অগ্রবর্তী হইয়া গমন করিলেন । তৎপশ্চাৎ প্রতাপ-শালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রকমালব-গণ সমভিব্যাহারে ; তৎপশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণ সমভিব্যাহারে ; তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহ-দ্দল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলগণ সমভিব্যাহারে ; তৎপশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রৈগর্ত বহুব্রহ্ম কাশ্বজ ও যবনসমভিব্যাহারে ;

তৎপশ্চাৎ অশ্বখামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করিয়া ; তৎপশ্চাৎ মহারাজ দুর্যোধন সর্ব সৈন্য ও সৌদরগণে পরিবৃত হইয়া ; এবং তৎপশ্চাৎ কৃপ গমন করিতে লাগিলেন । এই রূপে সেই সাগরসদৃশ মহাব্যূহ গমন করিতে আরম্ভ করিলে তন্মধ্যে পতাকা, শ্বেত ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ শরাসন সমুদায় শোভা পাইতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কোরব পক্ষীয় মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সহরে স্বীয় পুত্রনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাধর্ম্মকর ! ঐ দেখ, কোরবেরা সাগর সদৃশ ব্যূহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে ; অতঃ-এব তুমিও অচিরাৎ প্রতিব্যূহ প্রস্তুত কর । পাঞ্চালতনয় যুধিষ্ঠিরের নিদেশধ্বনিসারে পরব্যূহ বিনাশন মহান্ শৃঙ্গটিক ব্যূহ গঠনা করিলেন । ঐ ব্যূহের শৃঙ্গবরে অনেক সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিসমবেত মহারথ ভীম ও সাত্যকি ; নাভিদেশে শ্বেতাশ্ব বানর-কেতু ধনঞ্জয় এবং মধ্যস্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রিনন্দনদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন । ব্যূহশাস্ত্রবিশারদ মহাধর্ম্মকর অন্যান্য ভূপতিগণ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেই ব্যূহ পরিপূরিত করিলেন । ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগে মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রোপদীতনয়গণ ও হিড়িম্বাতনয় ঘটোটক অবস্থিত হইলেন । জয়াভিলাষী পাণ্ডব-গণ এই রূপে সেই মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন । চতুর্দিকে ভুমূল ভেরীশব্দ, শঙ্খনিঃস্বন, সিংহ-

নাদ, আক্ষেপন ও উৎকোশ হইতে লাগিল।

তখন মহাবীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমেস লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে মনে যুদ্ধ কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ পরস্পরকে আহ্বান-পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়-পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্যাদিতবদন অতি ভাষণ ভুজঙ্গ-সদৃশ নিশিত নারাচ নিকর, ঘনঘটাবিনিঃসৃত দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ সদৃশ তৈল পৌত স্তম্ভাশিত শক্তি সমুদায় ও গিরিশৃঙ্গ সদৃশ বিমল পট্টসমাচ্ছাদিত স্বর্ণভূষিত গদা-সকল চতুর্দিক্ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। নিম্নলি নভোমণ্ডলসন্নিভ বিজ্রিংশ-সমুদায় ও ঋষভচৰ্ম্মাবিনিম্মিত শত চন্দ্র-শোভিত চৰ্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবাসুর-সৈন্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথী ভূপতিগণ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথিগণের যুগ আক্রমণপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধ্যমান দান্তিগণের দন্তসংঘর্ষসঞ্জাত সধুম ইতাশন চতুর্দিকে দুষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন গজা-রোহী প্রাসাভিত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় শোভিত হইল। বিচিত্র রূপধারী পদাতিগণ নথর ও প্রাস দ্বারা বিপক্ষ-পক্ষীয় পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডব-

পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ শরে পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় রথঘোষে রণস্থল প্রতিধ্বনিত ও শরাসনশব্দে পাণ্ডব-গণকে নিমোহিত করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ধ্বংসপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ ও ভীষ্ম ধ্বনি করিয়া যুদ্ধে গগন করিলেন। পরে উভয় পক্ষীয় নর, অশ্ব ও হস্তী সমুদায় পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।

উনবতীতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! প্রতাপশালী, ভাস্কর-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাবীর শান্তনুতনয় সমরে সাগাগত হইলে, পাণ্ডবগণ তাহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে পাণ্ডব-সৈন্যগণ ধনু্যরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীষ্মের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সংগ্রামে ধাবমান হইল। তখন সমরজ্ঞাঘী শান্তনুন্দন অসংখ্য মায়ক বর্ষণ করিয়া মহাধনুর্ধর সোমক, সৃজয় ও পাঞ্চালগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। রণোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মের শরে দ্রুততর সমাহত হইয়া ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তাহাদের কাহার হস্ত ও কাহার মস্তক ছেদন এবং রথিগণের রথ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের ভীষণ শরপ্রভাবে সমরক্ষেত্রে চতুর্দিকে

অশ্ব হইতে নিপতিত অশ্বারোহিণীগণের মস্তক ও আরোহিশৃঙ্গ, ভূতলে শয়ান, পর্কতাপম গজ সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষে রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যতীত আর কেহই সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ মহাবীর ভীমকে আক্রমণ পূর্বক তাড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভীম ও ভীমসেনের সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে ঘোর-তর কোলাহল আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ ছুটে গিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্যোধন সোদরগণ-সমভিব্যাহারে ভীমকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীমের সারথিকে সংহার করিলে, অশ্বগণ উচ্ছ্বাস হইয়া ভীমের রথ লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে স্তম্ভীক্ষ ক্ষুরপ্র দ্বারা স্তনভের মস্তক ছেদন করিলেন। হে রাজন্ ! এইরূপে আপনার পুত্র স্তনভ নিহত হইলে, মহাবীর আদিত্য-কেতু, বন্থাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরা-জিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সন্ত পুত্র সোদর-বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ সমুদায় গ্রহণ-পূর্বক ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্তকে বাণবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর মহোদর বজ্র সদৃশ নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আদিত্যকেতু সপ্ততি, বন্থাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি,

বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন ও মহারথ অপরাজিত অসংখ্য সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন।

মহাবীর বুকোদর সমরে শত্রুগণের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বাম হস্ত দ্বারা শরাসন নিক্ষেপ করিয়া আনতপর্ব শরপ্রহারে অপরাজিতের মস্তক ছেদন করিলেন। পরে ভল্ল দ্বারা সর্ব সৈন্য-সমক্ষে মহারথ কুণ্ডধারকে শমনসদনে প্রেরণ-পূর্বক রণপণ্ডিত পণ্ডিতের প্রাতি এক স্তম্ভীক্ষ শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিষ্কপ্ত ভীম সায়ক কালপ্রেরিত ভূজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে বিনষ্ট করিয়া ধরণীতে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বুকোদর পৃথ্বতন ক্রেশ স্রবণ-পূর্বক তিন শরে বিশালাক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া মহোদরের বক্ষঃস্থলে স্তম্ভীক্ষ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ভীমের ভীম প্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে, মহাবীর ভীমসেন স্তম্ভীক্ষ বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ও নিশিত ভল্ল প্রহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া আনতপর্ব শর দ্বারা বন্থা-শীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্ ! সেই মহাবীর সমুদায় বিনষ্ট হইলে, আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা সত্য বোধ করিয়া ইতস্ততঃ পলা-য়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্যোধন ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! এই দুঃখী ভীমকে ভোগরা সন্ধরে সংহার কর।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্রগণ এই রূপে সোদরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমসেনের পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ ! সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রপীতি নিবন্ধন পূর্বে বিদুরের হিতবাক্য রাখিতে পারেন নাই। মহাবাহু বকোদর মহাশয়ের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধরত্নান্ত্র গ্রহণ করুন।

মহারাজ দুর্যোধন ভ্রাতৃত্বধে নিতান্ত কাতর হইয়া ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্বক বাষ্পগদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ ! ভীমসেন সংগ্রামে আমার ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়াছে। আমরা বহু যত্নসহকারে সংগ্রাম করিতেছি, তথাপি আমাদের সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। আপনি উদ্যোগী হইয়া সতত আমাদের উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত ক্লেশ করিয়াছি।

মহাজ্ঞা ভীষ্ম দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে দুর্যোধন ! আমি, দ্রোণ, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী আমরা পূর্বে তোমাকে এই কথা কহিয়া ছিলাম, তুমি তৎকালে আমাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্বে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সময় পরিত্যাগ করিব না; দ্রোণাচার্য্য ও রণে ক্ষান্ত হইবেন না; কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, মহাবীর ভীমসেন

সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিবেন, তাহাকে তাহাকে অবশ্যই সংহার করিবেন। অতএব তুমি স্থির হইয়া দৃঢ় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা ইন্দ্রাদি দেবগণের ও দুঃসাধ্য।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আমার এই সকল পুত্রকে একগাত্র ভীমসেনের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন ? আমারই পুত্রগণ প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; তাহাদের পরাজয় বাতিরেকে কখনই জয় লাভ হইল না; এক্ষণে বোধ হয়, দৈব তাহাদের প্রতিকূল হইয়াছে। দেখ, যখন তাহারা মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূরিশ্রবাঃ, ভগদত্ত, অশ্বখামা, ও অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যবর্তী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তখন দুর্দৃষ্ট ভিন্ন আর অন্য কারণ কিছুই নাই; পূর্বে আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারী আমরা সকলেই হিতবাসনা-পরবশ হইয়া মৃঢ়মতি দুর্যোধনকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অজ্ঞানতাপ্রভাবে তখন কিছুই অনুধাবন করে নাই; এক্ষণে তাহারই কল ভোগ করিতেছে; ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! বিদুর আপনাকে কহিয়াছিলেন, আপনি পুত্র-

গণকে দ্যুত ক্রীড়া হইতে নিবারণ করুন ; পাণ্ডবগণের কদাচ অপকার করিবেন না । কিন্তু তৎকালে আপনি সেই হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই ; এক্ষণে তাঁহারই কথা সপ্রমাণ হইতেছে । যেমন মনুষ্য হিতজনক ঔষধে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও প্রিয়কারী বন্ধু-বান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই । এক্ষণে সেই সমস্ত হিতজনক বাক্য আপনার পক্ষে ঘটিতেছে । কৌরবগণ বিজয়, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অ্যান্য হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন । এক্ষণে যেক্রমে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন ।

মধ্যাহ্ন কালে লোকক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণ ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভীষ্মবিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবমান হইল । মহাবীর ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মাত্যকি সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে, বিরাট ও দ্রুপদ সৌমকদিগের সহিত এবং কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেশু ও কৈকেয়গণও ভীষ্মের অভিযুগে গমন করিতে লাগিলেন ; অর্জুন, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞানু-বর্ত্তী পার্থবদিগের প্রতি এবং অভিমন্যু, হৈড়িম্ব ও ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন ; এই রূপে পাণ্ডবেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবেরাও তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ।

রৌপ্যপরবশ হইয়া স্বজয়দিগের সহিত সৌমকদিগকে বমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন । কৌরবেরা মার্মার বলিয়া স্বজয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে সাতিশয় কোলাহল সমুপস্থিত হইল । অনন্তর দ্রোণশর-নিহত বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচেষ্টগান দৃষ্ট হইল ; ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের আর্তনাদ প্রতিগোচর হইতে লাগিল ।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া কৌরব-গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পরস্পর নিহত সৈন্য-গণের রুধিরবাহিনী ভীমদর্শন নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমরাজ্য-বিবর্দ্ধন সংগ্রাম অতিশয় ঘোররূপ হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবীর-ভীম রোসাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে গজসৈন্য আক্রমণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ভীমসেনের নারাচাভিহত করিনিকর ভূতলে নিপতিত, বিষম ও চারিদিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । কতকগুলি হস্তী ছিন্নশৃণু ও ছিন্নকলেবর হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক ধরাভূত শয়ন করিল । মহাবীর নকুল এবং সহদেবও করিসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চন-শিরোভূষণ, সম্পন্ন কাঞ্চন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র

গুলির জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে ; কতকগুলির নিশ্বাস নির্গত হইতেছে ; কতকগুলি এক কালে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কতকগুলি আর্তনাদ করিতেছে । সমরভূমি এই রূপে নানারূপধারী কারিনিকরে ও অর্জুনশরে নিহত ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল । বসন্ত-কালীন কুসুমের ন্যায় ভগ্ন রথ, ভিন্ন ধ্বজ-দণ্ড, ছিন্ন চামর, মহাপ্রভ ছত্র, খণ্ড খণ্ড অয়ুধ, হার, নিক, কেয়ুর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড, স্তম্ভিত উর্ধ্বাশ, পতাকা, অশুকন ও রশ্মিসহকৃত যোদ্ধা দ্বারা সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপা, কৃতবর্মা ও অন্যান্য বীর পুরুষেরা কৌশলধিক হইলে, পাণ্ডবগণেরও এই রূপ ক্ষয় হইতে লাগিল ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

এই রূপ ভয়ঙ্কর বীরক্ষয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর হাদিক্য বায়বেগগামী বহুমংখ্যক কাম্বোজ, দেশজ, নদীজ, অরট্টজ, মহীজ, গিঙ্কজ, বানায়ুজ, তিস্তিরজ ও গিরিজ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুনাশ্বজ শ্রীমান্ ইরাবান্ সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ষাচ্ছন্ন, প্রণালী ক্রমে অবস্থাপিত বেগগামী তুরঙ্গমগণের সহিত দ্রুত মনে হাদিকেয়র সৈন্যভিষুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

ইনি পার্থের ঔরসে নাগরাজকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয় কর্তৃক জামাতার লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে অর্জুনকে সম্মান-বিহীন দীনগনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ; অর্জুনও কামবশবর্তিনী সেই কার্গিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন । হে মহারাজ ! এই রূপে অর্জুনতনয় ইরাবান্ পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্য অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি জননী কর্তৃক নাগলোকেই 'পরিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । অনন্তর পার্থ স্তরলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রূপবান্ গুণসম্পন্ন সত্য-পরাক্রম ইরাবান্ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাজলিপুটে পিতাকে অভি-বাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে তাত ! আমি আপনার পুত্র ; আমার নাম ইরাবান্ এই বলিয়া তিনি পার্থের সহিত তাঁহার জননীর যেক্রমে সমাগম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন । তখন অর্জুন পূর্ব রত্নান্ত স্মরণ করিয়া আপনার অনুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং শ্রম মনে তাঁহাকে আদেশ করিলেন ; বৎস ! তুমি সংগ্রামকালে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে । ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া বহুমংখ্য অশ্বের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ।

অনন্তর তাঁহার অশ্ব সকল মহাসাগরে হংসের ন্যায় সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌরবদিগের মহাবেগ সম্পন্ন অশ্বগণকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর অতি বেগে বক্ষঃ দ্বারা বক্ষে ও নাসিকা দ্বারা নাসিকায় আঘাত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পতন কালে ঘোরতর শব্দ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ উহাদিগের পতন সময়ে অতি দারুণ শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। পরে অশ্বারোহিণী গণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এইরূপ ভূমূল সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষীয় অশ্ব সকল মাতশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীরগণ অশ্ব বিনষ্ট ও সায়কসকল নিঃশেষিত হইলে একান্ত রাগিত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্বসৈন্যসকল বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে গজ, গবাক্ষ, বনভ, চণ্ডবান্, আর্জব ও শুক শকুনির এই ছয়টি অনুজ বায়ুবেগগামী বয়স্ক সংস্রব অশ্ব আরোহণ করিয়া সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইলেন। তখন শকুনি ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই সমস্ত ভীষণাকার সমরনিপুণ গান্ধারগণ স্বর্গ বা জ্যাভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধ মনে সৈন্যগণ-সম্ভিব্যাঘারে নিতান্ত দুর্জয় ইরাবানের সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইরাবান্ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া স্বীয় যোদ্ধগণকে কহিলেন,

হে যোদ্ধগণ! এই সকল দারুণাশ্রুতিগের বীর পুরুষেরা যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান কর। তখন তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই সমস্ত নিতান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অনন্তর স্রবলায়ুজগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর দ্বারা প্রদর্শন-পূর্বক রণস্থল একান্ত ব্যাকুল ও ক্রুদ্ধ গমনে ইরাবান্কে বেষ্টন করিয়া প্রাস গ্রাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইরাবান্ প্রাসবিক্র হইয়া তোদনদগুহত মাতঙ্গের ন্যায় নিরস্তর নিপতিত রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন; বহুসংখ্য বীরগণ কর্তৃক বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে মর্দিত হইয়াও ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিলেন এবং আপনাদের শরীর হইতে প্রাস সমুদায় উৎপাটন করিয়া তদ্বারাই স্রবলনন্দনদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বরে নিশিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও চন্দ্র গ্রহণ করিয়া পাদচারে ধাবমান হইলেন। মৌবলেরা পূর্ববৎ বল লাভ করিয়া ক্রোধভরে ইরাবানের প্রতি গমন করিলেন। বলদুগ্ধ মহাবীর ইরাবান্ ও খড়্গ দ্বারা পাণিলাঘব প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাদিগের সম্মিহিত হইলেন। অশ্বকৃৎ স্রবলনন্দনগণ মহাবেগে, সঞ্চরণ করিয়া ও লাঘবচারী, ইরাবান্কে আহত করিবার অশকাশ প্রাপ্ত হইলেন না।

পরিশেষে তাঁহাকে অনেক বার লক্ষ্য করিয়া বেক্টনপূর্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা সম্মিহিত হইলে, ইরাবান্ অসিগ্রহণে তাঁহাদের সর্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বহুবিধ ভূমণে বিভূষিত আয়ুধধারী কর্নিকর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল এবং সৌবলেরাও অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। কেবল শকুনি বারংবার পরি-রক্ষিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর বীরবিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন রোম পর-বশ হইয়া বকবধ নিবন্ধন ভীমসেনের সহিত জাতবৈর ঘোররূপে মায়াবী রাক্ষস আর্ষ্যশৃঙ্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'ওঁ বীর! দেখ, অর্জুনের আত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী ইরাবান্ আমার বলক্ষয়-রূপ ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। তুমিও কামচারী ও মায়াস্ত্র-বিশারদ; অর্জুনের সহিতও তোমার শত্রুভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে ইহাকে সংহার কর। তখন আর্ষ্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা বলিয়া সমরনিপুণ গ্রহণধারী সৈন্যগণ ও অবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া ইরাবান্কে বিনাশ করিবার অভিলাষে সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক গমন করিল। ইরাবান্ও রোমপরবশ হইয়া রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত আগ্রহসর হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে নান্দা প্রকাশের উপক্রম করিতে

লাগিল এবং শূলপাট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল। সেই সমস্ত মায়াসৈন্য রোমাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া অচিরে পরস্পর বিনষ্ট করিল। তখন আর্ষ্যশৃঙ্গ ও ইরাবান্ উভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইরাবান্ যুদ্ধদৃশ্যে রাক্ষসকে ধাবমান দেখিয়া রোম-কমায়িত লোচনে নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে সম্মিহিত নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গ-দ্বারা তাহার কাম্যুক ছেদ ও শরসকল পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস মায়াবলে ইরাবান্কে -বিমোহিত করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে সমুথিত হইল। কামরূপী ইরাবান্ও অন্তরীক্ষে উথিত হইয়া মায়াপ্রভাবে রাক্ষসকে বিমুক্ত করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের মায়ার স্বাভাবিক এবং বয়ঃক্রম ও রূপ স্বেচ্ছাধীন; এই কারণে ছিন্নভিন্নাঙ্গ আর্ষ্যশৃঙ্গ পুনরায় যৌবনসম্পন্ন হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবীর ইরাবান্ রোম পরবশ হইয়া স্ত্রীশূল পরশু দ্বারা তাহাকে বারং-বার ছেদ করিতে লাগিলেন। আর্ষ্যশৃঙ্গ ছিন্নমান বৃক্ষের ন্যায় ঘোরতর শব্দ ও পরশুক্ষত হইয়া অনবরত রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরে শত্রুর বৃদ্ধি নিরী-ক্ষণ পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতিশয় বেগপ্রদর্শন ও ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার-করিয়া সর্ব-সমক্ষে ইরাবান্কে ধারণ করি-বার উপক্রম করিল। ইরাবান্ও রোম-

ভিষ্মত সমরানুরাগী রাক্ষসকে মায়া পরি-
গ্রহ করিতে দেখিয়া রোষভরে মায়া সৃষ্টি
করিবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার মাতৃ-
বংশীয় নাগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইল। তিনি তখন বহুসংখ্য নাগে পরি-
বৃত্ত হইয়া বেগবান্ অনন্তর ন্যায় অতি
ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর
তিনি বহুবিধ নাগে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন
করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষস ক্রিয়াক্ষণ
চিন্তা-পূর্বক সৌপর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া
পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।
তদর্শনে ইরাবান্ মোহাবিষ্ট হইলেন।
রাক্ষস আর্ঘ্যশূণ্য তৎক্ষণাৎ স্ত্রীতীক্ষ্ণ অসি-
দ্বারা তাঁহার কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, ক্রীড়া
পরিশোভিত, পদ্মেন্দুসুন্দর বদনমণ্ডল
ভূতলে নিপাতিত করিল। তখন ধাত্ত-
রাষ্ট্র ও ভূপালগণ একান্ত হত ও নিতান্ত
সমুদ্বিগ্ন হইলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর
মিশ্রিত হইয়া গেল। এই সকল যুদ্ধে
করিকুল পরস্পর মিশ্রিত অশ্ব, হস্তী ও
পদাতি সকলকে, পদাতি সকল রথ, অশ্ব ও
হস্তীদিগকে এবং রথিগণ পদাতি, রথ ও অশ্ব-
দিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। অর্জুন
আত্মজের বিনাশ সংবাদ অবগত না হইয়াই
ভীষ্মরক্ষক ক্ষিতিপালগণকে সংহার করিতে
লাগিলেন। সঞ্জয় ও কৌরবগণ পরস্পর
বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া সমরানলে জীবনকে
আহুতি প্রদান করিলেন। ছিন্নবাহু, ছিন্ন-
খড়্গ, ছিন্নকাম্বুক ও মুক্তকেশ রথীসকল
পরস্পর সমবেত হইয়া বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডব সেনা
বিকম্পিত করিয়া মশ্মবেধী শরনিকরে
মহারথগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।
পাণ্ডবদিগের বহুসংখ্য মনুষ্য, রথী, হস্তী
ও হস্ত্যারোহী বিনষ্ট হইল। মহাবীর
ভীষ্ম, ভীমসেন, দ্রুপদ ও সাহদেবের পরা-
ক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণে
সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। যুদ্ধ অতিশয়
ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্রোণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া
পাণ্ডবদিগের অন্তঃকরণ ভয়বিহ্বল হইল
এবং তাঁহারা দ্রোণের শরনিকরে নিতান্ত
নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে
বীরগণ! দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত
বহুসংখ্য বীরগণে পরিবৃত্ত না হইয়াও
একাকীই সসৈন্যে আমাদের বিনাশ
করিতে পারেন। হে মহারাজ! এইরূপে
অতি ভীষণ সমরানলে প্রজ্বলিত হইয়া
উঠিলে, উভয় পক্ষীয় বীরগণ নিতান্ত
অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষসাবিষ্ট ও
ভূতাবিষ্টের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে
লাগিল। সেই দৈত্যসমরসঙ্কীর্ণ বীরকয়-
কর সংগ্রামে প্রাণ রক্ষা করিতে কাহাকেও
নিরীক্ষণ করিলাম না।

দ্বিনবতীতম অধ্যায়।

দ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল
পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সংগ্রামে ইরাবান্কে
নিহত দেখিয়া কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন-
তনয় রাক্ষস ষটোৎকচ ইরাবান্কে রণে

নিহত দেখিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মতনয়ের ভীষণ নাদে পরিতপনাপ সকাননা মেদিনী, অন্তরীক্ষ ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ বিচলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণের উরুস্তম্ভ, সৈন্য ও বেপথু হইল এবং বীরগণ দীর্ঘাচিল ও সিংহভীত গজের ন্যায় ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ও কুণ্ডলিত হইতে আরম্ভ হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ এইরূপে নির্মাতসদৃশ মহানাদ করিয়া, ভীষণরূপ ধারণ-পূর্বক জ্বলিত শূল সমুদ্রত করিয়া নানা প্রহরণধারী রাক্ষস-সমূহে পরিবৃত হইয়া, কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। সেই ভীষ্মদর্শন ভীষ্মতনয়কে ক্রুদ্ধ চিত্তে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সেনারাও সমরে বিমূখপ্রায় হইয়া উঠিল।

তখন মহারাজ দুৰ্য্যোধন সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী, পরিতপদৃশ, দশ সহস্র কুঞ্জর-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুৰ্য্যোধনকে গজসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুৰ্য্যোধন-সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শত্রুপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দসদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে সবিদ্রাৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করিয়া ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারচ, ভিন্দিপাল, শূল,

মৃদগর ও পরশু দ্বারা গজযোধীগণকে এবং পরিতপশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থলে নিশাচরগণ কর্তৃক নিহন্ত্যমান, ভিন্নকুম্ভ, ভিন্নগাত্র, রক্তাক্তকলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই রূপে সেই গজযোধীগণভগ্ন হইলে, মহারাজ দুৰ্য্যোধন ক্রোধভরে জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্বক সেই রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের উপর নিশিত শরনিষ্কর নিক্ষেপ করিয়া প্রপান প্রপানদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এই মহাবীর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপপূর্বক মহাবেগগামী বিদ্যুজ্জ্বল নামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষসসৈন্য মধ্যে শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ দুৰ্য্যোধনের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বজ্র সদৃশ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুৰ্য্যোধন সেই ভীষ্মপ্রতাপ ভীষ্মতনয়কে কালোৎসৃষ্ট অন্তকের ন্যায় ধাবমান দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ঘটোৎকচ দুৰ্য্যোধনের সমীপে গমন-পূর্বক ক্রোধসংরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, হে নৃশংস দুৰ্য্যোধন! তুমি দ্যুত ক্রীড়ায় জয় লাভ করিয়া বহু দিন আমার মাতা ও পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতৃদিগকে প্রবাসিত করিয়াছিলে; আজি তোমাকে নিধন করিয়া তাঁহাদের নিকট আনুগ্য লাভ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণকে দ্বাতে

পরাজয় ও একবস্ত্রা রজস্বলা রূপদতনয়াকে সভা মধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলে, তোমার প্রিয়-চিকীর্ষায় ছুরাজ্ঞা সিঙ্কুরাজ যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া দ্রৌপদীকে বনমধ্যে ক্রেশিত করিয়াছিল ; আজি সেই সমুদায় অপমানের পরিশোধ করিব ; তুমি রণস্থল পরিত্যাগ করিও না । মহাবীর হিড়িম্বা-নন্দন এই বলিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণ-পূর্বক ঠষ্ঠ দংশন ও স্কন্ধগী লেহন করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের পর্কততোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় দুর্ঘোষনের উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।

ত্রি নবতিতম অধ্যায় ।

মহাবীর দুর্ঘোষন সেই ঘটোৎকচ-নিষ্কিপ্ত দানবগণেরও দুঃসহ শরজাল অনায়াসে সহ করিয়া, ক্রোধকম্পিত কলেবরে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহার উপরে স্ত্রীতীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । যেমন ক্রুদ্ধ আশীবিষ-গণ গন্ধমাদন পর্বতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্ঘোষন নিষ্কিপ্ত নারাচনিচয় ঘটোৎকচের উপর নিপতিত হইল । মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্ঘোষনের নারাচে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া মদস্রাবী রাতস্রের ন্যায় রক্ত মোক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে দুর্ঘোষনকে সংহার করিবার মানসে প্রজ্বলিত উষ্কার ন্যায়, মহাশনির ন্যায় পর্বত বিদারণ ক্ষম মহা-শক্তি সমুদ্ভূত করিলেন ।

মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি

সমুদ্যত দেখিয়া সহরে শীঘ্রগামী পর্বত-সদৃশ কুঞ্জরে আরোহণ-পূর্বক ঘটোৎকচের অভিযুখে দুর্ঘোষনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ করিলেন । মহাবল ঘটোৎকচ তদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্ভূত শক্তি বঙ্গাধিপতির গুজের উপর নিক্ষেপ করিলেন । করিবর ঘটোৎকচের শক্তি প্রহারে আহত ও রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল । বঙ্গাধিপতি সহরে গজ হইতে ধরণীতলে অবতরণ করিলেন । মহারাজ দুর্ঘোষন স্নেহে মহাবারণকে নিপতিত ও কৌরব সৈন্যগণকে ভয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয়দম্য ও স্বীয় অসাধারণ অভিমানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়ন-যোগ্য সময়েও পর্বতের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিয়া এক কালাগ্নি সদৃশ স্তম্ভ-গিত শর শরাসনে সঙ্কান-পূর্বক ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রাশনি সদৃশ শর সমাগত দেখিয়া স্বীয় লাঘব প্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় ক্রোধ-সংরক্ত লোচনে সমুদায় সৈন্যগণকে বিভ্রাসিত করিয়া যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় গভীর স্বনে ঘোর নিনাদ করিতে লাগিলেন ।

শাস্ত্রনুন্দন ভীষ্ম সেই ভীমপরাক্রম-ভীমতনয়ের ভীম নিনাদ শ্রবণে ক্রোধের সঙ্গীপে গম্ভীর-পূর্বক কহিলেন, হে আচার্য্য ! আজি ঘোরতর রাক্ষসধ্বনি শ্রুত হইতেছে ;

বোধ হয়, মহাবীর ঘটোৎকচ রাজা দুৰ্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজয় করা কোন প্রাণীরই সাধ্য নহে ; মহারাজ দুৰ্য্যোধন মহাবল রাক্ষস কৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন ; অতএব সহরে গমন করিয়া নিশাচরহস্ত হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করা আগাদের অবশ্য কৰ্ত্তব্য ।

তখন মহাবীর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কূপ, ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, অবন্তিরাজ, বৃহদল, অশ্বখামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিশতি তাঁহাদের অনুযায়ী বহু সহস্র রথ-সমভিযাহারে ভীষ্মের বাক্য শ্রবণে দুৰ্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহরে, তাঁহার সমীপে গমন করিলেন । সেই মহারথগণ-সংরক্ষিত অপরিভবনীয় মহাসৈন্য তাঁহাকে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ মৈনাক পর্বতের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত শূল মুদগর প্রভৃতি নানা প্রহরণধারী জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ-পূর্বক অরাতিগণের অভিযুখে ধাবমান হইলেন ।

অনন্তর দুৰ্য্যোধনের সৈন্যগণের সহিত রাক্ষসদিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, বীরগণের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার দৃশ্যমান বংশধ্বনির ন্যায় ও রম্যে নিপতিত শর সমুদায়ের শব্দ ভিদ্ধ্যমান পর্বতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল । বীরগণ, বিস্তৃত আকাশগামী তোগর সমুদায় ভুজঙ্গকুলের ন্যায় বোধ হইল । রাক্ষসেন্দ্র মহাবাহু

ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভীষণ ধ্বনি করিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণ-পূর্বক অর্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণের কাম্বুক ও স্থনিশিত ভল্লৈ সোমদত্তের ধ্বজ ছেদন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন ; পরে বাহ্লিকের বক্ষঃস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপ-পূর্বক কূপকে এক বাণে ও চিত্রসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিকর্ণের জত্রদেশে আঘাত করিলেন । মহাবীর বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন ।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলে, সেই নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল ভূরিশ্রবার বর্ম্য ভেদ-পূর্বক ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল । তখন মহাত্মা বৃকোদরতনয় বিবিশতি ও অশ্বখামার সারথিকে বাণবিদ্ধ করিলেন । সারথিদ্বয় শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ-পূর্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল । পরে মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অর্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণবিভূষিত বরাহধ্বজ ও অপর বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রোধসংরক্ত নয়নে চারি নারাচ নিক্ষেপ-পূর্বক অবন্তিরাজের চারি অশ্ব সংহার ও আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে স্ত্রীকৃষ্ণ শর সন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদলকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবল বৃহদল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন । তখন রথস্থ রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বাতনয় ক্রোধকম্পিত

কলেবরে আশীবিধ সদৃশ নিশিত শর-
নিকর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যের
কলেবর ভেদ করিলেন ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ
এই রূপে কৌরব সৈন্যগণকে সমরে বিমুগ্ধ
করিয়া দুর্যোধনকে নিধন করিবার বাস-
নায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । আপ-
নার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দুর্জয় হিড়িম্বা-
তনয়কে মহাবেগে দুর্যোধনভিন্নুখে ধাব-
মান দেখিয়া, তালপ্রমাণ শরাসন সমুদায়
আকর্ষণ ও সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া
তাঁহার অভিন্নুখে গমন-পূর্বক শরৎকালে
মেঘ বৃন্দের পর্বতোপরি বারি বর্ষণের
ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে
লাগিল । মহাবীর ভীমতনয় সৈন্যগণের
শরনিকরে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায়
ব্যথিত হইয়া গুরুড়ের ন্যায় ঝটতি
আকাশমার্গে সমুথিত হইলেন এবং শরৎ-
কালীন জীমূতের ন্যায় দিক্ বিদিক্ প্রতি-
ধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে
আরম্ভ করিলেন ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হিড়িম্বানন্দনের
চীৎকার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে
রুকোদর ! ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি
শ্রুত হইতেছে ; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর
মহারথ দার্ত্তরাত্ত্রগণের সহিত সংগ্রাম
করিতেছে । মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অতি
ভারে আক্লান্ত হইয়াছে ; এ দিকে পিতা-
মহাভীষ্ম ক্রোধভরে পাঞ্চালগণকে সংহার

করিতে গমন করিয়াছেন । হে ভীম !
এক্ষণে এই কার্য্যদ্বয় সমুপস্থিত হইয়াছে ।
ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণের রক্ষার্থ অরাতিকুলের
সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তুমি সহরে
গমন করিয়া সংশয়াপন্ন হিড়িম্বাতনয়কে
রক্ষা কর ।

মহাবীর রুকোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধি-
ষ্ঠিরের আদেশানুসারে সিংহনাদে সমুদায়
ভূপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া পার্শ্বণ
সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন ।
রণদুর্মদ সত্যধৃতি, সৌচিন্দ্ৰি, শ্রেণীমান,
বহুদান, কাশীরাজের পুত্র বিভু, দ্রৌপদী-
তনয়গণ, অভিমন্যু, বিক্রমশালী ক্ষত্রদেব,
ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনুপাধিপতি নীল ঘট্ মহত্স
মাতঙ্গ ও অসংখ্য মৈন্য-সমভিব্যাহারে
ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের
সমীপে গমন-পূর্বক শরজাল বর্ষণ করিয়া
ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।
রণনেমি নির্দোষ ও বীরগণের সিংহনাদে
বহুধরা কম্পিত হইয়া উঠিল । কৌরব-
সৈন্যগণ সেই সমাগত পাণ্ডবসৈন্যের
কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমসেনের ভয়ে
উদ্ভিগ ও বিবর্ণমুগ্ধ হইয়া ঘটোৎকচকে
পরিত্যাগ-পূর্বক প্রত্যারম্ভ হইল ।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম
হইতে লাগিল । ঐ ভীরুজন ভয়াবহ সমরে
মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া
নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক প্রহার
করিতে আরম্ভ করিলেন । উভয় পক্ষীয়
অশারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিগণ
পরস্পরকে আহ্বান-পূর্বক ঘোরতর

সংগ্রাম করিতে লাগিল । ঐ সময় রথনেমি এবং পদাতি, গজ ও অশ্ব সমুদায়ের পদের সংঘর্ষণে ধূম সদৃশ ধূলিপটল সমুথিত হইল । কে আত্মীয়, কে পর কিছুই বোধগম্য হইল না ; পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না । মনুষ্য ও অস্ত্র সমুদায়ের ভীষণ গর্জন প্রেতশব্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল ; মৃত মনুষ্যগণের কেশকলাপ উহার শৈবল ও শাদলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় দেহ হইতে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তর পতন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইল । ফলতঃ তৎকালে বহুদূর কেবল মস্তক-বিহীন নরকলেবর, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্ব সমুদায়ে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল ।

অশ্বগণ অশ্বারোহিণ কৰ্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় হয়ের সহিত মিলিত হইল এবং পরিশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল । নরগণ পরস্পরকে আক্রমণ-পূর্বক ক্রোধসংরক্ত লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্বক পঞ্চ প্রাপ্ত হইল । মহা-মাত্র প্রেরিত মাতঙ্গগণ বিপক্ষ পক্ষীয় পলাকা স্ত্রশোভিত মাতঙ্গ সমূহের অভি-মুখীন হইয়া তাহাদিগের উপর দস্তাঘাত করিতে লাগিল । আহত মাতঙ্গগণ রুধির-চর্চিত হইয়া সবিদ্য জলধরের ন্যায় শোভা দারণ করিল । কোন কোন বারণ

বিপক্ষ পক্ষীয় বারণের দান্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও তোমরাঘাতে ভিন্নকুন্ত হইয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল । কোন কোন ছিন্নশৃণু ও ভিন্নদেহ গজ ছিন্নপক্ষ পক্ষতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল । কোন কোন বিদারিত-পার্শ্ব মত্ত মাতঙ্গ ধাতুস্রাবী ধরাধরের ন্যায় রুধির মোক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । কোন কোন হস্তী নারাচাহত ও কোন কোন হস্তী তোমরবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পক্ষতের ন্যায় ধাবমান হইল । কোন কোন মদাক্ষ মাতঙ্গ ক্রোধভরে রণ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দন করিতে লাগিল । অশ্বগণ বিপক্ষ পক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া চতুর্দিক ব্যাকুলিত করিল । মহাকুল-প্রসূত রথগণ জীবিত-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্বক অসামারণশক্তি প্রকাশ করিয়া ভয়বিহীনের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন । যেমন রাজগণ স্বয়-স্বরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমররস-পরায়ণ বীরগণ স্বর্গ-বা যশোলাভ প্রত্যাশায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । হে মহারাজ ! এই রূপে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কৌরব সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সমরবিমুগ্ধ হইল ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিস্ট চিত্তে

ভীমসেনের প্রতি দাবমান হইলেন এবং অশনিমসপ্রভ কাম্বুক গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে লোমভূমিত স্তম্ভীক্ষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান-পূর্বক ভীমের কাম্বুক ছেদ করিয়া পর্বত-বিদারণ অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীম গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া স্বকণী লেহন করিয়া হেম-চিত্রিত বিচিত্র ধ্বজ অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিতান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া দহনোন্মুগ হতাশনের ন্যায় রোমানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ সত্বরে চীংকার করিয়া দুর্যোধনের প্রতি দাবমান হইলেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া মহারথগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া মহারাজ দুর্যোধনকে রক্ষা কর; ইনি বিপদর্শনে নিমগ্ন হইয়া সংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ সকল ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া জয়লাভাভিলাষে ক্রোধভরে নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বিত্রাসিত ও প্রচণ্ড সিংহনাদ করিয়া দুর্যোধনের প্রতি আগমন করিতেছে। তখন ক্রুপ, ভুরিশ্রবাঃ শল্য, অশ্বখামা, বিবিশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদল এবং অবস্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দাবমান হইয়া রাজ্য দুর্যোধনকে বেষ্টন করিলেন।

অনন্তর কৌরব পাণ্ডবেরা বিংশতি পদ গমন-পূর্বক পরস্পর জিঘাংসা পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কাম্বুক আশ্ফালন পূর্বক যড়িশতি শরে ভীমকে প্রহার করিয়া, বর্ষাকালীন বলাহকের জলধারা দ্বারায় পর্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরনিকরে পুনরায় তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সত্বরে দশ শরে তাঁহার বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ ভীমশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদর্শনে রাজা দুর্যোধন ও অশ্বখামা ক্রোধাবিস্ট হইয়া ভীমের প্রতি দাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই কালান্তকু নমোপগ উভয় বীরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কালদগু সদৃশী গদা-য়মা গদা গ্রহণ-পূর্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধন ও অশ্বখামা গদাপর ভীমকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গধারী গিরিবর কৈলাসের ন্যায় অবলোকন করিয়া সত্বরে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও মহাবেগে তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বরে দাবমান হইয়া তাঁহাকে একান্ত নিপীড়িত করিয়া বক্ষস্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিলেন।

পাণ্ডবদিগের অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ ভীমসেনকে নিতান্ত পীড়িত ও সংশয়াপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সাহায্য

করিবার নিমিত্ত ধারমান হইলেন। ভীষ্মের প্রিয় সখা অনুপাদিপতি নীরদনিভ নীল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্বখামার প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিলেন। মহারাজ নীল অশ্বখামার সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের চুস্পূর্ণ, তেজস্বী, লোকত্রয়-বিত্রাসী, অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রচিন্তিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরবর নীল শরাসন আকর্ষণ করিয়া অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা নীল শরে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধভরে নীল বিনাশে অধ্যবসায়াক্রুত হইলেন এবং অশ্বনিসং-নির্দোষ বিচিত্র কাম্যুক আশ্বালন ও কাম্যার-চিত্রিত সাত ভল্লাস সন্ধান পূর্বক ছয় ভল্ল নীলের চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজ-দণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন নীল সাতশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথো-পক্ষে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ঘটোৎকচ নীলকে বিমোহিত দেখিয়া ক্রোধভরে জ্যোতিবর্গ-সমভিব্যাহারে মহা-বেগে অশ্বখামার প্রতি ধাবমান হইল এবং অন্যান্য রাক্ষসেরাও দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বখামা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া, সত্বরে ধাবমান হইয়া রোষাবিষ্ট চিন্তে ভীমরূপী রাক্ষস-গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহা-কায় ঘটোৎকচ অগ্রবর্তী বীরদিগকে অশ্ব-খামার শরে-সমরে পরাধুত দেখিয়া ক্রোধে

অধীর হইয়া উঠিল এবং অশ্বখামাকে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল।

কৌরবগণ রাক্ষসের মায়া প্রভাবে যুদ্ধে একান্ত পরাধুত হইলেন এবং তাহার শরনিকরে ছিন্নভিন্ন, শোণিতাক্ত ও ভূতলে বিলুপ্ত হইয়া দীনভাবে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, দুর্যোধন শল্য ও অশ্বখামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৌরবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, রথী সকল নিহত ও ভূপালগণ নিপতিত হইলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহিণী নিকৃত হইল। অনন্তর আমি ও ভীষ্ম আমরা উভয়ে সেনাগণকে শিবিরভিগুণে ধাবমান দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্বক কহিলাম, হে সৈন্যগণ! তোমরা স্মৃদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়া-জাল বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু সকলেই একরূপ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না এবং আমাদের বাক্যে সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করিল না। তখন পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও চুঙ্কুভিশব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সূর্যাস্তকালে ছুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্তৃক আপনার সেনাগণ এই রূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল।

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায় ।

অনন্তর রাজা দুর্ব্যোধন ভীষ্ম-সম্মিধানে সমুপস্থিত ও বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদন-পূর্বক বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘটোৎকচের বিজয় ও আপনার পরাজয় রুস্তান্ত আচোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন ; হে পিতামহ ! যেমন পাণ্ডবেরা বাহুদেবের আশ্রয় লইয়াছে, তদ্রূপ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি । আমার একাদশ অর্কোহিণী সেনা আমার সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে ; তথাচ ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া আশাকে সমরে পরাজয় করিল ! যেমন নীরস বৃক্ষ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ আমার সর্বাঙ্গ ক্রোধে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে । আমি আপনার প্রসাদে ও আশ্রয়ে সেই রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করি ; আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ।

তখন মহাবীর ভীষ্ম দুর্ব্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি তোমাকে যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুর্ত্তান করিবে, তাহা শ্রবণ কর ; তুমি সকল অবস্থায় আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে । রাজ-বন্দ্যনুসারে রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা কর্তব্য । আমি দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, শল্য, ভূরিশ্রবাঃ, বিকর্ণ ও দুঃশা-

সন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তোমারই কার্য সাধনোদ্দেশ্যে রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব । অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ একান্তই তোমার হৃদয়তাপ স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংগ্রামে পুরন্দর তুল্য ভূপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে গমন করুন । এই বলিয়া ভীষ্ম সর্ব-সমক্ষে মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন, হে মহারাজ ! পূর্বে যেমন দেবরাজ তারকা-স্বরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি শীঘ্র গমন করিয়া সকল ধনুর্ধরদিগের সমক্ষে যত্ন সহকারে সেই যুদ্ধদুর্মদ রাক্ষসগণকে নিবারণ কর । তোমার অস্ত্রজাল দিব্য ও তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত এবং পূর্বে তুমি অশ্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে ; সুতরাং রাক্ষস ঘটোৎকচ তোমারই প্রতিষেধক । এক্ষণে তুমি সেই বলদৃষ্ট রাক্ষসকে অবিলম্বে বিনাশ কর ।

মহারাজ ভগদত্ত পুত্রনাপতি ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক সুপ্রতীক নামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সত্যযুতি, ক্রতু-দেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীর নিশ্বাস ঘনমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত ভগদত্তের যমরাষ্ট্র-বিশদ্বন্দ-ঘোরতর

যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রথিগণযুক্ত শরনিকর মহাবেগে হস্তী ও রথের উপর নিপতিত হইতে লাগিল । আরোহীদিগের প্রযত্নে সুশিক্ষিত করিকুল ভিন্নগাত্র হইয়াও নিভাঁকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদাক্ত ও ক্রোম-সঙ্কুচিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল । চামরে অলঙ্কৃত প্রাস-ধারী পুরুষে সমাক্রুত অশ্ব সকল আরোহী কর্তৃক চালিত হইয়া নিভাঁকের ন্যায় সম্মুখে সমুপস্থিত হইল । শত শত, সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি সৈন্য কর্তৃক শক্তি ও তোমর সমূহে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল । রথী সকল কর্ণি, নালীক, সায়ক ও রথ দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

তখন ভগদত্ত প্রস্রবণশালী পর্বত-সদৃশ মদপ্রাৰী কুঞ্জরে আরোহণ-পূর্বক চতুর্দিকে শর বর্ষণ করিতে করিতে ঐরাবত-সমাক্রুত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া শরধারা দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে প্ররম্ভ হইলেন ; তৎকালে বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে জলদজাল পর্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে । ভীমসেন রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে সায়ক দ্বারা বিনাশ করিলেন । তদর্শনে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালন করিলেন । করিবর ভগদত্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনিমুক্ত সায়কের

ন্যায় মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল । তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, দশার্ণাধিপতি, ক্ষত্রদেব, চৌদপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ক্রোধাবিক্ত হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই একমাত্র কুঞ্জরকে বেষ্টন করিলেন । তখন সেই হস্তী শরবিক্ত হইয়া রূধিরধারা বর্ষণ করিয়া গৈরিক চিত্রিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্বব শোভা ধারণ করিল ।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্বত-সদৃশ এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন । যেমন তীরভূমি মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক সেই প্রতি-হস্তীকে নিবারণ করিলে দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারণ করিল ; তদর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সৈন্য সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ নাগের প্রতি চতুর্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে উহা তাহার স্ববর্ণখচিত বস্ত্র ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে ভুজঙ্গের প্রবেশের ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিল । দশার্ণাধিপতির হস্তী গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদ ক্ষরণ ও প্রচণ্ড রব পরিত্যাগ-পূর্বক স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল ; বোধ হইল যেন, বায়ু বেগবলে পাদপদল বিমর্দিত করিতে প্ররম্ভ হইয়াছে ।

দশাৰ্ণাধিপতিৰ হস্তী পৰাজিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহাৰথগণ যুদ্ধেৰ নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে পুৰস্কৃত কৰিয়া সিংহনাদ পৰিত্যাগ ও অস্ত্র শস্ত্র বৰ্ণন কৰিতে কৰিতে ভগদত্তেৰ প্ৰতি ধাবমান হইলেন । মহাৰাজ ভগদত্ত সেই সকল রোষপৰবশ বীৰগণেৰ ঘোৰতৰ সিংহনাদ শব্দ শ্ৰবণ কৰিয়া অমৰ্ষভৱে ভয় পৰিত্যাগ-পূৰ্বক স্ত্ৰপ্ৰতীককে প্ৰেৰণ কৰিলেন । কৰিবৰ অক্ষুণ্ণে আহত হইবামাত্ৰ তৎক্ষণাৎ সম্ভৰ্ত্তক অনলেৰ ন্যায় রোষভৱে প্ৰজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও শত সহস্ৰ পদাতি সৈন্য বিমদিত কৰিয়া ধাবমান হইল । তখন হতাশন-সম্ভপ্ত চৰ্ম্মেৰ ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল ।

• ইত্যবসৰে দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন মহাবীৰ ঘটোৎকচ অতি বিকট আকাৰ পৰি-গ্ৰহ কৰিয়া রোষভৱে প্ৰজ্বলিত হইয়া পৰ্বত-বিদাৰণ, ক্ষুলিঙ্গমালাকৰাল এক শূল গ্ৰহণ-পূৰ্বক ভগদত্তেৰ প্ৰতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাৰ হস্তীকে সংহাৰ কৰি-বাৰ ঘিমিত্ত শূল নিক্ষেপ কৰিলে, ভগদত্ত অতি দাৰুণ স্ত্ৰতীক্ষ্ণ অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ বাণ নিক্ষেপ কৰিয়া উহা ছেদন কৰিলেন । শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইবামাত্ৰ দেবৰাজ-বিনিমুক্ত অশনিৰ ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল । পৰে তিনি অনল শিখা সদৃশ স্ত্ৰবৰ্ণদণ্ড শক্তি গ্ৰহণ-পূৰ্বক থাক থাক বলিয়া ৰাক্ষসেৰ উপৰ নিক্ষেপ কৰিলেন, ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলগত বজ্ৰেৰ ন্যায়

শক্তি নিরীক্ষণ পূৰ্বক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া উহা গ্ৰহণ কৰিয়া সিংহনাদ পৰিত্যাগ কৰিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তেৰ সমক্ষেই জানু দ্বাৰা উহা ভগ্ন কৰিয়া ফেলিলেন । উহা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । দেবলোকে দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব ও মহৰ্ষিগণ ৰাক্ষসেৰ এই অদ্ভুত কাৰ্য্য অবলোকন কৰিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন । ভীমসেন-পুৰঃসৰ পাণ্ডবগণ সাধুবাদ প্ৰদান-পূৰ্বক সিংহনাদে রণক্ষেত্ৰ প্ৰতিধ্বনিত কৰিতে লাগিলেন । ভগদত্ত একান্ত ক্ষুণ্ণ পাণ্ডবদিগেৰ সিংহনাদ শ্ৰবণ কৰিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং অশনিসমপ্ৰভ শরাসন বিস্ফাৰণ-পূৰ্বক পাণ্ডবগণেৰ মহা-রথদিগেৰ প্ৰতি তৰ্জন গৰ্জন কৰিয়া অনল-সঙ্কশ স্ত্ৰতীক্ষ্ণ শৰজাল বৰ্ণন কৰিয়া এক বাণে ভীম, নয় শৰে ঘটোৎকচ, তিন বাণে অভিমন্যু ও পাঁচ শৰে কেকয়গণকে বিদ্ধ কৰিলেন । পৰে আকৰ্ণাক্ষুণ্ণ শরাসন-বিনিমুক্ত শৰে ক্ষত্ৰদেবেৰ দক্ষিণ বাহু ভেদ কৰিলে তাঁহাৰ হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ শৰ ও কাম্বুক নিপতিত হইল । পৰিশেষে ভগদত্ত পঞ্চ শৰে দ্ৰৌপদীৰ পঞ্চ পুত্ৰকে প্ৰহাৰ কৰিয়া ক্ৰোধভৱে ভীমেৰ অশ্বগণকে বিনাশ কৰিয়া তিন বাণে তাঁহাৰ সিংহ-লাঞ্ছিত ধ্বজ ছেদন ও অশ্ব তিন বাণে সান্থিকে বিদ্ধ কৰিলেন । ভীমসান্থি বিশোক গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবেশন কৰিল ।

অনন্তৰ মহাবীৰ ভীমসেন গদা গ্ৰহণ-পূৰ্বক রথ হইতে অবতীৰ্ণ হইয়া মহাবেগে

গমন করিতে লাগিলেন । তখন কৌরবগণ মশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন । সে স্থানে পিতা পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের সহিত সমর করিতেছেন, মহাবীর অর্জুন চতুর্দিকে শক্রগণকে বিনাশ করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে রাজা দুর্যোধন সহরে রণমাতঙ্গ-সমাকীর্ণ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন । মহাবীর অর্জুন সেই সকল কৌরব সৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন । মহারাজ ভগদত্ত স্বীয় হস্তী দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বিমর্দিত করিয়া দশরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন । তখন উদ্যাতযুদ্ধ পাঞ্চাল, দ্রুপদ ও কেকয়গণের সহিত ভগদত্তের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । এই অবসরে ভীমসেন কৃষ্ণ ও অর্জুন সন্নিধানে ইরাবানের বধবৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন ।

সপ্তমবতীতম অধ্যায় ।

মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র ইরাবানের নিধন বার্তা শ্রবণে বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাহুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন ! মহামতি বিদ্রর পূর্বেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই মহাভয়ের

বিসয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন । দেখ, কৌরবগণ আমাদের পক্ষীয় বহুসংখ্য বীরকে ও আমরা কৌরবদিগকে সংহার করিয়াছি ; অতএব অর্থের নিগিতই লোকে দুষ্কর্ম করিয়া থাকে ; আমরাও সেই অর্থের নিগিত এই জ্ঞাতিবধরূপ অতি কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; অর্থে ধিক্ ! ধনহীন ব্যক্তির জ্ঞাতিবধ দ্বারা অর্থোপার্জন করা অপেক্ষা যত্নাই শ্রেয়ঃ । হে কৃষ্ণ ! এই সমাগত জ্ঞাতী সমুদায়কে সংহার করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে ? দুরাত্মা দুর্যোধন ও শকুনির অপরাধ এবং কার্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইতেছেন । এক্ষণে বুঝিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্বে দুর্যোধনের নিকট রাজ্যার্ক বাৎসর্য গ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন । কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তৎকালে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রাৰ্থনায় সম্মত হয় নাই । এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়গণকে ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া আপনাকে সাতিশয় নিন্দা করিতেছি ; ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্ ! আমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই ; কিন্তু আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন, এই হেতু অগত্যা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি । অতএব হে কৃষ্ণ ! তুমি সহরে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যভিষখে অশ্ব সঞ্চালন কর ; আমি ভূজ দ্বারা সমর-লাগর উত্তীর্ণ হইব । আমি ক্রীষের ত্যাগ স্থখ কাল ক্ষেপ করা কর্তব্য নয় ।

অরাতিনিপাতন মহাত্মা মধুসূদন অর্জু-

নের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগগামী শ্বেত-
বর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন।
তখন কৌরবসৈন্যগণে বায়ুবেগোদ্ধত
পার্কণ পয়োনিধির শব্দের ন্যায় মহাকোলা-
হল সমুথিত হইল। অপরাহ্নে পাণ্ডব-
গণের সহিত ভীমের তুমুল সংগ্রাম হইতে
লাগিল। বয়ুগণ যেমন বাসবকে পরি-
বেষ্টন করেন, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণা-
চার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমের প্রতি
ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুন্দন
ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের
অভিमुखে, হৃদিক্য ও বাহ্লিক সাত্যকির
অভিमुखে ভূপতি অশ্বষ্ঠক অভিমন্যুর অভি-
मुखে এবং অন্যান্য মহারথগণ অন্যান্য
মহারথগণের অভিमुखে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম
হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্র-
গণকে নিরাক্ষণ করিয়া ক্রোধে হত হতা-
শনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।
বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেমন বারিধারায়
পর্বত আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
শরনিকরে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে
লাগিলেন। শাদ্দুলের ন্যায় বেগবান
মহাবীর বৃকোদর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরনিকরে
সমাচ্ছাদিত হইয়া স্বকণী লেহন করিয়া
স্বতীক্স ক্ষুরশ্র নিক্ষেপ-পূর্বক ব্যূড়োরক্ষকে
নিপাত্তিত করিবামাত্র তিনি গতজীবিত
হইলেন। পরে এক কৃতপান স্রুশাগিত
ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে সংহার করিয়া সত্তরে
অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপর স্রুশাগিত
কৃতপান শরনিকর নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন। ভীমসেনপ্রেরিত ভীম
সায়কনিচয় আপনীর পুত্র অনাধ্বম্য, কুণ্ড
ভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, স্রুভা
ও কনকধ্বজকে রণ হইতে নিপাত্তিত
করিল। উঁহারা ভীমের শরে ভূতলশায়ী
হইয়া ধরানিপতিত পুষ্পিত সহকার তরুর
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন
অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ
কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন
করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করি-
তেছেন দেখিয়া মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহার
উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণ কর্তৃক
নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার
করিয়া অদ্রুত পৌরুষ প্রকাশ করিলেন।
রুম যেমন গগন হইতে নিপতিত বারিধা
অনায়াসে সহ্য করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীম-
সেন অক্লেশে দ্রোণবিমুক্ত শরনিকর সঞ্চ
করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক
কালে দ্রোণকে নিবারণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে
বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, সমুদায়
লোক বিস্ময়াব্বিত হইল। মহাবল পরা,
ক্রান্ত বৃকোদর যুগমধ্যচারী ব্যাত্রের ন্যায়
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগি-
লেন এবং পশুগণমুল্যস্থ বৃক যেমন পশু-
গণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে
বিদ্রাবিত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, ভগ-
দত্ত ও কৃপ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে
লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বাণ দ্বারা
উক্ত বীরগণের বাণ নিরাকৃত করিয়া

কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিশ্রুত অশ্বষ্ঠকের রথ ভগ্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বষ্ঠ মহাত্মা অভিমন্যুর শরে ভগ্নরথ ও নিতান্ত আহত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ-পূর্বক মর্ত্রীড় চিত্তে অর্জুনতনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া হৃদ্বিকোর রথে সর্গাকৃৎ হইলেন। অরাতিকুল-নিপাতন সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু অনায়াসে সেই অশ্বষ্ঠবিনুক্ত খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে মহারাজ ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ কৌরব সৈন্যগণকে ও কৌরব পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে দৃঢ়তর প্রহার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি, জাম্বু, তল, নিস্ত্রিংশ ও বাহু প্রহারে পরস্পর যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিলেন। বিপক্ষপক্ষের শরনিকরে যোদ্ধগণের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। রণনিহত বৃদ্ধিদিগের ভূতলে নিপতিত হেমপৃষ্ঠ শরাসন, মহাহী তুগীর ও তৈলমার্জিত রক্ততপুড়া সাযকনিচয় নির্মোকনিগুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাস্রনে অসংখ্য, হস্তিদন্তবিনির্মিত মুষ্টি দ্বারা বিভূ-

ষিত স্বর্ণমণ্ডিত খড়্গা, স্বর্ণচিত্রিত চন্দ্র, স্বর্ণময় প্রাস, স্বর্ণবিভূষিত পট্টিশ, স্বর্ণময় যষ্টি, স্বর্ণসমুজ্জ্বল শক্তি, অত্যাংকুট বর্গা, গুরুতর মুঘল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, বহুবিধ বিচিত্রকঙ্কল, চামর ও ব্যজন সমুদয় নিপতিত হইল। সমরনিহত মহারণগণ নানাবিধ শস্ত্র হস্তে ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য গদামখিতগাত্র, মুঘলনিভিন্ন-মস্তক এবং গজ, বাজি ও রথের সংঘর্ষে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অসংখ্য অশ্ব, মনুষ্য ও গজ নিপতিত থাকাতে সমরাস্রন পর্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহময় কুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতশ্রী ও শস্ত্রনিহত নরকলেবরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল। নিঃশব্দ, অল্পশব্দ ও শোণিতপরিপ্লুত গতাস্থ প্রাণিগণ, সকেয়ুর চন্দনসমুজ্জিত বাহু সকল, হস্তিহস্তোপগ উরু সমুদায় এবং চূড়ামণি বিভূষিত, কুণ্ডল-সুশোভিত মস্তক সকল নিপতিত থাকাতে সমরক্ষেত্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। শোণিতলিপ্ত কাঞ্চনময় কবচ সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সমরাস্রন হতাশনসমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বর্ণপুষ্প শর, শরাসন, তুগীর, কিঙ্কণীজাল জড়িত ভগ্ন রথ, অশোণিত অস্ত্রজিহ্ন নিহত অশ্ব, অনুকর্ষ, পতাকা, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজ ও অস্ত্রহস্ত শয়ান

মাতঙ্গ সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকিতে রণভূমি নানালঙ্কার ভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসবিদ্ধ মাতঙ্গ-গণ গাঢ় বেদনাভিভূত হইয়া সীংকার ও শৃঙাশ্ফালন করাতে সংগ্রামস্থল স্যন্দমান পর্কসিতে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নানাবর্ণ কস্থল, করিগণের চিত্রকস্থল, বৈদূর্য্য মণিনির্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, গজঘণ্টা, রাক্ষব, বিপাটিত চিত্রকস্থল, বিচিত্র গ্রেবেয়, স্তবর্ণনির্মিত কক্ষা, বহুধা বিচ্ছন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, অশ্বখুরো-
থিত ধূলি-ধূসরিত বহুং ছত্র, বর্গ, গাদি-
গণের অঙ্গদগনাত ছিন্ন ভূজ, বিগল স্ততীক্ষ
প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীয়, স্তবর্ণময় অর্দ্ধ-
চন্দ্র, অশ্বগণের মর্দিত চিত্রকস্থল ও রাক্ষব,
ভূপতিগণের বিচিত্র চূড়ামণি, চামর ও বীর-
গণের চারু চন্দ্রদ্যুতি, দিব্য কুণ্ডল বিভূষিত
শাশ্রুসমবেত মস্তক সমুদায় চতুর্দিকে
বিকীর্ণ থাকিতে রণস্থল গ্রহনক্ষত্র সুশো-
ভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ
করিল।

হে মহারাজ! সেই উভয় পক্ষীয় সেনা-
গণ ঈরস্পর সংগ্রাম করিয়া এই রূপে
নিহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ
শ্রান্ত ও ভয় হইতে লাগিল। ঘোরতর
রক্তনী সমুপস্থিত হইল; রণস্থল অদৃশ্য
হইয়া উঠিল; তখন কোঁরব ও পাণ্ডবগণ
অবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন-পূর্ব্বক
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতীতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর শিবিরমধ্যে মহা-
রাজ দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ
একত্র হইয়া কিরূপে মসৈন্য পাণ্ডবগণকে
পরাজয় করিবেন, তাহার মন্ত্রণা করিতে
লাগিলেন। দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির
মন্ত্রোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ!
দ্রোণ, ভীষ্ম, ভীষ্ম, কৃপ ও শল্য
সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে সমর্থ
হইতেছেন না; ইহার কারণ কি, আমি
কিছুই বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ
জীবিত থাকিয়া অনায়াসে আমাদের সৈন্য-
গণকে সংহার করিতেছে। আমি বলহীন;
শত্রুবিহীন ও পরাভূত হইতেছি। বোধ
হয়, পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব
তাহাদিগকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজয়
করিব, আমার এই মহাসংশয় সমুপস্থিত
হইয়াছে।

মহাবীর কর্ণ দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণা-
নন্তর কহিতে লাগিলেন, হে ভরতবংশা-
বতঃস! শোক করিবেন না; আমি আপ-
নার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। শান্তনুতনয়
ভীষ্ম সহরে এই মহাসমর হইতে অপস্থত
হউন। আমি শপথ করিতেছি যে, শান্তনু-
তনয় শত্রু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত
হইলে, আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদায় পাণ্ডব
ও সৌমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম
সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া
থাকেন; তিনি ঐ মহারণগণকে পরাজয়
করিতে সমর্থ নন। শান্তনুতনয় কেবল

রণাভিমানী ও রণপ্রিয়; তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই; স্তবরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। অতএব আপনি সত্বরে ভীষ্মের শিবিরে গমন-পূর্বক তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অতি শীঘ্রই স্তম্ভদ্বান্ববগণ-সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে সংকর্তৃক নিহত দেখিবেন।

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্যোধন কর্ণকর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! সত্বরে অনুগামীগণকে স্তম্ভজীভূত হইতে আদেশ কর; যেন বিলম্ব না হয়। পরে কর্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন! আমি শীঘ্রই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি। ত্রীশ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে, তুমি অনায়াসে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।

মহারাজ দুর্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া দেবগণে পরিবৃত শতক্রতুর ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সত্বরে বহির্গত হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন আবলম্বে তাঁহাকে অশ্বে আরোহিত করিলেন। তখন সিংহগামী মহাবীর দুর্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত, ভাণ্ডী পুষ্পবর্ণ ও স্তবর্ণপ্রভ স্তম্ভকি চন্দনে অনুলিপ্ত, নির্মল বসনে সজ্জিত হইয়া বিমলকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ-পূর্বক ভীষ্মের শিবিরভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বলোক-ধনুর্ধর মহাবীরগণ তাঁহার অনুগামী

হইলেন। দেবগণ যেমন বাসবের চতুর্দিকে গমন করেন, তদ্রূপ, দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বারথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। স্তম্ভদ্বান্ব গণ রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

মহাবীর দুর্যোধন কৌরবগণ কর্তৃক পূজিত, সৌদরগণে পরিবৃত এবং মাগধ ও সূতগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া, হস্তিস্তোম্য সর্ষপশক্রানিবর্হণ পৌনর্দক্ষিণ বাহু সংবরণ অনুগতগণের অঞ্জলি গ্রহণ, নানা আদেশ-বাসী লোকদিগের বাক্য শ্রবণ ও স্তাবকদিগের পুরস্কার কবিয়া শান্তনুতনয়ের শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈল পরিপূরিত প্রস্তুত কাঞ্চনময় প্রদীপ সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দিকে ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্যোধন সেই সমুদায় কাঞ্চনময় প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহ পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্মীম-ভূষিত বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ঝর শব্দে জনতা নিবারণ-পূর্বক চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ-পূর্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্বক সর্বতোদ্রু মহার্হ আস্তরণ কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়া কৃতাজলিপুটে সান্দ্রলোচনে বাষ্প গদ গদ স্বরে কহিতে লাগি-

লেন, হে অরতিনিপাতন ! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকেও সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব হে গাঙ্গেয় ! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। আমি সমুদায় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও কুরুগণকে সংহার করিব। আপনি সমরে পাণ্ডব ও সোমকগণকে নিধন করিয়া আপনার সত্য প্রতিপালন করুন। হে মহাত্মন ! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি ঘৃণা ভাব বশতঃ অথবা আমার মন্দ ভাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাধীন হন, তকে সমরদুর্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন ; তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। কুরুরাজ দুর্যোধন ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মকে এই মাত্র বলিয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলেন।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

এই রূপে মহাত্মা ভীষ্ম মন্ত্রশলাকাবদ্ধ নিশ্চিন্ত অঙ্গগরের ন্যায় রাজা দুর্যোধন কর্তৃক বাক্যশলাকা দ্বারা সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্যোধনকে কিছুমাত্র প্রিয় কথা कहিলেন না ; কিন্তু রোষাবেশ প্রভাবে নিমীলিত নেত্রে বহুকণ চিন্তা করিয়া হ্রাস্তর গন্ধর্ব্ব সহকৃত দেবলোককে কোপানলে দগ্ধ করিয়াই যেম লোচনদ্বয় উন্মীলন-পূর্বক শাস্ত্র ভাবে

কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আমি যথাসক্তি যত্ববান্ ও প্রাণ রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি ; তথাচ তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? যখন পাণ্ডবগণ খাণ্ডব দাহে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বল-পূর্বক তোমাকে হরণ এবং সূতপুত্র কর্ণও তোমার সহোদরগণ পলায়ন করিলে যখন কেবল ভীমসেন তোমাকে মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন বিরাট নগরে মহাবীর অর্জুন একাকী আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি ক্রোধাবিক্ত দ্রোণ ও আমাকে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি গোপন অপহরণ সময়ে অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজয় করিয়াছেন এবং পুরুষাভিমानी কর্ণকে জয় করিয়া উত্তরাকে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তিনি যখন দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুর্জয় নিবাতকবচগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্বগোপ্তা বায়ুদেব বাঁহার রক্ষক, সেই অর্জুনকে কে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়।

নাগদ প্রভৃতি দেবসিগণ বারংবার कहিয়া-
ছেন, বাত্সদেব অনন্তশক্তি, সৃষ্টিসংহার-
কারী, সর্বেশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও
সনাতন।

হে মহারাজ ! মোহ প্রভাবে তুমি
বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছ।
যেমন মূমূর্ষু ব্যক্তি সকল রক্ষকে স্ববর্ণময়
নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমিও সমস্ত বিপ-
ন্নীত দেখিতেছ। আজি দেখিব, তুমি
পুরুষকার প্রদর্শন-পূর্বক পাণ্ডব ও শৃঙ্খ-
গণের সহিত বৈরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া
কিরূপে যুদ্ধ কর। আমি শিখণ্ডীকে
পরিত্যাগ করিয়া সমাগত সমস্ত পাঞ্চাল ও
সোমকদিগকে বিনাশ করিব। হয় আমি
তাহাদিগের শরনিকরে নিহত হইয়া শমন-
সদনে গমন করিব; নয় তাহাদিগকে
ধিনাশ করিয়া তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করিব।
শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন
হুইয়াছিল; পরে বরপ্রভাবে পুরুষরূপ লাভ
করিয়াছে। বিধাতা যখন তাহাকে সর্ব
প্রথমে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন
তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে
হইবে; অতএব আমি প্রাণান্তেও তাহাকে
বধ করিব না। এক্ষণে তুমি, স্ত্রুথে নিদ্রা
যাও; আমি কল্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।
হে মহারাজ ! যত দিন এই পৃথিবী
থাকিবে, তত দিন লোকে আগার এই
মহাযুদ্ধ কীর্তন করিবে, তাহার সন্দেহ
নাই।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন ভীষ্মকে
অভিবাদন ও বিদায় গ্রহণ-পূর্বক স্বশিবিরে

প্রবেশ করিয়া রজনী অতিবাহিত করি-
লেন। প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে
গাত্রোত্থান-পূর্বক ভূপালগণকে সেনা
সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন,
ভূপালগণ ! আজি মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধ-
বিষ্ট হইয়া সমুদায় সোমকদিগকে বিনষ্ট
করিবেন।

ভীষ্ম দুর্যোধনের নিশাকালীন বহুবিধ
বিলাপ বাক্য শ্রবণ-পূর্বক উহা আপনার
ভৎসন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাতিশয়
দুঃখিত হইলেন এবং পরাধীনতার বিবিধ
নিন্দা করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার
আভিলাষে বহু ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগি-
লেন। মহারাজ দুর্যোধন, ভীষ্ম যাহা
চিন্তা করিতেছেন তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম
করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন !
তুমি ভীষ্মরক্ষক রথ সকল অবিলম্বে সুস-
জ্জিত এবং দ্বাবিংশতি অনীক প্রেরণ কর।
আমরা যে সসৈন্যে পাণ্ডবগণের বধ ও
রাজ্য প্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় বহু বৎসরা-
বধি চিন্তা করিতেছি, তাহাই উপস্থিত
হইয়াছে। এক্ষণে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা
করাই আমাদের প্রধান কার্য; ইনি সুর-
ক্ষিত হইয়া আমাদের সাহায্য ও পাণ্ডব-
গণকে বিনাশ করিবেন। ইনি कहিয়া-
ছেন, আমি শিখণ্ডীকে কদাচ বধ করিব
না। সে প্রথমে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়া-
ছিল; এই নিমিত্ত আমি সমরক্ষেত্রে
উহাকে পরিত্যাগ করিব; ইহা প্রসিদ্ধই
আছে যে, আমি পূর্বে পিতার প্রিয় কার্য
অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় প্রবৃত্ত রাজ্য ও

মহিলা সকল পরিত্যাগ করিয়াছিল। সত্যই কহিতেছি, আমি স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে উদ্যোগ সময়ে কহিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব পুরুষ; সে অগ্রে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ পুরুষত লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহার সম্মুখে কখনই শর নিক্ষেপ করিব না; কিন্তু পশুও পক্ষীয় অন্যান্য জ্যাভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিব; তাহার সন্দেহ নাই। হে দুঃশাসন! মহাবীর ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব সর্ব প্রকারে ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য। রক ও অরণ্যানীমধ্যে অরক্ষিত সিংহকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব এক্ষণে রক-স্বরূপ শিখণ্ডী যেন পিতামহকে সংহার করিতে না পারে। মাতুল শকুনি, শল্য, কূপ, দ্রোণ ও বিবিশতি ইহারা সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করুন; ইনি অরক্ষিত হইলে আমাদের জয় লাভ হইবে; তাহার কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর সকলে রথ সমূহে ভীষ্মের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করিলেন। আপনাদি আত্মজগণ ভুলোক ও দ্যুলোক বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে বেষ্টন-পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। রথী সকল। স্নানিয়মে পরিচালিত করি সৈন্যের সহিত ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিলেন। যেমন সুরাসুরসংগ্রাম-কালে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন,

তদ্রূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিয়া অবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! যুধামন্যু অর্জুনের বাম চক্র ও উত্তমোজাঃ দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছেন ইহারা অর্জুনের রক্ষক; অর্জুন শিখণ্ডীর রক্ষক। এক্ষণে শিখণ্ডী অর্জুন কর্তৃক অরক্ষিত হইয়া আমাদের অনবস্থান কালে ভীষ্মকে যাহাতে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর। তখন দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে লইয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। অনন্তর অর্জুন ভীষ্মকে রথিগণে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া ধ্বস্ত-দ্যাক্ষকে কহিলেন, হে পাণ্ডালতনয়! তুমি আজ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে স্থাপন কর; আমি সন্ধ্যা তাঁহাকে রক্ষা করিব।

শততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর শান্তনুতনয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া সন্ধ্যা সর্বতোভদ্র বাহু নিষ্কাশন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কূপ, কৃতবন্থা, শৈব্য, শকুনি, শিকুরাজ, কাশ্যোজাধিপতি অদক্ষিণ, ভীষ্ম ও ধর্মরাষ্ট্রগণ এই বাহুর মুখে, মহাবীর দ্রোণ, ভূরিপ্রবাহ, শল্য ও ভগদত্ত কবচ ধারণ-পূর্বক এই বাহুর দক্ষিণ পক্ষে, মহারথ অশ্বখামা, সোমদত্ত, অবন্তি, দৌশীয, বিন্দ ও অনুবিন্দ মহতা সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষে, মহারাজ দুর্যোধন ত্রিগর্ভগুণ সমভিব্যাহারে উহার মধ্যভাগে এবং রথিগণ অলম্বন ও মহারথ

প্রত্যয়ঃ কবচ পরিধান-পূর্বক ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! আপনার পক্ষীয় বর্ষধারী বীরগণ এই রূপে সেই মহাব্যূহ নিৰ্মাণ করিয়া তপনশীল হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনাদের মহাব্যূহস্থ মর্ষ সৈন্যের অগ্র ভাগে এবং মহারথ দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, বীর্ঘ্যাবান কুন্তিভোজ, মহাধনুর্ধর অভিমন্যু, মহাবল ক্রপদ ও কেকয় দেশীয় পক্ষ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ বন্য পরিধান-পূর্বক ঐ ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ দুৰ্জয় মহাব্যূহ নিৰ্মাণ পূর্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন সমরোৎসাহী কৌরব পক্ষীয় কুপালগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পাণ্ডব-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরাও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, করিকুলের চীৎকার এবং ক্রকচ, গোবিশাগিক, ভেরী, যুদ্ধঙ্গ ও পণবের ধ্বনি আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ সিংহনাদ, বীরনাদ এবং ভেরী, যুদ্ধঙ্গ, শব্দ ও ছন্দুভি ধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থ কৌরবগণের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও ক্রুদ্ধচিত্তে প্রতিবাদ করিয়া সহসা পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য

সমবেত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইল ; পক্ষিগণ ঘোর নিনাদ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; বিমলোদিত সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইল ; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ; অশিবসূচক শিবাগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল ; চতুর্দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; পাণ্ডব রুষ্টি ও রাধিরমিগ্নিত অস্থি রুষ্টি হইতে লাগিল ; বাহনগণ চিন্তামিত মর্মে বাষ্প মোক্ষণ ও বারংবার মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল ; অকস্মাৎ অন্তর্হিত পুরুষাদ রাক্ষসগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল ; গোমায়ু ও কাঁক সকল চতুর্দিকে ধাবমান হইল ; কুকুরগণ বিবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাভয়-সূচক প্রজ্বলিত মহোদ্ধা সকল সূর্য্যের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ ! সেই ভয়ঙ্কর অশিব সময়ে নরেন্দ্র নাগ অশ্ব সমাকুল কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ুবেগ কম্পিত বনরাজির ন্যায় শব্দ ও যুদ্ধশব্দে কম্পিত হইয়া বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্যোষ করিতে আরম্ভ করিল।

একাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্ ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আক্রোহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী বারিদ-

পটলের ন্যায় শরনিকর বর্ণন করিয়া চূর্বো-
ধনের সৈন্যভিমুখে ধাবমান হইলেন।
কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সেই অক্ষয় সৈন্য-
মধ্যে প্রবিষ্ট অরাতিনিসূদন অর্জুনতনয়কে
কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন
না। অভিমন্যুবিমুক্ত শত্রুবিবীশন শর-
সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীর-
গণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। সমর-
বিশারদ অর্জুননন্দন ক্রোধভরে যমদণ্ডে-
পম, প্রজ্বলিত আশীবম সদৃশ শরনিকর
নিষ্ক্ষেপ-পূর্বক রথ সমবেত রথী, হয় সম-
বেত হয়ারোহী ও গজ সমবেত গজারোহি
গণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তখন
মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কণ্ঠের
প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়ু
যেমন আকাশে তুলুনাশি পরিচালিত করে,
মহাবীর অর্জুনতনয় তদ্রূপ কৌরব সৈন্য-
গণকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়
কোন ব্যক্তিই মহাপক্ষে নিগম করিকুল-
সদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত কৌরব সৈন্য-
গণকে পরিভ্রাণ করিতে সমর্থ হইল না।
মহাবীর অর্জুনতনয় অনায়াসে সেই সমুদায়
সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত
বিধুম হতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গকুল যেমন
অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না,
তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর প্রতাপ
সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ
অর্জুনতনয় শত্রুগণকে প্রহার করিয়া সবজ-
বাসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।
তাঁহার হেমপৃষ্ঠ শরাসন বারিদপটলে বির-

জ্বিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।
নিশিত কৃতপান শর সমুদায় প্রফুল্ল পাদপ-
রাজি হইতে নিপতিত ভ্রমর পাংক্তির ন্যায়
ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর
সুভদ্রানন্দন কাঞ্চনময় রণে আরোহণ-
পূর্বক মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ
করিলে, কেহই তাঁহার গতি বিচ্ছেদ বোধ
করিতে পারিল না। ঐ মহাবীর কৃপ,
দ্রোণ, অন্ত্যামা ও সিন্ধুরাজকে বিমোহিত
করিয়া দ্রুত বেগে বিচরণ করিতে লাগি-
লেন। তাঁহার গণ্ডলাকার শরাসন সূর্য্য-
মণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বীরগণ মহাবীর অভিমন্যুর অদ্ভুত
কন্ম নিরীক্ষণ করিয়া এই সংসারে দুই জন
অর্জুন আছেন বলিয়া বোধ করিতে লাগি-
লেন। হে মহারাজ! সেই মহতী কৌরব
সেনা মহাবীর অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত
হইয়া মদমত্ত কাগিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে
লাগিল। রণভূমদ অর্জুনপুত্র সেই সৈন্য-
গণকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিক-
ম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী সুররাজ পুরন্দরের
ন্যায় সুহৃদগণকে আনন্দিত করিলেন।
কৌরব সৈন্যগণ অর্জুনতনয় কর্তৃক বিদ্রা-
বিত হইয়া পর্জন্ত্যনিদাদ সম গভীর স্বরে
অর্ন্তনাদ করিতে লাগিল।

কুরুরাজ চূর্বোধন বায়ুবেগ পরিচালিত
সাগর গর্জন সদৃশ কৌরব সৈন্যনির্দোষ
ক্রমে ধাব্যশ্রুতনয় শাকস অলক্ষ্যকে
আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, হে সর্ববিদ্যা-
বিশারদ শাকসসত্তম! মহাবীর অর্জুনতনয়
দ্বিতীয় অর্জুনের ন্যায়, দেব সৈন্যবিদ্রাবী

ব্রতাস্বরের ন্যায় একাকী কৌরব সৈন্য-
গণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। তুমি
ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিবার উপায়া-
স্তর নাই; অতএব তুমি সত্বরে গমন
করিয়া অর্জুনতনয়কে পরাজয় কর।
আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমবেত
হইয়া অর্জুনকে সংহার করিব।

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ দুর্ব্যোধনের আজ্ঞা-
নুসারে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গস্তীর
ধ্বনি করিতে করিতে অভিমুখ্যর অভিমুখে
ধাবমান হইল। পাণ্ডব সৈন্যগণ অলম্বু-
ষের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া বাতো-
দ্ধৃত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দিকে বিচলিত
হইতে লাগিল। অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ-
পূর্বক ধরণীতলে নিপতিত হইল। ঐ
সময় রথস্থ মহাবীর অর্জুনতনয় শর-
সর্গ গ্রহণপূর্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে
সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে
লাগিলেন।

মহাবীর অলম্বুষ অর্জুনতনয়কে সন্দ-
র্শনপূর্বক ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার
অনতিদূরাস্থিত সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিয়া,
বলাভর যেমন দেবসেনার পশ্চাৎ ধাবমান
হইয়াছিল, তদ্রূপ-পাণ্ডব সৈন্যগণের উপর
শরানিকর নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইল। এই রূপে সেই ঘোর-
রূপী রাক্ষস পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক সহস্র
সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য-
গণকে বিদ্রাবিত ও বিমদ্বিত করিতে
লাগিল। সৈন্যগণ তাঁহার শব্দে নিতান্ত
আতঙ্কিত হইয়া ভীত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন

করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণ অলম্বুষ
পদ্মবনপ্রমাখী কুঞ্জরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য-
গণকে বিনষ্ট করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত
দ্রৌপদীতনয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল।
মহাবীর দ্রৌপদেয়গণ রাক্ষস সন্দর্শনে
সাতিশয় ক্রুদ্ধ চিত্তে, সূর্যের প্রতি ধাবমান
পাঁচ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান
হইয়া, যুগক্ষয় সময়ে পাঁচ গ্রহ যেমন
চন্দ্রকে নিপীড়িত করে তদ্রূপ তাঁহাকে
নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর
প্রতিবিদ্য অলম্বুষের উপর অকুণ্ঠিতাগ্র
লৌহময় শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করি-
লেন। অলম্বুষ সেই সমুদায় তীক্ষ্ণ শস্ত্রে
ছিদ্রকবচ হইয়া সূর্য্যকিরণরাজিত জলধুর-
পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।
দ্রৌপদীনন্দনানিমুক্ত স্বর্ণবিভূষিত শর-
জাল গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ
অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সমবেত
হইয়া স্বর্ণবিভূষিত সায়ক সমুদায় দ্বারা
অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহা-
বীর অলম্বুষ ক্রুদ্ধ আশ্রয়িত সদৃশ সেই
সমুদায় ঘোর সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয়
ক্রোধাবিষ্ট ও অবিলম্বে মূচ্ছিত হইল।
পরে ক্ষণ কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ
করিয়া পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত
হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের বাণ, ধ্বজ ও
শরাসন সমুদায় ছেদনপূর্বক যেন রথमध्ये
নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদের প্রত্যেক
কে পাঁচ পাচ বাণে বিদ্ধ করিল এবং তাঁহা-
দের অস্ত্র ও সারণিদিগকে সংহার করিয়া

বহুবিশ নিশিত শরে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচর এইরূপে দ্রোপদীতনয়গণকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের নিধনেচ্ছায় মহাবেগে ধাবমান হইল ।

এ সময় মহাবীর অর্জুননন্দন অভি-
মন্যু, দুরাত্মা রাক্ষস দ্রোপদীতনয়গণকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া সত্বরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন মহাবীর অভিমন্যুর সহিত অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ বৃত্তি বাসব সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন । এই কালানল সদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধসংরক্ত লোচনে পরস্পর অবেক্ষণ করিলেন । পূর্বে দেবাসুরসংগ্রামে শত্রু ও সশ্বরের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল ; এই দুই মহাবীরের সমরও সেই রূপ হইয়া উঠিল ।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর অভিমন্যু মহারথ সকলকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিল ? অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন ? ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ? এবং অর্জুনই বা আমাদের সৈন্যগণের কি করিলেন ? তুমি তাহা অনুপূর্বিক কীৰ্ত্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অলম্বুষ

ও অভিমন্যুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ; অর্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষ মহাবীরগণ নিভাঁকের ন্যায় যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রবণ করুন । মহাবল পরাক্রান্ত অলম্বুষ সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক থাক থাক বলিয়া মহাবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল । অভিমন্যুও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী রাক্ষস অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । পরে দিব্যাস্ত্রবেত্তা রথিপ্রষ্ঠ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিপ্রধান রাক্ষস উভয়ে দেবদানবের ন্যায় সত্বরে সমাগত হইলেন । অনন্তর অভিমন্যু শাণিত তিন সায়কে রীকুমকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন । যেমন তোদনদণ্ডে মাতঙ্গকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্ৰকারী অলম্বুষও ক্রোধান্বিত হইয়া নয় শরে মহাবেগে অভিমন্যুর হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিয়া শর সঙ্ক্ষে তাঁহাকে নিপীড়িত করিল । অভিমন্যু রোষপরবশ হইয়া শাণিত নয় শরে রাক্ষসের হৃদয় বিদ্ধ করিলে এই সমস্ত শর মগ্ন ভেদ করিয়া তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল । রাক্ষস শরানিকরে ভিন্নকলেবর হইয়া কুসুম সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষ সংস্তাৰ্ণ পর্বতের ম্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই স্রবণপুষ্প শর সমুদায় ধারণ করিয়া জ্বালাসীনাথ শৈলের ম্যায় অপর্ব শ্রী ধারণ করিল ।

অনন্তর অলম্বুষ রোমাবিষ্ট হইয়া, মহেন্দ্রপ্রতিম অভিমন্যুকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষস নিষ্কিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত বাণ সকল অভিমন্যুর দেহ ভেদ করিয়া ধরাতে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যু-বিনিম্বুক্ত কনকভূষিত শরনিকরণ অংশুমের শরীর ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যেমন দেবরাজ ময়দানবকে রণে পরাভূত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিমন্যু শরজালে রাক্ষসকে বিমূখ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস মহীয়সী তামসী মায়া আবিষ্কৃত করিলে সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু কি আত্মীয় কি পর কেহই কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবীর অভিমন্যু সেই ঘোরতর অন্ধকার অনলোকন করিয়া অতি ভাস্বর সৌর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া তিরোহিত ও সমুদায় জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ মায়াশূন্য ও শরজালে একান্ত আহত হইয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কূটযোদ্ধা অলম্বুষ পরাজিত হইলে, অভিমন্যু কৌরব সেনাদিগকে বিমর্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বোধ হইল যে, মদাক্ষ বশ্য মাতঙ্গ কমলদল মর্দন করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরনিকরে অভিমন্যুকে

সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ দার্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক্ হইতে শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পরাক্রমে অর্জুন তুল্য, বলবীৰ্য্যে বাস্তদেব সদৃশ মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের অনুরূপ বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীৰ্য্য অর্জুন কৌরব সেনা বিনাশ করিতে অভিমন্যুর নিকট গমন করিলেন। যেমন রাহু দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীষ্ম অর্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার আশ্রয়গণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পরিবৃত্ত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের সম্মুখবর্তী পার্শ্বকে পঞ্চবিংশতি সায়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শাদ্দল কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কৃপ কোপ পরতস্ত্র হইয়া সত্বরে নয় শরে সাত্যকির হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিলে, সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক গৌতমান্তকর এক ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বখামা সেই শক্রাশনি সম শরকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন যেমন নভোমণ্ডলে রাহু শশাঙ্কের

প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সাত্যকি কৃপা-
চার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বখামার প্রতি
ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বখামা তাঁহার
কাম্পক ছেদন করিয়া শর প্রহার করিতে
লাগিলেন। সাত্যকি শত্রু নিপাতন ভার-
সহ অত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া মষ্টি শরে
অশ্বখামার বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করি-
লেন। অশ্বখামা গাত্তর বিদ্ধ, নিতান্ত
ব্যথিত ও মুহূর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া
ধ্বজদণ্ড অবলম্বন-পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট
হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধ-
ভরে পুনরায় সাত্যকিকে শর দ্বারা বিদ্ধ
করিলেন। যেমন বসন্ত কালে বলবান
সর্পশিশু বিলম্বে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ
শর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ধরণীতলে
প্রবেশ করিল। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধ্বজ-
দণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ
করিতে লাগিলেন এবং যেমন বর্ষাকালে
জলদাবলি দিবাकरকে সমাচ্ছন্ন করে,
তদ্রূপ শরনিকরে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন
করিলেন। সাত্যকিও শরজাল নিরাকরণ-
পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা অশ্বখামাকে সমাচ্ছন্ন
করিয়া মেঘমণ্ডলী বিনিমুক্ত মার্ভগের ন্যায়
তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত করিতে লাগিলেন। পরে
পুনরায় উচ্চত হইয়া শরসহস্রে অশ্বখামাকে
সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ
করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে রাহগ্রস্ত নিশা-
কের ন্যায় নিরাশ্রয় করিয়া সাত্যকির
প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন এবং শর-
নিপীড়িত আজ্ঞ অশ্বখামাকে রক্ষা করি-

বার নিমিত্ত হস্তীক্কে সায়কে সাত্যকিকে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও গুরু-
পুত্র অশ্বখামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহ-
ময় শরজালে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।
অনন্তর শত্রুতাপন অর্জুন ক্রোধাবিস্ট
হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন
এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া
নভোগুলস্থ বৃধ ও শুরুর গ্রহের ন্যায়
শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর
দ্রোণাচার্য্য ও অর্জুন কি প্রকার যত্ন সহ-
কারে রণস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জুন
ধীমান্ দ্রোণের একান্ত প্রিয় পাত্র এবং
দ্রোণও অর্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন;
অতএব মদোৎকট সিংহের ন্যায় ঐ দুই
মহাবীর কি প্রকারে পরস্পর সমাগত হই-
লেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণা-
চার্য্য রণস্থলে অর্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া
বিবেচনা করেন না এবং অর্জুনও ক্ষত্রিয়-
ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান
করেন না। ক্ষত্রিয়গণ কেহই কাহাকে
পরিত্যাগ করেন না; প্রত্ন্যত মর্যাদা-
শূন্য হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগের সমভি-
ব্যাহারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। মহাবীর
দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের তিন শরে বিদ্ধ হই-
লেন; কিন্তু তাহা অর্জুনশরাসন বিনিমুক্ত
বলিয়া পরিগণিত না করিয়া গহন বনে
আত প্রবদ্ধ হস্তাশনের ন্যায় রোষে প্রব-

লিত হইয়া অর্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পার্শ্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্তম্ভাশ্রমে প্রেরণ করিলেন । সপুত্র ত্রিগর্তরাজ স্তম্ভাশ্রমে ক্রোধাবিস্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্বক সায়ক সমূহে অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের শরনিকর শরৎকালে গগনচারী হংস-নিচয়ের ন্যায় নভোমণ্ডলে শোভমান হইতে লাগিল । যেমন বিহঙ্গমগণ স্তম্ভাশ্রম ফলভরাবনত পাদপে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরজাল পার্শ্বশরীরে প্রবেশ করিল । অর্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্তরাজকে বাণে বিদ্ধ করিলেন । তাঁহারও প্রলয় কালীন অন্তক সন্দেশ অর্জুনের সঙ্গিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । যেমন অচল সকল সলিল বর্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পার্শ্ব শর সমূহ দ্বারা শরবর্ষণ গ্রহণ করিলেন । তখন আগরা তাঁহার হস্তলাঘব অবলোকন করিতে লাগিলাম । যেমন সমীরণ মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি একাকী হইয়াও বহু যোদ্ধাবিনমুক্ত দুনিবার শরবৃষ্টি অনায়াসে নিবারণ করিলেন । তখন দেবদানবগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ।

অনন্তর অর্জুন রৌষ পরবশ হইয়া সেনামুখে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রবল সমীরণ প্রাচুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষুভিত,

পাদপদল নিপাতিত ও সৈন্যগণ বিনষ্ট করিতে লাগিল । দ্রোণাচার্য্য নিদারুণ বায়ব্যাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শৈলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল । পরে অর্জুন ত্রিগর্তরাজের রথীদিগকে নিকরৎসাহ, সমর-পরাক্রম ও হীনবীর্য্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা দুর্যোধন, কূপ, অশ্বখামা, শল্য, কাম্বোজরাজ, সুদাক্ষণ্য, অবান্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকাদিগের সহিত মহারাজ বাহ্লীক রথ সমূহে পার্শ্বের চতুর্দিক বেষ্টিত করিলেন । ভীমসেন ভগদত্ত ও অক্রাযুঃ কর্তৃক গজসৈন্য দ্বারা চতুর্দিকে আক্রান্ত হইলেন । ভূরিশ্রবাঃ, শল ও মৌবল শরজালে নকুল ও সহদেবকে নিবারণ করিলেন । ভীষ্ম সৈন্য দ্বার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন ।

মহাবীর ভীমসেন গজসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ ও বনমধ্যস্থ যুগরাজ সিংহের ন্যায় সূক্ষ্ম লেহন পূর্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সেনাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল । তখন গজারোহী সকল তাঁহাকে গদাহস্ত নিরীক্ষণ করিয়া সাবধানে চতুর্দিক বেষ্টিত করিল । ভীমসেন মেঘমণ্ডল মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় গজসৈন্যমধ্যে শোভমান হইলেন । অনন্তর যেমন সমীরণ জলদজাল চালাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গদা দ্বারা গজ সৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন । তখন করিকুল গর্জমান মেঘ-

মণ্ডলের ন্যায় আতঁনাদ করিতে লাগিল । মহাবীর ভীমসেন মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । পরে তিনি তাহাদিগকে ধারণ পূর্বক তাহাদিগের দশন ভগ্ন করিয়া সেই সমস্ত দশন দ্বারা দণ্ডধারী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করিকুলের কুম্ভমণ্ডলে প্রহার পূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতচচ্চিত ও মেদ মজ্জায় অবলিপ্তকলেবর হইয়া রুধির-রঞ্জিত গদা ধারণ-পূর্বক রুদ্রদেবের ন্যায় নিরৌক্ষিত হইলেন । অনন্তর হতাবশিষ্ট করিসৈন্যগণ স্থায় বল সমুদায়কে বিমদিত করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইলে, কৌরব সেনা সকল পরাঙ্মুখ হইল ।

চতুরধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মধ্যাহ্ন কালে সৌমকদিগের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । ভীষ্ম শত সহস্র নিশিত শরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে তাড়িত করিলেন এবং যেমন গোগণ ছিন্ন ধাত্ম সমূহ বিমদিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকে বিমদিত করিতে লাগিলেন । পরে শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও দ্রুপদ শরনিকরে ভীষ্মকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া তিন শরে বিরাটকে প্রহার করিয়া দ্রুপদের প্রতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । তখন তাঁহারা পাদস্পৃষ্ট ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন ।

শিখণ্ডী ভীষ্মদেবকে প্রহার করিলে, ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীরূপ মনে করিয়া শরাঘাত করিলেন না । ধৃষ্টদ্যুম্ন হতাশনের ন্যায় রোমানলে প্রজ্বলিত হইয়া, ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, দ্রুপদ পঞ্চাংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চাংশতি সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর ভীষ্ম রুধিরধারায় অবলিপ্ত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পাস্তবকর্মাণ্ডত রক্তাশোকের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন । পরে তিনি তিন তিন বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে দ্রুপদের কাষ্মুক ছেদ করিয়া ফেলিলেন । দ্রুপদ অশ্ব শরাসন গ্রহণপূর্বক ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । পরে ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকি ধন্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরঃসর পাঞ্চাল সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন । এদিকে কৌরবগণ ভীষ্মরক্ষার্থ যজ্ঞবান্ হইয়া সসৈন্যে পাণ্ডব সেনাগণের প্রতি গমন করিলে উভয় পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রথী রথীদিগকে, গজারোহী গজারোহীদিগকে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল । রথ সকল রথী ও সারথি শূন্য হইয়া মনুম্য ও অশ্বদিগকে বিমদিত করিয়া বায়ুপ্রেরিত গন্ধর্ব-নগরের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল । কুণ্ডলোক্ষীষধারী, নিকাক্ষদংশুশোভিত, শৌর্গ্য দেবকুমার সদৃশ, যুদ্ধে দেবরাজ

তুল্য, মনে মনাদিপতি, সদৃশ ও নীতি
বিসয়ে বৃহস্পতি তুল্য, মহাবল পরাক্রান্ত
রণী সকল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় দাবমান
হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। কারিকুল
আরোহিশ্রুণু হইয়া স্রীয় সৈন্যগণকে বিম-
দিত করিয়া নিপতিত হইল। কতকগুলি
নবীন জলদের নারী গভীরনিশ্বন হস্তী চতু-
দ্দিকে দাবমান হইল। উহাদের চক্ষু,
বিচিত্র হেমদণ্ডমাণ্ডিত চামর, পতাকা ও
শ্বেত ছত্র সকল ইতস্ততঃ স্কালিত হইতে
লাগিল; আরোহী সকল গজপরিভ্রষ্ট
হইয়া চতুদ্দিকে দাবমান হইল। নানা
দেশ সমুত্ত, সুবর্ণালঙ্কৃত, বায়ুগামী শত সহস্র
তুরঙ্গম ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল।
খড়্গহস্ত আরোহী সকল আহত অশ্বের
মলিত তাড়িত ও পলায়িত হইল। করী
সকল পলায়মান গজের সহিত মিলিত
হইয়া বেগে অশ্ব ও পদাতি সকলকে বিম-
দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অব-
শিষ্ট করী সকল অশ্ব, রথ ও মানব
সকলকে মদিত করিল। এইরূপে উহার
পরস্পর বিমদিত হইতে লাগিল।

তখন যমরাজ্যবিবর্ধন, মর্ত্যকুল বিনা-
শন, কঙ্কাল-সঙ্কল, শরাবর্ত সম্পন্ন, নিতান্ত
দুরবগাহ শোণিত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে
লাগিল। উহা শীর্গোপল সমাকীর্ণ, হস্তি-
গ্রহ, সঙ্কল, কেশ শৈবাল ও শাঙ্গল বহুল,
রথ হ্রদ-পারিশোভিত, অশ্ব মীন পরিপ্লুত,
কবচোন্মীষ ফেন সমাচ্ছন্ন, কাম্বুক স্রোত-
বিশিষ্ট, অমিকচ্ছপ ভূষিষ্ট, পতাকা ধ্বজ
বৃক্ষ সংকীর্ণ ও ক্রবাদি হংস সমলঙ্কৃত;

ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও
মাতঙ্গরূপ ভেলা অবলম্বন প্রাণিক সেই
ভয়ানক শোণিত নদী উল্লেখ হইতে লাগ-
লেন। যেমন বৈতরণী যুত ব্যক্তিদ্বিগকে
যমালয়ে নীত করে, তদ্রূপ এই শোণিত
নদা নিতান্ত ভীত ও বিমোহিত ব্যক্তি-
দ্বিগকে বহন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ
এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া
মুক্তক্ষেপে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ!
ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্গোপনের অপরাধেই
বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ ধৃত-
রাষ্ট্র লোভ পরতপ্ত হইয়া গুণবান্ পাণ্ডব-
দিগের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ
করিতেছেন? হে মহারাজ! এইরূপ
পাণ্ডবগণের প্রশংসা সহকৃত আপনার
পুত্রদিগের পক্ষে নিদারুণ বহুবিশ বাক্য
শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর
রাজা দুর্গোপন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যকে
কহিলেন, হে বীরগণ! আপনারা কি
নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন; অহঙ্কার শূন্য
হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। তখন উভয়
পক্ষই অক্ষদ্যুতজনিত অতি ভয়ঙ্কর নরহত্যা-
সহকৃত, ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।
হে মহারাজ! মহাত্মাগণ আপনাকে বারং-
বার নিবারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি
তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহা-
রই নিদারুণ ফল ভোগ করিতেছেন। সসৈন্য
পাণ্ডবগণ ও কৌরবেরা কেহই কাহার প্রাণ
রক্ষা করিতেছেন না এই নিমিত্ত এবং আপ-
নার দুর্নীতি ও দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ এক্ষণে
এই ঘোরতর সজ্ঞনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চাশিক শততম অধ্যায় ।

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমুদায় অনুচর ভূপতিগণকে নিশিত মায়ক দ্বারা শমন-মদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর স্তম্ভা বায়ুদেবকে সপ্ততি ও অর্জুনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন । মহারথ অর্জুন শরানিকর দ্বারা স্তম্ভার শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধৃগণকে বমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । যোদ্ধৃগণ যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাবশালী স্থাথের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে কেহ অশ্রু, কেহ রথ ও কেহ গজ পরিত্যাগ পূর্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । অনেক রথ, অশ্রু ও গজ সমুদায় লইয়া সহরে প্রস্থান করিতে লাগিল । পদাতিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সমরে নিরপেক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ দাবমান হইল ।

এইরূপে কৌরব মৈন্যগণ ত্রিগর্ত্তরাজ স্তম্ভা ও অগ্ন্যাত্ত ভূপতি কর্তৃক নিবারিত হইয়া ও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, কুরুরাজ দুৰ্য্যোধন ত্রিগর্ত্তের জীবিত রক্ষার্থ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া অসংখ্য মৈন্য-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের প্রতি দাবমান হইলেন । তৎকালে কেবল মহাবীর দুৰ্য্যোধনই ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বহুবধ শরানিকর নিক্ষেপ করিয়া সমরাজ্ঞে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; আর সকলেই পলায়ন করিল । এদিকে পাণ্ডবগণও মনোযোগ সহকারে বশ্য ও বহুবল অস্ত্র

শস্ত্র ধারণ পূর্বক অর্জুনের প্রভাব অবগত ও শত্রুগণের হাহাকারে উৎসাহিত হইয়া শান্তনুতনয়ের প্রতি দাবমান হইলেন । তখন মহাবীর ভীষ্ম সম্মতপর্ব শরানিকর দ্বারা পাণ্ডব মৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মধ্যাহ্ন সময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিলেন । মহাবীর সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবস্মাকে বিদ্ধ করিয়া মহাস্ত্র মহাস্ত্র শর বর্ষণ পূর্বক সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহারাজ দ্রুপদ প্রথমতঃ দ্রোণকে বহুসংখ্যক স্তম্ভাশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সপ্ততি ও তাঁহার মারথিকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন ; মহাবীর ভীমসেন মহারাজ বাহ্লীককে শরানিকরে বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শাদ্দলের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু চিত্রসেনের বহু সংখ্যক শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন । এই দম্বর্জরথ সংগ্রামে সমাগত হইয়া আকাশ-মণ্ডলস্থ বৃধ ও শনৈশচরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । অরাতিনিপাতন অর্জুন-তনয় নয় বানে চিত্রসেনের অশ্রু চতুর্কণ্ড ও মারথিকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহারথ চিত্রসেন সেই অশ্রু বিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহরে দুর্মুখের রথে সমারূঢ় হইলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সম্মতপর্ব শরানিকরে দ্রুপদের দেহ ভেদ করিয়া সহরে তাঁহার

সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে দ্রোণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া পূর্ব বৈর স্মরণ পূর্বক বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন-পূর্বক সগরস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীষ্মেন সর্ব সৈন্যসমক্ষে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহ্লিকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিকে বিনষ্ট করিলে, পুরুষোত্তম বাহ্লিক যৎপরোনাস্তি সস্ত্রাস্ত্র ও সংশয়াপন্ন হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্বক সমুদ্রে লক্ষ্মণের রথে সমারূঢ় হইলেন ।

এদিকে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্মাাকে সমরে নিরাকৃত করিয়া শরজাল বর্ষণ করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিশিত লোমসনাথ ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিয়া শরাসন বিধ্বনন পূর্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে রথোপস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর শাস্ত্রনুতনয় সাত্যকির উপর স্ববর্ণচিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগকন্যা সদৃশী মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মুহাযশাঃ সাত্যকি সেই মৃত্যু সদৃশ দুর্জয় শক্তি অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তাহা তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভা সম্পন্ন মহোৎকার শ্রাব্য ধরাতলে নিপতিত হইল । মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের শক্তি ছেদন করিয়া কনক সমুজ্জ্বল স্বীয় শক্তি গ্রহণ পূর্বক শাস্ত্রনুতনয়ের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন । সাত্যকি নিমুক্ত মহাশক্তি কাল রাত্রির শ্রাব্য মহাবেগে আগমম করিতেছে দেখিয়া, শাস্ত্রনুতনয় নিশিত কুরপ্রহর্য নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ শক্তিকে সহসা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

মহাবীর শাস্ত্রনুতনয় এইরূপে সাত্যকির শক্তি ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ সাত্যকির পরিভ্রাণ নিমিত্ত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্ব লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন । পরে পরস্পর বিজয়াজ্ঞাকী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল ।

ষড়ধিক ষততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! দুৰ্য্যোধন ক্রোধপরায়ণ শাস্ত্রনুতনয়কে বর্ষাকালীন জলধরপটলে সংরত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কাহিলেন, লাভঃ ! ঐ দেগ, অরিনিসূদন পিতামহ মহাবীর পাণ্ডবগণ কর্তৃক সমস্তাৎ পরিবৃত হইয়াছেন । উহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । পিতামহ আগাদের রক্ষক ; তিনি রক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমরে সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন । ঐ মহাবীর সংগ্রামে লোকভক্ষর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন ; অতএব তুমি অবিলম্বে সমুদায় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পিতামহকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা কর ।

হে রাজন্ ! আপনার তনয় দুঃশাসন দুৰ্য্যোধন কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন-পূর্বক অবস্থান করিলেন । তখন স্বলনন্দন শকুনি বিমল, প্রাস, ষষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল বীরগণ কর্তৃক সমারূঢ়, বেগ সম্পন্ন, পাতাক। সুশোভিত ষত সহস্র অশ্ব লইয়া নকুল সহদেব ও

ধর্ম্মরাজের চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অমৃত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রণস্থলে প্রবেশ করিবা মাত্র ধরাতল তাহাদের খুরে আহত হইয়া কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ পর্বতস্থ দহমান বংশবনের ধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। তাহাদের খুরসমুদ্ভূত ধূলিপটল গননতলে সমুথিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন মহাবেগশালী হংসকুল পতিত হইলে মীমাসরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। • তুরঙ্গমগণের হ্রেষ্মারবে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না।

বেলা যেমন বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে অতি পরিপূরিত সমুদ্রত সাগরের বেগ রোধ করে, তদ্রূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়, সেই অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সম্মতপর্ব শরনিকর ও প্রাস সমূহ নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবদিগের শরে নিহত হইয়া গিরি গহ্বরস্থিত, নাগনিহত মহানাগের ন্যায় নিপতিত হইল; তাহাদের মস্তক বৃক্ষ হইতে তালফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্বারোহী-সমভিব্যাহারে নিহত হইয়া চতুর্দিকে পতিত হইতেছে, দৃষ্ট হইল। অশ্ব-

গণ পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সিংহ সমাক্রান্ত যুগযুগের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে পাণ্ডবগণ সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিদাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ দুর্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া দীন চিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহু! পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আমাদের সমক্ষে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। আপনি স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করুন। প্রতাপশালী শল্য দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। • মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত মদ্ররাজের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মদ্রীন্দ্রনন্দন ও শল্যকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাদের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে যষ্টি ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেককে দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অরাতিকুলানিসূদন মহাবাহু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে মদ্রাধিপতির রথের সমীপবর্তী দেখিয়া তাঁহাকে ক্রান্তান্তর করাল কবলস্থ জ্ঞান করিয়া সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। • ঐ সময় উগবান্ ভাস্কর পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়া তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন;

কৌরব এবং পাণ্ডবগণেরও তুমুল সংগ্রাম
হইতে লাগিল ।

সপ্তাদিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর
মহাবল ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত মায়ক-
নিকরে পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের সেনাগণকে
আহত করিতে লাগিলেন । তিনি দ্বাদশ
শরে ভীমসেনকে, নয় শরে সাত্যকিকে,
তিন শরে নকুলকে, সাত শরে সহদেবকে
বিন্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহ্যুগলে ও বক্ষঃ-
স্থলে দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন ; পরে
ধ্বংসকৃত্যককে বিন্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন । তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি
তিন, ধ্বংসকৃত্যক সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও
যুধিষ্ঠির দ্বাদশ শরে ভীষ্মকে প্রতিবিন্ধ
করিলেন । আচার্য্য দ্রোণ যম-দণ্ডোপম
নিশিত পাঁচ শরে সাত্যকি ও ভীমসেনকে
আহত করিলেন । যেমন মহাগজ তোদন
দণ্ডে বিন্ধ হয়, সেইরূপ দ্রোণও উহাদের
তিন তিন শরে প্রতিবিন্ধ হইলেন । মৌবীর,
কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব,
অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসতিগণ
নিশিত শরনিকরাহত ভীষ্মকে পরিত্যাগ
করেন নাই । নানা দেশসমাগত অগ্ন্যাশ্র
মহীপালগণবিবিধ আয়ুধ হস্তে পাণ্ডবগণের
আভিমুখীন হইলেন । পাণ্ডবগণ পিতামহকে
বৈটন করিলেন ।

চতুর্দিকে রথ সমূহে পরিবৃত্ত অপরা-
জিত ভীষ্ম দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া
শত্রুগণকে দগ্ধ কারতে লাগিলেন ; রথ

সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অগ্নি,
শক্তি ও গদা ইন্দ্রন এবং শয়জাল ক্ষুণ্ণিঙ্গ
স্বরূপ হইল । তিনি গুরুপক্ষশোভিত স্বর্ণ-
প্রস্থ স্বতীক্ষ্ম ইষু, কণী, নালিক ও নারচ
সমূহে পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া
নিশিত শরনিকরে রথের ধ্বজ সকল পাতিত
করিয়া রথ সমুদায় মুণ্ডিত তালফলের ন্যায়
করিলেন ; এবং রথ, গজ ও অশ্বগণকে
আরোহিবহন করিয়া ফেলিলেন । বজ্র
নির্ঘোষ তুল্য তাঁহার জ্যোতির্ধ্বনি শ্রবণে
সমুদায় প্রাণী কম্পিত হইয়া উঠিল । হে
ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভীষ্মের শরনিকর ব্যর্থ হই-
বার নয় ; যে সকল শর তাঁহার শরাসন
হইতে বিনির্গত হয়, তাহা বিপক্ষের তনু-
ত্রাণে প্রতিহত হয় না । অনন্তর বেগবান্
ভুরঙ্গেরা রথী শূন্য রথ সকল আকর্ষণ
করিতেছে অবলোকন করিলাম । বিখ্যাত
মহারথ, তনুত্যাগশীল, সমরে অপরাধুগ,
স্বর্ণধ্বজ শোভিত, কুলপুত্র চতুর্দশ সহস্র
চৌদ, কাশি ও কুরুমেরা ব্যাদিতবদন
কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের মর্হিত সমাগত হইবা-
মাত্র অশ্ব গজ-সমভিব্যাহারে পর লোকে
প্রস্থান করিলেন । এমন শত শত ও সহস্র
সহস্র ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম, যাহাদের
মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাঠ
ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির
চক্র সকল ভগ্ন হইয়াছে । ভগ্ন রথ ও
বক্রথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও
ভিন্দিপাল, ভগ্ন ভূগীর, চক্র ও খড়্গ, সঙ্কু-
ণ্ডমুখ, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপা-
তিত ধ্বজ সমূহে সমগ্ৰভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া

উঠিল। শত শত ও সহস্র সহস্র গজ ও অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইল। মহা-রথগণ ভীষ্মের বাণে পৌড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহ-কারেও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহেন্দ্র সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য একপংক্তিতে ভগ্ন হইয়া উঠিল যে, দুইজন একত্র পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ সমাকুল পাণ্ডব সেনা অচেতন প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব ছবিপাক বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও মথা প্রিয় মথাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সেনা কষচ পরিত্যাগ করিয়া আলুলাগিত কেশে ধাবমান হই-তেছে; রথের যুগন্ধর সকল অবথারূপ সংযুক্ত হইয়াছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্যগণ আর্তনাদ করিতেছে নয়নগোচর হইল।

বান্ধদেব সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, পার্থ! এই তোমার অভিলষিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মোহাবিন্দ হইও না। হে বীর! সেই বিরাট নগরে রাজ-সমাজে সঞ্জয়ের নিকট কহিয়াছিলে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রের সৈনিকগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে, আমি তাহাদিগকে সমূলে নিমূল করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সার্থক কর; ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ-পূর্ব্বক গম্ভীপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

ধনঞ্জয় বান্ধদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া

তিথ্যাকৃ দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ছন্দীকেশ! অবধ্য-দিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরক হেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে বনবাসে তুংগ ভোগ করা কি প্রয়োজন ছিল। বাহা হউক, অশ্ব চালনা কর; তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইবে; কুরু-পিতামহ দুর্দ্ধর ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

তখন বান্ধদেব সূর্য্যের ন্যায় দুশ্শ্রোণ্য ভীষ্মের সমীপে রজতপ্রভ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্রত দেখিয়া পুনরারম্ভ হইল। অনন্তর ভীষ্ম মুহূর্হু সিংহনাদ করিয়া শরজালে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। কণ-মাত্রেই রথ, অশ্ব ও যারথি শরজালে একপংক্তিতে আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবশিষ্ট হইতে পারা গেল না। নির্ভয়স্বভাব বান্ধদেব সহর হইয়া ধৈর্য্য সহকারে ভীষ্মশরী-হত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ জলদম্বন দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নিশিত শরনিকরে ভীষ্মের ধমুঃ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ভীষ্ম নিমেষ-মধ্যেই অন্য এক বৃহৎ কাম্বুকে গুণ যোজনা করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদ করিলেন। ভীষ্ম সাধু মহাবাহু ধন-ঞ্জয়! সাধু সাধু! বলিয়া তাঁহার লাষবের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রুচির শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বান্ধদেব মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্মের শরজাল বিফল

করিয়া অশ্ব পরিচালনে যৎপরোনাস্তি বল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাহুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিযাণো-ক্ষিত বৃষভদ্রমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় যুদ্ধভাবে যুদ্ধ করিতেছেন ; আর ভীষ্ম নিরস্তুর শরজাল বর্ষণ-পূর্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া আদিত্যের ন্যায় সম্ভাপিত করিতেছেন এবং প্রধান প্রধান বীরগণকে সংহার করিয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়া-ছেন দেখিয়া মহাবাহু বাহুদেব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না ; স্ততরাং ক্রুদ্ধ হইয়া পার্শ্বের রজত সন্নিভ অশ্বগণকে পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে অবতরণ-পূর্বক কশা হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই তেজস্বী, রৌষকষায়িতলোচন, অমিতছাতি, মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং আপনার সৈন্যগণের হৃদয়ে যেন সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইয়া উঠিল। বাহুদেব ভীষ্মের প্রতি সমরো-চ্চত হইলে কেবল “ভীষ্ম হত হইলেন” “ভীষ্ম হত হইলেন” এই বাক্যই শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকত কাস্তি বাহুদেব সিংহনাদ-সহকারে স্নাতঙ্গের অভিমুখী সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুদ্মালা বিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

বীরবর ভীষ্ম বাহুদেবকে যুদ্ধে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সমস্ত্রমে বৃহৎ

শরাসন আকর্ষণ পূর্বক অভ্রান্ত চিত্তে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে দেবদেব ! তোমাকে নমস্কার ; এস, আজি এই মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর, আমি তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয়ো লাভ করিব। আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি ; অদ্য যুদ্ধে তুমি আমাকে যথেষ্ট প্রহার কর ; আমি তোমার দাস।

এদিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চা-তেই ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দশ পদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জুন হস্ত দ্বারা চরণদ্বয় আবেষ্টন পূর্বক অতি কন্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়ন-দ্বয় রোষে আকুলিত হইয়াছে ; তিনি আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জন করিতে-ছেন। তখন অর্জুন প্রণয় পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহু ! নিবৃত্ত হও ; তুমি পূর্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নয় ; তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরেই সকল ভার সমর্পিত আছে ; আমিই পিতা-মহকে বিনাশ করিব ; শত্রু, সত্য ও স্মৃকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব ; দুর্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শব্দধরের ন্যায় নিপাতিত করিতেছি, অবলোকন কর।

মামব মহাজ্ঞা অর্জুনের বাক্য শ্রবণা-

নস্তর কোন কথা না কহিয়া সফ্রোধ চিত্তে
পুনরায় রথারোহণ করিলেন। এইরূপে
কেশব ও অর্জুন রথারূঢ় হইলে, যেমন
জলধর বারিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে,
ভীষ্মও সেইরূপ পুনর্বার শরনিকরে
তঁাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন
আদিত্য বসন্তকালে কিরণজাল দ্বারা তেজঃ
হরণ করেন, সেইরূপ তিনি যোধগণের
প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা
যেমন কুরুসৈন্যগণকে ভয় করিয়াছিলেন,
তিনিও সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে
ভয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে
পলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্মনাশনান শত
শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব সেনা ভীষ্ম
কর্তৃক আহত হইয়া নভোমণ্ডলমধ্যগত
মরাচিমালীর ন্যায় সতেজাঃ, সমুজ্জ্বলিত,
অপ্রতিগ, অলৌকিকবিক্রম, দুষ্করকন্মা
ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল
না। পাণ্ডবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া তঁাহাকে
দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের
পলায়মান সৈন্যগণ পঙ্কপতিত গোসমূহের
ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বল-
বানের সংগ্রামে দুর্বলের ন্যায় অশরণ
হইয়া উঠিল; দুর্জয় মহারথ ভীষ্মের
প্রতিদৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না।
তিনি শররূপ ময়ূখ দ্বারা সূর্যের ন্যায়
নরেন্দ্রগণকে উত্তাপিত করিতে লাগি-
লেন। পিতামহ ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডব
সেনা বিমর্দিত করিতেছেন, এমন সময়
সহস্ররশ্মি অন্তর্গত হইলেন। সৈন্যগণ
সাতিশয় শ্রমকাতর হইয়াছিল; সুতরাং

তাহাদিগের মন অবহীরের নিমিত্ত উৎক্লব
হইয়া উঠিল।

অষ্টাদিক শততম অধ্যায়।

দিবাকর অন্তগত ও ঘোর সন্ধ্যা প্রাভ-
ভূত হইলে যুদ্ধ আর নয়নগোচর হইল
না। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সেনা-
গণ ভীষ্মের হস্তে আহত হইয়া ভয়বিহ্বল-
তায় অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পলায়ন করি-
তেছে, মহারথ ভীষ্ম রোম সহকারে তাহা-
দিগকে নিপীড়িত করিতেছেন, এবং মহারথ
সোমকগণ পরাজিত ও নিরুৎসাহ হইয়া-
ছেন, অবলোকন করিয়া ধন্যরাজ যুধিষ্ঠির
চিন্তা পূর্বক অবহার করিতে অনুমতি
করিলেন। অনস্তর তঁাহার ও আপনার
সৈন্যগণের অবহার হইল। সংগ্রামে ক্ষত
বিক্ষত মহারথগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া
সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্মবাণ-
পীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমরকৃত্য চিন্তা
করিয়া নিতান্ত আকুলিত হইতে লাগিলেন।
ভীষ্মও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত
করিয়া হৃৎচিন্ত কুরুগণের মধ্যে উপবেশন
করিলেন। আপনার পুত্রগণ তঁাহার পূজা
ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনস্তর সর্বজীব-সন্মোহিনী শর্করী
সমুপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও
সৃঞ্জয়গণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। যজ্ঞ-
গার নিশ্চয়জ্ঞ মহাবলগণ সকলেই আপন
আপন মঙ্গলকর মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।
রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণের
প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্বক কহিলেন, 'হে বাহু-

দেব! দেব, উগ্রপরাক্রম মহাশক্তি ভীষ্ম
মাতঙ্গের নলবন দলনের ন্যায় আমার সৈন্য
গণকে বিমদিত ও প্রজ্বলিত আগ্নেয় ন্যায়
সৈন্যগণকে সম্ভাপিত করিতেছেন। আগ্নেয়
দিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁহাকে
নিরীক্ষণ করি। তীক্ষ্ণশস্ত্র প্রতাপবান্
ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে মহানাগের ন্যায়, বিমপূর্ণ
তক্ষকের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠেন। যদি
যমরাজ শরাশন ধারণ পূর্বক শরনিকর
বর্ষণ করেন; যদি দেবরাজ বজ্রহস্তে, বরুণ
পাশ হস্তে বা ধনেশ্বর গদা হস্তে যুদ্ধে
আগমন করেন, তাঁহাদিগকেও পরাজয়
করিতে পারি; কিন্তু ভীষ্ম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ
হইলে তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব
না। এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্বলতা নিবন্ধন
ভীষ্মের যুদ্ধে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম।
ভীষ্ম প্রতিদিনই আগাদিগকে নিহত
করিতেছেন; অতএব যুদ্ধে আমার আর
স্পৃহা নাই; অরণ্যে গমন করাই আমার
পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত
পাষকের প্রতি ধাবমান হইয়া একবারে
বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরাক্রম সম্বন্ধেও আমি
ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন
ক্ষীণ হইতেছি; এবং শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃ-
গণও নিতান্ত শরপীড়িত হইতেছেন।
সৌভ্রাতৃশালী ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়া-
ছিলেন। রূপদনন্দিনী আমার নিমিত্তই
পরিত্রস্ত হইয়াছেন। আজি জীবনকে
সর্বোৎকৃষ্ট ও দুর্লভ বোধ হইতেছে;
অতএব অল্প জীবন থাকিতে থাকিতে

উৎকৃষ্ট, ধন্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি
যদি তোমার ও ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহের
যোগ্য হই, তাহা হইলে স্বধন্যের অবি-
রোধী হিতকর উপদেশ প্রদান কর।

বান্ধদেব যুধিষ্ঠিরের করুণ রস পূর্ণ
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা-পূর্বক
কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা
বায়ু ও অগ্নি সম তেজস্বী দুর্জয় ভীমার্জ্জুন
এবং ইন্দ্র সদৃশ পরাক্রান্ত নকুল মহাদেব
থাকিতে বিবাদ করিবেন না। আমাকে
আদেশ করুন; আমিও সেই মৌহান্দ-
নিবন্ধন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি
নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না
করিতে সমর্থ হই। যদি অর্জ্জুনের যুদ্ধ
ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের
সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া
সংহার করিব। যদি মনে করেন, ভীষ্ম
হত হইলেই জয় লাভ হইবে, তাহা হইলে
আমি এক রথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণ
নাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের
বিক্রম তুল্য আমার বিক্রম অবলোকন
করুন; আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া
তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব।
আপনাদিগের শত্রুই আমার শত্রু, আপনা-
দিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, আর
আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন,
তাহার সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা
ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি
তাঁহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্তন করিয়া
প্রদান করিব; ইনিও আমার নিমিত্ত প্রাণ
দান করিবেন; এইরূপে আমরা পরস্পরকে

উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলুম, অত-
এব আপনি আমাকে বোদ্ধৃপদে নিযুক্ত
করুন । পূর্বে পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোক-
সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,
আমি গাঙ্গেয়কে নিহত করিব ; এক্ষণে
সেই প্রতিজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করুন ;
আমিই পার্থের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন
করিব ; অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই
পর্য্যাপ্ত হইবে ; অতএব ধনুজ্যুই পরপরজুষ
ভীষ্মকে সংহার করিবেন ; ইনি সমুদ্রত
হইলে অশক্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে
পারেন । ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক,
দেবগণ দৈত্য ও দানুবদলৈর সহিত একত্র
হইয়া যুদ্ধে সমুদ্রত হইলে, ইনি তাঁহা-
দিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন । মহাবীর
ভীষ্ম ত বিপরীতমতি, সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন
হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়াছেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো !
তুমি যথার্থই কহিতেছ ; কোরবেরা সকলে
একত্র হইয়াও তোমার বেগ ধারণে সমর্থ
হয় না । তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান
করিতেছ ; তখন প্রতিনিয়তই আমার
সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার
সন্দেহ নাই । তুমি রক্ষা করিলে মহারথ
ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি
দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি ।
কিন্তু অজ্ঞগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে
মিথ্যাবাদী করিতে আমার উৎসাহ হয়
না ; তুমি অযোধ্যমান থাকিয়াই ঐরূপ
সাহায্য কর । পিতামহ ভীষ্ম আমার
পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না ; ভ্রম্যেয়নের

নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন ; কিন্তু আমার
হিতার্থ মন্ত্রণা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছেন । তিনিই আমাদিগকে রাজ্য ও
মন্ত্রণা প্রদান করিবেন ; অতএব চল,
সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত
তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা
জিজ্ঞাসা করি ; তিনি অবশ্যই সত্য ও
হিত বাক্য কহিবেন ; আমরা যুদ্ধকালে
তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব ।
সেই দৃঢ়ব্রত আমাদিগকে জয় ও মন্ত্রণা
প্রদান করিবেন । ক্ষাত্র জীবিকায় ধিক্ ;
আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া যাহার
হস্তে পরিব্রজিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই
পিতামহকে সংহার করিবার অভিলাষ
করিতেছি ।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! আপ-
নার বাক্য আমার মনোমত হইয়াছে ;
দেবব্রত কৃত্তী ভীষ্ম দর্শনমাত্র সকলকে
দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব তাঁহার
বদোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার
নিকটেই গমন করুন ; বিশেষতঃ আপনি
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কহিতে
পারেন । এক্ষণে চলুন, শান্তনুবের নিকট
গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি ; তিনি
আমাদিগকে মৈরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন,
আমরা তদনুসারে অরতিগণের সহিত যুদ্ধ
করিব ।

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ মন্ত্রণা
করিয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন
এবং অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার
গৃহে প্রবেশ ও পূজা সহকারে প্রণাম

করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে কেশব! ধন-
ঞ্জয়! ধর্মরাজ! ভীষ্মসেন! নকুল সহদেব!
তোমাদের আগত? তোমাদিগের প্রীতি-
বর্দ্ধন কি কার্য্য করিতে হইবে? যদি তাহা
অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও সর্ব-
প্রমত্তে সম্পাদন করিব।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম প্রীতি সহকারে
পুনঃ পুনঃ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দীনাত্মা
রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন,
পিতামহ! আমরা কি প্রকারে জয় বা
রাজ্য লাভ করি; এবং কি প্রকারেই বা
প্রজাগণের রক্ষা হয়? অতএব আপনি
আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন।
আমরা কোন প্রকারে আপনায় সহিত
সংগ্রাম করিতে সমর্থ নই; সংগ্রাম সময়ে
আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয়
না; আমরা যুদ্ধ কালে দেখি, আপনি
'প্রাতিনিয়ত মণ্ডলাকার শরাসন ধারণ করি-
য়াছেন।' আপনি কখন শর গ্রহণ করেন,
কখন সঙ্কান করেন, আর কখনই বা ধনুঃ
আকর্ষণ করেন, কিছুই দৃষ্ট হয় না।
আপনি রথরুঢ় হইলে আপনাকে অপর
সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণের
সংহার কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। কোন্
পুরুষ আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়?
আপনি শরজাল বর্ষণ করিয়া নিয়তই শত্রু
বধ করিতেছেন; আমার বিপুলতর সৈন্য
ক্ষীণ করিয়াছেন। অতএব মাহাতে আপ-
নাকে জয় করিতে সমর্থ হই, মাহাতে
আমার রাজ্যলোভ হয় ও মাহাতে মদীয়

সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে,
তাহাই বলুন।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ!
সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে
কোন প্রকারেই তোমাদিগের জয় লাভ
হইবে না; আমি পরাজিত হইলে পর
তোমরা জয় লাভ করিবে, অতএব যদি
জয় লাভের ইচ্ছা থাকে, আমি অনুমতি
করিতেছি, পরম স্ত্রে আমাকে প্রহার কর;
তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ;
ইহাই স্মৃকৃত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে।
আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হইবে;
অতএব ইহাই কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ!
আপনি আমারে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন,
যমরাজ দণ্ড হস্তে আগমন করিয়াছেন;
অতএব কি উপায়ে আপনাকে পরাজিত
করিতে পারি, তাহাই বলুন। দেবরাজ,
যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয় করিতে পারা
যায় তথাপি আপনাকে পরাজয় করিতে
পারি না; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অশ্বর-
গণও আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হন না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি
কাম্যুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি
স্বর ও অশ্বরগণও যে আমাকে পরাজয়
করিতে অসমর্থ হন, তাহা অযথার্থ নয়;
আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমাকে
বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে
ব্যক্তি শত্রু, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত,
পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিক-
লাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা, অপ্রশস্ত

অথবা আমি তোমার বলিয়া শরনুপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভি-
রুচি হয় না । আর পূর্বে এরূপ সংকল্পও
করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণোপেত
ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব
না । তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী নামে
যে মহারণ রূপদতনয় আছেন ; উনি যে-
রূপে স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ
করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অব-
গত আছ ; বর্ষিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে
অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমাকে
প্রহার করুন । শিখণ্ডী অমঙ্গলধ্বজ,
বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব ; অতীত উহাকে শস্ত্র
দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না । ধন-
ঞ্জয় এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর
দ্বারা আমার মর্দ্যাস্ত্রে আঘাত করুন ।
আমি সংগ্রামে সন্মুখ হইলে মহাভাগ
কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই
আমাকে বধ করিতে পারিবে না ; অতএব
ধনঞ্জয় যত্ন সহকরে শর শরাসন ধারণ-
পূর্বক শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া আমাকে
পাতিত করুন ; তাহা হইলেই তোমার
জয় হইবে, সন্দেহ নাই । হে স্ত্রত !
আমি যে রূপ কহিলাম, তদনুসারে কার্য্য
করিয়া সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে
সংহার কর ।

*কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এইরূপ উপায় অব-
গত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে
: অভিবাদন পূর্বক অশিবিরে আগমন করি-
লেন । কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগসমুদ্রত
পিতামহের বাক্য শ্রবণে দুঃখমান্তপ ৩.

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, মাধব !
বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-
ধূসরিত কলেবরে ঐহাকে ধূলিধূসরিত
করিলাম, অন্ধে অরোহণ করিয়া পিতা
বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন,
আমি তোমার পিতা নই, তোমার পিতার
পিতা ; সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি
প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা
তাঁহাকে বধ করিব ! অতএব তিনি আমার
সৈন্যগণকেই বধ করুন, আর আমার জয়
কিংবা নিধনই হউক ; মহাত্মা ভীষ্মের
সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না ; অথবা তুমি
কিরূপ বিবেচনা কর ?

বান্ধদেব কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি
ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া
ছিলে ; ক্ষত্রিয় হইয়া এক্ষণে শূন্যরূপে
তাহার অন্তথা করিবে । অতএব এই শূন্য-
চর্য্যদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর ;
ভীষ্মকে বধ না করিলে তোমার জয় লভ
হইবে না । দেবগণ পূর্বে অবগত হইয়া
ছেন ভীষ্ম যত্নমুখে প্রবিন্দ হইবেন ;
এক্ষণে তাহাই সফল হউক ; তুমি তাহার
অন্তথা করিও না । তোমার ভিন্ন আর
কেহই তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হই-
বেন না ; অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধর
ব্যাদিতবদন অশ্রুক সদৃশ চূর্ধ্ব ভীষ্মকে
সংহার করিতে পারিবেন না ; অতএব
স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর । পূর্বে
মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজকে কহিয়াছেন
যে, হে দেবরাজ ! আততায়ী ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ,
বৃদ্ধ অথবা গুণবান হইলেও তাহাকে

সম্মুখীন দেখিবামাত্র বধ করিবে। হে
ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম যে,
অসূয়া শূন্য হইয়া যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে
ও সকল বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে।

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে বায়ুদেব! ভীষ্ম
শিখণ্ডিকে অবলোকন করিলেই যুদ্ধে পরা-
স্থ হইবেন; অতএব শিখণ্ডা ভীষ্মের
মৃত্যু, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে
অগ্রে করিয়া গাঙ্গেয়কে নিপাতিত করিব;
এই উপায়ই আমার মনোগত। আগ্নি-
শর ও শরাসন দ্বারা অন্যান্য সকলকে
নিবারণ করিব; আর শিখণ্ডী কেবল
যোদ্ধা প্রধান ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন।
আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি, শিখণ্ডী অগ্রে
কামিনী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন;
এই নির্মিত পিতামহ তাঁহার সহিত সমর
করবেন না। বায়ুদেব ও পাণ্ডবগণ এই-
রূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব
স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী
ভীষ্মের সহিত ও ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সহিত
কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যোদয়
হইলে ভেরী, যুদ্ধ, আনক ও বারিধিবর্ণ
শব্দ সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন
পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া বহি-
র্গত হইলেন। শিখণ্ডী অতি তুর্ভেগু ব্যা-
ধি-নির্মাণ পূর্বক সকল সৈন্যের অগ্রে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। ভীষ্মসেন ও ধনঞ্জয়

তাঁহার চক্র রক্ষক এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ
পুত্র ও বীর্ষ্যবান্ অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠ
রক্ষক হইলেন; সাত্যকি, চৌকিতান ও
পাঞ্চালরক্ষিত মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মসেন
প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে
রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত
সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন।
বিরাট সসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার
পশ্চাৎ এবং দ্রুপদ বিরাটের পশ্চাৎ গমন
করিলেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা ও মহা-
বীর ধৃষ্টকেতু পাণ্ডব ব্যূহের জঘন ভাগ
রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ
সৈন্যগণকে এইরূপ ব্যূহিত করিয়া জীব-
তাশা পরিত্যাগ পূর্বক আপনার সৈন্য্যভি-
মুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৌরবগণ ও মহারথ ভীষ্মকে
সকল সৈন্যের অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের
অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার
মহাবল পুত্রগণ তাঁহার রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত
হইলেন। মহাপনুর্ধর দ্রোণ, মহাবল অশ্ব-
খামা, গজসৈন্য পরিবৃত্ত ভগদত্ত, কৃপ ও
কৃতব্র্মা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজ-
রাজ বলবান্ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়সেন,
বৃহদ্রথ, শকুনি এবং কৃশাঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য
মহাপনুর্ধর বীরগণ কৌরব সৈন্যের জঘন-
রক্ষক হইলেন। ভীষ্ম প্রাতিদিন এইরূপ
আস্তর, পৈশাচ অথবা রাক্ষস ব্যূহ নির্মাণ
কুরিতেন।

অনন্তর পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে
মগরাজ্যবিনষ্ট হইল। অর্জুন

প্রভৃতি কৌন্তেয়গণ শিখণ্ডীকে, অগ্রসর করিয়া নানাবিধ শরজাল বর্ষণ পূর্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে আপনার সৈন্যগণ ভীষ্মেনের মায়কজালে তাড়িত ও রূপির প্রবাহে ক্রুদ্ধিত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিতে লাগিল। নকুল সহদেব এবং মহারণ সাত্যকি ও কুরুসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বল পূর্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃজয়গণ কর্তৃক আহনয়মান কৌরব সেনা পাণ্ডব সেনাকে প্রতিহত করিতে অসমর্থ ও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া পরাক্রান্ত শতশতনয় জাতক্রোধ হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সোমকগণকে আঘাত করিতে করিতে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের প্রত্যুদগমন করিলেন, বল।

সঞ্জয় কহিলেন, নরনাথ ! পাণ্ডব ও সৃজয়গণ কুরুসৈন্যগণকে নিগৃহীত করিলে ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, প্রবণ করুন ; শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ ফলি চিত্তে কৌরব সেনা নিহত করিতে করিতে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। মহাধনুর্ধর দুম্পরাজয় ভীষ্ম শত্রু হস্তে মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক নারাচ, বৎসস্ত ও অঙ্গলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃজয়গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ; শরজাল দ্বারা

পাণ্ডবগণের পাঁচজন প্রধান মহারণকে নিবারিত করিলেন ; বীষ্ম ও রোষ সহকারে নানা অস্ত্র বর্ষণ পূর্বক অপারমিত হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং ভয়ঙ্কর রূপে অরাতিগণের রথে রথিগণকে, অশ্বপুষ্ঠে অশ্বারোহীদিগকে, ভূমিতে পদাতিসকলকে ও গজে গজারোহীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন অন্তরগণ দেবরাজের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারণ ভীষ্মকে সমরে ভরাষিত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিনুগীন হইলেন। ভীষ্ম ও বজ্র সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; সকল দিকেই তাঁহার ভীষণ মূর্তি ও ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ বৃহৎ শরাসন প্রতিনিয়ত মণ্ডলোড়তই নয়নগোচর হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের তাদৃশ কক্ষ্ম নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অমরগণ যেমন বিপ্রচিন্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ বিমনস্কমান হইয়া ব্যাদিতবদন অন্তরক সদৃশ ভীষ্মের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি যেমন কাননকে দগ্ধ করে, দশম দিবসের যুদ্ধে সেইরূপ ভীষ্ম নিশিত শরজালে শিখণ্ডীর রথসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন শিখণ্ডী তিনটি শর দ্বারা জাতরোষ অশীবিষ ও কালহন্ত অন্তকাম ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে, ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যেন অনিচ্ছা পূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়া মহাশ্রবণে

কহিলেন, হে শিখণ্ডী ! তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর, বা না কর, আমি তোমার সহিত কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বক্ৰম পরিভ্রমণ করিয়া পূর্বক কহিলেন, হে ভীষ্ম ! হে ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারিন্ ! আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি ; তুমি যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, তাহাও প্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রভাবও আমার অবদিত নাই। তথাপি আমি আপনার ও পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিব এবং সত্য কহিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ সংহার করিব। হে ভীষ্ম ! আমার বাক্য প্রবণ করিলে ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর। তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিভ্রমণ পাইবে না, অতএব এই লোক সকলকে উত্তমরূপে নিরাক্ষণ কর।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রথমে বাক্যবাণে ব্যাধিত করিয়া পশ্চাৎ সন্নতপর্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর বাক্য প্রবণে প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শিখণ্ডীকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন ; হে শিখণ্ডী ! আমি তোমার সাহায্য করিব ; তুমি শরনিক্ষেপে শরগণকে উৎসাদিত

করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। কেহই তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। যদি ভীষ্মকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত এই সমস্ত লোকের উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব যাহাতে আমরা উপহাস্পদ না হই, সেই রূপ যত্ন কর এবং পিতামহকে সংহার কর ; আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুৰ্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুরবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্ত, রাক্ষস আৰ্য্যশৃঙ্গ, তুশস্ত্রী এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব ; তুমি পিতামহকে সংহার কর।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাঞ্চাল-নন্দন শিখণ্ডী কি প্রকারে মহাত্মা ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল ; কোন্ সকল মহারথ জয়াভিলাষে আয়ুধ গ্রহণ পূর্বক সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিল এবং মহাবীর ভীষ্ম সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৌম্যগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ভীষ্মের কি রথ ভগ্ন হইয়াছিল অথবা শরক্ষেপ সময়ে তাঁহার শরাসন বিনীর্ণ হইয়াছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ভীষ্ম যখন

সমস্তপর্দা শরনিকরে অরাতিগণকে সংহার করেন, তখন তাঁহার ধনু ও বিশীর্ণ হয় নাট; রথও ভগ্ন হয় নাট। অনেক সহস্র মহারথ, গজী ও অশ্বী যুদ্ধার্থে সমজ্জিত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভীষ্মও স্বকৃত প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি শরজালে শত্রুদলকে দগন করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম বাণ যুমুহে শত শত ও সহস্র সহস্র রিপুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর অপভ্রাজিত অর্জুন সিংহের ন্যায় উচ্চস্বরে গর্জন, মুহুমুহঃ জ্যা বিক্ষেপ ও শরপরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে সমুদায় রথিগণকে ত্রাসিত করিয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিলেন। যেমন যুগগণ সিংহনাদ শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জুনের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়শীল ও আপন সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীত হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! যেমন ছতাসন অরণ্যকে দগ্ন করে, সেইরূপ এই শ্বেতাস্ব কৃষ্ণসারথি পাণ্ডব আমার সমুদায় সৈন্যগণকে দগ্ন করিতেছে। দেখুন, আমার সৈন্যগণ অর্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যেমন পশু-

পাল অরণ্যে পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় উহাদিগকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়মান হইতেছে; তাহাতে আবার দুর্দর্শ ভীমসেন, সাত্যকি; চেকিতান, নকুল, মহদেব ও অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মটোৎকচ উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব যুদ্ধে ও অবস্থানে আপনা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; এক্ষণে যুদ্ধে প্ররত হইয়া পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় হউন।

দেবব্রত ভীষ্ম দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুহুর্ভকাল চিন্তা ও কর্তব্য অবধারণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্যোধন! স্থির হইয়া শ্রবণ কর; আমি পূর্বে তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন পূর্বাহ্নে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের দশ সহস্র ব্যক্তিকে নিহত করিয়া সমর হইতে নিবৃত্ত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য সম্পন্ন করিতেছি; অতঃ পরে এক মহৎ কৰ্ম্ম করিব; হয়, আপনি নিহত হইয়া শয়ন করিব, না হয়, পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। আজি সেনামুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাগিপ্ৰদত্ত অমের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।

মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডবসৈন্যের সমীপবর্তী হইলেন; পাণ্ডবগণ সেনামধ্যে অবস্থিত ক্রোধপর বিষধর সদৃশ ভীষ্মকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম আত্মশাস্তি প্রদর্শন-

পূর্বক শত সহস্র বীরকে ধরাশায়ী করিলেন । সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তিনি সেইরূপ পাপলাদিগের প্রধান প্রধান মহারথগণের তেজঃ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । পরে তিনি দশ সহস্র বেগগামী কুঞ্জর, আরোহিসমেত দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ধূমশূন্য হতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । পাণ্ডবগণের কেহই উত্তরাগণ-প্রস্থিত দিবাকরের ন্যায় তাপপ্রদ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না । ভীষ্ম কর্তৃক নির্ভর নিপীড়িত পাণ্ডব ও সৃষ্টিগণ বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধাস্তান ভীষ্ম সেই বীরগণে পরিবৃত্ত হইয়া মেঘাবৃত স্তমেরূপ শিখরীর ন্যায় "শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন দুর্যোধন মহতী সেনাসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চতুর্দিকে অবস্থান করিলেন । অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

অৰ্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে শিখণ্ডী ! পিতাগহকে আক্রমণ কর ; উঁহা হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই ; আমি ভীক্ষু শর সমূহে উঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব । শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, কৃষ্ণভোজ, নকুল, সহদেব ও মহাবীর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মহারথগণ সৈন্য-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হই-

লেন । এই সমস্ত মহারথ সমাগত হইলে, কৌরব পক্ষেরা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন করিলেন । যেমন ব্যাঘ্রশিশু বুকের অভিযুখীন হয়, সেই রূপ চিত্রসেন চেকিতানের অভিযুখীন হইলেন এবং কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সৌমদত্তি স্বরাশ্বিত হইয়া রোষাবিষ্ট ভীমসেনকে, বিকর্ণ বিশিখজাল বর্ষণ করিতে করিতে শৌর্য্য-শালী নকুলকে, জাতক্ৰোধ কৃপাচার্য্য সহদেবকে, মহাবল দ্রুম্যুখ ক্রুরকশ্মা ঘটোৎকচকে, দুর্যোধন সাত্যকিকে, স্তমক্লিপ অভিমন্যুকে, অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণাচার্য্য যত্নসহকারে যুধিষ্ঠিরকে, মহাধনুর্ধর দুঃশাসন শিখণ্ডী ও তাহার অনুগামী অমিততেজাঃ ধনঞ্জয়কে এবং কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য ষোড়শগণ ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থ পাণ্ডবগণের অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত চিত্তে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া উঠেঃ স্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন ; হে বীরগণ ! এই অৰ্জ্জুন ভীষ্মের অভিযুখে গমন করিতেছেন ; তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর ; ভীষ্ম তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না ; সন্ধীন অন্নপ্রাণ ভীষ্মের কথা কি, দেবরাজও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না । পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ সেনাপতির এবং বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষমিত চিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন । কৌরবপক্ষ বীরগণ প্রবল প্রবাহের ন্যায়

আগচ্ছমান অরতিগণকে প্রফুল্ল হৃদয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ও ভীষ্মের রথ সমীপে দুৰ্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন।

মহারথ দুঃশাসন পিতামহ ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থী হইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের রথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত, যেমন তাঁরভূমি ক্ষোভিতসলিল মহার্ঘ্যকে নিরুদ্ধ করে, সেই রূপ তিনি ধনঞ্জয়কে নিবারিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিভ্রেষ্ট, উভয়েই দুৰ্জয়, উভয়েই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়ের বধাকাজী হইয়া ময় ও শত্রুর ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন তিন বাণে অৰ্জুনকে ও বিংশতি বাণে বাসুদেবকে আহত করিলে অৰ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকন পূর্বক কুপিত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক শত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত নারাচ কবচ ভেদ করিয়া দুঃশাসনের শাণিত পান করিল। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অতি তীক্ষ্ণ তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই ললাটনিখাত শরদ্বয়ে উচ্ছিতশূঙ্গ মেরুর ন্যায়, কুসুমিত কিংকরের ন্যায় স্তম্ভোভিত হইলেন এবং যেমন রাহু ক্রুদ্ধ হইয়া পার্শ্ব চন্দ্রকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ কুপিও চিত্তে দুঃশাসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন অৰ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া কল্পপত্র শোভিত শিলাশিত শরজালে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অৰ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত বাণ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া মহারথ দুঃশাসন যত্নশীল ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশিত বিশিষ্টজালে নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ধান পূর্বক শিলাশিত স্বর্ণপুষ্প শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; সেই সকল শর তড়াগগত হংসগণের ন্যায় মহাত্মা দুঃশাসনের কলেবরে নিমগ্ন হইল। দুঃশাসন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পার্শ্বকে পরিত্যাগপূর্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন; ভীষ্ম সেই অগাধ জল নিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। যেমন পুরন্দর ব্রতাসুরকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, শৌর্য ও পরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া সেইরূপ নিশিত শর জালে পুনরায় পার্শ্বকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ব্যপিত বা সংগ্রামে পরাধুখ হইলেন না।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

মহাবীরের শস্যশৃঙ্গনন্দন রাক্ষস অলস্রুঘ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষ্মের সহিত সমরোদ্ভূত সাত্যকির পথ রোধ করিল। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র বদনে নয় বাণে অলস্রুঘকে আহত করিলেন। অলস্রুঘ

নয় বাণে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল। সাত্যকিও অলম্বুসের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিলেন। অলম্বুস তীক্ষ্ণ শর সমূহে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি বিদ্ধ হইয়াও বীর্য-সহকারে হাস্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজকে তাড়না করে, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেই রূপ নিশিত শর সমূহে সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া ভগদত্তের প্রতি সম্মতপর্ক শর-সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। লঘুহস্ত ভগদত্ত শিতপার ভল্লদ্বারা সাত্যকির বৃহৎ ধনুঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি অন্য দৃঢ়তর ধনুঃ ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া স্কন্ধদয় পরি-লেহন-পূর্বক কনক ও বৈদুর্য্য শোভিত, অলঙ্কৃত, লৌহনির্মিত মদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি অগ্নি সায়ক সমূহে তাহা ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ; সেই দ্বিধাচ্ছিন্ন শক্তি প্রভা-শন্য মহোৎসাহে ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

শক্তি বিফল হইল দেখিয়া রাজা দুর্গোদন রণপরম্পরায় সাত্যকিকে বেষ্টিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যেন এই রণবেষ্টিত হইতে প্রাণ লইয়া বর্জিত হইবে না পারে ; সাত্যকি

বিনষ্ট হইলে বোধ হয়, পাণ্ডবগণের মহৎ বল বিনষ্ট হইবে। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্গোদনের বাক্য গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের অভিমুখ-গমনে সমুদ্রত অভিমুখ্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অভিমুখ্য প্রথমে সম্মতপর্ক শর সমূহে পরে চতুঃস্খি বাণে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন। সুদক্ষিণও ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থ অভিমুখ্যকে পাঁচ বাণ ও তাঁহার সারথিকে নয় বাণ আঘাত করিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ঘোয়তর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ রোসাবেশে কৌরবগণের মহাসৈন্য প্রতিহত করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি দাবমান হইতে-ছিলেন, এমন সময় অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত অশ্বখামার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বখামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বখামা ভূরি ভূরি শরে বিরাট ও দ্রুপদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধ যে, অশ্বখামার দাক্ষণ শরজাল প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

যেমন প্রমত্ত আরণ্য গজ অন্য আরণ্য মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেই রূপ শৌর্য্যশালী কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সম্মুখীন হইয়া স্ববর্ণভূষণ সপ্ততি শর

নিষ্কেপ করিলেন । সহদেব শুর সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনুঃ দ্বিধা ছিন্ন করিয়া নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । ভীষ্মের জীবিত-কাঙ্ক্ষা কৃপাচার্য্য ভারসহ শরাসনান্তর গ্রহণ করিয়া দশ বাণে সহদেবের এবং ভীষ্ম-বধার্থী সহদেবও শরজালে কৃপাচার্য্যের বক্ষঃ স্থলে আঘাত করিলেন । এই রূপে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

শক্রতাপন বিকর্ণ যুষ্টি সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন ; নকুল অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণে বিকর্ণকে আহত করিলেন । এই রূপে দুই নরাসংহ ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত রমভ ঘয়ের আয় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ।

ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে গমন করিতে ছিলেন ; পরাক্রমী দুৰ্ম্মুখ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন । ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপূর্ব্ব শরে দুৰ্ম্মুখের বক্ষঃ স্থল ও দুৰ্ম্মুখ শানিত যষ্টি শরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন ।

রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্ম বধার্থ গমন করিতেছিলেন ; মহারথ হাদিক্য তাঁহার গতি রোধ করিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চ বাণে হাদিক্যকে বিদ্ধ করিয়া অনতি বিলম্বে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চাশৎ বাণ নিষ্কেপ করিলেন । হাদিক্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্র ভূষিত নয় বাণে আহত করিলেন । তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষ অনুসারে ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসুরের আয় ভীষ্মের নিমিত্ত মহা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।

মহাবল ভীমসেন ভীষ্মের অভিগুণে

গমন করিতেছিলেন ; সোমদত্তনন্দন ভূরি-শ্রবাঃ থাক্ থাক্ বলিয়া শীঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুন্ড্র নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । প্রতাপবান্ ভীমসেন সেই নারাচে বিদ্ধ হইয়া শক্তিবিক্রমক্রোধে অস্ত্রের আয় দাপ্তি পাইতে লাগিলেন । অনন্তর রোম্যবেগ-সহকারে কন্য়কার পরিমার্জিত, সূর্য্য সদৃশ শরজালে ভীষ্মের বধপ্রার্থী ভীমসেন ভূরি-শ্রবাকে এবং ভীষ্মের জয়ার্থী ভূরিশ্রবাঃ ভীমসেনকে আহত করিলেন । যুদ্ধে ও প্রতিযুদ্ধে যজ্ঞবান্ বীর হয় এই রূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনা পরিবৃত্ত হইয়া ভীষ্মের অভিগুণে গমন করিতেছিলেন ; দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতি রোধ করিলেন । প্রভদ্রকগণ দ্রোণাচার্য্যের ধন-গর্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইল না ।

মহারাজ ! আপনার পুত্র মহারথ পরাক্রান্ত চিত্রসেন চেকিতানের পথ রোধ করিলেন । অনন্তর উভয়েই স্ব স্ব শক্তির পরাকার্তা অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! এ দিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবন রক্ষা হইবে এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে অৰ্জ্জুনের পথ রোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অৰ্জ্জুন বারংবার নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে

নিরস্তুর করিয়া কুরুসৈন্যকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। দুৰ্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ কর্তৃক এই রূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

মধ্যানুর্দ্ধর, মন্ত রাবণবিক্রম, মহাবল, নিমিত্তজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য মন্ত মাতঙ্গবারণ মহা-শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সেনা-সাগরে অবগাহন করিয়া শত্রুগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া অশ্ব-থামাকে কহিলেন বৎস ! মহাবল ধনঞ্জয় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত যে দিনে যজ্ঞের পরাকার্য্য অবলম্বন করিবেন, আজি সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাণ সকল উৎপতিত হইতেছে, শরাসন স্পন্দিত হইতেছে ; অস্ত্র সকল বিক্লিষ্ট হইতেছে ; অস্ত্রঃকরণ ক্রুর কর্ম্মে প্ররম্ব হইতেছে ; যুগ ও পক্ষিগণ চতুর্দিকে অশান্ত ও ঘোরতর চীৎকার করিতেছে ; গৃধ্রগণ কৌরব সৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে ; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে ; দিক্ সকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে ; পৃথিবী যেন শঙ্কিত, ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইতেছে ; কক্ক, গৃধ্র, বলাকা ও শিবাগণ মুহুমূহু মহৎ ভয় সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে ; আদিত্যমণ্ডলের মধ্য হইতে উল্কাপাত হইতেছে ; দিবাকর কবন্ধ ও অর্গলে আবৃত হইয়াছেন ; রাজগণের বিনাশসূচক চন্দ্র সূর্য্যের ভয়ানক পরিবেশ

হইয়াছে ; কৌরবরাজের দেবমন্দিরস্থ দেবতাগণ কখন কম্পিত হইতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন ও কখন রোদন করিতেছেন ; গ্রহগণ দিবাকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণ্য করিয়াছে ; ভগবান্ চন্দ্রমাঃ অবাক্শিরাঃ হইয়া উপাসনা করিতেছেন ; নরেন্দ্রগণের কলেবর প্রভাশূন্য দৃষ্ট হইতেছে ; তাঁহার কৌরব সৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না ; এবং উভয় সৈন্যের চতুর্দিক্ হইতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নিনাদ ভ্রবণ গোচর হইতেছে। অতএব ধনঞ্জয় নিশংসয় উত্তমাস্ত্র সমূহে যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন।

ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম চিন্তা করিয়া আমার লোম সকল পুলকিত ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। ধনঞ্জয় সেই নিকৃতিজ্ঞ পাপ-চেতাঃ শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন ; ভীষ্ম পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, আমি অমঙ্গল্যধ্বজ শিখণ্ডীকে বধ করিব না ; বিধাতা উহাকে স্ত্রীরূপ করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছে ; অতএব তিনি তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না। কিন্তু শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে ; এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম ও আমার সমরোত্তোগ প্রজা-গণের অমঙ্গলের হেতু ; তাহার সন্দেহ নাই এবং মহানুভাব ধনঞ্জয় বলবান্,

শৌর্য্যশালী, কৃতান্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরঘাতী, নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান, ক্রেশসহিষ্ণু ও নিত্য বিজয়ী ; তুমি তাঁহার পথ রোধের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। দেখ, আজি এই ঘোর যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হইবে। কিরীটী ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রতপর্ব্ব শর সমূহে শূরগণের হেম-চিত্রিত কবচ, ধ্বজাগ্র, তোমর, শরাসন, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও হস্তিগণের পতাকা সকল ছেদন করিবেন। হে পুত্র ! ইহা উপজীবগণের প্রাণ রক্ষার কাল নয় ; স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশঃ ও বিজয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ধনঞ্জয় রথ দ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্বরূপ আবর্তশালী মহাঘোর সাতিশয় দুর্গম সংগ্রাম নদী উত্তীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয় ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যাঁহার ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, দম, দান ও তপ ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই তপো-দগ্ধকলেবর যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রভব কোপানল দুর্গমতি দুর্ঘোষনের সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, বাহুবলবাহুয় ধনঞ্জয় দুর্ঘোষনের সৈন্যগণকে প্রতিহত করিতেছেন ; সৈন্যগণ তিমিকুন্তীরভীষণ মহৌর্ধ্ব সঙ্কুল সাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা শব্দ করিতেছে। তুমি পাঞ্চালতনয়ের সম্মুখীন হও, আমি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের অভ্যন্তর ভাগ চতুর্দিকস্থ অতিরথগ্ধে সাগরকুক্ষির ন্যায় নিমিত্ত দুর্গম হইয়াছে ; সাত্যকি অভিমত্যা প্রকট-

দ্যুত, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণ সদৃশ সমুদ্রত মহাশাল সম, শ্যামকলেবর, ঐ মহাবীর অভিমত্যা দ্বিতীয় অর্জুনের ন্যায় সেনাগণের অগ্রভাগে আগমন করিতেছেন। তুমি সমুদ্রে উত্তম অস্ত্র ও শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রিয় পুত্র চিরকাল জীবিত থাকে, ইহা কাম্বোজ অভিলম্বীয় নয় ; কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, এই ভীষণ যম ও বক্রণের ন্যায় মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়।

মহাত্মা দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ণ্মা, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্গমর্ষণ এই দশ মহারথ ভীষ্মের সমরে যশোলাভের বাসনায় নানা দেশীয় সেনাগণ-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপ নয় নয় বাণে, কৃতবর্ণ্মা ও জয়দ্রথ তিন তিন বাণে, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশ দশ বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দ পাঁচ পাঁচ বাণে, এবং দুর্গমর্ষণ বিংশতি বাণে ভীমসেনকে আহত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে সাত বাণে, কৃতবর্ণ্মাকে আট বাণে, কৃপাচার্য্যের শর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে বিন্দ ও অনুবিন্দকে

পাঁচ পাঁচ বাণে দুর্মর্ষণকে বিংশতি বাণে, চিত্রসেনকে পাঁচ বাণে, বিকর্ণকে দশ বাণে এবং জয়দ্রথকে প্রথমে পাঁচ বাণে, পরিশেষে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব-ধনুঃ গ্রহণ পূর্বক নিশিত দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন । ভীমসেন তোদনদণ্ডবেধিত মহাগজের ন্যায় বাণবিদ্ধ হইয়া সরোষ চিত্তে কৃপাচার্য্যকে আহত করিয়া তিন শরে জয়দ্রথের সারথি ও অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন । মহারথ জয়দ্রথ অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ভীমসেন দুই ভল্লো মহাত্মা জয়দ্রথের শরাসনের মধ্যভাগে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ; জয়দ্রথ এইরূপে বিরথ হইলেন, তাঁহার শরাসন ছেদিত এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল ; সুতরাং তিনি সত্ত্বর হইয়া চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন । হে মহারাজ ! ভীমসেন একাকী এইরূপে শরজালে মহারথগণকে নিবারণ করিয়া সকল লোকের সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিলেন ; ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ।

শল্য ভীমসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কশ্মকারপরিমার্জিত তীক্ষ্ণ শর সন্ধান-পূর্বক থাক থাক বলিয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । কৃপ, কৃতবর্মা, ভগদত্ত, বিন্দ, অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্মর্ষণ, বিকর্ণ ও ‘জয়দ্রথ’ শল্যের নিমিত্ত ভীমসেনকে অতি শীঘ্র আহত করিতে

লাগিলেন । ভীমসেন সেই মহারথদিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে ও শল্যকে প্রথমে সপ্ততি বাণে পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন । শল্য ও ভীমসেনকে অগ্রে নয় বাণ পরে পাঁচ বাণে আহত করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্গদেলে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন । প্রতাপবান্ ভীমসেন নিজ সারথি বিশোককে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শল্যের বাহু-যুগলে ও বক্ষে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তিন তিন বাণে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সেই সকল মহাপুরুষ ভীমসেনের মর্গস্থলে অকুণ্ঠিতাশ্র তিন তিন বাণ আঘাত করিলেন । ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে বারি-ধারাভিষিক্ত পর্বতের ন্যায় অব্যথিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রোষান্বিত হইয়া শল্যকে তিন বাণে, ভগদত্তকে শত ও কৃপকে বহুসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্বক স্তূর্তীক্ষ্ম ক্ষুরপ্র-অস্ত্রে মহাত্মা কৃতবর্মার গশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । কৃতবর্মা অশ্ব-ধনুঃ গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন । কৃতবর্মা অশ্ব-ধনুঃ গ্রহণ করিয়া নারাচ দ্বারা ভীমসেনের ক্রায়ুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন । ভীমসেন শল্যকে লৌহময় নয় শরে, ভগদত্তকে তিন শরে, কৃতবর্মা-কে আট শরে ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রথিগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন । তাঁহারাও নিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ভীমসেন সেই সকল সর্ব

অস্ত্র সম্পন্ন মহারথের বাণে নিত্যন্ত নিপী-
ড়িত হইয়া ও তাঁহাদিগকে তৃণ তুল্য বিবে-
চনা করিয়া অব্যাহিত চিত্তে বিচরণ করিতে
লাগিলেন । তাঁহারাও তাঁহার প্রতি সহস্র
সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করি-
লেন ; মহাবল ভগদত্ত মহাবেগ সম্পন্ন
স্বর্ণদণ্ড শক্তি, মহাভূজ জয়দ্রথ তোমর
পট্টিশ, রূপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য এক
শর ও অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ পাঁচ . পাঁচ
বাণ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক
নিক্ষেপ করিলেন । ভীমসেন ক্ষুরপ্র
অস্ত্রে তোমর, তিন বাণে পট্টিশ ও কঙ্ক-
পত্রে বিশিষ্ট নয় বাণে শতঘ্নী তিলকাবৎ
ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত
মহাধনুর্দ্ধরকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ
করিলেন ।

মহারথ ভীমসেন সমরে সায়ক সমূহে
শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া ধন-
ঞ্জয় রথারোহণ পূর্বক তথায় সমাগত হই-
লেন । কৌরব পক্ষ বীর পুরুষেরা সেই
দুই মহাত্মাকে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া
জয় লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন ।
ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত যুদ্ধ
করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় ভীমের নিধন ও
ভীমের হিত সাধন কামনায় শিখণ্ডীকে
অগ্রসর করিয়া ভীমের ন্যায় তাঁহাদিগকে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা
দুর্যোধন স্রশশ্মাকে ভীম ও অর্জুন বধে
নিয়োগ করিয়া কহিলেন, হে স্রশশ্মন !
শীঘ্র বল সমূহে পরিবৃত হইয়া গমন পূর্বক
ভীম ও অর্জুনকে বধ কর । প্রস্থলাধি-

পতি স্রশশ্মা দুর্যোধনের বাক্যে সহরে
অনেক সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ভীম ও
অর্জুনকে বেটন করিলেন । অনন্তর
অর্জুনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ
হইল ।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

অতিরথ ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে
নিপীড়ন পূর্বক সম্মতপর্ব শরজালে মহা-
রথ শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং
স্রশশ্মা, রূপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ,
কৃতবশ্মা, চর্ম্মণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন
তিন বাণে অহত করিলেন । চিত্রসেন :
রথাক্রুত জয়দ্রথ অর্জুন ও ভীমসেনকে
শরাঘাত করিতে লাগিলেন । শল্য ও
রূপাচার্য্য ভূরি ভূরি মস্ত্যভেদী শরে ধন-
ঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন । চিত্রসেন প্রভৃতি
আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকেই ভীম ও অর্জু-
নকে পাঁচ পাঁচ শর আঘাত করিলেন ।
রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ত্রিগর্তদেশীয়
সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে,
স্রশশ্মা নয় বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া
সৈন্যগণের ভয়জনক সিংহনাদ করিলেন ।
অন্যান্য রথিগণ ও স্ববর্ণপুঙ্খ শরজালে ভীম
ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
যেমন আমিমলিপ্সু মদমত্ত সিংহবৃগল
গোসমূহের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ মহা-
রথ ভীম ও অর্জুন কৌরব পক্ষ রথিগণের
মধ্যে বিচিত্র বেশে ক্রীড়া করিতেছেন,
নয়নগোচর হইল । তাঁহারা শরগণের
কান্দ্যক, শর ও শূত শত মনুষ্যের মস্তক

গণ্ড গণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল, শত শত গজ ও গজারোহী ধরাশয়ী গ্রহণ করিল, কত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল ও কত শত ব্যক্তি কল্পিত হইতে লাগিল, অবলোকন করিলাম। কালকবলিত অশ্ব, গজ, পদাতি ও ভগ্ন রথ সমূহে পরাতল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। আশি ঐক্যে ধনঞ্জয়ের অদ্বুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম; তিনি শরানকরে সেই সমস্ত বীরগণকে নিবারিত ও আহত করিতে লাগিলেন।

মহাবল দুৰ্য্যোধন ভীমর্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীষ্মের রথ-সঙ্গীপে গমন করিলেন; কিন্তু রূপাচার্য্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ এবং অবশিষ্ট দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না। মহাধর্ম্মীর ভীমসেন ও মহারথ অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিলে, কৌরব পক্ষ ভূমিপালগণ হরাস্থিত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে অগুত অগুত ও অর্কবৃন্দ অর্কবৃন্দ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরজালে সেই সমস্ত মহারথকে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া যেন জীড়া করিতে করিতে সমতপর্ব্ব ভ্রম-সমূহে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ধনঞ্জয় পাঁচ বাণে শল্যের শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে তাঁহার মণ্ডে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। শল্য রোমাঝিষ্ট হইয়া অন্য ভারসামন

শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন, বাহুদেবের উপর পাঁচ এবং ভীমসেনের বাহু যুগলে ও বক্ষঃস্থলে নয় বাণ আঘাত করিলেন। অনন্তর যেখানে মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন কৌরবগণের মহাসেনা সংহার করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও মাগধরাজ জয়ৎসেন দুৰ্য্যোধনের আদেশানুসারে তথায় আগমন করিলেন। জয়ৎসেন ভীমায়ুধ ভীমসেনকে নিশিত আট সায়কে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন প্রথমে দশ, পরে পাঁচ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাঙ্গে তাঁহার সারথিকে রথনীড় থইতে নিপাতিত করিলেন; জয়ৎসেনের অশ্বগণ উদ্ভ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য রক্তপ্রাপ্ত হইয়া আট বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলে, ভীমসেন পঞ্চমষ্টি ভল্লে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে সঙ্গীরণ যেমন মহাসেনা সকলকে ছিন্নভিন্ন করে, ধনঞ্জয় ভূরি ভূরি আয়স বাণে স্তম্ভশ্রাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম, রাজা দুৰ্য্যোধন ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ রোমাঝিষ্ট হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সম্মুখবর্তী হইলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ব্যাদিতবদন অন্তক লদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও মস্তক চিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ

করিলেন । এইরূপে যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ভীষ্মের জয় লাভ বাসনায় পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কৌরবগণ সমররূপ দ্যুত ক্রৌড়া আরম্ভ করিয়া জয় লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ করিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, হে মহারথগণ ! নির্ভয় হইয়া শাস্ত্রনুতনয়কে আক্রমণ কর । সৈন্যগণ সেনাপতির বাক্যে সজ্জ হইয়া প্রাণপণে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল । মহাসাগর যেমন নিপতিত তীর ভূমি গ্রাস করে, মহারথ ভীষ্ম সেইরূপ আগচ্ছমান পাণ্ডব সৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন ।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌরবগণই বা কি রূপে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের অদ্বুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । রোষাবিষ্ট কৌরবপক্ষ মহারথগণ প্রতিদিন কীরীটীর অস্ত্রজালে প্রাণ-ত্যাগ এবং ভীষ্ম স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের বল ক্ষয় করিতেন, কোন পক্ষেই জয় পরাজয় অবদারিত হয়

নাই । কিন্তু দশম দিবসে ভীষ্ম ও অর্জুন একত্র হইলে দৌরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । পরমাত্মবির ভীষ্ম এই দিনে অজ্ঞাতনাগগোত্র শত শত মহাযোদ্ধার প্রাণ সংহার করিলেন । সেই ধন্যাত্মা দশ দিন পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তোষিত করিলে পর স্বীয় জীবনের উপর তাহার নির্বেদ উপস্থিত হইল ; স্তবরাং আত্মজীবন বিনাশে সমুৎসুক হইয়া আর অধিক মনুষ্য হত্যা করিবেন না ভাবিয়া সমীপবর্তী যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ; এক্ষণে আমার ধর্ম্ম ও স্বর্গ্য বাক্য শ্রবণ কর ; ভূরি ভূরি প্রাণী হত্যা করাতে এই দেহের উপর নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব যদি আমার প্রিয়াচরণ তোমার অভিলষিষ্ট হয়, তাহা হইলে পাকাল ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিষ্ট-হারে ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া আমার প্রাণ সংহারে যত্নবান হও । সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সৈন্যগণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, হে সৈন্যগণ ! ধাবমান হও এবং ভীষ্মের সহিত সমর করিয়া জয় লাভ কর ; সত্য সদ্ধ ধনঞ্জয়, সেনাপতি পঞ্চালনন্দন ও ভীম-সেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন ; হে সৃঞ্জয়গণ ; ভীষ্ম হইতে কিছু মাত্র ভয় নাই ; আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজয় করিবা । ত্রকলোচ্চ-পরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধ-সহকারে এই রূপ

প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নের পরাক্রান্তি অবলম্বন-পূর্বক শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন ।

সেই সময় সৈন্য সমেত নানা দেশীয় মহাবল ভূপালগণ দ্রোণ, অশ্বখামা ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকল মহোদরগণ দুৰ্য্যোধনের আদেশানুসারে মধ্যগত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে ছিলেন, অনন্তর তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া শিখণ্ডী ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিলেন । ধনঞ্জয় ও শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া চৌদি ও পঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বখামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু অমাত্য সমেত দুৰ্য্যোধনের, বিরাট সেনা-সমভিব্যাহারে সৈন্য জয়দ্রথের, যুধিষ্ঠির সৈন্য শল্যের, ভীমসেন গজসৈন্যের এবং পঞ্চালনন্দনগণ দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । এ দিকে রাজপুত্র বৃহদল কর্ণিকারধ্বজ, সিংহকেতু অভিমন্যুর প্রীতি গমন করিতে লাগিলেন । দান্ট-রাষ্ট্রগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে শিখণ্ডী সমেত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন ।

উভয় পক্ষ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ভীষণ পরাক্রম-পূর্বক এই রূপে পরস্পর ধাবমান হইলে, ধরামণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং 'তাহাদিগের' মহাশব্দ সিংহ-নাদে, শব্দ দুষ্কৃতির নিম্ননে ও বারণগুণের বৃষ্ণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উদ্ভূত হইল । নরেন্দ্রগণের সেই চন্দ্র সূর্য

সদৃশ প্রভা বীরগণের অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় মলিন হইয়া উঠিল । ধূলিপটল জলদপটলের ন্যায়, শব্দ সকল বিদ্যুতের ন্যায়, এবং শরাসনশব্দ মেঘগর্জিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । উভয় দলেই বাণ, শব্দ ও ভেরীর মহাশব্দ আরম্ভ হইল । পাসা, শক্তি, ঋষ্টি ও শর সমূহে আকাশ-মণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল । উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ, সাত্ত্ব ও পদাতিগণ পরস্পর সংহার করিতে লাগিল । উভয় পক্ষই পরস্পরকে বধ ও জয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া ছিলেন, স্ততরাং দুই শোঁন পক্ষী যেমন আঁগিষের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করে, সেই রূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিমিত্ত ঘোর-তর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন ।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনা পরিবৃত দুৰ্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । দুৰ্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে প্রথমে আনতপর্ব্বতের শর, পরে তিম শর বিদ্ধ করিলেন । অভিমন্যুও কুপিত হইয়া দুৰ্য্যোধনের রথের প্রীতি মৃত্যুর সহোদরার ন্যায় ঘোররূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মহারথ দুৰ্য্যোধন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে সেই ঘোররূপ শক্তি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । অভিমন্যু ভীষ্মকে নিধন করিবার নিমিত্ত ও দুৰ্য্যোধন পাণ্ডবকে জয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র, ইন্দ্রিয়প্রীতি-

জনক, পার্শ্ববর্গের প্রশংসিত বোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ।

অশ্বখামা রোমাঞ্চিত হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে নারীচ নিক্ষেপ করিলে, অমিত-বিক্রম সাত্যকি কক্ষপত্র বিশিষ্ট নয় বাণে অশ্বখামার সমুদায় মণ্ডল স্থান আহত করিলেন । অশ্বখামা পুনরায় সাত্যকির বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রথমে নয় পরে ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ করিলে, মহাধনুর্ধর সাত্যকি অতি-মাত্র বিদ্ধ হইয়াও তিন বাণে অশ্বখামাকে আহত করিলেন ।

মহারথ পৌরব মহাধনুর্ধর ধুষ্টকেতুকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলে, ধুষ্টকেতুও অতি ক্ষীণ ত্রিশ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন । পৌরব ধুষ্টকেতুর শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ-সহকারে নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন । ধুষ্টকেতু অণু শরাশন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন । এইরূপে মহাধনুর্ধর মহারথ বীরদ্বয় প্রভূত শর বর্ষণে উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ; উভয়েরই শরাসন ছেদিত হইল ; উভয়েরই অশ্বগণ নিহত হইল পরিশেষে উভয়েই বিরথ হইলেন । যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিগিত যত্নশীল হয়, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া গোচর্য্য নিশ্চিত, শত চন্দ্র-শোভিত, শত তারা চিত্রিত চন্দ্র এবং মহাপ্রান্ত সম্পন্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচিহ্ন মণ্ডল ও বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন

করিয়া পরস্পর আহ্বান পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন । পৌরব থাক থাক বলিয়া ধুষ্টকেতুর ললাট দেশে ও চেদিরাজ ধুষ্টকেতু পৌরবের জত্র দেশে খড়্গাঘাত করিলেন । এইরূপে সেই উভয় বীরই পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন । অনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বরথে আরোপিত করিয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধুষ্টকেতুকে লইয়া অপসৃত হইলেন ।

চিত্রসেন প্রথমে শ্রৌহময় শরজালে অনন্তর মষ্টি শরে, পরিশেষে নয় শরে অশ্বখামাকে আহত করিলেন । অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে, নিশিত শত সায়কে তৎপরে আনতপর্ক ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে আঘাত করিলেন ; তিনিও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন । অভিমন্যু ভীষ্মের সমরে যশ ও মান বর্দ্ধনের অভিলাসে পার্থের নিমিত্ত কোশলরাজ বৃহদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । বৃহদল প্রথমে পাঁচ, তৎপরে সমতপর্ক বিংশতি শরে অভিমন্যুকে আঘাত করিলে, অভিমন্যু কিছু-মাত্র বিচলিত না হইয়া বৃহদলকে প্রথমে আটবাণ, অনন্তর শরজাল, পরিশেষে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া কক্ষপত্র-শোভিত ত্রিশং বাণ আঘাত করিলেন । বৃহদল অশ্ব কাম্যক পরিগ্রহ করিয়া অভিমন্যুরে প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বলি ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভীষ্মের নিমিত্ত চিত্রমোহী জাতক্রোধ

ব্রহ্মদল ও অভিমন্ত্যরও সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল ।

যেমন বজ্রধর ধরাধরগণকে বিদারিত করেন, সেইরূপ ভীষ্মসেনা গজ সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন ; পর্দিত পরিমিত মাতঙ্গগণ নিহত হইয়া নিপতিত হইবামাত্র ধরাতল হইতে ঘোরতর শব্দ বাহ্য হইল । সেই ধরাপতিত আশ্রয়িত অঞ্জনরাশি সদৃশ মাতঙ্গ সমূহ, ইতস্ততঃ বিকার্য পর্বত সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । •

মহাপন্থকর যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সুরক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে ও শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন ।

ক্ষয়দ্রুপ বিরাটের প্রতি প্রথমে নয় বর্ষ, অনন্তর ত্রিংশৎ বাণ এবং বিরাট জয়দ্রুপের বর্ষস্থলে ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । বিরাট ও জয়দ্রুপ উভয়েরই বিচিত্র কাম্যক, বিচিত্র খড়্গ, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ ; স্ততরাং তাঁহারারণক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন ।

দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইয়া সম্মতপন শরজালে বিস্তার পূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের রুহৎ শরাশন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অণু ধমুঃ গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ডোপম গদা নিক্ষেপ করিলেন । দ্রোণাচার্য পঞ্চাশৎ বাণে সেই গদা প্রত্ৰিত করিলে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়া ধরাতলে

নিপতিত হইল । গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । দ্রোণাচার্য নয় বাণে সেই শক্তি ছেদ করিয়া মহাপন্থকর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্যের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

এদিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়ন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন, বোধ হইল যেন, এক আরণ্য মত্ত গজ আর এক আরণ্য মত্ত গজের প্রতি ধাবমান হইতেছে । প্রতাপবান্ ভগদত্ত অর্জুনের প্রতি গমন করিয়া শর ঈর্ষণ পূর্বক তাঁহার গতি রোধ করিলেন । অর্জুন রজত সদৃশ নিশ্ফল তাঁক্ষ শরজালে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং চল, চল, ভীষ্মকে বধ কর, বালয়া শিখণ্ডীকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ভগদত্ত অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথের প্রতি গমন করিলেন । অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া শীঘ্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ; অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কৌরব পক্ষ শৌর্যশালী যোদ্ধগণ চীৎকার করিতে করিতে অতি বেগে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । অর্জুন সমুচিত সময়ে সেই কৌরব পক্ষ বানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগনোদ্ভূত মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করি-

তেছে । শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া
অব্যগ্র চিত্তে সত্তরে ভূরি ভূরি শরে আচ্ছা-
দিত করিলেন । ভীষ্মরূপ অনল রথরূপ
অগ্নিগৃহে অবস্থিত, চাপরূপ শিখায় শো-
ভিত, অগ্নি শক্তি গদারূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত
ও শরজালরূপ মহাজ্বালা বিশিষ্ট হইয়া
ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।
যেমন ছতাসন সমীরণ-সহকারে সাঁতিশয়
প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষ মধ্যে বিচরণ করে,
সেইরূপ ভীষ্ম দিব্য মায়ক সমূহে প্রজ্ব-
লিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগত সোমক-
দিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে
নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে প্রতিহত,
দিকু ও বিদিকু সকল প্রতিশ্রবিত, রথী,
অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত, রথ-
সমুদায় মুণ্ডিত, তলিবন সন্দূশ এবং কত
শত রথ, অশ্ব ও হস্তীকে নিশ্চিন্মুগ্য করিতে
লাগিলেন । সৈনিকগণ বজ্রনির্ঘোষ সন্দূশ
জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত
হইয়া উঠিল । তাঁহুর শরাসন নিষ্কপ্ত
অবার্শ শরজাল শত্রুগণের দেহ ভেদ করিয়া
নিপাতিত হইতে লাগিল । বেগশীল তুর-
ঙ্গমগণ মনুষ্য হীন রথ সমুদায়কে বায়ুবেগে
আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম ।
তনুত্যাগে সমুত্তত সমরে অপরাঙ্গুপ, স্ববর্ণ-
ধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ অশ্ব, কুঞ্জর ও রথে
সশরীক চতুর্দশ সহস্র কুলপুত্র চেদি,
কাশি ও করুষ সংগ্রামে ব্যাদিতবদন
অশ্রুক সন্দূশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ
পারিত্যাগ করিলেন । সোমকগণের মধ্যে
এমন এক জন মহারথও ছিলেন না যে,

জীবিত অবস্থায় ভীষ্মের সংগ্রাম ইষ্টতে
প্রত্যাবৃত্ত হন । ফলতঃ ভীষ্মের পরাক্রম
অবলোকন করিয়া লোকে বোধ করিতে
লাগিল যে, সোমক বংশীয় সকল যোদ্ধাই
প্রেরাজ ভবনে গমন করিয়াছেন । অধিক
কি, কৃষ্ণসারথি অর্জুন ও মহাতেজঃ শিখণ্ডী
ব্যতীত কেহই ভীষ্মের প্রতিগমনে সমর্থ
হইলেন না ।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার
বক্ষঃস্থলে নিশিত দশ বাণ আঘাত করি-
লেন । ভীষ্ম কোপোদ্দীপিত নয়নে শিখ-
ণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে যেন
দগ্ধ করিতে লাগিলেন । সকলেই দেখিয়া-
ছেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া
তাঁহাকে আঘাত করিলেন না ; কিন্তু
শিখণ্ডী তাহা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন
না । তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে কহিলেন,
হে শিখণ্ডী ! ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও ;
আর কোন কথার প্রয়োজন নাই ;
ভীষ্মকে বধ কর । আমি সত্য কহিতেছি,
যুধিষ্ঠিরের সৈন্যमध्ये তোমা ব্যতিরেকে
এমন এক ব্যক্তিও নাই যে, ভীষ্মের সহিত
প্রতিযুদ্ধে সমর্থ হয় । শিখণ্ডী অর্জুনের
বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ শরে পিতা-
মহকে আকীর্ণ করিলেন । ভীষ্ম সেই
সকল বাণের প্রতি ক্রোড়ে না করিয়া
শরজালে জাতক্রোধ অর্জুনকে নিবারণ ও
সৈন্যগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে
লাগিলেন । যেমন মেঘ সমূহ সূর্যকে

আরত করে, সেইরূপ ভূরি সেনা পরিবৃত্ত
পাণ্ডবগণও ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন।
সমস্তাং পরিবৃত্ত ভীষ্ম প্রজ্বলিত দাবদহনের
আয় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধে মহাত্মা দ্রুপদস্যের অতি
অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম।
তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়া অর্জুন
প্রভৃতি সমুদায় পাণ্ডবগণকে নিবারণ-
পূর্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগি-
লেন; পাণ্ডব তাঁহাকে নিবারণ করিতে
সমর্থ হইলেন না। দ্রুপদস্যের এই দুষ্কর
কর্মে সকলেই সম্ভ্রান্ত লাভ করিলেন।
দ্রুপদস্যের সংগ্রামে রণিগণ বিরথ হইল
এবং মহাদনুর্দ্ধর অশ্বারোহী ও মহাবল
মাতঙ্গগণ ভীষ্ম শরে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতে
শয়ন করিল। কত শত হস্তী শরাঘাতে
কীতর হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল।
যেনন ছত্ৰাশন ঈক্ষন প্রাপ্ত হইলে দীপ্ত-
শিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দ্রুপদস্য
পাণ্ডব সেনাগণকে প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করিয়া
প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণস্বরূপি
অর্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন মহারথই
তাঁহাকে জয় করিতে বা তাঁহার অভিমুখীন
হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল জয়শীল
অর্জুন সকল লোকের সমক্ষে তাঁহাকে
পরাজয় করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান
হইলেন। ভীষ্মবাহু-রক্ষিত মদমস্ত অপরা-
জিত দ্রুপদস্য পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রাপ্ত
হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন যুদ্ধ
করিতে করিতে যার পর নাই শোভা
ধামণ করিলেন।

শিখণ্ডী বজ্র সদৃশ, আশীবিম তুল্য
শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন;
কিন্তু ভীষ্ম তদ্বারা কিছুমাত্র বাণিত না
হইয়া হাস্য করিতে করিতে, তাপিত ব্যক্তি
যেমন বারিধারা গ্রহণ করে, তদ্রূপ শিখণ্ডীর
শরধারা গ্রহণ করিলেন। এবং মহাত্মা
পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে
লাগিলেন।

অনন্তর দুর্যোধন কহিলেন, হে সৈন্য-
গণ! ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর; ধর্মবিৎ
ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করবেন। হে
ভূপতিগণ! সমুদায় স্তবর্ণময় তালকেতু-
স্তশোভিত পিতামহ ভীষ্ম পার্শ্বরাষ্ট্রদিগের
সুখ ও ধর্ম রক্ষা করিতেছেন; বিনশ্বর-
স্বভাব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক,
অমরগণও মহাবল মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয়
করিতে সমর্থ হন না; অতএব অর্জুনকে
প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আমি
আজি আপনাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া
যত্ন পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

দুর্যোধনের বাক্যবসানে সেনাগণ ভয়
পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোর-
তর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেমন
ছত্ৰাশনের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহা-
বল বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ,
সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য,
মালব, অভিমাহ, শূরসেন, শিবি, বসান্তি,
শাঙ্গ, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ
রোষাবেশে অর্জুনের অভিমুখে ধাবমান
হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় ধ্যান পূর্বক
দিব্যাস্ত্র সমুদায় সজ্জান করিয়া ছত্ৰাশনের

পতঙ্গগণ দহনের ন্যায় মহাবেগশালী অস্ত্রে ও অস্ত্র সমূহের প্রুতাপে সেই সমস্ত শত-
নাক মহারণকে দগ্ধ করিলেন । বাণ সহস্র
বর্ষণ সময়ে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরিক্ষে
উদ্ভাসিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল ।
কৌরব পক্ষ মহারণগণ তাঁহার শরে
নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন । তাঁহা-
দিগের প্রকাণ্ড ধ্বজ সকল বিচ্ছিন্ন ও
ইতস্ততঃ বিকর্ণ হইয়া পুড়িল ; তাঁহারা
আর অর্জুনের অভিমুখে অবস্থান করিতে
পারিলেন না । ধনঞ্জয়ের শরানিবরে
তাড়িত হইয়া রথিগণ রথের সহিত অশ্বা-
রোহিগণ অশ্বের সহিত ও গজারোহিগণ
গজের সহিত পরাশায়ী হইল । অর্জুনভুজ-
বিমুক্ত নারাচাভিহত দিগ্দিগন্তে পলায়মান
কৌরব সৈন্যগণে বস্ত্রধরা আবৃত হইয়া
উঠিল ।

ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে ভয় করিয়া
দুঃশাসনের উপর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ
করিলেন ; যেমন ভুজঙ্গশ্রেণী বন্যীকে
বিলীন হয়, সেই সমুদায় শর দুঃশাসনকে
বিদ্ধ করিয়া সেইরূপ ধরাগর্ভে প্রবেশ
করিল । এই সময়ে দুঃশাসনের অশ্বগণ
ও সারথি অর্জুনের হস্তে নিপাতিত হইল ।
অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি বাণে বিবিংশতিকে
বিরথ করিয়া সম্রতপর্ব পাঁচু বাণে বিদ্ধ
করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকে ও
বহুসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া বিরথ করিলেন ।
কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি,
পূর্বাঙ্কে এইরূপে বিরথ ও পরাজিত হইয়া
পলায়ন করিলে, ধনঞ্জয় দিবাকরের রশ্মি

বর্ষণের ন্যায় শরভাল বর্ষণ পুনরক অন্যান্য
পাথিবীগণকে নিহত করিয়া শোণিতময়ী
মহানদী প্রবাহিত করিলেন এবং ধূমসম্পর্ক-
শূন্য ছতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতে
লাগিলেন । উভয় পক্ষেই, কোন স্থানে
রথিগণ গজ, অশ্ব ও রথিগণকে, কোন
স্থানে হস্তগণ রথ সমুদায়কে কোন স্থানে
পদাতিগণ অশ্বগণকে নিহত করিয়াছে ;
গজারোহী, অশ্বারোহী ও রণযোদ্ধৃগণের
শরীর ও মস্তক মধ্য ভাগে ছিন্ন হইয়া
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; পতিত, পাতিত
রণনেমি নিকৃত ও মাতঙ্গ প্রোগিত কুণ্ডলা-
ঙ্গদ শোভিত মহারণ রাজপুত্র সমূহে রণ-
ক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইয়াছে ; পদাতি, অশ্ব,
অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দিকে দাব-
মান হইতেছে ; ভয়চক্র, ভয়বৃণ ও ভয়-
ধ্বজ রথ সমুদায় বিকর্ণ হইয়া রহিয়াছে ;
রণস্থল গজ, অশ্ব ও যোদ্ধৃগণের রূপরে
শারদ রক্তাস্রজের ন্যায় শোভা ধারণ করি-
য়াছে ; কুকুর, কাক, গুপ্ত, রুক, গোমায়ু
ও অন্যান্য বিকৃত পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্য লাভ
করিয়া শব্দ করিতেছে ; চতুর্দিকে নানা-
বিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; রাক্ষস ও
ভূতগণ নয়নপুণে আবিভূত হইয়া চীৎকার
করিতেছে ; কাঞ্চনদাগ ও মহামূল্য পতাকা
সকল সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠি-
তেছে ; শত শত শ্বেত ছত্র ও ধ্বজের
সহিত মহারণগণ ভূমিতলে পতিত ও
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং
লোকন করিলাম ।

অনন্তর তাঁহা দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ

করিতে করিতে দনুর্ধরগণের সমক্ষে অঙ্কু-
নের প্রতি দাবমান হইবামাত্র বাস্মত-
কলেবর শিখণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করি-
লেন ; মহাবীর ভীষ্ম ও তৎক্ষণাৎ সেই
অগ্নি সদৃশ অস্ত্র উপসংহার করিলেন ।
দনুজয় এই অবকাশে কোরব সৈন্যগণকে
সংহার করিতে লাগিলেন ।

উনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

হে রাজন ! সেই মহতা সেনা ব্রাহ্মত
হইলে সমরে অশ্রুপ্লাবিত বীরগণ সকলেই
জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভে
ক্লান্তনিশ্চয় হইয়াছিলেন ; স্তব্ধতাং কেবল
যে সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত মিলিত
হইয়াছিল, এমন নয় ; রণী রণীর সহিত,
পদার্থিত পদার্থিতর সহিত, ভ্রম অশ্বের সহিত
ভৃগুগজ গজযোদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া
উঠিল । এইরূপে মনুষ্যা ও হস্তগণ পরস্পর
মিলিত হইলে, কে কোন্ পক্ষ, তাহার
কিছুই বিশেষ রহিল না ; ফলতঃ উভয়
সেনার সমাগম একপভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে,
সকলে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ
করিল ।

অনন্তর শল্য, কূপ, চিত্রসেন, দ্রুপাদিন
ও বিকর্ণ ভাস্কর রথে আরোহণ করিয়া
পাণ্ডব সেনাকে কাম্পিত করিতে লাগি-
লেন । তাহারা নির্ভর নিপীড়িত হইয়া
বায়ুবিঘূণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ
হইতে লাগিল ।

এদিকে যেমন শিশির সময় গো সকলের
মশ্ম ছেদ করে, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের

মশ্ম ছেদ করিতে লাগিলেন । মহাত্মা
দনুজয়ও নব মেঘসঙ্কশ মাতঙ্গগণকে নিপা-
তিত এবং নারাচ ও শরজালে বীরগণকে
বিমদ্বিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দনুজয় বীর-
ক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, মহাগজগণ
কোরবর আর্ভ স্বরে নিপতিত হইতে
লাগিল ; রণক্ষেত্রে নিহত মহাত্মাগণের
আভরণ ভূষিত কলেরর ও কুণ্ডলালঙ্কৃত
মস্তকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল । তখন
ধাউরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের পরাক্রম সন্দর্শনে
জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া স্বগকেই একমাত্র
আশ্রয় মনে করিয়া সেনাগণ-সমগ্ৰিব্যাহারে
পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন । পূর্বে
আপনি ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে
যে সকল ক্রেশ প্রদান করিয়াছেন ; তাহারা
তাহা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভে সমুৎ-
স্ক হইয়া নির্ভয়ে আফ্লাদিত চিত্তে তাঁহা-
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
পাণ্ডবগণের মহারথ সেনাপতি সোমক ও
স্বজয়গণকে কহিলেন, হে সোমক ও স্বজয়-
গণ ! ভীষ্মকে আক্রমণ কর । সোমক ও
স্বজয়গণ ভীষ্ম সায়েকে আহত হইয়াও সেনা-
পতির বাক্য শ্রবণে শরজাল দ্বারা ভীষ্মকে
আঘাত করিতে আরম্ভ করিল । ভীষ্ম
শরাঘাতে বক্রাধাষিত হইয়া স্বজয়গণের
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যশস্বী
ভীষ্ম পূর্বে পরশুরামের নিকট যে পর-
মৈন্য বিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া-
ছিলেন, তাহারই অনুবর্তী হইয়া প্রতিদিন
দশ সহস্র সৈন্য সংহার করিতেন । দশম

দিবসের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাণ্ডব পক্ষের দশ সহস্র গজারোহী, সাত জন মহারণ, চতুর্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানিক ও অন্য সহস্র সহস্র রাজাকে ভরাস্ত্রে নিপাতিত করিলেন; ফলতঃ পাণ্ডব পক্ষ যে সমুদায় রাজা ধনঞ্জয়ের পার্শ্ববর্তী হইয়াছিলেন, ভীষ্মের সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই শমন ভস্মে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরজালে পাণ্ডব সেনার দশ দিক আচ্ছন্ন হইল। প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই দৃষ্টির কণ্ঠ্য সম্পাদন করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্ম কালে দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া তাপ প্রদান করিলে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেই রূপ কোন রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন পূরন্দর দৈত্য সেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে পরিতাপিত করিলেন।

বাস্তবের ভীষ্মকে তাদৃশ পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীতি পূর্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ধনঞ্জয়! এই শান্তনুসন্দন ভীষ্ম উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; উহাকে বল পূর্বক নিহত করিলেই তোমার জয় লাভ হইবে; অতএব যে স্থানে ঐ সেনাগণ ছিন্নভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানেই উহাকে সংস্তুভিত কর; তোমার ভিন্ন কেই ভীষ্মের সহ্য করিতে সমর্থ

হইবে না। ধনঞ্জয় কৃষ্ণের নিয়োগানুসারে শরজালে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মও শরজালে অর্জুন-প্রায়ুক্ত শরানিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ, ধৃষ্টকেশু, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যাম্ন, নকুল, মহদেব, চৌকিতান, কেকয়েরা পক্ষ ভ্রাতা, মাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রোপদার পক্ষ পুত্র, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, কৃশাশ্বা, বিরাট ও পাণ্ডব পক্ষ মহাবলগণ তাহার শরজালে নিপীড়িত ও শোকমাগরে নিমগ্ন হইলে, ধনঞ্জয় তাহা দিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিয়া অতি বেগে ভীষ্মের প্রতি দাবমান হইলেন। রণবিভাগবিৎ ধনঞ্জয় ভীষ্মের অন্তর্যমণকে সংহার করিয়া শিখণ্ডীর রক্তগর্ভ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মাত্যকি, চৌকিতান, ধৃষ্টদ্যাম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, মহদেব, অভিমন্যু, দ্রোপদার পক্ষ পুত্র ধনঞ্জয় কর্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ সমূহ সমুদায় করিয়া ভীষ্মের প্রতি দাবমান হইলেন; এবং স্তম্ভীকৃত অস্ত্র সমূহে ভীষ্মকে আহত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সেই সমুদায় শর নিরাকৃত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক যেন ফাঁড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্ত হাস্য করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতি একটীও শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদ সৈন্যের সাত জন দৌর্য প্রাতি সরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন-

স্তুর ক্ষণ কাল মধ্যে যৎসায়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই একমাত্র ভীষ্মের দিকে দাবমান হইলে, তাঁহাদিগের কিলকিলা শব্দ সমুৎপন্ন হইল। যেমন জলদজাল দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেই রূপ তাঁহারা অশ্ব, রথ ও শর সমূহে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিল। এই দেবায়ত্তর সদৃশ যুদ্ধে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের উপর শয় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

হে বরনাথ ! এই রূপে সমুদায় পাণ্ডব ও স্তম্ভযগণ একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন কর্দক শতঘ্নী, পরিঘ্নু, পরশু, যুদ্ধার, মূল, প্রাস, ক্ষেপ-নীড়, শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাজ, বঁহুসদন্ত ও ভূশুণ্ডী সমূহে তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্বারা তাঁহার তনু-ত্রাণ বিশীর্ণ হইলে, তিনি মধ্যে আহত হইয়াও অদীর হইলেন না ; প্রহৃত বীরক্ষয়-রূপ ইন্ধনে উদ্দীপিত, বিচিত্র শরাসনরূপ মহাশিখাশালী, নেমিনদোমরূপ সন্তাপ-সনাথ, তাঁহার প্রদীপ্ত মহাস্ত্র পাবক অরাতীগণের পক্ষে প্রণয় কালীন অনলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শত্রুগণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গণনা না করিয়া পাণ্ডবসেনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন ; পরিশেষে সত্যাকি, ভীম, ধনঞ্জয় দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীষ্মের, মহা

বেগগানী, বশ্মাবরণভেদী, নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যাকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মের সমুদায় শর নিরাকৃত করিয়া দশ দশ বাণে তাঁহাকে বিনাদিত করিলেন। শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র ভীষ্মের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর অর্জুন কুপিত চিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ, কৃত-বশ্মা, জয়দ্রথ, ভুরিহ্মবাণ, শল, শল্য, ও ভগদত্ত, এই সাত মহারথ ভীষ্মের শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহে অর্জুনকে আচ্ছাদন করিতে করিতে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি দাবমান হইলেন। সত্যাকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভি-মন্যু, এই সাত মহাবীর কর্ণ প্রভৃতির দ্রুত-গমন জনিত তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধ-মুচ্ছিত চিত্তে বিচিত্র কাম্বুক হস্তে সহরে গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেব-গণের যেক্রপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কৌরব পক্ষ সাত বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষ সাত বীরের সেইরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এদিকে শিখণ্ডী ছিন্নকাম্বুক ভীষ্মকে দশ বাণে, তাঁহার সারথিকেও দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অগ্নি কাম্বুক

গ্রহণ করিলে, ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জুন ততবারই তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন; পরিশেষে তিনি ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞানু বজ্রের আয় পর্বত বিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া আত তাক্ষ পাঁচ ভলে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইল যেন, বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া মেঘবৃন্দ হইতে পতিত হইতেছে।

‘শক্তি ছেদিত হইল দেখিয়া জাতক্ৰোধ ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল মধুসূদন পাণ্ডবগণের রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে আমি উছাদিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতে পারিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য ও শিখণ্ডী জ্ঞানীক; এই দুই কারণে উছাদিগের সাহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম, পিতা কানীর পাণি গ্রহণ সময়ে সমুদ্র হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও রণে অবধ্য বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে। তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ অমিততেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় হইয়াছে, তাহা আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব রণবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণের বাক্যবশত শতভূচক স্তম্ভক অনুকূল সমারণ প্রার্থিত, মহাশয় দেবতৃষ্ণা সকল নিম্নপতিত ও

ভীষ্মের উপর পুষ্পরূপে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য ভীষ্ম ব্যতীত আর কাহারও শ্রবণ-গোচর হয় নাই; মহামি ব্যাসদেবের তেজঃ-প্রভাবে আমিও শ্রবণ করিয়াছিলাম। মহারাজ! সন্দনোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণেরও মহাসম্মত সমুপাস্থিত হইল।

মহাতপাঃ ভীষ্ম দেবমিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্গাবরণভেদী নিশিত শরানকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও অর্জুনের সাহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন; যেমন ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে পর্বত কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে কিছুমাত্র নৈচলিত হইলেন না। তখন মহাবীর অর্জুন ঈশ্বর করিয়া গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্বক ফৌপভরে প্রথমে পক্ষবিংশতি ক্ষুদ্রাক; তৎপরে এক শত শরে ভীষ্মের সমুদায় গাত্র ও সমুদায় মর্গ্য স্থান আहत করিলেন। মহারণ ভীষ্ম অত্যাণ্ড যে সকল বীরগণের শরানকরে নির্ভর নিপোড়িত হইতেছিলেন; এক্ষণে সমুদয়পর্বত শরজাল বিস্তার করিয়া সেই সকল বীরকে বিদ্ধ ও তাহাদের শর সমুদায় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহা-রথ শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুষ্প শিলাশিত্ত শর পরিত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম তদ্বারা কিছুমাত্র পীড়িত হইলেন না। অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন এবং

ভীষ্মের শরাসন ছেদন, দশ বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ, এক বাণে ধ্বজচ্ছেদ ও দশ বাণে ভীষ্মের সারাণিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম কাম্বুকান্তর পরিগ্রহ করিলে, ধনঞ্জয় তাহা তিন ভরে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত ধনুঃ গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় এক এক নিমিসে তৎসমুদায়ই ছেদন করিলেন। পিতামহ ভীষ্ম অতঃপর আর অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন না কিন্তু অর্জুন পুনরায় ভীষ্মকে পক্ষাবগতি ক্ষুদ্রক আঘাত করিলেন।

মহাপশুর্ধ্বর ভীষ্ম অতিমাত্র বিদ্র হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন ! বজ্র-গাণি পুরন্দর যীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ নন, সেই মহারথ অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনেক সহস্র শর নিক্ষেপ করিতেছে, সন্দেহ নাই ; নতুবা মহারথ মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, বায়ুশালা দেব, দানব ও রাক্ষসগণও একত্র হইয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। ভীষ্ম ও দুঃশাসন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অর্জুন শরের নির্ভর নিপাড়নে অধিকতর বিম্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে দুঃশাসন ! এই যে বজ্রসমস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন শরধারা নির্গম্য হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; এই যে মুঘল সদৃশ বাণ সকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার সম্মুখান সকল ছেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; এই যে একদণ্ড সম-

স্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্নিয়ম শরনিকর আমার জীবনকে রূপ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; এই যে গদা ও পরিঘ সদৃশ কঠোরতর সায়ক-সমুদায় যমদূতের ন্যায় নিহিত হইয়া আমার প্রান বিনাশ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; এই যে জাতক্রোধ, লেহি-হান, বিসর্বিষম আলীষ্মের ন্যায় বিশিখজাল আমার সম্মুখানে প্রবেশিত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; এই যে বাণ সকল আমার সমুদায় গাত্র ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয় ; অর্জুনেরই বাণ, তাহার সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধ্বা ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন রাজা আমাকে ক্রোশিত করিতে পারে না।

প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কুরুবীর-গণের সমক্ষে তিন শরে তাহা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় জয় বা যুত্মর অন্তর প্রাপ্ত হইবার বাসনায় স্তবর্ণ চিত্রিত চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ভীষ্ম রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই ধনঞ্জয় শরনিকরে সেই চর্ম্ম শতধা করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর ; তোমাদিগের অণুমাত্রও ভয় নাই ; ইহা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেরণ করি-

লেন। সৈন্যগণ যুদ্ধার্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমর, প্রাদ, বাণ, পট্টশ, খড়্গ, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্ল সমূহ লইয়া চতুর্দিক হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে ধার্ম্য-রাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে জয়ী করিবার অভিলাষে একমাত্র ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ করিলেন। . . .

অনন্তর তুঙ্গল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর সংহারে প্ররত হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে গঙ্গাপাত জনিত সাগরাবর্ত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। পৃথিবী শোণিতলিপ্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং সম ও বিষম স্থল কিছুই লক্ষিত হইল না। ভীষ্ম মন্থাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় সেনামুখে অবস্থান করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর কিতাব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীমাহ, শুরসেন, শিবি, বশাক্তি, শাল্ব, ত্রিগর্ত্ত, অশ্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় মহাভাগগণ শরার্ত্ত ও ত্রণ পীড়িত হইয়াও অর্জুন সহ যুধ্যান ভীষ্মকে পুরিত্যাগ করিলেন না।

এদিকে পাণ্ডবগণ একমাত্র ভীষ্মকে পরিবেষ্টন ও সমুদায় কৌরব সৈন্যকে পরাজয় করিয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র

সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, মুদ্ধ কর, ছেদন কর, ভীষ্মের রথের দিকে এইরূপ শব্দ সমুৎপিত হইল।

হে মহারাজ! ভীষ্মের কুলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শরনিকরে একরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। এইরূপ ক্ষতবিক্ষতকুলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পুনশিরাঃ হইয়া রথ হইতে নিপতित হইলেন। অর্গে দেবগণ, মর্ত্যলোকে ভূপতিগণ উচ্চ স্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম নিপতित হইতেছেন দেখিয়া আগাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতित হইল। নিপিল ধনুর্ধরগণের ধ্বজ স্বরূপ ভীষ্ম সমুৎপিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতित হইলে, বস্ত্রধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি একরূপ শরজালে আরত হইয়াছিলেন যে, পাত্ত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দিব্য ভাব সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল; মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহাবীর ভীষ্ম পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সমুচিত্ত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই সময় অন্তরিক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইল যে, নিপিল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণা-

যুগে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ভীষ্ম
এই দিল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবিত
আছি বলিয়া প্রভাতের প্রদান করিলেন।
এইরূপে কুরুপতিমহা ভীষ্ম পরাতলে
পতিত হইয়া ও উত্তরাযণ প্রতীক্ষায় প্রাণ
ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়নন্দিনী গঙ্গা ভীষ্মের অস্তিত্ব
অবগত হইয়া মহাবিগণকে হংসরূপে তাহার
নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসনিবাসী
হংসরূপ স্বামিগণ সন্মুখে গমন করিয়া দেখি-
লেন, কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম শর-
শয়্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহার
তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আগমন-
পূর্বক কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত
দক্ষিণায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ?
এই বলিয়া দক্ষিণ দিকে প্রশ্নান করিতে
লক্ষ্যগিলেন। মহাবুদ্ধি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে
দর্শন পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহি-
লেন, হে হংসগণ ! আমি মনে মনে স্থির
করিয়াছি যে, দিবাকর যতদিন দক্ষিণায়ণে
অবস্থান করিবেন, ততদিন আমি গমন
করিব না ; সত্য কহিতেছি, আদিত্য
উত্তরাযণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন
স্থানে উপস্থিত হইব ; এক্ষণে সেই
উত্তরাযণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিতেছি।
মহাত্মা পিতা আমাকে স্নেচ্ছামরণ বর
দিয়াছিলেন, আজি তাহা সফল হউক ;
সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার
কর্তৃত্ব আছে ; তন্নিমিত্ত আমি জীবিত
রহিয়াছি, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে
জীবন বিসর্জন করিব। ভীষ্ম হংসগণকে

এই কথা বলিয়া শরশয়্যাতেই শয়ান
রহিলেন।

হে মহারাজ ! কুরুবংশানতঃ সমগ্ৰ-
তেজাঃ অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে, পাণ্ডব
ও স্তম্ভযুগল সিংহনাদ করিতে লাগিলেন
আপনার পুত্রগণ কি করিবেন, কিছুই
স্থির করিতে পারিলেন না ; কোরবগণ
নিতান্ত মোহাবিন্ট হইয়া উঠিলেন ;
কৃপ ও দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ নিশ্বাস
পরিত্যাগ করিয়া রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ
স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ;
যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং
নিতান্ত নিগূহীত হইয়া ও পাণ্ডবগণের প্রতি
ধাবমান হইলেন না। ফলতঃ কুরুগণ
সহসা অবিচলিত ব্যসনে নিশ্চল হইয়া
চতুর্দিক শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন।
আমরাও শরমিকরে ক্ষতবিক্ষত ও অর্জু-
নের নিকট পরাজিত হইয়াছিলাম ; আবার
মহাবীর ভীষ্মও নিহত হইলেন ; স্তব্ধতা
ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

পাণ্ডবগণ ইহলোকে জয় লাভ করি-
লেন ও পরলোকে পরম গতি লাভ করি-
বেন বলিয়া মহাশঙ্ক ধ্বনি করিতে লাগি-
লেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ পুলকিত
হইলেন। তূর্য্যসহস্র নিনাদিত হইলে,
মহাবল ভীমসেন বাহ্মাশ্ফাট পূর্বক চীৎ-
কার করিতে লাগিলেন। উভয় সেনার
মধ্যেই কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগ
পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ
কেহ চীৎকার পূর্বক পলায়ন করিলেন,
কেহ কেহ ক্ষত্র ধর্মের নিন্দা করিতে

লাগিলেন এবং কেহ কেহ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামিগণ, পিতৃগণ ও ভ্রাতৃদিগের পূর্ব পুরুষেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম মহোপনিষদবিহিত যোগাশ্রয় পূর্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

পুত্ররাষ্ট্র কাহিলেন, হে মঞ্জয় ! মহাবল, দেবকল্প পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী ভীষ্ম নিহত হইলে, যোদ্ধগণ কি প্রকাব হইয়াছিল : তিনি যখন দুর্গা বশতঃ শিখণ্ডকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে যে, এই পাপাত্মাকে পিতার নিধন-বাত্তা শ্রবণ করিতে হইল। আমার হৃদয় প্রসূরের সারাংশে নিম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; সেহেতু ভীষ্মের মৃত্যু বার্তা শ্রবণ করিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। যাহা হউক, জয়াভিলাষী ভীষ্ম আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্তন কর ; তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। পূর্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্র-নিকরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, আজি তিনি ক্রপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন।

মঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! কুরু-পিতামহ ভীষ্ম সাযাক্ষ সময়ে বরাতলে

নিপতিত হইয়া দান্তরাষ্ট্রগণকে বিমাদ-মাগরে নিমগ্ন ও পাকালগণকে আহ্লাদ-নীরে অভিষিক্ত করিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন ; তাঁহাকে ভূমি স্পর্শ করিতে হয় নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে সকল ভূতের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইল ; উভয় পক্ষ ক্ষত্রিয়গণই ভয়াবিষ্ট হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে বিশীর্ণকবচ ও স্রস্তস্বজ নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আকাশগুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য ও পরাতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইনি ব্রহ্মবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ ; ইনিই ব্রহ্মবেত্তাগণের প্রধান ; এই কথা বলিয়া লোকে ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। দ্রুমি, সিদ্ধ ও চান্দ্রগণ শরতল্লগত ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, ইনি পূর্বে পিতাকে কামাকুলিত দেখিয়া স্বয়ং উদ্ধারিত হইয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিমল্লবদন, শ্রীভ্রষ্ট এবং লজ্জায় নত্মুগ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া রণমস্তকে অবস্থান পূর্বক হেমজাল-চিত্রিত মহাশঙ্খের বাণ্ড আরম্ভ করিলেন। হর্ষ-নিবন্ধন তুর্য্যসহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে দেখিলাম, মহাবল ভীষ্মসেন, বেগ-প্রভাবে মহাবল শত্রুকে সংহার করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছেন। কুরুগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। কর্ণ ও দুর্ব্যোধন মুহুর্ভু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন,

সকলেই মর্যাদাবিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছেন।

হে রাজন্ ! দেবব্রত ভীষ্ম রণ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুৰ্য্যোধনের নিয়োগানুসারে স্বসৈন্যে বর্গিত হইয়া, তাহাদিগকে বিমাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া জ্বরিত গমনে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যভিগুণে গমন করিতেছিলেন ; কুরুগণ তদর্শনে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে পারিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণাচার্য্যকে ভীষ্মের নিধন বার্তা কহিলে, দ্রোণাচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ মাত্র মহসী রণ হইতে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরুঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণ পারম্পর্য্যক্রমে নিবৃত্ত হইলে, ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং ষোড়শগণ ও যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, যোগ্য অমরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করেন, সেই রূপ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ শর শয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ ! তোমাদিগের স্বাগত ? হে মহারথগণ ! তোমাদিগের স্বাগত ? আমি তোমাদিগের দর্শনে সান্তিশয় সন্তুষ্ট

হইতেছি। লক্ষ্মণানমস্তক কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাহাদিগকে এই রূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! আমার মস্তক অতিশয় লক্ষ্মণান হইতেছে, অতএব আমাকে উপধান প্রদান কর। ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম কোমল ও উৎকৃষ্ট উপধান সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মহাস্রবদনে কহিলেন, হে পার্থিবগণ ! এ সকল উপধান এই বীর শরীর উপযুক্ত নয়। অনন্তর পুরুষ প্রদান পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রীতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! হে মহাবাহো ! হে বৎস ! আমার মস্তক লক্ষ্মণান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুতপূর্ণ নয়নে কহিলেন, হে পিতামহ ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমার মস্তক লক্ষ্মণান হইতেছে ; তুমি সমস্ত ধর্ম্মদ্বারগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্র ধর্ম্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।

ধনঞ্জয় তথাস্ত বলিয়া কর্তব্য অবধারণ, গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সমস্তপর্ব্ব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ স্তূতীক্ষ তিন শর নিক্ষেপ করিলে, শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপধান স্বরূপ হইল। সূহৃদগণের প্রীতিবর্দ্ধন ধন-

জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া তদ্বিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্ট চিত্তে উপদান দানের নিমিত্ত ধনজয়কে সভাজন করিলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ধনজয়! তুমিই শয্যার অনুরূপ উপদান আহরণ করিয়াছ; যদি এরূপ না করিতে, ত্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যুদ্ধে এই রূপ শরণ্যাতে শয়ন করাই পশ্চান্নিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-গণের কর্তব্য। ভীষ্ম ধনজয়কে এই রূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনজয় আমার উপদান আহরণ করিয়াছে; সূর্যের উত্তরাংশে আবর্তন পর্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন দিবাকর যুগ্ম হুরঙ্গমযুক্ত তেজঃ-প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া উত্তরাংশে আবর্তিত হইবেন, সেই সময়ে যাহারা আমার নিকট আগমন করিবেন, তাহারা দেখিবেন আমি পরম স্নান প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিশ্রম কর; আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।

অনন্তর শল্যোদ্ধরণ-কুশল, হুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব প্রকার উপকরণ সমাধিবাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তুষ্টোদন কহিলেন, তুষ্টোদন! সংকার পূর্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায়

কর। আমি ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রশংসনীয় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি; হে ভূপালগণ! শরণ্যাগত ভীষ্মের এরূপ পশ্চান্নিষ্ঠা; এক্ষণে আমাকে এই সমুদায় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। তুষ্টোদন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য সংকারে বৈদ্যগণকে বিসর্জন করিলেন। নানা জনপদের রাজগণ অমিততেজঃ ভীষ্মের পশ্চান্নিষ্ঠা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সেই সমুদায় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্মের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবির গমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ভীক নিপীড়িত কৃপারাজ্যকলেবর বীরগণ সায়াক্ষ সন্ন্যাস স্ব স্ব দক্ষাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত ও প্রীত হইয়া উপবেশন করিলে পর, বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারথ, সত্যসন্ধ, সর্ব শস্ত্র পারদর্শী ভীষ্ম; কি দেবগণ কি মানবগণ সকলেরই অবধ্য; কিন্তু হে রাজন! আপনি যাহার প্রতি কোপ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই; মহাবীর ভীষ্ম আপনার বিষম সাংঘাতিক দৃষ্টিতেই পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

যুগ্মিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বায়ু-
দেব ! আমরা তোমারই প্রসাদে জয় লাভ
করিয়াছি এবং কোরবেরা তোমারই প্রসাদে
পরাজিত হইয়াছে । তুমি আমাদের
শরণ, ভক্তগণের অভয়দাতা ; তুমি যাহা-
দিগের, রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের
জয় বিস্ময়কর নয় ; আমার মতে, তোমাকে
প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না ।

জনার্দন হাস্য করিতে করিতে কহি-
লেন, মহারাজ ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই
উপযুক্ত হইয়াছে ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রজনী
প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কোরব ও অন্যান্য
পার্ষদগণ বীরশম্যায় শয়ান ক্ষত্রিয়োত্তম
ভীষ্মের নিকট গমন পূর্বক অভিবাদন
করিলেন । সহস্র সহস্র কন্যাগণ তথায়
আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ,
লাজ ও মাল্য সমূহ বিকীর্ণ করিলেন ।
যেমন প্রাণী সকল সূর্য্যের উপাসনা করিতে
উপস্থিত হয়, সেইরূপ স্ত্রী, বালক, রুদ্ধ
ও অন্যান্য দর্শকগণ পিতামহের সমীপে
সমুপস্থিত হইলেন । বাদক, গণিকা,
বারাঙ্গনা, নট, নর্তক এবং শিল্পীগণও
ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন । কোরব
ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ, কুবচ ও আয়ুধ সকল
পারিত্যাগ করিয়া পূর্বের ন্যায় বয়ঃক্রম
অনুসারে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হইয়া
চুরাধর্ষভীষ্মের নিকট উপবেশন করিলেন ।
পার্ষদগণাকীর্ণ ভীষ্মশোভিত সেই ভারতী

সভা নভোমণ্ডলস্থ আদিত্যমণ্ডলের শোভা
ধারণ করিল । যেমন দেবগণ দেবরাজকে
উপাসনা করেন, তদ্রূপ রাজগণ ভীষ্মকে
উপাসনা করিতে লাগিলেন । ভীষ্ম শস্ত্র-
সম্ভাপে সম্ভাপিত হইয়াও পৈর্য্যগুণে সমুদয়
বেদনা সংবরণ পূর্বক ভূজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস
পারিত্যাগ করিয়া ভূপতিগণকে নয়নগোচর
করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন । ক্ষত্রিয়গণ
চতুর্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও
শীতল জল পূর্ণ কুম্ভ সকল আহরণ করি-
লেন । ভীষ্ম সেই উপানীত পানায় নিরীক্ষণ
করিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ ! আমি শর
শয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্য লোক হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি ; কেবল চন্দ্র সূর্য্যের
পরিবর্তন কাল প্রতীক্ষায় জীবিত আছি ;
আজি মনুষ্যোচিত ভোগ সকল গ্রহণ করিতে
পারি না । ভীষ্ম এই কহিয়া ভূপালগণকে
নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভূপালগণ ! আমি
অর্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি ।

ভীষ্ম এই কথা কহিবা মাত্র মহাবাহু
ধনঞ্জয় নিকটবর্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদন-
পূর্বক কৃতাজলিপটে বিনীত ভাবে কহি-
লেন, পিতামহ ! কি করিতে হইবে ?

ধন্যাত্মা ভীষ্ম অর্জুনকে প্রণত ভাবে
সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতি পূর্বক
কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তোমার শরজালে
আরতু হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে ;
মণ্ডাস্থান সকল ব্যথিত হইতেছে ; মুখ
পরিশুদ্ধ হইতেছে ; আমি নিতান্ত আকুল
হইয়াছি ; তুমিই সমর্থ ; অতএব আমাকে
পানীয় প্রদান কর ।

অৰ্জুন যে আত্মা বলিয়া রথে আরোহণ ও গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ পূর্বক আকর্ষণ করিলেন। সমুদায় সৈন্য ও পার্শ্ববর্গণ বজ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রদীপ্ত শরসন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জ্ঞহাস্তে সংযোজনপূর্বক সকল লোকের সমক্ষে, ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্নান, অতিশীতল বিমল বারিধার সমুৎপন্ন হইল। ধনঞ্জয় ভদ্রারা দিব্যকম্পা ও দিব্যপরাক্রম ভীষ্মকে গারিত্বপ্ত করিলেন। ভূপালগণ অৰ্জুনের ইন্দ্রের ন্যায় কন্ম করিতে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং একরূপ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উত্তরায় বসন সকল অস্ত হইয়া পড়িল। কৌরবগণ অৰ্জুনের সেই অলৌকিক কন্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতল গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দিকে শঙ্খা দুন্দুভির বাণ হইতে লাগিল।

ভীষ্ম পরিভূপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্গণের সমক্ষে যেন অৰ্জুনের পূজা পূর্বক করিলেন, হে মহাবাহো! এ কার্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়; নারদ তোমাকে পূর্বতন ঋষি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কন্ম করিতে সমর্থ হন না, কুমি বাহাদুরের সাহায্যে তাহাও সম্পাদিত

করিবে। ধনুবিদ্যাশিখারদগণ তোমাকে সকল ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্ব্যোধনকে বারংবার কহিতেছি এবং বিহর, দ্রোণ, বলদেব, বাহুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অচেতন, শাস্ত্রত্যাগী দুর্ব্যোধন তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই; অতএব তিনি অচির কাল মধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

রাজা দুর্ব্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, দুর্ব্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই শীতল অমৃতগন্ধা জলধারা সমুৎপন্ন করিয়াছেন, অবলোকন করিলে; এই ধরামণ্ডলে আর কেহই এ কার্য সাধনে সমর্থ নন। এই মনুষ্য লোকে অৰ্জুন বাক্য ব্যতীত কেহই আগ্নেয়, বীরূপ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারশেষ্ঠ্য, প্রাজাপত্য, ধাত্ত, হাষ্ট্র, সার্বিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্র অবগত নন। অধিক কি অস্ত্রাস্ত্রধন ও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারেন না; অতএব অচিরে এই অমানুষকম্পা সত্যবান্ শৌর্য্যশালী সব্যসীচীর সহিত তোমার সন্ধি

হউক। হে বৎস ! মহাবাহু কৃষ্ণ অধীন থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। তোমার হতাবশিষ্ট মহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতে এবং কোপোদ্দীপিত-লোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দক্ষ নী করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সৈন্যগণ নকুল, মহদেব ও ভীমসেনের হস্তে বিনষ্ট না হইতে হইতে তুমি মহানীর পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্য কর। আমার নিপনেই যুদ্ধের অবসান হউক, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। হে ধার্মিক ! আমার বাক্যে তোমার অভিরূচি হউক ; আমি তোমার ও বংশের পক্ষে ইচ্ছাই ক্ষেমঙ্কর বোঝা করিতেছি। ধনঞ্জয় মাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে ; অনন্তর ক্লোপ পবিত্র্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিপনের পর তোমাদিগের মিত্রতা হউক ; অবশিষ্ট সঙ্গদল ও জীবিত থাকুন ; ইহাই উত্তম। হে রাজন্ ! প্রসন্ন হও ; পাণ্ডবগণকে রাজ্যাদি প্রদান কর ; যুধিষ্ঠির ইন্দ্র প্রস্থে গমন করুন ; তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্শ্ববর্গের জঘন্য হইয়া পাপীয়সী কোত্তি ভোগ করিও না। আমার যত্নের পর প্রজাগণের শান্তি স্থাপন হউক, পার্শ্ববর্গ শ্রীতিমান হইয়া পরস্পর মিলিত হউন ; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। যদি মোহাবেশ বা নির্দক্ষিতা নিবর্তন আমার এই

সময়োচিত্ত বাক্য গ্রহণ না কর, সত্য কহিতেছি, তুমি পরিণামে পরিতাপিত হইবে ও সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।

হে মহারাজ ! শল্যমন্ত্ৰপুত্রমর্ষা ভীষ্ম ভূপালগণের সমক্ষে সৌহৃদ্য সহকারে দুর্গেয়াধনকে এই কথা কহিয়া বেদনা সংবরণ পূর্বক আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া তৃণশাস্ত্রাব অবলম্বন করিলেন। যেমন মৃগযু ব্যাক্তির ঔষধে অভিরূচি হয় না, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত, হিতকর ও অনাগয় বাক্যে আপনার পুত্রের অভিরূচি হইল না।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

পিতামহ ভীষ্ম তৃণশাস্ত্রাব অবলম্বন করিলে, পার্শ্ববর্গ পুনরায় সস্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্মের যত্নে ক্রুদ্ধ হইয়া শীঘ্র তাহার নিকট গমন পূর্বক দেখিলেন, মুদ্রিতলোচন ভীষ্ম জন্মশয্যাগত শরজন্মার ন্যায় শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাদ্রুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার পাদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হইত, আপনি সর্বদাই যাহার উপর দ্বৈষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম এই বাক্য শ্রবণে বল পূর্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শনৈঃশনৈঃ দৃষ্টিপাত করিলেন ; তথায় আর কোন ব্যক্তি নাই দেখিয়া রক্ষীগণকে অপসারিত করিলেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ এক চক্ষু কর্ণকে আলি-

জন করিয়া সম্মেহ বচনে কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সৰ্বদা আমার সহিত স্পর্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল লাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীর নন্দন; রাধেয় নও; অধিরথ তোমার পিতা নয়; ইহা যথার্থ কথা, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডব-গণের নিন্দা করিতে বলিয়া, আমি তোমার তেজোবধের নিমিত্ত তোমাকে পুরুষ বাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয় মাৎসর্য ও ধম্ম-লোপে জন্ম বশতঃ তোমার গুণিজন দ্বৈষণী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমি কুরুসভায় বারম্বার তোমাকে রূক্ষ বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি। আমি তোমার দুর্ভিক্ষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও দানশৌণ্ডত্য অবগত আছি; এই ভুলে তোমার সম-কক্ষ একজনও নাই; কেবল কুলভেদ ভয়ে আমি তোমাকে পুরুষ বাক্য কহিতাম। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবের সমান; তুমি একাকী কুরুরাজের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুরে গমন করিয়া সমুদয় রাজাকে বিমদিত করিয়া ছিলে। তাদৃশ বলবান্, সমরপ্রাণী, চুরা-সদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বল ও তেজে দেবভুল্য যুদ্ধে সৰ্বল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধ ও তোমার সদৃশ নয়। আমি পূর্বে তোমার

প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্যনন্দন ! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও; আমাকে দিয়া বৈরভাব পর্য্যবসিত হউক এবং ভূপাতিগণও আজি নিরাময় হউন।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌশ্লেয়; সূতপুত্র নই। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে সূতের হস্তে পরিবর্তিত হইয়াছি; পরে দুর্যোধননের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্যোধননের নিমিত্ত পুত্র, দারা প্রভৃতি সমুদয় বিষয় উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধি-মরণ নাই এবং পাণ্ডবগণ দুর্যোধননের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন; অতএব এই অবশ্যসম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না; কোন ব্যক্তি দৈবকে পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে? আপনিও পুণ্ড্রবীকুয় সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে কহিয়া ছিলেন। আমিও অবগত আছি যে, কোম ব্যক্তিরই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। তথাপি আমি তাহা-

দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয় লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈর ভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না ; অতএব আমি স্বধর্ম-প্রীত হইয়া, ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি ; আপনি অনুজ্ঞা করুন ; আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধাবেগ ও চপলতা-নিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ বা বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ ! যদি এই নিদারুণ বৈরভাব পরিহার করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গক্রাম হইয়া যুদ্ধ কর ; দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি

অনুসারে রাজ্য দুর্যোধনের কর্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ; যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা লাভ হউক ; ক্ষত্র-ধর্ম-সমুচিত লোক সকল লাভ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর ; ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয় গণের পক্ষে আর শুভ কর্ম কিছুই নাই। কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! ভীষ্ম এই কহিলে পর, রাধেয় তাঁহাকে অভি-বাদন পূর্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন।

ভীষ্মবধপর্বাদ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্মপর্ব সমাপ্ত।

মহাভারত

দ্রোণপর্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্রোণাভিষেকপর্বোধ্যায়—কৌরব কর্তব্যপ্রশ্ন

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সব^১, ওচস্বিতা^২, বল, ধীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন অশ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্ধরগণের কেতুস্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শুনিয়া চিন্তা ও শোকে একরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল; সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের নিধন-সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষন্নহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীষ্ম পরাক্রম মহাশ্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদয় কীর্তন কর। মহাশ্মা পাণ্ডবগণের সেনা-সকল ভুবনজয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে!”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তমনে শ্রবণ করুন। সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক পৃথক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কৌরবগণ বিষ্ময় ও পাণ্ডবগণ হংসহকারে ক্ষাত্তবর্ষা অহুসারে পিতামহকে প্রণিপাতপূর্বক সন্নতপর্ব শরজালে তাঁহার উপাধান-সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কাল-প্রেরিত হইয়া কোপলোহিত লোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাতপূর্বক পুনর্বীর যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ তুর্ধ্য ও ভেরী-নিবাদ সহকারে বহির্গত হইল। পরদিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহৃতমানস^৩ হইয়া মহাশ্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে অনাদর করিয়া শত্রু গ্রহণপূর্বক সত্তর গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্তৃক আহৃত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভীষ্মের বধে স্বাপদসকল বনে অশরণ^৪ অজ ও মেঘ সমূহের শ্রায় নিভান্ত দূর্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহাগর্বে চতুর্দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকাকে আহত করে, সেইরূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ নক্ষত্রবিহীন ছ্যালোকের^৫ শ্রায়, বায়ুহীন আকাশের শ্রায়, শস্ত্রশূন্য পৃথিবীর শ্রায়, সংস্কারহীন বাক্যের শ্রায়, বলহীন অম্বর-সেনার শ্রায়, বিধবা বরবর্ণিনীর শ্রায়, শুকভোয়া ওরঙ্গিণীর শ্রায়, বৃকগণ কর্তৃক রুদ্ধ ও হতবৃথপ যুগীর শ্রায়, শরভ কর্তৃক হতসিংহ গিরি-কন্দরের শ্রায়, ভীষ্মহীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর-নির্দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব,

রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপর এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণের কর্ণ-স্মরণ

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদগ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ স্মৃতপুত্র কর্ণকে আপনাদের ঐতকারী মনে করিয়া ‘কর্ণ! কর্ণ!’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, ‘মহাযশাঃ কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই, অতএব অবিলম্বে তাঁহাকেই আহ্বান কর।’ মহাবাহু কর্ণ ছুই রথীর তুলা, রথাত্তিরথগণের অগ্রগণ্য, শুরগণের সম্রাট এবং যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রম-শালী রথগণের গণনা সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন; তিনি সেই কোণে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, ‘হে ভীষ্ম! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না! মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, আমি একরথে তোমার অভিমত’ রথিগণকে সংহার করিব।’ এই কথা বলিয়া মহাযশাঃ কর্ণ দুর্যোধনের সন্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত-বিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধগণকে সংহার করিয়া-ছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীয়^১ ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ ‘হা কর্ণ! এই সমুচিত সময়,’ এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ত ও দুর্নিবাহ্য-পরাক্রম; এই নিমিত্ত যেমন বিপদকালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আমাদের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন পৌলিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি

আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।”

সঞ্জয় এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর্ণের কথা কৌর্জন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভূজঙ্গের স্থায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, “হে সঞ্জয়! দুর্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীরভ্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ তাহা পূরণ করিয়াছিলেন? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পশ্চাৎপদ করেন নাই?”

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভীষ্মনিধন শ্রবণে কর্ণের বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ-সলিলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব-সৈন্তগণকে সহোদরের স্থায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি বিপদগ্রস্ত কৌরব-সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—হে সৈন্তগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদয় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র, নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলঙ্কৃত এবং দ্বিজগণের শত্রুনিপাতন, সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; অতএব কশ্মীরে নিয়ত সহজ্ঞনিবন্ধন^২ ইহালাকে কোন বস্তুরে অবিনাশী নহে। বহুর জ্ঞায় প্রভাবসম্পন্ন ও বহুত্রেজে সমুৎপন্ন ভীম বহুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে

১। অংশসিত। ২। নদী প্রভৃতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

১। কর্ণকলের প্রভাবসম্পন্ন।

ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর।”

কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি কর্ণের উৎসাহপ্রদান

সঞ্জয় কহিলেন, “মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে কর্ণ ছুস্মনা হইয়া গলদক্ষ-লোচনে সকলকে সান্তনয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্পন্দিত চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্বীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সৈন্যগণ পার্থিব-গণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ আশ্বাদকর বাক্য রথিগণকে কহিলেন, ‘হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলেই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি; দেখুন, আপনারা বিচরমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপাতিত হইলেন? মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পতিত হইয়া গগনপতিত দিবাকরের স্রায় লক্ষিত হইতেছেন, প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর-নিপীড়িত হইয়াছে। শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একেবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এ সময়ে অগ্নি পার্থিবগণ ধনজয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্বতবাহী সন্নীরগণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের স্রায় সমরে এই কুরুসৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমপিত হইল, এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন, অতএব কি নিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে? সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ-পূর্বক পাণ্ডবগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরম ধন, এই ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ-সম্পন্ন; বৃকোদর শতমাতঙ্গতুল্য বিক্রমশালী; অর্জুন দেবরাজের আয়ুজ ও যুবা; অতএব পাণ্ডব-সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নহে। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকিসমেত দেবকীমুত

যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের যুধবরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সন্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না; মনস্বিগণ তপস্তা দ্বারাই অত্যা তপস্তা নিবারণ করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।’

যুদ্ধসম্বন্ধীয় সুসজ্জিত কর্ণের ভীষ্মসমীপে গমন

স্বীয় সারথিকে সহোদন করিয়া কর্ণ কহিলেন, ‘হে সূত! আমার মন শত্রুনিবারণে ও স্বপক্ষ-সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজ আমি শত্রু-গণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমনমাত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিব। মিত্রজ্যো আমার সহ্য হয় না, সৈন্য ভয় হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয় আমি এই সংপূর্ণযোচিত আর্ঘ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিধা ভীষ্মের অনুগামী হইব; হয় সমুদয় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি, জ্ঞী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্ত-কণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধাতুগাধের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐরূপ কার্য্যই আমার কর্তব্য; অতএব আজি রাজা ধৃথ্যোথনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব; এই সুযোজ সমরে প্রাণগণে কৌরবগণের রক্ষাপূর্বক সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া ধৃথ্যোথনকে রাজ্যদান করিব। এক্ষণে সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি, বিষ, ভুজলতুল্য ধনু ও শরাসন এবং ঘোড়শ তুগীর^১ বন্ধন করিয়া দাও; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও সুবর্ণখচিত শর আহরণ কর; এই সুবর্ণময়ী নাগকঙ্কা ও ইন্দীবরপ্রভাসম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মাঞ্জিত করিয়া জালসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর; আরও কতক-গুলি খেতাব্রসকাশ দ্বষ্টপুষ্ট অশ্ব মদ্রপুত্র জলে স্নান করাইয়া তপ্তকাঞ্চন-ভূষণে ভূষিত করিয়া অনভি-বিলম্বে আনয়ন কর; হেমমালা ও চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ রথসমূহ বিভূষিত, সমরোচিত উপকরণসম্পন্ন, বাহনসংযোজিত রথ শীঘ্র আবেষ্টিত কর; বেগ-সহ বিচিত্র চাপ, শক্রসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তুগীর ও গাত্রাবরণ-সকল সজ্জিত কর; প্রস্থানকালোচিত^২ কাঞ্চ ও হেমবট^৩ দধি-পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর; মালা

১। বোলা টুপ। ২। সুব্রাহ্মাকালোপযোগী। ৩। বর্ষকৃত।

আনয়ন করিয়া সঙ্গে বন্ধন কর এবং ভয়ভেরী-সকল বাধ্য কর।

হে সূত ! যে স্থানে অৰ্জুন, বকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সহায় করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সভ্যযুতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অৰ্জুন, সাত্যকি, বামুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছেন, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধায়াত্ত নহে। যদি সর্বসংহারকর্তা কৃতান্ত প্রথমত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহাকে বিনাশ করিব অথবা ভীষ্মের পথ ধরিয়া যম-সমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই গমন করিব; আমার এই সকল সহায় মিত্রজ্যোতী, ভক্তিবীহীন বা পাপাত্মা নহেন।^১

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্নখচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর স্থায় বেগবান অশ্ব-সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হস্তাশনপ্রভ কর্ণ অনলসদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের স্থায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।^২

তৃতীয় অধ্যায়

কৌরবগণক গ্রহণে কর্ণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! অপাধজলনিমগ্ন-দিগের দ্বীপ^১ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনুর্ধরগণের চিহ্ন-স্বরূপ, শত্রুসৈন্যগণের মোহনস্বরূপ, মহাবীর, ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাতসমূহে শোষিত সমুদ্রের স্থায়, ইন্দ্র কর্তৃক ভূতলে পাতিত দ্বঃসহ মৈনাকের স্থায়, আকাশচ্যুত আদিভোর স্থায়, বৃতাহর কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের স্থায়, সব্যাসচীর দিব্যাস্ত্রজালে নিপাতিত যমুনাপ্রবাহ তুল্য শরসমূহে সমাক্ষয় ও শরশয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বশ্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ

করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাম্পাকুলগোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ‘পিতামহ ! আপনার মঙ্গল হউক; আমি কর্ণ, পবিত্র-বাক্যে সন্তোষ ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে পুণ্যের ফলভোগ করিতে পারে না। কুরুগণের মধ্যে কোষবন্ধন, মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা ও অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধবুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া কোরবদিগকে ভয় হইতে বঞ্চিত করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ফ্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কোরবক্ষয় করিবেন, আজি গান্ধীবোধের^৩ বীর্য্যাক্ত কোরবগণ বজ্রপাণি হইতে অনুরগণের স্থায় অৰ্জুন হইতে ভয়বিহীন হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গান্ধীবিনির্ম্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কোরব ও অস্টাশ্র পাণ্ডিবদিগকে বিত্রাসিত করিবে; যেমন প্রজ্বলিত মহাজাল হস্তাশন ক্রমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শরসমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির স্থায়, বাহুদেব বায়ুর স্থায়, বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য সমুদয় তৃণ, গুল্ম ও ক্রম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর ! সমুদয় সৈন্য পাঞ্চজন্ম ও গান্ধীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পাণ্ডিবগণ উৎপাতিত ও অমিত্রকর্ম্ম^৪ কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনৌষিগণ যাহার দিব্য কর্ষসকল কৌতূহল করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা দ্রোণের সহিত অমাহুয^৫ সংগ্রাম করিয়া করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতান্তগণের^৬ দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাহুদেব যাহাকে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্ রাজা সেই সমরপ্লাবী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দেবদানব-পূজিত, ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অন্ত্রবলে

১। আশ্রয়।

১। গান্ধীবক্ষুর শব্দ। ২। শত্রুপীড়াকারী। ৩। অলৌকিক।

৪। অসিদ্ধকাম—বাহাদুর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই।

আত্মবিশ্বদৃশ দৃষ্টির রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।”

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্যোধন সাহায্যার্থ কর্ণের প্রতি ভীষ্মের অনুমতি

সঞ্জয় কহিলেন, “পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, ‘হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদয় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের, উর্বরা ভূমি-সমুদয় বীজের ও পঙ্কজ সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি হৃদয়গণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী^১, বান্ধবগণ সেইরূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মনোহরণ কর এবং বিযুগ যেমন দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, তুমি সেইরূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দবর্দ্ধন কর। তুমি দুর্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুত্র গমন করিয়া কাশ্যোজগণ, গিরিব্রজগণ নয়জিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, ত্রিগুণ্ড ও বাহলীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়তুর্গস্থ রণতুর্গদ কিরাভগণকে দুর্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে সর্বদ্বন্দ্ব দুর্যোধনের শ্রায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কলাণবাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্তী করিয়া দুর্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্যোধনের শ্রায় তুমি আমাদের পৌত্রসদৃশ, আমরা অগ্ন্যাগ্নি ব্যক্তির শ্রায় দুর্যোধনের অধিকৃত। মনৌষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে ঘোনিকৃত সমৃদ্ধ^২ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তোমার সহিত কৌরবগণের সেইরূপ সমৃদ্ধ জন্মিয়াছে, অতএব দুর্যোধনের শ্রায় তুমিও মমতাসহকারে কৌরব-সৈন্তগণকে পরিপালন কর।’

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভি-বাদনপূর্বক অগ্ন্যাগ্নি ধনুর্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনানাহনের^৩ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

অস্ত্র-শস্ত্রে ও উরঃস্থানে^১ শূশোভিত সৈন্তগণকে উৎ-সাহিত করিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর এ যুদ্ধার্থ সমু-পস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চম অধ্যায়

কৌরবগণের সেনাপতি-মনোনয়ন

সঞ্জয় কহিলেন “দুর্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, ‘হে কর্ণ! তুমি সৈন্তগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ^২ বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।’

কর্ণ কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আপনি প্রোক্ততম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন, রাজ্য স্বয়ং যেরূপ কাশ্য পর্যবেক্ষণ করেন, অগ্নি ব্যক্তি সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না! ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায় বাক্য কহিবেন না।’ দুর্যোধন কহিলেন,—‘হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্রসম্পন্ন এবং যোদ্ধগণ-পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি ত্বকর কর্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক গমনেচ্ছ হইয়াছেন; এক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়কহীন সেনা যুদ্ধে মূর্ত্তমান্ডও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধারহীন নৌকার নায়, সারথিহীন রথের নায় যথেষ্ট গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ^৩ সর্বপ্রকার ক্রেশ ভোগ করে, সেইরূপ নায়ক-হীন সেনা সর্বপ্রকার দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব মদীয় মহাযুগলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর। তুমি ঘাঁহাকে সেনাপতিপদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাঁহাকেই সেনাপতি করিব।’

১। আশ্রিত। ২। সম্প্রদায়বদ্ধ—বামিন-দ্রাবিড় অবিচ্ছেদ্যসম্পর্ক। ৩। যুদ্ধক্ষেত্রে।

১। বধ—বক্ষের আঘাত। ২। আশ্রয়বিহীন। ৩। দেশের পথ-ঘাট প্রভৃতিতে অপরিচিত বদিক দল।

দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যপত্যে নির্বাচন

কর্ণ কহিলেন, ‘মহারাজ! এই মহাযুগল কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাধু; অতএব ইহারা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহাকেই সেনাপতি করা কর্তব্য। কিন্তু ইহারা সকলেই পরস্পর স্পর্ধা করিয়া থাকেন; ইহাদের মধ্যে একজনের সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষুণ্ণ হইবেন, হিঁহঁয়ী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধর্ম্মধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই সেনাপতি করা কর্তব্য। গুরু ও বৃহস্পতির শ্রায় অভিজ্ঞ, শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য দুর্ধর্ষ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপামর ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, জ্যেষ্ঠাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। জ্যেষ্ঠাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অনুর-জয়ের নিমিত্ত কান্তিকৈরকে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র জ্যেষ্ঠাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।’

অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কর্ণালী* রুদ্রগণের, হুতাশন বহুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিদ্রাগণের, দিবাকর ভেজঃসমূহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও গুরু দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনাপতিগণের প্রধান, অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা আপনার অধীন হউক; আপনি ইহাদিগকে প্রতীব্যাহিত* করিয়া দানবদল-বংশহরের শ্রায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেগণের অগ্রগামী কান্তিকৈরের শ্রায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের শ্রায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিফারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিলে অর্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হইবেন, তাহা হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্নবে পরাজিত করিব, সন্দেহ নাই।’

দুর্যোধনের বাক্যাবলম্বনে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া জ্যেষ্ঠকে জয়বাদ* প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহদ্ব্যশঃ-প্রার্থনায় দুর্যোধনকে অগ্রসর করিয়া জ্যেষ্ঠাচার্য্যের সংবন্ধনা করিতে লাগিল।”

সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের সেনাপতিপদে অভিষেক

দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যপত্যে রাজগণের অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, “রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত জ্যেষ্ঠাচার্য্যকে কহিলেন, ‘হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধ্যুযাভা*, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্বী ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইহু যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনাকে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর জ্যেষ্ঠাচার্য্য দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে দুর্যোধন! আমি বড়ল বৈদ, মানবী* অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অস্ত্রাশ্রয় বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাজক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু দঢ়াচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সৌম্যগণকে বিনাশ ও অন্ত্যায় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত* হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।’

১। জ্যেষ্ঠাচার্য্যকে। ২। অপরাধেরতা—ধায়া বাধা অস্ত্রের অর্থবোধ।

১। মহাসেব। ২। পবনকে বহু অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ব্যতীত। ৩। জয়হৃৎক বাক্য। ৪। মহাবীৰ্য্য। ৫। অস্ত্রগুরু বলিয়া কুঠিত।

অনন্তর দ্ব্যর্থোদন জ্যোতিষ্যের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি করিলেন। যেমন কাস্তিক্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সৈন্যপত্নে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি দ্ব্যর্থোদন প্রভৃতি কুপতিগণ কর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কোরবগণ বাদিত ও শঙ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ^১-শব্দে, স্বস্তিবাদে^২, মৃত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তম্ভিগানে, দ্বিজগণের জয়-শব্দে এবং মৃতগণের মৃত্যু জ্যোতির সমুচিত সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিষ্যের যুদ্ধযাত্রা

মহারথ জ্যোতিষ সেনাপতিগণ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যাহিত করিয়া সমরাভিলাষে আপনার পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও প্রাস্যযোধ্য গাধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিবিশ্বতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে জ্যোতির বামপক্ষরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাশ্যোজ-গণ দক্ষিণপক্ষে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে অশ্বে আরোহণপূর্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ^৩ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ভ, অশ্বপতি, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূর, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দ্ব্যর্থোদন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হযিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনাসমূহের বলবর্ধন করিয়া সকল ধনুর্ধর অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঙ্ঘিত সূর্যাসঙ্কাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের অভাব নিবন্ধন বিপদ গণনা করিলেন না। কোরব ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া স্তম্ভচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, 'পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন

করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন না; হীনবীৰ্য্য, হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সর্বাসহ^৪ দেবতাগণকেও পরাজিত করিতে পারেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণ তাহাদিগকে শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন।' যোদ্ধগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। জ্যোতিষ্য আমাদিগের যে ব্যুহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকট^৫-ব্যুহ।

যুধিষ্ঠির প্রীতচিত্তে ক্রোধব্যুহ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছিত করিয়া সেই ব্যুহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদয় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্ধরগণের ভেজঃস্বরূপ, অমিতভেজঃ ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্যগণকে সমুচ্ছলিত^৬ করিল; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জুন সমুদয় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদয় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদয় চক্রের শ্রেষ্ঠ; যেতহয়সংযুক্ত রথ এই চারি ভেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুত্তম কাল^৭চক্রের স্রায় অবস্থান করিতে লাগিল। কোরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জুন, ইহারা পরস্পর জাতক্রোধ ও বৎপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ জ্যোতিষ্য সচসা যুদ্ধার্থ গমন করায় ঘোরতর আর্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল, কোশেয়^৮নিকর সদৃশ অবিরল ধূলিপটল বায়ু-বেগে উদ্ভিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশৃঙ্গ হইয়াও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্চেন, কাক ও কক সৈন্যের উপর মুহুর্ৎসু পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং মাংসভক্ষণ ও শোণিতপানাবিলাষে বারংবার কোরবসৈন্যের দক্ষিণদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উজ্জাসকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদয় আবৃত

১। ইন্দ্রসমত। ২। স্বস্তিবাদনে। ৩। পক্ষাংবর্তী। ৪। সর্বসংহারক। ৫। শকট। ৬। উত্তেজিত। ৭। সর্বসংহারক। ৮। কোশেয়।

করিয়া নির্ধাতসহকারে সম্ভাপিত করিতে লাগিল ;
বিহ্বাৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন
করিল। কোরবগণের সেনাপতি গমন করিলে
এইরূপ ও অগ্ন্যায়রূপ নিদারুণ উৎপাত-সকল
প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

অনন্তর পরস্পর-বধার্থী কোরব ও পাণ্ডবসেনা
শরশব্দে সমুদয় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইল। কোরব ও পাণ্ডবগণ জয়-প্রত্যাশায়
পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
মহাধর্ম্মর মহাত্ম্যে দ্রোণাচার্য্য শত শত নিশিত
সায়কে সৈন্তগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডব-
গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও স্বর্জয়গণ
শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য
পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষেপিত
ও ছিন্ন-ভিন্ন এবং ক্ষণমধ্যে ভূরি ভূরি দিবা অস্ত্র সৃষ্টি
করিয়া পাণ্ডব ও স্বর্জয়গণকে নিপীড়িত করিতে
লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অমুগত পাঞ্চালগণ বাসব-
তাড়িত দানবগণের স্থায় জোণকর্তৃক আহত হইয়া
কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী
মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-
গণকে বহুধা ছিন্ন-ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত
করিয়া কোরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।
মহাবাহু দ্রোণ আপনার ভগ্ন-সৈন্য একত্র করিয়া
ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ
হইয়া দানবগণের উপর শরবর্ষণ করিয়াছিলেন,
সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল
পরিভ্রাণ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন
সিংহের নিকট ছিন্ন-ভিন্ন হয়, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের
শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও স্বর্জয়গণ বারংবার
ভয় হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবসৈন্যের
মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা অতি
অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে
সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের স্থায়
বোধ হইতে লাগিল; স্ফটিকসদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড
শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে
সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথনির্ঘোষ বিনির্গত হইতে
লাগিল; অশ্ব-সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল।

তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু-
সৈন্তগণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।”

অষ্টম অধ্যায়

পাণ্ডবসৈন্তগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “দ্রোণাচার্য্য সেইরূপে অশ্ব,
সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া
পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে নিবারণ
করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন
ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জুন!
তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে
নিবারণ কর।’ তখন অর্জুন অনুযায়িবর্গসমেত
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অগ্ন্যায় মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে
আক্রমণ করিলেন। কেকয়গণ, ভীমসেন, অভিমমু,
ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ,
শিখণ্ডী, দ্রোণদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেশু, সাত্যকি,
চেকিতান, যুয়ুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অগ্ন্যায়
পাণ্ডবগণ স্ব স্ব কুল-বীর্য্যের অমুরূপ কার্য্য করিতে
লাগিলেন। সমরভূমিদে দ্রোণ সক্রোধে নেত্রদ্বয়
বিবস্ত্রিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্তগণকে
রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ
হইয়া, বায়ু যেমন জলদ্রাণকে ছিন্ন-ভিন্ন করে,
সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন এবং রথ,
অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মন্তের ন্যায়
ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার স্থায় বিচরণ
করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তিহীন তাঁহার
আজ্ঞানৈব অধগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে
আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ
করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের স্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন
করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ইতস্ততঃ
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায়
আবস্ত্রিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে
লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার
দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শূরগণের হৃৎকলন, ভীক-
গণের ভয়বর্জন ও তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত
রোদসী^১ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য

পুনর্বীর আপন নাম উচ্চারণপূর্বক শত শত শত্রু শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আপনাকে নিভাস্ত ভয়ঙ্কর করিলেন; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার স্থায় কৃতান্ত-সদৃশ যুধিষ্ঠির-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মন্তক ও অলঙ্কৃত বাহু-সকল হেদিত ও রথ-সকল নির্মগ্ন করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ-শব্দে ও বায়ুবেগে যোদ্ধগণ শীতাদিত গো-সমূহের স্থায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মোব্বী-নিষ্পেষণে ও শরাসন-শব্দে আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদয় দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিকগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ও স্ত্রীসমূহ সেই মহাবেগে, কাম্যুকসনাথ, অস্ত্রসমূহে প্রজ্জ্বলিত, হস্তাশনচুলা, দ্রোণাচার্যের নিকটবর্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দমিত করিলেন এবং অনবরত এক্রূপ দিগ্ব্যাস ও শর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদয় দিকে পদাতি অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি-বিরাজিত বিহ্বাতের ন্যায় ক্ষুরিত হইতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

পাণ্ডবগণের হস্তে দ্রোণাচার্য্য-নিধন

অনন্তর অদীনসম্ব^১ দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পাঁচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া কাম্যুক ও বাণহস্তে যুধিষ্ঠির-সৈন্যের সমোপ-বর্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদ-পুত্রগণ, শৈব্যানন্দন কাশিরাজ ও শিবি কষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসন-বিমুক্ত স্বর্ণপুখ শরনিকর গজ ও অশ্বযুগাদিগের^২ কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্তপক্ষে^৩ মহীভূলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ধোতু সমূহে, রথসমূহে ও শরনিভিষ্ট^৪ গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রামল মেঘসমূহে সমাবৃত আকাশের স্থায় প্রতীয়মান হইল। এইরূপে

১। অকাতর। ২। তরুণ অবসরমুহে। ৩। পাখর বস্ত্রমাখা অবস্থায়। ৪। বাণবিন্দু।

দ্রোণাচার্য্য দ্ব্যর্থোচনের উন্নতিকামনায় সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমদ্বিত ও অন্যাগ্ন কর্তৃক সঙ্কল সম্পাদনপূর্বক প্রায়কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের স্থায় সকল লোককে সম্ভাপিত করিয়া ইহলোক হইতে স্তরলোক গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহু সহস্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌহবীর অধিক সমরে অপরাধমুখ শরণগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তুঙ্গ কর্তৃক সম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও তুঙ্গকর্তৃক অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য ও অস্থান্য লোকের ঘোরনাদ আকাশে সমুৎপন্ন হইল। ভূতগণের ‘অহো ধিক্!’ শব্দে স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ ও বিদিক্-সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহাকে জীবন্ত অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সিংহনাদে বহুক্ষণ কম্পিত হইতে লাগিল।”

নবম অধ্যায়

দ্রোণবধবৃত্তান্ত-শ্রবণেচ্ছা ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সন্তয়। পাণ্ডব ও স্ত্রীসমূহ গাদৃশ অস্ত্রনিপুণ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিলেন, তাঁহার কি রথ ভগ্ন বা শরাসন বিলীর্ণ হইয়াছিল? অথবা তিনি এমন অনবধান হইয়াছিলেন যে, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। যিনি ভূরি ভূরি স্বর্ণপুখ শরজাল বিলীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি অবহিত হইয়া তুঙ্গ কর্তৃক লণা^১ সম্পাদন করিতে-ছিলেন, যিনি অতিদূরে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধে পারীণ^২ হইয়াছিলেন, যিনি দিব্যাস্ত্র ধারণ করিতেন, যিনি শত্রুগণের হৃদভিত্তবনীয়, কিপ্রহস্ত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কৃতী, চিত্রাঘোষী, দান্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অক্ষয় দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে

১। কাষাসকল। ২। পারগ—সর্বক্ষেত্রে।

নিহত হইলেন। যাঁহাতে চতুর্বিধ^১ অস্ত্রবিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই জ্যোতাৰ্ঘ্য নিহত হইয়াছেন, কহিতেছি। যিনি ব্যাসচর্য্যপরিবৃত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই জ্যোতাৰ্ঘ্য নিহত হইয়াছেন অ্রবণ করিয়া আক্ৰি আর শোকের শান্তি হইতেছে না। ইহা যথার্থ যে, পরের দুখে কাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র জ্যোনের মৃত্যু অ্রবণ করিয়াও জীবিত আছে। এক্ষণে দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় প্রস্থেরেব সারাংশ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্ত জ্যোতাৰ্ঘ্যের মৃত্যু-অ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। গুণাবী ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম^২ ও দৈবাত্মের^৩ নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিল? সাগরের শোষণ, মেঘের উৎসারণ^৪ ও দিবাকরের নিপাতনের স্রায় জ্যোতাৰ্ঘ্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যিনি দুইগণকে নিবারণ ও ধার্মিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দীন দুর্ধ্যোথনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, মৃত্যুভি আমার পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন? যাঁহার অ্রবণে ত্রিগুণ জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্বপ্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রম করিত, সংগ্রামকালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শঙ্খ চন্দ্রভি অ্রবণভ্রমিত করিবুংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীৰ্ত্তন^৫ করিত, জ্যোনের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ কলেবর, বায়ুসম বেগশালী, বলবান, শান্ত, অবিহ্বল, সিদ্ধুদেশীয় অ্রবণ অতি শীঘ্র কি প্রকারে পরাজিত হইয়াছিল? জ্যোতাৰ্ঘ্য সেই সমস্ত অ্রথকে হুবর্ণ-ভূমিত রথে যোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন নাই?

যে সত্যসন্ধ^৬ শুরশ্রেষ্ঠ জ্যোতাৰ্ঘ্যের বিজ্ঞা সকল ধনুর্ধরের উপজীবিকা, তিনি কিরূপ যুদ্ধ

করিয়াছিলেন? কোন সকল রথী ইন্দ্রসদৃশ, ধনুর্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকর্মা জ্যোতাৰ্ঘ্যকে প্রত্যক্ষমান করিয়াছিল? পাণ্ডবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল কিংবা সমুদয় সৈন্য ও ধনুস্থান-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল? অথবা ধনুয় শরনিকরে অস্ত্রাশ্র পাৰ্শ্বিকগণকে নিবারণ করিলে, পাপকর্মা ধুষ্টিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ছিল, সন্দেহ নাই। অর্জুন কর্তৃক পরিরক্ষিত ভীষ্ম ধুষ্টিয় ভিন্ন আর কেহ জ্যোণকে বধ করিয়াছে এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, যেমন পিপীলিকাগণ বিষময়কে আকুলিত করে, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারুগণ এবং অন্যান্য ভূমিপাল-সকল অমুসর^৭ কর্ত্তে ব্যাপৃত জ্যোতাৰ্ঘ্যকে আকুলিত করিলে পাঞ্চালাধম ধুষ্টিয় শুরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিল। যেমন সাগর সমুদয় তরঙ্গিণীর আধার, সেইরূপ যিনি যড়ঙ্গ-সমবেত চারি বেদ ও আখ্যান^৮ অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়া-ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শত্রুঘাতে নিহত হইলেন? কোথনস্বভাব জ্যোতাৰ্ঘ্য আমার নিমিত্ত সর্বদা ক্রোশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফললাভ করিয়াছেন। যাঁহার কৰ্ম্ম ধনুর্ধরগণের উপজীবিকা, যিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান, সম্পত্তি-লোলুপেরা তাঁহাকে কি প্রকারে সংহার করিল? পাণ্ডবগণ পুরন্দরের স্রায় শ্রেষ্ঠ, মহাসব, ক্ষিপ্ৰহস্ত, দৃঢ়ধর্ম^৯, মহাবল জ্যোতাৰ্ঘ্যকে কি প্রকারে বধ করিল? ক্ষুদ্র মৎস্তেরা কি তিমি সংহার করিতে পারে? জয়াবী ব্যক্তি যাঁহার গোচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্ধর-গণের জ্যানির্দোষ যাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করে নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান, অপরাজিত এবং সিংহ ও ঘিরদের^{১০} ন্যায় বিক্রমশালী, সেই জ্যোতাৰ্ঘ্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশ ও বল কেহই পরাভব করিতে পারে না, ধুষ্টিয় পুরুষশ্রেষ্ঠগণের সমক্ষে সেই চতুর্বিধ জ্যোতাৰ্ঘ্যকে কি প্রকারে সংহার করিল? কাহার জ্যোতাৰ্ঘ্যের অগ্রে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়া

১। বোজন, সন্ধান, মোক্ষ ও সংহার। ২। ব্রাহ্ম। ৩। ঐজ্ঞ অর্হিত অস্ত্রের। ৪। উৎপাতন—এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে ক্ষেপণ। ৫। পূজনা। ৬। সত্যনিষ্ঠ।

১। চুসামা। ২। পুরাণ-ইতিহাসাদি। ৩। বহুর্হুৎ অটল। ৪। হস্তা। ৫। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহার হুল'ভ গতি লাভ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়াছিল? কাহার দক্ষিণ-চক্রে ও কাহারাই বা বাম-চক্রে রক্ষা করিয়াছিল? জ্যোৎস্নাচার্যের যুদ্ধসময়ে কাহার তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই যুদ্ধে প্রতিকূল যুদ্ধ ও কাহারাই বা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? জ্যোৎস্নার রক্ষক মন্দগতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল? শত্রুগণ কি তাঁহাকে বধ করিয়াছে? তিনি ত নিভাণ্ড বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেন না, তবে শত্রুগণ তাঁহাকে কি প্রকারে বধ করিল? আর্ঘ্য ব্যক্তির কর্তব্য যে, যোরতর আপদ্ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কথা নিবন্ধিত কর, পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।”

দশম অধ্যায়

শোককাতর ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিনয় কাতর, পুত্রগণের জয়লাভে হতাশ ও হতচেতন হইয়া ধরাভূলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ তাঁহাকে বোজন ও পবিত্রগন্ধ অভিমাাত্র শীতল জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বেষ্টনপূর্বক করতল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাস্পাকুলকণ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করিয়া আগমনে উপবেশন করাইলেন; তথাপি তাঁহার মূর্ছানোদন হইল না। তখন চতুর্দিক হইতে বোজন আরম্ভ হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ সমর-সংবাদ প্রাপ্ত

অনন্তর তিনি অগ্নে অগ্নে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিতকলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যেমন প্রকৃতি-হস্তীর অঙ্গে প্রমত্ত মাংস অশ্ব হস্তীকে করিপী-সমাগমে প্রসন্ন-বদন নিরীক্ষণপূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রত গমন করে, জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া যেমন আদিত্য উদিত হন, সেইরূপ অজাতশত্রু যুদ্ধিষ্ঠির জ্যোৎস্নার নিকট আগমন করিতেছিলেন; যে বীরপুরুষ আমাদের বহু বীরপুরুষকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী দীর্ঘ দৃষ্টিপাত দ্বারা চুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য দম্ব করিতে পারেন, আমাদের কোন সকল বীরপুরুষ সেই চর্য্য অজাত-শত্রুকে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবল মহাকায়, মহোৎসাহ ও বলে অযুতমাতঙ্গতুল্য, যিনি অভিব্যগে আগমন করিয়া জ্যোৎস্নাচার্যকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ কর্ম সম্পাদন করিতেছিলেন, কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাঁহার গতি রোধ করিয়া-ছিলেন?

যিনি জলদেবের গায় দীপ্তিমান ও মহাবীর, যিনি পঙ্কজের অশনিবর্ষণের গায়, দেবরাজের বারি-বর্ষণের গায় শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন; যাঁহার তল-শব্দে ও নেমিনির্বোধে দশদিক পরিপূর্ণ হইত; যাঁহার ধমু বিছাৎসদৃশ, রবগুণ্য মেঘতুল্য ও নেমিনির্বোধ মেঘ-গজ্জনের গায়, যিনি শর-শব্দে অতি চর্য্য হইয়াছিলেন, যাঁহার রোষরূপ পবনে মেঘ-সকল বিক্ষিপ্ত হয়, যিনি মনের অভিপ্রায়ের গায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করেন, যিনি অস্ত্রকের ন্যায় মানবগণের শোনিভজলে দশদিক প্রাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র, শিলাশিত শরজালে চুর্যোধন প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই অর্জুন যখন শরদমুহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব-হস্তে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার চইয়াছিল? তিনি কি গাণ্ডীব-শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া গুরু কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিযুখান হইয়াছিলেন? বায়ু যেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন-ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেইরূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন ভ্রবণ করিলেই লোকে বিহ্বল হইয়া উঠে, কোন্ মানব সেই গাণ্ডীব-ধ্বাকে সন্ত্রস্ত করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ

কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করে নাই ও কোন সকল দুর্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল? কাহারাই বা দেহত্যাগ করিয়াও প্রতিকূল মৃত্যু গ্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্তগণ দেবগণেরও জ্যেষ্ঠা, ধনঞ্জয়ের তেজ, তাঁহার খেতাবের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের স্থায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ করিতে সমর্থ হইবে না। ফলতঃ বাহুদেব যে রথে সারথি ও অর্জুন যে রথে রথী, দেবানুরগণও তাগা পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না।

শুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সত্য-পরাক্রম নবুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদয় সৈন্ত ব্যথিত করিঘা দ্রোণাচার্য্যের নিকট-বস্তী হইলেন, তখন কোন সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? খেতাব, আর্ঘ্যব্রত অমোঘ্যস্ত্র, শ্রীমান, অপরাঞ্জিত সহদেব আশীর্ব্বিদের স্থায় রোধাবিষ্ট হইয়া শক্রগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন কোন বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি সৌবীররাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাপমুন্দরী ভোজকণ্ঠ্যাকে মহিঘীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে, যিনি বলবান, সত্যকর্মা, অদীন, অপরাঞ্জিত, সমরে বাহুদেবের সমান ও বাহুদেবের অনন্তর জাত, যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্রপ্রয়োগে অচ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি বৃষ্ণ-বংশের ও ধনুর্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রপ্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন ত্রৈলোক্যের আশ্রয়, সেইরূপ যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন সকল বীর সেই মহাধনুর্ধর সাত্ত্বকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি পাকালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণের ঐতিভাজন, উত্তমকর্মা, ধনঞ্জয়ের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত, আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন, যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত, সেই উমোজ্ঞা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ সমুদ্ভূত হইলে কোন সকল বীর

তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর একাকী চৌদিগ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে বীর গিরিদ্ধারে পলায়িত দুর্জয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

যে নরব্যাজ ঋতী-পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন, যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ, সেই অম্লানচেতাঃ শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিক গুণবান, যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি বীরহে বাহুদেবের স্থায়, বলে ধনঞ্জয়ের স্থায়, তেজে আদিত্যের স্থায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির স্থায়, ব্যাদিত্যবদন কৃতান্তের স্থায় সেই অভিমুখ্য দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? সেই তরুণপ্রজ্ঞ, যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন ভোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল? যেমন নদ সমুদ্র সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রোণদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন সকল বীর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহারা বাল্যকালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যায়ের পুত্র সেই ক্ষত্রজয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? বৃষ্ণগণ যাঁহাকে একশত বীর অপেক্ষাও অধিকতর বলবান বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্ধর চৈকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কোন বীর নিবারণ করিয়াছিলেন? ধর্ম্মপরাগ, সত্যবিক্রম, রক্তধ্বজ, রক্ত আয়ুধ ও রক্তবর্ষে স্মরণোচিত, ইন্দ্রগোপসদৃশ, পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্ত্রী এবং তাঁহাদিগের জয়াণী কেকয়েরা পক্ষভ্রাতা দ্রোণ-বিনাশে আগমন করিলে কাহারো তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতকোষ ও জিহাংসা-পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই, যিনি বারাগসী নগরে ত্রালোলুপ

মহারথ কাশিরাজ-পুত্রকে ভুল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই যুদ্ধের পর সত্যসন্ধ যুগ্মসন্ধে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাযুদ্ধের পাণ্ডবগণের মন্ত্রিপ্ৰবর, চুর্যোধনের অহিতকারী, যিনি জ্যোৎস্নাবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণকে দক্ষ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে জ্যোৎস্নার অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেগে প্রায় ক্রপদে উৎসর্গে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন, কাহারো সেই অস্ত্র-রথিত শিখণ্ডকে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি ভীষণ রথশব্দ দ্বারা এই সমগ্র পৃথিবীকে চমকিত করিয়াছিলেন, যে শক্রনিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত, যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারে নিকিষ্মে সর্বসংক্রান্ত দশ অশ্বমেধ নিকাহ করিয়াছিলেন, যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন, গঙ্গাপ্রান্তে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞ তৎসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন, পূর্বে বা পরে যাহার আয় কোন মনুষ্য একরূপ গোদানে সমর্থ হয় নাই, এই দুইরূপ কর্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, চরাচর ত্রিভুবনে উন্নীত-তনয়ের আয় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্তমানেও নাই, কে সেই উন্নীতের নগ্না শৈব্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন? বিরাতরাজের রথ-সৈন্য জ্যোৎস্নাচাঘের অভিমুখীন হইলে কাহারো তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল-পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদরের ঔরসে হিড়িম্বা গুপ্ত হইতে সত্তা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, যাহাকে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি, পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টকস্বরূপ সেই মহাকায় ঘটোৎকচকে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে কাহারো নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অসংখ্য বীরগণ যাহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং পুরুষোত্তম বাহুবল যাহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে? বাহুবল লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন,

যুদ্ধে নরগণের শরণ্য দিব্যাত্মা ও প্রভু, মনীষিগণ ইত্যাদি দিব্য কর্ম-সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও আত্মস্থেযোর^১ নিমিত্ত ভক্তিপূর্বক তৎসমুদয় কীর্তন করিব।”

একাদশ অধ্যায়

কৃষ্ণের প্রভাবচিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের হতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বাহুবল যে সকল অনশুপুরুষসাধারণ^২ দিব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাহুবল বাল্যকালে যখন গোপকূলে বঞ্চিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনভয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবাস তুল্য বল ও সমীহণের আয় বেপশালী যমুনাতীর-বনবাণী অশ্বরাজকে বধ করিয়াছেন; তিনি গো সমূহের স্বম্বরূপ ঘোর-কর্ম্মা বৃষকপধর দানবকে বাল্যকালে ভুজয়ুগলে সংহার করিয়াছেন; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্বু, মহাসুর পীঠ ও সুরভূলা মুরকে বিনাশ করিয়াছেন; তিনি বিক্রমপূর্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহা-তেজাঃ কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন; সেই অমিত্রঘাতী বাহুবল বলাদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর দৈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, শূর-সেনের রাজা সুনামকে সৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন; একদা কোপনস্বভাব বিশ্রমি দুর্ব্বাসা পত্নী-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বাহুবল গাঙ্কার-রাজকন্যার^৩ স্বয়ংবরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অমর্ষপরবশ নর-পতিগণ তাঁহার বৈবাহিক^৪ রথে যোজিত হইয়া, তৌদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়েন; সেই জনার্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে কন্যা দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চৈদিরাজ শিশু-পাল অর্ঘ্য-বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পশুবৎ ছেদন করিয়াছিলেন। সেই মাধব

১। চিন্তের স্থিতি। ২। সর্বাঙ্গীণা শ্রেষ্ঠ। ৩। কনিকারী।

৪। বিবাহ দ্বারা ববলত রথ—যে রথে কনিকারী আনীত হন।

দৈত্যদিগের আকাশস্থ, শাস্ত্ররক্ষিত, দুর্দাসদ সৌভ-
নগর সমুদ্রগর্ভে নিষ্কিপ্ত করিয়াছিলেন; সেই
পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বজ্র, কলিজ, মাগধ, কাশি, কোমল,
বাৎস, গার্গ, কুরু, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য,
পার্বত্য, দাশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ,
মুদগল, কাহোজ, বাণ্ডান, চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত,
মালব, দরদ, নানাদিক্ হইতে সমাগত খস ও শকগণ
এবং সামুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি
জলজন্তু-সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সলিলান্তর্গত
বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন; সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে
পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্তু
দিব্য শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাবল
বাহুদেব ধনঞ্জয়ের সতিত খাণ্ডবারণ্যে হস্তাশনকে
সম্ভট করিয়া আয়েয় অস্ত্র ও তুর্দর্শ চক্র লাভ
করিয়াছেন; সেই বীর গকড়ের উপর আরোহণপূর্বক
অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেশ্বরভবন হইতে
পারিজাতপুষ্প আনয়ন করিয়াছেন; দেবরাজ
তাহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহা
সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয়! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে,
রাজাদিগের মধ্যে একজনও কুরুকর্তৃক পরাজিত
হয়েন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কোরবসভামধ্যে যেরূপ
অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত
আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? আমি ভক্তিলাভে
নির্ণল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাহার
অশুষ্ঠান-সকল প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়াছিলাম।
বিক্রম ও বুদ্ধিবলে হৃষীকেশের কর্মের অন্ত প্রাপ্ত
হওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই বাহুদেব আহ্বান
করিলে গদ, শাব্দ, প্রহ্লাদ, বিদুরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ,
চাক্কেয়, সারণ, উলমুক, নিশঠ, বিলিষজ, পুণ্ড্র,
বিপুণ্ড্র, শম্বীক ও অরিয়েজয় প্রভৃতি মহাবল বৃক্ষি-
পণও যে কোনরূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডবসৈন্যকেই
আক্রমণ করিবেন। তাহা হইলে আমার সকলই
সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দন অবস্থান
করিবেন, অমৃত নাগ তুল্য বলশালী, কৈলাস-
শিখর সদৃশ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন
করবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! দ্বিজগণ যাহাকে সকলের পিতা
বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই বাহুদেব কি পাণ্ডবদিগের
নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন? তিনি যখন পাণ্ডবগণের

নিমিত্ত সন্ন্যাস হইবেন, তখন কেহই তাহার
প্রতিবোধ্য হইতে পারিবেন না। যদি কোরবগণ
পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু
বাহুদেব তাহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণপূর্বক
সমুদয় নরপতি ও কোরবকে সংহার করিয়া কুন্তীকে
মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও
অর্জুন রথী, কোন্ রথ সমরে সেই রথের প্রাপ্তিপক্ষ
হইবে? অতএব কোনক্রমেই কুরুগণের জয়লাভ
দেখিতেছি না। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল,
সমুদয় বল।

অর্জুন কেশবের ও কেশব অর্জুনের আত্মা।
অর্জুন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্তিমান।
ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয়। বাহুদেব অপরিমিত
প্রধান গুণের আকর। তুর্ঘ্যোধন দৈবত্ববিপাকে
মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জুনকে ও সেই
বাহুদেবকে সংগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা
পূর্বদেব নর ও নারায়ণ। ইহার উভয়ে একাত্মা,
দ্বিধাতু হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন।
ইহাদিগের পরাভব একবার মনেও উদিত হয় না।
এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত
সেনা বিনষ্ট করিতে পারেন; মাহুঘ-বিগ্রহ পরিগ্রহ
করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না।
যুগবিপর্ধায় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে,
মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেইরূপ মোহ
উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি বোধাধ্যয়ন,
কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত
হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপুঞ্জিত, কৃতাজ্ঞ, যুদ্ধহর্ষদ,
মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া
আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্বে
যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়াপর্বণ
হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজ
তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই
কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। কাল-
পরিণত ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে তৃণ-সকলও বজ্রের ন্যায়
কার্য্য করে। বাঁহার কোপে মহাধনুর্ধর ভীষ্ম ও
দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর
এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম
আমার আত্মজগণের প্রতি পরাশ্রয় হইয়া স্বভাবতঃ

যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এই ক্রুর কাল সর্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনুষ্যগণ বিষয়সকল বেরূপ মনে করেন, দৈববশতঃ উহা অশু প্রকার হইয়া থাকে। সে বাহা হউক, এই যে দুষ্টিভ্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধা নাই, এক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।”

দ্বাদশ অধ্যায়

জ্যোৎস্না-বধ-বৃত্তান্ত—দুর্যোধনের দুষ্টিভ্য

সমুদয় কহিলেন, “মহারাজ! আমি সমুদয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য জ্যোৎস্না বেরূপে পাণ্ডব ও যুজয়গণ কর্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিব।

মহারাজ জ্যোৎস্না সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে মহারাজ! তুমি যে সম্প্রতি কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে পূজা করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে। এখন তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহা প্রার্থনা কর।’

রাজা দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গিত একত্র হইয়া দুর্দ্বর্ষ জয়প্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, ‘হে আচার্য্য। যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।’

কৌরবগণের আচার্য্য জ্যোৎস্না দুর্যোধনের বাক্য-শ্রবণে সেনাপতিকে হস্তযুক্ত করিয়া কহিলেন, ‘হে দুর্যোধন। রাজা যুধিষ্ঠির যত্ন; কারণ, তুমি তাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ-কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণাকুল হইয়া কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের ঘেটো নাই; তুমি তাহাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ অথবা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সৌভ্রাতৃ করিবার

অভিলাষী হইয়াছ? বাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির যত্ন, শুভক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাহার অজাতশত্রু নামও অবধার্য্য নহে: কেন না, তুমি তাহার প্রতি স্নেহবান হইতেছ।’

বৃহস্পতি সদৃশ বাক্তিও ক্রমগত ভাব গোপন করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত দুর্যোধনের চির-পোষিত ক্রমগত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল। তিনি জ্যোৎস্নাচার্য্যের বাক্যাবলানে প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, ‘হে আচার্য্য। যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয়লাভ হইবে না: তাহাকে বিনাশ করিলে ধনজয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য। সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদের নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে তাহাকে পুনরায় দূতক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাহার অশ্রুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং সৈন্য জয়ও ব্যস্তরূপে দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইবে; এই নিমিত্ত আমি কখনও যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।’

জ্যোৎস্নাচার্য্যের বুদ্ধিনৈপুণ্যে দুর্যোধনের বিফলতা

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমান জ্যোৎস্নাচার্য্য দুর্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাহার প্রার্থিত বর এইরূপ সৌম্যবাক্ত করিয়া প্রদান করিলেন,—‘হে দুর্যোধন! যদি বীর্ষাশালী অর্জুন যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অশুরগণও অর্জুনের অভিযুগে আগমন করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অন্তর্দৃষ্টিবিষয়ে প্রথম আচার্য্য যথার্থ বটে; কিন্তু সেট তরুণবয়স্ক পুণ্যবান অর্জুন আবার ইন্দ্র ও ক্রতু হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্তৃক ক্রোধিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনজয়কে অপসারিত কর, তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম। তাহাকে

সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয়লাভ হইবে আর তিনিও এই উপায়ে পরগৃহীত* হইবেন; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম-পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহূর্তকালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অশ্রুতাহাকে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জুনের সমক্ষে ইচ্ছা প্রভৃতি সুরগণও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না।'

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণবিষয়ে এইরূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনায় পুত্রগণ তাহাকে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডব-গণের পক্ষপাতী বলিয়া জানিতেন, এইজন্ত সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রন্থ সমুদয় সৈন্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দুর্যোধন দুরভিমান প্রকাশে অর্জুন-সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহবিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনায় সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খশব্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আগ্নৈলোক দ্বারা শ্যামাসুরে দ্রোণাচার্য্য-চিকীর্ষিত* সমুদয় বৃত্তান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অশ্রুগ্ন লোক ও ভ্রাতৃগণকে আনয়নপূর্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে পুরুষোত্তম! অশ্রু দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতিবিধান কর। হে মহাধর্ম্মধর! শত্রুনিপাতন দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি অশ্রু আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।’

অর্জুন কহিলেন, ‘হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্তব্য নয়, সেইরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমাকে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোনক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্যোধন যে আপনাকে গ্রহণ করিয়া রাজ্যকামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর শ্বয়ং বা দেবগণ সমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাহাকে ভয় করিবেন না। আমি আপনাকে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যাবাক্য কহিয়াছি, কি পরাজিত হইয়াছি, অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিদাত্তও অশ্রুতা করিয়াছি, ইহা আমার শ্রবণ হয় না।’

একাদশ দিবসীয় যুদ্ধ—দ্রোণ-পাণ্ডব সমর

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শম্ভু, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক-সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনম্পর্শী অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনুর্জ্যা ও তলধ্বনি সমুখিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবদিগের শম্ভুধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনায় সৈন্যমধ্যেও বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনায় ও পাণ্ডবগণের সংবৃহিত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ পরস্পর নিকটবর্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাণ্ডালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বজয়গণ দ্রোণ-পালিত সৈন্যবিনাশে প্রয়ত্নসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; দুর্যোধনের মহারথ যোধগণও অর্জুনপালিত পাণ্ডবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং দ্রোণার্জুন-পালিত উভয় সেনাই রাত্ৰিকালীন হুই কুম্মমিত বনরাজির শ্রায় নিস্তক হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর-সদৃশ সূর্যবর্ণধারোহী দ্রোণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিপোষিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও স্বজয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্ৰকারী একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ

বিভীষিকা-স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। শ্রোণ-বিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব-সৈন্যগণকে জাগিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য শ্রোণ মধ্যাহ্নকালীন কিরণশত-সংবৃত^১ দিবাকরের শ্রায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরে ক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরাক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ শ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যায়ের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টদ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব-সেনাগণকে বিমদ্বিত করিতে লাগিলেন।”

চতুর্দশ অধ্যায়

কোরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর শ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত ডুমুল রণ করিয়া, হতাশন যেমন বৃক্ষ দম্ব করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ তাহাদিগকে দম্ব করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। স্বর্বারথ শ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত অনলের শ্রায় সৈন্যগণকে দম্ব করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমাণ আশুকারী শ্রোণ-শরাসনের প্রবল জ্যা-নির্বোধ অশনিশব্দের শ্রায় শ্রবণগোচর হইল। লবুহস্ত শ্রোণ কর্তৃক বিনির্মুক্ত অতি ভীষণ সায়কসমূহ রথী, সানী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমদ্বিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্জ্জ্বল বর্ষাকালে শিলাবির্ষণ করে, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিয়া শক্রগণের ভয়বহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণপূর্ব্বক সেনাগণকে সংকোভিত করিয়া শক্রগণের অলৌকিক ভয়বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমাণ রথে হেম-পরিভূত^২ চাপ পুনঃ পুনঃ জ্বলদবলয়^৩ বিদ্যুতের শ্রায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রাজ্ঞ, নিতাম্বশ্রপারায়ণ সেই বীর

অমর্ষবেগ^৪ সঙ্কত, ক্রবাদগণসঙ্কুল সৈন্যস্রোতঃপরিপূর্ণ^৫, বীরবৃক্ষাণহারী^৬, শোণিতোদক^৭, গজাবকৃতপুলিন^৮, কবচোংগল^৯, মাংসপঙ্ক^{১০}, মেদমজ্জাচ্ছিসেকত^{১১}, উক্কীষফেন^{১২}, যুদ্ধমেঘাকর্ণ^{১৩}, নরনাগাশ্বগহন^{১৪}, রথবেগপ্রবাহ^{১৫}, দেহদারুসংকর্ণ^{১৬}, রথকঙ্কপসমা-কুল^{১৭}, মস্তকশিলাতটশোভিত^{১৮}, রথনাগহ্রদোপেত^{১৯}, নানাভরণভূষিত মহারথশতাবর্ত^{২০}, ধূলিতরঙ্গ^{২১}, মহাবীরগণের স্তবন^{২২}, ভীকরণের দুস্তর^{২৩}, শরীর-শতপূর্ণ^{২৪}, কঙ্ক-গৃধ্র-পরিচারিত^{২৫}, শূরসর্পসমাকর্ণ^{২৬}, জীববৃন্দ-সেবিত ছিন্নছত্রমহাহংস^{২৭}, মুকুটবিহগ^{২৮}, চক্রকূর্ম^{২৯}, পদাকুন্তীর^{৩০}, খড়গপ্রাসমংস্ত^{৩১}, ভয়ানক কাক-গৃধ্র ও শৃগালসমূহে অধিষ্ঠিত^{৩২}, কেশশৈবালশাঙ্কল^{৩৩}, ভীকরণের ভয়বর্দ্ধন নদী প্রবর্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ শ্রোণ কর্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অগ্ন্যাগ্ন শত শত প্রাণীকে যম-সদনে বহন করিতে লাগিল।

এইরূপে শ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে যুগিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৃঢ়-বিক্রম কোরবপক্ষীয় শূরগণ চতুর্দিক্ হইতে তাঁহা-দিগকে গ্রহণ^{৩৪} করিলেন। উহা লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল।

শতমার^{৩৫} শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শরসমূহে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন; সহদেবও ঈষৎ রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধ্বজ, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া ষষ্টি সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি

১—৩০। সৈন্যগণের শোণিতে প্রবাহিত নদীর রূপক—ক্রোধ জলবেগ, দুর্গাল কুঞ্জরাদি-ভক্তিত সৈন্য স্রোত, বায়গণ ভাঙ্গনে পঠিত বৃক্ষশ্রেণী, রক্ত জল, স্তম্ভীকৃত মৃত অশ্ব গজ তট, পদ্ম বন্ধ, মাংস কন্দম, মেদ মজ্জা অস্থি চড়া, উক্কীষ ফেন, যুদ্ধঘটা মেঘশব্দ, বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ভগ্নমর্তা, রথবেগ প্রবাহ, মৃতদেহ ভাসমান কাঠ, রথ সকল কঙ্কপ, মস্তক প্রস্তম্বর্য তীরভাগ, রথ ও গজ হ্রদ, নানা আভরণে ভূষিত শত শত মহারথ আবর্ত, ধূলি তরঙ্গ। বীরগণ এই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে; দুর্ব্বলগণ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বহু মৃত শরীর উঠাতে ভাসিয়া বেড়ায়, শবমাংস লোভে শকুনি ও চাড়গিলা উহার উপর উড়িয়া বেড়ায়, শূরগণ উহার সর্প, ধাবগণের ছিন্ন ছত্র মহাহংস, মুকুট শক্তিগাংগি, চক্র বৃহৎ কূর্ম, গদা কুন্তীর, খড়গ ও প্রাস মংস্ত, ভীষণ কাক, শৃগাল ও শকুনি মাংস লোভে উহার তটে ক্রিয় কর এবং মৃত সৈন্যগণের কেশরাশি শেওলা ও ঘাস স্বরূপ। ৩১। তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। ৩২। বহুপ্রকার মানচিত্র—সারথী।

গদা গ্রহণপূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর চুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পৰ্ব্বতের আয় সংগ্রামে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন।

ক্রোণাচার্য্য দশ বাণে ক্রপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহাকে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবংশতিকৈ বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা অন্ততঃ প্রতীয়মান হইল। বিবংশতি ভীমসেনকে সহসা অশশৃগু, কেতুশৃগু ও শরাসনশৃগু করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সছ করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার সমুদয় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ মহাবল বিবংশতি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ রথ হইতে ভীমসেনের অভিযুখে গমন করিলেন।

বীৰ্য্যশালী শল্য ঐতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হস্তসহকারে লালন করিতে করিতে শরজালে আঘাত করিলেন। প্রতাপবান নকুল তাঁহার সমুদয় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শমনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপনিকিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজ-চিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচার্য্য প্রচুর শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হস্ত করিতে করিতে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ, পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অস্ত্র শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ ভোজগাজ কৃতবর্ম্মা স্থনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী* হুশর্ম্মার সমুদয় মন্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও ভোমর দ্বারা সেনানীর জক্র-দেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্তগণের

সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অন্ততঃ প্রতীয়মান হইল। ইহাই সূতপুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা ক্রপদ স্বয়ং ভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অন্ততঃ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নতপর্ব্ব শরসমূহে রাজা ক্রপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে ক্রপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধার অন্ত-বিশারদ ভুরিষ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীৰ্য্যবান ভুরিষ্রবা সায়কসমূহে মহারথ শিখণ্ডীকে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভুরিষ্রবাকে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্মা, মায়াবী, গবিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটনপূর্ব্বক অতি অন্ততঃ যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় বিশ্বয় উৎপাদন-পূর্ব্বক অন্তহিত* হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর-যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান অম্ববিন্দের সহিত অতি ভৈরব* যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্ব বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হাদিক্য দ্বারস্থিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত প্রচলিতাশ্রমে* আরোহণ-পূর্ব্বক অভিমম্বার অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমম্বা তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হাদিক্য শরনিকরে অভিমম্বাকে আচ্ছন্ন করিলে অভিমম্বা তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হাদিক্য অস্ত্র সাত শরে অভিমম্বাকে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া কোরব-সেনাগণের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহের আয় মুহুমুহুঃ শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমম্বা হাদিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবামাত্র হাদিক্য সেই বোরদর্শন শর সন্ধিত* হইয়াছে জানিয়া চুই শরে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমম্বা সেই ছিন্ন ধনু পরিভ্রাণ করিয়া

চর্য ও নিশিত খড়গ ধারণপূর্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড়গ ঘূর্ণায়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্য দ্বারা কৃতহস্তের^১ স্থায় আশ্চর্য্য প্রদর্শনপূর্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি-চন্দ্র গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, একবার উল্কে ভ্রাম্যমান, একবার কম্পিত ও একবার উপাশিত করাতে অসিচন্দ্রের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ-সহকারে হৃদিকোর রথেষায় লক্ষ প্রদানপূর্বক রথে আবোভগ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিকে নিহত করিলেন, খড়গাঘাতে ধ্বজচ্ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রক্ষে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমম্ব্য তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিগলিতকেশ পোরবকে সিংহ কর্তৃক পাত্যমান^২ বসন্তের স্থায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পোরবকে অভিমম্ব্যর বশবস্তা, অনাথবৎ আকৃষ্যমাণ ও নিপাতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ুরাক্ষিত, কিকিণী-শত-শোভিত জাল-পরিবেষ্টিত চর্য ও খড়গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমম্ব্য জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পোরবকে পরিত্যাগপূর্বক তুর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শক্রগণের নিক্ষিপ্ত প্রাশ, পট্টিশ ও নিক্ষিপ্ত-সকল খড়গ দ্বারা ছেদিত ও চর্য দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভূজ-বীর্ঘ প্রদর্শনপূর্বক সেই মহাখড়গ ও চর্য উত্তত করিয়া শাদিল যেমন কুঞ্জের শ্রুতি গমন করে, তদ্রূপ পিতার অত্যন্ত বৈরী বৃদ্ধকন্তনন্দন জয়দ্রথের অভি-মুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও লিহ নখ-দন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহার উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া দ্বষ্টচিন্তে খড়গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিকে অসিচন্দ্রের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহদ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ^৩, শস্ত্রাস্তর-নিদর্শন^৪ এবং বাহ্যাস্তর নিপাত^৫ নির্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল।

সেই দুই মহাশক্তি যখন বাহ ও অভ্যস্তর-পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সপক্ষ পর্ব্বভবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমম্ব্য খড়গ নিক্ষেপ করিবামাত্র জয়দ্রথ তাঁহার চর্য খড়গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড়গ অভিমম্ব্যর চর্যস্থিত স্বর্ণপাত্রের অভ্যস্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্তৃক বলপূর্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া প্লুতগতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষমাত্রের পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন; এ দিকে অভিমম্ব্য সমরমুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহাকে চতুর্দিকে বেটন করিলেন। মহাবল অর্জুননন্দন চর্য ও খড়গ উৎক্লিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হৃদিক্য জয়দ্রথ প্রমুখ কোরব-পরাজয়

ভাস্কর যেমন জুবন সম্ভাপিত করেন, পরবীররা অভিমম্ব্য শিক্কারাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাঁহার উপর লৌহময়, কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার স্থায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতনোন্মুখ পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমম্ব্য সেইরূপ লক্ষপ্রদানপূর্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিতভেজার ক্ষিপ্তকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এককালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীররা অভিমম্ব্য শল্যের প্রতি সেই বৈদুর্য্য-খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্য্যোক মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সারথিকে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও ধৌপদীর পুত্রেরা 'সাধু সাধু' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণশব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুৎখিত হইতে লাগিল; উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাধু অভিমম্ব্য সান্তি-শয় প্রাপ্ত হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনীর পুস্তগণ শত্রুর সৈন্য বিজয়-লক্ষণ সঞ্চারিত না পারিয়া সহসা চতুর্দিক হইতে শরানকারে সেইরূপ আকৌণ করিলেন। শত্রুনিপাতন

১। প্ররোগবিধের পরিপেক্ষ—পাকা হাতের। ২। পাতিত। ৩। নিষে পতন। ৪। উভয়ের অস্ত্রের অবকাশ। ৫। বাহিরে ও অন্তরে নিক্ষেপ।

শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরভূত হইয়া তাহা-
দিগের প্রিয়াচরণবাসনায় সুভজ্ঞানন্দনকে আক্রমণ
করিলেন।”

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভীম-শল্যের গদাযুদ্ধ

যুতরাষ্ট্র করিলেন, “হে সঞ্জয়! তোমার কথিত
বহুবিধ বিচিত্র বন্দ-যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুস্থান ব্যক্তি-
গণকে যথ্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুর ও
পাণ্ডবগণের দেবাহুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া
কীৰ্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ
করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে
না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমম্যুর যুদ্ধ
কীৰ্ত্তন কর।”

সঞ্জয় করিলেন, “মহারাজ! শল্য সারথিকে
ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা
উৎক্লিপ্ত করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।
ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালানলের ছায়, দগুহস্ত
যমের ছায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রাণপূর্ব্বক
অতিবেগে গমন করিলেন; অভিমম্যু ও বজ্রতুল্য
মহাগদা ধারণ করিয়া ‘আইস, আইস’ বলিয়া
শলাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্
ভীমসেন যত্নপূর্ব্বক অভিমম্যুকে নিরীকৃত করিলেন
এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ছায়
অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ মহাবল
মজ্ঞরাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া বৃষ্ণের
অভিমুখগামী শার্দূলের ছায় তাঁহার অভিমুখে গমন
করিলেন। অনন্তর তূর্য্যানিনাদ, সহস্র সহস্র শব্দ-
ধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরী সমূহের মহাশব্দ হইতে
লাগিল এবং পরস্পরের অভিযুখে ধাবমান পাণ্ডব ও
কৌরবগণের শত শত ‘সাধু সাধু’ শব্দ সমুথিত হইল।
সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে
সমর্থ হয় না; সেইরূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই
মহাশ্মা মজ্ঞাধিপের গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না।
স্বর্ণপটুসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা
ভীম কর্তৃক উৎক্লিপ্যমাণ হইয়া প্রছলিত হইতে
লাগিল এবং শল্য বিভাগক্রমে মণ্ডলাকারপথে বিচরণ
করাতে তাঁহার গদাও মহাবিচ্যুতের ছায় শোভা

ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভদ্বয়ের ছায় বিদ্যুগিত
গদারূপ শূণ্ণে মুশোভিত হইয়া গর্জন-সহকারে
মণ্ডল-পতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডল-
পতিতে ও গদাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে
লাগিল। মজ্ঞরাজের মহতী গদা ভীম কর্তৃক আহত
হওয়াতে অগ্নিশিখা সহকারে অতি ভীষণ হইয়া
আত্ম বিলীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য
কর্তৃক আহত হইয়া বর্ষা-প্রদোষে^১ খতোত্ত-পরিবৃত
বৃক্ষের ছায় শোভা ধারণ করিল। মজ্ঞরাজ-নিষ্কিপ্ত
গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুমুহঃ
হতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের
গদা শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তী^২ মহোদ্ধার
ছায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই
উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিখসন্তী^৩ নাগ-
কছার ছায় অনল বিসর্জন করিতে লাগিল। যেমন
দুই মহাব্যাঘ্র নখ দ্বারা এবং দুই মহাগজ দশন দ্বারা
পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ শল্য
ও বৃকোদর উভয় গদা দ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া
বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মণ্ডাশ্মা ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে
রুধিরসিক্ত হইয়া কুসুমিত ক্ষিণ্ডক-তরুর নায় দৃষ্টি-
গোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাতজনিত
মহাশব্দ সকল দিকে বজ্রধ্বনির ছায় শ্রবণগোচর
হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও
কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্তৃক গদা
দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও
কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীম-
সেনের গদাবেগে তাড়মান হইয়াও দৈর্ঘ্যবশতঃ
বজ্রসমূহে আহত পর্ব্বতের ছায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন। মহাবেগশালী মাতঙ্গসদৃশ উভয় বীরই
গদা উন্নমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পাত্ত হইলেন,
পুনরায় অন্তরমার্গে^৪ অবস্থানপূর্ব্বক মণ্ডলপতিতে
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লন্দ-
প্রদানপূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড
দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে
উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভর-
নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ছায় ক্ষিতভলে যুগপৎ
নিপতিত হইলেন।

১। বর্ষাকালীন সন্ধ্যা সময়ে। ২। পতনোৎখ। ৩। গজদানা।

৪। রুদ্ধমির মধ্যস্থলে।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ষা বিহ্বল ও পুনঃ পুনঃ নিব্বলন্ত শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষয়ের স্থায় মুচ্ছাভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোপিত করিয়া সংগ্রাম হইতে অপবাহিত করিলেন। অনন্তর মন্তবৎ বিহ্বল, বীৰ্য্যশালী, মহাবাহু, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্রে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনায় পুত্রগণ মন্ত্রাধিপত্যকে পরাধ্বং নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণ কর্তৃক পীড়মান কৌরবসৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত জলদজালের স্থায় চতুর্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্ত্যরসিকগণকে পরাক্রান্ত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির স্থায় শোভা ধারণ করিলেন, হসিত হইয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মুগ্ধ ও আনক-সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।”

ষোড়শ অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় বুধসেনসহ পাণ্ডব-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! বীৰ্য্যবান বুধসেন আপনায় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়ী প্রকটনপূর্বক তাহাদিগকে রণা করিতে লাগিলেন। বুধসেন বিনির্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাহু গ্রীষ্মকালীন দিবাকর-কিরণের স্থায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণপূর্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভয় ক্রমের স্থায় সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বুধসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযুগ্মকেও নিপাতিত করিলেন।

বুধসেনপ্রমুখ কৌরব পলায়ন

ভূপতিগণ বুধসেনকে একাকী অতীতবৎ সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে

চতুর্দিকে বেঁটন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বুধসেনের সম্মুখীন হইয়া মর্শ্বভেদী দশ নারাচে তাঁহাকে বিন্ধ করিলেন। বুধসেন শতানীকে শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণদীর অস্ত্রাস্ত্র পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শরসমূহে বুধসেনকে আদ্য করিলেন। যেমন জলদজাল পর্বতকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বখামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ জ্যোৎস্নাগণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য ও ময়ন্যগণ ষরাঘাত ও উত্ততায়ু হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের স্থায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মন্দমুখ হইতে লাগিল। পরস্পর-বিরোধী বীৰ্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকনপূর্বক এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিতভেদ্য বীরের শরীর রৌষবশতঃ আকাশে যুদ্ধাধী পক্ষী ও সর্পের শরীরের স্থায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বখামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদিত সূর্যের স্থায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের স্থায় পরস্পরগ্রহণা মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠির-সৈন্যগণ কৌরবসৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাচার্য্য কৌরব-সৈন্যগণকে ভয় ও শত্রুগণ কর্তৃক অতিমাত্র ক্ষতিবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ‘হে শুরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই।’ অনন্তর শোণাশ্ব জ্যোৎস্নাচার্য্য চতুর্দশ হস্তীর স্থায় পাণ্ডবসৈন্যে প্রবেশপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপ-শোভিত শর-নিকরে তাঁহাকে বিন্ধ করিতে লাগিলেন। জ্যোৎস্না সশ্বর তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রাতি ধাবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে, পাঞ্চালগণের বশস্বর চক্ররক্ষক কুমার সেইরূপ আগচ্ছমান জ্যোৎস্নাকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ জ্যোৎস্নাকে কুমার কর্তৃক নিবারিত দেখিয়া

১। নিব্বাস ভাগকারী। ২। অপসারিত। ৩। বায়ুচালিত।

৪। নিতীকের মত।

১। পরস্পর আঘাতকারী। ২। রক্তবর্ণ অথবা অগ্নি।

সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার জুড় হইয়া সায়ক দ্বারা জোণাচার্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া মুহুমুহঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাঞ্চাল রাজকুমার বধ

আপনার সৈন্তগণের রক্ষাকর্তা বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ জোণাচার্য্য শৌর্য্যশালী, আর্ঘ্যব্রত, মস্ত্রে ও অস্ত্রে কৃষ্ণ-নিষ্ঠ, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, তিনি সৈন্তগণের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণপূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীকে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজাকে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রোণদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিকে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাণান্তাভ্যুসারে অস্ত্রাশ্রয় বোদ্ধগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিযুধীন হইলেন। যুগন্ধর মহারথ, জাতক্ৰোধ, বাতোকৃত সাগরসদৃশ ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। জোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথনৌড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

দ্রোণ-অৰ্জ্জুন যুদ্ধ—দ্রোণ কর্তৃক ব্যাভ্রদত্ত বধ

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল, ব্যাভ্রদত্ত, বীর্ঘ্যবান্ সিংহসেন ও অস্ত্রাশ্রয় বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ করিয়া জোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাভ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিত সায়কে জোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হুট্ট হইয়া সহস্রা অস্ত্রাশ্রয় মহারথকে বিভ্রাসিত করিয়া জোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হস্ত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ জোণাচার্য্য নয়নযুগল বিক্ষিপিত ও শরাসন-জ্যা মাঞ্জিত করিয়া সিংহনাদসহকারে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ও ব্যাভ্রদত্তের কুণ্ডলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং শরসমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দিত করিয়া

যুধিষ্ঠিরের রথসমীপে অন্তঃকরে স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যত্নব্রত জোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্তমধ্যে ‘রাজা নিহত হইলেন’ এই মহাশব্দ সমুপিত হইল। আপনার সৈনিকগণ জোণার বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘অস্ত্র যুদ্ধে রাজা হৃদ্যোধন কৃতার্থ হইবেন; জোণাচার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হুট্টচেষ্টে আমাদিগের ও হৃদ্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।’

কৌরব-সৈন্তগণ এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অৰ্জ্জুন শোণিত-জল, রথাবর্ত্ত, শুরগণের অশ্বি ও শরীরে আকীর্ণ, প্রেতকুলাপহারী^১, শরজাল-ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত ও রথঘোষে চতুর্দিক্ নিনাদিত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিভ্রাসিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অৰ্জ্জুন জোণ-সৈন্তগণকে যেন বিমোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সহসা আক্রমণ করিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় এরূপ সত্ত্বর শরক্ষেপণ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয় কৃত শরাঙ্ককারে না দিক্, না অন্তরীক, না স্বর্গ, না মেদিনী কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হইল যেন, সমুদয়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময় দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অন্তমিত হইলেন; সূর্য্যরাস কে সূর্য্যকে অমিত্র, ইহা অবগত হইবার আর কাহারও সামর্থ্য রহিল না।

অনন্তর জোণ, হৃদ্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার^২ করিলে অৰ্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরান্বিত জানিয়া স্বসৈন্তগণকে অবহারার্থ আদেশ করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, যুগ্ময় ও পাঞ্চালগণ হুট্টচেষ্টে সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হুট্টচেষ্টে সৈন্তগণের পশ্চাতে সারযুক্ত, ইস্ত্রনীলমণি, হুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকখচিত রথ নক্ষত্ররাজিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার স্থায় শোভমান হইয়া স্বশিবিরে গমন করিলেন।

জোণাভিব্যেকপর্কায়্য সমাপ্ত।

১। আব্রহ্মণপূর্ব্বক জীবগণের মরণকারক। ২। যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা—বিব্রায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

সংশ্লিষ্টকথনপূর্বক—দ্রোণের দুর্যোধনাস্থান

সজ্জয় করিলেন, “মহারাজ ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুলে স্তায়ামুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজ্য দুর্যোধনকে অবলোকনপূর্বক লজ্জিতমনে করিলেন, ‘মহারাজ ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অর্জুন থাকিতে দেব-গণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে, তথাপি ধনজয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন ; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না ; কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই অজ্ঞেয়। অতএব কোনমতে অর্জুনকে অপলারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে অত্ৰ্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান কর ; তিনি অর্জুনকে যুদ্ধার্থ ‘হানাস্তরিত করিলে যুদ্ধহলে অর্জুন তাঁহাকে পরাজিত না করিয়া কখনই প্রবিনিবৃত্ত হইবে না ; আমি সেই অবসরে পাণ্ডব-সেনা ভেদ করিয়া ধুইত্বায়ের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জুনের ‘অনবস্থানকালে’ আমাকে নিরীক্ষণপূর্বক সংগ্রামে পরাধু্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ ! আজি এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অমুচরগণকে তোমার বশব্দ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।’

অর্জুন-বধে স্মশ্রুদীর প্রতিজ্ঞা

ত্রিগর্ভাধিপতি দ্রোণবাক্য-শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রাজ্য দুর্যোধনকে করিলেন, ‘মহারাজ ! অর্জুন বারংবার আমাদের পরাভূত করিয়াছে, আমরা নিরপরাধ, কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানাপ্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া থাকি ; রজনীযোগে কিছুতেই নিদ্রাস্থ অমুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্রসম্পন্ন হইয়া ভাগ্যবশতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ; আমরা আজি অভিলাষাত্মক আশ্রয়

হিতকর ও আমাদের যশস্বর কার্য্যসুষ্ঠান করিব, আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহাকে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জুনশূন্য বা ত্রিগর্ভ-শূন্য হইবে, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।’

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ভ স্মশ্রুদী সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেশু ও সত্যকশা—এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ-সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিখ ও মজ্জক-গণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথসমভিব্যাহারে এবং মালব তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হস্তাশন আনয়ন ও পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত করিয়া কুশটীর^১ ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন ; পরে সেই মহাত্মারা যুতাত্ত^২ মোকী-মেখলালঙ্কৃত, সহস্র-শত-দক্ষিণাসম্পন্ন যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্যলোকলাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত-নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্যপ্রসূত শ্রুতিবিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদয়-লাভে সমুৎকৃষ্ট হইয়া সংগ্রামে ততুত্যাগপূর্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিক, ধেনু ও বজ্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন, পরস্পর সস্তাষণ ও সমরব্রত ধারণপূর্বক অগ্নি প্রজ্জালিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে সেই হস্তাশন স্পর্শ করিয়া অর্জুনবধে প্রতিজ্ঞা-পূর্বক উচ্চস্বরে করিলেন, “হে ভূপালগণ ! যদি আমরা অর্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাধু্য হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মত্তপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মহন ও রাজাপণ্ডপ-হারী^৩, শরণাগতপারিত্যাগী, অধিঘাতী^৪, গৃহদাহী, গোহস্তা, অপকারী, ব্রহ্মদেবী, শত্ৰু^৫ধন্যহারী, শাস্ত্র-বিহিত-পথপারিত্যাগী, দানাসুহারী^৬, নাস্তিক এবং মাতৃপারিত্যাগীদের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহপরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভাষ্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিবসে জীসন্তোষ করে, যে ব্যক্তি ক্লাবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং অস্ত্রাত্ম পাপামুষ্ঠানপায়ণ ব্যক্তিদের যে লোক,

১। কুশনির্মিত বস্ত্র। ২। বকনাপূর্বক রাজবৃত্তিভোগী।

৩। ভিক্ষুকহত্যা। ৪। গচ্ছিত। ৫। ভিক্ষুকবৃত্তিহারী।

আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে
অতি দ্রুত কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে
আজি নিঃসন্দেহ অভ্যুত লোকসকল প্রাপ্ত হইব।'

দ্বাদশ দিন যুদ্ধ—অৰ্জুন-সুশৰ্ম্মাভিযান

সুশৰ্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া
যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অৰ্জুনকে দক্ষিণদিকে
আহ্বান করিতে করিতে সমরে সুপস্থিত হইলেন।
তখন অৰ্জুন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ
নিবৃত্ত হইব না, এই ব্রত ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে
সংশপ্তকগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে, অতএব
আপনি অনুরোধের সহিত উহাদিগকে বিনাশ
করিবার নিমিত্ত অমুমতি প্রদান করুন। আমি
উহাদিগের এইরূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে
সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা
করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ
করিব।' যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে অৰ্জুন। মহাবীর
দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি
সম্যক্ কর্ণপোচর করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে উহা
মিথ্যা হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল-
পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাত্ম ও জিতজীৱ, তিনি আমাকে
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।' অৰ্জুন
কহিলেন, 'মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার
রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য
স্বীয় অভিলাষপূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না।
সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে
অবস্থান করিবেন না।'

অনন্তর ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রিভিঙ্গ-নয়নে
অৰ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারবার
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গমনে অমুমতি করিলেন। তখন
যেমন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধা-শান্তির নিমিত্ত যুগলগণের প্রতি
গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগুর্ভদ্রগণের প্রতি গমন
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্রুপদ্যধনের সৈন্তগণ
রোষাবিষ্ট-চিত্তে অৰ্জুনবিরোধী রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইল। অনন্তর
উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণ বর্ষাকালে প্রযুদ্ধসলিলা অতি
বেগবতী ভাগীরথী যেমন সরিষার সরষর সহিত
মহাবেগে মিলিত হয়, তদ্রূপ মহাবেগে স্বীয় সৈন্তে
মিলিত হইল।'

অষ্টাদশ অধ্যায়

সংশপ্তকগণের সহিত অৰ্জুনের যুদ্ধ

সমুদ্র কহিলেন, 'অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল
ভূতলে অবস্থান করিয়া দৃষ্টমনে রথ দ্বারা
চম্পার বাহু নির্মাণ করিলেন এবং অৰ্জুনকে
নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে
লাগিলেন। ঐ চীৎকারশব্দ চতুর্দিক্ ও অন্তরীক্ষ
সমাক্রম করিল, কিন্তু চারিদিক্ লোকে সমারত
ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন
ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া
সহাস্তমুখে কৃৎসক কহিলেন, 'হে বাহুদেব! তুমি
ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগুর্ভদ্রগণকে অবলোকন কর, উহারা
রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা
উহারা কাপুরুষ-দুপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক-সমুদয়
প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে,
তাহাতে সন্দেহ নাই।' এই বলিয়া অৰ্জুন ত্রিগুর্ভ-
দ্রগণের বিপুল বল-সমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দিক্
প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাবেগে স্ববর্গালঙ্কৃত দেবদত্ত
শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণের
বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত
হইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।
তাহাদের অশ্বসকল বিবৃতচক্ষু, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধগ্রীব ও
স্তব্ধগাদ হইয়া রথির বমন ও প্রস্তাব করিতে
লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক
সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অৰ্জুনের প্রতি
এককালে বাণপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অৰ্জুন
পঞ্চদশ শরে সংশপ্তক-বিনিস্কৃত সহস্র শর আগত
হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা
দশ দশ শরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অৰ্জুন তিন
তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর
সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলে
অৰ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।
সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন
বৃষ্টি দ্বারা তড়াগাদি সমাক্রম হয়, তদ্রূপ শর-
নিক্ষেপে বাহুদেব ও অৰ্জুনকে সমাক্রম করিতে
লাগিলেন। তখন যেমন কাননমধ্যে ভ্রমরপাংক্তি
কুমুমশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ
সহস্র সহস্র শর অৰ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে
লাগিল।

অর্জুন কর্তৃক সুধম্মার প্রাণসংহার

অনন্তর সুবাহু অত্রিসারময়^১ ত্রিংশৎ শরে অর্জুনের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সুবর্ণালিঙ্কারে অলঙ্কৃতের ছায় ও উদ্ভিত দিবাকরের ছায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ^২ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুধর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, স্বধর্ম্ম ও সুবাহু ইহারা দশ শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাত্রে কাকন-ময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে সুধম্মার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণমুশোভিত মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, যে স্থানে দুর্ঘোষধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছিল, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কোরবসেনাপণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাপণ ত্রস্ত, ভীত ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্ভেরা অর্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করিয়া সান্তিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্শ্বশরে আতত হইয়া ভয়ান্ত মৃগযুগের ছায় সেই সেই স্থানেই মোচ অভিজুত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ভরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ভনিককে কহিলেন, ‘হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা কোরব-সৈন্যসমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর।’ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুলু কোলাহল সহকারে পরস্পরকে দৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশ্লোকগণ ও নারায়ণী সেনারা মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।”

উনবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জুন সংশ্লোকের পরস্পর নায়ায়ুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর মহাবীর অর্জুন সংশ্লোকগণকে প্রত্যাপ্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশ্লোকগণ জীবনসদে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্বচালনা কর। আজি তুমি আমার ভূজবল ও পাণ্ডুবল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব।’ তখন বাহুদেব সহাস্ত-মুখে শুভাকাজক্ষা দ্বারা অর্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডবগণ অশ্বগণ কর্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ছায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাত্মরয়ুদে স্বরাজ্যের ছায় মণ্ডল ও গতিঃ ত্যাগিত প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারা নারায়ণী সেনা-সকল ক্রোধভরে শরনিকরে অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মূহূর্ত্তকালমধ্যে অর্জুন ও বাহুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সহর গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাট-দেশে ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ ও ভীষণ জকুট করিয়া দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শক্রনিবৃদ্ধন অর্জুন দ্বাষ্ট্র অস্ত্র^১ পরিত্যাগ করিলে সংগ্রহ সহস্র মৃতি প্রাচুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ^২ সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জুন-বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা ‘এই অর্জুন, এই বাহুদেব’ বলিয়া মোহপ্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে দ্বাষ্ট্র অস্ত্রপ্রহারে বিমোহিত হইয়া এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুঞ্জিত কিংকরুদ্বয়ের ছায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই দ্বাষ্ট্র অস্ত্র শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র-জাল ভঙ্গসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অৰ্জুন কৰ্তৃক মালবকাৰি ত্ৰিগৰ্ত্ত বধ

অনন্তর মহাবীর অৰ্জুন সহস্র মুখে মালব, মাবেল্লক, ললিখ, ত্ৰিগৰ্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত কৰিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্ৰিয়গণ কালপ্ৰেৰিত হইয়া অৰ্জুনের প্ৰতি বিবিধ আয়ুধজাল পৰিত্যাগ কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইলেন। সেই ভয়াবহ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অৰ্জুন, রথ ও কেশব কিছুই নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লক্ষলক্ষ্য হইয়া পরস্পর কোলাহল কৰিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অৰ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঐতমনে বসন বিকম্পিত কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীর ভেৰী, যুদ্ধ ও শঙ্খধ্বনি কৰিয়া সিংহনাদ পৰিত্যাগ কৰিতে লাগিল; তখন বাহুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ধৰ্ম্মাজ-কলেবর হইয়া অৰ্জুনকে কহিলেন, ‘হে পৰ্থ! তুমি কোথায়? আমি তোমাকে নিৰীক্ষণ কৰিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ?’ তাঁহার বাক্যশ্রবণে অৰ্জুন সৰ্ব্ব হইয়া বায়ব্যাগ্ৰে সেই সমস্ত শর নিরাকৰণ কৰিলেন। তখন ভগবান্ প্ৰভঞ্জন শুষ্ক পত্ৰাশিৰ ছায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে উড়াইয়া লইয়া ইত্যন্ততঃ নিক্ষেপ কৰিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে উড়ীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড়ীন হইয়া পৰম শোভা প্ৰাপ্ত হইলেন। অৰ্জুন সৰ্ব্ব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল কৰিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্ৰহার কৰিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাগ্ৰে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্ৰ হস্তচ্ছেদন কৰিয়া শর দ্বারা কৰিশুণ্ডোপম উৰুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত কৰিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্নভিন্ন, কাহারও বা বাহু নিবৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল।

মহাবীর অৰ্জুন শত্ৰুগণকে এইরূপে ক্ষত-বিক্ষত কৰিয়া গন্ধৰ্ব্বনগৰাকার সুসজ্জিত রথ সকল শরজালে খণ্ড খণ্ড কৰিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ কৰিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ-সকল মুণ্ডিত তালবনের ছায় শোভা প্ৰাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ, পতাকা-পৰিশোভিত

ধ্বজদণ্ডমাণ্ডিত, অক্লেশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ, তুরুরাজি-সমাকীৰ্ণ বজ্জাহত অচলের ছায় নিপাতিত হইতে লাগিল। চামরপীড় কবচাবৃত, তুরঙ্গম-সকল পাৰ্থ-বাণে অস্ত্ৰ, নেত্র ও জীবন বিনিৰ্গত হওয়ায় আরোগৌরব সন্তিত ধৰাসনে শয়ন কৰিল। অসি ও নখৰবিক, ছিন্নাৰ্ম্মা ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নাৰ্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীনভাবে শয়ন কৰিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হস্তমান, কেহ নিপাতিত, কেহ অবস্থিত, কেহ কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজাল রুধিরধারাবৰ্ণে প্ৰশান্ত হইয়া গেল; কবচশত-সঙ্কুল রণস্থল নিত্য হুগম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশুসংহাৰে প্ৰবৃত্ত ভগবান্ রুদ্ৰের আক্ৰীড়ের ছায় মহাবীর অৰ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও বৃঞ্জরগণ সমবেত অৰ্জুনভিমুখীন সৈন্তগণ অৰ্জুন কৰ্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্ৰপুৰে আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিতে লাগিল। তখন রণক্ষেত্ৰ নিহত মহারথগণে আন্তৰ্গ হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইল। অৰ্জুন এইরূপে সমরমদে মত্ত হইলে জ্যোৎস্না যুধিষ্ঠিরের প্ৰতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল-সমুদয় যুধিষ্ঠিরকে গ্ৰহণ কৰিবার অভিলাষে সৰ্ব্ব তাঁহার অমুসরণ কৰিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।”

বিংশতিতম অধ্যায়

ত্ৰয়োদশ দিন যুদ্ধ—বৃহদ্রচনা

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারথ জ্যোৎস্নাৰ্চ্য রজনী অতিবাহিত কৰিয়া মহারাজ দূৰ্য্যোধনকে কহিলেন, ‘হে বৎস! আমি তোমারই বশব্দ। আমি অৰ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত কৰিয়াছি।’ অনন্তর অৰ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্ৰজালিত কৰিয়া তাঁহাদিগকে সংহার

১। চামরমণ্ডিত। ২। নাজী। ৩। বাহাদের হাড়ের সংযোগস্থল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ। ৪। বহু মস্তকহীন দেখে সমাকীর্ণ। ৫। যুগাবলানে। ৬। সংহার কীড়ার। ৭। যুদ্ধে মরিয়া ইন্দ্রলোকে গমন কৰিল। ৮। শব্দ্যর মত পাতিত হওয়ায়।

১। লক্ষ্য বস্তু কৰ্ণাৰ্জুনকে দেখিতে পাইয়া। ২। পতাকা—ক্ষমাল। ৩। সঞ্চালিত।

করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে, দ্রোণ ব্যহরচনা করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডবসেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষবিরচিত পারুড়বাহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ পারুড়বাহের মুখ, সামুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ষা ও তেজস্বী গোতম চক্ষুদ্বয়, ভূতশম্মা, ক্ষেমশম্মা, করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাশ্যোজ, হংসপদ, শুরসেন, দরদ, মজ্র ও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা; ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদন্ত ও বাহ্লীক অশ্বোহিণী-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবস্থিতদেখীয় বিন্দামুদ্রবিন্দ ও কাশ্যোজ সুদক্ষিণ ইহার বামপার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বখামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠভাগে অহচ্চ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র, মজ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্বত্যীয় ও বসতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণপুঞ্জ জ্যোতি, বান্ধবগণ এবং নানাদেশসমাগত বহুলবল-সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ্ঞ, তোজ্ঞ, ভূরিজয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল-পবাক্রান্ত নৈষধ, ইহার বহুসংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাগারে ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিপরিষ্কলিত পারুড়-ব্যূহ যেন বায়ুকুণ্ডিত মহাসাগরের স্থায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধাসকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যাদাম-মণ্ডিত* পঙ্কজমান মেঘ-মণ্ডলের স্থায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদন্ত সুদজ্জিত মাহেঞ্জ আরোহণ করিলে এবং ভূতেরা পূর্ণিমারজনীতে কৃত্তিকানক্ষদ্বয়ক চন্দ্রমা* সদৃশ মালাদান-বিভূষিত ষেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয়-কালীন দিবাকরের স্থায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জসদৃশ মদমন্ত মাতঙ্গ বারি-শরাভিযুক্ত উজ্জ্বল শৈলের স্থায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন,

তদ্রূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত পার্বত্যীয় নৃপতিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

যুধিষ্ঠিরের সতর্কতা—ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্শুখ যুদ্ধ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিত্যন্ত তর্ভেজ্য অমায়ুষ্য ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে বীর! আজি আমি যাহাতে ত্রাসাশ্রয়ের বশবর্তী না হই, তাহার উপায়বিধান কর।' ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, 'হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনাকে বশবর্তী করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি তাঁহাকে ও তাঁহার অমুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; দ্রোণাচার্য্য আমাকে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।'

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তারপূর্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অন্তর্ভদ্রদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমাত্রেই সাতিশয় অগ্রসর হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্শুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনঃসমান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ামুষ্ঠান-বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের যোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্শুখকে সঘর শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণপূর্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্শুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সঘর আগমনপূর্বক নানা লক্ষণ লাঞ্চিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহার এইরূপে যোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাপণকে শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশতঃ মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল মধুরদর্শন* হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের স্থায় নিত্যন্ত মর্যাদাশূন্য হইয়া প্রবলিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপরিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অহুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাসিত* হইতে লাগিল। তাহাদিগের চূড়ামণি, নিক, অস্ত্রাশ্র ভূষণ ও বর্ষ্য সমুদয়ে আদিত্যসদৃশ প্রভাজাল* উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথসকল

১। মালাকার বিদ্যতে ভূষিত। ২। কার্ত্তিক মাসের শরৎ-কালীন চন্দ্র।

১। চিত্তাকর্ষক। ২। প্রকাশিত। ৩। কিরণসমূহ।

বলাকাসনাথ জলদ-পটলের শ্রায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীকে, হস্তী হস্তীকে বিনাশ করিতে লাগিল; ক্ষণকালমধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই সমস্ত মদপ্রাবী দ্বিরদগণের পাত্ৰঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধুম পাবক সমুখিত হইতে লাগিল। তখন ঋণিতপতাক বিধাণ-অলিভুতাশন^১ করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যাদামমণ্ডিত মেঘের শ্রায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎকালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গসকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইল। কেহ কেহ নিনাদ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের শ্রায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিধাণ-সমাগত হইয়া প্রলয়কালীন ওলদের শ্রায় ঘোরতর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী অশ্ব হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী^২ হইলে অক্ষুশাহত হইয়া পুনরায় উদ্গাধিত^৩ করিয়া শত্রুগণকে আঘাত করিল।

মহামাত্র-সকল মহামাত্র কর্তৃক শর-তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রহরণ ও অক্ষুশ পরিত্যাগপূর্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র-শূন্য মাতঙ্গসকল নিনাদ পরিত্যাগপূর্বক ছিন্ন অশ্রুধেয় শ্রায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের শ্রায় চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী তোমর, ঋণি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহতমান হইয়া আর্তস্বর পরিত্যাগপূর্বক নিপতিত হইল। উৎসাহগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট-আরোহিযুক্ত, পতাকা-সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্ততঃ বিব্রণ পর্বত দ্বারা পরিকীর্ণের শ্রায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করি-সমারূঢ় মহামাত্র-সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নিভিন্ন-কদয় হইয়া অক্ষুশ, তোমর পরিত্যাগপূর্বক ভূপৃষ্ঠে

পতিত হইল। কোন কোন হস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রোড়ের শ্রায় চীৎকার করিয়া উভয়পক্ষীয় বীরগণকে বিমদিত করিয়া দশদিকে গমন করিল। তখন বশুধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারগণ সচক্র, বিচক্র^৪, অতি বৃহৎ রথ-সকল দশনে মণ্ডিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্লিষ্ট করিতে লাগিল। রথ-সকল রথিশূন্য, মাতঙ্গগণ আরোহিশূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দিকে প্রাণায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোভিতবর্ণ কর্দমে মনুষ্য-সকলের গুলফ^৫ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, পাদপ-সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইয়াছে। বস্র, কবচ, ছত্র ও পতাকাসকল শোণিত-সিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদয় রথনেমির প্রত্যাবর্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর জনসমূহরূপ মহাবেগশালী বিনষ্ট মনুষ্যরূপ-শৈবাল-শোভিত, রথসমূহরূপ তুমুল আবর্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীরপুরুষেরা বাহনরূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্নসম্পন্ন যোদ্ধগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই যে চিহ্নবিহীন হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না।

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।”

একবিংশতিতম অধ্যায়

দ্রোণের সহিত সত্যজিতের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! তখন মহাবীর দ্রোণাচাৰ্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযুধপতিকে আক্রমণ করিবার উত্তোপ করিলে যেমন শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেইরূপ

১। হস্তী। ২। দস্তে দস্তে ঘর্ষণে উখিত অগ্নি। ৩। বলপূর্বক বিপরস্বল পথে চালিত। ৪। পশু-ভগ্নাদি দ্বারা নিপীড়িত।

৫। বিগতচক্র—ভয়ঙ্কর। ২। গোজালি।

কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া বলি ও ইস্তের ছায়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতান্ত্র সাযক দ্বারা দ্রোণকে বিন্দু করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষসদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিৎের বাণাবাতে মুচ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্ব-গণকে দশ ও উভয় পাশ্বে-সারথিকে দশ দশ বাণে বিন্দু করিয়া মণ্ডলাকারগমনে বিচরণপূর্বক ক্রুদ্ধচিত্তে আচার্য্যের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ কর্তৃক সত্যজিৎের প্রাণ-সংহার

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিৎের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহাকে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদনপূর্বক মর্শ্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিন্দু করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সহর অগ্ন শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কক্ষপত্রযুক্ত ত্রিংশ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষঃস্থলে ষষ্টিবাণ বিন্দু করিলেন। উহা অভূতের ছায়া প্রতীয়মান হইল। এইরূপে মহারথ দ্রোণ শরনিকরে সমাক্ত হইয়া ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিষুর্গনপূর্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃক্কের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্বসমুদয়-সহ তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সহর অগ্ন শরাসন গ্রহণ পূর্বক দ্রোণাচার্য্যের উপর এবং তাঁহার অশ্ব-সমুদয়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিৎের বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সহর অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পাশ্বে-সারথিদ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য বারংবার শরাসন-ছেদন করিতে সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীরাগ্রগণ্য

দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

শতানীক বধ—যুধিষ্ঠির পলায়ন

এইরূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাকাল, কৈকয়, মংস্ত, চেদি, করুষ ও কোশলগণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ দ্রোণের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। হতাশন যেমন তুলারশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মংস্তরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্বক ছন্দর কশ্মসম্পাদনের বাসনায় কশ্মারপরিমার্জিত সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহাকে, তাঁহার সারথিকে ও অশ্ব-সমুদয়কে বিন্দু করিয়া সিংহনাদ করিয়া পুনরায় দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সহর ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া শতানীকের কুণ্ডল-মুগ্ধাভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মংস্তগণ উদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মংস্তগণকে পরাজয় করিয়া চেদি, করুষ, কৈকয়, পাকাল, মৃঞ্জয় ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন। মৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হত্যাশনের বনদহনের ছায়া সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সহর অসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র-নিহস্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসননিষ্পন্ন চতুর্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত-বিনির্মিত সাংকসমুদয় অসংখ্য অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্মকাল প্রবল বায়ু-বেগে সঞ্চালিত জলধরপটল যেমন শিলাবৃষ্টি করে, তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর দ্রোণ শরবর্ষণপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অশ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ছায়া চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ধ্বজস্থিত বেদী

হিমবানের শৃঙ্গের স্থায়ী শোভা ধারণ করিল। সুরাসুরনন্দন মতাপ্রভাবশালী বিষু যেমন দানবদল দমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সতাপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অন্তপ্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শূগল, কুর্কর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সন্ধীর্ণা, মান-কুলাপহারিণী, ভীকৃষ্ণন-ভয়প্রদা, শমনসদনগামিনী নদী প্রবাহিত হইল; কবচসমুদয় তরঙ্গস্বরূপ, ধ্বজসমুদয় আবর্তস্বরূপ, গজ ও বাজিসমুদয় ঝাঁপস্বরূপ, অসি-সকল মৌনস্বরূপ, বীরগণের অস্থি সকল কর্করস্বরূপ, ভেরী ও মুরজ-সমুদয় কচ্ছপস্বরূপ, চর্য ও বর্ষা-সকল প্রবাস্বরূপ, কেশ-কলাপ শৈবাল ও শাদ্বলস্বরূপ, নব-সমুদয় বেগস্বরূপ, শরাসন সকল শ্রোতঃস্বরূপ, বাত-সমুদয় পল্লবস্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলাস্বরূপ, উরু-সকল মৌনস্বরূপ, গদা-সকল উদ্ভূতস্বরূপ, উল্লীষ-নিচয় ফেনস্বরূপ, অস্থ-সমুদয় সরোষস্বরূপ, মাস ও শোণিতরাশি কর্দমস্বরূপ, কেতু-সকল বৃক্ষস্বরূপ ও শদিগণ তাহার নক্রস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অগ্ন্যায় বীরগণ সমভিষাগারে দ্রোণ কৃত্যেহের স্থায়ী সৈন্তগণকে সংহার করিষ্যেহেন নিরীক্ষণপূর্বক চতুর্দিক হইতে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া, সেই ভুবনতাপন দিনকর-সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ তদর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাহার চতুর্দিক পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্রবর্ষা বিংশতি, বহুদান পাঁচ, উত্তমোজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ, সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণ কর্তৃক দৃঢ়সেন প্রমুখ বারগণের বিনাশ

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মন্ত-মাতঙ্গের স্থায়ী ক্রুদ্ধ হইয়া রথ-সৈন্য অতিক্রমপূর্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করাত তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে

ধরাতে নিপতিত হইলেন। তখন অশ্বের অরক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দিক বিচরণপূর্বক সৈন্তগণের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অগ্ন্যায় বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীকে দ্বাদশ ও উত্তমোজাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বহুদানকে সংহার করিলেন। অনন্তর অশীতি শরে ক্ষেমবর্ষাকে ও যড়বিংশতি শরে সুদর্শনকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপপূর্বক সত্তর যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন সত্তর বেগবান্ অস্থ সঞ্চালনপূর্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহাকে শরাসন, অশ্বগণ ও সারথির সহিত অগ্নিস্নেহে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত ভ্রোণতির স্থায়ী রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চালতনয় নিহত হইলে চতুর্দিকে 'দ্রোণকে সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর' বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ সাত্ত্বিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্কক্ষেমি, চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্ত্তা এবং অগ্ন্যায় বহুসংখ্যক বীরগণ কৌরবগণসমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে কৌরবগণ জয়লাভ করিয়া পলায়নমান পাণ্ডব সৈন্তগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল, মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইল।"

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডব-পরাজয়ে দুর্গোধনের হর্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে

পর্যায় করিলে কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল ? কি আশ্চর্য্য ! তৎকালে কুড়ঙ্গ, সতানিরত, দুর্ঘোষনহীতবী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্ধর, শত্রুকুলের ভয়বর্জন, জম্মমাণ ব্যাঘ্রসদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম জ্যোৎস্না জীবিত-আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষয়িষ্যগণের যশস্কর, কাপুরুষবর্ণের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত সমরভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। বল, কোন্ কোন্ বীর সমরে সমুত্তেজিত হইয়াছিলেন ?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! কৌরবগণ পাকাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সঞ্জয়, চেনি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত শব-সমুদয়ের স্থায় জ্যোৎস্নার শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাত বাদন করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের রথ, হস্তী ও নরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণমধ্যস্থিত স্বজনপরিবৃত্ত মহারাজ দুর্ঘোষন বিপক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হঠাৎ হস্ত করিয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাধেয় ! ঐ দেখ, জ্যোৎস্নাসাযকাভিহত পাকালগণ সিংহ-সম্মাসিত মৃগযুগ্মের স্থায় একান্ত বিত্র সিত হইয়াছে। বৃক্ষ-সমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উহার জ্যোৎস্নার ভগ্ন হইয়াছে ; বোধ হয়, আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাত্মা জ্যোৎস্নার রক্তপাশ শরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিগুণ্ঠ যেমন জ্ঞাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলাভূত হয়, তদ্রূপ বহুসংখ্যক সৈন্য মহাবীর জ্যোৎস্না ও কৌরব-পক্ষীয় অস্ত্রাঘাত বীরগণ কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলাভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে জ্যোৎস্নার ভয়সদৃশ নিশিত সায়েকে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব-পক্ষ-গণে পরিবৃত্ত হইয়া আমাকে আফ্লাদিত করিতেছে। ঐ মহাত্মা আজি সমুদয় লোক জ্যোৎস্নায় দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।’

কর্ণের কালোচিত উপদেশ।

কর্ণ কহিলেন, ‘হে বৃদ্ধরাজ ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন

না, এই সমুদয় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না, আর বলবীৰ্য্যসম্পন্ন, রণদুর্মদ, শিক্ষিতাত্ম পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন, ইহাও সম্ভব-পর নয় ; উহার বিধ, অগ্নি, দ্যুত ও বনবাসের রেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিতঃশয় : মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রতাপিত হইতেছেন, অংশুই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উহার অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক একবারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাতাক্ষিপ্রমুখ রথি-সমুদয় এবং পাকাল, কৈকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অমুবর্তী হইয়াছেন। ইহার সকলেই মহাবীর, মহাবল-পরাক্রান্ত ও মহারথ, বিশেষতঃ অমর্যপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উদ্ভাদিপক্ষে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত্ত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীম-সেনকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক চতুর্দিক হইতে জ্যোৎস্নার প্রতি ধামান হইতেছেন। যেমন যুযুৎসু পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্রমনে জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত জ্যোৎস্নাকে নিপীড়িত করিবেন। উহার সকলেই কৃতাত্ম ; সুতরাং জ্যোৎস্নাকে নিবারণ করা উহাদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি জ্যোৎস্নার উপর অভিভার পতিত হইয়াছে ; অতএব তাঁহার সমীপে বরায় গমন করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর জ্যোৎস্নাকে বিনাশ করিতে না পারে।’

মহারাজ দুর্ঘোষন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে জ্যোৎস্নাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র জ্যোৎস্না-বধািলাষী নানা বর্ণের অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত রথ সমাক্রান্ত পাণ্ডবগণের যোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।”

জ্যোৎস্না-বংশতিতম অধ্যায়

বিবিধবর্ণ অশ্বযোজিত রথে সসৈন্য পাণ্ডবনির্ঘাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে জ্যোৎস্নার অভিমুখীন

হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের রথচিহ্ন-সমুদয় কীৰ্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর অশ্বাবর্ণ^১-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রক্তবর্ণ-অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণপূর্বক ধাবমান হইলেন। তখন দ্বন্দ্বার্থ যুদ্ধাভ্যাস ক্রোধভরে সারঙ্গ^২বর্ণ-অশ্ব-যোজিত রথে ও পাঞ্চাল রাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী সুবর্ণমণ্ডিত পারাবতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরুঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডি নন্দন মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্ম-পত্রসন্নিভ মল্লিকাসদৃশাক্ষ^৩ অশ্ব-সমুদয় চালনপূর্বক সংগ্রামে গমন কারিতে লাগিলেন। শুকপক্ষবিভূষিত, কাশ্যোজ্জদেশীয়, দর্শনীয়^৪ অশ্বগণ নকুলকে বহন করিয়া কৌরব সমুদয়ের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘসদৃশ হয়গণ উত্তমোজ্জকে বহন করিয়া তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ^৫ বায়ুবেগশালী অশ্বগণ উজ্জতায়ু মহাবীর সহদেবকে তুমুল সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দম্বসবর্ণ^৬, কৃষ্ণকেশযুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সুবর্ণভূষণবিভূষিত বায়ুবেগশালী হয়-সমুদয়ে আরুঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্ধর শান্তভী সর্বশাসন^৭ দিব্যাভরণভূষিত অশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত রথে অধিরুঢ় হইয়া ভূপান্তগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্তরাজ বিরাট মহারথগণ-সমভিব্যাহারে শান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকেয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডি ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্পবর্ণ অশ্বগণ অরাতিনিপাতন মহারাজ মৎস্তরাজকে বহন করিয়া

নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিজীবর্ণ হেম-মালাবিভূষিত বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণবর্ণ, হেমমালা-বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিতধ্বজসম্পন্ন, বস্মিতদেহ, কৈকেয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রপোপসবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারিবর্ণকারী জীমূতের^৮ চায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্রবর্ণ^৯, তুষুরু কর্তৃক প্রদত্ত, দিব্য অশ্বগণ অমিততেজাঃ দ্রুপদতনয় শিখণ্ডিকে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চালদেশীয় বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষট্‌সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গবর্ণ অশ্ব সমুদয় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেন্দীধর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে কাশ্যোজ্জদেশীয় অশ্ব-সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল-ধূমসদৃশ^{১০} স্ককুমার সিদ্ধুদেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎ-ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা-সদৃশাক্ষ, পদ্ম-বর্ণ দিব্যাভরণভূষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কারসম্পন্ন কৌষেয়সবর্ণ, ধীরস্বভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুকে বহন করিলে। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়-গণ স্ককুমার মহারথ কাশিরাজতনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর, ধেতবর্ণ, কৃষ্ণশ্রী, বায়ুবেগশালী অশ্বগণ প্রতিবিন্দুকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জুন সোমের নিকট যে পুত্রটি বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সূতসোম মাঘ^{১১}পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জুনের ঐ পুত্রটি কৌরবদিগের উদয়েন্দুনামক পুরে জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র-সোমসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও সোমকসভামধ্যে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম সূতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত সঙ্কাস^{১২}, শালপুষ্প-সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চনসদৃশ যোক্ত^{১৩} সম্পন্ন ময়ূরগ্রীবাসবর্ণ অশ্বগণ প্রতীবর্মা^{১৪}কে ও স্বর্ণচাতকপক্ষ-সন্নিভ হয়সমুদয় পাণ্ডুল্য প্রতিনিধি শ্রুতিকীর্ণকে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যোদ্ধার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সাক্ষৈকগুণ^{১৫}

১। যেতবিলু দ্বারা বিচিত্র যুগ সমান বর্ণ। ২। যুগ।

৩। মল্লিকাকুসুমতুল্যলোচন। ৪। শুক্লবর্ণশন—সৌন্দর্যের জন্য বাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ৫। তিত্তিরপাখীর সমানবর্ণ।

৬। দম্বক ও দম্ব। ৭। সকল প্রকার শাস্ত্রের ভাষ্যতাসহনক্ষর।

১। মেঘের। ২। কীচমাটির পাত্রতুল্য বর্ণ। ৩। ধানের কুটা পোড়াইলে যে খোঁরা হয়, তদ্রূপ—ছেঁদে রং। ৪। মাঘকলাই।

৫। নবোদিত সূর্য্যপ্রভাতুল্য বর্ণ। ৬। দেউল।

অধিক, সেই মহাবীর অভিমুখ্য পিজলবর্ণ অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সৌরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-গণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলালকাণ্ডসবর্ণ, দিব্যাভরণভূষিত, বেগবান অশ্বগণ বান্ধক্কেমিকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণপত্রযুক্ত, বর্ম্মভূষিত, সারথির আচ্ছাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিত্তিকে বহন করিল। সুবর্ণ-মণ্ডিতপৃষ্ঠ, সুবর্ণমালাবিভূষিত, শাস্ত্রপ্রকৃতি, কৌষেয়-সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্বেদ ও ব্রাহ্মবেদপারগ সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রামস্থলে জ্যোতির্ভাষ্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চালসেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্র, শ্রেণিমান বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভূ বেগশালী, কাথোজদেশীয়, হেমমালাবিভূষিত অশ্ব-সমুদয় লইয়া শত্রুসৈন্যগণকে বিভ্রাসিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানাবর্ণের অশ্ব ও ধ্বজসম্পন্ন বিততকাণ্ডক কাথোজ-দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি-সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিজল-কৌষেয়বর্ণ, সুবর্ণমালাধারী, অগ্নানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্য-সাতীর মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিং ইন্দ্রায়ুধসং-গ্ন হয়োত্তম-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ-বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুত্র পাঞ্চালদেশীয় সিংহসনকে বহন করিল। পাঞ্চাল-গণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সধপপুংসবর্ণ অশ্ব-সমুদয়-যোজিত রথে আরোহণপূর্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগ-শালী, হেমমালাবিভূষিত, মাধবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ*, চন্দ্রমুখ অশ্ব-সমুদয় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরন্তুসদৃশ, পদ্মকিঙ্ক*বর্ণ, মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্ব-সমুদয় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, যুধিকসবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদন্তের বাহন হইল।

বিচিত্র, কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমালাবিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল-দেশীয় সুধ্বাকে বহন করিতে লাগিল। অশ্বনি-সমস্পর্শ, ইন্দ্রগোপসন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্ব-গণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক-সদৃশো-দর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণমালামণ্ডিত অত্যাচল অশ্বগণ সমরনিপুণ, সত্যধৃতি ক্কেমিকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর গুরু গুরুবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসমুদ্র শণাক্সসদৃশ অশ্বগণ সমুদ্র-সেনার পুত্র মহাতেজা: চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপলসন্নিভ, সুবর্ণবিভূষিত, চিত্র-মালাধারী অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। কলায়-পুংসবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত-রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রণদুর্গদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাহাকে সগুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্যসম্পন্ন বলিয়া থাকে, পটচ্চর-নিহতা, মহাবীর সেই রাজা গুরুবর্ণ হয়সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংকটসবর্ণ অশ্বগণ চিত্রমালা, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজসম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রথচিহ্ন-সম্পন্ন বক্রথ, রথ, ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পাতাকা লইয়া সমরে গমনোন্মুখ হইলেন। পুঙ্করবর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমরকুশল, শীত্ৰগামী কুকুটাসবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্ব-গণ দণ্ডকেতুকে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণ কর্তৃক যাহার নুপতি পিতা নিহত ; কপাট-ভগ্ন ও নিপীড়িত হইয়া বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুহি, কর্ণ, অর্জুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদয় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকিৎসা, প্রাজ্ঞ সুকৃৎস্নগণের নিবা-রণে বৈরনির্ঘাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সারঙ্গধ্বজ বৈদ্যাকালসংহর, চন্দ্রশ্মিসন্নিভ অশ্ব-সমুদয় লইয়া স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে দিব্য শরাসন

১। ক্রকটবাহনসেনক। ২। দধির মত শুভপৃষ্ঠ। ৩। পদ্মপারগ

বিস্মরণপূর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসকপুস্পসর্ব্ব অশ্বগণ পাণ্ডুর অমুযায়ী চতুর্দশ অমৃত রথীকে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদয় কোরবগণের মত স্বীয় অভি-লষিত দ্রব্যজাত পরিভ্যাগ করিয়া ভক্তিসহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবাহু লোহিতনয়ন বৃহস্তু, মহাবলপরাক্রান্ত মগ-কায় অশ্বগণ-সংযোজিত সুবর্ণময় স্তম্ভনে আরোহণ-পূর্ব্বক সমরে গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দিক চত্বৈতে রথিষ্ঠেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভঙ্গকণ নানাবর্ণের অশ্ব-সমুদয় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদয় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্রসমবেত সুরগণের স্যায় শোভা ধারণ করিল। উহার পাকালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

সসৈন্য পাণ্ডবগণের যুদ্ধার্থ আয়ুধধারণ

হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদয় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের বৈদ্যর্ম্মগণ-নির্ম্মিত লোচনসম্পন্ন মগসিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ-নির্ম্মিত গ্রহগণ-পরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যজ্ঞ-সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অস্তি ভীষণ, অত্যাগ্র, সুবর্ণপৃষ্ঠ শরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শক্রগণের শোকবর্দ্ধন, ঘটা ও পতাকাযুক্ত, চূর্ধ্ব হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রোণদীর পক্ষ পুত্রের পক্ষধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার-স্বয়ের প্রতীকৃতি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্তকাকনবিনির্ম্মিত শাঙ্গপক্ষিসনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল। মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল এবং পূর্ব্ব যোমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেইরূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিবা মাহেষ্ট্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যরক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্মাণ করিয়া ছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অক্ষর পাণ্ডব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিযুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অস্তি ভীষণ পৌলস্ত্য শরাসন এবং দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র রোজ্য*, কোবের্য্য*, যাম্য* ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। রোহিণী-তনয় বলভদ্র যে রোজ্য-ধনু প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সেই ধনু অভিমন্যুকে প্রদান করেন; অর্জুন-তনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদয় ধ্বজের বৃক্ষান্ত কীর্তন কলিঙ্গ, তস্ত্রিয় মহাবীরগণের অস্ত্রাশ্রয় অসংখ্য ভেমনির্ম্মিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণপরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল, কাপুরুষশূন্য দ্রোণসৈন্য চিত্রাঙ্গিতের স্যায় বোধ হইল। স্বয়ংবরস্থলসদৃশ সেই সমরাসনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নামগোত্র প্রবণগোচর হইতে লাগিল।”

— —

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের খেদ—পুনঃ যুদ্ধবর্ত্তান্ত শ্রবণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সংগ্রামস্থলস্থিত যুদ্ধোদর-সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্য-গণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্টসংযুক্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, স্তত্রাং তাহার অভিলষিত বিষয়-সকল অশ্রু প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ, পাণ্ডুনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘকাল অরণ্যে বাস ও লোকের অজ্ঞাতে বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দ্বয়দৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মনুষ্য অদৃষ্টযুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, স্তত্রাং তাহাকে অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তিই সে আপনার ইচ্ছামুসারে সমুদয় কার্য্য

১। অশ্বিনীকুমার-প্রাক্ত। ২—৫। বজ্র, জয়, কুবের ও বম-প্রাক্ত।

সম্পন্ন করিতে পারে না। যুদ্ধির দৃঢ়বাসনপ্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্রোশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায়সম্পন্ন হইয়াছে। কেহয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাশা ত্র্যযোধন পূর্বে আমাকে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুদ্ধিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু ত্বরদৃষ্টের কি অনির্বচনীয় প্রভাব, মহাবীর জ্যোৎস্না আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও যুদ্ধস্থানের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাজকী, সর্বশত্রুপারগ মহাবীর জ্যোৎস্না ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীম ও দ্রোণের নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্লমমাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্বে মহামতি বিষ্ণু আমাকে পুত্র-লোলুপ দেখিয়া যাগ কহিয়াছিলেন, দুরাশা ত্র্যযোধনের ত্র্যযোধনপ্রভাবে তৎসমুদয় ঘটয়াছে। এক্ষণে যদি ত্র্যযোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্র-গণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভূপতি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হয়েন, তাঁহাকে অবশ্যই ইহলোকে হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীর-বরাগ্রগণ্য জ্যোৎস্না নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাক্ষসের আর নিক্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তমদ্বয়ের প্রভাবে জীবনধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধরদ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর কিরূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাগ হউক, এক্ষণে যেক্রমে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়ের বা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যাগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কিরূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কিরূপ হইয়াছিল এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব-সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?

১। কঠ। ২। শ্রেষ্ঠ—অস্ত্রিকথা।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

ভীম-ত্র্যযোধন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমর-ক্ষেত্রে গমন করিয়া জ্যোৎস্নাচার্য্যকে মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের স্তায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহাসঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবসৈন্য-সমুখিত ধূলিপটলপ্রভাবে কোরবপক্ষগণ আবৃত্ত হওয়াতে আমরা জ্যোৎস্নাকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ ত্র্যযোধন পাণ্ডব-সৈন্যগণকে ত্রুক্ষর ত্রুক্ষরকর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রেরণপূর্বক কহিলেন, ‘হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যাত্মসারে পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারিত কর।’ তখন আপনার তনয় মহাবীর ত্র্যযোধন দূর হইতে ভীমসেনাকে দেখিয়া জ্যোৎস্নার জীবনরক্ষা-মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুভূল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর ত্র্যযোধন যখন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ ত্র্যযোধনের উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের তুলন যুদ্ধ

এ দিকে অগাধ রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনারদের প্রভু কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্মা মহাবীর-বিক্রান্ত সাত্যকিকে, সিদ্ধুরাজ ক্ষত্রবর্মাকে ও উগ্রধ্বা মহেবাসকে শরনিকর দ্বারা জ্যোৎস্নামুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্মা সিদ্ধুপাতর ধ্বজ ও কাশ্মুকচ্ছেদন করিয়া ক্রোধগুরে দশ নারাে দ্বারা তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিদ্ধুরাজ সত্তর অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া লোহময় শর দ্বারা ক্ষত্রবর্মাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু পাণ্ডবগণের হিতার্থে সংগ্রামে যতমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুধিষ্ঠিরকে জ্যোৎস্নাচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির হৃশাগিত ক্ষুরপ্রদ্বারা সুবাহুর ধনুর্বাণশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন।

বেলা যেমন সময়ের বেগ ঐতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্মরাজ-মদ্ররাজের উপর অসংখ্য মর্শ্বেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্মরাজকে চতুষ্পৃষ্ঠ শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃশরে চাঁৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্মরাজ মদ্ররাজের চাঁৎকার-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্যক অসংখ্য সেনাসমবেত হইয়া মহতী-সেনা-পরিবৃত্ত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদ্রস্রাবী মহাযুধাধিপতি মাতঙ্গ-যুগলের স্নায় অসংখ্য সৈন্তপরিবৃত্ত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতিদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পূর্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিকে বাণবিন্দু করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অবন্তিদেবী বিন্দ ও অম্ববিন্দ মৎস্তাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্ত ও কৈকেয়গণের যুদ্ধ হুহু-সংগ্রামের স্নায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুল কর্তৃক ভূতকর্ম্মার প্রাণসংহার

নকুলনন্দন শতানীক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া জোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সভাপতি ভূত-কর্ম্মা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিভাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিশতি জোণাভিমুখে ধাবমান বলবিক্রমশালী স্নাতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন স্নাতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শরনিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিশভীকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ স্তূনিশিত লৌহময় শরনিকর বর্ষণ করিয়া শাশ এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র ময়ুর সদৃশ অশ্বসংযুক্ত-রথারূঢ়, সমরাজনে ধাবমান, মহাবাহু ঞ্জবর্ষাকে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃ-কুলের হিতসাধনার্থ পরস্পর নিধনবাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গুল মহাবাহু অশ্বখামা পিতার নামরক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ-পূর্বক সমরাজনহু প্রতিবিন্দাকে নিবারণ করিলে

মহাবীর প্রতিবিন্দ্য ক্রোধভরে তাঁহাকে বাণবিন্দু করিতে লাগিলেন। তখন কৃষক যেমন বীজবপন কালে ক্ষেত্রে বীজ বর্ষণ করে, তদ্রূপ জ্যোপদীতনয়-গণ অশ্বখামার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জুনকুমার ঞ্জতকীর্তি যুদ্ধার্থ জোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া হুঃশাসন তনয় তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জুন-সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জুনতনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা হুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া জোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণই যথাকে বীরপ্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চরনিহস্তাকে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহস্তা ক্রোধভরে লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীকে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী-নিষ্কপ্ত শরসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমোজা জোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; মহাবীর অঙ্গদ শর-নিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। উক্ত বীরদ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল। তদর্শনে সমুদয় সৈন্তগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কর্ণপ্রমুখ কুরুবীরগণের জোণ সাহায্য

মহাধনুর্ধর দ্রুমুখ জোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দ্রুমুখের ঙ্গদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দ্রুমুখের মুখমণ্ডল সুনাল-পঙ্কজের স্নায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ জোণাভিমুখে ধাবমান লোহিতধ্বজ কৈকয়-দেবী পঞ্চ ভ্রাতাকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহার কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কৈকয়দেবী পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবদ্ধ হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন

পুত্র চর্জয়, জয় ও বিজয় নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরঙ্গুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনাদি তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমমুষ্টি ও বৃহস্পতি দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাব্বতকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মন্তমাতঙ্গব্রহ্মের সেরূপ সংগ্রাম হয়, সাব্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের তদ্রূপ অন্তত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চৈদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী অহর্ন্তরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অশ্রুত অস্ত্রভেদিনী শলাকা দ্বারা চৈদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চৈদিরাজ অহর্ন্তর দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে ধরাভলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত রূপ ক্ষুদ্রক-সমুদয় দ্বারা ক্রোধপরবশ বান্ধিক্ষেমিকে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমন্ত রূপ ও বান্ধিক্ষেমিকে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনশ্রুমতি হইয়া কাষ্ঠাশ্রুতবিমুঢ় হইয়া উঠিল। মহাবীর সৌমদত্তি দ্রোণের যশোবন্ধনপূর্বক মহারাজ মণিমানকে নিবারিত করিয়া সশর ভাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতাকা, চক্র ও সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অযাতিনিপাতন যুগ্মকেতু মণিমান সশর রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া ঋগ্ন দ্বারা সৌমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সশর আপনাদি রথে আরোহণপূর্বক অশ্রু শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্চালন করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অশ্রুবর্ষণ ধাবমান সুররাজ পুংসদ-সদৃশ পাণ্ডকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ পদা, পবিব, ঋগ্ন, পটীশ, আরোহণ, প্রব, মুখল, মুদগর, চক্র, ভিল্পিপাল, পরশু, পাণ্ডু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভষ্ম, লোষ্ট্র, তণ ও বৃক্ষসমুদয় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রোহিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীষিত করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ

ক্লুচিগুপ্তে নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িকাভনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্বের সশর ও ইন্দ্রের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত রাক্ষসব্রহ্মের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। কলাতঃ দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপ সংগ্রাম পূর্বের আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতি ভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।”

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধ

দুর্যোধন কহিলেন, “হে সঞ্জয়! এইরূপে সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে গমনপূর্বক অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডবপক্ষীয় ও অশ্বপক্ষীয় বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লোকগণকে কিরূপে আক্রমণ করিলেন? সংশ্লোকেরাই বা তাহার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সৈন্যগণ উক্তপ্রকারে সংগ্রামসিদ্ধ হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনাদি পুত্র দুর্যোধন স্বয়ং গজসৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদত্তের অভিযুগে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রাম-নিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্ষণালা, পবনতনয় ক্রোধভর গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরে কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্বতাকার মাতঙ্গ-গণ ভীমসেনের নারাচ-প্রহারে ছিন্নভিন্ন হইয়া মদক্ষরণপূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুগে জলধর পটল যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক-সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে

কিরণজাল নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণসংপূর্ণ নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্যোধন এইরূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া অচিরে দুর্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক-সমুদয় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্যোধন ভীমশরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণ-সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সহর হুই ভিন্ন দ্বারা দুর্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে দুর্যোধনসাহায্যকারী অঙ্গনুপতি বধ

এ সময়ে স্নেহ অঙ্গাধিপতি দুর্যোধনকে ভীম কর্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণপূর্বক তাঁহার অভিযুগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের স্থায় গর্জন-পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুস্তাঘরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিষ্কিপ্ত ভীষণ নারাচ কুঞ্জের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্বতের স্থায় ধরাতে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবামাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভিন্ন দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অথ, হস্তী ও রথসকল সসম্মে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ

এইরূপে সৈন্যগণ রণে ভয় হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগজ্যোতিষধর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ক্রোধে ব্যাবৃন্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্লিষ্ট ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দক্ষ করিয়াই ঘেন তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক এককালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধবিদ্ধা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদচারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এইরূপে ভীমসেন গজের গাত্র-অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের স্থায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অযুতনাগতুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগরাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জাম্বু দ্বারা তাঁহাকে নিপাতনপূর্বক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে সমুদ্রত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটন^১ দ্বারা করিবরের করবেষ্টন^২ মোচনপূর্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষহস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্রে হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে সমুদয় সৈন্যগণ ‘হা ধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্তৃক হত হইলেন’ বলিয়া যোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীত হইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

যুধিষ্ঠির-ভগদত্ত যুদ্ধ

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যাম্ন-সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন-পূর্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অকুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনির্মুক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কটচিত্তে কুঞ্জরচালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দর্শার্থাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদশ্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বে সবৃক্ষ পর্বতভয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইত, এক্ষণে উক্ত বীরদ্বয়ের কুঞ্জরযুগল তদ্রূপ

যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্ব ভেদ করিয়া তাহাকে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাঠিয়া সূর্য্যারশ্মিসঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিকে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথসৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বনমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত পাবকের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি ভগদত্ত যুদ্ধ—পাণ্ডব-পলায়ন

অনন্তর সমরবিধারদ প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথ্যভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিদ্ধদেবী অশ্বগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথমণ্ডল হইতে নিজান্ত হইয়া সমুদয় ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আগুগামী নাগ কর্তৃক বিক্রাসিত হইয়া তাহাকে শত শত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে গজ ও তুরঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ডবিনিক্ষিপ্ত বারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিক্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনসকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ভগদত্ত সাহায্যকারী রুচিপর্ব্বার প্রাণসংহার

তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথে আরোহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের

স্থায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বত-পতি সুবর্চা আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচিপর্ব্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমত্যা, দ্রোণদীতনয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুয়ুৎশ্র হস্তীকে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করিয়া বৃষ্টিধারার স্থায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বাধিত করিতে লাগিলেন। তখন সমরকুশল ভগদত্ত পাম্বি, অঙ্কুশ ও অশ্রু দ্বারা হস্তীকে সঞ্চালিত করিলেন। করিবর প্রাগজ্যোতিষাধিপতি কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ডপ্রসারণ এবং কণ ও নেত্র শুক করিয়া সমর গমনপূর্ব্বক যুয়ুৎশ্র বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিকে সংহার করিল। মহাবীর যুয়ুৎশ্র সমর রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর দ্বারা সমর নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্মুখে অভিমত্যর রথ্যভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তৎ মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জর-পৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকরনিক্ষেপ করিয়া প্রমত্তকর' দিবাকরের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমত্যা দ্বাদশ, যুয়ুৎশ্র দশ এবং দ্রোণদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্তৃক অতি প্রযত্ন-সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যাকিরণসংগৃহীত জলধরের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল; অনন্তর নিয়ন্তা কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যাস্থিত সৈন্যগণকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বনমধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব-সৈন্যগণ শ্রেন কর্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের স্থায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অক্লুশহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের স্থায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বর্গকগণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্রতরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতিপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ-সম্মুখনে জঙ্কণ

বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাত্মায় পলায়মান হস্তী, অশ্ব ও পাখিগণের চীৎকারে এবং রথশব্দে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদয় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রু-সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাখি ধূলিপটল বায়ুরেণে গগনমণ্ডলে সমুখিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তদ্রূপ মম্বধ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।”

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

ভগদত্তের হস্তিপ্রভাব বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি আমাকে অর্জুনের সমবেদন্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রামস্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্র তটস্থ ধূলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ কহিলেন, ‘হে মধুসূদন! মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্তর নিজাস্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর-সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোযীদিগের প্রধান; উহার গজের প্রাতিগজ’ নাই। ঐ গজ কৃতকর্মা^১, জিতরুম^২ এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শসহনক্ষম, অস্ত্র দ্বারা উহাকে বশ করা দুঃসাধ্য। অতঃ প্রহস্তী একাকীই সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্তর ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আজি আমি হস্তিবলে গর্বিষত পরিণত-বয়ঃপ্রভাবে প্রদৌণ্ড ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব।’ মহাত্মা বাগ্‌দেব অর্জুনের বচনানু-সারে ভগদত্তাভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিগর্ভদেশীর দশ সহস্র ও কৃষ্ণের

পূর্বাঘ্রচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহাকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এদিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে, এদিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, এই উভয় সঙ্কট সমুখিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিন্তা দোলার স্থায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত বাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুকণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্যোধন ও কর্ণ অর্জুনের বধসাধনার্থই দুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকবধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

অর্জুন কর্তৃক বহু সংশপ্তক সংহার

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শরনিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তক-গণের শরজালে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জুন, কি কৃষ্ণ, কি অশ্বগণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। জনাধীন সংশপ্তকগণের পরাক্রম-দর্শনে বিমুগ্ধ ও বেদান্তকলেবর^৩ হইবামাত্র অর্জুন প্রপাশ্র নিষ্কেপপূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথ হস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্ন-কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ, অচল ও অধুধরতুল্য^৪ কলেবর, হ্রসজ্জিত, আরোহিবহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্শ্বশরে নিহত হইয়া ধরাভলশায়ী হইল। আরোহি-সমেত কুঞ্জরগণ অর্জুনের শরনিকরে ছিন্নকৃৎ^৫ ছিন্নাভরণ ও গণ্ডজীবন হইয়া ধরা-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণের ঋষি, প্রাস, অসি, যুগ্মগ ও পরশু-সমবেত বাহুসকল ভল্ল-প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাভলে পতিত হইল। বালানিত্য^৬, অশ্বজ^৭ ও চন্দ্রসদৃশ নরমস্তক সকল অর্জুন-শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

১। সমকক্ষ হস্তী। ২। যুদ্ধপটু। ৩। অপ্রাশ্র।

৪। বর্ষাক্ত বহু। ৫। বৃক্ষ। ৬। মেঘাকার বিরাট। ৭। ছিন্ন পটালপ্রাপ্ত কবল। ৮। নবোদিত সূর্য্য। ৯। পথ।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শক্রনিপাতে প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সম্ভাষিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জুনকে ইঙ্গ্রসদৃশ কৰ্ম্য করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ! অজ্ঞ তুমি সংগ্রামস্থলে যেরূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দৃষ্কর। তুমি এককালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়াছ।'।

মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথচালন করিতে আদেশ করিলেন।"

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জুনশরে সুশর্ম্মার ভ্রাতৃগণ বিনাশ

সজয় কহিলেন, "মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জুনের ইচ্ছানুসারে সুবর্ণভূষণমণ্ডিত, বায়বেগপামী অশ্বগণকে জোপ-সৈন্যভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জোপ-শরাভিতাপিত^১ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে শক্রসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে, আবার উত্তরদিকে সৈন্যগণ জোপ-শরে বিনীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার করি অথবা অরাতিশরাদ্বিত^২ আত্মীয়গণকে রক্ষা করি, এই উভয়ের কর্তব্য, বিবেচনা করিয়া বল।'

মহামতি বাহুদেব অর্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর ত্রিগুণাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণবিশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে

সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই কুর দ্বারা তাঁহার ধমু ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অশ্বগণ ও সারথি-সমভিব্যাহারে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্বদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জুনের উপর ভীষণ ভুজদ্ব্যাকার অয়োময় শক্তি ও বাহুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তি ও তিন শরে তোমর ছেদনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিমোহিত করিয়া শরজাল বধণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। কোরবসৈন্যমধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করিয়া কক্ষরাশিদাহদহনে^৩র স্থায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিস্তারিত করিয়া পুরুড়ের স্থায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সমরবিজয়ী অর্জুন দূতদেবী^৪ দ্বারা দ্ব্যর্থোচ্চনের অপরাধজনিত ক্ষত্রিয়বিনাশের নিমিত্ত নিষাপ; তিনি পাণ্ডবগণের ক্ষেমরক্ষণ ও শত্রুগণের অশ্রবর্দ্ধন পাণ্ডীবংশরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কোরব-সেনাগণ পার্থ-শরে বিকোভিত হইয়া পর্কত-সংলগ্ন নৌকার স্থায় বিপন্ন হইল।

অর্জুন-ভগদত্ত যুদ্ধ

তখন ক্রুরমতি দশ সহস্র কোরব-সৈন্য জয় ও পরাজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে অর্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহনক্ষম মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের স্থায় সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দন করিতে লাগিলেন। কোরব-সৈন্যগণ অর্জুন-শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাস হস্তীর উপর হইতে ইঞ্জের স্থায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। জোপবলে দস্তাষিত। ২। শক্রবাপদ্বিত।

৩। গৃহশ্রমী দহকরী অগ্নি। ৪। পাশককৌড়াকারী।

সমরবিশারদ অর্জুন শরজাল দ্বারা অর্ধপথে ভগদত্তের শরনিকর নিবারণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাগজ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জুনের শরনিকর নিরাকৃত এবং তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর-সমূহে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দন ভগদত্তের হস্তাকে কালাস্তক যমের স্থায় আগমন করিতে দেখিয়া সঙ্কর দক্ষিণপার্শ্ব করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী, রথ ও অশ্বমধ্যে পতিত হইয়া তৎসমুদয় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদর্শনে অর্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।”

উনত্রিংশতম অধ্যায়

ভগদত্ত-শরে অর্জুনের কিরীট স্থলন

যুৱরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাধিত হইয়া ভগদত্তের কি করিল, আর ভগদত্তই বা তাহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ও বাহুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদয় লোকই তাঁহাদিগকে যমের দশন-সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্বক হইতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কাশ্মুক আকর্ষণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিহিত কৃষ্ণায়সবিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ-রক্ষকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়াই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জুনের প্রাণ চতুর্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লবুহস্ত সবাসাটী ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর

দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জুনের সায়কজালে ভিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগ-জ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনের কল্পদ্রুমযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্তনিক্ষিপ্ত শরনিকরে অর্জুনের কিরীট পরিবর্তিত হইল। মহাবীর অর্জুন সেই পরিবর্তিত কিরীট দধাহ্বানে সম্মিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, ‘প্রাগজ্যোতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।’

কৃষ্ণ-কর্তৃক ভগদত্তনিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র সংবরণ

মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সঙ্কর ভগদত্তের শরাসন ও তৃণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্গুশ-অস্ত্র অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক অর্জুনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন, অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তী-মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, ‘হে মধুসূদন! তুমি প্রীতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্বসংযমন করিবে; এক্ষণে সে প্রীতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাগিনিবারণে অশক্ত হই, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য; আমি বর্তমান থাকিতে সমর-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্তব্য নয়। আমি যে ধর্ম্মব্যাধি ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও

মানবগণ-সমবেত সমুদয় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবদিত নাই।’

কৃষ্ণের গুণ আত্ম-পরিচয়

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সোধন করিয়া করিতে লাগিলেন,—হে পাত্ৰ! আমি আঁত গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনায় মূর্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্তি ভূমণ্ডলে তপস্চরণ, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্তি মর্ত্যালোক আশ্রয়পূর্বক মামুষ্য কর্মসাধন ও চতুর্থ মূর্তি শয়ন করিয়া সহস্রবর্ষ-ব্যাপী নিদ্রামুখ অমুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্তি সহস্র বৎসরের পর সমুখিত হইয়া বরাহ^১ ব্যক্তি-গণকে অত্যাৎকষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময়ে পৃথিবী আমার বরপ্রদানকাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিল, ‘হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণববান্ধ প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুর-গণের অবধ্য হউক।’ আমি কহিলাম, ‘হে বহুকরে! এই বৈষ্ণবান্ধ নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরকে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সর্বলোকের দুর্ভার্ষ্য ও পরবলমর্দনক্ষম হইবে!’ পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকার্য হইয়া ‘তবাস্ত্র’ বলিয়া গমন করিলেন। নরকাস্থরও তদবধি দুর্দ্ধব হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগজ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধান নহেন। এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অমুখা করিয়া স্বয়ং অস্ত্রবেগ ধারণ করিলাম। দেবদেবী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র-বিহীন হইয়াছে; অতএব যেমন আমি লোকহিতার্থ নরকাস্থরকে বিনষ্ট করিয়া-ছিলাম, তজ্জপ তুমি ঐ দুর্দ্ধব বৈরীকে বিনষ্ট কর।’

হস্তিবাহনসহ—ভগদত্ত বধ

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসংখ্যটিতে ভগদত্তের হস্তীর কুণ্ডাস্তরে^২ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন।

সর্প যেমন বন্যীকের মধ্যে গমন করে, তজ্জপ অর্জুন-নিষ্কিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুন্তুমধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীকে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিত্রের ভাষণে যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তজ্জপ গজরাজ প্রাগ-জ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। ক্রিয়ৎক্ষণ-মধ্যেই করিবর স্তম্ভগাত্র ও দম্ভ দ্বারা অবনীতলম্পর্শ করিয়া আর্দ্রশ্বরে চীৎকারপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্কচন্দ্রবাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জুন-শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্বক পঞ্চই প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সম্ভাড়িত পদ্মলাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তজ্জপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাডলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কণিকারবৃক্ষ বায়বেগে ভগ্ন হইয়া পর্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তজ্জপ হেমমালা-ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণভূষণ-ভূষিত হস্তী হইতে ধরাডলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম, ইন্দ্রের সখা, মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষসমূহয় ভগ্ন করে, তজ্জপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।’

—

ত্রিংশতম অধ্যায়

সুবলনন্দন বৃষক ও অচল বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “এইরূপে মহাবীর অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে বিনাশ করিয়া তাহাকে প্রাদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধাররাজের তনয়দ্বয় অর্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে, কেহ বা পশ্চাত্তাপে অবস্থান করিয়া অর্জুনকে মহাবেগে শাণিত সায়কে বিদ্ধ করিতে প্ররুত হইলেন। অর্জুন শাণিত শরনিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবল্যপ্রমুখ গান্ধার-গণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উচ্চতান্ত্র পঞ্চশত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক স্বয়ং হতশ

১। বরলাভবাণ্য—অমুগ্ৰহীত। ২। কুন্তুমধ্যে।

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ-পূর্বক অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জুন একরথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শর-জালে বিন্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃহ ও বলাহুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জুনকে শরনিকরে বিন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষাকালীন মাসদ্বয় গ্রীষ্ম ও জলধারা দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অর্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জুন একরথারূঢ় সংল্লিষ্টকলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহসঙ্ঘাশ, লোহিতলোচন, একলক্ষপাক্রান্ত বীরদ্বয় গতাস্থ হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দর্শনদিকে অতি পবিত্র যশোবিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অর্জুনসহ শকুনির মায়াবুদ্ধি—শকুনি-পলায়ন

অনন্তর আপনার আয়ুজগণ সমরে অপরাধুধ বন্ধুজনপ্রিয় ছই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রম্ব ও অর্জুনকে বিমোহিত করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন। তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, পদা, পরিষ, শূল, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নধর, মুঘল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অগ্ন্যস্ত্র নানাবিধ আয়ুধ-সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, স্মর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রোধান্ডরে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জুন শরজাল বিস্তারপূর্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চাঁৎকারপূর্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাচুর্ভূত হইয়া অর্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে উদ্ভিত অতি কঠোরবাক্য অর্জুনকে ভৎসনা করিতে লাগিল। অর্জুন জ্যোতিষ্ক অন্ত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ পাট্যাকার নিরাশ করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর

জলপ্রবাহ প্রাচুর্ভূত হইল। অর্জুন জলশোষণ করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবামাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে মহাবীর অর্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্রবলে সৌবল-বহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জুন শরতাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্বক নীচ লোকের স্থায় পলায়ন করিলেন।

কৌরব-পরাভব—পলায়ন

অনন্তর মহাবীর অর্জুন আপনার হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীপ্রবাহ পর্বতে সংলগ্ন হইয়া ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জুন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ছই ভাগে বিভক্ত হইল এবং কতকগুলি স্রোতের নিকট ও কতকগুলি দুর্ঘোষণের নিকট পমন করিল। পরে সৈন্য-সকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণদিকে অনবরত পাণ্ডব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ পাণ্ডব-নির্ঘোষ শব্দ, ছন্দুভি ও অগ্ন্যস্ত্র বাতুধ্বনি অভিব্যক্ত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণদিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি স্রোণাচার্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাপাগকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষাকালে বায়ু মেঘ-সকল অপবাহিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জুন কৌরব-সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই ভূরি-বর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের স্থায় শরনিকর-বর্ষা অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্শ্বরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জুন-বিনির্মুক্ত, কক্ষপত্রবিভূষিত, তনুচ্ছেদী শর-সকল শলভের স্থায় দর্শনিক সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পল্লবগণ বন্দীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

অর্জুন হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই একমাত্র শরে নিতান্ত নিশীড়িত ও গতাস্থ হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব রণস্থল পরিপূর্ণ হইল; শূণ্য ও কুকুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও স্বহৃৎ স্বহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্ববান হইলেন; অধিক কি, তৎকালে অনেকেই পার্শ্বশরতাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।”

একত্রিংশতম অধ্যায়

দ্রোণাচার্যের অভিযান—ভীষণ যুদ্ধ

দূতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসেনা সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুতপদসকারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কিরূপ হইল? ছিন্ন-ভিন্ন ও আশ্রয়লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কিরূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সংস্কৃত কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সৈন্যসকল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্যোধনের হিতাভিলাষী বীর-পুরুষেরা যশোরক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদয় সমুচ্চত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্ভ্রান্ত ও রণস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে নিভীতকর স্থায় সাধুসম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যায়ের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রুরবভাব পাঞ্চালগণ ‘দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর’ বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ ‘দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না’ এই বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, ‘দ্রোণকে বিনাশ কর’, কৌরবগণ কহিতে লাগিল, ‘দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না।’ এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যুতক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথকে মণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যায় সেই

সেই রথার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দিষ্টভাগের বিপর্য্য ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল, বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেষণপরম্পরা স্মরণ-পূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রৌপ্যপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ঐ যুদ্ধ লোহশিলা-সম্পাতের স্থায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এরূপ যুদ্ধ বৃদ্ধ-দিগের স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীরবিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে’ নিতান্ত নিশীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইত্যন্ততঃ দর্শ্যমান কৌরব-সেনা-গণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে শ্রেবশ করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণকে নিবারণ করিণেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল-রাজের অতি অন্ততঃ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অশ্বখামার হস্তে নীল নিহত

অনন্তর অনলসন্ধাশ, শরফুলিঙ্গসম্পন্ন^১, কার্য্যক-জ্বালাকরাল^২, মহাবীর নীল হতশনের তৃণরাশি-দহনের স্থায় কৌরবসেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বখামা সর্ব্বাঙ্গে সহস্রাঙ্গ-মুখে কহিলেন, ‘হে নীল! যোদ্ধাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রৌপ্যপরবশ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রহার কর।’

তখন মহাবীর নীল পদ্মনিরাকার, পদ্মপাশা-লোচন, প্রফুল্লকমলানন অশ্বখামাকে শরজালে বিদ্ধ করিলে অশ্বখামা শাণিত তিন ভল্লাজে নীলের ধমু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের স্থায়

১। সৈন্যদেব। ২। বাণনির্গত অগ্নিকণাযুক্ত। ৩। ধর্ম্মের তেজে উজ্জ্বল।

অশ্বখামার কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ করিলে অশ্বখামা হাসিতে হাসিতে নীলের অঙ্গর নাসা-মুশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাঙ্গে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র পাণ্ডব-সেনাগণ নিভাস্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডবগণীয় মহারথ-সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন অবশিষ্ট সংশ্লুকগণ ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণদিকে যুদ্ধ করিতেছেন; সুভরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদের পক্ষে পরিভ্রাণ করিবেন ?”

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়

ভীমসহ দ্রোণ-দুর্যোধনাদির যুদ্ধ

সন্ধ্যা কহিলেন, “অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্যবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া যষ্টি শরে বাহুল্য ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত করিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণনাশের অভিলাষে তীক্ষ্ণধার শর মর্মে প্রহার করিয়া উপযুপরি ষড়্বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বখামা সাত ও মহারাজ দুর্যোধন ছয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্যোধনকে ও আট শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু^১ তুল্য রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও যুধামন্যু প্রভৃতি বীরেরা ভীমসেনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথ-গণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত দ্রোণ-সৈন্য-দিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় গমন করিলে, মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ-দিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন কোরবগণ রাজ্য-লুপ্ত ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোগী গজারোগীকে

ও রথী রথীকে বিনাশ করিতে লাগিল; বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করি-সৈন্যসকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে, কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া, কেহ বা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ধরাভূত পতিত হইল; কোন ব্যক্তি বিমর্দ^১-কালে বর্মশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটি হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণপূর্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অগাধ হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্যক লোককে বিমর্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা অনেকানেক রথীকে হেদ করিল। কতকগুলি হস্তী বিপক্ষ-নিষ্ক্রিয় দশনসংলগ্ন নারাচে শত শত মনুষ্যকে বিমর্দিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত-লৌহভট্ট^২ মানবদিগকে স্থূল নলের স্থায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। পরাজিত ভূপালগণ লজ্জাঘ্রিত হইয়াই যেন গৃধ্রপক্ষাতীর্ণ নিভাস্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহপরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারিদিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্ক লইয়া ধাবমান হইল। অসিধুমণ্ডিত^৩-বাহু নিপতিত ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত আকর্ষণপূর্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ণক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে মর্যাদাগাশ্রু ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ‘হা তাত! হা পুত্র! হা সখ্যে! তুমি কোথায় রহিয়াছ? এ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না, ইহাকে প্রহার কর, উহাকে প্রহার কর; উহাকে আনয়ন কর; এ ব্যক্তিকে বিনাশ কর’ এইরূপ ও অজ্ঞান্যরূপ বাক্য, হাস্ত, সিংহ-নাদ গর্জন সহকারে সমুখিত হইতেছে ক্ষতি-গোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; পাখি ধূলিচ্ছাল উপশমিত হইল; ভীকরশব্দাব মনুষ্যেরা বিমোহিত

১। অবধারিত-মৃত্যু—অবশ্যবায় বিনাশ।

২। সংঘর্ষ। ৩। আচ্ছাদিত লৌহবস্ত্র। ৪। খড়্গের ঝটিকা।

কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিন্মিত ও সমরে পরাভূত হইয়া 'হাহাকার' ও 'কর্ণ। কর্ণ।' বলিয়া চাৎকার করিতে লাগিলেন। মথরখ কর্ণ তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিবাহারে ছিলেন না; এক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের গোদানশব্দ শ্রবণ করিয়া 'ভীত হইও না' বলিয়া অৰ্জুনের অভিযুখে ধাবমান হইলেন এবং আয়েয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শরাসনধারী শাগিত-শরনিকরসম্পন্ন কর্ণের শরজাল শরসমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর-সকল শরনিকরে নিবারণ ও শরবর্ষণপূর্বক গিহেনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শরবর্ষণপূর্বক অৰ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন

বাণে ধুইয়া প্রভৃতি তিন বীরের কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নাযুধ সেই সকল বীর নির্বিঘ্নে ভুজঙ্গের স্থায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপপূর্বক সিংহের স্থায় পঙ্কজ করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষদশ মহাবেগসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; অর্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিলেন; পরে ছয় শরে শত্রুজয়কে বিনাশ করিয়া ভল্লাক্সে বিপাটের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। এইরূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্মরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে একমাত্র অর্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

উভয় পক্ষের ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ

অনন্তর ভীমসেন পাকিরাজ গরুড়ের স্থায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অশ্ব কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধুইয়া খড়্গা ও ভাষর চর্ম্ম গ্রহণপূর্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিম্বদেদীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অশ্ব কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; সাত্যকি অশ্ব শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক চতুঃযুগি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাক্সে তাঁহার কাশ্মুকচ্ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্ঘ্যোধন, জ্ঞোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকিরূপ মহাশাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার শত শত পদাতি, অশ্ব ও হস্তী নিভাস্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধুইয়া, ভীম, অভিমন্যু, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশার্থ বোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রস্তুত হইলেন।

উভয়পক্ষের বহু লোকক্ষয়—যুদ্ধবিশ্রাম

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তিসকল রথী ও পদাতির সহিত, রথিসকল হস্তী, পদাতি ও অশ্বের সহিত, এবং রথী পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসালী পশুগণের হর্ষমুখক যমরাজ্যবিবর্ধন বোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্তৃক বহুসংখ্যক হস্তী, রথী, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্তৃক হস্তী, রথী কর্তৃক রথী, অশ্ব কর্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ্ব, ভগ্নদশন, গলিত-নয়ন, প্রমথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ বহু শত্রুসম্পন্ন শত্রুগণ কর্তৃক আহত, অশ্ব ও গজ-চরণে তাড়িত, রথনেমি দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষিতিভলে প্রোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইল। এইরূপে পক্ষী, স্থাপদ ও রাক্ষসদিগের আশ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বলপূর্বক পরস্পরকে বিনাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে সঞ্চর করিতে লাগিলেন এবং শোণিতাসিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান মরীচিমালী অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে কোরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা যুদ্ধপদসঞ্চারে স্ব স্ব শবিরে গমন করিলেন।”

সংশ্লুকবধ-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়সিংশতম অধ্যায়

অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়—দুর্ঘ্যোধন—খেদোক্তি

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অমিতবলশালী অর্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন, জ্ঞোণের অভিলাষ নিফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধনির্জিত, বর্ষাশুভ, ধূলিধূসরিত, সমরজয়ী বিপক্ষগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, সাতিশয় হস্তাস্পদ কোরবগণ উদ্বিগ্নমনে দর্শনদিক্ অবলোকন করিয়া জ্ঞোণের

অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জুনের অংশ্য গুণগ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যতাব্যবরণে চিন্তা ও মৌনভাব অবলম্বনপূর্বক অভিযোজনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন প্রত্যেককালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমানসহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, ‘হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না, আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আশ্রিত গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসঙ্গ-মানে আমাকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন, কিন্তু আর্ধ্য ব্যক্তির কদাচ ভক্ত জনের আশা ভঙ্গ করেন না।’

দ্রোণের আশ্বাসবাণী—চক্রবাহু রচনা

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আমি তোমার-প্রিয়-কার্য্যসাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান্ রহিয়াছি; আমাকে কদাচ সমরে উদাসীন জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জুন-রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যে স্থানে বিংশস্ত্রী জনার্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান্ শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীরপ্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণের দুর্যোধন এক ব্যুহ প্রস্তুত করিব; কখনই ইহার অমুখ্য হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনৌত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।’

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ আদেশ করিলে সংশ্লগ্ন-গণ পুনরায় অর্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে আহ্বান করিতে লাগিল; সুতরাং সংশ্লগ্নদিগের সহিত অর্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আশঙ্ক হইল। তাদৃশ

যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। এ দিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্রবাহু রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ছায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমত্যা জ্যোত্বাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্যোধন চক্রবাহু ব্যবহার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দ্রুত কার্য্যসাধন ৭ সহস্র সহস্র বীর নিপাতনপূর্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপ্ত ও দুঃশাসন-পুঞ্জের বশবর্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা সাত্তিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করলাম।”

অভিমত্যা-বধ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রকাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জুনের আশ্রয় অপ্রাপ্তবোধন অভিমত্যা বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্মকর্ত্তারা সেই ক্ষা-ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! আমার পক্ষীয় বীরেরা নিতান্ত সুখী ও নিভীকের ছায় বিচরণশীল বালক অভিমত্যা-কে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমত্যা রথসৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যেরূপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি আমাকে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমত্যা সৈন্য সংহারার্থ যেরূপে রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিরীক্ষার বীরসমুদয় যেরূপে চিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তুণ, গুল্ম ও পাদপ-সমাজের অরণ্য-মধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ছায় আপনার পক্ষীয় বীরগণের অতঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।”

১। এই ব্যুহ চক্রাকার গোল। ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করিতে হয়। ইহার প্রবেশের পথ একটি মাত্র থাকে এবং আটটি কুণ্ডলাকৃতি পাঞ্জিখারা পরিবেষ্টিত হয়। সর্ব্বতোভ্রম প্রায় ইহারই মত; বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে ৮টি পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকে।

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায়

বিস্তৃতরূপে অভিমম্ব্য-বধ বৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্মা ও দেবগণেরও দুর্যধন্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ব^১ কর্ম, অহম্য^২, বুদ্ধি, কীর্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্মনিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণপূজা প্রভৃতি গুণসমূহে বিভূষিত হইয়া সর্বদাই স্বর্গভূল্য সুখভোগ করিতেছেন। যুগান্তকালীন অন্তক^৩, জামদগ্ন্য^৪ ও রথস্থ ভীমসেন—এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই; গুরুভক্তি, মন্ত্ররক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমুক্তি^৫ ও শুরতা এই সকল গুণ নকুলে নিয়ত বিद्यমান রহিয়াছে। সহদেব ঋত, পাণ্ডুর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অস্বিনীতনয়দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ একমাত্র অভিমম্ব্যতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জুনের রূপ, বিক্রম ও শস্ত্রজ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্জয় অভিমম্ব্য কিরূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আশুপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।”

চতুর্দশ-দিবসীয় যুদ্ধ—পাণ্ডব কোরব সমর

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সংবরণ করিয়া স্থির হউন; আমি আপনার বন্ধু-বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রবাহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজ-তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন; উহার দ্বারদেশে সূর্যাসন্ধ্যা রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই রক্তপাতকা পরিশোভিত হেমহার-বিভূষিত, চন্দন ও অগুরুচর্চিত, রক্ত-বিভূষণসম্পন্ন, সূক্ষ্ম-রক্তাস্বরধারী, মালাদাম-মণ্ডিত,

সুবর্ণখচিত ধ্বজদণ্ডে শোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভি-লাষে অভিমম্ব্যর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমতুঃখসুখ, সমসাহস ও হিতাহুষ্ঠাননিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষণকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর স্পর্কাদহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋতচ্ছত্রে ও চামরে উদীয়মান দিবাকরের স্যায় পুরন্দরসদৃশ জীমান্ রাজা দুর্যোধন মহারথ কর্ণ, কৃপ, ও দুঃশালন কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া জোণাধিকৃত সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্তমধ্যে সুরেক্ষ-পর্ব্বতের স্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন। অমরসদৃশ আপনার ত্রিশং তনয় অশ্বখামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিদ্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যুতদেবী পাঞ্চরাজ শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা সিদ্ধুরাজের পার্শ্বে শোভ-মান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।”

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায়

দ্রোণাক্রমণে ভীমসেনাদির অকৃতকার্য্যতা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! অনন্তর ভীম-সেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, ক্রপদ, অভিমম্ব্য, শিখণ্ডী, উত্তমোজা, বিরাট, দ্রোণদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকৈতু, নকুল, সহদেব, ঘটোটেকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অস্ত্রাশ্র যুদ্ধদুর্ম্মদ সাহুচর বীর-বর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভা-চিতে সন্নিহিত বীরগণকে শরবর্ষণপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্যপর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর-সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলতঃ পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণচাপ-বিনিঃসৃত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ

১। সত্বগুণ। ২। অহম্য 'গৌরব'। ৩। সহস্রকর্ত্তা কৃত্ত। ৪। পরভ্রাম্য। ৫। গুণগ্রহণ।

হইলেন। আমরা তখন-জ্যোৎস্বের অঙ্কুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম।

চক্রবাহ ভেদার্থ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে জ্যোৎস্বকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জ্যোৎস্বকে নিবারণ করা অশ্বে অসাধ্য বিবেচনা করিয়া অর্জুন ও বাসুদেবসম অমিতহেজাঃ অভিমম্ব্যর উপর দ্বর্ষহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ‘হে বৎস! আমরা কিরূপে চক্রবাহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এক্ষণে অর্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অহুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রত্যাগ, তোমরা চারি জনই চক্রবাহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ, মাতৃগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণপূর্বক জ্যোৎস্ব বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।’

যুদ্ধার্থ জ্যোৎস্বসরণে অভিমম্ব্যর আগ্রহ

অভিমম্ব্য কহিলেন, ‘আর্ধ্য! আমি পিতৃগণের জঘলার্থী হইয়া অবিলম্বে জ্যোৎস্বচাৰ্য্যের স্তম্ভ ভয়ঙ্কর সৈন্য-সাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমাকে জ্যোৎস্ববিনাশে আদেশ করিলেন; কিন্তু আমি কোন্ বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না?’ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘বৎস! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশদ্বার প্রস্তুত কর। তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অহুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জুনতুল্য, তোমাকে সমরে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দিক রক্ষা করিয়া তোমারই অহুগমন করিব।’ ভীম কহিলেন, ‘বৎস! তুমি একবার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।’

অভিমম্ব্য কহিলেন, ‘আর্ধ্য! যেমন পতঙ্গ ক্ষুদ্র হইয়া প্রজলিত হতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ

আমি নিভাস্ত হ্রদধিগম্য জ্যোৎস্বসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব। আজ আমি মাতৃ-পিতৃ-কুলের হিতকর কার্য্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, মাতুল ও পিতার শ্রিয়-কার্য্য অবগুই সংসাধন করিব। এক্ষণে সমস্ত প্রাণী একমাত্র শিশুর হস্তে শক্রসৈন্যসকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবে। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি হ্রদতীর গর্ভসম্বৃত অর্জুনের গুরসে সজ্জাত নহি। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডলীকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে অর্জুনের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিব না।’

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রূদ্র ও দেবকর, মহাবল-পরাক্রান্ত বহু, হতাশন ও আদিভাসম বিক্রমশালী মহাবীরগণ কর্তৃক রক্ষিত, নিভাস্ত হ্রদধিগম্য জ্যোৎস্ব বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ; অতএব তোমার বল বদ্ধিত হউক।’ মহাবীর অভিমম্ব্য রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে সহোদনপূর্বক কহিলেন, ‘হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে জ্যোৎস্বসৈন্যভিমুখে অশ্ব চালন কর।’

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায়

অভিমম্ব্যর জ্যোৎস্বভিমুখে গমন

সময় কহিলেন, ‘হে রাজন! অভিমম্ব্য ‘চালাও’ বলিয়া সারথিকে বারংবার আদেশ করিলে সারথি তাঁহাকে সহোদনপূর্বক কহিল, ‘হে আয়ুয়ন! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। জ্যোৎস্বচাৰ্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরস্তর সুখসন্তোষে পরিবর্তিত হইয়াছেন।’ তখন অভিমম্ব্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ‘হে সারথি! ক্ষত্রিয়গণ ও জ্যোৎস্বের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-পরিবৃত্ত, ঐরাবত-সমাক্রান্ত ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র বিষময় নাই। এই সমস্ত শক্রসৈন্য আমার ঘোড়শাণের উপযুক্ত হইতেছে না; অধিক কি,

বিশ্ববিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয়-সংকর হয় না।' অভিমম্মা এইরূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, 'হে সূত! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যভিমুখে গমন কর।'

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট-মনে ত্রিবিধবয়স্ক সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ-সৈন্যভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব-সকল সারথি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমম্মাকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্ডবরাও অভিমম্মার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযুথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কণিকার-লাঙ্ঘিত ধ্বজদণ্ডশালী, সুবর্ণ বর্ষ্যসমলঙ্কৃত অভিমম্মা যুদ্ধার্থী হইয়া নিভাঁকের আয় দ্রোণপ্রসূথ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন।

অভিমম্মার চক্রবৃহৎপ্রবেশ—শত্রুসংহার

অনন্তর কৌরবগণ নিত্যন্ত হ্রষ্ট হইয়া অভিমম্মাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগীরথীর আবর্ত সাগরमध्ये প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুহূর্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পর প্রহারশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমম্মা দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি-সকল মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমম্মাকে শত্রুমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও বীরবিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধান্বিতকরণে চতুর্দিকে বেঠন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাতাসনি, সিংহনাদ, বাহ্যাস্ফোটন, গভীর গর্জন, হুঙ্কার, থাক্ থাক্ শব্দ, ঘোরতর চলহলা রব, 'গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি' এইরূপ কোলাহল, করিবৃত্তিত, ভূষণ-শিঞ্জিত^১, হস্ত ও অশ্বের ধ্বংসনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিমম্মা তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ষ্যভেদী শরনিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ-লাঙ্ঘিত

শরজালে বিনষ্ট হইয়া শলভের লুতাশনপ্রবেশের আয় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাঁহাদিগের অবয়বে কুশলমাকীর্ণ সন্তোর্ণ যজ্ঞবেদীর আয় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমম্মা গোখাচক্ষু-বিনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরসন, অসি, চর্ম্ম, অকুশ, অভীষু^২, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিষ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশম্ভ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদগর, ত্রৈপণীয়, পাশ, উপল, কেশ্বর ও অঙ্গদে সুশোভিত, মনোহর গন্ধামুলিপ্ত, সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজচ্ছিন্ন^৩, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের আয় শোণিতলিপ্ত করনিকরে সমরভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে সকল মন্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশকলাপে সুশোভিত, স্তচাক কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উফীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল-নলিনের^৪ আয় আকার ও চন্দ্রসূর্য্যের আয় প্রভাসসম্পন্ন এবং ব্রহ্মশূচ্য, যাহা রোষবশতঃ ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবনকালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য বহিত, অভিমম্মা অরাতীগণের সেই শৃঙ্গক্ষয় মন্তকসমূহ ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরাকার যে সকল রথ ঐষামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সূসজ্জিত ছিল, অভিমম্মার শরনিকরে তাহার রথসকল বিনষ্ট; জজ্ঞা, অজ্ঞা, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্ক-সকল ছেদিত; উপকরণসকল ভগ্ন, আন্তরগ-সকল নিক্ষিপ্ত পরিশেষে রথসকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অকুশ ও ধ্বজসম্পন্ন, তৃণবর্ষ্যধারী, শত্রুপক্ষীয় গজারোহী, গজ ও পাদরক্ষকদিগকে ঐবাবন্ধনরজ্জু, কথল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাদ্রভাগের সহিত নিশিত শরনিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ, কাহোজ, বাহ্লীক ও পার্বতীয়, স্থির পুচ্ছ ও স্থির-কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী সে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসাধোখী সুশিক্ষিত যোদ্ধাগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অঙ্গ ও যকৃৎ নিকাশিত, আরোহণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ষ্য নিকর্ষিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত ও গভজীবন হইয়া ক্রব্যাদিগণের প্রমোদবর্জন করিতে লাগিল। যেমন

১। অগস্ত্যকশপ—পুঙ্খবর ভূষণাবল প্রাচীন প্রথা।

২। এককালে চতুর্দিকে নিক্ষেপ বহু শর। ৩। গজদ কর্তৃক ছিন্ন। ৪। নালহীন পাশব।

ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অস্ত্রবল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গত্রেয়সম্পন্ন আপনার সৈন্ত-সমুদয় বিনম্রিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন আত্মরী সেনা নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ একমাত্র অভিমন্যু কৌরবসৈন্ত-গণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ দশদিক অন্ধ-কারময় অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নয়নযুগল নিতান্ত চকল হইয়া উঠিল, কলেবর কটকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা শত্রু-পরাজয়ে একান্ত উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুৎসুক হইয়া জীবিতাভিলাষে প্তোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সহধর্ম্মীদিগকে পরিত্যাগ এবং করী ও তুরসে আরোহণ করিয়া সহর প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে রাজন! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরে স্বীয় সৈন্ত-গণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন জ্ঞোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে দুর্য্যোধনের অঙ্গসরণ কর; অভিমন্যু আমাদের সমক্ষে বীরগণকে বিনাশ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হও এবং কৌরবগণকে পরিভ্রাণ কর।’ তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সমরবিজয়ী মুহুদগণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীতমনে দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে জ্ঞোণাচার্য্য, অশ্বখামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্মা, শকুনি, বৃহদল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব বৃহসেন অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। অভিমন্যু আশ্চর্য্য হইতে আচ্ছিন্ন^১ গ্রাসের

স্থায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; স্তম্ভরাং শরজালে অশ্ব, সারথি ও মহারথদিগকে পরাশ্রয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। জ্ঞোণ প্রভৃতি মহারথগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া রথসমূহে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিবিধ লাঞ্জন-লাঞ্ছিত শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া তাঁহা-দিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত অস্বস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর জ্ঞোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ রোষপরংশ হইয়া সমরে অপরাশ্রয় অভিমন্যুকে বিনাশ করিবার মানসে আশৌবিষসদৃশ শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। অভিমন্যু একাকী বেলার ম্যায় বিক্ষোভিত সমুদ্রসদৃশ সেই বল-সমুদয় ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয়পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাশ্রয় হইলেন না। তখন হুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, জ্ঞোণ সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদল আট, অশ্বখামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

অভিমন্যু-রণে কর্ণ-শল্যাদির ত্রাস

দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুকে এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিনতানন্দন গুরু ও অনিলতুলাবেগশালী সারথির আদেশানুযায়ী অশ্ব দ্বারা ধুরমাণ অশ্বকেশ্বরকে নিবারণ করিলেন। শ্রীমান্ অশ্বকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া ‘থাক্ থাক্’ বলিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন মহাবীর অভিমন্যু সহাস্ত্রমুখে দশ শরে তাঁহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহুযুগল, ধনু ও মস্তক পৃথিবীতে নিপাত্ত করিলেন। তখন অশ্বকেশ্বরের সৈন্ত-সমুদয় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, জ্ঞোণ, অশ্বখামা, পান্ডুররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিকিশতি, বৃহসেন, যুবেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিখ, প্রবাহ,

১। মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া।

দীর্ঘলোচন ও দূর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমমু্যর প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমমু্য শরনিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্শ ও কায়ভেদী এক শর সন্ধান করিলেন। সেই শর কর্ণের বর্শ ভেদ করিয়া বন্যীকমধ্যে পন্নগ-প্রবেশের স্থায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই নিরাশ্রয় প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের স্থায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমমু্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র নিশিত শরত্বে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদীকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বখামা বিংশতি শর ও কৃতবর্শ্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যগণ শরাচিত-কলেবর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ, অর্জুনাত্মক অভিমমু্য পাশহস্ত অম্বকের স্থায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিল। মহাবীর অভিমমু্য সন্নিহিত শল্যকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কোরবসৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাটতর বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে নিষ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সিংহপীড়িত যুগের স্থায় জোণাচার্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনীতলগত ভূত-সমুদয় সামরিক যশে অভিমমু্যকে অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হৃৎহতাশনের স্থায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।”

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়

অভিমমু্যরূপে শল্য ভ্রাতৃ-বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। মহাবীর অর্জুন-তনয় এইরূপে মহাধনুর্ধরগণকে বিমর্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্‌ কোন্‌ বীর তাহাকে নিবারণ করিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর অর্জুনকুমার যেরূপে জোণ-সংরাক্ত রথসৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ ককন। শল্যের কর্ণিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমমু্যর শরে নিতান্ত

ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জুনতনয় নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া এককালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পদ, চারি অঙ্গ, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণ, তল্ল’, চক্র, যুগ, ঈষা, ত্বীর, অমুকর্ষ, পতাকা ও অস্ত্রাশ্রয় রথোপকরণ এবং দুই জন চক্রগোষ্ঠী^১ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যাত্মক এইরূপে অর্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া প্রবল-বায়ুবেগে-সংকল্প মহাশৈলের স্থায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অমুচরণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অভিমমু্য-আক্রমণকারী শল্যসৈন্য পরাজয়

এইরূপে শল্যের অমুজ নিহত হইলে তাঁহার বহু-সংখ্যক সৈন্য অর্জুনতনয়কে স্ব স্ব কুল, অধিবাস^২ ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহার কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমনপূর্ব্বক ঘোরতর বাণ-শস্ত্র, রথনেমি-নিষন, লঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যা-নিষন, তলধ্বনি ও গর্জন করিয়া ‘অত্র জীবিতাবস্থায় আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না’ বলিয়া অভিমমু্যকে তর্জন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমমু্য তাহাদের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে যুহতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাহুদেব ও অর্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদয় অবিকল তাঁহাদের উভয়ের স্থায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বরকালে তাঁহার বাণসন্ধান ও বাণনিক্ষেপের কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দিকে বিক্ষুরিত চাপমণ্ডল শরংকালীন সুদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহার জ্যা-নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন

১। বহু শল্য—বসিবার গদি। ২। চক্রবন্ধক। ৩। বাসস্থান।

পয়োধর-বিনির্মুক্ত অশনি-নির্বোধের ছায় প্রভ হইল।' হ্রীমান্, অমরী, মানকুৎ, প্রিয়দর্শন অভিমম্ব্য বীরগণের মানরক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধবন্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন ভগবান ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রথর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জুনতনয় প্রথমে মৃচ্ছ হইয়া ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বনপূর্বক সূর্য্যরশ্মির ছায় সুতীক্ষ্ণ, রক্তপুঙ্খ, বিচিত্র শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, অর্কচন্দ্র-সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কোরবসৈন্যগণ মহাবীর অর্জুনতনয়ের ভীষণ শরনিকরে নিতান্ত বাধিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিল।"

উনচত্বারিংশতম অধ্যায়

অভিমম্ব্য-হুঃশাসন যুদ্ধ

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জুন-তনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে ওনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অশুরগণের সহিত কাক্তিকের সংগ্রামের ছায় কোরবগণের সহিত অভিমম্ব্যর সংগ্রাম সবিস্তর কীর্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অভিমম্ব্য একাকী যে বহুসংখ্যক বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিধয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমম্ব্য উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতিনিপাতন কোরবপক্ষীয় রথিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাগ্নে অলাভচক্রের ছায় ভ্রমণ করিয়া দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বগামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দ্রুপাধন, সৌমদত্তি, শকুনি, অগ্ন্যস্ত্র বহুসংখ্যক নৃপতি ও নৃপতিতনয় এবং সৈন্যগণকে সহর শরবিক্র করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুচাৰি' প্রযুক্ত তাঁহাকে চতুর্দিকে বর্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অমিতভৈরবঃ অভিমম্ব্যর এইরূপ

অসামান্য সমরদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিত্রাসিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমম্ব্যর অসাধারণ পরাক্রম-সন্দর্শনে হর্ষোৎকুল-লোচন হইয়া দ্রুপাধনের মস্ত বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপকে সন্দোধানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভয়! ঐ দেখ, মহাবীর হুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অগ্ন্যস্ত্র বান্ধব, সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করিয়া পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে উহার সমান সমরবিশারদ ধর্ম্মকর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদয় কোরবসৈন্য সংহার করিতে পারে, কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।'

তখন মহারাজ দ্রুপাধন কর্ণ, বাঙ্গলীক, হুঃশাসন, শল্য ও অগ্ন্যস্ত্র ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপগণ! দেখ, সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য দ্রোণ মোহবশতঃ অর্জুন-তনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আচার্য্য বধোত্তম হইয়া সংগ্রাম করিলে মমুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উহার নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু অর্জুন উহার শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য নিতান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমম্ব্যকে রক্ষা করিতেছেন। অর্জুননন্দন দ্রোণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনাকে বীর্য্যবান বোধ করিতেছে, অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মৃঢ়কে নীজ সংহার কর।"

বীরগণ দ্রুপাধনের বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্তে অভি-মম্ব্যকে নিধন করিবার বাসনায় সহর দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হুঃশাসন দর্পসহকারে দ্রুপাধনকে কহিলেন, 'মহা-রাজ! যেমন রাহু দিবাঙ্করকে গ্রাস করে, তদ্রূপ আজি আমি সমুদয় পাকাল ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে অভিমম্ব্যকে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জুন আমার হস্তে অভিমম্ব্যর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে, পরে পাণ্ডুর অগ্ন্যস্ত্র পুত্রগণও কৃষ্ণার্জুনের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে বহুবান্ধবগণ-সমভিঘাংহরে জড়ের ছায় অসমর্থ

হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে কুরুরাজ! এইরূপে এক অভিমত্বে নিহত হইলে, তোমার সমুদয় শত্রু নিহত হইবে, অতএব আমার মঙ্গলচিন্তা কর; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।’

হে রাজন! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া ক্রোধভরে অভিমত্বে অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমত্বেও তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের স্থায় অভিমত্বে সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা-বিশারদ বীরদ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে তুমুল পণব, যুদ্ধ, দুন্দুভি, ক্রন্দ, মহানক^১, ঝর্ঝর ও ভেরীধ্বনি এবং সাগর-নিদাদসদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।*

চত্বারিংশতম অধ্যায়

দুঃশাসন-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমত্বে গবিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্মনিরত, বীরভিমানী পুরুষ! অত্ন সৌভাগ্যক্রমে সংগ্রামে তোমাকে নয়ন-গোচর করিতেছি, তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভামধ্যে কটুক্তি দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ক্রোধান্বিত করিয়াছিলে এবং কপট-দ্যুত আশ্রয়পূর্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুৎসাক্য বলিয়াছিলে, আজ তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্মতে! আজ অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, জ্রোহ, অত্যাচার^২ এবং আমার গুরুগণের রাজ্য-হরণ প্রভৃতি অধর্মের ফল লাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্তগণসমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সঘর তোমাকে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ ক্রপদাঙ্ক ও অমর্ষপরবশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আশ্রয় লাভ করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

না কর, তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবনরক্ষা হইবে না।’

মহাবীর অর্জুনতনয় এইরূপে তর্জন করিয়া দুঃশাসন বিনাশের নিমিত্ত কাল^১, অগ্নি ও অনিলের স্থায় তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমত্বে-নিষ্কিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের জক্রদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বায়ীক-প্রবেশের স্থায় পুথের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জুনতনয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমত্বে শরে পাটবিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মুচ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহাকে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সঘর সংগ্রামস্থল হইতে অপসৃত করিলে সমুদয় পাণ্ডব, দ্রোণদেয়, পাঞ্চাল ও কৈকয়গণ এবং বিরাট দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্তগণ সমর-পরিতৃপ্ত হইয়া নানাবিধ বাচ্যবাদন করিয়া বিস্মিত-চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমত্বে বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্তি-লক্ষিত^৩ ধ্বজ-বিভূষিত স্তম্ভনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রোণদীতনয়গণ, মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকয়, ধৃষ্টকেশু এবং মৎস্ত, পাঞ্চাল ও সঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণ-সমভিবাচারে জোড়-সৈন্তগণকে ছিন্নভিন্ন করিবার মানসে সঘর ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাধু জয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

কর্ণের সহিত অভিমত্বে যুদ্ধ

এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্যোধন কর্ণকে কহিলেন, ‘অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, আদিত্যতুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু-সৈন্তগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমত্বে বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের স্থায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অর্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।’

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে স্তুতিক

সায়কসমুদয় দ্বারা অভিমম্ব্যকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অমুচরণের উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জ্যোৎস্নামুখে গমনাভিলাষী মহামতি অর্জুনতনয় সত্ত্বর ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কোরবপক্ষীয় রথিঃশ্রেষ্ঠদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরন্দর-পৌত্রকে জ্যোৎস্নামুখগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদয় ধনুর্ধর অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমম্ব্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবল-পরাক্রান্ত অমর-সদৃশ অর্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশ্রিত আনতপর্ক বহুসংখ্যক ভল্ল দ্বারা শরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন-বিনির্মুক্ত আশীবিষসন্নিভ শরনিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমম্ব্যর উপর সন্নতপর্ক পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জুনতনয় অন্যায়সে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণপূর্বক হৃদয় কাশ্মুক সমুচ্চত করিয়া সত্ত্বর অভিমম্ব্যর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অমুচরবর্গ কর্ণের সেইরূপ হৃদয় দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিতবাদন ও অভিমম্ব্যর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।”

একচত্বারিংশতম অধ্যায়

অভিমম্ব্যরূপে কর্ণ-পরাজয়

সজয় কহিলেন, “মহারাজ। কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জন ও শরাসনজ্যা বিকরণপূর্বক সত্ত্বর অভিমম্ব্য ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপপূর্বক অভিমম্ব্যকে ও তাঁহার সারথিকে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমম্ব্য স্বীয় পিতা ও পিতামহের স্থায় অমাণুষ্য কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন

দেখিয়া কোরবগণের আত্মাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমম্ব্য দর্পসহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক-ছেদনপূর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমম্ব্যশর-নিহত ভ্রাতাকে বায়ুবেগে পর্বত হইতে নিপতিত করিবারে স্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক অগ্ন্যগ্ন্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কোরব-সৈন্তগণকে ক্রোধভরে বাণবিক্র করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমম্ব্যর শর-নিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন; সৈন্তগণ তদর্শনে রণে ভল্ল দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর-সদৃশ মহাবীর অভিমম্ব্যর শরসমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কোরবপক্ষীয় সৈন্তগণ অভিমম্ব্যর শরে জর্জরিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল; কেবল মহাবীর সিদ্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জুনতনয় শম্বাদানপূর্বক কোরবসৈন্তমধ্যে নিপতিত হইয়া কন্দাহী দহনের স্থায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কোরব-সৈন্তগণ অভিমম্ব্যর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবনরক্ষার্থ চতুর্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিল। অর্জুনতনয়-নিষ্কিপ্ত বিষম বিপাশ-সকল রথ, নাগ ও অশ্ব-সমুদয় নিধন করিয়া ধরাতে পতিত হইল। আয়ুধ, অদ্বলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গদ-সমবেত, হেমাভরণভূষিত, সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, নরকলেবর ও মাল্যকুণ্ডলসনাথ নরমস্তক সকল ধরাতে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্যভূষণভূষিত আসন, ঈষাদগু, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর-সমুদয় এবং অসংখ্য যুত ক্ষত্রিয়, যুত গজ ও যুত তুংঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল ক্ষণকালমধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র-সকল পরস্পর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সমরাসনে ভীকরজন ভয়াবহ ঘোরতর

শব্দ সমুপিত হইয়া চতুর্দিক প্রতিক্ষণিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জুননন্দন অসংখ্য শত্রুসৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজসমুদয় সংহার করিয়া কোরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষদহনের স্থায় অরাতিগণকে সংহারপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণমনস্কৃত প্রভূত পাখিব ধূলি সমুখিত হওয়ায় আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মহুযাগণের ঞ্চাননাশক মহাবীর অভিমুখকে নয়নপৌচর করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জুননন্দন মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করের স্থায় অরাতিগণকে ভাপিত করিয়া সৈন্যমধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।”

দ্বিত্বারিংশতম অধ্যায়

জয়দ্রথকর্তৃক চক্রবাহু রক্ষা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পরম-স্বথোচিত, বাহুবলদপিত, সমরকুশল, বালক অর্জুননন্দন ত্রিহাষণ’ উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপাণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমরসাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব-সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অমুগমন করিয়াছিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, মৎস্যদেশীরগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিধান, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেশু প্রভৃতি অভিমুখের আত্মীয়গণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কোরব-সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাভূত হইল। তখন আপনার জামাতা উগ্রদ্বন্দ্ব মহাতেজস্বী সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কোরব-সৈন্যগণকে স্থিত করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রয়োগপূর্বক পুস্ত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে নিবারণ করিয়া মন্তমাহঙ্গের স্থায় সমরস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।”

জয়দ্রথের শিববরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুস্ত্ররক্ষাভিলাষী, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে

নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বল-বীৰ্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি; তুমি সবিস্তার তাঁহার সমর-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবীর সিদ্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রোণদীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকে পরাজিত করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় ভোগ্যবস্ত্র হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ-পিপাসা ও আতপ-ক্লেশ সহ করিয়া নিতান্ত ক্লেশ ও শিরাব্যাপ্ত-কলেবর হইয়া তপোভূষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণপূর্বক বরলাভার্থ দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, ‘হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।’ তখন সিদ্ধুরাজ প্রাণিপাতপূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ‘হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি।’ প্রমথনাথ কহিলেন, ‘হে সিদ্ধুরাজ! আমি বর প্রদান করিতেছি, তুমি অর্জুন ব্যতীত অপর চারি জন পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারিবে।’ জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য-শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিদ্ধুরাজ মহাদেবের সেই বরপ্রভাবে ও দিব্যাস্ত্রবলে একাকী পাণ্ডব-সৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি-শ্রবণে শত্রুপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কোরব-সৈন্যগণ আহুলাদিত হইলেন। কোরব-পক্ষীয় বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদয় ভার সমপিত দেখিয়া সাহসপূর্বক শরাসন আকষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।”

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায়

জয়দ্রথসহ যুদ্ধে পাণ্ডব-পারাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! আপনি আমাকে সিদ্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়বেগপামী, সারথির বশাবদ, প্রকাণ্ড, সিদ্ধু-দেবীয় অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে রক্ততময় বরাহকেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিদ্ধুরাজ শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা ও ব্যক্তনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাগুলির স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরখ মুকুট, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতির্মণ্ডলীসঙ্কুল আকাশমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিফারণপূর্ব্বক অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমম্বা-বিদারিত ব্যূহ পুরিত করিলেন এবং সাত্যকিকে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যায়কে যষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অগ্ন্যাশ্রয় বীরগণকে অসংখ্য শরনিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অন্ততঃ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্ম-নন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসনচ্ছেদন করিলে সমরবিশারদ সিদ্ধুরাজ নিমেষমধ্যে অগ্ন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অগ্ন্যাশ্রয় বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর-লাবণ অবগত হইয়া সত্বর তিন ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত সিদ্ধুপতি অবিলম্বে অগ্ন শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ রথ হইতে সত্বর অবতরণপূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে, তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ ! আপনার পক্ষীয় সৈন্তগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যিত হইয়া উচ্চস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিদ্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডবসমুদয়কে অস্ত্রপ্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্ব মহাবীর অভিমম্বা যোদ্ধাদিগের সহিত কোরবপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিদ্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্ত, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষপক্ষীয় যে যে বীর দ্রোণের সৈন্তগণকে ভেদ করিতে চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বরপ্রভাবে তৎসমুদয়কেই নিবারণ করিলেন।”

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায়

অভিমম্বাশরে বসাতীয় বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্তৃক এইরূপে নিরুদ্ধ হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হেজম্বী অভিমম্বা সৈন্ত-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর-বিক্ষোভিত মহাসাগরের স্থায় সৈন্তগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, কোরবপক্ষীয় বীরগণ প্রাধাত্যক্রমে অভিমম্বার প্রাণ ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাহাদিগের দারুণ সংঘর্ষ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া রথ-সমূহ দ্বারা অভিমম্বাকে রুদ্ধ করিলে অভিমম্বা বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ ও কাশ্মুকচ্ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়বেগপামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমম্বার সারথিও রথ লইয়া অগ্ন্যশ্রয় প্রস্থান করিল। মহারথ-গণ হস্তচিহ্নে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় বোষাবিষ্ট সিংহসদৃশ অভিমম্বাকে শরনিকরে শত্রু বিমর্দনপূর্ব্বক নিকটে

আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া যষ্টি শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, ‘হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্তগ্রহ’ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।’ তখন সুভদ্রা-নন্দন অভিমমু্য শরসমূহে সেই লোহময়-বর্ষ্মধারী বসাতীয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাস্থ হইয়া ক্ষতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়েকে গতাস্থ দেখিয়া নানা প্রকার কাশ্মুক বিস্ফারিত করিয়া কোরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অভিমমু্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বেঠেন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমমু্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মালাদামমণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক-সকল ছেদন করিলেন। খড়্গ, অঙ্গুলিচ্যাব, পট্টিশ ও পরশুসম্পন্ন, সুবর্ণাভরণভূষিত, দ্বিমুখ হস্ত-সকল ইত্যন্ততঃ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মালাদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ষ্ম, চর্ম্ম, ভার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর*, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমণ্ডিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অমুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রনস্থল মহাবল-পরাক্রান্ত, নানা জনপদের অধীশ্বর, জয়াভিলাষী, নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যখন অভিমমু্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে বিগ্ৰহবিদ্ধ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইল না; কেবল কাঞ্চন-বর্ষ্ম, আভরণ, কাশ্মুক ও শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অভিমমু্য যখন দিবাকরের আয় সমরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।”

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়

অভিমমু্য কর্তৃক শল্যপুত্র রুক্ষরথ বিনাশ

সমুদয় কহিলেন, “হে রাজন! যেমন প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত সমস্ত ভূতের প্রাণ

সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজসমবিক্রম অভিমমু্য বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য-সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমুদ্রত শাদ্দল যুগ্মকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যজ্ঞবাকে গ্রহণ করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর অভিমমু্যর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ‘আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে’, এই বলিয়া স্পন্দাপূর্ব্বক অভিমমু্য-বিনাশ অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগরমধ্যে ভিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমমু্য ধাবমান ক্ষত্রিয়-সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী-সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাধু্য সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কোরব-সেনা মহাগ্রাহ-গৃহীতের’ আয়, বায়ুবেগে ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার আয় নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত নির্ভাক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্ষরথ সমস্ত সৈন্যদিগকে আশ্রয় করিয়া কহিলেন, ‘হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে অভিমমু্য কি করিবে? আমি উহাকে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।’ তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথ আরোহণপূর্ব্বক অভিমমু্যর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমমু্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ক্রান্তশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষতিতলে নিপাত্ত করিলেন। যুদ্ধরূপে শল্যতনয় রুক্ষরথের প্রিয়বয়স্ক* সুবর্ণখচিত-ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহাকে বিনষ্ট দেখিয়া তালপ্রমাণ কাশ্মুক আকর্ষণ ও শর-বর্ষণপূর্ব্বক অভিমমু্যকে চতুর্দিকে বেঠেন করিলেন। শিক্ষাবলসম্পন্ন তরুণবয়স্ক, একান্ত অমর্ষণশ্চভাব বীরগণ শরনিকরে অভিমমু্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্ঘোধান সাতিশয় সমুদ্র হইলেন এবং অভিমমু্য শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ

নানা লক্ষণ-লঙ্ঘিত স্ববর্ণপুখ শরজালে নিমেষমধ্যে অভিমম্ব্যকে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথি ও তাঁহাকে শলভসমাচ্ছন্নের স্থায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমম্ব্য তোনদনদগুণীড়িত মাতঙ্গের স্থায় গাঢ়বিক্র ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জুনের তপোহুস্তানপূর্ব্বক তুফুরপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমম্ব্য দ্বিপ্রহস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অলাতচক্রের স্থায় কখন এক, কখন শত, কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথচালন ও অস্ত্রমায়্যা দ্বারা মহীপালগণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শরনিকরে নির্গত হইয়া পরলোক গমন করিল এবং দেহ পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমম্ব্য নিশিত ভয়ে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্য্যুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদসমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তকসকল ছেদন করিলেন। যেমন পক্ষমবর্ষায়, ফলসম্পন্ন, আত্মকানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমম্ব্য-শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিঘসকাশ্ব সুখোচিত রাজকুমারগণকে একমাত্র অভিমম্ব্য কর্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্যোধনের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল এবং তাঁহাকে রথী, কৃষ্ণর, অশ্ব ও পদাতি-সকল বিমর্দিত করিতে দেখিয়া রোধাবিষ্টচিত্তে সঘর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্যোধন শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাজু্য হইলেন।”

ষট্‌চত্বারিংশতম অধ্যায়

অভিমম্ব্যরূপে দুর্যোধনতনয় লক্ষ্মণ বধ

যুতরাষ্ট্র করিলেন, “হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অব্যোধ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের স্থায় বোধ হইতেছে;

কিন্তু বাঁহাদিগের ধর্ম্মই আজয়, তাঁহাদের এইরূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাঁহা হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ অভিমম্ব্যর সহিত কিরূপ আচরণ করিল?”

সঞ্জয় করিলেন, “মহারাজ! আপনাদের পক্ষীয় বীরগণের মুখমণ্ডল শুদ্ধ, নয়নযুগল চঞ্চল, গাত্র কটকিত ও অনবরত খেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয়লাভে নিতান্ত উৎসাহশ্রু হইয়া পলায়নে কৃতসঙ্কর হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সহকী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে হরায়িত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃত-বর্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধান্ডরে অভিমম্ব্যর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখপ্রায় করিলে সুখভোগপ্রবন্ধ, বাল-কতা ও দর্পবশতঃ নির্ভয়, মহাতোজাঃ লক্ষ্মণ একাকী অভিমম্ব্যর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্যোধন লক্ষ্মণের অমুগমন করিলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র মহারথগণ দুর্যোধনের অমুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধর পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমম্ব্যর উপর শরার্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমম্ব্য সমীরণের অমুজ-মন্তনের^১ স্থায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মন্তমাতঙ্গ অশ্ব মন্তমাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমম্ব্য পিতৃসমীপবর্ত্তী উত্তমকার্য্যুক, নিতান্ত দুর্দ্বর্ষ, কবেবপুত্রসদৃশ প্রিয়দর্শন, মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরনিকরে অভিমম্ব্যর বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমম্ব্য দণ্ডাহত ভুজঙ্গের স্থায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনাদের পৌত্র লক্ষ্মণকে করিলেন, ‘হে লক্ষ্মণ! তোমাকে পরলোকগমন করিতে হইবে; এই সময় হৃন্দররূপে ইহলোক সন্মর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণসমক্ষেই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।’ এই বলিয়া তিনি নিশ্চৌকমুস্ত উৎসঙ্গদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ^২ সুশোভিত, জয়গলোপেত, কেশকলাপ ও কুণ্ডলসমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

ক্রোধপুত্র বধ—কোরব পলায়ন

সকলে লক্ষণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজা দুর্যোধান উচ্চস্বরে ক্ষত্রিয়-গণকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা অভিমন্যুকে সংহার কর।’ অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও হাদিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে বেটন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাভূত করিয়া মহাবেগে সিকুরাজ জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষধগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ক্রোধপুত্র গজসৈন্য দ্বারা তাঁহার পথরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু তুর্ধ্ব করিবল ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রোধপুত্র শরনিকরে অভিমন্যুকে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথিসকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যানুজাল বিস্তারপূর্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমার হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রোধপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাঁহার চত্ৰ ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুতি, বীৰ্য্য, কীৰ্ত্তি, ও অস্ত্রবলসম্পন্ন ক্রোধপুত্রকে নিহত করিলেন। তদধর্শনে অচ্যাত্ত বীরগণ সমরে পরাভূতপ্রায় হইলেন।”

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়

বীরবর বৃষ্ণারক বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কুলাম্বরূপ কার্য্য-কারী, ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট, তরুণ, অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান, কুলীন অশ্বগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিল।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষীয় ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শরনিকরে পরাভূত করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও হাদিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেটন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি

গুরুতর ভার সমপিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। অচ্যাত্ত বীরগণ তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণপূর্বক অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব-বিজ্ঞাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদলকে, অশ্বাত শরে কৃতবর্মাকে, যষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুদ্রপুঞ্জ মহাবেগপামী দশ শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণমধ্যে গীত, নিশিত, কর্ণ অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন; পরে কৃপাচাখের পার্শ্ব-সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

অশ্বখামার সহিত অভিমন্যুযুদ্ধ—বৃহদল বধ

অনন্তর তিনি আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কোরবকুলের কীর্তিবর্দ্ধন বৃষ্ণারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রধান প্রধান কোরববীরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্বখামা পঞ্চবিংশতি সূত্রকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তহাষ্ট্র-সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বখামা স্তুতীকৃত যষ্টি শরে মৈনাক-পর্বতোপম অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্তবর্ণপুঞ্জ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহাকে পুনর্বীর বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃবক্ষার্থী অশ্বখামা যষ্টি শর কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্মার চতুর্দশ ভল্ল, বৃহদল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দণ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণ-অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ-চক্ষু গ্রাণপূর্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন। অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধিপতি বৃহদলের হৃদয় বিদ্ধ করিবামাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অন্তঃকণ্ঠপ্রয়োক্তা খড়্গকার্মুকধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদলকে নিহত ও শরনিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চলন করিতে আরম্ভ করিলেন।”

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়

অশ্বকৈতুপ্রমুখ মাগধগণের বধসাধন

সম্মুখ করিলেন, ‘হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুনতনয় কর্ণের কর্ণদেশে সুশাগিত কর্ণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু কর্ণ অভিমম্বার শরাঘাতে সান্নিধ্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমম্বার বিষম শরনিক্ষেপ কর্ণের ক্ষত-বিক্ষত পাত্র হইতে রুধির ধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংকট-কুরুর চায় শোভা পাইতে লাগিলেন।’

মহাবীর অভিমম্বা কর্ণের ছয় জন মহাশল পরাক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন-পূর্বক তাগাদিগকে সংহার করিলেন এবং অগ্ন্যাচ্ছ মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্বৈতের চায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকৈতুকে অশ্বগণ ও সারথির সহিত ধমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেই মান্তিকাবতদেশীয় ভোজকে সংহার করিয়া শরনিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমম্বার চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষারক্তনয়নে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ‘হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।’

অভিমম্বা কর্তৃক চন্দ্রকৈতুপ্রমুখ বীরগণ বধ
মহাবীর অর্জুনতনয় দুঃশাসন-পুত্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কন্দকার-পরিমাজ্জিত

নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বখামা সত্তর তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্বক অভিমম্বা-নিষ্কপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জুনতনয় অশ্বখামাকে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মত্তরাজ সত্তর অভিমম্বার বক্ষঃস্থলে গৃধ্রপক্ষ্মযুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্বৈতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর-বিশাদ অর্জুননন্দন সত্তর শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পার্শ্ব-সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহাকে ছয় অগ্ন্যেয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমম্বার শরে গর্জরিত হইয়া সেই হতাত্ম রথ পরিত্যাগ পূর্বক অশ্ব রথে আরুঢ় হইলেন। সমরনিপুণ অর্জুনতনয় শত্রুগ্নয়, চন্দ্রকৈতু, মহামেঘ, সুবর্চা ও সূর্য্যভাম এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমম্বাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুঃখ্যাধনকে কহিলেন, ‘মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জুনতনয়কে সংহার করা কর্তব্য, নচেৎ অভিমম্বা এক এক করিয়া আমাদের বিনাশ করিবে; অতএব জ্যোৎস্না ও কুপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর।’

অভিমম্বা-বধমন্ত্রণা

অনন্তর মহাপ্রতাপশালা কর্ণ জ্যোৎস্নাচার্য্যকে কহিলেন, ‘ব্রহ্মন! অবিলম্বে অভিমম্বার বধোপায় বলুন, নচেৎ অর্জুনতনয় আমাদের সকলকেই সংহার করিবে।’ মহারথ জ্যোৎস্নাচার্য্য কর্ণের বাক্য-শ্রবণানন্তর সমুদয় কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা কি এ পর্য্যন্ত অর্জুনতনয়ের অগ্ন্যাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জুন-তনয়ের লঘুচারিখ অবলোকন কর; অর্জুনতনয় অভিমম্বা চারিদিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছু মাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত নীচ শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল উহার চাপমণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতিনিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমাকে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সঙ্কট করিতেছে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ ক্রোধপরবশ হইয়াও উহার যে অগ্ন্যাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর

পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অৰ্জুনতনয় ক্ষিপ্তহস্তে শর দ্বারা দিক্ সমাগত করাতে পাণ্ডীবধারী মহাবীর অৰ্জুন হইতে উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত না।^১

তখন মহাবাহু কর্ণ অৰ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন! বীর-গণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমম্বার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। এই মহাভেজাঃ অৰ্জুনকুমারের পাবকসদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।’

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ‘হে রাধেয়! মহাবীর! অভিমম্বার কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতাকে কবচ-ধারণে সুশিক্ষিত কারয়াছি; এই বীরও তাহার নিকট তদ্বিধয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় বর সহকারে স্ত্রীতন্ত্র শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও পাণ্ডিসারথিকে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহাকে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যতক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, ততক্ষণ উহাকে পরাজিত করা সমুদয় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহাকে বিরথ ও শরাসনশূন্য কর।’

হয় মহারথী কর্তৃক অভিমম্বা আক্রমণ

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য-শ্রবণানন্তর সত্বর শর নিক্ষেপপূর্বক অভিমম্বার শরাসন ছেদন করিলে ভেজা তাঁহার অশ্ব-সমুদয় ও কৃপ তাঁহার পাণ্ডি-সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। অত্যাশু বীরগণ তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই সকল করুণরসশূন্য ছয় মহারথ সত্বর এককালে একাকী বালক অভিমম্বাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন অৰ্জুনতনয় স্বীয় বীরধর্ম্য প্রতিপালন করিয়া খড়্গ-চর্য্য ধারণপূর্বক আকাশমার্গে সমুপ্তিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি^২ পতি দ্বারা গরুড়ের স্থায় আকাশে

বিচরণ করিতে লাগিলেন। রক্তদর্শনতৎপর মহা-ধর্ম্মধ্বংসগণ ‘এই অভিমম্বা অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে’ মনে করিয়া, উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাঁহাকে বাণবিন্দু করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্য্যাতিনিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বর তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টিদেশে স্ত্রীতন্ত্র নারাচ নিক্ষেপপূর্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এইরূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণসমুদয় ছিন্ন হইলে মহাবীর অৰ্জুনতনয় চক্র গ্রহণপূর্বক পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই সময় চক্রেরেণু^৩-সমুজ্জলকলেবর মহাবীর অভিমম্বা চক্র ধারণপূর্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করিয়া সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজাঃ, সিংহনাদকারী, বীরগণ-মধ্যস্থিত, মহাবীর অভিমম্বার দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রুকুটি দ্বারা ললাট-ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব শোভা হইল।^৪

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কালিকৈয়প্রমুখ সৌবলগণ বধ

সমুদয় কহিলেন, “মহারাজ! স্ত্রীভ্রাতা-অনন্দনর মহাবীর অভিমম্বা চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষুর স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ভূত হইতে লাগিল এবং আয়ুধপ্রধান চক্র উড়ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য^৫ হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অৰ্জুনতনয় সত্বর গদা গ্রহণপূর্বক অশ্বখামার অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্জ্বলিত অশ্বিনির স্থায় সেই অভিমম্বার গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লক্ষ্যে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অৰ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্বসমুদয় এবং পাণ্ডি-সারথিদ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শরনিকরে বিন্দুগাত্র হইয়া শরকীর স্থায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন; পরে সুবলনন্দন কালিকৈয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অমুচর লগ্নসগুতি গান্ধারকে

নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবাসাভী দশ রথী এবং কৈকয়দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্র করিয়া ‘ধাক্ ধাক্’ বলিয়া অভিমুখ্যর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বকালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরম্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ মহাবীর অভিমুখ্য ও দুঃশাসনতনয় পরম্পর সংহার করিবার বাসনায় গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করিয়া পরম্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রকজদ্বয়ের স্থায় শোভামান হইলেন।

অভিমুখ্য-সংহার

তখন কুরুকুলকীর্তিবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সহর অগ্রে সমুখিত হইয়া উত্তীর্ণমান মহাবাহু অর্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতি-কুলনিপাতন মহাবীর অভিমুখ্য দুঃশাসনতনয়ের দারুণ গদাঘাত ও সমরপরিশ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জুনতনয় একাকী অরাতিপক্ষীয় সমুদয় সৈন্তগণকে বিক্ষোভিত করিয়া, পরিশেষে বহুসংখ্যক শত্রু কর্তৃক নিহত হইয়া, পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বন-গজের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জুনতনয়কে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘ-কালীন প্রপাত্ত^১ পাবকের স্থায়, অন্তগত আদিত্যের স্থায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের স্থায়, শুক্লাগারের স্থায়, তরুশৃঙ্গমর্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের স্থায়, পূর্ণচন্দ্র-নিভানন, কাকপক্ষে^২ আবৃতনেত্র সেই অভিমুখ্যকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাঙ্কুরসহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আক্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমুখ্যকে আকাশচ্যুত চন্দ্রের স্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে, ‘মহাবীর জ্যোৎস্না, কর্ণ প্রভৃতি ধ্বতরাষ্ট্রপক্ষীয় ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে।’ মহাবীর অভিমুখ্য নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধিরসংস্পৃক্ত কুরুপুণ্ড্র শরানকর, বীরগণের কুণ্ডল-শোভিত মস্তক, বিচিত্র উল্লীষ, পতাকা, চামর, চিত্রকবল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নিম্নোক্ত-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত খড়গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋগ্ধি, প্রাণ, কল্পন ও অজ্ঞাত আয়ুধ-সমুদয় ইত্যন্তঃ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রবিভূষিত নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত, শোণিতদিক্কাঙ্গ^৩, আরোহিতসমবেত নিজীব ও খাসাব-শিষ্ট অশ্ব-সমুদয়ে রণস্থল বন্ধুর^৪ হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অক্লুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতুসমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ-সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাসমবেত, প্রক্ষুভিত হ্রদ সদৃশ রথসমুদয় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি-সমুদয়ে রণস্থল তীক্ষ্ণজ-ভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জুন-তনয় সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডবপক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডব-সৈন্তগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনতনয়ের নিধন-নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, ‘হে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ! সমরবিশারদ মহাবাহু অভিমুখ্য সমরে পরাশ্রু না হইয়া শত্রু-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজিত করিব। কৃষ্ণার্জুনসমপ্রভাব মহাবীর অর্জুন-তনয় সমরে আশীবিধ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্ত, মহারথ কোশল, বৃহদল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদয় শত্রুপক্ষদিকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রুহস্তে সমরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্রভবনে বা অশ্রু কোন

১। জলাশয় পর্য্যন্ত সমাগত। ২। নেত্রপশী কেশরচনায়।

৩। রক্তমাখা দেহ। ৪। কৃষ্ণপথ—দুর্গম।

পুণ্যানির্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যস্থান নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়।’ মহাতেজা: মহারাজ ধর্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদয় দ্বংষিত সৈন্যগণের দ্বংখ-মোচন করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের সমরবিশ্রাম

সজয় কহিলেন, “হে রাজন্! আমরা এইরূপে শত্রুপক্ষীয় বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া, তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত’-কলেবরে সাংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রস্তোংপল তুলা কলেবর ধারণপূর্বক অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনী-সন্ধি সমুপস্থিত হইল! চতুর্দিকে অশ্বি শিব-নিদাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরুথ, চর্ম্ম ও অল-কার-সমুদয়ের প্রভা হরণপূর্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বায় প্রিয় কলেবর পাবক’মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আমরা উভয় পক্ষই সমর-ব্যায়ামে বিমোহিতপ্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকনপূর্বক মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, রণভূমি বজ্রাহত, অঙ্গলিহাত্র’ অচলশৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা, অঙ্গুশ, বর্ষ্ম ও সাদি-সমবেত, নিপতিত মাতঙ্গনিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতুবিহীন, চূর্ণিত, প্রকাণ্ড রথসমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইল যেন, শত্রুগণ শরনিকরে সেই সকল রথের প্রাণনাশ করিয়াছে। বীরগণের শরনিকরে সাদি-সমভি-ব্যাহারে নিহত, মহর্ষি-ভূষণ বিভূষিত বিবিধ রথাশ্ব-সমুদয় বিস্ফারতলোচন, বিনিগতাজ’ ও বহিষ্কৃত-জিহ্বাদশন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকিতে রণভূমি ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ্য শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অমুচর-বর্গের সহিত

অনাথের স্থায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকট কার শৃগাল, কুকুর, কাক, বক, হুপর্ণ, বৃক, তরঙ্গু রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষস ও পিশাচগণ হুটুচিহ্নে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্মভেদ করিয়া রুধির, বস্মা মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শবসমুদয় আকর্ষণ করিয়া হাস্ত করিতেছে।

হে মহারাজ! সমর-ক্ষেত্রে বীরগণ কর্তৃক দ্রুতর বৈতরণীর স্থায় অতি ভীষণ শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। রথ-সকল উহার উড়ু-পশ্বরূপ, হস্তিগণ পর্কভস্বরূপ, মনুষ্যগণের মন্তকসমুদয় উৎপলস্বরূপ, মাংস কর্দমস্বরূপ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র মালাস্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকটদর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুকুর ও পিশিভাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পানভোজনপূর্বক ভীষণ-স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সাংকালে বিধস্তভূষণ, শত্রুসদৃশ, রণনিহত, মহাবীর অভিমম্মাকে হব্যবিহীন যজ্ঞীয় হত্যাশনের স্থায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্যবর্ধন, নৃত্যপরায়ণ কবন্ধকুলসঙ্কুল, ভীমদর্শন সমরভূমি ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।”

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অভিমম্ম্যবধে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে রথ-যুধপতি মহাবীর অভিমম্ম্য সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদয় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগপূর্বক দ্বংষিতচিত্তে অভিমম্ম্যকে চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃপুত্র-নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ‘হায়! মহাবীর অভিমম্ম্য আমার প্রিয়চিকীর্ষ্য ব্যুৎ ভেদ-পূর্বক সিংহ যেমন গোপনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ চূর্ণভেদ প্রাণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধর্ম্মদ, সমরদ্রুমদ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ, বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ রণে ভয় হইয়া পলায়ন করিয়াছে, যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু দ্বংশাসনকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে প্রাণসৈন্যরূপ মহাসাগর পার

১। রক্তমাখা। ২। প্রদোব—সন্ধ্যাকাল। ৩। পুর্ষের উৎপত্তি স্থান অসি। ৪। গননচূবা—আকাশ-পক্ষী। ৫। বহির্গত নাকী।

হইয়াছে, সেই সময়বিশারদ অভিমত্যা হুঃশাসন-
তনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমনসদনে গমন
করিল। আজ কিরূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের
অদর্শনে একান্ত কাতরা হৃৎকাতকে অবলোকন
করিব? কৃষ্ণ ও অর্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর
প্রদান করিব? আমিই কৃষ্ণ ও অর্জুনের
জয়লাভ ও প্রিয়ামুষ্ঠান করিবার মানসে এই
অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। লোক ব্যক্তি কদাপি দোষ
জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়।
আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্টপাত
অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে হুকুমার
কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা
উচিত, আমরা তাহার উপরই সংগ্রামের প্রধান ভার
সমর্পণ করিয়াছিলাম। সংস্খভাবসম্পন্ন অশ্ব যেমন
বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না,
ওদ্রুপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমত্যা এই বিষম
সঙ্কটে কিরূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা শুউক, আজ আমরা ক্রোধপ্রদৌল্য অর্জুনের
দান নয়নানলে দৃষ্ট হইয়া অভিমত্যের সহিত ভূতলে
শয়ন করিব। যে অর্জুন নিতান্ত অলুপ, মতিমান,
লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, রূপবান, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ,
ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল-পরাক্রান্ত, পশ্চিভগণ যাহার
উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন, যে মহাবীর হিরণ্য-
পুরবাসী ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে
নিহত করিয়াছেন, যিনি চক্ষুর নিমিষমায়ে পুলোম-
নন্দনকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণা-
গত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজ
আমরা সেই অর্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরবসৈন্যের
ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। মহাবীর
ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে
সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ-ক্ষয়কারী
হুঃশাস্ত্রা দুর্ঘোষনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে
নিশ্চয়ই শ্রোণ পরিত্যাগ করিব। এই অসাধারণ
পুরুষকারসম্পন্ন অর্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপাতিত
নিরীক্ষণ করিয়া আজ আমাদের জয়লাভ, রাজ্যলাভ
বা সুরলোকপ্রাপ্তি কিছুই প্রীতজনক বলিয়া বোধ
হইতেছে না।”

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসের আগমন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! অনন্তর মহর্ষি
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলপমান’ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের
নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত
উপচারে অর্চনা করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্রবধ-
জনিত শোকাঙ্কুলিত-চিত্তে কহিলেন, ‘ভগবন্!
স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বালক অভিমত্যা নিতান্ত নিরুপায়
হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; ইত্যবসরে বহুসংখ্যক
অধাশ্মিক মহারথ তাহাকে বেঁটন করিয়া বিনাশ
করিয়াছে। আমি অভিমত্যা কহিয়াছিলাম,—
তুমি আমাদিগের সমরপ্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর।
অভিমত্যা আমার বাক্যে বাহুমধ্যে প্রবেশ করিলে
আমরা তাহার অমুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু জয়জ্ঞে
আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা
তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে;
কিন্তু বিপক্ষেরা যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা
নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।
আমি ভগ্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাপ্তে
নিতান্ত সমাকুল হইতেছি। এই বিষয় বারংবার
চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ
হইতেছি না।’

ভগবান ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে
এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া
কহিলেন, ‘হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! তোমার সদৃশ
মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হয়েন না।
অভিমত্যা বালকের অসদৃশ কার্য্যামুষ্ঠান ও বহুসংখ্যক
শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব,
দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে; মৃত্যুকে
অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।’

ব্যাস কর্তৃক মৃত্যুৎপত্তি-কথন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ‘হে মহাত্মন! এই সমুদয়
মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে
সৈন্যমধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে
কেহ কেহ অযুতনাগতুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ
কেহ বায়ুবেগতুল্য বলবান। ইহারা পরস্পর সংগ্রাম
করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রামস্থলে ইহাদিগকে

সংহার করিতে অশু কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাদের হৃদয়ে সতত জাগরুক ছিল। এক্ষণে ইহারা কালক্রমে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদয় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অশু 'মৃত্যু' এই শব্দের সাধকতা সম্পাদিত হইল। ইহারা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট, নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। তে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অশলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাপণকে সংহার করে? আপনি অমুগ্রহপূর্বক এই বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।'

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! পূর্বকালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন। আমি জানি, রাজা অকম্পনও দুর্বিষহ পুঞ্জশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীৰ্ত্তন বরিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহবন্ধনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বংস! এই পুরাতন বেদাধ্যয়নের স্থায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরিবিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধন্য, আয়ুষ্কর, শোকনাশক ও পুষ্টিবর্ধক; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুস্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদলাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান অতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

অকম্পন নৃপতির পুত্রশোককথা

পূর্বকালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবস্তী হইলেন এবং নারায়ণতুল্য বলবান্, শ্রীমান্ শিক্ষিতান্, মেধাবী, দেবরাজসদৃশ হরিনামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিত্যক্ত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্যক যোদ্ধা-দিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি ছুর কার্য সাধন করিয়া সৈন্তমধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা-রাত্রি শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখ-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্রবিনাশজনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা

অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চনাপূর্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত আতোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশপূর্বক আমার মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল-বীৰ্য্য ও পৌরুষই বা কিরূপ? আমি ইহার যাবার্থ্য্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

অকম্পন-নারদ-সংবাদ

বরদ নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুঞ্জশোকবিনাশন এই উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা-সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টিসংহারবিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুথিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধভরে সকলকে বিত্রাসিত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা জালাসমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্বাবর-জঙ্গমাশ্বক ভূতসকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূটমণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানী-পতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিতকামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া ভেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, 'হে বংস! তুমি আমার ইচ্ছামুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয়কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিব।'

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সৃষ্টিসংহারবিষয়ে রুদ্র ব্রহ্মার কথোপকথন

রুদ্র কহিলেন, 'হে ব্রহ্মো! প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত-সমুদয় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্তিত করিয়াছ। এক্ষণে

সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হও’

ব্রহ্মা কহিলেন, ‘হে রুদ্র! সৃষ্টিসংহারবিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর হিত-কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বশুন্ধরা চূর্ণর ভারে নিভাস্ত্র নিপীড়িত হইয়া ভূত-সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহারকারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না, এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।’

রুদ্র কহিলেন, ‘হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব-সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্বাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিত্তমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্রব, বৃক্ষ, পদ্মল, তৃণ ও উপল প্রভৃতি স্বাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ভক্ষ্যমাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়, ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থসকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক, হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিত্তমান থাকে, তাহার অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা-সকল যেন নির্মূল না হয়। তুমি আমাকে লোকমধ্যে অধিদেব-পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকানাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।’

নারীরাপিণী মৃত্যু-মূর্তির প্রাচুর্ভাব

অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতা-মুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাআতে স্বায়তেজ ধারণপূর্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টিভেদ প্রবৃত্তিধর্ম ও মোক্ষহেতু নিবৃত্তিধর্ম কীর্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধজনিত হতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ, রক্তজিহব, রক্তাশ্রু ও রক্তলোচন, বিমল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী

প্রাচুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণপূর্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, ‘তুমি আমার সংহার-বুদ্ধি-প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাচুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগবশতঃ কি জড়, কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রজাগণকে সংহার কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।’ কমল-লোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ চিন্তা পূর্বক করুণাশ্রমে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিতসাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীকে নানাপ্রকারে অম্লনয় করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

প্রাণিসংহারার্থ নারীমূর্তির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ

ক্রিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দ্বংস অপনীত করিয়া সম-মিত লতার শ্রায় কৃতাজলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি কেন এই পাণীয়সীকে সৃষ্টি করিলেন? এগুণে আমি এই অহিত ক্রুরকর্ম নিভাস্ত্র অধশ্মমূলক জ্ঞানিয়াও কিরূপে ইহার অমুষ্ঠান করিব? আমি অধশ্মমুষ্ঠানে অভিশয় ভীত হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তম পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিরোগে দীনভাবে রোক্তমান প্রজাগণের অনর্গলনিপত্তিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শক্তি হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ বমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অমুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ লক্ষ্য করুন। ধেনুকাশ্রমে গমনপূর্বক কঠোর তপস্তা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিভাস্ত্র বাসনা হইয়াছে; আপনি অমুগ্রহপূর্বক আমাকে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ হিলপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না।

হে পিতামহ! আপনি আমাকে অধর্ম হইতে রক্ষা করুন।'

ব্রজা কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি প্রজা-সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে; ইহা কদাচ অগ্ৰথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; এই বিষয়ে কেহই তোমাকে নিন্দা করিবে না।'

মৃত্যু ব্রজার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ব্রজার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিতসাধনোদ্দেশ্যে লোকবিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভিলাষ হইল না। পিতামহ ব্রজা তৎকালে মৌনভাবে অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হস্তমুখে লোকরক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন।

কন্যারূপিণী মৃত্যুর তীব্র তপস্তা

এইরূপে সর্বলোকপিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদয় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজাসংহার-বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রজার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক তথা হইতে অপমৃত হইলেন এবং অবিলম্বে খেম্বুকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়লেশব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ একবিংশতি পদ্ব'-বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় একবিংশতি পদ্ববৎসর একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্ববৎসর যুগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় হুশীতল নির্মূল-জলসম্পন্ন পবিত্র নন্দাতীর্থে গমন করিয়া নিয়ম-পূর্বক অকৌন্তর-সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত করিলেন। এইরূপে নন্দাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমতঃ অতি পবিত্র কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গা ও বেতস-তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ

পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু-তীর্থে গমনপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রস্তরের দ্বার নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া নিখর্ব'-বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয়-তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠানপূর্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি অনন্তমনে একমাত্র ব্রজাকে প্রতিদিন্যত ভক্তিপ্রদর্শন পূর্বক প্রসন্ন করিলেন।

মৃত্যুর প্রতি ব্রজার বরদান-ব্যবস্থা

তখন অব্যয় ভূতভাবন ভগবান ব্রজা শাস্ত্র ও শ্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতি কঠোর তপোানুষ্ঠান করিতেছ?' তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রজাকে কহিলেন, 'হে ভগবন্! প্রজারা মৃত্যু হইয়া কালযাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অশ্রের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্মভয়ে ভীত হইয়া তপোানুষ্ঠান করিয়াছি। এতএব আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধ; প্রার্থনা করি, আপনি অমুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন।' অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ ব্রজা কহিলেন, 'হে কণ্ঠে! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছুমাত্র অধর্ম্য হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অগ্ৰথা হইবার নহে। অতএব তুমি অশঙ্কিতচিত্তে চতুর্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্মলাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি-সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা-সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যেরূপে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটি বরও তোমাকে প্রদান করিব।'

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রজাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা

আপনার এই আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিতে হইল ; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নিলজ্জতা এই সকল পুরুষ-ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে।’ তখন ব্রহ্মা কহিলেন, ‘হে মৃত্যু! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোকবিনাশে প্রবৃত্ত হও, তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদয় অশ্রু-বিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উগ্ৰ প্রাণিগণের আত্মসমুত্ত ব্যাধিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণসংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণবিনাশে প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোধ বিসর্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর। তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দ্বারাচারদিগকে নিশ্চুল করিবে; তুমি আমার বাক্যমুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র কর, তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।’

মৃত্যুর লোকগ্রাসে অঙ্গীকার

নারদ কহিলেন, ‘মহারাজ। অনন্তর সেই কথা আপনার ‘মৃত্যু’ এই নাম হইল দেবীয়া নিত্যন্ত ভীত ও অভিশাপভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংস্করণে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণি-দিগেরই মৃত্যু হয়, রোগনামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সমুত্ত হইয়া থাকে, উদ্ধারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের স্থায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্ৰ, অনন্তভেজা: প্রাণবায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে, উহার যাওয়াত নাই। সকল দেবতারাও মন্ত্যসংজ্ঞাধারী। হে

মহারাজ। এমণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরমা বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট; দেবনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণনাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট হয়; মৃত্যু দণ্ডধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সভাটি পশুভেতা সমাক্ অবগত হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ। আপনি দৈববিধিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয়সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থবহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘ভগবন্! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত-শোক, শ্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি।’ এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত-শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দনকাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ। এই ইতিহাস শ্রবণ ও অশ্রুর নিকট কৌটন করা উভয়ই ধম্ম, পুণ্যজনক, যশস্বর, আয়স্কর ও স্বর্গলাভের হেতুভূত। হে ধর্ম্মরাজ। তুমি এই অর্থ-ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষান্তধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চন্দ্রাংশসমুত্ত মহারথ অভিমম্ব্য অসংখ্য ধম্মধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া অসি, গদা, শক্তি ও কাশ্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রক্তাশুণ্যবিরহিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সত্বর যুদ্ধার্থ নিগত হও।’

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুনঃ মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন—সঞ্জয়-উপাখ্যান

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অন্তত কার্য্য-সমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক

১। ক্রোধ প্রতিকারোপায়ের উদ্দেশ্যক, এই নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবার নিবেদন কালভেদে শুভ ও সমীচীন হইয়া থাকে।

ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ‘ভগবন্! পূর্বতন রাজধিগণ ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী, পুণ্যকন্ধ্যা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য ও শোকাপনোদনবাক্যে আমাকে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজ্যে কি পরমাণে দক্ষিণ দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীৰ্ত্তন করুন।’

ব্যাস কহিলেন, ‘হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিতোর স্বজয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহার স্বজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। স্বজয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলে তাঁহারা সাত্ত্বিক্য প্রীত হইয়া পরম স্থখে তথায় কিয়দিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা স্বজয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ-সচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। স্বজয় পার্শ্বস্থ কণ্ঠ্যকে অভিলাষানুরূপ আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্বত ঐ কণ্ঠ্যকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! এই সর্বলক্ষণসম্পন্ন কণ্ঠ্য কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অনলের শিখা অথবা শশধরের কান্তি কিংবা শ্রী, লজ্জা, কীৰ্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অত্যন্ত হইবেন।’ নৃপতি স্বজয় দেবর্ষি পর্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘সখে! এইটি আমার কণ্ঠ্য, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে।’ তখন নারদ কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গললাভের অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই কণ্ঠ্যটি ভার্য্যার্থে আমাকে প্রদান কর।’ রাজা স্বজয় পরম প্রীতিসহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্বত ক্রোধবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, ‘আমি পূর্বেই ইহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাকে বরণ করিলে, অতএব তুমি ষেচ্ছাক্রমে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না।’ নারদ কহিলেন, ‘ইনি আমারই ভার্য্যা, এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপপূর্বক দান আর পাণিগ্রহণ-মন্ত্র, এই কয়েকটি পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যা সম্পাদিত হয়,

এমত নহে; সপ্তপদী গমনে ভার্য্যা সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কণ্ঠ্য তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমাকে অভিসম্পাত করিলে, তখন তুমিও আমাব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না।’ এইরূপে সেই দেবধিষ্ময় পরম্পর অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্বজয়ের সুবর্ণবর্ষী পুত্রলাভ

এ দিকে রাজা স্বজয় পুত্রপ্রার্থনায় বিশুদ্ধমনে পরম যত্নসহকারে অন্ন, পান ও বস্ত্র প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদবেদান্তপারগ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণ স্বজয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে দেবধি নারদের সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন।’ নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া স্বজয়কে কহিলেন, ‘মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্রলাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে।’ তখন রাজা স্বজয় কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ‘হে মহাত্মন! আপনার বরপ্রভাবে আমার যেন সর্বগুণ-সম্পন্ন, কীৰ্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার যুগ্ম, পুরীষ, ক্রৈদ ও শ্বেদ যেন কাঙ্ক্ষনময় হয়।’ নারদ স্বজয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানু-রূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতিলে সুবর্ণপীতবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র দেবধির বরপ্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবদ্ধিত করিলে রাজা স্বজয় সমস্ত অতীষ্ট বস্ত্র সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থানী সমস্ত কাঙ্ক্ষনময় হইয়া কালসহকারে পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল।

সুবর্ণলোভী দৈত্যগণহন্তে স্বজয়পুত্র বধ

কিয়দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই কৃতান্ত শ্রবণ ও তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক দলবদ্ধ হইয়া

১। যুগ্ম সুবর্ণরূপে পতিত হইত বলিয়া ঐ প্রকার নাম হইয়াছে।

ভূপতির অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ‘আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই স্বর্ণের আকর; অতএব উহাকে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।’

অনন্তর লুক্কায়িত দম্যগণ ঐ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশ-পুরস্কার বলপূর্বক রাজকুমার সুবর্ণপীঠীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল; তথায় কিংকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল; কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণনাশ হইলে সেই বর-সঞ্জাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্থ দম্যগণ স্তম্ভানশূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব রাজকুমারকে সংহারপূর্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা স্বপ্নে সেই বরপ্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরাক্ষণ করিয়া দুঃখিত-মনে করুণ-বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুঞ্জশোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিলেন, ‘হে স্বপ্ন! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সত্যতই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমাকেও বিষয়-বাসনায় অপরিভূত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে।’

নারদের মরণসংবাদে স্বপ্নের শোকশান্তি

আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অবিক্রান্তের পুত্র মরুত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু ব্রহ্মপতির প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া সংবর্ত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান শূলপাণি উহাকে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের স্বর্ণময় এক প্রত্যস্তপর্বত প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মপতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহার নিকট উপনীত হইতেন। উহার যজ্ঞভূমির পরিচ্ছদ-সকল স্বর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহার যজ্ঞকালে অভিলাষামুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য

ও বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষামুরূপ জ্বা প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুতের গৃহে জ্বা-সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ ছিলেন। অমরগণ হবির্জ্বা পরিভূত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণপূর্বক সেই মহাবল-পরাক্রান্ত রাজার শত্রু-সকল পরিবর্তিত করিতেন। তিনি ব্রাহ্মচার্য্যগুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও আত্মা দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেন। স্বৈচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও হস্ত্যাজ স্বর্ণরাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নিব্বিয়ে রাখিয়া পরম আত্মা সহকারে জিত অশ্বয়লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি গোবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ-সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন। হে স্বপ্ন! তোমা অপেক্ষা তপঃ, সত্য, দয়া ও দান-সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই মরুতরাজও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করও না।’

যটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

পুণ্ড্রায়া স্বহোত্রের মৃত্যুসংবাদ

নারদ কহিলেন, ‘মহারাজ! ঐক্বেত্য বীর নিতান্ত দুর্দর্শ রাজা স্বহোত্র ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভার্থী হইয়া প্রতি-ন্যিত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋষিক, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয়-সকল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রুজয় ইহা সবিশেষ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিতেন। তিনি দেবগণকে ধর্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভূজবলে শত্রুজয় করিয়া স্নেহ ও ভয়শৃঙ্খল অবনী উপভোগ করিয়া নিজ গুণে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। পঞ্চমুখ তাঁহার নিমিত্ত সংবৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তদনন্তর পূর্বকালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্যময়ী শ্রোত-স্বতী সকল সর্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদয়

নদীতে রাজ্যস্থ সমুদয় প্রজারই অধিকার ছিল। কুজ ও বামনগণ ঐ সমুদয় নদী হইতে অনায়াসে প্রতাপালিত হইত। পৰ্জ্জন্ত সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্কট, বহুবিধ মংস্ত ও অসংখ্য জলজন্ত বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী-সকল ক্রোশ-পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময় সহস্র সহস্র নক্স, মকর ও কচ্ছপ-সকল অবলোকন করিয়া বিষয়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অসংখ্য নিত্যানৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অঙ্গরাজ পৌরবের পরলোকবার্তা বর্ণন

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশ লক্ষ ষেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশসমাপ্ত, অধ্যয়নরীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মাহুষ্ঠানকুশল, অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত*, বিদ্বান্নাত*, বদান্ত, প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উত্তোপবিশিষ্ট, ক্রৌড়া-নিরস্ত, নট, নর্তক ও গন্ধর্ব্ব এবং সুবর্ণচূড় পক্ষী ও বর্ধমানক* গৃহ সত্তত তাঁহাদের সন্তোষসাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রাতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রথ, সহস্র

সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথযুক্ত সুপ্রসিক্ত অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, ক্ষেত্র, গৌশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃতদেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহা-আরা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশূভ্র, রোগ্যথুর, কাংস্তদোহন-পাত্র সমবেত সবৎসা ধেনু, দাস-দাসী, খর, উষ্ট্র, মেঘ, ছাপ বিবিধ রত্ন ও অল্পপর্ব্বত-সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যাজিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধর্ম্মানুগত সর্বকামপ্রদ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্য-বান সেই পৌরবরাজও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।'

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

মহাপুণ্ডালী শিবিরাজের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! উলীনরতনয় শিবি-রাজও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতি-নিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অগ্নি, দ্বীপ, অর্গব অরণ্যসমাক্ষম এই পৃথিবী রথবর্ধরশব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি-দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদয় ভূপালগণই তাঁহাকে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবিরাজ বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধাতু, মুগ, পো, ছাপ ও মেঘ প্রদানপূর্ব্বক বহুফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নিব্বিয়ে সম্পাদনপূর্ব্বক সহস্র কোটি নিক ও বহুসংখ্যক ভূমি ব্রাহ্মণসংক্রিয় করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, পঙ্গীর যতগুলি বালুকা, হুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্ত আছে, তিনি ধর্ম্মাহুষ্ঠানকালে ততগুলি গোদান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবিরাজের কার্যভার বহন করেন, এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হইবেন নাই। শিবিরাজ সর্বকর্মা-সমর্ষিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য

১। একালেও কখন কখন কোথাও বৃষ্টির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁট ও মীন পতিত হইতে দেখা যায়। ২—৩। গুরুগৃহ হইতে বেদাদি সর্ববিজ্ঞা লাভান্তে নিজগৃহে প্রত্যাগত। ৪। নিত্য ঐবৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

সুবর্ণময় ঘৃণ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্মিত এবং পবিত্র স্তম্ভাচ্ছন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অমৃত, প্রমুত্ত ত্রাক্ষণগণ এই যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি-দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন-পৰ্কণ প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল স্নান কর এবং স্বেচ্ছামুসারে পান ও ভক্ষণ কর, এইরূপ শব্দ সর্বদা সমুচ্চিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া ‘তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক’, এই বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ-ও দয়াদানসম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান সেই শিবিরাজকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজিক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অমৃততাপ করিও না।’

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়

নৃপতি দশরথের পুত্রশোককথা

নারদ কহিলেন, ‘হে স্বজয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামচন্দ্রকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ এই মহাত্মাকে স্ব স্ব ঔরস-পুত্রের ছায় স্নেহ করিত। এই অসংখ্য গুণসম্পন্ন, অমিতভজ্ঞাঃ মহামুভব রাম পিতার নির্দেশানুসারে বনিতা সমাভিব্যাহারে চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে এই মহাবীর জনস্থানে বাস করিয়া তত্রত্য তপস্বীগণের রক্ষার্থ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ এই স্থানে তাঁহাকে লক্ষ্মণ-সমাভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভাৰ্য্যা জানকীকে অপহরণ করেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনিচ্ছিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব-ত্রাক্ষণ-কণ্টক পাণাত্মকে সগণে’ বিনাশ করিয়াছিলেন।

প্রজাসুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত, সুরমিগণ-সেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্তি অত্যাপি ধরাতলে

দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই সর্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া মহাযজ্ঞ ও ত্রিগুণদক্ষিণ শত অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবির্ঘারা পুরন্দরের প্রীতিসাধন এবং অশ্রুগাণ্ড বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা পরাজয়পূর্বক দেহিগণের সমুদয় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণগুণসম্পন্ন, সত্য স্বভাবের দেদীপ্যমান, দশরথতনয় রাম তৎকালে সমুদয় জীব-গণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এই মহাত্মার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র বাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, আপন, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজঃপদার্থসকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থঘটনা হইত না, সমুদয় প্রজা দৌর্ভাগ্য হইয়াছিল; কেহই যৌবনাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতিপ্রযুক্ত চিত্তে চতুর্বেদ-বিধানানুসারে বিবিধ হবা, কব্য, নিপুণ্ত’ ও হৃত প্রাপ্ত হইতেন; দেশমধ্যে দংশ, মলক ও হিংস্র সরীসৃপসমুদয়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিলমধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্মপরায়ণ, লুন্ড বা মূর্থ ছিল না এবং সর্ববর্ণের সমুদয় প্রজা সজ্জনাচিত ইষ্টকার্যে তৎপর থাকিত।

এ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা^১ ও পূজা বিনষ্ট করিয়াছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। এই মহাত্মার রাজ্যসময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র-সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণের আত্মকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, আভ্যামূলধিতবাহু, সিংহকক্ষ, সর্বজনপ্রিয়, মহাবল-পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে প্রজাগণের ‘রাম, রাম’ ব্যতীত প্রায় অণু কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম’ হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্বয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অশুজ, ষেদজ ও উত্তিজ এই চতুর্বিধ প্রজা লইয়া

স্বর্গে গমন করেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা দাশরথিকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

যষ্টিতম অধ্যায়

ভগীরথের মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এই মহাত্মা ভাগীরথী-তীর কাঞ্চনরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভূত করিয়া হেমালঙ্কারভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। এই সমুদয় কন্যা রথাক্রুত; রথ-সমুদয় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী' শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব; প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণপ্রদানসময়ে গঙ্গা জনোব'-আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে ভগীরথের কন্যা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হয়েন এবং পুত্রের স্মার্য ভগীরথের পূর্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের উরুদেশে উপবেশন করেন, এই স্থান উর্ব্বশী-তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে স্বজয়! সূর্যাসদৃশ তেজঃসম্পন্ন গন্ধৰ্বগণ মধুরভাসী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই পাখা কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে ঋত্যানন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংস ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অমৃতভাতা ভগীরথকে পিতৃদেব বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞবিয় নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয়বস্ত্র প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে

সেই সেই স্থানে অৰ্ঘ্য-সমুদয় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে এই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মরীচিপারী' মহাবি মোক্ষ ও স্বর্গলভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্যের স্মার্য ব্রহ্মবিজ্ঞা ও কৰ্ম্মবিজ্ঞা-হুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

একযষ্টিতম অধ্যায়

বিখ্যাত দিলীপনৃপতি-কথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। এই মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থসম্পন্ন, পুত্রশালী অমৃত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বহুপূর্ণ বহুক্ষরা প্রদান করেন। উহার যজ্ঞে পথ-সমুদয় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই মহাত্মার যজ্ঞসময়ে ক্রীড়া করিয়াই যেন চ্যাল' প্রচ্যাল' ও হিরণ্য রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখান্ডব'-ভোজনে মত্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার রথচক্রদ্বয় কদাপি সলিলামধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুতক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাহারা দৃঢ়ত্বদ্বা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্যশালী, মহারাজ দিলীপকে দেখিয়া-ছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলায়ে স্বাধ্যায়ঘোষ', জ্যানিঘোষ এবং 'পান কর ও আহার কর', এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। তোমা অপেক্ষা সমধিক তপঃ,

১। স্ব্যাক্ষিগণমাত্র-পানকারী বলিয়া এইরূপ নাম হয়।

২-৩। যুগটক-যজ্ঞসমাপ্তিযুক্ত পণ্ডবৎস যুগ। যে যুগের মন্তকে মণির বস্ত্র হয়। ৪। মিল্লির মত ভ্রমটি মিষ্টব্যা।

৫। বেদধনি

১। সোশার হারে ভূষিত। ২। বিপুল জনসমাগম।

দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাশয় দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিবিবর্জিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

মহানয় কীর্তি মাক্ষাতার মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! যুবনাথের পুত্র, সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের বিজেতা, মহারাজ মাক্ষাতাকেও করাল কাশকবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় মাক্ষাতাকে তাঁহার পিতার গর্ভ হইতে নিক্শিপিত করেন। একদা মহারাজ যুবনাথ যুগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্তবান হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক পৃথদাভ্য' ভরণ করেন। ঐ পৃথদাভ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাথের গর্ভ হইল। ভিষকগণের অগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুবনাথকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ভ হইতে সুকুমার নবকুমার নিক্শিপিত করিয়া তাঁহার কোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেবসদৃশ তেজঃসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে?' তখন সুররাজ পুরন্দর কহিলেন, 'এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক।' সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার অঙ্গুলি-সমুদয় হইতে অমৃতময় তৃষ্ণ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুররাজ অনুগ্রহ করিয়া 'এই বালক মাক্ষাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক' বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরগণ যুবনাথ-তনয়ের নাম মাক্ষাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে যুত ও তৃষ্ণের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাথ-তনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মাক্ষাতা এইরূপে সুররাজের তঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্তপরিমিত ও মহাবলপ্রাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

১। অগ্নিতে আহুতির অন্তে প্রদত্ত প্রত্যাহতি।

হে স্বজয়! ধর্ম্মাশ্রয়, ধৃতিমান, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিহ্বেদ্রিয়, মহাবলশালী, যুবনাথ-তনয় মাক্ষাতা এক দিনে সমুদয় পৃথিবী পরাজিত করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধম্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও যুগ মাক্ষাতার কাশ্মুকবলে পরাজিত হইলেন। সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অন্তঃগমনস্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদয় অতাপি মাক্ষাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাশয় মাক্ষাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পশুপাগমলিসম্পন্ন 'স্ববর্ণাকরযুক্ত' দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য-সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুবাহু ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় এবং অন্নপর্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সুপুরুষ পক্ষ, দধিরূপ ফেন ও গুড়রূপ সলিলশালিনী মধুকীরবাহিনী নদী-সকল যুত-ভ্রমে গমনপূর্ব্বক অন্নপর্ব্বতসকল অবরোধ করিত। অসংখ্য দেব, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ পক্ষী এবং বহুসংখ্যক বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মাক্ষাতা অর্গব-মেথলা^১ বশুপূর্ণা বশুন্ধরা ব্রাহ্মণসং করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে দশদিক্ আবরণপূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাজিত লোকে গমন করেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাশয় মাক্ষাতাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদিবিবর্জিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।'

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

যযাতির মৃত্যুকথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! নহষতনয় যযাতিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাশয় শত শত রাজসূয়, সহস্র পুণ্ডরীক, শত

১। যে সকল মৎস্তের উলরে শোণা পাওয়া যায়, তাদৃশ।

২। সমুদ্রবৈষ্ণবী।

বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুর্মাস্ত, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অস্ত্রাশ্ব অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণদেবী স্নেহগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি-সমুদয় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাশ্বা দেবানুরের যুদ্ধলময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনীমণ্ডল চতুর্দা বিভাগপূর্বক চারি জন ঋষিকৃকে প্রদান, নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহাপাল দ্বিতীয় দেবরাজের জ্ঞায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদয় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্যবস্তুর উপভোগেও বিষয়বাসনার শাস্তি হইল না দেখিয়া স্বীয়পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্যাসমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বনগমনকালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, ভূমণ্ডলমধ্যে যাবতীয় জীবি, যব, হিরণ্য, পশু ও জী আছে, তৎসমুদয়ও যদি একজনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয়-বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শাস্তিপথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যথাতি এইরূপে সমুদয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাশ্বা যথাক্রমে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

অশ্বরীষের মৃত্যুবার্তা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! নাভাগতনয় মহাশ্বা অশ্বরীষকেও শমনসদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাশ্বা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্রযুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষাপরবশ হইয়া অশ্বিক-বাক্য প্রয়োগপূর্বক তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে

আসিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের হত, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। ইত্যাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবনরক্ষার্থ বর্ষ্ম-পরিত্যাগপূর্বক 'আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম,' এই বলিয়া অশ্বরীষের শরণাগত হইল।

এইরূপে মহাবীর অশ্বরীষ সেই সমুদয় ভূপতি-গণকে বশীভূত ও সমুদয় বশুকরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি পূজাগ্রহণানন্তর 'সুস্বাদু মোদক', পুরিক', পূপ', শঙ্কলী', করম্ব', পৃথুম্বদীক', সুপক সুপ', অন্ন, নৈমেষক', রাগখাণ্ডব'-পারক', বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তেয়, দধি এবং সুস্বাদু ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক লোক মত্তপান পাপজনক জানিয়াও সুখলাভবাসনায় যথাকালে সুরাপান করিয়া গীতবাচ্চ করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অশ্বরীষের স্তুতি-সংযুক্ত গাথা গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ধরাভলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদয় যজ্ঞে মহারাজ অশ্বরীষ দশ প্রযুক্ত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ হিরণ্য-কবচযুক্ত, শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত, হিরণ্যস্তম্বদনসমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদসম্পন্ন, কোষ-দণ্ড-সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজপুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহাশিগণ মহারাজ অশ্বরীষের যজ্ঞ-দর্শনে গ্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাশ্বা নাভাগ-নন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাশ্বা অশ্বরীষকেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বুধা শোক করিও না।'

১। নাদু। ২-৬। পৃথক পৃথক শিষ্টক। ৭। ডাইল তরকারী। ৮-১০। মিশ্র প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য।

পঞ্চমকিতম অধ্যায়

নৃপতি শশবিন্দুর মরণবার্তা।

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! মহারাজ শশবিন্দুও কালকবলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম স্রীমান্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে ভূপতির এক এক সহস্র তনয় উৎপন্ন হয়। রাজকুমারেরা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্যকবচধারী ও মহাধনুর্ধর ছিলেন। তাঁহার সকলেই বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও নিযুতসংখ্যক অশ্বাশ্ব প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদয় তনয় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাশ্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে স্বজয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপরিখ্যাত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যুগ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুরও যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যুগ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যুগ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্নপর্বত ও পানীয়-হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহুদিন রাজ্যভোগ ও প্রজাপালন করিয়া পরিশেষে অমরলোকে গমন করেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা শশবিন্দুকেও কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযান্ত্রিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।'

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায়

গয় নৃপতির গুণগানসহ যুত্ব্যসংবাদ

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! অমৃতরয়ার পুত্র গয়ও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাশিষ্ট ভক্ষণপূর্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, 'হে হুতভুক! আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্বী, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ-প্রভাবে বেদজ্ঞ হই, যেন স্বধর্ম্মে অবস্থানপূর্বক অশ্বের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধনলাভ ও শ্রদ্ধা-সহকারে অন্নদান করিতে পারি, বিপ্রগণকে প্রত্যাহ ধন দান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে, কেবল সর্বা ভার্য্যার গর্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়, আমার মন যেন ধর্ম্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে যেন কোন বিষয় না জন্মে।' ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য-শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদানপূর্বক অন্তহিত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদয় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মামুসারে অরতি-গণকে পরাজয়পূর্বক একশত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবমশ্রোতি^১, চাতুর্শ্রোতি প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরমশ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিক প্রদান করিলেন এবং সমুদয় নক্ষত্রে নক্ষত্র^২ দক্ষিণা প্রদান এবং সোম ও অগ্নিরার স্থায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের অনুষ্ঠানপূর্বক মণিরূপ কর্করসমবেত^৩ সুবর্ণময়ী পৃথিবী নিৰ্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্বভূতমনোহর বহুমূল্য সুবর্ণ-যুগ-সকল নিৰ্ম্মাণ হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদয় প্রকৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ ও অশ্বাশ্ব ব্যক্তিগণকে প্রদান

১। নূতন শত গৃহগত হইলেই যে যজ্ঞ করা হয়। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি ত্রৈমাসিক নবরাত্রাগমনে হইয়া থাকে; ইহার নামে নবরাত্রি। ২। নক্ষত্রবিশেষ বিহিত নান—যে নক্ষত্রে যে ব্রহ্ম দেয়, তাহা। ৩। মণিময় কীকরযুক্ত।

করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদ, নদী, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, একরূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।' ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়্বিংশতি যোজন আয়ত, চতুর্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি, মুক্তা ও হীরকে খচিত সুবর্ণময় বেদী নির্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণদিগকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্বত, অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্তিস্বরূপ অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরঃ অद्याপি বিद्यমান রহিয়াছে। ঐ কৌন্তিলয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে স্বজ্ঞয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধায়নাদি-রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অশ্রুতাপ করিও না।'

সপ্তযুক্তিতম অধ্যায়

রস্তিদেবের ভীবনান্তবর্ত্তা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজ্ঞয়! সঙ্কতি-ভনয় মহাত্মা রস্তিদেবকেও শমনসদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিব্যরাত্রি পকু অপকু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রস্তিদেব আয়োপাঙ্কিত অপখ্যাণ্ড খন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধন্যমুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞসময়ে পশুগণ স্বগ-লাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাহার অগ্নিহোত্র-যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্রুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মভতী নামে অद्याপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা

রস্তিদেব, 'তোমায় নিক প্রদান করিতেছি, তোমায় নিক প্রদান করিতেছি' বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিক দান করিয়াও, 'অত্ৰ অতি অল্প দান করা হইল' বলিয়া পুনরায় নিক-প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলতঃ তাহার স্থায় দাতা আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে চিরস্থায়ী মহাত্ম্যে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত-সমবেত সুবর্ণ-বৃষভ ও অষ্ট শত সুবর্ণ-নিক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা সমুদয় অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক*, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর*, শয়ন, আসন, বান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রস্তিদেবের সমুদয় জব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রস্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধিসন্দর্শনে বিম্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, 'মহাত্মা রস্তিদেবের যেরূপ সম্পত্তি, এরূপ সম্পত্তি অত্ৰ কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রস্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সঙ্কতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ* এক-বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্ধের মাংস* পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অত্ৰ তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অত্ৰ দিনের স্থায় পর্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহাত্মা রস্তিদেব তৎসমুদয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদয় অহিলষিত জব্য ভোপ করিতেন। হে স্বজ্ঞয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা রস্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি

১। কমণ্ডলু। ২। ঠাড়া। ৩। পাচকগণ। ৪। কবিগণ

ব্যবস্থাপূরক কলিঙ্গের জন্ত নিবেদন করিয়াছেন।

অব্যক্তিক অধ্যয়নাদিরহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর
অনুতাপ করিও না।'

অষ্টমস্তম অধ্যায়

দুঃস্বস্তনয় ভরতকথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! দুঃস্বস্তনয় ভরতকেও
কালকালে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাশয়
শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অস্তুরে তুচ্ছ কার্য্য করিয়াছিলেন।
তিনি হিমসর্ব্ব, নখদংষ্ট্রায়ুধ, মহাবল-পরাক্রান্ত
সিংহসমুদয়কে স্বীয় বাহুবলে নির্ব্বাণ করিয়া আকর্ষণ
ও বন্ধন করিতেন; ক্রুরস্বভাব উগ্রতর ব্যাঘ্রগণকে
দমনপূর্ব্বক বশীভূত করিতেন; মনঃশিলাসংযুক্ত,
ধাতুরাশিবিলাপ্ত, বিবিধ বাল ও হস্তিসমুদয়ের দংষ্ট্রা
গ্রহণপূর্ব্বক তাগাদিগকে বিমূখ ও শুকান্ত করিয়া
বশীভূত করিতেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত মহিষগণকে
আকর্ষণ, শত শত গবিত সিংহগণকে বলপূর্ব্বক
দমন ও স্বমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুদিগকে বন্ধন
ও দমনপূর্ব্বক প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত
করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুঃস্বস্তনয়ের সেই
ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া
আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহাকে
সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু-হিংসা
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মহাশয় ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে
তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও
শত রাজসূয় হুস্পন্দ করিয়া ত্বরিতপদে অগ্নিষ্টোম,
অতিরাত্র, উক্ধ্যা, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয়-
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে শকুন্তলানন্দন
ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে
প্রচুর ধনদানে পরিতুষ্ট করিতেন। ঐ সময় তিনি
মহর্ষি কথকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ-বিনিমিত্ত সহস্র পদ্ম প্রদান
করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রাদি
দেবগণ বিজগপসমভিবাগারে সমাগত হইয়া শত-
বায়মপরিমিত সুবর্ণময় ধূপ সমুচ্ছিত করিয়াছিলেন।
অদ্বীনচিন্ত, অরাতিনিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ-
চক্রবর্তী, মহাশয় ভরত মনোহর রত্নসমুদয়ে বিভূষিত,

বহুসংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ, উষ্ট্র, ছাগ, মেঘ এবং
অসংখ্য দাস, দাসী, ধন, ধান্ত, সৎসাদ্য পয়ষিণী খেজু,
গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত
সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে
স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও
দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান
সেই মহাশয় ভরতকেও কালক্রমে নিপতিত হইতে
হইয়াছে, অতএব তুমি অব্যক্তিক অধ্যয়নাদিশূন্য স্বীয়
পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।'

একোনসপ্ততম অধ্যায়

প্রখ্যাত নৃপ পৃথুর পুণ্যকথা

নারদ কহিলেন, 'হে স্বজয়! বেণরাজতনয় পৃথুও
কালক্রমে নিপতিত হইয়াছেন। মহাবিগ্ণ তাঁহার
রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া-
ছিলেন। মহাপ্রাণবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহুবল-
প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদয় বীরগণকে পরাজিত করেন।
তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছিল, এই
নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি
প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয়
ক্ষত্রিয়ই সার্থক করিয়াছিলেন। প্রজা-সকল পৃথুকে
নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, 'আমরা সকলেই ইঁহার
প্রতি অমুরক্ত হইয়াছি'; এই নিমিত্ত তিনি প্রজা-
গণের অনুরাগভাজন হইয়া 'রাজা' এই উপাধি প্রাপ্ত
হয়েন। তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে ভূমি-সকল কৃষ্ট না
হইয়াও অভাষ্ট ফল উৎপাদন করিত। খেজু-সকল
কামত্ববাৎ হইয়াছিল। কমল-সকল মধু-পরিপূর্ণ
থাকিত। কুশসমুদয় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল।
প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্ত-
রণে শয়ন করিত। তাহারাই কেহই নিরাশার থাকিত
না; সকলেই অমৃতকল স্বাহ ও মুহু ফলসকল আহা-
র করিত এবং সকলেই হোগশূন্য, সম্বলকাম ও নির্ভয়-
চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছামুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস
করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না।
প্রজাগণ হঠমনে সুখস্বপ্নে স্ব স্ব অভিজাত্যরূপে
কালযাপন করিত। যখন পৃথুরাজ সহজয়াত্যা

করিতেন, তৎকালে সলিলরাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্বতসকল তাঁহার গমনকালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথঞ্চল ভয় হইত না।

একদা সমুদয় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অশ্বর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথুঞ্জের সন্নিহানে গমন করিয়া কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা, এক্ষণে আমরা যন্দ্বারা নিরস্তর তুলিলাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদেরকে এইরূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।’

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে ‘তথাস্ত’ বলিয়া আজগব শরাসন^১ ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, ‘হে বহুঙ্করে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত অভিলষিত হৃদয় ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে অভিলাষামুসারে অন্নপ্রদান করিব।’ পৃথিবী কহিলেন, ‘মহারাজ! আপনি আমাকে হুঁহা বলিয়া জ্ঞান করিবেন।’ পৃথুরাজ ‘তথাস্ত’ বলিয়া দোহনের সমস্ত উত্তোগ করিলেন। তখন ভূতসমুদয় তাঁহাকে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাঙ্গে সমুখিত হইল। বৎসলা বহুঙ্করা বৎস, দোন্ধা ও পাত্র-লাভের অভিলাষে উখিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শালবৃক্ষ বৎস, বটবৃক্ষ দোন্ধা, ছিন্ন অঙ্গুর হৃদয় ও উচ্চর পাবত্র পাত্র হইল। পর্বতগণের দোহনসময়ে উদয় পর্বত বৎস, মহাগিরি স্তম্ভের দোন্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল হৃদয় ও পাত্র প্রস্তুতরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ দোন্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্ত্র-সকল হৃদয় হইল। তদনন্তর অশ্বরগণ আম-পাত্রের মত দোহন করিলেন, এই সময় দ্বিমুখী দোন্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্ত্র দোহন করিলেন। এই সময়ে স্বায়ত্ত্বব মূনি বৎস ও পৃথু দোন্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবুপাত্রে বিধ দোহন করিলেন। তৎকালে শ্বতরাঙ্গী দোন্ধা ও ভক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোন্ধা, ছন্দঃ পাত্র ও সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষেরা আমপাত্রের অন্তর্ধান^২ দোহন করিল। তৎকালে কুবের দোন্ধা ও

বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অঙ্গরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরূচি দোন্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রাজতপাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোন্ধা হইয়াছিলেন। হে ষিতানন্দন! বনস্পতি প্রভৃতি দোন্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত হৃদয় দোহন করিয়াছিলেন, এই সকল পাত্র ও বৎস অত্যাধি বিদ্যমান আছে।

প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদয় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা অশ্বমেধযজ্ঞে পৃথিবী সমুদয় বস্তুর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রদাণ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত সুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরস্ত্রে সমলঙ্কৃত সুবর্ণময়ী পৃথিবী নিষ্কাশন কারয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃষ্টি! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান; সেই পৃথু-নরপতিও কালকবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাচিত্তক ও অধ্যয়নাদিশূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করও না।’

সপ্ততিম অধ্যায়

পরশুরামকর্তৃক ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংস-কথা।

নারদ কহিলেন, ‘হে সৃষ্টি! বীরবর্গপরিপূজিত মহাবল-পরাক্রান্ত, যশস্বী, মহাতপা: পরশুরাম^১ও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীতে হুমময় উৎকৃষ্ট ত্রীলাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হয়েন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎস হরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত দুর্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সাহায্য করেন। তিনি স্বীয় শরাসনপ্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় অস্ত্র

১। মহাদেবের যক্ষ। ২। অন্তর্ধান বিভা—অন্ত হইবার শক্তি।

১। পরশুরাম সপ্ত চিরজীবীর অন্ততম। ইহাদের অবদান কাল এক পরিমিতকালে হইয়া থাকে।

চতুর্দশ সহস্র ব্রাহ্মণধেবী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সহায় করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মূল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উষ্মানে' সহস্র হৈয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধনিত ক্রোধে প্রাণীপ জামদগ্ন্য কর্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব, গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। 'হে ভৃগুন্মদন! হে রাম! ধাবমান হইয়া অগ্রসর হও', ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবারাত্র তিনি একান্ত ক্রোধসত্ত্ব হইয়া কান্দ্রীর, দরদ, কুস্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষসবহ, বীড়হোত্র, ত্রিগর্ত, মার্কিণ্ডাবত, শিবি ও অন্যান্য নানাদেশসমুদ্র সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ-সর্ব্ব, বজ্রজীবসমিভ' রথিরপ্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বণীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে শত শত যজ্ঞস্থাপন করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনলপরিমাণে সমুদ্রত, বিধানামুসারে সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ, পতাশতপরিমোচিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য পশুগণে পরিপূরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অখমেধ-যজ্ঞের অস্থাপনপূর্ব্বক এই পৃথিবী দহ্যশূন্য ও শিষ্টজল-সমূহ করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে স্ববর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম এককিংশতি-বার এই পৃথিবীকে নিক্ষেপিয়া করিয়া শত শত যাপ-যজ্ঞা'স্থাপনপূর্ব্বক সমুদয় ভূমণ্ডল বিপ্রসাং করেন। মহাপাঃ কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, 'হে রাম! তুমি আমার আদেশামুসারে এই পৃথিবী হইতে নির্গত হও।' তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপপূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করিয়া মহেশ্বরপূর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে স্বজয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও

দানসম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান, ভৃগুশূলকীন্তিবর্দ্ধন, মহাযশস্বী রামও যত্নামুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদিশূন্য অযান্ত্রিক পুত্রের নিমিত্ত আর অমুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ যত্নাশ্রিত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কালকালে নিপতিত হইবেন।'

একসপ্ততিতম অধ্যায়

স্বজয়ের মৃতপুত্রপ্রাপ্তি—শোকশান্তি

ব্যাসদেব কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! রাজা স্বজয় পুণ্যজনক, আয়ুষ্কর এই ষোড়শরাজিক' উপাখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক তৃপ্তিভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবধি নারদ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদয়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শ্রুতাপত্তির শ্রবণের স্থায় নিতান্ত নিফল হইয়া গেল?'

তখন স্বজয় কৃতজ্ঞলিপটে কহিলেন, 'হে তপোধন! পূর্ব্বতন যান্ত্রিক রাজবিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিষয় বস্তু আমার সমুদয় শোক দিনকরকরাপনারিত' অন্ধকারের স্থায় অপনীত হইয়াছে, আমি বিগতপাপ ও ব্যাধাশূন্য হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?' নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি ভাগ্যবলে বিগত-শোক হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি।' স্বজয় কহিলেন, 'ভগবন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাক্ষামিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অশুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অশুলভ হয় না।' তখন নারদ কহিলেন, 'মহারাজ! দশ্যগণ তোমার পুত্রকে বধা নিহত করিয়াছে; আমি তাহাকে প্রোক্ষিত পশুর স্থায় বোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।'

অনন্তর প্রসন্নচিত্ত দেবধি নারদের প্রভাবে রাজা স্বজয়ের সেই কুবেরতনয়-সদৃশ অকৃত পুত্র প্রাপ্ত হইল।

১। গলায় কাঁস লাগাইয়া। ২। লাল বাহুলী ফুলের মত।

৩। আভিভবল বজ্র, প্রভাবল বজ্র।

১। বোল জন রাজার। ২। স্বর্বাধিকার হ্রীকৃত।

হইল। স্বল্পয় পুত্রলাভে সাতিশয় শ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা-দান-সহকারে বহুবিধ যোগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই সুবর্ণস্ত্রীবা অকৃতকার্য্য, নিতান্ত ভীত, অশান্তিক ও অপত্যবিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হইয়েন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমহ্মা সৈন্তগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র-সহস্র শত্রুগণকে সমুপ্ত করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোক ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমহ্মারও সেই সমুদয় লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান লোকেরা পুণ্যকার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীর কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না, অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জুনযজ্ঞ অভিমহ্মাকে অত্যন্ত অপকৃষ্ট পাখিব স্মৃথ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধিবলে পবিত্রদর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জুনও অন্তর অভিমহ্মা সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমহ্মা দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মিপ্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চাস্ত্রমসী তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্তব্য নহে।

যুধিষ্ঠিরের শোকশাস্তি

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্তব্য; কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মজ্জলমাত্রা যত্নবান হইবেন। হর্ষ, অভিমান ও স্মৃথপ্রাপ্তির অভিলাষ করা বিধেয়; বুধগণ এইরূপ অবধান করিয়া কদাচ শোকাবুল হইয়েন না। ফলতঃ শোক শোকাবুলের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক অবগত

হইয়া উদ্ভিত ও যত্নবান হও; আর বৃথা শোকাবুল হইও না। তুমি যত্নের উৎপত্তি, অনুপম তপঃ ও সর্ব্বভূত-সমতা এবং সম্পত্তির অশ্বৈর্য্য ও স্বজ্ঞের মৃত পুত্রের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত্র প্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম।' এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডলসদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেশ্বত্রপ্রতিম, তেজস্বী, জ্ঞানোপাধিভবিত, পূর্ব্বতন ব্রহ্মপতিদিগের যজ্ঞ-সম্পত্তির বিষয় প্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু 'অর্জুনকে কি বলিব', এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।'

অভিমহ্মাবধপর্বাধায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

প্রতিজ্ঞাপর্বাধায়—অর্জুনের অন্তর শোকাবুল

সজয় কহিলেন, "মহারাজ। প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইল দিনকর অন্তগমন করিলেন, সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে এবং সৈন্তগণ স্বচ্ছাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেশন ধনঞ্জয় দিব্যাত্মকালে সংশ্লোকগণকে সংহারপূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া অশ্বিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশব! কেন অস্ত্র আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্থলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসর হইতেছে? ক্রেশজনক অমঙ্গলচিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারিদিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্ট-সূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুবৃন্দ! এই সমুদয় অমঙ্গলসূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্যসমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশলবিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।'

কৃষ্ণের অর্জুন-সাক্ষ্যনা

বাহুদেব কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! অমাত্য-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন; তুমি

দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর, তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।’

অনন্তর মহাবীর বাহুদেব ও অর্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণপূর্বক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় আকুল-হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, ‘হে জনাৰ্দ্দন! আজি মঙ্গলতীর্থাস্থান এবং দুন্দুভিনাদসহকৃত শব্দ ও পটহের শব্দ হইতেছে না, করতালসমবেত বীণাবাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তম্ভিতমুগ্ধ মনোহর মঙ্গলগীত-সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধগণ আমাকে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্বের স্থায় আমার নিকট স্ব স্ব অশুভিত কার্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজ আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানব! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধগণ সকলে কি কুশলে আছেন? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমম্ম্য ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্ত-বদনে কেন আমার প্রত্যাগমন করিল না?’

অভিমম্ম্য-অদর্শনে অর্জুনের সশোক আশঙ্কা

কৃষ্ণ ও বাহুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অমুগ্ধ ও বিচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্য়নায়মান ধনঞ্জয় শিবিরমধ্যে সমুদয় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু অভিমম্ম্যকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষম হইয়া কহিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে এবং তোমরা কেহই আমাকে অহিন্দন করিতেছ না, বৎস অভিমম্ম্য কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক অভিমম্ম্য বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহাকে ব্যূহ হইতে বিনির্গমনবিধয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা

মহাধর্মের সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল, লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্বতজাত সিংহসদৃশ, উপেক্ষোপম, মহাবীর অভিমম্ম্য কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল? কোন্ ব্যক্তি কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর শ্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয়পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, ভ্রমতি ও মাহাশ্যে বৃক্ষবীর মহাশ্য! কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমম্ম্য কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার প্রাণপ্রিয়, আমার নিরন্তর লালিত, শৌর্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যমলোকে অবলোকন করিব। যুদ্ধকুরুত-কেশান্ত, যুগশাবকাক্ষ, মত্তবারণ-বিক্রান্ত, শালপাত সদৃশ সমুদ্রত, মহাবীর অভিমম্ম্য সত্য সত্যি, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরুবাক্যের অঙ্গুগত, অমৎসর, মণ্ডোহর, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচায়-সারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্জন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতা-চরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অতুতপূর্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের স্থায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয়পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রহ্ম্য, কেশব ও আমার নিরন্তর শ্রীতিভাজন, রথিগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্ধগুণ অধিক, তরুণবয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, চক্ষু, সুন্দর জ ও সুন্দর ওষ্ঠ-সমন্বিত মুখচ্ছত্র নিরী-ক্ষণ, সেই তদ্রূপ শব্দের স্থায়, পুংস্কোফিলরবের স্থায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণদ্বন্দ্ব, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শাস্তি-লাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিমানদক্ষ, পিতৃগণের বাধ্য অম্বরক্ত অভিমম্ম্যকে না দেখিলে আমার হৃদয় কোনমতেই স্থির হইবে না।

সুভদ্রার, মহাশ-শয়নোচিত, মহাবীর অভিমম্ম্য অসংখ্য সহায়সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের স্থায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাজনাগণ কর্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশ্লিষ শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধকলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে।

পূর্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতিপাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবেশিত করিত, আজি স্বাপদগণ তাহার চতুর্দিকে বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম, এক্ষণে কাল এই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তোমাকে বলপূর্বক অপহরণ করিল। আজি গুণ্যবানগণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভাবপ্রাদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।’

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে, ধনজয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দনপূর্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অস্ত্র-মন্থা যস্তাতিশয়সহকারে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্যলাভার্থী হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ বর্জ্বক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুখোভাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ‘হা তাত! এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ কর’, এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভসত্ত্ব ও বাহুদেবের ভাগিনেয়, সে একরূপ আর্জুনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহাধনুর্ভর হইয়া কি প্রকারে বাহুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালকের উপর মর্ধ্যভেদী শরতাল নিক্ষেপ করিল। অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যাঙ্গমনপূর্বক আমাকে অভিনন্দন করিত, আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সরাঙ্গদনে শরান হইয়া নিপতিত

আদিভের স্রায় স্বীয় দেহপ্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে। সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে, সে সময়ে অপরাধু পুত্রকে নিহত শ্রবণপূর্বক শোকাবুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। হায়! অস্ত্র সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুকে না দেখিয়া আমাকে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্থ হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব? যদি বধুকে শোক-কর্ষিত-চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রাধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময়, সন্দেহ নাই।

আমি গর্ষিত ধর্ষরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি। বাহুদেবও বৈশ্রাণন্দন যুযুৎসুকে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, ‘হে অধাম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণসংহারপূর্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ, অচিরেই পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোকসময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা ত্রিভিপ্রফুল্ল চিত্তে সিংহের স্রায় গর্জন করিতেছ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপকর্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। অধর্মের ফল অতি সর্বদাই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।’ মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক অপসৃত হইয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমাকে কি নিমিত্ত জ্ঞাত করাও নাই? আমি ঐ বৃদ্ধান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।’

কৃষ্ণ কর্তৃক অভিমন্যুনিধনবার্তা জ্ঞাপন

মহাত্মা বাহুদেব ধনজয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ‘হে ধনজয়! এইরূপ হইও না; অপলায়ী শুরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাধু যুধ্যমান শুরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই

ভাৱাধিককে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্যকৰ্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদয় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্রগণকে সংহার করিয়া বীরজনাশক্তিকৃত যুত্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। পূৰ্ব্বতন ধৰ্ম্মসংস্থাপকগণ যুদ্ধ-মৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধৰ্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোকসমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, মুহুৰ্দপণ সকলই দানমনা হইয়াছেন, তুমি শাস্ত-বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয়ে তোমার শোক করা নিতান্ত অমুচিত হইতেছে।'

অৰ্জুনের অভিমন্যু-সমরক্রম শ্রবণেচ্ছ।

মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্রুতকৰ্ম্মা বাহুদেব কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া শোককষিত ভ্রাতৃগণকে কাহলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীৰ্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরিগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবার-গণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতান্ত্র ও শত্রুপাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন? হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অস্ত্রায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল? কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই; অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুৰ্বল, ভীক ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ষ্ম, শত্রু ও আত্ম-সকল কি কৃষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভামধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত?'

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রু-পূৰ্ণমুখে ধনু ও খড়গহস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের স্থায় মুহুৰ্দপুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাহুদেব ব্যতীত আর কোন মুহুৰ্দপুঃ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুইজন সকল অবস্থান্তেই অৰ্জুনের অমুকুল ছিলেন এবং অৰ্জুন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুত্রশোকান্বিত-রাজীবলোচন ক্রোধসন্তপ্তচিত্ত অৰ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কর্তৃক অভিমন্যুর নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন

'হে মহাবাহো! তুমি সংশ্লুক-সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংযুহিত^১ করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ ও সৈন্য প্রতিবাহিত^২ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুত্তত হইলাম। বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আমাকে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়িত করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পরিলাম না। তখন অপ্রতিমবীৰ্য্য-সম্পন্ন সুভদ্রাকুমাংকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীৰ্য্যবান অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের স্তায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণ-সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাহার অধুগমন করিলাম এবং সে যেরূপে সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের

বরদানপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবাসিত করিল। তখন মহাবীর জ্যোৎস্না, কৃপা, কর্ণ, অশ্বখামা, কোশলরাজ বৃহৎ ও কৃতবর্ণা এই ছয় জন রথী গেষ্টে অসহায় বালককে বেষ্টিত করিলেন। মহাবীর অভিমত সাধ্যানুসারে বস্ত্র করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমনপূর্বক স্বয়ং সংশোধন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অভিমত প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ, নয় শত হস্তী দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলঙ্কিত বহুবীর ও রাজা বৃহৎলকে সংহারপূর্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিল। হে ধনজয়! আমাদের এই শোকজনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।'

জয়দ্রথ-বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া 'হা পুত্র!' বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ধরাভালে নিপতিত হইলেন। সকলে বিগল্লবদন হইয়া অর্জুনকে বেটনপূর্বক অনিমিষ-নয়নে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞালাভপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অরুণস্তের স্থায় কম্পিত হইয়া মুহূর্ত্তঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে করে নিশীড়ন ও উল্লসের স্থায় দৃষ্টিপাতপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে সোধাধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্যাণ আমার শরে সে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌমন্ত্র বিশ্বস্ত হইয়া চূর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমত্যাধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাহাকে সংহার করিব। জ্যোৎস্না হউন, আর কৃপাই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আত্মসমর্পিত হইতে হইবে। হে পুরুষোত্তমগণ! আমি বাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার

পুণালক লোক-সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহত্যা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা^১, গচ্ছিত যনের অপহারক, বিশ্বাসঘাতী, ভুক্তপূর্বা দ্রৌণ নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-পায়নভোজী^২, বৃথা-যবার-ভোজী, বৃথা-শাকভোজী বৃথা-শিলাভোজী, বৃথা-পিষ্টকভোজী, বৃথা-মাংসভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রাণসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরু অবমত্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্মা, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নয় হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং যে নীচশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুসৃত ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পুজনীয় প্রতিবেশকে^৩ আক্রমণ দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, যে ব্যক্তি মত্ত পান করে, যে মর্যাদা ভেদ করে, বৃষলী^৪-গমন করে, যে ব্যক্তি কৃত্তর এবং ভ্রাতৃনিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্যাণ জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ দলে যে সকল অধাশ্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধাশ্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না, আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অগ্নি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কল্যাণ পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অন্তগত হইয়েন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্জ্বলিত ছত্ৰাশনে প্রবিষ্ট হইব। অশ্বর, হর, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, পিড়লোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি,

১। নিন্দাকারী। ২। সেবোদ্দেশ্যে অনিবেদিত। ৩। প্রতিবেশকে। ৪। দ্রাবিড়।

দেবর্ষি এবং স্বাবরজঙ্গমাস্বক অশ্রান্ত প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অভিমম্ব্যর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শরশত দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।'

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব-শরাশন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জুন এইরূপ প্রীতিজ্ঞা করিলে বামদেব পাঞ্চজন্ম শঙ্খের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্ম-শঙ্খ কেশবের মুখ-বায়তে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিট্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল, পাতাল, আকাশ ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাহুধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাহুভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

জয়দ্রথের ভাতি—দ্রোণাচার্য্যের অভয়দান

চরণ জয়লোগুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থানপূর্বক নিতান্ত হুঃখিত, বিমুগ্ধচিত্ত ও শোক-সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করিয়া ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্বদ্ধি ধনঞ্জয় আমাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমাকে রক্ষা করুন। পার্থ আমাকে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমাকে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাস্কীক ও দুঃশালন প্রভৃতি বীরগণ যম-নিপীড়িত ব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জুন একাকী আমাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না যদার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল

একত্র হইয়াও আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি; মুমূর্ষু প্রায় আমার গাত্র অবসর হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধ্বা আমাকে বধ করিতে প্রীতিজ্ঞা করিয়াছে; সেই নিমিত্ত পাণ্ডব-গণ শোককালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভূজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জুনের প্রীতিজ্ঞা অন্তথা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব হে ভূপতিগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অহুজ্ঞা করুন, আমি পলায়নপূর্বক লুকায়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দশন প্রাপ্ত হইবে না।'

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্যসাধনতৎপর রাজা দুর্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, 'সিকুরাজ! ভীত হইও না; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিশ্বতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দর্শ বৃষসেন, পুরুষিত্ত, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদগিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশালন, সুবাহু, উদাত্তাযুধ কলিঙ্গ, অবস্তি-দেশীয় বিন্দ ও অম্বুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অশ্রাশ্র অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সৈঙ্গে তোমার চতুর্দিকে গমন করিব। তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথিঃশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্য-শালী; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।'

হে রাজন! সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শরনিপাতন, লঘু ও দৃঢ়বেধনে অর্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি, বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জুন ও আমার যুদ্ধবিভাগর তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অমুগ্রহ করিয়া অর্জুনের ও আমার যথার্থ বিত্তা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অৰ্জুনের গুরুপদেশ সমান; কিন্তু অৰ্জুন যোগ ও দৃশ্যবস্থান-নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমাঞ্চে অৰ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমাঞ্চে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মনুষ্যরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উদ্বীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালনপূর্বক পিতৃপতামহপথে অমুগমন কর। তুমি যথাবিধি বোধাধ্যয়ন, তোম ও যজ্ঞাস্থান করিয়াছ, অতএব মুহূর্ত্তা তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অৰ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মৃত মনুষ্যগণের দুর্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভূজ বীৰ্য্যাজিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক-সকল লাভ করিবে। কোরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি, অশ্বখামা ও অশ্বাত্থ মনুষ্যগণ সকলেই অচির-স্থায়ী। আমরা সকলেই বলবান্ কাল কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কৰ্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! উপস্থিগণ উপস্থ্য করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হইয়ন, ক্ষত্রিয়-বীরগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অমুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।’

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক এই-রূপ আশ্বাসিত হইয়া অৰ্জুনের ভয় পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন সমুদয় কোরবসৈন্য ছষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।’

পঞ্চসপ্ততম অধ্যায়

অৰ্জুনের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাহুবল ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মঙ্গলা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতিক্রমে ‘জয়দ্রথকে বধ করিব’ বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কৰ্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিবম ভার উপস্থিত হইয়াছে,

ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দ্রুপদ্যোধনের শিবিরে চরণগঞ্চে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এই তাহার দ্বার্য্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্বপ্নাকায় বাদিত্রনাদসহকৃত স্তমহান্ সিংহনাদ কোরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবারূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমুখ্যবধ-শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশতঃ রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই, এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কোরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ-সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাহুত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যতঃ কোরবগণ এইরূপে যত্নপূর্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথবধের সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণগোচর হইল। দ্রুপদ্যো-ধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র হৃগের স্থায় ভীত ও দুর্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমনপূর্বক সমুদয় কল্যাণকর কার্যের মঙ্গলা করিয়া রাজ-সমাজে দ্রুপদ্যোধনকে কহিলেন, ‘হে কুরু-নন্দন! ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্রহন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রূপ বা রাক্ষসগণ সব্যাসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অশ্বত্থা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনাদের সংগ্রামে আমাকে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনাদের সংগ্রামে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অমুজ্জা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।’

কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধন জয়দ্রথের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্শিরাঃ’ ও বিমনা-মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দ্রুপদ্যোধনকে কাতর দেখিয়া মুহূর্ত্তেরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাজন! মহাযুদ্ধে অস্ত্র ধারা অৰ্জুনের অস্ত্র-সকল প্রতিহত করিতে পারে,

আমাদের মধ্যে এমন ধর্মুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জুন বাহুদেবের সাহায্যে গাভীর্ব-ধর্মু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না। গুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্বে হিমালয়-পর্বতে পাদচাের মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে এক-রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাহুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবন-ত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্ত আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমাকে পলায়নে অমুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্ঘ্যশালী মহাত্মা জ্যোত্স্বর্গের সহিত আমাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।'

হে অর্জুন! রাজা দুর্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাঁহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সত্ৰপায়-সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সম্বিষ্ট হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিজ্রবা, অশ্বপামা, দুর্য্যয় বৃষসেন, কৃপ ও শল্য এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর জ্যোত্স্বর্গ এক দুর্ভেদ্য বৃহৎ রচনা করিবেন, উহার পূর্বদিক্ শকট ও পশ্চাদিক্ পাদ্যের ত্রায় হইবে। পাদ্যের মধ্যস্থলে সূচীনায়ে গুঢ়-বৃহৎ নির্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী-বৃহৎের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্শ্ব! উল্লিখিত ছয় রথী ধর্মু, অস্ত্র, বল, বীর্ঘ্য ও ঔরস-প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়।' এই ছয় জনকে পরাজিত না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর, তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আশ্রয়িত ও কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সূক্ষ্মদৃগণের সহিত পুনরায় নীতি-মন্ত্রণা করা আমাদের কর্তব্য।'

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাবিধয়ে অর্জুনের দৃঢ়তা।

অর্জুন কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি দুর্যোধন-ধনের ছয় জন রথীকে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ

করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্ধভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে, আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন ও সিদ্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব; জ্যোত্স্বর্গ চার্য্য তদর্শনে স্বগণসমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদয় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্‌পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য্য প্রাণী ও অসংখ্য স্থাবর-জঙ্গমগণ সিদ্ধুরাজের পরিত্রাতা হইয়ন, তথাপি কালি তুমি তাহাকে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মহাধর্মুর্দ্ধর জ্যোত্স্বর্গ সেই পাপাত্মা দুর্য্যয় জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহাকেই আক্রমণ করিব। দুর্য্যয় দুর্যোধন জ্যোত্স্বর্গের উপরেই এই সংগ্রামের জয়-পরাজয় নির্ভব করিয়াছে; অতএব আমি জ্যোত্স্বর্গেরই সেনাগ্র-ভাগ ভেদ করিয়া সিদ্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধর্মুর্দ্ধরগণ বজ্র-বিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সমূহের ত্রায় আমার স্ত্রীজ্ঞ নারাতনিয়ে বিদৌর্ঘ্যমান হইতেছে এবং মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ-সমুদয় নিশিত শরসম্পাতে বিদৌর্ঘ্য-কলেবর ও নিপ-তিত হইয়া শোণিতধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাভীর্ব-নিষ্কপ্ত মনোমাক্রুতগামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎ-সমুদয় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, বাহারা সিদ্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র-সমুদয় আমার ত্রক্ষ-অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগছেদিত নরপতিগণের মস্তক-সমূহে ধরা-মণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সূক্ষ্মদৃগণকে আনন্দিত ও সিদ্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী, অনা-দ্রীয়, পাপদেশ-সমুৎপন্ন সিদ্ধুরাজ আমা কর্তৃক নিহত হইয়া আদ্রীয়গণকে শোকাবুল করিবে। কালি পাপাচার-পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদয় রাজার সহিত শরনিকরে বিদৌর্ঘ্য দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতো

আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সূন্য ধ্বংস আর কেহই নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবে। পাণ্ডীর ধনুঃ, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজ্ঞেয় আর কি আছে? তে ভগবন! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অগ্রাণ্য নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমাকে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহুবলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপে সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে; আমি কখনই পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতিনিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, ‘হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাত্ত্বিক উত্তম সহকারে তাহার চেষ্টা করিও’।”

সপ্তসপ্ততম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুভদ্রাকে সান্ত্বনাপ্রদান

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শোকহুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রামুখ অশুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভূজ-স্বের স্থায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্ৰোধ জানিয়া, না জানি কি হৃৎটনা ঘটবে, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুদ্ধ, অমল্লস্বচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবচ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনামেঘে বজ্রা-ঘাত, নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর-সকল ফুক হইল; নদী-সকল প্রতিকূলশ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যমরাজ্য-সংবর্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মহুশ্য ও মাতঙ্গগণের

ওষ্ঠাধর ক্ষুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন-সকল মল-মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্তগণ এই সমস্ত লোম-হর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, ‘কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে এবং আমার পুত্রবধু ও তাঁহার বয়স্কা-গণকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।’

তখন নিতান্ত দুঃখান্বিত বাসুদেব অর্জুনের গৃহে গমনপূর্বক পুত্রশোকাকুল ভগিনীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, ‘সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত সুখার’ সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণিকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সংকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপ প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহা-রথ, ধীর, পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্য-ক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত, সর্বকামপ্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করি-য়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমা-রের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করি-য়াছে। হে বরারোহ! পাপাত্মা শিশুঘাতক সিদ্ধুরাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই গর্বে প্রতিকূল প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্যাগ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণ-গোচর হইবে যে, সিদ্ধুরাজের মন্তক সমস্তপক্ষের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরি-ত্যাগ কর, রোদন করিও না। শত্রুজীবীগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্রোধধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশালবক্ষা, মহাবাহু, সমরে অপরাধু রথিগণের নিহস্তা, পিতৃ-মাতৃগণের অম্লগত, বীৰ্যবান, শৌর্য-শালী, মহারথ অভিমত্য় সহস্র শত্ৰুকে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে, অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রীতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সফল হইবে, কদাচ অশুভ হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিফল হয় নাই। যদি সমুদয় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রে গত সিদ্ধুরাজের সহিত মিলিত হয়েন, তথাপি সিদ্ধুরাজ তাহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।”

অষ্টমপুঁতিতম অধ্যায়

সুভদ্রার বিলাপ

সঞ্জয় কহিলেন “মহারাজ! পুত্রশোকান্বিতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ‘হা বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধনপ্রাপ্ত হইলে? আমি কি করিয়া তোমার ইন্দী-বরশ্যাম, সুদর্শন, চাক্রলোচন মুখমণ্ডল রণরেণু* সমা-চ্ছন্ন অবলোকন করিব? হে সমরোপরাধু মহাবীর! আজি তুমি সমরাস্থানে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমাকে ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের স্থায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমত্য় বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমিতে শয়ান রহিয়াছে? যে মহাভূজ বীর পূর্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে? সূত, মাগধ ও বন্দিগণ হুগু হইয়া যাহাকে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণরবে চীৎকার করিতেছে। হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমাকে অনাথের স্থায় সংহার করিল? হে পুত্র! তোমাকে দর্শন করিয়া এই মন্দভাগিনীর নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন

নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমনভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী, মনোহর কেশকলাপ-সম্পন্ন, চাক্র-বাক্যযুক্ত, যুগন্ধ ও ত্রণশূণ্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে? ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অশ্বাশ্ব ধর্মুজরগণের বলে ষিক! বৃষ্ণিবীরগণের বীরবে ষিক! পাঞ্চাল-গণের সামর্থ্যে ষিক! এবং ঠেকেক, চৌদি, মৎস্ত ও পাঞ্চালগণকে ষিক! তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহার। তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমত্য়ের অদর্শনে সমুদয় পৃথিবী শূন্যের স্থায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাহুবলবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ, তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব? হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের স্থায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে। হায়! এখন জ্ঞানিলাম, মনুষ্যগণের সমুদয় জীবাই জলবুদ্বদের স্থায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভাষা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতরা হইয়াছে, আমি কি প্রকারে ইহাকে সাম্বনা করিব? বৎস! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমাকে ফলকালে* পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। এখন তুমি কেশবসনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের স্থায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃত্য হের গতি প্রাক্কণগণেরও নিতান্ত দুঃখের সন্দেহ নাই। হে বৎস! যোগীন্দ্র, দানবীন্দ্র, ব্রাহ্মণ, কৃত্যাত্মা, ব্রহ্মচারী, পুণ্যার্থীবাগাহী, কৃতজ্ঞ, বদাশ্ব গুরুশ্রবানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাধু বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থ দান, উপকরণ সম্পন্ন অভিমত্য় গৃহ দান, শরণ্য* ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দশদ্বারকে দণ্ড প্রদান করেন, তাহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। সংশিতব্রত* মুনিগণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নীপরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত

১। করিতে ইচ্ছুক—অভিলাষিত। ২। যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলি-সম্ভব্যাপ্ত।

১। ফলপ্রসন্ন কালে অর্থাৎ পৌষমুখ প্রদর্শন কালে অথবা আমাব পরিচর্যার সময়। ২। শরণাগত। ৩। যত্নব্রত—নিরমপরাধ।

হয়েন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপাল-
গণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্য-
বানেরা পুণ্যের মুরগণ দ্বারা যে সনাতন গতি
লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা
দীনগণের প্রতি অমূল্য প্রদর্শন করেন, যাঁহারা
সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান,
ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথি-
গণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হইয়ে না, যাঁহারা নিতান্ত
ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার
বৈধা রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্বদা মাতাপিতার সেবায়
নিরত থাকেন এবং আপনাদের পত্নীতে নিরত হন,
যে মনোবিগণ পরদারপরাশ্রয় হইয়া ঋতুকালে স্বীয়
ভাৰ্য্যা গমন করেন, যাঁহারা গতমংসের হইয়া সর্ব-
ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হইয়ে, যাঁহারা অশ্বের মর্দগীড়া
প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হইয়ে এবং
যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দস্ত, মিথ্যা ও পরপীড়ন
পরিভোগ করেন, তুমি তাঁহাদের গতি লাভ কর।
হীমান, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেজয়ী সাধুগণের
যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীনা ও শোকাকুলা হইয়া এইরূপ বিলাপ
করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরাকে
সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন।
তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে
সান্ত্বনয় রোদন ও বিলাপ করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া
সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাভালে নিপতিত হইলেন।
বাহুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়া, রোদন-
শীলা, মর্দ্যাবিক্রা, কস্পিতকলেবরা ভগিনীর গাত্রে জল-
সেচন ও তাঁহাকে সমুচিত হিতবাচ্যে আশ্বাস প্রদান
করিয়া কহিলেন, ‘সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর
শোক করিও না। পাঞ্চালি! উত্তরাকে আশ্বাস
প্রদান কর; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের
উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার
এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ
করিয়াছেন, আমাদিগের কুলহাত পুরুষগণ সকলেই
সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র
একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও আমাদের
সুহৃদগণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন
করিতেছি।’

মহাবাহু বাহুদেব, ভগিনী, ভ্রোণদী ও উত্তরাকে
এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমনপূর্বক
ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন; তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে
গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপায়বিধান

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ! তখন বাহুদেব
ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক-
স্পর্শপূর্বক স্নানক্ষণসম্পন্ন হুত্তিলে বৈদূর্য্যগ্নিত
কুশ-সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল-শয্যা বিস্তৃত করিয়া
সমুচিত বিধানানুসারে মঙ্গলমাল্য, লাজ ও গন্ধ
দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত্ত
করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাজি-
কর্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক-বলি সম্পাদন করিল। তখন
ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীতিতে গন্ধ-মাল্য দ্বারা
বাহুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজ্যের সমুচিত উপহার
প্রদান করিলেন। বাহুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া
অর্জুনকে কহিলেন, ‘অর্জুন! তোমার কল্যাণ
হউক, তুমি শয়ন কর, আমি চলিলাম।’

অর্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এই
কথা বলিয়া দ্বারদেশে গৃহীতাস্থ রক্ষকগণকে নিযুক্ত
করিয়া দারুকসমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট
হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্তব্য চিন্তা করিয়া শুভ্র
শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত
যোগাবলম্বনপূর্বক তেজোহ্রাস্তিবিবর্দ্ধন শোকহঃখাপহ
উপায়বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে
কেহই নিদ্রিত হইয়ে নাই, সকলেই জাগরিত
থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাত্মা
গান্ধীবধা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিদ্ধু-
রাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা
কি প্রকারে সফল করিবেন? তিনি অতি দুঃখের বিষয়ে
অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য
বীর নহেন। বিশেষতঃ দুঃখোদন তাঁহাকে অসংখ্য
সৈন্য ও মহাবলপরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান
করিয়াছেন। বাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জুন

পুঞ্জশোকাধিকার হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিদ্ধরাজ ও অস্ত্রাশ্রয় অতিগণকে সংহারপূর্বক তাহা হইতে উত্তরণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়ত্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হত্যাশনে প্রবিষ্ট হইবেন; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? যদি আমরা কোন সংকল্পের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সবাসাচী অরাতিগণকে জয় করুন।' পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এইরূপ জয়বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন :

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনীমধ্যেই ভাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্বক দারুককে কহিলেন, 'দারুক! অর্জুন পুঞ্জ-বিয়োগে কাতর হইয়া 'কালি জয়ত্রথকে সংহার করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্যোধন পার্থের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে যাহাতে জয়ত্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্বাঙ্গবেত্তা সপুত্র জ্যোৎস্না জয়ত্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। জ্যোৎস্না যাহাকে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অধিতায় বীর ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্যাস্তের পূর্বে জয়ত্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জুন আপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্তমাত্রও অর্জুন-শৃঙ্খল পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না, ফলতঃ ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয়লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাপাশ-সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও দুর্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বলবিদ্বেষ নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরবসৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও

নিপাতিত করিব। কালি, দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সবাসাচীর কিরূপ যুদ্ধং। যে ব্যক্তি অর্জুনের ঘেষ করে, সে আমার ঘেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলতঃ তুমি অর্জুনকে আমার শরীরার্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমাকে পূর্বের দ্বায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সজ্জিত করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথমধ্যে ছত্র, দিব্য কোমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনুঃ, শর প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভা, বৈদ্যশালী গুরুডের ধ্বজ-স্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাস্তসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বিশ্বকর্্ম্মবিরচিত, দিব্য কাঞ্চনজালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযোজনপূর্বক স্বয়ং কবচধারী' হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভরাগ-পরিপূর্ণিত পাঞ্চজন্ম-শব্দের ভৈরব রব শ্রবণমাত্র সত্বর আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এত দিনের পিতৃশত্রুয়ের ক্রোধ ও দুঃখ-সমুদয় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ম্মরাত্রীগণের সমক্ষে জয়ত্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। হে সারথি! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিকে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে।'

দারুক কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম! আপনি যাহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জুনের জয়লাভের নিমিত্তই বিভাগী যুগপ্রভাত হইল।'

অশীতিতম অধ্যায়

অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট গমন

সজ্জয় কহিলেন, 'মহারাজ! এ দিকে অচিন্ত-বিদ্বেষ ধনঞ্জয় আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের চিন্তা

ও বাসদত্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া নিম্নাগত হইলে মহাতেজা বাহুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাশ্রা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেমবশতঃ কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যাখ্যান করিয়া বাহুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাহুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'পার্থ! কাল অতি দ্রুত, কাল সকল ভূতকেই অবশুস্তাবো বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিব্রল হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিবাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়, শোকে কার্য্যনাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্যকর্তব্য।'

অপরাজিত অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাশ্রা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধর্মান্তরগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞাবিঘাতার্থে সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাশ্রা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দ্রুত সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত্ত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ এক্ষণে দক্ষিণায়ন, দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? এক্ষণে আমার দুঃখপ্রতীকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তিত হইতেছে।'

বাহুদেব ধনঞ্জয়ের শোক-হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধসাধনার্থে জলস্পর্শ করিয়া পূর্বাভিমুখে অবস্থানপূর্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদয় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাপপত অশ্রু তোমার স্মৃতিপথাকৃত থাকে, তাহা

হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাকে, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশুই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।'

মহাশ্রা অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশনপূর্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভলক্ষণ ব্রাহ্মমূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগনমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিন্ধুচারণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান পর্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তরদিকে খেতপর্বত, কুবেরের বিহারপ্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজলসম্পন্ন সরোবর এবং পুষ্পফলসন্ধানী ভ্রমরাজি-বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ যুগপৎ পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রমসম্পন্ন, মনোহর বিহগসমূহে উপশোভিত, স্ফটিকসদৃশ অগাধ জলপরিপূর্ণ নদী-শ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিম্বরগীতধ্বনিত, হেমরোপ্যময় শুল্ক সুশোভিত, কুমুদিত মন্দারবৃক্ষে সুবাসিত, নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত, মন্দরপর্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন পদার্থ-সকল অবলোকনপূর্বক স্তম্ভিত অজ্ঞানরাশিসম্মিত কাল-পর্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতৃণ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্বাতিবন, পবিত্র অশ্বশিরস্থান, আধর্করণের স্থান, বৃষভগণ পর্বত, অপ্সরা ও কিম্বরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগরসমূহে শোভিত, চন্দ্রশ্মির স্রাব প্রভাসম্পন্ন, পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর, অদ্ভুতাকার সমুদ্রসকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটনপূর্বক বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির স্রাব দীপ্তিমান এক পর্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্বতের শিখরদেশে গমনপূর্বক দেখিলেন, মহাশ্রা বৃষভধ্বজ তথায় তপস্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার একপাশে ভেজ, বোধ হয়, সহস্র সূর্য্য একত্র দৌলীপ্যমান হইতেছে।

তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা, পরিধান বদল ও অজিন এবং শরীরে বেষ্টবর্ণ ও সহস্রলোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্শ্বভী ও ভাষর ভূতগণ অধ্বান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাজ, কখন শব্দ, কখন হাস্ত, কখন নৃত্য, কখন হস্তপদাদির আশ্ফালন, কখন আশ্ফাটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র পঙ্কে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিপণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাশ্রা বাহুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণপূর্বক পার্শ্বের সহিত ক্রিতিভলে মস্তকাধনমন করিলেন। যে মহাশ্রা সকল-লোকের আদি, অজ্ঞান^১ ঈশান, অধ্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু-স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব, দানব, যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞাপ্রদায়ক, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠা এবং বীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয়স্থান, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাহাকে প্রাপ্ত করেন এবং সংহারকালে যাহার কোপের উদয় হয়, বাহুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলেন; অর্জুনও তাঁহাকে সকল ভূতের আদি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়াভ্যুৎ: অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণস্বরূপ, আত্মস্বরূপ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্তবদনে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, ‘হে নরোত্তম বীরত্ব! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর, যে কার্যের অমুরোখে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা সম্পাদন করিব। তোমরা ‘আগনাদেশ’ কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।’

মহাদেবের স্তব

মহামতি বাহুদেব ও অর্জুন মহাশ্রা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যাগমন ও অজলিবন্ধনপূর্বক দিব্য-বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন:—‘হে

দেব! তুমি ভব, সর্ব, রুদ্র, বরুণ, পদ্মপতি, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শাস্ত্র, ঈশান ও মথুর^২; তুমি অন্ধকবাতি, কাটিকেরের পিতা, নীলগ্রীব ও মেধা; তুমি পিনাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাধিত; তুমি নিত্য, নীল, শিখণ্ডী, শূলধারী, দিব্যচক্ষু, হর্ষা, পিতা, জিনেত্র ও বহুরেতা; তুমি অচিন্ত্য অস্থিকানাথ, সর্বদেবস্বত্ব, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিলমধ্যস্থ ভপন্থী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিখ্যাতা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু ও বেদমুখ, তুমি শর্ক, শঙ্কর ও শিব; তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্রভূজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যকর্ম্মা; তুমি সংহর্ষা, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যকবচ ও ভক্তাঙ্কুশম্পী; তোমাকে নমস্কার। প্রভো! আমাদের গণ বাহু পরিপূর্ণ কর।’

হে মহারাজ! বাহুদেব ও অর্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।”

একাদশীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের অস্ত্রলাভ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! তখন মহাশ্রা ধনঞ্জয় কৃতাজলিপুটে প্রসন্নমনে উৎফুল্লনয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক তাঁহার নিকটে বাহুদেবনিবেদিত স্বকৃত নিশাই নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাহুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, ‘হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।’

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সন্মিতবদনে তাঁহাকে ও বাহুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ‘হে পুরুষোত্তমত্বয়। আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি, তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে,

সেই সরসীতে দিব্য ধুমুঃ ও শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে স্তুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধুমুর্বাণ আনয়ন কর।'

তখন নর ও নারায়ণ 'তথাস্ত' বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ-সমভিব্যাহারে শত শত বিন্ময়কর দিব্য-পদার্থ-সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্বার্থ-সাধক, সূর্য্য-মণ্ডল-সন্নিভ সেই স্ববস্ত্রধর-নির্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভাস্তরে দুইটি ভূজ্ঞ তাঁহা-দিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টি সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির স্থায় ভেজস্বী। উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল-শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বামুদেব জল-স্পর্শপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে পরমযত্ন-সহকারে মহা-দেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শতরুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগদ্বয়কে নমস্কার করিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভূজদ্বয় ভগবান রুদ্রের মাহাত্ম্যে নাগরূপ পরিভ্যাগপূর্ব্বক শক্রনাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বামুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্বর্ণনে প্রীত হইয়া সেই প্রভাসম্পন্ন শর ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আনয়ন ও মহাদেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিজ্জলাক্ষ, ধুমলবর্ণ, তপস্তার আধার এক মহাবল-পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধুমুঃ গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ-জন্ডা প্রসারণ ও বামপদ স্কেচপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর-সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিহ্ন্যবিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মোকর্ষী আকর্ষণ, ধুমুর্ধারণ ও পাদসংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ-নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন বলবান প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিভ্যাগ করিলেন। 'স্মৃতিমান অর্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি পূর্ব্বে অরণ্যানীমধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বর এবং উহার সদর্শন সফল হউক।' মহাদেব অর্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে ভীষণ পাণ্ডপত-অস্ত্র সমর্পণপূর্ব্বক 'প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও' বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্ধ্ব ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাণ্ডপত-অস্ত্র লাভ

করিয়া পুলকিত হইয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জুন ও বামুদেব উভয়ে দ্রষ্টান্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্বাবন-বধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাহরনিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।'

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের প্রসাধনক্রিয়া

সজয় কহিলেন, 'মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতি-বাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিষ্মনিক^১, মাগধ, মাধুপকিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তবপাঠ, নর্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতিযুক্ত মধুর সঙ্গীত এবং সুনিপুণ, সুশিক্ষিত, দ্রষ্টব্যভাব বাস্তবরূপ যুদজ, বাকর, ভেরী, পণব, আনক, গৌমুখ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাস্তব বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যা শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষসদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া পাত্ৰোপান-পূর্ব্বক অবশ্যকর্তব্য কার্য্যাসুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত, শ্বেতাশ্রধারী, তরুণ-বয়স্ক, অষ্টাধিকশত স্নাপক^২ পরিপূর্ণ কাঞ্চনকুন্ত-সমুদয় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নানাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপুত চন্দনজলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান ভূতাগণ কষায়জব্যো^৩ তাঁহার গাত্র মার্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত হুগন্ধি জলে ধোত করিয়া দিল। তিনি জল-শোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজ-হংসসন্নিভ শুভ্র উক্ষীষ বেঁধেন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দনলেপন, মাণ্ড্যধারণ ও বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূর্বাভিমুখে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে, প্রবেষ্ট হইলেন

১। হস্ত দ্বারা বাস্তবকারী। ২। স্নানকারক ভূতা।

৩। হুগন্ধি লেপন।

এবং পবিত্রসম্মত' সমিধ ও মন্ত্রপুত্র আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষাস্নাত, অমুচরসহস্র-সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরীগর্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, স্নাত, কল, পুষ্প ও দুর্বা প্রভৃতি মাজল্যদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচনপূর্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন-নিক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দুগ্ধবতী সর্বস্ব, হেমশূদ্ধ, রৌপ্যধূর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক*, বর্ধমান* ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত* গৃহ, মালা, জলকুম্ভ, প্রদক্ষিণিত হস্তাশন, পরিপূর্ণ অক্ষতপাত্র, মাজল্যদ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত স্বলক্ষণা কামিনীগণ, দধি, স্নাত, মধু, জল ও মাজল্য পাকী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য-সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্যকক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ স্তব্ধময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য-মণিগণিত, মনোহর আস্তরণে আস্ত্রীর্ণ, উত্তরচ্ছদ-সম্মত, বিধকর্ম্ম-নির্ম্মিত, সর্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণসমুদয় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শক্রগণের শোকবর্ধন হইয়া উঠিল। ভূত্যাগ শশধরের স্নায় পাণ্ডুর, স্তব্ধগুণমণ্ডিত চামর গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের স্নায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমি-শব্দ ও অশ্বগণের ধ্বংস প্রাহুত হইল এবং গজঘটা-নির্দাদ, শব্দ-নিষন ও মানবগণের পদশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী, বন্ধুধড়গ, সন্নক্খবচ, তরুণবয়স্ক দ্বারবান অভ্যন্তরে আগমনপূর্বক জাহ্নু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মন্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া জবী-কেশের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম-পূজিত মাধবের নিমিত্ত

আসন ও অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্বক তাঁহাকে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া ষাগডগ্নয় ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।"

ত্রাণীতম অধ্যায়

কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা

সজ্জয় কহিলেন, "মহারাজ। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দনকে প্রত্যভিনন্দনপূর্বক কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি ত স্তম্বে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকল ও প্রসন্ন হইয়াছে?' মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহাকে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্বক করপুটে নিবেদন করিল, 'মহারাজ। বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন।' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অমুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি, ধৃষ্টকেশু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়গণ, কুরুকুলসমুত যুযুৎসু, পাণ্ডালনন্দন উত্তমোজা, সুবাহু, যুধামন্যু জৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞামুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্খল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা, মহাত্মাতি, মহাবলবীর্ঘ্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুরবাক্যে কহিলেন, 'হে জনার্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া-ছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, শত্রুগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ সকলই অবগত আছ। হে সর্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বাক্যেশ! আজি তুমি তরুণীকরূপে হইয়া আমা-দিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপে মহাপর্ষ হইতে উদ্ধার কর।

১। কৃষ্ণসূক্ত। ২-৪। স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, দেবতা ও রাজাদিগের গৃহবিদেব।

সারাধ যত্ন করিলে যুদ্ধে যেকোন কার্য্য করিতে পারে, রিপূর্বোক্তত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারে না। অতএব হে শম্ভুচক্রগদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপৎকালে যুদ্ধগণকে যেকোন পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদেরিগণকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমকর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হরে। হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।’

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা कहিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘগন্তীরশব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, ‘হে রাজন! নরজ্যেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধর্ম্মর, বীর্য্যবান, অস্ত্রসম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্য্য ও তেজস্বী, অমরলোককেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক, বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, সিংহগতি, মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন; আমিও অর্জুনের স্থায় দুর্ব্বোধনের সৈন্তগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রবাতী জয়দ্রথকে স্ততীক্ল শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্বেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাসলোলুপ হিংস্রজন্তুগণ তাহার মাস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সকুলযুদ্ধে তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন; আপনি বিশোক, বিজয় ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।’

— —

চতুরশীতিতম অধ্যায়

অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা।

সজয় कहিলেন, ‘মহারাজ! তাঁহার এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধনঞ্জয় যুদ্ধিষ্ঠির ও অন্তান্ত সূহৃদগণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে

তাঁহাদের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান रहিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে সমুখিত হইয়া বাহ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সম্মিত-বদনে कहিলেন, ‘অর্জুন! তোমার যেকোন কান্তি এবং জনার্দিন আমাদের প্রতি যেকোন প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয়লাভ হইবে।’ তখন ধনঞ্জয় कहিলেন, ‘মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি।’ মহাবীর অর্জুন এই বলিয়া সূহৃদগণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বল্পে শিবসমাগমের বিষয় অজ্ঞোপাস্ত্র কীর্তন করিলেন। তাঁহার তৎপ্রবণে বিস্ময়-পন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাসন স্পর্শপূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সূহৃদগণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহার তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে স্বরমাণ, সুসজ্জ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্ধ্ব সাত্যকি ও বাসুদেব একরথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জুননিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির স্থায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘগন্তীরনির্ব্বোধ তপ্তকাকনপ্রভাসম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ-দিবাকরের স্থায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আনন্দকাণ্ড সমাপ্ত হইলে পুরুষজ্যেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া कहিলেন, ‘ধনঞ্জয়! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।’ তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণপূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিভা-সম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীমেকশৃঙ্গে দিবাকরের যেকোন শোভা হয়, কাকন-মণ্ডিত রথিজ্যেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জ্যোত্স্ন ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাকনময় রথে আরোহণ করিয়া

সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় শর্বাঙ্গির হস্তে আগমনকালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দন অর্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাস্ত্র-বধার্থ গমনকালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বশি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বশি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমিরনাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারানিমিত্ত যুদ্ধে বরুণ ও সূর্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্রশব্দ এবং মৃত ও মাগধগণ মাজল্য-স্ততি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীর্বাদ, পুণ্যধ্বনি এবং মৃত ও মাগধগণের স্তুতিনিবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হৃদয়বর্দ্ধন করিতে লাগিল; ঐ সময় পুণ্যপদ্ধতি গুহ্যসমীরণ পাণ্ডবগণকে হস্ত ও তাঁহাদের ক্রান্তিপদকে শোষিত করিয়া অর্জুনের অমূল্য প্রবাসিত হইতে লাগিল এবং জয়মুচক বিবিধ শব্দ নিমিত্ত প্রাহুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয়লাভের লক্ষণ-সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণাংশস্থিত মহাধর্মরূপ সাত্যকিকে কহিলেন, 'হে যুযুধান! আজি যেসকল নিমিত্ত-সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয়লাভ হইবে। অতএব জয়ত্রয় আমার বীর্ঘ্য-প্রভাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়ত্রয়কে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্তব্য, ধর্মরাজকে সেইরূপ রক্ষা করাও নিত্য আবশ্যক; অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহাকে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই। তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাহুবলবের সমান; ইন্দ্রও তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রহর্য ধর্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়ত্রয়কে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যে স্থানে আমি বাহুবলবের সহিত মিলিত হইয়া

অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজাকে রক্ষা করিও।' অরাজি-নিপাতন সাত্যকি অর্জুনের বাক্য স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধটির নিকট গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞাপর্বাদ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

জয়ত্রয়বধপর্বাদ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভি-মন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পরদিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন কোন বীর পাণ্ডব-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাজি-নিপাতন সবাসাচীর অসাধারণ কার্য্য-সকল অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাদৃশ অশ্রায় কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন; পুত্রশোকসন্তপ্ত, কালাশ্রক যমোপম, কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধ্বন করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিলে অম্বৈপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রামস্থলে জ্যেষ্ঠাধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদয় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্তন কর।

আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়ত্রয়ের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে মৃত ও মগধগণের স্তুতিবাদ এবং নর্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাহার দীন-ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্বে সত্যযুগে সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুরশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদয়ই আমার পরিবেদনের কারণ। হায়, আমি কি পুণ্যহীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আশ্রয়ের নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি।

বিবিশিষ্ট, দুর্গুণ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অশান্ত পুত্র-
গণের তাদৃশ বীরনাদ আর ঐতিহ্যগোচর হয় না।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাহার উপা-
সনা করেন, যে মহাধর্মুর্ধ্বর আমার পুত্রগণের প্রধান
অবলম্বন; যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ
মনোহর গীতবাত্ত দ্বারা দিব্যরাজ্য কালযাপন
করিতেন এবং কোরব, পাণ্ডব ও সাবিত্রীগণ সতত যাহার
উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বখামার গৃহে পূর্বের
স্থায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্তক
মহাধর্মুর্ধ্বর অশ্বখামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত,
আজি তাহাদের শব্দ ঐতিহ্যগোচর হয় না। বিন্দু
ও অমৃবিন্দুর শিবিরে সায়াসময়ে যে মহাধ্বনি হইত
এবং কৈকেয়গণের শিবিরে আনন্দিত্ত্বভাব সৈন্তগণ
নৃত্যকালে যে মহান তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি
তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ
করিতে করিতে ঐতিহ্যি ভূরিভ্রমার উপাসনা করি-
তেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ ঐতিহ্যে প্রবিষ্ট
হইতেছে না। পূর্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত
মৌক্ধধ্বনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথ-
ধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না।
নানাদেশীয় গীত ও বাদ্যধ্বনিও আজি অন্তহিত
হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দন যে সময়ে সকল
লোকের প্রতি অমুকম্পা-প্রদর্শনার্থ সন্ধিস্থাপনের
অভিলাষে বিরটনগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন,
আমি তখন মূর্থ দুর্ঘোষনকে কহিয়াছিলাম যে,
'দুর্ঘোষন! এই সময়ে কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের
সহিত সন্ধিস্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থান
সমরোচিতই হইতেছে, অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন
করও না। মহাত্মা বাহুদেব তোমার হিতার্থেই
সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহাকে
প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার
জয়লাভ হইবে না।' হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে
বাহুদেব দুর্ঘোষনকে সন্ধিস্থাপনে অমুরোধ করিয়া-
ছিলাম, কিন্তু ঐ কুলান্ধার কাল-পরিপাকবশতঃ
আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক কর্ণ ও দুঃশা-
সনের মতের অমুবর্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান
করিল। আর দেখ, দ্রুতক্রোধার আমার, মহাত্মা
বিহ্বল, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিভ্রমার, পুরুমিত্র, জয়,

অশ্বখামা, কৃপ ও দ্রোণ, আমাদের কাহারও সম্মতি
ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের
মতের অমুবর্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী
হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরমহুখে
কালযাপন করিত।

আমি তাহাকে আরও কহিয়াছিলাম যে,
'পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধস্বভাব, মধুরভাবী, প্রিয়বদ, কুলীন,
মায়া ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখলাভ করিবে।
ধর্ম্মের প্রতি যাহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহলোকে
সকল সময়ে সর্বত্র সুখসম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ
ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ
পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই
কুরুকুলোপভুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের
স্থায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা
রাজ্যলাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক কদাচ তোমা-
দিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অমুগত
হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ,
শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক,
কৃপ ও অশ্বাত্ত মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার
নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা
কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে
আচরণ করিবেন। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার
বিপক্ষতাচরণে অমুরোধ করিবে না, যদিও করে,
তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ, কৃষ্ণ
কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাহার
অমুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত
বাক্য কহিলে তাহারা তাহা অশ্রদ্ধা করিতে
পারিবে না।'

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার
দুর্ঘোষনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ়
কালপ্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না। অতএব
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই।
দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জুন, বৃষ্ণিবীর
সাত্যকি, পাকালানিগতি উত্তমোজা, দুর্জয় যুধামন্যু,
দুর্জয় বৃষ্ণদ্রুপ, অপরাঞ্জিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্র-
ধর্ম্মা, কেকয়দেবীয় ভূপতিগণ, চৈত্র, চেকিভান,
কাশ্মীর পুত্র বিহু, বিরট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষ-
প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধু-
সূদন মদ্রী, কোন জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সময়ে
সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? রক্ততঃ

হৃদ্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয় আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাজিগণ-নিষ্কণ্ট নিশ্চিত শরনিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের অধরশ্মি ধারণ করেন, বর্ষধারী অর্জুন যাহাদের ঘোড়া, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের নিখনবার্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পুত্রগণ নীর্ধনশী মহাশ্মা বিহুরের পূর্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নিকোষ হৃদ্যোধন আমার সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অমুতাপ করিতেছে। শৈনেয় ও অর্জুনের শরে সৈন্তগণকে অভিভূত ও রণ-সকল বীরশূল্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিবাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যে সমীরণসহায় হতাশন যেমন শুষ্ক তৃণসকল দহ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্তগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জুনতনয় অভিমম্ব্য রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইয়াছিল? মহাবীর পাণ্ডবধ্বার অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে, আমাদের পক্ষে এমন কেহ নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্বুদ্ধি, ক্রোধ-বিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ হৃদ্যোধনের দুর্নীতি-নিবন্ধনই আমার সমুদয় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমম্ব্য-বধানস্তর হৃদ্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তিসময়ে কিরূপ কর্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্বুদ্ধি হৃদ্যোধন তৎকালে দুর্নীতি বা দুর্নীতির অনুবর্তী হইল, তৎসমুদয় আত্মোপাস্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।”

যড়শীতিতম অধ্যায়

সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! যুদ্ধসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি, আপনি স্থিতির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিপত-সলিল

প্রদেশে সেতুবন্ধন যেমন কোন কলোপধায়ক হয় না, আপনার অমুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অমৃত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্বে বৃত্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যুত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগকে সাস্থনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্বে কোরবগণকে অবাস্থ্য দুরাশ্বা হৃদ্যোধনের সহারে আদেশ করিতেন অথবা যদি ঐ দুরাশ্বাকে সংপথে সংস্থাপন-পূর্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনাকে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না এবং পাণ্ডব, পাণ্ডাল, বৃষ্ণি ও অম্বাশ্র ভূপালগণও আপনার বুদ্ধিব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহলোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক হৃদ্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ-বাক্য বিষমিঞ্জিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাশ্মা মধুসূদন পূর্বে আপনাকে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক সম্মান করিতেন, কিন্তু যে অবধি আপনাকে অধ্যাত্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য-কামনায় সে সমুদয় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বন্ধন করিয়া পিতৃ-পৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিজ্জিত সমুদয় ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্বে মহারাজ পাণ্ডু কোরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশঃ প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভবশতঃ তাহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশঃ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে

পুত্রদিগকে ভিন্নস্বার ও তাহাদের দোষকীর্তন করা আপনার কর্তব্য নয়। কৌরবগণকীয় মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব-সৈন্তসাগরে অবগাহনপূর্বক সংগ্রাম করিতে-ছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্তের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অস্ত্র কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জুন বাহাদিগের ঘোড়া, জনার্দন বাহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর বাহাদিগের বক্তিতা, কৌরবগণ বা তাহাদের বশবর্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ফলতঃ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অমুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরবগণকীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।”

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

চতুর্দশদিন যুদ্ধ—সূচীবৃহে জয়দ্রথসংস্থাপন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শত্রুধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য স্বায় সৈন্ত-সমুদয় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবলপরাক্রান্ত অমর্যপূর্ণ সৈন্তগণের নানাপ্রকার কোলাহল শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিফারণ এবং কেহ কেহ জা-পরিমার্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ‘ধনজয় কোথায়’ বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষনিকাশিত, হুনিশ্চিত, উৎকৃষ্ট মুষ্টি-সম্পন্ন, আকাশ-সন্নিভ, নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমাগে ও শরাসনমাগে বিচরণ-পূর্বক শিক্ষানৈপুণ্য-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ চন্দনদ্রুম, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত, ঘণ্টাসংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণপূর্বক অর্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল ইন্দ্র-জ্বলসদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গে আচ্ছাদন করিয়া

ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রামমানসে বিচিত্র মাণ্ডে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণপূর্বক ‘অর্জুন কোথায়? মানী ভীমসেন কোথায়?’ কৃষ্ণ কোথায়? এবং তাহাদের সুদ্রবর্গ ই বা কোথায়?’ বলিয়া মহা আকাশল করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য শঙ্খনিদাদ ও স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্বক প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যূহ-রচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্তগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়জয়ধ্বনি কহিলেন, ‘হে সিদ্ধুরাজ! তুমি, সৌমদন্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বখামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, বড়যুক্ত রথ, চতুর্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও একবিংশতি সহস্র বর্ষধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব তুমি আশাসিত হও।’ সিদ্ধুরাজ জয়জয় দ্রোণের বাক্যে আশাসিত হইয়া গান্ধারদেশীয় মহারথ ও বর্ষধারী প্রাসপাণি অশ্বারোহী-সমভিব্যাহারে দ্রোণনির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত সুবর্ণ-বিভূষিত ত্রিশহস্র সিদ্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অশ্ববিধ অশ্ব তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্র দুর্গর্ষণ হুনিপুণ আরোহী-সমারুঢ়, বর্ষধারী, ভীষণাকার সাদ্র-সহস্র মহামাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদয় সৈন্তের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিদ্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্তের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চাৎ দিক বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চাৎ দিক পদাতি ব্যূহ মধ্যে সূচী নামে ছুণ্ডে গুঢ় এক ব্যূহ নির্মাণ করিলেন। ধর্ম্মধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীস্থে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাহোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দ্রুপদাধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত সহস্র যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ

অসংখ্য অসংখ্য সৈন্তের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গুড় বৃহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবাহু জ্যোতিষার্থে খেত বর্ষ্য ও উৎকৃষ্ট উজ্জীষ ধারণপূর্বক শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তরের ছায় শব্দটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজভূপতি জ্যোতির পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর জ্যোৎস্বয় তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্রুযুক্ত রথ এবং বোঁী ও কৃষ্ণাজিনসম্পন্ন ধ্বজ নিরীকণ করিয়া কোঁরবগণের আস্থাদেৱ আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চাৱণগণ সেই জ্যোৎস্বয় নিশ্চিত স্কৃৎকার্ণবদনশ্র অদ্বুত বাহ অবলোকন করিয়া সাত্ত্বিয় বিশ্বাস্যবিশিষ্ট হইলেন। সমুদয় প্রাণিগণের বোধ হইল যেন, এই বাহ শৈল, সাগর ও অরণ্য সমাকুল জনপদপূর্ণ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাজিগণের হৃদয়ভেদকারী, অদ্বুত শব্দট্যাহ অবলোকন করিয়া যার পর নাই অনিন্দিত হইলেন।”

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধোত্তোগ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্ত-সমুদয় যথাস্থানে সংস্থাপিত হইলে সংগ্রামস্থলে ভেরী, যুদ্ধ প্রভৃতি বহুবিধ বাতধ্বনি হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জন, বাদিত্তের নিশ্বন ও শব্দের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীষণ সমরে সব্যাসাচী অর্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশ্বিনবর্ধন শিবা ও যৌৱদর্শন অস্ত্রাশ্রু পশুগণ ভয়ঙ্কর-স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ধাতধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ধাত রুদ্ধ বায়ু মহাবেগে কর্কর-সমুদয় সঞ্চালন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুলপুত্র যুজিষ শতানীক ও যুষ্টিহ্যাক পাণ্ডবসৈন্তের ব্যাহরচনার প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশ সহস্র পদাতি দ্বারা সার্কিসহস্র ধনু-পরিমিত ভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া সর্ব সৈন্তের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গক্ৰিতবাক্যে কহিলেন, ‘হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অস্ত্র আমি পাণ্ডবধারী যুদ্ধদুর্মদ প্রতাপশালী অর্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমারা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্বতশৃঙ্গের ছায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমাদের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি একাকী পাণ্ডব-পক্ষীয় সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয় যশঃ ও মান বর্জন করিব।’ ধনুর্ধারী মহামতি দুর্যোধন এই বলিয়া ধনুর্ধরগণে পরিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ, সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাণ্য, শুভ্র বসন, উত্তম অস্ত্র ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তমরথারূঢ় নারায়ণ-সহায়, নিবাত-কবচনিহতা, মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্যোধনের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব বিধ্বন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমর্ষণ^১ অন্তরের ছায়, ত্রজধারী বাসবের ছায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ছায়, অকোভ্য শূলপাণির ছায়, পাশধারী বরুণের ছায়, প্রজাসংজ্ঞিতীষু^২ যুগান্তকালীন হতাশনের ছায় ও সমুদিত দিনকরের ছায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোঁরব-সৈন্তের সম্মুখে রথ সংস্থাপনপূর্বক শম্বধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধু-সূদনও অশঙ্কিতচিত্তে শম্বপ্রধান পাঞ্চজন্ম প্রায়াপিত করিতে লগিলেন। কৃষ্ণার্জুনের শম্বনিদানে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিতকলেবর ও বিচেন্তনপ্রায় হইল। যেমন অশনিনিশ্বনে সমুদয় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জুনের শম্বনিদানে সমস্ত সৈন্ত ভীত হইয়া উঠিল। বাহনসকল মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শম্বনিদানে সমুদয় বাহন ও সৈন্তগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন! তখন অর্জুনের ধ্বজাঙ্কিত কপি তরুতা অস্ত্রাশ্রু

জন্তুগণের সহিত মুখব্যাধানপূর্বক কোরব-সৈন্তগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশয় করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কোরবপক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শম্ভু, ভেরী, যুগল ও আনক প্রভৃতি নানা প্রকার হর্বজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্রনিবন, সিংহনাদ, আক্ষেপ ও মহারথগণের চীৎকার সংগ্রামস্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন্। ইন্দ্রপুত্র অৰ্জুন সেই ভীরুগণের ভয়বর্জন তুমুল শব্দ-শ্রবণে পরমাচ্ছাদিত হইয়া ক্রুদ্ধকে কহিতে লাগিলেন।

উননবতিতম অধ্যায়

কোরবসৈন্তগণের পরাজয়

অৰ্জুন কহিলেন, 'হে হৃবীকেশ। যে স্থানে দুর্শ্বর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ-সৈন্য ভেদ করিয়া অসি-বাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিব।' তখন মহাবাহু কেশব অৰ্জুনের আদেশানুসারে দুর্শ্বর্ষণের অভিমুখে অগ্র সফালন করিলেন। অনন্তর অৰ্জুনের সহিত কোরব-গণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, সৈন্য ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোরবপক্ষীয় রথিগণও সহরে ক্রুদ্ধ ও অৰ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রৌষপরবশ হইয়া শর দ্বারা রথিগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর, উদ্রোক্তনয়ন, কুণ্ডালকূট, উক্ষীষ-নুশোভিত নরমস্তকে ধরাডল সমাকীর্ণ হইয়া গেল; ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত যোদ্ধৃগণের মস্তক-সমুদয় পুণ্ডরীক-বনের ছায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ-নিশ্চিত বর্শ-সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী-মণ্ডিত মেঘমালায় ছায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল-ফল-সকল ধরাডলে নিপতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সৈন্তগণের মস্তকসমুদয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেইরূপ শব্দ সমুচ্চিত হইল। কনকগণ কেহ কেহ শরাশন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিদ্রাশনপূর্বক প্রহারোদ্ভূত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীরপুরুষেরা

অৰ্জুনের পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতনবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযুগের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহ ও মস্তক-সমুদয়ে রণক্ষেত্রে সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ। ঐ সময় আপনার সৈন্তগণ সমুদয় জগৎ অৰ্জুনময় অবলোকন করিয়া কেহ কেহ 'এই পার্থ' কেহ কেহ 'পার্ষ কোথায় গমন করিতেছে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই যোদ্ধৃগণ কালপ্রভাবে সকলকেই অৰ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে আঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞা-হীন বীরগণ রণশব্দায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বাহুবর্ষণের নাম-কোঁর্জন করিয়া আর্দ্রনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋতি, পরশু, নিবুহ, খড়্গা, শরাসন, ডোমর, বাণ, বর্শ, আভরণ, গদা ও অঙ্গদযুক্ত ভীষণ ভূজগাকার অর্গলপ্রতিম বাহু-সকল বাণ-নিকৃষ্ট হইয়া কখন লুপ্তি কখন বা মহাবেগে বিলুপ্তিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত লমরে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অৰ্জুন কখন যে রথোপরি বিরাজ করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন গ্রহণ করিতে-ছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষ্য হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক অতি সঙ্ঘর শরনিক্ষেপ করিয়া রণভূমি সমুদয় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্ব-রোহী, রথ ও সারথি অৰ্জুনের নিশিত-শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচমালা, গগনমণ্ডলে সমুচ্চিত হইয়া যেমন গাঢ়াকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অৰ্জুন কঙ্কপত্র-বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশর-নিভিন্ন করি-সমুদয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে ক্ষুধে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ত্রায় শত্রুগণের ছুঁনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কোরব-সৈন্তগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শক্তিহীন-চিহ্নে সময় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগ-বান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কোরব-সৈন্ত বিমদ্বিত করিতে লাগিলেন। রথী ও অঝারোহিণী অর্জুনশরে নিপীড়িত হইয়া প্রত্যেক, চাপকোটি, হস্তার, কশাঘাত, পাঙ্কিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অস্থ-সকলন করিয়া সশরে পলায়ন করিতে লাগিল ; গজারোহিণী পাদাঘাত ও অকুশ-প্রহার দ্বারা মাতঙ্গ-গণকে সফলিত করিয়া ক্রান্তবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিযুখে গমন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ ! এইরূপে আপনায় পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।”

নবতিতম অধ্যায়

দুঃশাসনের পলায়ন

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! এইরূপে মহাবীর কীরীটি অশ্বংগপক্ষীয় সৈন্তগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল ? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাবাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর যোগাচার্য্যের আশ্রয়-প্রার্থনের নিমিত্ত শকটবৃহৎ প্রবেশ করিলেন ?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্তসংহারে প্রবৃত্ত হইলে অশ্বংগপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়নপরায়ণ হইল ; কেহই অর্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনায় পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্তগণের তরুণ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ অর্জুনভিযুখে গমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ-কবচ-সমাবৃত, সুবর্ণশির-দ্বাণধারী, অমিতপরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগসৈন্ত

দ্বারা সব্যাসচীকে পরিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শব্দের ধ্বনি, জ্যাম্বালন, নিনাদ ও করিষংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিগ্‌মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি-সৈন্ত যেন পৃথিবী-মণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অকুশচালিত, লবিতপুণ্ড গজগণকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ত্রায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল-ভরঙ্গমালাসঙ্কুল বাতাসত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তরুণ সেই করিসৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাজনন্য সকলেই তাঁহাকে প্রেলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের ত্রায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের ধুরশব্দ, রথসমূহের চক্রেনির্দোষ, জনসমূহের চীৎকার, কাশ্মুকের জ্যান্‌নির্দোষ, নানাবিধ বাদিজের শব্দ, গাণ্ডীব-নিনাদ এবং পাকজন্ত ও দেবদন্ত শব্দের নিম্নে নর ও নাগগণ মল্লবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীবনিমিত্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিষ্ট-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিয়া ছিন্নপক্ষ অস্ত্রের ত্রায় অনন্তরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও গুণ্ডের সন্ধি, কুন্ত এবং গণ্ডদেশে দারণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ত্রায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কীরীটি স্রতপর্ব্ব ভঙ্গ দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিণীর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক-সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন, মহাত্মা পার্থ পদ্ম-নিচয় দ্বারা দেবার্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মল্লযাগ যন্ত্রবৎ, ত্রণার্ণ ও কুশিরাক্তকলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেকবার অর্জুনের এক এক স্মৃশণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তিগণ নারট দ্বারা গাঢ়-বিদ্ধ হইয়া কুশির বমন করিয়া আরোহীর সহিত ক্রমবান্ পর্ব্বতের ত্রায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

মহাবীর অৰ্জুন সন্ন্যাসের ভঙ্গি ধারী রথিপথের মোকী, ধনুঃ, বৃগ' ও ঈষা' ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ আর কখনই বা শরমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। এইমাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অৰ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদগার করিয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুখিত হইল। কার্পূক, অঙ্গুলিত, খড়্গা, কেশর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু-সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্য-ভূষণ-ভূষিত আশন, ঈষাদণ্ড, চক্র-বিমণ্ডিত অক্ষ, ভগ্ন বৃগ, নিপতিত মহাধ্বজ, রাশি রাশি মাণা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম-চাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইত্যন্ততঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অৰ্জুন-শরে নিভান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল; দুঃশাসনও পাশ্চাত্যে অৰ্জুনিরাজ হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে জ্ঞোণের আশ্রয়গ্রহণার্থে শকটবাহু প্রবেশ করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়

দ্রোণাৰ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সবাসাটী মহারণ অৰ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিদ্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে জ্ঞোণা-চার্যের সৈন্যভিমন্থে খাবমান হইলেন এবং ব্যূহসম্মুখে জ্ঞোণাচার্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অমুমতিক্রমে কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ চমুদখে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। গত্য বলিতেছি, আমি আপনাকে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া

থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বখামাকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সর্বদা সেইরূপ রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আমি আপনার অমুগ্রেহে রণস্থলে নরাধম সিদ্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।’

মহাবীর জ্ঞোণাচার্য অৰ্জুনের বাক্য-শ্রবণে হাস্ত করিয়া কহিলেন, ‘হে অৰ্জুন! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়তথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না।’ জ্ঞোণাচার্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে ভীক্ শরজাল দ্বারা অৰ্জুন ও তাঁহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষাত্র-ধর্ম্মীয়স্বারে স্বীয় সায়ক দ্বারা জ্ঞোণের শরজাল নিবারণপূর্বক ভীষণাকার বাণ-সকল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অভিমুখে খাবমান হইয়া তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। জ্ঞোণাচার্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অৰ্জুনের বাণ ছেদনপূর্বক বিবায়ি-সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয় কিরূপে আচার্যের শরাসন ছেদন করিলেন, এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্যবান্ জ্ঞোণ সশর তাঁহার চাপজা। ছেদনপূর্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, যোটক ও সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্রবদনে অৰ্জুনকে সায়কসমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্ৰণ্য মহাবীর পার্শ্ব সশর কার্পূকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একবারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত, কখন সহস্র ও কখন অঘুতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞোণাচার্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অৰ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাভূতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শরপ্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ববিহীন এবং নিভান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণপরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে ধরাভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

মাওঙ্গ-সকল বজ্রচূর্ণ পর্বতশৃঙ্গের স্থায়, বাতাহত মেঘের স্থায়, জ্বাশনদন্ড গৃহের স্থায় সমরাজনে নিপতিত হইল! সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয়প্রান্তে বারিবেগাহত হংসকূলের স্থায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্তকালীন সূর্য্য যেমন কিরণজাল

দ্বারা অগাধ জলরাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তারপূর্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর জ্যোৎস্ব স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে এক অরাতিঘাতক নারচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচাধ্যের নারচ-প্রহারে ভূমিকম্পকালীন জলের দ্বারা ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে বৈধ্যাবলম্বনপূর্বক জ্যোৎস্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত জ্যোৎস্ব পাঁচ বাণে বাহুদেবকে ও ত্রিশগুলি বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরপ্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক নিমেষমধ্যে শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় জ্যোৎস্বের সায়ক-সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাঁহার ভীষণ শরাদন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! জ্যোৎস্ব বিস্মষ্ট কল্পত্রভূষিত শরসকল কেবল বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইতেছে।

তখন মহামতি বাহুদেব জ্যোৎস্ব ও অর্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কার্যসাধন চিন্তা করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমাদেব আর কালক্ষেপণ করা কর্তব্য নয়। জ্যোৎস্বের সহিত অনেকক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব উহাকে পরিত্যাগপূর্বক অগ্রসর গমন করি।’ মহাবীর অর্জুন কেশবের বাচ্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে ‘তোমার যাহা অভিরুচি’ এই বলিয়া জ্যোৎস্বকে প্রদক্ষিণপূর্বক শর নিক্ষেপ করিতে করিতে বাহুদেব গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্ব অর্জুনকে অগ্রসর গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, ‘হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না?’ তখন অর্জুন বলিলেন, ‘হে আচাধ্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্রসমান শিষ্য। বিশেষতঃ আপনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, এমন কেহই নাই।’

জয়দ্রথবধোৎসুক বীভৎসু জ্যোৎস্ব এই কথা বলিয়া সার কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাকালদেশীয় মহাকা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্রবর্তক

হইয়া তাঁহার অগ্রগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুত্রশোক সন্তপ্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের দ্বারা, মন্তমাতঙ্গের দ্বারা সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরবপক্ষীয় জয়, কৃতবর্মা, সাবিত, কাশ্যপ ও ঋতায়ু তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অগ্রগামী শতসংখ্য রথী এবং অভীষা, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিখ, কৈকেয়, মজক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্বে কর্ণ কর্তৃক পরাজিত কাশ্যপদেশীয় বীরগণ জ্যোৎস্বকে পুরোবর্তী করিয়া শ্রাণপণে বিচিত্র যোদ্ধা নঃশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে নিবারণ করিতে প্রস্তুত হইল। এইরূপে পরস্পর স্পর্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ-বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।”

দ্বিবতীতম অধ্যায়

অর্জুন ও কৃতবর্মার যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণ অর্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর জ্যোৎস্বের দ্রুতবেগে তাঁহার অগ্রসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত পার্থ ব্যাধিগণ যেমন দেহ সন্স্থাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মিসম্মিত নিশিত শরনিকর দ্বারা শত্রু-সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডুনয়নের বিষম বিশিষ্ট-প্রভাবে কৌরব-পক্ষীয় অশ্ব-সকল পাটবিদ্ধ, রথ-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ ধরাভলে নিপতিত, ছত্রসকল নিকৃষ্ট ও রথ-সকল চক্রবিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরজালপ্রভাবে স্রোমোৎসলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরব-বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ জ্যোৎস্বের অভিযুগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর জ্যোৎস্ব অর্জুনের

উপর সম্মুখভাষী অভিক্ষিপ্য পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্ৰণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপপূর্বক জোণের শরবেগ নিবারণ করিয়া ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব উন্নত দ্বারা আচাৰ্য্যের ভ্রাতৃত্ব ছেদনপূর্বক ব্রহ্মাশ্রম প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে জোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অৰ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোনক্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর জোণ পার্শ্বের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাতোজাঃ অৰ্জুনও ব্রহ্মাশ্রম দ্বারা আচাৰ্য্যের সায়কসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন জোণাচার্য্য অৰ্জুনকে পক্ষবিশিষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া বায়ুদেবের বক্ষঃস্থলে ও ভূজস্থলে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মতিমান ধনঞ্জয় তদর্শনে হাস্ত করিয়া শাণিতসায়কবর্ষী আচাৰ্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বায়ুদেব ও অৰ্জুন কল্লান্তকালীন অগ্নিসংশ্লিষ্ট জোণের শর-প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক ভোজরাজের সৈন্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে জোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া কৃতবর্মা ও কণ্বোজরাজ স্তম্ভক্ৰণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নর-জ্যেষ্ঠ কৃতবর্মা অনাকুলিত-গিঙ্গে কক্ষপত্রভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্ধ্ব অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অৰ্জুনও শর-পীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্বক কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা কৃষ্ণ ও অৰ্জুন প্রত্যেকের উপর পক্ষবিশিষ্ট শর প্রয়োগ করিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অৰ্জুন তদর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সশর কৃতবর্মার কাশ্মুকছেদনপূর্বক ক্রুদ্ধ আশীবিধ-সংশ্লিষ্ট অগ্নিশিখাকার একবিশিষ্ট শর-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্মা অবিলম্বে অস্ত্র এক শরাসন গ্রহণপূর্বক পাঁচ বাণে অৰ্জুনের বক্ষঃস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অৰ্জুনও কৃতবর্মার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অৰ্জুনকে কৃতবর্মার সহিত বহুকণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে

লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কালবিলম্ব করা কর্তব্য নয়। তখন তিনি অৰ্জুনকে কহিলেন, 'হে পার্থ! কৃতবর্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সশর অস্ত্ররোধ পরিত্যাগপূর্বক সশর উত্থাপন কর।' মহাবীর অৰ্জুন কেশববাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপপূর্বক কৃতবর্মাকে আহত করিয়া মহাবেগে কাণ্বোজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সশর শরাসন কল্পিত করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক পাঞ্চাল-দেবীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্মাকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার হৃৎকোর কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্মা তদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সশর অস্ত্র শরাসন গ্রহণপূর্বক সেই বীরজয়ের শতঃ ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও অস্ত্র কাশ্মুকে জ্যারোপণপূর্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

শ্রুতায়ুধ বধ

ইত্যবসরে মহাবীর অৰ্জুন অরাস্ত্রসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কোরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্মার শরে নিবারণিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিন্দন ধনঞ্জয় কোরব সৈন্যগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সশর তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্মাকে সমুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কোরব সৈন্যমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কল্পিত করিয়া সশর তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপপূর্বক হৃৎকোর স্তম্ভ দ্বারা অৰ্জুনের ধন্বজছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, যেমন মহামাত্র হস্তীর উপর অকুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অৰ্জুনের পরাক্রমদর্শনে

নিভান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐশ্বর্যের ধন্য ও তুণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ঐশ্বর্য পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তর অশ্ব কার্য্যক এষণপূর্ব্বক নয় বাণে অর্জুনের বাহ ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিম্বদন মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় ঐশ্বর্যের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্তর তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হস্ত করিতে লাগিলেন। বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহারাজ ঐশ্বর্য এইরূপে পার্শ্বের শরে অশ্বহীন ও সারথিবহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদাহস্তে পার্শ্বের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ। ঐ ঐশ্বর্য-মহীপতি বরুণের পুত্র। গীতাতোয়া মহানদী পৰ্ব্বাশা 'এই পুত্র অরাতি-গণের অবধা হউক' বলিয়া বরুণের নিকট বর প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'সরিষের! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি। ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধাতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই কুমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুগণের অঙ্গেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর।' বরুণদেব এই কথা বলিয়া ঐশ্বর্যকে মস্তকের সহিত গদা প্রদান করিলেন। ঐশ্বর্য গদা গ্রহণ করিলে ভগবান্ জলাধিপতি কহিলেন, 'বৎস ঐশ্বর্য। যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে, তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না। যদি কর, তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী' হইয়া তোমাকেই বিনাশ করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর ঐশ্বর্য সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোকমধ্যে দৃষ্টিয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুত্তত করিয়া অর্জুনের রথান্তিমুখে ধাবমান হইলেন; কিন্তু দৈবহুক্ষিপাকবশতঃ জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া শুদ্ধারা জনার্দ্রনকে

প্রহার করিলেন। মহাবীর বাহুদেব অন্যরাসে বীর পীন স্বরূপে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিদ্যাপিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না, প্রত্যুত বরুণের বাক্যামুসারে উহা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অমর্য্য মহাবীর ঐশ্বর্যকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন ঐশ্বর্যকে নিহত দেখিয়া কোরব-সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুদ্ভূত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ঐশ্বর্য সমরগদাযুগ কেশবকে গদাপ্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধিরাজের বাক্যামুসারে বীর গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদয় ধনুর্ধরগণ-সমন্বিত বায়ুবেগভয় বনস্পতির স্থায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কোরবপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন ঐশ্বর্যকে নিহত দেখিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুদক্ষিণ বধ

তখন কাষোজরাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিম্বদন অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্শ্ব সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শরসকল বর্ষ্য ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাষ্ঠীক-প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমতঃ অর্জুনকে দশ ও বাহুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অর্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধন্য ও রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দুই হস্তীক ভগ্ন দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জুনের ভগ্নাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘটায়ুক্ত লোহময় শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ-নিষ্টিগ্ত মহাশক্তি প্রচ্ছলিত মহোকার স্থায় মহারথ অর্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাভেদ্যঃ অর্জুন শক্তির আঘাতে মুক্তিভ-প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্মী' লেহন করত

কঙ্কণালঙ্কৃত চতুর্দশ নারীচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধ্বজ ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ছুরি ছুরি অস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার রথ ধও ধও করিয়া হুতীর সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর-প্রভাবে কাথোজরাজতনয় সুদক্ষিণের বর্ষা ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের দ্বায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্বতশিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভয় হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাথোজরাজতনয় সমরাদানে নিপতিত হইলেন। সেই মহাবীরাভরণভূষিত, তপ্তকাঞ্চন-মালালঙ্কৃত, প্রিয়দর্শন, তাম্রলোচন, মহাবীর অর্জুনের শরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সাহুমান পর্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঞ্চতায়ুধ ও কাথোজরাজতনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্ঘোষধনের সমুদয় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।”

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ঞ্চতায়ু ও অচ্যুতায়ু বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও ঞ্চতায়ুধের নিখন দর্শনে কোরবসৈন্য সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শুরসেন, শিবি ও বসাহিদেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সশর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাহাদিগের যষ্টিশত সেনাকে শরনিপীড়িত করিলেন। যেমন ক্ষুদ্র যুগ ব্যাজভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কোরবসৈন্যগণ অর্জুনভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সশর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে সমরবিজয়ী শক্রনাশক অর্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীক-নির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অরাজিসৈন্যগণের বাহ ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জুনের শরে অসংখ্য নর-মস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণভূমিমধ্যে

মস্তকশূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উভয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জুনের শরে সমুদয় কোরবসৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে ঞ্চতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুলপরাক্রম স্পর্ধাশালী, সংকুলোদ্ভব বীরদ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্তিলভের নিমিত্ত অর্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সশর উভয় পার্শ্ব হইতে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ নতপর্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহরথ ঞ্চতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিতপ্রায় করত স্বয়ং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিলে ঘেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জুন অচ্যুতায়ুর শূল-প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কোরবসৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্শ্বকে বিচেন্তন দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লক্ষলক্ষ্য হইয়া মহারথ ঞ্চতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণবৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাহুদেবকে রথ, চক্র, যুগল্কর অশ্ব, ধ্বজ ও পাতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যাব্বিত হইল।

হে রাজন! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জীবিতের দ্বায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভপূর্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রুদ্বয়কে অচলের দ্বায় সমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রোজ্ঞের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া ঞ্চতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহ ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় অর্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগত্যাগিত পাদপদ্যের দ্বায় ভূতলে নিপতিত

হইলেন; তাঁহাদের শর-সকলও পাখ্যাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অর্জুন ঐ বীরত্বকে ও তাঁহাদের শরসকল স্ফোরণ করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐশ্বর্য ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র-শোষণের স্থায় একান্ত বিষ্ময়কর হইয়া উঠিল। মহাত্মা পার্থ ঐ বীরত্বের পলায়নপত পক্ষশত রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত কৌরবসেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় ঐশ্বর্য ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দৌর্য্যু স্ব স্ব পিতার নিধন-দর্শনে শোকে নিতান্ত কণ্ডিত হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় উদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই সন্নতপর্ক শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন এক মন্তমাতঙ্গ যেমন পদ্মসমত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন বঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধনস্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ চুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জর-সমুদয় দ্বারা অর্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীব-ধ্বা তদর্শনে ক্রোধভরে সঘর তাঁহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি সেই সমুদয় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূজগবেষ্টিত কনক-শিলার স্থায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোষাধিত মস্তক ও বাহু-সকল বীরগণের দেহ হইতে খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পড়নোমুখ পাকিসমুদয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। শরবিদ্ধ শোণিতপ্রাণী কুঞ্জর-সকল বর্ষাকালীন গৈরিকধাতুযুক্ত জলপ্রাণী পর্ব্বত-সমুদয়ের স্থায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠগত, বিকৃতদর্শন, বিবিধবেশধারী স্নেহগণ বিচিত্র নিশিত শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদরক্ষক-সমবেত, নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ আশ্রিবিষ-সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জুনের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও

ক্ষত বিক্ষতাক হইয়া কহকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উপক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ করিয়া এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকটবেশ, বিকটচন্দ্র, আশ্চর্য্যিক মায়াজিহ্ম যবন, পারদ, শক, বাহ্লীক ও প্রাপ্ত্যোতিষ-বেশ-সম্বৃত্ত নানা যুদ্ধবিশারদ, কালাস্তকযমসদৃশ স্নেহগণ এবং দার্বাক্ষিতসার, দরদ ও গুণ্ড, প্রভৃতি দেশসম্বাদ অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জুনের উপর শরবৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভঞ্জেীর স্থায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি ধেঘচ্ছারার স্থায় শরচ্ছারায় বিস্তার করিয়া হুশাগিত অস্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত, অগবিত্ত, জটিলবক্ত, একত্র সমবেত সমুদয় স্নেহদিগকে স্ফোরণ করিলেন। গিরিগন্ধরনিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত-বিক্ষতাক হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কক, বৃক প্রভৃতি শোণিত-লোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকায়ে অর্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী স্নেহদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর-প্রভাবে হস্তী, অশ্ব ও রথসমাক্রান্ত অসংখ্য রাজপুত্র-গণের দেহ হইতে অনবরত শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গসম্পন্ন, নিহত করিকুল-সমাকীর্ণ, সাক্ষাৎ যুগান্তকালীন কালসদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি-গণ উহার সংক্রমণরূপ^১, শরনিকর প্রবলরূপ^২, কেশ-কলাপ শৈবাল ও শাটলরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি-সমুদয় ক্ষুদ্র মৎস্তরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত, কি অবনত সমুদয় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যগণের গাত্রনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন! এইরূপে মহাবীর অর্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্‌সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয়বীরগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। শরবিক্ষতাক সুসজ্জিত হস্তি-সমুদয় বজ্র-তাড়িত শৈলের স্থায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন

১। সেহু। ভার। ২। জোদ। ভার।

মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দন করিয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণসাহায্যে ছুরি ছুরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কোরবসৈন্য সংহারপূর্বক রথ-সমুদয় শূন্য ও নরদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ-হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অযষ্ঠরাজ-শ্রুতায়ু বধ

এইরূপে মহারণ্য ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শরপ্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট-চিত্তে কোরব-সৈন্যमध्ये প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অযষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁগকে সৈন্যमध्ये প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যায়ুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র-ভূষিত তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় দ্বারা অযষ্ঠরাজের অশ্ব-সমুদয় সংহার ও কাশ্মুক্ষচ্ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অযষ্ঠরাজ অর্জুনের কার্যদর্শনে ক্রোধাক্ত হইয়া গদা-হস্তে মহারণ্য কেশব ও পার্শ্বের নিকট গমনপূর্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনাশন অর্জুন কেশবকে গদা-তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণ-পুষ্প শর দ্বারা গদাপাণি মহারণ্য অযষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। উদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অযষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বেই অস্ত্র মহাগদা গ্রহণপূর্বক বারংবার অর্জুন ও বাহুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমর-বিশারদ অর্জুন হুই ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভূজবয় ছেদনপূর্বক অস্ত্র এক বাণে তাঁহার শিরচ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অযষ্ঠ অর্জুনের শরে নিহত হইয়া বহুক্ষরা অম্লনাদিত করত বহুযুক্ত ইন্দ্রধ্বজের স্মার ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনবটাক্ষর দিবাকরের স্মার দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।”

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

দ্রোণের প্রতি দুর্ঘ্যোধনের অভিযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়জয়বধার্থে দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট, কাছোজরাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু বিনষ্ট এবং সৈন্য-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার আশ্বজ রাজা দুর্ঘ্যোধন সশর রথে আরোহণপূর্বক দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন! অর্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিতেছে। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়কর কালে অর্জুনবিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্বক কার্যাবধারণ করা আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জুন যাহাতে জয়জয়কে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দেশ করুন। হতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ-সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্যসমুদয় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্বে জয়জয়ের রক্ষক ভূপালগণের দ্বিরবিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসম্বন্ধে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহারা তাহাকে সৈন্য ভেদপূর্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাত্তিশয় সশয়্যাপন্ন হইয়াছে। হে মহাত্মন! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্যमध्ये প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্বাৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনাকে সৈন্যশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনাকে পাণ্ডবগণের হিতামুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যায়ুসারে আপনার সহিত সদ্ভাবহার এবং আপনাকে প্রীত করি, কিন্তু তৎসমুদয় আপনার হৃদয়জন্ম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত, তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরস্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুরসদৃশ, তাহা আমি এত কাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্বে অর্জুননিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোন্মুখ

সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বলিত্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশতঃ সিদ্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক যত্নামুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। ধর্ম্ম মনুষ্য কৃতান্তের করাল দণ্ডান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাপি পরিত্রাণ পাইবেন না। অতএব হে মহাত্মন! সিদ্ধুরাজ বাহাতে অর্জুন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, একুণ উপায় করুন। আমার এই আর্ন্তপ্রালাপে রোষপরবশ হইবেন না।'

জোশচার্য্য রাজা দুর্যোধনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, 'মহারাজ। তুমি আমার আশ্রয় অশ্রমামার তুলা, আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথিগ্রেষ্ঠ, তাঁহার অশ্ব-সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জুন অত্যন্তমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হইবেন। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জুনের গমনকালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক কোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে? হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বুদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র-গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনা-মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও, আমি সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয়মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যাহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল-পরাক্রান্ত ও জয়লাভে স্নানপূর্ণ; অতএব যে স্থানে পার্শ্ব অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায়সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই 'তুল্যাভিজন', তুল্য কর্ম্মা, একমাত্র পাণ্ডুনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।' তখন দুর্যোধন কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি সমুদয় শত্রুধারিগণের অগ্রগণ্য, ধনঞ্জয় আপনাকেও অতিক্রম করিয়াছে; অতএব আমি কিরূপে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব? আমি কুলিশধারী পুরুন্দরকেও সমরে পরাজয়

করিতে পারি, কিন্তু অর্জুনকে পরাজয় করিতে কোনমতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হাদিক্য ও আপনাকে পরাজয় এবং স্তম্ভক্ষিপ্ত, ঞ্চতায়, ঞ্চতায়, অচ্যুতায়, অদৃষ্টপতি ও অসংখ্য যুদ্ধগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কিরূপে সেই দহনোন্মুখ হস্তাশনসদৃশ, নিভান্ত দুর্ব্বল, অস্ত্র-বিশারদ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব? আজি আপনিই বা কিরূপে অর্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন? হে আচার্য্য! আমি ভূত্যের স্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অস্ত্রগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।'

জোশচার্য্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! ধনঞ্জয় যথার্থই দুর্ব্বল; কিন্তু তুমি যেরূপে তাহার বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার উপায়বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন যে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে নান্যুয্যন্ত তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদয় শত্রু, অশ্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হইলেও তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ, কি অর্জুন, কি অস্ত্র কোন শত্রুধারী বীর, কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সর্ব্বের অমর্ষপরায়ণ অর্জুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।'

দুর্যোধনের অভেদ্য কবচ লাভ

ব্রহ্মবিদগুণগা জোশচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিজ্ঞা-বলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিন্দুয়োৎ-পাদন ও দুর্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সর্ব্ব উদকম্প করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত দুর্যোধনের পায়ে এক তেজঃপ্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসঞ্চিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন! বাবতীর জ্যেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং একচরণ, বহুচরণ ও চরণহীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরস্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, বাহা, খণ্ডা, শটী, লক্ষ্মী,

অরুণ্ডী, অসিত, দেবল, বিধামিত্র, অগ্নিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, খাতা, বিধাতা, দিক্‌সকল, দিক্‌পালগণ, বড়ানন কাণ্ডিকের, ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্‌গজ-চতুষ্টয়, ক্ষিত্তি, গগন, গ্রহগণ এবং যথাতি, নহুব, ধুকুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজবিরা তোমার মঙ্গলবিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান-পূর্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পরগজ্জৈষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলামুঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গাক্ষারীতনয়! পূর্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষতাক ও বলবীৰ্য্যবিহীন হইয়া ভয়ে ত্রস্কার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতান্তলিপটে কমলযোনিকে কহিয়াছিলেন, ‘হে দেবসন্তম! আপনি বৃত্রমর্দিত সুর-গণের একমাত্র গতি হইয়া ইহাদিগকে এই মহদভয় হইতে রক্ষা করুন।’ তখন ভগবান পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষয় দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ত্রাস্কগণকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্ব-কর্ম্মার অতি হুঃসহ তেজঃপ্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশ লক্ষ বৎসর তপশ্চরণপূর্বক মহেশ্বর-নিকটে অমুজ্জা লাভ করিয়া সেই অমুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ছুরাশ্বা বৃত্রাসুর দেবাদিগণের মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর-পর্বতে গমন করিলে তপশ্চরণনিদান, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, সর্বভূতপতি, ভগনৈত্রিনিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, অতএব তোমারা অবিলম্বে তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে।’ তখন সুরগণ ত্রস্কার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর-পর্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি-সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরামি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, ‘হে সুরগণ! আমাকে তোমাদিগের কি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অতীত সিদ্ধ হইবে।’ সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে দেব! ছুরাশ্বা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজঃক্ষয়

করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাঁহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।’ তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল-পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজঃপ্রভাবে-সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই, যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার পাত্রস্থিত এই ভাস্কর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধারণ কর।’

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ষ ও বর্ষধারণমন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ষ পরিধানপূর্বক বৃত্রাসুরের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হে হৃষ্যোথন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর-নিধনান্তর সেই হরদত্ত বর্ষ ও মন্ত্র অজি-রাকে প্রদান করেন। তৎপরে অজিরা স্বীয় মন্ত্রবেতাপুত্র বৃহস্পতিক ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নি-বেশ্যকে ঐ মন্ত্র-সমবেত বর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন; মহাশ্বা অগ্নিবেশ্য উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে নৃপসন্তম! অতঃ তোমার দেহরক্ষার্থ সেই বর্ষ মন্ত্রপুত করিয়া তোমার পাত্রে বন্ধন করিতেছি।’

সজয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আচার্য্যপুত্রব জ্যোৎস্না হৃষ্যোথনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় যুদ্ধস্থলে কহিলেন, ‘হে পার্থিব! পূর্বকালে ত্রাস্ক সংগ্রাম-সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময়-যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্যকবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজি আমি তোমার পাত্রে ত্রাস্কহৃত ছারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি।’ মহাশ্বা জ্যোৎস্না এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্বক হৃষ্যোথনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন! মহাবাহু হৃষ্যোথন এই-রূপে আচার্য্য কর্তৃক বদ্ধকবচ হইয়া ত্রিগর্ভ-দেবীসহ সহস্র রথ, বিপুলবলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুক্ত অশ্ব ও অশ্বাশ্ব মহারথগণ-সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্য বাদনপূর্বক বিরোচনতনয় বলির স্তায়

মহাভূবের অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে
হুর্ধ্যাধন অগাধ সমুদ্রের স্থায় ধাবমান হইলে
কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহাশয় সমুখিত হইল।

পঞ্চনবতীতম অধ্যায়

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ

৫ মহারাজ! এইরূপে রাজা হুর্ধ্যাধন সমর-
প্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে
পাণ্ডবেরা সোমকপণ-সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর
নিদাদ করিয়া প্রবলবেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে
আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম
সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্
মরীচিমালী পগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান
করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে
কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত
তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর
পূর্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি
নাই। অসংখ্য সৈন্যসমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে
অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণসৈন্য সমাচ্ছন্ন
করিলেন; কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া
মুতীক্ক সায়কনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ
করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত
উজ্জ্বল মণ্ডাঘনদ্বয়ের স্থায় শোভা ধারণ করিয়া
বর্ষাকালীন সলিল-পরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার স্থায় মহা-
বেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ-সঞ্চালিত মেঘ যেমন
বাদিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ
সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত্ত
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডবগণকে
নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ
সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি বিক্ষুব্ধ করে,
তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
তাঁহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন। তখন
পাণ্ডবসৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবলবেগে মহাসেতু
ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ
করিবার নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে তাঁহার প্রতি
ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও অচল যেমন
জলবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাকাল
ও কেকয়দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

প্রবল-প্রত্যাপ নরপতিগণ চতুর্দিক্ হইতে পাকাল-
গণকে আক্রমণ করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন
শক্রসৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে পাণ্ডবদিগের
সাহায্যে মহাবীর দ্রোণকে বারংবার আঘাত করিতে
লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর
যেরূপ শর নিক্ষেপ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁহার উপর
তদ্রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্!
শক্তি, প্রাণ ও ঋত্বিসম্পন্ন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকালে
সংগ্রামক্ষেত্রে মহামেঘের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন।
তাঁহার তরবারি পুরোবর্তী বায়ুর স্থায়, মোকর্ষী
বিদ্যুতের স্থায়, শরাসননিষন অশনি-নির্ঘোষের স্থায়
শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মহাবীর উপলব্ধের
স্থায় শাপিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া দশদিক্
সমাচ্ছন্ন, অসংখ্য রথী ও অশ্ব-সমুদয় ছেদন করিয়া
সেনাগণকে প্রাবিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বাণবর্ষণ
করিয়া পাণ্ডবদিগের যে যে রথমার্গে গমন করিতে
লাগিলেন, মহাতোজাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরপ্রভাবে
সেই সেই স্থান হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে
লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য
রণস্থলে অসাধারণ যত্ন করিলেও তাঁহার সৈন্যগণ তিন
ভাগে বিভক্ত হইল। কতকগুলি সৈন্য ভোজরাজের
নিকট গমন করিল, কতকগুলি জলসন্ধের শরণাগত
হইল এবং অবশিষ্ট দ্রোণের নিকট অবস্থানপূর্বক
পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ
দ্রোণাচার্য্য যতবার সৈন্যগণকে সংযোজিত করিলেন,
মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ততবারই তাঁহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন
করিয়া ফেলিলেন। অরণ্যে রক্ষকবিহীন পশুসকল
যেমন ক্রুদ্ধ খাপদগণ কর্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ
কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য পাণ্ডব ও দ্বিজগণের
হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ কল্পিতে লাগিল। তৎকালে
সকলেরই মনে এইরূপ উদয় হইল যে, সেই তুমুল
সংগ্রামে সাক্ষাৎ কাল ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরবিমোহিত যোদ্ধা-
বর্গকে গ্রাস করিতেছে। হে মহারাজ! কুন্সের
রাজ্য যেমন দ্বিভিক্ষ, ব্যাধি ও তন্দুর দ্বারা উৎসন্ন হয়,
সেইরূপ আপনার সেনাগণ পাণ্ডবগণের শরপ্রভাবে
ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সময় অর্ককিরণমিশ্রিত
অস্ত্র ও বর্ষা সমুদয় এবং সেনাগণের চরণসমুখিত
খুলিটল দ্বারা রণভূমি ব্যক্তিগণের চক্ষুপীড়া
সমুৎপন্ন হইতেছিল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাতুত কোরবসৈন্ত-গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বীরবরাগ্রগণ্য জ্যোৎস্নাচার্য্য ক্রোধে কল্লিতকলেবর হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডালদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সায়ক দ্বারা সৈন্তগণকে বিদ্ধ ও নিপাতিত করিয়া সমরক্ষেত্রে দেদীপ্যমান কালান্বিত শ্মায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে এক এক বাণে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে জ্যোৎস্না-শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর সহ করিতে সমর্থ হয়, পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দৃষ্টিগোচর হইল না। পাণ্ডবসৈন্তগণ জ্যোৎস্নাসায়ক ও সূর্য্যাকিরণে যুগপৎ সম্ভাপিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিত্রমণ করিতে লাগিল। যেমন ছত্ৰাশন শুষ্ক বন উৎসন্ন করে, তৎক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও কোরব-সৈন্তগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে জ্যোৎস্না ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধ্যাঘ্রসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সময় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিশতি, চিরসেন ও বিকর্ণ কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবস্থিদেবী বিন্দ ও অম্বুবিন্দ এবং বীর্ঘ্যান্ ক্লেমমুষ্টি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অগুণমন করিলেন। সংকুলসমুত মহা-ভেজস্বী মহারথ বাহ্লীক-নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীতনয়দিগকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল সহস্র সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া কাশিরাজের মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মন্ত্রদেবশাখিগতি শল্য অলস্ত পাবক-সদৃশ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষপরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্ত লংঘ্যাপনপূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারি শত মহাধনুর্ধর সৈন্ত লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধারাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গাধারী সপ্তশত গান্ধারদেবী সৈন্ত লইয়া মাজীপুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবস্থিদেবী বিন্দ ও অম্বুবিন্দ বাকবের বিজয়বাসনায় ধনুর্ধার ধারণ করিয়া প্রাণপণে ব্রিহাট-রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক-নৃপতি সময়ে অপরাজিত মহাবল-পরাক্রান্ত

ক্রপদন্তনয় শিখণ্ডীকে পরাভূত করিতে সমুদ্রত হইলেন; অবস্থিনগরাধিপতি সৌবীর সৈন্ত সমভিব্যাহারে ক্রোধপরিপূর্ণ প্রভঙ্গকগণ-সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ ক্রুরকশ্মী ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তীভোজ অসংখ্য সৈন্তসমভিব্যাহারে ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষসেজ্জ অলম্বুকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্ধর মহারথগণে পরিবৃত্ত হইয়া সমুদয় সেনার পশ্চাত্তাপে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোৎস্না-পুত্র অশ্বখামা তাঁহার দক্ষিণভাগে ও সূতপুত্র কর্ণ বামভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধবিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এইরূপে সিদ্ধুরাজের রক্ষার উপায়বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায়

বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ

সজ্জ কহিলেন, “হে মহারাজ! এই সময় কোরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যাহুখে জ্যোৎস্নাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্তগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন; জ্যোৎস্নাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করিয়া স্বীয় সৈন্ত-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের হিতৈষী অবস্থিদেবী বিন্দ ও অম্বুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশ বাণে ব্রিহাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর ব্রিহাটরাজও সেই অম্বুচর-বেষ্টিত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্যমধ্যে মনস্রাবী মন্ত্যাতজদ্বয়ের সহিত কেশরীর বৈরুপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত জ্যোৎস্নার সেইরূপ অতিভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ

হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত শিবতী মধ্যাহ্নভেদে^১ তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যীক-ভূপতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্যীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুখ শিলানিশিত নতপর্ক নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীষণগণের আসক্তনক ও শূরগণের হর্ষবর্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদয় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাংস প্রভিষেকী মাংসের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত যোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন জীবের মনঃ পক্ষেস্থিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান হয়, সেইরূপ বাহ্যীকরাজ কোপাঘিত হইয়া জ্যোতিষী মহারথ পাঁচ পুস্তকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্শসকল শরীরের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণপূর্বক বাহ্যীকরাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ক নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃক্ষবংশাবতঃস সত্যবিক্রম সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে তিনি ঐষৎ যুদ্ধিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুণ্ডিত কিংকুক-বৃক্ষ দ্বয়ের স্থায় সংগ্রামস্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বু-মহাবল-পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহাকে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করিয়া কৌরববাহিনীমুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্বকালীন জগাহর ও ইন্দ্রের সময়ের স্থায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুদের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাজীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপাঘিত হইয়া কৃতবীর বলবান্ শকুনির উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সময়ক্ষেত্রে তুমুল জনসংস্কর সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধায়ি আপনার চূর্নাত্তপ্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্তৃক বদ্ধিত ও আপনার পুত্রগণকর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সঙ্গার ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্ভূত হইয়াছে।

১। মধ্যাহ্নভেদনকম। ২। কামনা।

যাহা হউক, এক্ষণে সময়বৃত্তান্ত প্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শরপ্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রমপ্রকাশে অসমর্থ ও ইতি-কর্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাজীতনয়দ্বয় শকুনিকে সমরবিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার স্থায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীরদ্বয়ের সন্নতপর্ক বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ সফালনপূর্বক জ্যোৎসৈন্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর ঘটোংকচ মহাবেগে অলম্বুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মজ্ঞরাজ শল্যকে প্রথমতঃ পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্বের শব্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মজ্ঞরাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিশক্তি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইঁহারা অসংখ্য সৈন্য-পরিবৃত্ত হইয়া ভীমসেনের সহিত যোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।”

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

জ্যোৎসহ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয়

সজয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাতুত কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসঙ্ককে ও অসংখ্য সৈন্যসমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্মাকে এবং সূর্যাসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করিয়া জ্যোৎসকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধভংগ, ধনুর্ধারী, কোষপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর যোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য-জনসংস্করকর সগর সেনাগণ নির্ভীক-চিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীৰ্য্যসম্পন্ন জ্যোত্যাচাৰ্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চালপুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্বশনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

মহাবীর জ্যোৎস্না ও মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীর অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদনপূর্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরারণের চতুর্দিকে পুণ্ডরীক-বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রামস্থলে চতুর্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, অস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম, ও আয়ুধ-সকল বিকীর্ণ হইল। শুরগণের শোণিতাক্ত স্বর্ণনির্ম্মিত তম্বা-সকল সোদামিনী-সহস্রিত জলদগটলের স্থায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অস্ত্রাস্ত্র মহারথগণ তাল-শ্রমাগ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক, অঙ্গ, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ-সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্যক কবচ সমুপ্তি হইল। মাংসোলুপ গৃধ্র, কক্ক, বক জ্ঞেন, বায়ল ও শৃগালসমুদয় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংসভোজন, শোণিতপান, কেশচ্ছেদন, মজ্জা-ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক-সমুদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রামনিপুণ, কৃতান্ত, রণদীক্ষিত যোদ্ধাগণ বিজয়াকাক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমাৰ্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং জুর দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথি-গণ রথীদিগের সহিত, অশ্বারোহিণ অশ্বারোহী-দিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্তমাতঙ্গ উদ্ভাসের স্থায় চাংকার করিয়া পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রামসময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোৎস্নাচার্যের অশ্বগণের সহিত আপনায় অশ্ব-সমুদয় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবতসর্প ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎসহস্রিত মেঘের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোৎস্নাচার্যকে সমীপস্থ দেখিয়া হৃদয় কৰ্ম্ম নিকাহ করিবার মানসে কাশ্মুক পরিত্যাগপূর্বক অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন

১। অস্ত্রাস্ত্রা পক্ষসমূহপূর্বক গ্রহণ পথে।

এক রথদণ্ড অবলম্বনপূর্বক জ্যোৎস্নার রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাভাগে ও কখন যুগ্মমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঋতুগহস্তে যখন জ্যোৎস্নার রক্তবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিলেন, তখন আচার্য্য জ্যোৎস্নাচার্য্য কিছুমাত্র রক্ত, অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। জ্যোৎস্নাচার্য্য আমিষগ্রহণার্থ অচ্যেৎ যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোৎস্নাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীর্য্যগণ্য জ্যোৎস্নাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অঙ্গ, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব-সমুদয় এবং দুই ভল্লের তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে ছেদনপূর্বক শরাসন আকর্ষণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশ্বনিদৃশ জীবিতাস্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদর্শনে অবিলম্বে চতুর্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্বক সেই জ্যোৎস্নাচার্য্য শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহযুগ্মে নিপতিত যুগ্মের স্থায় জ্যোৎস্নাচার্য্য হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া সশ্বর তাঁহার উপর ষড়্বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্বক সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদর্শনে ক্রোধাধ্বিত হইয়া জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থলে ষড়্বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়া-ভিলাষী পাঞ্চালেশ্বরী রথিগণ সাত্যকিকে জ্যোৎস্নাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সশ্বর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।”

অষ্টমবর্তিতম অধ্যায়

জ্যোৎস্নাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, “হে সজ্জয়! বৃষ্টিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি জ্যোৎস্নাচার্য্য শর ছেদনপূর্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শত্রুধারিণের অগ্রগণ্য মহাধর্ম্মরূপ জ্যোৎস্নাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কিরূপ সংগ্রাম করিলেন?”

সজ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ-পুখ শর ও নারায়ণ-সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া ব্যাদিতান্ত, বিকটিতদন্ত, তাম্রাক মহাসর্পের স্থায় নিখাস

পরিত্যাগপূর্বক সাত্যিকর অভিযুগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এক্রপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শনমাত্র বোধ হইল, উহারা আকাশমার্গে গমন বা পর্বতোপরি সমুদান করিতেছে। তখন শত্রুজ্ঞেতা মহাশুর সাত্যকি শক্তিখড়গধারী অমর্ষণপরায়ণ দ্রোণাচার্য্যাকে বেগশালী রথে আরোহণপূর্বক কাশ্মুক এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপপূর্বক অশ্বনির্দোষশালী বারিধারাবর্ষা বায়ুবৈগল্যিত বিদ্যাদামরজ্জিত মহামেষের স্থায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্মবিবজ্জিত, কুর্য্যোধনের আশ্রিত, রাজপুত্রদিগের আচার্য্য, শুরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিযুগে অশ্ব পরিচালনা কর।' সারথি সাত্যকির বাক্যামুসারে তৎক্ষণাৎ রজতশুভ্র বায়ুবৈগল্যম শীতগামী অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবত্স সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার স্থায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহারথদ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে প্রত্যেকের প্রভা বিনাশ ও সমীরণের পতি বোধ হইয়া গেল। এইরূপে উভয়ের বাণবর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অস্থান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ্ঞ তাঁহাদের শরসন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজ-প্রেরিত অশ্বনিবন্ধনের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচবিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিধবিদষ্ট সর্পের স্থায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্দোষ বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গ হইতে উদ্ভিত শব্দের স্থায় শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব-সমুদয় স্বর্ণপুন্ড্র শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্মূল নারাচসমূহ নির্দোষকনির্মুক্ত ভূজের স্থায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হস্ত ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক মদপ্রাবী বারিধারের স্থায় শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বিজয়

বাগনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতাত্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণ কর্তৃক সাত্যকির সমর প্রশংসা

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উপক্রোশ^১ এবং শঙ্খচন্দ্রভির নিশ্চয় একতালে তিরোহিত হইল। সৈন্তসকল তৃক্ষীভূত ও যোদ্ধবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোতূহলাক্রান্তচিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির বৈরধর্ম্ম^২ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, পঞ্চারোহী, অশারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দিকে বাহু নির্মাণপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনির্মিয়নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিস্রমশোভিত, মণিকাকন-বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্র-কফল, নির্মূল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজসমুদয়ের স্বর্ণ ও রক্তনির্মিত কুন্তমালা ও দন্তবেষ্টনের উজ্জ্বল প্রভায় সেনানিচয় বকপাংস্তিবিরাচিত খড়্গোদয়ভোতিত সৌদামিনী-সম্বলিত বর্ধাকালীন জলদপটলের স্থায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদয় সিদ্ধ, চারণ, বিজ্ঞাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থানপূর্বক সেই বীরদ্বয়ের বিচিত্র গমন, প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন-পূর্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহাবীর সাত্যকি হৃদয় সায়কনিকরে দ্রোণাচার্য্যের শরসমুদয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরাতিনিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অশ্ব শরাসন জ্বাযুক্ত করিলেন; মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনিবংশাবত্স সাত্যকি গোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের স্থায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবীর পরশুরাম কার্ত্তবীৰ্য্য ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের বৈরুপ অস্ত্রবল, মহাত্মা সাত্যকিরও সেইরূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট

১। পরস্পরের নিশাবাহ। ২। রথিধ্বজের সমুদয়বহ।

হইতেছে। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য এইরূপে মনে মনে সাত্যাকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ জ্যোৎস্নাচার্যের হস্তলাবণ অবগত ছিলেন; কিন্তু সাত্যাকির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না, এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিজ্ঞাবিশারদ ক্ষত্রিয়মর্দন জ্যোৎস্নাচার্য অস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্রসন্ধান করিলেন। সাত্যাকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র-চ্ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সাত্যাকির সংগ্রামকৌশল 'ও অতিমামুষ্য কৰ্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধনুর্বাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যোৎস্নাচার্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সাত্যাকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনুর্বেদপারদর্শী শত্রু-তাপন জ্যোৎস্নাচার্য তদর্শনে কথঞ্চিৎ সজ্ঞাস্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যাকির বিনাশবাসনায় দিব্য আয়ুর্ষ্যোজ্ঞ গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যাকি জ্যোৎস্নাকে 'রিপূর' ভীষণ আয়ুর্ষ্যে অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাজ্ঞ ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় দিব্যাজ্ঞ গ্রহণ করিলে চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ সমুথিত হইল। তৎকালে খেচর প্রাণিগণও আকাশে বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীরদ্বয়ের শরাসন-সমাহিত দিব্যাজ্ঞদ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অন্তঃগমনোদ্ভূত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যাকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্ত ও শাৰদেবীয়া বীরগণ ধুইছায় প্রভৃতি বীরগণের সহিত জ্যোৎস্নাচার্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ চুঃশাসনকে অগ্রবর্তী করিয়া অরাতিপরিবেষ্টিত জ্যোৎস্নাচার্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষে ভূমূল সংগ্রাম আরম্ভ

হইল। পার্শ্বব-রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিবাণ্ড হইলে সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রামকার্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।”

একোশততম অধ্যায়

বিন্দ ও অমুবিন্দ বধ

সমস্ত কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অন্তাচল-শিখরাভিমুখীন হইলে দিবস ক্রমে অবসর হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মল্লীভূত হইল। তখন যোদ্ধবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণস্থলেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনাবসানসময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংস্কৃত হইলে মহাত্মা বাহুদেব ও অর্জুন সিদ্ধুরাজ জয়জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনাৰ্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিতেছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া সেই সেই স্থানে রথগমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব-সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীৰ্য্যসম্পন্ন বাহুদেব উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় রথ-চালনানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নিতুল্য, স্নায়ুনক, নামাক্তিত, বায়ুবেগগামী বৈশব* ও আয়স শরসমুদয় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রথির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন একরূপ বেগে রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথাক্রান্ত অর্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতি-গণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাহুদেব-সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর স্থায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদয় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেক্রপ বেগে গমন করিতে লাগিল,—সূর্য্য, ইন্দ্র, রুদ্র

ও কুবেরের রথও সেরগ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শক্রনিপাতন কেশব সমরাদনে রথ সমানিত করিয়া সেনামধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন, অশ্বগণ সমরবিশারদ বীরগণের অজ্ঞাধাতে ক্ষতবিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিহই রথ-সমুদয়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্তম্ভন আকর্ষণ করিয়া বিচিত্রমণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মমুষ্য, নাগ, অশ্ব ও রথসমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে অবন্তিদেবীয় বিন্দ ও অম্ববিন্দ মহাবীর অর্জুনকে ক্রান্তবাহন দেখিয়া সেনা-গণসমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে চতুঃপাশ্বে, বাহুদেবকে সপ্তাতি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন কোপাধিত হইয়া তাঁহাদের উপর মর্শ্মভেদী নতপর্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিন্দ ও অম্ববিন্দ অর্জুনের শরাধাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন-দ্বয় ও কনকোজ্জল ধ্বজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অম্ববিন্দ তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তদদর্শনে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখজালে তাঁহাদিগের সারথি, পাদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব-সকল সংহার করিয়া কুরঙ্গ অস্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জুনের শরে গতাস্ত হইয়া বাতভগ্ন পাদপের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল-পরাক্রান্ত অম্ববিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিন্দের নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতশ্র রথ পরিত্যাগপূর্বক গদা-হস্তে অর্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুবৃন্দনের ললাটে গদাবাত করিলেন। মহাত্মা বাহুদেব অম্ববিন্দের গদাবাতে অণুমান্ত কম্পিত না হইয়া মৈনাক-পর্বতের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সগন্ডাটী ধনঞ্জয় ক্রোধ-ভরে ছয় বাণে অম্ববিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অম্ববিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অমুগামিগণ ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিয়া অর্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন ছত্যাশনের ভ্রায় এবং মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ভ্রায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পশ্চি-শেষে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও জয়জয়কে দূরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিক হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষত অর্জুন তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে যত্বচনে লম্বোদনপূর্বক কহিলেন, 'হে মাধব! আমাদিগের অশ্বসকল শরাধিত ও ক্রান্ত হইয়াছে, জয়জয়ও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে; অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি কর্তব্য? তুমি সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্তব্য।' জনার্দন অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।' তখন অর্জুন কহিলেন, 'হে সখে! তুমি এই স্থানে অবস্থানপূর্বক আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর; আমি সমুদয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।'

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকর্তৃক জলাশয় নিস্রাণ

মহাবীর অর্জুন এই বলিয়া অগভ্রান্ত-চিত্তে রথ হইতে অবতরণপূর্বক পাণ্ডবশরাসন ধারণ করিয়া অগ্নির স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিজয়াকাজক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরীতলস্থ দেখিয়া 'এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়' এইরূপ বিবেচনা করিয়া অসংখ্য রথ-সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র-সমুদয় নিক্ষেপপূর্বক মস্ত-মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর অর্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ভ্রায় শোভা পাইতে

লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে অরাভিনিপাতন পার্শ্বের অদ্ভুত কুলবল লক্ষিত হইল। তিনি স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে বিপক্ষাত্ম নিরাকৃত ও সমুদয় যোদ্ধাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্তগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বাণের প্রসার সর্ব্বথো আকাশমার্গে প্রছলিত পাবকের আবির্ভাব হইল। অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহুসংখ্যক শোণিতোক্ষিত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ-সমভিব্যাহারে একমাত্র অর্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ-সমুদয় সাগরের স্থায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ষ, হস্তী নর, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ, কমঠ এবং ছত্র ও পাতাকা-সমুদয় ফেনের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথসাগর নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাহুবল অশঙ্কিতচিত্তে পুরুষপ্রধান অর্জুনকে সপোধন করিয়া কহিলেন, ‘সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমরক্ষেত্রে একটিও কূপ দোষেতে পাইতেছি না, ইহারা কোথায় জল পান করিবে?’

মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে ‘এই জলাশয় রণিয়াছে’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপানের নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদারণপূর্ব্বক হংস-কারণবচক্রবাক-সুশোভিত মৎস্য-কুর্ম-সমাকীর্ণ, ঋষিগণসেবিত, নির্ম্মলসলিলসম্পন্ন, বিকসিত কমল-দলোপশোভিত, সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণ-বিনিমিত্ত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্মা-সদৃশ অদ্ভুতকর্মা অর্জুন তথায় শরবংশ^১, শরশুভ^২ ও শরাচ্ছাদন^৩ সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্শ্বের এই আশ্চর্য্য কার্য্য-সন্দর্শনে, চমৎকৃত হইয়া হাস্য করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।^৪

১। রক্তমাখা—শত্রুপক্ষীর নিহত হস্ত-রক্তে রঞ্জিত। ২। সরস্বতী বা নদীর তীরসমূহ। ৩। বাণের বীণ। ৪। বাণের খুঁটি। ৫। বাণের ছাউনি।

শততম অধ্যায়

কৃষ্ণের অশ্বপরিচর্যা—জয়দ্রথান্নিমুখে রথচালনা

সজয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা অর্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিলাশয় সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু-সৈন্তগণ নিরাকৃত হইলে মহাত্ম্যভি বাহুবল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ককণত্রযুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গম-গণকে মুক্ত করিলেন। যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদয় সৈনিক-পুরুষ মহাবীর অর্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথ-গণ কোন ক্রমেই অর্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যায়িত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভূত গজবানী ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদয় পুরুষকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জুনের উগর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা বাসব-নন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীৰ্য্যবান পার্শ্ব বীরগণ-নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাসসমুদয় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ-সকল বিফল হইয়া গেল। একমাত্র লোভ যেমন সমুদয় সদ্গুণ বিনষ্ট করে, সেইরূপ অর্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন কোরবেরাও পার্শ্ব ও বাহুবলের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জুন ও বাহুবল অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে? ঐ বীরদ্বয় সমরস্থলে অসাধারণ তেজঃ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিজ্ঞা-সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্তগণসমক্ষে সেই অর্জুন-নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে সমানীত করিয়া তাহাদের জয়, মান ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

অধঃগণের উদ্বোধন, স্নান, ভক্ষণ ও স্নানবিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হঠাৎ তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অৰ্জুন-সমভিষাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অৰ্জুনের রথে বিগতভৃষ্ণ অধঃগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্বীর বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভয়দমন সর্পের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'হায়! কৃষ্ণ ও অৰ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে বিক'। ঐ সময় একরথারূঢ়, বর্ণাচ্ছাদিত-দেহ, অরাতিঘাতন কৃষ্ণ ও অৰ্জুন ক্রৌড়া করিয়াই যেন কৌরবসৈন্যগণকে সহস্রপূর্বক যুদ্ধার্থ যত্নবান্ ক্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য প্রকাশ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন অশ্রুশ্রু সেনাগণ তাহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হে কৌরবগণ! ঐ দেখ, কেশব ধনুর্কারীগণের সমক্ষে রথ যোজনা করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্রুচালন করিতেছেন; অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে সহস্র করিতে যত্নবান্ হও।'

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হায়! দুরাশ্রা দুর্যোধনের অপ-রাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্রিয়গণ ও সমুদয় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল। উপায়ে অনভিজ্ঞ দুর্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না।' কেহ কেহ কহিলেন, 'সিকুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমনসদনে গমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন।' হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর অৰ্জুন অরাস্ত তুরঙ্গম-যুক্ত রথে আরোহণপূর্বক সিকুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধাগণ সেই অস্ত্রধরাগ্রগণ্য, কালান্তক যমো-পম, মহাবাহু অৰ্জুনকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শত্রুতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভি-মুখে গমনার্থ যুগকুলনিহতা যুগরাজের স্থায় কৌরব-সৈন্যগণকে বিজ্ঞাবণ ও বিলাড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুদান সৈন্তসাগরমধ্যে অবগাহনপূর্বক সশর অশ্রুচালনা ও পাকজন্তু নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অৰ্জুনের অধঃগণ এক্রপ প্রবলবেগে গমন

করিতে লাগিল যে, তদ্বিস্তীর্ণ শরনিকর তাঁহার পশ্চাত্তাপে নিশ্চিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদয় নরপতি ও অশ্রুশ্রু ক্রিয়গণ জয়দ্রথবাড্ডিলাবী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য-সকল অৰ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্যোধন সশর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্রুত পতাকাযুক্ত, জলদগম্ভীর-নিখন ও কপি-ধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিম্ব হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডব রজোরানি সমুখিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণাদিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।

একাদিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথের দর্শনলাভ

সমুদয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাহুবল ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সঙ্ক-সঙ্কুচিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, বাঁহারা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিণীর স্থায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তদর্শনে অনেক অসাধু ক্রিয় বেদবিমুখ নাস্তিকের স্থায় নরকগমনের ভয় পরিত্যাগপূর্বক সময় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কেশব ও অৰ্জুন দ্রোণের সেনা-সমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম-পূর্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাজবদন-বিনিঃসৃত চন্দ্র-সূর্যের স্থায়, মহাজালবিমুক্ত মকরমুখ-বিনির্গত মৎস্যদ্বয়ের স্থায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্র সংকোষিত করে, সেইরূপ শত্রু দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিকোষিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অৰ্জুন ও বাহুবল জ্যোতিষার্থে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধাসকল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন

কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হাদিক্যের হস্ত হইতে পরি-
ত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিদ্ধুরাজের আর কোন
বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিতরক্ষাবিষয়ে
কৌরবপক্ষীয়গণের মনে এইরূপ বলবতী আশার
সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুন দ্রোণকে অতি-
ক্রম করিয়া গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একে-
বারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজলিত পাবকতুল্য
প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও
ভোজসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া একেবারেই
জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতি-
কুলভয়বর্ধন নির্ভীকচেতা: কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর
জয়দ্রথবধবিধিগী মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, ‘কৌরব-
পক্ষীয় ছয় জন মহারথ জয়দ্রথের চতুর্দিকে অবস্থান-
পূর্বক উহাকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু ঐ চুরাশ্বা
একবার আমাদের নয়নগোচর হইলে কদাচ আত্মরক্ষা
করিতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি
দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি
আজ উহার নিস্তার নাই।’ হে মহারাজ! মহাবাহু
কৃষ্ণ ও অর্জুন জয়দ্রথকে অঘেবণ করিয়া পরস্পর
এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল
কথা আপনাদের পুত্রগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে
লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন
মরুভূমি অতিক্রমণান্তর বারিপানে পরিতৃপ্ত
মাতঙ্গধ্বরের শ্রায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা
ব্যাজ, সিংহ ও গজসমাকীর্ণ ভূখর অতিক্রম করিয়া
যে রূপ প্রফুল্ল হয়, জরায়ুভাবিহীন অরিনিসুদন
মধুসূদন ও অর্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ
হইতে লাগিল। আপনাদের পুত্রগণ তর্দশনে
চতুর্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন
মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রজলিত জলনতুল্য,
আশীব্যবসদৃশ দ্রোণ, হাদিক্য এবং অশ্বাস্ত্র নর-
পতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও
অগ্নির শ্রায়, দ্যুতিমান^১ ভাস্করধ্বরের শ্রায় সমধিক
শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমুজ্জ হইতে সমু-
ত্তীর্ণ হইলে যে রূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীরদ্বয় অর্ণবসদৃশ
দ্রোণসৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেইরূপ আল্লাদিত
হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের^২ শাপিত শরপ্রহারে
কথিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন,
পর্বতভয়মধ্যে কর্ণিকারপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই

মহাবীরদ্বয় শক্তিরূপ আশীব্য, নারাকরূপ মকর ও
ক্ষত্রিয়রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাবোষ-
রূপ অশ্বনিবিন্দন, গদা ও খড়্গরূপ বিদ্যুৎসম্বলিত
দ্রোণাক্রুরূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অঙ্ককার-
বিনির্মুক্ত চন্দ্রসূর্য্যের শ্রায় শোভা পাইতে
লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত
হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ
বীরদ্বয় বাহু দ্বারা বর্ধাকালীন সলিলরাশিসম্বিত,
যাদোগণসমাকুল, সমুজ্জগামী নদীসমুদয় হইতে
সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্রদ্বয়
মৃগজিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ সেই
বীরদ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহাকে
অবলোকন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব-
পক্ষীয় সমুদয় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া
অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিতলোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিদ্ধুরাজের
সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্শুচ্ছ: সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু-হস্ত^৩ শৌরি ও ধনুস্বান
ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া
উঠিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অরাতিনিসুদন
মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণসৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া
জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করিয়া যার পর নাই
আল্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্বেদনক্ষীর
শ্রায় বিক্রম প্রকাশপূর্বক ঘোষণাভরে সিদ্ধুরাজের
সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ-
সম্রাট^৪-দুর্ভেদ্যকবচধারী, অশ্বসংস্কারবিৎ, বিপুল-
পরাক্রম, রাজা হৃষ্যোধন সেই বীরদ্বয়কে সিদ্ধুরাজের
অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ
একরথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রমপূর্বক কৃষ্ণের সমীপে
সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে বিবিধ
বাদিত্ত বাহিত ও শব্দধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুদ্রিত
হইতে লাগিল। অনলতুল্য ভেজস্বী যে যে বীরগণ
সিদ্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে
হৃষ্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের পুরোবর্তী দেখিয়া যার
পর নাই আল্লাদিত হইলেন। তখন মহাশত্রু কেশব
অম্বচর-পরিবৃত রাজা হৃষ্যোধনকে অতিক্রম করিতে
দেখিয়া অর্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ
করিলেন।^৫

১। প্রথমে ভেজস্বী। ২। দ্রোণের।

১। বধবজ্র ধারী। ২। দ্রোণ কর্তৃক বৃদ্ধরূপে ব্যবহাশিত।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথরক্ষক দুর্যোধনসহ যুদ্ধে কৃষ্ণের ইস্তিত

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্যোধন আমাদের আশ্রয়স্থলকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী, আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্ধর অতিশয় অস্ত্রকুশল ও যুদ্ধদক্ষ। উহার অস্ত্র-সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল হুখে লাগিত হইয়াছে। ঐ দুরাশ্রম তোমাদিগকে ঘেঁষ করিয়া থাকে, অতএব হে অনব! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিত্য আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আশ্রয়। হে অর্জুন! তুমি অবিলম্বে দুর্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধ-বিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাশ্রম পাণ্ডবদিগের অনর্থ-পাতের নিদান, সেই আজ তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য হইতে চেষ্টা কর। রাজ্য দুর্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল? যাহা হউক, ঐ পাণ্ডবা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর' হইয়াছে; অতএব যাহাতে অচিরেই জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্যমদমত্ত দুর্যোধন হুস্তের লেশমাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাশ্রম তোমার সাংগামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় সুর, অসুর ও মানব-গণ একত্র হইলেও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দুরাশ্রম দুর্যোধন ভাগ্যক্রমে আজ তোমার রথসমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরুষের যেন ব্রহ্মাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই-রূপ তুমিও ইহাকে বিনাশ কর। ঐ পাণ্ডবা নিরস্তর তোমার অনিষ্টচেষ্টা, শততাপূর্বক দ্যুত ক্রৌড়ায় ধর্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সত্য তোমাদিগের প্রতি ভ্রূরি ভ্রূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাণ্ডবরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর। হে অর্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহারণ, বনবাস ও দ্রোণদীর সেই সকল ক্রেশ্রমরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ করা তোমার

অবশ্যকর্তব্য। আজ দুরাশ্রম দুর্যোধন সৌভাগ্যক্রমে তোমার কার্যব্যবাহার করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়া তোমার বাণপথের পথিক হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজ দেবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ-সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ তুমি কুরুকুলকলহভূত বৃতরাষ্ট্রডনয়কে নিপাতিত করিয়া দুরাশ্রমদিগের মূলচ্ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাশ্রম নিখনে উহার সৈন্ত-সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।'

অর্জুনের দুর্যোধনভিত্তিমুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, 'হে মহারাজ! মহাশ্রম কেশব এই কথা বলিলে অর্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে, ইহা আমার অবশ্যকর্তব্য। অতএব অস্ত্রাশ্রম কার্য পরিত্যাগপূর্বক যে স্থানে দুর্যোধন অবস্থিত করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাশ্রম এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজ কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই হুস্তভোগের অযোগ্য্য দ্রোণদীকে কেশাকর্ষণ-হুস্তে হইতে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব?' হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রামস্থলে খেতাস্বসমুদয় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সমরে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জুন ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে ধনুর্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্তগণমধ্যে সিংহনাদ সমুখিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অর্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন দুর্যোধন কর্তৃক নিবারণিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন; দুর্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণ-রূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দিক হইতে সেই পরস্পরের

প্রতি ক্ষুদ্র দুর্যোধন ও ধনঞ্জয়ে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্যোধন বাহুবল ও অর্জুনকে ক্ষুদ্র দেখিয়া হাস্য করিয়া বুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীরদ্বয়কে আহ্বাদিত দেখিয়া এককালে দুর্যোধনের জীবিতাশা পরিভ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্নিমুখে আহত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ধোখণ্ড ভয়ে কাতর হইয়া ‘রাজা হত হইলেন’, ‘রাজা হত হইলেন’, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্তগণের আন্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিভ্রাণ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।’ কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জুনকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ‘হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্মগরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য, পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, তৎসমুদয় আমাকে প্রদর্শন কর। কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজ আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদয় প্রকাশ কর।’

— —

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

দুর্যোধনের অভেদ্য-কবচপ্রশংসা

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ! রাজা দুর্যোধন অর্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ষভেদী ভিন শরে তাঁহাকে, চারি শরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশ বাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃত্ব দ্বারা তাঁহার প্রত্যোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্যোধনের উপর বিচিত্রপুণ্ড শিলাশাপিত চতুর্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুননিষ্কিপ্ত শরনিকর দুর্যোধনের বর্শে লগ্ন হইবামাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে ক্ষুদ্র হইয়া পুনরায়

চতুর্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয়ও দুর্যোধনের বর্শসংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শক্রোতাপন কৃষ্ণ পার্থনিষ্কিপ্ত অষ্টাধিশক্তি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজ কি পূর্বাপেক্ষা তোমার পাণ্ডুবীর মুষ্টির বা ভুজধ্বয়ের বলহান হইয়াছে? আজ কি তোমার সহিত দুর্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না? হে অর্জুন! আজ আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর-বিদারক অশনিসদৃশ শরসকল কোন কার্য্যকারকই হইল না। এ কি বিড়ম্বনা!’

অর্জুন কহিলেন, ‘হে মাধব! মহাবীর জ্যোতাচর্য্য দুর্যোধনশরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি; এতদন্তর ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই এই কবচবৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্যানিষ্কিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এ বিষয়টি যেরূপ অবগত আছ, এমন আর কেহই জানে না; তবে কি নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ? হে কেশব! দুর্যোধন দুর্যোধন আচার্য্য-দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু সে এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্তব্য, তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল ত্রীলোকের স্মার গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজ আমার ধনু ও বাহুধ্বয়ের বল পর্য্যবেক্ষণ কর। দুর্যোধন কবচরক্ষিত হইলেও আজ উহাকে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমতঃ দেবাদিদেব মহাদেব অজিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অজিরা বৃহস্পতিজকে ও বৃহস্পতি পূরন্দরকে সমর্পণ করেন। তুরগপতি উপহারের সহিত ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যদি দুর্যোধন-কবচ দেবসমুত্ত হয়, অথবা ত্র্যক্ষা স্বয়ং উহা নির্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজ দুর্যোধন দুর্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।’

অর্জুনবাণে কোরবগণের নিপীড়ন

মহাবীর অর্জুন এইরূপ কহিয়া শর-সমুদয় মস্ত-পূত করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অশ্বখামা পুর হইতে সর্বাশ্রয়নাশক অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিষয়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে জনাৰ্জন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্তৃক দুইবার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমাকে বা আমার সৈন্তগণকে বিনাশ করিবে।' হে মহারাজ! এইরূপে অর্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর চুর্যোধন আশীবিবসদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে ও নয় বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোরবপক্ষীয়েরা তদর্শনে যার পর নাই আত্মদ্রোহ হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুলবীৰ্যশালী মহাবীর ধনঞ্জয় চুর্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যগী লেচন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদমস্তক বর্ষ্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শরনিষ্ক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তঃকণ্ঠে শরনিকরে চুর্যোধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্বসমুদয় পাশ্চি-সারথিকে ছেদনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততলদ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কোরবপক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞেরা পার্শ্বশরপীড়িত চুর্যোধনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতিসমূহ সমভিবাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেটন করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জনসমূহে পরিসৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্ত-সমুদয় আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত শত রবী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমরভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদর্শনে হতা-বশিষ্ট অর্জুনশরত্যাগিত সৈন্তগণ চতুর্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার রথের গতিরোধ করিল। তখন সূর্য্যবীর

কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি যথ বিস্তারিত কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি।' মহাবীর অর্জুন বাহুদেবের বাণ্যামুসারে পাণ্ডব-ধনু বিস্তারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত-পদ্মপটল কেশব ঘণ্টাস্তবদনে পাঞ্চজন্ত বাদন করিতে লাগিলেন। বাহুদেবের শঙ্খনাগ ও অর্জুনের পাণ্ডব-নিশ্চনে কোরবপক্ষীয় কি বলবান কি দুর্বল, সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জুনের রথ সেই সেনাভাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া বাহু-প্রেরিত মেঘের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল।

এ সময় সিদ্ধুরাজের রথক মহাধর্ম্মজ্ঞ বীর-পুরুষেরা সহসা পার্শ্বকে নিরীকণ করিয়া অম্লচরণ-সমভিবাহারে বাণ-শব্দ, শঙ্খনিশ্চন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বহুজ্ঞারা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহুদেব ও ধনঞ্জয় কোরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ-শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ-সমবেত সমুদয় ভূতল, পাতাল-তল এবং দর্শদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরু-পাণ্ডব সৈন্তমধ্যে সেই শব্দের প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল। তখন কোরব-পক্ষীয় সমুদয় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইলেন; কিন্তু তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্তর তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।"

চতুরথিকশততম অধ্যায়

কর্ণপ্রমুখ অষ্ট মহারথসহ অর্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে কোরবগণ চিত্রিত, শব্দায়মান, অলস্তু অলস-সদৃশ, ব্যাজচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দর্শদিক্ সন্দীপিত এবং রক্তপৃষ্ঠ ছুনিরীক্ষ্য জুড় জুড়গসদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জুন ও কৃষ্ণের নিধনবাসনায় সত্তর তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধকবচ মহাবীর সুরিঞ্জবা, শল, কর্ণ, বুহসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মজুরাজ ও রথিঞ্জঠ

১। ধূলি দ্বারা আচ্ছাদিত নয়ন-রোমাঞ্চী।

অশ্বখামা—এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্ব-সংযোজিত, ব্যাজচন্দ্রাচ্ছাদিত, ঘনঘটা-গভীর-নিশ্বন, হেমবিহ্বলিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক মহাবীর অর্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সংকুলসম্ভূত^১ দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহনপূর্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ পর্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত, সঙ্গমজ, বেগগামী অত্যন্তম তুরঙ্গে আরোহণপূর্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দিক্ হইতে সহর ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনিাদে সঙ্গারাদ ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্বদেবপ্রবর মহাত্মা বাহুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্ম ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্ব্যপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ-শব্দে সমুদয় শব্দ অস্তহিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীকরনের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ববর্ধন, নিদারুণ শঙ্খনিাদসমন্বয়ে ভেরী, যুদ্ধশ, বাকর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্রসকল বাদিত হইলে দুর্যোধন-হিতৈষী, সৈন্য যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্ধর, নানাদিগেন্দ্রীয় নরপতির কৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খনিাদ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্ব্যপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ধাতসদৃশ শঙ্খনিশ্বনে সমুদয় দিগ্গন্ত ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরবপক্ষীয় সমুদয় রথী ও গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্যোধন ও সেই আট জন মহাবীর জয়ত্থের রক্ষার্থ অর্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখামা বাহুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপপূর্বক অর্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদয়ের উপর পাঁচ ভল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িতলোচনে অশ্বখামাকে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বুধসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণপূর্বক অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ^২ ভূরিপ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত তিন

বাণে, কর্ণ ছাত্রিশং বাণে, বুধসেন সাত বাণে, জয়ত্থ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বখামা প্রথমতঃ পাণের উপর ষষ্ঠিসংখ্যক শর নিক্ষেপপূর্বক পুনর্বার তাঁগকে পাঁচ ও বাহুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ-সারথি অর্জুন ঐবৎ হস্ত করিয়া স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শনপূর্বক সেই সকল বীরগণকে শরনিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে ছাদশ, বুধসেনকে তিন, সৌমদত্তকে তিন, শল্যকে দশ, পোত্তমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সহর শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বখামাকে প্রথমতঃ অগ্নিশিখাকার আট বাণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিপ্রবা ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া ছবী-ফেশের করস্থিত অশ্বশা ছেদনপূর্বক অর্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্রূপে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরব-পক্ষীয় বীরগণকে স্তম্ভীকর শরনিকর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় বীরগণের ধ্বজচিহ্ন বর্ণন

ধৃতবাহু কহিলেন, “হে সজ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অশ্বপক্ষীয় সেই বিনিধাকার অসামান্য শোভাসম্পন্ন ধ্বজ-সমুদয়ের বিষয় কীর্তন কর।”

সজ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানাপ্রকার ধ্বজসমূহের নাম, আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণাভরণভূষিত, সুবর্ণমালা-মণ্ডিত, সুবর্ণ-ময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ-সমুদয় প্রজ্জলিত পাবকের স্থায় ও অত্যাচল স্তম্ভের-পর্বতের কাঞ্চনশৃঙ্গের স্থায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় ধ্বজের উপরিস্থিত, নানারূপ-রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ-প্রতিম, বিভিন্ন পতাকাসকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ

১। গতি, ভরী, কল, বর্ষ প্রভৃতি গুণবৃত্ত প্রসিদ্ধ জাতি।

হইতে লাগিল যেন, নর্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত, পতাকা-সমলঙ্কৃত, সিংহলাঙ্গুলধারী, বিকটাত্ম, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কোরবপক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অৰ্জুনের শত্রুধ্বজসদৃশ পবনকম্পিত, বালসূর্য্যপ্রতিম, অত্যাচ্ছিত, কাকনময় ধ্বজাশ্রভাগ কোরবপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মালা ও পতাকায়ুক্ত সুবর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হইয়াও বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ভেদ করিয়া নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডব-গণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গৌতমভট্টের রথে বৃষসেন শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হইলেন, গৌতম-পুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি-মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করিয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর চর্ঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হইল যেন, উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাজ্ঞানে কান্দিবেয়ের স্থায় শোভমান হইলেন। ময়ূরাজ্ঞ শূল্যের ধ্বজাশ্রভাগে সর্ব-জীব-প্রসবিনী শস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থায় অগ্নিশিখা-কার সুবর্ণময় লাজল শোভা পাইতে লাগিল। সিদ্ধ-রাজ জয়জ্ঞেয় ধ্বজোপরি বালার্কসদৃশ হেমাভরণ-ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্বকালে দেবাসুর-যুদ্ধ সময়ে সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়জ্ঞেয় সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্ সৌমদত্তির কনক-ময় যুগধ্বজ মথজ্যেষ্ঠ রাজসুয়-যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যুগের স্থায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র সুবর্ণময় ময়ূর-সমুদয়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনাদের সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনাদের পুত্র দুর্যোধন রথস্থ সুবর্ণ-মণ্ডিত শকাযমান কিল্বিশত-সমায়ুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভমান হইলেন। হে রাজন্! আপনাদের পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্ত-কালীন সূর্য্যের স্থায় আপনাদের বাহিনীমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জুনের একমাত্র

বানরধ্বজ অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। হতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দৌল্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কর্ণ দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

কোরবাক্রমণে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কোলাহল

অনন্তর শত্রুতাপন মহারথগণ অর্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্রুতকন্যা অর্জুনও স্বীয় শত্রুবিনাশন গাণ্ডীব-বহু গ্রহণপূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরপ্রভাবে আপনাদের দুর্ন্যায়-নিবন্ধন নানা নিগেদ্য হইতে অভ্যাগত প্রভূত হস্তা, অশ্ব ও রথসম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কাল-কবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জন করিয়া পরস্পরকে ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ। ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথকে পরাজয় ও জয়জ্ঞেয়কে সংহার করিবার মানসে একাকী তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদদর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধ্বন ও শরজাল বিস্তার করিয়া কোরবপক্ষীয় যোদ্ধগণকে অদৃশ্য করিলেন; তাঁহারাও চতুর্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অরাতি-শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্যমধ্যে কোলাহলধ্বনি সমুদ্রিত হইল।”

যড়ধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণবর্ধার পাণ্ডবপক্ষের সমবেত সময়

ব্রতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সজ্জয়! মহাবীর অর্জুন জয়জ্ঞেয় সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণসমাজ্ঞাস্ত পাঞ্চালগণ কোরবপক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?”

সজ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। সেই অপরাহ্নকালীন লোমহর্ষণ সংগ্রামসময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কোরবগণ তাঁহাকে তাঁহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধনকামনায় গর্জন করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বে

দেবানুরের যেরূপ বোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাকাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাকালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া জ্যোৎস্নাচার্যের রথসম্মিলনে আপনাদিগের রথ অবস্থানপূর্বক তাঁহার সৈন্তগণকে ভেদ করিবার মানসে তাঁহাদের উপর অসংখ্য মহান্ন নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নাচার্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈকয়দেবী মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশ্বনিসন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগপূর্বক জ্যোৎস্নাচার্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীৰ্ত্তিমান ক্ষেমধৃষ্টি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিচাল্য করিয়া বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মণাবল-পরাক্রান্ত চেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ধৃতকেন্ত তদর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শস্যানুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ছায় ক্ষেমধৃষ্টির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধ্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্ত্র কালান্তক যমের ছায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্তর তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

জ্যোৎস্নাচার্যের যুদ্ধ—যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

তখন মহাবীর্যবান জ্যোৎস্নাচার্য—জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্তগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনাদিগের পুত্র বলবান বিকর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত যুদ্ধনিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রু-কর্ণ ঝুপুখ অসংখ্য বাণ-বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাসদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণশরে নরব্যাস সাত্যকিকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্ত সায়কবর্ষা নরব্যাস জ্যোৎস্নাচার্যের উপর নিবারণে যত্নবান হইলেন। মহারথ ঋষ্যশঙ্কতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্বকালে রাম-রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব নবতি বাণে মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্যের সমুদয় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন; জ্যোৎস্নাচার্য ও ব্রদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বীর ধর্ম্মারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অস্ত্র, ধ্বজ ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাচার্য যুধিষ্ঠির পাণিলাবণ প্রদর্শনপূর্বক শর দ্বারা জ্যোৎস্নাচার্যের শরসমূহ ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। ধর্ম্মারিগণ জ্যোৎস্নাচার্য তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তর মহাত্মা ধর্ম্মারাজের ধর্ম্ম ছেদনপূর্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মারাজ জ্যোৎস্নাচার্যের সাংক্ষেপ সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে রণভূমি স্থির করিল। লোকেরা তাঁহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির জ্যোৎস্নাচার্যের শরদ্বারা সমরবিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন জ্যোৎস্নাচার্যের বিপন্ন ধর্ম্মারাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কাশ্মুক পরিত্যাগপূর্বক অস্ত্র দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্নাচার্যের শরসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে লোকেরা চমকিত হইল। মহারাজ ধর্ম্মারাজের জ্যোৎস্নাচার্যের সমুদয় শর ছেদন করিয়া জ্যোৎস্নাচার্যের কলেবরে স্বর্ণনগলকৃত, অষ্টবর্টা-বিশিষ্ট, গিরিবিদারণে সমর্থ, ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্লমনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ ও ভীষণ শক্তি-সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া ‘জ্যোৎস্নাচার্যের মঙ্গল হউক’ বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নিশ্চোক-নিশ্চক ডুঙ্ক-সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নিশ্চুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক প্রজ্জ্বলিত করিয়া জ্যোৎস্নাচার্যের সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য জ্যোৎস্নাচার্য সহস্রাং সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির-নিশ্চুক্ত শক্তি ভষ্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্তন্যনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বিজয়ময় যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা জ্যোৎস্নাচার্যের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণপূর্বক তাঁহাকে নতপর্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া স্ত্রীতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহস্রাং ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মারাজ সেই জ্যোৎস্নাচার্যের গদা অবলোকন করিয়া তাঁহার নিবারণার্থ সত্তর ঋষি গদা গ্রহণপূর্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয়বীরনিকিপ্ত ভীষণ গদাঘর্ষ পরস্পর সজ্জ্বলিত হইয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্বক মহীভলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অঙ্গসমুদয়, এক ভ্রাতৃত্ব শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রকোপম কেতু

ছেদনপূর্বক তাঁহাকে তিন শরে নিশ্চিহ্নিত করিলেন। যুদ্ধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হস্তাশ্রয় রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর জ্যোতিষ তাঁহাকে রথহীন ও শস্ত্রবিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ নিঃশব্দ যেন যুগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহারাজ যুদ্ধিষ্ঠির জ্যোতিষ কর্তৃক অভিহিত হইলে সমুদয় পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা ‘রাজা জ্যোতিষ কর্তৃক হত হইলেন’ বলিয়া হাস্যকর করিতে লাগিল। তখন কুন্তীপুত্র মহারাজ যুদ্ধিষ্ঠির স্বরাধিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনপূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।”

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় ক্ষেমধৃষ্টি বধ

সমুদয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধৃষ্টি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয়দেবীশয় দৃঢ়-বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষঃস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহারথ রাজা বৃহৎক্ষত্রও জ্যোতিষেণ ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্তর তাঁহাকে নতপর্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ক্ষেমধৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাজ দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনন্তপর্ব শরনিকরে তাঁহার সর্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সত্যাত্ম-মুখে অশ্রু শরাসন গ্রাণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধৃষ্টির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদনপূর্বক শাণিত ভল্লাজ দ্বারা তাঁহার অসিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধৃষ্টির কুণ্ডিত-কেশবিরাজিত কিরীট-মণ্ডিত ছিল মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অপর্য্যাপ্ত জ্যোতিষদর্পণের স্থায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধৃষ্টির প্রাণ সংহার করিয়া প্রাণরমনে পাণ্ডব-পক্ষের সাহায্যার্থে সহসা কৌরব সৈন্যভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরধ্বার নিধন

মহাবীর যুদ্ধক্ষেত্রে জ্যোতিষে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে মহাবলপরাক্রান্ত বীরধ্বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীৰ্য্য-সম্পন্ন বীরধ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচরী মদোদ্রুত যুগপতি মাতঙ্গ-দ্বয়ের স্থায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দূলদ্বয়ের স্থায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিষ্ময়েৎফুল্লহোনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধ্বা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নানুখে ভল্লাজ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের শরাসন ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চৌদিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে অবিপদে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত লোহময়ী শক্তি গ্রহণপূর্বক বীরধ্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধ্বা সেই বীরধ্বাভিনী শক্তির আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চদশপ্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ত্রিগর্ভদেবীশয় মহারথ বীরধ্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব-পক্ষীয়গণ আপনাদের সৈন্য-সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সহদেব কর্তৃক নিরমিত্র বধ

তখন মহাবীর দুর্মুখ সহদেবের প্রতি যষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বীরনাশ করিতে লাগিলেন। মাজ্ঞানন্দন তাঁহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপপূর্বক অবলীলা-ক্রমে দুর্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লাজ তাঁহার কৈতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লাজ সারথির মস্তক ও ত্রিগর্ভদেবী দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্বক তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্মুখ সেই অশ্ববজ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শক্রহস্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাঘিষ্ট হইয়া ভল্লাজ দ্বারা তাঁহাকে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ভরাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাভূত পতিত ও পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব-সৈন্যগণ তদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাস্যকর করিতে

লাগিল। হে মহারাজ! দশরথাজ্ঞ রাম নিশাচর
খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়া-
ছিলেন, সহদেবও ত্রিগুর্ভরাজপুত্র নিরমিত্রের জীবন
নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন।
ত্রিগুর্ভেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত
আর্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যাকিসহ যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয়

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র
পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্তমধ্যে পরাজিত করিয়া
সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময়
মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নভপর্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনা-
মধ্যগত সাত্যাকিকে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত
অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যাকি হস্ত-
লাঘব প্রদর্শনপূর্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর-সমুদয়
নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক
তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মগধরাজপুত্র
বিনষ্ট হইলে মগধদেশীয়া বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যাকির
সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর,
ভোমর, ভিল্পিপাল, প্রাস, মুঘল, মুদগর প্রভৃতি
বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থান
সাত্যাকি সহস্রমুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে
পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে
সংগ্রামবিমুখ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।
তদ্রূপে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগপূর্বক
পলায়নপরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এইরূপে
যত্নবংশাবতঃ সাত্যাকি আপনার সৈন্তগণকে নিপাতিত
করিয়া শরাসন বিধুননপূর্বক সংগ্রামে পরিত্রমণ করিতে
লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর
কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর জ্যোতির্ষ্য
কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিষর্জনপূর্বক সাত্যাকির প্রতি
ধাবমান হইলেন।”

অষ্টাদিকশততম অধ্যায়

সৌমদত্তি বধ—কৌরব-পলায়ন

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! বশস্বী
সৌমদত্তপুত্র ধর্মদারী জ্যোতির্ষ্যদিগের প্রত্যেককে
পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত

সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। জ্যোতির্ষ্যদিগের
সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্টন-
প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতিকর্ষব্যতাবিঘ্ন হইলেন।
অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরধ্বংস সৌমদত্তপুত্রকে
হুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়
অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিকে আহত
করিলেন; মহাবীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ
জনের বক্ষঃস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।
তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত
হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক সায়কবর্ষণ
করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জুননন্দন চারিটি
শাণিত শরে সৌমদত্তনন্দনের অশ্বসমুদয়কে শমনসদনে
প্রেরণ করিলেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন
ছেদনপূর্বক তাঁহাকে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য
করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজছেদন
করিয়া ফেলিলেন এবং নকুলপুত্র তাঁহার সারথিকে
রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন
সৌমদত্তিকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত
অবগত হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার শিরচ্ছেদন করিয়া
ফেলিলেন। বালমুর্ধ্যাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত
সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল
আলোকময় করিল। তখন আপনার সেনাগণ
সৌমদত্তপুত্রের বিনাশদর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে
পলায়ন করিতে লাগিল।

রাক্ষস অলম্বু্যসহ ভীমের ভীষণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের
সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রাক্ষস অলম্বু্য
ক্ৰুদ্ধ হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত
সেইরূপ বোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের
সহিত রাক্ষসের বোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া
সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন
মহাবীর ভীমসেন হস্ত করিয়া নয়টি নিশিত শরে
রোষপরবশ রাক্ষসের অলম্বু্যকে বিদ্ধ করিলেন।
অব্যশ্চলনন্দন অলম্বু্য বাণবিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ
করিয়া ভীমসেনের ও তাঁহার অমুগামিগণের সম্মুখীন
হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নভপর্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও
তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল; পরে পুনরায়
তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশপূর্বক তাঁহাকে ভীষ্ম

শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শরপ্রহারে ব্যথিত হইয়া রথোপরি মুচ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং ক্রিয়াক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ-পূর্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীলকঙ্কলসদৃশ নিশাচর ভীমের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাজ্যে প্রকুল কিংবদন্তের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোররূপ ধারণপূর্বক ভীমসেনকে কহিল, 'রে মূঢ়! আজ সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ। তুই পূর্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক্রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিস, আমি তবায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম।' মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্য শর-বর্ষণপূর্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব শরনিকরে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণপূর্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশমণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন স্কন্ধ, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণপূর্বক অম্বুষের স্থায় গর্জনে ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আকাশ হইতে চতুর্দিকে বিবিধ শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস-বিশৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পটিশ, ডোমর, শতগ্রী, পরিঘ, ভিল্পিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়ু, অস্ত্র, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্রসকল সংগ্রামমধ্যে বারিধারার স্থায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডবদমনের অসংখ্য সৈন্ত সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

ভীমসমরে অলম্বুষ পরাজয়

হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ পাণ্ডব-সৈন্তগণকে সংহার করিয়া সমরাজ্যে রাক্ষসগণ-সমাকুল শোণিতনদী প্রবাহিত করিল। রথ-সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তিসকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহুসকল পরগের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। চৈদি, পাঞ্চাল ও ময়ূরগণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে

ভাসিতে লাগিলেন। সেই ঘোররূপে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ ও অত্যাচারক্রমে অবলোকন করিয়া অতিশয় উদ্বেগ হইয়া উঠিলেন। কৌরবসেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্রিনিশ্বন করিতে লাগিল। করতালিশব্দ ভূজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্রিনিশ্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে ষাট্ট্র অস্ত্র শরাগনে সজ্জান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাহুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্ত সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেনাপ্রেরিত ষাট্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরাদ্বিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্বক প্রাণরক্ষার্থ দ্রোণাচার্যের বাহিনী-মুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিতচিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশদিক্ পরিগুরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।"

নবাবধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধ

সমুদয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন-পূর্বক সংগ্রামস্থলে অশঙ্কিতচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহাবীৰ্য্যে ধাবমান হইয়া তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অলম্বুষও কোপাধিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাক্ষসদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ মায়া ধারণপূর্বক যুদ্ধে ও শব্দরের স্থায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষসদ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ

উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারীকে
অগ্নি অলম্বুকের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের
জায় মুহমুহঃ গভীর নিনাদ করিতে লাগিল ;
অলম্বুকের যুদ্ধদৃশ্যে হিড়িম্বানন্দকে পুনঃ পুনঃ
বাণবিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া
ফেলিল। সেই মায়াযুদ্ধবিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত
নিশাচরদ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া দিস্তার-
পূর্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া-যুদ্ধ আরম্ভ
করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিলেন,
অলম্বুকের মায়াপ্রভাবে তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট
হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ
মায়াযুদ্ধকুশল অলম্বুকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া
রথারোহণপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে তাহার সম্মুখে
আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহাকে
অবরোধ করিয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরে আহত হইয়া
উদ্ধাহত মাতঙ্গের জ্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং
অচিরে অস্ত্রমায়া-প্রভাবে বিপক্ষ-নিষ্কপ্ত অস্ত্র-সকল
নিবারণ করিয়া দক্ষ বন হইতে নির্গত দস্তুর জ্যায়
চতুর্দিক্স্থ রথসমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল
এবং দেবরাজের অশ্বিনিসদৃশ শকাযমান ভীষণ শরাসন
বিস্ফারণ করিয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে
তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিশপ্ততি ও প্রত্যেক
জ্যোপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর
গভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন
নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও
জ্যোপদেয়রা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুকে
বিদ্ধ করিলেন। বলবান্ ঘটোৎকচও ঐ সময়
তাহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ শরে আহত করিয়া পুনরায়
সপ্ততি শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন। মহাবীর হিড়িম্বাতনয়ের ভীষণ নাদে
গিরিকানন ও জলাশয়াদি-সম্বলিত সমুদয় বনুজরা
এককালে কম্পিত হইল।

ঘটোৎকচ কর্তৃক অলম্বুকের বধ

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুকের
রথগণের শরনিক্ষেপে সমাহত হইয়া তাঁহাদের
সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিল। তখন
ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্বার অলম্বুকে
সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ; অলম্বুকের শরাদিত হইয়া

হিড়িম্বাতনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক-
সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট
মহাবল পরম-সমূহ পর্বতশৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ
নঃপর্ব শরসমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট
হইল। তখন ঘটোৎকচ-সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দিক্
হইতে অলম্বুকের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন। অলম্বুকের জয়শীল পাণ্ডবগণের
বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের জ্যায় গীর্নবীর্ষ্য ও কর্তব্য-
বধারণে অক্ষম হইল। সমরনিপুণ মহাবল-পরাক্রান্ত
ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুকে তদবস্থ দেখিয়া
তাহার বিনাশবাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার
ভিন্নাশ্বনরালিসরিভঃ দক্ষ গিরিশৃঙ্গসদৃশ রথে গমন
করিলেন এবং গরুড় যেমন সপকে উত্তোলন করে,
তদ্রূপ অলম্বুকে রথ হইতে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে
বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণকুণ্ডের
জ্যায় ভাগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দেনাগণ
তাঁহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া
অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ
রাক্ষস অলম্বুকের ঘটোৎকচের প্রথারে বিস্ফুটিতাক্ত ও
চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল। তখন
পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ-দর্শনে পুলকিত হইয়া
পতাকা বিঘ্নন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।
কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল
অলম্বুকে বিদীর্ণ পর্বতের জ্যায় সমরাজনে নিপতিত
দেখিয়া ক্ষুব্ধিতে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন।
সংগ্রাম-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তির কোতুহলাক্রান্ত হইয়া
সেই সমরাজনে নিপতিত রাক্ষসকে যৎসম্মত
ভূতলে পতিত মঙ্গলগ্রহের জ্যায় অবলোকন করিতে
লাগিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ
অমিতপরাক্রম অলম্বুকে পঞ্চ অলম্বুকের কলের জ্যায়
ভূতলে নিপাতিত করিয়া আত্মাদিত্যে বন-
নিপাতন বাসবের জ্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে
আরম্ভ করিলেন। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা
বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে সেই দ্বন্দ্ব
কার্যের অমুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা
করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসেন্তমধ্যে
শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণনিঘন আরম্ভ হইল।
কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ

করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিকম্পিত হইতে লাগিল।”

দশাধিকশততম অধ্যায়

জ্যোৎস্না-সাত্যকি-সমরে যুধিষ্ঠির সাহায্য

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে সজয়! মহাবীর সাত্যকি জ্যোৎস্নাচার্য্যকে যুদ্ধে কিরূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আত্মোপাস্ত কীর্ত্তন কর; ইহা শ্রবণ করিতে আমার সান্ত্বনয় কোতুল হইয়াছে।”

সজয় কহিলেন, “মহারাজ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত জ্যোৎস্নাচার্য্যের যেরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর জ্যোৎস্না সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সৈন্তসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুরপ্রান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত জ্যোৎস্নাও হেমপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাজি-বিনাশন শর সাত্যকির স্তূপ বর্ষ্য ভেদ করিয়া নিম্নস্তু পয়গের স্থায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অকুশাহত মাতঙ্গের স্থায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনলসঙ্কাশ পঞ্চাশৎ নারচ অস্ত্রে জ্যোৎস্নাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি জ্যোৎস্নাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ষ্যতাবিমুঢ় ও অতিশয় বিষন্ন হইলেন। তখন আপনার আশ্রয় ও সৈন্তগণ সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কষ্টান্তঃকরণে ব্যগ্রব্যব সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিকে একান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্তদ্বিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে বীরগণ! যেরূপ রাজ সূর্য্যকে পীড়ন করে, তদ্রূপ জ্যোৎস্নাচার্য্য বৃষ্টিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি

জ্যোৎস্নার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বর তথায় ধাবমান হও।’ ধর্ম্মনন্দন সৈন্তগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজতনয় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ‘হে যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ? অবিলম্বে জ্যোৎস্নাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রৌড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য সাত্যকির সহিত ক্রৌড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বর ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্তগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজ তুমি যমদণ্ডপ্রাপ্তগত সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।’

জ্যোৎস্না কর্ত্তক বহু পাঞ্চাল-কৈকয় বীর বধ

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ-সমভিব্যাহারে জ্যোৎস্নাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও সূর্য্যগণ এক-মাত্র জ্যোৎস্নার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া জ্যোৎস্নার প্রতি কল্পদ্রু ও মন্থরপুঙ্খ-মুশোভিত সূতীক্ষ্ম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদ্বিগকে সলিল ও আসন-প্রদানপূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্যোৎস্নাচার্য্য সগম্যমুখে সেই বীরগণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তৎকালে সেই মধ্যাহ্ন-কালীন দিনকর সদৃশ জ্যোৎস্নাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যেরূপ দিবাকর প্রথর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ প্রাধান জ্যোৎস্না শরনিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সূর্য্যগণ পঞ্চ-নিমগ্ন মাতঙ্গের স্থায় কাহারও আশ্রয়লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজাল সদৃশ জ্যোৎস্নাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডবসৈন্তগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রিয় পাঞ্চালদেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ জ্যোৎস্নাশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্তগণ মধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া কেদিলেন। তিনি একশত কৈকয়কে

বিনষ্ট ও অস্ত্রাস্ত্র সকলকে ইতস্ততঃ বিজ্ঞাবিত করিয়া বাদিতানন কৃতাভ্যন্তর শ্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সূর্য্য, মৎস্ত ও কৈকয়দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষতবিক্ষত ও পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে ছতাসন বেষ্টিত বনবাসি-গণের শ্রায় আর্তশ্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সময়দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, 'ঐ দেখ, সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্যমণ্ডলী-সমভিঘ্নাধারে পলায়ন করিতেছেন।'

অর্জুনসাহায্যার্থ যুধিষ্ঠিরের সাত্যকি আমন্ত্রণ

হে মহারাজ! মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য যখন শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন নাই। জ্যোৎস্নার সহিত পাণ্ডবগণের এইরূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্তু-শব্দের শব্দ সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শব্দ বাহুদেবের মুখমারুতে পুরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়জয়ধ্বনিক বীরসকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্তরাষ্ট্রগণ অর্জুনের রণাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার পাণ্ডব-নির্বোধ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাহুদেবের শব্দানিশ্চয় ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্তু-নির্বোধ ঞ্জতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ জটাস্ত্র-করণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া মুক্তশুভ্রঃ শোকে অভিভূত হইয়াও তৎকালকর্তব্য কার্যের অমুষ্ঠান নিমিত্ত বাস্পগদগদবচনে সাত্যকিকে কহিলেন, 'হে শৈলেন্দ্র! পূর্বে সাধু ব্যক্তির যুদ্ধসময়ে সূক্ষ্মগণের কর্তব্যবিষয়ে যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্যের অমুষ্ঠান সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদয় বোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়ব্রহ্মণ আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। তে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরস্ত্র প্রাণমচিন্তিত ও

অমুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহাকেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্তব্য। তুমি কৃষ্ণের শ্রায় বলবীর্ঘ্য-সম্পন্ন এবং তাঁহারই শ্রায় নিরস্ত্র আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে ভারার্ণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিশাপ নিফল করিও না। মহাবীর অর্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্ক ও গুরু; অতএব তুমি বিপৎ-কালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল-পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন ও স্বীয় কার্য-প্রভাবে লোকমধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতঃ! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞাসুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদয় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সূহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবীদানতুল্য অথবা ভদ্রপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাজলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যক! কেবল মহাবাহু বাহুদেব ও তুমি—তোমারা দুই জনে মিত্রগণের অভয়প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই সংগ্রামে মহাবল-পরাক্রান্ত যশো-লাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন। প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ-সময়ে তোমা ভিন্ন অণু কাহাকেও অর্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক বারং-বার তোমার কার্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জনসমাজে তোমার পরোক্ষ তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করিয়া আমাকে কহিয়া-ছিলেন, 'মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাত্মবেত্তা ও মহাবীর, তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হইলেন না। ঐ বিশালবক্ষা, যুধিস্থ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ, গদ, সারণ ও সাধু এবং সমুদয় বৃকিবংশীয়গণ রণস্থলে আমার

সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরজ্যেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিকে সাহায্যার্থে নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান বোঝা আর কেহই নাই।' হে সাত্যকে! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই অর্জুনের, ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থপর্যটন-প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমাদের এই বিপৎকালে তুমি বৈরাগ্য-স্বাভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কোন ব্যক্তিতে সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সঙ্কলিত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষতঃ আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অল্পকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যমুঠানে প্রবৃত্ত হও। হৃর্ষ্যোদন যোগপ্রদত্ত কর্তব্য ধারণ করিয়া সহসা অর্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরবপক্ষীর অস্ত্রাঘাত মহারথ সকল পূর্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, অর্জুনের রথভিষুখে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব সত্বর তথায় গমন করা তোমার কর্তব্য। যদি মহাবীর যোগ তোমাকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমরা ভীমসেন ও সেনাপণ-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরব-সৈন্তগণ সমর-পরিহারপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহার প্রলয়কালীন বায়ুবেগ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের স্রোত মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে খুলিগটল উড়ডীন হইয়া চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জুন তোমর ও প্রাসথারী মহাবল-পরাক্রান্ত সিদ্ধু-সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়জয়ধ্বনি পরাজয় করা অসাধ্য হইবে, উহার জয়জয়ধ্বনি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর-শক্তিধরসম্পন্ন, অশ্ব-নাগসমাকুল, নিতান্ত হুরভিগম্য কৌরবসৈন্ত রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। চন্দ্রভি-নির্বোধ, গভীর শব্দধ্বনি, সিংহনাদ, রথচক্রের ঘর্ঘর-শব্দ, ক্রি-কুহিত ও শত-সহস্র পদাতিগণের পদশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাভল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ দেখ,

অগ্রে সৈব্ব সৈন্ত', পশ্চাৎপাশে যোগ-সৈন্ত অবস্থান করিতেছে। উহার সংখ্যা এত অধিক যে, উহার দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জুন এই অসীম সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, হুতরাং তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইল? প্রিয়দর্শন অর্জুন সূর্য্যোদয়কালে কৌরব-সৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরববল সাগর-তুল্য, উহা দেবগণেরও হুরভিগম্য^১। অর্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধিফলিত হইতেছে না। ঐ দেখ, মহাবীর যোগাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্তপীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয়! তুমি হৃর্ষ্যোদন কার্য্য-সমুদয় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অমুঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জুনকে পরিচরণ করা নিতান্ত কর্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাহুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তিনি এই দুর্ব্বল যুতরাষ্ট্র-বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জুন সমরাজনে বহুসংখ্যক যোদ্ধাদিগের শরনিষেগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জুনের অমুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্তব্য: হে মহাশয়! বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রহ্মায় ও তুমি—তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য, বাহুবলে বলদেব-সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জুনের সমান। সাধু লোকেরা 'সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্ববুদ্ধ-বিশারদ, ভীম ও যোগ অপেক্ষাও প্রত্যাবসম্পন্ন,' এই

বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের, অৰ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিফল করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণরক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের স্থায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে নিজ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সময় পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদয় ভীৰুস্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধৰ্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাহুদেব তোমার ও অৰ্জুনের গুরু; আমি এই নিমিত্তই তোমাকে অৰ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম, ইহা বাহুদেব ও অৰ্জুনের অনুমোদিত; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় করিও না। এতদ্বারা তুমি দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের নৈশ্চল্যে প্রবেশপূর্বক স্থায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।”

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্তৃক অৰ্জুনের গুঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! শিনিপুত্র সাত্যকি ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের খ্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, স্থায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অৰ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগুণ যশস্বর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। এরূপ সময়ে পার্থের রক্ষার জন্ত ‘আমাকে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি; বিশেষতঃ, আপনি বধন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, অনুষ্ঠান করা আমার কর্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অস্তুর ও মনুষ্য-পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। অতএব আজ এই দুৰ্ব্বল দুৰ্য্যোধনবলের সহিত যুদ্ধ

প্রবৃত্ত হইব, তাহা আর বিচিরা কি? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! আমি নিবিবরে নিরাপদে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাহুদেব ও ধীমান্ অৰ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনাকে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদয় সৈন্য ও বাহুদেব-সমন্বিত বারংবার আমাকে কহিয়াছেন, ‘হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অশ্রমবৃত্তিতে ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রহায়ে হস্তে ধৰ্ম্মরাজকে সমর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্যকে সম্যক্ বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন এবং তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন, অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধৰ্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথবধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাহাকে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাপিত হইব। দেখিও, জ্যোতিষ্য যেন ধৰ্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধৰ্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিদ্ধুরাজ-বধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসম্মত হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজ তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশোলাভার্থ ধৰ্ম্মরাজকে রক্ষা কর।’

হে ধৰ্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় জ্যোতিষ্যের আশঙ্কায় আপনাকে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রহ্লাদ ব্যতিরেকে সেই জ্যোতিষ্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহাকেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমাকেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য অৰ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনাকেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব? দুৰ্ভেদ-কবচারী

মহাবীর জ্যোতিষ প্রভাভিত্ত্য প্রযুক্ত রণস্থলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষীকে লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রত্যক্ষ এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহাবীর অর্জুনের দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতেন। আমি অর্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর জ্যোতির অভিমুখীন হইতে পারে, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য অর্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হইবেন না; অতএব আজ আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, গৌরব, উদীচ্য, ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধাগণ এবং কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জুনের ঘোড়শাশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অশুর, মানব, রাক্ষস, কিম্বর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাশ্রক ভূতসমুদয় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিজ-সম্ভাবনা কোথায়? আপনি আচার্য্য অর্জুনের দৈববল, কৃতান্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জুন-সম্মিধানে গমন করিলে জ্যোতিষাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর জ্যোতিষ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে সাত্ত্বিক যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি বাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া অর্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া যাহা জ্যেষ্ঠের বোধ হয়, তাহা অবধারণপূর্বক আমাকে আজ্ঞা করুন।

অর্জুন-সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের একান্ত আগ্রহ

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, 'হে শৈনেয়! তুমি

যাহা কহিলে, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সত্ত্বে আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জুন-সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জুনের রক্ষার্থে তোমাকে প্রেরণ, এই দুইটি বিষয়ের ভারভর্য্য বিচার করিয়া তোমাকে অর্জুন-সমীপে প্রেরণ করাই কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম, ক্রপদ, তাঁহার সহোদর, জ্যোতিষীর পঞ্চ পুত্র, কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটাংকচ, বীরট, জ্যোতিষ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, যজ্ঞয় ও অঙ্গাশ্রু ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর জ্যোতিষ ও কৃতবর্মা আমাকে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাতুমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশপূর্বক রোষাবিষ্ট জ্যোতিষকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় জ্যোতিষাচার্য্য মহাবল বলসমুদয়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোতিষ-বিনাশার্থই জ্ঞতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর, শরাসন ও খড়গ ধারণপূর্বক বিশ্বস্তমনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোনার কোন চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ জ্যোতিষাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।'

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

অর্জুন-সাহায্যার্থ সাত্যকির গমনোচ্চেষ্টা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধরূপদ শিনি-পুত্র সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমাকে ধনঞ্জয়ের নিকটে গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার

এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্মরাজকে কহিলেন, 'হে মহারাজ ! যদি আপনি আপনার রক্ষাবিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক ; আমি আপনার আজ্ঞামুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোকমধ্যে অর্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্শ্বের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অধঃপাতি নাই। গুরুজনের বাক্যরক্ষার স্থায় আপনার বাক্যরক্ষা করা আমার অবশ্যকর্তব্য ; আপনার ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও অর্জুন আপনার প্রিয়মুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্যসাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো ! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মন্ত্ৰে যেরূপ অগাধ জলধিজল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য জ্যোৎস্না ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাশ্রয় জয়ন্ত ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্রুধারা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জুন জয়ন্তধনঞ্জয়ের নিমিত্ত যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি, এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দূতান্তঃকরণে বলিতেছি যে, যোজনত্রয় দূরবর্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিদ্ধরাজবধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন ? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন ব্যক্তিই বা যুদ্ধে বিমূখ হয় ?

হে রাজন ! যে স্থানে আমাকে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আজ আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষি, তোমর ও শর-সমুদয়ে সজ্জা এই অগাধ জলধি-সদৃশ সেনাসমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে রণশৌণ্ডী বহুতর মেঘাধিষ্ঠিত অজুনকুলসমুদ্র বারি-বর্ষণকারী মেঘের স্থায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না ; উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই

যে সুবর্ণ-মণ্ডিত রথাক্রম মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই ধর্ম্মবৈদ্যপারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, সত্ত্বযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, নাপাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীরপুরুষেরা কর্ণ ও দুষ্টাশনের নিতান্ত অনুগত। ইহারা প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাহুবলবৎ ইহাদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রমক্লমবিহীন বীর-বরেরা সত্য কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যামুসারে পার্শ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্পৃহ বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দুর্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব ! আমি আজ আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জুনের পদবীতে পদবিক্ষেপ করিব। এই যে কিরাডাধিষ্ঠিত দিব্যভূষণভূষিত বর্ম্মসংহর অশ্রু সপুশত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাডরাজ স্বীয় জীবন-রক্ষার্থ মহাবীর অর্জুনকে ঐ সমুদয় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল ; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি ! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহা মাত্র যুদ্ধকিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধবিশারদ ও সমরদুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যাসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু আজ দুরাশ্রয় দুর্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজ আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাডগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া গিদ্ধরাজবধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ ! এই যে সুবর্ণময় বর্ম্মভূষিত অজুনকুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কুরুশপাত্র ঐরাবতসদৃশ মন্ত-মাতঙ্গ-সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কঙ্কশম্ভাব লৌহবর্ম্মধারী দম্ভাগণ আরোহণ-পূর্ব্বক উত্তরপর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দম্ভাদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনিসমুদ্র লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমবর্গ-নিবাসী পাপকর্ম্মী যুদ্ধদল সমবেত থাকিতে সমস্ত সৈন্য ধ্বংস বোধ হইতেছে। হে মহারাজ ! কালপ্রেরিত দুরাশ্রয় দুর্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিষ্ণেয় জ্যোৎস্না

সিকুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে ; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের স্থায় বেগগামী হয়, তথাপি আজ আমার নারাচমুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। পরবীর্যো-পজ্ঞাবী দুর্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন ; কিন্তু আজ তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে সুবর্ণধ্বজ মহারথগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহারা কান্দোজদেশীয় মহারথ ; উহারা সকলেই কৃতবীজ ও ধনুর্বেদপারগ ; এক্ষণে উঁহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন ; আপনি উঁহাদের বলবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উঁহারা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কোরবগণ-রক্ষিত দুর্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রৌঞ্চ ও অশ্রমশুভিতে আমাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন ; কিন্তু হতাশন যেক্রপ তৃণরাশি ভস্মমাং করিয়া ফেলে, তক্রপ আমি উঁহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তুণীর ও অশ্বাশ্রু উপকরণসকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয়। আচার্য্য রথসজ্জায় যেক্রপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক ; কারণ, অত্যাশ্রয় আশীর্ব্বিসদৃশ কান্দোজগণ, নানাত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ সতত দুর্যোধন-প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী। ইন্দ্রতুলাপরাক্রম-শালী, দীপ্ত পাবকসদৃশ দুর্জয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধতুর্গদ অশ্বাশ্রু বহুবিধ যোধগণের সহিত আজ উঁহারা সমরস্থলে সম্মিলিত হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক।’

সাত্যকির সামরিক রথসজ্জা—অভিযান

হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তুণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অশ্বাশ্রু উপকরণসকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন। পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদৃশচতুষ্টয়কে মুক্ত করিয়া মস্তকর মস্ত

পান এবং স্নান, ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল। তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকাহুজ সেই সংকটমণ্ডিত, কর্ণবর্জিত, হেমমালাবিভূষিত, ক্রতুগামী তুরগগণকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-বিভূষিত, পাণ্ডুবর্ণ পতাকায়া সমলঙ্কৃত, উজ্জ্বল চক্রদণ্ড-সমাবৃত্ত, সিংহধ্বজসম্পন্ন হেমভূষণ-ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিকে নিবেদন করিল, ‘মহাশয় ! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।’ তখন শ্রীমান সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর সাত্যকি কিরাতদেশোদ্ভব মস্তপানে বিহ্বলিত ও লোহিত-লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহুলাদিত ও প্রজ্বলিত পাবকতুলা দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্তায়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মালা প্রভৃতি বিবিধ মাজল্যজব্যের অল্পাংশ হইল। তখন রথিঞ্জের মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধকবচ হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। হস্তপুষ্টাঙ্গ বায়বেগগামী সিদ্ধদেশোদ্ভব ঘোটক-সকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ ! তখন য্রোণ প্রভৃতি কোরবপক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীরত্বকে সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিতচিত্তে অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিররক্ষার ভার্য্যাপণ

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ষধারী ভীমসেনকে আপনান্নর অল্পগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কষ্টচিত্তে কহিলেন, ‘হে বৃকোদর ! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। আমি স্বয়ং কোরবসৈন্য ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বলবিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ ; তোমার বলবিক্রমও আমার নিকট অবদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত-কামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য।’ মহাবীর

ভীমসেন সাত্যকির বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিলেন, ‘হে পুরুষোত্তম! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হউক।’ তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, ‘হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে শীঘ্র গমন কর। আজ যখন তুমি আমার বশবর্ত্তী হইয়া আমার ইচ্ছার অম্বাচরণ করিতেছ না এবং শূলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজ দুরাখা সিদ্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মাখ্যা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিব।’ মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাজ যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেইরূপ কৌরবগণকে সৈন্তগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্তগণ সাত্যকিকে ব্যূহপ্রবেশেচ্ছ দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জুনদর্শন-মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্তগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।”

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্তৃক বহু কৌরব-বীর বধ

সমুদয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্তের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পক্ষাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল-রাজতনয় এবং রাজা বহুদান, ইঁহারা দুই জনে ‘শীঘ্র আগমন কর, প্রেংগর কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেপে কৌরবসৈন্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন’, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্ত মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, ‘আজ সমুদয় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভবিষয়ে যত্ববান হইবেন’, এই বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব-সৈন্তগণও তদর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথসদীপে মহান্ শব্দ সমুৎপন্ন হইল। চুর্য্যোধনের

সৈন্ত-সকল চতুর্দিক্ হইতে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্ত-দিগকে শতধা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অগ্নিসমিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধর্ম্মরাজার সাতজন মহাবীর ও নানা জনপদস্থ অস্ফাভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন একবাণে শত ব্যক্তিকে, কখন বা একশত বাণে এক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেইরূপ তিনি গজ ও গজ্ঞাংহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব-গন্ধীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকরবর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার তৎকর্তৃক মর্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দিক্ তন্ময় অবলোকন করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভয়ানীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অমুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকরসদৃশ অঙ্গদযুক্ত চন্দনদ্বিত্ব বাজ, ভূজগাকার উরু ও শশধর-সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদনমণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমগ্রভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ-সমুদয় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমরভূমি ভূধর-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলিবিভূষিত সুবর্ণধোত্ম ও বিচিত্রাকার বর্ণ-বিভূষিত অশ্বগণ মহাবাহু সাত্যকির শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

ব্যূহপ্রবিষ্ট সপাণ্ডব সাত্যকিসহ দ্রোণযুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্তগণকে নিপাতিত ও বিজ্ঞাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া ছিলেন, সেই পথে গমনোদ্ভূত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণদর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যকিও কঙ্কপত্রভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত

করিলেন। মহাবীর সাত্যকি জ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দশ, ছয়, আট বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর জ্রোণ একবারে পঞ্চকূলসদৃশ শরজালে তাঁহাকে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন; মহাবীর সাত্যকিও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন জ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জুন যেরূপ আজ কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে, যদি তুমি সেইরূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না।' সাত্যকি জ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আর কাল-বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিযেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদনিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বর সেই স্থানে গমন করিব।'

কৌরবসৈন্য পলায়নে কৃতবর্ম্মার অভিযান

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথি! জ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণস্থলে গমন কর। এই যে অবস্থি-দেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছে, উহার পরেই সূতপুত্রপ্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উত্তরাত্ম বাহ্লীকদিগের মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বলসমুদয় অবস্থান করিতেছে। উহার পরম্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পরের সাধ্যায়ে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতিদ্রুত-বেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্বসকালন কর।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কর্ণের সৈন্যভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে জ্রোণাচার্য্য

কোণে তাঁহার উপর বহুতর বিশিষ্ট গ্রহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনা-গণকে আহত করিয়া অসীম ভারতসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র কৌরব-পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বন্ধস্থলে নতপর্ব্ব বোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভূজগর্গদিত বায়ুবেগপানী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বন্ধস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ষ্ম ও দেহ ভেদপূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাত্মবিশিষ্ট কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদনপূর্ব্বক কোণভরে তাঁহার বন্ধস্থলে স্তম্ভিত দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্নকার্য্য হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণকরে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অশ্রু স্রব্দ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অসম্মত শরে তাঁহাকে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভ্রাতৃত্ব দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যাস্তসমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক শরাসনহস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উদর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্তকালের মধ্যে জ্রোণানোদন করিয়া স্বয়ং অশ্বসকালনপূর্ব্বক শত্রু-গণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কাণ্ডোজ-সৈন্যসমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিযুগে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভোজ-বল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাণ্ডোজ রাজের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর জ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অঙ্গুলদান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি

স্বীয় সৈন্তরক্ষণের ভারার্ণবপূর্বক যুদ্ধকামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদ্গামী আচাৰ্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেনপরিরক্ষিত পাঞ্চাল-সৈন্তগণ রথিভ্রষ্ট কৃতবৰ্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবৰ্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শরনিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহকগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবৰ্ম্মা কর্তৃক এইরূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাধ্য হইয়া ভোজ-সৈন্তগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়

অৰ্জুন-সাত্যকি-ভীত ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার সৈন্তগণ মহাবল-পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়তকলেবর, ব্যাধি-শূন্য, বর্ষসমাক্ষর, বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদসম্পন্ন, শস্ত্র-গ্রহণে হ্রস্বপুণ এবং শ্রায়ামুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বুদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও শূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সংকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষামুসারে সতত কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধি-রোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সমাক্ গ্রহণ, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে হৃদক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিভ্রাণিক্ষাভিলাষ, সংকার বা বিবাহাদি লক্ষ্য-নিবন্ধন আমার সৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই; তাহারা অনাহুতও নহে। আমরা যথাবিধি পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক শ্রায়ামুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্তমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, তুষ্টি, পুষ্টি ও অমুক্ত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরস্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক ভূপালগণ ষেচ্ছামুসারে আমাদের নিতান্ত অমুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার

সৈন্তগণ সমস্তাৎ সমাগত নদী-সমূহে পরিপূর্ণ মহা-সাগরের স্থায় পক্ষশূল পক্ষিসন্ধাশ রথ, অশ্ব ও মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদয় সৈন্ত যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। যোদ্ধবর্গ ঐ সৈন্ত-সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন-সকল তরঙ্গ, অসি ক্ষেপণী; গদা শক্তি, শর ও প্রাস-সমুদয় মৎস্ত; ধ্বজ ও ভূষণসকল রত্ন ও উৎপল; যোণ উহার গভীর পাতাল, কৃতবৰ্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহা-গ্রাহস্বরূপ। উহা কর্ণরূপ চক্রেয় উল্লেখে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহনরূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুধামান আমার সেই সৈন্তসাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কোরবগণ ঐ দুই বীরপুরুষকে সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে পাণ্ডীবমুক্ত বাণের সমীপ-বর্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপদকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে হৃত্যগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল-বিক্রম আর পূর্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত-কলেবরে সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্যক যোদ্ধাদিগের পরীক্ষা করিয়া শ্রায়ামুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্তমধ্যে কেহ অসংকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যামুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ অপটু, অজবেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথা-সাধ্য সংকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমদিত ও মহাবীর অৰ্জুনের দর্শনমাত্রই পরাজিত হইয়াছে; হৃতরা আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য ও রক্ষক এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার মৃত পুত্র হৃষ্যোধন অর্জুনকে জয়জয়ের সমুখে অবস্থান ও সাত্যকিকে নিতান্ত নির্ভীকের ছায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষীয় বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্রজাল নিবারণপূর্বক সেনামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমরা পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জুনের সাহায্যার্থ উদ্ভূত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হই-তেছে এবং সাত্যকি ও অর্জুনকে সেনাসকল অতিক্রম ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক-সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অশ্ব-পক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুদ্ভূত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ-সমুদয় সারথিশূন্য যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যার পর নাই শোকসমুদ্ভূত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জুনশরে পলায়িত ও কতক-গুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব-সকলকে আরোহিশূন্য ও মনুষ্যাগণকে রথ-শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পলাতিগণকে সমর পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভপ্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একে-বারে অন্তহিত এবং একান্ত দুর্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে জ্রোণসৈন্তগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোক-সাগর উচ্ছলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে প্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈবের ভোজসৈন্ত ভেদ করিয়া পুতনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কিরূপ কার্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা জ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদয় কীর্তন কর। মহাবীর জ্রোণচার্য্য বলবান্দিগের অগ্রগণ্য, কৃতান্ত্র ও সমরবিশারদ; পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহাকে শরনিকরে বিন্ধ করিল? তাহারা অর্জুনেরই জয়লাভার্থী, স্ত্রতারা জ্রোণের সহিত তাহাদের শত্রুভাব বন্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; মহারথ জ্রোণ ও তাহাদিগের প্রতি বিদেবভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছ। এক্ষণে এই

সমুদয় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জুন সিদ্ধুরাজবর্ষা ধেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্তন কর।

সঞ্জয়ের সতিরস্কার যুদ্ধবৃত্তান্তবর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার অপরাধ বলতই এই দারুণ বাসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে দৃষ্টপ্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ছায় শোক করা আপনার কর্তব্য নহে। পূর্ব প্রোক্ত-তম বিদুর প্রভৃতি আপনার যুদ্ধদগণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী যুদ্ধদগণের বাক্য শ্রবণ না করে, তাহাকে অতিশয় দৃষ্টপ্রাপ্ত হইয়া আপনার ছায় শোক করিতে হয়। পূর্ব সর্বলোকতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নিষ্ঠুর, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মের বৈধর্ষ্য, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায়—এই সমস্ত অসদৃশ্য অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমর-নল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা হৃষ্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সংকর্ষাই নিরীক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবানুরোপম ঘোরতর যুদ্ধবৃত্তান্ত আত্মোপায় শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবগণ সহ কৃতবর্ষার তুমুল যুদ্ধ

সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ষা ক্রোধপরবশ অমুচরগণসমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাহুসি উচ্ছলিত অর্ধবকে অবোধে করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ষা পাণ্ডবসৈন্তগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হাদিকাকে

অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্মাাকে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণকে পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল একশত, দ্রোণদীর পঞ্চপুত্র ত্রিশগুতি, ঘটোটকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্মাাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হাদিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহাকে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাত্মমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপে ধমু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সশ্বর সেই ছিন্নকাশ্মুক ভীমের বক্ষঃস্থলে সগুতি নিশ্চিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন হাদিক্যশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্পকালীন অঙ্গলের স্থায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ মহাবীর-সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকনপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্মাাকে রথসমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞাশূন্য করিয়া হেমদণ্ডমণ্ডিত লোহময়ী শক্তি গ্রহণপূর্বক সশ্বর কৃতবর্মার রথাত্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিখোঁকমুক্ত উরগসদৃশ ভীমভুজ-নির্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্মার অতিমুখে প্রছলিত হইতে লাগিল। মহাবল হাদিক্য সেই যুগান্তানলসঙ্কাশ কনকভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই কৃতবর্ম-বিশিখ-বিচ্ছিন্ন^১ শক্ত নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট উদ্ধার স্থায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অশ্রু মহাশব্দ শরাসন গ্রহণ-পূর্বক হাদিক্যকে নিবারণ করিয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। ভোজ্যরাজ কৃতবর্মার ভীমশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের স্থায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাত্মমুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত

বলবান্ মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্মার রৌষপরবশ হইয়া হাত্মমুখে দুরপ্রাঙ্ক দ্বারা শিখণ্ডীর কাশ্মুক-ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ-সমলঙ্কৃত ভাষুর চর্ম্ম গ্রহণপূর্বক সশ্বর চর্ম্ম বিদ্যুপিত করিয়া কৃতবর্মার রথাত্মুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্মার সশর শরাসন ছেদনপূর্বক অধরতলপরিভ্রষ্ট জ্যোতির স্থায় ধরণীভলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্মাাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শিখণ্ডিপ্রমুখ-পাণ্ডবগণের পরাজয়

তখন মহাবীর কৃতবর্মার সেই বিশীর্ণ কাশ্মুক পরিভ্রাণপূর্বক অশ্রু ধমু গ্রহণ করিয়া তিন তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সশ্বর অশ্রু ধমু গ্রহণপূর্বক কূর্মনখ শর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হাদিক্যরাজ কৃতবর্মার তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাদ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীমের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শনপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্গজ-সঙ্কাশ প্রছলিত পাবকসদৃশ বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আশ্ফালন, কখন সায়কসন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ-সন্নিভ বহুসংখ্যক শর পরিভ্রাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যুগান্তকাল-প্রতিম বীরদ্বয় পরস্পরকে হতীক শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্করদ্বয়ের স্থায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্মার মহারথ শিখণ্ডীকে ত্রিশগুতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হাদিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিভ্রাণপূর্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কোরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীকে বিষয় দেখিয়া কৃতবর্মাাকে যথোচিত সংকারপূর্বক পতাকা-সকল কম্পিত কারিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে তদবস্থ

অবলোকন করিয়া সৰ্ব্ব রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ-সমুদয় দ্বারা কৃতবৰ্ম্মাকে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবৰ্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশপূর্বক সাগুচের পাণ্ডব-গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহা-দিগকে পরাজয় করিয়া পাঞ্চাল, চৌহি, মৃজয় ও কৈকয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃত-বৰ্ম্মার শরে একান্ত ভাঙিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন, কোনক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধ্বংসপাবকের শ্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা হাদিক্যশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।”

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকিসহ সমরে কৃতবৰ্ম্মার পরাজয়

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনশ্রমণে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য কৃতবৰ্ম্মার শরপ্রহারে বিজ্ঞাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্যসাগরমধ্যে আশ্রয়লাভার্থী পাণ্ডবগণের জীপশ্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদশব্দ শ্রবণ করিয়া সৰ্ব্ব কৃতবৰ্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃত-বৰ্ম্মার চারি অঙ্গ ও শাণিত ভুলে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর শরজাল বিস্তার-পূর্বক তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিন্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবৰ্ম্মাকে রথপুস্ত করিয়া সন্নতপর্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাপগকে

মর্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপগ শৈন্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল; সত্যবিক্রম সাত্যকিও সৰ্ব্ব ওধা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেক্রপ অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে জোণানীক^১ অতিক্রম ও কৃতবৰ্ম্মাকে পরাজয় করিয়া দ্রুতমানে সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথচালন কর।’ মহাবীর সাত্যকি সারথিকে প্রথমতঃ এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাভিগণসমূহ কৌরব-সৈন্য অবলোকনপূর্বক পুনরায় কহিলেন, ‘হে সারথি! ঐ যে জোণ-সৈন্যের বামভাগে সুবর্ণধ্বজ-পরিশোভিত, মহামেঘ-সন্নিভ-মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য-সমুদয় অবলোকন করিতেছ, উহাদের অধিনায়ক ত্রিগৰ্ভদেবী^২য় রাজপুত্রগণ। উহার সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, বিচিক্রযোদ্ধা ও মহারথ; উহাদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজ-পুত্রগণ দ্রুঘোথনের আদেশানুসারে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রক্তরথকে অগ্রবর্তী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় আগমন করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট আমার অশ্চালন কর। আমি জোণসমক্ষে ত্রিগৰ্ভদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

সাত্যকিশরে ত্রিগৰ্ভদেবী^৩য় রাজপুত্রগণের পরাজয়

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দ-বেগে অশ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমেদ্মু-রজতপ্রভ^৪, বায়ুবেগ, সারথির বশীভূত, বলগাবান তুরঙ্গগণ সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষপক্ষীয় লঘুবেধী^৫ মহাবীর-সকল তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া স্তূতীক বিবিধ সায়ক বর্ষণ-পূর্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন ঐশ্রবাসনে জলদ-জাল পর্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর-সমীরিত^৬ অশনিগম্পর্শ শর-নিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভয়ঙ্কর ও

১। জোণসৈন্য। ২। হুঁহ হুহ, টাট ও রুপার মত কাতিবৃত্ত।

৩। দ্রুত বিন্ধ করিতে সমর্থ। ৪। নিকিত।

রুধিরাত্মকলেবর হইয়া রণতল পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ভিন্ন^১, কাহার মুখ ও শুণু নিকৃষ্ট^২, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম ছিন্ন ও বন্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কহল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপমনিষন মাতঙ্গগণ সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভন্ন, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্রা ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিধারিত হইয়া আর্দ্রস্বরে চীৎকার, মলমূত্র পরিত্যাগ ও শোণিতধারা বর্ষণপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতগুলি 'খলিত', কতগুলি নিপতিত ও কতগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্ত নিহত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্নসহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল স্তবর্ণবর্ণধারী, কনকাদম-মুশোভিত কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দনচর্চিত মহাবীর মস্তকে কাঞ্চন-ময়ী মালা এবং বক্ষঃস্থলে নিক ও কর্ণস্থত্র ধারণপূর্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া স্তবর্ণময় শরাসন বিধূনিত করিয়া বিদ্যাদামসঙ্গলিত অশ্বদের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলাতুরি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্তূতিক শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভন্নাত্ত দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হস্তমুখে তাঁহাকে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও জলসন্ধের বহুসংখ্যক শরে গাততর বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্বশনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত-সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্তব্য, তাহা অবধারণ ও অশ্রু যত্ন গ্রহণপূর্বক জলসন্ধকে ধাক্ ধাক্ বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন এবং হস্তমুখে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও স্তূতিক ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার

কাঁধের মুষ্টিদেশ ছেদনপূর্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

সাত্যকি কর্তৃক জলসন্ধ বধ

মহাবীর জলসন্ধ শর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্তর সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ-নিষ্কিপ্ত তোমর সাত্যকির বামভুজ ভেদ করিয়া নিখসন্ত ঘোর উরগের স্থায় ধরাহলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নিভিন্নবাহু হইয়াও তাঁহাকে ত্রিংশৎ শরে সমাহত করিলেন। তখন মহাবীর জলসন্ধ খড়্গ ও শতচন্দ্র-সকুল আর্ষভ-চর্ম^১ গ্রহণপূর্বক খড়্গ বিঘূণিত করিয়া সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ পরিত্যক্ত হইবামাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাতচক্রের স্থায় মুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্বশনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তর শালস্কন্ধসকাশ, অশনিমনিষন অশ্রু শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র-বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ-বিঘূণিত বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গলসদৃশ ভুজযুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগদ্বয়ের স্থায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অশ্রু ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডলযুগল-মণ্ডিত দশনরাজি-বিদ্যাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের সেই ভৌমদর্শন কবন্ধ রুধিরধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্তর গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপতিত করিলেন। তখন সেই রুধিরলিপ্তাজ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্দ্রস্বর পরিত্যাগপূর্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন, বাহন ও স্বীয় সৈন্তগণকে মর্দনপূর্বক ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্তগণ তদ্বশনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধৃসকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া অয়লাভে উৎসাহশূন্য ও সমরে পরা-বুধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর জ্ঞেয় মহাবেগে অশ্বদকালনপূর্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন; কোরবগণও সাত্যকিকে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে জ্ঞেয়ের সহিত

ধাবমান হইলেন। তখন মহাশয় জ্যোতিষ ও কৌরব-
গণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে
লাগিল।”

—

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

সমবেত কৌরবসহ সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ

সমুদ্র কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে
যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামপ্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির
উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন
মহাবীর জ্যোতিষ্য সপ্তসপ্ততি, দুর্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ
দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ, দুর্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও
চিহ্নসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল
বিদ্ধ করিলেন। দুর্ঘোষন ও অশ্রুপুত্র শুরগণ
অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে
লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের
শরজালে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতিষ্যকে তিন, দুঃসহকে
নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিহ্নসেনকে সাত,
দুর্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিকর্ণকে আট, সত্যত্রতকে নয়
ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে
কলিঙ্গাধিপতি রুক্মিণদকে কল্পিত করিয়া অবিলম্বে
আপনার পুত্র মহারথ দুর্ঘোষনের অভিমুখে ধাবমান
হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত
করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরের তুমুল
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহার মৃত্যু শরজাল
বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন।
সাত্যকি দুর্ঘোষনের শরাঘাতে রুধিরান্বিত হইয়া
রসস্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ছায় শোভা পাইতে
লাগিলেন; আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া
সুবর্ণময় শিরোভূষণ-ভূষিত উচ্ছ্রিত যুগের ছায়
শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা অবলীলা-
ক্রমে কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্ঘোষন
বিপক্ষাশ্র-নিপীড়িত ও বিপক্ষের বিজয়লক্ষণ সন্ধান
করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অশ্রু হেমপৃষ্ঠ শরাসন
গ্রহণপূর্বক শতবাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন।
মহাবীর সাত্যকি দুর্ঘোষনের শরগ্রাহারে ব্যথিত ও
ক্লোষাধিত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত আবাতি করিতে

লাগিলেন। তখন আপনার অশ্রুপুত্র শুরগণ
পীড়িত দেখিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন
করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত্ত হইয়া
তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রথমতঃ পাঁচ পাঁচ বাণে
বিদ্ধ করিয়া পুনর্বীর সাত সাত শরে আহত
করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্তর আট বাণে
দুর্ঘোষনকে বিদ্ধ করিয়া অমান-বদনে তাঁহার ভীষণ
শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি
অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রান্ত্রে সারথিকে নিখনপূর্বক
মর্শ্মভেদী শর দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।
রাজা দুর্ঘোষন এইরূপে শৈলেনের শরে বিদ্ধ হইয়া
পলায়নপূর্বক ধনুর্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমাক্রান্ত
হইলেন। দুর্ঘোষনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ছায়
সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকই
হাহাকার করিতে লাগিল।

সাত্যকিসহ রণে কৃতবর্ষার পরাজয়

তখন মহারথ কৃতবর্ষা ঐরূপ আতনাদ জ্ঞপণ
করিয়া ধনুঃকম্পন ও অশ্বচালনপূর্বক সারথিকে
ভৎসনা করিয়া কহিলেন, “হে সূত! সত্তর অশ্বের
হও।’ অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ষাকে ব্যাধি-
তান্ত্র অন্তকের ছায় আগমন করিতে দেখিয়া
সারথিকে কহিলেন, ‘সারথি! ঐ দেখ, কৃতবর্ষা রথা-
রোহণপূর্বক অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন
করিতেছে; তুমি নীচ উহার অভিমুখে রথচালন
কর।’ সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সুসজ্জিত
অশ্বসমূহকে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ষার সমীপে
সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্জ্বলিত পাবক সদৃশ
দুই মহাবীর বলবান ব্যাঘ্রের ছায় একত্র মিলিত
হইলেন। সুবর্ণধ্বজাশ্রী মহাবীর কৃতবর্ষা, সুবর্ণপৃষ্ঠ
শরাসন বিধুনপূর্বক শৈলেনকে ষড়্‌বিংশতি, তাঁহার
সারথিকে পাঁচ এবং অশ্বচতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ
করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণপুত্র শরনিকর বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। তখন শিনিপৌত্র সাত্যকি ধনুঃের
দর্শনকামনায় স্বীয় যুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ষার উপর শাপিত
অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ষা
বলবান্ অরতির শরগ্রাহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া
ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ছায় কল্পিত হইতে
লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি
শরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ

করিয়া তাঁহার উপর এক সজ্জ্ব পন্নগসদৃশ সুবর্ণ-পুখ বিশিষ্ট পরিত্যাগ করিলেন। সেই কালদণ্ডসদৃশ শর কৃতবর্মার জস্থানদয় বিচিত্র বর্ম ছেদন ও কলেবর ভেদপূর্বক রুধিরপ্লুত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হাদিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্রবাহু কাণ্ডবীৰ্য্য-সদৃশ, অক্ষোভা সাগরতুল্য কৃত-বর্মাকে নিবারণ করিয়া, ইন্দ্র যেরূপ অশুর-সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্বসৈন্তসমক্ষে সেই খড়্গ-শক্তিশরাসন-বিকীর্ণ গজাশ্ব-রথ-সকল, রুধিরাভিষিক্ত কোরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবাহু হাদিক্য সংজ্ঞালাভ করিয়া অশ্রু শরাসন গ্রহণপূর্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-দ্রোণ যুদ্ধ

সময় কটিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে কোরব-সৈন্যগণ সাত্যকি কর্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্বে বলিরাজের সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্বসৈন্তের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাটবিন্দু হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশূল পর্বতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারদ্বাৰা ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শকাই-মান বাণ-সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাত্রা বিং সাত্যকি তৎপ্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর ছুই ছুই শর নিক্ষেপপূর্বক সমুদয় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এইরূপ হস্ত-লাঘব দর্শনে হাস্ত করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন-পূর্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প-সকল যেরূপ বন্দীক হইতে বিনির্গত হয়, সেইরূপ

সেই নিশিত শরসমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। সাত্যকি-বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শর-নিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘববিষয়ে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপূর্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির হস্তলাঘব অবলোকনপূর্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন তিন শরে অশ্ব-গণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুখ ভল্লাজ দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ-পূর্বক গদা গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রাতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত, পট্টবদ্ধ^১, লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্বদর্শনে ক্রোধভরে অশ্রু শরাসন গ্রহণ-পূর্বক শিলানিশিত^২ অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শত্রুধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথোপস্থে হ্রস্বদণ্ডারিত লৌহনির্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসমিত শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদপূর্বক ভয়ঙ্কর নিশ্বন করিয়া অবনীর্গত প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন; মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধদ্রোণাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ করিয়া সারথ্য-কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্নমনে তাঁহাকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর দ্রোণও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর-সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার প্রাতি অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্বক এক শরে

১। বজ্রবল্লিত—বর্ষব্য বজ্রাবৃত। ২। প্রভবশানিত—শাণ মেওরা।

তাহার সারথিকে সংহার করিয়া অশ্ব শরসমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। এইরূপে অশ্বগণ বাণ-পীড়িত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইলে জ্যোৎস্না-চার্যের সেই রক্ততর্নিস্থিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যমান সূর্যের স্থায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদয় রাজা ও রাজপুত্রগণ ‘নীড় গমন কর, জ্যোৎস্নার পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর’ বলিতে বলিতে সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্বক জ্যোৎস্নার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া সাত্যকির শক্তিচিন্তে সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাচার্যও সেই সাত্যকি-শরাদ্বিত বায়ুসম বেগবান অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্বক ব্যুহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যুহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণপূর্বক ব্যুহ রক্ষা করিয়া উত্তম কালসূর্যের স্থায় ও প্রজ্জ্বলিত পাবকের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-করে হুদর্শনসংহার

সমুদয় করিলেন, “হে মহারাজ! শিনিবংশাধিপতি পুরুষপ্রধান সাত্যকি জ্যোৎস্নাচার্য ও হাঙ্কিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহস্রমুখে সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জুন পূর্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জুননিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি।’ অরাতিহস্তা সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণপূর্বক আমিষলৌপ শ্যেনপক্ষীর স্থায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম-প্রভাব, প্রভূতপরাক্রম পুরুষপ্রবীর সাত্যকিকে শশিশিখসমিষ্ট ষেতবর্ণ অশ্বশযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক শরৎকালীন সূর্যের স্থায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর

বিচিত্রযুদ্ধবিশারদ কাঞ্চনবর্ষধারী মহাবীর হুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন প্রহরণপূর্বক সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্বকালে দেবগণ ব্রজাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধদর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও হুদর্শনের সংগ্রাম সম্মর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর হুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সূতীক্ল শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদয় বাণ অক্লম্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রতুল্যপ্রভাবশালী সাত্যকিও হুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম-রথারূঢ় হুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর হুদর্শন সাত্যকির বাণবেগে স্বীয় শর-সমুদয় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি অগ্নি-সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। হুদর্শন-নিক্ষিপ্ত সায়কত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন হুদর্শন প্রজ্জ্বলিত বাণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রক্ততস্কাশ ষেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে হুদর্শন-শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সূতীক্ল শরনিকর দ্বারা তাহার অশ্বগণকে সংহারপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনিসমিষ্ট ভল্ল দ্বারা তাহার সারথির শিরচ্ছেদনপূর্বক কালানলসমিষ্ট ক্ষুর দ্বারা হুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশিসমিষ্ট মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বলদানবের শিরচ্ছেদন করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদ্রুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি হুদর্শনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই উত্তম অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধনপূর্বক সকলকে বিস্ময়াগ্নর করিয়া অর্জুনসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।”

একোনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

সমরজয়ী সাত্যকির অৰ্জুনভিষ্মুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! বৃষ্ণপুত্র মহামতি সাত্যকি এইরূপে সংগ্রামে হৃদয়নকে নিহত করিয়া পুনরায় সারথিকে কহিলেন, ‘সারথি! যখন শরশাক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গরূপ মৎস্ত ও গদারূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব-সঙ্কীর্ণ বিবিধ আয়ুধের নিশ্বন ও বাদিত্রের নিনাদসম্পন্ন, যোধগণের অহুঃস্বপ্পর্শ, জিগীষুদিগের তুর্কর্ষ, রাবসদৃশ জলসঙ্কসৈন্যে সমাবৃত দ্রোণা-নীকরূপ মহাসাগর অভিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা অল্পসলিলসম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর স্থায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্চালন কর, আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন তুর্কর্ষ দ্রোণাচার্য্য ও হাদিক্যকে পরাজিত করিয়াছি, তখন অৰ্জুনকে লম্বুধস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদয় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহার প্রাদৌ পাবকদধ শুক তৃণের স্থায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডব-প্রধান অৰ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কোরবসেনাগণ অৰ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথ-সমুদয় মহাবেগে গমন করাতে কোশেয়ারুণ্য রজোরশি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং মহাতেজঃসম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ ঐতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথি! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্তসকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, দিনমণি অন্তাচলগত না হইতে হইতেই অৰ্জুন সিঙ্ক-রাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে যে স্থানে অরাতি-সৈন্যগণ, হুয়োধান প্রভৃতি বীরগণ, যুদ্ধতুর্হ্মদ তুর-বর্ষধারী কাহোজগণ, ধমুর্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাশ্বধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্বর ও তাম্র-লিগুক প্রভৃতি স্নেহগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্চ চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদয় বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত

সংহার করিয়া এই বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।’

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে বাক্যেয়! যতপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথ দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিঙ্কিমাত্রও শঙ্কা হয় না। অতঃ আপনি সংগ্রামে যুদ্ধতুর্হ্মদ তুরকর্ষ্মা বর্ষধারী কাহোজগণ, ধমুর্বাণধারী প্রহারনিপুণ যবনগণ এবং নানাত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্বর ও তাম্রলিগুক প্রভৃতি স্নেহগণকে পরাভূত করিয়াছেন, হুতরাং আমার ভয়সঙ্করের বিষয় কি? পূর্বে আমি কোন সংগ্রামে কখনই ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজ এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কোন পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব? হে আয়ুধন! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহার শমনভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে? কাহার আপনাকে কালাস্তক যমের স্থায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে অরুণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথচালন করি।’

সাত্যকি কহিলেন, ‘হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ-চালন কর। বাসব যেরূপ দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অতঃ আমি মুণ্ডিতমস্তক কাহোজ-গণকে বিনাশপূর্বক প্রভিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অৰ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অতঃ হুয়োধানাদি কোরবগণ এই সমুদয় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অল্পভব করিবেন। অতঃ শরবিক্রম কোরব-সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া হুয়োধানকে অবশ্যই অমৃত্যুগত হইতে হইবে। অতঃ আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অৰ্জুনকে তত্ত্বপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অতঃ রাজা হুয়োধান সহস্র সহস্র বীরপুরুষকে আমার বাণে বিগতান্ন অবলোকন করিয়া অবশ্যই অমৃত্যুগত হইবেন। অতঃ কোরবগণ আমার বাণ-বর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অগাত্যক সন্দেহ আকার দর্শন করিবেন। অতঃ হুয়োধান আমার বাণবিদ্ধ কৃষিরত্নাবী সৈনিকগণের বিনাশদর্শনে

বিষয় হইয়া সময়ে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনপূর্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অঙ্কূর্ন অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অত্ৰ আমি কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্ঘ্যোধনকে অমৃতাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অত্ৰ কৌরবগণ আমার বল-বীৰ্য্য ও পাণ্ডবগণ কৃতজ্ঞতা সন্নিবেশিত হইবেন।'

সাত্যাকি-শরে দুর্ঘ্যোধনপক্ষীয় যবনসৈন্য বধ

হে মহারাজ! সাত্যাকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্কসদৃশ, স্বেতবর্ণ, সাধুবাহী, শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্ব-গণ আকাশ পান করিবার নিমিত্তই যেন বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন সাত্যাকি অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার অনেক মিলিত হইয়া লবুহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক সেনাগ্রবস্তী সাত্যাকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব বাণ দ্বারা অর্ধপথে সেই শত্রু-পক্ষীয় শরজাল ছেদনপূর্বক সুবর্ণপুষ্প অজিহ্মাণ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক-সমুদয় ছেদন করিলেন। সাত্যাকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্তময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যাকির শরাঘাতে গতাহ হইয়া বহুখাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক শরবর্ষণ করিয়া এক একবারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাহোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যাকির শরে জীবন পরিত্যাগ-পূর্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দমময় হইয়া গেল। দহ্ম্য-গণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রুসম্পন্ন বিবর্হ বিহঙ্গম-সদৃশ মস্তক-সমুদয়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। কুখিরাভিযুক্তসর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উপিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণ মেঘসমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যাকির অশনি-সম্পর্শ অপূর্ব্ব অজিহ্মগামী শর-নিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বহুক্ষরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোদ্ধগণ সন্তপ্ত ও

বিচেতনপ্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্শ্বি ও কশাঘাতপূর্ব্বক শক্তিভ্রান্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে পুরুষবায়ু সত্যবিক্রম সাত্যাকি দুর্জয় কাহোজ, শক ও যবনগণকে বিজ্ঞাব-পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিকে রথচালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রামদর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারুপণ সেই অঙ্কূর্নের পৃষ্ঠরক্ষার্থ গমনোচ্ছত সাত্যাকির অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অব-লোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধ্বজবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরবপক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

বিংশতাদিকশততম অধ্যায়

বৃহৎপথে সাত্যাকিসহ দুর্ঘ্যোধনাদির যুদ্ধ

সজয় করিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সাত্যাকি যুদ্ধে যবন ও কাহোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরবসৈন্য অতিক্রমপূর্ব্বক অঙ্কূর্ন-নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ যুগধাতী শাদ্দুলসদৃশ, বিচিত্র কবচ-ধ্বজ-শোভিত, নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণ-শিরজ্ঞাণ ও সুবর্ণধ্বজে শূশোভিত মহাবীর সাত্যাকি রথোপরি সুবর্ণ-শরাসন সঞ্চালিত করিয়া মেরুশৃঙ্গের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশূল শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় বিরাজমান হইল। মন্তদ্বিরদগামী, বৃষভাক্ষ, বৃষভাক্ষ, নরর্ষভ সাত্যাকি গোপনমধ্যস্থ বৃষভের স্থায়, যুগ্মমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের স্থায় কৌরবপক্ষীয় সেনা-গণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর সাত্যাকি জ্যোতিষাচার্য্য, ভোজ-ভূপতি, জলসন্ধ ও কাহোজগণের হস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হাদিকাকে অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তর কৌরব-সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হইলে দুর্ঘ্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশা-সন, বিবিশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুঃমর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রৌষকষায়িত-লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্বকালীন পর্বনোদ্ধৃত অর্গবের স্তায় কোরবগণের ভীষণ শব্দ ঋতুপোচর হইতে লাগিল। শনিপুস্তব সাত্যকি সেই বীর-গণকে মহাবেগে আগমন করিতে দোষিয়া সারথিকে মন্দবেগে অশ্বেচালনের অমুমতি প্রদানপূর্বক হস্তমুখে কহিলেন, 'হে সূত। ঐ দেখ, দুর্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথবোধে দশদিক্ প্রাতিধ্বনিত এবং সাগরসমবেত সমুদয় ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংস্কৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ সেই সৈন্তসাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রুসৈন্ত বিদারণপূর্বক তোমাকে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হস্তাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করবে।' মহাবীর সাত্যকি সারথিকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির সৈনিক পুরুষেরা 'ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবধানপূর্বক অবলোকন কর,' ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শানিত শরজালে বিপক্ষ-পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এইরূপে সাত্যকির সহিত কোরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, দেবাসুর-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজালসদৃশ দুর্যোধনসৈন্তগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটি বাণও ব্যর্থ হইল না; তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

কৌরবপরাজয়—পলায়ন

এইরূপে মহাবীর সাত্যকি বেলান্তরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাধসঙ্কুল, পদাতিক্রূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কোরব-সৈন্তরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কোরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে বাধিত ও ভীত হইয়া গোসমুখের স্তায় জমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই, এমন কোন পদাতি, রথ,

হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়নগোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক যেক্রপ সৈন্ত সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেইরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে আট বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্বেচতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চ-বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণশাঙ্গুল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্জিতচিত্তে তিন তিন স্ত্রীক্ল বাণে সমুদয় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্বেনপক্ষীর স্তায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদনপূর্বক দুর্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অশ্ব শরাসন গ্রহণপূর্বক একবার আট ও পুনর্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুঃশ্ব দ্বাদশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদয় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্যোধন-সারথির উপর ভল্লাস্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল। অশ্ব-গণ সারথিবিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অশ্বাশ্ব বীর-গণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দোষিয়া 'সুবর্ণপুষ্প শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শর-নিকরে তাহাদিগকে বিদারণপূর্বক অর্জুনের রথান্ত্র-মুখে ধাবমান হইলেন। কোরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে লম্বুহস্তে শরগ্রহণ, সারথিসংরক্ষণ ও আত্ম-রক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভ্রয়োভ্রয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধ-প্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরবসেনা বিদারণ করিয়া অর্জুন-সমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নিলজ্জ পুত্রেরা কি কার্যের অনুষ্ঠান করিল? সব্যাসাচি-সদৃশ সাত্যকি সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু হইয়া কিরূপে সেই দারুণ সমরে ঐর্ষ্যাবলম্বন করিল? সেই সমুদয় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি ক্রমের অনুষ্ঠান করিলেন? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কিরূপে সমরে অগ্রসর হইল? এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন কর। হে বৎস! সাত্যকি একাকী বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য মগরথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য। আমার সৈন্যগণ সমুদয় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশুনাশক সিংহের স্থায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ষা প্রভৃতি বীরগণ কোনক্রমেই সাত্যকিকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। বাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুনও ঐদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয় নাই।”

সঞ্জয়ের সতিরস্কার উত্তর—কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধিই এই তুমুল জনস্রয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাশ্যেজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গ, অযষ্ঠ, পিশাচ, বর্বর ও পাণ্ডবহস্ত পার্শ্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্তী করিয়া পাবকপতনোন্মুখ শলভের স্থায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে

লাগিল। ঐ সময় মহারণগণ সহস্র রথ, শত মহারণ, সহস্র হস্তী ও বিসহস্র অশ্ব-সমভিব্যাহারে বিবিধ শরবর্ষণপূর্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দ্রুশাসন কর্তৃক ঐ সকল বীর সাত্যকিকে বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিখিন্দ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, পত্তারোহী, অশ্বারোহী ও দম্বাদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকর বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ষা, চর্ম্ম, মালা, বস্ত্র, আভরণ ও রথাদি স্থিত কাষ্ঠ ইত্যন্তঃ নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণ-সমাবৃত নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা ধারণ করিল। অঙ্গন, বামন, হুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সমুত্ত পর্বতাকার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চর প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণপ্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্শ্বতীয়, কাশ্যেজ ও বাহ্লীকগণ, নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এইরূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রুশাসন তাহাদিগকে ভয় দেখিয়া দম্বাদগণকে সন্ধান-পূর্বক কহিলেন, ‘হে ধর্ম্মানভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন? নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।’ তাহারা দ্রুশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাণ্ডববর্ষী পার্শ্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণপূর্বক কহিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা পাণ্ডবযুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাকে পাণ্ডব দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাণ্ডবযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাহারা ঐ যুদ্ধে পারদর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও।’ শৈলবাসিগণ দ্রুশাসন কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই শৈলেন-ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদানপূর্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গমস্তক-সদৃশ উপলব্ধ ও গ্রহণ ও উত্তোলনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অস্ত্রাস্ত্র সৈন্যগণ দ্রুশাসনের আদেশক্রমে

সাত্যকির বিনাশকামনায় ক্ষেপণীর^১ দ্বারা দিক্‌সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলাবর্ষণপূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগসদৃশ নারাচাক্স নিক্ষেপপূর্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষণ সমুদয় চূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রস্তরচূর্ণ-সকল ঋতাতরাশির স্থায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া কৌরব-শকীয় প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমতঃ পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিকে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পাষণযুদ্ধ-বিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যায়িত করিলেন।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল; মহাবীর সাত্যকিও নারাচাক্সে সেই প্রস্তর-সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শরে নির্ভীতমান^২ পাষণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিক্রমিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিমণ্ডলকে ভীত ও বিজ্ঞাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজসমূহ শিলাচূর্ণে সমাক্রম্য ভয়-দংশিতের স্থায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট, রুধিরান্বিত ছিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ সাত্যকির রথসমীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্বসময়ে সাগরের যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি-শরাদ্বিত কৌরবসেনাগণের সেইরূপ মহা কোলাহল হইতে লাগিল।

পলায়মান দুর্ঘোধানসৈন্যের দ্রোণাশ্রয় গ্রহণ

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত! সাহতবংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরব-সেনাগণকে বহুবিদারপূর্বক সমর-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের স্থায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, সাত্যকি সেই স্থানে পাষণবর্ষী যোষণের সহিত

সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ-সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ অস্থির, বশ্যবিহীন রথিগণকে সমরক্ষেত্রে হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন ক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না।' সারথি শত্রুধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য-শ্রবণানন্তর কহিল, 'আয়ুয়ন! ঐ দেখুন, কৌরবশকীয় সেনা ও যোষণ সমর পরিত্যাগপূর্বক ভয়ে চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রমের বিনাশ-কামনায় আগমন করিতেছে, সাত্যকিও অতি দূরদেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান, এই উভয়ের যাহা কর্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন।' তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপবচন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে সাত্যকির শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ-সম্মুখভাগ পরিত্যাগপূর্বক দ্রোণসৈন্যমধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথিসমভিবাগারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাহারাও শঙ্কিতচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।"

দ্বাবিংশতীধিকশততম অধ্যায়

পলায়মান দুঃশাসন-প্রতি দ্রোণ-তিরস্কার

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনকে রথসম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সন্যোধানপূর্বক কহিলেন, 'ওহে দুঃশাসন! রথিসকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গল ত? সিদ্ধুরাজ ও জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও একজন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ধোবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্বে দ্রোণদীকে বলিয়াছিলে যে, 'রে দাসি! আমরা তোকে দ্যুতক্রৌড়ায় পরাজয় করিয়াছি'; অতএব এক্ষণে তুমি খেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্ঘোধানের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ যণ্ডিল-সদৃশ নিভান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর জীবিত নাই।'

হে যুবরাজ ! পূর্বে ক্রপদতনয়াকে এইরূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহারপূর্বক পলায়ন করিতেছ ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূল্যভূত ; কিন্তু এখন রণস্থলে একমাত্র সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া কি জ্ঞান ভীত হইতেছ ? পূর্বে দ্বাতক্ৰীড়াকালে অক্ষ প্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে ? তুমিই পূর্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে ; তোমার নিমিত্তই ক্রপদতনয়া যৎপরোনাস্তি ক্রেশ শয্য করিয়াছেন । হে মহারথ ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায় ? তুমি সর্প-সদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ ? তুমি চুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করায় কুরুরাজের এবং কোরবপক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল । হে বীর ! আজ স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ান্ত কোরবসৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্তব্য । তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক কেবল শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছ । হে শত্রুনিবাসিন ! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীতচিন্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমরভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে ? হে কোরব ! তুমি আজ একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ ; কিন্তু পাণ্ডবপক্ষ অর্জুন, মহাবীর বৃকোদর এবং মাজীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে ? সাত্যকির শরজাল মহাবীর অর্জুনের সূর্য্যায় সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে ; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে ? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জুনের নির্মোহনির্বুদ্ধ ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত জাতাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ও সমরবিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমুমেঘে অবগাহন করিয়া তোমার জাতৃগণকে শমনভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে

তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর । পূর্বে মহাবীর ভীম তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা চুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না ; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর । কিন্তু মন্দবুদ্ধি চুর্য্যোধন তাহা করে নাই । অতএব তুমি চৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, শীঘ্র তথায় গমন কর ; নচেৎ সমুদয় সৈন্য পলায়ন করিবে ।’

পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃসহ দ্রোণ-দুঃশাসন যুদ্ধ

হে মহারাজ ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রভুত্বের প্রদান করিলেন না ; দ্রোণের বচন-সবল যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এইরূপ ভাগ করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত স্বেচ্ছগণে পরিবৃত্ত হইয়া, যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন । তথায় সাত্যকির সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল । এদিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোমাচিত হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক অসংখ্য যোদ্ধগণকে বিদ্রাবিত ও স্বীয় নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া পাণ্ডবসৈন্য, পাঞ্চাল ও মৎস্তসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর দ্রুতিমান পাঞ্চালপুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আছবানপূর্বক সন্নতপর্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান হইয়াও বীরকেতুকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না । তদদর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম ।

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরকেতুপ্রমুখ পাঞ্চাল বধ

অনন্তর ধর্ম্মরাজের জয়ভিলাষী পাঞ্চালেরা সমরভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দিক্ বেষ্টনপূর্বক তাঁহার উপর হত্যাশনসদৃশ স্তুপ শত শত ভোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিবরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবনচালিত জলধরের ঘায় শোভমান হইল । তখন শক্রহস্তা দ্রোণ সূর্য্য ও অনলসদৃশ

অতি ভীষণ শরসন্ধানপূর্বক বীরকেতুর প্রতি
নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণনির্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ
বিদারণপূর্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিতের আয় ধরা-
ওলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভয়
চম্পকতরু যেরূপ পর্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়,
তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এইরূপে
ধনুর্ধারী মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত
হইলে পাঞ্চালগণও সত্বর চতুর্দিক হইতে দ্রোণকে
নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুধন্য,
চিত্রকেতু, চিত্রবর্মা ও চিত্রবৎ ড্রাকুবাসনে নিতান্ত
ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ধা-
কালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের আয় শরবর্ষণপূর্বক
ধাবমান হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ
রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধন-
বাসনায় কোপকম্পিতকলেবরে তাঁহাদিগের উপর
শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমারেরা
দ্রোণের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত
নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ষব্যতাবিমুঢ় হইলেন। মহা-
যশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত-
পূর্বক তাঁহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিকে সংহার করিয়া
ভ্রম ও নিশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন
করিলেন। কুমারগণ এইরূপে দ্রোণ-শরে বিগতানু
হইয়া দেবানুরসংগ্রামস্থ দানবগণের আয় রথ হইতে
ক্ষতিভলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ !
প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া
দুরাসন হেমপৃষ্ঠ কাশ্মুক বিষূর্ণন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণ-ধূর্তদ্রোহ যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

অনন্তর মহাবীর ধূর্তদ্রোহ দেবকল্প মহারথ পাঞ্চাল-
গণকে নিহত দেখিয়া অশ্রুমোচনপূর্বক ক্রোধভরে
ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমনপূর্বক তাঁহার উপর
সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য
ধূর্তদ্রোহের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রামস্থলে সহসা
হাহাকার শব্দ সমুপিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ
সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্তপূর্বক
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধূর্তদ্রোহ
ক্রোধাক্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নতপর্ব নবতি
বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই
শরনিকরে গাতুর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মুচ্ছিত
হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ ধূর্তদ্রোহ দ্রোণকে

তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধাক্রান্ত-লোচনে শরাসন পরিত্যাগ-
পূর্বক তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ-
বাসনায় সত্বর স্বীয় রথ হইতে লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক
তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ
সময় সংজ্ঞালাভপূর্বক জিঘাংসু ধূর্তদ্রোহকে সমীপবর্তী
দেখিয়া পুনর্বীর ধনু গ্রহণপূর্বক আসন্ন-যুদ্ধোপযোগী
বিতস্তিপ্রমাণ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগ-
লেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধূর্তদ্রোহ তাঁহার বাণে বিদ্ধ
হইয়া সত্বর লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক স্বীয় রথে আরোহণ
ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার
করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারদ্বাজও তাঁহাকে প্রহার
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্য্যভিলাষী ইন্দ্র
ও প্রহ্লাদের আয় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ
উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীরদ্বয় বিচিত্র
মণ্ডপ ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্বক
ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সায়কনিকরে পরস্পরকে
ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে
মোহিত করিয়া বর্ধাকালীন জলধরনির্মুক্ত বারিধারার
আয় শর-সমুদয় বর্ষণপূর্বক একেবারে ভূমণ্ডল,
দিগ্ভ্রমল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।
তত্রত্য সমুদয় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত
যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়
পাঞ্চালগণ ‘যখন দ্রোণ ধূর্তদ্রোহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজ আমাদিগের
বশবর্তী হইবেন’, এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ
করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বর বৃক্ষের
পরিপক ফলের আয় ধূর্তদ্রোহের সারথির মস্তক ছেদন
করিয়া ফেলিলেন। ধূর্তদ্রোহের অশ্বগণ সারথিবিহীন
হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন
মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃজয়গণকে বিজ্ঞাবিত
করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অরতিপাতন
প্রবলপ্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে
পরাজিত করিয়া পুনর্বীর স্বীয় ব্যুত্থমধ্যে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহাকে
পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।”

ক্রোয়োবিংশতাব্দিকশততম অধ্যায়

ত্রিগর্ভ-রক্ষিত দুঃশাসনসহ সাত্যাকির যুদ্ধ

সমুদ্র কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন বারিধারাংঘী পর্জন্তের জায় অসংখ্য শরবর্ষণপূর্বক শৈনেহের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ যষ্টি ও তৎপরে ঘোড়শ শরে সমাংত করিলেন। মহাবীর সাত্যাকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাকপর্বতের জায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানাদেশীয় মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণপূর্বক মেঘনিধনসদৃশ গর্ভীর-পর্জনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সাত্যাকিকে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যাকি তদর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শরসমিপাতে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রগামী অগ্ন্যস্ত্র বীরগণ সাত্যাকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীতচিহ্নে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিল। তৎকাল একমাত্র দুঃশাসন নির্ভীকমনে রণস্থলে অবস্থানপূর্বক সাংখ্যিক শরনিপীড়িত করিয়া তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপপূর্বক পুনর্বীর শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিহৃত্য করিতে লাগিলেন। অরতিনিপাতন সাত্যাকি ক্রোধজ্বলিত হইয়া শর-সমিপাতে দুঃশাসনের সারথি ও ধ্বজ বদ্য করিয়া ফেলিলেন এবং উর্গনাদ যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তজ্জণ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

সাত্যাকি কর্তৃক পরশত ত্রিগর্ভ-বীর বণ

হে মহারাজ! ঐ সময়ে রাণী ত্র্যযোধান দুঃশাসনকে বাণসমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধবিশারদ ত্রিসহস্র ক্রুরকর্ম্মী ত্রিগর্ভকে সাংখ্যিক সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা ত্র্যযোধানের আদেশক্রমে তথায় গমনপূর্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপাংমুখ হইয়া অসংখ্য শরদ্বারা সাত্যাকিকে অবগোহ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাংখ্যিক সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ভগণের প্রধানতম পাঁচ শত ঘোড়াকে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগবিশিষ্ট বিপুল বনস্পতি-সমূহের জায় ধরাহলে নিপতিত হইল।

শৈনেহের শরে নিকৃষ্ট, শোণিতলিল, অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকভরণভূষিত অশ্বসকল নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি বিকসিত কিংকটকসমাচ্ছন্নের জায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সাত্যাকির শরে বিদ্ধ হইয়া পানিময় মাতঙ্গের জায় কাহারও সাহায্যলাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজগগণ ঘেরূপ গর্ভের ভয়ে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে, তজ্জণ সেই কৌরবসৈন্যেও সকলেই ভীত হইয়া ক্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যাকি আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত ঘোড়াকে নিপাতিত করিয়া মন্যবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সহর সমতপর্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মগধযুদ্ধের সাত্যাকিও তাঁহাকে রক্তপুন্নি নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যাকিকে প্রথমতঃ তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আবাত করিয়া হস্ত করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন হেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া রোণাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধনবাদনায় লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলে দীরবর সাত্যাকি তৎক্ষাৎ ককুপত্রভূষিত নিশিঃ বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি হেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অগ্ন এক শরাসন গ্রহণপূর্বক শর দ্বারা সাত্যাকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিহৃত্য করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন-পরাজয়—পলায়ন

অনন্তর মহাবীর সাত্যাকি তাঁহার সিংহনাদ-শ্রবণে একান্ত ক্রোণাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে অগ্নিশিখাঙ্কার শরসমুদয় নিক্ষেপপূর্বক পুনরায় তাঁহাকে মুঠীক আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যাকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাত্মবিশ্ব মহাবীর সাত্যাকি দুঃশাসনের বক্ষস্থলে সমতপর্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাপিত শরসমিপাতে তাঁহার ঘোটক ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন এবং এক তলে তাঁহার ধ্বজ, পাঁচ ভল্ল শরমুষ্টি, দুই ভল্ল ধ্বজ ও

রথশক্তি ছেদন করিয়া অস্ত্রাশ্রয় তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষককে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্ভসেনা-বিপত্তি দুঃশাসনকে হিরণ্যরাসন, বিরথ, হতাশ ও হতসাহসিক অবলোকনপূর্বক সশর স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন-বিনাশার্থ ক্রিয়াক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎগমন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভামধ্যে সর্বসমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অরণ্য করিয়া আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ। এইরূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, যে পথে মহাবীর অর্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।”

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বৃহদ্রথ অর্জুনসহ সাত্যকির মিলন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। আমার সেনামধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জুন-সমীপগামী কৌরবসৈন্যদংষ্ট্রী সাত্যকিকে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রভূলা-পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি দানবনিপাতন মহেশ্বের স্থায় একাকী সমর-স্থলে কিরূপে সেই মহৎকার্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দনপূর্বক পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহাকে তথায় আক্রমণ করে; এমন কেহই ছিল না? যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কিরূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাঅগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, তাহা কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। আপনার সৈন্য-মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্যগণের যেরূপ ব্যূহ হইত, বোধ হয় সেরূপ ব্যূহ অগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমরসন্দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারুগণ সেই সমুদয় ব্যূহদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষতঃ, জয়জয়ধ্বনিসময়ে জোপাচার্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই

দৃষ্টিপোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহমধ্যে পরস্পর ধাবমান সৈন্য-সমুদয়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্রনিম্ননের স্থায় শব্দ সমুচ্ছিত হইতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডব-দিগের বলমধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা ক্রোধাঘ্রিতচিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—ইহারা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে বীরগণ। তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র জয়প্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজ ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধনপ্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব সশর মিলিত হইয়া বেগবান পবন যেরূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর।’ ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি এইরূপ কহিলে মহাতেজাঃ সৈনিকগণ প্রাণপণে কৌরবগণকে শরসমূহ দ্বারা অত্যন্ত আহত করিতে লাগিল। যুদ্ধের হিত-সামান্য অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারাও যশঃপ্রার্থনা করিয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

হে মহারাজ। সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ-সমুদয়ে দিবাকরকর প্রতিকলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্যোজন বহুবলশালী পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

দুর্যোধনসহ যুধিষ্ঠিরাদির যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। মহাবীর দুর্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইয়া ভোরণ পরিত্যাগ করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষতঃ চিরকাল সুখে সংবর্তিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয়, তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।”

সজ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, অবশ্য করুন। মন্তমাতঙ্গ যেরূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্ঘোষান পাণ্ডবসৈন্যকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্ঘোষান ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহ-দেবকে তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বীরটি ও ত্রুপদকে ছয়, শিবগীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং ত্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজ্ঞান্ত হ’ অস্ত্রকের স্রায় সাহস করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরমোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল ন’। কেবল এইমাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত-কার্য্যক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির হুই ভ্রাতৃত্ব দুর্ঘোষানের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর-সমুদয় দুর্ঘোষানের বর্ম্মস্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধাতলে নিপতিত হইল। দেবগণ রক্তবধকালে ইন্দ্রকে যেরূপ বেঠন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেঠন করিলেন। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ দুর্ঘোষান অগ্ন এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ‘ধাক্ ধাক্’ বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়া-ভিলাষী পাঞ্চালেরা দুর্ঘোষানকে আগমন করিতে দেখিয়া হুটমনে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সেই সময়ে জ্যোৎস্বর্ণ দুর্ঘোষানের রক্ষার্থ যেরূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে স্ফালিত মেঘাবলীকে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ। সেই সময় কোরব ও পাণ্ডবদিগের অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃতদেহে সমরভূমি শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষণের মহান শব্দ সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ। এইরূপে মহাবাহু অর্জুন ও সাত্যকি কোরব-পক্ষীয় সৈন্তের সহিত এবং

বৃহৎসাহসিঃ জ্যোৎস্বর্ণা পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।”

—

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

জ্যোৎস্বর্ণকর্তৃক বৃহৎসাহসিঃ-বধ

সজ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। অনন্তর অপর দুই সময়ে পুনরায় লোমহর্ষণের সহিত জ্যোৎস্বর্ণের তুল্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চক্রিণী মহাধনুর্ধর বীরবরাগ্রগণ্য জ্যোৎস্বর্ণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শর-নিক্ষেপে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার সর্ব্বকোষ্ঠ সমর-দুর্দ্দাম মহারথ বৃহৎসাহসিঃ মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিষ্ট নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার উপর ত্রুক্ষ আশীবিষদশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর বৃহৎসাহসিঃ সেই জ্যোৎস্বর্ণকর্তৃক বাণ-সমুদয়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুত্রব জ্যোৎস্বর্ণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্তপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সম্রতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎসাহসিঃ জ্যোৎস্বর্ণের পরিত্যক্ত শর-সমুদয় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কোরব-পক্ষীয় সৈন্তেরা বৃহৎসাহসিঃের সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎসাহসিঃকে প্রাণসাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্দ্বি দিব্য ত্রুক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎসাহসিঃ স্বীয় ত্রুক্ষ দ্বারা তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্বর্ণের ত্রুক্ষাত্ত ছেদনপূর্ব্বক বস্তি-সংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষজ্যেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎসাহসিঃের উপর নিশিত নারাত নিক্ষেপ করিলেন। নারাত বৃহৎসাহসিঃের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া, কক্ষসর্প যেরূপ বিলম্বে প্রবেশ করে,

১। লোকসংহারকারী। ২। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
যজ্ঞকে বাণবোজন ও নিক্ষেপসারায়।

তদ্রূপ ধরাভলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকয়
জ্ঞেয় সাগকে অভিমান বিদ্ধ হইয়া জ্ঞেয়ে নয়ন
বিবর্ণনপূর্বক স্বর্ণপুষ্প শাণিত সপ্ততি শবে আচার্য্যকে
বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার সারথিকে নিভাস্ত
নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর জ্ঞেয় বৃহৎক্ষত্রের শবে
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিষ্ট প্রয়োগপূর্বক
তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাত তাঁহার
চারি অঙ্গে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে
এক শরাঘাতে সারথিকে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ
ছেদনপূর্বক সূত্রযুক্ত নারাজ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয়
বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে ধরাভলে পাতিত করিলেন।

দ্রোণকর্তৃক ধৃষ্টকেতু বধ

এইরূপে কৈকয়বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত
হইলে, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু জ্ঞোধান হইয়া সর
থিকে কহিলেন, 'হে সারথি! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত
কৈকয়গণ ও পাকাল-সৈন্যগণ নিপাত্ত করিয়া যে
স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রবসকাল
কর।' সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাশ্মোজ-
দেশীয় বেগপামী অশ্বগণকে সকালনপূর্বক তাঁহাকে
দ্রোণসমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেন্নিরাজ
ধৃষ্টকেতু পাশ্বে পতনোন্মুখ পতঙ্গের স্থায় প্রাণ-
পরিভ্রাণের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া যষ্টি
বাণ নিক্ষেপপূর্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ
ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর
অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সূপ্ত
ব্যায় প্রতীবোধিত হইলে ধৈর্য্য ক্রুদ্ধ হয়,
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ
ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাণে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড
করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপালপুত্র সত্বর
অস্ত্র কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া কল্পতরুভূষিত সায়ক দ্বারা
দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ
চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অঙ্গ বিনাশ করিয়া হস্ত
মুখে সারথির মস্তকচ্ছেদনপূর্বক তাঁহার উপর পঞ্চ-
বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর
ধৃষ্টকেতু সত্বর প্রস্তুতদৃঢ় কনকবিভূষিত ভীষণ গদা
গ্রহণ ও লক্ষপ্রদানপূর্বক রথ হইতে ধরাভলে অব-
তীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপপূর্বক
সিংহনাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য
ক্রুদ্ধ ভুজদীর স্থায় ও কাল-দ্রির স্থায় সেই

গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসঙ্গি-
পাতে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণশরে
ছিন্ন ও নিপাত্ত হওয়াতে ধরাভল প্রতিক্ষানিত
হইল। তখন অমর্যপরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা
ছিন্ন হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক-
ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও
তোমর তাক্ষ্য-নিকৃষ্ট ভুজগদ্যের স্থায় দ্রোণের
পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ধরাভলে নিপাত্ত হইল।
অনন্তর প্রবলপ্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতুর বিনাশ-
জন্ত এক স্তম্ভাক্ষ বিশিষ্ট নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ-
নির্ম্মুক্ত বাণ অতিপরাক্রম শিশুপাল-পুত্রের বর্ম্ম-
সংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া পদ্মসরোবরে বিচরণকারী
হংসের স্থায় ধবলীতলে পতিত হইল। এইরূপে
মহাবীর দ্রোণ ক্ষুরাঘাত চস যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে,
তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারথ! চেন্নিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে
তাঁহার আত্মা পিতৃলোকে প্রবেশ করিল। পিতৃবৎ
ক্রুদ্ধ তদীয় পুত্র দ্রোণের অভিমুখীন হইলে মহাবীর
দ্রোণাচার্য্য যুগ্মশাবকদ্বারা বলবান ব্যাঘ্রের স্থায়
তাঁহাকেও হাসিতে হাসিতে যমলজের রাজধানীতে
প্রেরণ করিলেন।

দ্রোণকর্তৃক চেন্নিবিঃগণ বধ

হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ বিনষ্ট
হইতে আশ্রয় হইলে মহাবীর জরাসন্ধপুত্র স্বয়ং
দ্রোণের ততিমুখে ধাৰমান হইলেন এবং জলদাবলি
যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে
শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়-
মর্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধপুত্রের
হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বর বাণবৃষ্টিপূর্বক
তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্ধর-সমক উপহার
প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে
তৎকালে সমরভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক-
যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে
সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের সকলকেই
সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয়
নামাঙ্কিত অসংখ্য শরে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা-
গণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত
দ্রোণ-নির্ম্মিত শাণিত শরসমুদয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব
ও মহুযাগণকে আহত করিল। আচার্য্য-শর পীড়িত

পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অম্বরগণের স্থায় ও শীতাদিত গোপনের স্থায় কল্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্য সকল জ্যোৎস্নারে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আত্মনাশক সমুখিত হইল। ঐ সময়ে পাঞ্চালকশোদ্ধ মহারথেরা আতপতাপে উত্তপ্ত ও তারঙ্গ'জের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহগ্রাণ্ট হইলেন। তখন চেদি, স্তম্ভয়, কাশি ও কোশলদেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাত্ম্যতি জ্যোৎস্নাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হুইচিহ্নে 'আজ জ্যোৎস্না বিনষ্ট হইয়াছেন', এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিযুখে গমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে, বিশেষতঃ চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে চেদিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও জ্যোৎস্নারে নিপীড়িত হইয়া কল্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অমৃত কৰ্ম্ম ও অবয়ব' পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বানপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল, 'এই ব্রাহ্মণ জ্যোৎস্নাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণকে দম্ব করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কুংবিত্ত তপস্বী দর্শনমাত্রের লোককে দম্ব করিতে পারেন। বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের ঘোরতর অজ্ঞানল প্রভাবে দম্ব হইতেছেন। মহামতি জ্যোৎস্নাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অমুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া আমাদের বলক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় ক্ষত্রবর্ষার নিধন

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্নতনয় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রবর্ষা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধাক্ত জ্বোৎস্নার অভিযুখীন হইয়া অর্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার শর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দন জ্যোৎস্না উদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্ব কাম্বুক গ্রহণ ও তাহাতে শক্রনিপাতন, ভাস্কর, বেগবান বাণ সন্ধান করিয়া

শরাসন আকর্ষণ আকর্ষণপূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। জ্যোৎস্নানির্মুক্ত বাণ ক্ষত্রবর্ষার হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া ধাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র নিহত হইলে সমুদয় সৈন্য ভয়ে কল্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত চেকিতান জ্যোৎস্নাকে আক্রমণপূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অঙ্গ ও চারি বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর জ্যোৎস্না যোড়শ শরে চেকিতানের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথিবিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পাঞ্চালীতিবর্ধবয়স্ক আকর্ষণ-পলিত' বৃদ্ধ জ্যোৎস্নাচার্য্য চতুর্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও স্তম্ভয়গণকে বিজ্ঞাবিত করিয়া ষোড়শবর্ষীয় যুবরাজ রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত বাসবের স্থায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান্ ক্রপদরাজ বলিতে লাগিলেন, 'ব্যাত্ত যেক্রপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র যুগসমুদয় বিনাশ করে, তক্রপ এই লুপ্ত দুর্ভাষা চুর্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাকে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুর্ভাষার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমরে নিহত ও রুধিরলিপ্ত-গাত্রের নিরুত্তর বৃষভের স্থায় শূণ্য ও কুঞ্জরকুলের ভক্ষ্য হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন।' হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি ক্রপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে জ্যোৎস্নাভিমুখে ধাবমান হইলেন।"

ষড়্বিংশতাদিকশততম অধ্যায়

অর্জুনাদির অমুদন্ধানে যুধিষ্ঠিরের ভীমপ্রেরণ

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের ব্যাহ আলোড়িত হইলে তাঁহার পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন

করিলেন। সেই যুগান্তকালতুল্য ভয়ঙ্কর লোক-
ক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবলপরাক্রান্ত
দ্রোণ বারবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে
এক পাঞ্চালগণ হীনবীৰ্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত
নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয়-
লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কিরূপে
সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরস্তর এই চিন্তা করিতে
লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জুনকে
নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলচিত্তে চতুর্দিকে দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা বাহুদেবকে কোন
ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জুনের
বানরলাঙ্ঘিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও পাণ্ডব-নির্দোষ শ্রবণ
করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টিপ্রবর
মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু
তৎকালে নরোত্তম বাহুদেব ও অর্জুনকে অবলোকন
না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন
না। তখন তিনি লোকনিদাভয়ে নিতান্ত ভীত
হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চিন্তা
করিতে লাগিলেন, ‘আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ
মহাবীর সাত্যকিকে অর্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি।
পূর্ব্ব আমাের মন কেবল অর্জুনের নিমিত্তই
ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জুন ও সাত্যকি
এই উভয়ের জন্মই ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি
সাত্যকিকে অর্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে
তাঁহার পদাঙ্গুসরণে কাহাকে প্রেরণ করিব?
যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন-
সহকারে ভ্রাতা অর্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা
হইলে লোকে আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে
যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া
ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব
এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদপরিহারের নিমিত্ত
মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ
করি। অরিনিস্থান অর্জুনের প্রতি আমার যেরূপ
প্রীতি আছে, বৃষ্টিপ্রবীর সাত্যকির প্রতিও তদ্রূপ।
আমি তাঁহাকে অতি গুরুতর ভার-বহনে নিয়োগ
করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক বা
গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগরমধ্যগামী
মকরের ছায় কোরব সৈন্য়মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।
ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত অপরাধু
বীরগণের তুন্মূল কোলাহল ঋতিগোচর হইতেছে।

অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণপূর্ব্বক
অর্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ
করাই আমার কর্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের
অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে
পৃথিবীর সমুদয় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে
পারে। আমরা তাহার ভূবীৰ্য্যপ্রভাবে বনবাস
হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাঙ্কিত হইয়াছি।
অতএব ঐ মহাবীর অর্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন
করিলে তাহারা অবশ্যই সহায়সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি
ও অর্জুন সর্ব্বাঙ্গবিশারদ; বিশেষতঃ বাহুদেব স্বয়ং
তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত
চিন্তা করা একান্ত অশুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও
আমার অবগুকর্তব্য; অতএব আমি ভীমসেনকে
সাত্যকির পদাঙ্গুসরণে প্রেরণ করি; তাহা হইলে
সাত্যকির প্রতীকারবিধান করা যাইবে।’

ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এইরূপ
অবধারণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সারথি।
তুমি আমাকে ভীমের রথভিমুখে লইয়া চল।
অশ্ববিদ্ধা-কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া
ভীমের সমীপে তাঁহার স্তব্ধথচিত রথ সমানীত
করিল। যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিবৃত্ত হইয়া, প্রকৃত
অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক
কহিলেন, ‘হে ভীম। যে বীর একমাত্র রথে
আরোহণপূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয়
করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অমূল্য অর্জুনের
ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি না।’ ধর্ম্মরাজ ভীমকে
এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া
মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে
একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, ‘হে
ধর্ম্মরাজ। আমি আপনীর একরূপ মোহ কদাচ দর্শন
ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্ব আমরা দুঃখে অতিশয়
কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন।
অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক
পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎখিত হউন এবং আজ্ঞা করুন,
আমি কি কর্ণের অনুষ্ঠান করিব? এই ভূমণ্ডলে
আমার অসাধ্য কিছুই নাই।’ অনন্তর ধর্ম্মরাজ
ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃকোদরের শ্রায়
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাপপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে স্নানবদনে
কহিতে লাগিলেন, ‘হে ভীম। যখন রোষাবিষ্ট

বাহুদেবের যুগ্মাকৃতে পুরিত পাণ্ডব-শব্দে
নির্ধোব ঋতিগোচর হইতেছে, তখন আজ নিশ্চয়ই
তোমার অমূল্য অর্জুন নিহত হইয়া সমরাজনে শয়ন
করিয়াছে এবং বাহুদেব অর্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং
বুদ্ধে প্রস্থত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ
যে মহাবীরের বলবীৰ্য্য আজয় করিয়া জীবিত
রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদকালে আমাদের প্রধান
অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম,
প্রিয়দর্শন অর্জুন জয়দ্রথবধার্থ অনেকক্ষণ কোরব-
সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত
হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ।
মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক
বৃতপরিবদ্ধিত হতাশনের ছায়া বারংবার উদ্দীপিত
হইতেছে। আমি অর্জুনের বানরলাঙ্ঘিত ধ্বজ দর্শন
করিতেছি না বলিয়া মোহে অভিভূত হইতেছি।
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সমরবিশারদ বাহুদেব
অর্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং বুদ্ধ করিতেছেন।
মহারথ সাত্যকি অর্জুনের অমুগমন করিয়াছেন;
আমি তাঁহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি।
হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; যদি
আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য বলিয়া
বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও
সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর।
তুমি সাত্যকিকে অর্জুনের অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ
বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ামৃত্তান
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্ত লোকের
অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন
করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর;
কৃক, অর্জুন ও সাত্যকিকে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ
পরিভ্যাগপূর্বক আমাকে সজ্ঞত করিও।”

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

ভীমের অর্জুন-অমুসরণযাত্রা

সজয় করিলেন, “ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,
‘মহারাজ! পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর
যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জুন ও
কৃক সেই রথে আরোহণপূর্বক গমন করিয়াছেন,
অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। বাহা
হউক, আমি আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া

গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন
না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই
আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব।’

হে কুরুরাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম এই কথা
বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অশ্বাত্থ মুদ্রাঙ্গের হস্তে ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উপযোগ
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে
সংবাদন করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! মহারথ
জ্যোৎস্না ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বেক্রপ
উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত
নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার বেক্রপ
আবশ্যক, অর্জুনসমীপে গমন তৎক্ষণাৎ নহে; কিন্তু
ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার
প্রত্যুত্তর-প্রদানে সমর্থ নহি, নিশ্চয়মনে তাঁহার
বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে
আসন্নমৃত্যু সৈন্যব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর
অর্জুন ও সাত্যকির অমুসরণক্রমে তথায় প্রস্থান
করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর;
তাঁহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বাংশেকা মহৎ কার্য্য।’
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-
লেন, ‘হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ
করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান
কর। জ্যোৎস্না ধর্ম্মরাজকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।’
কুণ্ডলযুগলান্বিত, অঙ্গদ-পরিশোভিত, তরবারিধারী
মহাবীর ভীম এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ
যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের, পাদবন্দনপূর্বক
প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে
আলিঙ্গন ও তাঁহার মন্তক আজ্ঞা করিয়া শুভ
আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্জিত,
সন্তুষ্টিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাদ্র্য-
জ্য স্পর্শপূর্বক কৈরাতক’ মত্ত পান করিলেন।
তখন তাঁহার শোচনযুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরশি
ছিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল অমূল-
গামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে
লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।
তিনি মনে মনে জয়লাভজনিত আনন্দ অমৃত্যু
করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণবচিত মধ্যমূল্য
সৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যাদামমণ্ডিত জলদপটলের

জায় শোভা ধারণ করিল। তিনি গুরু, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রায়ুধবিহীন অস্ত্রদের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাকজন্তু-শব্দ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মানন্দ রাজা যুধিষ্ঠির সেই 'ত্রৈলোক্যতাসন' ভয়ঙ্কর শব্দধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, 'হে ভীম! ঐ দেখ, শম্বোত্তম পাকজন্তু বৃক্ষপ্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অঘনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় বোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্র-গদাধর বাহুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ নিশ্চয়ই আর্ঘ্যা কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বজ্রবাহুগণ-সমভিষাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জুন ও সাতাণ্ডিকে অবলোকন না করিয়া আমি দশদিক শূন্যময় দেখিতেছি।'

বৃহৎপথে ভীমসহ কোঃবগণের যুদ্ধ

হে মহারাজ! প্রবলপ্রতাপশালী ভ্রাতৃ-হিত-নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যোষ্ঠ সগৌরব কর্তৃক অমুজ্জাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দ্রুমুভিধ্বনি, শব্দানিনাদ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শরাসন আফালন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্তৃক সংযোজিত, মনোমারুতপানী অশ্বসকল তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জ্বা আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় সেনাদিগকে অমুকর্ষণ ও শত্রু দ্বারা দ্বি-বিভক্ত করিয়া বিমদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রগণ যেমন ইন্দ্রের অমুরগ করিয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চালের সৌমকদিগের সহিত তাঁহার অগ্রগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্বঃশল, ত্রিঃসেন, কুন্তভেদী, বিবিশতি, দ্রুমুখ, দ্বঃসহ, বিকর্ণ, গল, বিন্দ, অমুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষণ, দীর্ঘলোচন, অভয়,

রৌদ্রকর্মা, সুবর্মা ও দুর্বিণোচন, আপনাদি এই সমুদয় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণ-সমভি-বাহারে পরম যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র যুগের প্রতি ধাবমান সিংহের জায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাত্মজাল বিস্তারপূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রোণসৈন্যভি-মুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করি-সৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে দ্বিত-বিভক্ত করিয়া চতুর্দিকে বিদ্রাবিত করলেন। যুগকুল যেমন অরণ্যমধ্যে শরভগর্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবীর ভীম সেই করি-সৈন্যে অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ-সৈন্যভি-মুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়া হস্তমুখে তাঁহার ললাটদেশে নারচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারচে বিদ্ধললাট হইয়া উর্ধ্বরশ্মি ভাঙ্করের জায় অবিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্রোণ-ভীমের সমরসম্ভাষণ

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জুনের জায় এই ভীম-সেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহাকে সন্মোহনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজ আমাকে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অমুজ অর্জুন আমার আদেশানুসারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না।' তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্তলোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মবাক্ষ! নিতান্ত দুর্ধ্ব মহাবীর অর্জুন বলনিবৃদ্ধ ইন্দ্রের বল'মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে তোমার আদেশানুসারে

সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমাকে অর্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জুন নহি; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য। তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আজ তুমি আমাদের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনাকে আমাদের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর হায়ে কাৰ্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তর্যমেন কালদণ্ড বিযুক্ত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘ্ননপূর্বক জ্যোতের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমরবিশারদ জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেন প্রবলবেগে মহীকূট-সমুদয় বিমদিত করে, তদ্রূপ তাহার সৈন্যগণকে মগ্ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্না রথ আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যাহুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম নিত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ-সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আয়ুজগণ ভীম-শরে নিত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাহার সহিত যোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীম কর্তৃক ছুর্যোধন-ভ্রাতা অভ্যাদি বধ

অনন্তর জ্যোৎস্না রথপরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতি এক যন্দভোপম হস্তীক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন-প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদদর্শনে সকলেই চকৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুন্তভেদী, সুর্যেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপর কুরুকুলকীৰ্ত্তিবর্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উত্তম মহাবল-পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রোজকর্ম্মা ও ছুর্যমোচন—এই তিন জনকে তিন শরে

সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অশ্রুত আয়ুজগণ ভীম-শরে প্রহৃত হইয়া তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেন ধবলীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্বতে প্রস্তর-বর্ষণ করিলে যেন পর্বতের কিছুমাত্র রেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণবর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আয়ুজ বিন্দ, অমুবিন্দ ও সুর্য্যার প্রতি শরজাল বর্ষণপূর্বক হাত-মুখে তাহাদিগকে যমস্নয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীম-শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চ পাপ হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ধ্বংসকাল মধ্যে সেই সমস্ত রথ-সৈন্যকে চতুর্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীমভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথনির্ঘোষ সহকারে সহসা যুগ্মযুগ্মে হায়ে চারিদিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্বক কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আয়ুজগণ ভীম-শরে নিত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহুবান্ধব, সিংহনাথ ও তলশব্দ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথসৈন্যগণকে ভাত ও শ্রেষ্ঠ খোদাদিগকে নিহত করিয়া রথাদিগকে অতিক্রমপূর্বক জ্যোৎস্নাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশতীতম অধ্যায়

বৃহদ্রথের জ্যোৎস্না-ভীম যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর জ্যোৎস্না ভীমসেনকে রথসৈন্য অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিবার মানসে তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম জ্যোৎস্না-নিষ্কপ্ত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বলসমুদয়ে বিমোহিত করিয়া ধর্তৃদ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাপালগণ আপনার আয়ুজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া

১। ভূতলে নিপতিত—নিময়। ২। রথারোহী।

ভীমকে বেঁধে কঠিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক হস্তমুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজ-নিযুক্ত অশ্বনির ছায়া এক শত্রুপক্ষবিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃপ্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণীমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজ-দিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জবিরাজিত গদা মহাবেগে নিপাতিত হইতে দেখিয়া ভৈরবরব পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। রথিসকল সেই গদার ছুঁসহ শব্দ-শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া, বায়ু-দর্শনে ভাত মৃগযুগ্মের ছায়া রণস্থলে হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ছুঁস্র শত্রুগণকে বিদ্রাণিত করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ছায়া মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রমপূর্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণপূর্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবামুর-সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য দুতীক্শ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়নযুগল নিমালিত করিয়া মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারিবর্ষণ সহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে ভীম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অস্থির রথে আরোহণপূর্বক ব্যুহদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্বচালন করিতে আরম্ভ করিল; তদর্শনে সকলেই বিষয়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কোরবসৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমদ্বিত করে তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দন ও নদীবৈগ যেরূপ বৃক্ষসকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া

গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দিক্য-রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে বিভ্রাসিত করিয়া শার্দূল যেমন বৃষভ-দিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

বৃহসপাদে ভীমাগমনে অর্জুনের হর্ষ

হে মহারাজ। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন কোরব-পক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাশ্যোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ-বিশারদ বহুসংখ্য সৈন্যগণকে অতিক্রমপূর্বক মহাবীর সাত্যকিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্নসহকারে অর্জুনদর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে জয়প্রথবদার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদপটল যেমন অতি গভীর গর্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বুকোদর অর্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরি-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন ও বাহুদেব হেজস্বা ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদ-শ্রবণে তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক গর্জমান বৃষভদ্বয়ের ছায়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জুন-যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমপ্রবেশে যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত গীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহ-নাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হস্তমুখে মনে মনে কঠিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! তুমি গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন ও অর্জুনের কুশলসংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহাদিগের কণাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও মঙ্গল। আমি ভাগ্য-ক্রমে বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইস্রকে পরাজয় করিয়া ছত্ৰাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই অরাতিবিজয়ী অর্জুন ভাগ্যবলে

জীবিত আছেন। যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণকে ও দুর্দ্বন্দ্ব নিবাতকবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোত্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাভয় করেন, সেই অর্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভূজবলে চতুর্দশ সহস্র কালকৈয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্যোধনের হিতসাধনার্থ পঞ্চবীরাঙ্গ চিত্ররথকে অশ্রবলে পরাভয় করিয়াছিলেন, সেই কিরীটসমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণসারথি প্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জুন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়দ্রথের বধরূপ অতি দুষ্কর কাৰ্যসাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আশ্রয় কি দিনমণি অন্তঃকলচড়াবলম্বী ন' হইতে হইতে বাহুদেব-স্বরক্ষিত অর্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন? দুর্যোধন হিতামুষ্ঠাননিরত সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জুনের শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মৃঢ় রাজা দুর্যোধন সিদ্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেন-শরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অচ্যাত্ত যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অমৃতপুত্র হইবেন? একমাত্র ভীষ্মের নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্বাণ হইবে? রাজা দুর্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহিত সন্ধি করিবেন? হে মহারাজ! এইরূপে কৃপাণরত্ন রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরু-পাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।”

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ কর্তৃক ভীষ্মের পথরোধ—কর্ণ-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাত্ম-পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘপঙ্কজনির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহাকে অবরোধ করিল? ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের স্মার্য পদা উজ্জত

করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে? তাহার সম্মুখীন হইতে দেবঘাত ইন্দ্ৰেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালাস্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধচিত্তে তৃণদহনপ্রবৃত্ত দাবদহনের স্মার্য আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্যোধন-হিতনিরত কোন্ কোন্ বীর-পুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থানপূর্বক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা নাট। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার পুত্র-বিনাশে প্রবৃত্ত রোষপ্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া ত্রুণল কোলাহল করিয়া তাঁহার সমক্ষে সন্নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে স্ফূট শরাসন আকর্ষণপূর্বক বলপ্রদর্শন করিবার বাসনায় মথুরাহেমন বায়ুর পথরোধ করে তদ্রূপ তাঁহার পথরোধ করিলেন; মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরাক্ষণপূর্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিধিত শরানিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও শরপ্রয়োগপূর্বক তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বরোহী প্রভৃতি যে সকল গোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীরদ্বয়ের তলধ্বনি-শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভীষ্মের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদ-প্রভাবে সন্নিপাত যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহনসকল সাত্তিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর ছনিমিত্ত প্রাহুভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে

নিত্য নিপীড়িত করিয়া সত্বর পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তদ্রশ্যে সত্বর কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হস্ত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বুকোদর হস্ত-লাঘব প্রদর্শনপূর্বক সন্নতপর্ক সায়কনিকরে ঐ সকল শর উপস্থিত না হইতে হইতেই দূর হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণ-শরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধ-ভরে তাঁহার কার্ণকোর মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যোৎস্নাপূর্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ক তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গত্রয়সম্পন্ন মহীধরের আয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিকধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে কধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শরপ্রহারে নিত্যন্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ভ প্রকাশপূর্বক অবিলম্বে তাঁহার ধমুজ্জা ছেদন ও সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া বুধসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘনির্দোষদশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ-সৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ

সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদয় সৈন্যদিগের ক্রতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মুহূর্ত্তাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।”

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণসমীপে দুর্যোধনের জয়োপায় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন সিদ্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্তব্য-বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণনিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের আয় মহাবেগে দ্রোণ-সমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, ‘হে গুরো! মহাবীর অর্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরা-জিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমাদের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ধোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাযন! আপনি কিরূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইলেন? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র-শোষণের আয় নিত্যন্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনাকে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধর্ম্মবৈদপরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কিরূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনাকে অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়াছে, তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আর অমুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিদ্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন-পূর্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।’

দুর্যোধনের প্রতি সতিরস্কার উপায় কথন

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্তব্য অবধারণ করিয়াছি,

তাহা অবগত কর। পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, অত্যাশ্চর্য্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জুনের হস্ত হইতে সিদ্ধুরাজের রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকাদর সিদ্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির নৃদ্ধি শুনিয়া যে দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয় হয় নাই; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে? শকুনি কুরুসভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিন্ন হ্রাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে ছুরোদর, শর-সমুদয়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণস্বরূপ জ্ঞান কর। অগ্নি সিদ্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সতিত আমাদের দ্যুতক্রীড়া হইতেছে; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিদ্ধুরাজের জীবনরক্ষা ও প্রাণনাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডব-সংজয়-সমবেত পাকালগণকে নিবারণ করিব।'

বৃহৎপথে দুর্য্যোধনসহ যুধামন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্র-কর্ষ-সম্পাদনে সমুত্তত হইয়া পদাঙ্গুণ-সমভিষাগারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় চক্রবক্ষ পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমোজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জুনের নিকট গমন করিতে-ছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয়

কৌরবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্রবক্ষদ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ষ্মা উহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরু-রাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জুনের সমীপে গমনোত্তম অবলোকন করিয়া সশর তাঁহার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয়-প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু ককপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিন্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভয় দ্বারা সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশ্চিত শরচতুষ্টয়ে অশ্বচতুষ্টয়ে বিন্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোযনয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া সশর ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্জন করিতে লাগিলেন; উত্তমোজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমোজার পার্শ্বসারথি ও অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমোজা এইরূপে হতশ্র ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণপূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমোজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চদশ প্রাণ হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কুরুরাজের তুণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব-সারথি-বিবাজ্ঞত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালদেশীয় বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহার অসাত্তিজ্ঞতা ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা-প্রহারে তাগাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ, অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মজরাজ-রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র-দ্বয়ও অগ্নি হই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।'

একত্রিংশাদিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণ সমর—কর্ণ-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদয় বীরগণ নিভাস্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে, অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্তদ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেনসমনীপে সমুপস্থিত হইলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অর্জুন-রথের পার্শ্বে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের বিরূপ সংগ্রাম হইল? রাখানন্দন ভীমসেন-কর্তৃক পূর্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের অভিমুখ-গমনে প্রবৃত্ত হইল? ধন্যপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দর কর্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর বিরূপে সেই রথিগ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জুনের রথ্যভিমুখে কর্ণ ও ভীমের বিরূপ সংগ্রাম হইল? পূর্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল? ভীমই বা কর্ণের পূর্বকৃত বীর স্মরণ করিয়া বিরূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মৃত দুৰ্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকে যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলতঃ দুৰ্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ বিরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, যে বীর একরথে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়াছে, যে ধনুর্দর সহজকবচ ও কুণ্ডল ধারণপূর্বক জয়গ্রহণ করিয়াছে, ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্তৃক পূর্বকৃত অদংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও বিরূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীরদ্বয়ের বিরূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয়লাভ হইল, তৎসমুদয় আন্তোপান্ত আমার নিকট কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমনপূর্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কক্ষপত্রবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণপূর্বক তাঁহাকে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, ‘হে পাণ্ডু-তনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জুনদর্শনমানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ? পলায়ন করিও না; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দিক্ হইতে আমার প্রতি শরবর্ষণ কর।’ মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বানশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গমণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্বক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ষাধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ-যুদ্ধে সর্বশত্রুবিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমতঃ কোরবপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সূতীক্ষ্ম বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্র-মায়-প্রভাবে মত্ত-বিরদগামী ভীমসেনের শরবণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের চ্যায় পর্য্যটন ও হস্তপূর্বক ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া, যুদ্ধমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে বৎসদন্ত-সমুদয় নিক্ষেপপূর্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজালজড়িত পবন-সদৃশ বেগবান অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণপূর্বক নিমেষাক্ষিক্ষণে বৃকোদরকে সারথি, বধ ও ধ্বঞ্জের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের হৃদয় কবচ

ভেদ করিয়া মর্শ্বেভেদী নারাচন্দ্রে তাঁহাকে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর সেই কর্ণ-কাশ্মুক-নিঃসৃত শর-সমুদয় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভাষ্যচিত্তে তাঁহার সহিত প্রতিকূলে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিদ্দূর বাধিত হয়েন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সূতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; কর্ণও অবলৌল্যক্রমে শরবর্ষণ করিয়া জয়ত্রথবধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাহৃত করিয়া তাঁহার সহিত মৃচ্ছভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম-প্রেরিত শুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শকায়মান বিহঙ্গ-কুলের ছায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিপ্রধান রাধেয় এইরূপ শলভকুল-সমাচ্ছন্নের ছায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাহৃত হইয়া তাঁহার উপর সূতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া দেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শরবর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাহৃত হইয়া শলভ-সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ছায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবা-কর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণ-নিষ্কিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রধিরাগ্নু হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহু-কুসুম-শোভিত অশোক-বৃক্ষের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে নয়নদ্বয় উত্তর্জনপূর্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া ত্রিবিধ আশীবিষ-সমাহৃত শ্বেত-ভূধরের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দশ বাণে কর্ণের মর্শ্বে ভেদ-পূর্বক হৃতীয় শরনিকরে তাঁহার চাপছেদন, অশ্ব-চতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিকে সংহার করিয়া অর্ধরশ্মি-সমপ্রভ নারাচ-সমুদয়ে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণজাল যেমন জলধরপটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্মুক্ত

নারাচনিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানে কর্ণ এইরূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বর অস্ত্র রথে পলায়ন করিলেন।”

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

পুনর্বীর ভীম-কর্ণের ভীষণ যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্রপণের মহতী জয়াশা ছিল, দুঃখোদন সেই কর্ণকে রণপরাজু্য অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবংশ-পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণ ই বা সমরাস্ত্রনে ভীমসেনকে প্রজ্জলিত পাবকের ছায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধি সুসাজ্জিত অস্ত্র এক রথে আরোহণ-পুষ্পক বাতোদ্ধৃত মর্গার্ণবের ছায় ভীমসেনের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া ভীমকে হত্যাশনমুখে আহৃত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্থন ও করতলশব্দ করিয়া ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর-বধার্থী ঐ বীরদ্বয় ক্রোধাকরণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরাক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গদ্বয়ের ছায় গর্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া কোপাঘাত ব্যাজ-দ্বয়ের ছায়, শীঘ্রগামী শ্চেনদ্বয়ের ছায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভদ্বয়ের ছায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্বে দ্যুতক্রীড়া, বনবাস, বিরাক্ট-নগরে অবস্থান ও বহুরত্নপূর্ণ রাজ্য অপভ্রগ জগু পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রপণের সহিত মদ্রগা করিয়া সপুত্রী তপস্বিনী কুন্তীকে যে দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প ও নিরস্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দ্রুতাত্মা তনয়েরা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, দুঃশাসন রূপদন্তনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা 'কৃষ্ণে! তোমার যশুতিলসদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়পামী হইয়াছে, তুমি অশ্রু কাঠাকে পতিবে বরণ কর' বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রোণদীকে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণকে যে দাসীভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণজিন্দারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন ক্রোধভরে শৃগুহৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুলা বোধ করিয়া যে আশ্বালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদয় বৃহত্তম ভীমসেনের মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্তবর্ণপৃষ্ঠ বৃহদ্রথ বিস্ফারণপূর্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর, শাণিত শরজাল বিস্তারপূর্বক দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদর্শনে হাস্ত করিয়া অতি সহর স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদনপূর্বক তাঁহাকে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অকুশাহত মাতঙ্গের স্থায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর-সমুৎসুক মনমাতঙ্গবিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাপত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন করিলেন এবং শতভেরীসমন্বিত শঙ্খ প্রধ্বাণিত করিয়া পরমা-হ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য-সমুদয় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংসসন্নিভ ষ্ঠোত্মগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষ-সর্বাণ্য কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদর্শনে কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহান হাহাকার শব্দ সমুথিত হইল। সেই বীরদ্বয়ের বায়বগামী কৃষ্ণ ও ষ্ঠোত-বর্ণ অশ্বগণ একত্রিত হইয়া গগনমণ্ডলস্থ সিতাসিত* মেঘের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

হে রাজন্! ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাজন যমরাজের রাজধানীর স্থায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতা-মধ্যে ঐ বীরদ্বয়ের কাহারও ত্রয়পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীরদ্বয় পরস্পর সমীপবর্তী হইয়া অস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন, এইমাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতিনিপাতন মহারথদ্বয় পরস্পরের বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণ-পূর্বক আকাশমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারা-বর্মী জলদের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত স্তবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগনমণ্ডল উদ্ধা-বিভাসিতের* স্থায় ও শরৎ-কালীন সরসমাচ্ছন্নের স্থায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহাকে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দ্রুততর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তিসমুদয় বিগতাস্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপাতনে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।"

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণ যুদ্ধ—কর্ণ-পরাজয়

দ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম* কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবোধ্য নিতান্ত অল্পত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্বশস্ত্রধারী, সমরে উজ্জত বক্ষ, অস্ত্র ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীরদ্বয়ের প্রাণ-সংশয়কর যুদ্ধ ক্রি়াপ হইল, তুমি তাহা কীর্তন কর।"

১। ভয় কেবল তুল্য বর্ণ। ২। তর ও কৃষ্ণ।

১। প্রদীপিতের। ২। দ্রুত বিক্রম প্রকাশকারী।

আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় তাহাদের উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাহুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি কর্ণকে ভীম-শরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি-প্রভাবেই কৌরবগণ কালঃবলে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমর-গণ-সমবেত সুররাজ ইন্দ্র ও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন তাহা বৃথিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণকালে আপনার অধঃপতন অমুখাবন করে না, তদ্রূপ দুর্যোধন দুর্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্মরাজের ধন গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুর্যোধন শঠতাপূর্বক মহাত্মা পাণ্ডব-গণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত বোধ করিয়া সত্যত তাহাদের অবমাননা করিয়া থাকে; আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেকবার সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহাকে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে, মহাবীর ভীমসেন পুর্বেই সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কণ ও ভীম পরস্পরের বধসাধনে সমুদ্রত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অরণ্যমধ্যে কুঞ্জর-যুগলের ছায় পরস্পরবধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রসন্নমুখ, ত্রিশং শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাব্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহারপূর্বক রথ হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত

কনকবৈদূর্য্যসমলঙ্কৃত দণ্ডসম্পন্ন, কালশক্তির ছায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান-পূর্বক বজ্রের ছায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি আপ-নার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্য-প্রভ নির্য্যোকনিম্মুক্ত ভীষণ ভূজগদাধর সেই কর্ণভূজ-নিম্মুক্ত সূদারুণ শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনামুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপাশ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অশ্রু শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নতপর্ব নয় বাণে সেই কর্ণ-বিমুক্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তাহারা কখন গাভী-লাভার্থী মন্ত বৃষভদ্বয়ের ছায় চাঁৎকার, কখন আমিষ-লোলুপ শাদ্দুল্যুগের ছায় তজ্জন-গজ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্রুত, কখন পরস্পরের রক্ষাভেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের ছায় সক্রোধনয়নে পরস্পরকে নির্য্যকণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন-প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা রোমকষায়িতলেচনে পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হস্ত, কখন ভৎসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্প্যুকের মুণ্ডিদেশ ছেদন ও ধবলকায় অশ্ব-সংকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমশরে হতাত, হতসারথি ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কপিপতৃকণেবরে ক্রোধভরে হৃদয়কে কহিলেন, ‘হে হৃদয়! ঐ দেগ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকর নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে

গমনপূর্বক শাস্ত্রশূন্য ভীমকে বিনাশ কর।' তখন আপনার আত্মজ দুর্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তারপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিকে ছয় বাণে নিপীড়িত করিয়া তিন শরে তাঁহার কেহু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জয়ের মর্দ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথির সতিত যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে সেই দিব্যভরণভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুপ্তমান দুর্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরা কণ্ঠকে রথশূন্য করিয়া হস্তমুখে শতব্রীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক-সমূহে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়াও তৎকালে রোয-পরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।"

চতুস্ত্রিশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

দ্বন্দ্বয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথশূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্তর ত্রয় রথে আরোহণপূর্বক ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহাৰ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীৰ্য্যব আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগপূর্বক পরস্পরকে প্রহার করতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শবে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপপূর্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গজ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম যেমন অন্ধুশ দ্বারা হস্তীকে ও কশা দ্বারা অশ্বকে

প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিযষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন-শরে গাত্ৰ বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত-লোচনে স্বকণী লেহনপূর্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্রনিম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্বদেহবিদারণক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুখ শিলীমুখ কর্ণের কাম্যুক হইতে নিম্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদপূর্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক নতুর্হস্তপরিমিত, ঘটকোণ সম্পন্ন, সুবর্ণমণ্ডিত, অশনি-সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণপূর্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদা-ঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাত্ত করিলেন; তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্বক ক্ষুর দ্বারা ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন সারথিবিহীন ও ধ্বজশূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে রথশূন্য হইয়াও শত্রুনিবারণে উচ্চত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীৰ্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

কর্ণদাহায্যকারী দুস্মুখ বধ—কর্ণ-পলায়ন

ঐ সময় মহারাজ দুর্যোধন কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুস্মুখকে কহিলেন, 'হে দুস্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথব্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উত্থাকে রথে আরোপিত কর। দুস্মুখ দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্তর কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অদ্ভুত বল বিস্তারপূর্বক ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাবীর ভীম দুস্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে স্বকণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শরপ্রায়গপূর্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া, অবিলম্বে দুস্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব হুযুথ নয় বাণে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুস্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাহার রথে আরোহণপূর্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুস্মুখকে শোণিতলিপ্তকলেবর, ভিন্নমর্দ্য ও ধরাসনে শয়ান অবলোকনপূর্বক

মুহূর্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম-নিষ্কিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-সমুদয় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার কবচ ভেদ ও শোণিত পানপূর্বক ভূতলে প্রবেশপূর্বক বিলম্বো অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগমূহুরে ছায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীঃ কর্ণ অবিচারিতচিত্তে সুবর্ণখচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণভূজ ভেদ করিয়া, পক্ষিপণ যেমন কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরনীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অন্তগত হইলে তাঁহার ভাষর অশুভ্রাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণনিষ্কিপ্ত নারাচনিকর ধরাতলে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্শ্মভেদী নারাচে পাচতর বিদ্ধ হইয়া জলধারাশ্রাবী অচলের ছায় অনবরত রুধিরক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতপরাঙ্গ পরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশাঃ কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিঃশস্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহারপূর্বক বেগগামী তুঙ্গে-সমুদয় সঞ্চালনপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম সুবর্ণখচিত শরানন বিক্ষারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ছায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।”

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীমহস্তে কর্ণপরাভয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দ্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অকিঞ্চৎকর পুরুষকারে দ্বিঃ! আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব-গণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবীমাথে আর কেহই

নাই, আমি এই কথা দুর্ঘোষনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধিপরাণ দুর্ঘোষন পূর্বে আমাকে কহিয়াছিল, ‘কর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত, দূরদৃষ্টি ও ক্রমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীৰ্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুগেগও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না।’ কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নিবিষ ভূজঙ্গের ছায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরাক্ষণ করিয়া কি করিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্ঘোষন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্শ্মখকে হুতাশনমুখে পতঙ্গের ছায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বখামা, মজরাজ ও কৃপ—ইহারা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। ইহারা সেই কালাস্তক যমসদৃশ ভীমকর্শ্মী ভীমসেনের অযুত নাগচুল্য বল ও ক্রুর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোমানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অশ্রুর বিজয়ী দুররাজের ছায় ভীমসেন তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজিত কং কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অধেষণ করিবার নিমিত্ত জ্যোৎস্না প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্যমাধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, বজ্রপ্রহারে উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অশ্রুরে ছায় কে জীবিতাণা পরিত্যাগপূর্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? মহাশয় কৃতান্ত-নিবেত্তনে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধপরাণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অজ্ঞ-তেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহির্মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ছায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণসমক্ষে সভামধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্ঘোষনের সহিত তাহা শ্রবণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরাক্ষণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। যুদ্ধমিত দুর্ঘোষন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, ‘আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত

হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব।' কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানবিষয় স্মরণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেনশরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিতলাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে পমন করবে? বোধ হয়, মনুষ্য বাডবানলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ভীমের সম্মুখে পমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষপরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

ভীমহস্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্মর্ষণাদি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধপানে একান্ত পরাশ্রুত হয়, তদ্রূপ আপনিও হৃদয়গণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। হে নরোত্তম! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোদ্ধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেক্রপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্মদ, দুর্ধর ও জয়—এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয়-দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে পরিরেষ্টন করিয়া শলভশ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেহরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দৌধিয়া হস্তমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্তী দেখিয়া সুবর্ণপুষ্প শিলানিশিত হুতীক্ক বিশিষ্ট বর্ষণপূর্বক তাঁহার সম্মিহিত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও সশ্বর কর্ণের প্রতি পমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক ভীমের প্রতি সমস্তপর্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন উদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিন্শতি বাণ নিক্ষেপপূর্বক সেই দুর্মর্ষণশ্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুশুম-হুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণপ্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাশ্রয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া সকলেই বিস্ময়বিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ভীমও রোষাঞ্জনলোচনে শরাসন বিস্ফারণপূর্বক বারংবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।”

ষট্ ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম-কর্ণের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ—কর্ণপরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীমশরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনাকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক রোষপরবশ হইয়া সসম্মুখে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হস্তমুখে স্বর্ণপুষ্প শিলানিশিত সপ্তাতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণনির্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব শত শর নিক্ষেপপূর্বক পুনরায় হুতীক্ক পাঁচ বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভয়ে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনয়মান হইয়া অশ্ব কার্ষুক গ্রহণপূর্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর

বুকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া পুনর্বীর হস্তমুখে তাঁহার স্বর্ণপুষ্ঠ কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণপূর্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ-নিম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব-সৈন্যসমন্বয়ে শরনিকরে নিবারণপূর্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমের শরনিকর নিরাস করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপপূর্বক তাহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চ-বিংশতি ক্ষুদ্রকাত্ত নিক্ষেপ করিলেন। তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

কর্ণসাহায্যকারী চিত্রাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বধ

তখন মহাবীর বুকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সূতীক্ষ্ম শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণভুজ ভেদ করিয়া পন্নগণ যেরূপ বন্যীকমধ্যে প্রবশে করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাধুত হইলেন। তদর্শনে রাজা দুর্যোধন ভ্রাতৃগণকে সন্দোধানপূর্বক কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্ববান হইয়া সহর কর্ণের রথোত্তমুখে ধাবমান হও।' হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক, চাক্রচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবন্দ্য—ইহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্যোধনের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর-বর্ষণপূর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহা-দিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাতভয় মহীকুহর হ্রাস সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বিহ্বলের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অশ্ব রথে আরোহণ করিয়া সহর যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীরদ্বয় স্বর্ণপুষ্ঠ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর-করজাল-সংবলিত জলধরযুগলের হ্রাস শোভা পাইতে

লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বুকোদর রৌষপরবশ হইয়া প্রভা-ভাস্বর নিশিত ষট্‌ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সূতপুত্র কর্ণও আনন্তপর্ব পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচিহ্নিত বীরদ্বয় শরত্রণাক্রান্ত^১ ও শোণিতসিক্তকলেবর হইয়া উদিত চন্দ্র সূর্যের হ্রাস শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ষা ছিন্ন-ভিন্ন ও দেহ কুণ্ডিরাক্রান্ত হওয়াতে তাঁহারা নির্যোদ্ধকমুক্ত উরগদ্বয়ের হ্রাস শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় দশনপ্রহারে সমুত্তত বায়ু-দ্বয়ের হ্রাস পরস্পরকে শস্ত্রপ্রহার ও জলধারাবধৌ জলধরযুগলের হ্রাস পরস্পরের উপর অনবরত শর-ধারা বিসর্জিত করিতে লাগিলেন এবং মাতঙ্গদ্বয় যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণপূর্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রৌড়া, কখন রৌষকথায়িত-লোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পাভীলাভার্থ সমুৎসুক বৃষভ-দ্বয়ের হ্রাস গভীর নিনাদ পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের হ্রাস ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিজ্ঞাদাম-সদৃশিত অশ্বদের হ্রাস সমরাজনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা-সদৃশ সূপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা পর্বত-সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কাশ্মুকনিখন অশনি-নির্যোধের হ্রাস ভ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্ঘ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম অর্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্রবর্ত্তকদ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্ঘ্য ও দৈর্ঘ্য অশ্লোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।"

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ভীম যুদ্ধ—শত্রুঞ্জয়াদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মন্তমাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গজ্ঞন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারথ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল ভীমসেনের নিকট হইতে অপমৃত হইয়া বৃকোদর-শরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উগ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক পুনরায় ভীমভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া ভীষণ ভূজঙ্গের স্থায় গজ্ঞনপূর্বক শরবর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের স্থায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছবিভূষিত, রাধেয়-বিসৃষ্ট শর সকল ভীমসেনের সর্বদক্ষে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণ-চাপচ্যুত স্ববর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপযুগ্যপরিপতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংস সমুদয়ের স্থায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ-সকল চাপ, ধ্বজ, চত্র, ঈধামুখ ও রথের স্থায় উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান স্ববর্ণময় শরসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদদর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত অন্তরঙ্গদশ শরজাল ভিন্নভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতি শরে রাখানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহাকে সেইরূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীরসকল ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রমদর্শনে মহা আঙ্গাদিত হইয়া তাঁহাকে ধনু্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমোজা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জুন—এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধনু্যবাদ প্রদানপূর্বক সিংহনাদ

পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ শব্দ সমুদ্ভূত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্ঘো-ধন অশ্রি সহর মহাধনুর্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, ‘হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীমনির্মুক্ত শরনিকর রাখানন্দনকে সংহার করিবে।’ তখন আপনার সাত পুত্র দুর্ঘো-ধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐদ্রাক্ষ্যে জলধর যেমন বারিধারায় পর্বতকে আবৃত করে, তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন স্রুধাণ্ডকে গীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পূর্ববৈর অরণ করিয়া দৃঢ়তর মুষ্টি-সুশোভিত শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাশিত করিয়াই যেন সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ সাত শর সন্ধানপূর্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক-মণ্ডিত শাণিত শর-সকল তাহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান-পূর্বক শোণিতনিপু ও আকাশমার্গে সমুখিত হইয়া ব্যোমচারী বহুসংখ্য গরুড়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্নহৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতনসময়ে বোধ হইল যেন, গিরিসান্ন-সমুৎপন্ন বনস্পতি পঙ্কভয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এইরূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসং, চিত্র, চিত্রা-য়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ—আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে বিকর্ণ! আমি তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে বিনাশ করিব বালায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন নিবন্ধনই আজি তুমি নিহত হইলে। তুমি আমাদিগের, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাতা! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, এই মনে

করিয়া ছায়াছসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ছায়াছগত নহে।’

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এইরূপে রাধেয়-সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া যোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহা-ধনুর্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে ভয়শালী বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত ক্রীত হইলেন এবং স্রমহান্ন বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। এহরূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত-শ্রবণে পরম আত্মলাদিত হইয়া শত্রুবিদগ্ধের অগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্যোধন একত্রিংশং সতোদরকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিহুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্যোধন এই প্রকার চিন্তা করিয়া ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রুম্যুতি দুর্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্রুতক্রীড়াকালে সভামধ্যে পাকালীকে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কোরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণাকে সন্মোদনপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, ‘কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও চির নরকগামী হইয়াছে, তুমি অথু কাহাকে পতিবে বরণ কর।’ এক্ষণে সেই পরুষবাক্যের ফলোদয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে যণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদিসরণ-পূর্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিহুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনাকে শাস্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হয়েন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষতীর বাক্য-লঙ্ঘনের ফলভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা বশতঃ মুহুরের হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সংবরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দ্রুতক্রীড়ার নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশ-হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ

পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমন-সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমাকে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নপাতিত অবলোকন করিতে হইল।”

—

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

পুনঃ পুনঃ ভীম-কর্ণসমর—কোরবপরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বোধ করি, এক্ষণে আমারই সেই মহতী দ্রুতক্রীড়ার পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্বক যাহা হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিস্থানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দ্রুতক্রীড়ার নিবন্ধন যে মহান্ন বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তদব্রতান্ত বর্ণন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবধৌ মেঘের ছায়া শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনামা-কৃত স্তবপুত্রা শাণিত শর-সমুদয় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ-নির্মূলক ময়ূরপুচ্ছলাভিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আশ্রয় করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীরের শর সমুদয় চতুর্দিকে নিপতিত হওয়াতে কোরব-পক্ষায় সৈন্যগণ সংশ্লুক সগুহের ছায়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন-নির্মূলক আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকরে কোরবসৈন্য-সমুদয়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভয় বনস্পতি সগুহের ছায়া তীক্ষ্ণশর-নিপাতিত অসংখ্য হস্তা, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল। সহস্র সহস্র কোরবসৈন্য ভীমের শরে পাট বিদ্ধ হইয়া, ‘এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।’ এই বলিতে বলিতে সকল পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিতপ্রায় হইয়া স্বপক্ষ অসংখ্য কোরবসৈন্য সংহার করিলেন। তত্তাবশিষ্ট সিদ্ধ, সৌবীর ও কোরবসৈন্যসমুদয় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব-গজবিহীন হইয়া

তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, ‘নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতার পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদেরকে মুক্ত করিতেছেন, নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদেরই বলক্ষয় হইবে কেন?’ হে মহারাজ! আপনার সেই ভয়াব্ধ সেনা-সমুদয় এই বলিতে বলিতে সেই বীরদ্বয়ের শরনিপাতের পথ পরিত্যাগ-পূর্বক দূরে গমন করিয়া সমরদর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাস্ত্রনে শূরগণের হর্ষবর্ধন, ভীকৃগণের ত্রাসজনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অমূল্য, পতাকা, রথ-ভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কুবরবিহীন রথ, গভীরনিম্বন সুবর্ণচিত্রিত শরাসন, সুবর্ণপুষ্প বাণ, নির্যোজমুক্ত পরশুসদৃশ শ্রোণ, তোমর, খড়্গ ও পরশু, সুবর্ণময় গলা, মুখল ও পট্টা এবং বিবিধাকার হীরক^১, শক্তি, পরিণ ও বিচিত্র শতদ্বীপে সমরাস্ত্রন পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকরসংচ্ছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গলিবেটন, চূড়ামণি ও উক্ষীষ, স্বর্ণলঙ্কার, তমুদ্রাণ^২, তলত্র^৩, গ্রৈবেয়, বজ্র, ছত্র, ব্যঞ্জন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কল-বর ইত্যন্ততঃ নিপতিত থাকিতে সমরভূমি গ্রহসমুদয়-সমাকর্ষণ আকাশমণ্ডলের আয় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রামদর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীরদ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমাহুযিক কার্য্য-দর্শনে সাত্ত্বিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণপূর্বক উহা অনায়াসে দক্ষ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণ-সমভিব্যাহারে সৈন্যমধ্যে বিচরণপূর্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমর্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব-পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যাদিগকে মর্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দিত করিতে লাগিলেন।”

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভীম কর্ণের পুনঃ সমর—কর্ণনিগীড়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিত্তমান অচলের আয় কিছুমাত্রও ব্যথিত হইলেন না, তিনি তৈলধোত নিশিত কর্ণ দ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ তেদপূর্বক অপরিস্রবিত^১ সূর্য্যজ্যোতির আয় তাহার মুচুর কুণ্ডল তুলে পাত্তিত করিলেন এবং অগ্নানমুখে অশ্রু ভঙ্গ দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটেদেখে আশ্রীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বন্যকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিষ্কিপ্ত নারাচনিকর সূত-পুঞ্জের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাটবিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে ভীমের শরে গাঢ়-বিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকুবর অবলম্বনপূর্বক নয়নদ্বয় নিম্নলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্পকালমধ্যে পুনরায় চৈতন্য-লাভপূর্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথান্ধ-মুখে ধাবমান হইয়া তাহার উপর গৃধ্রপক্ষবিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীৰ্য্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে অনাদরপূর্বক তাহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

এইরূপে সেই শাদ্দলসদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীরদ্বয় প্রতিচিকীর্ষাপন্ন^২ হইয়া বারিধারাবর্ষা মেঘদ্বয়ের আয় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে শক্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রু স্রুত শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দিকে গজারোহী,

১। মুখে হীরকলয় অঙ্গ। ২। বহু। ৩। দন্তান।

১। আকাশ হইতে ভট্ট। ২। প্রতিকারনিত—বিপক্ষ-নিষ্কিপ্ত অস্ত্রে বাধা প্রদানকরু।

অথারোহী ও রথারোহিণীগকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্বশরীর ফ্রেণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন বিস্ফারণপূর্বক সরোধনয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নপত ময়ূখ-মালী' দিনকরের ছায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্যের ছায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন সময় শংসমুহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জন করিতেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইত না। তিনি চুই হস্তে বাণবণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার ভীষণ শরনিকর ছত্যাশন-চক্রের ছায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাঠিতে লাগিল। তাঁহার কাশ্মুক-নিকপ্ত সুবর্ণপুন্ড্রা নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুপিত হইয়া সমুদয় দিক্, বিদিক্ ও সূর্য্যপ্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রোঞ্চপক্ষীর ছায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অবিরতনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণভূমিত, শিলাধোহ, গৃধপক্ষযুক্ত, বেগবান বাণ বণ করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণ-নিষ্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। এই সমুদয় শর আকাশপথে গমনসময়ে শলভসমূহের ছায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এক্রপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, এই শর-সকল এক দৌগ শরের ছায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর ঘেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তক্রপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়কবর্ণণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ। এই সময় আপনার পুস্ত্রপণ মৈত্র্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীৰ্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। এই মহাবীর উদ্ধৃত সাগরসদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধহরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রাঘ-সদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুন্ড্রা শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডলে মালা লগমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশে উখিত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতে নিপতিত

হইতে লাগিল। ভীমসেন ও কর্ণের কনকপুন্ড্র, সরলগামী, অগ্নিস্কুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পারব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভানিশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। এই সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীৰ্য্য অগ্রাহ করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। এই বীরদ্বয়বিষষ্ট শরনিকর সমীরণের ছায় পরস্পর সজ্জটিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সজ্জরণে নভোমণ্ডলে ছত্যাশন প্রাভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কস্মারপরিমাপ্ত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশপূর্বক শর দ্বারা অগ্নীরীক্ষে কর্ণনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্বীর দহনোন্মুখ ছত্যাশনের ছায় রোহপ্রদীপ্ত হইয়া স্মৃতীক শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের গোধানিষ্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চটচটা শব্দ সমুখিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথধ্বনি রব ও জ্যাশব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অগাচ্চ যোদ্ধারা পরস্পর বধাত্মসায়ী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন-মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিত্যাধরণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

গনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অল্পপ্রয়োপপূর্বক কর্ণের অস্ত্রসমুদয় নিবারণ করিয়া তাহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীষিসদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভো-মণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদনপূর্বক কর্ণকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া আফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধহরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড-সদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিষষ্ট শর উপস্থিত না হইতে

হইতেই হস্তমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বকোদর পুনর্বীর ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশপূর্বক নিতান্ত নির্ভীকের আয় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব শরচ্ছালে ভীমের তুণীর, ধনুর্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও গোস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি কর্ণশরে সমাহত হইয়া সহর তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানলসন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হস্তমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনকসমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণপূর্বক বিঘৃণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামপ্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোক্ষা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বকোদর মৃত্যু ও জয়ের অত্যন্ত লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক স্তবর্ণখচিত চর্ম্ম ও খড়গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হস্তমুখে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্তর কর্ণের রথাতিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্মুক ছেদন করিয়া অশ্বরতল-পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভূজঙ্গের আয় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হস্ত করিয়া এক সূদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রুবিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া স্ত্রীতীক্ষ্ণ রূপপুখ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ভীমের বিশৃঙ্খল যুদ্ধে কর্ণের কটুক্তি

মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অস্ত্রংকরণ একান্ত ব্যথিত করিয়া অন্তরীক্ষে উখিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকনপূর্বক রথে লীন হইয়া তাঁহাকে বকিত করিলেন। ভীম তাঁহাকে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণপূর্বক ভূতলে অবস্থান করিতে

লাগিলেন। কোঁরব ও ধারণগণ ভীমকে পতঙ্গরাজ গরুড় যেমন ভূজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্ববান হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উত্তম দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনাব রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্বক যুদ্ধার্থে কর্ণসন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক বর্ষাকালীন জলদপটলের আয় তর্জুন-গর্জন করিতে লাগিলেন। দেবাস্ত্র-সংগ্রামের আয় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শত্রু-বিশীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদর্শনে ভীত হইয়া অর্জুননিপাতিত পর্বতোপম করিসৈন্য অবলোকনপূর্বক, ‘কর্ণ রথ লইয়া কদাচ তদ্ব্যধে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না’, এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রথদুগে’ প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর গ্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনুমান যেমন মহৌষধিসম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয়-শরাসত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখজালে সেই হস্তী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণপূর্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদয়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার স্তদাকরণ মুগ্ধি উত্তম করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জুনের পূর্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তারপূর্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার

মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আৰ্ঘ্যা কুণ্ঠীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কাশ্মুক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া হস্তমুখে কহিলেন, 'হে তুবরক! তুমি যুট, উদরপরায়ণ, সংগ্রামকাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিজ্ঞা কিছুমাত্র অবগত নহ; রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যে স্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই গোপ্য। তুমি অরণ্যমধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহাৰ করিয়া ত্রুত ও নিয়ম-প্রতিপালনে অভ্যস্ত; যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাসিনীর অতএব রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহাৰের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভূতা ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনিজনের গায় বনে গমনপূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফলমূল্যাহার ও অতিথি-সংকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।'

হে মহারাজ! স্মৃতপুত্র ভীমসেনকে এইরূপে উপহাস করিয়া, তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অপ্রিয় কার্য্যের অম্লষ্টান কবিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'এহে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এইরূপ এবং অন্তরূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অৰ্জুন বিজ্ঞান আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধ প্রয়োজন কি? অবিলম্বে গৃহে গমন কর।'

মহারাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন,

'হে যুট কর্ণ! আমি তোমাকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বধা আশ্ব-প্লাঘা করিতেছ? পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে তুফুলোত্তম! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে আজই আমি সমস্ত রাজ-গণ-সমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীটকের গায় তোমাকে সংহার করিব।' তখন মতিমান কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর-সমক্ষে মল্ল-যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন।

ভীমনিন্দায় ক্রুদ্ধ অৰ্জুনের কর্ণ-আক্রমণ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের সমক্ষে আত্মপ্লাঘা আরম্ভ করিলে কর্ণপক্ষ অৰ্জুন কেশবের বাক্যানু-সারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিমুগ্ধ, কনক-সমলঙ্কৃত, গাণ্ডীব-বিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শরসমুদয় ক্রোধপূর্ব্বতগামী হংসের গায় কর্ণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্ব মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অৰ্জুন-শরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সক্ষম ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমসেনও সাহ্যিকির রথে আরোহণ করিয়া সমরঙ্গনে ভ্রাতা সব্যাসীচীর অম্লগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের গায় ক্রোধাক্রণ-লোচনে অতি সঘরে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজপ-লৌপ পুরুড়ের গায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময় মহারণে অন্ত্যামা ধনঞ্জয়-হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশমার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অৰ্জুন তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া চতুঃপাশে শরে জোণপুত্রকে বিন্দু করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে জোণতনয়! পলায়ন না করিয়া কণকাল রণস্থলে অবস্থান কর।' শর-নিপীড়িত অস্থগামা অৰ্জুনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সঘর মতমাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীব-নির্বোধে অস্বাভ্য শূর্ব্বপৃষ্ঠ কাশ্মুকের দিশ

ত্রিরাহিত করিয়া পশ্চাদ্ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বখামাকে শরনিকরে ত্রাসিত করিয়া কক্ষপত্রালঙ্কৃত নারাসমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ-পূর্বক সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।”

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি কর্তৃক অলম্বুষ নৃপতি বধ

পুত্রাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশঃ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা বিপক্ষ-শরে নিহত হইতেছে। অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বখামা ও কর্ণ কর্তৃক হ্রস্কিত, সুরগণেরও অপ্ৰবেশ্য কোরব-সৈন্যमध्ये রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভুংবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনি-প্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবদ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত অবগাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার নেত্রপোচর হইয়া কিরূপে প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইবেন? আমার বোধ হইতেছে যেন, সিদ্ধুরাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম-বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সাহায্যার্থ নলিনীদলপ্রমাধী মন্তমাতঙ্গের স্থায় বায়ংবার কোরব-সৈন্যসকল সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃক্ষিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষপ্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অহুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজ্বলের স্থায় গভীর গর্জনপূর্বক ক্রোধে শরং-কালীন দিবাঙ্করের স্থায় প্রদীপ্ত হইয়া কোরবপক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করিয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের স্থায় ধবলবর্ণ অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন,

তৎকালে কোরবপক্ষীয় কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ, সমরে অপরাধু, শরাসন ও স্ত্রবর্ণবর্ষধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অভূতপূর্ব ধোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদয় উপস্থিত না হইতে হইতেই শর-নিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প হুতীক্ষ স্পৃশ্ব তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ষ ভেদ করিয়া শরীরमध्ये প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিল-সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন অতিভাষর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধূলিকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধরসদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগসম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন; পরে কালানলস্নিভ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষের সারথির কণ্ঠছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশিপ্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে যদুকুলতিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ করিয়া কোরবসৈন্যগণকে নিবারণপূর্বক অর্জুন-দলিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোহুগ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ, স্ত্রবর্ণজালজড়িত, সিদ্ধুদেহীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহাকে ইতস্ততঃ বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধসকল যোদ্ধাপ্রধান দ্রুশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিযুখে ধাবমান হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিকে পরিবেষ্টনপূর্বক তাঁহার উপর শরাবাত করিতে লাগিলেন; মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সহর দ্রুশাসনের অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জুন ও বাহুদেব মহাবীর সাত্যকিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাত্ত্বিয় র্থ প্রাপ্ত হইলেন।”

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

যুদ্ধজয়ী সাত্যকির অর্জুন অভিযুখে গমন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। তখন সূর্য-ধ্বজসম্পন্ন ত্রিগুর্ভদ্রদেশীয় মহারথগণ সেই শিনি-বংশাবতংস সাত্যকিকে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথভিযুখে সমুজাত ও অসীম কোরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে চ্যুদ্ভিক্ হইতে রথ-সমুদয় দ্বারা তাঁহাকে পরিবৃত্ত করিয়া নিবারণপূর্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদাসঙ্কুল, তলনিষনপূর্ণ, অপার জলধিসদৃশ সেই মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগুর্ভদ্রদেশীয় পঞ্চাশৎ রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি দেখিলাম যে, তাঁহাকে পশ্চিমদিকে অবলোকন করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলামাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর চ্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যে নৃত্য করিয়াই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগুর্ভদ্রদেশীরা সিংহবিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুতগতি দর্শনে সমুপ্ত হইয়া স্বজন-সনীগে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন-দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অন্ধ্র দ্বারা যেমন মন্ত্যাত্মকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিকে শর-নিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া দ্রুতক্রমণীয় কলিঙ্গদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্ররক্তাস্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আফ্লাদিত হয়, সাত্যকি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আচ্ছাদিত হইতে লাগিলেন।

মহায়া কেশব সাত্যকিকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘পার্থ! ঐ তোমার পদাঘ্রসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং প্রাণাধিক প্রিয়সখা! উনি পুরুষধ্বজ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তুণ্ডুল্য বোধ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। উনি কোরবপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের

প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহার শরপ্রভাবে প্রাণচাঞ্চ ও কৃতবর্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে প্রশিক্ষিত ও সর্বদা ধর্ম্মরাজের হিত-সাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোদ্ধৃগণকে নিপাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অলংখনপূর্বক সৈন্য-সমুদয় ভেদ করিয়া প্রাণচাঞ্চ প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কোরবদলে উহার সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযুগ্ হইতে অনায়াসে বাহগত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তদ্বন্দ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। উহার প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজসদৃশ বদনমণ্ডলে বহুধা সমাকর্ষণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দ্রাব্যাদিন ও তাঁহাব ভ্রাতৃ-গণকে পরাজিত এবং কোরবগণকে সংহারপূর্বক শোণিতনদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।’

মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকিবিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সাত্যকির উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অপিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন? অতএব বোধ হয়, ধর্ম্মরাজ প্রাণ কর্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়জয়-বধেরও বিলম্বন ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থে সাত্যকির প্রীতি ধাবমান হইয়াছেন। আমি এক জয়জয়ের নিমিত্ত গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তদ্বাবধারণ ও সাত্যকিকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অন্তাচলনিখয়ে গমন করিতেছেন, জয়জয়কেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর-সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাহার অধগণ ও সারথি অতিশয় রক্তাশ্রিত হইয়াছে; কিন্তু সহায়সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উহার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন? মহাভৈরবী সত্যবিক্রম সাত্যকি কি সমুদ্রপার হইয়া গোম্পদে অবদর হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের

এ কি বুদ্ধিবিপর্যয় দেখিতেছি। তিনি দ্রোণাচার্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য আমিষ-গ্রহণার্থী শ্বেন পক্ষীর স্থায় সতত ধর্মরাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল-বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

দ্বিত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ভূরিশ্রবার সাত্যাকি-আক্রমণ—ভাষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদ্বন্দ্ব সাত্যকিকে আপমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্বক কহিলেন, ‘হে শৈনেয়! আজ ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রপোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসংকীর্ণ মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে পরাধীন না হও, তাহা হইলে প্রাণসঙ্গে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সত্তত শোণাভিমান করিয়া থাক; আজ আমি তোমার প্রাণসংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজ মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন সমবেত হইয়া তোমাকে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাহার আদেশামুসারে সমরসাগরে প্রবেশ করিয়াছ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজ তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিতকলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জুন আমার বিক্রমের সম্যক পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামে সমাপন আমার চির-প্রার্থনীয়। পূর্বে দেবান্দ্রযুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজ তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, তুমি আমার বল, বীর্য ও পৌরুষ সম্যক অবগত হইবে। আজ তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাশ্রজ ইন্দ্রজিতের স্থায় শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজ কৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপদর্শনে উৎসাহশূন্য হইয়া

নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি তোমাকে নিশ্চিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর-নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়নপথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের স্থায় আমার নেত্রপোচর হইয়াছ; আর তোমার নিস্তার নাই।

হে! মহারাজ! মহাবীর সাত্যাকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তমুখে কহিলেন, ‘হে কোরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমাকে ভয়-প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কোরব! যে আমাকে অস্ত্রশূন্য করিবে, সেই আমাকে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমাকে বিনাশ করিবে, সেই চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা কহিলে, তাহা কাধ্যে পরিণত কর। তোমার এই আক্ষালন শরৎকালীন মেঘগজ্জনের স্থায় নিতান্ত নিফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হস্তদংঘরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চিরপ্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। রে নরাধম! আজি আমি তোমাকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজস্বী স্পন্দা-শীল বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগপূর্বক করিণী-গ্রহণার্থ রোধাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গ্যপলের স্থায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিবাংসাপরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যাকিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যাকি শরবর্ষণপূর্বক সেই সমস্ত স্তূতীক্স সায়ক উপস্থিত না হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শাদ্দুলদ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জরদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ, শক্তি ও বিশিখজাল দ্বারা

পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন ও পাত হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

সাত্যকি-রক্ষার্থ পার্থের প্রতি কৃষ্ণের ইঙ্গিত

অনন্তর সেই ত্রকালোকপুরুষ^১ বীরযুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যুথপতি মাতঙ্গদ্বয়ের শ্রায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জনপূর্বক প্রহুট হইয়া ধাত্তরাষ্ট্রগণসমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদশী ময়ূরোৱা করিগীগ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যুথপতি কুঞ্জরযুগলের শ্রায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অস্থ বিনষ্ট ও কাম্পু^২কচ্ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোণ হইতে অসি নিকাশন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাস্ত্রধারী বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্রুত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া ক্রোধে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্ৰাঘেযী হইয়া আশ্চর্য্য বল্পন^৩ এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্টব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় সেনাগণ-সমক্ষে পরস্পরকে ক্রিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা, দীর্ঘ ভুজযুগলসম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীরদ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক^৪-সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদনপূর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গলভূলা বাহুযুগল দ্বারা পরস্পরের বাহুবেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজমোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অত্যাঘ যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবল-সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহু-যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় বজ্রাহত পর্কভের শ্রায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন

মাতঙ্গদ্বয় বিযাগাগ্র দ্বারা এবং ঋষভদ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকা-ঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অকুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদবেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত-প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লক্ষ্য প্রদানপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ-ক্রিয়াবিশেষসম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জুনশরে ভুরিশ্রবার বাহু কর্তন

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ-সমুদয় অল্প-মাত্রাবশিষ্ট হইলে বাহুদেব অর্জুনকে সন্মোদনপূর্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রণ্য সাত্যকি রথশূণ্য হইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। সাত্যকি তোমার পশ্চাদ্ভাগে কোরব-সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভুরিশ্রবা উহাকে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উগার সম্মুখীন হইয়াছেন; ইহা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।’ ঐ সময় যুদ্ধচর্য্যদ ক্রোধাবিষ্ট ভুরি-শ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমক্ষে মন্তমাতঙ্গের শ্রায় সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ-র্শনে অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, রক্ষিৎশাবতংস সাত্যকি অতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদন-পূর্বক নিত্য পরিশ্রান্ত ও ভুরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্যকর্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভুরিশ্রবার বশবর্ত্তী না করেন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর।’ তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মন্তমাতঙ্গের সহিত যুথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ রক্ষিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঞ্জব ভুরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।’

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভুরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিকে ভূতলে পাত্তিত করিলেন। তদর্শনে সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুথিত হইল। তখন

১। দেববান্ধিত। ২। বক্রগতি। ৩। ময়ূরপৃষ্ঠস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রা-
কৃতি চিহ্ন।

সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কোষ হইতে খড়া নিষ্কাশনপূর্বক সাত্যকির কেশাকর্ষণ ও বহুস্থলে পদাবত করিয়া তাহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ডবারা চালিত কুলালচক্রের শায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিবর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাহুদেব সাত্যকিকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জুনকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবস্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধর্মু-স্বিচার তোমা অপেক্ষা নান নহেন; কিন্তু আজ ভূরিশ্রবা উঁহাকে পরাভব করাতো উঁহার সত্যাবক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে।' মহাবাহু অর্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবাকে ভূয়সী প্রশংসা পূর্বক কহিলেন, 'কুরুকুলকান্তিবিধ্বন ভূরিশ্রবা বৃষ্টি-প্রবার সাত্যকিকে বিনাশ না করিয়া, যুগেন্দ্র যেমন অরণ্যমধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আশ্লাদিত হইলাম।' মহাবীর অর্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, 'হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়ন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুইরূপ কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।' মহাবীর অর্জুন বাহুদেবকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডব-শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন-পূর্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোৎকার শায় ভূরিশ্রবার অদ্বদ-মুশোভিত খড়া-সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।"

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ছিদ্ৰবাহু ভূরিশ্রবার অর্জুন তিরস্কার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদমণ্ডিত সখড়া ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জুনের শরে নিকৃণ্ড হইয়া জীবলোকের দুঃসং দুঃখ উৎপাদনপূর্বক পঞ্চাশত উরগের শায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন

ভূরিশ্রবা আপনাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাপপূর্বক ক্রোধান্বিত অর্জুনকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'হে কোণ্ডেয়! আমি অনন্তমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহুচ্ছেদন করিয়া নিতান্ত গহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহাকে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবাকে সাত্যকিবধরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছি? হে ধনঞ্জয়! তুমি যে প্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান রুদ্র কিংবা মহাবীর ভ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন? তুমি অজ্ঞান বীর অপেক্ষা অতুষ্ণ সমধিক অবগত হাহ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে? সাধুলোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশৃঙ্খ, প্রার্থনাপরতল ও বিপদা-ন্ন ব্যক্তিকে কদাচ প্রহার করেন না, কিন্তু তুমি এই নীচাচারিত নিতান্ত দুষ্কর পাপকর্ম্মে কিরূপে প্রবৃত্ত হইলে? আর্ঘ্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংকার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিতে পাবেন; কিন্তু অসংকার্য্য তাহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যেব সংবাসে কালযাপন করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজবংশে, বিশেষতঃ কুরুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; তুমি অতি সুশীল ও ব্রতপরায়ণ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধা-চরণপূর্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে জ্ঞানায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে, কৃষ্ণেরই অভিপ্রের্ত; এরূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাহুদেবের সহিত যাহার সম্ভাব্য নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অস্ত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়ন না। হে অর্জুন! বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়-গণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' এবং স্বভাবতঃই নিন্দনীয়; তাহারা ক্রোধাক্ত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কিরূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও?"

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ভূরিশ্রবা কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরাজীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমাকে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয়ই নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রামধর্মজ্ঞ ও শাস্ত্রানুশাসন লজ্জনে পরাযুধ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব? তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সখ্যদ্বী ও অগ্ন্যাগ্ন বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে আত্মরক্ষা করা রাজার কর্তব্য নহে। বাঁহাদিগকে কার্যসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখের প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সখ্যদ্বী ও দক্ষিণবাহুবল। যদি তাহাকে নিঃশ্রুমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ? হে রাজন্! তুমি অশ্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার করছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্তা, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমাকুল, সিংহনাদবহুল, অতি গভীর সন্ধ্যাপারমধ্যে কখন কবচকম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেট ভীষণ সময়সাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই মনে করিয়া তৎকালে আমি বিষ্ময়বিচলিত হইয়াছিলাম। হে মহাবীর! সমর-পারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয়পূর্বক জ্ঞাশ্রু, শ্রান্তবাহন, শত্রুনিপীড়িত ও নিতান্ত বিমন্যমান হইয়া তোমার বশবর্তী হইয়াছিলেন। তুমি কিরূপে তাঁহাকে

পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে? তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্রত হইয়াছিলে; হস্তরায় আমায় তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্ত আত্মীয়কে তরুণ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্রত হইয়াছিলে; অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্তব্য।'

বাহুচ্ছেদে নির্বিঘ্ন রিপ্রবীর যোগাবলম্বন

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যুগকোত্তর ভূরিশ্রবা অর্জুন কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মহাবীর সাত্যকিকে পরিতাপপূর্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোকগমনাভিলাষে সব্যহস্তে শরশয্যা প্রাপ্ত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিপাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম সমর্পণ, সূর্যো দৃষ্টিসরিরবেশ ও চন্দ্রে মনঃ-সমাধানপূর্বক মহোপনিষদ^১ ধ্যান করিয়া যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদয় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জুন নিন্দাবাদশ্রবণে কিছুমাত্র কটুক্টি প্রয়োগ করিলেন না; ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অগ্নুমাত্রও আত্মলাদিত হইলেন না। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্লম্বনে গবিত-বচনে ভূরিশ্রবাকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে যুগকোত্তর! আমাদের পক্ষায় যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিব। আমার ঐ মহারথের বিষয় সমুদয় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমাকে নিন্দা করা কর্তব্য। বার্থ্য ধর্ম্ম না জানিয়া অতাকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে; আমি যে তোমাকে প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্রসহকারে অগ্রহীন সাত্যকির প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্মসঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শত্রুবিহীন বালক অভিমন্যুকে

১। যুগ দ্বারা গিহৃত রথ। ২। বাক্যকর। ৩। ব্রহ্ম।

নিহত করা কি ধার্মিকজনের প্রশংসনীয় কার্য হইয়াছে ?' হে মহারাজ ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহুচ্ছেদন করিয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সবা-হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রদান করিয়া অশ্বযুগ্মে তৃষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কুম্ভাদেশে ভূরিশ্রবার সঙ্গতি

তখন অর্জুন ভূরিশ্রবাকে কহিলেন, 'হে শল্যাগ্রজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেইরূপ ঐতি আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনর-তনয় শিবিরাজ যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর।' তখন বাসুদেব কহিলেন, 'হে ভূরিশ্রবা ! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্রধাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ ; অতএব বিরিকি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্তৃক মস্তকে বাহিত হও।'।

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার কবল হইতে বিমুক্ত ও উৎখিত হইয়া অর্জুনশরে ছিন্নহস্ত, ছিন্নশুণ্ড গজের চ্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধ মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গা গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বুধসেন ও সিদ্ধুরাজ বারংবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর সাত্যকি কাহারও ব্যক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাবাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জুনাহত ভূরিশ্রবাকে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজসদৃশ ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধনু্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, 'এ

বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই ; ভাপ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটয়াছে ; অতএব আমাদিগের রোষ-পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দেশ করিয়াছেন ; অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।'

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়-দিগকে সন্দোধানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্ম-কঙ্কধারী' অধার্ম্মিক কৌরবগণ ! তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে ভূরিশ্রবার বিনাশে বারংবার নিষেধ করিয়া ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিতেছিলে ; কিন্তু আত বালক অস্ত্রহীন সূহৃদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? আমি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমাকে ভুতলে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মূনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহাকে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমাকে আচ্ছিন্নবাহু ও প্রতিঘাতে যত্বান্ দেখিয়াও যতজ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধগণ ! ভূরিশ্রবাকে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জুন আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশপূর্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ্ উহার খড়্গযুক্ত বাহুচ্ছেদন করিয়া কেবল আমাকে বক্ষিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাপ্যে যাহা থাকে, দৈবই তাহা সংঘটন করিয়া দেন। এই সমরাসনে ভূরিশ্রবাকে নিধন করায় আমার কি অধম্মাচরণ হইয়াছে ? মহাকবি বাণ্ময়ী কহিয়াছেন যে, ঐলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসামান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্রেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।'

হে কুরুরাজ ! মহাবীর সাত্যকি এইরূপ কহিলে পর সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না ; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধর*, মহাবশব্দী, অরণ্যগত তপোধনসদৃশ, ভূরিস্বর্ণপ্রদ* ভূরিশ্রবার বধে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত

১। কপট ধর্ম্মের আবরণ। ২। যজ্ঞাচরণে পবিত্র। ৩। বহু স্বর্ণদাতা।

হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার হুনীল কেশকলাপ-সমলঙ্কৃত কপোতনেত্রসদৃশ লোহিতনয়নযুক্ত ছিন্ন-মস্তক সমরাজ্ঞানে নিপতিত হইয়া অধমেঘযজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্নমস্তকের আয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এইরূপে সমরাজ্ঞানে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুঃসহস্রাব্দাংশাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-ভূরিশ্রবার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্মা যাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বৃধ, বৃধের পুত্র পুরন্দরসদৃশ পুরুবর্মা, পুরুবর্মার পুত্র আয়, আয়র পুত্র নহ্য ও নহ্যের পুত্র দেবভূল্য রাজষি যযাতি। দেবযানীর গর্ভে যযাতিরাজের যজ্ঞ নামে পুত্র সমুৎপন্ন হইলেন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমৌঢ় নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। দেবমৌঢ়ের পুত্র ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ শূর। শূরেব পুত্র মহাযশস্বী বহুদেব। মহাবলপরাক্রান্ত শূর ধনুবিভাগ্য পারদর্শী ও যুদ্ধে কাণ্ডবীৰ্য্য অর্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ংবরসময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবক-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বহুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয়-সম্পাদনমানসে তাঁহাকে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুত্তত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর

পর্য্যন্ত সেই বীরছয়ের অতি অদ্ভুত বাহ্যযুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপালসমক্ষে বলপূর্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া কেশাকর্ষণপূর্বক তরবার উত্তর করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশ-পূর্বক ‘তুমি জীবিত থাক’, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমথিতচিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে গ্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, ‘হে ভগবন! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি, যে অসংখ্য মহীপালসমক্ষে সমরাজ্ঞানে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে।’ ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ-নন্তর ‘তথাস্তু’ বলিয়া অতৃপ্ত হইলেন। সোমদত্ত সেই বরপ্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়া-ছিলেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের বরপ্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণ-সমন্বয়ে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিকে পাতিত ও পদাঘাত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ই আপনার কর্ণগোচর করিলাম।

বৃক্কিবেংশের প্রশংসা

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিকে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃক্কিবেংশীয়েরা সমরাজ্ঞানে লবলক্ষ্য হইয়া নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উত্তারা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হইয়া না। উত্তারা স্বীয় বাহুবলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, অস্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উত্তাদিগের তুল্য বলবান ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উত্তারা জ্ঞাতিদিগকে অস্ত্রহা করেন না এবং নিয়ত বুদ্ধগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মহুব্যাগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসেরাও বৃক্কিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উত্তারা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের জন্যে অভিলাষী নহেন। আপদ্

উপস্থিত হইলে যে কেহ তাঁহাদিগের রক্ষিয়তা হয়, তাঁহারা কদাপি পরজন্মে অভিশাপ করেন না। ঐ সভাবাদী, ব্রাহ্মণ্যামুষ্ঠাননিরত^১ মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন-বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরঙ্কর; তন্নৈবন্ধন বৃক্ষিবংশীয়দিগের চক্র সত্তত অপ্ৰতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি কেহ ভূধর-বহনে অথবা জলজন্তুপূর্ণ মহার্গব সমুদ্রগণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃক্ষিবীরগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আজোপাস্ত কীৰ্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার চুর্নীতি নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিতেছে।”

— — —

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথবধে অর্জুনের সমুদ্রত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবশ্য হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তদবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোকগমন করিলে পর মহাবাহু অর্জুন বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথসমীপে রথসঞ্চালন করিয়া আমাকে সফল-প্রতিজ্ঞা^২ কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সমুদ্র অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমাকে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও প্রাণগণে সিদ্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশপূর্বক স্থায়ী প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বসঞ্চালন কর।’ তখন অশ্বলক্ষণবিশিষ্ট মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত-প্রতিম তুরঙ্গমগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্যোধন, কর্ণ, ব্যসেন, শল্য, অশ্বখামা, কৃপ এবং সিদ্ধুরাজ আমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে

শরসদৃশ বেগশীল অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া সমুদ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিদ্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত-নেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জুন-প্রতিরোধে দুর্যোধনের অধ্যবসায়

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথরথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জুনের সেই যুদ্ধসময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিলম্ববিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয়^১ হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অন্তগমন পর্যন্ত সিদ্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জুন বিফল-প্রতিজ্ঞা^২ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অমুপাশ্রয়-সমভি-ব্যাগারে এক মুহূর্ত্তও অর্জুনশূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সমাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপ-ভোগ করিব। আজ কিরীটা দৈবপ্রভাবে বিপরীত-বৃদ্ধি হইয়া, কার্য্যাকাঙ্খাবিবেচনা না করিয়া আশু-বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে হৃদর্শ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জুন কিরূপে সূর্য্যের অন্তগমনসময়মধ্যেই সিদ্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বখামা ও দুর্যোধন, আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জুন কিরূপে উহার বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহু-সংখ্যক বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমার দিবাকর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমাকে এবং অশ্বখামা, শল্য, কৃপ ও অচ্যুত বীরগণকে সমভি-ব্যাগারে লইয়া অসামান্য যত্নসহকারে অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।’

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ‘হে রাজন্!

১। সঞ্চালনাদিতে প্রবৃত্ত। ২। প্রতিজ্ঞাপালক।

১। দিবাবসান। ২। প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হৃৎক, তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জুন সিদ্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে, সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাজ্যে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ! হিতাহুষ্ঠান-পরতন্ত্র ভক্তিপরায়েণ লোকে যেরূপ কার্যা করিয়া থাকে, আমিও তদনুরূপ কার্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু জয়-পারাজয় দৈবায়ত্ত। আজ আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যার পর নাই যত্ন করিব। আজ সৈন্তগণ আমার ও অর্জুনের লোমহর্ষণ ত্রিতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।

জয়দ্রথবধার্থী অর্জুনের কৌরবাক্রমণ

হে মহারাজ! তাঁহার উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা সমরে তপরাঙ্কুশ বীরগণের অর্গলভূল্য করিশুণ্ডসদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবী, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষসকল ছেদন করিয়া রুধিরলিপ্তকলেবর, প্রাসতোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুর দ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অংসখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হতাশন যেমন প্রারম্ভ হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তরুণ মহাবীর অর্জুন শরানলে কোরব-সৈন্তগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকালমধ্যে ধরিতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সত্য-বিক্রম অর্জুন এইরূপে আপনার পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে সংহার করিয়া সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হতাশনের দ্বায় অপূর্ব

শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জুনকে স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্যোধন, কর্ণ, বুধসেন, শল্য, অশ্বখামা ও কৃপ—ইহারা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিবাহারে লইয়া অর্জুনকে বেঠেন করিলেন। সংগ্রামকোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তকসদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর, মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টকার ও তলবনি করিয়া সমরাজ্যে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কোরবপক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পঞ্চাঙ্গণে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উঁহাকে সংহার করিতে অভি-লাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেন। কোরবপক্ষীয় বীরগণ তদদর্শনে আহলাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরং অন্ত-গমন বাসনা করিয়া তুজ্ঞস্ফোভোপসদৃশ ভুজদ্বারা কার্য্যকর আনত করিয়া অর্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমরতুর্ম্মদ মহাবীর অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দিধা, ত্রিধা ও অষ্টধা ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গুলকেতু অশ্বখামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাহুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের রক্ষার্থ রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোরবপক্ষীয় অস্খাণ্ড মহারথগণও মহারাজ দুর্যোধনের আদেশানুসারে রথ-সমূহে অর্জুনকে চতুর্দিকে বেঠেনপূর্ব্বক সিদ্ধুরাজকে রক্ষা করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, পাণ্ডীদ-বল ও শরজালের অক্ষয়দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বখামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিদ্ধুরাজের রক্ষায় সমুচ্চত কোরবপক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বখামা পঞ্চবিংশতি, বুধসেন সাত, দুর্যোধন বিংশতি, কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শুভ্র-গর্জন ও শরাসন বিধ্বনপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দিক বেঠেন করিয়া বাহুবল শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অৰ্জুন-কর্ণের তুমুল যুদ্ধ

অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্যের অচিরাৎ অস্তাচল-গমনাভিলাষে ধনুঃকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া, জলধর যেমন পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অৰ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অৰ্জুন কোরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদর্শনে ভীমদেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অৰ্জুনকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অৰ্জুনও সর্বসৈন্যগণসমক্ষে তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও অৰ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই যষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের যোয়তর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অৰ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্য্যস্থল আহত করিলে তিনি রুধিরদ্বন্দ্বদেহ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অৰ্জুন কর্ণের হস্তলাঘবদর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যুক ছেদনপূর্বক সহর নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সহর করিবার নিমিত্ত সহর এক সূর্য্যসন্ধাগ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা সেই অৰ্জুন-বিশৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সহর অগ্ন শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অৰ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভ-শ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অৰ্জুন কর্ণ-বিশৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাস করিয়া বীরগণ-সমক্ষে পাণিলাবব প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; কর্ণও প্রতীকার-প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অৰ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বুধের স্ত্রায় নিনাদ করিয়া অজিহ্মগ সায়কনিকর

পরিত্যাগপূর্বক আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপ-নারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্বক পরস্পরকে ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া পর্জন করিয়া ক্ষিপ্তহস্তে অত্যাশ্চর্য্য যোতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রামস্থলীতে^১ সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়বেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পর-বধার্থী হইয়া যোতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্যোধন আপনার পক্ষীয় বীর-গণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, ‘হে বীরগণ! কর্ণ আমাকে কহিয়াছেন, তিনি অৰ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর।’ হে মহারাজ! দুর্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতে-ছেন, এমন সময় খেতবাচন অৰ্জুন কর্ণের বল-বীর্ঘ্যদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের সমক্ষেই তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে অৰ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া মোগাবেশপ্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুন-রায় অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ দ্রিংশৎ শরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাহুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিদ্ধুরাজ চারি ও বুধসেন সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বখামাকে চতুষ্টয়, মদ্ররাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ এবং বুধসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পার্শ্বের প্রতিজ্ঞা-প্রতিবাদের^২ নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দিকে বারুণাস্ত্র প্রাছত করিলেন। কৌরবেরাও মহর্ষি রথারোহণপূর্বক শর-বর্ষণ করিয়া অর্জুনের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহামোহকর অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিন কৌরবগণকৃত দ্বাদশ-বর্ষ-সমুৎপন্ন রেশপরস্পরা স্রবণপূর্বক রাজ্যলাভার্থী হইয়া গাণ্ডীব-নির্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল-সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্যক বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষ-পরবশ হইয়া পিজ্জলবর্ণজ্যাসম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্রু-গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জুন গাণ্ডীবশরাসন-নির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও গজ-সমুদয়ে সমারুঢ় কৌরবগণের শরজাল নিরাস করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাপালগণ গুবদৌ গদা, লোহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অঘাত্য নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সহসা অর্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে হস্তমুখে যুগান্তকালীন মেঘগভীর-নিখন মহেষ্ট্রচাপপ্রতিম গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জুন সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে রথ, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্র-বিস্তান ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্ধন করিলেন।”

— — —

ষট্ চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অর্জুনের ভীষণ কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্যুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের স্পৃষ্ট উৎক্রেশশব্দ সদৃশ, দেবরাজের অতি গভীর অশনিনির্ঘোষ-তুল্য টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্তবাতাহত-উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল, মীন-মকর-সমাকর্ণ সমুদ্র-জলের স্থায় অতিশয় উদ্ভাস্ত হইয়া নিতান্ত উদ্ভয় হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশ

দিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন শরাকর্ষণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহার হস্তলাবব-প্রযুক্ত তাহা কিছুতেই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব-সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্বক দুরাসন’ ঐশ্র্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ স্তম্ভদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাছত হইতে লাগিল। ঐ সমুদয় সূর্য্যাসিন্ধিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুপিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোদধি-পরিবৃত্তের স্থায় হুনিরাক্ষা হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতিপূর্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপপূর্বক রণস্থলে যে পাট অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অঘাত্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার বল্লভা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা পাট অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশপূর্বক মস্তপূত দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে সেই শরাঙ্ককার অনায়াসে দূরীভূত করিলেন এবং নিদাঘ-সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পঞ্চল সালিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরসকল দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-কিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জুন-বিসৃষ্ট শরসমুদয় কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয়হৃদয়ের স্থায়’ তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কলতঃ তৎকালে যে যে শরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয়-সমোপে পমন করিলেন, তৎসমুদয়কেই তাহার শরানলে পতঙ্গবৃষ্টি* লাভ কারিতে হইল।

হ মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জুন অরতি-গণের জীবন ও কীৰ্ত্তি বিলেপ করিয়া মুমোহন মূর্ত্তার স্থায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদগুক্ত বিপুল ভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিযাদিগণের তোমরযুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কশ্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রদোতযুক্ত বাহুসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণপূর্বক ফুল্লি-যুক্ত প্রজ্জ্বলিত পাবকের স্থায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ-প্রতিম সর্বদেবশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর

১। প্রাশর্য উচ্চবে আহ্বান।

১। অনিবাধ্য। ২। অনিবাধ্যকপে। ৩। অগ্নিদাহ।

রথারোহণে একেবারে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া কখন মহাস্থানিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ, বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অগ্ন্যাশ্রয় নরপতির। যদ্বান হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের আয় এই প্রভাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি শর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারা-বর্ষা ইন্দ্রায়ুধ সমায়ুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের আয় বিরাজমান হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জুন নিত্য হস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত, কাহার ভুজগুণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলিবিযুক্ত হইয়া গেল; মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল; অশ্ব-সকল ছিন্নগ্রীব ও রথসমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোদ্ধগণ কেহ ছিন্নস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই সময়ে সমরভূমি যুদ্ধার আবাসস্থানের আয় ও পশুবাতে রুদ্রের আক্রোড় ভূমির আয় ভীরুজনের নিত্য ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড-সমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত থাকিতে রণস্থল ভূজগুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমস্তাৎ বিক্ষীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, রণভূমি পদ্মমালায় বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণাষ, মুকুট, কেশ্যব, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্তবর্ণবর্ণ, হস্তা ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপতিত থাকিতে সমরভূমি নব-বধুর আয় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এই সময় সমরাসনে ভীষণ বৈতরণী নদীর আয় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দম; কেশনিচয় শাঙ্গল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু-সকল তর্জিত পাখ্যগুণ্ড; ছত্র এবং চাপসমূহ তরঙ্গ; রথ-সমুদয় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদয় মহানর; গোমায়ু-সকল মকর এবং ঐশ্বর্যকুল উহার গ্রাহসমূহের আয় বোধ হইতে লাগিল। এই নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্তি, রথ, চক্র, যুগ, সৈন্য, অক্ষ, কুবর, ভূজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও

বিশিষ্ট সকল বিক্ষীর্ণ থাকিতে উত্তা নিত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাস্থ যোদ্ধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! যুধিষ্ঠির অস্ত্রের আয় অর্জুনের এইরূপ অদ্ভুত বিক্রমদর্শনে কোরবগণের মনে অদ্ভুত-পূর্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র-সমুদয় ছেদনপূর্বক অতি রোদ্র কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে রোদ্র-কর্ষ্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্ন-কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের আয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার পাণ্ডীত্ব-বল হইতে শরসমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপাংক্তি পরি-শোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সিদ্ধরাজবধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জুন নারাচ নিক্ষেপ-পূর্বক সমস্ত রথাদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দিকে শর-বর্ষণপূর্বক দ্রুতবেগে সমরাসনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন-বিমুক্ত শরনিকর যেন অস্তুরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময় তিনি যে কখন কার্মুক গ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না।

অর্জুনের জয়দ্রথ অনুসন্ধান—যুদ্ধ

মহাবীর অর্জুন এইরূপে শরনিকরে দিম্বমণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথাদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে চতুঃযুগ্ম শরে বিদ্ধ করিলেন। কোরবপক্ষীয় যোদ্ধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবভিত্তিতে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যে সমস্ত মহাবীর অর্জুনের সন্মুখীন হইয়া-ছিলেন, অর্জুন-নির্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল। মহাবীর অর্জুন এইরূপে অনলসঙ্কাপ শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ-বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাসনে

কবন্ধসমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বখামাকে পঞ্চাশং, কর্ণকে দ্বাত্রিংশং, কৃপাচাৰ্য্যাকে নয়, শল্যাকে ষোড়শ ও সিদ্ধুরাজকে চতুষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধুরাজ ধনঞ্জয়-শরাবাত্তে অঙ্গুহাত মাতঙ্গের ছায় ফ্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষসদৃশ কক্ষ্মার পরিমাজ্জিত কঙ্কপালাকৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধানপূর্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বামুদেবকে তিন ও ধনঞ্জয়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জুন সৈন্ধবপ্রোরত হুতাশ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখাসদৃশ বরাহধ্বজ হেদন করিয়া ফেলিলেন।

সূর্য্যাবরোর জন্ম কৃষেব যোগমায়া বিস্তার

ঐ সময় বামুদেব দিবাকরকে অতি সংর অত্যন্তলিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জুনকে সন্দোধানপূর্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্বক অবস্থান করিতেছেন; জয়দ্রথও প্রাণরক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয় রথকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে বন্ধ করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাশা সিদ্ধুরাজ দিবাকরকে অন্তগত নিরীক্ষণপূর্বক আপনার ভাবন-লাভ ও তোমার বধসাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন করিবে না। সেই হুযোগে তুমি উহাকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অন্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধবসংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না।' তখন অর্জুন 'তাহাই হইবে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাশয় কৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল।

৩য়—২৬

কৌরবপক্ষীয় বীরগণ অর্জুন-বিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক-পুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নত করিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বামুদেব পুনরায় অর্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতেছে, উহাকে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।'।

অর্জুনের জয়দ্রথরক্ষক কৃপাদির আক্রমণ

মহাশয় কেশব এইরূপ কহিলে প্রবলপ্রত্যাপ অর্জুন সূর্য্য ও অনলসদৃশ শরনিকবে কৌরব সৈন্য-গণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচাৰ্য্যাকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশং, শল্যাকে ছয়, হুঘোষাধনকে ছয়, বুঘসেনকে আট, সিদ্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অশ্বাশ্ব কৌরব-সৈন্য-দিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথরক্ষক বীরগণ প্রচ্ছলিত পাবক-সদৃশ অর্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়াকূট হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শীল মহাবাহু অর্জুন অরতিগণের শরজালে সনাচ্ছন্ন হইয়া রোযাবিষ্ট-মনে তাঁহাদের বিনাশ-বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জুনের শরনিকরে সম্মত হইয়া সিদ্ধুরাজকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল; তৎকালে ভয়ে ভুইওনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহাবাহু! তখন আমরা সেই মহাপ্রশংসী অর্জুনের কি অন্তত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি যেক্রপ যুদ্ধ করিলেন, সেক্রপ যুদ্ধ আর কুহাপি হয় নাই, তইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তক্রপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জুনগণের অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরশি ও অন্ধকারপ্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কাল-প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জুন-শরে মনুষ্যীভূত

হইয়া কেহ ভ্রাম্যমান, কেহ ঋণ্ডিতপদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ। সেই প্রলয়কালসদৃশ মহা দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রামসময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পাখিও রঞ্জোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্রসকল নাভিদেহ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরনিমগ্ন হইয়া আর্দ্রনাদ করিয়া স্বপক্ষীয় বল মর্দনপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি-সমুদয় অর্জুন শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ষ্মবিধান হইয়া ভয়ে সমর পরিতাপপূর্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্তগাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত রহিল এবং তনেকে নিহত হস্তীসমুদয়মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে কৃষ্ণের সতর্কীকরণ

হে মহারাজ। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব-সৈন্য বিচ্যাবিত করিয়া সিদ্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, ব্যাসেন এবং দুর্যোধনকে শরজালে সমাক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ষুক ও সমস্তাৎ সমাণীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও ব্যাসেনের শরাসন ছেদন-পূর্বক ভল্লাভ দ্বারা শল্যের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জুন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনলসম্মিত, অশনিসম, দিব্যমন্ত্র-পুত, নিরন্তর গন্ধমাণ্ডে অচ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তুণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া সশ্বর গাণ্ডীব-শরাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণিগণ উদর্শনে মহানাদ পরিভ্রাণ করিতে লাগিল। তখন বাহুদেব পুনরায় সশ্বর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জুন। দিবাকর

অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাখ্য সিদ্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিদ্ধুরাজবধবিষয়ে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের প্রতি বৃদ্ধক্ষত্রের বরপ্রয়োগবৃত্তান্ত

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোকবিশিষ্ট মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, 'হে রাজন। তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের স্ত্রায় কুল, শ্রীল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি সদগুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীরপুরুষেরাই প্রতিন্যিত ইহার সংকার করিবে; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয়প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহার শিরশ্ছেদন করিবেন।' বৃদ্ধ সিদ্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুঞ্জস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ভর-ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই।' মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বনগমনপূর্বক তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জুন। তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে স্তমস্তপঞ্চক-নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্তা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্গে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়। দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে একরূপ অলঙ্কিতভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্গে নিপাতিত করিবে যেন, তিনি কোন মতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হয়েন। হে অর্জুন। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।'

জয়দ্রথ শিরশ্ছেদ—বৃদ্ধক্ষত্র নিধন

মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বকণী লেহনপূর্বক সেই সৈন্ধববর্ষার্থে কৃতসন্ধান

ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্রোণপক্ষী যেমন বৃক্ষাশ্রয় হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীব-নির্মুক্ত অশ্বিনিসদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্যবন্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্বার উদ্ধে উত্থাপিত করিয়া শ্রমস্তপককের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধকৃত্ত সন্ধ্যোপাসনা করিতে ছিলেন। ধনঞ্জয় জয়দ্রথের সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলঙ্কিতরূপে তাঁহার অঙ্গদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধকৃত্ত জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র জয়দ্রথের সেই ছিন্ন-মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল; তখন বৃদ্ধকৃত্তের মস্তকও শতধা খিদির্ণ হইয়া গেল। তদদর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবধান্তে সূর্য্যের পুনঃপ্রকাশে কোরবক্রন্দন

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জুনশরে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অদ্ভুত প্রতিন্যহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাহুবলবৃদ্ধ মায়াজালবিস্তারের বিষয় সমাক্ষ অবগত হইলেন। হে রাজন! আপনার জামাতা সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অশ্বৈহিনী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তদদর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগপ্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্ম শঙ্খ প্রদ্ব্যাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ-শ্রবণে অর্জুনশরে সিদ্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অসুমান করিয়া বাত্মধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় ভ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে সোমকুণ্ডিগের সহিত ভ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বারকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্নসহকারে যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিদ্ধুরাজবধজনিত জয়লাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিদ্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষীয় মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।”

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

কৃপাচার্য্য অশ্বখামার যুগপৎ অর্জুন আক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর সিদ্ধুরাজ নিহত হইলে কোরবপক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষান্বিতচিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; অশ্বখামাও ঐ সময় রথারোহণপূর্ব্বক অর্জুনের প্রতি দাবমান হইলেন। এইরূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামা উভয়ে দুই দিক্ হইতে অতি তুঙ্গ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু কৃপাচার্য্য ও শত্রুপুত্র অশ্বখামাকে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের স্থায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বখামার শরবেগ নিবারণ করিলেন; তৎপরে তাঁহাদের নিধন-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্দবেগে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জুন-নির্মুক্ত শর সমুদয় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাহারা দুই জনে অতিশয়, কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থ-শরপ্রভাবে মুচ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহবল দেখিয়া যতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল; তদদর্শনে অশ্বখামাও ভীত হইয়া অর্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃপাচার্য্যপীড়নে অর্জুনের সবিলাপ খেদ

ঐ সময় মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় শরপীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মুচ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, “বিজ্ঞবর বিহ্বল কুলান্তক পাপাত্মা দুর্ঘ্যোধন জন্মিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই

কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কোরব-
গণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী
বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাশ্রা
দুর্যোধনের নিমিত্তই আজ গুরুকে শরশয্যায় শয়ান
দেখিতে হইল। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও
বলবীৰ্য্যে ধিক্। আমার সদৃশ কোন ব্যক্তি আচার্য্যের
অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়? মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র,
আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয়সখা; আমি ইচ্ছা না
করিয়াও উত্থাকে শরনিকবে নিপীড়িত করিলাম।
উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন
হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি
আমায় অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিগেও আমার
উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ
করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মুচ্ছিত হইয়া
আমাকে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত
করিলেন। হে কৃষ্ণ! এ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে
রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতবিদ্ব
হইয়া গুরুকে অভিলষিত ভ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা
দেবৰ পাভ করিয়া থাকেন, আর যে দুরাশ্রা কৃত-
বিদ্ব হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা
নিরয়গামী হয়। অতএব আজ আমি শরবর্ষণে
আচার্য্যকে রথ মধ্যে অবসন্ন করিয়া নরকগমনের কার্য্য
করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অন্তশিক্ষাসময়ে
কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই
গুরুকে প্রহার করিও না। কিন্তু আজ আমি
তাঁহাকে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন
করিলাম। এক্ষণে রণে পরাভূত পুণ্ড্রাতম গৌতম-
পুত্রকে প্রণাম করি, আমি উত্থাকে প্রচার
করিয়াছি; আমাকে ধিক্!

কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণসহ যুদ্ধেচ্ছু অর্জুনকে নিবারণ

হে মহারাজ! অর্জুন এইরূপে বিলাপ করিতে
ছেন, এমন সময় মহাবীর কর্ণ সিদ্ধরাজকে নিহত
নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।
যুধামন্যু, উত্তমোজা ও সাত্যকি কর্ণকে অর্জুনের
সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি
গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জুন
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিযুখে ধাবমান
হইলেন। তদর্শনে ধনঞ্জয় হস্তবদনে কৃষ্ণকে
কহিলেন, 'হে দ্রবীকেশ! এ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র

সাত্যকির অভিযুখে গমন করিতেছে। ঐ মহাবীর
কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না।
অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথসঞ্চালন কর। কর্ণ
যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পদবীতে' প্রেরণ
না করে।"

মহাবীর অর্জুন এইরূপ কহিলে মহাবাহু কেশব
তাঁহাকে তৎকালোচিত কথা কহিতে থাকিলেন, 'হে
অর্জুন। মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত
সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু
ও উত্তমোজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষতঃ
এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার
কর্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্জ্বলিত মহোৎসাহ সদৃশ
বাসবপ্রদত্ত শক্তি বিজ্ঞান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর
তোমার সংহারার্থই যত্নপূর্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে।
অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন বরূপ।
হে অর্জুন। তুমি যে সময় ঐ দুরাশ্রাকে ভীক্ষু শরে
ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ
অবগত আছি।"

কর্ণ-সাত্যকির তুমুল যুদ্ধ—কোরব পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা
ও সিদ্ধরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্য-
কির বিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথবিহীন
হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কোন রথে আরোহণ
করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর পাণ্ডবপক্ষীয় চক্রবক্ষক
যুধামন্যু ও উত্তমোজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করি-
লেন? এই সমুদয় বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আমি আপনার
নিকট আপনারই দুরাচারজনিত সমরবৃত্তান্ত বর্ণন
করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক শ্রবণ করুন।
মহাত্মা বাহুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্তমানের
ম্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যুপকৈতু ভূরিশ্রবা
যে সাত্যকিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা
পূর্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি
ওল্লবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ হস্তান্তর
রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ!
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের
মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাজয় করিতে
পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ

ও সিদ্ধগণ এই দুই মহাশায়ীর অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক বিদিত আছেন। যাগা হটক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাহুবল মহাবীর সাত্যকিকে রথশূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুত্তম অবলোকন করিয়া স্বযম্ভবের শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে ক্রোধের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট পরুড়ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণলঙ্কারভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব-সংযোজিত সূর্য্যাগ্নি-সন্ধাণ বিমানপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক-বর্ষণপূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সময় চক্রবক্ষ যুধামন্যু ও উত্তমোজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শর বর্ষণপূর্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সঙ্গিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এরূপ যুদ্ধ ভুলোক বা ছলোকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অশুর, উরগ ও রাক্ষসগণমধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় না। সেই উভয়পক্ষীয় চতুর্দল তৎকালে এই বীরদ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারাই সেই বীরদ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথশূন্য দারুকের গত, প্রত্যগত, আবৃত, মণ্ডল ও সরিষবর্তন প্রভৃতি গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অননুমানে এই উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসন্ধাণ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রাব্য ও জলসন্ধের বিনাশ সচা করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণপূর্বক সাত্যকিকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেগবশতঃ ভীষণ ভুজগের ছায় নিখাস পরিত্যাগপূর্বক রোষাক্রমে সাত্যকিকে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট

দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দস্তাবাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই পরাক্রমশালী বীরদ্বয় ব্যাঞ্জদ্বয়ের ছায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভ্রাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার খেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শরে রথধ্বজদণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্ঘোথনের সমক্ষেই তাঁহাকে রংহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মজরাজ শল্য, কর্ণাযুজ রুসেন ও জ্যোৎস্না অশ্বখামা চতুর্দিক হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত দৈত্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সেইগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্ঘোথনের সঙ্গিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্য-স্বরণ ও তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রাপ্তিহেতু পাণ্ডব-পরাজয় বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষার জন্ত সংগ্রাম করিয়া সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিখাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্ঘোথনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি শুরগণকে বিরণ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমের পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্বক কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণনাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জুন পুনর্দ্যুতসময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদ্বিবন্ধন সাত্যকি তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণপ্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিকে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতামুষ্ঠানার্থে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধর্ম্মপ্রভাবে অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও অঘাত্য মহারথগণকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে বাহুবল ও অর্জুনসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকি হস্তমুখে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ,

অৰ্জুন ও সাত্যকি—এই তিন জনই মহাধৰ্ম্মজ্ঞ, ইহাদের তুল্য ধৰ্ম্মজ্ঞ আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।’

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! বলবীৰ্য্যদপিত, দারুণ-সারথি-সমবেত, বাহুদেব সদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজ্ঞেয় রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি আর কোন রথে সমাক্রান্ত হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত আলায় হইয়াছে; অতএব আমার সমক্ষে উহা কীৰ্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুণের অগ্ৰজ যথাবিধি সুসজ্জিত, লোহ ও কাঞ্চনময় পটে বিভূষিত, বিচিত্র কুবরযুক্ত, তারাসহস্রখচিত, সিংহদ্বজ ও পতাকাসম্পন্ন, সুবর্ণালঙ্কৃত, বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘগন্তীরনিশ্বন অশ্ব এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর সাত্যকি উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসারথি দারুণ স্বেচ্ছামুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গৌক্ষীরের শ্রায় পাণ্ডুরবর্ণ, কাঞ্চনবর্ণাধারী, বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, সুবর্ণকক্ষাযুক্ত ধ্বজদণ্ডে সুশোভিত, যজ্ঞবন্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদয় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ-বৃণান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচির্য্যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুৰ্ম্মুখপ্রমুখ একত্রিশত পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অৰ্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুৰ্ম্মদ্রব্যপ্রভাবেই এইরূপ লোকক্ষয় হইতেছে।”

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

অৰ্জুনেব কর্ণতিরস্কার—বৃষসেন-বধ-প্রতিজ্ঞা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদবস্থান্ত কীৰ্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্টিচিতে ধনঞ্জয়কে সশ্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ভ্রাতঃ! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমাকে তুবরক, অদার’, অস্ত্রযুগ্ম ও সংগ্রামকাতর বলিয়া বারংবার কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আমি পূর্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ছায়া আমাকে ঐ প্রকার কটুক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।’

অমিতপরাক্রম মহাবীর অৰ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদৃন্দর্শী ও আত্মপ্রাণাপরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইলে তিনি তোমাকে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুৰ্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত অধৰ্ম্ম করিতেছ। শত্রুকে পরাজয় করিয়া আত্মপ্রাণ, পরগ্ৰামি বা অরাতির প্রতি দুৰ্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অলজ্ঞানসম্পন্ন; এই নিমিত্তই সততই সদ্রবতপরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটুক্তি করিয়াছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদয় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমাকে অনেকবার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি

কিছুমাত্র পরুষবাণ্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটুক্তি প্রয়োগ এবং আমার সমক্ষে অশ্রুগত বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমত্যাগে বিনাশ করিয়া যে গর্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফলভোগ করিবে। হে দুৰ্য্যতে! তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই অভিমত্যাগ শরাসন ছেদন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে তোমার ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাগা কর্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদয় ভূপতি মোহনতঃ আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাহা-দিগকেও আমার শরে শমনভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমাত্রী অজ্ঞান! দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমাকে রণে নিপতিত নিরাক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।'

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহবাণী

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সঙ্কেত করিয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা দ্রুপাকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে অর্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ; ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জুন! এই ধার্ত্তরাস্ত্র-সৈন্যমধ্যে মহাবীর কাণ্ডিক্যে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে অবসর হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতী-তলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই এই সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুৰ্য্যোধনের আদেশানুসারে কোরব-সৈন্যমধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার

বলবীৰ্য্য রক্ত, শত্রু ও অন্তরকের সদৃশ; অতঃ তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করিতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি, দুরাশা কর্ণ অমুচরগণ-সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে এইরূপ প্রশংসা করিব।'

তখন মহাবীর অর্জুন বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে মাধব! আমি তোমার অমু-কম্পাতেই অতঃ এই অমরগণেরও হস্তের প্রতিজ্ঞা-সাপব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয়লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুদ্ধির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কাণ্ডের ভার তোমাতেই সমপিত আছে; সুতরাং এক্ষণে এই জয়লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিস্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্তব্যই হইতেছে।'

মহাবীর মধুসূদন অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হস্তমুখে তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্বসকালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে অর্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহৃত ও সমরাগনে শয়ান রহিয়াছে। ঐ তাহা-দিগের শত্রু ও আভরণ সকল ইত্যন্তঃ বিকীর্ত্ত রহিয়াছে; রথ-সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ষ-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণবিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জুন! ঐ সমস্ত অবনীপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভাবে সজীবের মায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাদের অসংখ্য বাহন, স্তব্ধপুঙ্খ শরনিকর ও অশ্রুগত বিবিধ তন্ত্র-শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং বর্ষা, মণিহার, কণ্ঠস্থ, অঙ্গদ, নিক ও অশ্রুগত নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অমুকর্ষ, তৃণী, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিভিন্ন অক্ষ, যুগ, যোদ্ধা, শর, শরাসন, চিত্রকণ্ঠ, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস,

তোমর, কুন্ত, ষষ্টি, শতরী, ভূতগী, খড়গ, মুঘল, মুদগর, গদা, কুণপ, সুবর্ণমণ্ডিত কশা, করীদিগের ঘণ্টা, বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন-ভূষণ ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহনক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের স্রায় শোভা পাই-তেছে। অবনীপালগণ পৃথিবীলাভার্থ নিহত হইয়া, নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোহমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্বত-সমুদয়ের গুহায়ুখ হইতে গৈরিক-খাতুধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর-সমাগত, ক্ষিতিলে বিলুপ্তমান, ঐরাবতসদৃশ মাতঙ্গগণের শব্দকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগণ নিহত এবং রথি-সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কুবর, যুগ ও স্রৈয়বিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসনচর্যধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলি-ধূসরিত কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল-সমাকুল ছুরিরৌক্ষ্য সমরভূমি-মধ্যে অনবরত রুধির, বসা ও মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কর, বৃক, পিশাচ উগাতে নিরন্তর আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রামস্থলে যেরূপ যশস্বর কার্যামুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্যদানবসংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধায়াত্ত। ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কবল, বলুগা, কুথ' ও মহামূল্য বরুখ সকল ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র-সমাক্ষয়ের স্রায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্রভয় পর্বতশিখর হইতে নিপতিত সিংহের স্রায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্য্যুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধিরধারা ক্ষরণ কারিতেছে।' হে মহারাজ! এইরূপে বাহুবল হস্ত অমুচরণ-সমভি-বাহারে অর্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শনপূর্বক পাকজন্তু শম্মধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

জয়দ্রথবধে পাণ্ডবশ্রীতি—কৃষ্ণাভিনন্দন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাশ্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আঙ্গাদিতচিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে নরোত্তম! আজ আপনার পরম সৌভাগ্য। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।' অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য-শ্রবণে পরম আঙ্গাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন; তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাহুবল ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরদয়! আজ ভাগ্যক্রমে পাণ্ডায়া নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যার পর নাই ক্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিপণ্ড শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোকগুণ, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোকমধ্যে কোন কাঁচাই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্বকালে পাকশাসন' যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিয়াছি। হে বাক্ষ্যেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী-পরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোকবিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনাধিন! তুমি ত্রিদশেশ্বর, তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলনপূর্বক ত্রিলোকমধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই সচরাচর পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্বকালে সমস্ত জগৎ একাধিবময়' হইয়া পাচ অরুকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্বলোকের শ্রষ্টা,

পরমাশ্রী, অব্যয়, পুরাণপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাংপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুক্ত হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য লাভ করে। হে পরমেশ্বর! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবদ্ধিত হও। হে সর্ব্বাশ্রয়! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। তুমি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা তাহার তিত-সাধনে রত আছ, ধনঞ্জয়ও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখলাভ করিয়া থাকে।’

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে পরম আশ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাজন! আপনার ক্রোধাগ্নিপ্রভাবেই পাশাশ্রী সিদ্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব-সৈন্য দম্ব হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাশ্রী হৃষ্যোদন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে সমরাজনে প্রাণ-ত্যাগ করিবে। পূর্বে দেবতারও ঐহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপপ্রভাবেই শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের ঘেঁট, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়ন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম্মপরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয় কৌরবগণ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।’

শক্রজয়ী ভীষ্ম-সাত্যকির অভিনন্দন

হে মহারাজ! মহাশ্রী কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত-বিক্ষতাজ মহাধর্ম্মজয়ী মহাবীর ভীমসেন ও মহাবীর

সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরমগুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাজলিপুটে ক্ষিতিলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাশ্রী ধর্ম্মরাজ মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিকে দৃষ্টচিহ্নে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘হে বীরজয়! আজ তোমরা ভাগ্যক্রমে জ্যোৎস্না গ্রাহ ও হাদিক্য-মকরযুক্ত কোরব-সৈন্যরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজ ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং জ্যোৎস্না ও কৃতবর্ষ্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিক্রীর্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাধুষ করিয়াছ। হে যুদ্ধবিশারদ মহারথধ্বজ! আমি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাজন হইতে কুশলে প্রত্যাপ্ত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাধুষ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।’

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে এইরূপ কহিয়া আনন্দাশ্রু-পূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে দৃষ্ট দেখিয়া পরমাস্লাদিত-চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।’

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

হৃষ্যোদনের সবিলাপ ত্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আশ্রয় হৃষ্যোদন সিদ্ধুরাজের নিধন-দর্শনে শক্রজয়ে উৎসাহশূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাপ্পাকুললোচনে দীনবদনে ভগদত্ত ভুজের শায় দৌর্ধ্বনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জুন, ভীম ও সাত্যকির শর-নিকরপ্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরাশ্রয়-পূর্ব্বক বিবর্ণ, ক্লান্ত ও একান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘এই পৃথিবীতে অর্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি জ্যোৎস্না, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বখামা, কেহই

তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষীয় সমুদয় মহারথকে পরাজিত করিয়া সিদ্ধুরাজ জয়জ্ঞপ্তকে সাহায্য করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্র ও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাহাকে আশ্রয় করিয়া শত্রু সমুহত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই মহারথ কর্ণকে অর্জুন সমরে পরাজিত করিয়া জয়জ্ঞপ্তকে নিহত করিল। আমি যাহার বলবীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধিস্থাপনলালস বাহুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়া-ছিলাম, সেই মহারাজ কর্ণ আজ সমরে পরাজিত হইয়াছেন।’

হে মহারাজ। রাজা দুর্যোধন এইরূপ কলুষিত-চিত্ত হইয়া জ্ঞেয়কে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসমিধানে গমনপূর্বক বিজয়বাসনাপরবশ ধার্তরাষ্ট্র-গণের বিনাশ ও পাণ্ডবগণের বিজয়বৃত্তান্ত আত্মো-পাশ্ত কৌতূহল করিয়া কহিলেন, ‘হে আচার্য্য। অস্বত্মপক্ষীয় মহৌপালগণের বিনাশ অবলোকন করুন। তাহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাহাকে সংহারপূর্বক পূর্ণমনোরথ ও বিজয়ান্তর লাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিভাব্যহারে সেনাযুগ্মে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয় আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিনীর সেনা-সংহর্তা, মহাবীর জয়জ্ঞপ্তকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য। এক্ষণে আমি কিরূপে আমাদের বিজয়াভিলাষী, উপকারনিরত, যমসদনে প্রস্থিত মুহুদগণের স্নগ হইতে মুক্ত হইব? যে সকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারাও সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্বক শরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুযুগ্মে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুরুষভাব ও পাপপরাগণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বহুবল কেন এই মিত্রজ্যোতী পাপাশ্রমকে স্থানপ্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না?

আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণ-মধ্যে আমাকে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাতাক্ষি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ সমুহত মহাবল-পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অত্যাচারী কাশ্যপরাজ, অলম্বুশ ও অত্যাচারী মুহুদগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যক কি? যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যাযুগ্মে যত্ববান হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের নিকট স্বগশূচ হইয়া যমুনায় গমন ও তাহাদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাহা-দিগের তৃপ্তিসাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীৰ্য্য ও পুণ্ড্র শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চালদিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহাদের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্যসাধনার্থ নিহত ভূপতিগণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্যদানে প্রবৃত্ত বীরপুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয়গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমা-দিগের মৃত্যুবিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন বর্থাৎ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করিয়া স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার মুহুদগণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিদ্ধুরাজ, তুরিষ্রবা এবং অভীষাহ, শ্রসেন, শিবি ও বসান্তিগণ অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজ আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়ো-জন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক

হইয়াছি, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদান করুন।”

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

হতাশ দ্রোণের দুর্ঘ্যোধন-পাপ-পরিণাম কথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জুন সিদ্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্ঘ্যোধন কোরবগণসমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেইরূপ কহিলে তিনি তাহাকে কি প্রহৃত্তর প্রদান করিলেন, তৎসমুদয় কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্যমধ্যে মহান আত্মনাদ-শব্দ সমুপ্ত হইল। আপনাব পুত্রের মস্তকান্তে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন, ‘দুর্ঘ্যোধন! কেন বুধা আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আমি ত তোমাকে সততই বলিয়া থাকি যে, অর্জুন অজ্ঞেয়; শিখণ্ডী অর্জুন-সংরক্ষিত হইয়া, মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতোই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরাক্ষণ করিয়া কোরব-সৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোকমধ্যে বাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন, এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কোরবসভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে; শক্রবিনাশন স্তম্ভীকর শর। এই সকল শর এক্ষণে অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের যোদ্ধৃগণকে সহ্য করিতেছে। হে দুর্ঘ্যোধন! ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমার হিতসাধনার্থ তোমাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বাৎসবর বিলাপ ও পরিভাষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি আমাদের প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও কর নাই; তদ্বিকল্পনই এক্ষণে এই ঘোরতর বিনাশব্যাপার

সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মৃৎ হিতকারী হৃদয়ের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার মতামুসারে কার্য্য-হুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শেচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সংকুলসম্বৃত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসং-কারের নিতান্ত অমুপযুক্ত দ্রোণদীকে আমাদের সমক্ষে সভ্যমণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধ্যক্ষের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

তুমি কপটভাচরণপূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া রোরব-চণ্ড পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমরা ভিন্ন অন্য কোন ব্রহ্মবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্মপরায়ণ আত্মজ-তুলা পাণ্ডবগণের অনিষ্টচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মতিক্রমে পাণ্ডব-গণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ, দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সঞ্চিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে আমাদের প্রদর্শনপূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্নসহকারে অর্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; ওবে সিদ্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন? মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বখামা ও তুমি—তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসপনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত প্রথর ভেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপাতিত হইলেন? হে দুর্ঘ্যোধন! সিদ্ধুরাজ তোমার বিশেষতঃ আমার পরাক্রমপ্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাক্ষালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্যাগ নাই। হে রাজন! সিদ্ধুরাজরক্ষ্য অকৃতকার্য্য হইয়া আমাকে বিলাপ ও পরিভাষা করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আর সেই সভাসদ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড নিরাক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে? যে যুদ্ধে সৈন্দব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী

হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর? কৃপাচার্য্য এখনও সিদ্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে যথোচিত সংকার করি। হে হৃষ্যোধন! দেবগণ-সমবেত দেবরাজও বাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই হৃদ্ধর-কর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও হৃঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বহুক্ষরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা

হে হৃষ্যোধন! এক্ষণে পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়দিগের সৈন্ত-সমুদয় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতাহুষ্ঠানার্থ সমস্ত শৃঙ্গয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজা! তুমি আমার পুত্র অশ্বখামার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বল যে, তুমি জীবনরক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমা পিতা যে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয় প্রতিপালন-পূর্ব্বক আনুশাস্ত, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর, ধর্ম্মার্থকামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সত্য ধর্ম্মপ্রধান কার্য্যের অহুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যামুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাঁহারা অগ্নিশিখাদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অহুষ্ঠান বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বখামাকে আমার এই সকল উপদেশবাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্তমধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্তসমুদয়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না।’ হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য হৃষ্যোধনকে এই-রূপ কহিয়া পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া, দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের ভেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ভেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।”

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

হৃষ্যোধনের দ্রোণনিন্দা—পুনঃ যুদ্ধার্থ উদ্বোধন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন রোষাবিষ্ট-চিন্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অশ্বাশ্ব প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও হর্ভেজ সেই আচার্য্যবিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিদ্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অশ্বাশ্ব যুগসমুদয় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জুন তোমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্ত নিঃশেষিতপ্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্ন-পূর্ব্বক অর্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই হর্ভেজ ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক সিদ্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি হুভাগ্য! শত্রু-তাপন আচার্য্য পূর্বে সিদ্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে অর্জুনকে সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্বেই সিদ্ধুরাজকে গৃহগমনে অহুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও নিতান্ত অনার্য্য। সিদ্ধুরাজ যখন জীবিতরক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয়প্রদানে আশ্রিত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। হায়! আজ আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল।”

দ্রোণবাক্যে অপক্ষপাত কর্ণোপদেশ—যুদ্ধারম্ভ

কর্ণ কহিলেন, ‘হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বলবীৰ্য ও উৎসাহ অমুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। ষেতবাহন অর্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণু-মাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য

স্থবির, শীঘ্রগমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাজব্যায়ামে' একান্ত অশক্ত; কিন্তু কৃষ্ণ-সারথি মহাবীর অর্জুন কৃতকার্য্য, যুবা, শিকিতাজ্ঞ ও লঘুবিক্রম; সে দুর্ভেদ্য-বর্ষসংবৃতকলেবর ও ভুজবলদর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্রযুক্ত বানরলাঙ্ঘিত রথে আরোহণ, অজয় পাণ্ডীব-শংকাসন ধারণ ও স্ততীক্ল শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, স্ততরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষ দর্শন করি না। যাগা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধার্য্য নহে। হে মহারাজ! দৈবনির্দিষ্ট বিষয় কদাচ অগ্ৰথা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্তি অল্পদ্বারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিদ্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দ্দৈবগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বাৎসব্য বিপর্য্যয় উপাদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার তাহা অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; কিন্তু দিক্কিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষগ্রয়োপপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বধনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহার দ্যুতে পরাজিত ও রাজনীতি-অনুসারে অরণ্যে প্রত্যাজিত হইয়াছিল, কিন্তু দৈব আমাদের যত্নসম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিরাটানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদেরই অমুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধিপূর্ব্বক অমুষ্ঠিত সংকার্য্য বা তোমার দুর্ব্বুদ্ধিকৃত অসংকার্য্য কদাচ এ বিষয়ে কারণরূপে লক্ষিত হয় না; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। মনুষ্যগণ যখন নিম্নায় অভিভূত হয়, অনগুরুত্ব্য দৈব তখনও আগরিত থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময়

তোমার পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষীয় বহু বীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।'

হে মহারাজ! তাহারা উভয়ে এইরূপে বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন! কেবল আপনার দুর্দ্দৃষ্টিপ্রভাবেই এই মহান জনসংক্রম সমুপস্থিত হইয়াছে।"

জয়ব্রতধর্ম্মপরিচায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচবধপর্ব্বাধ্যায়—উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ

সজয় করিলেন, হে মহারাজ! আপনার সেই প্রভূত গজসমাকীর্ণ মহাসৈন্য পাণ্ডবসেনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্যগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমার দ্বারা পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়া যমরাজ্যের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা প্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপা-বিষ্ট হইয়া বিষণ্ণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাপ, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শত্রুপাণি হইয়া পরম যত্ন-সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল প্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষ্য্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকরের অন্তগমন নিবন্ধন সৈন্যগণ কর্তৃক

দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্বের দ্বার উন্মোচিত হইল না।

দুর্যোধনের ভীষণ আক্রমণ—পাণ্ডব-পরাজয়

পাণ্ডবেরা এইরূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর দুর্যোধন সিন্ধুরাজবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া রথনির্বোধে বসুন্ধরা প্রতিক্ষণিত ও কম্পিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক অরিবাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্নকালে করঞ্জাল দ্বারা সমুদয় জগৎ তাদিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়-লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধর্মুর্ধ্বর দুর্যোধনের সুবর্ণপুষ্প শাপিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা স্ত্রীকুল শরে নিপীড়িত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাদানে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়েন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডব-সৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিলপ্রভাবে সলিলবিহীন হইয়া শোভাশূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্যোধনপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্যসমুদয় শোভাহীন হইল।

ঐ সময় পাঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুলকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডিকে ষত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রোণদী-উনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিগণকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরে ঘটোৎকচ ও অম্বাশু অসংখ্য বোদ্ধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং

ক্রোধাবিষ্ট অন্তরের দ্বার স্ত্রীকুল শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরাক্রান্ত দুর্যোধনের দ্রোণসাহায্যলাভ

তখন পাণ্ডবজ্যোষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে এইরূপে অরতিসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্ত্রীকুল ভিন্ন দ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কাশ্মুক ত্রিধা ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাপিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাভূলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বজ্রাহরবিনাশলময়ে দেবতায়া যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে, মহারাজ দুর্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ‘রাজা দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছেন’ বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় অতি ভীষণ শরশব্দ ও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দ-শ্রবণে স্ফর তথায় গমনপূর্বক অবলোকন করিলেন ‘, মহাবীর দুর্যোধন পুনরায় দৃষ্টচিস্তে কাশ্মুক গ্রহণপূর্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চাল-গণ জয়লাভার্থ্য দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন; মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।’

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের সমবেত দ্রোণাক্রমণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণ মৃঢ় দুর্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোধভরে পাণ্ডবমধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অশ্বপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর

তাঁহার দক্ষিণচক্রে ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বামচক্রে রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্বাত্মবিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথমার্গে নৃত্য করিয়া পাঞ্চালগণमध्ये প্রবেশ করিলে তাহার শিশিরসময়ে গো-সমুদয় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্বশস্ত্রবেত্তা মহাবীর দ্রোণ হতাশন-সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে দম্ব করিয়া কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর অর্জুন সায়াহ্নে জয়ত্রথ-বিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান্‌ সহদেব, সৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ-সমবেত বিরাট, অসংখ্য সেনা-পরিবৃত মৎস্য ও শাক্যগণ, পাঞ্চালগণ-পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রোণদৌর্য্যপথ ও সৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডি-পুরঃসর ষট্‌সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকর্ণ এবং একত্র সমবেত অসংখ্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরের যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজনভয়বন্ধিনী ঘোররজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিতাবরীতে শিবাগণ গ্রাসসম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখব্যাদানপূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উল্‌ক-সকল কোরব-সৈন্যগণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাপ করিতে লাগিল। তখন সৈন্যमध्ये তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও যুদ্ধের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃহত্তরঙ্গধ্বনি, অশ্বগণের হ্রোমরব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিবাগুল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ-সমুখিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রিয়ৎকর্ণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুমিরপ্রবাহে ধূলিপটল ভিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি

দহ বংশবনের শ্রায় প্রাক্ষিপ্ত শস্ত্র-সমুদয়ের ঘোরতর চটচট শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধ, আনন্দ, বজ্রীর ও পটহ-শব্দ এবং অশ্ব-সকলের চীৎকারে সমুদয় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আশ্রয় বিবেচনা রহিল না। সকলে উদ্‌গতের শ্রায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিতপ্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে সুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণপ্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি-ধ্বজসমাকুল মণি ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতীসেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থসঙ্কুল নভোমণ্ডলের শ্রায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্যमध्ये গোমায় ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করিসমুদয় বৃহত্তরঙ্গধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎকোশধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাজ্যে মহেশ্বের বজ্রনির্দোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া এককালে দিবাগুল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ! সেই অন্ধকারকালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কোরবসৈন্য বিজ্ঞান্যদামণ্ডিত জলদপটলের শ্রায় লঙ্কিত হইল। চতুর্দিকে অসি, শক্তি, পদা, খড়্গ, মুঘল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রসকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! চর্য্যোদন আপনার সেই সৈন্যমণ্ডলের পুরোবর্তী বায়ু; রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি; বাদিত্রধ্বনি নির্দোষ; দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পঞ্চজয়; খড়্গ, শক্তি ও পদা অশনি; শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবনস্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিষয়কর অতি ভয়াবহ ভারতীসেনামধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষসময়ে মহাশব্দসঙ্কুল, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন, শুরগণের হর্ষজনন, ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধান্নে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুগ্ধ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, অযুত

পদাতি এবং অৰ্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাশ্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।”

— —

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

জ্যোৎস্নাচার্য্যকর্তৃক শিব-বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ও তুরিষ্ণবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্ধর্ষ মহাবীর জ্যোৎস্না আমার আশ্রয়স্থানকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে পাঞ্চাল ও ময়নগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনজয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যাকে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মৃত দুর্ধোধানই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিলে? তৎকালে কোন্ কোন্ বীর জ্যোৎস্নার অমুগমনে প্রবৃত্ত হইল আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহাকে শত্রুসংহারে সমুদ্ভূত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ জ্যোৎস্নার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সীতাত্ত কৃশ গো-সমূহের স্তায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অরাজি-নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ সমবেত হইয়া বিমদ্বিত হইতে থাকিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথশূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ়াকারনিময়, পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ, পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হুষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অশ্রুপক্ষীয় বীরগণ অপ্রহুষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অগ্ৰহণ হইল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত জ্যোৎস্নার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য ক্রতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও যুষ্টিয়াদের

আশ্রয়গণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাণী মহারথ জ্যোৎস্নাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লোহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কক্ষপত্রভূষিত ত্রিশং বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্রু ও সারথিকে সংহার-পূর্বক তাঁহার উক্ষীষ্যুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ দুর্ধোধান সম্বর জ্যোৎস্নার নিকট অশ্রু এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্ধোধানের আদেশানুসারে জ্যোৎস্নার অশ্রু-সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাজিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীমকর্তৃক ধ্রুবাদি কলিঙ্গরাজপুত্র-সংহার

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধজনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণ-সমভিযাহারে ভীমের অভিমুখে গমনপূর্বক প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমনপূর্বক মুষ্টি-প্রহারে তাঁহাকে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি-সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক পৃথক নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষসদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমনপূর্বক তাঁহাকে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্টিঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এইরূপে ধ্রুবকে সংহার করিয়া জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন

এবং কর্ণের সমক্ষে তাঁহাকে বামহস্তে আকর্ষণ-পূর্বক তলপ্রস্থারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঙ্ক্ষনময়ী শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম হস্তমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণপূর্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুধনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্ত্বর হস্তাক্ষরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য়োধন-দুষ্কর্ণ সংহার

হে মহারাজ! এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই সমুদয় মহৎকার্য্যের অন্ত্যস্তান করিয়া স্বরথে আরোহণপূর্বক পুনরায় আপনার সৈন্তগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তঃকরে স্তায় জিহ্বাসাপারবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরভাল বিস্তারপূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদদর্শনে হস্তমুখে শরনিকর বর্ষণপূর্বক দুর্য়োধনের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্য়োধন সত্ত্বর দুষ্কর্ণের রথে সমাক্রান্ত হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সূর্য্য যেমন তারকাহরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদদর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য়োধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাস্কীকীর সমক্ষে পাদপ্রহারে ঐ বীরদ্বয়ের রথ ধরাতে প্রোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টিপ্রস্থারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্তগণমধ্যে হাঙ্গকার-শব্দ সমুখিত হইল। মহাপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।’ হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট-চিত্তে অশ্বসঞ্চালনপূর্বক প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে লোহিতলোচন ভীমপরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ম্মরাষ্ট্রসৈন্তগণকে সংহারপূর্বক ভূপতিগণের প্রশংসাজ্ঞান হইয়া বৃথিষ্ঠির সন্নিকশনে গমন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বৃথিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে

নিরীক্ষণ করিয়া সাত্তিশর সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর অক্ষকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাশ্বজসদৃশ আপনার আশ্বজগণ জ্ঞোণসমবেত হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ-সমভিযাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই ভলদজাল সদৃশ অক্ষকারশমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদজনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।”

ষট্ পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সোমদত্তের সাত্যকি-সংহার প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবার নিধন দর্শনে সাত্তিশর ক্রুদ্ধ হইয়া শৈশৈশ্যে কহিতে লাগিলেন, ‘হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অন্ত্যস্তানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক দস্যুরতি অবলম্বন করিয়া রণপরাদ্ব্যুত, অস্ত্রশত্রুভ্যাগী, অতি দীন ভূরিশ্রবাকে প্রহার করিলে? বৃক্ষবংশে মহাবীর প্রাচ্য ও তুমি, তোমরা এই দুই জন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জুনশরে ছিন্নবাহু; প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নির্ভুরতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাঁহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমাকে সেই নির্ভুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজই শর দ্বারা তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব। হে দ্রোণান্ বৃক্ষকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্রদ্বয়, যজ্ঞ ও শ্রুত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জুন তোমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাজি-মধ্যেই তোমাকে এবং তোমার পুত্র ও অশ্বজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই।’ মহাবল-পরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শম্ভবান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

সাত্যাকির সোমদত্ত বধ-প্রতিজ্ঞা

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত রক্তনেত্র সাত্যাকি জ্যোৎস্বিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, 'হে কোরবেয়! তোমার বা অশ্ব কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সংকার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্য-পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইব না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমরকালে অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আর্হস, উভয়েই নিদ্রিয়ভাবে নিশিত শর-প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবাকে নিধন এবং শল ও ব্যসনকে পরাহৃত করিয়াছি; তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজ পুত্র ও বান্ধবগণ-সমভিযোগ্যারে তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, আইংসা, হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবি-নশ্বর গুণসমূহে ভূষিত যুদঙ্গকে তু রাজ্য যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহতপ্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবল-সমভিযোগ্যারে তোমাকে অবশ্যই শমনসদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে যুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা লপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজ তোমাকে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব।' হে মহারাজ! সেই পুরুষ-প্রধান বীরদ্বয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শরসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাণ্ডবসহায় সাত্যাকি—কোরবসহায় সোমদত্ত-যুদ্ধ

ঐ সময় মহারাজ দুর্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পারিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসমবিক্রম ভ্রাতৃগণ ও পুত্র-পৌত্রগণও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত্ত হইয়া মহাধনুর্ধর সোমদত্তের চতুর্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এইরূপে সেই বীরগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যাকিকে সন্নতপর্ব্ব শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাবীর

ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্য-সমভি-বাহারে তাঁহার অভিযুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণमध्ये বাতাহত সমুদ্রনিখনসদৃশ মহাশব্দ সমুপিত হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যাকির প্রতি নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুর্ধর সাত্যাকিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যাকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগতসজ্জ হইয়া রথোপরি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহাকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর জ্যোৎস্বিষ্ট সোম-দত্তকে সাত্যাকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া তাঁহার বিনাশাশনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভরদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যাকির রক্ষার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বের সুরগণের সঙ্গিত ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিলাষী বলিরাজের ঝোঁপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সঙ্গিত আচার্য্যের স্বেইকূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঙ্খকলেবর জ্যোৎস্বিষ্ট শর-জালে পাণ্ডবসৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যাকিকে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীম-সেনাকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডকে শত, মৎস্যশ্রাজ বিরাটকে আট, ক্রপদকে দশ, দ্রৌপদীদত্তনৃদিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয় এবং অচ্যুত সেনাপতিগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে জ্যোৎস্বিষ্টকে বিদ্ধ হইয়া আর্দ্রনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে জ্যোৎস্বিষ্টের ছিন্ন-ভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপাধিতচিত্তে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনর্বার পাণ্ডবগণের সহিত জ্যোৎস্বিষ্টের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্ব্যুতশন যেমন তুলারশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর জ্যোৎস্বিষ্ট আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডুল্য প্রজ্জ্বলিত পাবকসদৃশ মহাবীর জ্যোৎস্বিষ্টকে কান্দু

গুলাফুজ করিয়া প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষসৈন্যগণকে
নরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ
হরিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি
দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তদ্বিক্রিপ্ত শরনিকর
চক্ষুগাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদনপূর্বক ভূতলে
নিপাতিত করিল। এইরূপে সেই পাণ্ডবসেনা দ্রোণের
গরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনজয়ের
দক্ষিণে পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদদর্শনে
মহাবীর অর্জুন বাহুদেবকে সহোদনপূর্বক কহিলেন,
‘হে গোবিন্দ! তুমি এক্ষণে আগাধীর রথভিষ্মকে
অঞ্চালন কর।’ বাহুদেব অর্জুনের বাক্যানুসারে
রজত, গৌরী, ক্রন্দ ও চন্দ্রের সৃষ্টি ধ্বলকায় অঞ্চগণকে
দ্রোণের রথভিষ্মকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন।
তখন ভীমসেন অর্জুনকে আগাধীর প্রতি ধাবমান
দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, ‘ত্রে বিশোক!
তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণসৈন্যমধ্যে লইয়া যাও।’
বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণমাত্র অর্জুনের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ অঞ্চগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল।
তখন পাঞ্চাল, যুজয়, মৎস্ত, চেদি, কারুঘ, কোশল
ও কেকয়গণ সেই ভ্রাতৃত্বকে পরম যত্নসহকারে
দ্রোণসৈন্যভিষ্মকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের
অমুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর
সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জুন দক্ষিণপার্শ্ব ও
ভীমসেন উত্তরপার্শ্ব অবলম্বনপূর্বক রথিগণের সহিত
আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদদর্শনে
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার
সৈন্যভিষ্মকে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর
অভিঘাতে মহাদাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া
ধাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্য-
গণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময়
মহাবীর অশ্বখামা সাত্যকিকে নিরীক্ষণপূর্বক
ভূরিভ্রবর বিনাশে জাতকোষ হইয়া তাঁহার প্রতি
ধাবমান হইলেন, তদদর্শনে ভীমসেনতনয় মহাবীর
ঘটোৎকচ লৌহনিষিদ্ধ, ধ্বজচর্ম্মসমাক্রম, ত্রিংশৎ
নব^১ বিস্তীর্ণ, যজ্ঞ-সম্মাহুত^২ অষ্টচক্র-সম্বিত

মেঘগভীরনিধন, অস্ত্রমালাদমলক্লত, শোণিতার্জ
ধ্বজপটপরিশোভিত, বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ-
পূর্বক শূল, মুদগর, শেল ও পাদপধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী
সেনাগণ-সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অভিমুখে গমন
করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব বা মাতঙ্গগণ সংযোজিত
ছিল না; করিনিকরাকার পিঙ্গাচগণ উহা আকর্ষণ
করিতেছিল এবং বিকট গুহরাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ
করিয়া চৌকরপূর্বক উহার উপরে সমুপ্তিত ধ্বজদণ্ডে
উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহাকে যুগান্ত-
কালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ছায় শরাসন উদ্ধৃত করিয়া
আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন।
আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ, ভীমরূপ,
ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকটমুখ, শঙ্কুর্ধ্ব^৩, উদ্ধকেশ,
সন্নতোদর^৪, ক্রিরাটালকৃতমস্তক; মহাগর্ভের ছায়
বিস্তীর্ণ গলদ্বারযুক্ত, প্রদীপ্ত-বস্ত্র, বিপক্ষগণের
বিক্ষোভজনক, রাক্ষস ঘটোৎকচকে ব্যাদিতান্ত
অন্তকের ছায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে
নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকি ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুণ্ণিত
ভাগীরথীর ছায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ
ঘটোৎকচের সিংহনাদ-শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূঢ়
পরিভ্রাণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা রাজিকাল-প্রভাবে অধিকতর
বলশালী হইয়া সেই রণস্থলে চতুর্দিকে শিলায়ুষ্টি
করিতে আরম্ভ করিল। লোহময় চক্র, ভূগুণী,
তোমর, শক্তি, শূল, শতরী ও পটিশ প্রভৃতি
অস্ত্র-সকল চতুর্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে
লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার
তনয়গণ এবং মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ সংগ্রাম-
দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত
হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবলদীক্ষিত অশ্বখামা
একাকী অনাকুলিতচিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থানপূর্বক
সেই ঘটোৎকচ-বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া
ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদদর্শনে অমর্ষপরবশ
হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে
লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-সমুদয় যেমন বন্যীকমধ্যে
প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ-নিষ্কপ্ত
শর-সকল অশ্বখামার দেহ বিদারণপূর্বক ক্রুর-
লিপ্ত হইয়া ধরাতেল প্রবিষ্ট হইল। তখন
প্রবলপ্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বখামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

১। নল দ্বারা পরিমিত—চারি শত চক্রে ১ নব। মতান্তরে শত
হস্ত। আধুনিক যুগে হাভার হাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্র
বে দ্বিত্বিক অস্ত্রে বৃদ্ধ হর, ঐরূপ বৃদ্ধ মহাগরতের সমরও হইত।

২। যজ্ঞিক বুদ্ধোপকরণসম্বিত।

১। খোটার মত লম্বা কাণ। ২। ক্ষুণ্ণিতব মত কোলা পেট।

দশ শরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বখামার শরে মর্মনিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার উপর এক বালার্কসদৃশ, মণিহীরক-নিভূষিত, এক লক্ষ অরসমাবৃত্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বখামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার স্থায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয়, রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ জৌগিকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অশ্বখামার শরে অঞ্জনপর্বীর সংহার

ঐ সময় ভিন্নাঞ্জনসন্নিভ^১-কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জনপর্বী অশ্বখামাকে আগমন করিতে দেখিয়া স্তম্ভে যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতি রোধপূর্বক মেঘ যেমন স্তম্ভের পর্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বখামা তদর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে অঞ্জনপর্বীর ধ্বজ, তিন বাণে ত্রিবেণু^২, এক বাণে ধনু, চারি বাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণে সারথিঘয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্বী এইরূপে রথবাহীন হইয়া অশ্বখামার উপর খড়গপ্রহারে উত্তত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দুচিহ্নিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎকচনন্দন কোথভরে গদা বিঘূর্ণনপূর্বক অশ্বখামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাশ্বজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্বী সহসা আকাশমার্গে সমুপ্ত হইয়া কালমেঘের স্থায় গর্জন করিয়া বৃক্ষবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, দিবাকর যেমন স্বীয় করজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্বীর কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচ-তনয় অন্তরীক হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বর্ণবিন্দুচিহ্নিত রথে অবস্থানপূর্বক পৃথিবীস্থিত অত্যাচ অঞ্জনপর্বীর স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা ক্রুদ্ধচিত্তে মহেশ্বর যেমন

অঙ্ককাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ষধারী ভীমনগ্না^৩ অঞ্জনপর্বীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ঘটোৎকচসহ অশ্বখামার যুদ্ধ

হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এইরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্বলিতচিত্তে দবদহনপ্রবৃত্ত^৪ দাবানল সদৃশ পাণ্ডবসৈন্যসংহারকারী মহাবীর অশ্বখামার সমীপে আগমনপূর্বক নির্ভীক-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ‘হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্শ্বতীনন্দন স্বন্দ যেমন ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অত্ন আমি তোমাকে বিদীর্ণ করিব।’ অশ্বখামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে বৎস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মম্বুহা রোষপরবশ হইয়া আত্মনাশেও পরাজুথ হয় না। এই নিমিত্তই তোমাকে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি।’ তখন পুত্রশোকসন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষকষায়িতলোচনে অশ্বখামাকে কহিলেন, ‘হে দ্রোণাশ্বজ! আমি নীচলোকের স্থায় সংগ্রামকাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ? আমি এই সুবিশীর্ণ কৌরবকূলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি সমরে অপরাজুথ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের স্থায় মহাবল-পরাক্রান্ত। হে দ্রোণাশ্বজ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। দ্রোণসদৃশ তুমি কদাপি অস্ত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব।’ মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখী কেশরীর স্থায় ক্রোধভরে অশ্বখামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বখামার প্রতি রণাক্ষপরিমিত আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বখামা হিড়িম্বাতনয়বিনষ্ট সেই শরসমুদ্র

১। গাঢ় কঙ্কালতুল্য কক্ষপর্ব। ২। তিন ভক্তের রথবণ্ড।

৩। ভীমপৌত্র। ৪। বনদাহে উত্তত।

উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ হইতেছে। অস্ত্র-সমুদয় সংঘর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খজোতপুঞ্জে স্ফোভিত হইয়াছে।

এইরূপে জ্যোৎস্না কর্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্রমায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচুরভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উত্তীর্ণ শূলসম্পন্ন, পাদপকুল-মমাজ্জম, শূল, প্রাস, অসি ও মুঘলরূপ প্রস্ত্রবর্ণযুক্ত এক পর্ব্বতের আকাং পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বখামা সেই অঙ্গনস্তপসদৃশ মহীধর ও তাগা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হস্তমুখে বজ্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেশ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রাযুধবিভূষিত নীলনীরদরূপ ধারণ করিয়া পাষণ বর্ষণপূর্ব্বক অশ্বখামাকে সমাজ্জম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখামা বায়বাজ্র সন্ধানপূর্ব্বক সেই সমুখিত নীলমেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিয়াগুল সমাজ্জম করিয়া লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ-শার্দূল-সদৃশ মহাবিরদবিক্রম, বিকটাস্ত্র, বিকৃতমস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানা শস্ত্রধারী, কবচসমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্ভূত-লোচন, দেবরাজসম মহাবল-পরাক্রান্ত, সমরদৃষ্টদ, রথারোহী, পজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া পুনরায় অশ্বখামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আশ্রয় দুর্ঘোষন তদর্শনে নিতান্ত বিষন্ন হইলেন। তখন মহাবীর জ্যোৎস্না দুর্ঘোষনকে বিষন্ন নিরীক্ষণ করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্র-সমবিক্রম পার্শ্ববর্গের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। এক্ষণে যত্নসহকারে স্থায়ী সৈন্যগণকে আশ্রয়িত কর।' মহারাজ দুর্ঘোষন অশ্বখামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে জ্যোৎস্না! তোমার মনের এইরূপ ওদার্য্য ও আমাদের প্রতি এইরূপ পাচুর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অমূল্য নহে।'

রাজা দুর্ঘোষন অশ্বখামাকে এই কথা বলিয়া শকুনিকে সন্ধানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সুবলনন্দন! অর্জুন লক্ষ রথী কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি যষ্টি সহস্র রথী সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্মা, হুংশাসন, নিকুন্ত, কুণ্ডভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শলা, আকৃগি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরাক্রাণী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র-সমুদয়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অহুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তজ্জপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয়লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কান্তিক্রমে যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তজ্জপ তুমি অশ্বখামার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর পাণ্ডব-গণকে বিনাশ কর।' হে মহারাজ! শকুনি দুর্ঘোষনের বাক্যশ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশসম্পাদনার্থ ক্রতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ-অশ্বখামার ভীষণ যুদ্ধ

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রজ্ঞাদের স্থায় অশ্বখামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিঘ্নিসদৃশ সুদৃঢ় দশ বাণ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল আঘাত করিলেন। অশ্বখামা ভীমসুতের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পর্ব্বনোদ্ধত পাদপের স্থায় রথমধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে অজলিক বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বখামার করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া, জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তজ্জপ রাক্ষসের প্রতি সুবর্ণ-পুষ্প অরাতিনিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ জ্যোৎস্নার বাণে নিশীড়িত হইয়া সিংহাদিত মত্তমাতঙ্গযুগের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান হতাশন যেমন জীব-গণকে দহন করিয়া থাকেন, তজ্জপ মহাবীর অশ্বখামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে

শরজালে দক্ষ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দক্ষ করিয়া যেরূপ দৌণ্ডি পাইয়াছিলেন, মহাবীর জ্যোতনয় সেই অক্ষৌহিনী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেইরূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাভিষ্ট হইয়া জ্যোতপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্বক অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত-বদন, নানাদ্রধারী, ঘোরতর নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাাত্র মুখব্যাদানপূর্বক সিংহনাদে বহুধরা প্রতিধ্বনিত করিয়া জ্যোতপুত্রের সহস্রার্ধ খাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতগ্নী, পরিব, কশনি, শূল, পটিশ, খড়গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুখল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কুণ্ণ, কাম্পন, নূল, ভৃগুগুণ্ডী, অশ্মাণ্ড, লৌহময় শূল এবং শত্রুদারণ ঘোর মৃদগর-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধগণ ভীষণ অস্ত্রসমুদয় অশ্বখামার মস্তকোপরি নিপতিত হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত জ্যোতনয় অসম্ভাৱ্যচিন্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া স্বর দিব্যমন্ত্রপূত স্তবর্ণপুম্ব শরনিকরে বিপুলবক্ষা: রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বখামার ভীষণ শরে সমাহত হইয়া সিংহ-বিদলিত গজযুথের স্থায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল। তখন অজ্ঞবিদগণের অগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বখামা অতি দুর্কর আশ্চর্য্যজনক বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক একাকী ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দক্ষ করিয়া যুগান্তকালীন সংবর্তক ছত্ৰাশনের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতিমধ্যে মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র ভীমভনয় ক্রোধে নয়ন বিবুর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশনপূর্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 'হে সারথি! তুমি স্বর জ্যোতপুত্রসমীপে রথ সকলন কব'। সারথি আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাাত্র অশ্বখামার সমীপে রথ সমানীত করিল,

ভীমবিক্রম অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক জয়পতাকা-সমায়ুক্ত বিকট-বেশধারী জ্যোতপুত্রের সহিত দৈরব্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্টষষ্ঠাযুক্ত দেবনির্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা কাশ্মুক পরিত্যাগ ও লক্ষ প্রদানপূর্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া টাংকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! মহাপ্রভাব-সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক পৃথিবী বিদৌর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদর্শনে সকলেই জ্যোতপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমভনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণপূর্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বখামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নিভীক চিন্তে আচাধ্যাপুত্রের বক্ষস্থলে আলীবিধ-সদৃশ স্তবর্ণপুম্ব শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা তাঁহাদের দুই জনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হতাশন-সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে যোদ্ধগণের ও মহাবীর অশ্বখামার ক্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বখামা ঘটোৎকচ ও অমুজসংঘায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অমৃত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবীমধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম-প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষমাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সংদেব, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ-সমবেত এক অক্ষৌহিনী রাক্ষসী সেনা নিপাতিত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বখামার অবক্র নারাচে পাড়তর বিদ্ধ হইয়া শূলবিহীন পর্বত-সমুদয়ের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃষ্ট করিশুণ্ড-সকল সমরভূমিতে বিলুপ্তিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ ভূজগণ ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। কাকনময় দণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র-সকল ছিন্ন ও নিপতিত

হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল
বুগাতকালে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ
হইয়াছে। ঐ সময় জ্যোতিষজ্ঞের শরনিকরপ্রভাবে
অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে
সমরাসনে এক ভীষণ ওরসযুক্ত ভীষণত্বের মোহজনক
শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বংসকল
উহার মণ্ডুক^১; ভেরীসকল বৃহদাকার কচ্ছপ;
শ্বেতচ্ছত্র-সমুদয় হংসাবলি; চামর ফেন; কক ও
পুং-সকল মহানর; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য; বৃহদাকার
হস্তিসমুদয় পাষাণ; অশ্বগণ মকর; রথ-সকল তীর-
ভূমি; পতাকা-নিচয় তারঙ্গ মনোহর বৃক্ষ; প্রাস,
শক্তি ও স্থিতি-সকল ডুগুত^২; মজ্জা ও মাংস পক্ষ,
কবন্ধগণ ভেলক^৩ এবং কেশকলাপ শৈবালস্বরূপ দৃষ্ট
ও যোদ্ধগণের স্মার্তনাদ উহার শব্দস্বরূপে শ্রুত
হইতে লাগিল।

অশ্বখামার শরে ক্রপদপুত্র সুরথাদি-বধ

মহাবীর অশ্বখামা এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত
করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে
আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয়
রোষাবিষ্ট হইয়া ক্রপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে
শরজালে বিদ্ধ করিয়া ক্রপদপুত্র সুরথকে সহস্র-
পূর্বক সুরথের অতুল শত্রুজয়, বলানীক ও জয়কে
বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ-
পূর্বক সূতাক্ষ শরে পুংক্ষ ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া
দশ শরে কুন্তিভোজের দশ পুত্রকে ও সুপুংক্ষ সূশাগিত
তিন শরে শ্রুতায়ুধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।
তৎপরে সেই মহাবীর কোথাবিষ্ট হইয়া শরাসন
আকর্ষন আকর্ষণপূর্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া
এক বমদণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন।
সেই শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র ঘটোৎকচের হৃদয়
ভেদ পূর্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ
ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া
অশ্বখামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; উদ্দর্শনে
পাণ্ডব-সৈন্যগণও সমরে পরাশুধ হইতে লাগিল।
এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা শত্রুগণকে পরাজিত
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।
তখন সমরভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর, নিহত ও
নিপতিত গিরিশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে

নিভান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ!
তখন আপনার পুত্রগণ ও অস্ত্রাচ্ছ বীরগণ এবং সিদ্ধ,
গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী,
রাক্ষস, ভূত, অসুরা ও দেবতাগণ অশ্বখামার প্রশংসা
করিতে লাগিলেন।”

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

সাত্যকিকবর্ত্তক সোমদত্ত-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠান
ইহারা ক্রপদসহায়গণ, কুন্তিভোজের পুত্রগণ এবং
সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বখামার শরনিকরে
নিহত নিরাক্ষণ করিয়া পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে
মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি
অদ্ভুত ঘোরত্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত
সাত্যকিকে পুনরায় অবলোকনপূর্বক কোথাবিষ্ট
হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে
লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ
দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও
তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-
পরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত কোথাবিষ্ট হইয়া পুত্র-
বিনাশে নিভান্ত সন্তপ্ত, স্থাবরোচিত গুণগ্রামে
সমলঙ্ঘিত যবান্তিরাজসদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমতঃ
বজ্রসঙ্কাস সূতাক্ষ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা
বিদ্ধ করিয়া পুনর্বার তাঁহার উপর সাত শর
প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির
সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর
পরিষ নিক্ষেপ করিলেন; সাত্যকিও সেই সময়
কোথাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনলসঙ্কাস
শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিষ
ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত
হইলে তিনি মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ভীমকর্ত্তক বাহুলীক-বধ

মহাবীর বাহুলীক খীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে
বর্ধাকালীন নীরববী নীরদের স্রায় অনবরত শরবর্ষণ-
পূর্বক সাত্যকির প্রতি ধামান হইলেন। তখন
মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ নয় শরে

বাহুলীকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহুলীক তদ্বদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর-বিনিস্পৃক্ত অশনির স্থায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহুলীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেন-প্রেরিত ভীষণ গদা বাহুলীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ভীমকরে নাগদস্তাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়-বধ

অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদন্ত, দৃঢ়রথ, বীর-বাহু, অয়োভূজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দাশরথিদদৃশ এই নয় মহাবীর বাহুলীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্যসাধনক্ষম নারাচলকল সন্ধান-পূর্বক প্রত্যেকের মর্দ্যদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া, মহীক্লহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্বতশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতানু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম নয় নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয়পুত্র বুধ-সেনের প্রতি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহাকে নারাচ-নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শমন-সদনে প্রেরণপূর্বক আপনার সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচ দ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, শরভ ও বিড়ু শকুনির ভ্রাতা শংকরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভীম-সেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমনপূর্বক তাঁহার উপর হুতাক্ষ নারাচ-নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ-নিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচ শরে অলৌকিক-বল-শালী পাঁচ মহীপালকে বিনাশ করিলেন। অত্যাশু নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির-শরে অজয়াদি বীরগণের বিনাশ

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া জ্ঞোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অশ্বত্থ, মালব, ত্রিগর্ভ, শিবি, অভীষাহ, শুরসেন, বাহুলীক, বসতি, যোধেয়, মালব ও মজ্জ-গণকে অসংখ্য শরে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী রুদ্ধমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রত্ন-সমীপে, ‘বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর’, ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন চুর্যোধন-প্রেরিত মহাত্মা জ্ঞোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কোরবসৈন্য বিজ্ঞাষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শর-নিক্ষেপে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারদ্বাজ রৌষপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, বায়ু, আগ্নেয়, বাত্প ও সান্থিত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই জ্ঞোণ-নিরীপ্ত অস্ত্র-সমূহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন চুর্যোধনহিতৈষী জ্ঞোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশবাসনায় এল্ল ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজসিংহগামী, বিশাল-বক্ষা, পৃথুলোহিতাক্ষ, অমিততেজাঃ ধর্ম্মরাজও মহেন্দ্র-অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া জ্ঞোণাত্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন জ্ঞোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধকামনায ব্রহ্মাত্ত্র উদ্ভূত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্রে তিমিরারত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোদ্ধৃগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শরিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা সেই আচার্য্যনিষ্কিপ্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্বদর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিকগণ ধর্ম্মরাজ যুদ্ধবিশারদ জ্ঞোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বায়ব্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জ্ঞোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া সরোব-নয়নে বায়ব্যাত্র দ্বারা ত্রুপদ-সেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাকালগণ জ্ঞোণ শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জুন ও ভীম-সেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন অর্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা অরিসৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন এবং অর্জুন দক্ষিণপার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তরপার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণপূর্বক শরশর্ষণ দ্বারা আচাধ্যাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মগ-ভেজাঃ মৎস্ত, যজ্ঞয় ও পাঞ্চালগণ সাহসাদিগের সহিত অর্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অন্ধকারাবৃত, নিজ-ক্রান্ত কৌরবসেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর জ্যোৎস্না ও আপনার পুত্র চুর্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।”

—

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়

কর্ণের আত্মপ্রাণ—কৃপাচাচ্যের নিন্দাবাণী

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর চুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে অভিযয় উদ্দগু অবলোকন ও তাগাদের বিক্রম নিত্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্রকাচ্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্বংপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে পরিত্রাণ কর। উহার নিঃসন্ত ভীষণ ভুঙ্কসদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্ত ও পাণ্ডবগণে পরিত্রাণিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুলা-পরাক্রম, জয়শীল, মহারথ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হঠাৎ সিংহনাদ পরিত্রাণ করিতেছে।’

কর্ণ চুর্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আজ আমি, পুরন্দর স্বয়ং অর্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অর্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশস্ত হও; আমি সভা বলিতেছি যে, আজ তোমার শ্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া, কাণ্ডিকের ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সর্বাপেক্ষা সমধিক বলবান; অতএব তাহার প্রতি আজ সেই ধাসবস্ত্র অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্ধর অর্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয়

তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বনগমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিবাদ করিবার প্রয়োজনই নাই। আমি আজ পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণগণকে সমরে পরাজয়পূর্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব।’

হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচাচ্য কর্ণের বাহ্য-শ্রবণে গবিতভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্য কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাত্তেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ-সমীপে অনেকবার আত্মপ্রাণ করিয়াছ; কিন্তু কখনই তোমার পরাক্রম বা বীর্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় নাই। তুমি কতবার অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; কিন্তু কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্বগণ যখন রাজা চুর্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্বত্র পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাটনগরে যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; তবে কিরূপে কৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ? হে সূতপুত্র! আত্মপ্রাণ না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীরপুরুষের কর্তব্য; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের স্থায় বৃথা গর্জন করিয়া আপনায় অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ; কিন্তু রাজা চুর্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাহার বাণের সন্মুখবর্তী না হইতেই মহাগর্জন করিয়া থাক; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জন-গর্জন অতি দুর্বল হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগবীজ এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কাশ্মুক দ্বারা বীর্য প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারা শৌর্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর শৌর্যে রক্তকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জুনকে প্রতিবাদ করা তাহার সাধ্য।’

হে মহারাজ! বীরপ্রধান মহাবীর কর্ণ
কৃপাচার্যের সেই সমুদয় বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ
হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কৃপাচার্য্য!
যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের দ্বায়
নিরন্তর গর্জন এবং ক্ষিপ্রোপিত^১ বজ্রের দ্বায়
আগ্নি ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর^২
বীরগণের সমরাজ্যে আত্মপ্রাণাধা করা কিছুমাত্র
দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার-বহনে মনে মনে
দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য
প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা
কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি
যদি বৃষ্টিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট
করিয়া গর্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি
হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের দ্বায়
কখনই বৃথা গর্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয়
সামর্থ্যানুসারে গর্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম!
আমি আজ রণে যত্নবান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত
করিতে সমর্থ হইব। বাল্যাই গর্জন করিয়াছি।
তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জনের ফল দর্শন করিবে।
আমি আজ রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডুনয়দিগকে
বৃষ্টিগণের সহিত নিহত করিয়া হৃষ্যোদনকে নিকটকে
পৃথিবী প্রদান করিব।'

কৃপাচার্য্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমার
এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপবাক্য গ্রহণ করিব না। তুমি
সত্যত কৃষ্ণ, অর্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ
করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য,
ঊরগ ও পক্ষিগণেরও অজ্ঞেয় অর্জুন ও বাসুদেব
বাহাদুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডব-
গণের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, বদাশ্র, সত্য ধর্ম্মনিরত,
শিক্ষিতাশ্র, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ এবং পিতৃগণ ও দেব-
গণের অর্জুন্য নিরত। উহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল-
পরাক্রান্ত, সর্বার্থ-বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, যশস্বী
ও গুরুকার্য্যসাধনপরতত্ত্ব। আর দেখ, ইন্দ্রসমবিক্রম,
একান্ত অমুরজ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রুপদপুত্র
জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্তিবর্মা, প্রব, ধর,
বহুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুভেজ, গজানীক,
প্রতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, প্রতাপবজ্র, বলানীক,
জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লললক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন

চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ-
সমুদয়, যমজ নকুল ও সহদেব, জ্যোপদীর পঞ্চ পুত্র,
রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ
এবং অগ্ন্যশ্র অনেক মহারথ সমরকার্য্যে তাঁহার
সাহায্য করিতেছেন। অতএব উহার কিছুতেই
ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জুন
অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, তুত,
ভৃগু ও কুঞ্জরপরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী নিঃশেষিত
করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও
রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী
ধ্বংস করিতে পারেন। হে স্তননন্দন! অমিতপরাক্রম
বাসুদেব বাহাদুর যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত
বর্ষ্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কিরূপে
সমরে পরাজিত করিবে? তুমি যে কৃষ্ণের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত
অশ্রায়।'

কৃপাচার্য্যের প্রতি কর্ণের কটুস্তি

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্তমুখে তাঁহাকে কহিলেন,
'হে ব্রহ্মন! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে
সমস্ত কথা কহিলে, সকলই সত্য। তাঁহাদিগের
ঐ সমস্ত ও অগ্ন্যশ্র বহুতর সঙ্গুণ বিচ্যবান আছে,
সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে দেবগণ-সমবেত
দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদয় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,
ঊরগ ও রাক্ষসগণেরও অজ্ঞেয়, তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র
সংশয় করি না। কিন্তু দেবরাজ আমাকে এই
যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার
প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে পারি।
এক্ষণে আমি ওদ্ধারা অর্জুনকেই সংহার করিব।
অর্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়-
লাভপূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে
না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সঙ্গাগরা ধরনী
অনায়াসে কোরবরাজ হৃষ্যোদনের বশবস্ত্রী
হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে
সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই
আমি আশ্বালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও
সংগ্রামকার্য্যে অনিপুণ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের
প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত
তুমি আমাকে অবমাননা করিতেছ। যাহা হউক

বদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়্গ দ্বারা তোমার জিহবা ছেদন করিব। হে নিকোঁধ! তুমি কোঁরবপক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুশ্যুথ, জয়, দ্রুপাদ, বৃষসেন, মন্ত্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বখামা, বিকিংশতি ও তুমি, তোমরা যে যুদ্ধে বর্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে? ঐ সমুদয় কৃতান্ত, স্বর্গলিপু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধপারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; উহারা পাণ্ডবগণের নিধন ও কোঁরবগণের বিজয়-কামনায় বর্ষ ধারণপূর্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রমসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও শয়ন করিয়াছেন। চিত্রসেন, বাস্কীক, জয়দ্রথ, দুর্জয়, মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাস্কীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিঞ্জের শল, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিঞ্জের শল, বীর্যবান্ ভগদত্ত এবং অজ্ঞাত অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব-প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে নিরস্তর দুর্যোধনরিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাগদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কোঁরব এই উভয়পক্ষীয় সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সত্তত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাসক্তি যত্ন করিব; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।”

একোনষট্টিতম অধ্যায়

কুপিনন্দায় অশ্বখামার কর্ণবোধোদয়

সজয় করিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি

এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধবিষ্টচিত্তে সিংহ যেমন মস্তমাত্ত্বের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্যোধনের সমক্ষেই অগ্নি নিকাশনপূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, ‘রে নরাধম! মহাশ্মা কৃপাচার্য্য অর্জুনের প্রকৃত গুণ-সকল কীর্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিবেক-বুদ্ধি-প্রভাবে ইহার ভৎসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। রে মূঢ়! তুমি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বলবীর্ষের প্রমাণ করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জুন তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য ও অস্ত্রসমুদয় কোথায় ছিল? হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্বে স্বয়ং মগাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত কেন মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ? সুররাজসনাথ সমুদয় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণসহায় অর্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে? হে দুর্বুদ্ধ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বলবীর্ষ্য অবলোকন কর, আমি অস্ত্র তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব।’ অশ্বখামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্রত হইলেন। তদদর্শনে কুরুরাজ দুর্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনাদি কর্তৃক অশ্বখামার সান্ধ্বনা

তখন কর্ণ দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্বুদ্ধিপরতন্ত্র ও সমরপ্রাণী; তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাশ্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্ষ্য দর্শন করুক।’ অশ্বখামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন।’ তখন দুর্যোধন কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন, সূতপুত্রের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য নহে। আপনাকে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মন্ত্ররাজ ও শকুনিকে বতি গুরুতর কাণ্ডাতার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের

সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক আমা দিগের অভিমুখীন হইতেছে।’

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন মনস্বী অশ্বখামাকে এইরূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবশত সংবরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে যুদ্ধভার অবলম্বনপূর্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন ! এক্ষণে আমরা তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু মহাবীর অর্জুন তোমার এই দণ চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।’

কর্ণ-পাণ্ডবের তুমুল যুদ্ধ

হে মহারাজ ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পান্ডালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জন করিয়া আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রদিপ্রধান ভেজস্বী কর্ণও দেবগণ-পরিবৃত্ত দেবরাজের আয় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডব-দিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পান্ডালগণ কর্ণকে নিরাক্ষণ করিয়া কেহ কেহ ‘এই কর্ণ,’ কেহ কেহ ‘কর্ণ কোথায়’ এবং কেহ কেহ ‘ওরে দুরায়ন সূতনন্দন ! রণস্থলে অবস্থান-পূর্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর’ এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যাশ্র যোষণা কর্ণকে অবলোকনপূর্বক রোষকবায়িত লোচনে কাহতে লাগিলেন যে, ‘যাবতীয় নৃপ-সন্তানগণ এই অল্পবুদ্ধি পর্ব্বিচরিত সূতপুত্রকে সহ্য করুন। উহার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অধ্যস্ত বিপক্ষ, দুর্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল ; অতএব উহার প্রাণ সহ্য কর।’ পাণ্ডব-প্রেরিত মগরথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণবিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রামবিজয়ী লঘুহস্ত বলবান সূতনন্দন সেই কাশান্তকষমোপম অদ্ভুত সৈন্তসাগর ও মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না ; অত্যাশ্র শরবর্ষণপূর্বক অরতি সৈন্তগণকে নিবারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোষণা শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পনপূর্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ-পূর্বক সেই ভূপালগণ-নির্ম্মূল শরণাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষবর্গ সমরে যত্বেবান হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শরসমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও খোটকসমূহের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ-শর-নিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুচিত্তে শীতাদিত গোসমূহের আয় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য অশ্বসকল, গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্কস্থ শরগণের চতুর্দিকে বিকীরণ মস্তক-সমুদয়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোষণা ইতস্ততঃ নিহত, হত্যাশ্রম ও রৌরুত্যাশ্রম হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতিভীষণ যমালয়ের আয় বোধ হইতে লাগিল। এই সময় মহারাজ দুর্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বখামাকে কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন ! এই দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ষা ধারণপূর্বক বিপক্ষপক্ষীয় সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব-সেনাপতি কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। এই দেখুন, অর্জুন স্বীয় সৈন্তগণকে কঠিনকৈয়-নির্জিত অমরসেনার আয় কর্ণশরে নিশ্চিত দোখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোষণার সমক্ষে তাঁগকে বিনাশ করিতে না পারে, আপনি এরূপ উপায় অবলম্বন করুন।’ দুর্যোধন অশ্বখামাকে এই কথা বলিলে সেনাভিমুখীন দেবরাজের আয় অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পান্ডালগণে পরিবৃত্ত হইয়া, পুরন্দর ব্রতাহরের প্রতি যেক্রপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।’

কর্ণাৰ্জুনযুদ্ধ—কর্ণপরাজয়

যত্নবান্নী কহিলেন, ‘হে সজয় ! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জুনের সহিত স্পর্ধা ও তাহাকে

পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাহ্নবীর কালান্তক যম-সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! গজ যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জুন সেই ব্রহ্মবেগে সমাগত সূতপুত্রকে স্ববর্ণপুঙ্খ সবল শর-সমুদয়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদর্শনে সাত্ত্বিক ক্রুদ্ধ হইয়া সত্ত্ব তিন পরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিশং শাণিত শর নিক্ষেপ-পূর্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বামহস্তের অগ্রাঙ্গুলি বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভাবণ নারাচের ঝাঝাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কাশ্মুক নিপাতিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কাদও গ্রহণপূর্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে, অর্জুনকে শরনিকবে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে হস্ত্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক কর্ণ-পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতীকার-পরায়ণ বীরদ্বয় শরজালে চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। ত্রিবিধ নিমিত্ত বহু মাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, তৎকালে কর্ণ ও অর্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীরের ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্ত্ব তাঁহার করস্থিত কাশ্মুকের সূত্ৰদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অঙ্কে শমনসদনে প্রেরণপূর্বক সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কাশ্মুকবিশীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ব্রজকৌরব শ্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং নীলবিত-রক্ষা সত্ত্ব সেই অশ্বশীন রথ হইতে বরোহণপূর্বক কৃপাচার্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাজ কৌরবগণকীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারিদিকে পলায়ন

করিতে লাগিল। রাজা দুর্যোধন ভাগ্যদিককে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ‘হে ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণ ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। এই আমি স্বয়ং অর্জুনের স্বার্থ সমরাস্রমে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জুনকে পাক্ষাৎ গণের সহিত বিনাশ করিব। আজ আমি পাত্তবধবার সহিত সমবে প্রবৃত্ত হইব। অগ্ন্যাত্র পাত্তবধগণ যুগান্তকালের শ্রায় আমার বিক্রম দর্শন করিলে। আমার শরনিকর শলশ্রেণীর শ্রায় তাহাদের দৃষ্টি-গোচর হইবে। আজ আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা স্বর্ষাকালীন জলধর নিম্মুক্ত জলধারার শ্রায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিলে। হে বীরগণ ! তোমরা অর্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগপূর্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজই সমগ্রতরুণ মায়নকিয়ে দ্বারা তাহাকে পরাজিত করিব। মকরাকুল মগধব যেমন তীরভূমি অশ্রুক্ষেপে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজ আমার পবাক্রম সহ্য করিতে পারিলে না।’

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিয়া, অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া রৌষকষায়িতলোচনে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বখানাকে কহিলেন, ‘হে জ্ঞোজনন্দন ! ঐ দেখ, রাজা দুর্যোধন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পশ্চবৃত্ত অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধার্থ অর্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উহাকে দ্রুত নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জুন শরনিকরের পথবর্হী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিলেন; অতএব উনি নিশ্চোক-নিশ্চুক্ত ভীষণ ভুলজসদৃশ অর্জুনশরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উগাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন ! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্যোধনের অসহায়ের শ্রায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ দুর্যোধন শাদ্দুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর শ্রায় অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উগার জীবন-রক্ষা করা অতশয় সুকঠিন হইবে।’

হে মহারাজ ! ‘অদ্রবিশারদ অশ্বখান্য মাতুলের বাক্যব্রণেগনস্তর সত্ত্ব রাজা দুর্যোধনকে কহিলেন,

১। সজ্ঞকর—তাজা পাইলেই সজ্ঞকর গায়ের কাটাগুলি খাড়া হইয়া উঠে।

‘হে গাকারীপুত্র! আমি সতত তোমার হিতামুখানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাকে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্যোধন! অর্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, এক্ষণে আমিই ধনজয়কে নিবারণ করিতেছি।’

সমরপরাজয়ে ভীত দুর্যোধনের দিকার

দুর্যোধন করিলেন, ‘হে ব্রহ্মন! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে স্তম্ভনিক্রমে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দূরদৃষ্ট বশতঃই হউক বা যুদ্ধভীরু ও জ্যোতির্দীর প্রিয়ামুখান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুক্কষ্যভাব; আমাকে ধিক! বাক্যবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বরসম মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুবিদগণের অগ্রগণ্য অস্ত্র কোন বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি অমুচরবর্গের সহিত সৌমক ও পাকালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুলবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন, সৌমক ও পাকালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উগ্রাদিগকে এবং কেকয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা ধনজয় কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদের নিকটে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন! আপনি অবিলম্বেই উগ্রাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক বা পরেই হউক, আপনাকেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাকালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাকাল-শূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন! সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি

অমুচরগণসমবেত পাকালগণকে সংহার করুন। পাকাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অস্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সৌমক ও পাণ্ডবেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনজয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে পাকাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।’

ষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়

অশ্বখামার অভিযান

সময় করিলেন, ‘হে মহারাজ! দুহুদ্রুমদ জ্যোৎস্না নন্দন অশ্বখামা দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দেবাবধে ধ্রুপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অগ্রাভিনিপাতনে যত্নবান হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রও যে তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রামসময়ে সৈরুপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কপ ও হার্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে পাণ্ডবসেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষমধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে পারে; কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যাহুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজঃ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বলপূর্ব্বক বিপক্ষসেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীৰ্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনারদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে? তুমি নিতান্ত লুপ্ত, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ব-বিষয়ে শক্তি, অভিমানী ও পাপাশ্রয়; এই নিমিত্ত

সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক যাবান হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অতঃপরে আমি তোমার হিতসাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কেকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অতঃপরে চৌর্য, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহাদিত গোসমূহের স্থায় চতুর্দিকে ধাবমান হইবে। অতঃপরে আমি সংগ্রামে একরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহলোক জ্যোৎস্নাময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিমল হইবে। ফলতঃ অতঃপরে যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহার কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।’

যুদ্ধোদ্যমসহ অশ্বখামার যুদ্ধ

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বখামা আপনার পুত্র দ্রুপদকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হস্তের নিমিত্ত ধনুর্ধরদিগকে বিজাবণ পূর্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং কৈকেয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন, ‘হে মহারথগণ! তোমরা স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিয়া হস্তলাভ প্রদর্শনপূর্বক আমাকে প্রহার কর।’ বীরগণ জ্যোৎস্না কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষা জলধরের স্থায় সকলেই তাঁহার উপর অবিরল শরশষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বখামা যুদ্ধোদ্যম ও পাণ্ডবগণের সমক্ষেই তাহাদিগকে শর-নিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বখামার শরে ভাঙিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর যুদ্ধোদ্যম তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগভীরনিবন সুবর্ণালঙ্কারভূষিত সমরে অপরাধ একশত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যোৎস্নার প্রতি গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ‘হে নিকোথ আচাধ্যপুত্র! সামান্য যোগগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে? যদি বীরপুরুষ হও, তবে

আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণ সংহার করিব; তুমি কণকাল অবস্থান কর। প্রবল-প্রতাপশালী যুদ্ধোদ্যম এই বলিয়া অশ্বখামার প্রতি মর্ম্মভেদী সূতীক শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই যুদ্ধোদ্যম-নিষ্কিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বখামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর জ্যোৎস্না এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পদাহত পন্নপের স্থায় ক্রোধভরে অসন্তোষ-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ‘হে যুদ্ধোদ্যম! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; আমি অবিলম্বেই নারাচ দ্বারা তোমাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।’

অরতিনিপাতন অশ্বখামা যুদ্ধোদ্যমকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে একেবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধোদ্যম পাঞ্চালভনয় জ্যোৎস্নার শরনিকরে এইরূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে তর্জন করিয়া কহিলেন, ‘হে বিশ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে জ্যোৎস্নাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত জ্যোৎস্না জীবিত থাকিতে তোমাকে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সূত্রাত হইলে অগ্রে তোমার পিতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থিরচিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি শেষ বিদ্রোহবৃদ্ধি ও কোরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাদম! যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যহীন’ পরিত্যাগপূর্বক ক্ষত্রধর্ম্মাহুতনে তৎপর হয়, তোমার স্থায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।’

হে মহারাজ! যুদ্ধোদ্যম এইরূপে কটুবাণ্য প্রয়োগ করিলে দ্বিজোদম অশ্বখামা তাঁহাকে ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া ক্রোধারুণলোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন ভীষণ ভুজঙ্গের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাপরিত্র মহারথ যুদ্ধোদ্যম জ্যোৎস্নার শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না; প্রত্যুত বীর

ভুক্তবন অবলম্বন করিয়া অশ্বখামার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রোষপরায়ণ মহা-ধর্ম্মের বীরদ্বয় প্রাণপণে পরস্পর শরসন্নিপাত নিবারণ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিক্তচরণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বখামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর-বধার্থী বিকটবেশ বীরদ্বয় শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিতরূপে অতি তুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কান্দুক মণ্ডসৌকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্যমধ্যস্থ মাতঙ্গদ্বয়ের স্থায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই ভীকজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত কষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিতাপ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাত বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয়পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অখচতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষকদ্বয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া সম্রতপর্ব শরনিকর বিস্তার পূর্বক সহস্র সহস্র পাকাল সৈন্য বিভাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ দেববাজ ইন্দ্রের স্থায় অশ্বখামার সেই অদ্ভুতকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যাধিত হইল। তখন অশ্বখামা এক-কালে এক এক শত শরে এক এক শত পাকালকে ও সুশাগিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জুনের সমক্ষেই বহু-সংখ্যক পাকালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাকাল ও স্বজয়গণ অশ্বখামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বংসসমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বখামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের চায় গভীর গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্ঞাতশন যেমন যুগান্তকালে ভূত-সমুদয়ে ভয়াসং করিয়া সংহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞোণপুঞ্জ বহুসংখ্যক

বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরব-গণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজসদৃশ জ্ঞোণপুঞ্জকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।”

একষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়

জ্ঞোণযুদ্ধে পাণ্ডবপরাজয়—ভীমার্জুন অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বখামাকে পরি-বেষ্টন করিলেন। তদর্শনে হৃদ্যোধন জ্ঞোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ভীকজনের ভয়বর্জন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ত্রুঙ্ক হইয়া অঘট, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগুর্ভূদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধভূমিদে অত্যাধিক ও শুরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া কধিরধারায় রণক্ষেত্র কর্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যোধেয়, অত্রিঙ্গ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগপামৌ নারচনিকরে সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গ পর্বতের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিণ্ড-সকল বাণ্ড খণ্ড ও ইতস্ততঃ বিদ্যুৎমান হওয়াতে সমরভূমি জলম-ভুজঙ্গ-সদৃশে পরিবৃত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনকচিত্রিত ছত্রসকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমরভূমি চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকর্ষণ নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় জ্ঞোণের রথান্তিমুখে নিভয়ে ‘সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর’ ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর জ্ঞোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যান্ধ দ্বারা পাকালগণকে স্রোবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাকালগণ জ্ঞোণের অস্ত্রপ্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জুন তদর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জুন আচার্য্যের

দক্ষিণপার্শ্ব ও ভীমসেন বামপার্শ্ব অবলম্বনপূর্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডাল, যুজ্ঞ, মৎস্ত ও সৌমকগণ ভীম ও অর্জুনের অ্যুগমন করিলেন। তদর্শনে হৃষ্যোধনপক্ষীয় মহারথগণ সৈন্তগণসহ দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিগ্‌গুণ গাতরত অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্তগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জুন এই সুযোগে সেই কোরব-সৈন্যদিকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্তগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহাপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগপূর্বক অর্জুনভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ খাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা হৃষ্যোধন ও অছাশ্রয়োধগণ কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

বিষফ্যাখিকশততম অধ্যায়

সাত্যকি-সৌমদত্ত সমর

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সৌমদত্তকে অবলোকনপূর্বক ক্রোধভরে সাবৎথিকে কহিলেন ‘সূত! অবিলম্বে আমাকে সৌমদত্ত সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ কোরবান্নমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না।’ সারথি সাত্যকির আদেশায়ুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাত-সহিষ্ণু সিদ্ধদেবীয়া অশ্বসমুদয় পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে দৈত্যবধোজ্ঞ সুররাজের অশ্বগণ তাঁহাকে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহাকে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবল সৌমদত্ত সাত্যকিকে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ছায় শরবর্ষণপূর্বক জলধর দিনকরকে যেরূপ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন, সাত্যকিও অসম্ভ্রান্তচিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সৌমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সৌমদত্ত সাত্যকিকে ষষ্টিশরে বিদ্ধ করিলেন; সাত্যকিও তাঁহাকে শরজ্বালে বিদ্ধ করিতে

লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শর-নিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন কুহুমিত কিংকটকদ্বয়ের ছায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রৌষকষায়িতলোচনে পরস্পরকে দৃঢ় করিয়াই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্বক বারিবর্ষা অশ্বদের ছায় রণক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেন। ঐ বীরদ্বয় শরসঙ্কুল-কলেবর হইয়া শল্লকীদ্বয়ের ছায়, সুবর্ণপুষ্প শরে আচ্ছন্ন হইয়া খতোভাবৃত বৃক্ষদ্বয়ের ছায় এবং শরসন্দীপিত দেহ হইয়া উদ্ধা-সমনেত কুঞ্জরদ্বয়ের ছায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সৌমদত্ত অর্ধচন্দ্র-বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদনপূর্বক প্রথমতঃ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্বীর তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্তর সূদৃঢ় অশ্ব শরাসন গ্রহণপূর্বক সৌমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্তবদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্ধর সৌমদত্তের শরাসন ছেদনপূর্বক নতপর্ব সুবর্ণপুষ্প শত বাণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ সৌমদত্তও সত্তর অশ্ব চাপ গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সৌমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সৌমদত্তও তাঁহাকে শরজ্বালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির রক্ষার্থ সৌমদত্তকে দশ বাণে আহত করিলেন; সৌমদত্ত তদর্শনে অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সৌমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সূদৃঢ় ভীষণ পরিঘাত পরিত্যাগ করিলেন। কুরুকুলোদ্ভব সৌমদত্ত তদর্শনে হস্তমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাত ছই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহনির্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিল হইয়া বজ্রনিদারিত ভূধরশিখরের ছায় পতিত হইল।

সাত্যকি-শরে সৌমদত্ত সংহার

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্ল সৌমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন

করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজসদনে প্রেরণ-পূর্বক আনতপূর্ব ভিন্ন দ্বারা সারথির মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রছলিত পাবকসদৃশ অতি ভয়ানক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্রোন-পক্ষীর স্থায় মহাবেগে সোমদন্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদন্ত সাতাকির সেই শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কোরবপক্ষ্যে সৈন্তগণ সোমদন্তকে নিহত নিরাক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথ-সমভিবাগারে সাতাকির প্রতি ধাবমান হইল।

দ্রোণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—কৃষ্ণের সামরিক উপদেশ

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদয় প্রভঞ্জন ও মহতী সেনা-সমভিবাগারে দ্রুতবেগে দ্রোণ-সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিক-পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কোরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত্র সাত বাণে দ্বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির কোষভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির-শরে অতিমাত্র বিদ্ধ দ্রোণ ক্রোধে ক্ষণকালেহনপূর্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির সর্বর অস্ত্র এক স্ফূট শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। আচার্য্য এইরূপে যুধিষ্ঠির-শরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবলম্বন হইয়া রহিলেন এবং ক্রিয়াক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভুজঙ্গের স্থায় নিখাস পরিত্যাগপূর্বক বায়ব্যাঘ্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীকচিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়ব্যাঘ্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণাচার্য্য সর্বর অস্ত্র কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঞ্জর যুধিষ্ঠির শাণিত ভ্রমে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বামদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! আমি আপনাকে

যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্বদা আপনাকে ধৃত করিবার জন্ত যত্ন করিতেছেন; অতএব উহার সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্তব্য নহে, বিশেষতঃ যিনি উহার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি উহার বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুঘোথনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অশ্ব কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কোরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বামদেবের বাক্যশ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেনসমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অস্ত্রকের স্থায় কোরব-সৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনসদৃশ রথ-নির্ধোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পাণ্ডি গ্রহণ করিলেন; এ দিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষসময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।”

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়

দীপালোকে অতিমাত্র শোভাম্পন্ন নৈশ-সমর

সমুদয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রাবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও ধূলিপটলপ্রভাবে চতুর্দিক্ সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয়প্রধান যোদ্ধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অহুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—ইহারা উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণকে ক্লুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারিদিকে ধাবমান হইল এবং স্বলিতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রধান প্রধান বীরগণ ও অস্ত্রাশ্রয় প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমিরপরিপূর্ণ সমরস্থলে নিভাস্ত শক্তি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।”

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সজ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকারপ্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনভেজা: হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্বপক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?”

সজ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য-সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাত্তাগে এবং অশ্বখামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্ধ্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিগণকে শাস্ত্রবাদ প্রয়োগপূর্বক কহিলেন, ‘হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র-শস্ত্রপরিচালা করিয়া প্রজ্জ্বলিত প্রদীপসমুদয় গ্রহণ কর।’ পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্টমনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিজাঘর, অঙ্গর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্‌দেবতারা এবং দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসৌকর্য্যের লজ্জা সুগন্ধি তৈলসংযুক্ত প্রদীপ-সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যসকল অগ্নিপ্রভা এবং মহাহাঁ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মাজ্জিত দিবা শস্ত্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতিগণ কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যাদাম-মণ্ডিত মেঘমণ্ডলের স্থায় নিরীক্ষিত হইল।

এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হতাশনসদৃশ তেজস্বী দ্রোণ ভাৱাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপপ্রভায় সুবর্ণময় আভরণ, নিক, বিশুদ্ধ তুণীর ও শস্ত্রসমুদয় প্রতিকলিত

হইতে লাগিল এবং সৈকা, গদা, স্তম্ভ পরিঘ ও শক্তিমধ্যে প্রতিকলিত হইয়া রশ্মিমালা দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, আস, দীপ্ত মহোদ্ভা ও দোহল্যাময় সুবর্ণমালা সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ-প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্রসমুদয় বীরগণ কর্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিজ্ঞানের স্থায় প্রভাঙ্কাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রু-সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত-কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ-সঞ্চালিত অশ্রুদের স্থায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল-সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনলপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাঙ্করের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব-সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণও কৌরবপক্ষীয় বল-সমুদয় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেইরূপ কার্য্যের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতি গজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল। হে রাজন! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদয় সৈন্য প্রদীপ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাঙ্করাভিগুপ্ত* হতাশনের স্থায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষীয় প্রদীপপ্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সমুদয়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যসমুদয় সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অঙ্গর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোকপ্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রামস্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর ও সিদ্ধগণ এবং রণনিহত দেবলোক-প্রস্থানোত্তম যোধগণে একান্ত

সমাকুল হইয়া সুরলোকসদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল, দীপ-সমুদয়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলসঙ্কুল, সংরক্ত যোধগণে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নর, নাগ ও অশ্ব-সম্পন্ন বলসমুদয় সুরাসুরবৃহৎর স্থায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তিসকল প্রচণ্ড বায়ু, মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর গর্জন মহা নির্বোধ ও রুধিরপ্রবাহ অশ্বধারাস্বরূপ^১ প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্নকালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বথামা সেই অনলকয় সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।”

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়

বহু রথিরক্ষিত দ্রোণের পাণ্ডবসহ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই ধূলিজাল-সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপশিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথিসকল পরস্পর বিনাশ-মানসে শত্রু, প্রাস ও অসি ধারণপূর্বক তথায় সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্নশচিত স্বর্ণদণ্ড ও দেবগন্ধর্ব-গৃহীত গন্ধতৈল-সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল প্রদীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহ-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা প্রাপ্ত হইল। মথোদ্ধাসকল লোকের অভাবে বহুসংখ্যকে দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রকলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদৌষ-সময়ে পাদপ-সমুদয় খণ্ডোত-পরিপূর্ণ হইয়া যেক্রপ শোভমান হয়, দিগ্বাণল প্রদীপ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্যোধনের আদেশানুসারে গজারোহিণ গজারোহিণের সহিত, অশ্বারোহিণ অশ্বারোহিণের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের সহিত কুতূহল সংকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জুন সত্তর মহীপাল-গণকে বিনাশ করিয়া কোরবসৈন্যদিককে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্বন্দ্ব একান্ত অদরিদ্র মহাবীর অর্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কিরূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্তব্য অবধারণ করিল? আর কোন্ কোন্ বীর অর্জুনের সম্মুখগমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে জ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন? হে সঞ্জয়! মহাবীর জ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ-চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বাম-চক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাৎপাশ্বে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করিয়াই যেন পাকালসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধুমকেতুর স্থায় ক্রোধপ্রবিষ্ট হইয়া পাকাল মহারথদিককে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর জ্রোণ কিরূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি বিপক্ষদিককে অব্যগ্র, অপরাজিত ও দ্রষ্ট এবং মৎপক্ষীয় রথিগণকে রথশূন্য ও অস্থান্য যোদ্ধাদিককে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ^১ বলিয়া নির্দেশ করিতেছ।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! রাজা দুর্যোধন যুদ্ধার্থী জ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশবদ ভ্রাতা, মহাবল-পরাক্রান্ত বিক্রণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্বন্দ্ব ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগণকে কহিলেন যে, ‘তোমরা সযত্নে জ্রোণাচার্য্যের পশ্চাৎপাশ্বে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। হার্দিক্য তাঁহার দক্ষিণচক্র, শল্য বামচক্র এবং মৃত্যুপ্রাপ্তি ত্রিগর্ভদেবী মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগরক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল, বিশেষতঃ পাকালগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তোমরা একমত অবলম্বনপূর্বক তাঁহাকে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশালী। সৌম্যগণ সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে জ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান হও। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ

নহে। অতএব দ্রোণপণে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সৌমক ও সৃষ্ণয়গণকে সবলে উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃষ্ণয়গণ নিহত হইলে অশ্বখামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অর্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ষধারী ভীমসেন প্রভৃতি অবশিষ্ট পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অচ্যুত যোধগণ সহসা হীনবীর্য ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।’

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দ্রুপদ্যোজন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়গণকীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জুন কৌরব সৈন্যগণকে এবং কৌরবগণ অর্জুনকে নানাবিধ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃষ্ণয়গণকে সরতপর্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পর-প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাকাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্দ্রনাদ সমুদ্ভূত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেকূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।”

পঞ্চাশত্যধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—যুধিষ্ঠির পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে সেই সর্বভূতবিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব, পাকাল ও সৌমকগণকে সম্মুখাভিষেকিত ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাকাল ও সৌমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্বংপক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমাম্বুধারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ষা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সংগ্রামনিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিকে মস্ত-ধিপের স্থায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুর্দিকে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দ্রুপদ্যোজন জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিতাস্ত্র শমনের স্থায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্বযুদ্ধ-বিশারদ যোধগণাগ্রণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীকে, দ্রুপদ্যোজন ময়ুরসর্বণ অশ্বগংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিদ্যাকে, পিতৃভৃত্য প্রভাবশালী অশ্বখামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদাযুগগণে পরিবৃত্ত দ্রোণ-গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ত্রুক্ষুচিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণনিধনার্থ সমাগত বিরটকে, নিশাচরপ্রধান অলম্বুষ যোধ-গণাগ্রণ্য মহারথ অর্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অচ্যুত বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় অচ্যুত বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুলতনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাকালদেবীয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অরতিমর্দন ধর্ম্মরাজ দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গজারোহী যোধগণ বিপক্ষপক্ষীয় গজারোহিণীর সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পদ্মবান পর্বতের স্থায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিণ প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অশ্বারোহিণীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা, মুঘল প্রভৃতি নানাতন্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধত অর্ঘ্যকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবর্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হৃদিকাকে প্রথমতঃ পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবর্ষা ধর্ম্মরাজের আশ্বালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভদ্রাস্ত্রে তাঁহার কাশ্মুক ছেদনপূর্বক তাঁহাকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সত্তর অস্ত্র শরাসন

এ গ্রহণ করিয়া দশ শরে হাদিকোর বাহ ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হাদিক্য ধর্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে সাত শরে নিপীড়িত করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার কাশ্মুক ও শরশৃষ্টি ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠির-নিষ্ক্রিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বক্ষীকমধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভূগের শ্রায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হাদিক্য নিমেষমধ্যে অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমতঃ ষষ্টি ও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাশ্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুল্লগসদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব-প্রেরিত হেমচিহ্নিত শক্তি হাদিক্যের দক্ষিণ ভূদণ্ডে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কাশ্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শরনিকরে হাদিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ষষ্টিপ্রবর মহাবীর হাদিক্য তদর্শনে ক্রোধভরে নিমেষাধ্বমধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; হাদিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণদণ্ড তোমর গ্রহণপূর্ব্বক সশর কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হাদিক্য যুধিষ্ঠির-গরিত্যাক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হস্তমুখে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শরনিকরে ধর্ম্মনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হাদিক্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অশ্বর-তলপরিদ্রষ্ট তারকাস্তবকের শ্রায় ধরাতলে স্থলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্নবর্ম্মা, রথশৃঙ্খ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবলিখে রণস্থল হইতে অপহৃত হইলেন। মহাবীর হাদিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-সমুদয় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়

সাত্যাকিসমরে ভূরির নিধন

সমুদয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মন্তমাতঙ্গবিক্রম মহারথ সাত্যাকিকে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যাকি তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহে শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধচূর্ণদ সাত্যাকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রোধান্বিত অন্তকসদৃশ মহাবীরদ্বয় রোষরক্তনয়নে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত এবং সুদারুণ শরশৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাজনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বণ্ডকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যাকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিধণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে ‘ধাক্ ধাক্’ বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রুশরে ছিন্নশরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অশ্ব কাশ্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যাকিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যাকি শত্রুশরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যাকি-নিষ্ক্রিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণকলেবর হইয়া আকাশদ্রষ্ট, দীপ্তরশ্মি’ মঙ্গল গ্রহের শ্রায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

অশ্বখামার শরে ঘটোৎকচ পরাজয়

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বখামা দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে ‘ধাক্ ধাক্’ বলিয়া তর্জ্জন করিয়া জলধর যেক্রপ পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তক্রপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বখামাকে সাত্যাকির রথভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ

পরিভ্রাণপূর্বক করিলেন, 'হে জ্যোতনন্দন। তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর, প্রাণসঙ্গে আমার নিকট হইতে অস্ত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কালিকায় যেমন মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ আমি তোমাকে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন! আমি অস্ত্রই তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই।' রোষতাত্ত্বিক অরাজিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বখামাকে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করাস্ত্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ জ্যোতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর রথাস্ত্রপরিমিত ইযুজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জ্যোতপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষসনির্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাঁহার উপর এক শত মর্শভেদী সূতীক্স শর পরিভ্রাণ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরমধ্যে সলোম শল্লকীর স্থায় শোভা পাঠিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্টচেষ্টে অশ্বনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্রাস্ত্র, নারাক, বরাহকর্ণ, নাদীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শরসমূহে অশ্বখামাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা অনাকুলিতচিন্তে দিবা মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিভ্রাণপূর্বক সমীরণ যেমন জলধরপটল চিন্ন-চিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসনির্মুক্ত অশ্বনিসমিত সুছঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শরসমুদয় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীরদ্বয়-নির্মুক্ত শর-সমুদয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য ক্ষুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল সন্ধ্যাসময়ে খচ্ছাতপুঞ্জ বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে জ্যোতপুত্র শরজাল দ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের স্থায় অশ্বখামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি-সদৃশ দশ বাণে জ্যোতনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বখামা পাটতর বিদ্ধ ও ব্যাধিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের স্থায় বিচলিত হইতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ

জ্যোতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও যজ্ঞয়গণ অশ্বখামাকে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বখামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কাশ্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিশেষে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ জ্যোত-নির্মুক্ত শরে পাটতর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহাকে বিমোহিত দেখিয়া সসম্মে অশ্বখামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বখামা এইরূপে রাক্ষসেন্দ্রে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিভ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধ সমুদয় কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের স্থায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

ভীম-দুর্যোধন যুদ্ধে দুর্যোধন পরাজয়

অনন্তর রাজা দুর্যোধন আচাধ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহার উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজালসমাবৃত চন্দ্র-সূর্যের স্থায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাণী দুর্যোধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া আশ্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাড়ের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে সন্নতপর্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্যোধন তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র স্পৃগু শরাসন গ্রহণপূর্বক ধ্বজরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্যোধন-বিমুক্ত শর-সমুদয় ছেদন করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি দ্বিজকান্দ্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাশ দ্বারা ভীমের কাশ্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ধনু গ্রহণপূর্বক রাজা দুর্যোধনকে

নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন সত্বর তাঁহার সেই কাশ্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্যোধন পাঁচবার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন হ্রি হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্বলোহময় হৃদয় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনীতুলা হতাশন-সমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন দুর্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধপথে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভাবিশিষ্ট গুরুতর পদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাধাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্যোধন ভীমের পরাক্রম-দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপূর্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন; ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জনপূর্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিকে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় যোধগণের আর্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর-সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, সঞ্জয় ও চৌদ্রিগণ দ্রোণের বিনাশবাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির-নিমগ্ন পরস্পর প্রহার-নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষদলের সহিত জোপাচার্যের তুয়ল সংগ্রাম হইতে লাগিল।”

সপ্তমর্ষ্যাদিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-সহদেব সমর—সহদেব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে জোপসরিধানে আগমন

করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহাকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন; মহারথ কর্ণও তাঁহাকে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার জ্যাপম্পন্ন কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাজীপুত্র সত্বর অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব-সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাক্রে সারথিকে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথশূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হস্তমুখে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ভেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক সুবর্ণখচিত অতি গুরুতর ভীষণ পদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেবপ্রেরিত পদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপপূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব পদা নিক্ষেপ হইল দেখিয়া সত্বর কর্ণের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শরনিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাজীতনয় সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্বক রোযানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই বাল্যচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ-পূর্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদগু, যোক্ত, বিবিধ যুগ, হস্তীর পদাদি অঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্যসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কর্ণও শরনিকর বর্ষণপূর্বক তৎ-সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাজীতনয় আপনাকে আয়ুধশূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হস্তমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ‘হে সহদেব! তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত রথিগণের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুলা ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য। হে মাজেয়! তুমি আমার বাক্যে

কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।' মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কাম্বুক-কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—‘হে সহদেব! এ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্নসহকারে কোরব-গণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।’

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এইরূপ কহিয়া হস্তমুখে পাঞ্চাল-সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আৰ্য্য্য কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণ-শরে নিপীড়িত, বাক্শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর পাঞ্চালদেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টমস্তম্যাদিকশততম অধ্যায়

শল্যকর্তৃক বিরাটভ্রাতা শতানীক-সংহার

সমুদয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ জ্যোতিষ্যের আক্রমণার্থ সৈন্য সমাগত বিরাট নৃপতিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্বে বলি ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়া ছিল, এক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্বরের তরুণ যৌবনের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বর নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট-নৃপতিকে আঘাত করিলে, বিরাটরাজ প্রথমতঃ শাণিত নয় শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাট-রাজের চারি অঙ্গ বিনাশপূর্ব্বক দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাটনৃপতি লক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাম্বুক বিস্ফারিত করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক-সমন্বয়ে রথারোহণে মদ্ররাজসমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে, বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভবে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাটনৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মুচ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বর সমরাজ্ঞন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব-সৈন্য শলাশরে নিভাস্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদর্শনে সত্বর শল্য-সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসে অলম্বুয় তুরঙ্গবদন ঘোরদর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তাদ্রি ধ্বজপটপরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঝঙ্কচক্র-সংযুক্ত, বিচিত্রপক্ষ, বিকটাক্ষ, অনবরত শকারমান, গৃধ্ররাজ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজদণ্ড-সম্পন্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, লোহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের প্রতি ধাবমান হইল। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তরুণ সেই বিদগ্ধিত অজ্ঞান-পুঞ্জসদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অর্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জুনের কাক, গৃধ্র, বক, উল্লুক, কক ও গোমায়ুগণের হর্ষবর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতিকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জুন চয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শবে ত্রিবেণু, এক শরে কাম্বুক ও চারি শরে অশ্ব-চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহাকে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জুন-শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মহুগণের প্রতি শর-নিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে জ্যোতিষসন্নিধানে ধাবমান হইলেন। জ্যোতিষ্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত

হইয়া সমীরণোন্মূলিত মহৌরুহ-সমুদয়ের ছায় তৃতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্বশেন সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযুথের ছায় সমর পরি-
ত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইল।”

একোনসপ্ততাদিকশততম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কোঁরব-সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচ্য দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুলকুমার নতপর্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ষ্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্বশেন সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ষ্মবিহীন হইয়া নিশ্মৌক-নির্মুক্ত ভুজগের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্রসেন বর্ষ্মহীন ও শরাসনবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতিবিদারণ অগ্ন শরাসন গ্রহণপূর্বক শতানীককে নতপর্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাত্তি করিলেন। বলবান চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণপূর্বক নকুল-তনয়কে পঞ্চাংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসনবিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বুঘসেন মহারথ রূপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন যষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; বুঘসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ রূপদরাজের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকীদ্বয়ের ছায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুন্ড্র নতপর্ব সরল শরনিকরের আঘাতে তাঁহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্রুত কল্পবৃক্ষদ্বয়ের ছায় ও বিকসিত কিংকদ্বয়ের ছায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বুঘসেন রূপদকে প্রথমতঃ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক একবারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিয়া বর্ষমান মেঘের ছায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর রূপদ রূদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বুঘসেনের শরাসন ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অগ্ন এক সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তুগীর হইতে সুবর্ণবর্ণ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজনপূর্বক সোমকগণকে ভীত করিয়া রূপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বুঘসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল রূপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বহুখাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্তব্য স্মরণপূর্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাকালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কোঁরব সৈন্যেরা সেই ভাষণ রজনীযোগে বর্ষ্মহীন রূপদ-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ-সকল ইতস্ততঃ প্রচ্ছলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘশাশ্বতাকাশ-মণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গদ-সকল চতুর্দিকে নিপতিত থাকিতে সমরভূমি তখন বর্ষাকালীন বিদ্যাদামরজিত জলদপটলের ছায় শোভা ধারণ করিল। তারকাহরের সংগ্রামসময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তরুণ সোমকগণ বুঘসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্নকালীন মার্ভণ্ডের ছায় শোভা ধারণ করিলেন। কোঁরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় সহস্র নরপতিমধ্যে একমাত্র বুঘসেন স্বীয় ভেজঃপ্রভাবে প্রচ্ছলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক-মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ। এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ
দুঃশাসন প্রতিবিদ্যাকে অরাতিনিধনে নিতান্ত তৎপর
দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই
বীরদ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নিম্নলি
নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রচার্যের আশ্রয় শোভা পাইতে
লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতিভীষণ কার্য্যে
প্রবৃত্ত প্রতিবিদ্যার ললাটে তিন শর নিক্ষেপ
করিলেন। মহাবীর প্রতিবিদ্যা দুঃশাসনের শরে
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শূলবান পর্ব্বতের আশ্রয় শোভা
প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমতঃ নয় ও
তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার
পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিদ্যার অঙ্গগণকে
নিপাতিত করিয়া এক ভল্লৈ তাঁহার ধ্বজ ও সারথির
মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, ভূগীর, রথী ও
যোদ্ধা সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা
প্রতিবিদ্যা রথবিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান-
পূর্ব্বক অসংখ্য শরনিক্ষেপপূর্ব্বক আপনার পুত্রের
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর
দুঃশাসন তদর্শনে ক্ষুরপ্রা অন্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার
কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহাকে দশ শরে তাড়িত
করিলেন। অনন্তর প্রতিবিদ্যার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে
রথবিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল বৈশ্য-সমভি-
বাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন
প্রতিবিদ্যা ঋতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ-
পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে কৌরবপক্ষীয়েরা
দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে
আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষ-
গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে
মহারাজ। সেই ঘোরতর রজনীবোপে পাণ্ডবগণের
সহিত কৌরবগণের যমরাজ্যবর্দ্ধন ভূমূল সংগ্রাম
আরম্ভ হইল।”

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

সকুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। ঐ সময়
মহাবল সুবলন্দন নকুলকে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত
দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক ‘ধাক্ ধাক্’

বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন। তখন
সেই বদ্ধবৈর মহাবীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার
করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক
পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে
আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেক্রপ শর-
প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষাবল প্রদর্শন-
পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।
তখন সেই বীরদ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-কলেবর
হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও শাল্মলী বৃক্ষ-
দ্বয়ের আশ্রয় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের
বর্ষ্ম শরনিকবে ছিন্ন-ভিন্ন ও কলেবর কধিরধারায়
সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও
বিকসিত কিংক-পাদপদ্বয়ের আশ্রয় বোধ হইতে
লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচনযুগল বিস্তারপূর্ব্বক
রোমানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন কুটিলভাবে
পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলন্দন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া হস্তমুখে নিশিত কণ্ঠদ্বারা নকুলের হৃদয়
বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল ভ্রম্মিক্ষিপ্ত
কণি অগ্নে পাচুতর বিদ্ধ হইয়া বথমধ্যে বিষন্ন
ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী
নকুলকে বদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ধাকালীন
জলদের আশ্রয় পভীর গর্জন করিতে লাগিলেন।
কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞালানপূর্ব্বক
ব্যাদিতবদন কৃতান্তের আশ্রয় পুনরায় শকুনির প্রতি
ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধধরে তাঁহাকে যষ্টি শরে
বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বহঃস্থল ভেদ করি-
লেন; তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ ছুই
খণ্ডে ছেদনপূর্ব্বক সশর ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া
ফেলিলেন; অনন্তর পীঠ নিশিত একমাত্র শরে
তাঁহার উরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শোনের আশ্রয়
তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথমধ্যে নিপাতিত করিলেন।
তখন সুবলতনয় নকুল-নিক্ষিপ্ত শরে পাচুতর বিদ্ধ
হইয়া, নায়ক যেমন কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ
ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গনপূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে
লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন ও
রথমধ্যে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে
অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদর্শনে অমরচরগণ-
সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্বাদে দীৎকার করিতে
লাগিলেন।

হে মহারাজ ! মহাবীর নকুল এইরূপে শকুনিকে পরাজিত করিয়া সারথিকে সন্দোহনপূর্বক কহিলেন, 'হে পুত্র ! তুমি এক্ষণে আমাকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর।' সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা-
মাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্বচালন করিতে লাগিল। এ দিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীকে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহা-
বেগে যুদ্ধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শিখণ্ডী কৃপাকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্তমুখে নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে প্রথমতঃ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্বের শত্রুরাম্বর ও সুররাজ ইন্দের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীঃধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার বর্ষাকালীন জলদের স্থায় নভোমণ্ডল শরবৃষ্টি-
দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোররজনী কালরাত্রির স্থায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কৃপা-
চার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি রুদ্রদণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কৰ্ম্মার-
পরিমার্জিত, এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্যানিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য স্বয়ং অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণপূর্বক শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য-নির্ম্মুক্ত শরজাল-
প্রভাবে অবসর হইয়া রথमध्ये অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহাকে অবসর নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাকাল ও সৌমকগণ ক্রপদতনয়কে একান্ত অবসর ও সমরে বিমুখ অব-
লোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করি-
লেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বল-
সমভিষাঘারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়দিকে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরম্পর সম্মুখীন রথিগণের মেঘগর্জ্জন

সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিণী পরম্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয়কম্পিত কামিনীর স্থায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। যেমন বায়সেরা শলভ-সমুদয় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথাদিগকে, মত্তমাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহিণী অশ্বারোহী-
দিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাজনে তুমুল শব্দ সমুথিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপসকল অন্ধরশ্মলিত মহোদ্ধা-সমুদয়ের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত রজনী প্রদীপপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের স্থায় শোভমান হইল। দিবাংকর যেমন জগদ্বাপ্ত গাঢ় ভিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপসকল সমরভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল ও দিগ্গণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোক-প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্শা ও মণিশমুদয়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ ! সেই ঘোরতর যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞান-বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ-
বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিন্যেকে, ভাগিন্যে মাতুলকে এবং আত্মীয় আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম শৃঙ্খলাশূন্য ও ভীকরণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।"

—

একসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক ক্রমসেন বধ

সম্ভব করিলেন, "হে মহারাজ ! এইরূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সূদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্বক বারংবার জ্যা আকর্ষণ করিয়া জোণাচার্য্যের সুবর্ণবিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাকাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে জোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুত্তত দেখিয়া ক্রপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদর্শনে আপনার পুত্রেরাও

পরম যত্ন সহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রজনীযোগে উভয়পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্লান্তবৎ', অতি ভীষণ সমুদ্রস্থয়ের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লৈ তাঁহার ভাষর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণশরবিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে সেই ছিন্ন কার্য্যুক পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া আচার্য্যের বিনাশবাসনায় অশ্রু এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতান্তকারী শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের স্থায় সৈন্ত-সমুদয়কে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোরতর শর সন্দর্শন করিয়া 'দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক', এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিষ্মুক্ত শর আচার্য্য-রথ-সমীপে না আসিতে আসিতেই ছাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরচ্ছেদন করিয়া তাঁহাকে শাপিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অথথামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্্যোধান বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লৈ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহারথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ। ঐ সময়ে মহাবীর ক্রমসেন সাতশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ-তনয় ক্রমরাজের প্রতি অতিভীক্স সুবর্ণপুখ প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লৈ তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তালফল যেমন বাতাহত হইয়া

ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ক্রমসেনের দংশিতাধর' মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লৈ বিচিত্রযোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গুলচ্ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোমকষায়িতলোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কর অশ্রু শরাসন গ্রহণ ও শরবর্ষণপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় অশ্রু ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল-পুত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কোরবপণ্যীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহাকে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধদুঃখদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শরগণের সম্মুখে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া 'পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর' বলিয়া আফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের স্থায় বলবান সাত্যকি ও মহাশ্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়প্রধান সাত্যকি রথনির্ব্বোধ্য ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন-শব্দে বহুধা কম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাট, কর্ণি, নারায়ণ, বৎসদশু ও কুরুপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমতাব হইল। তখন আপনাদ পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া ক্রমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীয়াশালী ক্রমসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ

তদর্শনে বুধসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুঞ্জশোকা-
কুলিতচিত্তে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিতে লাগি-
লেন; মহারণ যুযধানও কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া
তাঁহাকে বিবিধ বাণে বাধবার বিদ্ধ করিলেন।
অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে
বুধসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও
শরাসনদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর
কর্ণ ও বুধসেন সত্তর অতি ভীষণ অস্ত্র শরাসনদ্বয়
গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দিক্ হইতে নিশিত
শরনিকর বর্ষণপূর্বক সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি-বধে কর্ণের কূট-কল্পনা

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর
সংগ্রামসময়ে পাণ্ডবের ভীষণ নিশ্চয় অনবরত শ্রবণ-
গোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথ-নির্বোধ্য ও
পাণ্ডবনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্যোধনকে
কহিলেন, 'হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর
ও কোরবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া পাণ্ডবধ্বনি
করিতেছে; অর্জুনের পর্জ্ঞাননির্বোধ্যসদৃশ রথ-
নির্বোধ্যও ঐতিগোচর হইতেছে; অতএব বোধ
হয়, ধনঞ্জয় স্বকর্ষাসাধনে সমুচ্চত হইয়াছে।
ঐ দেখুন, কোরবসৈন্যগণ অর্জুনশরে বিদীর্ণ ও
ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই
একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না।
সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে,
তদ্রূপ অর্জুন শরজাল বিস্তারপূর্বক উহাদিগকে
ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জুনকে
প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার
স্তায় বিদীর্ণ হইতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন,
যোদ্ধৃগণ পাণ্ডবনির্যুক্ত শরনিকরে নিপাতিত এবং
কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের
কোলাহল এবং অর্জুনের রথসম্মিথানে নভোমণ্ডলে
মেঘগর্জনের স্থায় চুন্ডুভি-নির্বোধ্য, হাহাকার শব্দ ও
সিংহনাদ ঐতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি
আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর
পাণ্ডালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোতাচর্যের সহিত সমরে
প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত
হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে
বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই

আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ!
আমরা সকলে সমবেত হইয়া অভিমত্যাগে যেরূপে
সংহার করিয়াছি, ঐ বীরদ্বয়কেও সেইরূপে সংহার
করা আমাদের কর্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিকে
বহুসংখ্যক কোরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া
জ্যোৎস্নাস্থাতিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব
আপনি সাত্যকি-সম্মিথানে বহুসংখ্যক রথিগণকে
প্রেরণ করুন। সাত্যকি অসংখ্য মহারণপরিবৃত্ত
হইলে ধনঞ্জয় আর তাহাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে
না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিকে বিনাশ করিবার
নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ
করুন।'

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আশ্রয় রাজা
দুর্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিকে
সহোদনপূর্বক কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি দশ
সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত্ত হইয়া ধনঞ্জয়-
সম্মিথানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্বিসহ, সুবাহু
ও দুর্মর্ষণ—ইহারা বহুসংখ্য পদাতিসৈন্য-পরিবৃত্ত হইয়া
তোমার অমুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব
ও বাহুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল!
দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা
করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর
করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্বে মহাবীর
কান্তিক্যে যেমন অমুরগণকে সংহার করিয়া-
ছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ
কর।' হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা
দুর্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ
বহুসংখ্যক সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিবাহারে
পাণ্ডুসংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন
পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর
সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য
সৈন্য-সমভিবাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া
সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন; আপনার পক্ষীয়
অস্ত্রাশ্রয় বীরগণও সমবেত হইয়া সাত্যকিকে পরিবেষ্টন
করিলেন। ঐ সময় মহাবীর জ্যোৎস্নাধ্বজের প্রতি
গমন করিয়া তাঁহার ও পাণ্ডালগণের সহিত ঘোরতর
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধতর্ষ্মদ কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ সূর্য ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিবাাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দিক্ বেষ্টন-পূর্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধতর্ষ্মদ মহাধর্ম্মর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগপূর্বক সন্নতপর্ব বিশিখনিকর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজসমূদয়ের গুণ্ড, অশ্বগণের ঐবা ও বীরগণের কেয়ুরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য খেতচ্ছত্র ও চামরনিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালামণ্ডিত নভোমণ্ডলের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চাঁৎকারের স্থায় তাহাদিগের তুমুল শব্দ সমুপ্ত হইল। সেই শব্দে রণভূমি পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্যোধন সাত্যকি-শরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, “হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুপ্ত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্বসঞ্চালন কর।” সারথিও তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্রম বিচিত্রযোদ্ধা রাজা দুর্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর সাত্যকি শোণিতলোলুপ ষাণ্ণিত দ্বাদশ শর আকর্ষণ-পূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্যোধন শৈলেনয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমম্বিতচিত্তে তাঁহাকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অভূত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে আপনার মহারথ পুত্র

দুর্যোধনের বক্ষস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থানপূর্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশ্চিত পক্ষাঘাত শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক সেই দুর্যোধন-প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভ্রমে তাঁহার শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন রথ ও কাম্যুর্কিবহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ষ্মার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে দুর্যোধন সমরপরাস্থ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরবসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানা শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কালপ্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জুন শকুনিকে সমরে পরাস্থ করবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষক্ষয়িত্তলোচনে বিংশতি শরে অরাতিঘাতন অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন বিংশতি বাণে শকুনিকে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধর্ম্মজারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতিনিশ্চিপ্ত শরনিকর নিবারণপূর্বক বজ্রসম সায়ক সমুদয়ে আপনাদের যোধগণকে সাংহর করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্ন ভূজ ও কলেবর দ্বারা কুহমে সমাবৃত, কিরীট-কুণ্ডলাগুত, নিকচুড়ামণি-বিভূষিত, উদবৃত্তলোচন^১ ও দংশিতাধর^২ মস্তক-সমুদয় দ্বারা চম্পকবিগ্ৰহ পর্বতসমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুলবিক্রম অর্জুন সেই দুর্করকর্ম্ম সম্পাদনান্তর নতপর্ব পাঁচ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উল্কের দেহ বিদাবণপূর্বক সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয় শমনসদনে প্রেরণ

১। বিবর্তনহ—চক্ৰ ঘোরান। ২। দাঁত দিয়া কামড়ান ঠাঁট।

করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে বীভৎস^১-শরে অশ্ব-বিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ-পূর্বক উল্কেয় রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুখিত মেঘদ্বয় যেমন পর্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ একরথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উল্কে অৰ্জুনের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণপ্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অৰ্জুন-বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শক্তিহীন দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত^২ রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেক স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্বক সন্ত্রস্তচিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাহুবল ও ধনজয় আপনার যোদ্ধাবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্নমনে শঙ্খনিদা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহার শরাসনমোক্ষী^৩ ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণপূর্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ যেমন অশুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোবব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কোরবসৈন্য নিহত হইলে সমরাস্ত্রনে উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণীসদৃশ ঘোরতর শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর, অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কোরবসৈন্য বিদারণপূর্বক দেবগণ কর্তৃক পরিত্রুত দেবেশ্বরের আশ্রয় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর-গণও কোরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণসংহার-পূর্বক জয়শালী হইয়া দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বখামার সমক্ষে বারবার সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।^৪

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ-কর্ণ-শরে নিপীড়িত পাণ্ডবসৈন্য পলায়ন

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর বাক্যপ্রয়োগানুগুণ আপনার আশ্রয় রাজ্য দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণমধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডব-গণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন পূর্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—‘হে বীরদ্বয়! আপনারা অৰ্জুনশরে জয়প্রথকে নিহত নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্তৃক আমার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতি-বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের আশ্রয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনারদিগের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন? আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা ইউক, যদি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করা আপনারদিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ-পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।’

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্যোধনের বাক্য-শ্রবণে দণ্ডযুগ্মিত^৫ ভূজঙ্গের আশ্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীর-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহাবীরদ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুবিদগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া সত্তর সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সৌমকগণ দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবসৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্বক অন্ধকার

১। অশ্বনু। ২। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ৩। বহুকের হিলা।

৪। বহু বায়ু তড়িত।

বিনষ্ট করিয়া থাকেন, উদ্ভূত শরজাল প্রয়োগপূর্বক ক্রিয়াক্ষেপের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ জ্যোৎস্নাশরে নিহতমান হইয়া তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্ক এবং কেহ কেহ বা সত্বকী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্বক প্রাণ-রক্ষার্থ স্তব্ধ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া জ্যোৎস্না অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্য অসংখ্য সৈন্য শমনসদনে গমন করিল। হতাবশিষ্ট সেনাগণ জ্যোৎস্নাশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই পলায়নপর হইল। তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিগন্তল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছু বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোকপ্রভাবে পাণ্ডবসৈন্য যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর জ্যোৎস্না ও কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দন নিতান্ত দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—‘হে অর্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালসৈন্যগণ সমভিব্যাহারে জ্যোৎস্না ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদের সৈন্যগণ জ্যোৎস্নাশরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্যসংগ্রহপূর্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া জ্যোৎস্না ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইতেছি।’

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন,—‘হে সখে! ঐ দেখ, সমরভ্রাবী মহাবীর ভীমসেন সোমক ও

পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে জ্যোৎস্না ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজ তুমি পাঞ্চাল-দেবী মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর।’ মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত জ্যোৎস্না-কর্ণ-সমন্বিত সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতি-নিপাতনে প্রবৃত্ত জ্যোৎস্না ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃত্ত সাগরতীরে স্থায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবসৈন্যগণ প্রদীপ-সকল পরিত্যাগপূর্বক উদ্ভূতের স্থায় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলিপটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবরসভার স্থায় সেই সমরভ্রমে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপালগণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তির কোথভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপ-সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের স্থায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবতী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।”

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—পাণ্ডবসৈন্য পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরভ্রমে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে মর্ষভেদী দশ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে ‘থাক থাক’ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীররথ পরম্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরম্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালপ্রধান

ধৃষ্টদ্যায়ের সারথি ও অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্বক নিশিত শরনিকরে তাঁহার কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যায় এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কাশ্মুকবিহীন হইয়া গদা গ্রহণপূর্বক রথ হইতে কর্ণ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জুনের রথে আরোহণ-পূর্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোচ্চত হইলে ধর্ম-সূহৃৎ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধমুঠকার ও শঙ্খ প্রাধাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যায়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিযুখীন হইল। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ, সিদ্ধদেহোদ্ভব বেগগামী অশ্ব অশ্বসমূহ সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্বতগোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লকলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত* শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনাগণ কর্ণ কর্তৃক মদিত হইয়া সিংহাদিত যুগ্মযুথের শ্রায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে ধরাডলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্র অস্ত্রে কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অশ্রান্ত মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহন-সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃজয়গণ নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিল; তখন তৃপস্পন্দনেও* তাহা-দিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হওয়ায় তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণ জ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে শরবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর-প্রহারে বিচেন্তনপ্রায় হইয়া চতুর্দিক্ নিরীক্ষণপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল; কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

কর্ণপরাক্রমদর্শনে যুধিষ্ঠিরের ত্রাস

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্তগণকে বিজ্ঞাবিত ও পলায়নপর অবলোকন করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাধর্মুর্জর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রথর ভাস্করের শ্রায় অবস্থান এবং তোমার আশ্রয়গণ কর্ণ শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অনাথের শ্রায় আর্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে কখন শরসজ্জান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্তগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণপূর্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধসাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।’

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন,—‘হে কেশব! আজ ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া-ছেন। দেখ, শত্রুসৈন্তগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়ো-চিত কার্য্যের অমুষ্ঠান কর; আমাদিগের সেনা-সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিজ্ঞাবিত করিয়া নির্ভীক-চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিশর্দূল! তুচ্ছগম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণ-সমীপে রথসঞ্চালন কর। আজ হয় আমি উহার বিনাশ করিব, না হয় ঐ চুরাআই আমার বধসাধন করিবে।’

বাসুদেব কহিলেন, ‘হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রমশালী কর্ণকে শুররাজের শ্রায় সমরে বিচরণ করিতে দেখিতেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিযুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অমুচিত। সূতপুত্র তোমার বধসাধনার্থই দেদীপমান মহোদ্ধা-সদৃশ দেবরাজ-প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া বোররূপে সমরালানে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিযুখে গমন

করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী রাক্ষস মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং দিবা, আত্মর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।’

কৃষ্ণকর্তৃক কর্ণযুদ্ধে ঘটোৎকচের নিয়োগ

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জুন বাহুবল-কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ-মণ্ডিত ভীমসেনকুমার অর্জুনের আহ্বান শ্রবণমাত্র খড়্গ ও ধনুর্ধ্বাণ ধারণপূর্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ও বাহুবলকে অভিবাচনপূর্বক সগর্ব-বচনে কহিলেন,—‘হে মহাশয়! এই আমি উপস্থিত হইরাছি, আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য সম্পাদন করিতে হইবে?’ তখন বাহুবল হস্তমুখে সেই দীপ্তলোচন, মেঘসঙ্কাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, ‘হে ঘটোৎকচ! আমি তোমাকে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহই পরাক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়ী ও বিবিধ অস্ত্র বিত্তমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধসাগরনিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্রবশরূপ হও। ঐ শেখ, পাণ্ডব-সেনাপণ গোপাল-তাড়িত গো-সমূহের স্থায় কর্ণ-শরে বিদ্রাবিত হইতেছে। দৃঢ়বিক্রম ধনুর্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডব-সেনামধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ়চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শরবর্ষণ করিয়াও কর্ণ-শরপ্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিভান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথসময়ে পাকালগণ কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহাদিত যুগের স্থায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীমবিক্রম ভীমতনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার ভেষজিতা ও অস্ত্রবলের অমরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বাতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত

হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃবান্ধবগণকে দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়ী অতি দ্রুতর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়ক-ভিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিতবলবিক্রম-শালী, নিতান্ত দুর্ধর ও সংগ্রামে নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথসময়ে মায়ীপ্রভাবে ধনুর্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্শ্বগণ ধুট্ট্যয়নকে অগ্রসর করিয়া জ্যোৎস্নাকে বিনাশ করিবেন।’

ঘটোৎকচের অভিযান—কর্ণসহ যুদ্ধ

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন, ‘বৎস! সমুদয় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন, তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারণ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্বকালে দেবরাজ যেমন কাটকের সহিত মিলিত হইয়া তারকাহরকে সংহার করিয়াছিলেন, তজ্জন তুমি অস্ত্র সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ কর।’

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, ‘হে মহাশয়! কি কর্ণ, কি জ্যোৎস্না, কি অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ, আমি সকলকেই পরাজিত করিতে পারি। অস্ত্র সূতপুত্রের সহিত একরূপ যুদ্ধ করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে আমার সংগ্রাম-বৃত্তান্ত কীর্তন করিবে। অস্ত্র কি শূর, কি শক্তিত, কি বদ্ধাজলি, বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই পারিত্যাগ করিব না; রাক্ষসধর্ম অবলম্বনপূর্বক সকলকেই সংহার করিব।’

হে মহারাজ! অরাতিবাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন হস্তমুখে সেই দীপ্তাস্ত্র ক্রুদ্ধ নিশাচরের আভিমুখীন হইলেন। তখন ইন্দ্র ও

প্রজ্ঞাদের শ্রায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।”

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচবধার্থে দ্রুপদাশ্রয় অলম্বলনিয়োগ

সন্ধ্যা কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দ্রুপদাশ্রয় ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ-বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দ্রুপদাশ্রয় কহিলেন, ‘হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, রাক্ষসেরা ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সৈন্যে ভ্রাতৃগণ গমনপূর্বক যত্ন-সহকারে তাঁহাকে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদকালে সংহার করিতে সমর্থ না হয়।’ হে মহারাজ! দ্রুপদাশ্রয় দ্রুপদাশ্রয়কে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত বীরগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, ‘হে রাজন! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মম পাণ্ডবদিগকে অমুচরণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি, আপনি অমুগ্রহপূর্বক অমুজ্ঞা প্রদান করুন। পূর্বে ক্ষুদ্রাশ্রয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষসপ্রধান জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিল। অতএব আপনি অমুজ্ঞা প্রদান করিলে আজ আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।’

হে মহারাজ! রাজা দ্রুপদাশ্রয় জটাসুরতনয়ের বাক্য শ্রবণে অভিযয় প্রীত হইয়া বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—‘হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি জ্যোতিষ্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডববিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমাকে অমুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি সীত্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মাঘমাসভূত দ্রুপদাশ্রয় রাক্ষস অতি ক্রুরকর্ম্মা এবং নিরস্তর পাণ্ডব-গণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দ্রুপদাশ্রয় আকাশমার্গে অবস্থানপূর্বক আমাদের হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল

চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহাকে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।’

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দ্রুপদাশ্রয়ের বাক্য শ্রীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান-পূর্বক তাঁহার উপর নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তক্রপ অলম্বল, কর্ণ ও বৃষ্ণসংখ্যক কুরুসৈন্য-গণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের মায়াবল নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহাকে নানা লক্ষণসমায়ুক্ত শরনিক্ষেপে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমীরণ-সঞ্চালিত জলদজালের শ্রায় চতুর্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগপূর্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া, হস্তিপদ যেমন অকুশ দ্বারা মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তক্রপ ঘটোৎকচকে শরনিক্ষেপে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অটু অটু হস্তপূর্বক মেঘ যেমন স্তম্ভরূপকর্তোপরি বারি বর্ষণ করে, তক্রপ কর্ণ, অলম্বল ও কোরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিক্ষেপে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া পরস্পরকে মর্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ ও সারথিবহীন জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টি-প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম-সমায়ুক্ত অটলের শ্রায় বিচলিত হইলেন এবং অর্গলপ্রতিম বাহু সমুদ্রত করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিলেন; পরে ভূজযুগল দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎকরণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাজোথানপূর্বক পুনর্বীর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে উৎক্ষেপণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে

সেই বৃহদাকার বীরব্রতের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ঘটোৎকচকর্তৃক অলম্বল বধ

অনন্তর তাহার মায়াজাল বিস্তারপূর্বক পরস্পরকে অতিশয়িত^১ করিয়া ইন্দ্র ও বলীর স্থায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীরব্রত পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অস্থুনিধি, কখন গরুড় ও উরুক, কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু, কখন বজ্র ও ভূধর, কখন কুঞ্জর ও শার্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণপূর্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদগর, পট্টিশ, মুঘল ও পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণপূর্বক পরস্পরের উপর অশ্মা^২ ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশবাসনায় উর্দ্ধে উখিত হইয়া শ্চেনপক্ষীর স্থায় তাহার উপর নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে ভূতলে নিপাতনপূর্বক খড়া-প্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃত-দর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানবনিপাতন মধুসূদনের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীমতনয় এইরূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণপূর্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দ্ব্যুদ্যোতনের নিকট গমন করিলেন এবং পবিত্র ভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপপূর্বক বর্ধাকালীন জলধরের স্থায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিলেন, ‘হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! এই ত তোমার বল-বিক্রমশালী বজ্রকে বিনাশ করিলাম। এইরূপে কর্ণকে এবং তোমাকেও শমনভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর।’ হে মহারাজ! মহাবীর ভীমন্দন এই বলিয়াই কর্ণ-সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের বিষয়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সেই নিশীথকালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের বিরূপ যুদ্ধ হইল? আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও

আয়ুধসকল কি প্রকার? অশ্ব, ধ্বজ ও কাম্যুর্কের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ণ ও শিরদ্বাগই বা কি প্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি সমস্তই অবগত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্তন কর।”

ঘটসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

কর্ণ-ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন,—“মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতেন্দ্র, মহাকায, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নিন্তোদর^১ নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শৃঙ্গজাল হরিদবর্ণ, চক্ষুদ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাশি উর্দ্ধমুখ, আশ্রদেশ আকর্ণ-বিদারিত^২, দশনপাক্তি স্তূতিক্ত, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সূদীর্ঘ, জয়গল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবদেশ লোহিতবর্ণ, কলেবর পর্বতপ্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্ভক্ত, কটিদেশ স্থূল, নাভি গৃঢ় এবং ললাটপ্রান্ত শিখাকলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়াসম্পন্ন রাক্ষস ভূতদণ্ডে কটক ও অজদ, অচলসদৃশ বন্ধস্থলে হতাশন তুলা নিক, মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র পুস্ত্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকরপ্রতিম কুণ্ডলযুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্তময় কবচ ধারণপূর্বক কিকিণীজালনির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট-মণ্ডিত, স্বাক্ষচক্ষুপরিবৃত, নয়-পরিমিত, বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, অষ্টচক্রবিশিষ্ট, মেঘগম্ভীরনিশ্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মস্তমাতঙ্গবিক্রম লোহিতলোচন, নানাবর্ণ, জিহ্বাজম, বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল, কামচারী অশ্ব-সকল মুহুমূহুঃ হ্রৈহারব পরিভ্রমণপূর্বক মহাবেগে উহাকে বহন করিতে লাগিল। বিকটলোচন, প্রদীপ্তবদন, ভাস্করকুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যারশ্মিসদৃশ অশ্ববলুগা গ্রহণপূর্বক উহার অশ্বগণকে সঙ্কালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথির সহিত সমবেত হইয়া অরুণসারথি দিবাকরের স্থায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংযুক্ত উত্তম পর্বতের স্থায় উহার রথোপরি সমুচ্ছিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃহসংযুক্ত গগনস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরস্বি বিস্তুত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, হৃদয়সম্পন্ন বজ্রনির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শরনিকর দ্বারা চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া সেই বীর-বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। উহার শরাসনশব্দ অশনি নির্ঘোষের স্থায় ঋত্বেগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগরতরঙ্গের স্থায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই বিকটলোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সশর গর্ব প্রকাশপূর্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে, যুগপতি বৃষ যেমন অশ্ব বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণপূর্বক তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের স্থায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের বোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিশ্বন শরাসনদ্বয় গ্রহণপূর্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ষণপূর্ণ শর পরিত্যাগপূর্বক পরস্পর কাস্ত্রনির্মিত বর্ম্য ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদৌর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শাদ্দীলদ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গদ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন পরস্পর কলেবর-চ্ছেদন, কখন সায়কসন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরাক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিকধাতুধারাস্রাবী অঞ্চলের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্নসহকারে শরনিকরে পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীরদ্বয় প্রাণপণে বোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকেই ঘটোৎকচের কার্পূক-নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাঁহাকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাজ্ঞ বিস্তার করিতে

আরম্ভ করিলেন। তদর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদগর-ধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনায় পরিবৃত্ত হইলেন। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতাস্তক^১ কৃতাস্তের স্থায় ঘটোৎকচকে শত্রু উদ্ধত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যসকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধরাত্রিপ্রভাবে সমধিক বীৰ্য্যশালী হইয়া চতুর্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভূতগুণী, তোমর, শূল, শতগ্রী, ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আশ্রয় ও যোদ্ধগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবলম্বী^২ একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষসকুল মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিকল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষস-নিষ্কিপ্ত শর-সমুদয় কর্ণের কলেবর ভেদপূর্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গের স্থায় ধরণীতলে প্রবেশ কারতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণ-প্রহিত শরনিকরে মর্শ্বদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত-মনে কর্ণসংহারার্থ এক সহস্র অরসম্পন্ন, নবোদিত দিবাকরসদৃশ, মণিরত্ন-বিভূষিত, ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষসনিষ্কিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের স্থায় নিফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণ ও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সশর শরনিকর বিস্তারপূর্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক হোমাকদ-বিভূষিত গদা নিক্ষেপ

করিলেন। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উখিত হইয়া কৃষ্ণমেঘের স্থায় গভীর গর্জনপূর্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভঃস্থিত 'মায়াবী ভীমসেনতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের স্থায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ-শরে অনিভিন্ন^১ অঙ্গুলিত্রয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাঁহাকে তৎকালে লোমযুক্ত শরকীর স্থায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, উহার কলেবর, অশ্ব, রথ বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুক্ত আরম্ভ করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে অলক্ষিতরূপে শরজাল নিপাতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কোরব-সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণপূর্বক প্রথমতঃ বিকৃতাকার মুখব্যাধানপূর্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্রনিকর গ্রাস করিলেন এবং তৎপরেই শতধা সঙ্কল্পদেহ^২ গতান্তর স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। তদর্শনে সমস্ত কুরুপুঞ্জবোরা তাঁহাকে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নৃতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক কখন মৈনাক পর্বতের স্থায় শতজীর্ঘ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ ও কখন বা অঙ্গুলিপ্রমাণ রূপ ধারণপূর্বক উদ্ধৃত বীচিমালার স্থায় বক্রভাবে উজ্জ্বল অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণপূর্বক সলিল-প্রবেশ, কখন অগ্ন্যস্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিলেন।

পরে বর্ষ্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় স্তব্ধমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিব্যগুণ ভ্রমণ করিয়া কর্ণ-সমীপে গমনপূর্বক নিভীক চিত্তে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজই তোমার রণকণ্ঠ^৩ নিরাকৃত করিব।' ত্রুরপরাক্রম

রাক্ষসেন্দ্রে এই বলিয়া রৌবকবাগ্নিত-লোচনে আকাশ-মার্গে উখিত হইয়া অটু অটু হস্ত করিতে লাগিলেন এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণকে রথাক্ষসদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার স্থায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত^৪ হইল দেখিয়া পুনরায় মায়াপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তমশূল ও তরুনিচয়-সমায়ুক্ত উন্নতপর্বতরূপ ধারণ করিলেন। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুঘল উহার প্রস্তম্ভরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধপ্রপাত^৫ যুক্ত মহৌষর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশমার্গে গমনপূর্বক ইন্দ্রায়ুধ-সম্বলিত নীল-মেঘরূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তম্ভবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্রবিদ্-গণের অগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধানপূর্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপ নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তরুশিগু অস্ত্রসমুদয় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হস্ত করিয়া মহারণ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহশাব্দীলসদৃশ, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বর্ষ্মান্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণপরিবৃত দেবরাজের স্থায় আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কোরবপক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদনপূর্বক ভীষণ শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছিত ইন্দ্রায়ুধসদৃশ অশ্রু ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণপূর্বক আকাশচর নিশাচরদিগের প্রতি স্তব্ধপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহাদিত গজযুগের স্থায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া

ধাকে, তদ্রূপ মহাবীর স্মৃতিচিহ্ন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর স্মৃতিচিহ্ন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র রূপগণমধ্যে ভীমপরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তর্যমূহ, রাক্ষসেন্দ্র যটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরাক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। ছই মহোক্ষা^১ হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীম-তনয়ের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি করতলশব্দ ও অধরদংশন-পূর্বক গজসদৃশ গর্দভসংযুক্ত, মায়া-নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সারথি! তুমি শীঘ্র আমাকে কর্ণ-নিকটে লইয়া চল।’

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপ ঘোররূপ রথে আরোহণপূর্বক পুনর্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিব-নিমিত্ত অষ্টচক্র অশ্বনি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সন্ধানপূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশ্বনি ধারণ করিয়া তাঁহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই জ্যোতির্ময় অশ্বনি যটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও গজ-সমবেত রথ তস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদপূর্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদর্শনে সাতিশয় বিষয়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ দেবদৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দ্রুত কর্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণপূর্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীমদর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অমৃত কার্য করিলেন, অশ্ব কোন ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুলকলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণ-নিক্ষিপ্ত নারাতনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্বতের স্থায় শোভা ধারণপূর্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘুহস্ততা-প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহ সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষসের মায়া-প্রভাবে অস্ত্র-সমুদয় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভাতিচিন্তে

তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথিগণকে ভীত করিয়া স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরুণ, অগ্নিজিহব ভূজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাজ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক^২ ও বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমনপূর্বক উগ্ররবে তাঁহাকে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত^৩ বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিন্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া সংহারপূর্বক নভঃপর্ব শরজালে যটোৎকচের অশ্বসমূহ সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাবাতে ভয়, বিকৃতাজ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া যটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এইরূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া কর্ণকে ‘এই তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।’

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় রাক্ষস অলায়ুধের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও যটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক বিকটদর্শন অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া রাজা দুর্যোধনসমীপে উপস্থিত হইল। পূর্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণবাতী বক, মহাতেজাঃ কিশোর এবং উহার পরমবন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎকাল জাগরুক ছিল। এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাজ্যে মন্তমাত্ত্বের স্থায় এবং রোষাবিষ্ট ভূজঙ্গের স্থায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্যোধনকে কহিতে

লাগিল, 'হে মহারাজ ! চুরাছা ভীমসেন যে আমার পরমবান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কিম্বীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অগ্ন্যাগ্নি রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বার ধর্ম্মলোপ করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন ; অতএব আজ আমি কুরুসহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বাতনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহারপূর্ব্বক অমুচরগণ সমভিষাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্তগণকে নিবারণ করুন ; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

হে মহারাজ ! ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত্ত রাজা দুর্যোধন অলায়ুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'হে রাক্ষসেন্দ্র ! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈরনির্ঘাতনে সমুৎসুক হইয়াছে ; ইহারা কখনই স্থিরচিহ্নে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব আমরা তোমাকে তোমার সৈন্তগণের সহিত পুরোবর্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।'

হে কুরুরাজ ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথসদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-সমভিষাহারে সহর ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের স্থায় নম্রপ্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঝঙ্কারে পরিবৃত্ত ছিল ! ঐ রথে মাংসশোণিত-ভোজী মহাকায় এক শত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর স্থায় এবং কণ্ঠের রাসভের স্থায়। ঐ রথের নির্দোষ মেঘগজ্বনের স্থায় গভীর। ঘটোৎকচসদৃশ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎ কামুক ও ঘটোৎকচের শরাসনের স্থায় সুদৃঢ় জ্যাম্পন্ন, বাণ সকল স্ববর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষ-প্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনলসদৃশ রথকেতু ও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উক্কীষ, মালা, কীরীট, খড়্গ, গদা, ভূশুণ্ডী, মুঘল, হল, শরাসন এবং বারণচর্ম্ম-সদৃশ বর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক সেই অনলভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডব-দেনা বিজ্ঞাবিত করিয়া সমরাজ্যে চপলা যুদ্ধ জলদের স্থায় বিরাজিত হইল। ওদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত বর্ম্ম ও চর্ম্মধারী নরপতিগণ হস্তচিহ্নে চতুর্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।"

অষ্টসপ্ততীতম অধ্যায়

অলায়ুধের ঘটোৎকচ-আক্রমণ—ভীমসহ যুদ্ধ

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ ! যেরূপ প্রবচীন ব্যক্তিগণ প্রব শ্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আপ্লাবিত হয়, তদ্রূপ দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ও সমস্ত কৌরবপক্ষীয় ব্যক্তি সেই ভীমকন্যা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বয়ংগণপরিবৃত্ত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগতপ্রণা করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অগ্ন্যাগ্নি কৌরবপক্ষীয় ভূপালগণ বিশ্বাস্যাপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কাৰ্য্য অবলোকনপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কৌরব-সৈন্য-সমুদয় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্যোধন কর্ণকে সান্ত্বয় পীড়িত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সন্দোষনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে রাক্ষসেন্দ্র ! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্ঘ্যের অমুরূপ কাৰ্য্য করিতেছেন। ভীমসেন-কুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের স্থায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে ; অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাত্তি কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বনপূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে।'

মহাবল-পরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অরণ্যে করিগীর নিমিত্ত মন্তমাতঙ্গদ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর

হইতে মুক্ত হইয়া সূর্যাসমপ্রভ স্তন্দনে আরোহণ-পূর্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহাদিত বুঝের স্থায় অলায়ুধশরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শরনিষ্ক্ষেপপূর্বক রাক্ষসের রথভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসাস্ত্র-কারী বৃকোদর তদর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই যগণ-পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকৌণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধোত সরল শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও ত্রিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া তাহারিণের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীমশরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমনপূর্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাকে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমনিষ্কিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল; তখন ভীমসেন ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনিদৃশ গদা নিষ্ক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদা দ্বারা সেই ভীম-নিষ্কিপ্ত ঝালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন; রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শরসমুদয় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞামুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাকাল ও স্বল্পয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় রাক্ষস-শরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাশ্বা বাহুদেব সেই অতি ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছেন; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদাভ্যুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া

দ্রোণ-পুরস্কৃত সৈন্তগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমোজা ও মহারথ দ্রৌপদীতনয়-গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীৰ্যশালী নকুল, সহদেব ও যুধাণ তোমার শাসনে অস্বাচ্ছ রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে।' হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রাপ্ত অলায়ুধ আশীবিমোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত-শরে তাঁহার অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অস্থহীন ও সারথিবহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক চীৎকার করিয়া অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদা প্রহারে সেই ভীম-নিষ্কিপ্ত ভীষণনির্বোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য অবলোকন করিয়া আত্মদিত্তিহিতে অস্থ গদা নিষ্ক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত-শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাঁহারা গদা পরিত্যাগপূর্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার এবং যদৃচ্ছালক ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিষ্ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণপূর্বক মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের স্থায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-হিওঁষী দ্রুঘীকেশ তদর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।"

একোনাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচকর্তৃক অলায়ুধ বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাশ্বা বাহুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগণের নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসস্রো অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্তগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সশর কর্ণকে পরিত্যাগপূর্বক অলায়ুধের নিশ্চয় গমনপূর্বক

অগ্রে তাহাকে বিনাশ কর ; পরে সূতপুত্রের বধসাধন করিবে ।'

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বায়ুমেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকজ্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকটদর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর-নিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জুনও ক্ষত্রিয়গুণব-দিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্তৃক বিজ্ঞাবিত হইলে ভীম-পরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমনসদনে প্রেরণপূর্বক প্রাত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিনিপাতন ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিব নিক্ষেপ করিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিধের আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তকভাবে রহিলেন এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘটাসমলঙ্কৃত, দৌণ্ডাগ্নি-সদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাশ্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষবিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকুণ্ডল রথ হইতে উদ্ধে উথিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন-পূর্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যাদ্যমরঞ্জিত নিবিড় জলধরপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত-নির্ধোষ ও ভীষণ চটচটা শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধবিহিত মায়া অবলোকন-পূর্বক উদ্ধে সমুথিত হইয়া স্বীয় মায়া-প্রভাবে তাহার মায়া ধ্বংস করিলেন। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে

লাগিল। ভীম-পরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন, তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুঘল, মুদগর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, ডিন্দিপাল, গজসরাহ, গৌশীর্ঘ, উলুখল^১ এবং মহাশাখা-সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর^২, চম্পক, ইন্দ্রদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ^৩, বট, অশ্বখ ও পিঙ্গল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতুসমায়ুক্ত নানাবিধ পর্বতশৃঙ্গ-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্রের সংঘর্ষে বজ্রনিপেবণের স্থায় মহাশব্দ সমুথিত হইল। হে মহারাজ! পূর্বকালে কপিলাজ বানী ও হুগ্রীষের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় করে তরবারি গ্রহণ-পূর্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের স্থায় যেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বলপূর্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক ছেদনপূর্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবদ্ধ অলায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শব্দ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা-বিভূষিত রক্তনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হঠয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মস্তক লইয়া দুর্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দুর্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পূর্ববৈর অরণ্যপূর্বক দুর্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সহায় করিতে প্রতিক্ষা করিয়াছিল; দুর্যোধনও তাহার প্রতিক্ষাপ্রবণে ভীমকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে

১। উখলি। ২। বাঁশের অশ্বখ-অগ্রভাগ ছুঁড়ের মত বাঁশের ছাতা। ৩। খসিরবৃক্ষ—খসের গাছ।

অলায়ুধকে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীম-
সেনের চুশাসন প্রভৃতি ধার্মরাষ্ট্রগণের সংহাররূপ
প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।”

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায়

কর্ণঘটোৎকচযুদ্ধে কৌরবক্রাস

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে
রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া
কষ্টমনে সেনাযুগ্মে অবস্থানপূর্বক সিংহনাদ পরি-
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর
শব্দশ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার
পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ
শ্রবণ করিয়া সাতশয় ভীত হইল। অনন্তর
ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাক্ষালগণের প্রতি
ধাবমান হইয়া ধুট্টদ্বয় ও শিখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া
আকর্ণপূর্ণ নৃতপর্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন
এবং নারচনিকর বিস্তারপূর্বক যুধামন্যু, উত্তমোজা
ও সাত্যকিকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন
তঁাহারাও দক্ষিণ ও বাম হস্তে শরনিকর পরিত্যাগ
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তঁাহাদিগের
কাশ্মুকসকল ধ্বংস মণ্ডলাকারে লক্ষিত হইতে
লাগিল। তঁাহাদের জ্যানিধৌষ, তলধ্বনি ও
রথচক্রের ঘর্ষরশ্মি বর্ষাকালীন মেঘগর্জনের স্থায়
নিতান্ত তুল্য হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের
স্থায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার
গভীর নিশ্বন, কাশ্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল
বারিধারাভূলা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন
আপনার পুঞ্জগণের হিতাহিত্যে নিরত মহাবীর কর্ণ
সমরঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান-
পূর্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি-
সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে সমাহত
করিতে আরম্ভ করিলেন। তঁাহার শরাঘাতে কাহারও
ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহারও কণ্ঠের ছিন্ন-ভিন্ন,
কেহ সারথিশূন্য, কেহ বা অশশূন্য হইল। এইরূপে
সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও
নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যमध्ये
প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ
তঁাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও সমরপরাধু দেখিয়া

ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদ
পরিত্যাগপূর্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে
কর্ণ-সম্মিথানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বজ্রসঙ্কাস
শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই
দুই মহাবীর কর্ণ, নারচ, নালীক, দণ্ড, অশনি,
বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাট, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রোজ দ্বারা
নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই
তির্য্যগপত সুবর্ণপুঞ্জ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র
কুসুমমালার স্থায় সুশোভিত হইতে লাগিল।
এইরূপে সেই অপ্রতিমপ্রভাব বীরদ্বয় অন্তর্জাল বিস্তার
পূর্বক সমভাবে পরস্পকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। তৎকালে তঁাহাদিগের কিছুমাত্র ইতর-
বিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের
স্থায় সেই বীরদ্বয়ের শরনিকরসঙ্কল অদ্ভুত ভয়ঙ্কর
সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ। ঐ সময়ে
রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম
করিতে না পারিয়া এক সূতীক্ষ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত
করিয়া তঁাহার অস্থ ও সারথিকে বিনাশপূর্বক
অবিলম্বে অন্তহিত হইলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। সেই কূটযোধী
নিশাচর অন্তহিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ
তৎকালে কিরূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা
কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। কৌরবগণ রাক্ষসরাজ
ঘটোৎকচকে অন্তহিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে
কহিতে লাগিলেন, ‘এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ
নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে।’ কৌরবগণ এই
কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক শরজালে
চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্বিক্রান্ত শরনিকরে
নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত্ত হইলে সকল
জীবজন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে
কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান ও কখন বা তুণীর
স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর
হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অস্ত্রহস্তে
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মায়ী প্রকাশ করিলেন। সেই মায়ী-
প্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখাসদৃশ
লোহিত মেঘ সমুৎথিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র
হুন্দুভিনিদাসদৃশ নির্দোষলস্পন্ন অসংখ্য বিদ্রু ও
প্রজ্বলিত মহোকা-সকল প্রাহুত এবং নিশিত শর,

শক্তি, প্রাণ, মূষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবন্ধ গদা, শাণিত শূল, শতদ্রু, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সত্ৰ সত্ৰ অশনি, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্য ক্ষুর চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণপূর্বক সেই শত্রুরাষ্ট্র নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কোরবগক্ষীয় অশ্বসকল শরাহত মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদয় শত্রুহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুথিত হইল। রাজা দুর্যোধনের সৈন্যগণ সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিব্রণ ও মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু মহাবীরগণ অর্ঘ্যস্বভাব' বশতঃ তৎকালে সময় পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শররাষ্ট্র নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোদ্ধগণ হতাশনের স্রায় প্রদীপজিহ্বা শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাত্ত্বিক্য ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্বা, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, শৈলসদৃশ-কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণপূর্বক বারিধারাবর্ষা জলধরের স্রায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষসগণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতদ্রু দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, অংশু^১, শুণ্ড, অশ্ম, গুড়, শতদ্রু এবং লৌহ ও পট্টস্নক 'বৃণাসকল'^২ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিদীর্ণ-অস্ত্র, চূর্ণমস্তক ও চূর্ণকলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথসমুদয় শিলাঘাতে নিপীড়িত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এইরূপে অনবরত অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণরক্ষার্থ প্রার্থনাপরতন্ত্র

ব্যক্তিগণও নিকৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই কালকৃত কুরুকুলক্ষ্য ও ক্ষত্রিয়গণের অভাবকাল সমুপস্থিত হইলে কোরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়ন-পরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'হে কোরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর; আব নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকারসাধনার্থ আমা-দিগকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' হে মহারাজ! কোরবগণ এইরূপ ঘোরতর বিপদাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কোরব-সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কোরবপক্ষীয় আর কে-ই বা পাণ্ডবপক্ষীয়, কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দিক শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অস্ত্ররীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া চক্র ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অমুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্য ও বাহলীকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার প্রশংসাপূর্বক রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয়ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ একচক্রযুক্ত শতদ্রু নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন, অশ্বগণ গতাহু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা-শূন্য হইয়া জাহ্নবী সঙ্কুচিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাহু রথ হইতে অবতরণপূর্বক কোরবগণকে পলায়মান এবং ঘটোৎকচের মায়া প্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিপ্পাত নিরীক্ষণ করিয়াও অবচলিতচিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কোরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে নৃতনন্দন! এই সমস্ত কোরবসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সঘর এই নিশীথসময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জুন আমাদের কি করিবে? আজি

১। ক্ষত্রিয়ের অপলায়নধর্ম। ২। প্রদীপ জিহ্বা—জিহ্বা বাহাব বাণের কার্য্য করে। ৩। কাপড়ে মোড়া খুঁটা।

বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণসংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্তগণ-সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হয়েন।’

কর্ণশরে ঘটোৎকচ বধ

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ-সময়ে সৈন্তগণকে শক্তিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ-পূর্বক উহাকে ঐ শক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্নসহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিতপরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সেই পাশ্চাত্য যমের ভগিনীর শ্রায়, অস্ত্রকের জিহবার শ্রায়, প্রদীপ্ত ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণ-বাহুস্থিত অরাতিনিপাতন প্রচ্ছলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিদ্যাপর্বতের পাদপদদংশ কলেবর ধারণপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তরীকস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্বাণিত অশ্বনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদপূর্বক উর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

এইরূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাশ্রয় দ্বারা মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অশ্রান্ত বিবিধ আশ্চর্য্য কার্যের অন্তর্ধান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতি ভীষণ চীৎকারপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমকন্যা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মন্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইলেন, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাঁহার দেহভরে বিপ্রোথিত।

হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার বহুসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডব-গণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাঁহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহলাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিষ্বন এবং ভেরী, মুরঞ্জ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে দেবরাজ যেমন ব্রতাসুরকে সংহার করিয়া মুরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণসংহার-পূর্বক কৌরবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া দুর্যোধনের রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।”

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

ঘটোৎকচ-বধ-ঘটিত রহস্য

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্বতের শ্রায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাম্পাকুলনেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন বামুদেব হর্ষমাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডব-গণকে নির্বাণিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জুনকে আলিঙ্গনপূর্বক বাতোদ্ধৃত বন-স্পতির শ্রায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্বীর অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশ্বেটনপূর্বক পুনর্বীর সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জুন কেশবকে সাতিশয় হুট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কহিলেন, ‘হে মধুসূদন! আমাদের প্রধানতম সৈন্তগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আশ্রাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অমুপযুক্ত সময়ে আশ্রাদ প্রকাশ সমুদ্রশোবের^১ শ্রায় ও মেরুসঞ্চালনের^২ শ্রায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আশ্রাদের

অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্তন কর, উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।’

বাসুদেব কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্তু সাতিশয় আগ্নাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজ ঘটোংকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় শ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমরভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর।’ এই পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কাঙ্ক্ষিকেসদৃশ শক্তিদ্বারী সূতপুত্রের অভিযুগ্মে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অচ্ছ উহার শক্তিও ঘটোংকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপহৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ, কি কুবের, কি বরুণ, কি যম—কেহই কর্ণ-সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি পাণ্ডব এবং আমি সুদর্শনচক্র উদ্ভূত করিয়াও উহাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডলবিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্বে কবচ-কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করায় বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজ কর্ণকে মস্তুরে শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের শ্রায়, স্নিগ্ধজাল অনলের শ্রায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তিশূন্য হইয়াছে। উহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণবোধোপায়-নির্দারণ

যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তিশূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহই উহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মাস্ত্রটানে তপস্বী, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও

প্রতি দয়াবান বলিয়া বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্ভূত করিয়া কেশরী যেমন বনমধ্যে মস্ত্র মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন-কালীন শারদ মার্ভগের শ্রায় যোধগণের চূর্ণদর্শনীয় হইয়া সমরাজনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষা জলধরের শ্রায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ করেন না। উহার শরপ্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস, শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তিবাহীন হইয়া সামান্য মস্ত্রের শ্রায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বোধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র ভূতলে নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহাকে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্ভাষ্য হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্বক ত্রমে ত্রমে মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কিশ্কিন্দী, বক, অলায়ুধ উগ্রবর্মা ঘটোংকচ প্রভৃতি দাক্ষসের বধসাধন করিয়াছি।’

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়

জরাসন্ধাদির বিনাশকৌশল প্রকাশ

অর্জুন কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্তন কর।’

বাসুদেব কহিলেন, ‘হে অর্জুন! মহাবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চৈদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে চূর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমরকার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদয় অমরোপম কৃতার্থ যুদ্ধদুর্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিষেষ্ঠা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ

অবলম্বনপূর্বক দুর্ঘোষনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চৈদিরাজ ও নিষাদরাজ—ইহারা সমবেত হইয়া দুর্ঘোষনকে আশ্রয় করিলে, এই সমুদয় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল-রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক-তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্বসংহারক্ষম, অশনিসদৃশ গদা ক্ষেপণ করিয়াছিল। জরাসন্ধ-নির্মুক্ত গদা আকাশ-মণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিবাতার্থ স্মৃণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, অবনী বিদৌর ও ভূধরসকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার কলেবরের এক এক অর্দ্ধ প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্মৃণাকর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল-প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা-হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন।

হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্য্য প্রদর্শনপূর্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ়ব্রহ্মশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিভ্রাণ ধারণপূর্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের চ্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদয় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না, মহুগুণগণও তাঁহাকে

দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢ়মণ্ডি-সম্পন্ন, দিব্যরাত্র বাণ-নিষ্ক্ষেপসমর্থ, কৃতী নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠবিহীন হইলে আমি তোমার হিতসাধনার্থ সমরে তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চৈদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাধিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চৈদিরাজ ও অশ্বাশ্ব অশুরের বিনাশসাধন এবং অখিললোকের হিতবন্ধনের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন সপুশ বলশালী, ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘাতক, নিশাচর হিড়িম্ব, বক, ও কিম্বীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বাধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায়-প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণবিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমাকেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই পূর্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদেবী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা^১ ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও নিঃশেষিত হইয়াছে। হে অর্জুন! আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কাহাতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপ সমরে দুর্ঘোষনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শত্রুসৈন্যগণ তুযূল শব্দ করিতেছে; তোমার সেনাগণও দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, লক্লক্য কোরবগণ ও সংগ্রাম-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অশ্বংপক্ষীয় সেনা-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।”

ত্র্যশীত্যাধিকশততম অধ্যায়

পার্বপ্রতি শক্তিপ্রয়োগে কর্ণের ঔদাসীন্য় কারণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পবিত্যাগ করিয়া একমাত্র অর্জুনের প্রতি সেই একপুরুষবাভিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্বে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে আহুত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহাকে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতি কর্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বানপূর্বক দ্বৈধ-যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আশ্বজ দুর্ঘ্যোধন নিতান্ত নির্বোধ ও সহায়শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহাকে একান্ত নরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাদম ক্ষিপ্রে শত্রুসংহার করিবে? সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভে অভিলাষ করিত, বাহুদেব কোশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন; যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুকুরের অশ্রুতরের মৃত্যু হইলে চণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুই জনের মধ্যে অশ্রুতর বীর বিনষ্ট হইলে বাহুদেবেরই পরম লাভ সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়, অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার একপুরুষ-বাভিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য সাধন করা হয়, বাহুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জুনকেই সংহার করিতে কুহনিশ্চয় হইয়া-ছিলেন। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন জনার্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাহার সহিত দ্বৈধ-যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহাবীর

অর্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য হইতাম। হে কুরুরাজ! সেই বোণিগণের ঈশ্বর বাহুদেব ঐরূপ কোশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জুন কৃষ্ণের উপায়বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাহুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নচেৎ উহা বজ্রাহত কৃষ্ণের শ্রায় তাঁহাকে নিপাতিত করিত।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমার আশ্বজ দুর্ঘ্যোধন নিতান্ত বিরোধী^১, কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিনানী^২, তাহার নিমিত্তই এই অর্জুনের বধোপায় নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শত্রুধারিগণের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, সে কি নিমিত্ত অর্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না? হে সঞ্জয়! তুমিও কি এই বিষয় নিশ্চয় হইয়াছিলে? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে না?”

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহাবাজ! রাজা দুর্ঘ্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি, আমরা প্রতি রাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, ‘হে কর্ণ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ-পূর্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ক্ষত্রের শ্রায় নিদেশাত্মবর্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অশ্রুতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন; অতএব তুমি অর্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূলস্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্রস্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয়, কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরম গতি। অতএব হে কর্ণ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূলস্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাহুদেব নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য-পরিশোভিত সমুদয় বহুদূর তোমার বশবর্তী হইবে, সন্দেহ নাই।’ হে মহারাজ! আমরা প্রতি রজনীতেই জ্যোতিষকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম,

কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক পরিবর্তন হইয়া যাইত। মহাত্মা বামুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি সূতপুত্রের সমক্ষে তাঁহাকে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অশ্রাণ রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্তিত করিতেন। হে মহারাজ! যখন বামুদেব এইরূপে কর্ণের হস্ত হইতে অৰ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আশ্চর্য্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দনকে পরাজিত করিতে সমর্থ, এমন কেহই এই ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

হে কুরুরাজ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘হে বামুদেব! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিতপরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অশ্রুতাচরণ করিল?’ বামুদেব সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ‘হে শিনিপ্রবীর! দুঃশাসন, শকুনি, ও জয়দ্রথ দুর্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অশ্রু কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের স্থায় পাণ্ডবগণমধ্যে সাতিশয় যশস্বী; তাহাকে সংহার করিতে পারিলে সৃজয় ও পাণ্ডবগণ হতাশনবিহীন সুরগণের স্থায় বিনষ্টপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই। হে সাত্যকে! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরুক থাকিত; কিন্তু আমি তাহাকে বিমোহিত করিলাম বলিয়াই সে অৰ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অৰ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতীকার করিয়াছিলাম, তত দিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে ভিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল-আন্তদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু ছল্লভ থাকে, আমি অৰ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জীবিতের স্থায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে, ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।’

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতামুষ্ঠানপরতন্ত্র মহাত্মা বামুদেব সাত্যকিকে তৎকালে এইরূপ ক’হিয়াছিলেন।”

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়

কৌরবগণকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্য-নিপীড়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি একজনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সন্ধ্য বা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই একপুরুষবাতিনী শক্তি দেবকীপুত্র বা অৰ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আমরা প্রতিদিন সমরাস্তন হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া, কর্ণকে কহিতাম, ‘হে কর্ণ! কল্যা প্রভা-তেই তুমি এই একপুরুষবাতিনী শক্তি হয় কেশব, না হয় অৰ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে’; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অশ্রান্ত যোদ্ধাগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ! দৈবই সর্বাপেক্ষা প্রধান; তাহার প্রভাবে স্মৃতনন্দন হস্তবুদ্ধি হইয়া দেবকীপুত্রের বা ইন্দ্রপরাক্রম অৰ্জুনের প্রতি সেই কালরাত্রিশরপিনী বাসবী-শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে। বাসবদত্ত

শক্তি তৃণতুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল। মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অগ্ন্যাত্ত ডুপালসমুদয় এই নীতি-বহিষ্কৃত কার্য্য নিবন্ধনই শমনভবনে গমন করিবেন। যাহা হউক, হিড়িম্বা-তনয় নিহত হইলে কোরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কীর্ত্তন কর। যে যে পাকালেরা স্বজয়গণের সহিত দ্রোণের অভিযুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, তুরিষ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ-নিবন্ধন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জন্তুমাণ শাদ্দুলের ছায় ও ব্যাদিতাস্ত কৃতাস্তের ছায় প্রাণপণে অরাতিসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও স্বজয়গণ কিরূপে তাহার সম্মুখীন হইল? দুর্যোধন, অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যবধার্থা ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কিরূপ বাণবৃষ্টি করিল? কোরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাজিতে পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? এই সমুদয় বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত কীর্ত্তন কর।”

ঘটোৎকচশোকে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

সজয় করিলেন, “মহারাজ। সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কোরব-পক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে আগমন করিয়া পাণ্ডবসৈন্য সমুদয় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, যাজ্ঞা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, ‘হে ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র কোরবসৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিতপ্রায় হইয়াছি।’ ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণ্বমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শনপূর্ব্বক বারংবার দৌর্ব্বনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহামোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হ্রবীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, ‘হে ধর্ম্মরাজ! প্রাকৃতজনের ছায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য নহে; অতএব আপনি শোক সংবরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি

এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয়লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।’

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাহুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণ্ডিতল দ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জিত করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ত্রক্ষাত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্ধর কামাক-বনে আমার গুপ্তধা করিত এবং ধনঞ্জয়ের অস্থপাশিত-কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর পঞ্চমাদন-গমনকালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাকালীকে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এইরূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনাৰ্দ্দন! সহদেবে আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদগোপ্য দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্মই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বাক্যেয়! ঐ দেখ, কোরবেরা আমাদিগের সৈন্য-সমুদয় বিদ্রোহিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত-মাতঙ্গদ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে মর্দিত করিতেছেন। কোরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্যোধন ঘটোৎকচের নিধন-নিবন্ধন আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনাৰ্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল? যখন দুঃখাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা অভিমত্মকে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্রসমভিষাচারে অভিমত্ম-বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বখামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিগুণ করিয়া ফেলে। নৃশংস কৃতবর্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পাক্ষি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অগ্ন্যাত্ত ধনুর্ধরেরা তাহার

বিনাশসাধন করেন। হে ষাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমত্যাবধে জয়জ্ঞপ্তের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জুন জয়জ্ঞপ্তকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আত্মলাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রুবিনাশ করা আমাদের অসম্মত কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্তব্য। এই দুই জনই আমাদের দুঃখের আদি কারণ; উহাদের সাহায্যেই দুঃখোদন আশ্বাসযুক্ত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অমুচরগণের সহিত বিনাশ করা কর্তব্য, অর্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়জ্ঞপ্তকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অসম্মত কর্তব্য হইয়াছে, অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। এই দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।’

শোকাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরের অভিযান—বাসাসানুনা

হে কুরুরাজ! রাজ, যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন বিক্ষারিত ও শঙ্খ প্রধ্বাণিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভক্তকশৈল্য পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাহুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জুন! এই দেখ, ধর্মরাজ কোথাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের কর্তব্য নহে।’ মহাত্মা জীবীকেশ এই বলিয়া সত্বর যথসকালনপূর্বক দূরগত ধর্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এই সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোক-বিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় সংসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক কহিলেন, ‘হে রাজন! অর্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাজনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধনকামনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত ঘেরখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই এই বীরঘয় পরম্পরের

প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিতেন। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি ছাড়া ঘটোৎকটকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরত-বংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে; পুরুন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্তমাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সংবরণ কর। জীবমাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ হইতে পঞ্চম দিবসে বশস্করা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মাশ্রুতানে তৎপর হও; পরম ঐশ্বর্যমণ্ডল অনুশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অমুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।’ হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অস্থিত হইলেন।’

ঘটোৎকটচবধপর্কাদ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণবধপর্কাদ্যায়—উভয়পক্ষের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণবিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকটচবধজনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব-সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্ধানপূর্বক কহিলেন, ‘হে ক্রপদন্তনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্বারণপূর্বক স্ততাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। কষ্টচিন্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ক্রপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জুন এবং প্রভক্তক, কেকয় ও দ্রোণদৌত্যনয়গণ—ইহারাও সন্তপ্তচিত্তে দ্রোণবধ-বাসনায় যোগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে

পরিবৃত্ত হইয়া মহারথ জ্যোৎস্নাকে নিপাতিত করুন।'

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোদ্ধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে জ্যোৎস্নাগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শত্রুধরাগ্রগণ্য জ্যোৎস্নাচার্য্য অনায়াসে সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণের অভিমুখীন হইলেন। রাজা দুর্ঘোষন তদর্শনে রোষাবিষ্টচিত্তে জ্যোৎস্নার জীবনরক্ষার্থ হুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রীশুভবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্কজন গর্জন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিজাক্রম ও পরিজ্ঞাত হইয়া সময়ে নিশ্চেষ্টপ্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণনাশিনী ত্রিঘামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্রঘামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অর্দ্ধরাত্রিসময়ে সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত ও বধমান হইলে উদয়পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহহীন এবং অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্মপরিপালন-নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিজাক্রম হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অস্ত্রে, কেহ গর্জে ও কেহ বারথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। সেই স্থযোগে অশ্রু যোদ্ধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণপূর্বক আপনাকে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সময়ে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিজারক্ত-লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিজাক্রম বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমনপূর্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিজায় এইরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

সাময়িক যুদ্ধবিবর্তি—অর্জুনের অভিনন্দন

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,—‘হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিজ্ঞাত ও নিজাক্রম হইয়াছ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সময়ে নিবৃত্ত হইয়া

এই রণভূমিতেই নিজা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিজ হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সময়ে শ্রবৃত্ত হইবে।’ তখন কৌরব-পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য-শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া ‘হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্ঘোষন! পাণ্ডব-সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও’, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্জুনের বাক্য-শ্রবণে সমুদয় দেব ও মুনীগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিজ্ঞাত সৈনিক পুরুষগণ অর্জুনের বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জুনের এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, ‘হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্রসমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অমূল্য বর্তমান রহিয়াছে, অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও।’ মহারথগণ তাহাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিজায় আচ্ছন্ন হইয়া তৃপ্ত হইলেন। কেহ কেহ অশ্ব-পৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজশৃঙ্গে, কেহ কেহ ক্ষিপ্রতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক পৃথক স্থানে নিদ্রিত হইল। নিজাক্রম মাতঙ্গগণ ভূরেণু-ভূষিত ভূজগভোগসদৃশ* শুণ্ড দ্বারা নিখাস পরিত্যাগপূর্বক পৃথিবীতল স্পর্শ করিয়া নিম্নসমুদ্র পন্নগ-পরিবৃত্ত পর্বতসমুদয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ-যোক্ত-পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরা-লবিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমরভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, মুনিপুণ চিত্রকরণ এই সমস্ত বল চিত্রপটে বিচিত্রিত করিয়াছে। পরস্পরের শরে ক্ষতবিক্ষত কুণ্ডলধারী তরুণবয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুস্তের উপর শয়ান থাকিতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা কামিনীগণের কূটকলস আলিঙ্গনপূর্বক শয়ন করিয়াছেন।

হে মহারাজ! অনন্তর নয়নপ্রীতিবর্দ্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের স্থায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী' দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয়-পর্বতের সিংহের স্থায় পূর্বদিকরূপ দরৌ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযুগ্ম বিনাশ করিয়া সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ*সম-প্রভ, কন্দর্পচাপসদৃশ, নববধূর হস্তের স্থায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমভঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সূর্যবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দিগ্‌মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্তমধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইল। তিমিররাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাস্ত-সন্নিভ পদ্মবনের স্থায় প্রাবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহার মহাসাগরের স্থায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। তখন লোকবিনাশের নিমিত্ত পরমগতিলাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।”

—

ষড়শীত্যাধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের দুর্ঘোষধন-তিরস্কার

সজয় করিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্ঘোষধন দ্রোণসম্মিথানে গমনপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সঙ্কুচিত* করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে আচার্য্য! দীনমনাঃ অমাপনোদন-প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লকলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অমুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদয় সময়-পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই ষারংবার উহাদিগের অভ্যুদয়লাভ হইতেছে এবং আমরা ক্রমশঃ তেজ ও বলবীৰ্য্য-পরিশৃঙ্খ হইতেছি। হে ব্রহ্মন! আপনি ব্রহ্মাজ্ঞ ও

দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ, কি কোরবগণ, কি অশ্বাশ্ব ধনুর্ধরগণ, কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদয় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম-দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য, এই বলিয়াই হউক বা আমার ভাগ্যদোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।’

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আশ্রয় দুর্ঘোষধন কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, ‘হে দুর্ঘোষধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি; আমি অস্ত্রবেত্তা, কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ স্ননিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রজনের স্থায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দ হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাকালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে রাজন্! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীৰ্য্যের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীৰ্য্য সন্ম করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডবদাহসময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানবদলকে দলিত করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ষোষযাত্রাকালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব-গণকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছিল। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছে। অতএব সামান্ত মনুষ্য কিরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিবে? হে রাজন্! তোমার সৈন্য-সকল আমাদের বহুপ্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে

যেখানে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎসমুদয় অবলোকন করিতেছ।’

হে মহারাজ! রাজা দুর্ঘোষন এইরূপে জোণাচার্য্যকে অর্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, ‘হে ব্রহ্মন! আজ আমি, হুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি, আমরা সৈন্তগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জুনকে বিনাশ করিব।’ মহাত্মা জোণাচার্য্য দুর্ঘোষনের বাক্য-শ্রবণানন্তর হস্তমুখে তাহাতে অমুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাজন! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয়প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকাস্তরক কৃতাস্ত্র এবং অশুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মুখেরাই ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিক্সিয়ে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্বর কাণ্ডো প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সংকুলসম্বৃত্ত ক্ষত্রিয় এবং সমরপ্রাপী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনাথ অর্জুনের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ কর। তুমি এই শত্রুতার মূল কারণ, অতএব এক্ষণে অর্জুনসন্নিধানে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত বিনা অপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ? হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষত্রীড়ায় স্থনিপুণ, প্রতারণা-পরতন্ত্র ও কুটিল-হৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাঙ্গসারে অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। তুমি কর্ণ-সমভিষাহারে মোহাবিষ্ট, শূণ্ধ্যহৃদয়, শুশ্রূষা-পরবশ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হস্তান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্বপ্রকাশপূর্ব্বক কহিয়াছ যে, হে মহারাজ! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা হুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। আমি প্রতিসভায় তোমার মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ

কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্কিষয় শত্রু মহাবীর অর্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উহার অভিমুখীন হও। অর্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার প্লাধানীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্যলাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও স্বর্ণশূণ্ধ্য হইয়াছ। অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।’

হে মহারাজ! মহাবীর জোণ রাজা দুর্ঘোষনকে এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কোরবসৈন্ত-সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ জোণকে ও অপর ভাগ দুর্ঘোষনাদিকে আশ্রয়পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।”

সপ্তাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়

জোণ কর্ত্ত্বক বিরাট ও দ্রুপদ সংহার

সমুদয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ত্রিযামার^১ একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে কোরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হুস্তচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যাসারিণি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল ত্র্যম্বর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যামণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত^২ হইয়া তপ্তকাক্ষন-নির্ম্মিত চক্রের স্থায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কোরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযানসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া সঙ্কোপাসনার জন্ত করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কোরবসৈন্ত-সকল দ্বিধা-বিভক্ত হইলে জোণাচার্য্য রাজা দুর্ঘোষনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সৌম্য, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাহুদেব তদর্শনে অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে সব্যাসচিন! তুমি কোরবগণকে বাম ভাগে ও জোণকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও।’ মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেবের নিদেশানুসারে জোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান

করিলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন ভীমসেন দ্ব্যধীকেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাজ্ঞ-মধ্যবর্তী অর্জুনকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়-কামিনীরা যে কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য-সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এ সময় আপনার বলবীৰ্য্যাদিরূপ কার্য্যারূপী না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত দুঃখের কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে তুমি জ্যোৎস্নপূর্ণক দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া শত্রু সংহারপূর্ব্বক সত্য, ত্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনুগ্য লাভ কর।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জ্যোৎস্ন ও কর্ণকে অতিক্রমপূর্ব্বক চারি দিকে অরাতিসৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনল-সদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অশ্রুবেতা জিতেন্দ্রিয় অর্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় অস্ত্র নিবারণ-পূর্ব্বক সকলকে দশ দণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্রুত, চতুর্দিক হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল, কি দিয়াগুল, কি অকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটলপ্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। আমাদের উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ পরস্পর কেহ কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। রথিগণ অশ্ব-সারথিবর্জিত নিশ্চেষ্ট ও ভয়ানক হইয়া কেবল জীবন-রক্ষা করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহিণ গভজীবিত হইয়া পর্ব্বতাকারে নিহত গজসমূহ আঁঙ্গিন করিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবীর জ্যোৎস্নাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধুম পাবকের দ্বারা অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সেনাপণ

ভেজঃপ্রজ্বলিত জ্যোৎস্নাচার্য্যকে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে গমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ জ্যোৎস্নাকে পরাভূত করিবার বলিয়া কোনক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ বা নিক্রুৎসাহ, কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণমধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে গুপ্ত দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভূজমর্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ-ভেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ জ্যোৎস্নার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাকালগণ জ্যোৎস্নাচার্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া ক্রপদরাজকে আশ্রয় করিল।

তখন মহারাজ ক্রপদ ও বিরাট সেই সমরচারী তুর্জয় জ্যোৎস্নার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্রূপে ক্রপদের তিন পোজ ও চৈদিগণ জ্যোৎস্নার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্না তিন নিশিত শরে ক্রপদপোজত্রয়ের প্রাণসংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ জ্যোৎস্নাচার্য্য যুদ্ধে চৈদি, কৈকয়, স্বয়ং ও মৎস্যগণকে পরাজয় করিলেন। ক্রপদ ও বিরাটরাজ তদ্রূপে ক্রোধভরে জ্যোৎস্নার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দন জ্যোৎস্না অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ক্রপদ ও বিরাটভূপতি জ্যোৎস্নার সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর জ্যোৎস্না কোপাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও ক্রপদের কাশ্যুকদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বিরাট তদ্রূপে নিতান্ত কোপপরবশ হইয়া জ্যোৎস্নার বধ-সাধনার্থ দশ ভোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ ক্রপদও ক্রোধভরে জ্যোৎস্নার রথভিমুখে এক সুবর্ণ-খচিত ভূজগেশ্রোণম ভীষণ লোহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর জ্যোৎস্না সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ-পূর্ব্বক সেই বিরাট-নিকৃষ্ট দশ ভোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা ক্রপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া

সুশাসিত ভল্লভয় দ্বারা বিরাট ও রূপদকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন জোণের অন্তরালে বিরাট, রূপদ ও বিরাটের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চৈদি, মংশ ও পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও হৃৎখণ্ডের মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, ‘অন্ত্র জোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমাকে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজ হইতে পরিভ্রষ্ট হই।’ হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাগারে জোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্ত্র দিকে অর্জুন অবস্থানপূর্ব্বক জোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ চুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং চুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ তদর্শন জোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভীমের উত্তেজনায় সমবেত জোণ আক্রমণ

এইরূপে জোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন জোণাধিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোরবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে ক্ষত্রিয়সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী রূপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সমুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ এবং ভূপালগণ-সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে? ঐ দেখ, মহাবীর জোণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হতাশনের স্তায় অস্থানপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ জোণসন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অন্তত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।’

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে জোণ-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণ-পূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন; মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে মহারাজ! সেই সুর্য্যোদয়-কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, আমি কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ

দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্যসকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথসমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিলীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি একস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া বিপক্ষগণ কর্তৃক বিজ্ঞাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমরপরাক্রম হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতীগণ কেহ কেহ তাগাদের পৃষ্ঠভাগে, কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।”

—

অচাশীতাদিকশততম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যক্ষয়

সন্ধ্যা কাইলেন, “হে মহারাজ! বর্শ্মধারী বীরগণ সমরাজ্ঞেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাকনভাষর ভাস্কর সমুদিত হৃৎস্রোতে সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুর্য্যোদয়ের পূর্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিণ অশ্বারোহিণের সহিত, পদাতিগণ গজারোহীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোদ্ধগণ রজনী-যোগে বহু যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিত্য কাতর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরীনিষন, যুদ্ধধ্বনি, বাহিত-শব্দ, ধমুইকার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র-সমুদয়ের নিষন, অশ্বের স্বেদারব ও রথ-সমুদয়ের ঘর্ঘর নিধোষে মহাতুমুল শব্দ সমুখিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অন্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্জনা

প্রতিগোচর হইল। তখন সৈন্তগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকেও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ-নিষ্কপ্ত তরবারি-সকল নিজামান* বসনরাশির স্থায়* নিরীক্ষিত ও সেই ঋতুসমুদয়ের শব্দ নিজামান* বসনশব্দের স্থায় প্রকৃত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপপূর্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহসমুত্ত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শত্রু-সমুদয় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র-সমুদয় ফেন এবং সৈন্তগণের আর্তনাদ উহার শব্দ-স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজসমুদয় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তম্ভভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চাকুশগুল-মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। এই সময় ক্রবাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্তসমুদয় দ্বারা রথসকালনের পথরোধ হইল। বীরগণসদৃশ বলবান সংকুলসমুত্ত বাজীগণ নিতান্ত আশ্রয় হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিতকলেবরে বলপূর্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ। এই সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। এই বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাস্তা হইয়াছিলেন। উহাদের প্রভাবে উভয়পক্ষীয় অনেক বীর শমনসদনে গমন করিলেন। কোরব-সৈন্তসমুদয় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল-সৈন্তেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র স্থির হইল না। সেই ভীকরনের ভয়বর্জিত, শাশানভূমি-সদৃশ সমরাজনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুথিত হইলে কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অর্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি দ্রুপদ, কি অশ্বত্থামা, কি দুৰ্যোধন, কি শকুনি, কি কৃপ, কি মদ্ররাজ, কি কুন্তবন্দ্য, কি অগ্ন্যশ্রু যোদ্ধগণ, কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিম্বণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক,

আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত্ত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে কে কোরব, কে পাঞ্চাল, কে পাণ্ডব, কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিম্বণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয়প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয়, কি পরকীয়, যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত-নিষেক* দ্বারা রজোরশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুমিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির স্থায় বিরাজিত হইতে লাগিল। এই সময় মহাবীর দুৰ্যোধান ও দ্রুপদ, নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় যোদ্ধগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অব্যেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের পরাজয়-বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাক্ষয় করিয়া বর্ধাকালীন জলধরের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যসন্ধ্যা রথে সমাক্রান্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে শরদ জীমূতের* স্থায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহাধর্ম্মুর অগ্ন্যশ্রু যোধগণও পরম যত্নসহকারে স্পর্ধা করিয়া মত্ত মাতঙ্গসমুদয়ের স্থায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, কেহ কাহার দেহ ভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। এই সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক, কাশ্মুক, বিশিখ, গ্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অগ্ন্যশ্রু বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ষা, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধশৃগু ধ্বজবিহীন নগরাকার রথসমুদয়, আরোহিবিহীন শক্তিচিহ্নিত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র, আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উজ্জীষ, কিকীর্জীজাল, বন্ধঃ-স্থলাপিত মণি, নিক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুলবিভূষিত নভোমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল।

১—২। শাখবোণে পরিভূত হইয়া ক্রারবোণে পরিভূত শুভ্র বস্ত্রের জায়। ৩। পরিভূত—ইন্ডিরি করা—তাল ইন্ডিরি করা কাপড় চড়মড় শব্দ হয়।

অনন্তর অমরিত^১ নকুলের সহিত ক্রোধোদ্ভূত
দুর্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।
মাত্রীপুত্র দুর্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া
হুইচিতে তাঁহাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময়
তুমুল কোলাহল সমুদ্ভূত হইল। রাজা দুর্যোধন
নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাহার প্রতীকার-
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বিচিত্রযুদ্ধমার্গাভিজ্ঞ^২
তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতীচিকীর্ণ দুর্যোধনকে
নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুর্যোধনও
তদর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া
শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাধীন করিলেন।
কৌরব-সৈন্যগণ তদর্শনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ
প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল
আপনার কুপারামর্শজনিত বহু দুঃখ স্মরণপূর্বক
দুর্যোধনকে ‘থাক্ থাক্’ বলিয়া তর্জ্জন করিতে
আরম্ভ করিলেন।”

একোনবত্যাধিকশততম অধ্যায়

সহদেব-দুঃশাসন ও কর্ণ-ভীম যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে
মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল
বিকম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন।
মহাবীর সহদেব তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া
ভ্রমায় দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ-সমলঙ্কৃত
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র
উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অত্যাচা-
র্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে
পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রি^৩-বিহীন
হইয়া স্বচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল।
মহাবীর দুঃশাসন তদর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে
অবগত হইয়া নির্ভয়ে স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘু-
হস্ততা প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।
তখন কি বিপক্ষ, কি স্বপক্ষ, সকলেই তাঁহার সেই
অদ্বুত কার্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা
করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদর্শনে ক্রোধভরে
দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর শূভীক্স শরনিকর
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ

মাত্রীভনয়ের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে
ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার
অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার
কার্য্যক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে
লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহাকে
শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ
তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল-
পরাক্রান্ত বৃকোদর তদর্শনে পরম যত্নসংকারে
অর্ককর্ণপূর্ণ তিন ভল্লৈ কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত
করিলেন। তখন স্তম্ভপুত্র দণ্ডযুগ্মিত ভুজলের শ্রায়
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশ্চিত শরনিকর বর্ষণপূর্বক
ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে
কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণনপূর্বক বৃষভদ্বয়ের শ্রায় ঘোরতর
নিদাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে
পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে
ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিবিষ্ট ছিলেন,
সুতরাং শরপ্রয়োগবিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত
হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের তথকৃবর
চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত
হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা
নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর
ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বা গদা
নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগসম্পন্ন সুপুণ্ড্র
বহুসংখ্যক সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিষ্কপ্ত ভীষণ গদা
কর্ণের শরপ্রভাবে মস্তাভিহত ভুজঙ্গীর শ্রায় প্রতিনিবৃত্ত
হইয়া ভীমসেনের বিপুল ধ্বজে নিপতিত হইয়া
সাহায্যে বিমোহিত করিল। পরে বিপুলবিক্রম
ভীমসেন ক্রোধমূচ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ
পরিত্যাগপূর্বক অগ্নানুযুখে তাঁহার শরাসন, তুগীর ও
ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; মহাবীর কর্ণ ও সধর
অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ হুরাসদ শরাসন ধারণপূর্বক শর-
নিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব-সমুদয় ও পার্শ্ব-সারথি-
দ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিবৃদন
ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্বক সিংহ যেমন
পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, তক্রূপ নকুলের রথ
সমারোহ হইলেন।

অৰ্জুন-দ্রোণাচার্য-যুদ্ধে প্রশংসাবাদ

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অৰ্জুন উভয়ে লঘুসন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করিয়া বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ; অগ্ৰাণু যোধগণ সেই গুরু-শিষ্যের অন্তত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীরদ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্ব করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রমদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ ! গগনমার্গে আমিমলোলূপ শ্বেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অৰ্জুনের সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অৰ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশলপ্রভাবে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অৰ্জুনকে কৌশলক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাণ্ডপত, ঝাড়ু, বায়বা ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন ; মহাবীর অৰ্জুনও ঐ সমুদয় অস্ত্র দ্রোণের শরাসনবিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অৰ্জুন অস্ত্রদ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ; অৰ্জুনও অনায়াসে তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। ফলতঃ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অৰ্জুন-শরপ্রভাবে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্শ্বশরে দিব্যাস্ত্র-সমুদয়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অৰ্জুনেব ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অৰ্জুন তাঁহার শিষ্য, এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ-পূর্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অমরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটাৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অৰ্জুন ও দ্রোণের স্ততিসংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতিগোচর

হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজালপ্রভাবে দশ দিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘ইহা মাহুঘ, আশ্বর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে ; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতিক্রম করিতেছেন ; ইহাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাশূল হইতে পারে ; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয় ; অৰ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইহাদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদয় জগৎকে বিনষ্ট করিতে পারেন।’ হে মহারাজ ! অন্তহিত^১ ও প্রকাশিত^২ প্রাণিগণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রমদর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অৰ্জুন ও অন্তহিত প্রাণিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বতপাদপ সম্বলিত সমুদয় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয়পক্ষীয় সেনা ও অগ্ৰাণু জীবগণ নিত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল ; কিন্তু মহাবীর অৰ্জুন অসম্ভ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রাহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদয়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় কেহ কাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কলযুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।”

নবত্যাধিকশততম অধ্যায়

সঙ্কল যুদ্ধ

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও গজ নিহত হইতে

আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণরথাক্রুত ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অঙ্গগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকাল মধ্যে দুঃশাসনের কি রথ, কি ধ্বজ, কি সাগধি, সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাকালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপপূর্বক জ্যোৎস্নার অগ্নিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদর্শনে পাকালনন্দনের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষপ্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্জ্বলিত পাবকসদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে জ্যোৎস্নামুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ-চরিত্র, বিশুদ্ধবংশসম্ভূত, অমর্যপরায়ে বীরগণ স্বর্গ-লাভার্থে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ধর্মযুদ্ধে অবলম্বন-পূর্বক পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কণা, নালীক এবং বিবলিপু শূল্যঘটিত বহু শল্য, তপ্ত গজাস্ত্র বা গবাস্ত্রযুক্ত জীর্ণ ও কুটিলগতি শরসকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্তি বাসনা করিয়া অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করিয়া-ছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরবপক্ষীয় চারি জনের দোষ-বিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরবপক্ষীয় চারি বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং জ্যোৎস্নামুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরচতুষ্টয় মাজীতনদ্রয় কর্তৃক নিবারণিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাজীতনন্দন-দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরবপক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর ক্রপদভনয়

নির্ভয়ে জ্যোৎস্নার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্ধ্যোধন যুদ্ধদুর্মদ পাকালনন্দনকে জ্যোৎস্নার সহিত ও মাজীপুত্রদ্বয়কে আপনাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্মভেদী শরবর্ষণপূর্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদর্শনে দুর্ধ্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এইরূপে নরশাব্দীল মহাবীর দুর্ধ্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য-বৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে বারংবার হস্ত করিতে লাগিলেন।

সাত্যকিকে দুর্ধ্যোধনের স্ববশে আনয়ন-কৌশল অনন্তর রাজা দুর্ধ্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিকে সন্ধোধনপূর্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, ‘হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তত্ত্বপ ছিলাম; এক্ষণে আমাদের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলই একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভপ্রভাবে অজ্ঞ আমাদের তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্ধা-বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিষ্ট সমুত্তত করিয়া দুর্ধ্যোধনকে কহিলেন, ‘হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থানে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, এ সে সভা বা আচার্য্যানিকেতন নহে।’ তখন দুর্ধ্যোধন কহিলেন, ‘হে শিনিপুত্র! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা। আমাদের সেই বাল্যক্রীড়া অস্তিত্ব হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।’

সাত্যকির শ্লেষোক্তি—পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্ধ্যোধনকে কহিলেন, ‘হে দুর্ধ্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম যে, ইহারা আচার্য্যের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে

রাজন! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর, আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরাক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না।’ মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্যোধন সাত্যকিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদ্বন্দ্বিত সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বর তাঁহাকে প্রথমতঃ পঞ্চাশৎ, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সাত্যকির উপর ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবগণস্বয়ং অশ্ব এক স্বদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্বক দুর্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্তগণ উদ্বদর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক স্তবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুয়ুধানের শরনিকরে পাটু বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বর অশ্ব রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদনপূর্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক-সমুদয় সমস্তাৎ বিনিষ্কিপ্ত হওয়াতে সংগ্রামক্ষেত্রে কক্ষদহনপ্রবৃত্ত হতাশনের শব্দে শ্রায় তুমুল শব্দ সমুদ্ভূত হইল। ঐ বীরদ্বয়ের শরনিকরে বন্ধ্যাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গে দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে দুর্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ সেই মহারথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শর-সমুদয় নিবারণপূর্বক শরনিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্বদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণপূর্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের একখান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্রে রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের শ্রায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্রে রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্রে রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সকল-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্তগণকে কহিলেন, ‘হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদের প্রাণ ও মস্তকস্বরূপ, যে যোগগণ সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষপ্রধান বীরগণ দুর্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচৈতনের শ্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ? যে স্থানে সৌমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয়-পক্ষেই সঙ্গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে!’ হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বনপূর্বক দ্রুতগদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অশ্ব দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চশরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণ-রক্ষণে নিযুক্ত কৌরবপক্ষকে নিপাত্ত কর। আচার্য্য সহায়বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উহাকে অনায়াসে

বিনষ্ট করিবেন।’ মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য-
শ্রবণে সহসা কোরবগণের সম্মুখীন হইলেন ;
দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ষ্ঠষ্টয় প্রভৃতি
পাঞ্চালগণকে মর্দিত করিতে লাগিলেন।”

একনবত্যাধিকশততম অধ্যায়

‘অশ্বখামা হত’ বলাইতে কৃষ্ণের প্রবোচনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! পূর্বকালে
দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে
সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের
প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-
পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত
হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও
স্বজয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং
পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া
চতুর্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে
পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের
অস্ত্র-সমুদয়ে ভীষণরূপে চতুর্দিকে সমাকীর্ণ হইলে
পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোদ্ধবর্গের নিধন-দর্শনে ভয়ে
নিভান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগপূর্বক
কহিলেন, ‘বসন্তসময়ে সমীকৃত হতাশন যেমন বন
দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে
বিনষ্ট করিবেন। সংগ্রামে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী
হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্মপরায়ণ অর্জুন
কখনই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।’

হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডবহিতৈষী ধীমান্
বাহুবদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণশরে নিপীড়িত ও
নিভান্ত ভীত দেখিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে
অর্জুন ! ধর্ম্মকুরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন
ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত
করিতে সমর্থ নহেন ; কিন্তু উনি অস্ত্রশত্রু পরিত্যাগ
করিলে মহুঘোরাও উহাকে বিনাশ করিতে পারে।
অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক কোশল
করিয়া উহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর ; নচেৎ
আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন।
আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বখামা নিহত
হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ
করিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট

গমনপূর্বক বলুন যে,—অশ্বখামা সংগ্রামে বিনষ্ট
হইয়াছেন।

পার্শ্বের উপেক্ষা—যুধিষ্ঠিরাদির অঙ্গীকার

হে মহারাজ ! কুন্তীপুত্র অর্জুন কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে
তাহাতে কোনক্রমেই সন্মত হইলেন না ; অত্যাশ
যোষণ সন্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি
কষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু
ভীমসেন পদাঘাতে আশ্বপক্ষীয় অবন্তীদেশীয়
ইন্দ্রবর্ম্মার অরতিঘাতন অশ্বখামা নামক মহাগজকে
নিপাতিত করিয়া সলঙ্কভাবে দ্রোণসমীপে আগমন-
পূর্বক ‘অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
চীৎকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মদেব
‘অশ্বখামা’নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যাবাক্য
প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, দ্রোণাচার্য্য
ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রথমতঃ নিভান্ত বিষন্নমনা হইলেন। পরিশেষে স্বীয়
পুত্রকে অমিতপরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহনীয়
মনে করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক
আপনার যুত্বাশ্বরূপ ষ্ঠষ্টয়ের বিনাশবাসনায়
তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার উপর স্তম্ভীক
করুণত্ব-ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন
পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী
দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে
লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের শরনিকরে পরিবৃত
হইয়া বর্ধাকালীন জলধর-সমাচ্ছন্ন দিবাকরের স্থায়
অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের
শরজাল নিবারণপূর্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ
ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাচুর্ভূত করিয়া বিধুম প্রজ্জ্বলিত
হতাশনের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে
তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ
এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাটার কনকভূষিত
বাহু-সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন।
নরপতিগণ ভরদ্বাজ কর্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন
বনস্পতির স্থায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।
নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ়
কর্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য হইয়া
উঠিল। হে মহারাজ ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপে
পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণনাশ
করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্জ্বলিত পাবকের স্থায় রণস্থলে

অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোণাঘিষ্ট হইয়া এক ভয়ে বহুদানের শিরশ্ছেদন-পূর্বক পঞ্চাশং মৎস্য, ষট্শতশ্চ স্তম্ভয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণবিনাশ করিলেন।

ক্রোণাস্তবধানে বিশ্বামিত্রাদির মন্ত্রণা প্রয়োগ

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পুন্নি, পর্গ, বালখিল্য, মরীচিণ ও অশ্বাত্থ কুন্তর সায়িক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিষ্ক্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ক্রোণ! তুমি অশ্বশ্রু যুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরাক্ষণ কর। আর তোমার একুপ ক্রুরকার্য্যের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেদা ও সত্যধর্ম্মপারায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অমুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ-পূর্বক শাস্ত্র পথে অবস্থান কর। অতঃ তোমার মর্ত্যলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রুর-কার্য্যের অমুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।'

যুধিষ্ঠিরসমাপে ক্রোণের পুত্রনিধন প্রশ্ন

হে মহারাজ! মহাবীর ক্রোণাচার্য্য ইতিপূর্বে ভীমসেনের মুখে অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিতহৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যালত হইলেও কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই অশ্ব কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর দ্ব্যকোশ 'ক্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডবশুভ করিবেন' স্থির করিয়া স্থাধিত-চিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন! যদি ক্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যাকথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।'

যুধিষ্ঠিরের সাকৌশল মিথ্যা উক্তি

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি ক্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবস্থানার্থ ইন্দ্রবর্ষার ঐরাবত সদৃশ 'অশ্বখামা'-নামক হস্তী সংহারপূর্বক আচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন! অশ্বখামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন? হে মহারাজ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বখামার বিনাশবর্তী প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপারায়ণ বলিয়া ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।'

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যজ্ঞাবাহী কার্য্যের অনুলম্বনীয়তা বশতঃ মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগে উদ্বৃত্ত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া জ্ঞান-সমক্ষে 'অশ্বখামা হত হইয়াছেন' এই কথা স্পষ্টবিধানে বলিয়া অব্যক্তরূপে কুণ্ডলশব্দ উচ্চারণ করিলেন; হে মহারাজ! ইহার পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে অবস্থান করিত, কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যাবাক্য কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ ক্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে

পুত্রশোক নিতান্ত কাভর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক বিচেন্তনপ্রায় হইয়া আর পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।”

দ্বিনবত্যাধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণাচার্যের আত্মজীবনে হতাশ

সজ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। ঐ সময় পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে অতিশয় উদ্ভিগ্ন ও শোকে বিচেন্তনপ্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা ক্রপদরাজ দ্রোণ-বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত হতাশন হইতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর ক্রপদতনয় দ্রোণজিবাংশু হইয়া সুদৃঢ় মোর্কাসম্পন্ন, জলদ-গভীরনিম্নন, জয়শীল, দিবা শরাসন গ্রহণপূর্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের স্থায় ও আশীবিষের স্থায় শর সংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন-মণ্ডলস্থ শর শরংকালীন পরিবেশমধ্যস্থ দিবাঙ্করের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্জ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও ক্রপদপুত্রের শর-সন্ধান সন্দর্শনপূর্বক আপনার আসন্নকাল সমাপ্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাণহৃত হইল না। ঐ বীরপুরুষ চারি দিন ও এক রাত্রি ক্রমাগত বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শরক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অগ্নীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন ভেজঃপুঞ্জশরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র-সমুদয়ের অবসন্নতাবশতঃ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিগ্রগণের বাক্য-প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্বের স্থায় যুদ্ধ করিলেন না। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিবা শরাসন গ্রহণপূর্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রপদ-নন্দন তাঁহার শরবর্ষণে সমাজ্জয় ও ক্ষতবিক্ষত

হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া ক্রপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর-সমুদয় শতধা ছেদনপূর্বক সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদর্শনে সহাস্ত-মুখে পুনরায় অগ্ন শরাসন গ্রহণপূর্বক নিশিত শর দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধর্ম্মজ্ঞের দ্রোণ ক্রপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সস্ত্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অগ্ন সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভীকৃত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণ-পরাতবে ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌশল

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মস্তপুত করিয়া স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়বেগগামী পারাবতসর্বপ অশ্বসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যাদ্যামমণ্ডিত গভীর গর্জন-শীল জলদপটলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবদ্ধ, চক্রবদ্ধ ও রথবদ্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-শরে ছিন্নকাম্বুক, বিরথ, হতাশ ও চতুসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিষ্কিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্কর চর্ম্ম গ্রহণপূর্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমনপূর্বক তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগ্মমধ্যে, কখন যুগ্মসম্মুখ ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদয়ের নিভৃদ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোনক্রমেই তাঁহাকে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষলোলুপ গুণ্ধর্যের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জ্যোৎস্নাধিষ্ট হইয়া রথ-শক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতসর্বক অধঃগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অধঃগণ নিহত ও নিপতিত হইলে জ্যোৎস্নাধিষ্টের শোণবর্ণ অশ্বসমুদয় রথবদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদর্শনে একাণ্ড অধীর হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পত্নগরাজ গরুড় যেমন ভূজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বে হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ^১ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে জ্যোৎস্নাধিষ্টের প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রাতৃ, উদভ্রাতৃ, আবিদ্ধ, আশ্রুত, প্রসৃত, স্রুত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৈশিক ও সাংখ্য প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্বক জ্যোৎস্নাকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদয় যোদ্ধা ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি-সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জ্যোৎস্নাধিষ্ট ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শতচন্দ্রবিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জ্যোৎস্নাধিষ্ট এক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদয় বিতস্তিপ্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল জ্যোৎস্নাধিষ্ট, কৃপ, অর্জুন, কর্ণ, প্রহ্লাদ ও যুধামন্যু ভিন্ন আর কাহারও নাই; অর্জুন-তনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐরূপ শর-সমুদয় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর জ্যোৎস্নাধিষ্ট মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগবান্ বিতস্তি^২ প্রমাণ সূড়ূ শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শরাসন ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিকে জ্যোৎস্নাধিষ্টের সমীপে অবস্থানপূর্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোদ্ধাগণের দিব্যাস্ত্রসকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জুন কৃষ্ণ-সমভি-ব্যাধারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে

সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ‘হে কেশব! ঐ দেখ, শক্রনাশন সাত্যকি জ্যোৎস্নাধিষ্ট প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শনপূর্বক বিচরণ করিয়া আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদয় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃক্ষকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুধামন্যুকে প্রশংসা করিতেছে।’ হে মহারাজ! অনন্তর উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাগণ সমরে অপরাধিত সাত্যকির অলোক-সামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।”

—

ত্রিণবত্যধিকশততম অধ্যায়

জ্যোৎস্নাধিষ্টের প্রতি পাণ্ডবগণের সঙ্কল আক্রমণ

সঙ্কল কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ চর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাধিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনান্ন-পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুধামন্যুকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাজীপুত্র নকুল ও সহদেব—ইহারা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররুগিণী শরবৃষ্টি নিবারণ-পূর্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্রসকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় পশুনিধনে সমুত্তত পশুপতির স্থায় কোপাধিষ্ট শত্রুশূদ্রন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাজনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কাশ্মুক, ছত্র ও চামর ইত্যন্তঃ পুট হইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর রথ, নিপতিত ভূজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী ও বীরগণ দ্বারা ধরাভল পরিব্যাপ্ত হইল। দেবাস্ত্ররযুদ্ধসদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোদ্ধাগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধরাভলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন, ‘হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে

১। শর। ২। অর্জুন—এক বিবৃত্ত পরিমাণ।

দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, অত্ৰ সমরক্ষেত্রে ক্রপদনন্দনের কার্য্য সম্মুখীন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।'

দ্রোণের দুর্নিমিত্ত দর্শন—প্রাণত্যাগ ইচ্ছা।

হে কুরুরাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহারণ স্বল্পয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণপূর্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন; মহারণ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারণগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উচ্চা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিধন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারণ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সমুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উদ্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি ক্রপদ-সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মদুরাগ্রাণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্বক প্রথমতঃ বিংশতি সহস্র ও তৎপরে দশ অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহারপূর্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুচ্চত করিয়া সংগ্রাম-স্থলে প্রজ্জ্বলিত পাবকের স্থায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথধীন ও আয়ুধবিহীন অবলোকনপূর্বক ক্রপদনন্দনের সাহায্যার্থ তাঁহার সমুখে গমন করিলেন এবং সত্বর তাঁহাকে আপনার রথে সংস্থাপনপূর্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে পাঞ্চালনন্দন! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরেই

আচার্য্যের নিধনভার সমপিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইঁহার বধার্থ সত্বর হও।' মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্বভারসহ প্রধান শরাসন গ্রহণপূর্বক সমর-দুর্নিবার' দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমরবিশারদ বীরদ্বয় পরস্পরকে নিবারণ-পূর্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্রসমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখন মহাবীর ক্রপদনন্দন মহাত্মা দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক বসতি, শিবি, বাহ্লীক ও কৌরব-গণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তারপূর্বক যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিব্যগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ স্তূশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধর্ম্মজর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে ক্রপদনন্দনের শরাসন ছেদন-পূর্বক তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। ক্রপদনন্দন আচার্য্যশরে গাঢ়বদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যাধিত হইলেন।

দ্রোণ-পুত্রনাশের প্রকট প্রমাণ প্রদর্শন

তখন দ্রোণপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন! যদি স্বকাণ্ডে' অসম্ভব শিক্ষিতাত্ম অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য, আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের স্থায় অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলাগসা-নিবন্ধন বিবিধ য়েচ্ছজাতি ও অশ্রুশ্রু প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বকাণ্ডসাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাহার নিমিত্ত শত্রু গ্রহণপূর্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অত্ৰ তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্ভাগে সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন! যাহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র

সন্দেহ হয় না, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে ইতিপূর্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।’

দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবর্জন—যোগে তনুত্যাগ

হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, ‘হে মহাধর্মুর্জর কুর্প! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান হও, তোমাদিগের মঙ্গললাভ হউক; আমি অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।’ মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বখামার নামোচ্চারণপূর্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রজ্জু গ্রাণ্ড হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সমরে শরাসন অবস্থাপনপূর্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাজনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইল। এ দিকে জ্যোতিষ্ময় মহাতপাঃ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত* ও নেত্রদ্বয় নিম্নলিত করিয়া বিষয়াদি বাহ্য পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন-পূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাংপর দেব-দেবেশ বাহুদেবকে স্মরণ করিয়া সাধুজনেরও দ্রুমভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, জগতে দুই দিবাকর বিচ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরশ্মিতে পরিপূর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল মার্ভণ্ড-ময় হইয়াছে। তৎকালে নিমেষমধ্যেই সেই জ্যোতিঃ তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃদচৈত্রে মহান্ কিলকিলা ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বখামা, বাহুদেব, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ ও রুধিরাক্তকলেবরে

ঋষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার সেই মতিমা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশতঃ সেই মৌনাবলম্বী গতাত্ম দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আত্মদে করবারি বিঘৃণিত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই ক্রপদতনয়কে থিকার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল অপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্রামান্ন পঞ্চাশীতিবর্ষ-বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবর জায় রণস্থলে বিচরণ করতেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক গতাত্ম দ্রোণের শিরশ্ছেদ

হে কুরুরাজ! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান করেন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘হে ক্রপদাশ্রয়! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এখানে আনয়ন কর। তৎপরে ক্রপদতনয় দ্রোণ-সহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জুন, অশ্বাত্ত সেনাপতি ও সমস্ত ভূপাল-গণ ‘আচার্য্যকে বিনাশ করিও না’ বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জুন নিতান্ত অমুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহারপূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর জোণের শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ভণ্ডের জায় লোহিত ও হৃদ্বর্ধ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক-পুরুষেরা এইরূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধর্মুর্জর ক্রপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কোরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কোরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতশঙ্ক হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইল। হে রাজন! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়নের অন্তঃপ্রবেশ দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্জলিত উদ্ধার জায় স্বর্গপথে নক্ষত্রলোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কোরব, পাণ্ডব ও সৃজয়গণ নিকুংসাহ হইয়া মহাবেগে

১। তরবারি—তরবার। ২। গ্রাণবাসু নিরোধে ভক্তিত।

ধাবমান হইলেন। সৈন্যসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাপিত শরনিকরে হত ও অনেকে নিহতপ্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশতঃ আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্য কবন্ধসমাকীর্ণ সমরাজনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অধেষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয়লাভ ও ভাবী কীর্তিলাভ-সম্ভাবনায় নিতান্ত আহলাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে ধুট্টদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ‘হে ক্রপদাশ্রয়! হুয়ায়া সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব।’ মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহাহলাদে বাহ্যাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্রান্তধর্ম পরিত্যাগপূর্বক সমরে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হস্তীচক্ষে শত্রুকয়লিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।”

দ্রোণবধপর্বাদ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়

নারায়ণাস্ত্রমৌক্ষপর্বাদ্যায়—কৌরব-পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্যক বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শত্রুনিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয়-দর্শনে দীনবদন ও অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশপ্রভাবে তেজ ও প্রতিহত হইল। তখন তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ-বিনাশকাতর দৈত্যগণের স্থায় ধূলিধূসরিত-কলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্দ্রস্বর পরিত্যাগপূর্বক দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদের আত্মজ দুর্যোধনকে পরিবেষ্টিত করিলেন। রাজা দুর্যোধন ক্ষুদ্র মৃগসমূহের স্থায়

নিভান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়নে সমুদ্ভূত হইলে আপনাদের পক্ষীয় যোদ্ধগণ দিবাচরের করজালে সাত্তিশয় সমুপ্ত হইয়া যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সূর্য্যের পতনের স্থায়, সমুদ্রশোষণের স্থায়, হুমেরু-পরিবর্তনের স্থায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের স্থায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গান্ধারাজ শকুনি ভয়বিহ্বল রথিগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মজরাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গকুলসকল বহুল সৈন্য-সমভি-বাহারে ভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিগাত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হস্তিচরিত হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া বারংবার ‘কি কষ্ট! কি কষ্ট!’ বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্মা বহুসংখ্যক বেগপামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিজ, অরটু, বাহ্লীক ও ভোজ-সৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলুক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল-পরাক্রান্ত প্রিয়-দর্শন দুর্যোধন গজসৈন্যের সহিত সাত্তিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট-সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ-পূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণমধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্ক, কেহ কেহ সঙ্গী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্ত্রীয়গণকে পলায়নে ধরাশিত করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহারা কৌরব-সৈন্য নিশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া দুই জনে এক দিকে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্ব আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

অশ্বখামার অভিযান

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে একমাত্র দ্রোণাশ্বক অশ্বখামা স্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের স্থায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভক্ত, পাঞ্চাল, চৈদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন সন্নিধানে গমনপূর্বক কহিলেন, 'হে মহারাজ! এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও তোমাকে পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অশ্ব কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই, এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্টঘটনা হইয়াছে?'

অনন্তর রাজা দুর্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃবিনাশরূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বখামাকে নিরীক্ষণপূর্বক বাম্পাকুল লোচনে ভয়নোকার স্থায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনতমুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে, তুমিই অগ্রে তাহা গুরুপুত্রকে বিজ্ঞাপিত কর।' তখন কৃপাচার্য্য অগ্নিসংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতিশয় দুঃখ অল্পভবপূর্বক পরিশেষে অশ্বখামার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত কীর্তন করিতে লমুভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অশ্বখামার নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত জ্ঞাপন

'হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঐ সময় কোরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জন পূর্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কোরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্যের নিধনদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্রাস্ত অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবসৈন্যগণ কালশ্রেণিত হইয়া দ্রোণসন্নিধানে আগমনপূর্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষব্যয়ক আকর্ষণলিত মহারথ দ্রোণ ত্রাস্তপ্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধাবস্থাতেও বোড়শবর্ষীয়ের স্থায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিপক্ষ-সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাধীন হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র বিস্তারপূর্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যারুণালীনে দ্রুচশু মার্ত্তণ্ডের স্থায় নিতান্ত দুর্নিরাক্ষ হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য ও উৎসাহশূন্য হইয়া বিচেনন হইয়া রহিল।

বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদর্শনে পাণ্ডবগণকে সহোদনপূর্বক কহিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক বিজয়লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সম্মুখে উন্মূলন করিতে সমর্থ না হয়েন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বখামা বিনষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগপূর্বক অশ্বখামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যের কর্ণ-গোচর করুক।' হে দ্রোণানন্দন! মহাশ্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর কোন ক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অশ্বাশ্ব ব্যক্তিগণ উহাতে সন্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনতবদনে দ্রোণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে তোমার মিথ্যানিধনবৃত্তান্ত কহিল; কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয়বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার এক অচল-সদৃশ-কলেবর অশ্বখামা নামে কবিবরকে ভীমশরে নিহত দেখিয়া জ্যোৎস্বসন্ধানে গমনপূর্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, ‘হে আচার্য্য। আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্র-ধারণ করিতেছেন এবং যাঁহার মুখাবলোকনপূর্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বখামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহশিশুর ছায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।’ হে আচার্য্য-কুমার! ধর্মরাজ মিথ্যাবাক্যের দোষ সম্যক অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বখামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাকরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমাকে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক-সহগুণে দিব্যাস্ত্র-সমুদয় উপসংহার করিয়া আর পূর্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রুর-কর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে একান্ত উদ্ভিগ্ন ও শোকসন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ববিশারদ মহাবীর জ্যোৎস্ব তাঁহাকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্রত হইলেন। তদর্শনে সকলেই চতুর্দিক্ হইতে ‘সংহার করিও না, সংহার করিও না’ বলিয়া ক্রুপদ-তনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জুনও সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুদ্বয় উত্তত করিয়া ‘হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উহাকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর’, বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন বৌরবগণ ও অর্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্তগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও এককালে উৎসাহশূন্য হইয়াছি।’

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা পিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের

ছায় ও ইন্দ্রনসংযুক্ত বহির ছায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ ও দশনে দশনপীড়ন করিয়া আরক্তলোচন হইয়া ভুজঙ্গের ছায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চনবত্যাধিকশততম অধ্যায়

পিতৃবধে অশ্বখামার কর্তব্য জিজ্ঞাসা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। যে মহাবীর অশ্বখামার নিকট মানব, বাক্রণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র নিয়ত বিচক্ষমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাখ্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? মহাআ জ্যোৎস্বাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধর্ম্মব্রত শিক্ষা করিয়া পুত্রের সন্তুষ্টিলাভার্থে তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র-সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহাকে আপনার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অগুণত শিষ্যকেই আপনারদের রহস্ত-সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! জ্যোৎস্বপুত্র জ্যোৎস্বের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষরূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে জ্যোৎস্বের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্তবীৰ্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভৃংগ, তেজে অগ্নি, গান্ধীর্ঘ্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিষসদৃশ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরিজ্ঞাত ধর্ম্মব্রতবিশারদ ও একজন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাজ্ঞানে অব্যথিতচিত্তে বেগপানী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তঃকর ছায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্মব্রত শরনিষ্ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বহুধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত^১, ব্রতস্নাত^২, ধর্ম্মব্রতবিশারদ ও দাশরথির ছায় পণ্ডীরপ্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্য-পরাক্রম মহাবীর অশ্বখামা দুরাখ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্মযুদ্ধে পিতাকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন জ্যোৎস্বের মৃত্যু-স্বরূপ, অশ্বখামাও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তকস্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন।”

যশস্বতীধিকশততম অধ্যায়

অশ্বখামার সমস্ত পাকালবধে প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! পুরুষপ্রধান অশ্বখামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছলপূর্বক পিতাকে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাম্পাকুলনেত্রে ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয়-প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের স্থায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্র-দ্বয় পরিমার্জিত করিয়া উচ্চনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দুর্যোধনকে কহিলেন, ‘হে রাজন ! পিতা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যেরূপে তাঁহাকে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বংসকারী যুধিষ্ঠিরও যেরূপে অতি অনার্য্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিংবা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, স্থায়যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা স্থায়যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য নহে ; কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্যসমক্ষে কেশাকর্ষণ-দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এইরূপ দুরবস্থা-প্রাপ্ত হইলেন, তখন অশ্রু লোকে কি নিমিত্ত পুত্র-কামনা করিবে ? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচরণ ও অশ্রুকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছলপূর্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজ বহুদূর অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন ! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাকাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবনধারণ করিব না। আজ আমি যুদ্ধ বা দারুণ যে কোনরূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাকালগণকে বিনাশ করিয়া শাস্তিলাভ করিব। মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া

থাকে ; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈলপ্রতিম পুত্র, বিশেষতঃ শিশু জীবিত থাকিতে তিনি বদ্ধহীনের স্থায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্রসকলে ধিক্ ! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোকগত পিতার ধ্বংস হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্র-মাহাত্ম্য প্রকাশ

হে ভরতসন্তম ! স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধুজনের কর্তব্য নহে ; কিন্তু আমি পিতৃ-বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজ জনার্দনসহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্ত-কালের স্থায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব, কি পক্ষর্ব্ব, কি অশ্বর, কি উরগ, কি রাক্ষস, কেহই আজ আমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও অর্জুনের সমান অস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। আজ আমি প্রদর্শিত ময়ুখমালা মধ্যবর্তী মার্ভগের স্থায় ভেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজ আমার শরজাল তুণীর-বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করিয়া আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজ কোরবপক্ষীরেরা দেখিতে পাইবেন যে, দিকৃসকল আমার জলধরসদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ-সমুদয় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজালপ্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে মহারাজ ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপ-সংহার^১-মন্ত্রসমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জুন, কি কৃষ্ণ, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির, কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কি শিখণ্ডী, কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ ! পূর্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে যথাবিধি প্রণামপূর্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে

১। কিরণজাল। ২। নিবৃত্তিকারক—কিরাইয়া আনা।

তিনি তাহা প্রদান করিয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মন! রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশসাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবশ্যের বধসাধনেও পরাশ্রয় হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। সমরাস্রমে রথ ও অস্ত্রপরিচায়ে অভিলানী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অস্ত্রদ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিপীড়িত হয়।” হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমাকে কহিলেন, ‘হে অশ্বখামা! তুমি এই অস্ত্রপ্রভাবে তেজঃপুল্কলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।’ এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন! আমি এইরূপে পিতার নিকট সেই নারায়ণ স্ত্র লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তদ্বারা দানব-বিজ্ঞাবী শতীপতির স্থায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিজ্ঞাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শক্রমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণস্থলে অবস্থানপূর্বক অনাকুলিতচিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিজ্ঞাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। অজ্ঞ মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুজ্যোহকারী পাণ্ডু পাঞ্চালপদ ধুষ্ট্যায় কখনই আমার হস্তে পরিজ্ঞান পাইবে না।’

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দৃষ্টান্তে শম্ভু, ভেরী ও ডিগুম প্রভৃতি বাদিত বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্বখুর ও রথচক্রে পরিসীড়িত হইয়া শকাইমান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিম্বাগুল ও আকাশমণ্ডল প্রতিকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এদিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বখামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শ পূর্বক নারায়ণস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সপ্তদশতম অধ্যায়

অশ্বখামার নারায়ণস্ত্র প্রয়োগ—যুধিষ্ঠিরক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে সেই নারায়ণস্ত্র প্রাপ্ত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবাগে বায়ুস্ফার হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ধরাভল কম্পিত, সাগর-সকল সংকুচ, নদী-সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ-সমুদয় বিলীর্ণ, দিম্বাগুল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহুটচিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ শঙ্কিত ও কুরুঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরম্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বখামার সেই ভীষণস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! শোকসমুদ্র দ্রোণনন্দন পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবর্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধুষ্ট্যায়ের রক্ষার্থ কুরুপ পরামর্শ নিদ্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ণন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনাদি দুর্ঘ্যোথন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! দেবরাজ বজ্রধারণপূর্বক যেরূপ ব্রহ্মাসুরের প্রাণমহার করিয়াছিলেন, তক্রূপ ধুষ্ট্যায় দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আশ্বপরিজ্ঞাপার্থ জয়াশা পারিত্যগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় কিয়ৎসংখ্যক ভূপতি বিচেনন হইয়া ততপাক্ষি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্রবিহীন, ভয়কুশল, ভয়ানীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথাস্থ পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভয়ানক, ভয়যুগ ও ভয়চক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্দ্ধস্থলিত আসনে উপবেশনপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেক নারী দ্বারা গজস্কন্ধের সহিত প্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচবিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র

দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহবশতঃ পরস্পরকে অবগত না হইয়া 'হা ভ্রাতঃ! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকার করিয়া ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, আর অনেকে দৃঢ় বিদ্ধত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্র-দিগকে উত্তোলনপূর্বক বর্শানিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক করিয়াছে। ধনঞ্জয়! জ্ঞোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরবসৈন্যগণ এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। যদি তুমি তাহাদিগের অভ্যাগমনের^১ কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্তন কর। একত্র মিলিত তুরঙ্গের হ্রেষারব, মাতঙ্গের কুহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীরনিশ্বনে বারংবার তুমুলশব্দ সমুথিত হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে; এক্ষণে যেক্রপ লোমহর্ষণ তুমুলশব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্র-সমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয় জ্ঞোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করিয়া সমরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত-গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছে। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের স্থায় সমরে অবস্থানপূর্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন?"

অশ্বখামার শৌর্য্যবিষয়ে অর্জুনের সখেদ উক্তি

অর্জুন কহিলেন, 'হে মহারাজ! কৌরবগণ ষাঁহার বলবীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া ঐর্ষ্যাবলম্বনপূর্বক উগ্রকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রবাদন করিতেছেন এবং আপনি, জ্ঞোণাচার্য্য স্তম্ভশত্রু^২ হইয়া দেহত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি দুর্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া ষাঁহার প্রতি সংশয়াক্রান্ত হইয়াছেন, সেই মত্তমাতঙ্গপামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাশূর বিবরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জম্বগ্রহণ করিলে জ্ঞোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধান দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবাস স্থায় হ্রেষারব পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে 'ঈহার নাম অশ্বখামা হইল' বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজ সেই বীরপুরুষ

সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজ্য! অগ্নি পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি বৃশস কার্য্যমুষ্ঠানপূর্বক ষাঁহাকে অনাথের স্থায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাশূর জ্ঞোণের নাথস্বরূপ অশ্বখামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু জ্ঞোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহাকে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ-প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্য-লোভে গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে ক্রীড়ামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, জ্ঞোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনাবও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। জ্ঞোণাচার্য্য আপনাকে শিষ্য ও সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বখামা নিহত হইয়া-ছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জরশব্দ অব্যক্ত-রূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যচ্ছাদিত^৩ মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! জ্ঞোণাচার্য্য আপনাব বাক্যশ্রবণেই শত্রু পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চয় ও গতচেতন হইয়া আপনাব সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আপনি জ্ঞোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে পুত্রশোকসন্তপ্ত করিয়া নিপাত্ত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচরণপূর্বক গুরুর বধসাধন করিয়া-ছেন, এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বখামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অগ্নি আমরা সকলেই পিতৃনিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বনপূর্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্য করিয়া থাকেন, অগ্নি সেই মহাবীর পিতার কেশগ্রহণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবনরক্ষার্থ আপনাকে মিথ্যাকথা কহিতে বারংবার নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ

হওয়ার তাই সেই অল্পবিশিষ্ট জীবিতকাল বিকৃত হইল। জ্যোৎস্না সোহাদিবশতঃ ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মদেব ও জ্যোৎস্নাকে নিজের পুত্রগণের সহিত এই সমাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ বৃত্তিলাভ করিয়া এবং কৌরব-গণ কর্তৃক তদ্রূপ সংকৃত হইয়াও আমাকে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজন! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ক্ষুণ্ণ হইয়া নিহত হইয়াছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিতেন না। হায়! আমরা রাজ্যলালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণসংহার করিলাম। তুচ্ছ রাজ্যলোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎপাপে লিপ্ত হইলাম। আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধনসময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমাকে পরলোকে অবাক্‌শিরাঃ^১ হইয়া নরকভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মোনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়ঃ।^১

অচিন্ত্যবতীকৃততম অধ্যায়

অর্জুনের করুণায় ভীমের কটুত্ব

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অর্জুন এইরূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল-মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনকে বিন্ধিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে পার্শ্ব! অরণ্যগত যুনি ও জিহবেশ্বর শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অশুকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতত্রাণই ধাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি

ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও স্ত্রী লাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এখন যুদ্ধের স্থায় বাক্যপ্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের স্থায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এক্ষণে ত্রয়োদশ-বর্ধসংখ্যিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্ম্মলাভের অভিলাষ করিতেছ, এই গুণে কে না তোমাকে প্রশংসা করিবে? এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন সততই ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনুশংসতার অমুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধঃপাতনপূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা জ্যোৎস্নাকে সভায় আনয়নপূর্ব্বক পরাভব করিয়া-ছিল। আমরা বনবাসের নিভান্ত অমুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতি-প্রভাবে বন্য ও অজিন ধারণ-পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ-প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছ। অতঃপরে তোমার সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধঃপতন প্রতিকূল-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুজাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধুবান্ধবের সহিত সংহার করিব।

পূর্ব্ব তুমি কহিয়াছিলে, আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা আপনাকে নিন্দা করিতেছ; সুতরাং তুমি পূর্ব্ব যাহা বলিয়াছিলে, উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষত কারপ্রদানের স্থায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হই-তেছে, তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও ধর্ম্মভঙ্গ সমাক্‌ অবগত হইতেছ না। হে অর্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনাকে ও আমাদের প্রাণসংসারী না করিয়া, যে তোমার বোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে, বাহুবল-বিশিষ্ট থাকিতে সেই অশ্বখামাকে প্রশংসা

করিতেছে। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুব্বা গদা উত্তত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্বতসকল বিক্ষিপ্ত ও অচল-সদৃশ বৃক্ষ-সকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অমর রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিজ্ঞাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে এইরূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বখামা হইতে ভীত হইতেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমি গদা গ্রহণপূর্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জনশীল হিরণ্যকশিপুকে জয় করিয়াছিলেন, তজ্রপ অগ্ন্যাশ্ব বীরবর্গের সহিত অশ্বখামাকে পরাজিত করিব।'

ধৃষ্টদ্যুম্নের নির্দোষিতা খ্যাপন

অনন্তর পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য, কিন্তু জ্ঞোণ ইহার কিছুই অমুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহাকে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ-কার্য্যপত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী' ও অতিশয় মায়াবী, তিনি মায়াবলেই আমাদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের অমুষ্ঠানই অনাধ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বখামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বুধা গর্জন দ্বারা ক্ষৌরবপক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্তিত করিয়া তাহারিগণের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধাশ্মিক হইয়া আমাকে তোমার গুরুদাতা বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি জ্ঞোণ-বিনাশার্থই হত্যাশন হইতে প্রারম্ভিত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রামকালে যাহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়েই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করিব? যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ

ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহাকে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্তব্য।

হে অর্জুন! ধাশ্মিকেরা অধাশ্মিককে বিষতুল্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থ-তত্ত্ব হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ? আমি ক্রুরকর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ-পূর্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোনরূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি জ্ঞোণাচার্য্যের সেই কালানল, অর্ক ও বিষসদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাজনক হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? জ্ঞোণ আমারই বহুবাহুবলগণের বধসাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে জয়জয়ের মস্তকের স্রায় তাঁহার মস্তক চণ্ডালসমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই—আমার অভিশয় মর্শ্মগীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রুবিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃসখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তজ্রপ আমি ধর্ম্মাস্ত্র-সারে জ্ঞোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনাকে ধাশ্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ, তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমাকে অধাশ্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সমৃদ্ধ নিবন্ধন স্বপাত্রকৃত* সোপাননিষয়* কুঞ্জরের* স্রায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল জ্যোপদী ও জ্যোপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১—৩। হস্তী অত্যুচ্চ লক্ষ্য, তাহার শিঠ উঠিবার সময় সে মাছের সন্ধুতক্রমে নীচ হইয়া স্বগত্রে তরী পুষ্টারোহণের নিদ্রি করিয়া দেয়—মাছের হাতীর সেই বাহিরা তাহার শিঠ উঠে। ধৃষ্টদ্যুম্ন উক্তবশ, অর্জুন তাঁহারই ঘরের জামাতা—নিজের ভগিনীপতি, কাজেই তাঁহাকেও নীচ হইয়া চলিতে হইতেছে—আদেশ-নিষেধমত সমবলিত হইতে হইয়াছে।

করলাম। আচার্যের সহিত শত্রুতা যে আমাদের কুলপনম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছেন; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধ্যাত্মিক নই। আচার্য্য শিশুপ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয়লাভ হইবে।”

একোনিব্বিশতম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সাত্যকি-তিরস্কার

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা সান্ন্যবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধর্ম্মবেদে অদ্বিতীয়, বাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাত্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ বাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও হৃদয় অদ্ভুত কার্য্য সমুদয়ের সমুষ্ঠান করিতেছেন, সেই মহর্ষিনন্দন জ্যোৎস্না আমার মিথ্যা বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণে বোঝুমান হইলে নীচপ্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসচারপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এই বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না? অতএব ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক! হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অগ্ন্যাদি ধর্ম্মধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! ক্রপদন্তনয় অর্জুনকে সেই কথা বলিলে অগ্ন্যাদি পাণ্ডবগণ তুষ্টোক্তাব অধলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জুন সেই ক্রুরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিকার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অগ্ন্যাদি বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, “পুরুষ বাস্ত্য-প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরধম্ম এই পাঞ্চালকুলাদ্বারকে জীত্ব বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই? হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই

পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এই সাধুলোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাস্ত্যব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না? তুমি আচার্য্যবধি প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্মপ্রভাবে অধঃপতিত হইলে না? তুমি এই গহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃক্ষিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব তুমি আমাদের বধ্য; তোমাকে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরধম্ম! তোমা ভিন্ন অশু কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের বেশ-গ্রহণপূর্ব্বক বধ্যসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার উদ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জুনকে ভীষ্মবাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশসাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ আপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই। তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্জুন ভীষ্মের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিখণ্ডীই প্রকৃত ভীষ্মবাতী। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়; পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায় আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের দায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্রকল গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহত্যা, নম্রহত্যা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যদর্শন করিয়া থাকে। রে ছত্রপতি! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার গুরুর গুরুকে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? এক্ষণে তুমি অবস্থান-পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমিও তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।’

ধৃষ্টদ্যুম্নের সাত্যকি-প্রত্যাশিত

হে মহারাজ ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হস্তমুখে কহিতে লাগিলেন, 'হে যুধাণ ! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীপ্ৰেক্ষিত হইয়া আমাকে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কারবাক্য শুনিয়াও তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ইহলোকে ক্ষমাশূণ্যই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমাশূণ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবানকে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রভ্রম, নীচস্বভাব, পাপপরায়ণ এবং সর্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকি ! তুমি যে নিবারণিত হইয়াও ছিন্নভূজ প্রায়োপবিষ্ট^১ ভূরিশ্রবার প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহা হইতে তুমি আর কি হইতে পারি ? জ্যোতিষ্য পূর্বে দিব্যাজ্ঞবূহ নির্মাণ করিয়া পরিশেষে শত্রু পরিত্যাগপূর্বক আমা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ? যে ব্যক্তি অশ্বের শরে ছিন্নবাহু, যুনির শ্বায় প্রায়োপবিষ্ট ও সমরপরাজুখ ব্যক্তির প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অশ্বের নিন্দা করে ? হে যুধাণ ! যখন বলবিক্রমশালী সৌমদন্ত-তনয় তোমাকে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহাকে সংহারপূর্বক সংপুরুষোচিত কার্যের অমুষ্ঠান করিলে না ? প্রতাপশালী সৌমদন্তপুত্র পার্শ্ব কর্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, জ্যোতিষ্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শরসহস্র বর্ষণপূর্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি অগুনির্জ্জ্বিত ব্যক্তির সংহাররূপ চণ্ডালসদৃশ কস্ম্যামুষ্ঠানপূর্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষিকুলধাম ! তুমি পাপকর্ম্মের আবাস^২, আমি তোমার শ্বায় তুমুকারী নহি ; অতএব তুমি পুনরায় আমাকে নিবেদন করিও না, মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ কর, তবে

নিশ্চয়ই তোমাকে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্মপ্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও জ্যোপদী পরিক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার অধর্ম্মাচরণ-পূর্বক পাণ্ডবগণকে সর্বস্বান্ত করিয়া উহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছে। উহারা অধর্ম্মাচরণপূর্বক মজ্জরাজকে আপনাদের পক্ষে আনয়ন করিয়া বালক সৌভদ্রকে নিধন করিয়াছে। এ দিকে পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্মসহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয় ! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জের্য। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন-আক্রমণোদ্ভূত সাত্যকির সান্ত্বনা

হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এইরূপ পক্ষ ও ক্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্বক সর্পের শ্বায় নিশাস পরিত্যাগ করিয়া গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিযুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, 'হে হ্রাস্তন ! তুমি বধার্য, অতএব তোমার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমাকে নিপাতিত করিব।' তখন বাহুদেব সাত্যকিকে সহসা কালান্তক যমের শ্বায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহুপ্রসারণপূর্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিকে নিবারণিত করিয়া তিনি ছয় পদ গমন করিবামাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্তৃক নিবারণিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধাণ ! অজ্ঞক, বৃষি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদের আর অস্ত্র বহু নাই এবং আমরাও অজ্ঞক ও বৃষিগণের,

১। অন্নপান পরিত্যাগপূর্বক জীর্ণতলুত্যাগরতধারী।

২। চিরস্থায়ী গৃহ—সর্বদা পাপপূর্ণ।

বিশেষতঃ কৃষ্ণের যেরূপ মিত্র, সেরূপ অপর কেহই নহে; অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেইরূপ হইব। আর পাঞ্চাল-গণ সমুদ্র পর্যন্ত অধেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয়ব্রতঃ কৃত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যায়ের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যায়ের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকাই সম্ভব, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্বধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি ধৃষ্টদ্যায়ের মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহারপূর্বক ধৃষ্টদ্যায়ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর; ধৃষ্টদ্যায়ও তোমাকে ক্ষমা করুন; আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।’

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিকে এইরূপ সান্ত্বনা করিলে ত্রুপদকুমার হস্ত করিয়া কহিলেন, ‘হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদাশ্রিত সাত্যকিকে সশর পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাশ্রা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরে নিশ্চিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধ-শ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিযুধীন হইতেছে; আমি অচিরে এই পাণ্ডবগণের সংহার পূর্বক উহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্তমহৎ কার্য্য সাধন করিব। অথবা অর্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়ক-নিকরে যুদ্ধধানের মন্তকচ্ছেদন করিব। সাত্যকি আমাকে ছিন্নবাহু ভূরিপ্রবার স্থায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অশ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহাকে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমাকে সংহার করুক।’ ভীমসেনের ভূজদ্ব্যন্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য-শ্রবণে সর্পের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যায় ও সাত্যকি বৃষভদ্বয়ের স্থায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিলে মহাশ্রা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষদ্বয়-সদৃশ বীরদ্বয়কে বহুদূরে নিবারিত করিলেন। তৎপরে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই ক্রোধসংরক্ত-নেত্র ধর্ম্মকীর্ত্তী বীরদ্বয়কে নিবারিত করিয়া যুদ্ধার্থ অশ্রান্ত ষোড়শগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।”

দ্বিশততম অধ্যায়

সমবেত কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধারম্ভ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর জ্যোৎস্না নন্দন অশ্বখামা কল্লান্তকালীন অন্তকের স্থায় শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভল্লাস্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাজন পর্বতের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজসকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্রসমুদয় শূল, গতানুগতানিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন-সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভূতসমুদয় যক্ষ-গণের স্থায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বখামা মহা-সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধপ্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন, তখন আজ তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিজ্ঞাপিত করিয়া দুরাশ্রা ধৃষ্টদ্যায়কে বিনষ্ট করিব। আর যদি পাণ্ডব-পক্ষীরেয়া রণে পরাজিত না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা-সমুদয় প্রতিনিবৃত্ত কর।”

হে মহারাজ! আপনার পুত্র জ্যোৎস্নাভয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক সৈন্য-গণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণবদ্বয়ের স্থায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্তের ভয়ানক সমাগম সমাহিত হইল। কৌরবগণ অশ্বখামার উত্তেজনায় স্থিরচিহ্ন হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্যনিধনে নিতান্ত হত ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীর বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাজনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্বত পর্বতে এবং সাগর সাগরে যেরূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্তের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হঠাৎ সহস্র শব্দ ও ভেরী নিনাদিত করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমগ্নসময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুথিত হইয়াছিল, সৈন্তমধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুথিত হইল।

অশ্বখামার নারায়ণাত্ম ত্যাগে যুদ্ধিষ্ঠিরের ভয়

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাত্মের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাশ্রু পন্নগের স্থায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই দিবাকরকিরণের স্থায় দিগ্গণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লৌহময় বজ্রমুষ্টি-সকল গগনমণ্ডলে প্রাচুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ-পদার্থের স্থায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে বিচিত্র শতগুণী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র-সকল দৌণ্ডি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ ! এইরূপে অস্ত্রনিচয়ে গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও স্বজয়গণ তদর্শনে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাত্ম সেই সেই স্থানে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অনল-সদৃশ নারায়ণাত্মে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন ঘেরূপ শুক ভূরণাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাত্ম পাণ্ডবসেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির অশ্বখামার অস্ত্র-প্রভাবে স্বীয় সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে বিনষ্ট, কতকগুলিকে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং অর্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীতচিন্তে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন ! তুমি পাঞ্চাল-সেনাসমভিব্যাহারে পলায়ন কর; হে সাত্যকে ! তুমিও বৃষ্ণি ও অঙ্কুরগণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাশ্রা বাহুদেব জনসমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সৌদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায় ! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুদীর্ণ হইয়া এক্ষণে দ্রোণপুত্রস্বরূপ গোপ্পদে বদ্ধগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অভিশাপ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্ষুরকর্ম্মা মহারথগণ যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ

বালক অভিমত্যাগে বিনাশ করেন, তখন যে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই, দীনভাবাপন্ন সভাগত দ্রোণদী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুত্র-সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অস্ত্রাশ্রু সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জুন-জিঘাংসু দুর্ব্যোধনকে কবচবন্ধ ও সিদ্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাজ্ঞবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎশ্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন এবং কোরবগণ অধর্ম্মপূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরমহুঃসং দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হইব !'

অস্ত্রপরিত্যাগে কৃষ্ণের পরামর্শ—ভীমের অনিচ্ছা

হে মহারাজ ! রাজা যুদ্ধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাহুদেব বাহুসন্ধেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'হে যোধগণ ! তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিধাত করিবার এইমাত্র উপায় আছে। যে যে স্থানে শক্রনিবারণার্থ বা অস্ত্রবলনিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কোরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহুত হওয়া দূরে থাক্, যাহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে।' হে মহারাজ ! পাণ্ডবপক্ষীয়েরা বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র-পরিত্যাগে উচ্ছত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে যোধগণ ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকরনিপাতে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ঝা গদা সমুত্তৃত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাত্ম বিমদিত করিয়া অন্তকের স্থায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন

কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্যের সদৃশ নহে, তজ্জপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মহুগ্রহই নাই। আমার এই যে ঐরাবতসদৃশ সুসূত্ৰ ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অমৃত নাগতুলা বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকমধ্যে আমিও তজ্জপ। আজ আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র-নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীৰ্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিষেধা বিচক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং কোঁরব ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে অর্জুন! তুমি পাণ্ডব-ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে।’ অর্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি পাণ্ডব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম।’ শত্রু-নিমূদন ভীমসেন অর্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর সূর্যের স্থায় তেজঃ-সম্পন্ন মেঘগভীরনিম্বন স্বন্দনে আরোহণপূর্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া নিমেষমধ্যে তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা তদর্শনে হাস্ত করিয়া প্রদীপ্তাগ্ন মস্তপুত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাকন-ফুল্লঙ্গসদৃশ দীপ্তান্ত্র* ভুজদণ্ড প্রজ্জ্বলিত মর্দ্দভেদী শরসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খণ্ডোত-পরিবেষ্টিত পর্বতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বখামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অপিত হইয়া অনিলোদ্ধৃত* অগ্নির স্থায় পবিবর্জিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র-শত্রু পরিত্যাগ-পূর্বক সকলে রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিত্তিতে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে হস্তায়ুধ* ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুলবীৰ্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজোঘারা পরিবৃত দেখিয়া হাৎকার করিতে লাগিলেন।

একাধিকদ্বিশতম অধ্যায়

নারায়ণাস্ত্রদ্বন্দ্ব ভীমরক্ষার্থে বিষ্ণুমার্য্যবিস্তার

সজয় কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজঃ ধ্বংস করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জুনের লঘুহস্ততা-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। কণৈক* পরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথ সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবকমধ্যস্থিত জ্বালাবাপ্ত ত্বর্লক্ষ্য অনলের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অন্তর্গিরিতে গমন করে, তজ্জপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন-রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বখামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হত্যাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বপ্রাণীর মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তজ্জপ অশ্বখামার ভীষণাস্ত্র ভীমশরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, উহা কি সূর্য্যপ্রবিষ্ট অনলের স্থায় বা অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের স্থায়, কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জুন ও বাহুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে* প্রতিদ্বন্দ্বী-বিবর্জিত, পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণকে নিঃশস্ত্র* ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমরবিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম-সমীপে গমন-পূর্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবলসমুত তেজোরাশিমধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্রসমুত হত্যাশন সেই বীরধ্বয়ের অস্ত্রপরিচ্যোগ, বীৰ্য্যবন্তা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শাস্তির নিমিত্ত বলপূর্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র-শত্রু-সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরধ্ব্য কর্তৃক আকৃষ্টমাগ হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণ-নন্দনের সুহৃচ্ছয় অস্ত্রও পরিবর্জিত হইতে লাগিল। তখন বাহুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, ‘হে পাণ্ডুনন্দন।

১। দ্বিত্যবদন। ২। বায়ুযোগে পরিবর্জিত। ৩। ত্যক্ত অস্ত্র।

১। এক-কর্ণ-অতি অল্পকাল। ২। অস্ত্রভাগী।

তুমি নিবারণিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না? যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও সমরে পরাধীন হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদয় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ কর। বাহুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে তুলিলে আনয়ন করিলে, ভীমসেন সর্পের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন; নারায়ণাশ্রমও প্রশান্ত হইল।

পাণ্ডবাস্ত্রত্যাগে নারায়ণাশ্রম বিফলতা

হে মহারাজ। এইরূপে বিধিনির্বন্ধের অমূল্যজন্যতা-নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাশ্রমের স্মৃতিসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদয় দিগ্বিদিক্ নিখল হইল; বায়ু অশূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্তভাবে অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডবসেনাগণ সেই নারায়ণাশ্রমের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থে সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদদর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, ‘হে অশ্বখামন্! পাঞ্চালগণ বিজয়বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর।’ দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রয়োক্তার প্রাণ সংহার করে। বাহুদেব কৌশলক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রু-সংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান। বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শত্রুপ্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে।’ তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ‘হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্রপ্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অস্ত্র অস্ত্র দ্বারা গুরুহস্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র-সকল তোমাতে ও অমিততেজা:

মহাদেবে বিद्यমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।’

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাশ্রম প্রতিহত হইলে অশ্বখামা দুর্য্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থে সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন?’

যুদ্ধে অশ্বখামার পুনঃ অভ্যুত্থান—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বখামা পিতৃবিনাশে ক্রোধাধিত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবাহুগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রক্লিষ্ট পাবকসদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া, তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অস্ত্র-বিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বখামার প্রতি গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরদ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধাধিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুরপ্র ছায়া তাঁহার শর ও শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শর-নিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রচরণও অশ্বখামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল-সৈন্যগণ নিশিত শরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত কাণ্ডর হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাধীন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বখামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বখামা ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্তর তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া গম্ভীর ও ধ্বংস ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণমণ্ডিত ও

অশ্বপুত্র রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বখামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্ঘোষধন আচার্য্য-পুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রূপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ঘোষধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন এক শত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাদিগকে রথবিহীন ও সমরপরাস্থ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বখামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার নিখাস পরিত্যাগপূর্বক দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অস্ত্র রথে আরোহণপূর্বক শত শত শরবর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বখামাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রথবিহীন ও সমর-পরাস্থ করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম-দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজতনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অমুগামী ত্রিসংহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যর সাক্ষি অযুত হস্তা ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা অস্ত্র রথে আরোহণ-পূর্বক রোধাবিষ্টচিত্তে সাত্যকির বিনাশ-বাসনায় ধাবমান হইলেন। অগাধিপাতন সাত্যকি পুনরায় জ্যোৎস্নাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপযুক্ত-পরি নিশিত শর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধর্ম্মবীর অশ্বখামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্তবদনে কহিতে লাগিলেন, 'হে সাত্যকে! আচার্য্যবাণী দৃষ্ট দৃষ্টদ্রাঘের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে বা স্বয়ং পরিত্যাগ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। আমি সত্য ও তপস্তা দ্বারা শপথ করিয়া

কহিতেছি যে, সমস্ত পাকালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তিলাভ করিব না। তুমি পাণ্ডব-সৈন্য, বৃষ্ণদৈত্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।'

অশ্বখামার শরে হৃদশ্রনাদি সংহার

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বখামা এইরূপ কহিয়া পুরন্দর যেমন বৃজাঙ্গুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যারশ্মিসদৃশ সুপর্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বখামার শরাসন-নিষ্কিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্মসংবৃত দেহ ভেদ করিয়া ভুঞ্জয় যেমন নিখাস পরিত্যাগপূর্বক বিল-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাভূমে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের স্থায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সশর তাঁহাকে লইয়া অশ্বখামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজতনয় দৃষ্টদ্রাঘের দ্রুতগতির মধ্যস্থলে এক আনন্তপর্ব সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাকালতনয় পূর্ববর্তী অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযন্তি অবলম্বনপূর্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে দৃষ্টদ্রাঘ সিংহাদিত কুঞ্জরের স্থায় অশ্বখামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবগণ হইতে মহাবীর অর্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্ভব বৃহৎকজ, চেদি-দেশীয় যুবরাজ ও অবন্তীনাথ সুদর্শন—এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণপূর্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বখামার অভিমুখে গমনপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পদ গমনপূর্বক যন্ত্র-সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা আশীবিষদশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একেবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে বৃহৎকজকে সাত, অবন্তীনাথকে তিন, অর্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয় শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথগণ অশ্বখামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ, কখন পৃথক পৃথক স্ববর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পরে যুবরাজ বিংশতি, অৰ্জুন আট ও অশ্ব তিন জনে তিন তিন শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন জ্ঞোণপুত্র অশ্বখামা অৰ্জুনকে ছয়, বাহুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং দুই বাণে তাঁহার কাশ্মুক ও ধ্বজ ছেদনপূর্বক পুনর্বার পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম উগ্রভেদী জ্ঞোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে নিষ্কিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিয়ণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতুসদৃশ ভূজঘ্রয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদনপূর্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাঁহার হরিচ্চন্দন চর্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপলসমদ্র্যতি চৈদীদেশীয় যুবরাজ সারথি এবং অশ্বগণের সহিত অশ্বখামার প্রাজলিত অনলতুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভীম-অশ্বখামার যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চৈদী-দেশীয় যুবরাজকে জ্ঞোণপুত্রের শরে নিহত দেখিয়া সরোষনয়নে ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গসদৃশ সুনিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক অশ্বখামাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা জ্ঞোণতনয় সেই ভীমনিষ্কিপ্ত শরজাল নিবারণপূর্বক তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বখামার শরাসন ছেদনপূর্বক তাঁহাকে শরবিস্কৃত করিতে লাগিলেন। মহামনা জ্ঞোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগপূর্বক অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত অশ্বখামা ও ভীমসেন জলধারাবর্ষা জলধরদ্বয়ের স্থায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিনকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ জ্ঞোণকুমার ভীমনামাক্ত সুবর্ণপুঙ্খ সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন, ভীমসেনও জ্ঞোণপুত্র-তান্ত্র নভপর্ব শরজালে আবৃত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়

বৃকোদর জ্ঞোণ-পুত্রের অসংখ্য শরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় সুবর্ণ-বিভূষিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। ভূজঙ্গমগণ যেমন বন্যীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচসকল জ্ঞোণপুত্রের জক্রদেশ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বখামা এইরূপে মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযন্ত্রি অবলম্বনপূর্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া সরোষ-নয়নে ও শোণিতাক্তকলেবরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণ-পূর্ণ আশীবিষসদৃশ শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন; সমরক্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীৰ্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বখামা নিশিত শরজালে ভীমসেনের কাশ্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত-বিস্কৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অশ্ব শরাসন গ্রহণপূর্বক শাণিত পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাপ্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষা-কালীন বারিবর্ষা মেঘদ্বয়ের স্থায় শরজাল বর্ষণপূর্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তলশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরৎ-কালীন মধ্যাহ্নগত দিনকরসদৃশ প্রতাপশালী জ্ঞোণ-নন্দন সুবর্ণভূষিত শরাসন বিস্তারণপূর্বক শরবর্ষা ভীমসেনের প্রতি সরোষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন শরনিকর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের স্থায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশ-মার্গে শলভশ্রেণীর স্থায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ জ্ঞোণপুত্রের সেই সুবর্ণালঙ্কৃত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীৰ্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বখামার সেই শরবৃষ্টি জলধারার স্থায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের স্থায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র সহস্র শর বিনির্গত

হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই বীরদয় মহাবেগে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ-কামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈলধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিষ্ট দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনপূর্বক দ্রোণপুত্রকে 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্তবেতা অশ্বখামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীমনির্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণপূর্বক ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বখামার রথের প্রতি হুদারূপ রথ-শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ; দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক নিশিত শরনিকরে মহোচ্চা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন স্ফূট শরাসন গ্রহণপূর্বক হাসিতে হাসিতে বিশিষ্টজালে অশ্বখামাকে বদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্বক শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বখামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্রুশি পরিত্যাগপূর্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধমুধীরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বখামা ভীমসেনকে পলায়মান ও অশ্বগণ কর্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আগ্লাদিতচিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন পলায়নপরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগপূর্বক শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডব-সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অস্ত্রাশ্রয় ক্ষত্রিয়গণ অশ্বখামার শরনিকরে ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।”

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অর্জুন-অশ্বখামার যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া অশ্বখামাকে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জুন ও বাহুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয়, সৌমক, যবন, মৎস্ত ও অস্ত্রাশ্রয় কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বখামার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, ‘হে গুরুপুত্র ! তুমি পুনরায় আমাকে তোমার সেই বল, বীর্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিবা তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিশ্বেষবুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণসংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন ; অতএব তুমি সেই কালানলতুল্য বিপক্ষগণের অন্তক-সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাহুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অজ্ঞই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! দ্রোণপুত্র অশ্বখামা মহাবল-পরাক্রান্ত ও সম্মানভাজন। অর্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সন্তাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্বখামাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই ; কিন্তু আজ কি নিমিত্ত তাঁহাকে এইরূপ কহিল ?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! ইতিপূর্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্শ্বদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চৌদ্দদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎকজ্ঞ ও মালবদেশীয় হৃদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্বদ্বঃখ-সমুদয় স্মৃতিপথে সমাক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার অতঃকরণে অভূতপূর্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের স্থায় সম্মানভাজন অশ্বখামার উপর নিতান্ত অমুগযুক্ত, অগ্নীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ ! আচার্য্য-ভনয় ক্রোধোপহতচিত্তে ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপে

অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষতঃ বাহুবলবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরসের যত্নসহকারে দেবগণেরও তুর্কর্ষ বিধুম পাবকসদৃশ আয়েয় অস্ত্র গ্রহণপূর্বক মন্ত্রপুত্র করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালা-করাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাচুর্য হইয়া অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোৎসাহসকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল-মধ্যে পাটতর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিগ্বাণুল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপপ্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর-রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণপূর্বক গভীর গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গো প্রভৃতি পশু, পক্ষী ও ব্রতপরাগ যুনিগণ শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত-সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সূর্য্যের সহিত সমুদয় বিশ্ব উদ্ভাস্ত ও জরাবিষ্টের স্থায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয়-সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীবজন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিগ্বাণুল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাচুর্য হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বখামার বজ্রবেগতুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনলদগ্ধ পাদপের স্থায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের স্থায় গভীর গর্জন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্যমধ্যে দাবানল-পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীতচিন্তে অনবরত চীৎকার করিয়া ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ-সকল কাননমধ্যে দাবানল-দগ্ধ মহীকুহশিখরের স্থায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে ভগবান্ হুতাশন

প্রলয়কালীন সংবর্ষক অনলের স্থায় সেই পাণ্ডব-সৈন্তগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্বখামার শরপ্রভাবে পাণ্ডব-সৈন্তগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক অবিলম্বে তুর্ধ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে মহাবীর অর্জুন ও সমস্ত সৈন্তগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! জ্যোৎস্না অশ্বখামা ঐ সময় ক্রোধভরে যেরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে আর কখনই সেরূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বখামার শরজালপ্রভাবে সমুদয় সৈন্ত নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই পাটতর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিগ্বাণুল সুনির্ম্মল হইল; সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঐ সময়ে আমরা সেই অকোহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অনভিব্যক্তরূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাহুবলব বীর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অম্বুর্ধ্ব ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থায় অবলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শব্দ ও ভেরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জুনকে তেজঃ-সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শব্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কোরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্লচিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিতমনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলচিত্তে বিষমমনে দীর্ঘ উচ্চনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মুক পারিহারপূর্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ‘অহা দিখ! সমুদয়ই মিথ্যা’ এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিয়া রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অস্ত্রব্যর্থতার কারণজিজ্ঞাসায় ব্যাসের উত্তর

অনন্তর অশ্বখামার গমনকালে নীরদশ্রামল বেদনিভক্তা^১ দেবী সরস্বতীর আবাসস্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবিভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন-পূর্বক দীনভাবে ক্ৰীণকণ্ঠে কহিলেন,—‘ভগবন্ ! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল ? কোন মায়া-প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই শক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অম্বর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি সর্প, কি পক্ষী, কি মামুষ, কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত মর্ম্মবাহী অস্ত্র কেবল সেই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়াই প্রশান্ত হইল। মর্ত্যধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না ? হে ভগবন্ ! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।’

কৃষ্ণ-অর্জুন-অশ্বখামার পূর্ববৃত্তান্ত

মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্র কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—‘হে ভারদ্বাজ-তনয় ! তুমি বিস্ময়াস্বিত হইয়া আমাকে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্বকালে পূর্বতন লোকদিগের পূর্বজ বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ দেবকার্য্যসাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনলপ্রতিম কমললোচন মহাতেজাঃ হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমতঃ যষ্টি লক্ষ ও ষষ্টি সহস্র বৎসর উদ্ধবাহ হইয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর তপোমুখান্ করিয়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণকাল অশ্রু কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃ-প্রভাবে রোদসী^২ পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নিলেপ^৩ হইয়া একান্ত ছনীরীক্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি

পশুপতির সম্মর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুরনিব্বদন শঙ্কু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতন্যস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, ছম্মিবার, তিগ্ৰামহ্ম্য^৪ সর্ব্বসংহর্ত্তা, প্রচেতা^৫, অনন্তবীৰ্য্য এবং দিব্য শরাসন, তুণীর, হিরণ্যবর্ষ্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, পদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুঘলধারী। অহি তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাজাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ ; তিনি সতত জীবসমূহে পরিবেষ্টিত, অঙ্কিতীয় পুরুষ ও তপস্তার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্টবাক্য দ্বারা সতত তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিণাম। চুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মবেদী, নিহস্ত্য^৬ আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিদুষ্টবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয় ! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজো-নিধান, অক্ষমালাধারী পার্শ্ববর্তী সহিত ক্রৌড়মান, অক্ষকনিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,—‘হে আদিদেব ! হে বরেন্য, দেবগণেরও পূর্ব্বজ, যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহ-সম্ভূত। তুমি সুর, অম্বর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্ত ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্মা, সোম ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বা, কাল, ব্রহ্মা, ত্রাক্ষণ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বা, কাল, ব্রহ্মা, ত্রাক্ষণ, বৈদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; তোমার প্রভাবে সলিলরাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে ; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাণিগণের এইরূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আজ্ঞায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ, সত্যস্বরূপ মনোগম্য, জীবাশ্রা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী, চতুর্বিধ বাক্যরূপ শাখাসম্পন্ন পিঙ্গলবৃক্ষ এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি—এই সাত ও শরীরপ্রতিপালক

অশ্ব দশ ইন্দ্রিয়রূপ রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ। কিন্তু তুমি ঐ সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্তরপ্রযুক্ত তুমি অনিন্দেস্থ ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আমি তোমার নিত্যন্ত ভক্ত; এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপক্ষেরও বিপক্ষ, এক্ষণে আমার প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ কর; বিপক্ষতা-চরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশশ্বরূপ, দুর্জয়ের ও আত্মা; লোকে তোমার তব্ধ অবগত হইলেই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবপ্রধান! তুমি সর্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্যবেত্তা; আমি তোমাকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমাকে আমার অভিলষিত নিত্যন্ত চুল্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র! নারায়ণ অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীলকণ্ঠকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে নারায়ণ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, গিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা স্থপর্ণগণ বিশ্বমধ্যে কেহই তোমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাজনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শত্রু, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আর্দ্র বস্ত্র, কি শুষ্ক পদার্থ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম দ্রব্য, কিছুতেই তোমার ক্লেষণোপদান করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভার-ভাজননয়! পূর্ব্বকালে দ্রব্যাক্ষেপ এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বাসুবেদরূপে মায়্য-প্রভাবে সমুদয় জগৎগুল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জুন তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। উনি সেই নারায়ণের ভগঃপ্রভাব-সম্ভাত নরনামা মহর্ষি। ঐ ছই মহাত্মা আচ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উহারা লোকযাত্রাবিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজঃ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে একজন দেবতুল্য বিজ্ঞ মুনি ছিলে। তুমি

এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মাকে পরিক্রিষ্ট এক পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমাকেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর-সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্তা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্বরূপ অবগত হইয়া সত্য শিবলিঙ্গ অর্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসমুত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিচরমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান-লাভার্থ সত্য তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন; ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্বভূতের উৎপত্তি-কারণ জানিয়া সত্য অর্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চনা করা অবশ্য কর্তব্য।

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারণ দ্রোণপুত্র বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্র-দেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভি-বাদনপূর্ব্বক সৈন্য়মধ্যে প্রত্যগত হইয়া অবহার করিলেন, তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন মাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাজনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।”

ত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়

অর্জুনের নিজ জয়কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাসোক্তি

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! অস্তিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ গৃষ্টহ্যয় কর্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।”

সমুদ্র কহিলেন, “মহারাজ। জ্যোতিষাচার্য নিপতিত ও কৌরবগণ রণপরাক্রম হইলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ অস্ত্রত বাপার অবলোকন করিয়া যদুচ্ছাত্রমে সমাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে হুনিগিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবকসম্মিত কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলনপূর্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমি হইতেই সমুদয় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ আমি তৎকালে কেবল সেই ছত্ৰাশনসম্মিত পুরুষের পশ্চাভাগে অবস্থান পূর্বক তৎকর্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে পীড়িত করিয়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের দ্বারা তেজঃসম্পন্ন শূলপাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূজলে পাদ-স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল।’

ব্যাসদেব কহিলেন, ‘হে অর্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদানস্বরূপ, সর্ববশরীরশায়ী^১ ত্রৈলোক্যেশ্বরী^২, সর্বলোকনিয়ন্তা তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাগু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর, জগদ্বোনি, বিখ্যাতা, বিশ্বশ্রুতি, বিশ্বমুক্তি, বিশ্বেশ্বর, কশ্মীর ঈশ্বর, শঙ্কু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালশ্রুতি, যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্বলোকের ঈশ্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ, বরিশ্রুতি, পরমেষ্ঠী, ত্র্যম্বক, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যুজরাবিহীন ও ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ডী^৩ হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী বিকৃতানন, বিকৃতপাদ প্রাণিগণ তাঁহার পারিধে। তিনি তাঁহাদের কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহাধর্ম্মধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি মহাবীর অশ্বখামা,

কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে?

ব্যাস কর্তৃক রুদ্রমাহাত্ম্য কাওর্তন

যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রৈলোক্যমধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাধিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গলাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অসংখ্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে মুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া পরলোকে সদগতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। তাতএব হে অর্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ততম, কপর্দী, করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যামা, রক্তকেশ, সদাচারনিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাগু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উক্ষীষধর, সুবক্তা, বৃষ্টিকর্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কৃতবাহু, উগ্র, দিকপতি, পঙ্কজপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, অস্ত্রধারী, স্রবচ্ছত্র, ধর্ম্মধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, যুগ্মবাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্রচরণ, ভূতভাবন ভগবানকে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞবিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূত-পতি, অব্যয়, কপর্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাম্যিতা প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্যসংহারসমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাক্ষ, ধাম্বিকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, যোগধর্ম্মোৎকর্ষম্য, শ্রেষ্ঠ প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ভ্রমর, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশানদেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণসখা, সুরেশ, সুবাসা, সুভ্রত, সুধা, প্রিয়ধা, বাণস্বরূপ, মোক্ষাস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ, ধর্ম্মবর্ষদণ্ডক, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহুধর্ম্মধর, স্থাগু, ত্রিপুংস, ভগ্ননেত্র, বনস্পতি

১। সর্বসংস্থিত। ২। জগদয়। ৩। নবমুণ্ডধারী।

পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পুবার দত্ত-বিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবানকে নমস্কার।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশ-বৃত্তান্ত

হে ধনঞ্জয়। এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞাত ও অপ্রাণমুগ্ধারে তাঁহার দিব্য কন্মসমুদয় তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার অ্যানির্বোধ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংস্কৃক, বনুস্ফার কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্‌সকল বিলীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাচুভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃপার্শ্বের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংস্কৃক হইয়া আপনাদিগের ও অগ্ন্যাদি প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শঙ্কর হস্তমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদদর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি ক্ষূলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ হুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কলিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জুন। সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত

হইয়া আছেন, অত্যাধি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

ত্রিপুরাসুর-সংহারসংবাদ

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ, রোপা ও লৌহনির্ম্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ সুবর্ণময়, তারকাক্ষ রক্তময় ও বিদ্যামালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদয় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রভো। এই ত্রিপুর-নিবাসী অসুরত্রয় ত্রক্ষার বরে দগ্ধিত হইয়া লোককে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ। আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনাদের ভাগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইবে।

শক্তিক্রোড়স্থ শিশুরূপী হরের ইন্দ্রবাহুস্তম্ভন

হে অর্জুন। দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুরনিপাতনার্থ গন্ধ-মাদন ও বিষ্ণাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীকে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যুগ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোদ্ধা, চারি বেদকে চারি অশ্ব, উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীকে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ত্রক্ষাকে সারথি, মন্দর-পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাহুবীকে গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিকে শলা, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুশ্ব, চপলাকে শিজিত ও স্তম্ভ-পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ-পুরঃসর এক অপ্রতিম বাহ নিঃশাণপূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া সেই বাহমধ্যে অচলের স্থায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীকে একত্রে মিলিত হইলে তিনি ত্রিপূর্ব্বযুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই

কাল্যায়ি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দহ হইতে আরম্ভ হইলে পার্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পঞ্চ-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অবগত হইবার মানসে কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র চূর্দৈবক্রমে সেই বালকের প্রতি অনুযাপরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক বজ্রনিষ্ক্ষেপে উচ্চত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ তদর্শনে ঈষৎ হস্ত করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ-সমভিষ্যাহারে সঘর ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে কহিলেন,—হে ব্রহ্মা! আমরা পার্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিধান করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই অবলীলাক্রমে আমাদেরিকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগপ্রভাবে সেই অমিততেজা বালককে ত্রিলোচন জ্ঞানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! সেই বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর, তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্বতীর ক্রোড়ে ঘাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন, অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্বজনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালকসদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

হরের কৃপায় ইন্দের পূর্বাবস্থা

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহাকে অবলোকনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দনা করিয়া কহিলেন,—হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম

পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবান্! হে ভূতভবেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধাদিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে অর্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে প্রসন্নতা-প্রদর্শনে উন্মুগ্ন হইয়া অট্টহাস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন; দেবরাজ ইন্দের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্র-দেবই শিব, অগ্নি ও সর্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্জন্ত ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈশান ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্কি, মাস, ঋতু-সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও সংবৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি একপ্রকার, বহুপ্রকার, শতপ্রকার, সহস্রপ্রকার ও শতসহস্রপ্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিবয় আবার বহু প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃপদার্থ-সমুদয়ই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি। বেদাদ্, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্ম-নিশ্চয় মধ্যে যাহা নিতান্ত গুঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্মবিবর্জিত।

শিব-মাহাত্ম্য—শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা

হে অর্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এই-রূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতাত্মকস্পীং দেবাদিদেব, শরণাগত ব্যক্তি সর্বগ্রহগৃহীত* ও সমগ্র পাপসমম্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগের আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া

১। মোক্ষ-পাত্র। ২। শরণাগতের প্রতি সদয়। ৩। নিশ্চয়-অনিশ্চয় সর্বপ্রকার দানগ্রহণকারী।

থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণমধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিস্তারিত আছে। তিনি মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভ-বিষয়ে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বর-প্রভাবে সমুদয় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিধে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার আশ্রয়সমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবিঃ পানপূর্ব্বক বড়বামুখ নামে কীৰ্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে^১ তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ব ও বিভূষ-প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীৰ্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরূপীয় স্তব, অনন্ত রুদ্রমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিবা ও মাণুষ্য অভিলাষ-সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহাবিশ্ব তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। তিনি দেব-গণের আদি। তাঁহার আশ্রয়সমূহ হইতে ছত্ৰাশন প্রাক্কৃত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশু-গণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সত্য লোক-সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া কীৰ্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিলোকমধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবরজঙ্গমাশ্রয় বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বতঃ অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ক্রোধাধিষ্ট হইয়া লোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূম্রটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান

করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থসকল পরিবর্তিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিব নামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বতঃ অক্ষিময়^২। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঋগু নামে কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশাকীর্ণ^৩ তেজোরীশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বুধ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বুধাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হর নামে কীৰ্ত্তন করে। তিনি উদ্ভীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা, কি পুণ্যশীল সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার^৪ বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা ও লিঙ্গার্চনা করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মীলাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অশ্বপদ সোমময়, এমন নহে, সমুদয় শরীরই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গলদায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণপূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জাভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জুন! তুমি সংগ্রামকালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও

১। বীরচরীর তপস্ব্যাক্রম।

১। সর্ব্বতঃস্পন্দ-সকল দিকে চক্ষু। ২। শূন্য বিকীর্ণ।
৩। প্রাণ, অপান, সোম, উদান, ব্যান।

শক্রসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্তন করিলাম। তুমি সিদ্ধুরাজবধে প্রভিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকেই তোমার স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবান্‌ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাত্ত করিয়াছ, তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধনু, যশস্র, আয়ুগ্য, পরম গবিত্র, বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে বাক্তি সর্বদা এই সর্বার্থসাধক, সর্বপাপবিনাশন, ভয়ভূঃখনিবারণ, পবিত্র, চতুর্বিধ^১ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদয় শক্রগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পুজিত হয়। যে মনুষ্য সর্বদা যজ্ঞবান্‌ হইয়া মহাত্মা দেবদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিবা চরিত ও শত-রুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণপূর্বক বিশেষ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জুন! তুমি

এক্ষণে গমনপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জন্মদিন যাঁহার পার্শ্বস্থ, মন্ত্রী ও রক্ষয়িতা, তাহার পরাজয়-সম্ভাবনা কখনই নাই।'

হে মহারাজ! পরাশরতনয় বাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জুনকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্‌! এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন বোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।^২

বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণপর্ব অধ্যয়নেও সেই ফললাভ হয়। এই পর্বের নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্তিত হইয়াছে। এই পর্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফললাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয়লাভ এবং বৈশ্য ও শূত্রের ধনপুত্রাদি অভিলষিত বিষয়লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

১। (১) বিষ্ণুকৃত স্তব, (২) অশ্বপামাকৃত স্তব,
(৩) বাসকৃত স্তব, (৪) ব্রহ্মাকৃত স্তব।

নারায়ণাত্মমোক্ষপর্কীয়ায় সমাপ্ত।

মহাভারত

কর্ণপর্বে

প্রথম অধ্যায়

দ্রোণবিনাশে কোরব-বিমর্ষ

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, দুর্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বখামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহপ্রভাবে তাঁহাদের তেজ প্রভিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাবল হইয়া অশ্বখামাকে পরিবেষ্টনপূর্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি স্মরণপূর্বক মুহূর্তকাল আশ্রয় হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা যোরতর লোকক্ষয় স্মরণ করিয়া শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখ-লাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, মহাবল সুবলনন্দন—ইহারা সকলেই দুর্যোধনের আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্বে দ্যুতক্রাড়া কালে দ্রোণদীকে যে বলপূর্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকর্ষার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের শ্রায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কোরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

কর্ণের সেনাপতিত্ব—যুদ্ধে নিধন

অনন্তর প্রভাতকালে কোরবগণ বিধিবিহিত অবশ্যকর্তব্য কার্যকলাপ নির্বাহ করিয়া আশ্রমচিহ্নে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সৈন্তগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাদল্য-সূত্র বন্ধন এবং দক্ষিণাত্ম, ঘৃত, অক্ষত^১, নিষ্ক^২, গো, হিরণ্য^৩ ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চন-পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে ‘জয়লাভ হউক’ বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচ্চিতে ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ^৪ কোরব ও পাণ্ডবগণের লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কোরবগণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কোরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য যোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সমক্ষেই অর্জুনশরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদদর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমরসংবাদ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয়ের যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণেচ্ছা

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত

১ তপস্বী। ২ স্বর্ণালঙ্কার। ৩ স্তবর্ণ। ৪ জয়লাভে একান্ত আকৃষ্ট।

দুঃখিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে দুর্যোধনের হিতামুষ্ঠান-পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিলেন ? তিনি যে কর্ণের বল-বীৰ্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আশংসা^১ করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবনধারণে সমর্থ হইলেন ? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মহত্যা অতি কৃচ্ছ্রদণয়^২ নিপত্তিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপত্তিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহলীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অশ্বাচ্ছা অসংখ্য মুহূর্ত্ত ও পুত্রপৌত্রগণের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। পূর্বপুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশম্পায়ন-প্রত্যুত্তর—সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্নমনে বায়বেগপামী অশ্বসমুদয় সকালপূর্বক সত্বর হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হতভেজাঃ কুরুরাজকে নিরীক্ষণপূর্বক কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহার পাদবন্দন ও স্তায়ামুসারে সংস্কার করিয়া অতি কষ্টে সহকারে কহিতে লাগিলেন,—“মহারাজ ! আমি সঞ্জয়। কেমন, আপনি ত হুখে আছেন ? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপত্তিত হইয়া ত বিমোহিত হয়েন নাই ? বিদ্রু, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব, রাম^৩ এবং নারদ ও কথ প্রভৃতি মহাধিগণ আপনাকে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না ? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদগণ আপনার

হিতামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু-হন্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না ?”

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বহিতে লাগিলেন,—“হে সঞ্জয় ! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রাতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডবসুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম^৪ বাল্যকালে যাঁহাকে ধনুর্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অশ্বাচ্ছা মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যায়ের হস্তে কলবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্বিধ^৫ অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কালকবলে নিপত্তিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয় ! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই জ্যোতির্ষা নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অমুষ্ঠান করিল ? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অশ্বাচ্ছা সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কোরবেরা কি কার্যের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল ? আমার বোধ হইতেছে, উহার দ্রোণের নিধনান্তর অর্ঘবমধ্যস্থ নৌকার স্থায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয় ! সৈন্যগণ পলায়নপরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্মা, মজরাজ শল্য, অশ্বখামা, কৃপ এবং দুর্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল ? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ও অশ্বংপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! আপনার অপরাধ-বশতঃ কোরবগণের ঘেরণ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না।

১। আশা। ২। ক্রেশকর অবস্থায়। ৩। বলরাম।

৪। পরশুরাম। ৫। বাণ, খড়গ, গোল, মুদগর।

পণ্ডিত ব্যক্তি দৈবদুর্ঘটনায় অনুভূতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থলাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্টপ্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্তব্য নহে।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। আমি স্বীয় অন্তঃকটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ; অতএব তুমি নিঃসন্দেহ চিন্তে সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্তন কর।”

তৃতীয় অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণবধবাবর্তা শ্রবণ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। মহাধর্মুর্জর জ্ঞোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষন্ন, য়ানবদন ও বিচেননপ্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শত্রুধারণপূর্বক শোকার্তচিন্তে অবাস্থ্যুখে^১ পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষন্নমনে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। জ্ঞোণ বিনাশ-দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র-সমুদয় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ। অস্ত্রসমুদয় সৈন্যগণের হস্তে লক্ষ্যমান থাকাতে উহা নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের স্থায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, ‘হে বীরগণ। আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ^২ নিহত হওয়াতে তোমাদিগকে নিতান্ত বিষয়ের স্থায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমরপ্রবৃত্ত বীরপুরুষের জয়লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণপূর্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র খনঞ্জয় ঘাঁহার ভয়ে যুগেন্দ্র^৩ ভীত ক্ষুদ্র যুগের স্থায় সত্তত প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি মাহুমযুদ্ধেই অযুত নাগতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তরুণ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেস্তা মায়াবী

ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন, অস্ত্র সেই দুর্বারবীর্য্য^৪ সত্যসন্ধ^৫ মহাবীরের অক্ষয়^৬ বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ম ও বাসবের স্থায় অশ্বখামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাজ্ঞ। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্ত পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার।’ হে মহারাজ। মহাবীর দুর্যোধন সৈন্তগণকে এই কথা কহিয়া, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত্ত হইয়া কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্শ্যদ মহারথ কর্ণ সৈন্যপত্ন্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করিয়া যুজয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমরপাক্তির স্থায় শত শত শরধারা প্রাচুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ। মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জুন-হস্তে নিহত হইয়াছেন।”

চতুর্থ অধ্যায়

ভীমের দুঃশাসন-সংহার—রক্তপান

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ। অহিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধনবাবর্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহনপূর্বক দুর্যোধনকে নিহত বোধ করিয়া বিহ্বল ও বিচেনন হইয়া বিসম্মত মাতঙ্গের স্থায় ধরাভালে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুল-কামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অম্বা^১ মহিলাগণ রাজার নিকট আগমন-পূর্বক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমুক্তিত বাম্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সন্মোহিত হইয়া বায়ুচালিত কদলীর স্থায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল।

১। অধোবলনে। ২। জ্ঞোণ। ৩। সিংহ।

১। অপ্রতিহতবিক্রম। ২। সত্যনিষ্ঠ। ৩। অক্ষয়—অমৃতত্ব।

মহাশ্মা বিহ্বর প্রজ্ঞাচকু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জলসেচনপূর্বক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ-পূর্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের আয় তুষীভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা পূর্বক মুহুর্মুহুঃ ক্রম্পিত হইতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সজ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে গবলগগনন্দন! তুমি যাহা করিলে, সমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্যাকামুক দুর্যোধন ত জয়লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থস্বরূপ কীর্তন কর।”

মহামতি সজ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া করিলেন, “মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।”

পঞ্চম অধ্যায়

কৌরবগণের আত্মোপাস্ত বধবৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! অধিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সজ্জয়ের বাক্যশ্রবণে সাত্ত্বিয় শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে করিলেন, “হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি বশতঃই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্শ্বেভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও যুজয়গণের মধ্যে কাহারো জীবিত রহিয়াছে আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদবৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।”

সজ্জয় করিলেন, “মহারাজ! প্রতাপবান্ দুর্ধাধর্ষ শান্তনুদমন দশ দিনে অর্কবৃন্দসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য নিহত, মহাধর্ম্মের দুর্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের

রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম-দ্রোণহতাবশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি ধারকাবাসী শত শত যোদ্ধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তিদেবী রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অমুবিন্দ দুইর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাত্ত ও ক্ষীণায়ু হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন দুর্যোধন দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিদ্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্তী ছিল, যে বীর সত্য আপনার শাসনায়ুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়প্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ধর্ষ দুর্যোধনপুত্র হৃদয়ভ্রাতৃনয়র, মহাবল-পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসনতনয় দ্রোণদীনন্দনের, কৌরববংশীয় শত্রুবিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমরবিহার কৃতান্ত্র অমর্ধপুত্র দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনুপবাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয়সখা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত ভগদত্ত ও নিজীকৃতি মহাধর্ম্মের সংগ্রামনিরত অদ্বৈতরাজ ঋতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অমৃত গজ-সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জুন সেই হৃদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কোশলাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমম্বার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচক্ষুধারী শত্রুকুলের ভীষণ মজরাজনন্দন অভিমম্বার হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমম্বার বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা ঋতায়ুও উহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয়দেবী বৃহৎক্ষত্র সমরাজনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল-পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা*

শল্যপুত্র কল্পরথকে, নকুল শ্বেনপক্ষীর ছায়া সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্তপুত্রকে, বৃকোদর মহাবল-পরাক্রান্ত স্বপণপরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লীককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধদেশীয় জরাসন্ধ-কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্য়ুথ ও দুঃসহ ভীমসেনের পদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্য়োধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমর-দুর্য়দ ভ্রাতৃদ্বয় সংগ্রামে দুঃকর কর্ম সম্পাদনপূর্বক শমন-সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য়বান্ বৃষশ্রী ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জুন অযুত নাগের তুল্য বলসম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণনাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসতি, বহুসহস্র সংশ্লুক, শ্রেণীমান, মহাবল-পরাক্রান্ত শুরসেন, বর্ষাধারী সমর-দুর্য়দ অতীষাহ, বলবীর্য়সম্পন্ন শিবি, সংগ্রামনিপুণ কলিঙ্গ ও গোবুলসংবুদ্ধ কোপনস্বভাব অপারুতক^১ বীরগণও অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওদবান ও বৃহস্ত ইহার দুই জন মিত্রের হিতসাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্ধর শাশুরাজ ও মহারাজ ক্ষেমধূর্তিকে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোটকচ রাক্ষসেশ্বর অলম্বুকে নিপাত্ত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌয়েয় ললিগ, কুন্ডক, উল্লীনর, মাবেলক, তুণ্ডিকের সাবিদ্রীপুত্র, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্য^২ গণ অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ষা ও বসন-ভূষণসম্পন্ন সুখপরিবেষ্টিত বীরগণ ও পরম্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণপূর্বক নিপাত্ত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদন্তর অস্ত্রাশ্রু অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যেরূপ দেবরাজ বৃহাশ্রকে, জীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধবসমেত যুদ্ধদুর্য়দ কার্ত্তবীর্য়কে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্যমোহন মহাযুদ্ধে মহিষ^৩কে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন,

তদ্রূপ মহাবীর অর্জুন অমাত্য-বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। বাঁহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের মূল, পাণ্ডবগণ এক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।”

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বধরত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কোরবগণ কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ-পরিবৃত্ত মহাবল-পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বলভদ্র প্রভৃতি শত শত শুরগণকে নিপাত্ত করিয়াছেন। অর্জুনতুলা বলবীর্য়সম্পন্ন সত্যজিৎ, পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও ক্রপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্ধর পাণ্ডালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহারপূর্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্তৃক পরিবৃত্ত ও বিরাধীকৃত হইয়া দুঃশাসনতনয়ের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অরাতিমর্দন শ্রীমান্ অবশ্রুতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ-সৈন্য সংহারপূর্বক দুর্যোধনপুত্র লক্ষণ কর্তৃক নিপাত্ত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতান্ত মহাধনুর্ধর বৃহস্তুকে, দ্রোণাচার্য্য রণশিশু রাজা দগুধার, মণিমান ও মহাবল-পরাক্রান্ত সৈন্য ভোজরাজ অন্তমর্দকে, লম্বুজেন

১। গোগণের বুদ্ধিকারী। ২। সমরে অপরাধী। ৩—৬। পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয়। ৭। মহিষাসুরক।

সমুদ্রতীরবাসী চিত্রদেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বখামা ও বিকর্ণ অনুপবাসী নীল ও বীর্ঘবান ব্যাসদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয়-দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত, বৃকোদরসম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতাকে এবং আপনার পুত্র দুর্মুখ পর্বত-নিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রাণীপুত্র গ্রহ-দ্বয়ের স্থায় মহাবল-পরাক্রান্ত রোচমান নামক ভ্রাতৃত্বয় জ্যোৎসায়ক-প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ ! এতদ্বিন্ন অশ্বাশ্ব বহুসংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও দ্রুপদধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বহুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত্ত কাশিরাজ অভিক্রুকে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্ঘবান্ অমিতোজা, যুধামন্যু ও উত্তমোজা শত শত অরাতি সংহারপূর্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখতি-তনয় দ্রুপদেবকে, কৌরবেশ্বর বাহ্লীক শত্রুধারী সেনাবিন্দুতনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ মহারথ হুচিৎ ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপালপুত্র যুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্ঘবান্ মদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতিমর্দন বশুদান ও অশ্বাশ্ব পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণপূর্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাত্রবিশারদ মহাবল মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রামস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্বসময়ের সমুদ্রের স্থায় উদ্ধত মহাবীর বার্কক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষদলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাটপুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডবহিতার্থে সমরে দুরূহ কার্য্য সম্পাদনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ ! এতদ্বিন্ন অশ্বাশ্ব অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।”

সপ্তম অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ-বৃত্তান্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! যখন অশ্বপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি ? যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জরতুলা বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী মৃতপুত্রও একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। হে সঞ্জয় ! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজ তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্ঘ্যসম্পন্ন বীরগণের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে, যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! দ্বিজসন্তম দ্রোণাচার্য্য বাঁহাকে বিশুদ্ধ চতুর্বিধ মহাত্ম ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্রিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্ঘবান্ মহারথ অশ্বখামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাশ্রয় ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে ‘কর্ণের তেজ নিরাস করিব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্রসমানবীর্ঘ্য দুর্ধার্দ্য আর্জুননন্দন শল্য আপনাদের হিতসাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজ্ঞানেয়, সৈন্সব, নদীজ, কাশ্যোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ-সমভি-ব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্র-যোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুচ্চত করিয়া এবং মহারথ কেকয়রাজপুত্র সদশ্ব ও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিতকামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্যাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণপূর্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের স্থায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষপ্রধান রাজা দুর্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্বক যুগ্মস্ত্রের স্থায় এবং স্নবর্ণবিচিত্র বর্ম্ম ধারণপূর্বক হেমভূষিত

রথে আরোহণ করিয়া অল্পমুহুর্তে স্থায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের স্থায় রাজগণমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। আপনার পুত্র অসিচন্দ্রপানি' হুযেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আত্মদিত্যে সমরবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, হুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, ঞ্জতিবর্ষা, শলা, সত্যব্রত ও দুঃশল—ইহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শক্রঘাতক শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ঞ্জতায়, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইহারা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্ষ্যসম্পন্ন সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ইন্দ্রভূত্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্ধ্যোধন বিজয়কামনায় এই সমুদয় ও অগ্ৰাণ্ঠ অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণে সমবেত হইয়া প্রভূত মাওঙ্গসৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।”

ধৃতরাষ্ট্রের শোকজনিত মহা যোহাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র সজয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর করিলেন, “হে সজয়! অসংখ্যকীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীর্তন করিলে। তুমি ইতিপূর্বে যুতব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতোই আমি কোন কোন ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।”

বৈশম্পায়ন করিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষবার্তা শ্রবণজনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া করিলেন,—“হে সজয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই স্থির হইতে পারিতেছি না।” কুরুরাজ সজয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ণবধে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাজুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণে, আত্মীয়নাশ ও পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্বুত ব্যাপারের স্থায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূতসংমোহন, স্ত্রীমেকসঞ্চারণের স্থায়, মহামতি শুক্রাচার্যের বুদ্ধিভ্রমের স্থায়, মহাবল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শক্রহস্তে পরাজয়ের স্থায়, মহাতেজস্বী সূর্যের ভূতলপতনের স্থায়, অনন্তের সলিলযুক্ত মহাসাগর শোষণের স্থায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের স্থায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের স্থায় নিতান্ত অদ্বুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশবৃত্তান্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, ‘সর্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে’ বলিয়া স্থির করিলেন, এবং শোকসন্তপ্ত-চিত্তে শিথিল-কলেবরে দীনভাবে “হা হতোশ্মি” বলিয়া দৌর্ধ্বনিশ্বাস পরিতাপপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিলেন, “হায়! যাহার বলবিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের স্থায় এবং স্বক ও চক্ষু বৃষভের স্থায়; যাহার জ্যা-নির্ঘোষ^১, তলধ্বনি^২ ও শরবর্ষণ-শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের স্থায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জগীষাপরবশ দুর্ধ্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বনপূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জুনশরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্ঘ্যে গর্বিত হইয়া বাহুদেব, অর্জুন এবং বৃক্ষিবাংশী^৩ ও অগ্ৰাণ্ঠ ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না, যে বীর ‘আমি কৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্তরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব’ বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভবিমোহিত ভর্যাস্ত দুর্ধ্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত,

যে মহাবীর ছুঁয়োধনের অভ্যাসের নিমিত্ত নিশিত শরনিকরে কাঞ্চোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মজ্জক, মৎস্ত, ত্রিগর্ভ, অঙ্গন, অশ্বক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুক, অজ, বজ্র, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, ত্বল, অশ্বক ও ধর্মিক-দিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করগ্রস্ত করিয়াছিল, সেই দিব্যাত্মব্রতী সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল ? দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও মনুহুগণমধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোক-মধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণমধ্যে উচ্চৈশ্রবা, ভূপালগণমধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণমধ্যে মহেন্দ্র ও শত্রুঘ্নাদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি ছুঁয়োধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীৰ্য্যশালী পাণ্ডিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ বাঁহাকে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জুন-হস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগরমধ্যে বিদীর্ণ নৌকার স্থায় ও সমুদ্র-মধ্যস্থ প্লব-দ্বীপ মনুহুগণের স্থায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট হইলাম না, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে? আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এক্ষণে বিষভক্ষণ, অগ্নিগ্রবেশ বা পর্বত-শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা করি।”

নবম অধ্যায়

কর্ণনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শেষ-আশা ভঙ্গ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে মহারাজ! সাধুগণ আপনাকে কুল, যশ, স্ত্রী, তপস্বী ও বিদ্যাতে নহ্মনন্দন যযাতির স্থায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শত্রুজ্ঞানবিষয়ে মহাবীরদিগের স্থায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যবলত্বন করুন।”

১। হুবে। ২। রথিগণের সমুখ-যুদ্ধ। ৩। নৌকাবি আশ্রয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! যখন শালতরু-সন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছেন, তখন দৈবই বলবান; পুরুষকারে যিক! উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির-সৈন্য ও পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে নিপাত্তি, দিক-সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অশ্বর-গণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কিরূপে বায়ুভয় বুদ্ধের স্থায় সমরাজনে নিপাত্তি হইল? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্য-জনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জুনের জয়লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্তিত হইতেছে, কোনক্রমেই আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষ-প্রধান কর্ণের বিনাশবার্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতার আমার হৃদয় পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত সূতপুত্রের নিধনবার্তা-শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে যিক! অত আমার এই গহিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য হইলাম। পূর্বে সকল লোকেই আমাকে সংকার করিত; এক্ষণে আমি শত্রু কর্তৃক পরিভূত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করি? মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রাম-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত, আজ সে অসংখ্য শর পরিত্যাগপূর্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজ সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরাদ্বিত ও কধিরাস্ত্র কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্বতশৃঙ্গের স্থায়, মন্ত্যাত্মক-বিনিপাত্তি কুঞ্জরের স্থায় সমরাজনে নিপাত্তি হইয়া ভূমণ্ডল স্রোভিত করিতেছে। যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধর্ম্মরথদিগের উপমাঙ্গুল ছিল, সেই মহাধর্ম্ম কর্ণ এক্ষণে দেবরাজবিদারিত পর্বতের স্থায় অর্জুন-শরে নিহত হইয়া রণশয্যায়

১। শোকবহ।

শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুৰ্য্যোধনের অভিশাপ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর আয় কোন ফলোপায়ক' হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিত্যন্ত দুৰতিক্রমণীয়।

দারুণ দুঃশাসন-শোকে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মজানি

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাশ্রা হীন-পৌরুষের আয় পলায়ন-পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয়প্রধান বীরগণের আয় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিবেধ করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুশ্রা দুৰ্য্যোধান যুধিষ্ঠিরের সেই ঐষধ-সদৃশ হিতকর বাণ্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায়া শয়ান হইয়া অর্জুনের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে, পার্থ অবনী বিদারণ-পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুশ্রবন তদর্শনে দুৰ্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, 'বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃত্বের পৃথিবী ভোগ কর।' হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুশ্রবনের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বক যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোধর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিত্যন্ত কৃচ্ছ্র নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষহীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধুহীন, অর্থহীন, নিত্যন্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এখন কোথায় গমন করিব?"

দশম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিস্তর কর্ণবধবৃত্তান্তশ্রবণেচ্ছা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিবাদমগ্ন হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, "বৎস! যে বীর দুৰ্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদয় কাহোজ, অযুধ, কৈকেয়, পান্ডার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে! সেই মহাধনুর্ধর অর্জুন-শরে নিহত হইলে অশ্বংপক্ষীয় কোন কোন বীর সমরাজনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অশ্বংপক্ষীয় বীরগণ ত তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যেরূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিপ্রহারপরাধম্ভ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্ধর হস্ত শঙ্খ" যোগাধিত জ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খণ্ডাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীরদ্বয়ের মৃত্যু জিত্রোষষণতৎপর অরাতিগণের ছলপ্রভাবেই হইয়াছে। আয়যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কিরূপে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল, তাহা কীর্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহাকে কবচ ও কুণ্ডলযুগলের বিনিময়ে কনক-ভূষণ, অরাতিনিপাতন দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার নিকট স্বর্ণভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিচ্যমান ছিল, যে বীর ভীষ্ম, জ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যোর নিকট ভয়কর ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল, যে বীর শরপীড়িত জ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শর-নিকরে সৌভদ্রের শরাসনচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, যে বীর অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের আয় বেগবান্ ভাস্মসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল, যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নিশ্চিহ্ন ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মাশ্র-রোধে নিহত করে নাই, যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা

১। ফলপ্রদ। ২। দূরদর্শী—ভবিষ্যৎবেত্তা। ৩। পাশা-খেলা। ৪। কষ্টে।

১। অন্তঃপরিত্যক্তি। ২। পরতরাসের। ৩। অভিমুখ্য।

অশেষ-মায়াবলদ্বী, জয়লিপ্সু, রাক্ষসেন্দ্রে ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎকাল দ্বৈরথ-যুদ্ধে^১ প্রবৃত্ত হয় নাই, সেই মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ কিরূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভগ্ন, শরাসন বিলীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপাতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সময়ে মহাচাপ বিঘূর্ণন-পূর্বক ভীষণ শর ও দিব্যাস্ত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহার সাধ্য? হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিল বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদয়ের অশ্রুতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা ‘আমি অর্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না’ বলিয়া দৃঢ়ভ্রত করিয়াছিল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণনৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিভ্রাগত হয় নাই, যে বীরের বলবীৰ্য্যপ্রভাবে আমার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডব-গণের প্রেয়সী পাঞ্চালীকে বলপূর্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ-সমক্ষে দাসভার্যা বলিয়া সন্মোহন করিয়াছিল, যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভা-মধ্যে দ্রোণদীকে ‘হে বরবর্গিনি! তোমার যশস্তিলক^২ সদৃশ পতিগণ আর বর্তমান নাই; অতএব অশ্রু কোন ব্যক্তিকে পতিহে বরণ কর’ বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই স্মৃতন্দন কিরূপে শত্রু কর্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্বে দুর্যোধনকে কহিয়াছিল, ‘হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমর-নিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধহর্ম্মদ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ^৩ শর সমরাজনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব-শরাসন ও অক্ষয় তুণীরঘয় কি করিতে পারিবে?’ যে মহাধর্ম্মরাজ এইরূপে আশ্বালন করিয়া দুর্যোধনকে আশ্রিত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কিরূপে অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়াছে? যে মহাবীর গাণ্ডীবনিযুক্ত শরানিক্ষের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রোণদীকে ‘হে পাঞ্চালি! তুমি পতিহীনা হইয়াছ’

বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, যে বীর বাহুবলপ্রভাবে যুহর্তকালও জনাৰ্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই, আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মোক্ষী^৪ স্পর্শ বা বশ্ম^৫ ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহির অংশু^৬ বিহীন হইতে পারে, কিন্তু সময়ে অপরায়ুত কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দ্রুপদকে সহায় করিয়া বাহুবলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, সে এক্ষণে তাহাদের উভয়কে নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয়! দুর্যোধন দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল? বোধ করি, সে ত্র্যম্বক ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য-সমুদয়কে মহারথ-গণ কর্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথিগণকে বিক্রত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্যোধন পূর্বে স্নহদগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ স্নহহান বৈরাগি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভয়ানকসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদয়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? পান্ডারাজ শকুনি পূর্বে সন্তুষ্ট-চিত্তে দ্যুতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্ততবংশীয় মহারথ মহাধর্ম্মরাজ কৃতবর্ম্ম কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাহার নিকট ধর্ম্মবর্ষদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবনসম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বখামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধর্ম্মবর্ষদবিশারদ রথি-সত্তম রূপ, কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত রণহর্ম্মদ মহাধর্ম্মরাজ মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অশ্বাশু নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

১। রথিঘরের সমুখ সমরে। ২। শাসনদ্ব্য তিল-তিলের খোসা। ৩। অর্জিত-শ্রীতল চন্দন মাখা।

৪। ধর্ম্মের গুণ। ৫। অজরকক আঘাত। ৬। কিরণ।

হে সঞ্জয় ! পূর্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর জ্ঞোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে^১ অবস্থান করিয়াছিলেন ? মহারথ মন্ত্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য-কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণচক্র^২, কে বামচক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল ? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বনপূর্বক তাহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ? একত্র সমবেত কোরব-গণ-সমক্ষে মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইল ? মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সন্মুখে সমাগত হইয়া কিরূপে জলধারাবর্ষী জলদের স্তায় শরবর্ষণ করিতে লাগিল এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্য শর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল ? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্তন কর ।

হে সঞ্জয় ! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্তগণকে^৩ নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও জ্ঞোণ আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব ? যাহার অযুত কুণ্ডরের তুল্য বাহুবল ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্তৃক নিহত হইল। আমি বায়বীর আর এরূপ ক্রেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কোরবগণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদয় আমার নিকট কীর্তন কর ।”

একাদশ অধ্যায়

যুদ্ধার্থ অশ্বখামাদির মন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে কুরুরাজ ! মহাধনুর্ধর জ্ঞোণাচার্য্যের নিধনদিবসে মহারথ জ্ঞোণপুত্রের প্রভিজ্ঞা বার্থ ও কোরব-সৈন্তগণ ইত্যন্তঃ ধাবমান হইলে, মহাবীর অর্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্তসমুদয় রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনাদি পুত্র দুর্ধ্যোধন

অর্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্তগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভূজবলে অনেককণ পর্যন্ত জয়লাভ-প্রস্তুত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে সন্ধ্যাসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সময়ে বিরত হইলেন। তখন কোরবগণ সৈন্তগণের অবহার^১ করিয়া স্বীয় শিবিরमध्ये প্রবেশপূর্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আশ্রয়-সমাবৃত মহর্ষি পর্য্যকে আসীন হইয়া স্তব্ধশয্যাধিকৃত অনরগণের স্তায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্ধ্যোধন শুমধুর প্রিয়বচনে সেই সমস্ত মহা-ধনুর্ধরদিগকে সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, ‘হে ধীমান্ নরপালগণ ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর ।’

হে মহারাজ ! রাজা দুর্ধ্যোধন এইরূপ কহিলে সিংহাসনাধিকৃত যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বখামা প্রাণত্যাগে উজ্জত নরপালগণের ইজিত অবগত হইয়াও রাজা দুর্ধ্যোধনের বালার্কসদৃশ^২ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, ‘হে বীরগণ ! পশুভেরা স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি^৩, রণপটুতা ও নীতি—এই কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদের যেরূপ সমস্ত দেবভূত্য লোকপ্রবীর মহারথ-গণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার সকলেই নিহত হইয়াছেন ; কিন্তু তদ্বিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অহুকূল করা যাইতে পারে ; অতএব আজ আমরা সর্ব-গুণাবিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদৃশ্যদ ও অন্তকের স্তায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাজনে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন।’

১। বিধিমা ব্যবস্থা। ২। নবোদিত পুণ্যভূত। ৩। স্তব্ধ-দুর্গমাদি দেশ-বিবেচনা—নীতি-বর্বাদি কালবিচাররূপ জ্ঞান-সম্পদ।

কর্ণের সৈন্যপত্যে অশ্বখামাদির অনুমোদন

হে মহারাজ! আপনার আশ্রয় ছুঁয়োঁধন আচার্য্যাতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্বক সুস্থিরচিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন, 'হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীৰ্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি; তথাপি তোমাকে এই হিত-কথা কহিতেছি, ইণ্ডা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধর্ম্মদ্বয় বুদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যামুসারে তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুনয়নগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যা শয়ান হইলে তোমার বাক্যামুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও শিখ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজ তিনিও ধৃষ্টদ্যায়ের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিত'পরাক্রম যোদ্ধা আর কাহাকেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয়লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর' হইয়া আপনি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কাণ্ডিকের যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্তগণকে রক্ষা করিয়া দৈত্যনিশ্চূদন মহেশ্বরের জায় শক্রনিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে অবলোকন

করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, যুগ্ম ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সমরে সমবাস্তিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য-সমভিবাগারে পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যাদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে পাট্টাঙ্ককার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থানপূর্বক বৃদ্ধ করিতে পারিবে না।'

কর্ণের সেনাপতিত্ব-গ্রহণ

মহাবীর কর্ণ ছুঁয়োঁধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে কুরুরাজ! আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনাঙ্গদের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশাস্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর।' হে মহারাজ! আপনার পুত্র ছুঁয়োঁধন কর্ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উথিত হইয়া কাণ্ডিকের সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অজ্ঞাত ভূপালগণের সহিত গাত্রোখান-পূর্বক স্ববর্ণময় ও যুগ্ম' পূর্ণবস্ত্র, হস্তী*, গণ্ডার* ও বৃষের বিবাণ*, বিবিধ স্তম্ভি ঔষধ এবং সুসম্ভৃত* অজ্ঞাত উপকরণ দ্বারা ক্ষোমাচ্ছাদিত* তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধিপূর্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন-সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ কর্ণ এইরূপে সেনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিক্, ধন ও গোসমূহ প্রদানপূর্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখ্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র শিরগজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অচূতরগণ-সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার বর। উলুকা*গণ যেমন সূর্য্যরশ্মি-সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব-সমবেত পাণ্ডবগণ কর্ণনিষ্কিপ্ত শরনিকর

অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে।’ হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিততেজঃপ্রভাবে দিবাঙ্করের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কাশ্যপ্রেরিত দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞাপ্রদানপূর্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরসংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত্ত কাক্তিকের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন।”

দ্বাদশ অধ্যায়

যোড়শদিবসীয় যুদ্ধ—বৃহন্নচনা

দুতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! দুর্যোধন স্বয়ং সোদরের’ আয় স্নিগ্ধবাক্য প্রয়োগপূর্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্যোদয়সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্যের অমুষ্ঠান করিল, তাহা কৌতূহল কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৃত্য প্রভৃতি বাহ্যবাদনপূর্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে ‘সকলে সুসজ্জিত হও’ ‘সকলে সুসজ্জিত হও’ সহসা এই শব্দ সমুদ্রুত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরুণ*যুক্ত রথ, সমুদ্র* তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর দ্রাবান* যোষণা চাঁৎকার করাতে গগনম্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ খেতপতাকা-পরিশোভিত, নাগ-কক্ষ-কেতু*সম্পন্ন, বলাকাবর্ণ* অশ্বসংযুক্ত, বিমল, আদিত্যসকাশ* রথে আরুঢ় হইয়া স্বর্ণ-বিভূষিত শব্দ প্রখ্যাপিত* ও

কনকমণ্ডিত কোদণ্ড* বিধুনিভ* করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ* ধনু, তুণীর*, অঙ্গদ*, শতরী*, কিকীণী*, শক্তি, শূল ও তোমরাদি* অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোরবগণ মহাধনুর্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্ত*নাশক উদয়োন্মুখ ভাস্কর্য্যমূলের* আয় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ, দ্রোণ ও অজ্ঞান বীরগণের বিনাশভূষণ একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শব্দ-শব্দে যোষণাক্রমে দ্রাবিত করিয়া বিপুল কোরবসৈন্য দ্বারা মকরব্যূহ* নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয়-বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন* করিলেন। ঐ মকরব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উল্ক, মস্তকে অশ্বপামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্যোধন, গ্রীবায তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা-পরিবৃত্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্মা, দক্ষিণপদে মহাধনুর্ধর ত্রিগর্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বামপদের পশ্চাত্তাপে বিপুল-সেনাপরিবৃত্ত মজরাজ শল্য, দক্ষিণপদের পশ্চাত্তাপে সগুপ্ত রথ ও তিন শত হস্তিসমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞা সূর্য্যে এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য রাজা দ্রৈ ও চিত্রসেন নামে মহোদরদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বহিলেন, ‘ভ্রাতঃ! ঐ দেহ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কোরবসৈন্য সমুদয়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জুন! দুতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে; সূতরাজ নিশ্চয়ই তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার দ্বন্দ্ব হইতে দ্বাদশ-বর্ষ-সংস্থিত শলা সমুদ্রুত হয়; অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে বৃহৎ নির্মাণ কর।’ হে মহারাজ! খেতবাহন অর্জুন জ্যোত্স্নাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্কচন্দ্রোজ্বলিত

১। ধনু। ২। কল্পিত। ৩। সোণায় মোড়া। ৪। বাণাধার—তুণ। ৫। বলয়। ৬। কামান। ৭। ঘটা। ৮। বাণ প্রভৃতি। ৯। অন্ধকার। ১০। সূর্য্যের। ১১। সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাত্তাপে বিপুল, মধ্যভাগে সূক্ষ্ম। অগ্র ও পশ্চাত্তাপে উপস্থিত হইলে এই বৃহন্নচনা করিতে হয়। ১২। অভিযুগ্ম গমন।

১। মহোদরের—জাতার। ২। রথমধ্যস্থ গুপ্ত উপকলন-স্থান। ৩। সমরোত্তর। ৪। দ্রুতগমনশীল। ৫। হাজোয়ুক্ত হস্তিচিহ্ন। ৬। বকক শেতবর্ণ। ৭। সূর্য্যপ্রভ। ৮। ধনিত।

বৃহৎ নির্মাণ করিলেন। ঐ বৃহৎ বাহুর বামপার্শ্বে মহা-ধর্মুর্ধ্বর ধুট্টাশ্রম, মধ্যে ধর্মুর্ধ্বর যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এক যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জুনপালিত চক্র'রক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমোজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ষধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই বৃহৎমধ্যে অবস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষের বৃহৎ নির্মাণ হইলে মহাধর্মুর্ধ্বর কোরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বহুবাহুবসমবেত রাজা দ্রুপদাধন সূতপুত্রকৃত বৃহৎ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্মুর্ধ্বর যুধিষ্ঠির ও কীর্ষী সৈন্যগণকে ব্রাহ্মিত' দেখিয়া কর্ণ-সমবেত দ্রুপদাধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শম্ভু, ভেরী' আনক', দ্রুদুভি', ডিম্ভিম' ও ঝর্কর' প্রভৃতি বাদিত সকল চতুর্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃহ' শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রোষাব, মাতঙ্গের বৃহৎ-ধ্বনি ও রথনমির ঘোর নিশ্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধর্মুর্ধ্বর বর্ষধারী কর্ণকে বৃহৎমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কোরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধজনিত তৎ অশ্রুভব করিল না। তখন সেই প্রহুট নরসকুল' উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য-সমুদয় নৃত্য করিতেছে। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ পক্ষ' ও প্রাপক্ষ' সহ বৃহৎ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রযত্ন হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সকল যুদ্ধ—কোরবপক্ষীয় ক্ষেমধৃতিবধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তখন সেই প্রহুট হস্তী, অশ্ব ও মহুঘ্যে সকল দেবাসুরসৈন্যসদৃশ কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপনাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ অর্জুন', ভরত', কুরপ্র', অসি, পান্ডি' ও পরশু' দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্ধি এবং পদ্মভূষা গজযুক্ত নরমস্তক ছেদনপূর্ব্বক উদ্ধারা পৃথিবী পরিবাণ্ড করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু-সমুদয় বিপক্ষ পক্ষের বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপাতিত হইয়া গুরুভবিষক পঞ্চাশ' ভুজঙ্গ' সমুদয়ের স্থায় শোভা ধারণ করিল। পূণ্যায় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদয় হইতে ধরাডালে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিব' ও মুখল সমুদয়ের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সকল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্তমাতঙ্গগণ মত্তমাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক-বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এইরূপে বিপক্ষ-পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ ও রথ বিবিধ অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর ব্রাহ্মদেব জাবিড় সৈন্যপরিবৃত ধুট্টাশ্রম, শিখণ্ডী, দ্রোণদ্বীপ তনয়গণ

১। মণ্ডল। ২। বৃহৎবাহুর বিন্দিত। ৩। বর্ণশিখা। ৪। ঢাক। ৫। নাগর। ৬। উম্বক। ৭। কাড়া। ৮। জয়লাভার্থ একান্ত ভৎসন। ৯। মাল্লবময়। ১০। সাহায্যকারী। ১১। সাহায্যকারী সাহায্যকারী।

১। বাণ। ২। দীর্ঘ বাণ। ৩। কুরুসকল বাণ। ৪। রাম দণ্ড। ৫। কুড়াল। ৬-৭। পক্ষমুখ সর্প। ৮। মুখর-গোল যুদ্ধ।

প্রভঙ্গকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ডু, চোল ও কেতলগণ সমভিবাছারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষাঃ, দীর্ঘভূজ, উন্নত, পৃথু*লোচন, জাগীড়*শোভিত, রক্ত-দন্ত, মস্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্রবসনাধিত, গন্ধচূর্ণাবৃত*, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় গজারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপ*তুণীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিণ যুত্ভায় পরিত্যাগপূর্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করায়, কোশল, কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ* ও প্রধান প্রধান পদাতিসকল বিবিধ বাত্যাচমে হুই হইয়া হস্তাবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্র*গণে পরিবেষ্টিত ও গজাক্রূত হইয়া সৈন্যমধ্য হইতে কোরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যথাবিধানে বিভূষিত তাঁহার উগ্রভর* মাতঙ্গ উদিত-ভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের স্থায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্বরত্নবিভূষিত লোহনির্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থানপূর্বক মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের স্থায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজাক্রূত ক্ষেমধৃষ্টি দূর হইতে গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টমনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই ক্রমবান্* মহাপর্বতদ্বয়ের সদৃশ মহাকায মাতঙ্গদ্বয়ের মহায়ুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জরদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীরদ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আতত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাহাদিগের সিংহনাদ, আস্থোৎগন* ও শরশব্দে আক্লানিত হইল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বায়বিকম্পিত পতাকাযুক্ত উত্ততগুণ্ড মাতঙ্গদ্বয়

দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদনপূর্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ*দ্বয়ের স্থায় শক্তি ও তোমর বর্ষণপূর্বক গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধৃষ্টি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক ভোমরাবাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় অভিবেগে ছয় তোমরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ-প্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের স্থায় শোভমান হইলেন এবং যত্নপূর্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লোহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলু*তারিপতি ক্ষেমধৃষ্টি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদনপূর্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেখগভীরনিম্ন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদপূর্বক শরনিকর নিপাতে অরাতি*র কুঞ্জর*কে মর্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের স্থায় সমরাজনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যত্না* অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহাকে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর* যেরূপ জলদের অমুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অমুগমন করিতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধৃষ্টি তদর্শনে ধীর বারণ*কে নিবারণপূর্বক অভিযুগত ভীম-মাতঙ্গকে* বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব ক্ষুরদ্বারা ক্ষেমধৃষ্টির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধৃষ্টি তদর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদয় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধৃষ্টির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজ-নিপতনের পূর্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় পদাঘাতে ক্ষেমধৃষ্টির হস্তীকে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধৃষ্টি সেই নিহত নাগ হইতে লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক আয়ুধ উদ্ধত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও পদাঘাত করিলেন। ষড়্গধারী মহাবীর

১। স্থলচক্ষু—বড় বড় চক্ষু। ২। উকীয়—পাগড়ী।
৩। যুগন্ধ দ্রাব্যলিপ্ত। ৪। ধূক। ৫। হস্তী। ৬। জেষ্ঠ নৃপ।
৭। অতিতেজস্বী। ৮। বুদ্ধব্রতীযুক্ত। ৯। আক্লান।

১। মেঘ। ২—৩। শরুর হস্তীকে। ৪। চালক—মাছত।
৫। মেঘ। ৬। হস্তীকে। ৭। ভীষণ হস্তীকে।

ক্ষেমধৃতি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতায় ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভয় অচলের সমীপস্থ বজ্রহস্ত সিংহের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্তসকল সেই কুলুতকুলভিলক ক্ষেমধৃতিকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।”

—

চতুর্দশ অধ্যায়

সকুলযুদ্ধ—কৌরবপক্ষীয় বিন্দ-অনুবিন্দ বধ

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব-সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব-সৈন্তগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ কর্ণার^১-পরিমার্জিত নারাচাত্র দ্বারা পাণ্ডব-সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ-প্রহারে যান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব-সেনাগণ সূতপুত্র কর্ণরূক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুর্ধর কার্য্যকারী অশ্বখামাকে ও সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অম্ববিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন সমাগত ঞ্জয়কুম্ভার প্রাতি, প্রতিবিদ্যা বিচিত্রধ্বজ শরাসনশোভিত চিত্রের প্রাতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রাতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তক-গণের প্রাতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাগর্ঘ্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্শ্যার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্তি শাল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসূত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অম্ববিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকিও ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগদ্বয় যেমন প্রাতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দণ্ডাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয়দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকির

বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হস্তপূর্ব্বক শরবর্ষণে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। বীরদ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার রথ আরত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঞ্জব তদর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সূতীক্ল শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্তর অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কল্পত্রাঘিত^২ স্বর্ণমণ্ডিক শরজাল দশদিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরনিকরে ক্রিয়ৎক্ষণমধ্যে সংগ্রামভূমি তিমিরচ্ছন্ন^৩ হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদ্বন্দ্বী যুযধান সত্তর অশ্ব চাপ গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা^৪-যুক্ত করিয়া সূতীক্ল ক্ষুরপ্রা দ্বারা অম্ববিন্দের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সমরনিহত শস্যরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অম্ববিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তর শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্ববর্ণপুঞ্জ^৫ শিলানিশিত^৬ যষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া “ধাক্ ধাক্” বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পুনরায় তাঁহার বাহ ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংগুক-বন্ধের ছায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হস্তপূর্ব্বক সত্তর পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড^৭ দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতচন্দ্রভূষিত চণ্ড ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিয়া অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশে সতিশয় যত্ন করিতে

১। পাখাযুক্ত—কাকের পাখার ছায় পাখাওয়ালা।

২। অক্ষকারাবৃত। ৩। গুণ—ছিল। ৪। সোনার পাখাযুক্ত।

৫। শাবিত—শান দেওয়া। ৬। ধ্বক।

৭। অস্ত্র-নির্ধারণকারী কর্ণকার—কামার।

লাগিলেন। দেবানুসংগ্ৰামে ঋণাধারী জ্ঞানুস
ও পুৰন্দরের যেকোন শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে
মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দু ঋণ ধারণপূৰ্বক সেইরূপ
শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর
সাত্যকি ঋণগাঘাতে কেকয়রাজের চৰ্ম্ম দ্বিধা ছেদন
করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও
যুগ্মধানের শত শত তারাসঙ্কুল চৰ্ম্ম ছেদন করিয়া
কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও
প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর
সাত্যকি সহস্র বক্রহস্তে সেই রণচাৰী তরবারিধারী
কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
বন্দ্যধারী মহামুৰ্দ্ধয় কৈকয় শত্ৰুবাতে ভিন্ন হইয়া
বজ্রাহত অচলের স্থায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এইরূপে
কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সহস্র যুগ্মমহুর
রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি
হুসজ্জিত অস্ত্র এক রথে আরোহণ হইয়া পুনরায়
শুভীক্ষ শরনিপাতে কেকয়সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে
লাগিলেন। সৈন্যগণ যুগ্মধানের শরাবাতে ব্যথিত
হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূৰ্বক চারিদিকে পলায়ন
করিয়া আরম্ভ করিল।”

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৌরবপক্ষীয় চিত্র-চিত্রসেনাদি নিধন

সঞ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! অনন্তর
মহাবীর ঐশ্বৰ্য্য কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে
মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন
অভিসারাদিগণ চিত্রসেন নতপূৰ্ব নয় বাণে
ঐশ্বৰ্য্যকে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিকে
বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর
ঐশ্বৰ্য্য তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাজ
দ্বারা সেনাগ্ৰবর্তী চিত্রসেনের মৰ্ম্ম ভেদ করিলেন।
মহাবীর চিত্রসেন ঐশ্বৰ্য্যক হস্তনিষ্কপ্ত নারাজ
অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচৈতন ও মূচ্ছিত হইয়া
পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী ঐশ্বৰ্য্যক নবতি
শরে ঐশ্বৰ্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ
চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা ঐশ্বৰ্য্যক
শরাসন ছেদনপূৰ্বক তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ

করিলেন। তখন ঐশ্বৰ্য্যক সুবর্ণভূষণ অস্ত্র কাশ্মুক
গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপপূৰ্বক চিত্রসেনের
বিচিত্র রূপ বিনষ্ট করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা
চিত্রসেন ভূপতি ঐশ্বৰ্য্যক শরে সমাহত হইয়া
গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবীৰ্য্যের স্থায় শোভমান হইলেন।
তখন তিনি “ধাক্ ধাক্” বলিয়া নারাজ দ্বারা
ঐশ্বৰ্য্যক বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। ঐশ্বৰ্য্যক
চিত্রসেন-নিষ্কপ্ত নারাজের আঘাতে গৈরিক বর্ণ
কথিনক্ষরণ করিয়া শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক-
ধাতুধারাত্মক অচলের স্থায়, কুসুমিত কিংক-
বক্ষের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর
তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদনপূৰ্বক
তাঁহাকে ত্রিশত নারাজে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে
নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার
শিরস্ত্রাণ-স্থশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন।
চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে
ভূতলে নিপতিত চক্ষুসার স্থায় ধরাতলে নিপতিত
হইল। সৈন্যগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া মহাবেগে
ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর মহামুৰ্দ্ধয়
ঐশ্বৰ্য্যক ক্রোধাবিষ্ট প্রৌত্তরাজ যেমন প্রলয়কালে
ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শর-
নিকরনিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্বাদিত করিতে আরম্ভ
করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ
গজযুগের স্থায় চারিদিকে ধাবমান হইল। মহাবীর
ঐশ্বৰ্য্যক ভাঙ্গাধিকার শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ
দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিদ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে
বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে
সারথিকে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিদ্যের
বাহু ও উরুদেশে ককপত্রবিরাজিত, শাণিতাশ্র, সুবর্ণ-
পুষ্প নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর
প্রতিবিদ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া
তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন।
বীরবর চিত্র প্রতিবিদ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণ-
ঘটা-সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি
গ্রহণপূৰ্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।
মহাবীর প্রতিবিদ্য সেই মহোৎসাহগ্ৰস্ত শক্তি সমাপ্ত
সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া
ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিদ্য বিচিত্র শক্তি

প্রতিবিদ্যা-শরে ছিন্ন ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব-
ভূতদ্রাসজনক অশনির আয় ভূতলে নিপতিত হইল।
মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া
সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণপূর্বক
প্রতিবিদ্যার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষেপ
হইবামাত্র প্রতিবিদ্যার অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া
ধরাভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর
প্রতিবিদ্যা রথ হইতে লক্ষ্য প্রদানপূর্বক অবনীতলে
অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি
নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি
গ্রহণপূর্বক প্রতিবিদ্যার প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি
তাঁহার দক্ষিণবাহু বিদারণপূর্বক অশনির আয়
সমরাজ্ঞন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন
মহাবীর প্রতিবিদ্যা ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত
তোমর গ্রহণপূর্বক চিত্রের বিনাশবাসনায় তাঁহার
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ষ্ম ও হৃদয়
বিদীর্ণ করিয়া বিল-প্রবেশোচ্ছত ভীষণ ভুজঙ্গের
আয় মহাবেশে ধরাভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ
চিত্র প্রতিবিদ্যার তোমরে সমাহত হইয়া পরিধাকার
পীন* বাহুযুগল প্রসারণপূর্বক রণশয্যায়া শয়ান
হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত
নিরীক্ষণ করিয়া ক্রমবশে প্রতিবিদ্যার প্রতি
ধাবমান হইয়া কিকিণীসমায়ুক্ত শতরী ও বিবিধ বাণ
বিসর্জনপূর্বক মেঘ যেমন সূর্যকে সমাচ্ছন্ন করে,
তদ্রূপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন
মহাবাহু প্রতিবিদ্যা অস্তুরসৈন্য-নিশ্চয়ন বজ্রধরের
আয় সেই সৈন্যগণকে শরনিকরনিপাতে নিপীড়িত
ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ
প্রতিবিদ্যা-শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ-সঞ্চালিত ঘন-
ঘটান* আয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ!
এইরূপে কৌরবগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে
আরম্ভ করিলে অশ্বখামা একাকী অবিলম্বে মহাবল-
পরাক্রান্ত ভীমসেন অভিযুগে গমন করিলেন।
তখন দোষাস্রসংগ্রাম-সময় ব্রজাস্র ও পুরন্দরের
যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয়ের
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।*

ষোড়শ অধ্যায়

ভীম-অশ্বখামার যুদ্ধ—উভয়ের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর
দ্রোণনন্দন অশ্বখামা দ্বারায়িত হইয়া অস্ত্রাঘাত
প্রদর্শনপূর্বক ভীমসেনকে প্রথমতঃ নিশিত শরে
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ
নবতি* শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম
ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন
ও রশ্মিমান সূর্য্যের আয় সুশোভিত হইয়া
অশ্বখামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাপপূর্বক সিংহনাদ
করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণকুমারও শরনিকরে
তাঁহার শরজাল সংহারপূর্বক অবলীলাক্রমে
বুকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন।
মহাবীর বুকোদর দ্রোণপুত্র-নিক্ষেপ সেই নারাচ
ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের
আয় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি
বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বখামার ললাটে তিন
নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচাধ্যাপুত্র সেই ললাটস্থ
নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশূলপূর্বকর্তের আয়
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের
উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু
যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ
সেই মহাবীর পাণ্ডুনয়কে কোনক্রমে কম্পিত
করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত
শরে অশ্বখামাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন
না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শরনিকরে
পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরস্পর কিরণাভি-
তাপিত* লোকক্ষয়কর দীপ্তিমান সূর্য্যদ্বয়ের আয়
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর
প্রতীকারার্থ যত্ববান হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ
করিয়া দংষ্ট্রাযুধ* ব্যাঘ্রদ্বয়ের আয় সেই মহারণে বিচরণ
করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীরদ্বয় প্রথমতঃ
পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র-
সূর্য্যের আয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত-
মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল-
নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের আয় শোভমান
হইলেন।

১। নরই। ২। গণ্ডকের। ৩। রৌদ্রকিরণে সজ্জত।

৪। দংষ্ট্রা—দীপ্তি বাহার অস্ত্রবরণ।

১। গর্ভ। ২। সর্পের। ৩। মূল। ৪। মেঘের।

এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বখামা বুকোদরকে দক্ষিণপার্শ্ব করিয়া, মেঘ যেমন পর্বতকে বারিধারায় লম্বাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন; ভীমসেনও শত্রুর বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি-প্রত্যাপতি^১ প্রদর্শনপূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট^২ শরাসন-বিসৃষ্ট^৩ শরনিকরে পরস্পরকে নিশীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশবাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বখামা মহাত্ম-সমুদয় প্রাহৃত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাত্মসকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্বে প্রজাসংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ^৪ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীরদ্বয়-বিসৃষ্ট শরসমুদয় দিক্‌সকল ছোঁতা^৫ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয়কালীন উদ্ধাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীরদ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে ফুলিক^৬ ময়, দৌলুশিখ^৭ হতাশন সমুখিত হইয়া উভয়পক্ষায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, ‘এই যুদ্ধ সমুদয় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় ইহার ঘোড়শাংশের একাংশও নহে। এরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্যসাময়িক ও উগ্রপরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বখামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইহারা কি বীৰ্য্যশালী! এই বীরদ্বয় কালান্তক যমদ্বয়ের স্থায়, রুদ্রদ্বয়ের স্থায় ও ভাস্করদ্বয়ের স্থায় ঘোররূপে সমরাজ্ঞে অবস্থান করিতেছেন।’ হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ

পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্বুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ, মহর্ষিগণ অশ্বখামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীরদ্বয় নয়ন বিস্ফারণ-পূর্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষাক্রমেণে ও ক্ষুরিতাধর হইয়া অধরদংশনপূর্বক বারিধারাবর্ষী^৮ সবিস্ময় জলধরের স্থায় শর ও অস্ত্রবর্ষণপূর্বক পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছিঁড়ি করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিনাশবাসনায় ভীষণ বাণদ্বয় গ্রহণপূর্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণদ্বয় সেনামুখে জ্বোতমান হইয়া সেই তুর্দর্শ মহাবীৰ্য্য বীরদ্বয়কে আশ্রিত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিশীড়িত হইয়া রথোপরি অবসর হইলেন। ঐ সময়ে ভ্রোগতনয়ের সারথি তাঁহাকে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ক-সৈন্যসমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল; ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বুকোদরকে বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপস্থত হইল।”

সপ্তদশ অধ্যায়

ভার্জুন-সংশপ্তক সমর—বহু সংশপ্তক ক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বখামার সহিত অর্জুনের এবং অশ্বাশ্ব মহীপাল-গণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরবপক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন^১ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা^২ উত্থিত হইয়া অর্ণকে বেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে বিকোভিত করিয়া নিশিত ভঙ্গ দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ক্র ও দশনযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ,

১। অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপসরণ। ২—৩। কর্ণ পর্যন্ত আকবিত ধ্বংস-নিমুক্ত। ৪। প্রলয়কালীন গ্রহগণের সাত্বাতিক সংঘর্ষ। ৫। প্রলীণ। ৬। অগ্নিকণ। ৭। প্রখলিত শিখাযুক্ত।

১। যুদ্ধত কবিরের পাশকরাকর। ২। বড়।

বিনাল নলিনীসদৃশ* মন্তক-সমুদয় ছেদনপূর্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাসিত কুরসমুদয় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত আয়ুধ ও তলদ্রাণসম্বলিত*, পঞ্চাশ ভূজগসদৃশ বিশাল বাহু-সকল নিকৃষ্ট*, ভঙ্গ দ্বারা এককালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণ-যুক্ত হস্ত ছিল এবং নিশিত সায়ক-নিকর দ্বারা আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাভূতলে নিপতিত হইল। তখন সেই প্রতীদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্টচিত্তে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বুধভগণ যেমন গাভীলাভার্থ গর্জনপূর্বক শৃঙ্গ দ্বারা প্রতীদ্বন্দ্বী বুধভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করিয়া শরনিকরে অর্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যবিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ-সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ খেমন মহামেঘ ছিলভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথিবিহীন রথ-সমুদয়ের ত্রিবেণ*, কক্ষ*, আয়ুধ, তুগীর, কেতু*, যোক্ত*, রশ্মি*, বরুণ*, কুবরী*, যুগ*, তল্ল*, ও অক্ষগ্রামগুল*—সকল ছেদনপূর্বক রথ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া একাকী সহস্র মহারথের কার্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্জন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয়* হইলেন। সিদ্ধ, দেবধি ও চারণগণ স্তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ চন্দ্রভিষনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, ‘এই কৃষ্ণ ও অর্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সূর্য্যের ছাতি ধারণ করিতেছেন। এই রথে আরুঢ় বীরদ্বয় ত্রজা ও মহেশ্বরের দ্বায়

সর্বভূতের অপরাধেয়। ইহারা সর্বভূতশ্রেষ্ঠ নর-নারায়ণ।’

অর্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বখামার পরাজয়

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বখামা সেই সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণপূর্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হস্তমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষা অর্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ‘হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার গোপ্য অতিথি* বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষরূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর।’ অর্জুন মহাবীর আচাৰ্য্যপুত্র কর্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া জনার্দনকে কহিলেন, ‘হে বাহুদেব! আমায় সংশ্লোকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে অশ্বখামা আমাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তুমি ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচাৰ্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর।’ হে মহারাজ! মহামতি বাহুদেব অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহৃত ধনঞ্জয়কে জ্যোৎস্নের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বখামাকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, ‘হে আচাৰ্য্যপুত্র! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপক্ৰীবিগণের* ভর্তুকিপণ্ড-পরিশোধের* সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ সূক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহ-শ্রযুক্ত অর্জুনের নিকট যে অতিবিসংকার প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থিরচিত্তে যুদ্ধ কর।’

মহাবীর অশ্বখামা বাহুদেবের এই বাক্য-শ্রবণে ‘তথাশ্রু’ বলিয়া কেশবকে বস্তু ও অর্জুনকে তিন নারাচে বিন্দ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচাৰ্য্যপুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বখামা অর্জুন-শরে ছিন্নচাপ* হইয়া তৎক্ষণাৎ অস্থ ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্বক জ্যায়ুক্ত করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত

১। নালদীন পদ্মের মত। ২। দস্তানা দ্বারা বেষ্টিত। ৩। ছিন্ন। ৪। যে তিনটি ক্ষত্রের উপর সারথির বসিবার স্থান। ৫। রথমধ্যস্থ গৃহ—খোপ। ৬। চিহ্ন। ৭। জোতের দড়ি। ৮। দড়ি। ৯। রথমধ্যস্থ গুপ্ত স্থান। ১০। রথমধ্যস্থ বসিবার স্থান। ১১। জোয়াল। ১২। উপদেশন শব্দ—গদি। ১৩। চক্রের বেটনী। ১৪। লক্ষ্য করিবার ব্যাঘ্য।

১। প্রতিবোধ। ২। প্রতিপাল্যগণের—পোষকগণের। ৩। পরিপালক প্রভূর প্রতি তদীয় অন্নভোক্তাদের প্রতিদানের। ৪। ভয়ভূত।

বাণে বাহুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণদ্বয় স্তম্ভিত^১ করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তুণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষঃস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্ত্রাশ্রয় অঙ্গ এবং রথধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরঝালে কেশব ও অর্জুন গাঢ়িত হইলে আচার্য্য-ভ্রমণ যৎপরোনাস্তি আগ্রাদিত হইয়া মেঘগভীর-গর্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন অশ্বখামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, ‘হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদেরগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উহার অভিশাপ বার্থ্য করিতেছি।’ এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহার^২রাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদনশীল নিপতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশ্লুকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি যে যেরূপে সমরঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীববিস্তৃত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত, কি সমুৎস্থিত, সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবধী নাতঙ্গগণের কর^৩-সমুদয় ভল্লপ্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু-নিকৃষ্ট মহাদ্রুমের গায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদি^৪গণের সহিত বজ্রমথিত অচলের গায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গমযুক্ত গন্ধর্ব্বনগরাকার হ্রস্বজিত রথ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতিপক্ষীয় হ্রস্বজিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণ-জালে অর্ণব পরিণত করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় স্তম্ভিত শরজালে সংশ্লুকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারীচ দ্বারা সহস্র দ্রোণপুত্রকে

বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডুনন্দন সেই শর সমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যভ্রমণ অভিশয় রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের প্রতি অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন দাতা যেমন অপারঞ্জে^৫দিককে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাশন^৬ অধিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশ্লুকগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বখামার অভিমুখে গমন করিলেন।”

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুনসহ যুদ্ধে অশ্বখামার পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ গুরু ও বৃহস্পতির গায় মহাবীর অশ্বখামা ও অর্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় বিমর্গস্থ^৭ গ্রহদ্বয়ের গায় পরস্পরকে শরনিকরে সম্ভাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন নারীচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ক্রমশঃ বিদ্ধ করিলে অশ্বখামা উদ্ধরশি সূর্য্যের গায় শোভা ধারণ করিলেন; কৃষ্ণসমবেত অর্জুনও অশ্বখামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজালজড়িত যুগান্তকালীন দিবাকরদ্বয়ের গায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাশ্মা বাহুদের অশ্বখামার শরে অভিভূত হইলে অর্জুন চতুর্দিকে শতধারা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নিসদৃশ প্রাণ-নাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকন্মা দ্রোণকুমার যুহারও বাধাজনক অতি তীব্রবেগসম্পন্ন সুযুক্ত^৮ শরজালে বাহুদেব ও অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়ক-নিকর নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশ্লুক-সৈন্যমধ্যে প্রবেষ্ট

১। এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজনের আবাণা—অতঃ।

২। পংক্তিবোজনযোগ্য—পরিষ্কৃত। ৩। বহু অতিচাৰ্য্য গতিযুক্ত—উপদ্রববাক্য। ৪। উত্তমরূপে প্রযুক্ত।

হইলেন। তিনি সুমুগ্ধ শরজালে অপরাধমুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তীর, মৌর্বী, হস্ত, করস্থিত, শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোহর বস্ত্র, মালা, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক-নমুহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ নাগ ও অশ্বসমুদয়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জুন-নিষ্কিন্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাভূলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের স্থায় মনোহর কিরীট ও মালা প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভঙ্গ, অর্ধচন্দ্র ও কুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরস্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিবাতন অঙ্গ, বস্ত্র, কলিঙ্গ ও নিবাদ-দেশীয় বীরগণ গজাসুর তুল্য মাতঙ্গ সমুদয় লইয়া দৈত্যদর্পনিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযুগ্মের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিবাদিসমুদয়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশঙ্করের স্থায় ভূতলে পাত্তিত করিলেন। এইরূপে সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, সেইরূপ অশ্বখামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা স্বীয় শরনিকরে অর্জুনের শর সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজ্জাল যেমন চন্দ্র-সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জন করে, তদ্রূপ বাহুদেব ও অর্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জুন অশ্বখামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনর্বার তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণ-পুত্রের শরাক্রকার নিরাস* করিয়া সুপুঙ্খ সাযক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শরসন্ধান, কখন শর গ্রহণ আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না; কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান* রথী, অথারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শর-বিদ্ধকলবের ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্ত্বর এককালে দশ নারাট সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটি অর্জুনের ও পাঁচটি কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য ময়ূজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই

সমুদয় নারাটে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদদর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশাইনাথ কেশব অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বখামাকে অবিলম্বে বিনাশ কর। উহাকে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতীকারশূন্য ব্যাধির স্থায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন।’ প্রমাদশূন্য অর্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করিয়া যত্নসহকারে পাণ্ডবনির্ম্মুক্ত মেঘকর্ণ-তুলাগ্র শরনিকরে দ্রোণ-তনয়ের চন্দনদিদ্ধ বাহু, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও অন্তঃপদ উরুদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রথরশ্মি* ছেদনপূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জুন-শরনিপীড়িত হইয়া অশ্বখামাকে লইয়া অতি দূরে ওলায়ন করিল। মতিমান দ্রোণতনয় ইতিপূর্বে অর্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাত্ম হইয়া-ছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সূতপুত্রের রথাস্থ-নরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বখামা মজৌষধি-নিরাকৃত ব্যাধির স্থায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকায়ুক্ত মেঘগভীরনিষন স্তন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিযুখে গমন করিলেন।”

উনবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জুন-যুদ্ধে মগধাধিপ দণ্ডধারবধ

ধনঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তরদিকে পাণ্ডবসেনাগণকে গ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহার তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাহুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গুরুড় ও অনিলতুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতিরোধ না করিয়াই অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে অর্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবার* সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল-পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল-প্রদর্শনে মহারাজ

ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যান্য। অতএব তুমি অগ্রে ইহাকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশ্লোকগণকে বিনাশ করিবে।' মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধারসম্মিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তীযুগ্মে সুনীপুণ রাহুর আয় নিভান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্তা ভীষণ ধুমকেতুর আয় শক্রসৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুরসম্মিত, মহামেঘের আয় গভীরগজ্ঞনসম্পন্ন, স্তম্ভজিত মাতঙ্গ অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক রথ-সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তীও পদ দ্বারা অশ্বসারথিসমবেত রথ-সমূহ ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দনপূর্বক কালচক্রের আয় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অগ্ন্যগ্নি হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ষসংবৃতকলেবর^১ অস্বারোহী ও পদাতি ধরাতেলে বিপ্রোথিত^২ হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন জ্ঞা, তল ও নেমিনিষন-সম্পন্ন, যুদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনি-নির্নাদিত, রথাস্থমাতঙ্গকুলসঙ্কল রণমধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বাহুবীর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক হস্ত্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাদন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাতাকে^৩ বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদর্শনে সাত্ত্বিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিলতুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাহুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রণয় করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করি-শুলোপম ভূজদণ্ডদ্বয় ও পূর্ণশঙ্খসম্মিত মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। স্তবর্ণবর্ম্মধারী করিবর অর্জুন-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানলপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত ওষধিপরিপূর্ণ অচলের আয় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহারজনিত বেদনায় আর্তনাদ

পরিত্যাগপূর্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্থলিতপদে ধাবমান হইয়া মহামাতার সহিত বজ্রবিহারিত শিখরীর^৪ আয় ভূতেলে নিপতিত হইল।

মগধরাজ দণ্ডবধ—কৌরব-পলায়ন

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুহারগৌর^৫, স্তবর্ণদাম^৬সমলঙ্কৃত, হিমাচলশিখরসদৃশ, উজ্জ্বল^৭ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশবাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুনও খর^৮ধার ক্ষুর দ্বারা তদগ্রে তাঁহার ভূজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত চন্দন-চচ্চিত ভূজদ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির^৯ উরগদ্বয়ের আয় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জুন অঙ্গদস্রোত বাহা দণ্ডের মস্তকছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতেলে পতিত হইয়া, অস্ত্রাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের আয় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জুন তাঁহার স্বেচ্ছাভ্র^{১০}সম্মিত হস্তীকে দিবাকরের করজালসদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জুন-শরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ পরিত্যাগপূর্বক কুলিশাহত^{১১} হিমাচলশিখরের আয় ভূতেলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের চস্তিঘরের আয় অগ্ন্যগ্নি হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদর্শনে শক্রসৈন্যসমূহ পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাতপূর্বক স্থলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাস্রমে নিপতিত ও পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল। ইতাবসরে অর্জুনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ অর্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে বীর। আমরা মৃত্যুর আয় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত শক্রগণের ভূজবীর্ঘ্যে নিভান্ত নিপীড়িত

১। বর্মে আচ্ছাদিত দেহ। ২। মৃত্যুকামধ্যে নিমগ্ন। ৩। রথ-চক্রের শব্দ। ৪। মাতৃতাকে।

৫। পুরুষের। ৬। বসকের মত ধবল। ৭। মাল্য। ৮। অস্বাচ্ছ। ৯। তীক্ষ্ণ। ১০। বিবলীপ্ত। ১১। ধবল মেঘ। ১২। বজ্রাহত।

হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই।’ হে মহারাজ! মহাবীর অৰ্জুন যুদ্ধদগণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মৰ্যাদানুসারে সংকার-পূর্বক পুনরায় সংশ্লুকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।”

বিংশতিতম অধ্যায়

অৰ্জুনের যুদ্ধ-প্রশংসা—রণভূমি প্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অৰ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধানান্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের স্থায় বক্রভাবে সঙ্করণপূর্বক পুনরায় সংশ্লুকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কৃষ্ণর ও যোধগণ পার্থ-শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, হুগিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, কুর, অর্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত^১ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি-সমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বুযভ-যুধ যেমন গাতীলাভার্থে অশ্রু বুযভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শুরগণ অৰ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্যবিজয়-কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অৰ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধ তনয় দন্দশূক^২ সর্পের স্থায় তিন শরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘর তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ধাকালীন বায়ুপ্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অৰ্জুনকে

সমাক্রম করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষপক্ষের অস্ত্র-সমুদয় নিবারণপূর্বক শরজালে বহুসংখ্যক বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তৃণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোজ্ঞ, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয়, বর্ষ্যসমুদয় এবং অসংখ্য অশ্ব, পাক্ষি^৩ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অৰ্জুনবিক্ষস্ত রথসমুদয় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিল প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ-সমুদয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনিসদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাঘ্নিনিভিন্ন^৪ পর্বতাগ্রস্থিত গৃহ-সমুদয়ের স্থায় ধরাভলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অৰ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অস্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্ৰ-কলেবরে ধরাশয়ী গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অৰ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শকায়মান, ম্লান, বিবৃণিত, স্থলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেশ্বরের স্থায় শিলাধোত^৫ অশনিসদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ষ্য ও ভূষণে মণ্ডিত মহাত্মধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয়্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা, সংকুলোদ্ভব, জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদয় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতকোষ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অৰ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিহ্বাসাপরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ পূর্বক তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অৰ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ-নির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, সেইরূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণপরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথসমুদয়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অৰ্জুনকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! তুমি কেন বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? সঙ্ঘর এই সংশ্লুকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর।’ মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের

১। বাহুরের ছোট ছোট পীতের মত অস্ত্র। ২। পুনঃ পুনঃ—অতিশয় দমনকারী।

৩। পার্শ্বরক্ষক। ৪। বজ্রের অগ্নিতে ভগ্ন। ৫। শাপ দেওয়া।

বাক্য স্বীকার করিয়া দানবহস্তা ঈশ্বরের আয় বলপ্রকাশপূর্বক শত্রু দ্বারা অবশিষ্ট সংশ্লিষ্টকণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর অর্জুন যে কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিষ্ক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনের হস্তলাঘব-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্তগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই মহান জনসংখ্য সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, ‘হে পার্থ! এক হৃদ্যোথনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষ্য ও পাণ্ডি-গণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কাম্বুক, শরমুষ্টি, তুণীর, সুবর্ণপদ্ম নতপর্ব শর, নিম্বোক্ত ‘নির্মুক্ত পন্নগ’ সদৃশ তৈলাধোত* নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণনির্মিত প্রাস*, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্রবেষ্টিত বিপুল পদা, সুবর্ণ যষ্টি, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল*, ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুঘল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিপাতিত রহিয়াছে, জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক নিহত হইয়াও জীবিতের আয় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমখিতকলেবর*, মুঘলচূণিতমস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপাতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন ও রুধিরপরিপ্লাবিত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র* ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিক্ বাহু, অঙ্গুলিরাগ* যুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশৃঙ্গসদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদয় দ্বারা সমরভূমি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্করীযুক্ত রথ-সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথায়স্থিত কাষ্ঠ, তুণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোথগণের

মহাশব্দ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকীরণক*, নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজ-যোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কহল, গজচূণিত* ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড অক্লুশ, অশ্বগণের যুগশেখর*, রত্নবিচিত্র বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বন্ধ সুবর্ণমণ্ডিত চিত্রকহল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাক্ষব* আন্তরগ, ভূপালগণের কাকনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর-সকল নিপাতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত চন্দ্রনক্ষত্রপ্রভ, শ্মশ্রুলাবনমণ্ডল* সমস্তাৎ নিপাতিত থাকিতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের আয় ও শরৎকালীন চন্দ্র-নক্ষত্র-ভূষিত নভোমণ্ডলের আয় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জুন! এই সমুদয় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এরূপ করিবার সাধ্য নাই।’

হে মহারাজ! অসাধারণ বীর্ষক্ৰিস্পন্দ মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনকে এইরূপে সমরভূমি প্রদর্শনপূর্বক গমন করিতে করিতে হৃদ্যোথনের বলমধ্যে শব্দ, ছন্দুভি, ভেরী পণবের* ধনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়বেগগামী অশ্ব সমুদয় লঙ্কালনপূর্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ডুরাজকে কোরবপক্ষীয় সৈন্তগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ডা অমৃতকের আয়, অম্বরনিপাতী ঈশ্বরের আয় নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক*-সমুদয় হেদনপূর্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।”

একবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডুরাজ প্রবীরসহ অশ্বখামার যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সজয়! তুমি পূর্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ডুরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রামকার্য্য বর্ণন কর

১। খোলস। ২। সর্প। ৩। তৈল দ্বারা পরিষ্কৃত।
৪। সুবর্ণ কলক। ৫। ক্ষেপণীর শেল। ৬। গদা দ্বারা বিমুক্ত-
দেহ। ৭-৮। দস্তানা।

১। চামর। ২। গজগল-লঙ্ঘিত গজদণ্ড। ৩। জোয়াল।
৪। মেঘসে-মনির্মিত। ৫। দাড়িওয়ালা মুখ সকল। ৬। মন্দলের।
৭। বাণ।

নাই ; অতএব এক্ষণে বিস্তারপূর্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিকাগ্রভাব, বীর্য ও দৰ্প কীর্তন কর ।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ ! যে মহাবীর ধনুৰ্বিভাপারগ, আপনাব মতে সৰ্বশ্রেষ্ঠ, মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা, কর্ণ, অর্জুন ও বাহুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন, যিনি কাহাকেও কখন আত্মতুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাহুদেব ও অর্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শত্রুধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা প্রকোপিত অন্তরের স্থায় কর্ণের সৈন্তগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিসঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ডাশরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলাপচক্রের* স্থায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ডা শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি-সমুদয়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্তগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত দ্বিরদংগণ পাণ্ডুর ভীষণ শরে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত প্রাণত্যাগপূর্বক বজ্রাহত পর্বতের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর স্ত্রীতাপ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তুগীরধারী, সংগ্রামনিপুণ, অশ্বারূঢ়, মহাবল-পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাস্কীক, নিষাদ, অন্ধক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শত্রু ও বর্ষ-বিবজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা অশক্তি পাণ্ডাকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিনী* সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হস্তমুখে মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ-পূর্বক কহিলেন, ‘হে কমললোচন মহারাজ ! তুমি সৎসঙ্গে জয়গ্রহণ করিয়াছ ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্বত্র ঐন্দ্রিয় রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রম ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্য-সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণপূর্বক মহাজলদের* স্থায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন

অন্য কাহাকেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে যুগ্মগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথনিষনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া শত্রুর* শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের স্থায় শোভা পাইতেছ, অতএব তুমি এক্ষণে তুগীর হইতে সর্পসদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ভূত করিয়া, অন্ধক যেক্রপ ত্র্যম্বকের* সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।’

মলয়ধ্বজ পাণ্ডা এইরূপে অশ্বখামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া ‘তথাস্ত’ বলিয়া কণি* দ্বারা দ্রোণ-ভ্রমণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হস্ত করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিস্কুলিঙ্গসদৃশ উগ্র মর্ষভেদী শরনিকরে পাণ্ডাকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী* গতিসংযুক্ত মর্ষভেদী নারচ-সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ডা নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্র*ঘাতন দ্রোণনন্দন স্থায় শরাসনে অশ্ব জ্যারোপণপূর্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরেই তাঁহার রথে অশ্বাশ্ব উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ-পূর্বক আকাশমণ্ডল ও দ্বিজগল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ডা অশ্বখামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক-সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্রেরক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা পাণ্ডুর হস্তলাঘব* নিরীক্ষণপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধর-নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

১। শতনাশক। ২। ত্রিনয়ন—মহাদেবের। ৩। কোরাগীর মত বাণ। ৪। দশ প্রকার—(১) উষ্মী, (২) অভিমুখী, (৩) তির্ধাক, (৪) মন্দা—দুর্কছেদিনী, (৫) গোমূত্রিকা—কচ-ভেদিনী, (৬) ধ্রুব, (৭) স্থলিতা, (৮) যমজাতা—লক্ষ্যভেদপূর্বক বহির্গামিনী, (৯) ক্রুতী—লক্ষ্য-নিকটস্থ অপর সৈন্তভেদিনী, (১০) যুগতি—মস্তকছেদনপূর্বক দূরপাতিনী।

৫। শত্রু। ৬। বাণক্ষেপে হস্তের ক্ষিপ্ততা।

১। কুমারের চাকর। ২। হস্তী। ৩। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী এক পদাতি এই চতুর্বিধ বল-সম্বিত। ৪। মহামেঘের।

তিনি দিবসের অর্দ্ধপ্রহরমধ্যে আট আটটি বৃষভ-সংযোজিত অষ্ট শকট*পূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্ত্রকেরও অন্ত্রক-সদৃশ রোষণপরবশ অস্থখামাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এইরূপে মহাবীর অস্থখামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্বত-পাদপ*পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ শকট-সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডু হুটমনে বায়বাত্ত দ্বারা সেই জ্যোৎস্নানিস্তূর্ণ শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অস্থখামা পাণ্ডু-মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিকে সংহারপূর্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে জ্বলদনিশ্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তারপূর্বক তল্লিকিণ্ড অস্ত্র-সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় জ্যোতনয় পাণ্ডুকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহাকে সংহার করিলেন না।

অস্থখামার অস্ত্রে পাণ্ডুরাজ বধ

ইতাবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডুবগণের নাগবল* ও অশ্বাশ্রু সৈন্য সমুদয় বিজ্ঞাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্যক শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক হুসজ্জিত মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহি-বিহীন ও অস্থখামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্বক মহাবেগে পাণ্ডুর অভিমুখে গমন করিল। তখন হস্তীযুদ্ধনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ডু সত্বর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক কেশরী* যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গ আরোহণ করিলেন এবং অন্ধুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন* করিয়া 'নিহত হইলি, নিহত হইলি' বলিয়া বারংবার অস্থখামাকে তর্জ্জন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকর-প্রথর

ভোমর প্রয়োগপূর্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বকঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক* ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের স্থায় চ্যুতি-সম্পন্ন কিরীট পাণ্ডুর শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অস্ত্রিশৃঙ্গের স্থায় শব্দ করিয়া ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অস্থখামা পদাহত ভূজঙ্গের স্থায় রোষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া যমদণ্ডসম্বলিত চতুর্দশ শর গ্রহণপূর্বক পাঁচ শরে হস্তীর পদ-চতুষ্টয় ও গুণ্ডু, তিন শরে পাণ্ডুর বাহুদ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অঙ্গুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ডুরাজের চন্দন-চর্চিত, সুবর্ণ মুক্তা মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত, সুদীর্ঘ, সুবৃত্ত* ভূজযুগল ধরাভূতলে নিপতিত হইয়া গরুড়নিহত উরগদ্বয়ের স্থায় বিলুপ্ত্যমান* হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশিশিমেত্রভ রোষকণায়িতলোচনযুক্ত আননও ক্ষিতিভূতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা-নক্ষত্র-দ্বয়ের* মধ্যগত চন্দ্রের স্থায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অস্থখামা এইরূপে পাণ্ডুরাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করিতে ইচ্ছার বজ্র দ্বারা ছিন্ন সেই দেহদ্বয় দশধা বিভক্ত দশ-দৈবত* হাবর স্থায় সমরাজনে নিপাতিত রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ডু বিপক্ষ-পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধনপূর্বক শ্মশানায়ি যেমন মৃত কলেবরস্বরূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্যোৎস্নাজ্বলের শরাঘাতে প্রশান্তভাবে অবলম্বন করিলেন। তখন আপন-র আশ্রয় রাজ্য দুর্হোদন ব্রহ্মদ্বর্গ সমভি-বাহারে সেই কৃতকার্য আচার্য্যপুত্র-সম্মিথানে সমুপস্থিত হইয়া, দেবরাজ যেমন বলাম্বরবিজয়ী বিষ্মকে অর্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হুটমনে তাঁহাকে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।"

১। বৃষভ বন্ধ। ২। অগোপ। ৩। গুণ্ডিত। ৪। বিশাখানক্ষত্র দুইটি—বিশাখরোমধ্যগতঃ শব্দী বধা* মূল ৪৮। "বিশাখরোমধ্যগতঃ সম্পূর্ণ ইব চন্দ্রোঃ" (রামায়ণ)। ৫। বজ্র পুত্রাদি দশ দিকে প্রোক্ত—ইন্দ্র, অগ্নি, বম, নিম্বতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্তের উদ্দেশে বিহিত দশ একাদ্য পায়স কিংবা চকর বলি।

১। আট গাড়ী। ২। বৃক। ৩। গজারোহী সৈন্য। ৪। দিহ। ৫। ক্রোধের উত্তেজনা।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

সকল যুদ্ধ—বহু সৈন্যক্ষয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! এইরূপে অশ্বখামা পাণ্ডুরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিজ্ঞাবিত করিলে অর্জুন কি করিল ? ধনঞ্জয় মহাবল-পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান মহাদেব তাহাকে সর্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছেন ; অতএব সেই অর্জুন হইতেই আমার অভ্যস্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! পাণ্ডু নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্ত্ব অর্জুনের হিতার্থ তাহাকে কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না ; অত্যাশ্রয় পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বখামার অভিলাষানুসারে স্তম্ভয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল চূর্ণিত করিয়াছে।’ হে মহারাজ ! বাহুবল এই সমস্ত কথা অর্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, ‘হে মাধব ! শীঘ্র রথ-সঞ্চালন কর।’ মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্বীর মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্রবিবর্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় ধনুর্ধর বীরপুরুষেরা পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুঘল, ভৃগুশূলী, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা, প্রাস, কুস্ত, ভিন্দিপাল ও অকুশ* প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঘ্নগুল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিক্ষিপিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আক্লান্দিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের

সহিত মাহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যাশব, কুঞ্জরদিগের ব্যুহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, স্তান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষা বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহারপূর্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধনুযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবল-পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে শরবর্ষণপূর্বক যুধিষ্ঠির হস্তী যেমন শারঙ্গকুলসমাকীর্ণ পদ্মধন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যসমুদয় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আশ্চালন-পূর্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্শ্ম-সমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া সমরাক্ষনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেও তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সন্ধান করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিসৈন্যগণের বর্শ্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক তলত্রের উপর শর-সমুদয়ের আঘাত করিয়া সিংহ যেমন যুগগণকে মর্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বলপ্রকাশপূর্বক পাণ্ডব, স্তম্ভয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, জৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুয়ুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইঁহারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক উচ্চত কালদণ্ডসদৃশ গদা, মুঘল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া কধির ক্ষরণ-পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিক বহির্গত, কাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও আয়ুধ-সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণকলেবর হইয়া

রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি-বিরাজিত, দাড়িমসন্নিভ বক্তৃ
দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল ;
কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে
পরশু দ্বারা তক্ষণ^১, পট্টশ ও অসি দ্বারা ছেদন,
শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ
এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে
আরম্ভ করিল। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর
নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণপূর্বক ছিন্ন রক্তচন্দন-
বৃক্ষের স্থায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।
রথী কর্তৃক রথী, হস্তী কর্তৃক হস্তী, পদাতি
কর্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া
ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড
এবং মনুগ্রগণের মস্তক, হস্ত, ছত্র-সমুদয় ক্ষুর, ভল্ল
ও অর্দ্ধচক্র দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত
হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুগ্র, হস্তী ও
রথ-সমবেত অশ্বসকল বিমদিত হইল। করিনিকর
অশ্বারোহী কর্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও
ধ্বজের সহিত পর্বতের স্থায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে
লাগিল। হস্তী ও রথি-সমুদয় পদাতিদিগের বাহুবলে
নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী
পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত
হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত
মনুগ্রগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মুদিত পদ্ম ও স্নান
মালাদ্যদের স্থায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও
মনুগ্রগণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কাক্লিন্ন^২ বস্ত্রের স্থায়
সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।”

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

তুমুল সঙ্কলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। তখন
দুর্যোধনের প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ
ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিহ্বাংসা-
পরতন্ত্র^৩ হইয়া করিসৈন্য-সমভিষাহারে তাঁহার
অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য,
দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক,
মেকল, কোশল, মজ্জ, দশার্ণা, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয়
বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্তী

জলদের স্থায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণপূর্বক
পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।
তখন পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পান্ডি, অঙ্গুষ্ঠ
ও অঙ্গুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্বতাকার নাগগণকে
নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের
মধ্যে কোন কোনটাকে দশ, কোন কোনটাকে ছয় ও
কোন কোনটাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন
পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোদ্ধগণ ক্রপদতনয়কে
মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্থায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন
করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণপূর্বক সিংহনাদ
পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং
নাগগণের উপর শরবর্ষণ পূর্বক জ্যা-নির্ঘোষ ও
তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্ঘ্যাবান
নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান,
দ্রৌপদীর পক্ষপুত্র এবং প্রভঞ্জনগণ মেঘ যেমন
পর্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের
উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ
বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও য়েচ্ছগণ-
কর্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুগ্র ও রথিগণকে
শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দন ও দম্ভাঘাতে
বিদারণপূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক
বীর করিগণের দম্ভলয় হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত
হইল।

কৌরবপক্ষীয় পুণ্ড্র-প্রমুখ নৃপতি নিধন

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগে নারাচ দ্বারা
সমীপস্থিত বজ্রাধিপতির মাতঙ্গের মর্শ্ব ভেদ করিয়া
নিপাতিত করিলেন। বজ্ররাজ সেই নিহত মাতঙ্গ
হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতে-
ছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ-
পূর্বক তাঁহাকেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর
সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্বতাকার হস্তীর
পতাকা, বর্শ, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদনপূর্বক
তাঁহাকে সংহার করিয়া পুনরায় অজাধিপতনয়ের
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত
নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের স্থায় তিন
নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার
হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র
ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যাকিরণ তুল্য আট শত
তোমর নিক্ষেপ করিলে মাজীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার

১। কর্তন। ২। কালামাখ। ৩। মারণেচ্ছার বাধ্য।

প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্ধচন্দ্রে বাণে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রত্ন ও তম্বুচ্ছদ^১ সম্বলিত পতাকায়ুক্ত পর্বতাকার গজযুগ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও ত্রোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৌমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিবাকরের স্থায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযুগের সহিত শর-ত্রোমরবর্ষা রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুন্ত^২, মর্ষ ও দন্তসমুদয় বিদীর্ণ ও ভূষণ-সকল বিলীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব শূতীক্ল শরনিকরে আটটি মহাগজের প্রাণ-সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন^৩ নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচ-নিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রোণদৌর পাঁচ পুত্র ও প্রভক্তকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণের জলধর-নির্ম্মুক্ত জলধারার স্থায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের স্থায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডব-পক্ষীয় রথী ও গজারোহিগণ কোরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অগাধ বিপক্ষ-সেনাগণকে ভিন্নকূল^৪ নদীর স্থায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরে তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি খাবমান হইলেন।”

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

সহদেবসহ সমরে দুঃশাসন-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্টচিত্তে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্বজপট^১ বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি^২ নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ষুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গা গ্রহণপূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অমরভলপরিভ্রষ্ট^৩ ভূজঙ্গের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অগ্ন ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ^৪ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়গ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গা আগমন করিতে দেখিয়া হস্তমুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পৃষ্ঠী শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শবে সহদেব-নিষ্কিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বহুদূরকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ

১। দেহাবরণ। ২। মস্তক হানের কোমলাংশ। ৩। উচ্চ-কূলজাত। ৪। উন্নত।

১। পতাকা। ২। সত্তর। ৩। আকাশচ্যুত। ৪। বাণ

করিয়া হুঃশাসনের প্রতি কালাস্তক্যমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূর্বক বঙ্গীক'মধ্যগামী পন্নগের' ছায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর হুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বর ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ হুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া, মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকা-পুট' বিমদিত করে, সেইরূপ রাজা হৃষ্যোধনের সৈন্ত-সমুদয় বিমদিত করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

কর্ণ নকুল যুদ্ধ—নকুল-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাজ্জীতনয় নকুলকে কৌরবসৈন্য-বিদ্রাবণে' প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হস্তমুখে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, “হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অমুকুল দৈব-প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন! তুমিই এই অনর্থপরস্পরা বৈর' ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজ আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য ও বিগতজ্বর' হইব।’ মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের, বিশেষতঃ ধনুর্দারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, ‘হে বীর! তুমি আমাকে প্রহার কর; অত্ন আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শুর! অগ্রে যুদ্ধে' বীরজনোচিত কার্যের অহুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্জাল বিস্তার করা তোমার কর্তব্য। বীরগণ বৃথা বাকাব্যয় না করিয়া শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হও। আমি আজ তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।’ মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বর ত্রিসণ্ডিত শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নবুল সূতপুত্র-শবে পাণ্ডুর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষসদৃশ' ভীষণ অশীতি' শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুষ্প নিশিত শরনিকরে নকুলের কাশ্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎ' বাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদয় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার কবচ ভেদপূর্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অত্ন এক হেমপৃষ্ঠ কাশ্মুক গ্রহণ-পূর্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র ছারা তাঁহার শরাসনচ্ছেদন পুরঃসর হস্তমুখে তিন শত সায়ে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অত্নাশ্র রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অত্ন এক ধনু গ্রহণ করিয়া পাঁচ বাণে নকুলের জক্রদেশ' বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন' ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজালপ্রভাবে যেমন শোভমান হয়েন, মহাবীর মাজ্জীতনয় সেই কর্ণ-নিষ্কপ্ত জক্রদেশে বিদ্ধ শর-সমুদয় দ্বারা সেইরূপ হ্রস্বাভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুকোটি' ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অত্ন কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্বক অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খতোত'-'সঙ্কুলের ছায়, শলভ'-সমাকর্ষের ছায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর' ছায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

১। উইর ঢিলী। ২। সর্পের। ৩। পিপড়ার বাস। ৪। উপকৃতকরণে। ৫। পরস্পর বিরকারক শব্দ। ৬। পরিতাপহিত

১। ত্রি শত বিকৃত্য। ২। আশী। ৩। ত্রিশ। ৪। কর্ণের উভর পার্শ্বস্থ অস্থি। ৫। অলিঙ্গক উজ্জলকারী। ৬। ধনুকের অগ্রভাগ। ৭। ভোনাকী পোকা। ৮। ফড়ি। ৯। বক পাখীর।

হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল^১-সূর্য্যাস্তের আয় স্বেশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কোরব-সৈন্যগণও নকুল-শরে সমাহত হইয়া সমীরণ-লঙ্ঘলিত অশ্বদের আয় চতুর্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ^২ অতিক্রমপূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্য-সকল উৎসারিত^৩ হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলনির্ম্মুক্ত কঙ্ক-পত্রযুক্ত শর-সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল-সমাবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের আয় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের আয় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিষ্কিপ্ত শরজালে সমরাস্ত্রন এককালে মেঘচ্ছায়ার আয় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অঙ্গে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচক্রযুক্ত চর্ম্ম ও অস্ত্রাশ্র উপকরণ-সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উত্তত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদনপূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সম্রতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহাকে সাতভিশয় শীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। প্রলয়কালীন। ২। বাণের গমন-স্থান। ৩। দ্রুত।

অস্ববিশারদ মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিত চিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

কর্ণ কর্তৃক নকুলের উপহাস

তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া মাজীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কাশ্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের আয় কিংবা চক্রচাপশোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের আয় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, 'হে মাজীতনয়! তুমি ইতিপূর্বে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল-পরাক্রান্ত কোরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রত্যাগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমীপে গমন কর।' হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এইমাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাজীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তবিশয়ে বিরত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দ্রুথিত মনে কুন্তস্থিত ভূজঙ্গের আয় নিখাস পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাবনতমুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন; মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে গুপ্তবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও ভূরি-পতাকা-শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান কোলাহল সমুথিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পাঞ্চালগণকে মর্দিত করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-সমরে পাণ্ডব-পলায়ন

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অশ্ববিহীন রথে অবসর পাঞ্চালদেবীর রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর-সকল দাবানলে

দক্ষ হইয়া যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অস্ত্রাশ্রয় করিগণ বিদীর্ণকুল, কুখিরাঙ্গ-কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকুন্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অস্ত্রধণ্ডের শ্রায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়াবহল হইয়া হতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের শ্রায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল, আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করিয়া জলস্রাবী পর্বতের শ্রায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ* ঐথিতকেশর*, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও কাংশুময় আভরণ, কবিকা*, চামর, চিত্রকম্বল, তুণীর এবং আরোহিবহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গা, প্রাশ ও ঞ্ঠি দ্বারা বিদ্ধ, কঙ্ক* ও উষ্মীষ*ধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহতমান* ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগপামী অশ্বসংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কুবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈশা*দণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকেই ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজাল-সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টায়ুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা-পরি-শোভিত বীরগণ চতুর্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মন্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অস্ত্রাশ্রয় অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক-প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধগণের চূর্ণদশার আর পরিসীমা রহিল না। স্বল্পয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের শ্রায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল-মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির শ্রায় সেনানিপাতন* মহারথ কর্ণের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অঘ্রসরণ ও শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের শ্রায় তাঁহাদিগকে সম্ভাপিত করিতে লাগিলেন।*

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়

উলু কয়ুকে পাণ্ডবপক্ষীয় যুযুৎসুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে-ছিলেন, মহাবীর উলুক ‘থাক থাক’ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্রসদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলুককে তাড়িত করিতে লাগিলেন; মহাবীর উলুকও ব্রুদ্ধ হইয়া নিশিত কুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কণি দ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অশ্ব শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক রোযকধারিতনয়নে যষ্টিধাণে উলুককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলুক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসুও উলুকের শরে ধ্বজ উদ্ঘাতিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলুক তৈলধৌত ভঙ্গ দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অশ্রুতলপরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার শ্রায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলুক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলুকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অশ্রু রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন; উলুকও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্কলযুদ্ধ—সুতসোমের অলৌকিক অসিযুদ্ধ

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও স্বল্পয়গণকে নিপীড়িত করিয়া অকুতোভয়ে নিমৈখার্কমধ্যে শতানীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি পদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সচর্চিত করিয়া অবনী বিদারণ করিয়াই যেন নিপতিত হইল। এইরূপে সেই কুরুকুলকীর্তিবর্দ্ধন বীরদ্বয় পরস্পরের

১। মেঘ। ২। উরুদেশক বস্ত্রাবরণ। ৩। বাসাকিতে বেণী বাধা। ৪। লাগাম। ৫। কাঁচী। ৬। পাগড়ী। ৭। গ্রহণিত। ৮। অশ্বদ্বয়ের মধ্যস্থ সংযোগকারক কাঠ। ৯। সৈন্তসহায়ী।

আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংগুর রথে ও শতানীক সশর প্রতিবিদ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিকে অবলোকন করিয়া বহুসহস্র শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদনপূর্বক তিন বাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উদ্বর্গনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধর্ম্মদ্বির সুতসোম এইরূপে হত্যা, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সশর শরাসন-হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্বক স্বর্ণপুন্ড্র শিলাশিত বিবিধ বিলিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথসমীপে সমাগত শলভরাজি-সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎসমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদয় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব হুতীক্স ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তুগীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের^১ আয় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নিখ্যাত মুষ্টিদেশসম্পন্ন খড়গ সমুভূত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাবর-সন্নিভ^২ সঞ্চালিত খড়গকে কালদণ্ডের^৩ আয় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবলসম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণপূর্বক সহস্রা ভ্রান্ত^৪, উদ্ভ্রান্ত^৫ আবৃত^৬ আশ্রুত^৭, বিপ্লুত^৮, সম্পাত^৯ ও সমুদীর্ণ^{১০}

প্রভৃতি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শনপূর্বক বারংবার সমরাজনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্ষ্য-সম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শর-নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসি দ্বারা তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্বর্গনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষসদৃশ শরসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রমশালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা-প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্বক তৎসমুদয়ও খড়্গা দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি হুতীক্স ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার প্রভাসম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গা ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগ মাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়্গা ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমনপূর্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গাদি নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোম-নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়্গা মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণহীরকবিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদনপূর্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সশর শ্রুতকর্ম্মীর রথে আরোহণ করিলেন। শকুনি অশ্রু চুর্জয় কাশ্মুক গ্রহণপূর্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব-সৈন্যमध्ये ঘোরতর নিনাদ সমুথিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শত্রুধারী গর্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দেবরাজ যেমন দৈতাসেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।”

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

কৃপাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এ দিকে শরভ যেমন বনमध्ये সিংহকে ঘেঁষিয়া নিবারণ করে,

চতুর্দশ প্রকার। অহলোম সোজা গতি—ডান দিকে হইতে ঘূর্ণন আরম্ভ হইয়া বাম দিকে শেষ; বিলোম উটগতি—বাম দিকে হইতে আরম্ভ হইয়া ডান দিকে শেষ।

১। নীলকান্ত মণি। ২। নীলপদ্ম। ৩। নিখিল আকাশ-সমপ্রভ। ৪। বনদণ্ডের। ৫—১১। সমুখে ঘূর্ণন, উর্দ্ধদিকে ঘূর্ণন, গোলাকারে ঘূর্ণন, এককালে অবিস্রান্ত উপরে নীচে ঘূর্ণন, আলোপালে ঘূর্ণন, একবার উর্দ্ধে একবার নীচে ঘূর্ণন, আঘাত প্রদান ও আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া ধরা—এই সাত প্রকার মণ্ডল অহলোম ও বিলোমে

সেইরূপ কৃপাচার্য্য ধুষ্টদ্ব্যয়কে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধুষ্টদ্ব্যয় মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধুষ্টদ্ব্যয়ের রথসম্মিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া ক্রপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, 'বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ জোণ-নিধনে জাতক্ৰোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাত্তবেত্তা ও উদারবীজিত-সম্পন্ন। আজ কি ধুষ্টদ্ব্যয় ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহার রূপ কৃতান্তের ছায় নিতান্ত করাল'। আজ ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ছায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত* এবং মহাত্ত ও বলবীৰ্য্যসম্পন্ন। অতঃ ধুষ্টদ্ব্যয় নিঃসন্দেহই উহার সহিত সমরে পরাধ্বজ হইবেন।' হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

পলায়মান ধুষ্টদ্ব্যয়ের পশ্চাদ্ধাবন

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দৌৰ্ব্বনিশ্বাস পরিত্যাপপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধুষ্টদ্ব্যয়ের মৰ্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধুষ্টদ্ব্যয় আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মৰ্ম্মভেদী শরনিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বিপ্রবর আপনার মৰ্ম্মভেদ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অৰ্ণবমুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ছায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। এক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য।' মহাবীর ধুষ্টদ্ব্যয় সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মূঢ়বচনে কহিলেন, 'হে সূত। আমার চিন্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে শ্বেদ*জল নির্গত হইতেছে

এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অৰ্জ্জুন-সম্মিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অৰ্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অতঃ আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।' হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাতপূর্ব্বক যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধুষ্টদ্ব্যয়ের রথ ক্রতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ ও মুহুর্দ্দুঃ শব্দধ্বনি করিয়া ধুষ্টদ্ব্যয়ের অমুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধুষ্টদ্ব্যয়কে ভীত করিলেন।

হাদিক্য-শিখণ্ডী-সমর—পাণ্ডব-পলায়ন

ঐ সময় মহাবীর হাদিক্য হস্তমুখে ভীমের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্দ্ব শিখণ্ডীকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী হুশাগিত পাঁচ ভলে হাদিক্যের জক্রদেশে আঘাত করিলেন। তখন হাদিক্যজ কৃতবৰ্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট-চিন্তে যষ্টিসায়কে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া হস্তমুখে এক শরে তাঁহার কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্রপদাশ্বজ তৎক্ষণাৎ অশ্ব শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবৰ্ম্মাকে "ধাক্ ধাক্" বলিয়া আঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লয় হইবামাত্র অশ্লিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষতিভলে নিপাতিত দেখিয়া জুতীক্স ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবৰ্ম্মার কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ছিন্নকাশ্মুক হইয়া ভগ্নশূল বৃষভের ছায় প্রভাব-প্রকটনে* অসমর্থ হইলে ক্রপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হাদিক্যজ শিখণ্ডীনির্দ্দগ্ন শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ক্রুদ্ধমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ছায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত কধিরধারা

১। ভয়ঙ্কর। ২। কিংকর্তব্য—ক্রত অত্রনিক্ষেপ নিপুণ। ৩ বর্ধ।

১। নিজ তেজোবীৰ্য্য প্রকাশে।

নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ছায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্বক্কেদে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। ক্রপদাশ্রয় স্বক্কেদেবিক শরসমূহ দ্বারা শাখাপ্রশাখা-গোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ছায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শূলভিহত বৃষভদ্বয়ের ছায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়াক্রান্ত হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শনপূর্বক রথারোহণে সঙ্করণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্মা সুশাগিত সপ্ততিশরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতাস্ত্রকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ-নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজধ্বজি অবলম্বনপূর্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে হার্দিক্য-শরাঘাতে নিতান্ত কাতর ও বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে ক্রপদাশ্রয় শিখণ্ডী কৃতবর্মা কর্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।”

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জুনযুদ্ধে শত্রুগণ-প্রমুখ বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময়ে খেত্তবাহন অর্জুন বায়ু যেমন ইত্তস্ততঃ তুলারামি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি আপনার সৈন্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন। তখন কোরব, ত্রিগর্ত, শিবি, শাশ্ব, সংশপ্তক ও অশ্বাশ্ব নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শত্রুগণ, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্মা, সুশর্মা, বসুশর্মা, সুবর্মা ও মহাধর্ম্মরুদ্র অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্তাধিপতি অর্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করিয়া জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! তাক্ষ্য^১ দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত^২ হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্তমান হইয়াও হতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ছায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুগণ বিংশতি ও সুশর্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জুন এইরূপে সেই বীরগণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিকে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুগণকে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে সাত, চিত্রসেনকে তিন, মিত্রবর্মা^৩কে নয় ও সুশর্মা^৪কে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুগণ, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্মা^৫কে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণপূর্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অশ্বাশ্ব মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাধিষ্টিত্তে কক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া তোমর নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ^৬ ও অশ্বরশ্মি স্থলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! তুমি সত্বর সত্যসেনের নিকট রথসংকালন কর; আমি অবিলম্বেই উহাকে সংহার করিব।’ মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জুনের বাক্য-শ্রবণে পূর্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণপূর্বক সত্যসেনের নিকট রথ-সংকালন করিলেন; মহারথ ধনঞ্জয় ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাগিত ভল্লৈ তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাগিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্মা^৭কে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রক্ততপুষ্ক ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদনপূর্বক সুশর্ম্মার জক্কেদে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তক-গণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টনপূর্বক ক্রোধভরে দশ দিক্ প্রতিক্রমিত করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে

নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম-
শালী মহারথ অর্জুন নিভাস্ত নিপীড়িত হইয়া
ইন্দ্রাত্মের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র
সহস্র শর প্রাচুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ,
পতাকা, রথ, কার্যুক, তীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোদ্ধা,
রশ্মি, কুবর, বরুণ, প্রাস, ঋষি, গদা, পরিঘ, শক্তি,
তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতদ্রী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র,
অঙ্গদ, কেয়ুর, হার, নিক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যঞ্জন ও যুকুট-
সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ
শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত
কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছিন্নমস্তক সকল অঘর-
তলস্থিত তারকাজ্বলের স্থায় লক্ষিত হইল। নিহত
বীরগণের মালাধরধারী* চন্দনদিক্* দেহ-সকল
ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল
অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রান্ত
ক্ষত্রিয়-রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব
নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের
স্থায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন
অর্জুনের রথচক্রের পতিরোধ হইয়া গেল। বোধ
হইতে লাগিল যেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র
তাঁহাকে সেই শোণিতজ্ঞাত কর্দমসমাকীর্ণ সংগ্রাম-
স্থলে বিচরণপূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু, হস্তী ও অশ্ব-সমুদয়
সংহার করিতে দেখিয়া অবসর হইয়াছে। তখন
মনোবেগপানী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দমময় চক্র
আকর্ষণ করিতে লাগিল। তে মহারাজ! পাণ্ডুনয়
অর্জুন এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাঁহারা
প্রায় সকলেই রণবিমুগ্ধ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়
সেই বহুসংখ্যক সংশ্লগুণকে পরাজিত করিয়া
ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাষকের স্থায় শোভা ধারণ
করিলেন।”

একোত্রিশতম অধ্যায়

সমূল যুদ্ধ—উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময়
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যের উপর অসংখ্য
শর নিক্ষেপ কবিতেছিলেন। রাজা দুর্যোধন
স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন

করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা
আগমন করিতে দেখিয়া ‘ধাক্ ধাক্’ বলিয়া
তাঁহাকে বাণবিন্দু করিতে লাগিলেন, আপনার
পুত্রও নিশ্চিন্ত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিন্দু করিয়া
ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ
করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের উপর
স্ববর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে
তাঁহার চারি অশ্ব এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির
মস্তক, ধ্বজ, কার্যুক ও খড়্গ ছেদনপূর্ব্বক পুনরায়
তাঁহাকে পাঁচ বাণে নিভাস্ত নিপীড়িত করিলেন।
আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিষন্ন হইয়া সেই
অশ্ববিহীন রথ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদর্শনে অশ্বখামা,
কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্যোধনের রক্ষার্থ
তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন; তখন পাণ্ডু-
তনয়রও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন
করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম
আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তুর্গ্য বাদিত হইতে
লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও
পাণ্ডালগণ মিলিত হইয়াছিল, সে স্থানে মহান
কোলাহল সমুৎপন্ন হইল। নরগণ নরদিগের সহিত,
কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের
সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের
সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ
পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বিচিত্র
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের
সমরত্রত* অমুসারে পরস্পর পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া
প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোনক্রমেই কেহ সমর
পরিভাগ করিলেন না। এইরূপে ঐ যুদ্ধ যুহুর্ভূতকাল
অতি মধুরদর্শন হইল; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে
সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উভা নির্দ্যায়াদ* হইয়া
উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক
নিশিত শরনিক্ষেপে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ
করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দিক্ হইতে আগমন
ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল।
মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান
হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে
শরাবাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ

১। মালা-বসনভূষিত। ২। চন্দনমাখা।

১। যুদ্ধনীতি। ২। বিশৃঙ্খল—সমরবিধক নিয়মবিহীন।

অশ্ব-সকলকে বিজ্ঞাবিত করিয়া দশনপ্রধারে বিনষ্ট ও মর্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিণীর সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি-সৈন্যগণ কর্তৃক স্রোণপূর্বক সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্তস্বর পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান হইলে গজারোহিণ গজলক্ষণ অবগত হইয়া সঘর ভাঙ্গাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে পরিবেষ্টন ও আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদর্শনে মহাবেগ-সম্পন্ন বলমদমন্ত পদাতিগণও গজারোহীদিগকে পরিবেষ্টনপূর্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি গজারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিঘাণাঞ্চে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি গজারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনামধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবর্তী বীর কুণ্ডরগণ কর্তৃক ব্যজনের স্থায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এইরূপে গজারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, ভোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দস্তান্তরাল^১ কুস্ত ও দন্তবেষ্টনে^২ অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ স্রদারূপ বীরগণ কর্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিণ কর্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিণ ভোমর দ্বারা চর্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীকে আক্রমণপূর্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাজনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল-পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ দ্বারা নিহত হইয়া বজ্র-ভিন্ন^৩ গিরিশুলের স্থায় মহৌতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিগ্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণপূর্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূজযুগল উন্নত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল

আক্রমণপূর্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ^৪ ও বাহ্যযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতিক্রান্তকারে^৫ অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণসংহার করিল। এইরূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ^৬ সমুৎপিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগ-রঞ্জিত বস্ত্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে গজাপ্রপাতের^৭ স্থায় সেনাগণের ভীষণ কলকলধ্বনি সমুৎপিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনির্গীড়িত হইয়া আত্মপার অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষাপরবশ ভূপালগণ 'যুদ্ধ করিতে হয়' এই বোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয়, কি বিপক্ষপক্ষীয় যাহাকে, সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাকেই বিনাশ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে বীরগণের শর-প্রভাবে উভয়পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মমুয়া নিপতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকালমধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমরাজনে শোণিত-ভরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগুণ্ড, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কোরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অপরাহ্ন কালে কোরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের যত্না-সংবাদ ও অত্যাশ্রয় দুর্বিষহ বিবম দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেমন যুদ্ধের

১। দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ। ২। মাড়িতে। ৩। বজ্রধারা ভগ্ন।

১। চুলের যুষ্টি ধরা। ২। অস্ত্র টের না পায় এইরূপ গতিতে। ৩। মস্তকহীন দেহ। বেগে চালিত জলধারা।

কথা কহিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। সূতনন্দন। তুমি বক্তৃতাবিশারদ; অতএব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্যোধনকে বিরথ করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, দুর্যোধনই বা কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-চরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্নসময়ে অচ্যাত্ত বীরগণের কিরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল, তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে সৈন্যগণ সংবিভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহতমান হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন অস্ত্র রথে আরোহণপূর্বক বিমূর্ণ ভূজঙ্গমের স্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্মরাজকে লক্ষ্য করিয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সূত। যে স্থানে বর্ষধারী রাজা যুধিষ্ঠির ত্রয়মাণ আতপত্র’ দ্বারা বিরাজিত হইতেছেন, তুমি স্বধর তথায় আমাকে লইয়া চল।’ সারথি দুর্যোধনের আজ্ঞাশ্রবণে ধর্মরাজের অভিমুখে রথচালন করিতে লাগিল, তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের স্থায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিকে দুর্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্দ্দ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রৌষকযায়িত-লোচনে অবলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত্র কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্যোধনও অস্ত্র চাপ গ্রহণপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিক্র করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহদ্বয়ের স্থায়, নর্দমান^১ বৃষদ্বয়ের স্থায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রবর্ষণপূর্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্ৰাঘেদন করিয়া বিচরণপূর্বক আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-নির্মুক্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংকৃৎস্নের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শব্দনিবনপূর্বক পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্যোধন-পরাজয়

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক হুতীক্স লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোৎকারে স্থায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদনপূর্বক পাঁচ বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডা-যিত হুতাশনসন্নিভ^২ শক্তি গগনভ্রষ্ট উৎকারে স্থায় ভীষণ শব্দ করিয়া নিপতিত হইল। দুর্যোধন শক্তি বিনিহত^৩ দেখিয়া নিশিত নয় ভল্ল যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরতিযাতন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন-পূর্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষনয়নে গদা উত্তত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের স্থায় দুর্যোধনকে গদা উত্তত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উৎকারে স্থায় বেগশালী জ্যোতির্পর মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ‘হে মহারাজ। দুর্যোধন আপনার বধ্য নহে।’ রাজা যুধিষ্ঠির বাক্যদর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্মা দ্বারাধিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন উদর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণপূর্বক মহাবেগে হাদিকোর প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ। এইরূপে সেই অপরাহ্ন-সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ-লোলুপ কৌরবগণের যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।”

একত্রিংশতম অধ্যায়

সকুল যুদ্ধ—পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্তী^১ করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুরযুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। গজা-রোহী, অশ্বরোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃহিত^২ নরকোলাহল, রথবর্ষর-শব্দ ও শব্দনিষন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ প্রয়োগপূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব রথী বীরপুরুষ-নিষ্কিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র-সূর্য্য ও কমল তুলা, ধবল-দশনবাজি-বিরাজিত, নাসাবংশ^৩-সুশোভিত, কমনীয়-লোচন, রুচির, কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নরমন্তকসমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিব, মুঘল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূশুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাজ্যে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষতবিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাজ্যে লোক-ক্ষয়কালীন যমরাজ্যের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল-সমভিবাহারে সাত্যকির অভিযুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কোরবসৈন্য গমন-কালে সমুদ্রের স্থায় গভীর শব্দ করিয়া সুররাজের সেনার স্থায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম-সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকরকিরণের স্থায় প্রথর শরনিকর দ্বারা উপেক্ষতুল্য সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও সহর বিবিধ শর দ্বারা সর্পবিষের স্থায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাক্ষম করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ অতিরংগণ সাত্যকি-নিষ্কিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সহর বহুবিশেষের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ঘব-সন্নিভ কোরব-সৈন্য সমুদয় সময় পরিত্যাগপূর্বক

ধাবমান হইলে ক্রপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জুন ও বাহুবল শত্রু-সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সাযংকালোচিত কার্য্য সমাধানানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চনা করিয়া কোরব-সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের অশ্বদেহের স্থায় গভীরনিষনযুক্ত, পবন-বিকম্পিত-ধ্বজপট^৪ সম্পন্ন, শ্বেতাশ্ব-সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জুন শরাসন বিক্ষারণপূর্বক নৃত্য করিয়াই যেন শরনিকরে দিগ্‌গুল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত বিমানপ্রাতিম রথ-সমুদয় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর-প্রয়োগপূর্বক বৈজয়ন্তী^৫ আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ হৃষ্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অস্ত্রক-সদৃশ ছুনিবার অর্জুনকে শর-নিকর দ্বারা সমাহত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জুন তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাত সায়েকে তাঁহার কার্য্যক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদনপূর্বক একশরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি হৃষ্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বথামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শর-নিকর বর্ষণপূর্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদনপূর্বক কৃপাচার্য্যের কার্য্যক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হাদিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্বক সহর তিন শরে অর্জুনকে ও বিংশতি শরে বাহুবলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময়ে রৌষপর্ববশ সুররাজ ইন্দ্রের স্থায় শত্রুগণকে সংহার ও

১। অরবর্তী। ২। গজবংশ। ৩। দীর্ঘনাসিকা।

৪। পবন পতপত চালিত পতাকা। ৫। মাল্য।

অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্ত্বিক তথায় আগমনপূর্বক কর্ণকে প্রথমতঃ নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমোজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চৈদি, কারুষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিগণের সহিত কর্ণবধে অধ্যবসায়াক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও কটুক্তি প্রয়োগপূর্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ শিত* শরনিকরে ঐ শস্ত্র ছেদন করিয়া, বায়ু যেমন মহীকুহ* ভগ্ন করিয়া অপবাহিত* করে, সেইরূপ তথা হইতে তৎসমুদয় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র-সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে বিশস্ত*, ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান* হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাশু হইল।

রাত্রিগুদ্ধে ভীত কোরবগণের পলায়ন

তখন মহাবীর অর্জুন হস্তমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ-পূর্বক সেই কর্ণ-নিষ্কিপ্ত অস্ত্র-সমুদয় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দ্বিগুণ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জুন-নিষ্কিপ্ত শরজাল মুঘলের স্থায়, পরিথের স্থায়, শতরীর স্থায় ও অতি কঠোর বজ্রের স্থায় নিপতিত হইতে লাগিল। কোরব-সৈন্যগণ অর্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্তমান হইয়া নিম্নলিখিত-লোচনে ভ্রমণ ও আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভাষ্কমান্ অন্ত্যচল-শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল*প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কোরবপক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিগুদ্ধে

নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ-সমভিঘাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে ‘অপগমন’ করিলেন; পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের স্তুতিবাদ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার* করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিককে আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও স্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রোড়সন্নিভ* সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।”

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়

শিবিরে বিশ্রামাবসরে কর্ণের সচাতুরী-আশ্বাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদয় যোদ্ধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণপূর্বক স্তম্ভভাংসর, অগ্নির তৃপ্তি-সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয়পূর্বক সমুদয় ভূপালের নিকট কর-গ্রহণ, নিবাতকবচগণের বিনাশ-সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদি-দেব মহাদেবের সহিত ধোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উপাদান করিয়াছিল, সেই অর্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র চুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! বর্ষা ও আয়ুধ-বিবজ্জিত, হত, আহত ও বিধ্বস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কোরবগণ এইরূপে অরাতিশয়ে বর্ষা ও অস্ত্র-বিবজ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নিজ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থানপূর্বক ভয়দন্ত বিববিহীন বিষধরের স্থায় দীনদ্বরে পুনরায় মল্লগা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীর্বিদের স্থায় নিশাস পরিত্রাণ ও

১। বহুবান। ২। ভীক্ণধার। ৩। বৃক্ষ। ৪। দুর্বে নিক্ষেপ। ৫। অস্ত্রহীন। ৬। প্রহারিত। ৭। ধূলিজাল।

১। পলায়ন। ২। বিজ্ঞান। ৩। সহস্র ক্রীড়াক্ষেত্র তুল্য।

করে করনিপীড়নপূর্বক দুর্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, ‘হে মহারাজ! অর্জুন দৃঢ়, কার্যাদক্ষ ও ধৈর্যশালী, বিশেষতঃ বাহুদেব যথাসময়ে উহাকে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অস্ত্র সহস্রা শত্ৰু বর্ষণপূর্বক আমাদের গণকে বধিত করিয়াছে, কিন্তু কল্যাণ আমি তাহার সমুদয় সঙ্কল ধ্বংস করিব।’ দুর্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ‘তথাস্থ’ বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সূত্রে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রকৃতচিহ্নে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন, ধর্মরাজ যত্নপূর্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জয় ব্যাধি নির্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতীবাতন দুর্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের স্নায়, বলে মরুদগণের স্নায় ও বীর্যে কার্তবীর্যের স্নায়, শত্রুনিবৃদ্ধন, বৃকভঙ্কর সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদয় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অমুরস্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাণসঙ্কট-কালীন বন্ধুর স্নায় বিবেচনা করিল।*

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘হে সঞ্জয়! সেনাপণ কর্ণের প্রতি অমুরস্ত হইলে দুর্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্বীর যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক জীতার্ত পুরুষের স্নায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয়পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কিরূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভূজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাহুদেব-সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যুতক্রীড়ার চরম ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

আমি দুর্যোধনের দুর্নীতিজনিত শল্যভূত^১ হৃদয়যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান, পরাক্রান্ত ও দুর্যোধনের অমুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নিজ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল! হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে জ্বীলোকের স্নায় জ্ঞান করিয়া অন্যায়সে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! আপনি পূর্বে দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ^২ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্যের অমুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়^৩। আপনি পূর্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদের হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষতঃ আপনি তাঁহাদের ঘোরতর অনিষ্টচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্তব্য নহে। এক্ষণে যেরূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

অর্জুনবধে কর্ণের স্মৃদুত সঙ্কল্প

রজনী প্রভাত হইলে মহাবাহু কর্ণ দুর্যোধন-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘হে মহারাজ! আজ আমি মহাবীর অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অস্ত্র হয় আমিই তাহাকে সংহার করিব, না হয় সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্যবাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধিবিবেচনামুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান

১। শল্যাঘাতজনিত বেন্দনায় পরিণত। ২। অধর্ম্ম—
ব্যস্রোজি হায়। ঐরূপ অর্থ প্রতীপন্ন। ৩। লব পায়—অধর্ম্ম
থাকে না।

বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শত্রুদন্ত শক্তি-
হীন হইয়াছি ; এক্ষণে আমি সমরাজ্যে সমুপস্থিত
হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে।
তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাজ্ঞ-সমুদয় দেখিতে
পাইবে। সব্যাসাচী^১ অর্জুন প্রতियোদ্ধার কার্য-
বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত, বল,
শৌর্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান^২ ও বিক্রম-বিষয়ে কখনই
আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ ! আমার এই
শরাসন সামান্য নহে, পূর্বের বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রিয়-
চিকীষু^৩ হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে
প্রসিদ্ধ শরাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবরাজ
দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়াছেন, যাহার নির্বোধে
দানবগণ দশদিক্ শূণ্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল,
সুহরাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন ;
ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমাকে প্রদান
করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্পূক দ্বারা সমাগত
দৈত্যগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও
সেইরূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জুনের সহিত সংগ্রাম
করিব। এই আমার পরশুরামদন্ত ভীষণ শরাসন
অর্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ ; ইহা দ্বারা ভার্গব
একবিংশতিবার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি
ইহার দিব্য কার্য্যসমুদয় কীর্তনপূর্বক ইহা আমাকে
প্রদান করিয়াছেন। হে ছুর্যোধন ! অতঃপরে আমি এই
শরাসন গ্রহণপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল
অর্জুনকে নিপাত্ত করিয়া তোমাকে বান্দবগণের
সহিত আনন্দিত করিব। অতঃপরে এই গিরিকানন-
সুশোভিতা সঙ্গারী সঙ্গীতা মেদিনী তোমার ও
তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে।
ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধিলাভ
যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা
আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। পাদপের অগ্নিসংস্পর্শ
যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জুনের তদ্রূপ
অসহ্য হইব সন্দেহ নাই।

শল্যকে সারথি করিতে কর্ণের কামনা

হে মহারাজ ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে
অংশে হীন, তৎসমুদয় আমার স্বীকার করা অবশ্য
কর্তব্য। অর্জুনের শরাসনজ্যা দিবা, ভূগীরথ অক্ষয়,

সারথি বাহুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিবা রথ অগ্নিদন্ত ও
অচ্ছেত্ত, অশ্ব-সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ
বিশ্ময়কর ও দ্যুতিমান বানরে লাক্ষিত। আমার
এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র
বিজয়াখ্য দিব্য কার্পূক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব
শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ ! পূর্বোক্ত
দ্রব্যসমুদয় না থাকিতে আমি অর্জুন অপেক্ষা
হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা
করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীৰ্য্য ময়রাড়কে আমার
সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের
সদৃশ ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন,
তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে।
অতএব দুঃসহবীৰ্য্য শল্যই আমার সারথি
হউন। শকট-সমুদয় আমার নারানিকর বহন
এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথ সকল আমার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ ! এইরূপ
হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব।
মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন
এবং আমিও অর্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান।
কৃষ্ণ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও
সেইরূপ। বিশেষতঃ শল্য অপেক্ষা ভূজবীৰ্য্য-
সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ
করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য
আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জুনের রথ
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি
নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিব। এতদ্বারা
অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা
সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান
করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও
আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি
পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজিত করিব। সামান্য
মহুয়া পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে
দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ প্রাপ্ত
হইবে না।

হে মহারাজ ! রাজা ছুর্যোধন কর্ণ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া কষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অর্চনা
করিয়া কহিলেন, 'হে রাধেয় ! তুমি যেরূপ
কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে
ভূগীর ও অশ্ব-সংযুক্ত রথ সমুদয় তোমার
অনুগমন করিবে। শকট সমুদয় তোমার, নারানিকর ও

১। ডান ও বাঁ হাতে সমান বাগক্ষেপ-সমক। ২। যুদ্ধসম্পাদিত
প্রয়োজন—শত্রুর উদ্দেশ্যলব্ধ কৌশলবোধ। ৩। হিতৈচ্ছা।

শর-সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।”

—

ত্রয়োদশোত্তম অধ্যায়

চুর্যোধন কর্তৃক শল্যের কর্ণসারথ্যপ্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। চুর্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয়পূর্বক মহারথ মন্ত্ররাজের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণয়পুরস্কারে কহিলেন, ‘হে মন্ত্ররাজ। আপনি সত্যব্রত, শত্রুপাতন ও অরাতিসৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনাকে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিপোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরাঃ ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ামুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য-কার্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন। হে মহাশয়! আপনি বাসুদেবের সমান, স্ততরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বশিমা ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ কর্ণকে পরিজ্ঞান করুন। হে মন্ত্ররাজ। পূর্বে বীর্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বখামা, আপনি ও আমি আমরা অরাতিসৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনু-তনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হস্তব্য* সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অস্ত্রাশ্রয় অসংখ্য অরাতির প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছলপ্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অশ্বৎ-পক্ষীয় অস্ত্রাশ্রয় প্রধান প্রধান যোধগণও যথোক্তি আমাদের হিতসাধন করিয়া সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন।

পাণ্ডবগণ পূর্বে অগ্ন্যশ্রয় হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের অধিকাংশ সেনার হতাবশিষ্টগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মন্ত্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনেই সর্বলোকাভিগামী, মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান-নিরত। অত্র মহাবীর রাধেয় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উহার অশ্বশিমা গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বশিমা গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণের অশ্বশিমা গ্রহণ করুন। অর্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে রক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্বে ধনঞ্জয় অস্ত্রাশ্রয় বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্রয় করিতে সমর্থ ছিল না; এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম-সহকারে প্রতিদিন কোরবসেনা বিজ্ঞাবিত করিতেছে। হে মন্ত্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হস্তব্য অরাতিসৈন্যের অগ্ন অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অশংক্য বিনষ্ট করিয়া অর্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদিত বালহৃদয়ের স্রায় কর্ণকে ও আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও স্রজয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিচ্যেষ্ঠ, বিশেষতঃ সমরে আপনার তুল্য আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।’

১। প্রণয়প্রদর্শনে পুরস্কার করিয়া। ২। সারথ্য কার্যে ব্রতী। ৩। বধযোগ্য। ৪। আমাদের।

১। সকল লোকের অগ্রগণ্য।

কর্ণের সারথ্যপ্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মজ্জরাজ শল্য দুর্যোধনের বাক্যশ্রবণে ক্রোধাক্ত হইয়া ললাটে ত্রিশিখ^১ অকুটি বিস্তারপূর্বক বারংবার করযুগল বিকম্পিত ও রোষাকর্ণ^২ নেত্রদ্বয় পরিবর্তিত^৩ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্যকার্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এক্ষণে তুমি আমাকে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বস্থানে গমন করিব অথবা আমি এক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না; আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের স্থায় সূদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভূঙ্গের স্থায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগপামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্টসমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় ভেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহৌধরসকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এইরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সুদক্ষ; তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমাকে নীচকুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ করিতেছ? আমাকে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতিপূর্বক সমাগত ও বশীভূত মহদ-ব্যক্তিকে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্যকরণ^৪ জনিত গুরুতর

পাপের অমুষ্ঠান করা হয়। বেদে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ যুধ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদ-যুগল হইতে প্রাহুভূত হইয়াছেন। এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্নবর্ণ-সংযোগে অমুলোমজ^৫ ও প্রতি-লোমজ^৬ সঙ্করজাতিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ-সংগ্রহ, দান ও প্রজ্ঞাপালন—এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; যাজ্ঞন, অধ্যাপন, বিদ্যুৎ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ধর্ম্মত: দান—এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সূতরাং ক্ষত্রিয়ের পরিচারক। অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি যুধীভিমুক্ত^৭, রাজধিকূলসম্ভূত^৮, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্যস্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য। হে মহারাজ! আজ আমি ঙ্গকৃত^৯ অপমান সহ করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব এক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি।' এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপাল-গণমধ্য হইতে উগিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধন-স্তবভুক্ত শল্যের কর্ণ-সারথ্য স্বীকার

তখন মহারাজ দুর্যোধন শল্যের প্রতি প্রশংসা ও বহুমাননিবন্ধন তাহার করগ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে মজ্জরাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনাকে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্বপুরুষেরা কদাচ অন্ত^{১০} বাক্য

১। ত্রিশিখা—ক্রোধে কপাল কৌচকাইলে তিনটি রেখা পড়ে। তিনটির বেশীও পড়িতে পারে, কিন্তু তাহা প্রশংসনীয় নহে। সামাজিক শাস্ত্রে ত্রিশিখ শুভ লক্ষণযোগ্য গণ্য। ২। ক্রোধে রক্তবর্ণ। ৩। বিবৃণিত। ৪। বিপরীত ব্যবহার—উল্টা করা।

১। ত্রৈবর্নিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতীয় পুরুষ হইতে অব্যবহিত পরজাতীয় নারীতে জন্ম। ২। অমুলোমের বিপরীত—উচ্চজাতীয় নারীতে অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় পুরুষ-জাত। ৩। ক্ষত্রিয় রাজা। ৪। স্ববিবৃতি অবলম্বনকারী ক্ষত্রিয়কুলজাত। ৫। তোমার কৃত। ৬। মিথ্যা।

প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্যায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অমুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাশয়! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাহুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর স্তপুত্র অশ্বযুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাহুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ব-বিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীৰ্য্যসম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব-সমুদয়ের যম্পদে^১ বরণ করিতে অভিলষ্য করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘কুরুরাজ! তুমি আমাকে সৈন্যগণমধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করিলে, ইহাতেই, আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূত-পুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।’ হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্যোধন ও কর্ণ ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।^২

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায়

শল্যসস্তোষার্থ ত্রিপুরাসুর প্রসঙ্গে ত্রিপুর-উৎপত্তি

সঞ্জয় কহিলেন, “অনন্তর দুর্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, ‘হে মন্ত্ররাজ! পূর্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত^৩ চিন্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্বে দেবদানবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে

দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যাম্বালী—তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়া অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বনপূর্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রিয়াকাল পরে বরদাতা সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম-প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরদান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকাপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল,—হে ভগবন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্বদা সর্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে অশুরগণ! কেহই সর্বভূতের অবধ্য নহে, অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিক্রি হই, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অশুরত্রয় একতা অবলম্বনপূর্বক স্থিরনিশ্চয় করিয়া প্রণতি-পুরসের পিতামহকে কহিল,—হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান-পূর্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অশুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে ‘তথাস্থ’ বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুর-পুত্রেরা এইরূপে বরলাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পুরত্রয়নির্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব-পুঞ্জিত, রোগবিহীন, স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্যে লৌহময় পুর নির্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটি শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা^৪, প্রাকার^৫, তোরণ^৬ জনতায়ুক্ত^৭ রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাসুরের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যাম্বালীর লৌহময় পুরী নির্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অশুরত্রয় তদ্বলে

১। গৃহকার্য্যকুশল শিল্পী। ২। প্রাসাদ—উত্তম পাকা বাড়ী।

৩। প্রাচীর। ৪। সার দরজা। ৫। বহু লোক-লাচলের বাগ্য।

১। পরিচালক—সারথি। ২। তর্করহিত।

ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজ্ঞাপতিকেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্বে যে সকল মাংসাশী হৃদপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য-প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুক্ত প্রযুক্ত, অর্কুদ অর্কুদ, কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অনুরক্তের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ত্রিপুরদ্বর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদয় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময় তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোমুষ্ঠানপূর্ব্বক লোক-পিতামহ প্রজ্ঞাপতিকে পরম-পরিভূষ্ট করিলে তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাজ্জলিপুটে কহিল,—হে দেব! আমি আমাদের পুরমধ্যে একটি বাপী^১ প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্যশ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বরলাভে পরম-পরিভূষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিলামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপী-প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জিলোকের ক্রোশোৎপাদন করিতে লাগিল। ছুর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

ত্রিপুরনাশে ইন্দের অসামর্থ্য—বজ্রের ব্যর্থতা

হে মজরাজ! নিম্নোক্ত দানবগণ এইরূপে ত্রক্ষার বরপ্রভাবে দপিত ও লোভ-মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বীগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জন-পদসমুদয়ে বিচরণ করিয়া সকলের মর্যাদা নষ্ট করিতে

লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিরা দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বরপ্রভাবে সেই অভেদ্য পুরসকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাণ্য-জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ত্রক্ষার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরাঃ হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতিপূর্ব্বক সমুদয় বৃশাস্ত্র নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন,—হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব তুরাণ্য অনুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধাম্মিকগণের প্রাণ সহ্য করি আমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অনুরগণের পুরত্রয় এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে, সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্ম জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

ত্রক্ষার বাক্যে দেবগণের মহাদেব-স্তুতি

হে মজরাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ত্রক্ষার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া স্বর্ষীগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম^১ অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রক্ষানাম উচ্চারণ করিয়া রক্ষো^২ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন যিনি সর্বত্র আত্মা ও পরমাশ্রয়ে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সত্ত্ব তাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি, ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহার সেই অনন্তদৃশ অকলুষ^৩ ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিশ্ব্যাপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাকে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয়

১। তপস্বী-বিষয়ক ব্রতাদি। ২। রাক্ষস-নাশক—পূর্ব্বকালে কোথাও তপস্বী আরও হইলেই রাক্ষসেরা আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিত। ৩। নিষ্কল—নির্ম্মল।

ব্রহ্মাৰ্যি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শব্দর তাঁহাদিগকে উপাশিত করিয়া মঙ্গলমুচক বাক্যে সংকার করিয়া হস্তমুখে কহিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্তৃক এইরূপ অমুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক কহিলেন,—হে ভগবান্! আপনি দেবাদিদেব, পিনাক^১-ধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযক্ষবিনাশন, প্রাগাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত^২, স্তুয়মান^৩ ও স্তুত^৪। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, যুগাক্ষ, প্রবরায়ুধ, যোধী, অর্জ, শুক্ল, ক্ষয়, ক্রথন, হুৰ্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রেময়, নিয়ন্তা, ব্যাজচৰ্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচৰ্ম্মবাসা, কাক্তিকৈয়পিভা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশসংহর্তা, অসুরবাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, পোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্ত ও অমিতোজা; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অমুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এক্ষণে বল, আমাকে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায়

মহাদেবের অসুরবধ-স্বীকার

হুৰ্যোধন কহিলেন, ‘হে মজরাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবযিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্বক সর্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অমুগ্রহে প্রাজ্ঞাপত্যপদে^৫ অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান^৬

দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজিত কর। তোমার অমুগ্রহে সমুদয় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

ত্রিপুরাসুরের বধকৌশল নিরূপণ

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন,—হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদণ্ডিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধবল গ্রহণপূর্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীৰ্য্য আমাদের অপেক্ষা বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন,—সেই অপরাধী পাপাঙ্গাদিগকে যেরূপে হউক নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধভেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন,—হে ভূতভাবন! আমাদের তোমার অর্দ্ধভেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদের বলাদ্ধি লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন,—হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলাদ্ধি ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলাদ্ধি গ্রহণপূর্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলাদ্ধি গ্রহণপূর্বক সর্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দেবগণ কর্তৃক মহাদেবের রথনির্মাণ

অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি ধমুৰ্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণপূর্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধমুৰ্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদয় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া, বিশ্বকর্মা যেরূপ রথ নির্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্ত তদ্রূপ এক ছাত্রমান্

১। বজ্র। ২—৪। স্তবযোগ্য, স্তুত হইতেছেন ও স্তুত হইয়া থাকেন। ৫। লোকস্বত্বিকর্তার পদে। ৬। প্রার্থী।

রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পৰ্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ-পরিবৃত, বিশাল নগরসম্পন্ন বস্তুসকলকে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর-পৰ্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ, মহানদী ভাগীরথী জজ্বা; দিগ্দিগ্ ভূষণ; নক্ষত্র-সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাঠ; ভূজগরাজ অনন্তদেব কুবর; হিমালয়, বিষ্ণুচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তবিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধূর্তাগ; জল ও নদী সকল বন্ধন-সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা* কাঠা* ছয় ঋতু ও দীপ্ত এই সমুদয় অম্বকর্ষ* তারাগণ বরুণ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল-পুষ্প-পরিশোভিত ওষধি ও লতা-সকল ঘটা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব* ও অপর পক্ষ*; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরথগণ যোক্ত; সংবর্তক মেঘ যুগ, চর্ম্ম ও কালপৃষ্ঠ*; নহস্য, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অত্যাশ্র নাগগণ অশ্বগণের কেশরবন্ধন; সমুদয় দিক্, প্রাদিক্* এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অম্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহনক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব অমাবস্তা* পূর্ব পৌর্ণমাসী*, উত্তর অমাবস্তা* ও উত্তর পৌর্ণমাসী* অশ্ব যোক্ত, পূর্ব অমাবস্তায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাত্তাগ; চক্রচাপ-সম্বলিত বিদ্রাৎ পবনোদ্ভূত পতাকা; বযট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন* হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও জ্ঞাতশন এই তিন মহাত্মার গোপে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধারস্বরূপ

হইলেন। পূর্ব মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সংবৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উহার শরাসনরূপ মহাশ্বন সাবিত্রী ও মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিকৃত হইল। মৈনাক ও মেরুপৰ্ব্বত ধ্বজযষ্টি* হইল এবং সৌদামিনী-সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্গণমধ্যস্থ প্রজ্জলিত পাবকের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপূর্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদয় তেজ একত্র সমবেত অবলোকনপূর্ব্বক বিম্বিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মজ্জরাজ! দেবগণ এইরূপে শক্রমর্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শত্রু সমুদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া উহার উপর মহাব্রহ্মকে সন্নিবেশিত করিলেন; ব্রহ্মদণ্ড*, কালদণ্ড*, রুদ্রদণ্ড* ও অর রথের পার্শ্বরক্ষক; অথর্ব ও অগ্নিরস চক্ররক্ষক; ঋষেদ, সামবেদ ও পুরাণ-সকল পুরঃসর*, ইতিহাস ও যজুর্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক এবং সমুদয় স্তোত্রাদি, দিব্যাবাক্য, বিজ্ঞা ও বযট্কার পার্শ্বরথ হইল। ঔকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়জ্ঞত্বসম্পন্ন সংবৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; সংবৎসর তাঁহার শরাসন, এই নির্ম্মিতই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। সমুদয় জগৎ অগ্নিসোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষতঃ, বিষ্ণু অমিততেজঃ ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; স্তবরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভূগু ও অগ্নিরার যজ্ঞসম্বৃত হুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

মহাদেবের সারথি-নিরূপণ

হে মজ্জরাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাত্রা-জিনধারী* ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের স্থায় তেজঃ-সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিষ্মেবীদিগের নিহন্তা, ধাম্বিকগণের পরিত্রাতা ও অধাম্বিকগণের

১। ধূম। ২—৩। বৃক্ষ ক্ষণ। ৪। রথের নিয়মশে চক্রের উপরিস্থিত কাঠ। ৫—৬। দুই দিকের দুইখানা পাখা—এ রথ বর্তমান ব্যোমধান (এরোপ্লেন) সমূহ। এরোপ্লেনেরও উভয় দিকে দুইখানা ঢাকা বৈজ্ঞাতিকশক্তিগত পাখার মত থাকে। এরোপ্লেনাঙ্ক-সারে পাখা দ্বারা আকাশে ও ঢাকা দ্বারা মাটিতে—এই বিবিধ গতিই দেবনির্ম্মিত রথের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মাম্ববর্ত্ত আকাশ-যানে সে বৈশিষ্ট্য নাই। ৭। কৃষ্ণবর্ণ রং—রথখানা মেঘবর্ণ কাল রঙে রঙ করা। ৮। কোণ। ৯। চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তা, ইহার অপর নাম সিনীবালী। ১০। চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা, ইহার অপর নাম অম্মমতি। ১১। প্রতিপদযুক্ত অমাবস্তা, ইহার অপর নাম কুহু। ১২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা, ইহার অপর নাম রাক। ১৩। চূড়া।

১। পতাকার দণ্ড। ২—৪। ব্রহ্মার, বমের ও রুদ্রের দণ্ড। ৫। অগ্নিগামী। ৬। ব্যাত্রাচর্ম্ম-পরিহিত—বাঘছাল পরা।

সংহর্ষ। এবং যাহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অল্পত-
দর্শন স্থাবরজঙ্গমাশ্রয় জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই
মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল' আশ্রয়গুণে
পরিবৃত্ত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর
দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে
অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্বৃত্ত দিব্য শর গ্রহণপূর্বক রথা-
রোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে
তাঁহার অমুকুলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন
ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে
বিত্রাসিত করিয়া সেই রথারোহণে সমুদ্রত হইলেন।
মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মাণ্ড ও বন্দিগণ তাঁহার
স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ষকেরা নৃত্য
করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও
শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হস্ত করিয়া কহিলেন,
—হে দেবগণ! এক্ষণে কোন মহাত্মা আমার সারথ্য-
কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন,—হে দেবেশ!
তুমি যাহাকে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি
হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব
পুনরায় কহিলেন,—হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনাপূর্বক অবিলম্বে
তাঁহাকেই সারথি কর।

হে মজরাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই
বাক্য-শ্রবণে পিতামহের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে
প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! তুমি দৈত্য-
বিনাসের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা
তদনুরূপ অমুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ* প্রসন্ন
হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত রথও প্রস্তুত করা
হইয়াছে, কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে,
তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন
প্রধান ব্যক্তিকে সারথি বিধান করিয়া আমাদের
বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্বের বলিয়াছিলে যে,
আমি তোমাদিগের হিতামুষ্ঠান করিব; অতএব এক্ষণে
তোমার তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।
হে কমলাসন! দেবগণের মুষ্টির সংযোগে সেই
শক্রবিদারণ রথ নিশ্চিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিদ্রী
রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও
নক্ষত্রমালা বরুণ হইয়াছে। দৈত্যানিশূদন ভগবান্
পিনাকপাণি* উহার রথী হইয়াছেন, কিন্তু সারথি
লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদয় দেবতা অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সারথি করিতে হইবে। আমা-
দিগের রথ, অশ্ব, ঘোড়া, কবচ, শস্ত্র ও কাম্যু*
প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা
ভিন্ন আর কাহাকেও এই রথের উপযুক্ত
সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্বগুণা-
যুক্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি
অবিলম্বে সেই রথে আরোহণপূর্বক উৎকৃষ্ট
অশ্বগণকে
সংযত কর।

ব্রহ্মার মহাদেব সারথ্যগ্রহণ

হে মজরাজ! এইরূপে সুরগণ আপনাদিগের জয়
ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া
পিতামহ ব্রহ্মাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিয়া
প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ
কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ,
তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধকালে মহা-
দেবের অশ্ব সমুদয় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ
সেই বিশ্বস্ত্রী ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের
সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্
প্রজ্ঞাপতি সেই লোকপুঞ্জিত রথে আরোহণ করিলে
পবনের শ্রায় বেগবান্ অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে
নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা* ও
প্রভোদ গ্রহণপূর্বক মহাদেবকে কহিলেন,—হে
ভগবন! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি
সেই বিষ্ণুসোমায়িসমুৎপন্ন শর গ্রহণপূর্বক শরাসন-
নিবন্ধে বহুধরা কম্পিত করিয়া রথে আরোহণ
করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ
তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।
তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি
ধারণপূর্বক স্বীয় তেজঃ ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া
পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ!
আমি অসুরগণকে নিপাত্ত করিতে অসমর্থ
হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না।
আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর।
তখন দেবগণ 'তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ
নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত
করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা
হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট
হইলেন।

মহাদেবের সমরযাত্রা

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অমুগম রথে আরোহণপূর্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান^১, চতুর্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যা-মুরক্ত, হ্রাসদ, স্বীয় পারিষদগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয়প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষি-গণ তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করিয়া বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বদ অর্ব্বদ গন্ধর্ব্ব বিবিধ বাতুবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অশ্বরগণের উদ্দেশে রথ-সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিলেন,—হে দেব! তুমি অতশ্রিত^২ চিত্তে দৈত্যগণের অভিযুখে অশ্চালন কর। আজ আমি শত্রুগণকে সংহারপূর্বক তোমাকে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্যদানব-রক্ষিত ত্রিপুরের অভিযুখে পবনতুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহার আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপুঞ্জিত অশ্ব-সংযোজিত সান্দনে^৩ সমারূঢ় হইয়া দানবজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত রঘভ ভীষণ নিদাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিদাদ-শ্রবণে অসখ্য দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিযুখীন হইল। তদর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদয় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত^৪ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণপূর্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান

হওয়াতে মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্ব-পৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থানপূর্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো-সমূহের খুর ছুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিষ্ঠা^৫ ও সেই শর পাণ্ডপতাজ্ঞে সংযোজনপূর্বক কাশ্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শিব-শরে ত্রিপুর ধ্বংস

অনন্তর সেই পুরত্রয় অশ্বর-সংহারে প্রবৃত্ত, অসহপরাক্রম, উগ্রমুক্তি, ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাহুভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিবা শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অশ্বরগণ ঘোরতর আর্তশ্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম-সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানব-গণ ত্রিলোকের হিতাহুষ্ঠানপরত্তর ভগবান্ শঙ্করের রোম-প্রভাবে ভষ্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ উচ্চারণপূর্বক স্বীয় ক্রোধসম্বৃত জ্ঞতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন,—হে জ্ঞতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভষ্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অগ্ন্যা লোক-সমুদয় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদারবাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোকশ্রষ্টা দেবাহর-গণের অধাক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গলবিধান করিয়া-ছিলেন। পূর্বের পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও

ভদ্রপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মজরাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতিপ্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অশুরতুল্য এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে আজ কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণ-সারথি অর্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায়বিধান করুন। হে মজরাজ! আপনাতাই আমাদের রাজ্যলাভ-প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়লাভ বিচক্ষণ রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মজরাজ! আর এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগত কার্যার্থ-যুক্ত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দেহমনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

পরশুরামশিখ কর্ণ-ইতিহাসে শল্যসন্তোষ

মহাশাঃ মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুংশে উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজো-গুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্রলাভার্থ অতি কঠোর তপোমুষ্ঠানপূর্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়া-ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবনপূর্বক তথায় আবিভূত হইয়া কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনাকে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমাকে অস্ত্র সমুদয় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভষ্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান শূলপাণি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতিপূর্বক কহিলেন,—হে ভগবন! আমি নিয়তই আপনার

শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমাকে অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই আমাকে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোমুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্বতীর সন্নিধানে কহিলেন,—প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান উমাপতি পার্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ-সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণপরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত অনুরগণ মোহ ও গর্বপ্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহা-দিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পবাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—হে ভগবন! আপনি আমাদের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ-সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন,—হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার শ্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন,—হে দেবশ! আমি অশিক্ষিতাঙ্গ, সূতরাং শিক্ষিতাঙ্গ যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন,—হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অনুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিকে পরাজিত করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমস্ত দানবগণ সন্নি-ধানে গমনপূর্বক কহিলেন,—হে দৈত্যগণ! দেবাদি-দেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল; মহাবীর রামও

অশনিসম্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশুরাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব কর্ণস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্রণশূণ্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বস-প্রদানপূর্বক কহিলেন,—হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অশুরাস্ত্র সমুদয় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কষ্টের অন্ত্যস্তান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র-সমুদয় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র-সমুদয় গ্রহণপূর্বক তাহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; হে মজরাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীতমনে কর্ণকে দিবা ধনুর্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাহাকে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুল-প্রসূত দেবকুমার এবং মহদগোত্রসম্পন্ন। উনি কখনই সূতকুলসভূত নহেন। যেমন মূগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামাণ্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত, কবচধারী, দীর্ঘবাহু, আদিত্যসম্ভব, মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মজরাজ! কর্ণের ভূজযুগল করিকরসদৃশ নিতান্ত পীন ও বহঃস্থল অতি বিশাল, অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।’

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায়

কর্ণপ্রভাবপ্রবণে শল্যের অবজ্ঞা-অপনয়ন

দ্রুপদ্যোন কহিলেন, ‘হে মজরাজ! সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা সমধিকবলশালী বাজিকে সারথি করা কর্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা

অধিক বীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতাকে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে সূত-পুত্রের সারথ্যগ্রহণে নিয়োগ করিতেছি।’

মজরাজ কহিলেন, ‘হে মহারাজ! যেরূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপে ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অশুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেকবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূতভবিষ্যদবেত্তা মহাত্মা দ্রুপদ্যোন এ বৃদ্ধান্ত আশ্চর্য্যকর অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন ব্যভিচারের সারথ্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোনক্রমে অর্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শয্য, চক্র ও গদা ধারণপূর্বক তোমার সৈন্তগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাহুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কোরব-সৈন্তমধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য?’”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মজরাজ এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দ্রুপদ্যোন অকাতরে তাহাকে কহিলেন, “হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদ-গণের অগ্রগণ্য সর্বশস্ত্রবিদ্যার কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভাষণ জ্ঞানির্দোষশব্দ পাণ্ডব-সৈন্তের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহার দশ দিকে পলায়ন করে, মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়া প্রভাবে নিহত হইয়াছে, মহাবীর অর্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, যে মহারথ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কাশ্মরীকোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক’ বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন, যিনি মাত্রোতনয় নবুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গৃহ কারণ বশতঃ বিনাশ করেন নাই, যিনি বৃষ্ণিবীর সাত্যকিকে বলপূর্বক পরাজিত ও রথবিহীন করিয়াছিলেন, যিনি হান্ত-মুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব ও সৃজনগণকে বারংবার পরাজিত করেন এবং যিনি সমরে রোধপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরুন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে

পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবীমধ্যে আপনার তুল্য ভূজবীর্যসম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনাকে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাব্ধতগণ আপনার ভূজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাহুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাহুদেব যেমন পাণ্ডব-সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনাকেই কৌরব-সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাহুদেব যে আমাদের সৈন্য-সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতে পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।’

তখন শল্য কহিলেন, ‘মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমাকে যে বাহুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভীলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্রত নৃতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নিদিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাকা প্রয়োগ করিব।’ অনন্তর রাজা দুর্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ-সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

শল্যের সবিশেষ সন্তোষজন্য দুর্যোধনের স্তব

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টমনে নৃতপুত্রকে আলিঙ্গনপূর্বক পুনরায় কহিলেন, ‘হে মহাবীর! পূর্বে হ্রররাজ যেমন অশ্বের সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও।’ তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিতমনে দুর্যোধনকে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, ‘হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিক্রমমনে’ অশ্বের

প্রগ্রহ-গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব তুমি পুনরায় মধুরবাক্যে উহাকে প্রসন্ন কর।’

রাজা দুর্যোধন কর্ণের বাক্যশ্রবণে মেঘগজ্ঞানের স্থায় স্নিগ্ধগন্তীরবাক্যে দিব্যশূল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অল্প ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অত্যাশ্র বীরগণকে বিনাশপূর্বক অর্জুনকে সংহার করিবেন। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাহুদেব যেমন অর্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।’

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিলেন, ‘হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয়কার্যের অমুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত কাৰ্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিতবাসনাপরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা কিছু বলিব, তৎসমুদয় কর্ণকে ও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।’ তখন কর্ণ কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! ত্রক্ষা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাহুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন।’ শল্য কহিলেন, ‘হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ—এই চারিটি সাধুলোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি অবধানতা’, অশ্চালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবক্ষণ’, দোষপরি-হারজ্ঞান’ ও পরিহারসামর্থ্য’ এই কয়েকটি গুণে মাতলির স্থায় হ্রররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্যকার্য্যে সমাক উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্বসকালন করিব।’

১। সতর্কতা। ২। দর্শন। ৩। দোষ প্রতিকারের উপায়-বোধ। ৪। দোষপ্রতিকার শক্তি।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়

শল্য-সারথ্যে কর্ণের যুদ্ধযাত্রা

দুর্যোধন কহিলেন, ‘হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জুনসারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; ইনি তোমার সারথ্যকার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অত্ন এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ-সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্শ্বগণ সমরে পরাভূত হইবে সন্দেহ নাই।’

সঞ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্যোধন পুনরায় মহাবল-পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্বসকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষক হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন।’ তখন মদ্ররাজ দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ স্থস্থির চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে সারথ্যে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর।’ তখন মদ্ররাজ ‘জয় হউক’ বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান ভাস্করের উপাসনা সমাধানপূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজাঃ শল্য কর্ণের আদেশান্তসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্ত্ব শ্রদ্ধনে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যুৎ-সম্বলিত-নীরদমধ্যস্থ দিনকরের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় এক-রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশপথে মেঘসম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন বিষ্ফারণ

করিয়া মণ্ডলাস্তর্গত মন্দরভূধরস্থ দিবাকরের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের জয়াশীর্বাদ

অনন্তর দুর্যোধন সেই সমরোচ্চত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, ‘হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দৃষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির’ স্থায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাত্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গললাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনা-গণকে ভয়ানক কর।’

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিবন্ধের স্থায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত ডেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্যোধনবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিহারদ শল্যকে কহিলেন, ‘হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্চালনা কর। আমি অচিরে ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অত্ন আমি পাণ্ডববিনাশ ও দুর্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত স্ত্রীকুল শরজাল বর্ষণ করিব।’

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতু ও যোদ্ধাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ* মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবে না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্গোধদ্যুত ভীষণ পাণ্ডববিনশন হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিনীর্ণদন্ত* ও নিহত করিতেছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শর-নিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা* সমাক্রমের স্থায়

করিয়াছেন ও অশ্রুাশ্রু লঘুহস্ত দুঃসদ' পাখিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আসিবে না।' হে মহারাজ! তখন কর্ণ মজরাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে রথচালনা করিতে আদেশ করিলেন।"

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়

দুর্নিমিত্ত দর্শন—অশুভসূচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কোরবগণ মহাধনুর্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হঠাৎ চারি দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। হৃদয়, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাতাসনি, নানাপ্রকার বাণশব্দ এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জন হইতে আরম্ভ হইল। কোরবসৈন্যগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আত্মাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নিগত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগদাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ডবেগে বায়ুবহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তভোক্তক* অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বামভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমনকালে বারংবার খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক হইতে ভয়ানক অস্থি*বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র-সকল প্রজ্জ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোরব-সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং বিধি ও অশ্রুাশ্রু নানাপ্রকার ভয়াবহ উৎপাত-সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈবদুর্ভিপাক-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্তসকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে 'জয় হউক' বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কোরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

১। হৃদয়—কুটুম্বাধী। ২। প্রাণে মমতাহীন। ৩—৪। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। মূল্যে 'সূর্য্য' এই পঞ্চমীর অর্থ সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া। ৫। অশুভসূচক। ৬। হাড়।

শল্যপ্রমুখ কোরবগণের প্রতি কর্ণের আশ্বাস

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবকতুল্য সূর্য্যাসদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য* সন্দর্শন করিয়া অর্জুনের কার্য্যাভিষয়* চিন্তা করিয়া একেবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শল্যকে কহিলেন, 'হে মজরাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয়্যায়া শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেশ্বর ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিতপরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্ল*, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্র-বেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসংখ্য মহাপাল এবং সারথি, রথী কুঞ্জরদিগকে অরাতীগণ কর্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কোরবগণ! আমি অর্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমি ভিন্ন অশ্ব কোন বীরই করাল কৃতান্তের শ্রায় সমাপ্ত ধনজয়ের ভূজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি-সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজ আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কৰ্ম্ম-সমুদয় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অত্র সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে? হে শল্য! অরাতি-হস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ—এই সমস্ত মনুষ্যের স্বভাৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম* ও ইশ্রের তুল্য, নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ

১। হতবীর্য্য—বিলুপ্তশক্তি। ২। অলৌকিক কার্য্য। ৩। প্রায় অবধ্য—অনেকাংশে বধের অযোগ্য। ৪। বিষ্ণু।

এবং তেজে হত্যাশন ও আদিভ্যের সদৃশ, সেই নিত্যন্ত দ্বঃসহবীৰ্য্য জ্যোতির্ভাষ্য দিব্য্য প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদের জ্ঞীপুজেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধর্ম্মরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য, অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষসৈন্যমাধ্যে আমাদের লইয়া যাও। আমরা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজ্য যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও স্বঞ্জয়গণের বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও স্বঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজ আমি হয় তাহা-দিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণ-প্রদর্শিত পদবী অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমাদেরও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের স্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোনক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বান্‌ই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুঃক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারও পরিভ্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্যোধন নিরন্তর আমার শুভচিন্তা করিয়া থাকেন, যন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্যসংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দৃষ্টান্ত জীবন বিসর্জন করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। হে শল্য! ভগবান রাম আমাদের এই ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, শকহীন, চক্রযুক্ত, সুবর্ণময়-আমনসম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু-সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ-সংযোজিত রথ প্রদান করিরাছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, পদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণনিশ্চনসম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিজ্ঞান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র-পতাকা-সমলঙ্কৃত, অশ্বনিদাননিশ্চন, শ্বেতাশ্বযুক্ত, তুরীপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহাকে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের স্থায়

যমলোকে গমন করিব। অধিক কি, যদি অস্ত্র ধম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে পরাজিত করিব।'

শল্য কর্তৃক কর্ণসমীপে অর্জুনের শৌর্য্যপ্রশংসা

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত কষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মপ্লাব্যা' অবগণোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিবেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মপ্লাব্যা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল-পরাক্রান্ত বট; কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাকাব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের স্থায় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জুন ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সুররাজ্যরক্ষিত দেবলোকের স্থায় বাহুবলপ্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কক্ষের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিভুবন-বিভূ ভূতভাবন ভগবান ভূতনাথকে যুগবধ-কলহযুদ্ধে' আত্মহন করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুর, অশুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত হবিঃ প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কোরবগণ-সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে হরণ করিলে তুমি সর্ব্বাঙ্গে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জুন যে সূর্য্যের করজালসদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মুক্ত করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়? ঐ মহাবীর গোত্রহ'-যুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বখামা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার বধসাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি

১। নিজ গৌরবজ্ঞাপন। ২। এককালে বাণনিক্ষেপে বিদ্ধ যুগ মহাদেব মারিয়াছেন, কি অর্জুন মারিয়াছেন, ইহা লইয়া শিবার্জ নবিকাম ও তৎসম্পর্কিত সম্বাদ। ৩। বিরাটের গোহবল।

অথ শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।'

মহারাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জুনের স্তুতিবাদ-সংকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কোরব-সেনাপতি স্মৃতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জুনের শ্লাঘা করিতেছ? অথ অর্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি সে আমাকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে।' মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাঁহাই হউক' বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্চালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই ষোড়শসংযোজিত রথ শল্য কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমুদিত হয়েন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করিয়া ধাবমান হইল।"

—

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের পুৰস্কার ঘোষণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম ঐশ্বর্য হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মারূত রথে আরোহণ ও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে গমন করিয়া আপনার সৈন্যগণকে আহ্বাদিত করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'হে বীরগণ! আজ তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিব'। যদি তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্বাদিত না হয়েন, তাহা হইলে কাংস্থনির্ম্মিত দোহনপাত্রসমবেত এক শত

দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী*যুক্ত, স্বকেশী যুবতীগণ-সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণনির্ম্মিত রথ ও নিককণ্ঠ*, গীতবাছাদিনিপুণ, অজাতপুত্র* এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণরথ, গুণবুদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত চারি শত সর্বস্বাধীন প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার ঐশ্বর্য না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণমণ্ডিত, মণিময়-ভূষণধারী, শ্বেতবর্ণ, স্নদন্তযুক্ত, অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাষোজদেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ-বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণ-ভূষণ-বিভূষিত পশ্চিম-দেশসমুত্ত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাঁহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশসমুত্ত এক শত নবযৌবনসম্পন্ন নিককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমাপবতী, রাজভোগ্য চতুর্দশ বৈশ্য-গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র* ও বিহার-সামগ্রী*-সমুদয়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে প্রদান করিব।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগরসমুত্ত সুশ্রব শব্দ প্রার্থাপিত* করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ব্বোধন স্মৃতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অহুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য-মধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত বৃহত্তধ্বনি এবং দুন্দুভি ও যুদঙ্গের নিশ্বন সমুখিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আক্লাদিত

১। কর্ণের এইরূপ পুৰস্কার ঘোষণার উদ্দেশ্য কেবল স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি উৎসাহ প্রদান মাত্র। কারণ, অর্জুন জয়যথে মত পলায়ন করেন নাই; সমরে আহ্বান করিলেই তখনই তাহা সাহসে গ্রহণ করিয়া থাকেন—প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার চিরবৃত্ত।

১। অশ্ব হইতে গদ্যভিতে ভাত শ্রমপটু অনেকাংশে অধাকৃতি গদ্যভ—খচ্চর। ২। স্বর্ণলঙ্কার-শোভিত কণ্ঠ। ৩। বাহাদুরের সম্মান হয় নাই—পূর্ণ যুবতী। ৪। স্ত্রী। ৫। উত্তমানাদি উৎকৃষ্ট বিচরণ স্থান ও বিলাসব্যয়াদি। ৬। ধনিত।

হইলে, মজরাজ শল্য, রণচারী, আত্মপ্রাণানিরত, মহারথ সূতপুত্রকে সখোদনপূর্বক হস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন।

—

চত্বারিংশতম অধ্যায়

শল্যের কর্ণ-তিরস্কার

শল্য কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! তোমাকে ছয় হস্তিসংযোজিত স্ববর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই দান করিতে হইবে না। তুমি বালক-প্রযুক্ত কুবেরের ছায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অত্যাচারী হইয়া ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ছায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহ-বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন ব্যয় করিতে উদাত্ত হইয়াছ, তদ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শূগল সংগ্রামে সিংহদ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ছায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিয়াছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমাকে হতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকাংক্ষা বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কালপূর্ণ হইয়াছে। কোন্ ‘জিজীবিষু’ ব্যক্তি অসম্বদ্ধ^১ অশ্রোতব্য^২ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে? তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কঠে মহাশিলা বন্ধনপূর্বক বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্র সমুদ্রগণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ছায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যাহিত^৩ যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি ঘেব করিতেছি না, দুর্ঘোষনের হিতসাধনার্থই এইরূপ কহিতেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা

থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আত্ম প্রদর্শন কর।’

কর্ণ কহিলেন, ‘হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতাপূর্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমাকে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচারী আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।’

অনন্তর মহাবীর মদ্রেস্থর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে পুনর্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! যখন অর্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান নিশিতা^৪ শরজাল তোমার অমুগমন করিবে, যখন সবাসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্বক কোরবাসেনা তাপিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তোমাকে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমাকে অমুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহবশতঃ অত্যাচারী দেদৌপ্যমান^৫ রথস্থ অর্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অত্যাচারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে ভীতশরীর ত্রিশূলে তোমার সর্বাত্মক ঘণিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র যুগশাক্ষ যেমন রোষাবিষ্ট বৃংহে সিংহকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অত্যাচারী অর্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শূগল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রতিরূপ^৬ বিশাল-দর্শনশালী মহাগজস্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অর্জুনের সহিত যুদ্ধকামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলম্ব মহাবিধ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণদর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শূগল যেমন কেশরাশিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভূজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে^৭ আহ্বান করে, তুমি সেইরূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্রব^৮ হীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে

১। বাচিত ইচ্ছুক। ২। অর্থ ও যুক্তিবিহীন। ৩। অনিবার অযোগ্য। ৪। ব্যয় ব্যবস্থা দ্বারা রক্ষিত।

১। তীক্ষ্ণযুগ্ম। ২। অতিশয় উদ্দীপ্ত। ৩। ভয়প্রাপ্ত—মদ্র তস্তীর কোষ হইলে গণ্ডুল ভয় হইয়া মদ্র করিত হয়। ৪। গরুড়কে। ৫। আশ্রয়দৌকাদি।

পরিবদ্ধিত অদংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উত্তত হইয়াছে। বৎস যেমন স্মৃতিশ্মশ্ৰু-শালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুকুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে যোরতর গর্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের উদ্দেশে গর্জন ও তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক-পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎকালে আপনাকে সিংহের স্থায় বোধ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শত্রু-সুদন নরসিংহ^১ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য ও চন্দ্রমার স্থায় প্রভাবসম্পন্ন একরথধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎকাল তোমার আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে পাণ্ডব নির্ণোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি বাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিম্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমাকে নর্দমান^২ শার্দূলদশী^৩ শৃগালের স্থায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন; আর তুমি বীরজনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের স্থায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মৃষিক ও বিড়ালের, কুকুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।^৪

একচত্বারিংশতম অধ্যায়

ত্রুন্ধ কর্ণ কর্তৃক মদ্রবংশের নিন্দাবাদ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাহার বাক্যশল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষা-বিষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণবিহীন; কিরূপে গুণাগুণ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জুনের মহাত্মনিচয়, শরাসন, ক্রোধ

ও বল-বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মহাত্মা আমার যেরূপ জ্ঞানগোচর আছে, তোমার তদ্রূপ নাই। আমি আপনার ও অর্জুনের বীৰ্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই পাণ্ডবধারীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট একতুগীরশায়ী^১ সুন্দর পুণ্ড্রযুক্ত শোণিত-লোলুপ স্বর্ণময় শর বর্তমান আছে। আমি বহুকাল উহাকে পূজা করিয়া চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিয়াছি। সেই বিষয়ক ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্বসমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বশ্য ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্বারা সুমেক পর্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জুন ভিন্ন অশুর প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শরপ্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমাত্মরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণ-বীরমধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুনয়নগণমধ্যে অর্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজ সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অজ্ঞ আমার আভিজাত্য^২ সন্দর্শন কর। আজ আমি সেই পিতৃবশ্রৈয়^৩ ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে^৪ বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রাথিত মণিঘরের স্থায় সমরাজ্যে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জুনের পাণ্ডব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীষণতার ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সূতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বন্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজ সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমাকেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্কৃত্ত! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয়কূলান্দার! তুই সূহৃৎ হইয়াও শত্রুর স্থায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে ভীত করিতেছিস? বাহা হউক, আজ তাহারা ই আমাকে বিনাশ করুক আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি, কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাহুদেব ও শত শত অর্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি

১। নরশ্রেষ্ঠ। ২। গর্জনরত। ৩। ব্যাঘ্র-প্রত্যক্ষকারী—
ব্যাঘ্রের সমুখে পড়ে, একপ।

১। একটি তুণ রক্ষিত মাত্র একটি। ২। বিজ্ঞা-গৌরব।
৩—৪। পিস্তুল-মমাত ভাই—কৃষ্ণাঙ্কনকে।

একাকী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে যুৎ। জী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মজকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্তন করে এবং পূর্বের ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্তন করিতেন, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তুষ্টান্তাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মজকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাশ্রম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মজকেরা জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মজদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, স্বশ্র, স্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা*, অগ্ন্যাদি বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত মুরতে* প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডপানপূর্বক শক্ত*, মৎস্য ও গোমাস প্রভৃতি ভোজন করিয়া কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন কখন অসম্বন্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মজকেরা বিরুদ্ধ-কাম্বা* ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্যে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মজকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্য করা কর্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মলম্বরূপ। পাক্ষরক*দিগের শোচ ও মজকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মজেশ্বর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এইমাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে, 'রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবিঃ নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শত্ৰুকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অপমানিত হয়েন এবং ব্রাহ্মণদ্বয়ী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মজকদিগের সহিত সৌহার্দ্য করিলে পণ্ডিত হইয়া থাকে; অতএব মজকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্তব্য। হে বৃশ্চিক*। তোমার বিযক্ষয়*

হইল, আমি অধর্ববদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদয় শাস্তি করিলাম। হে শল্য। আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তুষ্টান্তাব অবলম্বনপূর্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মজরাজ। যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধানবস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নৃত্য, যাহারা বাড়িচার-দোষ দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দভের স্থায় মূত্র পরিত্যাগ করে, তুমি সেই ধর্ম্মদ্রষ্ট নিলজ্জ জীগণের অশ্রুত্বের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মজদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক* প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাত পূর্বক কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মজরাজ। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, মজদেশীয় গৌরীরা* নিলজ্জ, কল্মষাত, উদয়-পরায়ণ ও অগুচি। আমি হই অথবা অশ্রু ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মজকদিগের এইরূপ কীর্তন করিতে পারে। মজক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশসমুত্ত য়েচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্মপরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্মকীর্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য। অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আমি দুর্যোধনের প্রিয়সখা, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। তুমি পাপদেশজ্ঞ ও য়েচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর স্থায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ধর্ম্মদ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সঙ্গ একশত ব্যক্তিও আমাকে সমর-পরায়ণ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মাক্ত যুগের স্থায় বিলাপ কর বা শুক্লহস্ত

১। মজবংশীগণের। ২। পৌত্র। ৩। রতিক্রিয়ায়। ৪। ছাত্ত। ৫। শাস্ত্র ও ব্যবহারবিবোধী। ৬। গান্ধারদেশীয়গণের। ৭। হে বিব-কীট—বিজ্ঞ। ৮। অধর্ব বদে সর্গাদি বিযাক্তির উপদেশ আছে। শল্যের কটুক্তি কর্তার নিকট বৃশ্চিক বিবক বোধ হওয়ায় তিনিও ভ্রাতৃত্বিক কটুক্তি দ্বারা বিবে বিযক্ক করিলেন। কর্ণের কটুক্তি বেন শল্য সবচে সেই অধর্ব মজের কার্য করিল।

হও, আমি অশ্ব-শুর পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাধু স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরুরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরব-গণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উচ্চত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তৃষ্ণাভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ; হে মদ্রকাদম। আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদ'গণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য-সংসাধন, দুৰ্য্যোধনের অমরোদ্য ও ভিত্তিকা—এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিভ্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে বৃন্দেশজ শল্য। অত বীরগণ আমাকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে।' হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভীকচিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অধঃসঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।"

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায়

শল্যের প্রত্যুত্তর—হংস-বায়স ইতিহাস

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণপোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 'হে সূতপুত্র। আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাধু যোগ-যজ্ঞনিরত যুদ্ধাভিলাষীদিগের বশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে মস্তুর শ্রায় লক্ষিত হইতেছে, অতএব আমি বন্ধুতানিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাশন! আমার অনুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমাকে সংহার করিতে অভিলাম্ব করিতেছ? আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষত:

দুৰ্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠানপরতন্ত্র', সুতরাং তোমাকে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদয় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সম-বিষম^১ ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ, অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, যুগধ্বনি^২, পক্ষীর বিরুত^৩ ভার^৪, অতি-ভার, শল্যের^৫ প্রতীকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদয়^৬ আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্রপারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভুত্বনসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাঠ্য, ক্ষমানীল, স্বধর্ম্ম-নিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতায়ুক্ষম্পী^৭ বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্যপুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ-পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবস্থা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের শ্রায় বেগপামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্য-কুমারগণ সেই হংস-সমুদয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল,—অহে কাক। তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজনতপ্ত বায়স অন্নবৃদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণাবাক্যে আত্মাদিত হইয়া মূর্থতা ও গর্ব্বনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বানপূর্বক কহিল,—হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে^{১০} উড্ডীন^{১১} হই^{১২}। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া কহিল,—রে ধর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক!

১। শশানচরী শব্দাসভোজী রাক্ষসাদি। ২। কুলাঙ্গার

১। হিতসাধনে বাধ্য। ২। উচু-নীচ। ৩। জয়পরাজয়-লক্ষণযুক্ত শৃগালাদিব শব্দ। ৪। ক্রন্দন। ৫-৬। সহ অসহ। ৭। বেদনার। ৮। প্রয়োজনজ্ঞানের কৌশল—কি নিমিত্ত কি ভাবে কখন কিরূপ চলিতে হয়। ৯। সকল প্রাণীতে সদয়। ১০-১২। আকাশে উড়ি।

আমরা মানস-সরোবরবাসী হংস। অন্যাসে এই সমুদয় ভূমণ্ডল সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অশ্রাশ্র বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিৎ-নিবন্ধন' প্রতি-ন্যত সংকার করিয়া থাকে; হুতরাং তুই কাক হইয়া কোন সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস? যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি?

পক্ষীদিগের বিবিধ বিচিত্র গতি

তখন জাতিমূলভ^১ লায়বতা^২ নিবন্ধন আশ্র-প্লাবাপরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শনপূর্বক কহিল,—হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া উর্দ্ধে উথিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন^৩, অবডীন^৪, প্রডীন^৫, ডীন^৬, নিডীন^৭, সংডীন^৮, তির্থাগ^৯ ডীন^{১০}, বিডীন^{১১}, পরিডীন^{১২}, পরাডীন^{১৩}, সূডীন^{১৪}, অতিডীন^{১৫}, মহাডীন^{১৬}; নির্ডীন^{১৭}, ডীন-ডীন^{১৮}, সম্পাত^{১৯}, সমুদীর্ণ^{২০} ও অশ্রাশ্র নানা-প্রকার^{২১} গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতির মধ্যে কোন প্রকার গতি অবলম্বনপূর্বক অন্তরীক্ষে উথিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন, নভোমণ্ডলে সমুণিত হইতে হইবে; অতএব

১। দূর যাইবার শক্তি আছে বলিয়া। ২—৩। জাতিব উচিত নীচতা। ৪। উডীন—উর্দ্ধগতি। ৫। অপোগতি—নীচে নামিয়া আসা। ৬। সকল দিকে সমান গতি। ৭। সাধারণ গতি। ৮। ধীর গতি। ৯। স্তব্ধ গতি। ১০। বক্রগতি—একে বেকে উড়া। ১১। দ্রুতবিলম্বিত গতি—কখনও দ্রুত; কখনও বিলম্বিত। ১২। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে একবার উপরে, একবার নীচে এই ভাবের সর্বদেশ গতি। ১৩। পশ্চাদ্ গতি—পশ্চাদ্ দিকে পিছাইয়া যাওয়া। ১৪। স্বর্গের দিকে অতি উর্দ্ধ গতি—অদৃশ্য হওয়া। ১৫। অতিমূখ গতি। ১৬। অত্যন্ত উজ্জ্বল গতি—অতি বেগ গতি অথচ চিত্তাকর্ষক। ১৭। নিম্নল গতি—উড়িবার সময় পক্ষাদির নড়াচড়া না থাকা। ১৮। শোভনভাবে অহুর্দ্ধ গতি। ১৯। শোভনভাবে অধঃপতন। ২০। অন্যের সহিত পরস্পর ব্যতিক্রমহীন একভাবে গতি। ২১। এই সকল পক্ষীগতিসম্বন্ধে কেহ পক্ষিশেষিত, কেহ ষড়্বিশিত, কেহ ষট্‌গুণিত, আবার কেহ কেহ শত প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন প্রকার গতি অবলম্বনপূর্বক উড্ডীন হইব?

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্য-শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদয় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিশাষামুরূপ গতি অবলম্বনপূর্বক গমন কর।

হংস-কাকের আকাশগতি

হে কর্ণ। ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কয়েকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল,—এই হংস এক গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে?

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ-পূর্বক অন্তরীক্ষে উথিত হইল এবং স্ব স্ব কার্যের প্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হঠমনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল; হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্বক কাককে উপহাস পূর্বক কখন বৃক্ষাশ্র, কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র যুগ্মগতি অবলম্বনপূর্বক আকাশমার্গে উথিত হইবার উপক্রম করায় মুহূর্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল,—হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উথিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহাকে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষ-স্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিমদিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্রমধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থানপূর্বক জ্ঞানহীন করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ।

মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর' ও দুঃসহ বেগসম্পন্ন ; উহা অসংখ্য মহাসর্ষে সমুদ্ভাসিত^১ হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গান্ধীর্ঘ্যে কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের স্থায় সুদূর-বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কিরূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহুদূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ পূর্বক তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস-সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হৌনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ^২ দেখিয়া সংপূর্ণযোচিত ব্রত স্মরণ-পূর্বক তাহার উদ্ধার নিমিত্ত কহিল,—হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেক্রপ গতি অবলম্বনপূর্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চকুপুট^৩ ও ছই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ, অতএব বল, এক্ষণে কোন গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই ছষ্টমুখ্য বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়বেগে প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ন্তস্বরে হংসকে কহিল,—হে হংস! আমরা কাক; কা কা শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণপূর্বক তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সমুদ্রপারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া ছই পক্ষ ও চকুপুট দ্বারা সাগরসলিল স্পর্শ করিয়া নীরমধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত দীনমনাঃ ও ত্রিয়মাণ^৪ দেখিয়া কহিল,—হে কাক! তুমি আশ্বস্তাশ্বা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকারে উড্ডয়নভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাসম্পন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ

পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

কাকের দর্পচূর্ণ—হংস হইতে তদীয় উদ্ধার

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকনপূর্বক প্রসন্ন করিয়া কহিল,—হে হংস! আমি উচ্ছিষ্টভোজনে দগ্ধ হইয়া আপনাকে সুপর্ণের স্থায় জ্ঞান এবং অশ্রান্ত কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রাণরক্ষার্থ তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাকে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অপমানিত করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান হংস মহার্ঘবে নিপতিত বিচেতন^৫ বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণাদ্র^৬ হইয়া পদ দ্বারা তাহাকে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন-পূর্বক পূর্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

গুদ্ধদৌর্বল্য উল্লেখ করণের প্রতি শল্য-কটুক্তি

হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান-পরিপোষিত বায়স হংস কর্তৃক পরাজিত হইয়া দ্বীয় বলবীর্ঘ্য পরিত্যাগপূর্বক ক্ষমাশূণ্য অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের স্থায় নিঃসন্দেহ দুর্ধোদন-উচ্ছিষ্টায়ে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান, কি তুল্য, সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট-নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজিত করে, তদ্রূপ অর্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি জোণ, অশ্বখামা, কুপ, ভীষ্ম ও অশ্রান্ত কৌরবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই? তৎকালে তোমার বল-বিক্রম কোথায় ছিল? সবাসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্বগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত

১। উৎপত্তি স্থান। ২। গৌরবান্বিত। ৩। প্রায় ভূবিবর অবস্থাপন্ন। ৪। অধব-স্ত—দুঃখানা টোট। ৫। যতপ্রায়।

১। অচেতন। ২। দয়ায় গলিত।

কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন করিয়াছিল। সেই সময় অৰ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেন-প্রযুক্ত গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া ভার্য্যা-সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় অৰ্জুন ও বাহুদেবের পূর্ব্বপ্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ-সমন্বে বাহুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বহুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অৰ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বৃদ্ধিপূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও।

হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অৰ্জুন ও বাহুদেবকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দৰ্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অবজ্ঞা-প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাহুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খতোত্তররূপ এবং অৰ্জুন ও বাহুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।”

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায়

কর্ণের ধৈর্য্যগুণগৌরব—পরশুরাম শাপ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! আমি অৰ্জুন ও বাহুদেবকে সম্যক অবগত হইয়াছি। আমি বাহুদেবের রথচালন ও অৰ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীকৃতিতে সেই অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অভিশয় সম্ভাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত

ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়া-ছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অৰ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিশ্ববিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল, তথাপি আমি আমার গুরুর নিজাভঙ্গভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিজ্জ’ হইয়া সেই শোণিত-দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্যালোচনা করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থ-রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপাঃ ভার্গব আমার বাক্যশ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—রে দুরাত্মন! তুমি শঠতাচরণপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না; রে মূঢ়! অত্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে?

নির্ভীক কর্ণের অৰ্জুনসহ যুদ্ধে দৃঢ়তা

হে মদ্ররাজ! আজ এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অৰ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সমুপ্ত করিবে, এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি চুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সর্গময় শর আছে, তদ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহপরাক্রম সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্রুরকর্ম্মা, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহাকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্থবলসম্পন্ন মহাবীর অৰ্জুন মর্শ্বেদী অরাতিঘাতন শরনিকরে নরপাল-গণকে উদ্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহাকে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাজ্ঞে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড-সদৃশ মহাবীর অৰ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র

এহণপূর্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের
স্থায় শরজালে তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয়
উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র-সকল ছেদনপূর্বক তাহাকে
ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারিবর্ষণে
সর্বলোকদহনোন্মুখ প্রজ্জ্বলিত হত্যাশনকে প্রশমিত
করে, তদ্রূপ আজ শরনিকরনিপাতে তাহাকে
প্রশমিত করিব। স্মৃতীস্কন্দঃ^১ আশীবিষসদৃশ
ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজ আমার নিশিত ভল্ল-
প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন
অনায়াসে অত্যাগ্র বায়ুবেগ সহ করে, তদ্রূপ আমি
রথমার্গবিশারদ^২ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ
করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদয় পৃথিবী
পরাজিত করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই
নাই, অতঃ আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডবদাহকালে দেবগণের
সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছিলেন,
আমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ
হইয়া সেই সব্যাসচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্রত
হইতে সমর্থ হয়? হে শল্য! আজ আমি নিশিত
শরনিকর দ্বারা সেই অভিমানসম্পন্ন, শিক্ষিতাজ্ঞ,
দিব্যাস্ত্রবেত্তা, ক্ষিপ্রহস্ত, মহাবীর ধনঞ্জয়ের
শিরশ্ছেদন করিব। অতঃ কোন মমুষ্যই অসহায়
হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না,
আমার মৃত্যুই হউক বা জয়লাভই হউক, অতঃ সেই
ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।
রে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জুনের
পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ? আমি স্বয়ংই হৃষ্টমনে
ভূপালগণ-সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্তন করিব।

কর্ণের শল্যভৎসনা

হে শল্য! তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও
একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে
বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া
ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের স্থায়
আমার অবমাননা করিয়া অর্জুনের প্রতি প্রিয়বাক্য
প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল
ব্যবহার করাই তোমার কর্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা
না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ,
সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাপবণ্ড। রে মূঢ়!

১। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দস্ত। ২। রথের গমনপথ বিধানে অভিজ্ঞ।

এক্ষণে রাজা দুর্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন,
ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্যোধনের
প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি
যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই
হিতাহুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য!
যিনি স্নেহপ্রদর্শন, হর্ষবর্জন, ক্রীতসম্পাদন,
রক্ষাবিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র।
আমার এই সমস্ত গুণ বিচ্যমান রহিয়াছে;
তাহা রাজা দুর্যোধনেরও অবদিত নাই। আর
যে ব্যক্তি বিনাশসাধন, হিংসা, শাসনহীনতা^১ ও
অবসাদ-সম্পাদন^২ এবং বলপ্রকাশ করে, সেই
শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ-সমুদয়ের প্রায়
সকলই বিচ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎসমুদয়
আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে
শল্য! অতঃ আমি রাজা দুর্যোধনের হিতসাধন,
তোমার ক্রীতসম্পাদন এবং আপনার জয়লাভ,
যশোলাভ ও ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত পরম যত্নসহকারে
অর্জুন ও বাহুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।
তুমি এক্ষণে আমার অদ্বৃত্ত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র,
বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্রসমুদয়
নিরীক্ষণ কর। যাদ অতঃ আমার রথচক্র বিষম
প্রদেশে^৩ নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি
মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ
করে, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম
অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই
পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি
নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত
বরুণ, গদাধারী ধনপতি কুবের ও সবজ্ঞ বাসব প্রভৃতি
কোন আততায়ী^৪ শত্রু হইতেই ভীত হই না।
এই নিমিত্ত জনাৰ্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার
অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সংকারণ হইতেছে না।
অতএব অতঃ আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্রমাপ-বিড়ম্বিত কর্ণের দৈন্য

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের
নিমিত্ত প্রমত্তের স্থায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্বক

১। শাসনে উপেক্ষা। ২। অবসন্নতা আনয়ন। ৩। অসমান।

৪। গৃহাদিতে অগ্নিপ্রদানকারী, বধার্থ বিঘ্নাতা, হিংসানিহত
শত্রুধারী, সর্বস্বহারী, পরের ক্ষেত্র ও নারীহরণকারী।

অটবীতে' পর্যটন করিয়া অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেমুসভুত* বৎসকে সংহার করিয়া-
হিলাম। ব্রাহ্মণ তদর্শনে আমাকে কহিলেন, 'তুমি
প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেমুর বৎসকে বিনাশ
করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময়
একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র
বিলম্বে নিপতিত হইবে সন্দেহ নাই।' হে শল্য! আমি
কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিষাপভয়ে ভীত
হইতেছি। তিনি এইরূপে অভিষাপ প্রদান করিলে
এই সময় স্তম্ভস্থের ঈশ্বর* সোমবংশীয় ভূপালোরা*
তাঁহাকে সহস্র ধেমু ও ছয় শত বলীবর্দ* প্রদান
করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না।
পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস-
দাসী প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ
হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহাকে খেতবর্ণ
বৎসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দশ সহস্র ধেমু প্রদান
করলাম, ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে
আমি তাঁহার সৎকার করিয়া সর্কোপকরণসম্পন্ন গৃহ
ও সমস্ত ধন প্রদান করলাম; কিন্তু তিনি তাহাও
প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমাকে
প্রায়শ্চর্য্য সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত
প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন,—‘হে সূত! আমি
যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অগ্ৰথা হইবে না।
মিথ্যাবাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্বারা
আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি
ধর্ম্মরক্ষার্থ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না।
হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংস করিও
না, নঃপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত
স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অগ্ৰথা
করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদন্ত
অভিশাপের ফলভোগ কর।’ হে শল্য! আমি
তোমা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা-নিবন্ধন
তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তৃষ্ণাস্তাব
অবলম্বনপূর্ব্বক আরও যাহা যাহা কহিতেছি,
শ্রবণ কর।’

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায়

শল্যের প্রতি কটাক্ষসহকৃত কর্ণের আত্মপ্রাধা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অরাতিঘাতন
কর্ণ ময়ুরাজকে এইরূপে নিবারণ করিয়া
পুনরায় কহিলেন, ‘হে শল্য! তুমি নিদর্শন-
প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান
কীর্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে
ভীত হইব না। বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা
দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার
সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার
হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত
করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার
কটুক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষবাক্য প্রয়োগ-
পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে তুম্যেতে!
তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ
কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে,
কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ
করে নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের
নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে। হে শল্য! এক্ষণে
তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্য ও মিত্রের
ইষ্টসাধন, এই তিন কারণ বশতঃ জীবিত রহিয়াছ।
রাজা দুর্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে
এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত
করিয়াছেন; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটুক্তি
ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষতঃ
মিত্রজ্যোহ নিতান্ত পাপজনক; সেই সমস্ত কারণ-
বশতঃই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে
ময়ুরাজ! আমি সহস্র শলাসদৃশ; অতএব আমি
সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয়
করিতে পারি।’

—

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায়

কর্ণকর্তৃক শল্য বংশগানি প্রকাশ

শল্য কহিলেন, ‘হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে
উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র।
তোমার শ্রায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজিত
করিতে সমর্থ নহে।’

১। পক্ষিসবাকুল বহু বৃক্ষসমাকীর্ণ বনে। ২। যজ্ঞনিরীক্ষক
গাত্ৰী হইতে জাত। ৩। গর্ভ। ৪—৫। সঃঘটনকারী কৌরব-
বংশীয় রাজারা। ৬। বলদ।

মজরাজ সূতপুত্রের প্রতি এইরূপ পক্ষপাত প্রয়োগ করিলে, কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নির্ভর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, 'হে মজরাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ব্রাহ্মণমুখে বাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্তবর্ণন করিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মজদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে রাজন! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূরপ্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্মবর্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্র নামে চত্বর^১ বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরুক রহিয়াছে। আমি নিত্যন্ত নিগূঢ় কার্যাসুরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, অপগা নামে নদী ও জটিকাভিষেয় বাহীকগণের ব্যবহার যারপর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির গোড়া^২ সুরা পান এবং লম্বনের সহিত ভুষ্ট যব, অপূপ^৩ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মালাচন্দনরহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীরসমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের শ্রায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপনপুরুষ-বিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহারপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আন্দোলজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গল অবস্থানপূর্বক অশ্রুফুল-মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সুশ্লকশ্বলবাসিনী^৪ গৌরী^৫ আমাদের স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রমা শতক্র ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্বক সেই কশ্মলাজিনসংবীত^৬ 'ফুল-ললাটাস্থিসম্পন্ন' গৌরী-গণের মনঃশিলা^৭র শ্রায় উজ্জল জপাঙ্গদেশ^৮, ললাট,

কপোল^৯ ও চিবুকে^{১০} অঙ্কনচিহ্ন এবং গর্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য যদঙ্গ, আনক, শম্ম ও মর্দলের নিশ্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী^{১১}, পীলু^{১২} ও করীরের^{১৩} অরণ্যে তক্র^{১৪}সমবেত অপূপ ও শক্তপুণ্ডি ভোজন করিয়া সুখী হইব এবং মহাবেগে গমনপূর্বক পথিমধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব? হে মহারাজ! ছুরায়া বাহীকদিগের এইরূপ চূশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সম্ভব ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে?

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ঘটনা^{১৫} ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ-চতুর্দশীর রজনীতে দুন্দুভি-ধ্বনি করিয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকলনগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গোড়ী সুরা পান এবং গো-মাংস ও পলাণ্ডু^{১৬}যুক্ত মেঘমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক^{১৭} সঙ্গীত করিব? যাহারা বরাহ, কুকুট, গো, গর্দভ, উষ্ট্র ও মেঘের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকলদেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মজরাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় বাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতক্র, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরটদেশে নিত্যন্ত ধর্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্মভ্রষ্ট, সংস্কারহীন, অরটদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ

১। কর্ণ। ২। সুরাসকর প্রাঙ্গণ। ৩। গুড় হইতে উৎপন্ন। ৪। পিষ্টক—পিঠা। ৫। স্তন্য কদম্ব শয়ানা। ৬। অষ্টবর্ষী কল্প। ৭। কদম্বলসনে শয়ান। ৮। প্রোক্ত ললাটশোভিত। ৯। পার্শ্বভা চক্ৰবর্ত্তপাদার্থে—মনঃশিলা। ১০। প্রান্ত।

১। গও—গাল। ২। মিলিত অধর-ওষ্ঠপ্রান্ত। ৩। শাঁই। ৪। পীলুবৃক্ষ। ৫। বাসের অঙ্কুরের। ৬। বোল। ৭। পাপি-প্রোক্তপাপ ঘটনা করের সহিত রাজাকে অর্শায়। ৮। পের্যাজ। ৯। ব্যবধিকালীন কৌতুককর।

করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূখেরা শঙ্কু ও মড়াবিলিণ্ড কুকুরাবলীড়* কাঠময় ও যুগায়পাত্রে* উষ্ট্র, গর্দভ ও মেঘের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্নভক্ষণে বা ক্ষীরপানে পরাধীন নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে* উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান*, অচ্যুতস্থলে* বাস ও ভূতিলয়ে* স্নান* করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? পঞ্চনদী পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম অরুণ; সাধুলোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বাহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; স্তভরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে? ধর্ম্মবিবর্জিত কারস্বর, মাহিষক, কালিজ, কেরল, কর্কটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। হে মজরাঙ্গ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থ-গমনান্তরোধে সেই অরুণদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলুখলমেখলা* রাক্ষসী তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই অরুণদেশে বাগীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। অরুণদেশের স্থায় প্রস্থল, মজ্র, গান্ধার, খস, বসতি, সিদ্ধ ও সৌবীরদেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।*

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায়

মদ্রাদিদেবের দুর্ভাচারের ইতিহাস

কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আত্মোপাস্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সমুদ্র হইয়া কহিলেন,—আমি বহুকাল একাকী হিমালয়শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদয় প্রজাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করিয়া বাহীক-দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক-সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়; গান্ধার মজ্র ও বাহীকেরা, সকলেই কামাচারী, লঘুচেতা; ও সংকীর্ণমনা:। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্করকারক আচারবিপর্যয়* শ্রবণ করিলাম।

হে মজরাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে অরুণদেশীর দহারা এক পতিব্রতা সৌমত্বিনীকে* অপহরণপূর্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,—হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মা-চরণপূর্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের বুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরুণদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়-গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাকাল, শাস্ত্র, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিজ, মগধ এবং চৈদ্যদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাপ্ত পুরাতন ধর্ম্ম সর্বিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মজ্র ও কুটিলকদয় পাকনদ* ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্মবিষয় বিদিত জ্ঞাহ।

১। কুরুর আশ্রয়িত—কুরুর চাটা। ২। মাটির ভাণ্ড। ৩—৪। অজ্ঞানকার চারের দোকানে একই বাটিতে সর্বজাতের চা পানের মত, একই পাত্রে নানা জাতের দুগ্ধপান। ৫। বেতালয়ে। ৬—৭। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের কুপাঙ্গি—একই ক্ষত্র জলাশয়ের জল ব্যবহার। ৮। কোমরে ব্যবহার্য্য কাকী নামক অলঙ্কারের স্থলে উলুখল অর্থাৎ উলুখল বা উলুখী বাঁধা।

১। বিপরীত আচার। ২। নারীকে। ৩। বর্তমান পাকাল।

হে মজরাঙ্ক ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত স্ত্রীতে হইয়া তুম্বাস্তাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের যড়-ভাগহর্তা অথবা প্রজা রক্ষা করিলেই রাজা তাহাদিগের পুণ্যভাগী হইবেন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ্যভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতিরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্বে সত্যযুগে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অশ্বাশ্ব সমুদয় দেশে সনাতন ধর্ম পুঞ্জিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশদেবী ধর্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া দ্বিধার প্রদান করেন। হে শল্য ! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুবর্ষে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাকাব্যয় করা নিতান্ত অমূল্য।

হে মজরাঙ্ক ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, জ্ঞান কর। পূর্বে কন্যাধিপাদ নিশাচর “কশ্মিরগণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অত্রত মলস্বরূপ, বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মজদেবী কামিনীগণ অশ্বাশ্ব জ্ঞাদিগের মলস্বরূপ”, এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস-বিজ্ঞাবক* মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল,—হে মহারাজ ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্তৃক উপক্রম হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে, স্নেচ্ছগণ* মনুষ্যদিগের, তৈলিক*গণ স্নেচ্ছদিগের, যশু*গণ তৈলিকদিগের ও ঋষিক* ভূপতিগণ যশুদিগের মলস্বরূপ*। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋষিক*ভূপতি ও মজদেবীদিগের হ্যায় পাপভাজন হইবে। পাঞ্চালেরা

১। পাদ-পাদ ক্ষীণধর্ম ত্রেতাযুগের কথা কি—যে যুগে ধর্ম সাধারণতঃ চারি পাদে পূর্ণ, তৎকালেও। ২। সংঘ সপ্তাচাৰ্য্য ভাগ। ৩। রাক্ষস-ভাটনাচার্য্যক। ৪—৭। সাধারণ মনুষ্যমধ্যে স্নেচ্ছ ও স্নেচ্ছমধ্যে স্নেচ্ছকলু নিশ্চিত। তৈল প্রস্তুতকারী কলুদিগের ষাঁড় অকথ্য; কারণ যুগান্তে তাহাদের ঘানিটানা ভাল হয়, ষাঁড়ের চাক্ষুষপ্রযুক্ত তাহা হয় না, সুতরাং ষাঁড় অকাজ। কশ্মিরগণের পৌরোহিত্য নিশ্চিত, কশ্মিরের যাজনে অধিকার নাই। অতএব তথাকথিত স্নেচ্ছ, স্নেচ্ছকলু ও কলুব ষাঁড় এবং কশ্মির যাজক ষাঁড়ের গোবর—অকাজ।

ব্রাহ্ম*ধর্ম, কোরবেরা সাত্য*ধর্ম এবং মৎস্য ও শূরদেশবাসীরা যাগযজ্ঞাদির অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্বদেবীয়েরা শূত্রধর্মাবলম্বী, দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম-জোহী, বাহীকেরা তক্ষর ও সৌরাষ্ট্রীয়েরা সক্ষর*। কৃতত্ত*^১, পরবিত্তাপহরণ, মছাপান, গুরু-পত্নীগমন, বাক্যপাক্ষ্য*, গোবধ, পারদারিকতা* ও পরবস্ত্র উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম, সেই আর্যদিগের আর কি অধর্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চদশ দেশকে ধিক্! হে মজরাঙ্ক ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেবীয়েরা ধর্মতত্ত্ব অবগত আছেন; আর উত্তরদিকস্থিত অঙ্গ ও মগধদেবীয় বৃদ্ধগণ ধর্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টজনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেব অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্বদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন; পিতৃগণ পুণ্যকর্মা যমরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন; বরুণ পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ভগবান কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণ-গণের সহিত উত্তরদিক্ রক্ষা করিতেছেন; হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে এবং গন্ধমাদন-পর্বত গুহ্যক-গণকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অমুগ্রহ নাই। সর্বভূত-রক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা* করিতেছেন। আর দেখ, মগধগণ ইন্দ্রিতজ্ঞ ও কোশলদেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ*। কোরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চারিত না হইলে ও শাশ্বেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্বতীয়গণ শিবিদিগের হ্যায় নিতান্ত নির্বোধ। স্নেচ্ছ ও যবনেরা সর্বজ্ঞ ও মহাবল-পরাক্রান্ত হইলেও মনঃক্লান্ত ধর্ম অমুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অশ্বাশ্ব জাতির হিতবাক্য উপদ্রষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিতবাক্য বৃথিতে পারে; কিন্তু মজদেবীয়েরা কোনক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য ! তুমি সেই মজদেবী, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যাশ করিও না। এই

১। বোদোক্ত উপাসনাদি। ২। সত্যনিষ্ঠাদি। ৩। জন্মদোষ হীনজাতি। ৪। উপকারীর অপকার। ৫। বাক্যের কর্ণশতা। ৬। পরত্নী উপভোগ। ৭। সামান্যতঃ নির্বিশেষে পালন। ৮। চক্ষুর সম্মুখে দেখিলে তবে বুঝে।

ভূমণ্ডলে যে সমুদয় দেশ আছে, মঙ্গদেশ সেই সকলের মলম্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। দেখ, মত্তপান, গুরুতল্লগমন, ক্রণহন্ত্যা* ও পরবিস্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম, তাহাদের ত কোন কার্যাই অধর্ম* নহে, অতএব অরটুজ ও পাঞ্চনদ*দিগকে শিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তুষ্টীভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। দেখিও, যেন পূর্বে তোমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জুনকে সংহার করিতে না হয়।'

শল্যের কর্ণশাসিত অঙ্গদেশ-নিন্দা

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুন্তকলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সর্বিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ-সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় অবগত হইয়া ক্রোধ সংবরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্বত্রই বিচরমান আছেন। সর্বস্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু আয়দোষে কাহারও দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিন্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্বত্র বিচরমান থাকিয়া হৃষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।'

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্যোধন মঙ্গরাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাজ্ঞলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্যোধন কর্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শক্রসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর

কর্ণ হস্ত করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, 'হে মঙ্গরাজ! এক্ষণে তুমি রথসঞ্চালন কর।'

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়

সপ্তদশদিবসীয় যুদ্ধ—বৃহবাবস্থা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শক্রসুদন মহাত্তেজা: কর্ণ পাণ্ডবগণের ধুষ্টছায়াভি-রক্ষিত অরাতি-পরাক্রম-সহনক্ষম* অশ্রুতিম ব্যূহ নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধকম্পিতকলেবরে আপনার সৈন্তগণকে যথাবিধি বৃহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিহের নিম্ননে মেদিনী কম্পিত করিয়া অরাতিগণের অভিযুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অশ্রুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তক্রূপ পাণ্ডবসৈন্তগণকে সংহারপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বামভাগে গমন করিলেন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন-সংরক্ষিত, দেবগণেরও অপরাভ্যেয়*, ধুষ্টছায়াপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধর্ম্মর-গণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্মাণ করিল? কোন কোন ব্যক্তি আমাদের ব্যূহের পক্ষ* ও কোন কোন ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ* হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ছায়াভ্রূগত বিভাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য? পূর্বে যে অর্জুন খাণ্ডবে একাকী সফল প্রাণীকে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপত্যিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য,

১। গুরুপত্নী। ২। গর্ভস্থ শিশুনাশ। ৩। ধর্ম্মহীন—
তাহারা সব করিতে পারে। ৪। পঞ্চনদবাসী।

১। শত্রুর পরাক্রম সহ করিতে সমর্থ। ২। পরাজয়ের
অযোগ্য। ৩। দক্ষিণপার্শ্ববর্তী। ৪। বামপার্শ্ববর্তী।

কৃতবর্ষা ও বলবান মাপগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল-পাশধারী সাদিগণ শলভসমূহের ছায় ও বিকটাকার শিখাচপলের ছায় অসম্ভাব্য গান্ধারসৈন্যগণ ও দুর্জয় পার্শ্বীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থানপূর্বক কোরবাসৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমরমদমন্ত সংশ্লুক-গণও চতুর্বিংশতি সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিনাশসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাষোজ ও যবনগণ অসম্ভাব্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানু-সারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাহুবদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ষাধারী, অঙ্গদভূষিত, মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-হৃত্যাশন-সন্ধাশ', পিজললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গ আরোহণপূর্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্যোধান দেবগণ-পরিরক্ষিত দেবরাজের ছায় বিচিত্র কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দোণপুত্র প্রভৃতি কোরবপক্ষীয় বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অমুগমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত স্নেহগণ সমারূঢ় মন্তমাতঙ্গসকল জলবর্ষা জলধরের ছায় অনবরত জলধারা বর্ষণপূর্বক রথীদিগের অমুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীকহ-পরি-শোভিত মহীধরের^১ ছায় শোভা ধারণ করিল। পটিশ ও অসিধারী, সমরে অপরাধু, অসংখ্য, বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এইরূপে সেই কর্ণের প্রায়শ্চ মহাব্যূহ অধারোহী ও রথিসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সুরাসুরব্যূহের ছায় শোভা ধারণপূর্বক অরাতিগণের ভয়সংকার করিয়াই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ইন্দ্রী, অশ্ব ও রথসমুদয় বর্ষাকালীন জলদজ্বালের ছায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

১। সূর্য্য ও অগ্নিভূলা প্রদীপ্ত। ২। পর্তুভের।

যুধিষ্ঠিরের স্বপক্ষীয়গণকে সমরোপদেশ

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনাভিমুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রর^১ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অর্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদের পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর।' মহাবীর অর্জুন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে।' তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে অর্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর; আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি; আর ভীমসেন দুর্যোধানের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ষার, পাণ্ডা অস্থখামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী সমভিব্যাহারে অস্ত্রাশ্রয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।'

অর্জুনের যুদ্ধবাত্তা—শল্যের কর্ণসতর্কতা

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্য্যরাজের বাকা-শ্রবণে 'যে আজ্ঞা মহাশয়' বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমু^২ মুখে অবস্থান করিয়া অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্বে ব্রহ্মার মুখসমুত বিশ্বনরের^৩ নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন এবং পূর্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথাক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাহুবদেব ও অর্জুন সেই আশ্রয় রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

মদ্ররাজ শল্য সেই অস্ত্রতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদৃষ্টিয় কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অধেষণ করিতেছিলে,

১। শক্রবাতী। ২। সৈন্য সমুদে। ৩। বিশ্বমানবের।

ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শেতাশ্বসম্পন্ন, বাহুদেব-
পরিচালিত, কশ্ম্বিবিপাকের* ছায় নিভাস্ত ছনিবার্য্য
মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শক্রসৈন্য নিপীড়িত
করিয়া আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন
মেঘনিবন্ধের ছায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর
হইতেছে, তখন বাহুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন
করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পাখিব ধূলি-
পটল সমুখিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।
মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহৃত হইয়াই যেন
কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে
প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রবাদগণ ঘোরতর
চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে।
ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতুগ্রহ সূর্য্যকে
সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দিকে বিবিধ মৃগশৃণ ও
বলবান্ শাদ্রীলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে।
সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কক্ষ* ও গৃধ্র*পক্ষী সকল একত্র
সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সন্ধ্যাণ করিতেছে।
তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর-সকল প্রজ্জ্বলিত এবং
ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ছায় বেগবান্ মহাকায়
তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন
এই সমস্ত ছনিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই
সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন
করিবেন। ঐ চতুর্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও
মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ; মমুহু, অশ্ব ও গজ
সমুদয়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জুনের বাণ-
শব্দ, জ্যানিবন্ধ ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে।
মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সূর্যবর্মণ চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা-
গণে স্তূশোভিত স্বর্ণরজতখচিত, শিলিনির্ম্মিত, কিস্কিনী-
মুখরিত নানাবর্ণের পতাকা-সকল বায়বিকম্পিত
হইয়া মেঘমালা-বিশৃঙ্খল সোদামিনীর ছায় শোভা
পাইতেছে; মহাত্মা পাণ্ডালগণের পতাকাশালী রথ-
সমুদয়ের ধ্বজ-সকল বায়বেগে বর্ণকণ ধ্বনি করিয়া
বিমানস্থ দেবতাগণে: ছায় শোভা ধারণ করিতেছে।
ঐ দেখ, অপরাঞ্জিত কুন্তীপুত্র অর্জুন বিপদবিনাশের
নির্ম্মিত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে
অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে।
মহাবল-পরাক্রান্ত বাহুদেব অর্জুনের পবনতুল্য
বেগবান্ পাণ্ডুর* অশ্বগণকে পরিচালিত করিতেছেন।
তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ* ও কোষভ্রমণি যার

পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ
গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া, ঘোরতর নিষন ও নিশিত
শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণসংহার
করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত
ভূপালগণের তাত্মাক*সম্পন্ন মন্তক দ্বারা সমাকীর্ণ
হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গদ্যমূলগুণ উচ্চত-
মুখ পরিঘাটার ভূজ-সমুদয় অনবরত নিপতিত
হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপতিত
হইয়া নিস্পন্দনয়নে* ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে।
পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জুনের শরে ছিন্ন-ভিন্ন
হইয়া পর্ব্বতের ছায় বিচরণ করিতেছে। সমর-
নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ-সমুদয় ক্ষীণপূর্ণা
স্বর্গবাসীদিগের* বিমানের ছায় সমরাসনে নিপতিত
হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সেনাগণকে
সিংহনিপীড়িত মৃগশৃণের ছায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন।
ঐ দেখ, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাসনে
ধাবমান হইয়া কৌরবগণকে হস্তী, অশ্ব, রথী ও
পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিদিগকে নিহত
করিয়াছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহাকে অশ্বেষণ
করিতেছ, সেই শক্রসূদন শেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয়
মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ছায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে
কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্রে লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতি-
গোচর হইতেছে। তুমি অচিরে কৃষ্ণের সহিত
এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে
অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাহুদেব যাঁহার
সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই
অর্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে
তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয়
সংশলুকগণ কর্তৃক আকৃত হইয়া তাহাদের অভিমুখে
গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মজ্রাজের এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোযনয়নে কহিলেন, 'হে শল্য!
ঐ দেখ, সংশলুকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি
ধাবমান হওয়াতে অর্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ছায়
আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহাকে ঐ
গোধ*সাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে।'
শল্য কহিলেন, 'হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র

১। তারবর্ণ চক্র। ২। পাতা পড়ে না—এইরূপ নোহে।

৩। পূর্ণাপ্রভাবে বাহাদের স্বর্ণবাস ও ভোগাধারা সেই পূর্ণা
ক্ষয়ে মর্ত্যে আসিতে হয়, তাহাশ ব্যক্তিগণের। ৪। সমর।

১। কর্ণকলস। ২। হাড়গিলা। ৩। শকুন। ৪। শেতবর্ণ।

পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইক্ষন^১ দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি দেব ও অশুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি ‘অৰ্জুনকে পরাজয় করিব’ মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা^২ হও ; কিন্তু বস্তুতঃ কখনই তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অৰ্জুন-পরাজয় ব্যতীত অশ্ব কোন মনোরথ করাই তোমার কর্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দক্ষ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অৰ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর অরুণপূর্বক বিজয়লাভ-বাসনায় সমরাজনে অপর স্ত্রমেকরুণ ছায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুলবাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাস^৩ চর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অৰ্জুন-তুল্য সংগ্রামনিপুণ দ্রোণদী-তনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্বতের ছায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ক্রোধতনয়গণ সংগ্রামে অভিযুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহপরাক্রমশালী সাব্বতশ্চেষ্ট^৪ সাতাকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ছায় কোরব-সেনার প্রতি গমন করিতেছে।^৫ হে মহারাজ! সেই বীরজয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় উভয়পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ছায় পরস্পর মিলিত হইল।^৬

— —

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়

সঙ্কলযুদ্ধ—বহু সৈন্যকয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! এইরূপে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যাহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লুকদিগের প্রতি ও নৃতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্তবর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে

১। কাঠ। ২। সুস্থিরচিত্ত। ৩। নরশ্রেষ্ঠ। ৪। বহুবল-প্রসিদ্ধ।

উহা সবিস্তারে কীর্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! মহাবীর অৰ্জুন বিপক্ষসৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্থায়ী সৈন্যগণকে ব্যাহিত করিলেন। চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ কাস্তি-সম্পন্ন, মহাধর্ম্মকর, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসর্বণ^১-অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সানী, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমুদয়-সঙ্কুল মহাবাহুর মুখে অবস্থান-পূর্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ছায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দূলের ছায় মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণদীর পঞ্চপুত্র দিবা আয়ুধ ও বর্ষা ধারণপূর্বক অশুচরগণ-সমভি-ব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ব্যাহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণকে সমরাজনে অবলোকন করিয়া ক্রোধ-ভরে শরাসন আফালনপূর্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্রথভূষিষ্ট^২ সংশ্লুক-গণও বিজয়লাভার্থী ও অৰ্জুনবধে অব্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন বরিয়া তাঁহাকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাতকবচগণের ছায় সেই সংশ্লুকগণের বোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অৰ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উজাত বাহু বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদয় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশ্লুকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্তমধ্যে^৩ ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশুসংহারে প্রবৃত্ত রুদ্ৰদেবের ছায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহারপূর্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাৎপাশ্চাত্য অরাতীগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও যজ্ঞয়গণের সহিত কোরবদিগের ভূমল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ষা ও শকুনি—ইঁহারা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশী, মাৎস্ত, কাক্ষয়, কৈকেয় ও শূরসেন-দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে

১। পায়রার মত ধবল। ২। বিনষ্ট বহু অশ্রব। ৩। ভীষণ ঘূনী।

মহারাজ ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলসম্মত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দূর্যোধন মন্ত্রক ও কৌরব-বীরগণে পণ্ডিত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চৌদিগ ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিতশরনিকরে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দিত করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের অস্ত্র ছেদন, রথ উদ্ধূলন ও প্রাণ সংহারপূর্বক তাহাদিগকে যশস্বী ও স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে কৌরব ও মন্ত্রয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুগুণের ক্ষয়কর দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ কর্তৃক ভানুষেবাদি বীরগণ বধ

দূতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয় ! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির-সম্মিধানে সমুপ-স্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল ? পাণ্ডব-মধ্যে কোন কোন বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন কোন বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম-রাজের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল ? তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদয় কীর্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সহর পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিযুখে গমন করিল। অনন্তর উভয়পক্ষে অসংখ্য শত্ৰুধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাহুভূত হইল এবং অনবরত শরনিপাতশব্দ, করিষ্মহিত, অশ্বত্রেঘাত, রথের ঘর্ঘরব ও বীরগণের সিংহনাদ ঋতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব-জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অজ্ঞ-ক্রম পরিপূর্ণ

অবনীমণ্ডল, সমীরণ-সমীরিত’ অশ্রুদপরিশোধিত আকাশ এবং চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসর্ব্ প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহর শরনিকর পরিত্যাগপূর্বক সুররাজ যেমন অনুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি* প্রভদ্রকে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতি-দেহবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারচ-নিকরে সহস্র সহস্র চৌদ্দেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্যের অমুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন; মহাবীর কর্ণও সহর শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুষদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শুরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদর্শনে পাঞ্চালগণ হাঠাৎকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন।

ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ—ভীম কর্তৃক ভানুষেন বধ

ঐ সময় কর্ণের পুত্র ও চক্রবক্ষক সুষণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃষ্ঠরক্ষক ব্যসেন যত্নসহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চৌদি, কৈকয়, পাঞ্চাল ও মন্ত্রগণ সূত-পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া, বর্ষাকালে জলদজ্ঞাল যেমন মণীষরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষীয় অস্ত্রাচা বীর সকল তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে

১। যুদ্ধ জীবন ভাগ্যকর বশোভাগী। ২। পরিত্যক্ত।

১। বায়ুচালিত। ২। অল্পবল—সূত্র। ৩। সাত্যকর।

নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্বে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্ত্বর এক স্তূঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্বক সুষেণের কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া স্তূদগণ-সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিষাহারে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধরসদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃগালভ্রষ্ট কমলের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রপ ও কৃতবর্ষ্যার কাশ্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অগ্ন্যশ্ব বীর-গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে চুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলুক ও তাঁহার ভাতা পতত্রিকে রথবিহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া 'হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে' এই বলিয়া এক সায়ক গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্ত্বর ছেদনপূর্বক তিন শরে তাঁহাকে ত্যাগিত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি স্তূতীক্ষ্ম শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহ ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাজীতনয় বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অস্ত্রকরণে ভয়দংকার করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরগ্রাস্তে তাঁহার কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্ত্বর অশ্ব এক শরাসন গ্রহণপূর্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিগ্ভ্রষ্ট আচ্ছাদনপূর্বক সুষেণের সারথিকে আহত ও তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন ভয়ে

তাঁহার কাশ্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই-রূপে তাঁহারা বিনাশমানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুর-সংগ্রামের স্থায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

সমরপীড়িত পাণ্ডব-পলায়ন

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, এক ভল্লৈ শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ডচ্ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্ত্বর দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ ও চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন চুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া অবিলম্বে অশ্ব একখানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঙ্কপুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীকে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অগ্ন্যশ্ব বীরগণকে বহুসংখ্যক শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি চুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর চুঃশাসন পুনরায় অশ্ব সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ একশত এবং অগ্ন্যশ্ব বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ

শবে বিদ্ধ করিয়া সমরাজ্ঞে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাজ্ঞে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঘাগুল, ভূমগুল ও নভোমগুল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অমরতল রক্তবর্ণ অস্ত্রখণ্ডে সংবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন-হস্তে নৃত্য করিয়াই যেন শত্রুগণ তাঁহাকে যাবৎ-সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিনগুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব-রথ-সমভিঘ্নাশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদানপূর্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করি-সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক চৌদিশের ত্রিশং রথীকে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কোরবগণও ছুনিবার কর্ণকে পরম-যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাজ্ঞে নানাবিধ বাতুলধনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাক্কর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কোরবগণ নিভীকচিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।”

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—কোরব পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্য ভেদ-পূর্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং

শত্রুনিষ্কপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদনপূর্বক অবলীলা-ক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে জাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিকগণ সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন-উরুয ও বিগতাস্থ করিয়া ছিন্নমূল শালবনের স্থায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের স্থায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মল্ল ও গুণধ যেমন ব্যাধিকে অবরুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মদ্রোষধপ্রমাণী^১ উদ্রণ^২ ব্যাধির স্থায় তাহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরহিভাগী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেস্তা^৩ও যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়েন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাকর্ণিতলোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পন্দী করিয়া থাক এবং দুর্যোধনের মতামুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এক্ষণে তোমার যতদূর বলবীৰ্য্য ও আমাদিগের প্রাণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বনপূর্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজ তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব।’ তে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া স্ববর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হস্ত করিয়া দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া

১। মল্ল ও গুণধবিলসকারী। ২। বর্দ্ধিতবেগ। ৩। ব্রহ্মবিল্লিও।

তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক হতাশনের ছায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার কলেবর কল্লাস্তকালীন বিখদহনপ্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সংবর্তায়ির ছায় বোধ হইতে লাগিল। তদর্শনে সেই প্রদীপ্তাযুধধারী সৈন্তগণ মাল্যাস্র পরিত্যাগ-পূর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

কর্ণ-করে চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার বধ

তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় অতি সত্ত্বর স্বর্ণ-ভূষিত মহাকোদগু বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্বতবিদারণক্ষম যুগ্মাণিত যমদগু সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ষণ আকর্ষণপূর্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিষন শর মহাবীর সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলান্ন হইয়া স্তম্ভনোপরি শরাসন পরিত্যাগপূর্বক মুচ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাহার মুখচ্ছবি বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, কোরব-সৈন্তমধ্যে মহান হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণ-পরাক্রম কর্ণ অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধরপার্শ্ববর্তী পুনর্বহর ছায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিচরমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহা-দিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া স্বর্ণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ-পূর্বক তাহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্রবাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তমুখে কাশ্মুক বিকলিত করিয়া এক ভল্লৈ ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণপূর্বক তাহাকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমমিতচিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগপূর্বক তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি,

চেকিতান, যুবংশু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রোপদী-তনয়গণ, প্রভ্রজকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কারুয়, মৎস্ত, কেবয়, কাশি ও কোশল-দেশোদ্ভব বীরগণ সত্ত্বর বহুবেগে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালবংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকরনিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন অস্টাষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অশ্বরোহী সৈন্ত-সমভি-ব্যাহারে বরাহকর্ণ^১, নারচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠি, ক্ষুরপ্র ও চটকাযুগ^২ প্রভৃতি নানাপ্রকার শর নিক্ষেপ করিয়া সূতপুত্রের বিনাশবাসনায় চতুর্দিক হইতে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

কর্ণবুদ্ধে নিপীড়িত যুধিষ্ঠির-পলায়ন

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দ্বিজগুণ পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্তরূপ বন দগ্ধ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাত্ম্য সন্ধানপূর্বক ঈষৎ হস্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদগু দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব নবতি বাণ সন্ধানপূর্বক তাহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই স্বর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ-সংশ্লিষ্ট চপলা-বিবাকিত বাতাহত জলধরের ছায় ও নিশাকালীন বিপত্নাত্র নভোমণ্ডলের ছায় শোভা ধারণপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এইরূপে বর্ষ্মবিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লোহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলপূর্বক সূতপুত্রের বক্ষস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির স্রবণ ও রোবাবিষ্ট সর্পের ছায় নিখাস পরিত্যাগপূর্বক এক ভল্লৈ ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লৈ তাহার দেহ বিদারণপূর্বক তাহার তুণীর-দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন

১। শূকরের কর্ণাকৃতি বাণ। ২। চড়ুইপাখীর যুগ্মের মত।

অসিত^১পুচ্ছ ষেতাংশসংযুক্ত অস্থ রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কোনক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন-পূর্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মংস্ত্র, ধ্বজ, কুর্মা ও শয্য প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ শর দ্বারা পাণ্ডু-নন্দনের স্বক্কেদেশ স্পর্শপূর্বক স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইল।

কর্ণ কর্তৃক উপহসিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধাদেশ

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুচ্চত দেখিয়া নিষেধপূর্বক কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিকে গ্রহণ করিও না। উহাকে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভক্ষ্যসাৎ করিবেন।' তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দাপূর্বক কহিলেন, 'হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্য অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতেছ? আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্য অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম্য অমুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না।' মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিতভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চৌদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাহ্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রোপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত^২ দেখিয়া সকলেই তাঁহার অমুগমনে প্রসন্ন হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমর-পরাস্থ অংলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কোরব-সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কোরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্য্যকনিষন,

সিংহনাদ এবং ভেরী, শয্য ও যুদ্ধের ধ্বনি সমুচ্চত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ঋতকীর্তির রথে আরোহণপূর্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কোরবগণ কর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিমদিত দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে স্বপক্ষীয় যোদ্ধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সশর বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর।' তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশামুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্রসমূহের তুমুল শব্দ সমুচ্চত হইল। যোদ্ধগণ "গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিযুখীন হও" এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশ-মণ্ডল জলদজ্বালের স্থায় শরজ্বালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহারপূর্বক বিকলোৎসাহ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন হইয়া ধরাতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহিসমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বলশালী বজ্র-ভিন্ন শৈলশিখরের দ্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ষ্মধারী দিবাভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীর-গণের শরে ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমরপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত-নেত্রযুক্ত পূর্ণেন্দুসদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অসংখ্য বীরগণকে গীতবাচ্চাদিযুক্ত বিমানে আরো-পিত করিয়া গমন করিতে তুমুল শব্দে স্তম্ভিত করিয়া মণ্ডল-মণ্ডলেও তুমুল শব্দ ঋতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাক্রান্ত হইয়া স্বর্গবাস-বাসনায় সশর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সঙ্গিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বহু বীরক্ষয়—কোরব-পলায়ন

হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য গজবাজী ও মহাশূর ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাত-সমুচ্চত ধূলিপটলে সমরাজন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই

বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি^১, দস্তাদস্তি^২, মুষ্ঠ্যামুষ্টি^৩, নখানখি^৪ ও বাহু-যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনির্গত শোণিতে সমরাজনে ভীরুজনভীষণ যোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণমধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং সন্তরণপূর্বক সেই শোণিতমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন^৫ হওয়াতে বর্ষা, অশ্রু ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান ও সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ষা, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমনশব্দে সৈন্য-গণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর-সকল সেই নিহত-প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া সিংহাদিত হস্তিযুথের আয় চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।”

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কর্ণ-ভীম মহাসমর—কর্ণ-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। ঐ সময় রাজা দুর্যোধান স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্তৃক বিজা-বিত দেখিয়া প্রযত্নসহকারে চীৎকারপূর্বক তাহা-দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল কর্ণও কৌরবগণকে দুর্যোধানের সহিত ভীমভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, ‘হে মজরাজ। তুমি এক্ষণে আমাকে ভীমের রথ-সন্নিধানে উপনীত

কর।’ তখন মজরাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, ‘হে বীরদ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্যোধানের ঐশ্রী পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিধম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজ আমাকে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অতঃপর আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজ আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও।’ মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ-শব্দে দিগ্গণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মজরাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অশ্রু নিঃসন্দেহ তোমার উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধায়ি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইহার রূপ যুগান্তকালীন হত্যাশনের আয় ভয়কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমত্যা ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।’

হে মহারাজ। মজরাজ শল্য কর্ণকে এইরূপে কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হস্তমুখে শল্যকে কহিলেন, ‘হে মজরাজ। তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদয়ই সত্য। ভীম মহাবল-পরাক্রান্ত, ক্রোধনশ্বর্তা ও দেহরক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রোণদীর

১—৪। পরস্পর স্ব স্ব কেশ-কেশে, দস্তে-দস্তে, মুষ্টিতে-মুষ্টিতে, নখে-নখে। ৫। উজ্জ্বলিতবদন।

হিতাভিলাষপরবশ হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কীচককে স্বর্ণ-সমভিষ্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অত্ৰ সে উত্তমতম সাক্ষাৎ কৃতান্তের দ্বারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জুন আমাকে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। ইহা আমার চির-প্রার্থনীয়। অত্ৰ কি ভীমের সহিত সমাগমলাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে? ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, ‘হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীম-পরাক্রম ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজিত করিলে পশ্চাৎ অর্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চিরকাল ধৈর্য্য অভিলাষ করিতেছ, অত্ৰ তাহা পূর্ণ হইবে।’ তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! অত্ৰ হয় আমি অর্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জুন আমাকে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান^১পূর্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।’

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কোরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্য^২নিাদ ও ভেরী^৩শব্দ প্রাহুভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোযাবিষ্ট হইয়া স্তম্ভিত নারানিকরে নিতান্ত দুঃসদ কোরব-সৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন; সূতপুত্রও তাঁহাকে সমাগত নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধভরে নারীচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত সায়কে পাটতর

বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্তম্ভিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্বাঘরণভেদী সূতীক্ষ্ম নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর বৃকোদরও সত্তর অশ্ব কার্ষুক গ্রহণপূর্বক নিশিত শরে কর্ণের মণ্ডস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী^৪ বিক্ষিপ্ত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্যমধ্যে মদোৎকট^৫ পবিত্র কুঞ্জরকে যেমন উজ্জা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পক্ষবিশিতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্নকলেবর হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার-বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্বতবিদারণক্ষম ভারসামন^৬ সায়ক সন্ধানপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিশ্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম-নিক্ষিপ্ত শরে পাটতর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে^৭ নিষগ^৮ হইলেন^৯। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহাকে সংজাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্তর রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্বে সুররাজ যেমন অশ্রুগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোরব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীমকরে বিবিৎসুপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ‘হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুঃসদ কার্য্যের অন্তর্ধান করিয়াছেন। হৃদ্যোধন বারংবার আমাকে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদয় স্তম্ভয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদর কর্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল?’

সঞ্জয় কহিলেন, ‘মহারাজ! হৃদ্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন,

১। চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ। ২। ঢাক। ৩। জহঢাক।

৪। ক্ষতীক্ষ। ৫। মদমত্ত। ৬। অত্যন্ত ভারী। ৭—৮। রথমধ্যে বসিয়া পড়িলেন।

‘হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ’
 ব্যাসনার্গবে’ নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর।’ আপনার
 পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্তৃক এইরূপে অমুজ্ঞাত হইয়া,
 পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে,
 তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশবাসনায় সরোষনয়নে তাঁহার
 প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত, চাপ-
 তুগীর-কবচধারী, শ্রুতবান*, চর্যবান, ক্রোধ, বিবিৎসর,
 বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দ, দুঃপ্রবীণ, সুবাহু, বাতবেগ,
 সুবর্তী, ধনুর্জীহ, দুর্দ্যদ, জলসন্ধ, শল্য ও সহ—ইহারা
 অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দিক হইতে ভীম-
 সেনকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বিবিধ শর-
 নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত
 ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্তৃক এইরূপে নিপীড়িত
 হইয়া সত্তর তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও
 পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসর
 কুণ্ডলমণ্ডিত শিরশ্রাণ-সম্বলিত পূর্ণচন্দ্র-সন্নিভ মস্তক
 ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অজ্ঞাত পুত্রগণ
 মহাবীর বিবিৎসরকে নিহত দেখিয়া ভীম পরাক্রম
 ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন
 অরাজিনিপাতন বৃকোদর অজ্ঞ হই ভল্ল দ্বারা বিকট
 ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ
 সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীরদ্বয়
 বায়ুভয় বৃক্ষের ছায়া ধরাশায়ী হইলেন। অনন্তর
 মহাবীর ভীমসেন সত্তর সুতীক্ষ্ণ নারচ দ্বারা
 ক্রোধকে নিহত করিয়া ভূতলে পাত্তিত করিলেন।
 হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ধনুর্ধর পুত্রগণ
 নিহত হইলে সমরাজনে মহান্ হাঠাকার শব্দ
 সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর
 পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাত্তিত করিলেন।
 তদর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে
 কালামুক্ত যমের ছায়া জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও
 বিহবল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

পুনঃ কর্ণ-ভীম সমর

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার
 পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণপূর্বক নিতান্ত দুঃখনা
 হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথচালন
 করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের
 আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত

করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান
 হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথসমীপে সমুপস্থিত
 হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর
 তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি
 তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে
 সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,
 না জানি, অজ্ঞ এই বীরদ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম
 হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার
 পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন
 করিতে লাগিলেন; পরমাত্রাজ কর্ণও কোপাবিষ্ট
 হইয়া নতপর্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে
 বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন
 সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ
 সাত বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন, কর্ণও
 ভুজঙ্গের ছায়া নিখাস পরিত্যাপ করিয়া শরবর্ষণে
 তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন
 মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ
 রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ
 করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে
 ক্রোধাধিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও
 বৃকোদরের প্রতি শিলা-নিষ্পত্ত দশ বাণ নিক্ষেপ-
 পূর্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের
 নিধনবাসনায় এক হেমপট্ট-বিভূষিত, দ্বিতীয়
 যমদণ্ড-সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণপূর্বক তাঁহার
 প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।
 সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিয়োগম
 শরনিকরে সেই অশনির ছায়া শকাযমান সমাগত
 পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন
 মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণপূর্বক শত্রু-
 নিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ভীমের ভীষণ প্রহারে কৌরব পলায়ন

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধেচ্ছু সিংহদ্বয়ের
 ছায়া মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ববাপেক্ষা ঘোরতর
 সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন
 আকর্ণ আকর্ণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ
 করিলেন। মহাধনুর্ধর বলবান বৃকোদর কর্ণশরে
 বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণপূর্বক
 তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা সূতপুত্রের বশ্র

ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বলীকান্তর্গামী পন্নপের
শ্রায় ধরণীতলে প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের
শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্প-
কালীন অচলের শ্রায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন।
অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে
পঞ্চবিংশতি নারাচে বদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত
করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা
সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে
অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া
হস্ত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর
গদা গ্রহণপূর্বক সেই ভগ্ন স্তম্ভন হইতে মহাবেগে
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ
সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা-প্রহারে কৌরবসেনাগণকে
বিভ্রাণিত করিলেন এবং ঈষাদন্তু সপ্তশত মাতঙ্গ-
গণকে সহসা বিভ্রাণিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন,
নেত্র, কুন্ত, গণ্ড ও মর্শ্মে অতিশয় আঘাত করিতে
লাগিলেন। তাহার ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত
হইয়া প্রথমতঃ ঈতস্তম্ভঃ ধাবমান হইল; কিন্তু
মহামাত্রগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের
অভিমুখে গমনপূর্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে
পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিল।
তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা
অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্তশত
মাতঙ্গ নিহত করিলেন; তৎপরে পুনর্বীর শকুনির
মহাবল-পরাক্রান্ত দ্বিপদগণঃ হস্তী বিপ্রোথিত করিয়া
কৌরবপক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাতিকে
সংহারপূর্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।
হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা
ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত
ও অনলাপিত চক্ষুরে শ্রায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে
সমর পরিত্যাগপূর্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে
আরম্ভ করিল।

তখন অস্মাণ চর্য্যবশ্মধারী পঞ্চশত রথী শরনিকর
নিষ্ক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন;
মহাবীর বৃকোদর অস্ত্রবিনাশন বিফুর শ্রায় গদা-
ঘাতে সেই ধ্বজপতাকাযুধ-সম্বলিত বীরগণকে
বিপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল-
পরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে
শক্তি, ঋষি ও প্রাস গ্রহণপূর্বক বৃকোদরের অভিমুখে

ধাবমান হইল; অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে
তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধমার্গে বিচরণপূর্বক
গদা-প্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দিত করিলেন। তখন
প্রস্তরনিপীড়িত গজযুধের শ্রায় তাহাদিগের স্মমহান
আর্ন্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাঘিষ্ট
পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুঞ্জের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী
বিনষ্ট করিয়া অশ্রু রথে আরোহণপূর্বক মহাবেগে
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

পলায়মান যুধিষ্ঠিরের ভীমসাহায্য—সঙ্কলযুদ্ধ

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র
যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে
নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ
নিরীক্ষণপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন; সূতপুত্রও
ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণপূর্বক শরনিকরে
রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে
যুধিষ্ঠিরের অমুখাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে
সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন;
শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত
শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত্ত করিলেন। তখন
মহাবীর সাত্যকি ভীমের পাণ্ডিগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার
রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।
কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্ধ্ব-
শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ক্রৌঞ্চপুষ্ঠের
শ্রায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমস্তঃ বিকীর্ণ
হওয়াতে সমুদয় দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর
আকাশমণ্ডল-মধ্যগত হইলেও, তাঁহার প্রভা
তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময়
কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বথামা, কর্ণ ও কৃপকে
পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্বীর
সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন
মহারথি সমুদৃত সাগরের শ্রায় তাহাদিগের তুমুল
কোলাহল সমুখিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয়
সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণপূর্বক আত্মাদিত-
চিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন!
সেই মধ্যাহ্নসময় উভয় পক্ষে যেক্রপ সংগ্রাম
হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর

বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কোরবসেনাগণ পাণ্ডবসেনাগণের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সেনানদীঘ্য একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর-নিষ্কিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশোলোলুপ কোরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নোমোচারণপূর্বক অবিশ্রান্ত বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কৰ্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহাকে তৎসমুদয় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাস্থানে বীরগণকে পরস্পর তর্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজাঃ ক্রোধাধিত বীরগণের শরীর সন্দর্শনপূর্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম—না জানি, আজ কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কোরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।’

— —

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—কোরব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর-জয়াভিলাষী কৃতবৈর^১ ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর-বিক্ষিপ্ত পদা, পরিণ, কুণগ, গ্রাস, ভিন্দিপাল ও ভূশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্রসকল পতঙ্গকুলের স্থায় চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং ক্রান্তগামী বৃষ্ণরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমুদয়কে বিমদিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করিয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রাম-স্থল পশুবিনাশস্থলের^২ স্থায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎকালে চতুর্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুশুম্ভ-রাগরঞ্জিত^৩ বসনধারিণী যুবতী কামিনীর স্থায় শোভা-ধারণ করিল। তখন উহা স্তব্ধময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ^৪সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ-সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দস্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুধারাত্রাবী পৈরিক-পর্বতের স্থায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর-সমুদয়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর-সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া, হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের স্থায় এবং স্তব্ধপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উন্মাদ্রদীপ্ত পর্বতশৃঙ্গের স্থায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের স্থায় পক্ষত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দম্ভ ও ক্রুদ্ধ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অত্যাচ্য মাতঙ্গগণ সিংহের স্থায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। স্তব্ধভূষণবিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, স্তান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্বতর শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার রক্তভঙ্গী করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বঙ্গুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের স্তব্ধভূষণালঙ্কৃত ছিন্নবাহু-সমুদয় কখন উদ্ভ্রান্ত, কখন বিচেষ্টিত, কখন পতিত, কখন উখিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পক্ষযুক্ত পক্ষগণের স্থায় বেগে বিলুপ্তিত হইল। সেই চন্দনদিক্ ভূজঙ্গাকার ভূজ-সমুদয় রুধিরাক্ত হওয়াতে স্তব্ধবৃক্ষের স্থায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুখিত

১। শক্রভাবাপন্ন। ২। পশুগণের বধ্যভূমি।

৩। কুশুম্ভ ফুলের রঙে ছোপান। ৪। একপ্রকার কাঁট।

ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আশ্রয় বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রামসময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী-সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদল, অস্থি মীন, শর শরাসন ও গদা-সকল ভেলা এবং মাংস উহার পক্ষ-স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীষণবিত্রাসক ও শূণ্জনহর্ষবর্জন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রবাদগণ চতুর্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের স্থায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে অসংখ্য কবচ সমুখিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসাপানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ ও বকসমুদয় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শূরণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বনপূর্বক ছুপরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি-সমাকুল ক্রবাদগণ-সন্ধীর্ণ সমরাজ্ঞানে স্বীয় স্বীয় পৌরুষপ্রকাশ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ্য চতুর্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্রনাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তৌরন ও পট্টা দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরবসেনা-সকল সুজঙ্ঘ ভয় তরীর স্থায় অবনম হইয়া পড়িল।”

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অর্জুনযুদ্ধে কৌরবপক্ষের বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়-গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধসময়ে যে স্থানে মহাবীর

অর্জুন সংশ্লুক, কোশল ও নারায়ণী সেনা-সমুদয়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব-নির্বোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশ্লুকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দিক হইতে অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অন্যায়সে সেই শরধারা নিবারণপূর্বক মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সমরাজ্ঞানে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্রভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মদ্বিত করিয়া উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশ্লুকগণ অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনাঙ্গিনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্বক এক ভ্রমে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জুনের ধ্বংসস্থিত বিশ্বকর্ষ-নির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া দৈন্তগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক মহাগর্জনে করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহবলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প-সমাকীর্ণ চৈত্ররথ-বনের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, জলদাবলী গেমন পর্বতগোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিয়া তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহার রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথোষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেশ কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া, দুই হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্তৃক আপনাকে পরিবৃত্ত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার রথে সমাক্রুত বহুসংখ্যক পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমাপবর্তী যোধগণকে আপন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্রুদ্ধকে

১। শেওলা। ২। ঘাস। ৩। কন্দম। ৪। ভীষণতর ভয়-
কারক। ৫। বীরগণের আনন্দবর্দ্ধক। ৬। মস্তকচীন হইলেও তাহার হাত তুলিয়া যুদ্ধ করিত। মার্কণ্ডেয়-
পুর্বাবণে কবচকথা—“কবচা যুযুধেষ্ঠা” “কবচগণ দেবীং সতিত যুদ্ধ
করিত।” কবচ সহঃ রামায়ণে উল্লিখিত আছে—“যুদ্ধক্ষেত্রে এক
অজুত গজ, দশ অজুত অশ্ব, ১ শত ৫০ খানা বধ এবং দশ কোটি
পদাতি সৈন্য বিনষ্ট হইলে একটি কবচ উথিত হয়; “নাগা-
নামস্ত্য তুরঙ্গনিযুক্ত সার্কি রথানাং শতঃ পতীনাং দশকেটিয়ো
নিপতিতা একঃ কবচো রণে।” ৭। বোঝা।

কহিলেন, 'হে যত্নপূজব! ঐ দেখ, ঢুঙ্গর কার্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমি ভিন্ন একুণ বোরতর রথবন্ধ' সহ্য করা আর কাহারও সাধ্য নহে।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্ত শম্ভু বাদিত করিতে লাগিলেন; মহাত্মা কেশব রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্ত্য নিশ্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শম্ভুধ্বনি-শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জুন তদর্শনে বারংবার নাগাত্র^১ নিক্ষেপপূর্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন; তাহারও অচলের ছায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্বে তরকাহরবিনাশসময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্টে যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জুনকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়েব নাগাত্র-প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি ঐ সময় তাহাদিগের উদ্দেশ্যে নাগাত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার সর্বলই সর্প-সমুদয়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ কৃশর্মা সেই সৈন্যসমুদয়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গারুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে অসংখ্য স্তূপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভূজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদয় গরুড়-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘনির্মুক্ত দিবাকরের ছায় সেই নাগাত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র-নিপেক্ষ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জুন শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক সেই মহাস্ত্রব্যুষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কৃশর্মা তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ এক আনতপর্ব শরে অর্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া

রথোপরি মুচ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ 'অর্জুন নিহত হইয়াছে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; চতুর্দিকে শম্ভু ও ভেরী প্রভৃতি নানাশ্রকার বাদিত্রের নিশ্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্তর ঐশ্র্য অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বাশ্ব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জুন শুরগণ-সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ^২ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ছায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ 'হয় প্রাণত্যাগ, না হয় শাস্ত^৩ জয়লাভ করিব' এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সঙ্কলযুদ্ধ—কৃপকরে হুকেতু সংহার

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্মা, কৃপ, অশ্বথামা, কর্ণ, উলুক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ-পরিবেষ্টিত রাজা দুর্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন-নৌকার ছায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডব-ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্তকাল মধ্যে ভীষ্মের ভয়জনক ও শুরগণের হর্ষবর্জন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্মুক্ত শরনিকর শলভ-সমূহের ছায় স্বঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোবাধিষ্টচিতে সম্বর কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার

১। বহু শর ছায়া রথবেষ্টন—রথের গতিরোধ। ২। নাগপাশ।

৩। নিশ্চল। ২। অশ্বজিত।

চতুর্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাত্মবিৎ
কৃপাচার্য্যও সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ-
নয়নে শিখণ্ডীকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন
শিখণ্ডী রোষপরঃস্থ হইয়া অজিহ্মগামী^১ সাত বাণে
কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর
শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার
অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন
মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অরোহণ^২-
পূর্বক খড়্গা ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্তর কৃপাচার্য্যের
প্রতি ধাবমান হইলেন, কৃপাচার্য্যও নতপূর্ব
শরনিকরে সহস্র সমাগত শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া
তত্ত্ব্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ!
ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অব-
স্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লাবনের^৩
আয় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন
মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন
দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের^৪ প্রতি ধাবমান
হইলেন। মহারথ কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের
রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্তর তাঁহাকে আক্রমণ
করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও
সৈন্যগণ-সমভিষ্যাগারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন
করিতেছিলেন, তদর্শনে মহাবীর অশ্বখামা তাঁহাকে
নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন হরাদিত
মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ
করিয়া আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমদেন
এবং করুষ, কৈকেয় ও সঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে
লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে
দধু করবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি সত্তর
শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।
মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘ্ননপূর্বক
তাঁহার সুবর্ণপুঞ্জ শরনিকর ছেদন করিতে লাগি-
লেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর
দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্মচ্ছেদন করিয়া
ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎ-
কার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে
চর্ম্মবিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণপূর্বক
মৃত্যুর বশীভূত আতুরের^৫ আয় কৃপের বশীভূত
হইলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসূত সূকেতু
শিখণ্ডীকে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট
দেখিয়া সত্তর বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমা-
চ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন।
ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সূকেতুর
সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হই-
লেন। তখন মহাবীর সূকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে
সপ্ততি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া
তাঁহার শর শরাসন ছেদনপূর্বক এক বাণে সারথির
মর্ম্মভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া
অশ্ব এক সূদৃঢ় শরাসন গ্রহণপূর্বক ত্রিশং শরে
সূকেতুর সমুদয় মণ্ড আহত করিলেন। মহাবীর
সূকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া
ভূমিকম্পকালীন পাদপের আয় রথোপরি কম্পিত
হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অব-
সরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উন্নয় ও
শিরস্থানসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শোনাহত
আমিষের আয় ভূতলে নিপাতিত করিলেন।
তৎপরে সূকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাডলে
নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূকেতু নিহত
হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগপূর্বক
দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে
নিবারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে 'থাক থাক' বলিয়া
তর্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের
নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শোনপাক্ষিধরের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্টি-
প্রবর কৃতবর্মা ও পাক্ষালতনয় ধৃষ্টদ্রোণের তদ্রূপ
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন
কোপাবিষ্ট হইয়া হৃদিক্যকে নিপীড়িত করিয়া নয়
বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন; মহাবল
কৃতবর্মাও দ্রুপদপুত্রের শরে নিপীড়িত হইয়া
শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের
সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথাক্রান্ত
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষা
জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের আয় অদৃশ্য হইলেন
এবং ক্ষণকালমধ্যে কনকভূষিত বিশিখজালে সেই
বাণ-সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি হুতীক
শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সমরনিপুণ
হৃদিক্যও বহু সহস্র শরে সহস্র সমাগত দুর্য্যাসদ^৬

১। অকুলিগতি—সরলগামী। ২। অবতরণ। ৩। অল-
পাথর ভাসার মত। ৪। কৃপাচার্য্যের। ৫। কাতর ব্যক্তি।

৬। দুনিয়ার।

শরযুষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারণিত দেখিয়া কৃতবর্ষ্যাকে নিবারণপূর্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাত্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত অরাতিকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।”

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অশ্বখামার সহিত যুদ্ধে পাণ্ডব পরাজয়

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কর্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপুত অস্ত্রজালে পরিবৃত্ত করিয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অল্পকৃত হইল না; সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজালজড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চম্প্রাতপের ছায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত্ত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস’ শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অগ্ন্যায় সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাবনসন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কৌনক্রমেই পরাক্রম প্রকাশপূর্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; মহারথ ভূপালগণও সেই প্রথর দিবাকরের ছায় তেজস্বী দ্রোণাশ্বজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বখামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি

সপ্তবিংশতি শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণখচিত সাত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিদ্যা সাত, শ্রুতকর্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, স্তুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অগ্ন্যায় বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দিক্ হইতে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভূজঙ্গের ছায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিকে নয়, স্তুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্মাতে আট, প্রতিবিদ্যাকে তিন, শতানীকে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অগ্ন্যায় বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়নপূর্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অগ্ন্যায় কাম্যুকে গ্রহণপূর্বক অশ্বখামাকে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শরবর্ষণপূর্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হস্তমুখে ধর্ম্মরাজের কাশ্মুক ছেদনপূর্বক তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহর অগ্ন্যায় শরাসন গ্রহণপূর্বক সপ্ততি শরে অশ্বখামার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্তুতসোম অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে অশ্বখামার কাশ্মুক ছেদনপূর্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাশ্বজ সশর শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাত্ত করিয়া অনতিবিলম্বেই অগ্ন্যায় এক শরাসন গ্রহণপূর্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছামুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠির-প্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাশ্বজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অশ্বখামাও সেই মহাবেগে সমাগত শরসমুদয় হস্তমুখে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে হস্তাশন যেমন তুগরাশি ভষ্মসাৎ কবিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্ররুত হইলেন এবং ভিমি যেমন নলীমুখ’ ক্লুভিত’ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব-সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সমুপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তদ্রূপ সকলেই

জ্যোপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অগ্ন্যামার প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃত্রিম বীরদৰ্প

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে জ্যোপুত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,— ‘হে গুরুপুত্র! আজ তুমি যখন আমাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে শ্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। দেখ—তপোমুষ্ঠান, দান, অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধর্ম্মধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মধারণ করিতেছ, তখন তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অজ্ঞ আমি তোমার সমক্ষেই কোরবদিগকে পরাজিত করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।’

হে মহারাজ! মহাবীর অগ্ন্যামা ধর্ম্মরাজের বাক্য-শ্রবণে হস্তমুখে প্রকৃত ওস্ত্র অমুখাবনপূর্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, প্রজ্ঞাসংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের আয় ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে অনবরত নিশ্চিন্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ জ্যোপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল* বল* পরিত্যাগ*পূর্বক সহর তথা হইতে কোরব-সৈন্য-সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। জ্যোপুত্র অগ্ন্যামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎগমন করিলেন।”

—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনসহ নকুল-সহদেব যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ, চৈদি ও কেকয়পরিবৃত্ত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমের সমক্ষেই চৈদি, কারয় ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগপূর্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হতাশনের আয়

রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কোরব-সৈন্যভিষ্মুখে গমন করিলেন; মহাবীর স্তম্ভপুত্রও মহাধর্ম্মজর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনলসংক্ৰান্ত তিন মহারথ কর্ণকে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অংকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের বাহনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভয়ে শরাসন ও শর ছেদনপূর্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার-তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ-সদৃশ অস্ত্র দুই কাষ্মুক গ্রহণপূর্বক মহামেঘ যেমন পর্বতের উপর বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীভূত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের আয় শরজালে দিয়াগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরানিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালাস্তক যমের আয় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সমিহিত বলিয়া অমুমান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ—দুর্য্যোধন-পরাজয়

তখন পাণ্ডবসেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্বক দুর্য্যোধন সমিধানৈ সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রোধনবতাব দুর্য্যোধনও

ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিন্শতি ও তৎপরে পঞ্চাশটি শরে বিদ্ধ করিয়া সূতপুত্র ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ^১ ছেদনপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রৌষ-কষায়িত-লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীৰ্য্যপ্রভাবে প্রাঙ্কলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কাশ্মুক পরিত্যাগ-পূর্বক ভারসহনক্ষম অশ্ব এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্যোধনের সংহারবাসনায় নিখসন্ত পন্নগের^২ আয় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলানিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্যোধনের সুবর্ণ-খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিষ্কপ্ত নারাচে পাত্তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্ম ও জর্জরীকৃত-কলেবর হইয়া, বসন্তকালে কুমুমসমূহ-সুশোভিত কিংশুক-বৃক্ষের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের কাশ্মুক ছেদনপূর্বক সশর দশ সায়কে তাঁহার ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। সেই কশ্মুপরিমাজ্জিত^৩ নারাচনিকর ক্ষুপদন্তনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রকুল কমলমধ্যস্থ মধুলোদূপ ভ্রমরপংক্তির আয় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্বক সশর অশ্ব এক ধমু ও বোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্ল দুর্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া এক ভল্ল শরাসন ছেদনপূর্বক দশ ভল্ল তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডিবগণ দুর্যোধনের হেমাঙ্গদ^৪-সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাপঞ্চজ খণ্ড খণ্ড নিরাক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমন্বে অসম্মানিত মনে দুর্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া গুণা হইতে অপসৃত হইলেন।

সঙ্কলয়ুধ—কর্ণকরে জিযু প্রমুখ মহারথ বধ

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া দুর্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন; সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন

প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কোরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাস্থ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সশর পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষের অসংখ্য হস্তা, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ বিহঙ্গেরা^১ যেরূপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল; মহাবীর কর্ণও রৌষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাক্রেকত, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, গুহ্র, রোচমান ও সিংহসেন—এই কয়টি পাঞ্চাল-দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদয় বীরেরা রথ-সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদুদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমর-বিশারদ অশ্রাঘ্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিযু, জিযুকশ্ম্মা, দেবাণি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেন্দ্রিদেশীয় বহুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীর-গণের বধসাধনসময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরালস্ত হইয়া রক্তদেবের দেহের আয় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পূর্বক বজ্রবিদলিত অচলের আয় ধরাভলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তা, অশ্ব, ও মনুষ্যের দেহে সূতপুত্রের গমনপথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য কারলেন, আপনাব পক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অহুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলেন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য

১। দস্তানা। ২। ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস-প্রশ্বাসকারী সর্পের।

৩। কশ্মুক দ্বারা আঘাত। ৪। স্বর্ণালঙ্কার।

১। পক্ষীরা।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন যুগযুগমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণপূর্বক তাহাদিগকে বিজ্ঞাষিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাষিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখ-কুহরে^১ প্রবিষ্ট যুগগণের ছায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ স্বল্পয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদি, কৈকয় ও পাঞ্চালগণমধ্যে অনেকই কর্ণের শরে সমাহত হইয়া স্ব-স্ব নাথোন্মেষপূর্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম-দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণমধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

সঙ্কলয়ক—কর্ণ কর্তৃক পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়ন

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রোণদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রক-গণ এবং অশ্বাশ্ব অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টনপূর্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পক্ষগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামের ছায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাংকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষা^২ বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ডসদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দিকে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাস্তলীক, কৈকয়, মৎস্য, বাণাত্য, মজ্ঞ ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভাধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে

সাভিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহিবিহীন অশ্ব-সমুদয় ও পদাতিগণ ভীমশরে নির্ভিন্নকলেবর হইয়া অনবরত রুধিরবমনপূর্বক সমর-শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক-সমুদয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্ঘোষধনের সৈন্তগণ ভীমভয়ে ভীত, প্রতাহীন, উৎসাহশূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ছায় অবস্থান করিয়া শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ছায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিজ্ঞাষিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্বুত সংগ্রামসময়ে মহাবীর অর্জুন বহুসংখ্যক সংশ্লুককে নিহত করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে জনর্দ্দন! এক্ষণে এই বলসমুদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশ্লুকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহ-শব্দার্থ যুগযুগের ন্যায় অশুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। ঐ দিকে স্বল্পয়-সৈন্যগণ কর্ণ-শরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বংস সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাস্রাদ্ধে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অশ্ব কোন মহারথই উহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল ও পরাক্রম অবগত আছ; অতএব আমার মতে অশ্বাশ্ব বীর-গণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিজ্ঞাষিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিপ্রাতি, তাহাই অমুষ্ঠান কর।’

কৃষ্ণবাক্যে অর্জুন কর্তৃক বহু সৈন্যদৈন্য বধ

মগায়া হৃষীকেশ অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাশ্ব করিয়া কহিলেন, ‘হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর।’ হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণভূষণলঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ

১। বনবিবরে। ২। বহু শরবর্ষণকারী।

করিল। তাহারে প্রবেশকালে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত-পতাকা-বিরাজিত* মেঘ-গম্ভীরগর্জনে বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনার্যাসে ফৌরব-সৈন্যমাধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষাকর্ণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের স্থায় ক্রোধাধিত-চিস্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকৃপণ কর্তৃক সমাহৃত যন্তুস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্থায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জুন রথ ও অশ্বসমুদয়ে কন্দিত করিয়া পাশধারী অন্তকের স্থায় বাহিনীমাধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন সৈন্যমাধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশ্লুকগণকে অভিযুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্ধারী যুদ্ধকোবিদ* পদাতি-সমভিব্যাহারে একেবারে চতুর্দিকে হইতে শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্বক অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক তাহা-দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার মুক্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয়* হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী-সমপ্রভ সুবর্ণভূষিত অনবরত-নিষ্কিপু শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দিকে সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমুদয় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্বত, ভূমণ্ডল, দিগ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্তর সংশ্লুক-সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশ্লুকদিগের প্রপক্ষ কাঞ্চোজগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া, পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্য-গণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল ছারা আততায়ী অরাতিগণের শত্রুযুক্ত বাহ ও মন্তক ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জুনশরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিহীন ও আয়ুধশূন্য হইয়া বহু শাখা-সকুল বাতাসত বনম্পতির স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাঞ্চোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্রে বাণে তাঁহার পরিধাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর ছারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মন্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণামুজ অর্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্ধ-কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের স্থায়, কাঞ্চন-স্তম্ভের স্থায়, ভগ্ন স্তম্ভের পর্বতের স্থায় বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্রুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে বোধ-গণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জুনের এক এক বাণে কাঞ্চোজ, যবন ও শকদেশসমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুমিরাত্তকলেবর হওয়াতে সমুদয়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্বসারথিবিহীন রথী আরোহিশূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরম্পরের সাংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয়কর হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট* করিলে মহাবীর অশ্বখামা সুবর্ণভূষিত কোদণ্ড বিধুনিত করিয়া সূর্যোর করজালসদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ-ব্যাদান*পূর্বক* দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের স্থায় সত্তর অর্জুনের অভিযুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিষ্কিপু উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করিয়া চতুর্দিক হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বখামা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া

যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্বে কখনই সেরূপ পরাক্রম আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জনের স্থায় দ্রোণপুত্রের অরাতি-বিজ্ঞাসক^১ কার্মরূক্ষক বারংবার প্রতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর স্থায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জুন তাদৃশ ধূতহস্ত^২ ও ক্ষিপ্ৰকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বখামাকে অবলোকনপূর্বক নিতান্ত যুদ্ধের স্থায় আপনার পরাক্রম নিহত^৩ বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বখামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

অর্জুন-যুদ্ধে অশ্বখামার পরাজয়

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বখামা অধিকবল ও ধনজয় নানবল হইলে মহাভায়া স্ববীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক রোধকষায়িত-লোচনে দৃষ্টি করিয়াই যেন বারংবার অশ্বখামা ও অর্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয়বাক্যে অর্জুনকে সোধোদন-পূর্বক কহিলেন, ‘হে ভ্রাতঃ! আজ দ্রোণপুত্র তোমাকে অভিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যাব্যস্ত হইয়াছি। আজ কি তোমার বলবোধ্য অবসর হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীক-শরাসন বিজ্ঞান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ে কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজ কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্ভূত^৪ দেখিতেছি? হে ধনজয়! গুরু-পুত্র-বোধে উহাকে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।’

হে মহারাজ! মহাভায়া বাহুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনজয় চতুর্দিশ ভল প্রহণপূর্বক সশর দ্রোণ-তনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সশর তাঁহার জত্রদেশে দৃঢ়রূপে বন্দস্ত শরনিকর গ্রহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সায়ধি তাঁহাকে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপমৃত্যু হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনজয় মহাবীর

দুর্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কোরব-সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকালমধ্যেই মহাবীর অর্জুন সংশ্লুকগণকে, বৃকোদর কোরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমদ্রিত করিলেন। এইরূপে বীরজনকরকারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাজনে চতুর্দিকে অসংখ্য কবক সমুদ্রিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমর-বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমনপূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।”

—

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অশ্বখামার ধূতহস্তান্বয়-প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর দুর্যোধন কর্ণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মন্ত্ররাজ শল্য ও অম্বাচ্চ মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, ‘হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সময় যে ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্ণদ্বার যোদ্ধাক্রমে উদঘাটিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে শুরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাত্তি করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।’

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্যোধনের সেই বাক্য-শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য-নিবন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা কোরবপক্ষীয় যোধগণকে আক্রান্ত করিয়া কহিলেন, ‘হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদয় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শত্রু পরিত্যাগপূর্বক ধূতহস্তের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিতসাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধূতহস্তকে নিপাত্তি না করিয়া কদাচ বর্ষ পরিত্যাগ করিব না।

যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অতঃ কি অর্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধুষ্টদ্রোণকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহাকেই নিহত করিব।’

মহাবীর অশ্বখামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদয় কৌরব-সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি খাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয়কল্প অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অস্ত্রাশ্রয় প্রাণিগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ আশ্লাদিত-চিত্তে বিবিধ দিব্যমাল্য, পদ্ম ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহু* সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোদ্ধাগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ স্নগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাচ্ছাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল দিব্যমাল্য, সুবর্ণপুষ্প বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন* বিচিত্র নভো-মণ্ডলের স্থায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারি*গণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানিঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ-সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।”

— —

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়

কুবাকৌশলে অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্র প্রদর্শন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষাঘিত হইলে মহাপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রাশ্রয় মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবসেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা

তাহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ, এক্ষণে কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিযুক্ত যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।’ বাহুদেব ধনঞ্জয়ের বাক্য-শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ-সমীপে রথচালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সশস্ত্রগণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। মহাত্মা বাহুদেব সেই সংগ্রামভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জুন! ঐ দেখ, দুর্ঘোষনের তুর্ন্য-নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন; হতজীবিত* বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তুণীর, সুবর্ণপুষ্প আনতপর্ব্ব শর, নিশ্যোক*নির্ম্মুক্ত পরশসদৃশ তৈলধোত* নারাচ, হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেমখচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত গ্রাস, কনকভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্ট* বন্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ড-যুক্ত পরশু, লোহময় কুন্ত, ভীষণ মুঘল, বিচিত্র শতরী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাজক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের স্থায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা-প্রহারে চূর্ণ-কলেবর, মুঘলাঘাতে ভিন্ন-মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লোহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব, ও অশ্বগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেশুরাঘিত সতলত্র*চন্দনচর্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র-সম্বলিত অলঙ্কৃত ভূজাগ্র, করিশুণ্ডোপম উরু ও চূড়ামণি-বিভূষিত কুণ্ডলাঘিত মস্তকসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাজ শোণিতদিক্ষ কবন্ধগণ চতুর্দিকে সমুখিত হওয়াতে সমরভূমি শান্তজাল*

১। মৃত। ২। খোলস। ৩। তৈলমাচ্ছত। ৪। সোণার

পাতে। ৫। দস্তান সমেত। ৬। নিজেজ।

১। বায়ু। ২। নক্ষত্রাবৃত্ত। ৩। গগনবিহারী।

হত্যাশনে পরিবৃত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিল্বীজাল'জড়িত বহুধা-ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাস্ত্রত বিনির্গতান্ন* অশ্ব, অমুকর্ষ, তুণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশব্দ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্বতাকার নিক্ষিপ্তজিহ্বা* মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা-শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাহিনীগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকঙ্কল, সুবর্ণমণ্ডিত গজাঙ্কুশ*, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাবাতে বহুধা-ভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূষ্যদণ্ড*, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবন্ধ* সুবর্ণবিকৃত* কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ-সমলঙ্কৃত রত্ন*চর্ম্মানিশ্রিত অশ্বাস্তরণ*, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাকনমালা, ছত্র ও ব্যঞ্জন-সকল চতুর্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের স্থায় সমুজ্জ্বল চাক্র কুণ্ডল-মণ্ডিত শাশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বহুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্জুনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিয়া উহাদের শুজ্জয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাজ্ঞী বীরগণ জীবিতহীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অগ্ন্যাশ্র বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর-সমাহত শয়ান-জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্তর গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহা-দিগকে বিচেন্তন দেখিয়া জল পরিত্যাগপূর্বক চীৎকার করিয়া ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জলপান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয়বান্ধবগণকে পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অগ্ন্যাশ্র যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ত্রুণুটি বন্ধনপূর্বক চতুর্দিক্ দর্শন করিতেছে।'

হে মহারাজ! বাহুদেব অর্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক

হইয়া কক্ষকে বারংবার ঘরাষিত করিতে লাগিলেন। তখন বাহুদেব অর্জুনকে কহিলেন, 'হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় পাণ্ডিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্জ্বলিত পাবকের স্থায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্ধর ভীমসেন ধাবমান হইতেছেন। পাকাল, শৃঙ্গয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়নপরায়ণ কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুলাপত্রাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বখামা কালাস্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং শৃঙ্গয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।'

হে মহারাজ! মহাত্মা বাহুদেব এইরূপে অর্জুনকে সমুদয় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর গৌরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাডেই তৎকালে উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।'

যক্ষিতম অধ্যায়

কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্রপ্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্যবিবর্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুড়ুল যুদ্ধে শোণিতশ্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকণ অস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অগ্ন্যাশ্র ভূপালবর্গসমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রকৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, পর্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তখন জলশ্রোত যেমন অচলে সাগর হইয়া ইতস্ততঃ

১। ঘটাসমূহ। ২। বহির্গতভাড়া। ৩। বহির্গতজিহ্বা—
জিহ্বা বাহির হইয়া পড়া। ৪। হাতী চালন কালে তাহার
মাথায় মাঝিবার ডাঙসু। ৫। বৈদূষ্যদণ্ডনির্মিত ধ্বজদণ্ড।
৬। দস্তানা। ৭। স্বর্ণনির্মিত। ৮। মেঘ লোম। ৯। অশ্বগণের
পাত্তাবরণ।

প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ নৃতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরত্তর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনন্তপর্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া আশ্ফালন করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণও বিজয়-নামক উৎকৃষ্ট কাশ্মুক কস্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদনপূর্বক নয় শরে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। নৃতপুত্রনির্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের স্তব্ধ-মণ্ডিত বর্ষ ভেদপূর্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ছায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ ক্রপদতনয় সেই ছিন্ন কাশ্মুক পরিত্যাগপূর্বক অশ্রু এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; নৃতপুত্রও আশীবিষসদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ নৃতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড-সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণপূর্বক সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত হুনিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ঘোরত্তর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ধৃষ্টদ্যুম্নসহ অশ্বখামার যুদ্ধ

এই অবসরে মহাবীর অশ্বখামা শক্রদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কোষভরে কহিলেন, 'রে ব্রহ্মঘাতক! তুই স্বর্ণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজ জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিজ্ঞাপ পাইবি না।' মহাবীর জ্যোতনয়

এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রবল সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে হুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শনপূর্বক উহাকে যেমন আপনার যত্নাশ্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বখামাকে স্বীয় যত্না বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনাকে সংগ্রামে শত্রুর অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তর্য্যপ্রতিম^১ অশ্বখামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; অশ্বখামাও কোষভরে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া কোষে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বখামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সযোধনপূর্বক কহিলেন, 'হে পাঞ্চালপসদ^২! আজ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্বে তুমি আমার পিতাকে সহ্য করিয়া যে পাপসঙ্কর করিয়াছ, অত্ন সেই পাপ তোমাকে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে যুঢ়! যদি তুমি অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সহ্য করিব।' তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে জ্যোতিষজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস^৩ পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমার এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম জ্যোতকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রমপ্রকাশপূর্বক তোমাকে নিহত না করিব?' পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বখামাকে হুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিগ্গুণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই জ্যোতপুত্রনির্মুক্ত শরনিকর-প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নৃতপুত্রের সমক্ষে অশ্বখামাকে শরনিকরে তিরোহিত^৪ করিলেন।

১। যম-সদৃশ। ২। পাঞ্চাল-কুলাসার। ৩। একান্ত যুদ্ধ-কামো। ৪। হ্রীকৃত-দ্বয়ে চাপিত।

মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ এবং দ্রোণদীর পঞ্চপুত্র যুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শর দ্বারা অশ্বখামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বখামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকাম্যুক পরিত্যাগ ও অশ্রু শরাসন গ্রহণপূর্বক আশীবিধোপম শরনিকর বর্ষণ করিয়া নিমেষমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নকাম্যুক, বিরথ, হস্তাশ্ব ও হস্তসারথি হইয়া খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা, দ্রুপদভ্রাতৃ সেই ভয়রথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভগ্ন দ্বারা তাঁহার অসিগুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন-অশ্বখামা—উভয়ের বিমুখতা

হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও অশ্বখামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অশ্রু দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কাম্যুক পরিত্যাগপূর্বক ভূঙ্গগগ্রহণলোপন* গরুড়ের স্থায় মহাবেগে দ্রুপদভ্রাতৃর প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে বাহুদেব অর্জুনকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ‘সখে! ঐ দেখ, অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের স্থায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোঁচন কর। নচেৎ অশ্বখামা অবশ্যই উহাকে সংহার করিবেন।’ মহাত্মা বাহুদেব এই বলিয়া অশ্বখামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চক্রেসমিভ* অশ্বগণ গগনতল পান* করিয়াই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাহুদেব ও অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নবধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বখামাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-আকর্ষণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ

করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাভীবনির্মুক্ত সেই সমুদয় শর বম্বীকান্ডুর্গামী পন্নগের দ্বায় অশ্বখামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবলপ্রভাপশালী দ্রোণাশ্রজ সেই অর্জুন-নিষ্কিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ, রথে আরোহণ ও কাম্যুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাত্তাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলে অশ্বখামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুগুল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রৌষপরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের স্থায় এক নারায় নিক্ষেপ করিলেন। নারায় অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বখামার আত্মদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহবল হইয়া রথোপস্থে নিষর ও বিমোহিত হইলেন। তদর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রথস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া; তাঁহার সাহিত্য দৈবরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাশ্রজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র-সমুদয় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিভ্রাণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেবকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ‘সখে! এক্ষণে তুমি সংশ্লুকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উগাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য।’ তখন বাহুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা-পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একযুক্তিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠিররক্ষার্থ কৃষোর অর্জুন-সতর্কতা

সঞ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা কৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথচালন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে পার্থ! ঐ দেখ, কোরবপক্ষীয়

মহাবল-পরাক্রান্ত মহাধনুর্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশবাসনায় ক্রতবেগে উহার অঙ্গুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত-বলশালী পাঞ্চাল-গণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থে ক্রোধভরে উহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্যোধনও রথারোহণপূর্ব্বক আশীবিষদশ যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃ-গণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্নগ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের শ্রায় উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃতহরণোত্তর দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিযুখে গমনোত্তর কোরবসৈন্যগণের গতিরোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উত্তারা শঙ্খবাদন, শরাসন বিবর্ণন ও সিংহ-নাদ পরিভ্যাগপূর্ব্বক ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগমনোত্তর বর্ষাকালীন জলরাশির শ্রায় যুধিষ্ঠিরের অভিযুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাকে কাল-ক্রাসে পতিত ও চতুর্দশনে আহত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্যোধনের যেরূপ কোরব-সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার নিকট হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ নহেন।

হে পাণ্ড! ক্রুদ্ধ অন্তঃকরের শ্রায় তেজস্বী, শরধারাবর্গী, ক্ষিপ্ৰহস্ত, মহাবীর দুর্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্যোধন, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ—ইহাদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিলীণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শক্রপাতন যুধিষ্ঠির অস্ত্র একবার কর্ণ কর্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলতঃ সূতপুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রনয়নগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে গীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অগ্ন্যশ্রু মহারথেরাও তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয়জনোচিত নির্ভীরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহার জীবন নিতান্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়াছে। হে অর্জুন! যখন অমর্ধপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কোরবগণের

সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল সজ্জ্বলিত হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ 'যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর' বলিয়া কোরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ 'ভূগাকর্ণ-ইন্দ্রজাল', পাণ্ডপতাত্র ও অগ্ন্যশ্রু অস্ত্রজালে রাজাকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারবাসনায় ধাবমান বলবান ব্যক্তিদিগের শ্রায় সত্বর ধর্ম্মরাজের অঙ্গুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়া-ছেন। উহার রথকেতু আর নয়নগোচর হইতেছে না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে।

ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনী*বনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চৈদি-গণের সমক্ষেই পাণ্ডব-সেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্তনাদ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু*ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে বিনাশ করিয়া ভীমসেনের প্রাতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণ-শরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দরবিদলিত দৈত্যগণের শ্রায় চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও স্বজয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমাকে অযেযণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এক্ষণে কাম্বুক বিস্ফারিত করিয়া শক্রজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের শ্রায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কোরবগণ রাধেয়ের বিক্রম-দর্শনে সিংহনাদ পরিভ্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব ও স্বজয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কোরব-সৈন্যদগকে কহিতেছে,—হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন স্বজয়গণ জীবিত সবে তোমাদিগের

১। তন্মামক গন্ধর্ব্বরচিত ময়া বিজা। ২। পদ্ম। ৩। ধাক্কা হাতীর হাওল চিহ্ন।

হস্ত হইতে যুক্তিলাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ। সূতপুত্র এই বলিয়া শরবর্ষণপূর্বক সৈন্তগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজ মহাবীর কর্ণ শতশলাকাযুক্ত খেতচ্ছত্র দ্বারা তরুণ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিধ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে; এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে।

হে ধনঞ্জয়। ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিশ্রী হইয়া ছত্রাশনে পতনোন্মুখ শলভের স্থায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্ত-সমভিযাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া যত্নপূর্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জুন। তুমি ও কর্ণ দেবদানবের স্থায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্যোধন তোমাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অস্থায়ী করিয়া এখনকার সমুচিত কার্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল-পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং অযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষাপূর্বক তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহাধনুর্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাকালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

কৃষ্ণের কৌরব-পরাজয় বিষয়ক আশ্বাসবাণী

হে ধনঞ্জয়। এক্ষণে তোমাকে এক মঙ্গল-সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন; মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকি স্বল্পয়-সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া

সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাকালগণ নিশিত শরনিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্যোধনের সৈন্তগণ ভীমশরে নিপীড়িত ও কুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান হইতেছে। শস্ত্রহীন বহুধরার স্থায় উহাদের আকার এক্ষণে নিভাস্ত বিকৃতভাবে পন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, খেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইত্যন্তঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ-রজত-নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব-সমুদয় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাকালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাকালগণ কৌরব-পক্ষীয় আরোহীবিরহীন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুকে বিমদিত করিয়া সিংহনাশ ও শব্দধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়। এক্ষণে পাকালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহার নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণপূর্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু-সকল চতুর্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাকালপক্ষীয় গজারোহী, অশ্বরোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলী যেমন মানস-সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তরুণ পাকালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্তমধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তরুণ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাকালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমদ্বয়ে মদিত কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাকালদিগকে অভিভূত করিতে মহাবীর বৃকোদর নিভীকচিন্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব-সৈন্তগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে; রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদৌর্ণ-কলেবর হইয়া বজ্রাংগ পর্বতচূড়ার স্থায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সরুপর্ক

শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিয়া ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাজি-পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, একজন গজারোহী গর্জন-পূর্বক দণ্ডপাণি অন্তকের ছায় ভোমর হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ স্তূতিক্র দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদনপূর্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শক্তি ও ভোমর-সমূহ দ্বারা মহামাত্র-সমধিষ্ঠিত^১ নীলাম্বুদসমিভ অস্থাত্ত হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে এক-বারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহতপূর্বক ধ্বজ-পতাকা-সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তা নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরুন্দরসদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কোরব-সৈন্যের সিংহনাদ আর প্রতিগোচর হইতেছে না। দুর্যোধনের তিনি অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাপত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জুন ভীমসেনের সেই স্তূত্বকর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। সংশ্লগকগণ অর্জুনের শরে নিহতমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণপরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রহ লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল; মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব শরনিকরে কোরববল বিনাশ করিতে লাগিলেন।^২

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

সঙ্কুল যুদ্ধ—কোরব-পরাজয়

যুৱতাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও মহাজয়গণ কর্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়নপরায়ণ হইলে কোরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! প্রতাপাবিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িতনয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাভূত দেখিয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন কম্পিত ও বিশিখজাল বর্ষণপূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়^৩ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়লাভার্থ চতুর্দিক হইতে কোরব-পক্ষীয় সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন; কোরবপক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া সমর পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজ-সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ-বল অদ্ভুতরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য-পরিবৃত্ত দ্রুপদসেনের, নকুল বুধসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, লহদেব উলুকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্মা উত্তমৌজার এবং দ্রোণদীতনয়গণ অস্থাত্ত কোরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত্ত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহস্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভরচিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধক্ষুরিতাধর^৪ হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণপূর্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত-পর্বতের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিকে সংহারপূর্বক ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ রথ হইতে আরোহণপূর্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়া তাঁহার শরণভ্রমণ^১ পরিত্যাগপূর্বক ভয়-বিহ্বলচিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান বায়ু যেমন তুলারশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুশাসন কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুশাসন সুবর্ণপুষ্প আনতপর্ক ভিন্ন দ্বারা তাহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্ডে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রুশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাপত্ত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভিন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে ক্ষপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদর্শনে দৈন্তগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দ্রুশাসন হস্তমুখে সহর অস্ত্র শরাসন গ্রহণপূর্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীরপুরুষ এবং অপ্সরা ও দিক্‌গণ আপনার পুত্র মহাত্মা দ্রুশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিভান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের স্থায় দ্রুশাসন কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপত্যিকে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয়ে সমবেত হইয়া দ্রুশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয়পক্ষে সর্বজনভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃসমীপে অবস্থানপূর্বক নকুলকে প্রথমতঃ লৌহনিশ্চিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; মহাবীর নকুলও হস্তমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শক্রনিষ্পদন বৃষসেন এইরূপে নকুলগণের সমাহত হইয়া তাঁহাকে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাজীতনয়ও তাঁহাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগপূর্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অস্ত্রাশ্রয় সৈন্তগণ সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ

দুর্যোধন-সৈন্তগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অহুসরণ করিয়া বলপূর্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাবীর নকুল কোরব-গণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগপূর্বক কর্ণের চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলুকে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন উলুক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণপূর্বক ত্রিগুণগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া হস্তমুখে ভিন্ন দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণপূর্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুধামন্যু তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণপূর্বক মহাত্মা উলুকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকি-সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কোরবসৈন্তগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কোরবপক্ষীয় সৈনিকগণ যুধামন্যু-শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগপূর্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জীবের স্থায় নিপাতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে ধ্বংস করিলেন। তদর্শনে পাণ্ডব-সৈন্তগণ পরম পারতুষ্ট হইল; কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কোরবপক্ষীয় সৈন্তগণ ভীমসেনের বিনাশকামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শত্রুধরাগ্রণ্য কৃপাচার্য্য অস্ত্র শরাসন গ্রহণপূর্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথচালনপূর্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। যে দিক দিয়া বাণ আগমন করিতেছে, সেই দিক।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমোজ্জ্বল জলধর যেমন জল-ধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ষ্যাকে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ষ্যা সহসা উত্তমোজ্জ্বল হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্রূপে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদয় কৌরবসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। হুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শর-নিকরে রোষাঘিত হুর্ঘ্যোধানকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অনুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিলৈশ্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমাচ্ছন্ন^১ পাবকের ছায় ভীমশরে পরিবৃত্ত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযুগ বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন। স্ববর্ণজাল-জড়িত মণিমণ্ডিত সোদামিনী সম্বলিত অম্বুদসদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী-মণ্ডল বিশীর্ণ-পর্বত-সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্নখচিত গজারোহিণী ইতস্ততঃ নিপতিত থাকিতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য গ্রহসমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গতশুণ্য^২ ও কুণ্ড-সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ান্ত হইয়া কৃধির বমন-পূর্বক পলায়নপর হইয়া ধাতুধারত্রি^৩ ধরাধরের ছায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ অগুরুচন্দনাক্ত ভুজঙ্গ দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং

মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনিবিন্দনসদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল-মুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বভূত-নিহস্তা রক্তের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন।”

ত্রিযুক্তিম অধ্যায়

সকুলযুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু লোকক্ষয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ধৌতাশ্বসংযুক্ত নারায়ণসঞ্চালিত^৪ রথে অবস্থানপূর্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ববহুল কৌরব-সৈন্য-গণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আশ্রয় হুর্ঘ্যোধান অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্য-গণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমনপূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রান্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে হুর্ঘ্যোধানের প্রতি ত্রিশংখ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের হুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অকৌহিনী সেনা-সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন; মহাবীর ভীমও কৌরবপক্ষীয় মহারথ-গণকে বিমর্দিত করিয়া শক্রবর্গ-পরিবৃত্ত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্বোজ্ঞপারগ পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই মৃতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব সত্তর তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্বক বিংশতি শরে হুর্ঘ্যোধানকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা

১। গতঙ্গণে আচ্ছাদিত। ২। শুণ্যহীন। ৩। ধাতুরসের ধাবার সিক্ত।

৪। কৃচ্ছালিত।

দ্রুঘোদন সহদেব-নিষ্কিপ্ত শরনিকরে পাটতর বিদ্ধ ও কধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড^১ অচল-সন্নিভ মাতঙ্গের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উদর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমনপূর্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্তগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব-নিষ্কিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ-নিষ্কিপ্ত^২ শরের ফলক দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সম্ভবর্ণে ছত্ৰাশন প্রাহুর্ভূত হইল এবং দশদিকে সঞ্চালিত শলভসমূহের ছায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দনচর্চিত মণিহেমসমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করিয়া মহাত্ম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহ সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন ধর্ম্মরাজও রোধপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরাদ্ধকারে নিতান্ত যৌরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজনিষ্কিপ্ত হুতীক্স করুণত্রসমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুঘল দ্বারা সৈন্তগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রুরদৃষ্টি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্তগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাট, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক-সমুদয় বর্ষণপূর্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন; যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তমুখে নিশিত তিন ভল্ল যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র-নিষ্কিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশনপূর্বক সারথিকে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অস্বাত্ম ভূপালবর্গ-সমভিব্যাহারে

ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর' বলিয়া বারংবার চীৎকার পূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র লাভ শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভি-ব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দ্রুঘোদন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়

সকুলযুদ্ধ—পাণ্ডব পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহার তাঁহার নিবারণে যত্নবান হইলে তাহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও বিচৈতন-প্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, তখন সূতপুত্র দ্রুঘোদনের হিতকামনায় হুতীক্স তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথি ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শক্রতাপন মাজীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্নসহকারে তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূত-নন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শক্রঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অগ্নানুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী^৩ কৃষ্ণগুচ্ছ ষেথ অশ্বগণকে সংহারপূর্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরদ্বাগ পাত্তিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব-সমুদয় সংহার-পূর্বক রথেবা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

১। ছিন্নগণ্ড—গলা কাটা। ২। অতি দ্রুতবেগে প্রযোজিত।

৩। বাহু ও মনের মত দ্রুত গমনশীল।

এইরূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাবিহীন ও শর-
নিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

শল্য-কৌশলে কর্ণের যুধিষ্ঠিরসহ যুদ্ধত্যাগ

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুশূদন নজরাজ কৃপাপর-
তন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, 'হে রাধেয়! অত
তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।
তবে কি নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত
যুদ্ধ করিতেছ? ধর্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া
তোমার অস্ত্র-শস্ত্র অলমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন-ভিন্ন
এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি
শত্রুশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জুন-সমীপে
গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ
হইবে।'

হে মহারাজ! কর্ণ মজরাজ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়াও হৃতীক্স শরনিকরে ধর্মরাজ ও
মাতুলশূদনদ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া হস্তমুখে যুধিষ্ঠিরকে
সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে
যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন
করিয়া হস্তমুখে পুনরায় কহিলেন, 'হে কর্ণ!
যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল
হইবে? দুর্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার
সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জুনকে
অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের
শঙ্খনিব্বন এবং বর্ধাকালীন মেঘগজ্জিতের শ্রায়
গাতীবিনির্ঘোষ ঋষগোচর হইতেছে। ঐ দেখ,
অর্জুন শরজাল বর্ষণপূর্বক মহারথগণকে নিপীড়িত
করিয়া আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে।
বৃধামণ্য ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর
সাত্যকি উত্তরদিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ-দিকের
চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা
দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব
যাহাতে বৃকোদর আজ আমাদিগের সমক্ষে তাঁহাকে
বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায়-
বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্যোধন ভীম-
সেন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অত তুমি তাঁহাকে
মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে।
অতএব সশ্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজাকে
পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাতুলশূদনদ্বয়কে বিনাশ
করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?'

হে মহারাজ! বীর্ষবান কর্ণ মজরাজের বাক্য-
শ্রবণানন্তর দুর্যোধনকে ভীমহস্তে নিপতিত দর্শন
করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগপূর্বক
কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার
অধঃগণ মজরাজ কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশ-
গামীর শ্রায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে
সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্রান্ত
পাণ্ডপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান অশ্বযুক্ত রথে
উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত
শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্বক রথ হইতে অবরোহণ
করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার
সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাতীপুত্র
নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃদ্বয়!
মহাবীর বৃকোদর মেঘের শ্রায় গভীর গজ্জন করিয়া
যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাঁহার
সৈন্যমধ্যে গমন কর।' মহারথ নকুল ও সহদেব
যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞামুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব-
সংযোজিত অত রথে আরোহণপূর্বক ভীমসেনের
সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোদ্ধাগণকে
নিপাত্ত দর্শন করিয়া সৈনিক-সমভিব্যাহারে
অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চমস্কিতম অধ্যায়

অর্জুনযুদ্ধে অশ্বখামার পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, 'হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বখামা
অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত্ত হইয়া সহসা পার্শ্ব-
সমীপে ধাবমান হইলেন। কুরুসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণ-
পুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া, তীরভূমি
যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে
অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল-প্রতাপশালী অশ্বখামা
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুন ও বাহুদেবকে শরজালে
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ
তদর্শনে সাত্ত্বিক বিষয়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়
মহাবীর ধনঞ্জয় হস্ত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাহুত
করিলে অশ্বখামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন।
ফলতঃ তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন-
বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,
মহাধনুর্দ্ধর অশ্বখামা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া

কেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধসময়ে জ্যোতনয়কে ব্যাদিতান্ত^১ অন্তকের দ্বারা বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিবিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাহুদেবের দক্ষিণবাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন আচার্য্যাতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাজনে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর জ্যোতনয়ের অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জুনের শরাসন-নিশ্চুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বখামাও অর্জুনের দ্বারা ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বীরদ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্যাদাশূন্য^২ হইয়া যুদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ, সাদিশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্রবিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সহ্যার করিলেন। রথিগণ অর্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্তৃবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বখামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্ত্বর তাঁহার অভিযুখে আগমনপূর্বক সুবর্ণবিভূষিত শরাসন বিধূনিত^৩ করিয়া চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি নির্দয়ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জুন অশ্বখামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শরবর্ষণপূর্বক সহসা জ্যোতপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার কোদণ্ড^৪ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর জ্যোতনয় বজ্রসদৃশ পরিঘ গ্রহণপূর্বক অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে পাণ্ডুবধারা পাণ্ডব হস্ত করিয়া সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জুনের শরে সমাহিত হইয়া বজ্রাহত পর্বতের দ্বারা ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ জ্যোতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজালপ্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্রসমুদয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্ত্বর পাণ্ডব-শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণপূর্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বখামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

জ্যোতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিযুখে আগমনপূর্বক শরনিকর সহ্য করিয়া শত শরে কৃক্ষকে ও তিন শত ক্ষুদ্র শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্শ্ব বিদারণপূর্বক কোরব-সৈন্তগণ-সমন্বয়ে তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরাশি গ্রহণপূর্বক কৃক্ষ ও অর্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাত আমরা তাঁহার অস্ত্রত পরাক্রম-দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জুন হস্তযুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বখামার অশ্বরাশি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কোরব-সৈন্তমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুখিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিশিত শরবর্ষণপূর্বক কোরব-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কোরব-সৈন্তগণ জয়লাভ-প্রকট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কোরবসৈন্তগণকে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কর্ণের সর্বসংহারক অস্ত্রপ্রয়োগ

অনন্তর দুর্যোধন বিনয়বচনে কর্ণকে কহিলেন, ‘হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্তমান থাকিতে সৈন্তগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ, কর্তৃক বিভ্রাবিত হইয়া তোমাতেই আশ্রয়ন করিতেছে।’ হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে মজরাজকে

১। ব্যাদিতবলন—বুঝ ধাঁ করা। ২। যুদ্ধশূন্য উপেক্ষাকারী—সমরনীতি লঙ্ঘনকারী। ৩। কল্পিত। ৪। ধনুক।

১। থাক থাক—যেও না হেও না।

কহিলেন, ‘হে শল্য! তুমি অশ্বশকল পরিচালনা কর। অস্ত্র আমি সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমাকে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব।’ প্রতাপাধিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয়নামক পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করিয়া সত্যশপথ^১ দ্বারা স্বীয় যোথগণকে নিবারণপূর্বক ভার্গবদত্ত^২ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্কুদ অর্কুদ, কোটি কোটি কঙ্কপত্রাদিত প্রাঙ্কলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডবসেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছুমাত্র যোথগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোথগণাগ্রগণ্য^৩ কর্ণ একাকী শরানলে শত্রুদাহন করিয়া বিধুম পাবকের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চৌদিগগণ কর্ণ শরাঘাতে বনদহন^৪ দক্ষ মাতঙ্গযুগের স্থায় বিমোহিতপ্রায় হইয়া ব্যাত্রের স্থায় ভীষণরণে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির কুটুমগণ মিলিত হইয়া যেক্রপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাসনে সংগ্রামভীত চতুর্দিকে ধাবমান বীরগণের তক্রপ আর্তনাদ ঋতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে তিষ্ঠাগ্বোনিগত^৫ জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃজয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্তৃক সমাহত ও বিচেন্তনপ্রায় হইয়া, মৃতব্যক্তির যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তক্রপ অর্জুন ও বাহুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণসায়ক-নিপীড়িত বীরগণের আর্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন,—‘হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, স্তননন্দন কালান্তক যমের স্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য সম্পাদন করিয়া বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে উহার অভিযুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। এক্ষণে কর্ণকে

পরিভ্রাণপূর্বক পলায়ন করা আমার নিম্নাত্ত অকর্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃতব্যক্তির জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।’

হে মহারাজ! বাহুদেব ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ-বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে।’ হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাহুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অস্ত্রাশ্রয় বীরগণের সহিত বহুকণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জুন অনায়াসে তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জুনকে অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অমুরোধ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাহুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বর দৌধবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্রগমনে অমুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বখামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজ্ঞেয় গুরুপুত্রকে পরাজয়পূর্বক সৈন্যগণ-মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য হইলেন না।^৬

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায়

কৃষ্ণকোশলে অর্জুনের যুধিষ্ঠিরাস্থেষণ

সঞ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দুর্ভব মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত জ্ঞানন্দনকে পরিভ্রাণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সেনাযুখে অবস্থিত সমরারত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্বপ্রহারবেগে বিমদ্বিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন-সন্নিধানে গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে মহাত্মন! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ

১। সত্যপ্রতিজ্ঞা। ২। পরশুরামপ্রদত্ত। ৩। যোদ্ধাদিগের
শ্রেষ্ঠ। ৪। দাবানল। ৫। পক্ষি প্রভৃতি।

কোথায়?' ভীম কহিলেন, 'জাতঃ। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সম্ভূত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।' তখন অর্জুন কহিলেন, 'হে মহাশয়! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্বে তিনি জ্যোতাচাধ্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত জ্যোত নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভপ্রত্যাশায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন। আজ যখন তাঁহাকে সংগ্রামস্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করি।' তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্তব্য। আমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাকে ভীত বলিবে।' তখন অর্জুন কহিলেন, 'হে মহাশয়! সংশ্লুকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষসমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্তব্য।' ভীম কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীৰ্য্য প্রভাবে সংশ্লুকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভীম-পরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অগ্রমেয়' নারায়ণকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অভিক্রম করিয়া গমন কর।' তখন বামুদেব গুরুড়ের স্তায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিয়া ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে ভীম! সংশ্লুকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্যের

বিষয় নহে; অতএব তুমি এক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।'

হে মহারাজ! মহাশয় বামুদেব ভীমকে এইরূপে সংশ্লুকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জুন-সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদবন্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যার পর নাই আশ্বাসিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র-সন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমারযুগলের স্তায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্বাবন নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জুন-শরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীতমনে হর্ষগদগদবচনে' সেই বিশাল-লোহিতলোচন', ক্ষতবিক্ষতাদ, রুধিরলিপ্তকলেবর, মহাসত্ত্ব' কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিয়া সাক্ষ্যবাদ' প্রয়োগপূর্ব্বক হস্তমুখে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তযুক্তিতম অধ্যায়

অর্জুন-যুধিষ্ঠিরসাক্ষাৎকার—স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রাশ্ন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজ আমি তোমাদের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষতশরীরে' নিরুপদ্রবে কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাজনে আশীবিধ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্রপারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী এবং বর্ষ্মের' স্তায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুবেণ তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট হুঙ্কর অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দিন করিত এবং সন্তত চূর্য্যোথনের হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত রোশ-কর হইয়াছিল। পুরুন্দরের সহিত দেবগণও উহাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা

১। অতিশয় আনন্দজনিত জড়তাবৃত্ত বাক্যে। ২। দুর্ব্বীৰ্য্য রক্তদেহ। ৩। মহাবল। ৪। শাস্ত্রিক বাক্য। ৫। জীবিত দেহে। ৬। দেহরক্ষক আবরণের।

ভাগ্যক্রমে আজ সেই অনলের স্থায় তেজস্বী, অনিলের স্থায় বেগশালী, পাতালসদৃশ গভীর, সুহৃদগণের আশ্লাদবর্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তরঙ্গরূপ মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়া অমরনিহন্তা অমরত্বের স্থায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। অত সেই সর্বলোকজিয়াংস' কৃতান্তসদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাণ্ডাগণকে পরাজয়পূর্বক তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পাক্ষি'-সারথিঘর ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমাকে পরাজিত করিয়া সমরাসনে আমার অমুসরণ করিয়া আমার প্রতি অনেক পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অত জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবারাত্রিমধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই, এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্রোহবুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাণীশস' বিহঙ্গমের স্থায় আপনায় মরণ-সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কিরূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিত্র'-অবস্থায়ও সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্তী অবলোকন করিতাম। সেই সময়ে অপরাধী মহাবীর আজ আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমাকে পরাজয়পূর্বক জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ কর্ণ যখন আমাকে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পূর্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজ মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষরূপে তাহার মৃত্যু-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১। সমস্ত লোকের বখাতিলাসী। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। বাণীশস পক্ষীর গণ্ড কুম্ভবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, পক্ষ শেতবর্ণ; হস্তযাং লোভ-নীল। উহাকে ধরিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাণীশস পক্ষী ধরিবার জন্য ব্যাঘ্রা বৈষ্ণব আগ্রহাষিত হইয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার জন্য কৌরবগণও তদ্রূপ বহুশীল। ৪। জাগরিত।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্রভূলা, পরাক্রমে যমভূলা ও অত্রপ্রয়োগে পরভরামভূলা। ঐ মহাবীর সর্বযুদ্ধবিশারদ ও ধনুর্ধরদিগের অগ্রগণ্য; যুতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিযান করিতেন এবং সমস্ত যৌধ-গণমধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু' বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কিরূপে সুহৃদগণ-সমক্ষে রক্ত-মস্তকচ্ছেদী সিংহের স্থায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন! যে দুরাশ্রা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দিকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া কহিয়াছিল যে,—যে ব্যক্তি আমাকে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহাকে ছয়টি হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব, সেই সূতপুত্র কি তোমার ককপত্রসমলঙ্কৃত সূনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ন রহিয়াছে? দুরাশ্রা দুর্যোধনের প্রস্তাবে নিতান্ত পবিত্র সূতপুত্র তোমার অঘেঘণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহাকে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাশ্রা তোমার দর্শনলাভার্থ প্রদর্শক ব্যক্তিকে হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উত্তত হইয়াছিল, যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সত্ততই স্পন্দা করিত, যে কৌরব-সভায় আত্মপ্রাণা করিয়াছিল এবং যে দুর্যোধনের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল, অত তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সময়ে সমাগত ও তোমার শরাসনচ্যুত রথারপার্য্য' শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাসনে শয়ন করিয়াছে? দুর্যোধনের ভূজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাশ্রা সভামধ্যে দুর্যোধনকে পুলকিত করিয়া "আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব" এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মপ্রাণা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্বোধ "অর্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদপ্রক্ষালন করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ? যে দৃষ্ট সভা-মধ্যে কৌরবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাকে কহিয়াছিল, "হে কৃষ্ণ! তুমি নিতান্ত দুর্বল পণ্ডিত পাণ্ডা-গণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না?" অর্জুন! তুমি কি

১। যম—প্রাণহরণকর্তা। ২। কুম্ভকারবৃন্দ। ৩। রক্তপানকারী

তাহার দৰ্প চূর্ণ করিয়াছে? যে হতভাগা “আমি বাহুবলবের সহিত ধনঞ্জয়কে সাহায্য না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না,” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণকলেরবর হইয়া সমরাজনে শরন করিয়াছে? হে ধনঞ্জয়! সৃষ্ণ ও কৌরবগণের সমাগমকালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবদিত নই। ঐ যুদ্ধে দুরাশ্বা কর্ণ আমাকে এইরূপ হৃদশাপন্ন করিয়াছে; তুমি কি গাণ্ডীব-নিখুঁত প্রকলিত বিশিষ্ট-সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অত নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সাহায্য করিবে। আমার সেই চিন্তা ত নিফল হয় না? দুৰ্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীৰ্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব প্রকাশপূর্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অত পরাক্রম প্রকাশপূর্বক দুৰ্য্যোধনের আশ্রয়স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ? যে দুরাশ্বা পূর্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে যণ্ডতিল^১ বলিয়াছিল, যে হাশুমুখে দুঃশাসনকে দূতনিজ্জিত^২ দ্রৌপদীকে বলপূর্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ-সংখ্যাকালে^৩ অর্জুনেরূপে নিদ্রিষ্ট হইয়া শত্রুধরাগ্রণ্য^৪ পিতামহকে^৫ ভিরঙ্কার করিয়াছিল, সেই দুৰ্ম্মতি-পরতন্ত্র^৬ সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান-সমোরণসঙ্কলিত^৭ ঘোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজ তুমি “কর্ণ আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে” এই কথা বলিয়া উহা নির্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশসংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল, কিরূপে তাহাকে সাহায্য করিলে? হে বীর! বৃত্রাস্তুর নিহত হইলে ভগবান বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎকাল তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।”

অফবিস্কৃতম অধ্যায়

অর্জুনের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন

সঙ্কয় কহিলেন, “মহারাজ! অনন্তবীৰ্য্য-সম্পন্ন অর্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ধর্ম্যপরাধ রাজা বুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘হে ধর্ম্যরাজ! অত আমি সংশ্লোকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব-সৈন্যগণের অগ্রসর’ মহাবীর অশ্বখামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিয়া সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর-নিখন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত সৈন্যমধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া অশ্বখামার সমুখীন হইলাম। তিনি আমাকে অবলোকন করিয়া, গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহতমান কৌরবগণকে পরি-ত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন-সহকারে বিবায়ি-সদৃশ^১ স্নানিশিত শরনিকরে আমাকে ও বাহুবলকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আটটি গো-সংযোজিত আটখানি শকট-পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমুদয়ই পরিত্যাগ করিলেন, আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাশন আকর্ষণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শনপূর্বক বর্ধাকালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাশন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাস্বজ আমাকে ও বাহুবলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন; আমিও নিমেষমধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকালমধ্যে আমার শর-নিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শরকীর^২ স্তায় শোভা

১। শাসন্য তিল—তিলের খোসা। ২। পাশা খেলায় পরাজিত। ৩। কে বধ, কে অতিরথ ইত্যাকার গণনা সময়ে। ৪। শত্রুধারিজেষ্ঠ। ৫। ভীষ্মকে। ৬। দুৰ্ম্মতিনিহত। ৭। বাহু দ্বারা সমধিক উদ্দীপিত।

১। অগ্রগামী। ২। বিধ ও অগ্নিকৃত্য। ৩। সজাঙ্ঘা

পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্তগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্তদেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূত-পুত্রের রথসৈন্য^১ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধা-দিগকে সাতিশয় শব্দিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিষাহারে সত্তর আমার অভিযুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ-সাধনপূর্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্তর আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গো-সমূহ যেমন কেশরীকে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শব্দিত হইতেছে। প্রভ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিভবদনে পতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলতঃ ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শব্দিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বখামা আপনাকে পূর্বকৃত-বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার লাক্ষ্য হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগপূর্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্বক মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র-প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অতঃ তাহার বলবীৰ্য্য সন্ধান করিতে পারে, সৃষ্টিগগনমধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্র-রক্ষক হউন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমোজা আমার পৃষ্ঠরক্ষা করুন। আজ আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত সুররাজের গ্রায় সেই নিতান্ত দুর্কর্ম্ম মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ স্বর্গলাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজ যদি আমি বলপূর্বক বন্ধুবান্ধব-গণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অসীকৃত-প্রতিপালন পরাশ্রয়^২ ব্যক্তির যে গতি,

আমারও যেন সেই কৃচ্ছ^৩ গতি-লাভ হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমাকে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আমি সমুদয় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।”

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরপ্রযুক্ত দিকার

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবল-পরাক্রান্ত সূতপুত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে জীবিত শ্রবণ করিয়া কোথায় ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে অর্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীতমনে ভীমকে পরিত্যাগ-পূর্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আৰ্য্য্য^৪ কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অমুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে,—আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্বক দ্বৈতবনে আমাকে কহিতে যে,—আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন-বিষয়ে অস্বীকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অমুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রুমাধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূতাপে নিক্ষেপপূর্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জুন! আমরা সততই তোমাকে বহুতর আশীর্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহুকুসুম-মুশোভিত নিফল পাদপের গ্রায় আমাদিগের তৎসমুদয়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে

একান্ত লোলুপ; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আশ্রয়-সমাজাদিত' বড়িশর' স্থায়, ভক্ষ্যব্য-সমাজের পরলের' স্থায় রাজ্যব্যপদেশে' বিনাশলাভ হইল। হে ধনজয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুৎ' বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদের ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্বোধ! তোমার বয়ঃক্রম সাত দিন হইলে আখ্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে,— এই দেবরাজ-সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবে। ইহার বাহুবলেই খণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অসুখ প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মজ, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরব-পক্ষে নিহত করিবে। ইহার তুলা ধনুর্ধর আর প্রোতুভূত হইবে না। ইহাকে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিজয় পার-দর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণি-গণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের স্থায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রোতুভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাক', বেগে বায়ু, ধীরতায় সুরেক, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শত্রু' ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বশরক্ষা হইবে। এই বীর আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে ধনজয়! তৎকালে অস্তুরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল; শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত মহাবিশ্বগুপ্ত ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিফল হইল। অতএব বোধ হই-তেছে, দেবগণও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর! আমি মহাবিশ্বগুপ্তের যুখে নিরস্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদ্যোৎসাহের উন্নতিবিষয়ে অণুমাত্র' প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্মা কর্তৃক

নির্মিত অশ্বক-চক্রসম্পন্ন' কপিলজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্টসমলঙ্কৃত' খড়্গ ও তালপ্রমাণ গাভী-ধারণ করিতেছ, বিশেষতঃ বাহুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাপমন করিলে। এক্ষণে তুমি বাহুদেবকে গাভীবশরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি, পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক বজ্রাহরকে সংহার করিয়া-ছিলেন তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জুন! যদি অস্ত্র তুমি সমরচ্যারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ অগ্নি এক ভূপালকে এই গাভীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদের পাপপুণ্যপরি-সেবিত অগাধ নরকে নিপতিত, পুত্র কলত্র-বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই ভ্রম্যকল্প ছিল। হে হুয়ান্ন! এক্ষণে তোমার গাভীকে ধিক্, বাহু বীর্য্যে ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবক-প্রদত্ত রথেও ধিক্!''

সপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-ধিকৃত অর্জুনের তদীয় বধোৎসব

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় লব্ধ অসি গ্রহণ করিলেন। অস্ত্রধ্যামী দ্রব্যীকেশ অর্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, ‘হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনাথ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহ-বিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া

১—২। মাসখণ্ডে উদ্ধৃত বর্ণনা। ৩। বিবেক। ৪। রাজা-লাভকালে। ৫। বপন করা—বোনা। ৬। চক্র। ৭। ইন্দ্র। ৮। অতি সামান্য পরিমাণ।

১। শব্দহীন চাকায়ুজ—আজকালকার শব্দশূন্য আকাপ-বানের যে আবিষ্কার, তাহাও আশ্চর্য্য মহাতারতীর কৃষ্ণকর্ণের সমরক্ষেত্র। ২। সোণার জরায়ুজ বজ্রাচ্ছাদিত।

এই আফ্লাহ সময়ে কেন বিমোহিতের স্থায় কার্য করিতেছ ? এখানে ত তোমার বধাই* কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উত্তত হইতেছ ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বর করে করবারি* গ্রহণ করিলে ?

হে মহারাজ ! মহাত্মা হ্রবীকেশ এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের স্থায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেশবকে কহিলেন, 'হে জনার্দন ! "তুমি অত্মকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর," এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, আমি তাঁহার মন্তকচ্ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুত্রত* । এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন । অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপাতকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনুগ্য*লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব । আমার খড়গ গ্রহণ করিবার এই কারণ । তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য ? তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ, এ সময়ে বিবেচনাপূর্বক যেক্রপ কহিবে, আমি তাহাই করিব ।'

অর্জুনের প্রতি ধিকারপূর্বক কৃষ্ণের উপদেশ

হে মহারাজ ! মহাত্মা কেশব অর্জুনের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে বারংবার ধিকার প্রদানপূর্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবুদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই । তুমি ধর্মভীরু ; কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ । ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কখন ঈদৃশ কার্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না । আজি তোমাকে এক্ষণ অকার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে । যে ব্যক্তি অকর্তব্য কার্যকে কর্তব্য ও কর্তব্য কার্যকে অকর্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম । বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্মামুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ । অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্যাকার্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুখ হইয়া থাকে, কার্যাকার্যের* বাথার্থ্য*

নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে । শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম-রক্ষা-মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপপক্ষে* নিমগ্ন হইতে উত্তত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্র-জ্ঞান নাই । আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম । বরং মিথ্যাবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে । তুমি কিরূপে প্রাকৃত* পুরুষের স্থায় পুরুষপ্রধান, ধর্মকোবিদ* জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহারে উত্তত হইলে ? সজ্জনেরা সময়ে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাস্থ শত্রুকেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণসংহারে সমুত্তত হইয়াছ । পূর্বে তুমি বালক-প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্থতাবশতঃ অধর্ম-কার্যের অমুষ্ঠানে উত্তত হইয়াছ । তুমি অতি দুজ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ । হে ধনঞ্জয় ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিষ্ণু ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই । সত্য-তত্ত্ব অতি দুজ্ঞেয় । সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য-স্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে । বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়েগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না । যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুত্তত হয়, সে নিতান্ত বালক ; আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ । কৃতপ্রজ্ঞ* ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক-ব্যাধের স্থায় দারুণ কষ্টামুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন । আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কোশিকের স্থায় মহাপাপে নিমগ্ন হয় ।'

১। বধ্য—বধযোগ। ২। তরবাল। ৩। জপ্ত প্রতিজ্ঞা। ৪। ধনঞ্জয়। ৫—৬। কর্তব্য-অকর্তব্যের তত্ত্ব।

১। মহাপাপরূপ কর্ম্মে। ২। বালকক নির্দীপ্য। ৩। ধর্ম-বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্যবোধসম্পন্ন। ৪। আনাধীনকারী।

কৃত্ব কর্তৃক বলাক-ব্যাধবৃত্তান্ত বর্ণন

অর্জুন কহিলেন, 'হে জনাৰ্দ্ধন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্তন কর।'

বাহুদেব কহিলেন, 'হে অর্জুন। পূর্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অশ্বশূণ্ড্য^১ ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও পুত্র, কলত্র^২ প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যুগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ যুগদ্বয় গমন করিয়া কুত্রাপি যুগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব নেত্রবিহীন স্বাপদ^৩ তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ স্বাপদ জাগ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ স্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অঙ্গরাগিণের অতি মনোহর গীতবাখ্য হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জুন! সেই স্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহতু ভোগ্যেতে বিখ্যাত। উগাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক যুগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুষ্কর।

কৌশিক-বিপ্র-বৃত্তান্ত

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত^৪ তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীসমূহের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দম্ভভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দম্ভভয়ও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অধেষণ করিয়া সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল,—‘হে ভগবান! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সজ্ঞ

করিয়া বলুন। কৌশিক দম্ভভয় কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থ তাহাদিগকে কহিলেন,—কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম^৫ পরিবেষ্টিত অটবী^৬মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রুরকর্ম্মী দম্ভভয় তাহাদের অহুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সুক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্য-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া যোর নরকে নিপতিত হইলেন।

কৃষ্ণের ধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ উপদেশ

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ^৭ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহভঞ্জন না করিয়া যোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অহুমান দ্বারাও নিত্যন্ত দুর্বেধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে ঞ্জতিকৈ ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অহুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসামুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মামুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ^৮ করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অশ্বের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অশ্বায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অহুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মোনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য-স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না।

১। পরদোষ-আধিকারবিমুক্ত। ২। স্ত্রী। ৩। হিংস্র জন্তু। ৪। বৈদ্যপারগ।

৫। দৃঢ় দৃঢ় বৃক্ষ—গোপ। ৬। বন। ৭। ধর্ম্মনিষ্ঠ। ৮। রক্ষা।

প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিবিনাশ এবং উপহাস—
এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ
হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দেশ
করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ
হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য
প্রয়োগ করাই জ্ঞেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ
হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান করা
কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে
অধর্ম্মাচরণ-নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত
হইতে হয়। হে অর্জুন! আমি তোমার হিতার্থ
শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধিসাধ্যায়রূপ
ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও
যে অন্তত'-নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না,
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ
তোমার বধাই কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।’

অর্জুন কহিলেন, ‘হে বাহুবল! তুমি অসাধারণ
ধীশক্তিসম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা
কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের
পিতামাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও
আজ্ঞায়। ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই
নাই; অতএব সত্যধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত
আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে
আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে।
এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ
করিয়া অম্লপ্রসূত তাহার উপায় নির্দেশ কর।
হে কৃষ্ণ! যদি কোন মহুষ্য আমাকে কহে যে,
—হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল
ও ভুজবীৰ্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর,
তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিব;
আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা
ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহাকে
তুবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিনাশ
করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমাকে
বারংবার অস্ত্রকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন।
এক্ষণে যদি আমি ইহাকে সংহার করি, তাহা হইলে
ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ
হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া
ধর্ম্মরাজের বধচিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি
সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা

মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবনরক্ষা
হয়, তাহার উপায়বিধান করা।’

কৃষ্ণের অর্জুন-প্রতিজ্ঞাপালন-মধ্যস্থতা

বাহুদেব কহিলেন, ‘হে সখে! ধর্ম্মরাজ মৃত-
পুত্রের নিরন্তর নিষ্কিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত
ও ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও
দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে
তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া-
ছেন। তুমি উহার বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে
বিনাশ করিবে, এই উহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা
মৃতপুত্র একান্ত দুর্ধ্ব; আজ কোরবগণ তাহাকে
পশ্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যুতক্রৌড়ায় প্ররুষ্ট
হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্ধ্ব কর্ণের বিনাশ-
সাধন করিতে পারিলেই কোরবেরা অক্লেশে পরাজিত
হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই
কটুবাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। এই
নিমিত্ত ইহাকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে;
কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি
কর্তব্য। অতএব এক্ষণে ইনি জীবিত সশ্বেত বাহুতে
মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায়
কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে
মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত
দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন।
তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবমৃত বলিয়া
নির্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অস্ত্রাশ্রয় বীরগণ,
তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব—তোমরা সকলেই
ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজ তুমি তাঁহাকে
অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জুন! গুরুকে “তুমি”
বলিয়া নির্দেশ করিলে তাঁহাকে বধ করা হয়,
অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে “তুমি” বলিয়া
নির্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম,
অথর্কবেদে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি
অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ
গুরুলোককে “তুমি” বলিয়া নির্দেশ করিলে তাঁহাকে
এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গললাভার্থী
ব্যক্তি অবিচারিতচিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার
অম্লষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তুমি আমার
বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে “তুমি” বলিয়া নির্দেশ
কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে

তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইঁহার চরণে প্রণত হইয়া সাধুনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না; অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্যপ্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়া স্তম্ভপুত্রকে বিনাশ কর'।”

একসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-প্রতি পার্থের “তুমি” শব্দ প্রয়োগ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অর্জুন বাহুবল কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া পরুষবাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন,—‘হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য নহে। মহাবল-পরাক্রান্ত শক্রসুদন ভীমসেন কোরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, গজারোহী ও অঝারোহী মহীপালগণকে নিপাতিত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহস্তা^১ সিংহের ছায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কান্দোজ ও পার্বত্যীয়কে সংহারপূর্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ছায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্তপদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণপূর্বক শরাশননির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্যোধনের চতুরঙ্গবল^২ প্রমথিত করিয়া নীলমেঘসদৃশ কলিজ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ, ও অস্টাঙ্গ শত্রুগণের প্রাণসংহার এবং যথাসময়ে রথে আরোহণপূর্বক জলধারাবধী জলদের ছায় শরবর্ষণ করিতেছেন। অথ তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু

তুমি সত্ত্ব সুহৃদগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দা করা তোমার কদাচ কর্তব্য নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা বিজ্ঞগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল প্রকৃষ্ট বলমধ্যে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য প্রকাশ করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ছায় আমাকে বলহীন করিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয়কামনায় স্বয়ং আপনাদেহ মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করাতে ক্রপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ ক্রপদনয়ন কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলতঃ আমি দ্বী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি; তথাপি তুমি আমাকে বাক্যবাণে নিপাতিত করিতেছ। আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন মতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষকৌড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মাশ্রয়ান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আমি তোমার রাজ্যলাভে সম্ভষ্ট নহি। সহদেব অক্ষকৌড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছিল; তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এইরূপ পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যুতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখেৎপাদনপূর্বক অথ আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, অতএব জানিলাম, তোমা হইতেই আমাদিগের কিছুমাত্র সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করিয়া ছিন্নগাত্র হইতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কোরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণ সমরে অস্তিত্ব কার্য সম্পাদন করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমি দ্যুতক্রীড়ায়

১। পশুঘারক। ২। চতুরঙ্গী সেনা।

প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি পুনরায় ক্রুরবাক্য দ্বারা আমাকে ব্যর্থিত করিও না।'

হে কুরুরাজ! ধর্মভীরা! স্থিরপ্রজ্ঞ! সর্বাসাচী ধর্মরাজকে এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অমুষ্ঠানপূর্বক নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অমুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কোষ হইতে অসি নিকাশন করিলেন। তখন বাহুদেব কহিলেন, 'হে অর্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশসদৃশ শ্যামল অসি নিকাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর; আমি তোমার প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি।' মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্যের অমুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব।' তখন পরমধাঙ্গিক বাহুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি রাজাকে এইরূপ দুর্বাক্য কহিয়া আপনাকে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করিয়া আত্মবিনাশ উদ্ভূত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ, যদি আজ তুমি ঋতুগাথাতে ধর্মাস্ত্রা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্মভীরাতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্মধর্ম অতিশয় দুরবগাহ^১; অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জুন! তুমি আত্মবাতী হইলে ভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণকীর্তন কর, তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে?'

অর্জুনের আত্মঘাত-অশুক্ল আত্মপ্রশংসা

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাহুদেবের বাক্যে অমুমোদনপূর্বক শ্রাসন অবনত করিয়া ধর্মরাজকে কহিলেন, 'হে রাজন! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধর্মধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অমুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি

ঋণকালমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপত্তিগণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নিম্নিত ও সমাপ্তদক্ষিণ^২ রাজসূয়-বস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছিল, আমার করে নিম্নিত শরনিকর ও জ্যায়ুক্ত শশর শ্রাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিকে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কোরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশ্লুক-গণের কিঞ্চিদাত্ত অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্ত্রতঃ আমি কোরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনাসদৃশ^৩ বিক্রমসম্পন্ন কোরবসৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া মরণশয্যা শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদয় লোককে ভয়সাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি—আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ-বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশুই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অতঃপর কর্ণের মাতা পুত্রহীন হইবে, না হয় আমার মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষন্ন হইবেন। হে ধর্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।'

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জুন ধর্মরাজ মুখিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শ্রাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষমধ্যে সংস্থাপনপূর্বক লঙ্কায় অধোগম্য হইয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনাকে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থ আগমন করিতেছে। আমি অচিরে তাহাকে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিতসাধনার্থ জীবনধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীম-সেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম।' মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে জ্যোষ্ঠ

১। দক্ষিণাশান দ্বারা সর্দীকসুন্দর ভাবে অমুগৃহীত।

২। কার্তিকের।

জাতার পাদবন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুখিত হইলেন।

কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনাপমানিত যুধিষ্ঠিরের সান্ধ্বনা

হে কুরুরাজ। ঐ সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জাতার পূর্বোক্ত পরুষবাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, 'হে অর্জুন। আমি অতি অসৎকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিবম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত বাসনাসক্ত', মুঢ়, অলস, ভীকু ও পরুষ', আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল; অতএব তুমি অচিরে আমার মস্তকচ্ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে? অথবা আমি অচিরে বনে গমন করিতেছি; তুমি স্থখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্যলাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজ্যকার্য্যে প্রয়োজন কি? আমি আর তোমার পরুষবাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নাই।' ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাহুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি-পূরসর কহিলেন, 'হে মহারাজ। সত্যসক্ গাণ্ডীবধন্য গাণ্ডীববিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাকে অস্ত্রের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অস্ত্রের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আমার প্রবর্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই যত্নস্বরূপ। হে মহারাজ। এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অস্ত্র পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।'।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাহুদেবের এই বাক্যশ্রবণে সসম্মুখে তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই

যথার্থ। আমি অর্জুনকে অস্ত্রের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুক্ষ্ম করিয়াছি; এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অস্ত্র তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিলে। আজ অর্জুন ও আমি—আমরা উভয়েই অজ্ঞানপ্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্রবশ্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দুঃখ-শোকাগ্নি হইতে উদ্ধার করিল।'।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির-নিকটে অর্জুনের অপরাধক্ষমাণ

সমুদয় কহিলেন, 'হে মহারাজ। ধর্ম্মপরাগণ বাহুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অমুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জুনকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ-নিবন্ধন নিতান্ত বিষন্ন দেখিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ। যদি তুমি ভীকুধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত? তুমি রাজাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এইরূপ দুঃখনাশমান হইয়াছ, আর তাঁহাকে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে। যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ অজ্ঞানেরা উহা কখনই সচজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাণসংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরমধার্ম্মিক ধর্ম্ম-রাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সবার কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজ তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিতভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত

হইয়া বারংবার কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি ধর্মরক্ষার্থ আপনাকে যে সমস্ত দুর্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদয় ক্ষমা করুন।' তখন ধর্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোক্তমান অবলোকন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া সন্মোহনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃত্ব বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতিমনে অর্জুনের মন্তকাত্মাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে অর্জুন! কর্ণ সংগ্রাম-নিপুণ সমুদয় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিম্বাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অস্ত্র তাহাকে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।'

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্মরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অস্ত্র হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।'

মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া বামুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! অস্ত্র তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব।' বামুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে, ইহা আমি সত্ত্ব অভিলাষ করিয়া থাকি।' অনন্তর মহামতি বামুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি অর্জুনকে সাশ্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অমুজ্জা করুন। আমরা আপনাকে কর্ণশরনিপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার যত্নস্বত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজ আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জুনকে সাশ্বনা করিয়া বিজয়লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।'

অর্জুনের কর্ণবিজয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশ

তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে অবশ্যকর্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অমুজ্জা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না।' হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যোতিভাতার বাক্যশ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মন্তকাত্মাণ-পূর্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! তুমি আমাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরেই জয় ও মহাত্মা লাভ কর।'

অর্জুন কহিলেন, 'হে মহারাজ! অস্ত্র শরনিকরে বলগবিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া যোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাপনপূর্বক আপনাকে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অস্ত্র সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না।' তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও জয়-লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদয় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্বে আপনার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃহাস্পতির প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।' "

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জুনের যুদ্ধযাত্রা—শুভ লক্ষণ প্রকাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহস্টমনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বামুদেবকে কহিলেন, 'সখে।

তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব-সকল সংযোজিত ও সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্বসকল অ্রমাপনোদনের^১ নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুপ্তিত হইতেছে এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমাকে রণস্থলে লইয়া চল।^২

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে মহামতি বাহুবলবীৰ্য্য সারথি দারুণকে আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে অর্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুণ বাহুবলবীর আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজনপূর্বক মহাত্মা অর্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণপূর্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথভিষ্মখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদয় দিগ্ বিদিক নির্মূল হইল, চাঁস^৩, শতপত্র^৪ ও ক্রৌঞ্চ^৫পক্ষিগণ অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ^৬ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে দ্বারা প্রদর্শনপূর্বক হুইচিতে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিত্যন্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র শ্বেন ও বায়স^৭গণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জুনের অরিসৈন্যবিনাশ ও সূতপুত্রসংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

কৃষ্ণের যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুবৃন্দ ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ‘সখে! গাণ্ডীবপ্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অস্ত্র কোন মনুগ্রহই

তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ-সদৃশ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন বহুসংখ্যক বীর তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তোমা ভিন্ন অস্ত্র কোন বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রীমত, অচ্যুত, কাশ্যপদেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অম্ববিন্দর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জ্যোলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংখ্য, বিজ্ঞান, দৃঢ়-ভেদিতা^১, লক্ষ্যে অস্থলন ও প্রহারবিষয়ে সর্বেশ্বর নিপুণতা আছে। তুমি দেব-গন্ধর্ব্ব-সমবেত সমুদয় স্বাবরজ্জন্মাত্মক^২ ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমরদুর্ম্মদ^৩ ধর্ম্মের ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন জীবন বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্বলোকপ্রসীদা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অমুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দেশ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্তব্যে অবগতা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত, নিত্যন্ত গণ্ডিত, সুশিক্ষিত, কার্যবুদ্বল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ^৪; আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন-সহকারে তাহাকে সংহার করা তোমার কর্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হতাশনসঙ্কাশ, বেগে বায়ুসদৃশ ও ক্রোধে অন্তকতুল্য; ঐ বিশালবাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরতি^৫ পরিমিত; বন্ধঃস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিত্যন্ত চুর্জয়, অভিমাত্রী, প্রিয়দর্শন, যোধগণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডব-গণের বিদ্রোহী ও ধর্ম্মরাষ্ট্রদিগের হিতাহ্বাননিরত। আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অস্ত্র কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি অস্ত্র তাহাকে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবতা মিলিত হইয়াও যত্ন সহকারে ঐ

১। যুদ্ধশ্রম দূরীকরণের। ২। স্বর্ণচাতক—সোণা-চাতক। ৩। মদুর। ৪। বক। ৫। পুরুষপাক্ষিসমূহ। ৬। কাক।

১। অমোঘ বিদারণ শক্তি। ২। চর ও অচর বাতায়। ৩। সমর উরস্ত। ৪। কিরণ স্থান—কি রকম কালে—যুদ্ধে কর্তব্য, তৎবিষয়ে অভিজ্ঞ। ৫। ত্রিশপোয়া হাতে এক অরতি।

মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অভিষয় ছরাখা, পাণব্রতাব, ক্রুর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য হও। ঐ ছরাঙ্কাকে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই, অতএব তুমি তাহাকে সংহার করিয়া ধর্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। ছরাখা সূতপুত্র বলদর্পে পর্কিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাণ-পরায়ণ দ্রুপদ্যোদনও উহার বীর্যপ্রভাবে আপনাকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজ তুমি সেই শর-শরাসন-খড়্গধারী, পর্কিতব্রতাব, পাণকার্যের মূল-স্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার শ্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীৰ্য্য সম্যক অবগত আছি, এক্ষণে দ্রুপদ্যোদন যাহার ভুজবীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীৰ্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী^১ যেমন মাতঙ্গ^২কে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরে সংহার কর'।"

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের সময় উৎসাহদান

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর উদার-ব্রতাব বাহুদেব কর্ণ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জুনকে পুনরায় কহিলেন, 'হে সখে! অস্ত্র সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয় বিপুল সৈন্য কোরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কোরবগণ প্রভূত গজবাক্সিসম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃজয় ও সমাগত অস্ত্রাশ্রু ভূপালগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সময়ে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্ত, কারুণ ও চেদিগণ ঙ্গকর্তৃক^৩ রক্ষিত হইয়াই শত্রুকয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন। হে অর্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমা কর্তৃক রক্ষিত না হইয়া কোরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কোরব-সৈন্যের কথা দূরে

থাকুক, তুমি সুরাহ্মনর-সমবেত^৪ ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দেবরাজ-সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাকর্তৃক নিয়ত্ত রক্ষিত হইয়াই ভীম ও দ্রোণকে নিপাত্তি করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য? তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি অনেক অশ্বোহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্দ্যদ শাস্ত্রমুদন ভীম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দ্রুপদ্যোদনকে পরাজিত করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তিসমুদয় বিলীর্ণ হইতেছে। ধ্বজবাক্সিসম্পন্ন গোবাস, দাসমীয়, বসতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজসৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অস্ত্র কোন ব্যক্তিই দ্রুপদ্যোদনের কার্যে নিযুক্ত কোরবগণপরিবৃত্ত অতি ভীষণ উগ্রব্রতাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, যবন, খস, দার্কভিলার, দরদ, শক, রামঠ, কোকন, অন্ধক, পুলিন্দ, কিরাত, মল্লেক, পার্বতীয় ও সাগরকূলবর্তী শুরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দ্রুপদ্যোদন-সৈন্যগণকে ব্যহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ-রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি গমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের স্রায় সমুদ্ভূত^৫ ধূলিপটলসংবৃত^৬ কোরব-সৈন্যগণকে বিদারণ-পূর্বক নিহত করিয়াছেন। আজ সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল-পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমুখ্যর শরে নিপাত্তি হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অমুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণসংহারপূর্বক অস্ত্রাশ্রু শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কোরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কোরবদিগের সেনামুখ^৭ নিপাত্তি করিলে পরমাজ্ঞাবিদ ভীমদেব শরজাল

১। দেবদানবদানববৃন্দ। ২-৩। উর্দ্ধে উল্লিখিত ধূলিকালে আচ্ছাদিত। ৪। প্রধান প্রধান সৈনিকসমূহ।

বর্ষণপূর্বক চেদি, কাশী, পাকাল, কর্ণ, মন্ত ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহবিদারণ* স্ববর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক একবার শর পরিত্যাগপূর্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহার বিনষ্ট হইয়া পতনসময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শরবর্ষণপূর্বক রথ-সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া রক্ত ও বিষ্ণুর ছায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাকাল ও কৈকয়দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ছায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমর-মাগরে নিমগ্ন মন্দাকি দুর্ঘোষনের উদ্ধারার্থ সময়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে স্বজয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অগ্ৰাণু মহীপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও স্বজয়গণকে বিজ্ঞাণ*পূর্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাত্ত করিয়াছে। ফলতঃ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যা শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপায়িত জ্যোৎস্নাচার্য্য ও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ ব্যূহ নির্মাণপূর্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়ক্রমকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তকসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোদ্ধা* দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল-পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাত্তি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যায়ের হস্তে প্রাণত্যাগপূর্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই জ্যোৎস্নার মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সময়ে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারিত না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্ঘোষনের সমুদয় বল নিবারিত করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যায় তাঁহাকে নিপাত্ত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়ক্রম

বিনাশ-সময়ে যেরূপ বীর প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে? তুমি সমুদয় কৌরবসৈন্য বিদারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অত্রবলে সিদ্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিদ্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন, কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে নিহত করিলেও আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করিতে তোমার সম্পূর্ণ একদিন যুদ্ধ করিতে হয় না। যদি তোমার একদিনের যুদ্ধ উহার সন্মুখ করিতে পারে, তবে আমি উহাদিগকে বলবান বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও জ্যোৎস্না নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব-সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় বিনষ্ট হওয়াতে অত্র কৌরব-সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ছায় শোভা পাইতেছে। পূর্বকালে অম্বর-সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরব-সেনারও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কৌরবপক্ষে অশ্বখামা, কৃতবর্মা, কর্ণ, মজরাজ ও কৃপাচার্য্য—এই পাঁচ জন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বশুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অত্র ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাত্ত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন-সমমিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে দেবতার। যেমন হস্ত হইয়াছিলেন, অত্র অরাত্তিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাকাল-গণ সেইরূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য জ্যোৎস্নাচার্য্যের সম্মান-রক্ষার্থে অশ্বখামার প্রীতি ও আচার্য্যগৌরব* প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রীতি দয়া কর এবং যদি মাতৃশাস্ত্র* বলিয়া কৃত-বর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মজাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশ্চিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্যকর্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। দুর্ঘোষন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে

মাতার সহিত দক্ষ করিতে উচ্চত এবং সভামধ্যে দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূত-পুত্রই তৎসমুদয়ের মূল। দুরাশ্রা দুৰ্য্যোধন প্রতি-ন্যস্ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উচ্চত হইয়াছিল। দুরাশ্রা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাশ্রা তোমার বলবীৰ্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাশ্রা সূতপুত্রও “আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাহুদেবকে পরাজিত করিব” বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশ্রায় দুৰ্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সমরাজনে গৰ্জন করিয়া থাকে। ফলতঃ দুরাশ্রা দুৰ্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাশ্রা কর্ণ সেই সমুদয়েরই মূলোদ্ভূত। অতএব আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়। বৃষভক্ৰুদ্ধ^১ মহাযশস্বী অভিমম্ব্য দ্রোণ, অশ্বপামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহিশৃঙ্খ, মহারথ-দিগকে রথশৃঙ্খ, তুরঙ্গগণকে আরোহিহীন, পদাভি-গণকে আয়ুধ ও জীবিতবিহীন এবং সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রুরকর্ষকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, উদর্শনাবধি^২ কোথানলে আমার দেহ দক্ষ হইতেছে। দুরাশ্রা কর্ণ অভিমম্ব্যর সংগ্রামসময়ে তাহারও জোহে^৩ প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাশ্রা সুভদ্রা-তনয়ের প্রচারে জর্জরীভূত, উৎসাহশূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া কোষভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ দুরাশ্রা দ্রোণাচার্য্যের তৎকালসদৃশ ক্রুরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমম্ব্যর শরাসন ছেদন করিলে, ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই

আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। উদর্শনে কর্ণ ও দুৰ্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সান্ত্বিত্য হুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়। পাপাশ্রা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ-সমক্ষে দ্রোণদীকে কহিয়াছিল, “হে বিপুলনিভুশে^৪ মূহুভাষিনি কৃষ্ণে। পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত^৫ নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অশ্ব কাহাকে পতিষে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বপতিগণ বর্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্তব্য।” হে পার্থ। পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রোণদীর প্রতি এইরূপ কুব্যাক্যসকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজ তুমি জীবিত-নাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাশ্রাকে নিহত করিয়া তাহার দুৰ্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের শাস্তিবিধান কর। আজ কর্ণ গাণ্ডীব-নিশ্চুক্ত যোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন শ্রবণ করুক। আজ তোমার ভূজনিষ্কিন্ত বিদ্যুৎ-সপ্রভ^৬ সুবর্ণপুঙ্খ নারচ-সমুদয় সূতপুত্রের বর্ষ্য ও মর্ষ্য বিদারণপূর্ব্বক শোণিত পান করিয়া উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজ ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া হাহাকারপূর্ব্বক বিষণ্ণ-মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহাকে শোণিতময় ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাশ্রার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লৈ উদ্ভাষিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সূচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজ দুরাশ্রা দুৰ্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্য-লাভ ও জীবনে নিবাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাশ্রা কর্ণের নিশ্চিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধারবাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ধুখ, জমমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ

১। বৃষভ্য উদ্রত-বৃদ্ধ। ২। সেই অবস্থা দর্শন করা পর্যন্ত। ৩। অনিষ্টাচরণ।

৪। মূলনিভুশিনি।—পাছ। বাহ্যর মূল, এরূপ নারী। ৫। চিরজগ্য। ৬। প্রাণ। ৮। বিদ্যুৎকান্তি।

কর্ণ-শর-নিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ
 শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্বে মহাবীর ভীম একাকী
 শরজালে সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া-
 ছিলেন; কিন্তু মহাধর্মুর্ধ্বর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে
 নিপীড়িত হইয়াও সমরপরাক্রম বা ভীত হয় নাই।
 উহারা ধর্মুর্ধ্বরগণের অস্ত্রগুরু, প্রাজ্ঞানিত পাবকসদৃশ
 তেজস্বী জ্যোৎস্নাচর্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত
 নিয়ত সমুদ্রত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া
 কখন রণপরাক্রম হয় নাই। আজ হুতাশন যেমন
 শলভদিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাশ্রয় সূতপুত্র
 মিত্রার্থ^১ প্রাণপরিভ্রাণে উদ্রত মহাবেগে সমাগত
 সেই পাঞ্চালগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে।
 অতএব হে অর্জুন! তুমি আজ প্লব^২ স্বরূপ হইয়া
 সেই সমরসাগরে নিমগ্ন মহাধর্মুর্ধ্বরগণকে পরিভ্রাণ
 কর। সূতপুত্র ঋষিসন্তম পরশুরামের নিকট হইতে
 যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেই
 শত্রুসৈন্যভাণ^৩ তেজঃপ্রজ্বলিত অস্ত্র প্রোছড়^৪ করিয়াছে।
 সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর
 সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমরপংক্তির ছায় রণস্থলে
 ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে।
 পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্র-প্রভাবে ব্যাধিত
 হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। এ দেখ,
 অমর্ষণপরায়ণ ভীমসেন স্ফুঞ্জগণে পরিবৃত্ত হইয়া
 কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার নিশিত শরনিকরে
 নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে তুমি যদি সূতপুত্রকে
 উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত
 ব্যাধির ছায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও স্ফুঞ্জগণকে
 বিনাশ করিবে। হে অর্জুন! যুদ্ধিষ্ঠির-বল^৫-মধ্যে
 তোমা ভিন্ন এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, সূতপুত্রের
 সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া স্ফুঞ্জশরীরে স্বগৃহে
 প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা
 ভিন্ন আর কেহই সমরাজনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে
 পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি
 তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ
 মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা-
 প্রতিপালন, কীর্ত্তিলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা
 সম্পাদনপূর্ব্বক সুখী হও^৬।”

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

অর্জুনের বীরত্ব সহ কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়
 বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য
 ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণবিনাশার্থ
 গাণ্ডীবগ্রহণ ও উহার জ্যাপরিমার্জন^১ করিয়া
 কেশবকে সন্মোহনপূর্ব্বক কহিলেন, ‘হে সখে!
 তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তনিতা^২, তুমি
 যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায়
 হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে
 কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্যলাভ করিয়া সূতপুত্রের
 কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ
 সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশসাধন করিতে পারি। হে
 জনার্দ্রন! আমি এক্ষণে পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে ধাবমান
 হইতে এবং সূতপুত্রকে আশঙ্কিত^৩ সমরাজনে
 সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজ-
 নিশ্চিন্ত বজ্রের ছায় সূতপুত্র-পরিভ্রাণ^৪ ভার্গবাত্ত^৫
 চতুর্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজ এই বোরভর
 সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে, যত
 দিন এই পৃথিবী বিচ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার
 এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজ
 আমার বিকর্ণ^৬ অস্ত্র-সকল গাণ্ডীব-নিশ্চিন্ত হইয়া
 কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে; আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র
 রাজ্যভারের অযোগ্য দুর্ঘোষনকে রাজ্যে অভিষিক্ত
 করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন।
 আজ তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও
 পুত্রবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত
 হইলে দুর্ঘোষন নিশ্চয়ই রাজ্য ও জীবিতাশায়
 নিরাশ হইয়া, তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল
 কথা কহিয়াছিলে, তৎসমুদয় শ্রবণ করিবে। আজ
 গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্রহ^৭, গাণ্ডীব
 দুয়োদর^৮ ও রথকে শারীস্থাপনমণ্ডল^৯ বলিয়া অবগত
 হইবে। আজ আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে
 সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনী-জাগরণ চুখ^{১০}
 অপনৌত করিব। আজ তিনি শ্রীত ও প্রসন্নমনে
 শান্ত স্বচ্ছভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি

১। মিত্র দুর্ঘোষনের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত। ২। নৌকাধি আজর।
 ৩। বিপদগণের ভাণপ্রদানকারী। ৪। যুদ্ধিষ্ঠিরের সৈনিক।

১। গাণ্ডীবের গুণ মাজিয়া পরিষ্কার। ২। প্রয়োজক।
 ৩। কর্ণবিকারী। ৪। পাশার বৃষ্টি। ৫। পাশাখেলা। ৬। আড়ি
 দিয়া পাশার বৃষ্টি বদানর স্থান। ৭। হৃদিত্তায় নিভা না আসার ক্রম।

নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিভ্যাগ-পূর্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাখ্যা সূতপুত্র পূর্বে প্রতীক্ষা করিয়াছিল যে, আমি অর্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজ আমি সন্নতপর্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত' নিতান্ত নিফল করিব। দুরাখ্যা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য' করে না; কিন্তু আজ আমার শরপ্রত্যাবে অবনী তাহার শোণিত পান করিবে। পূর্বে ঐ হতভাগা, দুর্যোধনের অভিল্যাসস্বাসে আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্রোণদীকে "হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ" বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, আজ আমার রোষোদ্ধত' আশীর্বিষের শ্রায় ভীষণদর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার শোণিত পান করিবে। আজ বিহ্যতের শ্রায় একান্ত উজ্জ্বল নারানিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট' পাণ্ডব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিয়া দ্রোণদীর প্রতি যে সমস্ত নির্ভর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজ তন্মিস্ত নিশ্চয়ই অমুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরবসভায় বণ্ডিত হইয়াছিলেন, আজ দুরাখ্যা কর্ণ নিহত হইলে তাহারা ত্রিল হইবেন। নির্বেধি রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-দিগকে পরিভ্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজ আমার শূশানিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিফল করিবে। যে দুরাখ্যা পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্যোধন যাহার ভুজবীর্ষের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজ আমি ধর্ম্মদ্বিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশসাধন করিব। আজ মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বজ্রবান্ধব-সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনভীত যুগযুগের শ্রায় ভয়াঙ্কুলিতচিত্তে চতুর্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাখ্যা দুর্যোধন স্বীয় হুকুমের নিমিত্ত অমুতাপ ও আমাকে ধর্ম্মদ্বিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজ আমি কর্ণকে নিহত

করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজ চক্রাক্ষ' ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজ আমি সমস্ত ধর্ম্মদ্বিগ-সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাঙ্ক দ্বারা দুরাখ্যা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক-চ্ছেদন করিব। আজ রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজ আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজ আমার সর্পবিষসদৃশ পাবকসান্নিভ' গৃধ্রপত্র'যুক্ত সায়কে কর্ণের অমুচরণ নিহত হইবে। আজ আমি নরপালগণের দেহে বহুমুদ্রা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমুখ্যর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিব। আজ আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয়শূন্য করিয়া জ্যোতিষাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জুনবিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজ আমি সমুদয় ধর্ম্মদ্বিগ-সমক্ষে ক্রোধ, শরসমুদয় ও গভীৰ-শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ-সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজ সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সৌমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজ আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আত্মার আর পরিসীমা থাকিবে না। আ' আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অগ্ন্যস্ত্র পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজ সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরান্ধনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আশ্রয়ণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মবিজ্ঞাপারায়ণ, পরাক্রমশালী, ক্রোধপরায়ণ বা ক্রমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি নাই। আমি ধর্ম্ম ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদয় সুর, অসুর ও অস্মাত্য প্রাণিগণকে পরাহৃত করিতে পারি। অতএব তুমি আমাকে অগ্ন্যস্ত্র ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক

১। পন। ২। গ্রাছ। ৩। ক্রোধে অতীব চকল। ৪। বাহ দ্বারা সমাক্ষ আকৃষ্ট।

১। তরামক পক্ষী। ২। অগ্নিভূমি। ৩। বান্ধবপাখীর মত পাখা।

পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্ম-কালীন কন্দন^১দহনের^২ শ্রায় একাকীই পাণ্ডব-নির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিক-গণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসাম্যুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন^৩ বিস্তারিত রহিয়াছে; অতএব মানুষ ব্যক্তি যুদ্ধার্থ গমন করিলে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না।’

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অধিতীয় বীর অর্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তকচ্ছেদনবাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।^৪

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

সঙ্কলযুদ্ধ—কৌরবপক্ষীয় স্রুণেণ সংহার

দূতরাষ্ট্র করিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন সূসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের শ্রায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক^১ অনিষ্টজনক বর্ষার শ্রায় নিতান্ত ক্রুর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গসকল মেঘ; বাত, নেমি ও ভলধ্বনি গন্তীর নির্ঘোষ; স্রবণময় বিচিত্র আয়ুধ-সমুদয় বিদ্যুৎ, শর, অসি ও নারচ প্রভৃতি অস্ত্রসকল জলধারার শ্রায় শোভা ধারণ করিল। এই যুদ্ধে অনবরত রুধির-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্যক রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীকে, একমাত্র রথী বহুসংখ্যক রথীকে এবং একজন রথী অশ্ব একজন রথীকে মৃত্যু-মুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্যক রথ ও অশ্বসমুদয় চূর্ণ করিয়া

ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণপূর্বক অরতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব-সারথি-সমবেত রথ ও সাদি-সমবেত অশ্ব-সমুদয়কে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; তখন কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, সাত্যকি দুর্যোধনের প্রতি যুদ্ধার্থ গমন করিলেন এবং দ্রুপদ্রুপা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্র-সেনের ও উত্তমোজা কর্ণপুত্র স্রুণেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, কৃপার্ত সিংহ যেমন বুঘের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধারাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বুঘসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বুঘসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্মাকে এবং পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যায় সৈন্য কর্ণকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক-সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম-পরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমোজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মক স্রুণেণের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কর্ণ-তনয়ের ছিন্নমস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমরাজনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ স্রুণেণের মৃত্যু-দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সূনিশিত শরনিকরে উত্তমোজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমোজার শাণিত শরনিকরে ও ভাস্কর^২খড়া দ্বারা কৃপাচার্য্যের পাঞ্চিগ্রাহ^৩গণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শরপ্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পক্ষে নিপতিত বুঘভের শ্রায় বিপন্ন দেখিয়া সশর তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্যবর্মধারী^৪ ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের শ্রায় প্রথর তেজ প্রকাশপূর্বক সূনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্র গণের সৈন্যসমুদয়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।^৫

১—২। পূহনাহকারী অগ্নির। ৩। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত সামুদ্রিক লক্ষণ। ৪। আকালিক—যে কালের বাহা উচিত নহে, এইরূপ।

১। উচ্ছল। ২। পার্শ্ববর্তক। ৩। স্বর্ণনির্মিত বর্ষ পরিহিত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমের সারথি-সতর্কীকরণ

সজ্জ করিলেন, ‘হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে সারথি! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্র^১-সৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।’ মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক ক্ষতবেগে রথসঞ্চালনপূর্বক বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাকে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অশ্বাশ্রু কৌরবগণ চতুর্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমভিষাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাশ্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিক্ষেপে সেই সমাগত শর-সমুদয় ছুই তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি-সমুদয় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্বতের স্থায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নিভিন্নকলেবর হইয়া, নবজাতপক্ষ^২ বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্লাস্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অস্ত্রকের স্থায় মুখব্যাদানপূর্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিক্ষেপে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীতচিত্তে অনিলাহত^৩ মেঘ-মণ্ডলের স্থায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবলপ্রভাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আত্মাদিত হইয়া সারথিকে কহিলেন, ‘হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথসমূহ স্বকায় বা পরকীয় বৃত্তিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষ-রূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোত্তম হইয়া শরনিক্ষেপে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি।

চতুর্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাশ্র-সকল দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জুনও এক কাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদয় কারণ বশতঃ আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজ ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলীমধ্যে গমন করিয়াছেন; ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উহার দুই জন জীবিত আছেন কি না; জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজ আমি এই সমরাদ্ধনে সমবেত শত্রুসৈন্যদিককে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তুণীতে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে জ্ঞাপিত কর।’

বিশোক কহিলেন, ‘হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তুণীতে অযুতসংখ্যক শর, অযুতসংখ্যক ক্ষুর, অযুতসংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারীচ, তিন সহস্র প্রদর^৪ এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদগর, শক্তি ও তোমর বিद्यমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদয় শব্দে নিহিত করিলে হয় বলীবর্ধিও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব আপনি স্বীয় বাহুবল প্রকাশপূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না।’

ভীমসেন কহিলেন, ‘হে বিশোক! আজ দেখ, আমার নৃপদেহবিদারণ^৫ বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমরভূমি মৃত্যুলোকসদৃশ^৬ হৃদর্শ হইয়া উঠিবে। আজ ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজ আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সজ্জিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজ হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, নচেৎ তাহারাই আমাকে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মজ্জলাভিলাষী দেবগণ আমার বিদ্য বিনাশ করুন। শত্রুঘাতন ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহূত^৭ পুরুষের স্থায় অবিলম্বে এই সমরাদ্ধনে সমুপস্থিত হউক।

১। কৌরব। ২। যে সকল পক্ষীর নতুন পক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ। ৩। বাহুর আঘাতে বিচ্ছিন্ন।

৪। দৃঢ়রূপে বিদারণক্ষম অস্ত্র। ৫। ক্ষত্রিয় বীরগণের দেহ-বিদারণক্ষম। ৬। যমপুরীর তুল্য। ৭। আবাহিত।

যুদ্ধে অর্জুন-মিলনাশায় ভীষ্মের আনন্দ

হে সারথি! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান অর্জুন শরনিকরে কোরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূত ধ্বজসম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনিতুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরস্তুর বিঘ্নিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদয় পদাতিগণকে বিমদ্বিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কোরবগণ দাবায়িদহনভীত* মাতঙ্গগণের শ্রায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অজ্ঞাত ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।'

বিশোক কহিলেন, 'হে মহাত্মন! মহাবীর অর্জুনের ঘোরতর গাভীবিনশ্বন কি আপনার শ্রবণ-পোচর হয় নাই? মহাবল-পরাক্রান্ত অমর্যপারায়ণ ধনঞ্জয়ের ধমুঠক্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজ আপনার সমুদয় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিজ্ঞাসিত করিতেছে। উহাকে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জুনের শরাসনজ্যা নীল-নীল-বিবাজিত চপলার* শ্রায় বিক্ষারিত হইতেছে। উহার বিচিত্র কিরীট ও কিরীটমধ্যস্থিত দিবাকরসদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহার পার্শ্বে পাণ্ডুর* মেঘসবর্ণ ভীষণ-নিশ্বন-সম্পন্ন দেবদত্ত শব্দ বিজ্ঞমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মি*ধারী রথচারী জনাৰ্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র, শশধরের শ্রায় শুভ্র পাঞ্চজন্ম শব্দ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কোস্তভমণি ও বিজয়প্রদ মালা শোভা পাইতেছে। যত্বংশীয়েরা সর্বদা ঐ চক্রের অর্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জুন ক্ষুরাঙ্গে করিগণের সরল বৃক্ষসদৃশ কর*সমুদয় ছেদনপূর্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহার।

বজ্রবিদারিত পর্বতের শ্রায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাহুদেব-সকালিত খেতাবযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক শত্রুসৈন্যগণকে বিজ্ঞাবিত করিয়া সমরঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দরসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিজ্ঞাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাতিত* মহাবনের শ্রায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথি-সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কোরবগণকে সংহার করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। হে ভীমসেন! এক্ষণে আপনার শত্রুসকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হউক।' তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বিশোক! তুমি আমাকে অর্জুনের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রীতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি; এই প্রিয়সংবাদ-প্রদান নিবন্ধন তোমাকে চতুর্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিশতি রথ প্রদান করিব।' "

অর্চিসপুত্ৰিতম অধ্যায়

অর্জুন-বাণে বিধ্বস্ত কোরবগণের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! এদিকে মহাবীর অর্জুন সংগ্রামস্থলে রথনির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, 'হে গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বর অশ্ব সকালন কর।' তখন বাহুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমাকে তথায় লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া তিনি তুষারশব্দধবল* মণিমুক্তা-ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্বসকলকে বায়ুবেগে সকালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কোরবগণের চতুরঙ্গী সেনা জন্তাসুরসংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত কোথাষিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের শ্রায় মহাবীর অর্জুনকে বিজয়াভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া কোথড়রে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণ নিশ্বন, রথচক্রের ঘর্ষের রব ও অশ্বগণের ধ্বংসে রণস্থল ও দিগন্তল প্রতিক্রমিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোকরক্ষার্থ অসুরগণের

১। দাবায়িদাহে ভীত। ২। বিজ্ঞাসিত। ৩। খেত।
৪। বপলা। ৫। শুভ্র।

১। পাখার বাতাসে উদ্গলিত। ২। শিখর ও শব্দেয় জায় গজ।

সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্রুর, অর্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতীগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর^১ স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা-সম্পন্ন সুবর্ণজাল-সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রেতালিত অচলের স্থায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্র-সম্মিত শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাহুর-সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের স্থায় সূতপুত্রের বিনাশসাধনার্থে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একান্ত হুট্টিচিতে প্রভূত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্ব-সমভিঘ্নাহারে দ্রুতবেগে অর্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাগমসময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের^২ স্থায় তুমুল কোলাহল সমুখিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাত্তের স্থায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজ্বালকে সমাহৃত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জুনের অভিমুখে আগমনপূর্বক তাঁহাকে শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্শ্বশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দনহীন স্থায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের

নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়নসময়ে বাহিনী^৩ মুখে গিরিসজ্জ্বলিত^৪ জলধিজলের গভীর নিখনের স্থায় তুমুল শব্দ সমুখিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূত-পুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্বের পক্ষ নাপগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতী-সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর স্থায় বেগবান্ মহাবল-পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্বক প্রাণগণে স্তূতীকৃত শরনিকরে কৌরব-সেনা-সকলকে বিমর্দিত করিয়া বায়ুবেগে সমরাজনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিবৃণ্ণিত ও ভয় অর্ণবযানের স্থায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

ভীমসেন-সমরে কৌরব-পরাজয়

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব-সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্যোধন মহাধমুর্ধ্বর সৈনিকপুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীম-সেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব-সৈন্য নিঃশেষিত হইবে।' দুর্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশামুসারে চতুর্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র-পারিবেষ্টিত পরিবেষ্টিত^৫ মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের স্থায় শোভা-ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষাকর্ণিত-নেত্রে বৃকোদরের বিনাশবাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন

১। মহাবনের বহু বড় বড় বৃক্ষের। ২। লম্বা জলপ্রোতের।

৩। সৈন্যশ্রেণী। ৪। পরত্যাগে উত্তীর্ণ। ৫। পরিধি-মণ্ডল।

সমুদ্রপর্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্ত বিদারণপূর্বক মহাঙ্গাল-বিনির্গত মৎস্তের স্থায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই শত মহুয়া, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও একশত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরিণী নদীর স্থায় ভীক্ষুজনের ভয়বর্জন শোণিত-নদী প্রবাহিত করিলেন। রথ-সমুদয় ঐ নদীর আবর্ত^১, হস্তিসকল গ্রাহ^২, মহুয়াগণ মীন, অশ্বসমুদয় নক্রে^৩, কেশকলাপ শৈবাল^৪ ও শাদল^৫, মজ্জা পক্ষ^৬, মন্তক-সমুদয় উপলখণ্ড^৭ কাম্বুকনিচয় কাশকুস্থম^৮, শরনিকর নিয়োগত ভূমি, উক্কীয়^৯ ফেনা, হারাবলী^{১০} পদ্ম, পার্শ্ববরজ^{১১} তরঙ্গ-মালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংসধরুগ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীক্ষুজনের নিত্যন্ত দ্রুত^{১২}; কিন্তু বলবিক্রমসম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্ঘোধান ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কাৰ্য্য-দর্শনে শকুনিকে কহিলেন, 'হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজিত কর। উহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে।'

ভীম-শকুনি সম্ব—শকুনি-পলায়ন

হে কুরুরাজ! প্রবল-প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্ঘোধানের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শর-নিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারানিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারান-সকল মহাশ্মা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণবিভূষিত

ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শনপূর্বক সপ্তথা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদর্শনে নিত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত করিয়া এক ভল্ল শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন; প্রবল-প্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কাশ্মুক পরিত্যাগ এবং অস্ত্র শরাসন ও সমুদ্রপর্ব যোড়ণ ভল্ল গ্রহণপূর্বক দুই ভল্ল ভীমের ছত্র ও এক ভল্ল ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্ল তাঁহাকে^১, দুই ভল্ল সারথিকে এবং চারি ভল্ল চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভূজ-নির্মুক্ত ভূজগ^২-জিহবার স্থায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণপূর্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেট কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণপূর্বক নভোমণ্ডল-চ্যুত বিদ্যাতের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদর্শনে কৌরবগণ চতুর্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সঙ্ঘর জ্যায়ুক্ত অস্ত্র শরাসন গ্রহণপূর্বক ইতস্ততঃ বিচরণপূর্বক প্রাণপণে মূহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবল-নন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশপূর্বক এক ভল্ল তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ-পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফোরণ^৩ করিয়া রোষাধরনেত্র চতুর্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবল-প্রতাপ ভীমসেন তদর্শনে অবিলম্বে সুবল-নন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্বক তাঁহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রত্যরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া যুগের স্থায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ঘোধান শকুনিকে বিহ্বল অবলোকন করিয়া

১। হুণী। ২। বৃহৎ কুস্তীর। ৩। সাধারণ কুমীর।
৪। শেঙা। ৫। বাস। ৬। কর্দম। ৭। পাথরের টুকরা।
৮। কেশের ফুল। ৯। পাপড়ী। ১০। হার প্রভৃতি অলঙ্কার।
১১। ধূলিজাল।

১। ভীমকে। ২। সর্প। ৩। বিকৃতরূপে আকর্ষণ।

ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কোরবগণ শকুনিকে ভদ্রবস্থ অবলোকন-পূর্বক সমরপরাধু হইয়া ভীতচিতে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্যোধনও শকুনিকে ভীম কর্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্টচিত্তে মাতুলের জীবিত'-রক্ষা-প্রত্যাশায় তাঁহাকে লইয়া সমরাস্ত্রন হইতে অপসৃত হইলেন।

কোরব-সৈন্যগণ নরপতিকের^১ রণপরাধু অবলোকন করিয়া ভৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাধু ও পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণপূর্বক মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কোরব-সৈন্যগণ ভীম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভয় নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্রয়সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ কোরব-সৈন্যগণও তৎকালে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্রাসিত হইল এবং পরমাক্সানসহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।^২

একোনশীতিতম অধ্যায়

কর্ণসমরে পাণ্ডব-পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কোরবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভয় হইলে দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্মা, অন্তঃখামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অস্ফাট যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শক্রনিসূদন কর্ণ সমস্ত কোরবগণের মঙ্গল, বর্ষা, যশ ও জীবিতাশ্রয়^৩। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞারূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কোরব-সৈন্য ভয় হইলে আমার দুর্ধ্ব পুত্রগণ ও সূত-পুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।^৪”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সেই অপরাহ্নসময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদয় সৌমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কোরব-সৈন্যগণকে ধ্বংস কবিত্তে লাগিলেন; তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্তৃক স্বীয় সৈন্যসমুদয় বিজ্ঞাবিষ্ট দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, ‘হে মদ্ররাজ! আমাকে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল।’ মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারুঘদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী ঋতাহ-সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরতি-সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশপূর্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত মেঘসদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্বত ও মেঘের স্থায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাচুর্ভূত হইল; মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব-সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সময়ে এইরূপ দারুণ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র শরজাল বর্ষণপূর্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শতবাণে কর্ণের জক্রদেশে আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রোপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ-পূর্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে নিপীড়নপূর্বক দ্রোণদেয়গণকে রথবিহীন করিলেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমূখ করিয়া, নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল

১। প্রাণ। ২। দুর্যোধনকে। ৩। প্রাণরক্ষার ভদ্রবস্থ।

৩ মহারথ চৈদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত চৈদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিযুখে গমন-পূর্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সময়ে শরবর্ষণপূর্বক সংগ্রামে যত্নবীল পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যাবিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহা-ধনুর্ধর কোরবগণও সেই ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন 'কক্ষদহন দহনের' ছায় শরশিখায় অরাতি-সৈন্তকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব-সৈন্তগণ কর্ণ-শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সমদর্শনপূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অত্যাঘ পাণ্ডব-সৈন্তেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অধ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শক্রনিন্দন রাধেয় পুনর্বীর এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব-সৈন্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহার সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্বতলয় বেগবান্ জলরাশির ছায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রভলিত পাবকের ছায় পাণ্ডব-সৈন্তগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ-বীরগণের মস্তক, কণ্ঠলাঘিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্মিত মুষ্টিসম্পন্ন* খড়্গা, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোত্র ও চক্র-সমুদয় অনবরত নিকৃষ্ট* হইতে লাগিল। তাঁহার সায়ক-নিহত প্রভূত গজবাজী ও তাহাদের মাংসশোণিত-সম্ভ্রাত কদমে সমরাজন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সমরস্থল সম কি বিষম, কিছুই নির্ধারিত হইল না। ঐ সময়ে কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি

অঙ্ককারসমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর সূতনন্দন স্ববর্ণভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভয় হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেরূপ অরণ্যে যুগেন্দ্র জুড় হইয়া যুগ-যুথকে বিভ্রাবিত করে, তরুণ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিভ্রাবিত করিয়া পশুহস্তা বৃকের ছায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসেনাদিগকে পরাধুখ দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্যোধন অভিশয় আত্মলাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র-নিষন* করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাত্র হইয়াও বীরপুরুষের ছায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চৈদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ*, বাজি*পৃষ্ঠ ও গজস্বন্ধ নির্মম্বুয় এবং পদাতি সকল বিফ্রত* হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্যের ছায় ও কালান্তক যমের ছায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরতিঘাতন মহাধনুর্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তরুণ মহারথ কর্ণ একাকী সৌমক-গণকে নিহত করিয়া সময়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহার সমরাজনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বখামা, কৃতবর্মা এবং শকুনি ইহারাও অসংখ্য পাণ্ডব-সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় জুড় হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডব-সেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া

১। গৃহভাঙ্করগাহী অগ্নির। ২। বাটমুখ। ৩। ছির।

১। বাজধনি। ২। রথমধ্য। ৩। অশ্ব। ৪। পলায়িত।

কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালক্রমে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়

পরস্পর সৈন্যসংহারী অর্জুন-কর্ণাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময়ে অরাতিঘাতন অর্জুন মহারণে কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রাম-স্থানে বীরজনের স্ত্রপ্রভৃতি ভীষণগণের দ্রুতর শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি-সকল ঐ নদীর পক্ষ; নর-মন্তক-সমুদয় উহার উপলব্ধ; হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমুদয় ভীষণরূপ; আতপত্র-সকল হংস; হার-সকল পদ্ম; উষ্মী-সমুদয় ফেনা; শরাসন-সকল শরবন; রথ-সমুদয় উড়ুপ এবং বর্ষ ও চর্ম্ম-সকল উহার আবর্ত্তস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ-সমুদয়ের স্থায় উহার শ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধাঘ্রিত দেখিয়া বাহুবলকে কহিলেন, ‘হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্যোধন শ্বেতাতপদ্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক-নিভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিজ্ঞাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা সূতপুত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাদিগকে নিহন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমক-গণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, শ্মিগ্রহণবিশারদ মজ্ঞরাজ শল্য সূতপুত্রের রথসঞ্চালন করিতেছেন;

অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ-চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাস্তন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এক্ষণে কর্ণের অভিযুধীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।’

হে মহারাজ! মহাত্মা বাহুদেব ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কর্ণের সহিত ধৈর্যযুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ তদর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের স্থায় ও জলধির তরঙ্গের স্থায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ধোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জুন কৌরব-সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া কর্ণ-সমীপে ধাবমান হইলেন।

কর্ণের প্রতি শল্যের সমরোৎসাহ-বাণী

তখন মজ্ঞাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, ‘হে রাধেয়! তুমি যাহার অমুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ দেখ, সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় পাণ্ডব ধারণপূর্বক শক্রগণকে নিপীড়িত করিয়া আগমন করিতেছে। যদি আজ উহাকে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জুন কৌরব-পক্ষীয় ধমুদ্রগণকে নিপীড়িত করিয়া তোমাকেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। ঐ কৌরব-সেনাপাণ্ডব শত্রুঘাতন অর্জুনের ভয়ে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে; ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষত-বিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমোজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমুদয় পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনার্থ অশ্রান্ত সৈন্যগণকে

১। অনায়াস-উত্তরণ যোগা। ২। রাজক্ৰয়। ৩। শরত্বণ। ৪। ডেলা। ৫। ঢাল। ৬। বলগাধারগণট।

১। বিক্ষিপ্ত—ছড়াইয়া পড়া। ২। রথহীন।

পরিত্যাগপূর্বক রোষারক্ত-নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব স্বয়ং তুমি উহার প্রতি গমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনজয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কৃত্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্যসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাহুদেব ও অর্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে। ঐ ভার তোমার উপরেই অপিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনজয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বথামা ও কৃপের সদৃশ; অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ছায়, গর্জনশীল ঋষভের^১ ছায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ছায় প্রভাবসম্পন্ন ধনজয়কে নিবারণপূর্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কোরবপক্ষীয় মহারথ ভূপাল-গণ অর্জুনের ভয়ে সমরনিরপেক্ষ^২ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয়নিবারণে সমর্থ নহেন। কোরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ছায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ-পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাশ্যোজ, নয়জিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করিয়া অর্জুন ও বাহুদেবের প্রতি গমন কর।'

শল্যবাক্যে সন্তুষ্ট কর্ণের অর্জুন-প্রশংসা

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত^৩ হইয়াছ। ধনজয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজ তুমি আমার ভূজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিব। আজ আমি কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জুনকে সংহার, নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক সমরশয্যায় শয়ন করিয়া এককালে

নিশ্চিন্ত হইব।'^৪ তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণপোচর করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জুনকে নিত্যমু হৃদয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা সহজ নহে। এক্ষণে আবার সে বাহুদেব কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য?' কর্ণ কহিলেন, 'হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনজয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই, তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যাক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুনয় মহাবীর অর্জুন শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণপূর্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অস্ত্র হয় ত ঐ বীরই আমাকে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কোরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনজয়ের ভূজযুগল সুদীর্ঘ ও ব্রণাক্রান্ত^৫; উহা হইতে শ্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ^৬ মহাবীর অর্জুন অদ্বিতীয় কৃতি ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর একটি শরের ছায় এককালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধানপূর্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খাণ্ডবারণো হস্তাশনকে পরিত্যক্ত করিতে তিনি বাহুদেবকে চক্র এবং উহাকে গান্ধীবশরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগন্ডীরনিষন রথ, অক্ষয় তুরী ও দিব্য শস্ত্রসমুদয় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক পৃথক অস্ত্র ও দেবদত্ত শস্ত্র লাভ করিয়া অসংখ্য কালক্রেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল; এতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য়সম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্যযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তৃপ্তিসাধন করিয়া ত্রৈলোক্য-সংহারক একান্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকীই বিরাট-নগরে সমবেত কোরব-পক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শত্ৰুচক্রগদাপাণি জয়শীল মহাত্মা বাহুদেবের গুণ বর্ণন

১। লোলমুখ-লঙ্কাক্ষ করা জিহবা। ২। বুকের।
৩। সমরবিষয়। ৪। মনের মত।

৫। হৃদয়নিত ক্ষতচিহ্নপোষিত। ৬। কঠিন অস্ত্রধারী।

করিয়া শেষ করিতে পারে না, সেই অনন্তবীৰ্য্য, অপ্রতিমপ্রভাবসম্পন্ন' দেবকীনন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি সেই অশেষগুণসম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাহুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়সঙ্কারণ হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাহুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ব্যতিরেকে ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথদ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরে পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীরদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমাকে নিহত করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ত্রায় গভীর গর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্যোধন-সম্মিধানে সমুপস্থিত ও তৎকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এবং কৃপ, ভোজ, অমুজ-সমবেত পাক্ষারাজ শকুনি, অশ্বখামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বরোহিণীগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—‘হে বীরগণ! তোমরা বাহুদেব ও অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব।’ হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশামুসারে অর্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণপূর্বক তাঁহাকে সমাহত^১ করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জুনও মহালাগর যেমন বহুল সলিল-সম্পন্ন নদ-নদী-সমূহের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কোরবগণ্ঠ্য বীরগণের শরনিকর স্রব করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন,

শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিনীর্ণ-কলেবর ও নিহত হইয়া সমরাজ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন-মর্ত্যগের^২ স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকরকিরণ^৩ ও গাণ্ডীব-শরাসন পরিবেষের^৪ স্থায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কোরবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অশ্বখামাদি সহ অর্জুনের যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর অর্জুন হাতমুখে শরজাল বিস্তারপূর্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশেষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্থায় তেজঃপ্রভাবে কোরবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্যোধন ও মহারথ অশ্বখামা জলধর যেমন মহীধরের^৫ উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জন করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শরসমূহ ছেদনপূর্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেষ-সুশোভিত প্রচণ্ড মর্ত্যগের^৬ স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বখামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাহুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাতনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বখামার কাশ্মুক, ক্ষুরাশ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে ছেদনপূর্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজ-দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক-মণি-সমলঙ্কৃত সুবর্ণজাল-জড়িত, তক্ষকদেহের স্থায় তেজঃসম্পন্ন,

১। অতুলনীর প্রভাবযুক্ত। ২। ভীষণ ভাবে আহত।

৩। প্রায়কালীন দুর্যোধন। ৪। শরসমূহের প্রভা। ৫। দুর্যোধন। ৬। পরিতের।

অজিতটহ^১ অজগরের^২ শ্রায় প্রকাশ এক মহামূল্য কাপুরুষ গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জারোপণ-পূর্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া অর্জুন ও বাহুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, ত্র্যযোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণপূর্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্তবীৰ্য্য-সদৃশ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জুন তদর্শনে শর-নিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের শর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্বে গাজে^৩ যেমন অর্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন ত্র্যযোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদনপূর্বক কৃন্তবশ্রীর অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ-সমুদয় এবং গজযুগ্মকে বিপাতিত^৪ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগবিন্দীর্ণ^৫ সেতুর শ্রায় সমস্তাৎ^৬ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জুনের দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া রথসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোদ্ধাগণ বৃত্রাহুরনিধনোত্তম বাসবের শ্রায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত মুকলিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ-বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমনপূর্বক তাঁহার অরতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও স্বজয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী^৭ সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বকালে অম্বরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত স্বজয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে

গমন ও পরস্পরকে প্রহার করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোদ্ধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।”

একাদশীতিতম অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনসহ ভীমের মিলন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর প্রধান প্রধান কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে তদর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার উদ্ধারবাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিয়া যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের^১ শ্রায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারচ দ্বারা তাঁহাদের পাত্র ও মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নপাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোদ্ধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন-ভিন্ন, বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথদমুহের নিপাতে ভীষণাকার বৈভরণী নদীর শ্রায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইত্যন্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি-বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণ-বর্ণ-বর্ম্মধারী, কনকভূষণালঙ্কৃত, যোদ্ধগণসমারূঢ়, ক্ষুর মহামাত্রগণ কর্তৃক পান্থি ও অসুষ্ঠদ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জুনের শর-নিকরে সমাহত হইয়া সমরাজনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন, মহাপর্ব্বতের সমুদ্ভিশালী^২ শৃঙ্গসকল বিলীর্ণ ও ধ্বংসে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জুন সেই জলদগম্ভি মদবর্ষী^৩ বারণ^৪গণকে নিপাতিত করিয়া মেঘ-বিনির্গত মাঠেশ্বর শ্রায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গবল সমরাজনে নিপতিত হওয়াতে পথ-সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জুনের যৌরতর

১। পর্ব্বতমূল্য। ২। ছাগ গিলিতে পারে, এইরূপ বৃহৎ সর্পের। ৩। ভীম। ৪। ছিন্ন-ভিন্ন। ৫। জলবেগে ভয়। ৬। সর্দসিকে। ৭। সরলগতি—বেগবান।

১। পক্ষিগণের। ২। মদিরতমগতি। ৩—৪। মদপ্রাণী গজ।

বজ্রনির্দোষসদৃশ গাণ্ডীব-শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুথিত হইতে লাগিল। সাগরমধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহৃত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কোরবসৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহৃত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উকা ও অশনির ছায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাঁহাদিগকে দক্ষ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা রজনীযোগে পর্বতস্থিত প্রজ্জ্বলিত বেণুবনের ছায় শোভা ধারণ করিল। অটবীমধ্যে যুগপৎ যেমন দাবদহনভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্ধ্যটন^১ করে, তদ্রূপ কোরবগণ অর্জুনের শরানলে দক্ষ ও ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহারাও ভীতচিন্তে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক রণপরায়ণ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে কোরবগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্ৰণা করিয়া তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের নিরাপত্তাব্যাপ্তি বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক পুনরায় রথনির্দোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিক্ষণিত করিয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় চুঃশাসনের অমুজ্জদশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া স্তম্ভীক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নুতা করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উদ্ধানিপীড়িত^২ কুঞ্জরের^৩ ছায় আপনার পুস্ত্রগণের শরে সমাহৃত দেখিয়া, অর্জুন অচিরাতঃ তাঁহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বামপার্শ্বে রথ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জুনের রথ অশ্বদিকে ধাবমান দেখিয়া সত্তর তাঁহার অভিযুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র-শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভয়ে তাঁহাদিগের লোহিত-নেত্রযুক্ত, দষ্টাধার^৪ মস্তক-সকল ছেদনপূর্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আশ্চর্য্যগণের বদন-সমুদয় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ছায় শোভিত হইল।^৫

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সংশপ্তকগণসহ অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ-বিভূষিত মুক্তাঙ্কাল-জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথান্তিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কোরবগণীয় মহাবল-পরাক্রান্ত নবতিসংখ্যক সংশপ্তক অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক^৬ শপথ^৭ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জুন নিশ্চিত শরজালে-অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাঁহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাত্ত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেক্রপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জুনের নানারূপ শরনিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কোরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অবরোধপূর্বক অসংখ্য শক্তি, ঋষি, প্রাস, গদা, তরবার ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন; মহাবীর অর্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে ভিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি-নিষ্কিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ-শত মন্ত গজসমাক্রাণ্ড ম্লেচ্ছ চূর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুঘল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্শ্বের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন নিশ্চিত তল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ-নিষ্কিপ্ত শস্ত্ররূপে নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজপতাকা-বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্র-বিদারিত পর্বতের ছায়, আগ্নেয়-গিরি^৮ ছায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিহন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্দোষ ঞ্চতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবাহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন, রথবিহীন,

১। বিচরণ—ছুটাছুটি। ২—৩। উদ্ধাদিত গজের। ৪। ক্রোড়ে অধরঙ্গনকারী।

১—২। মৃত্যুগণ। ৩। অগ্নিগর্ভ পর্বত—যে পর্বতের মধ্যে অগ্নি আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়।

গন্ধর্বনগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিণী ইত্যন্তঃ ধাবমান হইয়া অর্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অভূত বাহবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজিত করিলেন।

ভীমার্জুন-নিপীড়িত কৌরবগণের পলায়ন

ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন অর্জুনকে ত্রিবিধ^১ সৈন্য-পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে অতিক্রমপূর্বক মহাবেগে অর্জুনের রথভিত্তিতে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবিশিষ্ট ক্ষতবিকৃত সৈন্যগণ ইত্যন্তঃ পলায়ন করিতে লাগিল; গদাপাণি বৃকোদরও অর্জুনের সমীপে গমন করিয়া ধনঞ্জয়-হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহাবল ভূরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ গদা প্রাকার^২, অট্টালিকা ও পুরদ্বারবিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির^৩ ছায় নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লোহবর্ষধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিণী সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাঙ্গ^৪ ও ভগ্নচরণ হইয়া শেণিতার^৫-কলেবরে^৬ চীৎকার করিয়া ধরাতে নিপতিত ও দশন^৭ দ্বারা ভূতল দংশন পূর্বক^৮ পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত^৯ হইল। ক্রব্যাদিগণ আনন্দিতচিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থির দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তুলক্ষ্য^{১০} কালরাত্রির ছায় নিতান্ত চূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদা-হস্তে সরোষ-নয়নে ইত্যন্তঃ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহাকে গদা-হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ছায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্তমাতঙ্গের ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত

করিলেন। বর্ষাচ্ছাদিত, পরিশোধিত^১, আরোহি-দমবেত্ত মত্তমাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত^২ পর্বতের ছায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজসৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণপূর্বক পুনর্বীর অর্জুনের আগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কৌরব-সৈন্যগণ অদ্রাবাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুসংসাহ ও পরাশ্রুত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গী সেনা অর্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর-বিরাজিত কদম্ব-কুহুমের ছায় শোভাধারণ করিল। ঐ সময় অর্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরবপক্ষে ভীষণ আর্তনাদ সমুখিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করিয়া অলাভচক্রের ছায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক-কাননের ছায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যাসচীর পরাক্রম-দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ বোধ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিয়া সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; মহাবীর অর্জুনও শত শত শরবর্ষণপূর্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে আহ্বাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জুনশরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথদমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদসাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দীপস্বরূপ হইলেন; অস্ত্রাশ্রয় কৌরবগণও অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্বিষ পরগের ছায় পলায়নপূর্বক কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্^১ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার উনয়গণ মহাত্মা অর্জুনের ভয়ে মহাধর্মুর্কর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শত্রুধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতব্লিন্দ^২ বীরগণকে অভয় প্রদান

১। অশ্ব-গজ-বধ। ২। প্রোচীর। ৩। লোকসংহারিণীর। ৪। ভগ্ন হাড়। ৫। শোণিতসিক্ত-দেহে। ৬-৭। গীত দিয়া মাটি কামড়াইয়া। ৮। মৃত। ৯। চূর্ণ।

১। বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত। ২। পাখাওয়ালা—পূর্বে পর্বতের পাখা ছিল; তাহা ইজ কাটিয়া নেন। ৩। কম্বী মনুষ্যাদি। ৪। রক্তাভ।

করিলেন এবং সৈনিকগণকে অৰ্জুনপ্রভাবে ভয় দেখিয়া শত্রুসংহারবাসনায় শরাসন বিক্ষারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অৰ্জুনের বখচিহ্না করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় ভূপালগণ তদর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া, জলদজাল যেমন পর্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপপূর্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হইল।*

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

কর্ণকরে বিশোক—সাত্যকি-শরে প্রসেন-সংহার

সঞ্জয় কাঁথলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অৰ্জুনের বীণ্যপ্রভাবে কৌরবগণকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া, বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব-সমুদয় ও সারথিকে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সূতসামকে বিন্ধ করিয়া তাঁহাদিগের কাস্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিন্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্বসকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহারপূর্বক কৈকয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকয়-সেনাপতি উগ্রকর্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণদ্বিজ প্রসেনকে উগ্রবেগসম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে হাস্তমুখে তিন অর্ধচন্দ্র-শরে কৈকয়-সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাহ হইয়া পরশুচ্ছিন্ন* শালবৃক্ষের ছায়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণদ্বিজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণপূর্বক সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া

সাত্যকিকে সংহার করিবার বাসনায় ‘অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি,’ এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জনপূর্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে তিন শরে বিন্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহাকে বিন্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয়ের শিরচ্ছেদনপূর্বক শ্মশাণিত শর দ্বারা সূতসামকে বিন্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বামুদেব অৰ্জুনকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল, এক্ষণে তুমি গিয়া উহাকে সংহার কর।’ নরপ্রবীর অৰ্জুন বামুদেবের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডব বিক্ষারণ* ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরাস্রকার বিস্তারপূর্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডলে* ও ভয়কর গিরিগহবরে* প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অন্তরগণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত যোৱতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিয়াগুল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমোজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্বক সূতপুত্রকে বিমদিত ও বিন্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়-সমুদয় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ,

১। অস্তিবেগশালী। ২। কুড়োল দিয়া কাটা।

১। বিশেষরূপে আকর্ণ। ২। আকাশে। ৩। গিরিগহবরে।

অখ, সারথি ও পতাকা সকল আবলম্বে হির-ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়া সিংহের স্থায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসননিবনে অত্রিফ্রম^১-পরিমোচিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অসুমান করিয়া একান্ত বিষন্ন হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপসদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্বক করজালবিরাজিত^২ পরিবেশ^৩সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমোজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাকালদেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্যবস্তু সকল যেমন জিতেপ্রিয় কর্তৃক পরাজিত^৪ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীৰ্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন দ্রোণদীর আশ্রয়গণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্রবিশিত^৫ বিপদ-সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অশ্রু নৌকা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র-প্রেরিত শরসমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তারপূর্বক সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর^৬ সাত্যকি সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া, দিক্পতিদিগের^৭ সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষা, অতিমাত্র আয়ত্ত, মহাশ্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিগাকরের স্থায় একান্ত দুর্দ্বর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাকালদেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত

বিপক্ষদিগের দেবাসুর-সংগ্রামের স্থায় রথ, অখ ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অখ ও পদাতিসকল নানাবিধ শস্ত্রকালে সমাক্ষয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কড়কগুলি পরস্পর আহত ও আলিত হইয়া আত্মনাশ করিতে আরম্ভ করিল এবং কড়কগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

দুঃশাসন-ভীমসেন সময়

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণপূর্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রক্ষর অভাগমন করে, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতিগমন করিলেন। তখন শব্দ ও শব্দের স্থায় সেই রোমাঞ্চিত বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষা মন্থথাসক্তচিত্ত^৮ মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিগীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়জী লাভ করিবার অভিলাষে দেহবিদারণক্ষম সূতীক শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কাশ্যুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাট-দেশে এক শর নিক্ষেপপূর্বক সূতীক শরে সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্তর অশ্ব শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণপূর্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরাচিসপ্রভ^৯, হীরকরঙ্গসমলঙ্কৃত, সুবর্ণজালজড়িত^{১০}, অশনিতুল্য^{১১} নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্নকলেবর^{১২} ও গতাসুর^{১৩} স্থায় আলিতদেহ^{১৪} হইয়া বাহু প্রসারণ^{১৫} পূর্বক রথদ্বায়ে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ-পূর্বক ভীষণরবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।^{১৬}

১। পরিত-বৃক। ২। কিরণমালাবৃত্ত। ৩। পরিধি-
চারিদিকের গোলাকার বেড়। ৪। পরাক্রান্ত-সক্ষম বর্ধিত।
৫। কর্তৃত্ব। ৬। শনিকশাশ্রিত। ৭। ইন্দ্রাধির।

১। কামাকুলিতস্থল। ২। সূর্য্যকিরণের জার সমুদয়।
৩। সোণার জালে জড়িত। ৪। ব্রহ্মলুপ্ত। ৫। ভরসেহ।
৬। যুদ্ধের। ৭। শিখিল শরীর-অবল। ৮। বিভার।

চতুর্থশীতিতম অধ্যায়

ভীম কর্তৃক দুষ্টশাসনের রক্তপান

সজ্জয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ ! অনন্তর আপনার পুত্র দুষ্টশাসন সেই সমরারঞ্জে নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্বক যষ্টি শরে তাঁহার সারথিকে ও নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্টশাসনের প্রতি এক স্মৃতীকৃত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রছলিত মহোৎসাহে হুয়া সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট^১ দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রছলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে বীর ! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর।’ ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুষ্টশাসনের বিনাশ-বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ‘রে দুষ্টাশ্ব ! আজ আমি রণ-স্থলে তোমার শোণিত পান করিব।’ মহাবীর দুষ্টশাসন ভীম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণপূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীম-নিষ্কণ্ট গদা দুষ্টশাসনের শক্তি ভয় করিয়া তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে নশ ধসু^২ অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুষ্টশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুপ্তি হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ তদর্শনে সাতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ; বীরবর বৃকোদরও দুষ্টশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আত্মদোষ দশদিক্ প্রতিক্ষণিত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্তী লোক সকল তাঁহার

সিংহনাদ-শব্দে মুগ্ধিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অতিশয়কণ্ঠ্য^৩ মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহা-গে দুষ্টশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরজনকৃষ্টি^৪ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুষ্টশাসনকে নিরীক্ষণ করিবা-মাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সঙ্গিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং পতি-পরায়ণা স্বভাবতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অগ্ন্যাদি দুষ্টশাসনকে বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুখিত হইল ; পরে ক্রোধে হতাশনের দ্বায় প্রছলিত হইয়া তিনি কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অনাথা^৫ ও কৃতবর্ষ্যাকে কহিলেন, ‘হে যোধগণ ! আজ আমি আপাত্তা দুষ্টশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহাকে রক্ষা কর।’

বলবান বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুষ্টশাসনের বিনাশবাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতুলকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লক্ষ প্রদানপূর্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুকমননে^৬ দৃশ্যকাল দুষ্টশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার^৭ অসি সমুখিত করিয়া কম্পিত-কলেবরে তাঁহাকে পদ দ্বারা আক্রমণপূর্বক বক্ষঃস্থল বিনীর্ণ করিয়া ঐষদ্বক্ষ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খণ্ডে তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্বক পুনরায় বারংবার ঐষদ্বক্ষ রক্তপান করিয়া কহিলেন যে, ‘মাতৃস্তম্ভ, যত, মধু, স্নগা, স্নবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি, দুগ্ধ এবং উত্তম তক্র^৮ প্রভৃতি যে সকল অমৃতরসতুল্য স্নস্বাদ পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোণিত তৎ-সর্ব্বাপেক্ষা আমার স্নস্বাদ বোধ হইল।’ ক্রুরকণ্ঠ্য^৯ ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুষ্টশাসনকে গতাস্ব নিরীক্ষণপূর্বক হস্ত করিয়া কহিলেন, ‘রে দুষ্টশাসন ! এক্ষণে মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন’, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না।’ হে মহারাজ ! ঐ সময়ে যে সকল বীর শোণিতপানী^{১০}

১। কর্ণ পর্ষদ আকৃষ্ট। ২। চারি হাতে এক ধস।

১। অভাবনার কার্য্যের অস্বাভাব। ২। বীরজনবহুল। ৩। উৎসাহসম্বিত নেত্র। ৪। শাণিত—শিতধার। ৫। বোল। ৬। নির্ভর কার্য্যের অস্বাভাব। ৭। প্রাণ কহিয়াছেন—নিজের নিকট রাখিয়াছেন। ৮। রক্তপানবাসী।

হঠাৎ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ানক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহারও কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিত্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অশ্রুটধরে চীৎকার করিয়া সঙ্কুচিতনেত্রে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্তগণ ভীমসেনকে হুঃশাসনের রক্তপান করিতে অবলোকন করিয়া “এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে,” এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

চিত্রসেনবধ—হুঃশাসন-প্রতি ভীমের আক্রোশ

ঐ সময়ে রূপতনয় যুধামন্যু সৈন্ত-সমভিবাাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিযুগে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাবাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভূজঙ্গমের স্থায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ স্বন্দর পুষ্পযুক্ত স্মরণিত শরে চিত্রসেনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষ প্রদর্শনপূর্বক পাণ্ডবসৈন্ত বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যঙ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ হইয়া নিহত হুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সন্মোদনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, ‘রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে “গরু গরু” বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে বাহারা আমাদিগকে “গরু গরু” বলিয়া উপহাস-পূর্বক নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে “গরু গরু” বলিয়া উপহাস করিয়া নৃত্য করিব। রে হুঃশাসন! আমরা ছুযোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কাশকুট ভোজন, কৃষ্ণ-সর্পের দংশন, দ্যুতে রাজ্যাপহরণ, জ্যোৎস্নার কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ,

অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্বাভাব এবং বগুহে ও বিরাটভবনে বিবিধ ক্রেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল। আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাণ্ড্যে চিকাল চুঃখভোগ করিতেছি, কখন হৃথের লেশমাত্র জানিতে পারি নাই।’

হে মহারাজ! রক্তাক্তকলেবর, লোহিতাক্ত ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয়লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হস্ত করিয়া কেশব ও অর্জুনকে সন্মোদনপূর্বক পুনরায় কহিলেন, ‘হে বীরধর! আমি হুঃশাসন নিধানার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ রণস্থলে তাহা সকল করিলাম; এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে ছুযোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে গদাঘাতে ঐ চুরাচার মস্তক বিমর্দনপূর্বক উৎক্ষেপণ করিয়া শাস্তিলাভ করিব।’ হে মহারাজ! রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ব্রাহ্মসুর-নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের স্থায় হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।”

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

ভীমকরে নিয়ন্ত্রিতমুখ বীরগণ বধ—কর্ণভীতি

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর হুঃশাসন নিহত হইলে নিষদ্রী, কবচী, পাণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অল্লোলপ, সহ, যশ, বাতবেগ ও সুবর্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভাবে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্র-গণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনব্যভাবে, সমরে অপরাশ্রয় মহারথগণের বিশিষ্টজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালাস্তক যমের স্থায় শোভা ধারণপূর্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভয়ে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরবসৈন্তগণ তদর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজ্ঞানাসক কৃতান্তের স্থায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর-দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত

১। প্রায় হৃত্তিত নয়ন—চক্ষু কোঁচকাইয়া। ২। কপা উপর পদ দ্বারা সজোরে আঘাত।

বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন হুঃশাসনের কধিরপান করাতে হৃষ্যোদন জ্বাড়াশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশনপূর্বক শুভ্রাঘা করিতেছেন। মহাশ্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বনজয় প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অস্ত্রাশ্রয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষন্ন হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষান্তদৃষ্টিগুণসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে বনজয়ের প্রতি গমন কর। হৃষ্যোদন তোমার প্রতি সমুদয় ভার অর্পণ করিয়াছেন; তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয়লাভ করিলে বিপুল কীৰ্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বুধসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে।'

হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মজ্ঞরাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

কর্ণপুত্র বুধসেন সহ যুদ্ধে নকুল-পরাজয়

অনন্তর কর্ণপুত্র বুধসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীত-দণ্ড কালান্তক যমের শ্রায় সংগ্রামনিরত গদাধস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল ভদ্রদর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ-পুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করিয়া জঙ্ঘাঘাতাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের শ্রায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ফটিকবিন্দুশোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণভয় হুঃশাসনের স্বর্ণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অশ্রু শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাশ্রু দ্বারা নকুলকে নিশীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাশ্রু নকুল বুধসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপাঘাত হইয়া মহোৎসাদশ শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; শিক্ষিতাশ্রু বুধসেনও নকুলের প্রতি

দিব্যাত্তরনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং শ্রীর দীপ্তি ও অস্ত্র-প্রভাবে হতহতাশনের শ্রায় প্রজ্জলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণজাল-জড়িত বনায়ু-দেহীয় শুভ্রবর্ণ অংশগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাত্ম রথ হইতে অবরোধ-পূর্বক সুবর্ণময় চন্দ্র-পরিশোভিত চন্দ্র ও আকাশ-সবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের শ্রায় বিচরণ-পূর্বক অন্তরীকে লক্ষ্য প্রদান করিয়া বুধসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণ-পুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যান্ত্রিক কর্তৃক নিকৃষ্ট পশুর শ্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচচ্চিত, নানাদেশ সম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসিপ্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয়ী হইয়া গেলেন।

তখন মহাবীর বুধসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নকুলও তাঁহাকে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বুধসেন নকুলশরে পাণ্ডুর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেনপ্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে বক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্যের অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বুধসেন মহারথ নকুলকে রণী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মহুষণগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণহৃত-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে পাণ্ডুর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বুধসেন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিবল্লুক শ্বেনপক্ষীর শ্রায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশ্চিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বুধসেন-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিফল করিয়া বিচিত্রগতি প্রদর্শনপূর্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণহৃত বুধসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র ভারকা-সমলঙ্কৃত চন্দ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশ্চিত ছয় শরে তাঁহার

১। তীত বাণাঘাতজাত বেদনা। ২। আহতপ্রান্ত অধির।

১। গদাধারী। ২। ইন্দ্রবীর। ৩। ক্ষুর ক্ষুর ফটিক খণ্ড।

৩। আকাশভূলা উল্লস।

সুক্রভারসাদন^১, শক্রপণের প্রাণনাশক, সর্পবিবের
স্তায় নিতান্ত উগ্র, কোবনিকাশিত, মৃত্যু অসি
ছেদনপূর্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষঃস্থল
সাতিশর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল
বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশর
সম্পূর্ণ হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন
অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের
রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে
এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া কোথাবিষ্টচিত্তে
তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত
শরযুগ্ম করিতে লাগিলেন; তৎপরে অস্ফাশ
কোরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর
ভীম ও অর্জুন রোধপ্রভাবে হৃত-হৃত্যশনের স্তায়
সাতিশর প্রদীপ্ত বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ
করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জুনকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘হে ধনঞ্জয়! এই দেখ,
নকুল কর্ণাজ্ঞ-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত
হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদের উপরও
শরবর্ষণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার
প্রতি গমন কর।’ হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়
বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ
তাঁহার রথ-সমিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাত্রীতনয়
নকুল তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন,
‘হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন।’
তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর
করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে
অবসরকালন করিতে কহিলেন।^২

ষড়শীতিতম অধ্যায়

সকুল যুদ্ধ—উভয়পক্ষীয় বহু বীরক্ষয়

সজয় কহিলেন, ‘হে মহারাজ! ঐ সময়
ক্রপদরাজের পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা
শিনির নষ্টা^৩ সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে
কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্নশরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন
ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত

পতাকাযুক্ত, গভীর নিশ্বনসম্পন্ন^৪ রথে আরোহণ
করিয়া ক্রমশঃপতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী,
অশ্ব ও মহুগপকে নিপীড়িত করিয়া সম্বর মাত্রীতনয়ের
সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা,
কৃপ, অশ্বখামা, দুর্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক,
চক্রাথ এবং দেবাবৃথ, কোরবপক্ষীয় এই কয়েক জন
মহারথ জলদগভীরনিশ্বন^৫ রথারোহণপূর্বক অনবরত
জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করিয়া সেই একাদশ বীরকে
নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ ওদর্শনে
নবজলধর-সন্নিভ, পর্বতশৃঙ্গসদৃশ, বেগগামী মাতঙ্গ
সমারূঢ় হইয়া সেই কোরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি
ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয়সমূহ, সুবর্ণজাল-
সমাবৃত, মলোৎকট মাতঙ্গগণ চপলা^৬ বিরাজিত
জলধরের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর
কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্যকে অশ্ব ও
সারথির সহিত সাতিশর নিপীড়িত করিল। মহাবীর
কৃপাচার্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরে
মৃত্যু শরে তাহাকে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে
নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অমূল্য ষোড়-
ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া সূর্য্যারশ্মিসদৃশ লৌহময়
তোমারে কৃপাচার্যের রথ আলোড়িত করিয়া সিংহনাদ
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি ওদর্শনে
সম্বর তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোক্তরাজ কৃতবর্মা শরনিকরে শতানীকের
অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাভিগণকে নিহত ও
নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও
পতাকাযুক্ত অশ্ব তিন মহাগজ অশ্বখামার শরে
আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের স্থায়
ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের
তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্যোধনকে তাক্তিত
করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত
করিয়া তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ
দুর্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত
গৈরিকখাত্তরাবধী পর্বতের স্থায় শোণিত শরণ-
পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের
সহোদর হস্তী পতিত না হইতে ঐহতেই অবিলম্বে
লক্ষ প্রদানপূর্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং
সম্বর অশ্ব এক মহামাতঙ্গে আরোহণপূর্বক ক্রোধের

১। শক্রপক্ষ। ২। সর্প। ৩। গভীর মেঘগন্ধনশব্দক।

৪। বিহ্বল।

১। অন্তরপ্রাণ—অত্যন্ত তারসহনক্ষম। ২। পৌষ।

অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রোধ তদর্শনে
 ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে
 তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে
 লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জয়
 ক্রোধাদিপক্ষে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্ধর
 ক্রোধ কুলিন্দরাজ-সহোদরের শরে নিহত হইয়া
 বায়ুবিপাটিত বনস্পতির^১ স্থায় অশ্ব, সারথি, শরাসন
 ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর
 মহাবীর বুক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ-সহোদরকে
 দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাধাতে
 অশ্ব ও রথের সহিত বুককে বিপ্রোথিত^২ করিল।
 তখন বক্রতনয় শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক কুলিন্দরাজ-
 সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন। নাগরাজ বক্রতনয়ের শরে সমাহত হইয়া
 ক্ষুব্ধেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই
 অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বক্রতনয়কে নিপাতিত
 করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ-সহোদর সেই যোথ-
 বিদারপক্ষম^৩ মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশবাদনায়
 মধ্যবেগে গমনপূর্বক তাহাকে শরনিকরে নিপীড়িত
 করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরে
 তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ। অনন্তর অগ্ন্যস্ত্র কুলিন্দগণ নিহত
 হইলে আপনার ধনুর্ধারী পুত্রগণ মহা আত্মলাভে
 লবণসমুদ্রে সজ্জত শঙ্খ-সকল প্রধ্বাণিত করিয়া কাশ্মুক
 ধারণপূর্বক অরতিগণের অভিমুখে ধাবমান
 হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সহজয়গণের সহিত কোরব-
 দিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ
 যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে
 অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে
 নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের
 আঘাতে নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে বোধ হইতে
 লাগিল যেন, বিদ্যাদ্বিরাজিত ও নিহাদ^৪ যুক্ত
 মেঘসকল মহামারুত^৫ বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দিকে
 সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব,
 রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত
 হইয়া স্থপর্ণের^৬ পক্ষবায়ুবিদলিত^৭ ভুজঙ্গের স্থায়
 ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কোরবপক্ষীয় একজন

কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে
 লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত
 হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর
 বুধসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া
 ভীমকে তিন, অর্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও
 জনাধিনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়
 কোরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাভীত কার্য্যসন্দর্শনে
 আত্মদ্রাবিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে
 লাগিলেন। কিন্তু যোগরা অর্জুনের পরাক্রম
 সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহার কর্ণপুত্রকে ছত্যাশনে
 আহত বলিয়া বোধ করিলেন।

অর্জুন-শরে কর্ণতনয় বুধসেন বধ

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাজীনন্দন নকুলকে
 হতাশ্ব ও বাহুদেবকে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ
 করিয়া বুধসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের
 সম্মুখস্থিত মহাবীর বুধসেন অসংখ্য বাণধারী
 নরবীর অর্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া, পূর্বে
 দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের অভিমুখে
 গমন করিয়াছিল, উদ্রুপ দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি
 গমনপূর্বক তাহাকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া
 সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে
 তিনি অর্জুনের দক্ষিণভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ-
 পূর্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায়
 ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয়
 অর্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর
 পার্শ্ব স্রবৎ রোধপরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে
 মনোনিবেশপূর্বক ললাটে ক্রকুটি বিস্তার করিয়া
 নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর
 তিনি রোযকষায়িতলোচনে গর্ব প্রকাশপূর্বক
 সূতপুত্রকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ।
 আজ আমি তোমার সমক্ষেই জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভৃতি
 বীরগণ এবং চুর্যোধন ও বুধসেনকে নিশিত শর-
 নিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া
 থাকে যে, আমার পুত্র অভিমত্য় যৎকালে রথমধ্যে
 একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা
 সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছ।
 কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বুধসেনকে বিনাশ
 করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর।

১। বৃক্ষের। ২। যুক্তিকামধ্যে নিমগ্ন। ৩। বোদ্ধাদিগের
 সেইবিদায়নসমর্থ। ৪। বক্রতনয়। ৫। ঘোরতর বায়ু।

৬-৭। গজের পাখার বাতাসে ছিন্ন-ভিন্ন।

রে মূৰ্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষতঃ হৃষ্যোখনের আশ্রয়লাভে তোমার অহঃকরণে অহকারসংকার হইয়াছে। অতএব আমি অস্ত্র বৃষসেনের বিনাশের পর বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোককর উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম হৃষ্যোখনকে বিনাশ করিবেন।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জিত করিয়া বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার-পূর্বক হস্তমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার সমুদ্র-দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি স্রুর নিক্ষেপ-পূর্বক তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাশ্রয় বৃষসেন অর্জুনের স্রুরাশ্রে ছিন্নবাহ ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বায়ু-বেগভয় কুসুমোপশোভিত অতি বিশাল শালবৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাভালে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আশ্রয়ক অর্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণপূর্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষাঘ্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

— —

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

কর্ণসহ অর্জুন-যুদ্ধে কৃষ্ণের অভয়বাণী

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন পুরুষ-প্রধান বাহুদেব দেবগণেরও হুনির্দার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল^১ মহোদধির^২ স্ত্রায় গর্জ্জন করিয়া সমাগত হইতে দেখিয়া হস্তমুখে অর্জুনকে কহিলেন, 'সখে! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসংকালিত ষেতাশ্রয়^৩ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণের কিঞ্চিৎজালজড়িত^৪, নানা-পতাকা-পরিবৃত, ষেতাশ্রয়^৫ রথ আকাশস্থিত বিমানের স্ত্রায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপসরিভ^৬ নাপকক^৭

ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত^৮ করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন হৃষ্যোখনের হিতচিকীর্ষার^৯ বারিধারাধারা জলদের স্ত্রায় শরজাল বর্ষণ করিয়া সমাগত হইতেছে। মজরাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশংকালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দিকে দ্রুমভিখনি, শল্যনিষন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিষন^{১০} সমুদয় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে যুগগণ যেমন কোপাঘিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারণ্য পাশালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্তগণ-সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবানুর-গদ্ধর্ষ-সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজুটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মুর্তিমান দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে শ্রীত করিয়াছ। অত্যাশ্র দেবগণও তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাদির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।'

তখন অর্জুন কহিলেন, 'হে সখে! তুমি সর্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয়লাভ হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি রথসংকালন কর; অর্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজ তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে, না হয় কর্ণের বাণে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিবর কীর্তন করিবে।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অমুগামী মাতঙ্গের স্ত্রায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাহুদেবকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে

১। সীত—উদ্বেলিত। ২। সূত্রেয়। ৩। ষেতাশ্রয়।

৪। ইজবকুল্লা। ৫। হাতীর হাওণা টিকিত।

৬। বিদ্ধ। ৭। উপকারকারী। ৮। ধ্বজধ্বজ।

অর্থসঞ্চালন কর।' মহাত্মা বাহুদেব অর্জুন কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে ভয়াশীর্ষাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অর্থগণকে মতাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুনের রথ ক্ষণকালমধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।*

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

রণক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছ কর্ণার্জুন সমাগম

সজয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্র-শোকসমুপ্ত হইয়া বাম্পবারি* পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র-নেত্রে* তাঁগকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্বক তাঁহার অভিযুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাজচর্ম-পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতি-নিসূদন বীরদ্বয় স্বেতাধযুক্ত রথে অবস্থানপূর্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্রসূর্য্যের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্যজয়াকাম্বী* ইন্দ্র ও বলিরাজের স্থায় সমরে সমুদ্ভূত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিশ্বয়াগর হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগের রথ-নির্ধোষ, জ্যোতলশব্দ*, শর-নিশ্বন ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ক্রতবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীরপুরুষ চুই বীরকে দ্বৈরথযুদ্ধে সমুদ্ভূত দেখিয়া বাহ্মাফোটন* ও বস্ত্র-কম্পন* করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত* করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শব্দনিশ্বন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও তুর্ধ্য ও শব্দের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করিয়া দশদিক্ প্রেতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দিকে শুরগণের

সিংহনাদ ও বাহ্মাফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তুলীশ, শব্দ ও বর্ষা ধারণ-পূর্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতিপ্রিয়দর্শন*। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের স্থায়, বাহুযুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, মুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল সুবর্ণ মালাদামে সমলঙ্কৃত ও সর্বাঙ্গ রক্ত-চন্দনে চচ্চিত। পরিচারকগণ* মহাবীরদ্বয়ের স্থায় গর্বিবৃত মহাবল-পরক্রান্ত বীরদ্বয়কে চামরবীজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্ত্রের রথে মহাত্মা বাহুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ততুল্য আশীবিংশশতসমিভ* বীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও জয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের স্থায়, প্রভিন্নগণ্ড* মাতঙ্গযুগলের স্থায়, রোঘাঘিষ্ট পর্বতদ্বয়ের স্থায়, ক্রোধান্বিত পুংস্কর ও ব্রতাসুরের স্থায় এবং ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভাত*, দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অমুরূপ। সেই নান-শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাজনে যদচ্ছাত্রমে* আপত্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জুন ও কর্ণকে শার্দূলদ্বয়ের স্থায় পরস্পর সমুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হুই হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত সখর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীরদ্বয় সংগ্রামে কার্তবীর্য্যতুল্য, দশরথ-তনয় রামের অমুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী-পতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীৰ্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময়ে তাঁহারা বাহ্মাফোটন-শব্দে নভস্তল অল্পনামিত* করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয়লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

১। মনোজ্ঞদর্শন—দেখিতে সুন্দর। ২। সেবক সকল।

৩। বিশ্বর সর্পের ছান।—বংশনাদি জন্তু বিশ্ব ব্যপ্ত না হওয়ায়—সর্প অপেক্ষা ছানার বিষ তীব্র। ৪। ভ্রগুণ্ড। ৫। দেবতায় জন্মে জাত—সূর্য্য হইতে কর্ণ, ইন্দ্র হইতে অর্জুন। ৬। বৈর পতিতে—নির্দীপ পতিতে। ৭। প্রেতিধ্বনিত।

১। শোকজনিত চন্দ্রব জল। ২। ক্রোধবশতঃ তারবর্ণ নয়নে। ৩। ত্রিভুবনজয়ের অভিজানী। ৪। ধ্বজগণ ও করতল শব্দ। ৫। মুখে স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক বাহুতে করতলের আঘাত। ৬। পতাকা কশিত। ৭। উত্তেজিত।

অনন্তর সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে সমরারনে শোভমান দেখিয়া মিতান্ত বিশ্বয়াগণ হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিষাহারে সমরশোভী মহাশ্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় বোদ্ধা মহাশ্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কোরবগণের ও মহাবীর অর্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন; বীরগণ পক্ষদ্বয়ের জয় পরাজয়দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধা-
বিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্রত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মারের স্মায়, ভীষণমূর্তি মহাধুমকেতুদ্বয়ের স্মায় বোধ হইল।

অন্তরীক্ষে কর্ণার্জুন-পক্ষপাতিগণের সংযোগ

অনন্তর কর্ণ ও অর্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ* ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতাশকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অগ্ন্যাশ্রয় পক্ষী; রত্ন ও নিধি* ; চতুর্বেদ, আখ্যান*, উপবেদ*, উপনিষদ*, রহস্য* ও সংগ্রহ* ; বায়ুশক্তি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয়*, ও বৈশাণেয়; বৃক*, শশ*, ও অগ্ন্যাশ্রয় মজলজ্ঞক পশুপক্ষী; অষ্ট বস্ত্র, বায়ু, সাধা, রুদ্র, বিণ্ণদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশদিক্, পদাযুগ* সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদয় রাজর্ষি এবং তুঙ্গুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অম্বর, রাক্ষস, গুহক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সত্তরজাতি, প্রেত, পিশাচ, অগ্ন্যাশ্রয়

ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুকুর ও কুস্ত্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিল। প্রাণেয়, মৌনেয়প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রামদর্শন-বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনিষ্ঠানিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি-সকল কোলাহলধ্বনি করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মর্ষি* ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাশ্মা মহাদেব দিব্যাগানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

ইন্দ্র-সূর্য্যাস্ত—কর্ণার্জুনের জয়পরাজয়-প্রশ্ন

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাশ্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন,—‘অজ্ঞ আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে।’ সূর্য্যদেব কহিলেন,—‘আমার আশ্রয় কর্ণ অর্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রীলাভে কৃতকার্য হইবে।’ এইরূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক পৃথক পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকাল দেবর্ষি ও চারণগণ-সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অশ্রুগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অগ্ন্যাশ্রয় সূত-সমুদয় অর্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ‘ভগবন্! অর্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন বীর বিজয়লাভ করিবে? আমাদের মতে ইহা-দিগের উভয়েরই জয়লাভ হওয়া উচিত, অতএব তাঁহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক! হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয়লাভে সম্যক অধিকারী, আপনি তাগ নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয়লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।’

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রাণিপাতপূর্ব্বক

১। যোদ্ধার বেশে শোভিত। ২। যন্তের জিন্দগী। ৩। সর্প—নাগলোকবাসী। ৪। অর্ঘ্যাদি ধন-সম্পত্তি। ৫। ইতিহাস। ৬। লোক-সাহিত্য। ৭। যোদ্ধাশাস্ত্র। ৮। অশ্রুকাশিত গুপ্ততত্ত্ব। ৯। সঙ্গীত শাস্ত্রসার। ১০। সুরভিবংস। ১১। ব্যাঘ্র। ১২। শশক। ১৩। জম্বুচর।

কহিলেন, 'হে ভগবান্। পূর্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অৰ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয়লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে বাসুদেব নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অশ্রুতা না হয়।' তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইস্তের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে সুররাজ। যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে ছত্ৰাশনের তৃপ্তিসাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়া উচিত। অৰ্জুন কর্তৃক পরাজিত করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্যসাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অৰ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আশ্ব-কার্যসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য। আর দেখ, মহাশ্মা ধনঞ্জয় সত্য সত্য অশ্রুনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষসম্পাদন করিয়াছিল, অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবল-পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাত্ম ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয়লাভ হইবে না? এক্ষণে অৰ্জুনের জয় হইলে একটি দেবকার্যসাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি অবিধ ক্লেশ নিবারিত হয়। অতএব তাহারই জয়লাভ হওয়া উচিত।'

দেবগণের অৰ্জুনজয়-সিদ্ধান্ত

হে দেবেশ। মহাবীর অৰ্জুন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, তাহার দৈববল^১ মহত্বনিবন্ধন^২ পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহার অরাতি^৩গণ সমূলে উন্মূলিত হইবে সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রৌপ্যবরষ হইলে সমরাজনে মর্যাদা^৪ অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহার পুরাণ ঋষি, নর ও নারায়ণ; ইহারাই জগতের সৃষ্টিকর্তা; ইহারাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগের নিরস্ত্রা কেহই নাই। কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কুত্রাপি ইহাদিগের

তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অস্ত্রান্ত্র প্রাণিগণ ইহাদিগের অনুরাগত হইয়া আছেন। ইহাদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিজয়মান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহারাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র জ্ঞোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বহুলোক প্রাপ্ত হউক।' হে মহারাজ! সর্বলোকপিভামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেবও তাহার বাক্যে অমুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুত্রন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তদ্রূপ সমুদয় প্রাণিকে আমন্ত্রণ-পূর্বক কহিলেন, 'হে মহাঋণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উহাদের কথা কদাচ অশ্রুতা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিত হইয়া অবস্থান করুন।' তখন তদ্রূপ সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিশ্বাস্যবিষ্টচিত্তে তাঁহার তুষ্টী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পবর্ষণ ও তুষ্যধনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্বগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত দৈবত্ব-যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাজনস্ব মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিকৃত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাশ্মা অৰ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য—ইহারাও হৃষ্টচিত্তে শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন।

কর্ণাৰ্জুন যুদ্ধ—রথি-সারথির সরস সমরালাপ

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের শ্রায় সেই বীরদ্বয়ের তীরজন-ভয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিধসদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ় শক্রে-শরাসনতুল্য^১ হস্তি-কক্ষা ধ্বজ এবং অৰ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের শ্রায়, ব্যাদিত-বদন কৃতান্তের শ্রায় নিতান্ত হুনির দ্য বিকটদশন^২ বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রায়কালে নভোমণ্ডলে সমুজ্জিত রাজ ও কেতুগ্রহের শ্রায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী

১। সারথির কার্য। ২—৩। দৈববলের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া। ৪। শক্রে। ৫। কলিকতের সীমা।

১। ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ। ২। ভীষণ দশ।

হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষকে উৎপত্তি হইল এবং গরুড় যেমন ডুগ্ধকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিক্বী-জালজড়িত কালপাশোপম^১ হস্তিকক্ষা ক্রোথাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীরকয়ের ঘোরতর দৈরথ্যযুদ্ধে প্রথমতঃ ছই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক হেয়ারব পরিচাণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাহুবল শল্যের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হস্তমুখে শল্যকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, 'হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজ আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল।' শল্য কহিলেন, 'হে সূতপুত্র! যদি আজ মহাবীর খেতাব অর্জুন সমরাজনে তোমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, আমি একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিব।' হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বাহুবল! যদি আজ কর্ণ আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?' কৃষ্ণ অর্জুনের বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়েন, যদি মহোদধি পরিণত হয় এবং যদি হতাশন শৈত্যগুণ^২ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ^৩ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রায়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ডুগ্ধ দ্বারা নিহত করিব।'
হে মহারাজ! কপিকেতন^৪ অর্জুন বাহুবলের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে জনাধিন! সূতপুত্র ও শল্য উহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উহাদিগকে আপনায় সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজ তুমি অচিরে দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমদিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র,

কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন-ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজ কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্যাদশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃখমগ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজ তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্বে চুরাঙ্গা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণকে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অত্যাধি তাহার শাস্তি হয় নাই। অতএব মত্তমাতঙ্গ যেমন পুন্পিড বনস্পতিকে উদ্গলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উদ্গাথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজ সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয়লাভে আশ্লাদিত হইয়া অভিমুহুর জননী, স্বীয় পিতৃশা^৫ কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুরবচনে সাশ্বনা করিবে।'
—

একোনবতিতম অধ্যায়

সমবেত কোরবগণের অর্জুন-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অশ্বর, সিংহ, বৃক্ষ, পক্ষর, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মবি^৬ ও রাজবিশি^৭গণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিশ্বয়োৎফুল্ল-লোচনে^৮ আকাশগর্ভ গীত, বাজ, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কোরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ আশ্লাদিত হইয়া বাদিজ-শব্দ, শঙ্খনিশব্দ ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিগ্গণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রুপীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গী-সেনা-পরিবৃত, যুতদেহপূর্ণ, শর-শক্তি-ঋষ্টিসম্বল সমরাজন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুরযুদ্ধের স্রায় কোরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয়পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদয় দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অত্যাধি বীরগণ

১। বমপাশসদৃশ। ২। ঐতলতা। ৩। কোন প্রকারে। ৪। বানরমল।

১। পিসী। ২। ব্রাহ্মণ-তপস্বী। ৩। কল্লি-তপস্বী। ৪। বিশ্ববলন্ত সর্বস্বকসেত্র।

ভয়াঙ্কিতচিত্তে মহারথ অর্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অশ্বর'-তলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চক্র-সূর্যের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অস্ত্রগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিত্রাণ করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহাদিগের চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাজ্যে ইত্যন্ত: যুদ্ধ, ভেদী, পণব ও আনন্দের নিশ্চয় এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুখিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শস্যমান মেঘমণ্ডল-পরিসৃত শশাঙ্ক ও সূর্যের স্থায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি-নিপাতন অজ্ঞেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎদহনে প্রবৃত্ত পরিবেশমধ্যস্থ ময়ূখ-পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্যদ্বয়ের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা জিবাংসাপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ববন্তের স্থায় অশঙ্কিত-চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযুগ্মের স্থায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্যোধন, কৃতবর্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বখামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিজারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তুণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী, শক, যবন ও কাষোজগণ অর্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় উদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র-শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জুনের পরাক্রম অবলোকন

করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তূর্য্যানিশ্চয়, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদপ্রদান ও তাহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াগম হইল, কিন্তু একমতাবদ্বন্দ্বী দুর্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

সন্ধির জন্য অশ্বখামার দুর্যোধন-অনুরোধ

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বখামা দুর্যোধনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সান্থনা-বাক্যে কহিলেন, 'হে মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে বিকৃত, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্ধাবিশারদ ব্রহ্মসদৃশ' দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই নিমিত্ত অত্যাগি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক পরমশুশ্রেণে চিরকাল রাজ্যশাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে। জনার্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য; অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শাস্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করিলে প্রজাসকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। ইত্যবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিকপুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অস্ত্রাশ্রয় ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান বিধাতা যে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ হইলেন, অর্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্বদা তোমার অনুরাগত হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শাস্তি অবলম্বন কর। তুমি আমাকে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অভিশয় সৌহার্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি।

এক্ষণে তুমি ক্রান্ত হইলে আমি স্তূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বহু চারি প্রকার;—সহজাত, সন্ধিজাত, ধন দ্বারা উপাভিজিত এবং প্রতাপবশতঃ স্বয়ং উপনীত। সহজাত অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বহু; পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বহু। এক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। সম্প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রত্বালাভে কৃতকার্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিতসাধন হইবে।’

সন্ধিসম্বন্ধে দুর্ব্যোধনের দোষপ্রদর্শন

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বখামা এইরূপ হিতকথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্ব্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিনয়মান হইয়া কহিলেন,—‘সখে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দুরাশ্রয় বৃকোদর শার্দূলের স্থায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে কিরূপে সন্ধিস্থাপন করিব? আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারাতৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরুপর্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজ অর্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে, স্তূতপুত্র এখনই উহাকে বিনাশ করিবে।’

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ব্যোধন বিনয়-পূর্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন,—‘বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? শীঘ্র বাণবর্ষণ করিয়া শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।’

নবতিতম অধ্যায়

কর্ণার্জুনযুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু বীর বধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ স্তূতপুত্র ও অর্জুন পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ করিয়া—‘হিমালয়সমুত উত্তিন্নদন্ত’ মন্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শত্রু ও ভৈরীশল সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মহামেঘে ও পর্বতে পর্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নিব্বাণ*, বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বর চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল-পরাক্রম বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অশ্রাবাত করিতে লাগিলেন। সুরাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির স্থায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অলক্ষ্যতাবিক্ত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমায়ুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন, পদ্ম, উৎপল*, মংগু, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ুসঞ্চালিত হৃদ*দ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়েকে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম, আভরণ ও অস্ত্রধারী উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জুনকে বৃত্র ও বাসবের স্থায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। এই সময় মহাবীর অর্জুন মন্তমাতঙ্গবধার্থে ধাবমান মন্ত-মাতঙ্গের স্থায় অধিরথপুত্রের বিনাশার্থে গমন করিলে, দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আজ্ঞাসে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক অঙ্গুলি সমুখিত ও বজ্র বিধুনিভ* করিতে লাগিল। তখন অর্জুনের পুরোবর্তী সোমকগণ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—‘হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্ব্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর।’ হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সযোদ্ধনপূর্বক কহিলেন, ‘হে স্তূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীক শরনিকরে

১। উগ্গত দন্ত—বৌকশ্রাণ্ড। ২। বরণ। ৩। নীলপদ্ম।

৪। শ্রোতরহিত স্তূতবীর দীর্ঘ জলাশয়। ৫। পতাকা কম্পিত।

অৰ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বনগমন করুক।’

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অৰ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে, তিনিও হস্ত করিয়া সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সূপুঙ্খ লায়ক নিক্ষেপপূর্বক পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয় বাহ্যাস্থ্যটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জন-পূর্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাধ্য হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অৰ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অৰ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহাবীর কর্ণও তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অৰ্জুন ত্রকুটি বন্ধনপূর্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আয়েয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিম্বাণ্ডল ও সূর্য্যামণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন^১ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাজনে তদ্রূপ ঘোরতর নিশ্বসন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপাধিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আয়েয়ায় নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাশ্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাজ্ঞপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অৰ্জুনবাণসজ্জাত অতিপ্রচণ্ড অগ্নি নির্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ ও আকাশ-মার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমস^২প্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অৰ্জুন তদর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাশ্র দ্বারা কর্ণের বারুণাশ্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্বন্দ্ব মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রভূলা-প্রচাব, দেবরাশের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাহুত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সূতীক্ষ্ম ক্ষুরশ্র, অঞ্জলিক, অর্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গুরুভূতীত ভূতল্লের শ্রায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অৰ্জুন-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধ-বিসৃত-নেত্রে^৩ সমুদ্রের শ্রায় গভীর নির্বোধ-সম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাত্ম্য^৪প্রাহুত করিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে ধনঞ্জয়-বিনির্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সৌমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সূতীক্ষ্ম শরজাল বিস্তারপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চালদেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণকলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্তৃক নিহত গজ-যুথের শ্রায় প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র বলপ্রকাশপূর্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাচরের শ্রায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ ‘সূতপুত্রের জয়লাভ হইল,’ এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লমনে সিংহনার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অহুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাহুদেব ও অৰ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

কর্ণবধার্থ ভীমের অৰ্জুন-উত্তেজনা

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমলেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত চক্ৰিষহ ও ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত

১। দগ্ধ-বস্ত্র—পরিষেব পুড়িয়া যাওয়া। ২। যোগ অন্ধকার।

৩। ক্রোধহেতু ঘৃণিতনেত্র। ৪। পবনামপ্রদত্ত অস্ত্র।

অন্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষাক্ষিপিত-লোচনে করে কর নিশ্লেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অর্জুনকে কহিলেন,—‘হে বীর! আজ তোমার সমক্ষে এই অশ্বর্ষ্য-পরায়ণ সূতনন্দন কিরূপে বলপূর্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্বের রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অশ্ব-গণও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; আজ সূতপুত্র দশ শরে কিরূপে তোমাকে বিদ্ধ করিল? আজ সূতপুত্র তোমার নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জুন! ঐ চুরাশ্বা সূতপুত্র যৌপদীকে যেরূপ রেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে বশুতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহাকে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ? ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান পাবকের তৃপ্তি-সাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ চুরাশ্বা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহাকে গদাঘাতে বিপ্রোথিত করিব।’

ঐ সময় মহাশ্বা বাহুদেবও কর্ণশরে অর্জুনের অন্ত্র-সমুদয় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—‘হে সখে! আজ সূতপুত্র যে অন্ত্র দ্বারা তোমার অন্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ? ঐ দেখ, কোরবগণ তোমার অন্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কারপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পর্ব্বিত অশ্বদগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজ সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে সূতপুত্রকে অশ্বচরবর্গ-সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরঃছদনপূর্বক ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠিরকে গ্রামনগরপরিপূর্ণা সাগরাস্ররা^১ ধরী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।’

অর্জুনপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বহু বিপক্ষ-বীরক্ষয়

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত অর্জুন ভীমসেন ও বাহুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জগৎগ্রহণ করিবার কারণ অল্পধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন,—‘হে বাহুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকারসাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অন্ত্র প্রাচুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমাকে অহুমতি প্রদান কর, আর ভগবান ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ—ইহারাও এ বিষয়ে অহুমতি প্রদান করুন।’ হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অন্ত্র প্রাচুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্বক সেই অর্জুন-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদর্শনে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন,—‘হে অর্জুন! লোকে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবেস্তা বলিয়া নির্দেশ করে, অতএব তুমি অশ্ব এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।’

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যাহুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাচুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল-সদৃশ সূতীক্ষ্ণ ভূজগের স্থায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; তখন সেই গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন অনল ও সূর্য্যের স্থায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিম্বাশ্ল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারচ-সমুদয় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কোরব-পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জুনশরে অস্ত্রের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোন বীরের করিণ্ডও সদৃশ দক্ষিণ ভূজও অর্জুনশরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের

১। সঙ্ক্ৰমেখলা—চারিদিকে বটিবদ্ধবৎ সাগরবেষ্টিত।

বামহস্ত ক্ষুরনিকৃত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জুন জীবনান্তকর ভয়কর শরনিকর দ্বারা চূর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণ ও অর্জুনের প্রতি পর্জ্জ্বলী-নির্ম্মুক্ত বারিধারার স্থায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র-শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দনকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করিয়া তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া স্ববর্ণবর্ণ-সমলঙ্কৃত সভাপতির^১ প্রতি দশ দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জুন-নিকিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সায়ধি, শরাসন ও কেতুবিহীন হইয়া পরশু-নিকৃত শালবৃক্ষের স্থায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধ-সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহিসমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিকে নিহত করিলেন এবং সূতীক শরনিকরে সূতপুত্রকে সারধি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহতমান হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্পকালমধ্যেই কৌরবগণের সমুদয় বীরগণকে নিহত করিবে।' মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী^২ শরজাণ বর্ষণপূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ধ্বংসরাগ্রগণ্য মহাবল-পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাব্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় সৈন্তগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা বিশল্য^৩ হইয়া যুদ্ধ-সন্দর্শনার্থ সত্তর সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমারযুগল-প্রমুখ স্বর্গ-বৈভাগ কর্তৃক চিকিৎসিত, অশ্রুশরে ক্ষতবিক্ষত রাজ সুরাজ পুরন্দরের স্থায়, রাজ্যের করাল আন্তঃদেশ হইতে বিমুক্ত অশ্ব ও চক্রমণ্ডলের স্থায় ভাষ্য সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

কর্ণশরে পাণ্ডব-নিপীড়ন

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল-নিবাসিগণ অনিমেঘ-নেত্র^৪ সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর-প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিষন ও তলধ্বনিপূর্ব্বক বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোররবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোচকনির্ম্মুক্ত সপের স্থায় কঙ্কপত্রভূষিত তৈল-ধোত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি যষ্টিশরে বাহুরেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক অর্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অমুগামী সৌমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সৌমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া, মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল; অস্ত্রবিছা-বিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিক্ত করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শরপ্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুদ্ভূত^৫ কুকুরগণের স্থায় আর্দ্রনাদ করিয়া বিগতাহু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র অর্জুনের নিধন ও তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত মংগবেগে সমাগত পাঞ্চাল-গণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদর্শনে আপানদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান

১। মেঘ। ২। তরাসক ঘোড়া। ৩। মর্ম্মস্থল ছেদনকারী—
অস্ত্র, শিরা কাট, হাড়ের সন্যোগ প্রভৃতি দেখ ১০৭টি স্থান।

৪। বেনাবিহীন। ২। যুদ্ধ। ৩। পলকহীন চক্ষু।
৪। পিতৃ কর্তৃক বিদীর্ণবেশ।

করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিচায়ক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এইবার কৃক ও অর্জুনকে কর্ণের বশবর্তী হইতে হইবে।

অর্জুন-যুদ্ধে কৌরব-পলায়ন

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষত মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে কর্ণের শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়া শরাসন হইতে জ্যা অবনামিত^১ করিয়া^২ চাপজ্যা^৩ পরিমার্জনপূর্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাত্মপ্রভাবে অমৃতরীক্ষ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীবসকল সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন হস্তযুগ্মে শল্যের বর্ষোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমতঃ ছাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জুনের অশনিসদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া কধিরাক্ত-কলেবর হইলে তাঁহাকে প্রায়কালীন শ্মশানমধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুরাজসদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশবাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচটি মহাসর্প। উহার সূতপুত্র কর্ণকে নিষ্কিণ্ট হইয়া পুরুষোত্তম বাহুদেবের বর্ষ্য বিদারণপূর্বক মহাবেগে পাতালপ্রবেশ ও ভোগবতী^৪-জলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে দশ ভয়ে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণনিষ্কিণ্ট নাগাত্রে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণপূর্বক তৃণদহনপ্রবৃত্ত হস্তাশনের স্থায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাঙ্কুট দেহাঙ্কুর শরনিকরে কর্ণের মর্শ্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জুনের শরে গাত্র বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত র়েশনিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল বৈধ্যতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় দিক্,

বিদিক্, সূর্য্যারশ্মি ও অধিরথনদনের রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্ন^৫ হইয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকালমধ্যে চুর্খোদন-প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষক অশ্ব, রথ ও সারথি সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষতবিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলম্বমান^৬ পিতা ও পুত্রগণকে পরিচায়ক করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহাকে পরিচায়কপূর্বক ভয়ে দশদিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হ্রষ্টচিত্তে অর্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।^৭

একনবতিতম অধ্যায়

মাতৃবধপ্রতিহিংসার্থ অশ্বসেনের কর্ণপক্ষাণ্ডয়

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সৈন্সে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থানপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে বিদ্রোভের স্থায় সমুজ্জল অর্জুনাত্ম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যায়ুক্ত স্বীয় শরাসন বিক্ষারণ-পূর্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাত্মজাল বর্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়নিষ্কিণ্ট মহাত্মজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দস্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গঘয়ের স্থায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহার্য্য অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিয়া এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সৌমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষা ধুমুঙ্কর বীরদ্বয় নিরন্তর শরসন্ধান করিয়া সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীৰ্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা

১—২। খুলিয়া লইয়া। ৩। ধ্বংসের গুণ। ৪। পাতাল-গঙ্গা।

১। কৃষ্ণচক্রাবৃত্তের—হুয়াসা আচ্ছাদিতের। ২। ক্রন্দনকারী।

প্রবল হইতে লাগিলেন। অস্ত্রাশ্রয় যোগ্য সেই পরম্পর-হিংসাযেবী বীরদ্বয়ের দুর্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষিত প্রাণিগণ কেহ কেহ 'সাধু কর্ণ' ও কেহ কেহ বা 'সাধু অর্জুন' বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গভীরভাবে সমরালন বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প ষাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাঁতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জুনকৃত মাতৃবধজনিত পূর্ব-বৈর^১ স্মরণ করিয়া বেগে পাঁতালতল হইতে উখিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া "বৈরনির্যাতনের^২ এই প্রকৃত অবসর", ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতুণ্ডীশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের ক্রিগজালময় অস্ত্রজালে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কোঁব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণাঙ্ককার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই আশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তখন অঙ্গরাগণ তাঁহাদিগকে দিগ্য চামর বীজন ও চন্দন-সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মাজিত করিয়া দিলেন।

পার্শ্ববর্ধা কর্ণনিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রের বিফলতা

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্ঘ্যে অর্জুনকে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত-বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতুণ্ডীশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত-নাগবংশসম্বৃত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থ অতি যত্নসহকারে উহা বহুদিন স্বর্ণ-তুণ্ডীর মধ্যে চন্দন-চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জুনের মস্তকচ্ছেদনার্থে সেই ঝালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সাহিত্য^৩ হইলে

দিগ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রাঙ্গলিত হইয়া উঠিল, শত শত ভীষণ উদ্‌গা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত করেন নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া "একেবারেই আমার আত্মজ অর্জুন বিনষ্ট হইল" মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান কমলযোনি^৪ সুররাজকে তদবস্থা পর অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়ের জয়শ্রীলাভ হইবে।' ঐ সময় মজরাঙ্ক শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, 'হে কর্ণ! এই শরটি অর্জুনের গ্রীবাচ্ছেদনে সমর্থ হইবে না; ক্ষুতএব যদ্বারা অর্জুনের মস্তকচ্ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর।' তখন মহাবীর সূতপুত্র মজরাঙ্কের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাক্রান্ত-লোচনে কহিলেন, 'হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শরসন্ধানপূর্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অস্ত্র শর সন্ধান করে না এবং আমার সঙ্গ শল্যের কদাচ কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।' সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থে উদ্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ-পরিপুঞ্জিত, প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত, ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্বক অর্জুনকে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি এইবারেই বিনষ্ট হইলে।' তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত, হতাশন ও সূর্যের স্থায় প্রদীপ্ত, অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উখিত হইয়া প্রাঙ্গলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাহুদেব সেই সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রাঙ্গলিত দেখিয়া সঙ্কর পদ দ্বারা রথ আক্রমণপূর্বক অবলীলাক্রমে ভূতলমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জুনের সুবর্ণজালজড়িত চন্দ্রমরীচির স্থায় ধবলবর্ণ অংশগণও জাহ্নু^৫ আকৃষ্ট^৬ করিয়া^৭ ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুল কোলাহল সহকারে বাহুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাজ ধনঞ্জয়ের

১। পূর্বকৃত শত্রুতা। ২। শব্দমসেহ। ৩। সাহিত্য।

৪। ব্রহ্ম। ৫-৮। ইষ্ট ভাষিয়া।

ইন্দ্রবজ্র হৃদয় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোক-বিশ্রুত, সুবর্ণখচিত, মণিহীরক-সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্বলনের^১ স্তায় দীপ্তিশীল, মহামূল্য কিরীট ভগবান স্বয়ম্ভু^২ স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূৰ্বে পুরন্দর অম্বর-সংহারকালে অৰ্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়া-ছিলেন। উহা রুদ্ধের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুঃস্থতাৰ অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অৰ্জ্জুনের সেই কিরীট বিমদিত করিল।

হে মহারাজ! অৰ্জ্জুনের সেই সুবর্ণ-জ্বাল-পরিবৃত অতি ভাঙ্কর^৩ কিরীট বিষায়ি দ্বারা বিমদিত ও ক্ষতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরি-শিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যাপরশ্রিত^৪ দিবাকরের স্তায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ-পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘটিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাজ্ঞ অৰ্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন জিতুবন^৫ মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুথিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও অলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুলু^৬ শৈলশৃঙ্গের স্তায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত-চিত্তে ষেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয়-পর্ব্বতের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অৰ্জ্জুনের সহিত বদ্বৈর^৭ সূতপুত্র-নিষ্কণ্ট নাগ ধনঞ্জয়কে পাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল।

কর্ণাৰ্জ্জুনসহ অশ্বসেন নাগের পরিচয়

হে মহারাজ! ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভূজ

কর্ণকে সাহোদন করিয়া কহিল, 'হে কর্ণ! তুমি আমাকে না দেখিয়াই প্ররোপ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অৰ্জ্জুনের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব।' তখন মহাবীর কর্ণ ভূজঙ্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, 'হে ভজ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল।' নাগ কহিল, 'হে কর্ণ! পূৰ্বে অৰ্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুতাৰ বন্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেব-রাজও উহার রক্ষক হয়েন, তথাপি আমি উহাকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।'

তখন সূতপুত্র কহিলেন 'হে নাগ! কর্ণ কখন অস্ত্রের বলবীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং একশত অৰ্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর ছইবার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অৰ্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর।' হে মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অজ্ঞরূপ ধারণপূর্ব্বক রোষভরে অৰ্জ্জুনের বিনাশ-বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাহুসেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃভৈর^৮ উরগপতিক^৯ বিনাশ কর।' তখন গাভীৰ-ধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, 'হে জনাৰ্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোত্তের^{১০} স্তায় ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে?' কৰ্ণ কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে ষাণ্ডব-দাহনপূর্ব্বক হতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভূজঙ্গের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুকায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল, তুমি তৎকালে উহার মাতাকে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ ছুরাষা সেই মাতৃবধজনিত পূৰ্ণ-বৈর^{১১} স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশবাসনায় আকাশচ্যুত প্রোজ্জলিত মহোৎকার স্তায় সমাগত হইতেছে।'।

১। অরির। ২। ব্রহ্ম। ৩। উজ্জল। ৪। রক্তিম-সন্ধ্যালীন দোহিতবর্ণবিশিষ্ট। ৫। ত্রিলোক-বর্ণ, অস্তরীক ও ক্লোকা। ৬। অতি উচ্চ। ৭। অত্যন্ত শত্রুতাব্যাপার।

১। শক্রভাটচরণকারী। ২। সপৎকালকে। ৩। গরুড়মুখ প্রবেশ-প্রবৃত্তি। ৪। পূৰ্বেব শত্রুতা।

অৰ্জুনের অশ্বসেন-সংহার—পুনঃ কর্ণসহ যুদ্ধ

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অৰ্জুন কোণে মুখ পরিবর্তন^১ করিয়া^২ নভোমণ্ডলে পক্ষীর ছায় সমাপ্ত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভূজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম কুবীকেশ স্বয়ং বাহুযুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অৰ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষপ্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অৰ্জুনও কর্ণের প্রতি শূশাগিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ-বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অৰ্জুন পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক এক আশীবিয়সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণসংস্কারার্থ যেন তাঁহার মৰ্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাভালে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ডবিধিত্তি^৩ সর্পের ছায় ফোঁধাবিষ্ট হইয়া, বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তক্রপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে জনার্দিনকে ও নবতি শরে অৰ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণপূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাত্ত করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দরতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আশ্রাদ^৪ সহ্য করিতে না পারিয়া, সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাম্বরের মৰ্ম্ম বিদারণ করিয়া-ছিলেন, তক্রপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মৰ্ম্মভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড-সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অৰ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ছায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার অৰ্ণ, হীরক ও মণি-মুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় অৰ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্ন সহকারে দীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাষের বৰ্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অৰ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বৰ্ম্ম-বিহীন কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ

করিলে সূতপুত্র সান্নিধ্যভিক্‌স্রাক্রান্ত^৫ আতুরের^৬ ছায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অৰ্জুন শরাসন-নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও মৰ্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অৰ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করিয়া গৈরিকধাতুধারাবর্ষী পর্বতের ছায় শোভমান হইলেন।

অৰ্জুনশরে কর্ণের মূর্চ্ছা

অনন্তর মহাবীর অৰ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ^৭ কার্তিকেয়ের ছায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড-সদৃশ লৌহময় সূদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অৰ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুগ্ধি^৮ হইয়া ইন্দ্রায়ুধসদৃশ শরাসন ও তুণীর পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি মুচ্ছিত হইলেন। তখন পরমধার্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে নিপাতিত করা অকর্তব্য্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিশাপ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ^৯ বাসুদেব সসম্মুখে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে অৰ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতেরা ত্বৰ্ণল অরতিদিককেও নিধন করিতে কালপ্রতীক্ষা^{১০} করেন না। তাঁহারা ব্যসন-নিমগ্ন^{১১} শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ছায় সত্বর উহাকে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ববৎ পরাক্রম শ্রকশপূর্বক তোমার অভিযুবীন হইবে।'

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অৰ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তক্রপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাতঃ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া স্তবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিম্বগুল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষাঃ সূতনন্দন অৰ্জুনের বৎসদন্ত-বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুহুমিত

১। বাহু কক্ষের ধন্যযুক্ত বিষম ভাবে আক্রান্ত—বিকারগ্রস্ত।

২। প্রতিকারে নিতান্ত অসমর্থ। ৩। ক্রৌঞ্চপক্ষীভাষারনকারী।

৪। অশ্ব যুগ্ম—হাতের বল না থাকায় দুষ্টিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

৫। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। ৬। সমরক্ষেপ। ৭। বিপদগ্রস্ত।

১—২। মুখ ফিরাইয়া। ৩। যজ্ঞদ্বারা সম্বাদিত। ৪। সজ্জাবস্ত্র।

অশোক, পলাশ ও শাল্মলি-বৃক্ষ এবং চন্দনকাননে সমাকর্ষিত অচলের ছায়, বৃক্ষশ্রেণীপরিপূর্ণ বিকসিত-কণিকার-পরিশোভিত হিমালয়ের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বহুক্ষরার কর্ণরথচক্র গ্রাস—কর্ণের আক্ষেপ

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাচলগামী দিনকরের করজালদশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজস্রমের ছায় দেদীপ্যমান কর্ণ-নির্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ঐশ্বর্যাবলম্বনপূর্বক রোষিত-সর্পের ছায় বিশিখজাল-বর্ষণপূর্বক দশ বাণে অর্জুন ও ছয় বাণে বাহুবদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহায়ুদ্ধে কর্ণের উপর সপরিষ ও জনলের ছায় ভীষণ উগ্রনিশ্বন রোজ-শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, 'সূতপুত্র! বহুক্ষরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন।' কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম-প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘৃণিত হইতে আরম্ভ হইল; রথও বেদিবন্ধ-বিশিষ্ট-পুষ্পিত চৈতরক্ষের-ছায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘৃণিত, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষম ও বিব্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই সকল রোশ সজ্জ করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূন-পূর্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ধাম্মিঃ ব্যক্তির সত্য কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্য ধার্মিককে সত্য রক্ষা করেন। আমরা শত্রু ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্য রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্য দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকি; ধর্ম্য

তথাপি আমাদেরকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্য আর নিয়ত ধার্মিককে রক্ষা করেন না।' মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপ কহিতে কহিতে অর্জুনশরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি অলিত হইল, তিনিও স্বীয় কার্যে শিথিলপ্রায় হইয়া বারংবার ধর্ম্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাহুবদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; অর্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্রসদৃশ অনলোপম-ভীমবর্ণ-সলুদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুননির্মুক্ত শরজাল প্রবলবেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

তখন সূতনন্দন কম্পিতাশ্রা-হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত্র করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; শক্রনিহন অর্জুনও তদ্রূপে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত্র করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা-ও অশ্রাশ্র শরনিকর মন্ত্রপুত্র করিয়া বারংবার পুরন্দরের ছায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ-নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথ সমীপে প্রাচুর্ভূত হইল; মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণবীর বাহুবদেব কহিলেন, 'হে অর্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর।' তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত্র ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বাণে অর্জুনের মোক্ষী-ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জুনের যে একশত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জুন গাণ্ডীব জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপুত্র করিয়া সর্পের ছায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অশ্রু জ্যা সংযোজন করিলে কর্ণ তাঁহার জ্যা-যাজন-বৃত্তান্ত বৃষ্ণিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন।

১। সৌদাল ফল। ২। ক্রম। ৩। শরসমূহ। ৪—৫। বৌ দ্বারা বেষ্টিত গ্রামের পরিচায়ক বৃক্ষের—যে বৃক্ষসমূহ গ্রাম্য-দেবতার পূজা হয়—গ্রামবাসীরা প্রাথমিক—এইরূপ প্রাচীন বৃক্ষ। ৬। বৃক্ষপত্র। ৭। কালধর্ম—কালধর্মের দ্বারা ধর্ম।

১। ভগ্নোচ্চন—চট্টাহীন। ২। অগ্নিভূতা। ৩। অশ্রুত বেগপাদী। ৪। কম্পিতগার। ৫। গাণ্ডীবের গুণ—বহুক্ষর ছিল। ৬। বহুক্ষর ছিল। ৭। গুণসংযোজিত করার বহুত।

কর্ণের রথচক্র-উদ্ধারচেষ্টা

অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রকালে সব্যাসাচীর অস্ত্র ছেদনপূর্বক অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাহুবল অর্জুনকে কর্ণজ্যে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন,—‘হে অর্জুন। প্রধান অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কর্ণের সমীপবর্তী হও।’ শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সপরিষ ও অনলের স্থায় ভয়ঙ্কর দিবা রৌদ্র মন্থপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বহুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদদর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূজঘর দ্বারা চক্রের উদ্ধার-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন-সমবেতা^১ সপ্তবীণা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত^২ হইলেন; কিন্তু সূতপুত্রের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি কোথায় অশ্রু পরিত্যাগ-পূর্বক কোপাবিষ্ট অর্জুনকে কহিলেন,—‘হে পার্থ! তুমি যুহুর্ভকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈববশতঃ আমার দক্ষিণচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হইয়াছে। এ সময়ে তুমি কাশুরুবোচিত ছরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ, এক্ষণে অভ্যস্তের স্থায় কার্য্য করা তোমার কর্তব্য নহে। হে অর্জুন! সাধুজ্ঞতাবলয়ী^৩ শূরগণ যুদ্ধক্ষেত্র, বিমুখ, বদ্ধাঙ্গুলি, শরণাগত, যাচমান^৪, স্তম্ভ-শত্রু^৫, বাণবিহীন, কবচহীন ও ভয়াব্ধ^৬ ব্যক্তির এবং ত্রাস্রণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম^৭, ধার্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ^৮, দিব্যজ্ঞবেতা^৯, মহাশক্তি, বেদ-পারগ ও কার্তবীর্য্যের স্থায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ভূতলগত^{১০} ও বিকলাঙ্গ^{১১} হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ, অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য নহে। আমি বাহুবল বা তোমা হইতে

কিছুমাত্র ভীত হই নাই; তুমি কক্রিয়দিগের মহাকূলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি যুহুর্ভকাল আমাকে ক্ষমা কর’।”

দ্বিববতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণের কর্ণতিরস্কার—যুদ্ধে অর্জুন-উদ্বোধন

সজয় কহিলেন, “হে মহারাজ। ঐ সময় বাহুবল কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘হে সূতপুত্র। তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আশানাদিগের ছক্শ্বের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করেন না। দেখ, দুর্ঘ্যোধান, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতামুসারে একব্রহ্মা যৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন হুষ্ট শকুনি ছরভিসন্ধি-পরতন্ত্র^১ হইয়া তোমার অম্মমোদনে অক্ষ-ক্রৌড়ায়^২ নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্ঘ্যোধান তোমার মতামুসারী হইয়া ভীমসেনকে বিহার^৩ ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত-নগরে জতু-গৃহমধ্যে প্রমুগ্ধ পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূত^৪ রজস্বলা যৌপদীকে “হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত^৫ নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অস্ত্র পতিকে বরণ কর” এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্থ্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ব্রহ্ম প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আজ্ঞাপূর্বক পাণ্ডবগণকে দ্যুতক্রৌড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারণগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমম্বাকে পরিবেষ্টনপূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ। তুমি যখন তত্তৎকালে^৬ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ,

১। সকানন-পর্কতযুক্ত। ২। উর্ধ্বে, উপিত। ৩। উত্তম সময়-নিরম-পালনকারী। ৪। প্রাণী। ৫। অস্ত্রভাগী। ৬। ভগ্নাঙ্গ—বাহার অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৭। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। ৮। যুদ্ধক্ষেত্রে জানবান। ৯। উত্তম অস্ত্রবিদ। ১০। রথহীন। ১১। অঙ্গ-ভঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ।

১। দুষ্টাভিপ্রায়ে বাধ্য। ২। পাশা খেলায়। ৩। বিব-মিশ্রিত অন্ন। ৪। কলপূর্বক প্রত্যা। ৫। চিরকালব্যাপী। ৬। সেই সেই সময়ে।

তখন আর এ সময় ধর্ম্য ধর্ম্য করিয়া ভালুদেশ শুক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরাণ হইলেও জীবনসঙ্গে যুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বের নিবন্ধদেশাধিপতি নল যেমন পুঙ্কর দ্বারা দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরাণ পাণ্ডবগণও ভুক্তবলে সৌমকদিগের সহিত শক্রগণকে বিনাশপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রজনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মশংকিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।'

কৃষ্ণবাক্যে কোপপরাণ কর্ণের পুনঃ সমর

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাহুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লঙ্কায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাকস্ফুর্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর^১ হইয়া শরণন উদ্ভূত করিয়া অর্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদর্শনে বাহুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন,—‘হে পার্শ্ব! তুমি দিব্যাত্মজাল বিস্তারপূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর।’ মহাবীর অর্জুন বাহুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের চক্ষুঃপ্রাণলিভ^২ ক্রোশপরস্পরা^৩ শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাহার লোমকূপ হইতে তেজোরশ্মি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাত্মের প্রাচুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শরবর্ষণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাত্মপ্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরয়ুষ্টি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আশ্বেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বাক্ষ্যাত্ম প্রাচুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্জ্বলিত পাবক নির্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সাংক^৪ প্রভাবে জলদজ্বালে^৫ দিগ্বাণল^৬ সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর ভিস্মিরে^৭ চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে অসম্মান-চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা

সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অজ্ঞজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সাহার করিবার বাধনায় এক প্রজ্জ্বলিত পাবক^৮ সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও সরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈলকাননসম্পন্ন^৯ অবনী বিচলিত^{১০} হইল; সমীরণ কর্কর^{১১} রাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিগ্বাণল ধূলিপটলে পরিবৃত্ত হইয়া গেল; দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিস্টৃ^{১২} অশ্রুসদৃশ শিতধার সায়ক, ভুক্তগরাজ যেমন বস্ত্রীকমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব-কোদণ্ড^{১৩} শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের স্থায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারভিলাষে লক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব-প্রভাবে কৃতকার্য হইতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর অর্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অজ্ঞলিখ নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাহুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ‘হে পার্শ্ব! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তকচ্ছেদন কর।’ তখন মহাবীর অর্জুন বাহুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্জ্বলিত কুর-প্রান্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্ক-সদৃশ^{১৪} হস্তিকক্ষা^{১৫} ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সূবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত হস্তিকক্ষা-কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রংরে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষাদর্শনে আপনায় সৈন্তগণের মনে বিজয়বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয়সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হতাশনের স্থায় দেবীপ্যমান^{১৬} ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জুন অগ্নিসদৃশ সূবর্ণপুখ কুরপ্র দ্বারা

১। কম্পিত অধর। ২। চুইমস্ত্রা দ্বারা ক্ষয়চিত। ৩। দ্বারা-বাহিক কই। ৪। বাণ। ৫। মেঘাণ্ডলে। ৬। সমস্ত বিদ্ধ। ৭। অন্ধকার।

১। অগ্নি। ২। পর্ব্বত ও বনশালিনী। ৩। কম্পিত। ৪। কীকর। ৫। কর্ণপ্রসূত। ৬। গাণ্ডীব বস্ত্র। ৭। উজ্জল সূর্য্যসদৃশ। ৮। বজ্রকেতু। ৯। অজ্ঞাত উজ্জল।

অধিরথনদনের ধ্বংসও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে কোরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য ও মনোরথসকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুখিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াণা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অর্জুন-বাণে কর্ণের প্রাণসংহার

অনন্তর মহাবীর অর্জুন কর্ণের বিনাশবাসনায় তুগীর হইতে ইস্ত্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মিসদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্য়ভেদী বাণ মাস ও শোণিতালপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশক। উহার পরিমাণ তিন অরুণি^১ ও ছয় পাদ। উহা ব্যাদিতান্ত কৃতান্তের আয়, মহাদেবের পিনাকের^২ আয় ও নারায়ণের চক্রের আয় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ; মহাত্মা অর্জুন সত্তত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কষ্টচিহ্নে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিতে চরাচর বিচলিত হইল। তদর্শনে মহাবিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহামুর্ছিত ধনঞ্জয় সেই অল্পপম মহাত্ম পরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্বক কষ্টচিহ্নে করিলেন যে, 'যদি আমি তপোমুঠান', গুরুজনের সন্তোষসাধন ও সুহৃদগণের হিতকথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিগাতন মহাত্ম অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্বক আমাকে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জুন এই বলিয়া সেই অস্ত্রকেরও অনতিক্রমণীয়^৩ সাক্ষাৎ আধর্ষণ^৪ ও আঙ্গিরস^৫ কার্যের আয় অতি ভীষণ, চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুননিক্ষিপ্ত মস্ত্রপুত সায়ক সেই অপরাহুকালা দিম্বগুল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, পুরন্দর-নিক্ষিপ্ত বজ্রাত্ম যেমন বুজাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্নমস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্রমে ধনরত্ন-পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ

করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ, সত্তত সুখোপভোগ-পরিবদ্ধিত^৬ দেহ অতিক্রমে পরিত্যাগ-পূর্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের আয় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয়-শরনিভিন্ন^৭ উন্নত কলেবর^৮ ও কুলিশবিদলিত^৯ গৈরিকধারাশ্রাবী^{১০} গির্শিখরের আয় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল।

কর্ণমরণে কোরব-পলায়ন

হে মহারাজ। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে, তাঁহার দেহ হইতে একটি ভেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাক্রম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাহুদেব-সমবেত ধনঞ্জয় ও অত্যাশ্র পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যার পর নাই আত্মদ্রোহিত হইয়া অতি গভীরভাবে শঙ্কান্বিত করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্তগণ-সমভিঘ্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যাশ্র যোধগণ প্রফুল্লমনে অর্জুন-সম্মিধানে আগমনপূর্বক তাঁহার সংবন্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—‘আজ ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।’

হে মহারাজ। এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্তগণকে সংপ্ত করিয়া দিবাবসানসময়ে^{১১} অর্জুনের ভূজবীর্ঘ্যপ্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাসনে নিপতিত ছিন্ন-মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রেতাস্ত হুতাশনের আয়, অন্তগত সূর্য্যবিহ্নের আয় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর-সমাচিত^{১২} শোণিত-পরিপ্লুত^{১৩} কলেবর কিরণজাল-পরিব্যাপ্ত^{১৪} সূর্য্যের আয় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অন্তগমনকালে স্বীয় প্রভাকাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জুন-নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল, কোরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও

১। কিছু কম তিন হাত। ২। বজ্রের। ৩। তপত্না আচরণ। ৪। অলঙ্কার। ৫—৬। বৃহশ্চিক্ত-কৃত অধর্ষণ কোষক অভিভাষা ক্রিয়া—অসুরবধের জন্য দ্রবণক বৃহশ্চিক্ত ঐদম আত্মকপ্রব ক্রিয়ার অঙ্কন করিতেন।

১। সুবকর উপভোগে পরিপূর্ণ। ২। অর্জুনবাণে ছিন্ন। ৩। অত্যাশ্রকার। ৪। অজ্ঞাপ্রতিভা। ৫। গৈরিকমুত্তিকায়ুক্ত রক্তাধারা বর্ষণকারী। ৬। সন্ধ্যাকালে। ৭। শরসমূহে বিদ্ধ। ৮। মঙ্গলক। ৯। কিরণমালাসম্বিত।

ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত^১ ধ্বজ
বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া দশদিকে ধাবমান হইলেন।”

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

শল্যকর্তৃক দুর্যোধন সমীপে কর্ণবধ-সংবাদদান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ। এইরূপে মহাবীর
অর্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্ত-
গণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্টি-
চিন্তে সেই ছিন্নধ্বজ ও ছিন্নপরিচ্ছদ^২ রথ লইয়া
ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য
হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া
অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীনভাবে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস
পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বাশ্রু
বীরগণ শরসমাচিত ও শোণিতলিপ্তগাত্রে সহসা
অধঃস্থলিত^৩ দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন
করিবার মানসে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ
সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোদ্ধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি
অমুসারে কেহ কেহ আহ্বাদিত, কেহ ভীত, কেহ
শোকাক্ত ও কেহ বিষয়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর
অর্জুন বর্ষা, অভরণ, অস্ত্র^৪ ও আয়ুধ ছিন্ন-স্তম্ভ
করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, অর্ধণ
করিয়া কোরবগণ নির্জন বনে গোয়ূথ যেমন বুযভ
নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে
লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন
ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্নাশ্ফটনশব্দে রোদসী^৫
পরিপূরিত করিয়া আপনাব পুত্রগণকে বিক্রাসিত
করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও
সুঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্বাদে শঙ্খধ্বনি ও
পরম্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ।
এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী থেমন হস্তীকে বিনাশ
করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরাভাব ও
প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিতচিত্তে সেই
ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্যোধন-সন্নিপাতে গমনপূর্বক
বাণগদাদবচনে^৬ কহিতে লাগিলেন, “হে মহারাজ।

তোমার গিরিশিখরসদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যাগণ শত্রু-
সৈন্তগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জুন সংগ্রামের
শ্রায় ভয়কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই।
মহাবীর কর্ণ প্রথমতঃ বামুদেব ও অর্জুন প্রভৃতি
তোমার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু
দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অমুকুল। এই
নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা
বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ। কুবের, যম ও
বাসবের শ্রায় প্রভাবসম্পন্ন শৌর্যশালী বিবিধগুণ-
ভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্যসংসাধনে
উচ্ছত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন।
অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।
অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয়
সুকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে
কার্য্যদিক্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।” হে মহারাজ।
রাজা দুর্যোধন মদ্ররাজের বাক্য-শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি
পর্যালোচনা করিয়া বিচেতনপ্রায় হইয়া দীনমনে
বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন।”

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

কৌরব-সৈন্তগণের পলায়ন-বিভীষিকা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়। কর্ণার্জুনের সেই
ভীষণ সংগ্রামদিবসে কোরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্রত
সৈন্তগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল?”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ। ঐ দিন যেরূপ
লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।
মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত
হইলে, আপনাব পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়সঙ্কার
হইল। তখন কোরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্ত-
সংস্থাপনে^১ ও পরাক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইলেন না।
শঙ্কিত, শত্রুবিক্রত^২ ও নাথবিহীন কোরবসেনাগণ
সমুদ্রমগ্ন প্রবহীন বশিকদিগের শ্রায় কিরূপে সমর-
সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে
লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জুনের শরজালে
নিতান্ত ক্ষতবিক্রত হইয়া সিংহাদিত^৩ যুগযুগের শ্রায়,
ভয়শূন্য বুযগণের শ্রায় ও ভয়দংষ্ট্র^৪ ভূজসমকুলের^৫

১। প্রভাসমূহে প্রসীদ। ২। ছিন্ন আবরণ—রথের বস্ত্রাদি
আচ্ছাদন ছিল। ৩। অধঃপতিত—আকাশ হইতে ঊর্ধ্ব হইয়া কৃতসে
পতিত। ৪। পোষাক। ৫। অস্ত্রযুক্ত। ৬। অক্ষয়ুত স্থলিত বাক্যে।

১। চকল সৈন্তের পলায়ন গতিরোধে। ২। অত্রাঘাত-পীড়িত।
৩। সিংহপীড়িত। ৪। দীপ্তভাঙ্গা। ৫। সর্পসমূহের।

ছাত্র পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়
 আপনাদিগের পুত্রগণ যখন কবচবিহীন, ভয়ানক ও
 বিচেনপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দিত করিয়া
 পলায়নপূর্বক অর্জুন ও বৃকোদর আমায়ই অভিমুখে
 আগমন করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া নির্গত ও
 ঘ্রান হইতে লাগিলেন। অস্বাভাবিক মহারথগণ কেহ
 অশ্বে, কেহ গজ, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া
 পদাতিদিগকে পরিত্যাগপূর্বক মহাবেগে দশদিকে
 ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ
 দ্বারা রথ সমুদয়, রথসমূহ দ্বারা অস্বারোহণ
 ও অশ্বসমুদয় দ্বারা পদাতিসকল বিনষ্ট হইতে
 লাগিল। ব্যাল-তক্ষর-সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায়
 ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রামস্থলে
 আপনাদিগের পক্ষীয় যোদ্ধাগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা
 হইল। তাগরী স্তম্ভপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন
 গজমুখের ছাত্র, দ্বিহস্ত মহাযুগলের ছাত্র নিভান্ত
 বিপন্ন হইল এবং সমুদয় জগৎ পাণ্ডবর অবলোকন-
 পূর্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

দুর্যোধনের অর্জুনবধে উদ্যম—সঙ্কুল যুদ্ধ

হে মহারাজ ! এই সময় কুরুরাজ দুর্যোধান সৈন্য-
গণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অতিভূত দেখিয়া
সারথিকে কহিলেন, 'হে সূত ! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে
শতৈঃ শতৈঃ অশ্বসকলান বর। আজ আমি সমরে
অৰ্জুনকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। মহাসাগর
যেন বেল। অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ
ধনঞ্জয় আমাকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে
না। আজ আমি অৰ্জুন, বামদেব, মহামানী* বৃকোদর
ও অছাণ্ড শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের স্বর্ণ
পরিশোধ করিব।'

হে মহাৰাজ ! তখন কুকুৰাজের সারথি তাঁহার শূর* ও আৰ্য্য*লোকের আয় বাধ্য শ্রবণ করিয়া যত্নভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজ, অশ্ব ও রথবিহীন পক্ষবিশিষ্ট সহস্র পনাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। উদর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ষষ্ঠ্যায় কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গী সেনা সমভি-
ব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্বক শরনিকরে

নিপীড়িত করিতে লাগিলেন ; তাহারও তাঁহাদের
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও
ক্রপদনদনের নাম গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান
করিতে আরম্ভ করিল। তখন বুকোদের ক্রোধান্বিত
হইয়া সেই ভূতলস্থ যোগেশ্বরের সহিত ধর্ম্মানুসারে
সংগ্রাম করিবার মানসে পদাঙ্কন দণ্ডপাণি কৃতান্তের
স্থায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে
তাড়িত করিতে লাগিলেন ; তখন পদাতিগণও
জীবিশাশা পরিত্যাগপূর্বক পাবকে পতনোন্মুখ
পতঙ্গকুলের স্থায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল।
মহাবীর ভীমসেনও সমরঙ্গনে শ্বেনপক্ষীর স্থায়
বিচরণ করিয়া জীবসংহর্তা^১ অন্তকের স্থায় তাহাদিগকে
বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন
আপনার পক্ষীয় পক্ষাংশতি সহস্র বীরপুরুষকে
বিনাশপূর্বক ধুষ্টদ্ব্যয়কে অগ্রসর করিয়া সমরঙ্গনে
অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপক্ষের নিপীড়নে কৌরব পলায়ন

অনন্তর বীর্ঘবানু ধনঞ্জয় কোরবপক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি ঋষ্টচিন্তে ছুর্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করিয়া শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাত্তিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব শব্দাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জুনকে ষোড়শযুক্ত কৃষ্ণ-সঞ্চালিত রথে আরোহণ-পূর্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কোরবপক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অগ্ন্যস্ত্র যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার^১-নিষ্ঠিত ধ্বজযুক্ত পৌরাবতের স্তায় ষেতবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিতচিন্তে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাজীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্তে গান্ধারাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সহস্রপূর্বক অগ্ন্যস্ত্র সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর

১—২। বিঘ্নবিনাশক গ্রহ-কৰচাৰি ও বৰ্হাদি। ৩—৪। সৰ্প
ও চোয়। ৫। বীরদৰ্পকাৰী। ৬। বীর। ৭। মাননীয়।

୧ । ଆଦିଶିଖରକ । ୨ । ଯନ୍ତ୍ରାବ ତତ୍ତ୍ୱ—ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ।

চেকিতান, শিখণ্ডী এবং জ্যোৎস্নাযুগের পাক্কার-রাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাভূত করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কোরব-সৈন্যগণকে পরাজিত ও সমর-পরাভূত করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সবাসাচী অর্জুন-হতাবশিষ্ট কোরব-সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিন্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিষ্ফারণ পূর্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদয় সংগ্রামস্থল ধূলিপটলসমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কোরবগণীয় যোধগণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈনিকগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্বের দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্বক বারংবার দুর্যোধনকে ভৎসনা করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দ্বৈষিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন,—‘হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে; অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয়লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা

এক্ষণে সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অমুগমনপূর্বক তোমাগিকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাভূত হইবে? তোমরা কি সমরে পরাভূত হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উচ্চত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচারিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কোরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর।’

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, স্তবরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।”

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

দুর্যোধনের প্রতি শল্যের সাময়িক উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! ঐ সময় মন্ত্রদেবশাধিপতি শল্য রাজা দুর্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবস্তিত করিতে উচ্চত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত-চিন্তে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ‘হে রাজন! ঐ দেখ, হস্তী, অশ্ব ও মহুগুণে সমরাজন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একেবারে শরভিন্নকলেবর*, বিহ্বল* ও গতানু হইয়া বিদীর্ণ পাষণ, বৃক্ষ ও ওষধি-সম্পন্ন বজ্রবিদলিত অচলের দ্বারা নিপাতিত হইয়াছে এবং উচ্চাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ-সকল ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে

১। ভীত। ২। পিতা-পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের অধুষিত।

৩। বাধাবারী বিদীর্ণ বেহ। ৪। শক্তিসামর্থ্যবাহিত।

১। যুদ্ধার্থে শৃঙ্খলিত—শ্রেণীবদ্ধ।

সুবর্ণজাল-পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শর-
নিভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন
ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন
করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্দ্রস্বরে
চীৎকার করিতেছে; 'কতকগুলি নেত্র পরিবর্তিত'^১
করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন
করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুগ্র-
গণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী-নদীর আশ্রয় এবং সুবর্ণ-
জালজড়িত যোদ্ধার অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া
জলদজাল-পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের আশ্রয়
নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত রথের তুণীর, পতাকা,
কেতু, অশ্বকর্ষ, ত্রিবেণু, যোদ্ধা, চক্র, অক্ষ, ইধু ও যুগ
ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদয় ভগ্ন
ও বন্ধন সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বে
মহাবেগপানী তুরঙ্গমগণ এই সকল রথ বহন করিত।
কোন স্থানে আলিত বর্ষা, আলিতাভরণ, বস্ত্রহীন,
আয়ুধ-বিহীন, উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ-বল মহাবল-
গরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জুনের শরনিকরে ভিন্নকলেবর ও
বিচেন হইয়া রহিয়াছে। বীরগণ রজনীযোগে বিমল-
প্রভাশালী নভোমণ্ডল-পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহ-
গণের আশ্রয় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুমুহুঃ উচ্চাস^২
পরিত্যাগপূর্বক প্রশান্ত^৩ পাবকে^৪র আশ্রয় নিরীক্ষিত
হইতেছে। এই দেখ, কর্ণ ও অর্জুনের বাহনিন্দুস্ত
শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুগ্রগণের দেহ ভেদপূর্বক
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, উরগগণ যেমন আশাস-
গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নত্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট
হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জুনের শরনিকর এবং
নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুগ্র দ্বারা রণস্থল
নিতান্ত ছরতিগম্য হইয়াছে। এই দেখ, হেমপট্ট-
মণ্ডিত পরিব, পরশু, শাণিত শূল, যুগল ও যুদগর-
সকল চতুরঙ্গবলের পতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে।
বিমলকোষ-নিকাশিত অসি, সুবর্ণপট্ট-সংযত গদা,
স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাগন, নিশিত ঋষ্টি,
কনকদণ্ড-সমলঙ্কৃত বিকোষ^৫ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন-
পুঙ্খ বিচিত্র মালা, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ,
কিরীট, মুকুট, প্রবাল, মুক্তাসমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ
কেয়ুর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিক, নানাবিধ রত্ন
এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ-পরিবন্ধিত^৬ দেহ ও

ইন্দ্রপ্রতিম মন্তকসকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতি-
গণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ-সমুদয়
পরিত্যাগপূর্বক লোকমধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম লাভ
করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে
মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছামুসারে গমন করুক;
তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অশ্ববিরে প্রবেশ কর। এই
দেখ, ভগবান কমলিনী-নায়ক^৭ অন্তাচলচূড়াবলহী^৮
হইয়াছেন।'

রৌদ্রনপরায়ণ চুর্যোধনাদির অশ্ববিরে গমন

হে মহারাজ! শোকাকুলচিত্ত মজ্জেশোধিপতি
শল্য রাজা চুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন
করিলেন। তখন দ্রোণাশ্রম প্রভৃতি বীরগণ কুরু-
রাজকে দুঃখিতমনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে 'হা
কর্ণ! হা কর্ণ!' বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া,
তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদানপূর্বক মহাবীর
অর্জুনের যশঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড
বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।
সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ
হস্তী, অশ্ব ও মনুগ্রগণের দেহ হইতে নিঃসৃত
রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিকে রক্তাশ্রদধারিনী^৯
বিবিধ মালাবিভূষিতা, সুবর্ণালঙ্কারসম্পন্ন সর্বলোক-
গম্যা^{১০} বারবিলাসিনী^{১১} আশ্রয় অবলোকনপূর্বক
তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণধে
অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!'
বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দিবাকরকে সঙ্ঘা-
রাগ-লোহিত নিরীক্ষণপূর্বক সত্তর শিবিরভিমুখে
ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এই সময় অর্জুনের
শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত
মহাবীর সূতপুত্র যুধামুখে নিপতিত হইয়া অংশুমান^{১২}
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের আশ্রয় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।
অনন্তর ভক্তামুকম্পী^{১৩} ভগবান ভাস্কর করজালে
কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ-স্পর্শে আরক্তকলেবর হইয়া
স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপার সমুদ্রে গমন
করিলেন। তখন সুরষিগণ স্ব স্ব গৃহভিমুখে প্রস্থান
করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর
সূতপুত্র ও অর্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত

১। চক্ষু ধ্বংসিত। ২। দীর্ঘনিশ্বাস। ৩-৪। নিরীক্ষিত
বন্ধি। ৫। কোষনির্মুক্ত। ৬। অশ্বকর ভোগে পরিপূর্ণ।

১। চক্ষু। ২। অন্তপ্রায়। ৩। রক্তবর্ণ বসন-পরিহিত।
৪। সমস্ত লোকের ভোগা। ৫। বেস্তার। ৬। কিরণশালী।
৭। ভক্তের প্রতি কল্পাবান।

ইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন
করিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ণবধে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাচুর্য্য

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্তবস্ত্র^১
নকুন্ত-কবচ^২ ও পতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভা-
বহীন হয়েন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ ও
চণ্ডকাঞ্চনাভ যুষ্টি-দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন
তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও
যমুন অশ্রুগ্ন যুগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ
মৃতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহাকে দর্শন
করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর ঐবা-
দম্পদ সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের স্থায় বোধ হইতে
লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ-বিভূষিত কনককেশরধারী
মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন
শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত^৩
হইয়াছে। হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর মৃতপুত্র
সুযুদ্ধে^৪ স্বীয় কীর্তিলক্যপূর্ব্বক দিবাকর যেমন স্বীয়
কিরণজালে সমস্ত জগৎ সম্ভ্রুত করেন, তদ্রূপ শর-
জালে দশদিক্, সমুদয় পাণ্ডব, পাকাল ও তাঁহাদের
দৈত্যগণকে সম্ভ্রুত করিয়া, প্রজ্জলিত হস্তাশন যেরূপ
সলিলস্পর্শে নির্ভাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহন-
গণের সহিত অর্জুন-শরে নিহত হইলেন। তিনি
অধিগণের কল্পরক্ষস্বরূপ^৫ ছিলেন; তিনি যাচকদিগকে
কখনই প্রত্যাখ্যান^৬ করিতেন না। সাধু ব্যক্তির
বাঁহাকে সর্ব্বদা সংপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন,
বাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসং^৭ হইয়াছিল, যিনি
ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্বৃত্ত হইতেন, যিনি
কামিনীগণের সত্ত্ব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার
পুত্রগণ বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত
বৈরাচরণে^৮ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কোরবকুলের
ধর্ম্মস্বরূপ সেই মহারণ কর্ণ অর্জুনের সহিত দৈরথ-
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও
মঙ্গলের সহিত নিহত এবং পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ ! মহারণ কর্ণ এইরূপে নিহত
হইলে নদী-সমুদয়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর
অন্তগমন করিলেন; দিগ্দিগ্-সকল ধূমাকীর্ণ ও

প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তওসদৃশ বৃষ্টি
তির্ঘ্যগ্ভাবে^৯ অভূমিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন
ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি
করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ডবেগে
প্রবাহিত হইতে লাগিল; মহারণসকল সংকুচ ও
শকায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর-সকল
কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত
হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি^{১০} রোহিণীকে^{১১} নিপীড়িত^{১২}
করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ শোভা ধারণ করিলেন;
নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ
উদ্যাসকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচর-
গণের আর আক্লাদের পরিসীমা রহিল না।

কর্ণমরণে পাণ্ডবপক্ষে প্রসম্বত

হে মহারাজ ! যৎকালে মহাবীর অর্জুন ক্ষুর
দ্বারা অধিরথনন্দনের মস্তকচ্ছেদন করেন, ঐ সময়
সহস্রা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়া-
ছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বুজাসুরকে নিহত
করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ
এক্ষণে মহাত্মা অর্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের
সম্মানিত মৃতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাব-
শালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম^{১৩};
অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ ডেঙ্গাবী^{১৪}; সূর্য, হীরক,
মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব
ও অর্জুন মেঘগভীরনির্ঘোষ, তুষার, চন্দ্র, শম্ভু ও
ফটিকের স্থায় শুভ্র ও ঐরাবতসদৃশ পতাকা-পরি-
শোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের
স্থায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।
হতাবশিষ্ট কোরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের আনিখন
ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন।
তখন মহাত্মা বাহুদেব ও অর্জুন অরাতিগণের অন্তঃ-
করণে ভয় প্রচারিত করিয়া মগ্ন আক্লাদে সূর্য-
জালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাশয়ন শম্ভু গ্রহণপূর্ব্বক
এককালে প্রধাপিত^{১৫} করিতে লাগিলেন। পাকাল
ও দেবদত্ত শম্ভুর ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল
ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর
ও বনসমুদয় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর

১। শোণিতলিপ্ত বসন। ২। চিরকবচ। ৩। ছিন্ন। ৪। উত্তর
যুদ্ধে—উপযুক্ত সময়ে। ৫। করণপদভূলা—প্রাচীনপুলকারক।
৬। বিবৃথ। ৭। ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত। ৮। শত্রুতাকরণে।

১। বজ্রভাবে। ২—৪। বৃহস্পতিগ্রহ কর্তৃক রোহিণী নক্ষত্র
বিদ্ধ হইলে তিনি অতি তেজস্বান হন এবং তখন নানা উদ্ভব হয়।
৫। ইন্দ্রভূলা পরাক্রমশালী। ৬। শঙ্কিত—বাপিত।

নির্বোধব্রবণে দুৰ্য্যোধনের সৈন্তগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কোরব-গণ সেই ভীষণ শত্ৰুধ্বনি শ্রবণে মজরার শল্য ও দুৰ্য্যোধনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভা ধনঞ্জয় ও জনাধিনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণ-শরসমাচিত 'বীর-ধ্বকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, চন্দ্র ও সূর্য্য পাটাকৃষ্ণার নাশ করিয়া অভূদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরধ্বজ বিষ্ণু ও বাসবের স্তায় স্তম্ভদগুণে পরিবেষ্টিত হইয়া পবন পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগ-গণ তাঁহাদিগকে জয়শীর্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রাংশিত হইয়া, বলির নিধানান্তর বিষ্ণু ও বাসব যেক্রপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তক্রপ সবাক্ষে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।”

যগ্নবতিতম অধ্যায়

অৰ্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণবধবার্তা নিবেদন

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কোরবগণ বিপক্ষ-গণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিক্ অলোকনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ ছঃখিত ও উদ্বিগ্নমনে অবহার” করিতে বাসনা করিলেন, রাজা দুৰ্য্যোধনও তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমতি অনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা কোরবপক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য পাঙ্কার-সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘসন্ধি মাতঙ্গ-বলের সহিত, মহাবীর স্তম্ভধ্বজ ইত্যাবশিষ্ট সশস্ত্রগণের সহিত দ্রুতবেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখামা পাণ্ডবগণের জয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুৰ্য্যোধন হতসর্ব্বশ্ব ও হতবাক্য হইয়া

শোকাকুলিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিগণের শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশদিক্ অবলোকন করিয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কোরবপক্ষীয় অগ্ন্যস্ত্র মহারথগণ কম্পিত-কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্নমনে অনবরত রুধির ক্ষরণপূর্ব্বক দশদিকে ধাবমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণমধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কোরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুৰ্য্যোধন শোক-দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন; তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লানবদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তমবতিতম অধ্যায়

কোরবগণের সবিবাদ সমর-বিশ্রাম

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাহুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—‘হে অৰ্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাস্ত্রকে নিহত করিয়াছেন, তক্রপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাস্ত্র—এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্ব পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাস্ত্রন হইতে অশ্বিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।’

হে মহারাজ! যত্নপূর্ব্ব বাহুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির-সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অৰ্জ্জুনের রথ পরিবর্তিত করিয়া সৈনিকদিগকে কহিলেন,—‘হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক,

তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্ৰুগণের অভিমুখে অবস্থান কর।' মহামতি বাহুদেব সৈন্তগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধুইচান্ন, যুধামত্য়া, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাত্ৰীপুত্ৰকে কহিলেন,—‘হে বীরগণ! আমরা এক্ষণে ধৰ্ম্মরাজের নিঃট অৰ্জুনচক্রে’ কৰ্ণের নিধনবার্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাপ্ত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থান কর।’

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থসমভিব্যাহারে শিবিরে গমনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরতিঘাণন* মংগাঙ্ক যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের হৰ্ষচিহ্ন-দর্শনে কৰ্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও পাত্ৰোপানপূর্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৰ্ণের নিধনবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাহুদেব ও অৰ্জুন ধৰ্ম্মরাজের সমীপে কৰ্ণের নিধনবৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত কীৰ্ত্তন করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্ত করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন,—‘হে মহারাজ! আজ সৌভাগ্যবশতঃ মহাবীর অৰ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনারা সকলে এই লোমহৰ্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্যের অমুষ্ঠান করুন। আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কৰ্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয়প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরধম্ম জ্যোপদীকে দ্রুতক্রৌড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্ৰের শোণিতপান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজ্বালে বিভিন্নকলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরঙ্গনে গমনপূর্বক তাহার দুর্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিকটক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদের সহিত যত্নসহকারে এই অরতিশূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখভোগ করুন।’

হে মহারাজ! তখন ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির জ্বীকেশের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আৰুহিত হইয়া কহিলেন,

‘হে দেবকীনন্দন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি সারথি হওয়াতে ধনঞ্জয় সূতপুত্ৰকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিকৌশলেই সূতপুত্ৰ নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।’ ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বৈশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদ*যুক্ত দক্ষিণবাহু ধারণপূর্বক পুনরায় তাঁহাকে ও অৰ্জুনকে কহিলেন,—‘হে বীরদয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্ৰুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অৰ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৰ্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।’

যুধিষ্ঠিরের মুক্তকণ্ঠে কৰ্ণের মৃতদেহ দর্শন

হে মহারাজ! ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী খেতাব-সমুদয়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রাথ আরোহণ করিয়া দৈন্তগণ-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে প্রিয়বার্তা* জিজ্ঞাসা করিয়া সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কৰ্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর-পরিবৃত্ত* কদম্বকুণ্ডলের শায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাকনময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। অৰ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্ৰগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধৰ্ম্মরাজ বারংবার কৰ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, ‘হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজ দুৰাশা দুৰ্যোধন সূতপুত্ৰের নিধননিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে* নিরাশ হইবে। আজ কেবল

তোমার অন্তরেই আমরা কৃতকার্য হইলাম। আজ ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি—তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিজা হয় নাই। আজ তোমার অন্তরেই নিজাত্ব অমুভব করিব।’

কর্ণমরণশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীবিলাপ

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দন ও অর্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনশরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিরস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জাত^১ বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাকাল ও সঞ্জয়গণ স্তবাহ^২ বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সংবর্দ্ধনা করিয়া মহা আনন্দে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার চর্য্যবর্ণনাবশতঃই এরূপ লোমহর্ষকর^৩ মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছেন?’

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অশ্বিকা-পুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ অমঙ্গলবার্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির স্থায় ভূতলে নিপতিত হইলেন; দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিহর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কোরব-পত্নীগণও গান্ধারীকে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিহর ও সঞ্জয় কর্তৃক সমাধািসিত হইয়া দৈব ও ভবিষ্যৎ^৪ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের স্থায় তুষ্ণীভাব^৫ অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সময়যজ্ঞের^৬ বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড^৭ ফললাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সময়যজ্ঞ-বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও ভক্তিপরায়ণ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরস্ত্র এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠ করিলে ধনধাত্মসম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখলাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু^৮, শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণপর্ব পাঠ করিলে ত্রাঙ্কণের বেদলাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে; বৈশ্যের প্রভূত ধনলাভ এবং শূদ্রের আরোগ্যলাভ হয়। এই পর্বের সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণপর্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরস্ত্র সবৎসা থেহু প্রদান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই কর্ণপর্ব-শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

১। বিধিনির্ভর—কর্ম্মবশে অবশ্য সংঘটনীয়। ২। মৌন—নির্বাক্য অবস্থা। ৩। ধর্ম্মের মর্যাদা বন্ধক যুদ্ধরূপ যজ্ঞের—লোক-হিতার্থ কৃত যুদ্ধ যজ্ঞস্বরূপ। “যুদ্ধযজ্ঞে ধর্ম্ম ও শুদ্ধা নিশ্চয়ক হবিষ্যসি” (দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী)। ৪। অক্ষয়। ৫। ত্রষ্ণা।

১। পুনর্জন্মপ্রাপ্ত। ২। স্তুতিযোগ্য। ৩। বোম্বাহকর।

কর্ণপর্ব সম্পূর্ণ

পুরাণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শল্য পর্ব ।

স্বর্গীয় মহাজ্ঞা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

—০ঃ*ঃ০—

শ্রীমতী চরণ বসু কর্তৃক,

শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত ।

অষ্টম সংস্করণ ।

“যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম,
সেইখানেই জয় ।”

মহাভারত ।

কলিকাতা,

এল, এন্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

শ্রীলক্ষ্মানারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩২১ সাল ।

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রাহর একাদশ খণ্ডে বীরসদার শল্য পর্বের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। অঙ্গরাজ কর্ণ সমরশায়ী হইলে কুরুপতি, মদ্রকদেশের অধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে সমর সম্মুখীন হইলে তিনি দুর্গোধনকে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভাগিনেয়দিগের মেহ ও আত্মীয়তায় উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বায় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কৌরবপক্ষই অবলম্বন করেন। মদ্ররাজ কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক স্নেহের বশবর্তী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতে পরাভূত হইতে পারেন নাই। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে তিনি কর্ণের তেজো-হ্রাস করিব বলিয়া ধর্ম্মরাজের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ শল্য মদ্ররাজ্যের রাজা ছিলেন। অদ্যাপিও ঐ দেশ ঐ নামে প্রখ্যাত আছে।*

মহর্ষি বেদব্যাস এই শল্য পর্বে শল্যবধ, দুর্গোধনের দ্বৈপায়ন হুদে প্রবেশ, বলদেবের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, ভীম ও দুর্গোধনের পদাযুদ্ধ এবং দুর্গোধনের উরুভঙ্গ সবিস্তর কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয়ান্তক মহাসমর ভারতভূমিরে উজ্জ্বল প্রায় করে, যাহাতেই হিন্দুকুলের প্রভাপূর্ণ্য অস্ত্র গমনোন্মত্ত হস্ত এবং যাহা হইতেই পরিত্রী বীরশূত্র হইয়া যায়, এই শল্য পর্বেই সেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী সমরের উপসংহার হইয়াছে। সেই যৌরতর সময়ানল অষ্টাদশ দিবসেব মধ্যে একাদশ অশ্বোহিণী সেনা ভয়াভূত করিয়া নিন্দাপিত হইলে বহুদ্রা নরশোণিতলোলুপ নিশাচরার উগ্রবেশ পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত মুক্তি পরিগ্রহ করেন।

মহাভারতের ভূতপূর্ব পদ্যানুবাদক যুত কাশীরাম দাস গদাপর্ক নামে স্বতন্ত্র একটা পর্ক কল্পনা করিয়াছেন। ঐ পর্কে তিনি দুর্গোধনের উরুভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু বস্তুত উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। গদাপর্ক নামে স্বতন্ত্র একটা পর্ক মূল মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। শল্য পর্কের শেষে গদাযুদ্ধ পর্কানুসারেই গদাযুদ্ধ, কুরুপতির উরুভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্তিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধির সহিত উহার বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারে বঙ্গদেশের হিতচিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্রুপ্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রশীল উজ্জ্বল প্রায় হইলে তিনি ছন্দোবন্দে মহাভারতের মর্ম্মার্থ প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে সহস্র সহস্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ভারতের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; এমন কি, কাশিদাসের অনুবাদ না থাকিলে এত দিনে মহাভারতও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় হিন্দুসমাজে একান্ত বিরল প্রচার হইত।

সারস্বত্যাশ্রম

১৭৮৫ শক।

শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় শল্যপর্বেৰ সূচিপত্ৰ ।

প্ৰকল্প	পৃষ্ঠা
ধৃতরাষ্ট্ৰ বিলাপ	৩
কৌৰব সৈন্যেৰ বৃদ্ধযাত্ৰা	৯
দুৰ্য্যোধনকে আশ্বাস প্ৰদান	১১
শল্যেৰ সৈন্যাপত্য স্বীকাৰ	১৯
বৃহ নিশ্চয়	২২
সকুল যুদ্ধ	২৪
শল্যেৰ যুদ্ধ	৩৮
শল্য ও যুধিষ্ঠিৰেৰ যুদ্ধ	৪৫
শল্য বধ	৫২
শাৰ বধ	৬২
কৌৰব সৈন্যাপত্য	৬৪
দুৰ্য্যোধনেৰ পলায়ন	৭৬
সুশৰ্ম্ম বধ	৮২
শকুনি ও উলূকেৰ বিনাশ	৮৬
দুৰ্য্যোধনেৰ হৃদপ্ৰবেশ	৮৯
দুৰ্য্যোধনেৰ আশ্ৰয়ণ	৯৬
পাণ্ডব কৰ্ত্তক দুৰ্য্যোধন ভংগন	৯৭
যুধিষ্ঠিৰ দুৰ্য্যোধন সংবাদ	১০০
ভীমসেন দুৰ্য্যোধন সংবাদ	১০৬
বলদেবেৰ আগমন	১০৭
চক্ৰশাপোপাখ্যান	১১০
বলদেবেৰ তীৰ্থযাত্ৰা কথন	১১৩
সারস্বতপোপাখ্যান	১১৮
গদাযুদ্ধ	১৬৭
দুৰ্য্যোধনেৰ উৰু ভঙ্গ	১৭৩
যুধিষ্ঠিৰ বিলাপ	১৭৫
বলদেবেৰ রোষাপনয়ন	১৭৫
কৃষ্ণ পাণ্ডৱ সংবাদ	১৮৫
বাসুদেব বাক্য	১৮৭
কৃষ্ণ কৰ্ত্তক ধৃতরাষ্ট্ৰ ও গান্ধাৰীৰ প্ৰবোধন	১৮৮
দুৰ্য্যোধন বিলাপ	১৮৯
অশ্বখামাৰ সেনাপতি পদে অভিষেক	১৯৪

মহাভারত ।

শল্যপর্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে, ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! এইরূপ মহাবীর-দূতগুহ্ম ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন ? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ? হে ব্রহ্মন ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন । পূর্ব্ব পুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হইতেছে না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধন দর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ ! হা কর্ণ ! বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন । তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরস্তুর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি কর্ণের নির্ধন চিন্তা করিয়া কিছুতেই স্নখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিষ্যৎকেই বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন । তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণের হ্রাস্তর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করত পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্ম-

রাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুৰ্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের নিধন দর্শনে, শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাজ্ঞ হইতে অপমৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হৃদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্ন সময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুৰ্য্যোধনকে আহ্বান পূর্বক হৃদ হইতে উত্থাপিত ও বল প্রকাশ পূর্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় তিন জন 'মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পর দিন পূর্বাঙ্কে মহামতি সঞ্জয় শিবর' হইতে আগমন করিয়া শোকাবুলিত চিত্তে দুঃখিত মনে পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুরপ্রবেশ পূর্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া—দীন ভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আঁবাসে প্রবেশ করত হা মহারাজ ! হা মহারাজ ! রাজা দুৰ্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের 'কি বিষম গতি ! হায় ! আমাদের পক্ষ বীরগণ দেবরাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন, এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই পুর মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে হা মহারাজ ! হা মহারাজ ! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুৰ্য্যোধন নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত ও নষ্টচিত্ত হইয়া উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্বক তাঁহারে গাঙ্গারী, বিহুর এবং অন্যান্য সুহৃদগ, হিতানুষ্ঠান নিরত জ্ঞাতি সমুদায় ও পুত্রবধূগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে নিতান্ত বিষন্ন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাম্পাকুল লোচনে অনতি ক্ষুণ্ণ মনে গদগদ বচনে বৃদ্ধ ভূপতির সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, আপনারে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলুক ও কৈতব্য, ইহারা সমরাজ্ঞানে শয়ন করিয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, স্লেচ্ছ, পার্শ্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ নিহত হইয়াছে। সমুদায় রাজা ও রাজ,

পুঞ্জগণ শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন । মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা দুৰ্য্যোধনের বধ সাধন করিয়াছেন । কুরুরাজ এক্ষণে ভগ্নোন্নত ও শোণিতরাগরঞ্জিত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন । পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও নিতাস্ত দুর্জয় শিখণ্ডী, উত্তমোজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ নিহত হইয়াছেন । আপনার পুঞ্জেরা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণাজ্জয় বৃষসেন শমনসদনে গমন করিয়াছেন । উভয় পক্ষীয় প্রায় সমুদায় বীর এবং যাবতীয় হস্তী, রথী ও অশ্ব সকল সমরে নিহত ও নিপতিত হইয়াছে । এক্ষণে আপনাদিগের শিবির মধ্যে অতি অল্প মাত্র বীর অবশিষ্ট আছে । হে মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় জ্বীলোক মাত্রাবশিষ্ট হইল । এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরব পক্ষে কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন । অন্যান্য সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন । হে মহারাজ ! কাল দুৰ্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করত এই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিলেন ।

হে মহারাজ জনমেজয় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সজ্জয়মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । যশস্বী বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব মহিলাগণ সেই কঠোর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন সমগ্র রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয়্য গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই হা হতোশ্মি ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর পুঞ্জবিনাশ ছুঃখে নিতাস্ত দুঃখিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি কক্ষে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীন মনে কম্পিত কলেবরে চতুর্দিক্ অবলোকন পূর্বক বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর ! আমি পুঞ্জহীন ও অনাথ ; এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া স্থলীতল সলিল সেচন ও তালবৃন্ত সঞ্চালন

স্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলম্বে 'কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তুষণীভাব অবলম্বন পূর্বক কুন্ত মध्ये নিষ্কিণ্ড ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন । সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য নারীগণ মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূৰ্ত্তই মোহে অভিভূত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বিদুর ! আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য রমণী এবং বন্ধুবান্ধবগণ এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন । তখন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজার আদেশানুসারে সেই সকল মহিলাদিগকে গমনে আদেশ করিলেন । কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সমুদায় মহীপালকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে নিজ্জাক্স হইলেন । অনন্তর সঞ্জয় দীন নয়নে লক্ষসংখ্য নৃপতিকে শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জজন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহুযুগল বিধূনন করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত ! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাজ্ঞেন নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম । আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র নির্মিত ; নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্তা শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত । হে সঞ্জয় ! আজি পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে । যদিও আমি জন্মান্তর প্রযুক্ত তাহাদের রূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্য স্নেহ নিতান্ত বলবান ছিল । তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনামস্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিকৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আত্মলাদিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য বিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই

শাস্তি লাভ হইতেছে না । হা পুত্র দুর্ঘ্যোধন ! এক্ষণে আমি অনাথ হই-
 যাছি, একবার আমারে দর্শন প্রদান কর । তোমার অভাবে আমার কি
 দশা ঘটিবে । হে বৎস ! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি
 নিমিত্ত প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ ! তুমি জ্ঞাতি ও
 বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতারে পরিত্যাগ
 করিয়া কোথায় গমন করিলে ! হে রাজেন্দ্র ! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ
 ও সম্মান কোথায় গেল ! তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডব-
 গণ কিরূপে তোমারে নিহত করিল ! হে বৎস ! আমি যথা সময়ে গাত্রো-
 থান করিলে কে আর হে তাত ! হে মহারাজ ! হে লোকনাথ ! বলিয়া
 বারংবার সন্মোদন পূর্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা
 করিবে । হে বৎস ! এক্ষণে একবার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর । আমি
 তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদায় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমা-
 রও অধিকার আছে । তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবস্তীনাথ,
 জয়দ্রথ, ভুরিশ্রবা, গল, সৌমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বখামা, ভোজ, মাগধ,
 বৃহদ্রথ, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্তাধিপতি, পিতা-
 মহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ঞ্জতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ,
 সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গ তনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং
 শক, যবন ও স্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত
 হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
 পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোটকচ ও
 দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব । তুমি বলিয়াছিলে,
 আমি ত্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ
 করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্রে সমবেত ও
 পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । পাণ্ডবগণের প্রধান
 অবলম্বন বাঁসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না । অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয়
 বীরগণ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন ;
 আর মহাবীর কৰ্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট
 করিবে । তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্তী হইবেন ।

হে সঞ্জয় ! দুৰ্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে । এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার হৃদয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে । শৃগাল হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবল পরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন । সর্বাঙ্গবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলমন্ধ, ঞ্জতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবল পরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিক্র, অনু-বিক্র, ত্রিগৰ্ভাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুৰ্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য স্নেহ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সৰ্ব্ব অস্ত্রবিশারদ নানাদেশ সমাগত মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ, ইহারা সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন । অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে । মানবগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয় । আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্র বিহীন হইলাম । হায় ! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্তী হইয়া কাল যাপন করিব ! এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না । এরূপ সহায়-হীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্তব্য নহে ; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ । হায় ! দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল ! ভীমসেন একাকীই আমার এক শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে । সে দুৰ্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মপ্ৰাণাঘাত করিলে আমি কিরূপে তাহার সেই কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব । আমি হুঃখ শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহারাজ ! এইরূপে পুত্রশোকাভিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব স্মরণে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

হে সঞ্জয় ! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৰ্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহার। যাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্বে সর্ব ধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমারে কহিয়াছিল যে, দুর্য়োধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ প্রভাবে উহার সেই বাক্য পর্যালোচনা করে নাই, কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার—দুর্দ্দৈব নিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্তন কর। মহাবীর কৰ্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল ? কোন্ রথী অর্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদগমনে প্রবৃত্ত হইল ? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল ? মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য়োধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন ? অনুচরবর্গ সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল ? আর পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কুপ, কৃতবর্মা ও অশ্বথামা, ইহারাই বা কি প্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নিম্মুক্ত হইলেন ? হে সঞ্জয় ! তুমি সমর রত্নান্ত বর্ণনে স্তনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদায় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ ষ্টুবারংবার পলায়িত ও পুনঃ পুনঃ সমানিত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আশ্রয়গণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলত কর্ণের নিধনান্তর কৌরব

পক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না । আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদমাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, সিংহাদিত যুগযুথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদিগের বর্ষ্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন 'ও শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল । তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে, কোন দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না । অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অর্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, এইরূপ বোধ করিয়া স্নানমুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন । কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ পূর্বক ভীতমনে পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী নিহত ও অশ্বসমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল । এইরূপে তৎকাল আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । কতগুলি নাগ আরোহীবিহীন ও কতগুলি ছিন্নশৃঙ হইয়া ভীতচিত্তে চতুর্দিক্ অর্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সূত ! আমি ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিতেছি । সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জুন আমারে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর । আজি আমি অর্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নিম্মুক্ত হইব । সারথি রাজা দুর্যোধনের সেই শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজাল জড়িত অশ্বগণকে মন্দ, মন্দ সঞ্চালন

করিতে লাগিল । তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মূঢ়ভাবে ধাবমান হইল । মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন । তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল । তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদা হস্তে সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালে তিনি অধর্ম ভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না । তিনি স্বীয় ভূজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ স্বর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং মৃত সমুদায় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ কখন বা গদা গ্রহণ পূর্বক সমরারঙ্গণে শোন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত ছুর্যোধনের সেই পঞ্চ-বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন ।

মহাবল পরাক্রম ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধন বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ পূর্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি দ্বৈতাস্থ অর্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্বক রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন । তখন রথাস্থ শরনিকর নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল । পাঞ্চালবংশীয় মহারথগণ তদর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন । অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ হয়সংযোজিত রথারোহণে সমরারঙ্গণে প্রবেশ

করিলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহারে অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণ ক্রমে অচিরাৎ আমাদেয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন । মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীয় পাঁচপুত্র কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন । তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরাঙ্কুত অবলোকন করিয়া বুধগণ যেমন বুধকে পরাজয় করিয়া তাহার স্নানুগমন করে, তদ্রূপ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না । সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শর-সমাচ্ছন্ন হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইলে রাজা দুর্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া দানবরাজ বলি যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধভরে নানাবিধ গদ্য পরিত্যাগ ও বারংবার দুর্যোধনকে ভৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । কুরুরাজ তদর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বরে সেই শত্রুগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম । পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না । অনন্তর রাজা দুর্যোধন অনতিদূরস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিলেন, হে যোধগণ ! তোমরা লোকালয় বা পর্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে । তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি ? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাস্রমে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের

জয় লাভ হইবে । তোমরা সমর পরাঙ্ঘু হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে । অতএব সেরূপে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ । ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক যুত্মই অতীব স্মথকর । সাংগ্রামে যুত্ম হইলে যুত্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত স্মথসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায় । হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ ! সাংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট ছুরাঙ্গা ভীমসেনের বশবর্তী হওয়াও তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে । ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ গমনেরও অন্য সত্বপায় নাই । অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সমুদায় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদায় লাভ করিতে পারে ।

হে মহারাজ ! মহারথগণ রাজা দুর্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রম প্রকাশে অভিনিবেশ পূর্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন । তখন উভয় পক্ষে দেবাসুর সাংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহারাজ দুর্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় সচরিত্রে কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি সদৃশ সাংগ্রাম স্থলে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, কোন স্থানে রথ ও রথনৌড় সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থলে হস্তী ও পদাতি সকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান সকল শোভা পাইতেছে । রাজা দুর্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন ; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রম দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মধ্যমান বল সমুদায় আর্তিস্বরে চীৎকার করিতেছে । মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরব সৈন্যের সেই রূপ দুর্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, হে দুর্যোধন ! আমি এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ পূর্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে

তাহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্ত্রীয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরমধর্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যাহার পর নাই অধর্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমারে যে কিছু হিত কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, স্ততরাং এক্ষণে আমরা আর কি করিব। আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাহারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যগণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদায় ভূপতির নিধনের হেতু। এক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, স্ততরাং দেবগণও তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তাহার শত্রুচাপ ও বজ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ উন্নত বানর ধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদের বল সমুদায় বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া খলাতচক্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে এবং জলধর মধ্যস্থিত চপলার ন্যায় চতুর্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশি কাশ সমপ্রভ তুরঙ্গমগণ বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হইয়া উহারে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে গমন করিতেছে। হতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাচুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আপনার সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্র সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর দণ্ডোচ্চতম্য পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদের সৈন্য মধ্যে

প্রবিন্ত হইয়া সৈন্যগণকে বিকোভিত ও মহীপালগণকে বিত্রস্ত করত কমল-
 বনপ্রমাথী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার গাণ্ডীব নির্ঘোষে আমা-
 দিগের বল সমুদায় সিংহগর্জ্জনভীত যুগযুথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত
 হইতেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ষা ধারণ পূর্বক
 লোকमध्ये বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর
 সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে। তোমার সৈন্যগণ
 ধনঞ্জয়ের প্রভাষে বায়ুসঞ্চালিত শারদীয় জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
 গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ঘ্য মধ্যে বায়ু বিধূনিত নৌকার
 ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছেন। হে মহারাজ ! যখন সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ
 অর্জুনের বাণগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচর-
 বর্গ সমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায়
 ছিলেন ? আমি কোথায় ছিলাম ? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে ?
 মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম
 প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ পূর্বক তাহাদের সমক্ষেই সিদ্ধুরাজকে
 নিহত করিয়াছে। এক্ষণে আর আমরা কি করিব ? অর্জুনকে পরাজয়
 করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র
 বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীব নির্ঘোষে আমাদের বলবীৰ্য্য বিনষ্ট করিয়া
 থাকে। এক্ষণে আমাদের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনিকিনী নিশানাশ্র-
 বিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায়
 আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হতাশন যেমন তৃণরাশি মধ্যে প্রছলিত
 হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য
 সৈন্যमध्ये স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও
 ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্বত বিদারণ ও সমুদ্রে শোষণ করিতে পারে।
 মহাবীর বৃহকাদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রায় সফল
 করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরে সফল করিবে। আর
 দেখ, ইতিপূর্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত
 ছুর্ভেদ স্বীয় সৈন্য সমুদায় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে ছুর্যোধন ! যাহা
 সাধু লোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা অকারণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ।

এক্ষণে সেই সমস্ত দুষ্কর্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন সহকারে এই সমুদায় লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধি স্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয় গ্রহণত নহে এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গল লাভ হয় না। এক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মৃত্যুতা বশত পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদের কদাপি কর্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমারে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জুন ও ভীমসেন কখন তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই তোমার কর্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমারে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয় কি না, তাহা তুমি গতাস্থ হইয়া স্মরণ করিবে। হে অশ্বিকানন্দন! বুদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্ব্বোধনকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ কহিলে রাজা দুর্ব্বোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল তুষীভূত অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া..

কহিলেন, হে আচার্য্য ! আপনি অমিতপরাক্রম পাণ্ডবগণের সৈন্যমাধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন । আপনি যে সকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও হিতকর ; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না । দেখুন, যে মহাবল নরপতিরে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যাক্ত আমার নিকট দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কি রূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে । আর মহামতি বাহুদেব যৎকালে . পাণ্ডবগণের হিত সাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহারে প্রভারণা করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি । এক্ষণে তিনি কি রূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন । বিশেষত সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্য হরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে । হে ব্রহ্মন ! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুন অভিমানী এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম । মহাত্মা বাহুদেব অভিমন্যুর বিনাশ বার্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন । আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি । তিনি কি রূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন ? মহাবীর অৰ্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অস্বখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কি রূপে সে আমাদিগের হিত সাধনে যত্নবান হইবে ? মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্র-স্বভাব । বিশেষত সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । এক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাস্তি লাভ করিবে না । সমন্ধকবচ, বন্ধপরিহর, কালান্তক যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যু ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি রূপে আমাদিগের হিতসাধনে যত্ন করিবে ? দুঃশাসন সভাগধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে একবদ্রা রজ-স্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিয়া যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই । অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না । দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভতৃগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য শৃঙেলে

শয়ন করত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে । কৃষ্ণসহোদরা শতদ্রো স্বীয় মান মর্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে । হে প্রভো ! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্ত্রের বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডব পক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্বাণ হইবে না । স্তত্রাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে । আর দেখুন, আমি এই সাগরাস্থরা ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এক্ষণে কি রূপে পাণ্ডব-গণের অনুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব । পূর্বে আমি দ্বিবাকরের ন্যায় সমস্ত নর-পালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে কি রূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখভোগে কাল-যাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এক্ষণে দীন জনের সহিত দীন ভাবে অবস্থান করিব ।

হে আচার্য্য ! এক্ষণে আপনি স্নেহ প্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না । কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা এক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে । দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি । আমার সমুদায় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে । আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইতেছে । আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি । ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে আমার মুক্তি লাভ হইয়াছে । অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে । হে ব্রহ্মন্ ! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই । এই ধরা-তলে কেবল কীর্তি স্থাপন করাই লোকের কর্তব্য ; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই । ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম । যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক অরণ্যে বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন । আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ পূর্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষ মধ্যে পরিগণিত

হইতে পারেন না। অতএব আমি এক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ দ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সময়ে অপরাধ্মুখ সত্যসন্ধ যজ্ঞানুষ্ঠায়ী শস্ত্রাবভূতপুত্র আৰ্য্যবৃত্ত বীর পুরুষগণের স্বর্গে গতি লাভ হইয়া থাকে। অঙ্গরোগণ যুদ্ধকালে পরম কুতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহত বীরবর্গকে স্মরসমাজে পূজিত ও অঙ্গরা-দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সময়ে অপরাধ্মুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য ! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনিপালগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্রত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমর শয্যা শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদায় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করত দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদগতি লাভার্থী মহা-বেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্বীর উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এক্ষণে আমি বয়স্শ্র ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবিত রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য ! এক্ষণে আমি বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্বক রাজ্য লাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে। দেখুন, আমি হইতে সমুদায় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধান পূর্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। রাজ্য লাভে কোনক্রমেই অতিরুচি হইতেছে না।

হে মহারাজ অশ্বিকানন্দন ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ সাধু সাধু বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না। প্রভূত তাঁহার বিক্রম প্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রাম স্থলের

ঈষদূন দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন ও উহার জল পান করিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা, সুষেণ, অরিষ্টিসেন, ঘৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি যুদ্ধ-বিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতি-বাহিত করিলেন । জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনাদি পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয় পর্বত ভিন্ন আর কোত্রোপি শাস্তি লাভে সমর্থ হইলেন না । তৎকালে তাঁহার সকলে একত্র হইয়া শল্য-সমক্ষে দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ ! আপনি এক জনকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন । তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব । তখন রাজা দুর্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব-যুদ্ধবিশারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কস্মগ্রীব মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হই-লেন । মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আশ্রদেশ ব্যাভ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায় । তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল । তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্লাচার্য্য ও রূপে স্নধ্যাকর সদৃশ । তাঁহার উরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃদ্ধ । পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর । বোধ হয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম বারংবার স্মরণ করত অতি যত্ন সহকারে তাঁহারে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই । তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর । তিনি বলপূর্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন, কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ নহে । তিনি দশ অঙ্গ ও চতুৰ্দশযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপ অবগত আছেন । অযোনিজ মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণ পূর্বক মহাদেবের আরাধনা

করিয়া অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তি সাধন করিয়াছেন । তিনি অমৃতকণ্ঠা ও অলৌকিক রূপ সম্পন্ন । রাজা দুৰ্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন, দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে গুরুপুত্র ! আজি আপনিই আমাদিগের অনন্তগতি ; অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন ।

মহাবীর অশ্বখামা দুৰ্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহারাজ ! মদ্রোধিপতি শল্য বলবীৰ্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সংকুল সজ্জত ; অতএব ঐ কার্তিকেয় সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন । ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । দেবগণ কার্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয় লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইঁহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভে সমর্থ হইব ।

হে মহারাজ ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদায় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন । ঐ সময় রাজা দুৰ্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাজলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল ! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তির মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে । আপনি আমাদিগের বন্ধু ; অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন । আপনি সমরাজ্ঞে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে ।

শল্য কহিলেন,—হে কুরুরাজ ! তুমি আমারে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব । আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিবেশিত হইবে । তখন দুৰ্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! আমি আপনারে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি । কার্তিকেয় যেমন সমরাজ্ঞে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুৰ্য্যোধনের এইরূপ

বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । তুমি ধনঞ্জয় ও বাহুদেবকে রথি-প্রধান জ্ঞান কর, কিন্তু উহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য সম্পন্ন নহে । পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর মনুষ্য সমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিস্ত হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি । এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষ-গণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই । -

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহারে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন । তখন বীরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল । মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধ সমুদায় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টি সম্পাদনপূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি চিরজীবী হউন । সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজয় হউক এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশ সাধনপূর্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন । মর্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুরদিগকেও সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ ।

হে মহারাজ ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভ পূর্বক দুর্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ ! আজি আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিব । আজি সকলে রণস্থলে আমারে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক । পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিন্ধ, চারণ ও প্রভেদকগণ এবং বাহুদেব, সাত্যকি, দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও কাম্যুর্কবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণ পূর্বক প্রতীকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্যের অনুর্তানে প্রবৃত্ত হউক । হে মহারাজ ! আজি আমি তোমার প্রিয় কার্য্য

সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সুতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল বীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব ।

হে মহারাজ ! এইরূপে রাজা দুর্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল । সৈন্য-গণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবাদগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম স্তম্ভ সচ্ছন্দে নিদ্রাস্থ অনুভব করত সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল ।

হে মহারাজ ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষায় সৈন্যগণের সেই কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে ক্রমশঃ কহিলেন, হে মাধব ! রাজা দুর্যোধন মহাধনুর্ধ্ব মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে । তুমিও আমাদের সেনাপতি ও রক্ষাকর্তা । এক্ষণে বিবেচনা পূর্বক যাহা কর্তব্য হয়, স্থির কর ।*

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন,—হে মহারাজ ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষরূপ অবগত আছি । ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত । আমাব বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণাবশারদ । উঁহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহারেও লক্ষিত হয় না । উনি শিখণ্ডী, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্ট-দ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত । উনি যুদ্ধ-কালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাজ্ঞে বিচরণ করিবেন । হে কুরুনন্দন ! আজি এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উঁহার সহিত যুদ্ধ বা উঁহারে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহারেও দেখিতেছি না । হে মহারাজ ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার বল সমুদায় বিক্ষোভিত করিতেছেন ; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিবে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উঁহারে বিনাশ করুন । দুর্যোধন উঁহারে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে । ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় কৌরব সৈন্য বিনাশ ও আপনার জয় লাভ হইবে । হে মহাত্মন ! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই । আপনি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে উঁহার প্রত্যাগমন করিয়া উঁহারে বিনাশ করুন । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ

মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোপ্পাদে নিমগ্ন হইবেন না । আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীৰ্য্য আছে, এক্ষণে সমরাজ্ঞনে তৎসমুদায় প্রদর্শন করুন ।

হে মহারাজ ! অরতিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভপূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিজ্রামার্থ বিদায় করিয়া গপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় স্থখে শয়ান হইয়া নিদ্রাস্থত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন । মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল ।

অষ্টম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ষ্য ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন । সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবা-মাত্র বর্ষ্য ধারণ করিতে লাগিল । কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল ; কেহ কেহ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল ; কেহ কেহ মাতঙ্গ সকলকে স্তমজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল । ঐ সময় সৈন্য ও যোদ্ধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানা-বিধ বাদ্যধ্বনি প্রাচুর্ভূত হইল ।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন । মহাবীর শল্য সেনাপতি হই-লেন । তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ষ্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিব-গণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না । যে একাকী পাণ্ডব-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহারে পঞ্চ পাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে । আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা বিষয়ে স বিশেষ যত্ন করত যুদ্ধ করিব । হে মহারাজ ! কৌরব পক্ষীয় বীরগণ এই রূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বরে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহ রচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায়,

তুমুল কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জর বহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভি-
লাষে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম, সূতপুত্র, ইহাদিগের
বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুৰ্য্যো-
ধনের নিধন বৃত্তান্ত কীর্তন কর । শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার
পুত্র দুৰ্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল ।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকরক্ষয়কর
ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ
করুন । হে মহারাজ ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময়
আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে,
মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন । মহারাজ
দুৰ্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করত আপনারে
সন্মাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন ।

হে মহারাজ ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ
করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল ;
এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্বতোভদ্র
বৃহ নিশ্চয় করিলেন এবং স্বয়ং এক স্তম্ভজিত রথে আরোহণপূর্বক ভারসহ
বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন
করিতে লাগিলেন । তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব শোভা বিস্তার
করিল । প্রবল প্রতাপশালী বর্ষধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয়
অপনোদনপূর্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত
বৃহের মুখে অবস্থান করিলেন । কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুৰ্য্যোধন
বৃহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্তগণ পরিবৃত্ত কৃতবর্মা উহার বাম পার্শ্বে, শক ঘন
পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কান্বোজগণ সমবেত মহাবীর অশ্বখামা
উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন । মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্ব সৈন্য
পরিবৃত্ত হইয়া বহুল বল সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন ।

হে মহারাজ ! তখন পাণ্ডবগণও বৃহ রচনা করত তিন ভাগে বিভক্ত
হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডা

ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসা পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল প্রতাপশালী অর্জুন মহাবেগে কৃতবর্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশ সাধন বাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্যে মহারথ শকুনি ও উলুকের প্রতি ধাবমান হইলেন । এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্র্যত হইলে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! মহাধনুর্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনান্তর অগ্নাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কৌরব সৈন্যমধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল । আপনার সেই সমুদায় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয় লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল । তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাক্ষিকগণও কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল ।

নবম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল । ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ধাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল । কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপ-

তিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোক প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্ব-
 রোহিণী মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত
 করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীর সকল সমবেত হইয়া মহারথগণকে
 পরিবেষ্টন পূর্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।
 মহারথগণ ধাবমানে মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঞ্জরগণ ও
 ক্রোধাবিস্ট অসংখ্য শরবৃষ্টি রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিতে
 লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহী ও রথী রথীরে আক্রমণ পূর্বক শক্তি,
 তোমর ও নারাচ দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়
 পদাতিগণকে বিমর্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর
 বিরাজিত অশ্বগণ হিমালয় প্রস্থিত হংস সমুদায়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে
 বোধ হইতে লাগিল যেন উহার বসুন্ধরা প্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসু-
 মতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাক্ত কামি-
 নীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ,
 রথনেগির ঘর্ঘর নির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি,
 শঙ্খের নিশ্বন ও বাদিত্র সমুদায়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।
 ঐ সময় শরাসনেব ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভা-
 প্রভাবে আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন বাহু সকল মহা-
 বেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ব তালফল
 পতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেইরূপ শব্দ হইতে
 আরম্ভ হইল। উদ্ভূতনেত্র মস্তক সকল চতুর্দিকে নিপতিত থাকিতে সমরভূমি
 বিকসিত পুণ্ডরিক সমূহে সম্মুখ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ুর
 সমলঙ্কৃত চন্দনচর্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুন্ধরালে শোভমান
 হইল। সমরাস্ত্রন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত উরুদণ্ড সমুদায়ে
 আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সজ্জীর্ণ ও রাশি রাশ ছত্র চামরে
 সজ্জল হইয়া কুসুম সমূহ অশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।
 যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক
 রক্তের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর তোমর নিপীড়িত

হইয়া বায়ু সঞ্চালিত জলদজ্বালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলশিবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্তত দৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ সময় শুরগণের হর্ষজনন ও ভীকৃ জনের ভয়বর্জন শোণিততরঙ্গিণী সমরাস্রমে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল ; রথ সমুদায় আবর্ত ; ধ্বজ, পতাকা সকল বক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর ; বাহু সমূহ নক্র ; শরাসন সকল স্রোত ; হস্তী সমুদায় শৈল ; অশ্ব সকল উপল ; মেদ ও মজ্জা কর্দম ; ছত্র সমুদায় হংস ; গদা সমূহ ভেলা ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ড সম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বল ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বাহুবলগণকে আহ্বান করাতে বাহুবেরা তাঁহাদিগকে ভয়ান্ত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বল বীৰ্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ যেমন মদভরে জ্ঞান শূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ অর্জুন ও ভীমসেন কর্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভ্রান্ত হইয়া যেক্রপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাত্ম যুদ্ধ-দুর্ম্মন মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বরে আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের শর প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে

আরম্ভ করিলেন । পাণ্ডবেরাও মুক্তকণ্ঠে রণস্থলে অবস্থান কর বলিয়া আশ্চর্য্য করিতে লাগিলেন । জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু তাহার ঠাঁহাদের সমক্ষেই সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পারিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তীদিগকে দ্রুতবেগে সঞ্চালন করত চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

দশম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত ! যেস্থানে শ্বেত ছত্রধারী পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে আমারে ঐ স্থানে লইয়া চল । আমি অচিরেই তোমাতে স্বীয় ভূজবল প্রদর্শন করব । সমরাস্রমে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না । তখন মদ্ররাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল । ঐ সময় মহাবীর শল্য বেগে যেমন উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব সৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন । তখন অচল সমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য সমাগমে পাণ্ডব সৈন্যগণের গতি রোধ হইল । কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষা ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ।

যুদ্ধদুর্দ্দম মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । তখন সেই বিচিত্র কাম্বুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিকস্থিত বারিবর্ষা মেঘদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না । দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্যা বিশারদ । তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রাশেষী ও বধসাধনে যত্নবান হইয়া ভূমূল

সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন স্থানিশিত ভল্লৈ নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদনপূর্বক স্তম্ভীক শরে অশ্বগগকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে স্বর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনির্ক্ষিপ্ত শরত্রেয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণ পূর্বক কেশরী যেমন পর্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেন ও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবীর নকুল চর্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করত সমস্ত সৈন্য সমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণ পূর্বক তাঁহার মুকুট কুণ্ডলভূষিত, বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাস্থ নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতারে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শর পরিত্যাগ করত নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাস্রহয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সর্বাস্ত্রে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্ট চিত্তে রথারোহণ পূর্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাস্ত্রনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সম্মতপর্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্ত করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপায় শরাসন গ্রহণপূর্বক সুষেণ সমভিব্যাহরে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদর্শনে অসম্মত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাব্যবর্ত্ত হইয়া হস্তমুখে ক্ষুণ্ণপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কাম্যুক গ্রহণপূর্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশ পূর্বক সত্যসেনের কাম্যুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে সকলেই চীৎকার করতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরানকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন নিষ্কিপ্ত শর সমুদায় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহারে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামা শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথের ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল স্ববর্ণদণ্ড সমলঙ্কৃত অকুণ্ঠিতাশ্রয় তৈলধৌত স্ননির্ম্মল লেলিহান মহাবিস নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্বক সত্যসেনের প্রতি নিষ্ফেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিষ্কিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়-দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ত্ব ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবল সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাব্যবর্ত্ত চিন্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরানকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিরে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সূতা-সোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সূতাসোমের রথে আরোহণপূর্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শর-বর্ষণ পূর্বক পরস্পরের বধ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর স্রুগেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে স্রুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর মাদ্রোতনয় তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে স্রুগেণের চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং 'সত্তরে এক স্রুতীক্ষ্মাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল । মহাবীর কর্ণাত্মজ স্রুগেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভয় তীরস্থ জাণ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ স্রুগেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে দশ দিকে ধাবমান হইল । তদর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৌরব পক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে স্তরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করত প্রফুল্ল মনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এ দিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রিকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা বুদ্ধষ্ঠিরকে অগ্রাণী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীকর জনভয়াবহ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কপিকেতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধ্বস্তদ্যুম্ন সমাভিযাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করত বিপক্ষ সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন । তখন কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল । তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দীর্ঘদিক্ জ্ঞান রহিল না । তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্য বীরগণকে নিহত করিলেন । এ দিকে আপনার আত্মজগণ ও বহুসংখ্য পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও সাতিশয় সস্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীতীরের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তদর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল ।

একাদশ অধ্যায়

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাত্ত সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলসমাকুল যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ভীরা জনের ভয়জনক বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষায় বীরগণ পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্তত ধাবমান হইল ; কুঞ্জর সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতি সৈন্যमध्ये অশ্বগণ চতুর্দিকে ধাবমান হইল । ঐ সময় লক্ষলক্ষ্য পাণ্ডবপক্ষায় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরি-রক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডব-গণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরবসেনা অনলসমাকুল কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল । মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্বক ক্রোধভরে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাপিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় সমরাজ্যে বিবিধ ছর্গিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল । বসুন্ধরা শব্দায়মান হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল । দণ্ড ও শূল সমুদায়ের সহিত উল্লা সকল সূর্য্যগণুল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল । অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরব সেনার বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধ-গ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন । অগ্নি সমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উল্লুক সকল বীরগণের মস্তকে ও রথবর্জে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল ।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । কৌরবগণ সমস্ত সৈন্য সমভিষাহারে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন মদ্ররাজ

শল্য সলিলবর্ষা সহস্রলোচনের আয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদার পুত্র পুত্রকে স্বর্ণপুষ্ক শিলানিশিত দণ দণ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাস্ত্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল । মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল । অসংখ্য হস্তী, গৃধ্র, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্তত ভ্রমণ ও খার্ত্তিনাদ পরিত্যাগ করত ভূতলে নিপতিত হইল । তখন কালপ্রেরিত অস্ত্রক সদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিস্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করত শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন ।

এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শল্য কর্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল । তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করত ধর্মরাজকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন । মহারাজ ধর্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া মাতঙ্গকে যোগেন অক্ষুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতাস্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন । শল্যনিক্ষিপ্ত মায়ক ধর্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল ।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দণ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদা তনয়গণ জলদজাল যেমন মণ্ডিরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বখামা ও আপনার পুত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর কৃতবর্মা তিন শরে রোষোদ্ধত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্বক তাঁহারে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বখামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারাজ দুর্যোধনও অর্জুনের অভি-
মুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । মহাবীর কৃতবর্মা ভীমসেনের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন । তখন মহাবীর বীকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহ-
দেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন । মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । আচার্য্যতনয় অশ্বখামা অম্লান মুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন । ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্ব সমুদায় সংযোজিত হইয়াছিল । মহাবীর অশ্বখামা অবিলম্বে উহাদিগকে ও নিপাতিত করিলেন । তখন মহাবীর পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বীকোদর পুনরায় হতাশ্ব হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । কৃতবর্মা সত্বরে সেই ভয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন ।

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত শল্যের বিনাশ বাসনায় স্বীয় স্তুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন । ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণ সংহারকারী, স্তবর্ণপটে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বর্মা, মেদ ও রুধিরে চর্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বসৈন্যের হর্ব্বজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন চর্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির আয়, প্রজ্বলিত মহোৎসাহের ন্যায়, উগ্র ভূজঙ্গের আয়, ইস্ত্র নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহবার আয় নিতান্ত ভীষণ ; মহাবীর পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাশ ভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে গ্রাস্তান এবং দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য

সাধনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ গণিরত্বখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন । মদ্রাধিপতি তদদর্শনে নিতান্ত ত্রুদ্ব হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষস্থলে তোমর নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল । মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিত চিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্বক শল্য-সারথির হৃদয় ভেদ করিলেন । সারথি তোমরাঘাতে মর্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করত নিপতিত হইল । তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক গদা হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহলাদিত চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ।

ষাটশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্ত্বরে লৌহময় গদা গ্রহণ পূর্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতাস্ত্রের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাশ পর্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শল্যকে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । ঐ সময় চতুর্দিকে বীর জনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খ-নিশ্বন, তুর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল । উভয় পক্ষীয় যোদ্ধগণ চতুর্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন । আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীতও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না ।

হে মহারাজ ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায়

গর্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা উভয়েই তুল্য-
রূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন ।
মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালা সদৃশ বিচিত্র স্তবর্ণপট্ট পরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই
মনে ভয় সঞ্চার হইল । মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদবিরাজিত চপলার
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে
গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল । ভীমের গদা-
ঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল । তদর্শনে সকলেই
চমৎকৃত হইল । তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও রুষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে
যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার
করত ক্ষণকাল মধ্যে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিলেন । মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা
প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । মদ্রাধিপতিও ভীম-
সেনের গদা প্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনিভিন্ন মহাগিরির ন্যায়
কিছুমাত্র ক্রেশানুভব করিলেন না । ঐ সময় চতুর্দিকে বজ্রনিষনের ন্যায়
গতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল । অনন্তর সেই মহাবল
পরাক্রান্ত অমানুষকর্মা বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত
করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে
পরস্পরের বধ দাধনার্থ অটপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে
বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । ভূমিকম্প-
কালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোর-
তর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন । অনন্তর তাঁহারা পরস্পার
গদা প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্শ্বপীড়িত হইয়া এক কালে ইস্ত্রধ্বজ দ্বয়ের
ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন । তদর্শনে উভয় পক্ষীয় সৈন্য-
গণই হাহাকার করিতে লাগিল । তখন মহাবল পরাক্রান্ত কুপাচার্য্য মদ্রাধি-
পতিরে স্থায় রথে আরোপিত করিয়া সমরাস্ত্রন হইতে অপস্থত হইলেন । ঐ
সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষ মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা
গ্রহণ পূর্বক মদ্রাধিপতিরে আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য

বাদিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভূজদণ্ড ও অস্ত্র শস্ত্র সমুচ্ছৃত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন আপনার আগ্রজ দুৰ্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চৌকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর চৌকিতান দুৰ্য্যোধন নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও কধিরে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথमध्ये নিপতিত হইলেন । পাণ্ডবগণ চৌকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক সৰ্ব সমক্ষে কৌরব সৈন্যগণमध्ये নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্মা ও মহাবল পরাক্রান্ত স্তবলনন্দন শকুনি, ইহারা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । রাজা দুৰ্য্যোধন ভূজবীৰ্য্য সম্পন্ন দ্রোণেনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তিন সহস্র রথী রাজা দুৰ্য্যোধনের আদেশানুসারে অস্থখামারে অগ্রবর্তী করিয়া বিজয় লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । এই রূপে উভয় পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । ঐ সময় বায়ুসহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাস্ত্রন সমাচ্ছাদিত করিল । তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধির প্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিগ্ভুগল হ্রস্ব হইল ।

এইরূপে সেই ভীকর জনতয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরপরাজুত্ব হইলেন না । তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয় লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহারথগণ স্পর্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে উভয় পক্ষীয় বলमध्येই বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল ।

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহারাজ ধর্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মর্ম্মস্থলে চতুর্দশ নারীচ নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্র ভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্বক সমস্ত সৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন । মহাযশস্বী ধর্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিরে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও ক্রমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন । এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে বিনাশপূর্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে একশত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর যুধিষ্ঠির আশীবিধ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক এক ভল্লৈ মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জন্মের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মদ্রাধিপতির জলদজাল সদৃশ শরজালে ধর্মরাজের বক্ষস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল । পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । ধর্মরাজ শল্যনির্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর বিদলিত জন্তুস্বরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাত্মা ধর্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথ সমুদায়ে পরিবেষ্টন পূর্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুখিত হইল । সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়-

সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন । সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে, শল্যকে সাত বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । নকুল মদ্ররাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন ।

সগরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণ 'কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করত পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের শর শরাসন ছেদন পূর্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন । তখন মহাবীর সহদেব সত্বরে অগ্ন শরাসন জ্বাযুক্ত করিয়া মহাতেজা মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের গায়, ভীষণ ভূজঙ্গের গায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ পূর্বক অনন্তপর্ব এক বাণে তাঁহার সারথিরে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন । ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন ।

এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন । তদদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল । অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বরে অগ্ন শরাসন গ্রহণপূর্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন । মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের পরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিক্ত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপপূর্বক মদ্রাধিপতির নিবারণ করিতে লাগিলেন । তদদর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন প্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন । তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক স্বর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন । ঐ সময় মহাবীর

ভীমসেন এক প্রত্নলিত পন্নগ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্মরাজ শতদ্বী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদদর্শনে অবলম্বে ভল্ল সমুদায় দ্বারা সাত্যাকির তোমর ও ভীমনিষ্কপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুল পরিত্যক্ত হেমদণ্ড ভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণ পূর্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতদ্বী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শক্রনিসূদন সাত্যাকি অরাতির জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অক্ষুণ্ণতাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যাকি প্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শক্রসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোন ক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্ঘোষধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃজয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহা প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যাকি ইঁহারাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপাশ্রিত শল্য এইরূপে সেই চারি মহারথ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্য মনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণসংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষকে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত্ত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি রূপে বাহুদেবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে, কি রূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আগার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

‘হে মহারাজ ! অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে শল্যকে নিপীড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তক্রূপ

তাহাদের শত্রুজাল নিরাকৃত করিলেন । ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভ-শ্রেণীর, ন্যায়, বিহগাবলির ন্যায়, শল্যনিষ্কিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম । শল্যচাপ্ৰমুক্ত স্বর্ণভূষণ শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডবপক্ষীয়, কি কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না । দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ মদ্র-রাজের শরজালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিষয়াপন্ন হইলেন । এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধর্ম্মরাজকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করত ধারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভি-মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না ; কিন্তু ধর্ম্মরাজের অগ্রবর্তী ভীমসেনপ্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এ দিকে মহাবীর অর্জুন অশ্বখামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্তদেশীয় মহারথগণ কর্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অবিরত নিষ্কিপ্ত শরজালে কণ্টকিত কলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহারে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন অর্জুনের রথ সেই বীরগণের স্বর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাহু-দেবকে শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর দেখিয়া একান্ত হত হইলেন । ঐ সময় অর্জুনের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । হে মহারাজ ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জুনের যেকোন সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই ।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ

করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণের প্রতি সম্মতপর্ব শরনির্কর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেনাগণ পার্থনামাস্কিত শর সমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জুনের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হস্তাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তুগীর পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোদ্ধা, প্রতোদ এবং কুণ্ডল সমলঙ্কৃত উষ্মীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল । মাংসশোণিতজনিত রুদ্ধমে প্লার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্ধদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভাষণ বেশ ধারণ করিল । এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন ধুমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা রণস্থলে অর্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা পরি-
শোভিত রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন সেই মহাধনুর্ধর বীরদ্বয় পরস্পরের সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন । তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘনিমুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল । অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক সন্নতপর্ব শরনির্করে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন । ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহুক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল । অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা স্ত্রীতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে অর্জুনকে ও দশ শরে বামদেবকে বিনষ্ট করিলেন । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্তমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্বক প্রথমত গুরুপুঞ্জের উপর শর নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মুচ্ছ ভাবে তাঁহারে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্তমুখে অর্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুঘল নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুঘল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের প্রতি এক গিরিশিখর সদৃশ

ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাবীর অৰ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ পূর্বক সত্বরে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । দ্রোণপুত্রনিষ্কিপ্ত পরিঘ অৰ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল । অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লৈ অশ্বখামারে বিদ্ধ করিলেন । দ্রোণাত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । পত্নের তিনি ক্রত্ৰিয়গণ সমক্ষে পাঞ্চাল দেশীয় সুরথের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহারথ সুরথ মেঘগন্তীরনির্ঘোষ রথে অবস্থান পূর্বক অশ্বখামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সূদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক তাঁহার উপর আশীবিধ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । মহাবীর অশ্বখামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডবৃষ্টিত উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্বক স্কন্ধাণী লেহন করত তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম স্ততীক্ষ্ম নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । দ্রোণাত্মজনিষ্কিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল । মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন । অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা সত্বরে সুরথের রথে আরোহণ পূর্বক সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন ; তৎকালে আমরা মহাবীর অৰ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলাম । পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য সৈন্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অৰ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় রাজা দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে,

লাগিলেন। তখন দুর্ঘ্যোধন দ্রোণহস্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপাড়িত করিলেন। দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্ঘ্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপপূর্বক তাঁহারে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ পরিবৃত মহাধনুর্ধর কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের সহিত নংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারিদিকে শর বর্ষণ পূর্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপাড়িত করিয়া বীর্য ও অস্ত্র বলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে দমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, মাদ্রী-নন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কন্নার পরিমার্জিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিযুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিরে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের শর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি

নয় বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন । মদ্ররাজ অরতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়া প্রথমত নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার পূর্বক তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন । তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম । পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না ।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অশ্রু রথে আরোহণ পূর্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারথ শল্যও সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাংসের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন । পূর্বকালে শম্বরাসুর ও অমররাজের ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন ভুমূল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে থাক থাক বলিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বাচিত্রপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষলোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জন করত মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিগ্ভ্রংশল অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল । আকাশমণ্ডল সেই নির্মোকনির্মুক্ত ভূজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে ঙ্গাশ্চর্য্যাস্বিত করিলেন । তাঁহার ভূজনির্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অস্তরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় যুদ্ধতুর্মদ অসংখ্য কৌরব সৈন্য মদ্ররাজকে,

অগ্রসর করিয়া মহাধেগে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিজ্ঞাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বখামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্য সমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপাস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির সমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন শশধর সমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিধ সদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদদর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব, এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাহুবলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি তাঁহারে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়,

তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর । মহাবীর মাদ্রী-
তনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে । স্বররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ
বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন । অতএব ইহারা আমার
হিতার্থে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক । হে বীরগণ !
আমি সত্য বলিতেছি, আজি জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয়
ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই । তাঁহার ও
আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অত্যাচ্য উপকরণ সকল সমানই আছে । এক্ষণে রথ-
যোজকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদায় উপকরণ সংস্থাপিত করুক ।
সাত্যকি দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন । ধনঞ্জয় আমার
পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হউক । আর মহাধনুর্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান
করুক । তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব ।
হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাঁহার হিতৈষী বীরগণ
তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন । তখন পাঞ্চাল, সৌমক ও
মৎস্য সৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল ।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি
গমন করিতে লাগিলেন । পাঞ্চালগণ শঙ্ক নিষন, ভেরী নিনাদ ও সিংহনাদ
করত ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল । এ দিকে কৌরবগণ
গজঘণ্টাশব্দ, তুর্গ্যধ্বনি, শঙ্কনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুবাদিত
করিতে লাগিলেন । তখন আপনার আজ্ঞাজ রাজা দুর্যোধন ও মদ্ররাজ
শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘ সমূহকে প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই
পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন । অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধি-
ষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে
লাগিলেন । কুরুরাজ দুর্যোধনও রুচির শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা
প্রদর্শন পূর্বক ক্ষিপ্রহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করি-
লেন । তৎকালে কেহুই তাঁহার কোন রক্ষা প্রাপ্ত হইল না । অনন্তর
মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্বক
আমিষলোলুপ শার্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন ।
মহাবীর বৃকোদর সমরদক্ষ দুর্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি,

নকুল ও সহদেব ইঁহারা শকুনি ঐভূতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুৰ্য্যোধন আনতপর্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্বৰ্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। ভীমসেনের সেই কিল্কিণীজাল সমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুৰ্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরদ্বার ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসন বিহীন হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক রথশক্তি দ্বারা দুৰ্য্যোধনের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুৰ্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিমগ্ন হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্তরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুৰ্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তদর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বখামা, কৃপ ও কৃতর্মা রাজারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুৰ্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গান্ধীব শরাসন আকর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিত কলেবর হইয়া স্তম্ভিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐরূপে ধর্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণপূর্বক রণস্থল শূন্যপ্রায়

করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আত্মালাপ করিতে লাগিলেন । তৎকালে কোরব পক্ষীয় বারগণ যুদ্ধিষ্ঠিরের পুরাক্রম নিরাক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন ।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুতবেগে ধর্ম্মরাজের অভিযুখে গমন করিলেন । তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভৎসনা করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর শল্য শরজাম বর্ষণ পূর্বক যুদ্ধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । ধর্ম্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালে কুহুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় স্তম্ভোদ্ভিত হইলেন । তৎকালে আজি ধর্ম্মরাজ শল্যকে সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুদ্ধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না ।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কাম্যুর্ক ছেদন করিলেন । তখন ধর্ম্মরাজও সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিন শত শরে শল্যকে নিপীড়ন পূর্বক ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব শরানিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্শ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্বক এক স্তম্ভাশিত সমুজ্জ্বল ভল্ল মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন । তদর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল ।

ঐ সময় মহারথ অশ্বখামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বরে তাঁহারে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন । মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দূর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্বক অবিলম্বে মেঘগন্তীরনিম্নন যন্ত্রোপকরণ সম্পন্ন স্তম্ভজিত অগ্নি এক রথে আরোহণ করিলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি স্নদৃঢ় বেগবান্ অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযুথ যেমন উল্কা দ্বারা আচ্ছত হয়, তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল । অসংখ্য হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপাড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সমরভূমি নিপতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৌমকগণ সেই অরাতি সৈন্য নিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন । মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বলসম্পন্ন মদ্রাধিপতিরে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্বক মহাবেগ সম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপাড়িত নিরাক্ষণ করিয়া চুর্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বরে সাত বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন । পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রাশ্বেষণ পূর্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । উভয়ের ধনুষ্কান ও তলনিদাদ্ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল । তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্র ব্যাঘ্র শাবকদ্বয়ের ন্যায় সমরাসনে বিচরণ করত বিষণ্মুখ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের

বক্ষস্থলে এক সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন । ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করত তাঁহারে মুচ্ছিত করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন । দেবরাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষাক্রমে নেত্রে অতি সত্ত্বরে এক শত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন । তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে নয় বাণে মদ্ররাজের স্তবর্ণময় কবচ ছেঁদন ও বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহারে নিপাতিত করিলেন । ৷ মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হস্তমানে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করত দুই ক্ষুরান্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কাম্বুক ছেঁদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাত্মা ধর্ম্মনয়ন অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিরে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের স্তবর্ণময় বর্ম্ম ছেঁদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন । ৷ হতাশন ও সূর্য্যেণ ন্যায় তেজসম্পন্ন ক্ষুরদ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেঁদন করিয়া ফেলিলেন । ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন । তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন । তদদর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্ত্বরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন । এইরূপে মদ্ররাজ অশ্ব সারথি বিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শর প্রয়োগ পূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেঁদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মদ্ররাজ সহস্র তারকা সম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেঁদন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অরিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন । তখন মহাত্মা বরকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চৰ্ম্ম ও স্নানিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণ মধ্যে প্রফুল্ল গনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভোমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্বক হস্তান্তঃকরণে হাশ্ববদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । নিতান্ত দুর্দ্বর্ষ স্বরক্ষিত কৌরব সৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ইতস্তত ধাবমান হইল ।

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধগণ কর্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও যুগ বিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপ্রভাবে হতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাস্তদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহারে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করত সেই অশ্ব সারথিশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ মণিখচিত সুবর্ণদণ্ড সম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভয়সাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ ; পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চনা করিতেন ; উহা সম্বর্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র । পূর্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন । উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ । উহার দণ্ড, ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরক সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ ও

বৈদুর্য্য খচিত । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশ সাধনার্থ সেই অস্ত্র-বিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ড সম্ভিত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন । পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অশ্বকাস্ত্রের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া রে পাপ ! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তজ্জর্ন গজ্জর্ন করত স্মৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন মদ্ররাজ ছতাশন যেমন বিধিপূর্ব্বক ছত স্তম্ভধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুখিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষস্থল ও সমুদায় মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশ বিস্তার করিয়া সলিলের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল । তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কণ ও আশ্রদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কান্তিকৈয়নহত ক্রৌঞ্চ পক্ষতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কুলিশদলিত গচলাশখরের ন্যায়, সমুচ্ছৃত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন । বোধ হইতে লাগিল যেন বসুন্ধরা প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যাগমন ও আলিঙ্গন করিতেছে । তিনি যেন বসুন্ধরারে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহুকাল উপভোগ করিয়া তাহারে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্ন্যুপ্তি লাভ করিলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মানন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত ছতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । শক্তি হারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই । অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু প্রাতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমদ্বিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন । তাঁহার স্ননিশিত ভল্লৈ ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য কৌরব সেনা বিনষ্ট হইল । অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে অস্ত্র শস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ।

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাধমান হইলেন । ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্বগুণ সম্পন্ন । তিনি ভ্রাতৃক্ಷণ পারিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বরে ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্বক এক দেদীপ্যমান স্তূপে ভস্মে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন । তৎপরে তাঁহার সেই মস্তকশূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল ।

হে মহারাজ ! এইরূপে বিচিত্র কবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক ধূলি-ধূসরিত কলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক ধাবমান হইলেন । মহাবীর কৃতবর্মা তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীকচিত্তে সেই দুর্ধ্ব মহাধনুর্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন । এইরূপে সেই মর্ত্তণ্ড সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নিম্নলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের শরাসনচ্যুত শরানকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । অনন্তর মহাবীর কৃতবর্মা দশ বাণে সাত্যকিরে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাধনুর্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কাম্বুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক স্তূপে শরাসন গ্রহণ পূর্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্শ্ব সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন । ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া সত্বরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপস্থত হইলেন ।

হে মহারাজ ! দুর্ঘ্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনে পূর্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল । ঐ সময় সমরাস্ত্রন রজোরশিতে সমা-

ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না । আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুখিত রজ্জোরশি শোণিত-নিম্নবে, সিক্ত ও প্রশমিত হইল । তখন রাজা দুৰ্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মর্তেরা যেমন আসন্ন মৃত্যুরে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোন ক্রমেই দুৰ্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না । ঐ সময় মহাবীর কৃতবৰ্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবৰ্ম্মার অশ্বগণকে নিপাত্তি করিয়া ছয় ভল্লৈ কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর অশ্বখামা কৃতবৰ্ম্মারে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপমৃত হইলেন । তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধনের দুৰ্ম্মজ্ঞানায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল । কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতো পাণ্ডবগণ মহা আফ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাস্তুর নিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৰ্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দিক্ হইতে শস্ত্র ও বিবিধ বাদিত্র বাদন পূর্বক বহুক্ষরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থে ধাবমান হইল । ছত্র ও চামর পরিশোভিত রাজা দুৰ্য্যোধন অচল সন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক মদ্রকদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল । ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীব-নিশ্বন ও রথ নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামে সমাগত হইলেন ।

অনন্তর অর্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও মোমকগণ যুদ্ধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক মকর যেমন 'সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পুনরায় আলোড়িত করিয়া, রাজা যুদ্ধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায় ? এই বলিয়া চোৎকার করিতে লাগিল । তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্ন মহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্যোধন তাহাদিগকে সাস্ত্রনা করত বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না ।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি সংগ্রামে বর্তমান থাকিতে এই মদ্রক সৈন্যগণ নিহত হইতেছে ; ইহা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে । তুমি পূর্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ ? দুর্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতুল ! আমি ইহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি ; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ করিয়াছে । ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি ? তখন শকুনি কহিলেন, কুরুরাজ ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না । অতএব তুমি কোপ সম্বরণ কর ; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে । চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রানার্থে গমন করি ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন ।

অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন । তখন কৌরব সৈন্য-মধ্যে নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, ইত্যাকার ভুমূল শব্দ সমুৎখিত হইতে লাগিল । ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচর-গণকে দর্শন পূর্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । মদ্রকগণ যুহূর্তকাল বাহ্যযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল । এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন । ঐ সন্ধ্যা চতুর্দিক হইতে কবন্ধ সমূহ সমুৎখিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাঝাল নিপতিত হইল । ভয় রথ, যুগ, অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল । বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথি বিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্তত সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্ক লইয়া দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । রথিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃহ্য, মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিষ্পন্ন ও শরশব্দ করত মহাবেগে সমাগত কৌরব সৈন্তের সম্মুখীন হইয়া চাপ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তখন দুর্ঘোষধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য সমুদায়কে নিহত দেখিয়া পুন-রায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

একোবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! নিতান্ত দুর্দ্বর্ষ মহারথ মদ্ররাজ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন । অগাধমাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পার লাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয়লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন । অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া সিংহনিপীড়িত যুগযুগের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম । তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্য সন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না ।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয় লাভে এককালে নিরাশ হইয়া ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীত চিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুগণের সমাহত হইয়া সমরশয়্যায় শয়ন করিলেন। পর্ষতাকার দ্বিসহস্র মাতঙ্গ অশ্বশৃংখলার ও অশ্বুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুথিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরব সৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহান হইলেন। আজি ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্যোধন রাজশ্রী বিহীন হইল। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্ধ্বরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহারে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজি অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জুনের আঁত ভাষণ গাণ্ডীব নিশ্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজি কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাম্বলের ন্যায় দুর্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দৃঃশাসন বধকালে যেরূপ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজি কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত

শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন । আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল স্তবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন । দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব ঐহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই ঐহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয় লাভ হইবে না ? মহাত্মা বাসুদেব ঐহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতির পরাজয় করিতে সমর্থ হন ।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টাস্তঃকরণে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন রাজা দুর্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে সারথিরে কহিলেন, হে সূত ! ধনুর্ধর ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর । আমি পশ্চাৎভাগে যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না । ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে । সৈন্যগণের চরণ সমুখিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর । আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে ।

কুরুরাজ সারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তব্ধমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দমন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল । তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন এক বিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানা দেশীয় অন্যান্য যোদ্ধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন ।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল সমভিযাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কোঁরব পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । বীরলোক গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আশ্বেষট শব্দ করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল । আপনার পুত্রগণ রুকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিক্ত চিত্তে সিংহনাদ পরিপরিভ্যাগ পূর্বক চতুর্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর ভীমসেন সমরঙ্গনে পদাতিগণ কর্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোদ্ধাগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক স্তবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোগিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন । পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বায়ুবিপাটিত পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিল ।

হে মহারাজ ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক সকল নিহত হইল । ধ্বজ পতাকাসম্পন্ন পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল । তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কোঁরব পক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্ষোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন । ঐ সময় আমরা দুর্ষোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম । পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না । অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোদ্ধাগণ ! তোমরা পৃথিবী বা পর্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না ; তবে রুথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি ? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত

হইয়াছে ; 'অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের জয় লাভ হইবে । হে বীরগণ ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমনপূর্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে ; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প । হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । সর্বাস্তকারী কৃতান্ত, বীরুই হউক আর ভীৰুই হউক, সকলকে বিনাশ করেন ; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপূরাঙ্কু হওয়া নিতান্ত মুর্থতার কার্য্য । এক্ষণে ক্রোধাবিস্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদের শ্রেয়ঃকল্প । ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা যাহার পর নাই সুখজনক । দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে পারে না । অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্তব্য । যুদ্ধে জয় লাভ হইলে ইহলোকে সুখভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হয় । হে কৌরবগণ ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ লাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই । যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতি দুর্লভ লোকলাভে সমর্থ হয় ।

হে মহারাজ ! ভূপালগণ দুর্ঘোষনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্ভূত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন । নকুল, সহদেব ও মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন ।

বিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! সৈন্যগণ সময়ে প্রবৃত্ত হইলে স্নেছাধিপতি শাল্য কোপাবিস্ট হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ অরতিমর্দন পর্বতাকার মহাগজে আরোহণ পূর্বক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । স্নেছরাজের সেই মাতঙ্গ সঙ্ঘশ-প্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্ঘোষনের সতত আদরণীয় । মহারাজ শাল্য সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাব-

মান হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে কি আত্মপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসব সদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না । পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীতচিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হইল । আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক শশাঙ্ক সদৃশ ধ্বতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন ।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জম্বিন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বরে বিজয় লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনল সদৃশ উগ্রবেগে তিন নারাচ দ্বারা তাহারে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুস্ত্রদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । শাল্বরাজের মহাগজ এইরূপে দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল । মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন । মহাবীর দ্রুপদ-তনয় মহাগজকে পুনর্বীর আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদ-তনয়ের সেই স্তবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণ পূর্বক চীৎকার করত ধরাতে বিপোধিত করিল । তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন । গজরাজ রথিগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল । তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দিকে দিবাकरের কলজাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রথিগণ তাঁহার

শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও মৃগয়গণ শাল্যরাজের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দিক্ অবরোধ করিলেন । তখন কৌরব সৈন্যানিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদশ্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন । গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । তদর্শনে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল । তখন শনিবৎসাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লৈ শাল্যরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন । মহাবীর শাল্যও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্রবিদালিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরে সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর শাল্য নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল । মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্মা তদর্শনে বল পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন । কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মার সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল । তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম । তিনি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিবারণ করিলেন । তদর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল । তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক নিশিত সাত বাণে মহাবল পরাক্রান্ত 'রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিরে নিপাতিত করিলেন । মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন ।

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্তবংশাবতংশ রথিহয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন । পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাত নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ

মার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ সমুদ্রুত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অস্থ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্মাতে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শর সংযোজন পূর্বক কৃতবর্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অস্থ ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্মা স্বীয় স্তবর্ণমণ্ডিত রথ অস্থসূত বিবর্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে শূল গ্রহণ পূর্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আশ্ফলন করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্মারে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদন পূর্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্মা এইরূপে শিক্ষিতাজ্র যুযুধানের শরে হতাস্থ ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ ! সেই দৈরথ যুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্মা সাত্যকির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্মারে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই কৃতবর্মারে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপস্থত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্মারে রথহীন ও সাত্যকির সমরাস্রমে অবস্থিত দেখিয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মু হইল ; কিন্তু অরতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত সমুখত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষ নয়নে আগমন পূর্বক নিশিত শরনিকরে ধুষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে

নিবারণ করত মস্ত্রপুত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । শক্রগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না । ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্যোধন রথোপরি অবস্থান পূর্বক প্রবল প্রতাপাশ্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল । জলধর যেমন ভূধরগণের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না । আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত দেখিলাম । সমুখিত রজোরশি দ্বারা সৈন্য সকল যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্যোধনের শরনিকরে তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম । ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল ।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লৈ সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কাম্যুৎসাহ গ্রহণ পূর্বক ক্রতবেগে দুর্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর নকুল ও কুরুরাজকে অতি ভীষণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর দুর্যোধন সর্ব সৈন্য সমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় বোধগণ কিয়দূর মাত্র গমন করিয়া পুন-
রায় দুর্ঘোষধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা
সঙ্কুল সমুদ্রেব নৃশ্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুথিত হইল। তখন সেই মহা-
ধনুর্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।
তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধগণ
আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী
মহাবীর অশ্বখামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিভ্রা-
সিত করত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি যুধি-
ষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও মৈন্যাগণকে কল্পিত করিয়া
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী মহাদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে
শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্থায় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে
অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সহরে অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক
শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ
করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি
বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলুক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্ধর নকুলের
প্রতি শর বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দিক্ হইতে
শর বর্ষণ করত তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর
প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শক্রসূদন সাত্যকি,
দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্মা সহিত
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্ঘোষধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরা-
সন ছেদন করিয়া তাঁহারে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর
ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাব্র ধারণ করিয়া ধনুর্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত
হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ
উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপাশ্রিত হইয়া নতপর্ব শরনিকর
দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণদাতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়-
গণের সহিত প্রাণার যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত

কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল মুখকে যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদানন্দনগণ তাঁহারে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্রে যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় গতি ভীষণ ঘোরতর, সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযুগ গজযুগকে, অশ্বসকল অশ্বসকলকে এবং রথিগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিন্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রবেগ, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুৎখিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে গতি অল্প ক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ষের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরায়ুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয় লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে সুরাসুর-সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয় পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরায়ুখ হইল না। সকলেই অনুমান ও পরস্পরের নাম নির্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্মরণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ষ্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন । মহাবীর অশ্বখামা কৃতবর্ষ্মারে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহারে লইয়া রণস্থল হইতে অপস্থত হইলেন । অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন । রাজা দুর্ঘ্যোধন তাঁহার অভিযুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন । রথিগণ মহাবেগে ধর্মরাজের রথ্যভিযুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তক্রূপ শরনিকরে ধর্মরাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন । শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেইরূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিস্কিনীজালজড়িত অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন ।

অনন্তর উভয় পক্ষে বমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরব পক্ষীয় সাত শত রথীকে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । তখন রাজা দুর্ঘ্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । ঐরূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই । ঐ সময় চতুর্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্তিত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাস্রগে অনবরত শঙ্খ-ধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল । যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম ছেদন পূর্ব্বক জয় লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে সেই বহুসংখ্য মহিলাগণের কেশসংস্কার নিবারক শোকজনক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল । পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল । দণ্ড ও উল্লুকযুক্ত উল্লা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল । প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কক্কর-রাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিতকলেবর হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল । ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গ লাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাৎভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ স্ববলনন্দনের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই আত্মলালিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্বক আমাদের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদদর্শনে মহারাজ দুর্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাজু হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে কহিলেন, সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়ন পূর্বক অধম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য।

হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুণ্ণ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্য্যতি স্ববলনন্দন আমাদের পশ্চাৎভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার সম্মুখীন হইয়া উহারে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহী সমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্য্যদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনির অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্বক তাহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার অশ্বারোহিণী ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রম পূর্বক শকুনির সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী সকল

শর বর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন । তৎকালে কে আত্মপক্ষ আর কেই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না । কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঈক্ষুপাতের ন্যায় শূরগণবিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । নভোমণ্ডল নিখিল রুষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল । প্রাস সমুদায় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল । অসংখ্য অশ্ব শর-বিদ্ধ ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতগুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল ।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুৎখত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর অন্ধকার প্রাচুর্য্ভূত হইল । তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কতগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল । কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণ পূর্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ পূর্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল । কোন কোন বীর অশ্ব পৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাস্থ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল । ঐ সময় রুধিরোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ষধারী পরস্পর বধাভিলাষী উদ্যতাস্থ শৈনিকগণে সমরাস্ত্রন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণ পূর্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না । তখন মহাবল পরাক্রান্ত স্ববলনন্দন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

চতুর্দশশতিকা অধ্যায় ।

হেঁ মহারাজ ! তখন শোণিতলিপ্ত কলেবর পাণ্ডবসেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল । তখন জীবিত নিরপেক্ষ রক্তাক্তদেহ পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কাঁহল, হে বীরগণ ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে ; গতএব রথিগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে

গমন করুক । সুবলনন্দন শকুনি পলায়ন পূর্বক দ্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না ।

অশ্বারোহিণী এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল । সহদেবও একাকী রাজা যুদ্ধার্থীর সমাপে সমুপস্থিত হইলেন । এইরূপে সৈন্য সকল অপস্থত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমন পূর্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল । যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন । মস্তক সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তালফল নিপতিত হইতেছে । ছিন্ন ভিন্ন কলেবর উরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুৎপন্ন হইল । যোধগণ শানিত শস্ত্র সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করত অগ্নিমলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । ক্রোধান্বিত বীরগণ আমি পূর্বের প্রহার করিব, আমি পূর্বের প্রহার করিব বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধারে নিপাত করিলেন । গতাস্ত্র নিপতমান অশ্বারোহিণীর সজ্জবর্ণে শত শত বার ভূতলে নিপতিত হইল । নিতান্ত পিস্তি চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষ্যাব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্শ্ববিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল । ঐ সময় কোরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল । তাহাদের বাহনগণ নিতান্ত পারিশ্রান্ত হইল । বীরগণ রুধিরগন্ধে মত্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া কি স্বকীয় কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাत्रেই বিনাশ করিতে লাগিলেন । কতগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল । তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না । সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরপ্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল । উভয় পক্ষীয় বীরগণ অসি, পটিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত

হইলেন না ; যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্ত্যানুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন । অনেক যোদ্ধা অরতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া, রুধির ক্ষরণ পূর্বক নিপাতিত হইল । কবক্ষগণ সমুদ্ভূত হইয়া যোদ্ধগণের কেশাকর্ষণ পূর্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল । অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহ প্রাপ্ত হইল ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিত প্রায় হইলে স্তবলনন্দন শকুনি অশ্বাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বরে শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন । পাণ্ডব পক্ষীয় উদ্যাত্ত হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরমাগর সমুদ্ভোর হইবার মানসে চতুর্দিক্ হইতে শকুনির পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল । তখন কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল । অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদদ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল । পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপাতিত হন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে ও গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । এই রূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল বোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোদ্ধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমন পূর্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করত ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ ! মহারাজ দুর্ব্যোধন এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে স্তবলনন্দন ! ঐ যে স্থানে পূর্ণচন্দ্রের আয় প্রভা সম্পন্ন সূন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে ; যে স্থানে বর্ষধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগজ্জনের

ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে ; আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্যোধনকে দেখিতে পাইবেন । মহাবীর শকুনি যোধগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধানুপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনারে কৃতকার্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করত তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ ! আমি সমুদায় অশ্ব জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর । এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদায় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব ।

হে মহারাজ ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকান্ধী বীরগণ স্তম্ভিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক শরাসন বিধুনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের জ্যানির্যোধ, তলধ্বনি ও নিম্মুক্ত শরজালের স্ফটিক শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল । ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কাম্বুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে । তুমি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্ব চালনপূর্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও ; আজি আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব । আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোম্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে । দৈবের কি অনির্বচনীয় প্রভাব ! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই দুর্যোধনের প্রায়শ্চর্য ছিল ; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশ প্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না । পিতামহ দুর্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই । হে বাসুদেব ! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মুখ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা সম্বরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, ঞ্জতায়ু, জলসন্ধ, ঞ্জতায়ুধ, ভুরিঞ্জবা, শল্য, শাস্ত্র এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোম-

দত্ত, ভগদত্ত, হৃদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তিদেবী বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপশমিত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপালগণ ভূমিশরে সমরণয্যায় শয়ন করিলেও ধার্তরাষ্ট্রগণ লোভ মোহ প্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায় ! মৃত্যুহিত দুৰ্য্যোধন ব্যক্তিরেকে কৌরব কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বল বীৰ্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে কৃষ্ণ ! পূর্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত দুৰ্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে ; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিমুখে সন্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধি স্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে ? যে পাপাত্মা মৃত্যু নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতারে অসম্মান পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে। হে জনার্দন ! দুৰ্য্যোধনের কার্য ও দুর্নিতি দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোনক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমারে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধ্রুতরাষ্ট্রতনয় দুৰ্য্যোধন জীবনসম্বন্ধে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যত দিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপেই সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব ! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুৰ্য্যোধনের সেইরূপ কার্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিমুখে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ কুলঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধ পুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুৰ্য্যোধনের সাহায্যার্থ

সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য দেখিয়া আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কোরব সৈন্য মধ্যে অগ্ন সঞ্চালন কর। আমি অগ্ন নিশিত শরনিকরে দুর্যোধন ও তাহার দুর্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বলপূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা পরিঘ সমা-
কীর্ণ, চতুরঙ্গ বল সম্পন্ন কোরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দিকেই অর্জুনের সেই বাসুদেব পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাস্ত্রনে সমাগত হইয়া জল-
ধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ স্তম্ভীকৃত শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনি সদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ষ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপ-
তিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদায় সমরাস্ত্রন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহমান গজযুথের ন্যায় অর্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুক লতা পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপ সম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর প্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্ব বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শর-
নিকরে কোরব সন্মগ্ন নিহত হইতে লাগিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিরুত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পুরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব প্রভাবে তাহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন । তাঁহার অশনি সদৃশ এসহ শরনিকর জলধর নিষ্মুক্ত বারিধারার আয় নিপতিত হইতে লাগিল । কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্য়গণকে পরিত্যাগপূর্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় অনেকের রথাস্থ ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল । কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল । কেহ কেহ অক্ষত শরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । বাহনশূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল । অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । অত্যাণ্ড মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন । কেহ কেহ চুর্যোধনের আদেশ রক্ষার্থে সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলেন । কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের ভ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব দৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালে সেই কিঙ্কণীজালজড়িত বীরগণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্য বিজয়ে সমুত্ত হইয়াছে ।

ঐ সময় অনেক মহাবীর স্ববর্ণভূষিত রথে আরোহণপূর্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব পক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে

গমন করিতে লাগিলেন । আপনার পুত্র রাজা দুৰ্য্যোধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৰ্ম্মার পরিমার্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহ ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুৰ্য্যোধনের পদাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্বক তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । 'রাজা দুৰ্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া স্বলনন্দন শকুনির সমাপে সমুপস্থিত হইলেন ।

এইরূপে কৌরবপক্ষীয় রথ সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবে পরিবেষ্টন করিল । পাণ্ডবগণ করিসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাস্ব অর্জুন স্তীক্ষ্ম বিবিধ নারাচে সেই পর্বতাকার গজসৈন্য বিপে এত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল । তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল । ঐ সময় মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্য সন্দর্শনে ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে অবতারণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন । কৌরবসৈন্যগণ তদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা মুত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল । পর্বতাকার হস্তী সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্ত কালবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষিতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বরোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর 'পাঞ্চালনন্দন ও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন ।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা, কূপ ও কৃতবর্মা ইহারা রথিগণ মধ্যে রাজা দুৰ্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবর্ণবদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগি-

লেন, রাজা দুর্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন ? হে মহারাজ ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্যোধনকে নিরক্ষণ না করিয়া তাহাদের মনে এই ঔফুস্কা হইয়াছিল যে, কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন। তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন। অন্যত্র ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্য সাধন হইবে, তবে তিনি জীবিত আছেন কি না একবার তাহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে ; অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই। হে মহারাজ ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষত কলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিষ্কটরূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

* মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশ সাধন পূর্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্মার সহিত স্তবল-নন্দন শকুনির সন্ধিধানে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধূক্ষদ্যুম্নকে পুরোবর্তী করিয়া কোরব সৈন্যগণকে বিনাশ করত আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রজ্ঞে মনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণ রক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচ জন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ু ও অরতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থান পূর্বক প্রাণপণে পাঞ্চাল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অর্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধূক্ষদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধূক্ষদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজয় করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপস্থত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধূক্ষদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপ-পরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যमध्ये নিপতিত হইলাম। তখন মুহূর্ত্ত কাল

ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছন্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মুচ্ছিত ও ধরা হলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জুন নারাচ দ্বারা হস্তাদিগকে নিপাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অवरুদ্ধ প্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তাদিগকে অপসারিত কুরিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বখামা, কৃপ ও কৃতবর্মা রথিগণ মধ্যে রাজা দুর্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধুস্ত্রদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক নিহত ও কৌরব বল নিপীড়িত করিয়া প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের স্যায় সমরাস্ত্রনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর দুর্শ্বর্ষণ, ঞ্ঠতান্ত, জৈত্র, ভুরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সৃজাত, দুর্বিষহ, অরিহা, দুর্বিমোচন, দুপ্রবর্ষ ও ঞ্ঠতর্ক্য আপনার এই কয়েকটি হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্বীর রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্শ্বদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকর্ষ হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিস্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্শ্বর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্কাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ ঞ্ঠতান্তের প্রাণ সংহার পূর্বক অস্ত্রান মুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর ঞ্ঠতর্ক্য তদর্শনে কোপপূর্ণ হইয়া নতপর্ব শত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরানিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভুরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন

কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন পরাতিষাতন ভীমসেন এক স্ত্রীস্কন্ধ ভল্লে দুর্কিমোচনের জীবন নাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভয় গিরিকুটজাত পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বুকোদর দুই দুই বাণে দুস্পৃধর্ষ ও স্রজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্কিমহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বুকোদর তাঁহারেও ধনুর্ধরগণ সমক্ষে ভল্লের আঘাতে যম-রাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ঞ্চতর্কী ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সূবর্ণ ভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষায়ি তুল্য বিবিধ শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্তরে অশ্রু চাপ গ্রহণ পূর্বক ঞ্চতর্কারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্বকালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ড সদৃশ নিশিত শরজালে ভূমণ্ডল দিগ্গণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর ঞ্চতর্কী কোপাশ্রিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বুকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে ঞ্চতর্কার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্বক তাঁহারে অবিরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঞ্চতর্কী ভীমসেনের প্রভাবে বিরণ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরব্রাহ্মণ্য বুকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন। ঞ্চতর্কার মস্তক বিগীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হইয়াতে বসুধাকল শঙ্কায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষায় ভীমসেন হত যোদ্ধাণ্ড বুদ্ধার্থে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপাশ্রিত বুকোদরও হতশেষ বলার্ণব হইতে সমাগত বসুধারী যোদ্ধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দিক্ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধগণ

কর্তৃক সমস্তাৎ পরিবৃত্ত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনারে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন । ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোদ্ধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না । মহাবীর 'ভীমসেন' এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্যাস্ফাটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন । তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া রহিল ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্যোধন ও দুর্ধ্ব্য অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবকীনন্দন জনার্দন দুর্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জুন ! অসংখ্য জ্ঞাতি শত্রু নিহত হইয়াছে । ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে । নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিত্রাস্ত হইয়াছে । কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও মহারথ অশ্বথামা ইঁহারা তিন জন এক্ষণে দুর্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন । ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকর্ণের সহিত অবস্থান করিতেছে । ঐ দেখ, শ্বেতছত্র পরিশোভিত দুর্যোধন আপনার সমুদায় সৈন্য ব্যুহিত করিয়া অশ্বমাধ্যে অবস্থান পূর্বক বারংবার চতুর্দিক্ অবলোকন করিতেছে । তুমি অচিরে নিশিত শরনিকরে উহারে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে । এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমাতে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর । কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে এই স্থানে আনয়ন করুক । পাপাত্মা দুর্যোধনের সৈন্য সমুদায় জ্ঞান্ত হইয়াছে । ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না । ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহার পূর্বক পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল

বিবেচনা করিয়া ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে ।

হে মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, সখে ! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদায় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন । যে দুই জন এক্ষণে বর্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজি বিনষ্ট হইবে । কৌরব পক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন । এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্তাধিপতি, উলুক, শকুনি ও কৃতবৰ্ম্মা এই কয়েক জন যোধমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই । আজি নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন । শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না । আজি বিপক্ষ পক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সময় পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব । আজি নিশিত শরনিকরে শকুনিরে নিহত করিয়া ঐ দুরাত্মা দ্যুতক্রোড়ায় আমাদের যে সকল রক্ত হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রত্যাহরণ করিব । আজি রাজা যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন । আজি হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে । আজি আমার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে । আজি দুৰ্য্যোধন স্বীয় রাজক্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে । ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহই উহারে নিপাতিত করিব । ধার্তরাষ্ট্র যে সমুদায় অশ্ব সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানিরোধ ও তলধ্বনি শ্রবণেও সমর্থ নহে । এক্ষণে তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি ।

হে মহারাজ ! বাসুদেব অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুৰ্য্যোধন সৈন্যের অভিযুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইহারাও কৌরব বল নিরীক্ষণ পূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দুৰ্য্যোধনের বিনাশ বাসনায় অর্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন । ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকাম্যুর্ক আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে

দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন । অনন্তর আপনার পুত্র স্তদর্শন ভীমসেনের সহিত, স্তশর্মা ও শকুনি অর্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবীর দুর্যোধন প্রাণ দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মোহাভিহৃত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিস্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরুরাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । ঐ সময় সমরপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ও শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন ও অশ্ব সমুদায় সংহার করিয়া ত্রিগর্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন ত্রিগর্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন । তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রে সত্যকর্মার রথেষা ছেদন পূর্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অরণ্যে যুগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যযুগে আক্রমণ পূর্বক বিনাশ করিয়া তিন বাণে স্তশর্মারে বিদ্ধ করিলেন । ঐ সময় স্তশর্মার স্বর্ণভূষিত রথ সমুদায় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল । অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্ধার করত স্তশর্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে শত বাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন । অর্জুননিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমন পূর্বক স্তশর্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তদর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না । মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে স্তশর্মারে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদায় সৈন্যগণ সংহার পূর্বক হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যमध्ये প্রবেশ করিলেন ।

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অগ্নান মুখে শরনিকরে স্তদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া স্ততীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর স্তদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল । মহাবীর বৃকোদর তদর্শনে ক্রুদ্ধ

হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব সৈন্যগণের চতুর্দিক্ সমা-
চ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন । সৈন্যগণ নিহত
হইলে সেনাধ্যক্ষ, মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন
মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ।
তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করত মহারথ-পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে
লাগিলেন । এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠি-
লেন এবং অনেক পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত
শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন ।

উনত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে
সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন । প্রবল প্রতাপশালী সহ-
দেবও তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর উল্লুক ভীমের
প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে সেই
মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে
পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের জলধারা সদৃশ শরধারায়
দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরব
সৈন্য বিনাশ করত সমরাস্ত্রনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । আপনার সৈন্যগণ
সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায়
শোভা ধারণ করিল । শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণ
পূর্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাস্ত্রনের পথ রোধ হইল । নিহত অশ্ব ও অশ্বা-
রোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমুদায়ে রণভূমি
সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা নানাবিধ কুহ্মমে সমাচ্ছন্ন
হইয়াছে । ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্ভূত নেত্র, দংশিতা-
ধর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ষ্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমায়ুক্ত গজ-
শৃঙাকার বাহু দ্বারা সমরাস্ত্রন আরত করিলেন । ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ
ও কবন্ধগণ চতুর্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল ।

মহারাজ ! তৎকালে কৌরব সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডব-
গণ মহা অহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে

লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরব সৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্যোধন তাহাদিগকে সমরপরাস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কেম পলায়ন করিতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাস্থ না হইয়া সমরঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। গমনকালে তাহাদের সংক্ষুব্ধ সাগর-শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দে চারি দিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অভিযুগ্মে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভ পূর্বক শকুনির দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে শরনিকরে সুবলনন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধতুর্মদ শকুনি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি এবং ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূক ও পিতার পরিত্রাণ বাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত জলদাবলি যেমন পর্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তক্রূপ সহদেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লৈ তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক রুধিরাক্ত কলেবর ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দ বর্ধন পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

স্বলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাম্পাকুল নয়নে ক্ষণ-কাল বিছরের বাক্য শ্রবণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন । মহাবীর সহদেব অবিলম্বে স্বলনন্দনের শর সকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণ পূর্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীতনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । তখন মহাবীর স্বলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদাত করিয়া নকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সেই ভীষণ শক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইতেছে । ঐ সময় কৌবরপক্ষীয় সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিরে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল । তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়নপরায়ণ হইলেন । আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না । জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন । তখন প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর তিনি অস্থারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনির পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহারে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কাম্বুকে জ্যা আরোপিত করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে স্বলনন্দন ! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ; দ্যুতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর । পূর্বে যে যে দুরাশ্রা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহার সকলেই নিহত হইয়াছে । কেবল কুলান্দার দুর্ঘ্যোধন ও তুমি তোমরা দুই জন অবশিষ্ট আছ । লণ্ড প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে, তদ্রূপ আজি আমি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব ।

হে মহারাজ ! মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিরে এইরূপ কহিয়া ক্রোধ-ভরে মহাবেগে তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিরে দশ ও তাঁহার অশ্ব-গণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । স্ববলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক স্ববর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণপূর্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধাবমান হইলেন । তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও স্বরত্ন ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং স্ববলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতি মূলভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্বাঘরণভেদী স্ববর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপ পূর্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসম্মিত স্ববর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন । কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিরে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্ত, কলেবর ও সমরাস্ত্রনে শয়ান অবলোকন করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গবল গাণ্ধীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, গুঞ্চমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন । তখন পাণ্ডবগণ শকুনিরে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাহুদেব ও যোধগণের সন্তোষ সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বীর ! তুমি আজি ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাঁহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ ।

হৃদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায় ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে স্ববলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল । তখন মহাবীর অর্জুন ও দ্রুপদ আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ বাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস

ধারণ পূর্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সংকল্প ব্যর্থ হইয়া গেল । মহাবীর অর্জুন ভল্ল দ্বারা অভিযুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন পূর্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন । যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল । তখন রাজা দুর্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা অবিলম্বে স্তম্ভদগণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সৈন্য ধ্বংসকৃত্যনকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর । হে মহারাজ ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আত্মা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল । পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিযুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীর্ষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন আপনার সৈন্যগণ কাহারেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল । ধূলিপটল পরিবৃত অশ্বগণ ইতস্তত ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিল না । ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল । হে মহারাজ ! এইরূপে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা নিঃশেষিত প্রায় করিলেন । কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালমধ্যে কেবল একমাত্র দুর্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন । তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদমাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ শ্রবণে মুচ্ছিত প্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল ? আর দুর্য়োধন দুর্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল ? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! তৎকালে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত হস্ত্যারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় রাজা দুর্যোধন রণস্থলে আর কাহারেও আপনার সহায়

না দেখিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিত মনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্বক গদাহস্তে পাদদ্বারে পূর্বদিকে হৃদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য শ্রবণ পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্বের বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ ! রাজ্য-দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করত হৃদপ্রবেশা-ভিলাষে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুতবেগে কৌরব সৈন্য-গণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারণী কৌরব সৈন্যগণের সমুদায় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বক্ষুবান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্বক রথোপরি অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বখামা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর ! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি ? ইহারে অচিরে সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা আমারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান ! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর ; ইহারে বিনাশ করা কর্তব্য নহে। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাজ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমারে কহিলেন, সঞ্জয় ! তুমি এক্ষণে নির্বিঘ্নে গমন কর। এইরূপে আমি সেই অপরাহ্নে সাত্যকির, অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ষ্য ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্বক শোণিতলিপ্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমন কালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষতবিক্ষতদেহ গদাধারী একমাত্র রাজ্য দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে

তিনি আমারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না । ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাবুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্য ক্ষুণ্ণ হইল না । পরিশেষে আমি যেরূপে অরতি কণ্ঠক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আত্মোপাস্ত সমুদায় কীর্তন করিলাম । তখন রাজা দুর্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া আমারে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি কহিলাম, মহারাজ ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদায় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন । আমার রণস্থল হইতে আগমন সময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন আমার বাক্য শ্রবণানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আমারে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সঞ্জয় ! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না । কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায় সম্পন্ন আছে । যাহা হউক, তুমি, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন । হায় ! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুলহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধব বিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ! হে মহারাজ ! কুরুরাজ এই বলিয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ পূর্বক মায়া প্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন ।

এই রূপে দুর্যোধন সেই হৃদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমারে দেখিবামাত্র সত্ত্বরে অশ্ব চালনপূর্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, সঞ্জয় ! আজি সৌভাগ্যবশত তোমারে জীবিত দেখিলাম । আমাদের রাজা দুর্যোধন ত জীবিত আছেন ? তখন আমি সেই বীরত্বের নিকট দুর্যোধনের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া কুরুরাজ হৃদপ্রবেশকালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হৃদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম । তখন মহাবীর অশ্বখামা আমার নিকট সমুদার বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায় ! কি কষ্ট ! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না । আমরা . তাঁহার সহিত 'মিলিত হইয়া অনায়াসেই . অরতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম ।

এই রূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন । পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকন পূর্বক আমাদের কৃপা-চার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন । ঐ সময় দিনকর অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন । শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধন-বার্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন অন্তঃপুর-রক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন । কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্তা শ্রবণে কুরুরীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাবাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন । দুর্যোধনের অমাত্যগণ ভয়াতুর হইয়া অশ্রুক্ষেপে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে লইয়া নগরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যা সমুদায় গ্রহণ পূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরিসমুত্তর রথে আরোহণ পূর্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল । হে মহারাজ ! পূর্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল । ঐ সময় গোপাল মেম-পালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া প্ৰরম্পারের প্রতি দৃষ্টিপাত করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুয়ুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভোম্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন । এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি । শিবিরস্থ সমস্ত লোকেই পলায়ন করিতেছে । অদৃষ্টপূর্বক রমণীগণ

অনাথা ও শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুল লোচনে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত ধাবমান হইতেছেন । দুর্ঘ্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন । এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্তব্য । মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বিদায় করিলেন । তখন বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যা সময়ে বাম্পাকুল লোচনে হস্তিনায় প্রবেশ পূর্বক মহাত্মা বিদুরকে অবোলোকন করিয়া প্রণতি পুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন । বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুরে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদগদস্বরে কহিলেন, বৎস ! কৌরবগণের এই ভয়াবহ সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় । এক্ষণে তুমি রাজা দুর্ঘ্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্তন কর ।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন ! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্ঘ্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল । তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ে পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল । অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্ঘ্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক সেই পলায়নপরায়তা ব্যক্তিগণকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম ।

হে মহারাজ ! সর্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি সম্যোচিত কার্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ । প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজি আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম । তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া

রহিলে । আজি তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বিদুর 'এইমাত্র' বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । ঐ সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসি-গণ হাহাকার করিতে লাগিল । রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল । কাহারও আর কিছুতেই স্মৃথ রহিল না । তখন সর্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন । মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন । বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সময়ে প্রবৃত্ত ভরতবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরুক হওয়াতে তিনি কোন ক্রমেই স্মৃহ হইতে পারিলেন না ।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্ঘ্যোধন তৎকালে কি করিলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়কোলাহল শ্রবণ পূর্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হৃদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্ঘ্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমরাস্ত্রনে পর্য্যটন করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহারে দেখিতে পাইলেন না । কুরুরাজ ইতিপূর্বেই গদা হস্তে রণস্থল হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থায় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ঐ সময় দুর্ঘ্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডব-গণের বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল । তখন তাঁহারা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা যত্ন পদসঞ্চারে সেই হৃদ সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্ঘ্যোধনকে সন্মোদনপূর্বক

কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তুমি হৃদমধ্য হইতে সমুখিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয়। পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া স্বরলোক প্রাপ্ত হও । হে দুৰ্য্যোধন ! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ । যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে । এক্ষণে আবার আমরা তোমারে রক্ষা করিতেছি, স্ততরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ।

তখন রাজা দুৰ্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারথগণ ! আমি ভাগ্যবলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম । অতঃপর শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব । এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পারিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, বিশেষত পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, স্ততরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না । তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য ; অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে । আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্তব্য । আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই ।

তখন মহাবীর অশ্বখামা রাজা দুৰ্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! তুমি এক্ষণে হৃদমধ্য হইতে উখিত হও । তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব । হে বীর ! আমি ইচ্ছাপূৰ্ত্ত, দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব । যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সৃজ্ঞনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয় । আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি যে, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না ।

হে মহারাজ ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতগুলি ব্যাধ মাংসভার বহন ক্রেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জ্বলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হৃদ সন্নিধানে আগমন করিল । ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে মাংস আহরণ করিত । তাহারা সেই হৃদের কূলে উপবেশনপূর্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথ-গণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল । ঐ সময় কুপাচার্য্য প্রভৃতি নীর-গণও সমরস্পৃহাশূন্য সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্যোধন যে হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল । হে মহারাজ ! ইতিপূর্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিষ্কৃতরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা দুর্যোধন নিশ্চয়ই এই হৃদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন ; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব । মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন । তাঁহাদের দুই জনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিদিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না । অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল মনে মাংসভার গ্রহণপূর্বক শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিল ।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে রণস্থলের চতুর্দিকে দ্রুত প্রেরণ করিলেন । দূতেরা বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ ! ছুরাত্মা দুর্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না ; সে পলায়ন করিয়াছে । রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ব্যাধগণ হস্ত চিত্তে অতি সত্বরে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারণিত হইয়াও শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্বক,

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহারে আত্মোপাস্ত সমস্ত রক্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান পূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে দুর্ব্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুরুকগণের মুখে সেই দুরাচার রক্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলন্তস্ত করিয়া হৃদমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যাহার পর নাই আত্মাদিত হইলেন এবং জনার্দনকে পুরোবর্তী করিয়া অবিলম্বে হৃদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃৎচিহ্ন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রাচুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বরে দ্বৈপায়ন হৃদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আত্মাদিত হইয়া দুর্ব্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি বলিয়া চতুর্দিক্ হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুথিত হইল। শ্রান্তবাহন বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমোজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন হৃদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দুর্ব্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হৃদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হৃদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্মল ও স্নগীতল। আপনার পুত্র দুর্ব্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিতরূপে তাহার মধ্যে বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্তের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশ বাসনায় শঙ্কশব্দ ও রথনির্বোধে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই হৃদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা পাণ্ডব সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্ব্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা আত্মাদে আগমন করিতেছে ; ইতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

রাজা দুৰ্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্ত বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত চিত্তে বহু দূরে গমনপূর্ব্বক সান্তিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত দুৰ্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হৃদমমৌপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুৰ্য্যোধন কিরূপে পরিত্রাণপাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এই রূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন । তখন বাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুৰ্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, কৃষ্ণ ! ঐ দেখ, দুৰ্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে । মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই । যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীরে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না । যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহারে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে ।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন । মায়াপ্রভাবে মাযারে বিনষ্ট করা কর্তব্য । অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মারে বিনষ্ট করুন । দেবরাজ উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন । কৌশল প্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও ব্রতাসুরের বধ সাধন হইয়াছে । শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবাংশে ধ্বংস করিয়াছেন । আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিতি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে । উপায় প্রভাবেই বাতাপি, হিল্লল, ত্রিশিরা, স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায় বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন । হে মহারাজ ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ । উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস, ও ভূপালগণ

নিহত হইয়াছে । অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন ।

হে মহারাজ ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তীতনয়-যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ব্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ । অচিরে জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । হে পুরুষোত্তম ! আজি তোমার সে দৰ্প ও অভিমান কোথায় ? সভামধ্যে সকলেই তোমাতে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্তন করে, কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে । তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষত কোরব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য । সমরপরাধু হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম নহে । অসাধু লোকে রাই সমরাস্ত্র হইতে পলায়ন করিয়া থাকে । তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষার বাসনা করিতেছ ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হৃদমধ্যে বাস করা তোমার কর্তব্য হইতেছে ? হে দুর্বুদ্ধ ! তুমি সর্বলোক সমক্ষে আপনারে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক । বীরপুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু সন্দর্শনে পলায়ন করেন না । তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও । সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষার বাসনা করা ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্তব্য হইতেছে । তুমি মোহবশত কর্ণ ও শকুনির আশ্রয়পূর্বক আপনারে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর । তোমার ন্যায় বীর পুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন না । এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়ভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন গজ্জর্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল ? তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে ? অচিরে গাত্রোত্থান পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া

ভূতলশায়ী হও । বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন ।
তুমি সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর ।

হে মহারাজ ! ধীমান্ ধর্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে । কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই । সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও ভূগীয় বিনষ্ট এবং সমুদায় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি ; প্রাণভয়ে বা বিবাদ প্রযুক্ত এই কার্যের অনুষ্ঠান করি নাই । হে কুন্তীনন্দন ! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর । আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুখিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্যোধন ! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি ; এক্ষণে বহুক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম ; অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উখিত ও আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রণস্থলে আমাদের বিনাশপূর্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও । তখন দুর্যোধন কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতারা পরলোকে গমন করিয়াছে এবং পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে । সূতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীরে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই । হে যুধিষ্ঠির ! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভয়োৎসাহ করিয়া তোমাতে পরাজয় করিতে পারি ; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই । অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধব বিহীন পৃথিবী ভোগ কর । আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে বাসনা করে ? বিশেষত তাদৃশ স্তম্ভ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতেও অভিলাষ নাই । আমি এক্ষণে যুগচর্ম পরিধানপূর্বক বনে গমন করিব । রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না ।

হে মহারাজ ! মহাশয় যুদ্ধিষ্ঠির রাজা দুর্যোধনের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্যোধন ! তুমি সলিল মধ্যে অবস্থান পূর্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না । শকুনির ণায় তোমার ঐ সকল আর্ত প্রলাপে আমার মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না । তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্যদানে সম্মত হইতে পার ; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি । প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্যাচরণ পূর্বক কদাচ তাহা প্রতিগ্রহ করিব না । আমি তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব । হে দুর্যোধন ! পূর্বে আমরা কুলরক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই ? তুমি প্রথমে মহাবল পরাক্রান্ত বাহুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ ? হা ! তোমার কি ভ্রান্তি ! কোন্ রাজা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দানে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বলপূর্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নহে ; সুতরাং তুমি কি রূপে উহা আমারে দান করিবে । হে দুর্যোধন ! এক্ষণে তুমি আমারে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর । পূর্বে তুমি আমারে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভিলাষী হও নাই ; এক্ষণে কি রূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে । কোন্ মুখ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বশুঙ্কর দানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে । তুমি কেবল মোহ প্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না । হে কুরুরাজ ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না । অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া অতু্যৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও । তুমি ও আমি আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে । হে দুর্ব্বুদ্ধ ! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্ম-পরিভ্রাণে সমর্থ হইবে না । পূর্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি

বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদেরকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্বক বারংবার আমাদেরকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদায় কারণ বশত তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে জলমধ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়। হে মহারাজ ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অগ্ন্যাগ্ন পাণ্ডবগণ দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হৃদপ্রবেশ পর্ব সমাপ্ত ।

গদাযুদ্ধ পর্বাদ্যায় ।

—•—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্যোধন স্বভাবতই ক্রোধ-পরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্তৃক ঐ রূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল ? পূর্বে এরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন স্ববদা সকল লোকের মায়া হইয়া কাল যাপন করিয়াছে। হায় ! পূর্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত ; সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত ; সে কি রূপে অরাতিগণের কটুবাক্য সহ্য করিল ? হে সঞ্জয় ! ব্লেচ্ছ ও আর্টবিক সমবেত সমুদায় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্যোধন এক্ষণে স্বজন বিহীন হইয়া নিজ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্যোধন হৃদমধ্যে অবস্থান পূর্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করত সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুন্তী-নন্দন ! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু

আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক আমার চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি রূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষত বর্ণ্যহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জুন, কি নকুল, কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহারেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ ! সাধুদিগের কীৰ্ত্তি-ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীৰ্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সম্বৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ স্থান্ধর হও। আমি বিরথ ও শস্ত্রবিহীন হইয়াও প্রভাত সময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির ! আজি তোমাতে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহুলীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভুরিষ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধু বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্ঘ্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরু-রাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্ঘ্যোধন ! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে। তুমি ভাগ্যবলে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অতীষ্ট-আয়ুধ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। তখন দুর্ঘ্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! যদি আমাকে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি

তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব । আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম । এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাদচায়ে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন । ইতিপূর্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্বুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক । লোকে অস্ত্রের পরিবর্তন করিয়া থাকে, আজি তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধেরও পরিবর্তন উপস্থিত হউক । হে যুধিষ্ঠির ! আমি গদাপ্রভাবে তোমারে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও পরাজয় করিব । সমরাস্ত্রনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীতনয় ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুথিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর । আজি যদি ইন্দ্রও তোমারে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ।

হে মহারাজ ! আপনার আত্মজ রাজা দুৰ্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলম্বে লীন ভীষণ ভূজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । উত্তম অশ্ব যেমন কষাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় স্তূড়ত ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রৌষোদ্ধত রুদ্ধের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুথিত হইলেন । পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহারে হ্রদমধ্য হইতে উথিত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের কর স্পর্শ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন রাজা দুৰ্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখা ক্রকুটী বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ দংশন পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে । আমি অচিরে তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব ।

হে মহারাজ ! আপনার আজ্ঞাজ রাজা দুৰ্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নিখার জলশ্রাবী মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহারে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া উর্দ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুৰ্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করত মেঘ-গম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! 'তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইতেছে । বিশেষত আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ষাহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সকল বিনষ্ট হইয়াছে ; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব । তুমি ন্যায্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায্যানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুৰ্য্যোধন ! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্রে হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রুর ও নিরপেক্ষ, ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই । নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুরে বিনাশ করিলে ? ন্যায্যানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই । অনেকে একত্রে হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয় তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ কারিল । বিপদকালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর । আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরূচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং হয় তাহারে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গস্থ অন্ভব কর । হে বীর ! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিত সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ কর ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র স্তবর্ণময় বর্ম্ম ও

কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া স্নমেক পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন; হে বীরগণ ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন । আমি নিশ্চয়ই তাঁহারে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব । আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্বাণ করিব । বোধ হয়, শ্রয়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার ‘সমকক্ষ’ হইবে না । স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষেই আপনার বাক্য সফল করিব । এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যঁহার অভিরূচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে ।

চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জন গর্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিস্ট হইয়া, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর । ঐ ছুরাছা যদি আপনারে অথবা অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দশা হইবে ! বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন । দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে । অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে ? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন । আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে । তিনিও দুর্য্যোধনের শ্রায় গদাযুদ্ধে অধিক অভ্যাস করেন নাই । অতএব বোধ হয়, পূর্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যুতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ হইল । ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী ; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী । বলবান্ ও কৃতী এই উভয়েই মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন । আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম

সঙ্ঘটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদমাগরে নিপাতিত করিলেন । কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিরে বহু কষ্টে আক্রমণ পূর্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে ? দুর্ঘ্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন । ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, অতএব স্রায়ামুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জুন কেহই উঁহারে পরাজয় করিতে পারিবেন না । যখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্ঘ্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কিরূপে উঁহারে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন ? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডু-তনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না । বিধাতা উঁহাদিগকে চিরকাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছেন ।

হে মহারাজ ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যত্ননন্দন ! আর বিবাদ করিও না, আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্ঘ্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্বাণ করিব । ধর্ম্মরাজের জয় লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্ঘ্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্বৈক গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শক ভাবে অবস্থান কর । ক্ষুদ্র শত্রু দুর্ঘ্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি ।

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহারে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর ! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই । তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, দ্রোণ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি দুর্ঘ্যোধনকেও

নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্মরাজকে সমাগরা পৃথিবী প্রদান কর । পাপপরায়াণ দুর্ঘ্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে, তুমি অঁচিরাৎ তাহার উদ্ধার করিয়া আত্ম-প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ; কিন্তু ঐ ছুরাত্মা অতিশয় বলবান ও যুদ্ধ বিশারদ । সর্বদা যত্ন সহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও । মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্মরাজপ্রমুখ পাণ্ডব ও পার্থালগণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃষ্টিগণ পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি দুর্ঘ্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই । ঐ পুরুষাধম কখনই আমারে পরাজয় করিতে পারিবে না । অর্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজি দুর্ঘ্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব । আজি গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহার পূর্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব । আজি আপনি সুস্থ-শরীর হইবেন । আজি আমি আপনার শত্রুহৃত কীৰ্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব । আজি দুর্ঘ্যোধন প্রাণ, স্ত্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্ঘ্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্বুদ্ধিজ্ঞানিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায় স্মরণ করিবেন ।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্ঘ্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত গদা উত্তোলন পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন । তখন আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ঘ্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবগণ শিখরপরিশোভিত কৈলাশ পর্বত সদৃশ মহাবীর দুর্ঘ্যোধনকে যুথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যাহার পর নাই আহলাদিত হইলেন । মহাবাহু দুর্ঘ্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্ঘ্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্ঘ্যোধন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে

তাহা স্মরণ কর । তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যুতক্রৌড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বনা দ্রৌপদীকে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে । হে কুলনাশক নরাধম ! তোমার নিমিত্তই আমাদের পিতামহ মহাযশা ভীষ্ম-দেব নিহত হইয়া শরশয্যা শয়ন করিয়াছেন । তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন । তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সর্ম্মরন্ধিপুত্র বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ ছুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রতিকামী শমনসদনে গমন করিয়াছে । এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ । আজি গদা প্রহারে নিশ্চয়ই তোমারে নিপাতিত করিব । আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে ।

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর ! অধিক বর্গাভ্রম্বর করিবার প্রয়োজন নাই । অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । আজিই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব । আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি । ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন । তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গজ্জন করিও না । যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর । হে মহারাজ ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও শৃঙ্গয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহারে আমোদিত করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃহদধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষ্টারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ।

গর্গত্রিশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন । ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন । পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতি মাত্র প্রীত হইয়া কেশব সমভি-

বাহারে তাঁহারে প্রত্যাগমন পূর্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন । তখন বলদেব কৃষ্ণ-সমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম । আমি পুষ্যা নক্ষত্রে আবাস হইতে নিক্রান্ত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি । এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম । তখন গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবীর দুর্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন ।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন পূর্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । তৎপরে মহাবীর অর্জুন ও বাহুদেব প্রীতমনে তাঁহারে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র তাঁহারে নমস্কার এবং রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্বক কহিলেন, মহাবাহো ! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব পাণ্ডব ও শৃঙ্খল-গণকে আলিঙ্গন পূর্বক অগ্ন্যগ্ন পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহারে পূজা ও অনাময় বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্ল মনে জনার্দন ও সাত্যকিরে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাত্রাণ পূর্বক কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্টমনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন ।

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন,—হে রাম ! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন । নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে সেই ভূপালগণ মধ্যে উপবেশন পূর্বক নৃত্যমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবৃত নিশাকরের আয় অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন । ঐ সময় দুর্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

ষট্চিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! পূর্বে কৌরব ও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ

উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ পূর্বক আমি দুৰ্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কি রূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাট ভবনে অবস্থান পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণী সকলের হিত সাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অশ্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না । তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য না হইয়া দুৰ্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল ন ; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থ যাত্রা করি ।

অনন্তর উভয়পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণী-তনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না । তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীরে প্রস্থান করিলেন । বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্মা দুৰ্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ।

এ দিকে বলদেব গমন কালে পশ্চিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সূবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর । মহাবল বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সূক্ষ্ম, রথ, গজ, অশ্ব, কিস্কর এবং গো, গর্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমুদায় পর্যটন করিতে লাগিলেন । পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিজ্ঞাস্ত অধিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের

আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভূত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি, রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহাহ' বস্ত্র, পর্যাক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত স্নান্যাদি অন্ন এবং রাশি রাশি যন্ত্র ও আভরণ সমুদায় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়मध्ये যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্ৰাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থগমন পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গ সদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সংঘমো মহাত্মা বলদেব মহা আত্মাদে সেই পুণ্য তীর্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা, কাঞ্চন-ময় শৃঙ্গশোভিত মহাহ' বস্ত্র সমাবুজ্ঞত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী গাভী, নানা দেশ-জাত অশ্ব, মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীনন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ সমুদায়ে ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদায়ের গুণ, উৎপত্তি, কৰ্ম ও ফল সমুদায় আনুপূর্বিক কীভন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্বে ভগবান্ তরাপতি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব স্নহৎ ও ঐত্বিক-গণের সহিত সর্ব্বাণ্ডে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম 'প্রভাস' হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! ভগবান্ শশাঙ্ক কি রূপে যক্ষ্মরোগে

আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপ-বিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদায় কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্ত-বিংশতি কন্যা চন্দ্রে দান করেন । উঁহারা নক্ষত্র ; উঁহাদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে । ঐ সমস্ত অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্বাপেক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন । ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত স্নেহ সন্তোগ করিতেন । তদর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষ সম্মিথানে গমন পূর্বক কহিলেন, পিতা ! আমাদিগের প্রীতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই । তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত স্নেহ সন্তোগে কাল যাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থান পূর্বক মিতাহারী হইয়া তপোন্মুগ্ধ করিব । প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি পত্নীগণের প্রীতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্য হইবে । পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে চন্দ্র সম্মিথানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রীতি তুল্যরূপে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন ।

তখন দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতি ক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন ; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রীতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীতমনে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন । তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ সম্মিথানে গমন পূর্বক কহিলেন, পিতা ! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন । আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই । অতএব এক্ষণে আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সম্মিথানে কাল যাপন করিব । প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি পত্নীগণের প্রীতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমারে শাপ প্রদান করিব । হে মহারাজ ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন ।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়া পুনরায় পিতৃ সম্মিধানে গমন পূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিয়া কহিলেন,—পিতা! চন্দ্র আমাদিগের সহ-বাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহারে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যারগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিস্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি সকল নিস্তেজ, আশ্বাদশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত ক্লেশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে শশলাঙ্ঘন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব। তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আত্মোপাস্ত সুরগণের নিকট কীর্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়-বৃদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উহার কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রাই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে

স্বরগণ ! আমি বাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে । কিন্তু আমি এক্ষণে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্বারা চন্দ্রের শাপ শাস্তি হইতে পূরিবে । নিশাকর সারস্বত-তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরি-বর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই । হে দেবগণ ! আমার বাক্যানুসারে মাসमध्ये পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে । উনি এক্ষণে পশ্চিমসমুদ্রে গমনপূর্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহা-দেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব রূপ প্রাপ্ত হইবেন ।

হে মহারাজ ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নির্দেশানুসারে অমাবশ্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহনপূর্বক পুনরায় পূর্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন । অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমনপূর্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন । মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক বিদায় দিয়া প্রাত মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর । তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন । প্রজারাও হস্তান্তঃকরণে পূর্ববৎ কাল যাপন করিতে লাগিল । হে মহারাজ ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিষপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থে যেরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আত্মোপাস্ত সমুদায় কীর্তন করিলাম । ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবশ্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন । উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকमध्ये প্রভাসনামে বিখ্যাত হইয়াছে ।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন । তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধি পূর্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন । হে মহারাজ ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন ।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! হল্যুদ্ধ বলদেব মহাবশা মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থ

প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । ধর্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন । তিনি ঐ কূপে অবস্থান পূর্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন । তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! উদপান তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল ? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন ? আর কি রূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন ? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পূর্ব যুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপা একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন । তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত । তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না । তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের পিতা ধর্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্বী, নিয়ম ও দম-গুণে পরম প্রীত হইয়াছিলেন । তিনি স্বদীর্ঘকাল স্বপুত্রদিগের সংকার্য্য-জনিত আনন্দ অনুভব করিয়া স্বরপুরে প্রস্থান করেন ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজ্ঞমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন । গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন । মহাভাগ মহর্ষি-গণ ত্রিতের গুণগ্রাম দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন ।

একদিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধন লাভের নিমিত্ত চিন্তা-কূল হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজ্ঞ-মানদিগের নিকট বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব । তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজ্ঞমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানু-সারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধান পূর্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব

দিকে যাত্রা করিলেন । ত্রিত অনান্দিত চিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল । তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব, ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন । পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুণ্ড ও বেদপারগ । সে আমাদের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে ; অতএব চল, আমরা গো সঞ্চালন পূর্বক প্রস্থান করি । ত্রিত যথা ইচ্ছা গমন করুক ।

হে মহারাজ ! এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল । গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল । মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন । তিনি সেই কূপমধ্যে আর্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের ঞ্চতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয় ও পশু লোভে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনারে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতির ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নিষ্কল কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই কূপে থাকিয়া কিরূপে সোমরস পান করি । মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে । তখন তিনি ঋণকাল ধ্যান করত সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খনন পূর্বক জল উত্তোলন ও বহিঃস্থাপন করিলেন এবং আপনারে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । তখন মহা-যুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে দেবগণের মনেও

ভয়সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না । তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন । অতএব আমরাগকে তথায় গমন করিতে হইবে । দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্বক তাঁহারে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি । তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি, এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন । দেবগণও প্রীত মনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে উদাত হইলেন । তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, হে দেবগণ ! আমারে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন । আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরশপায়ীর সদগতি লাভে সমর্থ হন । দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্থ বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন । দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল । মহর্ষি ত্রিত ঐ নদী-প্রভাবে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন । তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্বক রোষাবিষ্ট চিন্তে কহিলেন যে, তোমরা পশুলোভে আমারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে ; অতএব আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রাযুধ ভীষণ বৃক রূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর । তোমাদিগের সম্ভান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে । মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতা প্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন ।

হে মহারাজ ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্য তীর্থে কূপ দর্শন পূর্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন ।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন ।

তথায় সরস্বতী, শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিরোধ বুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন । এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে বিনশন নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন য় মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া স্মৃৎমিক তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীর্থে ব্রাহ্মগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্ন বদন অঙ্গরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব ও দেবগণ প্রতি মাসে সে স্থানে উপস্থিত হন । দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুম্ভ সমুদায়ে স্নান করিয়া আনন্দ প্রমোদ করিয়া থাকেন । ঐ তীর্থে অঙ্গরাদিগের আক্রীড় ভূমি বলিয়া স্মৃৎমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে । মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মগণকে ধন দান, বিবিধ গীত বাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্বতীর্থে গমন করিলেন । তথায় বিশ্বাবস্তু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্বগণ মনোহর নৃত্য গীত করিয়া থাকেন । মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেঘ, গো, খর, উষ্ট্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রদান পূর্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর তিনি গর্গশ্রোত তীর্থে গমন করিলেন । তথায় ঐশ্বর্যবন্ত বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন । এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গশ্রোত হইয়াছে, ত্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন । শ্বেত চন্দনচর্চিতকলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধন দান ও বিপ্রদিগকে নানা-বিধ ভোজ্য প্রদানপূর্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন । তথায় তিনি সরস্বতীর তীরে মহর্ষিগণনিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন । ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্বত সন্নিভ ও স্নেহের অ্যায় সমুন্নত ; বিভাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অস্ত্র প্রকার আহাৰ পরিত্যাগপূর্বক ত্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক পৃথক হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন । মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে । মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাত্র ও লৌহময়

ভাণ্ড সন্ধান প্রদান পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন । তিনি ঐ তীর্থে নানা বেষধারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা ও প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্ত নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন । ঐ তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকির বাসস্থান আছে । উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই । ঐ তীর্থে চতুর্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন । দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিরে বিধানানুসারে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন । মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্বক পূর্ব দিকে গমন করিলেন । তথায় শত সহস্র সংখ্যক স্তব্ধা তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানুসারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মুনিগণকে আভিষেকপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত রুষ্টির ন্যায় পূর্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন । মহাত্মা বলদেব সরস্বতীরে তথা হইতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া বাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন ।

“ জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিস্ট হইলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পূর্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ দর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে আগমন করিলেন । ঋষিগণের সংখ্যাবাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সকল নগর সদৃশ হইয়া উঠিল । ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসীভিলাষে স্রমস্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন । তাঁহাদিগের আচ্ছাদন ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিব্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল । হৃত হৃতাশন সর্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতি

চমৎকার শোভা হইল। বালিখিল্ল, অশ্বকুট, দন্তোলুখল, অসংখ্যান এবং বায়ু ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণভোজন ও স্বপ্নে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগুণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন; তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু বিন্দুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা হইতে যজ্ঞোপবীত প্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নিৰ্ম্মাণ পূর্বক কোমাদি বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি রূপে এই অল্প প্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদায় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনিগণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে ঐরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই জলস্থান সকল নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও স্রবণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর, ইন্দুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বখ, বট, বিভীতক, কঙ্কাল, পলাশ, করোর, পীলু, করুশক, বিল্ব, আত্মাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলা, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশা, দন্তোলুখল ও অশ্বকুট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। উহা হিংসাধর্ম্ম শূন্য অসংখ্য লোকের আবাসভূমি। মক্ষণক নামে এক জন সিদ্ধ ঐ বহু যুগ সমাকীর্ণ তীর্থে তপোঅনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সপ্তসারস্বত তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন

হইল ? মঙ্গলক মুনি কে ? কিরূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন ? তাঁহার কি রূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । তেজস্বিগণ সরস্বতীরে যে যে স্থানে আবাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হন । তন্নিবন্ধন তাঁহার সূপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ষ্ণবতী, সুরেনু ও বিমলৌদ্ধকী নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে । পুষ্কর তীরে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন । ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবারাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল । গন্ধর্ব্বেরা গান ও অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । অমধুর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন । হে মহারাজ ! পিতামহ এইরূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, এই যজ্ঞে সরিৎস্রার সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহা-গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন । সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্তৃক পুষ্কর তীরে আহুত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন । মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীরে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে সরিৎস্রার সমস্ত পিতামহ কর্তৃক আহুত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর তীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ঐ স্থানে তিনি সূপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল । তাঁহার সকলে একত্র সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন । সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন । ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম

কাঞ্চনাকী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । গয় নামে ভূপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক সরস্বতীরে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন । গয়ের যজ্ঞকার্যের দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীরে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন । মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলার উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন । ঔদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্রবণ করাতে তিনি তাঁহাব অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশে হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে তথায় সমাগত হন । বঙ্কলাজিনবাসী ঋষিগণ তাঁহারে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন । কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক সমাহৃত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্বক ওষধী নাম ধারণ করিয়াছেন । উনি যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্তৃক গঙ্গাধারে সমানীত হইয়া সুরেন্দ্র নামে এবং হিমালয়ে বিরঞ্চিত কার্য সাধনার্থ সমাগত হইয়া বিমলোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । হে মহারাজ ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তসারস্বত তীর্থ । আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্তসারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম ।

হে মহারাজ ! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচাৰী মহর্ষি মক্ষণকের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন । একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতীজলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্বাঙ্গ-সুন্দরী নারীরে অবলোকন করিলেন । তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্মল সলিলে স্নান করিতেছিল । তাহারে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীজলে মহর্ষির রেত স্থলিত হইল । তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন । মক্ষণকের রেত কলসমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল । বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ু-রেতা ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্ম গ্রহণ করেন । ঐ সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়াছেন ।

হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মক্ষণকের আরও একটি ত্রিলোক-বিস্তৃত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন । ঐরূপ এক কিস্কদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্ত ক্ষত হইয়াছিল । মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আফ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

তঁাহার শূন্যপ্রভাবে স্বাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল । তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ সমভিব্যাহারে দেবাদিদের মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! মহর্ষি মঙ্গলক বাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ।

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তঁাহাদের কার্য সাধনার্থ ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্গলকের সমীপে গমনপূর্বক তঁাহারে একান্ত হস্ত দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন ! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ ? তোমার এ রূপ হর্ষের কারণ কি ? মহর্ষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে । আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্ল মনে নৃত্য করিতেছি । তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, হে বিপ্র ! ঐ রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না ; বরং তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর । ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে ভূবারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল । মহর্ষি মঙ্গলক তদর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং তঁাহারে দেবাদিদের মহাদেব জ্ঞান করিয়া তঁাহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিশ্বয়াবিন্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমি রুদ্র অপেক্ষা অস্ত্র কোন দেবতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না । আপনিই এই সচরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি । পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে । হে ভগবন্ ! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন । জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে । আপনি বরদাতা ; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন । আপনি দেবগণের সৃষ্টি কর্ত্তা ; তঁাহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়া থাকেন । মহর্ষি মঙ্গলক এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেব ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয় ।

হে মহারাজ ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্তা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব । যে মনুষ্য এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার অর্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই ছুঁলত থাকিবে না এবং সে সারস্বত লোক লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই । হে মহারাজ ! পবনের ঊরসে স্কন্ধার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্গলকের চরিত্র আত্মোপাস্ত কীর্তন করিলাম ।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্তসারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্গলকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোপানপূর্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন । স্নানান্তর তিনি ঔশনস তীর্থে আগমন করিলেন । ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । পূর্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন পূর্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন মস্তক মহর্ষি মহোদরের জজ্বায় সংলগ্ন হইয়াছিল । মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হন । ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোবুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রাম বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাহুত হইয়াছিল । মহাবল বলদেব সেই ঔশনসতীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মগণকে বিধিপূর্বক ধন দান করিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মান ! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল ? কি রূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জজ্বালয় ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জজ্বায় লগ্ন হইয়াছিল ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে রঘুংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ বাসনায় দণ্ডকারণে বাস করিয়াছিলেন । তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক ছুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন পূর্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের উপদেশে বিপ-

তিত হইয়া অস্থি ভেদপূর্বক সংলগ্ন হইল । মস্তক উরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজ্ঞবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না । তাঁহার উরুদেশ হইতে অবিরত পুষ্প নির্গত হইতে লাগিল । তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত হইয়া ও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভে সক্ষম হন নাই । পরিশেষে তিনি মুনিগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে । ঐ তীর্থে সগস্ত পাপের শাস্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । হে মহারাজ ! বিজ্ঞবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জজ্বালয় মস্তক স্থূলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল । তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । তথায় তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্রে হইয়া সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন । তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন পূর্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

হে মহারাজ ! বৃষ্টিপ্রবর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুমঙ্গু তপোধানের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ঐ আশ্রমে আশ্চর্য্যেণ অতি কঠোর তপোব্রতান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ লভ করিয়াছিলেন । ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি । একদা তপোব্রতানিরত বৃদ্ধ বিজ্ঞবর রুমঙ্গু কলেবর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ ! তোমরা আমারে প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল । তপোধানপুত্রের বৃদ্ধ পিতার বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীতমনে পুত্রগণকে কহিলেন, হে তনয়গণ ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তর ভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে পুনরায় মৃত্যুব্রজা ভোগ করিতে হয় না ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মাঙ্গা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে বিপুল ধন দান পূর্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকানোক পর্বত নির্মাণ, উগ্রতপঃ মহাবশা আষ্টিম্বেণ সিদ্ধিলাভ এবং সিদ্ধুদ্রোপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন ।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ আষ্টিম্বেণ কি রূপে কঠোর তপোভুষ্ঠান এবং সিদ্ধুদ্রোপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্তন করুন । ঐ মংকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! সত্যযুগে আষ্টিম্বেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকূলে অবস্থান পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন । তিনি সর্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না । তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাতঃ, বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্ব-মেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে ; আজি হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না এবং আজি অবধি এই স্থানে লোকে অল্প কালমধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে । তেজঃপুঞ্জকলেবর আষ্টিম্বেণ ইহা বলিয়া স্বর্গা-রোহণ করিলেন । হে মহারাজ ! এই রূপে ভগবান্ আষ্টিম্বেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিদ্ধুদ্রোপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইহারা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন । পূর্বের গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন । প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই গুহরসে জন্ম গ্রহণ করেন । মহারাজ গাধি দেহ ত্যাগ বাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাত্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহারে প্রণিপাত পূর্বক কহিল, মহারাজ ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান পূর্বক আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । রাজর্ষি প্রজাগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার

পুত্র সমুদায় পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন কিন্তু বহু যত্ন সহকারেও স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসভয় রূতান্ত্র প্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্ব্বক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে স্বীয় হোমধেনুরে অসংখ্য ঘোর দর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবরসমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদদর্শনে তপস্ব্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোমুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ু ভক্ষণ ও শ্বশূলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমুদায় দ্বারা কলেবর ক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপো-মুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবান্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমারে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলধোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহা-
দিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, ঘান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয়
প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্ভতনয় ঐ
স্থানে কঠোর তপস্ব্য করিয়াছিলেন।

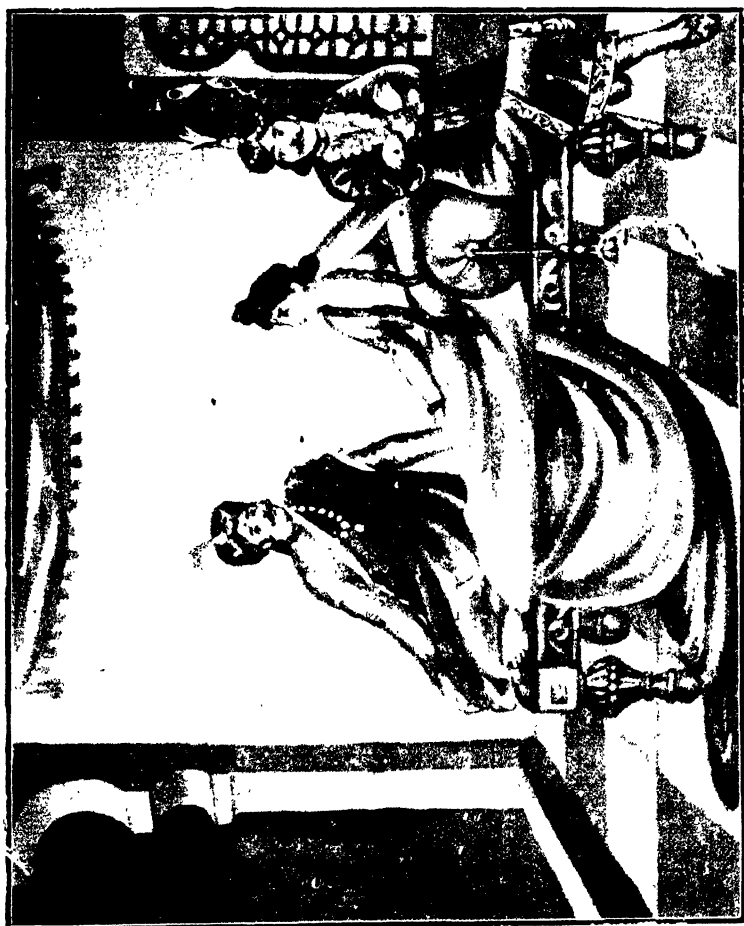
দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন । মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোব্রতান পূর্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আভিষেক প্রদান করিয়াছিলেন । পূর্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাকালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলবান একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন । ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণপূর্বক বিভাগ করিয়া লও । আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব । মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদান পূর্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিরে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণধম ! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর । ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে চিন্তা করিলেন, হায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে বিচিত্রবীৰ্য্যতনয়ের বিনাশ সাধনার্থ সমুত্তত হইলেন এবং সরস্বতী তীরে নিয়ম অবলম্বন পূর্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল । তখন মহারাজ অশ্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন । তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সর্বশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না । তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল । তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষন্ন হইলেন । পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য

রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদগণকে আহ্বান পূর্বক এই বিষয়ের পরামর্শ বিজ্ঞাপনা করিলেন । তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ ! আপনি মহর্ষি বকেকে মৃত পশু প্রদান পূর্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংস দ্বারা হোম করিতেছেন । তাঁহার তপঃপ্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে ; অতএব আপনি সত্বরে সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করুন । তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্যানুসারে সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি অতিশয় দীন, লুক্ক ও মোহাক্ষ ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন । এক্ষণে আপনিই আমার গতি । তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাবুলিত চিত্তে সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণপূর্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শাস্তির নিমিত্ত পুনরায় হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বিঘ্ন শাস্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্বক হুতাশুঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন ; ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্বনগরে সমুপস্থিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! ঐ তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন অশ্বরগণ বৃহস্পতি অশ্বরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন । অশ্বরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে । মহাবল বলদেব স্বতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদান পূর্বক যযাতি তীর্থে গমন করিলেন । ঐ স্থানে সরস্বতী নদ্যতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন । ঐ যজ্ঞে মৃত ও দুষ্কের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল । রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্টমনে উল্কে গমন ও সদ্যতি লাভ করিয়াছিলেন । উদার প্রকৃতি যযাতিরাজ আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন । স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রদান করিয়াছিলেন ।



আহুত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কূপায় ষড়রস সম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদায় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীত মনে উহারে স্তব ও আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিশ্বয়াবিস্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগ সম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন ।*

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবন্ ! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল ? কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন ? আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল ? তৎসমুদায় কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাবশতই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয় । স্থানু তীর্থের পূর্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল । ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধৌশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন । ভূতভাবন ভগবান্ ঐবানীপতি কঠোর তপোানুষ্ঠান পূর্বক সরস্বতীরে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত উহার নাম স্থানুতীর্থ । দেবগণ ঐ তীর্থে কান্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষেক করেন । ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবন করুন ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন ! একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সরিধরা সরস্বতীরে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি । সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এ স্থানে আনয়ন করিলে আমি উহারে বিনাশ করিব । গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোমকষায়িত লোচনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন । মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া

অবগত ছিলেন । এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পতিপুত্র বিহীনা কাগিনীর শ্রায় একান্ত দুঃখত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে ক্রতাজলিপুটে তাঁহার সমীপ গমন পূর্বক কহিলেন, হে মুনিসত্তম ! এক্ষণে আমারে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন । তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, সরস্বতী ! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর । আমি আজি তাহারে বিনাশ করিব । মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত পত্নী শ্রায় কম্পিত হইতে লাগিলেন । মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে বশিষ্ঠকে আমার নিকটে উপনীত কর । তখন সরিদ্ধরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকিৎসা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকটে আগমন পূর্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ নিবেদন করিলেন । মহামুনি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীকে একান্ত ক্লশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, সরস্বতী ! তুমি আর চিন্তা করিও না, অবিলম্বে আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকটে উপনীত কর । নচেৎ গাধিনন্দন তোমাতে শাপ প্রদান করিবেন ; তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহামুনি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহামুনি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ; অতএব তাঁহার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্তব্য । সরিৎপ্রধান সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অবসর বিবেচনা করিয়া স্বায় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্বক বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে লুইয়া চলিলেন ।

মহামুনি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে সরস্বতী ! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ । তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থান পূর্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক ; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগমন করে । তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা । এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান

করিতেছে । তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈশ্বরী ও পশ্চিমী এই চারি রূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিচরণ রহিয়াছ ।

হে মহারাজ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ স্তব করিলে নদীপ্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহারে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত করিয়া গাধিনয়কে, বারংবার বশিষ্ঠের আগমন বার্তা নির্দেশ করিলেন । মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অশ্বমেধ করিতে লাগিলেন । তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে ; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি । মহানদী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব কূলে উপনীত করিলেন । গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনারে বশিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীরে কহিলেন, সরস্বতি ! তুমি আগারে বধনা করিলে, অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আত্মদাকরণে শোণিতপ্রবাহ বহন কর । মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতগমিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন । দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অশ্বরোগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন । এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে ।

চতুঃস্বারিশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! সরস্বতী সরস্বতী রোমানিষ্ঠ মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক ঐরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমন পূর্বক পরম স্নেহে সেই রুদ্রির পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল । কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতগুলি তাপস, তীর্থ পর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারা প্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপান করত ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণ কর্তৃক নিরন্তর পীড়মান নিরাক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ বাসনায় তাঁহারা আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে কল্যাণি ! তোমার এই তীর্থ

কি নিমিত্ত এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আত্মোপাস্ত্র শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি । সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হই । কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তখন তাপসগণ সরস্বতীকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! আমরা তোমার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে সকলেই তোমার শাপ শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব ।

হে মহারাজ ! তাপসেরা সরস্বতীকে এইরূপ কষ্টিয়া পরস্পর তাঁহারে শাপ বিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনিষ্ঠান পূর্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিরে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবী-নদীর শাপ শান্তি করিয়া দিলেন । তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীকে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন মলিন-মস্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাজলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, হে তাপসগণ ! আমরা শাস্ত্রত মম্বা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি ; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুসারে পাপনিষ্ঠান করি না । আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি । কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঘৃণা, ঈর্ষা, ঋণ, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজগণ ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদেরও পরিত্রাণ করুন ।

হে মহারাজ ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীকে স্তুত করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিন্ন, হিকা ও কেশ-দূষিত, অস্পৃশ্য জাতিস্পৃষ্ট, পুতিগন্ধোপহত ও অশুভ্রল মিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে ; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্ন-সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন । যে ব্যক্তি ঐ রূপ দূষিত

অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসান্ন আহার করা হইবে। তাপসেরা এইরূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দেশ পূর্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে অনুরোধ করিলেন। তখন সরিৎপ্রধানী সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যা পাপনাশিনী অরুণা নদীরে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহন পূর্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! পূর্ব দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্বক কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে তোমারে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা তোমার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্নমস্তক রে পাপাত্মন! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি, এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্নমস্তক হইতে বারংবার এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সমস্ত মনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকেশ্বর কমলযোনি তাঁহারে কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি অরুণা-তীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল; কিন্তু সরিৎদ্বারা

সরস্বতীস্বীয় সলিল দ্বারা উঁহায়ে প্লাবিত করেন । হে দেবরাজ ! ঐ অরুণা-
সরস্বতীসঙ্গ্য তীর্থে অতি পবিত্র । তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক বিবিধ
ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ।
দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অরুণা তীর্থে উপস্থিত
হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানব বিনাশ নিবন্ধন
ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন
করিলেন । তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্ন শস্ত্রকণ্ঠ ঐ তীর্থে স্নান
করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে বিবিধ ধন দান পূর্বক ধন্য
লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন । পূর্বে ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্র
রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । বিপ্রবরাগ্রগণ্য অত্রি তাঁহার যজ্ঞে
হোতা হইয়াছিলেন । ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষস ও অসুর-
দিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্তিকেয় দেবগণের সেনাপতিপদে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন । ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ
বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন ।

পঞ্চচত্বারিংশদম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবন্ ! সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন,
এক্শণে ভগবান্ কার্তিকেয় কোন্ স্থানে কি রূপে কাহাদের কর্তৃক অভিষিক্ত
হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করুন । উহা
শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! তুমি কৌরবকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ।
অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে ।
এক্শণে মহাত্মা কার্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন । পূর্বকালে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়া-
ছিল । হব্যবাহন তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন ।
তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীৰ্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ
হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন । ভগবতী
ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীৰ্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া উহা সুরপূজিত সুরমা

হিমালয়ের শরস্তুভে নিক্ষেপ করিলেন । তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুণ্ডার সমুৎপন্ন হইলেন । কুণ্ডারের তেজঃপুঞ্জ ত্রিলোক সমাবৃত হইল । তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূৰ্ব কুণ্ডারক নিরীক্ষণ করিয়া ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । ভগবান্ কুণ্ডার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া মড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন । দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুণ্ডারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর স্বর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । ঐ নিমিত্ত পৰ্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে । হে মহারাজ ! ঐ কুণ্ডারের নাম কার্ত্তিকেয় । উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবাহ্য সম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন । মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই স্বর্ণময় শরস্তুভে শয়ন থাকিতেন । তথায় গন্ধৰ্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্র-নিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন । ঐ সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুণ্ডারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্যরূপ ধারণ পূৰ্বক তাঁহারে ধারণ করিতে লাগিলেন । সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকম্বাদি নিরূপণ করিলেন । চারি বেদ, চতুস্পাদ ধনুর্বেদ, সমুদায় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইহার মূর্তিমান হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! একদা মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃত বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রের সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছে । ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উল্লুক, গৃধ্র, গোমাযু, ক্রৌঞ্চ, রুক ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোধা, গো ও মেসের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘ সদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জন পৰ্ব্বত সন্নিভ, কেহ কেহ ধবল পৰ্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী । মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন । তখন সপ্ত মাতা, পুত্র সমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভূজগ, দানব, খগ, যাম,

ধাম, নীরদাদি দেব, গন্ধর্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শন লালসায় তথায় সমাগত হইলেন ।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহারাজ পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিণাক-পাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন । ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্শ্বতী, গঙ্গা ও হতাশন তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে । ভগবান্ কার্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগ-বলে আপনার মূর্তি চতুর্দ্বা বিভক্ত করিলেন । তখন তাঁহার কার্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটী মূর্তি হইল । তাঁহাদের চারি জনেরই রূপ সমান । অনন্তর কার্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্শ্বতীর নিকট, বায়ুমূর্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন । সেই অদৃষ্টপূর্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহা কোলাহল সমুপ্ত হইল । তখন ভগবান্ মহাদেব, পার্শ্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয়কামনায় ব্রহ্মারে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমাদের প্রিয়কার্য সাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন । লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্বে দেব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পক্ষগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছি । এই বালকও সেই সমুদায় ঐশ্বর্যভোগের উপযুক্ত । এক্ষণে ইহারে কোন্ ঐশ্বর্য প্রদান করি । ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিত সাধনার্থ কার্তিকেয়কে সর্বভূতের সৈন্যপত্য প্রদানপূর্বক প্রধান প্রধান দেবগণ মধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্বগণ কার্তিকেয়কে গ্রহণ পূর্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেক দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন ।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পৃষা, ভগ, আৰ্য্যামা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্য-গণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধৰ্ব্ব, অশ্বর, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, লক্ষর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব, আঙ্গিরস, যশি, সর্প, বিদ্যাধরগণ সমবেত সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, তুণ্ড, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, ঐহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়, মূর্ত্তিমতী নদী সকল, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্রে সকল, হ্রদসমুদায়, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিগ্ধণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপ সমূহ, দেবমাতা আদিত্য, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অমৃতমিত্র, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিষ্ণ্বা, বহুশৃঙ্গ সম্পন্ন স্রমেয়, সানুচর ঐরাবত, চতুঃশষ্টি কলা, দশ দিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, ত্রয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাহুকি, অরুণ, গরুড়, ইমদি সমবেত রক্ষ সমুদায়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতার কাৰ্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ ! বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদায় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচল-প্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কাৰ্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণ-পূর্ব্বক হস্তান্ত্রকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যোগন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কাৰ্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীৰ্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর একজন কামবীৰ্য্যসম্পন্ন দৈত্যসাতন শতমায়াধারী মহা পারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহা পারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে কোপাবিস্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অশ্বরনিমূদন অজ্ঞেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কাৰ্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে

দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মূনি ও পিতৃগণ মহা অহ্লাদে জয় শব্দ করিতে লাগিলেন । তখন যম উন্মাত ও প্রমাত নামে মহাবল পরাক্রান্ত কালো-পম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীত মনে সূভ্রাজ ও ভাস্কর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেত মাল্য স্ত্রোভিত শ্বেতচন্দন ভূষিত মণি ও স্তমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রুসৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিষ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শক্রমৃদন দেবরাজ বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঞ্চক নামে দুই অনুচরকে কার্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন । মহাবীর উৎক্রোশ ও পঞ্চক সংগ্রামস্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়াছিল । অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্র, বিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত মনে সর্ববিদ্যাশিখারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুণ্ড, কুস্তম, কুন্দুদ, উষ্মর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্মা মহাবল পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রে, মিত্র তপোবল সম্পন্ন বিদ্যাশিখারদ মহাত্মা স্ত্রবত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা স্ত্রবত ও শুভ কস্মারে, পৃথ্বী মায়ানী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিতিমুগ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা স্ত্রবর্চা ও অতিবর্চারে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অতিস্থিরকে, বিষ্ণুগর্গিরি পাষাণযুদ্ধশিখারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্বতী উন্মাদ, পুষ্প দন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পদ্মগেশ্বর বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহাত্মা কার্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন ।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদায় মহাত্মা কার্তিকেয়কে শূল, পা ট্রিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন । এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । শঙ্কুকর্ণ, নিকুন্ত, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ত্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জল-ক্ষম, অক্ষ, সন্তুর্জ্জন, কুনদীক, তমোন্তকুৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্র-বাহু, বিকট, ব্যাত্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনাগা, স্নানাগা, স্ত্রচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করলাক্ষ, ক্ষিতিকেশ,

জটী, হরি, পারশ্রত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘ-
নাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ধ্বজ, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ,
বজ্রনাগ, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, রুম, মেঘপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধৃত্র,
শ্বেতকলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোবিন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক,
ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হমন, বাণ,
গজগ, বৈতালী, গাতিশূলী, কথক, বাতিক, পঞ্চদিক্ষাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন,
রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাঙ্ক, কালকাক্ষ,
সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেববাজা, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার,
চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীটী, বংশল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্মদ, মন্থকর,
সূচীবক্ত, শ্বেতবক্ত, স্ববক্ত, চারুবক্ত, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহ, সুবাহ, রজ, কোকি-
লক, অচল, বালকরক্ষক, কনকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক,
লোহাজবক্ত, জবন, কুম্ভবক্ত, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণোজা, হংসবক্ত, চন্দ্রভ,
পাণিকূচ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত, শিক্ষক, চামবক্ত, শাকবক্ত, কুঞ্জল ।

এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণ্যপ্রদ যোগামিত্র অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও
যুবা পারিষদগণ কুমারের সমাপে সমুপস্থিত হইল । উহাদের মুখ কৃষ্ণ,
কুকুট, শশ, উলুক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ূর,
মৎস্য, ছাগ, মেঘ, মহিষ, ভল্লুক, শাদ্দুল, দ্বীপা, সিংহ, হস্তী, নক্স, গরুড়, কক্ক,
রুক, রুম, দংশ, পারাবত, কোকিল, শোন, তিতিরি, কুকলাশ, সর্প ও শূলের
ন্যায় ; ভূষণ সর্প এবং পারধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন । উহাদের মধ্যে কাহারও
উদর স্থূল, অঙ্গ কৃশ ; কাহারও বা অঙ্গ স্থূল, উদর কৃশ ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র ;
কাহারও কর্ণ রূহৎ এবং কাহারও মুখ ক্ষুদ্রদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও
পৃষ্ঠে, কাহারও হস্তদেশে, কাহারও কটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং
কাহারও বা পার্শ্বে নিহত । কাহারও কাহারও মুখ কাট পতঙ্গের ন্যায় ;
কাহারও কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য ; কাহারও কাহারও বাহু
বৃক্ষের ন্যায় ; কাহারও কাহারও বাস কনককমণ্ডিত ; কেহ কেহ চাববাসা এবং
কেহ কেহ বিবিধ গন্ধমাল্যে বিভূষিত । কেহ কেহ উষ্মাধারী, কেহ কেহ
মকুটধারী ও কেহ কেহ কীরীটধারী ; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও
কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও

মাত শিখা এবং কাহারও কাহারও কেশপাশ স্বর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে শোভিত । কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ, কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষৌণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তোর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন, কেহ কুজ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম ও বৃকের ন্যায় । কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্-গজাকার ও অতি ভীষণ, কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ । কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ় লম্বিত । উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, হস্ত, মস্তক, পরিধিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার । উহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ । দেবগণও উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন । উহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্টভাবে ওখায় উপস্থিত হইল । উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ হৃদ্য এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত ; কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঙ্গনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা লোহিত বর্ণ ।

ঐ সকল নানাবর্ণ সুশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগ সম্পন্ন ষণ্ঠাজালজড়িত রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্না, চক্র, মুঘল, মুদগার, অসি-দণ্ড, গদা, ভূষুণ্ড ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভিষেক দর্শন পূর্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও তৎকালে কাৰ্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল । হে মহারাজ ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কাৰ্ত্তিকেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিল ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! কাৰ্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তুনী,

শ্রীমতী, বহলা, বহুপুঞ্জিকা, অপ্‌স্‌জাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সূদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উভৈজনী, জয়ংসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শতঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরো, মাধবী, শুভবস্ত্রা, তীর্থসেনা, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্রেরোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সূত্র, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীৰ্য্যবতী, বিদ্যুজিহবা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সস্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সূদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদুখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুস্বতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্র-কালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চন্দ্রবাসিনী, বামা, সূরঙ্গলা, স্বস্তিমতা, বুদ্ধি-কামা, জয়প্রিয়া, ঘনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়া, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ঠুতি, কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাধিনী, জলেলা, মহাবেগা কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রায়সা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ক্রটি, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, স্তভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাত্রচূড়া, বিকাসিনী, উজ্জবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবস্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পুষ্পা, মণিকুটিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলুকমুখী, কৃষ্ণা, খরজজ্বা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জাটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহবা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, স্কুসুম্মা, স্কুরকর্ণী, চতুর্কর্ণী, কর্ণ-প্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণা, মহাকর্ণা, ভেরী-স্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবী, ভগদা, গণা, সূরগণা, ভীর্ণী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্তগোচরা, পশুদা, বিভদা, স্তখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, স্তবিশালা, প্রতিষ্ঠা, স্তপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, স্তরোচনা, নৌকর্ণা, শিবকর্ণা, বসুদা, মস্থিনী, একবস্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা । এতান্তুন কার্তিকেয়ের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন । উঁহারা কামরূপী, মাহাত্ম্যযুক্ত, ধৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ গলঙ্কার বিভূষিত, দীর্ঘকেশ স্তশোভিত ও কামচারী । উঁহাদের বাক্য কোকিলের ঞায়, ধন কুবেরের ঞায়, যুদ্ধনৈপুণ্য

ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ বায়ুর ন্যায় ও দীপ্তি ছায়াশনের ন্যায় । উঁহাদের মধ্যে কাহার নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা লম্বিত । কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূত্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ উর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ তাত্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী । উঁহারা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, 'কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । উঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অম্বরার ন্যায় মনোহর । বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রান্তরগণ উঁহাদের বাসস্থান । উঁহারা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন । হে মহারাজ ! ঐ সকল বলবীৰ্য্য সম্পন্ন দিব্যমাল্য বিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুনারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন অসুরগণের বিনাশ সাধনার্থ কার্ত্তিকৈর্য্যকে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টায়ুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্র তুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত ঘোষে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাধ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবন্ধিনী বৈজয়ন্তীমালা, পার্শ্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নিশ্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ুর, অরুণ চরণাশ্লুধ কুক্কট, বরুণ বলবীৰ্য্যশালী নাগ এবং সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণার্জুন ও বিজয় প্রদান করিলেন ।

এইরূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে আছাদিত করিয়া পারিষদ্ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য বিনাশার্থ নির্গত হইলেন । উঁহারা সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছিত করিয়া জ্যোতির্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎ-কালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আছাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝাঝর, ত্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিগ্গিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল । ইন্দ্রাদি

দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্বগণ গান এবং অমরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন । মহাত্মা কার্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রাত হইয়া আগি তোমাদের বধে সমুদ্রত' দানবদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন । দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু সমুদায় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । ঐ সময়, ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল । তখন মহাত্মা কার্তিকেয় সেনাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন । উদ্যোগ, জয়, ধর্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধুতি ও স্মৃতি তাঁহারা সৈন্তের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন । বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী সৈন্যগণ শূল, মুদগর, মুষল, গদা, নারায়ণ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল । সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তদর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল । বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন হৃত হতাশন সদৃশ তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কার্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাঁহার শক্তি প্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল । মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল । তখন তিনি প্রাতম্বে মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্য দৈত্য পরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটিদানব পরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর দৈত্য-পরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন । এইরূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল । শক্তির প্রভাবপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিক্রাসিত হইয়া উঠিল । ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টানিধনে বিক্রান্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কার্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অস্তুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত

বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল । অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাসেন তদর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্বতে লুকাইত হইল । ঐ পর্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে । মহাবীর কাভিকেষ বাণদৈত্যকে পর্বতमध्ये লুকাইত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিতে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন । তখন সেই পর্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষী সকল উড্ডীন এবং পক্ষগ সমুদায় নিগত হইতে লাগিল । সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিম্বরগণ কুমারের শক্তিপাত শব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই পর্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব শোভা ধারণ করিল ।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্বত হইতে নিগত হইল । কাভিকেষের অনুচরগণ ও তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক সংহার করিতে লাগিল । ঐ সময় মহাবীর কাভিকেষ দেবরাজ যেমন বৃত্তকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অশুভ্রের সহিত শমনভবনে প্রেরণ করিলেন । মহাত্মা কুমার ঐ সময় যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা তত বারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল । হে মহারাজ ! শৌর্য্যাদিগুণ-সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কাভিকেষ পূর্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করেন ।

এইরূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীত মনে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকে চুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিষ্পন্ন আরম্ভ হইল । দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল । গন্ধর্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কাভিকেষের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহারে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্বতীর, কেহ কেহ কুর্ভিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্তন

করিলাম ; এক্ষণে মহাত্মা কান্তিকৈয় সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়া-
ছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন । মহাবল কান্তিকৈয় দৈত্য-
গণকে নিপাত্ত করিলে ঐ তীর্থে দ্বিতীয় স্বর্গের আয়, পবিত্র হইয়া উঠিল ।
তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থান পূর্বক দেবগণকে পৃথক পৃথক ঐশ্বর্য্য ও
ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন । ঐ তীর্থে তৈজস নামে প্রসিদ্ধ । সুরগণ
ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন । মহাত্মা বলদেব ঐ
তীর্থে অবগাহন পূর্বক উগবান্ কুমারের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ ও
বিবিধ বস্ত্রভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জল স্পর্শ করিয়া
তথায় সেই রজনী অতিবাহন পূর্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও
দৈত্যগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব-
শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল । এক্ষণে বরুণ কি রূপে সুরগণ
কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল
হইতেছে, আপনি উহা কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন । সত্য-
যুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্ !
দেবরাজ যেমন আমাদের ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদায়
নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর । তোমারে সতত সমুদ্রে বাস
করিতে হইবে । সমুদ্রে তোমার বশবর্তী হইবেন এবং চন্দ্রমার হ্রাস বৃদ্ধির
আয় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে । বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
তথাস্ত্ৰ বলিয়া স্বীকার করিলেন । তখন দেবগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার
অভিষেক পূর্বক তাঁহারে সমুদায় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করিলেন এবং সমুদ্রে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল । মহাত্মা বরুণ এইরূপে
দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও
সরোবরদিগকে বিধি পূর্বক পালন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে হইতে অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন । ভগ-
বান্ হতাশন ঐ তীর্থে শমীগর্ভে লুকায়িত হইয়াছিলেন । অগ্নির অদর্শনে

ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো ! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি । এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের সৃষ্টি করুন । নচেৎ সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ হতাশন কি নিমিত্ত লুপ্তায়িত হইয়াছিলেন ? আর কি রূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি ভৃগু হতাশনকে সর্বভক্ষ্য হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন । ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অনর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্তত তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীর সেই তীরে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ হতাশন শয়ীর্গর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন । বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হতাশনের দর্শন লাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথাস্থানে গমন করিলেন । অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন ।

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নিতীরে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনি তীরে গমন করিলেন । পূর্বে সর্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা স্বরগণের সহিত ঐ তীরে অবগাহন পূর্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নিৰ্ম্মান করিয়া ছিলেন । মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দান পূর্বক কৌবের তীরে উপস্থিত হইলেন । ঐ তীরে কুবেরের মনোহর কানন আছে । মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনিষ্ঠান করিয়া নলকুবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন । ঐ স্থানে নিধি সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত । দেবগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্বক তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া তাঁহারে হংসসংযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন । মহাত্মা বলরাম ঐ তীরে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব জন্তু সম্পন্ন বিবিধ ফলপুষ্পযুক্ত বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীরে সর্বদা ষড়্ ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে ।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সিদ্ধ তাপস সেবিত বদরপাচন তীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের

শ্রবাবতী নামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেব-
রাজের পত্নী হইবার অভিলাষে স্ত্রীজনের চক্ষুর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্বক
কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । শ্রবাবতী ঐরূপে একশত বৎসর তপস্যা
করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া
মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন । তার-
দ্বাজতনয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে অবলোকন পূর্বক তাপসনির্দিষ্ট আচার দ্বারা
তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আত্মা করুন, আমারে
কি করিতে হইবে । আমি সাধ্যানুসায়ে আপনার সমুদায় আত্মাই প্রতিপালন
করিব ; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি নিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব
না । আমি তপস্যা ও সূকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসরকে প্রীত করিব, এই
আমার উদ্দেশ্য । বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রবাবতীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য
করিয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, সূত্রতে ! তোমার কঠোর
তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই । তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন
ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ করিবে ।
কল্যাণি ! তপস্যাই মহৎ সূখের মূল কারণ ; তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য
স্থান সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় । মানবগণ ঘোরতর তপস্যা প্রভাবেই দেহান্তে
দেবস্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এক্ষণে তুমি এই পাঁচটি বদর পাক কর ।
ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকণ্ঠ্যারে আমন্ত্রণ পূর্বক তথা হইতে
প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন
পূর্বক শ্রবাবতীর ভক্তি পরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ
করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটি বদর
পাক করিতে আরম্ভ করিলেন । সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর
সকল স্পৃগু হইল না । এইরূপে শ্রবাবতী সেই পাঁচটি বদর পাক করত
বহুদিন অতিবাহিত করিলেন । তিনি যে সমুদায় কাষ্ঠ সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন,
ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল । তখন ঋষিকণ্ঠ্য ছতাশন
কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয় সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে স্বীয় দেহ
দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে ছতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দহ

করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! ঐরূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয় দেহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরুক ছিল। এইরূপে তিনি মহাবীর বাক্য রক্ষার্থে বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদায় কোন ক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দণ্ড করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দণ্ড হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র প্রভাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণী ! আমি তোমার ভক্তি, তপোানুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থ বলিয়া চিরকাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে ! সপ্তমিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীরে পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশ বার্ষিকী অনারুষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর নিৰ্ম্মান পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি ! আমারে ভিক্ষা প্রদান কর। তখন প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহারে সংবোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে, “অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন।” মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্জ্বলিত হতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল কোর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশ বার্ষিকী অনারুষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের

শ্যায় বোধ হইয়াছিল। উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহাৰ করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীত হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, হে ধৰ্ম্মজ্ঞে ! তুমি পূর্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর।, আমি তোমার নিয়ম ও তপোানুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি। ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশ পূর্বক সপ্তর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তাপসগণ ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্তার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোানুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইঁচার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে মহারাজ ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, কল্যাণি ! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বৃন্দরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তথাস্ত বলিয়া বর প্রদান পূর্বক সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীকে অবি-
শ্রান্ত ও পূর্বের শ্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিতাস্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রবাবতি ! পূর্বে অরুন্ধতীও এইরূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্তায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাতে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রবাবতীকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবতৃন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল।

তপস্বিনী ঔষাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক দেবরাজের সহধর্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম স্নেহে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! ঔষাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্জিত হইয়া ছিলেন ? আর তাঁহার মাতাই বা কে ? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! একদা আয়তাক্ষী সূতাচী অম্বরারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রোতঃপাত হয় । মহর্ষি করদ্বায়া সেই রোত গ্রহণ পূর্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন । সেই পত্রপুটে ঔষাবতীর জন্ম হয় । তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকস্মাদি সমাপন করিয়া দেববিগণ সমক্ষে ঔষাবতী নাম রাখিয়াছিলেন । কিয়দিন পরে তিনি তাঁহারে স্বায় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন ।

হে মহারাজ ! ঋষিঃপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থেই সলিল স্পর্শ করিয়া ত্র্যক্ষগণকে বিপুল ধন দান পূর্বক ইন্দ্র তীর্থে যাত্রা করিলেন ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঋষিঃবংশাবতংস বলদেব ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথা-বিধি অবগাহন পূর্বক ত্রিপ্রগণকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন । ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্বক বৃহস্পতিরে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে আশাচ্ছাদন প্রদান পূর্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃকত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্নসম্পন্ন সমুদায় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বনে গমন করিয়াছিলেন । মহাত্মা বলদেব সেই দেবত্রক্ষসেবিত পুণ্যতীর্থে মুনিগণকে অভিষেক পূর্বক যমুনা তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । তথায় অদিতিনন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । হে মহারাজ ! সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ত্রিভুবন ভয়াবহ দেবদানব সংগ্রাম এবং উহা সমাপ্ত

হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয় । মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও যুনিগণের অর্চনা করিয়া যাচকদিগকে অর্থ দান ও তাপসাদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্বক আদিভ্যতীর্থে গমন করিলেন । ঐ স্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞাসুষ্ঠান করিয়া সমুদায় জ্যোতির আধিপত্য ও মহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । হে মহারাজ ! ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইস্তাদিদেবতা, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন । পূর্বকালে ভগবান্ বিষু মধুকৈটভ নামে অশ্বরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন । ধন্বাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহানপা অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছেন ।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পূর্বকালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় উপোষন গাহস্থ্য ধন্য অশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন । কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র, সকলেতেই তাঁহার সমভাব ছিল । তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অর্তিপাসেবা ও সকল প্রাণীরে তুল্য জ্ঞান করিতেন । কিয়দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহষি ঐ তীর্থে আগমন পূর্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধ লাভ করিলেন । মহাত্মা দেবল মহষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধ লাভে সমর্থ হইলেন না । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না । কিয়ৎকণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন । দেবল তাঁহারে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্বক প্রীতি সহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম ; কিন্তু ইনি কি অলস ! ইহার মধ্যে আমারে কোন কথাই কহিলেন না । ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণ পূর্বক আকাশমার্গে উখিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে,

জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কি রূপে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করত সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ আত্মিক সমাপন পূর্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন। কোন ক্রমেই কোনরূপ বাক্যালাপ করেন না। তখন অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাত্র ইহা হইতে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রপারগ মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদর্শনে সাতিনয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্দশ্য, অগ্নিস্কোম, অগ্নিস্কুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুস্রবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ মন্ত্রযাজীদিগের লোক সমুদায় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বহুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতানিসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধ-

গণের বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষ্যাকে দর্শন করিবার মানসে উদ্ধে উখিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ পুরুষেরা পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! জৈগীষ্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধপুরুষদিগের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোক গমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদায় লোক হইতে অবতরণ পূর্বক পিতৃঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন; মহর্ষি জৈগীষ্য পূর্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিরতি প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষ্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্বক বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষ্য দেবলের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতিশ্রদ্ধা অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ প্রদান পূর্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুদ্দিকে প্রাণগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল মূল ও ষোড়শ সমুদায় দেবলকে মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগে সমুদ্রত দেখিয়া, “হৃষীকি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি! গাহস্থ্য ও মোক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি ক্রিয়ৎক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গাহস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা প্রভাবে অচিরে পরম যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষ্য ও তাঁহার তপস্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধানাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! জৈগীষ্য দেবলকে বিন্ধ্যাবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই। তখন

দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর ! ওরূপ কথা কহিবেন না । মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্বী বা যোগবল নাই । হে মহারাজ ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান পূর্বক এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন । মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দান পূর্বক পরম ধর্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থেই তারকাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন । পূর্বের দ্বাদশবার্ষিকী অনারুষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশ-বার্ষিকী অনারুষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! পূর্বের দধীচ নামে এক অসামান্য ধৌশক্তি সম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্বী হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না । পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্বার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচন-লোভনীয় অম্বরারে প্রেরণ করিলেন । মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল । অম্বরার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে মহর্ষির রেতঃপাত হইল । সরিৎধরা সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীৰ্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আত্মলাভে আপনার উদরে ধারণ করিলেন । অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহারে গ্রহণ পূর্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে ! পূর্বের অলম্বুষা অম্বরারে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীৰ্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তি পূর্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম । সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহারে গ্রহণ করুন । সরিৎধরা সরস্বতী

এইরূপ কহিলে মহর্ষি পুত্র গ্রহণ পূর্বক তাহার মস্তক আত্মাণ ও তাহারে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে স্তম্ভগে ! বিশ্বদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব ও অঙ্গুরাগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন । মহর্ষি দধীচ সরস্বতীরে এইরূপ বর প্রদান পূর্বক তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে মহাভাগে ! তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ ; ত্রতধারী মুনিগণ সকলেই তোমার মহিমা অবগত আছেন । তুমি সতত আমার শ্রিয়কার্য সাধন করিয়া থাক ; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে । এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনারুষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে । আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে । হে মহারাজ ! সরিদ্ধরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া পুত্র গ্রহণ পূর্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপস্থত হইলেন ।

কিয়াদিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অশ্বেষণ পূর্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কুত্ৰাপি দানব বধোপযোগী অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না । তখন তিনি সুর-গণকে কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি দধীচ মুনির অশ্বি ব্যতীত দেবদেবতা-দিগের বিনাশে সমর্থ হইব না । অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমন পূর্বক শত্রু বিনাশার্থ তাঁহার অশ্বি প্রার্থনা কর । অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যজ্ঞপূর্বক অশ্বি প্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিত চিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন । সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অশ্বি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্মাণ করিলেন । হে মহারাজ ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতিপুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন । উনি হিমালয়ের শ্রায় উন্নত ও মহা গৌরবান্বিত ছিলেন । ভগবান্ পাকশাসন উহার তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন । মহারাজ ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অশ্বি দ্বারা বজ্র নির্মাণ পূর্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অশ্বি মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনারুষ্টি উপস্থিত

হইল । তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত হইয়া জীবিকা লাভার্থ চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোত্ত হইলে সরস্বতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক- কাহলেন, বৎস ! তোমার এখান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই । তুমি এই স্থানে অবস্থান কর । আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব । সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থান পূর্বক মৎস্যাহারে প্রাণ ধারণ করিয়া দেনতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই অনার্যষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন । তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্তত পর্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ, বিস্মৃত হইয়াছিলেন । এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে একজন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষিসন্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেগিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন । তখন তিনি তথা তটতে প্রত্যাগমন পূর্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, একজন মহর্ষি নির্জ্ঞানে বেদ পাঠ করিতেছেন । ঋষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাও । সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ ! তোমরা যথানিয়মে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর । তখন মুনিগণ কহিলেন, বৎস ! তুমি নিতান্ত বালক ; আমরা কিরূপে তোমার শিষ্য হইব । সারস্বত কহিলেন, হে তাপসগণ ! ধর্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য । অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বিশেষত বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত বা বান্ধব প্রভাবে ঋষিগণের মহত্ব লাভ হয় না ; আমাদের মধ্যে যিনি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে স্ননিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত ।

তখন ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের বাক্য শ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন পূর্বক পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশা আহরণ করিতেন । মহারাজ ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সেই

সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধন দান করিয়া মহা আত্মলাভে স্প্রাসদ্ধ বুদ্ধকণ্ঠক তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীর্থে একজন কুমারী বুদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনুচাবস্থায় তপস্যা করিয়াছিলেন ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আপনার মুখে অতি সুদৃষ্টির বিষয় শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কি রূপে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে কুণিগর্গ নামে এক তপো-বল সম্পন্ন মহাবীরা মহর্ষি ছিলেন । তিনি তপোবলে এক পরমরূপবতী মানসী-কন্য়ার সৃষ্টি করেন । কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর-পারিত্যাগ পূর্বক স্বর্গা-রোহণ করলে তাঁহার ছুহিতা তপোানুষ্ঠান নিরত হইয়া উপবাস করত বহু-কাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন । পূর্বের তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন । এক্ষণে তিনি নির্জ্ঞান বনে তপো-ানুষ্ঠান পূর্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনার কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন । এইরূপে তপোানুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্ষিক্য দশা উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদ সঞ্চালনের সামর্থ্য রহিল না । তখন তিনি পরলোকে গমন করাই কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন । ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহারে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক কহিলেন, কল্যাণি ! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনুচা কন্য়ার কোন লোকেই গমন করিতে অধিকার নাই । তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করবার ক্ষমতা হয় নাই । অতএব কি রূপে পরলোকে যাত্রা করিবে ।

তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষিসমাজে গমন পূর্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহারে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব । তখন গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, হুন্দরি ! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি । বুদ্ধ কন্য়ার

শৃঙ্গবানের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । তখন গালবপুত্র বিধি পূর্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণিগ্রহণ করিলেন । অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বুদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণ পূর্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন । গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ পূর্বক তাঁহার সহিত পরম স্নেহে যামিনী অতিবাহিত করিলেন । রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রো-
স্থান পূর্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি আপনাত্ম সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম । এক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমন সময়ে পুনরায় কহিলেন, যে ব্যক্তি এই তীর্থে এক মনে দেবতাদিগের তর্পন করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্ট-
পঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইবে । হে মহারাজ ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন । মহারাজ ! এই আমি বুদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম । মহাত্মা বলদেব সেই বুদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন । ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন । অবশেষে সমস্তপক্ষকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিতে লাগিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহর্ষিগণ কহিলেন,—হে হলায়ুধ ! সমস্তপক্ষক প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । পূর্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন । অসাধারণ ধৌশক্তিসম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

বলদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ ! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন ! পূর্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ

কাবতে আবস্ত কবিলে দেববাজ ইন্দ্র স্বর্গে হইতে তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাজন্ । তুমি কি আশ্রয়প্রার্থে পবন মত্তমচকাবে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ ? কুরুবাজ কহিলেন, হে পবনদেব । যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পবিত্যাগ করবে, তাহারা আতি স্নানিম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে । আমাব ভ্রাম কয়ণেব এই উদ্দেশ্য । স্রববাজ কুরুবাজেব বাক্য শ্রবণে তাহাবে উপহাস কবিয়া স্বর্গে গমন কবিলেন । মহাপতি কুরু ইন্দ্রেব উপহাসে কিছুমান দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ কাবতে লাগিলেন । দেববাজ ইন্দ্র ঐ কপে বাব বার কুরুব সমীপে আগমন পূর্বক তাহাব অধ্যবসাবেব উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস কাবয়া প্রশ্নান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুরুবাজ কিছুতেই নিবস্ত হইলেন না । পৰিণামে গোপালান ভূপতিব দৃঢ়তব অধ্যবসায় দর্শনে পাতি হইয়া দেবগণেব নিকট রাজসিব বাসনা বিজ্ঞাপন কবিলে তাহাবা কহিলেন, হে স্রববাজ । কুরুবাজকে কোন প্রকাব বন প্রদান পূর্বক নিবস্ত কবাহ শ্রেয় । দেখ, যদি মানবগণ এহ স্থানে শ্রবণেব পবিত্যাগ কাবলেহ স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাবা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না, স্রববাজ আমবা এককালে যজ্ঞভাগ লাভে বাঞ্ছক হইব ।

তখন বিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণেব বাক্যানুসাবে কুরুব নিকট আগমন পূর্বক তাহাবে কহিলেন, বাজর্ষে । তাব গোমাব কষ্ট কবিবাব প্রয়োজন নাই । আমাব বাক, বক্ষা কব । আমি কহিতেছি, তাহাবা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহাবে প্রাণ পাবিত্যাগ কবিলে, অথবা যুদ্ধে বাণপথ-বভো হইয়া নিহত হইবে, তাহাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন কাববে । কুরুবাজ ইন্দ্রেব বাক্য শ্রবণে তথাস্ত বলিযা তাহাতে সম্মত হইলেন । স্রববাজ ইন্দ্র ও মহা গাঙ্গাদে পুনবায় স্বর্গে প্রশ্নান কবিলেন ।

হে'ধলদেব । পূর্বে কুরুবাজ এইকপে সমস্তপক্ষকেব ভূমি কর্ষণ কবিয়া-ছিলেন । স্রববাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিযাছেন যে, অব কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না । যাহারা এই স্থানে তপোানুষ্ঠান কবিলে, তাহাবা চবমে ব্রহ্মলোকে গমন কবিলে । যাহাবা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান কবিলে, তাহাদিগেব অর্থ অচিবাৎ সত্য যুগে অধিক হইবে । যাহাবা শুভফল প্রত্যাশায়

এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না এবং বাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চিরকাল স্বর্গে বাস হইবে, আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবনপরিচালিত হইয়া বাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃত-কারী হইলেও চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে । অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপ প্রভৃতি নরপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন । তরন্থক, আরন্থক, রামহৃদ ও চমচক্র এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র ; সমনুপশ্বক ও প্রজাপতির উত্তর বোর্দি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এই স্থান অতি পবিত্র, সর্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভিমত । অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোক লাভে সমর্থ হইবেন । হে বলদেব ! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্রে দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করিলেন । ঐ পবিত্র আশ্রম মধুক, আত্ম, প্লক্ষ, ত্র্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ । মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন ? তখন তপস্বীরা কহিলেন, মহাত্মন ! পূর্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা সাবস্তুরে কহিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনিষ্ঠান ও বিধি পূর্বক সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছেন । এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যচুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনিষ্ঠান পূর্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দূর অতিক্রম করত সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষ-প্রশ্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নিম্নল জলে

অবগাহন, বিবিধ বস্তু দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ পূর্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃ-কালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন । পূর্বের ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা পরম শ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন । ধর্ম-পরায়ণ বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্বক আত্মাদিত চিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।*

মহাত্মা রোহিণীতনয় এইরূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণপূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্ৰগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন । তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতিবিচিত্র কচ্ছপী বাঁণ । মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিরে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্তা কীর্তন করিলেন । তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে ! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্বের আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে ।

ঋষিগণাগ্ৰগণ্য নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রোহিণেয় ! পূর্বের ভীষ্ম, দ্রোণ, সিঙ্কুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণ দুর্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ষ্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন । তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন । কুরুরাজ দুর্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহা-রথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে দ্বৈপায়নহৃদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদায় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণ পূর্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া-

ছেন । মহাবীর ভীম ও দুর্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে । যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন ।

হে মহারাজ ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্তিকদিগকে দ্বারকা গমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ পূর্বক সরস্বতীর তীর্থকল শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-গণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য ভৃগুজনক নহে । সরস্বতী তীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী । মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । অতএব সর্বদা সরস্বতী নদীতে স্নান করিবে । সরস্বতী সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্রা ও শুভদায়িনী । সরস্বতীতে আগমন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না । হে মহারাজ ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীত মনে বারংবার সরস্বতী দর্শন পূর্বক অশ্বযুক্ত শ্বেত রথে অরোহণ করিয়া শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনার্থ অবিলম্বে তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ।

৪৮ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর রাজা দ্রুতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্যোধনের তুমুল যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সূতনন্দন ! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কি রূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহারে আসন প্রদান ও যথা-বিধি অর্চনা করিয়া তাঁহার অনাময় বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন রোহিণীমন্ডন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য । দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন । বীরগণ তথায় যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয় । ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তর বেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত । অতএব চল, আমরা ঐ স্থান হইতে সমস্তপক্ষকে গমন করি ।

হে মহারাজ ! তখন কুন্তানন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সমস্তপক্ষকভিষুখে যাত্রা করিলেন । রাজা তুর্ঘ্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় আকাশস্থিত দেবগণ বর্ষধারী মহাবীর তুর্ঘ্যোধনকে গদা হস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । বার্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল । কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পারবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন । বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খবশি ও ভেরিনিষনে দশ দিক্ পরিপূরিত হইল । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বারণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমত আপনার পুত্র তুর্ঘ্যোধনের নিদেশানুসারে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরে তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীরে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনুসর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন ।

অনন্তর বর্ষধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাঁকেটি গদা গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণাব ও সুবর্ণবর্ষ ধারণ করিয়া স্তম্ভের পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাস্থানে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত তুর্ঘ্যোধন মহা আহ্লাদে স্বকণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক গদা গ্রহণ করিয়া রোষাধর নয়নে ভীমের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত হস্তী যেমন হস্তীকে আহ্বান করে, তদ্রূপ বুকোদরকে আহ্বান করিলেন । মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় স্তম্ভ গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বায়ুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ, স্তম্ভ, উপস্তম্ভ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সমস্ত পর্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । শরদাগমে মদভ্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাব-

মান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল পরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিগারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুৰ্দ্ধৰ্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাস্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ছনিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব পশ্চিম দিকে সমুখিত অনবরত সলিলধারাবর্ষা বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহযুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষদ্বয়ের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ঝংখিত-ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্যেয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপাক্ষম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, এক্ষণে তুমি সমুপস্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্রমণ্ডল-পরিবৃত্ত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাস্ত্র ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ রত্নাস্ত্র শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয় ! মনুষ্যজন্মে ধিক্। মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ

অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদায় পৃথিবীর গদাধর ছিল। ভূপাতগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রাপ্তপালন করিত। এক্ষণে সেই দুৰ্য্যোধনকে গদা ধারণ পূর্বক পাদচাৰে সংগ্রামে গমন করিতে হইল। হায় ! অদৃষ্টের কি অনির্বচনীয় প্রভাব ! আমার পুত্র সমুদায় জগতের নাথ হইয়াও অন্যের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল ! মহারাজ ! অশ্বিকানন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তক হইলেন ।

তখন সজ্জয় করিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কুরুরাজ দুৰ্য্যোধন আনন্দিত চিত্তে রুষের অগ্নি গভায় গজ্জন করিয়া ভাস্মেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

কুরুরাজ ভাস্মকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাক্তভূত হইতে আরম্ভ হইল। মহানিশ্বন লোমহর্ষকর নির্যাত সকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাশুশৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। রাত্রি অসময়ে সন্ধ্যাকে গ্রাস করিল। সমাগবা পৃথিবা কম্পিত, পদতশৃঙ্গ সকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের দল বিবর্জিত হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক শিবা সমুদায় সমাগত হইয়া ঘোরতর চাৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ যুগ দশ দিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন কারতে আবিস্ত করিল। চতুর্দিক্ হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না ।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্বাঘ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জুন যেমন খাণ্ডবানণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজি আমি দুৰ্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পবিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুর্দ্ধিত করিব। আজি গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কাণ্ডিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদিগের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বষাট ভোজন, জহুগৃহ দাহ,

সভামধ্যে উপহাস, সর্বস্বাপচরণ, অজ্ঞাত্যম ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শাস্তি হইবে। আমি একদিনেই উহারো বিনাশ করিয়া আপনার নিকট গণ শূন্য হইব। আজি উহার পরনায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ পিতৃ দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহারে স্থখ সম্ভোগ বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাস্থারকে রাজ্যহান, প্রাণবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভুতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা শ্রবণ করবেন।

হে মহারাজ ! শাদ্দুলসম পিতৃহন্ত রুকোদর এইরূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্তকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্ঘ্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমরাস্থানে অবস্থান করিতে আনিলেন এবং দুর্ঘ্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের স্রায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিস্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, কুরুরাজ ! বারণাবশম্বরের তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে নিম্ন করিবার মানসে যে সকল দুঃকৃত কামের গজুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা শ্রবণ কর। তোমরা সভামধ্যে রক্তস্রাব দ্রৌপদীকে যে ক্রেশ এদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যুতক্রাড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবল প্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্রেশদাতা প্রতিকাশী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমারেও এই গদাঘাতে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ ! মহাবীর রুকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্ঘ্যোধন নিভীক চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, রুকোদর ! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। অচিরেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার রণকণ্ঠীত অপনোদন করিব। হে কুলাধম ! দুর্ঘ্যোধন সামান্য ব্যক্তির স্রায় ত্বৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিন অর্বাধ তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি। আজি দৈব

অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্য ব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। মুখে বেকপ কহিলে, তাহা অচিরে কার্য্যে পরিণত কর।

মহারাজ ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্ঘোষনের বাক্য শ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ঘোষন ও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্ঘোষনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর ও গদা সমুদাত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃহিত ধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রোমারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় সমদিক দোদাপমান হইয়া উঠিল।

দুর্ঘোষনকে আহ্বান।

হে মহারাজ ! কিখন রাজা দুর্ঘোষন ভীমসেনকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পালিয়াগ পূর্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদে ন্যায় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ক্রমশঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুৎপন্ন হইল। দর্শকগণ সেই রূপিরোক্ষিতকলেবর গদাপারী বীরদ্বয়কে কুহুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদা নিষ্পেষে হত্যাশক্ষুনিষ্ট সমুৎপন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোত সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধশ্রেণে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ পূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ভ ও মানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাত্ত্বিক বিষ্ময়ান্বিত হইলেন এবং কাহার যে জয় লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রক্তাশ্রমেণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের বমদণ্ডোপম অশ্বনি সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিযুগিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাচুর্ভূত হইল। রাজা দুর্ঘোষন ভীমসেনকে

মহাবেগে গদা বিঘূণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিস্ট হইলেন । তখন মহাবীর রুকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জার-যুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্তন, সংবর্তন, অবধূত, উপপ্লুত, উপশ্লুত ও অপশ্লুত প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার করত পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের কলেবর রুদ্রিরধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ; হে মহারাজ ! এই-রূপে রক্ত ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং ভীমসেন বাম মণ্ডল অবলম্বন পূর্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় রাজা দুর্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহাবীর রুকোদর তাঁহারে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূণিত করিতে লাগিলেন । তদর্শনে দর্শকেরা যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তখন রাজা দুর্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন । উভয়ের গদাঘর্ষণে, রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুৎপন্ন ও তেজ প্রাভূত হইল । তখন মহাবীর দুর্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্বক সমরাজ্ঞে সঞ্চরণ করত ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন । ঐ সময় মহাবীর রুকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল । তদর্শনে দুর্যোধনও পর্বতের ন্যায় স্তম্ভিত স্বীয় গদা বিঘূণিত করিতে লাগিলেন । তাঁহার গদাভ্রমণবেগ দর্শনে সোমক ৬ পাণ্ডবগণের অস্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল । তখন মহাবীর দুর্যোধন ও

বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।

অনন্তর 'রাজা' দুর্ঘ্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর ভীমসেন তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন । তখন বজ্রহুয়ের ন্যায় সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুখিত হইল । ভীমসেনের মহাবেগ সম্পন্ন গদা দুর্ঘ্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল ।

তখন কুরুরাজ দুর্ঘ্যোধন স্বীয় গদা প্রতিহত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন । তৎপরে তিনি বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্বক ভীমের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন । মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্ঘ্যোধনের প্রতি স্বীয় স্তব্ধমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন । মহারাজ দুর্ঘ্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সত্তরে সেই ভীমনিষ্কিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিলেন । তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীর ধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল । অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে ভীমের বক্ষস্থলে এক গদাঘাত করিলেন । মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিতপ্রায় হইয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন । পাঞ্চাল ও সৌমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভ্রমোৎসাহ ও বিমন্যমান হইয়া রহিলেন । পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্ঘ্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন । মহাবীর দুর্ঘ্যোধন সেই আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া অবনত, জাম্বুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে সঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাবিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দণ্ড করিবার নিমিত্তই

যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন । ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহারে মদস্রাবী মাতঙ্গে ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । পরিশেষে অরতিপাতন অর্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্বক দুর্ঘ্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনमध्ये বায়ুবগণ বিপাটিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় সূগিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । পাণ্ডবগণ দুর্ঘ্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া মহা আফ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্ঘ্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুখিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোমভরে পুরোবর্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন । মহাবীর ভীমসেন দুর্ঘ্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক অশনি তুল্য গদার আঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন । ঐ সময় অন্তরীক্ষে দেবতা ও অঙ্গরোগণের মহাকোলাহল ধ্বনি সমুখিত হইল । দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার স্তম্ভ বস্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয়-সঞ্চার হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্য লাভ করিয়া বদন পরিমার্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক বিবৃত্ত নয়নে সমরাস্ত্রনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবীর অর্জুন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর-দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'সখে ! এই বৃকোদর ও দুর্ঘ্যোধন ইহাদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্তন কর ।

— বাসুদেব কহিলেন, ভ্রাতা ! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন । ভীমসেন দুর্ঘ্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন, কিন্তু বৃকোদর

অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক । অতএব ভীমসেন ন্যায় যুদ্ধে কদাচ দুর্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না । অন্যায় যুদ্ধ করিলেই ছুরাশ্রা দুর্যোধন বিনষ্ট হইবে । আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অশুর-দিগকে বিনাশ করিয়াছেন । দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাশুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন । এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক দুর্যোধনকে বিনাশ করুন । উনি দ্যুতক্রোড়া সময়ে দুর্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক । মায়াবী দুর্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্তব্য । যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন । হে অর্জুন ! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে । ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব-পক্ষীয় মহাবীর-গণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয় লাভ, কীর্ত্তি লাভ ও বৈরনির্ঘাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয় লাভে মহান্ সংশয় সমু-পস্থিত হইয়াছে । জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্বোধ ! উনি কি বুঝিয়া দুর্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্য লাভ হইবে । দুর্যোধন একে যুদ্ধনৈপুণ্য, তাহাতে আবার একাগ্রচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; স্তত্রাং উহারে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে । দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটা সারার্থ সম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রথমত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্তব্য । হে অর্জুন ! বীরগণ জীবিতাশা নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র ও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না । দেখ, দুর্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হৃদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । তাহারে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে । দুর্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে ভীমের নিধন বাসনায় কখন উর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে । অতএব যদি বৃকোদর

উদ্ধারে অন্যায় যুদ্ধে সংহাব না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে ।

হে মহারাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমুত্রে প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক সমরাস্ত্রনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্ঘ্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন । গদামার্গবিশারদ মহাবীর দুর্ঘ্যোধনও ভীমসেনের নিধন বাসনায় সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্বক সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সদৃশ বীরদ্বয় বিজয় লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দন চার্জিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্বাণ করিবার বাসনায় নাগলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোবতব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় কীরয়ুগলের পরস্পর গদা সংঘর্ষণে সমরাস্ত্রনে অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল । অনন্তর সেই স্তদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিত্রাস্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল । তাঁহারা পঙ্কজ মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাত করত জর্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুক-দ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছা পূর্বক রক্ত প্রদর্শন করিলে দুর্ঘ্যোধন ঈষৎ গর্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর বৃকোদরও তাঁহারে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন । আপনাব পুত্র তদর্শনে তথা হইতে অপস্থত হইলেন ; স্ততরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল । এইরূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন । মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর ও মুচ্ছাগত প্রায় হইলেন । কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্ঘ্যোধন তাঁহারে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোত্তত বিবেচনা করিয়া

পুনরায় আর প্রহার করিলেন না । অনন্তর মহাবীর ভীমসেন যুদ্ধকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্ঘোষনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন । কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে উক্কে উদ্ভিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । মহাবীর বৃকোদর দুর্ঘোষনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ উক্কে সমুখিত হইলে তাঁহার জ্ঞানুদ্ধয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন । ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্ঘোষনের স্রচার জ্ঞানুদ্ধয় ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিল ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর দুর্ঘোষন ভগ্নোক্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, পর্বতবৃক্ষ সম্মিলিত সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল । অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উচ্চাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল । অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ ধ্বনি ক্রটিগোচর হইতে লাগিল । সেই শব্দ শ্রবণে যুগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল । সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল । ভেরী শব্দ যুদ্ধের মহানির্বোধে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল । অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল পরিবৃত্ত করিল । ধ্বজধারী ও অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিলেন । হৃদ ও কুপ সকল হইতে রুদ্ধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল । বেগবতী নদী সকল প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । হে মহারাজ ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতাস্ত উদ্ভিন্ন হইলেন । দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ মহাবীর ভীমসেন ও দুর্ঘোষনের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

ষষ্ঠতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর দুর্ঘোষন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মৃতদেহের ন্যায় নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও সৌম্যবংশ

আহ্লাদে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন সমরশায়ী রাজা দুৰ্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন ! পূর্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গুরু গুরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটুক্তি করিয়াছিলে, আজ তাহার ফল ভোগ কর । মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুৰ্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত পূর্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, পূর্বে যে যে দুরাত্মারা গুরু গুরু বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সমক্ষে গুরু গুরু বলিয়া নৃত্য করিব । আমরা শঠতাচরণ, বহিঃপ্রদান, পাশক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্বক অরতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি ।

হে মহারাজ ! মহাবীর বৃকোদর দুৰ্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল, মহদেব ও সঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীরে আনয়ন পূর্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে । আর যাহারা পূর্বে আমাদিগকে ষণ্ডিতল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নিশ্চূল করিয়াছি । এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকভোগ হউক, কিছুতেই অসম্ভব নহি । মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ পূর্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুৰ্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন । ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নোচজনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেন না । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মপ্ৰাণান্বিত বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তুমি বৈরঞ্চণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সংকার্য্য দ্বারা হউক বা অসং কার্য্য দ্বারাই হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ ; এক্ষণে ক্ষান্ত হও । দুৰ্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষত এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না । এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয়

হইয়াছে ; বিশেষত কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন ক্রমেই কর্তব্য হইতেছে না । হে বৃকোদর ! প্রাচীন লোক 'মাত্রেই তোমাতে ধার্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি রূপে রাজারে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ ?

হে মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কাহ্না অশ্রুক্ষেপে দীন ভাবে দুর্খোধনের সমাপে গমন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতা ! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্তব্য নহে । তুমি পূর্বকৃত কর্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ । হে কুরুসন্তম ! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দেশ করিয়াছিলেন । যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদগ্রস্ত হইয়াছ । তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া পরিশেষে স্ময় নিহত হইলে । কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম । যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্তব্য নহে । এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয় । আমরা নিতাস্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদের সর্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতাস্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে । আমরা কি রূপে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা ও শোকাক্ত নিরীক্ষণ করিব । তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য স্তদাক্রম দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম । ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধু ও পৌত্রবধূগণ একান্ত শোকাক্ত হইয়া নিরন্তর আমাদের ভর্সনা করিবেন । হে মহারাজ ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

একষষ্ঠীতম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধবিশারদ বলদেব দুর্খোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আজ দুর্খোধনের ঊরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতাস্ত ক্রোধাবিক্ত

হইলেন এবং সেই ভূপালগণमध्ये বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আৰ্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিকার প্রদান পূর্বক কহিলেন, ধর্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে । গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্ৰাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই । নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও স্থির সিদ্ধান্ত ; কিন্তু মহামুখ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

হে মহারাজ ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাজল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন । ঐ সময় হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগ-রঞ্জিত শ্বেতপর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্তূল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহারে ধারণ করিলেন । সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্ন কালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব শোভা হইল । তখন যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধ শাস্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মহাত্মন ! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দিষ্ট আছে । আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবদিগের অবনতি । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্র-গণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন । সময়বিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদের পিতৃস্বামীর পুত্র ; স্ততরাং ইহারা আমাদের সহজ মিত্র । এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল । আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই কৃত্তিরের পরম ধর্ম । মহাবীর বৃকোদর আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্ঘোষনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । পূর্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্ঘোষনকে ভীমের গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অনুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না । হে

রেবতীরমণ ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন । পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোমিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহাদ্য আছে ; স্বতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, মন্দেহ নাই ।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ ! মাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দ্বারা উপহৃত হয় । দেখ, অতিশয় লুদ্ধ অর্থলোভে ও অত্যাশক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে । অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ স্ত্রথ ভোগে সমর্থ হয় । হে হুম্বাকেশ ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন ভীমসেন যে অধর্মাচরণ করিয়াছেন, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না ।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে রাম ! লোকে আপনাকে অতিশয় শাস্ত্র-প্রদত্ত ও ধর্ম্মসংসল বলিয়া নিন্দেদণ্ড করিয়া থাকে । অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন । দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষত ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়, অতএব উনি এক্ষণে নির্ঝিন্বে বৈর ও প্রতিজ্ঞা-পাপ হইতে বিন্মুক্ত হউন ।

হে মহারাজ ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এইরূপ কূটধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন মনে পুনরায় কহিলেন, হে বাসুদেব ! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্ঘ্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন । আর রাজা দুর্ঘ্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাপ্ত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন । শ্বেতপর্ব্বতশিখরাকার রোহিণীতনয় এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন । বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যাহার পর নাই বিষম্ব হইলেন । তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দাঁত মনে শোক ও চিন্তায় একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্তব্য নহে । ভীমসেন হতবদ্ধ বিচেতন প্রায়

দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন ?

যুধিষ্ঠির বায়ুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা আমার অভিমত নহে । আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি । কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুম্বাক্য প্রয়োগ পূর্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল । সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । আমিও সেই কারণ বশতই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপর-তন্ত্র দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি । হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বায়ুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন ।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান পূর্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, মহারাজ ! আজি আপনার পৃথিবী নিকণ্টক হইল । এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন । এক্ষণে প্রবঞ্চনা-পরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে । রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি ককঁশভায়ী শত্রু সমুদায়ও নিহত হইয়াছে । অদ্যাবধি এই পর্বতকানন সমস্থিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বন্যধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল । আপনি এক্ষণে নিকণ্টকে রাজ্য শাসন করুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর ! আজি কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে দুর্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বন্যধরা আমাদের অধিকৃত হইল । আজি তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতি নিপাতন পূর্বক জয় লাভ করিয়া জননীর ও চির-সঞ্চিত ক্রোধের নিকট আনুগ্য লাভ করিলে ।

দ্বিষাটম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! পাণ্ডব ও মহাজয়গণ আমার পুত্র দুর্যো-

ধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিল ?

সজ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্ঘ্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীত মনে উত্তরীয় বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তৎকালে বসুন্ধরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন । ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খ বাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কাঁহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর ! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্ঘ্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যাহার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ । আজি সকল লোকেই তোমারে বৃত্তনিহস্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন । তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র মার্গচারী মহাবীর দুর্ঘ্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে ? আজি তুমি সৌভাগ্য বশত কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্ঘ্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ । ইতিপূর্বে তুমি সিংহ যেমন মহিমের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুমির পান করিয়াছিলে । হে বারবর ! যাহারা পরম ধার্মিক বুদ্ধিষ্টির পর অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে । তুমি দুর্ঘ্যোধন ও অন্যান্য অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীৰ্ত্তি লাভ করিলে । বিদ্রাস্তর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্ঘ্যোধন নিপাতিত হওয়াতে আমরা তোমারে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি । দুর্ঘ্যোধনের নিপাত সময়ে আগাদিগের যে পুলকোদগম হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । হে মহারাজ ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেইরূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতিগণ ! বৃত্তকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । পাপসহায় নিলজ্জ দুর্ঘ্যোধন যখন মহাত্মা বিহুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সজ্জয় প্রভৃতি সূহৃদগণ বারংবার

অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহারে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে ; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। চল, আমরা রথারোহণ পূর্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা দুৰ্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

হে মহারাজ ! দুৰ্য্যোধন বাহুদেবের অগ্রে ঐ রূপ তিরস্কার বাক্য অবশ্য বাহুদয়ে পৃথিবী ধারণ পূর্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষ নয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি শরীর অর্দ্ধোন্নত করিতে তাঁহারে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণে না পারিয়া তাঁহারে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, হে কংসদাসনয় ! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সক্ষম করিতে ভাস্মসেন অদম্য যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতে না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারা ঐ প্রতি দিন পশু যুদ্ধে প্ররক্ত সহস্র সহস্র নরপাত নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা দ্রুপদ্যোদ্ধন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহারে নিমেষ কর নাই। কর্ণ অর্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। মাত্যকি তোমারই প্রবর্তনা পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিপ্রবাহে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জুনবধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছ।

অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নিরলঙ্কার আর কে আছে ! দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আনার সহিত ঋষি যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয় লাভে সমর্থ হইতেন না । তোমার অনার্য্য উপায় প্রভা-
বেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পাণ্ডবগণের সহিত নিহত হইলাম ।

তখন বায়ুদেব দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধারী-
নন্দন ! তুমি অসং পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনু-
চরবর্গের সহিত নিষ্ঠিত হইলে । তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও
তোমার ঋষি অমল্লারিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন । পূর্ব্ব আমি তোমার
নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে
লোভ প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই । তুমি
ভীষ্মসেনকে বিষাক্ত ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্য কুন্তীর সহিত পাণ্ডব-
গণকে দক্ষ করিবার নিমিত্ত জতুপুত্রে আগ্নেয় সংযোগ করিয়াছিলে । হে দুরা-
ত্মন ! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্রেশ প্রদান
করিয়াছিলে, সেই সময়ই তোমার বদ সাধন করা আরম্ভ করিয়াছিল । তুমি
শটচরণ পূর্ব্বক দুরাত্মপুত্র শকুনির প্রভাবে অক্ষয়কায় নিরাস্ত্র অনভিজ্ঞ
দ্রুমরাজকে পরাজয় করিয়াছিলে । পাণ্ডবগণ যমদার্প ভ্রমবিন্দুর আশ্রমে
গমন করিলে পরগামন্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীকে
ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্য রণী একত্র হইয়া
একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এই সমস্ত
কারণেই তুমি নিহত হইলে । হে নিরলঙ্কার ! তুমি আমাদিগের উপর যে
যে কুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, অসংসং কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি-
য়াছ । তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য শ্রবণ, বুদ্ধগণকে
সেবা ও তাঁহাদিগের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই । প্রবল লোভ ও
ভোগভ্রুগায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকারণের অনুষ্ঠান করিয়াছ । এক্ষণে
তাহারই পারণত ফল ভোগ কর ।

তখন রাজা দুর্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ ! আমি অশ্বায়ন, বিদিপূর্ব্বক দান,
সমাগর্য্য বস্তুক্ষর্য্য শাসন, বিপক্ষগণের মন্তকোপার অবস্থান, অন্য ভূপালের
নিরাস্ত্র হ্রাস্ত দেবভোগ্য স্বথ সম্ভোগ ও অত্যাচারকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ করি-

যাছি ; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হই-
 যাছি ; অতএব আমার তুলা নৌভাগ্যাশালী আর কে হইবে । এক্ষণে আমি
 ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিত
 চিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্ষ্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে
 স্নগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । গন্ধর্ব্বগণ স্রুমধুর বাদিত্র বাদন ও অঙ্গরা
 সকল রাজা দুর্ষ্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন । সিদ্ধগণ
 তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন । স্নগন্ধ সম্পন্ন স্রুম্পর্শ সমীরণ
 মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল । দিগ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল স্তব্ধ
 হইল । তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্ষ্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত
 ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম,
 দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবরে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ
 করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন
 করিয়া মেঘগম্ভীর নির্য্যোমে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! ভীষ্মপ্রমুখ
 মহারথগণ ও রাজা দুর্ষ্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন ;
 তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না ।
 আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভা-
 বন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । যদি
 আমি ঐ রূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়-
 লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না । দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই
 চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন । লোকপালগণ
 সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না ।
 আর দেখ, সমরে অপারিজাত গদাধারী এই দুর্ষ্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও
 ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না ; অতএব ভীষ্ম যে উহারে অসং উপায়
 অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার
 আবশ্যকতা নাই । এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে
 তাহাদিগকে কুটযুদ্ধে বিনাশ করিবে । মহাত্মা সুরগণ কুটযুদ্ধের অনুষ্ঠান

করিয়াই অস্ত্রগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে আময়া কৃতকার্য হইয়াছি ; সাযংকালও সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু নৃপতিগণ এইরূপে শঙ্খ প্রধ্ব্যপিত করিয়া শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্ধরগণও স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির স্রায়, উৎসবশূন্য নগরের স্রায় এবং গজরাজ শূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতানুষ্ঠানতৎপর হৃষীকেশ অর্জুনের কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তুগীরদ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তুগীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে ধ্বজস্থিত কপিবর অস্তহিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তুগীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবদ্ধ কাঠের সহিত প্রস্থলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডবতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন মহাবীর অর্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাত পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, গোবিন্দ ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল ? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীৰ্ত্তন কর ।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে ! বিবিধ ব্রহ্মাত্ম প্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্ত ও দগ্ধ হয় নাই । এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল । ভগবান্ কেশব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে ধর্ম্ম-রাজকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আজি ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন । আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন । এক্ষণে সমযোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন । আপনি পূর্বে বিরাট নগরে আমারে মধুপর্ক প্রদান পূর্বক হে কৃষ্ণ ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহারে সমুদায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া অর্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । আমিও তৎকালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম । এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ পূর্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে কহিলেন, জনার্দন ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাত্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমা ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে ? বজ্রধারী ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন । তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে ; অর্জুন অপরাধী মুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়াছি । হে বাসুদেব ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট নগরে আমারে কহিয়াছিলেন যে, যে খানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয়লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

হে মহারাজ ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদায় স্ববর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কঙ্কণ ও অঙ্গিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুফল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সমুদায় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধনমোচন ও শ্রমোপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাহুদেব কহিলেন যে, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্তব্য। তখন মহাবীর সাত্যকী ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমন পূর্বক নদীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীর আশ্বাস প্রদানার্থ বাহুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঙ্কলিত রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন? পূর্বের বাহুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোর সংগ্রামে কৌরবপক্ষীয় সমুদায় যোদ্ধা ও রাজা দুর্ব্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাহুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির অন্তায় গদাযুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্ব্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করা আবশ্যিক। তিনি অক্ষয়যুদ্ধে পুত্রকে নিহত প্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমানিগকে ভয়সাগরে নিক্ষেপিবেন।

দুর্যোধন শ্রীমানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহারে অন্যায়চরণ পূর্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। ধর্মরাজ ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাহুদেবকে কহিলেন, পাণ্ডবসঙ্গে! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুঃপ্রাপ্য রাজ্য নিঃকণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ করিয়াছ। তুমি পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামকালে দানবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে যেরূপ সাহায্য দান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্য কার্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কি রূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। হে জনার্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিষ তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যসঙ্গ্রণা যে সহ করিয়াছিলে, আজি দুর্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয় লাভ হওয়াতেও আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান পূর্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভয়সাং করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহারে প্রসন্ন করাই শ্রেয়। এক্ষণে সেই পুত্রশোকাক্ত ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যস্ত এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র; অতএব গান্ধারীদুহিতার ক্রোধ শান্তি করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

তখন বাহুদেব ধর্মরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া

সারথিরে কহিলেন, দারুণ ! তুমি অবিলম্বে রথ স্তম্ভজিত কর । দারুণ কেশবের বাক্য শ্রবণে সত্বরে রথ স্তম্ভজিত করিয়া তাঁহারে সংবাদ প্রদান করিল । তখন মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণ পূর্বক স্বর্ষর রবে দিগ্বাণল প্রতি-
 ধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইলেন । অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অব-
 তীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্বক সর্বাত্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদধন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন । তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ পূর্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্রিয়ৎকণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচনদ্বয় প্রক্ষা-
 লন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি কালের গতি সমুদায়ই অবগত আছেন । পাণ্ডবগণ আপনার চিন্তানুবর্তন ও যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই । পাণ্ডবগণ কপট দ্যুতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বৈশ ধারণ পূর্বক অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছিলেন । তাঁহার নিতান্ত অকর্মের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন । যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্বলোক সমক্ষে আপনার নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহত চিত্ত হইয়া লোভ প্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই ;
 অতএব আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হইয়াছে । মহাবীর ভীষ্ম, সৌমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বথামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই । হায় ! কালপ্রভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে । আপনি জ্ঞানবান হইয়াও সন্ধি স্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়া-
 ছিলেন, অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্বাপেক্ষা বলবান্ । হে মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না । এ বিষয়ে ধর্ম্মত, শ্রায়ত ও স্নেহত তাঁহাদিগের অনুমাত্র ও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না । এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া শূন্য হউন । এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্তব্য অন্যান্য কার্য-

কল্যাপ সমুদায়ই পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও অর্ঘ্য গান্ধারী শোকাবেগ সন্ধান ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্মরাজের যতাবত যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া ও দুঃখানলে দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার স্ব্থের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সমস্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জাবশত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাহুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোক-বিহ্বল গান্ধারীকে কহিলেন, স্ববলনন্দিনি! ইহলোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয় পক্ষের হিতকর ধর্মার্থসংহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্ঘ্যোধনকে তিরস্কার পূর্বক কহিয়াছিলেন, রে মূঢ়! আমি বলিতেছি, যেখানে ধর্ম, সেইখানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপাস্ত সমুদায় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তখন গান্ধারী বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে। দারুণ শোকাবেগপ্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শাস্ত্রভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অবলম্বন হইলে। শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাহুদেব হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহারে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা কৃষীকেশ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতে-

ছেন, এমন সময়ে অশ্বখামার ছুরতিসন্ধি তাঁহার বোধগম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি আর শোক করিবেন না। আমি চলিলাম, অশ্বখামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। উহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশিনিসূদন মুখসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরে তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তখন মহাত্মা বাহুদেব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শন বাসনায় দারুক সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবির সম্মুখানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাহুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

শক্যবটিন অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্ঘ্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বিশেষত পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুতাব বন্ধমূল হইয়া আছে। এক্ষণে ভীমসেন তাহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্ঘ্যোধন ভয়োর ও ধূল্যবলুষ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে দশ দিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধন পূর্বক জুহু ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবিরল বাম্পাকুল লোচনে বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিম্পেষণ, দশনে দশন নিপীড়ন ও মূর্ছজ্জ্বল বিধ্বনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, হায়! শান্তকুণ্ডনর ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বখামা, শল্য ও

কৃতবন্দ্য। নিয়ত আমরা রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এইরূপ ছরবহাগ্রস্ত হইলাম ! কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । আমি একাদশ অকৌহীনীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে । হে সঞ্জয় ! এক্ষণে আমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহারে কহিও যে, ভীম সিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক আমরা বিনষ্ট করিয়াছে । পাণ্ডবেরা কুরিঞ্জবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে । তাহারা এইরূপ অকৌত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধু লোকের নিকট হত্যাদর হইবে । ছল পূর্বক জয় লাভ করিয়া কোন্ বীর শ্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে । যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন । পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেমন হস্ত ও মস্তক হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না । এক্ষণে আমার উরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি । যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বহুবাহুব সম্পন্ন ব্যক্তিরে এরূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত ?

হে সঞ্জয় ! আমার পিতা মাতা বুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন । তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, কৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বহুব্রহ্মা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি । আমি বহুব্রাহ্মবদিগের সম্মান বর্দ্ধন, বশমদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রযুক্তির চরিতার্থতা সম্পাদন, প্রধান প্রধান কুপালগণকে রাজ্য প্রদান, অস্ত্রের নিতান্ত হুল্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি ; আমি শত্রুরাজ্য অধিকৃত ও অনেকা-
নেক মহীপালকে দানের স্রায় বশীভূত করিয়া অনাময়ে জীবন ক্লেপ করি-
য়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম ; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে । সৌভাগ্যক্রমে আমারে বিপক্ষগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কৃত্যের স্রায় তাহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইল

না । সোভাগ্য বশত আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্য-লক্ষ্মী অগ্ৰেই আশ্রয় করিবে । স্বধর্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি সমরে পরাজিত হইয়া প্রাকৃত লোকের চায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই । নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুরে বিনাশ করিলে যে রূপ পাপ হয়, বিষ প্রয়োগ পূর্বক শত্রু সংহার করিলে যে রূপ অধর্ম হয়, অধার্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক আমারে নিপত্তিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে । হে সঞ্জয় ! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না ।

কুরুরাজ আমারে এই কথা বলিয়া বার্তাবহদিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, ভীম অধর্মযুদ্ধে আমারে বিনাশ করিয়াছে । এক্ষণে আমি স্বার্থহীন পথিকের ন্যায় মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বুধসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব । হায় ! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্তার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে কি রূপে জীবন ধারণ করিবে ! আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গাঙ্কারী পুত্রবধু ও পৌত্রবধুগণে পরিবৃত্ত হইয়া একান্ত শোকাবল হইবেন । আমার ভার্য্যা আমার ও আত্মজ লক্ষ্মণের নিধনবার্তা শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । এক্ষণে যদি বাম্বিশারদ পরিত্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈর নির্ধাতনে প্রবৃত্ত হইবেন । বাহা হউক, আমি আজি এই পবিত্রে ত্রিলোকবিপ্রস্বত সমস্ত পঞ্চক তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শান্ত লোক প্রাপ্ত হইব ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল । ঐ সময় এই শ্রাবরজজন্মান্নক সমুদায় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্বাক শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল এবং দিগ্ভ্রমল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল । অনন্তর সেই বার্তাবহগণ অশ্বখামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পদা-

যুদ্ধ ও দুর্ঘোষনের নিপাত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক বহুকণ চিন্তা করিয়া
হুঃখিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল ।

ষট্‌ষষ্ঠীতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে
জর্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ন্যা দূত-
গণ মুখে দুর্ঘোষনের উরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবৈগ্‌ সম্পন্ন অশ্ব-
যোজিত রথে আরোহণ পূর্বক সম্মুখে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখি-
লেন, মহারাজ দুর্ঘোষন অটবী মধ্যে ব্যাধ বিনিপাতিত রুধিরাক্ত কলেবর
মহাগজের স্তায়, সহসা নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের স্তায়, মহাবাত পরিশুদ্ধ
সাগরের স্তায়, তুষার সমাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের স্তায়, বায়ুবৈগ্‌ বিনিপাতিত মহা-
পাদপের স্তায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন । তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে
ধূসরিত হইয়াছে । ধনলোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দিকে বেটন
করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া রহি-
য়াছে । ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্ভূত ও ললাট ক্রকুটিকুটিল হইয়াছে ।
কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক
ও হুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ
হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন ।

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বখামা বাম্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
পূর্বক দুর্ঘোষনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকেশ্বর ! যখন তুমি ধূলিধূসরিত
পাত্রে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর ।
হায় ! পূর্বে তুমি সমাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আজি কি রূপে একাকী
এই নির্জঙ্গম কেন অবস্থান করিতেছ ? কি নিমিত্ত মহারথ হুঃশাসন, কর্ণ ও
সেই সকল বজ্রবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না ? কৃতান্তের গতি অতি
দুঃখের । দেখ, তুমি সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত
পাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ । কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! পূর্বে যিনি
নরপতিগণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজি তিনি পাংশু গ্রাস
করিভেছেন । হে মহারাজ ! তোমার সে খেত ছত্র, সে নিশ্চল ব্যজন
এবং সে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা কোথায় ? কার্য্যকারকের গতি নিভান্ত

হুজের। তুমি সর্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও
ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে। কি আশ্চর্য্য ! এক্ষণে তোমার দুঃখ দর্শনে বোধ
হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থিরভাবে অবস্থান করেন না।

হে মহারাজ ! ঐ সময় আপনার পুত্র হৃষ্যোদন অশ্বখামার বাক্য শ্রবণে
কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জন পূর্বক তাঁহারে এবং
কুপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্মারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! পণ্ডিতেরা
বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সর্ব ভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকশ্রষ্টা
বিধাতাও ঐরূপ মর্ত্য ধর্ম্ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমা-
দিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি
পূর্ব সমুদায় পৃথিবী পালন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুঃখবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।
যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কোন বিপদেই সমরে পরাভূত হই নাই।
ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মারা ছলপূর্বক আমারে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্য-
ক্রমে আমি প্রতিনিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে
এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হই-
লাম। আর আজি যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে
বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম শৌভা-
গ্যের বিষয়। তোমরা হুতা বশত আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ
করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক
লাভ করিব। আমি অমিততেজা বাহুবলবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত
আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব
আমার জন্ম শোক করিবার প্রয়োজন কি ? তোমরা আপন আপন উৎসাহ
ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয় লাভে যত্ন করিয়াছ।
কিন্তু পরিণামে অরাতি পরাজয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে,
দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কণ-
কাল ভুক্ষীভাব অবলম্বন পূর্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর
অশ্বখামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের
আয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করে নিপীড়ন করিয়া বাষ্প-

গদগদ স্বরে দুর্ঘোষধনকে কহিলেন, মহারাজ ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আমার পিতারে নিহত করিয়াছে । কিন্তু আজি তোমার জন্ত যেরূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সেরূপ হইতেছে না । বাহা হউক, এক্ষণে আমি ইচ্ছাপূৰ্ত্ত, দান, ধর্ম্ম স্মৃকৃত ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক, আজি বাহুদেবের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব । তুমি আমারে অনুজ্ঞা প্রদান কর । হে মহারাজ ! রাজা দুর্ঘোষধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম শ্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আচার্য্য ! সত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন । কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন । তখন দুর্ঘোষধন কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে অচিরেই দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন । ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে । মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বখামারে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন । তখন মহাবীর অশ্বখামা দুর্ঘোষধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্ঘোষধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই স্থানেই সেই সর্ব্ব ভূত-ভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।

গদাযুদ্ধ পর্ব্ব সমাপ্ত ।

—:০:—

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ ।

বিজ্ঞাপন ।

—০—

আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও যুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্ত-লিখিত পুস্তক দুইটো এই খণ্ডে সংকলিত হইল ।

পুরাণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত ।

সৌপ্তিক পর্ষ ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালী ভাষায় অনুবাদিত ।

—ঃঃঃ—

শ্রীমতী চরণ বসু কর্তৃক,

শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত ।

অষ্টম সংস্করণ ।

“যদি বিনা বাধাতে জীবনযাত্রা নিকাহ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে
মহাভারত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করুন ।”

ঋষিবাক্য ।

কলিকাতা,

এল, এন্, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩২১ সাল ।

ভূমিকা

পুরাণসংগ্রহের দ্বাদশ খণ্ডে সৌপ্তিক পর্বে প্রকাশিত হইল। ঐষীক পর্বে এই পর্বের অন্তর্গত। মহর্ষি বেদবাস এই সৌপ্তিক পর্বে দ্রোণপুত্র অশ্বখামার হস্তে জয়লাভপ্রদ্রষ্ট স্বপ্নপ্রসূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বিনাশ, দুর্যোধনের প্রাণভাগ, পুত্রশোকাক্লেষিত দ্রুপদ তনয়ার উদ্বেজনায় পাণ্ডবগণ কর্তৃক অশ্বখামার অপমান ও মণি গ্রহণ এবং দ্রোণপুত্র কর্তৃক দৈমিকান্ত পরিত্যাগ ও অর্জুনের অন্তপ্রভাবে উহার নিবারণ সবিস্তরে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজ দুর্যোধনের উল্লভ হইলে হতাশিষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আপনাদের শিবিরमध्ये নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রাস্থ অল্পভব করিতেছিলেন; পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও বাসুদেব মঙ্গলাভুতান করিবার নিমিত্ত ঐ রাজি শিবিরে অবস্থান করেন নাই; দ্রোণপুত্র এই সুযোগ পাঠিয়া পিতৃবধজনিত বৈরনির্গতন মানসে কৃতবন্ধা ও কুপাচার্যের সমভিব্যাহারে শিবিরদ্বারে আগমন ও ভ্রতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদ লাভ করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্বক ষ্ট্রোত্রপ্রমুখ পাঞ্চালগণ, দ্রোণদৌর পাচপুত্র ও অন্যান্য অসংখ্য বীরের প্রাণ সংহার করেন। অশ্বখামা এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় অবশিষ্ট বোধগণকে বিনাশ করিয়া সমরাজনশায়ী ভয়োক্ত মৃতপ্রায় দুর্যোধনের নিকট গমন ও আপনার বৈরনির্গতন বৃত্তান্ত কীর্তন করিলে ক্ষণেক পরেই কুধির বমন কুরিতে করিতে কুরুরাজের প্রাণ বিরোধ হয়।

আমার ভূতপূর্ব সহযোগী কাশীরাম দাস স্বীয় সঙ্কলিত সৌপ্তিক পর্বে কীর্তন করিয়াছেন যে, কুরুরাজ দ্রোণপুত্রপ্রদত্ত দ্রোণদৌতনয়গণের মন্তক সকল গ্রহণপূর্বক পঞ্চপাণ্ডবের মন্তক বোধ করিয়া প্রথমত একান্ত প্রদ্রষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ মন্তক সকল চূর্ণ করিতে করিতে তৎসমুদায় পাণ্ডবতনয়দিগের মন্তক বিবেচনা করিয়া যাহার পর নাই বিষন্ন হইয়াছিলেন। সেই এককালীন হর্ষ বিষাদেই তাঁহার প্রাণ বিরোধ হয়; কিন্তু ব্যাসকৃত মূল মহাভারতে দ্রোণদৌতনয়গণের মন্তক চূর্ণ বা দুর্যোধনের হর্ষ-বিষাদের নাম গন্ধও নাই; পাঠকগণ এই মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

সারস্বত্যাশ্রম,

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৭৮৫ শক

মহাভারতীয় সৌপ্তিকপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
অশ্বখামার মন্ত্রণা	৩
অশ্বখামা ও কুপার্চাঙ্গ সংবাদ	৪
অশ্বখামার যুদ্ধার্থ গমন	১২
অশ্বখামার চিন্তা	১৩
অশ্বখামার শিবার্চনা	১৪
রাত্রিযুদ্ধ ও পাঞ্চালাদি বিনাশ	১৮
দ্রোণোধনের প্রাণত্যাগ	২৭
বৃষ্টিবীরের শিবির দর্শন	৩১
অশ্বখামার বিনাশার্থ ভীমসেনের গমন	৩৪
বৃষ্টিবীর ক্রোধ সংবাদ	৩৫
অশ্বখামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ	৩৮
অর্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ	৩৯
উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ	৪১
দ্রোণদ্রী সাঙ্ঘনা	৪২
ক্রোধ বৃষ্টিবীর সংবাদ	৪৩
বৃষ্টিবীরাজ্জুন সংবাদ	৪৬

সৌপ্তিকপর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

মহাভারত ।

সৌপ্তিক পর্ব

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতিদূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগ পূর্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের বলবীৰ্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন । হে মহারাজ ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিস্ট হইয়াছিলেন ; এক্ষণে কিয়দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় ! ভীম অযুত নাগতুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । হায় ! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহারে নিপাতিত করিল । এক্ষণে স্পর্শই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । হা ! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় নিতান্ত কঠিন ; শত পুঞ্জের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না । আমার মহিষী গান্ধারী স্ববিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দশা ঘটিবে । আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না । আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা ; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে

শাসন করিয়াছি ; এক্ষণে কি রূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব । মহামতি বিদূর আমার পুত্র দুৰ্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই । এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল । এক্ষণে আমি কোন ক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না । হে সঞ্জয় ! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্মযুদ্ধে দুৰ্য্যোধনকে ধিনাশ করিলে অশ্বখামা, কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্ৰয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক ক্রমরাজ্যবিরজিত লতাজালসমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন । তখন তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সেই বহুবিধ যুগ, পক্ষী ও হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ, ফলপুষ্পাশোভিত, নীলোৎপল সমলঙ্কৃত সলিলসম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্র শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রেপথে নিপতিত হইল । বীরত্ৰয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সঙ্কোচাপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল । নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকূলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল । দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল । ঐ সময় কৃতবৰ্ম্মা, অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাবুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয়বৃতান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, স্ততরাং অচিরে নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন । দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; স্ততরাং একান্ত পরিশ্রান্ত

হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ঋগ্ৰোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া স্থখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ঋয় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলুক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ, পেচক ধীরে ধীরে সেই ঋগ্ৰোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্বক কাহারও কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সাস্তক উলুক এই রূপে বৈর নির্ধাতন করিয়া মহা আহলাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বখামা উলুককে এই রূপে রজনীযোগে কৃতকার্য হইতে দেখিয়া সেই রূপে বৈর নির্ধাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমারে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরতিবিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুৰ্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন, হুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধৰ্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য সিদ্ধি ও শত্রুক্ৰয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তির সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধৰ্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গৰ্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষত নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তদ্বদর্শী ধার্মিক-গণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিত্রাস্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়ক-হীন, অর্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

এবল প্রতাপশালী দ্রোণভনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে

নিজাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবৰ্ম্মার জাগরিত করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মা 'গাত্রোত্থান পূর্বক অশ্বখামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না । তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাস্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল ! যাহার জন্ম আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীম-সেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চম্পতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । ঐ শুশুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও চন্দ্রুভিনিঃসন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে । শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে । পূর্ব দিকে অশ্বগণের ছেয়ারব, গজযুথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ ঞ্জতিগোচর হইতেছে । কালের কি বিচিত্র গতি ! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্বাস্ত্রবিদ বীরগণকে ও বিনাশ করিয়াছে । এক্ষণে সমুদায় কৌরব সৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে ; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি । এক্ষণে যদি মোহ বশত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—হে বীর ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করি-
লাম ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষ-
কারসাধ্য কর্ণে আবদ্ধ হইয়া আছে । দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর
কিছুই বলবান্ নাই । একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন
কার্য্যই সিদ্ধ হয় না । ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ
হওয়া নিতান্ত হ্রকঠিন । কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও
পুরুষকার সাপেক্ষ । পর্জন্ম পর্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল
উৎপাদনে সমর্থ হয় না ; কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল
উৎপন্ন করিতে পারে । দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই

নিতান্ত নিষ্ফল । দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । ক্ষেত্র বারিধারা সংস্কৃত ও সম্যক কৰ্মিত হইলে, তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় । অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বন পূর্বক পুরুষকারেই গণনাবিশেষ করিয়া থাকেন । যাহা হউক, মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই । পুরুষকার সহকারে "কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈব বল প্রভাবেই কৰ্ম্মকৰ্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে । মনুষ্য দৈব বলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় । আর অলস ও নির্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে । কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না । কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাশ্রয় হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় । যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া বদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে, আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই । কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না । এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে । কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন । এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে ।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না । যদি পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয় । সকলেরই বুদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য । অজ্ঞানদয়কালে সর্বদা বুদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে । বুদ্ধেরা অলঙ্ঘন

লাভ ও কার্যসিদ্ধির মূল কারণ । যে ব্যক্তি বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সে অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভগরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণ না করিয়া কার্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয় । দেখ, অদূরদর্শী লোকপ্রকৃতি দুর্ঘোষন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের কর্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে । আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে । আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখমাগরে নিমগ্ন হইয়াছি । এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোন ক্রমেই সংবিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না । মনুষ্য মোহাক্ষ হইলে স্নহদ ব্যক্তিকে সংপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে । তৎকালে সেই স্নহদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ ; স্ততরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্যানুষ্ঠানই সর্বতোভাবে কর্তব্য । অতএব চল, আমরা রাজা ধৃतरাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমন পূর্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি । তাঁহারা বিবেচনা পূর্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব । কার্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না ; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্বক কার্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ ! তখন মহাবীর অশ্বখামা কৃপাচার্যের সেই ধর্মার্থবৃত্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রুরভাবে তাঁহারে ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! ব্যক্তিমাত্রেয়ই বুদ্ধিব্রতি পৃথক্ পৃথক্ । সকলেই অণু অপেক্ষা আপনারে সমধিক বুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে । এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অণু অণু বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে । মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধি-

বৈচিত্ৰের কারণ । অবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগ শাস্তির নিমিত্ত বুদ্ধিপ্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অজ্ঞান মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে । অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না । দেখ, মনুষ্য বৌবন-কালে যে বুদ্ধিপ্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায় । হে ভোজরাজ ! বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে । মনুষ্য মাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, হুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে । লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীত মনে সে সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । ফলত সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে ।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনা-দের নিকট ব্যক্ত করিলাম । আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐ রূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে । দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিযোজিত করিয়াছেন । তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, কত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন । অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ কত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । আমি অপূজিত ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমারে কত্রিয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে । যদি আমি কত্রিয় ধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শাস্ত্যভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে নিন্দনীয় হইতে হইবে । আমি দিব্যাত্ম ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, হুতরাং পিতৃ-বধের প্রতিকার না করিলে জন সমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্বকৃতি হইবে । অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই কত্রিয়ধর্ম্মানুসারে পিতা ও রাজা দুর্ঘোষনের

পদবীতে পদার্পণ করিব । আজি ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগ পূর্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রিযোগে শিবিরান্তরে গমন পূর্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব । আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে । আজি আমি পশু-সুদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্বক শাস্তি লাভ করিব । আজি আমি পাঞ্চালগণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত্ত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব । আজি পাঞ্চালগণ দুর্ঘ্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন । আজি আমি পশুহস্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গাঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততি ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্বক কৃতকার্য ও স্বাধী হইব ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—বৎস ! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈর-নির্ধাতনে বুদ্ধি হইয়াছে । স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন । এক্ষণে তুমি বর্ষ্য পরিত্যাগ পূর্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে । আমিও কৃতবর্ষ্যার সমভিব্যাহারে বর্ষ্য ধারণ ও রথা-রোহণ পূর্বক তোমার অনুগমন করিব । তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধনে সমর্থ হইবে । তোমার বহুদিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে ; অতএব আজি রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর ; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে । আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ষ্য তোমারে রক্ষা করিলে অশ্বের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না । তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্ধর কৃতবর্ষ্যও রণপণ্ডিত ; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্বক যার পর

নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয় ! আজি তুমি নিরুদ্ধেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরতিগণের শিবিরमध्ये প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ণ্মা, আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আগরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কাল প্রভাতে কৃতবর্ণ্মার সহিত সর্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ হিত কথা কহিলে মহাবীর অশ্বখামা রোষারূপ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল ! আতুর, অমণিত, চিন্তাব্যাপ্ত ও কামুক ব্যক্তির। কখনই নিদ্রাস্থ অশুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে ! পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শাস্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যে রূপে আমার পিতারে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় ? একগুণে সমরাজ্ঞে ধুষ্টদুঃশ্লকে বিনাশ না করিয়া কোনক্রমেই আগার জীবন ধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতারে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহারে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ করিব ; আর রাজা দুর্ঘোষন ভয়োর ও সমরাজ্ঞে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষণ্ডহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয় ? কোন্ নির্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সন্মরণ করিতে পারে ? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশ সাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি ; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি ? আমার

বোধ হয়, বাহুদেব ও অর্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি কোনরূপেই ক্রোধবেগ সন্মরণে সমর্থ হইতেছি না । এক্ষণে আমাদে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না ; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয় । দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে ; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশ পূর্বক স্তম্ভচিত হইয়া বিপ্রান ও নিদ্রাহত অনুভব করিব ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন,—বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা পরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না । আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয় । দবর্ষা যেমন নিয়ত সুপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না ; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সুপরসের আস্বাদগ্রহ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন । গুরুশুশ্রূষাতঃপর বুদ্ধিমান জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অচিরাৎ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না । দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয় । অহংদগণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদভাজন হইতে পারে ; আর যাহারা অহংদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয় । লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শাস্ত্র করে, তদ্রূপ বহুগুণ বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্বক আত্মীয়কে পাপকার্য্যে পরাধুখ করেন । যাহারা অহংদ্বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাধুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয় । প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ অহংকে পাপনিরত দেখিলে যথাশক্তি বারংবার

উপদেশ প্রদান করেন । অতএব হে দ্রোণতনয় ! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্ম দমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, নচেৎ নিশ্চয়ই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে । প্রহুপ্ত, অস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ । পাক্ষালগণ আজি কবচ পরিত্যাগ পূর্বক মৃত ব্যক্তিদিগের হ্রায় বিচেনন হইয়া বিশ্বস্ত চিতে নিদ্রাগত হইবে । যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহা হইতে অগাধ নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই । তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেতাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ । অনুমাত্র পাপও তোমারে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই । অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও । তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুদ্ধ বস্ত্রে শোণিতপাতের হ্রায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে ।

তখন অশ্বখামা কহিলেন, 'মাতুল ! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে ; কিন্তু পূর্বের পাণ্ডবগণ কর্তৃক ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে । দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে চুরাওয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে । মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে পোখিত হইলে অর্জুন সেই বিপদকালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে । সাত্যকি প্রায়োপবিস্ট মহাধনুর্ধর তুরি-শ্রবণে এবং ভীমসেন অন্তায় গদাযুদ্ধে দুর্্যযোধনকে নিপাতিত করিয়াছে । আজি দূতমুখে ভগ্নোন্নত রাজা দুর্্যযোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । হে মাতুল ! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাক্ষালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে ; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামর-দিগের নিন্দা করেন না । আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে স্তম্ভাবস্থায় নিপাতিত করিব, ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয় । এক্ষণে আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি । এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায় ? আজি আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! প্রতাপাশ্রিত অশ্বখামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্বক বিপক্ষগণের শিবিরভিমুখে যাত্রা করিলেন । মহাত্মা কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদর্শনে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর ! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজন করিলে সত্য করিয়া বল । আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না । তখন অশ্বখামা পিতৃবদ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্রত্যাগী পিতারে নিপাত্তিত করিয়াছে । আজি আমি সেই ধর্ম্মবিহীন পাপপরায়েণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব । দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য । তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কাশ্মুক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্বক আমার সহিত আগমন কর । দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । কৃপাচার্য্য এবং কৃতবৰ্ম্মা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমীক্ষিত্তাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অনন্তর তাঁহারা সেই স্রুগু জনপূর্ণ শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন । মহারথ অশ্বখামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মারে আর্মন্ত্রণ পূর্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন ।

বঠ অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয় ! মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বখামারে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! এইরূপে মহারথ অশ্বখামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করিলেন । তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্র সমলঙ্কৃত ; বাহু সকল সুদীর্ঘ, স্কুল ও নাগাসদ বিভূষিত এবং আশ্র-দেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তাঁহার পরিধান শোণিতাদ্র ব্যাস্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন । সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর । তাঁহারে দেখিলে

পৰ্বত সকলও বিনোৰ্ণ হইয়া যায় । তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল । সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্ৰগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাচুৰ্ভূত হইতে লাগিলেন ।

মহারথ অশ্বথামা সেই সৰ্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাকায পুরুষও বড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রনিষ্কিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর অশ্বথামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার আয় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন । প্রলয়কালে মহোৎসাহে যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিনোৰ্ণ ও নিপতিত হইল । তখন মহাবীর অশ্বথামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ স্তব্ধমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ বিবর-নিঃসারিত ভীষণ ভূজঙ্গের আয় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপতিত হইয়া গৰ্ভমধ্যে অকায়িত নকুলের আয় তিরোহিত হইল । মহাবীর অশ্বথামা তদর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন । তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বথামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন । তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া রূপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্বক সন্তপ্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীহৃদয়ের হিতকর বাক্য অপ্রিয় রোদে অনাদর করে, তাহারে আমার ন্যায় বিপদমাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহারে ধৰ্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয় । বৃদ্ধ লোকে সৰ্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়

জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রম পূর্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্দৈববশত উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞাসহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহারে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না ; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফলস্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাজুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমাংরে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন ; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

সপ্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক ভগবান্ ভবানীপতিরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্বক তোমার পূজা করিব। হে দেব ! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর ; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন ; তুমি শিতিকণ্ঠ,

অজ ও শুক্র ; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর ; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী ; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি ; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী ; তুমি জটিল ; তুমি স্তূত, স্তূত্য ও স্তূয়মান ; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃভিবাসী, বিলোহিত, অসহ ও দুর্নিবার ; তুমি ব্রহ্মঅক্ষী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী ; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি ; তুমি অনন্ত, পারিষদ-প্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষতিমুখ ; তুমি পার্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা ; তুমি পিঙ্গ, ঝষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী ; তুমি পার্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত ; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর ; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ; তুমি অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক ; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী ; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম । যদি আমি আসন্নবর্তী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাতে স্থায়ী শরীরস্থ পঞ্চভূত উপহার প্রদান পূর্বক পূজা করিব ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাভূত হইল । ভগবান্ হতাশন স্থায় তেজঃপ্রভাবে দিগ্গুণ ও আকাশগুণ উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন । বিচিত্র অঙ্গধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বলনেত্র পর্বতাকার মহাগণ সকল তথায় উপস্থিত হইল । তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায় ; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লুক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপ, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূর্মা, নক্ক, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্চেন, মেষ ও ছাগের ন্যায় ; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তক বিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্ত জিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাত্রবর্ণ । উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল । কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাতারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতি কৃশ, কাহারও

কাহারও কর্ণগদভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্মীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট শোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে স্নশোভিত । উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতগ্রী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুঘল, কেহ কেহ ভূষণী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লণ্ডু, কেহ কেহ স্মৃগা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ ভূগীর ধারণ করিয়াছে । কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিশু, কেহ কেহ শুক্লাধর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বাবর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল । কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লক্ষ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিল । কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল ; উহাদের কেশ-কলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল ; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সমস্ত চুর্বিষহ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শক্রনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাসোণিতপায়ী পরিচারকগণमध्ये কেহ কেহ চূড়া সম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেট্র ও অণ্ড অতি বৃহৎ । উহারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভ্রমণে আনয়ন এবং চতুর্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ । উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রতঙ্গি সহ করিয়া থাকে । উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচার পরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর । উহারা হিংসাধ্বষ শূন্য হইয়া সর্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে । ঐ সকল বাক্যবিশ্বাসবিশারদ পারিষদগণ অর্ঘ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্বিত হয় নাই । ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ওরস

পুত্রের ন্যায় উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা লাভ করিয়াছে। কালক্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্শ্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদেব সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুমুহু গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব-খামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কান্মূক সমিধ, শাণিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকন্যা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আগ্নিরসকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদকালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বখামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক হতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহারে হতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও উদ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাম্যমুখে কহিলেন, হে বীর ! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন, স্তবরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীৰ্য্য

পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম ; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহা-দিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বখামারে এক স্নানিষ্ঠল খড়্গ প্রদান পূর্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাঙ্ক্ষাৎ মহাদেবের আয় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয় ! মহারথ অশ্বখামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন ? তাঁহারা কি ভয়ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্তৃক অলক্ষিতভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সৌমক ও পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্বক পাঞ্চাল-দিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্ঘ্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বখামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে যুদ্ধস্থরে কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণকুমার এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয়চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সম্মিথানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সময়পরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বখামা তদর্শনে আত্মাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্বক তাঁহারে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত জগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র কৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকূতোভয়ে নিদ্রা-

গত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন । সমরদুর্শমদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বখামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্তিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন । তখন মহাবল অশ্বখামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা হইতে সমুত্তিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণপূর্বক তাঁহারে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুর্বারব্রাহ্মগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না । অশ্বখামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহারে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন । তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণপুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া গম্পফট-স্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র ! অস্ত্র প্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমারে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্রলোকে গমন করিতে পারিব । মহাবীর অশ্বখামা দ্রুপদতনয়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রে কুলদ্বন্দ্ব ! আচার্য্যহস্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই ; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্তব্য । কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্য পীড়ন করে, তদ্রূপ স্তদাক্ষণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্য পীড়ন করিতে লাগিলেন । তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহারে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না । মহাবীর অশ্বখামা এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাত্তিত করিয়া রথে আরোহণপূর্বক সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন ।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমুত্তিত হইল । ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীকে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্ম ধারণপূর্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন । তোমরা সত্বরে আগমন কর । ঐ দেখ, একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্বক অবস্থান করিতেছে । ঐ

ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আগরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ সহসা অশ্বখামারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার কুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজারে অবলোকন পূর্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজারে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে অশ্বখামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে ভুতলে নিক্ষেপ পূর্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বখামা ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবির মধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোদ্ধগণকে সমুদায় হস্তী অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই করাল কুবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহারে অতি ভীষণ অপূর্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোদ্ধগণ অশ্বখামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরম্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহারে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধ্বংসাত্মক নিধনবার্তা শ্রবণ পূর্বক অশ্বখামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বখামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে সহস্র চন্দ্র পরিশোভিত চন্দ্র ও স্বর্ণমণ্ডিত

দিব্য খড়্গ গ্রহণ পূৰ্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন । তিনি সৰ্ব্বাণ্ড্রে প্রতিবিষ্কোয় কুক্ষিদেহ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন । তখন প্রতাপশালী স্ততসোম প্রাণ দ্বারা অশ্বখামারে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূৰ্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদর্শনে ক্রোধভরে স্ততসোমের অঙ্গি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন । 'মহাবীর', স্ততসোম সেই আঘাতে ব্যাথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বখামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে হৃতলে নিপাতন পূৰ্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবীর ঐতকৰ্ম্মা পরিঘ ধারণ পূৰ্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বখামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন । আচার্য্য-পুত্র তদর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আশ্রদেশ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ঐতকৰ্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃতমুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন মহারথ ঐতকীৰ্ত্তি অশ্বখামার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর, দ্রোণপুত্র চৰ্ম্ম দ্বারা ঐতকীৰ্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলমন্মলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

অনন্তর ভীষ্মনিহস্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বখামারে বিবিধ অস্ত্রে নিপাড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদর্শনে কোপাশ্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসিমাগবিশারদ মহাবীর অশ্বখামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও স্তম্ভদৃগণ এবং অম্লান্য বীরগণকেও ছেদন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদন লোহিতনয়না রক্তমালাযু-লেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্বকুঞ্জর ও গন্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্রত হইয়া-

ছেন । হে মহারাজ ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ প্রতি রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করাল-বদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া যমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণ-তনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণিগণকে সিংহনাদে বিক্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন । বীরগণ তৎকালে পূর্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । অনন্তর পাণ্ডব-শিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন । তখন মহাবীর অশ্বখামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের, ন্যায় কাহারও চরণস্থর ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ কেহ 'অশ্ব' দ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল । এইরূপে সেই সমস্ত নিপাতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে, ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, এইরূপ নানাপ্রকার ক্রন্দনধ্বনি সমুথিত হইল । ঐ সময় দ্রোণ-নন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক শস্ত্রহীন কবচশূণ্য পাণ্ডবদৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে অনেকে অশ্বখামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপাতিত হইল । অনেকে মোহযুক্ত ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা সেই ভীম নিশ্বন সম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণ পূর্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরানিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । কতগুলি বীর উথিত এবং কতগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন । তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরানিকর বর্ষণ পূর্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি

বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই ভূমূল সংগ্রাম শব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্তিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল । তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল । তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না । অনেকের কেশ আলুলিত হইয়া গেল । কেহই কাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না । কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইয়া নিপতিত হইল । কেহ কেহ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল । হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল । কতগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল ।

এইরূপে সেই রণস্থল ভূমূল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । সেই সিংহনাদ শব্দে দিগ্বল ও নভোগুল পরিপূর্ণ হইয়া গেল । হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদন পূর্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমদিত করত ইতস্তত ধাবমান হইল । তখন উহাদিগের চরণসমুৎখিত ধূলিজালে সেই রজনীসোপানে শিবির মধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়া উঠিল । তখন সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা কিছুই স্থির করিতে পারিল না । হস্তী হস্তিযুথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সগাহত, ভূতলে পাতিত ও মদিত করিতে লাগিল । ঐ সময় স্তম্ভোৎখিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষবিনাশে প্রবৃত্ত হইল । তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল । তৎকালে কেহই কাহারে চিনিতে পারিল না । সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত ! হা পুত্র ! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল । অনেকে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল । মহাবীর অশ্বখামা তদর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্রত হইল। ভোজরাজ কৃতবৰ্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্বক আলুলায়িতকেশে কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহার উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীৰ্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্য-তনয় অশ্বখামা করে করবারি, ধারণ পূর্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিধা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তা, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুখিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বখামা কোন কোন বারের আম্রুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও কার্ণশুণ্ড সদৃশ উরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্কু হইল।

মহাবীর অশ্বখামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহার পূর্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তা অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিস্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি ছুরাঙ্গা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। বাহুবলবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে

কি অশ্বর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না । ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু । শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, অস্ত্রশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না । হায় ! আজি দুরাভা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল ! হে মহারাজ ! অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল ।

অনন্তর 'বুহুর্ভকাল' মধ্যে গমুঘ্য ও অন্যান্য জীবগণের তম্বল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল । বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরশি এককালে অদৃশ্য হইল । তখন মহাবীর অশ্বখামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুদ্ধমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন । ঐ সময় অনেকে ছুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বখামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল । মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধরাত্র্য মধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও গমুঘ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । তাহারা পুঞ্জকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আপাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি স্বস্বাদু এই বলিয়া মহা অহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল । ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক । উহাদিগের বর্ণপিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঘ্মা স্তদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাৎভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠা নীলবর্ণ । উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিঘূর্ণ । উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ । হে মহারাজ ! এইরূপ নানাপ্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল । ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল । অনন্তর প্রভুষ সময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বখামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন । ঐ সময় তাহার খড়্গমুষ্টি একবারে

করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত করিয়া কল্লান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্বক আগোপান্ত সমস্ত কীর্তন করিলেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও শৃঙ্গয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বখামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পূর্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই রজনীনিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা স্বকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাও আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহারথ অশ্বখামা প্রতিনিয়তই আগার পুন্ড্রের জয়লাভের নিমিত্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্ব্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে মহাবীর অশ্বখামা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষত রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকিসমূহেব পাণ্ডবগণের সমক্ষে অশ্বের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও শৃঙ্গয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্বক পরম্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপা-
চার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র
এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্তগণকে নিহত করিয়াছি ।
এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম । অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়ো-
জন নাই । অচিরে কুরুরাজের সমীপে গমন পূর্বক যদি তিনি জীবিত
থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্তব্য ।

নবম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে সেই তিন মহায়ুধ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও
পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্ঘ্যোধনের নিকট আগ-
মন ও রথ হইতে অবতরণ পূর্বক দেখিলেন, কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া
অনবরত রুধির বগন করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অব-
শিষ্ট আছে । বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন স্থাপদগণ তাঁহারে ভক্ষণ করিবার
অভিলাষে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর
ও ভুলে বিলুপ্ত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন ।
তদদর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্বয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিলেন । কুরুরাজ সেই
রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হতাশনত্বয় পরিশোভিত
যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর সেই বীরত্বয় কুরুরাজকে ধরাশয়্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্বিষহ
দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্ঘ্যো-
ধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত
কহিলেন, হায় ! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই । কুরুরাজ দুর্ঘ্যোধন একা-
দশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন ; এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত
কলেবরে ধরাতে শয়ন করিয়া আছেন । এই গদাপ্রিয় মহাবীরের
সমীপে স্বর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে । ইনি কোন
যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই । এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হস্ত্য-
তলে নিদ্রিত ভর্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরু-
রাজের সহিত অবস্থান করিতেছে । উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইহারে

পরিত্যাগ করিতেছে না । হায় ! কালের কি বিচিত্র গতি ! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরশি গ্রাস করিতেছেন । যিনি বহুসংখ্য শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়া-
ছিলেন আজি তিনি বিপক্ষের বলবীৰ্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাস্রমে শয়ন করিয়াছেন । অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যঁাহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুকুরে পরিবৃত্ত রহিয়াছেন । পূৰ্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যঁাহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস লাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে ।

অনন্তর মহারথ অশ্বখামা কুরুরাজকে সম্বোধনপূর্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ ! লোকে তোমারে ধনুর্ধরা-
গ্রগণ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ । 'দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রক্ষু প্রাপ্ত হইল ? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত স্কন্ধিন । ভীম তোমারে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল ! সেই পাপাত্মা মূৰ্খ ছলপ্রকাশ পূর্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে । ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে । সে যখন তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল । অতএব তাহাদিগকে ধিক্ । ষত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ পূর্বক তোমারে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই । মহাবল বলদেব সর্বদা সভামধ্যে প্লাঘা করিয়া থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্ব্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই ।

হে মহারাজ ! মহর্ষিগণ ক্রত্ৰিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে অপরাধু ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে । অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না । কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন

বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সমুপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাবুলিতচিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যতুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুৰ্ম্মতি অৰ্দ্ধনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমারে অধৰ্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল! অন্যান্য ভূপালগণ দুৰ্য্যোধন কীরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিল্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রভূতর প্রদান করিবে। হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্ঘু না হইয়া যে ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব রিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধ-রাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবৰ্ম্মারে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমারে ধিক্। আমরা প্রজারক্ষক সৰ্ব্বকামপ্রদ ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীৰ্য্য প্রভাবে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হইতেছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার স্মৃতি স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতগণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শাস্তি একবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বখামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাত্ত করিয়াছে। পিতারে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বখামা ভয়োক বিচেনন দুৰ্য্যোধনকে এই

কথা कहিয়া পুনরায় তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্বক कहিলেন, কুরুরাজ ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই ঐতিহাসিকর বাক্য শ্রবণ করুন । এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায় উভয়পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি । দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে । আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ক্রায় সংহার ও পাণ্ডব-গণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্বক বৈরনির্ধাতন করিয়াছি । হে মহারাজ ! কুরুরাজ দুর্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই ঐতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া कहিলেন, হে বীর ! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ । নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনাকে ইন্দ্রভূল্য জ্ঞান করিতেছি ; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক ; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে । কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গন পূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিরোগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন । তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল । হে মহারাজ ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশপূর্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সম্মেলনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্বক শোকসমুপ্ত চিত্তে সেই প্রভুষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন । মহারাজ ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ । আজি আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদশিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে ।

বৈশম্পায়ন कहিলেন,—মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্যোধনের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন ।

ঐষীক পৰ্বাধ্যায় ।

দশম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাজ্যের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ ! ঋগ্বেদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাজ্যকাণ্ডে বিশ্বস্তচিত্তে শিবির মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে । ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে । কুঠারনিকৃত মহাবনের ঞ্চায় আপনার বিপুল ধল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল । দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অববহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তি লাভ করিয়াছি ।

হে জনমেজয় ! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষাৎ তাঁহারে ধারণ করিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ অতি কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায় ! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদের পরাজিত হইতে হইল । কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্ভেদ্য । আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম । দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ঞ্চায় বোধ হইয়া থাকে । এক্ষণে আমাদের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে । যে জয়দ্বারা বিপদগ্রস্তের ঞ্চায় অনুভাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে ; উহা পরাজয় স্বরূপ । হায় ! আমরা তাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নিজ্জিত ব্যক্তিগণ আবার

সেই জয়লাভপ্রহস্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কণি ও নালৌক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কাম্বুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানিশ্বন যাহার গর্জজনস্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরহুর্মদ্রোণাচার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণই প্রমাদপ্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল! অতএব মর্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অনবহিত ব্যক্তি অচিরে অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, স্ত্রী ও কীর্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশ পূর্বক স্তখে ইন্দ্র হোম করিতেছেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তক্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশত ক্ষুদ্র অরাতি হস্তে নিহত হইল। তাহার নিদ্রিতাবস্থায় শত্রু হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দশা উপস্থিত হইল!

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রোতনয়! তুমি অবিলম্বে গন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণ পূর্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রোতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকাদ্বিত-চিত্তে স্নানদগ্ধ সমভিব্যাহারে, রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাহার পুত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সমুদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই

দূরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

একাদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র, পৌত্র ও স্নহদগণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতাস্ত অভিভূত হইলেন । তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকমাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । তখন তত্রত্য স্নহদগণ নিতাস্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে “বিবিধ প্রকারে সাহুনা করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরুঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন । কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সম্মিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তাঁহার মুখ-কমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল । ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমারে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সাহুনা করিতে লাগিলেন । পুত্রশোকাক্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি স্তখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন ? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মন্ত-মাতঙ্গগামী স্তম্ভদ্রাতনয় অভিমন্যুরে বিন্মৃত হইলেন ? আপনি শিবিরमध्ये বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে স্থস্থির রহিয়াছেন ? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বখামা মুখপ্রস্থপ্ত বোরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে । যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রয়োপবেশন করিব । অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন । যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রয়োপবেশন করিলেন ।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয় মহিষী পাঞ্চালীরে প্রায়োপবিস্ত দেখিয়া

কহিলেন, যাজ্ঞসেনি ! তুমি ধর্মের মর্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে ; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে ; অতএব তুমি কি রূপে তাহার সমরযুত্যা অবগত হইতে সমর্থ হইবে ?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজ মণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মারে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। ‘চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমন পূর্বক কাতর স্বরে কহিলেন, হে নাথ ! ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ; অতএব স্ত্রররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বখামারে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে ? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম-বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে ; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা কাহারও অবদিত নাই। আর স্ত্রররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীরে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাভ্রা কীচকের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর ! তুমি পূর্বে যেমন এই সকল মহৎ কার্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাভ্রা অশ্বখামারে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ ! পুত্রশোকাক্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কান্সুকহস্তে কান্ধনভূষিত মহারথে আরোহণ পূর্বক নকুলকে সারথ্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাঁসনায় সুশর শরাসন বিস্তারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুরেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শন পূর্বক সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! সমরদুর্ধ্ব মহাবীর ভীমসেন অশ্বখামার নিধনার্ণ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক গান্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকী অশ্বখামার বিনাশ বাসনা গমন করিতেছেন । অন্যাণ্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয় । আপনি আজি তাহারে বিপদমাগবে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন । ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ । আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে প্রদান করাতেন তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বখামা কোপাবিস্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন । সপদশ্ম-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে চুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্মিত্ত অনতিসম্ভব চিন্তে তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদানপূর্বক কহিলেন, বৎস । ঘাবতর বিপদকালে কাহাবও বিশেষত মনুষ্যের প্রাণ এই অস্ত্র পবিত্র্যগ করিও না । আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্বক পুনর্বাণ কহিলেন, পুত্র । তুমি কখনই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না । তখন অশ্বখামা পিতার সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণে এককালে মগ্ধ লাভে হতাহ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিন্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । হে পরমরাজ ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমনপূর্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন । বৃষ্ণিবংশীয় বানগণ তাঁহারে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন । এক দিন আমি একাকী অবস্থান করি তেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাস্তদেব ! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ভপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে । আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমারে আপনার অরতিঘাতন চক্র প্রদান করুন । অশ্বখামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনা পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন ! দেব, দানব, গন্ধর্ভ, মনুষ্য, উবগ ও পতঙ্গগণ একত্র মিলিত হইলে বলবীৰ্য্যে আমার শতাংশেব একাংশও হইবে না । অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়ো-

জন নাই । আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে । এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সগৰ্ব্ব হইবে, তাহা প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তোমাতে প্রদান করিব । দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গৰ্ব্ব পূর্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্রকোটীসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল । আমিও তাঁহারে অচিরে চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম । তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বাম হস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না । তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য হইলেন না । পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোনক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন । তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত উদ্ভিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার 'তুল্য প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহারে পুত্র বলত প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম মহৎ শ্বেতশ্ব কপিধ্বজ অর্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই । আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহারে পুত্রহে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রত্ন্যস্ত্রও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই । আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদা ও শাস্ত্র প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই । তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে ? তোমার পিতা ভরতবংশীয়দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য । অতএব একরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্তব্য হইয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে ?

তখন দ্রোণপুত্র কহিলেন, হে প্রভো ! আমি আপনাকে পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম । যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের

সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্র ধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বখামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ দনরত্ন গ্রহণপূর্বক যথা সময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষপরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বুকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসন্ধাশ-রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধূর-কাঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে স্ত্রী এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কান্বোজ দেশীয় স্বর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্মনিস্থিত রত্নখচিত দিব্যধ্বজযষ্টি মূর্তিমতী মায়ার আয় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আয় স্ত্রশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমনকালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমন-বেগে অবনিমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সম্মিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বুকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্বক দ্রৌপদীতনয়নিহস্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বখামার লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহামি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অচ্যুত ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং ক্রুরকর্শী অশ্বখামা স্নাতক, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহারই সম্মিধান উপবিষ্ট আছেন। তখন মহাবীর ভীম দ্রোণপুত্রকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে শর শরাসন গ্রহণ পূর্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ অশ্ব-

খামা ভীমবল ভীমসেনকে মহাবেগে আগমন ও তাঁহার ভ্রাতৃত্বকে তাঁহারই পশ্চাত্তাগে বাস্তবদেবের রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল অনুমান করিয়া সেই বিপদকালে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার মানসে ঈষিকা গ্রহণ করিলেন । তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন । সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন উহাতে হতাশন প্রাচুর্ভূত হইল ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! মহাবাহু মধুসূদন অশ্বখামার আকার দর্শনে তাঁহার অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, সখে ! তোমার নিকট যে দ্রোণোপ-দিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ অস্ত্র ত্যাগের সময় সমুপস্থিত হই-য়াছে । তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনার পরিত্রাণার্থ সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ কর । তখন অরাতিনিপাতন অর্জুন বাস্তবদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক রণ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্বত্রই অশ্বখামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তি-বাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কার পূর্বক এই অস্ত্র প্রভাবে অশ্বখামার অস্ত্র নিরাকৃত হউক বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন । তখন দ্রোণপুত্রের ও অর্জুনের সেই তেজোমণ্ডলমাণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । ঐ সময় সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল ; সমুদায় জীব জন্তু ভয়ে কম্পিত হইল । আকাশমণ্ডলে ভীষণ শব্দ ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল এবং গিরিকানন পরিপূর্ণা সমাগরা ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল ।

অনন্তর সর্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব সেই দিব্যাস্ত্র-দ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বখামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা ও তাঁহাদের অস্ত্রতেজ নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্বক প্রজ্বলিত পাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, পূর্বে অনেক বিবিধাস্ত্রবেত্তা মহারথ ছিলেন, তাঁহারা মনুষ্যের উপর কদাপি এক্রপ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই । এক্ষণে ইহারা দুই জনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নিতান্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছেন ।

হে মহারাজ ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র চিত্তে স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতिसংহার করিবার মানসে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, “আমি অশ্বখামার অস্ত্র-বেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি । এক্ষণে উহার প্রতिसংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বখামা স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে । অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন । মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন । ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য । অন্তের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন । ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্মিত । ব্রহ্মচারী ভিন্ন অণ্ড ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না । ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারের চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে । মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন । তিনি ইতিপূর্বে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বখামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্তী অবলোকন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি অতিদীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম ! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণ-রক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি । ভীমসেন সমরাস্ত্রনে দুর্ব্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা গতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না । হে ব্রহ্মন্ ! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গতি কুর্কর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই । এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে ।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস ! মহাত্মা অর্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত

থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; অচিরে উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্য হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্বাস্ত্রবিশারদ ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহারে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনারুণ্ঠি হইয়া থাকে। এই জন্ম মহাবীর অর্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণ-তনয় ! এক্ষণে আপনারে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজষি যুদ্ধিষ্ঠির কখনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উঁহার সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন অশ্বখামা কহিলেন, মহর্ষে ! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পল্লব, রাক্ষস ও তক্ষর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন ; কিন্তু এই অমোঘ ঈশীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণপুত্র ! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায় ।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বখামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হস্তান্তঃকরণে তাঁহারে কাহ-
লেন, দ্রোণতনয় ! পূর্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাটনগরে বিরাটভূহিতা
অৰ্জুনের পুত্রবধু উত্তরারে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারী ! কৌরববংশ
উৎপন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে । কৌরব-
বংশের পরিস্ফীণাবস্থায় এই পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরিক্ষিৎ
হইবে । হে আচার্য্যতনয় ! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা
কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরিক্ষিৎ নামে
এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে ।

তখন মহাবীর অশ্বখামা কুহোর মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত
চিত্তে কহিলেন, কেশব ! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক যাহা
কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না । আমি যাহা কাহিয়াছি, তাহাই ঘটিবে ।
দেখ, তুমি বিরাটভূহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ ; কিন্তু আমার
এই অস্ত্র অচিরে তাহাতে নিপতিত হইবে । বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয় !
তোমার দিব্যস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না । কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায়
জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে । হে দ্রোণাজ্ঞ ! মনীষিগণ
তোমাতে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন । তুমি বালকঘাতী,
অতএব তোমাতে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ।
তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্ঞান প্রদেশে পর্য্যটন
করিবে ; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না । তোমাতে সর্বপ্রকার
ব্যাধিগ্রস্ত ও পুষ্যশোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ
করিতে হইবে । আর পাণ্ডবকুলতিলক পরিক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদা-
ধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে
যষ্টিবৎসর পৃথিবী পালন করিবে । হে নিকোঁধ ! তোমার সমক্ষেই পরি-
ক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে তুমি তাহাকে অস্ত্রানলে
দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব । আজি তুমি
আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর ।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাজ্জ্ঞ ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন পূর্বক কুকার্য প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমারে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বখামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন ! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বখামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্বক বিষমমনে সর্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বরে কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক প্রায়োপবিস্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিত চিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত মনে দ্রৌপদী সম্মিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্বক উপবিস্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীরে অশ্বখামার শিরোগণি প্রদান পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহস্তারে পরাজয় করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি ; এক্ষণে তুমি উথিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ পূর্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্ঘ্যোধন সম্মিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, মধুসূদন ! ধর্মরাজ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি ! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্যানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে ; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কষ্টকস্বরূপ দুরাত্মা দুর্ঘ্যোধনের বিনাশ সাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন

অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না । আমি অশ্বখামারে পরাজয় পূর্বক
ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি । তাহার সমগ্র যশ অপহৃত
হইয়াছে ; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিযো-
জিত ও আনুধ্রুত হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে ।

হে মহারাজ ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ ! আমার মনোরথ সফল হইল । দেখ, গুরু-
পুত্রও আমার গুরু, অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম-
রাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন । অনন্তর ধর্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে
সেই মণি গ্রহণ পূর্বক গুরুর উচ্ছিন্ন জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন ।
মণি ধর্মরাজের মস্তকে সম্মিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত পর্বতের ন্যায়
তাঁহার অপূর্ব শোভা হইল । তদর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিগল্যে
গাত্রোত্থান করিলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে
স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া
বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন ! পাপাত্মা নরাধম অশ্বখামা কি রূপে আমার
মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতান্ত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদ-
তনয়গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণ-
পুত্র কর্তৃক নিহত হইল । মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণা-
চার্য্যও তাঁহার সন্মুখীন হইতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই বীর কি কারণে
অশ্বখামার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল । ফলত অশ্বখামা এমন কি উপায়
অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার
করিলেন, তাহা কীর্তন কর ।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেবদেব মহাদেবের
শরণাগত হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপা-
তিত করিয়াছে । ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীৰ্য্যের কথা দূরে থাকুক,
অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন । তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও
নিপৌড়িত করিতে সমর্থ হয় । আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন

কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি । তিনিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তঃস্বরূপ । তাঁহার প্রভাবে এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে । পূর্বের লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন, তুমি অচিরে ভূতগণের সৃষ্টি কর । ভগবান্ দেবদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্বত্র প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ পূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন । বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন । তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতারে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি অম্ম কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি । তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই । মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন । অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মকার্য্য নির্বাহ কর । তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি মণ্ড প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন । ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে । অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টি কর্তার ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা দাবমান হইল । তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! প্রজাগণের আহার নির্দেশ পূর্বক আমারে পরিত্রাণ করুন । ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ঔষধি প্রভৃতি স্বাবর পদার্থ সমুদায় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । তাহারই নিয়মানুসারে দুর্বল প্রাণিগণ বলবান্দিগের আহারার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রশ্রয় করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুপ্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহারে সাস্তুনা করত কহিলেন, মহাদেব ! তুমি এত দীর্ঘ কাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে ;

আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, বিধাত ! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে । অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি ? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিগিত অম্ম সৃষ্টি করিয়াছি । প্রজাদিগের ন্যায় ঔষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে । ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্বতে প্রস্থান করিলেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন । তাঁহার যজ্ঞ-ভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়া ছিলেন । তখন কৃতিবাসা ভূতপতি দ্বীয় ভাগ কল্পনা না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন । হে মহারাজ ! লোক-যজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিস্কু পরিমাণ এক শরাসন নিৰ্ম্মাণ করিলেন । বমট্কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল । তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধভরে সেই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন । তাঁহারে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন । পর্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল ; সমীরণ স্থির হইলেন ; ছত্ৰাশনও আর পূর্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন না ; অন্তরীক্ষমাধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতি রহিল না ; চন্দ্রমণ্ডল একবারে শোভাবিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিময়-জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল । অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিধ্ব করিলেন । যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল । মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না । তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপকোটী দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পুষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন । তখন দেবগণ ও যজ্ঞাস্থ সমুদায় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন । মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রোবিত করিয়া হাস্য বদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতি রোধ করিলেন । ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল । তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসনবিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন । তদ্বর্ণনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্ত্রী ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন । সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল । অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজ-যুগলদ্বয় ও পুষারে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন । তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল । দেবগণ সমস্ত হবণীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন ।

হে ধর্শ্বনন্দন ! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল । এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বখামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে । অশ্বখামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব-প্রসাদেই এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে কার্য্যাস্তর সাধনের চেষ্টা করুন ।

ঐবীক পর্ব সমাপ্ত ।

সৌপ্তিক পর্ব সম্পূর্ণ ।

পুরাণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মহাভারত ।

দ্বিতীয় পর্ব ।

সর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত
হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

—o*o—

শ্রীমত্যা চরণ বসু কর্তৃক,

শ্রামপুকুর,—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত ।

অষ্টম সংস্করণ ।

“লংসারের সমস্ত ব্যাপার এই মহাভারতের অন্তর্গত, ইহাতে যাঁহা নাই,
তাঁহা আর কুণ্ডাপি দেখা যায় না ।”

ঋষিবাক্য ।

কলিকাতা,

এন্স, এন্স, প্রেস,—২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

ভূমিকা ।

পুরাণসংগ্রহের এই খণ্ডে জ্ঞীপর্বে প্রকাশিত হইল । এই পর্ব জল-প্রাদানিক, জ্ঞীবিলাপ ও আত্ম পর্বাধ্যায়ে বিভক্ত । মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্বের ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, কৌরবকামিনীগণের সমরাজ্ঞান দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তরে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । এই পর্বের অঙ্করাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতিপরায়ণা গান্ধারী পুঞ্জশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে “তুমি যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হইবে” বলিয়া শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করাতে অনুরোধ করিয়া সর্ব সমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ জ্ঞীপর্ব রচনা করিয়া স্বায় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন । এই পর্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই ।

কলিকাতা ।

১৭৮৫ শকাব্দ ।

}

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

মহাভারতীয় জ্ঞীপর্বেৰ সূচিপত্ৰ ।

প্ৰকল্প	পৃষ্ঠা
জলপ্ৰাধানিক পৰ্ৱাৱন্ত—পুত্ৰাৱন্তেৰ শোকাপনোদনাত্ৰ উপদেশ প্ৰদান	১
পুত্ৰাৱন্তেৰ সময়াল্পন দৰ্শনাৰ্থ গমন	১৭
অষ্টখামা ৰূপাচাৰ্য্য ও কৃতবৰ্ম্মাৰ পুত্ৰাৱন্তেৰ সমীপে গমন	১৮
পুত্ৰাৱন্তেৰ লোহময় ভীম ভঙ্গ	২০
পুত্ৰাৱন্তেৰ ক্ৰোধ সম্বলণ	২২
ব্যাস কৰ্ত্তক গান্ধাৰীৰ আখ্যাস প্ৰদান	২৩
কুন্তীৰ পুত্ৰদৰ্শন	২৬
জ্ঞীবিলাপ পৰ্ৱাৱন্ত—গান্ধাৰীৰ যুদ্ধভূমি দৰ্শন	২৭
গান্ধাৰীৰ হৰ্য্যোধান দৰ্শন	৩০
গান্ধাৰীবাৰা	৩২
কুৰুৰ প্ৰতি গান্ধাৰীৰ অভিসম্পাত	৪৪
প্ৰাকপৰ্ৱাৱন্ত—কৌৰৱদিগেৰ ঔদ্ধদেহিককাৰ্য্য সমাধান	৪৫
কুন্তী কৰ্ত্তক কৰ্ণেৰ জন্মবৃত্তান্ত কথন	৪৭

জ্ঞীপৰ্বেৰ সূচিপত্ৰ সমাপ্ত ।

মহাভারত ।

দ্বিতীয় পর্ব ।

জলপ্রাদানিক পর্বাদ্যায় ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ ! কুরুরাজ দুর্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন ? আমি অশ্বখামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম । অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মুকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুল চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে । বহুমতী জনশূন্য হইয়াছে । যে স্বকল ভূপাল দুর্যোধনের সাহায্যার্থ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন । অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, স্বহৃদ, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুত্রশোকাদিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত ক্রমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয় ! আমার পুত্র, অমাত্য ও স্বহৃদগণ নিহত

হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমারে দীন হীনের স্মায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গ-
গের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধু-
বিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্বের পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব স্তভামধ্যে হিতোপদেশ
প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধি-
রের স্মায় অবস্থান করিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ
করিতে হইল। হায়! বৃষভভূল্য মহাবীর দুর্ঘ্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্য-
ভূল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ
হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছি যে, আমারে এইরূপ দুর্দশা-
গ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব জন্মে কোন না
কোন দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমারে এরূপ দুঃখভাগী
করিবেন। দৈব প্রতিকূল হওয়াতেই আমারে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু
বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার ভুল্য হতভাগ্য আর
কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমারে ব্রহ্মলোক গমনের সুদীর্ঘ
পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে
নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সাস্তুনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃদ্ধ-
গণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সঞ্জয় পুত্র-
শোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,
তাঁহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্ঘ্যো-
ধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় স্নহদগণের বাক্য গ্রহণ
করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন।
এক্ষণে তাঁহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিদ্ধরূপ
হইয়া আপনারেই ছেদন করিতেছে। দুঃখতি দুর্ঘ্যোধন নিতান্ত ক্রুর,
অহঙ্কারী, অন্নবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি,
চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব

গাঙ্গারী, বিহুর, দ্রোণ, কূপ, বায়ুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষি-
গণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই । সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ
করিত । সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে । আপনি
বুদ্ধিমান ও সত্যবাদী । ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্তী হওয়া
নিতান্ত অবিধেয় । দেখুন, আপনি ধর্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধা-
ভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয়
বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে । আপনি পূর্বে উভয় পক্ষের
মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে
সমভাব প্রদর্শন করেন নাই । হে মহারাজ ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনু-
তাপ করিতে না হয়, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প ।
আপনি পুত্রের প্রীতি সাধনার্থ তাহারই মতামুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন ।
সেই নিমিত্তই আপনারে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল । যে আপনার পতন
বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে,
তাহারে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার আয় অনুতাপ করিতে হয় ।
যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন । শোক অর্থলাভ,
ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক । যে ব্যক্তি স্বয়ং
অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ভ হয়, তাহারে
কখনই পণ্ডিত বলা যায় না । পূর্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ, মৃত
ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ ছত্যাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন ।
আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের আয় দগ্ধ হইয়াছে ।
অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্তব্য নহে । আপনি অশ্রুজল
দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ । পণ্ডি-
তেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তি-
দিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে । অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈর্ঘ্য-
বলম্বন করুন । মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত
করিতে লাগিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হে জনমেজয় ! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিহুর অমৃতভূল্য বাক্যে

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ; অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন । কিছুই চিরস্থায়ী নহে । ক্ষয় স্তপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত । কৃতান্ত বীর ও ভীৰু উভয়কেই আকর্ষণ করেন । অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধৰ্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন ? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে । ফলত কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । হে মহারাজ ! প্রাণিগণের জন্ম গ্রহণের পূর্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে । স্ততরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি ? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না ; তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন । কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন । কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে । তৃণাশ্রয় সমুদায় যেমন বায়ুবেগের বশীভূত হইয়া উড়টীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে । হে মহারাজ ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে । কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে । অতএব মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি ? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না । তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন । ঐ সকল বীর স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ ; বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সন্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন । স্ততরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি । আর দেখুন, জন্ম-গ্রহণের পূর্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন ; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই । স্ততরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য । হে মহারাজ ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া

থাকে । এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক ; সুতরাং যুদ্ধপ্রযুক্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে । ষাঁহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন । দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই । বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অণ্ডে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না । সেই সমস্ত 'মুহাবীর' বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ ছত্যাশনে শরনিকররূপ আত্মত্যাগ প্রদান পূর্বক অরতিগণের শরবেগ সহ করিয়াছেন । হে মহারাজ ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভের মূলতপস্বী পথ আর কিছুই নাই । সেই সমস্ত মহাবীর পরাক্রান্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন । তাঁহা-দিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত । এক্ষণে আপনি শোক-বেগ সম্বরণ পূর্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন । শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না । এই জগতে মহত্ম মহত্ম লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে । এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে ; তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মুখ-কেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না । হে মহারাজ ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্ৰীতি নাই । কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীণ্য প্রকাশ করে না ; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে । সকল প্রাণীই কাল প্রভাবে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হয় । সকলে নিদ্রিত হইলেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে । উহারে অতিক্রম করা নিতান্ত অসম্ভব । দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; বিশেষতঃ লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন ক্রমেই লিপ্ত হন না । হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন ? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না । দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃত ঔষধ । নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রভূত পরিবর্তিত হইতে থাকে । অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত

ও ইচ্ছাবিযোগ এই দুই কারণ বশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়। হে মহারাজ ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থ চিন্তা বা স্নেহভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও জীবন নাশই হইয়া থাকে। মুখেরা বিশেষ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসম্মত হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সম্ভোগ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অম্ম কাহারই দুঃখ দূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। 'পূর্ব্বকৃত', 'কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে' এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্নেহ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তির। কখনই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহুপাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—মহাত্মন ! তোমার পরম উপাদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায় তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইচ্ছাবিযোগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কি রূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও স্নেহ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক স্নেহদুঃখ-বর্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের স্তায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্,

মূৰ্খ, ধনবান্ ও নির্জন সকলে একত্রে হইয়া স্নানপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহা-দিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে ? লোকে আপনার বুজির দোষেই পরম্পর লিপ্ত হইয়া থাকে । পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায় । কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই । লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন । প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । কৰ্ম্ম দ্বারা স্বৰ্গ ও দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশ্যই হউক ও শবশই হউক, সততই কৰ্ম্মভার বহন করে । যেমন মুখ্য ভাণ্ডের মধ্যে কতগুলি কুলালচক্রে আরুঢ়, কতগুলি কিঞ্চিৎ আকার সম্পন্ন, কতগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতগুলি ছিন্ন, কতগুলি অবরোপ্যমান, কতগুলি অবতীর্ণ, কতগুলি শুষ্ক, কতগুলি অনলদগ্ধ, কতগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গৰ্ভবাসকালে, কেহ কেহ প্রসবাস্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে । ক্ষুণ্ণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । হে মহারাজ ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন ? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যে সকল বিজ্ঞ লোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিতচেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হয় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বাক্যবিশারদ ! অতি দুঃখের সংসারের গতি কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থরূপে উহা কীর্ত্তন কর ।

বিদূর কহিলেন, মহারাজ ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । জীব সর্ব প্রথমে গর্ভমধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে । পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে । পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে উর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া ঘোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয় । এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইতে থাকে । তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহারে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে । এই সমুদায় আমিশলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সম্মিধানে সমাগত হয় । ব্যাধি সকল কৰ্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহারে নিপীড়িত করিতে থাকে । মনুষ্য, বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্রান্ত হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না । ঐ সময় কাহারে সংকৰ্ম্ম আর কাহারেই বা অসংকৰ্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না । তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাজ্ঞী ব্যক্তিরাই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকে । ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু যমদূত তাহারে যথাকালে আকর্ষণ পূর্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে । সংসারের কি চমৎকার গতি ! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনারে উপেক্ষা করে । ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একেবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলিন্য মর্যাদা প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদৰ্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে । অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূৰ্খ জ্ঞান করে ; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না । যখন প্রাজ্ঞ ও মূৰ্খ, ধনবান ও নির্ধন এবং মর্যাদাপন্ন ও মর্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক একত্র হইয়া অস্থিভূমিষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না । যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে । হে মহারাজ ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে,

তাহার অস্ত্রে পরম গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বিছুর ! যে বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্তন কর ।

বিছুর কহিলেন, মহারাজ ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার নমস্কার করিয়া আপনার আশীর্বাদরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মহাবিগ্গ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন । পূর্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশা-চরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূর্ণিত । উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয় । সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অস্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব এত ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন । কিন্তু কোন ক্রমেই সেই বনচর-দিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও গৈলের স্রোত সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ । এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয়দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে । ঐ কাননে স্তম্ভ চূণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল । দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতান-জড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া উর্দ্ধপাদে অধোমুখকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের স্রোত লম্বমান রহিলেন । ব্রাহ্মণ যে কূপमध्ये লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাহার অন্য এক উপ-দ্রব উপস্থিত হইল । তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা যড়-বস্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃকের সমীপে আগমন করিতেছে । ঐ বৃকের প্রাণাধায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধু-করগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণগণের প্রার্থনীয় ব্রাহ্মণ ও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতগুলি কৃষ্ণসর্প ও

শ্বেতবর্ণ মুষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । হে মহারাজ ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল । ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি-লাভে সমর্থ হইলেন না । বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল । তখন ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্বেদ উপস্থিত হইল না । হে মহারাজ ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মুষিকদশনছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মধুলুপ্ত মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—হায় ! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই । তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সন্মত হইলেন ? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীৰ্ত্তন কর । তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে মুক্ত লাভে সমর্থ হয় । ইতিপূর্বে আপনারে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার । উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানব-গণের দেহ স্বরূপ । ঐ কূপের অধোভাগে যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যাগণের সর্বসংহারকর্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল । ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং বাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যাগণের জীবিতাশা । যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর ; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দাদশ

চরণ দ্বাদশ মাস । যে সকল মুষিক ও পক্ষগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহার প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি । আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহার কাম । আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস । মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে । হে মহারাজ ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এইরূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—মহাজ্ঞান ! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্তন করিলে । তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্বার কৌতূহল হইতেছে ।

বিভুর কহিলেন, মহারাজ ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন, আমি পুনর্বার সেই বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নির্বোধ লোকেরা এই সংসার পর্যটন ক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসার-গহনকে পথ বলিয়াও নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন । স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন । ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে । যদি কেহ কোন ক্রমে ব্যাধির হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহারে আক্রমণ পূর্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য একরূপ নির্বোধ যে, ঐ রূপ ছুরবন্ধাতেও কোনক্রমে জীবিতবাসনা পরিত্যাগ করে না ; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে । সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ ও পরমাণু ক্ষয় করিতে থাকে, কিন্তু ঐ নির্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না । সকলে স্ব স্ব কর্মানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার গজ ও কন্যা ও বুদ্ধি

ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্তন করেন । যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুঝিরূপ প্রগ্রহ দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহারে এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয় । আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুক্ত না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না ।

হে মহারাজ ! মানবগণকে এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অতএব বুজিমান ব্যক্তির 'সেই দুঃখ' নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য কর্তব্য । উহাতে উপেক্ষা করা কোনরূপেই বিধেয় নহে । উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবদ্ধিত হইতে থাকে । ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবজ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শাস্তি লাভে সমর্থ হন । আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, স্ত্রী ও পুত্র বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখ ভোগ করে । সংযত চিত্ত সাধু ব্যক্তির জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগপূর্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন । চিত্তশৈথল্য দুঃখ বিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে । অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন । দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব । যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণপূর্বক ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমনভয় পরিহারপূর্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন । আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন । অভয়দানে যে রূপ ফল লাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফল লাভ হয় না । প্রাণিগণের মধ্যে দ্বিজা. অপেক্ষা প্রিয়তর বস্ত্র আর কিছুই নাই । কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না । অতএব সর্বদা সর্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্তব্য । অসুক্ষ্মদর্শী ভ্রাস্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে । আর সূক্ষ্মদর্শী মহাদ্বারা শাস্ত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! পুত্রশোকাক্ত রাজা দ্বুতরাষ্ট্র বিহুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন কৃষ্ণবৈশম্পায়ন,

বিহুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বহুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহুকণ জ্বলন্ত জলসেক, তালবৃন্ত বীজন ও গাত্রসংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাঁহার মুচ্ছা অপনোদন করিলেন । এইরূপে অন্ধরাজ বহুকণের পর সংজ্ঞা লাভ পূর্বক পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে দ্বিজসন্তস ! মানবদেহ ধারণে দ্বিৎ । গমুয্য দেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব বিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষায়ী সদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দম্ব ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে । দুঃখায়িতে দেহ দম্ব হইলে লোকে অচিরে মৃত্যু প্রার্থনা করে । এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতই আমার এইরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে ; অতঃপর প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না ; অতএব আমি আজিই কলেবর পরিত্যাগ করিব । মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া ভূমীস্তাব অবলম্বন করিলেন ।

তখন গহবির বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি তোমারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । তুমি সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্মিক । কোন বিষয়ই তোমার অবদিত নাই । মর্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ । যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তিগাত্রেই মৃত্যু নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্ব্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন । স্ততরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত ও অখণ্ডনীয় ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? মহামতি বিহুর সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চিরকাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ।

হে বৎস ! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি সর্বর্ণে শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীৰ্ত্তন

করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সময় বহুমতীও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা পূর্বে ব্রহ্মার নিকটনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন সর্বলোকপূজনীয় বিষ্ণু বহুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বহুমত্রে ! "ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দুর্যোধন তোমার কার্য্য সাধন করিবে। যে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে ; ঐ চুরাঙ্গার কার্য্য সাধনার্থ অগ্ন্যাগ্ন ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বন সম্পাদন করিলেই তোমার ভার লাঘব হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।

হে মহারাজ ! তোমার পুত্র দুর্যোধন লোক সংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপল-স্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্বিনীত ছিল। দেবপ্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্যোধনের ণায় অগ্ন্যান্য অনেক ভূপতিও লোকবিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা ধর্মপরায়ণ হইলে অধর্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। দুষ্ঠ রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত চুরাচার ছিল ; তাহাদের দোষেই সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অনুমাত্র অপরাধ নাই। পূর্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার বাহ্য কর্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্য শ্রবণে বাহ্য পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে

বৎস ! এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম । অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর । আমি পূর্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম । যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন । কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই । কি স্বাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম গতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই । তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধি-বিশারদ এবং প্রাণিগণের সদগতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমারে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না । ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর । তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন । তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি ? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোমুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে । অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্বাপিত করাষ্ট তোমার অবশ্য কর্তব্য ।

হে জনমেজয় ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি । বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্ম-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈব প্রভাবেই নিহত হইয়াছে । অতএব আর আমি প্রাণত্যাগের বাসনা বা শোক করিব না । মহারাজ ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অস্ত্রহিত হইলেন ।

নবম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন,—ভ্রাতৃবান্ ! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন ? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরজন্য

কি কার্যের অসুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বখামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন; তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গীপে আগমন পূৰ্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! নানাদেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচৈতন্য ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সৰ্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিভূর তাঁহারে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বের অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিরে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহলোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এত স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুত তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সময়ে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ঘেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করেন, অস্ত্রাশ্র লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা

প্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদবেতা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রাম-বিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনার্যাসে শত্রুনিষ্কিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গ-লাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শৌচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সম্বরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কৰ্তব্য কার্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহাত্মন! তুমি গান্ধারী, কুন্তী, ও অন্যান্য মহিলাগণকে আবলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসম্প্রাপ্ত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকাক্ত গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অস্তুঃপুরচারিণীদিগকে সমাভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোকসম্প্রাপ্ত চিত্তে আর্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কোরবগণের প্রতিগৃহে আর্তনাদ হইতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্বে দেবগণ ও যে রমণীগণের যুধামলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্র-পথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতাকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্বক হরিণীগণ যেমন যুধপতির বিনাশে দুঃখার্ভ হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিত চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া

পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোক সংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকারেই কর্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্বে যে কামিনীগণ সখাজনের নিকটেও লজ্জায় নত্মুখী হইয়া থাকিতেন, এক্ষণে শ্বশুরদিগের সমীপেই লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক একবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া দুঃখিতমনে সমরাস্ত্রনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক ও বেষ্টারী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলাগণের আৰ্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অগ্ৰাণ্য সমুদায় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকাক্ত গাঙ্কারীরে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজা ! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীক চিত্তে বীরজনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় স্থানির্মল দিব্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সময়ে পরা-

যুদ্ধ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই । প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়-গণের সমরমুভ্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । অত-এব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য নহে । আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও আমি আমরা তিন জন, ছুরাঙ্গা ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্ঘোষনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্বক নিদ্রাভিত্ত পান্ডবপৈক্যীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি । ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডালগণ ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে । আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশপূর্বক পরিণেমে মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্ঘাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি । পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্রদিগের নিধনবার্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদের সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে । অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না । এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া আমাদের প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন । মহারাজও আমাদের গমনে অনুমতি প্রদান পূর্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করুন ।

হে জনমেজয় ! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণপূর্বক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা কিয়দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ পূর্বক উদ্বিগ্ন চিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন ! মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বখামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্বের ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই মহারথ পাণ্ডবগণ পশ্চিমধ্যে অশ্বখামারে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক পরাজিত করেন ।

ষাটশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিজ্রাস্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাহুদেব, সাত্যকি, যুধুৎশ ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন । দ্রোপ-

দীও দুঃখশোকাকুলিত চিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর ধর্মনন্দন কিয়দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোক-সীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত্ত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন । কামিনীগণ কুরুর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হা ধর্মরাজ ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনুশংসতা কোথায় গেল ! তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনশ করিলে ! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না ! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন । তৎপরে অচ্যুত পণ্ডেবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দেশপূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন ও সাস্তুনা করিয়া স্বীয় দুর্দ্দাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সঙ্কুচিত হইয়া ভীমসেনরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে । হে মহারাজ ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বায়ুদেব ইহার পূর্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুর্দ্দাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাব দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন । অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবারাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আশ্চর্য্যে হুইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল । তখন তিনি গোণিতসিক্ত কলেবরে পুঙ্খিত পারিজাতের ম্ভার অচিরে সূতলে নিপতিত হইলেন । মহামতি সঞ্জয় তাঁহারে অবলম্বন পূর্ব্বক সাস্তুনা করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে হা ভীম ! হা ভীম !

বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন পুরুষপ্ৰধান বাসুদেব অন্ধ-
রাজকে ক্ৰোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ !
আর শোক প্ৰকাশ করিবেন না । আপনি লৌহময় ভীমকে চূৰ্ণ করিয়াছেন ;
প্ৰকৃত ভীমকে বিনাশ করেন নাই । আমি আপনাকে নিতান্ত ক্ৰোধাবিক্ত
দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তৰ্গত বোধ করিয়া অগ্ৰেই অপসারিত করিয়া-
ছিলাম । আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই । আপনি ভূজযুগল দ্বারা
পরিগ্রহ করিলে কোন ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে । কৃতাস্ত্ৰের সম্বিহিত
হইলে যেমন কেহ জীবিত সত্ত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার
বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমৰ্থ হয় না । আমি
সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুৰ্য্যোধননিৰ্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্ৰতিমূৰ্ত্তি প্ৰদান
করিয়াছিলাম । হে মহারাজ ! আপনার মন পুঞ্জশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও
ধৰ্ম্মভাবশূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভি-
লাষ করিয়াছিলেন । কিন্তু বস্তুত ভীমকে সংহার করা আপনার শ্ৰেয় নহে ।
দেখুন, আপনার পুঞ্জগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না । নচেৎ আমরা পূৰ্বে
শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকাৰ্য্য হইতে
পারিলাম না ? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষরূপে অনুধ্যান করিয়া শোক
পৰিত্যাগ করুন ।

ত্ৰয়োদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্র প্ৰক্ষালনাদি
শৌচক্ৰিয়া সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, নরনাথ !
আপনি সমস্ত কাৰ্য্যকাৰ্য্য বিবেচনায় সমৰ্থ ও বহুদৰ্শী এবং বেদ, পুৰাণ ও
রাজধৰ্ম্ম প্ৰভৃতি বিবিধ শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিয়াছেন । তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং
অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্ৰকাশ করিতেছেন ? তৎকালে আমি, ভীষ্ম,
দ্রোণাচাৰ্য্য, বিদূর ও সম্ভয় আমরা সকলে আপনাকে কহিয়াছিলাম যে,
পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীৰ্য্যশালী ; সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই
অবশ্য কৰ্ত্তব্য । হে মহাত্মন ! আমরা ঐ রূপে বারংবার আপনাকে সন্ধি
স্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদের বাক্য উল্লঙ্ঘন
করিলেন ; কোন ক্ৰমেই তদনুরূপ কাৰ্য্য করিলেন না । দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি

মহাপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন । আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদগ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয় । আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্ঘোষনের বশবর্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুঃখবহুগ্রস্ত হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ভীমের অপরাধ কি ? যে নীচাশয় স্পর্ধাপূর্বক দ্রৌপদীরে সর্ভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহারে বিনাশ করিয়া বৈর নির্ধাতন করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ অন্ধ্যায় কার্য করিয়াছিলেন, আর দুর্ঘোষন ও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন ।

হে জনমেজয় ! দেবকীপুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব ! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎসমুদায়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম । তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই । যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি ; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে ; অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব । আমার তনয়গণ ও অন্ধ্যায় : ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আশ্রয় হইল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন । পুত্রশোকাক্তা পতিপরায়ণা গান্ধার-রাজকুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন । ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্বভূতভাববেত্তা সত্যবতী-

পুত্র বৈদবাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহন পূর্বক মনোমারুতবেগে অচিরে পুত্র-বধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে শাস্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্বক শাস্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতিপূর্বে তোমার পুত্র দুর্ঘোষন অরাতি-গণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্বক কহিয়াছিল, মাত! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহারে কহিয়াছিলে, বৎস! যেখানে ধর্ম, সেইখানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহার পূর্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল, আজ তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্তব্য। যেখানে ধর্ম, সেইখানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম ও পূর্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্বক এক্ষণে কোপ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহার। যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃतरাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্তব্য। দুর্মতি দুর্ঘোষন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্ঘোষনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্বক তাহারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাহুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্মই আমার কোপানল প্রদ্বলিত

করিতেছে । সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমুদ্ভিষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য ?

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীত চিত্তে তাঁহারে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাত ! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন । আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি । ধর্ম্মযুদ্ধে তাহারে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমারে বিনাশ করিলেই রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম । পূর্বে আপনার পুত্র দুর্ষ্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল । বিশেষত তাহারে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সমাগরা বনুক্ষরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি । হে আর্ষ্যে ! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীরে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহারে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম । হে আর্ষ্যে ! রাজা দুর্ষ্যোধন এই রূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেণ প্রদান করিয়াছে । আমি সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি । এক্ষণে দুর্ষ্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষশূন্য হইয়াছি ।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম ! তুমি বৈরনির্ব্বাতন মানসে দুর্ষ্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর মাই । আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রুর ও অনাৰ্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । তখন ভীমসেন কহিলেন,

আর্য্যো ! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্তব্য ; বিশেষত জ্ঞাতা আত্মার তুল্য, হুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি । কিন্তু বস্তুত আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর ওষ্ঠ গতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই ; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল । এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন । বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনীর আত্মজগণ অতিশয় হ্রস্ব হইয়াছিল । আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যুতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম । সেই প্রতিজ্ঞা গদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরুক রহিয়াছে । যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমারে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত ; এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না । আপনীর পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল । পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমারে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন ?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না ? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত । এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে । যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার ঐরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না ।

হেঁ মহারাজ ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায় ? তখন ধর্ম্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির কৃতাজলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি ! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস এক আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্রি হেতু ; আপনি এক্ষণে আমারে

অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র।
 আর্য্যে! আমি মিত্রজ্যোহী ও মুচ। আমি যখন তাদৃশ হৃদয়গণকে বিনষ্ট করি-
 যাছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই
 বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম
 করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যা-
 হত না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার
 অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির
 কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের
 পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া
 ইতস্তত জমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রমহিষী গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ
 পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সাস্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর
 নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীকণ
 না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ
 আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে
 অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার
 করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীরে
 ভূতলে নিপতিত ও অনর্গল নির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর
 অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—আর্য্যে! এক্ষণে
 অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল! তাহারা বহু দিনের পর এখনও
 আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না! আমি যখন
 পুত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাল-
 লোচনা কুন্তী স্বাক্ষসেনীরে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত
 আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয়
 পুত্রবধুর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর
 দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকহুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি,
 এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোককর কালকৃত ও মন্যমতারা।

পূর্বে মহামতি বাহুদেব শাস্তিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য না হওয়াতে মহাত্মা বিহুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল । এক্ষণে এই দুর্শিবার হত্যাঞ্চল অতিক্রান্ত হইয়াছে ; অতএব এ সময়ে আর শোক প্রকাশের আবশ্যিকতা নাই । যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয় । আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি ; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদেরকে আশ্বাসিত করিবে ? বস্তুত আমরাই দোষে এই কুলক্ষয় হইল ।

জলগোদানিক পর্বাদ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রীবিলাপ পর্বাদ্যায় ।

—*—

বোধন অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ! ত্র্যম্বকচরিত্রী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীয়ে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন । ঐ স্থান ভয় রথ, অশ্ব, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের রুধিবোক্ষিত মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল । অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে উত্সাহিত ধাবমান হইতেছিল । দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাহুদেব ও বজ্রবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রদূত করিয়া কৌরব মহিলাগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামভূমিতে গমন করিলেন । অনাথা কৌরবগণিতাগণ ক্রুদ্ধকৃত্রিম সন্মুখস্থিত হইয়া দোখলেন, তাহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্তা প্রাণ, পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন । গোমাস্ত্র, বল, বায়স, ভূত, শিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিমিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে । কামিনীগণ এইরূপে

সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিহ্ন বান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন । কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্থলিতদেহ হইয়া ধরাশয়্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশত বিচেতন হইয়া পড়িলেন । ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরব-কামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না ।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দিক পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন মধুসূদনকে সন্মোদন পূর্বক করণ বচনে কহিলেন, বৎস ! ঐ দেখ, আমার বধুগণ অনাথা হইয়া আলোলিতকেশে কুরুরীযুথের স্নায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃতদেহের নিকট ধাবমান হইতেছে । ঐ দেখ, সমরাস্রগ পুঞ্জহীনা বীরজননী ও পতিহীন বীর-পত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে । তেজস্বী পুরুষব্যাজ ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, ক্রপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ও প্রজ্বলিত পাবকের স্নায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন । ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য গণি, অঙ্গদ, কেশুর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, স্তম্ভীক্স খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে সম-লঙ্কত হইয়াছে । ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে । হে মধুসূদন ! সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে । কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এক-কালে পঞ্চভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণ পূর্বক ভক্ষণ করিতেছে । মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয় ! হায় ! আজি ঐ সকল দুর্ঘ্যোজনবশবর্তী অমর্যপরাগণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শাস্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কক্ক, বল, শোন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন । বাঁহারা পূর্বে সুকোমল নির্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বস্ত্রধাতলে শয়ান রহিয়াছেন । বাঁহারা যথাসময়ে বান্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে । পূর্বে বাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিকালে ধুলিরিত হইয়াছেন । গৃধ্র,

গোমায় ও বায়সগণ এক্ষণে উহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ
 বারংবার ভীষণ চীৎকার করত উহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী
 নিহত বীরগণ নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ পূর্বক জীবিতের
 ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্য সমলকৃত ঋষভভূল্য অসংখ্য বীর
 নিশাচরগণ কর্তৃক ধরাতে বিঘটিত হইতেছেন। পরিষদারী সহস্র সহস্র
 মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ
 বর্ষ ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ
 করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীরপুরুষের স্তবর্ণগয় বিচিত্র হার
 চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী
 হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্বের উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা
 বাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর
 হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই
 দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুদ্ধ হইয়া
 গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুললোচনে দুঃখিতমনে ইতস্তত গমন করি-
 তেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া
 রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল
 প্রভাবে পরস্পরের অপরিষ্কৃত বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ
 করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-
 ত্যাগ পূর্বক দুঃখে নিম্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্তৃগণের
 মৃত দেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই
 দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন
 হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ
 করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য
 বীরের মস্তক যোজন করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত
 করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শর-
 সংহিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার মুচ্ছিত
 হইতেছে। কতগুলি মারী পশুপক্ষীর নখদন্ডাঘাতে কতবিকৃত ছিন্নমস্তক ভর্তৃ-
 গণকে সন্দর্শন করিয়া ও আপনাদিগের পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে

না। কেহ কেহ ভর্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রদিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখ্যগ বান্ধ, কুণ্ডলালঙ্কৃত মন্তক ও মাংসশোণিত সজ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব ! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ, যে এক্ষণে এইরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ! যখন আমারে পুত্র পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্ঘোষধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন গান্ধারী দুর্ঘোষধনকে দেখিবামাত্র শোকে মুচ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্বক হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্ঘোষধনের চারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অতিবিস্তৃত হইল। অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া সমীপবর্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব ! এই জ্ঞাতিবিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্ঘোষধন কৃতাজলিপুটে আমারে জয়াশীর্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, সংস ! যেখানে ধর্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাস্থগ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মাধব ! পূর্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু এক্ষণে বহুনাশক বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকা্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ন্দ্বজ দুর্ঘোষধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায় ! কালের কি আশ্চর্য্য গতি ! যে দুর্ঘোষধন কত্রিগণের অপ্রাপ্য ছিল, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। বাহা হউক, ঐ বীর যখন

বীরজনোচিত শয্যা শয়ন করিয়াছে, তখন উহার স্বহৃদ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই । আহা ! পূর্বের রমণীগণ যাহার চতুর্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিবজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া আশোদ করিতেছে । পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃহ সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে । পূর্বের অবলাগণ যাহারে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষীগণ তাহারে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে । ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ঘোষন ভীমসেনের গদা-প্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের চায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে । যে বীর সমরাজনে একাদশ আক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিকটকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাদুর্ভাগকে স্বীয় দুর্নীতিনিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল । হতভাগ্য দুর্ঘোষন মহামতি বিদূর, অন্ধ পিতা ও বুদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কাল-প্রাণে নিপতিত হইয়াছে । হে কৃষ্ণ ! পূর্বের এই পৃথিবীতে দুর্ঘোষনের শাসন-বর্তী, হস্তী, গো ও অশ্ব পরিপূর্ণ দেখিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে ইহারে অশ্বের হস্তগত ও শূন্য প্রায় দেখিতে হইল ; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি ? এক্ষণে অবলাগণকে যুত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে । ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুলনিতম্বা স্বর্গবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্ঘোষনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে । ঐ বরবর্ণিনী পূর্বের দুর্ঘোষনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায় ! আজি পুত্রসমবেত দুর্ঘোষনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না ! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকোত্তর ও দুর্ঘোষনের দেহ পরিমার্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে । ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্ঘোষনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরি-মার্জিত করিতেছে । হে বাহুদেব ! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদয় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

হে মাধব ! এই যে আমার শত সংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীম-
সেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে । এক্ষণে যে আমার
হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্বা-
পেক্ষা সমধিক ক্লেশকর । পূর্বে যাহারা অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ
করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদগ্রস্ত ও শোকাক্ত হইয়া ক্রুধিরাঙ্গ ভূমিতে
মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়দগণকে উৎসারিত করি-
তেছে । এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্ধ্যোধনমহিষী ঘোরতর জনক্ষয়
সন্দর্শনে দুঃখাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে । ঐ রাজপুত্রীরে অব-
লোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না । ঐ দেখ, কামিনীগণ
কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত
নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্ত ধারণ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে । প্রোঢ়
ও শ্ববির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে । ঐ দেখ, শ্রান্ত ও
মোহাবিস্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজ-
বাজিগণের বেহ ধারণ এবং কেহ বা স্যায় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ
করিয়া অবস্থান করিতেছে । বোধ হয়, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং
আগি পূর্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম ; সেই নিমিত্ত ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠির হইতে এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইল । ফলভোগ ব্যতীত পাপ
পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই । হে জনার্দন ! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্ন লজ্জাশীলা
অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের
ন্যায় শব্দ করিতেছে । সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুক হইয়া
গিয়াছে । হায় ! আজি আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য
লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল ! ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত
চর্ম্ম, সূর্য্যমণ্ডিত ধ্বজ এবং স্ববর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে
নিপতিত হইয়া ছত ছতাসনের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ঐ দেখ, মহাবীর
দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে । মহাবীর ভীমসেন উহারে নিপাতিত
করিয়া উহার সর্বাঙ্গের ক্রুধির পান এবং দ্যুতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ
করিয়া গদাঘাতে দুর্ধ্যোধনকে সংহার করিয়াছে । দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ধ্যোধন ভ্রাতা

দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয় চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রোপদীকে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি ! তুমি আজি দাসভাৰ্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, মহাদেব ও অৰ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর । আমি ঐ সময় দুৰ্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস ! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুৰ্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনির পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর । ভীমসেন তোমার বাকশল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উদ্ধাভিহত কুঞ্জেরে যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না । হে মাধব ! তৎকালে দুরাত্মা দুৰ্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়াও সৰ্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল । সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নিশ্চল হইল । ঐ দেখ, দুঃশাসন স্তবীৰ্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে । সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উহারে সংহার পূৰ্ব্বক উহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে ।

উনবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে বাহুবল ! ঐ দেখ, বিজ্ঞ জনসম্মত প্রিয়পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযুগ্মধ্যে শয়ান রহিয়াছে । মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার চাপগ্রহণকৰ্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে । ঐ দেখ, উহার অঙ্গবয়স্কা ভাৰ্য্যা নিতাস্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আগ্নেয়গুপ্ত গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেছে না । হায় ! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরমস্থখে কাল-হরণ করিয়াছে, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল । এক্ষণে কর্ণ, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার গর্ভভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহারে পরিত্যাগ করে নাই । ঐ দেখ, অরাতিহস্তা দুৰ্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমকর্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে । স্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অৰ্দ্ধভাগ তক্ষণ করাত্তে উহা সপ্তমীর চক্ষুর ন্যায় শোভা পাইতেছে । হায় ! যে বীরের মুখশ্রী অষ্টাঙ্গি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারে রজোরাসি গ্রাস করিতে

দেখিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব ! পূর্বের সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে নাই, যে বীর অমরগণকে ও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কি রূপে শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্রে মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে । শোকা-কুল যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দন কোলাহল ও স্থাপদ-দিগের গর্জ্জন শ্রবণে বিশ্বাঘাতন হইয়াছি । ঐ দেখ, “তরুণবয়স্ক” বিবিশতি ধূল্যবলুষ্ঠিত কলেবরে বীরজনোচিত ভূমিশয়ায় শয়ান রহিয়াছে । গৃধ্রগণ উহারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে । উহার মধুর হাস্যসম্বিত সুন্দর বদন সুধা-করের ন্যায় শোভা পাইতেছে । অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তক্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত । বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্বের কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই ; এক্ষণে তাহার শরীর অরতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিগয় ধবলগিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে ।

বিশতিতম অধ্যায় ।

হে মধুসূদন ! যাহার বলবীৰ্য্য তোমার ও অর্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আগার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য নৈশব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতাস্তের বশবর্ত্তী হইয়াছে । অর্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই । দেখ, অনিন্দনীয় বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জিত করিতেছে । পূর্বের ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আত্মাণ পূর্বক সলজ্জভাবে ইহারে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বশ্য উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমারে কহিতেছে, হে পদ্ম-পলাশলোচন ! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ ;

ইহার রূপও তোমার স্মায় মনোহর ; এই বীর বলবীৰ্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন ; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যা শয়ান রহিয়াছেন । ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছে, মহাবাহো ! তুমি পূর্ব্ব অতি স্নকুমার ও রাক্ষবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না । তুমি জ্যাঘাতকঠিন অঙ্গদ সমলঙ্কৃত করিওণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ন থাকাতে বোধ হইতেছে যেন বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাস্থ অমুভব করিতেছ । আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না । পূর্ব্ব তুমি আমারে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত আলাপ করিতেছ না । নাথ ! আমি ত তোমার নিকট কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই । হে আৰ্য্যপুত্র ! তুমি আৰ্য্যা স্তভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাধারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে ! হে মধুসূদন ! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমুখ্য মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহারে জীবিতের স্মায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আৰ্য্যপুত্র ! 'তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয় ; মহারথগণ রণমধ্যে তোমারে কি রূপে সংহার করিল ! যাহারা তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রুরকৰ্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বখামারে ধিক্ । হায় ! ঐ মহারথগণ যখন তোমারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল । হে বীর ! তুমি অসংখ্য বক্ষুবান্ধবসম্পন্ন হইয়াও অনাথের স্মায় পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণের সমক্ষে কি রূপে নিহত হইলে ! তোমার পিতা অৰ্জ্জুন তোমারে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কি রূপে জীবিত আছেন । হে কমললোচন ! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোনক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না । আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শত্রুবিজিত লোকে গমন করিব ; তোমারে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে । নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত স্নকঠিন ; সেই নিমিত্তই

এই মন্দভাগিনী তোমারে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে । হে জীবিতনাথ ! তুমি পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ঋণ আর কাহারে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে সন্তোষ করিবে । আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অঙ্গরাদিগের মন মোহিত হইবে । তুমি অঙ্গরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কাৰ্য্য সকল স্মরণ করিও । তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জন করিলে !

হে জনার্দন ! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটছুহিতারে দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উহারে আকর্ষণ করিতেছে । উহার বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে । ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগাল-গণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন রুধিরলিপ্তকলেবর সমরাজ্ঞে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে । এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃতদেহ বিবর্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না । আতপসম্পূর্ণ মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রাস্ত নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পারিশূক হইয়া গিয়াছে । ঐ দেখ, অপ্ৰাপ্তযৌবন উত্তর, সূদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাশ্যোজ দেশীয় সূদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে ।

একবিশতিতম অধ্যায় ।

হে কৃষ্ণ ! ঐ দেখ, জ্বালতানল সম্মিত অমর্ষপরায়ণ মহাধর্মুর্জর কর্ণ অসংখ্য আতরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে ধরাতলে শয়ন করিয়াছে । আমার মহারথ পুঞ্জগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া বাহ্যে যুধপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতীগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গ-নিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহাদ্বিত শাদ্দুলের ন্যায় অর্জুন শরে নিহত হইয়াছে । রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিতকেশে উহার সন্মীপে উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেছে । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাধেয়, যুগান্তকালীন ছতাশনের ঋণ তেজস্বী, হিমালয়ের ঋণ স্থির, দুর্ব্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক

বাসুভয় ক্রমের আয় ভূতলশায়ী হইয়াছে । ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবিনিতা বহুধাতলে বিলুপ্তিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল । পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দয় ধন-জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল । ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্লাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর চন্দ্রমার আয় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে । কর্ণবিনিতা এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হই-তেছেন এবং পুনরায় সমুখিত ও পতিপুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আত্মাণ করিতেছেন ।

ষাণ্শতিতম অধ্যায় ।

হে বাসুদেব ! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবস্থিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে । ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শৌণিতাক্তি কলেবরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন । শৃগাল, কক্ক ও ক্রব্যাদগণ উঁহারে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেছে । ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাপন্থক্কর বাহ্লাক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রস্থপ্ত শার্দূলের আয় নিপাতিত রহিয়াছেন । এগনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের আয় শোভা পাইতেছে । ঐ দেখ, সিদ্ধুসৌবীরভর্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন । পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অকৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া উঁহারে নিপাতিত করিয়াছে । অশুভসূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উঁহারে আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে । সিদ্ধুরাজের পত্নীগণ উঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না । কাশ্মোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেছে । হে জনাৰ্দ্দন ! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উঁহারে বিনষ্ট করিত । তৎকালে উঁহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবার-ণার্থ সিদ্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উঁহারে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না ? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত

ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনারে বিপদগ্রস্ত জ্ঞান করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোক ভয় পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্তত ধামান হইতেছে। মহাবীর সিংহুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্বস্থানে সর্বদা তোমার সহিত স্পর্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাহার তোজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণ চন্দ্র সমিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরারের চতুর্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিষ্কতাজ্ঞ ভূতলশায়ী মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পক্ষতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। স্বাপদগণ উঁহারে ভক্ষণ করিতেছে। উঁহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন স্নশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জুনের সহিত উঁহারও তজ্জপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগাস্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অন্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ

ছিলেন। ঐ বীররসপরায়াণ মহাত্মা কর্ণি, নালোক ও নারাচ প্রভৃতি শর-
নিচয়নির্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী ভগবান্ কার্তিকেয়ের ন্যায়
শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জুন তিন শর দ্বারা উহার অর্ধ উৎকৃষ্ট
উপধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতি-
পালনার্থ উৎকরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্মিক ;
ঐ বীর মর্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অগবের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া
রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ
হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি
জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করিতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায়
নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্রয়োন্মুখ কুরুবংশের
প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত
হইলেন। হে মাধব ! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরব
কুল আর কাহারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে ?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জুন, সত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজমন্তম
দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহা-
বীর জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, ঐহার প্রসাদে
মহাবীর অর্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, ঐহারে অগ্রসর করিয়া
কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্ধা করিত এবং যিনি সময়মধ্যে হতাশানের
ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর
নিহত হইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উহার
বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রজাপতির ন্যায় ঐ
বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায় ! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয়
বন্দিত্ব কর্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ু-
গণ সেই পাদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী
কৃপা অতি দীনভাবে আলোলিত কেশে অধোবদনে ধূক্‌দুঃখনিহত অস্ত্রবিদ-
প্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক বিলাপ ও উহার প্রেতকার্য্যের
নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, ভ্রষ্টাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন,

শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন । সামগাধকগণ অগ্নি আহরণ পূর্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্জ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাগ গান করিতেছেন । অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন । ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন পূর্বক তাঁহার পত্নীরে অগ্রবর্তী করিয়া চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মধুসূদন ! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন । বিহগগণ উহারে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে । ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভৎসনা করিতেছেন । ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্তা সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেছে, মহারাজ ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না । আজি ভাগ্যক্রমে তোমাতে যজ্ঞশীল অতি বদাণ্য মহাবীর পুত্র যুপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না । আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্র-বধূগণের বিলাপ তোমার ঞ্জতিগোচর হইতেছে না । হায় ! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণ পূর্বক আলোলিত কেনে ইতস্তত ধাবমান হইতেছে । মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাস্ত্রনে নিপতিত রহিয়াছে ; স্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে । তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে । আজি ভাগ্যক্রমে তোমাতে উহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না । হায় ! বৎস যুপকেতুর কাঞ্চনময়ছত্র রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে । হে মধুসূদন ! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উহারে পরিবেষ্টন পূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে । উহার ভর্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে । ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । বিশেষত সোমদত্ততনয় প্রায়োপবিস্ত হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করিয়া অর্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার

পত্নীগণ দুই জনে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে । ভূরিশ্রবার প্রিয়মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, হা ! যাহা আগাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, উরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধ সাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে । আৰ্য্যপুত্র ! তুমি যখন ঐয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবাহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাহুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন ! মধুসূদন সভামধ্যে কিরূপে অর্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জুনই বা কিরূপে আত্মপ্রাণায় সমর্থ হইবেন ! হে কৃষ্ণ ! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমাতে এইরূপে ভৎসনা করিয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে ।

ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্তৃক নিহত হইয়াছে । পূর্বে পরিচারকেরা যাহারে হেমদগুমাণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অশ্ব বিহঙ্গেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে । যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্যরূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ জ্বাশন তাঁহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে । যে শঠতাচরণ ও মায়াবল বিস্তার পূর্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে । ঐ নির্বোধ আমার পুত্রগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল । ঐ ধূর্তই আমার পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয় বীর সমুদায়ের প্রাণ নাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল । এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্যালোক লাভ করিয়াছে । হে মধুসূদন ! আমার পুত্রেরা অতি সরল স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে কৃষ্ণ ! ঐ দেখ, রূষভকৃষ্ণ দুর্জয় কাশ্যোজরাজ নিহত হইয়া ধূলি-

শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন । উনি পূর্বের কাম্বোজ দেশীয় মহার্ষি আস্তুরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন । ঐ দেখ, উঁহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চিত বাজ-
দ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ বাক্যে কহিতেছে, হা
নাথ ! তোমার এই সুন্দর অঙ্গুলিসম্বিত বাজদ্বয় পরিষ তুল্য ছিল । পূর্বের
যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমারে
এক মুহূর্তও পরিত্যাগ করিত না । এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি
হইবে ! কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করত
বিকম্পিত হইতেছে । ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনী-
গণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না । ঐ
দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাস্তদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুর্দিক
পরিবেষ্টিত করিয়া রোদন করিতেছে । ঐ বিশালমোচনা সুন্দরসম্পন্ন রমণী-
গণের শ্রুতি সুখকর মধুর নিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোচিত প্রায় হই-
তেছে । ঐ কামিনীগণ পূর্বের মহামূল্য আস্তুরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করত,
এক্ষণে উঁহারা শোকাকুলিতচিত্তে আভরণ সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া
রোদন করিতে করিতে ধরাতে নিপতিত হইতেছে । ঐ দেখ, কোশলরাজ
পুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতির পরিবেষ্টিত পূর্বক রোদন করিতেছে এবং
বাকুলমনে উঁহার হৃদয়গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মুচ্ছিত
হইতেছে । আতপতাপ ও পরিশ্রমে উঁহাদিগের মুখমণ্ডল লাল হইয়া গিয়াছে ।
ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের স্তবর্ণমাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আজ্ঞগণ নিহত
হইয়া সমরাস্ত্রনে শয়ান রহিয়াছে । উঁহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের
বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে । ঐ দেখ, কুচিরাস্তদধারী
কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত
পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । উঁহাদের তপ্তকাঞ্চন নির্মিত বস্ত্র, বিচিত্র
ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাস্ত্রন দেদীপ্যমান হইয়াছে । ঐ দেখ, পাঞ্চাল-
রাজ দ্রুপদ অরণ্যমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত
হইয়া ধরাতে শয়ান রহিয়াছেন । উঁহার সুনির্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন
নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ ও ভাৰ্য্যারা
হুঃখিত মনে উঁহার মৃতদেহ দক্ষ করিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতেছে ।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধুষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাজ্ঞানে শয়ান রহিয়াছেন । বিহঙ্গেরা উঁহার কলেবর ছিন্নভিন্ন করিয়াছে । উঁহার ভাষ্যারা রণস্থলে উপাস্থত হইয়া উঁহারে অঙ্গে আরোপণ পূর্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে । ঐ দেখ, উঁহার চারুকুণ্ডলগণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে । ঐ বীর অত্মাপি সীম পিতারে পরিত্যাগ করে নাই । আমার পৌত্র লক্ষ্মণ ও ধুষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে । ঐ দেখ, কাঞ্চনাজদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ণধারী বিমল মাল্যশোভিত বৃষভলোচন অবস্থিদেখীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুম পরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে । হে কৃষ্ণ ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কূপ, দুর্ষ্যোধন, অশ্বখামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্মা হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উঁহারা ও তুমি অবধ্য । ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেব-গণকে ও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন । কিন্তু কালের কি কুটিল গতি ! আজি হাহারাই নিহত হইয়া সমরাজ্ঞানে শয়ান রহিয়াছেন । দৈবের অসাম্য কিছুই নাই । হে বাসুদেব ! তুমি যখন শাস্তিস্থাপনে অকৃতকার্য হইয়া বিরটনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে । তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিহুর আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না । সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে । ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোমানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে ।

হে মহারাজ ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন, জনাৰ্দ্দন ! যখন কোরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিঘ্নমান আছে ; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসামরণ বলবীৰ্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্বক কোরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ ।

অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতি-
শুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে
তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের
জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমন তোমার আপনার জ্ঞাতি-
বর্গও তোমা কর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত
হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিৎ
উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণ ও ভরতবংশীয় মহিলাগণের
ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহার্মাতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-
মুখে তাঁহারে কহিলেন, দৌন ! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ
করে, এগন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহুদিন
অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্তব্য, এক্ষণে আপনি
তাহাই কহিলেন। বাদবেরা মনুষ্য বা দেব দানবগণের বধ্য নহে, সুতরাং
তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা
ভীত ও উদ্ভয় হইয়া প্রাণ দারণ বিষয়ে এককালে হতভাশ হইলেন।

স্বাধিপাপ পক্ষ সমাপ্ত ।

শ্রীদ্র পর্বাবধ্যায় ।

—:~:—

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীরে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন,—রাজি !
অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্তব্য নহে। আপনার
অপরোধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্ঘ্যোধন অতি
দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য
ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি
নিমিত্ত অজ্ঞদোষ জালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন ? যাহা
হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ
দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোমুষ্ঠান করিবে ; বৈশ্য,

পুত্র হইলে পশুপালন করিবে ; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে ; ভূরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে ; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরযুত্যা লাভ করিবে বলিয়াই গৰ্ভধারণ করিয়া থাকেন ।

মহাত্মা বামদেব এই কথা কহিলে গাংকারী উহা নিতান্ত অশ্রিয় বোধে শোকাকুলির্ভাতিতে তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন । তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক সম্বরণ পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা জীবিত আছে, যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্তন কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ ! এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চ-ষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে । তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম ! তুমি সর্বজ্ঞ ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্তন কর । যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্ঠচিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইস্রলোকে, যাহারা যুত্যা অবধারণ করিয়া অসমুষ্ঠচিতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্গুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহকলোকে, যাহারা সমর পরাঙ্গুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্বক অস্ত্রাঘাতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাজনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—বৎস ! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্তন কর ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ ! পূর্বের আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনमध्ये ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । তাহার অমুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! এই সময়ে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র-সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধিপূর্ব্বক দক্ষ করিতে হইবে ? এক্ষণে আমরাই বা কিরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিব ? আর গৃহ প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য হইলে তাহারা ত সদগতি লাভ করিতে পারিবে ?

হে জনমেজয় ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি স্মশ্র্মা, ধৌম্ম, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য সম্পাদন কর । ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয় । ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিলে স্মশ্র্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালায়ক, স্নাত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌমবস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে স্নানধারা সমাক্রান্ত হুতাশনে মহারাজ দুর্ঘোদন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দত্ত, দ্রুপদ, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহস্তু, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরটি, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উভয়মৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ভগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুস, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র নরপতির মৃতদেহ দক্ষ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃ-যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন । কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল । সেই রজনীতে মাগ ও ঋক-বেদধ্বনি এবং রমণীগণের আর্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মুচ্ছিত প্রায় হইল । হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পারবৃত্ত হইয়াছে । যে সমস্ত ব্যক্তি নানাদেশ হইতে আগমন-পূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল মহাত্মা বিদুরধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্নসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তির পুণ্যতোয়া প্রসঙ্গমলিলা ভীষ্মবীর্য ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরায় সকল পরিত্যাগ করিলেন । তখন কৌরবকুলকামিনীগণ চুঃখিত মনে গলদশ্রবণমানে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণ পথ সাতিশয় স্রশোভিত হইল । ভাগীরথীর তীর এককালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল ।

ঐ সময় আৰ্য্য কুন্তী শোকাবলিভাভাবে গলদশ্রবণমানে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অৰ্জুনের ভাস্ত্রে নিহত হইয়াছে ; যাহার তেমনরা রাধাগর্ভসমুৎসূত পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে ; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিদ্বাজিত হইত ; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত দোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল ; যে চুর্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত ; এই পৃথিবীতে বাহার তুল্য বলবীৰ্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই ; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত ; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাধু মহাবীর কর্ণের উদককার্য সম্পাদন কর । সেই সহজ কবচ-কুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে । মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত বাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধন্যরাজ ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক জননীকে কহিলেন, আৰ্য্যে ! যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত স্বরূপ, ভূজযুগল গ্রাহ স্বরূপ এবং রথ হৃদ স্বরূপ ছিল ; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? যাহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহারে বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রিত্রায় কিরূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । আমরা যেমন অৰ্জুনের ভূজ-

বল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যঁাহার বলবীৰ্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যঁাহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ কি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ? আপনি সেই অদ্ভুত বিক্রম মহাবীরকে কিরূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন ? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বঙ্কুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি । আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম ; এক্ষণে কর্ণ-বিরহ হতাশনের ম্যায় আমারে দগ্ধ করিতেছে । হায় ! আপনি পূর্বে এই গৃঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদের স্বর্গীয় বস্তুও তুল্য হইত না এবং এই কৌরবকুলক্ষয়কর ঘোরতর হত্যাকাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্বাহ করিলেন । তখন যে সমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়া সমাধানার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি শ্রীতি নিবন্ধন তাঁহার ভাৰ্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔজ্জ্বেদনক্রিয়া সমাধান পূর্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উৎথিত হইলেন ।

শ্রীকর্ণক সমাপ্ত ।

দ্রৌপদী সম্পূর্ণ ।

বিজ্ঞাপন ।

আসিরাটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তকালয়স্থ হস্তলিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই খণ্ড সংকলিত হইল ।

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শান্তি পর্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত।

এই মহাভারত গৃহস্থশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রীস্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী
মুগ্ধ ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।”

স্বাধিবাক্য।



কলিকাতা

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং বাড়ীতে কুমুদকুম্ভ যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

ভূমিকা।

পুৰাণ সংগ্রহের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খণ্ডে মহাভারতীয় শাস্তি পর্বের রাজধর্ম, আপদ্র্ঘ্য ও মোক্ষধর্মের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। মহাভারতে যতগুলি পর্ব আছে, তন্মধ্যে শাস্তিপর্বই সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। এই পর্বে শরশয্যাশয়ানকুরুপিতামহ মহাবীর ভীষ্ম, রাজধর্ম, আপদ্র্ঘ্য ও মোক্ষধর্ম বিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা দ্বারা মোহবিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শাস্তি সংস্থাপন করেন। পূর্বতন হিন্দু নরপতিগণ কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া নিজ নিজ অধিকৃত ধরিত্রী প্রতিপালন করিতেন, রাজধর্ম পক্ষাধ্যায়ে তাহা অবিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি কি প্রকার নিয়মে আপনার উপস্থিত আপদের শাস্তি করণে সমর্থ হইবেন, তাহা আপদ্র্ঘ্য পক্ষাধ্যায় পাঠ করিলে সমাক্ষেপে জানা যায়।

পুৰাণ সংগ্রহ প্রচাৰিত হইবার পূর্বে আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৬ কাশীরাম দাসের কল্যাণে অনেকে মহাভারতের স্থূল মধ্য জানিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকে শাস্তিপর্বের রাজধর্ম ও আপদ্র্ঘ্যের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, তিনি এই পক্ষাধ্যায় আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মোক্ষধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্তিপর্বের সর্বোৎকৃষ্ট রাজধর্ম ও আপদ্র্ঘ্য পক্ষাধ্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই অদ্যাপি অপরিচিত রহিয়াছে; বিজ্ঞবর সহযোগী কি কারণে এই শ্রেষ্ঠ পক্ষাধ্যায়দ্বয়ের মর্ম্মানুবাদ ও উল্লেখ মাত্র করেন নাই, তাহা স্থির করা অতীব দুঃস্থ। ফলতঃ এই দুইটি পক্ষাধ্যায় যে মহাভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে বৈদিক, সাংখ্য, দার্শনিক ও ন্যায়ানুগত আশ্রম, বর্ণ, কর্ম্ম, ক্রিয়া তত্ত্ব, মুক্তি ও ঈশ্বরমীমাংসা বিষয়ক যতগুলি মত আছে, শরশয্যাশয়ান কুরুরবর মহাবীর ভীষ্ম তাহার প্রত্যেকের অবিচ্ছেদসমালোচনাস্থে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মনোদ্বার করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তিবিষয়ক মহার্ষি মন্ত্রণা প্রদান করেন। ফলতঃ মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম পরিণামদর্শী মুমুক্শু মহাত্মাদিগের প্রধান উপজীব্য ও অনন্য অবলম্বনস্বরূপ।

মোক্ষধর্মে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতগুলি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বৈদিক মতের মীমাংসাই সর্বোৎকৃষ্ট; সুতরাং যদি কাহারো জগদীশ্বরে বিদিত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি পবলোক ও পরিণামের তত্ত্ব হইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে এই মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আমার বিজ্ঞবর সহযোগী ৬ কাশীরাম দাস দেব তাঁহার প্রণীত মহাভারতে রাজধর্ম ও আপদ্র্ঘ্য পক্ষাধ্যায়ের পরিবর্তে মোক্ষধর্মবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মূলসঙ্গত নহে। উল্লিখিত প্রস্তাবের অনেকাংশ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ও কতক ভাগ সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জনার্থ হৃষিকিবিলাস ও অন্যান্য কতিপয় গল্পাদি হইতে সংকলিত, তন্নিবন্ধন মোক্ষধর্মেও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাঝে অদ্যাপিও কতদূর অপরিচিত রহিয়াছেন, তাহা এই পক্ষ পাঠ করিলেই বিদিত হইতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাক্রম, ১৭৮৭ শক।

মহাভারতীয় শাস্তিপর্বের অন্তর্গত রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষধর্মের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি ।
নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরের কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ	১	১	১
কর্ণের অভিষাপ	২	২	১৩
কর্ণের অস্ত্র প্রাপ্তি	২	২	৪
স্বরস্বরে দুর্যোধন কর্তৃক কণ্ঠাহরণ	৪	১	৩৪
কর্ণের পরাক্রম প্রকাশ	৪	২	৩৪
ক্ৰীজাতির প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিষাপ	৫	২	২
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ	৫	২	২৭
ঋষি শকুনি সংবাদ	১০	১	২১
নকুল বাক্য	১১	১	১৮
সহদেব বাক্য	১২	১	১৯
দ্রৌপদী বাক্য	১২	২	১৬
অর্জুন বাক্য	১৩	২	১৩
ভীমসেন বাক্য	১৫	২	২৯
যুধিষ্ঠির বাক্য	১৬	১	২১
যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবস্থানেব উপদেশ	১৯	১	১৩
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ	২০	১	১১
শ্রেনজিৎ উপাখ্যান	২২	২	৩৪
ষোড়শরাজিক উপাখ্যান	২৭	২	২৪
নারদ পরোপাখ্যান	৩৩	২	১৪
সুবর্ণগীবীর উপাখ্যান	৩৪	১	৩৩
প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যান	৩৫	১	১২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ	৩৭	১	৫
যুধিষ্ঠিরের পুর প্রবেশ	৪১	১	২৫
চার্কাব বধ	৪২	১	৪
চার্কাব বধোপায় কীর্তন	৪৩	২	১০
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক	৪৪	১	৮
ভীমাদির কার্য গ্রহণ	৪৪	২	১২
শ্রাদ্ধকার্য উপাখ্যান	৪৫	১	১২
কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের স্তব	৪৫	২	১৯
গৃহবিভাগ	৪৫	২	৩০
যুধিষ্ঠির প্রস্থ	৪৬	১	২১
মহাপুরুষ স্তবোপাখ্যান	৪৬	২	২৪
স্তবরাজ্যোপাখ্যান	৪৭	২	২০
রামোপাখ্যান	৫০	২	১১
কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্মের নিকট গমন	৫৫	১	৯

মহাভারতীয় শান্তিপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি ।
ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য	৫৬	২	২৭
যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান	৫৭	২	২৯
স্বায়ংকালে ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরাদির বিদায় গ্রহণ	৬১	১	২৬
স্বজ্ঞানার্থ	৬২	১	১৩
বর্ণাশ্রম ধর্ম কীর্তন	৬৫	১	২৬
ঐলক্যপ সংবাদ	৭৯	১	২০
মুচুকুন্দ উপাখ্যান	৮০	২	১১
কৈবের্যোপাখ্যান	৮৩	১	৪
বাসুদেব নারদ সংবাদ	৮৭	১	২৮
কালকবক্ষীয় উপাখ্যান	৮৮	১	৩১
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের মন্ত্রণাস্থান কীর্তন	৯০	২	১৩
দুর্গ পরীক্ষা	৯৩	২	১১
রাষ্ট্রশুশ্রূষা কীর্তন	৯৬	২	২৫
উত্থাপিত কীর্তন	৯৮	২	১৮
বামদেবগীতা কীর্তন	১০০	১	৩৩
ইন্দ্রাশ্বরীশ সংবাদ	১০৫	১	২৮
শক্রসমাক্রান্ত ব্যক্তির কর্তব্য কীর্তন	১০৮	২	৮
সেনানীতি কীর্তন	১০৯	১	২০
ইন্দ্রবৃহস্পতি সংবাদ	১১০	২	১২
কালকবক্ষীয়োপাখ্যান	১১২	১	১৭
সত্যানুত কীর্তন	১১৭	১	৩৫
দুর্গতরণ কীর্তন	১১৮	১	২৮
ব্যাসগোমায়ু সংবাদ	১১৯	১	১০
উদ্বীর্ণবোপাখ্যান	১২২	২	১১
সরিংলাগর সংবাদ	১২২	২	২৩
ঋষিকুরু সংবাদ	১২৪	২	৬
দণ্ডকীর্তন	১২৯	১	২৮
দণ্ডোৎপত্তি কথন	১৩০	২	২০
দ্রোণাচল সংবাদ	১৩২	১	৫
প্রহ্লাদবিপ্রবৃত্তান্ত কীর্তন	১৩২	২	২৯
ঋষভগীতা কীর্তন	১৩৫	১	২১
বাজবল্লভাশাসনপর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।			
আপকম্য পর্যাধায় আবেশ	১৪০	১	১৬
রাজবৃত্তান্ত কীর্তন	১৪০	২	২৮
কায়বাস্তব সংবাদ	১৪৩	১	২
গাকুলোপাখ্যান	১৪৪	১	১৯

মহাভারতীয় শাস্তিপর্বের সূচিপত্র ।

১০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি ।
মার্জার মূষিক সংবাদ	১৪৫	১	৭
বুদ্ধদত্ত পুঞ্জনীয় সংবাদ	১৫১	২	৭
কর্ণিক উপদেশ	১৫৫	২	৭
বিদ্যামিত্র নিষাদ সংবাদ	১৫৮	১	১২
কপোত লুঙ্কর সংবাদ	১৬৩	১	৩৬
ভার্যা প্রশংসা কীর্তন	১৬৪	১	২৮
ইন্দ্রোত পারিক্রিত সংবাদ	১৬৮	১	৭
গৃধ্রগোমায়ু সংবাদ	১৭০	১	২১
পবনশাল্লি সংবাদ	১৭৪	২	৭
আত্মজ্ঞান কীর্তন	১৭৭	১	২০
দমন্তণ কীর্তন	১৭৭	২	২৩
তপঃ কীর্তন	১৭৮	২	২৫
সত্য কীর্তন	১৭৯	১	১৪
লোভোপাখ্যান	১৭৯	২	৩২
নৃশংসতা কীর্তন	১৮০	১	৪
প্রায়শ্চিত্ত কীর্তন	১৮১	১	৪
খড়্গোৎপত্তি কীর্তন	১৮৩	২	২
ষড়ঙ্গীতা কীর্তন	১৮৫	২	২৯
কৃতদ্রোপাখ্যান	১৮৭	১	২৪

আপেক্ষ্য পর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

পিঙ্গলাগীতা	১৯২	২	১৫
পিতাপুত্র সংবাদ	১৯৫	১	২
শম্পাকগীতা	১৯৬	১	৩৩
মক্ষিগীতা	১৯৭	১	১৫
বোধ্যগীতা	১৯৯	১	৮
প্রহ্লাদ ও অজগর সংবাদ	১৯৯	২	১১
শৃগালকাস্তপ সংবাদ	২০০	২	৩১
ভগ্নভরদ্বাজ সংবাদ	২০৩	১	১৭
আচারবিধি	২১২	২	১৫
জাপকোপাখ্যান	২১৬	২	৫
মন্ত্ৰবৃহস্পতি সংবাদ	২২৩	২	২৭
সকলভূতোৎপত্তি	২২৯	২	১৮
গুরুশিষ্য সংবাদ	২৩১	২	২৩
কৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্তন	২৩৪	১	১৪
পঞ্চশিখরজনক সংবাদ	২৪০	২	৭
ইন্দ্রপ্রহ্লাদ সংবাদ	২৪৬	১	
বলিবাসব সংবাদ	২৪৭	১	
ইন্দ্রনমুচি সংবাদ	২৪১	২	
বলিবান সংবাদ	২৫২	১	২৯
লক্ষ্মীবাসব সংবাদ	২৫৬	১	২
দেবলজৈগীষব্য সংবাদ	২৫৮	২	১৪
বাসুদেব উগ্রসেন সংবাদ	২৫৯	১	৩২
সুকাহুপ্রস্থ	২৬০	১	৫
মৃত্যুপ্রজাপতি সংবাদ	২৮২	১	৩১

মহাভারতীয় শাস্তিপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি ।
ধর্মলক্ষণ কীর্তন	২৮৪	২	২৭
তুলাধারজাজলি সংবাদ	২৮৫	২	১১
চিরকায়িক উপাখ্যান	২৯২	১	১৬
দ্রুমসেনসত্যবৎ সংবাদ	২৯৪	২	২৪
স্বামরশি কপিল সংবাদ	২৯৬	১	১৫
কুণ্ডধার উপাখ্যান	৩০১	২	৪
যজ্ঞনিন্দা কথন	৩০৩	২	৭
প্রমত্তচতুষ্টয় কীর্তন	৩০৪	১	২৮
যোগাচার কথন	৩০৫	১	১৫
নারদদেবল সংবাদ	৩০৫	২	২৫
মাণ্ডব্যজনক সংবাদ	৩০৭	১	২
পিতাপুত্র সংবাদ	৩০৭	২	৫
হারীত গীতা	৩০৯	১	২
ব্রতগীতা	৩০৯	২	২৯
ব্রতবধ	৩১১	১	২
জরোৎপত্তি কথন	৩১৬	১	৩২
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ	৩১৭	২	৩৫
দক্ষকর্তৃক মহাদেবের সহস্রনাম কীর্তন	৩১৯	২	৩৫
পঞ্চভূত কীর্তন	৩২৩	২	১০
সমজনারদ সংবাদ	৩২৫	১	২
সগরাগ্নিষ্টেনেমি সংবাদ	৩২৭	২	৬
ভবভাগব সংবাদ	৩২৮	২	৩০
পরশরগীতা	৩২৯	২	৩৩
হংসগীতা	৩৩৮	১	৩১
যোগবিধি কীর্তন	৩৪১	১	১০
সাম্ব্যযোগ কথন	৩৪৩	১	১
বশিষ্ঠকরালজনক সংবাদ	৩৪৫	২	৪
যাজ্ঞবল্ক্যজনক সংবাদ	৩৪৪	২	১৬
জনকপঞ্চশিখ সংবাদ	৩৬২	২	২
সুলাভজনক সংবাদ	৩৬৩	১	৪
বেদব্যাসগুরু সংবাদ	৩৬৮	২	১৪
ধর্ম্মুল কথন	৩৭১	২	২৯
ভুকোৎপত্তি	৩৭২	১	৩৪
শুকজনক সংবাদ	৩৭৩	১	১২
শুকনারদ সংবাদ	৩৭৯	২	২
শুকোক্তিপতন	৩৮১	১	২০
নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্তন	৩৮৬	১	১১
বাসোৎপত্তি কথন	৪১৬	১	৩২
উজ্জ্বল্যুপাখ্যান	৪২০	২	৯

রাজধর্ম্ম, আপকর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম পর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

মহাভারত

শান্তি পর্ব।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নবোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব মহামতি বিহর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরববনিতা স্বর্গ স্তম্ভদগণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদের বিগৃহীত সম্পাদনের নিমিত্ত এক মাস পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্য সমবেত মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ঠ প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং অন্ত্যস্ত বহুসংখ্যক বেদবেত্তা স্নাতক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবার্থ গাত্রোত্থান পূর্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিপ্রগণ ধর্ম্ম-রাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চকুস্পর্শে মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধন্যাগুণ্য দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাহুদেবের প্রসাদে ধর্ম্মানুসারে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজয় করিয়াছেন। ভাগ্যবলে এই ভীষণ সময় হইতে আপনার মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষত্রধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরতিবিহীন হইয়া ত স্তম্ভদগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন? এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব

লাভ করিয়া ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাত্মা বাহুদেব, ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পরাজয়ের দ্বারা বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতাস্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে স্তম্ভদ্রুপদাদিগকে কি বলিবেন! আমাদিগের হিতকাজক্ষী এই দ্রৌপদী পুত্রহীন ও বন্ধু বান্ধববিহীন হইয়া আমাদের যাহার পর নাই ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষতঃ জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমাদের নিতাস্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরূপ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণা পরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্ত, অভিমানী, বিদ্রোহোদ্ধাত্তা ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের প্রধান আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সময়ে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদকক্রিয়া সময়ে ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ওষধি জাত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। পূর্বে জননী সেই সর্পগুণোপেত পুত্রকে মঞ্জুষামধ্যে সংস্থাপন পূর্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভ সন্তৃত স্তম্ভপুত্র বলিয়া

বোধ করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্য লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধ-জনিত শোক অনল যেমন তুল রাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্বে কি অর্জুন কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি আমি, আমরা কেহই তাঁহারে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শাস্তি লাভার্থ তাঁহার নিকট প্রমন করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর। কুন্তী এই কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভীষ্টসাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমাকে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বোধ করিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে অর্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি বাহুদেবের সহিত অর্জুনকে পরাজিত করিয় যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব। তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, বৎস! তুমি তবে আমার আর চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মতিমান কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহারে কহিলেন, জননি! আমি তোমার অন্ত চারি পুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জুনের হস্তে নিহত হইব, না হয় অর্জুন আমাকে হস্তে নিহত হইবে। বাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারে, বৎস! তুমি যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলাছুষ্ঠানে যত্নবান হও, এই কথা বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাপুরুষ মহাবীর কর্ণ অর্জুনশরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এত দিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কোরব-সভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের দ্রোহাত্ম্য দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ

শাস্তি হইয়া যায়। দ্যুতক্রীড়া সময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শাস্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। বাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মহারাজ! তপোধনাগ্রগণা নারদ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জুনের অসাম্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈব প্রভাবে অনুচ্চ কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে স্মৃতিপুত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাত্ম্যাদ্রোণের নিকট ধর্ম্মর্ষেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাহুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবত সর্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধর্ম্মর্ষেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্রমমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য, সকলের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমাকে অকৃতান্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারেন। তখন অর্জুনপক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণে অর্জুনের প্রতি তাঁহার

অত্যাচার বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, কর্ণ ! নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইহারা ই ব্রাহ্মজ্ঞাত হইতে পারে, অথ কাহারও ইহাতে অধিকার নাই ।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহারে যথোচিত সংকার করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের, নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারে প্রণাম করিয়া আপনারে ভৃগু-কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন । তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন । এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্তৃক অমুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্ণ সদৃশ মহেন্দ্রপর্বতে বাস করত ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ঐ পর্বতে প্রতিনিয়ত গর্কর, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সমাগম হইত । মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন ।

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্বক আশ্রমের অনতি দূরবর্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিষ্ক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেয় বিনষ্ট হইল । মহাত্মা কর্ণ তদ্রশনে মিতান্ত্র ভীত ও বিস্ময় হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্বক বিনয় সহকারে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি মোহ বশতঃ আপনার হোমধেয় বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন । দ্বিজবর কর্ণের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, দুঃশাসন ! তুমি আমার বধার্থ । তোমারে অবশ্যই এই ব্রহ্মশ্রমের ফল ভোগ করিতে হইবে । তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং যাহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন । চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে । তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেয় নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে । ব্রাহ্মণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গো দান দ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোন ক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহারে কহিলেন, কর্ণ ! আমার বাক্য কদাচ অত্যাচার হইবার নহে । এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান কর । অত্যাচার গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই । তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে মিতান্ত্র বিষয় হইয়া

অধোমুখে শঙ্কিত মনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, মহারাজ ! এদিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়, দমগুণ ও গুণাবলি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বিধিপূর্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র সমবেত সমুদায় ব্রাহ্মজ্ঞ শিক্ষা করাইলেন । মহাবীর কর্ণ ব্রাহ্মজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া যত্ন পূর্বক ধনুর্বেদ আলোচনা করত পরম সুখে সেই পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন । একদা উপবাসপরিক্রান্ত পরশুরাম আশ্রমে সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে মিতান্ত্র পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন পূর্বক বিধস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইলেন । ঐ সময় এক শ্লেষশোণিতক্ষাজী মেদমাংসলোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল । মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিষ্ক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না ; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে কৃষির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন জমদগ্নি তনয় জাগরিত ও ব্যস্তমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, আঃ আমি অশুচি হইলাম । তুমি কি কল্প করিতেছ । ভয় পরিত্যাগ পূর্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্তন কর । তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । ঐ কীট অলক জাতীয় । উহার কলেবর শূকরের ত্রায়, দংশন তীক্ষ্ণ এবং সর্কাক সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ । যমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল । ঐ সময় অস্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতগ্রীব রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল । ঐ নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধন পূর্বক কৃতজ্ঞালিপুটে কহিতে লাগিল, হে ভৃগুবংশীবৎস ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আনারে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন । এক্ষণে আমি স্বস্থানে চলিলাম । তখন প্রবল প্রতাপাবিত মহাবাহু জমদগ্নিতনয় তাহারে কহিলেন, হে বীর ! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে ? আমার নিকট কীর্তন কর । রাক্ষস কহিল, ভগবন্ ! আমি সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর

ছিলাম। আপনার পূর্ব পিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না। আমি বল পূর্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্গ্যারে হরণ করাতে তিনি আমাকে শ্লেষমূত্রভোজী কীট হও বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপ মোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্বৃত্ত রাম হইতে তোমার মুক্তিলাভ হইবে। হে মহাত্মন! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। মহাত্মর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্থানে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ করিতে পারে না। ক্রত্বিরের জ্ঞায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরে আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি সূতপুত্র, সূত-নন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্বৃত্ত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কম্পিতশরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে দ্বিগুণ হস্ত করিয়া কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকাল বা সঙ্কট সময়ে ক্ষুণ্ণি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। যদা হউক, অতঃপর কোন ক্রত্বিরই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্যোধন সমীপে আগমন কর্তৃক কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র লাভ করিয়া রাজা দুর্যোধনের সহিত পরমাঙ্গাদ কাল

যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গদেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কত্যা লাভার্থ স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধনও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত স্তব্ধ খচিত রথে আরোহণ পূর্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিঙপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, কৃষ্ণী, ক্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশস্থিত কাঞ্চনাস্বধারী স্তব্ধবর্ণ ব্যাঘ্রের জায় বলমদমত্ত শ্লেচ্ছাধিপতি ভূপালগণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ম্বর সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকত্যা ধাত্রী ও বর্ষবরণ সমভিঘাহারে তন্মধ্যে প্রকৃষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্যোধনকে অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্যোধন উহা সহ করিতে সমর্থ না হইয়া অস্ত্রাস্ত্র ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন পূর্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীৰ্য সাহায্যে সেই কত্যায়ে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

দুর্যোধন এইরূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কত্যাহরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহল সহকারে বর্ষ ধারণ ও রথ যোজন করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে যেষ সকল যেমন পক্ষতন্ত্রের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘব প্রভাবে সেই শরশরাসনধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া গভ্রান্তঃকরণে স্বয়ং অস্থ সঞ্চালন পূর্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধনও কর্ণের ভূজবীৰ্য্যে রক্ষিত হইয়া কত্যা গ্রহণ পূর্বক জটাস্তঃকরণে হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীৰ্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণ পূর্বক

তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিব্যাস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয়ের বহুক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জ্বরারাক্ষসীসংযোজিত দেহের সন্ধি বিদ্রোহিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক প্রকৃত মনে তাঁহারে মালিনী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং ছর্ষোধানের আদেশানুসারে চম্পা নগরী, শাসন করিতেন, ইহা আপনার অবদিত নাই। তিনি এইরূপে শত্রুবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার হিত সাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজ কবচকুণ্ডল বিহীন হওয়াতেই মহাবীর অর্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। ধনঞ্জয় ব্রজ, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অত্যাচারে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেয় বিনাশকরূপে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক দেবমায়ায় প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথসংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উহারে অর্ধরথ বলিয়া নির্দেশ ও মন্ত্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে অর্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এইরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্তৃক বধিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্তব্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীনমনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জন ও ভুজঙ্গের শ্রায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকবাকুলা কুন্তী ধর্ম্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুবাক্যে কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্বক আমার ভ্রাত্য শ্রবণ কর। পূর্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যদেব ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও বিশেষ যত্ন সহকারে তাহারে অনুন্নয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোন মতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না। প্রভূত ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকূলচার্য্য হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্কিনেয় বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শোকাকুল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাম্পাকুল লোচনে কহিলেন, জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমারে বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোনলোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না। শোকাকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণ পূর্বক নিতান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে সধুম পারকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিতমনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অর্জুনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদব নগরে গিয়া ত্রিকার্থ পর্য্যটন করি। কোরবগণ আমাদের আশ্রয়ত্যাগ করিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি, সূতরাং

আত্মঘাতী হইয়া আমরা কি রূপে ধর্ম্মফল ভোগ করিব। কত্রিয়-ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক! এই সমুদায়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ক্যপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী সাধুগণ সতত ঐ সমুদায় গুণের সেরা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভ লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ ছরবস্ত্রাপন্ন হইলাম। যখন আমাদের বন্ধুবান্ধব সমুদায় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে পিসর্জন পূর্বক বান্ধবশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষলোলুপ কুকুরের স্থায় রাজ্যগম্বু হইয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইলাম। পূর্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগই আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে। আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী, সূর্যবর্গশি এবং সমুদায় অশ্ব ও গোশবনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। তাহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুবানে আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতা ভ্রাতৃ, ব্রাহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্বক বহু কল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলাচুচান দ্বারা গন্তুধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্কহ গন্তুভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান, নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আমাদের জননীগণের সেই সমস্ত অভিলাষই নিফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিবভোগ সমুদায় উপভোগ না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণের ঋণজ্ঞান হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সমুদায় বীরের বল বীৰ্য্য ও রূপ দর্শনে উঁাদের জনকজননী-গণের হৃদয়ে বহুবিধ গুণ প্রত্যাশা জন্মিবার সময়ই উঁারা জীবন বিসর্জন করিলেন। উঁারা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাকাল ও কৌরবগণ পরস্পরের অজ্ঞাধায়ে পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই বোরতর লোক বিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশেষ

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি এই মোহ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত করা যাইতে পারে। রাজা দুর্যোধন অতিশয় শঠ, শুভদেবী ও মারাবী ছিল। আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সে সতত আমাদের অপকার করিত। এক্ষণে আমাদের অজীষ্ট ফললাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নমনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। আমাদের জয়লাভ হয় নাই এবং তাহারাও ভয়লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্দোষগণ পূর্বে আমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে নিতান্ত হুঃখিত হইয়াছিল এবং তদ্বিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃকরণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীত বাদ্য শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং অমাত্য, সূহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত ক্লেশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্যোধনের দুর্নীতি অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহে নিবন্ধন বিহ্বল ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক তদ্বিষয়ে অহুমোদন করিতেন। দুর্যোধন কিরূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাভেদে তাঁহার দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুকপ্রকৃতি স্বচ্ছাচার-পায়ণ দুর্যোধনকে নিবারণ না কবাতাই এক্ষণে আমার স্থায় তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্যোধন সহোদর-গণের বিনাশ সাধন ও বৃদ্ধ জনকজননীকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যাহার পর নাই অযশোভাগী হইয়াছে। বাহুদেব শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গমন করিলে সেই দুরাশ্রয় সংগ্রামার্থী হইয়া তাহারে যে কথা কহিয়াছিল, সংকুলসমুত আর কোন ব্যক্তি সূহৃদদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? এক্ষণে আমরা দিরাবরের স্থায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশ দিক্ দক্ষ করিয়া আপনাদিগের দোষেই চিরকাল হুঃখ ভোগ করিব। আমাদের প্রবল শত্রু হুঃখতিপরায়ণ দুর্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাশ্রয় দোষেই কোরবকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে কুলনাশক হুঃখতি পাপাত্মা দুর্যোধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাবল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীর সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপ-স্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সম্পত্তিও হস্তান্তর হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু হুর্নিবার শোকে আমাদের একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপ কর্ম্মের অহুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মঙ্গলিক কার্যের অহু-

ষ্টান, অমৃত্যু, দান, তপস্বী শান্তি, তীর্থ গমন, ঐশ্বর্য্যপাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে । লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপমুখ্যানে বিরত হয় । বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমুহুর্ত্তনিত যজ্ঞা সহ করিতে হয় না । তিনি মোক্ষপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অনার্য্যাসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন । অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মুনী হইয়া বনে প্রস্থান করিব । স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় না । আমি রাজ্যলোকপূর্ণ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি । যাহা হউক, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য অমুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না । অতএব আমি সমস্ত রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকদুঃখ বিবর্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব । আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই । অতঃপর তুমিই নির্কিঁয়ে এই পৃথিবী শাসন কর । ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকণী লেহন করত গর্জিতভাবে কহিলেন, মহারাজ ! অলৌকিক কার্য্যসম্পাদন করিয়া ক্রীবের জ্ঞায় রাজত্বী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় । শত্রু সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মমুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্কোষের কার্য্য, সম্ভব নাই । ক্রীব বা দীর্ঘস্থীর কখনই রাজ্য লাভ হয় না । আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন ? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে কোনক্রমেই জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পুত্র প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তাপরায়ণ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে । আপনি রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচজনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে ? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের জ্ঞায় ঐশ্বর্য্যভোগে বঞ্চিত ও উদামশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছেন ?

রাজকুলে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অথবা ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য । আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই উহার অন্তর্ধান করিবে না ; সুতরাং আপনাকে যজ্ঞনাশ নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হইবে । মহারাজ নহব কহিয়া গিয়াছেন যে, ইহা লোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্তব্য । নির্জনতা নিতান্ত নিন্দনীয় । ঐশ্বর্য্যগণই অর্থোপার্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মমুহুর্ত্তন করেন ; কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐ রূপ কার্য্য করা কর্তব্য নহে । লোকে ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জন করিতে পারে । মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয় । কেহ আবাদিহরণ ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহারে ক্ষমা করি না ।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই । আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদম্বিত দেখিতে পাই । অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন । নির্জন ব্যক্তি পতিভ্রমের জ্ঞায় সতত শোক করিয়া থাকে ; সুতরাং পতিত ও নির্জনের কিছুই ইতর বিশেষ নাই । যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমুদায় সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে । লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্মকাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয় । অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে । ধনবিহীন অন্নবুদ্ধি পুরুষেরও ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্ম কালে সামান্য নদী সমূহের জ্ঞায় বিলুপ্ত হইয়া যায় । ইহা লোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বহুবান্ধব সম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়া থাকে । নির্জন ব্যক্তি অর্থগণের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয় । মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে । অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, ইর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও যত্নতা উৎপন্ন হয় । ধনই কুলমর্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির মিতান । নির্জন ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না । লোকের শরীর ক্লেশ হইলে তাহারে ক্লেশ বলা যায় না, যাহার অর্থ, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ ক্লেশ ।

আর দেখুন, অশ্রুগণ দেবতামিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । অন্তকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মমুহুর্ত্তন করা নিতান্ত সহজ হয় না । বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যজ্ঞ সহকারে ধন আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞমুহুর্ত্তন করা অবশ্য কর্তব্য । দেবগণ বিদ্রোহাচরণ

করিয়াই স্বর্গের সমুদায় স্থান অধিকার ও জাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজ্ঞ ও অর্থ সংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য। অস্ত্রের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অস্ত্রকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে, তক্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এইরূপ কার্যই ধর্মামুগত বলিয়া কীর্তিত হয়। তাঁহারা ঐ রূপ কার্য করিয়াই স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তক্রূপ ধনরাশি রাজকুল হইতে নিঃসরণ পূর্বক সমুদায় পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহষ, অশ্বরীষ ও মাক্তাতার ভোগ্য ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগ্য হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্বদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিজ্ঞ হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারে অধর্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভুত্বদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় প্রজাই সেই যজ্ঞের ভূবসানে স্থান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্বমেধে সর্বভূতের সহিত আপনারে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজন-সেবিত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।

নবম অধ্যায় ।

দুর্ধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জুন ! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্য তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অহুরোধে সধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরামুখ হইব ? কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্য স্ত্রধ পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতোই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্য স্ত্রধ ও গ্রাম্য আচার পরিহার পূর্বক অরণ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া যুগ-

দিগের সহিত সঞ্চারণ করিব, মিতাহারী ও চন্দ্রচীরজটধারী হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্বক নিয়মিত সময়ে হতাশনে আহুতি প্রদান করিব, ক্ষুংপিপাসা, শ্রান্তি, শীত, আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কঠোর তপো-হুষ্ঠান পূর্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত দৃষ্ট যুগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর কলরব শ্রবণ, নানা-প্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আশ্রয় ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ষ ও অপক্ষ ফল ভক্ষণ এবং বন-জাত দ্রব্য ও স্ত্রস্বাহ সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিব। এইরূপে অতি কঠোর আরণ্যক আচার প্রতিপালন করত প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা যুগিত-যুগ যুগি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক এক দিবস তিষ্কার্থ পর্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগৃহ ও মমতা পরিত্যাগ পূর্বক জড়, অন্ধ ও বধিরাকার হইয়া সতত প্রসন্ন মনে অবস্থান করিব। স্বধর্মনিরত স্বাবরজস্মা-য়ক চতুর্দিক প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অগ্নিপাতিতা প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ক্রভঙ্গী ও উপহাস করিব না। ইজ্রিসংযম করিয়া সতত প্রসন্ন মুখে অবস্থান করিব। কাহারে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কাম-ক্রোধাদিগুণ চিহ্নে বে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিব। কোন দেশ বা কোন দিক লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাত্তাগ অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমারে অবশ্যই আহার করিতে হইতে। কিন্তু আমি অন্ন ভোজনাদিজনিত ক্লেশ এক-কালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অন্ন পরিমাণেও ভিক্ষা না পাইলে অন্ন গৃহে এবং তথায় ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু না পাইব, সে দিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহ সকল ধূমশূন্য ও অগ্নিহীন গৃহস্থগণের ভোজন ব্যাপার

সুসম্পন্ন ও অতিথি সঞ্চার বিরহিত হইলে আমি এককালে দুই তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশাপাশ হইতে এক কালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী বা মৃত্যুর ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্রোহ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনামূল্যেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাশ্রুত হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয় বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মারে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসংকার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারই আয়ত্ত হইব না।

হে অর্জুন! আমি এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়বাসনাপরিত্যক্ত হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক গোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দের নিদানভূত ভাৰ্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে সেই সমুদায় কশ্মের ফল ভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথ চক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কষ্টস্বত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিত্যান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিত্যান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখ লাভে সমর্থ হন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিত্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন হৃদয়দর্শী ব্যক্তি সংসার বাসের বাসনা করিবেন। আর দেখ, এক জন রাজা নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণ কর্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

হে অর্জুন! বহু কালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। জ্ঞান প্রভাবে আমি শাস্ত স্থান লাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐ রূপ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভয়পথ অবলম্বন পূর্বক বিচরণ করিয়া এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।

দশম অধ্যায় ।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার অর্থবিষয়িনী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্মে দ্বৈষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কাল হরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির মিত্রের প্রতিও ক্রমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনুশংসতা প্রকাশ করেন না। বাহা হউক, আমরা পূর্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্র গ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতাম না। যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কাল হরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তুকেই প্রাণ ধারণের উপায় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিদ্যু পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্য গ্রহণ কালে যে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে শত্রুগণকে সংহার পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলাধী ব্যক্তির কূপ খনন পূর্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্ত গাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির মহাবুদ্ধি আরোহণ ও মধু আহরণ পূর্বক মধু পান না করিয়া প্রাণত্যাগ করা, ধনাধী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পুথ অতিক্রম পূর্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীর পুরুষের সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা যেরূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রু বিনাশ পূর্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তজপ সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অন্তর্গত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহবলশালী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীববৎ ব্যক্তির অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদের গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদগ্রস্ত জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পবাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্তব্য। হৃদয়দর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ হিংসার্থের ও তাহার সৃষ্টিকর্তার

নিদ্ধা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্তব্য। বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ নির্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সম্যাস ধর্ম অবলম্বন করা অকর্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্যাসরূপ কপট ধর্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা নিতান্ত কঠিন উহাতে অচিরাত জীবন নাশ হইবারই বিলম্ব সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে স্থখে কাল হরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী যুগ, বয়স ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয় বনচারী মনুষ্যাগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা হইলে পরিত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্তব্য, কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধি লাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবর-গণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরুষের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে, আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বকালে কতগুলি অজ্ঞাতশ্রম ব্রাহ্মণ ইত্যন্ততঃ পরিভ্রমণ করাই বৈখার্য্য ধর্ম এই রূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মচারিবর্শে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্য পক্ষীর বেশ ধারণ পূর্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, বিধবাসীরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত অকঠিন। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সঙ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণে পরস্পর কহিলেন, 'ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিধবাসীদিগের প্রশংসা করিতেছে।

আমরা বিধবাসী, অতএব এ প্রশংসা আমাদেরই তাহার আর সম্বন্ধ নাই।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ ! তোমরা পক্ষিধ্বাদ, রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি ; তোমরা কখনই বিধবাসী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, বিহঙ্গম ! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ ! যদি তোমরা আমার বাক্য কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বৈখার্য্য উপদেশ প্রদান করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, ধর্ম্মাশ্রয় ! তোমার কোন পথই অবিদিত নাই ; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদের উপদেশ প্রদান কর।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ ! চতুষ্পদ মধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য মধ্যে স্তবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাতকর্ম্মাদি দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে দেবতারে দৈব জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয় ; কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদমপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। স্মৃতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নির্মাণ করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাস্ত দেবলোক গমন, পিতৃলোক গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটমোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বৈখার্য্য তপোহুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরু পরিচর্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐরূপ দ্রুত তপোহুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে অকঠিন গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন করিতে

উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানব-
দিগের মহাতপস্তা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্ব-
প্রকার সিক্তি লাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেশশূন্য নির্ম্মলসর
ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া
গিয়াছেন। হে তাপসগণ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়াংকালে
পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক
স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিধবাসী। বিধবাসী-
দিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ
নহেন। উইারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে
জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অস্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্র-
লোকে বাস করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্কর ধর্ম্মার্থযুক্ত
বাক্য শ্রবণে গৃহস্থাপ্রশ্রম ভিন্ন অল্প আশ্রমে সিক্তিলাভের সম্ভাবনা
নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাপ্রশ্রম আশ্রয়
করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই
শত্রুশূন্য সমাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিত-
ভাবী মহাবাহু নকুল অজ্ঞানের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধি-
ষ্ঠিরকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ বিশাখ-
যুপক্ষেত্রে বহু স্থাপনাথ স্থণ্ডিল নিম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদের
সেই সমুদায় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়। অতএব স্পষ্টই
বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কন্ম্যানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব লাভ
করিয়াছেন। যে পিতৃলোকে জলবর্ষণাদি দ্বারা প্রাণিগণের
প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগকেও বিধি অনুসারে কন্ম্যানুষ্ঠান
করিতে হয়। বাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহা-
রাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদায় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম
প্রতিপালন করেন, তিনিই বেদমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।
বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাপ্রশ্রমকে সমুদায় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া
কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জন
করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী।
যিনি গার্হস্থ্য সুখান্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষ কামনায় বনে
পরিভ্রমণ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।
আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট
কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক

সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রুরতা পরিত্যাগ
করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন, তাহারেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা
যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাপ্রশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি
তিন আশ্রমের তুল্য। অল্প অল্প আশ্রমে কেবল স্বর্গ লাভ হয়,
কিন্তু গৃহস্থাপ্রশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অত-
এব এই আশ্রম লোকতত্ত্ববেত্তা মহির্ষিগণের প্রধান গতি। যে
ব্যক্তি গার্হস্থ্যাপ্রশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক
রাগদ্বেশাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল।
যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মুঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন
করে তাহারে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে
থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা
তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে
উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা
মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাপ্রশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ,
সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপশ্চিজেনোচিত কার্য্যকলাপ এবং
দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্কনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে
পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই
ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে
পারেন, তাহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্ম্ম-
পরায়ণ নিম্পাপ প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদায়ের ভাগ গ্রহণ
করিবেন বলিয়া সমুদায় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও
পবিত্র স্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্তব্য,
এই নিমিত্তই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নিতান্ত চুল্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও
ধনদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহারে নিয়ত
পাপ ভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জন মনে মনে
শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের
মনঃসমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র
রত্ন যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ম্যায়
বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া
বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাহার নিতান্ত অকর্তব্য। আপনি
আমাদের আহৃত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজস্বয়, অশ্ব-
মেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার
প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যু তৎকারাদি কর্তৃক ক্লেশিত হয়। যে
রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলি স্বরূপ। আমরা
যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলকৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ,
ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে

আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিষ্মরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগত প্রতাপালনে পরাশ্রুত হইলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পাপ-গ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ স্বাধীন-বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাবজ্র, পিতৃশ্রদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাশ্রুত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধত ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচবোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গহভ্রম করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এই নিয়মামুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহারে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ ! কোন্ ব্যক্তি দৈত্যাস্ত্রদন দেবরাজের ন্যায় স্বর্ধ্মামুসারে বলশালী অরতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে। আপনি স্বীয় ধর্ম্মামুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্ৰবেত্তা ব্রাহ্মণ-দিগকে বিস্তরণ পূর্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্তব্য।

ত্রেয়োদশ অধ্যায় ।

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোনরূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকার শূন্য আন্তরিক মমকার সম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকার শূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেইরূপ ধর্ম্ম ও সুখ লাভ করুন। মমকার মৃত্যুরূপ ও নির্ম্মমতা শাস্ত্রত ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলঙ্কিত ভাবে আত্মারে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ ! যদি আত্মা অবি-নাশী হয়, তাহা হইলে অস্ত্রের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এক-কালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকো-দ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায় বৃথা। অতএব আত্মা অবিদ্যমান, কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া

পূর্বতন সাধু লোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

যে মহীপাল হাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহারে করাল কৃতান্তের আশ্রদেশে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণিগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সংসার হইতে বিমুক্ত হন। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা ও গুরু ; অতএব আপনি আমার এই আর্জ প্রলাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তি সহ-কারেই কহিয়াছি।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভ্রাতৃগণ এইরূপ বিবিধ বেদবিধানাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ রূপলাবণ্য সম্পন্ন সংকুলসজ্জতা ধর্ম্মদর্শিনী দ্রৌপদী গজযুগ পরিবেষ্টিত যুগপতির ত্রায় ভ্রাতৃগণ পরিবৃত্ত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিনিরূপ করিয়া সাস্বনাবাক্যে কহিলেন, নাথ ! তোমার ভ্রাতৃগণ চাতকের ত্রায় বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছে ; কিন্তু তুমি একবারও উহা দগের অভিনন্দন করিতেছ না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বিস্তার দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আত্মলাদ বর্জন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। পূর্বে ঐতবনে তোমার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে তুমি উহাদিগকে কহিয়াছিলে যে, আমরা রথারোহণ পূর্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সমা-গরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথ-বিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃত কলেবরে ও রথ সমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে। তুমি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছ। ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্যভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্ত যেমন পক্ষে অবস্থান করে না, তজ্জপ ক্লীবের গৃহে কখনই

পুত্র বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ডবিহীন হইলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাঁহার প্রজারাও স্বথ সম্বোগে বঞ্চিত হয়। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোমুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাধুগণতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ ও অমৃগহ বিদ্যমান আছে, লোকে তাঁহারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। তুমি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ কর নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণ কর্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজাস্বরথ সম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছ। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই তোমার কর্তব্য। হে পুরুষশার্দূল! তুমি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেঘের পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্বতের পূর্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ সদৃশ ভদ্রাশ্ব প্রদেশ এবং বিবিধ দেশ পরিপূর্ণ সমীপবর্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছ। এই সমস্ত অলৌকিক অনাধারণ কার্য্য সম্পাদন পূর্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সন্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছ না? একবার উদ্ধত বৃষভ তুল্য, প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হও। উহারা সকলেই অরাতিতাপন ও অমর সদৃশ। আমার বোধ হয়, তোমাদের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার স্ত্রের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীরস্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ! পূর্বে কুন্তী দেবী আমাকে কহিয়াছিলেন, পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতির বিনাশ করিয়া তোমারে যার পর নাই স্ত্রুথে রাখিবেন। সেই পরিণামদর্শিনী আশ্রয় বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে তোমার মোহ প্রভাবে বুকি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, স্ততরাং এক তোমার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উহারা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তোমারে নাস্তিকদিগের সহিত বন্ধ করিয়া আপনাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে তুমি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছ, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কজল ও নম্র

প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। আমি পুত্রহীন, স্ততরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। তুমি ইন্দ্রাদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ করিও না। তুমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ বিপদসাগরে নিপতিত হইতেছ। মহারাজ মাক্রাতা ও অমরীষ যেমন পৃথিবী হাযবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে তুমিও তজ্জপ হইয়াছ। অতএব মনঃক্ষেভ পরিত্যাগ পূর্বক বিন্দুসারে এই গিরিকানন সমন্বিতা স্বদীপা পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং বিজয়গণকে ভোজ্য বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সন্মান পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সুকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধাতু রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপ-পরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকৈ যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে তক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নিব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দাগদিগকে দমন ও দুর্কিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূত্রের সর্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মহুষ্যের মোহাক্ষকার নিরাস ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিতবর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাচীর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও তিস্কুক ইহারা দণ্ডের ভয়েই

স্বপ্ন পথে অবস্থান করিতেছেন । ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞাহুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না । আর দেখুন, অন্যের মর্শ্ব ছেদন, দ্রুত কার্য সাধন এবং মৎস্ত-ঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীৰ্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না । দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্র লাভ করিয়াছেন । দেখুন, যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকেই ভক্তিসহকারে অর্চনা করিয়া থাকে । রুদ্র, কার্ত্তিকেশ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, যত্না, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও, বিষ্ণুদেবগণ ইহারা সকলেই অসুরঘাতী, মনুষ্যেরা ইহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্বরণ পূর্ব্বক ইহাদিগকে নমস্কার করে । ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুর-গণের নিকট প্রণত হয় না । শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতগুলি সর্ব্বকার্য্যাহুষ্ঠান তৎপর লোক কর্ত্ত্বক পূজিত হইয়া থাকেন । আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহই হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না । বল-বান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে । নকুল মুষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুকুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাস কুকুবকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাসকে ভক্ষণ করিয়া থাকে । বিধাতা স্বয়ং স্বাবর জঙ্গমায়ুক পদার্থ সমুদায়কে জীবের জীবন ধারণোপযোগী অন্ন স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়া-ছেন । এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হন না ।

হে মহারাজ ! আপনি ক্ষত্রিয়ধোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-ছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের জ্ঞায় ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য । যুদ্ধেরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন । দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না । সলিলে ভূতলে ও ফল সমুদায়ে বহুসংখ্য জীব বাস করিয়া থাকে । হ্রোকে প্রাণধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে । এই পৃথিবীতে এক্রপ স্তম্ভ স্তম্ভ জীব আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা তাহাদিগের সত্তা অবগত হইতে হয় । লোকের অক্ষিপক্ষের আঘাতেও সেই সকল জীবের প্রাণনাশ হইতেছে । অনেক মূনি রাগ ঘেষ পরিহার পূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্কান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহস্থশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন । আর অনেক সামান্ত মনুষ্যও ভূমি ভেদ এবং ওষধ, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিতেছে । যাহা হউক দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া

থাকে, সন্দেহ নাই । যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাহুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজা সকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্তের জ্ঞায় ভক্ষণ করিত । ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজা-দিগকে রক্ষা করিয়া থাকে । বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই । দেখুন, হতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফুৎকারপ্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজলিত হন । যদি দণ্ড সং ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমির পরিবৃত্তের জ্ঞায় লক্ষিত হইত । আর কোন বিষয়ই অমুভূত হইত না । দেখুন, বেদনিষেক নাস্তিক-দিগকেও দণ্ডপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অব-লম্বন করিতে হয় । ফলতঃ সমুদায় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত । যথার্থ শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ । বিধাতা বর্ণ চতুষ্টয়ের ভেদ নির্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন । দণ্ডের না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবিঃ এবং অস্ত্রান্ত্র পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত ; মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেম্ম দোহন করিত না ; জ্বীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত ; সমস্ত বস্ত্র উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলী বিলুপ্ত হইয়া বাইত ; সকলে সকল বস্ত্রই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত ; প্রভূত দক্ষিণাসম্পন্ন সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমুদায় নির্বিশেষে সম্পন্ন হইত না ; কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যাহু-শীলন করিত না ; উষ্ট্র, বলীবর্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভেরা যান বহনে প্রবৃত্ত হইত না ; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা প্রতি-পালনে পরাভূত হইত এবং বালিকা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধম্নাহুষ্ঠান করিত । ফলতঃ সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী । 'মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গ লাভ ও ভুলোকে স্থখে বাস করিয়া থাকে । যে স্থানে শত্রুবিনাশন দণ্ড বিরাজ-মান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাহুর্ভাব নাই । যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুকুর হবিঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন ও কাক সকল পুরোডাশ অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই ।

হে মহারাজ ! এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মানু-সারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে ; এবিষয়ে শোক প্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই । অতঃপর আপনি উদ্যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন । পরম সূক্ষ্মর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্র কলত্র সমভিযাহারে

উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন ; সেই অর্থ আবার দণ্ডের আয়ত্ত ; অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন । ধর্ম্ম লোকযাত্রা নির্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে । যদি কেহ প্রবল জন্তকে দুর্বল জন্তর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহারে সেই দুর্বল জন্তর হিংসার এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় ; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তরে বিনাশ করিয়া দুর্বলকে পরিজ্ঞান করাই প্রধান ধর্ম্ম । সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে । কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণ সম্পন্ন হয় না । মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভার বহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে । জীব লোকের সমুদায় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রবাহে নির্বাহ হইতেছে ; অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বন পূর্বক পূর্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন । যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্র-গণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশ সাধন পূর্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রু বিনাশ বিষয়ে দীনভাব অবলম্বন করিবেন না ; শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না । শত্রু দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রাহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; কারণ কোথায় ঐ হত্যার মূলীভূত । বিশেষতঃ আত্মা অবধ্য ; সূত্রাং আত্মার বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে । যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাঁত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক অল্প কালের আশ্রয় করিয়া থাকে । তদ্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহারেই মৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করেন ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

তখন অমর্য্যপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, নরনাথ ! ইহলোকে জ্ঞাপনার কোন ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ নাই । আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন ক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না । আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আমার নিতান্ত

অকর্তব্য, অতএব তুচ্ছভাবে অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু হৃৎথাবেগপ্রভাবে কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না । এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন । আপনার মোহ বশতঃ আমাদের সমুদায়ই নিফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্বল হইয়াছি । আপনি প্রজারঞ্জন ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত দৈন্য-গুস্ত কাপুরুষের ত্রায় বিমুগ্ধ হইতেছেন ? আপনি লোকের সম্মতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যত ও বর্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন । এক্ষণে আমি আপনার রাজ্য গৃহণ বিষয়ে অনু-রোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । ব্যাধি ত্রিবিধ ; শারীরিক ও মানসিক ঐ উভয়-বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয় । একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না । শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করেন না, গিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শারীরিক গুণ । যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহা-দিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষ্য্য জন্মে, তাহা-দিগকে অসুস্থ বলা যায় । পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে । সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম । যাহাদিগের ঐ গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহা-রাই সুস্থ । ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষ্য্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক । শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে । অনেকে সুখ সন্তোষ কালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে । কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা স্তম্ভ একান্ত আসক্ত হন নাই । সূত্রাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি ? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দৃষ্টান্তভা বশতঃ এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা জ্যোপদী যে আমাদের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়া-ছিলেন, আমরা অজিন পরিধান পূর্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম ; চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমা-দিগকে যে ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাতবাসকালে

পাপায়া কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীরে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সমুদায় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্তব্য ।

হে মহারাজ ! ইতিপূর্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেই রূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে । এই যুদ্ধে শরনিকর বা বহুবাহুবীর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্বিকল্পায়ক আত্মারে সহায় করিতে হইবে । যদি এই যুদ্ধে আপনি জয়লাভ না করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব সংস্কার বশতঃ পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন । অতএব আজিই আপনার আত্মারে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । উহারে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য হইবেন, সন্দেহ নাই ।

হে মহারাজ ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয় পূর্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃ পিতামহগণের রীত্যনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন । এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্য বশতই পাপায়া দুর্য্যোধন অমুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশকলাপ সংঘত হইয়াছে । আমরা বলবীর্যশালী বাহুবল্লভের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম । আপনি অতঃপর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্য ভোগে বাসনা করিতেছ । এক্ষণে ঐ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া স্থখী হও । যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমণ্ডে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই ; তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্য ভোগের প্রশংসা করিতেছ ? এক দিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, বাবৎসর চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না । অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠ শূন্য হইলে শাস্ত ভাব অবলম্বন করে ; অতএব তুমি অন্নাহার দ্বারা সমুদীপ্ত জঠরানলের সাস্থনা কর । মৃত ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে । অতএব তুমি অগ্নে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে । তুমি

ঐশ্বর্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ ; কিন্তু বাহারি ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপোমুঠান দ্বারা দুর্জল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরম পদ লাভে সমর্থ হয় । রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে ; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহৎ ভার হইতে বিমুক্ত হও । ব্যাঘ্র আপনার উদর পূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র অগ্রাশ্রয় যুগেরা তাহারে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহে প্রবৃত্ত হয় । রাজাও ব্যাঘ্রের জায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাহার সেই সংগ্রহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! প্রায় কোন নরপতিই বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিতে পারেন না । পত্রভোজী, অশ্বকুট, দন্তোন্মূল জলাহারী ও বায়ুভক্ষ তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন । যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহারে কৃতকার্য বলা যায় না ; যাহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য ; অতএব এক্ষণে সংকলিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাপূর্ণ হইয়া অক্ষয় পদ লাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষ পরিশূন্য ব্যক্তির কখনই শোকে অভিভূত হন না । তুমি স্থা কেন ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত হইতেছ ; অচিরেই ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও । দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ । যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহার পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমান শূন্য, তাহার দেবলোকে গমন করিয়া থাকে । মহর্ষিগণ তপোমুঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করত দেহ পরিত্যাগ পূর্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন । তাহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না । ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কষ্ট বলিয়া কীর্ণিত হইয়া থাকে । লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয় ।

হে পার্থ ! পূর্বে জনক রাজা মোক্ষধর্ম অবলম্বন পূর্বক মমতা শূন্য হইয়া কহিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ; কিন্তু আমার কিছুই নাই । এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না । লোকে প্রজারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করেন না এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তির ন্যায় জন সমাজ হইতে অন্তরিত মনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য সকল

সন্দর্শন করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুমান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যাববোধে সমর্থ, তিনি সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চ ভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। মুখ, লঘুচেতা, নির্বোধ, তপোহুষ্ঠান বিমুখ ব্যক্তির কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সকল কার্যাই বুদ্ধির আয়ত্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে অর্জুন তাঁহার বাকশল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হুঃখশোকসন্তপ্ত চিত্তে তাঁহারে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে স্খিত্যত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই কথোপকথন কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহারে ভট্ট-যবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক ক্রোধভাবে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি কি নিমিত্ত ধন-ধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে ? ভট্টযবমুষ্টি যাচঞা করা কি তোমার কর্তব্য ? তুমি সমুদায় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভট্টযবমুষ্টি গ্রহণ লোভ থাকাতে তোমাব সর্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন ক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপ বিবর্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমারে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যা-সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অগ্ন্যন্ত্র অসংখ্য লোক তোমার নিকট জীবিকা নির্বাহ করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্নের অন্ত্রগ্রহে আপন-নার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজি স্বীয় সমুজ্জল

রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্বক কুকুরের ন্যায় পরান প্রত্যাশায় ইত-স্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভাৰ্য্যা পতি-বিহীন হইলেন। ধর্ম্মকলাভার্থী ক্রিয়গণ অমুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগেব আশা বিফল করিয়া কোন লোকে গমন করিবে। প্রাণিমাট্রেই অদৃষ্টের অধীন ; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লৌকিক মোক্ষ লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাশ্রয় ; তোমার কোন লোকেই অধি-কার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমালা অলঙ্কার ও ক্রিষ্ট বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করি-য়াছ ? তুমি নিপানের শ্রায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব ভূতের আশ্রয় স্বরূপ ; আত্মোদর পূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুর্কর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্য বিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও ক্রমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হাঁয় ! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ড কমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অমুরক্ত হইতেছ ? তুমি সমুদায় রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়া ভট্টযবমুষ্টি ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির শ্রায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে। মহারাজ ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অমুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরম স্বার্থার্থী সন্ন্যাসীদিগের সমাজত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদায়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়েব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি সতত যাচঞা করে, তাহারে দক্ষিণা দান করা দাবা-নলে আহতি প্রদানের তুল্য। হতাশন যেমন দাহ বস্ত্র না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং নিরন্তর হয়। ইহলোকে সাধু লোকেরা অন্ন দান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কল্পে জীবন ধারণ করিতে পারেন। ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। ভিক্ষুকগণ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্ন-দাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয়

গ্রহণ পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিয়া দমণ্ড প্রভাবে প্রকাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ, মন্তক মুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরল ভাবে সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অমুরাগীর জ্ঞান ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণার্থ পরিশ্রমণ ও মঠশিষ্যা দি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্তাশাস্ত্র ও পুস্ত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশুণ্ড ও কষায় বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্মোহের কার্য। মুণ্ডব্রতধারী ধৰ্ম্মধ্বজীদিগেরই কষায় বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে প্রতিপালন করিয়া সমুদায় লোক জয় কর। যে ব্যক্তি গুরুলোকের শ্রীতি সম্পাদনার্থ অহরহ বিপুলদক্ষিণ বহুপুণ্ড সম-
বিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অফাঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধৰ্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে ?

হে ধৰ্ম্মরাজ ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এইরূপে মোহের বশবর্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশতাপন্ন হইবেন না। বদান্ত মহাবীর্যবান গৃহস্থধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনূশংস, কামক্রোধ বর্জিত, দানধৰ্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবা নিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করত প্রজা পালন করিলেই ইষ্ট লোক লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

একোনিবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ধৰ্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কৰ্ম্মেণ অমুষ্ঠান ও কৰ্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্র সমুদায় নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা উহার যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক অবগত আছি। তুমি কেবল বীজব্রতধারী ও অন্তঃশাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুশীলন করিতে সমর্থ নও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও ধৰ্ম্মনিশ্চয় সম্যকরূপে অবগত হইতে তাহা হইলে আমা-
রে

কদাচ এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ব্রাহ্মসৌহার্দ নিবন্ধন আমা-
রে যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরম শ্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধৰ্ম্ম ও কার্যনৈপুণ্য বিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সমূহ জ্ঞান কেহই নাই। তুমি যুদ্ধ বিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দৃষ্টবশেষ ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ। জ্ঞানবৃদ্ধিগের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান লোকে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্তা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্তা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। দেখ স্বাধ্যায় সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অস্তান্ত বনবাসীরাও স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্ঘ্য ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তর দিগ-
বিত্ত লোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান ব্যক্তির শ্রমশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিগবর্তী লোকে গমন করেন। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব যোগই সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নান্য-
প্রকার তর্ক বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীমূল্য বিপাটন পূর্বক তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার নিরীক্ষণে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ অদৈতভাব পরিত্যাগ পূর্বক পাঞ্চ-
ভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মার ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ আত্মা চক্ষুর অগ্রেত্যক্ষ, বাক্যে অনির্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ। উহা অবিদ্যা প্রভাবে জীবরূপে পরিবর্তন করিতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছারে ধমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়া-
কলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

হে ধনঞ্জয় ! এইরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধুজনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের পথ

প্রশংসা করিতেছ। জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাত্তি অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতকগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্বজন্ম সংস্কার বশতঃ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই রূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশ পূর্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্ত্যাত্ম লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপ ও বুদ্ধি প্রভাবে মহত্ত্ব এবং ত্যাগ দ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান হইলে পর মহাতপস্বী সম্রাট দেবস্থান তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জুন ধনকে যে সর্ব্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্বক সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার কর্তব্য অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূত দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন কহেন, ধন যাচঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করা শ্রেয়ঃ। যাচঞা কর, নিতান্ত দোষাবহ। যে সকল নির্দীন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি কষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ পূর্বক পাত্রসাং না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহার আত্মারে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

যাহা হউক, ভগবান্ বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে উহার রক্ষক রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতারে অতিক্রম ও ইন্দ্রদ্বারা লাভ করিয়া

ছেন। ঐতিবাসা মহাত্মা ঐহাদেব সর্ব্বযজ্ঞে আপনারে আহুতি প্রদান পূর্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী ঐহীপতি মরুত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্র সকল নির্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক শোকতাপ শূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উহার সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদায় ধন ব্যয় করা কর্তব্য।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

দেবস্থান কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কৃষ্ণের গুণাদির জ্ঞায় সমুচিত হইলেই আত্মজ্যোতিঃ প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ একাকালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাহা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না সেই সময়ই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যে রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়ের প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছীকৃত অবলম্বন পূর্বক ধ্যান করিয়া থাকে। কেহ কেহ অরতিগণের প্রাণ সংহার পূর্বক রাজ্য গ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জন বাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তির এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্য বাক্য, সম্যকরূপে বিভাগ, দয়া, দম, মুহুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্ন সহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতি-

পালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জিতেজিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং যুদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহে নিরত হন, তিনি উভয় লোকেই কৃতকার্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ ! আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানা প্রকার বিষ ঘটিয়া থাকে। অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদিগুণসম্পন্ন হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। কৃত্ত, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ঐ সময় অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষন্ন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আপনি ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে শত্রু জয় ও নিতান্ত দুর্লভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন ? ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামমৃত্যুই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শত্ৰুনিষ্ঠ ও অতি ভয়ঙ্কর। সংগ্রামকালে শত্রু দ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানান্বিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস, যাচঞা, তপ ও পরধনে জীবিকানির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্বাপরদর্শী ; অতএব এক্ষণে আপনি শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন ; উহাতে শোক সন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। দেবরাজ ইন্দ্র-মহর্ষি কণ্ঠের পুত্র হইয়াও স্বীয় কার্য সাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-

বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক নবনবতিবার পাপস্বভাব জাতিবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই দেব-গণের ইন্দ্র হু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্বক ইজ্ঞের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে ; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অক-
র্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যস্বাভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অর্জুন যাহা কহিলেন, সমুদায়ই যথার্থ। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থা-শ্রমেই পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্তব্য নহে। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতপ্ত হন। ভৃত্যগণ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমুদায় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়। অজিতেজিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মানু-
ষ্ঠানে বৃত্ত হও। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হই-
য়াছে ; অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, তিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা, তৃষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপোযজ্ঞান, প্রভূত ধনোপার্জন ও যোগ্য পাত্র দান এই সমস্ত কার্য ভূপাল-
গণের অবশ্য কর্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয় লাভ করিয়া থাকেন। * ঐ সমুদায়ের মধ্যে দণ্ড-
ধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ ; সুতরাং বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ। বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মুষিকদিগকে গ্রাস করে, তজ্জপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্য বিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া

থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সূত্য় দণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতির জ্ঞায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ সূত্য় কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্তিত আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সন্তোদর বাহুদা নদীর অনতি দূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলাদিত পাদপ সমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্রীয জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোপন শঙ্খ ঐ সময় স্রীয আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে আশ্রমে না দেখিয়া তদ্রূপে রক্ষ হইতে স্পষ্ট ফল সমুদায় আহরণ পূর্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিশুদ্ধ চিন্তে ফল ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্খ স্রীয আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাত! তুমি এই সকল ফল কোথায় পাইলে? তখন লিখিত তাঁহার সমীপে আগমন ও তাঁহারে অভিবাদন পূর্বক হস্তমুখে কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনারই আশ্রম হইতে এই সমস্ত ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শঙ্খ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কনিষ্ঠকে কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ করিয়া চোরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব অচিরাৎ রাজার নিকট গমন পূর্বক আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর। তখন ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সূত্য় রাজার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবাজ সূত্য় দ্বারপাল প্রমুখাৎ ভগবান্ লিখিতের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণসমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন; আজ্ঞা করুন, আমাের কি কবিত হইবে? তখন মহাত্মা লিখিত কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অমুখ্য করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভক্ষণ পূর্বক চোরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমার শাসন করুন। তখন সূত্য় কহিলেন, ভগবন্! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের জ্ঞায় তাহার দোষ মার্জন ও করিতে পারেন। আপনি ব্রত-পরায়ণ ও পবিত্র কর্ম্মশালী; অতএব আমি আপনার দোষ

মার্জন করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করেন?

হে মহারাজ! মহাত্মা সূত্য় এই কথা কহিলে বিজবর লিখিত কোন রূপে অগ্র কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। প্রত্যুত বারংবার ভূপতির দণ্ড বিধানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সূত্য় সেই মহাত্মার করদ্বয় ছেদন করিয়া তাঁহারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহাত্মভব লিখিত এই-রূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! ভূপতি আমার প্রতি এই দণ্ড বিধান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাের ক্ষমা করুন। শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তোমারে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া তোমার পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে বাহুদা নদীতে গমন করিয়া বিদ্য পূর্বক দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। আর কদাপি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। ভগবান্ লিখিত শঙ্খের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগীর্হন পূর্বক তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেন। তিনি তর্পণ কবিত উদ্যত হইলেনই তাঁহার বাহুদ্বয় পুনরায় প্রোতুর্ভূত হইল। মহাত্মা লিখিত তদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে স্রীয করদ্বয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! এ বিষয়ে অগ্র কোন আশঙ্কা করিও না, আমার তপঃপ্রভাবেই এইকপ হইয়াছে। মহাত্মা লিখিত ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনার ঈদৃশ তপঃপ্রভাব, তবে কেন আমাের রাজসন্নিধানের প্রেরণ না করিয়া পবিত্র কবিলেন না? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত! তোমার দণ্ডবিধানে ত আমার অপিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমারে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ড নিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।

বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! মহারাজ সূত্য় এইরূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ড বিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির জ্ঞায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপালন ও দণ্ড বিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। সুওব্রত অবলম্বন ক্ষত্রিয়েব কর্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক অর্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।

চতুर्वিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সোধোন পূর্বক পুনরায় কহিলেন, ধর্মরাজ ! তোমার ভ্রাতৃগণ অণ্যবাস কালে যেক্রপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক । তুমি নহতনয় যযাতির জ্যায় পৃথিবী পালন কর । তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্রমশে কাল বাপন করিয়া ছিলেন, এক্ষণে উইঁরা ছুঁথাবসানে সুখাত্তব করুন । তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পর্যায়ক্রমে ধর্ম অর্থ ও কামের পর্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে । তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও । পশ্চাৎ যেক্রপ অভিলাষ হয় করিও । অগ্রে সর্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্য ধর্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়ঃ । তুমি ভ্রাতৃগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী কীর্তি লাভ হইবে ।

এক্ষণে আমি তোমারে আরও কএকটি ক্ষত্রিয়ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমারে কদাচ ধর্ম ভ্রষ্ট হইতে হইবে না । পরস্বাপহারী দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে । যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকেও বিনাশ করিতে পরাশ্রয় হন, তাঁহারে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । যে রাজা যষ্ঠাংশ কর গ্রহণ পূর্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহারে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয় ।

রাজা ধর্মশাস্ত্র উন্নয়ন করিলে অধর্ম লিপ্ত ও ধর্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নিভীক হইতে পারেন, সন্দেহ নাই । যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না । রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহারে দোষী বলা যাইতে পারে না । বল দ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক শত্রুনিগ্রহে যত্ববান হওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য । রাজ্যে পাপ সঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যাগত যাহাতে পুণ্যশ্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয় । বীর ও সাধু লোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বচস্পত ব্যক্তিকেই ধর্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে । বহু গুণসম্পন্ন হইলেও

এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্তব্য নহে । যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অশ্রদ্ধা পরবশ, অভিমান পরতন্ত্র ও মাত্ত ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় পরাশ্রয়, তাঁহারে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে চূড়ান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয় । যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ নিত্যন্ত দুঃস্থাপন্ন ও তন্ত্রদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজ্যের যাহার পর নাই পাপভাগী হইতে হয় । সমুদ্রগা ও সুনীতির অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে কিছুমাত্র অধর্ম নাই । পুরুষকার প্রদর্শন পূর্বক কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি দৈব প্রভাবে সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজ্যের পাপভাগী হইতে হয় না ।

হে ধর্মরাজ ! এক্ষণে পূর্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ রাজা শত্রু নিগ্রহ ও প্রজাপালন পূর্বক মহীয়সী কীর্তি লাভ করিয়াছেন । উনি একাকী অশ্বচতুষ্টয় সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শবাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হন । তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্বক অভিমানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ্য কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতি সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন । তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাবান্, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন । ঐ মহীপাল বিবিধ সংকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন । তিনি বেদ ও অস্ত্রাস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক এই চতুর্লোকীয় লোক সমুদায়কে স্বধর্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন । ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয় । বিদ্যাবান্ সাধু লোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন । হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া বীরজনসমুচিত লোক সমুদায় অধিকার করিয়াছেন ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য

শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদৈপায়নকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! এক্ষণে এই মর্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছু-মাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপ শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে ; আমি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদগগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! কশ্মানু-ষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কন্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর ব্যক্তিরে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিরে ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপ-যুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মুখের ও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব কায্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধ কিছুতেই ফলোদয় হয় না ; কিন্তু সময় সমুপস্থিত হইলে সম-স্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল সমায়ুক্ত, বনস্থিত পাদপ-গণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিল সমুদায় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চক্রে ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদগম, নদী সমূহের প্রবল বেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগ-গণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙ্গনিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি, বহুসমারোপিত বীজের অনুরোধগম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অন্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চক্রে ও তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

হে কৌন্তেয় ! এই বিষয়ে শ্যেনজিৎ রাজার পুরাতন ইতি-বৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ভ হইয়া কহিয়াছিলেন যে, ছুনিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে হইবে, এক জন অন্য ব্যক্তির, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহারে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র, বস্ত্ততঃ কেহ কাহারে বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতই জন্মমৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র কলত্র ও পিতা নিহত হইলে

হায় কি হইল ! হায় কি হইল ! এই অমুখ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মৃতদিগের ন্যায় শোকার্ভ হইয়া অমুতাপ করিতেছ। দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। 'এই সমাগরা পৃথিবী আপনাব, আবার আপনাব আত্মাও আপনাব নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তিরাই সতত তৎ সমুদায়ে অভিভূত হয় ; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরে কখনই উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমতঃ যে বস্তু প্রিয় থাকে, ক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্ৰিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবনমণ্ডলে সুখ দুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে ; কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না। অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ সুখ লাভে অভিলাষ করেন, তাঁহারে লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্ৰিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অমুভব করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্র-গণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মৃত এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারা সুখ লভ্যোগ করিয়া থাকে ; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্রেশে কালান্তিপাত করিতে হয়। সুখদুঃখবেত্তা মহাত্মা শ্যেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অস্ত্রের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভা-লাভ বিপদ সম্পদ ও জন্ম মৃত্যু ঘটয়া থাকে ; এই জন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরে কিছুতেই আত্মাদিত বা শোকার্ভ হন না। নরপতি-দিগের যুদ্ধই যাগ স্বরূপ, দণ্ডনীতির আলোচনাই যোগ স্বরূপ,

আর যজ্ঞে দক্ষিণা দানই সম্যাস্বরূপ । রাজা নিরহত ও বজ্রশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে বুদ্ধি পূর্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয় লাভ, যজ্ঞে সৌম্যরস পান, প্রজাপরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যকরূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারি বর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরিশেষে সমরশয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পতিব্রতা লাভ ও চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হন । মহারাজ ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী, প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণ কীর্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

তখন উদারবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীত বাক্যে অর্জুনকে সর্বাধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ হয় না । কিন্তু বস্তুরূপে ঐক্য সিদ্ধান্ত হ্রাস্তি বিজুস্তিত, সন্দেহ নাই । অনেকা-
নেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপোমুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন । যাঁহারা ঋষিদিগের শ্রায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়-
নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন । বৈদ্যানসদিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজ-
কার্য্য পর্যালোচনা করা কর্তব্য । অজ্ঞ, প্রমত্ত, ঈশিকত, অরণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন । লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতাস্ত্র দ্রুতবৈজ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি, বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ দিগন্ত পথ অবলম্বন পূর্বক স্বর্গে গমন করে । আমি পূর্বে তোমারে কহিয়াছি যে, কন্মনিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণদিগন্ত পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিয়া থাকে । উত্তর দিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে গমন করেন । পুরাণ-
বেত্তারা ঐ উভয় পন্থার মধ্যে উত্তরদিগের পথকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন ।

হে ধনঞ্জয় ! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ হয় । সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত সন্তোষস্বত্ব অনুভব করিতে পারেন । সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি । এক্ষণে রাজা

যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর । উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম সকল কন্মভণ্ডের শ্রায় প্রতিসংস্কৃত হয় । “পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছাদেব শৃঙ্খল হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপ স্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে । যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুস্ত্র কলত্র বিবর্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই যুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র ।” হে অর্জুন ! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধন লাভের বাসনা করিয়া থাকে । অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেষ্ঠ । যাচঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয় । যাহা বা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্য পরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না । আমরা ইহা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্তব্য । যাহাদিগের অর্থোপার্জন স্পৃহা বলবতী, সংকন্ম তাহাদের নিকট স্থান লাভে সমর্থ হয় না । অত্নের অনিষ্টাচরণ ব্যক্তি রেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই । আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয় । যাহারা অতি হুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোক বিবর্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থ লাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে । প্রভু ভৃত্যদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে অতিশয় অশোভাগী হন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয় নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন । বিশেষতঃ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চৌরভয়ে ভীত হইতে হয় । কিন্তু ভোগাভিলাষবিমুক্ত পরম সুখী নির্ধন ব্যক্তি কাহারই নিম্নাভাজন বা কাহার ভয়ে ভীত হয় না । পাছে লোভ বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তিনি দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানার্থ বা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কচিত হইয়া থাকেন ।

হে অর্জুন ! পুরাণভবিং পণ্ডিতেরা যজ্ঞ সংস্কার উদ্দেশ্যে যাহা কীর্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর । বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় কবাই কর্তব্য ; উহা দ্বারা ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করা উচিত নহে । বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্তু অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে । অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্তব্য ।

সং পুরুষেরা উপার্জিত অর্থ দান করিবারই উপদেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ স্তম্ভং কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্তব্য। যে নির্য্যোধেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রা-পাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্যপাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জিত ধন ব্যবহারের সম্যক্ ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে মহাত্মন! এক্ষণে বালক অভিমত্যা, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ রূপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ বনুসেন, রাজা বৃষ্ণ-কেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরি-ভ্যাগ করাতে আমি শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক ও নরাদম। পূর্বে যিনি আমারে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরৈনিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রাম সময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহ সদৃশ পিতামহকে অর্জুনের শরজাল প্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মারে নিতান্ত অবসন্ন, রক্তাশ্রিত বিঘূর্ণমান ও প্রাণস্থে রথ হইতে নিপতিত, দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহু দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারানসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাহার শস্ত্র-পাতে সমরদুর্ধ্ব মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম; ঐ মহাত্মা সংগ্রাম-কালে শিখণ্ডীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জুন সেই অবসরে তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণি-তাক্র কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কি রূপ ব্যথিত হইয়াছিল; তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাদম আর কেহই নাই। আমরা যাহার বক্ষে পরিবদ্ধিত হইয়াছি; যিনি আমাদের সত্য রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছেন; আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভ

প্রত্যাশায় মোহ বশত: সেই পরম গুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম।

হায়! আমি সর্গপার্থিবপূজিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি। ঐ মহাত্মা সত্য ব্রতান্ত অব-গত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্বক “হে ধর্ম্মরাজ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না যথার্থ করিয়া বল,” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভ বশত: তাঁহার নিকটে স্পষ্টা-ভিধানে অস্থখামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই ব্রতান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি গুরুতর পাপ সিবন্ধন আমারে পরিশেষে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে।

হায়! আমি যখন সমরে অপরাধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বতসমুৎপন্ন সিংহশাবক সন্তান বালক অভিমত্যা-বে দ্রোণরক্ষিত ব্যাহমধ্যে প্রবেশ করিতে অমুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাদমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জুনকে স্তিবিচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পঞ্চ পুত্রবিহীনা দ্রোপ-দীরে পঞ্চ পর্ব্বত শূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ সমুদায় আমা হইতেই হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমারে আর কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমারে কলে-বর পরিত্যাগ করিতে অমুমতি প্রদান পূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য-বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বদ্ধুবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্তনাবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে। আমি পুনরায় তোমারে উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃদ্ধ সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখলাভার্থে আলসে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখ ভোগ করিতে পারা

যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অনিমাди ঐশ্বর্য, ত্রী, লজ্জা, ঐশ্বর্য ও কীর্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বহুবাকব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা হুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কৰ্ম্মাচ্যুতানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কৰ্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্তব্য। কৰ্ম্ম ত্যাগে তোমার অধিকার নাই।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্বা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহ দেশাধিপতি জনক হুঃখ-শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয় ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্বারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশ সময়ে লোকে কি রূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে?

তখন মহামতি অশ্বা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও হুঃখ তাহার আশ্রয়ে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্ততরের প্রাচুর্য্য হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ুসঞ্চালিত মেঘমণ্ডলের তায় অন্তর্হিত হয়। জন্মের পর মনুষ্যের মর্মে ক্রমে ক্রমে আমি কেবল মানুষ নহি, এক জন সৎশক্ত্য কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। সেই অহঙ্কার প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসম্বৃত সমুদায় অর্থ নৃত্য গীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শরসংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ প্রস্থিত ব্যক্তির বধ সাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তির বিংশতি বা ত্রিশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তত্ত্বের বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এইরূপে অপার হুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই সকল হুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যায় ও অনিষ্টপাত এই দুইটি মানসিক হুঃখের মূল কারণ। এই ভূ-মণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার হুঃখ মানবগণের অন্বেষণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের তায় মনুষ্যগণের প্রাণ

সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি ধর্ম্ম, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সমাগরা বহুকরা জয় করেন, তাঁহারেও জরা মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা হুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না অনাকুলিত চিন্তে তাহা সহ করা কর্তব্য। সুখ ও হুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা কি প্রৌঢ়াবস্থা কি বৃদ্ধাবস্থা কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। আগ্রয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, হুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদায়ই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ হুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অন্তর্ভুক্ত করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অগ্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্য ও আতুর, বলবান্ ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষ ও নীতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সৎশেষে জন্মগ্রহণ করে এবং বলবান্, রূপবান্, সুস্থশরীর, সৌভাগ্য সম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তির ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সম্ভান সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কামনা করিলেও পুঞ্জমুখ, নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বিষপান, উষ্মকন বা অধঃস্থলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছেন, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সংকুলসম্বৃত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতনের তায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহু কষ্টে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্ ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তির কাষ্ট পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। হ্রাস্বারা কালের বশবর্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপ কার্য্যে রত হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননির্মিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরজী সমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এইরূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ হুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা

প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ কাল সহকারে পরিবর্তিত হয় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিজ্ঞান করা যায় না । সমুদ্রে যেমন কাঠে কাঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণি সমুদায় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিয়োজিত হইতেছে । যে সকল মনুষ্য সত্যত গীত বাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্যরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে, কিন্তু বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে । জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আর কাহারই সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না । বন্ধুবান্ধব সমাগম পাতঙ্গসমাগমেব ন্যায় অচিরস্থায়ী । আমি কে ? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি ? কোথায় বা গমন করিব ? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি ? আমি কি নিমিত্ত অমৃত্যু তাপ করিতেছি ? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে স্থস্থিত করিবে । ফলতঃ এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ; ইহাতে কিছুই স্থিরতা নাই ।

পবলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই ; কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান ও পর্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্তব্য । এই জগৎ যে জরা মৃত্যুরূপ গ্রাহ সম্পন্ন কালরূপ অতি গুণ্ডীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না । ঋষ্যকৈদবিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না । অনেক রসায়ন বিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধি নাসক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ বিদলিত বৃক্ষের স্থায় জরা প্রভাবে জীর্ণ জীর্ণ হইতেছেন । তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন, অতি বদান্ত, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরও জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন । যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি এক বার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না । হে মহারাজ ! অবশ মনুষ্য কাল প্রভাবে সর্বসাধারণ সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র সমাগম যে পাতঙ্গসমাগমেব ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই । অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্নায় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না । হে মহারাজ ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব পিতামহগণ কোথায় ? আজি তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না, তাঁহারাও তোমারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না । মনুষ্য ইহলোকে অবস্থান পূর্বক স্বর্গ ও নরক দেগিতে পায় না ; শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষুঃ ; তাঁহারা শাস্ত্র-প্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন । অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর । পিতৃলোক, দেবলোক, মর্ত্য লোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য । অতএব লোকে হৃদয়ঙ্গম অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান পূর্বক উভয় লোকে সুখী হইবে । যে রাজা রাগ, দ্বেষ বিবর্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার যশোরশি পরিবর্তিত হয় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! বিদর্ভরাজ জনক মহাত্মা অশ্বার মুখে এইরূপ যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । অতএব এক্ষণে তুমিও শোক সস্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক প্রফুল্লচিত্ত হও । তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে ইহা উপভোগ কর ; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না ।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

৥ বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না । তখন মহারাজি অর্জুন বাসুদেবকে সন্বেদন পূর্বক কহিলেন, সখে ! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উহারে আশ্বাস প্রদান কর । ইহার শোক নিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইহার শোক নিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন । ধর্ম্মরাজ বাল্যকালব্যাপি অর্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিতেন না । মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন পূর্বক শৈলশৃঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চিত হস্ত ধারণ

করিয়া সান্ত্বনা থাকে কহিলেন, নরনাথ ! শোক দ্বারা গাত্র শোষণ করা আপনার কর্তব্য নহে। এই সমরাজ্যে যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোনরূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থেই জায় এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা সকলেই ক্ষাত্রধর্ম্মাসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করিয়াছেন। উঁহাদের কেহই রণপরায়ণ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্তব্য নহে।

এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ স্বজ্ঞকে পুত্রশোক নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ ! কি আমি কি ভূমি কি অস্ত্রাশ্রয় ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে ভূমি কি নিমিত্ত অমৃত্যুতাপ করিতেছ? আমি এক্ষণে পূর্ব-তন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই তোমার শোকসন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহামুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুর্বাধি ও শুভগ্রহ সঞ্চার হয়। অবিক্রান্ততনয় মহারাজ মরুস্ত অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিষাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উনি সর্বাঙ্গ সহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নিরূহ করেন। উঁহার রাজ্য শাসন কালে পৃথিবী অক্লষ্ট হইয়াও শস্ত্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে 'বিশ্বদেবগণ' সভাসদ এবং সাধ্য ও মরীচিপ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস পানে বাহার পর নাই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারেন নাই। হে স্বজ্ঞ! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তাঁহাদেরও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অমৃত্যুতাপ করিতেছ?

উত্তরি পুত্র মহারাজ স্নহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে

হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর স্ববর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী ঐ রাজ্যের অধিকার সময়ে বধার্থনামা হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী সমুদায়ের প্রবাহে হিরণ্য প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সকল নদীতে স্ববর্ণময় কুম্ভ, কঙ্কটক, নক্স, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ স্নহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র স্ববর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদায় গৃহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপন পূর্বক বিপুল যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অমৃত্যুতাপ করিতেছ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ ষ্ঠেত অশ্ব, দশ লক্ষ স্ববর্ণালঙ্কৃত কচ্ছপ, দশ লক্ষ দিগ্গজ তুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন কল্পিতে পারেন নাই। অঙ্গরাজ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাত যজ্ঞের অমুষ্ঠান পূর্বক যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে, এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্ম গৃহণ করে নাই, করিবেও না। হে স্বজ্ঞ! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অমৃত্যুতাপ করিতেছ?

উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদায় গো, অশ্ব ও অস্ত্রাশ্রয় আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উঁহাকে অধিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির জ্ঞান গুণ সম্পন্ন আর কেহই হয় নাই, হইবেও না। হে স্বজ্ঞ! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজ তোমা অপেক্ষা

বলবান্, ধার্মিক, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অস্বাভাবিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ভজাত দুহন্তপুত্র মহাত্মা ভরত রাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মা দেব-গণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত, সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজহুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের জায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই । ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবলানে মহর্ষি কণ্ঠকে পদ্ম সহস্র অশ্ব প্রদান করেন । হে সৃজয় ! দুহন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানবান্, নিম্প্হ ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্ত বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্যনির্কর্ষে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন । তাঁহার রাজত্ব সময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না । জলদাবলি যথাকালে বারিবর্ষণ করাতে প্রচুর শস্ত সমৃৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই । অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না । প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিত । ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মী ছিল । পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক, কামিনীগণের মধ্যেও তখন কলহ উপস্থিত হইত না । প্রজাগণ সকলেই ধার্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল । পাদপ সকল নিয়মিত ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত । সকল গাভীরই কলসপরিমিত দুগ্ধ হইত । মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবোধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মা জ্ঞানাজ, লোহিতনেত্র, আজাহ্নলবিতবাহ, সিংহদ্বন্দ্ব ও সূন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন । উনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন । ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানবান্, নিম্প্হ ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্ত আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভূজবলে অসংখ্য অশ্বরূপকে সংহার করিয়াছেন । সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক স্রবর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কস্তা দক্ষিণা প্রদান করেন । ঐ কস্তাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ স্রবর্ণ মাল্য পরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেঘ ও ছাগ গমন করিয়াছিল । পূর্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন । এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্কশী হইয়াছে । গঙ্গা ঐ রাজার পিতৃদে অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন । হে সৃজয় ! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমার অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

মহাত্মা দিলীপকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে । ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্র সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বস্তুদ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন । তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে স্রবর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন । ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যুগ নিখাত হইত । ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার স্রবর্ণনির্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত যজ্ঞীয় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিম্বাবস্ত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্ত স্বরাসুসারে বীণাবাদন করিতেন । বিম্বাবস্ত্র বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত যেন গন্ধর্ব্বরাজ অম্মারই সমক্ষে বীণাবাদন করিতেছেন । এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলীপের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই । ঐ মহারাজের মন্ত মাতঙ্গগণ স্রবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথমধ্যে শয়ান থাকিত । যাহারা সেই সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাহাদিগেরও স্বর্ণলাভ হইয়াছে । ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও দীপ্যতঃ এই শব্দটি কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই । হে সৃজয় ! সেই প্রবল প্রতাপসম্পন্ন দিলীপ তোমার অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও তদুত্যাগ করিয়া-

ছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অহুতাপ করিতেছ ?

যুবনাস্তনয় মাক্ষাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন । ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাস্ত্রের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত স্নাত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাস্ত্রের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উঁহারে নিকাসিত করেন । ঐ দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে । আমি উহার নাম মাক্ষাতা রাখিলাম । সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল । বালক সেই ইন্দের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ দৃষ্ট পুষ্ট হইলেন । তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের দ্বায় পরিবর্তিত হইয়াছিলেন । ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মাক্ষাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন । ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন । তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কার-শব্দ শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । সূর্য্যের উদয়স্থান হইতে অন্তর্মিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশই মাক্ষাতার অধিকৃত । তিনি একশত অশ্বমেধ ও শত রাজস্বয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দীর্ঘ দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন স্তব্ধগমর রোহিত মংস্ত্র সকল দান করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মংস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, অত্যাগ্ন লোক ভাষা বিভাগ করিয়া লয় । হে সৃজয় ! সেই রাজা মাক্ষাতা তোমা অপেক্ষা ধাশ্বিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন । তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অহুতাপ করিতেছ ?

নহবাশ্বজ মহারাজ যযাতিরেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বল পূর্ব্বক যুগকৌলক নিক্ষেপ করিতেন । সেই নিক্ষিপ্ত কৌলক বত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ কবাইতেন । ঐরূপ কৌলক নিক্ষেপকে

শম্যাপাত কহে মহাত্মা যযাতি ঐরূপে শম্যাপাত । সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন । তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও একশত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিন স্তব্ধ পর্ব্বত দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করেন । ঐ মহাত্মা অশ্বরগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যহু, ক্রহা প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশক্রমে সমুদায় পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন । হে সৃজয় ! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধাশ্বিক, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অহুতাপ করিতেছ ?

মহারাজ নাভাগতনয় অশ্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উঁহার প্রতি নিত্যন্ত অহুরক্ত ছিল । ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতির দ্বিজগণের দান্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন । অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অশ্বরীষের দ্বায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহ পারিবেন না । যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অশ্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন । হে সৃজয় ! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধাশ্বিক, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন সেই মহাত্মাও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অহুতাপ করিতেছ ?

মহারাজ শশবিন্দুকেও দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল । রাজকুমারগণ সকলেই স্তব্ধ বান্ধবী ও ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিলেন । উঁহারা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন । ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবান্ গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেঘ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল । মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন । হে সৃজয় ! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধাশ্বিক, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন ।

যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ ?

অমৃত্যুরয়ার পুত্র মহারাজ গরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ ভূপাল শত বর্ষ হতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন । হত্যাশন প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে সমুদাত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় । এবং আমি অনবরত দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয় । ভগবান্ হত্যাশন গয় রাজ্যের প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন । মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্ত্র ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ৩ শত অশ্বতর প্রদান করেন । ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভীষ্ট সাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম সুবর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন । গজার যত গুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রদিগকে তত গুলি গাভী প্রদান কবিয়াছিলেন । হে স্বজয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

হে স্বজয়! সঙ্কৃতিনন্দন রত্নিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপোহুষ্ঠান পূর্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় । আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অগ্নীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি । ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমারে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া উপাসনা করিত । উঁহার যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মগুতী নামে প্রখ্যাত আছে । মহাত্মা রত্নিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিক্ত প্রদান করিতেন । সভামধ্যে তোমারে শত নিক্ত প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না । পরে তোমারে

সহস্র নিক্ত প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন । মহাত্মা রত্নিদেবের গৃহে অন্ন ও অস্ত্রান্ত্র দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠের প্রভৃতি সমৃদ্ধার দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল । অতিথিরা রত্নিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত । তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকেরা অদ্য স্থপভৃষ্টি অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব-বৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না বলিয়া চীৎকার করিত । হে স্বজয়! সেই মহারাজ রত্নিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

ইক্ষাকুবংশীয় অলৌকিক পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । শুরংকালীন মেঘনিম্নাক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় যেমন চন্দ্রের অন্তঃগমন কবিতা থাকে, তজ্জপ সগররাজের গমনকালে ঐ মহাত্মার ষাট সহস্র পুত্র অন্তঃগমন করিত । তিনি স্বীয় প্রতাপবলে পৃথিবীতে একাধিপত্যস্থাপন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাকী রমণীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, সুবর্ণস্তম্ভ সুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন । ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধভরে পৃথিবী খনন পূর্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন । উঁহার নামানুসাবে সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে । হে স্বজয়! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয় বাসনামুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন । যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজারেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ; মহর্ষিগণ একত্র সমরেত হইয়া ঐ মহাত্মারে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন । তিনি সমুদায়লোক প্রথিত করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন । তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন । প্রজারা তাঁহারে নিরীক্ষণ কবিতা তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজ পদবী প্রাপ্ত হন । তাঁহার রাজ্য শাসন কালে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিত । প্রতি পত্রেরই মধু উৎপন্ন এবং

ধেয় দোহন করিষামাত্র হৃৎ কলস পরিপূর্ণ হইত । মহুযোরা নিরোগ, নির্ভয় ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছামুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত । পুত্ররাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল শুষ্ক হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদী সকল সমুচ্ছ্রিত না হইয়া স্থিরভাবে অবলম্বন করিত । কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না । তিনি অখমেধ যজ্ঞামুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণ-গণকে তিন মল উন্নত স্তব্ধময় এক বিংশতি পর্বত প্রদান করিয়াছিলেন । হে সৃষ্টি ! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা পার্শ্বিক, জ্ঞানবান, ঐশ্বর্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন । যখন তিনিও তমু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ? এক্ষণে আর মোমভাব অবলম্বন পূর্বক চিন্তা করিও না । আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না ? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ও বধের ন্যায় সম্যক ফলোপধায়ক, সন্দেহ নাই ।

তখন মহাত্মা সৃষ্টি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সোধোন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্তীসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র চরিত্রসকল শ্রবণ করিলাম । আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায় কোন ক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে । অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাজেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি । অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তি লাভ না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা পরিবর্জিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্জিত হইয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রপোকে একান্ত কাতর হইয়াছি । যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অন্য আমার পুত্র যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহার উপায় করুন । তখন নারদ কহিলেন, হে সৃষ্টি ! তোমার পুত্র স্বর্গ-দেবী মহর্ষি পর্বতের বর প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে । এক্ষণে আমি উহারে পুনরুজ্জীবিত করিতেছি । অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব ! সৃষ্টির পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনদেবী হইয়াছিল, পর্বত কি নিমিত্ত সৃষ্টিকে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মহুযোরা সহস্র বর্ষ জীবিত

থাকিত, তবে সৃষ্টির পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্ত কোদারাবহার প্রাণত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি কেবল নামেতেই কাঞ্চনদেবী, অথবা বথার্থই, কাঞ্চনদেবী করিত এই সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, তুমি উহা কীর্তন কর ।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বকালে নারদ ও পর্বত নামে দুই মহর্ষি মহুযালোকে শাল্য ও দ্রুত ভোজন করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তপোধন নারদ মহাত্মা পর্বতের মাতুল ছিলেন । ঐ তাপসদ্বয় ধরণীতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছামুসারে পর্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয় হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন । যিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন না করিবেন, তাঁহারে অবশ্যই পাপ-ভাগী হইতে হইবে ।

মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃষ্টির সঙ্গীপে গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমরা তোমার হিতার্থে ক্রিয়ংকাল এইস্থানে অবস্থান করিব । তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও । মহারাজ সৃষ্টি তাপসদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে তথাস্ত বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের বথোচিত পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । কিয়দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃষ্টি পরম প্রীতমনে স্বীয় কস্তা সমভিব্যাহারে নারদ ও পর্বতের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি স্নহীলা, অদ্যাধি ইনিই আপনাদিগের পরিচর্যা করিবেন । নরপতি সৃষ্টি তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় হৃদিতারে সোধোন পূর্বক কহিলেন, বৎসে ! তুমি আজি হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিষ্ণুর পরিচর্যা কর । তখন সেই ধর্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশামুসারে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন । তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন । তাঁহার হৃদয়ানলে গুরুপক্ষীয় চক্রমার জ্বালা দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল । কিন্তু তিনি লজ্জার অমুরোধে জাগ্রিতের পর্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না । অনন্তর একদা মহাত্মা পর্বত স্বীয় তপোবল ও নারদের ইজিত দ্বারা তাঁহারে কামার্জ বৃত্তিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল ! পূর্বে আমরা

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন বাহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই স্কুমারীর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্তব্য হইয়াছে? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন নিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি। এই স্কুমারীর সহিত আপনার বিবাহ কার্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা এবং অস্ত্রাচ্ছ লোক আপনাকে বানরের জায় অবলোকন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পর্বতের বাক্য শ্রবণে কোপপূর্ণ ও তাঁহারে শাপ প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপুত্রায়ণ, তপস্তানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমণ্ডগারিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।

হে মহারাজ! এইরূপে সেট তাপসস্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদান পূর্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের জায় পরস্পর সৌহার্দ্য বিরত হইলেন। মহামতি পর্বত তথা হইতে বহির্গমন পূর্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পূজিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে স্বজয়কুমারী স্কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র স্কুমারী পর্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখমণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্তারে এইরূপ কুংসিত দেখিয়াও তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রভূত পরম শ্রীতি সহকারে তাঁহার গুণগণা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় একবার মনেও করিলেন না।

কিয়দিন পরে একদা ভগবান্ পর্বত নানাস্থান পর্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদন পূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বর্গগমনে অনুমতি করুন। মহাত্মা নারদ পর্বতকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারে কহিলেন, ভাগিনেয়! তুমি প্রথমে আমাকে অভিসম্পাত পূর্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ; আমি পশ্চাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাঁহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। তাপসস্বয় এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী

স্কুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণ পূর্বক তাঁহারে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্বত তদর্শনে রাজকন্যারে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, পতিব্রতে! পলায়ন করিও না; ইনি তোমারই ভর্তা। ইনিই সেই ধর্ম্মপুত্রায়ণ ভগবান্ নারদ। এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। রাজকুমারী স্কুমারী মহাত্মা পর্বত কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভর্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সেই ভগবান্ নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইহঁারে জিজ্ঞাসা করিলে স্বজয় রাজা ও তাহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সূবর্ণশ্রীতীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ইতিপূর্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্বত আমরা উভয়ে মহাবাজ স্বজয়ের গৃহে বাস ককিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তৎকর্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থান পূর্বক অভিলাষানুরূপ স্মৃতিভোগ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমন সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্বত আমাকে কহিলেন, মাতুল! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরম সমাদরে এত দিন বাস করিলাম, এক্ষণে ইহঁার গুত চিন্তা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্বতকে সন্মোদন পূর্বক কহিলাম, বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরে উহঁারে অভিলষিত বর প্রদান পূর্বক উহঁার মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহর্ষি পর্বত মহারাজ স্বজয়কে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্যা

যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি ; এক্ষণে তোমারে অমুমতি করিতেছি, তুমি আমাদের নিকট অতীত বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এইরূপ বর প্রার্থনা করিও যেন তুমি দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট না হয়। তখন স্বপ্ন কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমার মহাফল লাভ হইয়াছে। মহর্ষি পূর্বত স্বপ্নের বাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি বহু দিন যাহা সঙ্কল্প করিয়া আনিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন স্বপ্ন কহিলেন, ভগবন্! আমায়ে বর প্রদান করা যদি আপনার অভি-
প্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ সদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে। তখন পূর্বত কহিলেন, হে স্বপ্ন! তুমি যেরূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ অবশ্যই সেরূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরাভব করিবার নিমিত্তই ঐরূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ ; অতএব তোমার সেই আশঙ্ক্য কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না। তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণশ্রীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহারে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও। মহারাজ স্বপ্ন মহর্ষি পূর্বতের এই কথা শ্রবণে পুত্রের বিষয় শান্তির নিমিত্ত তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয়। মহাত্মা স্বপ্ন এই কথা বলিয়া পূর্বতকে বারম্বার অমুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পূর্বত ইন্দ্রের অমুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি রাজা স্বপ্নকে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমায়ে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জীবিত করিব। হে মহারাজ! আমরা রাজা স্বপ্নকে এইরূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন কবিতাম। স্বপ্নও আপনার আশ্বাসে প্রবীষ্ট হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে বাজর্ষি স্বপ্নের এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র কাল সহকারে সর্বোবয় মধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরি-
বদ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চনশ্রীবন করিত বলিয়া স্বপ্ন তাহার নাম কাঞ্চনশ্রীবী রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন

তনয়ের ঐ অদ্বুত বৃত্তান্ত সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেব-
রাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা করি-
লেন, মহর্ষি পূর্বতের বরদান প্রভাবে স্বপ্নের ঐরূপ পুত্র জন্মি-
য়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক যদি বালক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায়ে উহার নিকট পরাভূত হইতে হইবে। দেবরাজ মনে মনে ঐ রূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রক্ষােষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মুর্ত্তিমান দিব্যাজ্ঞ বজ্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে বজ্র! স্বপ্নের পুত্র মহর্ষি পূর্বতের বর প্রভাবে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমায়ে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সতত সেই রাজকুমারের রক্ষােষণ করিতে লাগিল।

এদিকে মহারাজ স্বপ্ন সেই অপূর্ব পুত্র লাভ করিয়া পুল-
কিত মনে পত্নীগণ সমভিব্যাহারে বনমধ্যে গমন পূর্বক বাস
করিতে লাগিলেন। তাহার সেই পুত্রটিও ক্রমে ক্রমে পঞ্চম
বর্ষ বয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নাগেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী
বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রী সমভিব্যাহারে
ভাগীরথীতীরে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র
সহসা আগমন পূর্বক তাহারে আক্রমণ করিল। রাজকুমার
ব্যাঘ্রের আক্রমণে কল্পিত কলেবর হইয়া প্রাণত্যাগ পূর্বক
ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতানু দেখিয়া মুক্ত-
কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা স্বপ্ন ধাত্রীর আত-
শ্বর শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমন পূর্বক দেখি-
লেন, সুবর্ণশ্রীবী প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক নভোমণ্ডল পরিচ্যুত
নিশাকরের তায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি
যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্রকে উৎসঙ্গে
আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই
বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিতচিত্তে অনর্গল অশ্রু-
জল বিসর্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

ঐ সময় রাজা স্বপ্ন আমায়ে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ
তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদুপ্রবীর বাসুদেব
তোমায়ে যে সনন্ত কথা কহিলেন, আমি স্বপ্নের নিকট উপস্থিত
হইয়া তাঁহারে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি
দেবরাজের অমুমতিক্রমে সেই বালককে পুনর্জীবিত করিলাম।
অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য।

এইরূপে সেই স্বপ্নরাজকুমার পুনরায় জীবন লাভ করিয়া

পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল । ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিল । উহার তুল্য গুণবান আর কেহই ছিল না । ঐ রাজপুত্র প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন এবং বহুপুত্র উৎপাদন পূর্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে । হে মহারাজ ! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক ব্যাস ও কেশব বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর । তাহা হইলেই তোমার অতি পবিত্র লোকে গতি লাভ হইবে ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! নারদের বাক্যবাসনে ধর্ম্মতত্ত্ব মহর্ষি কৃষ্ণদৈবায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহারে সঙ্ঘোষন পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম । ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক । অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর । বেদে তপস্তা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; অতএব তপস্তা করাই ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম্ম । ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । যে ব্যক্তি বিষয়নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য । কি ভৃত্য কি পুত্র কি তপস্বী যে কেহ ইউক না কেন, মোহবশতঃ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে, রাজা অবশ্যই তাহারে শাসন বা বিনাশ করিবেন । যে রাজা ইহার অন্তথাচরণ করেন, তাঁহারে পাপ ভোগ করিতে হয় । যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্য । তুমি ধর্ম্মহন্য কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিবন্ধন তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি ? বধাইদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সংপাত্রে ধনদানই ত রাজার ধর্ম্ম ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন ! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই । আপনি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছেন । এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অরধ্য লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে ।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে,

ঈশ্বর না পুরুষ ? আর তাকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন না অকর্ম্মাৎ সমুৎপন্ন হয় ? যদি ঈশ্বর সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়ো-
গানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বর-
কেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে । যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদন জনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয় ; কুঠার কখনই ঐ পাপে লিপ্ত হয় না । যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপ-
ভোগের সম্ভাবনাই নাই ; সুতরাং কুঠার ব্যবহারকারী মনুষ্য-
কেই পাপ ভোগ করিতে হয় । তাহা হইলে কুঠার নিষ্কাশন-
কর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত । কেন না যদি
সে কুঠার নিষ্কাশন না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কখনই
বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য হইতে পারিত না ; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা
স্বকর্ম্ম সাধনার্থে বৃক্ষচ্ছেদন পূর্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্র
নিষ্কাশনকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে ।
অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্তকে ভোগ করিতে না হইত,
তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার
কার্য্য সাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে ? ঐ ফল
ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত । পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের
অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্থি-
ব কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হুয়ায় শত্রুগণকে
বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ ; তাহার নিমিত্ত
চিত্তার বিষয় কি ? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও
সাধ্যায়ত্ত্ব নহে ; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া কি
নিমিত্ত পাপভাগী হইবে ? বিশেষতঃ যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের
নৈসর্গিক ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও
বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না । আর যদি তুমি
শাস্ত্র যুক্তির অনুসারে লোকের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর,
তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা
তোমারে শাস্ত্র ও বিদগ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে । যাহা ইউক, আমার মতে ইহলোকে
শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে ।
যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহারে তদনুরূপ ফল
ভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সকল পরি-
ত্যাগ পূর্বক সংসারবাত্মা নির্বাহে প্রবৃত্ত হও ; আর শোক
করিও না । তুমি ক্ষত্রিয় ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও
তোমার উছাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য । আত্মপরিত্যাগ ব্য-

কদাপি বিধেয় নহে । মনুষ্য জীবিত থাকিলে অনাধাসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে ; কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না । অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্তব্য । যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমায় পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে ।

ত্রয়স্রিংশত্তম অধ্যায় ।

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীত বচনে কহিলেন, পিতামহ ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সশ্বকী, ভাগিনেয়, স্ত্রুৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি । এক্ষণে আমি সেই ধর্মপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব । এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্শ্ববর্ধিহীন হইয়াছে, ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে । জ্ঞাতিবধ ও অশ্রান্ত অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্বরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোক-সাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে । হা ! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃবিহীন হইয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে ! তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ নিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই । ধর্মের গতি অতি দুঃস্থ । সেই বন্ধুবান্ধব বিহীনা কামিনীগণের প্রাণত্যাগ নিবন্ধন আমাদিগকে প্রেকারান্তরে জীবন-পাতকেও লিপ্ত হইতে হইল । হায় ! আমরা স্ত্রুজগণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপাশ্রয় করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে । ঐ পাপের প্রতিকারের নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোহুষ্ঠান পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি । এক্ষণে আপনি কোন্ আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐ পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করিয়া দিন ।

মহর্ষি কৃষ্ণদৈবায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, বৎস ! ক্রত্ৰিয়ধর্ম্মানুসারে বিবাদ সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অমুচিত হইতেছে । দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অশ্রান্ত ক্রত্ৰিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী

শ্রীলাভের অভিলাষে কাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন । তুমি, ভীম, অর্জুন, নকুল বা, সহদেব তোমরা কেহই তাঁহাদিগকে বিনাশ কর নাই । ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণিগণের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে । তাহার অনুগ্রহের পাত্র আর কেহই নাই । যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র ; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে । কাল পুণ্য পাপের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম স্রষ্টা স্বাক্ষক । উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে । হে মহারাজ ! এক্ষণে তুমি একবার সেই সমস্ত ক্রত্ৰিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্যালোচনা কর ; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে । আর তুমি আপনাব কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সুস্পষ্ট বৃত্তিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শাস্ত্রস্বভাব হইয়াও কেবল দৈবপ্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে । তষ্ট্ৰনির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরিচালকের অধীন, তজ্জপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মেরই সম্যক্ আয়ত্ত । যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিফল । হে মহারাজ ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর । এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রী লাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন । আর ত্রিলোক মধ্যে শাল্যবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্প প্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বশ্ম ধারণ করিলে, অসুরগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন । অতএব যাহারা অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্তব্য । বিশেষতঃ যদি এক ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নিমূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্তব্য । উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না । কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয় ; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির কোন্টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্টি যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । তুমি অতি বিচক্ষণ ; অতএব এস্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি দেবগণের পূর্ব

প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্যলাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরস্ত্রণামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও বহুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে হ্রস্বা সত্যত পাপাত্ম্যের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বৃদ্ধিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না; তাহারে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐরূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে; কিন্তু তুমি পাপশূন্য হৃদয়ে হৃদ্যোদনের দোষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভূপতি-গণের হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অমৃত্যুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সুমতিবাহারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিশাপ ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ স্তুতসন্তোগ করিতেছেন। অঙ্গরাগণ তাঁহার শুক্রবায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইজ্ঞের জ্বায় স্বীয় ভূজবলে শত্রুপক্ষ পরাজয় করিয়া এই সমাগরা ধরিজীর অধীশ্বর হইয়াছ; অতএব, যে সমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদান পূর্ব্বক গর্ত্তস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্তাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রী-লোকেরা স্বভাবতঃ সাতিশয় ভোগাভিলাষ পরতন্ত্র; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! তুমি এইরূপে সমুদায় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী দেবরাজের জ্বায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কন্যামুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কটক রাজ্য লাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে যজ্ঞবান্ হও, তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

চতুর্দ্বিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কপরা করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনথ ও শ্যাবদস্ত যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনুচাবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিষ্ঠা করে, যে ব্যক্তি ঋগুরের জ্যেষ্ঠ কন্তা অনুচ্চা থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠারে বিবাহ করে আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সংপাত্রে রূপণতা, অনেক জীবের প্রাণ সংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি-পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার, অকারণে পণ্ড ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যে সমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাহা, লবঙ্গাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্বেয়ানি বধ, ক্ষমতা সম্বন্ধে গো-গ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণাদান-পরাক্রুততা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অমুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কাৰ্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক। তাহাদিগকে ঐ সকল কুর্কর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুর্কর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও যদি জিহাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাহাতে বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মব্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ

হত্যাকারীর ক্ষেপেই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপকার্য্য কীর্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদায় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষি উদ্ধালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র ষ্ঠেতীকেতুরে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহারে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলতঃ ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপ্ত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দুষ্ট নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃশ্বলন হইলে তাহার পুনর্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে তাহার অনুচাবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্পরী সন্তোষ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশুহত্যা বা পশুহত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধন দান ও সংপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ কবিত্তে পারে, স্বামীরেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে-যে স্থলে যে সকল কার্য্য করিলে মানবগণকে পাপ ভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

মনুষ্য যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না

হয় তাহা হইলে সে তপস্তা, ব্রহ্ম ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাক ও নর কপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন, অনুরা শূদ্র, অধঃশায়ী হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা বেজ্ঞানুসারে শত্রুধারীদিগের শত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরা হইয়া প্রজলিত হতাশনে তিন বার আত্ম নিক্ষেপ, বেদ পাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবন যাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সকলের অন্ততর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি প্রতি-ন্যস্ত যৎসামান্যরূপ আহার করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়াংকালে আহার, সপ্তাহ অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়াংকালে আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কালযাপন করে, সে অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধ সমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারে আর ব্রহ্মহত্যা পাপ ভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্ত্যাত্ম গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিরমশীল ব্রাহ্মণগণকে এক শত কাষোজ দেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয় নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্ততঃ এক জনেরও প্রার্থনানুসরণ অর্থ দান করিয়া জনসমাজে কীর্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোকে ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরাপান করে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিলেই উভয়লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়।

পূর্বকর্তার শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপারী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অমুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপারী ব্যক্তি যদি ভূমি দানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অমুষ্ঠান পূর্বক বিগ্ৰহ ও মৎসর শূন্ত হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহফলক তপ্ত করিয়া তাহাতে শয়ন ও আপনার লিঙ্গ ছেদন পূর্বক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। জীলোকেরা আহার বিহার পরিত্যাগ পূর্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অমুষ্ঠান, সর্বস্ব দান, অথবা গুরুকার্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে সমুদায় অশুভ কার্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ক্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যা বিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও গরবিত্তাপ-হরণ কবে, সে, সৎসর নিয়মামুষ্ঠান করিলে পাপ শূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে উদ্ধার, তাহারে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসঙ্গে বিবাহ করে, সেও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বন পূর্বক ব্রত পালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতারে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ববিবাহিত পত্নীও নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, জীলোকেরা চাতুর্মাস ব্রত অমুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞব্যক্তির জীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না; কেন না ভঙ্গ দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্তপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্তৃক আঘাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডুষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুশ্চাদ, কুজ্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পণ্ড

পক্ষী বধ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচার পূর্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যা-গমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক বিচরণ করিবে।

হে মহারাজ! কুকার্য অমুষ্ঠান করিলে দুষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র; মিতভাবী ও পরিমিত ভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রীজপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনী যোগে, তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিন বার ও রজনীতে তিন বার বস্ত্র পরিধান পূর্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ! সমুদায় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কার্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্যকার্যের অমুষ্ঠান করে, তাহারে তাহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সংকার্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্তব্য। লোকে পাপকার্য হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্যের অমুষ্ঠান ও নিত্য ধন দান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যে রূপ প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদায় কীর্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অস্তান্ত ভক্ষ্যভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আত্মিক ও প্রজ্ঞাযিত ব্যক্তির বিধি পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাস্তিক ও অশ্রদ্ধা-বান্ ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহারে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ভূমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষতঃ প্রাণ ও ধন রক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদি তোমার নিতান্তই আপুনারে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে প্রায়শ্চিত্তের অমুষ্ঠান কর। মৃতের স্থায় ক্রোধের বশবর্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদবাস কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কণকাল মৌনবলম্বন পূর্বক তাঁহারে পুনরায় কহিলেন, পিতামহ ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য আর কোন্ বস্তু অভক্ষ্য ? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসা-ভাজন হয় এবং কাহারে পাত্র আর কাহারেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন ।

বেদবাস কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে সায়ম্ভব মনু সিদ্ধ-গণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । নত্যয়ুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ স্থাসীন ভগবান্ মনুর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রজাপতে ! অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্তা ও কার্য্যাকাধ্যের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করুন । তখন ভগবান্ সায়ম্ভব মনু সেই মহর্ষিগণ কর্তৃক এই-রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্মকথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জপ, হোম, উপবাস, অন্নদান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্য নিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্বত এবং সুবর্ণ ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিজগমন ও আজ্য ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই । লোকে গর্ভপ্রকাশ করিলে, কখনই প্রোক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না । বিজ্ঞলোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্ত্র পান করা কর্তব্য । 'অদন্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্তা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটি ধর্মের লক্ষণ । স্থল বিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তি নিবন্ধন ধর্ম ও অধর্ম দুই প্রকার ; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে । কর্মত্যাগী পুরুষ যুক্তি লাভ করেন, আর কর্মনিরত ব্যক্তিরে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় । যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে । অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী জীবের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারে । ক্রোধ-মোহাদি বশতঃ মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য । রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহারে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ

প্রদান না করিলে তাঁহারে তিন রাত্রি উপবাস করিরা শুদ্ধ হইতে হয় । যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগাদি শোকে অভিভূত হইয়া শত্রুদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি আরোপ-বেশন করা কর্তব্য । দ্বাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারো নিতান্ত ছরান্না ; তাহাদিগের সেই অধর্ম ক্রয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই । ধর্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশজন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিন জন ধর্মপাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই ধর্মস্বরূপ গণনা করা কর্তব্য । বুধ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শকবর্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডুক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদগ, গৃধ্র, শূন, উলূক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও হিমন্ত বা চতুর্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেঘ, বড়বা, গর্দভী, উষ্ট্রী, স্তিতিকাবস্থা গাভি, মাহুঘী ও মৃগীর হৃৎ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ । প্রোতন্ন, স্তিতিকার ও অনির্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দিষ্ট ধেনুর হৃৎ পান করা নিতান্ত অকর্তব্য । ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরাঙ্গীর অন্ন আয়ুর হানি করে । বুদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেগা, পরপুরুষাভিলাষী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্র স্বরূপ । অগ্নিযোমীর বন্যাহোমের পূর্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না । দানভোগ পরাশুখ, বজ্রবিক্রয়ী, স্ত্রধর, চন্দ্রকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রাম-পাল, পাতকী, রক্তস্রীজীবী, বন্দী ও দ্যুতবেত্তাদিগের অন্ন, স্বামহন্তে আহৃত পর্য়ুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, হৃৎ, শক্তু, ভট্টবব ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয় । দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহ দেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তি সাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষকের স্ত্রায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্তব্য কন্ম । যে ব্যক্তি ঐকুপ নিয়মে অপনার স্ত্রী সমভি-বাহারে গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয় ।

ধার্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয় প্রযুক্ত দান করিবে না । উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তন্দ্র, নিন্দক, মূর্খ, কিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্ঞান, দুর্কলজাত, অশ্রোজিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিরে দান করা বিধেয় নহে । অসম্যক দান ও অসম্যক প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে । যদিও

কলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরে সত্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই কলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিরে নিমগ্ন করে, তজ্জপ অসম্যক দাতা আপনারে ও প্রতিগৃহীতারে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্রকাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্জলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায় শূন্য হৃচ্চরিত্র প্রতিগৃহীতাও তজ্জপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর কপালে জল ও কুকুর চৰ্ম্মনির্ম্মিত কোশে দ্রুগ্ন রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিদ্র হয়, ত্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তজ্জপ বার্থ হইয়া থাকে। নিম্নস্ত, নিম্নত, মূর্থ, অস্ব্যাপরবশ, হীনচরিত্র ও ত্রত-বিহীন ব্যক্তিরেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অন্নগ্রহ করিয়া দান করা কর্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্যে মদ্র পাঠ পূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অন-ধ্যারী ব্রাহ্মণ; দারুময় হস্তী ও চন্দ্রময় মৃগের ন্যায় কেবল নাম-মাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জলশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিফল, নিম্নস্ত ব্রাহ্মণও তজ্জপ কোন কার্য্যকারক নহে। মূর্থকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলেপ্ৰধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্য কব্য বিনাশক অর্থ্যাপহারী মূর্থ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমারে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপদ-কাল নির্দিষ্ট নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন। আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন। আপনার মুখে উপবাসায়্যক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম-চর্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।

তখন বেদবিদগ্ৰন্থা ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! যদি

তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুল পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ করিবেন। যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুক্রবায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুর-গুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ কলেবর আশ্রিতস্বজ্ঞ ঐজা-পতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ হইতেন, জৈয় পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।

বহুদর্শী ধর্ম্মরাজ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব কর্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণ সংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্মূল হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংশয় জিজ্ঞাসা করিব।

তখন বহুকুলতিলক মহামতি বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতসাধ-নার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যে রূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইহারা সকলেই আপনার অধীন হইতে বাসনা করিতেছেন। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে চারি বর্গের সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিতোজ্ঞা ব্যাসের আদেশ প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অন্ন রোধ ব্রহ্মার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জুন, ভগবান্ বাস এবং অশ্বাশ্ব ব্যক্তিগণ কর্তৃক এইরূপ অমুনীত হইয়া মানসিক শোক সন্তাপ পরিহার পূর্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্র পরিবৃত্ত নশাঙ্কের জ্ঞায় বহুবাহুবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া নগরগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর ধর্মরাজ কন্বলাজিন সংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মস্ত দ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ কর্তৃক আকৃষ্ট গুহ্র রথে আরোহণ করিলেন । তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জুন তাঁহার মস্তকোপরি স্পর্শোচিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন । সেই শ্বেতছত্র অর্জুন কর্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্র জালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের জায় শোভা পাইতে লাগিল । তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার জায় প্রভাসম্পন্ন সমলকৃত শ্বেত চামরদ্বয় ধারণ পূর্বক বীজ্ঞন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের জায় শোভা পাইতে লাগিল । ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুয়ৎসু মনোমারুতগামী বেগবান্ অশ্বগণে সমলকৃত গুহ্র রথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন । বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য স্ত্রীসংযোজিত হেমময় গুহ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অঙ্গুগমন করিলেন । অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুয্যবাহু যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ নানাবিধ যানে আরোহণ পূর্বক মহাত্মা বিদুর কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল । এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুবাহুবে পরিবৃত্ত হইয়া সূতমাগধবন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন । ঐ সময়ে অসংখ্য বাক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্মরাজের নগরযাত্রা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল । নগরবাসী মনুয্যগণ দ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলকৃত হইল । পৃথিবী শ্বেতমালা ও পতাকা দ্বারা স্পর্শোচিত, রাজমার্গ ধূপ দ্বারা প্রধূপিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মালা সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল । নগরদ্বার গোবিন্দী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুন্ত ও স্নগন্ধি পুষ্প সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বহুগণে পরিবেষ্টিত

হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন ।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ কালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাজ্ঞী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল । তখন সেই বিবিধ মাল্য জব্যো স্পর্শোচিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চক্ষোদয়ে পরিবর্জিত মহোদধির জায় শোভা ধারণ করিল । রাজপথের সমীপবর্তী সমলকৃত অট্টালিকা সমুদায় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল । কামিনীগণ লজ্জানন্দমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক দ্রৌপদীরে সন্মোদন করিয়া কহিতে লাগিল, হে পাঞ্চালি ! তুমি ধন্যা ; গোতমী যেমন মহাবিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাদিগকে আশ্রয় করিয়াছ । তোমার ব্রত ও কন্ম সমুদায় সার্থক । বরবণিনীগণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষস্বচক শব্দে সমুদায় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলকৃত রাজভবন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া স্তুতিস্বচক বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্মাসুরে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন । এক্ষণে আমাদের অধীশ্বর হইয়া ত্রিংশতিবর্ষ ইন্দের ন্যায় ধর্মাসুরে শত বৎসর প্রজা পালন করুন । ধর্মরাজ এইরূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইজ্জালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাত্ গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমালা দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া পুনর্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন । ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্বাদ করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন । ধর্মরাজ সেই মঙ্গলাকাজ্ঞী বিপ্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া নক্ষত্রমালামণ্ডিত চক্রে ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । অনন্তর তিনি ধৌম্য গুহ্র ও জোষ্ঠ তাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বজ্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তু দ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা

করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদগণের প্রীতিকর ঐতিহ্যবাহু পবিত্র পুণ্যাহ নির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে জয়শব্দমনোহর দুন্দুভি ধ্বনি ও শব্দনিশ্বন হইতে আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে হৃষ্যোদনের সখা হুরায়া চার্কাক রাক্ষস ভিক্ষুরূপ ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাশায়া পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তক হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীক চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্জিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মহারাজ ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিবাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া দিকার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতিসংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল ? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। জীবন ধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্কাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তুষ্কীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিত ভাবে ক্ষণকাল নিস্তক থাকিয়া দীন বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অচিরে প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমারে দিকার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমরা আপনার দিকার প্রদান করি নাই ; আপনার মঙ্গল হউক। তপোহুষ্ঠান সম্পন্ন বেদবেত্তা বিজ্ঞাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্কাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটুক্তি করিল, ঐ হুরায়া হৃষ্যোদনের পরম বন্ধু চার্কাক নামে রাক্ষস। ঐ পাশায়া হৃষ্যোদনের হিত কামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণ-ভাজন হউন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্কাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

ভৎসনা করত হুকার শব্দ প্রিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্কাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধায়িতে দগ্ধপ্রায় হইয়া অশনি-দগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরে ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন পূর্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও বাহার পর নাই আহলাদিত হইয়া সুহৃদগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

অনন্তর সর্বদর্শী জনার্দন ভ্রাতৃগণ সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ আমার সতত অর্চনীয়। উঁহারা ভূতলস্থিত দেবতা। উঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে উঁহাদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অস্বাভাবিক। পূর্বক সত্যযুগে চার্কাক, নামে এক রাক্ষসী বদরী তপোবনে বহুকাল অতি কঠোর তপোহুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে বর গ্রহণার্থ বারংবার অমরোদধি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনির বরপ্রদানে সমুদাত দেখিয়া কহিল, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমারে এই বর প্রদান করুন যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে চার্কাক ! আমি তোমারে তোমার অস্তিত্ববিত বর প্রদান করিতেছি ; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমারো বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

চার্কাক রাক্ষস এইরূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বরলাভ করিয়া স্বীয় বলবীৰ্য্য প্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধ সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মার অমরোদধি করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! বাহাতে অচিরকাল মধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যাগণ মধ্যে হৃষ্যোদন নামে এক রাজার সহিত চার্কাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস হৃষ্যোদনের ঘেহের নিতান্ত বশবর্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষস-কৃত অপমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্বক দগ্ধ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে এই সেই

চাক্ষুরাক্ষর ব্রহ্মদেও নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রু সংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করাই আপনার কর্তব্য।

চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শোকসন্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক প্রহুটমনে পূর্বোক্ত হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে সুবর্ণময় উজ্জল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জুন উভয় পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিহর, ধোম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের স্তায় সমুজ্জল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বুয়ংসু, সৃঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত, স্বস্তিক, খেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাবর্গ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মঙ্গল বস্তু গ্রহণ পূর্বক তাঁহারে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃগয় পূর্ণকুর্জ, পুষ্প, লাজ, অগ্নি, হিষ্ট, মধু, স্নাত, শ্রব, হেমভূষিত শব্দ এবং শব্দী, পিপ্পল ও পল্লবশের সমিধ প্রভৃতি অভিব্যেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধোম্য বাসুদেব কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্বোক্তে ক্রমশঃ নিম্ন বেদি নিৰ্ম্মাণ পূর্বক তত্পরি হতাশন সন্নিভ ব্যাঘ্রচন্দ্রাবৃত সর্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও ক্রপদকুমারী কৃষ্ণারে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্র অনুসারে হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাজোখান করিয়া পাঞ্চজন্ত গ্রহণ পূর্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিব্যেক করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেব ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক সংকৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে অভিষিক্ত হইয়া বাহার পর নাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পদব, আনক ও হৃন্দুতির মধুর নিশ্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদায় শ্রবণ পূর্বক ধৈর্য্যশালী, সংস্কাবাসিত বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্বক স্বস্তিবাচন করা-

ইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চনা করিলেন। তখন বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জয় কীর্তন ও প্রশংসা করত কহিলেন, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে শত্রুবিজয় ও স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গান্ধীবাহারী অর্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মরাজ এইরূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিত্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

একচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রগণ! পাপুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য; তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থচিত্তে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবজ্ঞ কর্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা; অতএব যদি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উঁহার শাসনানুবর্তী ও হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায় সহকারে ঐ মহাত্মার ওশ্রবা করা আমার কর্তব্য। আমি সমস্ত জাতি বধ করিয়া কেবল উঁহার ওশ্রবা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্তঃস্থ সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনাদিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উঁহারই আশ্রয়। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিশ্বস্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদ নিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যোবরাজ্য প্রদান পূর্বক ধীমান্ বিহরকে মঙ্গলা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ মঞ্জয়কে কার্য্যাকাব্য পরিজ্ঞান ও আশ্রয় ব্যয় চিন্তা, নকুলকে

সৈন্তের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য পরীক্ষা, মহাবীর অর্জুনকে পর সৈন্যোপরোধ ও ছুট নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীর রক্ষা এবং পুরোহিত প্রধান মহর্ষি ধোম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য ও দৈব কার্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্যের উপযুক্ত, তাহারে সেই কার্যের ভার প্রদান করিয়া বিহর, সজ্জয় ও যুযুৎসুরে কহিলেন, তোমরা সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র যখন যে রূপ আদেশ করিবেন অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জ্ঞানপদবর্ণের কোন কার্য উপস্থিত হইলে উহার আজ্ঞা লইয়া তাহা সমাধান করিবে।

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন, রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণদীর সহিত একত্র হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, ক্রপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ধটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ সুহৃদগণ ও দ্রোণদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল নরপতিদিগের বন্ধু বান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদগণের উদ্দেশে বিবিধ ধনুশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে নিহত বীরগণের নিকট অশ্বগী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিহর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীন কৌরব-স্ত্রীগণকে পূর্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান পূর্বক প্রতিপালন করিয়া নিম্নটকে পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সাম্রাজ্যে অভিযুক্ত হইয়া কৃতাজলিপুটে কৃষ্ণকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব ! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রম প্রভাবেই

এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব তোমারে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখ পূর্বক স্তব করিয়া থাকে। তুমি বিশ্বকর্মা ও বিশ্বাত্মক ; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিহ্ব, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ। তুমি পুণ্যকীর্তি, দ্বয়ীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু। তুমি ক্রিনয়ন শত্ৰু। তুমি দামোদর, ববাহ, অগ্নি ও সূর্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গুরুভূষণ, তুমি শত্রুসেনাবিধর্দন ও সর্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্ৰ। তুমি কার্তিকেয়, সত্য, অন্নদ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক। তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অণুলোম, বিলোম-জাতি। তুমি উর্দ্ধবান্ধ ও পর্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহস্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিদ্ধ, নিগুণ এবং পূর্ব দিক, পশ্চিম দিক ও দৈশানকোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট, বিরাট ও স্বরাট। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভূ, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গুরুভ। তুমি শিখণ্ডী ও নহব। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পক, পুনর্বস্ব, বক্র ও সুবক্র। তুমি সামবেদ, সুবেদ, হ্রস্বভি, কাল ও ত্রীপদ। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋতু ও সর্ষাপেক্ষা স্তম্ব। তুমি চরিত্র, নিম্নল জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ভ। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে দেবের সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শান্তিপাণে ! তোমারে নমস্কার।

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি যাহার পর নাই আচ্ছাদিত হইয়া বিনীত বাক্যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুঃচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহার স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সাস্তনা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! তোমরা মহারণেশত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের

জায অরণ্যবাসক্লেণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হানে অবস্থান পূর্বক পরিশ্রমাপনোদন ও স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্যাণপ্রাপ্তিতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।

ধর্মরাজ এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অমুমতি গ্রহণ পূর্বক বৃকোদরকে হৃষ্যোধনের প্রাসাদপরিশোধিত নানা রত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইচ্ছাশাল তুলা গৃহ, অর্জুনকে হৃষ্যোধনগৃহের জায় সুদৃশ্য মালা সংযুক্ত হেমতোরণ বিভূষিত দাসদাসী ও ধনধাত্র পরিপূর্ণ হ্রঃশাসন ভবন, নকুলকে হর্মস্বর্ণের সুবর্ণ মণিমণ্ডিত কুবেরভবন তুলা প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে হর্মস্বর্ণের কমলদলাকী কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুনয়নগণ এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমুগৃহে সুরমা হস্তা সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন পূর্বক সুস্থ চিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিজয়, সঞ্জয়, সুধন্বা ও ধোম্য পূর্ব নির্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুহনন সত্যাকির সহিত অর্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে অবস্থান পূর্বক বিবিধ বস্ত্র উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজ্য যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্যের অর্হুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচর গুরুভগবান্ হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাজ! পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কাব্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকার করিয়া চতুর্দশাখ্যক লোক সমুদায়কে স্ব স্ব কাব্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আগ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচরদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান এবং পুরোহিত ধোম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচাধ্যকে গুরু জায় সম্মান ও বিহরকে বর্ধোচিত সংকার করিতে লাগিলেন। ধর্মরাজের আগ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন প্রাপ্ত

হইয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লক্ষ রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আত্মাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিহুরের উপর রাজ্যের কর্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে ধর্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে শ্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমন পূর্বক দেখিলেন, মীলনীন্দসপ্রভ, দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপূজ কলেবর, মহাত্মা মধুহনন পীতাম্বর পরিধান পূর্বক হেমমণ্ডিত মণির জায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চন সমলবৃত্ত পর্য্যবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌন্তভ মণি বিরাজিত হওয়াতে উহারে উদয়োগুপ্ত সূর্য্যমণ্ডলে লাক্ষিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হস্তমুখে মধুরবাক্যে কহিলেন, ত্রিলোকনাথ! তুমি ত পরম সুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অমুগৃহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অমুগৃহেই আমাদের জরলাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাভালেই আমরা ধর্মপথ হইতে পরিত্রষ্ট হই নাই। হে মহারাজ! ধর্মরাজ এইরূপে বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ কবিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

তখন ধর্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে অমিতপরাক্রম! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিষম্বাক্যে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তি প্রাপ্ত নও; কাষ্ঠ, কুড়্য ও পাষাণের ন্যায় নিত্যান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমারে এইরূপ অবস্থার অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিত্যান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুকে সংযত ও ইঞ্জিরগ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সমুদায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোম সকল কম্পিত হইতেছে না; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্জাত প্রদেশস্থিত দীপের ন্যায় নিত্যান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি? যদি

উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর। হে কৃষ্ণ! তুমি কর্তা, তুমিই সংহর্তা, তুমি ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই। অতএব তুমিই আদি পুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করিয়া আমারে চরিতার্থ কর।

তখন ভগবান্ হরীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুণকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুরু পিতামহ তীক্ষ্ণ নির্ঝাণোন্মুখ হতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া আমারে চিন্তা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদগতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র ও যাঁহার অশ্বিনিনিস্বন সমূহ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই; যিনি স্রীষ বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বয়ম্বরস্থল হইতে তিনটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন; মহাবীর পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহাৎ পণ্ডিত করিতে সমর্থ হন নাই; ভগবতী ভাগীরথী যাঁহারে স্রীষ গন্তে ধারণ করিয়াছিলেন; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা; যিনি বিবিধ দিব্যান্ত ও সাক্ষ্যবেদ সমুদায় অবগত আছেন; যিনি পরশুরামের প্রিয়শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাঁহার প্রভাক্ষ রছিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুণ ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তহৃদনয় স্রীষ কক্ষকলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শস্যরীষ ত্রায় শোভা বিহীন হইবে; অতএব আপনি সেই তীষাপরাক্রম তীষ্যেব সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তাঁহারে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কোরবধুরক্ষর তীষ্য পরলোক গমন করিলে জ্ঞান সমুদায়ও এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এত নিমিত্তই আপনারে তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠি বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাঙ্গলদাদ স্বরে কহিলেন, জনাধন! তুমি তীষ্যের ধর্ম্ম প্রভাব কীর্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমানও সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে তীষ্যের প্রভাব ও মহাত্ম্যভাবকতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্তা,

অতএব তোমার বাক্যে কিছুমান্ সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক যদি আমার প্রতি তোমার অমুগ্রহ হইরা থাকে, তবে তুমি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই তীষ্যদেব দেব লোকে গমন করিবেন; অতএব এ সময় অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম; অতএব তোমার দর্শনলাভ হইলে শান্তহৃদনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুধিষ্ঠান! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর। মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে তৎক্ষণাত্ তথা হইতে নির্গত হইরা দারুককে রথযোজনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যাকাশ মণি খচিত, নবোদিত, সূর্য্যের ত্রায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য সূর্য্যব প্রভৃতি মনোমারুতগামী, অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযুক্ত, স্ববর্ণমণ্ডিত চক্র বিশিষ্ট, গজদলক রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্বক কৃতান্তলিপুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শরশয্যায় শয়ান কুরু পিতামহ তীষ্য কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কিরূপে তত্ত্ব ত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা তীষ্যেব কুলেবৎ পরিত্যাগের বিষয় কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আশ্রিত হইলেই মহাত্মা তীষ্য অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভীলাষ কবিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরদেব ত্রায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, সুরধি নারদ, দেবহান, বাৎস্ত, অশ্বক, স্তম্ভ, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিলা, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, জাত্রেয়, বৃহস্পতি, গুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাত্মীক, ভৃগুক, কুরু, মোক্ষলা, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসম্বর্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অজিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধোম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধোম্য কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পুংগ, কৃষ্ণ,

সেই সর্বময় সৰ্ব স্বরূপকে নমস্কার । হে বিশ্বকৰ্ম্মন ! তুমি পঞ্চ-
ভূতকে অতিক্রম পূৰ্বক নিত্য নিমুক্ত হইয়াছ, তুমি জিলোক
মধ্যে সৰ্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধৰ্ম্মময় এবং প্রাণিগণের
সৃষ্টি ও সংহারকর্তা । আমি ভূতাদি কালক্রমে তোমার অবস্থিতি
অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন
মূৰ্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি । তোমার মস্তক দ্বারা স্বৰ্গ, পদযুগল
দ্বারা মর্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তুমি জিবিক্রম সনাতন পুরুষ ।
দিক্ সকল তোমার বাহ, স্বৰ্ঘ্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজা-
পতি তোমার বল স্বরূপ । তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া
রহিয়াছ । তুমি অতসী পুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবস্ত্রধারী ।
তোমাতে যে নমস্কার করে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না ।
অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাতে নমস্কার করিতেছি ।

কৃষ্ণকে একটিনাত্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞাছুষ্ঠানের
অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধের ঋতু-
ষ্ঠান করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে
প্রণাম করে, তাহারে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।
বাহারা কৃষ্ণএত পরায়ণ এবং বাহারা রাত্রিকালেও উথিত হইয়া
কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহুমুখী মনুষ্পুত্র যুতের স্তায় কৃষ্ণের
শরীরে প্রবেশ করিতে পারে । হে কৃষ্ণ ! তুমি নরকভয় নিবা-
রক এবং সংসারসাগর পাব হইবার নৌকাস্বরূপ । তুমি
এক্ষণ্য দেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী ; তোমাতে
নমস্কার । হরি এই দুইটি অক্ষর জীবনবন ভ্রমণের পাথর,
সংসার শৃঙ্খল ছেদনের উপায় এবং শোক দুঃখের অন্তকস্বরূপ ।
সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময় ; অতএব
সেই বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপ সকল বিনষ্ট হউক । হে পদ্ম-
পলাশলোচন ! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হই-
বার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি
ইহার শুভাভিধান কর । তুমি বিদ্যা ও তপস্তার উৎপত্তি স্থান
এবং স্বয়ম্ভু, এক্ষণে আমার এই বাক্যে শ্রীত ও প্রসন্ন হও ।
বেদ, তপস্তা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক । হে নারায়ণ !
তুমি সৰ্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ ।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদগত চিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া
প্রণাম করিলেন । তখন ভগবান্ বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের
ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহারে ত্রিকালদর্শনজ্ঞান প্রদান করি-
লেন । অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা বাস্পগদগদকণ্ঠে
পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা
করিতে লাগিলেন । এই সময় পরম পুলকিত বাসুদেব সাত্যকির

সহিত, ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সহিত এবং ভীমসেন নকুল ও
সহদেবের সহিত রথে আরোহণ পূৰ্বক চক্রের ধ্বজ যোবে বহু-
ক্ষরা কম্পিত করিয়া ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন । মহাবীর
রূপ, যুয়ংস্থ ও সঞ্জয় ইহারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ
পূৰ্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন । মহাত্মা মধুসূদন
গমনকালে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্ততিবাদ
শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃত-
জ্ঞানিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহারে অভিনন্দন করিতে
লাগিলেন ।

‘অকীচছারিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব ও রূপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ
পতাকাধ্বজ পরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরো-
হণ পূৰ্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন । ইতিপূর্বে
ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন । ঐ
ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের
পৰ্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ষ ও
শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া মৃত্যুর উৎকৃষ্ট পান
ভূমির স্তায় শোভা পাইতেছিল । ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি
মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূৰ্বক সেই
সমরাজন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ,
সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠির সমীপে পরশুরামের পরাক্রম
বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ঐ যে দূরপ্রদেশে
পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ । ভগবান্ ভার্গব
ঐকবিশতি বার পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়গণের শোণিত
দ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন ।
এক্ষণে ঐ মহাত্মা কন্দ্যাত্যাগী হইয়াছেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যত্নমন্দন ! তুমি কহিলে যে, ভগবান্
ভার্গব একবিশতি বার পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিয়াছিলেন কিন্তু
আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে
আমার সন্দেহ হইতেছে । তিনি একবার ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে
নিশূল করিলে পুনরায় কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি
হইল ? আর তিনি কি নিমিত্তই বা পূর্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার
ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত

কীর্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

উনপঞ্চাশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যে রূপ নিঃকৃত্রিয় ও যে রূপ পুনরায় কৃত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তৎস্বাস্ত্র বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি মহর্ষিগণের নিকটে ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যে রূপে শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যে রূপে কোটি কোটি কৃত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যে রূপে রাজবংশে পুনরায় কৃত্রিয়-গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলকাশ্ব, বলকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইজ্ঞকে পুত্রকে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপোমুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্বক গাধি নামে বিধাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটোরে ভগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র লাভের নিমিত্ত দুইটা পুথক পুথক চক্র প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার মাতারে এই প্রথম চক্রটা ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চক্রটা ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চক্র ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক কৃত্রিয়নিবৃদ্ধন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চক্রটা ভোজন করিলে এক শাস্ত্রস্বভাব ধৈর্যশালী তপোনিরন্ত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক ভার্য্যারে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সঙ্গীক হইয়া ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতা-মাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চক্রদ্বয় গ্রহণ পূর্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনু-পূর্বক কীর্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাত্মাদে সেই চক্রদ্বয় গ্রহণ পূর্বক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার চক্র কন্ডারে প্রদান ও কন্ডার চক্র স্বয়ং ভোজন করিলেন। এইরূপে সত্য-

বতী ভ্রূরক্রমে মাতার চক্র ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণাকার দর্শন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার জননী তোমারে তোমার চক্র প্রদান না করিয়া তাঁহার চক্র ভোজন করাইয়াছেন ; এবং স্বয়ং তোমার চক্র ভক্ষণ করি যাছেন ; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্মী ও ক্রোধ-পরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরন্ত ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চক্রতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চক্রতে ক্ষত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র কৃত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পাধিত কলেবরে ভর্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমার পুত্র কৃত্রিয়ধর্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি ত তোমার কৃত্রিয়ধর্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চক্র প্রস্তুত করি নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি ? তুমি কেবল চক্রভোজনদোষেই অতিক্রূরকর্মী পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি ঠাট্টা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক শাস্ত্রপ্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন। ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে ! মনোচ্চারণ পূর্বক বহু স্থাপন করিয়া চক্র প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিবেচিতঃ তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্বেই অবগত হইয়াছি। তখন সত্যবতী কহিলেন, নাথ ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্তথানা হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন কৃত্রিয়ধর্মাবলম্বী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শাস্ত্রগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্দ্বন্দ্বাতশয় দর্শনে কথঞ্চিৎ সন্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! আমার মতে পুত্র ও পৌত্র কিচুমাত্র প্রভেদ নাই। বাহা হউক, তুমি বাহা কহিলে, তাহার অন্তথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোমুষ্ঠাননিরন্ত শাস্ত্রস্বভাব জমদগ্নিরে প্রসব করিলেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপোমুষ্ঠান পরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবক

তুলা ধর্ম্মকীৰ্ত্তনপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্ত পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদন পর্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও অলিতানলতুলা অকুণ্ঠধার পরশু প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অস্থিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে হৈহয়ধিপ মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহবল ও অস্ত্রবলে অথও ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূরক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হতাশন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জুনের নিকট দাহ বস্ত্র প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহারে বিবিধ গ্রাম নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসন্মত হতাশন প্রজ লত হইয়া শৈল ও পাদপসমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগবশতঃ মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রোভূত হইয়া উহাদগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্রশনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে দুরাশ্রয়! তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই উপোষন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদায় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন। মহাত্মা অর্জুন মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তগুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন, সুতরাং বশিষ্ঠ কর্ত্তক এইরূপ শাপগুস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীৰ্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ভিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপ শ্রবণে ফুটু হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেমুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়ার্তে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীৰ্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহস্র বাহু ছেদন পূর্বক তাহার অস্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাহীন করিলেন।

কিয়দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে ধর্ম্মগত হইলে নিক্কাধ কার্ত্তবীৰ্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণ পূর্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধ দর্শনে নিতান্ত কোপাশ্রিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীৰ্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অগ্ন্যস্ত্র ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কদমময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্জ চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্

জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজে নিতান্ত নিম্নিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবহু সর্ব সমক্ষে তাঁহারে নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া এই পর্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। বাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কোপনস্তাব জমদগ্নিনন্দন পরাবহুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ও অভ্যাদয় সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে ছিলেন। তিনি তদ্রশনে ক্রোধাশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অ বলম্ব সংহার করিয়া ফেলিলেন। কিয়দিন পরে গর্ভস্ত ক্ষত্রিয় সম্ভানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহা দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্র দগ্ধকে পরম যত্ন সহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এইরূপে পৃথিবীরে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূরক মহর্ষি কশ্যপকে লম্বুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হস্তাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষা বিধানার্থ ক্রক ও প্রগুহ সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিক্ নিদ্দেশ পূর্বক রামকে করিলেন, মহাত্মান্! এক্ষণে তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর। আজি হইতে সমুদায় পৃথিবী আমার অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিতনয় কশ্যপ কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্ণাকর নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জমদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রতট স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন পূর্বক বনে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্য

গণ স্বেচ্ছামুসারে ব্রাহ্মণগণীতে গমন করিতে লাগিল। বঙ্গবানেরা চূর্বল ব্যক্তিদ্বিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারই অধিকার রহিল না। পৃথিবী হ্রাত্যাগিরের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কণ্ডপ পৃথিবীতে ভীত মনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া উরু দ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কণ্ডপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই পৃথিবীর নাম উর্বা হইয়াছে। অনন্তর অবনী কণ্ডপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষা বিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়বংশীর অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সমুদায় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমারে রক্ষা করুন। পৌরবর্ণের জাতি বিহরথেন্দু পুত্র বর্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋকবান্ পর্বতে ভল্লুকদিগের ঐষয়ে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অম্বুক্ষ্মা পরবশ হইয়া সৌদাম পুত্রকে রক্ষা করিয়া শূত্রের জ্ঞায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য অম্বুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্বকন্দা। প্রতদনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বংশ বিদ্যমান আছেন। তিনি গোষ্ঠে বংশকুল কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গো সমুদায়ের ঐষয়ে রক্ষিত হইয়াছেন। উঁহার নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্র মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূত সম্পদশালী বৃহদ্রথ গুণ্ডকুটে গোলাঙ্গুল কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহানাগর মরুতবংশীয় দেবরাজ সদৃশ বল বিক্রম সম্পন্ন বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্থপতি ও সুবর্ণকারজাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইঁহারা আমার বক্ষাভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরাম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। বিশেষতঃ অশাস্তিক রাজ্য আমারে যে শানন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি কণ্ডপ পৃথিবী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দেশামুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিতে আনয়ন পূর্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে ধর্মরাজ! আপনি আমারে ইতিপূর্বে যে পুরাবৃত্ত

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আত্মপূর্বক কীর্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের জ্ঞায় দিগ্‌গল উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্য প্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, জনাধন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দের জ্ঞায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রৌপ্যরবশ হইয়া সমুদায় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়গণ উঁহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয় পূর্বক পরিভ্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন এক জন ব্রাহ্মণে এরূপ কার্য্যের অম্বুষ্ঠান করিয়াছে, তখন অবশ্যই এই মর্ত্য লোককে ধন্ত ও মানবগণকে নোভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তসুতনয় সাংকালীন সূর্য্যের জ্ঞায় প্রভাশূভ হইয়া শরশব্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দের চতুর্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওধবতী নদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক অচিরে ভীষ্মের সহিত স্নানোৎসব করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীষ্মকে কণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, শান্তসুতনয়! আপনার জ্ঞান সকল পূর্বের জ্ঞায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাত নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। আপনার পিতা ধর্মপরায়ণ শান্তসুতরাজার ব্রতপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছা

মৃত্যুর কারণ নহি। একটি ক্ষুদ্র শরীর মধ্যে প্রবীষ্ট হইলে বাহার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শর সমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীরভেদ নিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেব-গণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বিষয় কীর্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞান বৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সংস্কারের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্মময়। আপনি পূর্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থ শরীরে সহস্র সহস্র মহিলা-গণে পরিবৃত থাকিতেন উহা এখনও আমার চিত্তে বর্তমানের জায় জাগরুক রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্মপরায়ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সত্যই সত্য, দান, তপশ্চা, যজ্ঞ, বেদ, ধর্মবর্ষদ, নীতি, প্রজ্ঞারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণের দয়াপরত্যাগেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি বহুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনারে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীৰ্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্যালোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রাম-প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিহ্ন নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্রম নিবন্ধন নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন; অতএব আপনি উহার শোকাপনোদন করুন। চাতুর্কিন্দ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম কীর্তিত আছে, তৎসমুদায় এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম সকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্কর-দিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্মলক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম, শিষ্টাচার প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয়বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভজনকর্তা আর কেহই নাই।

অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবানুশ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মোহা-বিষ্ট মানবের সাধুনার একমাত্র উপায়।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, বাসু-দেব! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা। কেহই তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্যনিমুক্ত ও মোক্ষ স্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমারে যে কথা কহিলে, সেই বাক্যপ্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদায় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করি-তেছি। তুমি মন্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, চরণযুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্ সকল তোমার বাহ, সূর্য্য চন্দ্র এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ; তোমার অতঙ্গী-পুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র সমাবৃত হইয়া বিদ্যাক্রম রঞ্জিত মেঘের জায় সুশোভিত হইতেছে! হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার গুণানুধ্যান কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আদ-নায়ে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তি-পরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিল স্বভাব সম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্ত প্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কদাচ দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত; অতি সরলস্বভাব, সত্য তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-শীল ও অতি বদান্ত, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভ করিয়া-ছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদায় শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আর বটপঞ্চাশৎ দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় শুভ কন্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজলিত হতাশন সদৃশ বহু প্রভাত দেবগণ বিমানে আরোহণ পূর্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার উত্তরা-

দ্রণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন । ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অতীষ্ট লোক লাভ করিবেন ।

আপনার মুমূর্শুতা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য হয় নাই, এই নিমিত্তই আমরা সকলেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্ম্মার্থ-যুক্ত কথা কীর্তন করিয়া অবিলম্বে ইহার শোকাপনোদন করুন ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

তখন শাস্ত্রমুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থ-যুক্ত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজলিপটে কঁহুলেন, লোক-নাথ ! আজি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আত্মদাসাগরে নিমগ্ন হইল । আমি তোমার নিকট কি কীর্তন করিব ? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহ-লোকে তুমিই বুদ্ধিমানদিগের অগ্রগণ্য । মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যে ব্যক্তি দেবরাজ সমীপে সমুদায় দেবলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্তন করিতে সমর্থ । এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অব-সন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে । আমি বিষয়ি সদৃশ শর-জালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি । এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই । প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে । দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্য-ক্ষুণ্ণ হইতেছে না । এক্ষণে কি রূপে তোমার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিব ? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর । সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মার্থ কীর্তন করিতে অবসন্ন হন । আমি কি রূপে উহা কীর্তন করিব ? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না । কেবল তোমারই বীৰ্য্য প্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি । অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর । তুমি সমুদায় শাস্ত্রের আকর, লোককর্তা ও নিত্য পদার্থ । তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কি রূপে অন্তর্কে উপদেশ প্রদান করিবে । গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে ?

বাসুদেব কহিলেন, গান্ধেয় ! আপনি সর্কার্দর্শী, মহাবীর

ও কৌরবগণের ধুরন্ধর ; তরাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে । আপনি শরনিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন গান্ধী, মুচ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রেশ থাকিবে না । আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না । আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নিশ্চল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে । মীন যেমন নিশ্চল জলমধ্যে সমুদায় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভা-বেই এই চতুর্দিক ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন ।

হে মহারাজ ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্বকালসমুত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল । অঙ্গরো-গণ বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল । কোন প্রকার অহিতচক্ৰ ছর্নিমিত্ত লঙ্ঘিত হইল না । সুগন্ধি শীতল সন্নীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্ সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল । ইত্য-বসরে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদায় কানন দ্বন্দ্ব করিয়াই যেন অন্তাচল চূড়াবলয়ী হইলেন । তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাজোখান পূর্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন । মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডব-গণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কুপাঠার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাदन করিতে লাগিলেন । ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্তৃক সূচাক্রমে পূজিত হইয়া কল্যাণ পুনরায় সকলে এই স্থানে মিলিত হইব বলিয়া সত্তরে স্ব স্ব নিবেদনে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা বাসু-দেবও পাণ্ডবগণ সমস্তিবাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন । তখন কাঞ্চন কুবরযুক্ত ভূধর তুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ অশ্ব ও শর শরাসন-ধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান হইল । মহানদী নন্দ্যদা যেমন ঋক্ষবান্ গিরির অগ্রে ও পশ্চাত্তাগে প্রবাহিত হইতেছে, তদ্রূপ সেই বিপুলসেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাত্তাগে গমন করিতে লাগিল । কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নিশাকর সমু-দিত হইয়া সেই সৈন্তগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রথর কর-জালে গুহপ্রায় ওষধি সমুদায়কে পুনরায় রসসম্পন্ন করিতে

লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাহুবল ও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন শুভ্র প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুর তুল্য ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহারাজ ! অনন্তর ভগবান্ বাহুদেব সূত্রে প্রস্তুত ও যামিনী অর্দ্ধপ্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্বক জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ততিবাদকুল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ কর্তালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্ট-হাস্তের ন্যায় প্রতিগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্ততিবাদ ও গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাহুদেব শয্যা হইতে পাত্মোত্থান পূর্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম শুদ্ধ মজ্জ লপ ও ছত্ৰাশনে আচ্ছাদিত প্রদান পূর্বক চতুর্দেবী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্ততিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাক্ষল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্মল আদর্শে আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুধিষ্ঠান ! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্মদর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানিয়া আইস। তখন মহাত্মা সাত্যকি বাহুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! বাহুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার রথ সজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্তব্য হয়, অবধারণ করুন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি অবিলম্বে আমার রথ যোজন কর। আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্তগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কএক জন মাত্র ভীষ্মদর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্তী লোক সমুদায় যেন তথায় গমন না করে। আজি অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন;

অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথ যোজন পূর্বক তাঁহারে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণ পূর্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাহুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশ্রবন সম্বাদ জিজ্ঞাসা করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় মহাবেগে ও মেঘগভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শব্য, সূগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় দাক্ষকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাহুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখানে মহাবীর ভীষ্ম পরশব্যাস শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সম্মুখে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক মহর্ষিগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্র পরিবৃত্ত শশধরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, বাহুদেব ও সাত্যকি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে নমোমণ্ডলপরিব্রষ্ট স্বর্ঘ্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া জীতচিহ্নে দণ্ডায়মান রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

জন্মমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেজির, ধর্ম্মপরায়ণ, পরসমচিত্ত কলেশ্বর, মহাবল পরাক্রান্ত, শাস্ত্রভূতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন কবিয়া সেই বীর সমাগম স্থলে কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপাল সমুদায় এবং দ্রুতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুবজর পরশব্যাস শয়ান, ভয়তপিতামহ ভীষ্মের

সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপতিত মার্গের ন্যায় নিরীক্ষণ পূর্বক অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় দিব্যদর্শন সম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্রমকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, মহামতি ভীষ্ম দিবাকরের স্তায় অন্তগমনে উন্মূখ হইয়াছেন । এই মহাত্মাচারি বর্ণের বিবিধ ধর্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন ; অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমরা ইহাঁরে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর ।

মহর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে প্রাথমিক পূর্বক কহিলেন, মধুসূদন ! তুমি চিত্র পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহই নাই । অতএব তুমিই উহাঁরে ধর্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর ; আমরাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্মজ্ঞ ।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজসন্তম ! আপনি ত স্তবে রজনী অভিবাহিত করিয়াছেন ? আপনার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা ত দূরীভূত হইয়াছে ? আপনার শরীরের কোন ম্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত উপস্থিত হয় নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বাসুদেব ! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, ম্লানি ও রোগ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে । এক্ষণে আমি তোমার বর প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হস্তপত ফলের স্তায় নিরীক্ষণ করিতেছি । বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম, শিষ্টাচার প্রথা, আশ্রমধর্ম, রাজধর্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচারিত ধর্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে । যে স্থলে যাহা কীর্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদায়ই কহিব । তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্মল ও চিন্তাশূন্য হইয়াছে । আমি তোমাতে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি । এক্ষণে হিতাহিত সমুদায় কীর্তন করিতে পারিব ; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নির্মিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্তন কর ।

বাসুদেব কহিলেন, কুরুপিতামহ ! আপনি আমারে কীর্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন । আমি ইহঁতেই হিতাহিত কার্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে । অতএব চন্দ্রকে শীতাতপে বলিলে যেমন কেহই বিশ্বাস্যবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি যশস্বী

হইলেও কেহই আশ্রয় বোধ করিবেন না । আমি তন্নির্মিত এক্ষণে আপনারে সমধিক যশস্বী কুরিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি । যতদিন এই পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, লোকে ততদিন পর্যন্ত আপনার অক্ষয় কীর্তিব আন্দোলন হইবে । আপনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের স্তায় চিরকাল আদৃত থাকিবে । যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদায় পুণ্যের ফলভোগ করিবে । হে ভীষ্ম ! এই সকল কারণ বশতই আমি আপনারে নির্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি । আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য । বশই লোকের অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ । এক্ষণে যে সকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দিকে আসীন রহিয়াছেন, আপনি উহাঁদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন । আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও গুণাচার সম্পন্ন । রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই । জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই । নরপতিগণ আপনারে সর্বধর্মবেত্তা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । অতএব পিতার স্তায় আপনি এই ভূপালগণকে মনীষি উপদেশ প্রদান করুন । আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন । এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন ; অতএব আপনারে অবশ্যই বিশেষ রূপে সমস্ত ধর্ম কীর্তন করিতে হইবে । পণ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্তব্য । ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয় ; অতএব হে ধর্মজ্ঞ ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনার সনাতন ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাঁদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান আপনার নিতান্ত কর্তব্য, সন্দেহ নাই ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবীর ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি সর্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ । তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে ; অতএব আমি অবশ্যই ধর্মের বিষয় কীর্তন করিব । এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃদ্ধিগণ আনন্দিত হইয়াছেন ; কৌরবগণের মধ্যে যাহার তুল্য ধর্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই ; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য,

কমা, ধর্ম, তেজ ও বলের অধিতীয় আধার; যিনি আত্মীয় কুটুম্ব অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সংকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্তা, শৌর্য, শান্তি, দক্ষতা ও নির্ভীকতা বাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করেন না। লোকে যাঁহারে সত্যপারায়ণ, জ্ঞানী, ক্রমাবান ও অতিথি-প্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদায়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ও শাস্ত্রসত্যাবলিরা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন সেই ধর্মপুণ্য যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রাপ্ত করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদায় ধর্ম কীর্তন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, কোণবনাথ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মাত্ত, তরু, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্তান্ত লোকের প্রাণসংহার পূর্বক নিত্যস্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিলাষ ভয়ে ভীত হইয়া আপনাব সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্তা যেমন প্রধান ধর্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ শস্ত্র সংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, স্বধর্মী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপারায়ণ লুপ্তসত্যাব গুরুর এবং লোভপরতন্ত্র ধর্মত্যাগী পামর-গণের প্রাণ সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীতে শোণিতরূপ জল, ফেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ। ময়ু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহৃত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক বিনীত ভাবে চরণ বন্দনা করিলেন। ধর্মরাজগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিত মনে ধর্মরাজের মন্তকাস্প্রাণ পূর্বক তাঁহারে উপবেশন করিতে অনুরাজা করিয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্রান্ত চিত্তে আমাদের ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্তান্ত গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ধর্মবিশ্ব মহাত্মা কহিয়া থাকেন,

রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম এই সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্মের ভার বহন করা নিত্যস্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তরে সেই রাজধর্মের বিষয় কীর্তন করুন। ঐ ধর্মই এই জীব লোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মার্থ কামের সহিত উহার বিলক্ষণ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্ম ও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। রশ্মি যেমন অশ্বকে ও অকুশ যেমন কুঞ্জরকে নিযন্ত্রিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম সমুদায় লোককেই নিযন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজধর্ম প্রতীপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সকল কখনই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমারে সেই রাজধর্মের উপদেশ প্রদান করুন। আপনাই হইতেই আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনাকে বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিতেছেন।

ধর্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম, জগদ্বিশ্বাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ-গণকে নমস্কার করিয়া শাস্ত্র রাজধর্ম কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অস্ত্র বা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎ সমুদায় শ্রবণ কর। রাজার সর্বাঙ্গে দেবতা ও বিজগণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কর্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলে রাজা ধর্মের ধনজাল হইতে বিনুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরুষকার দ্বারা কার্যসাধন করিতে প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য কর্তব্য। পৌরুষবিবাহিত দৈবকার্য ভূপালগণের কোন ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ, আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য আশ্রয় করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুনাশ নষ্টপূর্ণ হইও না, প্রত্যুত বাহাতে কার্য সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতি-দিগের কাব্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যাপ্তিরেই ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপারায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহাবিশ্বেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিখ্যাসের কারণ আর কিছুই নাই। গুণবান, গচ্ছদ্রিষ্ট, অতিবদান্ত, শাস্ত্রপ্রকৃতি,

ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ ক্রুদ্ধ হইয়া না। সমস্ত কার্যে সৎভাবে অবলম্বনপূর্বক সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বছিত্র গোপন ও পরচ্ছিত্রাদি কার্যের অহুমান সময়ে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। রাজা অতিশয় মৃদু স্বভাব হইলে লোকে তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্র স্বভাব হইলে, তাঁহারে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন করা সঙ্গতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ড বিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে মনুষ্যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা অতি কর্তব্য। মনুষ্য মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দিগের সর্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরে আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নমস্কার; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার পরায়ণ হন, তাহা হইলে ঐহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়ে মহর্ষি গুরুাচার্য্য যে রূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ কর। ধর্মপরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শত্রু উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে, স্বধর্মাসূসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক; সুতরাং অদ্বৈত প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অদ্বৈতদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেন না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করাই কর্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্ল গমন, জগহত্যা অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করাই কর্তব্য। কথ্যাত্মি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। লোক সংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয় প্রকার ভ্রম মধ্যে নরদুর্গকেই নিতান্ত হস্তর বলিয়া স্থির

করিয়াছেন; অতএব যিহ্নলোকে সকলেরই প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জন কৃতকার্য হইতে পারেন। সর্বদা ক্ষমাবান হওয়া রাজার কর্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তজ্রপ নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতিব মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্যের স্তার অনতি মৃদু ও অনতি তেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়। সুপ্তি প্রত্যক্ষ, অহুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্তব্য। বাসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অন্তর্চিত।

রাজা বাসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হন এবং নিতান্ত বিধেয়ী হইলে প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করেন। গর্তবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্তেরই হিত সাধন করে, তজ্রপ ধর্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ পূর্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।

হে ধর্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ বলসমায়ুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হস্ত পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে; আপনার কর্তব্য কার্যে মনোযোগ করে না; কোন কার্য সম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া নন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জ্ঞানিবার চেষ্টা করে; অহুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যাদ্রব্য ভোজন করে; অনেক সময় স্বামীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ গৃহণ ও বঞ্চনা দ্বারা কার্য হানি করিতে ক্রটি করে না; কৃত্রিম পত্র প্রেরণ দ্বারা রাজ্য বিনষ্ট করে; অন্তঃপূর্ব রক্ষকগণের সহিত সমান বেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপূর্ব মধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়। প্রভুর সমক্ষে বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে লজ্জিত হয় না; সতত প্রভুর বাক্যে প্রভূত্বের কপে এবং তাঁহারে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্রু, হস্তী ও অভিমত বথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; স্তম্ভ ব্যক্তির ন্যায় সত্যাস্ত হইয়া, “মহা রাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত তক্ষর, ইহা তোমার অতি কুকর্ম” বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পবিত্রাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না; সতত কেবল হস্ত পরিহাস করিয়াই

কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও হৃদয় সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভরে অবজ্ঞা সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্থানীয় অমূল্যবস্তু আহরণ করিতে কহিলে নির্ভরে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্যের নিকা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতন লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; স্ত্রীবন্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে রাজা আমাদিগের বাধ্য বলিয়া গর্ব প্রকাশ কর্বে। নরপতি আমোদপরায়ণ ও মূঢ় স্বভাব হইলে এইরূপ নানা প্রকার দোষ প্রোচুত হইতে থাকে।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

‘হে ধর্মরাজ! সর্ধদা উদ্যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য। উদ্যোগ বিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্প গর্তস্থ মুষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্ৰাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার সর্কক্ষণ স্মরণ করা কর্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্থীদিগের সহিত বিরোধ করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সূর্য, কোষ, রাষ্ট্র, হর্গ ও বল এই রাজ্যসম্পর্কীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহারে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। পূর্বে মরুস্তরাজা বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরু ও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্হিত ও কুমারগামী হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধের নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযুজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহারে তিরস্কার পূর্বক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদালকও মহাতপা প্রিয়পুত্র ষেতকেতুরে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্য প্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম। পরধন হরণ না করা ও বধাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ক্রমাবান্ রাজা কদাপি সংপথ হইতে বিচলিত হন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে

কৃতনিশ্চয়, চতুর্দর্শী অহরহ ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য। প্রজারক্ষণে পরাধুষ্ট হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারিভেদে ধর্ম ও ধর্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিত্য উচিত। অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্তব্য নহে। উহার বুদ্ধি দ্বারা সত্য নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া শত্রুরাজ্যের ছিত্রাশ্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বুদ্ধি ও ক্ষয়সম্ভাত গুণ দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্ন বদনে হস্তমুখে বাক্য প্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আর্পণ ও লোভ পরাজয়, হৃৎকিরীটদিগের দণ্ডবিধান, সংপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাধর্য এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহার অসংলোকদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাহারা সংকুলসম্বৃত, হৃদ্বর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্যাবিহারদ লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, সাধু ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাহারা পরকালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অপমান করে না, বুদ্ধিমান ভূপতি তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র ও আজ্ঞা ব্যতীত আর সকল বস্তুতেই আপনায় ন্যায় তাহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐ রূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতিশয় সন্ধিহীন, লোকের সর্কস্বাপহারী, লুণ্ঠপ্রকৃতি ও কুটিলস্বভাব, তাঁহার স্বজনবর্গই তাঁহারে অচিরে বিনাশ করে; আর যে রাজা বিগৃহসম্ব, পরচিত্ত গ্রহণ সুপটু তিনি বিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা শাস্ত্রস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্থ ব্যক্তিরে অন্নদণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরছিত্রাশ্বেষণ তৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সত্য স্প্রসন্ন, ক্রিয়াকান্ ও নিরহঙ্কার; যিনি কার্য্যের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্রূপে নির্বাহ করেন এবং যাহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য গোপনে না রাখিয়া

শিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্যে নিরত থাকে, আপনাদের শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালী ক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়, পরপরাত্তরের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান বিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা । যাহার অধিকারে কপট, মায়া ও মাৎস্যের প্রাদুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন । যে রাজা পণ্ডিতগণের আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্ত্র জ্ঞাত হইতে সনুৎসুক হন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিত কার্য সমুদায় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভের উপযুক্ত । রামচরিত্রমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপরে দারপরিগ্রহ ও ধন সঞ্চয় করিবে, কারণ রাজা না থাকিলে ভাৰ্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন । যাহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছুই নাই । ভূপালকৃত রক্ষাই লোক সকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে । মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম কীর্তন কালে কহিয়া গিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়ন পরাশ্রুত ঋষিক, অরক্ষক রাজা, অগ্নিযবাদিনী ভাৰ্য্যা, গ্রামপর্যটনোৎসুখ গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণবমধ্যে ভগ্ননৌকার স্থায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! বন্ধাই রাজধর্মের সারাংশ । ভগবান্ বৃহস্পতি রক্ষার স্থায় অস্ত্র ধর্মের প্রশংসা করেন নাই । রাজধর্ম প্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য, সহস্রলোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি সর্বাপেক্ষা রক্ষাধর্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্তানুসারে প্রজাগণের করগ্রহণ, সাধু ব্যক্তিদিগের সংগ্রহ, শৌর্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক শত্রু

পক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদি পুনঃসংস্কার, সময়ানুসারে বিবিধ দণ্ড প্রয়োগ, সাধু ও সংকুলসম্বৃত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শত্ৰুদিগের সংগ্রহ, সতত বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস, নিয়ত সৈন্তগণের হর্ষোৎপাদন, প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্যসাধনে তৎপরতা, কোষ পরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রুমধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ, আশ্রয় রক্ষা, শত্রুরে আশ্বাস প্রদান, নিয়ত নীতিধর্মের অনুসরণ, সতত উদ্যোগ ও অসংলোকেব সংসর্গ পরিত্যাগ করা, এবং শত্রুগণের উপেক্ষা প্রদান না করা, ই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায় ।

অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্মের মূল বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকার প্রভাবেই অমৃত লাভ, অমর সংহাস ও দেবলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন । পুরুষকার শূত্র বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । পণ্ডিতেরা উদ্যোগী ব্যক্তিরে প্রীতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপাসনা করেন । যে রাজা পুরুষকারে হীন তিনি বৃদ্ধিমান্ হইলেও নির্বিষ ভূজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আশ্রয় হইয়া উঠেন । বলবান্ ব্যক্তি শত্রু দুর্বল হইলেও তাহারে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না । অগ্নি অগ্নমাত্র হইলেও সমুদায় দগ্ধ এবং বিষ অগ্নুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে । শত্রু একাক্ষমাত্র সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে । রাজার গোপনীয় বাক্য, লোক সংগ্রহের বিষয়, জয়ান্ লাভার্থ হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীন কার্য সমুদায় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা অকর্তব্য । লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর । একান্ত ক্রুর এবং নিতান্ত মৃদু স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হন না । অতএব ক্রুরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্তব্য । প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহাও তাঁহার ধর্মস্বরূপ । হে ধর্মরাজ ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যে সমুদায় গুণ কীর্তন করিলাম, ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের কর্তব্য । তুমি আমার মুখে রাজধর্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর ।

মহাত্মা শান্তমুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবদান, অশ্বা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট

রাজধর্ম শ্রবণে বাহার পর নাই প্রকৃত হইয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্শ্বিৎ রস আকর্ষণ পূর্বক অন্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্যা আপনারে সংশয় সমুদায় জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রকৃত মনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরে শ্রোতশ্রুতী দৃষতীর ভীষ্মে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যের অন্ত্যস্তান পূর্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা গাত্রোথান 'পূর্বক পূর্বাঙ্কিক কৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরে তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিম্নাপ ভীষ্মদেবকে রাজ্যের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা ও বেদবাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ বন্দন পূর্বক আনন্দিত মনে শাস্ত্রমুতনয়ের চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃত্যঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! রাজা এই শকটী কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, গুহ, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নির্দ্বাস, উচ্ছাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সূত্র, হৃৎ, জন্ম ও মরণ, যেরূপ প্রজাগণেরও তজ্জপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্ট বুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন? সফল লোকে কি নিমিত্ত রাজ্য প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদগ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিতে বাহ্মা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে বেক্রমে রাজত্ব স্থাপিত হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্থ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পর-

স্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিত্য কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরদনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকাব্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন দেবগণ নিত্য শঙ্কিত চিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কৃত্যঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তি সমুদায় নরলোকস্থ সনাতন বেদ ধ্বংস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা উদ্ধাব্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদের অন্নভাব হইতেছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে তাহার সন্ধান উদ্ভাবন করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরে উহার উপায় চিন্তা করিতেছি। প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বুদ্ধি, ক্রয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ্বিগর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায়্য নীতিজ বড়বর্গ, কন্দকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সংকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্দিক যাত্রাকাল, জিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আত্মরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, হর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গুণবিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর,

পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাক্ষ, বজ্রাদি ও অস্ত্রাদিতে
বিষয়োগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পঞ্চমনের
গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আয়ুরক্ষা, আশ্বাস,
রথাদি নিশ্চারণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ সজ্জার
উপায়, বিবিধ বাহ, বিচিহ্ন যুদ্ধকৌশল, ধর্ম্মকেতু, প্রভৃতি গ্রহ-
গণের উৎপাত, উচ্চাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন,
অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্তব্যাসন মোচন, সৈন্তের
হর্ষোৎপাদন, পীড়া আপদকাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতা-
কাদি প্রদর্শন পূর্বক শত্রুর অস্ত্রকরণে ভয় সঞ্চারণ, চৌর,
উগ্রস্বভাব অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা বিষপ্রযোক্তা প্রতিকরকারী
প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন মন্ত্র তন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তীদিগের
বলহাস, শকা উৎপাদন এবং অমুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাস-
জনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি
ও সমতা, কার্যসামর্থ্য, কার্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত
মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্মব্যবহার,
থলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভূত ব্যক্তির ভরণ-
পোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, বাসনে
অনাশক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও
গুণ, দোষ, অসং অভিসন্ধি, অমুরগতদিগের ব্যবহার, সকলের
প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলক্ষ বিষয়ের লাভ, লক্ষ বস্তুর
বৃদ্ধি, প্রযুক্ত ধনের বিধানানুসারে সংপাত্রে দান, ধর্ম্ম,
অর্থ, কাম এবং বাসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, মৃগয়া, অক্ষ-
ক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী সন্তোগ, এই চারি প্রকার কামজ আর
বাক্পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ
এই ছয় প্রকার ক্রোধজ সমুদায়ে দশ প্রকার বাসন, বিবিধ যন্ত্র
ও যন্ত্রকার্য, চিহ্ন বিলোপ, চৈত্যাচ্ছেদন, অবরোধ, কৃত্যাদি
কার্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়,
পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী, দ্রব্যোপার্জন, ছয় প্রকার দ্রব্য,
লক্ষরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগের
আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাজল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীর
সংস্কার, আহার, আন্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্বক অভ্যাস
লাভ, সত্য মধুরবাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য, চন্দ্রাদি
স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের
অদণ্ডনীয়তা যুক্তানুসারে দণ্ডবিধান, অমুরজীবগণের মধ্যে জাতি
ও গুণগত পঙ্কপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল
বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ,
জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, অর্থ-

স্পৃহা, কৃত্যাদি প্রভৃতি মূল কার্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নোকা
নিমজ্ঞনা দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক
সকল স্ব স্ব ধর্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাঁহার বিষয় সবিশেষ কীর্তিত
হইয়াছে ।

ভগবান্‌ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি
দেবগণকে কষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও
লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সার স্বরূপ এই
নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি । ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও
অমুরগুহ প্রদর্শন পূর্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে । এই
শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ড প্রভাবে পুরুষার্ধ ফল-
লাভে সমর্থ হইবে ; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল । এই
নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরনীয় হইবে । ধর্ম্ম, অর্থ,
কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়-
যুক্ত নীতি শাস্ত্র প্রণীত করিলে বহু রূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্‌
ভবানীপতি প্রথমে উহা গৃহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর
অন্নতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন । মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশ-
সহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র
বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল । তৎপরে ভগবান্‌ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে
পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করিয়া বাহদন্তক নাম প্রদান
করিলেন । অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত
করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্তন পূর্বক বাহস্পত্য নাম প্রদান
করিলেন । পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্‌ ওজাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে
এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন । মহাত্মারা এই
রূপে মর্ত্য্যদিগের আয়ুর অন্নতা অবগত হইয়া লোকানুবোধে
সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান্‌ নারায়ণের
সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, ভগবন্‌ ! এক্ষণে আত্মা করুন, মনুষ্য-
দিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে ? তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু
কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি
করিলেন ; কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না
করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে অমুরক্ত হইলেন । তাঁহার কীর্তিমান্‌ নামে
এক বিষয় বাসনা পরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল । কীর্তিমানের কদম
নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে । প্রজাপতি কদম অনন্যনামে একপুত্র
উৎপাদন করিলেন । ঐ মহাত্মা প্রজাপালন তৎপর সাধু ও দণ্ড-
নীতি বিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে ।
অতিবল পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া

নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়াছিলেন। তাঁহার ঠরসে মৃত্যুর স্থানীয়া নামে মানসী কস্তার গর্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধানান্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই অধর্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহারে ক্রোধে ঘেঁষ পরিপূর্ণ ও অধার্মিক দেখিয়া মন্ত্রপুত্র কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হস্তাক, তাত্রলোচন ও দ্বন্দ্ব কণ্ঠের স্তায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইয়া মাত্র মহর্ষিগণ উহারে এই স্থানে নিষগ্ন হও বলিয়া অনুমতি করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসমূহ শৈল, বন ও বিদ্যাচলবাসী ক্রুর-স্বভাব স্নেহগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গাকবচধারী শর শরাসন সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবেত্তা দণ্ডনীতিকুশল ধর্মুর্কেছু বিশারদ ইজের স্তায় পরম সূক্ষ্ম পুরুষ প্রাক্তভূত হইলেন। উহার নাম পৃথু, পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কুতাজলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মাধর্শনির্নীতি অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধি প্রভাবে এক্ষণে কি কুর্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমায়ে উহা সবিশেষ নির্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমায়ে যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে সন্বেদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত মনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্ৰিয় পরিত্যাগ পূর্বক সমুদায় জীবের প্রতি সমর্পণে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, মোহ ও মন অতিদূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনির্দিষ্ট ধর্ম্ম সমাক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিত-চিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না এবং 'লোকসঙ্কর নিবারণের সমাক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাক্রূত হও। আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিও না।

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহা-দিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সত্যতই আমার নমস্ত হউন। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্ত হইবেন। অনন্তর মহর্ষি ওজাচার্য্য তাঁহার পুরো-হিত, বাসথিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী, মহর্ষি গর্গ তাঁহার জ্যোতিষিক হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুরে অষ্টম সৃষ্টি

কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্ত্রী পাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্বে স্ত্রী-পাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। পূর্বে মনুষ্যপ্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল; মহাত্মা পৃথু ধর্ম্মকোটি দ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভি-লাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন তদ্বারা পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অতিবিস্তৃত করিলেন। পৃথিবী মৃষ্টিমতী হইয়া বিবিধধন রত্ন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রদশরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অক্ষয় ধন, স্তম্ভক পর্বত রাশি রাশি স্বর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষসগণের অধিপতি কুবের তাঁহারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্দ্ব্যর্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, হর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাক্ত-ভাব ছিল না। তাঁহার শাসন প্রভাবে তন্দ্র ও সন্ন্যাসগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্র যাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া থাকিত; পর্বত সমুদায় তাঁহারে পথ প্রদান করিত এবং কুতাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহা-রার্থ পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপন্ন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সূপ্রণালী ক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অব-নত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমারে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া স্মরণ পৃথুরে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎ-কালে ভগবান্ বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের বাবতীয় লোক তাঁহারে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্য পালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণ প্রভাবেই প্রজারা রাজার বশী-

ভূত হয়। পৃথ্বর রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষর নিবন্ধন স্বর্গ পরিভ্যাগ পূর্বক দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান ও মহাত্ম্যবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিরে রাজ্যপদ প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রভূত সকলেই তাঁহার বশবর্তী হয়। রাজার পূর্বকৃত স্কৃত নিবন্ধনই অজ্ঞাত মানবগণ তাঁহার ভূলা হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজ্যের প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্ ধন-শালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্তী সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ ! দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, চারি আশ্রম, চারি হোম, চারি বর্ণ, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, স্তায়, তপস্তা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শোচ, পুরুষকার, সর্বভূতাত্মকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অজ্ঞাত বিষয় সমুদায় কীর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুসারেই বৃধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্জন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্জন করিলাম।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

হে জনমেজয় ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাজলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাচনপূর্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ ! সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি ? চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি ? রাজধর্ম্ম কি ? কোন্ বর্ণের লোক কোন্ আশ্রম গ্রহণে অধিকারী ? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভূত্য কিরূপে পরিবর্তিত হয় ? কিরূপ কোষ, দণ্ড, হর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋষিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য পরিভ্যাগ করি। রাজার কর্তব্য ? বিপদ্ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক ? তৎসমুদায় কীর্জন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে জনমজয় ! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে মনস্কর করিয়া শাস্ত্র ধর্ম্ম সমুদায় কীর্জন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোষ পরিভ্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সম্যকরূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইঞ্জির দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। যাতনুভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসং কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিভ্যাগপূর্বক সংপণে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহপূর্বক সম্ভান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। সাধু ব্যক্তির ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বাহ্য হউক, ব্রাহ্মণ অস্ত্র কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সমাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্জন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। বাচস্পা, ঘাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিত্যান্ত নিবিদ্ধ। নিরত দম্ভ্যবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাজনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। যে সকল নরপতি যজ্ঞশীল, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হন, তাঁহারাি লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাজন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, পণ্ডিত ব্যক্তির কথনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দম্ভ্যবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাি রাজাদিগের মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যত্ন করা অবশ্য কর্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থাপনপূর্বক তাহার যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। রাজা অস্ত্র কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্জন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সহপায় অবলম্বনপূর্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্র নির্কিংশেবে পণ্ডপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অস্ত্র কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অশ্রমে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পণ্ডপালনের ভার

প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং বৈশ্বপতিগণকে প্রতিপালন করিলেই স্থবী হইবে, সন্দেহ নাই । যন্ত্রের বিরূপে জীবিকা-নির্ভর করা কর্তব্য তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । বৈশ্বপতি অস্ত্রের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সমস্তের একটি গোমিধুন, অস্ত্রের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্যমূলের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্ত্রের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার ভরতনন্দনরূপ গ্রহণ করিবে । পণ্ডপালন বিষয়ে অনাহা প্রদান করা বৈশ্বপতির ন্যস্ত অকর্তব্য । আর বৈশ্বপতি পণ্ডপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অস্ত্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই ।

অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব তিন বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম । ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয় । শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বনীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিকট তাহারে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থ সঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ ; কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে । এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেটন, শয়ন, আসন, উপানয় যুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য । ঐ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলক্ষ্য ধন, ধান্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র ওশয্যাগী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহারে উহার জীবিকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে । শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্তব্য । "বিপৎকালে প্রভুরে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোনকমেই কর্তব্য নহে । যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণান্তিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহারে প্রতিপালন করিবে । শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উত্তৃত হইবে প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্তন করিয়াছি সেই সমুদায় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাচার, বসট্কার ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই । অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্বদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে । ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র । এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, পৈজবন

নামে এক শূদ্র অমরক ঐজারবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল ।

সমুদায় যজ্ঞমধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । শ্রদ্ধা মহৎ দেবতাস্বরূপ । উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণ পরম্পর পরম্পরের পরম দেবতা স্বরূপ । তাহার বিবিধ মনোরথ সকল করিবার মানসে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে । এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমুদায় যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক্, যজু ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ভায় সকলেরই পূজ্য । আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন তিনি ব্রাহ্মণ উপদ্রব স্বরূপ । মানস যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে । শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অস্ত্রাত্ম প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশগ্রহণে অতিলাষী হইয়া থাকেন ; অতএব চারি বর্ণমধ্যে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্তব্য । ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ বৈশ্বসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণত্রয়ের যজ্ঞ সাধন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । ফলতঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ । আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জাতি স্বরূপ । তদ্বিনির্গত করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

বানপ্রস্থ্যশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের অতিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর । জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের পূর্ব্ব বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মান্তসারে হত্যাশনে আহুতি প্রদান করিবেন । শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ । যজ্ঞ নানাপ্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য । যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে তৎসমুদায় বিদিত ও শ্রদ্ধাবিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র । লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহারে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন । হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন । ত্রিলোকমধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই । অতএব মনুষ্য অমর্য্যামৃত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে সাধ্যায়ুযজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! অতঃপর চারি আশ্রম ও তৎসমুদায়ের কার্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । লোকে বানপ্রস্থ, তৈক্ষ্য, গার্হস্থ ও ব্রাহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে । ব্রাহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে । আশ্রমজ্ঞান সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যধানাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক উচ্ছিন্নতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন । বিজ্ঞানাত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে উচ্ছিন্নতা হইতে সমর্থ হন ; অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে তৈক্ষ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে । ঐ আশ্রমে তিনি সুখ দুঃখ রহিত, নিকেতন বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধ জীবী, দাস্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, ভোগ কামনা শূন্য, নির্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন । ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নীনিরত, অকুটিল হৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যবাদী, শাস্ত্রপ্রকৃতি, অনুশংস, ক্রমাশীল, দাস্ত ও মাৎস্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর ঋতুরক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অশ্রমভ্য চিন্তে হব্য কব্যা সম্পাদন, সত্যদ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে খনদান ও অন্তান্ত বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় । মহামুণ্ড ভষ্মধর্ম্মবিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্য বাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সংস্কার, ধর্ম্মার্থ উপার্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয় লোকে সুখভোগ করিতে পারে । মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্র কলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণ এইরূপ যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বিগুহ্ব ফল ভোগের অধিকারী হন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীকৃত হয় । যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাত নিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, যজ্ঞকর্ম্ম, এক আচার্য্যের গুরুত্ব, গুরুকে নমস্কার, বেদবেদান্ত অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদেবীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মচারী ।

দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাবিবর্জিত, সাধুসম্বৃত, মঙ্গলজনক ধর্ম্ম সকল কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্ ! ব্রাহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে । ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে । পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বর্ণলাভ জনক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছি, সমুদায়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূত্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারে ইহলোকে নিমিত্ত, পরলোকে নিরস্বামী হইতে হয় । ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহারে দাস, কুকুর, বৃক ও পশুর স্তায় অবজ্ঞা করে । যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্কার্য্যে নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিগুহ্বান্না, তপোহুষ্ঠান নিরত ও অতি স্নাত্ত হন, তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেক্রপ সংসর্গে মাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ, সংসর্গ ও কর্ম্মের অমুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত বুদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও যুগ্ম প্রভৃতি ক্রাধ্য বেদান্ত্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয় । মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয় । পুণ্য লোকের প্রেষয়কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে, বাহা হউক, মনুষ্য স্বক্শ্মে নিরত থাকিলেই উত্তম লোকে সুখ লাভ করিতে পারে ।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্ঘাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জনের নিমিত্ত অন্তের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্তব্য । পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন । রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদ গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য । যে সমস্ত ব্রাহ্মণ হুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদ কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয় । নিয়মবিহীন, অগুচি, ক্রুর,

হিংস্র স্বভাব ও স্বধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণের হব্যকব্যাদি গ্রহণ করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। হম, শোচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা তুর্ক প্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব সমুদায় আশ্রমেই উর্হাষের অধিকার আছে। দ্বার, সোমপায়ী, সংস্কার, দ্বারাবান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শাস্ত্রপ্রকৃতি, অনুশংস ও ক্রমাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূত্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব উক্ত বর্ণত্রয়ের শান্তিধর্ম অবলম্বন না করিলে কল্যাণ বিফল হয়। লোভে সমর্থ হইবে না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারি বর্ণের ধর্ম, যজ্ঞ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রম ধর্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

একণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূত্রগণকে সমুচিত আশ্রমধর্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূত্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে স্ত্রীদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, সুজ্যোৎপাদন, ধর্ম স্থাপন, সজাচার দ্বারা তিন বর্ণের সমতা লাভ ও পুরাণশ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে সে রাজার আত্মা গ্রহণ পূর্বক তাহার সমুদায় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে; অতএব স্বধর্ম নিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রেরও তৈক্ষ্য ধর্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য পরিণতবয়স বৈশ্য ও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমাস্ত্রের গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজ-স্বয়ং, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্মাস্ত্রসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণা দান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্ত্রীর পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যজ্ঞপূর্বক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেবা ব্রহ্মার আশ্রমাস্ত্র গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আত্মপূর্বক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। রাজা গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্যধর্ম; নিত্যধর্ম নহে।

মানব মণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ম সমস্তই রাজধর্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম বৈস্তা পশুতগণ অন্যান্য

ধর্মকে অরক্ষণীয় এবং ক্ষত্রিয় ধর্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজধর্ম সমুদায় ধর্মের সারভূত। রাজধর্ম প্রভাবেই সমুদায় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধর্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদায় রাজধর্মেই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধর্মের প্রাচুর্য না থাকিলে কেহই আর আপনার ধর্মের প্রতি আস্থা করে না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! চারি আশ্রমের ধর্ম, যতিধর্ম, লোকাচার প্রথা ও কার্য সমুদায় ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্মের প্রাচুর্য না থাকতেই প্রজাপণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম অপত্যক ও নানা বিধ। কতকগুলি লোক বিবাহ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাস্ত্র ধর্মের যথার্থ মর্ম ও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধর্ম-তত্ত্ব নির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম সুখভূমি, কপট রহিত ও সমুদায় লোকের হিতকর। গৃহস্থ ধর্মের ন্যায় রাজধর্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্মসাধনের মূল। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজধর্ম প্রধান কি আশ্রমধর্ম প্রধান ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্তৃক সর্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বহু, রুদ্র, বিশ্বেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয় ধর্মাস্ত্রসারে অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজ! পূর্বকালে দানবগণের প্রাচুর্য নিবন্ধন সমুদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা মাক্ষাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যু বিবর্তিত পরম পিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিরাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্বক সেই যজ্ঞস্থলে মাক্ষাতারে দর্শন প্রদান করিলেন। মাক্ষাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্টচিত্তে অন্যান্য পার্শ্ববগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মাক্ষাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর

উদ্দেশ্যে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ইহু কহিলেন, মহারাজ ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমের অমিত পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহারে দেখিতে পান নাই । তুমি ভুলোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব । তুমি শাস্তিগুণাবলম্বী, ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিবলে সর্বোৎকৃষ্ট এই নিমিত্ত আমি তোমারে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অতীষ্ট বর প্রদানে প্রস্তুত আছি ।

মাক্রাতা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শনলাভ ভিন্ন আমার অন্ত কোন অভিলাষই নাই । অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মপরায়ণ হইয়া অবিলম্বেই অরণ্যে প্রস্থান করিব । অরণ্যই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ । আমি ক্ষত্রিয় ধর্মামুসারেদিব্য লোক সমুদায় অধিকার ও বিপুল বশোলাভ করিয়াছি ; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি ।

ইহু কহিলেন, মহারাজ ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না । ক্ষত্রিয় ধর্ম আদিদেব হইতে সর্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ ধর্মের পশ্চ্যাৎ অন্যান্য ধর্মের সৃষ্টি হয় । ধর্ম নানা প্রকার এবং উহাদের ফলও বিনম্বর । যাহা ইউক, সমস্ত ধর্মই ক্ষত্রিয় ধর্মের আয়ত্ত ; এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয় ধর্মামুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন । যদি সেই অপ্রমের পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মা কি আদিধর্ম কি অন্যান্য ধর্ম কিছুই থাকিত না । যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক অস্তুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি আশ্রম ধর্ম সমুদায় যিনষ্ট হইয়া যাইত । ধর্ম সমুদায় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাস্ত্র ক্ষত্রিয় ধর্মই তৎসমুদায় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে । ঐ ধর্মের প্রভাবে প্রতিবৃগেই আদিধর্ম বহুমূল হয় । সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ হইতে পরিত্রাণ এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম প্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যা-

মান রহিয়াছে । ধর্মামুসারে, স্বেচ্ছাচার পরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরাজ্যভয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াই, পাণামুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সম্রাটের সম্পন্ন ব্যক্তিরাজ্যের শাসন প্রভাবেই নির্বিশেষে ধর্মামুষ্ঠান করিতে পারেন । লোক সকল ভূপালগণ কর্তৃক রাজধর্মামুসারে সুতর্নিক্রমে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালান্তিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । ক্ষত্রিয়ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনম্বর । উহার প্রভাবে সমুদায়ই সুশৃঙ্খল হইতে পারে ।

পঞ্চমস্তিতম অধ্যায় ।

ইহু কহিলেন, মহারাজ ! অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন, ক্ষত্রিয় ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । লোকের হিতামুষ্ঠান পরতন্ত্র উদ্যোগ স্বভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম প্রতিপালনে সমর্থ হন । ঐ ধর্ম অধার্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে । ভূমির উর্বরত্ব সম্পাদন, রাজত্ব অধিমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাদর প্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কুলেবর পরিত্যাগ করাই পরম দরলু রাজার প্রধান ধর্ম । মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া গণনা করেন । ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাশ্রয় হন না । তাঁহাবা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশ্রদ্ধা ও পরম্পরের বিনাশ সাধন দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন । ক্ষত্রিয় ধর্মলাভার্থী হইয়া গার্হস্থ্যশ্রম আশ্রয় করিবে । সামান্য কার্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম সংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক অতি যত্ন সহকারে রাজধর্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । সকল ধর্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্মই সর্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট । যে স্বধর্ম প্রতিপালনে পরাশ্রয় হইয়া অন্য ধর্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্মামুষ্ঠান অধর্মামুষ্ঠানের তুল্য হয় । উচ্ছৃঙ্খল অর্থলু ও পণ্ডতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম প্রভাবেই নীতি শিক্ষা করে । ব্রাহ্মণগণের বাগ যজ্ঞাদি কর্মামুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে শত্রুর ন্যায় শত্রু দ্বারা বধ করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণই আশ্রম ধর্ম ও বেদ ধর্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্যজাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে । ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্মের অন্যপ্রচারণ করিবেন না । ব্রাহ্মণের কার্যদ্বারাই ধর্ম পরিবর্দ্ধিত হয় ; অতএব ব্রাহ্মণ

ধর্ম স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ অধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে সম্মান ও বিদ্যমান করা কর্তব্য নহে। হে মহারাজ! যে সমস্ত ধর্ম কীর্তন করিলাম, তৎসমুদায়ের মধ্যে রাজধর্মই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মাক্ষাতা কহিলেন, দেবরাজ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, ধর্মর, শক, তুঙ্গার, কঙ্ক, পল্লব, চান্দ্র, মজ্জক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, বীঠ, কাষ্যোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈজ্ঞানিক ও শূদ্রগণ কুরু ধর্ম প্রতিপালন করিবে আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কুরুপে স্বপক্ষে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্তন করুন। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ যাহাতে পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম প্রতিপালন, যথা সময়ে পিতৃযজ্ঞ-হুষ্ঠান, কুপাদি খনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যপালন, জীপুস্ত্রের ভরণ-পোষণ, দ্রোহ পরিত্যাগ, বিগুপ্ত ব্যবহার, উন্নতি লাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্বযজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশ্যে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সর্বিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। পূর্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মাক্ষাতা কহিলেন, দেবেন্দ্র! দস্যুগণ চারি বর্গ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণিগণ রাজার দৌরাশ্রয় নিবন্ধন নিত্য মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্য যুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্মবাক্য শ্রবণ পরিহার পূর্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতি প্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না। দেবতাবাও ধর্ম-পরায়ণ নরপতিব অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েবা বুদ্ধিবলে ধর্মের গতি বৃদ্ধিতে পারেন; অতএব উহারা আমার মান্য ও পূজ্য।

ভীষ্ম কহিলেন, মহাবাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম

অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহার সাধ্য। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম অবজ্ঞা করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সংকল্পাহুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারে পৃথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্মরাজ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম-হুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্বপদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক উক্ত ধর্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আযার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম সমুদায় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা বেক্ষণ আচারনিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মহাত্মারা চারি আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্মহুষ্ঠান পূর্বক যে সমস্ত ফল লাভ করে, রাজা রাজধর্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচার শূন্য, বিধেয় বুদ্ধি বিহীন ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগশীল, নিগ্রহ-মুগ্ধ পরায়ণ, সদাচার সম্পন্ন ও ধীর প্রকৃতি তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞাতি, সখ্য ও মিত্রগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধার্মিক-দিগকে বারংবার সংকার, আত্মিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মাহুযযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন দ্বারা অতিথির সংকার-সাধন এবং লোক রক্ষার্থ বনোষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্র প্রতিপালন, সমস্ত প্রাণির রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞহুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি ধর্মহুস্তারে আত্মিক, জপ ও দেবগণের অর্চনা করেন, তাঁহার ধর্মশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা প্রাণরক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া সত্য বেদাধ্যয়ন, ক্রমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং

অনুশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফল লাভ হয়। যে রাজা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় প্রদান, স্বাবর জন্মান্বক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থান্ত্রের ফল লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপুংগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনই রাজার গৃহস্থধর্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্তা। যে রাজা সচরিত্র অর্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আশ্রমে আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থান্ত্রের ফল লাভ হয়। যে রাজা বিধাতৃনির্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থ অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রাম বিহীন না হন তাঁহারেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যিনি সম্যকরূপে স্থান, কুল ও বয়সের, সম্মান রক্ষা করিতে পারেন তিনি সমস্ত আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্বাশ্রমের ফলভাগী হন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হন; আর তাহারা সুশৃঙ্খলে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে তাহাতেও রাজারেলিপ্ত হইতে হয়। যে সকল লোক ভূপতিব সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণীকে আপনার জ্ঞান জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানাত্মসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন। রাজধর্ম্ম রূপ নৌকা ত্যাগ রূপ বায়ু সত্ত্বরূপ কর্ণধার দ্বারা চালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্র রূপ রজ্জু দ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজারে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়বাসনা শূন্য হন, তখন তিনি বুদ্ধিমান্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্ন মনে লোভাদি বিসর্জন পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও; তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে, বেদাধ্যয়নরত, সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জন করে, রাজা প্রজাপালন-নিরত হইলে তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্ম-

রাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদায় পূর্ব্বপুরুষপরাপ্রচলিত নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মাত্মসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্তব্য কার্য্য কীর্তন করিলেন; এক্ষণে রাজ্যের হিত-সাধনার্থ যাহা কর্তব্য তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বপ্রথমে রাজ্য মধ্যে রাজ্যের অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরকৃপার পরম্পরের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োদ্যুধ হইবার বাসনা করিলে 'নরপতি'র ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্তব্য। অরাজক রাজ্য মধ্যে অগ্নি হবিঃ গ্রহণ করেন না। আনন্দের মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্তব্য; কেন না ঐ বলবান ব্যক্তি প্রজা-দিগের কর্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি প্রজারা উহারে সম্মান না করে, তাহা হইলে সে তুচ্ছ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব ওরূপ স্থলে যুগুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্তব্য। দেখ, যে গাভীরে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশভোগ করে, আর বাহারে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করে না। যে দ্রব্য স্বয়ং প্রণত হয়, তাহারে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহারে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত। বলীয়ান ব্যক্তিরে প্রণাম করিলে ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক জনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্বিঘ্নে ক্রীসন্ভোগ ও ধন উপভোগ করিতে পারে না। ঐ

সময় পাণ্ডাবারা অস্ত্রের ধন অপহরণ করিয়া মহা আক্লান্ধিত হয় ; কিন্তু বধন অপরাপর ব্যক্তির ত্যক্ত ধন হরণ করে তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, অতএব অরাজক পাণ্ডাবাদিগেরও সুখজনক নহে । ঐ সময় দুই জন পাণ্ডাব একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করে । বলবান ব্যক্তি দুর্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্বক পরজীৱণে প্রবৃত্ত হয় ।

হে ধর্মরাজ ! ঐ সকল দৌরাশ্য নিবারণে নিমিত্তই দেব-তারারাজ্য মধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দেশ করিয়া দিয়া-ছেন । যদি পৃথিবী মধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্তেরা যেমন ক্ষুদ্রমৎস্ত সমূহকে ভক্ষণ করে সেইরূপ বলবান ব্যক্তির দুর্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় ।

পূর্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজাসকল পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । ঐ সময় কতকগুলি ধর্মপ্ৰাণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবী, উগ্রস্বভাব, পরদারাতিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব । প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্ধারণ পূর্বক ক্রিয়াকাল অবিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিত্যস্থ অনুরূপ চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন ! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি ; অতএব আপনি আমাদেরকে এক জন রাজা প্রদান করুন । আমরা সকলে তাঁহারে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদের প্রতিপালন করিবেন ।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুরে তাহাদের প্রতিপালনে আদেশ করিলেন মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাণ্ডবুষ্ঠানে নিত্যস্থ ভীত হইয়া থাকি । রাজাশাসন বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যাণকে স্বদেশে সংস্থাপন অতি দুষ্কর ব্যাপার । তখন প্রজাগণ মনুরে কহিল, প্রভো ! ভীত হইবেন না, পাপ আপনারে স্পর্শ করিবে না । আমরা আপনার কোষবর্জনের নিমিত্ত পশু ও স্তবর্ণের পক্ষাংশ ভাগ এবং ধাতুর দশমভাগ প্রদান করিব । বিবাহ, দ্যুতক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন । আর বাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনাবো-
হণে প্রদান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তরূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি

মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের স্তায় পরম সুখে আমাদেরকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন । আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশ ভাগী হইবেন । অতএব মহারাজ ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের স্তায় আমাদেরকে প্রতিপালন করুন ; সূর্যের স্তায় শত্রুগণকে প্রতাপিত করিয়া জয় লাভার্থ নির্গত হউন ; আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম নিয়ত আমাদেরকে রক্ষা করুন ।

প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সংকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত্ত হইয়া তেজঃপূজ কলেবরে প্রজা-পালনার্থ নির্গত হইলেন । প্রজাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের স্তায় মনুর মহত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব দেশে নিরত হইল । এইরূপে মহা-রাজ মনু সর্বতোভাবে পাপের শাস্তি বিধান পূর্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন ।

হে ধর্মরাজ ! এই ভূমণ্ডলে যাহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সর্বপ্রায়ে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য । দেব-তারার যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যাগণ যেমন গুরুকে সর্বদা প্রণাম করে, তরূপ রাজারে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করা প্রজা-গণের অবশ্য কর্তব্য । ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীয় জন কর্তৃক সংকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদর ভাজন হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তি আত্মীয় লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহারে অনায়াসে পরাভব করে । শত্রুগণ রাজারে পরাভব করিলে প্রজারা সকলেই অনুরূপ হয় ; অতএব নরপতির চিত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্বল হইয়া উঠেন ; সর্বদা সকলকে হস্তমুখে মধুরবাক্যে সম্বাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হন ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নর-পতির দেবতুল্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহারাজ বহুমনা বৃহস্পতির বাহা জিজ্ঞাসা এবং সুরগুরু উঁহারে বেদ্রূপ প্রভৃতির প্রদান করিয়া-ছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

একদা সৰ্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বহুমনা যথোচিত বিনয় সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণ কি কৰ্ম্ম করিলে বদ্ধিত আর কি নিমিত্তই বা কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা কাহার পরিচর্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হন তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভগবান বৃহস্পতি অমিততেজা কোশল রাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদার নিরত হইলে ভূপতি তাহাদ্বার প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের পাপ মোচন করেন। চক্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরাক্ষকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অজ্ঞোদক প্রদেশে মংশগণ ও হিংস্রভয় বিহীন স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছাচসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের তায়বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান ব্যক্তির অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয় কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না। সংসার বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্ধের ঘান, বজ্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শত্রুপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধর্ম্মেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করে। ধনবান ব্যক্তির সর্বদা বধ ও বন্ধন জনিত বিষম ক্রেশে নিপতিত হয়। কাহারও আব কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদায় স্থানই দম্ভ্যগণে পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণায়িত বিবিধ বাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রোতনিসারণে পরা-বুধ, আত্মীপন্নী উৎসন্ন ও দধিমন্ডন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। সমুদায় প্রাণী উদ্ভিদগুণ্য, বিচেতন ও ভীত হইয়া কণকাল মধ্যে হাহা-কার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ কবে। সংবৎসর-ব্যাপি দক্ষিণায়িত গজ নির্কিঞ্চে বিধি পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না।

ব্রতস্নাত বিধান ব্রাহ্মণগণ যদাধ্যয়নে বিরত হন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধক বশতঃ কাহারেই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। অপ-রাধী ব্যক্তি সূর্য চিত্তে কালযাপন করে। বলবান ব্যক্তি দুর্ব্ব-লের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব স্থানেই সিস্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাচুর্য্য হয়।

আর ভূপতি ধার্ম্মিকমে রাজ্য পালন করিলে প্রজাগণ গৃহ-দ্বার উদঘাটন পুত্রক অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্বা-লঙ্কারভূষিতা প্রাণিগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া পরস্পরের অহুকুল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক সমুদায়ের জীবিকানুত বাস্তাশাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রশস্ত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহার বিনষ্ট হয়। অতএব ভূপ-তিরে অর্চনা করা সকলেরই কর্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া সর্বলোক হিতার্থ তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই উত্তম লোক জয় করিতে সমর্থ হন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারে নিঃসন্দেহ ইহ-লোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরন্নগামী হইতে হয়। নর-পতি নররূপধারী দেবতা স্বরূপ; অতএব উঁহারে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কদাপি বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, কৃত্য, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে স্নিহিত মিথ্যাবাদীকে দণ্ড করেন, তখন তাঁহার হৃতাশ্বন মূর্ত্তি, যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পোত্র ও বন্ধু সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সূর্য্য দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্য যখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, দাতা ও বয়স্ক প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতাণ্ড প্রিয়পাত্র

হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করি। কদাচ সুখলাভে সমর্থ হইয়া না। দাছ বস্ত্র বায়ুসমীৰিত হইয়া দক্ষ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোণানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্ত্র অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান হওয়া নিতান্ত অকর্তব্য। লোকের মৃত্যু হইতে যেক্রপ ভীত হয়, রাজস্ব অগ্ৰহণেও সেইরূপ ভীত হইবে। যুগ যেমন মারণ যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তক্রপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শ-মাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আপনার ধনের জ্ঞান অতি যত্নসহকারে রাজস্ব রক্ষা করিব। বাহারা রাজস্বাপহারী তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ধৈর্যের নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সতত সংস্কৃত হইয়া থাকেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতি-লাভেচ্ছা জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী ব্যক্তির মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদার প্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদরভাজন হন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সদাশয় মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি অস্ত্রের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কাথ্যামুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেইরূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। প্রজা মনুষ্যকে প্রগল্ভ কবে এবং ভূপাল মনুষ্যকে ক্ষীণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে, আর যে তাঁহার 'অমুগ্ধী' হয়, সে পরম সুখে কাল-বাপন কবে। রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখ স্বরূপ। প্রজারা তাঁহারে আশ্রয় করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞামুষ্ঠান এবং, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যাবহাব ও সৌহার্দ্যসহকারে রাজ্যশাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে প্তারেন। কোশলাধিপতি বসুমতা মহাত্মা বৃহস্পতি কতক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি যত্নসহকারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একোনসপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির-কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কার্য রাজার অবশ্য কর্তব্য? আর কিরূপে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্তান্ত লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? তৎসমুদায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! প্রথমতঃ রাজা বা রাজপ্রতিনিধির বাহা কর্তব্য তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে অরিবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্ত পরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরাজয় করা হয়। হর্গ, রাজ্যের শেষদীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশন, স্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজতবনে পদাতি সৈন্য সংস্থাপনপূর্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের জ্ঞান আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গুচর সমুদায় সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত, ভূপতি এবং নগর ও জনপদবাসী লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চরপ্রেরণ করিয়াছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধ স্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সমাগম স্থান, চন্দ্র, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাসস্থান অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গুচরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনারে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই তাঁহার সর্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিম্বা সন্ধিহীন গুণবান, উৎসাহ সম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্বক ধন্যমানসারে রাজ্য রক্ষা করিবার অবশ্য কর্তব্য। রাজা আপনার উচ্ছেদ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ণাপকারী ও লোকবিদ্ভিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার করণে অসমর্থ তাহারে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া হর্গল, মিত্রবিহীন, অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা বাজার কর্তব্য। যুদ্ধ-যাত্রা করিবার পূর্বে নগরের রক্ষা বিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্তী হইয়া থাকা বলবিহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতি ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানেব রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষ-প্রয়োগ দ্বারা উর্হাব উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়া-

ছেন, রাজ্যভাষ্যী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্বোক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হয় পণ্ডিত ব্যক্তির তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জিত অর্থের ষড়্ভাগ গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মন্ত উন্নত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধাত্মরূপ অর্থ দণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। পুরবাসীদিগকে স্তূত-নির্দ্বিগ্ধে প্রতীপালন করা রাজার উচিত বটে, কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থী ও প্রত্যাগীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদলী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ রূপ ব্যবহার কবিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়। রাজা সুবর্ণ ও লবণাদির আকর, খাজাদি বিক্রয় স্থান, নদীসত্তরণ স্থান ও নাগবলে অমাত্য বা বিখ্যাতী পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল জ্ঞানানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার ষথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদান্তবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান লোকের বলবীৰ্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয় পূর্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগর মধ্যে প্রের্ষিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান গৈর্যদিগকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্বক সুরক্ষিত দুর্গ সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদায় শস্ত দুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন এবং যদি শস্ত আনয়নে নিতান্ত অসক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎসমুদায় দহন করিয়া ফেলিবেন। শস্ত সমুদায় যদি ক্ষেত্র-মধ্যে থাকে তাহা হইলে শত্রুসৈন্তগণকে প্রলোভন পূর্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদায় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকাব্য না হন তাহা হইলে স্বীয় সৈন্ত দ্বারা সমস্ত শস্ত বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতু সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদায় প্রণালী জল এককালে নির্গত করাইবেন। কৃপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষা বিধান করা কর্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ, অনস্তর দেশবাসী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষ সমুদায়ের প্রবৃদ্ধ শাখা সকল ছেদন করিবেন। চৈতোর একটা পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার নিষ্কাণ করিয়া দিবেন। পরিখা সকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নজ মস্তাদি দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ু সঞ্চারার্থ নগরের দুর্গ দ্বার সমুদায় নিষ্কাণ পূর্বক তৎসমুদায়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র ও শতদলী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। ঐ সমুদায় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাঠ, আহরণ, কৃপ খনন ও পূর্বকৃত কূপের সংস্থার সাধন করিবে। যে সমস্ত গৃহ ভূগ সমাচ্ছন্ন তাহাতে পক্ষ ধোঁপন করিয়া দিবেন। রাত্রিকালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিব্যভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন না। কক্ষারগৃহ ও স্তূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিব্যভাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্য মধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। তিস্তুক, শকট চালুক, ক্লীব ও কুশীলব দিগকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন। উহারাই ঐ সময় নগর মধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আশ্রয় চর নিয়োগ ভূপালের অবশ্য কর্তব্য। রাজ্য মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণি, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোঁধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাদিকরণ, পরিখা ও উপযম প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদায় গোপন রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরবলপীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল্য, বস, মধু, স্নাত, সমস্ত ঔষধ, অস্ত্র, কৃপ, মৃগা, পত্র, শূর, লেখক, বালভূগ, বিযাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্দিক বৈদ্য এবং নগরের শোভা পরিবর্দ্ধক ও আমোদজনক নট, নর্তক, মল্ল ও নায়াবাদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী বা অন্ত কোন ভূপাল-যাহা হইতে রাজার ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরে তাহাকে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থ প্রদান বা বিবিধ সান্ত্বনাদি প্রয়োগ পূর্বক তাহার সংকার করা কর্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ কবিলে অশুণী হন।

হে বুদ্ধিষ্ঠির! এক্ষণে সপ্তম রাজ্যের বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সমুদায়, জনপদ ও পুর এই সাতটা রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট

হইয়া থাকে। এই সমুদায় রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। যে মহীপাল যাড়গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্য ভোগ করিবার সমীকৃত উপযুক্ত। এক্ষণে যাড়গুণ্যের বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া অবস্থান, যুদ্ধ পন্থন, বৈরোৎপাদন পূর্বক অবস্থান, যুদ্ধের আয়োজন করিয়া যুদ্ধের ভয়প্রদর্শনার্থ অবস্থান, সন্ধি স্থাপন ও অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ এই ছয়টি যাড়গুণ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্তন করিতেছি, অনন্ত মনে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটি বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। আর ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিও ত্রিবর্গ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পর্যায়ক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। রাজা ধর্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বিষয়ে যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্য পালন ও অন্যান্য কর্তব্য কার্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্বক অতি পবিত্র স্থতোভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্তা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পঞ্চম্পরের ও প্রজাগণের কি রূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্তন করন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যে রূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতি কর্তৃক স্মৃতি নামে প্রযুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে নিয়মাবলম্বী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্ন সহকারে বিধি পূর্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ; এবিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সূচরু রূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিদুমাত্রও অধর্ম সঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেই অন্তঃকরণ ধর্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলঙ্ঘন বস্ত্র লাভ ও লঙ্ঘন বস্ত্র পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম সমুদায় দোষ শূন্য হয়। ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্মল হয়। ব্যাধি সমুদায় তিরোহিত

হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা রূপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্তোৎপাদন করে। ওষধি, স্বপ্ন পত্র ও ফলমূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপে ধর্মেরই প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুস্পাদ দণ্ডনীতির তিনপাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্ত উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অষ্টাংশ পরিত্যাগ পূর্বক অষ্টাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপরযুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্মের দুইপাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে, যে সময় নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্মামুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্মামুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। সমুদায় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্বত্র বর্ণসঙ্ঘর প্রাচুর্য্য হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপরিপুষ্ট এবং ঋতু সমুদায় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যাগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানা প্রকার ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্তোৎপত্তি হয় না এবং সমুদায় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব রাজাদেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গস্থ অমৃতভব করেন। যাহা হইতে ত্রেতাযুগ হয় তিনি ত্রিপাদ স্বর্গ স্থতোভোগে অধিকারী হন। যাহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয় তিনি দ্বিপাদ স্বর্গস্থ অমৃতভব করিয়া থাকেন। আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হন, তাঁহারে সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম নিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্্তি লাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর

লাভাকাজ্ঞা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি বধা-
নিয়মে প্রযুক্ত হইলে প্রজাদিগের শৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা
পিতার জ্ঞায় মঙ্গল বিধান করে। উহার প্রজাবেই প্রাণিগণ
জীবিত থাকে। দণ্ডনীতির অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান
ধর্ম; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে
প্রজা পালন কর, তাহা হইলে দুর্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে
পারিবে।

সপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপ ব্যবহার অবলম্বন
করিলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসন্তোকে সমর্থ
হইতে পারা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যা দি গুণষট্‌ত্রিংশৎ প্রকাব।
ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষ হীনতা দি ষট্‌ত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই
শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদায় গুণ সম্পন্ন হইলে
গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজ্যে ঐ সমুদায় গুণ
উপার্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষ
বিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদি শূন্য হইয়া লোকের প্রতি
মেহ প্রকাশ, মিষ্টবতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জন, উদ্ধৃত্য
পরিহার পূর্ব্বক কামনা সিদ্ধি, অদীনভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ,
আজ্ঞাপ্রাণা বিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সংপাত্র দেখিয়া দান ও
অনুশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসংলোকের সহিত
সন্ধি সংস্থাপন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিরে
চর কার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সাধন, অসং-
ব্যক্তির নিকট কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ কীর্ত্তন,
সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ, অগণ্যব্যক্তির সহায়তা
অবলম্বন, সর্বিশেষে পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মরণ প্রকাশ,
লোভাক্রষ্ট ব্যক্তিরে অর্থ দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নির-
স্তর জী সন্তোষ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা
ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। যুগ ও জর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক
পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার
জীর রক্ষণাবেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক মানাই ব্যক্তিব সন্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চনা ও
ন্যায়ানুসারে সম্পত্তি লাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতা
প্রকাশ, লোককে সাহস বা অহুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ
ব্যক্তিরে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অহুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধ

প্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা
তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে
বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ রূপ
আচরণ কর। উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতির নিশ্চয়ই
ঘোরতর ভয়ে অতিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে
সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদায়ের অনু-
বর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উভয়
লোকেই যাহা পায় নাই সুখসন্তোষ ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হয়,
সন্দেহ নাই।

একসপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কি রূপে প্রজাপালন
করিলে মনস্তাপ শূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধ বিহীন হইতে
পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় শাস্ত্র ধর্ম্ম সনিস্তরে
কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা
সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা
ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোথান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের
চরণ বন্দন ও অর্চনা করিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে অন্যান্য
কার্য্য সমুদায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য
সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণ মুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয় আশীর্বাদ
শ্রবণ করিতে এবং সরল প্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধি বলে
সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কাম ক্রোধ পরিত্যাগে যত্নবান্
হইবে। যে নরপতি কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ-
নের চেষ্টা করে সে মুখ কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না।
তুমি লোক ও মুখদিগকে কদাপি কোন কাণ্ডে নিযুক্ত করিও না।
লোভবিহীন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভার-
পণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্য বিহীন কামক্রোধপরায়ণ মুখ
রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যাহার পর নাই
ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদিগের দণ্ড
বিধান এবং প্রজাদিগের শাস্ত্রাদির বর্জ্যশ, শুদ্ধ ও সুরক্ষিত বণিক-
দিগের প্রদত্ত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবেন। রাজনীতির
অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান, অলঙ্ক বস্ত্র লাভ ও লঙ্ক বস্ত্র রক্ষা
করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষ বিবজ্জিত, প্রজা
রক্ষণে যত্নবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি

নিতান্ত অল্পরক্ত হয়। তুমি কদাচ এতে বশীভূত হইয়া অধর্ম-
স্বার্থে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ
কার্য্যে অকুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থভেদের সম্ভাবনা নাই।
শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থে সমর্থ হন না।
তাঁহার সমুদায় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হয়। যার রাজ্য
ধনলোভে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণ করুক প্রজাপীড়নে
প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুঃখলান্ধারী
ব্যক্তি ধেনুর আপীন ছেদন করিলে যেমন দুঃখলাভে সমর্থ হয়
না, তজ্জন্ম রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তি
শীঘ্রী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুঃখবতী প্রজাভ্যে দোহন
করিলে যেমন প্রচুর দুঃখলাভ করা যায়, তজ্জন্ম শাস্ত্রানুযায়ী
উপায় অবলম্বন পূর্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া
থাকে। রাজ্য সঙ্গপার দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হইবার
বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিভূপ্ত হইয়া সন্তানগণকে
সুস্থ প্রদান করেন, তজ্জন্ম পৃথিবী রাজ্য কষ্টক সুরক্ষিতা হইয়া
রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুরপরিমাণে ধান ও হিরণ্য প্রদান করিয়া
থাকেন। অতএব তুমি অন্ধারকের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ পূর্বক
মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। তাহা হইলেই দীর্ঘকাল
প্রজাপালন ও রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্র-
মণ করিলে তোমার বিপুল ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সাধন
সহকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ
করিবে। তুমি যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে
ধনবান্ দেখিয়া বিচলিত হইও না। উহাদিগকে যথাসক্তি
ধন দান, সাধনা ও তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি
স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন
করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত ধন ও অতুল
কীর্তিনাভ হইবে এবং মনঃপীড়া শূন্য হইয়া সুখ সচ্ছন্দে
কাল্যুতিপাত করিবে। প্রজা রক্ষণে যজ্ঞবান্ হওয়াই রাজ্যের
প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণা-
বেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত
ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিরে পরম
ধান্মিক বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত এক দিন
প্রজারক্ষা না করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করেন, তাঁহারে পরলোকে
সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। আর তিনি
এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন,
পরলোকে দশ সহস্র বৎসর তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ্যশ্রমবাসী ব্যক্তির সূচ্যরূপে স্ব স্ব
ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে সমস্ত লোক জয় করেন, রাজা কণ-
কাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদায়
লোক লাভে সমর্থ হন; অতএব তুমি উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন
কর, তাহা হইলেই পুণ্যফল লাভ, মনঃপীড়া নিবারণ ও বর্গে
বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। ভূপতি ত্রিঅস্ত্র
কেহই পূর্বোক্তরূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী
হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন পূর্বক সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের ও
অভিলষিত বস্তু দ্বারা সুহৃদগণের তৃপ্তিসাধন কর।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধুব্যক্তিদিগের রক্ষণা-
বেক্ষণ ও জসাদুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাঁহারেই পুরো-
হিত করা রাজ্যের অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও এলের
পুত্র পুরুবর কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত
কীৰ্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা পুরুবর বায়ুরে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পবন!
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণদ্বয় কোথা হইতে সমুত্ত হইল এবং ব্রাহ্মণই
বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহা কীৰ্ত্তন
কর।

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়
বাহু হইতে, বৈশ্য উরুযুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উইর
পাদদেশ হইতে সমুত্ত হইয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন
হইলে ব্রহ্মী এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া
ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত
দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা
নতিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্যা
করিবে।

পুরুবর কহিলেন, সমীরণ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের
মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে?

বায়ু কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে,
ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব জগতীয়া
সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ বাহা
ভোজন, বাহা পরিধান ও বাহা দান করিয়া থাকেন, তৎ-
সমুদায়ই তাঁহার আপনার জব্য। ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের গুরু
এবং সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির

অবর্তমানে দেবরকে পতিত্ব বরণ করে, তজ্জপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্ব বরণ করিয়া-ছে। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণলাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদায়ই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সংকুলসম্বৃত, কৃতবিদ্যা, বিনীতব্রতাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বিবিধ উপদেশ দ্বারা নরপতির মঙ্গল বিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান পূর্বক ব্রাহ্মণনিদ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাহার যশঃশব্দ চিবকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। রাজ-পুরোহিতও রাজার অন্তর্গত ধর্ম্মের অংশভাগী হন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নিতীকচিহ্নে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও দানবসকলেই যজ্ঞ দ্বারা জীষিকানিচ্ছা করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞ দ্বারাষ্ট পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অব্যাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়া দ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসন দ্বারা সুখলাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই মন প্রকল্প হয়, কিন্তু অতঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোনপ্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীৱদিগকে অতয়দান পূর্বক তাহাদের প্রাণ দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভের পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইক্ষ্ব, যম ও ধন্যস্বরূপ হইয়া সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মবাজ! মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্যালোচনা করিয়া সন্তোষিত হইয়া এক জন বচসনী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজ্য ধর্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সন্তোষিতভাবে মঙ্গললাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সমুদায়কে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন। উহারা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হইয়া জন্মগ্রহণ

করেন। উভয়ের সম্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং উভ-য়ের পরস্পর অসন্তোষ থাকিলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অজ্ঞান বর্ষের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐলকম্পন সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এলতন মহারাজ পুরুব বা কশ্যপকে ন্যেোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাষ্ট বা কোন্ পক্ষ অবলম্বনপূর্বক কালগাপন করিয়া থাকে? কশ্যপ কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং শ্রেষ্ঠ জাতীরেরা বাহ্যারে ইচ্ছা হয়, তাহাতেই বাজা বলিয়া অঙ্গীকার করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরি-ত্যাগ করে, তাহাদিগের বেদজ্ঞানলাভ, পুজোৎপত্তি, দক্ষিণমুখ ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণ ত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুজোপোজ্ঞেবা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্তিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্কর সমুৎপন্ন ও দম্ভ্যভাবাপন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্তব্য। উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাচুর্য্যবোধের হেতুভূত। যদি উহারা পরস্পর সম্ভাবসম্পন্ন হন, তাহা হইলে উহাদের গৌরব পরিবর্তিত হয়, আর যদি উহাদিগের সম্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিজ্ঞোপ উপস্থিত হইলে অপ্রাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ভাষ্য কেহই আর এই সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে; আর অবক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দম্ভ্য প্রভৃতির প্রভাবে বেদবিবর্জিত হইয়া বেদ দ্বারা পরিভ্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও হস্তিক উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাশ্রু দ্বারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতিগোচরে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহা ভয় উপস্থিত হয়। হুঁরাবাদিগের পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন রুদ্রদেব সম্বৃত হইয়া এককালে সং ও অসং সকলকেই নিপাতিত করেন।

পুরুব কহিলেন, ভগবন্! জীবগণকেই জীবের বধসাধন

করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব তাহার নেত্রপেদ্র হইয়া না।
উনি কে? কিরূপ আকারসম্পন্ন? কোথা হইতেই বা জন্ম-
পরিগ্রহ করেন? তাহা কীর্তন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক
আপনার ও অন্তের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব।
উক্তর আকার উৎপাত বায়ু ও মেঘের স্তায়।

পুরুষ কহিলেন, ভগবন্! বায়ু চতুর্দিক আক্রমণ ও মেঘ
বারিবর্ষণ করিয়া ত প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে না।
মনুষ্যাগণকে কামদেবের বশীভূত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে
দেখা যায়।

কশ্যপ কহিলেন, মহারাজ! হতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন
হইয়া সমুদায় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ
রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সক-
লকে বিমোহিত ও কামদেবের বশীভূত করেন।

পুরুষ কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণ
নিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা
হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্টের পরিহার ও সংকার্যের
অনুষ্ঠান করিবে।

কশ্যপ কহিলেন, যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্ত্র পদার্থও
ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশৃঙ্খ মানবগণ পাপাত্মাদিগের
সংস্রব নিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে;
অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।

পুরুষ কহিলেন, ভগবন্! ষড়্ভুজা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য
সকলকেই তাপ প্রদান, সলিল সকলকেই পবিত্রতা সাধন এবং
সমীরণ সর্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইহাদিগের নিকট সাধু
ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, নৃপনন্দন! ইহলোকে ঐক্যই হইয়া
থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে
প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতরবিশেষ লক্ষিত হইয়া
থাকে। পুণ্যালোক সমুদায় দুঃখের আকর ও অমৃতের নাভি
স্বরূপ, উহার জ্যোতিঃ হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের
কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন পূর্বক
অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপ লোক নরকের
আবাস। উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।
শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা
ঐ লোকে বহু কাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া
থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসন্তোষ উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্জিবহ
দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা
করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে
পুরোহিত বরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া
ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ
পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের স্তুতি হইয়াছে;
অতএব ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মান ভাজন ও পূজনীয়।
বলবান্ হইলেও সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ
করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও
রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রজাগণের
অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়,
সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ
ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটা উদাহরণ স্বরূপ।
আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার
বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ
করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্য
সংহারার্থ অচিরে অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচর-
গণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অধিতীয় বিদ্বান্ স্বীয়
পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মর্হি
বশিষ্ঠ রাজার নিন্দা শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া কঠোর তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক
রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধিপতি মহারাজ
মুচুকুন্দের সমীপবর্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্বে অনেক
ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্য সম্পন্ন ছিলেন,
কিন্তু এক্ষণে তুমি আমায়ে যেরূপ আক্রমণ করিয়াছ এরূপ আর
কেহই করেন নাই। সেই পূর্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ
ও সমদিক বলশালী হইয়াও আমায়ে সূখ দুঃখের অধীশ্বর
বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আশ্রয় উপাসনা করিতেন। যাহা
হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর।
ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলবত্ব প্রকাশ করি-
তেছ?

তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, উহাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোক পালনার্থ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাপালন করাই বিস্ত্র লোকের কর্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন?

তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ! আমি কদাচ এক জনের রাজ্য অল্পকে প্রদান বা অপহরণ করি নাট। এক্ষণে তোমারে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলাম; তুমি নিশ্চয় চিন্তে উহা শাসন কর।

মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাট। আমি স্বীয় বচনবলে সমুদায় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, এই আমার বাসনা।

তখন ধনাদিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দকে অবজ্ঞাস্ত, ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহুবল নির্জিত বক্ষুরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! বে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐ রূপে বুদ্ধবল আশ্রয় করিয়া কস্মীন্তুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদায় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আরম্ভ হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতি লাভন এবং পুণ্যলোক সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোমুগ্ধান পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাজোখান ও ধন প্রদান দ্বারা ধার্ম্মিক-

দিগের সন্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অস্ত্রকের জায় নিরস্তর সুরাতিগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড সমুদাত ও দস্তাগণকে সমুদায় উন্নীত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। অহরাগ নিবন্ধন কাহারও ক্রমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ ক্ষম্মরূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থ দান, হোম ও দেবার্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হন। আর প্রজারা উত্তম রূপে প্রতিপালিত না হইয়াতে রাজ্য মধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতি তাহারও চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহারে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদায়ই ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তদ্বৎসরো কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্বদা ব্রাহ্মণের জায় বুদ্ধবল রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহারে রাজা হইতে নির্দাসিত করাই উচিত। বুদ্ধবল রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন কবাই রাজার অবশ্য কর্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষী সমুদায় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্বার্থসাধক নরপতিরে আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে। কামান্না নৃশংস ও ধনলুপ্ত নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সুখলাভার্থে ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্বে আমারে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থে রাজ্য গ্রহণ করা কর্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, রাজ্যপালন দ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন; উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব অতঃপর আমি পরম পবিত্র অরণ্য মধ্যে গমন পূর্বক জিতেজিয়, কলমূলহারা, তপস্বী হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংস-

সত্য শূত্র তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি ; কিন্তু কেবল অনুশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না । তুমি নিত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহ শূত্র বলিয়া লোকে তোমারে গৌরব করে না । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচারিত ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া দেখ । তুমি যেক্রমে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ ; ভূপালগণের সেক্ষণে করা বিধেয় নহে । তুমি কদাপি মৃদু অবলম্বন পূর্বক নিষ্ঠুরতায় এককালে পরাভূত হইও না । প্রজাপালন করিলেই তোমার অনার্য্যাসে ধর্মফল লাভ হইবে । তুমি স্বীয় প্রজা ও ধর্মশক্তি প্রভাবে যেক্রমে আচারপরায়ণ হইবার চেষ্টা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে বলিয়া আশঙ্কিত করেন নাই । তাঁহারা সর্বদাই তোমার শৌর্য, বল, সত্য, মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন । দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন । দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজা প্রতিপালন ধর্মই হউক, আর অধ্যয়নই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ । যাহারা ষথাক্যালে উপযুক্ত ভার বহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্তি বিনষ্ট হয় না । মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যক্রূপে শিক্ষিত হইলে অনার্য্যাসে ভার বহন করিতে পারে । কি গৃহী, কি রাজা, কি বুদ্ধচারী কেহই নির্দোষে ধর্ম্যনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন ; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প সেক্ষণে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে । এককালে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা সম্রা প্রেমস্বর । কর্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই । সংকুল সম্ভূত ধার্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঔষধের অধীশ্বর হইলে রাজার, রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আশুক্য করিয়া থাকেন । ধর্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য, অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন । সংকুল সম্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তির বৃত্তিলোপ ভয়ে কাতর হইয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তাহা অপেক্ষা ধার্মিক আর কেহই নাই ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন্ কার্য্য দ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঔষধ্য লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ভয়াব্ধ ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণ

পূর্বক দণ্ডকালও স্তম্ভলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয় ; অতএব তুমি আহ্বাদিত চিত্তে কৌরব কুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগের পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও । জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষীগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ স্তম্ভলগণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমারে আশ্রয় করিয়া কালতিপাত করুন । যে ব্যক্তি প্রগল্ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসত্যের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া থাকে ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্মনিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম পরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষ কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! বিদ্বান্, স্থলক্ষণ সম্পন্ন ও সর্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মভূত্যা ; ঋক্, যজু ও সামবেদে দীক্ষিত, স্বকর্মনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবভূত্যা, আর স্বকর্মবিহীন কদর্ম্য ব্রাহ্মণগণ শূত্র ভূত্যা বলিয়া পরিকীর্ণিত হইয়া থাকেন । যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই ধার্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনাবেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন । ধর্ম্যধিকারী দেবল, নক্ষত্র-যাজক গ্রামিযাজক ও শুকগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল ভূত্যা । ধার্মিক পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ভূত্যা । অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও ঈদান্তি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যভূত্যা । মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল ও দেবকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই কর গ্রহণ করিবেন । ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণের জ্ঞাত স্বকর্ম্য ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনে ও রাজার অধিকার আছে । নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্যচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না । ধর্ম্যাসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান পূর্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্য ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন । যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তত্ত্বর হয়, সেই রাজারেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায় । বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিদ্ ন্যাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধান পূর্বক ভরণপোষণ করিবেন ।

যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহারে সপরিবারে নির্বাসিত করাই রাজার কর্তব্য ।

সপ্তসপ্ততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! বেদ প্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণ মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিবর্ত্তিত ঠাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । সাধুলোকেবা কহেন যে, ক্রিয়াবিহীন ব্রাহ্মণগণের ধনগ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না । রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ তত্ত্ববৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ । বেদানুসৃত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন না করিলে রাজার জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয় । এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্নসহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন ।

পূর্বে অরণ্যমধ্যে এক রাক্ষস স্বাধায়সম্পন্ন কেকয়্যধিপতিরে আক্রমণপূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর । কেকয়্যরাজ রাক্ষসকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারে কহিলেন, নিশাচর ! আমার রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাধ্ৰ্য্য নাই ; কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তির তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্থ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞ শূন্য নহেন ; সকলেই যথাকালে অগ্নি-সঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যানের অংশ প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন । উঁহারা সকলেই মুহুস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মানভাজন । ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকন্মনিরত, ব্রাহ্মণ রক্ষক ও সময়ে পরাভূত । তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থ দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না । বৈজ্ঞেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রত-পরায়ণ ও সত্যবাদী । তাহারা সকলেই পরম্পর সৌহার্দ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যানের অংশ প্রদান করিয়া থাকে । শূদ্রেরা অনহ্যাশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণজয়ের

আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করে । আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও জীলোকদিগকে অর্থ দান করি । কদাপি ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরজী হরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না । আমার জনপদমধ্যে তপস্বিগণ সংকুত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রত্নিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যানের অংশ প্রদান করিতেছেন । যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না । যিনি ভিক্ষুক তিনি ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অবাঞ্ছিক তিনি কোনক্রমে হস্তগত হইয়া আহুতি প্রদান করিতে পারেন না । রাজ্যস্থ সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে, আমি একাকী জাগরিত থাকি । বিদ্বান্ বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা লোক সমুদায় ও গুরুদ্বারা গুরুরে 'আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি । আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তপঃপরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান ও সমুদায় রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতা । আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ সকল সতত সুরক্ষিত হইতেছেন । তথায় বিধবা, অপকৃত্ত ব্রাহ্মণ, ধূর্ত ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নাম গন্ধও নাই । আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলি-প্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না । আর আমার প্রজাবর্গ গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে । সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না । তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে ?

তখন রাক্ষস কহিল, মহারাজ ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ মত্তবান্ হইয়াছ । অতএব আমি তোমারে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম । তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর । যে সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না । বিপ্রগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী, ব্রহ্মবলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাঁহাদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয়, সেই সমস্ত মহীপাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন । রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতির পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল । অতএব হে ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মানুসৃত্ত ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকন্মহীন ব্রাহ্মণের শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজার রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন । যে রাজা নিয়মানুসারে

গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করে। তিনি ইহলোকে বিবিধ স্বর্থ অনুভব ও চরনে ইচ্ছার সালোক প্রাপ্ত করিয়া থাকেন।

অফসপুত্তিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপদকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ ধন্যাত্মসারে জীবিকানির্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বৈশ্বধন্যাত্মসারে জীবিকানির্বাহ করিতে পারেন কিনা? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম্যাদি সারে জীবিকানির্বাহে অসম্মত হইলে বৈশ্বধর্ম্য আশ্রয় করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বৈশ্বধর্ম্যে অবস্থিত হইয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ! ব্রাহ্মণ সূরা, লবণ, তিল, অম্ব ও গোমহিষাদি পণ্ড, মধু, মাংস, ও পক্ষ্ম বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহারে নরকগামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেঘ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে বজ্র ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্ষ্ম দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক আম বস্ত্র গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; আম বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক পক্ষ্মদ্রব্য গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। আমি আপনার পক্ষ্ম বস্ত্র ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিরে অপক বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক পক্ষ্ম বস্ত্র গ্রহণ করিলে অধ্যশ্বে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত ধন্যাত্মবল্লী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমারে এই বস্ত্র প্রদান করিতেছি তুমি এই বস্ত্র প্রদান কর এই বলিয়া এক ব্যক্তিরে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যেণ বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম হানি হয় না। বলপূর্ব্বক অস্ত্রের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অস্ত্রান্ত্র ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বশক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন

করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ দান, তপস্তা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমণ্ডন দ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ তাঁহারা স্ব স্ব ব্রহ্মবল প্রকাশপূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তক্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়াই উন্নতিলাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজা দম্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নিয়মবিহীন হয়, তখন সকল বর্ণই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ও তাঁহাদিগের বেদরক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে বেদই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্তা, ব্রহ্মচর্যা, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হইবেন। সলিল হইলে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগের তেজ সর্জনগামী; কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকারে নিপতিত হইলে এক কালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষণ্ড তেজ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিবেকে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ্জন্মত প্রবল হউক না কেন ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীৰ্য্য ও ক্ষত্রিয় তেজ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের অতিক্রমচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিজাগার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিজাগার্থ সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত বজ্রাত্মস্থানকারী, অধ্যায়ন সম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নি প্রদীপ্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সঙ্গতি লাভে সমর্থ হন। তিন বর্ণের পরিজাগার্থ শস্ত্র গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। পণ্ডি-

তেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীর ত্যাগই পরম ধর্ম বলিয়া কীর্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ বেটাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেক্রপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণ ভেদে ধর্ম অধর্মরূপে ও অধর্ম ধর্মরূপে পরিণত হয়। উত্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষস যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রুর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং ধার্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সমগতি লাভ করিতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আয়ত্ৰাণ, বর্ণদোষ, নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমনার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিতে পাবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজ্য দস্যদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোক সমুদায় অজ্ঞানাত ও পরদার-নিরত হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র ধর্ম্যানুসারে দণ্ডধারণ পূর্বক দস্যগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্তব্য?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যিনি প্রব স্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদসাগর হইতে পরিত্ৰাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অগ্নি কোন বর্ণই হউন, তাঁহাদের অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহাদের আশ্রয় করিয়া পরিত্ৰাণ পায়, তাঁহাদের স্বীয় বান্ধবের জায় প্রীতি পূর্বক পরিচর্যা করা অবশ্য কর্তব্য। অভয়দাতা সম্মান লাভের যথার্থ পাত্র। তার-বহনে অসমর্থ বলীবদ্ধ, হৃৎবিহীন ধেনু, বক্ষ্য্য ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালন-প্রায়শ্চুত নরপতি ও বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুণ হস্তী, চন্দ্রময় মৃগ নপুংসক পুরুষ উষরক্ষেত্রের জায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঋত্বিক্গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উহাদের কর্তব্যই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হইয়া মৈত্রাদি দ্বারা চিত্ত মোদন ও অতিশয় অভিনিবেশ পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্গণের কর্তব্য। তাঁহারা নিরস্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাত নিরপেক্ষ অনৃশংস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুশীদ দ্বারা কদাচ জীবিকা নির্বাহ করিবেন না। বেদাধিক অভিমানশূন্য, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শাস্ত্র প্রকৃতি, অশিষ্ট, কামদেহ বিরহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সংবংশ প্রসূত, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা, ক্রমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন তিনি হইলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে। প্রায় কেহই তাহার অনুবর্তী হয় না? শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ্য সাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচার পরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! লোকে যে বেদ বিধি লভন, শঠতাবলম্বন ও মারাজাল বিস্তার পূর্বক মহত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ ও বেদের গৌরব বৃদ্ধিকর। দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞ পূর্ণপাত্র দান কি অন্যান্য দক্ষিণা দানের তুল্য নহে? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতি স্বরূপ; অতএব জীবিকা নির্বাহার্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকর্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধন লাভ হয়, তদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দ-নীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা অবশ্য কর্তব্য। পুরুষ ন্যায়পর না হইলে কি আপনার কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আপনার জীবিকা নির্বাহ পূর্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া তদ্বারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা গুণজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্তা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্তার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনুশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্তা; কেবল শরীর শোষণ করিলেই তপস্তা করা হয় না। দেবগণের অন্তিভে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল-লম্বন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান; সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা তপস্তারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই

ক্ষক, চিত্তই আজ্ঞা এবং উত্তম জ্ঞানই বিজ্ঞ স্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

অশীতিতম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! রাজশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত কঠিন ; অতএব রাজকার্য করিতে হইলে ঋত্বিক ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে আপনি রাজ-সদ্বী কীরূপ স্বভাব ও কীরূপ আচার সম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কীরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কীরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার। এক কার্যসাধন সমুদাত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধন্যাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধ্যাত্মিক হইলে তিনি কদাপি তাহার সহিত মিত্রতা কবেন না। ক্ষমপাত শূন্য অকপট ধন্যপরায়ণ ব্যক্তি ধাত্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজয়ী নরপতিদিগের কেবল ধন্যপথ অবলম্বন করিলেই কার্য সিদ্ধি হয় না ; তাহাদিগকে ধন্য ও অধন্য দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি যাহা অভিমত নহে ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

পূর্বোক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপব দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্তব্য। আর দুই অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য বিশেষের অনুষ্ঠান সময়ে সর্ব প্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করে। মন্ত্রণার চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য সমুদায় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধন্য ও অর্থের উচ্ছেদ হয় ; আর একে বাদে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকাল মৃত্যুর স্বরূপ। সর্কজ বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদগুস্ত হইতে হয়। যে যাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে ; অতএব

বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতি-মার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীরে অমিত্র বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগ সমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ পূর্বক জল আনয়ন করিলে যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার দোষে সমুদায় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ; অতএব শেষসীমারক্ষকে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা বাজার কর্তব্য নহে।

যাহার উন্নতি দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে ক্রান্তির হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার জ্ঞান তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য। ধন্যকাষ্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্বতোভাবে তাহার উন্নতি সাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদচিহ্না করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ কাননা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদ অনুতাপ কবে না তাহারে আশ্রয়লাভ জ্ঞান করা কর্তব্য। রূপবান্, স্বরবান্, ক্ষমাবান্, পরদেহ শূন্য ও সংকুল-সম্বৃত্ত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হে ধর্মরাজ ! তোমার ঋত্বিক, আচার্য্য বা সখ্য যদি সরল স্বভাব, মেধাবী ও কার্যদক্ষ হন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি কদাচ তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্য পদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরম সমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাহাদের নিকট গূঢ়মন্ত্রণা ও ধন্যাত্মের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন অধ্যক্ষ কেই নিযুক্ত করা উচিত। অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদ বশতঃ কার্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্্ত্তিমান্, কাষ্যদক্ষ, মিত্রভাষী ও নীতি-মর্যাদা সম্পন্ন ; যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি ঘেঁষ প্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্তী হইয়া কদাচ ধন্য পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাহারেই প্রধান পদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীল সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, বল-শালী, মান্য, বিদ্বান্, অহঙ্কারবিহীন ও কার্যাকাষ্য বিবেক

কুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পষ্ট প্রকাশ পূর্বক কার্য্যমুঠান ও পরস্পর যুক্তি সহকারে অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয় ব্যয় ও শত্রুজয়াদি সমুদায় কার্য্যেই মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। উপরাজা যেমন রাজার সম্পদ দর্শনে কাতর হয়, তজ্জপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে সম্মত হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অশুখের বিষয়। জ্ঞাতি বিহীন মনুষ্যের মত সুবজ্ঞের আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিরে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতির কদাচ তাহা সহ করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতিব অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যে অমুঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্ররূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

একাংশীতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব ঐ উভয় পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, নারদ! যুগ্ম মিত্র ও

চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। তুমি আমার পক্ষ বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও স্বতীকৃত; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ত্যায় অবস্থান করিতেছি। বহিলাভাণী ব্যক্তি যেমন অরণিকার্ত্তকে মথিত করিয়া থাকে, তজ্জপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ভাগ্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আয়ুজ্য প্রভৃতি সৌন্দর্য্য প্রভাবে জনসমাজে অধিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধ ও বক্ষিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভ্যাদয়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আচ্ছ ও অক্রূর আনাড় পন্ন সুজং, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে অথবা ক্রোধোদীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহৃদ্যবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপরে আমি এই স্থির কবিলাম যে, আচ্ছ ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যুতকারী সাহোদরদ্বয়ের মাতার ত্যায় উভয়েই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। অতঃপর আমার ও আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্তন কর।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! আপদ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক, মনুষ্য আপনাব বা অস্ত্রের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কন্দদৌষেই অক্রূর ও আচ্ছ হইতে ঐ আন্তরিক আপদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহারা অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বৈচ্ছাক্রমে অথবা অস্ত্রের তিবদ্ধাবশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং সে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলে, তাহা অল্পকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যত অন্তরে ত্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমিও বন্ধ ও উপসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদ ভয়ে

কোমলমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতি দুঃস্বপ্নকার্যের অকুষ্ঠানপূর্বক কথঞ্চিৎ তাহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণবিরোগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহনির্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতদিগের মুক্ততা সম্পাদন কর।

বান্দুদের কহিলেন, দেবর্ষে! যে অন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতদিগের মুক্ততা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, বর্ধাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাই অলৌহনির্মিত অন্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটু বাক্য প্রয়োগে উদ্ভীত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসং অভিসন্ধি সমূহের শাস্তি বিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায় সম্পন্ন মহাপুরুষভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভার বহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি এই সকল গুণ অবলম্বন পূর্বক উহা বহন কর। মহাবল পরাক্রান্ত ধনীবর্ধই চূর্ণম প্রদেশে দুর্বল ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এক কালে সকলের বিনাশ হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উশস্তিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদ নিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি, গুণ সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্বদা স্বপক্ষের উন্নতি সাধন করিলে ধর্ম, কীর্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। নীতি বিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুরু, ভোজ, অন্ধক, বৃকি ও অন্যান্য নরপতিগণ তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমারে আশ্রয় কবিতা পরম সুখ সন্তোষ করিতেছে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌন্তেয়! প্রথমতঃ যে উপায় কীর্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তাহারে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য। তৃত্য বা অন্ত কোন ব্যক্তি যদি

অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাহারে রক্ষা করিবেন। হিতার্থী ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষ হরণবৃত্তান্ত নির্দেশ করিলে তাহার একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে বস্ত্রবান্ হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুঃস্বপ্নাদিগের প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে। কালকবক্ষীয় মুনি কোশলামিপতি ক্ষেমদর্শীকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে কালকবক্ষীয় নামে মহর্ষি কোশলামিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়া ছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজ্যের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারে অমাত্যগণের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জর মধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিরে সম্বোধন পূর্বক, “তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে” এই বলিয়া রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দিন ঐরূপে পরিভ্রমণ পূর্বক অমাত্য দিগের কুকর্ম ও রাজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই কাক সমভিব্যাহারে নরপতি গোচরে আগমন করিলেন এবং আমি সুকৃষ্ণ এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা শীঘ্র তাহা সপ্রমাণ কর। ঐ মহর্ষি কালকবক্ষীয় অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ কীর্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাঁহার একটা কথাও মিথ্যা হইল না।

রাজকর্মচারীরা এইরূপে সেই মহর্ষি কর্তৃক অপকৃত হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্বক বায়মকে শরনির্ভিন্ন কলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, রাজন! আপনি রক্ষাকর্তা; অতএব আমি আপনাদের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপনার হিতার্থ

এখানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তক্রূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্বক “এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে” বলিয়া রাজারে সতর্ক করে সে তাহার পবন মিত্র।” ভূপতি উন্নতি লাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্রমা প্রদর্শন করিবেন। তখন নরপতি মহর্ষিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার মঙ্গল লাভের নিমিত্ত আপনি আমারে যাহা কহিবেন আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছামুসায়ে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষ গুণ ও তাহাদের হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্তন করিবার জন্ত আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্তন করিয়াছেন। ফলতঃ রাজকন্মচারীদিগের কাৰ্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজ সমীপে অবস্থান করা সর্ব সহবাসের জায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদায় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্য সম্পাদন করে। ফলতঃ যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহাব অনবহিত হওয়া কদাপি কর্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদ নিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হন। নরপতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্তপাবকের জায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে; অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক যত্নসহকারে সর্বের জায় ভূপতির সেবা করিবে। রাজার তুর্কাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইজিত ও অঙ্গী চেষ্টা দর্শনে ভৃত্যগণকে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার জায় সমুদায় হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে হতাশনের জায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্বোক্ত রূপ ব্যবহার করিয়া আপনার হিত কার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধননিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তক্রূপ আমারেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহা হউক, এবিষয়ে আপনাকে নিশ্চয় করা বিধেয় নহে। কারণ যাহারা আমার

অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছেন, আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাভি বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অসুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে উহারা সকলে স্বার্থসাধনে যত্ববান; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করে না। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত লঙ্কি করিয়া বিষাক্ত প্রয়োগ দ্বারা আপনার বিনাশসাধন পূর্বক রাজ্যকামনা করিতেছে, কিন্তু মানাবিধব্যাঘাত বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রাপ্তি অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাশ্রাব্য আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহারে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতা নিবন্ধন মীননক্রাদি সমাকীর্ণ নদীর জায় এবং শত্রু, প্রস্তর, কণ্টকবল্লভ সিংহ ব্যাঘ্র সকল হিমালয়ের গুহার জায় নিতান্ত ছরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদী দুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা বাইতে পারে; কিন্তু রাজদুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতা পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক, আপনারও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। এই রাজ্যে সং ও অসং সমস্তই একাকার; অতএব এস্থলে বাস করা শুভাবহ হইতেছে না। জায়াসুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যাত্মার নিরাপদ হওয়া সম্বন্ধীভাবে বিধেয়; কিন্তু এরাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অবস্থান হইয়া থাকে। এখানে স্তম্ভির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এক্রূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্তব্য। সীতানদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয় আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তির তক্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্র সংসর্গ হওয়াতে আপনাব রীতি নীতি সমস্তই অসত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনারে বিষময় পাতঙ্গ মধুর ন্যায়, আশীষ সমাকীর্ণ কূপের ন্যায়, মধুব সলিলসম্পন্ন ছরবতারা বৈকটক সমাকীর্ণ উন্নততট ভট্টিনীর জায় এবং গুপ্ত গোমায় ও কুকুর পরিবেষ্টিত বাজহাসের জায় বোধ হইতেছে। কক্ষ যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবদ্ধিত হইয়া পবিশেষে দাবান্ন সহযোগে সেই বৃককে ভক্ষীভূত করে, তক্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবদ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত হইয়াছে; অতএব

আপনি অচিরে উদ্ধার হইতে পরিভ্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন। আপনি তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা ইতিমধ্যেই অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আপনার প্রিয় বস্তু বিনাশে যত্নবান হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদয়তা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অমুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শক্তি চিন্তে সসর্প গৃহের স্থায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ভোগের ন্যায় আপনার প্রতি অমুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন বর্ষাক্তের আলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডবিহীন ভয়পৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

তখন ভূপাল কহিলেন, মহর্ষি! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিত সংকার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার ঘৃণা করিবে, আমি তাহাদিগকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমারে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্বক আমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! প্রথমতঃ অমাত্যগণকে কাক-বধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীন বল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলই সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সকলের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্তুর ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনাকে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমবা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মুহূ ও দয়ালু। আমরা আপনার আশ্রয় ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্য সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শাস্তির নিমিত্ত তপস্তা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মেহপরবশ হইয়াই আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিষ্মতের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ

করিয়াছেন। এক্ষণে সুখ হুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন।

হে ধর্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাহারে প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দিকে নান্দী পাঠ হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাহার মঙ্গলার্থ বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা করিয়া পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সভাসদ, সহায়, সুরদ, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সবলতাসম্পন্ন ও দমণ্ডনাধিত এবং যাহারা সূচাঙ্গরূপে বস্ত্রতা করিতে পারেন, তুমি তাহাদিগকেই সভাসদ পদে নিযুক্ত করিবে। আপদকালে বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ও সৃষ্টচিহ্ন উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য। সংকুলসম্বৃত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাহারে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্য সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান, বিদ্বান, প্রগল্ভ ও অমুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈন্যপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। হৃঙ্কলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তির যতক্ষণ অর্থলাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঞ্জিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ ও প্রভূহিতৈষী ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্যবজ্রাদি বিবিধ ভোগ দ্বারা বিদ্বান, সূশীল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী মহামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিত্য উচিত। তাদৃশ ব্যক্তির তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদকালে কদাপি তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমুদায় অনাথ্য মন্দবুদ্ধি মানব সতত নিয়ম লঙ্ঘনে যত্নবান হয়, তাহাদিগকে

নিয়ম পালনে নিরত করা অবশ্য কর্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণসম্পন্ন হয়, তাকে তাঁহারে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্ ধন্যাদম্বতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেজ্জিয়, যাঁহারা সতত বলবান্দিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা স্পৃদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা ই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান্, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐক্লপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাবে পরিত্যাগ করে। অমাত্যগণের পূর্বাগণ গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা সম্পদলাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সংকুলসম্বৃত, উৎকোচগ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষবিহীন, সুবিগ্নস্ত, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সংস্ভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান্, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, নিতভাষী, কর্তব্যাকর্তব্যাবিশারদ, ইঞ্জিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহাহুভবদিগকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত ব্যক্তিরে মন্ত্রী করিলে সমুদায় কাৰ্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন অমাত্য সংকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থ কামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসংকুলসম্বৃত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নারকবিহীন অন্ধের তায় সূক্ষ্মকাণ্য দর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থিরসংকল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। চুম্বতি মূর্থ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের কি বিশেষ ফল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য। কারণ অগ্নি যেমন সমীরণ সহযোগে মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ অনুরক্ত মন্ত্রী অস্ত্রান্ত মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রাজারে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কথম অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুরক্ত

ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রীগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যাহার পর নাই কোপাধিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকিৎসু হইয়া সেই ক্রোধ সহ্য করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহারেই সমদুঃখ স্তুত-জ্ঞান করিয়া তাঁহার সতি সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুলিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসীদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নিকোদেব কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, অপ্রাধাপরায়ণ, অসুহৃদ, ক্রোধপবত্তর ও লুদ্ধ ব্যক্তির মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন, পূর্ব্বক যাহার পিতারে অত্যায সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সংস্কৃত হয় এবং কোন কারণ বশতঃ যে ব্যক্তিরে একবার নির্দ্বন্দ্ব করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজাবান্, মেধাবী, বিগ্ৰহ স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আয়তুল্য প্রিয়সুহৃৎ, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, যুহু, পাপদ্রোহী, প্রগল্ভ, সন্তোষ পরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী, শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধ নিপুণ ও নীতিবিশারদ; যিনি সাম্বাদ দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন; পুণগ্রামবাসী ধার্ম্মিক লোকে যাহার বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐক্লপ গুণসম্পন্ন ও সংস্কৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গল বিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রক্ষাধেয়ণে সচেত হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রীগণ অরতিরচ্ছিন্ন দর্শন করিবামাত্র তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং একরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিবীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কৃম্ব যেমন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রক্ত ও মন্ত্রণা সমুদায় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণার বশেষতায় এবং অস্ত্রান্ত লোকেরা উহারে অন্ধের তায় জ্ঞান কবিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তিলাভার্থে রাজ্যে অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ

অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে ইহা হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অকপট মন্ত্রীগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তিনি ঐ তিন জনের মত গ্রহণ এবং উহা সবিশেষ অনুধাবনপূর্বক ধর্মার্থকামজ্ঞ গুরুর সাধানে গমন করিয়া তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারিজনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতামতসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যমুষ্ঠান করাই উপযুক্ত কর্তব্য। মন্ত্র-নির্নয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ প্রীতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজা-গণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন তথায় যেন বামন, কুঞ্জ, কুশ, ধনু, অরু, জড়, নংপুলক বা তির্থাগবোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ সমুদায় পরিহারপূর্বক মন্ত্রণা করিবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! প্রজাসংগ্রহ বিষয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতি সম্বাদ নামক এক পুণ্যবৃত্ত কীর্তিত আছে। আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতির সন্মেলনপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! কি কার্য্যের আয়োজন করিলে লোকমধ্যে যশস্বী গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে ?

বৃহস্পতি কহিলেন, পুরন্দর ! মর্ত্তব্য সর্বসুখাস্পদ অস্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল জকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাঙ-নিঃস্রুতি হয় না সেই অপ্রশাস্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাবে পরিত্যাগ পূর্বক দ্বান করিলেও উহা বাঞ্ছনবিহীন অন্তের তায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্বক লোকের সর্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে।

কলতঃ সাস্ববাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধান-কালেও নরপতির সাস্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। সাস্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আচরণ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয়কীর্তি লাভে সমর্থ হন ?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্ ! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিত্তব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্তি লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্ ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্তন করুন। আপনি ইতি পূর্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয় একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অনসম্ভব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তুমি সত্য কহিয়াছ ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্যপদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি জন স্থপ-বিত্ত বেদবিদ্যাশিষ্যদ্বারা স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহা-বল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন গুপ্ত-যাদি অষ্ট গুণ সম্পন্ন পুরাণবেত্তা স্ত্রীকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান, অপকপট, বিচানক্ষম, লোভ ও মৃগ-য়াদি সপ্তবিধ দোষ বিবর্জিত হন। ঐ সমুদায় অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও এক জন শূদ্র এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এইরূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এক দ্রব্যে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত

করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম নিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমাতে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্রোণ-দর্শনভীত পক্ষীকুলের জায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা রাজমন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্মশাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্মাত্মসারে প্রজা পালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার ও স্বর্গ গমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্মচারীরা যদি সম্যক্রূপে কার্য্যাত্মক না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্বল ব্যক্তির বলাবানদিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আত্মনাশ পরি-ত্যাগ করিলেন রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচার-কালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল মা থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধন দণ্ড, নিধনদিগকে বন্ধন দণ্ড ও দুর্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সাদর বাক্য প্রয়োগ করাই সর্বোত্তম বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনীত কামনা কবে, তাহারে বিবিধ মন্ত্রণা প্রদান পূর্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষ দূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধি দণ্ড বিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচার-কের কিছুনাশ অধম্য জন্মবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাস্তি ধর্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ নরপতি স্বকার্য্য সাধনার্থ অজ্ঞানচরণ পূর্বক লোকের প্রতি দণ্ড বিধান করিলে ইহলোকে অপয়শ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করেন। একের অপরাধে অস্ত্রের দণ্ড বিধান করা কর্তব্য নহে। বিশেষ পর্যা-লোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বন্ধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূত-গণ এক জনের নিকট অস্ত্রের বাক্য কীর্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন দূতদিগকে বিনাশ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। দূতহস্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হন এবং স্খিললোকদিগকে জগহত্যা পাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গ নগরাদিরক্ষকদিগের কোলীনা, আভি-জাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকজ্ঞা এই সাত গুণে ভূষিত হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল,

রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন, বৃদ্ধসম্পন্ন হইলে সর্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগেরও পূর্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং যশ, আয়ুধ ও ব্যা-রচনা বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীত গ্রীষ্মাদি ক্রেশসহিষ্ণুতা ও পররক্ষাশেষণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভূপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথার দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করা তাঁহাদের বিধেয় নহে। হে ধর্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মন্ত্র, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ফলতঃ অবিবাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্তব্য? আর তিনি কি পূর্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যেই অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যথায় জাতি, পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষা বিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ পূর্বক তদনুসারে কার্য্যাত্মক হইবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধনদুর্গ, মহাদুর্গ, গিরিদুর্গ, মন্ড্যাদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; সর্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন পুত্রী সংস্থাপন করিবেন। যেনগর উক্ত প্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্, শিল্পী ও স্তম্ভিপুণ ধান্মিকেরা বাস করিয়া থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ থাকে। যেখানে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই; যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর ধনী বিভূক্ত ব্যবহার সম্পন্ন; যথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেবপূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশীভূত করিয়া সেই নগরে বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপন পূর্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যশ ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শূঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ওষধ, শণ, সর্জরস, শর, চন্দ্র, স্নায়ু, বেত্র, মুজ্জা ও বস্ত্র সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলা-

শয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় প্রবল সহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋষিক, পুরোহিত, স্থপতি, সাংসারিক, চিকিৎসক এবং প্রজাবান্ জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সংকুল সমুদয় মহাবীর পরাক্রান্ত সৰ্বকাৰ্য্য বিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধান্ধিকের সংকার ও অশাস্ত্রিককে নিগ্রহ পূৰ্ব্বক বণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিযোজিত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তিনি চর প্রয়োগ পুষ্কর সতত পুর ও গ্রামবাসী প্রকৃত বর্ণের বাহ ও আন্তরিক ভাব সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চবপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোব রক্ষা ও দণ্ডবিধানের সবিশেষ মনোযোগ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ঐ সমুদায়ই রাজা রক্ষাবশ্য কারণ। রাজা গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিবৃত্ত বজ্রাঘাতান ও দরিত্রকে বিভবানুরূপ অর্থদান ও প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। যাহাতে শত্ৰু কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ একরূপ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান কল্পিবেন না। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নিদেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বীদিগকে যথোচিত উপচারে অৰ্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত সময়ে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় স্বপক্ষে সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সংকুল সমুদয় সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন, রাজা তাহাকে শয়্যা, আসন ও অন্ন দান পূৰ্ব্বক অৰ্চ্চনা করিবেন। বিপদ উপস্থিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তিরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। দস্যুরাও তপস্বীগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অতএব তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় স্বপক্ষে সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সংকুল সমুদয় সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন, রাজা তাহাকে শয়্যা, আসন ও অন্ন দান পূৰ্ব্বক অৰ্চ্চনা করিবেন। বিপদ উপস্থিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তিরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। দস্যুরাও তপস্বীগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সংকার করা বিধেয় নহে। কারণ দস্যুগণ ঐ

বিষয় অবগত হইলে হয় ত তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্র মধ্যে এক জন, পররাষ্ট্র মধ্যে এক জন, অরণ্য মধ্যে এক জন ও সামন্ত রাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সংকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্মরাজ! যেক্রপ নগরে রাজার বাস করা কর্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দেশ করিলাম।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেক্রপে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহাবে এক গ্রামের, কাহাবে দশ গ্রামের, কাহারে বিংশতি গ্রামের, কাহারে শত গ্রামের ও কাহাবে সহস্র গ্রামের, আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজাবর্ণের যাহার পর নাই যত্ববান হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামাধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত গ্রামাধিপতির নিকট আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নিদেশ করিবেন। ঐরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান কবিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহু জনপতিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদায় দ্রব্য ভোগ কবিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহুগ্রামাধিপতির আয়ত্ত পাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগরভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রাম সন্ধীয় অন্ত্যস্ত কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একজন আলম্ব্যবহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য্য দর্শনার্থ এক একজন সর্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রগণের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্বাধ্যক্ষগণ সমুদায় সভ্যদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের

ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন। অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনা-
পহারী শর্তদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বণিকগণের
ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গুণাসাচ্ছাদন আর শিল্পীজীবীদিগের
উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট
হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করা রাজ্যের অবশ্য কর্তব্য।
রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন,
কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয় কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন
না। ফল ও কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা
নরপতির কর্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যাত্যুত্থান
বা ফল লাভ করে না। যখন যাহাতে রাজা ও কন্মকর্ত্তা
উভয়েরই কার্য্যের ফল ভোগ হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া
সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করা ভূপতির কর্তব্য। ধন-
লালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষি বাণিজ্যাদি
এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরি-
মিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হন। সুতরাং
তাঁহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল
লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফললাভ করিতে পারে
না। বৎস যেমন দুগ্ধপান দ্বারা বলবান হইলে বিপুল ভার
বহন করিতে পারে আর স্তম্ভপানের ব্যাঘাত নিবন্ধন ক্ষীণ
হইলে কোন কাণ্ডের অগ্রষ্ঠানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ
রাজার পরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন বিভবশালী হইলে অনায়াসে
অসংখ্য সংক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সন্মর্থ হয়, আর অপরিমিত কর-
গ্রহণ নিবন্ধন হস্তসংকল্প হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে
পারে না। অতএব অপরিমিত কর গ্রহণ করা রাজ্যের নিতান্ত
অবর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন,
তাঁহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রজারা
সকলেই তাঁহার আপদ্ নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার
রাষ্ট্র কোষের শ্রায় ও কোষ শয়নগৃহের শ্রায় হইয়া উঠে। পুত্র
ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের
প্রতি অশ্রুকম্পা প্রদর্শন করা রাজ্যের কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য
দম্ভাগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রতিপালন
করেন, তাঁহার প্রজাগণ, তাঁহার মুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া
থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে
মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক
কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু
ইহা কলিত বংশের শ্রায় অতিরিক্ত বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ দম্ভ-
দলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার

রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে। এক্ষণে এই
বোরতর ভয়াবহ আপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের
পরিজ্ঞানার্থে অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত
হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান
করিব। আর শত্রুগণ যদি বলপূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে,
তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশে-
ষতঃ অরতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রা-
দিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে
ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের শ্রায়। আমি তোমা-
দের সমৃদ্ধি দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপদ্-
কালে রাজ্য-রক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি।
তোমরা যথাশক্তি ধন প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ
কর। বিপদকালে ধনকে প্রিয়বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কালজ মহীপাল এইরূপে কর গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক
পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও স্নমধুর বাক্যে প্রজা হইতে
ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকাব নিদ্রাণ, ভৃত্যাদিগের প্রতিপালন
প্রভৃতি নানাপ্রকার কাৰ্য্য প্রদর্শন করিয়া বৈশ্বদিগের নিকট
কর গ্রহণ করা রাজ্যের কর্ত্তব্য। বৈশ্বদিগের প্রতি উপেক্ষা
প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; অতএব
ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। উহাদের
প্রিয়কার্য্য সাধন, সাহসনা, রক্ষাবিধান ও উহাদিগকে অর্থদান
পূর্ব্বক উহাদিগের প্রবৃত্তি অনুসরণ কল ভোগ করা রাজ্যের
কর্ত্তব্য। বৈশ্বেরা রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ
উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অগ্রমুখ রাজা
তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদের নিকট পরিমিত কর
গ্রহণ করিবেন। বৈশ্বদিগের মঙ্গলাতুষ্ঠান করা অতি সুলভ
এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুর ধনশালী
হইয়াও সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার
কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মাশী নরপতি সত্য প্রজার
হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বৃদ্ধি ও বীৰ্য্য অর্ন্তনাবে
প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গলজনক
কার্য্যাতুষ্ঠান করিবেন। ভ্রমবশেমন রক্ষে আঘাত না করিয়া

তাহা হইতে মধুসংগ্রহ করে, লোকে যেমন গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলোক যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, আত্মী যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গৃহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলক মাংস ভক্ষণ করে, তজ্জপ আমাকাজী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অভ্যাদয়োমুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্তব্য। গোপাল যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তজ্জপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন। এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহারে যাহারূপ নাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয়। সুকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত স্কটিন; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সাস্থনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে দমন করা উচিত। এইরূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখলাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্য নিক্ষেপ হাথের প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার নিকট এক্ষণে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় রাজ্যপালনের উপায়; মায়া নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্লান্ত হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা, কুটিনী, বিট ও দ্যুত ব্যবসায়ী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্ট সাধকগণকে সতত শাসন করা কর্তব্য। রাজ্য মধ্যে উহাদের প্রাচুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পুর্বেই এই নিয়ম নিদিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন লোকে কদাচ অন্তর্কে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিনে এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। প্রতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে নরপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজাশাসনে পরাশ্রয় হন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ডবিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। যিনি তাহা না করেন, তাঁহাকে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য হানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান কবা নিতান্ত অকর্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই

অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ ও পরধন হরণ করিয়া ক্লান্ত থাকে না, অন্যকেও তদ্বিবয়ে প্রবর্তিত করে। বাহারা কদাচ পরিগৃহ করে না তাহারা বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান কবা অবশ্য কর্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গ ও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতিসাধক তাহাদিগকেই রাজ্য মধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্যমধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্তব্য। ধন গ্রহণ তৎপর অসাধু ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গো রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় একের সাধ্যাশ্রয় নহে; অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির রাজা বা তদ্বৎ হইতে ভীত হইলে ভূপতির অতিশয় নিন্দাভাজন হইতে হয়। রাজা প্রামাচ্ছাদনাদি দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, তোমরা আমার ও প্রজাবর্গের প্রতি অহুগ্ৰহ প্রকাশ কর। ধনাঢ্য ব্যক্তির রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সম্ব্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনবান প্রাক্ত, শূর, ধান্বিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজাদিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

একোনবতীতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন কবেন; অতএব ফলবান বৃক্ষ ছেদন করা কোনমতেই কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্ধৃত হইবে তদ্বারা অতুললোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্ম রক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণ সমাজে গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিবেন, মহাশয় ! আপনি এস্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমা প্রদ-

শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহারে ভোগ্যবস্ত্র প্রদান করা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এ বিষয়ে মত নাই। কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি দ্বারা লোকদিগের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদব্রহ্ম মানবগণকে নির্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনার অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দম্ভ। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দম্ভগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুকর্ম, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ পূর্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যাহারা পরম যত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাহারাষ্ট ভূপতিগণের অগ্রগণ্য আর যাহারা প্রজাপালনে পরাশ্রয় হন, তাহাদের জীবিত থাকিবার কিছুনাশ প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ভূপতির নিত্য আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে অগ্রাশ্রয় ব্যক্তি হইতে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে আত্মীয় হইতে

ও অগ্রাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষ রূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মারাই সমুদায় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্বদা আপনার চিত্ত, বাসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য। মানবগণ গৃহবাসরীয়া কার্যের প্রশংসা করে কি না ইহা জামিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্য মধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাহারা সংগ্রামে অপরাশ্রয় ধর্ম্মজ্ঞ হৃতিমান নরপতির রাজ্যে বাস না করে; যাহারা রাজা অন্যাত্য বা অন্য কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে এবং যাহারা তোমার সূত্যাতি বা নিন্দা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারেও অনাদর করা কর্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসা ভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণ সম্পন্ন স্তবরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কিরূপে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। মহাবিষ আশীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে অস্ত্রাবর স্থাবরকে ও বিশালদশন সম্পন্ন জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি সতত দুর্বলকে

আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কর্তব্য। শত্রু রক্ত প্রাপ্ত হইলেই গৃহের ন্যায় রাজ্য মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজ্য করে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে বহুবস্ত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন নিপীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে? যাহারা রাজার কার্য্য ভার বহন করিয়া থাকে তাহারা যেন প্রজাবর্গের দুঃখ নিরাকরণে সম্যক প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগের হইতে যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার না করে। রাজা ইহলোকে যে সমস্ত বস্ত্র দান করিয়া থাকেন তদ্বারা দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ঈশ্বর, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে পুনর্বার এই বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নবতিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উত্থা যুবনাথতনয় নান্দাতারে প্রকুলমনে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্ম রক্ষার্থেই উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব স্বেচ্ছাচাবে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোক রক্ষক; রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রভাবেই প্রাণিগণ অন্নস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজারে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধাম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সূচিক হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্তিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্ত্র অধিকার করিতে পারে না; ভাৰ্য্যা, পুত্র, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি সকল সমুচিত সংকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হন; এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের স্থায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্বিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ পূর্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন; স্তবরাং যে রাজাতে

ধর্ম বিরাজমান থাকে তিনিই যথার্থ রাজা আর বাঁচাইতে ধর্ম উচ্চির হইয়া যায় তিনি বুঝল স্বরূপ। ধর্মের একটি নাম বুঝ, যিনি সেই ধর্ম উচ্চির করেন তাঁহারে বুঝল বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তি বহির্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম পরিবর্তিত করাই রাজার কর্তব্য। ধর্ম পরিবর্তিত হইলে প্রজা পরিবর্তিত এবং ধর্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম লোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধন্যগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্মের ধ্বংসনাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দ্রাক্ষ্য সমুদায় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান ব্রহ্ম ভূতগণের উৎপত্তি বিধানের নিমিত্ত ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ধর্মই সর্বাঙ্গোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্মাত্মসারে প্রজাপালন করেন তিনিই রাজা। অতএব হে নাক্ষত্র! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম প্রতিপালন কর। ধর্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্মের উৎপত্তি স্থান; অতএব নিরস্তুর ব্রাহ্মণগণের অর্চনা মংসন শূন্য হইয়া তাহাদিগের অতীষ্ট সাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ মনোবশ না হইলে রাজার নানা প্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাভুতাব উপস্থিত হয়।

বিরোচনতনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসুখ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্বক দেববাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদর্শনে দানবরাজ যাহার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিল। অসুখ্য ও অভিমানের ঐক্যই ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হন। প্রতিতে নির্দিষ্ট আছে, যে লক্ষ্মী বর্গে অধম্য হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণ মধ্যে অনেকেই উহার বশবর্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হন, তাঁহারে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার ভিন্নকাল স্তখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধম্য ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মন্ত্ৰ, উগ্রত্ব, পাষণ্ড, নিগূহীত অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্বতে আরোহণ ও দিগম দুর্গবধো প্রবেশ করিও না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্তব্য নহে। কপতলা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ মন্ত্ৰ পূর্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও স্ত্রী বা স্ত্রীব সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত

দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্যে লিপ্ত হইলে বর্গসঙ্কর প্রভাবে সংসংশ্লীষ, বিকলাঙ্গ, মুক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিত সাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্কর কারক অধর্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাভুতাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ করিতে হয়। ষোরদর্শন ধুমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অন্তত নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্ত্রাচ্ছ উৎপাত সমুদায় সতত প্রাভুত হইয়া থাকে। যে রাজা আশ্রয়ক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী তাঁহারে অচিরে প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্যপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্য লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্বক অপহরণ করিয়া থাকে। কন্তাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।

একনবতিতম অধ্যায় ।

হে নাক্ষত্র! জলধর যথা সময়ে সলিল বর্ষণ ও রাজা ধর্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিলে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরম স্তখে প্রজাবর্গের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের গ্রাস ব্যবহার করেন, তাহারা বস্ত্র পরিকরণে অক্ষম রাজকের গ্রাস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের জীবিত থাকার না থাকা, উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অসুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোানুষ্ঠান, মন্ত্ৰ পাঠ ও সত্য প্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, জেতা, স্বাপন ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্তিত হন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণাঙ্কিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধার্মিক হইলে প্রজানাসক বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজা পাপা-

চরণপরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্জনের নিমিত্তই নরপতির মৃত্যু হইয়াছে। অতএব দুর্জলদিগের প্রতিপালন করিলে রাজার লম্বিক পুণ্য লাভ ও তাহাদের প্রতিপালন পরাশ্রুত হইলে যাহার পর মাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাহার পরিবার স্বরূপ এবং তাহার যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কাল যাপন করে, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্জল ব্যক্তির নিয়ত অপমানিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ দুর্জলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্জলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। দুর্জল ব্যক্তি, মুনি ও আশীষিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্জলদিগের প্রতিপালনে পরাশ্রুত হইয়া সবাক্ষে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না। রাজা দুর্জলদিগের সাহায্য দানে পরাশ্রুত হইলে তাহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্জল ব্যক্তিই প্রধান। রাজা যদি অবমানিত আহত ও আর্ন্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাহারে দৈবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্জল ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকন্ম করিলে অচিরে তাহার ফল ভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপায়া পাপাশ্রুতান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাবতীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের স্থায় ভিক্ষার্থ পথটানে প্রবৃত্ত হইলে অচিরে নরপতির কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাগণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। রাজার বিপদে রাজপুরুষদিগেরও যাহার পর নাই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সম্ভ্রাত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহারে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্য মধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। চরায়া রাজ্য মধ্যে জ্ঞান পূর্ব্বক সাধুদিগের

প্রতি পালনচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজারেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুর্জলদিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মান পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনারাসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি স্বহৃদয়ের সংকল্প ও হিতবাক্যের প্রণয়ন করেন, তাহার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, আমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলবদন্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কামনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষণ প্রবৃত্ত হইবেন। স্নেহাঙ্গন পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দম্ভাঙ্গন দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দুর্জল ব্যক্তিদিগের বলবর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের জন্মনা করে, সে অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তাহারে কদাচ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিকদিগকে স্তুতিনিক্ষেপে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের হৃৎশান্তি মোচন পূর্ব্বক স্তুত বৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যা বর্দ্ধন ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে সতত যত্নবান হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতিসহকারে ভূমি দান, অতিথিসংস্কার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল ভোগ করেন। ধান্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। রাজা জিতে-দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হন। ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সংস্কার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। যম যেমন প্রাণিগণের প্রতি বথোচিত দণ্ডবিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতির দ্বিদেশাধিপতি ইজের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, প্রাণিগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদস্য বিবেচনা করিবেন। প্রাণিসংগ্রহ, অর্থ দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পুত্র ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাহার

সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজা রক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না। হর্ষহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজাবান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীৰ্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন না। রাজা সংকুলসম্বৃত, একান্ত অনুবক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণ সমভিবাছারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন। এক্ষণে তুমি সর্বসাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্ৰাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র স্তূথ অমৃতব করিয়া থাকেন। মনু-ব্যাকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পূর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতেও অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সন্মাদর করিবে। লোক সংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য প্রয়োগ, শোচ ও সাবধানতা এই কয়েকটি ভূপতির অতিশয় শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়টি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রক্তাশ্বেষণ পূর্ব্বক তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং এক্রূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অজ্ঞ কোন ব্যক্তি তাহার হৃদয় নন্দনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ এক্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পুষ্কতন রাজর্ষিগণও এক্রূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ নাকাতা মহর্ষি উত্কর্ষক এইরূপ অতিহিত হইয়া অশঙ্কিত মনে তদনুসারে কার্য্য-
 ণুষ্ঠান পূর্ব্বক অচিরাত পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা নাকাতার স্তায় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থানলাভে সমর্থ হইবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইতে মানন করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুক্লাম্বারী কোশলরাজ বহুমুখা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! বাহাতে আমি স্বধন্যচ্যুত না হই, আপনি আমাকে এক্রূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন মহর্ষি বামদেব নহবনন্দন যযাতিতুলা প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির স্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুলোকের উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরমস্বখে কালান্তিপাত করিতে সমর্থ হন। আর যে অধাশ্রিত রাজা বগ প্রকাশপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। 'যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য; তাঁহারে অচিরাত সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হয়। গর্ভিত কার্য্য-
 ণুষ্ঠান পরাস্বথ যথেষ্টাচারী ভূপতি এই অথও ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাত কালকবলে নিপতিত হন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসুরাবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান রাজা সাগরের স্তায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্যরক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদায় অলম্ব্য লাভ করিয়া আপনারে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! নরপতি এই সমুদায় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যেহেতু অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া অচিরাত বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপকার্য্য বৃদ্ধিতে পারেন না; সুতরাং তাহারে ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক-
 ভোগ করিতে হয়। রাজা সন্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদে আপনাদিগের বিপদের স্তায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান্ হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপ-
 দেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্তের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থ সংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোনক্রমেই চিরকাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর

যিনি উগদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্যা-
লোচনা ও ধর্ম্মানুশাসনে অর্থলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাব-
জীবন সুখভোগে সমর্থ হন ।

তিনবতীতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! রাজা দুর্জনের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে
তাঁহার বংশীয় অশান্ত ব্যক্তিরও সেই পাপপ্রবর্তক দুর্জিনীতের
কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন রাজা অচিরাৎ
বিনষ্ট হইয়া যায় । মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপতির ব্যবহারের অনু-
গমন করিলে উন্নয়নগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার
আশ্রয়গণও তাহা সহ্য করিতে পারে না । অশান্তদর্শী রাজা
ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । যে
ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তী নহেন এবং যিনি সমরাজ্যে
পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন,
তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না । সতত সামর্থ্য প্রকাশ,
প্রকুর মুখে অবস্থান ও বিপদকালে লোকের প্রতি অমুগ্রহ
প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । ঐরূপ ব্যবহার করিলে
তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরমসুখে কালযাপন
করিতে পারেন । রাজা কোন কারণ বশতঃ একবার যাহার
অপ্রিয়চরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয় ব্যবহার করা
তাঁহার আবশ্যক । প্রিয় ব্যবহার করিলে শত্রুগণও উপকার
করিয়া থাকে । মিথ্যা বাক্যের পরিহার ও লোকে প্রার্থনা না
করিতে তাহার হিত চেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । কাম,
ক্রোধ বা বিদ্বেষ নিবন্ধন ধর্ম্ম পবিত্র্যাগ করা কদাপি বিধেয়
নহে । ভূপতি প্রমুখকালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা লজ্জা,
ভরা বা অস্থির প্রকাশ করিবেন না । প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট
ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন । অর্থক্লেশ উপস্থিত
হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিত
সাধনে যত্নবান থাকিবেন । যে নরপতি নিয়ত প্রজাগণের
হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি
চিরস্থায়ী হয় । ঐতিকুলাচরণ পরাশ্রয়, হিতকারী ভক্ত জনের
প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেজয়, একান্ত অহুরক্ত, কার্য্য-
কুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরে অধাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে
নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । মূর্থ, ইন্দ্রিয়পরবশ, অর্থ-
লোলুপ অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দাণ্ড, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্বোধে
নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারপর্ণ করিলে নর-

পতিরে, অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয় । যে রাজা জিতেজয় ও
লোকরক্ষায় নিরত হন, তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি ও শান্ত সুখানুভব
হইয়া থাকে । যে রাজা সুবিশুদ্ধ আত্মীয় চর দ্বারা অন্যান্য
ভূপতিগণের আচার ব্যবহার অবগত হন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধি
শালী হইয়া উঠেন । বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধন পূর্ব্বক
“আমি উহা হইতে অতিনূরে অবস্থান করিতেছি” মনে করিয়া
নিশ্চিন্ত থাকি রাজার কদাপি বিধেয় নহে ; কারণ বলবান্
নরপতি অপকৃত হইলে শ্রেনপক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্জনের রাজ্যে
উপস্থিত হয় । নরপতি আপনার বাহুবল বিবেচনা করিয়া
অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন ; বলবান্ ব্যক্তিরে
আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য । ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয়
পরাক্রম প্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুশাসনে প্রজা পালন
ও সমরাজ্যে শত্রুর বধ সাধন করিবেন । ইহলোকে সমস্ত
পদার্থই বিনশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ
হইয়া প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । দুর্গাদি রক্ষা
বিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, ময়চিত্রা ও প্রজাগণের সুখ সাধন
এই পাঁচ উপায় দ্বারা রাজার অধিকার পরিবদ্ধিত হয় । যিনি
এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার
রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে । কিন্তু নিরস্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে
স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব রাজা
সুবিশুদ্ধ অধিকৃত পুত্রবদিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া
চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন । যিনি দাতা, বিভাগকর্তা,
মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার
বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহাকেই নরপতিপদে অভিষেক
করে । যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপ-
নার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন,
মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে । যিনি বিদ্বেষ বশতঃ
হিতপরায়ণ বন্ধু বাক্যে অনাদর করিয়া অহিতকারীদিগের বাক্য
শ্রবণ করেন এবং সাধু সমাদৃত ব্যবহার পরাশ্রয় হন, তাঁহার
ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না । নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত,
ভীষণ দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত
সংশ্রব রাখিয়া আশ্রয় করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে রাজা
রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক
অতি নিকটদিগের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি
বিদ্বেষ বশতঃ কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হন,
তাঁহারে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে নিপতিত
হইতে হয় । আর যিনি অসাধারণ গুণ সম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তি

দিগকেও প্রিয় বাক্য দ্বারা বশীভূত করেন, তাঁহার বংশঃশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে কর গ্রহণ ও অপ্ৰিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিরে একান্ত অমুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ রাজ্য যথার্থ অমরবৃত্ত, কাহার ভয় প্রযুক্ত বরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যিক। আপনারে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুৰ্জলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্তব্য নহে। বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুৰ্জলের গৃধকুলের ভ্রায় তাঁহারে আক্রমণ করে। পাপায়া ব্যক্তির সৰ্ব্বগুণাঘ্নিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহবপুত্র যযাতি রাজরহস্য কীর্তনস্থলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাহা করিবেন না।

চতুর্থবিত্তম অধ্যায় ।

হে রাজন্! যুদ্ধ না করিয়া অরতি পরাজয় করাই ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে ভয়ানক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্ত্র লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাঁহার কদাচ কোন বস্ত্র লাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তি সম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাহারেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অন্তঃসৈন্ত লইয়াও সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনারে সমধিক প্রতাপাঘ্নিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধিবলে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্তব্য। অভ্যাদয়শালী মহীপাল প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশ্রয়দায়ক যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন, তাঁহারে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রু পীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ সঞ্চরণ করিতে পারেন,

কেহই তাঁহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিধিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গল কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্তব্য কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ অমৃতব করেন, তাঁহারে কদাপি অমুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমতা বামদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।

পঞ্চমবিত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুৰ্জল ভূপতির পরাজয় করিবার বাসনা করিলে তাঁহারে কিরূপে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ ভূপতি অস্ত্রের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমারে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সন্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাঁহার তাঁহার বাক্যে সন্মত না হয়, তবে বল পূর্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত্রজাতি যদি তাঁহার সহিত বিবোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার কর্তব্য। হীন ব্যক্তিরও ক্ষত্রিয়কে দুৰ্জল, আত্মজাণে অসমর্থ ও অরতির নিকট ভীত দেখিলে শত্রু গ্রহণ পূর্বক তাহারে পরাজয় করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি অস্ত্র ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বশ্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বশ্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতিরে বশ্ম ধারণ এবং সৈন্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহারে সৈন্তের

সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিবারণে যত্ববান হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিযুখে গমন করিবেন না; রথারোহণ করিয়া রথীর অভিযুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিবলিষ্ঠ বা কুঠিলবাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অসুচিত। অসামুগ্ধই ঐরূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া জ্ঞানানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকাশুর্ক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্তব্য। যদি সামু ব্যক্তি সমরাজ্যে শরনিভিন্ন ও বিপদগ্ৰস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপতি হয় তাহারে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আশ্রয়ে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য বিধান করিবেন। সামুদ্রিক মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সামুদ্রিকের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। পাপাচারী অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সামুগ্ধ সংপথ অবলম্বন করিয়াই অসামুদ্রিককে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধাশ্মিককে সমূলে নিশ্চূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুণ্যকিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ এবং বক্রণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাদের অমর বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু ঐ দুরাচারে অচিরে বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চক্ষুঃকোষের জ্বাশ পরিবর্তিত হইয়া পরিশেষে নদীকুলস্থ পাদপের জ্বাশ সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। তখন সকল লোকই তাহারে প্রস্তরে নিপতিত কুন্তের জ্বাশ বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য।

যজ্ঞবর্ত্তিতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ! অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্ম দ্বারা জয় লাভ করিয়া কণ্ঠ নই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্যাস ও অকিঞ্চিৎকর। উহা রাজ্যের সহিত নরপতিরে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাজলি, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিরে বিনাশ করা ভূপতির কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্ত কর্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি তাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহারে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর কন্যাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্ত্যে বরণ করিতে অতিলম্ব করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহারে আপনার আশ্রয়ে স্থান দান করিবেন না। এইরূপে রাজা দাস দাসী প্রভৃতি যে কিছু বল পূর্ব্বক আহবান করিবেন, তৎসমুদায় এক বৎসরের মধ্যে আপনার আশ্রয় না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধিত করিবেন না, অচিরে উহা ব্যয় করিবেন। জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বুধত সমুদায়কে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিরে প্রত্যাগুণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিরই রাজার অভিযুখে অস্ত্র নিক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। উভয় পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাদের শাস্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষে নিবৃত্ত হইবেন; কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে এই শাস্তি নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়বুলেব কলঙ্ক, তাহারে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্তব্য নহে। সমাজ হইতে বহিস্কৃত করাই বিধেয়। যে রাজা জয় লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লম্বন করা তাহার নিতান্ত অসুচিত। ধর্ম্মত জয় লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সামান্য সহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরে প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্তব্য। উহা

দিগকে সাক্ষ্য না করিয়া জোখ প্রদান করিলে তাঁহার বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্বক রক্ষায়েষী অমিত্রের আশ্রয় গৃহণ করে এবং রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া বাহার পর নাই আত্মদানিত হয় । কুটুম্বে প্রকৃত হইয়া অস্ত্রিককে বধনা বা দূততর প্রহার করা ধর্ম্মাঙ্গা নরপতির কর্তব্য নহে । দূততর প্রহার নিবন্ধন লোকে প্রায়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । যে নরপতি অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন, তিনি, বিগুহ জীবনেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন । যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাগণ অমরজ্ঞ ও ধনাত্ম্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই রাজাই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হন । যিনি ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ক্রতসম্পন্ন পুত্রাই ব্যক্তি-দিগকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ ; দেবরাজ ঐক্লপ ব্যবহার দ্বারা ইচ্ছা লাভ করিয়াছেন । ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইচ্ছা লাভ করিতে বাসনা করেন । রাজা প্রতর্দন যুদ্ধবিজয়ী হইয়া শত্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধন সম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হানি হয় নাই । দিবোদাস শত্রুরে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ত আহরণ পূর্বক পুনরায় শত্রু কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন । মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রেণীদ্বয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন । পূর্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন । হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়বাসনা করা কর্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি মায়্যা বা দর্শ সহকারে জয় লাভের চেষ্টা করিবেন না ।

সপ্তদশোত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ ! কুরুধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই । নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্তমধ্যস্থিত বৈশ্যদিগকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন । বাহা হউক, ভূপতি কিরূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্যলোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্ৰহ ও সাধুদিগের প্রতি অমুগ্ৰহ দ্বারা পবিত্র ও নিম্পাপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণিগণকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের

ঐবুদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হন । দান, যজ্ঞ ও তপস্তা দ্বারা তাঁহা-দিগের পাপ ক্ষয় এবং প্রাণিগণের প্রতি অমুগ্ৰহ দ্বারা পুণ্য বঞ্চিত হইয়া থাকে । কৃষক যেমন ক্ষেত্র সংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া ভূপ সমুদায় উন্নত করে, তজ্জন শত্রু-প্রহার কর্তা শত্রু নিক্ষেপ পূর্বক কেবল বর্ষাঋতুদিগেরই প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন । প্রজা রক্ষণ দ্বারা ভূপতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । যে রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্রেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যভয়াদি নিবারণে প্রকৃত হন, সকল লোকেই তাঁহারে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দেশ করে । ধর্ম্মাঙ্গা ভূপতি প্রজাগণকে অভয়দান ও যজ্ঞানু-ষ্ঠান পূর্বক ইহলোকে মঙ্গল লাভ ও পরলোকে স্বর্গস্থল অমুভব করিয়া থাকেন । যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিজ্ঞার্থ জীবিতনির-পেক্ষ হইয়া অরতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্ত-দক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । যে নরপতি অকুতোভয়ে শত্রু-দিগের উপর শর বর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবী মধ্যে তাঁহা-রেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন । ভূপতির যাবৎ সংখ্যক অস্ত্র অরতিগণের চক্ষু ভেদ করে, তিনি তাবৎ সংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয়লোক লাভে অধিকারী হন । সংগ্রাম সময়ে রাজার গাত্র হইতে যে কণির নিঃসৃত হয় ; তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন । ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্ষেত্র সজ্জ করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান-তপস্তা । ভীকৃষ্ণভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জল লাভের ন্যায় শূন্যগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎ-ভাগে অবস্থান করে । বীরপুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের পরিজ্ঞার্থী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাত্তাগে অবস্থান পূর্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । আর যে সকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুবল প্রভাবে বিপদ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহারে প্রাণ-দাতা বলিয়া প্রতিনিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় । ইহলোকে সক-লের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে অরতিকূলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ কেহ ঐ সময় সমরাজন পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করে । যাঁহারা প্রাণসঙ্কট সংগ্রামে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা মহাবীর, আর যাঁহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন, তাঁহারা কাপুরুষ । আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্বক অকৃত গাত্রে গৃহে

গমন করা নিতান্ত নরাধর্মের কার্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণ রক্ষার্থে সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র দ্বারা বিনষ্ট, কীটবদ্ধ করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্তব্য। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছ মৃত্যু পরিত্যাগ ও করুণ বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত শরীরে প্রাণত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহযত্না প্রশংসনীয় নহে। উহারা স্বভাবত শূর, অভিমানী; সুতরাং উহারা সংগ্রামে শৌর্য প্রকাশ না করিলে লোকে উহাদিগকে রূপণ ও অধাশ্রিত বলিয়া নিদেহ করে, সম্ভেদ নাট। সংগ্রামপরায়ণ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশচ্ছক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক পুত্রগণকে শোকা-কুলিত করিয়া আরোগ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীর পুরুষদিগের কদাচ এরূপ মরণে অভিলাষ হয় না। জ্ঞাতীগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামে শর বর্ষণ পূর্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কন্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধ প্রভাবে অরাতিকুলেব সজিত ঘোষতর সংগ্রাম করত তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে বাখিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপৃজিত ক্ষত্রধর্ম্মের অম্ববর্তী হইয়া সংগ্রামে কলেবব পরিত্যাগ পূর্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর সমবক্ষে অরাতিকুলে পরিবৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টমবর্তিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সমরে অপরাধু বীরগণ রণ-নিহত হইয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অশ্বরীষসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। নাতাগপুত্র মহাত্মা অশ্বরীষ তুল্য স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার সেনাপতি সুরদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গমন

করিতেছে। নাতাগনন্দ সেনাপতির সমৃদ্ধি দর্শনে সাতিশত বিম্বয়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবরাজ ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চারিবর্ষ প্রতিপালন সমরাজ্ঞানে সৈন্তগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান, গুরুজন সেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্ন দান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধায় দ্বারা ঋষি ও ব্রহ্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি। এই সুরদেব পূর্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আনন্দে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন ?

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্ ! সুরদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোগগণ কবচ ধারণ পূর্বক সৈন্তসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধবক্ষে অধিকারী হইয়া থাকে।

অশ্বরীষ কহিলেন, দেবরাজ ! যুদ্ধযজ্ঞেব হবি, আজ্ঞা ও দক্ষিণা কি এবং উহার ঋষিদেবী বা কে ? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্ ! যুদ্ধগণ ঐ যজ্ঞের ঋষিক, অশ্বগণ অর্দ্ধগা, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্ঞা এবং শূগল, গজ ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্ঞাশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শোণিত প্রাস, তোমর, খজা, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের অক্ষ এবং শক্রশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার ক্ষব। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদণ্ড নিশিত মুষ্টি সম্পন্ন খজা উহার ক্ষব। লৌহময় স্ত্রীক্ষ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার-নিবন্ধন যে ক্রমিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ষ-কামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্তগণমধ্যে ছিন্দি, ভিন্দি প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা উহার সামগান স্বরূপ। শক্রপক্ষীয়দিগের সেনামুখে উহার আজ্ঞাস্বাঙ্গী। হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্য সমুদায় উহার শ্বেদনচিত বহি। এক সহস্র সৈন্ত নিহত হইলে যে কবন্ধ উথিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্ট-কোণ বিশিষ্ট খাদির যুগ আর তলনাদ, উহার বঘট্কার এবং হৃদুতি উহার উল্লাস স্বরূপ। অপকৃত ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্ত দক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে বীর প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খজা ও পরিধাকার বাহু দ্বারা সমরাজ্ঞান সমাকীর্ণ করেন এবং

যিনি সহায় নিরপেক্ষ হইয়া একান্ত মনে সৈন্যসাগরে প্রবৃষ্ট হন, তিনি আমার সাব বাক্য লাভ করিয়া থাকেন ।

যে মহাবীর ভেদী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সমুদায় স্বরূপ মণ্ডুক ও কচ্ছপ, বীরগণের অস্থি স্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কর্দম, গজগণ্য গৃধ্র কঙ্ক ও বায়স স্বরূপ ভেলা, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাদল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজ স্বরূপ বেতসলতা, নিহত কুঞ্জর স্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গ স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীকুজন ভয়াবহ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবতৃত জানের উপযুক্ত পাত্র । শত্রুগণের সেনামুখ ঘাঁহার পত্নী-শালা, যোধগণ সাঁহার দক্ষিণ সদস্ত, উত্তর দিক্ যজ্ঞকুণ্ড, শত্রু-সেনা ঘাঁহার কলত্র ও উভয় বাহু মধ্যস্থান ঘাঁহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক এবং হস্তী অশ্ব দ্বারা ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভ করিতে পারেন । যে যোদ্ধা ভীতচিন্তে সমরপরায়ণ হইয়া বিপক্ষপরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে । যে মহাবীরের শোণিত-ধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থিসমূহ দ্বারা সমরাজ্ঞন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন । যিনি বিপক্ষ-পক্ষীয় সেনাপতিবে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আবোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ত্রায় বিক্রম সম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান হন । যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন মন্ত্রাণ্ড ব্যক্তিরে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বর্ণা-ভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্য লাভের উপযুক্ত পাত্র । যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কৰ্ত্তব্য নহে । সমরনিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন । তাহার উল্লেখ্য কার্যের নিমিত্ত অন্ন জল প্রদান ও অশোচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই । বীরপুরুষ ক্ষত্রধন্যাসুরে সংগ্রামনিহত হইলে অপরা সকল তাহারে পতিত্রে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি যুদ্ধসম্মে প্রতিপালন করেন, তাহার তপস্বী, শাস্ত্রত ধন্য এবং চারি আশ্রমের ফল লাভ হইয়া থাকে । বুদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি ভূগমুণে গিয়া শরণ-পন্ন হয়, তাহাকে বিনাশ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে । আমি জঘ্ন, বৃদ্ধ, বাল, পাক, বিরোচন, চূর্ণিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্র-চিন্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্র লাভ করিয়াছি ।

একোনিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বীর জনের উৎসাহ প্রদান বিষয়ে প্রতর্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে । মহাত্মা জনক রাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোধগণের যেক্রপ আত্মলাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মিথিলাদিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্ত্রীয় সৈন্তগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, হে যোধ-গণ ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বকলপ্রদ ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ করে । আব যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করে, তাহারা অনন্ত-কাল এই অকীর্তিকর নরকে নিপতিত হয় । অতএব তোমরা প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না । সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ ।

জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাহার সৈন্যগণ তাহার আনন্দ বর্দ্ধন পূর্বক অব্যতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল ; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে অবস্থান করাই অবশ্য কৰ্ত্তব্য । মাতঙ্গগণের মধ্যস্থলে রথীদিগকে, রথীগণের পশ্চাৎস্থানে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহী-দিগের মধ্যস্থলে বন্যধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত । যে রাজা এইরূপ বাহু রচনা করেন, তিনি সতত জয়লাভে সমর্থ হন । অতএব সকল যুদ্ধেই এইরূপ বাহু প্রস্তুত করা কৰ্ত্তব্য । যুদ্ধাভ্যুদয়ী মনুষ্যেরা দম্বযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন । ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তজ্জপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিচলিত ও বিব্রত ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করি-বেন । যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্ন সহকারে তাহার রক্ষা বিধান করিবেন । যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না । যে সমস্ত সৈন্য একবার পলায়ন পূর্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে । যে ব্যক্তি ক্রতবেগে পলায়ন করিতেছে, বীরপুরুষ তাহারে কদাচ প্রহার করিবেন না । স্থাবর সকল জন্তুরের ভক্ষ্য, দশনহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত

ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তির বীরগণের ভক্ষ্য। ভীক ব্যক্তির শূরগণের জায় হস্তপদাদি সম্পন্ন হইয়া ও ভয় প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভীকদিগকে বীরগণের আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীতলত সমস্ত লোক লম্বিত রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজয়ার্ণী ব্যক্তি যেকপ অল্পমাত্র অধম্মাচরণ করিয়াও ভীক সৈন্তগণকে সময়ে অভি-মুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মবাজ! সত্য, জীবিত নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাষ্ট যুদ্ধদ্বন্দ্ব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্বসন্ধিপ্রদ কৌশলের বিবরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক দম্মগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অস্ত্রের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ সমুদায় অবগত হইবে। অস্বাতিগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধি সম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্ণী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, পৃষ ও অজগবের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীতলোহিত বস্ত্র, নানা বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পবণ, কলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় বোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থে সেনা সংযোগ করাই উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্ত্রশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হটক না কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবিহীন নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের জায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা মহুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন;

অতএব জয়ার্ণী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সংকুলসম্বৃত, মহাবল পুরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্তগণের অগসর করা কর্তব্য; স্বীয় হৃগ এক স্বাধযুক্ত ও সলিল সম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাওণে সমলম্বৃত ব্যক্তি গণ শূন্ত প্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্ত সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণ পূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। সপ্তবিংগণকে পশ্চাত্তানে অবস্থাপন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থিতিতে যুদ্ধ করিলে চক্ৰস্র শত্রুগণকে পরাজিত করা যায় ও গুরু যাহার অমুকুল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গুরু অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অমুকুলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বাবিকন্দনবিবর্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অম্বাবোহীদিগেব, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবক্ষুর প্রদেশকে রথীদিগের ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও মহাকক্ষসম্বল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পক্ষত, উপবন ও বোবোব্র সমাকুল বহুর্গ্ন সন্নিহিত প্রদেশ পদাতিদিগেব সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্যমধ্যে পদাতি-সংখ্যা অধিক হইলে উহা সূদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়। নিম্নলিখিত দিনে রথাসম্বল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্তমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সূচাক্রমে সৈন্ত সংযোজন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহার মতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রস্তুত, তৃপ্ত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিবস্ত্র, কার্য্যান্তরব্যাপ্ত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণ-কর্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজাব বা অমাত্যের পরিচর্যা নিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্তব্য। বাহারা পরকীয় সৈন্তগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও স্বপক্ষীর পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনাদের সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশ দৈন্তের অধিপতি, তাহারে একশত দৈন্তের ও যে ব্যক্তি শত দৈন্তের অধিপতি, তাহাবে সহস্র দৈন্তের অধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যোদ্ধা

আত্মনা পূর্বক একত্র করিয়া কহিবেন, যে এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পুরুষের কেহ কাহারে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদেরকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে বাঁহারা ভীকৃষ্ণভাব আছেন অথবা বাঁহারা নিষ্ঠুরকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন। উঁহারা যেন সমরাস্রমে গমন পূর্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা সমর পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন না করেন। বীর পুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপমান হইয়া থাকে। আমাদের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্ন দস্তোভ হইয়া এই সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাস্ত হইয়া, সেই নরাধমগণ কেবল মৃত্যুর সংখ্যাবর্দ্ধক মাত্র। উঁহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দ চিত্তে মণ্ডলাকারে পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাস্রমে গমন পূর্বক যাহার বশঃশাস্ত্রকে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার ঙ্খ মৃত্যু মরণ অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম ও সুখের মূল স্বরূপ;” ভীকৃষ্ণ ব্যক্তি বিপক্ষ কর্তৃক সমাহৃত বা মৃত্যুগ্ৰস্ত হইতে ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্বক জয়লাভ না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদগতি লাভ করিব।

‘হে ধর্মরাজ! নির্ভীকচিত্তে বীরপুরুষ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অগতিসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধকালে যজ্ঞচন্দ্রধারী পদাতি সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সৈন্যগণকে পশ্চাভাগে অবস্থাপন পূর্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্তব্য। এই সময়ে বাঁহারা অগ্রবর্তী থাকিবেন তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনসী ব্যক্তির সর্বাঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাহাদের রক্ষা বিধান করিবেন। ভীকৃষ্ণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যত্ন সহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অঙ্গসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত অঙ্গসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্থচীমুখ বাহু নির্মাণ করা আবশ্যিক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন

করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু অকিঞ্চন পূর্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ “আমাদিগের মিত্র বল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীক চিত্তে প্রহার কর” বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শম্ভু, বেণু, শূঙ্গ, তেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।

একাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকার সম্পন্ন এবং কি প্রকার বস্ম ও অস্ত্র শস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীর পুরুষেরা এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীকচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার, সিদ্ধ ও সৌবীরগণনম্বর ও প্রাসাদারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্বশস্ত্র বিশারদ বলবীৰ্য্যশালী কুটুম্বপারায়ণ প্রোচ্যগণ হস্তী আরোহণ পূর্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যখন, কাশ্যোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যাদিগের অসিযুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

সকল দেশেই বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। বাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দূলের তায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের তায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দন করিতে পারে। বাহাদের কণ্ঠস্বর যুগের তায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বুঘভের তায়, তাহারা অনবহিত মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। বাহারা উষ্ট্র ও মেঘের তায় গজীর গর্জন এবং অনায়াসে বহুদূরে গমন করিতে পারে; বাহাদিগের নাসাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল; কলেবর বিভালের ন্যায় বৃক্ষ, কেশ কলাপ অতিবিরল, গাত্রের চর্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্র অতিশয় চকল তাহারা নিত্যস্ত দুর্বল হইয়া থাকে। বাহারা গোমার ন্যায় মৃদুভাব সম্পন্ন এবং বাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুদ্রীর্ণ হয়। বাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর, বাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, বাহারা বাদিত্রশব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, বাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল গাভীর্ঘাস্ত্রচক বহিনির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ক্রকটী

কুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত; হস্তদেশ মাংসশূন্য, বাহ ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; শরীর ক্লশ ও শিরাবাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরারঞ্জে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত চূঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটিল, গণ্ডমুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, ক্ষুদ্রহস্ত উন্নত, ভ্রূস্থর অধোভাগ অতি বিকটাকাব, মস্তক বহুলুলাকার, মুখ-মণ্ডল মার্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্থর অতি ভয়ঙ্কর; যাহারা গণ্ডেব ন্যায় উদ্ধত ও রোষপববশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কণ-নই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অবদ্বন্দ্বপরায়ণ গম্বিত ও যৌবদর্শন তাহারা অনায়াসে জীবিত নিরপেক্ষ ও সমরে অপরা-দ্যুত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন। এক্রূপ ব্যক্তিদ্বিগকে সৈন্যগণের পুরোধর্তী করা অবশ্য কর্তব্য। উহারা সাহস সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপ-নারাও প্রাণ পবিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সাস্ব-বাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজ্যের প্রতি ক্রোধাধিত হয়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয় সূচনা করিয়া থাকে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয় প্রত্যাশা করা যায় তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বিদ্বান ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিংগ্ন দাবিশেষ পর্যা-লোচনা করিয়া প্রারম্ভিত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গল কার্যের অমুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোদ্ধগণ ও বাহন সকল কুটিলচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয় লাভ হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, উজ্জ্বল উদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গর্জগণ অল্পকল হইলে সিদ্ধিলাভের বিল-ক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য তত্শব্দেব রশ্মি উজ্জ্বল ও শিখা দক্ষিণা-বর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শম্ম ও ভেদী সমুদায় গজীর শব্দে নিদ্রাভিত এবং যোদ্ধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয় লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। যুগগণ সৈন্য সমুদায়ের সমরযাত্রা-

কালে বসিভাগ বা পশ্চাৎগে এবং তাহাদের অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্গসর হইলে কোন মতেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপদ ও ভাস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিত চিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যদ, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণ প্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহাদিগের যোধগণ শুচি, শুষ্কবাপরতঙ্গ, অনভিমানী ও পরস্পর সৌহার্দ্যসম্পন্ন, তাহাদিগের জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সকল সূত্রজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমর-প্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থ ও সমাপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বায়ু অনুকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদগত হইলে শুভ সূচক ও সমুৎপন্ন হইলে অন্তত জ্ঞাপক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সায়ুবাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোন মতে কৃতকাব্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুর পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্য-গণ সমর পবিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রলের বিষম বেগের আঘাত ও ভীতচিত্তে পলায়মান যুগযুগের আঘাত উহা-দিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিক পুরুষেরা পলঙ্কমানে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তদ্রূপস্থ যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পবিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পৃষ্ঠাংশ জন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিত, নিরপেক্ষ ও যত্নবান হইয়া অসংখ্য অরাতিসৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ ছয় বা সাতজন মাত্র সংকুলোদ্ধব বীর পুরুষকে প্রবৃত্ত অরাতি পরাজয়পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্তব্য।

অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থে সৈন্য সমুদায় প্রেরণ করিলেই ভীকরণ তাহাদিগকে বজ্রের আঘাত জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয় বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আকৃষ্ট করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনববর্ত্ত শব্দধারা

নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বীরগণের সমুদায় রাজ্য
ব্যপ্ত ও অস্ত্র প্রতাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে ;
অতএব রাজা শত্রুর প্রতি 'সাম্বাদ প্রয়োগ ও তাহারে ভয়
প্রদূর্ণনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐরূপ
কৌশল কবিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।
অরাতির আশ্রয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ
ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য।
শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহারে নিপীড়িত করাই
সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধু-
দিগের নিকট উহা সর্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার
ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতি-
বর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে
রাজার বশঃ বৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী
হইলেও শত্রুগণ তাঁহারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া
'গিয়াছেন, বক্র কাঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া
সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়,
তজ্জপ শত্রুরে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরে
বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে বিশেষ-
রূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদ-
র্শন করা উচিত। সংস্কার বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্বরাস্ত্রের ঐ
মতের প্রশংসা করেন না। পুত্রের ন্যায় শত্রুরে বিনাশ না
করিয়া বশীভূত করাই মৎপতির অবশ্য কর্তব্য। রাজা উগ্র-
স্বভাব হইলে প্রজাগণের হেতুভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের
অবজ্ঞান্পদ হইয়া থাকেন; অতএব ভূপতিরে মৃদুতা ও উগ্রতা
উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার
পূর্বে ও প্রহার করিবার সময় তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ
করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অমূল্য সহকারে তাহারে
রূপা প্রদর্শন করা ভূপতির কর্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয়
বীরগণকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নিরস্ত্র
আজ্ঞানপূর্বক কাতরস্বরে কহিবেন, আহা! আমার সৈন্যগণ
সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিরে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত
অপ্রিয়চরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের
প্রাণ সহায় করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু
তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়!
ঐ যে মহাশীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিহারদ;
উনি কখন সমর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন নাই। উহার

জ্ঞান বীরপুরুষ অতি দুর্লভ। উহার নিধনে আমি নিতান্ত
অপ্রীত হইয়াছি। ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্বনা
করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের
আশ্রয়ের জ্ঞান বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এইরূপে
সকল অবস্থাতেই শান্তগুণ অবলম্বন করিলে ভয়বিহীন এবং
প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা
বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ
নাই। অতএব যে নরপতি স্মৃতিতে পৃথিবী ভোগ করিতে
অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরিত্যাগপূর্বক সকল লোকের
বিশ্বাসপাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

১. ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন
অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে
হইবে, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্রবৃহস্পতি-
সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে, শ্রবণ কর।
একদা শত্রুহতা সুরমাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতির সমীপে
সমুপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,
ব্রহ্মন! আমি কিরূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত
ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে
উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনায় বশবর্তী করিব? আমি অরাতির
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই
জয়লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে
শত্রুরে জয় লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?

তখন অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ত্রিবর্গবেত্তা রাজধর্ম্মজ্ঞ
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! কলহ
দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয়
নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ হইয়া থাকে।
শত্রুর বধ কামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। শত্রুর
নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ সকল গোপন করিয়া রাখা এবং
তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিষণ্ণের জ্ঞান ব্যবহার করা
উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয়বাক্য
প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার,
বৃথা বৈরাচরণ বা দুখরতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন
পক্ষীদিগের জ্ঞান শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, নর-

পতি ও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিরে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। হুবায়া চটংকার-শীল বহির জায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অসুচিত। শত্রুরে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহারে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুরে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাহার কর্তব্য। এককালে অনেক শত্রুরে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুরে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কাধ্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অল্পযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্বক নিয়ত শত্রুগণের রক্ত অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিরে স্বীয় আলস্য, মুহূর্তা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়্যা প্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষ সমুদায় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়্যা অতিক্রম করিতে পারেন, তিসি অনায়াসে শত্রুপক্ষের বিনাশ সাধনে সমর্থ হন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য সাধনে সমর্থ হয় তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ে দস্তগা করা কর্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্যের ভারার্ণ করে, তাহাতে কার্য-হানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তবে অন্যান্য অমাত্য-গণের সহিত উহার মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিত দ্বারা অভিচার প্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গি সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমতঃ শত্রুদিগের ভেদোৎপাদন পূর্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালবশতঃ শত্রু বলবান হইয়া উঠিলে প্রথমতঃ তাহার নিকট অবনত হওয়া

এবং তৎপরে তাহার অনাধান সময়ে সাধন হইয়া তাহার বধকার্য্যনা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শত্রুর স্থান সকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্তব্য নহে। উহার পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতি-লাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র আর কে অমিত্র তাহা সविशेष পর্যা-লোচনা করিবেন।

রাজা মুহূ হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব তুমি নিতান্ত মুহূ বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্য রক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অচিরে উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এক-কালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য নহে। যখন হস্তান্তর পদাতি সঙ্কুল, যন্তবহল সেনাগণ অল্পরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্যরূপে অবিচারিত চিন্তে শত্রুরে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মুহূর্তাব অব-লম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। প্রকাশ্যভাবে বলবান শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শতনাশ ও সলিলে বিষ সংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তি নিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়্যা প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অরাতিগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদ মধ্যে যে সমস্ত কার্য্যা-মুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পূর্বমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্য বস্তুর উচ্ছেদ এবং আপনার নগরমধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুরে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে

চরদিগকে ধন প্রদান ও সর্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় অপহরণ পূর্বক ইহারা চুষ্টভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। এই সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তি-দিগের দ্বারা আপনাদিগের প্রথমোক্ত শত্রু বিনাশার্থে দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্তব্য।

ঈন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা চুষ্ট ব্যক্তিরে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ! চুষ্ট ব্যক্তির পর্বোক্তে অস্ত্রের দোষ কীর্তন, লোকের সদগুণে অসুখা প্রদর্শন বা অস্ত্রের গুণ কীর্তন শ্রবণ পূর্বক মনোবলহীন করিয়া থাকে। উচ্চাঙ্গের সতত বনবন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠ দংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সমুদায় লক্ষিত হয়। উহা বা সততই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পর্বোক্তে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সাফল্যে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক পৃথক আসিয়া আহার করে এবং অদ্য আহার্য্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের চুষ্ট ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

চুষ্টের সময় চুষ্টিত ও আচ্ছাদিত সময় আচ্ছাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন। হে স্বররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে চুষ্টের স্বভাব কীর্তন করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত স্বররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্র সম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্য-অনুষ্ঠান পূর্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপ্রায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্তবিহীন ও অমাত্য কর্তৃক পরাস্ত হইলে কি উপায়ে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজ-পুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব-কালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীর নিকট আগমন পূর্বক তাহাদে-
হু ভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি
বারংবার রাজ্য লাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃত

কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্তব্য থাকে, কীর্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ার সমা-
কান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা
পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। সাংসারিক প্রীতি
ও শোক পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিতে পারি-
লেই লোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাহারা
অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, আমার মতে তাহারা
নিতান্ত শোচনীয়। দেহুণ, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসমুত
সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা বিপুল অর্থ পরি-
ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই
নাই। আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই, তথাপি আমি
অর্থনামা পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা ইউক, হে
মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তি বিহীন, কাহর ও নিতান্ত
দুঃখাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্যবিধ সুখ অনুভব
করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্র কর্তৃক
এইরূপ অতিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্বাঙ্গে
আপনারে ও আপনাদিগের অধিকৃত ভবাজাতকে অনিত্য বলিয়া
জ্ঞান এবং যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করি-
তেছ, তৎসমুদায় নষ্ট বলিয়া বিদ্যাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির
ঐক্য সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদকালেও ব্যথিত হন না।
যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে তৎসমুদায়ই
মিথ্যা; তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলেই অদম্য হইতে
বিসম্মত হইবে। পূর্বপুরুষেরা যে সমস্ত ধন ধানাদি সঞ্চিত
করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে
ইহা বুঝিতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি অনুভূতাপিত হয়। দৈবের
অমূল্যজনীয়তা প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে
নিদ্রন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহারও
বিপুল ধনাগন হইয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে অর্থা-
গমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; অতএব শোক করা কোন-
মতেই বিধেয় নহে। আজি তোমার পিতা ও পিতামহগণ
কোথায় রহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাই-
তেছ না। তাঁহারাও তোমাদের দেখিতে পাইতেছেন না।
এক্ষণে তাহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি
চিঃস্বীকৃতি বা নখর, তাহা পর্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্রূপে

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না । কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি मित्र এবং কি ষিংশতিবর্ষ কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই । কেহই চির-জীবী হইবে না । যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতি সাধন করিবেন । যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকার সম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধি-বলে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছে । তাহারা ত তোমার ত্রায় শোকে অভিভূত হয় নাই । তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ ?

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন ! আমি অনায়াসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম । এক্ষণে কাল সহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি ।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য নহে । আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্তব্য ; অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে । তুমি স্নীয় অপিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর । অনাগত বিষয়ের জ্ঞান কদাচ শোক করিও না । অর্থনাশ নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্তব্য নহে । দুর্লভ মানবগণই ভূতপূর্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতারে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিদিকে সম্প্রদানী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে । ঐ সকল কারণ বশতঃ তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয় । আত্মাভিমानी ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে । তুমি ত কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই ? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্তের সৌভাগ্য দর্শনে কাতর হইও না । নিম্নসর ব্যক্তির কোশলক্রমে শত্রু-দিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় । যোগধর্ম্মবেত্তা ধর্ম্ম-পরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । অনেকে ঐশ্বর্য্য অতি দুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদায় পদার্থ পরিত্যাগ করেন । কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয়

অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ । এক্ষণে ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য । অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে । অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত স্রবের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে । যে ব্যক্তি নিরন্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অজ্ঞাত সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায় । যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্নীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরসীমা থাকে না । সৎসংসারী সাধুব্যক্তির পাৰ-লৌকিকসুখ কামনা করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মোপার্জনে মনোনিবেশ করেন । ধনলোলুপ ব্যক্তির ধন লাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবন লাভ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে । হায় ! যাঁহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ত্রায় নির্বোধ ও শোচনীয় আব কে আছে ? যখন সঞ্চিত দ্রব্য মাত্রেই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তি মাত্রেই মরণ ও সংযোগ মাত্রেই বিয়োগ নিদ্বারিত রহিয়াছে, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন ? হয় মানব-গণ ধনকে না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ কবে । বিদ্বান্ ব্যক্তি উহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হন না । এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধু বিয়োগ হইতেছে । তুমি উহা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্ত হও । ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না । ভবাদৃশ মূঢ়, দাষ্ট, সংযতায়ু ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তির সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হন না । অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে । তুমি বাগবত ও সকল জীবের প্রতি দবাণু হইয়া ফল মূল আহাব করত একাকী মহাবনে বাস কর । যিনি একাকী অরণ্যমধ্যে বৃহদন্ত হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অন্ন লাভে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায় । মহাত্মা একবার সংস্কৃত হইয়া আবার আপনাই প্রসন্ন হইয়া থাকে । এক্ষণে তুমি অমাত্যাদি বিহীন হইয়াছ, তোমার ধনলাভেরও সম্ভাবনা নাই ; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐক্লপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে ।

পঞ্চাধিকশততম

হে মহারাজ ! আর যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমারে নীতি উপদেশ প্রদান করিতেছি । সেই নীতির অনুসারে কার্য্যাত্মকান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে । যদি উহাতে তোমার অন্তরীক হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ।

কৈমদর্শী কহিলেন, ভগবন্ ! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন । অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন বার্থ না হয় ।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্তলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্তব্য । তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যবাদী বিদেহরাজের পরিচর্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমারে ধন প্রদান করিবেন । তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে তাঁহার লাভস্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিবে এবং অন্যায়সে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসমহীন সহায় বল লাভ করিতে পারিবে । সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আশ্বাসে কৃতান্ত করেন । তুমি তাঁহার নিকট যাত্রা এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন ও আদর্শীয় হইয়া সুস্থদল লাভ করিলে অন্যায়সেই সুখদীপ্তিগেহে সহিত মর্হিণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুগণের মধ্য ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মর্হিণা করিয়া অস্ত্র শত্রু বণক্ষয় করিতে পারিবে । ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম উত্তম শ্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, বস্ত্র, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত করিবে; তাহা হইলে উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে । নীতিজ্ঞ ব্যক্তিয়া শত্রুরে নিপীড়ন বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না । তুমি বৃক্ক, মৃগ ও কাকের স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বিদেহ নাম অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে হস্তর কাণ্ডে ও বলবান্দিগের সহিত বিবোধে প্রবর্তিত করিবে । মহামুলা উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখ ভোগ্য অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ দ্রব্য তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে । ঐ সময় অবাতিদিগকে যজ্ঞদানাদি কাণ্ডে ব্যাপ্ত করিয়া ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি

সন্তোষে চটয়া স্বস্তায়নাদি দ্বারা তোমার প্রতাপকার ও বকগণে জায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন । পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে পারেন । ধর্ম বা অধর্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয় । কোষই অর্থসিদ্ধির মূল কারণ । সুতরাং কোষক্ষয় হইলে শত্রুগণকে অবশ্যই বিধ্বংস হইতে হইবে । কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিরে অচিরে বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই । অতএব শত্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্তে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে প্রবর্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্বস্বাস্ত করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । শত্রুগণ ঐক্যে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়ন করে, তাহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে । ঐ সময় সর্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদি দ্বারা শত্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্তব্য । বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়া এইরূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন ।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

কৈমদর্শী কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি প্রভূততর ধনলাভ করিবার নিমিত্ত কাপটা, দাঙ্কিতা বা অধম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না । আমি পূর্বেই আপনাকে কহিয়াছি, যে, যাহাতে কৈহ আমারে পাপাশ্রয় বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে আমার সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এক্ষণ উপদেশ প্রদান করুন । ইহলোকে অনুশংস ধর্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না । আর আপনারও আমারে এক্ষণ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে ।

তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্ ! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ দীর্ঘজীবীসম্পন্ন ও অশেষ গুণে ভূষিত । অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুকূল কথাই কহিয়াছ । এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাস্ত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দব । তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইয়াও অনুশংস বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছ ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার জ্ঞান সংকুলোত্তর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন

প্রজারাজক মহাদ্বারে লাভ করিয়া অমাত্যপদে অভিষিক্ত না করিবেন? আজি আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহাধিপতিরে আমার ভবনে আনয়নপূর্বক তোমার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে অমুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের জ্যৈষ্ঠ বিহু। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার জ্যৈষ্ঠ ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। রাজা অমাত্য তিন তিন দিনও রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হন না। অমাত্যের আবার অসাধারণ শৌর্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইহারে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইহার শৌর্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের জ্যৈষ্ঠ ধর্ম্মাদ্বা ব্যক্তিদিগের সঙ্গতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই মহাদ্বা রাজতনয় সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইহারে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদায় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমারে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তোমারেও জয়াভিলাষে ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার বাক্যানুসারে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি স্থাপনপূর্বক ইহারে বশীভূত কর। এক্ষণে অমুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুরে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকট পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন দানাদি দ্বারা শত্রুরে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হন, তাহারে আপনার সর্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনক রাজা তাঁহাকে অভিষেকপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি আমাদিগের হিত-কামনায় বাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর; অতএব আমি অবিচারিত চিত্তে অচিরে উহা সম্পাদন করিব।

মিথিলাধিপতি মহর্ষিরে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে

সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ, কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমারে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমনপূর্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিরে পূজা করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়নপূর্বক পান্য, অর্ঘ্য ও মধুপূর্বক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধি নবপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়েব কিছুমাত্র স্থিতি নাই।

সপ্তাদিকশততম অধ্যায় ।

বৃষষ্টির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, ভীষিকানিকর্ষ ও ঐশ্বর্যলাভ এবং ভূপাণগণের কোষ রক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগণ পরীক্ষা, প্রজাবুদ্ধি, যাড়গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকেব সম্ভোষ সম্পাদন, ক্ষীণদিগের আশ্রয় দান ও জয়লাভ বিষয়ক কোশলের কথা কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আয়ুপক্ষীয় শূন্যগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কিরূপে বদ্ধিত, ভেদবুদ্ধি শূন্য এবং শত্রু বিজয় ও সূর্যদলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্তন করন। আমাব্যমতে ভেদই শূন্যগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্থনা করিলে উহা গোপনে থাকা নিশ্চয় কঠিন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নবপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈদ্যনল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাক্রষ্ট ও বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পরের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্থনা, বল এবং সান, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূন্যগণ নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ কবিলে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিনয়মান হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। বাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়,

অতএব পরম্পর ঐকমত্য অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্তব্য। বল পৌরুষসম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্ধশতপাঙ্কজন, অগ্ন্যাগ্ন অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালভ ও সর্কপ্রকার সুখ ভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা সতত উহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণসম্পন্ন একমতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্মব্যবহাষ সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনবীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্থনা ও কোমপূষণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্যানুষ্ঠান সময়ে পুরুষকার উৎসাহসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরে পবিত্রকর্তৃত্ব হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীরপুরুষদিগের প্রভাবেই মুচুগণ ঘোর বিপদে সবলীভূত হয়। ঐ সকল বীরপুরুষকে নিগাহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উহাদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে উহারা অচিরে বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হন, অতএব তাঁহাদিগের সম্মান করা কর্তব্য। উহাদের প্রভাবেই সমুদায় লোকের দেহযাত্রা নিষ্কল হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই গুচ্ছ মন্থনা দ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে।

সমুদায় বীরের সহিত মন্থনা করা কর্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের সহিত মন্থনা করিয়া অগ্ন্যাগ্ন ব্যক্তির হিতসাধন করা উচিত। নচেৎ মন্থনা প্রকাশ ও ভেদ নিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তির অচিরে তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলনস্তু কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ নিবন্ধন গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদসম্বৃত্ত ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরে মন্থনকে সমূলে নিমূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুল সম্পন্ন ব্যক্তিগণ একসঙ্গে ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যলাপে বিরত হন, তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কেবল উহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য হয়। অতএব ঐকমত্য অবলম্বন শূরগণের একমাত্র প্রধান উপায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহু-শাখা সঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অগ্ন্যাগ্ন গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যালোক ও মহীয়সী কীর্তি লাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অন্তর্জ্ঞা করিবেন, উহা ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক, অবিচ্যুত চিত্তে অচিরে সম্পাদন করা কর্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অগ্ন্যাগ্ন গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অগ্রমত্ত চিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অগ্ন্যাগ্ন গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরা-জিত করা যায়। তুমি উত্তম রূপে উহাদিগের গুণশ্রবণ নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উহাদিগকে অতিক্রম বা উহাদের দোষ কীর্তন করিও না। প্রতি-ন্যস্ত উহাদিগের পরিচর্যা করাই পরম ধর্ম এবং যশ, পুণ্য কীর্তি ও দুর্ভাগ্য লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়, আর যাহারা উহাদিগের সমাদর না করেন, তাহাদিগের সমস্ত প্রার্থাই বিফল হয় এবং তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্যানুষ্ঠানের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্য লাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশপ্রোক্ত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণ্যনীয় হন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা যে দেহে

সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য বাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিত্যকৃত্তব্য। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ড বিধান না করিলে পুত্রগণকে দুষিত হইতে হয় না। পিতামাতা ধর্ম্মশেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কৃত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অমুগ্ধ প্রকাশ করেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদেহ শূন্ত হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কৃত্তব্য। বাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না কবে, তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে জগহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহারেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম কামনায় যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদের তদন্তরূপ পূজা করা কৃত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ বাহ্যিক পর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব কোন রূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কৃত্তব্য নহে। শিক্ষাদান নিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কৃত্তব্য নহে। তাঁহাদের সংকায় করিলে দেবতার প্রসন্ন হন। বাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, বাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পবিত্রিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রূণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে জগহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, জীবাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিকৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের বাহা কৃত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্তর আর কিছুই নাই।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান

করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? সত্য ও মিথ্যা সমুদায় জগৎ সমাবৃত্ত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহারে কহে এবং কোন্ নরকে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদায় লোকের হৃদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কৃত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্র স্বভাবব্যক্তি ও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গজাভীরব উলূক ধর্ম্মকাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যাদয়, ক্রেশনিবারণ ও পরিভ্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব বাহাদুর প্রজাগণ অভ্যাদয়শালী, ক্রেশবিহীন ও পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কেহ কেহ ক্রতিনির্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। বাহারা ক্রতিনির্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাহাদিগের শাস্তি করি না, কারণ ক্রতিনির্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দম্ভ্যগণ পরধন অপহরণ, করিবার মানসে তাহার অহুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দম্ভ্যগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সত্যতা থাকিলেও তত্ত্বদিগকে ধন দান করা কৃত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতারে নিশ্চয়ই বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তম যদি ধন দানে অসমর্থ অধমগণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ধন হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আস্থান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষী

গণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য; ঐকুপ হইলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণ সংশয় কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধন্যরক্ষা ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্মামুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে তাহারে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তির স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেত তুল্য, অপাংক্ত্যেয়, যাগযজ্ঞ শূন্য, তপঃ পরাশ্রুত এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিবৃদ্ধাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধন নাশ হইলে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্মোপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধন্যজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবিত্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ উহারা স্ব স্ব ধর্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে তাহার প্রাণিবধ জনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? বাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞাক্রূত হওয়া অকর্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তির কাক ও গাধের তুল্য; উহারা দেহভ্যাগের পর কাঁকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেক্রপ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত সেইক্রপ ব্যবহার করাই কর্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণগণ বিবিধ সামসারিক ভারে নিভাষ্ট ক্রিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বন পূর্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থ প্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথি সংকার করেন, অশ্রয়-

শূন্য স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন সহকারে পিতা মাতার ওজ্রায় নিরত থাকেন এবং দ্বিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপামুগত করেন না; যাহারা সকলের প্রতিই অপরাধাত্মরূপ দণ্ড বিধান করেন; যাহারা রজোত্তম ও লোভ প্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন না; যাহারা অগ্নি-হোত্র পরায়ণ ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয় রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, যাহারা পরদারাভিমর্ষণে নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্মপত্নীতে গমন ও যুত্যাভয় পরিত্যাগ পূর্বক রণস্থলে ধন্যমানসে জয় লাভের অভিলাষ করেন; যাহারা প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলেও কদাচ সত্য বাক্য পরিত্যাগ করেন না; যাহারা মনুষ্যদিগের আদর্শ স্বরূপ; যাহাদিগের কোন কার্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং যাহাদিগের অর্থ সংকারণেই ব্যয়িত হয়, তাহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় কালে অধ্যয়ন করেন না; যাহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক তপোমুগত, বেদাধ্যয়ন ও অস্ত্রাশ্রয় বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন; যাহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত না হইয়া একমাত্র সত্যগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; যাহাদিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হন না ও সকলকেই আপনার গ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; যাহারা পরম শ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট বা কুংসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না; যাহারা সকল দেবতারে নমস্কার ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম শ্রবণ করেন, যাহারা আপনাদিগের মানসম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; যাহারা যাত্রা ব্যক্তিরে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাহারা সন্তানার্থী হইয়া বিগতমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সম্বরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন এবং যাহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রী সহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

হে যুধিষ্ঠির! আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এখানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম স্নহং, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চন্দের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে

এই সর্বভূতের জীবন সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে সে নিঃসন্দেহই অনায়াসে ছুফর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গাতিতরণ পাঠ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট কীর্তন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরে শ্রবণ করান তাঁহারাও ছুফর বস্ত্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। হে ধর্মরাজ! মনুষ্যেরা টেহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে ছুফর বিষয় সমুদীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকানেক শাস্ত্রপ্রকৃতি পুরুষকে অশাস্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশাস্ত প্রকৃতি পুরুষকে শাস্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিরূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্রগোমায় সংবাদ নামে এক পুণ্ড্রন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুণ্ড্রকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুণ্ড্র নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রুরস্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগ পূর্বক আপনার কন্যফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব জন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে বাহার পর নাই নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ পূর্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রমানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই থানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন। জন্মভূমি স্নেহনিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার স্বজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধি বৈপরীত্য জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্দোষ! তুমি নরমাংসলোলুপ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক এই ঘোরতর শ্রমান ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান ধর্ম অবলম্বন পূর্বক মাংসভোজনে নিরত হও। আমরা তোমারে আহার সামগ্রী প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে যুক্তিযুক্ত বচনে তাহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্যের অমুষ্ঠান করিতে হইবে ইহা ভ্রাতৃত্বগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশ চরিত্র দিকে বিস্তীর্ণ হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্রমানভূমিতে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্মবিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কন্যফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম মধ্যে অবস্থানপূর্বক ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যা কারীরে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্তার দান রূপা হইবে? তোমরা লোভবশতঃ কেবল উদর পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ ঘটিবে মুগ্ধ ব্যক্তির তাহা কিছুই ঐশ্বিতে পাবে না। আমি এক্ষণে উভয়লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুঃখবৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি।

হে ধর্মরাজ! ঐ সময় এক প্রভূত পরাক্রমশালী শাদ্দুল সেই শ্রমানে অবস্থান করিতেছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণে তাহারে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যাত্মরূপ অর্চনা করিয়া অমাত্যপদে অভিষেকপূর্বক কহিল, মহাত্মন! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি এক্ষণে তুমি সৈচ্ছাত্মরূপ আহার বিহাব করিয়া আমার সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব অতএব ভূমি আমাদের নিকট মুহূর্ত্তা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

তখন গোমায়ু সেই শাদ্দুলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈশ্বৎ নম্রবদনে কহিল, যুগেজ্ঞ! আপনি যে ধর্মার্থ কুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায়লাভের বাসনা করিয়াছেন, ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহত্যা দ্বারা অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অহুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দূরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভ বিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচাৰ্য্য ও পিতার ত্রায় পূজা করা কর্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সেরূপ কার্য্যমুষ্ঠানে আমাব অভিরূচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ

করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহারা আমার নিমিত্ত ক্ষুধারিত হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহাব্যক্তির অধীনতাও দ্রাবণীয় নহে। যে ব্যক্তি দার্দ্র্যদর্শিতা ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভূরি ভূরি দান ও পাপায়াদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অন্ধে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই। স্তুরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসম্মিধানে অবস্থান করিলে অন্তরুক্ত নিন্দানিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রহ্মচর্যাগি কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আশ্রয় প্রবণে যেক্রপ ভয় অনুভব করে সন্তুষ্টচিত্ত ফলমূল্যাহারী বনচারীগণ কখনই সেক্রপ ভয়ে ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল স্নানাদি অল্প এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই তাহাই সুখবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। বাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেক্রপ ব্যবহার করিতে হইবে অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব, আপনাকে তাহা সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন কদাচ তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্থনা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নিজেই আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্থনা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমারে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্থনার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন না।

শৃগাল এইরূপ কহিলে শাদ্দুল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শাদ্দুলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাচার গোমাঘুর মন্থণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের

উন্নতি বাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহারে সাহায্য ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐর্ষ্যা প্রদান ও বিবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোনরূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হইয়া শাদ্দুলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধি পরাশ্রুত শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে তাহা বিবেচনা অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শাদ্দুল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোথান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। তখন ধূর্তেরা শাদ্দুলকে মিবেন্দন করিল, যুগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমতী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। শাদ্দুল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিলম্বে চনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহারে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শাদ্দুলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাহায়ে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, যুগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্ব তাহার স্বভাবের বিষয় যেক্রপ শ্রবণ করিয়াছেন, উদ্বিগ্নে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের গ্রাস, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপট-ধনুসপ্রায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার বিশ্বাস জন্মে তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শাদ্দুলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্ব্বক রাজারে প্রদর্শন করিল। তখন শাদ্দুল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোমাঙ্কুলিত লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।

ঐ সময় শাদ্দুল জননী তাহার এই অমুজ্ঞা শ্রবণগোচর করিয়া তাহারে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের কপট বাক্যে রুদ্ধচিত্ত বিশ্বাস করিও না। অসাধু

ব্যক্তির। মানুষকে কার্যবোধে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জনের স্বভাবই এই যে, তাহার অন্তের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকাঙ্ক্ষানিরত বিকৃত স্বভাব লম্পন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উর্দাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দোষ লোকেরা লুক্কপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের, ধান্নিকেরা অধান্নিকদিগের এবং সুকূপেরা বিরূপদিগের বিবেচ্যভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুক্কস্বভাব কাণ্ডজ্ঞান শূন্য কপট পণ্ডিতেরা বুদ্ধিমত্তির ন্যায় বুদ্ধিমান নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্দেশ্য করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না, আজি ভয় সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসত্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তির। উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খন্ড্যোতকে হতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তৃতঃ আকাশে কটাহ ও খন্ড্যোতে হতাশন নাই। অতএব প্রত্যেক বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিরে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাশূন্যই প্রশংসনীয় ও যশস্বর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সংপাতি লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণ দণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্দোষকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

শার্দূলের মাতা তাহারে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে এমন সময় শৃগালের এক পরম ধার্মিক চর উপস্থিত হইয়া শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় শার্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন যুগরাজ শার্দূল গোমায়ুর সচরিত্রতার বিষয় শ্রবণে আক্লান্বিত হইয়া যথোচিত

উপচারে সংকার করিয়া শৃগালকে দেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োগবেশন বাসনার শার্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দূল গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রক্কম লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তাহারে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল শার্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রগতি পুরঃসর বাশ্পগদগদ বচনে কহিল, যুগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমারে যাহার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্বস্ব, প্রগরিত, দুর্বল, লুক্ক, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, নির্দয়, সতত সন্তপ্ত ও বাসনা-সক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদ পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমারে আর কিরূপে বিশ্বাস করিবেন আর আমিই বা কিরূপে আপুনার নিকট অবস্থান করিব। আপনি আমারে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিই আবায় নির্দিষ্ট নিয়ম উলঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে একবার যাহারে সচরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষ প্রত্যাখ্যান করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে 'ও' আমি আপনা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে অনেকেই আমাদিগের রক্ষােষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইতেছে, তাহার সম্ভাষণ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিরে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অজুবক্ত, তাহারে বিযোজিত করা উভয় সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিরে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থ শূন্য হইয়া ভর্তার হিত সাধন করে না। সকলেই স্বার্থ সাধন তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিত-

বুদ্ধি নিতান্ত দুর্বল সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র কার্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাভব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ব প্রাপ্তিব বাননা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শাব্দ-লকে এইরূপে ধর্মকামার্থসম্বন্ধ উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য নরপতি-দিগের কর্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখ লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মবাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য কর্তব্য এবং যে কার্য করিলে তাঁহাদিগের সুখ লাভ হয়, তাহা কীর্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিশ্বর বিপুল উষ্ট্র অরণ্য-মধ্যে কঠোর নিয়ম ধারণ পূর্বক তপস্তা করিত। অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোহুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্! আর্পণ্য প্রসাদে আমার এই গ্ৰীবা শত যোজন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক। ভগবান্ কমলময়িনি উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও প্রার্থিত বর লাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্তে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বৎসারোহে দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্ত্র স্থানে গমন করিতে বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্ৰীবা প্রসারণ পূর্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমু-খিত হইল। তখন ঐ নির্কোষ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্ৰীবা গিরি-গুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ জলে প্রাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসভীষী শৃগাল শীতার্জ, ক্ষুধার্জ ও নিতান্ত পিণ্ডাশ্রিত হইয়া পক্ষীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্ৰীবা ভক্ষণ করিতে আ-রম্ভ

করিল। তখন নির্কোষ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দশা দর্শনে যাহার পর নাই হুঃখিত হইয়া এক বার উচ্চৈঃ ও পুনরায় অধোভাগে গ্ৰীবা নিক্ষেপ করিত উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ পূর্বক প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্মরাজ! সেই দুর্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্তপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব তুমি আলস্ত পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিরেই জয় লাভের মূল বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কার্যসাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহ মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অদম উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গৃহ মন্ত্রণাশ্রবণনিরত, সহায় সম্পন্ন অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয়লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থ লাভ হয়। সহায় সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্মবাজ! পূর্বতন বিধিদর্শী সাধু লোকেরা যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমা-রে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূর্বক সমুদায় কার্যের অহুষ্ঠান কর।

এয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্বল স্বাক্ষ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুঁর্বতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে শ্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল ও শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কুলসম্বৃত বেতস সকল অসার ও অজ্ঞাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদায়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমা-দিগের কোন কার্য সাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিবত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস

আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর । তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, নাথ ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তম্ভ ভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সেরূপ নহে । তাহারা নদীবীগে সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে । আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশু, অমুক্ত ও অমুক্ত বলিয়া উন্মূলিত করি নাই । ফলতঃ যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না ।

হে ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি ঐ রূপ প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসম্ভব জ্ঞান করে, তাহার অচিরে বিনাশ লাভ হইয়া থাকে । প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগেব ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীৰ্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না । অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির শত্রুরে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাহার নিকটে বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন ।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যুধিষ্ঠির সত্য সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে উগ্র স্বভাব প্রগল্ভ মূর্খ কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার নিকটে এই বিষয়ের যথার্থ্য কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নিকোষের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদায় পুণ্য লাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদায় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন । অতএব মন্দ ব্যক্তিরে টিটিভের ন্যায় রুদ্ধ স্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিম্নল । “আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিরে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিত ভাবে বিষম বদনে মৃতকর হইয়া রহিল” মূঢ় ব্যক্তির এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপ কন্মের প্রশংসা করিয়া থাকে । ঐরূপ নীচাশয় নিলজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত । নিকোষেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ করাই অবশ্য

কর্তব্য । অরণ্যমধ্যে কাঁকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত । কিন্তু যেমন এক জনকে তুমি মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হও বলিলেই সে প্রাণ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষাবোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই । ময়ূব যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি ছুঁকা প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জাবজহ্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না ।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যলাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ লোকের গুণব্যাখ্যান ও পরোক্ষ নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুকুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোম কার্য্য কোন ক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না । বিচক্ষণ ব্যক্তি অথবা কুকুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাশাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংশ্লব্ধ অবিলম্বেই পরিহার করিবেন । দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রত্যাগমন করে । যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহা বৈতন্যরাশি মধ্যে নিপতিত গদগ্ধের ন্যায় হুঃখে নিমগ্ন হইতে হয় । যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শীলারকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুকুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য । উচ্ছ্রাল, অধিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কাব্যে নিরত পাশাত্মারে ধিক্ । যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে “তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না” বলিয়া তৎকালে তাহারে নিবারণ করা কর্তব্য । স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন । মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দৃশনে দর্শন নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহারে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে । যে মহাত্মা লোকসমাজে হুজ্জনকৃত ভৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমস্ত হিতোপদেশ সতত পাঠ করেন, তাহারে কখনই পর-
নিন্দাজনিত ক্লেশ সহ করিতে হয় না ।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক । আপনি ছরাসাদিগের দুর্ভীক্যদোষ সমুদায় কীৰ্ত্তন করিলেন । এক্ষণে আর কএকটি বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনারে ভগ্নন করিতে হইবে । কিরূপে পুত্রপৌত্রগণের সম্ভোগ ও রাজ্যের উন্নতিসাধন, বংশের সুখ বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করা যায় । নরপতি রাজ্যে অভিযুক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কিরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন ? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অল্পবায়বশতঃ অন্নভোজনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যগণকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখ লাভে সমর্থ হন কি না ? আর রাজা ভৃত্য বিহীন হইয়া একাকী কখনই রাজ্য শাসন করিতে পারেন না ; অতএব কিরূপে কুলশীল সম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে হইবে ?

হে পিতামহ ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তি সম্পন্ন ; অতএব জ্ঞেয় রাজধর্ম কীৰ্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভগ্নন করুন । আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্মোপদেশী, মহাত্মা বিদুরও সতত আমাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া চিরকাল পরম সুখে নিদ্রাসুভব করিতে পারিব ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! রাজা একাকী কখন রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না । সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থ লাভ করিতে পারে না । যদিও কথঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিত্যন্ত সুকঠিন হয় । যাহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবুদ্ধি, হিতৈষী, সংকুলসম্বৃত ও স্নিগ্ধস্বভাব, বাহ্যে অমাত্যগণ সর্বদা নিকটে অবস্থান, সত্বপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সন্ধান করে এবং অতীত বিষয়ের জ্ঞান অমুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাহার সহায়গণ সমস্তঃখস্বখ সত্যবাদী হিতকারী ও অর্থ চিন্তায় তৎপর এবং যাহার জনপদ মধ্যে প্রজাগণ নীচাশয় প্রভৃতি পরিত্যাগ ও সংপথাবলম্বন পূর্বক পরম সুখে কাল যাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন । যাহার ধন্যগার ও ধান্যাদি রক্ষার স্থান সতত কোষবর্জনতৎপর বিদ্যন্ত লোক কর্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরে সমৃদ্ধিশালী হন ।

যাহার নগরে অর্থ প্রত্যর্থীর বিচার বথার্থ রূপ হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়ন পূর্বক সন্ধি বিগ্রহাদি বড়বর্গের অহুতান করেন, তাহারই ধর্মফল ভোগ হইয়া থাকে ।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহর্ষিগণ জন্মদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট এই ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শন স্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ফলমূল্যাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন । ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শাস্ত্রস্বভাব, স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও উপবাস পরায়ণ ছিলেন । বনচারী জন্তু সমুদায় সেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সম্ভাবদর্শনে বিস্ময় চিত্তে নিয়ত তাহার সম্মুখানে সমুপস্থিত থাকিত । ক্রুর ব্যাঘ্র, মদমত্তমাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অস্ত্রাশ্রয় শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন স্থাপদগণ তাহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রতাহ তাহার নিকট আগমন পূর্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত ।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুকুর বাস করিত । ঐ কুকুর ফলমূল্যাহারী, উপবাস নিরত, দুর্বল ও শাস্ত্রস্বভাব ছিল । সে কদাপি মহর্ষিরে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন করিত না । সতত ভক্তি প্রদর্শন করত তাহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত । তপোধন তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন । একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কুংপিপাসায় কাতর হইয়া আহার লাভার্থ স্রব্ধী লেহন, পুচ্ছ আঁফোটন ও মুখ ব্যাধান পূর্বক সাক্ষাৎ ক্রুতান্তের ন্যায় আশ্রমভিমুখে আগমন করিল । তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, ভগবন ! ঐ দেখুন, কুকুরদিগের পবন শত্রু দ্বীপী আমারে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে ; আপনি সর্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন ।

তখন সর্ব জীবের ভাবজ মহর্ষি কুকুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহারে কহিলেন বৎস ! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না । অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরি-

ত্যাগ পূর্বক বীণীর আকার প্রাপ্ত হও। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমের ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্বক স্বর্ণ সন্মুখ সন্মুখ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুদ্র বীণী সন্মুখে আপনার অহরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিষেযভাবে পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎকাল পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দূল ক্ষুধার্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদান পূর্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন বীণী তদর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহারে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরে তীষণ শার্দূল প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র বীণীরে শার্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্মরাজ! এইরূপে সেই সারমের মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্র লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের জ্ঞায় বস্ত্র ভক্ষ্য সমুদায় ভক্ষণ করিয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিল।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তি সাধন পূর্বক পর্ণকূটীরসমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় এক বিশাল বিষণ্ণসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ভিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীত চিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহারে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জর প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহারে মহামেষের জ্ঞায় অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে তথা হইতে অপমৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জর লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন ও পদ্মবনে পর্যটন করত বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুলকালান্তক গিরিকন্দরসমুত্ত কেশর-রাজ্যবিরাজিত এক তীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহারে সিংহ প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক

বস্ত্র সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহারে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অমুকম্পায় সিংহ লাভ পূর্বক সিংহ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অস্ত্রান্ত ক্ষুদ্র পশু সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবিত রক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্বপ্রাণিবিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিত লোলুপ অষ্টপাদ উর্দ্ধনেত্র বস্ত্র শরভ ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভ প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি তীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অমুকম্পায় শরভ লাভ করিয়া পরম মুখে তাহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অস্ত্রান্ত মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বস্ত্র ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, সে সতত প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দান্ত শরভ বলবতী শোণিতকুম্ভায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিরে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবন লব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুর্ভিক্ষি অবগত হইয়া উহারে কহিলেন, অরে পামর! তুই অগ্রে কুকুরঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অমুকম্পায় ক্রমে ক্রমে হোর বীপিত, ব্যাঘ্র, কুঞ্জর, সিংহ ও পরিশেষে শরভ পথ্য লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোরে ক্রমশঃ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমারেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্বতন কুকুর ঘোনি প্রাপ্ত হ। মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মূনিজনদেহটা দৃষ্ট প্রকৃতি শরভ অচিরে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! এইরূপে সেই সারমের পুনর্বার স্বীয় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহারে

যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রত্নর প্রদান করা কদাপি বিধের নহে। বুদ্ধিমান নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিনীতা, চরিত্র, কুল, জিতেজ্জিয়তা, দয়া, বলবীৰ্য্য ও ক্ষমা গুণের পরিচয় গ্রহণ পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্তব্য নহে, যে রাজা প্রতিনিয়ত অসংকুলসম্বৃত জনগণে পরিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখ ভোগে সমর্থ হন না। সংকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তির ভূপতি কর্তৃক বিনাপরাদে নিপীড়িত হইয়া ও তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করেন না, কিন্তু অসংকুলসম্বৃত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুৰ্লভ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া ও তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়; অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয়প্রদান করাই বাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধুজনের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সংকুলসম্বৃত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, জিতেজ্জিয়, অলুপ্ত, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্ত শূন্য, স্বকর্ষানিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্ণবেত্তা, শত্রুসৈন্য বিদারণসমর্থ, ব্যূহভাস্ত্রজ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাস্ব নপুং, অহঙ্কার শূন্য, অমূল্য, নীতি-পরায়ণ, গুরুভাব, প্রিয়দর্শন, মুহূর্ত্তাধী ও দেশকালজ্ঞ, তাহা-রেই মস্ত্র পদে অভিষেক করা কর্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিরে মন্ত্রিপদ প্রদান পূৰ্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চক্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালন তৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্য পরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসর ক্রমে পুরুষকাব প্রদর্শন করিতে পারেন; যিনি বৃদ্ধগণের গুরুভাবতৎপর, জ্ঞানবান, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতেজ্জিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীত্যনুসারে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতি ও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দানও গ্রহণ করেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাবান, প্রিয়দর্শন, নিরহঙ্কার ও হিতা-মুখান নিরত, বাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত হৃদিত ব্যক্তির হৃৎখ নিবারণ ও বিবেচনা পূৰ্ব্বক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন গুণজনক কার্য্য সাধন করিলে তাহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ বাঁহার প্র

প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে; বাঁহার বিলক্ষণ লোক সংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গৃহ বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন; আর যিনি ধর্ম্ম কন্ঠের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থ-নীৰ ও সমাদরভাজন হন।

গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিরে রাজ্য রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যাস লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সময়দক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক, অস্ত্রবিদ্যাবিহারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজাবোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিত্যন্ত ব্যগ্র, উদযোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাহাএই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

ঊনবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে মহীপাল কুকুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচ কার্যে নিয়োজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। কুকুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে; অতএব উত্তম জ্ঞতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকর্ষ সাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্তব্য। অযোগ্য পায়ে উচ্চপদ প্রদান করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অমূল্য কার্যে নিয়োজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখ সন্তোষ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং বীপীকে বীপীর পদে নিয়োজিত করাই কর্তব্য। বুদ্ধিমান নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব মনুরূপ কার্যে নিয়োগ করিবেন। যে রাজা আপনার কন্ঠের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অমূল্য ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূখ, অপ্রাজ্ঞ, কৃত্ৰাশয়, অজিতেজ্জিয় ও দুহুলসম্বৃত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধের নহে। সাধু, সংকুলসম্বৃত, মহাবল পরাক্রান্ত, জ্ঞানবান, অহঙ্কারশূন্য, উন্নতশয়, বিত্তপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পাশ্চর্য করা বিজ্ঞ রাজার কর্তব্য। যে সকল লোক কার্য্যতঃ

পর, শাস্ত্রস্বভাব, অসুগত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগুণে সমলকৃত এবং যাহারা আপনার কার্যসাধনে পরাশ্রয় না হয়, নরপতি তাহাদিগকেই আপনার প্রাণসদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই স্তায় ক্ষমতা হয়। কিন্তু সিংহ যদি কুকুরদিগের সহবাস করত সিংহের কার্য নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের স্তায় ফল ভোগ করিতে পারে না। ঐ রূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সংকুলসম্বৃত ব্যক্তিদিগের সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তির শরের স্তায় অপরাশ্রয় হইয়া তাঁহার কার্য সাংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ব-বাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্নসহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদায় উন্নতির মূল; অতএব যাহাতে কোষ পরিবদ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্মরাজ! তোমার কোষ্ঠাগার নিরন্তর প্রভূত ধাত্রে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণ কর্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধনধান্যশালী হইয়া স্নেহে কাল যাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অস্বাভোগে পটু হউক আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুকুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?

বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্মার্থবেত্তা পূর্ব-তন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম সবিস্তরে কীর্তন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারংশ কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সমুদায় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম। অতএব যেক্রমে লোকদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তক্রূপ ধর্মপরায়ণ নরপতিও

বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা ক্রুরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও ভেদ্য প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হন, তিনি নিশ্চয়ই স্তম্ভ ভোগ করিতে পারেন। যে কার্য সাধন সময়ে যেক্রূপ রূপ ধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য সাধন সময়ে সেইরূপ রূপ ধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি স্বল্প অর্থ সাধনেও অসমর্থ হন না। শরৎকালীন শিথীর স্তায় মুকতাব অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রণা গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্র-ভেদাদি কার্য পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা অর্থ সংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্মের চিত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রুরতাদি দোষ গোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদাত্তদণ্ড ও অগ্রমণ্ড হইয়া প্রজাগণের আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্বক কব গ্রহণ করিবেন। স্বপ-ক্ষের প্রতি বিস্তৃত ব্যবহার, অশ্বাদি সঞ্চারণ দ্বারা শত্রুগণের শস্ত ক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান নরপতি সহায় সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদ্‌ঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন। অস্ত্র প্রদেয় হইতে আরম্ভ ক্রমেই স্তায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবল পরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছল সহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণ সংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের স্তায় অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান থাকিবেন এবং যাহাতে পরকীয় চরণেব মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত একরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রু সম্পর্কীয় চরদিগের কপট জ্ঞান বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজার নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব বাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্তব্য। কুটিলস্বভাব ক্রুদ্ধ শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্তক্যাদির পূর হইতে নির্বাসন ও দৃঢ়মূল স্বীয় আশ্রয়গণকে যত্নসহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান ভূপতি ময়ূরের স্তায় আত্মরক্ষা বিস্তার এবং গহনবনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের স্তায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশ পূর্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

যত্ন সহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধি দ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা ই কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই

শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপন পূর্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয়বুদ্ধি দ্বারা কার্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীহরী স্বভাবতঃ শাস্ত্রপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্যাকাৰ্য্য বিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতি তুলা বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে এক বার নিকৌধের জ্ঞায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিকিপ্ত তপ্ত লৌহের জ্ঞায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন।

কি আপনার কি অন্তের সকলেরই কার্য্য সমুদায় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অমুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবি-
 রোধে সমুদায় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। প্রজাগণ যে রাজারে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহারে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যব-
 হার সময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মুহু-
 ভাবী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুপ্ত, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়া-
 বহু, নির্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। ভূপতিগণ এইরূপে কার্য্যের গতি নিরূপণ পূর্বক চর-
 গণের সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিবেন। যে
 রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য
 পর্য্যবেক্ষণ ও আয় ব্যয় নিরূপণ করেন, বহুকাল তাঁহারেই বিপুল
 সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশ্য
 রূপে অমুগ্রহ প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আশ্রয়
 রক্ষা ও রাজ্য পালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি
 কিবণজালমণ্ডিত সমুদিত্ত দিবাকরের ন্যায় প্রতাহ স্বয়ং পরি-
 ভ্রমণ পূর্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদায় সমাচার অব-
 গত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তজপ বুদ্ধিমান
 রাজা প্রতাহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত
 সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা
 তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। মধুকরগণ যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে
 মধু আহরণ করে, রাজাও তজপ ক্রমশঃ অর্থ সংগ্রহ করিবেন।
 শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সন্ধিতার্থ ব্যয় করেন না। সংগ্রহ করিয়া
 যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারা ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা
 কর্তব্য। অন্ন অর্থে তাক্ষীল্য প্রকাশ, শত্রুদিগের প্রতি অবজ্ঞা

ও নিকৌধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবেলে আপনার
 উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিত্য আবশ্যক।

ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা,
 গাভীর্ঘ্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি
 অন্ন বা প্রভূত অর্থের বুদ্ধির হেতু। 'হত্যাশন অন্নমাত্র হইলেও
 দ্রুত সংযোগে পরিবর্জিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র
 অল্পর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়ব্যয়শালী ব্যক্তির
 অন্নমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। শত্রু বালক,
 যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন প্রমত্ত পুরুষের বিনাশ সাধনে
 অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে আর শত্রু কালসহকারে সুস-
 ম্পন্ন হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অত-
 এব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।
 বিবেচনাপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্ হউক, চেষ্টা করি-
 লেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্ঘ্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অত-
 এব যে রাজার শত্রু আছে, তাঁহার কদাপি প্রমত্ত হওয়া উচিত
 নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের
 ক্ষয়, বুদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অমুদ্রাবন পূর্বক সন্ধি বা
 যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্য সংসাধনের
 নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য।
 অতি প্রথরবুদ্ধি বলবান্ শত্রুরেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে
 পারে এবং বুদ্ধি প্রভাবে পরিবর্জিত বলও সুরক্ষিত হয় স্তত্রাং
 বুদ্ধি পূর্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায়ই
 প্রশস্ত। যে মহীপাল গভীরস্বভাব ও নির্দোষ, তিনি অন্ন বলেই
 সমস্ত অভিলাষ সকল করিতে সমর্থ হন। আর যিনি অন্ন বলে
 লুপ্ত ও গর্হিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে
 পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান রাজা শাস্ত্র ভাব অবলম্বন করি-
 য়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল
 প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহারে বিদ্যাতের অচিরাৎ নিমী-
 লিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুলবিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য
 কার্য্য সমুদায় উদ্যোগ দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্য-
 বসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বুদ্ধিমান মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য প্রাণিগণ
 দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ
 দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থ দান করিয়া লুপ্তকে
 আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুপ্ত ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে
 পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে
 ধর্ম্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুপ্ত ব্যক্তি অন্তের পুত্র,

কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, অতএব রাজা লোক ব্যক্তিরে কদাচ আগ্রহ প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান ভূপতি নীচ ব্যক্তিরেও শত্রুর কার্য্য সম্বলনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্যোগ ও অহুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সংকুলসম্বৃত যহীপল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তদ্বাসসন্ধান করেন এবং যিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।

হে ধর্মরাজ ! আমি সংক্ষেপে যে সমুদায় বিধিনির্দিষ্ট রাজ-ধর্ম কীর্তন করিলাম, তৎসমুদায় তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে রাজা এই সমুদায় বিলক্ষণরূপে অবগত হন, তিনি অনায়াসে পৃথিবী পালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্বৃত সুখ-ভোগে অনাস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে অগ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ় চিরকুম শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্য সাধন সময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। যাহারা নির্দোষের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহার কদাচ বিপুলসম্পত্তি ও প্রভূত যশ লাভ করিতে পারেন না। দুই জন মিত্র পরস্পর শ্রীতিসম্বদ্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্য সাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস ! আমি এক্ষণে যেরূপ রাজ-ধর্ম কীর্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্তী হইয়া প্রজাপালনে অমুরক্ত হও, তাহা হইলেই পরম সুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্মই সমুদায় লোক রক্ষার মূল কারণ।

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে সনাতন রাজ-ধর্মবিষয় কীর্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্বপ্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যাক্যোনি প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কি হুঁর কি অহুর কি মহুবা সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার প্রকার কিরূপ ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? উহা কিরূপে অমুরকণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি

জাগরিত থাকিয়া সমুদায় জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! দণ্ড ও ব্যবহারের রূপ তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদায় বশবর্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্মের লোপ না হইয়া প্রভূত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহারেই ব্যবহার কহে। পূর্বে ভগবান্ মহু সর্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিরে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ। আমি যে মহুবাক্য কীর্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মহু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহারে প্রাক্তন বাক্য কহে। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে ত্রিবিধ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা ; উহার তেজ প্রজ্জলিত হতাশনের শ্রায় ও রূপ নীলোৎপলদলের শ্রায় শ্রায়মল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উহার কর্ণ স্রুতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল উর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আশ্রদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের শ্রায় চর্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্র মূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গা, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদগর, শর, মুঘল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহ পূর্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত, কাহারে বিদারিত, কাহারে বিপাটিত ও কাহারে বা ঘাতিত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম, তীক্ষ্ণবর্ম, তুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্মপাল, অক্ষর, দেব, সভাগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, ক্রতনয়, জেষ্ঠ মহু ও শিবঙ্গর এই কয়েকটি নাম কীর্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎরূপ ধারণ ক্রান্তে ইহারে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্তন করা যায়। মহারাজ ! দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মক্ষণ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্তা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ,

দর্প, দম্ব, ধৈর্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহংকার, বায়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, স্নেহ, বাবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মুহূর্ত, তীক্ষ্ণতা, মূঢ়তা, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য, অকার্য, অহুয়া, অনহুয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তদ্ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাচুর্য না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহারে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতির সমুদ্রত করে; অতএব দণ্ডই সর্বপ্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সংপথে প্রবর্তিত করে। ধর্ম সর্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগ যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন। দেবতার প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দের নিকট প্রজাগণের গুণ কীর্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্ন দান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড জৈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, মন, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহার প্রভুত সৈন্তসম্পন্ন হন, সন্দেহ নাই। হে রাজন! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজলোক ও মেঘাদি এই অষ্টবিধ বল দ্বারা কুল, বিপুল ধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর, বল ও কোষবন্ধনোপযোগী অন্যান্য বল সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। রথী, সাদী, ত্রিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রোড়িবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের শরীরস্বরূপ দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যজ্ঞ পূর্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন

পূর্বক তাহারে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক। কুলাচার উন্নয়ন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ স্তবরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমুখিত তাহাই বহুগুণ সম্পন্ন ধর্ম। মনস্বীর ধর্মামুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার তিনলোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম এবং যাহা ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহাই সংপথ। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগদিগের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা। এই ধর্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য কেহই নাই।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়

হে ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক তপোহুষ্ঠাননিরত ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্মপত্নী সমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জ পৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থান পূর্বক মন্তকে জটা বন্ধন করিয়া ছিলেন বলিয়া সংশ্লিষ্টব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থান পূর্বক তপোহুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণ গণের সম্মানিত ও দেবর্ষি তুল্য হইয়া উঠিলেন।

কিয়দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শক্রহৃদন মহারাজ মাক্ষাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহারে তপস্তায় অমুরক্ত দেখিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মাক্ষাতারের অবলোকন করিয়া পাদা অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক তাঁহার রাজ্যের সপ্তাঙ্গীন কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমারে আপনার কি কার্য সাধন করিতে হইবে?

তখন মহীপতি মাক্কাতা যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন, নরনাথ ! আপনি বৃহস্পতির সমুদায় মত ও শুক্রাচার্য্যাবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি ? আর কি নিমিত্ত উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদায় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি ।

বসুহোম কহিলেন, মহারাজ ! যেক্রমে প্রজাগণের নিয়ম রক্ষার্থ ধর্মের আয়ত্তরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে সর্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনায় তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না । তখন তিনি আপনায় মন্তকে এক গর্ত্ত ধারণ করিলেন । ঐ গর্ত্ত বহুকাল ব্রহ্মার মন্তকে রহিল । ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন । ঐ অবসরে সেই গর্ত্ত তাঁহার মন্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল । ঐ গর্ত্তসমুত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরাহিত্য প্রদান পূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিৎ, অন্তর্হিত হইল । তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছ্বল হইয়া উঠিল । কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না । সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল নিজস্ব ও পরস্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ রহিল না । প্রজাগণ আমিশগ্নু কুরুগণের জ্ঞায় পরস্পরের নিকট বল পূর্বক দ্রব্য অপহরণ ও বলবানেরা চক্ষুগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল । এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! যাহাতে প্রজাগণ মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি রূপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন । তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন । ঐ সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোক বিপ্রত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল । অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনরায় চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সূর্য্যকে পিতৃগণের, সমুদ্রকে নদীকূলের, বরুণকে জল ও অশ্বরগণের, যুত্বারে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে

বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্র মণ্ডলের, অংগমানকে লতা-জালের, ষাটশ ভূজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও স্তম্ভধ্বংসের এবং ক্ষুপকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন । কিয়দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সূচস্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ পূর্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন । তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরারে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিরে, মরীচি ভৃগুরে, ভৃগু ঋষিগণকে, ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুরে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন । হে মহারাজ ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া জ্ঞান অন্যান্য অবধারণ পূর্বক দণ্ডবিধান করা কর্তব্য । ভৃষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে । রাজারা কেবল ভয়প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন । অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত নিহত বা নিকৃষিত করা তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে । বৈবস্বত মনু প্রজা রক্ষার্থ ভূমণ্ডলের দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন । ঐ দণ্ড তদবধি প্রজা রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে । প্রথমতঃ পরাক্রমশালী ভগবান্ ইন্দ্রই সমুদায় প্রজাপালন করিতেন । তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মার পুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে ভেজ, ভেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্বত, পর্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হর্যগ্রীব, 'হর্যগ্রীব' হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চক্ৰ, চক্ৰ হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন । এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন । এই স্বাবরজস্রমপরিপূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে । দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে । পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে । সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবা দিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন । দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে । অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি জ্ঞানানুসারে বিচার করিয়া দণ্ডপ্রয়োগ করিবেন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের

এই ইতিহাস অবহিত চিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদায় মনো-
রথ পূর্ণ হয় । এই আমি তোমার নিকট সৰ্বলোকনিয়ন্তা
দেৱের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম, অর্থ ও কাম কিরূপে
নির্ণয় করা যাইতে পারে । লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ? উহাদের উৎপাদক কে ? এবং উহাদের
সংস্কে ও অসংস্কে ভাবই বা কিরূপ আর কোন্ কোন্ বস্তুতে
নির্ভর করিয়া লোক যাত্রা সম্পূর্ণ নির্বাহ হইতে পারে ? আপনি
এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন । ঐ সমুদায় শ্রবণ
করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্মার্থ
কাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন
করিতে পারে । উহারে ঐ ত্রিবর্গের সংস্কে ভাব কহে । অর্থ
ধর্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ
সংকল্পমূলক আর সংকল্প বিষয়মূলক । বিষয় সমুদায় তাহার
সিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে । উহারাই ত্রিবর্গের
মূল । ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ ; লোকে শরীর রক্ষার্থ
ধর্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইজ্জিবর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ
কামের সেবা করিয়া থাকে । ঐ তিন বর্গই রজোগুণ প্রধান
বলিয়া পরিগণিত হয় । 'উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরি-
ত্যাগ না করিয়া অনাশ্রুচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আব-
শ্যক । ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষ-
লাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে । ধর্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই
ধর্ম উৎপন্ন হয় । আজ্ঞানাক্ষ মনুষ্যেরী কদাচ ঐ রূপ ধর্মার্থের
ফলাভিতে সমর্থ হয় না । ফলাভিনক্ষি ধর্মের মল স্বরূপ, দান
ভোগ বিষৃথতা অর্থের মল স্বরূপ এবং প্রমোদ পরাধুথতা
কামের মল স্বরূপ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । যখন ত্রিবর্গ
ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয় তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দ রূপ ফল
প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে ।

এই স্থলে কামন্দক্যাক্রিষ্ট সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতি-
হাস কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । একদা মহারাজ আক্রিষ্ট
মহর্ষি কামন্দকে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিষাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা
করিলেন, তপোধন ! মহীপাল কাম ও মোহ প্রভাবে পাপানু-
ষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন

হইতে পারে ? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম বোধে
অধর্মের অনুষ্ঠান করে রাজা কিরূপে তাহারে পাপ হইতে বিমুক্ত
করিবেন ?

কামন্দক কহিলেন মহারাজ ! যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরি-
ত্যাগ পূর্বক কেবল কামের অনুশীলন করে তাহার বুদ্ধি নাশ
হইয়া যায় । বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্মার্থনাশক মোহ প্রাচুর্ভূত
হইয়া থাকে এবং সেই মোহ প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও চুরা-
চার হইয়া উঠে । রাজা যদি সেই চুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান
না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের স্থায় তাঁহা হইতে সন্-
লেই ভীত হয় । প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার
অনুসৃত্তি করেন না ; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণ সংশয়
হইয়া উঠে এবং তাঁহারে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে
জীবন অতিবাহন করিতে হয় । নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া
প্রাণ ধারণ করা মৃত্যুতুল্য হইয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । এক্ষণে
বিদ্বান ব্যক্তিরা পাপ নিবৃত্তির যেরূপ উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়া-
ছেন, তাহা শ্রবণ কর । রাজা সতত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও
ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিবেন । ধর্ম নিরন্তর অনুসৃত্তি থাকি-
বেন । ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করি-
বেন । কেবল সলিল পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাশ্রা-
দিগকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া ধার্মিক ব্যক্তিদিগের
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । মধুব বাক্য ও হিতজনক কার্য দ্বারা
সকলের সন্তোষসাধন, অজ্ঞের গুণ কীর্তন এবং সকলেরই নিকট
আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন । রাজা এইরূপ আচারপরায়ণ হইলে
সকলেরই আদরভাজন হন এবং তাঁহার পাপ সমুদায় ও নিরাকৃত
হইয়া যায়, সন্দেহ নাই । গুরুলোকেরা যেরূপ ধর্মোপদেশ
প্রদান করিবেন, তদনুসাবে কার্য করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ।
গুরুর প্রসাদে অপেষবিধ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে ।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই জীবলোকে সকলেই
ধর্মশীলতার সরিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে । অতএব কিরূপে
উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি ? ইহা যদি
আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয় তাহা হইলে কীর্তন করুন । ঐ বিষয়
শ্রবণ করিতে আমার নিত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে রাজা দুর্ধ্যোধন ইক্ষব্রহ্ম
তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে নিত্যন্ত সন্তপ্ত

ও সজামধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত আত্মপূর্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহারে কহিলেন, বৎস ! তোমার সন্তাপের ত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অজ্ঞাত বন্ধু বান্ধবেরা কিস্বরের ভ্রায় সতত তোমার আজ্ঞামুবর্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যাংকুষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পল্লব ভোজন করিয়া থাক এবং হৃদয় অস্থ সমুদায় তোমারে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রশ হইয়া গিয়াছ।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাতে আহার করুক। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিষ্ঠিরি ও কন্যাস্বদেশীয় অস্থ এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েবা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবেদ সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যাহার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস ! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুলা বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ত্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মক্ধাতা এক রাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বহুকরা উইদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উইদেব আয়ত্তা হইয়াছিলেন।

দুর্যোধন কহিলেন, মহারাজ ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্বতন মহীপাল অতি অল্পকালমধ্যে বহুকরা অধিকার করিয়াছিলেন সেই সচ্চরিত্রতা কি রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস ! পূর্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। পূর্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমন পূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ ! মোক্ষোপযোগি জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! মোক্ষোপযোগি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না ? বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমায় অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন পূর্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্বক পরম প্রীতি সহকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাবের অমৃত লইয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না ? তখন সর্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, দেবরাজ ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে আমারে সবিশেষে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং অচিরে ব্রাহ্মণের, রূপ ধারণ পূর্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ কবি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনার এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই সময় আমাংরে এই বিষয় উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার পূর্বক অবসরক্রমে তাঁহারে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সংকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সঙ্ঘোধন পূর্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে তাহা কীর্তন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রদত্ত নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্তন করিয়া থাকেন এবং আমাংরে নীতিপথাবলম্বী, গুণাবানরিত, অশ্রদ্ধা শূন্য, ধর্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া

মক্ষিকানকল যেমন মধুরূপে মধুবর্ণ করে, তদ্রূপ আমার মনো-
মধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশ স্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে
আমি সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের
শশংকের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইরাছি। ব্রাহ্মণের নীতি
বাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণ মুখে নীতি প্রবণ ও তদনুসারে
কার্যাত্মকতা করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়ো-
লাভের উপদেশ প্রদান পূর্বক তাঁহার গুণাবলি শ্রীত হইয়া
কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি
অতিশয় প্রসন্ন হইরাছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন।
আমি নিশ্চয় কহিতেছি আপনার অভিলাষিত বর প্রদান
করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন
হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অতুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক তবে
এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ
করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ
পরম শ্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্য প্রতিপালন করা
পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিশ্বাসবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাত্ তাঁহার
তাঁহার অভিলাষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবা-
মাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুইখণ্ডে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল।
অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া
পুলকিতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে
পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎ-
কালে কি করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহস্র ছায়াময় স্তম্ভ এক
তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদর্শনে তাহারে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিত্র।
এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে
ব্রাহ্মণ শিষ্য স্বীকার পূর্বক প্রতিশ্রুত তোমার গুণাবলি
করিয়াছিলেন আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।
চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া
ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটি তেজ নির্গত
হইল। তখন প্রহ্লাদ তাঁহারে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, তদ্র!
তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে
চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র
সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে। সুতরাং আমারও
তথায় গমন করিতে হইল।

ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটি তেজ মহাত্মা
প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহস্রাশ্রিত হইল। প্রহ্লাদ তাহারে
অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল,
দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমারে পরিত্যাগ পূর্বক
ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর
প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত
হইল। প্রহ্লাদ তাহারে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি
সৎকার্য্য; যেখানে সত্য আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া
থাকি।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে
আর একটি তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, দানবরাজ! আমি বল; সৎকার্য্য
যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি।
বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক
প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহারে অবলোকন
করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানব-
রাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এত দিন তোমার দেহে অবস্থান
করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের
অনুগমন করিতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের
অন্তঃকরণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন
তিনি লক্ষ্মীকে সন্মোদন পূর্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! তুমি
এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্য-
ব্রতপরায়ণ। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে? তাহা তোমারে কীর্তন
করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তব জ্ঞাত হইতে আমার
একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন,
দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতি শিক্ষা
করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোক মধ্যে তোমার
যে ঐশ্বর্য্য আছে তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি
সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে।
দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ
করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সক
লেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন
করিলেন।

অনন্তর রাজা জুর্যোধান পুনরায় যুভরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ করা
যাইতে পারে? তাহা কীর্তন করুন। যুভরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস।

মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্বেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সন্দের প্রতি অগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দেশ করা হইতে পারে । যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিত সাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয় সে রূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না । যে কার্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায় ঐ রূপ কার্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দেশ করিলাম । যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোন ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয় । অতএব যদি ভূমি যুষ্টিটির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ কর তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও ।

হে ধর্মরাজ ! রাজা যতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্ঘোষনকে পূর্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্তী হও তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুষ্টিরি কহিলেন, পিতামহ ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্তন করিলেন । এক্ষণে আশা কিস্তি সমুৎপন্ন হয় ? এবং উহা কি পদার্থ তাহা কীর্তন করুন । ঐ বিষয়ে আমার মহান সন্দেহ সমুৎপন্ন হইয়াছে । আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে এমন আর কেহই নাই । যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে দুর্ঘোষন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমারে রাজ্য প্রদান করিবে । কিন্তু সেই দুরাত্ম আমার আশা পূর্ণ না করিয়া আমারে একেবারে জানশূন্য করিয়াছে । যাহা হউক মানবমাত্রেই অস্বঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই । আমার বোধ হয়, আশা পরিত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত ; অথবা উহার উন্নত্যের ইয়ত্তা নাই । উহা অতি দুর্লভ উহা অপেক্ষা দুর্লভও আর কিছুই নাই । যাহা হউক এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি স্মৃতিভের ইতিহাস কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । একদা নরপতি স্মৃতিভ মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্বক আনতপর্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন । অপরিমিত বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল । নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া ক্ষুণ্ণবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল । খড়্গ, বর্শ ও শরাসনধারী নরপতিও তারণ্য প্রযুক্ত মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । এইরূপে মহারাজ স্মৃতিভ মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পর্বত ও নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী মনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মৃগও স্বেচ্ছামুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহারে সন্দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্বা-পেক্ষা অধিকতর বেগে ধাবমান হইতে লাগিল । ঐ সময় সে নরপতির ভূরি ভূরি শরনিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাঁহার নমীপে আগমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সে ভূপতির সহিত জীড়া করিতেছে । এইরূপে মৃগ বারংবার ভূপতির অতিক্রম ও পুনঃপুন তাঁহার সমীপে আগমন করাতে স্মৃতিভ ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্মভেদী ঘোরতর তীক্ষ্ণ শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমন পূর্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল । ভূপতির অনল তুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরে ভূতলে নিপতিত হইল । বাণ ব্যর্থ হইলে মৃগ পুনরায় এহারণ্যে প্রবেশ করিল । রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ।

ষড়্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

এইরূপে মহারাজ, স্মৃতিভ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন । তাপসগণ তাঁহারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবলোকন পূর্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহারে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন । মহারাজ স্মৃতিভও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃষ্টির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! আপনি কোন বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ? আপনার নাম কি ? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ধারণ পূর্বক পাদচায়ে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন,

তাহা কীৰ্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত কৌতু-
হল হইতেছে।

তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সযোজন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষি-
গণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্র রাজার ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করি-
য়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি যুগ্মার্থ শরনিকরে অসংখ্য
যুগের প্রাণসংহার করিয়া বন মধ্যে পর্যটন করিতেছিলাম।
আমার সঙ্গে স্ত্রী অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি
ইতিপূর্বে এক মহাবল পরাক্রান্ত যুগকে বাণবিন্দু করিয়াছিলাম।
ঐ যুগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন
কবান্তে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনা-
দিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত
ও হতাশ হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ হইতেছে।
বিশেষতঃ আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যেক্রপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ
করিতেছি আমার বেশ বৈলক্ষ্য বা নগর পরিত্যাগ নিবন্ধন
তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্তু প্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ
মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতি দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃ-
সীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি
দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্বজ্ঞ।
আপনাদিগের অবিস্মিত কিছুই নাই; অতএব আপনাদিগের
নিকট জিজ্ঞাসা করি আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের
মধ্যে কাহারে মহত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই
বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল হইতেছে। অত-
এব যদি ইহা আপনাদিগের গুরু বিষয় না হয়, তাহা হইলে
অচিরে কীৰ্ত্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গুরু অথবা তপো-
বিস্বজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি
না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যদি উহা বক্তব্য
হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীৰ্ত্তন
করুন।

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

হে ধর্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ
প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ
জীবৎ হস্ত করিয়া রাজারে সযোজন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ!
পূর্বে আমি তীর্থ পর্যটনক্রমে নারায়ণের দিব্যাত্মে সমুপস্থিত
হইয়া দেখিলাম ঐ স্থানে রমণীয় বদরী এবং আকাশগামিনী
মন্ডাকিনীর উৎপত্তি কারণ মহান্দ্ৰ বিরাজিত রহিয়াছে আর

ভগবান্ অশ্বশিরা নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই
দিব্যাত্ম দর্শনে যাহার পর নাই পরিভূট হইয়া সেই হৃদয়ের
সলিলে শিশু ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডপে
প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি ঋষ ও নারায়ণ
অবস্থান করেন তাহার অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট
হইল। আমি সেই স্থানে সূস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি এমন সময়
এক চীনাঙ্গিনধারী কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।
ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মহুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ।
উঁহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয়
নাই। তাহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু,
চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক চক্ষু ও কর্ণ দেহের
অনুরূপ এবং বাকশক্তি ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই
অলৌকিক দর্শন কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণ পূর্বক উদ্বিগ্ন ও
ভীতচিত্তে তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতান্তনিপুটে তাঁহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে
আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার
অনুমতিক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট
হইলে সেই ধার্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্মার্থযুক্ত বাক্য
কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকাক্ত ভূরিহ্যম-
পিতা মহারাজ বীরহ্যম পুত্রের অঘেষণার্থ বেগবান্ অশ্ব
আরোহণ পূর্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায়
সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিরে কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্বে
এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই
বনের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কুত্রাপি
সেই ধার্মিকতনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না
পাইয়া সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত
দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির আশা
আমারে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায়
নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছি।

তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া
মুহূর্ত্তকাল অবাকশিরা ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখ-
সন্তপ্ত মহারাজ বীরহ্যম তাঁহারে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মুহূর্ত্তের
কহিলেন, ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয় তাহা হইলে কোন্
বস্ত্র দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি তাহা আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! পূর্বে এক মহর্ষি তোমার
পুত্র ভূরিহ্যমের নিকট কাঞ্চন কলস ও বকল প্রার্থনা করিলে

সে স্বীয় ছবুজি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তাঁহারে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই। এই নিমিত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছে।

নরপতি বীরহ্যুম্ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে 'অভিবাদন পূর্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তাঁহারে পান্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক অতিথি সংকার করিলেন। অনন্তর অস্ত্রাশ্রম মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত নক্ষত্রের শ্রায় সেই অপরাজিত মহীপতি বীরহ্যুম্কে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রম প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

নরপতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরহ্যুম্ নামে নরপতি। আমার নাম সর্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিহ্যুম্ নামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অবেষণার্থ অরণ্যে পর্যটন করিতেছি। কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

মহারাজ বীরহ্যুম্ এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশতৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন পূর্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতিবাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্বে বীরহ্যুম্ ঐ মহর্ষিরে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোমুষ্ঠানে মনোনিবেশ পূর্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্ত কোন বর্ণের নিকট প্রীতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্বপ্রযত্নে সেই আশারে দূরীকৃত করিব।

মহর্ষি কৃশ এইরূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরহ্যুম্ তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্বার্থদর্শী, অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন্ বস্তুই বা দুর্লভ? তাহা বিশেষরূপে কীর্তন করুন।

তখন তপঃশীর্ণকলেবর ভগবান্ কৃশ নরপতির পূর্ব বৃত্তান্ত সমুদায় শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, রাজন্! আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশামুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্লভ আব কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তখন নরপতি কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার বাঙ-নিম্পত্তি মাজেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত তিনি কৃশ এবং যিনি আশারে জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্বল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের শ্রায় নিতান্ত দুর্লভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কীর্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

কৃশ কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্য গুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃত্য, নৃশংস, অলস ও পরাপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শনলাভে যত্ববান্ হন; যে আশা বৃদ্ধ রমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়কাজিণী কামিনীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক পাদলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আত্মদমাগরে নিমগ্ন হয় সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।

মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন সমুদায়ই যথার্থ সন্দেহ নাই। তখন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃশ জৈবং হস্ত করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরহ্যুম্কে পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্তি প্রদর্শন পূর্বক নিম্পাপ ও ক্রোধ বিহীন হইয়া দ্বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে কৃশতরী আশারে নিরাকৃত কর।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা স্তম্ভিত তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশা নিরাকৃত করিয়া হিমালয় পর্বতের শ্রায় স্থিতির হও। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রসন্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, অতএব আমার বাক্য শ্রবণে অমৃততাপিত হইও না।

একোত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি আপনার বাক্যামৃত পাশ করিয়া কোন ক্রমে তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতেছি না, আমি যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি ততই আমার শুষ্কতা পরিবৰ্দ্ধিত হইতেছে। আশ্চর্য্যজনী যেমন সমাধিস্থখে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্মোপদেশ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি ; অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম কথ্য কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! যম গৌতম সম্বাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পর্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপোব্রুঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে উগ্রভর তপোব্রুঠানে নিরত দেখিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন, তখন যম তাঁহারে বখোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! এক্ষণে আমারে কি করিতে হইবে ? গৌতম কহিলেন, প্রভো ! কি কার্য্য করিলে পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কি রূপেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্তন করুন।

যম কহিলেন, মহর্ষে ! সত্য সত্যধর্ম তপস্বী ও পবিত্রতা অবলম্বন পূর্বক পিতা মাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূবিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞেতঃ অন্নুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ ! যে মহীপাল মিত্র শূত্র, বহুশত্রু সম্পন্ন, স্ত্রীলোকোষ ও হীনবল হন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাহার মন প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যলুপ্ত, কিঙ্কর্তব্যতাবিমুঢ় ও পররাজ্য বিমর্দিত করিবার অভিলাষে পর সৈন্তের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আশ্রয় করেন, যিনি সুপ্রণালী ক্রমে রাজ্য

রক্ষায় অসমর্থ, যাহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ন নিবন্ধন শক্তি ও ভেদ উভয়ই যাহার পক্ষে অতিশয় দুর্লভ, তাঁহার কি অসং উপায় অবলম্বন পূর্বক অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে বৃত্ত্যই প্রেরকর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি এক্ষণে আমারে অতি নিগূঢ় ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অমুচিত এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি পূর্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধি পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধি প্রভাবে পর্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ্ ধর্ম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু উহা দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম লাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্তসামন্তের সহিত বিমাণ লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞান প্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তাঁহার প্রয়োলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজার কোষ-ক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়, অতএব তিনি নির্জন স্থানে জলোৎপাদনের চ্চার যে কোন প্রকারে হউক ধনাগমে যত্নবান হইবেন। আপদকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অন্নগ্রহ প্রদর্শন করা রাজ্যের পরম ধর্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্বাদি দ্বারাও ধর্মলাভ হয় বটে কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম অবলম্বন করা কর্তব্য নহে। দুর্বল ব্যক্তি ধর্ম পরায়ণ হইয়া ধর্মামুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ বদ্ধ দ্বারাও ধর্মামুগারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং আপদকালে অধর্মও ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সুস্বদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে ঐ রূপ ধর্ম অধর্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক আপদকাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনারে শত্রুহন্তে নিপতিত হইতে না হয় এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্তব্য।

আপানারে অবসর করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্মিকদিগের ধর্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদগ্রস্ত হইলে অস্বাভাবিক ও অভোজ্যায় ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হন না সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত; কখনই নহে, তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হটুক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয় লাভ দ্বারা ধনোপার্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীর নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকর অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে আপদকাল উপস্থিত হইলে গৌণকর দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদগ্রস্ত হইলে অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। বৃত্তি ক্ষয় নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অর্থশূন্যতা বিহিত হইতেছে তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপদকালে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসর হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হস্তা ও রক্ষিতা সুতরাং আপদকালের নিমিত্ত বল পূর্বক অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না বিশেষতঃ যে রাজা প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কোন ক্রমেই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপদকালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদকালে তাঁহারে রক্ষা করা কর্তব্য। 'আপদ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্তঃস্থ সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শব্দ কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারো-

পযোগী ধাতু হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয় দ্বারা রাজারে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অশ্রু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ, বা দেশান্তরে অবস্থান করেন তাঁহার জীবনে ধিক্। কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্মের মূল এবং ধর্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অশ্রুকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বলনাশের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপদকালে কোষ ও বল লাভার্থ অশ্রুকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অশ্রুকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহারে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে।

অর্থের অসম্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয় আপদকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোন ক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থ সংগ্রহের মানসেই বহুবায়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্বক এইরূপ কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপদকালে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্ত সংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটি রাজ্য পুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্মতত্ত্ব প্রকাশক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। 'লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যুগচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুগবৃক্ষের সন্নিহিত যে সমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিষয় সম্পাদন করে, তৎসমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহার আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্তান্ত বৃক্ষ সমুদায়কে নিপাতিত করে। ঐরূপ যে সমস্ত মনুষ্য রাজার কোষ সঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে ধিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থ দ্বারা ইহলোক, পরলোক, সত্য ও ধর্ম সমুদায়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হটুক ধন গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্য মধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে বাস করিতেছে তাহাদিগকে নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন সমুদায় অধিকার করিবার নিমিত্ত রাগ হইতে দেখা যায়। যাহা হটুক, ভূপালগণের

রাজ্য রক্ষার তুল্য পরম ধর্ম আর কিছুই নাই। সম্পদকালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত অগুণজনক বটে, কিন্তু আপদকালে উহা দ্বারা তাদৃশ অধর্ম জন্ম-
বার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্যের অহুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া থাকেন। লোকে নির্ধনকে দুর্বল ও ধনবানকে বলবান্ কহিয়া থাকে। ধনবান্ লোক সমুদায় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদে হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থ প্রভাবে ধর্ম কাম ও উভয় লোকে সঙ্গতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্মামুসারে অর্থ লাভের চেষ্টা করিবে। অধর্মামুসারে তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।

রাজধর্মামুশাসন পর্ব সমাপ্ত।

আপদকাল পর্বাদ্যায় ।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে রাজা কোষাদি সংগ্রহে পরাশ্রুত, দীর্ঘযুদ্ধ ও বহুবাক্ষবরিয়োগ ভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হন; যাহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে; শত্রুগণ একত্র হইয়া যাহার রাজ্য বিভাগ পূর্বক গ্রহণ করে; যাহার নিধনতা ও মিত্র বলের অভাব বশতঃ মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পর সৈন্তের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান্ শত্রু কর্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাহার যাহা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করন। ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্মামু-
সারে জয় লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্ম। আর শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্মামুসারে জয় লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহারে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করি-
বেন অথবা রাজধানী ও অগ্ৰাণ্ড সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হুটক জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্বের জায় সম্পত্তিশালী

হইতে পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই আপদে আশ্রয় পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য। যদি অন্তঃপুরিকাগণও শত্রুদিগের হস্ত-
গত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আশ্রয়লা-
করাই অবশ্য কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার অমাত্য প্রভৃতি ক্রুদ্ধ রাজ্য ও হুর্গাদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত কোষ পরিকীর্ণ এবং মন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাহার কি কর্তব্য? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! শত্রু ধার্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধি স্থাপন ও অধার্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্তব্য। ফলতঃ ভূপালগণ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায় দ্বারা অচিরে তাহারে নিরস্ত করিবেন নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে সঙ্গতি লাভ করিবেন। অমুরক্ত হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্ত অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গা-
রোহণ পূর্বক ইজের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধ সময় সমুপস্থিত হইলে সমর পরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধি কোশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাহার স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশতঃ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমতঃ পলায়ন পূর্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্তগণকে শান্তনা করিয়া মন্ত্রবলে পুনরায় স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজাদিগের সর্বলোক-
হিতকর পরম ধর্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দহ্মাগণকর্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপদকালে স্নেহবশতঃ পুত্র পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কিরূপে জীবিকা নিরূহ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সেই আপদকালে বিজ্ঞান বল আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধু-

দিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্র-পথের অনুবর্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণপূর্বক সাধু-দিগকে প্রদান করেন, তিনিই আপদার্থের যথার্থ ভাজক। রাজা বিপদকালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাগণকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবল-সম্পন্ন পুণ্যবান ব্যক্তি আপদকালে গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহারে নিন্দা করিতে পারে না। বলপূর্বক জীবিকা লাভ করাই বাহাদুরের চিরাচরিত ধর্ম, তাঁহার কদাচ অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সম্ভাব্য লাভ করিতে পারেন না। বলবান ব্যক্তির তেজঃ প্রকাশ করিয়াই কালযাপন করেন। রাজার আপদকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময় কদর্য স্বভাব, দণ্ডাই ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অত্যন্ত আপদ উপস্থিত হইলেও ঋদ্ধিক, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্তব্য নহে। যে নরপতি ঐরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহারে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দৃষ্টিচক্ষু স্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদ বাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক, রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরম্পরের দোষ কীর্তন করিয়া থাকে; অতএব নরপতি তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহারেও সংকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পবের নিন্দা কীর্তিত হয় তথায় হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাট পর নিন্দা ও পরের প্রতি ক্রুরাচরণ করে। সাধু ব্যক্তির সতত সাধুদিগের গুণই কীর্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রস্বভাব বৃষভ যেমন যত পূর্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেইরূপে রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায় এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহার কহেন যে পুরো-হিতাদি মাত্র ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহারে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাংসর্ঘ্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুর তাঁহার লিখিতের প্রতি শ্রদ্ধার ব্যবহারানুসারে ধর্মামু-

বোধেই ঐ রূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্মশীল গুরুও শাসন করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুর ঐ রূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতার তাহারে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছল পূর্বক অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারে ধর্মচ্যুত হইতে হয়। সর্বাঙ্গ সংকৃত ধর্ম চারি প্রকার; বেদ নির্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আশ্রয়বিচার সিদ্ধ। এই চতুর্বিধ ধর্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ। সর্পপদের ছায় ধর্মমূল অবেষণ পূর্বক প্রকাশ করা অতি সূক্ষ্ম। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্য মধ্যে শরাহত মৃগের বহিরাঙ্গ পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অবেষণ করে, সেইরূপে ধর্মের মর্ম অবেষণ করা কৃষ্ণমানের কর্তব্য। পূর্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অব-লম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।

ত্রয়োদশদিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। কোষ দ্বারাই ধর্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব কোষ সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্বক ব্যয় করাই রাজাদের প্রধান ধর্ম। কোন সচ্চরিত্র বা কোন নৃশংসী দ্বারা কখনই কোষ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিরে অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহারে অবজ্ঞা করে। তখন আব-কেহই তাঁহার নিকট অল্লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরি-সীমা থাকে না। আবরণ দ্বারা যেমন জীলোকের গুহদেশ সমা-বৃত্ত হয় তজপ সম্পদ দ্বারা ভূপতির পাপ সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদ দর্শনে

অনুতাপিত হইয়া শালারকের ত্রায় গৃহভাবে তাঁহারে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে তাঁহার কখনই স্মৃথলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হইয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষ-কার। বরং ভয় হওয়া উচিত তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া যুগগণের সহিত বিচরণ করিবে তথাপি মর্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্যসাধন সময়ে দস্যুগণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্তলাভ করা যায়। রাজা এককালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অস্ত্রাশ্রয় লোকের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নির্দয় দস্যুগণও শক্তিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম সংস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক পরলোকে ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়া প্রভাবে অসংখ্য জীব পরিরক্ষিত হয়। উহারা সমর পরাভূত ব্যক্তির বধ সাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যা অপহরণ ও পরদারভিমর্ষণে নিতান্ত পরাভূত। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্বক দমনস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদায় ধন সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুদিগকে এককালে সম্পত্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্তব্য। আপনার বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নিঃস্বততা সম্পাদন করেন, তাহাৎ অচিরাৎ নির্দীন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি বক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন, তিনি যাবজ্জীবন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধর্ম বাক্য কীর্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধু জনাচারিত ধর্ম ও অর্থ এই দুইটা প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্মাদ্বয় বিচার করিয়া

প্রত্যক্ষ সুখে বিষয়োৎপাদন করা কর্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্ত্রত বৃকের পদচিহ্ন কি না এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্মাদ্বয় বিচার নিরর্থক। এই সংসার মধ্যে কেহই ধর্মাদ্বয়ের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্তব্য। সমুদায় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দীন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাণা-মুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম ও বল এই দুইটা সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্মসম্ভূত হয়। ধর্ম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড়ীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তির আশ্রয় করিয়া থাকে, তজপ ধর্ম বলবান্ ব্যক্তিরে অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষ দিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্যই সং-কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি হুঙ্কার করিলে কদাপি পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। সকলেই তাহার দৌরাণ্যে উদ্ভ্যস্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বর্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণ ধারণ মৃত্যুভূত্যা হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধ বান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্য যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যাহার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন বাক্য প্রয়োগ ও কার্য দ্বারা তাহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, মনের উন্নতি সাধন, মহৎপাণি গ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকার পূর্বক অন্যের গুণ কীর্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্বক জপামুষ্ঠান এবং মিতভাষা ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক। বহুতর পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে সতত অবস্থান ও তাহাদের অনু-মোদিত কার্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিম্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়, একাকী গোপনে ভোগ করা কর্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পরস্বাপহারী দস্যুও অন্যান্য ধর্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তিত আছে শ্রবণ কর । পূর্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যু নিবন্ধন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে । সে সত্য ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞান সম্পন্ন অনুশাসন, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল । নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও যুগবিজ্ঞানে সম্যক অভিজ্ঞ ছিল । ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে যুগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত । দেশ কালের বিষয়ে তাহার কিছুই অবদিত ছিল না । সে নিরন্তর পরীতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্য সেনা পরাজয় করিত । সকল ধর্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল । সে প্রতিদিন মধু, মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আহরণ পূর্বক বৃদ্ধ অন্ধ বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত । মাথু ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না । অরণ্যবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্য-কর্ম ছিল । সে প্রতিদিন যুগবধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত । যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত ।

একদা নির্দয় নিয়ম হীন বহুসংখ্য দস্যু তাহারে গ্রামণী করিবার মানসে কহিল, হে বীর ! তুমি দেশ কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদায়ই অবগত আছ । তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান ও দৃঢ় ব্রহ্মপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না । অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতামুসারে প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর । তুমি আমাদের যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদমুসারেই কার্য করিব । এক্ষণে তুমি পিতা মাতার স্নায় স্নায়ামুসারে আমাদের প্রতিপালন কর ।

তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল, প্রতিবাসিগণ ! তোমরা স্ত্রী, ভীক, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশদাঘন এবং বল পূর্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না । সকল প্রাণিগণের স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য । অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয় । প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতাহুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্তব্য । কদাচ

সত্যের উপলাপ করিও না । দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সংকার্যের বিঘ্নাহুষ্ঠান করা শ্রেয়স্বত্ব নহে । সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষ লাভের উপযুক্ত ; অতএব সর্বস্বাস্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গলচিন্তা করেন, জিহ্ববন মধ্যে তাহারে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের স্নায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয় । আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব । যাহারা আমাদের অভিলাষিত ফল প্রদানে পরাভূত হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য । ছুট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ; নিরপরাধী লোকের বধ সাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই । যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত । যাহারা রাজ্যোপারোধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদিগকে কুণপ-নিহত ক্রমির স্নায় বিনষ্ট হইতে হয় । হে প্রতিবাসিগণ ! পরস্বাপহারী দস্যু হইয়া এইরূপ নিয়মামুসারে জীবিকা নির্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায় ।

কায়ব্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তত্রত্য সমুদায় দস্যুই তাহার বাক্যামুসারে কার্যাহুষ্ঠান পূর্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল । জ্ঞানবান কায়ব্যও সাধুগণের হিতাহুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল । হে ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বশ জন্ত ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না । সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! মহীপাল যে পথ অবলম্বনপূর্বক কোষ সংরক্ষণ করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যামুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন শ্রবণ কব । ব্রহ্মস্ব ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধনগ্রহণ করা রাজার কর্তব্য নহে । তিনি কশ্যকাসুহীন দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন । পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজা ও রাজা ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত । ক্ষত্রিয়ই সমুদায় ধন ভোগ করিবেন, উহাতে অস্ত্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই । ধন দ্বারা বল বৃদ্ধি ও যজ্ঞাহুষ্ঠান করাই রাজার কর্তব্য । লোকে যেমন অভোজ্য

ওষধি ছেদন করিয়া তদ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তজ্জপ রাজারা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিষেন। যাহারা হবিঃ দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধন না করে তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম-পরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐরূপ ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধন দ্বারা অনেক সাধুগণের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে। অতএব সেই অপহরণ জ্ঞাত রাজারে কিছুমাত্র দোষ-স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধুব্যক্তি হইতে ধনগ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্মিক। বজ্রী নামক গুরুজীব ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তজ্জপ রাজা আপনার শক্তি অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশমক্ষিকাদি দূরীকৃত করা যায়, তজ্জপ অস্বাভিক ব্যক্তিরে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করা কর্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলা দ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতিশয় ক্ষুদ্র হয়, তজ্জপ ধর্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই ক্ষুদ্র হইয়া উঠে।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহায়ে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে তাহারে প্রত্যাৎপন্নমতি এং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সক্ষম না হইয়া ইহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহারে দীর্ঘস্থ কহে। এই জগতে অনাগত-বিধাতা ও প্রত্যাৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিকেই সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘস্থকে অচিরাত্ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্তসমাকীর্ণ স্বল্পজলবিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস্ত বাস করিত। তন্মধ্যে একটি অনাগত-বিধাতা, একটি প্রত্যাৎপন্নমতি ও একটি দীর্ঘস্থ। একদা মৎস্তজীবগণ মৎস্ত ধরিবার মানসে চতুর্দিক হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘ-দর্শী শকুলমৎস্ত জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদ-

কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব চল আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অবিলম্বে অস্ত্র জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অসুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে তাহারে কোনকালেই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না; অতএব চল আমরা বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বকই পলায়ন করি। তখন দীর্ঘস্থ কহিল, মিত্র! তুমি যাহা কহিলে যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই দ্বিধা দ্বিধা হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যাৎপন্নমতি ও অনাগতবিধাতারে সোধাধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করি না, কিন্তু কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘস্থ ও প্রত্যাৎপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোত দ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদায় জল নিঃস্রুত হইলে মৎস্তজীবী ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্ত সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘস্থ ও প্রত্যাৎপন্নমতি অস্ত্রাভ মৎস্তগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্তদিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যাৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্তগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গুণনরজ্জু দংশন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ধীবরগণ সমুদায় মৎস্ত গুণিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুলজলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যাৎপন্নমতি সেই গুহ্যরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘস্থ পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচৈতন্য ও বিকলেক্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্মরাজ! এইরূপ যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহারে দীর্ঘস্থ মৎস্তের ন্যায় অচিরাত্ বিনষ্ট হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি আপনারে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যাৎপন্নমতি মৎস্তের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত মৎস্তের ন্যায় নির্বিকলে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়। অবস্থিতচিত্তে দেশের এবং কলা, কাঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের ক্ষুদ্রতা অবগত হওয়া

নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্মার্থ শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অতীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সূচাঙ্গরূপে দেশ কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফল-ভোগে সমর্থ হয়।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যাংগনা ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিরে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘ-সূত্রতরে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্মার্থকুশল প্রজ্ঞারঞ্জন নরপতি কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রু কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়াও মুগ্ধ না হন? অনেক শত্রু এক রাজ্যের আক্রমণ করিলে তাঁহার কিরূপে অবস্থান করা কর্তব্য। রাজা বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্বাপকার নিবন্ধন জুড় হইয়া যদি তাঁহারে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কিরূপে একাকী সহায়বিহীন হইয়া সেই গুণসদ্যাত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্থখলাভে সমর্থ হন? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্তব্য এবং বলবান হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করা উচিত? এই সমস্ত বিষয়ও বিধিপূর্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তমুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদায় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুহৃৎ। অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশংসালিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপদকালের অমুঠানো-পযোগী গুঢ় বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্ষ্যের গতিও সর্বদা সমান হয় না, অতএব কার্য্য-কার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধি-

সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রু-দিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্থ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সেই কখনই অর্থোপার্জন বা সুখ ভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্ক্কারমুখিক সংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতি-হাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমা-কীর্ণ অতি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মুখিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসজ্জাতঘাতক মার্ক্কারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমনপূর্বক গৃহ নির্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নানময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমন পূর্বক সুখে রজনীযাপন করিত এবং প্রাতঃ-কালে তথায় আগমনপূর্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্ক্কার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিত নামা মুখিক সেই প্রবল শত্রুরে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্ক্কারের উৎরে আরোহণ পূর্বক মনে মনে হাস্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিতনামে এক তাম্রলোচন চঞ্চলমুখ নকুল মুখিকের আশ্রয় পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বরে স্কন্ধী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চক্র নামে এক তীক্ষ্ণতুল্য তরুকাটরঘাসী উল্লু বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মুখিক আমিষ ভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকনপূর্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে এইরূপ চতুর্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি কবা কর্তব্য। আপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানদিগের উচিত। অতএব বাঁহারা চতুর্দিক হইতে বিপদগ্রস্ত হইয়াও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং

এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমারে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মানুষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদকালে কখনই বিমূঢ় হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষার্থ সাধ্যাত্মক যত্ন করিতে ক্রটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হন না। অতঃপর এই মার্জার ভিন্ন আমার পরিজ্ঞানের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদগুস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবন রক্ষার্থ এই মার্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন পূর্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জার আমার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থ সাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে কহিয়া থাকেন যে, বলবান ব্যক্তি বিপদগুস্ত হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিকট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয় তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা হইবে। যাহা হউক এক্ষণে এই মার্জার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অতএব ইহারে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে অহরোধ করি। সম্প্রতি ন্যায়াত্মকসারে ইহারেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধি বিগ্রহ কালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মুষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ধিনীতবচনে মার্জারকে কহিল, সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছু মাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমারে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধন মুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ হৃর্কুক্ষিনকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চক্ষুসময়ে পাপাত্মা উলূককে অগ্রোধ বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থান পূর্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই উদ্ভয় হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই

সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব এক্ষণে যদি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। যাহারা কাহারেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্জিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থ সাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিত সমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধি সংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ দ্বারা স্নগজীয়ায়ানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্য ও প্রতীক পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তজ্জন সন্ধিসংস্থাপন করিয়া পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধার সাধন করিব, কিন্তু অগ্রে তোমারে আমার উদ্ধার করিতে হইবে। মুষিকপ্রধান পলিত এইরূপ হিতকর হেতুযুক্ত বাক্য কীৰ্ত্তন করিয়া প্রত্যাশ্রয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মার্জার মুষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার ছরবহার বিষয় পর্যালোচনা পূর্বক মনে মনে সন্ধি করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মুষিকের প্রতি মনঃ মনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মহাত্মন! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি অতএব এ সময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্যের অহুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য ভৃত্য ও পরাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন বুদ্ধিমান মার্জার এই কথা কহিলে মুষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহারে

বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় তোমার সাধুতার অমূল্যপাই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই ভীত হইয়াছি। আর ক্ষুদ্রাশয় উল্লুকও আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা নিশ্চয়ই তোমার পরিভ্রাণ লাভ হইবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব।

তখন সেই শূন্যস্ত্রাবাপন্ন মার্জার মুষিকের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সংকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অচিরে আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণ-তুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আশ্রয় করিবে আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধিস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বহু বান্ধবের সহিত তোমার সমুদায় হিতকার্য্য সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সংকার করিব। লোকে পূৰ্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যাশা করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেননা প্রত্যাশাকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যাশাকার করে কিন্তু পূৰ্ব্বোপকারী নিকারণেই পরোপকার করিয়া থাকে।

এইরূপে মার্জার স্বার্থ সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপন করিলে মুষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড় মধ্যে প্রবেশ পূৰ্ব্বক তাহারি বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের স্থায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উল্লুক মার্জার ৬ মুষিকের প্রীতি দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মুষিকভঞ্জে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান বীৰ্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মুষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না প্রত্যুত তাহা-দিগকে স্ব স্ব কার্য্য সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মুষিক মার্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল সুতরাং মুষিককে শঠৈঃ শঠৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ তবে কি নিমিত্ত পাশ

ছেদনে দীর্ঘ হইতেছ না। ব্যাধ অবিলম্বেই এখানে আগমন করিবে; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

মার্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান মুষিক তাহারে সন্মো-ধন করিয়া কহিল, মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিল-ক্ষণ অবগত আছি। উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপ-যুক্ত সময়ে উহা আরম্ভ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। ব্যথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চাণ্ডাল-তনয় অস্ত্র ধারণ পূৰ্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিনুক্ত হইয়া ভীত-চিত্তে সত্ত্বরে বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মুষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জার মুষিককে সন্মো-ধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যেরূপ সত্ত্বয় হইয়া তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি সাধু ব্যক্তিরাত্ত সেক্রমে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্ত্বয় হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্তব্য। বিশেষতঃ শিল্প হইলে আমা-দের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব সত্ত্বরে আমারে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূৰ্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পূৰ্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি তাহা চিন্তা করা তোমার কর্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও।

মার্জার এইরূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মুষিক তাহারে সন্মো-ধন করিয়া কহিল, মার্জার! আমরা কেবল স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্বমুখে নিপতিত করতলের স্থায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যিক। বলবান ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আশ্রয়না না কবিলে উহা অপথ্য সেবার স্থায় অনর্থোপাত্তেব মূলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা

মিত্রতা জন্মিয়া থাকে । হস্তী দ্বারা যেমন বস্ত্র মাতঙ্গ বধ হইয়া থাকে তদ্রূপ অর্থদ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয় । কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্তার সম্মান করে না । অতএব সকল কার্য্যই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যিক । চাণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমারে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে ; অতএব সেই সময়েই আমি তোমাতে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব ; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদায় তন্তাই ছেদন করিয়াছি একমাত্র অবশিষ্ট আছে । অচিরে তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর ।

তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল । রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না । কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘনামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুকুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল । উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দভ কর্ণের স্থায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ যাহার পর নাই মলিন । মার্জার সাক্ষাৎ মমদূতের স্থায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে মুষিককে সম্বোধন পূর্বক কহিল, সখে ! এখন কি করিবে ? তখন মুষিক নত্বরে মার্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল । মার্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষাধায় আরুঢ় হইল । মুষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিয়া গর্ত মধ্যে প্রবেশ করিল । ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমন পূর্বক চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল ।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জার আপনাত্রে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্তস্থিত মুষিককে সম্বোধন পূর্বক কহিল, সখে ! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ । আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকন্ধ্যা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না । তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমারে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভব সময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাশ্রুত হইতেছ ? যাহারা প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যামুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না । তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ । তুমি আমার পরম বন্ধু ; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্বক সুখভোগ করা তোমার কর্তব্য । শিষ্যগণ যেমন গুরুকে সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধুবান্ধব তোমাতে পূজা

করিবে । আমিও তোমাতে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত্ সৎকার করিব । কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? তুমি আমার শরীর গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমারে পুত্রের স্থায় শাসন কর । আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমাতে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞাক্রুত হইয়াছি ।

মার্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রাবধারণাক্ষম মুষিক আপনার হিতজনক অতি মধুর বাক্যে তাহারে কহিল, সখে লোমশ ! আমি তোমার ধাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে তৎসমুদায়ই যথার্থ । এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । শত্রু ও মিত্র উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্তব্য । কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ । অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতীপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায় তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না । এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নাই ; কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে । যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র । চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না । স্বার্থসাধন নিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে । অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে । ক্ষেত্রব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অসুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না । অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোনক্রমেই বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে । বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ । কারণ বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয় তদ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা । কি পিতা কি মাতা কি শত্রু কি মাতুল কি ভাগিনেয় কি অত্যাচারী বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন । এই জগতে সমুদায় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র । পিতা মাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে

জনসমাজে আপনাদের সত্তম রক্ষার্থ অচিরে তাহারে পরিভ্যাগ করেন । অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্কচনীয় প্রভাব !

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থ-সাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল । চঞ্চল ব্যক্তি অশ্রের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না, তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তার ছিল তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই । ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তির বুদ্ধির অধৈর্য্যবশতঃ সর্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে । এক্ষণে তুমি আমারে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্বক প্রলোভিত করিতেছ উহা তোমার ভ্রমমাত্র । আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর । লোকে নিমিত্ত বশতই অশ্রের প্রিয় বা বিষেষভাজন হইয়া থাকে । এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত ; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই । সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিকারণ নহে । বদ্যাপিও কখন কখন ভাৰ্য্যা ও সহোদর কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিকারণ প্রীতিনশ্বলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই । কেহ দান, কেহ প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপদ্বারা অশ্রের প্রিয় হইয়া থাকে । ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে । সুতরাং প্রীতি কারণ সাপেক্ষ । কারণের অনস্ত্যাব, হইলে প্রীতিরও অসম্ভাব হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে কারণই আমাদিগের প্রয়োজনপাদন করিয়াছিল । এক্ষণে তুমি যে আমারে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ ইহার কারণ কি ? তোমার অভাবহার লাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না । কিন্তু তুমি যাহাতে আমারে ভক্ষণ করিতে না পার আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি ।

কাল হেতুকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয় । হেতু কখনই স্বার্থ-শূন্য হইতে পারে না । যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে । আমি স্বার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমারে এইরূপ বলা তোমার কর্তব্য হইতেছে না । তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ । অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না । সঙ্গি বা বিগ্রহ বিষয়ে আমার

বিলক্ষণ জ্ঞান আছে । মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে । তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার স্রুতাই মিত্র হইয়াছ । সুতরাং তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই । যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আশ্রয় উভয়ে সম্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম । কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সম্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে । তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু ; কার্য্যবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে । এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ববৎ শত্রু হইয়াছ । অতএব বল দেখি আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র সম্যক্ অবগত হইয়া তোমার আহ্বারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশমধ্যে প্রবেশ করিব । আমি তোমার বলবীৰ্য্যে মুক্তিদাজ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ । এইরূপে আমরা স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে পুনরায় কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে । আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমারে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই । আমি ভক্ষ্য তুমি ভোক্তা । আমি দুর্বল তুমি বলবান্ । সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে পারে । এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমারে ভক্ষণ করিবার মানসে আমার প্রশংসা করিতেছ । তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশরুদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশমুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ । তোমার আহ্বারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌণলক্রমে আমাবে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি সন্দেহ নাই । আর যদিও তোমার আমারে ভক্ষণ কথিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার গুণবাগ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে । তোমার পুত্র কলত্র সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয় । উহারা আমাবে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে । অতএব আমি আর তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না । সংশ্রব রাখিবার কাৰণ অতিক্রান্ত হইয়াছে । এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার গুণানুধ্যান কর । যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সন্ধিস্থানে কিরূপে গমন করিবে ? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক ; আমি চলিলাম । তোমারে দূর হইতে

দেখিরাও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অমুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংশ্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্তব্য। এক্ষণে যদি আমি হইতে তোমার অস্ত্র কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল সাধ্যাত্মসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আশ্রয় প্রদান ব্যক্তিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আশ্রয়ক্ষার নিমিত্ত পুত্র কলত্র রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি সর্বস্বাস্ত্র করিয়াও আশ্রয়ক্ষা করা উচিত। আশ্রয়ক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রু হস্তে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করা যায় জীবিত থাকিলে পুনর্বার তৎসমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আশ্রয় সমর্পণ করিলে ধন রত্নের ভ্রায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আশ্রয়ক্ষা করা কর্তব্য। যাহারা আশ্রয়ক্ষায় তুৎপর ও বিমূষ্যকারী, তাহারা কদাচ আশ্রয়দোষজ আপদে অক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনায় শত্রুর বলবদ্বা অবগত হইতে পারে তাহাদিগের শাস্ত্রার্থদর্শিনী সূদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভৎসনা করিলে, বিড়াল যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া তর্জনারে সন্দোষনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠান নিরত তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে তোমার অনিষ্ট আচরণ করিতে বাসনা করিতেছি একরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমাব প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমাব বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধন্যপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্রবৎসল, বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমি হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটবে তাহা কি সম্ভবপর হয়। তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবাঙ্কবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।

মার্ক্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গভীর ভাবে তাহারে

কহিল, লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তাহা সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয় তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমারে স্তবই কর আর ধনই দেও কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হন না। এই বিষয়ে শত্রুর যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্তরের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্তকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আশ্রয়ক্ষা করা কর্তব্য। আশ্রয়ক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে। অন্তের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্তের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্য্য-মুঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনায় যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্ক্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আশ্রয়ক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্তব্য। আর তোমারও জাতিমূলত পাপপুণ্যায়ণ হইতে আশ্রয়ক্ষা করা উচিত। মূষিক এই কথা কহিলে মার্ক্জার চাণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধি সামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বিবরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অতএব সূচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্ক্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনুরাসনে মুক্তি লাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা এক বার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে

অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি কৌশলে অন্ধকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়। আর নির্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতা দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ভ্রাম্য এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সিন্ধাস্ত সন্ধি বিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্বেই প্রসন্ন মনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্বে ভয় ব্যবহার ও অস্ত্রের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে স্তম্ভ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক চিন্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীক চিন্তে অবস্থান করে, সে অস্ত্রের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনাকে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অতীতের ভ্রাম্য অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির! এই আমি পূর্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তাদিগের মত এবং মুখিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের প্রভেদ, সন্ধি বিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ মুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান শত্রুর সহিত এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে সম্যক বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংশ্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের হেতু। উঁহার ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী; অতএব উঁহাদিগকে সতত সংকার

করিবে। তাহা হইলে তাহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জার ও মুষিকের সন্ধি বিগ্রহান্বক বুদ্ধিসংস্কার সম্পাদক সংবাদ কীর্তন করিলাম, ধীমান্ মহীপাল বিপক্ষমণ্ডলী মধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, শত্রুর প্রতি বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কিরূপে রাজ্যরক্ষা ও কিরূপেই বা শত্রু পরাজয় করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত, নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কাঞ্চাল নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ভ্রাম্য সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলতঃ পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্বজ্ঞ ছিল। কিয়দিন পরে সেই অন্তঃপুর মধ্যে পূজনীর এক অত্যন্ত শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ভ্রাম্য স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমন পূর্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধারী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে জোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারে উদ্ধে উত্তোলন পূর্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণ পূর্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে

নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাপ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও মিলিত করা কদাপি কর্তব্য নহে। উহার কার্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্দ্রনা এবং কৃতকার্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অমুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহারে নিরর্থক সন্তুষ্ট সাধনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আজি আমিও এই কৃতকার্য শ্রুতি ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অমরুপ বৈরনির্ঘাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দূরাশ্রয়ী তাহার বধ সাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্রীর চরণ দ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটন পূর্বক স্তম্ভ চিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক পাপমুগ্ধান করে পাপ তৎক্ষণাৎ তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদিগের পুণ্য নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্রীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকন পূর্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহারে কহিলেন, পূজনী! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি পশ্চাৎ প্রত্যাপকার করিয়াছ, স্মৃত্ত্বাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে! অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এষ্ট স্থলেই অবস্থান কর।

তখন পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিবৃন্দ কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকর। যে ব্যক্তি একবার বৈবাহিক করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্বদা সান্দ্র বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। যে মুঢ় ঐ রূপ বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা এককালে বিনষ্ট হইবার

নহে। পরস্পর বৈরতাব জন্মিলে বুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোক প্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব এক বার বৈর সংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখ লাভের নিদান। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্বারা মূল-পর্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। ইহ লোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা। আর ভাৰ্য্যা বীৰ্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্ক ধনগ্রহণ নিবন্ধন শত্রুপদ-বাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরতাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধি সংস্থাপন করা কর্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ এক জনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান্ লোকের কার্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্বল ব্যক্তির ভয়ঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। আমি বহুকাল পর্যন্ত পরম সমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরতাব জন্মিল, তখন আমি অচিরেই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী! লোকে অপকারীর প্রত্যাপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না বরং তাহারে ঋণনির্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি অন্তর্য গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! অপকারীর প্রত্যাপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যতাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যাপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরুক থাকে। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনঃবার সন্ধি সংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধি নিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।

পূজনী কহিলেন, মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্দ্রনা বাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি

বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরম্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকর। বলপূর্বক স্তম্ভিত শত্রু প্রহারেও বাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহার। কেবল এক সন্ধি-প্রস্তাবে করেণুলোভাক্ষেপে 'মাতঙ্গের জায় অনারাসে পরাভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী! একত্র সহবাস করিলে হত্যা-কারী শত্রুর প্রতিও স্নেহভাবের উদয় হয় এবং কুকুর ও চণ্ডা-লের জায় পরম্পরের প্রতি পরম্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; আর বৈরভাবও পদ্মপত্রস্থিত সলিলের জায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারে না।

পূজনী কহিল, রাজন্! পণ্ডিতেরা জী, বাস্তব, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটিতে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে প্রকাশ্যরূপেই হউক, আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহারে বিনাশ করা কত্রিয়ের কর্তব্য নহে। স্ত্রীদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গুট হত্যাশনের জায় সমুদ্রগর্তস্থ বাডবানলের জায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সাহায্য, পরুষবাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলতঃ পরম্পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্বাপিত হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিরে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকারই তাহার অস্তঃকরণে তর সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অস্ত্র লোকে আমাদের অপকার করিতে চেষ্টা করিলে আমরা কখনই পরম্পর সাহায্য দানে যত্ন করিব না। ফলতঃ আমি বিশ্বাস নিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী! কাল প্রভাবেই সমুদায় কার্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কাল সহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহ ত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীব-

গণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরম্পর পরম্পরের স্নেহ হৃৎথের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীব-গণের স্নেহ হৃৎথ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্নেচ্ছামুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, তুমিও আমার দোষ মার্জনা কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যদি কালকেই সকল কার্যের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি লোকে বন্ধ বান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়? যদি কালই স্নেহ হৃৎথ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্বকালে দেবগণ কি নিমিত্ত অস্ত্রদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কাল সহকারে লোকে আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্ত রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্যের কারণ হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকর্তারেই বা কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! তোমার পুত্র আমার সম্মানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সন্মোগ পাইলেই আমারে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমারে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা জীবা ক্রম্বার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাজা করে? বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিদ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধন-জনিত হৃৎথ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই হৃৎথে কাতর হয় এবং স্নেহলাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থ-নাশ, অনিষ্ট সংযোগ ও ইষ্ট বিয়োগ হইতেই হৃৎথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ হৃৎথে সর্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরহৃৎথকে হৃৎথ বলিয়া কীর্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন হৃৎথ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই তদ্রূপ লোকের নিকট পরের হৃৎথকে হৃৎথ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি হৃৎথে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের হৃৎথকে আপ-নার হৃৎথের জায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরহৃৎথ দর্শনে স্তম্ভিত হইতে পারে না।

হে মহারাজ! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদের পুনরায় সন্ধি করা কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে অরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরতাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভয় যুগ্ম-পাত্রেব সন্ধির ন্যায় উহা অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থ-শাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুপের মূলীভূত বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। পূর্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদেও নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস কবে, তাহারে মধুলোভে শুক তৃণ সমাচ্ছন্ন কুপে নিপতিত মধুলাভার্থীর স্থায় অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। ছই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোক গমন করিলে অগ্নিগত ব্যক্তি সেই ছই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতার প্রবর্তিত করিবাব নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক সাস্থনা করিয়া পরিশেষে তাহারে পাষণনিপাতিত পূর্ণ ঘণ্টের স্থায় চূর্ণ করেন। উইারা যাহার অপকার করেন, তাহারে কখনই বিশ্বাস করেন না। এক জনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পুত্রনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকর করিয়া রাখে।

পুত্রনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণদ্বয় ক্ষত, সে অতি সাবধানে পাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্য আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্রদ্বারে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ু প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্র-বোগ বর্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বণ বিদিত না হইয়া মোহপ্রযুক্ত ভ্রষ্ট পথ আশ্রয় করে, তাহারে নিশ্চয়ই অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টি কালকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করে সে কখনই শস্তলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিজ-কষায় বা মধুর আহারসম্পন্ন বস্ত্র আহার করে, তাহার সেই সমুদায় বস্তু অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভ বশতঃ পথ্য পরিত্যাগ পূর্বক অগ্ন্য বস্ত্র ভোজন কবে, তাহারে অচিরেই কালকবলে

নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উহারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মাধ্য পুরুষকার শ্রেষ্ঠ-বলিয়া গণনা করেন। আর অসার ব্যক্তির দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মূঢ়ই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিত-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়েব প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বস্থানেই গৃহ, ভাষাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভাষ্যা ও সুস্বাদু লাভ করিয়া পরমসুখে কালহরণে সমর্থ হন। উইারা কাহারও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কার্য্য-দক্ষ না হইলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নিরীক-ধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অগ্নি গমনের বাধা না করে, তাহা-দিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভাষ্যাগণের দোষে সন্তান প্রসবিনী কর্কটদিগের স্থায় অচিরেই অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া বাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ-ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়ন পূর্বক অগ্নি দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া উপায় অবস্থান করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভাষ্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুস্বহুদ কুস্বহুদ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। কু-পুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। কুভাষ্যাতে অহরাগ জন্মে না। কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত শূন্যকঠিন। কুস্বহুদের সহিত সন্তাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুস্বহুদ-নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভাষ্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহারেই ভাষ্যা, যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, তাহারেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহারেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকা নির্বাহ হয়,

তাহারই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাহারে রাজা বলিয়া কীর্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্মজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পূজ, কলত্র ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত্ত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে আর রাজা অধার্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অগ্রমস্তচিন্তে তাহাদিগকে পালন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জিত অর্থের বর্ষাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সূচাক্রমে প্রতিপালন না করেন তাহারে তস্কর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই অধর্মবুদ্ধি নরপতিগে সকল লোকের নিকট পাপ সংগ্রহ পূর্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য করেন, তিনি অশেষ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং প্রজাগণ সতত তাহার প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করে। প্রজাপতি মনু নরপতির মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহু, কুবের ও যম বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অমুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারে তির্ঘ্যাণ্যমানি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিত চিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ করিয়া তাহাদের জননী, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহন পূর্বক অগ্নির, ছুটেং দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদান পূর্বক কুবেরের, ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্যপালন পূর্বক রক্ষকের কার্য করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুংবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন, তাহার রাজ্য কোন কালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুংবাসীদিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদগুস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসম্মত উৎপল সমুদায়ের ত্রায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট কল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গস্থ অমৃতভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। বলবান শত্রু বাহারে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে ধর্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাহার অমুরাগ গ্রহণ পূর্বক অতীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর বাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যুগক্ষয় নিবন্ধন ধর্ম উদ্ভিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্ট প্রায় ও দম্বাদল কর্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কি রূপে অবস্থান করা কর্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিভ্যাগ পূর্বক যেক্রপ অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি। ভারদ্বাজশত্রুজয় সংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুজয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভারদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোদন! অলঙ্ক বস্ত্র কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্ত্র লব্ধ হইলে কিরূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষা বিধান ও সুরক্ষিত হইলে কিরূপে উহা ব্যয় করা যাইবে? বাজা শত্রুজয় মহর্ষি ভারদ্বাজকে এইরূপে অর্থনির্ণয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অমুসারে কহিলেন, মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরস্তর প্ররথকার প্রদর্শন ও শত্রুর রক্ষা দ্রষ্টব্য করিবেন এবং যাহাতে তাহার রক্ষা সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে, অতএব দণ্ড দ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। তদ্বদর্শী পশ্চিমতেরা দণ্ডেরই সবিধেব প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দাম প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ীদিগের জীবন বিনষ্ট হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান হইবেন। আপন কাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রণা বিক্রম প্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ছায়া করিয়া বাক্য

বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য সংশ্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্তব্য এবং কৃত-কার্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সাহসনা করিবেন এবং সসর্প গৃহের শ্রায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদান পূর্বক সাহসনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্দোষকে এবং প্রত্যাশপন্নমতি দ্বারা পণ্ডিতকে সাহসনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অজ্ঞানি বন্ধন, শপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু মোচন করিয়াও স্বকার্য সাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুরে স্বন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহারে প্রস্তর নিক্ষেপ্ত কলসের শ্রায় বিনাশ করিবে। তিস্রুক কাষ্ঠের শ্রায় মুহূর্তকালও প্রজ্জ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর কিন্তু তুষানলের প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংশ্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃত-কার্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। রাজা অশ্রু দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণ পূর্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মুলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অমূল্যবানীয়া দ্বারা স্তম্বেকপর্বতের, বিবিধ রূপ ধারণ পূর্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাহার অতীব কর্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমাত্রী, উদ্যোগ শূন্য, লৌকাপবাদভীত ও দীর্ঘস্থিত ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পর-ছিত্রের অনুসন্ধান করে; অতএব কূর্ণের ন্যায় আপনার অস্ত্র গোপন ও আপনার ছিত্র সংবরণে যত্নবান হওয়া, বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বকের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুরে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষতীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সূচতুর ভূপতি বংশাদি দ্বারা কান্দুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের ন্যায়

সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ন ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশ কাল সমাক্ষি বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল অবধারণ পূর্বক সন্ধি বিগ্রহাদি কার্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে রাজা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্বক শাসন না করেন গর্তবতী অশ্বতরীর ন্যায় তাহারে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুন্ডিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত ছুরারোহ এবং অপক হইয়াও পকের ন্যায় দৃষ্ট হন, তাহারে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্য দ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্বক বারংবার সেই আশার বিস্মাহ্তান করিবেন। যে পর্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্বে উহা সমাক্রমে অবধারণ, উপস্থিত হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সমাক্রমে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক। উপস্থিত স্ত্রু পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত স্ত্রুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। 'যে কোন উপায়ে হউক, আপনার ছুরবহা মোচন' এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্তব্য। যাহারা আপনাদের চর তাহাদিগকেও শত্রুকর্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনাদের ও শত্রুর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষাণ তাপস প্রভৃতি ছন্দবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কণ্টক স্বরূপ ছুরাশ্বা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার, পানাগার, বেস্তাপল্লী, তীর্থ ও দূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অরিষত্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া এক জনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে;

অতএব বাহ্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহারে পরীক্ষা করা কর্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শন পূর্বক শত্রুর বিশ্বাসউৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ক্রটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ড-বিধানে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে; আবার তাহাদিগের হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণ বশতঃ কোন বিপদ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কথায়বদ্ধ পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা স্ত্রী যৎ কেহ হউন না কেন অর্থের বিয়াবস্থান করিলেই অবিচারিত চিন্তে তাহার শাসন করা কর্তব্য। অধিক কি গুরুও অবিবেচক, গর্বিত ও উচ্ছ্বাল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ড বিধান করা অসম্ভব নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যাখান, অভিবাদন ও ভ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণচুও পতঙ্গ যেমন বৃকের সমুদায় ফল পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করে, তক্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্শ পীড়ন, দারুণ কর্ম সাধন ও মৎস্তঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে কদাচ মহতী ত্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতি নিবন্ধন কেহ কেহ শত্রু বা মিত্র হয় না, লোকে কার্যবশতই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি ক্রোধ স্বরে পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্য শ্রবণে হৃৎ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। পূর্বাপকারীকে যে কোন প্রকারে হউক বিনাশ করা উচিত। লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অমুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহারে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই প্রেরণ কর। তাহারে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য। তাহার সম্পদ লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্বনাদ, সন্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শন পূর্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জন উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। তাহাতে কিছু মাত্র স্বার্থ নাই, সে রূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সস্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য। গোবিধাণ ভক্ষণ

অনর্থক ও আয়ঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্ত সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব তাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম অর্থ উভয়েরই বিয় উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ-লোকে ধর্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবন-ধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব তাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্তব্য নহে। ঐ সমুদায়ের অত্যন্তমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্বার পরিবর্তিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরা-ভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে তদ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্যই সম্যক রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য দ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্তব্য। বুদ্ধিমান লোক গৃহের স্ত্রায় দূরদর্শী, বকের স্ত্রায় নিশ্চল, কুকুরের স্ত্রায় জাগরুক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইন্দ্রিতজ্জ হইবে এবং ভূক্সেব ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর হর্গমধ্যে সত্বরে প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীককে ভয় প্রদর্শন ও লুন্ধকে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রু-গণ রাজ্যই প্রধান প্রধান ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্কের নিষেধ অমুনয় প্রদর্শন পূর্বক বশে আনয়ন করিলেও তাহাতে উহারা অমাতাগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাহারে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সকলেই তাহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুদ্ধি মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্বক আপনাকে দূর্বজ্ঞান

করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদয় অতি সুদীর্ঘ; তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদয়প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকার সাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পাল্য হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহা কদাচ আহরণ করিবে না। বাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খনন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহারে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক। এই কয়েকটি উপদেশ আপদকালের নিমিত্ত কীৰ্ত্তন করিলাম। অল্প সময়ে ইহার অমুসরণ করা কর্তব্য নহে। শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর ঝগড়ে নিপতিত হইলে ইহার অমুষ্ঠান পাণ্ডবজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশ্যেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

হে ধর্মরাজ! রাজা শত্রুগণ হিতার্থী মহর্ষি ভরদ্বাজকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্লুপ মনে তদনুরূপ কার্য্যামুষ্ঠান পূর্বক বহুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরমসুখে রাজত্বী ভোগ করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোককর্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম ধর্মের ভ্রায় ও ধর্ম অধর্মের ভ্রায় লঙ্ঘিত, নিয়ম বিনষ্ট, প্রজাবর্গ ভূপাল ও তত্ত্বগণকর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত, সমস্ত আশ্রম পাপভরে অতিভূত, দুর্য্যাসাদিগের কাম, লোভ ও মোহ প্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিধিত, ছল প্রভাবে পরস্পর মিহত ও বঞ্চিত, গ্রাম নগরাদি বহির দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃত্তির অভাবে শত্রু সমুদায় শুকপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অক্লুপ প্রভাবে পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিকা নির্বাহার্থ কুরুগণ অমুষ্ঠান করিবেন। আর ভূপতিই বা এইরূপ অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম ও অর্থ আপনায় আরত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাহুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপ পুণ্য প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণ-মূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পুত্রোক্ত-রূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে। এই স্থলে বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল-সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ণিত আছে শ্রবণ কর। পূর্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের লঙ্ঘিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর বোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূল গমন ও শশধর দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাকুক রাজ্যশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুকপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা এককালে তিরোহিত হইল। সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বসট্কার ও অন্যান্য মাসুলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে কৃষি ও পশুপালনকার্য্যে এককালে পরাধীন হইল। বিপণী ও আপণ উন্মূলিত হইয়া গেল। সকল লোকের আশ্রয় প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দিক্ কঙ্কালমস্তুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রাম নগরাদি সমুদায় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোম স্থলে তত্বর কোন স্থলে অন্ত শত্রু কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয় সমুদায় বিস্টে হইয়া গেল। বৃদ্ধ লোক সকল পুত্র পৌত্রাদিকর্তৃক গৃহ হইতে নিকাসিত এবং গো, অজ, মেঘ ও মহিব সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সমুদায় নিঃশেষিত ও মনুষ্য সকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এইরূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মহামোহা কুখ্যাত একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অভিশপ্ত কুখ্যাত হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি, পরিত্যাগ এবং ধাম্যাখাদ্যের বিচার ও জপ হোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্যমধ্যে প্রাণি-ব্রূতক হিংস্র চাণ্ডালদিগের পক্ষী অবলোকনপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে ভয় কলস,

কুকুরের চক্ষুখণ্ড, বরাহ ও উটের অস্থি ও কপাল এবং মৃত্তক বস্তুর বস্ত্রে উহার চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সমুদায় নির্মিতাচার্য্য দ্বারা সজ্জিত এবং কুটার ও মঠ সকল ক্ষুদ্রনির্মিতক-
মাল্যে সমলবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থানে কুকুরব ও কোন স্থান গন্ধকের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চাণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে উলুক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিক্রমে সমলবৃত্ত দেবালয় সকল বর্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুকুর সমুদায় দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চাণ্ডাল-
পল্লীমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও ফল মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্বল্যে নিবন্ধন হইলেন। এই কথা বলিয়া এক চাণ্ডালের আশ্রয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে ছরবস্থা দূর হয়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চাণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত কুকুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি বাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমায়ে যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণ ধারণের উপায়ান্তর নাই। আপদকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ক্রটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, আপদকালে ত্রাণ প্রাপ্তি রক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণ নিবন্ধন আমায়ে কখনই চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এইরূপ অবধারণ পূর্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিভাবরী ক্রমশঃ গাঢ় ও চাণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাভ্রোথান করিয়া সেই চাণ্ডা-
লের কুটারমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন স্বেদাজড়িতলোচন চাণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটারমধ্যে মহর্ষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল, এক্ষণে

সমস্ত চাণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি। আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুকুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে? অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবন সংশয় উপ-
স্থিত। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুর্গত্ব নিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চাণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বা-
মিত্র; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে আমায়ে বধ করিও না। চাণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাভ্রোথান ও নেত্র হইতে অশ্রুমাৰ্জ্জন পূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিল, ভগবন্! আপনি এই রাত্রিকালে কোন্ কার্য্য সাধনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? তখন মহর্ষি চাণ্ডালকে সান্ত্বনাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসি-
য়াছি। বুদ্ধিত ব্যক্তির লজ্জা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। দেখ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুঃখ ও খাদ্যাখাদ্য বিচার শূন্য হইয়া পুড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তত্ত্বরকার্য্য অর্ধম্ জানিয়াও কুকুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপ-
হরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ বিস্তর পর্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুড়াপি কিছু-
মাত্র ভক্ষ্যদ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়াই আমি এই পাপ কার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি। দেখ, 'অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ', সুতরাং তাহার পবিত্র বস্ত্র ভিন্ন অপবিত্র বস্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহারে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমায়েও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচারে প্রাণমুখ হইতে হইয়াছে। তখন চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুকুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আর উহার অস্ত্রাস্ত্র স্থানেক মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষতঃ অভোগ্য চাণ্ডাল যখন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগহিত, সুতরাং এই বিষয়ে অধ্য-
বসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবন ধারণের নিমিত্ত অস্ত্র উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংস লোভে তপস্তা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি

নিতান্ত অশ্রদ্ধের ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল তবে কোন কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দ্বিত্যরাই কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবদ্ধ হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজাল-জড়িত হইতেছে এবং কোনক্রমেই আপনার উপদেশানুসঙ্গ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তির লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানাবিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জন করা আবশ্যিক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিক্রান্ত হওয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয়লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখা সঙ্কুল। অধ্যয়নকালে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশ-মাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সন্ধ্যাক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যিক। নরপতি আপদকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লক্ষ্যনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে মুক্ত্যেই তাহার নিদ্রা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কখনই তাহার দোষ কীর্ণনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। তাহার জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জন করিতে পারেন। অধ্যাত্মিক ব্যক্তিবাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থ-শাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কোন জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ বিদ্যালয়ভার কামনা করে, তাহারাই মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা বুদ্ধি অনুসারে কোন কাৰ্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহার শাস্ত্রের দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মুখের স্তায় বাক্যবাণপূর্ব্বক অশ্রদ্ধ

অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নর নাকস ও বিদ্যার বনিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অশ্রদ্ধের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে অশ্রদ্ধের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ ধর্ম্ম বোধগম্য করিতে না পরিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধ-পরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভ্যমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ণন করেন, তাহা হইলে কেহই তাহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভ নিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে। অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয় একরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বক ওক্তাচার্য্য দৈত্য-গণের সংশয় নাশার্থে তাহাদিগকে একরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান; অতএব তুমি অচিরে সংশয়কে সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা কর। আমি এক্ষণে তোমারে যে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম সম্পাদনের নিগিহ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? আমি কত্বে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমারে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাক্যে কণপাতও না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যালোলুপ অসংখ্য ভূপতির স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও কত্বেকে সাধারণের হিত-সাধনার্থ নির্মাণ করিয়াছেন। প্রাণিগণের লোকযাত্রা অনা-য়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্রমুর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন

করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ হকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকার মধ্যে দহ্মাগণ পরব্রত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ করে, তিনি ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক স্বরূপ। এক্ষণে বেদজ্ঞানসম্পন্ন সংকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিকে অমাত্যপদে অভিষেক করিয়া ধর্মাসুসারে প্রজাপালনপূর্বক পরমহুখে রাজ্যাশাসন করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে মন্ত্রীপতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অন্যান্যপূর্বক কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া পরিগণিত হন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতিক্রম না করিয়া ধর্মাসুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যাহার পর নাই প্রশংসা লাভ করেন। অতএব প্রথমতঃ উগ্র-মুষ্টি ধারণ ও পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম নিত্যন্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমারে সহপদে প্রদান করিতেছি। দেখ, ভগবান্ বিধাতা তোমারে উগ্র কর্ম সাধনের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যাশাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান্ শুক্রাচার্য্য নিয়ত ছুষ্ঠের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজধর্ম্মে এমন কোন নিয়ম আছে যাহা কোনকালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবুদ্ধ তপস্থানিরত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উহাদের প্রীতি অমৃত তুল্য ও ক্রোধ বিষ তুল্য। উহাদের প্রীতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্তীলাভ হয় এবং উহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিরে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা কীর্জন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিরে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষা বিধান পূর্বক পরম গতি

লাভ করিয়াছেন। পূর্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সংকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদান পূর্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কপোত কি রূপে শরণাগত শত্রুর স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতিই বা লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্জন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভার্গব মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্বপাপনাশিনী বিচিত্র কথা কীর্জন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তুমি উহা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ সম্বলিত অপূর্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বকালে এক পক্ষিলুক্ক পাপপরাণ ক্ষুদ্রাশয় নিবাদ কালান্তক যমের শ্রায় অরণ্য মধ্যে পর্যটন করিত। সেই ছুরাশ্রয় শরীর কাকের শ্রায় রুকবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জন্মা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হস্তদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায় সুহৃদ্ মনুষ্যী ও বহু বান্ধব তাহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংশ্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুর্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অস্ত্রের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের শ্রায় প্রাণিগণের উষ্ণেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিবাদ জালগ্রহণ পূর্বক সর্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত, এইরূপে বহুকাল গত হইল। কিন্তু সেই ছুরাশ্রয় কোন ক্রমেই আপনার অসং প্রযুক্তি নিবন্ধন অধম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্যটন করিতেছে এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুপ্ত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণববান পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিহ্বান্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। ষোল্লধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বহুক্ষণ ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় ছুরাশ্রয় নিবাদ শীতাক্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে বন মধ্যে পরিত্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ দৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ সিংহ ও বরাহ-

গণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ান্ত ও শীতান্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাশ্রা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতান্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিন্ধল কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাশ্রা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যাহার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল তথাপি সেই কপোতীকে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইবাও সেই কপোতীকে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাশ্রা নিষাদ সেই অবগ্যজাত পাদপ-গণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর স্তুতি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদদল শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিন্ধল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘ-নিম্নুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্তব্য। পক্ষিবাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাজলিপুটে বনস্পতির সঙ্ঘা-ধন পূর্বক কহিল, তরুণ! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নিৰ্ম্মাণ পূর্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিল।

চতুঃসংহারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত স্নহজনে পরিবৃত্ত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহাব প্রিয় বনিতা আহাবান্বেষণে গমন করিয়াছিল। পক্ষী রজনী সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া অমু-তাপ করত কহিতে লাগিল হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্যন্ত প্রত্যাগত হইল না! ইতিপূর্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কানন মধ্যে তাহার ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই। আজি প্রিয়া

বিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র পৌত্র বধু ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভাৰ্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বালয়া নির্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। আজি যদি আমার সেই অরণ্যনেত্রা বিচিত্রাক্ষী মধুরভাষিনী ভাৰ্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! আমার সেই প্রিয়তমা আমি অন্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি মান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষেই তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষমবদনে কুলহরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাহার ভাৰ্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিনী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থির-স্বভাব যশস্বিনী প্রিয়তমা আমাকে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্যন্ত আগমন করিতেছে না। সঙ্গীক ব্যক্তির বৃক্ষ-মূল ও গৃহস্বরূপ ও ভাৰ্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভাৰ্য্যাই পুরুষের ধর্মার্থ কাম সাধন সক্ষয়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভাৰ্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকুন্মাতা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ন্তব্যক্তির ভাৰ্য্যাই মহৌষধ। ভাৰ্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্মসংগ্রহ বিষয়ে ভাৰ্য্যাই পুরুষের অষ্টীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভাৰ্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! দুরাশ্রা নিষাদ ইতিপূর্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভক্তার সেই ককণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্ত্রত গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্তা যখন আমার গুণ কীর্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরি-নীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহারে নারী বলিয়া নির্দেশ করাও কর্তব্য নহে। যে রমণী ভর্তারে

সঙ্কটে করিতে পারে লব্ধ্যের দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অধিরে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্বাহ হয় বলিয়া ভর্তৃহী জীমিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সঙ্কটে না হন, তাহারে দাব্যদ্বন্দ্ব পুণ্ড্রবক সমন্বিত লতার জায় তস্মীভূত হইতে হয়। পিঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎকণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্তৃহীকে সোধোদনপূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমারে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত নীতান্ত ও ক্ষুণ্ণাবিষ্ট হইয়া তোমার আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সংকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণ-নিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত আদ্যতত্ত্ব প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অহুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ অল্প পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। পঞ্জরস্থ কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখান্বিত হইয়াও ভর্তৃহীকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহারে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

ষট্চছারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আশ্লাদিত হইয়া বাস্পাকুল নয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অতিপ্রায় কি এবং আমরাই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদের গৃহে আসিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরে তাহার সমুচিত সংকার

করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহারে ছায়াসেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রযুক্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক কি পরলোক কুত্ৰাপি সদাতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

লুক্ক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হতাশন উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হতাশনে স্বীয় গাত্র সমস্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুলনয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমারে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে তদ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিনলব্ধ আহার সামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি দিক্কার প্রদান করতঃ ইতিকর্তব্যাতাবিস্মৃত হইয়া স্নানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎকণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথি-সংকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুক্ককে কহিল, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, মহাশয়! আমি পূর্ব্ব দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনারে সেবা

করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হতাশন প্রদক্ষিণপূর্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত হতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম! আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমারে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গহিত আচরণনিবন্ধন আমারে ঘোরতর অধ্যম্বে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকনপূর্বক এইরূপে আপনার কন্ধের নিন্দা করত নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত লুন্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি বাহার পর নাই নিষ্ঠুর ও নিকোঁধ। আমারে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্যা পাপাদ্বা আর কেহই নাই। বাহা ইউক, আজি মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দ্বন্দ্ব করিয়া আমারে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কুৎসংকল্প হইব। আজি অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া ঐশ্বক্যকালীন সরোবরের ত্রায় শুদ্ধ করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্রেশ সঙ্ঘ করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ত্রতের অশুষ্ঠান প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথি সেবায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অশুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

ক্রুরকর্ম্ম লুন্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধৃষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কপোতীরে যুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তার অগ্ন

করিয়া নিতান্ত শোকাকর্ষিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল শ্রবণ করি নাই। রমণীগণ অনেক পুত্রসন্তেও পতিবিহীন হইলে সতত শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবগণও তাহারে দেখিয়া যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিম্নত আমারে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্বে তোমার সহিত পর্বতগুহা, নদী নির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাশ্রম ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে স্নেহে বিহার করিয়াছি, আজি আমার সে স্নেহসম্পত্তি কোথায়! পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত স্নেহ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত স্নেহদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই জীবিতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মালা, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। গুণ্যকর্ম্মপায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মফলরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরমস্নেহে বিহার করিতে লাগিল।

একোদ্বিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ! ষৎকালে সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ উক্ত দৃষ্টিনিষ্কপ পূর্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ত্রায় সঙ্গতিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপায়ণ, মমতাপরিশূন্য ও নিষ্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ স্নানীতল সলিল সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত

ব্যক্তিরা এই সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুপ্ত উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া স্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিলম্বে মনে করিয়া ফুটচিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্বাঙ্গ কণ্টকে কতবিস্তৃত ও শোণিতলিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরন্তর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সজ্জ্বল হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল সমুৎপন্ন হইল। এই অগ্নি প্রলয়কালীন হতাশনের ছায় অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমায়ুক্ত পশুপক্ষীসমূহ মহারণ্যের চতুর্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় লুপ্ত বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুৎপন্ন দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আতঙ্কিত হইয়া তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের বেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমনপূর্বক আপনাকে বক্ষ, গন্ধক ও সিন্ধুগণের মধ্যে ইন্দ্রের ছায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

হে ধর্মরাজ! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ছায় অর্থাৎ স্বর্গসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট লুপ্ত ও বপোতের পুরাবৃত্ত কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইতিহাস কীর্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম। গোহত্যাকাবীর এবং নিহৃতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিহৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই

পঞ্চাশদধিক শ্রুততম অধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোহবশতঃ পাপাশুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোতপারীক্ষিত-

সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্বকালে পরীক্ষিততনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জনমেজয় মোহবশতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অস্ত্রাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোযুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে গুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহারে প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিতনন্দনকে নিরীক্ষণপূর্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী; তোমার পব পাপাশ্রা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলে? আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমারে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে; ইহা সাধু লোকেরই প্রীতিপ্রদ। তোমার দেহ হইতে ক্রুদ্ধবের ছায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ছায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমঙ্গলিক হইয়াও মঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধস্বভাব। নিবস্তুর পাপ কল্পনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুবিধ মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চনা, যাগ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক সুপুঞ্জ লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাহারে তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাহাদিগের অর্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরা হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োধুম ময়ূরগণ তোমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে।

তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমারে পুনরায় পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

রাজা জনমেজয় মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে সোধোদন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, স্মৃতরাং আমার ও আমার কার্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার অমুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনীত বচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হতাশন মধ্যে নিষ্কিণ্ণ হইয়াই যেন প্রজলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যাহার পর নাই ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক আমার উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়-তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উদ্ভূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যা পাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শেষস্বরূপ। এক্ষণে আমি যাহার পর নাই নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিম্পরিগ্রহ যোগীরা যেমন নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিরে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমারে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞ শূন্য পাপা-য়ারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি স্বেচ্ছ জাতিপ ন্যায় নিরস্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক! আপনি পদম স্পর্শিত; অতএব আমারে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতৃর ন্যায় আমার প্রতি দয়িত্ব প্রদান করুন।

ইজ্ঞোত কহিলেন, মহারাজ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহ প্রভাবে অন্যথা কার্যের অমুষ্ঠান করিবে, ইহার আর বিচিন্ত্য কি। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের

নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্বতশিখরাক্রূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রাসাদে সমাক্রূঢ় মহাত্মারা অনা-য়্যাসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধু জন কর্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিশ্বাস্যবিত হয় না। হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে বিধানানুসারে পাপ শাস্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশাস্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশে পরামুখ হইলে এবং ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপ কার্যে অমু-তাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! আমি পাপের নিমিত্ত অমু-তাপ ও যাহাতে ধর্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গল লাভার্থে আপনার নিকট বারং-বার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইজ্ঞোত কহিলেন, মহারাজ! তুমি অহংকার ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম-ানুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভপরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমিতি-ব্যাহারে আমার ন্যায় উপদেশ বাক্য অবগত কর। তোমার উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমারে পাণ্ডিত্য সংগৃহীত এবং কেহ কেহ বা অধাৰ্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধু বান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমারে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা স্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনা-দরে কিছুমাত্র বিষয় না হইয়া তোমারে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষা বিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অত-এব এক্ষণে যাহাকে তাঁহারা আমার সাক্ষাৎ শাসনলাভ করিতে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান হও এবং আর কখন তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্ম-ণের অনিষ্টাচরণ করিব না।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ইচ্ছোত কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতি-শয় উদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমারে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্মাসুরগণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমতঃ নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও হুচরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অহুঙ্কা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল হুচরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোক সকলকে একান্ত সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টসাধনে পরাভূত হইয়া ধর্মের অহুসরণে ও ভূপাল-ভোগ্য জব্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক তপোমুঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সবি-শেষ বিবেচনা করিয়া অমুঠান করিলে তাহাতে বিস্তর গুণ দর্শে। যজ্ঞামুঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্তা নৃপতিগণের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্যকরূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ধর্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যে রূপ আশ্রমভুক্ত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মহুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন সহ-কারে যজ্ঞামুঠান পূর্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী। সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথুদক অতি পবিত্র। পৃথুদকের নীলগে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর তীর্থ সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কাশ্যোদক তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন। মহু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার সত্যবান্ যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের দ্বার রাগদ্বৈষাদি শূন্য ও পাপপুণ্য বর্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনা মাত্র। যাহারা সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় পূর্বক পাপপুণ্য শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে মহুষ্যের ধৈর্য্য ও ইচ্ছিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বারংবার ধিকৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর। আর আপনার এই চরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাকৃত হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অমুঠানে যত্ন কর। কোন রাজা ভূষারের ন্যায় শীতল, হতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় হৃদয়দর্শী এবং কেহ বা লাক্ষণের ন্যায় দুঃখগণের মূলোন্মুলনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষরূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্তব্য নহে। যে পাপ একবার অমুষ্ঠিত হয়, তাহা অমুতাপ দ্বারা, যাহা দুইবার অমুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে। আর যে পাপ বারংবার অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়োলাভার্থে, মঙ্গলজনক কার্য্যের অমুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্তব্য। যে ব্যক্তি সতত স্নগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে স্নগন্ধ নির্গত হয়, আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নিরূপ পাপধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাস-তীর্থ ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মহু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সংকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বে সমুদায় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! আপনি ধর্ম ও পাপের ফল সমুদায় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে

যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ তুল্য, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না আর ধর্মশীল ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্যমুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন, তাহা কীর্তন করুন ।

বৃহস্পতি কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞানপূর্বক পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিষ্ঠের ত্রায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায় । যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অশ্রুয়া পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হয় । যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্ৰ গোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপকার্য্য করিয়াও কল্যাণলাভে সমর্থ হন । দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্ম্যমুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই বলিয়া তাঁহারে বিধিপূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞমুষ্ঠানে প্রবর্তিত করিলেন । যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিম্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজলিত অনলের ত্রায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ শশধরের ত্রায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণত্যাগপূর্বক পুনর্জীবিত হইতে চর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে গৃধ্রজম্বকসম্বাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বর্ষ কষ্টে এক বিশালনেত্র স্ত্রকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন । ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল । তখন ব্রাহ্মণের বন্ধু বান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সম্রস্বভূত মৃত শিশুরে গ্রহণপূর্বক অশ্রুনাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহারে জোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । বালকের পূর্বোক্ত মধুরবাক্য বারংবার শ্রবণ হওয়াতে তাঁহাদিগের শোক দৃষ্টিগত পরিবর্তিত হইয়া উঠিল । তখন তাঁহারা কোনক্রমেই সেই মৃত শিশুরে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না ।

ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদনশব্দ শ্রবণপূর্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর । মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে । সমুদায় জগৎই সুখ দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ইহলোকে সকলকেই পর্যায়ক্রমে বারংবার সংযোগ ও বিপ্রযোগ লাভ করিতে হয় । যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে । অতএব তোমরা অচিরাৎ প্রস্থান কর ; এই গৃধ্রশৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ অশানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না । মর্ত্যলোকে জীবমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে । কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক মৃত ব্যক্তিরে পুনর্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । ইহলোকে সকলকেই কর্ম্মফলে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে । ঐ দেখ, দিবাকর অন্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুনর্দেহ পরিত্যাগপূর্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর । গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃতবালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে করিতে তাহারে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল ।

ঐ সময় এক কুকবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহগমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে ভৎসনা করিয়া কহিল, হে মানবগণ ! তোমরা নিতান্ত নির্দয় ! দেখ, এখনও দিনমণি অন্তগত হন নাই ; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগপূর্বক গমন করিতেছ । বৃহত্তের প্রভাব অতি চমৎকার । বৃহত্তপ্রভাবে এই বালকের পুনর্জীবন লাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে । অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দয় ব্যক্তিদিগের ত্রায় এই বালককে অশানে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিতেছ । পূর্বে যাহার মধুরবাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যাহার পর নাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাবী শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না । তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর । পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের অপত্যস্নেহ কণ্ঠসন্ন্যাসী মুনিগণের যজ্ঞের ত্রায় নিতান্ত ফলবিহীন । তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কখন সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে

সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছামুসারে আহার বিহার করে, কদাচ পিতা মাতারে প্রতিপালন করে না তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালনপালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এতদিনে বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কিরূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগপূর্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থানপূর্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুর সমেহ নয়নে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্তব্য। এতাদৃশ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহারে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধু ব্যক্তির পশুপক্ষীদিগের প্রতিও সর্বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মায়া বিভূষিত নব বিবাহিত কুমারের ভ্রাতৃ এই পদ্মপাশলোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রস্থান করিতেছ? জম্বুক এইরূপ ককণ-বাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বরে শবরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দোষ নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অন্নবৃন্নি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আশ্রয় উপর নিরপেক্ষ হইয়া এই পঞ্চভূত পরিশূন্ত কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপোহুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিলে কিছুই হ্রলভ হয় না। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। হুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের স্নেহের সহিত জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের হুর্ভাগ্যপ্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপতিত করিয়া মর্ত্যলীলা সঘরণ করিয়াছে এবং সন্তান সন্ততি, গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদায়ই তপোবল লভ্য। পূর্বজন্মে যেক্রপ তপস্তা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে সুখ দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখ দুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্মপরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব কৃত ও হৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব

এক্ষণে তোমরা অধর্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম আচরণ কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক ঐ বালককে শূত্র প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বরে এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্তারই শুভাশুভ কার্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাহার বান্ধবদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। বান্ধব গণ এই শ্মশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুর পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এস্থানে অবস্থান করেন না। অচিরে মৃত ব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্পকুল নয়নে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান্ কি মূর্থ কি ধনবান্ কি নির্দীন সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্যের ফল সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর, কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্মতঃ অপক্ষপাতী। যত্ন কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কি গর্তস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতি এইরূপ।

গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে মানবগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃধ্রের বাক্যে তোমাদিগের স্নেহের ভ্রাস হইয়াছে। আজি এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযুথের ভ্রাতৃ তোমাদিগের অভিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্যলোকে মানবদিগের যতদূর শোক হইয়া থাকে আজি তাহা অবগত হইলাম। স্নেহ প্রযুক্ত আজি আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমতঃ যত্ন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যত্ন করিলে পর দৈববল সহযোগে কার্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষ-কার প্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্বদা পরিতাপ করা কর্তব্য নহে। পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্নদ্বারাই অতীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কব। কি নিমিত্ত নিতান্ত নির্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ। পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একেবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।

তখন গৃহ কহিল, হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা স্ত্রীকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ত হইতে মৃতাবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গ চালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষি প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিভ্য। কি স্বাবর কি জন্মম সিকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়-তম পুত্রকলত্রদিগকে অশ্রুশ্রমে পরিত্যাগ পূর্বক শোক সন্তপ্ত-চিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রকেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্টবস্তুর পরিত্যাগ পূর্বক দুঃখিতমনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয় অতএব তোমরা অচিরে এই জীবিত-শূন্য কাষ্ঠ প্রায় বালককে পরিত্যাগ পূর্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহারে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণে-শ্রিয় বা দর্শনে-শ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহারে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক যুক্ত্যনুসারে অতি কঠোর বচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন কর। এখন উহারে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি শ্রবণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। গৃহ এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

তখন সেই জম্বুক ক্রতপদ সঞ্চারে তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত বালককে অবলোকন পূর্বক তাহাদিগকে সন্মোহন পূর্বক কহিল, হে মানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত গৃহের বাক্যে স্নেহশূন্য হইয়া এই তপ্ত কাঞ্চন সরিষা দিবা ভুষণ ভূষিত বালককে পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতেছ। এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের শিশুদাতা। ইহারে পরিত্যাগ করিলে তোমাদিগের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শাস্তি হইবে না বরং পরিশেষে মহা অমৃত্যুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনি-রাছি যে, সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্ম প্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি যেত ও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা

এ স্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধ পুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকাক্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে কোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সেই গৃহ তাহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন পূর্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও কর দ্বারা সংঘটিত করিতেছ। ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানু-সারে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার দ্বায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেতভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরি-ত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আচ্ছ এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্বন্ধা-তিশয় সহকারে শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে। শত শত শৃগালও শত বৎসর পর্য্যন্ত আগ্রাগণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবন দানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান্ কৃষ্ণদেব, কার্ত্তি-কেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘনিদ্রা পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে উহার জীবন লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপ পুণ্যের ভার বহন করত কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তির এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াকরণ, পুরুষাক্য প্রয়োগ, পর-ক্রোধ ও পরদারীগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নপূর্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রা-লোচনা, ন্যায়পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যব-হার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্তান্ত বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহা-দিগকে নিশ্চয়ই অধর্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে এই বাল-কের কিছুমাত্র ইচ্ছিত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সুতরাং ইহার জীবিত লাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিফল। গৃহ এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্বক স্নেহ নিবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন জম্বুক কহিল, মর্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহারও নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়মত বন্ধু বিরোগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষতঃ আজি এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্রমশঃ ইহলোকে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইতেছে না। বন্ধুবিরোগ কি কষ্টকর! হে মানবগণ! তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই! তোমরা পাপাত্মা গৃহের বাক্য শ্রবণে এককালে স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ। স্বপ্নের অবসানে হুঃখ এবং হুঃখের অবসানে সুখানুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল হুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান্ কুলপ্রদীপ পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূর্চের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণসম্পন্ন বালকের লাভ্য দর্শনে ইহারে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখ লাভ করিবে। আজি তোমাদের মঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোন ক্রমে এই বালককে পরিত্যাগ করিও না। অশান বাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য সাধনার্থ এইরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মগণ কষ্টব্য নিকারগে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

• তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেটক-মাদনিনাদিত নীলমেঘসদৃশ অশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান। যক্ষ ও রাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য অন্তাচলগামী ও দিম্বাওল অন্ধকারাবৃত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার প্রেতকার্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, দিবাকর অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। শ্রেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে অশান-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জন করত ইতস্ততঃ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম পাদপ সমুদায় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসানী প্রাণিগণ অনাহার নিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্রমকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজি এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাত্ম্য উপস্থিত হইবে। অতএব জম্বুক বাক্যে অনাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরে এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ। যদি তোমরা জ্ঞানশূন্য হইয়া

শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

তখন শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! যতক্ষণ দিবাকর অন্তাচলে গমন না করেন, তোমরা সেই কালপর্য্যন্ত স্নেহ নিবন্ধন রোদন করত নির্ভীকচিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বালককে নিরীক্ষণ কর। মোহবশতঃ গৃহের নিষ্ঠুর বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্র ও শৃগাল এইরূপে স্বকার্য সাধনার্থ তুল্য প্রতিলম্বী হইয়া বুদ্ধি প্রভাবে সেই বালকের আকর্ষণগণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মগণ উহাদের উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রার ও ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া হুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মগণের হুঃখ দর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্শ্বভী কষ্টক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক করুণার্জ চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব, তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। অতএব তোমরা অচিরে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সেই ব্রাহ্মগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন! এই বালকের বিলাপ নিবন্ধন আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদের জীবিত করুন। ব্রাহ্মগণ এই কথা কহিলে জীবিতেরী ভগবান্ ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জীবিত কহিলেন। ঐ সময় গৃধ্র ও শৃগাল তাঁহার প্রসাদে কুস্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সেই ব্রাহ্মগণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জীবন লাভ করিয়া পুলকিত চিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনোদাত্ত, অধ্যবসায় ও ভগবান্ শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মগণ অতি দীন ভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায়বলে অচিরে তাঁহাদিগের সমস্ত হুঃখ দূরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মগণ বালকবিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাশ্লাঘে সেই শিশু সমভিব্যাহারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মগণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষলাভের

উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেরই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অসার দুর্বল ব্যক্তি চিরসন্ধিত উপকারাপকারসমর্থ উদযোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুরে বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহারে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে তাহা হইলে ঐ দুর্বল ব্যক্তি কি রূপে আত্মরক্ষা করিবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই স্থানে শাস্ত্রলীপন সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে শ্রবণ কর। হিমালয় পর্বতে এক বিশালসমুদ্র সমুদ্র বহু শাখাসম্বিহিত ফল কুসুম পল্লবোপশোভিত চতুঃশত হস্ত বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্লী বৃক্ষ ছিল। শুক-সারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্ত মাতঙ্গগণ ও অজ্ঞান মৃগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিকসম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বীগণ গমন কালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও রন্ধ নিরীক্ষণ পূর্বক উহার সন্ধিহিত হইয়া কহিলেন, তরুণ ! তুমি অতি প্রিয়দর্শন ; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার রন্ধ ও শাখা সমুদায় অতি বিশাল ; কিন্তু ঐ সমুদায় কদাচ বায়ুবেগ প্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমারে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ? তিনি কি তোমার আত্মীয় বন্ধু অথবা অন্ত কোন কারণ বশতঃ তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে। দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল নিপাতিত, পর্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সমুদ্র, সাগর ও সরোবর সমুদায়কে দুল্লভ করিতেছে। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যভাবে নিবন্ধন তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখা, পল্লব ও ফলপুষ্প পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদায় বিহঙ্গম প্রকৃত মনে তোমার শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুম সকল বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই প্রতিগোচর হইয়া থাকে এই সমস্ত

মাতঙ্গ ও ভৃগগণ দ্রুত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সমুদ্র ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্বক সুখ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তপস্বী ও যতিগণ সততই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। অতএব তোমার এই আশ্রয় স্বর্ণ ও স্নেহের স্তায়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

হে বৃক্ষ ! এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়াই তিনি পরম আত্মীয়ের স্তায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এরূপ পর্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। তুমি বন্ধু নিবন্ধন বায়ু কর্তৃক শাখা পল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছ।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন্ ! সমীরণ আমার সুস্থ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অগ্রগ্রহ করিয়া আমার রক্ষা করিবে। আমার তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষ পর্বতাদি ভগ্ন করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বল প্রভাবে তাঁহারে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।

নারদ কহিলেন, হে বৃক্ষ ! তুমি অতি অজ্ঞের স্তায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইহারা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান্ বায়ু উহাদের সকলেরই প্রাণপ্রদ। ইনি শাস্ত্রভাবে সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশাস্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে পরম পূজ্য জগৎপ্রাণ সমীরণকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ভুক্ততা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। তুমি অতি অসার ; এক্ষণে আপনার দুর্বলতাকে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যাহাব পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর

সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, তুলসী, তাল, দেবদারু, বেতস ও বহুল প্রভৃতি মহাবল পাদপ সমুদায় বায়ুর প্রতি কদাচ এইরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ শাস্ত্রলীরে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, সমীরণ! হিমালয় পর্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়াসম্বিত বহুশাখা প্রশাখাপবিশোভিত বিপুল শাস্ত্রলীবৃক্ষ আছে। সে তোমারে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যেরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমারে বলবান্দিগের অগ্রগণ্য, গৌরবারিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধপরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান্ সমীরণ শাস্ত্রলীর প্রতি যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, শাস্ত্রলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন। অবিলম্বেই তোমারে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি-কালে তোমারে অবলম্বন পূর্বক বিশ্রাম কারিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি ঐসঙ্গ হইয়া তোমারে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীৰ্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমারে সামান্ত লোকের স্থায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমারে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষ রূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।

ভগবান্ পবন এইরূপে ক্রোধপ্রকাশ করিলে শাস্ত্রলী সহাস্ত-মুখে তাঁহাবে কহিল, সমীরণ! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সাধাভূসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের

সম্ভাবনা নাই। আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শাস্ত্রলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমাগত হইল। তখন শাস্ত্রলীবৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল। আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি তৎসমুদায়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। এক্ষণে আমার যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধ নিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ সমুদায় পাদপের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যেরূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

শাস্ত্রলী বৃক্ষ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদন পূর্বক কুসুম পল্লবাদি শূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পবিত্রাণ পূর্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাস্ত্রলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাস্ত্রলী ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখা প্রশাখাদি পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থান করিতেছে। শাস্ত্রলীর দুর্দশা দর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাহারে কহিলেন, শাস্ত্রলে! তুমি স্বয়ং আপনার যেরূপ ছুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমারে এইরূপই ছুরবস্থা প্রদত্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার ছুরবস্থা সম্পাদনের কারণ। তুমি

আপনার কুমন্ত্রণাতে আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখা বিহীন ও কুসুম শূন্য হইয়াছে ।

সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া অমুতাপ করিতে লাগিল । অতএব যে ব্যক্তি দুর্বল হইয়া দুর্বুদ্ধি নিবন্ধন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলী বৃক্ষের স্থায় অমুতাপ করিতে হয় । বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্বলদিগের নিতান্ত অকর্তব্য । তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে । ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করাই উচিত । বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্কোষের নিতান্ত অকর্তব্য । বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ভুগরাশি প্রবিষ্ট হত্যাশনের স্থায় অরাস্তি মধ্যে প্রবেশ করে । ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছু নাই । অতএব খালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের স্থায় এবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্তব্য । বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, তোমাদেরই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে । দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জুনের তুল্য ছিল না । এই নিমিত্তই ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে । হে ধর্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম ও আপদ্রব্য সবিস্তরে কীর্তন করিলাম অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কি হইতে পাপ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, আমি তাহা প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্তিত হয়, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে । লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । লোভে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল । লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ভ, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্তি প্রাপ্তভূত হইয়া থাকে । লোভই লোকের ক্লণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুবর্ষের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্যের গর্ভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পর-

দ্বারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদয়িকতা, দাক্ষণ মৃত্যু ভয়, বলবতী জেঁবা, পরনিষ্ঠা শ্রবণ প্রবৃত্তি, আত্মপ্রাণ ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয় । মনুষ্যগণ কি বালা কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে । উহার জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না । অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য শ্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না । ইষ্টবস্ত্র লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহারে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অশুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন । যাহারা অধীর প্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সতত অহংকার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিষ্ঠা, ক্রুরতা ও মাৎস্য প্রকাশ করিয়া থাকে । যাহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়পনোদন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হয় । লুব্ধেরা সততই ক্রোধ ঘেষ পরায়ণ ও শিষ্টাচার পরিশূন্য হইয়া থাকে । উহার তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্ট জনক । উহাদিগের বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় ক্রুরতাব পরিপূর্ণ, উহার কপট ধর্ম্মপাষণ্ড হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় । উহার অতি কুদ্রাশয় ও জগতের দম্ব্য স্বরূপ । ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধমকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রত্যাশিত ও সংস্থাপিত এবং সংপথ এককালে উন্মূলিত করে । অহংকার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে । ফলতঃ উহাদের ন্যায় অনিষ্ট আর কেহই নাই ।

একণ্ঠে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যাহাদিগের পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরক ভয় নাই ; যাহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য ; যাহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না ; যাহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহশীল ও সত্যব্রত নিরত ; যাহাদিগের মূখ্য দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ; যাহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না ; সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলৌক, দেবতা ও অতিথি-গণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিত সাধনার্থ প্রাণ পর্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না । তাহাদিগের সচ্চরিতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে । তাহারা নির্ভীক,

সংপূর্ণতা ও অহিংসক; সাধু লোক সমুদায় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম ক্রোধ বিবর্জিত, মমতা ও অহংকার শূন্য নিত্য ব্রত পরায়ণ ও পরম সন্মানান্বিত। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে 'নিরন্তর ধর্মের মর্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাঁহারা ধন লোভ বা যশো লোভে ধর্ম পরিত্যগ করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী আহাৰাদি কার্যের জ্ঞান ধর্ম অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষাণদিগের ধর্মে স বিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব। অতএব তুমি প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষন্ন হন না। তাঁহারা নির্মল প্রকৃতি, সৎগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইচ্ছিয় নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্মপ্রিয় মহাত্মভবদিগকে অর্চনা করিবে। দৈব প্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

একোনিষট্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ লোভের বিষয় নির্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় আপনার অবনতি বৃদ্ধিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের ঘেষ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞান প্রভাবেই লোকে নিরয়গামী, দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অতিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! অমুরাগ, ঘেব, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তজ্জা, আলস্ত, ইচ্ছা, সন্তাপ,

পরত্নীকৃত্যতা ও পাপকার্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয় সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভের উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে মহারাজ! লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ জনক, যুবনাথ, বৃষাদর্ভি, প্রমোদজিৎ ও অশ্বাত্ত মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের জ্ঞান লোভ বিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে স্বাধাশ্রয়িত ধর্মপরায়ণ মনুষ্যের কি রূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। ধর্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখা সম্বল অতএব কি রূপে সংক্ষেপ পূর্বক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য হওয়া যায়; আর ধর্মের মূলই বা কি? তৎসমুদায় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি বাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর জ্ঞান তৃপ্তি লাভ করিবে, বন্ধারা তোমার বাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীৰ্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানা প্রকার ধর্ম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইচ্ছিয় সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম। দমগুণ প্রভাবেই

ব্রাহ্মণের কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ, দান, ব্রহ্ম ও শাস্ত্র জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্জিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভা-বেই পাপ বিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পর লোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখ-ভুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রশন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দম-গুণ বিহীন, তাহারে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদায় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মুহূর্তা, লজ্জা, হ্রিততা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অহুস্রা, গুরু পূজা প্রবৃত্তি ও দয়্যার উৎপত্তির কারণ। দম গুণাবিত মহা-দ্বারা কদাচ ক্রুর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অস্ত্রের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্ম শ্লাঘা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন। অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধ সংযোগ জনিত মমতা নিবন্ধন তাঁহারে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরে মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ সদাচার পরা-য়ণ, প্রশন্নচিত্ত ও আত্ম তত্ত্ব। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথ স্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারপ্রশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাহা হইতে কিছু মাত্র ভীত না হয়, তাঁহারে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সংকার্য্যানুষ্ঠান পূর্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সক-

লের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে বুদ্ধে লীন হইয়া থাকেন। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি যথা বিধি তপস্তা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও সমুদায় কার্য পরিত্যাগ করিয়া সভ্যাভিলাষী, বিষয় রাগ বিবর্জিত, প্রশন্ন চিত্ত ও আত্ম তত্ত্ব হইতে পারেন, তিনি ইহ লোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপন্ন নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই এক মাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণাবিত ব্যক্তিরে নিতান্ত অসমর্থ বিবে-চনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা-গুণ প্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দম-গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি; তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যপ্রশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণপূর্বক পরম পরিভূষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহারে ধর্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম-দেবগু বাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্তাই সকলের মূল। যে মুঢ় তপোহুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎ-কৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্বিগণ তপো-বলে বেদ সমুদায় অধিকার করেন। তপোবলে ফল মূল উৎ-পন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ঔষধ ও অরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবী মধ্যে যে বস্তু নির্ভাত দুর্লভ তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্বকালে মহর্বিগণ যে দুর্লভ ঐশ্বর্য লাভ করিয়া ছিলেন, তপই তাহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তত্ত্ব রতা, ক্রোধহত্যা ও গুরুতর্ক গমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত

হওয়া যায়। তপস্তা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন সর্বা-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন, অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, দান ও
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা ছুদ্র কৰ্ম, জননীয়ে প্রতি-
পালন করা অপেক্ষা সংকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
তপস্তা আর কিছুই নাই। ধন, ধাত্ত ও ধর্ম রক্ষা করিবার
নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্তব্য। ঋষি, পিতৃ, দেবতা,
মহুবা, মৃগ, পক্ষী ও অন্তান্ত স্থাবর জঙ্গমাশ্রুক ভূত সমুদায়
তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই
দেবগণ মহত্ব লাভ করিয়াছেন। তপঃপ্রভাবে অন্তান্ত
অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা
যাইতে পারে।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও
দেবগণ সত্য ধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব
সত্য কি? উহা কি রূপে লাভ হইতে পারে? আর লাভ করি-
লেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্তন করুন। শ্রবণ
করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! কোন মহাত্মাই ধর্মসকলের
প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত, সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের
সমাতন ধর্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সত্য নমস্কার
করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। এক-
মাত্র সত্যই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ
ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেক্ষণে সত্য লাভ করা যাইতে পারে,
তাহা আত্মপূর্ব্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়ো-
দশ প্রকার। অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমংসরতা, ক্ষমা,
লজ্জা, তিতিক্ষা, অননুয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া
ও অহিংসা। এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত,
সকল ধর্মের অবিকৃত ও বিগুহ্য যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা,
দ্বন্দ্ব, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে
অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাভীর্ষ্য, ধৈর্য্য, নিভী-
কতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা
যায়। দান ও ধর্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমংসরতা লাভ হয়।
সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষমতা
ও অক্ষমতা এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারি-

লেই অনায়াসে ক্ষমাশূণ্যসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা
যায়। লজ্জা ধর্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন
ব্যক্তি সত্য মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষয় হন না
এবং তাহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাবে অবলম্বন করিয়া
থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্মার্থলাভ ও
লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য
কর্তব্য। বিষয় ও মেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদ বাচ্য হইয়া
থাকে। লোকে রাগ ঘেব বিহীন না হইলে কখনই ত্যাগ-
রূপ মহাশূণ্য সম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রিয়ত্ব সহকারে
রাগ ঘেব বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন,
তাহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সমস্ত
কিছুমাত্র মনের চাকল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গল-
লাভার্থী ব্যক্তি সত্য ঐ শূণ্য অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন
করিলে কদাচ চিন্তাবিকার জন্মে না। যাহারা ক্ষমাশূণ্য সম্পন্ন
ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে
পারেন, তাহাদিগেরই ধৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে। কায়মনো-
বাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অমু-
গ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম। সত্যের এই
ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সত্য সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক
উহা পরিবর্তিত করিয়া থাকেন। সত্যের শূণ্য গরিমার পরি-
নীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ
সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎ-
কৃষ্ট ধর্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই
ধর্মের আশ্রয়; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গৃহিত
কার্য্য সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ,
অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্তান্ত ধর্ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে।
মানদণ্ডের এক দিকে শস্য অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য
আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে
সন্দেহ নাই।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ,
মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্য প্রবৃত্তি, অনুয়া, রূপা,
ভয় ও প্রতিবিধানেক্ষা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে
উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ

শত্রু স্বরূপ। উহার নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিত চিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহার ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বল পূর্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সূক্ষ্ম হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহারে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অহুয়া পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপাত্মন্য নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশতঃ বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বহু বিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্যবশতঃ শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভবশতঃ অকার্য্য-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শাস্তি হয়। সত্যাত্যাগ ও অসাধুসংসর্গ নিবন্ধন মাৎস্যর্ষের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোলীজ্ঞাতিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের ষথার্থ মর্মে অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষবশতঃ জর্বা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্রোহবাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উহা উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অহুয়ার উদ্বেক হয়, কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীনজনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্বেক হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের ষাথার্থ্য বোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে

না। হে ধর্ম্মরাজ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রভ্রমেরা সকলেই এই সমুদায় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহ-বাস নিবন্ধন অনুশংসতা বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার কিছুই অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরূপ, অগ্নি ও কণ্টকের জ্ঞায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয়লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষরূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহার নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনারে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের জ্ঞায় নীচাশয় আর কেহই নাই উহার সতত আত্মাভিমান, আত্মপ্রাধাণ ও আপনার বদান্ধতা প্রকাশ করে। উহার যাহার পর নাই শক্তিতত্ত্ব, ছলগ্রাহী, কপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুকা, আক্রমণবাসীদিগের ঘেঁষা ও হিংসাবিহারনিরত। উহার নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। উহার গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের জ্ঞায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারেও বিশ্বাস করে না। অস্ত্রের অগুনত দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিরে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্য-কালে তাহারে অর্থদান করিয়া যাহার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করে, তাহারেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদগণ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের

বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলাম। উহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাজেরই অবশ্য কর্তব্য।

পঞ্চমর্ধ্যাদিক শততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! বেদবেদান্ত পারগ যাগ যজ্ঞশীল ধর্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিঃশ্ব হইলে আচার্য্যাকাব্য, পিতৃকাব্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিঃশ্ব ভাবাপন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অত্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপকাল দান করাই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রদর্শনপূর্বক নিরন্তর যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব মহীপাল তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধন রত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিককাল পোষ্যবর্গ ভরণপোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোম পান করিতে সমর্থ হন। যাজ্ঞিক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্মিক নৃপতি অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপারী বৈশ্ণব ধন বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহারা প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগ যজ্ঞ কিছুমাত্র অধিকার নাই, অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্তব্য নহে। যাহারা শত গোধনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিতচিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্মলাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যে নিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হটক এক দিনের আহারোপযোগী খাদ্য হরণ পূর্বক রাজা জিজ্ঞাসা ককন বা না ককন তাঁহার কর্ণ গোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্যানুসারে তাঁহার দণ্ড বিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতা দোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা

করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ধার্মিকেরা অনুকল্পকে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপদকালে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকর্ম পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয় না। রাজার নিকট আপনার ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করা যেদ্বিংশ ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণ তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ব্রাহ্মণ কর্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভূজবীর্য্য প্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থ বলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন। কস্তা, যুবতী এবং মন্ত্র জ্ঞান শূন্য মূর্থ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞ আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনারে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নি হোত্রের প্রাজ্ঞাপত্য অন্ন দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্মিকেরা তাঁহারা আহুতিগ্নি বলিয়া নির্দেশ করেন না। অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজ্ঞমানের প্রজা, পশু, পুণ্য ফলোপার্জিত স্বর্গ, *যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাময়িক নহেন এবং গাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কৃপ বাতিরেকে অন্ন জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্র লাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্পর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মাত্র বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ত্রত পরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি একত্র শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পঞ্চাঙ্গাগে তৃণ শয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরু কার্যসাধন ও আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

জীর নিকট বিধা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে । পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে । অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে স্রবণ গ্রহণ করা কর্তব্য । নীচকুল হইতেও জীরত্ব গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত পান অবিধেয় নহে । স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও আশ্রয়কার নিমিত্ত বৈশ্য ও শত্রু গ্রহণ করিতে পারে । সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্ল গমন, ব্রহ্মস্ব হরণ ও স্রবণ-হরণ এই পাঁচটি মহাপাতক । প্রাণ ত্যাগই ঐ পাতক সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত । লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে । পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অশ্রয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসর মধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । পূর্বোক্ত পাঁচটি মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে । একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত । সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্লগামীর দেহান্তে প্রেত কার্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহাৰাদি কার্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে । গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাধ্যালাপও করিবেন না । অধম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি তস্কর তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয় । আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহারে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয় । যে কত্মা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতস্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্তব্য । ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎ সংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্য্যে তত বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । ব্রাহ্মণঘাতক গো ব্রাহ্মণ

রক্ষার্থ সংগ্রামে শত্রু দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হত্যাশন-মধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পান পূর্বক শরীর দগ্ধ বা সূত্ৰ-মুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । হুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি জীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূর্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত ও বৃষণ ছেদন পূর্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণ-ত্যাগ, কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে ষাটশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক আপনার কুকার্য্য প্রথ্যাপিত করিয়া তপোহুষ্ঠান করিবে । আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীকে নিপাতিত করে, তাহারে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিত্তিতে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টোমের যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর একশত বৃষ ও একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও এক শত ধেনু প্রদান করিবে । কুন্দুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপনিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, মণ ও মৃষিককে নিহত করিলে পশুভূল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয় ।

একণে অস্ত্রাস্ত্র পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । পাপ অন্ন হইলে অনুশোচনা বা একবৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায় । শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য জ্ঞীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক দিবসের চতুর্থ ভাগে আহাৰ করিবে অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হত্যাশনে আচ্ছতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায় । যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয় । ভাৰ্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধ হইলে তাহারে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে । ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে । যে নারী আপনার পতির পরিত্যাগপূর্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত

সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহারে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহুতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাঁঠ দ্বারা দণ্ড করা রাজার কর্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ছই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চার বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণপূর্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুচাবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহারে, তাহার স্ত্রীরে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে উহা আপনায় ভাষ্যা গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনায় স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভাষ্যারে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধম্মাসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশু হিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মুণ্ডায়পাত্র গ্রহণপূর্বক আপনায় দুর্গন্ধ প্রথ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিবে। ঐরূপ পশু আচরণ করিলে ছাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি, চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সম্বৎসর ঐরূপ ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যাহারা দান করিতে সমর্থ, তাহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত দান করা কর্তব্য। আর যাহারা নিত্যান্ত ধর্মপরায়েণ, তাহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুকুর, বরাহ, মনুষ্য, কুকুট বা উষ্ট্রের মাংস মূত্র ও পুত্রীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আভ্রাণ করিলে তিন দিবস উচ্ছ্রজল পান, তিন দিবস উচ্ছ্রজল পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাহাদের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।

ষট্শত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গযুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতলক্ষ্মী ভীষ্মদেবকে নমোদধনপূর্বক কহিলেন, পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কাম্বুক বিশীর্ণ ও অস্থ সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইত্রে একমাত্র খড়্গ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীরপুরুষ একাকীই চাপহস্ত ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে সর্বপ্রকার যুদ্ধে কোন অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কিরূপে কাহার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন ব্যক্তিই বা পূর্বে ইহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

তখন ধনুর্বেদবিশারদ শরতলক্ষ্মী ধর্মপরায়েণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে কৌশলযুক্ত বিচিত্রার্থ সমন্বিত সার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাজীকুমার! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে এই জগৎ একাধিব্যম ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দেশ ছিল না, সমুদায় স্থান গভীর দর্শন, তিমির জালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ পূর্বক বায়ু, অগ্নি, হৃদা, আকাশ, উর্দ্ধ, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, জ্যতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান কদ্ম এই কয়েকটি পরম তেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্মত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সন্মুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মবিগণ পুত্রলাভার্থ তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, যুগ, মীন, শাখামৃগ, মহাসর্প, জলচর পক্ষী, বিবিধ উদ্ভিদ, শ্বেদজ, অণুজ ও জরায়ুজগণের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রত্ন, সাধ্যা, সিদ্ধ ও মরুদগণ, মর্ত্ত্যিভূত, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পুরুষ

এবং কাশ্যপ, বালখিলা, প্রভাস, সিকত, সূতপারী, সোমবারবা, অগ্নিকিরণপারী, আকুঠ, হংস, অনলোদ্ভূত, প্রম্মি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিষাহারে সেই ধর্ম প্রতীপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিহ্নি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভ সম্বিত অধাশ্রিত দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই এই স্পষ্টা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিষাহারে হিমালয়ের শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যাচ্ছন্ন শৃঙ্গে গমন পূর্বক প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানামুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্ত হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎ, প্রদীপ্ত হতাশন ও সমুচ্ছল কাঞ্চনময় বিবিধপাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ কাল পরে প্রদীপ্ত হতাশন হইতে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্দ্বর্ষ পুরুষ সমুথিত হইল। উহার দেহ সূক্ষ্ম, বর্ণ নীলোৎপলের স্থায় শ্যামল, দৃষ্ট্রী সূতীক ও উদর অতিমাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল। মহাসাগর সংজুক হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উদ্ধা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখা সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। দিগ্ভ্রমল অশ্রুস্রব ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যগিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুথিত ও দুর্নির্মিত সমুদায় প্রোদ্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি দানবগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অসি নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্বরণ করিয়াছি। কমলবোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ স্বীয় পূর্বরূপ পরিত্যাগ পূর্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষভকেতু মহাব্রাহ্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ষনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্বক চতুর্ভূজ হইলেন। তাঁহার মস্তক হৃদয়কে স্পর্শ করিল। “পরিধান কৃষ্ণাজিন স্তব্ধময় তারকা সমুদারে স্তম্ভোদ্ভিত হইল। বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিআলা নির্গত হইতে লাগিল এবং ললাটেন্দ্র দিবাকরের স্থায় সমুচ্ছল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রহস্তা শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নি সদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চণ্ডলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চন্দ্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোররূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ গর্জন ও হস্তধ্বনিতে দিগ্ভ্রমল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময় দানবগণ, ক্রুদ্ধদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরে তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র সকলেই যুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান্ বিরূপাক্ষ অসিহস্তে একরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ তিনি একাকী হইলেও সহস্র সংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশপূর্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত এবং কাহারে বা পোষিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উরু তণ্ড ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিশ্চিহ্ন হইল। হতাবশিষ্ট অন্তরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ পর্বতগর্ভে ও কেহ কেহ জলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুপস্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিত প্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ দানবগণের ক্রধিরাগত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমরভূমি কিংকটক পুরিশোভিত পর্বত সমুদয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

ভগবান্ ক্রুদ্ধদেব এইরূপে দানবগণকে সংহারপূর্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম প্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণমূর্তি পরিত্যাগপূর্বক শিবদায়ক শিবরূপ ধারণ করিলেন। তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আশ্লাদিতচিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন সেই দানব-

শোণিতলিপ্ত ধর্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিফুকে অর্পণ করিলে বিফু মরীচি মূনির, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে লোকপালগণ সূর্য্যাতময় মনুরে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মনুব্যাদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্মনিদান অসি গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের ঐতি সাধনার্থ ধর্মসেতু অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহারে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে অসির প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা উচিত।

লোকপালগণ মহাত্মা মনুরে এইরূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাহাদের শাসনানুসারে সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরিশেষে বহু-কালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষা-বিধানার্থ স্বীয় পুত্র কুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা কুপ ইক্ষাকুরে, ইক্ষাকু পুরুষবারে, পুরুষবা আয়ুরে, আয়ু নহবকে, নহব যযাতিরে, যযাতি পুরুরে, পুরু অমর্ত-রয়ারে, অমর্তরুয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐল-বিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কাশ্যোজদেশীয় যুচু-কুন্দকে, যুচুকুন্দ মরুতকে, মরুত রৈবতকে, রৈবত যুবনাথকে, যুবনাথ রঘুরে, রঘু ইক্ষাকুবংশীয় হরিনাথকে, হরিনাথ গুনককে, গুনক উশীনরকে, উশীনর তোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিরে, শিবি প্রতর্দনকে, প্রতর্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃথদশকে, পৃথদশ ভারবাজতনয় দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি দ্রাক্ষগণের সহিত দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র, অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যে আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিশাসন, খড়্গা, ভীষ্মধার, দুর্ভাসদ, ত্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম-পাল। খড়্গ সমুদায় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহে-ষরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীর মাত্রেয়ই এই খড়্গকে পূজা করা কর্তব্য। পূর্বে মহারাজ পৃথু হইতে

শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসন প্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূততর শস্ত সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। হে মাদ্রীতনয়! এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করি-লাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে, মহীয়সী কীর্ত্তি ও পর-লোকে অনন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তমস্ত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমনপূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিহুরকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে ঐ তিনটির মধ্যে কোনটি প্রধান, কোনটি মধ্যম ও কোনটি অপকৃষ্ট এবং কাম ক্রোধ ও মোহ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোনটির অবলম্বন করিতে হইবে? তৎসমুদায় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিহুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোমুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞামুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদায় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অত-এব আপনি অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্ম প্রভাবে ঋষিগণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহি-য়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবল সহকারে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অঙ্গুত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সযতচিত্তে সত্যত ধর্ম্মামুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

মহাত্মা বিহুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্র-বিশারদ মহামতি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, রাজন! এই কন্মভূমিতে কন্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কন্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থবান্ ব্যক্তি অনান্যাসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও তুর্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম ও কাম

অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থ সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সংকুলসম্বৃত ব্যক্তিব্যক্তিও সতত ব্রহ্মচারী হইয়া অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মন্তক মুণ্ডন ও জটাজিন ধারণপূর্বক দাত্ত, ভয়াদিক্কাঙ্গ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। বিদ্বান্ ও শাস্ত্রগণাবলম্বী ব্যক্তির সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কাষায়বস্ত্রধারী ও অশ্রল হইয়াও অর্থের অবেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভূতগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলতঃ আমার মতে অর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনি উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।

মহাত্মা অর্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্মার্থবেত্তা নাকী-তনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ধর্মরাজ! মনুষ্য শয়ন উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানাপ্রকার উপায় অবলম্বনপূর্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এই জীবলোকে সকল অভিলাষই সফল হইয়া থাকে। ধর্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম। অমৃতমিশ্রিত মধুর জ্বায় পরম রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্মপরায়ণ নহেন, তাহার অর্থসম্ভাব হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থ সাধনে যত্নবান্ হওয়া অতীব কর্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্মের অনুষ্ঠান পরে ধর্মের অবিরোধে অর্থোপার্জন এবং তৎপরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, ধর্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, সে কখনই ধর্ম অর্থ ও কামের বাসনা করে না, অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কলমুলাশী বায়ুভক্ষ্য ইন্দ্ৰিয়নিগ্রহশীল বেদবেদান্তপারগ স্নাধ্যায়নিরস্ত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে শক্রা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক, কৃষক, শিল্পী ও দেবর্শীগণ কাম প্রভাবেই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইতেছে।

অনেকে কামপ্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কাম দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কাম শূন্য জীব কখন জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্তমান নাই। অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তরু অপেক্ষা যুত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তরুণ ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়ঃ। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তরুণ কাম হইতে স্ব স্ব সজ্জাত হইয়া থাকে, কাম ধর্মার্থের উৎপত্তি স্থান ও আশ্রয় স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মগণকে ধন দান করিত না। ফলতঃ কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অতএব ধর্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্মার্থ কামের মর্ম অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধু লোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সার বাক্যে অবগত হইয়া সমাদর করিবেন। ফলতঃ ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্যরূপে সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটির প্রতি সর্বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য; যে ব্যক্তি তুল্যরূপে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম আত্মা; যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্বোৎকৃষ্ট। চন্দনচর্চিত কলেবর বিচিত্র মালাধারী মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কামের সর্বিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।

অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদের পাঁচ জনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক্ পর্যালোচনা করিয়া সমুদয়ে অসার বোধ হওয়াতে তাহাদিগকে কহিলেন, হে ধর্মজগণ! তোমরা সকলেই ধর্মশাস্ত্রের মর্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আশ্বরে যে দমন্ত কথা কহিলে, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্য চরণ করেন না; ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না; লোভ ও কাঞ্চনকে তুল্যরূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি স্ব স্ব দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদায় জীবই জন্ম মৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারে আয়ত। ইহারা ঐ সমস্ত

হ্রতক্রমণীয় ব্যাপারে বারংবার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহা-দিগের কখনই মুক্তিলাভ হয় না। আর যাহারা সাংসারিক স্নেহ হৃদে কদাপি অভিব্যক্ত না হন, তাহারা ই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কণ্ঠ করিতে পারে না। বিধাতা আমাদের যে কার্যে নিযুক্ত করিয়া-ছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান বিধাতা সমুদায় প্রাণিকেই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুকরাং তিনিই বলবান। ফলতঃ মনুষ্য যখন জীবর্গ বিহীন হইলেও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় তখন মোক্ষই আমাব মতে সর্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জুন প্রভৃতি বীর-গণ তাহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাজ্ঞলিপটে তাহারে প্রণাম করিলেন। অস্ত্রাশ্রয় পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাহা-দিগের প্রীতি দর্শনে হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজয়যাত্রাগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টমস্ত্যাদিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কি রূপ মনুষ্য শান্তস্বভাব ? কাহারো ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে ? সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্য শ্রোতা সুহৃদ অতি দুর্লভ অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদই শ্রেষ্ঠ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্তব্য তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।, যাহারা লুন্ড, ধনবর্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপ পরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্যোগ-বিহীন, দীর্ঘশ্রুতী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনা-সক্ত, হুরাশ্রা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্য-পরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নিরোধ, কৃতঘ্ন,

ছিত্রাঘেষণতৎপর, মৎসরাহিত, সুরাপারী, নির্দয়, হৃৎশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক, যাহারা সর্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অত্রেয় অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধনলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ত্রাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ত্রাস কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিত-কার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে। তাহা-দিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সং-কুলে, দ্বব, সম্বন্ধা, জ্ঞানবিজ্ঞান বিশারদ, রূপগুণ সম্পন্ন, সং-সংসর্গ পরায়ণ, সর্বজ্ঞ, লোভ মোহ বর্জিত, মাধুর্য্যগুণ সম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সংকুলসম্বৃত, কুলক্ষক ও নির্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাসক্তি সংস্কার করিলেই যাহারা পরিতুষ্ট হন, যাহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাহারা বিবর্ত্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্রেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদ কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুবাস নিবন্ধন আত্মাভিমান শূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎ-কার্য্য সাধনে বহুবান্ হন, তাহারা ই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোকদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, তাহার রাজ্য গুরুপক্ষীয় চক্রাকরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র বিশাখদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণসম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমি ইহার পূর্ব্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব সেই সমস্ত হুরাচারদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহারে কহে তাহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভি-লাষ হইতেছে ; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ-নিবাসী ব্রহ্মদিগের দেশে যাহা ঘটয়াছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণ-বর্জিত গ্রামকে যাহার পর নাই সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ববর্ণ বিশেষজ্ঞ ধনবান দম্ভ্য বাস করিত। ঐ দম্ভ্য ব্রাহ্মণ ভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দম্ভ্যর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দম্ভ্য তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহারে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যাহার পর নাই আক্লান্বিত হইয়া পরমানন্দে সেই দম্ভ্যর গৃহে বাস করিয়া দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দম্ভ্যগণের ন্যায় বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বদা দম্ভ্যদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসা-পরায়ণ নির্দয় হত্যাকারী দম্ভ্যর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দম্ভ্য গ্রামে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায় নিরত বিনীতমুর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দম্ভ্য গ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্র স্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্র্য প্রভিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দম্ভ্য সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অধেষণ পূর্ব্বক চারিদিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতমগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার দ্বন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেববে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহারে চিনিতে পারিয়া সঙ্কোচন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সঙ্কোচে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দম্ভ্যভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যান পূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনু-

বর্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই কথা কহিলে গৌতম আন্তর্য্যে তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন! আমি নির্দম ও বেদজ্ঞান বিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাজ্ঞী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আশ্রমে অতিবাহিত করুন; কল্যাণপ্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্ত্র ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

একোদশপুত্যাধিক শততম অধ্যায়।

পরদিন শরীরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিজ্জানু হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে একদল সমুদ্র গগনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিকদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাচ্ছাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিকদল কোন গিরিগর্ভবরে প্রবেশ করিলে এক মত্ত মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অসহায় হইয়া একাকী কম্পুরুষের স্থায় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্র গমনের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকানন স্রবর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপ সমুদায় নিরন্তর ফল পুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। চ্যূত বৃক্ষ, সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে। শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরুবৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বৃক্ষ ও কিন্নরগণ নিরন্তর উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভাব ও ভুল্লিত প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বত প্রান্তে স্রবরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের প্রতিস্বথকর সঙ্গীত

শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দূরে গমন করিয়া এক কাকন বালুসামাচ্ছন্ন স্বর্ণতুল্য স্ত্রম্য সমতল প্রদেশে একটি ষটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের স্থায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশে চন্দন বারি ধারা সংসিক্ত; গৌতম সেই মনোহর পবিত্র ষটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃত মনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় স্নগন্ধী সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই স্নগীতল বায়ু প্রভাবে গতক্রম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎকণ পরে দিবাকর অন্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্তার গর্ভসমুত ও দেবতার স্থায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহারে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গরাজ রাজধর্ম সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রদান করিয়া কহিল, ব্রহ্মণ! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি অতিথিরূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অন্তগত ও সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই পান ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া অনিমিষনেত্রে তাহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম গৌতমকে সন্ধান করিয়া কহিল, ব্রহ্মণ! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষাযণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন। সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাহার পূজা করিয়া তাহারে শালপুষ্পময় দিব্য আসন পদ্ম-সলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম শ্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার প্রমাপনোদনের

নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎকণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম। অনন্তর রাজধর্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। গৌতমও পরমসুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় তাঁহারে সন্ধানপূর্বক কহিল, ব্রহ্মণ! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্র গমনাঙ্কিতাশে বহির্গত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাজধর্ম কহিল, ব্রহ্মণ! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরেই কৃতকার্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পতি পরম্পরাগত, দৈব, কাম্য ও মৈত্র এই চারি প্রকার অর্থগণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণও পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম গৌতমকে একটি সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শনপূর্বক কহিল, ব্রহ্মণ! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসাদিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বয়ু, আপনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজধর্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ নিদ্রিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ও চন্দনাঙ্কুরভূষিষ্ট বনাবলি দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদ সন্ধারে গমন করিয়া মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল সমুদায় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান রাক্ষসরাজের নিকট তাঁহার আগমনবার্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরেই নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তি-মাত্র শ্রেনের স্থায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, মহাশয়! রাক্ষসাদিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র

আগমন করুন। গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাদিপতির দর্শন বাসনায় বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর গৌতম রাজত্ববনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাদি-পতি বিরূপাক্ষ তাঁহারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা কবাত্রে গৌতম নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন। অস্তান্ত বিধরে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসেন্দ্রে সেই স্বাধ্যায়-হীন ব্রহ্মতেজ বিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ-বন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার ঈশ্বরভূমি, কিরাতভবন আমার বাস-স্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাদিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্মের সহিত ইহাঁ সৌহার্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহাঁরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমারে তাহাই করিতে হইবে। আজি কৃষ্ণিকী পৌর্ণমাসী! আজি আমারে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইহাঁরেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্য-ক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইরাছেন। আর বিপ্রগণকে যে সমুদায় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসাদিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃত-দ্বান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্রে বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবা-মাত্র সত্তরে গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন

সমুদায় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশা ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিষেদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাক সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে দ্ব্যতমধুসংযুক্ত দিব্যার পরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতি-বৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর পরংকাল অতীত হইলে কৃষ্ণিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনু-সারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাক্ষব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, হে বিপ্র-গণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজন-পাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাদিপতি নানাদেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট সাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। অচিরেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধনগ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতি-ভার সুবর্ণভার গ্রহণপূর্বক যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম তথায় উপস্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রদ্ব্যস্তে মহা আনন্দে স্বীয় পক্ষপুট বীজন দ্বারা তাঁহার অশ্রুপানোদনপূর্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণ-রূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত প্রমোদজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমারে দূর পথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথিমধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারি এমন কোন খাদ্য দ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরি-পূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথের নিকাহ

হইবে। হুয়ায়া কৃত্ত্ব গোতম মনে মনে এইরূপ হুয়ায়াসক্তি করিয়া রাজধর্মের বিনাশসাধনার্থে গাজোখান করিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! গোতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগ-রাজ রাজধর্ম ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বয়ং বিধস্ত চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ন রহিয়াছিল। পাপায়া গোতম ঐ পক্ষীরে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহু দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। প্রত্যুত বাহার পর নাই আত্মাদেহই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীরে পক্ষরোমশূন্য ও অগ্নিতে স্থপক করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল, বৎস ! আজি রাজধর্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন ? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু অদ্য হুই-প্রাজি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিনীত বিজ্ঞান গোতম তাহারে বধ করিয়া থাকিবে। সেই হুয়ায়া ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহারে ভীষণাকার নির্দয় ছুট ও দস্যুর ভায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ হুয়ায়া সেই স্থানে গমন করাতাই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না জানিয়া আইস।

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাহার পুত্র অস্ত্রাশ্ব রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে স্বত্বের রাজধর্মের আবাসে গমন পূর্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থি সমুদায় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসতনয়ের হৃৎকের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাস্পাকুললোচনে গোতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অস্ত্রাশ্ব রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গোতমকে আক্রমণ করিয়া তাহারে

রাজধর্মের পক্ষাচ্ছিন্নশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্বক মেরু-ব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ দর্শনে বাহার পর নাই হৃৎখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাস মধ্যে রাজধর্মের বিয়োগ নিবন্ধন ঘোরতর আর্তনাদ সমুখিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃত্ত্ব গোতমের উপর বাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই হুয়ায়া অতিশয় পাপপরায়াণ ; অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়ঃ। রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোর-বিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্বক কহিল, মহারাজ ! এই পাপায়া ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদের কিছূতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহারে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপায়াই আমাদের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্তব্য নহে। রাক্ষসগণ বিনীত ভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সন্মত হইয়া কহিলেন, তবে অদ্যই কৃত্ত্ব ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞামুসারে পট্টিশ দ্বারা গোতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্মরাজ ! সে ব্যক্তি কৃত্ত্ব, রাক্ষসেরাও তাহারে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্ম, সুরাপায়ী, তক্ষর ও ব্রতন্ত ব্যক্তির নিক্তার আছে কিন্তু যে ব্যক্তি কৃত্ত্ব, তাহার কিছূতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদোষী, কৃত্ত্ব ও বৃশংস, রাক্ষস বা অস্ত্রাশ্ব কীটেরাও তাহারে ভক্ষণ করে না।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার সমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রজ্জ্বত ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া যথা বিধানে বকপতি রাজধর্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী স্মৃতি ঐ চিতার উজ্জ্বলভাগে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত

কীরমিষিত কেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই কেন ধীরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোথান পূর্বক রাক্ষসনাথ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, রাক্ষসনাথ! তুমি সৌভাগ্য ক্রমে রাজধর্মকে পুনর্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব বৃত্তান্ত যে রূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহারে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল না তখন তাহারে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্য প্রভাবেই এই পক্ষী গৌতম কর্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত স্পর্শে পুনর্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরন্ত হইলে; বক তাঁহারে প্রণিপাত করিয়া কহিল, ভুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে পুনর্জীবিত করুন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনা বাক্যশ্রবণে আশ্চর্য হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম পাণ্ডবপরায়েণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধন সম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্বক তথা হইতে ব্রহ্ম সদনে সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্ম মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানামুসারে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্তে দুর্কর্মকারী পুত্র সমুদায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ তাঁহারে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ঐ কৃতঘ্ন পাণ্ডব গোতম বিধবা শূদ্রার গর্তে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরক গামী হইবে।

হে ধর্মরাজ! পূর্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্তন কথিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা স্তম্ভ কুজাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিতান্ত অশ্রদ্ধের, উহাদের কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্তব্য নহে। মিত্রদোহী ব্যক্তি অনন্তকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষীও কৃতঘ্ন

হওয়া সর্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রেরই পাণ্ডিত্য কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মিত্রদোহী ব্যক্তি কুলান্ধার, পাণ্ডিত্য ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়, হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন।

। আপদ্বর্ম পর্ব সমাপ্ত ।

মোক্ষধর্ম পর্যাধ্যায় ।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির করিলেন, পিতামহ! আপনি পরম পবিত্র রাজধর্মোদ্ভূত আপদ্বর্ম কীর্তন করিলেন, এক্ষণে যুে ধর্ম সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অচ্যুতান করিলে উহা কদাপি নষ্ট হয় না। আশ্রম সমুদায়ে বাগ যজ্ঞাচ্যুতান প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের কল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদায়ের কল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্তার কল প্রত্যক্ষ। তপস্তা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্বাচনীয় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্মাত্মশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার ভৃগুদির ভ্রাম্য ভুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ থাকে, তাহারে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষ লাভার্থ যজ্ঞবান্ হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধনকর অথবা স্ত্রী পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক শোক হইতে পরিজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শম ওষাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্তব্য । আমি এই উপলক্ষে একটা পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ স্তেনজিৎয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ ! তুমি অজ্ঞানের জ্ঞায় কি নিমিত্ত অমুতাপ করিতেছ ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকেও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে । ফলতঃ কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অমুচরণ সকলেই যে পুরুষ হইতে উহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে ।

স্তেনজিৎ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কি রূপ বুদ্ধি, তপস্রা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিবাদ হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! কি দেবতা, কি মুমূষ্য, কি পণ্ডপকী সমুদায় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে । আমি আপনার আশ্বারেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না । আবার সমুদায় জগৎকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি । আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে আমার জ্ঞায় অজ্ঞাত ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি । এই নিমিত্তই আমার অজ্ঞঃকরণে হর্ষ বা বিবাদের স্কার হয় না । যেমন মহাসমুদ্র মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ এক বার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথক্ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ এক বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয় । এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের দ্বৈহে অভিকূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে । তোমার পুত্র চন্দ্রের অগোচর চন্দ্র মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্বার তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে । তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহারে সর্বিশেষ অবগত হইতে পার নাই ; তবে তুমি কি নিমিত্ত অমুতাপ করিতেছ ? বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখ নাশই সুখের কারণ ।

সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের জ্ঞায় পরিভ্রমণ করিতেছে ; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে । কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না । তুমি পূর্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে । শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কাৰ্য্যের অমুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় । জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায় । বিবর্তীসত্ত্ব অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ দ্বেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতা-ময় সেতুর জ্ঞায় অচিরান্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । তৈলকারগণের জ্ঞায় অজ্ঞান সমুদ্র তৈলরাশির জ্ঞায় আগিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে । নির্কোষ মমুষ্যগণ ভাৰ্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্মের অমুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে বৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অমুদয় হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপাশে নিপতিত জীর্ণ বন-হস্তীর জ্ঞায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । অর্থনাশ, পুত্র-বিয়োগ ও জ্ঞাতি বন্ধ প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম চুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে । এই সংসারমধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অশৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত । কি বন্ধু-হীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, 'কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান, কি নির্কোষ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকে । সুদৃষ্টিগণ সুখেরও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে । প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না । বুদ্ধি বন লাভের ও মৃত্যু অর্থনাশের হেতু নহে । কি বুদ্ধিমান, কি নির্কোষ, কি বীর, কি ভীক, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্বল, কি বলবান, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । ফলতঃ দৈব বাহ্যে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় । দৈব অমুকুল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক । বৎস, গোপ, স্বামী ও তত্বর ইহাদের মধ্যে যে ধেমুর দ্রব পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী ; অন্তের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র । ইহলোকে যাহারা সুখপ্তি লাভ করিতে পারেন অথবা যাহারা নিরন্তর নির্ভিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইন্দ্রকপাধ লাভে সমর্থ হয় । ভেদ-দর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । পণ্ডিতেরা

সমাধি বা স্মৃতি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ স্মৃতি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যাহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি স্থলাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎস্যর্য্য বিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদদৃষ্টিব্যবহীত গর্ভিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বার্য্য পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিরেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ কি প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থ চিত্তে তাহা অম্লভব করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদায় মুঢ় ব্যক্তিদ্বিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম্যাসনিত, ঐশ্বর্য্যবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন লোকে তাঁহারে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয় তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে তাহাই পরিত্যাপের কারণ হইয়া উঠে। আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয় সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত কি মূর্থ কি বলবান কি দুর্বল সকলকেই পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদায়ের নিন্দা ও কোপ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্জন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়বাসনা সমুদায় কুর্শের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বার্য্য সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তখনই তিনি

আত্মজ্যোতি প্রভাবে স্বয়ং আত্মারে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়াহুয়াগ ও বিষয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়ই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুঃখতির্য্য যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মমুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহারে প্রাণাত্মক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় সেই বিষয় তৃষ্ণারে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্বে পিঙ্গলা নামে এক বেত্তা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্রেশের সময় যেকূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্জন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা ঐ বেত্তা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্তৃক বধিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্রেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শাস্ত্রবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! যে সন্তোষধামী নিকরকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এককাল কামাদি দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজ আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞান শুভবুদ্ধি নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্বে যে ব্যক্তির প্রতি ক্রিান্ত অমরভ হইয়াছিলাম সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহারে কান্ত বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, স্মৃত্যং সেই মরকল্পী ধূর্তের পুনরায় আমারে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজ আমি জ্ঞানবলে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অম্লভব করিয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই। পিঙ্গলা এইরূপে আশাব উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইল।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ ত্রেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় ও অগ্ৰাণ্ড যুক্তিযুক্ত উপদেশ শ্রবণে শোক পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ব কহিলেন, পিতামহ ! এই সর্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বরে অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কি রূপে শ্রেয়োলাভ করিবে ? আপনি তাহা কীৰ্ত্তন করুন । ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই স্থলে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে কোন স্বাধার্মনিত ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন । একদা সেই মোক্ষধর্মার্থ কুশল লোকতত্ত্ববিশারদ মেধাবী পিতারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বরে ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক অবগত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ; আপনি তাহা যথার্থরূপে আনুপূর্বিক কীৰ্ত্তন করুন । আমি আপনার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব ।

পিতা কহিলেন, বৎস ! মনুষ্য সর্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধিপূর্বক অগ্ন্যাধান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক মূনি হইবে ।

পুত্র কহিলেন, তাত ! এই জীবলোক নিরন্তর অভিবৃত্ত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয় সমুদায় নিরন্তর গতায়ত করিতেছে, সুতরাং আপনি কি রূপে আমারে ঐ একরূপ উপদেশ প্রদান । পূর্বক স্মরণ কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন ?

পিতা কহিলেন, বৎস ! তুমি আমারে কি নিমিত্ত এইরূপ বিজীবিকা প্রদর্শন করিলে ? জীবলোক কোন বস্ত দ্বারা অভিবৃত্ত ও কোন বস্ত দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সকলই বা নিরন্তর গতায়ত করিতেছে ?

পুত্র কহিলেন, তাত ! এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিবৃত্ত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুক্ষয়কর রাজি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে । আপনি কি নিমিত্ত ইহা অরগত হইতেছেন না । আমি যখন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, রাজি সকল প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালান্তিপাত করিব । যখন প্রত্যেক রাজি লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অন্ন সলিলস্থ মংস্তের

ভায় কোন ব্যক্তিই স্থখ লাভে সমর্থ হয় না । মনুষ্যের আশ্রয় স্থসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করে এবং ব্যাজী যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্য কর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণ পূর্বক গমন করিয়া থাকে । অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অন্তচিত্ত । মনুষ্যের কার্য্য অন্তষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে ; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর । মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পাবে না । মনুষ্যের জীবন অনিত্য ; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক । ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্থখ লাভ হইয়া থাকে । মনুষ্য মোহ প্রভাবে পুত্র কলত্রাদির কার্য্য সাধনে উদাত্ত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক উহাদিগকে ভরণ পোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয় সন্তোষে অপরিবৃত্ত পুত্রাদি পরিবৃত্ত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে । লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয় । মনুষ্য কিছুমাত্র কন্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণীকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহারে আশ্রয়সাং করে । কি দুর্লভ কি বলবান, কি শূর কি ভীক কি মুখ কি পণ্ডিত মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না । হেঁ তাত ! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্ত সমুৎপন্ন হুৎ সমুদায় দেখকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থেব ভায় অবস্থান করিতেছেন ? জীব জন্ম গ্রহণ করিবারাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে । এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিবৃত্ত রহিয়াছে । গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য । অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্তা করাই শ্রেয়ঃ । স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার বন্ধনের রজ্জু । পুণ্যবান লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন ; আর যে ব্যক্তি পাপাঘ্না সে কখনই সেই

রক্ষা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনা স্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগম পরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে, মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহ মধ্যে সংকরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহ প্রভাবে মৃত্যু এবং সত্য প্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে ভ্রমবান্ প্রকার জ্ঞান কাম ক্রোধ ও হিংসামৃত, সত্যপরায়ণ, কামবান্ এবং সমুৎপন্ন সুখ হইয়া মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিব। উক্তরায়ণ উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যযজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কৰ্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্ট ফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্তা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুলা চক্ষু, সত্যের তুলা তপস্তা, আসক্তির তুলা দুঃখ ও বিরক্তির তুলা সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জারার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীত্ব সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্তা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বহু বান্ধব ও পুত্র কল্যাণে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; অতএব বুদ্ধি মধ্যে ঐবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

‘হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্মপরায়ণ হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাঁহার ধনবান্ বা নির্ধন হইয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ

কি প্রকার এবং কি রূপেই বা উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপন্যাসে শূশীকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়দিন হইল শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য দুঃখ নিবন্ধন অন্ন বস্ত্রের ক্রেশে এবং স্বীয় পত্নীর কুৎসিত ব্যবহারে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাত্মম পরিত্যাগপূর্বক আমারে কহিয়াছিলেন যে, ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখ দুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে। কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহারে আর আশ্লাদ বা কাতরতার অতিভূত হইতে হয় না। তুমি সেই কামবিশীন হইয়াও চিত্ত সংযমে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া মোক্ষধর্মের অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইতেছ না। ধনদারাদি সমুদায় ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক ইত্যন্ততঃ পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাজোখান করে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্বাঙ্গেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান। কামান্বিত ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত শূকটিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তির উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিদুষ্টায়া অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি জিলোক মধ্যে নরনগোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্যোত্তর নিরন্তর কালগ্রান্তের জ্ঞান নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। আর অকিঞ্চন ব্যক্তি ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, অণ্ডত গ্রহ, মৃত্যু বা দহন হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহ্য উপধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করে, দেবতারাও সতত তাহারে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধ লোভের বলীভূত হইয়া বক্রভাবে ধর্মন, সুখ বিকার প্রদর্শন, জহুটী বন্ধন, অধরোষ্ট্র দংশন ও চক্ষুত্যাগ প্রয়োগ পূর্বক পৃথিবী দ্বানে উদ্যত হইলেও কেহই তাহার দুঃখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিরে দুঃখ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের জ্ঞান বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মনুষ্য নহি রূপবান্ ধনবান্, ও সংকুলোদ্ভব এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমান নিবন্ধন চিত্তের প্রস্থান উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসম্বন্ধিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে

চৌৰাশি অবলম্বন করিতে অভিলষী হয় । তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে যুগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ-প্রস্থিত পরম্পরাহারী দস্যুরে রাজদণ্ড দ্বারা ভাঙিত করিতে আরম্ভ করেন । এতদ্বির তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অজ্ঞাত বিবিধ ক্লেশ ও উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব অনিত্য পুত্রাদি কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার ধর্ম অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় বুদ্ধি সহকারে সেই সমুদায় দুঃখের প্রতীকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য । সংসারপ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সদগতি বা সুখলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই ; অতএব আপনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সুখী হউন ।

হে মহারাজ ! পূর্বে হস্তিনা নগরে মহাত্মা শম্পাক আমার নিকট এইরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন ; অতএব সংসারধর্ম পরিত্যাগ করাই সর্বোৎকৃষ্ট কার্য ।

সপ্তসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি কেহ ক্রুশি, বাগিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া ধন-লাভ করিতে না পারিয়া ধনতৃষ্ণায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কিরূপ কার্য দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে ? তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি সর্ব বিষয়ে সমভাবে কৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্যাদি লাভে অনাহু, সত্য বাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হন । পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটিই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ঐ সমুদায় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই । মহাত্মা মন্দি নির্বেদ উপস্থিত হইলে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ মহাত্মা বারংবার ধনলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । পরিশেষে তিনি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ ধন দ্বারা ছুটী গোবৎস ক্রয় করিলেন । ঐ বৎসদ্বয় মন্দির আবাসে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত । একদা হতভাগ্য মন্দি উহাদিগকে ভূমিকর্ষণে শিক্ত করিবার অভি-লাষে যুগকাষ্ঠে সম্যক্রূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রান্তিমুখে গমন করিতেছেন এমন সময় উহার পশ্চিমধ্যে এক উষ্টকে শয়ন দেখিয়া সহসা বন্ধন ছেদন পূর্বক মহাবেগে তাহার স্বন্ধদেশে

নিপতিত হইল । উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাণ্যে বাহার পর নাই কোথাবিষ্ট হইয়া গাভ্রোধান পূর্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল । তখন মন্দি সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্তৃক দ্বিগুণ ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, যে অর্থ দৈব কর্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষ রূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে না । আমি নানা বিধ চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভে কৃত-কার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎস দ্বয় ক্রয় করিয়া ধনলাভের বাসনা করিয়াছিলাম । এক্ষণে এবিষয়েও ঐ দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল । আমার এই প্রিয় বৎস দ্বয় উৎপথগামী উষ্ট্রের গমন দোষে বারংবার উৎক্ষিপ্ত মণিহয়ের জায় লক্ষ্যমান হইতেছে । এক্ষণে দৈব ব্যতীত এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না । সুতরাং এবিষয়ে পৌরুষ প্রকাশ করা নিহিত নিষ্ফল । যদিও লোকলুপ্তান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে উহা যে দৈবশাস্ত তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে । যাহা হউক সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্তব্য । বৈরাগ্যসম্পন্ন বক্তি এককালে অর্থ সাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন । মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটা অতি উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অতীষ্ট লাভে সমর্থ হন আর যিনি সমুদায় অতীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিবর্ত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় । পূর্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই । যাহারা নিতান্ত মূঢ় তাহাদিগেরই শরীর ও জীবন রক্ষায় মহাবত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ।

অতএব হে অর্থকামুক মন ! তুমি আশা হইতে নিবৃত্ত হও এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক শান্তি অবলম্বন কর । পূর্বে তুমি বারংবার আশা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ, তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই । এক্ষণে যদি তোমার আমারে বিনাশ না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আর আমারে বুঝা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না । তুমি বারংবার ধন-সঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে পার নাই, তথাপি তোমার ধনাশা নিবৃত্ত হইতেছে না । আর কবে উহা তিরোহিত হইবে ? হায় ! আমার কি মূর্থতা ! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি । কি পূর্বে কি এক্ষণে

কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই। অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্তী হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদায় পরিত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

হে বাসনা! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার হৃদয় বস্ত্রের স্থায় নিতান্ত সুকঠিন। নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টাপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? আমি তোমাতে এবং তোমার প্রিয়বস্ত্র সকল বিলক্ষণ অবগত আছি। এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া পরমায়্যা হইতে পরম সুখ লাভ করিব। তুমি সঙ্কল্প হইতেই সম্ভূত হইয়া থাক; অতএব আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই তুমি সমূলে উন্মূলিত হইবে। অর্থ স্পৃহা কখনই স্থাবর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অর্থহস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যু তুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ অস্ত্রের নিকট যাচঞা করিয়াও অর্থ লাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোন ক্রমে অর্থ লাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তি লাভ হয় না; ঐতর্য্য ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবদ্ধিত হইতে থাকে। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার বিনাশের মূল; অতএব হে বাসনা! তুমি আমায়ে পরিত্যাগ কর। যে পক্ষ ভূত আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহারা আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে বাস করুক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত। অতএব তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই; অতঃপর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রতা আশ্রয় করিব। আমি হৃদ্যাগ্নে নর্কভূত ও আত্মারে অবলোকন পূর্ব্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদি জ্ঞানে একাগ্রতা ও ব্রহ্ম মনঃসংযোগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব। বাসনা! আর তুমি আমায়ে কার্য্যোপপ্রণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদায়ই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবশ্যই তোমায়ে পরিত্যাগ করিব। ধনের অনেক দোষ। মহুষ্যের ধন ক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দীন ব্যক্তির নিবস্তুর অবজ্ঞা ও অপমান করে। আর্য্যে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। বাহ্যর ধন

থাকে, দম্ভাগণ তাহারে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক উদ্বেজিত করে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহু কালের পর জানিলাম যে, অর্থলাভস্বা অতিশয় ক্লেশকর। অতএব হে বাসনা! তুমি আর আমায়ে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অনলের স্থায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাক; তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও হরাকাজ্ঞ; তোমার যখন যাহাতে অভিক্রিহ হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অমুরক্ত হইতে আমায়ে অমুরোধ কর। কোন বস্তু স্থলভ আর কোন বস্তু দুলভ তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমায়ে কোন রূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না। তুমি পুনরায় আমায়ে দুঃখে পাতিত করিতে অভিলাষ করিতেছ; অতএব আজি অবধি আমি এককালে তোমার সহবাসে বিরত হইলাম। আজি দ্রব্যনাশ নিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে আমি সহসা সমুদায় ভোগস্বপ্নে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; স্মরণ্য আর তোমায়ে চরিতার্থ করিব না। ইতিপূর্বে অজ্ঞান বশতঃ তোমার প্রীতিসাধন করিতে গিয়া-বাহ্যর পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ধননাশনিবন্ধন বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তোমায়ে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষ পূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য যাক্ষ লাভ হইবে তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভীষন ধারণ পূর্ব্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু; স্মরণ্য আর তোমায়ে চরিতার্থ করিব না, এক্ষণে বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা ও দয়া আমায়ে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমায়ে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করুক। আমি এখন লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হইয়াছি; আর লোভের বশীভূত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়ার ন্যায় দুঃখ ভোগ করিব না। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাহার সেই পরিমাণে সুখ লাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোভগ্ন প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধ বশতঃ দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হৃদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যথার্থ স্থানান্তর করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সমুদায় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত

সুখের বোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভীষণ শত্রুর জ্ঞান কামকে বিনাশ পূর্বক শাস্ত ব্রহ্মরূপ স্তম্ভময় পুরে প্রবেশ করিয়া নরপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।

হে ধর্মরাজ ! মহাত্মা যক্ষি এইরূপে গোবৎস নাশ জনিত বৈরাগ্য প্রভাবে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দরূপ উৎকৃষ্ট সুখ সন্তোষ পূর্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

পূর্বকালে শাস্ত্রগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনকও এই উপলক্ষে কহিয়াছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যাহার পর নাই অকিঞ্চন ; এই মিথিলা নগরী সমুদায় ভ্রমাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধের যে এক উপদেশ বাক্য কীর্তিত আছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি যযাতি শাস্ত্রগুণাবিত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি বোধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে ! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্রিগুণ অবলম্বন পূর্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশান্তসারে চলিতেছি, কিন্তু কাহারও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ কবিশ্য স্বয়ং বিবেচনা করুন। পিজলা, একটি ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, এক জন শরনির্মাতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আশা সর্ক্যাপেক্ষা বলবতী। আশারে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ হয়। পিজলা আশারে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তির ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ পূর্বক পরম সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নিশ্চয় করা কখনই সুখের হেতু নহে, দেখ, সর্প পরনিশ্চিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে অবস্থান করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঞ্জের জ্ঞান পর্য্যটন করত নিরুপদ্রবে পরম সুখে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। এক শরনির্মাতা শরনির্মাত্রে একরূপ একাগ্রচিত্ত

হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সমুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্ন ভাবে কতকগুলি অতিথিরে ভোজন করাইবার বাসনায় উদ্বলমূল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শব্দ সমুদায় বারংবার শঙ্কায়মান হইতে লাগিল। তখন সে অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শব্দ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

র কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করিলে শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে পূর্ণ্যটন করিতে পারে এবং কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হয় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই স্থলে স্বাজগর প্রহ্লাদসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মণ ! আপনি বিষয়বাসনা শূন্য, নিরহঙ্কার, পরম দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্ধযোগী, অনুয়াবিহীন, সত্যপরায়ণ, প্রতিভা সম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আপনার বিষয় লাভের প্রার্থনা নাই। ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাদরও করেন না। প্রজা সকল বিষয় শ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু আপনি বিমনস্ক হইয়া নিত্য পরিতপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থ কামেও উদাসীন প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ত্রিবর্গ সাধনে আপনার কিছুমাত্র অধ্যবসায় নাই। আপনি রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক সাক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার প্রজা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কিরূপ তাহা কীর্তন করুন।

তখন সেই লোকধর্ম্ম-বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, দানববাজ ! সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সমুদায়ের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইতেছে, এই কারণে আমি ছষ্ট বা ব্যথিত হই না। প্রবৃত্তি সমুদায় স্বভাব হইতেই প্রবর্তিত হইতেছে ; স্বভাব

ব্যতিরেকে প্রজা সকলের অন্য আশ্রয় নাই, এই নিমিত্ত আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য লাভ করিলেও পরিতুষ্ট হই না। সংবোগ সকল বিয়োগের বশীভূত এবং সঞ্চয় সমুদায় বিনাশের অধীন; এই নিমিত্ত আমি কোন বস্তুরাভেই মনোনিবেশ করি না। গুণযুক্ত ভূত সমুদায় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্যেই লিপ্ত হয় না। সাগরগর্ভে কি মহৎ ও কি ক্ষুদ্র সকল জন্তুরই পর্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে; পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমান্যক ভূত সমুদায় বিনাশের বশীভূত এবং অন্তরীক্ষের দুর্ভল ও বলবান পক্ষিগণও মৃত্যুর আয়ত্ত। নভোমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায় কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে সকল ভূত মৃত্যুর বশীভূত হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া থাকি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে প্রভূত ভোজ্য ও ভোজন করি এবং কিছুমাত্র আহার না করিয়াও বহু দিন অতিক্রম করিয়া থাকি। লোকে আমারে কখন স্তম্ভাহ প্রচুর ভোজ্য কখন বা অন্নমাত্র অল্প ভোজন করাইয়া থাকে। কখন কখন আমারে অনাহারেও কালযাপন করিতে হয়। আমি কখন তপ্তলবণ, কখন তিলকক্ক, কখন বা পলাশ ভোজন করিয়া থাকি। কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যবে কখন বা ভূতলে শয়ন করি; কোন দিবস চীবব, কখন ক্ষৌম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মার্থুগত উপভোগে অনাস্ত্য প্রদর্শন করি না এবং যাহা দুর্লভ তাহা লাভ করিতেও আমার অভিলাষ হয় না।

হে দানবরাজ! আমি পবিত্র ভাবে এইরূপ অবিনশ্বর মঙ্গলজনক শোকাপনোদক আজগর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মূঢ় ব্যক্তির কদাচ এই ব্রত অবলম্বন করিতে পারে না। ইহা ব্রহ্মলোকের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কদাচ বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্ম পরিত্রষ্ট নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্বাশ্রয় সমস্তই অবগত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, ইহাতে পান ভোজনের নিয়ম নাই। এই ব্রতপরায়ণ হইয়া আমি বিলক্ষণ সুখ সন্তোষ করিতেছি। চুরাশ্রা কখন ঐ সুখ আনন্দান করিতে সমর্থ হয় না। মূঢ় ব্যক্তির তৃষ্ণা প্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থা-
দেবগে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে যাহার পর

নাই বিষয় হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা ইহা সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগরের নিমিত্ত আর্থা ও অনাৰ্থ উত্তরবিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অমুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমুদায়ই বিধিনির্দিষ্ট, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভয়, অমুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় সমীপে সমুপস্থিত ফলভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি সততই ধৈর্য্যসম্পন্ন ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থনির্ণয় করিয়া থাকি। শয়ন ভোজনাদি বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহশীল, ব্রতনিয়ম পরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্য ফল সঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাস-
নাই আমার চিন্তকে পরিণামে দুঃখ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত তাহারে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া ঐ সমুদায় হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণ পূর্বক এই আজগরব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কবিগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনায় ও অন্যের মত লইয়া বুদ্ধি প্রভাবে নান্দ্র প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। মুখ্য মনুষ্যেরা এই বিষয়ে নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহাদের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রবুদ্ধির অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক জনসমাজে এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তিহীন এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধ বর্জিত হইয়া এই অজগরচরিত-
ব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখভোগে সমর্থ হয়।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

বৃধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বাক্র, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও প্রজা এই সমুদায়ের মধ্যে মনুষ্য কাহারে আশ্রয় করিলে সুখী হইতে পারে? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয়। প্রজালাভের তুল্য পরমলাভ কিছুই নাই। প্রজাই

মোক্শ ও স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। মহাত্মা বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও মন্দির স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর একমাত্র প্রজ্ঞা প্রভাবেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রজ্ঞার তুল্য পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ইন্দ্র ও কাশ্যপ সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ধনবান বৈশ্য গর্জিত হইয়া এক কণ্ঠপকুল-সম্বৃত তপোধনকে রথচক্রাঘাতে নিপীড়িত করিয়াছিল। ঋষিকুমার সেই আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং মনোমধ্যে যাহার পর নাই নির্বেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্জন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র। অতএব আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তপোধন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার হৃৎ দর্শনে দরাক্ষ হইয়া শৃগালরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তপোধন। সমুদায় প্রাণীই মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয়। তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়; অতএব কি নিমিত্ত এই স্তূর্ণভ জন্ম লাভ করিয়া মৃত্যু বশতঃ মৃত্যু কামনা করিতেছ? ধনলাভ কেবল অহঙ্কারের হেতু। তুমি ধনলাভ নিবন্ধন কি নিমিত্ত স্বীয় মনুষ্যদেহ বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইতেছ? ইহলোকে যাহাদিগের হস্ত আছে, তাহারা ইচ্ছতার্থ বলিয়া পরিগণিত হন। তোমার যেমন ধনলাভে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আমরাও তজ্জন হস্তলাভের নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকি। হস্তলাভের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আমরা পাণিবিহীন হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশনাদি দংশনপরায়ণ প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে পারি না, কিন্তু যাহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাঙ্গুলি সমন্বিত হস্ত দ্বয় বিদ্যমান আছে, তাহারা অনায়াসেই অঙ্গ হইতে কুমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডূন দ্বারা দংশননিরত প্রাণিগণকে বিনাশ, বর্ষা হিম ও রৌদ্র হইতে আশ্রয়লাভ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও বাসস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ইহলোকে মানবগণ হস্তসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই গো প্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভয়বহন করাইয়া লয় এবং আশ্রয় স্থলভোগের নিমিত্ত বিবিধ উপায় দ্বারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ফলতঃ যাহারা অজিহ্ব, অন্নবল ও হস্ত বিহীন তাহাদিগকে প্রতিনিরত অশেষ হঃখভোগ করিতে হয়। তুমি যে আপনার সৌভাগ্য বলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকূলে উৎ-

পন্ন হইয়াছ এবং শৃগাল, কুমি, মুষিক, সর্প বা মণ্ডুককূলে অথবা অস্ত্র কোন পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ কর নাই এই লাভেই তোমার সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক। এই দেখ, কুমিগণ আমাদের নিরন্তর দংশন করিতেছে, কিন্তু আমি হস্তাতাব নিবন্ধন উহাদিগকে গাঢ় হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যদি আমি এই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমরা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভয়েই আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি না। আমি যে পাপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ। ইহা অপেক্ষাও বহুতর অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্ত-পদাদির সম্ভাব ও অসম্ভাব নিবন্ধন এক জাতীয় প্রাণিগণকে অস্ত্র জাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা স্ত্রী লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশুপক্ষ্যাদি কাহারেও সম্পূর্ণ স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যাগণ প্রথমতঃ আঢ্যতা লাভ করিয়া রাজ্য, রাজ্য লাভানন্তর দেবত্ব ও দেবত্ব লাভের পর ইন্দ্র লাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। যদিও তুমি ধনবান হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্ব প্রযুক্ত রাজ্যলাভে অসমর্থ হইবে। যদি, কথঞ্চিৎ রাজ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেবত্বলাভে অভিলাষ করিবে এবং দেবত্ব লাভ করিলে ইন্দ্র প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে; কিন্তু তুমি ধনাঢ্য হও কিম্বা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্র লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রিয়লাভ দ্বারা মানব-গণের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। বিষয় লাভ হইলে তাহাদিগের বিষয়তৃষ্ণা শাস্ত না হইয়া সমিধুসম্পন্ন হতাশনের ভ্রায় উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে। আর দেখ, তোমাকেই তোমার শোক, হর্ষ ও স্ত্রুৎ হঃখ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে একরূপ বিলাপ না করিয়া হর্ষ দ্বারা শোক মার্জন করাই তোমার কর্তব্য। যে ব্যক্তি বাসনা ও কাৰ্য্য সমুদায়ের মূল স্বরূপ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে পঞ্জরবদ্ধ পক্ষিগণের ভ্রায় শরীর-মধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত দ্বিতীয় মস্তক ও তৃতীয় বাহু ছেদনজনিত হঃখচিন্তার ভ্রায় দৈতভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাহাবে কদাপি ভীত হইতে হয় না। স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উদ্ভব হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভাবের সজ্ঞানবিহীন হইতে পারেন, কাম তাহারে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। এই পৃথিবীস্থ ভক্ষ্য দ্রব্য সমুদায়ের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার কিরূপ আশ্রয়, তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেখ, মন্য ও লড়কপক্ষীর মাংস এই উভয়ের

তুলা সুব্রজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই, কিন্তু ঐ উভয়ের যে
কিরূপ আশ্বাদ তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না ; অতএব
অপ্রাশন, অসংশয় ও অদর্শন রূপ ত্রুত অবলম্বন করাই পুরুষের
শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই । আর দেখ, হস্ত সমন্বিত বলবান্ ও
ধনবান্ মনুষ্যেরাও অল্প মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া
বারংবার বধবন্ধনভরে ভীত হইয়াও হস্ত কৌতুক ও বিহারাদি
দ্বারা কাল হরণ করিতেছে । অনেক বাছবল সম্পন্ন কৃতবিদ্যা
ব্যক্তি সংস্কার্য অমুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়াও ভবিষ্যতের অর্থও
নীর্থ প্রভাবে অতি ঘৃণিত নীচবৃত্তি অনুশীলন করিয়া থাকেন ।
চণ্ডালও মায়া প্রভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা
আত্ম পরিত্যাগের ইচ্ছা করে না । এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য মনুষ্য
বিকলহস্ত, পক্ষাহত ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করি-
তেছে । তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত
সুখী বলিয়া বিবেচনা কর । যদি তোমার দেহ ভয়শূন্য ও
রোগবিহীন এবং অঙ্গ সমুদায় অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি
কখনই জনসমাজে দিকৃত বা ত্রাতিভ্রংশকর অপবাদে আক্রান্ত
হইবে না, অতএব এক্ষণে তুমি আত্ম পরিত্যাগের বাসনা
পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । যদি তুমি শ্রদ্ধাবিত
হইয়া আমার এই সমুদায় বাক্য সদয়গ্রহণ কর, তাহা হইলে অব-
শ্যই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফললাভে সমর্থ হইবে । এক্ষণে তুমি অপ্র-
মত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নি স্মরণ, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমণ
আশ্রয় কর । কাহারও সহিত স্পর্শা কবিও না । যাহাবা
স্বাধ্যায়নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ ও যাজ্ঞন কাণ্ডে অধিকারী হইয়াছেন,
তাহারা কখন শোক অথবা অন্তঃ চিন্তা করেন না । তাহারা
শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহারা
সাধ্যাত্মসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হইয়াও বাহার
পর নাই সুখ সন্তোষ করিয়া থাকেন । আর যাহারা আহর
নক্ষত্রে কুতিথিতে শুভ ক্ষণে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে
নিশ্চয়ই যজ্ঞফল বিহীন হইয়া পরিশেষে অমুর্যোনিতে উৎপন্ন
হইতে হয় । আমি পূর্ব জন্মে বেদনিষ্ঠক, পুত্রধারণ শূন্য, আহ্নি-
ক্ষিকী বিদ্যায় অমুদ্রুত, কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক ও পণ্ডিতাভি-
মানী মূর্খ ছিলাম । বিচারস্থলে বটু বাক্য প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে
বক্তৃতা করিতাম । সেই নিমিত্তই এক্ষণে আমাকে শৃগালত্ব
প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিতে হইতেছে ।
অতঃপর্ব যদি শত শত দিবসত্রি অবসানেও আমার পুনরায়
মনুষ্যযোনি লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সত্য সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত,
যজ্ঞদাননিবৃত্ত ও তপস্তায় একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে

জ্ঞানলাভ ও পরিত্যক্ত বিষয় পরিত্যাগ করিব । শৃগালরূপী
ইহা এই কথা কহিলে কস্তুর সহসা গাজোখানপূর্বক বিস্ময়াবিষ্ট
চিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র
দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাহারে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে
পারিলেন । তখন তিনি বাহার পর নাই আক্লান্বিত হইয়া সুর-
রাজের মথাবিধি পূজা করিয়া তাহার অমুজ্ঞান গ্রহণ পূর্বক স্বীয়
আবাসে প্রস্থান করিলেন ।

একাদশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান, যজ্ঞ, তপস্তা ও ঐশ্বর্য
ভূষণা, প্রজ্ঞা ও শ্রেয়োলাভের হেতু কি না ? তাহা কীর্তন
করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! বুদ্ধি কামক্রোধাদিবৃত্ত হইলেই
চিত্ত পাপকর্মে নিবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই
অতি ক্লেশকরলোকে অবস্থান ক্রিতে হয় । পাপাত্মা ব্যক্তি
বাই দ্বিভ্র হইয়া বারংবার ভুক্তিক, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য
কবে । আর দমণপ্রাপ্তি শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিব্য ধনাঢ্য হইয়া
বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন । আত্ম-
জ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও নগণ
হইতে নির্ধারিত হইয়া বাল, কুঞ্জর, সপ ও তন্ত্ররপরিপূর্ণ
অরণ্যমধ্যে অবস্থান ক্রিতে হয় । আর যাহারা সাধুসহস্রসে
অমৃতকৃত, বদান্ত এবং দেবতা ও অতিপ্রিয়, তাহারা জিতেন্দ্রিয়
ব্যক্তিদিগের তুলা পদবীতে পদার্পণ করেন । অধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ
ধাত্মমধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকেব জায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত
অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় । পূর্বকৃত কর্ম্মছায়ার জায়
মনুষ্যের অমুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি
করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে
কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকে । ফলতঃ সকলকেই পূর্বকৃত
কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয় । কাল জীবগণের কর্ম্ম
অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে । ফল পুষ্প যেমন
কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ
পূর্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিপক্ক হইয়া থাকে । ফলভোগ
দ্বারা পূর্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফল
স্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বুদ্ধি ও ক্রয় প্রাপ্ত
হইতে হয় না । মানবগণ গর্ভশয্যার শয়ান থাকিয়াও পূর্বকৃত
কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ফলতঃ মনুষ্য

বালা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থার ধারণা ও ভাষিত
কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই অবস্থার তদনুরূপ কল
ভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধর্ম বর্তমান
থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকটে গমন করে, তদ্রূপ
পূর্বকৃত কর্ম সমুদায় কর্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে।
মহুয়া বিষয়বাহী পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকালিত বস্ত্রের
স্তায় পরিত্যক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হয়। যাঁহার
কাল তপোবনে বাস করিয়া তপোভূতান দ্বারা পাপরাশি দূরীকৃত
করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই অতীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।
যেমন আকাশমার্গে পক্ষিগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্য সমূহের
গমনকালে পাদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও
লুক্কিত হইবার নহে। যাহা চউক, এক্ষণে অন্তঃস্থ বাগাডম্বর
বা দোষ কীর্তনের প্রয়োজন নাই, কেবল এইমাত্র বলিলেই
পর্যাপ্ত হইবে যে, মহুয়া বিবেচনাপূর্বক আপনার হিতোপ-
যোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পাবে।

দ্ব্যশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ,
ভূমি, অগ্নি ও বায়ুযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাযুক্ত বিশ্ব কোন মহাত্মা
হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়
কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? ভূত সমুদায় কিরূপে সৃষ্ট হইল?
কি প্রকারেই বা উহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও
ধর্মাদর্ম বিধি নির্দেশ করা হইল? প্রাণিগণের প্রাণ কিরূপ
এবং দেহান্তে উহার কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও
পরলোকট বা কি প্রকার? আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে
কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে
তপোধন ভৃগু যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন
কথা কহিতেছি। শবণ কব। ঐকদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে
প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুরে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি, ভূমি ও বায়ু-
সমাবৃত স্থাবরজঙ্গমাযুক্ত বিশ্ব কোন মহাত্মা, হইতে সৃষ্ট
হইয়াছে? কোন মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত
হইবে? প্রাণী সকল কিরূপে সৃষ্ট হইল? কিরূপেই বা উহা-
দিগের বর্ণ বিভাগ, শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্মাদর্ম বিধি নির্দেশ
করা হইল? জীবগণের জীবন কিরূপ এবং দেহান্তে উহার

কোথায় গমন করে? ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার?
আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ব্রহ্মসকাশ ভগবান্ ভৃগু মহাত্মা ভরদ্বাজ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন
যে, মানস নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, নিত্য, অনাদি,
অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অনব, অব্যক্ত, অব্যয়, পবন দেবতা
আছেন। সেই দেবতা সর্বাগ্রে মহৎকৈ সৃষ্টি করিলেন। মহৎ
হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল,
সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী
উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ একটি তেজোময়
দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদেব নিধান
ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র 'সোহং'
এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারে অহঙ্কার নামে
নির্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত
দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। পর্বত সকল তাঁহার
অস্তি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় কধির, আকাশ উদব,
সমীপে নিম্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র
ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক
আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদায় দিগ্ভ্রমণে অব-
স্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও এই মহাত্মার স্রোত হইতে
সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি-
নিম্মাতার বিষয় কীর্তন করিলাম। যে মহাত্মা ভূত সকলকে
উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগ-
বান্ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। অপ্রেমশ্রমণা দুর্গাচারেরা তাঁহারে
বিদিত হইতে পারে না। তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন
হইয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! আপনি নভোমণ্ডল, দিক সমু-
দায়, ভূতল ও বায়ু এই সমুদায় পদার্থের পরিমাণ কীর্তন করিয়া
আমার সংশয় ছেদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আকাশমণ্ডল অনন্ত, ধর্মীয় ও
চতুর্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির উচ্ছিন্ন ও
অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না।
উহাদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের গায়
তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও অতি ভগ্ন অনন্ত
নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই
অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জ
কলেবর দেবতা বাস করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। পুণি

বীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি; ও দিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভূজঙ্গ লোক, ভূজঙ্গ লোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে। অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদায় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে।

গণ যে বিবিধ শাস্ত্র মধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তারাদি রূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তি বিজ্ঞপ্তি মাত্র সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম সীমা অদৃশ্য ও অগম্য কোন ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অন্তরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্য রূপ কখন হাস ও কখন বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে। এইরূপে সেই মহাত্মা মানস পদ্ম হইতে সর্বত্র ধ্বংস প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মা পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পদ্ম তাঁহার অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে আপনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মার পূর্বজ বলিয়া নির্দেশ করিলেন? এক্ষণে আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইহা অপনোদন করুন।

ভৃগু কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা মানসের যে মূর্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবিস্কৃত হইয়াছে, উহার আসবাববিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পলিকল্পিত হয়। গর্গনস্পর্শী সূর্য্যক ঐ পদ্মের কর্ণিকা। জগৎপ্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কর্ণিকা মধ্যে বাস করিয়া লোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্য্যকতে অবস্থান করিয়া কিরূপে এই বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন? তাহা কীর্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন! ভগবান্ কমলযোনি মানসিক কল্পনাপ্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি

উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমতঃ সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবনধরূপ। উহার প্রভাবেই জীবগণ পলিকল্পিত হয় এবং উহা অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বারা এই বিশ্বসংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ পৃথিবী, পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যে সকল মুষ্টিমান পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই সলিল হইতে সজ্জত।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! স্থলাবয়বসম্পন্ন জল, অগ্নি, বায়ু ও পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইল, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ভৃগু কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্বে ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মাদিগেরও এইরূপ লোকসম্ভব বিষয়ে মহা সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল ঐ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ মৌনভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দৈব শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাহাদিগের কর্ণকুহরে এই আকাশ-বাণী প্রবিষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণগণ! পূর্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল। চক্ৰ, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের স্রাব সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্রশূন্য পাত্র জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দ সহ-কারে বায়ু নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলবাণি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুখিত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রসমুখিত বায়ু অদ্যাগি আকাশমার্গে অবিশ্রামে সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর ও বায়ুৎসংঘর্ষে মহাবল পরাক্রান্ত উজ্জ্বলিত হস্তাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রোদ্ভূত হইল এবং সমীরণসংযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উখিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান। ইহাতে সমুদায় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চতুর্দশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বকালে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তৎসমুদায় কি? আর প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে জরায়ু

স্বৈচ্ছিক প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটিই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল ? তাহা আমার নিকটে কীর্তন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, ভগোদধন ! অপরিমিত পদার্থই মহৎশব্দ-বাচ্য হইয়া থাকে । পৃথিবীাদি পঞ্চভূত অপরিমিত বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন । মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক । চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী । কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নিম্নিত হইয়াছে । প্রাণিগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক, শ্রাবণ পৃথিবীাত্মক, রসনা জলাত্মক, শ্রবণ বাতাত্মক ও চক্ষুঃ তেজোময় । ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন ! কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নিম্নিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবরদেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না । দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আশ্রয়, আশ্রয়ন বা স্পর্শ করিতে পারে না । উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্তিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই, তবে উহারা কিরূপে পঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন ! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিত্যন্ত ধনী-ভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদগম হইতেছে তখন বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে । যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় স্নান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি ? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফলপুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না । অতএব যখন লতা সমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইত্যন্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগ-বিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আশ্রয় করিতে পারে । যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে

সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে । যেমন মুখ দ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায় তদ্রূপ পাদপগণ পবন সহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে । এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে । উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দেশ করা কদাপি কর্তব্য নহে । বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে । ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় ।

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গ সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিক্কাহ করিতে পারে । ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে । পৃথিবী ত্বক্, মাংস, অস্তি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে ; তেজ অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু ও উন্মাদ জঠরানলরূপে ; আকাশ শ্রোত্র, শ্রাবণ, 'মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমানরূপে অবস্থিত রহিয়াছে । প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদিক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যম সাধন এবং অপান গৃহদেহে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে । আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় । এইরূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমাধান করিয়া থাকে । ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে । পৃথিবীর পাঁচ গুণ । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ । গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । জলের চারি গুণ ; রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ । তন্মধ্যে রসের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর । রস ছয় প্রকার, মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু । রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । তেজের তিন গুণ ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ । এগুণে তেজঃপ্রভাবে যে রূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । রূপ ষোড়শ প্রকার । হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্তুল, গুরু, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিকণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ । রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । বায়ুর দুই গুণ ; শব্দ ও স্পর্শ । স্পর্শ

একাদশ প্রকার; উষ্ণ, শীত, স্নেহকর, দুঃখজনক, মিথ্যে
বিশদ, ধ্বংস, মৃদু, কক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই
উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ।
শব্দ সাত প্রকার; বড়, ক্ষুদ্র, গাঢ়, মধ্যম, পঞ্চম,
ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান
দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত
হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ
প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমস্ত শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমু-
দায়ই আকাশ সম্ভূত; এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া
অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ।
লোকে বায়ুর অমুকুলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহা
প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণিগণের
শরীরস্থিত জ্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বাতাস্বক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে
ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, অগ্নি ও বায়ু উহারা
নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা
করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবান্! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ
পূর্বক কিরূপে প্রাণিগণের দেহে রহিয়াছে এবং বায়ুই বা ঐ
রূপ শরীর লাভ করিয়া কি প্রকারে জীবগণের দেহের চেষ্টা
সমাধান করিতেছে?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্তন
করিয়া বলবান্ অনিল প্রাণিগণের দেহে যেকরূপে বিচরণ করি-
তেছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণিগণের
মস্তকে অবস্থান পূর্বক শরীররক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত
অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করি-
তেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থান
পূর্বক অগ্নির সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু
উহারে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তুমূল ও
গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করি-
তেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কষ্ট ও বল এই
তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহারে
উদান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের
শরীরসঙ্কিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও

সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, স্বগাদি ও পিত্তাদি
দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও
উর্দ্ধগত শ্রোণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের
সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আত্মদেশ হইতে পায়ু
পর্যন্ত একটি স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তর্ভাগই গুহ্য। সেই
স্রোতের চতুর্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহি-
য়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহচর্যে ঐ
সমুদায় শিরা দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অন-
লের নাম উন্মী; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া
থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্যন্ত গমন করে
এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্বক
অগ্নিকে উৎক্লিষ্ট করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পিত্তাশয়,
উর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অব-
স্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও
নাগকুম্ভাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা
শরীরমধ্যে উষ্ণ, অধ ও তির্য্যগ্ভাবে পরিচালিত হয়। আত্ম-
দেশ হইতে পায়ু পর্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগী
দিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মা ঐ পথ দ্বারা আত্মার
মস্তকে সুমানীত করিতে পারেন, তাহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ
হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি
পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করি-
তেছে।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন! যদি প্রাণিগণ বায়ু দ্বারা
জীবিত থাকিয়া অন্ন সঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ
করিতে পারে এবং যদি জঠরানলে লোকের উন্মীভাব প্রকটন
ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে ত প্রাণিগণের জীব-
নিতান্ত নিশ্চল। প্রাণিগণ যে সময় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়,
তখন ত তাহাদিগের শরীর হঠাৎ জীব নিগত হইতে দেখা যায়
না; ঐ সময় তাহাদিগকে কেবল বায়ু ও উন্মীভাব বিহীন হই-
তেই দেখা যায়। যদি জীব বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট
হইত, তাহা হইলে উহা বায়ুচক্রের দ্বারা বোধগম্য করা যাইত।
বিশেষতঃ যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ থাকিত, তাহা হইলে
যৎকালে লোকের দেহ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন
জীব নিশ্চয়ই পৃথগ্ভূত ও জ্ঞেয় হইত। আর যখন কৃপমধ্যে

প্রদত্ত জল ও হৃৎশনে প্রদত্ত প্রদীপশিখার জ্বায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহারে ত্র্যক্ষাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। যদি এই পাক্‌ভৌতিক কলেবরে একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অস্ত্রাত্ম ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্ভূত হইয়া যায়। অনাহারে সলিল ও অগ্নি, শ্বাস নিগ্রহে বায়ু, কোষ্ঠ নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ত্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিব্যাদি একমাত্র পদার্থের ধ্বংসনিবন্ধন অস্ত্রাত্ম পদার্থচতুষ্টয় পৃথগ্ভূত ও দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব কাহার অনুগমন, কি শ্রবণ ও কি রূপে বাক্য প্রায়োগ করে? আমি পরলোকে যাত্রা করিলে এই গাভী আমারে উদ্ধার করিবে এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান কবে, সেই গাভী কি রূপে তাহারে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গৃহীতা ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমেব সম্ভাবনা কোথায়? বিহঙ্গম কর্তৃক ভক্ষিত, শৈলাগ্ৰ হইতে নিপতিত ও অগ্নিতে দগ্ধ মানবগণ কি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া পুণ্যেব ফল ভোগ করিতে পাবে? বৃক্ষেণ মূল ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত হয় না, তখন মৃত ব্যক্তি কি রূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে? বাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে, পূর্ব একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জন্মগণ যে সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সন্তান সন্ততি হইতেই অপন অস্ত্রাত্ম সন্ততির সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্ম গ্রহণ করে না।

সপ্তাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব হইতে দেহান্তরে গমন করে। কেবল শরীর বিশিষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

ভরহাজ কহিলেন, মহাত্মন্! দাহ বস্তুর বিনাশে অগ্নিরও ত বিনাশ হইয়া থাকে। দাহ বস্তু না থাকিলেও যে অগ্নি বর্তমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি?

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দাহ বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি

অদৃশ্য হয় বটে কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐরূপ জীবাশ্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত হৃদয় বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময় জীব স্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাসপনন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহাব নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্তাবরজঙ্গমাশ্মক সমুদায় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকাও পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে। ঐ পঞ্চ ভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।

ভরহাজ কহিলেন, মহাত্মন্! প্রাণিমান্ত্রেরই শরীরে যে অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি সর্বাংশে কীর্তন করিলেন। এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি তাহা কীর্তন করুন। পঞ্চজ্ঞানসমমিত পাক্‌ভৌতিক দেহে জীবাশ্মা কিরূপে অবস্থান করিতেছে? এই মেদ, মাংস, শোণিত, মায়ু ও অস্থিসমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাশ্মা নয়ন গোচর হয় না। যদি এই পাক্‌ভৌতিক দেহের চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনার মতে জীবাশ্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনই শ্রবণাদি কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে স্নেহের কখনই শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিজায় অভিভূত হইলে তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আশ্রাণ, স্পর্শ, আশ্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঞ্ছনিস্পত্তি ক্রুবিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব যখন মনই শরীরের সমুদায় ক্রিয়া নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাশ্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য কি?

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন পঞ্চ ভূত হইতে পৃথক নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাশ্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য সাধন করিতেছে। সেই অন্তরাশ্মাই রূপ, গন্ধ, আশ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আশ্বাদন প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। উহারই দুঃখ দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ

উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নি স্বরূপ আত্মার বিয়োগনিবন্ধন লোকের রূপ, স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদায় জগৎ জলময়, জল জীবনগণের মূর্তি স্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদায় জীবের অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্যমধ্যে জলবিন্দুর দ্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদায় জীবের হিত-কারী, যোগাদি দ্বারা উহারে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার স্থল চূষ ভোগের দ্বার। উহার আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্যে ব্যাপ্ত হয়। পরমাত্মা নিগুণ, উহার সহিত কোন কার্যেরই সংশ্লিষ্ট নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই। যাহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অল্প দেহে গমন করে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

ও দ্বিজোত্তম! আত্মা এইরূপে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গৃঢ় ভাবে সর্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অত্যন্তকষ্টে স্বল্প বুদ্ধি প্রভাবে উহা পর্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগ সাধন ও অন্নাহার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্ত-প্রসাদ নিবন্ধন শুভাশুভ কৰ্ম সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক পরমাত্মার লীন হইয়া শাস্ত্রত মুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির জ্বালা প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্তন করা যায়। ৬

অষ্টাশীত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ও ভগবান্! ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও অনলের জ্বালা প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম, তপস্যা, শাস্ত্রত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ,

বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন! সকল মনুষ্যেই ত সর্বপ্রকার গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণ দ্বারা কখনই মনুষ্যগণের বর্ণভেদ করা যাইতে পারে না। দেখুন, সমুদায় লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের দেহ হইতেই শ্বেদ, মূত্র, পুরীষ, স্নেহা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে; অতএব গুণ দ্বারা কি রূপে বর্ণবিভাগ করা হইতে পারে?

ভগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগ-প্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, গাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুন্ড, সর্বকল্মোপ-জীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম ও নিত্য যজ্ঞ অধিকার আছে। পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নিম্নাণ করিয়া বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা লোভবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ত্রুত ও নিয়মাবলীতে অমুরক্ত থাকেন, এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্ম-পদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিহীন খেচ্ছাচার পরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বে আদিদেব মনে মনে প্রজাসৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তৎপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কারসম্পন্ন স্বকার্য্যনিশ্চয়জ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

একোনবত্যাধিক শততম অধ্যায়

ভরদ্বাজ কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

এই চারি বর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ! যাহারা জাতকন্দাদি সংস্কারে সংকৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অমুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, দ্বান, জপ, হোম, দেবপূজা, ও অতিথি সংকার এই ঘটকার্যের অমুষ্ঠান করেন; যাহারা শৌচাচার পরায়ণ নিত্য ব্রতনিষ্ঠ গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাহাদিগকে দান, অঙ্গোহ, অনুশংসতা, ক্ষমা, যুগা ও তপস্তায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধ কার্যের অমুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং যাহারা পবিত্র হইয়া, বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য সম্পাদন করেন, তাহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হন। আর যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্যের অমুষ্ঠান ও সর্ব বস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রের ভ্রায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সন্মত হইয়া ব্রাহ্মণের ভ্রায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাহারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধলোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান। অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহা-স্তিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা ক্রোধ হইতে ত্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্তা, মানাপমান হইতে হিদ্দ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্যের অমুষ্ঠান এবং বিধি পূর্বক দান ও হোম করেন, তাহারেই বুদ্ধিমান ও কন্দমল্যাসী বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান ব্যক্তি সমুদায় লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক জন্মান্তরাবী মুনিদিগের পুত্রদ্বারা পরিবার বর্ণে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্তূল্যপদার্থ সমুদায়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন। অতএব সূক্ষ্মশরীর-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মনকে জীবা-

ত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মারে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্মাণপদ লাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্য প্রভা-বেই পরম সুখের আত্মিক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। প্রাণি-গণের প্রতি অমুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সম্ভাবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

হে তপোধন! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্য প্রাণী সৃষ্টি ও প্রজা পালন করিয়া থাকে। লোক সমুদায় সত্য প্রাণী-বেই স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। এই অন্ধ-কারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে এই অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধ-কার স্বরূপ। মহুযোরা স্ব স্ব কর্মফলে এই উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনুতে ধর্ম, অধর্ম, প্রকাশ, অপ্ৰকাশ, হুংথ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম, যাহা অধর্ম, তাহাই প্রকাশ এবং যাহা অপ্ৰকাশ, তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম, যাহা অধর্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই হুংথ। বিজ্ঞ লোকেরা এই ভ্রমতে শারীরিক ও মানসিক হুংথ এবং অসুখনিদানভূত সুখ জীব-লোককে অভিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে বুদ্ধিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না। সতত হুংথ বিযুক্তির নিমিত্ত যত্নবান হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। চক্ষু রাহগ্রস্ত হইলে তাহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ মহুযা অন্তর্য্যপু-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকি-লেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার; শারী-রিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্যের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্ণের উৎকৃষ্টতর বল আর কিছুই নাই। সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ। উহার উদ্দেশ্যই ধর্ম্মার্থ অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে, সুখকে উৎ-কৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অমু-ধাবন করিতে পারিলাম না। দেখুন, মহাত্মা মহাবিগণ এই আত্মার উৎকৃষ্ট গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ জনজ্ঞতি

আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী তপোভূতান করিতেছেন। তিনি কামজনিত স্ত্রুথে কদাচ মনোনিবেশ করেন না। আর ভগবান্ উমাপতি রতিপতির সঙ্গুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে, স্ত্রুথ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, স্ত্রতরাং ইহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব আপনি যে কহিলেন, স্ত্রুথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না। আর পুণ্য হইতে স্ত্রুথ ও পাপ প্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে।

ভৃগু কহিলেন, ভবম্বাজ ! অন্ত হইতে অন্ধকার প্রোছভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জসামূলি প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জ্বর, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অজিহূত হইতে হয়। স্ত্রতরাং তাহাদের স্ত্রুথলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই স্ত্রুথানুভব করিতে সমর্থ হন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না। তথায় নিরন্তর স্ত্রুথ স্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, ক্ষুধা, পিপাসা, শান্তি, জ্বর ও পাপের লেশমাত্র নাই। ফলতঃ দেবলোকে প্রতিনিয়তই স্ত্রুথই রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে স্ত্রুথ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে; অতএব স্ত্রুথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবী স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং গুরু তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষের সহযোগে গুরুপ্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্বাহ করিয়া স্ব স্ব কন্মাত্মসারে স্ত্রুথ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ভরম্বাজ কহিলেন, মহাম্বন! দান, ধর্ম্ম, আচার, তপস্তা, বেদাধ্যয়ন ও হোমকার্য্যে কি ফলোদয় হয়, তাহা কীর্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন! হোম দ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্তা দ্বারা স্বর্গলাভ

হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার; ঐহিক ও পারলৌকিক। অসংপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সংপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক স্ত্রুথ লাভ হয়। যিনি যেক্রপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভরম্বাজ কহিলেন, মহর্ষে! কে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম্ম কয় প্রকার, তাহা কীর্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন! যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাষ্ট স্বর্গফলভোগে সমর্থ হন, আর যাহারা তাহার অগ্রথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিত্যন্ত মূঢ়।

ভবম্বাজ কহিলেন, মহাম্বন! পূর্ব্ব মহর্ষিরা চারি আশ্রমের যেক্রপ ধর্ম্ম নির্ণয় এবং তাঁহারা স্বয়ং যেক্রপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতসাধন ও ধর্ম্ম রক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিদ্রা ও আলস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থগ্রহণ, তিন বার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আচার্য্যর পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, যাহারা গুরুর আবাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফল প্রাপ্তি ও অতীষ্ট সিদ্ধি হয়।

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে নির্গত ও সন্দাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্ত ফললাভে অভিলষী হন, গৃহস্থশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি আকর হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজনাদিক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদলব্ধ ধন দ্বারা সংস্রবাত্মা নির্বাহ করিবেন। এই আশ্রম, সমুদায় আশ্রমের মূল। কি গুরুকুলনিবাসী, কি পরিব্রাজক, কি অজ্ঞাত ব্রতনিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থ্যপ্রব্রীদিগের ধনসঞ্চয় মিথিষ্ক। উহার প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্যটন করিয়া

থাকেন। উইদিগকে দর্শনমাত্র অসুয়াশুচি চিত্তে গাত্রোত্থান, অভিষমন, অভিষাদন ও মিষ্ট সন্তোষপূর্বক সাধ্যাসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যাসারে অতিথিসংকার না করে, 'অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাহারে স্বীয় সঞ্চিত পাপ প্রদান পূর্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিলোক এং পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি সম্পাদন করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে নিদিষ্ট আছে যে, সকলের সহিত স্নমধুব প্রিয়সন্তোষণ করা অবশ্য কর্তব্য। নিন্দা, পরুষবাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দান্তিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। অহি সা, সত্য ও অক্রোধ সমুদায় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্তাস্বরূপ। গৃহস্থশ্রমে মাল্যভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমদন, গন্ধদ্রব্য সেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার এবং চক্ষ্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অনীম স্তম্ভ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ শ্রমে থাকিয়া ত্রিবিধ সাধন এবং সত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনি সাবুজেন্দু'চ' গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সত্ব কাম পবিত্রাগপূর্বক উজ্জ্বলিত্ব অনুষ্ঠান করিয়াও স্বদম্য প্রতিপালন করিলে স্বপলাভ চুল্লত হয় না।

দিনব্যতিক্রম শততম অধ্যায় ।

হে ভরদ্বাজ! বানপ্রস্থেরা স্বপঞ্চাত্তসারে যুগ, মহিষ, বরাহ, শাদূল ও বস্ত্র মাতঙ্গ সমাকীর্ণ অরণ্যে তপোঅনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রজ্ঞাপ্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ দর্শনপূর্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য বস্ত্র, আহাৰ ও উপভোগে উইদিগের অভিক্রম থাকে না। উইহারা বস্ত্র ফলমূল পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও তম্বের উপর শয়ন; কাশ, কুণ, চন্ম ও বহুল পরিধান; কেশ, অশ্রু, নখ ও লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উইহারা সন্নিবৃত্ত কুশ ও কুম্ভম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সংমার্জিত না করিয়া কদাচ বিশ্রামলভ করেন না। অনবরত শীত, উত্তাপ, রষ্টি ও বায়ু সহ্য করাত্তে উইদিগের স্বক সমুদায় ভিন্ন

এং বিবিধ নিয়ম ও আহাৰ সঙ্কোচ দ্বারা নাংস ও শোণিত শুদ্ধ হইয়া যায়। উইহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এইরূপ ত্র্যম্বিকবিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির জ্বালা দোষ দমুদায় দগ্ধ ও চক্ষুয় লোক সমুদায় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

এক্ষণে পারিত্রাজকদিগের আচার কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরিত্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্ত্যস্ত্র ভোগ দ্রব্য পরিত্রাগপূর্বক মেঘপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোভ ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন। পশ্চাৎকালে কদাচ আসক্ত হন না। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অওজ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকাব সাধন করেন না। উইহাদিগের আবাসস্থান নিদিষ্ট নাই। উইহারা নিবস্তুর পরিত্র, পুলিন, বক্ষ্মল ও দেবগৃহে পরিলম্বণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাজি ও গ্রামে এক রাজি ব্যতীত অবস্থান করেন না। উইহারা গ্রাম বা নগরবন্দো গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশপূর্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। উইহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। যদচ্ছালক দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পবনিকা ও পরাক্রাস্য প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণিগণকে অত্যন্ত প্রদানপূর্বক সঞ্চরণ করেন, তাহার কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না। যিনি আপনাতে শরীর অগ্নি সমাধিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালক দ্রব্যাক্রম হবিঃ প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি সংকল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক বিভ্রান্তচিত্তে শাস্ত্রাভাসাবে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি উদ্ধনশূন্য জ্যোতিঃ জ্ঞান প্রশান্তভাবে একলোকে গমন করিয়া থাকেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে ব্রহ্মন! আমবা শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে। কিন্তু উইহা তাহার নয়নগোচর হয় না। অতএব ঐ লোক কিরূপ তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি উইহা কীর্তন করুন।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্বদেশে

এক সর্বশুণ্যবিশিষ্ট পরম পবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। লোভমোহবিবর্জিত পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কালহরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নামগন্ধও নাই। এই সমস্ত গুণ থাকতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত, স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অমুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাঙ্মুখ ও বিশ্বাসবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তথায় কিছুমাত্র অধর্ম নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং তথায় কার্য্যান্ত্রানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ণ অট্টালিকাবাসী ও স্তবর্ণালঙ্কার বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীয় পান ও ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজনপূর্ব্বক সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরন্তর রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিতেছেন। ফলতঃ ঐ লোক এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ ধার্মিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সূখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্ এবং কেহ বা নির্ধন থাকে। মূর্থ ব্যক্তির নিরন্তর শ্রম, ভয়, মোহ, ক্রোধ ও অর্থলোভে একান্ত মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়িণী বিবিধ বার্তা বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ উভয়বিধ বার্তা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি কখনই পাপে লিপ্ত হন না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পর-নিপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপস্তা ক্ষয় হইয়া যায়। আর যিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাহার তপস্তা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কন্ম বিবিধপ্রকার। ইহার নাম কৃশ্ণভূমি। লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের শুভ ফল, আর যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়। পুণ্ড্র প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ইহলোকে তপোহুষ্ঠান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাহারা যোগে সমাদর ও পূজা কন্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে। আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায় হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিধাগ্ধোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। লোভমোহসম্বিত পরস্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারাই

উত্তরদিকস্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। যাহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশ্রাব্য করেন, তাহারা ইহ লোক সমুদায়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি লোকের কর্তব্যাকর্তব্য বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন, তাহারেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তখন প্রতাপাশ্রিত ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিশ্বাস্যবিষ্ট চিত্তে তাহার যথোচিত পূজা করিলেন। এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর তোমার যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।

ত্রিবিদ্যাত্মক শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে ক্রিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! হ্রাচার, হৃশ্চেষ্ট, হৃক্ষুদ্বি ও সাহসপ্রিয় লোকেরা অনাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকেই আচারপুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তির কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধাত্মমধ্যে বিষ্টামৃত্ত পরিত্যাগ কবেন না। যাহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাহাদের অবশ্য কর্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনপর পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রাশ্রয় অনুত্তব করা উচিত নহে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সাবিত্রী উপাসনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়। অন্নাদি ভোজন দ্রব্যের নিন্দা করা কর্তব্য নহে। পদপ্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান ও রজনীযোগে আর্দ্রপদে শয়ন করা উচিত নহে। দৈবর্ষি নারদ এই সমুদায় আচার লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন বজ্রশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পদ, ধার্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যান্বিত প্রদক্ষিণ করা সাধুব্যক্তির

কর্তব্য। কি অতিথি কি প্রেষ্যবর্গ কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্বির অল্প সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফল লাভ হয়। হোমকালে হোমাহুষ্ঠান এবং অল্প জীসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্যাহুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের স্থায় হিতকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাস্ত্রত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞবেদি নিম্মাণার্থ মৃত্তিকামদন, অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নথ দ্বারা ছেদন পূর্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্তব্য নহে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ কৃত্রাপি অতিথিরে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্তাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসন দান, অভিবাদন ও অর্চনা করা অবশ্য কর্তব্য। উহা করিলে আয়ু, যশ ও জীবিত্ব হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিষজ্ঞা পরবনিতারে অবলোকন করা বন্দাপি বিধেয় নহে। ঋতুকালীন জীসংসর্গ ধর্ম্মাহুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে কবাই কর্তব্য। তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্ত্র সমুদায়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তির গোপুচ্ছ সম্পর্শ প্রভৃতি যে সকল কার্যের অহুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। পদম্পর্শ সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অতিবাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাহুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে দাক্ষণ হস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণের অভিবাদন করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্য বৃদ্ধি, কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্যের উন্নতি এবং অন্ত্যাত্ম ব্যক্তিদিগের ইচ্ছিতভোগ্য দিব্য বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যবস্ত্র প্রদানের সময় 'সম্পন্নং' পানীর প্রদানের সময় 'তর্পণং' এবং পায়স, যবগু ও তিলোদন প্রদানের সময় 'সুশৃতং' বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। 'ব্যাহিত ব্যক্তিদিগের

ক্ষৌরকাষ্য, ক্ষুতপরিভ্যাগ, স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক। উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে। সূর্য্যভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ দর্শন করা নিতান্ত অকর্তব্য। স্বীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন বা নামোন্মেষ্ট করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বৃদ্ধিতে পারা যায়। মূঢ় ব্যক্তির জ্ঞানপূর্বক পাপকার্যের অহুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপগোপননিবন্ধনই তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ 'পাপকার্যের অহুষ্ঠান করিয়া উহা কোনক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবতার উহা অবশ্যই অবগত হন, পাপাহুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্যের অহুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তির পাপাহুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না, কিন্তু রাহ যেমন সময়ক্রমে চক্রে সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সূচকটন। কারণ মৃত্যু কাহারও অপেক্ষা করে না। এই নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তির ঐরূপ সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। ধর্ম্মাহুষ্ঠান সময়ে অন্নসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিয়মাসারে একাকীই ধর্ম্মাহুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃতস্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সন্তোষ করিয়া থাকে।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অধ্যাত্মযোগধর্ম্মের অহুষ্ঠান মনুষ্যের কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। ঐ যোগধর্ম্ম কিরূপ এবং এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদায় বিশ্বসংসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লীন হইবে? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

তীক্ষ্ণ কহিলেন, বৎস ! তুমি আমারে বাহা জিজ্ঞাসা কবিতোহ, সেই শ্রেয়স্বরূপ স্বর্গভূত সর্বস্তুরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্যগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার পরম প্রীতি ও সর্বভূতহিতকর উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূত প্রভাবেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগরতরঙ্গের জায় বারংবার বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম যেমন অঙ্গ সমুদায় বারংবার প্রসারিত ও সংকুচিত করে, তজ্জগৎ সৃষ্টিকর্তা বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদায় প্রাণীর শরীরে পাঁচ মহাভূতকে পৃথকরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য না হইলে ঐ সকল ভূতের যথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, স্রোত ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক ভেজের; রস ক্লেদ ও জিহ্বা জলের এবং ঘ্রেষ বস্ত্র, ভ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এইরূপে এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাশ্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাশ্রয় প্রাণিগণের দেহের মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান পূর্ণক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। তিনি এই সমুদায় পবিত্রশ্রুমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়েই পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিরে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কাৰ্য্যই সাধন করিতে পারেন না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু কণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাশ্রয় ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কাণ্ডে ব্যাপ্ত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণিগণের

দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অহুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অহুতাপ এই উভয়বিধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। উদ্ভিষালাসমাকুল নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তজ্জগৎ বুদ্ধি স্বর্গভূতাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন স্বর্গভূতাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহারে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহারে পুনরায় সেই স্বর্গভূতাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে যথার্থ্য জ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিবাদ প্রভৃতি সমুদায়ই এই তিন গুণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় সর্বস্তুরে কীর্তন করিলাম।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্ন সহকায়ে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্বদাই প্রাণিগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্বভূতবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রভাবে স্বর্গ ও রজোগুণ প্রভাবে হঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণ প্রভাবে স্বর্গ হঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয় তাহারে সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও হঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহারে রাজসিক ভাব কহে এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ঠিককর্তব্যাতাবিমুচ করে, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত; তমপ্রযুক্ত হঃখচিন্তা করা কঠব্য নহে। ফলতঃ সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্য, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্ত্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে, যাঁহার চিত্ত তুলত বস্ত্র লাভে আসক্ত, বিবিধ বিষয়ে ব্যাপ্ত, প্রাণমনভিজ্ঞ ও নিরমিত; তিনি উভয় লোকেই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

একগুণ স্বস্বরূপ বুদ্ধি ও আত্মাব ভেদের বিষয় অনুধাবন কর। বুদ্ধি গুণ সমুদায় সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মা ঐ কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। মশক ও উডুঘর যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়াও এবং সলিল ও মৎস্ত যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক পদার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তজ্জগৎ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দেশ

করা যায়। গুণ সমুদায় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আত্মা গুণ সমুদায়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহংকারাদি গুণের জট্টা হইয়া উহাদিগকে আপনাই হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটছিন্ন দ্বারা স্বীয় তেজ প্রকাশ পূর্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমায়া চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের এবং আত্মা তৎসমুদায় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই ছরপনের সম্বন্ধ নিষদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই। উহারা পবম্পর পবম্পরের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিযুক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু উহা অহংকারাদি গুণ সমুদায়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিরস্ত্র করিয়া তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। মনুষ্য সমায়াস ধর্ম অবলম্বন পূর্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়া ও উড়া দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হন না। যে মহাত্মা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবের শোক, হর্ষ ও মাংসর্গ্য পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবমুক্ত হইতে পারেন তিনি উন্নতি লাভ করেন। সুত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কেহ কেহ কহেন, জীবমুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায় এককালে বিনষ্ট হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, ঐ সমুদায় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহারা জীবমুক্তদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার না করেন, তাহারা কহেন যে প্রতিভে ঐ সমুদায়ের বিনাশের কোন প্রমাণ নাই, কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে। অতএব জীবমুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করা বিধেয় নহে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্রীণ বুদ্ধি অনুসারে এই ছুটী মতের যাণাখা অবধারণ করিয়া কার্যাত্মক হইয়া এবং বুদ্ধিভেদোৎপাদক সূক্ষ্ম সংশয় সমুদায় ছেদন পূর্বক সূত্রে অবস্থান করিবেন; কদাচ শোকাকুল হওয়া, তাহার বিধেয় নহে। মলিনহৃদয় ব্যক্তির জ্ঞানরূপ স্রোতঃস্রীতে অবগাহন করিলে অনায়াসে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। অন্যান্য নদীর কেবল পবপার দর্শন করিলেই ফললাভ হয় না; নৌকাদি দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইতে পারি-

লেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারিলেই ফললাভ হয়। উহার অনুষ্ঠানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। যাহাদিগের নির্বিঘ্নরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞান জন্মে, তাহারা যথার্থ উত্তম জ্ঞান লাভ করেন, প্রাণি গণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা সর্বিশেষ পর্যা লোচনা করিলে অনন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া জ্ঞাত হইয়া উহা পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত হ্রনিবার ইন্দ্রিয় সমুদায় সংবৃত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মারে সর্বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে; কেন না যাহারা সত্ত্ব গুণ তাহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয় কিন্তু যাহারা নিগুণ তাহাদের কোন বিষয়েই তাবতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্যাত্মক হইয়া, তাহার পূর্বকৃত কার্যাদোষ সমুদায় সংশোধিত হইয়া যায়। কন্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্বৎ পরীক্ষক কামকোষাদি বাসনে আসক্ত ব্যক্তিরে পিত্তাদি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গতিত কার্যাত্মকতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাতাজন হইয়া কলেশের পরিত্যাগ পূর্বক অতি নিরুদ্ধ পঞ্চাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। পাপায়াস পুত্রকলত্রাদি বিবাহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকে বা পুত্রাদি মার্শেও শ্লোকাকুল হন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে মহাবিগণ দ্বারা সর্বিশেষ অবগত হইয়া শাস্ত্র সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই চতুর্বিধ ধ্যানের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানতত্ত্ব মোক্ষমার্গ মহাবিগণ যাহাতে নির্বিঘ্নে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহা এই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তি লাভ পূর্বক পরমাত্মাতে মনঃ সংযোগ করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে পুনবার আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। তাহারা ক্রোধলোভ প্রভৃতি দোষশূন্য।

প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদি সহিষ্ণু, সত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদি সংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষশূন্য মনঃপ্রসাদকর স্থানে কাঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন পূর্বক ধ্যায় বস্তুর সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুক দ্বারা স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সকল অনুভব করিতে তাঁহাদিগেব আর অভিলাষ হয় না।

এই রূপে বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্ভাস্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন। মন সর্বদাই বিষয়সংস্কারে ব্যাপ্ত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বার স্বরূপ। অতএব মনকে সর্বপ্রায়ে ধ্যানমার্গে অতিপ্রযত্ন সহকারে সমা-হিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এই রূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে ক্ষুরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থ সলিল বিন্দু যেমন পত্রের মধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলতাবধারণ করে। যদিও মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীমার্গে প্রবেশ করিলে পুনরায় অতিমাত্র উদ্ভাস্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক মৎসর বিবর্জিত হইয়া ধ্যান প্রভায়ে পুনরায় মনঃ সমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগাহুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন পূর্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্তব্য। যোগী-ব্যক্তির যোগবিষয়ে নির্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাণ্ডু, ভষ্ম ও শুক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয় না। উহাতে যেমন অনেকক্ষণ জলসেচ করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্রমশঃ বশীভূত করা আবশ্যক। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপন পূর্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণ রূপে শান্তিলাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগ প্রভাবে যেক্রপ স্থখলাভ করিয়া থাকেন, অন্তান্ত ব্যক্তি দৈব বা

পুরুষকার দ্বারা কদাচ সেরূপ স্থখলাভে সমর্থ হন না। হে ধর্মরাজ! মুনিগণ এইরূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্বচনীয় পরমানন্দ সন্তোষ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।

ষষ্ঠত্যাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে চারি আশ্রমে ধর্ম, রাজধর্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্মার্থযুক্ত হিতকথা সকল কীর্তন করিলেন আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে আপনি উহা ভগ্নন করুন। অধুনা আমি জাপকদিগের ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। জাপকেরা কি ফল প্রাপ্ত হন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন? জপাহু-ষ্ঠানের বিধিই বা কিরূপ? জাপক ব্যক্তিকে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী অথবা যজ্ঞাহুষ্ঠাননিরত বলিয়া নির্দেশ করা যায়? আপনি বিশেষরূপে এই সমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, যম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্তিত আছে, তাহা কীর্তন করিব। মোক্ষধর্মবেত্তা মুনিগণ যে, সাংখ্য ও যোগ ধর্মের বিষয় কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপ-ত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাহা ইউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রণব জপকরিলে তদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদি লাভের কামনা করিয়া জপাহুষ্ঠান করেন তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্য ব্যবহার, অগ্নি পরিচর্যা, বিবৃদ্ধ আহার, ধ্যান, তপোহুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরি-মিত বাক্যপ্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যাঁহারা নিকাম হইয়া জপাহুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমুদায় কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশধারণ, কুশ দ্বারা শিখা বন্ধন ও গাত্রসমাক্ষাদান এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মার্থে মনঃসমাধান করা উচিত। তাঁহারা রীতিনুগত হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অরলম্বন পূর্বক পরিশেষে জপ ও পরি-ত্যাগ করিবেন। সংহিতাবলে সমাধিলাভ উপস্থিত হয়

বিগুহচিত্ত, দাস্ত, কামদেববিহীন এবং রাগ, মোহ ও হৃদয়পরিশৃঙ্খ ব্যক্তির কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অহুতাপিত হন না। তাঁহাদিগকে কোন কার্যের অহুতান বা কর্ম জন্ত কোন ফলভোগ করিতে হয় না। উঁহারা অহঙ্কার বশতঃ অর্থ গ্রহণ অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্যের অহুতান করেন না। নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন পূর্বক ক্রমশঃ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হন। যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে, আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিগুহ আত্মারে লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তদশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি জাপকদিগের যে গতি কীর্তন করিলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগের অজ্ঞ কোন গতি আছে কি না তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে জাপকগণ যে রূপে নিরয়গামী হইন, তাহা কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে জাপক পূর্বোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ জপপরায়ণ হন, যে জাপক শ্রদ্ধাবান, প্রীত ও দৃষ্ট না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমানপরায়ণ হন এবং যে জাপক ফলভোগলোলুপ হইয়া মোহতচিত্তে জপাহুতান করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অনিমাди ঐশ্বর্য্যে অমুরাগী হন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য লাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই। যে জাপক বিষয় রাগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অমুরাগ থাকে তৎসমুদায়ই লাভ হয়। যে জাপক দুর্ভুক্তি, জ্ঞান শূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হন, তাঁহারে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে না পারেন তাঁহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অহুতাপ করিতে হয়

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্মভাব অবগত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত ইহলোকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভুক্তিনিবন্ধন উক্তবিধ দোষসকল পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।

অষ্টদশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকেরা কিরূপ নরকে গমন করেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে, আপনি তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মের অংশসমুত্ত ও ধার্মিক; অতএব জ্ঞাবহিত হইয়া আমার ধর্ম্মমূল বাক্য শ্রবণ কর। দিবা দেহসম্পন্ন মহামতি লোকপাল চতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং মরুৎ, বিষ্ণুদেব, সাধ্য, ক্রতু, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদায় দিব্য ক্কারূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলমুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিষ্কৃষ্ট; সুতরাং ঐ সমুদায়কে নরক স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথগ্ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ ক্লেশহীন, রাগদেবাদিবর্জিত, প্রিয় অপ্রিয় রহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য, হেতু বর্জিত, জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্বাবিহীন, দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান এই চতুর্বিধ লক্ষণ বিবর্জিত, রূপাদি চতুর্বিধ কারণ শূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও যোগ শোক বর্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন। তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই অহুতাপ করিতে হয় না। হে ধর্ম্মধাজ! আমি তোমার নিকট নরক সমুদায়ের বিষয় কীর্তন করিলাম। ঐ সমুদায় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিষ্কৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদ বাচ্য হইয়া থাকে।

নবদশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে ইতিপূর্বে কাল,

মৃত্যু, যম ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইহাদিগের কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে হিমালয়ের পার্বদেশে এক পরম ধার্মিক, মহাবিশ্বী, বড়দর্শনবেত্তা, অশ্বখদণ্ডধারী, জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন । বেদে উঁহার দৃঢ়তর ভক্তি জন্মিয়াছিল । উনি নিয়ত গায়ত্র্যাদি জপ করিয়া ব্রহ্মের আরাধনারূপ কঠোর তপোমুষ্ঠান করিতেন । এইরূপ নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইলে একদা ভগবতী সাবিত্রীদেবী তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । ব্রাহ্মণ, বেদমাতারে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তৎকালে তাঁহারে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, ত্রুষ্টিস্তাব অবলম্বন পূর্বক জপই করিতে লাগিলেন । সাবিত্রীদেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন । কিসেৎকণ পরে ব্রাহ্মণের জপ সমাধান হইলে তিনি অবনতমস্তকে দেবীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবতি ! আজি আমার ভাগ্যক্রমে আপনি আমারে দর্শন প্রদান করিয়াছেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপামুষ্ঠানে নিরত থাকে ।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্বিজবর ! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টসাধন করিতে হইবে বল । তুমি বাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব । সাবিত্রী এই কথা কহিলে ধর্মবেত্তা ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিলেন, দেবি ! আমার জপামুষ্ঠান বাসনা ও সমাধি যেন অহরহ পরিবর্দ্ধিত হয় । তখন সাবিত্রী স্তম্ভুর বচনে তথাস্ত বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! তোমারে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সালোক্য লাভ করিতে হইবে না । তুমি অনাধাসে অত্যাংকুষ্ঠ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হইবে । তুমি আমার নিকট বাহা প্রার্থনা করিলে আমি উহা সম্পাদনে সর্বশেষ যত্ন করিব । তুমি একাগ্রচিত্তে জপামুষ্ঠান কর । ধর্ম, কাল, মৃত্যু ও যম তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদে প্রযুক্ত হইবেন, তুমি তাহাদের কথায় ভীত হইও না ।

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্যপ্রতিজ্ঞ ও রাগদ্বेष বিহীন হইয়া জপামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ক্রমে দৈবশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে

একদা ধর্ম পরম প্রীতমনে সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ধর্ম ; তোমার সহিত সালোক্য করিবার জন্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । এক্ষণে তুমি জপামুষ্ঠানের যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি জপ প্রভাবে সমুদার মর্ত্যলোক ও দেবলোক পরাজয় করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর । তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমার কোন লোক লাভ করিবার ইচ্ছা নাই, আপনি পরমসুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন । আমি এই বিবিধ সুখঃখভোগভাজন কলেবর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি ।

ধর্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! তোমার কলেবর পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য ; অতএব তুমি তত্ত্বত্যাগপূর্বক স্বর্গ বা অন্ত কোন অভিলষিত লোকে গমন কর ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাস করিবার বাসনা নাই । আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন ।

ধর্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে তোমার শরীর ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । তুমি দেহ পরিত্যাগপূর্বক রজোগুণবিহীন স্বর্গলোকে গমন করিয়া সুখী হও, তথায় গমন করিলে আর তোমারে শোকাকর্ষ হইতে হইবে না ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মা ! আমি জপামুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট আছি, আমার সনাতনলোক লাভে প্রয়োজন কি ? আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতেও উৎসুক নহি ।

ধর্ম কহিলেন, মহাত্মন্ ! তোমার কিছুতেই দেহ পরিত্যাগে বাসনা হইতেছে না ; কিন্তু ঐ দেহ যম, কাল ও মৃত্যু তোমার নিকট আগমন করিতেছেন ।

মহাত্মা ধর্ম এই কথা কহিবামাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইহঁরা তিন জনে সেই ব্রাহ্মণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন যম সেই দ্বিজবরকে সন্মোদনপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি যম, আমি তোমারে কহিতেছি যে, তুমি তপস্তা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল লাভ করিবে । কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি কাল । আমি কহিতেছি যে, তুমি আপনার জপামুষ্ঠানের নিমিত্ত অত্যাংকুষ্ঠ ফল লাভ করিবে । অচিরে স্বর্গে গমন কর । এই তোমার স্বর্গারোহণের প্রকৃত সময় । মৃত্যু কহিলেন, দ্বিজবর ! আমি মৃত্যু । আজি আমি, কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং

স্বীয় মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক ইহলোক হইতে তোমারে লইয়া যাইবার জন্ত আগমন করিয়াছি। যম, কাল ও মৃত্যু এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ স্বাগত প্রদত্ত জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পান্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আমারে আপনাদিগের কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।

‘এইরূপে সেই ধর্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের নিকট আগমনপূর্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ ইক্ষাকু তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অবলোকনপূর্বক যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই প্রণাম ও পূজা করিয়া অনাময় প্রদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ রাজর্ষি ইক্ষাকুরে পান্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত নির্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে বলুন, আমি স্বীয় সামর্থ্যানুসারে আপনার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সাধন করিব।

ইক্ষাকু কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মহীপাল; আপনি ষট্-কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনারে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, কর্ম্মনিরত ও কর্ম্মবিরত।, ধর্ম্মও দ্বিবিধ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকেই গিয়া অর্থ দান করুন। আমি কখনই প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়, প্রার্থনা করুন, আমি তপঃপ্রভাব তাহা প্রদান করিব। ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রিয়, প্রার্থনা করা আমার অভ্যাস নহে। আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল আমার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সন্তোষলাভ করিতেছেন। আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্বক অপূর্ব আনন্দলাভ করিতেছি। এক্ষণে আমাদের আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই, তথাচ আপনার যাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন।

তখন ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন যে, আমি স্বশক্ত্যানুসারে দান করিব। এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমারে আপনার জপক্রিয়ার ফল প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই এই বলিয়া আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিতে ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন না। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয়েরাই বাহুবল সহকারে সংগ্রাম করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা করেন না; উঁহারা কেবল বাক্যবাণ নিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাক্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! সে যাহা হউক, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কদাচ তাহার অগ্রথাচরণ করিব না। এক্ষণে আমি স্বশক্ত্যানুসারে অবিলম্বে আপনারে কি প্রদান করিব অনুজ্ঞা করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যদি নিতান্তই আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আপনি একাদিক্রমে দৈব শত বৎসর জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, আমারে তাহাই প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি জপানুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিত মনে তাহার অর্দ্ধেক ফল লাভ করুন। অথবা আপনার যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সম্পূর্ণই গ্রহণ করুন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি? তাহা কীর্জন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি আমার জপের ফল প্রাপ্তির বিষয় কিছুই জানি না। এই ধর্ম্ম, কাল ও যম তাহা বিলক্ষণ অরণ্যত আছেন।

ভূপাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি আপনি জপের ফল নির্দেশ করিতে না পাবেন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক। আমি চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমার আর দ্বিকল্পিত করিতে বাসনা নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করাতে আমি আপনারে উহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক। আমি পূর্বাধি এ পর্য্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধি পূর্বক জপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে কিরূপে উহার ফল প্রাপ্তি বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইব? আপনি আমার নিকট জপানুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও

আপনারে কল প্রদান করিলাম বলিয়া অস্বীকার করিয়াছি ; এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্তথা হইতে পারে ? অতএব আপনি স্থির চিত্তে সত্য প্রতিপালন করুন । যদি আপনি এক্ষণে আমার বচন রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনারে অসত্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই ঘোরতর অধ্যক্ষে লিপ্ত হইতে হইবে । আপনার ও আমার মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে । অতএব যদি আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ইতিপূর্বে আপনি আমাব নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করাতো আমি আপনারে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন । মিথ্যাবাদী হইলে তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই শ্রেয়স্কর হয় না এবং তাহার পূর্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না । সত্যবলে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেমন পরিভ্রাণ লাভ হয়, যজ্ঞ, দান ও নিয়ম দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই । সহস্র, সহস্র বৎসরের তপস্বীও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে । সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্বী, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ । বেদশাস্ত্রে সত্য জাগরুক হইয়া অবস্থান করিতেছে । সত্য প্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে । তপস্বী, ধর্ম, দমণ্ডণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ, বেদ, বেদান্ত, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্যা, ওঙ্কার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তান সন্ততি সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । সত্য প্রভাবে বায়ু গমনাগমন, সূর্য্য তাপ প্রদান এবং অগ্নি দাহকার্য্য সাধন করিয়া থাকে । সত্য এবং ধর্মকে তুল্যদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেই গৌরব লক্ষিত হয় । ধর্ম সত্যের অনুগামী । সত্যবলে সমুদায় কার্য্যের উন্নতি সাধন হইয়া থাকে । তবে আপনি কি নিমিত্ত অন্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছেন । এক্ষণে সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন । জপের ফল প্রার্থনা করিয়া কি নিমিত্ত তাহা গ্রহণে পরাশ্রয় হইতেছেন ? যদি আপনি মদন্ত জপফল গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারে ধম্মভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে হইবে । যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন এবং যিনি প্রার্থনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করেন, তাহার উভয়েই মিথ্যাবাদী হন । এক্ষণে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত হইতেছে না ।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, রক্ষিতা ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ; ফলতঃ যুদ্ধ, লোক রক্ষা ও দানই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম ; অতএব আমি কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আমি গ্রহণ করুন বলিয়া পূর্বে আপনারে অনুরোধ করি নাই ; আপনার আবাসেও উপস্থিত হই নাই । আপনি স্বয়ং এই স্থানে আগমন ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিতেছেন ।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ইক্ষাকুরাজা পরস্পর ঘোরতর বাকবিতণ্ডা উপস্থিত করিলে মহাত্মা ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আর বিবাদ করিও না । আমি স্বয়ং ধর্ম্ম এখানে উপস্থিত রহিয়াছি । এক্ষণে ব্রাহ্মণ দানের এবং রাজা সত্যের অর্থও ফলভাগী হউন ।

ঐ সময় স্বর্গ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ভূপতির কহিলেন, হে ধার্ম্মিকদ্বয় ! এই দেখ, আমি স্বয়ং স্বর্গ দেহপরিমূহ পূর্ব্বক আসিয়াছি । অতঃপর আর তোমাদিগের বিবাদের আবশ্যকতা নাই, তোমরা উভয়েই তুল্যফলভাগী হও । তখন ভূপাল কহিলেন, স্বর্গ ! আমি তোমাতে প্রার্থনা করি না । এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর । যদি এই ব্রাহ্মণ তোমাতে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইনি মদাচারিত পুণ্যের ফল গ্রহণপূর্ব্বক তোমাতে লাভ করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আমি শৈশবাবস্থায় অজ্ঞান বশতঃ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি গায়ত্রীাদি জপ পরায়ণ হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, অতএব আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্বর্গলাভের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন । আমি স্বয়ংই আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ফল লাভ করিব । আমি তপঃসাধ্যায় সম্পন্ন ও অপ্রতিগ্রহী । আপনার আচারিত পুণ্যের ফললাভ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না ।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে আপনার জপানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন, তবে উহার অর্দ্ধ ফল প্রদান করিয়া আমার আচারিত ধর্ম্মের অর্দ্ধ ফল গ্রহণ করুন ; তাহা হইলে আমবা উভয়েই তুল্য ফলভাগী হইব । ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও রাজবংশীয়েরা দাতা হইয়া থাকেন । এই ধর্ম্ম যদি আপনার পরিজ্ঞাত থাকে, তবে আমার ধর্ম্মের অর্দ্ধফল গ্রহণপূর্ব্বক আমার তুল্য ফলভাগী হওয়াই আপনার উচিত । আর যদি আপনি আমার তুল্য ফলভাগী হইতে বাসনা না করেন, তবে আমার ধর্ম্মের সমুদায় ফলই গ্রহণ করুন । ফলতঃ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে মদমুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল গ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য ।

তাহারা উভয়ে এইরূপ বাদামুবাদ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন বিকৃতবেশ পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্বাক্ষরলখন পূর্বক তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ উভয় পুরুষের মধ্যে একের নাম বিরূপ ও অন্যের নাম বিকৃত। বিকৃত বিরূপকে সন্মোদন করিয়া কহিল, ভাই! তুমি নিশ্চয়ই আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল, হাঁ আমি তোমার নিকট ঋণী আছি। তখন বিকৃত কহিল, তবে তোমার সহিত আমার কলহ উপস্থিত হইল। এক্ষণে এস্থলে এই প্রজাদিগের শাসনকর্তা রাজা উপস্থিত আছেন, আমি ইহার সমক্ষে সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার নিকট ঋণী নহ। বিরূপ কহিল তুমি মিথ্যা কহিতেছ, আমি তোমার নিকট ঋণী রহিয়াছি। এইরূপে তাহারা উভয়ে বাক্বিতত্ত্ব করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভূপতিরে সন্মোদন পূর্বক কহিল, মহারাজ! এক্ষণে যাহাতে আমরা উভয়েই পাপ-দূষিত হইয়া না থাকি, আপনি এইরূপ উপায় বিধান করিয়া দিন। তখন বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতির নিকট গোদান ফল গ্রহণ করিয়া ঋণী হইয়াছি, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু উনি তাহা লইতে চান না। বিরূপ কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী নহেন। এক্ষণে উনি আপনার নিকট সত্যের তান করিয়া স্পষ্টই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। তখন নরপতি বিরূপকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, বিরূপ! তুমি কিরূপে ইহার নিকট ঋণী হইয়াছ, অকপটে বল; আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্তব্য তাহার অনুষ্ঠান করিব। বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমি বিকৃতির নিকট যেক্রমে ঋণী রহিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি অবহিতমনে শ্রবণ করুন। পূর্বে এই বিকৃত ধর্মোপার্জনেনব নিমিত্ত কোন তপঃসাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এক মূলক্ষণা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন; আমি ইহার নিকট সেই ধেনুদানের ফল প্রার্থনা করাতে ইনি বিস্ত্রচিত্তে আমাকে তাহা প্রদান করেন। পরে আমি আয়ুর্বিভক্তির নিমিত্ত পুণ্য কন্মের অনুষ্ঠান পূর্বক দুইটি বহুদুগ্ধবতী সর্বস্বা কপিল। ক্রয় করিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রদ্ধা পূর্বক এক উজ্জ্বলিত পরায়ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। আমি পূর্বে বিকৃতির নিকট যাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিগ্রহের দ্বিগুণ ফল প্রদানে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অতঃপর আমাদিগের মধ্যে কে দোষী আর কেই বা নিদোষী হইবে। আমরা এই কথা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাদিগের শান্তি স্থাপন করিয়া দিন।

বিকৃত পূর্বে যেক্রপ দান করিয়াছেন, এক্ষণে তদনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন; অতএব আপনি স্থিরচিত্তে আমাদিগকে ধর্মপথে সংস্থাপিত করুন।

ভূপতি কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমাতে ঋণ প্রত্যাৰ্পণ করিতেছেন, তুমি কি নিমিত্ত উহা প্রতিগ্রহ করিতেছ না? এক্ষণে অবিলম্বে দানের অনুরূপ প্রতিদান প্রতিগ্রহ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

বিকৃত কহিল, মহারাজ! এই বিরূপ আমার নিকট ঋণী রহিয়াছেন বলিয়া আমার ঋণ পরিশোধ কবিত্তে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু বস্তুত উনি আমার নিকট ঋণী নহেন; অতএব এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন।

রাজা কহিলেন, বিকৃত! বিরূপ তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছে না। এই বিষয়টি আমার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমার মতে তোমাতে সমুচিত দণ্ড প্রদান করাই কর্তব্য, সন্দেহ নাই।

বিকৃত কহিল, মহারাজ! আমি এবার যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা পুনরায় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিব। অতএব এই বিষয়ে আমার যেক্রপ অপরাধ হয়, তদনুসারে দণ্ড বিধান করুন। বিরূপ কহিল, বিকৃত! আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছি, কিন্তু তুমি ঋণ গ্রহণে অভিলাষ করিতেছ না। এক্ষণে এই ধর্ম-রক্ষক রাজা অবশ্য তোমার দণ্ড বিধান করিবেন। বিরূপ কহিল, বিরূপ! তুমি প্রার্থনা করাতে আমি তোমাতে গোদান ফল প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব। অতএব আমি তোমাতে অনুমতি করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর।

ঐ সময় সেই ব্রাহ্মণ ভূপতিতে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বিরূপ ও বিকৃতির বাদামুবাদ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনাদের যাহা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করুন। তখন ভূপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দুই ব্যক্তির স্থায় এই ব্রাহ্মণের কথাও নিতান্ত ছরবগাহ। ইনি যেক্রপ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যদি আমি ইহার পুণ্য ফল গ্রহণ না করি, অবশ্যই আমারে বোরতর পাটে লিপ্ত হইতে হইবে। ধর্ম-পরায়ণ ভূপাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিরূপ ও বিকৃতকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, তোমরা রাজনীত্যনুসারে কৃতকার্য হইয়া গমন কর। আমি রাজা বলিয়া তোমরা আমার নিকট

উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং এক্ষণে রাজধর্ম নিতান্ত নিষ্ফল করা আমার বিধেয় নহে। শাস্ত্রে নির্ণীত আছে যে, রাজধর্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম নিতান্ত ছরবগাহ; আমি তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি; এক্ষণে সেই ধর্ম আমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে।

তখন জাপক ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রার্থনা করাতো আমি আপনাকে যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি রাজদম্ভাসারে অচিরে তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব।

ভূপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে ধর্মাস্ত্রসারে এইরূপ কার্য নিশ্চয় করিতে হয়, সেই রাজধর্মকে ধিক্। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার তুল্যফলভাগী হইব বলিয়া আপনার ভ্রপের ফল গ্রহণ করিব। আমি পূর্বে আর কখন প্রতিগ্রহের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই, এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন অবিলম্বে তাহা প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি সংহিতা ভূপ কল্পিয়া যে কিছু ধর্ম সঙ্কিত করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করুন।

তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমিও চাস্ত্র জলগম্ভূষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমার উভয়েই তুল্য ফলভাগী হইব।

তাহারা উভয়ে এইরূপ আদান প্রদান কবিত্তেছেন ইত্যাবসরে বিরূপ কহিল, মহারাজ! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই তোমারে ব্রাহ্মণের ভূপফল গ্রহণে প্রবর্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার ব্রাহ্মণস্বারে তোমরা উভয়েই তুল্য লোক লাভ কর। বিরূত বস্তুতঃ আমার নিকট ঋণী নহে; তোমার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রার্থিতভাবে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই তোমারে বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বকম্মনির্জিত লোকে স্বেচ্ছাস্বারে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের ফললাভ বিষয় কীর্তন করিলাম। তাহারা যে মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতায় হইল। সংহিতাধারী মহাত্মা পরমেশী ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্যালোক লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই সমস্ত লোকে অনুরাগী

হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাহাদের বিমোহিত হইয়া এই সমুদায় লোকেরই ভুগ সকল প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্থিব শরীরের জায় চক্ষু বায়ু ও আকাশায়ক শরীরেও অবস্থান করিয়া ভুগ সমুদায় প্রকাশ করে। যদি জাপক ব্যক্তি এই সকল লোকে রাগবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিতান্ত বৃত্ত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার অভিশাপ পূর্ণ হয়। ফলতঃ রাগবিহীন জাপক চেষ্টা করিলে অনায়াসে ক্রমে পরমেশীতাব হইতে কেবলা লাভ করিয়া পরিশেষে জ্বাতঃপবিহীন অক্ষয় ব্রহ্মলোক অধিকারপূরক সেই কৃণা তৃষ্ণা শোক মোহাদি বর্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অনুরাগেব বশীভূত হইয়া চিন্ময়পুরুষে লীন হইতে অভিশাপ না করেন তিনি অজ্ঞান যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন তাহাব তাহাই লাভ হয়। আব যিনি সমুদায় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যাঁতার কোন বিষয়েই স্পৃহা না থাকে, তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত ও নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া অলৌকিক স্তম্ভ সন্তোষ করেন। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকদিগের গতির বিষয় সবিস্তারে কীর্তন করিলাম। অতঃপর যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিরূপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান কবিলেন : তৎকালে বিরূপের বাক্যে সন্দেহ হইয়া তাহারা কি মুক্তিলাভ করিয়া ছিলেন; আর এই সময় তাহাদের বিরূপ কথোপকথন হইয়া ছিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া নরপতির সম্বোধনপূরক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার ভ্রপের ফলভাগী হইয়া স্রেষ্ঠতাল্লাভ করুন এবং অন্তমতি করুন আমি পুনরায় গিয়া ভূপকার্যে প্রবৃত্ত হই। ইতিপূর্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে উত্তরোত্তর তোমার ভূপাতুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক এই বর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যখন আপনার ভূপাতুষ্ঠানে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, তখন আমারে ভ্রপেব ফল প্রদান করাতো আপনার ফল হানি হয় নাই এবং দাননিবন্ধন উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে।

যাহা হউক, আমুন এক্ষণে আমরা উভয়ে তুল্যরূপে ফলভোগ করি।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! এই সকল মহাত্মার সমক্ষে বারংবার আমাদের আপনার তুল্য ফলভাগী হইতে অজরোধ করিতেছেন ; অতএব আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইলাম । এক্ষণে আমাদের উভয়েরই সমান গতি হউক । ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে ভগবান্ ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার ও নরপতির অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবগণ ও লোকপালগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন । ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নাবদ, পক্ষত, বিশ্বাবসু, হাহাহুহু, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাসিন্দেব মহাদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্রশিরা বিষ্ণু এবং সাধ্যা, বিশ্বেদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সমুদ্র, তীর্থ, তৃপত্যা, যোগ বিধি বেদ, স্তোত্র ও মুনীগণ তথায় আগমন করিলেন । অশ্ব রীক্ষে, হুদী ভুবী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পপুষ্পি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অঙ্গারোগল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । তখন সর্ব মন্দিরান হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতির সন্মোদনপূর্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষদয় ! তোমরা উভয়েই নিরু পুরুষ হইয়াছ ।

অনন্তর সেই জাপক ব্রাহ্মণ ও ভূপতি উভয়ে এককালে বিবশ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন । তাঁহারা অংগ প্রাণ, আপান, উদান, সমান ও বায় এই পঞ্চ বায়কে স্রষ্টবে সংস্থাপন করিয়া একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃসমন্বয় করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ুদ্বয়কে উদরে সংস্থাপিত করিয়া নাসাগে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপপূর্বক অস্পন্দশরীরে নিম্নেন্দ্র লোচনে মনোব সহিত প্রাণ ও অপানে ক্রমশঃ নিশ্চিত করিলেন । এইরূপে তাঁহারা চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদের চিত্ত মস্তকে নীত হইল । ঐ সময় এক দেদার্যমান জ্যোতিঃ সেই মহাত্মা দ্বিজবরের বৃক্ষরক্ষ ভেদপূর্বক প্রাচুর্ভূত হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিল । তৎকালে চতুর্দিকে মহা কোলাহল শব্দ সমুপস্থিত হইল । তদ্রূপে সকলেই ঐ তেজোবাণির স্তব আরম্ভ করিলেন । অনন্তর সেই তেজ ক্রমশঃ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহারে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন । ঐ সময় এক প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে কহিলেন যে, যোগীরা জাপকদিগের তুল্যফলই লাভ করিয়া পাকে তাহার আর সন্দেহ নাই । কেবল যোগিপণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাপকদিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অবাবহিত পূর্বেই ব্রহ্মের

সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে । এই বলিয়া সেই প্রাদেশপ্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণগণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন । তখন দ্বিজবর অচিরাতঃ ব্রহ্মের আন্তদেশে প্রবিষ্ট হইলেন । ঐ সময় নরপতিও ব্রাহ্মণের তায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্বরে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন ! আপনি জাপকদিগের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নিদ্ধারিত করিয়াছেন । আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদগতি লাভার্থ সকলে সমাগত হইয়াছিলাম । এক্ষণে আপনি ঐ রাজা ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপে ফলভাগী করিলেন । আজি আমরা যোগী ও জাপকের মহাফল দর্শন করিলাম । ইহারা সমুদায় লোক অতিক্রম ও অভিলষিত লোকে গমন করিতে সমর্থ হইল । তখন ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ ! যাহারা মহাস্থিতি বা মহাদি স্থিতি পাঠ করেন এবং যাহারা যোগে একান্ত অনুরক্ত হন, তাহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোকা লাভ করিয়া থাকেন । এক্ষণে আমি চলিলাম ; তোমরাও স্ব স্ব কাব্য সাধনের নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান কব ।

ভগবান্ কমলমোহনি দেবগণকে এইরূপ কহিয়া স্বয়ং অস্থিতি হইলেন । দেবগণ তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । অশ্রান্ত মহাত্মারা ধর্ম্মের পূজা করিয়া পরম শ্রীতমনে তাঁহার অমুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । হে ধর্ম্মরাজ ! আমি জাপকদিগের যেরূপ ফললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয় তাহা ব্যক্ত কর ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুগিতির কহিলেন, পিতামহ ! জ্ঞানযোগ, সমুদায় বেদ ও নিয়মেব ফল কি ? এবং ভীবাগ্ন্যবেদে বা কি রূপে জ্ঞান হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতির সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে দেবর্ষিগণাগ্রগণ্য মহাত্মা বৃহস্পতি স্বীয় গুরু প্রজাপতি মন্ত্রেরে নমস্কার করিয়া এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন ! জগতের কারণ কি ? কি নিমিত্ত কল্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ? জ্ঞানের ফল কি ? কোন

বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত রহিয়াছে? ত্রিবর্গশাস্ত্র-
বিশারদ বেদমন্ত্রজ্ঞ মানবগণ গোদান ও বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান
দ্বারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা কি প্রকার, কি রূপে উৎপন্ন
হয় ও কোন্ স্থানেই বা অবস্থান করে? কোন্ মহাত্মা হইতে
পৃথিবী, যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল,
স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান
জন্মে সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আমি পুরাণ পুরু-
ষের বিষয় কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার
কি রূপে প্রবৃত্তি জন্মিবে? আনি, ঋক্, সাম, যজু, হ্রদ, নক্ষত্র-
গতি, নিরুক্ত ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু
আকাশাদি মহাভূতের কারণ কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি
নাই। এক্ষণে আপনি পূর্বোক্ত সমুদায় বিষয় এবং যেক্রমে
জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরার অন্ত দেহ আশ্রয়
করে, তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

মহু কহিলেন, মহর্ষে! লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই
তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে
ইহা দ্বারা আমার ইষ্ট লাভ হইবে অনিষ্ট হইবে না, বিবেচনা
করিয়া কন্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার
জ্ঞান জন্মে সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা
করে না। কন্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দিষ্ট আছে।
লোকে জ্ঞান প্রভাবে উঠা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই
পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখাখী হইয়া
বিবিধ কন্মপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই নিরয়গামী
হইতে হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভগবন্! দুঃখ পরিহার পূর্বক সুখ-
লাভ করাই সকলের উচিত। সুখ কন্ম দ্বায়াই লাভ হইয়া
থাকে, সুতরাং কন্মই ত লোকের কর্তব্য বলিয়া বোধ হই-
তেছে।

মহু কহিলেন, মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্যের
অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কন্ম পরি-
ত্যাগ পূর্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কন্মের
সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া
কন্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল হয়, আর যাহারা
মোক্ষলাভার্থে কন্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ
করিতে পারে, তাহাদের অনার্যাসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মন ও
কন্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজা-
দিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ স্বরূপ। কন্ম প্রভাবে লোকের মোক্ষ

ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ মনে মনে
কন্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষ লাভের প্রধান হেতু। চক্ষু
যেমন নিশাবাসনে তিমিরনিমুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাব
কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেকগুণসম্পন্ন
হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদায় প্রতীক্ষ করিয়া থাকে। মানব-
গণ সর্প, কুশাস্ত্র ও কৃপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনার্যাসে
তৎসমুদায় হইতে পরিজ্ঞান লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরি-
জ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞাত বশতঃ ঐ সমুদায়ে নিপ-
তিত হয়। অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত
উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর। বিধিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত
যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই
পঞ্চবিধ কন্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রানুসারে
কার্য্য সম্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক। এই নিমিত্ত কার্য্যমূল মন্ত্রও
তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে।
যে ব্যক্তি যেক্রমে গুণানুযায়ী কন্ম কবে তাহারে তদনুরূপ
ফল ভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ রস, স্পর্শ ও গন্ধ
জ্ঞানরূপ কন্মফল সমুদায় কন্মলভা স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া
থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীর
দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনরার দেহ
ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। শরীরই
লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান
করিলে কখনই বাক্য মনের অগোচর পদার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা
নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলী হইয়া কন্মানুষ্ঠান করে,
তাহারে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়।
নমস্ত যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কন্ম
সমুদায় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোক-
কেই পুণ্যজন্মার্জিত স্কৃত্তান্তরূপ সুখ ও দুঃসান্তরূপ দুঃখ ভোগ
করিতে হয়। এক্ষণে যিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং
মন্ত্র ও শব্দ দ্বারা অপ্রকাশিত, তাহার বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর বিবিধ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপ হইতে
পৃথগ্ভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া
ছেন। তিনি অব্যক্ত, বর্ণহীন ও গুণাতীত। তাহাতে জী,
পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া
নির্দেশ করা যাইতে পারে না। কোনকালেই তাহার ধ্বংস
নাই। জিতচিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্ম্যারাই সেই অক্ষয় পদার্থ
লাভ করিতে পারেন।

ব্যতিক্রম বিশততম অধ্যায় ।

হে মহর্ষে ! সেই অধিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে এই জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতীশ্বর সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরের পার্থিব শরীর সমুদায় চরমাবস্থায় প্রথমতঃ সলিলে, সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে । তন্মধ্যে ঐহিক অস্তরীক্ষেও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় যীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং তাঁহারা আর প্রতি-নিবৃত্ত হন না । পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মুহু বা তীক্ষ্ণ নহেন । তিনি অন্ন, কষায়, মধুর ও তিক্তত্বাদি গুণবিরহিত এবং শব্দ, গন্ধ বা রূপ সম্পন্নও নহেন । তিনি পরাৎপর ও স্বভাব শূন্য । ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণ গন্ধ, কর্ণ শব্দ ও চক্ষু রূপ অনুভব করিয়া থাকে । অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না । যে ব্যক্তি রস হইতে রসনারে, গন্ধ হইতে নাসিকারে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বকে ও রূপ হইতে চক্ষুরে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন । মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্তা, কর্তা, করণ, দেশ, কাল, সূত্র দুঃখ প্রভৃতি ও অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব । ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাত্ম্য জীব ও ব্যাপকাত্ম্য ঈশ্বর । মন্ত্র দ্বারা উহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । সেই স্বভাব একাকীই সমুদায় কার্য্যাসূচন করিতেছেন । সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদায়ই কার্য্য । পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ইষ্টাও মনুষ্যের শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেই রূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড় দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে । প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া অস্তরের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেই রূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বোধ সম্পাদন করিতেছে । অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেয় তজ্জপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে ; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞান সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । যেমন হতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাচরের করজাল ও নদীর জল বারংবার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্বার উদ্ভূত হইতেছে । যেমন কোন ব্যক্তি পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা বহি নিরীক্ষণ করিতে

সমর্থ হয় না, সেই রূপ লোকে উদর ও হস্তপাদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মার নিরীক্ষণ করিতে পারে না । কিন্তু সেই কাষ্ঠকে ভেদ করিয়া উপায় বিশেষ দ্বারা যেমন তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাশ্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মারে এক কালে দর্শন করিয়া থাকে । যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুযুক্ত জীবাশ্মা জীবনাশ্বে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহারে অভিন্ন বিবেচনা পূর্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে । পর-মাত্মা সূত্রদ্বয়প্রদ কর্তা প্রভাবে উৎপত্তি, বুদ্ধি, ক্ষয় ও মুহু প্রাপ্ত হন না । তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন । চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না ; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে ; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না । চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে । কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন । যেমন সমীপ স্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে প্রজ্জলিত অনলের সস্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত হয়, সেই রূপ জড় দেহে পরমাত্মার চৈতন্যস্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে । মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অস্ত্র শরীরে প্রবেশ পূর্বক আপনারে সেই দেহের গুণে গুণবান্ জ্ঞান করে । দেহীর মুহু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করে । শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে । পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চ ভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অন্তর্গত । মনুষ্য স্বক-শ্রোত্রার্জিত নূতন দেহে পূর্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলোকা যেমন অমূলক শ্রোতের অমূলসরণ করে, সেইরূপ তাহার মন বুদ্ধির অমূলসরণ করিয়া থাকে । লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে

চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরী-
কৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি
অন্যাসে ভ্রমের যাবার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যেমন
পুস্তকস্থ অক্ষর নিত্যস্থ স্থান হইলেও উহা উপনেত্র প্রভাবে স্থল
বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন
দর্পণ প্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিত্যস্থ
স্থান ও অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে উহারে মহান্ বলিয়া বোধ
ও উহার দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।

ত্ৰ্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ব্রহ্মন্ ! ইন্দ্রিয় সহকৃত জীবচৈতন্য পূর্ণানুভূত বিষয় সমু-
দায় কালান্তরে স্বরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় সমুদায় বিলীন
হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব
অনেক সময় এককালে ইহজন্মে ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি
ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদায় সন্নিহিতের জ্ঞায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং
এই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন অতীত অনা-
গত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষীরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।
আত্মা কেবল পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজনিত সুখ-
দুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারে উহা ভোগ করিতে হয়
না। বায়ু যেমন কাষ্ঠ সমুৎপন্ন হতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপ
আত্মা ইন্দ্রিয় সমুদায়ে প্রবিষ্ট হন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের
গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি
ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদিলাভের চেষ্টা
নিত্যস্থ নিরর্থক; বেদ ও আগ্রবাক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শন
লাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয় আত্মারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী
পরমাত্মা সততই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমা-
লয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন নিরী-
ক্ষণ করে নাই, তদ্রূপ স্থান জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্ত্ব বিদ্যমান
থাকিতেও কেহ তাঁহারে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।
লোকে যেমন চন্দ্রে স্থান জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্
অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকি-
লেও সে আত্মারে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান
আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তজ্জাত বিষয়ান্তরের আশ্রয়
গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান্
বৃক্ষের আদ্যন্তে অরূপস্থ বৃক্ষিতে পারিয়া উহারে অরূপ বলিয়া

নির্দেশ করেন এবং সূর্য্যের যতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হই-
লেও বুদ্ধি প্রভাবে তাহা প্রত্যক্ষের জ্ঞায় অবগত হইয়া থাকেন,
তদ্রূপ তাঁহার আত্মা নিত্যস্থ স্থান হইলেন ও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ
দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ
হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন।
উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। দেখ,
ধীবরেরা সূত্র দ্বারা মৎস্ত ধারণ করিয়া থাকে; মৃগ দ্বারা মৃগ,
পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও গজ দ্বারা গজ ধৃত করা যায়, সেইরূপ জ্ঞেয়
পদার্থ জ্ঞানদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ কিঞ্চিদন্তী আছে
যে, ভুজঙ্গ যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে
সেইরূপ জ্ঞানই দেহমধ্যে স্থান জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।
যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধি-
দ্বারা পরম বোধাকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র যেমন
অমাবস্তাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা
মনুষ্যের শরীরে বর্তমান থাকিলেও কেহ উহারে প্রত্যক্ষ করিতে
পারে না। চন্দ্র অমাবস্তাতে যেমন স্থল শরীর বিমুক্ত হইয়া
প্রকাশিত হন না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবর পরিভ্রষ্ট
হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র যেমন স্থল দেহ লাভ
করিয়া পুনরায় বিরাজিত হন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত
হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও
ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয়; উহা চন্দ্রের স্থল দেহেরই গুণ;
ঐ গুণস্ত গুণ মনুষ্যের স্থল দেহেই আরোপিত করা যায়,
আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র
যেমন অমাবস্তার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইলেও তাহারে
সেই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরি-
বর্তিত হইলেও তাহারে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।
রাহ যে চন্দ্রকে কি রূপে আক্রমণ ও কি রূপে পরিত্যাগ
করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কি
রূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করে,
তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহ যেমন চন্দ্র
সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা
শরীরকে আশ্রয় করিলেই অস্বমিত হইয়া থাকে। রাহ যেমন
চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আবু নিরীক্ষিত হয় না, সেইরূপ
আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অস্বমিত হয় না।
চন্দ্র যেমন অমাবস্তাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহারে পরি-
ত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা শরীরনিমুক্ত হইলেও কর্ম কল
হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

চতুর্থিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহাত্মন! লোকের স্বপ্নাবস্থার যেমন তীহার স্থলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কৰ্ম্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থল শরীর ধরাশায়ে হয় ও লিঙ্গশরীর পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আর যেমন লোকে সুসুপ্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্ভূত হয়, তদ্রূপ কৰ্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অমুভব করে। নির্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হইলে তদ্বারা আশ্রয় সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্তি সন্দর্শন করা যায় না তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত হইলে তদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান প্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, অবুদ্ধি প্রভাবে চিত্তদূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহাক্ষ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অমুরক্ত হইয়া কোন রূপেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠাননিবন্ধন বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। পাপ সত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার শান্তি হয় না। যখন পাপের নাশ হয় তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিয়ত বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইতে থাকে; কখনই মোক্ষ লাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তখন সুনির্মল আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্ম সন্দর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়লিপ্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলেই সূখে কালযাপন করিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাশ্মা এবং জীবাশ্মা হইতে পরমাশ্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাশ্মা হইতে জীবাশ্মা, জীবাশ্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থল কারণ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদায় প্রতি-সংহার করিয়া অন্তগমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাশ্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কচিত করিয়া দেহ

হইতে অন্তরিত হন। মানবগণ বারংবার স্বীয় কৰ্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয় বাসনা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়। আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্যক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আশ্রাণ আত্মাদান ও অনুমানের অগোচর বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থল পদার্থ যেমন মনঃক্লিষ্ট বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবা-শ্মাতে এবং জীবাশ্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু হৃদয়রূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতে ছেন।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহর্ষে! শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি। দুঃখচিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না, বরং উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হইতে থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্তব্য। বালকতা প্রকাশ, পূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তির কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, ব্রব্য সম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয় সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা কবেন না। সাধারণদুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যদি উহার প্রতী-কারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহ-বশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া কার্য্যাহুতান করে, তাহারে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্তী হইতে হয়। আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান ব্যক্তির তাহার জন্ত কখনই শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জন

করিবার সমস্ত অপরিমিত হুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্তব্য নহে । জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় । জ্ঞান মনের ধর্ম । মন জ্ঞানেঞ্জিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে । ঐ বুদ্ধি সংস্কার সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলেই, যোগ সমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয় । মলিল যেমন পূর্বত শূন্য হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তজ্জপ ইঞ্জিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয় । যখন সেই বুদ্ধিতে নিগুণ ধোয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষখণ্ডস্থ স্বর্ণরেখার প্রায় অসন্ধিগত রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । মন কেবল ইঞ্জিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক । উহা দ্বারা রূপাদি গুণ-বিহীন ব্রহ্মলাভ করা সম্ভাবিত নহে । সমুদায় ইঞ্জিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে কলনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থাপন পূর্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় । যেমন শব্দাদি গুণসমুদায় বিলুপ্ত হইলে পক্ষীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তজ্জপ বুদ্ধি অহঙ্কার তত্ত্ব বিলীন হইলে ইঞ্জিয়গণও বিলীন হইয়া যায় । যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না । অহঙ্কার ধ্যান প্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সম্বাদি মূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রী সমুদায় পরি-
ত্যাগ পূর্বক নিগুণ বস্তু লাভ করিতে পাবে । অব্যক্তের স্বরূপ কীর্তন করা নিত্যস্ত হুঃসাধ্য । তপশ্চা, অনুমান, শব্দমাদিগুণ, বেদান্ত শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্তব্য । তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির সেই অতর্ক-
নীয় আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সর্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । হতাশন যেমন অপ্রতীহিত বেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তজ্জপ বুদ্ধিও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরি-
ভ্রমণ করিয়া থাকে । যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনা বিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । আর যখন বিষয়-
বাসনার বিলুপ্ত হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় । সুবৃষ্টি কালে ইঞ্জিয় সমুদায় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তজ্জপ আনন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম সর্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । মানবগণ অজ্ঞান বশতঃ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে । উহাদের মৈথ্য বাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় তাহারা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ; আর বাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গ গমনে সমর্থ

হয় । জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপরসাদি, ইঞ্জিয়, অহঙ্কার ও অভি-
মান এই সমুদায়ই বিনশ্বর পদার্থ । ঐ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি জৈবর হইতে হইয়াছে । তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হই-
তেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে । ঐ রূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম প্রভাবে শ্রেয় ও অধর্ম প্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মরণের পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে এবং বীতশ্মহ ব্যক্তির আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়

হে মহর্ষে! শব্দাদি পঞ্চগুণের সহিত পাঁচ ইঞ্জিয়, মন ও বুদ্ধির সংযত করিতে পারিলেই আত্মার মণি মধ্যে নিহিত সূত্রের প্রায় দর্শন করিতে পারা যায় । আর সূত্র যেমন সূবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রক্তত ও মৃৎ প্রভৃতি বস্তুতে নিহিত থাকে, তজ্জপ আত্মা স্বীয় কৰ্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে । যে প্রাণী যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে । বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্বকৃত কৰ্ম্মের অনুসরণ করে । জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে সন্তিসন্ধি, অভি-
সন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয় । এই নিমিত্ত ফল কৰ্ম্মসম্বৃত্ত, কৰ্ম্ম বুদ্ধিসম্বৃত্ত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্বৃত্ত ও জ্ঞান আত্ম-
সম্বৃত্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কৰ্ম্মের ক্ষয় হইতে যে দিব্য জ্ঞান জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান । যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরম পদার্থকে দর্শন করিতে পারেন, বিষয়াসক্ত নিকোঁধেরা কখনই তাহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না । পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্তা ব্রহ্ম-
রূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সমধিক মহত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । ঐ ব্রহ্ম-
রূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । হুঃখ বিনশ্বর পদার্থ ; সুতরাং উহা কদাচ তাহারে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না । তিনিই পরম ব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । সুমুখ ব্যক্তির তাহারে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তিপদ লাভ করেন । নিবৃত্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম । যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম পরি-

নির্কাহ হইতেছে। অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেহে ভাস্করপ্রতিম এক দিবা পদ্ম সমুৎপন্ন হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপদ্ম হইতে প্রোত্খ্যত হইলেন। পদ্মযোনি প্রোত্খ্যত হইবামাত্র তাঁহার প্রত্যঙ্গ দিম্বাঙল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তির পর তমোগুণসম্পন্ন মধু নামে এক মহাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপকারার্থ ঐ বিকটবেশধারী কল্পকন্যা মহাসুরকে নিপাতিত করিলেন। মহাত্মা হুবীকেশ সেই দুরাশ্রম মহাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে উঁহাকে মধুসূদন নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

মধু দেবতা নিহত হইলে পব মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মাব মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি মূনির জন্মপরিগ্রাহের পূর্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্কজ্যোষ্ঠা। সর্কধর্ম্মজ্ঞ মহাবলস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটি কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের গুণসে তাঁহাদের গর্ভে বশু, রুদ্র, বিষ্ণুদেব, সাধী ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র সমুদায় সমুৎপন্ন হইল। ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভগবান্ চক্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবল পরাক্রান্ত দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রম প্রভাবে দেবগণের ত্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অরনতি হইতে লাগিল। দক্ষ বিপ্রচিহ্নি প্রভৃতি দানবগণকে ও দিতি মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্তান্ত পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিল্পরূর, মংস্ত ও উত্তিজ্ঞ সমুদায় উৎপাদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবেচনা করিয়া, দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্বাঙ্ক, অপরাহ্ন, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর ভঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক শত ঝঞ্জন, বাহু হইতে এক শত কত্রিয়, উরুদেশ হইতে এক

শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে চারি বর্ষের সৃষ্টিবিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মার সর্কভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিষ্ণুপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিরস্ত্রতা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদায় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় বাহার যত দিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত সে তত দিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত। কাহাকেও শমনের শাসনশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। ক্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না। ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও ক্রীসংসর্গ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। ষাণ্ময়যুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট সর্কাধীশ্বর জগৎপতি নারায়ণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছ্রজ পাপাত্মাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসমুৎ নরবর, অঙ্গুক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসমুৎ যৌন, কাষোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্করগণ নিয়ত পাপাত্মগণের পূর্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে। উহাদের ব্যবহারচাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের স্থায় নিতান্ত কদম্ব্য। সত্যযুগে উহাদিগের নামগন্ধও ছিল না। ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যানিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হইয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছামুসারে উহারা সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব হইতেই সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে। সর্কলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীর্তন এবং তাঁহার নিত্যস্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্ত মনুষ্য নহেন, উঁহার মহিমা অনির্বচনীয়।

অধ্যাদিক ত্রিশততম অধ্যায়।

মুখিষ্টির কহিলেন, পিতামহ! পূর্বে যে যে মহাত্মা প্রজা

পতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিদিগের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্রের উৎপত্তি হয়। পুরাণে এই সাত মহর্ষিরে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

অতঃপর প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মবোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়। সেই দশ জন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জননমাজে ক নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমি নামে প্রথিত হন। অত্রির ঔষসপুত্র বীর্ঘ্যবান্ সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্ষ্যামা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ শশবিন্দুর দশ সহস্র ভায়া ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের হইতেই অগ্ন্যত্র প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পূর্বতন ব্রাহ্মগণ শশবিন্দুর সেই পুত্র-পুত্রকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই নামি তোমার নিকট যশস্বী প্রজাপতিদিগের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। অতঃপর ত্রিভুবনের দেবগণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগ, অংশ, অর্ষ্যামা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ষ্টো, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই ষাদশ আত্ম মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দশ নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা অষ্টম মার্কণ্ডে হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্বে ইহঁরাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যশস্বী অজৈক-পাং, অহি, ব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ষ্টোর পুত্র। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সার্বভৌম, জয়ন্ত, পিণাকী ও অপরাজিত ইহঁরাই অষ্টবক্ষ বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুও অধিকারকালে ইহঁরাই দেবতা ছিলেন। পূর্বে ইহঁাদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দেশ করা হইত। ঋতু ও মরুদগণ আদিদেবতা। এই লম্বস্ত দেবতা ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয় কীর্তন করিলাম। ইহঁাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ঋজির,

মরুদগণ বৈশ্ব, তপোহুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার কুলসম্বৃত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্তন করেন, তিনি কি স্বজাত কি অশ্রুসংসর্গজ সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অঙ্গিরার পুত্র যবজীত, রৈভ্য, অর্ক্যাবনু, পরাবনু, ঔষজ, কাকীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন, সমুর্ধ্বমণ্ডল এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র কণ্ঠ ও বহিষদ ইহঁরা পূর্বদিকে; উশ্বচ, বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইন্দ্রাবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণদিকে; উষসু, কবষ, ধোম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিমদিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাক্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীকুমার জমদগ্নি এই সাতজন মহর্ষি উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই আমি যে যে দিকে যে যে তিগ্নজ্ঞেতা মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন তাহা কীর্তন করিলাম। এই ভুবনভাবন মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষীভূত; ইহঁাদিগের নাম কীর্তন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক-সমুদয়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ঝিল্লী স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি অবিনাশী সর্বেশ্বর বাসুদেবের অলৌকিক তেজ, পূর্বাচরিত কার্য এবং তিনি কি নিমিত্তই ঋ তিথ্যাক্ষোণিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎ-সমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি ঐ সমস্ত আত্ম-পূর্বক কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্বে আমি একদা যুগসার্থ পর্যটন কবিত্তে করিতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তথায় অসংখ্য মনিগণ নিষন্ন রহিয়াছেন। আমি তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মধুপক দ্বাণ আমার অর্চনা করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলাম। সেই সময় মহর্ষি কশ্যপ আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্তন করিয়া ছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ কর।

পূর্বকালে ক্রোধোদ্ধত লোভপরায়ণ বলমদমন্ত নরক প্রভৃতি

মহাসুরগণ দেবগণের স্তম্ভসমূহি সহ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদিগের উপদ্রবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুস্থচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে, বশুন্ধরা মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ অসুরগণের প্রভাবে ভায়াক্রান্ত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে রাসাতলে গমন করিতেছেন। পৃথিবীর দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! দানবগণ আমাদের উপর বাহার পর নাই দৌরাগ্ন্য করিতেছে, আমরা কি প্রকারে তাহাদের উপদ্রব সহ করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি এই বিপদ শান্তির উপায় অবধারণ করিয়াছি। অসুরগণ এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া পাতালতলে বাস করিতেছে। উহারা দেবদত্ত বর এবং বল বীৰ্য্য ও অহঙ্কারপ্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া অব্যাক্তদর্শন সুরগণের অগ্ন্য ভগবান্ বিষ্ণু যে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতঃপর সেই বরাহই মহাবেগে পাতালতলে গমনপূর্বক ঐ দুরাগ্ন্যাদিগের বিনাশ সাধন করিবেন। ভগবান্ কমলধোনি এই কথা কহিলে দেবগণ দুঃখের অবসান হইল মনে করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ পূর্বক দানবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। দানবেরা সেই বরাহের অমায়ুষ বল অলোকন পূর্বক দ্রুত বেগে তাঁহারে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে চতুর্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে লাগিল।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগবলে দৈত্যদানবগণকে স্তুভিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ ধ্বনি প্রভাবে তিন লোক ও দশ দিক্ অমুনাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ সেই নিনাদে একান্ত ভীত ও বিস্মুতেজঃ বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভূতাপিত্তি মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা তাঁহাদের মাংস, মেদ ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন। ভগবান্

নারায়ণ ঐ রূপে বরাহরূপ ধারণ পূর্বক ভীষণ নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উঁহার নাম সনাতন হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ সেই বরাহের নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! ও কি শব্দ হইতেছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে? আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না; ঐ নিনাদ দ্বারা সমস্ত জগৎ ভয়বিহ্বল হইয়াছে এবং সুর ও অসুরগণ বিমোহিত হইয়াছেন।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতলে হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহারে অবলোকন পূর্বক ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দূর হইতে নিরীক্ষণ পূর্বক 'দেবগণকে কহিলেন, ঐ দেখ, মহাকায় মহাবল সর্ববিঘ্নবিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অসুরবিনাশরূপ অতি দ্রুত কার্য সাধন করিয়া আগমন করিতেছেন। তোমাদের আর কোন শঙ্কা নাই তোমরা ধৈর্য্যবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। ঐ বরাহরূপী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও ক্ষমকারক কাল। উনি লোকসকলের রক্ষাবিধানার্থ ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল লোকই উঁহারে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের ঈশ্বর।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভের নিদান যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তিবিশয়ক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। একদা এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভার্থী হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণবন্দন পূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিলেন, গুরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা 'অপনোদন করুন।' আমার ও আপনার সৃষ্টি কর্ত্তা কে? সকল লোকের শরীরনিষ্কাশণোপযোগী উপাদান সকল একরূপ হইলেও, কি নিমিত্ত এক জনের উন্নতি ও অস্তুর অবনতি হইয়া থাকে। আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে

লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ বে বাক্য বিস্তৃত আছে তাহার বিষয় কীর্তন করুন ।

আচার্য্য কহিলেন, বৎস ! যাহা বেদচতুষ্টয়ের ও গুহ এবং সকল বিদ্যা ও সকল শাস্ত্রের সার, সেই অধ্যাত্মযোগ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । বাসুদেব বিশ্বসংসার ও বেদের আদি । বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তিতিক্ষা, বজ্র ও ঋজুতাস্বরূপ । তাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে । তিনিই অব্যক্ত শাস্ত্রত ব্রহ্ম । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে, বৈশ্য বৈশ্যকে ও শূদ্র শূদ্রকে বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র । এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কব । বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত । এষ্ট ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের স্তায় পরিবর্তিত হইতেছে । লোকে তাঁহারেই অবিনাশী অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে । সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অশ্বর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে । উনিই যুগপ্রারম্ভে বেদশাস্ত্র শাস্ত্রত লোকধর্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন । যেমন বসন্তাদি ঋতু-কালে বৃক্ষনকল পর্যায়ক্রমে পুষ্পিত হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে একা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্তৃত্ব আবির্ভূত হইয়া থাকেন । যুগপ্রারম্ভে কালযোগে যে সমস্ত বস্তু প্রাভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রাবিধানজ্ঞ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর আদেশানুসারে যুগান্তকালে অস্ত-হিত বেদ ও ইতিহাস সকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন । ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগতের হিত-জনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ পশুর্হিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত্র, কৃষ্ণাচার্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন । এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর । দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি স্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই । একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহারে বিদিত ছিলেন । পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও ঋষিস্বরগণ এবং পূর্বর্তন রাজর্ষিসকল সেই হৃৎপ্রকাশের ওষধিস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন । প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক আলোচিত ভাব-সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে । প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত

সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে । যেমন একটা দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে । অনন্তবিনিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হই-তেছে না । স্বপ্ন স্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটা পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি ; জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে । ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে । শ্রোত্র, দৃষ্, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রাণ এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় । পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটা কর্ম্মেন্দ্রিয় । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা বিষয় । এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । মনই জিহ্বা দ্বারা রস আন্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে । ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মহাদি ব্যক্ত পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয় । এই বোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক । ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্তা জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে । রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তৈজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সন্দের ও সন্ধ প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয় । সন্ধ সর্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে । এই সন্ধাদি ভাব সমুদায় প্রকৃতির পরবর্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমা-য়ক জগতের কার্য্য নির্বাহ করিতেছে ।

মহান্ ঋষীরা নবম্বারসম্পন্ন সন্ধাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পূর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন ; এই নিমিত্ত টুইকে পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তিনি অজর ও অমর ; তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন । তিনি সর্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও স্বপ্ন এবং তিমিই সকল প্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন । প্রদীপ যেমন হুস্ব বা দীর্ঘই কুউক সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিতেদে মহৎই হউক আর হীনই হউন সকল প্রাণীতেই জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তু সকল উদ্ভাবন করিতেছেন । তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন । এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয় লাভের কারণ । কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্তা । কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠ-গত বহ্নি যেমন পরিপূর্ণ হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । আর

কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ধ্বংস করিলে তদ্ব্যবহিত অগ্নি নিকাশিত ও নিরীকৃত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মার প্রত্যক্ষ করা বাইতে পারে। দেহের অনন্তস্থ নিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবন্ধই রহিয়াছে। যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধ ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্ন যোগে যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে তজ্জপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা প্রকৃত কৰ্ম-বলেই পূর্ব শরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আবার স্বকৰ্ম প্রভাবেই অন্য শরীরে আবিস্তৃত হইয়া থাকে। সেই আত্মা যে রূপে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন করে, তাহা পরে কীর্তন করিতেছি।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! এই জগতে স্থাবরজঙ্গমাঙ্ক চতুর্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। ঘন অব্যক্ত, আত্মার স্বরূপ স্তরায় উহাও অব্যক্ত। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তজ্জপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় সত্ত্ব হইয়া থাকে। অচেতন অরক্ষাস্ত মণি যেমন লোহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কৰ্মজনিত ধৰ্ম্মাধর্ম যেমন দেহীর অভিমুখে ধাবমান হয়, তজ্জপ অবিন্যা-জনিত কামাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাবসমুদায় মিলিত হইয়া দেহান্তরে শরীরীতে আশ্রয় করে। ‘পূর্বে ভূমি, আকাশ, স্বৰ্গ, মহাভূত, প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণ সমুদায় কিছুই বিদ্যমান ছিল না। একমাত্র জীবেরই সত্ত্ব ছিল। বস্ত্তঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাতির কোন সম্পর্ক নাই। আপাততঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাতির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মায়াই তাহার কারণ। জীব সর্বব্যাপী, অনির্কচনীয় ও নিত্য। উহা পূর্বতন বাসনাপ্রভাবেই আপনারে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ বাসনা-বশতই জীব কৰ্মে প্রযুক্ত হয় এবং কৰ্মবশতই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয়। এইরূপে জীবের কৰ্ম ও বাসনা চক্রের দ্বার পরি-ক্রমণ করিতেছে। উহার জন্ম মরণ প্রবাহরূপ চক্র নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর, জ্ঞানক্রিয়াদি উহার মেমি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা। তৈলিকেরা যেমন

ভিল নিপীড়ন করে, তজ্জপ অজ্ঞানসত্ত্ব স্তব্ধ হৃৎযন্তোপ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে। সকলেই কললাভ বাসনার অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কৰ্ম্মাশ্রয়ান করে। বাসনাই কার্য-কারণ সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কার্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য কারণকে বা কারণ কার্যকে কখনই অতিক্রম করে না। কাল কার্যসাধনের প্রধান হেতু। প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহার পুরুষকে আশ্রয়পূর্বক কৰ্ম্মসংযুক্ত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে। ধূলি যেমন সর্ষীরণ কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, তজ্জপ জীবাত্মা দেহ-পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র রাজসিক ও তামসিক ভাব এবং পূর্বকৃত কৰ্ম ও বিদ্যাবল সংযুক্ত হইয়া পরমাত্মারে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রযুক্ত হয়। আর বায়ু যেমন ধূলি সঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত নির্লিপ্ত থাকে, তজ্জপ আত্মা রাজ-সিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এইরূপে পণ্ডিতগণ বায়ুর সহিত ধূলির স্তায়, সন্ধ্যাদিগুণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্ভাব অবগত হইবেন। হে ধৰ্ম্মরাজ ! শিষ্যের সন্দেহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ ঋষি এইরূপে উহা তত্ত্বন করিয়াছিলেন। স্তব্ধহৃৎ পরিহারের উপায় পম্যালোচনা করা অবশ্য কর্তব্য। বীজ সকল যেমন অনলদগ্ধ হইলে আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তজ্জপ ক্লেশ সমুদায় জ্ঞানায়িত্তে দগ্ধ হইলে আর জীবন্মতে আবিস্তৃত হইতে পারে না।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! কৰ্ম্মমিষ্ট ব্যক্তির যেমন কৰ্ম্মাশ্রয়ানই প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, তজ্জপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মার বিজ্ঞান-তত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান তিন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্যে অম্লরক্ত বেদ বিদ্‌হুলভ পুরুষেরাই স্বীয় মহাহুঙ্কারে নিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কৰ্ম্মত্যাগ সাধু ব্যক্তিদ্বিগের আচরিত বলিয়াই জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্তা-খিকা বুদ্ধি দ্বারা ই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহান্তিমান-সম্পন্ন কোধলোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তির রাজস ও তামসগুণে আক্রান্ত হইয়া সংসারে অম্লরক্ত হয়; অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ কার্য দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার প্রস্তুত করিষেন, কিন্তু কৰ্ম্মফল-ভূত স্বর্গাদি লাভের বাসনা কখনই করিষেন না। লোহমিশ্রিত

সুবর্ণের স্তার রাগাদি দোষদ্বিত বিজ্ঞান ভ্রমসমাজে হের
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ ও
লোভের অনুবর্তী হইয়া ধর্মপথ উন্নয়নপূর্বক, অধর্মাচরণ
করে তাহারে মিস্ত্রই বিপন্ন ও বিমোহ প্রাপ্ত হইতে হয়;
অতএব রাগাধিকারতঃ শকাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কদাপি
কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি উহার অনুগমন করে, তাহারে ক্রোধ,
হর্ষ ও বিবাদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন সকল লোকের
দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট, তখন
অন্তকে ভক্তি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিফল। মূঢ়েরাই
অজ্ঞানতানির্বন্ধন স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে আসক্ত হয়।
উহার আপনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ
হয় না। যুগ্মর গৃহ যেমন মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত হয়, তদ্রূপ
এই যুগ্মর দেহও মৃত্তিকার অঙ্গাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে।
মধু, তৈল, হৃৎ, স্নাত মাংস, লবণ, গুড়, ধাতু ও ফল মূলাদি
সমুদায় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। অরণ্যবাসী
সন্ন্যাসীরা যেমন মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগপূর্বক
শরীর রক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ
গৃহীদিগেরও জীবনরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ভায়ে
যৎসামান্য আহার করা কর্তব্য। উদারচিত্ত পুরুষেরা সত্য-
বাদিতা, বাহ ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য, অধ্যয়নাদি-
জনিত তেজ, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মন ও তপস্তাপ্রভাবে
ধিষায়ক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণপূর্বক শান্তিলাভের ইচ্ছা
করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব অনভিজ্ঞতা-
দোষেই সব, রজ ও তমোগুণে মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রের
ভায়ে বারংবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞানসমূহ দোষ
সমুদায় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার পরি-
ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মহাত্মা, ঋষি, সত্যদেবগুণ্ডর
এবং জৈনসম্প্রদায় জিহ্বন ও কর্ম সমুদায়ই অহঙ্কারকরিত।
কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু সমুদায়ের গুণ প্রদর্শন
করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণীগণের কর্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়।
অহঙ্কারসদৃশ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া
থাকে। সত্যদি গুণত্রয়েই লোকের সুখ দুঃখ নিবন্ধ রহিয়াছে।
এ গুণত্রয় হইতে যে সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ
হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও অরোহণ
রজোগুণ হইতে এবং বিবাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা
তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই

সমুদায় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা
করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যুধিষ্ঠির ব্যক্তির কি কি দোষ
পরিত্যাগ ও কি কি দোষ শিথিল করেন? কোন্ কোন্ দোষ
অপরিহার্য্য, কোন্ কোন্ দোষকে মোহবশতঃ দুর্বল বলিয়া
বোধ হয় এবং পণ্ডিতেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন্ কোন্
দোষের বলাবল বিবেচনা করেন। এই সমস্ত বিষয়ে আমার
অভিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমার নিকট ঐ
সমুদায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! বিগুহচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের
মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। লৌহময় কুঠার যেমন
লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়,
তদ্রূপ ধ্যানসংকৃত বুদ্ধি মহাত্মার রজোগুণসমূহ স্বাভাবিক দোষ
সমুদায়ের বিনাশসাধনপূর্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।
গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ, কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই
ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির
রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মনুষ্যের রজ
ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সমধিক নির্মল হইয়া
উঠে। কেহ কেহ চিত্তগুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি
কার্য্যকে দ্রুত বলিয়া কীর্তন করেন, কিন্তু বস্ততঃ যজ্ঞাদি কার্য্য
বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমগুণাদি রক্ষার নিদান। রজোগুণ-
প্রভাবে অধর্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্য সমুদায়ের ফললাভ হয়।
হিংসাবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরম্পন্ন অনভিজ্ঞ লোকে-
রাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ
করে। ধর্মশাস্ত্রবিশারদ মিস্ত্রাপ ব্যক্তির সত্ত্বগুণাবলম্বনপূর্বক
বিগুহ সাংঘিকভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৈরাগ্যপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণ প্রভা-
বেই ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি
ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হন তিনিই যথার্থ শুচি। শুচি
ব্যক্তিরাই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্বব্যাপী, স্বস্বরূপ
পরমাত্মার অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়া-
বলে রূপাদি বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট, জ্ঞানব্রত ও বিচেষ্টন হইয়া
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ
ও মোহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহ-

কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহংকার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা স্নেহদ্ব্যর্থ-মূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান নিবন্ধন বারংবার জন্ম ও মৃত্যুলাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্লশোণিতসম্মত পুরীষমুক্তির গর্তে শাস করিতেও স্বীকার করে। জীলোকেরাই জীব প্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তজ্জন অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত জীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির সর্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ যৌরূপ জীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্তি রজোগুণে স্নান-রূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিম্নিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতাই জীব-সকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ কৃমিগণকে অনাস্থীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মদেহ-সম্মত পুঞ্জগণকেও অনাস্থীয় বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ মেহাংশ দ্বারা পুঞ্জ ও দেহের স্বেদরূপ মেহাংশ দ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান কৃমিকীটাদির ন্যায় পুঞ্জদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন। সমুদ্র রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে। সেই অব্যক্ত তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধি ও অহংকারের জ্ঞাপক হয়। উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারবান্ধা নির্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরের জায় জীড়া করে, তজ্জন সে কর্ম্মসম্মত অহংকার্য্যাদি গুণের সহিত মাতৃগর্তে বাস করিয়া থাকে। তথায় বীজভূত কর্ম্ম-প্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উদ্ভিজ্জিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহংকার হইতে তৎসমুদায় প্রাভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপা-নুরাগ নিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগ নিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়। আর প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ-বায়ু উহার দেহবান্ধা নির্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্তে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের

মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে বন্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ বন্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ বন্ধ হইলেই দুঃখনাশ হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহারে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যেরূপ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞান সহকারে শমাদিগুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মনুজই শ্রেষ্ঠ। সর্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণ সতত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের জায় নিয়ত ক্লেশ ভোগ করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-বিদ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধান্দিক পুরুষেরা যথাসাধ্য যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মাশ্রমো-বাক্য দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় সঙ্গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞাশ্র-ষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় সঙ্গুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপাদির অনুভবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক-রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার ব্রহ্মলোক ও যিনি মধ্য-রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়। আর যিনি নিকৃষ্টরূপে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি বিন্যা-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইয়া-

মাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। জীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা জীয়ে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐ রূপ কামিনীদর্শনে তাঁহাদের মনেও অমুরাগসঞ্চার হয় তাহা হইলে, তাঁহারা তিন দিন ক্রুদ্ধব্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নাবস্থায় রোতঃপাত হয় তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞানযুক্ত মন দ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরস্তর দ্বন্দ্ব করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়বন্ধনরূপ; রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, শুক্র, মাংস, মায়ু, অস্থি মজ্জা ও মেদকে বদ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটি নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হয়, অজ্ঞাত সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীতে আশ্রয় করিয়া শরীর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সমুদায় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবদ্ধিত করে, তজ্জপ ঐ সমস্ত শিরাদেহের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয় মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্বগাত্র হইতে সঙ্কলজ শুক্র গ্রহণ পূর্বক উপস্থের উদ্ভূত করিয়া দেয়। সর্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরা সমুদায় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহন পূর্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মহান দণ্ড দ্বারা যেমন দুষ্কৃতগত দ্রুত মথিত হয়, তজ্জপ সঙ্কলজ ব্রহ্মদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ব্রহ্মদেবের অসঙ্কেত মন যেমন সঙ্কলজ অমুরাগ প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ী ও দেহ হইতে সঙ্কলজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িনী বিদ্যা সর্বশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিপতী দেবতা; এই নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাহারা শুক্রের উদ্ভেদই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা ই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। বাহ্য প্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোকপ্রদ সূক্ষ্মানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণ পূর্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মজ্জসিদ্ধ ও সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ

পূর্বক নিবৃত্তিরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জিত জ্ঞান বারুক্যে জরাপ্রভাবে দুর্বল হইয়া যায়। কিন্তু বিপকবুদ্ধি ব্যক্তির পূর্বভাগ্য প্রভাবে সঙ্কলকে সঙ্কচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়স্থে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই স্থে আসক্ত না হন, তাঁহারা ই পরম গতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক স্থে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অমুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকাত্মকম্পায় উপেক্ষা করা ও জ্ঞানবানদিগের উচিত। শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখ ভোগও করিতে হয়, তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান কবা কর্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতাত্মকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্বজ্ঞ ও স্বার্থস্বাী হইতে পারেন। অতএব ভাবহিতচিত্তে সমুদায় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং তবিষাৎ ইত্যাদি বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্তব্য নহে। দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলন প্রভাবে জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে। যাহারা সূক্ষ্ম ধর্ম দর্শন ও সৎবাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রুরতাপরিশূন্য পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্তব্য। ঐহিক কার্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সাধু বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণ প্রভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়। দম্যগণ যেমন

অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মুঢ় ব্যক্তির। তজ্জন সংসার-জার বহন করিয়া থাকে। আর চৌরেরা যেমন রাজপুরুষের জন্মে অপহৃত দ্রব্যচর্য পরিত্যাগ করিয়া বিয়প্তপথে গমন পূর্বক জীবন রক্ষা করে, তজ্জন মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সামাজিক ও রাজসিক কার্যসমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। যিনি বীতশুভ্র, পরিগ্রহপরিশুভ্র, নির্জ্ঞানবিহারী, অন্নাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্রেশ নিবারণ ও যোগাজ্ঞ অমুষ্ঠানে একান্ত অধুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তির অগ্রে বুদ্ধি-বৃত্তির নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদায়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীকৃত করিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মানন্দে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্বক গৌরবলাভ করা বিধেয় নহে। যোগ-তত্ত্ব প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। বিত্তমুক্তি অবলম্বন পূর্বক পর্য্যায়ক্রমে তও লকণা, সুপক মাষ, শাক, উষজল, পক ঘবচূর্ণ, শত্ৰু ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা বিধেয়। দেশ কালের গতি বিবেচনা পূর্বক আহারনিয়মের অনুবর্তী হওয়া উচিত। যোগ কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্তব্য নহে। অগ্নির জ্বালা ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সূর্য্যের জ্বালা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অমুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহৃত হইয়া থাকে। লোকে যত কাল অবস্থাতরাতে পরমাত্মারে ঐ তিন অবস্থায়ুক্ত বলিয়া বোধ করে, তত কাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না; আর যখন তাঁহার পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা এককালে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুরে পরাজয় করিয়া শান্ত পরম ব্রহ্ম-লাভে অধিকারী হয়।

মোড়শাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! যিনি নিরন্তর নিশাপ ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখাদ্ভব পরি-হারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নযোগে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিশ্চয়ই হই-লেও যেন দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিমিবেশ হইলেই লোকে মতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিষ্কৃততানিবন্ধন আপনারে বিষয়-ব্যাসক্তের জ্বালা বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য ? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সংকল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সর্বিশেষ পোষ-কতা করেন। ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সংকল্পবৃত্তাব মনের বিশ্রাম হয় না, তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের জ্বালা সংকল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিষ্কৃততা-নিবন্ধন মনোরথ সত্যের জ্বালা প্রতিভাত হয় না; কিন্তু নিদ্রিতা-বস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিষ্কৃততাবশতঃ স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অমু-ভূত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় স্তম্ভ ভূত সমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহারে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রভাবে যে কায়, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহসমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত শূন্যত্ব। জাগ্র-দবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে বৈকল্প সংকল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদের অপ্রসন্নতাবশতঃ মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মারে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থলদেহ অব-

লবন পূর্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার সূত্রসন্নতা নিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিকগুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী মন বিষয়া-লোচনে পরাযুখ হয় নাই, তাহারই ঐক্য ঐশ্বর্য লাভ হয়। আর যাঁহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশাত্মা হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মতাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অশ্বরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত দন্ত দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাদিগের একান্ত হৃদ্রাপ্য সন্দেহ নাই। দেবতারা সঙ্কণ্ড অবলম্বন করেন এবং অশ্বরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সৎ, রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহারা উহা হইতে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন। তিনি অমৃত, স্প্রকাশ ও অবিনাশী। তদ্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদ দ্বারা তাঁহারে সঙ্কণ্ড ও নিষ্কণ্ড বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে তৈজস সমুদায়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হন।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সূষুপ্তি সঙ্কণ্ড ও নিষ্কণ্ড ব্রহ্মতাব এবং নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। বেদে নির্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্ততাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্ততাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্মে স্বাবরজজন্মাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদায় কর্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়নিবৃত্তিমূলক ধর্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবন্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, 'প্রবৃত্তিই ধর্মের মূল। কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া চিরকাল ধর্মোচ্চাচল করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর নিকাম হইয়া ধর্ম সংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপারায়ণ নিকাম ধর্মের উপাসক মুনিই সেই পরমশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সর্বপ্রথম প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্রেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন।' প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর।

উহাদের উভয়ের গুণের ইতর বিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বনপূর্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন; তিনি প্রবৃত্তি ও মহাদাদি পদার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণবিরহিত জৈশ্বর ও জীবচক্র অগ্রাহ, গুণাদিরহিত এবং পরম্পর পৃথগ্ভূত। উহাদের এই ভেদ ঔপাধিক মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্তা। উনি ইঞ্জিয়াদি দ্বারা যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, উহারে সেই সেই কর্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্বে আপনারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনারেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উকীষধারী ব্যক্তি উকীষ হইতে পৃথক্ সেইরূপ মহুবা সৎ, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এই আমি প্রকৃতি এবং জৈশ্বর ও জীবের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য সম্যক্রূপে কীর্তন করিলাম। উহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কঁধনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ব্যুসনা করিবেন, কায়-মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠানপূর্বক নিকাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। চৈতন্য প্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্তা দ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য ও চন্দ্র তপঃ-প্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান। রজ ও তমোগুণনাশক কর্মের অনুষ্ঠানই যোগ। শূদ্রচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্তা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিবিধ জিজ্ঞাসিত হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইঞ্জির সমুদায়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে। অতএব রাজসিক পাপ অর্গনোদনের নিমিত্ত ধনাদি-গ্রহণে পবাযুখ হইয়া কেবল শরীর রক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগীগণের কর্তব্য। যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কালীবাস করিলে সদা সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মহুবা বাহ্যেজ্বর প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থলশরীর বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থল ও সূক্ষ্মশরীর ভোগে নিম্পূহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ যুক্ত হইতে পারে তাহার সদোমুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

বিগত বুদ্ধের লাক্ষ্যকার লাভ হইলে ধর্মার্থের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিতে আয়বোধ করিয়া থাকে তাহাদের বুদ্ধি মহাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তির কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাহাদিগের চক্ষু প্রভৃতি ইঞ্জির হইতে বিষয় সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা ইঞ্জিরাদিরে দেহ হইতে মুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে অনেকে আগমনানুসারে ক্রমে ক্রমে ইঞ্জিরাদির উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরমস্থানে গমনপূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশপ্রভাবে যোগ দ্বারা বিগতবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও প্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরম পুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ বুদ্ধের ও কেহ কেহ নিগুণ বুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিশ্চাপ হইয়া বুদ্ধলাভ করেন। ইহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ বুদ্ধের সূক্ষ্ম বিশেষণ সমুদায় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্থলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহ বিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ মর্ত্য দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণ-বিহীন ও বুদ্ধভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ বুদ্ধলাভজনক ধর্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাহারাও উৎকৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিগতভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যু বিবাহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাহারাে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্ম ব্যক্তির জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অব্রাহ্ম ব্যক্তির উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তুচ্ছার বদ্ধ হইয়া চক্রেয় ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে। যুগলমুহূর্ত্ত যেমন যুগলের মধ্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তুচ্ছা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়েয় সূচি দ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সৎনার

তুচ্ছা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তুচ্ছা পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিপণের প্রতি অমুকুলা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষধর্মবেত্তা মিথিলাধিপতি জনকবংশীয় জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মাত্ম-বিক ভোগাদি বাসনা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসম্বলিত এক পুরা-তন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মিথিলাধিপতি মহা-রাজ জনদেব নিরন্তর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। এক শত আচার্য্য তাহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারে বিবিধ আশ্রমবাসিদিগের নানাপ্রকার ধর্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাহা-দিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরলাভের উপদেশ বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী পর্য্য-টনক্রমে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদায় দম্ভাসাধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্ধি-চিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্য-গণ মধ্যে শাস্ত্রতত্ত্ব সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাহারে দেখিলে বোধ হয় যেন সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাহারে কপিলা মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদায় লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আত্মরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্রবৎসর মানস বজ্রের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মর্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলা-পুত্র লাভের বৃত্তান্ত বৈরাগ্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহি-তেছি শ্রবণ কর। একদা কপিলামতাবলম্বী অনন্য মহর্ষি একত্র সমাসীন রহিয়াছেন, ইত্যবসরে সেই অসন্ধিচিত্ত বিষ্ণুপদ-প্রাপক যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাভিজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসনা-পরায়ণ, সমাদিপঞ্চগণাধিত, পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া

অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা আশুরি সমাসীন ছিলেন। তিনিই তৎকালে পঞ্চশিখরে শিষ্যে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আশুরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী উঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তম্ভপান করিতেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার বৃদ্ধিনিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্র হ লাভ হইয়াছিল।

এই আমি তোমার নিকট পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলান। অনন্তর ধর্মজ্ঞ কপিলেয় মিথিলাধিপতিরে সমুদায় আচার্য্যের প্রতি সমান অমুরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনদেব তদর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অমুরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন কপিলেয় ধর্মাত্মস্বারে সেই প্রগত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিরে সাংখ্যন্যাত্মস্বাবে মৌক্ষধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ জন্মদুঃখ, পরে কন্মদুঃখ ও তৎপবে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায়ের দুঃখ কীর্তন করিয়া পরিশেষে যাহার প্রভায়ে মানবগণ ধর্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিদ্যাস-নীর অবশ্রবিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাঁহার নিকট কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

‘হে মহারাজ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিশ্রুত আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেদপ্রমাণ নিবন্ধন দেহনাশের পর আত্ম স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দুষিত। আর যাহারা মোহবশতঃ যুক্তারে আত্মার স্বরূপভাব এবং দুঃখ, জরা ও রোগাদি প্রভাববশতঃ ইঞ্জিয়নাশকে আত্মার আংশিকবিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয়। আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ শ্রুতি জনসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা বাজার অজ্ঞরতা ও অমরতা আশীর্ষাদের জ্ঞায় উপচারমাত্র। ইহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ একটি সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কোন হেতু নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ যেমন অসুমান ও আগমের মূল কারণ, তজ্জপ আবার উহাদিগের বাধক। প্রত্যক্ষপ্রমাণসম্বন্ধে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে অসুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। যে কোন স্থানে হউক না কেন কেবল অসুমান অবলম্বন করিয়া বৃথা

চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক নহে ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক ও রূপ রসাদিক উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভূক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথকস্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘূতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রবানিচয় দুই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তজ্জপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠচূরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকাস্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হতাশনসমুদ্ভব যেমন সলিল শোষণ করে, তজ্জপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞান প্রভাবে ইঞ্জিয়সমুদায় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

এই মতও দুষিত। কারণ দেহনাশ হইলে চৈতন্ত্যের অপগম হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতল নিবৃত্তির নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিরে অবশ্রুই তাহাদিগকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূতনির্মিত জ্বল হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাহারী ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়তঃ যদি আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কন্মের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিবাকরণ পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাदि ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিবাকরণ পদার্থের সমান হইতে পারে না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা, কার্ষ্য, লালসা, মোহ, মোহ এবং অন্যান্য মোহই পুনর্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পূর্ব্বকৃত কন্মবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎকারণ জল দ্বারা নিষিক্ত হইলেই লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয়। পূর্ব্বো

মিথিত অবিদ্যাগুণতাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, আর যদি জ্ঞান প্রভাবে ঐ সমুদায় অবিদ্যাগুণ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহ নাশের পর আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। উহার নামই মোক্ষ।

ক্লমিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিতর্ক নহে। তাঁহারা ক্লমিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। দেখ বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লোকে মুমুকু হইলে তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আনন্দবিজ্ঞান হয়। অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞানের মুমুকু-নিবন্ধন আনন্দবিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কর্ম্মভূতান করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এক জন দান, বিদ্যোপার্জন বা তপোমুষ্ঠান করিলে যদি অন্য তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলে ত ঐ সমুদায় কার্য্যভূতান করা নিতান্ত ব্যর্থ। আর যদি তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞান বিনাশের পর অন্য জ্ঞানের এবং ঐ জ্ঞানবিনাশের পর আর একটা জ্ঞানের উদয় হয়; এইরূপে ধারাবাহিকক্রমে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে? জ্ঞান ক্লমিক; সুতরাং পূর্ক্করণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না। যদি তাঁহারা বলেন যে পূর্ক্ক জ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ তাহা হইলে মূঘল দ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত। বিশেষতঃ জ্ঞান-ধারার আনন্দানিবন্ধ ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইতে দেখা যাইতেছে, তজ্জপ মোক্ষলাভও বারংবার আগত ও নিবৃত্ত হইত। কেহ কেহ বিজ্ঞানসমুদায়কে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত। কেন না তাহা হইলে গৃহের উপাদান সমুদায় যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু, শোণিত, মাংস ও অস্থি এ সমুদায়ই যেমন আত্মপূর্ক্কিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তজ্জপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশ নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া বাইত। আত্মার বুদ্ধাদির আশ্রয় ও নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করা বাইতে পারে না। কেন না যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে দানাদি

ক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মস্বত্বজনক বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া বাইত।

হে মহারাজ! নানালোকের মনোমধ্যে এইরূপ নামাধি-তর্কের উদয় হইয়া থাকে, এই মতই সর্ক্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোনক্রমেই নির্ণয় করা বাইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়। লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু মহামাত্র যেমন মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, তজ্জপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে। মানবগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়। আর যাহারা দেহ অনিত্য এবং বন্ধ বান্ধব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগপূর্ক্ক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এই দেহ বিনশ্বর এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। যে ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাবিধানে যত্ন হইয়া থাকে?

একোনিবংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

হে ধর্ম্মরাজ! ভূপতি জনদেব মহর্ষি পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্য, অকপট, নির্দল, ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহারে জীবের মরণানন্তর সংসার ও মোক্ষলাভের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! মোক্ষ-দশাতে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশনিবন্ধন ঘননিয়মাদি সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততার লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সন্ধন না থাকে কিহা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন ফলের নিমিত্ত লোক মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?

মহাত্মা পঞ্চশিখ জনদেব জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণে তাহারে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ও আত্মের স্তার ভ্রান্ত দেখিয়া সাঙ্ঘনাপূর্ক্কক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! শরীর, ইন্দ্রিয় মন

ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয় এরূপ নহে এবং ঐ সমুদায় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই । কিন্তু জ্ঞান-প্রভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি মিনাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ইহার পরম্পর পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্বাহ করিতেছে । উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায় । জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ ও পৃথিবী এই পঞ্চ ধাতু স্বভাবতঃ মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে । ফলতঃ মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহার মাত্র । মানবদেহে জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটিরে কর্ম্ম সংগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ঐ তিনটি হইতেই ইন্দ্রিয় শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অগ্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয় । চিত্ত-প্রতিবিম্বসংযুক্ত, চেতনাবৃত্তি তিনপ্রকার । সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মুষ্টি এই বড়গুণ দ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে । শ্রোত্রাদিই সর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সংশাস ও তদ্ব্যর্থ-বিনিশ্চয়ের নিদান । পণ্ডিতেরা তদ্বিনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধির ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি এই সমুদায় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাহারে অসম্যক দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয় । আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে ।

হে মহারাজ ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয় । আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ; উহা তোমার মোক্ষলাভোপযোগী হইবে । মোক্ষ-লাভার্থী মহাত্মাদিগের কর্ম্মত্যাগ করাই কর্তব্য । যাহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরায়ণ হন, তাহাদিগকে সত্তত ক্লেশভোগ করিতে হয় । পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদিকার্য্য, ভোজ্যত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্তা ও সমুদায় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । সর্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা । মহাত্মারা দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সর্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন । যাহারা এই সম্যাসমুদায় আশ্রয় না করেন, তাহা-

দিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয় । মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে । আর প্রাণ এবং আকৃষ্ণনাদি সম্পাদক হস্ত, গতিসম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলত্যাগ সম্পাদক পায়ু ও শব্দ-সম্পাদক বাক্য এই সমুদায় কর্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরে বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে । যেমন শ্রবণজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, তজ্জপ স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন কারণ বিদ্যমান আছে । ঐ পঞ্চদশ গুণ দ্বারাই শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমো-ভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে । সত্ত্বগুণপ্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণ বশতঃ হর্ষ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি আবির্ভূত হয় । রজোগুণ প্রভাবে অনন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হয় এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে ভাব লোকের শরীর ও মনেব প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সার্বিক-ভাব ; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষ জনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব ; আর যে ভাব দ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম তামসিক ভাব । এই ত্রয়ত্রয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব উপাদেয় ও অল্প ভাবদ্বয় হয় । শ্রোত্র আকাশাত্মা ভূত-স্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয় । সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার । শব্দবিজ্ঞান আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে । কিন্তু যদি আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ; এইরূপ ত্বক্ বায়ু নামক, চক্ষু-তেজোন্মমক, জিহ্বা জলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূত-স্বরূপ । ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয় । স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ুপ্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় ; এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে । কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে । সুসুপ্তি সময়ে জাগ্রদবস্থার ভায়ে ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহার একত্র সমবেত থাকে না । কিন্তু তদ্বিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে । কারণ সুসুপ্তি তমোগুণের কার্য্য । উহাতে ইন্দ্রিয় সমুদায় কেবল

কার্যাক্ষম হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সৃষ্টি-ভঙ্গের পর পূর্বের জ্ঞান পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্বকৃত দর্শন ও প্রবণাদিজনিত সংস্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা-নিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার জ্ঞান ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাক্ত চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহার পূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য। লোকে তমোগুণপ্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া বেদ-নিবৃত্তি কণ্ঠের পরিণামহুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অন্ত-স্থানে প্রবৃত্ত হয়।

এই আমি তোমার নিকট গুণ সমুদায় কীর্তন করিলাম। লোকে ঐ সমুদায় গুণের বশীভূত হইয়া বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ঐ গুণসমুদায়ে সম্যকরূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ পূর্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র-সংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অধিষ্ঠান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশ নিবন্ধন তাঁহার নাশ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশ পূর্বক স্বীয় স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তজ্জপ জীবের স্থূল উপাধি সকল সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম উপাধি সমুদায় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিবিক্ত থাকে, তৎকালেই তাঁহারে স্থূল রূপ প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করা যায়; কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদায় শুদ্ধ আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কিরূপে পূর্বের জ্ঞান স্থূল রূপাদি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি পবিত্রাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মারে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তজ্জপ তাঁহারে অনিষ্টকর কন্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ হুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীর-বিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপ পুণ্যক্ষয় ও তজ্জনিত

ফল সমুদায় বিনষ্ট হইলে, সে জরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া স্রষ্টাচিন্তে কালাতিপাত এবং আকাশের জ্ঞান নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। উর্নাত যেমন তত্ত্বময় গৃহে বাস করে, অবিদ্যাবশীভূত জীব, তজ্জপ কন্মময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। আর উর্নাত যেমন তত্ত্বময় গৃহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জপ বিমুক্তপুরুষ কন্মময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কন্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই লোকের হুঃখনশ্রুতি পাষণসংঘটিত পাণ্ডুপিণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃগগণ যেমন শূঙ্গ ও উরগগণ যেমন নির্মোক পরিত্যাগ করে, তজ্জপ মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের হুঃখ ত্যাগ করিয়া থাকেন। পক্ষী যেমন সলিলপতনোন্মুখ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উড়ীন হয়, তজ্জপ মুক্ত ব্যক্তি সুখহুঃখ পরিত্যাগপূর্বক সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তোমার পূর্বপুরুষ রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

হে ধর্মরাজ! বিদেহাধিপতি মহারাজ জনদেব ভগবান পঞ্চশিখের মুখে এইরূপ অমৃতময় বাক্যসমুদায় শ্রবণ ও উহার মন্যাবধারণ পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শোকহীন চিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সতত ইহার পর্যালোচনা করেন, তিনি হুঃখ-বিহীন ও নিরূপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখ কর্তৃক অমৃতগৃহীত জনদেবের জ্ঞান মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য কি কার্য করিলে সুখ ও কি কার্য করিলে হুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রুতিপ্ৰণয়ন বুদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। দমগুণ আশ্রয় করা সর্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্বক ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণ দ্বারা লোকের ভেজ পরিবদ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরম-পবিত্র বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন। দান্ত ব্যক্তি

নিমিত্ত হউন বা আগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণ দ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সংবরণ করিতে পারেন, কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণিগণ ব্যাভ্রাদি হিংস্র জন্তু সমুদায়ের দ্বারা অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষেই দমগুণ শ্রেয়স্কর। অজ্ঞাত সমুদায় আশ্রমধর্ম দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণ দ্বারা তদপেক্ষায় সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অননুয়া, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত কীর্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ, এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তির মোক্ষার্থী হইয়া পূর্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন; ভাবি সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া দ্রষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবিবর্জিত, শঠতাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সংকারলাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার দুঃখের সময় প্রাণিগণকে অনাদি দান করেন, তাঁহার পরম সুখে কালযাপনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হন এবং শ্রেয়ভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাত্মাদের দ্বারা প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন ভয় নাই; এই জ্ঞান সর্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হন, তাঁহারেই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণাবিত্ত ব্যক্তি সাধুগণাচারিত শুভ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাচারী অননুয়া, ক্রমা, শাস্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ও গর্ভ আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কালপ্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর দ্বারা সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

একবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রতপরায়ণ দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও পুত্রাদি কামনায় যজ্ঞশেষ মাংসাদি ভোজন করেন, উহা যুক্তিসিদ্ধ কি না?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যাঁহার বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠাচারী। উঁহার ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হন। আর যাঁহার বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার ব্রতানুরাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকেই উপবাসকে তপস্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব বস্তুতঃ উহা তপস্তা কি না, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! অজ্ঞ ব্যক্তির এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্তা নহে। উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্তা। ধর্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত্ত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিষসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার দ্বারা দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সংকার ও অমৃত ভোজন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিষসাশী ও অতিথিসংকারপরায়ণ হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রিকালে একবার এই দুইবারমাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিব্যাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাঁহারে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হন এবং কেবল ঋতুকালে ভাষ্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহারেই অমাংসাশী বলা যায়। যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কদাচ দিবসে নিমিত্ত না হন, তাঁহারে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার

করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিষর্ষাশী। এই সমুদায় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার আবাদে গমনপূর্বক তাঁহার সংকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া পুত্র পৌত্রের সহিত কালযাপন করেন, তাঁহার অত্যাংকুষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কৰ্ম্ম সমুদায় পুরুষকে ফল প্রদান করে, পুরুষ সেই কৰ্ম্ম সমুদায়ের কর্তা কি না? আপনি তাহা যথার্থস্বরূপ কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রপ্রহ্লাদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা দেবরাজ ইন্দ্র মহাকুলসমুৎপন্ন বহুশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুত্যাগারে সমাসীন প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ! লোকের যে সমস্ত গুণ অতীত, তৎসমুদায়ই তোমাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বালকের তায় রাগদ্বेषাদিবিরহিত বলিয়া অমুভূত হইতেছে। তুমি এই জীবলোকে কোন বস্তুরে আয়জ্ঞান-লাভের শ্রেয়স্করসাধন বিবেচনা কর। তুমি বিপক্ষের হস্তগত, পাশবদ্ধ রাজ্যচ্যুত ও শ্রীহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোঁক প্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এইরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রস্তার ফল অথবা ধৈর্য্যই ইহার কারণ?

দানবরাজ প্রহ্লাদ কাথ্যফলাভিলাষশূন্য, আলস্য ও অহঙ্কার বিরহিত, সন্তুগ্ণাবলম্বী, শমদমাদিনিরত, চরাচর ভৃত্যগণের সৃষ্টিসংহারবেত্তা, আয়জ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি গোষ্ঠ সকলই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে মধুর বাক্যে কহিলেন, সুরেশ্বর! যে ব্যক্তি প্রাণি-গণের উৎপত্তি ও প্রলয়ে বিষয় অমুধাবন করিতে সমর্থ হয় না, সে অজ্ঞানবশতঃ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে, তাহারে আর বিমোহিত হইতে হয় না।

হুল ও হৃদয় সমুদায় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়ময়ী। লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যে সচেত হইয়া, তজ্জপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সচেত হইয়া সমুদায় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমুদায় কার্য্যই তাহার অভিমান থাকে। যাহা হউক, যিনি আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত কখনই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্ববান হইয়াও অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনা যত্নেও ইষ্টসম্প্রাপ্তি ও অনিষ্টের নিরাকরণে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা গাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান, সমুদায়ই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদায় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক।

ইহলোকে কৰ্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফললাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কৰ্ম্মবিষয় সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বায়স যেমন অন্নভোজনকালে স্বজাতীয়দিগকে সন্মোদন করিয়া তদ্রূপ অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তজ্জপ কার্য্য সমুদায় প্রকৃতির প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতির অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্য সমুদায় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতির উত্তমরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে আর বিনোহিত হইতে হয় না। যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদায় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

যখন আমি ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমুদায় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি, আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাজ্ঞা ও বন্ধনপরিশূন্য হইয়া পরমস্বর্থে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে

ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দমণ্ডণাশ্রিত, নিম্পৃহ ও অবিদ্যার আশ্রয় সন্দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহারে কখন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিবেচনা নাই। আমি এক্ষণে কাহারেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ মর্ত্য বা পাতাল কিছুই কামনা করি না। শাস্ত্রীয়জ্ঞান, অমৃতত্ব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, প্রহ্লাদ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি বিস্তারিত-রূপে তাহা কীর্তন কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবরাজ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবুদ্ধিগণের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। সমুদ্রপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িকজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

হে ধর্মরাজ! দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিলে দেবরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনপূর্বক তাঁহারে পূজা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুদষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতিগণ রাজ্যদ্রষ্ট ও বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহাব বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে বলিবাসবনঃবাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় অসুরকে পরাজয় করিয়া সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! অনবরত দান করিলেও যাহার ধনক্ষয় হয় না; যে বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, অনল ও সলিল-স্বরূপ; যাহার প্রভাবে দিক্ সকল তিমিরাবৃত এবং উদ্ভাসিত হইত; যে আলম্ভ পরিত্যাগপূর্বক যথাকালে বারির্বার্ষিক করিত, এক্ষণে সেই বলিরাজ্য কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! বলিরাজ্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় নাই। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত আমি

তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বলিরাজ্য, উষ্ট্র, বৃষভ, গর্দভ বা অশ্ব, হইয়া শূন্তগৃহে অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি কোন স্থানে শূন্তগৃহে বলিরাজ্যের সন্দর্শনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহা বিনাশ করিব কি না? আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! তুমি বলিরে বিনাশ করিও না। সে বধ্য নহে। তুমি তাহার নিকট গমনপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞানানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবরাজ দিব্য-ভূষণ ধারণপূর্বক ঐরাবতে আরুঢ় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে, বলিরাজ্য খরবেশ ধারণপূর্বক এক শূন্তগৃহে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! এক্ষণে এইরূপ ভূষভক্ষক অধম খরবোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে তুমি জ্ঞাতিবর্গে, পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য যানে আরোহণপূর্বক আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সমুদায় লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ করিতে। তোমার ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে অসংখ্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্তী এবং পৃথিবী অক্লষ্টপচ্যা ছিল; কিন্তু আজি তুমি শত্রুর বশবর্তী, শ্রীদ্রষ্ট, বদ্ধবান্ধববিহীন পবাক্রমপরিশূন্ত ও দারুণ হৃদশাগ্রস্ত হইয়াছ। অতএব বল, দেখি, ইহাতে তোমার অনুতাপ হইতেছে কি না?

যখন তুমি সমুদ্রের পূর্বকূলে অবস্থান করিয়া জ্ঞাতিগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে, যখন দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্য-মালাধারিণী সহস্র সহস্র দেবদানব তোমার বিহারকালে নৃত্য করিত, যখন তোমার বিবিধ রত্নভূষিত সুবর্ণময় ছত্র ছিল, যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক সুবর্ণময় বৃহদাকাব যজ্ঞযুগ নিগাত করিয়া সহস্র সহস্র গো দান এবং সাম্যাক্ষেপ বিধি অনুসারে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি তখন তোমার চিত্তবৃত্তি কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ হইতেছে? অহে দানব-রাজ! এখন তোমার সে ভূজার, স্বেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা কোথায়?

তখন বলিরাজ্য কহিলেন, পুরন্দর! এক্ষণে তুমি আমার ভূজার, ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছ না। আমার সে সমুদায় এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে;

কিন্তু যখন আমার সৌভাগ্য সমুদিত হইবে, তখন তুমি পুনরায় তৎসমুদায় দর্শন করিবে। যাহা হউক এক্ষণে আপনারে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আমারে একরূপ নিন্দা করা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অহরূপ কার্য্য হইতেছে না। জ্ঞানতৃপ্ত কমানীল মনীষীরা কখন ছুখে অহুতাপ বা সম্পদে আক্লাদ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আমার নিন্দা করিতেছ, কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর একরূপ বলিতে পারিবে না।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দানবরাজ বলি এই কথা বলিয়া মন্তমাতঙ্গের স্তায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহারে উপহাস করিয়া কহিলেন, দানবরাজ ! তুমি জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ করিতে। পূর্ব্বক সমুদায় লোক তোমার বশীভূত ছিল বলিয়া তুমি মহা আক্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বান্ধবগণও তোমার হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব বল দেখি এইরূপ পণ্ডিতবিরুদ্ধন তোমার অহুতাপ হইতেছে কি না?

তখন দানবরাজ কহিলেন, পুরন্দর ! কোন বস্তুই নিত্য নহে। কালসহকারে সকলেরই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্ত আমি কিছুতেই শোক প্রকাশ করি না। কালবশতঃ সকল কার্য্যের সংঘটন হইয়া থাকে; সুতরাং আমার এই ধ্বংসপ্রাপ্তি আমার অপরাধমূলক নহে। প্রাণিগণের দেহও বিনশ্বর। উহাদের প্রাণ ও দেহ স্বভাবতঃ একত্র সমুৎপন্ন, একত্র পরিবর্দ্ধিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন আমি এইরূপ খর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া অবগত হইতেছি, তখন আর আমার অহুতাপের বিষয় কি? যাবতীয় স্রোত যেমন সমুদ্রে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সমুদায় প্রাণীই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, তাহারে কখনই দুঃখ হইতে হয় না। নির্দোষ মোহান্ধ ব্যক্তিরাই ইহা অবগত হইতে না পারিয়া কষ্টে নিপতিত ও অবসন্ন হয়। মানবগণ জ্ঞানলাভ দ্বারা সমুদায় পাপকে দূরীভূত করিতে পারে; পাপ বিগত হইলেই সঙ্কজ্ঞানের উদয়

হয় এবং সঙ্কজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহান্ধ কলুষতার বশীভূত হইতে হয় না। যাহারা সঙ্কজ্ঞান হইতে পরাশ্রয় হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অহুতাপ করিতে হয়। আমি কখন অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখ-ছুখে ঘেষ বা অহুতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কালকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিরেই বিনষ্ট করে; আর যে অপরকে বিনষ্ট করে, সেও কালকর্ত্তৃক নিহত; সুতরাং যে ব্যক্তি আমি অস্ত্রকে বিনষ্ট করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অস্ত্রকর্ত্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষন্ন হয়, তাহার উভয়েই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অস্ত্রকে বিনাশ বা পরাজয় করিয়া আমি ইহা করিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তাহার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্ত্তা নহে। তাহার কর্ত্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কোন ব্যক্তি কি কাহারও বিনাশ বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অহুতান করিয়াই আপনারে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তিকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্যা, কি অল্পবিদ্যা, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি রূপবান, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকলকেই যখন সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি? কাল যে যে বস্তুর দাহ, বাহার যাহার বিনাশ এবং যাহা যাহা লোকের লাভ হইবে বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই বিনষ্ট এবং সেই সেই দ্রব্যই লোকের লব্ধ হইয়া থাকে। আমি ঐ কালরূপী মহাসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার মধ্যে দ্বীপ বা উহার পরপার অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ফলতঃ কাল যে সমুদায় প্রাণীকে বিনষ্ট করিতেছে, ইহা যদি আমার বোধগম্য না হইত, তাহা হইলে আমি হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে অভিভূত হইতাম।

যাহা হউক আমি এক্ষণে গর্দভশরীর ধারণ করিয়া নির্জন-গৃহে অবস্থান করিতেছি দেখিয়া তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি অস্ত্রিলাষ করিলে এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে একরূপ নানাবিধ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি যে, তৎসমুদায় দর্শন করিবামাত্র তোমারে ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। কাল সমুদায় পদার্থই প্রদান ও পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। কালপ্রভাবেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আর বুধা পৌরুষ

প্রকাশ করিও না। পূর্বে আমি রোষাবিষ্ট হইলে সমুদায় জগৎ ব্যথিত হইত। লোকের কখন হাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। তুমি একটা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ কর। বালকের জায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব স্থির-ভাবে অবলম্বন কর। তুমি ত ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ছিলেন এবং আমি যে দিকে থাকি-তাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমি সেই পূর্ব্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া অণুমাত্র অম্মতাপ কবি না; অতঃপর নিবস্তুর কেবল ঈশ্বরের অধীনে থাকিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সদংশসমুত প্রবলপ্রতাপ নরপতির অমাত্যগণের সহিত দৃংথে নিপতিত এবং হুকুলপ্রসূত মূঢ় ব্যক্তিরেও অমাত্যগণের সহিত স্মৃথে অব-স্থিত দেখা যাউতেছে; যখন সুলক্ষণা পরমরূপবতী রমণী হৃদশা-পনা ও অলক্ষণা কুরুপা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতবাস্ত সকল কার্যের বলবান হেতু। আমার অপ-রাধে তোমার ইচ্ছা লাভ বা তোমার প্রতাপে আমার এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি হয় নাই। সম্পত্তি ও বিপত্তির সংঘটন কাল বশতই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমারে আমার সমক্ষে মহা আত্মদে তর্জ্জন গঙ্জন করিতে দেখিতেছি; যদি কাল আমাবে এরূপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও আমি এই দণ্ডে তোমারে মুষ্টিপ্রহারেই নিপাতিত করি-তাম। কিন্তু কি করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে, এখন শান্তিব সময়ই সমুপস্থিত হইয়াছে। কাল সকল-কেই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠাপিত, আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমুদায় দানবের অদিপতি, মহাবলপরা-ক্রান্ত ও মহা গর্ব্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমারেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিত্যের তেজোরাশি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি সলিল বহন পূর্ব্বক উহা বর্ষণ এবং ত্রিলোকে তাপপ্রদান পূর্ব্বক উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমি মনে করিঙ্গৈ লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার, দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ ত্রৈলোক্যে আমার একাধিপত্য ছিল। কিন্তু কালবশতঃ এক্ষণে আমার আর সেরূপ শক্তি নাই। তুমি, আমি বা অজ্ঞ ক্রোন ব্যক্তি পালন বা সংহা-

রের কর্তা নহে। কালই পর্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরূপ কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সম-দায় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্রীষ্য ধীশক্তি প্রভাবে এই দৃশ্য পদার্থ সমুদায়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে অগ্নয়াদি পঞ্চকোশকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দূরবর্গ্য। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উহারে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বভাব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুর ঐ জড় জীবের স্বরূপ নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী ব্রহ্মকে অতি-ক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে। পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডাঘ্রমান হইলেও তাঁহারে অতিক্রম কবিত্তে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহারে কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ণাঙ্গ, কেহ কেহ মধ্যাঙ্গ, কেহ কেহ অপরাহ্ন এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে। 'লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানা রূপে নির্দেশ করে; কিন্তু তিনি কাল-স্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমুদায়ই অবস্থান করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার সদৃশ বলবীর্ণ্য সম্পন্ন কতশত অতীত হইয়া গিয়াছে।' উহার প্রভাবে তোমারেও অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদায় পদার্থের সংহার করিতেছে; অতএব তুমি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থির হও। কি তুমি; কি আমি, কি পূর্ব্বতন লোক সমুদায়, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীরে সর্বোৎকৃষ্ট ও চির-স্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ উহা নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই একস্থানে অবস্থান করেন না। উনি তোমার মত সহস্র সহস্র ইচ্ছা অবস্থান করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমারে আশ্রয় করিলেন। আবার অচিরে তোমারেও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্বিত হইয়া

আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাবে অবলম্বন কর।

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধর্মরাজ ! দানবরাজ বলি এই কথা কহিবামাত্র রাজ-লক্ষ্মী স্বীয় উজ্জলরূপ ধারণ পূর্বক তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অবলোকন পূর্বক বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বলিরে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ ! এই যে চূড়া কেশুর ধারিণী নারী তোমার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে ? বলি কহিলেন, দেবরাজ ! ইনি দেবী, আসুরী বা মানুষ্যী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইহারে জিজ্ঞাসা কর।

তখন ভগবান্ পাকশাসন লক্ষ্মীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আৰ্য্যো ! আপনি কে ? আর কি নিমিত্তই বা দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ পূর্বক আমারে আশ্রয় করিতেছেন ? আমি ইহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি অমুগ্রহ করিয়া উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুররাজ ! পূর্বতন মহারাজ বিরোচন এবং এই বিরোচনপুত্র বলি আমাদের জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা আমাদের দুঃসহা, বিধিৎসা, ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ, তোমরা কেহই আমাদের পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহ।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, আৰ্য্যো ! আপনি বহুকাল দৈত্যেশ্বরের শরীরে বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ দর্শন করিয়া উহারে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা যথার্থ-স্বরূপ কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! ধাতা বা বিধাতা আমাদের এক-স্থান হইতে অন্ত্রত্বে পরিচালিত করিতে পারেন না ; আমি কাল-প্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্ত্রত্বে গমন করিয়া থাকি ; অতএব তুমি বলিরে অবজ্ঞা করিও না।

ইন্দ্র কহিলেন, আৰ্য্যো ! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা আমাদের পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম ; আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি।

এক্ষণে দৈত্যেশ্বর এই সমুদায়ে বিমুগ্ধ হইরাছে। ইনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি দীর্ঘপ্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে দ্বত স্পর্শ করিয়া-ছেন। উনি কালকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই নিরন্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীৰ্ত্তন করিয়া-ছিলেন। আমি এই সমস্ত কারণবশতঃ উহারে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি অগ্রমুখচিন্তে তপস্যা ও বিক্রম প্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।

ইন্দ্র কহিলেন, কমলালয়ে ! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমাকে রক্ষা করিতে পারে।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমারে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! তবে আমি কি কার্য্য করিলে আপনি চিরকাল আমার নিকট বাস করিতে পারিবেন, তাহা যথার্থ-রূপে ব্যক্ত করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবেন্দ্র ! তুমি যে উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার নিকট নিত্যবাস করিব, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি বেদদৃষ্টে বিধি অনুসারে আমারে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি চিরকাল তোমার নিকট অবস্থান করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! আমি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপ-নারে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ করিবেন না। আমার বোধ হইতেছে, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেব-রাজ ! এই আমি আমার প্রথমাংশ পৃথিবীতে সংস্থাপিত করি-লাম। এক্ষণে বল দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! মনুষ্যের উপকার পরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশধারণে সমর্থ হইতে পারিবে। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমার দ্বিতীয়াংশ সলিলে নিহত হইল। এক্ষণে বল তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হৃতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব অনল আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, এই আমি আমার তৃতীয়াংশ অনলে সংস্থাপন করিলাম। এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন্ স্থানে অবস্থাপিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন, ইহলোকে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও হিতকারী সত্যবাদী সাধুব্যক্তি বাস করিতে-

ছেন, তাঁহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সন্নিবেশিত হইল। আমি এইরূপ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমারে সাবধানে রক্ষা কর। ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! আমি আপনাকে এইরূপে ভূতগণ মধ্যে সংস্থাপিত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহারে প্রতিফল প্রদান করিব।

এইরূপে লক্ষ্মী বলিরে পরিত্যাগপূর্বক ইন্দের নিকট গমন করিলে, দৈত্যরাজ সুররাজকে কহিলেন, পুরন্দর ! দিবাকর কালসহকারে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন ও অদর্শন নিবন্ধন কেহ স্মৃতি ও কেহ হুঃখী হয়। যেমন লোকে দিবাকরের অদর্শন ও দর্শন নিবন্ধন কখন হুঃখী ও কখন স্মৃতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হইয়াছি ; আবার সময়ক্রমে তোমারে পরাজয় করিয়া স্মৃতি হইব। যে সময় সূর্য্য অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ত্রিলোক তাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হইবে, তৎকালে আমার নিকট তোমারে পরাজিত হইতে হইবে।

দানবরাজ এই কথা কহিলে, ইন্দ্র আপনার ভাবী পরাভব শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কহিলেন, দৈত্যনাথ ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমারে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্বিশেষে যথা ইচ্ছা হয় প্রস্থান কর। সূর্য্য কদাপি গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া জগতের উদ্বেদ করিবেন না। লোকপিতামহ স্বয়ং পূর্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোক সমুদায়কে তাপ প্রদান পূর্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত, ছয় মাস উঁহার উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উঁহার দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নধর্মপ্রভাবেই সমুদায় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! দৈত্যোক্ত বলি ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সুররাজ পুরন্দরও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! আমি এক্ষণে অহঙ্কারত্যাগের উপলক্ষে ইন্দ্র-নমুচিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যৎকালে ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়স্ত নমুচিরাজ ত্রিবিহীন হইয়াও অক্ষোভ্য সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কাল হরণ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কি রূপে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছ ?

তখন নমুচি কহিলেন, দেবরাজ ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সস্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অস্ত্রের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার হুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সস্তাপনিবন্ধন রূপ, ত্রী, আয়ু ও ধর্ম, সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সস্তাপ পরিত্যাগপূর্বক অনে মনে হৃদয়ত কলাণ-ময় পরমাঙ্গারে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাঙ্গারে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদায় কামনাসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাঙ্গা ব্যতীত আর কেহই নিঃস্তা নাই। তিনি গর্ত্তস্থ বালক-কেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। নিয়মপ্রদেশপ্রবণ সলিলের তায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি বদ্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত আছি ; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষলাভে উপায় আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাঙ্গার নিয়োগানুসারে আমারে কখন ধর্মের ও কখন বা অধর্মের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারংবার যে যে গর্ত্তবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ত্তেই বাস করিতে হয়। কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ত্ত আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্মৃতি বা হুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতি হুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অস্ত্র ব্যক্তিরে স্মৃতি হুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব হুঃখের প্রতি হেব প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মুখতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাসুর, কি ত্রিবেদস্ত্র ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া

থাকে ; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ দর্শনে কখনই ভীত হন না। হিমালয়ের জ্ঞান স্থিরপ্রকৃতি পণ্ডিতদিগকে কখনই ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, অবসন্ন বা ক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা হুর্নিবার দুঃখের সময়েও শোক প্রকাশ করেন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহারাে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না, যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিতচিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহারােই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, কখনো কখনো সাময়িক সমাপ্ত পরিচাঙ্গ পূর্ণক সাক্ষ্য অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। অধ্যাত্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধন্যবিপ্রবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহারে সভা ও তত্রতা ব্যক্তিদিগকে সভা বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধন্যতত্ত্ব সর্বিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভা বলিয়া পরিগণিত হন। প্রজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হন না। মহর্ষি গৌতম গার্হস্থ্যশ্রম নাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও বিমোহিত হন নাই। যখন মনুষ্য মত্ত, বল, বীঘা, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তিপ্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিফল। বিধাতা পূর্বে আমার যে যে কার্য্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্য্যে বই অনুষ্ঠান করিতেছি ; সুতরাং মৃত্যু হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। মনুষ্য লক্ষ্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। 'যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়েও নির্বিঘ্নে কালাহরণ করিতে পারেন এবং তাঁহােই সমুদায় ধর্মের অধিপতি বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বুদ্বিষ্টির করিলেন, পিতামহ ! আপনি আমাদিগের সমুদায় বিষয়ের উপদেষ্টা ; অতএব নরপতি বহুব্রিয়োগ বা রাজ্যনাশ জ্ঞাত ঘোরতর বিপদে নিমগ্ন হইলে তাঁহার ক্রুর বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত ? আপনি তাহা কীর্জন করুন।

ভীষ্ম করিলেন, ধন্যবাজ ! স্ত্রীপুত্রবিয়োগ বা ধননাশনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইলে লোকের ধৈর্য্য অবলম্বন করাট শ্রেয়ঃ। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে শরীর বিশীর্ণ হয় না। শোক

বিহীন ব্যক্তির সততই সুখ ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। আরোগ্যলাভ হইলেই শরীরের কাস্তিপুষ্টি হয়, যে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাংসারিক বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সংকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। এই স্থলে বলিবাসবসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাসটা পুনরায় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্বে কালে দেবদানবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য দেবদানবের প্রাণ সংহার হয়। পরিশেষে সেই তীব্রতর সমরানল নির্বাণ হইলে দৈত্যরাজ বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পর ভগবান বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিবে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের অধিপত্য প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলে দেবতারা মহা সমারোহে বজ্র আরম্ভ করিলেন ; চারি বর্গের নিয়ম সংস্থাপিত হইল ; ত্রিলোক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান স্বয়ম্ভু যাহার পর নাই আত্মাদিত হইলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, বসু, আদিত্য, ধর্মি, গন্ধর্ভ, ভৃগুগোত্র, সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দন্ত বারণে আবোহণপূর্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ইত্যন্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে এক গিরিগর্ভের দানবরাজ বলিরে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ দেবরাজকে দেবগণের সহিত ঐরাবত পৃষ্ঠে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অনুতপ্ত হইলেন না। দেবরাজ তাঁহারে অবিকৃত ও নির্ভীক নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, দানবেশ্বর ! তোমারে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার তাৎপর্য্য কি ? তুমি কি শৌর্য্য, বুদ্ধসেবা, তপোঅনুষ্ঠান বা দৈবপ্রভাবে এরূপ শান্তিলাভ করিয়াছ ? সহসা নিস্কিনার হওয়া নিতান্ত সূকঠিন। তুমি ইতিপূর্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত সিংহাসনে অধিরোহণপূর্বক স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া অত্যাংকুষ্ঠ বিষয় ভোগ করিয়াছিলে ; কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তোমারে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্যহীন করিয়া তোমার সহধর্ম্মীকে অপহরণ করিয়াছে। তুমি বরুণের পাশে বদ্ধ ও আমার বহুজ্ঞে আহত হইয়া আমাদিগের অর্চন হইয়াছ। আর এখন তোমার সে স্ত্রী ও সঙ্গপ বিভব নাই ; তথাপি যে তোমার শোক কহিতেছে না ইহার কারণ কি ? এরূপ অবস্থায় অবিকৃত চিত্তে অবস্থান কবা নিতান্ত সূকঠিন। তোমার কি চমৎকার ধৈর্য্য ! ত্রিলোকের অধিপত্য 'বিনাশ হইলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় ?

দেবরাজ গর্ভিত ভাবে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে দৈত্যাদিগণ বলি অসন্তোষিত হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি আমারে বিস্তর তিরস্কার করিলে ; কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত নিগহীত হইয়াছি ; অতএব এ সময় আমারে তিরস্কার করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশ করা হইতেছে না। আজি আমি তোমারে বস্ত্র উত্তোলন পূর্বক আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি পূর্বে নিতান্ত অসক্ত ছিলে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এক্ষণে আমার প্রতি এইরূপ ক্রুর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। শত্রু বশীভূত হইলে যে ব্যক্তি নিগহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, সেই পুরুষ বস্তু পরিগণিত হয়। চুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কে জয়লাভ করিবে তাহার নিশ্চয় থাকে না। যুদ্ধে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হয়। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্বভূতের অধিপতির পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্ভিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমরাই ইদানীন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্বে আমার বেক্রপ আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা লাভ করিয়াছ ; কিন্তু কালক্রমে তোমারেও আমার মত দুর্বলতা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি আমারে পবাক্ষয় পূর্বক হৃদয় কাষ্যের অন্তর্ধান করিয়াছ বোধ করিয়া আমার অবজ্ঞা করিও না। যোকে পর্য্যায়ক্রমে স্থখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। তুমিও পর্য্যায়ক্রমেই ইন্দ্র লাভ করিয়াছ ; বস্তুতঃ তুমি কার্য্য দ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাই। আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া বহিয়াছি ; এই নিমিত্ত আমি তোমার জায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেব পূজা প্রভাবে স্থখী হইতে পারে না। কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধুবান্ধব কেহই কাল নিপীড়িত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা কালসহকারে সমুদ্ভূত বৃদ্ধিবলব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমাগত দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিজ্ঞাতা কেহই নাই। অতএব যখন সকল কার্য্যই কালপ্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি লোকে কার্য্যের কর্তা হইত, তাহা হইলে কেহই

তাহার উৎপাদক থাকিত না। অতএব যখন লোক অজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহারে কিরূপে কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমি কালক্রমে তোমারে জয় করিয়াছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমারে জয় করিয়াছ। লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ ধাবমান হয়। সমুদায় লোকই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। এক বার অবশ্যই যে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রভাবে ইন্দ্র লাভ করিয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমারে প্রশংসা করে বটে ; কিন্তু আমার তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। লোকপ্রসিদ্ধ মাদৃশ ব্যক্তির দুঃখের অবস্থায় আপনাদিগকে কালপীড়িত বুঝিতে পারিয়া কি কখন শোক ও মোহের বশীভূত হয় ? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমাগত বাসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের জায় অবসন্ন হইয়া থাকে ? কি তুমি, কি আমি, কি অজ্ঞাত ভাবী সুরপতিগণ সকলকেই পূর্বতন ইন্দ্রদিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমারে এক্ষণে অপূর্ব শোভাসম্পন্ন ও হর্দ্বর্ষ দেখিতেছি, কিন্তু উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে তুমিও আমার তুল্য অবস্থায় অবস্থান করিবে। কালবশতঃ বহুসংখ্য ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে ; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া সর্বভূতভাবন সনাতন ব্রহ্মার জায় আপনাকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবলমাত্র মৃত্যুনিবন্ধনই স্বীয় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বোধ করিতেছ। লোকে কালকর্তৃক বঞ্চিত হইয়াই অবিদিত বিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহবশতই রাজলক্ষ্মীরে আপনাব বলিয়া বিবেচনা করিতেছ ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অজ্ঞ কোন ব্যক্তি কেহই ইহারে চিরকাল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে না। পূর্বে ইনি ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিরে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার মিকট অবস্থান করিতেছেন বটে ; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে গাভী যেমন একস্থান পরিত্যাগ পূর্বক অত্র গমন কবে, তজ্জপ নিশ্চয়ই তোমারে পরিত্যাগ পূর্বক অত্র ব্যক্তিরে আশ্রয় করিবেন। তোমার পূর্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্র লাভ করিবেন। পূর্বে যাহারা এই বৃক্ষৌষধিপূর্ণ নানারসসম্পন্ন সঙ্গার পৃথী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা সকলেই নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক,

শম্বর, অশ্বগীৰ, পুলোমা, রাহ, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, নমুচি, মক্ষ, বিপ্রচিহ্নি, বিরোচন, হীনিষেব, সুহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বুধ, সত্যোঙ্গু, ধৃষভ, বাহু, কপিলাস্থ, বিরূপক, বাণ, কার্ত্তবীর্য, বহ্নি, বিশ্বদেব, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক্ষ, বরাহ, অশ্ব, কুচি-প্রভ, বিশ্বজিৎ, প্রতিক্রপ, বুধাঙ, বিষ্ণু, মধু, হিরণ্যকলিপু ও কৈটভ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহু-সংখ্যক রাক্ষসগণ রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্বাপেক্ষা বলবান। হে দেব-রাজ ! তুমিই যে একাকী এক শত যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছ, এক্রপ নহে। ভূতপূর্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্মপরায়ণ, যজ্ঞে দীক্ষিত, বিমান-চারী, সমুখসংগ্রামে অমরজ্ঞ, অজ্ঞবলসম্পন্ন, মার্যধারী ও কাম-রূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিধের শ্রায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারা সকলেই দাক্ষায়ণীগর্ভ-সম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও বেদব্রতপরায়ণ, সমুদায় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন এবং সকলেই উপযুক্ত পাত্রে ধনদান করিতেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কখন ধনদর্প বা মৎ-সরতা লক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, কালের নিকট কেহই অব্যাহতি লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগকেও কালকর্ত্তক কব-লিত হইতে হইয়াছে। হে দেবরাজ ! এই ধরিত্রীর উপভোগ সমাপ্তি হইলে যখন তোমারে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও সীম শোকাবেগ সংবরণে সমর্থ হইবে না। অতএব ভোগাভিলাষ ও ঐশ্বর্যগর্ভ পরিত্যাগ কর। আমার মত রাজ্য-নাশ হইলে তোমারেও শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোকের সময় শোক ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদে অভি-ভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত। আমি আনন্ত পরিত্যাগ পূর্বক সতত স্বকার্য্যে নিরত থাকিতাম ; অতএব কাল যখন আমারেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অচি-রাৎ তোমারেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব ক্রান্ত হও। তুমি আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎ-পাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইয়াছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্বে কাল-কর্ত্তক আক্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জন

গর্জন করিতেছ ; কিন্তু ইহা স্থির করিয়া রাখ যে, সেই কাল তোমারও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। পূর্বে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, কে আমার সমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত ? এখন তোমার সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমার সমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এখন তুমি স্বর্গে ইন্দ্র করিতেছ ; কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যেমন ইন্দ্রপদবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অস্থখী হইয়াছি, তোমারেও এইরূপ হইতে হইবে। তুমি কোন সংকার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়া এই বিচিত্র জীব লোকের ইন্দ্র লাভ কর নাই, আর আমিও কোন অসংকার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালই আমা-দের উন্নতি ও অবনতির কারণ। বিদ্বান্ ব্যক্তির কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জয়, কি মৃত্যু কিছুতেই সমধিক প্রীত বা ব্যথিত হন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিলক্ষণ অবগত আছি ; তবে তুমি নির্লজ্জ হইয়া কি নিমিত্ত আমারে ভৎসনা করিতেছ। ইতি পূর্বেই তুমি আমার পরা-ক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার সমরাজ্ঞে বিক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। আমি পূর্বে আদিত্য, ক্রতু, সাধ্য, বসু ও মরুতগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরযুদ্ধ সময়ে দেবগণ যে আমার নিকট পরাস্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। আমি বারংবার তোমার মন্তকে হিঃস্রজস্ত সমাকীর্ণ বহুকাননসমম্বিত পর্বত-সমুদায় চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কি করি, কালকে অতি-ক্রম করা নিতান্ত স্তব্ধ। যদি কাল আমারে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টি প্রহারে তোমারে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে সমর্থ হইতাম। যাহা হউক, এখন আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; এই নিমিত্তই তোমার তিরস্কার বাক্য সকল সহ্য করিলাম। আমি কালান্ত্রি পরিবেষ্টিত ও কাল পাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তুমি আমারে ভৎসনা করিতেছ। হরতিক্রম-নীয় কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর শ্রায় আমারে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধন-মোক্ষ সমুদায়ই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্তা নহি। কালই সমুদায় বিষ-য়ের কর্তা। সেই কাল আমারে বুদ্ধস্থিত ফলের পরিণকাবেহার সমানীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সকল কার্য্যের অমু-ষ্ঠান পূর্বক স্থখী হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সমুদায় কার্য্যের

অহুষ্ঠান দ্বারাই তাহারে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা অবগত থাকে, কাল তাহারে আক্রমণ করিলে তাহার শোক করা কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ শোক করিলে কখন দুঃখের শান্তি হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই আমি শোকে বিরত হইয়াছি।

দৈত্যেশ্বর বলি এই কথা कहিলে ভগবান্ পাকশাসন ক্রোধ সম্বরণ পূর্বক তাঁহারে कहিলেন, দানবরাজ ! বরুণের পাশ ও আমার সবজ্ঞ বাহু সমুদ্রাত দেখিয়া অন্তের কথা দূরে থাকুক, জিহ্বাসাপরতন্ত্র মৃত্যুকেও ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেছ না ; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ধৈর্য্যই তোমার ব্যাধা না হইবার কারণ। কোন্ ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর বৃত্তিতে পারিয়া অর্থ ও শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে ? আমিও তোমার ভ্রায় সমুদায় লোককে অনিত্য ও গূঢ় কালানলে নিক্ষিপ্ত বলিয়া অবগত আছি। ইহলোকে কি প্রধান, কি অপ্রধান সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। কেহই কালের ঈশ্বর নাই। কাল অপ্রমত্তভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণিগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছে। কাল সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কি পূর্বতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিকে উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। বণিকেরা যেমন আপনাদিগের ল'ভ্য বস্তু সমুদায় একত্রিত করে, তদ্রূপ কাল, কাষ্ঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিব্যাত্রি ও মাস প্রভৃতি আপনাদিগের অংশ সমুদায় একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখন কোন ব্যক্তিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে আজি আমি এই কার্য্য ও কল্য এই কার্য্যের অহুষ্ঠান করিব বলিয়া স্থির করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদের অতীষ্ট কার্য্যসাধন করিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কালসমাক্রান্ত প্রাণিগণের “ইতিপূর্বেই আমি ইহারে দর্শন করিয়াছি, আহা ! কি রূপে ইহার মৃত্যু হইল” এইরূপ বিলাপ সর্বদা শ্রুত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ কিছুই চিৎস্থায়ী নহে। কাল সমুদায়ই ধরণ করিয়া থাকে। উচ্চ বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস অবশ্যই হইবে। ফলতঃ সমুদায় পদার্থই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর।

যাহা হউক, সমুদায় জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি

তত্ত্বদর্শনপরায়ণ ও অচল ; এই নিমিত্তই তোমারে ব্যথিত হইতে হয় না। তুমি পূর্বে যে ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে তাহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জোষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ করিয়া সংহার করে। মনুষ্যাগণ কাল কর্তৃক প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব বৃত্তিতে না পারিয়া ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্বীয় তপো-হুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাপ্রভাবে করস্থ আমলকের ভ্রায় কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমারেই কালনিয়মস্ত, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, কৃতাত্মা ও পণ্ডিতগণের পূজনীয় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিপ্রভাবে সমুদায় লোক পরিজ্ঞাত হইয়া ও সর্বত্র বিহার করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছ। বিষয়ানুরাগ ও মোহ কখনই তোমারে আক্রমণ করিতে পারে না। তোমার আত্মা প্রীতি ও সন্তাপশূন্য। আমি তোমারে সর্বভূতের স্বেচ্ছা বৈরভাবশূন্য ও শাস্তচিত্ত দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরে বন্ধনদশায় বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। এক্ষণে তোমার উপর আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর তোমার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিব না। তোমার মঙ্গল হউক। কালক্রমে প্রজাগণ অধাম্বিক হইলে তুমি এই সমুদায় বাকুণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যখন পুত্রবধু স্বশ্রমে এবং পুত্র মোহবশতঃ পিতারে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে ; শূদ্রগণ নির্ভয়ে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদদাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে ; পুরুষেরা অযো-নিতে বীর্ঘ্যক্ষেপ করিবে ; কাংশপাজ দ্বারা সংমার্জনসংমার্জিত ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্র দ্বারা পূজোপকরণ সমানীত হইবে এবং যখন চারি বর্ণ নিয়মবিহীন হইয়া উঠিবে, সেই সময় তুমি এক একটা করিয়া সমুদায় পাশ হইতে বিমুক্ত হইবে। অতঃপর আমি হইতে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তুমি স্তম্ভচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর। ঐরাবতাক্রুত দেবরাজ দৈত্যেশ্বর বলিরে এই কথা कहিয়া অন্যান্য অসুরগণকে পরাজয় পূর্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহারে স্তব করিয়া বিধিপূর্বক হস্তাশনে আহতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেব-গণ দেবরাজের নিকট অমৃত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজা পুরন্দর এই রূপে অসুরবিনাশ পূর্বক ইন্দ্র লাভ করিয়া পরম আনন্দে সুরপুরে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্বলক্ষণ কি? তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! চিত্তই মহুষ্যদিগের ভাবী সম্পদ ও বিপদের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষ্মীবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার জ্ঞায় তেজঃপুঞ্জকলেবর নিম্পাপ মহাতপস্বী নারদ স্বীয় অসাধারণ তপস্যার ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা লাভ করিয়া সমুদায় লোক সন্দর্শন পূর্বক স্বেচ্ছামুসারে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করিতেন। একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্বক অবগাহন বাসনায় ঋবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পাকশাসন শব্দনিহস্তা বজ্রপাণি পুরন্দরও তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে একত্র স্থান আত্মিক সমাধান পূর্বক অতি সূক্ষ্ম কাঞ্চনময় বালুকায় পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া দেবর্ষিগণকথিত পূর্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান মরীচিমালীর পূর্ণ মণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তাঁহারা ভক্তিবাবে গাত্রোথান পূর্বক তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিবাকরের অভিমুখে অপর ভাস্করের জায় আর একটা জ্যোতির্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুররাজ পুরন্দর ও দেবর্ষি নারদ অনিমেঘলোচনে উহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জ্যোতির্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমীপবর্তী হইলে তাঁহারা নক্ষত্রসমূহ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরে মনোহরবেশা অঙ্গরাগিরের অগ্রে অগ্রে হুতাশনশিখার ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকেশ্বর ইন্দ্র ও দেবর্ষি নারদেব সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগত হইবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাজ্ঞপিপুটে বিনীতভাবে তাঁহারে অর্চনা করিয়া কহিলেন, চাক্রহাসিনি! আপনি কে? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনারে গমন করিতে হইবে? তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই আমারে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া

থাকে। আমি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত স্বর্ধ্যাকিরণ-বিকসিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, ক্লক্সা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ। আমি জয়শালী ধার্মিক নরপতিদিগের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়নপরাসুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকি। আমি পূর্বে সত্যধর্মপ্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্যয় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক আমার নিকট আগমন করিলেন?

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যাহারা স্বধর্মপরায়ণ, ধৈর্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞাহুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সংকার, বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহারা গৃহমার্জন-তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশ্রাবানিরত, দাস্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, জিতক্রোধ ও অনুস্রাবিহীন হইয়া যত্নপূর্বক পুত্রকলত্র ও অমাত্যদিগের প্রতিপালন করিত। তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্পরদর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গৃহীতা, মাতা, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তি সমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জা-শীল, যত্নব্রত, স্নেহাত, সুগন্ধচর্চিত, বিদ্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত, উপবাসপরায়ণ, তপোহুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান ছিল। তাহারা সকলেই সর্বোদয়ের পূর্বে গাত্রোথান করিত। কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্ত্র দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথ সময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, হর্ম্মল, পীড়িত ও জীর্ণগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষন্ন, উদ্ভ্রম, ব্যাধিযুক্ত, ক্লশ, হতসর্কষ ও দুঃখার্ভ শ্যক্তিদিগকে সর্বদা আশ্বাস প্রদান করিত। পরস্পর হিংসাপরিতপ্ত হইয়া ধর্মের অতিক্রম করিত

না। সতত তপস্তায় অমুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভূক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত। একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরজীগমনে পরাশ্রুত ছিল। সর্বজীবের প্রতি আদর ও দয়া প্রকাশ করিত। শূন্তস্থানে, পণ্ডোনিতে বা অধোনিতে অথবা পূর্বকালে বীৰ্য্যত্যাগ করিত না। সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, সৌহার্দ্য, সত্য, তপস্তা, শৌচ, করণা, প্রীতিকরবাক্য ও মিত্র-গণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সমুদয়ে সমলঙ্কৃত ছিল। নিজা, অসম্প্রীতি, অহুয়া, অনবধানতা, বিবাদ ও অজ্ঞাত স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

পূর্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি অনেক যুগ পর্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদায় গুণ পরিত্যাগ পূর্বক কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম উহাদিগকে গুরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্মিক বৃদ্ধ সভাসন্ধান ধর্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাহাদিগের সন্মান করে না। পিতা বর্জমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্বপ্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতনব্যতীত দানস্ব স্বীকারপূর্বক নিলজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রথাপিত করিতেছে এবং ধর্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাজ্যযোগে তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তানপালনে পরাশ্রুত হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অপ্রজ্ঞা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্বদা অণুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিবেদন না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাজ্ঞাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে স্বতস্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুন্দাল, দাঁত, পেটক, কাংস্তপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও

তৎসমুদয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পণ্ডিগকে বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে ভৃগুজল প্রদান করিতে পরাশ্রুত হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্ত্র ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন ও শঙ্কুনি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদায় পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিরে কেহই আর সন্মান করে না। সকলেই ধর্মহীনে হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি ঘেঘভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সন্মান বা বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দ্রুসীগণ দুর্জনাচারিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা জীবশ ধারণপূর্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আফ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। পূর্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্র অর্থ দান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফল ভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন দ্রব্য অপকৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্নিহান হইয়া তাহারে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সন্তুষ্টসমুৎথানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সৎশক্ত্যাত ব্যক্তির ও পরধনা-পরিণ মানসে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শূদ্রগণ তপস্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই বিনানিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণপূর্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যেরা গুরুসেবার পরাশ্রুত হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গান্ধীর্ষ্যশালী বেদবিদগণ বিজ্ঞ ব্যক্তির কথ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সূর্যেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুল-বধূরা স্বশ্র ও স্বশ্রের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীরে

আজ্ঞানপূর্বক গর্জিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি বদ্বসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগপূর্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধর্ম রাজা বা তদ্ব্যবসায়ক অপকৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বহু বান্ধবগণও বিদ্বেষপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দৈত্যকূলে সমুদায় লোকই কৃত্রিম, নাস্তিক, পাপাত্মা গুণদারাপহারী, অজ্ঞানভরণে অন্ধরক্ত, নিয়মবিহীন ও ত্রীভ্রষ্ট হইরাছে।

হে দেবেন্দ্র ! দানবগণ এক্ষণে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবন্ধনা কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার, প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্রমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে জয়াই সর্বাগ্রগণ্য। সম্ভ্রুতি আমি উহাদিগকে লইয়া অন্তর-গণকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মস্থলান্নিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব; এই আমার অভিলাষ।

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ ও ব্রাহ্মস্ব-নিহতা কাসব উভয়ে তাহার আনন্দবর্ধনার্থ মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনলসখা সুমীরণ সুগন্ধী ও সুখম্পর্শ হইয়া দেবতাদিগের, প্রতিগৃহে মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চারিত হইতে লাগিলেন। প্রায় সমুদায় দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সম্মানীন ইন্দ্রে সন্দর্শন করিবার বাসনায় অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদুদেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইয়া হরিদ্বংশযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক দেবগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের মনোগত অভি-প্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মীর সম্মানার্থ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে স্বাগত প্রদান করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। হৃদ্বৃতিসমুদায় স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিক্-সকল প্রেম হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। মেঘ যথাসময়ে শতর্ধ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহই আর ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইল না। মর্ত্য লোকের মঙ্গলার্থ বহুদ্বারা বিবিধ রত্নের আকর ও বৈদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সূর্য্যমাত্রেই সং-

কার্য্যে অমৃতরক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপারায়ণ হইল। দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্যাগণ মহাসমুদ্ভিশালী ও উদারস্বভাবে হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষ সমুদায় পরবপ্রভাবে পরিচালিত হইলে ও তৎসমুদায় হইতে অকালে ফলের কথা দূরে থাকুক পুষ্প-পর্ষ্যস্ত নিপতিত হইল না। ধেনুসকল হৃদ্বতী ও কামহুধা হইল। কটুবাক্য একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

হে ধর্ম্মরাজ ! ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে লক্ষ্মীর সম্মান করিতে লাগিলেন। যাহারা ব্রাহ্মণসভার সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীরে প্রাপ্ত হন। তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণস্বরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্তন করিলাম, তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ ভাব অবধারণ কর।

একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

বৃষ্টিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মোক্ষধর্ম্মপারায়ণ অন্নাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়াপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এই উপলক্ষে মহাত্মা জৈগীষব্যদেবলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি অসিতদেবল সর্বধর্ম্মবিশারদ হইকোথবিবর্জিত ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি স্ততিবাদ দ্বারা পরিভ্রষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ ? আর কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি ?

মহাত্মা দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি জৈগীষব্য মহার্ঘসংযুক্ত অসম্বদ্ধ পবিত্র বাক্যে তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে ! বিগুহকল্পা ব্যক্তির যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে পরম গতি ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীর্তন করছি, শ্রবণ কর। যাহারা স্ততি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অজ্ঞকৃত স্ততিনিন্দা কাহারও নিকট কীর্তন করেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দার প্রবৃত্ত হন না এবং বধোন্মাত ব্যক্তি-রেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না। পূজা-

কাল সমুপহিত হইলে ত্রুতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেজিয় হইয়া থাকেন। কার্যমনোবাক্যে কখন অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষ্যা করেন না এবং অন্তের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন তাঁহাদিগকে কখনই অন্যাকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগ পূর্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের এক জনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্বদা পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা সর্বজ্ঞ হইয়া ধর্মপথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাঁহারা ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, তাঁহারা সততই বিবাদ প্রাপ্ত হয়। আমি এক্ষণে ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছি; অতএব কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিম্নক ব্যক্তির উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব। যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করুক; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নাই। প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা আমার কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না। তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষত্বল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অস্ত্র কর্তৃক অবমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাঁহার নিন্দা হয় না। যে মহাত্মার, পরম গতি লাভ করিতে প্রার্থনা কবেন, এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়। জিতেজিয় ব্যক্তির নিকাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মায়াজ্ঞানপ্রকৃতিতে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস কেহই তাঁহার পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সকলের প্রিয়, সর্বগুণাবিত ও সর্বতত্ত্ববেত্তা? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা কেশব উগ্রসেনের নিকট

নারদের বিষয় যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা উগ্রসেন বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! সকল লোকেই দেবর্ষি নারদের গুণকীর্তনে যত্ববান্ হয়; অতএব তিনি যে সর্বগুণাবিত, তাহার আর সন্দেহ নাই অতএব তুমি তাহার গুণগাথা কীর্তন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে মহাত্মন! আমি দেবর্ষি নারদের যে যে সঙ্গুণ অবগত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ সচ্চরিত্র, তদনুরূপ ক্রতসম্পন্ন। তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের নিমিত্ত অগুণমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘস্থিতি তাঁহার শরীর হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। তিনি সকলেরই উপাস্ত। কাম বা লোভ বশতঃ তিনি কদাপি বাক্যের অস্ত্রাধা করেন না। তিনি অধ্যাত্মবেত্তা, শক্তিমান, ক্রমাশীল, জিতেজিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, সুশীল, লজ্জাশীল, বাগ্মী, যত্নভাবী, সংগীত-বিদ্যায় সুনিপুণ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রান্নভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও ঈর্ষ্যাবিহীন। তিনি সর্বদা সকলের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি অন্তের অনর্থে প্রীত হন না। বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জয় করিতে বাসনা করেন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্ৰিয় কেহই নাই। তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্যবিজ্ঞাস করেন। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত, ষিচিহ্নভাবী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভ বিহীন। তিনি জন্মাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষসমুদায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ ও ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। তিনি সংসর্গবিহীন হইয়াও সংসর্গের জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাবৃত্তি সম্মর্শন করেন, কিন্তু কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘার প্রবৃত্ত হন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অহুয়া প্রকাশ ও বৃথা কালক্ষেপ করেন না এবং স্বীয় নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহু পরিশ্রমে ষণ্মার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হন নাই। উনি সর্বদাই কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু কখনই তাঁহার অনবধানতা লক্ষিত হয় না। লোকে তাঁহারে মঙ্গল-কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না এবং অর্থলাভ হইলে হৃষ্ট বা লাভ না

হইলে হুঃখিত হন না ; এই নিমিত্তই সৰ্বস্থানে সৰ্বলোকে তাঁহার সন্মান করিয়া থাকে । এইরূপ সৰ্বজনগণিত ব্যক্তি কাহার প্রিয়পাত্র না হয় ?

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সৰ্বজীবের আদি, অন্ত, ধ্যান, কার্য্য কাল ও যুগভেদে আয়ুর তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহাদিগের সঙ্গতি, অসঙ্গতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে । এই সমুদায় অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । অতএব যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন । মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে ভৃগুকথিত নীতিগত উৎকৃষ্ট বাক্যসমুদায় শ্রবণ করিয়া অবধি আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন ও যোগধর্ম্মের অনুগত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত আপনার মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পূর্বে ভগবান্ বেদব্যাস তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্বীয় পুত্র শুকদেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে মহাত্মা শুকদেব বেদবেদাঙ্গ, সাক্ষ উপনিষদ্ সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মার্থসংশয়ের ছেদনকর্ত্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা : ! প্রাণিগণের বর্ত্তা কে ? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নিশ্চয় করা যায় এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

তখন সৰ্ব্বধর্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্রকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! আদ্যন্তশৃঙ্খল জন্মবিহীন, জ্যোতিষরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদায় লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন । মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সার্কধ্বাংসতি পলায়িক ত্রিংশৎ কলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিব্যরাত্রি, ত্রিংশৎদিব্যরাত্রি পরিমিত কালকে মাস, ও দ্বাদশ মাসপরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন । সূর্য্য স্বীয় গতি দ্বারা মানবগণের এই দিব্যরাত্রি সম্পাদন করিতেছেন । প্রাণিগণ দিব্যভাগে স্বীয়

স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাজ্যযোগে নিজানুষ্ঠান অনুভব করে মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাজি হয় । তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাজি । মানবগণের এক সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাজি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ন রাজি । পূর্বে এই মানবলৌকিক যে যে দিব্যরাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিব্যরাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিব্যরাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দেবতাদিগের চারি সহস্র আটশত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র চারিশত বৎসরে দ্বাপর এবং এক সহস্র দুই শত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে । এই চতুর্যুগরূপকাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদায়কে ধারণ করিতেছে । এই কালই ব্রহ্মজ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মরূপ । সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না । অত্যাশ্রয় যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায় । স্মৃতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে । সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধকাম হইয়া চারিশত বৎসর জীবিত থাকে । ত্রেতা যুগে তিন শত, দ্বাপর যুগে দুই শত ও কলিযুগে এক শত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয় এবং ঐ সমুদায় যুগে তাহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াফল ও বেদের কল ক্ষয় হইয়া যায় । ক্রমশঃ যুগভ্রাস নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সত্যযুগে তপশ্চা ত্রেতায়ুগে জ্ঞানোপার্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে । এইরূপ সহস্র যুগ অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাজি হয় । ব্রহ্মার দিবসে জন্ত প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাজিতে প্রলয় হইয়া থাকে । প্রলয়ের প্রারম্ভে জৈম্বর এই বিশ্ব-সংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হন । দিব্যরাত্রিবেত্তা পণ্ডিতেরা এইরূপে দেবতাদিগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও অপার সহস্র যুগে তাঁহার এক রাজি অবধারিত করিয়াছেন । নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মরূপ জৈম্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন । সেই অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয় ।

ষাট্রিংশাদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ, তাঁহা হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি, সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাস্বক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুবাগামী এবং প্রার্থনা ও সংশয়াস্বক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে জৈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র, বলবান স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্যুতিমান রূপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূত মধ্যে যে ভূত বাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণ ও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সন্তৃত হয় নাই; সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহার গুণলাভে অধিকারী নহে। একমাত্র শব্দই উহা গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়েরই গুণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিহীন। কারণ গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ, উহা জল ও বায়ুতে মিলিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; বস্তুতঃ গন্ধ উহা দ্বিগের গুণ নহে।

যাহা হউক, ঐ মহত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি কবিত্তে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহার পবম্পদ মিলিত হইয়া হস্তপদাদি বশিষ্ট স্থলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থল শরীরকে পুরী বলিয়া নির্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কন্মেক্সিয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্সিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিষয়িত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থল শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্বভূতের আদিকর্তা তপোমুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া প্রভৃতির লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উহারে প্রজাপতি বলিয়া নির্দেশ করে। উনি প্রথমে স্বাবর জন্মের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা,

ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, দিক্, পর্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টিকালে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, উহার পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মূহুতা, ক্রুরতা, ধর্ম, অধর্ম এবং সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি বাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদায়ের আকৃতি সমুদায় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণি-গণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং 'কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহার একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। কন্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দেব ও পুরুষকার উভয়েই কারণ এবং কেহ বা এ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পরম ব্রহ্মকেই সমুদায় কার্যের কারণ বলিয়া কীর্তন করেন।

মহুযোরা তপস্তা দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্যেক্সিয় নিগ্রহই তপস্তার মূল। মহুযা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তপোবলেই সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্তা দ্বারাই জগৎপ্রভা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই দিবানিশি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথম জগদীশ্বর আদ্যাত্মশ্রুতা বেদরূপা বাহ্যরী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগণের নানারূপ কার্য প্রবৃত্তির মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সমুদয় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্তা, নিত্যকন্ম, নৈমিত্তিক কন্ম, যজ্ঞ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তি লাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহারে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমাত্রী জীবগণ কার্য দ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত

হয়, কিন্তু তবুজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেব দ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্ত্রোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অশ্বৈতনিত্ত হইয়া ঋক্ সাম যজুর্বেদোক্ত কাম্য যজ্ঞ সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাবরজ্জন্ম সমুদায় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমুদায় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় অহুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগে লোকসমুদায়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদ, সমুদায় কখন লঙ্ঘিত ও কখন অলঙ্ঘিত হইবে। মানবগণ কেবল অধর্মকর্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যেক্রপ চতুস্পাদ ধর্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপোহুষ্ঠাননিরত বেদান্তশ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। বেদে ব্যক্তি স্বধর্মচারী হইয়া ও যুগধর্মনিবন্ধন কামনাপূর্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্থানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্বাবরজ্জন্মের সৃষ্টি হয়, তক্রপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদায়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়, তক্রপ প্রলয়বাসনে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্বে তোমার নিকট যে, প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকারক, জন্মানাশশূন্য, বিবিধরূপী কালের বিষয় কীর্তন করিয়াছি, প্রজাগণ সেই কালপ্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টিস্থান নিরত হইয়া সর্বদা স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্তা। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি, বেদ, কর্তা, কার্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অতঃপর ভগবান্ বিশ্বযোনি সৃষ্টির অবসানে যেক্রপ এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া স্বীয় আত্মায় প্রলীন করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয় এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রজ্জলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাশ্রুক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কৃষ্ণপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিলরাশি চতুর্দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তারপূর্বক গভীর শব্দ সহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতিঃ সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিল ও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হতাশনেব শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্জলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু, জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতিঃ প্রশাস্তভাবে অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তির স্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণস্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শাস্তভাবে ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবিসর্জিত ও আকার পরিশূন্য হইয়া অব্যাক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যাক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক হ্রাসরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম হূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালে চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানরূপ সংকল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিরে, এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যাক্ত শব্দে এবং সেই অব্যাক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যাক্ত, পরম ব্রহ্ম। এইরূপে ভূতসমুদায় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার

নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগসহস্রদ্বয়-
স্বক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনুপূর্বিক কীর্তন
করিলাম।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জগদীশ্বর যে রূপে মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন,
তাহা কীর্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কন্ম সমুদায়
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাত-
কন্ম অবধি সমাবর্তনপর্যন্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন।
সমাবর্তন সূক্ষ্ম হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচায্যের
নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্বক গুরুশিষ্য নিরত
হইয়া গুরুশ্রবণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি
প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে
অবস্থান পূর্বক দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন, বানপ্রস্থ ধর্মগ্রহণ অথবা যতিধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া
কালযাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদায় ধর্মবৈমূল
কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দমগুণাধিত, কামকোপাদি বর্জিত হই-
লেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ পুত্র-
বান্, বেদপারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতা-
দিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভপূর্বক অস্ত্রাশ্রম আশ্রমে গমন
করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বসিয়া
বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্তি
বিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যজ্ঞবান্ হওয়া তাঁহার সর্বতো-
ভাবে বিধেয়। ছুর তপোব্রতান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং
যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে
ব্রাহ্মণের কীর্তি যতকাল ভূমণ্ডলে বিজ্ঞান থাকে, তিনি
তত দিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান
করিতে সমর্থ হন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্ম-
ণের অবশ্য কর্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি
বিধেয় নহে। যজ্ঞমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্বারা যজ্ঞা-
নুষ্ঠান, শিষ্য হইতে ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কস্তার শ্বশুরা-
দির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য
কর্তব্য; গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজন-
দিগের অর্চনা করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ
ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যাহার
পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ব্রহ্ম; আত্ম, বুদ্ধি ও শত্রুসন্তপ্ত

ব্যক্তি দিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। যথার্থ যোগ্য
পাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই। সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যে কোন রূপে হউক তাঁহাঃ২১
তাহাও প্রদান করিতে চেষ্টা করা উচিত। মহাব্রতাবলম্বী রাজ
সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে স্বীয় জীবন দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ,
সংকৃতিনন্দন রস্ত্রিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে শীতোষ্ণ সলিল প্রদান,
অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্ত পাত্রে বিবিধ
ধনদান, উশানর পুত্র শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ,
কাশীপতি প্রতর্দন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় প্রদান, দেবাবৃধ অতি
উৎকৃষ্ট অষ্ট সুবর্ণশলাকাসংযুক্ত ছত্রদান, আত্রেয় সাংকৃতি স্বীয়
শিষ্যাগণকে নিগুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান, মহাপ্রতাপশালী
অশ্বরীশ বিপ্রগণকে একাদশ অর্কুদ গোদান, সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে
দিব্য কুণ্ডলদ্বয়, জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থে স্বীয় দেহপরিত্যাগ, যুবনাথ
ব্রাহ্মণের হস্তে সমুদায় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাস-
স্থান সমর্পণ, নিমি বিপ্রগণকে স্বীয় রাজ্য এবং জমদগ্নিপুত্র
পরশুরাম ও গয় রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান
করিয়া স্বর্গলোকে গমন ও উভয় লোকে, উৎকৃষ্ট কীর্তিলাভ
করিয়াছেন। অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ দ্বিতীয়
প্রজাপতির জায় প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যলাভে
অধিকারী হইয়াছেন। করকর্মের পুত্র মরুত রাজা মহর্ষি অঙ্গি-
রারে স্বীয় কস্তা প্রদান, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পাঞ্চালাধি-
পতি ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শস্য দান, রাজা সৌদাস
মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় পত্নী মদগ্নতীরে সমর্পণ, রাজর্ষি সহস্রজিৎ
ব্রাহ্মণার্থে আপনার জীবন পরিত্যাগ, শতদ্রব্য মুদগলকে সর্ব-
সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবর্ণময় অট্টালিকা দান, শাশ্বদেশের অধীশ্বর প্রবল-
প্রতাপশালী দ্রাতিমান ঋচীককে রাজ্যপ্রদান, রাজর্ষি মদিরাশ্ব
হিরণ্যহস্তকে সূমধ্যমা কস্তা সম্প্রদান, নরপতি লোমপাদ ঋষা-
শ্রবের হস্তে স্বীয় কস্তা শান্তার সমর্পণ এবং মহাতেজস্বী প্রসেন
ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন
করিয়াছেন। ইহাদের এবং অন্যান্য যে যে মহাত্মা জিতেন্দ্রিয়
নরপতি দান ও তপোব্রতান করিয়া স্বর্গ গমনে অধিকারী হইয়া-
ছেন, তাঁহাদের কীর্তি চিরকাল এই ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান
থাকিবে।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি বেদ এবং শিক্ষাকর

প্রভৃতি বেদোক্ত সমুদায় যে বিদ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই বিদ্যার আলোচনা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। ঈশ্বর বেদোক্ত ঘটকার্যেই নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। বেদবেদান্তবেত্তা অধ্যাত্মকুশল সমুদায়বলবী মহাত্মারাই সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ধর্মামুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান করিবেন এবং সাধুদিগের নিকট জ্ঞানাত্ম্য পূর্বক শাস্ত্রবিচক্ষণ শিষ্ট সমুদায়সম্পন্ন ও স্বধর্মামুসার হইয়া নিরন্তর বেদোক্ত ঘটকার্যের অনুশীলন ও পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ধতিমান্, অগ্রমন্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মবেত্তা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষকোপবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসর হইতে হয় না। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, লজ্জা, সরলতা ও দমগুণ দ্বারা তেজের বৃদ্ধি ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ অগ্রে পাপবিহীন, অন্নাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কামকোপকে বশে আনয়ন পূর্বক ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বাসনা করিবেন। চুই বাক্য ও অবৈধ হিংসা পরিত্যাগ পূর্বক অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম। যে ব্রাহ্মণগণ এই বৃত্তি অবলম্বন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই অন্যায়সে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ ক্রোধরূপ পক্ষসমমিত লোভরূপ মূলসম্পন্ন দুস্তব সংসারনদী অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মোহ প্রদ কালকে নিরন্তর সমুদাত দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। স্বভাবরূপ শ্রোত, বর্ষরূপ আবর্ষ, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উলপ, নিমেষ ও উন্মেষরূপ ফেন, দিব্যরাত্রি ও অর্থরূপ জল, কামরূপ গ্রাহ, বেদ ও যজ্ঞরূপ শোভা, ধর্মরূপ বীণ, সত্য বাক্য ও মোক্ষরূপ তীর, অহংসারূপ তরু ও যুগরূপ হ্রদ সমুদায় আশ্রয় করিয়া নিরন্তরযুক্ত, অপ্রতিহতবলশালী, বুদ্ধোদ্ভূত কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্রবাহিত করত, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অন্যায়সে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জ্ঞানপোতবিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহা পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে অক্লেশে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে উহাতে অসমর্থ হয়, ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির দূর হইতেই সকল বিষয়ের শুনাঘোষ দর্শন করিতে পারেন; সূতরাং কালনদী উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। আর কামাত্মা চলচ্চিত লঘুচেতা ব্যক্তির সততই সংশয়ান্বিত থাকে; সূতরাং তাহাদের ঐ নদী

পার হইবার সম্ভাবনা কি? যদিও জ্ঞানপ্রববিহীন পুরুষ মহা-দোষ সমুদায় গোপন করিবার মানসে প্রবৃত্ত সহকারে সংযমিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে, তথাপি তাহার কামাত্মতা-নিবন্ধন সেই জ্ঞান কখনই কালনদীর পোতস্বরূপ হয় না; অতএব উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা উহা উত্তীর্ণ হইতে অবশ্য যত্নবান্ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই কালনদী পার হইতে পারেন। মনুষ্য বিগুহ্ব কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও ঈশ্বর, জীব ও মুক্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ে সন্দেহ করে এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ কার্যে অমুরক্ত হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ঐ সমুদায় সন্দেহ ও ঐ সমুদায় কার্য পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য কর্ম। সংস্কারাপন্ন দমগুণবিরত, সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তির উভয় লোকেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। গৃহী ব্যক্তির ক্রোধ ও অহ্ময়াবিহীন হইয়া সমদমাদিগুণ অনুসরণ পূর্বক নিরন্তর পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনাবসানে ভোজন করিবেন। হিংসা পরিত্যাগ পূর্বক সাধুদিগের ধর্মামুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্তর্ভুক্ত নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তিবিধান তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। ঋতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচার পরায়ণ, স্বধর্মপরতন্ত্র, ধর্মসঙ্করবর্জিত, ক্রিয়াবান্, প্রজ্ঞাবিত, দাতা, অহ্ময়াবিহীন, ধর্ম্য ধর্মের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সমুদায় দুস্তর বিষয় হইতে অন্যায়সেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধৈর্যশালী, অগ্রমন্ত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও হর্ষকোপবিহীন ব্রাহ্মণকে কোন কালেই অবসর হইতে হয় না। ধৈর্য্য, অগ্রমাদ জিতে দ্রিয়তা ও চিরন্তন সন্ধ্যাবহার আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানামুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তির ধর্ম্যাকাজ্ঞী হইয়া অধর্মের অনুষ্ঠান ও ধর্মকে অধর্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ধর্মামুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধর্মসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় ও অধর্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের স্তায় ঐ উভয় কার্যই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সূতরাং তাহারে জন্মমরণ নিবন্ধন বারংবার কষ্টভোগ করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্তব্য। সমুদ্রের উত্তীর্ণ তরঙ্গে উদয় ও নিমগ্ন ব্যক্তি

যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাঁহার জ্ঞানবান্, তাঁহার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হন; কিন্তু যাঁহার কিছু-মাত্র জ্ঞানোপার্জন করে নাই, তাহার আপনারে বা অন্তরে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন, পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্মের অনুষ্ঠান, যোগে অমুরাগপ্রদর্শন, শরীরযাত্রানির্কাহক ফলমূল ভক্ষণ, আস-নাদি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি সংকোচ, মনঃ-সংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাঁক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক। আর যিনি শান্তি-লাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপ-স্বভাব বা ধার্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ বা নিরস্তুর ক্রেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউন না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামুচ্যরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পর-ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ণভাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

‘হে বৎস! অতঃপর বৃদ্ধপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যের দেহ রথস্বরূপ। বজ্রাদিধন্য উহার সারথির উপবেশনস্থান; অকার্য্যনিবৃত্তি উহার বক্রথ; বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কুশলদ্বয়; অপান উহার অক্ষ, প্রাণ উহার যুগকাঠ; প্রজ্ঞা উহার সার; জীব উহার বন্ধন; সাবধানতা উহার ফলকব্ধের সংশ্লেষ; চরিত্র উহার নেমি; দর্শন, স্পর্শন, স্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রণী উপবেশন-স্থান; সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ; জ্ঞান উহার সারথি; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা; শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরসের; ভ্যাগ উহার পরম উপকারী চেষ্টা এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। এই রথ যুমুক্ষু ব্যক্তি কর্তৃক যোজিত হইলে বিগুহ্য মার্গ অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়।

একণে যিনি অতি দুরায় অক্ষয় ব্রহ্মলাভের মানস করিয়া ঐ রণ যোজন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। ‘এক বিষয়ে চিন্তা-সন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয়

সাতটি। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরত্ব চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাসাগ্রপ্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। তত্ত্বনিয়ম অবলম্বন পূর্বক অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্তব্য। একণে শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যে রূপে যোগসিদ্ধি অশ্রব করিয়া থাকেন, আমি তাহাও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্থল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত যোগী সর্বত্র হৃদয়াকাশে আকাশ-সমাপ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের গায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয়। জল্যকার অন্তর্ধান করিলে বহিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহিরূপ তিরোহিত হইলে সর্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ উর্গাতন্তর গায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রপ আকাশের গায় প্রতীয়মান হয়। যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অমুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞা-পতি ব্রহ্মার গায় অক্ষুদ্র হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজ্ঞা স্রুটি করিতে সমর্থ হন। যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীরে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের স্বাক্ষর লাভ করিয়া অক্ষয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হন। সলিল-সিদ্ধ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন। অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্তী হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়বিপণ্যায়শূন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। একণে অব্যক্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার পূর্বে সাংখ্যে যেরূপ ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তরে কীর্তন করিব। ‘সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তুল্য রূপে নিণীত আছে, একণে উহা বিশেষরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বুদ্ধি

জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণ সম্পন্ন মহত্ত্বাদিজন্মিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদিলক্ষণচতুষ্টয় বর্জিত প্রকৃতির অব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বেদ ও অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহাদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্বর্গফলাকাজ্ঞী ও পরমাত্মা হইতে উদ্ধৃত; শাস্ত্রে ইহারেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ কবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়-দেহাদির সত্তিত অভিন্ন ভাবে বর্তমান থাকেন। এই আমি তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় কীর্তন করিলাম। বিষয়াত্মরাগী ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মাদেই দর্শন করিয়া থাকেন।

উপনিষদেতা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহংকান্ত পরিশূন্য, সুখদুঃখাদি বর্জিত ও নিঃসংশয়; যাহার শবীরে ক্রোধ বা ঘেষের লেশমাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যা বাকা প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রজ্ঞত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অস্ত্রের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পবপীড় প্রদানে পরাশ্রুত থাকেন এবং যিনি সর্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই বুদ্ধকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয়বস্তুতে অভিলাষী না হইয়া অগতঃস্বভাব বস্তু প্রতিগ্রহপূর্বক জীবনযাত্রা নিবাহ করেন; যিনি লোভপরাস্থ, দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্তকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসংকল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব স্থাপন করেন; লোভ ও কাঞ্চনে যাহার তুলাজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি জট বা অসন্তুষ্ট হন না; নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক সেই সোণী মুক্তিরাজ্য কতিপয়ে সমর্থ হন। এক্ষণে যে প্রকারে যোগ হইতে মুক্তিরাজ্য হয়, তাহা শ্রবণ কর। যিনি অনিমাди যোগাধ্যয়ন করে, তিনিই মুক্তিরাজ্যে অধিকারী হন। এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি কীর্তন করিলাম। এই রূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদি শূন্য হইতে পারেন, তিনি বুদ্ধভাবে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! বিদ্বান্ ব্যক্তির এই সংসারসমুদ্রে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনার মুক্তিরাজ্যের হেতুভূত জ্ঞান-রূপ ভেলারে অবলম্বন করেন।

শুকদেব কহিলেন, তাত! যে জ্ঞানপ্রভাবে জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, উহা কি মোক্ষনাদিকা বুদ্ধি, না প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়ব্যাভূতি?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দেশ পূর্বক নীর জ্ঞানপ্রভাবে মুমুকু শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার হইয়াছে ঋষি বা অজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর যাহারা স্বভাবই কারণ এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কখন আপনার হিতাহুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব মূঢ় ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই সমুদায়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল রস্তুই স্বভাব সন্তৃত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্যসমূহ শস্ত্র সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, জীড়াগৃহ ও যোগের ঔষধ সমুদায় প্রস্তুত কবিতেছেন। প্রজাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রৈয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রজাবলেই রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞান বলে ভূতসমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বিদ্যাত্যেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়। জীব সমুদায় চারি প্রকার; জরায়ুজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্পেদজ। জন্ম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্বভাব পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জন্মের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার, মনুষ্য ও পিশাচাদি; তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অগ্নাদি ভোগস্থলে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রদান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার, উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিত্তজ্ঞান

লাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধ্যমেরা আবার জাতি-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার, ধর্মজ্ঞ ও অধর্মজ্ঞ। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কার্য ও অকার্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তির বেদ এবং বেদনির্দিষ্ট ধর্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদায় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদায়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম-দ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ, সর্ববৈত্তা, সাক্ষ্যাত্যগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভূ। দেবতার বেদজ্ঞ ও এক পরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। যোব্রাহ্মণেরা বাহ ও অন্তঃস্থিত আত্মার অবলোকনকরিতে সমর্থ হন, তাঁহারাষ্ট দেবতা। ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহাদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আব-কিছুই নাই। উহারা জন্ম, মৃত্যু ও কন্ম সমুদায় অতিক্রম পূর্ণক চতুর্নিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণগণের যে সমুদায় অনুষ্ঠের কার্য নির্দিষ্ট হইল, ঐ সমুদায় আশ্রয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞান-বান্ ব্যক্তির যাদি কন্ম নিত্য, কি জ্ঞানজনক হইনিবন্ধন কাম্য, এই সংশয় পরিত্যাগ পূর্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। জ্ঞানজনক হইনিবন্ধন কন্মকে কাম্য বলিয়া নির্দেশ করা অকর্তব্য। কারণ কন্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাঁহাদের অবশ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে 'আমি যুক্তি ও গভূতব প্রদর্শন পূর্বক কন্মের বিষয় কীর্তন কবিতোছি, শ্রবণ কর। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ, কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকে কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং

কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র সমাগত হইয়াই সমুদায় কার্য নির্বাহ করিতে চেষ্টা বলিয়া থাকেন। কন্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষ-কারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষ-কাব উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানা প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগপরায়ণ মহাত্মারা বুঝই সকল কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।

সত্যযুগে সমুদায় মনুষ্য তপোঅনুষ্ঠাননিরত, সংশয়বিহীন ও সন্তোষসম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়পন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মানবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় কামদেব পরিত্যাগ পূর্বক কেবল তপ-স্তার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোঅনুষ্ঠাননিরত ধর্মপরায়ণ সংযত ব্যক্তির তপোবলে অনায়াসে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্তা দ্বারা জগৎশ্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদায় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কন্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্ম ইন্দ্রাদিদেবতারূপে নিরূ-পিত হইয়াছেন বলিয়া, কন্মকাণ্ডবেদবিদ ব্যক্তির তাঁহাদের পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তরূপে কথিত হইয়াছেন; এই 'নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁহাদের দর্শন করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূত্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকর্ম্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্র ভাবাপন্ন হইলে তিনি অত্র কোন কার্যেই অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তাঁহাদের যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাদায়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত তৎসমুদায়েব ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈমৎপ্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মানবগণ স্বকন্ম ভ্রষ্ট ও অধম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ঔষধি সমুদায় হীনবে হইবে। জলের মধুদন্ম ও আশ্রমধর্ম সমুদায় তিরোহিত হইয়া যাইবে ও স্বধর্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্বাবর-জন্মায়ুক সমুদায় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জ-গণ যেমন সৃষ্টি দ্বারা বর্জিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগে বেদ দ্বারা

যোগাঙ্গ সমুদায় পুষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কালের বিষয় কীর্তন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে । কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ । জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । এই আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসাত্মকসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কৰ্ত্তা, কাব্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম ।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহাত্মা শুকদেব মহর্ষি ব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া মোক্ষধন্যভূগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মনুষ্ক হইয়া কহিলেন, তাত ! প্রজাবান্, যাজ্ঞিক, অশ্বাশুত, শ্রোত্রিয় প্রত্যক্ষ, অহুমান ও উপদেশের অবিস্মরিত ব্রহ্মকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? তপ, ব্রহ্মচর্য্য, সৰ্ব্বভ্যাগ, মেধা, আত্মানন্দবিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহার কোন উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন ? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে ? আপনি এই সমুদায় কীর্তন করুন ।

ব্যাস কহিলেন, ধংস ! বিদ্যালভ, তপোহুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সৰ্ব্বভ্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই সিদ্ধিলাভ করা যায় না । জগদীশ্বর পৃথিব্যাধি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎ সমুদায় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । জীবগণ সেই মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে । প্রাণিগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে ; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে । জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কণে দিকু ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন । কণ, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথকরূপে অবগত হইতে হইবে । সারথি যৌন বশীভূত অশ্ব সকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে । জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিয়ুক্ত করিয়া থাকে । মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কাৰণরূপে অভিহিত হয় । ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতো-

ফাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে । স্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধাদি জীবের আশ্রয় নহে ; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয় । পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণ সমুদায় জীবের সৃষ্টি বিধানের কদাচ সমর্থ নহে । মনোবী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মারে মন দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন । পরমাত্মা চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন ; কেবল দীপস্বরূপ বিগুহ মনদ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন । পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য । যোগিগণ তাঁহারে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন । জড় দেহে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মারে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন । দণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সংকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চাণালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন । সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা হাবরজদমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন । যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত সমুদায়ে আপনারে অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । যিনি আত্মারে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন । যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্যা বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিকপথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি অন্তের অন্তর্ভূত হইবার নহে । কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে ; কিন্তু যাহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারে কেহই শরিকাত হইতে পারে না । সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা উচ্চ, অধ, মধ্য বা তিথ্যক স্থানে অবলোকিত হন না, এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই । যদি কেহ মন ও কামুকনিমুক্ত শরীরে জ্ঞান অপ্রতিহত-বেগে গমনকরে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ চৈত্বরের অণু প্রাপ্ত হইতে পারে না । তিনি স্বপ্ন হইতেও স্বপ্ন অথচ স্থল হইতেও স্থল, তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আশ্রয় নহে । সৰ্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপাদ, সৰ্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সৰ্ব্বত্রই তাঁহার কণ বিকীর্ণ রহিয়াছে । তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন । তিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে

সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দিষ্ট হন। ভাষাধো অবিদ্যাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্বাবরজ্জন্মাত্মক জড় মেহে ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। স্বাবরজ্জন্মাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরূপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বার যুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দিষ্ট হন। আর পণ্ডিতেরা মহাদাদি চতুর্বিংশতি পদার্থসম্বন্ধিত, ক্ষয়, স্থখদুঃখ বিপর্যয় ও বিবিধ কলনাসম্পন্ন শরীর মধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মারেও হংস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। জানী ব্যক্তির জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করেন। যিনি সেই পরমাত্মারে প্রাপ্ত হন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট আশ্রয়বিচারের কথা সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যোগকার্য বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করেন; অতএব যোগী ব্যক্তি শাস্ত্রপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অমুরক্ত, শাস্ততত্ত্ব ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মদ্র এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগপূর্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শাস্ত্রপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পভ্যাগী হইলেই কাম ও মদ্রওণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুদ্ধি, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সংকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সত্যত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্দের গুরুশ্রম পরতত্ত্ব হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। যোগী ব্যক্তি এইরূপে অতন্ত্রিত হইয়া যোগদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। মনোভঙ্গকর হিংসাকৃত্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। তেজোময় ব্রহ্ম স্বাবরজ্জন্মাত্মক সমুদায় লোকের বীজ ও রস স্বরূপ। সমুদায় প্রাণী তাঁহারই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবুদ্ধি, পাপধ্বংস, অতীষ্ট সংসাধন ও বিজ্ঞান লাভ হয়। সর্বভূতে সমদর্শী, বহুজালাভ-সম্পন্ন, পাপবিহীন, তেজস্বী, অন্নাহারমিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্বক ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করি-

বেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাজ্যের পূর্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিত্ত চর্যময় জলাধারস্থ সলিলের জ্ঞান নিঃসৃত হইয়া যায়, অতএব ধীর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্তদিগকে রুদ্ধ করিয়া অস্ত্রাস্ত্র মৎস্ত সমুদায়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্জ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যাদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্বোক্ত রূপে যোগাভ্যাস করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ ব্যক্তির চিত্তের মোহ ও চাঞ্চল্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন। যোগপ্রভাবে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, স্মৃতি, শীত, তাপ অগ্নি, আকাশগতি, সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায়ে অন্নাদির প্রকাশ করিয়া তৎসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য।

এইরূপে প্রাতঃকাল, পূর্বরাত্রি ও অপরাহ্নে সংযত হইয়া পর্বতশৃঙ্গে চৈতন্যবৃক্ষের তলে অথবা অন্য কোন বৃক্ষের সম্মুখে যোগসাধন করা যোগীদিগের আবশ্যক। যোগবিদ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযমিত করিয়া অর্ধচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। কখনই যোগাভ্যাসে অমনোযোগ করিবেন না। যে উপায় দ্বারা চঞ্চলচিত্তকে বশীভূত করা যায় অধ্যবসায় সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিশুভা, দেবস্থান অথবা নির্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন।

এবং কায়মনোবাক্যে অঙ্গসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক উপেক্ষা-নিরত, নিষ্কামিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তির মুখে আপনীর নিন্দাবাদ বা প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া তন্নিবন্ধন তাহার অশুভ বা শুভচিন্তা করিবেন না। লাভালাভে হর্ষবিবাদশূন্য সর্বভূতে সমদর্শী ও সর্বস্পর্শী বায়ুর ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদের নিত্যান্ত আবশ্যক। যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বত্র সমদর্শী হইয়া চয় মাস ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। লোভ ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির অজ্ঞান্য ব্যক্তিরে অর্থলাভের নিমিত্ত নিত্যস্ত কাতর দেখিয়া কখনই উপার্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না। শূদ্র বা ধর্ম্মকাজিণী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম গতি লাভ হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মবিহীন, নির্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভ পূর্বক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাঁহার মহাত্মা মহর্ষির এই সমুদায় বাক্য যুক্তি দ্বারা পর্যালোচনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন! বেদে জানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মীয় প্রতি ধর্ম্মার্থতান এই উভয়েরই বিধি আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহার পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতি লাভ হয় এবং জ্ঞান-বলেই বা কিরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে? আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নখর কর্ম্ম ও অবিনশ্বর জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি। কর্ম্ম প্রভাবে যে গতি লাভ করা যায়, এবং জ্ঞানবলে যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তুমি অনন্তমনে শ্রবণ কর। এই দুই বিষয় অতি-শয় জ্ঞেয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে সে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যেক্ষণ প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নিমুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী কতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অনৃত্ত্ব লাভ হয়। অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মহুযোর কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহপরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহার স্তনিপুণ রূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার নদী-জলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যাক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাভীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্প ও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেট অরহস্য, জীব সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্য রূপে মিত্রভাবে প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইহার পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন; অমাবস্তার সূক্ষ্মকলা সম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে, অর্ধচ উল্ল বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্ট থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বজ্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপই ফল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মন ও বোদ্ধশ কলাসংকিত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম দ্বারাট লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ! লোকে বোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। সৎ রজ ও তম এই তিনটি বুদ্ধির গুণ; বুদ্ধি জীবাত্তার গুণ এবং জীবাত্তার পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কহেন যে দেহ স্বভাবতঃ জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবট দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাহা হইতেই সপ্ত ভুবন কল্পিত হইয়াছে।

দ্বিত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, তাত! আপনি মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও লজ্জা বিষয় সংযুক্ত ইন্দ্রিয় সমুদায় জৈবের সৃষ্টি এবং অন্যান্য সমুদায় পদার্থের বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলেন। এক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিরা যুগে যুগে যেক্ষণ সম্ভাবহারের অনুসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, আমি তাহা প্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আর বেদবচনে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্ম পরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্তব্য ও কি অকর্তব্য তাহা কি রূপে নির্ণয় করা যাইবে? এক্ষণে আপনি বিস্তারিত রূপে ঐ সমুদায় কীৰ্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশলাভে পবিত্র ও লেখকাতার সমুদায় বিশেষ অবগত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি সংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! পূৰ্বে ভগবান্ স্বয়ম্ যেক্ষণ বুদ্ধি বিধান করিয়া দিয়াছেন, পূৰ্ব্বতন ঋষিরা সেইরূপ আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মনে মনে আপনাদের শ্রেয়োলাভ বাসনায় ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বোক সমুদায় পরাজয় করেন। যিনি কলমূলাহারী, অতি কঠোর তপো-অনুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসংসারী ও অহিংসাপরায়ণ হন এবং বান-প্রস্থদিগের কুটীর মূললক্ষণপরিশূদ্ধ ধূমবিরহিত হইলে জ্ঞানার্জিগণ গমন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অতএব তুমি অস্ত্রের স্ততি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিত্যগ পূৰ্ব্বক একাকী অরণ্যে গমন পূৰ্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ করত বেষ্টিতাসারে বিচরণ কর।

শুকদেব কহিলেন, তাত! “কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য ও কৰ্ম্মত্যাগ করা কর্তব্য” এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্রত্বসিদ্ধি কিরূপে হইবে? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সপ্রমাণতা প্রদর্শন এবং যেক্ষণে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইহাদিগের মধ্যে যিনি কামবৈশম্য হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে। ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ভ্রম্যশূন্য হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থভাগ অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাজোখানের পূর্বে গাজোখান করিয়া শিষ্য বা দাসজনোচিত কার্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পাশে অবস্থান করা কর্তব্য। কার্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে গুরুর নিকট অবস্থান পূৰ্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত। তিনি সর্বদা সরলস্বভাব ও অপবাদ শূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচার্য্য আহ্বান করিবার মাত্র তথায় গমন করিবেন। কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিয়া অনাকুলিতলোচনে গুরুরে অবলোকন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয়। আচার্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্তব্য নহে। উত্তানপাণি হইয়া মুহূর্ত্তাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ এবং বামহস্ত দ্বারা তাঁহার বাম চরণ স্পর্শ করা কর্তব্য। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে কহিবেন, ভগবন্! আমারে শিক্ষা প্রদান করুন; আমি এই এই কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কার্যের অনুষ্ঠান করিব; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে অসম্মতি প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী এইরূপে গুরুর সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদায় কার্য শেষ হইলে পুনরায় তাঁহার তদ্বিবরী বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য সময়ে যে সমুদায় রস ও গন্ধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্তনের পর তাঁহার সেই সফল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্তী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তিনি এইরূপে সাধ্যাত্মসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থভাগ গত হইলে, আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথা-বিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূৰ্ব্বক ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে বহিঃ সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্য দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।

ত্রিচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধাত্ত ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধাত্ত লক্ষ্য করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্যবস্ত্র আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উৎসৃতি অবলম্বন পূর্বক জীবিকানির্ভারে প্রবৃত্ত হন। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজ্ঞাদি ঘটকার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্তব্য। গৃহীদিগের স্ত্রুত সমুদায় সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। আত্মোদয়পূরণার্থ অন্ন পাক ও পণ্ডিত্য করিতে অমুজ্জা করা গৃহস্থের নিত্যন্ত অকর্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞাহুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বখাদি ব্রহ্ম ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথুমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রাহুতব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত ক্রীসঙ্কোগ করা গৃহস্থের কখনই কর্তব্য নহে। গৃহী ব্যক্তির গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চনা করিয়া তাঁহারে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিদ্যাশিষ্যাদি স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সংকার করিয়া হবন কব্যা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নথলোমধারী অগ্নিহোত্র পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহী ব্যক্তির প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অগ্ন্যগ্ন প্রাণিগণকে ভক্ষ্য বস্ত্র প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও স্নাত্ত ভোজন করা তাঁহাদিগের কর্তব্য। স্ত্রুতসংযুক্ত যজ্ঞা-বশিষ্ট ভক্ষ্য বস্ত্রই অমৃত স্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তাঁহারে বিঘসানী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভূক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। স্বদারনিরত, অপূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরো-হিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, ব্রহ্ম, বালক, ভ্রাতৃ, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সঙ্গী, বান্ধব, পিতা, মাতা, নগোজা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভাৰ্য্যা, কন্যা ও দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে

সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিরে ইজ্রলোকের ঋত্বিকগণকে দেবলোকের, নগোজা স্ত্রীরে অঙ্গরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সঙ্গী ও বান্ধবগণকে দিক্‌সমুদায়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং ব্রহ্ম, বালক, পীড়িত ও ক্রীণ ব্যক্তি-দিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, ভাৰ্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অমৃগছের ভাজন, অতএব জিতক্রম ধর্ম্মশীল গৃহস্থনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ করিবেন। ফলাকাজ্ঞী হইয়া কার্য্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্ম-পরায়ণ গৃহীদিগের কর্তব্য নহে। যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ্য, বানপ্রস্থ্য অপেক্ষা ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, তজ্জণ গৃহীদিগের ধান্যাসঞ্চয় অপেক্ষা, অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। বর্ষোপযুক্ত ধান্যসংগ্রহকারী কপোতবৃত্তি সমাজিত ও উৎসৃতিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সং-কৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। বাঁহারা অব্যথিতচিত্তে এই প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্রাটদিগের পণ্ডিত মাত্ত করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের উচ্চতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পরম পবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থ-গণের নিমিত্ত বিমান সংযুক্ত পরমরমণীয় স্বর্গলোক নির্দিষ্ট হই-য়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্য বৃত্তি আশ্রয় করিলে স্বর্গস্থ অমৃতব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত। এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুঃচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট মনীষি-নির্দিষ্ট গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গার্হস্থ্যবৃত্তিরহিত, পবিত্রদেশবাসী, সঙ্গসমিবেচক, সর্বশ্রমচারসম্পন্ন বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

অনন্তর বসদেব বীর পুত্র শুকদেবকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, বৎস! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেল-
জাল শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার অপত্যের
অপত্য উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাপ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার
কর্তব্য। বানপ্রস্থাপ্রমী আয়ুর তৃতীয় ভাগ অরণ্যমধ্যে অতি-
বাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি
ভিন্ন অগ্নির পরিচর্যা, দেবগণের অর্চনা, আহারনিয়ম, দিবসের
যষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ধেনুপ্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞা-
জ্ঞের অনুষ্ঠান, অকুষ্ঠপচা ধান্য, যব, নীবার ও বিঘস আহার
এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করা কর্তব্য। বান-
প্রস্থাপ্রমের চারি প্রকার বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। তদনুসারে যজ্ঞা-
নুষ্ঠান ও অতিথিসংস্কারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের,
কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ
কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বান-
প্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিল-
মধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা হইবেন। পরিমিত
আহার, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভব করিয়া অবস্থান,
ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও তিন সন্ধ্যা স্নান করিবেন।
উইদেবের মধ্যে কেহ কেহ দক্ষ ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদ্-
ধলের কার্য সম্পাদন পূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কেহ
কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবারমাত্র যবাগ্ন
ভক্ষণ করেন; কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন
করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র
দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থদিগের এইরূপ
ও অন্যান্যরূপ নিয়ম সমুদায় নির্দিষ্ট আছে। সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম,
এই ধর্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহাতে সকলেরই
অধিকার আছে। এই স্বাপরমুগে মহর্ষি অগস্ত্য, সর্ববাক্ষের,
মধুচ্ছন্দ, অবমর্যণ, সাংকৃতি, অনিরতস্থানবাসী সুদ্রিবাতিও,
অহোবীর্ষা, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, ধন্যনির্জাক, শূন্যপাল
এই সকল মহাত্মা এবং সত্যসঙ্কল্পাদি ধন্যসম্পন্ন যাবাবদগণ এই
সন্ন্যাস ধর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন।
কচ্ছ চাক্ষ্যগণাদি অনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ধন্যসম্পন্ন বৈথানস,
বালিখিলা ও সৈকতগণ এবং গ্রহ নক্ষত্র ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ্ক
সমুদায় এবং অনেকানেক নিপুণধনুজ উগ্রতপা মহর্ষি বানপ্রস্থ
ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত
হইয়া বানপ্রস্থাপ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসীশ্রম অবলম্বন করা
উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্বদ্ব দান সহকারে এক দিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও
জীবিতাবস্থায় আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন ও পুত্রকলত্র পরিত্যাগ
পূর্বক আপনাতে অগ্নি বিলীন করিয়া আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম
হইবেন। মনুষ্যের যত দিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে
তত দিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করা কর্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগপর্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য
প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অগ্নের
নিলা না করিয়া যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পাঁচ বা ছয়
গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনিষ্ঠে কর্ম প্রভাব
পবিত্র হইয়া কেশ ও লোম মুণ্ডন এবং নখচ্ছেদন পূর্বক চতুর্থ
আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সঙ্ক-
লকে অভয় দান পূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজো-
ময় লোক সমুদায় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন। সুশীল নিম্মাপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক
বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্যেরই অনুষ্ঠান করেন না।
তিনি ক্রোধ, মোহ ও সন্ধিবিগ্রহ শূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায়
অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও
স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ম পালনে অপরাধু হন এবং যিনি সন্ন্যাস
বিধি অনুসারে আত্মানুবেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন,
সেই আত্মজ ব্যক্তির সত্য বা ক্রমশ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
ধন্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে দংশয় কি? হে
বৎস! এক্ষণে বিবিধ সদগুণ বিভূষিত অত্যাংকুষ্ট চতুর্থ আশ্রমের
বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, সত্য! ব্রহ্মলভার্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থা-
শ্রমের ন্যায় এই চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধানুসারে কি-
রূপে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন।

বাসদেব কহিলেন, বৎস! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই
আশ্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অনন্তর যাহা কর্তব্য তাহা কীর্তন
করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্যাগাদি আশ্রমত্রেয় চিত্ত-
দোষ সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস-
শ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে
অভ্যাস কর। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়শূন্য হইয়া
একাকীই ধন্যানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার
করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখন তাঁহারে পরিত্যাগ

করেন না এবং ঐরূপ ব্যক্তিরে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিত্রুত হইতে হয় না। নিরপ্নি ও বাসস্থান পরিশূন্য হইয়া অন্নার্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহারসঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অন্নাহার, একাহার, করজধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কষায়-বস্ত্র পরিধান, সহায়পরিভ্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিত্ত। যিনি অন্যের কটুক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহার সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অমুকূল বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তুচ্ছভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনাকে সর্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন, যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ সপেক্ষ ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিরে নব্বকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শরের ন্যায় বিবেচনা করেন, যাঁহার সন্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদায় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আত্মদেহ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত। যাঁহার শত্রু নাই, তাহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদায় পাদচরী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মাজ্ঞা দিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্কল্পভূতের রক্ষায় যত্ববান হন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নিভীক ও নিম্পৃহ ব্যক্তিরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুরে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিব্যরাজি অতি-বাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কাঙ্খে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুতি বা নমস্কারজন্য অথাত্তব করেন না এবং সমুদায় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন। জীব-মাত্রেরই সূত্রে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্তব্য নহে। জীবগণকে অভয় প্রদান করা সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণীগণের নিকট অনন্তকাল অভয়লাভ করিয়া থাকেন। মুখব্যাধান করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব-শরীরে অবস্থান করেন। তিনি সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াকাশ-স্থিত বৈশ্বানরের মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় আহতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহতি প্রদানে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াবয় জীবাত্মারে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-রূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি ছালোক, সর্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কন্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হন এবং নির্লিপ্ত, অপরিমেয়, জ্ঞানময়, শরীবমণ্ডে আবির্ভূত পরমাত্মারে হৃদয়-কাণে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারে সেবা করিবার জন্ত নিয়ত যত্ববান হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু যাঁহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাঁহার অর, অমাবস্তাদি যাঁহার পর্ব্ব, কখনই যাঁহার অস্ত্র হইবে না, যাঁহা নিরন্তর যুগিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার যাঁহার আশ্রয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগী-দিগের হৃদয়াকাশে অবস্থান করে। যে স্বাবরজসমাত্মক দেহ সমুদায় বিশ্বে পবিব্যাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রাণাদি দেবতালিগকে পরিতৃপ্ত করেন; তাহাদিগের তৃপ্তিলাভ হইলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হন। যিনি স্বয়ং তেজো-ময়, নিত্য ও অপরিমেয়, যিনি কোন প্রাণী হইতে ভীত না হন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোক লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সত্য লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্তকে নিন্দা না করেন, তিনিই

পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশুদ্ধ ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগ-নিবন্ধন স্থখ অন্বেষণ করেন না। যে ব্যক্তির লোভ ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্ৰিয় এবং নিম্মা ও স্তুতি সর্বত্রই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও থাকে না এবং যিনি সম্পদ্বিহীন হইয়া উদানীনের জ্বায় ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক।

ষট্চছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! জীবাাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে বুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু তাহার তাহারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা সারথি সঞ্চালিত পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের জ্বায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদিবিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়ান্বিতা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্ত্ব, মহত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞ যোগীগণ স্বল্প বুদ্ধির প্রভাবেই তাহারে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভৃতা-ভিমান পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহত্ত্বের লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যান দ্বারা উপর্যুপ করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী সংকল্প পরিত্যাগপূর্বক, স্বল্প বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া কালজ্বর পর্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগীগণ চিত্তপ্রসাদ প্রভাবেই সমুদায় পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুবৃষ্টিস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্থপ গুণ বিহীন এবং নিবাতস্থ দীপামান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রশস্তচিত্ত পুরুষের লক্ষণ। যে ব্যক্তি ঈশ্বারানুরিত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপে রাজ্যের প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাাত্মাতে পরমাত্মার দেখিতে পান।

হে পুত্র! এই আমি তোমারে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঋক্বেদোক্ত দশসহস্র মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্বন করিয়া সমুদায় ধর্ম্যাখ্যান ও সত্যাখ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অমৃতবগম্য, আত্মবিশ্বাসকারণ শাস্ত্রামৃত সমুদ্র করিলাম। যেমন দধি হইতে নবনীত ও কাঠ হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, তজ্জপ তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে এই জ্ঞান সমুদ্র হইল। স্নাতক, ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকেই এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। অপ্ৰশান্ত, অজ্ঞিতেন্দ্রিয়, তপস্ত্রাবিমুখ, বেদবিহীন, অবশীভূত, অশ্রুয়াপরতন্ত্র, অসরল, যথেষ্টাচারী প্রতিকূলতর্কপরায়ণ ও কুটিল ব্যক্তির কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। প্রশংসনীয়, প্রশান্ত, তপোহুষ্ঠাননিরত ব্যক্তি প্রিয়পুত্র ও অমুগত শিষ্যদিগকে এই গূঢ় ধর্মের শিক্ষা প্রদান করা বিদেয়। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহা কীর্তন করা কদাপি কর্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরে বহুপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেও তিনি তদপেক্ষা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করেন। অতঃপর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বেদনির্দিষ্ট অলৌকিক আত্মতত্ত্ব কীর্তন করিব এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, তৎসমুদায় আমার নিকট প্রকাশ কর।

সপ্তচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! অধীশ্ব কি পদার্থ এবং কিরূপেই বা উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

বাস কহিলেন, বৎস! আমি মনুষ্যগণের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগরের তবঙ্গ সমুদায় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকারে নিবীকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি জল প্রভৃতি মহাত্ত সমুদায় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূত সমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। কৃন্দ যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত ও সংকুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাত্ত সমুদায় দেহে অবস্থানপূর্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্বাবরজসমাস্কী সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূত স্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীভেদে তারতম্যানুসারে মহাত্ত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্! মহাত্ত সমুদায় যে শরীর

ভেদে তারতম্যানুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে এবং ঐ মহাবৃত্ত সমুদায় মধ্যে কোনগুলি ইন্দ্রিয় আর কোনগুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কিরূপে অবগত হওয়া যায় ?

ব্যাস কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আত্মপূর্নিক কীর্তন করিতেছি, অনন্যমানে শ্রবণ কর। শব্দ শ্রোত্র ও দেহস্থ চিত্র সমুদায় আকাশ-গুণ ; প্রাণ, চেটা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ ; রস, আনন্দন ও স্নেহ সলিলের গুণ ; স্বেদ, ভ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। এই আমি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত পাক্ভৌতিক বিকার কীর্তন করিলাম। এক্ষণে কাহার কোন গুণ, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ববাসনা লিঙ্গশরীর প্রোদ্ভূত হয় এবং ইহার ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কুর্শ যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সম্বৃত্তি করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে। বুদ্ধি-প্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদি গুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে প্রবর্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন কার্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও কৈবল্য বিবাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়ায়ক জ্ঞানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে আবির্ভূত হয়। এই তিনটি গুণ সমীক্ষিত প্রাণীতে সমভাবে বর্তমান আছে। কার্য্য ব্যাধি উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিম্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য অনেক নিঃস্থাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ অচিন্তনীয় ও দুঃস্বপ্ন বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্তবশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মনতা ও স্নেহচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিকগুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য ব্যবহার, লোভ মোহ ও অসহিষ্ণুতা প্রোদ্ভূত হয়, তাহাই রাজস গুণের আর মোহ,

প্রমাদ, মিত্রা, তস্ত্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

কর্ষোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার। প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অতুল্য কি প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন করে, তখন উহারে মন বলিয়া কীর্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ের পৃথগ্ভাব নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞান-যুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ভ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ভ্রাণ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদায় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিন ভাবে অবস্থান পূর্বক তাহারে কখন প্রীতি-সম্পন্ন, কখন দুঃখযুক্ত ও কখন স্নেহহীন করিয়া থাকে। তত্ত্বমালাসম্বল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় তিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুরূপ হয়, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানা-বিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। আর যেমন রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট বীশক্তিপ্রভাবে মনকে প্রাণীপন্থরূপ করিয়া অজ্ঞানাকার নিরাকৃত করা অবশ্য কর্তব্য। যিনি এই ভূমণ্ডলকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন, তাহারে আর বিষম্ব হইতে হয় না। তাহার হর্ষ, বিষাদ ও মৎসরতা একেবারে তিরোহিত হয়। যদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোধিতচিত্ত দুর্ভাত্যান্নিগের কথা দূরে

বাক্য, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করা হয়, তখনই প্রাণীপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যেমন সলিল মধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান্ যোগী বিষয় ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হন না। যাঁহারা পূর্বকৃত কার্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি কবেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদায় কখন আত্মার অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা উহাদিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া থাকে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যেমন জল ও মৎস্য, মশক ও উডুঘর এবং শরমুজা ও ইবীকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।

একোনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সকাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া উর্গনাতি যেমন সৃজের সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিষয় সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া সেই সমুদায় গুণে অধস্থান করেন। কেহ কেহ গুণসমুদায়ের একবার নাশ হইলেও পুনরায় উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কেহ কেহ কহেন যে, সমুদায় তত্ত্বজ্ঞানবলে বিনষ্ট হইলে আর উহাদের উৎপত্তি হয় না, কারণ যদি ঐ সমুদায় গুণের পুনরুৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেই সমুদায় গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। লোকে এই দুই মত সম্যক্ অবধারণ পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার ক্রাতি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্বক বিচরণ করিবে। এইরূপে দেহে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসলিদ্ধচিত্তে পরম সুখে অবস্থান করা কর্তব্য। সন্তরণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যেমন

উন্নত স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর স্রোতস্বতী মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছুঃখিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিভ্রূত ও সংসারসাগরে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন স্থলে সঞ্চরণ করিয়া কদাচ ছুঃখ ভোগ করেন না, সেইরূপ যিনি আত্মারে সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তাহারে কখনই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপে মনুষ্য প্রাণিগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের তারতম্য সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শাস্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শাস্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জন করাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটা তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় জ্ঞাত হইলেই লোকে গুহুস্বভাব হয়; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত ও কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির, যাঁহা যাঁহা ভয়জনক হইয়া উঠে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতি লাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কাহারই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ দোষীর প্রতি অনুয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা সেই দোষীরে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি শোক প্রকাশ করে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিচারে সমর্থ, সেই সমস্ত কুশলী ব্যক্তি কদাচই তদ্বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না। নিকাম কর্ম্ম পূর্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্ত্রীনা, তাঁহার পূর্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদনে সমর্থ হয় না।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ! ইহণ্ডোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার নিকট সেই ধর্ম্ম কীর্তন করুন।

বেদবাস কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতন ধর্ম্ম কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কব। মনুষ্য যত্ববান্ হইয়া স্বীয় শিশু সন্তানদিগের জ্ঞায় কুমারগামী ইন্দ্রিয়দিগকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্তা ও সর্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতেরা উহারেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ

পূর্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্তিচিন্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদায় বাহ্যভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ মহাত্মারাষ্ট সেই সর্বব্যাপী, বিধুম পাবকের আয় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্পফল-সমন্বিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনাব কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন্ স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ মোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু অন্তরাত্মা সমুদায়ই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পবমাত্মারে দর্শন করিতে পারে। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে দর্শন পূর্বক সর্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্ম্যভাব পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি নির্মোকনির্মুক্ত সর্বের ত্রায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তর সম্বন্ধশূন্য ও জীবমুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসাগরগামী দৃষ্টব দেহনদী অবাক্ত রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্ত, মন ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার ভণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাকল্য, কোপ উহার পক্ষ, জিহ্বা উহার আবর্ত ও বাসনা উহার দৃষ্টব পাতালস্বরূপ। ঐ নদী সর্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোকসমুদায় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। ধৈর্য্যশালী জ্ঞানবান্ মনীষিগণ ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও। তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ পূর্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি নাসার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্বতন ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সচিত্ত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবাসাবন বর। হযকোপবিশ্রাম ও অনুশাসন হইলেই সকলভূতের উৎপত্তি ও বিনাশেব তত্ত্বদর্শন সমর্থ হইবে। ধ্যানক্যগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদীতরঙ্গ ধম্মকেই সর্ব ধম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নিয়তাত্মা অম্লগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। এত আমি তোমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট গুচতম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীর্তন করিলাম। স্তব্ধ হৃৎক বিহীন ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে

উহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহারে পুনরবার সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মত বিশেষরূপে কীর্তন করিলাম। যাহারা এই সমস্ত মতামুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের সিদ্ধি লাভ হয়, অন্য ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমারে যেক্রপ উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদগুণসম্পন্ন পুত্র কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া প্রীতমনে তাহারে এইরূপ সছপদেশ প্রদান করিবে।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অমুরাগ বা উহার প্রতি রাগ-ষেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্তি ও সম্মানলাভে যাহার কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল গন্ধ, যজ্ঞ ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুভক্ত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যাহা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুরে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীরে ভয় না করেন, যাহার কিছুতেই স্পৃহা বা ঘেষ থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না, তাহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘনির্মুক্ত চক্ৰমার ত্রায় ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কাল প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। সাগরমধ্যে বিহীন নদীর জলরাশির ত্রায় বিষয়বাসনা সমুদায় সে ব্যক্তিতে একবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পূর্ণ হয় না; সে বাসনা নিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে পরিত্রস্ত হইয়া থাকে। বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্তা, তপস্তা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও

বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব ভূমি সন্তুষ্ট চিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সঙ্কল্প অবলম্বন কর। যিনি বিশোক, নির্মমতা, নির্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণযুক্ত আত্মারে অবগত হইতে পারেন, তাঁহার পরলোকে অনায়াসেই সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাপ্ত ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিহীন স্বভাবসিদ্ধ নির্মল ব্রহ্মকে অবগত হইয়া অনন্ত সুখভোগে সমর্থ হন। চিত্তকে স্থির করিয়া সর্বপ্রযত্নে ব্রহ্ম সংস্থাপিত করিতে পারিলে যেক্রপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, অল্প কোন উপায়ে সেক্রপ সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মহিমার উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তিরও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরও বলবান্ হই, সেই পরম ব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সমুদায় রোধপূর্বক ধ্যাননিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহারে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আত্মারাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাঁহার আত্মসুখ চক্ষুঃশ্রবণের জ্ঞায় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং দিবাকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের জ্ঞায় দুঃখ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন জরামৃত্যু আর সেই বিষয়বাসনা-বিমুক্ত কন্মত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি রাগদ্বेषপরিশৃঙ্খ ও সর্বত্যাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনায়াসেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহার এইরূপে দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়া পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে বৎস! গুণবান্ বক্তা মানাপমানাদিসহিষ্ণু, ধর্মার্থানুষ্ঠান পরতন্ত্র, মোক্ষজিজ্ঞাসু, ব্যক্তিরে অগ্রে পূর্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ উপদেশ প্রদান করিবেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাঙ্ক ও প্রবেশ্য আকাশাঙ্ক। মৃষ্টিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান

ও স্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, প্লাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য এবং তাম্র, গৌর ও রুক্ষাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য এবং রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শৃঙ্গ, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চন্দ্র প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাবিগ্ণ এইরূপে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমুখী জীব কন্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যাপাণ্ডিত্য হইলেও যদি আপনারে পুণ্যাপাণ্ডিতে নিলিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহারে বিমোহিত হইতে হয় না।

ত্ৰিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৎস! যোগিগণ শাস্ত্রোক্ত যোগাদি কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহবিমুক্ত পরমাত্মারে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন গগন-মধ্যে সূর্যের কিরণজাল একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও ফুলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া বুদ্ধিদ্বারা অনুমিত হয়, তজপু যে সমস্ত জীব ফুলদেহবিমুক্ত হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীববুদ্ধি ফুলদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। জিতেজিয় যোগিগণ জলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের জ্ঞান জীবদেহে প্রকাশিত লিঙ্গশরীরকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহার কি জাগ্রদশা, কি নিদ্রিতাবস্থা, সকল সময়েই মনঃকল্পিত কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্বক যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাই লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদিগেব জীব নিরন্তর মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত গুণ সম্পন্ন হইয়াও জরা মৃত্যু পরাজয় পূর্বক ইজাদি লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়, সে আপনা হইতে অল্প ব্যক্তিরে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্ন যোগেও জাগরিতেব জ্ঞায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যেব অনুষ্ঠান ও সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং কামকোষের বশীভূত হইয়া বাসনাগ্ন ও প্রভূত অর্থ লাভ কবিয়া যাঁহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়। জীব জন্ম

নীর জঠরে দশ মাস অবস্থান করিয়াও ভুক্ত অন্নের জ্বায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীর্ণের অংশস্বরূপ সর্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মারে কোন মতেই দর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া জীবাত্মারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদের আবশ্যক। অনেকানেক মহর্বিগণ সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তিজনক সমাধিরেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ মহত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সাত সূক্ষ্ম গুণ, প্রকৃতির বিকার জগৎ এবং সর্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্য বোধ, স্বাধীনতা, অলুপ্তদৃষ্টি ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গযুক্ত পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

লুক্ক ব্যক্তির আত্মাসপাশে জড়িত হইয়া হৃদয়স্থ কামবৃক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্বক ফললাভের অভিলাষে উহার উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ মহাবৃক্ষ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ক্রোধ ও অভিমান উহার স্কন্ধ; কণ্ঠব্যাভিলাষ উহার আলবাল; অজ্ঞান উহার মূল; প্রেমাধ উহার সেকসলিল; অহ্মা উহার পত্র; পূর্বজন্মোপার্জিত পাপ উহার সার; মোহ ও চিন্তা উহার ক্ষুদ্র শাখা; শোক উহার বৃহৎ শাখা ও তয় উহার অঙ্কুর। মোহজনক পিপাসারূপ লভাসমুদায় ঐ বৃক্ষকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মাসপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি স্নখ হুঃখেন্দ্রিয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা ঐ বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ যেমন আতুরকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাহারে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসি দ্বারা বলপূর্বক ছেদন করিবেন। যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনই কাম্য কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহারা আর হুঃখভোগ করিতে হয় না। মহর্বিগণ শরীরকে পুরস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মন পুরের অধিবাসী; উহার বুদ্ধির ভোগ সম্পাদনার্থ কার্য্যাহুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই পু-

রুষে রজ ও তম নামে দুইটা কারুণ্য দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমো-বিহিত স্নখহুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। রাজস ও তামস অহঙ্কার অবিহিতমার্গসমুৎপন্ন স্নখহুঃখ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিতা হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে নিতান্ত ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিতা বুদ্ধি যে বিষয় হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্ট ফল প্রদান পূর্বক বিনষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া বাহার পর নাই কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে বুদ্ধি নিপীড়িত হয় এবং বুদ্ধির পীড়া উপস্থিত হইলেই আত্মার হুঃখ জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ মনই রজোভোগের সহিত সখ্যাতাব সংস্থাপন করিয়া আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণপূর্বক হুঃখের হস্তে সমর্পণ করে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত হৃদয়সদৃশ ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নিক্কারণ বিষয়ক শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত্নপূর্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, স্বাগশক্তি, সংঘাত, মহাব্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ। শৈত্যরস, রৌদ্র, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদি রূপে সংঘাত ও তণ্ডুলাদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ। হৃদ্বর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, লীঘ্ণগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও উষ্ণপ্রয়োগ এই সমুদায় অগ্নির গুণ। স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমনবিষয়ে স্বাধীনতা, লীঘ্ণগামিতা, শৌর্য্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিখাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদায় সর্বারণের গুণ। শব্দ, সর্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাশ্রয়ত্ব, অনালস্বত্ব, অব্যাক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত ও ভূতত্ব এই সমুদায় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ককোশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সংপ্রবৃত্তি অসংপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টা মনের গুণ স্নখুপ্তি, উৎসাহ, চিন্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্য-ক্ষাদিপ্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচ গুণে অলঙ্কৃত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বুদ্ধিরে কি রূপে পঞ্চগুণ-

বিত্ত বলা যায় এবং ইচ্ছিয়গণকেই বা কি প্রকারে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? তাহা হৃদয়রূপে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বে বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বুদ্ধির ষাটগুণ। পঞ্চ মহাভূত ও ইতিপূর্বে পঞ্চ মহাভূতের যে পঞ্চাশং গুণ কীর্তন করা হইয়াছে, তৎসমুদায় ও নিজা উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায়ে ষাটটি বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্তিত হয়। ঐ গুণ সমুদায় চৈতন্তের সহিত মিলিত থাকে। পরমেশ্বর ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার নিত্য নহে। পূর্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে যে সমুদায় মত কীর্তন করা গিয়াছে, সে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ ও বিচারহীন। সম্প্রতি আমি যে মত কীর্তন করিলাম, তুমি সেই বেদোক্ত মত অবগত হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি হও।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বুদ্ধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অযুত হস্তীর তুলা বলশালী ভীমপরাক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের তুলা ভেজাবলসম্পন্ন বীরগণ কর্তৃক নিহত হইয়া সৈন্তমধ্যে ধরাশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। উহাদিগকে সংহার করিতে পারে এমন লোক আর কেহই নাই। এক্ষণে এই যে মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণ গতাস্ব হইয়া সমুদ্রতীরে নিপতিত রহিয়াছেন, ইহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? তৎকালে আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব মৃত্যু কে, কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহা কি নিমিত্তই বা প্রজাদিগকে হরণ করে তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! সত্যযুগে অম্বকম্পন নামে এক রাজা সংগ্রামে কীর্ণবাহন হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার হরি নামে এক নারায়ণতুল্য বলশালী পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সৈন্তসামন্তের সহিত সংগ্রামে নিহত হয়। মহারাজ অম্বকম্পন পুত্রের নিধন ও শত্রুর নিপীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া পরিশেষে শান্তিপরায়ণ হইলেন। তিনি একদা তপোধানাগ্রগণ্য নারদকে দর্শনপূর্বক তাঁহার নিকট সংগ্রামে যে রূপে পুত্রের মৃত্যু ও আপনার শত্রুহৃৎ পতন হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে কীর্তন করিলেন।

মুনিকুলভিলক নারদ রাজার বাক্য শ্রবণে দয়ালু হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারণক্ষম উপাখ্যান কীর্তন করিতে মানস করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে আমি যে

উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বর্ধিত হইতে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছ্বাস বিহীন ও উচ্ছ্বাল হইয়াছিল। তদর্শনে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কি রূপে প্রজাসংহার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার ইচ্ছিয়চ্ছিত্র হইতে ক্রোধজ অনল বিনির্গত হইল। সর্বলোকপিতামহ সেই ক্রোধানল দ্বারা দশ দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার কোপানলে স্বাবরজজন্মপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে বেদপতি যজ্ঞেশ্বর দেবদেব মহাদেব প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সন্মোহনপূর্বক কহিলেন, মহেশ্বর ! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর, আমি অচিরে তোমার কামনা পূর্ণ করিব।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি প্রজা সৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা। এই সমস্ত প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব ইহাদিগের উপর কোপ, প্রকাশ করা আপনার কর্তব্য নহে। হে দেব ! আপনার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে ; তদর্শনে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে আপনি ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন।

প্রজাপতি কহিলেন, মহেশ্বর ! আমি প্রজাবর্গের উপর ক্রোধাবিষ্ট হই নাই। প্রজাসকল উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ অভিলাষও নহে। আমি কেবল বহুসংখ্যক ভার লাঘবের নিমিত্ত প্রজাগণের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বহুসংখ্যক লোকভরে আকাশ ও রসাতলে নিমগ্নপ্রায় হইয়া প্রজাসংহারের নিমিত্ত আমারে অমরোদ্ধার করতে আমি কিরূপে প্রবীণ প্রজাগণকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতেছিলাম। যখন আমি ঐ বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে অবধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।

ব্রহ্ম কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্বাবর-

জন্মান্বক প্রজাসকল বিনাশ করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্দিক ভূত একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমস্ত জগতে হাহাকার শব্দ উথিত হইয়াছে। অতএব আমি আপনাদের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই আপনার তেজঃ প্রতিসংহার করুন। যাহাতে এই সকল প্রজা আর না দগ্ধ হয়, আপনি হিতাভিলাষপরবশ হইয়া তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমায়ে অধিদেবত্বে নিযুক্ত কথিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন প্রজাবা সমূলে উন্মূলিত না হয়। অতঃপর উহারা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে উপায় করা আপনার কর্তব্য।

দেবদেব মহাদেব এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃপা-পরবশ হইয়া পুনরায় আপনাতে তেজঃ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমৃত্যুর নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্মত তেজঃ প্রতিসংহার করেন, সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় হইতে পিঙ্গলবসনা, কৃষ্ণবসনা, দিবাকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যভরণবিভূষিতা এক নারী প্রাক্তভূত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিল। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহারে আত্মানুপূর্বক মৃত্যু নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মৃত্যো! তুমি এই প্রজা সমুদায়কে পর্যায়ক্রমে বিনাশ কর। আমি রোষাবিষ্ট হইয়া প্রজাদিগের বিনাশার্থে তোমাদের স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাদের আমার নিদেশানুসারে কি পণ্ডিত কি মূর্থ সকলকেই নিরীক্ষণে বিনাশ করিতে হইবেন তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কমলনালাধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র হুঃখিত হইয়া অনবরত অক্ষধারা মোচন ও করতল দ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

‘অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর আরতলোচনা মৃত্যু কথঞ্চিৎ স্বীয় হুঃখ সংবরণ পূর্বক প্রজাগণের হিতার্থে কৃতান্তলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মার সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবান্! মাদৃশ অবলা আপনা হইতেই সম্মত হইয়া কিরূপে সমুদায় জীবের ভ্রমোৎপাদন-পূর্বক ক্রুবকার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে? আমি অধ্যম্বে

একান্ত ভীত; অতএব আপনি অমুকুল হইয়া আমায়ে ধর্ম-কার্যে অমুকুল প্রদান করুন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবাগণ আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়স্ক এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃ বিনাশ করিতে আমি কখনই সমর্থ হইব না। লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে যাহার পর নাই কাতর হইয়া আমায়ে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবে এবং তাহাদিগের শোকাশ্রুপাতে আমায়ে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি একান্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি বিনাশ করিলে পাপাচারী নরকে নিপতিত হইবে; স্তবরাং আমায়েই লোকের নবকের কারণ হইতে হইবে। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায়ে লোকবিনাশকার্য হইতে বিরত করুন। আমি এক্ষণে আপনার সম্ভ্রমবিধানার্থ তপস্বী করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুন্দরি! আমি প্রজাদিগের সংহারার্থ তোমার সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে গমন কবিত্তা প্রজাগণের সংহারকার্যে ব্যাপৃত হও। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কহাচ অগ্রথা হইবার নহে। অতএব তোমাদের অবশ্যই আমার বাক্যানুসার কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুগাপেক্ষায় বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কমলযোনি বারংবার তাঁহারে প্রজ্ঞা-নাশের অমুরোধ করাতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া মৌন-ভাবে রহিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুরে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক প্রসন্ন হইয়া হস্তমুখে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে মৃত্যু প্রজাসংহারবিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানপূর্বক স্বর্গের গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশপদসংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্বী করিলেন। তৎপরে অমিততেজা ভগবান্ কমলযোনি পুনরায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি অতঃপর আমার বচন প্রতিপালন কর। তখন মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাস্তা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় বিশতিপদসংখ্যক বৎসর এক-পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি অমৃতপদসংখ্যক বৎসর মুগগণের সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং বিংশতি-

সহস্র বৎসর পর্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া আট সহস্র বৎসর জলে অবস্থানপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি কৌশিকী নদীতে গমন করিয়া তথায় জল ও বায়ু ভক্ষণপূর্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজাদিগের হিত-সাধনার্থ পর্যায়ক্রমে ভাগীরথীতীর ও স্রমেক পর্বতে গমনপূর্বক হাপুর জায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তদনন্তর দেবগণ হিমা-লয়ের যে প্রদেশে অবস্থান করেন সেই স্থানে গমনপূর্বক ব্রহ্মার সন্তোষসাধনার্থ নিধক্সংখ্যক বৎসব অমৃষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন সৃষ্টিসংহারকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন-পূর্বক তাঁহারে সন্তোষন করিয়া কহিলেন, বৎসে! কেন আর তপোভুতান করিতেছ, আমি যাহা কহিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন মৃত্যু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রজাসংহার করিতে সমর্থ হইব না। আমি পুনরায় আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপশ্চরণ করিব। মৃত্যু এই কথা কহিলে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অধমভয়ে ভীত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাসংহারনিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র অধর্ম হইবে না। তুমি নির্ভয়ে প্রজাগণকে সংহার কর। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অগ্রথা হইবার নহে। তুমি প্রজাসংহার করিয়া সনাতন ধর্মলাভে সমর্থ হইবে। আমি এবং অগ্ন্যন্ত দেবগণ আমরা সকলেই সর্বদা তোমার হিতানু-ষ্ঠানে নিযুক্ত রহিলাম। আমি এক্ষণে তোমারে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা কখনই তোমার দোষ কীর্তন করিবে না। আর তুমি পুরুষ হইয়া পুরুষগণকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে, ক্লীব হইয়া ক্লীব সমুদায়কে আক্রমণ করিবে।

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতাজলিপুটে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি কখনই প্রজাগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না। তখন লোকপিতামহ পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি নিশ্চক্টিতে প্রজাগণকে সংহার কর। যাহাতে তোমার অধম্পর্শ না হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিব। তুমি স্বীয় নয়নাবগলিত যে অশ্রুবিন্দু সমুদায় ব্রহ্মতে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিন্দু সকল বোধতব ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মানবগণকে বিনাশ করিবে। তুমি জীবগণের বিনাশ সময়ে তাহাদেব নিকট 'কাম ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও। তাহা হইলে তাহারাই মানবগণের বিনাশ-

সাধক হইবে। তুমি রাগদেব পরিশূন্য; সুতরাং তোমারে অধর্মভাগী হইতে হইবে না; প্রত্যুত তোমার ধর্মলাভই হইবে। অতএব তুমি এইরূপে ধর্ম প্রতীপালনে যত্ন কর, আপনারে অধর্মে পাতিত করিও না। এক্ষণে স্বীয় অধিকার অবলম্বনপূর্বক জীবগণকে সংহার করাই তোমার কর্তব্য।

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা প্রাণিগণের সংহার সাধনে অঙ্গীকার করিলেন। সেই অবধি তিনি কাম-ক্রোধকে প্রেরণ পূর্বক জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুর অশ্রুপাত সকল ব্যাধিস্বরূপ। ঐ ব্যাধিপ্রভাবে মনুষ্যদিগের শরীর ক্লম্ব হইয়া থাকে। অতএব প্রাণিগণের প্রাণনাশ নিবন্ধন শোক করা কর্তব্য নহে। জীবগণের ইঞ্জিয় সমুদায় যেমন স্রষ্টৃপ্তিসময়ে বিরত এবং নিদ্রান্ত হইলে প্রতি-নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যগণও একবারে পরলোকে গমন পূর্বক তথা হইতে পুনরায় আগমন করিয়া থাকে। মহাতেজস্বী ভীষণনিদাদসম্পন্ন বায়ু সমুদায় জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহী-দিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত বায়ু-রেই ইঞ্জিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্তন করা যায়। সময়ক্রমে দেবতার মর্ত্যসংজ্ঞা এবং মনুষ্যগণ দেবত্বলাভ করিয়া থাকেন। আপনার পুত্র স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! মৃত্যু এইরূপে ভগবান্ কমলযোনি কঙ্ক-বিশৃষ্ট হইয়া স্বীয় অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি সমুদায়ের সাহায্যে যথাকালে জীবগণকে সংহার করিয়া থাকেন।

একোনষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অক্রবুদ্ধি মনুষ্যগণ ধর্মাদ্বন্দ্ব-নির্ণয়ে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ধর্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা উৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গল-লাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় তাহাই কি ধর্ম, বা পরলোকে নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভব লোকে নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত ধর্ম? আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অথ এই চারি বিষয় ধর্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্মনির্ণয় করিয়া

তাহার অমুষ্ঠান করিবে। লোকবাজানির্বাহের নিমিত্ত ধর্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্মামুষ্ঠান করিলে ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধর্মোপার্জনে ঔদাসীন্য় প্রদর্শন করে, তাহারে নিশ্চয়ই পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা কদাচ পাপ হইতে বিমুক্ত হয় না। কিন্তু কেহ কেহ আপদকালে পাপাচরণ করিয়াও নিম্পাপ হয় এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াও সত্যবাদী ও ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের স্বভাব এই, তাহারা আপনার অধর্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না, কিন্তু অস্ত্রের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তত্ত্বর অরাজক রাজ্যে অস্ত্রের অর্থ অপহরণ করিয়া অশক্তিতচিতে আপনার ধার্মিকতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন অস্ত্রে তাহার ধন গ্রহণ করে তখন সে রাজার নিকট গমন পূর্বক তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসম্বলিত ব্যক্তিবর্গের ধন হরণ করিতে তাহার স্পৃহা জন্মে। যে ব্যক্তি বিগুণস্বভাব এবং যে আপনারে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; সত্যে সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপপরায়ণ উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা সত্য প্রভাবেই নিয়ম স্থাপন পূর্বক পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবদ্ধ করিয়া থাকে। তাহারা যদি নিয়মের ধূলি হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্বাপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান্ ব্যক্তি “পরধন অপহরণ করা অকর্তব্য” ইহা দুর্বলদিগের বাক্য বলিয়া অহুমান করিয়া থাকে। দৈব তাহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্বাপেক্ষা বলবান্ বা সুখী নাই। অতএব সরলভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাহারে আর অসাধু, তত্ত্বর বা ভূপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তত্ত্বর নগরপ্রবিষ্ট মৃগের ন্যায় সকল লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকেও পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি বিগুণস্বভাব সে প্রফুল্লননে নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে এবং কদাপি অন্য হইতে আপনার অনিষ্ট শঙ্কা করে না। যাঁহারা প্রাণিগণের

হিতামুষ্ঠাননিরত তাঁহারা ইহা নানধর্মের বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। ধনীরা দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ ঐ বিধিকে দরিদ্র-নির্দিষ্ট বলিয়া কীর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীবলোকে কাহারই সর্বাপেক্ষা ধনবান্ বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অস্ত্রে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত? যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপত্তি হয়, অন্যের দোষ সহ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপত্তি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, অন্যের প্রাণ সংহার করা তাহার কদাচ কর্তব্য নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্তব্য। আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্জন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুশীদবৃত্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সতত সেই পথ আশ্রয় করাই উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধনপথে বিচরণ করাই কর্তব্য। মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্মাদর্শের লক্ষণ কীর্জন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্বে বিধাতা ধর্মকে দয়াপ্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তির সেই পরম ধর্ম লাভের নিমিত্তই সতত সচেত হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্মের স্বরূপ কীর্জন করিলাম, তুমি ইহা অমুখ্যাবন করিয়া সরলতা অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্যের অমুষ্ঠান করিও না।

ষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যেক্রপে স্বয়ং বেদ-বোধিত ধর্মলক্ষণ কীর্জন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা ক্ষুণ্ণিত পাইতেছে, আমি অহুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদয় প্রায় সমুদার প্রায়ই কীর্জন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কৃতক পরিত্যাগ পূর্বক আর একটা প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্ম প্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম মেরূপ, হিপন ব্যক্তির

ধর্ম সেরূপ নহে। আপন অসংখ্য, সুতরাং আগন্ধও বিবিধ-প্রকার। অতএব শাস্ত্রাণি দ্বারা সমুদায় আপদধর্ম কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে? শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম ও ধর্মহুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিরে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও সাধু ইহার পরস্পর সাপেক্ষ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুমুকু হইয়া ধর্মবুদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করিতে তাহাদের অধর্ম হইতেছে এবং অগন্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞার্থে বিবিধ হিংসাকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেও তাঁহাদের ধর্মদণ্ড হইতেছে। সুতরাং ধর্ম কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতিযুগেই হ্রাস হইয়া থাকে, উদ্ভিষেক্তন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক পৃথক ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে যখন কালভেদে বৈদিক ধর্মের ভিন্নভাব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসমুদ্ভূত স্মৃতি-শাস্ত্রকেও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, ধার্মিকেরা কোন ধর্মের অনুষ্ঠান প্রবৃত্ত হইলে বলবান্ হুঁরাওয়ার উহার যে অংশে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, সেই অংশ, সেই অবধি একবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অস্ত্র কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারি বা না পারি, ধর্মতত্ত্ব যে কুরধার অপেক্ষাও স্থূল এবং পক্ষত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম প্রথমতঃ গন্ধর্ব্বনগরের দ্বায় অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন পণ্ডিতেরা উহারে অনিত্য বলিয়া পর্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা নিতান্ত ভুল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মহুযোরা গোসমূহের জলপানার্থ ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিলে যেমন ঐ সমুদায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ বেদবোধিত ধর্ম যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অসাধু ব্যক্তির লোকের অগ্নিহোত্রাদি কার্য সমাধান, বেতন গ্রহণসহকারে অধ্যাপনা কার্য সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধু ব্যক্তির বাহা ধর্ম বলিয়া কীর্তন করেন, মুঢ় ব্যক্তির তাহা প্রেলাপ বোধ করিয়া সাধুদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে

দেখুন, জোণাদি মহাশ্বারাও স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব সর্বজনহিতকারী আচার কৃত্রিমি ব্যবহৃত হয় না। কোন কোন কৃত্রিম ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন পূর্বক ক্ষত্রধর্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম ও কৃত্রিম ধর্ম উভয় বর্তমান থাকে। অতএব সর্বপ্রকার আচারেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমার এই বোধ হইতেছে, ক্রতি বা স্মৃতি ধর্মের নির্ণায়ক নহে; পূর্বতন পণ্ডিতগণ যাহারে ধর্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি ধর্ম বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

একষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধার জাজলি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে জাজলি নামে এক বনচারী ব্রাহ্মণ সবুজতটে আগমন পূর্বক ঘোরতর তপস্তার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছিলেন। ঐ অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে চীর, অজিন ও জটাধারণ পূর্বক পঙ্কদ্বন্দ্বাজ, সংঘমী ও নিয়মিত আহারী হইয়া অসংখ্য বৎসর অতিবাহিত করেন। একদা ঐ মহাত্মজয়ী স্বীয় তপঃপ্রভাবে জলমধ্যে অবস্থান পূর্বক ধ্যান-বলে সমুদায় লোক বিচরণ ও নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই বিশ্বসংসারমধ্যে আমিই অদ্বিতীয়। জল-মধ্যে অবস্থান করিয়া আকাশগত গ্রহনক্ষত্রাদি অবগত হওয়া আমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে।

তপস্বী জাজলি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ শূন্য হইতে তৎক্ষণাৎ, তাঁহারে কহিল, ভদ্র! এরূপ বাক্যোচ্চারণ করা তোমার কর্তব্য নহে। ধারণাসময়ে বর্ণিধর্ম্মাখলধী তুলাধার নামে যে যশস্বী মহাপুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিও কখন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতে পারেন না। রাক্ষসগণ এই কথা কহিলে মহাতপা জাজলি তাহাদিগকে কহিলেন, নিশাচরগণ! আমি সেই বিজ্জবব মহাযশস্বী তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষ করি। তখন রাক্ষসগণ তাঁহারে সমুদ্র-মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহিল, দ্বিজবর! তুমি এই পথ অবলম্বন করিয়া বারণসীতে গমন কর। রাক্ষসগণ এইরূপে পথ প্রদর্শন করিলে জাজলি তাহাদের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্বক বারণসীতে গমন করিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন।

অভয়দান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মাভুতানপরায়ণ ব্যক্তির একবার সৌভাগ্যশালী হইয়া কর্ম্মফলের কয়নিবন্ধন পূঁমরায় হুর্ভাগ্যযুক্ত হয়, এই নিমিত্ত জ্ঞানবান ব্যক্তির সর্বদা বিনয়র কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম্ম সূত্র এবং ব্রহ্মপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মধর্ম্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ সাধুদিগের আচার দর্শন করিয়া ঐ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া থাকেন। বাহ্যারা গো সমূহের মুষ্টিমোষণ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত বদ্ধ ও দমিত করে, বাহ্যারা বিবিধ প্রাণীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, বাহ্যারা ভূতাগণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং বাহ্যারা স্বয়ং বিধবন্ধনিরোধ-জনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত হইয়াও দিবানিশি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, তুমি তাহাদিগের নিন্দা না করিয়া আমাকে কি নিমিত্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করিতেছ? পঞ্চেন্দ্রিয় সংযুক্ত প্রাণি-মাট্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেব-গণ বাস করিতেছেন; অতএব বাহ্যারা প্রাণিগণের বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া দেহত্যাগ করে, তোমার মতে কি তাহারা নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেঘে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং বেহু ও বৃংসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদায় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; কিন্তু তৈল, দ্রুত, মধু ও ঔষধ সমুদায়ের বিক্রয় দ্বারা কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দংশ-মশকবিহীন দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুদিগকে মাতার প্রিয় বৃত্তিতে পারিয়াও কৃষ্যাদিকার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধরূপে আক্রমণপূর্ব্বক বহুদংশসমাকুল কর্দমাকীর্ণ দেশে সমানীত এবং গো সমূহ ভারবহনে অল্পপুষ্ক হইলেও তাহাদিগকে গুরুভর-ভারে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সমুদায় কার্য্য জগতত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্য্যের বথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্ত্রভঃ উহা অতিশয় নিন্দনীয়। দেখ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংবোজিত বৃষ সমুদায় নিতান্ত নিপীড়িত হয়। গো সমুদায় অগ্ন্য নারে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি

বৃষ অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহারে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্ব্বক মহারাজ নহব মধুপর্ক দানসময়ে গোবধ করান্তে মহাত্মা তত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহারে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যাহার পর নাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব তোমার যজ্ঞে হোম করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা অতিশয় ব্যথিত হইলাম। তপোযনেরা 'রাজা নহবকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রিয়াক্ষণ পরে তপোবলে বৃত্তিতে পারিলেন যে, নহব জ্ঞান-পূর্ব্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন তাঁহারা সেই নহবরূপ পাপকে একাধিক শতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভক্ত করিয়া সমুদায় প্রাণী উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, মহা-রাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানরূপ হইয়াও সর্ব্বলোকের অপকারক হইল। হে জাজনে! তুমি কেবল পূর্ব্বের আচারমাত্র দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিতান্ত অন্তর্ভাবহ, তাহা কখনই তোমার বোধগম্য হয় না; অতএব যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় জীবের অভয়লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে আর যে আমার প্রশংসা করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিতেরা এইরূপ ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণসেবিত পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

ত্রিষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জাজল কহিলেন, হে বণিক! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম্মনির্দেশপূর্ব্বক মনুষ্যদিগের স্বর্গ দ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য্য দ্বারা ধাতাদি উৎপন্ন হয়। তুমিও সেই ধাতাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছ। দেখ মনুষ্যেরা পশু ও ধাতাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে। উহারা জীবিত থাকিয়া পশু ও ধাতাদির অনুষ্ঠান করে। তুমি এক্ষণে নিতান্ত নাস্তিকের ভাষ্য ব্যাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ

হয়? তুলাধার কহিলেন, ব্রহ্ম! জীবগণ যেক্ষেপে জীবিকা নির্বাহ করিবে, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্তন করিব। আপনি আমারে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, বস্তুতঃ আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে এরূপ লোক নিভান্ত দুর্লভ। আমি ব্রাহ্মণের কর্তব্য অন্তর্বাগ ও অন্তর্বাগবেত্তা মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্তব্য অন্তর্বাগ পরিত্যাগপূর্বক ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখুন লুক্কস্বভাব ধনপরায়ণ আস্তিকেরা বেদবাক্যের যথার্থ মৰ্ম্ম অবগত না হইয়া, সত্যের জ্ঞায় লক্ষিত, মিথ্যাময় ক্ষত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজ্ঞমানকে বিবিধ বস্তদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজ্ঞমান সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসং উপায় অবলম্বন করে এবং তন্নিবন্ধন তদ্ব্যবসায় প্রভৃতি বিবিধ অসংকার্যের প্রাচুর্য্যব হয়। যে হবনীয় দ্রব্য জ্ঞায়পথে উপার্জিত হয়, তদ্বারাই দেবতার সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, নমস্কার, হবিঃ, স্বাধ্যায় ও ওষধি দ্বারা দেবগণের পূজা সমাহিত হইয়া থাকে। যাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমস্ত যজ্ঞপ্রভাবে লুক্ক সন্তান উৎপন্ন হয়। লুক্ক হইতে লুক্ক ও রাগধেবাদিশূন্ত ব্যক্তি হইতে রাগধেবশূন্য পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞমান ও ঋত্বিক সকাম হইলে তাহাদের পুত্র সকাম ও নিকাম হইলে তাহাদিগের সন্তানও নিকাম হয়, সন্দেহ নাই। যেমন নভোমণ্ডল হইতে নিম্নল সলিল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যাগযজ্ঞ হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হতাশনে আহুতি প্রদান করিলে তাহা আদিত্যমণ্ডলে সংক্রামিত হয়। পরে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বতন ব্যক্তির কামনা পরিত্যাগপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আত্মবৃত্তিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাহাদিগকে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধন্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। পৃথিবী লাক্ষল দ্বারা কবিত না হইয়াই প্রচুর ফল উৎপন্ন করিত। জগতের শুভানুধান দ্বারাই লতাদি সজ্জাত হইত। ঐ সমস্ত পূর্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

যাহারা যজ্ঞে ফল জন্মে কি না এইরূপ সংশয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে পরজন্মে অসাধু ধৃত্ত ও লুক্ক প্রকৃতি হইয়া

জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কৃত্তক দ্বারা বেদকে অন্তত ফল সম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃত্তক আপনার অন্তত কৰ্ম্ম প্রভাবে পাপাত্মাদিগের গতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি নিত্য কৰ্ম্মকে কর্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কৰ্ম্মের অকরণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে মন্ত্রাণ্যাদি রূপে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যাহার আপনাতে কর্তৃত্বাভিমান নাই তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গ হানি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয় তাহাও উৎকৃষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। পরম পুরুষার্থলাভ লোলুপ বৈরাগ্যযুক্ত ও মৎসরত্যাগী ব্যক্তির সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। যাহারা দেহ ও আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই যাহাদের প্রধান কার্য্য, যাহারা সত্য প্রণব পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারা অনায়াসে অন্তকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মই সমস্ত দেবতা; যাহারা সেই ব্রহ্মকে অবগত আছেন, দেবতার তাহারে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দেবতার সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ভোগস্বখে তৃপ্ত হইলে তাহারীও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত রস আশ্বাদন পূর্বক পরিতৃপ্ত হইলে নীরস দ্রব্য অভিলাষ করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অল্প কোন বিষয়ে তৃপ্তি স্বধ অনুভব করেন না। যাহারা ধর্ম্মের আধার কার্য্যাকার্য্য বিচার সমর্থ, এবং যাহারা ধর্ম্মেই সুখানুভব করেন, তাহার অন্তবাস্ত্যতে পরমাত্মারে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞানবান্ ও সংসার সাগরের পর-পারাতিল্যাত্তী তাহার যে স্থানে শোক দুঃখ ও পতনের ভয় নাই সেই পবিত্র জনসেবিত পরমপাবন ব্রহ্মলোককে গমন করেন। তাহার স্বর্গ যশ বা ধন লাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং হিংসাধন্যে লিপ্ত না হইয়া যাগ যজ্ঞে সন্তুষ্টানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন। লুক্কস্বভাব ঋত্বিকগণ উহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাদিগকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করান না। যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান্ তাহার আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণ রূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুক্ক ঋত্বিকগণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজা-
দিগের স্বর্গলাভের উপায়বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়-
বিধ সম্প্রদায়ের কার্য্য দর্শন করিয়া সংকার্য্যেরই অনুসরণ
করিয়া থাকি। সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মান-
সিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই দেব-
পুত্রের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু তন্মধ্যে
যিনি সকাম তিনি পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন; আর
যিনি জ্ঞানী, তাঁহারে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞানী-
দিগের সংকল্পমাত্রই বৃষসকল যানে যোজিত হইয়া উর্ধ্বাদিগকে
বহন এবং ধেনুসকল দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা
সংকল্পমাত্রেরই যুগ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানু-
ষ্ঠানে সমর্থ হন। যাঁহারা এইরূপে যোগবলে বিত্তলব্ধ হইয়া-
ছেন, তাঁহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ
তাঁহাদিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; তথাপি
তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাশ্রুত হইয়া ওষধি খারাই যজ্ঞানু-
ষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর সকাম মূঢ় ব্যক্তির ওষধি পরিত্যাগ
পূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন!
আমি সকাম ও ত্যাগশীল জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎ-
কৃষ্ট অবগত হইয়া তাঁহারই বিষয় সবিশেষ নির্দেশ করিলাম।
এক্কেণে কিরূপ হইলে জ্ঞানী বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে,
তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি কশ্ম্বকল-
প্রত্যাশাবিরহিত ও কন্দ্ৰোদ্‌যোগশূন্য; যিনি অজ্ঞের নমস্কার প্রতি-
গ্রহ বা অজ্ঞকে নমস্কার করিতে সতত পরাশ্রুত থাকেন; যিনি
অজ্ঞের স্তবে ভূটি লাভ বা অন্যকে স্তব করেন না; যাঁহার
কশ্ম্বমুদায় ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ,
তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপ-
দেশ প্রদান করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান
না করিয়া কেবল আপনীর অভিলাষানুসারে ভোগ্য বস্তু উপ-
ভোগ করে, সে কি দেবমার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোন পথেই গমন
করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম অব-
লম্বন করেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক! আমি আশ্বমাজীদিগের তব
কথা শ্রবণ করি মাই; উহা নিতান্ত দুর্ব্বাগ। পূর্ব্বতন
মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং
যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত
করেন নাই। যাহা হউক, এক্কেণে যে সকল পশুপ্রায় মূঢ় ব্যক্তি
মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাঁহারা কোন

কার্য্য দ্বারা সুখলাভ করিবে? তাহা তুমি সবিস্তরে কীর্ত্তন
কর। তোমার বাক্যে আমার আশ্চর্য্য প্রজ্ঞা হইয়াছে।

তুলাধার কহিলেন, তপোধন! যে দাত্তিক পুরুষদিগের
যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের দোষে অবজ্ঞারূপে পরি-
ণত হয়, তাঁহারা কোন যজ্ঞেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা
প্রজ্ঞাবান্ ও সমর্থ, তাঁহারা যুত, দুগ্ধ, দধি ও পূর্ণাহুতি দ্বারা
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা
গোশূক ও গোশূক কালিত সলিল এবং গোপাদরজ দ্বারা যজ্ঞ
নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে একমাত্র ধেনুই সমর্থ ও অসমর্থ
উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক্ সহায়তা সম্পাদন করিয়া থাকে।
যাঁহারা এইরূপ যুতাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের
একমাত্র প্রজ্ঞাই সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে
পরম প্রজ্ঞা স্বাকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত
হইবে। অতএব পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সম্পা-
দন করাই শ্রেয়স্কর। সকল নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিপ্রদ
সমস্ত পর্ব্বতই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আশ্রয় সহিত
মনের সংযোগ হয়, সেই স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব তুমি
তীর্থপর্য্যটনার্থ দেশ বিদেশে গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী
হইয়া এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করে, তাঁহার নিশ্চয়ই উত্তম লোক প্রাপ্তি
হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এইরূপ যুক্তিসম্মত সঙ্কল্পসেবিত
ধর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা তুলাধার পুনরায় জাজলিরে সন্মোদন পূর্ব্বক
কহিলেন, ব্রহ্মণ! আপনি, সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ
লোকের মধ্যে কাঁহার অহিংসারূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ইহা
প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসাপ্রধান ধর্ম্ম কি না, তাহা অবগত
হইতে পারিবেন। ঐ দেখুন, আপনার মন্তকসম্বৃত্ত পক্ষিগণ
এই স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক পক্ষপাদাদি সঞ্চিত করিয়া স্বীয় স্বীয়
কুলায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি স্নেহ
নির্কিলেবে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপ-
নারে পিতার জায় সম্মান করিতেছে। আপনি উহাদিগের
পিতাম্বরূপ, তাঁহার আর সন্দেহ নাই। এক্কেণে উহাদিগকে
আহ্বান করুন। উহারা আপনার “অহিংসাপ্রধান ধর্ম্ম কি
না” এই সন্দেহ নিরাকৃত করিবে।

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে

আজ্ঞান করিলামাত্র তাহার সমাগত হইয়া তুলাধারের আদেশ-
নুসারে আজ্ঞালিঙ্গের সম্বোধন পূর্বক কহিল, ব্রহ্মন্! অহিংসাদি
কর্ম সমুদায় উত্তর লোকেই মানবগণকে পরিজ্ঞাপ্য করে, আর
হিংসাদি কর্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি
অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহারা সমদমাদিগুণে
বিস্তৃতি হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান এবং ফলাভ্যুত্থান না
করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারাই
ধর্মের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সঙ্কণ
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধ
জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। উহা ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ।
কর্ম মস্তবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র
শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন
হইলে কি মন্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে
পারে না। এই উপলক্ষে পূর্ব বৃত্তান্তবোধার্থে ব্রহ্মগীত বাক্য
কীর্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবতারা শ্রদ্ধাবিহীন
পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাবান্ এই উভয়ের যজ্ঞে প্রতি-
পাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদ্যাত্ত বুদ্ধিজীবী
এই উভয়ের অন্ন তুলা বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান্ প্রজাপতি
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের
একপ নিরুপণ করা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্র
এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধানিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত
নিম্ননীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদ্যাত্ত বুদ্ধিজীবী এই উভ-
য়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা কর্তব্য; কিন্তু বুদ্ধি-
জীবী ব্যক্তি অতিবদ্যাত্ত হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কদাপি
বিষয় নহে। ফলতঃ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির, শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির
যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার নাই ও তাহার অন্ন অত্যন্ত বলিয়া নির্দেশ
করিয়া গিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা
অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। সর্প যেমন
স্বীয় জীর্ণ নিম্নোক পরিত্যাগ করে, তজ্জপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি
শ্রদ্ধাবলে পাপকে দূরীকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে
বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদায় পবিত্র কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধাবান্ হইতে
পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাহার তপস্যা, আচারব্যবহার
ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। জগতস্থ সমুদায়
জীব শ্রদ্ধাময়। সমুদায় লোকেরই সৎ, রজ ও তম এই গুণ-
ত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তন্মধ্যে যাহার সৎগুণে শ্রদ্ধা
থাকে, সে সাত্ত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস

ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত
হয়। ধর্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তির এইরূপে ধর্ম নির্দেশ করিয়া-
ছেন। আমরা মহর্ষি ধর্মদর্শনের নিকট ধর্ম বিষয় জিজ্ঞাসী
করাতে তিনি এইরূপ ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন। অতএব
আপনি শ্রদ্ধাবান্ হউন, তাহা হইলেই ধর্ম লাভ করিতে পারি-
বেন। স্বপথস্থিত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধার্মিক ও সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ।

হে ধর্মরাজ! অনন্তর মহর্ষি আজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব
স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্ম-
প্রভাবে স্বর্গারোহণ পূর্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। এইরূপে মহাত্মা আজলি মহাত্মভব তুলাধারের নিকট
বিবিধ সনাতন ধর্ম শ্রবণ পূর্বক শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।
এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমুদায় কথা কীর্তন
করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ
কর।

পঞ্চমস্ত্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! মহারাজ বিচখ্যা প্রাণিগণের প্রতি সদয় হইয়া
যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে ঐ নরপতি গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞ-
ভূমিস্থ নির্দয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গোসমূহের
অগর্ভনাদ শ্রবণ পূর্বক দয়ার্জ হইয়া কহিয়াছিলেন, আহা! গো
সমুদায় কি কষ্ট ভোগ করিতেছে? অতঃপর সমুদায় লোকে
গোসমূহের মঙ্গল লাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ় প্রকৃতি
নাস্তিকেরাই হিংসায়জ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।
মানবগণ কেবল কামনার বশবর্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পণ্ডহিংসা
করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া
গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে স্বল্প ধর্ম্যানুষ্ঠান করাই
পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্তব্য। অহিংসাই সমুদায় ধর্ম অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদোক্ত কর্মকলু ও গৃহ-
স্বাচার পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্র-
স্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাজী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য
যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যুগপণের উদ্দেশে পণ্ডচ্ছেদন করিয়া বৃথামাংস
ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে।
ধূর্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মন্ত্র, তালরস ও যবাগুতে আসক্ত
হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্ততঃ

কাম, লোভ ও মোহবশতই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদায় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ-ভাবাপন্ন মহাত্মভবগণ কর্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরি-গৃহীত হয়, তৎসমুদায়ই দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

র কহিলেন, পিতামহ! আপদ শরীরকে শুষ্ক করে এবং শরীর আপদের নাশ ইচ্ছা করে; অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে কি রূপে লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা ধর্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

র কহিলেন, পিতামহ! অতি দুর্লভ কার্যে উপদেশ বিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু। এক্ষণে কোন কার্য করিতে হইলে উহা শীঘ্র কি বিলম্ব করি কর্তব্য তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তা পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না। মহর্ষি গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ মেধাবী কার্য্যকুশল মহাত্মা অদীর্ঘ কাল বিবেচনা করিয়া ঈর্ষ্য সমুদায় নির্বাহ করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল কার্য্য চিন্তা, নিদ্রাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর তাঁহার কর্তব্যাকর্তব্য বোধ হইত বলিয়া, লোকে তাঁহারে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত। অদীর্ঘদশী মুঢ়ব্যক্তিরা তাঁহারে অলস ও নির্বোধ বলিয়াও কীর্তন করিত। একদা মহর্ষি সৌতম স্বীয় পত্নীরে ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া রোষভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সন্ধান পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর। মহর্ষি পুত্রকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বন্যভিক্ষু প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘজীবিতানিবন্ধন অনেক কণের পর আজ্ঞা গ্রহণ

করিয়া বহুকাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয় আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়; অতএব এক্ষণে কি রূপে এই ধর্মসঙ্কট হইতে পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হই। পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন; সুতরাং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে রক্ষা এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্তব্য ও পরম ধর্ম। ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা করিলেই পুত্রকে অধর্মভাজন হইতে হয়। কেহই কখন মাতারে বিনাশ করিয়া সুখ বা পিতারে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পিতারে অবজ্ঞা না করা এবং জননীকে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্বতোভাবে কর্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র ও কুলের রক্ষার্থ পত্নীতে পুত্র রূপে আশ্রয়ে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমারে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমারে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ় রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণ-পোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম। পুত্র পিতারে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদিসমুদায় মৈত্র বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। তদ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা স্বর্গ, ধর্ম ও তপস্তাস্বরূপ, পিতারে প্রীতি করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই পুত্রের আশীর্বাদ রূপে পরিণত হয়। পিতা আত্মাদিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প নিপতিত হয়; কিন্তু পিতা ক্রেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

যাহা হউক পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরপি যেমন হত্যাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননীই এই পাক্‌ভৌতিক

দেহের প্রধান কারণ। আর্ন্ত ব্যক্তিদিগের জননীই স্থতের একমাত্র আধার। মাতা বর্তমান থাকিলে আপনারে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনারে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীকে সন্মান পূর্বক গৃহ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষব্যয়ক হইলেও আপনারে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কুশল হউক, মাতা সততই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণ-কর্ত্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনারে বৃদ্ধ ও হুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে। মাতার সমান ভাপনাক্ষেপ স্থান, গতি, পরিভ্রমণ ও প্রিয়বস্ত্র আর কিছুই নাই। মাতার ভ্রষ্টের ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কাণ্ড বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্মা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরস্ব নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতারে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কন্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীয় দেহের ন্যায় জননীর দেহ বিনষ্ট কবিত্তে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার গুণসে ও যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিচ্ছাদ্য থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও মেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন বয়সী পানগ্রহণ পূর্বক তাহার রক্ষায় পরাশ্রয় হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিলেও সে নিশ্চিন্ত হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্ত্তা ও পতিশব্দে নিদিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণ ধরিহে তাহারে ভর্ত্তা বা পতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রী-লোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইজ্রকে ভর্ত্তৃসদৃশ রূপসম্পন্ন, নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই বিষয়ে তিনি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই

সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে নাই। আমার জননী মৈথুনকৃত্তির নিমিত্ত ইজ্রকে কিছুমাত্র অমুরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ইজ্রই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে অধর্ম নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই অধর্ম; বিশেষতঃ পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বর্ধা হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পুত্র ও এই বাক্যে অমুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাকে দেবতাসকলই অধিষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা, কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভপ্রদান করিয়া থাকেন।

চিরকারী দীর্ঘস্থিতিমিবন্ধন বহুক্ষণ এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একদা তপোমুগ্ধানপরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম মেধাতিথি পত্নী বধদণ্ডের একান্ত অমুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দর ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। আমি তাঁহারে শাস্ত্রবাক্যে স্বাগত প্রদর্শন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি যথোচিত উপচারে অর্জনা করিয়া কহিয়াছিলাম, আমি আপনাকে একান্ত অধীন। আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিলাম যে, এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে ইজ্র আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চপলতা দোষে যদি আমার পত্নীর উপর বলপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি নিমিত্ত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইবে। ফলতঃ এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, এই বিষয়ে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি ইজ্র আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নী প্রতিপালন ধর্মের ব্যতিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, ঈর্ষ্যা হইতেই ব্যসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই ঈর্ষ্যাপ্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম। পত্নী ভর্ত্তৃহুঃখ হুঃখিতা হয় বলিয়া বাসিতা এবং অবশ্য ভরণীয়া বলিয়া ভার্য্যা শব্দে নিদিষ্ট হইয়া থাকে। আজি আমি সেই পতিপ্রভা ভার্য্যার বিনাশ করিলাম। এক্ষণে কে আমার এই পাপ হইতে পরিভ্রমণ করিবে। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারী প্রমাদবশতই ভার্য্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী অন্য আপনাকে নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহই আমার এই পাতক হইতে বিমুক্ত করিতে

সমর্থ হইবে। বৎস চিরকারি! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অন্য আপনার নামাত্মরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজি আমারে, তোমার জননীকে এবং এই মাতৃবধরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি বহুকাল যে তপঃসঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার যেন কোন ব্যঘাত না জন্মে। তুমি অন্য যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রার্থন্যনিবন্ধন তুমি স্বভাবতই বহু বিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজি যেন তাহার অন্তথা না হয়। আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল। আজি তুমি আপনার দীর্ঘজীবিতা সফল করিয়া তাহার সেই শুভ প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কার্য্যে আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপভরে তাহার অনুষ্ঠানে বিলম্ব কর এবং কোন কার্য্যে নিবারণ করিলেও তাহা সংসাধন না করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা বিচার করিবার নিমিত্ত বিস্তর বিলম্ব করিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমারে ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

মহর্ষি গৌতম হুঃখিত মনে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, আপনার আশ্রয় চিরকারী বিষয়মানে অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক হুঃখিত-চিন্তে তাহারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রসন্ন ও আপনার পত্নীকে লজ্জায় পাষণ্ডভূত দেখিয়া সান্ত্বিত্য সন্তোষলাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মার চিন্তাবৃত্তি জী পুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। মাতৃবধ পরামুখ শব্দপাণি পদাবনত চিরকারী ও বিনীত-স্বভাবনিবন্ধন পিতার কঠিন আজ্ঞা বিশ্বতপ্রায় হইলেন। তখন পিতা গৌতমও পুত্রকে আপনায় চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী তরুণভাবে শব্দগ্রহণচাপল্য সংবরণ করিতেছে।

অনন্তর তিনি চিরকারীর মন্তকাত্মাণ ও তাঁহারে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার এই কার্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র হুঃখিত হইতেছি না। মহাত্মা গৌতম এই কথা বলিয়া সুখীর চিরকারীদিগের উদ্দেশে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মিত্রবধ ও কার্য্যপরিচয়

সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্তব্য। .অনেকদিন-বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকালস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অগ্নিরাহুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও জ্ঞীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুকাল বিচার করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! মহর্ষি গৌতম স্বীয় পুত্র চিরকারীর এইরূপ চিরকারীতা দর্শনে সান্ত্বিত্য সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। অতএব কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাট কর্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সংবরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বুদ্ধবর্ণের সহবাস করিবে। দেহাতারে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্তব্য। বহুকাল কার্য্যানুষ্ঠান ও ধ্যানানুষ্ঠান করিবে। বহুকাল পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদ্বিগের সেবা ও আশ্রয় একাগ্রতা সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধন্যোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। হে ধন্যবাক! মহাতপা মহর্ষি গৌতম সেই আশ্রমে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে দেব-লোকে গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

র কহিলেন, পিতামহ! রাজা কাহারও হিংসা না করিয়া কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে মহারাজ দ্রামৎসেন ও তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহাত্মা সত্যবান স্বীয় পিতার শাসনানুসারে বধাই ব্যক্তিদ্বিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, তাত! ঐহাদিগকে বধ করা আপনায় কর্তব্য নহে। ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু বধকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

দ্রামৎসেন কহিলেন, বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকেও ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দহ্মদিগকে নিপা-

ভিত্তি না করিলে সমুদায় লোকই ক্রমে ক্রমে অসংপথে পদার্পণ করে। কলিযুগে মনুষ্যগণ অন্তের বস্তু সমুদায় আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ক্রুটের দমন না করিলে কিরূপে লোকবাক্য নির্বাহ হইবে, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্মপাশে বদ্ধ হুত মাগধাদি ব্যক্তির ও ধর্মোচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কোন ব্রাহ্মণের বাক্য অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ তাহা রাজার কাশ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণকর্তৃক বিজ্ঞাপিত হুত্মাল ব্যক্তির দণ্ডসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে এই নাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যিক।

অধীর কার্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ডবিধান করা কখনই বিধেয় নহে। রাজা দম্ভ্যগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধী পিতা, মাতা, ভাৰ্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব নরপতি দম্ভ্যকর্তৃক অপকৃত হইয়া সমাক্রূপে কর্তব্য অবধারণ করিবেন। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ কবে এবং অসাধু হইতেও সুসজ্জন উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্তব্য নহে। দণ্ডাই ব্যক্তিদিগকে বধ না করিয়া তাহাদের সর্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা দণ্ড করাই বিধেয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের পরিজনদিগকে ক্রোধ প্রদান করা কদাপি কর্তব্য নহে। অপরাধীগণ পুরোহিতসভায় পুরোহিতে বন্দগাপন্ন হইয়া আমরা আর কদাচ এরূপ পাপোচরণ করিব না বলিয়া ক্রমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দণ্ড না করিয়া পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। বিধাতা এইরূপ শাসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাহারে অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করা কর্তব্য। গুরুতব ব্যক্তিগণ অপরাধী হইলে তাহাদিগকে একবার ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু তাহার বারংবার অপরাধ করিলে তাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা বিধেয় নহে।

দ্রামৎসেন কহিলেন, বৎস ! প্রজাগণকে সংপথে আনয়ন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। যদি প্রজারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন-পূর্বক সংপথে সমাগত হইতে বাসনা না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে যে কোনপ্রকারে হউক সন্মার্গগামী করিতে চেষ্টা করিবেন। দম্ভ্যগণ ধর্মলঙ্ঘন করিলেও যদি তাহাদিগকে নিপাতিত না করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের কর্তৃক সমুদায়

লোকই পরাভূত হইবে। পূর্বকালে মানবগণ যত্নবতাব, সত্য-পরায়ণ, অন্নদ্রোহনিরত ও ক্রোধবিহীন ছিল; সুতরাং তৎকালে ধিকাররূপ দণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত। তৎপরে মনুষ্যগণের দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে বাগ্‌দণ্ড ও ধনদণ্ড প্রচলিত হয়। এক্ষণে কলিযুগে মানবগণ নিতান্ত পাপপরায়ণ হওয়াতে বধদণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন দম্ভ্যদিগকে বধ করিয়াও অজ্ঞাত ব্যক্তিরে শাসন করা যায় না। এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দম্ভ্যদিগের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ যাহারা আশান হইতে শবা ভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্তাদি গ্রহণ কবে, শপথাদি দ্বারা তাহাদিগকে সংপথে আনয়ন করা কাহার সাধ্য।

সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ ! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দম্ভ্যদিগকে সাধু কবিত্তে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ যজ্ঞ-মুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের সংহার করুন। রাজ্যে দম্ভ্যভয় উপস্থিত হইলে ভূপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, এই নিমিত্ত তাহারা প্রজাগণের হিতাকাজী হইয়া দম্ভ্যভয় নিবারণার্থ তপস্তা করিয়া থাকেন। যখন ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাগণকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্তব্য নহে। অতএব নরপতিগণ দম্ভ্যবৃদ্ধার দ্বারাই প্রজাগণের শাসন করিবেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যেরূপ ব্যবহার করেন, ইতর ব্যক্তির ও ক্রমশঃ সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা স্বীয় চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্রশোধনে যত্নবান্ হইন, সেই ইঞ্জিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত ভূপতির নিশ্চয়ই উপহাসা-ল্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি দম্ভ ও মোহবশতঃ রাজ্যের অন্নমাত্রও অহিতাচার করে, নরপতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহারে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যে রাজা কুকর্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সর্বাগ্রে আপনার চিত্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যিক। বহু ও পুত্রাদি অপরাধী হইলে তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তির বিধম হুংখভোগ না করে, সেই রাজ্যে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি ও ধর্মের হ্রাস হইয়া থাকে। পূর্বে একজন দম্ভাশীল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব-পিতামহগণও আমারে এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে

নরপতিগণ আশ্বাস প্রদান ও দয়া প্রকাশপূর্বক প্রজাগণকে বশীভূত করিতেন। যদিও ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম, দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ ধর্ম ও কলিযুগে একপাদমাত্র ধর্ম লক্ষিত হয়, তথাপি ঐ সকল যুগে প্রাণনাশরূপ দণ্ড পরিত্যাগপূর্বক অত্রবিধ দণ্ড প্রদান করাই রাজার উচিত। রাজার দৃষ্টিভিত্তিকানিবন্ধন কলিযুগ প্রবল হইলে ক্রমে ক্রমে একপাদমাত্র ধর্মেরও যোড়শাংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তখনও বধরূপ দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। অহিংসারূপ দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুদিগের পীড়ন করা হয় না; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মাভের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করা কখনই কর্তব্য নহে।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে হিংসা না করিয়াও যড়ৈশ্বর্য লাভ করিতে পারে, তাহা আপনি কীর্তন করিয়াছেন, এক্ষণে যে ধর্ম অবলম্বন করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম ও যোগধর্ম উভয়ই মুক্তিপ্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম প্রধান?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! 'ঐ উভয় ধর্মই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয়'; কিন্তু ঐ উভয় ধর্মই প্রতিপালন করা নিতান্ত স্বকঠিন। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়ক্ষেদনার্থ উৎকৃষ্ট প্রমাণ সংস্থাপন পূর্বক গোকপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি তপ্তা নরপতি নহষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তিনি লাক্ষত বেদবিদ্যানামুসারে তাঁহারে মধুপর্ক প্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় জ্ঞানবান সংযমী মহাত্মা কপিল বদ্বিচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে, 'হা বেদ!' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ঐ সময় শ্রামরশ্মি নামে এক মহর্ষি স্বীয় যোগবলে সেই গোদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কপিগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদবিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু আপনি যে হিংসাপূর্ণ ধর্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, উহা কি বেদ-

বিহিত নহে? ধৈর্য্যশালী বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বীরা সমুদায় বেদকেই পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কোন বিষয়েই অহুসাগ, বিরাগ বা স্পৃহা নাই। সুতরাং কি কর্মকাণ্ড কি জ্ঞানকাণ্ড তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য। অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

কপিল কহিলেন, আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের তারতম্য নির্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য লোকে যে ধর্ম অনুসারে কার্য্য করুক না কেন, পবিণামে অবশ্যই তাহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগের চারি প্রকার গতি নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মচারী ঋষিলোক লাভ করিয়া থাকেন। বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে। ঐ বিধিধারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ উভয়ই দেবাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদানুসারে কার্য্যের বলাবল্য বিবেচনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যদি তুমি বেদশাস্ত্র ত্রিন্ন যুক্তি বা অমুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা কীর্তন কর।

শ্রামরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! এইরূপ প্রতি আছে যে, স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করা কর্তব্য। প্রথমতঃ কল কলনা করিয়া পক্ষে যজ্ঞ করিতে হয়। ছাগ, অশ্ব, মেঘ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তুসমুদায় এবং ওষধিসকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়। প্রতিদিন সায়াং ও প্রাতঃকালে ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করা বিধেয়। ভগবান্ প্রজাপতি ধাত্ত ও পশু সকল যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ পূর্বক যজ্ঞের সৃষ্টি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চনা করিয়াছেন। ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, তল্লুক ও বানব এই সাত আরণ্য এই চতুর্দশবিধ জন্তু দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে। পশু বিনাশ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব পূর্বতন মহাত্মাদিগের অকুমোদিত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। সমুদায় বিদ্বান্ ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যজ্ঞ পশু বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গকামনা করে; কিন্তু যজ্ঞ ত্রিন্ন উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য, দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি হবমীয় দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল,

ঋক্, যজু, সাম, যজমান ও অগ্নি এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ । যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ । গোসমুদায় আজ্য, দধি, হৃত্ত, গোময়, আম্রিকা, চর্ম্ম এবং লাক্কল, শৃঙ্গ ও পাদধৌত সলিল দ্বারা যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া থাকে । ঐ সমুদায় দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋত্বিক্গণের সহিত মিলিত হইলেই যজ্ঞ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় । পূর্ব্বতন মানবগণ ঐ সমুদায় দ্রব্য আহরণ করিয়াই যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন । ফলতঃ যাঁহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কর্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না । ঐ সমুদায় শাক্তোক্ত যজ্ঞের অঙ্গদূত দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে । ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্তক বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাহাতে আস্থা করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ । যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় ব্রাহ্মণে অর্পণ করাই বিধেয় । জগৎ হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ বন্ধিত হইয়া থাকে । প্রণব বেদের আদি ; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । বেদে কথিত আছে এবং সিদ্ধ মহাবিরাও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞের প্রণব, নম, স্বাহা, স্বধা ও বযট্শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না । যিনি ঋক্, যজু, সাম এবং সামবেদপূরক শব্দ সমুদায় অবগত হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ । অগ্নিহোত্র সোমযাগ ও অগ্ন্যাজ্ঞ যজ্ঞদ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে, আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন । অতএব অবিচাৰিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অগ্নকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পরকালে স্বর্গফল লাভ লইয়া থাকে । যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের ইহলোকে ও পরলোকে সঙ্গতি লাভ হয় না । বেদবেত্তারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

একোনসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহাত্মা শ্রামরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে এই কথা কহিলে, কপিল কহিলেন, যোগিগণ কর্ম্ম ফলের অনিত্যতা দর্শন করিয়া জ্ঞানমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক পরমাত্মারে লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সংকল্পমাজেই সমুদায় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন । যাঁহারা

হর্ষবিবাদাদি শূন্ত, নমস্কারবিহীন প্রার্থনাপরিবর্জিত, শুদ্ধস্বভাব, নির্মলচিত্ত, সর্ব্বপাপবিমুক্ত, শোকহঃখবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে নিত্য সিদ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হন । যে ব্যক্তি ঐ সকল ব্যক্তির জ্ঞায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে, তাহার গাইহ্ষে প্রয়োজন কি ?

তখন শ্রামরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে ! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান ও পরম গতি লাভ করিতে পারেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু কেহই গৃহস্থের আশ্রম ব্যতীত কোন ধর্ম্ম পালনে সমর্থ হন না । জীবসমুদায় যেমন জননীতে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গাইহ্ষধর্ম্ম প্রভাবেই জীবন ধারণ করেন । গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন । গাইহ্ষ ধর্ম্মই সুখার্থী ব্যক্তিদিগের সুখের মূল । সন্তানোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান কারণ ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অগ্ন আশ্রমে কখনই সন্তান লাভে সমর্থ হওয়া যায় না । গৃহস্থ দ্বারা ই তৃণ, ধান্য ও পর্ব্বতজাত সোমলতা প্রভৃতি ওষধি সমুদায় সংগৃহীত হয় এবং ওষধি হইতে লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে ; সুতরাং গৃহস্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে হইবে । কোন ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে ? শ্রদ্ধাবিহীন, অনভিজ্ঞ, হুলদৃষ্টি, আলস্যপরায়ণ, গাইহ্ষধর্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিশ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তিরাই প্রব্রাজ্যশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তির উপায় দর্শন করিয়া থাকে । নিত্যসিদ্ধ বেদমর্যাদাই ত্রৈলোক্য রক্ষার কারণ । বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই জন্মাবধি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গর্ভাধান প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার এবং পারিত্রিক ও ঐহিক ফলসাধক কার্য্য সমুদায়ে বেদমন্ত্র সমুদায় প্রবর্তিত হয়, সন্দেহ নাই । মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ডমজ্জন এবং তাহার স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোপ্রভৃতি পণ্ডান এই সমুদায় কার্য্যই মন্ত্রমূলক । অর্চিষ্ণৎ, বর্হিষদ ও ক্রবাদ নামক পিতৃগণ ঐ সমুদায় কার্য্য মন্ত্রমূলক বলিয়া অঙ্গুমোদন করিয়া থাকেন । যখন মানবগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দিষ্ট আছে তখন আমার মতে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে পারে না । ফলতঃ ত্রিবিহীন আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে । যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন পাপ কখনই তাঁহারে হরণ বা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না । তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পণ্ড-

দিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতে পারেন। যেমন পশুগণ হইতে তাঁহার ভূপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ্য বেদোক্ত কার্যে অনাদর, কপটতা ও মায়া দ্বারা কখনই পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৈদিক কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

কপিল কহিলেন, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাবিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্মাশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কশ্মত্যাগী, ধৈর্য্যবান, পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারাই অমৃতাকাজী দেবগণকে তৃপ্ত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীর আশ্রয়রূপ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন দেবগণও তাঁহার গন্তব্য স্থান অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হন। জ্ঞানবান ব্যক্তির জীবকে জরায়ুজাদি দ্বারিশ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাহ্য উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বাৰ-চতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তব্য। অতএব ঐ দ্বার সমুদায় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অক্ষজীড়া, পবুধনাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহারেও প্রহাষ করেন না তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যত মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন তাঁহারই বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ অহাৰ ও সত্য সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠর দ্বার রক্ষা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এক পত্নীসঙ্গে সন্তোগার্থে অল্প কামিনী বর্ণাশ্রমগ্রহণ, পরপত্নীগমন ও অতুসময় ব্যতীত স্ত্রীর পত্নীতে বিচাৰ না কবেন, তাঁহারই উপস্থ দ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপে চারিদ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহা হইতে ব্রহ্মবিন্দু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদায় কার্য্যই নিফল হয়। সে তপস্তা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মা উত্তমীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহ্যরূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশযার শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অশ্রুত স্মৃতিতে চিন্তায় পদাশ্রয় হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতীদিগকে পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ক্রোধানুভূতিতে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদায়

প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসম্বন্ধিত সমুদায় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদায় প্রাণীর আশ্রয়রূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীরে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কামী ব্যক্তির দান যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকতে গুরুপদটি তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদিলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানের স্বকার্য্য ও নিত্যাসিক পুণ্যতন নিকাম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আশ্রয় সমালোচনপূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পাবেন। কিন্তু কামী ব্যক্তি সেই নিকাম ধর্ম্মের ক্রিয়দংশমাত্র ও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ আচার প্রমাদ ও পরাভাববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অধিন স্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে ফলতঃ নিকাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ পরিজ্ঞাত হওয়াই নিত্যস্থ দুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদিও উহা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিন স্বর জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

হ্যামরশ্মি কহিলেন, ভগবন্! বেদে কশ্মত্যাগ ও কশ্মত্যাগ উভয়েরই বিধি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে; 'একগে আপনি কশ্মত্যাগ ও কশ্মত্যাগ এই উভয়ের ফল কি? তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, সাধু লোকেরা কশ্মত্যাগসহকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সংপথে অবস্থানপূর্ব্বক অমৃতব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের জায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে তাছা কি প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান?

হ্যামরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার নাম হ্যামরশ্মি। আমি জ্ঞানলাভের অভিলাষে আপনাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া এই গোশরীবে প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছি, বস্তুতঃ প্রাপ্তিপক্ষ হইয়া আপনার প্রশ্নের মিথ্যাস্ব কর। আমার অভিপ্রেত নহে। আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সংপথে অবস্থানপূর্ব্বক অমৃতব দ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের জায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কিরূপ? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন। আমি

বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি। বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ নির্ণায়ক মীমাংসা শাস্ত্র তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। আগমের নির্ণয়ানুসারে এই সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন নোকা ভিন্নদেশগামী নোকায় বদ্ধ হইলে যেমন আরোহীকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের পূর্ববাসনানিবন্ধ কণ্ঠসমুদায় আমাদেরকে কখনই জন্ম মৃত্যুরূপ প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইবাছি, আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। মনুষ্যাগণের মধ্যে কখনই সর্বভাগী, সঙ্কট, শোকশূন্য, নীরোগ, উচ্ছ্রাবিবর্জিত, সংসর্গবিমুখ ও নিষ্কাম্য নাই। আপনারাও আমাদের জায় শোক ও হর্ষের একান্ত বশীভূত এবং অজ্ঞান প্রাণীগণের জায় আপনাদিগেরও উদ্ভিদের কার্য আছে। অতএব এক্ষণে চারিবার ও চারি আশ্রমের অক্ষয় সুখস্বরূপ কি? আপনি তাহা কীর্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্যে যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদায়ই ফলোপধায়ক। যে মতে অবস্থানপূর্বক শমদমাদি গুণ অবলম্বন করা যাউতে পারে, সেই মতেই সর্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানী তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না। অজ্ঞানই জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময়; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে না। কোন কোন বিতণ্ডাপরায়ণ শাস্ত্রার্থা-পছাদক অনাশ্রয়বাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া কাম দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয় এবং অনাশ্রয়বাদী শমদমাদির অনুষ্ঠানে পরাস্থ ও মোহপরবশ হইয়া জ্ঞান নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্তন করে, তাহারা কিছুতেই জ্ঞানেষুখ্য প্রভৃতি গুণগামেব অনুসরণ করে না। সেই তামসিক লোকদিগের তমোগুণই একমাত্র আশ্রয়। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তাহার বশবর্তী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশীভূত, তাহার কাম, দ্বেষ, ক্রোধ ও দম্ভ প্রভৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভের অভিলাষ করেন, সেই স্বকার্যনিবৃত্ত যতিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

হ্যামরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্ন্যাস অপ্রশস্ত বলিয়া কীর্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অবগত না হইলে কাহারও কোন শাস্ত্রোক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। শাস্ত্রানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা অগ্রায্য তাহা অশাস্ত্র। শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা কদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞান দ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিবা শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, বুঝিতে না পারিয়া তাহারও অনুষ্ঠান করে; তাহাদিগকে আমাদের জায় সতত শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সকল লোকেই আপনাদিগের জায় সমভাবে শীতোষ্ণাদি সহ করে, কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদের কার্যগত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্তন করিয়া একমাত্র সুখ প্রার্থী চারি বর্গ ও চারি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শাস্ত্র-রসে আত্মাবৃত্ত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য হইয়া দেহমাত্র ধারণ পূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, সেই জিতেন্দ্রিয় অবিবাদী ব্যক্তিই কৰ্ম্মকাণ্ড বেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারবর্গ পরিবৃত্ত, সে কদাচ মুক্তিবিধায়ক কার্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে না। যখন দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির মুক্তিতে ও মুক্তিলাভার্থ নিরর্থক পরিশ্রমে দ্বিগুণ ফলতঃ কৰ্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহা যথাযথ কীর্তন করুন। আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আপনি যেরূপ মুক্তিবিষয় অবগত হইয়াছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।

সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

কপিল কহিলেন, মহর্ষে! সমুদায় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুইপ্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের নাম বেদ। সেই শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। পিতা পুত্রোৎপাদন পূর্বক বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার শরীর সংস্কার করিয়া থাকেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিগুহ্বে দেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জননের উপযুক্ত পাত্র হয়। কৰ্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। এক্ষণে উহার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠান কর্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অথ বাস্তবিক বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা নিম্পৃহ, ধনসংগ্রহপরিশুস্ত ও রাগদ্বेषবিবর্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য এই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহারা ই ধর্ম্ম। সংপাতে প্রদান করাই তাঁহাদিগের ধনব্যয়ের সংপথ। পূর্বকালে অনেকানেক বিগুহ্বেজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধ শূন্য, অস্বাধীন, নিরহঙ্কার, নির্মমের সর্বকৃতহিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মবাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্তমান ছিলেন। তাঁহারা কখনই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। সংকল্পমাত্রেরে তাঁহাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইত। উহারা সকলেই শীলতা-সম্পন্ন, সঙ্কটচিত্ত, সত্যসংকল্প, পবিত্র ও পরমবুদ্ধে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারা পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে বৃত্তিচর্যা করিতেন। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলেও কখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাশ্রয় হইতেন না। পূর্বে তাঁহাদিগের এই এক উৎকৃষ্ট মত ছিল যে, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রারম্ভিত করিতে হইত না। সত্য ধর্ম্ম প্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবল নিরপেক্ষ হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে ছল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ একরূপ নিয়মে অবস্থান করিলে কখন প্রারম্ভিত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মানুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তাহাদিগকেই প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে পূর্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সত্যবহারসম্পন্ন, যশস্বী, নিম্পৃহ, বন্ধনযুক্ত, বজ্রশীল, কামক্রোধপরিশুস্ত, স্ব স্ব কার্য্যবলে বিখ্যাত, নব্রত্বেতা, শাস্ত্রগণাবলম্বী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদা-

ধায়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীলন ও সংকল্পসমুদায়ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম জ্ঞানবধানতা ও কাম ক্রোধাদি পরিশুস্ত ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপূজ্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মানবগণ ধর্ম্মের স্মৃতি রক্ষা করিতে না পারিয়া সেই শাস্ত্রত পুণ্যতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিমধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ অবলম্বন পূর্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমুদায় ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ পূর্বক নভোমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মভাবাপন্ন ও জীবমুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রারম্ভ কর্ম্ম নিবন্ধন এই সংসারে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় মহাত্মার স্মার্য্য গুরুশ্রদ্ধাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অস্ত্রের ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যখন কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাহারা এইরূপে নিকাম কর্ম্ম ও গুরুপদেশ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় চিত্তমধ্যে সমুদায়ই ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। সেই বিষয় তুচ্ছবিহীন, বিগুহ্বেচিত্ত মহাত্মাদিগের একমাত্র সমাধিই পরম ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমুদায়ও তাঁহাদিগের ন্যায় সদগুণ সম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে। গুহ্বেচিত্ত ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। নিত্যসঙ্কট বৈরাগ্যশালী ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কখন কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মপদলিপ্সু হইয়া বৈরাগ্যবলে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন, তাঁহারই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তি কদাচ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না।

হ্যামগমি কহিলেন, ভগবন্! যাহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং যাহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সকলেই দেহান্তে স্বর্গভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্মন্! গৃহধর্ম্মনিরত কাশী ব্যক্তির নানা-

শুণ্যমলকৃত হইয়া বিবিধ বিষয় স্থখ সম্ভোগ করিতে পারে ; কিন্তু ত্যাগস্থখ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

স্বামরশ্মি কহিলেন, মহর্ষে! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সমুদায় আশ্রমেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে ; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, গৃহস্থেরা ত কৰ্ম-পরায়ণ হইয়াও সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। এই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি জ্ঞান ও কৰ্ম এই উভয়ই কি সমান, অথবা কৰ্ম জ্ঞানের অঙ্গ ? তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

কপিল কহিলেন, ব্রহ্ম! কৰ্ম সমুদায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরী-
রের শুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ।
কৰ্ম দ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত বুদ্ধিজ্ঞান হইতে
লোকের অনাশ্রয়তা, ক্রমা, শান্তি, অহিংসা, ব্রত, সৎকর্মতা,
অদোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে।
ঐ সমুদায় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ। মনুষ্য ঐ সমুদায় গুণ
দ্বারাষ্ট পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিস্তৃত ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎ-
পত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কৰ্মেব ফল তাহা স্পষ্ট
রূপে অবগত হইতে পারেন। বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত
ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহারেই পরম গতি
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি বেদ, রেদপ্রতি-
পাদ্য কৰ্ম, কাম্যাহুষ্ঠান ও বুদ্ধিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারেন,
তিনিই বেদবিদ বলিয়া অভিহিত হন ; আব যে ব্যক্তি ঐ সমু-
দায় জ্ঞাত হইতে না পারে, তাহার জন্ম নিরর্থক। সে কেবল
কৰ্মকাণ্ডের ভজ্ঞার ন্যায় বুণা খাস প্রখাস পরিত্যাগ করিয়া
থাকে। বেদে সমুদায় বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে ; সুতরাং বেদজ্ঞ
ব্যক্তির সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন। সমুদায় শাস্ত্রেই
জগৎব্যবস্থার অস্তিত্ব ও অসম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তি-
রাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা
কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে ব্যক্তি
জীবাত্মার সহিত পরমাশ্রয় একতা সম্পাদনে সমর্থ হন, তিনিই
বেদানুষ্ঠিত পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন
ব্রহ্মানন্দেব একমাত্র আধার। পণ্ডিতেরা মোক্ষকেই নিত্য
সিদ্ধ সৰ্বভূতস্থ সকলো কলিখাত, জাতব্য, স্বাবরজ্জন্মাত্মক
সমুদায় প্রাণীর আশ্রয় ও দেহস্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ,
পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।
তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ভেদ, ক্রমা ও শান্তিগুণ
দ্বারা যে নিয়ামক, জগৎকারণ, সনাতন, পরম পদার্থ লাভ

করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ হইতে অভিন্ন পরব্রহ্মকে
নমস্কার করি।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই
তিনেরই স্তুতিবাদ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু এই তিনের মধ্যে
কি লাভ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ; আমি এই উপলক্ষে পূর্বে
কুণ্ডধার নামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার
করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান
করিতে স্থির করিলেন। কিন্তু যজ্ঞাহুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই
বিবেচনা করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত ধোরতর তপস্যা করিতে
লাগিলেন। তিনি তপোহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তর্কসহকারে
বহুকাল দেবগণের পূজা করিলেন ; কিন্তু তথাপি ধন লাভ
হইল না। তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি-
লেন যে কোন্ দেবতা মনুষ্য কর্তৃক আরাধিত হন নাই ?
আমি এক্ষণে তাহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র
আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কুণ্ডধার নামা জলধর
স্তথায় অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডধারকে দর্শন করিবামাত্র
ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসংকার হইল। তখন তিনি বিবেচনা
করিলেন যে, কোন মনুষ্যই ইহার নিকট বর প্রার্থনা করে
নাই। ইনি দেবলোকের সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং
ইহার আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ; অতএব ইনি
যে অচিৎ আমাকে ঐশ্বর্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন,
তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া
দীর্ঘ ধূপ, গন্ধ ও বিবিধ উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে পূজা করিতে
আরম্ভ করিলেন।

তখন জলধর কুণ্ডধার দ্বিজবরের ভক্তি দর্শনে অচিরেই প্রীত
হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দ্বিজবর! সাধু ব্যক্তির
ব্রহ্মজ্ঞ, মদ্যপায়ী, তরু ও ওতবেহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত
বিধান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার
প্রায়শ্চিত্তই নাই। আশার পুত্র অশ্বম, অশ্বমার পুত্র ক্রোধ ও
নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্য। উহার অপত্য

কেহই নহে। কুণ্ডধার এইমাত্র কহিয়া তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ ভক্তিবৃত্ত বিগুহ্যস্তাব ব্রাহ্মণ সেই দিন রজনীযোগে কুশাসনে শয়ন করিয়া কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমস্ত প্রাণীরে সন্দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত প্রাণিমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষরাজ মণিভদ্রনন্দন লোকেব শুভাশুভ কথ্য-মুসারে অর্থদান ও অর্থ পুনঃগ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণও লোকের শুভকর্ম অনুসারে রাজ্যাদি দান ও অশুভ কর্মানুসারে পূর্বপ্রদত্ত অর্থাদি পুনঃগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষগণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদর্শনে দেবতারা মণিভদ্রনন্দনের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে যক্ষরাজ তথায় আগমন করিয়া ভূতলনিপতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডধার! তুমি কি প্রার্থনা কর? কুণ্ডধার কহিলেন, যক্ষরাজ! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অমরভক্ত এই ব্রাহ্মণের বাহাতে কিছু স্নেহোৎপত্তি হইতে পারে, একপ অমুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তখন মণিভদ্রনন্দন পুনরায় কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য হইয়াছ, এক্ষণে উখিত হও। যদি তোমার প্রিয়বর্গ এই ব্রাহ্মণ অর্থপ্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তঁহারে প্রার্থনামুসারে অর্থপ্রদান কর। ইনি যে পরিমাণে অর্থ প্রার্থনা করিবেন, আমি দেবগণের নির্দেশামুসারে তঁহারে তাহাই প্রদান করিব। তখন কুণ্ডধার মনুষ্যদেহ, অস্থির ও কণ্ঠস্বর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপো-মুঠান করাই শ্রেয়স্কর, অনুধাবন পূর্বক কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি এই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। তঁহার প্রতি আপনার অল্পপ্রকার অমুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি তঁহার নিমিত্ত রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনাব অমুগ্রহে ইনি ধর্মপরায়ণ হউন। তঁহার বুদ্ধি ধর্মই আশ্রয় ও ধর্মশ্রেয়ী শান্তি লাভ করুক। তখন মণিভদ্রনন্দন কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার! এই ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশশূন্য হইয়া ধর্মের ফল স্বরূপ রাজ্য ও বিবিধ সুখ উপভোগ করুন। দেবগণ ঐ কথা কহিলে কুণ্ডধার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বারংবার ধর্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ কুণ্ডধারের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া সাতিশষ সন্তোষ লাভ কবিলেন। অনন্তর মণিভদ্রনন্দন কুণ্ডধারকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কুণ্ডধার! দেবগণ

তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে ইনি ধর্মপরায়ণ হইবেন এবং তঁহার বুদ্ধি নিয়তই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মণিভদ্রনন্দন এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত চুর্ণভ অভিলষিত বর লাভ করিয়া যাহার পর নাই শ্রীত হইলেন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন করিয়া পুনরায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দেখিলেন যে, আপনাব চতুর্দিকে হৃদয় চীবর সমুদায় নিপতিত বহিয়াছে। তদর্শনে তঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কুণ্ডধারের বিস্তর উপাসনা করিয়াছি; কিন্তু এই বাক্তি প্রত্যাশাপরমায়ণ নহে। এক্ষণে আর কাহার নিকটেই বা উপকার প্রার্থনা করিব। অতএব এক্ষণে আমি ধনাকাজ্যম পতিভাগ পূর্বক ধন্যমুঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি।

ব্রাহ্মণ এক্ষণে দেবগণের অমুগ্রহ প্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্য প্রবেশ পূর্বক যোবতর তপোমুঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অর্চনা ও অতথিবর্গের অহোবাসনে ফলমূল ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তঁহার ধর্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগে পূর্বক পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ু ভক্ষণ করিয়া বহুবৎসর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কঠোরতা দ্বারা তঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এইরূপে ব্রাহ্মণ অতি কঠোর তপোমুঠান দ্বারা বহু কাল অতিক্রম পূর্বক সিদ্ধ হইলে তঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি সন্তুষ্ট হইয়া কাহারে ধন প্রদান করি, তাহা হইলে সে অবশুই ধনী হইবে। আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং আমি বহু কাল কদাচ তাহার অত্থা হইবে না। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্তা আরম্ভ কবিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা কবিলেন যে, আমি যদি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইয়া কাহারে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ধনী হইবে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময় কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন

তথায় সমাগত হইলেন। ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলেন। তখন কুণ্ডধার তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি তপোবলে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অত্যাচার লোকদিগের গতি নিরীক্ষণ করুন। কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় দিব্যচক্ষু প্রভাবে দূর হইতেই ভূপালগণকে ঘোর নরকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, দ্বিজবর! যদি তুমি ভক্তি পূর্বক আমারে পূজা করিয়া দুঃখভোগ করিতে, তাহা হইলে আমি কর্তৃক তোমার কি হিত সমাপিত হইত এবং তুমিই বা আমার কি অমুগ্রহ লাভ করিতে? ঐ দেখ ভূপতিগণ কামনাপরতন্ত্র হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছে। ঐ দেখ কাম ক্রোধাদি দ্বারা মানবগণের স্বর্গ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের কি কামনাপরতন্ত্র হওয়া উচিত।

কুণ্ডধার এই কথা কহিবারাত্র ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মণ! এই কামক্রোধাদি লোক সমুদায়কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেবগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মত্তব্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাদিগের আজ্ঞানুসারে মানবগণের বিশ্ববিধান করিয়া থাকে। ফলতঃ দেবতাদিগের অমুগ্রহ ব্যতীত কেহ কখন ধার্মিক হইতে সমর্থ হয় না। এই দেখ এক্ষণে তুমি তপঃপ্রভাবে মানবগণকে রাজ্য ও প্রভূত ধনদান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অমুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার মেহবভাব বুঝিতে না পারিয়া কাম ও লোভ প্রযুক্ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি অমুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জনা করুন।

তখন কুণ্ডধার আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে জ্বালিঙ্গন পূর্বক সেই স্থানেই অতীত হইলেন। ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধারের অমুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া সমুদায় লোক পরিত্রাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ ধর্ম প্রতিপালন ও যোগাভ্যাস দ্বারা আকাশপথে গমনের ক্ষমতা, সংকল্পসিদ্ধি ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, মনুষ্য ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধার্মিকদিগকে পূজা

করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য কামীদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্মরাজ! তুমি ধর্মীহুঠানে একান্ত আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অন্ন সুখ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্মপ্রভাবে সুখ লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিশুদ্ধ ধর্মলাভার্থে অনুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অত্যাচার যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।

ভগ্ন কহিলেন, বৎস! পূর্বে তপোধনাগ্রগণ্য মহাত্মা নারদ যজ্ঞবিষয়ে উজ্জ্বলিত সত্যনামা ব্রাহ্মণের স্যে পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্মপ্রদান বিদর্ভনগরে সত্য নামে এক উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ অবহিতচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্রামাক, স্বর্গ্যপণী, স্রবচ্চলা ও অত্যাচারিত্ত ও বিরস শাক সমুদায় ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার তপোবলে ঐ সমুদায় অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থ্যশ্রমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশাদিব স্বরূপ করিয়া তদ্বারাই হিংসা প্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিনী নামে তাঁহার এক পবিত্রস্রোতা উপবাসাদিবৃত্তকণা পত্নী ছিলেন, তিনি গলিত মদুপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ কামিনী স্বীয় ভর্তার মানসিক হৃদয় হিংসাময় অবগত হইয়া তাঁহার কার্যের অমুগ্রহা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাঁহারে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অমুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞহুঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহচর ধর্ম মৃগরূপ ধারণ পূর্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে কহিলেন, সত্য তুমি অদ্বীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক অতি দুষ্কর্ম করিতেছ। এক্ষণে আমারে অনলে আহুতি প্রদান কর, তাহা হইলেই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র সাবিত্রী মূর্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্বক সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! ইনি তোমার সহচর; ইহাঁরে বিনাশ করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে।

হার! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবী সাবিত্রী এই বলিয়া পাতালতল অবলোকন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হতাশনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মৃগ কৃতাজলিপুটে সত্যের নিকট বারংবার আপনার বধ প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু সত্য তাহার বাক্যে সন্মত না হইয়া তাহারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তখন সেই মৃগ অষ্টপদমাত্র গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি আমারে বিনাশ করুন। আমি যজ্ঞে নিহত হইয়া অনঙ্গ্যাসেই সঙ্গতি লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা ঐ অশ্বরশ্মিত গন্ধর্ষগণের বিচিত্র বিমান ও অপ্সরাদিগকে অবলোকন করুন। মৃগ এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ সত্যজনননে অপ্সরা ও বিমান সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া মৃগকে বধ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই মৃগ রূপী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণেব সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিবার মানসে তাঁহারে কহিলেন, ব্রহ্মন্! হিংসা করিয়া যজ্ঞামুষ্ঠান করা শ্রেয়স্তর নহে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসা-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর তপঃকর্ম্ম হইল। অতএব যজ্ঞে পশুহিংসা করা কখনই কর্তব্য নহে।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞামুষ্ঠান কবাইলেন। ব্রাহ্মণও তপঃপ্রভাবে সহ-ধর্ম্মিণীর সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। হে ধর্ম্মব্রাহ্মণ! আমি তোমারে সত্য কহিতেছি, যে হিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য যে যে কার্য্যের অমু-
ষ্ঠান করিয়া পাপে লিপ্ত হয় এবং যে যে কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম,
বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ করিতে পারে; আপনি তৎসমুদায়
আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন ধর্ম্মই তোমার অবদিত
নাই। তুমি কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত
আমারে ভিজ্ঞাসা করিতেছ। বাহ্য হউক, আমি তোমার নিকট
মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ
এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আশ্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎ-
সমুদায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ সমুদায় ভোগ্য বিষয়ের
প্রভাবেই লোকের কাম ও ঘেব উৎপন্ন হয়। তখন সে অভি-
লষিত বস্তুলাভ ও ঘেব ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে যত্ববান্
হইয়া মহৎ কার্য্যের অমুষ্ঠান করে এবং বারংবার রূপরসাদি
ভোগ করিতে যত্ববান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে
ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও ঘেবের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।
মনুষ্য লোভ মোহে অভিভূত ও রাগ ঘেবে সমাক্রান্ত হইলে
তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন
কপট ধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছল-
সহকারে অন্যায়সে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থো-
পার্জন করিত নিতান্ত স্পৃহা জন্মে, তাহার সুখদ ও পশ্চিমতগণ
ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক
তাঁহাদের ব্যক্তা উত্তর করে, ঐ পাপাচার্য্য রাগ ও মোহজনিত
পাপকার্য্যের অমুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশ-
নিবন্ধন কার্য্যিক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরি-
বর্ত্তিত হয়। সাধু ব্যক্তির অসন্তুষ্টিতে সেই অধর্ম্মিকের
দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাচার্য্য আত্মতুল্য ব্যক্তি-
দিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে। উহার ইহলোকে
বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই আমি
তোমার নিকট পাপাচার্য্য বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

এক্ষণে ধর্ম্মাচার্য্যদিগেব কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।
ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অজ্ঞের কুশলাকাজ্ঞী হইয়া স্বয়ং কুশল
লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্ম দ্বারা পরম গতি
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখদুঃখ বিচারকর্ম্ম হইয়া জ্ঞান-
প্রভাবে পুরুষোক্ত দোষ সমুদায় দর্শনপূর্ব্বক সাধুদিগের সহবাস
করেন, তাঁহাই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম
অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি
ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হন, যে কার্য্য
দ্বারা গুণলাভ হয়, তাহাই সত্য অমুশীল করেন এবং আত্ম-
তুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া থাকেন।
সুশীল মিত্র ও ধর্ম্মার্জিত ধনলাভনিবন্ধন তাঁহার ইহলোক ও
পরলোকে বাহার পর নাই আনন্দ লাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্ম
প্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপদর্শন, রস আশ্বাদন, গন্ধ আশ্রাণ, শব্দ
শ্রবণ ও স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্ম্মামুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে

পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস গন্ধ, প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময়েই তিনি সৰ্বকাম হইতে বিমুক্ত হন এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্য ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিকাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপকর্ম্য পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারেই যথার্থ ধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ধার্মিক ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিশেষরূপে কীর্তন করিলাম। অতএব তুমি সমুদায় অবস্থাতেই ধর্মপথে অবস্থান করিবে। ধার্মিকবাই শান্তি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায় ; অতএব এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের উপায় আত্মপূর্বক কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি সতত উপায় অবলম্বন করিয়াই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাক ; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে। যেমন ঘট নিষ্কাশনের সময় লোকের চিকীর্ষা বৃদ্ধি উহার কারণ হয় এবং ঘট নিষ্কাশিত হইলে বৃদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ধর্মসাধনের সময় লোকের চিকীর্ষা বৃদ্ধি উহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষধর্মে সিদ্ধি লাভ হইলে সেই বৃদ্ধি অন্তর্হিত হয়। যেমন পূর্বমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম সাগরে গমন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞাত ধর্মের পথ অবলম্বন করিলে কখনই মোক্ষ ধর্মলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তারিতরূপে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ক্রমাবলি ক্রোধ, সর্বকল্প পরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্যগুণের অহুশীলন দ্বারা নিদ্ৰা, সীবধানতা দ্বারা বজ্রা, আত্মচিন্তা-প্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধৈর্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাত্যাসপ্রভাবে অননু-সন্ধান ও অকার্য পর্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুশাক বস্তুর ভোজন দ্বারা পারীৱিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে

লোভ ও মোহ, দয়াপ্রভাবে অধর্ম, নিয়ত অহুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম, অদৃষ্ট পর্যালোচনা দ্বারা আশা, ক্রূহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমুদায় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া দ্বেষ, যোগপ্রভাবে ক্রুধা, কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তল্লা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্‌বর্গের বশী-করণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমতঃ বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিরে বশীভূত করিবে। তৎপরে আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিণেবে জীবাশ্মারে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিকাম কল্প দ্বারা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তির কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও শপ্প এই পাঁচটির যোগাহুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্রমা, চিন্তাশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদায় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত, স্কন্ধ সমুদায় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্পাপ, তেজস্বী, অন্নাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন। ফলতঃ কাম, মন ও বাক্যের সংযম এবং মূঢ়তা, বিষয়ম্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবসানম্পৃহা, পরিত্যাগ, এই সমুদায় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির ! এই স্থলে নারদদেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান বৃদ্ধ অসিত দেবলকে সমাসীন অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্ ! এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

দেবল কহিলেন, নারদ ! পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদায়কে পঞ্চ মহাত্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাশ্মা পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাত্মত হইতে অজ্ঞাত ভূতের সৃষ্টি করেন। যাঁহারা এই পরমাত্মা,

জীব ও পঞ্চ মহাভূত ভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়া বিষয়ে অগ্র অচেতন বা চৈতন কারণ আছে বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত অমূলক। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল। জীব উহাদের বর্ষ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত। এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। বাহারা উহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদের বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কার্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর নন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূর্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। প্রাণিগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদায়েই লীন হইয়া থাকে। চক্ষু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। আবার উহার উৎপত্তিকালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, হৃৎ ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বাহু পদার্থের জ্ঞানসাধক, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আশ্বাদন এই পাঁচটি উহাদের ক্রিয়া। ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ, রস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সর্বাণ্ডে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হয়। পরে মনোবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সমাক্ষি বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই আটটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটি কন্মেন্দ্রিয়। বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্যাহুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষ ত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতোনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কন্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটি কন্মেন্দ্রিয় আছে; উহার নাম প্রাণ। উহারে বর্ষেক্রিয় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞান ও কন্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রিয় সমুদায় শান্তিনিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রাম কালে মন স্বকায্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। উন্মধ্যে সাত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়।

ঐ বৃত্তিজয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে বাহা বাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটি সত্তত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাঁহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদায় অনুভব করেন। সাত্বিক পুরুষের জায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ জাগ্রদবস্থাতে সাত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কন্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে। জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীরে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শন প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদায় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ, দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীব প্রাণ বায়ুর সহিত সন্বেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারম্ভের ক্ষয় হইলেই দেহ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্য পাপ প্রভাবে পুনরায় অগ্র দেহে অবস্থিত হন। লোকে যেমন জীব গৃহ পরিত্যাগপূর্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কন্ম ফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগপূর্বক দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুরিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অহুতাপ করেন না। নির্দোষ লোকেই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই জীবলোকে কেহই কাহার সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদানপূর্বক নিরন্তর তাহার দেহ মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভ করেন। কন্মের নাশ হইলেই উহার পুণ্যপাপময় দেহ চইতে মুক্তি ও ব্রহ্মহ লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মহ লাভপূর্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যখন আমরা অর্থাভাবী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও স্নহসঙ্গকে কাল-কবলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদের তুল্য ক্রুর ও পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমরা কেবল বিষয়ভ্রম প্রভাবেই এইরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি ; এক্ষণে যাহাতে আমা-দিগের সেই ভ্রম নিরাকৃত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে জনকবাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাচা কহিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে বিদেহরাজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, মহাশয় ! আমাব কোন বস্তুতে অপকার নাই। তথাপি আমি পবনসুখে জীবনযাপন করিতেছি। বিদেহনগরী দক্ষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দক্ষ হয় না। বিবকশীল মহা-স্বারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন ; কিন্তু মৃত ব্যক্তিবা অল্পমাত্র বিষয়েই মরস্তর বিমুক্ত হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ কি স্বর্গীয় সুখ ভ্রমাত্মক নিত-বিমুক্ত সুখের ঘোড়শাশের একাংশেবও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দের বুদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বুদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্যের যত বুদ্ধি হয়, বিষয়ভ্রম তাহই পরিবর্তিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থে প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাবে অবশুই অনুশীপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে। কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব অর্থলাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম বিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্বতোভাবে কর্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদায় প্রাণীরে আপনার জ্ঞান জ্ঞান করেন এবং বিগুচ্ছিত ও কৃত-কৃত্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। চক্ষুশ্রী মুঢ়েরা যাহারে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও গাছা জীর্ণ না হয় এবং মহাশয়রা যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়ভ্রমের পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। দম্পত্যায়ন মহাশয়রা বিগুচ্ছ সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখভুভব ও কীর্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বিদেহরাজ এই কথা কহিলে মহর্ষি মাণ্ডব্য নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই সর্বলোকভয়ায়হ কাল ক্রমশঃ অতীত হইতেছে ; অতএব এক্ষণে কর্তব্য কি, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই উপলক্ষে আমি পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা মোক্ষধর্মকুশল মেধাবী স্বাধ্যায়-নিরত স্বীয় পিতার মোক্ষলাভে অঙ্গম বিবেচনা করিয়া তাঁহারে সোধোদনপূর্বক কহিলেন, তাত ! মানবগণের জীবিত-কাল অতি সম্ভবে অতিবাহিত হইতেছে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা উহা অবগত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন ? আপনি যথার্থরূপে আনুপূর্বিক তাহা কীর্তন করুন। আমি তদনুসারে ধর্ম্যানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস ! মানবগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবস্থানপূর্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ পুত্রোৎপাদন ও তৎপরে বহু সংস্থাপনপূর্বক যুথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমন ও মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

পুত্র কহিলেন, তাত ! যখন লোক সমুদায় নিহত ও সর্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী প্রতিনিয়ত গত্যাত করিতেছে, তখন আপনি কিরূপে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের জায় বাক্য বিজ্ঞাস করিতেছেন ?

পিতা কহিলেন, বৎস ! কে মানবগণকে নিধন এবং কেউ বা উহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে ? যে অবিনাশিনী নিয়ত গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে ?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! মৃত্যু মানবগণকে নিধন, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ, আর দিবারাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অনু-ধাবন করিতেছেন না। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কেখন কাহারে পরিত্যাগ করে না, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞা-নাক্ষ হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিব। যখন দিন দিন মানবগণের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, তখন অল্প সলিলস্থিত মৎস্তের জায়

কাহারও সুখপ্রত্যাশা নাই। লোকে যেমন বনমধ্যে একতান মনে পুশ্চয়ন করিতে অগ্রসর করিয়া পুশ্চয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্র জন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তজ্জপ মনুষ্য অনন্ত মনে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পর দিনে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন করা উচিত। কারণ কার্য্য সম্পাদন হউক বা না হউক মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানব-গণকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাহা কর্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই শান্ত্তী প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ নিত্যন্ত মোহাবিষ্ট হইয়াই পুন্ডরাদির নিমিত্ত একান্ত বদ্ধবান্ হয় এবং অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করে। কিন্তু নদী যেমন স্বীয় বেগবলে প্রস্রুপ ব্যাক্রকে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যেমন মেঘকে বলপূর্ব্বক এটয়া যায়, তজ্জপ মৃত্যু সেই বিষয়াসক্ত জীপুত্রাদিসম্পন্ন মানবগণকে তাহার বদ্ধবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য “এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে” এই চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাম কি অপ্রাপ্ত ফল, কি ক্ষেত্র আপণ ও গৃহকল্মষনিরত, কি দুর্বল, কি বলবান্, কি প্রাজ্ঞ, কি শূর, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত কাহারেই পরিত্যাগ করে না। যখন মানবগণ প্রতিনিয়ত মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিবিধ কারণসমূহ হৃৎকেন্দ্রে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কি রূপে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? মনুষ্য জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহারে আশ্রয় করে। ফলতঃ স্তাবরজঙ্গমাঙ্ক সমুদায় পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতীত কেহই তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সত্য অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই মৃত্যুর আবাস-স্বরূপ। ‘এইরূপ শ্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের বাসভূমি এবং নগরমধ্যে অবস্থান করিবার অভিলাষই বন্ধনীর রজ্জুস্বরূপ। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে ঐ বন্ধনীর রজ্জু ছেদন করিয়া দেব-সেবিত অরণ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপাচারী কখন

নই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কার্যমনোবাক্যে প্রাণিগণের অনিষ্টাচরণ না করেন এবং যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণে প্রবৃত্ত নহেন, তাঁহারে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যবলে মৃত্যুরে পরাজয় করা অবশ্য কর্তব্য। এই অনিত্য দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মোহান্ন হইলেই মৃত্যু লাভ হয় এবং সত্যপথ অবলম্বন করিলেই অমৃত লাভ হইয়া থাকে। অতএব আমি হিংসা ও কাম ক্রোধ পরিশূন্য হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক অমরের ন্যায় মৃত্যুরে উপহাস করিব এবং দিবাকরের উত্তরায়ণ সময়ে শান্তিমার্গ অবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যের সংযমে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তির অতি হিংস্র পশুঘজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনা হইতেই আপনি সমুত্ত হইয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি পুত্রোৎপাদন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আয়ুর্নিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাকে জীবাত্মারে আছতি প্রদান করিব। পুত্র হইতে কখন আমার পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার বাক্য ও মন সত্য সংযত থাকে এবং তপস্শ্রা, দান ও যজ্ঞই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, তিনি আনারাসে ঐ সকল সংকল্পপ্রভাবে সমুদায় মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিদ্যার সমান চক্ষু ও ফল ভ্যাগে তুল্য, সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা সর্বভূতে সমতাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সঙ্গলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদায় ব্রাহ্মণের পরম ধন। হে তাত! যখন আপনারে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন আপনি কি নিমিত্ত বৃথাধন বদ্ধ-বান্ধব ও পুত্র দারাদির নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন? এক্ষণে এই দেহমন্দির প্রবিষ্ট আত্মারে অনুধ্যান করুন। আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় গিয়াছেন?

হে ধর্ম্মরাজ! জ্ঞানবান্ পুত্র এই কথা কহিলে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর।

অষ্টসপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়সম্পন্ন হইলে নির্কিংশেব ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মের অমুশীলনে যত্নবান, অন্নাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই নির্কিংশেব ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন । অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করাই কর্তব্য । প্রত্যক্ষ হটক বা পরোক্ষেই হটক, বাক্য মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে । হিংসা পরিত্যাগ পূর্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্তব্য । এই বিনশ্বর দেহধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে । কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত । অল্প অপেক্ষা হীনপনারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত । কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য । কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডীদিগের ধর্ম নহে । যদিও তাঁহারা অনেক গৃহ পর্যাটন পূর্বক ভিক্ষা লাভ করিতে না পাবেন, তথাপি পূর্বে নিমগ্নিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবেন না । মূঢ় ব্যক্তি কষ্টক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবেন না । সতত স্বধর্মনিবৃত্ত, দয়াবান্, প্রত্যাপকারপরায়ণ, নির্ভয় ও নিবহঙ্কর হইয়া কাল হরণ করিবেন । যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধুমবিহীন ও অঙ্গারশূন্য হইবে, যখন তাহার মধ্যে মুষলধ্বনি প্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়ই তাঁহা-
দিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্তব্য । কেহ অধিক পুৰিমাণে ভিক্ষা প্রদান করিলে তাহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন । বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহাবসংগ্রহেও যত্নবান হইবেন না । লাভ হইলে রুপ ও লাভ ন্যা হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয় । তাঁহারা সাধারণোপভোগ্য মালাচন্দনাদি লাভেবাসনা করিবেন না । নিমগ্নিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্তব্য নহে । তাঁহারা অন্নের দোষ গুণ কীর্তন করিবেন না । নিজ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করি-

বেন । শূচাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা অত্র কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের কর্তব্য । তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন । কন্মাহুষ্ঠান পূর্বক পাপ পুণ্য উপার্জন করিবেন না । বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক নিত্য তৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্ল-
জিয়, ভয়শূন্য, ভ্রপবায়ণ ও মোনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন । প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেবই দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় বিনশ্বর ইহা বিশেষ রূপে অনুধাবন পূর্বক সর্ব বিষয়ে নিম্পৃহ সর্বভূতে সমদর্শী, আত্মারান, প্রশান্তচিত্ত, অন্নাহার-
নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবন-
মাত্র নির্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য । তাঁহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদব ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন এবং কেহ নিন্দা করিলে বাধিত হইবেন না । নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রধান ধর্ম । সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণাবৃত্ত, সহায়বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকেন । একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না । বানপ্রস্থাস্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কখনই কর্তব্য নহে । যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পথম ধর্ম । মহাত্মা হারীত সন্ন্যাস ধর্মেই মোক্ষ লাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । জ্ঞান বান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন । কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র স্মার হয়, সন্দেহ নাই । ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীরে অভয়দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পাবেন, তিনিই পদব্রজ লাভে সমর্থ হন ।

একোনাশীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সকল ব্যক্তিই আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দেশ করে; কিন্তু বস্ততঃ এই জীবলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই । দেখুন, সক-
লের পূজনীয় ধর্মাদি দেবগণের ওরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আমাদিগকে যাহার পর নাই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, শরীর ধারণই দুঃখের কারণ । হায়! আমরা কবে দুঃখনাশক সন্ন্যাস ধর্মের অমুষ্ঠান করিব।

মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মে-
ন্দ্রিয়, মুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও সম্বাদি
গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া
থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।
হায়! আমরা কবে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষিদিগের স্তায়
সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! হৃৎথের অবশ্যই অন্ত আছে।
কোন পদার্থই সীমামূলা নাই। মুক্তিই পুনর্জন্মের অন্ত। ফলতঃ
সমস্ত বিষয়েরই এক একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঐশ্বর্য
সংসারামুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুতঃ দুষণীয় বটে; কিন্তু উহা
দ্বারা তোমাদের কোন অপকার হইবে না। তোমরা ধার্মিক;
সুতরাং শম দমাদির অভ্যাস দ্বারা ক্রিয়াকালের মধ্যেই মোক্ষ
লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য পুণ্য পাপের নিয়ন্তা নহে;
প্রত্যুত পুণ্য পাপ সমুখিত অজ্ঞান দ্বারা তাহারে অভিভূত
হইতে হয়। বায়ু যেমন কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ ধূলিজালে মণ্ডিত
হইয়া নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ জীব কর্মফলযুক্ত ও অজ্ঞান
দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূত্র হইয়াও গোরস্তাদি দেহধর্ম
অবলম্বন পূর্বক দেহে দেহে সঞ্চার করিতেছেন। মনুষ্য জ্ঞান-
প্রভাবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাস করিতে পারিলেই
নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও
প্রতিনিয়ত জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা আবশ্যিক।
ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য; এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ
ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদীচ বিরত হন না। এই স্থলে শক্রনির্জিত
রাজ্যপরিভ্রষ্ট অসহায় দানবরাজ বৃত্ত শক্রমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি
অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা
অনন্তমনে শ্রবণ কর।

পূর্বে দৈত্যগুরু উশনা ব্রাহ্মসুরকে ঐশ্বর্যপরিভ্রষ্ট দেখিয়া
কহিয়াছিলেন, দানবরাজ! তুমি শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া কি
হুঃখিত হও নাই? তখন বৃত্ত কহিলেন, ভাগব! আমি তপস্তা
ও বেদবাক্যপ্রভাবে প্রাণিগণের সংসার ও মুক্তির বিষয় নিঃসং-
শয় রূপে জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমারে কখনই শোকাবল
বা হর্ষে অভিভূত হইতে হয় না। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত
হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমন
পূর্বক প্রকৃত মনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও
নরকে নির্দিষ্ট কাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপ-
প্রভাবে বাবংবার জন্ম পরিগ্রহ করে। উহাদিগকে সহস্র সহস্র
বার তির্যাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়।

আমি জীবগণের বিষয় এইরূপ অবগত হইয়াছি। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট
আছে যে, যাহার যেমন কর্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া
থাকে। মনুষ্য কর্মানুসারেই তির্যাক, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত
হয় এবং কর্মফলেই সে বার বার নরকযন্ত্রণা সহ করিয়া থাকে।
পূর্বকৃত কর্মানুসারেই তাহারে মৃত্যুর পর সুখঃখ এবং প্রিয়
ও অপ্রিয় লাভ করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্মফল
ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করে।

ভগবান্ শুক্র ব্রাহ্মসুরের মুখে এইরূপ সঙ্কনোচিত বাক্য
শ্রবণে তাহারে সৃষ্টিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি
দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! তোমার
মুখ হইতে কি নিমিত্ত অমুরবিরোধী বাক্য নিঃসৃত হইতেছে?
বৃত্ত কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আমি জিগীষাপরবশ হইয়া অতি
কঠোর তপে মূর্খান করিয়াছিলাম। ইহা আপনি ও অশ্রান্ত
লোক সকলে অবগত আছেন। আমি প্রাণিগণের পুণ্যদান্য
ও অশ্রান্ত ঙ্গোব্যস্ত অধিকার করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে
লোকত্রয়কে তির্যাক ও অজ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। আমি,
প্রভামণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম।
তৎকালে আমারে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই।
আমি তপোবলে এইরূপ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলাম। আবার
স্বীয় কর্মদোষেই উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি
কেবল স্বীয় ধৈর্য্যবলে তদ্বিশয়ে আর শোকপ্রকাশ করিতেছি
না। পূর্বে আমি মহায়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া সর্বলোক-
পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম।
এক্ক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার সেই বিকূর্ণনশরূপ
তপস্তাজনিত শুভাদৃষ্টের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে। আমি সেই
শুভাদৃষ্ট প্রভাবে আপনারে কর্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,
শ্রবণ করন। ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য কোন বর্ণে অবস্থান করে
এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়? কাহা
হইতে প্রাণিগণ উদ্ধৃত হইয়া জীবিত থাকে? জীব কোন ফল
প্রভাবে ব্রহ্মরূপ হইয়া অবস্থান করে। আর যে ফলদ্বারা
ব্রহ্মলাভ হয়, সেই ফলই বা কোন কর্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করা
যায়? আপনি ইহা সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন। হে ধর্মরাজ!
অতঃপর দানবরাজ বৃত্ত ঐ কথা কহিলেন মহর্ষি উশনা যাহা কহি-
য়াছিলেন, তুমি অমুজগণ সমভিব্যাহারে অনন্তমনে তাহা শ্রবণ
কর।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

তখন গুজ্জাচার্য্য কহিলেন, দানবরাজ ! এই ভূমণ্ডল যাঁহার অধ, আকাশমণ্ডল যাঁহার মধ্যভাগ এবং মোক্ষধাম যাঁহার মন্তক, আমি সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণকর ।

দৈত্যাদিপতি ব্রহ্ম ও মহাত্মা গুজ্জাচার্য্য উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার তাঁহা-দিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন । অসুবেন্দ্র ব্রহ্ম ও মহাত্মা গুজ্জাচার্য্য তাঁহারে দর্শনমাত্র যথোচিত পূজা করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন । মহাত্মা সনৎকুমার সেই আসনে আসীন হইলে, গুজ্জাচার্য্য তাঁহারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন ! আপনি দানবেন্দ্রের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করুন । তখন মহাত্মা সনৎকুমার ব্রহ্মাত্মকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, দৈত্যোজ ! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সেই পরমপুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূত সমুদায়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন । এই সমুদায় ভূত তাঁহা হইতেই স্ফুট এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে । শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্তা বা যজ্ঞ দ্বারা তাঁহারে লাভ করা যায় না ; কেবল ইন্দ্রিয়সংযম প্রভাবেই তাঁহারে লাভ করিতে পারা যায় । যিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে নিকাম যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্য দ্বারা চিন্তা সংশোধন করেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন । সুবর্ণাদি ধাতু যেমন স্বর্ণকার কর্তৃক বারংবার হতাশনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তজ্জপ মনুষ্যাগণ বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিগুচ্ছিত হইয়া উহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবারমাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই পরম যজ্ঞসহকারে কেবল যজ্ঞ ও শমদমাদি কার্য্যপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । স্বীয় কলেবরস্থ মলমার্জ্জনের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক দোষ সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য । যেমন তিলসর্ষপাদিতে একবার অন্ন সংখ্যক পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিকাশিত হয় না ; তজ্জপ এক জন্মে মনমাত্র সঙ্কণ দ্বারা সমুদায় দোষ দূরী-কৃত করা যায় না । আর যেমন তিলসর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে, উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায় ; তজ্জপ দানবগণের বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও সঙ্কণ গুণের আধিক্য দ্বারা জীপুজাদি রেহজনিত দোষ সমুদায় একবারে নিরাকৃত হয় ।

হে দানবরাজ ! এক্ষণে কন্ধ্যামুরক্ত ও কন্ধ্যানিরত ব্যক্তির। যে রূপে কন্ধ্যের অহুষ্ঠান এবং যে রূপে কন্ধ্য পরিভাগ করিয়া থাকে, তাহা আত্মপূর্ব্বিক কীর্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর । জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । তিনি সর্বভূতমধ্যে দেহ ও জীব-রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন । তাঁহার পদযুগল পৃথিবী, মন্তক স্বর্গ, চারি বাহু চারিদিক, কর্ণ আকাশ, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা নলিলরূপে অবস্থান করিতেছে । গ্রহ সমুদায় তাঁহার ক্রদেশে ও ধর্ম্ম তাঁহার স্ফুটায় সন্নিহিত রহিয়াছে । নক্ষত্র সমুদায় তাঁহার নেত্র হইতে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও তাঁহা হইতে স্ফুট হইয়াছে । তিনি সমুদায় আশ্রম, জপাদি কন্ধ্য ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের ফলস্বরূপ । তাঁহার বোম সমুদায় ছন্দ ও বাক্য প্রণব । তিনি সমুদায় আশ্রমের আশ্রয় । তাঁহার মুখ সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে । তিনিই ব্রহ্ম, তিনি পরম ধর্ম্ম, তপস্তা, সং ও অসংকার্য্য, মস্ত্র, শাস্ত্র, যজ্ঞ পাত্র, ষোড়শ ঋত্বিক্যুক্ত যজ্ঞ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমার, পুরন্দর, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবের রূপে অবস্থান করিতেছেন । ঋত্বিকগণ তাঁহারে ইন্দ্র মহেন্দ্রাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । এই সমুদায় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ নারায়ণেরই অধীনে অবস্থান করিতেছে । বেদে তাঁহারেই এই বিবিধ ভূতগ্রামের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । জীবগণ যখন জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় সেই নারায়ণময় অবলোকন কবে, তখনই তাহাদিগের ব্রহ্ম-জ্ঞানের আবির্ভাব হয় ।

স্বাবর জীবগণ সহস্র কোটি কল্পকাল জন্মস্থান ও জন্ম জীবেরা তাবৎকাল সঞ্চরণ করিতেছে । এক যোজন বিস্তৃত, পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ ও এক ক্রোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘ-কার জল প্রতিদিন একবার মাত্র কেশাগ্রভাগ দ্বারা নির্দোষ করিলে তৎসমুদায় বত দিনে শুষ্ক হয়, ততদিনে সমুদায় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে । জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার ; কৃষ্ণ, ধূস্র, নীল, রক্ত, হারিদ্ৰ ও শুক্ল । এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখ সম্পাদক । তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্বাবরযোনি, রক্ত ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূস্রবর্ণ অর্থাৎ তির্ধ্যাকযোনি, রক্তোত্তরগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রক্ত ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্্রবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিগুচ্ছ

সমুদ্রপ্রভাবে গুরুবর্ণ অর্থাৎ জীবমুক্তি লাভ হইয়া থাকে । গুরুবর্ণপ্রভাবেই জীব নিশাপ, বিগত শোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ । কেন না জীব সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণপূর্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট আত্মাহুতবায়িকা গতি লাভ করিয়া থাকে । গুরুভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দশ প্রকার । ঐ চতুর্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবাস্তর ভেদ আছে । গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নত লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে । কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট । ঐ বর্ণ প্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয় । ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোত্তাপাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয় । পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে । তখন সেই জীব নীলবর্ণ লাভ করে । যখন তাহার সমুদ্রের উদ্ভেক হয়, তখন সে তমোগুণ বিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনমত বৃত্তি প্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যালোকে পরিভ্রমণ করে । তৎপরে সে এক কল্প পুণ্য পাপ শূন্য হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্ৰবর্ণ প্রাপ্ত হয় । তৎপরে শত-কল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে । পরে সেই মনুষ্যবোনি পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্য কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । তৎপরে ক্রমে ক্রমে একোনিবংশতি সহস্র গতিলাভ করিয়া পরিশেষে ভোগ-প্রদ কৰ্মসমুদায় হইতে বিমুক্ত হয় । মনুষ্যের ন্যায় সকল বোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অপোগতি হইয়া থাকে । জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ কবে এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যদেহে সংকর্ষেব অটুটান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয় । যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পড়িত হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে তাহা হইলে তাহারে নিকৃষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয় ।

হে দানবরাজ ! এক্ষণে জীব যে রূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সবিশেষ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জীব সাত শত দৈবকল্প রক্ত হারিদ্ৰ ও গুরুবর্ণ ভোগ করে । মহাযারা গুরুবর্ণ লাভ করিয়া মনোভিলাষলতা অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন । গুরুবর্ণের গতি জাগৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন । জীব যোগৈশ্বর্য্য ভোগে আসক্ত হইলে তাহারে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে বাস করিতে হয় । ঐ

কল্প অতীত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । যিনি অমুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়া যোগৈশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি এক শত কল্প ভূঃপ্রভৃতি সপ্ত লোকে বাস করিয়া পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মনুষ্যবোনি পরিগ্রহ পূর্বক মহত্ব লাভ করেন । অনন্তর সেই মর্ত্যালোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর উচ্ছ্রতন লোকে গমন পূর্বক সাত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন । ঐ সকল লোক অতিক্রম করিবার সময় লোক সমুদায়ের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । তখন তিনি উচ্ছ্রতন লোক সমুদায়ও অনিত্য বোধ করিয়া ঐ সমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক জীবলোকেই অবস্থান করেন । তৎপরে তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয় । ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । সাধু ব্যক্তি স্ত্রীলাভকালে ইন্দ্রিয় সমুদায় ও প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত স্থল ও সূক্ষ্ম শরীর তন্নীত করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন । জীবগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব কন্মাত্মসারে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে ; পরিশেষে প্রলয়কালে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয় । ঐ সকলের মধ্যে যে মহা-যারা সিদ্ধ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহারা প্রলয়কালেও ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন । ব্রহ্মবিৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমপূর্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সূত্র দুঃখে হ্রষ্ট ও ব্যথিত না হইয়া যতকাল ইহলোকে অবস্থান করেন, তারংকাল তাঁহার শরীরে বেদ-বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করিয়া থাকে । ঐ সময় তাঁহারে জীবমুক্ত ও সৰ্ব্বময় বলিয়া নির্দেশ করা যায় । মনুষ্য প্রথমতঃ বিশুদ্ধ মন দ্বারা অমুসন্ধান করিয়া সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অল্পের নিতান্ত দুর্লভ মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় । হে দৈত্যরাজ ! ঐ আমি তোমার নিকট নারায়ণের মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় কীর্তন করিলাম ।

সনৎকুমার এই কথা কহিলে দানবরাজ বৃত্ত তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি বাহা বাহা কীর্তন করিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ । এই বিশ্বসংসার অলীক বলিয়াই আমি বিব্রত হইতেছি না । বাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণে আমি নিশাপ ও শোকমোহবিহীন হইলাম । ভগবান্ নারায়ণের এই অনন্ত কালচক্র নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ চক্র প্রভাবেই

সমুদায় পদার্থ নষ্ট হইতেছে। তিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁহাতেই এই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দৈত্যাদিশক্তি বৃদ্ধ এই কথা কহিয়া পরমব্রহ্মে আত্মসংযোজনপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার ব্রহ্মাশ্বরের নিকট যে নারায়ণের মহামায়া কীর্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান নারায়ণ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সেই সর্বাশ্রয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বীয় অসীম তেজঃপ্রভাবে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মহামায়া কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশস্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেব ও ধ্বংস হয়; কিন্তু কেবল ভগবান ঐ সময়ে সলিলশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে লোক সমুদায় বিনষ্ট হইলে ঐ অনাদিনিধন কেশব পুনরায় জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবরাজ বৃদ্ধ স্বয়ং আপনার সদগতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত সর্বদাই সুখে অবস্থান করিতেন। যাঁহারা গুরুবর্ণে অবস্থিত, গুরুবংশসম্বৃত ও সিদ্ধ তাঁহারা ইতিবাগ্যোনি ও নরক হইতে নিমুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যাঁহারা হারিজ ও রক্তবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দৈবনিবন্ধন তামসিক কাণ্ডে আসক্ত হইয়া ইতিবাগ্যোনি লাভ করিতে হয়। যাঁহা হউক আমরা সুখ দুঃখে একান্ত আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং আমাদের কৃষ্ণ বা সর্বাঙ্গপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উল্লয়ের অন্ততর গতি লাভ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তোমরা শান্তিতব্রত ও বিজ্ঞ পাপবংশসম্বৃত। অতএব তোমরা দেবলোকে গমন করিয়া পুনরায় মর্ত্যভূমিতে আগমন করিবে এবং তৎপরে পুনরায় দেবলোকে গমনপূর্বক সুখসন্তোষ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধপুরুষ মধ্যে গণনীয় হইবে। তোমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই; সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।

একাদশাধ্যায়িক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অতুল তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানবান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অশ্বরাজ বৃদ্ধের কি অনির্বচনীয় ধাম্মিকতা! তিনি অশ্বর হইয়া কিরূপে অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মহিমা পরিজ্ঞাত হইলেন? আপনি আমার নিকট বৃদ্ধের উপাখ্যান কীর্তন করিলেন; আমিও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্বার বিশেষরূপে বৃদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত পরম ধাম্মিক বৃদ্ধ কিরূপে ইন্দ্র কর্তৃক নিপাতিত হইলেন? এই বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব অশ্বরাজ বৃদ্ধ যেক্ষণে ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইলেন এবং যেক্ষণে তাহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইল, আপনি তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! পূর্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে দেবগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্বক গমন করিয়া দেখিলেন, পঞ্চশত যোজন উন্নত তিনশত যোজন বিস্তৃত অশ্বরাজ বৃদ্ধ দানবসৈন্যের অগ্রভাগে পর্কতের স্তায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ সেই ত্রিলোকভূজ মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া যাঁহার পর নাই ভীত হইলেন! সহস্র ভয়ঙ্কররূপ দর্শনে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হইল। অনন্তর সংগ্রাম স্থলে উভয় পক্ষের বাদিঅনিম্বন ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। অশ্বরাজ বৃদ্ধ ইন্দ্রকে সমরে অবস্থিতি দেখিয়া অগ্ন্যাত্র সন্ধ্যা, ভয় বা যত্ন করিলেন না।

তৎপরে দেবরাজ ও মহামায়া দানবরাজের তয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অসি, পটিশ, শূল, শক্তি, তোমর, মৃগার, শিলা, শরাসন এবং অনল ও উঁকা প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সংগ্রামস্থল সমাকীর্ণ হইল। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অঙ্গরা ও গন্ধর্বগণ দিবী বিমানে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্মপরায়ণ দৈত্যোক্ত বৃদ্ধ ইন্দ্রের চতুর্দিকে শিলাবর্ষণ করিয়া নতোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদর্শনে দেবগণও নিভান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বর্ষণপূর্বক অচিরেই সেই প্রস্তরশৃঙ্গি নিবারণ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী দানবরাজ মায়ায়ুজ্ঞে দেবেজ পুনর্দরকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহ

হইয়া ইজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইরাছিল। এক্ষণে তুমি ইহার একাংশ গ্রহণ কর। তখন সলিল কহিল, ভগবন্! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমরা যাহাতে সমরাস্থসারে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় নির্দেশ করিয়া দিন। আপনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়; সুতরাং এই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আপনা ভিন্ন আর কাহারে প্রসন্ন করিব। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সলিল! যে ব্যক্তি তোমায়ে সামান্ত জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মৃত্যু বা পুরীষ নিক্ষেপ করিবে এই ব্রহ্মহত্যা তাহারেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তোমার উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা এইরূপ উপায় বিধান করিলে ব্রহ্মহত্যা দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃনির্দিষ্ট বাসস্থান সমুদায়ে গমন করিল। তৎপরে সুররাজ ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিলেন এবং পুনরায় আপনার সম্পদ লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। শিখণ্ড নামক উদ্ভিদ ঐ সময় ব্রহ্মাসুরের শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে বর্ষরাজ! ব্রাহ্মণ সর্কোপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। ইহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবরাজ ইজ্ঞ এইরূপে স্বল্পবুদ্ধিপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। তুমি ইজ্ঞের জ্ঞায় পৃথিবীতে সকলের অজ্ঞেয় হইবে। যাহারা প্রতি পর্বে ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই ইজ্ঞের ব্রহ্মাসুর জয় বৃত্তান্ত কীর্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনই পাপ ভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট ইজ্ঞের অদ্বৈত কার্য কীর্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ করা।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সর্কশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম। আপনার মুখে এই ব্রহ্মাসুর রথ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে শ্রবণ করুন। আপনি ইতিপূর্বে কহিলেন যে,

দানবরাজ বৃজ অরোহণে দৌহিত হইলে দেবরাজ ইজ্ঞ স্বীয় বজ্রাস্ত্রপ্রভাবে তাঁহারে নিহত করিলেন। কিন্তু এই অরোহণ কোনস্থান হইতে কি রূপে প্রোচ্ছত হইল, তাহা আমি অবগত নহি; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্তন করুন।

তীর্থ কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত অরোহণবিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে স্তম্বেক পর্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্ন বিভূষিত ত্রিলোকপূজিত অশুপম শৃঙ্গ ছিল। ঐ শৃঙ্গে কোন ব্যক্তিই গমন করিতে সমর্থ হইত না। ভগবান্ ভূতভাবন সেই স্তম্বেকশৃঙ্গের স্ফীতশিলাতলে উপবিষ্ট থাকিতেন। শৈলরাজহুহিতা পার্শ্বতীও সতত তাঁহার পার্শ্ব অবস্থান করিতেন। মহামুত্তম দেবগণ, অমিতপরাক্রম বৃক্ষগণ, মহামুখী অশ্বিনীকুমারগণ, শুভকগণ পরিবেষ্টিত যক্ষাধিপতি হেবের, মহর্ষি শুক্র, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বামিত্র নারদ ও পর্বত প্রভৃতি গন্ধর্বগণ, বহুসংখ্যক অঙ্গরা এবং অসংখ্য বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও তপোধনগণ তথায় আগমন করিয়া দেববাদিদেবের উপাসনা করিতেন। তথায় নান্যগন্ধমায়ুজ্ঞানবিজ্ঞ সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইত। সকল সময়ে সমুদ্রায় শব্দ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। নানারূপধারী বিকটমূর্তি মহাবলপরাক্রান্ত ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অশুচরগণ সতত শব্দে সমীপে সমুপস্থিত থাকিত। ভগবান্ নন্দী প্রজ্জলিত শূল ধারণ করিয়া সতত তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন। সর্কতীর্থময়ী সরিষরা গঙ্গা মুহূর্তমতী হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর থাকিতেন। এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবন দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই স্তম্বেকশৃঙ্গে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইজ্ঞাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞে গমন করিবার মানসে সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের আদেশানুসারে অনল ও সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণ পূর্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন। শৈলরাজহুহিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিরে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! ইজ্ঞাদি দেবগণ কোন স্থানে গমন করিতেছেন? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

তখন মহাদেব কহিলেন, দেবি! প্রজাপতি দক্ষ অবশেষে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমগ্নিত হইয়া গমন করিতেছেন। পার্শ্বতী কহিলেন, মহামুখ! আপনি কি নিমিত্ত

তথায় গমন করিলেন না, আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি ? মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে ! পূর্বকালে যজ্ঞভাগ করণার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দেশ করেন নাই। সেই পূর্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমারে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না। তখন পার্কীতি কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি রূপ, গুণ, বল, তেজ ও প্রভাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনারে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই ওনিয়া আমি যাহার পর নাই ছঃখিত হইলাম। পার্কীতি পশুপতির এই কথা কহিয়া ছঃখিত মনে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীরে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অমুচরণ সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্বক যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অমুচরণ মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিত্যাগ, কেহ কেহ হাঙ্গ, কেহ কেহ যজ্ঞায়িতে কৃষির বর্ষণ, কেহ কেহ যুপ উৎপাটনপূর্বক পরিভ্রমণ এবং কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া যজ্ঞের পরিচারকদিগকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

মহাদেবের অমুচরণ এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে যজ্ঞ নিত্যান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্বক আকাশমার্গে পলায়ন করিতে লাগিল। ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসনে শরসংযোজনপূর্বক তাক্সর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যজ্ঞের অমুর্সরণ করিতে করিতে তাঁহার বিকট ললাটদেশ হইতে শ্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। বস্মবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালারিসদৃশ হতাশন প্রাকৃত ও ঐ হতাশন হইতে এক খস্কাকার, মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। উহার পরিধান রক্তাশ্বর, নেত্র লোহিত, শৃঙ্গ হরিবর্ণ এবং শরীর শ্বেন ও উল্লুকের তায় লোমশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অনল যেমন কক্ষকে ভস্মসাৎ করে, তজপ সেই মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্মসাৎ করিয়া মহাবেগে ঋষি ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা তদর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইলেন। বস্মমতী সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাপুরুষের পদভরে কল্মিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

এইরূপে সমুদায় লোক নিত্যান্ত বিপদাপন্ন হইলে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,

মহেশ্বর ! ঐ দেখুন সমুদায় লোক উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই সমুদায় ঋষি ও দেবতা আপনার ক্রোধদর্শনে কিছুতেই স্তম্ভ হইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি অচিরে ক্রোধ সংবরণ করুন। দেবগণ অদ্যাবধি আপনারে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন। আপনার শ্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ অর নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে, কিন্তু আপনার এই তেজোরশি একত্র সম্বৃত্ত থাকিলে সমুদায় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আপনি এই তেজোরশিরে বহুভাগে বিভক্ত করুন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ভগবান্ ভবানীপতির যজ্ঞভাগ করণা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে ও গর্জিত-বচনে তথাস্ত বলিয়া স্বীয় ভাগ স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব জীবগণের শাস্তি বিধানার্থ অরকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। নাগগণের শিরঃসস্তাপ, পর্বতের শিলা, সলিলের শৈবাল, ভূজগের নির্মোক, গো সমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা, পশুদিগের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেঘের পিক্তভেদ, শুকের হিকী এবং শাদ্দূলের শ্রবী অর নামে কথিত হইয়া থাকে। আর ঐ অর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অজ্ঞাত সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের ঐ অর নামক স্মদারণ তেজ সমুদায় জীবের নমস্ত ও মাত্ত। দানবরাজ বৃজ ঐ অরে সমাক্রান্ত হইয়া জন্ম পরি-ত্যাগ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। ঐ বজ্রাঙ্গপ্রভাবে অম্বরাজের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে তিনি নারায়ণে একান্ত ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র উৎকৃষ্ট বিম্বলোকে গমন করিয়া-ছেন। হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তুমিয়ার নিকট ব্রহ্মাসুরের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে অরোৎপত্তি কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর। যিনি অবহিত চিত্তে এই অরোৎপত্তি বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগশূন্য ও স্তম্ভী হই। পরমাত্মাদে অভিল-ষিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুর্দশীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্ ! বৈবস্বত মনুর অধিকার

সময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ ক্রীড়ে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা ক্রীড়ে পার্কীর্তীর হৃৎস্পর্শনে কোপান্বিত বিধ্বায়া দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ পুনঃ প্রারম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা কীর্তন করুন।

দৈবশাস্ত্রান কহিলেন, মহারাজ! পূর্বকালে প্রাচ্যেতস দক্ষ ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয়ের পার্বদেশে সিন্ধুমহর্ষি পরিবেশিত বিবিধ ক্রমলতা পরিশোভিত হরিষারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণীগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ; হাহা, হহ, ভুধুধু, নারদ, বিশ্বাস ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ; ইন্দ্রের সহিত অঙ্গরা, আদিত্য, বহু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধুগণ; ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও দ্ব্যতপায়ী পিতৃগণ; জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান আরোহণে আগমন পূর্বক অনলের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই যজ্ঞস্থল দেবদানবাদিতে পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা দধীচি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়গণ! তে যে যজ্ঞ ভগবান্ রুদ্র পূজিত না হন, তাহারে যজ্ঞ বা ধর্ম্ম বলিয়া নিদেশ করা যায় না। হায়! কালের কি বিপরীত গতি! তোমরা কেবল বধ ও বন্ধন লাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ। তোমাদের যে বিনাশকাল ও মহাত্ম্য উপস্থিত হইয়াছে, মোহবশতঃ তাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। পবনযোগী দধীচি ইহা কহিয়া ধ্যানে মনোনিবেশপূর্বক দেখিলেন যে, মহাত্মা নারদ রুদ্র পার্কীর্তীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তিরা সকলে এক পদামশ হইয়া মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করে নাই, বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপস্থত হইয়া কহিত লাগিলেন, যে ব্যক্তি পূজ্যের অপমান ও অপূজ্যের অর্চনা করে, তাহারে নবজাত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমি পূর্বে কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং কোন কালে মিথ্যা কথা কহিব না; এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি

যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অচিরে এই যজ্ঞে সমাগত হইবেন।

মহাত্মা দধীচি এই কথা কহিলে, দক্ষ তাঁহারে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলহস্ত একাদশ রুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন! কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে? তাহা আমি অবগত নহি।

তখন দধীচি কহিলেন, দক্ষ! তোমরা সকলে এক পরামশ হইয়া দেবদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার তুল্য প্রধান দেবতা আর কেহই নাই। অতএব যখন তুমি নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে।

দক্ষ কহিলেন, মহর্ষে! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিমিত্ত এই মন্বন্তর হবিঃ স্তব্ধপাত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবশ্যই ঐ যজ্ঞভাগ দ্বারা সেই ভগবান্কে পরিতুষ্ট করিব। মহর্ষি দধীচি ও দক্ষের এই উপ বাণিতত্ত্ব হইতে লাগিল।

এ দিকে কল্যাস পর্বতে দেবী পার্কীর্তী আপনার ভর্ত্তার নিমন্ত্রণ না হইয়াতে হুঃখিত হইয়া কহিলেন, হায়! আমি ক্রীড়ে দান তপোহুষ্ঠান করিলে আমার পতি ভগবান্ জিলোচন যজ্ঞের অর্ধ বা তৃতীয় ভাগ লাভ করিতে পারিবেন।

সেই নিতাসস্তুষ্ট দেবদেব মহাদেব স্বীয় পত্নী এইরূপ সখ্যে বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন কৃশাদি! আমি সমুদায় যজ্ঞের ঈশ্বর। আমার প্রতি ক্রীড়ে কল্যাস প্রয়োগ করা কর্তব্য, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। আজি তোমার মোহবশতই ইন্দ্রাদি দেবতা ও জিলোকবাসী প্রাণীগণ মুগ্ধ হইয়াছে। ধ্যানবিহীন অসাধু বক্তৃতা কদাচ আমাকে পরিক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না। স্ততিপাঠকেরা যজ্ঞে আমারই স্তব করিয়া থাকে, সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র গান করেন; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমাকেই উপাসনা করেন এবং ঋত্বিকগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।

দেবী কহিলেন, নাথ! অতি সামান্ত লোক ও জীবনসমক্ষে আপনার প্রশংসা ও গর্ভ করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আমি আত্মপ্রাণ করি নাই। এক্ষণে তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর। ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয় উমারে এই কথা কহিয়া যুগ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরই বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। বীরভদ্র মহেশ্বরের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাঁহারে

কহিলেন, তুমি অবিলম্বে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর। তখন সেই শিববদননির্মুক্ত সিংহত্বলা বীরপুরুষ দেবীর ক্রোধ-শক্তির নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার বাসনা করিলেন। ঐ সময় দেবীর ক্রোধসম্প্রতী ভীষণমূর্তিধারিণী মহাকালী সেই বীর-পুরুষের অনুগামিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ রুদ্রের জ্ঞায় অনন্ত বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অতুল শৌর্য্যশালী মূর্তিমান ক্রোধস্বরূপ মহাবীর দেবদেব মহা-দেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সমু-দায় রোমরূপ হইতে অসংখ্য রুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকায় বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া বীরভদ্র সমভিব্যাহারে দক্ষগজ্ঞ বিনাশার্থে অবি-লম্বে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; পর্ব্বত সমুদায় বিদীর্ণ; বনুজবা কল্পিত বায়ু বিঘূর্ণিত ও সলিল ক্ষুভিত হইতে লাগিল। অগ্নি ও প্রভাতের প্রভাশূন্য হইলেন। চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্র সমুদায় আর প্রকাশিত হইল না। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচল্লভভাবে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞ-স্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তত্রত্য ব্যক্তিগণকে প্রহার ও কেহ কেহ যুগ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতোপম অল্পপীনে স্তূপ সমুদায় ইতস্ততঃ নিষ্কিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড, শর্কর ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেষ সমুদায় নানাপ্রকার মুখাবা ভোজন ও পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় দগ্ধ-দ্বারা ভেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্তন্যস্রব্ধিগকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ স্তন্যস্রব্ধিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মহাবীর বীরভদ্র ক্রোধ প্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্ব্বদেব সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া যুগরূপী পলায়মান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্রের সন্নি-ধানে গমনপূর্ব্বক কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? তখন বীরভদ্র দক্ষকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্!

আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞস্থলে ভোজন বা কোতুলপত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিতে আসি নাই। দেবী পার্ব্বতী দুঃখিত হওয়াতে সর্বাঙ্গক ভগবান্ রুদ্র স্বয়ং ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীর নাবী সজ্জাত হইয়াছেন। ইহার নাম ভদ্রকালী। আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের নিদেশানুসারে তোমার এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। অন্য দেবতার নিকট বর গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াও শ্রেয়ঃ।

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে ধার্মিকপ্রধান দক্ষ তাঁহার বাক্যানুসারে মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্তবদ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন করিবার বাসনায় কহিলেন, আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিদ্যমান, বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তখন প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে সহস্র স্বর্ঘ্যসকাশ সশর্তুকসদৃশ ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই ভূতপিশাচোপকৃত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহস্রা সমুখিত হইলেন এবং দক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হস্ত-বদনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি তোমার কি উপকার করিব? প্রজাপতি দক্ষ তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া বাস্পাকুললোচনে কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্র বোধে অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বর প্রদান করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার যে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চূর্ণীকৃত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুকালে বহুযত্নে সঞ্চিত, যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্ফল না হয়। তখন ধর্ম্মাধার ভগ-বান্ বিক্রমাক্ষ তথাস্ত বলিয়া তাঁহারে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান কহিলেন। প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়া ক্ষিতিতলে জাহ্নবী সংস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্তন করত মহাদেবের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অনন্তর যুগিষ্ঠির ভীমকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতা-

মহা! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণ পূর্বক দেবাদিদেব
মহাদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ
করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি; অতএব আপনি উহা কীর্তন
করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি অজুতকর্মা মহাদেবের
গুণ ও প্রকাশিত নাম সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞাবসানে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন,
হে দেবদেবেশ! তুমি অসুরগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছ। তোমা
হইতেই বলদৈত্য নিহত হইয়াছে। দেবতা ও দানবগণ
প্রতিনিয়ত তোমারে পূজা করিয়া থাকেন। তুমি সহস্রাক্ষ,
বিক্রপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর। তোমার হস্ত, পাদ, মস্তক,
চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিরাজিত হইতেছে। তুমি সর্বত্রই
বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি শত্ৰুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুন্তকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ,
গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি অর্ণবমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক।
তুমি শতোদর, শতাবর্ষ, শতজিহ্বা; তোমারে নমস্কার।
গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমারই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে
অর্চনা করেন। মনীষিগণ তোমারই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ
নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তুমি সমুদ্র ও আকা-
শের ন্যায় মহামূর্তি। গোবীল যেমন গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান
করে, তদ্রূপ দেবগণ তোমারই মূর্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।
আমি তোমার শরীরমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও বৃহস্পতিরে অবলোকন করিতেছি। তুমি কার্য্য, কারণ,
ক্রিয়া ও করণ। তুমিই স্থল, সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও নাশের হেতু।
তুমি ভব, সর্ব, ব্রহ্ম, বরদ, পত্নীপতি, অন্ধকবাঁতী, দ্বিজট,
ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুংহস্তা। তুমি
চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধারী, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, উদ্ধদণ্ড,
উদ্ধকেশ, বিভক্ত, বিশ্বমর, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব;
তোমারে নমস্কার। তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তোমার
রূপ নানাপ্রকার। তুমি পরম কল্যাণময়। তুমি সূর্য্যমণ্ডল,
মধ্যবর্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যধ্বজ ও স্থাপত্যাকা-
সম্পন্ন। তুমি প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, ধনুর্ধর, শক্রমর্দন ও
দণ্ড। তুমি পর্ণচীর পরিধান করিয়া থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ,
হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি; তোমারে নমস্কার।
তুমি স্তূত, স্তূত্য ও স্তূয়মান। তুমি সর্ব, সর্বভক্ষ ও সর্বভূতের
অস্তরায়ী। তুমি হোত্র, মগ্ন ও গুরুবর্ণ স্বজপতাকাযুক্ত। তুমি
আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলা স্বরূপ।
তুমি আবরকদিগের আবরক, কুশনাশ, কুশাঙ্গ, কুশ ও সজ্জ।

তুমি শয়ান, উথিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, জটিল এবং নৃত্য
ও গালবাদ্যানিরত। তোমার সর্বাঙ্গে পূজা লাভ করিবার
অভিলাষ নাই। তুমি সর্বদা গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ।
তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলনিহীন, কালনাথ এবং কল্প, প্রলয় ও
উপপ্রলয়স্বরূপ। তুমি চন্দ্রভি নিম্ননের ভীষণশব্দের শ্রায় হস্ত
করিয়া থাক। তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহযুক্ত ও কপাল-
পাণি। তুমি চিতাভ্রমশ্রিয়, ভীষণ ও ভীষ্ম। তুমি বিকৃতবক্ত্র,
থজ্জজিহ্বা, দণ্ডী, যজ্ঞীয় পক্ষ ও অপক মাংসলুপ্ত এবং তুষীযুক্ত-
বীণাশ্রিয়। তুমি সৃষ্টিকর্তা, ধর্মের হিতকারী, পুষ্পশ্রেষ্ঠ ও
ধর্মস্বরূপ। তুমি বায়ুর শ্রায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের
পাককর্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ, বরস্বরূপ ও বরদ। তুমি বিচিত্র গন্ধ,
মালা ও বস্ত্রে সমলঙ্কৃত। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরে উৎকৃষ্ট বর
প্রদান কর। তুমি রাগবান, রাগবিহীন, ধ্যানকর্তা ও অক্ষ-
মালাধারী। তুমি মিলিত ও পৃথক। তুমি ছায়া আতপ উন্মাদ
ও গন্ধস্বরূপ। তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতিশয়
ঘোরতর। তুমি শিব, শান্ত ও শান্ততম। তুমি একচরণ, বহু-
নেত্র, একমুখ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্তুতে লুক্ক ও সংবিভাগশ্রিয়।
তুমি বিশ্বকর্ম, শিখণ্ড, শমশ্রুণাশ্রিত, অরাতিকুলভীষণ, ঘণ্টা-
ধারী এবং ঘণ্টানাদ ও অনাহত ধ্বনিস্বরূপ। তুমি শত সহস্র
ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাশ্রিয় ও ঘণ্টার শ্রায় শব্দায়মান প্রাণবায়ু-
স্বরূপ। তুমি হুহুকারস্বরূপ, হুহুকারশ্রিয়, দেবশ্রেষ্ঠ, শমদমাদি
গুণসম্পন্ন ও গিরিবৃক্ষনিবাসী। তুমি শৃগালের স্তম্ভ হৃদয়দিগের
মাংসপ্রিয়, পাপমোচনৈব কারণ এবং যজ্ঞ যজ্ঞমান, হত ও
প্রহতস্বরূপ। তুমি ঋষিক, জিতেন্দ্রিয়, সৎ ও রজোগুণসম্পন্ন
এবং তট, নদী ও সমুদ্রস্বরূপ। তুমি অন্নপ্রদ, ব্রহ্মপতি ও
অন্নভোক্তা। তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশূলধারী ও
সহস্রনেত্র। তুমি বালার্কসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, বালরূপধারী,
বালানুচরণগুপ্ত ও বালকীড়নক। তুমি বুদ্ধ, লুদ্ধ, ক্ষুদ্র ও
লোভন। তুমি তদজ্ঞাক্রিতকেশ, মুগ্ধকেশ, ষট্কার্ণপরিভূষ্ট ও
ত্রিকম্বনিরত। তুমিই সমুদায় বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন
রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি শক্তি, শক্তি ও কোলাহল-
স্বরূপ। তুমি শ্রেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ নয়নসম্পন্ন। তুমি
জিতবাস, ক্রশ এবং আয়ুধ ও বিদারণস্বরূপ। তুমি ধর্ম, অর্থ,
কাম, মোক্ষের বিষয় কীর্তন করিয়া থাক। তুমি সাংখ্য,
সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশকর্তা। তুমি চতুর্দশ নিকেত
ও চতুর্দশ নিরত। তোমার অঙ্গে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে
ও ভুজযজ্ঞোপবীতরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি জ্ঞান,

বস্ত্রের জ্ঞান কঠিন দেহসম্পন্ন, পিঙ্গল কেশযুক্ত, জ্যাক, অধিকাপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামর। তুমি ভূপ্ত ও অভূপ্তের বিচারকর্তা। তুমি সর্ক, সর্কদ, সর্কর ও সর্কারাগস্বরূপ। তুমি মহাবল, মহাবাহ, মহাসম, মহাহ্যতি ও মহামেষ সমূহের সদৃশ। তুমি স্থল, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বহুলাঙ্গিনধারী। তুমি সূর্য্য ও অনলের জায় প্রদীপ্ত জটাদারী, বহুলাঙ্গিনসম্পন্ন, সহস্রসূর্য্যাদৃশ, নিত্য তপোমুষ্ঠাননিরত ও উন্মাদন। আবর্তসমূহ গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজুট আর্জ হইয়াছে। তুমি বারংবার চন্দ্র, যুগ ও মেঘ সমুদায়ের পরিবর্তন করিতেছ। তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নপ্রস্টা। তুমি পাককর্তা, পক্ভূক এবং পবন ও অনলস্বরূপ। তুমি জরায়ুজ, অজ্রজ, শ্বেদজ ও উজ্রজ। তুমি সর্কদেবের ঈশ্বর এবং সমুদায় চরাচরের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা তোমার ব্রহ্মবিদগ্ৰন্থ্য, উৎপত্তি স্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋক্ বেদ, সামবেদ ও ওকারস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন। তুমি সামবেদী মহাত্মারা সামগান সময়ে হায় হায় হবা হোয় ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তুমি ঋক্, যজু ও আহতিস্বরূপ। তুমি বেদ উপনিষদ ও শ্রুতিতে গীত হইয়া থাক। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদায়স্বরূপ। তুমি মেঘ, বিজ্যৎ, মেঘনির্ঘোষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি বৃক্ষ সমুদায়ের মূল, গিরি সমুদায়ের শিখর, মৃগগণ মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, সর্পগণ মধ্যে বাহুকি, সমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদ, বজ্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র এবং ব্রতমধ্যে সত্যস্বরূপ। তুমি ধেম, ইচ্ছা, রোগ, মোহ, ক্রমা, অক্ষমা, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয় স্বরূপ। তুমি গদা, শর, শরাসন, খট্টাঙ্গ ও কব্জরধারী। তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহারকর্তা। তুমি সকলকে সংপথ প্রদর্শন ও সম্ভাপ প্রদান করিয়া থাক। তুমি অহিংসাদি দশবিধ লক্ষণযুক্ত ধর্ম, অর্থ ও কামস্বরূপ। তুমি গঙ্গা, সমুদ্র, নদী, পবন, সরোবর, লতা, বন্য, তৃণ, ওষধি, মৃগ পক্ষী ও পণ্ড-স্বরূপ। তোমা হইতেই পৃথিব্যাদি ও অন্ত্যাত্ম কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। তুমি যুথাকালে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া থাক। তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গায়ত্রী ও ওকার-স্বরূপ। তুমি হরিৎ, লোহিত, নীল, কৃষ্ণ, রক্ত, অরুণ, কন্দ্র, কপিল, কপোত ও মেচুকর্ম্মদি বর্ণস্বরূপ। তুমি বর্ণবিহীন, তুমি

উত্তম বর্ণ এবং তুমিই বর্ণ কর্তা। তোমার উপমা নাই। তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি উৎকৃষ্ট বর্ণে। অতিশয় ভক্তিমান। তুমি যম, ইন্দ্র, বরদ, কুবের, অমল, গ্রহণ, রাহ, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় জব্যস্বরূপ। তুমি সাম-বেদের ত্রিষ্পর্ণ ও যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় স্বরূপ। তুমি পবিত্র-দিগের পবিত্র ও মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ। তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন কর। তুমি জীবাশ্মা, পরমাশ্মা, দেহ, প্রাণ এবং সন্ত, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ। তুমি আয়ু ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, নিমেষ, ক্রুধা ও জন্তাস্বরূপ। তোমার নেত্র লোহিতবর্ণ, আশ্রদেশ ও উদর বিস্তীর্ণ, লোম সমুদায় স্থচির জায় ও অশ্রু হরিৎবর্ণ। তুমি উর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি গীতবাদ্যে নিত্যন্ত অমুরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ। তুমি জলচর, মৎস্ত, জালস্থিত মৎস্ত, সম্পূর্ণ, কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কালস্বরূপ। তুমি মৃত্যু, ক্রুর, ক্ষৌরকম্পারগ, মিত্র ও অমিত্র হস্তা। তুমি মেঘমালী, মহাদংষ্ট্র এবং সংবর্তক ও বলাহক মেঘ স্বরূপ। তুমি প্রকাশবান, অপ্ৰকাশ, অন্তর্ধারী, ষষ্ঠাধারী ও রুদ্র। তুমি স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া জীড়া করিয়া থাক। তুমি অগ্নির স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী। তুমি চারিযুগ, চারিবেদ ও চারিঅগ্নি স্বরূপ। তুমি চারি আশ্রম-বাসীদিগের উপদেষ্টা। তোমা হইতেই চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি অক্ষপ্রিয়, ধূর্ত, ভূতগণের ঈশ্বর, রক্তমালাস্বরধারী গিরীশ ও কৃষারপ্রিয়। তুমি প্রচণ্ড, শিল্পী, শিল্পীদিগের অগ্র-গণ্য ও সমুদায় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্তা। তুমিই ভগের নেত্র ও সূর্য্যের দন্ত উৎপাতন করিয়াছ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বধট্কার ও নমস্কার স্বরূপ। তুমি গুঢ় রতধারী, গুঢ়তপস্বী এবং প্রণব ও আকাশ স্বরূপ। তুমি সমুদায়ের আর্দ্রকর্তা। তুমিই সমুদায় একত্র স্থাপন ও সমুদায়ের সংহার করিয়া থাক। তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান; তোমার আশ্রয় কেহই নাই। তুমি ব্রহ্মা, তপস্বী, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলতা স্বরূপ। তুমি জীবের আশ্রা এবং তোমা হইতেই আকাশাদি পদার্থ সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমানের আদিকারণ। তুমি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, শাশ্বত, জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর। তুমি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ক্রমাঙ্গীল, হৃদাস্ত ও হৃদাস্তদিগের শাসন কর্তা। তুমি মাস, কল্প, সংবর্ত ও সৃষ্টির আদিকারণ। তুমি কাম, রেত, স্তন, স্থল ও কর্ণিকারমালাপ্রিয়। তুমি নন্নিমুখ, ভীমমুখ, স্তম্ভমুখ, চতু-মুখ, বহুমুখ, অগ্নিমুখ ও নিমুখ। তুমি নারায়ণ, নির্জিহ্ব, অনন্ত

ও বিরাট। তোমা হইতেই অধর্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপাশ, প্রচণ্ডমুষ্টিধারী ও ভূতগণের অধিপতি। তুমি কৃষ্ণাবতার সময়ে গোধন রক্ষাকালে গোমাদ পরিভ্যাগ এবং ঘোষর্জন ধারণ পূর্বক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহাহৃষ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষা কর্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরিচালক। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তোমারে লাভ করা যায় না। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের স্তম্ভ, নিরুপ ও রুপ স্বরূপ। তুমি চর্নিবার, ডঃসভ ও দুরতি-ক্রম। তুমি দুর্দ্বর্ষ ও দুশ্রীকল্প। কেহই তোমারে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি জয়, দুর্জয়, শীঘ্রগামী, মনোবাকথানাশক এবং চন্দ্র, স্বয়ং, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা ও জরা স্বরূপ। তুমি আধি, ব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি যুগরূপধারী যজ্ঞের ব্যাধ স্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধি সমুদায়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক, উগ্র-দণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ কর্তা। তুমি জগদ্বার্দ, সুরশ্রেষ্ঠ ও বরুণপতি। তুমি বিরাগগণ্য কালকূট পান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি যুজ্য হইতে রক্ষা ও একানক অমৃতভব কর। তুমি হিংস্যা-রেতা; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, বুবা ও গচ্ছিত দত্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেশ, ইন্দ্র বিশ্বস্ত্রী ও বিশ্বস্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহ। চন্দ্র স্বর্ঘ্য তোমার চক্ষুর, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অগ্নি তোমার বল, দিব্যরাশি তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহাবিধ তোমার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তোমার স্থান মূর্তি সমুদায় আমা-দিগের দৃষ্টির বিষয়ীকৃত নহে। অতঃপর পিতা বেমন ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, 'সেইরূপ তুমি আমা-দিগের নিরন্তর রক্ষা কর। তোমারে বরংবার নমস্কার। তুমি ভক্তের প্রতি সাতিশয় রূপা প্রদর্শন করিয়া থাক। আমিও তোমার একান্ত ভক্ত; সূতরাং আমার প্রতি অমুকল্প করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যিনি নিত্যস্তু দুর্গাক্ষা হইয়া বহুসংখ্য লোককে আশরণ পূর্বক সমুদ্র পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমা-দিগের সন্তত রক্ষা করুন। যোগিগণ সত্ত্বগুণাবলী নিদ্রাশূন্ত জিতধাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাহ্যে জ্যোতি স্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাঙ্গারে নম-স্কার। যিনি জটাজূটমণ্ডিত, দণ্ডধারী ও লঙ্ঘনর এবং যিনি সন্তত কনকলু রূপ তুঙ্গীর ধারণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাঙ্গারে নমস্কার। বাহ্যের কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধি মধ্যে নদী সমুদায় এবং

জঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাঙ্গারে নম-স্কার। যিনি যুগান্ত কাল সমুপস্থিত হইলে জীবগণকে বিনাশ করিয়া সলিল মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, আমি সেই সলিল-শায়ীর শরণাগত হইলাম। যিনি রাহুমুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া রজনী-যোগে কুমুদিনীনাথকে এবং দিব্যভাগে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া থাকেন, তিনি আমা-দিগের রক্ষা করুন। ব্রহ্মাদিদেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রকৃত্ত মনে স্বধা দ্বারা প্রভূতি মন্ত্রো-চ্চারণ সহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যে সমস্ত অন্তঃস্থমাত্র পুরুষ সকল দেহীর দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল জীবরূপী রুদ্র প্রতিনিয়ত আমার রক্ষা ও তৃপ্তি সাধন করুন। বাহ্যের দেহমধ্যে অবস্থান পূর্বক স্বয়ং রোদন না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন; বাহ্যের স্বয়ং হুট না হইয়া দেহী-দিগকে হুট করিয়া থাকেন, সেই সকল অহঙ্কাররূপী রুদ্রকে আমি প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। বাহ্যের নদী, সমুদ্র, পর্বত, গিরি-ওহা, বৃক্ষমূল, পাঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুশ্লথ, রথ্যা, চত্বর, নদীতট, হস্ত্যশরশালা, জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, চন্দ্র, স্বর্ঘ্য, চন্দ্রস্বর্ঘ্যের রঞ্জাল, রসাতল ও রসাতলের অতীত স্থানে অব-স্থান করিতেছেন এবং বাহ্যদিগের সংখ্যা, প্রমাণ ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি সর্ব-ভূতশ্রী, সর্ব ভূতের পতি ও সকলের অন্তরায়; এই নিমিত্ত আমি তোমা-দিগের নিমন্ত্রণ করি নাই। ভূরিদক্ষিণ বিবিধ বস্তুমুদ্যান পূর্বক তোমারই অর্চনা করিতে হইবে। তুমি সকলের কর্তা; এই নিমিত্তই আমি তোমা-দিগের নিমন্ত্রণ করি নাই। অথবা আমি তোমার দূরবর্গ্য নায়াপ্রভাবে একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম; এই নিমিত্তই তোমা-দিগের নিমন্ত্রণ করিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রজোস্তম্ভাবলম্বী; এই নিমিত্তই তোমা-দিগের অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণে আমি দময়, মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া তৃপ্তিভাবে অবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সন্তোষের প্রীতি হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন; ব্রহ্ম! আমি তৎকৃত স্ততিবাদ শ্রবণে বাহার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আর স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল এবং সকল লোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিশেষে সন্তত

আমার সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে । আমি যে পূর্ব পূর্ব কল্পে তোমার যজ্ঞে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ ; অতএব এই কল্পে আমি কর্তৃক তোমার যজ্ঞের বিষয় জ্ঞানিয়াছে বলিয়া তুমি কিছুমাত্র দ্বিধিত হইও না । আমি পুনরায় তোমাতে আর একটি বর প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নমনে একমনে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর । আমি বজ্র বেদ, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যজ্ঞসমুদায়ের পাণ্ডপত ধর্ম উৎপাদন করিয়াছি । ঐ ধর্মের অনুষ্ঠান করা সুরাসুর-গণেরও হুঃসাধ্য । উহার প্রভাবে সর্বকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । সকল আশ্রমীরই উহাতে অধিকার আছে । অতি অল্পকাল মধ্যেই উহাতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । উহা সন্দো-হাত্যাদি পঞ্চমঙ্গলযুক্ত ও একান্ত গুঢ় । উহাতে ঋক্ষাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না । বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের সহিত উহার অনেকাংশেই সাদৃশ্য নাই ; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হইয়া থাকে । যাহারা সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তাহাঁ-তাই উহার উপযোগিতা অনুধাবন করিতে পারেন । সর্বাশ্রম-ভাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র । ঐ পাণ্ড-পত ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় । আমি মৎপ্রদত্ত বর প্রভাবে সেই পাণ্ডপত ধর্মের সমগ্র ফল লাভ কব । তোমার মানসিক সম্ভাপ অপনীত হউক । অমিত পরাক্রম ভগবান্ মহা-দেব, দক্ষকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবী পার্বতী ও অমু-চরণ সমভিব্যাহারে অন্তর্ধান করিলেন ।

হে ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি এই দক্ষপ্রোক্ত বেদসম্মত রুদ্রস্তব শ্রবণ ও কীর্তন করিবে সে নিরীক্সে বহুকাল জীবিত থাকিবে । যেমন ভগবান্ শিব সকল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ এই দক্ষ-কৃত শিবস্তবও সমস্ত স্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যে ব্যক্তি বশ, রাজ্য, স্বপ্ন, ঐশ্বর্য ও ব্রহ্মলোকের অভিলাষ করে, সে তত্ত্ব-পূর্বক এই স্তব শ্রবণ করিবে । যাহারা ব্যাধিপীড়িত, দ্বিধিত, তরুণোপকৃত, ভাত ও রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা এই স্তব শ্রবণ করিলে অনায়াসে নির্ভয় হইতে পারে । এই স্তব পাঠ করিলে এই দেহেই রুদ্রাচরণের সাদৃশ্য লাভ এবং অদ্যধারণ তেজ ও যশঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । যাহাদিগের গৃহে এই স্তব পাঠ হয়, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ বা বিনায়কগণে তাহাদিগের কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না । যে কামিনী শিবভক্তি-পরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলে দেবত্বলা সম্মান লাভ হয়, সন্দেহ নাই । যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাহার সতত

সমুদায় কার্য সুসম্পন্ন ও অভিলাষ সকল হয় । যে ব্যক্তি তত্ত্ব-পূর্বক যথানিয়মে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীরে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইহাদিগের নাম স্মরণ করে, তাহার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় ; সে পরকালে বহুকাল স্বর্গে বাস করে এবং তাহারে কথমই ত্যাগক-যোমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না । হে ধর্মরাজ ! পরাশর পুত্র ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এই স্তবের এইরূপ ফলশ্রুতি কীর্তন করিয়া গিয়াছেন ।

ষড়শীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

বুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে মানবগণ বে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কিরূপ ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি যে শাস্ত্র সর্বজ্ঞানসাধন ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি, এই পাঁচ মহাভূতই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি ও মামের কারণ । যেমন উদ্ভিদমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তজ্জপ প্রাণিগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে । কৃষ্ণের অঙ্গ সমুদায় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জপ সূক্ষ্ম সূত্র ভূত সমুদায় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহা-ভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয় । স্বাবরজস্জমাঙ্কর সমুদায় প্রাণীই শব্দাদি গুণসম্পন্ন । উহার বাবংবাব ভূতকর্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে । ভূত-ভাবন পরমেশ্বর পাঁচ মহাভূত দ্বারাই শরীরের সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন । শব্দ, শ্রোত্র ও দৃষ্টি সমুদায় আকা-শের গুণ ; রস, মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ ; রূপ, চক্ষু ও স্পর্শবা-নল তেজের গুণ ; স্নেহ বস্ত্র, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ । এই আমি তোমার নিকট পাক্ষেভৌতিক গুণ সমুদায় কীর্তন করিলাম ।

জগদীশ্বর ঐ সমুদায় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সর্ব, ব্রহ্ম ও তমোগুণ এবং কাল, কর্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের

সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মহাব্যাদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মহাব্যাদীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সৰ্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্তব্য। মানবগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করে। আত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ হইয়া জ্ঞানস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কৰ্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিরে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে। বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিংকর হইত। বুদ্ধিই চক্ষুদ্বারা দর্শন, কৰ্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা গন্ধজ্ঞান, জিহ্বাদ্বারা আস্থাদান ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহারে মন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয়। অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় ও মন দ্বিভূত হইলে বুদ্ধিও দ্বিভূত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বন পূর্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয় বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তজ্জপ বুদ্ধি সাত্ত্বিক ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিগুচ্ছচিত্ততা, রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মুচ্ছা ও অকমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তম্ভতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মহাব্যাদ মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহারে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহারে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতীক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বুদ্ধির গতি কীর্তন করিলাম। যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই বস্তুার্থ বুদ্ধিমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয়; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক্; কিন্তু মৎস্ত যেমন সলিল হইতে স্ততঃ হইয়াও নিয়ত জলमध्ये অবস্থান করে, তজ্জপ

আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সৰ্বদা দেহमध्येই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয় সকল আত্মারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা সৰ্ব্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হইয়া থাকে। লোকে আত্মারে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অহুমান করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শক মাত্র। চেতনায়ুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অস্ত কোন আশ্রয় স্থান নাই। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্য-সিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐ সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়সমুদায় বুদ্ধিসহকারে প্রদীপের জ্বায় পদার্থ সমুদায়কে প্রকাশ করিয়া থাকে যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই বস্তুার্থ নিরহঙ্কারী। উর্গনাভি হইতে যেমন স্রজের সৃষ্টি হয়, তজ্জপ দেহ হইতে ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে, দেহনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না; উহা লিঙ্গশরীর মাধ্যম অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। আর কেহ কেহ কহেন যে, শরীর নাশ হইলেই গুণ সমুদায়েরও নাশ হইয়া যায়। এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দৃবণীয়। কারণ গুণের একবার নাশ হইলে পুনরায় উহার উৎপত্তির সম্ভাবনাই। লোকে এইরূপে সমুদায় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্বক পরমসুখে অবস্থান করিবে। অজ্ঞানান্ন মূঢ়ব্যক্তির এই সুবিশীর্ণ মোহজলপরিপূর্ণ অগাধ সংসারনদীতে নিপতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, বিদ্বান্ ব্যক্তির কখনই সেরূপ কষ্ট ভোগ করেন না। বিদ্বানেরা জ্ঞানপ্রব অবলম্বন পূর্বক অনায়াসেই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মূঢ়ব্যক্তির যাহাতে নিতান্ত ভীত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের তাহাতে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মূঢ় ব্যক্তির জ্ঞায় বিদ্বান্দিগের ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় না; তাহার নিদিষ্ট নিয়মে সকলেই তুলাগতি লাভ করিয়া থাকেন। তাহার আপনাদিগের পূর্বাহুষ্ঠিত কৰ্ম্মসমুদারে দোষারোপ করেন এবং কৰ্ম্মীরা, যাহা কর্তব্য ও যাহা অকর্তব্য বলিয়া স্থির করে, সেই উভয়ই অপ্রিয় বোধ করিয়া তাহার অহুষ্ঠানে বিরত হন।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ সর্বদাই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে; অতএব আমরা যেক্রমে ঐ উভয় হইতে পরিভ্রাণ পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে তপোধনা-
গ্রগণ্য নারদ ও সমস্তের পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি
শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ মহাত্মা সমস্তকে কহিয়াছিলেন,
মহর্ষে! তোমারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার
বোধ হইতেছে যেন তুমি বাহুযুগল দ্বারা ভবনদী সন্তরণ পূর্বক
পার হইতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমারে নিরন্তর সন্তুষ্টিচিন্তা
ও শোক বিহীন দেখিতেছি। তোমাতে অণুমাত্রও উদ্বেগ লক্ষিত
হয় না। তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগভ্রম শূন্য হইয়া
অবস্থান করিতেছ। ইহার কারণ কি?

সমস্ত কহিলেন, ভগবন! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই
ত্রিকালের সমুদায় বস্তুই অলীক এবং কার্যের আশ্রয় ও কামফল
দুঃখের কারণ; আমি এই সমুদায় সবিশেষ পরিত্যাগ হইয়া
উদ্যোগ পরিত্যাগ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি।
প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবন ধারণের কারণ। লৌকিক উদ্যোগ কথ-
নই উহার কারণ নহে। দেখ কি মূর্থ, কি বিদ্বান, কি ধনবান,
কি নির্ধন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান, কি দুর্বল সকলে
আমিদিগের জ্ঞান জন্মান্তরীণ কার্য দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।
দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগ বিহীন হইয়া জীবন ধারণ
করিতেছেন। দেখ কেহ সহস্র মৃত্যুর অধিপতি, কেহ বা শত
মৃত্যুর অধিপতি এবং কেহ বা শোকসম্পন্ন হইয়া জীবিত রহি-
য়াছে। যাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূল শোক পরিত্যাগ
করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম ও যজ্ঞাদিকার্যে প্রয়োজন কি?
সুখদুঃখ যে অনিত্য, ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হইয়াছে;
এই নিমিত্তই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই। প্রাজ্ঞব্যক্তির
কহেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ। মুঢ়েন্দ্রিয়
ব্যক্তির কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত
তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সমুদায় সর্বদাই মুগ্ধ ও শোকসম্পন্ন হইয়া
থাকে। মুঢ়েরা মোহবশতই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ
করিয়া গর্ভ করে। তাহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভ করিতে
সমর্থ হয় না। সুখদুঃখ কখনই চিরস্থায়ী নহে; অতএব সুখী
হইয়া গর্ভ ও দুঃখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অকর্তব্য। দেহাভি-

মানশূন্য, মাদৃশ ব্যক্তির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনমান, স্তম্ভমান,
সন্তাপস্বরূপ এই সংসার স্বীকার করেন না। তাহারা ইষ্টবস্তুর
ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত সুখ দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া
থাকেন। যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অস্ত্রের সুখদর্শনে সুখা-
ভিলাষী, অল্পপন্থিত বিষয় লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপু-
লার্থ লাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য,
কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীৰ্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শাস্তি
হয় না। একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিতে
পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদিগের মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি নাই।
যোগ ব্যতীত কেহই সুখলাভে সমর্থ হয় না। দুঃখ ত্যাগ ও
ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ। প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ভ
জন্মে এবং গর্ভ জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়।
আমি এই নিমিত্তই প্রিয়বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিত্যাগ পূর্বক সুখ-
দুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীর জ্ঞান প্রাণিগণের শোক, ভয় ও
গর্ভ অবলোকন এবং রাগ ভ্রম শূন্য ও শোকবিহীন হইয়া অর্থ,
কাম, বিষয়ভূক্ষা ও মোহ পরিত্যাগ পূর্বক এই পৃথিবীতে বিচ-
রণ করিতেছি। আমার ইহলোকে ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম
ও শোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অতি কঠোর
যোগাভ্যাস পূর্বক এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি; এই নিমিত্ত
শোক আমাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হয় না।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা শাস্ত্রের যথার্থত্ব
নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্বদা সংসারারূঢ় ও শমদমাদির অনু-
ষ্ঠান বিহীন, তাহাদিগের কর্তব্য কি কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধিগের উপা-
সনা ও সত্য শাস্ত্র শ্রবণ করাই ঐ সমুদায় ব্যক্তির অবশ্য
কর্তব্য। আমি এই উপলক্ষে গালব নারদ সংবাদ নামে এক
পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা গালব
শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া মোহপরিশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি
নারদকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! পুরুষ যে সমুদায়
গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত হয়, আপনি সেই
সকল গুণে সমলঙ্কৃত ও বিদ্বান। আমি লোক তত্ত্ববিষয়ে
নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মুঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন
করা আপনার অবস্থা কর্তব্য। শাস্ত্রে যে সকল কার্য কর্তব্য
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন কোন কার্য

আমাদের শ্রেয়স্কর; তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনি তদ্বিষয় সর্বিশেষ কীৰ্ত্তন করুন। সমুদায় আশ্রমেরই আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সকল আশ্রমী স্ব স্ব আশ্রমামুযায়ী মতামুসারে বিবিধ প্রকার কর্তব্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এইরূপে মানবগণকে স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পন্নিভূত হইয়া বিবিধমার্গে গমন করিতে অবলোকন করিয়া আমি কি কর্তব্য তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শাস্ত্র যদি একরূপ হইত, তাহা হইলে কর্তব্য বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতেই কর্তব্য নিরূপণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কর্তব্য অবধারণ বিষয়ে আমার নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার সংশয় অপনোদন করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম যেমন পৃথক পৃথকরূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম ও যথাক্রমে পৃথকরূপে নিরূপিত আছে। তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্য সন্নিধানে উহার তত্ত্বামুসন্ধান করিলেই অনায়াসেই ঐ সমুদায়ের বিশুদ্ধতাব অবগত হইতে পারিবে। যাহারা সামান্তভাবে ঐ সকল আশ্রমধর্ম অবলোকন করে, ধর্ম-নিরূপণ বিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না। আর যাহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আশ্রমধর্ম সমূহের যথার্থত্ব পর্যালোচনা করেন, তাহারা ই মুক্তির সমুদায় আশ্রমধর্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন। মিত্রের প্রতি অহু-গ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকন্ম হইতে নিবৃত্তি, সত্য পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সন্মাবহার, সর্বস্বত্বে দয়া প্রকাশ, সবল ব্যবহার, মধুর বাক্যপ্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিবহকার ব্যবহার, সত্য-বাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মামুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জননের নিমিত্ত শাস্ত্র জিজ্ঞাসা শাস্ত্রান-ভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেব নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অমুরাগ, রাজিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরি-ত্যাগ করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। তাহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অস্ত্রের নিন্দাধারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাহাদের কদাপি বিধেয়

নহে। আপনার গুণ দ্বারা ই নিঃগুণদিগকে পরাজয় করা তাহা-দের অবশ্য কর্তব্য। একরূপ অনেক আত্মাভিমাত্রী নিঃগুণবাস্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান ব্যক্তিদিগের ভুল্য হইতে মানস করিয়া তাহাদের উপর দোষারোপ করে। তাহারা মহাজনগণ কর্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনা-দিগকে যথার্থ গুণবান ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান বিদ্বান ব্যক্তির স্বমুখে স্বীয় গুণ কীৰ্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাধুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীড়িলাভ করিয়া থাকেন। পুষ্প সমুদায় যেমন আত্ম-প্লাবনা না করিয়া স্নগন্ধ দ্বারা দশদিক্ সুবাসিত করে; সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীৰ্ত্তন না করিয়া স্বীরকিরণজালপ্রভাবে অন্তরতলে দ্বন্দীপ্যমান হন, তদ্রূপ মহৎব্যক্তি আত্মপ্লাবনা না করিয়া স্বীয় গুণপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসা নিবন্ধন সর্বত্র অকীর্তি লাভ করে। কৃতবিদ্যা ব্যক্তিরা প্রচুরভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চস্থরে বাক্যপ্রয়োগ করিলেও অসংজ্ঞতা নিবন্ধন উহা বার্থ হইয়া যায়; আর বিদ্বান ব্যক্তির অধিগৃহস্থরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারবত্তা নিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজঃ প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তির কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়কা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধজ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান হন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অজ্ঞায়প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান ব্যক্তিরও জড়ের জ্ঞান নিস্তর হইয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। যাহারা শ্রেয়োলাভের বাসনা করে, স্বধর্মনিরত বদান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে বাস করা তাহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেক্রপ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহারে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির জ্ঞান পুণ্য ও পাপের স্পর্শে মুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। বিষযাশী ব্যক্তির দ্রব্যের আত্মাদ বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদিগকে ভোগাদিবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহাৰ করে, তাহাদিগকে কন্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যে স্থলে শিষ্য জ্ঞান-লাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া অবজ্ঞা পূর্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিলে, গুরু তাহারে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠানার্থ যথার্থ বিধান ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিতব্যক্তির নিতান্ত অমুচিত। লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্তৃক যে দেশের ধর্মসেতু বিলোড়িত হয় প্রজ্জ্বলিত বস্ত্রাশ্রের জ্বায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। মাৎস্যধর্মবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্মামুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত ধর্মামুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে; অতএব যে দেশের মনুষ্যরা অর্থোপার্জনের নিমিত্ত ধর্মামুষ্ঠান করে, তথায় বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। যে দেশের মানবগণ, পাপকন্ড দ্বারা জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করে, সসর্পগৃহের জ্বায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ববাসনা প্রভাভূমিতে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া হৃৎখণ্ডিত করে, শ্রোয়োলাভার্থ্য ব্যক্তির সেই কার্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজন না হইতে অগ্রে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কদাচ বাস করিবেন না। যে রাজ্যে যাজ্ঞ ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্মপরায়ণ শ্রোত্রিয়গণ সন্ধ্যাগ্রে ভোজন করেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুদিগের কর্তব্য। যে দেশে স্বাহা, স্বধা ও বসট্কার শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিত চিত্তে সেই দেশে বাস করিবেন। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের জ্বায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের মানবগণ অবাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন। যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সংকার গাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যে দেশের নরপতি বিষয়লোভ পরিত্যাগ পূর্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্মামুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিত চিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সংস্কারবাসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতামুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রোয়োলাভের উপায় কীর্তন

করলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্মনিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহার কতদূর অভ্যদয় লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ ধর্মবলেই পরমার্থ মোক্ষ পদার্থ লাভ হইয়া থাকে।

একোনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ ভূপতিগণ কিরূপে সাবধান হইয়া পৃথিবীতে অবস্থান কবিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া সঙ্গপাশ হইতে বিনুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষি অরিস্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐকদা মহারাজ সগর মহর্ষি অরিস্টনেমিরে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনুষ্য কিরূপ মঙ্গলকার্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্ষুধ না হইয়া সুখী হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন। মহাত্মা সগর এই কথা কহিলে, সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহাত্মা অরিস্টনেমি তাহারে উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহ লোকে জীপ্সাদি পোষণনিরত ধনধান্যসমাকুল অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনই সেই পরমপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হই না। বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি ও তৃষ্ণাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মূঢ়ব্যক্তির কোনকালেই মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

একণে আমি তোমার নিকট সমুদয় স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইবার বিষয় কীর্তন করিতেছি, সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবন ধারণে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্বক রেচপাশবিনুক্ত হইয়া যথাস্থে পরিত্রাণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভাব্যা পুত্রবতী পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত। পুত্র হউক বা না হউক প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিনাশপূর্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যো সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভাগ

পূর্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে; তাহারা পরমসুখে কালাতিপাত করে। আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে; অতএব ইহলোকে বিষয়নিমুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুকু ব্যক্তি, আত্মাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবনধারণ করিবে এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং স্তম্ভহঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা দোষপার্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব জন্মে যেরূপ কার্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন; অতএব সকল লোকেই স্ব স্ব কার্য দ্বারা জীবিকানির্ভারপূর্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে; যখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার; যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলে তুমি তাহাদিগের স্তম্ভহঃখ পরিজ্ঞাত হইতে লম্বা হও না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্যনিবন্ধন স্তম্ভহঃখ ভোগ করিতে হইবে; তখন অদৃষ্টকেই বলবান বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে; ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও জুংপিপাসাদি ভয় করিতে পারে; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্যুতজীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসন্তোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোক দর্শনে বিকৃত না হয়; যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ধাত্তপরিপূর্ণ সহস্রকোট শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকা নির্বাহের উপযুক্তমাত্র ধাত্ত গ্রহণ করে; প্রাসাদ ও মঞ্চ যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি সমুদায় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত

ব্যামিনীপিড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অন্নমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্ত্ত দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় স্তম্ভহঃখে আসক্ত না হয়; কি পর্যাক্ষযা, কি ভূমিশযা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদম্ব, কি পটুবস্ত্র, কি তৃণনির্মিত বস্ত্র বা বস্ত্রল, কি কঞ্চল, কি চর্ম্ম সন্মদায়েই যাহার সমান জ্ঞান; যে ব্যক্তি সমুদায় লোক পঞ্চভূত-সমুদ্ভূত বিবেচনা করিয়া স্তম্ভহঃখে অবস্থান করে; স্তম্ভহঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অমুরাগ, বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি; যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত সংযোগকৃত্যতা, বিবর্ণতা, জরানিবন্ধন কুস্তাব, পুংস্তের উপরাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্বল্যাদি জন্মে ইহা সবিশেষ অঙ্গগত হইতে পারে; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অমুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অদ্বিত্য জ্ঞান করে; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপতিও পৃথিবী পর্মাণ করিয়া থাকে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ ও কষ্ট নিতান্ত দুর্লভ এবং কুটুম্ব রণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদায় পরার্থ অসারে বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অবেষণে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অজ্ঞাত আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষ লাভে প্রবৃত্তি জন্মে। যদি তুমি গার্হস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধন বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মুক্তব্যক্তির স্তায় ব্যবহার কর।

হে ধর্ম্মরাজ! নরপতি সগর মহর্ষি অরিষ্টনেমির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অমুরক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহামতি শুক্যচার্য্য কি নিমিত্ত দেবগণের অগ্নির ও অমুরগণের প্রিয়কার্যসাধন এবং কি নিমিত্তই বা স্বয়ং দেবর্ষি হইয়া দেবগণের তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন? কিরূপে তাহার শুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্যলাভ হইয়াছিল এবং কি নিমিত্তই বা তিনি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে সমর্থ হন না; এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার

একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ; অতএব আপনি আদ্যোপাত্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি ইতিপূর্বে এই বৃত্তান্তগুলি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আত্ম-পূর্ব্বিক কীর্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । ভৃগুঃশ-সম্বৃত মহামুনি শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতা-দিগের নিতান্ত বিদেষ্টা হইয়াছিলেন । যক্ষরাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দের কোষরক্ষার নিযুক্ত ছিলেন । মহামুনি শুক্রাচার্য্য যোগবলে কুবেরের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যোগ-বলে তাঁহারে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন । ধনপতি কুবের এইরূপে হতসর্ব্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলচিত্তে অসিতপরাক্রম দেবাদিদেব রুদ্রদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর ! ভগবান্ ভার্গব যোগবলে আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমারে বোধ ও আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বহির্গত হইয়া-ছেন । মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কোণে আরক্তনেত্র হইয়া শূল গ্রহণপূর্ব্বক বাণীব্যবহা কহিতে লাগিলেন, ছুবায়া ভার্গব কোথায় ? ঐ সময় মহাশক্তি শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্রতব তপঃপ্রভাবে দূর হইতেই যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্ ভূতভাবন শুক্রকে তথায় অবস্থিত অবলোকনপূর্ব্বক পিণাকের জ্বায় শূলাগ্র সন্মিত করিলেন । দেবদেবের শূলাগ্র সন্মিত হইবামাত্র শুক্রাচার্য্য তাঁহার হস্তগত হইলেন । তখন পিণাকী যথাব্যাদানপূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন । মহাশক্তি শুক্রাচার্য্য এইরূপে মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহাভাতি শুক্রাচার্য্য কি নিমিত্ত সেই ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের জঠর হইতে বহির্গত না হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিলেন এবং পরিভ্রমণ করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন ? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ কৈলাসনাথ শুক্রাচার্য্যকে গ্রাস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃক্ষের জ্বায় নিশ্চলভাবে বহুকাল-কঠোর তপোযুষ্ঠান করিলেন । তৎপরে তিনি মহাহৃদ হইতে গাত্ৰোত্থান করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা

করিলেন । তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মনিরত মহাযোগী মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীর্তন করিয়া তপো-বলে আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্তা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণ প্রভাৱে পরিশোভিত হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবোগ অবলম্বন করিলেন । তখন মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জঠরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব্ধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে তিনি বারংবার মহেশ্বরকে সন্মোদনপূর্ব্বক কুহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে পরিত্যাগ করুন । আমি আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না । তখন ভগ-বান্ শূলপাণি সমুদায় ইন্দ্రిয়দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, ভার্গব ! তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হও । মহেশ্বর এই কথা কহিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রথমতঃ স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন । মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । মহাদেবের কোষনিবন্ধনই ঐ মহর্ষি আকাশের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হন না । অনন্তব ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তৈজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রাচার্য্যকে বিনি-র্গত দেখিয়া রোষপূর্ণনয়নে শূল ধারণপূর্ব্বক তাঁহার বিনাশ-সাধনে সমুদ্যত হইলেন । দেবী পার্ব্বতী পশুপতিরে কোণা-দ্বিষ্ট দেখিয়া সন্মোদনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ ! এই ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশ্নদ্বার দিয়া নিঃসৃত হওয়াতে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে ; অতএব ইহারে বধ করা আপনার কর্তব্য নহে । পার্ব্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া সহাস্রবদনে তাঁহারে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেবি ! আমি প্রীত হইয়াছি, ইহারে যথা ইচ্ছা গমন করিতে বল । তখন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন । এই আম তোমার নিকট ভৃগুনন্দন মহাশক্তি শুক্রাচার্য্যের চরিত্র সবিস্তরে কীর্তন করিলাম ।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত

হইতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি মানবগণ কিরূপ গুণ-
কার্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়,
তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বকালে মহাযশস্বী জনক রাজা
এক দিন মহাত্মা পরাশরকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে !
কি কার্য দ্বারা মানবগণের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ
হয় ? তাহা কীর্তন করুন।

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্বধর্মবেত্তা মহাতপা
পরশর তাঁহারে কহিলেন, রাজন ! ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয়-
লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,
ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে
মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সংস্কর্ম্মের অনুষ্ঠানই
ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেবষ্ট কর্তব্য।
ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কর্ম
গ্রহণ, বৈশ্যের ক্রয়াদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের
সেবা এই চারিপ্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ
ঐ সমুদায় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে।
উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক
কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার
হয়। তাত্ত্বাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন স্তব্ধ বা রজতরসে অভিষিক্ত
হইলে তদ্বারা লিপ্ত হয়, তক্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে
পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি
ও কন্দ ব্যতীত স্তম্ভলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ
দেহাধিস্থানে স্ব স্ব স্তম্ভত্ববলেই স্তম্ভলাভ করিয়া থাকে।
চার্য্যাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব গন্ধর্ব্ব
ও দানবযোনি প্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফলপ্রাপ্তির
সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা
বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে। বেদনির্দিষ্ট বাক্য সমুদায়
লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তপ্তির নিমিত্তই কল্পিত হই-
য়াছে ; ঐ সমুদায় জ্ঞানবুদ্ধিদিগের অনুশাসন বাক্য নহে।
চার্য্যাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিদ্বদ্ধ। কায়মনোবাক্যে
যে যেক্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ
করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয়
না। মানবগণ স্ব স্ব কন্দগুণেই কেবল স্তম্ভ, কেবল দুঃখ ও
সুখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন
ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় স্তম্ভ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে ;
দুঃখের অবসান হইলেই সেই স্তম্ভের উদয় হয়। আবার স্তম্ভের

কর্ম্ম হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্রমা, ধৈর্য্য,
তেজঃ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনাপরিত্যাগ
ও দক্ষতা মনুষ্যগণের স্তম্ভের আদি কারণ। মনুষ্য মধ্যে কাহা-
রেও নিয়ত স্তম্ভ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত
চিন্তাসংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবস্থা কর্তব্য। একের পুণ্য
বা পাপ অল্পকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেক্রূপ কার্য্যের
অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। বাঁহারা
সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন আর যাঁহারা
ক্লীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থিত থাকেন,
তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক পৃথক। অল্পকে যে কার্য্যের
অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান
করা কদাপি বিধেয় নহে ; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসান্দাদ হইতে
হয়। ভীক্স রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন
বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসম্ব্যবহারযুক্ত কুলীন,
বাভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্থ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন
বা প্রজার প্রত্যাশাহীন নরপতি সকলেরই উপহাসান্দাদ হইয়া
থাকে।

দিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে রাজর্ষে ! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের
শব্দাদিবিষয়রূপ অশ্ব সমুদায়কে সংযমিত করিয়া পরিভ্রমণ
করিতে পারেন, তাঁহারেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দেশ করা যায়।
যে ব্যক্তি বিষয়বাসনা শূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি
লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে।
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া
‘যায়। অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার
নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া
তামসকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও
সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাশ্রয়ারা কখনই পুণ্যোৎ-
পাদ্য দুর্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; প্রকৃত
পাপকার্য্য দ্বারা আশ্রয়ারে নরকভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত
পাপ তপস্তা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখ
রূপে পরিণমিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যের
অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা
চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তক্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির

পাপকার্য দ্বারা মহৎফল লাভ হইলেও উহার অমুষ্ঠানে পরাধুখ হন। পাপকার্যের ফল অতি কুংসিত। পাপাচারী পাপ-কার্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিগে আত্মা ধলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহারে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সম্ভাব ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্রাদাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়; কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুভ্রতা সম্পাদন করা যায় না; তজ্জপ অজ্ঞানরূত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানরূত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক পাপ-কার্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অমুষ্ঠান করে, তাহারে প্রায়শ্চিত্ত-জনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শনপূর্বক কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানরূত হিংসাজনিত পাপ অহিংসাব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানরূত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানরূত হউক, বা জ্ঞান-রূত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে জ্ঞানরূত মূল ও শূন্য কর্মসমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়; কিন্তু অজ্ঞানরূত হিংসাকর উৎকট কার্য সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের জ্ঞান-বিকল্প কর্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাচারিগণের কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্মিত শক্তি অনুসারে শুভকার্যের অমুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তজ্জপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্যের অমুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া কার্যামুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তজ্জপ পুণ্য কার্যের অমুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরি-বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! এই আত্মা তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর। নর-পতি প্রথমে প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয়, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমনপূর্বক ধন্যশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদায় প্রাণীকে আপনার জ্ঞান দর্শন, শক্তি

অনুসারে গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সংস্কারজনিত বিদগ্ধ-সুখ অনুভব করিবেন।

ত্রিবিদ্যাত্মিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহারে কিছুই প্রদান করে না, সকলেই স্ব স্ব উপকার সাধ-নার্থ কার্য করিয়া থাকে। অতএব অস্ত্রের কথা দূরে থাক, সহোদর ভ্রাতাও যদি মেহপরিশ্রু ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহারেও পরিত্যাগ করা কর্তব্য। সংপাত্রে ধনদান ও সং-পাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন জ্ঞান পথে উপার্জিত ও জ্ঞান পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধন্যমু-ষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংস কার্য দ্বারা ধনোপার্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আগনার শক্তি অনুসারেই সমুদায় কার্যের অমুষ্ঠান করা উচিত। তুমার্ত্ত অতি-ধিরে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক সাধ্যানুরূপ মলিল প্রদান করিতে পারিলে অন্ন দানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা রত্নদেব ফল, মূল ও পত্রদ্বারা মুনিগণের, অর্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। নরপতি শৈব্যও ফলমূল দ্বারা পার্শ্বদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, গিহ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষাগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মহাব্য-ম্মত্রেই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, ত্রাঙ্ক দ্বারা পিতৃলোকের, সংকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাত-কন্দাদির অমুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞা-বশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরি-শোধ করা অবশ্য কর্তব্য। ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্বক অগ্নি-হোত্রের অমুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ঋচীকতনয় গুনঃশেফ বশ্যমিত্রের পুত্রত্ব লাভ পূর্বক ঋকবেদ গান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। দৈত্যগুরু উশনা, দেবী পার্শ্বতীও দেবাদিদেব মহা-দেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুভ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেবল, নারদ, পুরুত, কাকীবান্, জামদগ্ন্য জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, অমরঘি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ,

কুণ্ডধার, হরিদ্রাশ্র ও ক্রতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে থাক্বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিম্ননীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তবপ্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে। নিম্নিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতি লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্তব্য নহে। ধর্মপথে অবস্থান পূর্বক যে অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম দ্বারা উপার্জিত অর্থে ধিক্। ইহলোকে ধর্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আহিতাগ্নি ব্যক্তির পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাধিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাদিগকে বিধি পূর্বক সেবা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্যানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানবুদ্ধিদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূদ্ধ হইয়া স্নেহসহকারে সকলের প্রতি সমভাবে রূপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তির তাহারেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ভার করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্রেরা সময়ক্রমে বিপুল ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবার্থিগ্ন অশ্রু বৃষ্টি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম। ধর্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশতঃ সমধিক শোভমান হয়, তরূপ শূদ্র জাতিও সাধু-সংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধতাব প্রাপ্ত হইতে পারে। গুরুবস্ত্র নীল পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দোষ পরিহার পূর্বক গুণসমূহে অচুরাগ প্রকাশ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিত্যান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি স্বথ ও দুঃখ এই

উভয় অবস্থাতেই সংকর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। যেনরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া সংপাত্রে সমর্পণ কবেন, তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; প্রত্যুত তাহারে তত্ত্বরতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সর্বপ্রথমে ত্রিষোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্বগণ সেই দেবতার অর্চনা করিয়া কৃষি-গোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্বের শস্তোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্তরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জনা দি করা ই কর্তব্য। এরূপ হইলে কখনই ধর্ম নষ্ট হয় না; ধর্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলতঃ নরপতি ধর্ম্যাসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্ব ধনোপার্জন এবং শূদ্র গুণাবানিরত হইলেই সর্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অশ্রুতচরণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই ধর্ম্যভ্রষ্ট হইতে হয়। জ্ঞায়পথে অর্থোপার্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনীমাত্র দান করিলেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদর পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধন দান করেন, তাহার তদনুরূপ মহাফল লাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্বক তাহার সন্তোষ সাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট। গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণাবিত্ত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্ব ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মান ভাজন হইয়া থাকেন।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্বের জ্ঞায়ার্জিত ও শূদ্রের গুণাবাদ্বারা উপার্জিত অর্থ যৎ

কিঞ্চিৎ হইলেও ধর্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে । সর্বদা জীবনের সেবা করা শূদ্রেরই পরম ধর্ম । ব্রাহ্মণ বিপদগ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম বা বৈশ্যধর্ম আশ্রয় করিলে পতিত হন না ; কিন্তু শূদ্রধর্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয় । শূদ্র জীবন সেবা দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম করিতে পারে । যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে নাই; তাহাব জীবিকার্থ ঐ সমুদায় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্তব্য । আর যে ব্যক্তির বহুকাল অবধি ঐ সকল কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরম ধর্ম লাভ হয় সন্দেহ নাই । ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্যমন্ডে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্যের অন্তর্ধান করিয়া থাকে ; কিন্তু ঐ রূপ পাপকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্তব্য নহে । ইহলোকে ধার্মিক লোকেরাই প্রশংসনীয় ও নান্য গুণের আধার হন । পূর্বকালে প্রজাগণ দাস্ত, নীতিবিশিষ্ট ও ধর্মপরায়ণ ছিল । তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন শিক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে তাহারে দ্বিধার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত । ক্রিয়াকাল পরে অমরগণ প্রজাগণকে ধর্ম একান্ত অমরজ্ঞ দেখিয়া ধর্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিক্রমে তাহদের শরীরে প্রবেশ করিল । কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্মনাশন দর্পের অবির্ভাব হইল । তৎপরে দর্প হইতে ক্রোধ সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের স্তম্ভীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল । তখন প্রজাগণ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পূর্বভাবে পবিত্র্যাগপূর্বক গবম্পন পরম্পরকে নিপীড়িত করত ঐশ্বর্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল । ঐ সময় কেবল দ্বিধার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল ।

এইরূপে প্রজাগণ যাহার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে, দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । ভৃগুবান্ শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিরে প্রথমতঃ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন । মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্বের জ্ঞান সত্তাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্ত্যাত্ম ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা

করিতে লাগিল । অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন । সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রিয়াকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরন্ত হইলে, বিপথ ও অন্ত্যাত্ম ক্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন ।

যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসমুৎপন্ন বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদায় আশ্রয়ভাব অপনীত হয় নাই । সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল আশ্রবকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । এক্ষণে মৃত ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কাষ্যের অম্মসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্ধকে ও উহার অন্তর্ধানে প্রবৃত্ত করিতেছে । অতএব আমি শাস্ত্র সমালোচনপূর্বক তোমার কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য পরিত্যাগপূর্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য কর্ম । ধর্ম্মান্তর্ধানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগপূর্বক পাপকার্য দ্বারা অর্থোপার্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না ; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হন না । এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বাক্যবিশ্রয় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর । ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌভাগ্য ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহারে বাবংবাব জন্মগ্রহণ করিতে হয় । অতঃপর ওণে অমরজ্ঞ হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক । নিতান্ত ছদ্ম্বাক্ষি লোকেরাও আপনাদের অণুমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে আক্লাদিত হয় । ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণ মধোই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । অন্ত্যাত্ম প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই । কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান্, কি যাতক, কি অযাতক সকলেবই হিংসা পরিত্যাগপূর্বক সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া কল্যাণপন করা উচিত । যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও মৃত্যুনিরত হয়, তখনই তাহার মথার্থ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে ।

যশস্বত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এই আমি গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিরম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক ও তামসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে । মানবগণ জী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও

ধনসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না। তাহারা সতত ঐ সমুদায় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগহেমে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সন্তোষ বাসনায় একান্ত আত্মগোপন হয়। তখন ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসন্তোষই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদিগের সন্তোষসাধনার্থ জ্ঞানপূর্বক বিবিধ কুকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া ও অগোপন করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় নিরোধ অপত্যস্নেহে বাহার পর নাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয়। গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদি রূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া স্থির করে; অচিরেই সেই সমুদায় হইতেই বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদায় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান ব্রহ্মদানী ব্যক্তি শুভ কন্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কান্য কন্ম পরিত্যাগ করেন, তাহারা চিরকাল অসীম সুখসন্তোষ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাধিনাশনিবন্ধন ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্তার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকব বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত চর্লভ। তপস্তা সর্বসাধারণের ধর্ম। দয়াদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমণ্ডগন্ধিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রদ্বাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপোভূতান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিত্য, বশু, কজ্জ, অশ্বি, বায়ু, বিষ্ণুদেব, সাধা, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ এক্ষণে পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব ক্রমঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। আব এষ্ট মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমুদায় নরপতি ও মহাবংশসম্বৃত্ত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পটুবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আম্র, লীন, পরম রূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয়ন, উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্য বস্তু এবং অগ্ন্যাগ্নি অভিলষিত সামগ্রী, সন্তোষ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদায় তাহাদের পূর্ব্বকৃত তপস্তার ফল। ত্রিলোকমধ্যে তপস্তার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তি-

দিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয়। মনুষ্য সুখী হউক বা দুঃখী হউক স্বীয় বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। লোভ সকল দুঃখের আদি কারণ। লোভ হইতে টল্লিয়সত্ত্বম এবং ইন্দ্রিয়সত্ত্বমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জিত বিদ্যার জ্ঞান ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা নাশ হইলে জ্ঞান অজ্ঞায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোভূতান করাই তাহার কর্তব্য। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয়বস্তু দুঃখজনক বলিয়া কীষ্টিত হইয়া থাকে। তপস্তার ফল সুখ; আর তপস্তা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব তপস্তা কবাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। নিম্পাপ তপোভূতান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সন্তোষ ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সংপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয়সংঘটন বিষয়, সন্তোষজনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্তা ও দানপ্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্যের কর্তব্যতাসত্ত্বেও মানবগণ অবহিত কাষ্যে, অমুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরদগামী হয়। যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আশ্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ঐ সুখের প্রাশংসা করে না। বিবেকী ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। অনায়াসলভ্য বিষয় সমুদায় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য কর্তব্য। সংকুলসম্বৃত্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, ধর্ম্মভটে মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। যজ্ঞাদি কস্য সমুদায় নর্থ; অতএব আত্মতত্ত্ব নিবেশন করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্তব্য। আর যে সকল গৃহস্থ কন্মনিবৃত্ত; স্বপন্যাত্ত্বসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কৃত্তনিস্কয় হইয়া তাহাদিগের সর্বতোভাবে বিদেয়। যেমন নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচাৰী প্রভৃতি আশ্রমিগুণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তদশতম অধ্যায় ।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! যখন পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল ? তাহা অবগত হইতে আমার নিত্য বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীৰ্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, রাজর্ষে ! পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, যথার্থ বটে ; কিন্তু তপস্তার অপকর্ষনিবন্ধন মানবগণের উত্তবোত্তর হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্মিক হয় ; ধর্মবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি মূপ হইতে ব্রাহ্মণ, বাত হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চবণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে । যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পুথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, ঋষ্যাক, পুরুষ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অগোগ, করণ, ত্রাতা ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! মানবগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র লাভ করিল এবং যে সকল মনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল ? তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, বিদেহরাজ ! জন্মনিবন্ধন মহাবিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ তাহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাহাদিগের ঋষিধ্ব বিধান করেন । আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাঙ্কপুত্র ঋষিশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ডা, রূপ, কাক্ষীবান, কমঠ, যব ক্রীত, দ্রোণ, অয়ু, মতঙ্গ, ক্রমদ ও মাংস্ত প্রভৃতি মহাবিশ্ব অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিধ্ব লাভ পূর্বক বেদবিদগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন । প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয় । অতঃপর গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে । সাধু ব্যক্তিগণকর্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদায় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে ।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি বর্ণ সমুদায়ের বিশেষ ও

সামান্য ধর্ম সমুদায় পরিজ্ঞাত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, রাজর্ষে ! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন ; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা ; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম । এই আমি তোমার নিকট চারি বর্ণের বিশেষ ধর্ম কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তরে সাধারণ ধর্ম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অনুশংসতা, অহিংসা, অগ্রমাদ, পোষ্যবর্ণকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সন্তানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ, শৌচ, অসুয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সমুদায় বর্ণের সাধারণ ধর্ম । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বেদোক্ত ধর্ম ইহাদিগের অধিকার আছে । কুরুক্ষেত্র প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয় । ধার্মিকেরা স্বকন্মনিরত সাধু ব্যক্তিরে আশ্রয়পূর্বক উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন । শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুরুক্ষ্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না । তাহারা অনুশংসতা, ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্মে তাহাদিগের অধিকার নাই । বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনুশংসতা, ধর্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রাহ্মের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করেন এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি । শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুরতি অবলম্বনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে । ইতর ব্যক্তিরে যেক্রপ সন্দ্যবহার অবলম্বন করে, ইহলোকে ও পরলোকে তদনুরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই ।

জনক কহিলেন, মহর্ষে ! মনুষ্য কি কন্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয় না, জন্মনিবন্ধন উহার হীনত্ব লাভ হইয়া থাকে ? তদ্বিশয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি উহা বিশেষরূপে কীৰ্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, রাজর্ষে ! কন্ম ও জন্ম এই উভয়ের দ্বারা হীনদশা উপস্থিত হয় । কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কন্মই হীনদশার প্রধান কারণ । যে ব্যক্তি নীচ জাতি হইয়াও পাপ কাণ্ডেব অনুষ্ঠান না করে, তাহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকান্ডেব অনুষ্ঠান করে, তাহারে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয় ; অতএব কন্মকেই হীনদশার প্রধান সাধন বলিতে হইবে ।

জনক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ কার্যের অমুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সর্বদা হিংসাবিহীন হইয়া ধর্মলাভ করিতে পারে? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

পরশর কহিলেন, বিদেহরাজ! মনুষ্য যে কার্য দ্বারা প্রাণীর হিংসা না করিয়া ধর্ম লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদ সমাক্রান্ত হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান, বিনয়ান্বিত, দমগুণসম্পন্ন ও স্বস্ববুদ্ধি মহাত্মারা সর্বকর্ম পরি-
ত্যাগপূর্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অধর্ম পরিত্যাগপূর্বক সমাক্রমে ধর্মকার্যের অমুষ্ঠান ও সর্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিশীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও স্বহৃদগণের, সেবাজ্ঞ ফললাভে সমর্থ হয় না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতামুষ্ঠানতৎপর ও বশ-
বর্তী হয়, তাহারাষ্ট ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন। 'যে নরপতি সমরাজ্যে অব-
তীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি অনা-
য়াসে দেবচরিত্র লোকে গমন করিয়া স্বর্গস্থ পদে সমর্থ হন। শাস্ত্র, ভীতি, ভ্রষ্টশাস্ত্র, রোহিণীমান, সমরপরায়ণ, সহায়-
বিহীন, উদ্যোগশূন্য, ধৌগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। সমরস্থলে সহায়সংযুক্ত যুদ্ধার্থ ন্য-
দ্যত, সমকক্ষ প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করাই নরপতি-
দিগের অশুভ কর্তব্য কর্ম। তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে বিনা-
শই প্রশংসনীয়। ভয়বিম্বল নীচ ব্যক্তির হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। 'পাপামুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তি-
দিগকে কেহই পরিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমাণু থাকে তাহারে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অশু ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির

জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশু কর্তব্য কর্ম। যুযুৎসু গৃহস্থমাজেরই তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্বক মৃত্যুপ্রাণে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহস্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্বার দেহ লাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কল্পপথ দ্বারা পুনর্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশ মুক্তি লাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপ্রবায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, মায়া ও অস্তিসমূহে পবিপূর্ণ; বিরক্ত ও অপবিত্রপদার্থে পরিব্যাপ্ত পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্তৃক অধিষ্ঠিত এবং স্বক্‌ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচৈতন্য হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কন্মাস্ত্রসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট গৌণিতে জন্ম গ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনাদেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের স্তায় পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে পুনর্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্ত্যায় অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপধিত্তেদে প্রাণিগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণির মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সম-
জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নম্বর কার্যের অমুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশুষ্ট কালকালে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহারেও ক্রোধ প্রদান না করিয়া সৎকার্যের অমুষ্ঠান পূর্বক পাপ হইতে বিনুস্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্রমূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাহারেই পুণ্যবান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বিহ-
ভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দম্ভ্য হস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুরে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান ব্যক্তির অতি উৎকট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি

ঐ সমস্ত কার্য দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্য কর্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ উদ্ধারের বাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্যেই নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাঁহারা কেবল পাপ কর্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদ পূর্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

মহুষ্য অজ্ঞান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুরে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদধর্মামুসারে বুদ্ধিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞাশর দ্বারা উহারে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন তৎপরে গৃহস্তাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্মের ভারার্ণ পূর্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য অশ্রয় করিবেন। আত্মারে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মহুষ্যের কর্তব্য নহে। অস্ত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মহুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যানি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য কর্মদ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোন ক্রমেই মহুষ্য যোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ হইয়া বেদপ্রমাণামুসারে ধর্মামুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মহুষ্যদেহ লাভ করিয়া কামপরায়ণ হইয়া মহুষ্যের ঘেষ ও ধর্মের অবমাননা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সমুদায় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক বিষয়দর্শনে বিমুখ ও শাস্ত্রস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং তাহাদের হৃৎথে হৃৎথে ও সুখে সুখে অনুভব করেন, তাহাদিগকে পরলোকে কোন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদায় গমনপূর্বক শাস্ত্রমূর্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্তা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মহুষ্যগণের নিত্যন্ত আবশ্যক। যাঁহারা স্বীয় গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা অশ্মানে নীত করিয়া রেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিতসাধনার্থ ই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজ্ঞ, যাজ্ঞ, দান ও পিতৃলোকের

শ্রদ্ধা প্রভৃতি সংকার্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্দিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্মশাস্ত্র, বেদ ও শিকাকল্পাদি বড়দের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে মহাত্মা পরাশর বিদেহরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক পুনরায় সর্ষধর্মবেত্তা মহাত্মা পরাশরকে সোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! ইহলোকে কোন পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন? সঙ্গতি কি? কি কার্যের বিনাশ নাই ও কোন স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজন্! সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সংপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদান পূর্বক অধর্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থান লাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সংপাত্রে সহস্র সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, তাহার সমুদায় জীব হইতে অভয় লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কদাপি তাহাতে লিপ্ত হন না, কিন্তু অবোধ মূঢ় ব্যক্তির অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে। অধর্ম পদ্মপত্রস্থ সর্পিলের ত্রায় কখনই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু উহা কাষ্টসংশ্লিষ্ট জতুর ত্রায় অজ্ঞান ব্যক্তিরে অনায়াসে আশ্রয় করিয়া থাকে। অধর্ম কদাপি কর্তারে পরিত্যাগ করে না, যথাকালে অবশ্যই তাঁহারে সেই অধর্মজন্য ফলভোগ করিতে হয়; কিন্তু আয়দর্শী নাথুদিগের কখনই ক্রমজন্য ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমুদায়ের গতি অবগত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিত্যন্ত হৃষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বীতরাগ ও জিতক্রোধ হন, বিষয়মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। নদীমধ্যে সেতু নিবদ্ধ হইলে যেমন ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি সম্পাদন করে,

তজ্জপ লোক বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বেদান্তশাসনে নিবদ্ধ হইলে তাহারে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না ; প্রত্যুত তাহার তপস্তার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে । সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ করে, তজ্জপ চিন্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে । যেমন তিলমধ্যে বারংবার স্নগদ্বী পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ স্নগদ্বীর আতিশয্য হয়, তজ্জপ বিভূক্তচিত্ত মনুষ্যদিগের বারংবার সাধুসংসর্গনিবন্ধন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য হইয়া থাকে । যাহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও বিবিধ সংক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভূক্ত সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বাসনার লেশমাত্রও থাকে না । আর যাহারা বিবিধ বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়, তাহারা আমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে একান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে । পরম্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যসমুদায় কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার । ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায় । ধর্ম্মানুষ্ঠানের কালনিশ্চয় নাই । মৃত্যু কালপ্রতীক্ষা করে না ; সকলকেই কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে ; অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য । অন্ধ ব্যক্তি যেমন অভ্যাসবশতঃ অলক্ষিত পথে গমন করে, তজ্জপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্ত চিন্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিতে পারেন । জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয় । জন্ম মৃত্যুর অধিকৃত যাহারা মোক্ষধন্ডে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে হয় । বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই সুখলাভ করেন । যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ বাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে হয় ; আর যাহারা একবারে সর্ব্বত্যাগী হন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না । অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায় ; কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনাই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । মৃগাল যেমন উৎপাটিত হইলে কর্কমের সহিত তাহার সংগ্রহ থাকে না, তজ্জপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক এককালে রহিত হইয়া যায় । মন আত্মারে যোগোন্মুখ করে । আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মায় লীন করেন । এইরূপে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই উপাধিবিহীন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় । যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ করাই

স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয় । যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যাক্যোনি ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে । জীবাত্মা তপস্তা দ্বারা পরিপক্ব দেহে অবস্থিত হইলে অনায়াসে পক্ষ মৃগয় পাত্রস্থ জব্রব্রবোর ন্যায় বহুকাল স্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে । যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহারে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগস্থখে বঞ্চিত হইতে হয় । আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়স্থখে অভিভূত না হন, তিনিই পরলোকে পরম সুখ অমৃতভব করিতে পারেন । জন্মান্তর যেমন পথদর্শনে অন্ধম, তজ্জপ শিল্পোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তির অজ্ঞাননীহারে সমাক্রম হইয়া পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে । বণিকেরা যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাদিগের মূলধনানুরূপ অর্থ লাভ করিয়া, তজ্জপ প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে । সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তজ্জপ মৃত্যু এই অহোরাত্র পরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিক্রমণ পূর্ব্বক প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে । মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জিত কার্য্যেরই কলভোগ করিয়া থাকে, ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না । মনুষ্য কি শয়ান, কি গম্ভীর প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়ালস্ক যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন তাহার অনুষ্ঠিত, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় সততই তাহারে ফল প্রদান করিতেছে । যে ব্যক্তি সমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার পার হইতে ইচ্ছা না করে, তাহারে যেমন মহার্গবে নিপতিত হইতে হয় না, তজ্জপ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানবলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহারে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না । ধীবর যেমন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে রজু দ্বারা জলে অবসন্ন অর্ধবশোত উদ্ধার করে, তজ্জপ মন সত্ত্বগুণের অভিনিবেশ দ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমাত্রী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে । যেমন নদী সমুদায় সাগরে মিলিত হয়, তজ্জপ যোগসময়ে মন মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে । মানবগণ অজ্ঞানসমাক্রম ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের দ্বার বিনষ্ট হইতেছে । যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শোচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমাগ্ন অবলম্বনপূর্ব্বক কালব্যাপন করে, সেই ব্যক্তি উত্তরলোকেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় । অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর । ঐ সমস্ত দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয় ;

কিন্তু একমাত্র সর্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ সন্দেহ নাই। মনুষ্য ষত দিন পোষাবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, তত দিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক পরিবারপালনের চিন্তা করা কখনই কর্তব্য নহে। পিতা মাতা হইতে পরলোকের কোন কার্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণিগণ স্বীয় স্বীয় কার্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের সর্ব প্রাপ্তির পাথর, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার জায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য সমুদায় আত্মারে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাশ্মা উপস্থিত কর্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফলভোগের নিমিত্ত বুদ্ধির বিবিধ কার্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যামুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তরিত হয় না, তদ্রূপ ত্রী কখনই একাগ্রচিত্তে উদ্যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিত-দিগকে পরিত্যাগ করেন না। আন্তিক্য, উদ্যোগ, গর্বপরি-
ত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অমুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সমুদায় প্রাণীই গর্ত্তবান কালে আপনাদিগের পূর্বজন্মান্বিজিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অগ্নি নীত করে, তদ্রূপ জুনিবার্য্য মৃত্যু জীবন নাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণিগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মবিহীনগণ্য রাজবিজয়ক মহাত্মা পরাশরের নিকট এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তির সত্য, দম, ক্রমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এংগে ঐ সমুদায় বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি পূর্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা

কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি সুবর্ণময় হংসমূর্ধি ধারণ করিয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সাধ্যগণ সেই হংসকে অবলোকন পূর্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিহগরাজ! আমরা সাধ্যদেব; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও অজ্ঞাত বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তুমি মোক্ষধর্ম্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচনরচনাচতুর। অতএব ইহলোকে কোন কার্য্য সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কোন কার্য্যে তোমার মন অনুরক্ত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অমুষ্ঠান করিলে সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়? তাহা কীর্তন কর; আমরা তাহারই অমুষ্ঠান করিব।

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি ওনিয়াছি, তপস্তা দম-
শুণাবলম্বন, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও চিত্ত জয় করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাগান্নি হৃদয়গ্রস্থি সমুদায় মোচন পূর্বক প্রিয় বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিবাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যাথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। বদন হইতে বাকুল্য বিনির্গত হইলেই তন্নিবন্ধন দিবানিশি অমুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। যত্নি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্বক তাহারে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত। কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া আত্মাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত গুণে অধিকারী হয়। কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ বা আমারে নিপীড়িত করিলে আমি কিছু-
মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহারে ক্ষমা করিয়া থাকি। সাধু ব্যক্তির ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনুশংসতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করেন। বেদের ফল সত্য, সত্যের ফল দমশুণ এবং দমশুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতি চিকীর্ষা, উদর, ও উপস্থের বেগ সহ করিতে সমর্থ হন, আমি তাহারেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকি। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি

তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহে সমর্থ হন; আর আক্রোশকর্তার আপনার কুকার্যনিবন্ধন প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি অশ্রেয় কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তম্ভবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্তার অনিষ্টবাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোকা লাভে সমর্থ হন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান ব্যক্তির জ্ঞান তাহারে ক্ষমা করা বিধেয়। তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। আমার সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; তথাপি আমি সর্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি। আমার কার্যবাসনা বা রোষেব লেশমাত্রও নাই। ধন হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম হইতে বিচলিত হই না এবং ধনজাতার্থে কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না। আমারে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহারে শাপ প্রদানে প্রবৃত্ত হই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বার স্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। কোন জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ধীর ব্যক্তির মেঘনিধুক্ত চক্ষুসমর জ্ঞান পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য গুণ প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সমুদায় লোকে যাঁহারে বুদ্ধাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভের জ্ঞান করিয়া অর্জুন এবং যাঁহার প্রতি সকলেই প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংঘমপ্রভাবে অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। স্পর্দ্ধাবান ব্যক্তির মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্তন করিবার নিমিত্ত যেমন বাগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্তন করিতে সেক্ষণ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংঘম করিয়া সর্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফল লাভে সমর্থ হন। মুঢ় ব্যক্তির আক্রোশ বা অপমানহৃৎক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য নহে। আত্মার ও অন্ত ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকুর্ভব্য। পণ্ডিতেরা অবমানকে অমৃতের জ্ঞান করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তারে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে যুত্ব ঐ সমুদায় কর্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদায় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপহৃ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি সুরক্ষিত থাকে, তাঁহারেই ধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত,

পরধনে নিম্গ ও সংস্কারবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনশংসতা, ধৈর্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। বৎস যেমন গাভীর জামি স্তন হইতেই দুগ্ধ পান করে, তজ্জপ সত্য, দম, ক্রমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অমুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম। সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মানুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করিয়া কহিতেছি যে, অর্ণবপোত যেমন সমুদ্রপারের একমাত্র উপায়, তজ্জপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যেক্ষণ লোকের সহবাস, যেক্ষণ লোকের উপাসনা ও যেক্ষণ হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্বদাই সাধুদিগের সহিত সন্তোষ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিধি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই বথার্থ সাধু, বায়ু বা চক্ষ কখনই তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বৈষপরিপূর্ণ হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিল্পোদরপরায়ণ, তত্ত্ব ও অপ্রিয়বাক্য, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতার তাহারে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি সর্বভোজী, দুর্কর্মপরায়ণ ব্যক্তির কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রত-পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রয়োলাভ করিতে পারেন। রাঢ়ালের ত্রুটি অনর্থক বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্মসংযুক্ত সত্যবাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

সাধ্যগণ কহিলেন, বিহগরাজ! লোকসমুদায় কোন্ পদার্থে সমাবৃত্ত ও কি কারণে অপ্ৰকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে; আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয় না? তাহা আমাদের নিকট কীর্তন কর।

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! মনুষ্যেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাজ, মাৎস্যনিবন্ধন অপ্ৰকাশিত, লোভবশতঃ মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।

সাধ্যগণ কহিলেন, হে হংস! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বদা পরিতুষ্ট থাকেন, কোন্ ব্যক্তি মৌনাবলম্বী হইয়া বহু লোকের সহিত বাস করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি দুর্বল হই-

য়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ করেন না ? তাহা আমাদের নিকট কীর্তন কর ।

হংস কহিলেন, সাধাগণ ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বনপূর্বক বহু লোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত বিরোধ করেন না ।

সাধাগণ কহিলেন, বিহগরাজ ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি ? সাধুত্বসাধক কি ? অসাধুত্বসাধক কি এবং মনুষ্যত্বসাধকই বা কি ? তাহা আমাদের নিকট কীর্তন কর ।

তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, হে সাধাগণ ! বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রত উইাদের সাধুত্ব, অপবাদ উইাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উইাদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধাগণের এই উৎকৃষ্ট বথোপকথন কীর্তন করিলাম । বস্তুতঃ 'দেহই কর্মের উৎপত্তিস্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; অতএব আপনি সাম্ব্যামত ও যোগ এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট ? তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! সাম্ব্যামতাবলম্বীরা সাম্ব্যার এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন । যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন । কিন্তু সাম্ব্য মতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই । যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মুক্তিলাভকে সাম্ব্যামতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্তন করেন । হে ধর্মরাজ ! এই উভয়বিধ যুক্তি, উভয়পক্ষসমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাম্ব্যামত শাস্ত্রপ্রমাণ । এই উভয় মতই বথার্থ ও সাধুসম্মত । শাস্ত্রাঙ্গসারে এই উভয়ের মধ্যে অমৃতত্বের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ

লাভ হইয়া থাকে । এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও বিবিধ ব্রত ধারণ করা বিজিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু এই উভয় মতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ সমান নহে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যখন উভয় মতেই ব্রত, শৌচ ও দয়া তুল্যরূপে নির্দিষ্ট এবং উভয় মতেরই ফল সমান হইল, তখন এই উভয় মতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন ? তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অহুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয় । বৃহৎ বৃহৎ মংস্ত্র সমুদায় যেমন জাল বিদারণপূর্বক জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং বলুবান্ যুগগণ যেমন বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুদ্রীর্ণ হয়, তদ্রূপ যোগবলান্বিত যোগিগণ লোভজনিত বন্ধন সমুদায় ছেদনপূর্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । কিন্তু যে যোগিগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরানিপতিত দুর্বল যুগের শ্রায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মংস্ত্রের শ্রায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের শ্রায় কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয় । যোগবলই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায় । যোগবলবিহীন যোগীরা বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অন্নমাত্র অগ্নির শ্রায় অচিরে বিনষ্ট হইয়া যান । কিন্তু যে সকল যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে সমীরণসঞ্চালিত ঐকীপ্ত হতাশনের শ্রায়, কল্লাস্তকাগ্নী মার্ভণ্ডের শ্রায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন । দুর্বল ব্যক্তিরা যেমন শ্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, তদ্রূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীরা বিষয়কর্ষক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন । কিন্তু মহাশ্রোত যেমন মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয় সমুদায় যোগবলসম্পন্ন যোগিদিগকে কোনক্রমেই বিচালিত করিতে সমর্থ হয় না । যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাত্মগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন । ভীষ্মপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হন না । তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারেন । যোগবলান্বিত যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যমাত্র লাভ করিয়া নিরন্তর হন, আর কেহ কেহ স্বর্গা যেমন কিরণজাল বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ কঠোর তপোঅনুষ্ঠান করিয়া

ক্রমে ক্রমে উহাতে শিখিলপ্রযুক্ত হইয়া থাকেন । সংসারপাশ-
চ্ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগীরা অন্যায়াদে মোক্ষ লাভ
করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয়
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণাবিষয়ক
সূক্ষ্ম নিদর্শন সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ধর্ম্মদ্বারী
ব্যক্তিরা যেমন অগ্রমন্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে,
তদ্রূপ যোগিগণ অনন্তমানে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষ লাভ
করিয়া থাকেন । লোকে যেমন স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত
করিয়া অনন্তমানে সোপানে আরোহণ করে, তদ্রূপ যোগ-
শীল ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মারে স্বর্ষোর আয় তেজঃপুঞ্জ,
নির্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চ পদে
অধিক্রমিত হইয়া থাকেন । কর্ণধারণ যেরূপ সতর্ক চিত্তে
অবিলম্বে অর্ণবগত পোত লইয়া পর পার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ
যোগবিদ মহাত্মারা জীবাশ্মারে পরমাশ্মার সন্নিহিত ঐক্য করিয়া
চূর্ণভ ব্রহ্মপদ লাভ কবিয়া থাকেন । সারিথি যেমন রথে লক্ষণা-
ক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজনপূর্বক একাগ্রচিত্তে সহরে রথীরে
অভীষ্টদেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ যোগিগণের মন ইন্দ্রিয় সমুদায়েব
সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মারে পরম স্থানে নীত করে ।
সুশিক্ষিত রথীর হস্তনিযুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিপতিত হয়,
তদ্রূপ যোগবলসম্বন্ধিত যোগীর আত্মা অচিরে ব্রহ্মপদ লাভ
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি জীবাশ্মারে পরমাশ্মাতে সংযোজন
পূর্বক অচলের আয় স্থিতি হইয়া যোগসাধন কবিতে পারেন,
তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, জানীদিগেব লভ্য সনাতন
মোক্ষপদলাভে সমর্থ হন । যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ
হইয়া নাতি, মন্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পাশ্চদয়, চক্ষু, কর্ণ ও
নাসিকা এই সমুদায় স্থানে জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মারে সমাক-
রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি দশি বাশি পুণ্য পাপ
মুক্ত কবিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন ।

যুসিষ্টিষ কহিলেন, পিতামহ ! যোগশীল মহাত্মারা কীদৃশ
আহার কবিলে ও কি কি ভষ্য কবিতে পারিলে যোগবল লাভ
করিতে পারেন ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যোগিগণের মধ্যে যাহারা তৈলয়তাদি
তদ্রূপ পরিত্যাগপূর্বক তিলকন্ড ও তণ্ডুলকণা আহার করেন,
যাহারা বিদ্রুচিহ্ন হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র কক্ষ
সবান্ন ভোজন করেন, যাহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে
ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক শত ও এক সংবৎসর

যাপন করিতে পারেন এবং যাহারা বিদ্রুচিহ্ন হইয়া সম্পূর্ণ
এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাহারা যোগবল লাভ
করিতে সমর্থ হন । বিষয়রাগবিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম,
ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, শ্বাস, শব্দাদি বিষয়,
তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শস্বথ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয়পূর্বক বুদ্ধিপ্রভাবে
ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমাত্মারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন ।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দেশ
করেন । কোন ব্যক্তিই অন্যায়াদে, এই পথে গমন করিতে
পারেন না । যেমন দুই এক জন যুবা পুরুষ বিবিধ সর্প, কণ্টক,
দধুবৃক্ষ, গর্ভ ও তদ্বরে সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথ নির্বিশেষে অতিক্রম
করিয়া গমন করিতে পারেন, তদ্রূপ দুই একজন যোগশীল ব্রাহ্মণ
অব্যাবধিতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিতে
সমর্থ হন । যোগপথে অনেক বিঘ্ন আছে, এই নিমিত্ত সমুদায়
যোগী উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না । বরং সুশাসিত
কুরধার অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করা যায় ; কিন্তু যোগধারণা
অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । কর্ণধার
বিহীন অর্ণবপোত যেমন আশেপাশী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে
বিপদগস্ত করে, তদ্রূপ অসামু্য ব্যক্তির আচরিত যোগধারণা
তাহার বিপৎসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে । যে মহাত্মা বিবিধ
পূর্বক যোগাচ্যুতান করিতে পারেন, তিনিই জন্মমুখ ও মৃত্যু
দুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন । এই আমি তোমার নিকট
বিবিধ যোগশাস্ত্রনিষ্পন্ন যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্তন করিলাম ।
এই যোগধর্ম্মে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে । ব্রহ্মস্বরূপ
হওয়াই যোগের প্রথম ফল । যোগিগণ যোগবলে রাজ ও
তমোগুণ পবিত্র্যগপূর্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, বড়ানন,
ব্রহ্মার কপিলাদি ছয়পুত্র, বিশ্বক্ক সত্ত্বগুণ, মূলপ্রকৃতি, বরুণের
পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদায় তেজ, সূর্য্যমহা ধৈর্য্য, চন্দ্র, ত্র্যম্বকগণ
মণ্ডিত নিম্নল আকাশ, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং বাবতীর
শৈল্য, সাগর, নদী, পবন, দিক্, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দ্বীপ ও
পুরুষ প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে বহিগত হইতে
পারেন । ঈশ্বরবিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্রুতি শুভ-
ফল লাভ হয় । যোগিগণ ঈশ্বরোপাসনাপ্রভাবেই সর্বলোক
হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণস্বরূপ হইয়া অন্যায়াদে সমুদায় পদার্থের
সৃষ্টি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

ব্যতিক্রম ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনার অবদিত কিছুই নাই । আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগ-মার্গ বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলেন ; এক্ষণে সাধ্যমতানুযায়ী বিধি সমুদায় আত্মপূর্কিক কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্ম সাধ্যমত যেরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এই সাধ্যমত অত্রাঙ্গ ও বহুবিধ গুণযুক্ত । ঈশাতে দোষের লেশমাত্র নাই । যাঁহারা জ্ঞানবলে মানুষ, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, তিথ্যাক্যোনি গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অশ্বরূপ বিশ্বদেব, ইন্দ্রর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদায় সদোষ বলিয়া বিবেচনা করেন ; যাঁহারা জীবিতকাল, স্থলের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াভিলাষী তিথ্যাক্যোনিসম্মত ও নবকনিপতিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ এবং স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাধ্য-জ্ঞানের গুণদোষ সমুদায় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন ; যাঁহারা আনন্দ, প্রীতি, উদ্বিগ্ন, খ্যাতি, পুণ্যশীলতা, সুস্থোষ, শ্রদ্ধা, সর্বলতা, দানশীলতা ও ঐশ্বর্য্য এই দশ গুণযুক্ত সত্ত্বগুণ ; আত্মতত্ত্ববোধ, নিরুদ্বেষতা, স্তব্ধতা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও ঘেঁষা এই নবগুণযুক্ত রজোগুণ ; মোহ, মোহা, মোহ, তন, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য এই অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ ; অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-যুক্ত বুদ্ধি ; পঞ্চজ্ঞানেঞ্জিয়যুক্ত মন এবং বায়ু প্রভৃতি চারি ভূতযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হন ; যাঁহারা মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্বপ্ন এই চতুর্কি-গুণযুক্ত বুদ্ধি ; অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপবীতপ্রতি-পত্তি এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত তমোগুণ ; প্রবৃত্তি ও দুঃখ এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত রজোগুণ এবং প্রকাশরূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রলয় ও আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনে সমর্থ হন, তাঁহারা ইহা মঙ্গলকর মোক্ষপদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । রূপ দৃষ্টি, গন্ধ জ্ঞানকে, শব্দ কণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বককে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষু গমনকে, ঈর্ষ্য বলকে, অর্জন জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বায়ুরে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহ-ত্বকে, মহত্ব বুদ্ধিরে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজো-

গুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মারে, আত্মা দেব-দেব নারায়ণকে এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অব-স্থান করিতেছেন । মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে । এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদের নিত্যান্ত আবশ্যক । যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত সর্বশেষ অবগত হন এবং যিনি সত্ত্ব-গুণের কার্য্য, ইঞ্জিয়াদি ষোড়শগুণে পরিবৃত্ত মানবদেহ, দেহ-সমাপ্রিত স্বভাব ও চেতনা, উদাসীনস্বরূপ পাণবিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফলভোগী জীবাত্মা, আত্মসমাপ্রিত ইঞ্জিয় ও বিষয় সমুদায়, মোক্ষের দুর্লভত্ব, প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান এবং অধঃস্থিত ও উর্দ্ধগত এই সপ্তাবিধ বায়ুর গতি, প্রজাপতি ঋষি-দিগের চরিত্র, পুণ্যের ঐবিবিধ পথ, সপ্তর্ষি রাজর্ষি সূর্য্যর্ষি ও সূর্য্যের ঋষি ব্রহ্মর্ষিদিগের কালক্রমে ঐশ্বর্য্যনাশ, প্রাণিগণের বিনাশ, পাপাত্মাদিগের অন্তত গতি, বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের দুর্গতি, বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ, স্নেহা মৃত্ত পৃথিবী শেখুণিত গুরু মজ্জা ও স্নায়ু পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় গতে বাস, শিরশতসমাকীর্ণ অপবিত্র নবদ্বারপুরে অবস্থিত আত্মার বিবিধ যোগ, সাংসারিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ প্রাণীর তত্ত্ব-জ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিম্নিত মোক্ষবিধোপায়ী ব্যবহাব, রাহু কটুক চন্দ্রসুখের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পতন, স্রীপুরুষের পরম্পর বিচ্ছেদ, প্রাণিগণের পরম্পর হিংসা, বালানিবন্ধন মোহ, দেহের ক্ষয়, রাগ ও মোহাজাত ব্যক্তিদিগের ক্ষণিক সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনের মোক্ষবুদ্ধি অবল-ম্বন, অলঙ্ক পদার্থে অমুরাগ, লঙ্ক বস্ত্রেতে ওদাসীল, বিষয়ে বদ্ধহেতুতা, মৃত পুরুষদিগের দেহ, প্রাণীদিগের গৃহে অবস্থান ও দুঃখ, ব্রহ্মহত্যাকারী পতিত পামর গুরুদারাপহারী হুরাত্মা ও সুরাপাননিরত ব্রাহ্মণগণের নরকগমন, মাতৃসেবাবিহীন দেবা-র্চনপরায়ণ, অশুভকার্য্যমিরত ও তিথ্যাক্যোনিগত প্রাণিগণের নানাবিধ দুর্গতি, বেদ সমুদায়ের তত্ত্বসংসর্গকৃত মাস পক্ষ ও দিবসের ক্ষয়, চন্দ্রসমুদ্র ও ঐশ্বর্য্যের হানিবুদ্ধি, সংযোগ যুগ পরকৃত নদী ও বর্ষসমুদায়ের ক্ষয়, যুগযুগের জরা মৃত্যু জন্ম দুঃখ ও দেহদোষ দুর্গন্ধ এবং স্রী আত্মা ও দেহের দোষ সমু-দায়ের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনই মোক্ষলাভে অধিকারী হন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহাশয় দেহে কোন কোন দোষ বিদ্যমান আছে ? তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিতে পারি নাই ; অতএব আপনি উহা আমার নিকট সন্নিহিত কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কপিলমতাম্বারী সাংখ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্ৰা ও খাস এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে। ক্ষমাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সঙ্কণ্ণাবলম্বী হইলে নিদ্ৰাকে, অপ্রেমভক্ত হইলে ভয়কে ও অন্নাহারনিরত হইলে খাসকে জয় করিতে পারা যায়। বিজ্ঞতম সাংখ্যাচার্য্যগণ গুণ সমুদায় দ্বারা গুণ, দোষ সমুদায় দ্বারা দোষ ও কারণ সমুদায় দ্বারা কারণ সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞান-যোগ প্রভাবে এই সংসারকে সলিলফেনের জায় বিনশ্বর, বিষ্ণুর মায়ায় সমাচ্ছন্ন, চিত্রিত ভিত্তির জায় অকিঞ্চিৎকর, তুণের জায় অসার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবরের জায় ভ্রমঙ্কর, সুখবিহীন, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অপত্যাত্মহাদি পরিত্যাগ এবং তপোরূপ দণ্ড ও জ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ ও তপোগুণ সমুৎপন্ন গুণ দোষ সমুদায় উচ্ছেদপূর্বক সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। সংসারসমুদ্র নিরন্তর হৃৎকরূপ জল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাদ্রব, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ জলজন্তু, মহাভয়রূপ মহাসর্প, তমোগুণরূপ কুর্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পক্ষী, জরারূপ দুর্গমস্থান, কণ্ঠরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারস, হৃৎ ও অরূপ বায়ু, শোক ও তৃষ্ণারূপ মহাবর্ষ, তীক্ষ্ণ ব্যাধিরূপ মহাগজ, অস্থিরূপ সোপান, শ্লেষ্মারূপ ফেন, শোণিত-রূপ বিদ্রুম, দানরূপ মুক্তার আকর, হাশু ও চীৎকাররূপ নির্বোধ, মানাজ্ঞানরূপ দুস্তরতা, অশ্রুরূপ ক্ষার, সঙ্গত্যাগরূপ পরম আশ্রয়, জন্ম ও মরণরূপ, তরঙ্গ, পুঞ্জ ও বান্ধুরূপ পতন, অহিংসা ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণত্যাগরূপ মহাপ্রবাহ, বেদান্তজ্ঞানরূপ দ্বীপ এবং মোক্ষরূপ দুর্লভ বিষয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে মহাত্মারা এই সংসারসমুদ্রের তটী অবগত হইয়া স্থলদেহাভিমান পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মারে হৃদয়াকীর্ণ হইয়া বিবেচনা করিতে পারেন, সর্বপ্রথমে স্বর্ঘ্য, মৃগাল তন্তু দ্বারা জলাকর্ষণের জায়, কিরণজাল দ্বারা চতুর্দশ ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য সমুদায় আকর্ষণপূর্বক সেই স্রষ্টৃ-দিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে স্বল্প শীতল স্নেহক স্পর্শ বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করে। তদনন্তর সপ্তমারুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ু তাঁহাদিগকে পবিত্রলোক সমুদায় প্রদর্শনপূর্বক হৃদয়াকাশে নীত করিয়া থাকে। তৎপরে তাঁহারা হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ হইতে ভগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মারে লাভ করিয়া বিগুণ্ণচিত্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। হে ধর্ম্মরাজ! সত্যার্জ্জবসম্পন্ন

সর্বভূতে দয়াবান্ বিষয়রাগশূন্য মহাত্মাদিগেরই এইরূপ পরম-গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মুমুকু ব্যক্তিদ্বিগের মোক্ষপদ লাভ হইলে আর জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণ হয় কি না? কোন বেদে কহে, মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বেদে কহে, মোক্ষলাভ হইলে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না। এক মোক্ষবিষয়ে এইরূপ দ্বিবিধ মত প্রকটিত হওয়াতে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, যদি জীবমুক্ত হইলেও বিশেষজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য মোক্ষকামনার প্রয়োজন কি? সুখসাধ্য স্বর্গাদিসাধক কন্ধ্যামুষ্ঠানই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সুখতির জায় পুনরায় ত বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে? এক্ষণে আপনি এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি অতি দূরূহ প্রশ্ন করিয়াছ; এ প্রশ্নে মহাত্মা পণ্ডিতগণেরও মহামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাদি মহর্ষিগণও এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতি স্বল্প জীবাত্মা মানবগণের দেহমধ্যে অবস্থান পূর্বক স্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পদার্থ সমুদায় সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় কাঠের জায় চেষ্টাশূন্য ও অর্ণবসমুখিত ফেনার জায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। মানবগণ নির্দ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সমুদায় কার্য্যাক্ষম হইয়া বিষহীন কর্ণের জায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশসঞ্চারী সমীরণের জায় মনুষ্যগণের সর্ব-শরীরে বিচরণ করে এবং স্বল্প গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদায়ে গমন পূর্বক জাগ্রদবস্তার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, জল ও পৃথিবীর গুণ সমুদায় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মারে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সমুদায় গুণ ও গুণভোগ্য কার্য্য সমূহে পরিবৃত্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় শিষ্যের ন্যায় উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাত্মা যখন সমুদায় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দলবিহীন নারায়ণাত্মক পরাত্মারে প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহা পুণ্য বা পাপের লেশমাত্র থাকে না এবং আর তাহারে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে নারায়ণাত্মক

পরমায়ারে প্রাপ্ত হইয়া জীবমুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্যন্ত তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহারে অমাস্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায় ; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবমুক্তের সুখচঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুকু ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে অতি অল্পকালমধ্যে অনায়াসেই দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতম সাধ্যমতাবলম্বীরা এই জ্ঞানবলেই পরমগতি লাভ করেন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাধ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণরূপ, সনাতন, নির্বন্দ, নির্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে সৃষ্টি, ত্রিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমবিদ্যা শাস্ত্রমধ্যে সাধ্যামতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাধ্যামতাবলম্বী ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তির যে পরমায়ার প্রতিনিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাধ্যাশাস্ত্রই সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মের মূর্তিরূপ।

এই পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পরমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাধ্যাশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাধ্যাশাস্ত্রে শান্তি, বল, সুস্থজ্ঞান, তপত্তা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাধ্যামতাবলম্বীরা আপনাদিগের মহাত্মবায়ী কার্য্য সমুদায় সম্যকরূপে অহুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। প্রকৃত তাঁহারা দেবলোকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কৃত্যর্থ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। উঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা সাধ্যামত অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানার্বেষণে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে ত্রিযাক্ষ যোনিগমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাসজনিত ক্লেশ মুক্ত করিতে হয় না। যিনি মহার্ণবতুল্য অতিবিশাল এই পুরাতন সাধ্যামত সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট সাধ্যামত কীর্তন করিলাম। সাধ্যাতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। ঐ মহাত্মা সৃষ্টি সময়ে এই বিশ্বসংসার নির্মাণ করেন এবং প্রলয় সময়ে

সমুদায়ের সংহারপূর্ব্বক স্বশরীরে বিলীন করিয়া পরম স্বর্থে নিম্জিত হন।

ত্ৰ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অক্ষর পদার্থ লাভ করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং ক্ষর পদার্থ লাভ করিলেই পুনর্জন্ম ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অক্ষর ও ক্ষর পদার্থ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা যোগিগণ আপনাদের জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তর দিকে যাত্রা করিলেই আপনার পবন গতি লাভ হইবে। আপনি কুবাকুলের প্রদীপস্বরূপ। আপনার পরলোক প্রাপ্তির পর আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতিবাক্য শ্রবণ করিব। আপনাব মূখে এই সমুদায় অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে ; অতএব আপনি আমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এই উপলক্ষে আমি জনকবংশসম্বৃত রাজধি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা মহাবাহু করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপোদধনাগ্রগণ্য, অসংলপবিষ্ট ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি পণ্ডিতগণের মোক্ষপাতের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পদমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর পদার্থের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি, আপনি উহা কীর্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহু ! সমুদায় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অগ্নিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতির্ময় ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে এবং তিনি সর্বস্থান আচ্ছাদন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দেশ করেন।

বেদে ঐ মহাত্মা মহান্ বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাম্ব্যশাস্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিখ্যাতা, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্য উই। হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। উইহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া উনি বিধরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধামা প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ঐ মহত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তদ্ব্যবধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ সৃষ্ণভূত এবং ঐ সৃষ্ণভূত সমুদায় হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচ মহাত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই দশটীকেই ভৌতিক সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অনন্তর মনের সহিত কণ, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রূণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও মেন্দ্র এই পাঁচটী কশ্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই চতুর্কিংশতি তত্ত্ব সমুদায় দেহেই অবস্থান করিতেছে। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মগণ এই তত্ত্ব সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তাঁহাদিগকে কখনই শোকের বশীভূত হইতে হয় না। এই চতুর্কিংশতি তত্ত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পুতি, কুমি, মূষিক, কুক্কুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুংস, হস্তী, অশ্ব, খর, শাদ্দূল, বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি মুষ্টিমান জীবগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশই প্রাণিগণের আবাসস্থান। ঐ তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় মৃতি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই ঐ চতুর্কিংশতি তত্ত্বের বিকার। ঐ চতুর্কিংশতি তত্ত্ব বিনিম্বিত পদার্থসমুদায় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্তই উহাদিগকে ক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই জগৎ মোহান্বক, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়; স্মৃতবাং উহারে অবশ্যই নশ্বর বলিতে হইবে।

হে মহারাজ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় বাহ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাই কীর্জন করিলাম; এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। চতুর্কিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর পদার্থ। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সমুদায় তত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া কীর্জন করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাত্মা নিগুণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন

করেন, তখনই তিনি শরীররূপে পরিগণিত হইয়া সকলের গোচরে বর্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। উনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অস্তিত্ব প্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য করেন। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিকতাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীর প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে গুরু, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নবকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যালোকে এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরমমুখে দেবলোকে অবস্থান করে। বাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা তির্বাগ্যোনি, বাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যালোক এবং বাহারা নিরন্তর পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্র তত্ত্বেরই ক্ষর এবং চতুর্কিংশতিতত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষর পদার্থ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে রাজর্ষে! এইরূপে জীবাত্মা প্রকৃতিসম্বশতঃ সৃষ্টি ও অজ্ঞানের অনুবর্তী হইয়া অসংখ্য দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার তমোগুণ প্রভাবে তির্বাগ্যোনি, রজোগুণপ্রভাবে মনুষ্যোনি ও সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেবোনি লাভ হইয়া থাকে। তিনি কখন পুণ্যবশতঃ মনুষ্যালোক হইতে স্বর্গে আরোহণ, কখন পুণ্যক্ষয়নিবন্ধন দেবলোক হইতে মনুষ্যালোকে অবতরণ, কখন বা পাপবশতঃ মনুষ্যালোক হইতে নরকে গমন করেন। কোশকার কীট যেমন মুখমালসমুদ্র তত্ত্ব দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বচ্ছ হয়, তদ্রূপ গুণাতীত জীব সর্বদা গুণোত্তীর্ণ কার্য দ্বারা আপনাকে স্বচ্ছ করিয়া রাখে এবং স্রবচ্ছঃখবিহীন হইয়াও বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক স্রবচ্ছঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মস্তকরোগ, নেত্ররোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ, জলোদর, ভ্রূষাণ্ডোগ, গলগণ্ড, বিন্ধুচিকা, শিথ্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ, জনিত ক্রান্ত, শ্বাস ও অপমায় প্রভৃতি যে সমুদায় রোগ প্রাণিগণের দেহে উৎপন্ন হয়, জীব আপনাকে সেই সমুদায় রোগে

আক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং কখন অধোদেশে, কখন অনাবৃত স্থানে, কখন ইষ্টকময় গৃহে, কখন কণ্টকাধীর্ণ প্রান্তরে, কখন ভয়াঙ্কাদিত প্রান্তরে, কখন ভূমিতলে, কখন গর্ভে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শস্যার শরন; কখন গুরুবস্ত্র, কখন চতুর্ভুজ বস্ত্র, কখন কোপীন, কখন কৌমবস্ত্র, কখন পর্ণ-নৃত্তনির্মিত বস্ত্র, কখন কৃষ্ণাজিন, কখন ব্যাঘ্রচর্ম, কখন সিংহচর্ম, কখন ভূজ্জঙ্ঘক, কখন কণ্টকময় বস্ত্র, কখন পট্টবস্ত্র ও কখন চীর পরিধান; কখন রত্ন ধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ; কখন এক রাজ্যের অস্ত্রে, কখন দিব্যরাজ্যের মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ অষ্টম বা ষষ্ঠভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ বা এক মাসের অস্ত্রে ভোজন; কখন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ফল, মূল্য, বায়ু, জল, তিলকক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাকপুষ্প, শৈবাল, ভক্তমণ্ড বা শীর্ণপত্র ভক্ষণ; কখন বিধিবিহিত চাক্ষায়ণ ব্রত, কখন চারি আশ্রমের ধর্ম, কখন পাণ্ডপত ধর্ম ও কখন পাষণ্ডপথ অবলম্বন; কখন পক্ষতের ভাষায়ুক্ত নির্জন প্রদেশে, কখন প্রস্রবণে, কখন গুহায়, কখন জলশূন্য নদীতটে, কখন নিচ্জনবনে, কখন পবিত্র দেবস্থানে ও কখন সরোবরে অবস্থান; কখন বিবিধ জপায়ত্ত জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান, কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপোানুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণ-ধর্ম, কখন ক্ষত্রিয়ধর্ম, কখন বৈশ্যধর্ম ও কখন শূদ্রধর্ম আশ্রয়; কখন বা দীন দরিদ্র ও অন্ধদিগকে দান; কখন সন্তু গুণ, কখন রজোঁগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধন্য, কখন অর্থ, কখন বা কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন বশট-কার, কখন স্বাহাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন যজ্ঞ, কখন যাঁজ্ঞ, কখন অধ্যয়ন, কখন আশ্রয়, কখন দান ও কখন প্রতিগ্রহ এবং কখন জন্মগ্রহণ; কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ ও কখন সংগ্রামকার্য সম্পাদনপূর্বক অভিমান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত শুভাশুভ কার্যকলাপকে কন্ম-পথ বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমুদায় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য সম্পাদন হইতেছে। দিনাকর অন্তঃগমনকালে স্রীয কিরণজাল সংহার করিয়া উদয়কালে যেমন পুনরায় উহা প্রসারণ করেন, তরুণ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদায় সংহার করিয়া একাকী অবস্থানপূর্বক সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাহার ক্রীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি

ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণ প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত অতিমতাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতিপ্রভাবেই এই জগৎ যুদ্ধ ও সর্বনা স্বথ দুঃখে সমাক্রম রহিয়াছে। মনুষ্যগণ নির্লক্ষিতাপ্রভাবেই এসমুদায় দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে; ঐ সমুদায় আমা-রেই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইতেছে; আমি এই সমুদায় অতি-ক্রমপূর্বক দেবলোকে গমন করিয়া তত্তত্ব স্বথভোগ করিব; ইহলোকের এই শুভাশুভ ফল সমুদায় আমায়েই ভোগ করিতে হইবে; বাহাতে সুখোদয় হয়, আমারে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; আমি সকল জন্মেই সুখী হইব; আমারে স্বকার্য-প্রভাবেই ইহলোকে অপরিণীম দুঃখভোগ করিতে হইবে; মনুষ্য মহাত্ম্যের কারণ, মনুষ্যনিবন্ধন নরকগামী হইতে হয়; আমি নরক হইতে মনুষ্য ও মনুষ্য হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইব এবং পুনরায় দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নরক লাভ করিব বলিয়া বিবেচনা করে। যাহারা দেহকে আশ্রয়রূপ জ্ঞান করে, সেই সকল মমতাপরিপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেবতা, মনুষ্য ও তিথ্যাগ্যোনিতে জনগ্রহণ এবং নিরন্তর সেই সেই যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এইরূপে জীবগণ অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে যেরূপ পুণ্য ও পাপজনক কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে তদনুরূপ দেহ ধারণপূর্বক তৎসমুদায়ের ফলভোগ করিতে হয়। এই ত্রিলোকমধ্যে প্রকৃতিই শুভাশুভ কার্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করিতেছে। তিথ্যাগ্যলোক, মনুষ্যালোক ও দেবলোক এই তিনলোকই প্রকৃতির কার্য। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহাদি কার্য দ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তরুণ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহেব চৈতন্ত্য দ্বারা উহার সম্বা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্লক্ষিকার ও প্রকৃতিপ্রবর্তক হইয়াও শরীর দাবণপূর্বক ইন্দ্রিয়-রূত কন্ম সমুদায়কে আশ্রয়িত বলিয়া জ্ঞান করেন। শোভাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বাগাদি ও কন্মেন্দ্রিয় সমুদায় সত্ত্বাদি গুণসংযোগে বিবিধবিষয়ে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। নিষোধ ব্যক্তির ছিত্তবিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিত্তবান্, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, বুদ্ধিমান না হইয়াও বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞ, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্ৰস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিহীন হইয়াও গমনযুক্ত, নিভীক হইয়াও ভীত এবং অন্ধ হইয়াও দ্রষ্টা বলিয়া বোধ করে।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে রাজর্ষে! মনুষ্য যৌর অজ্ঞান ও অজ্ঞানাদি ব্যক্তিদিগের সংসর্গনিবন্ধন বারংবার কলেবর পরিত্যাগপূর্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্যোনি লাভ হয়। যেমন ঘোড়শকলাপরিপূর্ণ চক্রে পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয় প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ঘোড়শী অমাকলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাশ্মার স্থল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু লিঙ্গশরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে ঘোড়শীকলার ক্ষয় হইলে চক্রে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাশ্মার স্তুতি লাভ হইয়া থাকে। স্থল দেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাশ্মার কখনই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাশ্মা চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত নিম্নল পুরমাতার অপরিজ্ঞানবশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গনিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গনিবন্ধন জড়ত্ব এবং নিগুণ হইয়াও ত্রিগুণ প্রকৃতির সংসর্গনিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

জনক কহিলেন, ভগবন্! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেকোন সংসর্গ কীর্তিত হইল, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ও তদ্রূপ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতিরা গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগনিবন্ধন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ এবং স্মৃতিপ্রতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, পিতা হইতে অস্থি, মায়া ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিশাস্ত্রে বাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহ নাই। বাহা হটক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারাও স্ত্রী পুরুষের স্তায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিরন্তর পরস্পর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কি রূপে বিদ্যমান থাকিবে? হে ভগবন্! আপন প্রত্যক্ষদর্শী; অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করুন। আমি মোক্ষাভিলাষী; যিনি নির্জিকার, নিরা-

কার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অক্ষয়, নিত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারে লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা বাহা কীর্তন করিলে, তাহা ঐক্যপই বটে; কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রতিশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। বাহারা গ্রন্থ অভ্যাস করিতে তৎপর হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডিত্য মাত্র। উহারা কেবল শাস্ত্রের ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু বাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রাপ্ত করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সাংক। যে স্থলবুদ্ধি ব্যক্তি বিদ্বান্‌সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীর্তন না করে, সে কখনই গ্রন্থের ফলিতার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি দ্বিতৈ-জিয় হইলেও তাহাযে সভামধ্যে সমত কীর্তন সময়ে উপহাসা-স্পদ হইতে হয়।

বাহা হটক, একগুণে সাত্ব্য ও যোগমতে যেকোন যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে বাহারে দর্শন করিয়া থাকেন, সাত্ব্যমতাবলম্বীরা তাহারেই প্রাপ্ত হন। অতএব বাহারা সাত্ব্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান। মনুষ্য-দেহে ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়-সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজকোউৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ভ্রূগাদি হইতে ভ্রূগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রি-য়ের এবং দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরম পুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য বা দেহ নাই; সূত্ররূপ গুণ থাকি-বার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয়সমুদায় যেমন ভ্রূগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদারে বিলীন হয়, তদ্রূপ ভ্রূগাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার উহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কখন কখন কেবল গুণ হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবাশ্মা ও জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে। পরমাত্মা জীবাশ্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। যেমন ঋতুসমুদায় সৃষ্টিবিহীন হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অলুপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আশ্রয়স্বত্ব মহাদিগুণ দ্বারা অলুপ্তমানগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ কেবল দেহস্থ চৈতন্য দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি

বিকারশূন্য, চতুর্বিংশতিতত্ত্বাভীত, নির্মল পরমাত্মার অহমান করা যায়। আদ্যাত্মশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহা-দির অভিমানবশতই সত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সত্ত্ব পদার্থের সহিত স্তরের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নিস্তব্ধ পদার্থের সহিত স্তরের কোন সম্পর্ক নাই, বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ স্তব্দদর্শী বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাশ্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক পরমাত্মাব দর্শন লাভে সমর্থ হয়। সাধ্যা ও যোগবিদ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্বান্তর্গামী, সর্বশ্রুতা, চতুর্বিংশতিতত্ত্বাভীত পর-ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। জন্মমরণভীরু জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তঁহাদের জীবাশ্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগের জীবাশ্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকে না। অনতিদূর লোকেরাই জীবাশ্মারে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ এক রূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষর ও নানা রূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশ জীবতত্ত্বের পথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভীত ষড়্বিংশ পরমাত্মারে জীবাশ্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মে। এইরূপ বোধ জন্মিলেই তিনি পরমাত্মার এক রূপে দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানা রূপে দর্শনকে অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় তত্ত্ব ও পরমাত্মাব বিষয় কীর্তন করি-লাম। পণ্ডিতেরা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাশ্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদায় হইতে পৃথক ষড়্বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তাদিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অক্ষর ও ক্ষরের নানাত্ব কীর্তন করিলেন; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞান ব্যক্তির আত্মারে নানা রূপে এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির উহাঁরে একরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি নিতান্ত মূলবুদ্ধিবশতঃ ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আর

আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, আমি চঞ্চলবুদ্ধি প্রভাবে তাহাও বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে নানাত্ব, একত্ব, জ্ঞানবান্, অজ্ঞান, জ্ঞতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাধ্যা ও যোগ এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি কীর্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর প্রদান, বিশেষতঃ যোগকার্য বিশেষরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তির ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুই-প্রকার, সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজরূপবিশিষ্ট প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামুক্ত পরিত্যাগ ও ভোজনসময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কর্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চিত্তের একা-গ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া অজুট হইতে মস্তকপর্যন্ত প্রাণবায়ুর শুশুন, দ্বারা জীবা-শ্মারে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এইরূপে জীবাশ্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সম্পা-দন কবিত্তে পারিলেই জীবমুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ জীব-মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন এবং এই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাশূন্য, অম্লাহাবনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে-স্থির করিয়া পাষাণের ত্রায় অবিচলিত চিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগীব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পক্ষতের ত্রায় অচল ও স্থায় ত্রায় অপ্র-কম্প হইয়া উঠেন; যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আশ্বা-দন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মুনো-মধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, সেই সময়ই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নির্বাপ্তপ্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ত্রায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি উচ্ছতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে যহয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার রূপকথনে অসমর্থ হন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। মাদৃশ ব্যক্তির কেবল এই পর্যন্ত অবগত আছেন, যে পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিরাজ-

মান রহিয়াছেন। আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধুম-
পাবকের জ্বাশ, রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের জ্বাশ এবং বিদ্যাৎ-
সম্বন্ধীয় অগ্নির জ্বাশ লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক
শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময়
পর ব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি স্মৃষ্ণ হইতে স্মৃষ্ণ ও মহৎ
হইতে মহত্তর। তিনি সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু
কেহই তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। কেবল স্মৃষ্ণ-
বুদ্ধিযুক্ত মন দ্বারাই তাঁহারে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল
ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নিম্নল নিরূ-
পাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।
যোগীরা পূর্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্ম-
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। এই আমি তোমার নিকট
যোগের বিষয় কীর্তন করিলাম। অতঃপর সাধ্য জ্ঞান কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রকৃতিবাদী সাধ্যাবিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিরেই প্রধান
বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধান
প্রকৃতি হইতে মহত্তর, মহত্তর হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার
হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাধ্যাবাদীরা
এই আটটারেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানে-
ন্দ্রিয়, পাঁচ কন্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই মোড়শটি
ঐ আট প্রকৃতির বিকাশ। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎ-
পত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তদুপমা
যেমন ক্রমশঃ সাগরে উৎপন্ন ও নাগবেই বিলীন হয়, তদুপ
সমুদায় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া
যায়। এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্তন
করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর
প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টি সময়ে তাঁহারে বিবিধ রূপ-
ধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অদৃষ্টাত্মা
পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত
করায়, তদুপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়
কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত
আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা
বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার
তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এই নিমিত্ত তিনি অধিষ্ঠাতা,
পুরুষ ও ক্ষেত্রজ বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ও পুরুষ পব-
নসম। পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরে ক্ষেত্র, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত
আত্মারে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য

এবং ক্ষেত্র বস্তুরে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত
বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিরে অব্যক্ত ক্ষেত্র,
তত্ত্ব ও দেহের বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সাধ্যাবিদ পণ্ডিতেরা
প্রকৃতিরেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্তন করে। যে শাস্ত্রে
চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহারেই সাধ্যশাস্ত্র বলিয়া
নির্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে
পারিলেই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আমি
তোমার নিকট সমুদায় সাধ্যমত স্ফুটেরে কীর্তন করিলাম।
যাঁহারা এই সাধ্যমত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন,
তাঁহারা ইহা লাভ করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সন্যাস দর্শন বলিয়া নির্দেশ করা যায়।
ব্রাহ্ম ব্যক্তিকার যেমন বিষয় দর্শন করে, অত্রাহ্ম ব্যক্তিকার তদুপ
অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপ
ও নিরূপাধি স্থলভাব নিবন্ধন দেহত্যাগী যুক্ত পুরুষদিগকে
ইহলোকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা ভেদ-
বুদ্ধি বশতঃ ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হয়, তাঁহারা ই
ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই
সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ
করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্তী হন না। ফলতঃ
জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উভা হইতে পৃথক্।
যাঁহারা সেই আত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে
কখনই সংসারভয়ে ভীত হইতে হয় না।

অষ্টাদিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধ্যমত কীর্তন
করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আত্মপূর্ব্বিক
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়বিধারিনী
প্রকৃতিরে অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিরে
বিদ্যা বলিয়া কীর্তন করেন। বিদ্যা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে
অতীত। সাধ্যমতাবলম্বী মহাবিগ্ণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কন্মেন্দ্রিয়াদি
মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দেশ করিয়া গিয়া-
ছেন, এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আত্মপূর্ব্বিক কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কন্মেন্দ্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়
স্থূলভূত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ার মধ্যে স্থূলভূত, মন ও স্থূলভূতের মধ্যে
মন, সূক্ষ্মপঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্মপঞ্চভূত, অহঙ্কার-সূক্ষ্মপঞ্চ
ভূতের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তর ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তর,

প্রকৃতি ও মহত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত ।

এই আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব, কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ঐ উভয়কে জন্মমূঢ়াবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদননিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার বিকৃত হইয়া ঐ সমুদায় গুণে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, উহারে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি-মধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণসমুদায় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহাদিগুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষর এবং সত্ত্বাদিগুণের অবস্থান নিমিত্ত নির্গুণতা লাভ করিয়া অক্ষর প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষর হইলে স্বভাবতঃ নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির গ্রাস করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমাত্রী জীবাত্মা প্রকৃতিরে গুণবিশিষ্ট ও আপনাত্মক নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনারে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিরে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে উহারে বিস্কৃত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণ সমুদায়েব নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্কৃত না হন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্ত যেমন অজ্ঞানবশতঃ জালে নিপতিত হয়; তজ্জপ আমি মোহ-বশতই এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুরুক্ষ করিয়াছি। মৎস্ত যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অগ্নি হ্রদে গমন করে, তজ্জপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্ত যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তজ্জপ আমি পুত্রাদিরেই আত্মা

বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মারে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমারে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। উহারে আশ্রয় করিলে আমি উহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে নানতা নাই। আমি তাঁহারই গ্রাস নির্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব গুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্কোষ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তিৰ্য্যগ-যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্ত্তক বশিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ংই পবমাত্মা হইতে পরাশ্রুত হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি। আমি কপ-হান মূর্খিণী হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্খিতে অবস্থান করিতেছি। আমি নিশ্চয় হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যেব অন্তষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশ বিভক্ত হইয়া আমারে নান্য দেহে নিয়োগ করিতেছে। এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতা পরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিরে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহারে এবং অহঙ্কারকৃত মমতারে পরিত্যাগ করিয়া বন্দ্ববিহীন পবমাত্মারে আশ্রয় করিব। পবমাত্মাব সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ; অতএব আমি উহাব সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে। জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন পবমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষর পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সত্ত্ব হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্বাভিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আমি সাধ্যাত্মনারে তোমার নিকট ক্ষর ও অক্ষরের

তত্ত্বনির্দেশ করিলাম, এক্ষণে যে রূপে সন্দেহবিহীন নির্মল হৃদয় জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্বে শাস্ত্রের বথার্থতত্ত্ব নিরূপণসময়ে যে সাধ্যা ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাধ্যা শাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু যোগশাস্ত্র অতি-বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতিবিস্তীর্ণ ও দূরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সম-ধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধ্যামতাবলম্বীরা ষড়্বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন, এই কারণই বেদশাস্ত্রে সাধ্যার সম্যক সমাদর নাই। এই আমি তোমার নিকট সাধ্যামতাবলম্বীদিগের পরম তত্ত্ব কীর্তন করিলাম। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন। এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাশ্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

মহারাজ ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মারে বুদ্ধ এবং জীবাশ্মারে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই উভয়ের মধ্যে জীবাশ্মা সজ্জাদি গুণ-প্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে বথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্টাদিকার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মারে অবগত হইতে অসমর্থ হন। উনি নির্মলিকার এই-য়া ও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন। উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদায়, অবগত হইতে পারেন, বলিয়া কেহ কেহ ইহঁদের বুদ্ধিমান নামে নির্দেশ করে। নিগুণ ব্রহ্ম সত্ত্ব হইলেও প্রকৃতি কখন তাহঁদের অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; এই নিমিত্ত সকলেই প্রকৃতির জড় বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে, কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতির বোধশক্তি স্বীকার করেন বটে ; কিন্তু তাহঁাদের মতেও প্রকৃতি জীবাশ্মা-রেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন, সজ্জ-বিহীন পরমাত্মারে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। এইরূপ প্রকৃতির সহ্য নিবন্ধন বেদে জীবাশ্মারে সঙ্গী বলিয়া নির্দেশ করে। ইনি অবিকারী ও অতি স্থূল হইলেও ঐ সজ্জ-দোষনিবন্ধন কেহ কেহ উহঁদের সূচ বলিয়াও কীর্তন করিয়া থাকে। উনি পরমাত্মারে বথার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন ; কিন্তু অপ্রমের সনাতন পরমাত্মা উহঁদের ও প্রকৃতির

অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল স্থূল কার্য্যকারণগত অধিতীর বুদ্ধকে জ্ঞাত হইতে পারেন। যখন জীবাশ্মার আমি স্থূল, আমি 'গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনারে অবগত হইতে সমর্থ হন না আর যখন জীবাশ্মা প্রকৃতির জড় এবং আপনারে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবে-চনা করেন, তখনই তিনি বিগুহ্ন নির্মল অভ্যুৎকৃষ্ট মোক্ষোপ-যোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাশ্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতির বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মসন্দর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। পণ্ডিতেরা আশ্মারেই পরম তত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করেন। উনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহঁদের তত্ত্ববান্ বলা যায় না। কারণ উনি স্বেচ্ছামুসারে ঐ আশ্রিত তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব আপনারে জবামরণশূন্য পরমাত্মা বলিয়া বোধ করে, তখনই সে জ্ঞানবলপ্রভাবে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত জীব সর্কশক্তিমান্ চৈতন্ত্বরূপ পর-মাত্মারে অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তত দিন তাহার নানাত্ব থাকে ; কিন্তু তাহঁদের অবগত হইতে পারিলেই উহার একত্ব লাভ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিলে জীবের আর পাপ পুণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতির পরিত্যাগ করে।

এই আমি শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট জড়রূপা প্রকৃতি, জীবাশ্মা ও পরমাত্মার বিষয় কীর্তন করিলাম। শাস্ত্রা-নুসারে এইরূপেই জীবের নানাত্ব ও একত্ব নিরূপণ করা হইয়া থাকে। উদ্বৃষস্থিত মশক ও উদ্বৃষে এবং সলিলস্থিত মৎস্ত ও সলিলে যেক্রপ বিভিন্নতা ; পরমাত্মার ও জীবাশ্মার সেইরূপ বিভিন্নতা অসূচিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত জীবাশ্মার ঐক্যের নামই মোক্ষ। অজ্ঞানপ্রকৃতি হইতে জীবাশ্মারে মুক্ত করা সর্কতোভাবে বিধেয়। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হয়। অজ্ঞ রূপে উহার মুক্তিলাভের উপায় নাই। এই জীবাশ্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যেক্রপ দেহের সহিত মিলিত হন, তখন তাহারই ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাশ্মা বিগুহ্নধর্ম ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে বিগুহ্নধর্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে বুদ্ধিমান, সন্ন্যাসীর

সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অহুরাগবিহীন সহিত মিলিত হইলে বিরাগী, মুমুকুর সহিত মিলিত হইলে মুমুকু, পবিত্র-কর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে পবিত্রকর্ম্মা, নির্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্মল, সঙ্গবিহীন সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ ! এই আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট সনাতন বুদ্ধের বিষয় কীর্তন করিলাম। যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, অথচ বুদ্ধজ্ঞানলাভের শ্রদ্ধা আছে, তুমি সেই সমুদায় ব্যক্তিরেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিবে। মিথ্যাপরায়ণ, শঠ, শাস্ত্রত্যাগপর্য্যগ্রহে অক্ষম, কুটিলমতি, পরহিংসাপরায়ণ, পণ্ডিত-দিগের প্রতি দ্বেষান্বিত পামরদিগকে কদাচ এই উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শ্রদ্ধাশ্রিত, গুণবান্, পবপর্য্যবাদপরায়ণ, বিশুদ্ধবোগনিরত, ক্রিয়াবান্, ক্ষমাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশুদ্ধস্বভাব, বিধিবিহিতকর্ম্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শম-দুর্মাদিগুণাবিত, শাস্ত্রত্যাগপর্য্যগ্রহে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। উহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে। অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কিছুমাত্র মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রতহীন ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্তে তাহারে এই বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য নহে। হে করালু ! আজি তুমি আমার নিকট অনাদি অনন্ত শোকরহিত পরম পবিত্র ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে ; অতএব আর তোমার কিছু-মাত্র ভয় নাই। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলে জন্ম মরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না। এক্ষণে তুমি তাঁহারে সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর। আমি সনাতন হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই পরম তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। আজি তুমি আমারে জিজ্ঞাসা করাতে যেমন আমি তোমার নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বিশেষ কীর্তন করিলাম, তদ্রূপ পূর্বকালে আমি কমলযোনিরে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তারিত রূপে কীর্তন করিয়াছিলেন।

তীয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি মহর্ষি নারদের মুখে পর-ব্রহ্মের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট সর্বিশেষ কীর্তন করিলাম। জীবাণী সেই অজর অমর পর-ব্রহ্মের স্বার্থ তত্ত্ব, সর্বিশেষ অবগত হইতে পারেন না বলিয়াই

তাঁহারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট ও দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিলে, অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি ক্ষর ও অক্ষরের বিষয় সর্বিশেষ অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না ; আর যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে না পারে, তাহারে সতত ভীত হইতে হয়। জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহবশতঃ বারংবার দেবলোক, মর্ত্যলোক ও নরকে গমনাগমন এবং সহস্র সহস্র বোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। যদি সে সাধুসঙ্গাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারে আর জন্মমরণজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানসাগর অতি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ। প্রাণিগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন হইতেছে। তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ ; সুতরাং এক্ষণে তোমার রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই।

দশাধিক ত্রিংশততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! একদা জনকবংশীয় মহাত্মা বসুমান নির্জন কাননে যুগয়া করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় এক জন মহর্ষিরে অবলোকন করিলেন। মহর্ষিণে অবলোকন করিবামাত্র বসু-মানের মনে ভক্তিরসের উদ্ভেক হইল। তখন তিনি সত্তরে মহর্ষির সমীপে গমন ও চরণ বন্দন পূর্বক তথায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অমুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! কি কর্ম্ম দ্বারা কামনার বশবর্তী পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

মহারাজ বসুমান এইরূপে পরম সমাদর সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ ! যদি তুমি উভয় লোকে আপনার মনের অমুকুল বিষয় সমুদায় প্রাপ্ত হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্রের প্রতি-কূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্ম্মই সাধুদিগের পরম হিত-কর ও আশ্রয়স্বরূপ। ধর্ম্ম হইতেই স্থাবরজঙ্গমান্বক লোক-জয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষয়কামনায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছ না। মধু-

এই যেমন যথু আহরণে কৃত সংকল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু আচরাং যে ঐ স্থান হইতে তাহারে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না, তজ্জন তুমি বিষয়ভূমার একান্ত আক্রান্ত হইয়া বিষয়ভোগে অনবরত প্রবৃত্ত হইতেছ; কিন্তু ঐ বিষয়ভোগনিবন্ধন তোমারে যে যাহার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। জ্ঞানকলার্থী ব্যক্তি যেমন সতত জ্ঞানের আলোচনা করেন, তজ্জন ধর্মফলাকাজী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্মের আলোচনা করা কর্তব্য। অসংখ্যকি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিগুহ্ব কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। আর সাধুব্যক্তি ধর্ম্মকামনার বিগুহ্ব কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হয়। যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া গ্রাম্য স্থলভোগে নিরত হয়, তাহারে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যস্থলে বিরত হন, 'পণ্ডিত ব্যক্তির' তাঁহারে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মতোই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সন্ধ্যা ও নিশ্চাম ধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কার্যিক, মানসিক ও বাচনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপরায়ণ, শুচি ও অশ্রুয়াশ্রু হইয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে প্রভূত ধন দান কর। সংপথ অবলম্বন পূর্বক অর্ধোপার্জন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ চিত্তে সংপাত্রে দান করাই কর্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্তন করা বিধেয় নহে। অনুশাস, শুচি, জিতেজিগ, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, বটকম্পশালী ও পিতার সর্বণা বিবাহিতা জীৱ গন্তে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ত্রায় অন্ন প্রয়াস দ্বারা অন্ন পরিমাণেও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরচন দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া যত তক্ষণ করিলে সেই যত তাহার গুণরূপে পরিণত হয়, তজ্জন ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট স্থলভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে শুভ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভ কার্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে

ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিহীন, অপ্রশান্ত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান, প্রশান্ত ও প্রাজ্ঞ হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহাত্মা মহাভাব অধীরতা নিবন্ধনই স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মভব যযাতি ক্লীণপুণ্য হইয়াও কেবল ধৈর্য্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় লাভ করিয়াছেন। অতঃপর তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত জ্ঞানবান্ তপস্বিগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহারাজ বশুমান্ তাঁহার বাক্যানুসারে বিষয় বাসনার বিরত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্ত, সর্বসংশয়বিরহিত, জন্মমৃত্যুশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, অবিনাশী, বিগুহ্বস্তাব ও আয়াসবর্জিত; আপনি তাঁহার বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যজনক সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা জনকবংশীয় দেবব্রাত্তনয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কয় প্রকার? সপ্ত ও নিগুণ কি এবং জন্মমৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় কীর্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানতাবশতঃ আপনারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকূল হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিয়া দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মহারাজ! যোগশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় তোমার কিছুমাত্র অবদিত নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা মূল প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিরে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, শ্রাবণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাস্প, পানি,

পাদ, পায়ু, মেট্র ও মল এই বোলটিরে বিকার বলিয়া নির্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কন্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাত্মতেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাহা কীর্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্তান্ত তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত।

অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিরে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাত্ম সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাব নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম সৃষ্টি। ভূতজ ব্যক্তির উহারে ভৌতিক বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি। ইহারে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কন্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ ইহারে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। বুদ্ধ ও আরণ্যক পশুপক্ষ্যাদি সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যোব সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি। এই উভয় সৃষ্টিরেই আর্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। হে মহারাজ! এই আমি শাস্ত্রদৃষ্টান্তানুসারে নয় প্রকার সৃষ্টি ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিষয় কীর্তন করিলাম। অতঃপর সাধুজনকীর্ণিত কালসংখ্যা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগ্রতি হইয়া প্রথমতঃ জীবগণের জীবনোপায় ধাত্বাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্যদিব্রমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদায় ভূতের মূর্তিরূপ। তিনি ঐক বৎসর কাল অণুমধ্যে অবস্থান পূর্বক পরিণেবে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদায় পৃথিবী, বর্গ ও দ্যাভূমির মধ্যবর্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্বসপ্তসহস্র কল্পে উহার এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব প্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে

মন, বুদ্ধি ও চিন্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাত্মতের এবং ঐ পাঁচ মহাত্ম হইতে ঐন্দ্রিয় সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। ঐ ঐন্দ্রিয় সমুদায় এই চরাচর বিশ্ব সমাজ্জর করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির নাম বিশেষ। ইহার পঞ্চমহাত্মতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণীসমুদায় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পৃহাবান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদায় কার্যানিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্ধ্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশ পূর্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন সহস্র কল্পে পঞ্চমহাত্ম সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাদিগের এক রাত্রি হইয়া থাকে।

সমুদায় ঐন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন বতীত কোন ঐন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তু ও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকের কহিয়া থাকে, ঐন্দ্রিয়েরই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূল কারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে ঐন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদায় ঐন্দ্রিয়ের দীপ্তরস্বরূপ। উহা সর্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আনুপূর্বিক সৃষ্টি ও কালসংখ্যা কীর্তন করিলাম, সম্প্রতি সংহারবিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্ধকে প্রেরণ করেন। সেই রুদ্ধদেব সূর্য্য রূপী হইয়া আপনারে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজলিত হতাশনের জ্বালায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইষামাত্র প্রথমতঃ স্থাবরজঙ্গমাাত্মক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কৃষ্ণপৃষ্ঠের

সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতপরাক্রম রুদ্রদেব অনতি-
বিলম্বে সলিলসঞ্চার দ্বারা পৃথিবীতে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন।
তৎপরে কালামিপ্রভাৎ এই সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়।
সলিল শুষ্ক হইলে এই কালামি ভয়ানকরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া
উঠে। তখন অষ্টমূর্তিধারী বলবান বায়ু জীবের উদ্বাস্বরূপ
সেই প্রজ্জ্বলিত প্যাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে
থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুরে গ্রাস করিয়া ফেলে।
তদনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্ত্ব অহঙ্কারকে
এবং জগদীশ্বর এই অমুপম মহত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর
অগ্নিমাди গুণসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, জ্যোতির্ময় ও অব্যয়। উহার
হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ চতুর্দিকেই বিরা-
জিত রহিয়াছে। উনি সমুদায় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান
করিতেছেন। উনি সর্বস্বার্থামী অন্তরাশ্বা মহত্ত্বের নাশের
পর সমুদায় পদার্থ উহাতেই বিলীন হয়। উহার হ্রাস, বৃদ্ধি
বা ক্ষয় নাই। উনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমানের অষ্টা। উহাতে
দোষের লেশমাত্রও নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সংহারের বিষয়
আহুপূর্বিক কীর্তন করিলাম, এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ ধর।

চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্মগমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার
অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয়
অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা। কর্ণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্বর্ষ্য উহার অধিভূত এবং
ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য
বিষয় উহার অধিভূত এবং বহি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত
এবং দিক্‌সমুদায় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম,
রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
স্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্পর্শেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত
এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয়
উহার অধিভূত এবং চক্ষু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার

অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং
আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে মহারাজ! এই আমি
তোমার নিকট আহুপূর্বিক ইন্দ্রিয়, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেব-
তার বিষয় সমগ্র করিলাম। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তার
করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাহুসারে বারংবার গুণসমুদায়ের সৃষ্টি
করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য
প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ
হইতে নানাপ্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ,
ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিগুহতা, আরোগ্য, সম্ভোষ,
শ্রদ্ধা, অরূপগতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা
সত্য, আনুগ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার,
অভ্রান্ততা, ইত্যাদিবিষয়ে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অলুপ্ততা,
পরোপজীবনার্থ অর্থোপার্জন ও সর্বভূতে দয়া এই কয়েকটি
গুণ সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, বৈরাগ্যা-
ভাব, অকরণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরিনির্দায় অমুরাগ,
বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ,
চৌর্য্যবৃত্তি, নির্জজ্ঞতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম,
ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটি গুণ রজোগুণ
হইতে সত্ত্ব হয়। মোহ, অপ্ৰকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনব-
ধানতা, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যে অভিযুক্তি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি,
উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্দা ও পর-
নির্দায় অমুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্য গীতবাদ্যে অভিযুক্তি ও ধর্ম্মের
প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটি গুণ তমোগুণসমুদ্ভূত।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে
সমুদ্ভূত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই
তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না। অব্যাক্তরূপ পরমাত্মা এই
সমুদায় গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্যরূপে আপনাকে প্রকাশিত
করিতেছেন। অধ্যাত্মাচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,
সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের
মধ্যমস্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ
হয়। বাহ্যারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেব-
লোক, বাহ্যারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে,

মহুয্যালোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম সঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

এক্ষণে সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের স্বন্দ ও সন্নিপাতের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের স্বন্দ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বেবলোক, সত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মহুয্যালোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্ধ্যাগবোনি লাভ হইয়া থাকে । সত্ব রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া কালহরণ করে তাহাদিগকে মহুয্যালোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । পুণ্যপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয় স্থান লাভ করিতে পারেন ।

পূর্বে তুমি পরমাত্মার বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর । পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন । তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহারে স্ব স্ব রূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন ; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে ।

জনক কহিলেন, ভগবন ! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি অবিবর্ধন মূর্ত্তিবিহীন অচল অপ্ৰচ্যুতস্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য । অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিতে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? আপনি বিশেষরূপে মোক্ষধর্মের আলোচনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট সবিস্তরে মোক্ষধর্ম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও প্রকৃতির সহিত পৃথগ্ভাব এবং শরীরসমাপ্তিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, সাম্রাজ্য, যোগ ও মৃত্যুচক লক্ষণ সমুদায়ের বিষয় কীর্তন করুন । ঐ সমুদায় হস্তগত আমলকের ত্রায় আপনায় আরক্ত আছে ।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে ! কেহই নিঃশুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না । আমি নিঃশুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তত্ত্বদর্শী

মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত ফটিকের ত্রায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহারে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহারে নিঃশুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । প্রকৃতি গুণাত্মক ; সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণসমুদায় আশ্রয় করিয়া থাকে । পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী । তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন । নিত্যত্ব ও অক্ষরত্বপ্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিতে অচেতন বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যখন পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হন । পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে সর্গধর্মাবলম্বী, যখন যোগাভিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারে যোগধর্মাবলম্বী, যখন প্রাকৃত ধর্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহারে প্রকৃতিধর্মাবলম্বী এবং যখন স্বাভাবিক পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে বীজধর্মাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তিনি গুণসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহাবকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক ; এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যাশিষ্যাদি পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিতে অনিত্য ও নানা-প্রকার বলিয়া নির্দেশ করেন । কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিতে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্তন করেন । তাহাদিগের মতে পুরুষ সর্বভূতে দয়াবান হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিয়া থাকেন ।

হে মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্তন করিলাম । এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্ভাব কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন ইষীক ও শরমুঞ্জ, উড়ুধর ও মশক, মংস্ত ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল, একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তজ্জপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথক বলিয়া পরিগণিত হন । যাহারা সম্যকরূপে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারংবার ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয় । এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাম্রাজ্য সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । সাম্রাজ্যবিদ পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন । যাহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাঁহারে সাম্রাজ্যমত দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট সাধ্যজ্ঞানের কথা কীর্তন করিলাম, এক্ষণে সাধ্যানুসারে যোগজ্ঞানের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সাধ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই । এই উভয় মতেই শম-দমাদি অমুষ্ঠানের বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তি-সাধক । নির্দোষ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দেশ করে । আমরা এই উভয় মতকেই একরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি । যোগী ও সাধ্যমর্ত্যাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । অতএব সাধ্য এবং যোগ শাস্ত্রকে বাহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা ই যথার্থ পণ্ডিত । প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় যোগ সাধনের প্রধান অবলম্বন । প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অগ্নিমানি অষ্টাঙ্গ লাভ করিয়া সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করা যায় । বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ঐ যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যন্ত্র ; আর অগ্নিমানি অষ্টাঙ্গ ইহা অপেক্ষা স্থল । যোগ দুই প্রকার ; সত্ত্ব ও নিগুণ । প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সত্ত্ব এবং চিত্তের একাগ্রতায়ুক্ত যোগকে নিগুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । প্রাণা-য়াম আবার দুইপ্রকার ; সর্বাঙ্গ ও নির্বীজ । মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতীধিক্য হয়, অতএব তাহা কদাপি কর্তব্য নহে । রজস্বী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রান্তের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষধামে দ্বাদশ এই চতুর্বিংশতিপ্রকার বায়ু-ধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে । সেই চতুর্বিংশতি-প্রকার বায়ুধারণা দ্বারা দুর্দান্ত মনকে নিগূহীত করিয়া জীবা-ত্মারে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমস্তপাশিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী-দিগের অবশ্য কর্তব্য । যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাচ-ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্ত্বে এবং মহত্ত্বকে প্রকৃতি-মধ্যে সংস্থাপন পূর্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন । সেই পরমাত্মা নিম্পাপ, নিম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরামৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য ।

অতঃপর নিত্যসমাধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐরূপ যোগী সতত প্রশম্ভচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হৃদয় ব্যক্তির স্থায়, নির্বীতপ্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের

স্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন । পাষণ যেমন মেঘনিপতিত জলবিন্দু দ্বারা আহত হইয়াও বিকম্পিত হয় না, সেইরূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হইবার নহেন । শব্দ-ধ্বনি, চন্দ্রভিনির্ঘোষ ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগভঙ্গ করা নিতান্ত দুষ্কর । যেমন স্থিরস্থতাব ব্যক্তি তৈলপরিপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণ করিবার কালে কৃপাণপাণি পুরুষকর্তৃক তর্জিত ও ভাত হইয়াও বিন্দুমাত্র তৈল নিক্ষেপ করে না, তদ্রূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয়সমুদায়ের স্থৈর্য্যনিবন্ধন কোন-ক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হন না । যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য জন্মিলে গাত্রতর অঙ্গকারমধ্যে অবস্থিত জলনতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । মনুষ্য একমাত্র যোগ দ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষ লাভ কবিতে সমর্থ হয় । এই আমি তোমার নিকট যোগীদিগের যোগের লক্ষণ কীর্তন করিলাম । পণ্ডিতেরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ।

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে রাজর্ষে ! এক্ষণে মনুষ্যাগণের মরণকালে জীবাত্মা শরী-রের যে যে স্থান দ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জীবাত্মা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জজ্ঞা দ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবল্লব লোক, জাহ্নু দ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যাগণের লোক, পায়ু দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যালোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক, পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুতলোক, নাসাপথ দ্বারা নির্গত হইলে চক্ষুলোক, বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা নির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাদিগের লোক, ভ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ু লোক, নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্যালোক, জ দ্বারা নির্গত হইলে অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের লোক, ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে ।

এই আমি তোমার নিকট মৃত ব্যক্তিদিগের যে যে স্থান হইতে জীবাত্মা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয়, তাহা কীর্তন করিলাম । অতঃপর অসমরমৃত্যুর চিহ্ন সমুদায় কীর্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অরুদ্ধতী, এব তারা এবং
অন্তের নেত্রতারামধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং
যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে ঋণ্ডিত দর্শন করে,
তাহারা একবৎসরমাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্যশালী
হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া
জ্ঞানবান্ ও শ্রামবর্ণ হইয়া ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে
অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগের পরমাশু
ছয় মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে উর্ণনাভি-
চক্রের জ্বায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তু
সমুদায়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের জ্বায় বোধ হয়, সপ্তা-
হের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের
নাসাকর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদায় অঙ্গ উন্ন-
রহিত, অকস্মাৎ বাম চক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক
হইতে ধূম উখিত হয়, তাহাদিগকে সদাই মৃত্যুমুখে নিপতিত
হইতে হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ মৃত্যুলক্ষণ সমুদায় পরি-
জ্ঞাত হইয়া দিবানিশি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগপূর্ব্বক
মৃত্যুকাল পথান্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। যদি তাঁহাদেব
মৃত্যুইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা গন্ধাদি বিষয় সমুদায়
পরিভ্রাণ ও সাক্ষাত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক যোগবলে পবনাত্মারে
নিশ্চল ও মৃত্যুরে পরাজিত করিয়া পবিশেষে প্রাকৃত ব্যক্তি-
দিগের নিত্যন্ত চর্লভ অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন।

একোনিবংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! তুমি যে পরব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে, এক্ষণে সেই গুহ্য বিষয় কীর্তন করিতেছি, অনন্তমনে
শ্রবণ কর। আমি প্রণতভাবে ঋষিনিদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে
নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক দিবাকর হইতে যজুর্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি।
পূর্বে আমি ভগবান্ ভাস্করকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর
তপোঅুষ্ঠান করিয়াছিলাম। একদা তিনি আমার পরিচর্য্যায়
প্রীত হইয়া আমারে সন্মোদনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমারে
প্রসন্ন করা নিত্যন্ত হুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তোমার অবিচলিত
ভক্তি দর্শনে তোমার প্রতি সান্তিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে
তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; উহা নিত্যন্ত
চর্লভ হইলেও আমি তোমারে প্রদান করিব। ভগবান্ প্রভা-
কর প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে আমি তাঁহারে নমস্কার
করিয়া কহিলাম, ভগবন্! যজুর্বেদ আমার অভ্যাস্ত নাই;

উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। তখন
সূর্য্যদেব কহিলেন, আমি অচিরাৎ তোমারে যজুর্বেদ প্রদান
করিব। তুমি অবিলম্বে আশ্রমদেশ বিবৃত কর; দেবী সরস্বতী
তোমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন। দিবাকর এই কথা
কহিলে আমি তাঁহার নিদেশানুসারে মুখব্যাদান করিলাম।
মুখব্যাদান করিবামাত্র সরস্বতী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন। বাগ্‌দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দাহে
নিত্যন্ত দগ্ধ হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে
সূর্য্যের প্রতি আমার অতিশয় অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল।
তখন সূর্য্যদেব আমারে একান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্!
তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ করিয়া থাক; অবিলম্বেই
তোমার কলেবর শীতল হইবে। ভগবান্ সূর্য্য এই কথা
কহিল! নিস্তদ্ধ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার শরীর স্নশীতল
হইল। তখন তিনি আমারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,
ব্রহ্মন্! পরশাখা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার
আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে তোমার বুদ্ধি মুক্তিমার্গে
প্রবেশ করিবে এবং তুমি সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগাদিগের অভি-
লষিত পদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। দিবাকর এই বলিয়া
অস্তাচলে গমন করিলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবী সর-
স্বতীরে স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগ্‌দেবী
স্বর ও বাজ্ঞনবর্ণে বিভূষিত হইয়া ওঁকারকে অগ্রবর্তী করিয়া
আমার সম্মুখে প্রাহুত হইলেন। আমি তাঁহারে দর্শন করিবা-
মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্তে ঋজোখানপূর্ব্বক তাঁহারে ও সূর্য্য-
দেবকে অর্ধ্যপ্রদান করিয়া উপবেশন করিলাম। আমি উপ-
বিষ্ট হইলে রহস্ত ও সংগ্রহশাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ আমার
হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তখন আমি অসংখ্য শিষ্যপরিবৃত
মাতুল বৈশম্পায়নের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত
শিষ্যকে ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং অবিলম্বেই সেই
শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া করজালমণ্ডিত মার্জ্জিতের জ্বায়
তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। তথায় মহর্ষি দেবলের
সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের দক্ষিণা লইয়া
আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি তাঁহারে
দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম।
স্বমস্ত, জৈমিনী, পৈল, তোমার পিতা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ
আমার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

এইরূপে আমি সূর্য্যদেব হইতে পঞ্চদশ যজুঃসংহিতা প্রাপ্ত

হইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আমি মহর্ষি রোমহর্ষের নিকট পুরাণ পাঠ করিয়াছি। অনন্তর আমি ভগবান্ ভাস্করের প্রভাবে সরস্বতীর অনুকম্পায় ঐ বেদের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিষ্যগণকে সংগ্রহের সহিত সমস্ত বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহারাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে সূর্য্যদেব কর্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জাতব্য বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের কর্তব্য।

একদা বেদবেদান্তবেত্তা গন্ধর্বরাজ বিষ্ণুবসু ব্রাহ্মণসমূহের হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্যালোচনা করিতে করিতে আমার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিশ্ব, অবিশ্ব; অশ্বা, অশ্ব; মিত্র, বরুণ; জ্ঞান, জ্ঞেয়; অজ্ঞ, জ্ঞ; তপাঃ, অতপাঃ; সূর্য্যদ, সূর্য্য; বিদ্যা, অবিদ্যা; বেদ্য, অবেদ্য; অচল, চল এবং অক্ষয় ও ক্ষয় এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্ক দ্বারা কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে? গন্ধর্বরাজ এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহারে কহিলাম, গন্ধর্বরাজ! আমি এই কয়েকটি প্রশ্নের স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি এই কথা কহিলে গন্ধর্বরাজ আমার বাক্যে স্বীকার করিয়া ভূকীভাবে অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন আমি দেবী সরস্বতীকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহারে স্মরণ করিলামাত্র দধি হইতে ঘৃত যেমন উথিত হয়, সেইরূপ যে, যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়, তৎসমুদায় আমার স্মৃতিপথে উথিত হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ ও আত্মীক্ষিকী শাস্ত্র পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আত্মীক্ষিকী বিদ্যা মীনবগণের মোক্ষোপযোগী। উহারে চতুর্ধা বিদ্যা বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

• অনন্তর আমি বিষ্ণুবসুরে সন্বেদন করিয়া কহিলাম, গন্ধর্বরাজ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জন্মভয়যুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং অবিশ্বকে নিগুণ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করা যায়। ঐরূপ আশ্বা প্রকৃতি ও অশ্ব পুরুষ, বরুণ প্রকৃতি ও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ, অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতি ও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যদ প্রকৃতি ও সূর্য্য পুরুষ, চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্তিত হন।

মতভেদে প্রকৃতিরে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অজ্ঞ, নিত্য, অক্ষয় ও জন্মমৃত্যুবিহীন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উহাদের জন্ম নাই বলিয়া উহারা অজ ও ক্ষয় না থাকাতে অক্ষয় নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সর্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎকর্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষয় বলিয়া কীর্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতানুসারে বিশ্বাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্কদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষয়ত্ব যেরূপে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্তন করিলাম। গুরুর উপাসনা দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য কর্তব্য। যাহারা সাক্ষবেদাধ্যয়নে একান্ত আসক্ত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মারে অবগত হইতে না পারে; তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন কেবল বিভ্রমনামাত্র। যুক্তার্থী হইয়া গর্দভীর দ্বন্দ্ব মন্বন করিলে তাহা হইতে ঘৃতোপযোগী নবনীত উৎপন্ন হয় না; প্রভূত বিষ্ঠাতুল্য দ্বন্দ্ব পদার্থই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বেদবিদ্যা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে লাভ করিতে না পারে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জন একান্ত নিফল। যত্নপূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না। কণ্ঠকাণ্ডবেদোক্ত নম্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয়ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহংহ জীবাত্মারে বিগুণ রূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিরে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ় ব্যক্তির শাশ্বত পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তির তাহা জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী ও সাধ্যমতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকেই বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তখন বিষ্ণুবসু পুনরায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি জীবাত্মারে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্তন করিলেন। কিন্তু জীবাত্মা বস্তুতঃ অবিনশ্বর কি না, তাহা কীর্তন করুন। আমি যদিও ধীমান্ জৈগীষবা, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগল্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গোতম, আষ্টিদৈন, গর্গ, নারদ, আহুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য্য, পিতা কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ এবং দেবতা, পিতৃলোক ও দৈতেরগণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়াছি; তথাপি আপনার প্রমুখ্য ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে

আমার নিত্য অভিশাপ হইয়াছে। আপনি বাণীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও ঐতিহাসিক, আপনার অবিস্মৃত কিছুই নাই; দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রহ্মলোকগত মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ ভাস্কর সতত আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সাংখ্যতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যক্রূপে অবগত আছেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট এই অত্যাশঙ্কিত জ্ঞান লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।

তখন আমি কহিলাম, হে গন্ধর্বরাজ! তুমি ঐতিহাসিক; অতএব বাহ্যি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সাধ্যাত্মসারে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাশ্মা জড়রূপা প্রকৃতির অবগত হইতে সমর্থ হন; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাহা হইতে অবগত হইতে পারে না। সাধ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিতগণ জীবাশ্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই উহা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করেন। জীবাশ্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মার অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাহা হইতে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। পরমাত্মা কি জীব, কি মেহ, উভয়কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ধিকংগতি তত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিলমধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাশ্মা পরমাত্মার প্রেরণানিহীন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদবুদ্ধিনিবন্ধন স্নেহ-পরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আর যখন সে আপনার সহিত পরমাত্মার অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসারসাগর হইতে উদ্ধৃত হয়। যখন জীব আপনার দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মার নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাশ্মা উভয়েই স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধুব্যক্তির উহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনার দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দ্রষ্টা ও দৃষ্ট, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীব রূপে দর্শন না করিয়া তাহা হইতে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাশ্মা এই রূপে পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া উহা হইতে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। হে গন্ধর্বরাজ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব ও ঐশ্বরের বিষয় কীর্তন করিলাম।

আমি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্য কীর্তন করিলে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাসস্থ আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবান্! আপনি সর্বদেবপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিপূর্বক কীর্তন করিলেন। অতএব আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। দিব্যরূপধারী গন্ধর্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতি-সহকারে আমা হইতে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরে ভূলোক, দ্বালোক ও নাগলোকে সংপথাবলম্বী ব্যক্তিদ্বিগের নিকট সেই মনুষ্যদ্বিগে উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সাধ্যমতাবলম্বী, যোগধর্মনিরত ও অন্তঃপ্রাণ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদ্বিগের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অতিশয় শ্রেয়স্কর। জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য জন্মমূর্ত্তারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমূর্ত্তা কর্তৃক আক্রান্ত হন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সন্তৃত হইয়াছে। অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদ-পাঠে অধিকার আছে। ফলতঃ সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আশ্রয় হইতে ব্রাহ্মণ, বাহয়ুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন বারংবার জন্মমূর্ত্তা লাভ করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্বকালেও অনেক অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; অতএব মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি আমা হইতে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমুদায়ের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সবিশেষ অনুধাবন করিয়া প্রীতিলভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে।

তীয় কহিলেন, ধর্মরাজ! ধীমান রাজবৎস এইরূপে মিথিলাধিপতি দেবরাতনকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহা হইতে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় আগীন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এক

এক কোটি গোধন, এক এক কোটি স্বর্ণ ও এক এক অঞ্জলি রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় পুত্রকে বিদেহরাজ্য সমর্পণ পূর্বক অজ্ঞানমূলক ধর্মার্থের নিন্দা করত যতি ধর্ম অবলম্বন করিলেন এবং সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক আপনাকে সর্বব্যাপী জ্ঞান করিয়া ধর্ম, অধর্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জগদ্বস্তুর সমুদায়ই বৃথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হে ধর্মরাজ ! সাংখ্য ও যোগজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ এই বিশ্বকাব্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরাংপর পরম ব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনিমুক্ত নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দেশ করেন; অতএব তুমিও পবিত্রভাবে অবলম্বন কর। দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। আপনার আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই; ইহাই সত্য চিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যাহা বা বস্তুতঃ কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগের তীর্থপর্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। সেই অব্যক্ত পবিত্রকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মহত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা মহত্ত্ব এবং যাঁহারা অহঙ্কারের উপাসনা করেন, তাহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াভীত অতি উৎকৃষ্ট স্থানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ ! পূর্বে মহাত্মা জনক যজ্ঞবল্ক্যের নিকট এত জ্ঞান লাভ করেন; তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনার্যাসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু সম্ভবে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, তথ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুণ্যকর অধ্যান নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা স্বর্গ লাভ হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি পবিত্রমনে পরম পাবন সূন্যমূল শান্তিজনক পরব্রহ্মের উপাসনা কর; তাহা হইলেই তুমি সেই পঞ্চমাত্মার স্বরূপ হইতে পারিবে। হে ধর্মরাজ ! মহর্ষি বাজবল্ক্য জনক রাজার নিকট শাস্ত্র অব্যয়তত্ত্ব কীর্তন পূর্বক যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই অনার্যাসে শোক-শূন্য অমৃতময় মোক্ষ লাভ করা যায়, সন্দেহ নাই।

বিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অগ্নিদ্বিগ্ন ঐশ্বর্য্য, ধর্ম, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সমুদায়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চনিবন্ধনক-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহরাজ জনক ধর্মার্থ সংশয়বিহীন বেদবিদ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমুদায়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মৃত্যু জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন। মহাবাজ জনক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ববেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! কেবল জীবন্ত যোগীরাই জরামরণ অতিক্রম করিতে পারেন, তন্ত্ৰিগণ আর কাহারই নান ও দিব্যরাত্রির ভ্রায় জরা ও মৃত্যুরে নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা নাই। মৃত্যুতত্ত্ব মানবগণ চিরকাল অনিত্য সংসার-পথ অনুশ্রয় করিয়া সর্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিব্যাপ্ত প্রব্রীহীন কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না। ইহলোকে কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। পঞ্চমধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন অপরাপর পণিকদিগের সহিত মিলন হয়, তদ্রূপ ইহলোকে জীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। কেহই কাহারও সহিত চিরকাল বাস করিতে সমর্থ হয় না। মেঘজাল যেমন বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কালপ্রেরিত হইয়া বারংবার শোকসূচক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। জরা মৃত্যু বৃক্ষের ভ্রায় কি দ্রুমল, কি বলয়ান, কি অহং, কি নীচ, সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এই নিমিত্তই নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও বিনাশে শোক অকৃত্রিম করেন না। তুমি কে ? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ ? কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে ? তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায় গমন করিবে ? এই সকল চিন্তা করিয়া শোক পরি-ত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি কি নিমিত্ত অমৃত্যুগণ করিতেছ ? কেহই কাহার প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ

করে না ; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও বজ্রাঘাতন করা মহাব্যা-
মাত্রেয়ই অবশ্য কর্তব্য কর্ম ।

একবিংশত্যাধিক ত্রিশতম অধ্যায় ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন্ ব্যক্তি গার্হস্থ্য ধর্ম
পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? লিঙ্গশরীর
ও স্থলশরীর কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহারে
বলে ? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এই উপলক্ষে আমি স্থলভাজনক-
সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
সত্যযুগে মিথিলানগরে ধন্যধ্বজ নামে জনকবংশোদ্ভূত সন্ন্যাস-
ধন্যতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন । বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও
দণ্ডনীতিবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল । তিনি ইন্দ্রিয়-
সমুদায়কে বশীভূত করিয়া স্থনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়া-
ছিলেন । বেদজ্ঞ পাণ্ডিত ও অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তিয়া তাঁহার সাধুতার
বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার জ্ঞান সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন ।

ঐ সময় স্থলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম অবলম্বন
পূর্বক একাকিনী সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন । তিনি
একদা নানা স্থানে পর্যটন করিতে করিতে ত্রিদিওধারী মহাত্মা-
দিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধন্যধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিতেন তিনি যথার্থ মোক্ষধর্মাবলম্বী কি না, তাহা বিবেচনা
হইলেন এবং আশ্বসনদেহ দ্বা করিবার নিমিত্ত রাজসিঁদ্ব ধন্যধ্বজের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ণরূপ পরি-
ত্যাগ ও অতি মনোহর রূপ ধারণ পূর্বক অজ্ঞাত জায় দ্রুতবেগে
নিমেষমধ্যে বিবিধ জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহনগরে গমন করিয়া
ভিক্ষাগ্রহণের চলে মিথিলাদিপতির সহিত সাক্ষাৎকার করি-
লেন । রাজা ধন্যধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ
করিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট চিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা
হইতে আগমন করিলেন ? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন
এবং অবিলম্বে তাঁহারে স্বাগত ভিক্ষাসা করিয়া পান্য ও আসন
প্রদান পূর্বক উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন
করিলেন ।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী স্থলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্মবেত্তা
কি না ? এই সংশয় অপনোদন করিবার মানসে বেদার্থজ্ঞ
পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত নরপতিরই উচ্চাভিলাষ করিতে

বাসনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্র দ্বারা
তাঁহার নেত্রে প্রবেশ পূর্বক যোগবলে তাঁহারে বশীভূত ও
রক্ষা করিলেন । ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্য শরীর
কার্যাক্ষম হইয়া রহিল ।

অনন্তর বিদেহরাজ স্থলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া লিঙ্গ-
দেহ আশ্রয় পূর্বক হস্তমুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি ! তোমার
বাসস্থান কোথায় ? তুমি কাহার কন্যা ? কোথা হইতে আগ-
মন করিলে এবং কোথায় বা গমন করিবে ? কেহই ভিক্ষাসা
না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত
হইতে পারে না । এক্ষণে মৎসম্মিধানে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির
বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য । আমি এখন
রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি । অতঃপর তোমার নিকট
স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয় কীর্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা
করা আমার অবশ্য কর্তব্য । পরাশরগোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসধর্মাব-
লম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু । সেই মহাত্মা হইতেই
আমি মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি । তাঁহার তুল্য বক্তা আর
কেহই নাই । তিনি মোক্ষের হেতুস্বরূপ । আমি তাঁহার
প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিকাম যোগাদি এই ত্রিবিধ
মোক্ষধর্মের মূলার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি ।
পূর্বে সেই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বর্ষাকালে চারি মাস আমার
আলয়ে বাস করিয়া আমারে ঐ ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ করা-
ইয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই ।
আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া সেই ত্রিবিধ
মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাদান করিয়া কাশ
হরণ করিতেছি । বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় । জ্ঞান
হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস
ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় । আত্মজ্ঞান প্রভা-
বেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া স্তম্ভহঃখাদি পরিত্যাগ ও
মৃত্যুরে অতিক্রম পূর্বক পরমপদ লাভ করিতে পারে । আমি
সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও
স্তম্ভহঃখাদিবিহীন হইয়াছি । সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেমন বীজ
হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কম্বই মনুষ্যগণকে পুনরাব
উৎপাদন করিয়া থাকে । ভর্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত
ভূমিতে নিষ্ফল হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগ-
বান্ পঞ্চশিখের অঙ্কুরে আমার বিষয়জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে
অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতেছে না । আমি স্বীয় প্রতি
অঙ্কুরাগ ও শত্রুর প্রতি ক্রোধ করি না । যে ব্যক্তি আমার

দক্ষিণ হস্তে চন্দন লেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বাম-
হস্ত ছেদন করে, আমি তাহাদের উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিয়া
থাকি । যখন আমি দোষ্ট্রকাকনে সমজ্ঞান, মুক্তসঙ্গ ও পুরু-
ষার্থে অম্বরক্ত হইয়া রাজ্যে অবস্থান করিয়াও সুখে কালহরণ
করিতেছি, তখন আমারে অস্ত্রাস্ত্র ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । মোক্ষবিদ
পণ্ডিতেরা মোক্ষকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কণ্ঠকে এবং কেহ কেহ সমধিক
কর্মযুক্ত জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়া নিরূপণ করেন ; কিন্তু
মহাত্মা পঞ্চশিখ ঐ উভয় মত পরিত্যাগ পূর্বক কেবল বিশুদ্ধ
জ্ঞানকেই মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
সন্ন্যাসীদিগেরও যখন যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান,
দম্ভ ও মেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাদিগের সহিত গৃহস্থ-
দিগের প্রভেদ কি ? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষলাভ হয়,
আর ছত্রাদি ধারণ করিলে মোক্ষলাভ হয় না, ইহার বিনিগমন
কি ? ইহলোকে সকলেই স্বার্থসাধনের উপযোগী দ্রব্য গ্রহণ
করিতে অভিলাষ করে । যে ব্যক্তি গৃহস্থধর্মের দোষ দর্শন
পূর্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাদেরও
একের পরিত্যাগ ও অস্ত্রের গ্রহণনিবন্ধন সঙ্গত্যাগী বলিয়া
নির্দেশ করা যায় না । যখন ভিক্ষুকেরাও রাজাদিগের ন্যায়
নিগ্রহ অমুগ্রহরূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তখন ভিক্ষুদিগেরই
যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? অতএব আমার মতে
যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যা-
দান থাকিলেও সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ
পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে । কটুকষায় ফলমূল ভক্ষণ,
মন্তকমুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও ধর্মগুণ ধারণ কেবল সন্ন্যাসধর্মের
চিহ্নমাত্র । কেবল ঐ সমুদায় চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হইতে
পারে না । যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও
মোক্ষ লাভ জ্ঞানসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে ঐ সমুদায় চিহ্ন
ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? অথবা হৃৎশৈথিল্যের নিমিত্ত
যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে
হৃৎশৈথিল্যের নিমিত্ত ছত্রাদিগ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে না ।
নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিলে মোক্ষলাভ হয়
না, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । মনুষ্য নির্জন হউক বা ধন-
বান হউক, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে,
সন্দেহ নাই । আমি এই নিমিত্তই বন্ধনের আয়তনস্বরূপ ধর্মার্থ-
কামদংকুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্মরূপ প্রস্তরে

শাপিত ত্যাগরূপ অসি দ্বারা ঐশ্বর্যরূপ পাশ ও মেহরূপ বন্ধন
ছেদন করিয়াছি ।

হে দেবি ! পূর্বে আমি তোমারে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া
পরম সমাধার করিয়াছিলাম । কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃকম ও
রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত
হইয়াছে । আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার
নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রক্ত করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ড
ধারণের নিতান্ত অননুগ্রহ হইয়াছে । বিষয়ভোগনিরত যোগীর
ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল । তুমি ত্রিদণ্ডধারিণী হইয়াও
যোগধর্ম রক্ষা করিতেছ না । এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমারে
যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি । তুমি স্বীয় বুদ্ধি
দ্বারা আনার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ
সপ্রমাণ হইতেছে । তুমি কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও
পুত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে এবং কাহার সাহায্যেই বা আমার
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে ? দেখ প্রথমতঃ তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী ;
কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ; সুতরাং আমাদের উভয়ের সহযোগ
হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা । বিতীয়তঃ তুমি ভিক্ষুকী,
আমি গৃহস্থ ; সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রম-
সঙ্কর করা হইবে । তৃতীয়তঃ তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা
আমি অবগত নহি এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় সবিশেষ
জ্ঞাত নহ ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা হইলে গোত্র-
সঙ্কর দোষ উপস্থিত হইবে । চতুর্থতঃ যদি তোমাকে স্বামী জীবিত
থাকিয়া দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্যা
ও অগম্যা ; আমি তোমারে গ্রহণ করিলে ধর্মসঙ্কর করা হইবে ।
এক্ষণে তুমি কি কোন কার্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতা
প্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অমুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হইতেছ ? তুমি স্বদোষনিবন্ধন এইরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন
করাতে তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা হইল । এক্ষণে তোমার বিল-
ক্ষণ ছুরভিসন্ধি লক্ষিত হইতেছে । তুমি জয়লাভার্থী হইয়া কেবল
আমারে নন্দ, আমার সভাস্থ মহাত্মাদিগকেও পরাক্রম করিতে
বাসনা করিয়াছ । তুমি আমার সভাস্থ পূজ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত
করাতে বোধ হইতেছে যে, আশ্রমক্ষের উন্নতি ও মৎস্যকীর-
দিগের অপকর্ষসাধনই তোমার উদ্দেশ্য । তুমি আমার উন্নতি
দর্শনে ঈর্ষান্বিত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্পে-দর্পিত হইয়া প্রীতিলভ বাস-
নায় আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ । কিন্তু
আমি তোমার প্রতি অম্বরক্ত নহি ; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র
প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই । জীপুরুষ পরস্পর অম্বরক্ত হইয়া

মিলিত হইলে উহাদের মিলন অমৃততুল্য হয় ; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন বিরক্ত ও একজন অমুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া উঠে । যাহা হউক, এক্ষণে আর তুমি আমারে স্পর্শ করিও না, ~~আমারে~~ সাধুবলিয়া স্থির কর এবং আপনার সম্মানার্থ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও । আমি জীবমুক্ত কি না, তুমি তাহা জানিতে পারিলে । এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য বা অন্য কোন মহীপতির কার্যসাধনার্থ প্রচুরভাবে সমাগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট ব্যস্ত কর । রাজা ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে । যে ব্যক্তি উহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয় । নরপতিদিগের ঐশ্বর্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল । ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্তব্য । অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদয়গত ভাব, স্বভাব ও আগমনপ্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্তন কর ।

* মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ অসুখকর অমৃত বাক্যবিলাস দ্বারা চারুদর্শনা সুলভারে তিরস্কার করিলে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না । প্রত্যুত অতি স্নেহপূর্ব বাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষযুক্ত ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক । সৌন্দর্য, সান্ধ্যা, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদসমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তন্মধ্যে যাহা সংশয়শূন্যক, তাহার নাম সৌন্দর্য ; যাহা দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সান্ধ্যা ; যদ্বারা পৌরোপৌর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম ; পূর্বপক্ষের পর বিচারান্তে সত্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং শুৎসূত্র্য ও দ্বৈতনিবন্ধন 'কর্তব্যাকর্তব্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন । জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদায় সার্থক, প্রসিদ্ধপদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দ্বিগ্ধ হওয়া আবশ্যক । শ্রুতিকটু, অলীপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসংলতপদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জিত, অন্যপদসাপেক্ষ লক্ষণযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে ।

হে মহারাজ ! আমি কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমান বশতঃ আপনারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না । আপনারে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করি-

য়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি । বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয় । বক্তা শ্রোতারে লক্ষ্য না করিয়া গর্কিত ভাবে আপনার অমূলক উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার স্তুতি জন্মে না । আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অমূলক বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয় । সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে ; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিকল্পে বাক্যবিন্যাস করেন, তাঁহারেই যথার্থ সৎজ্ঞা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় । আপনি ইতিপূর্বে আমারে তুমি কে, কাহার কণ্ঠা এবং কোণা হইতেই বা এখানে সমাগত হইয়াছ ? বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন ; এক্ষণে আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করন । যেমন জড় ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বহিয়াছে । কেহই চক্ষুাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না ; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না । চক্ষু আপনারে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রও আপনারে শ্রবণ করিতে পারে না । উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না । উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পরসংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ত্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না । ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্য গুণসমুদয়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে । রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটি হেতু বিদ্যমান আছে । পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে । উহা সতত সদসংবিচার করিয়া থাকে । পঞ্চ কর্মোজ্জয়, পঞ্চ তত্ত্বাত্ত ও মন এই একাদশটিরে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ ; উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয় । সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ ; উহার কার্য দ্বারা মহুভাগনের বিভক্ত ভাবের তারতম্য অহুমিত হইয়া থাকে । অহঙ্কার চতুর্দশ গুণ ; উহা দ্বারাই মহুভোর আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে । বাসনা পঞ্চদশ গুণ ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে । অবিদ্যা ষোড়শ গুণ । মায়ী সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ । সুবাস্থ্য, জরা-বৃত্তা, লাভালাভ ও প্রিয়ারিয়ারাদ্বয় দ্বন্দ্বযোগ উনবিংশ গুণ

বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । কাল বিংশ গুণ । এই কাল-প্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে । এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সত্তাব, অসত্তাব, শুক্র, বল ও বিধি এই দশটীকেও গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল । এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর । কেহ কেহ প্রকৃতিরে, কেহ কেহ পরমাণুরে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াক্রিয়া এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটীকে এই সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন । অব্যক্ত প্রকৃতি এই সমস্ত গুণের কারণে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! সমুদায় প্রাণীই গুণশোণিত হইতে উৎপন্ন হয় । গুণশোণিতের সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দেশ করা যায় । কলল হইতে বৃদ্ধ জন্মে । বৃদ্ধ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । গর্ভমধ্যে গুণশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয় । ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহারে চিহ্নানুসারে উহারে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দিষ্ট করা যায় । ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু কিয়দিবস পরে কোমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায় । পরে কোমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহারে আক্রমণ করে । প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাপ্ত হইতে হয় না । যেমন অদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অস্থায়ী করতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কোমারাবাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না । উৎকৃষ্ট অথবা যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপে যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ন্ত পরিবর্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন্ স্থান হইতেই বা উপস্থিত হইল, তাহা কি রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে । ফলতঃ আপনার দেহের সহিত প্রাণিগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । যেমন অয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণ সমুদায় হইতঃ প্রাণিগণ সজ্জাত হইয়া থাকে । তুমি আপনারে যেকপ জ্ঞান কর, অন্তকে সেইরূপ জ্ঞান করা তোমার কর্তব্য । যদি তুমি আপনারে ও অন্তকে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাক, তাহা

হইলে কি নিমিত্ত আমরা তুমি কে ও কাহার ভার্য্যা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ? যখন তুমি স্বার্থপরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়াছ, তখন আমরা তুমি কাহার ও কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ ? এইরূপ প্রশ্ন করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য । যে মহীপাল শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সন্ধি ও বিগ্রহে যাহার সম্যক আনন্দি রহিয়াছে, তাহারে কি রূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ? যে ব্যক্তি ত্রিবর্গের তত্ত্ব সুবিশেষ অবগত না হইয়া উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারে কখনই মোক্ষপথের পথিক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । অতএব তুমি মোক্ষের অনুরূপ হইয়াও আপনারে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান কর, তদ্বিষয়ে তোমারে নিবারণ করা তোমার সুহৃদগণের অবশ্য কর্তব্য । কুপথশীলের উদ্যোগে জ্ঞান বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভে যত্ন নিতান্ত নিরর্থক । সে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয় সমুদায় আশ্রয় হইতে অভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তিরেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া কীন্তন করা যায় ।

এক্ষণে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন বিষয়ক কতকগুলি স্তম্ভ সঙ্গস্থানের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে রাজ্য এই সনাগরা পৃথিবীর শাসন করেন, তাহারে প্রতি-নিয়ত একমাত্র পুংসমুখো অবস্থান করিতে হয় । রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুংসমুখ একমাত্র নির্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করেন । তৎকালে সেই খট্টার ও সমুদায় অংশে তাহার অধিকার থাকে না । তাহার পত্নী উহার অর্দ্ধাংশ অধিকার করে । অতএব যখন নবপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা তাহার নিতান্ত নিষ্ফল । ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদনবিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে । আর দেখুন, রাজারে সতত পরাধীন থাকিতে হয় । যখন রাজারে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার, স্রমাত্যের সহিত মত্ততা ও গুণ দোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাহার স্বাধীনতা কোথায় ? যে সময় রাজা অন্তকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তখন তাহারে কার্য্যের অধীন হইতে হয় । তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে স্তম্ভে শয়ন করিতে পারেন না । কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাহারে গাত্রোত্থান করিতে হয় । রাজপুরুষগণ রাজারে স্নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে স্নাহতিপ্রদান, যজ্ঞস্থান, বাক্য-

প্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অহরোধ করিয়া তাঁহারে ঐ সমুদায় কার্যের অধীন করিয়া থাকে । অর্থিগণ সর্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐখ্যের অধীন হইয়া তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না । দান করিলে কোষ-ক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত রাজারে অনেক সময় ইতিকর্ষব্যতাবিমুচ হইয়া বিরক্ত ভাবে অবস্থান করিতে হয় । কি ধনবান, কি জ্ঞানী, কি বলশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজারে ভীত হইতে হয় । উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে ।

আর দেখুন, মহুম্যমাত্রেরই স্ব স্ব গৃহে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছে ; অতএব সকল ব্যক্তিরই রাজার তুল্য । রাজাদিগের ন্যায় সকলের পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থসংগ্রহ আছে । দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দগ্ধ ও প্রধানহস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অগ্ন্যাগ্ন লোকের জ্ঞায় অনুতাপ করেন এবং সর্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মান-সিক ছুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সন্মাজান্ত হন । বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণ পূর্বক শক্তিচিহ্নে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য পালন করিতে হয় । অতএব ছুঃখসঙ্কুল তৃণাশ্রিত ও ফেনবৃদ্ধদের জ্ঞায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্থতার কার্য্য । উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই । তুমি তোমার পুত্র, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্ব কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক । বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই ঐ সমুদায় বিদ্যমান আছে । মিত্র, অমাত্য, পুত্র, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা রাজ্যের এই সাতটা অঙ্গই ত্রিদণ্ডের জ্ঞায় পরস্পর পরস্পরকে অংশর কবিতা অবস্থান করে । ইহাদের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা-শালী নহে । যখন যে অঙ্গ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যায় । মিত্রাদি সাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মনুষ্য শক্তি এই দশ বর্গই একত্র মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করে । যে রাজা উৎসাহশালী ও ক্ষত্রধন্যে অহরক্ত হন, তিনিই প্রজাগণের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ করিয়া সমুদায় হইয়া থাকেন, অগ্ন্যাগ্ন ভূপতিগণ কখনই উহাতে সন্তোষ লাভ করেন না । কোন রাজাই ভূপতিশূণ্য নাই এবং কেহই অধিতীয় রাজা নহেন ; অতএব আমার রাজ্য ও আমি রাজা বলিয়া গর্ব করা নিতান্ত মূর্থতার কার্য্য । রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে । বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম থাকিবার

সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ হয় না । রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্বক রাজধর্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবী দানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে রাজধর্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে । আমি রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি ।

যাহা হউক আপনি আমারে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন । স্বীয় দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই ; সুতরাং অমৃত্যুর সংস্পর্শ করা কি রূপে সম্ভবপর হইবে ? আপনি পঞ্চাশতের প্রমুখ্য উপায়, উপনিষদ্, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদায় মোক্ষধর্ম শ্রবণ করিয়াছেন ; অতএব আমারে বর্ণসঙ্করকারিনী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে । যদি আপনি কামাদি রিপুবর্গ পরাজয়পূর্বক অংশরিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত আপনার সম্পর্ক রহিয়াছে কেন ; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি কখনই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই ; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কোন ফলোদয় হয় নাই ; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া উহার তুল্য অগ্নি কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন । ফলতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই ; আপনি কেবল লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন রহিয়াছেন । আপনি প্রাকৃত ব্যক্তিব জ্ঞায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন । আমি সমুদায়বলে আপনার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি । যদি আপনি জীবন্ত হন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে ? বনমধ্যে শূন্তগৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম । আমি সেই ধর্মামুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি ; ইহাতে আমার দোষ কি ? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অঙ্গ কোন অবয়ব দ্বারা আপনারে স্পর্শ করি নাই । আপনি মহৎশস্যসমুদ্র, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী ; অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভ্যমধ্যে কীর্তন করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে । এই সমুদায় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক যেমন আপনার পূজ্য তরুণ আপনিও তাঁহাদিগের মাননীয় । এইরূপে আপনারা পরস্পর পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব এক্ষণে বাচ্যাবাচ্য বিবেচনা করিয়া সভ্যমধ্যে জীপুরুষসংযোগবিষয় ব্যক্ত করা আপনার কখনই কর্তব্য নহে । আমি পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নির্লিপ্ত

ভাবে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। যদি ইহাতেও আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চশিখের প্রসাদে যে আপনার জ্ঞান বিষয়সংসর্গবিহীন হইয়াছে, তাহা কি রূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবে? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি গার্হস্থ্য ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট অথচ মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া বৃথা যুমুসু নাম ধারণ পূর্বক গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন। মুক্তের সহিত যুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। যাহারা আত্মারে দেহ হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং আশ্রমের ধর্মসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সন্দর্শন করে, তাহাদিগের বর্ণসঙ্কর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমাব দেহই তোমার দেহ হইতে পৃথক; কিন্তু আমার আত্মা কখনই তোমার আত্মা হইতে পৃথক নহে। ইহা যখন আমি স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তখন আমার বুদ্ধি যে তোমাতে অবস্থান করিতেছে না, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত হৃদয় এবং হৃদয় ও হৃদয়স্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও কদাপি পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম সমুদায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও উহা হইতে পৃথক রূপে অবস্থান করে।

হে মহাবাজ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্য বা শূদ্রা নহি। আমি আপনার সমাজি ও বিওদ্ধবংশসম্মত। আমার পূর্বপুরুষদিগের যজ্ঞস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রবর্তী প্রভৃতি পর্বত সমুদায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। আপনি রাষ্ট্রধর্মপ্রধান প্রধানের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম সুলভা; গুরুজনেরা আমার পাণিগ্রহণের উপযুক্তপাত্র না পাঠিয়া আমারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাবিসরে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের উপদেশানুসারে মুনিত্রত জবলঘন করিয়া একাকিনী উত্তমতঃ বিচরণ করিতেছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরস্বাপহারিনী নহি। ধর্মসঙ্কর করাও আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছি। কখনই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাশ্রয়ী হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্য প্রয়োগ করি না। এক্ষণে আমি সবিশেষ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আগমন করি নাই। আপনি মোক্ষধর্মে স্নানপূর্ণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থ আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে অপকপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিভ্রাণপরাণ হয়, সে কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়

না; আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন হয়, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক যেমন তথায় যামিনীয়াগন করে, তদ্রূপ আজি আমি আপনার শরীরমধ্যে রজনী অতিবাহিত করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। আমি আপনার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরীরমধ্যে অবস্থান পূর্বক এই যামিনী বাপন করিয়া কল্যাণ এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! মনস্বিনী সুলভা এইরূপ সার্থক ও হেতুগত বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহারাজ জনক তাহার কিছুমাত্র প্রত্যা-ত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পূর্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কি রূপে বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন? কার্য্যকারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মে যথার্থ তত্ত্ব কি এবং ভগবান্ নারায়ণের লীলাই বা কি রূপ? তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি আমার নিকট ঐ সমুদায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্বে মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সামাজ্য লোকের জ্ঞান অকুতোভয়ে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহারে সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করাইয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্তূতিক্ত হিমাতপ, বায়ু ও ক্ষুৎপিপাসা পরাজয় পূর্বক ধর্ম্মের আলোচনা, বিধিপূর্বক সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনহ্যা, দম, তপস্বী, অহিংসা ও অনুশংসতা দি সদগুণ সমুদায় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম্মে অহরন্তর হইয়া দেবতা ও অতিথিদিগের প্রসাদলব্ধ ভক্ষ্য দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ কর। দেহ কেনের জ্ঞান ক্ষণভঙ্গুর; জীবাত্মা তথায় বুদ্ধস্থিত পক্ষীর জ্ঞান নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সংবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপু সমুদায় সর্বদা অপ্রেমন্ত, জাগরিত ও উদ্বেগলীল হইয়া ছিদ্র অবেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। দিন সমুদায় বিগত ও প্রতিনিহ-পরমায়ু পরিকীর্ত্তন হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরুর শরণাগত হইতেছ না? নাস্তিকেরাই ইহলোকে নাঃসংশয়িতভাবে মনঃসংযোগ

পূর্বক পারলৌকিক কার্যের অহুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। যাহারা নিতান্ত দুঃ ও ধর্মহেঁটী, তাহাদের সহবাস করিলেও যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্মপথাক্রম, নিতান্ত বেদজ্ঞ, বুদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাহাদিগের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ পূর্বক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্তমান-দর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে; পাদ্যাদ্য বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই; সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারতবর্ষকে কলুষিত করিয়া অবগত হইতে পারে না। অতঃপর ধর্মোপাসন অবলম্বন পূর্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানবিহীন হইয়া ধর্মোপাসন অবলম্বন পূর্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে আরোহণ কর। কোষকার কীটের জায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরে বৃদ্ধান্তক নিয়মহীন নাস্তিকদিগকে বেধুর জায় উদ্ধত ও অশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামকোষাদিরূপ জলজন্তুসমূহ ও জন্মরূপ বিষম দুর্গম-যুক্ত সংসারনদী উত্তীর্ণ হও। প্রতিদিনই লোকের আয়ুঃশেষ হইতেছে এবং লোকসমুদায় নিবস্তুর জরা মৃত্যুতে সমাক্রান্ত হইতেছে; অতএব ধর্মপোত আশ্রয় করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। মৃত্যু যখন কি শয়ান, কি উপবিষ্ট সকলকেই অধঃপতন করিতেছে, তখন সকলেই অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নিবৃত্তি-সম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেমন মেষ লইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থসকলবিনত কামানুষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব তুমি যদ্বপূর্বক ধর্মবুদ্ধিময় জ্ঞানদীপ ধারণ কর। নতুবা তোমারে অচিরে অন্ধকারময় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে। প্রাণিগণ অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ-যোনি লাভ করে। তুমি এক্ষণে সেই দুর্লভ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তদনুরূপ কার্য করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষমবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না। তাহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্তার অহুষ্ঠান করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ অমৃতভব কুরিয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোহুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়-ভোগের অহুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত দুঃের কার্য।

অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্তা ও দমস্তম্ভের অনুশীলন করিতে যত্নবান হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব নিতান্ত সূক্ষ্ম, বয়ঃক্রমরূপী অথ নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ড মুহূর্ত্তাদি ঐ অথের শরীর, মাস উহার অঙ্গ, কক্ষ ও গুরুপক্ষ উহার নেত্রদ্বয় এবং ক্রটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অথকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্মবিষয়ে আসক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা ইহলোকে সর্বদা অসং-সক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ কষ্টভোগ-নিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অদম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সংকার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক পরলোকে পুণ্যলোক লাভ কুরিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণকায় কুকু, অয়্যমুখ, বল ও গুহ প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায়, স্বরপ্রতি-ধান, অহিংসা, সত্য, অচোর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই দশ-বিধ বেদমযাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্র নামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুপ্ত, মিথ্যাশ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্যপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পর-লোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পুরুষন নরকে শয়ান হইয়া যার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ঐন্দ্রাদি দেবগণের পদ দর্শন করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং যাহার প্রভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিষয়েও তোমার কিছুমাত্র অহুদ্যবন নাই। এক্ষণে মোক্ষপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ; অচিরে যখনাশক মহাভয় উপস্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে মুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্নবান হও। তুমি যম-রাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যদ্বপূরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কলুষোপবাসাদি দ্বারা মুক্তিসুখলাভের চেষ্টা কর। পরহঃখানভিজ্ঞ কৃতান্ত নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে; কেহই তাহারে নিবারণ করিতে

সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরে পরলোকহিতকর কার্যে
 প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিত্য ব্যাকুল ও যমদূতের বশীভূত
 হইয়া দশ দিক্ বিঘূর্ণমান দেখিতে দেখিতে যমলোকে গমন
 করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে;
 অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি
 অচিরে জ্ঞানসঞ্চয়ে যজ্ঞবান্ হও, তাহা হইলে তোমারে পর-
 লোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূৰ্ব্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য অরণ করিয়া
 হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপহারিণী
 কলেবর জজ্ঞরীভূত করিবে; অতএব কদাপি
 মূল্য কবিও না। কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া
 তোমার আশ্রয়শেষ নিমিত্ত বলপূৰ্ব্বক দেহভেদ করিবে; অত-
 এব অচিরে তপোমুঠানে যজ্ঞবান্ হও। দেহস্থ কামাদি রিপু
 তোমারে নানা বিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে; অতএব
 প্রযত্নসহকারে পুণ্যসঞ্চয় কর। অতি অল্পদিনের পরে তোমারে
 একাকী অন্ধকার দর্শন ও পৰ্ব্বতশিখরে স্তব্ধগম্য বৃক্ষ সকল
 নিরীক্ষণ করিতে হইবে; অতএব সৰ্ব্বতোভাবে সংকর্য্যানু-
 ঠানে যজ্ঞবান্ হও। যে সকল ইন্দ্ৰিয় তোমার নিকট আপনা-
 দিগকে মিত্র বলিয়া পশ্চিচয় দেয়, তাহার তোমার শত্রু; উহার
 অনারাসে তোমার বুদ্ধিদংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
 হইয়া পবন পদার্থের অবেষণ কর। বাহাতে রাজভয় ও চৌর-
 ভয় নাই, দেহান্তেও বাহাতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপা-
 র্জন করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ ধন কেহই বিভাগ করিয়া
 লইতে পারে না। যদ্বারা পরলোকে জীবিকা নিরূপিত হয়,
 সাধারণকে সেই জ্ঞানবত্ত প্রদান কর এবং বাহা অনশ্বর, স্বয়ং
 সেই ধন উপার্জন করিতে যজ্ঞবান্ হও। তুমি বিবেচনা করি-
 য়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ নজ্জিগপাবলম্বী হইবে, কিন্তু
 তোমার ঐ রূপ অভিসন্ধি নিত্য নিফল; কারণ বিষয় ভোগ
 করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা-
 বনা; অতএব তুমি অচিরে সংকল্পানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।
 লোকের পরলোকগমন সময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য
 প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না। কেবল
 শুভাশুভ কল্মসমুদায়ই ঐ সময় সহচর হইয়া থাকে। সমুপা-
 র্জিত ধন রত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্য্যসাধক হয়
 না। আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষীস্বরূপ
 হইয়া থাকে। আত্মার তুলা সাক্ষী আর কেহই নাই। মনুষ্য
 দেহ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার
 জীবাত্মা ভোগদেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্যসমু-

দায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। শরীরস্থিত স্বর্ষা, অগ্নি ও বায়ু
 ইহারাও মনুষ্যের পাপ পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ। প্রকাশশীল দিবা
 ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল
 লোকের আয়ুঃকর করিতেছে; অতএব তুমি অনুভব করিয়া
 প্রতিপালন কর। পরলোকমার্গে নানাবিধ উন্নয়নক শত্রু বিদ্যা-
 মান রহিয়াছে; অতএব তুমি আপনায় কৰ্ত্তব্য কার্য্যের অনু-
 ঠানে যজ্ঞবান্ হও। একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া
 থাকে। সে স্থলে কেহ কাহারও কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতে
 সমর্থ হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ
 ফল লাভ করিয়া থাকে। মহর্ষি ও অঙ্গরোগণ স্ব স্ব কার্য্য
 অনুসারে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন।
 নিম্পাপকলের পুণ্যাত্মা ব্যক্তির ইহলোকে যেরূপ শুভকার্য্যের
 অনুষ্ঠান করেন, পরলোকে তাহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতি
 লাভ হয়। মহাশুভব গহস্থেরা উত্তম রূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতি-
 পালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতিলোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি
 লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। হে
 পুত্র! আমি সহস্র সহস্র বার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্ম্মই
 মনুষ্যকে সংপথে নীত করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি চতুর্বিংশ-
 শতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হই-
 য়াছ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত
 হইতেছে না। কৃতান্ত তোমার ইন্দ্ৰিয়বর্গকে ভোগবিহীন না
 করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সক্ষম হও। অচিরে
 আত্মজ্ঞান লাভ কর। দেহ বা পুত্রাদিতে তোমার প্রয়োজন
 কি? ভবনভারণ পরলোকহিতকর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার
 শ্রেয়ঃ। কাল সকলকেই সমূলে নির্মূল করিয়া থাকে। কেহই
 তাহারে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র! আমি এক্ষণে
 আপনাব সাধ্যানুসারে তোমারে যে সছপদেশ প্রদান করিলাম,
 তুমি তাহার অনুবর্তী হও। যে ব্যক্তি স্বকর্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মে
 চিন্তা সমাধান ও সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহারে আর
 অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা
 ব্যক্তির এই পুরুষার্থ জ্ঞান শ্রবণ করিলে তাহাদিগের উপদেশ-
 বলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ
 প্রদান করিলে তাহা কখনই নিফল হয় না। গৃহস্থাশ্রমে বাস
 করিতে একান্ত অনুরক্ত হইলে মায়ীপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়।
 পাপাত্মার কখনই ঐ পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না;
 কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তির অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অজ্ঞান-
 স্থানে গমন করেন। যখন তোমার নিমিত্তই কাশ্যকর মিত্র-

তিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র বন্ধুবান্ধব ও বিতবে
 প্রয়োজন কি ? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পূর্বতন পুরুষেরা
 কোথায় গমন করিয়াছেন ? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার
 সাহিত্য করিতে বাসনা কর। কল্যাণ করিতে হইবে,
 তাহা অন্যাই অসম্পন্ন করা কর্তব্য। অপরাহ্মের কার্য পূর্বাহ্নেই
 সম্পাদন করা উচিত। কারণ মৃত্যু মনুষ্যের কার্য অসম্পন্ন
 হউক বা না হউক কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহারে
 লইয়া প্রস্থান করে। মনুষ্যের প্রাণ বিরোগ হইলেই জ্ঞাতি
 ও বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব
 গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকে। কেহই তাহার সহগমন করে
 না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দয় নাস্তিকদিগকে পরি-
 ত্যাগ পূর্বক আলম্ব্য হইয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মার অন্বেষণ
 কর। যখন সমুদায় লোকই কালকর্ষক নিপীড়িত হইতেছে,
 তখন আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ; দৃঢ়তব ধৈর্য্য সহ-
 কারে স্বধর্ম প্রতিপালন কর। যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক রূপে অবগত হন, তিনি
 ইহলোকে স্বধর্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখ-
 সম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহারা দেহান্তরে আর
 মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাহাদের পদবীতে পদা-
 প্পন করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। যাহারা
 উত্তরোত্তর ধর্মের স্খিবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হন, তাহারা ই বার্থ
 পণ্ডিত; আর যাহারা ধর্ম হইতে পরিত্রস্ত হয় তাহারা
 নিতান্তি মূর্থ। সংক্ষেপে প্রবৃত্ত ব্যক্তির স্ব স্ব অসুস্থিত কাৰ্য্যা-
 নুসারে স্বর্গাদি ফললাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাপানুষ্ঠান-
 নিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। স্বর্গের
 সোপানভূত দলিত মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে উদ্ধা হইতে
 আর পরিত্রস্ত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইয়া ব্রহ্মে চিত্ত-
 সমাধান করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ধর্মপথ অতিক্রম না
 করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুধাবন করেন, পণ্ডিতেরা তাহারে
 পুণ্যকন্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। চরমকালে তাহার
 নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্তব্য নহে। চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়-
 রূপে কর্তব্য কার্য্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়
 এবং ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা তপোবনে জন্মপরি-
 গ্রহ পূর্বক ভোগের আশ্বাদ গ্রহণ না করিয়া তপ্য উপরত হয়,
 তাহাদিগের অন্নমাত্র ধর্মলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা গৃহ-
 হ্যপ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আশ্বাদ গ্রহণ পূর্বক উদ্ধা
 পরিগ্রহে পারেন, তাহাদের নিশ্চয়ই সম-

ধিক ধর্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুর অপ্রাপ্য থাকে না। ইহ-
 লোকে মানবগণের সহস্র সহস্র গিতা যাতা ও শত শত স্ত্রী পুত্র
 সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে কাহারও সন্ধি- কাহার কোন সম্পর্ক নাই।
 আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। সকলেই যেমন
 স্ব স্ব কার্য্য অনুসারে ফল লাভ করে, তুমিও তদ্রূপ আপনার
 কার্য্যানুসারে ফল লাভ করিবে; স্তুরাং অন্তের সহিত সংশ্বে
 প্রয়োজন কি ? ইহলোকে যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, অন্নমাত্রই
 সহিত সকলে আত্মীয়তা করে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র
 দিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না; অতএব
 ত্যাগ পূর্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ। মানবগণ স্ত্রী পরতন্ত্র হইয়া
 তাহার সম্ভোগসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করে;
 কিন্তু তদ্বিবন্ধন ভ্রাহ্মদিগকে উভয়লোকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ
 করিতে হয়। অতএব দারপরিগ্রহ না করাই বিধেয়। ফলতঃ এই
 জীবলোক ক্ষণবিন্দুধর্ম; অতএব আমি যেক্রম উপদেশ প্রদান
 করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। যাহার পরলোকে
 মঙ্গললাভের বাসনা আছে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাহার
 অবশ্য কর্তব্য। কাল মাস ও ঋতুরূপ দর্শী, সূর্য্যরূপ অগ্নি ও
 দিব্যরাজরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সমুদায় জীবকে পাক করিতেছে। যাহা
 হউক, যদি ধন থাকিতেও উছা দান ও উপভোগ, যদি অপরি-
 সীম শক্তি থাকিতেও শক্রসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম-
 কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিতসম্বন্ধেও জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি অব-
 লম্বন না করা যায়, তাহা হইলে, ঐ বৃথাধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও
 জীবনে প্রয়োজন কি ?

হে ধর্মরাজ ! মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব
 তাহার উপদেশানুসারে মৌক্ষভাবে কৃতসংকল্প হইয়া তাহারে
 পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান, যজ্ঞ, তপস্কা ও গুরু-
 শুশ্রূষা করিলে কি রূপ ফললাভ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যাহারা অনর্থক্যুরিণী বুদ্ধি আশ্রয়
 করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ
 যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র
 হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশে, ভয় ও মরণ তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত
 হইতে হয়। কিন্তু সংকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান ব্যক্তির

পরজন্মে শ্রদ্ধাবান জিতে । ইহীরা স্বচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গস্থ অমৃতভব করিয়া থাকেন । পাপাত্মা নাস্তিক-দিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ তন্ত্রগণে সমাকীর্ণ হৃগম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয় । দেবতাপ্রিয় বদান্য যজ্ঞশীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাযাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন । ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন হৃগন্ধ কীট নিত্যন্ত নিকৃষ্ট, তজ্জপ মনুষ্যের মধ্যে

তত্ত্বিক সকলেরই অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই । মানবগণ যে অজ্ঞান যে কোন কার্যে ব্যাপ্ত হউক না কেন, তাহাই পাপ জনিত অদৃষ্টের বশবর্তী হইয়া থাকে । পূর্বে যে ব্যক্তি যে রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় । কাল সর্বদাই ভূত সমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে । জন্মান্তরীণ কর্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফল পুষ্পের স্থায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মান অপমান, লাভ অলাভ এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদায় প্রতিনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে ; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না । মনুষ্যাগণ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন স্মৃতি-স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কি বালা, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থায় যে রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় । সহস্র সহস্র পেষ একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেনন অজ্ঞাত পেষ গণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তজ্জপ জন্মান্তরীণ কর্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র কোকের মধ্যে কর্তারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মলিন বস্ত্র যেমন সলিলদ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তজ্জপ মহাত্মারা উপবাসাদি দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনন্ত সুখ অন্তভব করিয়া থাকেন । যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোভুতান পূর্বক নিম্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হয় । যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের সলিল মধ্যে গতি নিরূপণ করা যায় না, তজ্জপ পুণ্যবানদিগের গতি নিরূপণ করা নিত্যন্ত দুঃসাধ্য । অস্ত্রের কথা শুনিয়া অধর্ম পথ অবলম্বন করা কাহারও কর্তব্য নহে ; প্রত্যুত আপনার হিতকর সংকার্যের অনুষ্ঠান করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ ।

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহাতপস্বী ধর্মাত্মা গুরুদেবের অমৃতময় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই ;

অতএব উনি কি রূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কি রূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন ? উহার জননী কে ? আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈলবাবস্থায় কোন ব্যক্তিই যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কি রূপে তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেন ? এই সমুদায় সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ; অতএব আপনি আনুপূর্বিক ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্য লাভ হয় না ; বেদাধ্যয়নদ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্বলাভ হইয়া থাকে । তুমি আমারে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমুদায় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্তাই ঐ সমুদায়ের মূল কারণ । ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত তপোভুতান হইবার সম্ভাবনা নাই । মানবগণ ইন্দ্রিয়সংসর্গনিবন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা । যোগাভ্যাস করিলে যেক্রপ ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজ্রপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার গোড়শাংশের একাংশও লাভ হয় না । যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা গুরুদেবের জন্ম, যোগফল ও সদগতি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে ভগবান্ ভূতনাথ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈল-রাজহুহিতা পাক্ষতীর সহিত কর্ণিকার বনপরিপূর্ণ সুরেন্দ্রশৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন । ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধা, বসু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু, সরিত, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অমরোদয় এবং দিবাকর, নিশাকর, ইন্দ্র, নারদ, পক্ষত, বিষ্ণু-বসু ও অশ্বিনীকুমার ইহঁদের সকলে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন । ঐ পর্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার মালা ধারণ করিয়া জ্যোৎস্না পরিশোভিত নিশাকরের স্থায় শোভমান হইয়া ছিলেন । ঐ সময় যোগধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বেদব্যাস সেই অসাধু-জনহর্ষিত ভগবানের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের স্থায় গুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্রিয় সমুদায় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্বক ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন । ঐ রূপে দেবদেবের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার, এক শতবর্ষ অতীত হইল ; কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার মানি উপস্থিত হইল না । তদ্বর্ণনে একেবারে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল । ঐ সময় তাঁহার জটাভার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার স্থায় লক্ষিত হইতে লাগিল । ঐ তপঃপ্রভাবেই অদ্যাপি তাঁহার কেশকলাপ

অনলশিখার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে । অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর ভক্তি ও কঠোর তপোমুঠান দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাতবদনে তাঁহারে সযোজন পূর্বক কহিলেন—
 হে পায়ন ! তুমি অচিরাৎ অগ্নি, বায়ু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ভাবিত পুত্রলাভ করিবে । ঐ পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে । তাহার বশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে ।

হে ধর্মরাজ ! আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সর্বদাই আমার নিকট দেবচরিত সকল কীর্তন করিতেন ।

পঞ্চবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে সত্যাবতীতনয় পরম পরিতুষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন মানসে অরণী কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণ পূর্বক অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ঘৃতাচী নামে এক পরম রূপবতী অঙ্গুরা তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল । তাহারে দর্শন করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন । ঘৃতাচী তাঁহারে কামার্জ দৈথিয়া শুকপক্ষিণীর রূপধারণ পূর্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল । তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাস তাহারে অশ্রুপূর্ণ ধারণ করিতে দৈথিয়া বিশেষরূপ দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অরণীমহন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন রূপেই চঞ্চলচিত্তকে স্থস্থির করিতে পারিলেন না । ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্রুতিবিধিনিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল । মহর্ষি বেদব্যাস তদদর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । কাষ্ঠঘর্ষণনিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্জলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । শুক্র বিলোড়নদ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন । শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মূর্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্বক সলিলদ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । ঐ সময় সেই মহাত্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ভূতলে নিপতিত হইল । তুষ্ট, নারদ, বিশ্বামিত্র ও হাছা হুঁহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার ভূতিগান, অঙ্গরোগণ নৃত্য, বায়ু দিবাকুসুমবর্ষণ ও দেবগণ

হুন্মুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন । দেবাদিদেবতা লোকপাল, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন । ফলতঃ তৎকালে স্বাবর জন্মাত্মক সমুদায় জগৎ আচ্ছাদসাগরে নিমগ্ন হইল ।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে বেদবিধানাঙ্গসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব কাম-গুলু ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিলেন । হংস, শতপদ, মারুত ও শুকপ্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহারে প্রশংসা লাগিল ।

অতুল তেজঃসম্পন্ন শুকদেব এই রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চারী হইয়া সমাহিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন । সরহস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল । তখন তিনি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় বেদবেদাঙ্গ, ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক তাঁহারে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই বাণ্যকালেই ব্রহ্মচর্য্য-নিরত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপোমুঠান পূর্বক জ্ঞানবলে সমুদায় মহর্ষি ও দেবতার মাননীয়া হইয়া উঠিলেন । অনন্তর অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার আশ্রম সমুদায়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বনে একান্ত অভিলাষ জন্মিল ।

ষড়্‌বিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই রূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভিলাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট গমন পূর্বক তাঁহারে অভিবাदन করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি মোক্ষধর্ম্ম-কুশল ; অতএব যাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন । শুকদেব এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে সযোজন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় অধ্যয়ন কর । তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞামুসারে তাঁহার নিকট নিখিল যোগশাস্ত্র ও কপিলা মত অধ্যয়ন করিলেন । কিয়দ্দিন পরে বেদব্যাস পুত্রকে মোক্ষ-ধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মতুল্য প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, বৎস !

তুমি মিথিলাধিপতি জন প্রবেশ কর। তিনি তোমারে মোক্ষ শাস্ত্রের উপদেশ দিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথে অবলম্বন না করিয়া সামান্য মহুঘোর ন্যায় অতি বিমীতভাবে তথায় গমন করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অবেষণ করিও না। তাহা করিলে তোমারে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলাধিপতি আমাদের বজ্রমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ করিও না। সর্বদাই তাঁহার বশবর্তী হইয়া তাহা হইলেই তিনি তোমার সমুদায় সংশয় বন। তিনি ধর্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ। তিনি যাহা আশ্রয় করিবেন, তুমি অসংলগ্নচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

মহাত্মা বেদব্যাস এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্মাত্মা শুকদেব মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষ পথে সমাগরা পৃথিবী অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু পিতৃআজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্বত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ স্থাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিস্পুকবর্ষ অতিক্রম পূর্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীন ও হুণ সেবিত বিবিধ জনপদ সন্ধান করিতে করিতে আর্য্যাবর্তে গমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন ততই রমণীয় পটন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতি মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পথিমধ্যে তিনি অতি সহরে ধর্মাত্মা জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ঘোষপল্লী সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোধূমে সজ্জীর্ণ, চন্দ্র ও সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনী কামিনীজনে পরিপূর্ণ। মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজনসেবিত বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথিলার অতি রমণীয় উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ উপবনে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বিবিধ জী পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার জন্মিল না। পরিশেষে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলা নগরে সমুপস্থিত হইয়া নিভীকচিত্তে উহার প্রথমকক্ষায় প্রবিষ্ট

হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতিকঠোর বাক্যে তাঁহারে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতাপিত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ক্ষুধা, পিপাসা, রোজ ও অনিদ্রা জন্ম তাঁহার কিছুমাত্র ক্রেশ হইল না। অন্তরীক্ষ দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহার যথাসাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষবিষয়ের অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কি সুশীতল ছায়া কি প্রচণ্ড রোজ উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

মহাত্মা শুকদেব এইরূপে দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবিষ্ট ও সমাসীন হইলে যুদ্ধভূমি মধ্যে রাজমন্ত্রী কৃতাজ্ঞলিপুটে তথায় সমাগত হইয়া তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষায় কেলিসবো বর সম্পন্ন, পুষ্পিত পাদপসমাকীর্ণ, অমাবতী সদৃশ অতি রমণীয় প্রমদাবনে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রীবর প্রস্তান করিলে নিবিড়নিতম্বিনী, সুন্দর রক্তাশ্রধারিণী, তরুণবয়স্কা পঞ্চাশৎ বারবিলাসিনী তথায় আগমন পূর্বক ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান করিয়া অনতিবিলম্বে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিল। ঐ বারবিলাসিনীরা সকলেই প্রিয়দর্শন, উজ্জল স্তবর্ণালঙ্কার ভূষিত, আলাপকুল, নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়ঙ্গ ও কামোপযোগী ব্যবহারে দক্ষ এবং সকলেই ঈষৎহাস্যবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্মাত্মা শুকদেবেব আহাব সমাপ্ত হইলে ঐ সকল বারবিলাসিনী তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্ত, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই প্রমদাবনের সমুদায় শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ক্রোধবিজয়ী বিজ্ঞাত্মা ষৈশ্যায়নতনয় কিছুতেই হস্ত বা বিরক্ত হইলেন না।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে বারবনিতাগণ শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ সমাস্তীর্ণ রত্নজালভূষিত দিব্যশয়নীয় ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্মাত্মা শুকদেব পদপ্রক্ষালন পূর্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সেই পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্বক ধ্যাননিরত হইয়া পূর্বরাজ অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শেষরাত্রে পাত্ৰোখানপূর্বক শৌচক্রিয়া সমাধান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যান সময়েও বারবনিতাগণ তাঁহার চতুর্দিক পরিবেষ্টন

করিয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারে নাই।

মহারাজ! মহাত্মা শুকদেব এইরূপে জনকরাজত্ববনে এক প্রকার ভক্তিবাহিত করিলেন।

সপ্তবিংশত্যাধিক ত্রিশতম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজর্ষি জনক স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্বক অমর্ত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ সমভিষাহারে গুরুপুত্র শুকদেবের সমীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আন্তরণে সমাস্তৃত আসন ও বিবিধ রত্ন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ পূর্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদা অর্ঘ্য ও গোদান পূর্বক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা শুকদেব যথাবিধি জনকের পূজা গ্রহণ পূর্বক তাঁহারে যথোচিত সন্মান ও তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে, অনুমতি করিলেন। রাজর্ষি জনক গুরুপুত্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে উপবেশন পূর্বক তাঁহারে কৃতাজলিপুটে আপনীর কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন! আপনীর আগমনের কারণ পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

তখন মহাত্মা শুকদেব তাঁহারে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতা বেদবাস আমাকে কহিয়াছেন, বৎস! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গে যদি তোমার সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজ্ঞমান মোক্ষমার্গবিষয় বিদেহবাজ জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। আমি পিতার এই আদেশানুসারে, সংশয় নাশের নিমিত্ত আপনীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ এবং জ্ঞান ও তপস্বী এই দুইটির মধ্যে কোন উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

জনক কহিলেন, ভগবন! ব্রাহ্মণগণের জন্মাবধি যে যে

কার্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদোক্ত তপস্বী, অহ্মা পরিত্যাগ, গুরু প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং ব্রাহ্মচর্য্য দ্বারা দেবধন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃধন পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্তব্য। তাঁহার প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন পূর্বক অহ্মাবিহীন, আহিতানি ও স্বদারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। অনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং তৎকালে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখ পরিবর্তিত হইয়া অগ্নিসংস্থাপন পূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যদি ব্রাহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্বেই হৃদয়ে মোক্ষমার্গের মূল সনাতনজ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রাহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রেয় বাস করা কর্তব্য?

জনক কহিলেন, ভগবন! যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান বাতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরুসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে সংসার সাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্রবহরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরু নিকট জ্ঞানলাভপূর্বক সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্তব্য। পূর্বতন পণ্ডিতগণ লোকসমুদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কল্যাণের অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রাহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহুজন্মের পর কল্মষের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধন দ্বারা ইঞ্জিয় সমুদায় বশীভূত ও বুদ্ধির পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রাহ্মচর্য্যশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মচর্য্যশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্বদা রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্বক সত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাতে জীবাশ্মারে নিবেশিত করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য।

জলচর যেমন সলিলে অবস্থান করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ মনুষ্য সমুদায় প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাকে সমুদায় প্রাণীরে অবস্থিত দেখিয়াও নির্বিগ্নভাবে কালযাপন করিবে। যে মহাত্মা ইহলোকে সুখদুঃখপরিত্যাগী ও দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি পর-

লোকে পক্ষীর জ্ঞান উন্নত হইয়া অনন্তস্থ অমৃত্যু করিয়া থাকেন। পূর্বে মহারাজ যখন এইরূপ মোক্ষ বিষয়ক বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, মোক্ষবিষয়ক ব্রাহ্মণগণ যাহা সবিশেষ অবগত আছেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সমাহিতচিত্ত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সমুদায় প্রাণীর অন্তর্গত একমাত্র পরমাত্মারে দর্শন করিতে পারেন। মনুষ্য যখন অজ্ঞকে ভয় প্রদর্শন অথবা অজ্ঞ হইতে আপনার ক্রোধ আশঙ্কা না করিয়া কামনা ও ঘেব এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; যখন কামনোবাক্যে প্রাণিগণের কোন ক্ষতি করে; যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী জেরা মনের সহিত জীবাঙ্কুরে সংযোজিত করিতে পারে, যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু দর্শনে কিছুমাত্র আত্মাদিত বা শোকাগ্নিত না হয় এবং যখন স্ততি নিন্দা, কাঞ্চন লোহ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবন মরণ সমান বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই তাহার পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে। কুম্ভ যেমন আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনর্বার সঙ্কুচিত করে, তজ্জপ সন্ন্যাসী মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিবেন। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকারাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, তজ্জপ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা লক্ষিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন! আমি এক্ষণে মোক্ষোপযোগী যে যে কাম্যশুণ কীর্তন করিলাম তৎসমুদায় এবং তন্নিম্ন অজ্ঞাত মোক্ষোপযোগী বিষয় সমুদায় আপবি পরিজ্ঞাত আছেন। গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার আগমন বৃত্তান্ত ও আপনার পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি সমুদিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অনিমা দি ঐশ্বর্য সম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে অসমর্থ রহিয়াছেন। বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয় প্রযুক্ত আপনার পরম গতি লাভ হইতেছে না। মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিগুহ আচার দ্বারা পরম গতি লাভ করিতে পারেন। আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও লোভবিহীন হইয়াছেন; কেবল অমুঠানের অভাব বশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না। সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃত্যাগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে

হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবদিত নাই। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।

অষ্টাবিংশত্যাধিক ত্রিশততমঃ

হে ধর্মরাজ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, ধর্মাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য হইয়া হিমালয় পর্বত লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে উত্তরাতিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্বত সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ পর্বত অশ্বর, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পাণিকপোত, খঞ্জন, জীবজীবক, বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কেকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ। বিহগরাজ গরুড় প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিকপাল চতুষ্টয় জগতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনার ঐ স্থানে ঘোরতর তপোভুটান করিয়াছিলেন। ঐ পর্বতে মহাবীর কাণ্ডিকের ত্রিলোক তৃণতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতলে শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোক মধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমাধিক বলবান, ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মল্লিক্ষণ শক্তি উদ্ধৃত বা কল্পিত করুন। কুমার এই বলিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ দেব, অশ্বর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদায়কে সংকুচিত সন্দর্শন করিয়া কর্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কাণ্ডিকের অহঙ্কার সঙ্করিতে না পারিয়া এামহস্তে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্বক বিকল্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি কল্পিত হইবামাত্র পর্বতবনসমাকীর্ণ সমুদায় পৃথিবী কল্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদৃত করিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় কাণ্ডিকের গৌরব রক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কল্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্ঞাদেব সোধোদন করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ! কাণ্ডিকের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করা কাহারও সাধ্যারত্ত নহে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, প্রজ্ঞাদেব তাহার সন্মুখ দাঁড়াইয়া সঙ্করিতে না পারিয়া ঐ শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই উহা কল্পিত

করিতে পারেন নাই; প্রকৃত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ বুঝতবল ঐ পর্বতের উত্তরদিকে আশ্রম নির্মাণ পূর্বক বহুকাল ধোরতর ভ্রম করিয়া আসেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অদ্যাপি প্রজ্জলিত হইয়াছে। অদিত্যপর্বত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পাণ্ডুরামাদিগের গমন করা দূরে থাক, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিস্থলিদ্ধে সমাবৃত। ভগবান্ হতাশন মহাদেবের বিষবিনাশার্থ মৃষ্টিমান হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূতপতি ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বন পূর্বক সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরশরপুত্র মহাতপস্বী বেদব্যাস সেই পর্বতপ্রধান হিমালয়ের পূর্বদিকে এক নির্জন স্থানে অবস্থান পূর্বক স্মৃত্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈলকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রজ্জলিত হতাশনের শ্রায়, শরাসন নিম্নুক্ত শরযষ্টির ন্যায় অস্ত্রের সূত্রঃসহ যোগযুক্ত পুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আশ্লাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমন পূর্বক তাঁহার চরণবন্দনা এবং পরিশেষে মহা আশ্লাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনক রাজার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয় পর্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাক্ষবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ বৈশ্যায়নের চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমরাদিগের বধেষ্ঠ ভেজ ও যশ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অমুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমরা তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা অচিরাৎ প্রকাশ কর। মহাত্মা বৈশ্যায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যাহার পর নাই আশ্লাদিত হইয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবান্! আপনি শ্রীত হওয়াতেই

আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের এই বরপ্রার্থনা যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য যেন আমাদের তুল্য-খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা ভীষ্ম এবং গুরুপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।

শিষ্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদের বাক্যে সন্মত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশুক্রযু এবং ব্রহ্মলোক গমনে একান্ত যত্নশীল ব্যক্তিরে বেদোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা প্রযত্নসহকারে উত্তমরূপে বেদ বিস্তার কর। ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারেও বেদোপদেশ প্রদান করা কর্তব্য নহে; শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অমুচিত। অগ্নিতে দাহন, শিলার ঘর্ষণ ও ছেদনদ্বারা যেমন বিদুষ্ট স্তবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল ও গুণাদির সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কখন শিষ্যকে অমুচিত বা ভয়াবহ কার্য্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করিয়া চারিবর্গকেই বেদ প্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহাকে সেই নিন্দানিবন্ধন নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে প্রশ্ন এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান না করে, তাহার উভয়েই অন্ধমুভাগী ও নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা বিস্তৃত না হইয়া শিষ্যদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত হও।

একোনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিয়া তৃক্ষীভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার শিষ্যগণ পরমানন্দে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, শুক উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমরাদিগকে যে রূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কখনই তাহা বিস্তৃত হইব না। শিষ্যগণ পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনঃ

স্বর্গীয় বেদব্যাসকে সা... কহিলেন, শ্রীশ্রী! যদি আপনি অনুমতি করে... হইলে আমরা এই পর্বত হইতে পৃথিবীতলে গমন... সমুদায় বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করি। তখন... ব্যাসদেব শিষ্যগণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্মার্থযুক্ত হিতকরবাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ! কি ভুলোক, কি দেবলোক, তোমাদিগের যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয় সেই স্থানেই গমন কর। কিন্তু সর্বদা সাবধান হইয়া কালযাপন করিবে। অতি... করিলেই বেদশাস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে... হইয়া বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহারা... প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরেই গার্হস্থ্য ধর্মে নিরত হইয়া যজ্ঞাভিযান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পোষ্যহিত্য দ্বারা জনসমাজে বিখ্যাত ও বিজ্ঞাতিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া পরম স্থখে কালান্তিপতি করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয়পুত্র শুকদেবের সহিত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া তৃণীন্তাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধন্যগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমন পূর্বক মধুবাক্যে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তাকুলের স্তায় কি নিমিত্ত মৌনভাবে কালযাপন করিতেছেন? এই পক্ষত বেদধ্বনি বিহীন হইয়া রাত্ৰগ্রস্ত চক্রে স্তায় নিতান্ত শোভাশূন্য হইয়াছে। এই পর্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণ বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকাতে ইহা ব্যাধনন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন! আপনি সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়কৌতুহল সম্পন্ন। আপনি আমার প্রতি আমার অনুকূল বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার মন অন্ত্র হইয়াছে; এই নিমিত্তই আমি মৌনভাবে অবস্থান করিতেছি। বাহ্য হউক, অতঃপর আপনি আমারে যে কার্য করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

নারদ কহিলেন, মহর্ষে! পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তির বেদের, অত্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহীকজাতিরে পৃথিবীর ও কৌতুহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি

পুত্রের সহিত সর্ববেত হইয়া বেদ নিদান দ্বারা নিশাচরভয়জনিত মোহ নিরাকৃত করুন।

মহাত্মা নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, কণ্ঠস্বরাগ্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক পুত্রের সহিত... স্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া লোক... প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার পিতাপুত্রের বেদ অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা শব্দায়মান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদর্শনে মহাত্মা বেদব্যাস অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন। শুকদেব নিবারণিত হইবামাত্র বেদপাঠে বিরত হইয়া পিতারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাশয়! বায়ু কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এবং উহার কার্য্য কিরূপ আপনি তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন। মহর্ষি বেদব্যাস অনধ্যায়কালে বালক পুত্রের সেই বিজ্ঞানসম্পর্কীয় প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার দিব্য জ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মারে দর্শন করিতেছ। এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদ সমুদায় বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর, তাহা হইলেই অবগত হইতে পারিবে। পণ্ডিতেরা সর্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবদান ও তমোগুণ সম্বৃত পথকেই পিতৃদান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। দেহস্থে বাহ্যারে দেহদানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে, আর বাহ্যারে পিতৃদানে আরোহণ করেন তাঁহাদিগকে বারংবার অধঃপতিত হইতে হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্বিক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা হৃদয় সমান বায়ুরে ইন্দ্রিয়গণের, উদান বায়ুরে সমানের, ব্যান বায়ুরে উদানের, অপান বায়ুরে ব্যানের এবং প্রাণ বায়ুরে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। হৃদয় প্রাণ বায়ু অনপত্য। সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উষহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক পৃথক কার্য্য সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উয়জ মেঘজালকে সঞ্চালন পূর্বক আকাশপথে বিছাদিয়া হইয়া অতুল

তেজ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণনামে অভিহিত হয়। আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ক্রীড়ন গর্জন পূর্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চক্র প্রদান করে। উহার অন্তর নামক উহা নামক বেগবান তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল প্রবাহ পূর্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ সমুদায়কে বৃষ্টির আধিকারী দেবতার নিকট সন্মর্পণ করে। উহার আর একটি নাম উদ্যান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ সমুদায়কে পৃথক রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারি বর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম সমান। বিবহনামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ডবেগে বৃক্ষ সমুদায় উৎপাদিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশহৃৎক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে। উহার অপর নাম বান। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎ-প্রকাশক সহস্রাংগ সূর্য্য এক রশ্মির ত্রায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরীক্ষণ চক্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্তিত করে। পরাবহ নামক সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অন্তঃসরণ করিয়া থাকেন। বিগুহ্ববুদ্ধি দ্বারা উহারে দর্শন করা অধ্যায়চিত্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। দক্ষপ্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্বক গমন করিয়া ছিলেন। ঐ বায়ুরে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। এই অদ্বীত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র। ইহার নিরন্তর সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ সেই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদায় বায়ু বিষ্ণুর নিম্নসবায়ুদ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদায় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে। ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ নিবৃত্তির পর তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদান পূর্বক মন্দাকিনীতীরে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশদধিক শ্লোক বিশিষ্ট অধ্যায় ।

হে মহারাজ! বেদবিদগণের করিলে দেবর্ষি নারদ আকাশপথ অবলম্বন পূর্বক কপালমণ্ডিত মহাত্মা শুকদেবের সমীপে পুনরায় সমুপস্থিত হইলেন। ব্যাসভনয় নারদকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে বেদবিধি অমুসারে তাঁহারে অর্থাদি প্রদান পূর্বক পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ শুকের তত্ত্ব দর্শনে স্ত্রীত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকিব, তাহা কীৰ্ত্তন কর। শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! প্রশ্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে যাহা হিতকর, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে মহর্ষিগণ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যাব সদৃশ চক্ষু, সত্যতুল্য তপশ্চা, দানের ত্রায় স্বথ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকাণ্ড হইতে নিবৃত্তি, পুণ্য কার্যের অমুষ্ঠান, সদাচার ও সম্ভাবহারই সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এইঃ দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হন, তাঁহারেই মুক্ত হইতে হয়। তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হন না। ফলতঃ বিষয়ানুক্ৰিই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়ানুক্ৰ ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক, কি পরলোক উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদিকারণ। অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্তব্য। ক্রোধ হইতে তপশ্চা, মৎসরতা হইতে আত্মতীরে, নানাপমান হইতে বিদ্যারে এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে বৃক্ষ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। অনুশংসতার সদৃশ ধর্ম, ক্ষমার তুল্য বল, আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সন্ত্যের সুমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু যে স্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্য বাক্য পরিত্যাগ পূর্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই সত্য বাক্য। যিনি দারপরিগ্রহ না করেন এবং আহাৰাদি সমুদায় কার্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। বাঁহারা শাস্তচিত্ত ও নিরিকার

হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়কে ত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাকে মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে ; তাঁহাদের শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্তব্য নহে। সকলের সহিত মিত্রের জ্ঞায় ব্যবহার করা উচিত। হুল্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় বিষয়ে অনৈশ্বর্য, নিত্যসন্তোষ, নিম্পৃহতা ইত্যাদি গুণসম্মত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পূর্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহারে আশ্রয় করি পরলোকে কোন শোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। লোভ-বিহীন ব্যক্তির। কিছুতেই শোকযুক্ত হন না। অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যিনি তপোমুষ্ঠাননিরত, দমগুণসম্পন্ন ও সংবর্ত্তিত্ব হইয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন, সঙ্গপরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়া-সক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহারে কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দিকে দাম্পত্য-মুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিরে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহারে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কন্দ-বশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্য্যবলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভ কন্দফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যই যে জরামৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া 'বিনষ্ট হই-তেছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না ? তুমি অহিতকে হিত, অশ্রবকে শ্রব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং কি নিমিত্তই বা মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মমুদ্রে বদ্ধ রহিয়াছ। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর। অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট-স্বীয় মুখমালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিত্যন্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ জ্ঞান দ্বারা জল হইতে সমুদ্রুত মৎস্তের ন্যায় মেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না ; কেবল পুণ্য পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। তখন তোমারে সমুদায় পরি-ত্যাগ পূর্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন

তুমি কি নিষ্কিঞ্চ স্বার্থার্থসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থক
বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ ? তুমি অবলম্বন ও পাথের সন্ধুত্ব
করিয়া কি রূপে একাকী পরলোকগমনের আশঙ্কায়
পথে গমন করিবে ? তুমি পরলোকে কি পাইবে ?
ছুত ব্যতীত আর কেহই
বিদ্যা, কল্প, শৌচ ও বিবিধ জ
করিতে হয়। পরমার্থ সিদ্ধি হই
লাভ হইয়া থাকে।
গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অমুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ
হইতে হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনা-
রাসে মুক্তিলাভ করেন ; কিন্তু দুরাত্মারা কোন ক্রমেই উহা
ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ। রূপ ঐ
নদীর কূল, মন উহার শ্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার
প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষাররূপ
ক্ষেপণীসম্পন্ন ধর্মশূন্যরূপ আকর্ষণরজ্জুযুক্ত দান বায়ুপরিচালিত
শরীরনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য।
এক্ষণে তুমি প্রথমতঃ সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম, লোভ পরি-
ত্যাগ দ্বারা অধর্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা এবং পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয়
দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিমাযুযুক্ত, মাংস-
শোণিতলিপ্ত চন্দ্রাচ্ছাদিত, মৃতপূরীষপরিপূর্ণ, জরাসোকসম্পন্ন
রোগের আকরস্বরূপ অনিত্য দেহপরিত্যাগ কর। এই স্বাবর-
জঙ্গমাশ্রয় বিশ্বসংসার পঞ্চ মহাত্ম হইতে সমুদ্ভূত। পঞ্চমহাত্ম,
পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও স্ফাদিগণ এই সপ্ত-
দশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ আকৃত,
রূপাদি পঞ্চবিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্বিংশতি পদার্থ
তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত
ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দেশ করা যাইতে পারে।
জীবাত্মা এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে
অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ অতি
সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিত্যস্থ দুঃখাবহ। যিনি
বথার্থ রূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য ও
অনিত্য উভয় বস্তুই তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। ক্ষেত্র পদার্থ সমুদায়
পারম্পর্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদা-
র্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অমুমের পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া
নির্দেশ করা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে
পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মারে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত
ও আত্মার মধ্যে সর্বলোক নিহত অবলোকন করেন। তাহার
জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না। তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে

সর্বদা সমুদায় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জানবলে মোহ-
বিবিধ ক্রেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাহারে কখনই
মোহে পড়িতে হয় না এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধি
অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্ব
বাস্তবিকভাবেই মোক্ষের শরীরস্থিত নিরাকার নির্লিপ্ত
পদার্থ বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। ইহা লোকে একবার হৃদয়ের অনু-
ষ্ঠান পূর্বক নিত্য হৃৎস্পন্দিত হইয়া সেই হৃৎ দূরীকৃত করিবার
নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিঃসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহারে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন
হৃদয়ে লিপ্ত হইয়া অপাশাসেবী আতুরের স্থায় নিত্য ক্রেশভোগ
করিতে হয়। মোহাক্ত ব্যক্তিরাই বিবিধ হৃৎকে স্মৃৎজ্ঞান
করিয়া স্ব স্ব কন্মফলে সর্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্রেশ
ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কন্মাক্রুরূপে মনিত্তে জন্ম
পরিগ্রহ পূর্বক সংসারমধ্যে চক্রের স্থায় বারংবার পরিভ্রমণ
করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিশীন ও কন্ম হইতে
নিবৃত্ত হইয়া সর্বজ্ঞ, সৰ্বা বিজয়ী ও সিদ্ধ হও। পূর্বকালে
অনেক মহাত্মা তপোবলে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া
অনন্ত স্মৃৎসংবন্ধনী সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে বৎস ! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিমুক্ত-
বুদ্ধি লাভ ও পরম স্মৃৎ অনুভব হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র
প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে ;
পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদায়ে অভিতূত হন না। এক্ষণে আমি
তোমার অনিষ্ট নাশের নিমিত্ত তোমাঞ্চে কৃতকণ্ডলি উপদেশ
প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধিরে বর্ণীভূত করিতে পারি-
লেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিরাই
অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ নিবন্ধন মানসিক হৃৎখে অভিতূত
হয় ; অতএব অতীত বস্তুর গুণচিন্তা করা কাহারও কর্তব্য নহে।
যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন
কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন না। মহাত্মারা
কোন বিষয়ে অহুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয়
অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাত তাহা
পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ
করে, তাহাদিগকে ধর্ম, অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতি
কষ্টে কাল হরণ করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত

বিষয় লাভ করা যায় না। কখনই কখন বিষয় প্রাপ্ত
ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইলেও ইহা লোকে কোন ব্যক্তির
সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকের উপক্রম হইতে বাহারা মৃত ব্যক্তির
উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইতে প্রকাশ করে, তাহারা
হৃৎখে দ্বারা হৃৎখই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ইহা লোকে জন্ম
মরণ প্রবাহ অঘলোকন করিয়া ইষ্টবিয়োগে শোক প্রকাশ ও
অশ্রুপাত না করেন, তাহারাই যথার্থ সমাগ্ধর্ষী। কোন
প্রকার শারীরিক বা মানসিক হৃৎখ উপস্থিত হইলে যদি
যত্ন দ্বারা ও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে
চিন্তা করা কখনই কর্তব্য নহে। চিন্তা করিলে কখনই
করিবার মহোষধি। চিন্তা করিলে কখনই কখনই
বরণ বুদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক হৃৎখ
ও ভয় দ্বারা শারীরিক হৃৎখ নিবারণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।
শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিত্য
বালকের স্থায় শোক হর্ষাদিতে অভিতূত হইয়া কদাপি বিষয়
নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, ভব্যসমৃদ্ধ, আরোগ্য ও প্রিয়-
সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিত ব্যক্তির কখনই ঐ সমুদায়
বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহা লোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ
হইতেছে ; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান
ব্যক্তির কদাপি কর্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে
শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে উহা নিবারণ
করা অবশ্য কর্তব্য। ইহা লোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই স্মৃৎ
পর বহুবিধ হৃৎখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশতঃ
বিষয়ে অহুরাগ প্রকাশ ও মূঢ়্যারে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে।
উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্মৃৎ ও হৃৎখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে
পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা
তাঁহারে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক
করেন না। অর্থ উপার্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময়
বিষয় হৃৎখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে
ক্রেশ প্রদান করে ; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তা নাগরে নিমগ্ন
হওয়া কাহারও কর্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের
উন্নতি লাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয় ;
কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।
কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর
পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই
মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম স্মৃৎ
মূল ; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন জ্ঞান করিয়া

ধাকেন। আয়ু নিবস্তব হইতেছে; নিমেষমাত্রও উদ্ধাব বিশ্রাম নাই। তখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয় কল্পা মনুষ্যেব কর্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনো অগোচর সর্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পাবেন, তাঁহাবাই পরম গতি লাভে সমর্থ হন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া গ্রস্থান কবে, তজ্জপ মৃত্যু অর্থার্থেষণপরায়ণ বিষয় মনুষ্যকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব উপায় চিন্তা কবা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। হইয়া কার্যাবস্ত এবং বিষয়মুক্ত হইয়া হৃৎশান্তি লাভ করিবে। কি বস্তুকেই বিনে যে ব্যক্তি যে সময়ে কপ বসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ কবে, তাহাব তৎকালেই সুখলাভ হয়, কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পবম্পব সংযোগের পূর্বে প্রাণিগণের হৃৎশান্তি উপস্থিত হয় না, তখন পবম্পবের বিমোহে শোক কবা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কল্প্য নহে। মানবগণ দৈব দ্বারা শিশু ও উদব, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও বর্ণ এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য বন্ধ করিবে। যাঁহারা কি পুত্র, কি ইতব সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্তচিত্ত কালচরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিবৃত্ত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মাবে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বসিয়া নির্দেশ কবা যায়।

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায় ।

হে বৎস। যখন দৈবপ্রভাবে নোকব হৃৎশান্তি উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরষ, কি প্রজ্ঞা, কি নারিব্য বিচুড়েই উচ্চা নিবা বণ কবা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবঃ সর্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাবধান ব্যক্তিরে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জবা, মৃত্যু ও বোগ হইতে প্রিয়তম আত্মাবে উদ্ধাব কবা সর্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক বোগ সমুদায় ধনুর্বেদবিশাবদ ধনুর্বেদনিষ্কপ স্ত্রীক্ষ সাযকের জায় পবী বকে নিতাঙ নপীড়িত কবে। বোগান্ত একান্ত অবসন্ন জীবিত তৃষ্ণাপবায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও বর্জনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের জায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্যায়ক্রমে অনববত

গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে। স্বর্বা অম্ব অজব; কিন্তু উনি পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অন্তমিত হইয়া গণের সুখ দুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। অদৃষ্টপূর্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনা সমুদায় করিতেছে।

যদি ক্রিয়াকল সমুদায় পবায়িত হইত, তাহা হইলে যে বাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়মধারী কাব্যাদক্ষ মতিমান ব্যক্তিও সমুদায় সংকর্ষ হইতে পবিল্ল হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর নবধম মর্গও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পবম সুখে কলাতিপাত করিতেছে, কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে, আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সংকল্পের অন্তর্গত করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না।

আব দেখ, মানবদিগের বীণা এক স্থান সমুদয় হইয়া পুন বায় অজ্ঞ স্থানে গমন পূর্বক সমুদায় উপাদান করিতেছে। উচ্চ অনেক সময় যথাস্থানে নিবাসিত হইয়াও গন্তু উপাদান না করিয়াই চাতকুম্ভমব জীব বিনষ্ট হইয়া যায়। বেহ পুত্রার্থ নানাবিধ যত্ন করিয়াও ক্রতবার্ষ্য হইতে পারিতেছে না, আবার কেহ কেহ বা শত্রুক ক্রক আশীর্বাদ জায় ক্রেশকব জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করিতেছে। অনেকানেক কুল কার্মিনী পুত্রকামনায় যোগতব তপোহুষ্ঠান পূর্বক দক্ষ মাস গন্তুধারণ করিয়া কলাজাব পুত্র প্রসব কবে। কেহ কেহ জন্মা বদি পিতৃসম্বিত দনদাত্ত ও বপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে। আবার কেহ কেহ বা চিবকাল হৃৎশান্তি অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রী পুরুষের পবম্পব সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবকপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গন্তুকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গ পত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নোকব উপব সংস্থাপিত নোকব জায় মাতৃগন্তে অবস্থান করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অল্প পানীয় ও অজ্ঞাত ভক্ষ্য বস্তব জায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মৃত্যু পূর্বীরে অপাব গন্তুমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কেহই আপনায় ইচ্ছানুসাবে গন্তুমধ্যে বাস ও উচ্চা হইতে বহির্গমন করিতে পাবে না। কেহ কেহ গন্তুমধ্যে, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবিণ্য ও প্রাণবোধ প্রভৃতি দশা সমুদায় দেহকেই আক্রমণ কবে,

আম্বারে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। কালক্রমে কালক্রমে লাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে আহ্বান করিয়া চিকিৎসকগণ যাহার পর নাই বহুবান্ধব হইয়া কঠোর চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসকলনিরস্ত হইয়া দেবগণকেও ব্যাপ্তপীড়িত যুগগণের জ্ঞান দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়। তাহার বিবিধ কটু কষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাটবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ যুগপক্ষী স্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না; অথচ তাহারা প্রায়ই মৃত শরীরে কালহরণ করিতেছে। কিন্তু উগ্রতৈল্য চূর্ণ নর-পতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেণ পাঠিতেছেন। এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরের প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরি-ব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্তা দ্বারা স্বভাবে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহারও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রই সর্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথা-সাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারে না। অসংখ্যকৈ অপ্রমত্ত সৎসত্ত্বাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেণ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায় বিধান করিবার পূর্বেই অন্যায়সে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার পর নাই ক্লেণ ভোগ করে। ইহলোকে কন্মনিষ্ঠদিগের কন্মের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আবোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে, আবার কেহ কেহ না রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিবাহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে, আবার শত শত স্ত্রী ও পুরুষবিবাহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। এইরূপে সমুদায় প্রাণীতেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্যের ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ

জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া এই আমি তোমার নিকট পরম গুঢ় বিষয় কীর্তন করি। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্যালোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মনু-পরায়ণ শুকদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গে পরিণত হইয়া কঠোর চিকিৎসা করিতে হয়, অসংখ্যকৈ কঠোর চিকিৎসা শীলন ও সামান্য পরিশ্রমের সাধ্য নহে। অতএব মানবের নিত্যস্থান লাভ কী? এই প্রশ্নে কিহুতেই স্থলান্তের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ স্থান কিরূপ? মহাত্মা শুকদেব এইরূপে অতি অল্পকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিত্যস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনরায় মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! আমি কিরূপে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে আর আমাবে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না; কাহারও সহিত আমাব কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না; আমার আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পবন স্রোতে অতি বাহিত করিব। এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পবন পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী ব্যক্তির কখনই কন্মপাশে বদ্ধ হয় না। অতএব আমি যোগবলে এই কল্বেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরশ্মিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্র দেবগণের সহিত কন্ম প্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিপতিত ও পুনর্বার স্বর্গে অধিকৃত হইব এবং বারংবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রেব জ্ঞান স্বর্গের হ্রাসবৃদ্ধি বা পতন নাই। তিনি নিরন্তর তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোক সমুদায়কে তাপিত করিতেছেন। অতএব আমি এই কল্বেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাশ্রমে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিকসমুদায়, আকাশ, দেবদানব, গন্ধক, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহাবিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদায় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা শুকদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লোকবিশ্রুত নারদের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত

হইলেন এবং তাঁহারে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগাভ্যাসার্থে প্রহরাদ্বয় দ্বারা বিবেচনা করিয়া পরম প্রাণে কহিলেন, বৎস! তুমি কণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমারে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় ছুরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ সম্বোধন বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পরিত্যাগ পূর্বক নিঃসন্দেহচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় বিচার করিতে লাগিলেন।

তম অধ্যায় ।

অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্বক পরিচ্ছন্ন জনশূন্য সমতল প্রদেশে উপবেশন করিয়া পাদাবধি কেশাগ্রপর্যন্ত সর্বশরীরে একমাত্র আত্মারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে দিবাকর উদিত হইলে পূর্বাশ্রয় হইয়া বিনীতভাবে কর চরণ সংযমন পূর্বক উপবেশন করিয়া রহিলেন। যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারণ্য নাছিল। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মারে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আত্মার পরিচয় রহিল না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, তপোধন! আপনি আমারে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার অহুত্পন্ন স্বকারণ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অতীত গতি লাভ করিব। দ্বৈপায়নতনয় শুক এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যোগে মনোনিবেশ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুর ভ্রায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে মনোমাকুলতবেগে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সূর্য্যজলসংক্ৰান্ত মহাত্মা শুকদেব ত্রিলোককে আশ্রয় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী তাঁহারে অব্যগ্রমমে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া সাধ্যাত্মসারে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার উপর পূজাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, সিদ্ধ, অক্ষর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে

কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্দ্ধ অধিত করিয়া উর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন; ইনি কে?

অনন্তর সেই পরম ধর্ম্মপরায়ণ দেব পূর্বাশ্রয় হইয়া দিবাকরের প্রভাতকালে শঙ্ক নতোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত তাঁহারে দর্শন করিতে লাগিলেন। পঞ্চচূড়াদি অস্ত্রধারীণ তাঁহারে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসজ্জমে বিশ্ববিধারিত লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতিলাভ পূর্বক বিমুক্তের ভ্রায় নিম্প্রহভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন; ইনি কোন্ দেবতা? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয় পর্বতভূমিতে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্বত অতিক্রম করিলেন। ঐ পর্বতে অক্ষরী উর্দ্ধলী ও পূর্বচিন্তি বাস করিতেছিল। উহারা শুককে সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন উর্দ্ধলী পূর্বচিন্তিরে কহিল, দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রাহ্মণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা! ইনি পিতৃশ্রদ্ধা দ্বারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকাল মধ্যে চক্ষের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন। ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার অতিশয় প্রিয়। ইহার পিতা ইহারে কিরূপে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

উর্দ্ধলী এই কথা কহিবারাত্র 'ধন্যাত্মা শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দিক, শৈল, কানন, সরিৎ ও সরোবরসমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দেবগণ কৃতজ্ঞালিপুটে সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্যাসতনয় সেই শৈলকানন প্রভৃতি সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আত্মীয়গণ! যদি আমার পিতা আমার নাম গ্রহণ পূর্বক মুক্তকণ্ঠে আমারে আহ্বান করিতে করিতে আমার অহুসরণ করেন, তাহা হইলে তোমরা সকলে সমাহিতমনে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। তোমরা আমার প্রতি মেহনিবন্ধন আমার এই বাক্যটা অবশ্য অবশ্য রক্ষা করিও। মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে দিব্যগুণ, কানন, শৈল, সমুদ্র ও নদী সমুদায় তাঁহারে কহিল, মহাত্মান! আপনি যেরূপ অঙ্গুষ্ঠ করিতেছেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। আপনার পিতা মহর্ষি ব্যাস আপনারে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

চতুঃপ্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

শুকদেব শৈলকাননপ্রভৃতি এইরূপ অমুরোধ
করিলেন। তখন ঐ সময়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে
উদ্যত হওয়াতে চতুর্দিকে উদ্ধালিত, দিগ্‌দাহ ও ভূমিকম্প
প্রভৃতি বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। বৃক্ষশাখা
ও পর্বতশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল
যেন নির্ধাতশব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাস্করের
প্রভা একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। অগ্নিশিখা নির্ঝাণ
হইল এবং ব্রহ্ম, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায়
সংস্কৃত হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাত্মার তপ্তিসাধনের নিমিত্ত
দেবরাজ ইন্দ্র স্তম্ভক বারি বর্ষণ ও পবনদেব দিবাগন্ধ গ্রহণ
পূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শুকদেব উত্তরদিকে হিমাচল ও মেরু পর্ব-
তের পরস্পরসংলগ্ন স্থবর্ণ ও রজতময় শতযোজনবিশ্তীর্ণ অতি
মনোহর শৃঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন।
তিনি সেই শৃঙ্গদ্বয়ের সমীপবর্তী হইবামাত্র উহার তাঁহার গতি
রোধ করিতে না পারিয়া সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারে পথ
প্রদান করিল। শুকদেব অচিরেই সেই পথ দিয়া নির্গত হই-
লেন। তদর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতা,
দিগের ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমুখিত হইল। গন্ধর্ব্ব, ঋষি,
যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ এবং ঐ হিমালয়নিবাসী যাবতীয়
প্রাণী মুক্তকণ্ঠে ধৈর্য্যায়নতনয়কে ন্যায়বাদ প্রদান কবিত্তে লাগি-
লেন। অন্তরীক হইতে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অন-
ন্তর মহাত্মা শুকদেব আকাশমার্গে গমন কবিত্তে কক্ষিতে
পুলিত বৃক্ষ ও উপবনযুক্ত অতি রমণীয় মন্ডাকিনী সন্দর্শন
করিলেন। ঐ নদীতে অলৌকিক রূপলবণ্যসম্পন্ন অঙ্গরোগণ
বিষজ্ঞ হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা শুকদেবকে অব-
লোকন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না।

ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শুকদেবের উচ্চ প্রয়াণের বিষয়
অবগত হইয়া পুত্রজ্ঞেহনিবন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শুকদেব এককালে মমতাপূর্ণ
হইয়া বায়ুর উচ্চ গমন পূর্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিয়া
পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যোগগতিপ্রভাবে

নিমেষমধ্যে শুকদেবের পশ্চাৎ হইতে সর্বপ্রথমে আকাশমার্গে
সমুখিত হইয়াছিলেন। তাহার পশ্চাৎ হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা
শুকদেব পর্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া
ছেন। ঐ সময় মহর্ষিগণ চতুর্দিক হইতে তাঁহার নিকট সমা-
গত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক কার্য্য সমুদায় কীর্তন করি-
লেন। মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের উচ্চ প্রয়াণবাক্য সন্নিবেশ অব-
গত হইয়া হা বৎস! হা বৎস! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার
করত ত্রিলোক অমুনাদিত করিলেন। তখন মহাত্মার
ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্বগামী হইয়া পর্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া
'ভো' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক প্রয়াণ করিয়া গিয়াছেন
করিলেন। ঐ সময় বিষ্ণুদেবের পুত্র এই একাক্ষর শব্দ
সমুদারিত হইল। সেই অবধি অদ্যাপি গিরিগহ্বর প্রভৃতিস্থানে
শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার প্রতিশব্দ প্রাদুর্ভূত হয়।

ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এইরূপে শব্দাদি গুণসমুদায় পরিত্যাগ
পূর্বক অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্বক ব্রহ্মপদ লাভ
করিলে মহর্ষি বেদব্যাস অমিততেজী স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন
পূর্বক সেই হিমালয়প্রদেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অমু-
খ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই মন্ডাকিনীতীরস্থিত
বিবস্ত্র অঙ্গরোগণ তাঁহারে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র
লজ্জিত হইয়া কেহ কেহ জলে নিমগ্ন, কেহ কেহ বনমধ্যে
প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ বা স্ব স্ব বনগ্রহণে একান্ত তৎপর
হইল। মহাত্মা ব্যাসদেব তদর্শনে পুত্রকে মুক্ত ও আপনারে
বিষম্যানুস্ত বিবেচনা করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জার সমাজাত
হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান্ পিণাকপাণি দেবতা ও
গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রশোকাক্ত মহর্ষি বেদব্যাসের
নিকট আগমন পূর্বক সাশ্রুনাথাক্যে তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে!
পূর্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের
স্তায় বীর্ঘ্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও তোমা-
র প্রার্থনামুগ্ধ পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে
তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরম গতি লাভ করিয়াছেন;
অতএব তুমি কি নিমিত্ত অমুতাপ করিতেছ। নগর ও পর্বত
সমুদায় যে পর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত
তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্তির ঘোষণা হইবে।
এক্ষণে আমি তোমা- এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি
এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্বদা সর্বগানে স্বীয় পুত্রস্মৃতি ছায়া সন্দ-
র্শন করিতে পারিবে। ভগবান্ ভূতপতি যামিনীদেবকে এই-

রূপ বর প্রদান করিলে তিনি সন্মুখীন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হে ধর্মরাজ! তুমি আমাদিগকে কদেবের জন্ম ও মরণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় বিবর্তন করিয়াছিলে, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্তন করিলাম। পূর্বে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপসী রিয়াস বারংবার এই বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়াছিলেন। যিনি এই বৃত্তান্ত অপরূপ পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি সর্বদা সন্তোষিত হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারিবেন।

শততম অধ্যায়।

কহিলেন, পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রাহ্মচারী, বানপ্রস্থ, শ্রমী ও ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের বাসনা করেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্তব্য? তিনি কীহার প্রসাদে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করা তাঁহার আবশ্যক? লোকে মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে? মোক্ষ তত্ত্ব কিরূপ? কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হইতে পরিত্রস্ত হইতে হয় না? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ? এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে তর্কশাস্ত্রানুসারে শতবর্ষও ঐ সমুদায়ের উত্তরপ্রদানে সমর্থ হইতাম না। এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণনারদসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকাংশকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অরতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক কঠোর তপোব্রতান করেন। তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ একরূপ বর্জিত হইয়াছিল যে, দেবগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে দেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন।

একদা তপোব্রতানাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের

তত্ত্ব সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আত্মিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কতদূর এই স্থান দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, কিন্নর ও যক্ষগণের আশ্রয় লোকের আবাসভূমি। ইহাতে কতদূর স্থান করিতেছেন। তৎকালে তিনি ভগবান্ নারায়ণের ধর্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ভগবানের অংশ নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরি এই চারি অংশে আমার ধর্মোপার্জন সফল হইল। পূর্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাত্মা নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্তা করিতেছেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষদ্বয় এক্ষণে আত্মিকজীবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ইহারা পরব্রহ্মরূপ। ইহাদিগের আবার আত্মিকজীবা কি? ইহারা সর্বভূতের পিতা ও দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবর্ষি নারদ ভক্তিবাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান পূর্বক দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন।

তখন তপোব্রতানাগ্রগণ্য নারদ, নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশন পূর্বক যাহার পর নাট প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদ, বেদান্ত ও পুরাণসমুদয়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে। তুমি অজ, ধাতা, নিত্য ও অমৃত স্বরূপ। তোমাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চারি আশ্রমবাসী লোকেই তোমারে নানারূপে নিরন্তর উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমারেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নিবেদন করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজ কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিত্য নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনক্রমেই উচিত নহে; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিত্য প্রীত হইয়াছি; সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্যাবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সঞ্চভূত হইতে অতীত; পণ্ডিতেরা যাহারে সর্বভূতের অন্তরীক্ষা, কেন্দ্র ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নিবেদন করেন; যাহা হইতে সত্যাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি অব্যক্ত হইয়াও

বাক্যভাবে অবস্থান পূর্বক প্রকৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই

পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করি-

শ্রেষ্ঠ পিতা, সেবতা বা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ

র আত্মা স্বরূপ। তাঁহা হইতে

এই লোকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারই আত্মা-

মুদারো আনন্দময় হইয়া পিতা আত্মারূপে করা কর্তব্য

কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া পিতার প্রসাদে, মহাদেব, মনু, দক্ষ,

তপ্ত, ধর্ম, যম, মরীচি, অশ্বিনী, অজি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,

বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, স্বর্ঘা, চক্ৰ, কর্দম, জ্যেধ, বিক্রীত ও প্রচেতা

এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমাত্মার প্রসাদে দৈব ও

পৈত্র কার্য্যসমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতি-

পালন পূর্বক স্বীয় স্বীয় অভ্যন্তর স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গ-

বাসী প্রাণিগণ তাহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম

গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ

কন্সেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশায়ক লিঙ্গ

শরীর, পঞ্চদশ কলায়ক স্থলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কন্সমু-

দায় পরিত্যাগ করিতে পাবেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া

নির্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তির পবনাত্ম্যাবেই পুণ্ড্র হইয়া

থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবতঃ নিগুণ হইয়াও কেবল মায়া-

প্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। আমরা সেই পরমাত্মা

হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শন পূর্বক তাঁহার

আরাধনা করিতেছি। বেদাধ্যায়নিরত ব্রহ্মচারী ও অন্তান্ত

আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাহার পূজা করিয়া তাঁহার

প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমা-

ত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই

পরম পদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

আমি তোমার ভক্তিদর্শনে স্ত্রীত হইয়া তোমার নিকট এই

সমুদায় গৃঢ় বিষয় কীর্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবর্ষি নারদ সকল লোকের আশ্রয়স্থান

ভগবান্ নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে

নমোদয়নপূর্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বয়ম্ হইয়াও

লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের আলয়ে চারি অংশে অব-

তীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বকর্ম সাধন কর। আমি অদ্য

তোমার যেতদ্বীপস্থিত আশ্রম করিবার নিমিত্ত প্রস্থান

করি। আমি সতত তোমার পুণ্য অর্চনা করিয়া থাকি; অন্তের

গোপনীয় বিষয় কদাচিৎ কণ্ঠ করি নাই; যত্ন পূর্বক বেদা-

ধ্যয়ন ও তপোমুচ্যান করিয়াছি; কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ,

অজ্ঞানলব্ধ জীবো উদরপূরণ, পরদারাপহরণ, অপবিত্র

রূপ বা অন্তের দানগ্রহণ করি নাই; শত্রু ও মিত্রেরে

করিয়া থাকি এবং নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই দেবের

আরাধনার নিযুক্ত আছি। যথক আমি তোমার পুণ্য

স্বত্বস্ব হইয়াছি, তখন সেই দেব! আমার পুণ্য

আমার পক্ষে নিত্য অর্জ্যব নহে। আমার পুণ্য

এই কথা কহি। তুমি স্বয়ং আমার পুণ্য

পরিভূট হইয়া তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া

কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বয়ং আমার অভিলষিত স্থানে

গমন কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চনা

করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে নভো-

মণ্ডলে উখিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্নমেক পর্বতে উপ-

স্থিত হইয়া উহার শিখরদেশে ক্ষণকাল উপবেশন পূর্বক বায়ু-

কোণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর

দিকে যেতনামে অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে।

উহা স্নমেক পর্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উচ্চ।

ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিগ্ৰহসম্বলসম্পন্ন পুরুষ বাস করেন। উঁহারা

প্রাকৃতিক স্থলদেহবিসম্বল, শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট,

স্বপ্নমুক্ত ও পাপবিবর্তিত। পাপাত্মারা উঁহাদিগকে অবলো-

কন কবিলে তাঁহাদের নেত্র দৃষ্ট হইয়া যায়। উঁহাদিগের

দেহ, বস্ত্রাঙ্গুর ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও চরণতল রেখা-

শতসংযুক্ত। উঁহারা মান ও অপমানে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন।

উঁহাদিগের মুকুট চাঁটি, ক্ষুদ্র দণ্ড ষাটটি ও দীর্ঘ দণ্ড আটটি।

ঐ সমস্ত অলৌকিক রূপযোবনসম্পন্ন যোগপ্রভাবলজ বলবীর্ঘ্য-

বৃদ্ধ মহাপুরুষেরা, যাঁহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশাস্তচিত্ত

মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্ব-

ব্রহ্মা বিশ্বমুখ স্বর্ঘ্যের ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে

পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উজ্জিশৃঙ্খ, নিরাহার, স্পন্দ-

বিবর্তিত, স্বপ্নমুক্ত যেতদ্বীপনিবাসী পুরুষেরা কিরূপে জন্ম-

গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের কিরূপ সঙ্গতিই বা লাভ

হইবে? ইহলোকে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা কি

যেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায়
বিষয়ই জ্ঞাত আছেন ; অতঃ
ছেদ করুন । ইহা জ্ঞাত হইব
হল উপস্থিত হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ
প্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার উত্তর প্রদান উপলক্ষে
সব সুবিশীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট কথার কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

তুমি আমায় ভক্তিপরায়ণ পরম ধার্মিক এক
ভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি
সম্বা-
ভাব ছিল । ঐ সময়ে সাম্রাজ্য

অধিকার করিয়াছিলেন । উনি সর্বাঙ্গে স্তূত পঞ্চ-
রাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক বিষ্ণুর অর্জনা করিয়া পরিশেষে
পিতৃগণের পূজা করিতেন । তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-
দিগকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন । ঐ সত্য-
পরায়ণ ও দয়াবান ভূপতি অনাদি অনন্ত লোকশ্রেষ্ঠা দেবদেব
ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন । দেব-
রাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি দর্শনে যাহার পর
নাই প্রীত হইয়া উহার সহিত এক শয্যা শয়ন ও এক আসনে
উপবেশন করিতেন । রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধন-
সম্পত্তি, স্ত্রী ও যানবাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্য বস্তু নারায়ণ-
প্রসাদলব্ধ বলিয়া তাহারেই সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন ।
তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক কামা ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয়
কর্ষ্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন । তাহাব আলয়ে পঞ্চরাত্র-
বিং প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভোগ্য দ্রব্য সমুদায়
প্রীতি পূর্বক সর্বাঙ্গে ভোজন করিতেন । ঐ মহীপাল যখন
ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে তাহাব মুখ হইতে
কদাচ মিথ্যা বাক্য বিনিঃসৃত বা মনোমধ্যে কোনরূপ অসৎ
কল্পনা সমুদিত হইত না । অতি অল্পমাত্র পাপ কাষেরও
অনুষ্ঠান করিতেন না । ঐ রাজা সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট
নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন । এক্ষণে
ঐ নীতিশাস্ত্র যে রূপে প্রণীত হইল, তাহাও কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর ।

পূর্বক সুরেকপর্বতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ,
ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থান করি-
তেন । ঐ সপ্তবিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত । স্বায়ম্ভুব
মহু উইাদিগের অষ্টম । ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংঘী

ত্রিকালজ সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে
সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন । উইারা একমতাবলম্বন পূর্বক
লোকের হিতকর বিষয়সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া
সমস্ত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করে
অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্তন
নানাপ্রকার নিয়মপ্রণয়ন
অন্যান্য তপো-

নারায়ণের আরা-
প্রতি প্রসন্ন হইয়া

করিবার নিমিত্ত আদে, করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনের
নিমিত্ত উইাদের শরীরে প্রবেশ করেন । তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ-
গণ দেবী সরস্বতীর সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতু-
গত শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য হন । এই সর্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই
সর্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয় । মহর্ষিগণ এই ওঁকার স্বরসমল-
কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্বপ্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে
শ্রবণ করাইলেন । অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্র শ্রবণে
যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপো-
ধনগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তোমরা এই
যে লক্ষ শ্রেণিকায়ক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছ, ইহা
হইতেই সমগ্র লোকধর্ম্ম প্রবর্তিত হইবে । ইহা শব্দ, যজু,
সাম ও অথর্ব বেদের অবিরোধী ; স্মৃত্যং ইহাই লোকের
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে । ব্রহ্মার
প্রসন্নতা, রুদ্রদেবের ক্রোধ, তোমাদিগের প্রজ্ঞাসৃষ্টি, সূর্য্য,
চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব
অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয়বিষয়ে যেমন
কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেই রূপ আমি কহিতেছি,
তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে
না । স্বায়ম্ভুব মহু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্তন করিবেন ।
বৃহস্পতি ও গুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র
অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন । ইইারা সর্বত্র এই শাস্ত্র
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে রাজা উপরিচর বৃহস্পতি হইতে ইহা লাভ
করিবেন । সেই রাজা সন্তাবসম্পন্ন ও আমার প্রতি অতিমাত্র
ভক্তিপরায়ণ হইবেন । তিনি তোমাদিগের এই শাস্ত্রানুসারে
সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন । তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র
সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গুহ্য বিষয়সমু-
দায় বিশেষ রূপে কীর্তিত হইয়াছে । তোমরা এই নীতিশাস্ত্র
প্রচার করিয়া পুত্র লাভ করিবে এবং রাজা উপরিচরও ইহার

প্রভাবে সাতিশয় সমুদ্রশালী হইবেন। উপরিচরের লোকা-
স্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে।
পুত্রবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায়
করিয়া দিলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহ-
স্পতি মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদ-
বেদাদি পুস্তক সমর্পণ করিয়া তপোমু-
র্তানার্থ অভিলাষিত হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

বৎস! মহাকল্পের অবসানে নানাগুণসম্পন্ন অঙ্গিরার পুত্র
বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ পূর্বক দেবতাদিগের পোষ্যগ্রহণ
করিলে দেবগণ যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। মহারাজ
উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রদীত সমুদায়
শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ রাজা দৈববর্ষি অমুসারে সুরপতি
ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন। উনি মহা সমারোহে
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি
হোতা এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি মনুধাণ্য,
বৈভ্য, অর্ক্যাবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদাশরা,
শালিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ঠ ও দেবহোত্র সদগু হইয়াছিলেন।
নবপতির আত্মক্রমে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয়দ্রব্যসস্তার সঞ্চিত
হইয়াছিল। মহারাজ উপরিচর এরূপ অহি-সাপবারণ ছিলেন
যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পণ্ডহত্যা করেন নাই; অরণ্যসমুদ্র বস্ত্র
ধাবার যজ্ঞভাগ সমুদায় কলিত হইয়াছিল। সংসারভাবহীনা
ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন
হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহারই আশ্রয় প্রদর্শন
পূর্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন। ঐ সময় আব কেহই তাঁহারে
দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অলক্ষিত-
ভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায়
নারায়ণের ভাগ কলিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রব্ধ উদাত
করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, মহারাজ!
এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করি-
লাম, ইহা তিনি মুর্ত্তিমান হইয়া আমার সমক্ষে গ্রহণ করিবেন,
সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপরিচরের যজ্ঞ সমুদায়
দেবতা মুর্ত্তিমান হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু

ভগবান্ নারায়ণ। নিম্ন

হইলেন? তাহা

ভীষণ কহিলেন, যজ্ঞ

গণ বৃহস্পতির প্রসন্ন

সত্যযুগের ধর্ম নহে;

অবশ্য কর্তব্য। আপনি

তাঁহার ক্রোধ নাই। ঐ মহ

ঐহাং দর্শন করিত পারেন

দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।

দ্বিত ও ত্রিত বৃহস্পতির পিতা

আমরা ব্রাহ্মণ

যজ্ঞের সাক্ষ্যকার

বর্ষী সূর্য্যের উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমন পূর্বক একপদে

দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র

বর্ষ কঠোর তপোহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তপোহুষ্ঠান সমা-

পনের পর আমাদিগের অবতৃত স্নানসময়ে দক্ষ ও গুণ্ডার স্বরে

এই আকাশবাণী আমাদের কর্ণবৃহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে

প্রিয়গণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ

হইয়া তাঁহার সাক্ষ্যকারীভূতের নিমিত্ত অত কঠোর তপোহু-

ষ্ঠান করিয়াছ বটে; কিন্তু তাঁহারে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে

নিতান্ত দুষ্কর। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপ নামে

এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্ড্রের স্থায়

তেজস্বী বচসংখ্যক মহাত্মা বাস করেন। উহারা সকলেই

ইন্দ্রিবিহীন, স্পন্দহীন, অগন্ধযুক্ত ও নারায়ণের প্রাত দৃঢ়ভক্তি-

পরায়ণ। ঐ মহাত্ম্যবাই পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের

সাক্ষ্যকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারা-

য়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। অতএব তোমরা যদি তথায়

গমন করিতে পার, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভ

করিতে পারিবে।

এইরূপ দৈববাণী হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিলাম। অতি-

মাত্র ব্যগ্র হইয়া ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দৈবনির্দিষ্ট মার্গ

অবলম্বনপূর্বক তদাচরিত্তে সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম;

কিন্তু সেই স্থানে গমন করিলাম। আমাদিগের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ

হইয়া গেল। তখন আমরা সেই পূর্বম পুরুষের কথা মূরে

ধাকুক, তদ্রূপ অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎকাল পরে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হইলে আমরা, কঠোর

তপোবল না থাকিলে কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে

রিবামাত্র

ভামণ্ডল

ভগবান্

। ঐ

শাপ

হলেন,

চন।

শ্বেতদ্বীপনি
বিষয়ই জ
ছেদ কর
হল উপা
ভী
প্রবণ ক
সেই

ইহানে পুনরায় সাত
দ্বীপিগের ঐ তপস্তা
সুন্দর সর্বলক্ষণসম্পন্ন
হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে
প্রচিতে ভগবান্ নারা-
হাদিগের প্রতি প্রসন্ন
পাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপ-
ভাগ-পন্ন। আমরা তত্তত-
পন্ন দেখিয়া সেই
মন

ইহল। ঐ সময় সেই শ্বেতদ্বীপানবান্দেরা আমাদিগের সর্বাপ্রা-
গমন করিব; এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাজ্জলিপুটে ভগ-
বান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে মহাবেগে
ধাবমান হইয়া তাঁহারে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে
সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদিগের দৃষ্টি, বল ও
ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এই-
মাত্র শব্দ আমাদিগের কণ্ঠহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে পুণ্ডরী-
কাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে জম্বীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন
মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমারে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ
গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিবা পুষ্প ও ওষধি বহন করত প্রবাহিত
হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ পরম ভক্তি-
সহকারে কায়মনোবাক্যে সেই তেজঃপুঞ্জের পূজা আরম্ভ করি-
লেন। তৎকালে সেই মহাদ্বাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই
আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমু-
পস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ
হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। ক্রিয়াক্ষণ পরে
বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা
নিতান্ত চিন্তাকুল হইলাম। ঐ সময় সেই বিগ্ৰহযোনি-
সমূহ সহস্র সহস্র মহাদ্বাদিগের মধ্যে একজনও আমাদিগের
প্রতি সনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সক-
লেই স্মৃতিতে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিন্ত সমাধান করিয়া
রহিলেন।

এইরূপে আমরা ইতিকর্ষব্যতাবিমুক্ত হইয়া সেই স্থানে নিবল
হইলে ক্ষণকাল পরে এই আকাশবাণী প্রাক্তভূত হইল যে, হে
যুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণকে সন্দর্শন
করিলে, ইহারা বাহ্যেজিয়শূন্য; ইহারা ভগবান্ নারায়ণের

সহিত সাক্ষাৎকারলাভ সমর্থ হন। তোমরা অচিরেই স্বস্থানে
প্রস্থান কর। ভক্তিবিশীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপশ্চর্য্য করিয়া
করিতে একেবারে তদগতচিত্ত হইতে পনিয়াও তাঁহার সহিত
নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায় না। এই কার্য
কর্ম শেষ হয় নাই। ইহা দেখিয়া বৈবস্বত কল্পে
সদেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত
সেই সময়ের সহচর হইতে হইবে।

এরাচার্য্য! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুল্য অমৃত
আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে
অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্তা
ও হব্য কব্যা প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ
করিতে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহারে সন্দর্শন
করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা, হব্যকব্য-
ভোজী, জরামৃত্যুবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্তগণ এইরূপে
বিবিধ অনুন্নয় বিনয় করিলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাদ্বা
বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ
সমাপ্ত হইলে সত্যধর্ম্মপরায়ণ নরপতি উপরিচর পরম স্নেহে প্রজা
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে কল্বেবর পরিত্যাগ
পূর্ব্বক স্বরলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাদ্বা বহুকাল স্বর্গে
বাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে
প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র
বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি
দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্রজপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে
পুনরায় মহীতল হইতে উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া-
ছিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা উপরিচর অভিশয়
বিষ্মুক্ত ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দেবলোক হইতে পরি-
ত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে মহর্ষিভিষ্মসংবাদ
নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
একদা স্বরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজ্ঞেয়দন করিয়া যজ্ঞা-

হুষ্ঠান করাই কর্তব্য । শাস্ত্রানুসারে ছাগপুণ্ডরেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দিষ্ট আছে, কীটপতঙ্গ ইহা হুষ্ঠান করিবে । বীজের নামই অজ ; অতএব হুষ্ঠান করা কদাপি কর্তব্য নহে । যে ধর্ম্মে পণ্ড-
 ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহা মলোকে ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যাইবে না । অতএব অজ কর্তৃশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ । এই যুগে পণ্ডহিংসা করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে ?

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, সুরগণ ! এই মহাশ্বাই আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন । এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর ; ফলতঃ ইনি সর্বংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না ।

তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ছাগপুণ্ড ও ওম্বি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য ? আমাদের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; তুমি উহা নিরাকরণ কর । আমাদের মতে তুমি বাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ । তখন মহারাজ বহু কৃতাজ্ঞলিপুটে তাহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার বিরূপ অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন । মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদের মতে ধাতু দ্বারা যজ্ঞ করা বিধেয় । কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপুণ্ড ছেদন করাই শ্রেয়ঃ । এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা প্রকাশ কর । তখন মহারাজ বহু দেবগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় । তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ ; অতএব অচিরেই দেবলোক হইতে পরিত্রষ্ট হও । আজি অবধি তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল । তুমি আমাদের অভিশাপ প্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে

প্রবেশ করিবে । মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন । কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে ভগবান্ বিলুপ্ত হইল না । ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া হিরণ্যে উপরিচর বহুর শাপ শাস্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাহারা কহিলেন, এই মহাশ্বা আমাদেরই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন । এক্ষণে ইহার শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদের কর্তব্য । তাহারা পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতে মনো-
 মনো উপরিচরকে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিলুপ্ত হইয়াছে । তিনি সুরাসুরগণের পক্ষ ধরুক । তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন । এক্ষণে মহাশ্বা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । উহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । অতঃপর তোমারে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে । অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থ তোমারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যত দিন ভূগর্ভে বাস করিবে, তত দিন, যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে যুতধারা প্রদান করিবেন, সেই যুত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইবে । ঐ যুতধারারে লোকে বহুধারা বলিয়া কীর্তন করিবে । এক্ষণে তুমি হুঃখিত হইও না । তুমি যখন ভুববরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বহুধারা ও আমাদের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমারে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না । আমরা তোমারে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্বদেবপ্রদান ভগবান্ বিলুপ্ত হইয়া তোমার প্রতিপ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমারে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন । দেবগণ, মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া স্বর্ষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাহারই উদ্দেশে পঞ্চ কালে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ রাজা উপরিচরের ভক্তি দর্শনে যাহার শর নাই প্রীত হইয়া মহাবেগসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৈনতেয় ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল উপরিচর বহু ক্রোধবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । এক্ষণে

তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি
ছেন। অতএব তুমি আমার
রাজ্যে নভোমণ্ডলে আনয়ন
বিস্তার পূর্বক বায়ুবেগে ভূগ-
সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে গ্রহণ
করিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিল।
মহারাজ উপরিচর পুনরায় দেব-
প্রদর্শন করিয়া-
সারে অবিলম্বে ঐ
বিহগরাজ পক্ষস্থ
উপরিচরের সমীপে
না নভোমণ্ডলে গমন
করিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিবার
পরিচয় করিয়া একলোকে
প্রদর্শন করিলেন।

মহারাজ উপরিচর

দেবগণের অন্তর্গত
তিনি কেবল দেবাদিদেব হরির
তেন বলিয়াই
অচিরে তাঁহার শাপ শাস্তি ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল।
এই আমি তোমার নিকট উপরিচর রাজার বৃত্তান্ত কীর্তন করি-
লাম। এক্ষণে নারদ বৈষ্ণবে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও
আনুপূর্বিক কীর্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত
হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্রস্থ মানবগণকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে
তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও মনে মনে তাঁহার
অর্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি ভূগবান্ নারায়ণের দর্শনভি-
য়াবে জপপরায়ণ ও উদ্ধবাহ হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই নির্ভণ
বিশ্বময় নারায়ণের স্বরূপাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেব-
দেবশ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নির্ভণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ, পুরুষো-
ত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অনৃত্যক্ষ, অনন্তদেব,
আকাশ ও নিত্যস্বরূপ। কাঁচ্যাকারণ দ্বারা কখন তোমারে
জ্ঞাত হওয়া যায়; আবার কখন অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য।
হে নারায়ণ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় বস্তুর ফল
প্রদ। তুমি প্রজাপতি, সুপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি,
উজ্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি,
সলিলপতি, পৃথিবীপতি ও দিকপতি। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে
তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক। তুমি অপ্রকাশ ও
ব্রহ্মার বেদোপদেশ। তুমি যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদিস্বরূপ। শাস্ত্রে
তোমারেই মহারাজিকাদিগণ চতুষ্টয় বলিয়া কীর্তন করিয়া
থাকে। তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল। তুমি যজ্ঞের

প্রধান সাত ভাগ অঙ্গীকার করিয়া থাক। তুমি চতুর্দশ যম,
যমপত্নী, চিত্রগুপ্তাদিস্বরূপ। তোমারে তুষিত ও মহাতুষিত
নামক দেবগণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তুমি অগ্নি ও
আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেন্দ্রিয়
ধীন। তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, অগ্নি ও যজ্ঞের অঙ্গ
এবং ক্রতি

তুমি দিবা, রাত্রি,
এই পঞ্চ কাল বিধাতার অধি-
শূন্য তোমারই মহিমা কীর্তিত আছে। তুমি

মনোজ্ঞিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের
সম্ভব হয়। তুমি ব্রহ্মারও নিয়ন্তা। তুমি বেদব্রত সমাপ্ত করিয়া
অবভৃতে পুত্র হইয়াছ। লোকে তোমাকে হংস, পরমহংস,
মহাহংস, পরমযাজ্ঞিক, সাংখ্যাবোগ ও সাংখ্যমূর্তি বলিয়া নির্দেশ
কবে। তুমি জীব, রূদ্র, ইন্দ্রিয়, সমুদ্রজল, বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে
শয়ন কর বলিয়া তোমারে অমৃতেশ্বর, হিরণ্যেশ্বর, দেবেশ্বর,
কুশেশ্বর, একেশ্বর ও পদ্মেশ্বর এই ছয় নামে আহ্বান করা যায়।
তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বক্সেন, জগতের আদিকারণ ও প্রকৃতি।
তোমার আশ্রয়শ্রী অগ্নিস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আলতি, সাংখ্যি,
বসুটকার, ওজস্ব, তপস্বী, মন, চন্দ্রনা, চক্ষু, আজ্ঞা, স্বর্বা, দিগ্গজ,
দিগ্ভাষ, বিদগ্ভাষ, হৃদগ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রায়, ব্রহ্ম-
বাদি বর্ণের রক্ষাকর্তা, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, ষড়ঙ্গবেদ, প্রাগ্-
জ্যোতিষজ্যোতি, সামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অগ্নিশিখা,
পঞ্চ মহাকল্প, ফেনপাচাৰ্য্য, বালখিল্য, বৈপানস, অভয়যোগী,
গরিসম্মাধিহীন, যুগাদি, যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ,
কৌশিক, পুণ্ড্রিত ও পুণ্ড্রিতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্তা ও বিশ্ব-
রূপী। তুমি নাচিকেত নামক অগ্নিতে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ।
তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমধ্যবিহীন।
তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাদিবাস, যশোবাস, তপোবাস, দয়াবাস,
লক্ষ্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্বাবাস।
তুমি বাসুদেব, সর্বচন্দ্রক, হরিহর, অখমেধ, যজ্ঞভাগহর, বর-
প্রদ, সুখপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র,
অতিকৃচ্ছ্র ও সর্বকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী,
নৈষ্ঠিক, বেদজিয়, অজ, সর্বগতি, সর্বদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ,
অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময়শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হির-
ণ্য, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজা সমূহের
সৃষ্টিসংহারকর্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখণ্ডী, বরপ্রদ ও পুরোডাশ-
ভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার

তুচ্ছ বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সমুদায় কার্যে প্রবৃত্ত ;
আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী,
ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বমুষ্টি, মহামুষ্টি, বান্ধব ও ভক্তবৎসল। তোমারে
হে ব্রহ্মণ্যদেব ! আমি তোমার নিতান্ত
ভক্ত ;

চত্বারিংশদধিক শ্লোকসম্বলিত পর্বোধ্যায় ।

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষিনারদ এইরূপ পবন শুধু নাম সমুদায়
উচ্চারণ পূর্বক বিধিরূপ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিলে তিনি
প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবর্ষি
নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যানেন্দ্র অসংখ্যামরক অসংখ্যবাহ ও
অসংখ্যোদব মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছেন।
তাঁহার শরীরের কোন স্থান চক্রে ন্যায়, কোন স্থান অগ্নির
ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ছায়, কোন স্থান ক্ষটিকের ছায়,
কোন স্থান নীল কজলের ছায়, কোন স্থান সুবর্ণের ছায়,
কোন স্থান প্রবালের ছায়, কোন স্থান খেও বৈদূর্য্যমণির ছায়,
কোন স্থান নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান ইজ্ঞনীলমণির
ন্যায়, কোন স্থান ময়ূরীষ্যাবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তহারের
ন্যায় বর্ণে সুশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতাস্থ অব্যক্ত।
তিনি এক মুখে ওঙ্কারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য মুখ
সমুদায়ে আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং
তাঁহার কবে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ গুল মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড
কাষ্ঠ ও অলিত জ্ঞাতশন বিদ্যমান রহিয়াছে। চরণে অপূর্ণ
পাদুকা শোভা পাইতেছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের
সেই অপরূপ রূপ দর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহারে
অভিবাদন ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন সেই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে ! পূর্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত
আমার দর্শনলাভসময় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু
তাঁহারা আমায়ে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ঐকান্তিক
ভক্তি না থাকিলে কেহই আমায়ে দেখিতে পায় না। তুমি
আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ; এই নিমিত্ত আমার দর্শন
লাভে সমর্থ হইলে। আমার এই মুষ্টি ধর্ম্মের গৃহে চারি অংশে
সমুৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব তুমি নিরন্তর সেই সমুদায় মুষ্টির
আরাধনা করিবে। আজি আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন

হইয়াছি। অতএব যদিও আমার কোন বরলাভের বাহা থাকে,
তাহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, প্রভো ! আজি আমি আপনায়ে দর্শন
করিয়া তপস্তা, যম ও ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ ফল লাভ করিলাম। যখন
আমি আপনার এই মুষ্টি দর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন
আমার অন্য অন্য বর কি ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে পুনর্বার কহিলেন, বৎস !
এই চক্রে ন্যায় দেদীপ্যমান ত্রিতৈশ্রিয় ভক্তগণ আহাববিহীন
হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছেন। তুমি এই

করিলে ইহাদিগের মন হইতে পাপ
লভে অন্য
রজ ও তমো
প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিষ্কল লাভ করিয়াছে। ইহারা
পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। যিনি রূপ,
রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বিহীন, ত্রিতৈশ্রিয় এবং সর্বলোকের
আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ ; প্রাণিগণের দেহনাশে সাহার নাশ নাই ;
যিনি অজ, নিত্য, নিগুণ, নিরাকার, চতুঃসিংশতিতত্ত্বাতীত,
ক্রিয়াবিহীন ও জ্ঞানদৃশ বলিয়া অভিহিত হন এবং ব্রাহ্মণগণ
বাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমা-
ত্মাদেই বাসুদেব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য
ও মহিমা সর্বত্র বিবাজিত রহিয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্যে
কদাচ লিপ্ত হন না। সর্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ জীব-
মাত্রেয়ই দেহে নিরন্তর অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ
সমুদায় গুণেব ভোক্তা ; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদায় হইতে
পৃথক্। তিনি নিগুণ, গুণপালক, গুণস্রষ্টা ও গুণাতীত বলিয়া
অভিহিত হন। সমুদায় জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে,
জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু, আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে ও
প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম
কিছুতেই লীন হন না ; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।
ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমায়ক সমুদায় প্রাণীই অনিত্য ; কেবল
সেই সর্বভূতের আত্মভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র
মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত
শরীর উৎপন্ন হয় না, তজ্জগৎজীবিত শরীরস্থ বায়ু কোন ক্রমেই
সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে
আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টায়ুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা

সেই জীবাগ্নারেই ভগবান, সর্গের বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সর্গের প্রাচীরের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্বভূতের মঙ্গলকালে সমুদায় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি স্বরূপ। তাঁহা হইতে কংসের কার্য ও স্বাবরজস্রম-পরিপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপত্তি। তাঁহা হইতেই জগৎ ও সর্ব-কার্যের প্রকাশক বলিষ্ঠ জীবাগ্নার সর্গের প্রাচীরের উৎপত্তি হয়।

স্বাবরজস্রমায়ক সমুদায় জগৎ হইতেই সৎ, অসৎ, ক্ষয় ও পদাধার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার ভক্তগণ মুক্ত হইয়া আনাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আমায়েই চতুর্ভুজ শক্তি তত্ত্বাতীত নিগূণ, নিজস্ব, নির্দ্বন্দ্ব ও নিস্পরিগ্রহ পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি আমায়ে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ; কিন্তু বস্তুতঃ আমার রূপ নাই। অমনি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার করিতে পারি। তুমি কেবল আমার মায়াপ্রভাবেই আমায়ে এইরূপ দর্শন করিতেছ। হে দেবর্ষে! এই আমি তোমার নিকট মুক্তিচতুষ্টিয়ের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীতন করিলাম। পণ্ডিতেরা আমায়েই জীবস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে। ভাবদ্রব্য পদার্থ নহে; অতএব আমি জীবাগ্নারে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয়। আমি সর্বস্থানে ও সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। প্রাণিগণের দেহ বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হয় না। লোককনিদান বেদপাঠনিষ্ঠ চতুরানন ব্রহ্ম আমার নাশবিধ কার্যের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রুদ্রদেব ক্রোধপ্রযুক্ত আমার লগাটদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এই দেখ, একাদশ রুদ্র আমাব দক্ষিণ পাশ্বে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বাম পাশ্বে, অগ্নিনীকুমারদ্বয় পৃষ্ঠভাগে, দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবক্ষ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য যজ্ঞ, অমৃত, ওষধি, তপস্রস, নিয়ম, সংযম, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লক্ষী, কীৰ্ত্তি পৃথিবী, বেদমাতা সরস্বতী, জ্যোতিশ্রেষ্ঠ, ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্ভুজ পিতৃগণ সকলেই আমাতে অবস্থান করিতেছেন। দেব

ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অধিতীর আদি পিতা। আমি হরগ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সমুদ্রমধ্যে প্রভাসহকরে প্রবৃত্ত হবাকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমি যজ্ঞরূপী হইয়া ভগবান্ ব্রহ্ম আমাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া যজ্ঞাভ্যাসপূর্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তদ্বিকল্পে আমি তাঁহাকে হইয়া তাঁহারে এই বলি- হে ব্রহ্ম! তুমি কল্পের অধিকতা করিবে, তাহা কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে পারিবে না। তুমি বরাভিলাষীদিগকে বর প্রদান করিতে পারিবে। দেব, অসুর, ঋষি, পিতৃ ও বিবিধ জীবগণ তোমার উপাসনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য সাধনার্থ অবনীমণ্ডলে অবস্থান করি। হইলে তুমি আমায়ে পুত্রের স্থায় শাসন ও কার্যে নিয়োগ করিবে। হে তপোধন! আমি ব্রহ্মারে এইরূপ বিবিধ বরপ্রদানপূর্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি; নিবৃত্তিই পবন ধন্য, অতএব নিবৃত্ত অবলম্বন করাই সকলের কর্তব্য।

সাম্ব্যশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যেরা আমায়ে বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন স্বর্ঘ্য-মণ্ডলস্ত কপিল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগত ও যোগশাস্ত্রে যোগাত্মক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু সহস্রযুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্বক স্বাবরজস্রমায়ক সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সতি বিহার করিব। অনন্তর আমার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমার আদি মুক্তি বাহুর হইতে অনন্তদেব, সর্গের হইতে প্রজা, প্রজা হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারংবার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বর্ঘ্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অস্ত-গমন করিলে, কাল যেমন বলপূর্বক পুনরায় তাহারে স্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সমাগরা ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্বক পুনরায় ইহারে স্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগবিত দিত্তিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপুনাশের পর বিাবোচনের বলি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে না। সে ইজ্ঞকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোক্য

অপহরণ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত বলি এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলে আমি কস্তুরের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্বক দেবগণের অবধা-দানবের বলিগে পাতালবানী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্র-অধিপতি হইয়া দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে আমি দেবগণের গ্রহণ পূর্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া দেবগণের পূর্ণনাশ করিয়া ফেলিব। তৎপরে ত্রৈলোক্যের পূর্ণনাশ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইয়া দেবগণের পূর্ণনাশ করিয়া ফেলিব। মহর্ষিঋষি জিত মহর্ষির হিংসার প্রবৃত্তি হইবে। ইহা শুনিয়া নারদ কহিলেন। উহাদিগের বংশে যে সকল বানর জন্ম গিয়াছিল, তাহারা ইন্দ্রতুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইবে। আমি দেবকার্য-সাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পুলস্ত্যকুলকলক রাক্ষসপিপতি রাবণকে সর্বশেষে বিনাশ করি। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দ্রাঘা কংসের বিনাশসাধনের নিমিত্ত মথুরা নগরীতে আমার জন্ম হইবে। ঐ স্থানে আমি সুরবৈরী অশুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারকায় বাস করিব। আমি তথায় বাস করিয়া দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহারী নবকাসুর এবং ভোম, মরু ও পীঠনামক অশুরগণকে হনন করিয়া প্রাগ-জ্যোতিষপুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণদাজের প্রিয়কারী সুরগণ-পূজিত মহেশ্বর ও কাঙ্ক্ষিকেকে পরাজয় এবং বলিহীন সহস্র-বাহুসম্পন্ন বাণদাজের পরাজয় করিয়া সৌভবিমাননিবাসী সমস্ত অশুরকে সংহার্য করিব। আমার কৌশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র কালযবন প্রাণ পবিত্রাণ করিবে। ঐ সময় সমুদায় ভূপতিবিরোধী মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অশুর গিরিজের রাজা হইবে। সেই দ্রাঘা আমার অপ্রিয়চরণ করিয়া আমার বুদ্ধপ্রভাবেই যুধামাণ্ড্য আত্মসমর্পণ করিবে। জরাসন্ধ বিনাশের পর ধন্যরাজ যুধিষ্ঠিরের বাজস্য যজ্ঞে পৃথিবী সমস্ত ভূপালগণ সমাগত হইলে আমি তাহাদের সমুদ্রে শিশুপালকে বিনাশ করিব। এই সকল কার্যকালে একমাত্র মহাশক্তি অর্জুনই আমার সাহায্য করিবেন। তৎপরে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তৎকালে সকলেই কহবে যে, মহাশক্তি নর ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্যসাধনের পনিমিত্ত কৃষ্ণার্জুনরূপে ক্ষত্রিয়কুল নিখিল করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভারের পর আমি স্বেচ্ছাক্রমে ভূভার হরণার্থ দ্বারকাপুরী উন্মূলিত করিব। আমারই প্রভাবে যদুবংশীয়গণ মোক্ষ হইয়া পরম্পর বিনষ্ট হইবে। এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে বাসুদেবাদি মুক্তিচতুষ্টয় ধারণ পূর্বক

প্রভূত কার্য সমাধা করিয়া লোক সমুদায় লাভ করিব। আমিই হংস, কুর্মা, কাক, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, কৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমি পুরাণের উদ্ধার সাধন করি। বেদ ও শ্রুতি সত্যযুগে প্রভূত হইয়া পুরাণে উদ্ধার তাৎপর্যার্থ বর্ণিত আছে। আমার পুরাণ বারংবার প্রোক্ত হইয়া লোককার্য সাধনপূর্বক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে নারদ! আত্মনির্ভর মনে আমার দেহপূর্ণনাশ করিলে, ত্রৈলোক্যের পূর্ণনাশ করি। আমি আমার পরম ভক্ত নারদকে এই বলিয়া নিকট পুণ্ড্রবনস্থিত নারদকে এই বলিয়া

বিষমবাক্যে কহিলেন। নারদ কহিলেন। এই বলিয়া অচিরেই অস্তিত্ব হইলেন। নারদ ও অভিলষিত অশুর-গ্রহ লাভ করিয়া নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি এই নারায়ণ মুখনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ ব্রহ্মার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ত্রৈলোক্যে যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্তনীয় মহাশক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্বে উহা অবগত ছিলেন না? সর্বলোকপিতামহ ত্রৈলোক্যে বিষ্ণুর সদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

তিনি কহিলেন, ধন্যরাজ! সহস্র সহস্র মহাকল্প, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও সহস্র সহস্র প্রলয় অতীত হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ত্রৈলোক্যে প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবধিই পরমাত্মা বিষ্ণুরে আপনা হইতে অধিক ও আপনা-বশত বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্বে মহাশক্তি নারায়ণের অনন্ত মহাশক্তি তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নারদের মুখে ঐ মহাশক্তি শ্রবণ করিয়া আপনার আশ্রয়ে যে সমস্ত সিদ্ধপুরুষ সমাগত হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে স্বর্গদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধপুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার যুগ্মসহস্র অগ্র-গামীর নিকট উহা কীর্তন করেন। তৎপরে ঐ সমস্ত স্বর্গ-সহস্র সহস্র স্রমের পর সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়া-ছিলেন। অনন্তর অসিতদেব দেবগণের মুখে সেই মহাশক্তি শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট কীর্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমাকে উহা শ্রবণ করাইয়া-ছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মহাশক্তি কীর্তন করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাহারা এই দ্বিমুখমাহাশক্তি

শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই
থাকেন। যে ব্যক্তি বিকৃত
নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরা
তুমি পূর্বে আমার নিকট যে
উহা তৎসমুদায়ের সার।
অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন,
খ্যান হইতে এই অমৃতোপ
এই মহাত্মা একান্তমনে

হুয়ে পূজা করিয়া
কদাচ তাহার
কীৰ্ত্তন করিও না।
নি শ্রবণ করিয়াছ,
গণ সমুদ্র মন্তন করিয়া
ক্লগণ অনেক উপা-
সংগ্রহ কবিয়াছেন।
চনিত এই উপাখ্যান

আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি
এই মহাত্মা জ্ঞাত হই।
হয়, তাহার হৃদয় সকল
সফল হইয়া থাকে এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন
করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম-
রাজ! তুমি ভক্তিসংস্কারে সূতত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের
অর্চনা কর। তিনি সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু। সেই
ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্ন হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তীর্থে যথেষ্ট ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ
মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্ময়প্রায় হইলেন এবং বারং
বার “নারায়ণের জয় হউক” এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র
জপ করিতে লাগিলেন। আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদৈবায়ন
প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ এবং আকাশপথ অবলম্বনপূর্বক
ক্ষীরোদসাগরে গমন ও নারায়ণের অর্চনা করিয়া পুনরায়
আপনার আশ্রমে আশ্রয়ন করেন।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা
জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আত্মপূর্বক কীৰ্ত্তন করিলে
রাজা তদন্তসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আপনারা সক-
লেই নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ। আপনারা মহর্ষি
শৌনকের যজ্ঞ পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদির অনুষ্ঠান
করুন। পূর্বে আমার পিতা আমার নিকট এই পরম্পরাগত
কথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! বেদবেদাঙ্গবিদ ভগবান্

নারায়ণ একাকী কি রূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্তা হইলেন এবং
কি নিমিত্তই স্বয়ং নিবৃত্তিধর্মনিরত কামাশীল ও নিবৃত্তিধর্মের
প্রভা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকমাত্র
নিবৃত্তিধর্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবতার
যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন? এই
শয় সংশয় উপস্থিত হই

প্রবণ করিয়া
বৈশম্পায়ন জনমেজয়-
তাঁহারে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি
সেই কথা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, তাহা
আপনার সংশয় দূরীভূত হইবে। একদা মহাবাজ জন-
মেজয় মহাত্ম্য বৈশম্পায়নের নিকট নারায়ণমহাত্ম্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কহিলেন,
একমাত্র মোক্ষই পরম স্রবের মূল; যাহারা পাপপুণ্যবিবর্জিত
হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পাবেন, তাঁহারাই অতুলতেজস্বী
ভগবান্ নারায়ণে লীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অশ্রু ও
মানবগণ প্রবৃত্তিধর্মে নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে
ছেন এবং একাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক
প্রবৃত্তিধর্মে নিরত হইয়া ইবাকব্য ভোজনে আসক্ত হইয়াছেন,
তখন আমার বোধ হয়, মোক্ষধর্ম নিতান্ত দুর্লভ। নিশ্চয়ই
বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমাত্মায় লীন হইবার উপায়
পরিজ্ঞাত নহেন। সেই নিমিত্তই কি তাঁহার শাস্ত মৌন্যমার্গ
পরিত্যাগ পূর্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বারংবার স্থানচ্যুত
হইতেছেন? যাহা হউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও নিবৃত্তিমার্গ
পরিত্যাগ পূর্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন মোক্ষ
ধর্মকে কি রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে? হে
ধর্মরাজ! এই সংশয় হৃদয়নিখাত শল্যের জ্বালা আমাকে উদ্বে-
জিত করিতেছে। অতএব আপনি, দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের
ভাগগ্রাহী হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা লোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহা
দিগকে আরাধনা করে, বিশেষতঃ যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ
গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক
কাহারে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদায় বিস্তারিতরূপে কীৰ্ত্তন
করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন
তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষ-
য়ের প্রশ্ন করিয়াছ। তপস্তা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে
কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্বে আমরা

এরূপ প্রশ্ন করাতে আমাদিগের আচার্য্য মহর্ষি বেদবাস আমা-
দের নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার
নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্মৃশ্চ, জৈমিনি, পৈল, শুক-
দেব, কাত্যায়নি, আমরা পাঁচ জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করি-
তামিহ। তৎকালেই সাক্ষাৎসাক্ষ্যে চিত্তাক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয়
ছিলাম। তৎকালেই আমরা বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন
করাইরেম। তৎকালেই আমরা বিজ্ঞানসা করিলে,
আমরাও একদা সিদ্ধচারণকরিতাম। তৎকালেই আমরা
বেদাভ্যাস করিতে করিতে গুরুর নিকট গিয়া
ছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলে, অজ্ঞানানশী পরমেশ্বর
বেদবাস আমাদিগকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ!
আমি পূর্বে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। সেই তপো-
বলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি
ইন্দ্রিয় সমুৎপন্নক অতি কঠোর তপোভূতানে প্রবৃত্ত হইলে
ক্ষীরোদনিবাসী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া-
ছিলেন। তাহার প্রসন্নতানিবন্ধনই আমার বৈকালিক জ্ঞানের
স্বাভিভাব হয়। আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে
সমুদায় খটনা অবলোকন করিয়াছি, তাহা আত্মপুঙ্খক কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। সাক্ষ্য ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা
যাঁহারে পরমাশ্রয় বলিয়া কীর্তন করেন, যিনি ধীর কন্ম-
বলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে
স্বযাক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অবাক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি
কুরিবার জন্ত বাঁও অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিরুদ্ধ-
কেও সমুৎপত্তোন্ময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্তন করা যায়। উনি
লোকপিতামহ এক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহা হইতেই পৃথিবী,
জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হই-
য়াছে। পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টির পর উঁহাদের গুণসমুদায়ের সৃষ্টি
হয়। মরীচি, অঙ্গুরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও
স্বয়ম্ভুব মনু এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত
হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। উঁহারা এই বিশ্বসংসারের প্রতি
ষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্তা; লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতি-
ষ্ঠার নিমিত্ত সাক্ষ্যবেদ ও সাক্ষ্যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার
ক্রোধ হইতে মহাক্রুদ্ধ সমুৎপন্ন হইয়া অন্য দশ রূপের সৃষ্টি করেন।
এই একাদশ রূপ সকলেই ব্রহ্মার অংশস্বরূপ। এইরূপে একা-
দশ রূপ ও মরীচি প্রভৃতি দেবগণ সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া লোক-
সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন!
আপনি ত আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে,

কৌন্ অধিকারে অকরুণ ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব
এবং কাহার কিরূপে সন্ধান করিব? তাহা নির্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এই কথা শুনিয়া লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা-
দিগকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা অতি
উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছ। আমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা
যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, আমরা ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছি।
এক্ষণে কিরূপে ত্রিলোকের সন্ধান এবং কিরূপেই বা তোমা-
দিগের ও আমার বল বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তাতেই আমি
নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব এক্ষণে তল, আমরা সকলেই
লোকপিতামহের সন্ধান করিয়া কহিয়াছি, হে দেবগণ!
আমাদের সন্ধান প্রদান কর।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার
সহিত সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্বক
বেদশাস্ত্রানুসারে মহানিগম নামে ঘোদতর তপস্তা আরম্ভ
করিয়া একাগ্রচিত্তে উদ্ধৃদৃষ্টি ও উদ্ধৃবাহ হইয়া একপদে স্বাগুর-
ভ্রাম স্থিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোহু-
ধান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে,
ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদান্তভূষিত স্মধুব বাক্য তাঁহা-
দিগের কণকহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! হে
তপোদনগণ! আমি তোমাদিগকে সত্বপ্রদান করি-
তেছি। তোমরা ত্রিলোকহিতকর মহৎ কাৰ্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা
করিতেছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমা-
দিগের বলবর্দ্ধন করা অংশ কর্তব্য। তোমরা আমার আরাধ-
না কঠোর তপোভূতান করিয়াছ; অতএব তোমাদিগকে
তাহার স্মরণরূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর।
তেনম্বা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশে
যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক আমার ভাগ কল্পনা কর, তাহা হইলেই আমি
তোমাদিগের অধিকার নির্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রসূরচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে
বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্মরণ ব্রহ্মা এবং
দেবতা ও মহর্ষিগণ, সকলেই মায়াভীত সর্বোন্নত সর্বগামী
ভাস্করের শাস্ত্র ভাস্কর পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে ভাগ কল্পনা
করিয়া তাঁহারে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ
অলঙ্কিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া সুরগণকে সন্ধান-
পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা

করিয়াছ, তৎসমুদায়ই আমার সঞ্চিত হইয়াছে।
একণে আমি তোমাদিগের প্রীতি ও প্রসন্ন
হইয়া বর প্রদান করিতেছি, অতঃপর বরপ্রভাবে
তোমরা প্রীতিযুগেই প্রভু সহকারে যজ্ঞাশুষ্ঠান
করিয়া তাহার কলভাগী হই। ত্রিলোকমধ্যে বাহার
যজ্ঞাশুষ্ঠান করিবে, তাহারি ধনানুসারে তোমা-
দিগের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা হইবে। আর এই যজ্ঞে
তোমাদিগের মধ্যে আমি যিনি যেরূপ ভাগ নির্দেশ
করিয়াছি, সেইরূপ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইবেন।

লোকের হিত চিন্তা করি।
অধিকারানুসারে লোক সকলকে ভেদ করি।
এই জীবলোকে প্রবৃত্তিকলমূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত
হইবে, তদ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে
পারিবে। তোমরা মনুষ্যবর্গকেই সংস্কৃত হইয়া পশ্চাৎ
আমার সংস্কার করিবে। বেদ, যজ্ঞ ও ওষধিসকল তোমা-
দেরই প্রীতিসাধনার্থ নিম্নিত হইয়াছে; এই সমস্ত বস্তু
নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলেই তোমরা প্রীত হইবে। যে
অবধি কলঙ্কর না হয়, তদবধি তোমরা স্ব স্ব অধিকারে, অব-
স্থান করিবে; অতএব একণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে
লোকরক্ষায় নিযুক্ত হও। মবীচি, অঙ্গিবা, অত্রি, পুণ্ড্রা,
পুণ্ড্র, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে
উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহারা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচাৰ্য্য ও
কাম্যকৰ্ম্মপরতন্ত্র। ইহারা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই
সৃষ্ট হইয়াছেন।

যাহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন,
তাহাদিগের এই পথ নির্দেশ করিলাম। এক্ষণে নিবৃত্তি-
পথাবলম্বীদিগের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। সন,
সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন
এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।
ইহাদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইহারা সকলেই নিবৃত্তি
ধর্মাবলম্বী। ইহারা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিহারদ, মোক্ষদ্বন্দ্বের
আচাৰ্য্য ও মোক্ষধর্মপ্রবর্তক। প্রকৃতি হইতে অহংকার, সম্বাদি
গুণত্রয় ও মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ সেই প্রকৃতি
হইতে স্রষ্টা। আমিই সেই ক্ষেত্রজ। আমি কর্মাদিগের
প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ
পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ কললাভ হয়।

হে দেবগণ! এই ব্রহ্মা সর্বলোকগুরু, জগতের আদিকর্তা
ও তোমাদিগের পিতামাতার স্বরূপ। ইনি আমার আদেশানু-
সারে জীবলোকের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কৃত্তবেদ
ইহাব ললাটদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা
আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করি। তোমরা
অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। তোমরা
রূপ কার্য্যানুসারে ক্রমশঃ অচিরে
যাগ প্রাণিগণের কৰ্ম্ম, গতি
নিয়ন্ত্রণ কর। এই সত্যযুগ সকল
শ্রেষ্ঠ। এই সত্যযুগে যজ্ঞাশুষ্ঠান পূর্বক পশু
বলি দান করা নিত্যাণ্ড নিষিদ্ধ। এই যুগে ধর্ম চারি পাদ। সত্য
যুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই যুগে ধর্ম ত্রিপাদ।
তৎকালে যাগযজ্ঞে পশুসকলকে মদ্বপূত করিয়া ছেদন করিবার
কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ উপ-
স্থিত হইবে; ধর্ম পাদদ্বয় বিহীন হইবে। ঐ সময় পাপ ও
পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলি-
যুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম এক পাদমাত্র বিরাজিত
থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহারে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কথিযুগে ধর্ম একপাদ-
মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আমাদের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে
হইবে? আপনি তদ্বিষয়ে আমাদের উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! ঐ সময় যথায়
বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইজ্জিগনিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে,
তোমরা সেই স্থানেই ধর্মপ্ৰায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ
সময় যথায় অবস্থান করিলে অধর্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে
না পারে, সেই স্থানেই বাস করা তোমাদের কর্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে মহর্ষি
ও দেবগণ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া
স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল একমাত্র
ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক
কমণ্ডলু ত্রিদণ্ড হস্তে লইয়া সাক্ষবেদ উচ্চারণ করিতে করিতে
ব্রহ্মার সমক্ষে প্রোচুভূত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই
অমিতপরাক্রম হয়গ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম
করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ কৃতাজলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে
দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে আলি-

মধ্যে কতকগুলি গুণসম্বৃত ও কৰ্মসম্বৃত । তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ ; অতএব আমার কৰ্মসম্বৃত কর । সেই নিগুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মারে নমস্কার প্রসাদে ব্রহ্মা ও হাবরজন্মাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং অষ্টাদশ উৎপত্তিস্থান । তিনিই ভূতকরূপে লোকসকলকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন । লোকের আশ্রয় । তাহা হইতেই ও বরাহ । তিনি লোকত্রয় অতীত হইলে তাঁহা হয় এবং তাহারই প্রসন্ন জন্মগ্রহ করেন । অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহার কর্তৃক প্রোদ্বৃত্ত হন । এই রূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহার অমরেশ্বর্য্যের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন । ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা ; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র । জটাজুটসম্পন্ন আশানানয়বাসী কঠোরব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীমমূর্ত্তি দক্ষয়জ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাতক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ । আমি সকলের আত্মা ; রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ ; এই নিমিত্তই আমি তাহারে অর্চনা করিয়া থাকি । যদি আমি তাহার অর্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সংক্কাব করিবে না । আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে । নিয়মসমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয় ; এই নিমিত্ত আমি সর্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত করিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি । যিনি রুদ্রদেবকে জানেন, তিনি আমাকেও জ্ঞাত আছেন ; যিনি তাহার অনুগত তিনি আমারও অনুগত । রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্মা । আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি । রুদ্রভিন্ন আর কেহই আমাকে বরপ্রদান করিতে সমর্থ নহে, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম । আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেকে আমি আর কোন দেবতারেই প্রণাম করি না । ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের পূজ্য নারায়ণকে অর্চনা

করিয়া থাকেন । অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্যভোক্তা, বরদাতা হরিরে নমস্কার কর ।

এই জগতে আমার ভক্তেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে একান্ত অগ্ররক্ত ব্যক্তিরাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তাহারা আমাভিন্ন আর অন্য দেবতার উপাসনা করে না । তাহাদিগের অনন্তগতি । তাহারা আমার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । তাহাদের ভক্তগণ কখনোই আমার বিরুদ্ধে হয় না ; সুতরাং চরমে তাহাদের উদ্ধার হয় । জ্ঞানী ব্যক্তিদেগের নিশ্চয়ই আমার সেবা থাকে । উহারা একান্ত ভক্তিসহকারে ব্রহ্মা মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সেবা করিয়াও চরমে আমাকে প্রাপ্ত হয় । এই আমি তোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম । তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর ও নারায়ণ । আমরা কেবল পৃথিবীর ভার লাঘবের নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছি । আমি যে ও যাহা হইতে সম্বৃত হইয়াছি, তাহা সবিশেষ অবগত আছি । অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষধর্ম্ম ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য কিছুই আমার অবিদিত নাই । আমি মানবদিগের একমাত্র আশ্রয় ।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম নার । ঐ সলিল গুহ্যে আমারই অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল, এই কারণে আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে । বায়ুশব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক । আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিংবদন্তী দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদায় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব । বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান । আমি জীবগণের এক মাত্র গতি ও জনয়িতা ; আমি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ; আমার কান্তি সর্বাপেক্ষা সমুজ্জল এবং আমি হইতে সমুদায় জীব সম্বৃত ও পুনরায় আমাতে লীন হইয়া থাকে ; এই নিমিত্তই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে । মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধি লাভ বাসনায় ত্রিলোকস্বরূপ আমাকে কামনা করে বলিয়া আমার নাম দামোদর হইয়াছে । পুষ্টি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অন্ন ও অমৃত । ঐ বেদাদি পদার্থ সমুদায় আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে ; এই কারণে আমার নাম পুষ্টিগর্ভ । মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপে নিতাতিত করিলে, ত্রিত, হে পুষ্টিগর্ভ ! আমাকে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করিতে উদ্যমান হইতে

উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয়, সে সমুদায় আমার কেশবরূপ; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমাকে কেশব নামে নির্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা ঈশ্বরীতে গর্ত্তাধান করিয়া প্রস্থান করিলে, একদা বৃহস্পতি ঈশ্বরীতে গর্ত্তাধান করিয়া তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহার আগমন করিলে ঐ গর্ত্তস্থ বালক তাহারে কহিল, “কেশব! আমি জননীর গর্ত্তে অবস্থান করিতেছি। তুমি আমার আশ্রয় কর।” জননীকে আক্রমণ করিবেন না। গর্ত্তস্থ বালক কহিল, “তুমি বৃহস্পতি ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহারে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন তুমি আমারে সন্তোগস্থে বঞ্চিত করিলে, তখন নিশ্চয়ই জন্মান্তর হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে উত্থোর পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিল। ঐ পুত্র জন্মান্তর হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়; কিন্তু পরিশেষে সাক্ষ্যেদান দায়ন সমাপনপূৰ্ণক বারংবার আমার ‘কেশব’ এই নাম কীৰ্ত্তন করিয়া চক্ষু লাভ করে। তদবধি তাহার নাম গোতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! কি দেবতা, কি ঋষি যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার “কেশব” এই নাম কীৰ্ত্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। অনল ও চন্দ্র ইহারা উভয়ে একস্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্ব-সংসার রক্ষা করিতেছে। উহারা তাপপ্রদান ও বস্তুর প্রকাশন দ্বারা লোক সমুদায়কে আল্লাদিত করে বলিয়া ঈশ্বী নামে অভিহিত হয়। ঐ অগ্নি ও চন্দ্র আমার কেশবরূপ বলিয়া’ আনার নাম কবীকেশ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! অগ্নি ও চন্দ্র এক যোনি হইতে
কি রূপে উৎপন্ন হইলেন ? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয়
উপস্থিত হইয়াছে । তুমি উহা নিরাকৃত কর ।

কৃষ্ণ কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাব-
সম্ভূত একটি পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ
কর। দেবমানের সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাশ্রক
সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে
জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদ্রাদি প্রদেশই,
গাভতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবল, কি

রাজি, কি কার্য, কি কাজ, কি হুল, কি হুম কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় না। কেবল স্বল্পসংখ্যক জগদাশিস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কালের অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াভীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ প্রকাশ চিকামণিরূপ প্রেরণাবিশেষ-প্রবর্তক সর্বব্যাপী সকলের উপস্থিতি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনশ্বরী রূপ প্রাপ্ত হন। এই স্থলে শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয়কালে কি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত, কি হুল, কি হুম কিছুই ছিল না; কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিল। এই বিশ্বরূপ প্রলয়ের সময় প্রকাশিত হয়।

অনন্তর ব্রাহ্মণের হইতে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি
হইল। ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচন-
যুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে
সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণবিভাগ
কল্পিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন।
ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণ বিষয়ে প্রদান হইলেন, ইহা
সর্বলোকপ্রতাপ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে।
ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রদীপ্ত হত্যশনে আহুতি প্রদান
করা হয়। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হই-
য়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতসমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক প্রতিপালন
করিতেছেন। যে অগ্নিরে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কৰ্ত্তা এবং
দেবতামনুষ্যাদি সমুদায় লোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র
ও শ্রুতিতে নির্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভি-
হিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ব্যতিরেকে আহুতি, প্রদত্ত
ও পুরুষ ব্যতিরেকে তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নি ব্যতি-
রেকে বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই
নিমিত্তই অগ্নি হোতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যগণ-
মধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতাকার্য্যে অধিকার আছে, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই
ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞসমুদায় দেবগণের তৃপ্তিসাধন করে।
দেবতার। যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া
থাকেন। কিন্তু যজ্ঞাহুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি
প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণ-
মুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রদীপ্ত হত্যশনে
হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ এই নিমি-
ত্তই অগ্নি বলিয়া অভিহিত হন। বিদ্বানেরা অগ্নির আরাধনা
করিয়া থাকেন। বিষ্ণুকণী অগ্নি সমস্ত প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া

সকলকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই স্থলে সনৎকুমার ব্রহ্মপুত্র
আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। সকলের
আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সন্নাথে সকল লোকের সৃষ্টি করেন ;
কিন্তু ঐ সমুদায় লোকমধ্যে কেহই বেদপাঠপূর্ব্বক স্বর্গে
গমন করিয়াছিলেন। শৈকরাণ্যের মতাদি ধারণ করে,
সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, ক্রিয়াকাণ্ড ও তপস্তা ভুলোক
ও ত্রালোক ধারণ করিতে পারে না। অমপেক্ষা ধর্ম্ম, মাতার
কল্যাণ ওরূপ এবং ব্রাহ্মণের মতাদি এই জীব আর কেহই
যে প্রদেশে ব্রাহ্মণের বসতি নাই তাহা হইয়া অবস্থান করে
প্রভৃতি বাহ্য

যজ্ঞ সমুদায় নমাক্ পরি
সমুদায় উৎসন্ন ও দান
ও ইতিহাসে কীৰ্ত্তিত আছে যে, সূর্য্যকৰ্ত্তা লোকের হিতকারী
বরপ্রদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্যসংবমকালে মুখ হইতে
প্রাহুভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অজ্ঞাত বর্ণসমুদায়
উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকৰ্ত্তা। আমি
ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া এই ব্রাহ্মণগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং
আমিই দেবাসুর ও মহৰ্ষিগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন
করি।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব ভংগ করিয়াছিলেন বলিয়া গোতমের শাপে তাঁহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁহার শুল্ক নিপতিত ও পরিশেষে মেঘবৃষণ দ্বারা তাঁহার বৃষণ নিশ্চিত হয়। সঙ্কটি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চার্বন অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিষ্ক্ষেপে সন্মুদাত হইয়া তাঁহাকে শাপ-প্রভাবে শুভিতবাঙ্ক হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞবিনাশনিবন্ধন জ্ঞোপাবিষ্ট হইয়া তপোমুষ্ঠানপূর্বক রুদ্রের লাগতে একটি নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। যখন রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত দীক্ষিত হন, তৎকালে ভৃগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাতনপূর্বক রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ভূজঙ্গ সমুদায় প্রোভূৎ হয়। সেই সমস্ত ভূজঙ্গ রুদ্রকে বাসবার দংশন করাতেই রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে।

স্বরস্কর বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরস্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন বলিলে আচমন করেন, তৎকালে সলিল অতিশয় কলুষিত ছিল। তদর্শনে বৃহস্পতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন আমি পুরস্চরণ করিবার নিমিত্ত আচমন করি তুমি এক্ষণে স্বচ্ছ হইলে না : : : : : রূপ ও মকর প্রভৃতি : : : : : করিবে। সেই সমাধি রহিয়াছে।

পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়া-
তার অপর নাম ত্রিশিবা ; তিনি অম্বরাদিগের
প্রাণনৈয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং দেবতাদিগকে
প্রকৃষ্টভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা
অম্বরগণ হিরণ্যকচাপুরে সমভিষাহারে লইয়া বিশ্বরূপের
মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে সন্মোদনপূর্বক কহালেন,
ভগিনি ! তোমার পুত্র ত্রিশিবা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত
হইয়া তাহাদিগকে প্রকৃষ্টভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে
যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। সেই কারণে জন্মঃ আমা-
দিগের বলক্ষয় এবং দেবগণের বলরুদ্ধি হইতেছে। অতএব
যাহাতে ত্রিশিবা দেবপক্ষ পরিত্যাগপূর্বক আমাদিগের পক্ষ
অবলম্বন করেন, তুমি অচিরে তাহার উপদ্রব কব।

তখন বিশ্বকপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের
প্রতি সদয় হইয়া নন্দনবনস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বকপের নিকট
গমনপূর্বক তাহাকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, বৎস !
তুমি কি নিমিত্ত শত্রুপক্ষের বলবন্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ
করিতে উদ্যত হইয়াছ ? একপ কাষ্যের অত্যাচার করা
তোমার কদাপি কর্তব্য নহে। বিশ্বকপের মাতা এই কথা
কহিলে তিনি মাতৃবাক্য অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ
পরিত্যাগপূর্বক দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিকট সমুপস্থিত
হইলেন। বিশ্বকপ সমুপস্থিত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মপুত্র
বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগপূর্বক তাহারে হোতৃপদে নিযুক্ত
করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুরে সন্বেদন করিয়া
কহিলেন, দানবরাজ ! তখন তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া
অল্প ব্যক্তিরে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন কখনই
তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ণ জন্তু হস্তে
বিনষ্ট হইবে। দানবরাজ হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন
অচিরেই নৃসিংহমূর্তি নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইল।

হিরণ্যকশিপুৰ বিনাশের পর বিশ্বরূপ-মাতুলকুলের বল-

বর্জনবাসনায় অতি কঠোর তপোভুজান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোভুজের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি রূপলাবণ্যসম্পন্ন অম্বর প্রেরণ করিলেন। অম্বরাদিগের রূপদর্শনে বিশ্বরূপের মন নিতান্ত বিচলিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি অম্বরক্ত হইলেন। কিয়দিন পরে অম্বরাদিগের প্রার্থনায় ইন্দ্র আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, ইহা অম্বরাদিগের প্রার্থনায় প্রস্থান করি। বিশ্বরূপ অম্বরাদিগের রূপদর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানেই আমার সহিত পরমসুখে অবস্থান কর। অম্বরাদিগের অম্বরোগণ তাঁহারে কহিল, মহর্ষি! আমরা দেবাজ্ঞা অম্বরাদিগের বদান্তা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।

অম্বরোগণ এই কথা কহিবামাত্র বিশ্বরূপ কোপে অধীর হইয়া তাহাদিগকে সন্ধান পূর্বক কহিলেন, তোমরা অচিরেই যব ইচ্ছানুসারে প্রদেশে গমন কর; আমি আজিই ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিনষ্ট করিব। মহাতৈজস ত্রিশিরা এই বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মন্ত্রবলে তাঁহার তৈজস নিতান্ত পরিবদ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ গণকর্তৃক যজ্ঞে আহুত সমুদায় সোমরস পান, এক মুখদ্বারা অন্নভোজন ও অপর মুখদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তৈজস হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরস পানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবদ্ধিত অবলোকন করিয়া একজার নিকট গমন পূর্বক তাঁহারে সন্ধান করিয়া কহিলেন, পিতামহ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোমরস পান করিতেছে। আমরা একেবারে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে অম্বরপক্ষ বদ্ধিত হইতেছে ও আমরা কমশঃ হীনবীৰ্য্য হইতেছি; অতএব আপনি অচিরেই আমাদিগের দক্ষলবধান করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহর্ষি দধীচি যোরতর তপোভুজান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ কর। তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা বজ্র নিৰ্ম্মাণ করিবে। সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ-বিয়োগ হইবে।

ভগবান্ কমলধোনি এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্বক তাঁহারে সন্ধান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নিরীক্সে আপনার তপোভুজান হই-

তেছে ত? তখন দধীচি তাহাদিগকে স্বাগত প্রদান করিয়া কহিলেন, স্বরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর। ইন্দ্রাদিগেরা আমারে যে কার্য্যের অনুরোধ করিতে বলিলে, তাহা করিব। তখন দেবগণ তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আপনাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবগণ এই কথা কহিলে মহাতৈজস ইন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথাস্ত বলিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। শরীর পরিত্যাগ করিলে অস্থি দ্বারা বজ্রাক্রমে বিনষ্ট হইলেন। ইন্দ্রাদিগেরা তাহারে বিশ্বরূপের মস্তক হেদন করিলেন। বিশ্বরূপ হেদন হইবামাত্র তাহার শরীর হইতে বজ্রাত্মক সমুদ্র উৎপন্ন হইল। দেবরাজ তাহারেও অচিরেই বজ্র দ্বারা বিনাশ করিলেন।

এই রূপে ছইটি বৃক্ষহত্যা সম্পাদিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র ভয়প্রযুক্ত দেবরাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক অনিমানি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে স্বশরীর ধারণ করিয়া মানসসরোবরসমুদ্র নলিনীর মৃণালসূত্র-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ত্রিলোকৈনাথ শচীপতি বৃক্ষহত্যা-ভয়ে পলায়ন করিলে, জগৎঈশ্বরশূন্য হইল; দেবতাদিগের মধ্যে রজ ও তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া উঠিল; মহর্ষিদিগের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না; চতুর্দিকে রাক্ষসকুল বহুমূল হইতে লাগিল। বেদ উৎসর্গপ্রায় হইল এবং ত্রিলোক বলবীৰ্য্যবিহীন ও সূজয়ে হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইলে মহর্ষি ও দেবগণ একত্র হইয়া আয়ুর পুত্র নহষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। নহষ 'দ্যৌঃ' ললাটস্থিত সর্বভূতভোজার প্রজ্বলিত পঞ্চশত জ্যোতিপ্রভাবে অনাচ্ছাদে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীত হইল। কিয়দিন পরে রাজর্ষি নহষ, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি শচী-বাসীত ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি; অতএব এক্ষণে শচীতে অধিকার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করি। আয়ুঃপুত্র এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্বক তাঁহারে কহিলেন, সুনন্দ! আমি ইন্দ্রকে লাভ করিয়াছি; অতএব তুমি আমারে ভজনা কর।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, রাজর্ষি! তুমি স্বভাবতঃ ধান্মিক, বিশেষতঃ চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব পরম্পর স্পর্শ করা তোমার কর্তব্য কর্ম্ম নহে। নহষ কহিলেন, সুনন্দ! আমি

ইন্দ্র লাভ ও ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি । তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত ; অতএব তোমারে অধিকার করতে আমার কিছুমাত্র অধঃ হইবে না । তখন শচী মহাবীর নির্ঝঙ্কারে তিশয় দর্শনে নিতান্ত হুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহাশয় ! আমি একটি বৃত্ত প্রতিপালন করিয়াছি ; অন্যাপি তাহার শেষ হয় নাই । কয়েক দিন মহাবীর পুনঃসমাগত হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব । শচী কহিলে, নরপতি নর তথা হইতে প্রস্থান করিলে ।

তখন পতিপরায়ণা ইন্দ্রাণী কহিলেন, নি-
বাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না ।
নিকট সমুপস্থিত হইলেন ।
ধ্যানবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, মহাভাগে !
তুমি নিয়ম অবলম্বন পূর্বক দেবী উপশ্রুতিতে আশ্রয় কর ;
তাঁহার প্রভাবেই তোমার ভক্তসন্দর্শন লাভ হইবে । শচী তখন
পতিব্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিতে
আস্থান করিলেন । ইন্দ্রাণী আস্থান করিবামাত্র উপশ্রুতি
তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণী ! এই আমি
তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি ; এক্ষণে তোমার কি প্রিয়-
কার্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কীৰ্ত্তন কর ।

তখন শচী তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে সত্যময়ি !
আমি বাহাতে ভক্তসন্দর্শন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার
উপায় বিধান করুন । শচী এই কথা কহিলে, দেবী উপশ্রুতি
অচিরাৎ তাঁহারে মানস সযোবরে উপনীত করিয়া, মৃগালগ্রন্থি-
প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন । ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র আপ-
নার সহধর্মিণী শচীকে একান্ত ক্লেশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে
লাগিলেন, হায় ! কি কষ্ট ! ইতিপূর্বে আমি সমুদায় লোকের
অধিপতি ছিলাম ; কিন্তু আজ আমি এই মৃগালতন্ত্রমধ্যে লুকা-
য়িত রহিয়াছি । দেবী শচী আমার অহুসন্ধান করিয়া হুঃখিত
মনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । শচীনাথ মনে মনে
এইরূপ চিন্তা করিয়া মৃগালতন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবি ! এক্ষণে কেমন আছ ? শচী
কহিলেন, নাথ ! রাজা নহব আমারে পক্ষীত্ব পরিগ্রহ করিবার
অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে । আমিও তাহারে কিছুদিন অপেক্ষা
করিতে কহিয়াছি । দেবরাজ ইন্দ্র শচীর নিকট সেই অপ্রিয়
কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! এক্ষণে তুমি রাজা
নহবের নিকট গমন করিয়া বল, মহারাজ ! ইন্দ্রের মনঃ-
প্রীতিকর নানাপ্রকার বাহন আছে, আমি তাহাতে অনেকবার

আরোহণ করিয়াছি । অতএব এক্ষণে তুমি অপূর্ব ঋষিযুক্ত
যানে আরোহণ করিয়া আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন
কর । বাসব এই কথা কহিলে শচী পুলকিতমনে অবিলম্বে
নহবসম্মিথানে গমন করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র মৃগালগ্রন্থি মধ্যে
পুনর্বার প্রবিষ্ট হইলেন ।

শচী নহবসম্মিথানে গমন করিলে ইন্দ্রের দর্শন
করিলেন । ইন্দ্র কহিলেন, শচী ! তুমি কত দিন অপেক্ষা
করিতেছ ? সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে ? শচী
কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনাদের ভজন করিব ;
আমার মনে একটি অভিলাষ আছে, আপনাদের তাহা পূর্ণ
করিতে হইবে । আমি ইন্দ্রের সহিত নানাপ্রকার যানে আরো-
হণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্বক
আমারে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর ।

শচী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন, মহারাজ নহব ঋষি
বাহু যানে আরোহণ পূর্বক শচীর নিকট গমন করিতে লাগি-
লেন । তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে যানের গতি পরিবর্তিত করিবার
নিমিত্ত বাহক মহর্ষিগণকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক
জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন । ঐ মহর্ষির মস্তকে অগস্ত্য-
দেব বাস করিতেছিলেন । তিনি আপনাদের দেহে নহবকে পদা-
ঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, রে পাপা-
শয় ! তুমি নিতান্ত অকার্য্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস । অতএব
এক্ষণে আমি তোরে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে পর্য্যন্ত
পৃথিবী ধাকিবে, তদবধি তুমি সপ হইয়া তথায় অবস্থান কর ।
অগস্ত্যদেব এই কথা কহিয়ামাত্র নহব তৎক্ষণাৎ যান হইতে
ভূতলে নিপতিত হইলেন ।

নহব নিপতিত হইলে ত্রিলোক পুনরায় ইন্দ্রশূন্য হইল ।
তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন
হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! বাসব বৃদ্ধহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া-
ছেন । আপনি তাঁহারে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন । বর-
দাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
স্বরগণ ! এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের
অমুষ্ঠান করুন । তাহা হইলেই তিনি পুনরায় আপনার পদ-
লাভে সমর্থ হইবেন । নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবতা ও
মহর্ষিগণ ইন্দ্রের অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি
তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না । তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন,
মহাভাগে ! তুমি অবিলম্বে দেবরাজকে আনয়ন কর । তখন দেবী
শচী পুনরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্বক ইন্দ্রের নিকট

সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন। ইন্দ্র ও শচীর বাক্য শ্রবণে অচিরেই সেই সুরোবর হইতে উখিত হইয়া বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিমিত্ত এক আরাধন্য বস্তু অনুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ বস্তুে কৃষ্ণ-বর্ণ অতি পবিত্র অন্ন মিশ্রিত করিয়া সেই অণ্ণেই ইন্দ্রকে আরোহণ করিয়া বৃত্তান্ত করিলেন। তখন দেবরাজ বৃদ্ধহত্যা হইলে

হইয়া স্বচ্ছন্দে দেবলোকে সেই বৃদ্ধহত্যাজনিত পাপ চারিভাগে অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সমুদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুবধ করিয়া পুনরা দেববাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মণিকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন করিতেছিলেন। এই অবসরে ভগবান্ বিষ্ণু বিধিক্রম মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহারে দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গাব সলিল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র তাহাতে একটা চিহ্ন অঙ্কিত হইল। সেই অবধি বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভগুর অভিশাপে অগ্নি সর্বভক্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্বে দেবমাতা অদिति দেবতাবা এই অন্ন ভোজন করিয়া অশ্বরগণকে বিনাশ করিবে, মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন। তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে বৃষ বৃত্ত সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অদिति দেবগণের ভোজন না হইলে অস্ত্র ব্যক্তি অগ্রে এই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা করিয়া তৎকালে বৃষকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না। তখন বৃষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদিতিরে অভিশাপ প্রদান পূর্বক বহিলেন, তোমার উদরে একটা বাথা জন্মিবে।

প্রজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক ছুহিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কল্পপকে ত্রয়োদশটি, ধর্ম্মকে দশটি, মন্ত্রে দশটি এবং চন্দ্রে সপ্তবিংশতিটি প্রদান করেন। চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই এক-রূপ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নিশানাথ রোহিণীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হওয়াতে তাঁহার অপর পত্নীগণ নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া পিতার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, পিতা! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র

রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। কল্প-গণ এইরূপ হুঃখ প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রোষাবিষ্ট চন্দ্র যন্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে। অনন্তর চন্দ্র প্রভাবে যন্মারোগে সমাক্রান্ত হইয়া প্রজাপতি দক্ষে পতিত হইবামাত্র তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি চন্দ্রাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি তোমাতে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষি কহিলেন, তুমি যন্মারোগপ্রভা-বশতঃ; অতঃপর তুমি যন্মারোগে হিরণ্যসমুদায়-ব-বশতঃ হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। ঋষিগণ এ-কালে, চন্দ্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে হিরণ্যসমুদায়ের তীরে অবগাহন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রমা ঐ তীর্থজলে অবগাহন পূর্বক দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান্ চন্দ্রমা প্রতি পৌর্ণমাসীর পর দিন দিন এক এক কলা পরিহীন হইয়া অমাবস্তায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার শরীরে মেঘলেখা সদৃশ শশলাঙ্ঘন পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্বকালে একদা কুলশিরা নামে এক মহর্ষি স্মেরু পর্বতের উত্তর পূর্বদিকে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্লেশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, স্মৃত্যু শীতল সঙ্গীর্ণ স্পর্শ হওয়াতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহর্ষি বায়ু-স্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিরে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি কুলশিরা তদর্শনে তাঁহাদের হ্রতসন্ধি বৃদ্ধিতে পারিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি আর তোমরা সকল সময়ে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্বে ভগবান্ নাগায়ণ ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ বড়বামুখ নামে মহর্ষি হইয়া স্মেরু পর্বতে তপশ্চরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় রোষজনিত গাজোস্তাপে সমুদ্রজল তিমিত এবং শ্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহারে কহিলেন, হে নদীনাথ! অদ্যাবধি তোমার জল অপেক্ষ হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল

তোমার জল পান করিবে, সেই সময়ই তোমার জল সমুদ্র হইবে। এই কারণবশতঃ অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে।

পূর্বে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমালয় নিকট তাঁহার কণ্ঠা পার্বতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করাতে হিমালয় তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইরাছিলেন। হিমালয় রুদ্রদেবকে কণ্ঠা-প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া পর মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট সন্মুখিত হইয়া কহিলেন, পূর্বে তুমি আমাকে তোমারই কণ্ঠা-প্রদান কর। তখন রুদ্রদেব কহিলেন, মহর্ষে! আমি রুদ্রদেবকে কণ্ঠা সম্প্রদান করিয়াছি। হিমালয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি! তুমি তাঁহারে কহিলেন, যখন তুমি আমার প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন আমার শাপ প্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রক্তভাজন হইবে না। অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে হিমালয় রক্তবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অত্যশ্চর্য্য ও অনির্লক্ষ্য। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সমাগরা ধরিত্রী উপভোগ করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মরূপ অগ্নি ও সৌম্যকর্তৃক জগৎসংসার রক্ষিত হইতেছে।

অগ্নিরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র নিরন্তর এই জগতের চম্বিধান করিতেছেন। তাঁহারা আমাব চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণজাল আমার কেশরূপ; এই নিমিত্ত আমি জঘীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি মন্ত্রকর্তৃক আত্ম হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিগুণি বনায়, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে হরি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। আমি সমুদায় লোকের ধামস্বরূপ এবং আমি হইতেই স্নাত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মগণ আমার স্নাতধামা বলিয়া কীর্তন করেন। পূর্বে আমি রসাতলগত গোরূপধরা ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন। আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিশ্ত হইয়াছে। মহর্ষি! জ্ঞান সমুদায় যজ্ঞে আমাকে ঐ গূঢ় নামে স্তব করিয়া আমার প্রসাদে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। আমি নিরন্তর প্রাণিগণের দেহমধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করি। কোন কালে জন্মগ্রহণ করি নাই, করিবও না; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে অজ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখন ক্ষুদ্র, অসীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সং অসং সমুদায়

আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমাকে সত্যনামে কীর্তন করেন। আমি কখন সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হই নাই। আমি হইতেই সঙ্কল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সঙ্কল্পসহকারে নিকাম কর্মের অনুষ্ঠান করি এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কল্পময় জ্ঞান দ্বারা আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। নিমিত্ত আমার নাম বিদ্যা হইয়াছে। আমার বর্ণও রূপ এই নিমিত্ত আমি কখন পরিবর্তিত হই না। আমি কৃষ্ণ নহইয়া সীলিলের সহিত পৃথিবীতে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুরে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কখনই নির্দোষরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই নিমিত্ত আমার নাম অচ্যুত। অধঃশব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ ও জ শব্দে ধারণকর্তা। আমি তেজঃপ্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। শব্দার্থ-চিন্তাপরায়ণ বেদবিদ পণ্ডিতেরা যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট হইয়া আমাব অধোক্ষজ নামোচ্চারণ পূর্বক স্তব করেন। পূর্বে মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহারেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের প্রাণধারণেব হেতুভূত স্নাত আমার তেজঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে স্নাতার্চি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই ত্রিবিধ কন্মজ ধাতু প্রভৃতিই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতুত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতুরূপ হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি। এই নিমিত্ত আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতেরা আমাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীর্তন করেন। ভগবান্ ধর্ম্মজনসমাজে বৃষ নামে বিখ্যাত আছেন। এই নিমিত্ত নৈর্ঘণ্টক নামক বৈদিক কোষে আমারে বৃষনামে নির্দিষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিতেরা কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দে ধন্য বলিয়া কীর্তন করেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ কশ্চপ প্রজাপতি আমাকে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি দেবগণ, কি অসুরগণ কেহই আমার আদি মধ্য ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে অনাদ, অমধ্য, অনন্ত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদায় শ্রবণ করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ওচিশ্রবা হইয়াছে। পূর্বে আমি একদন্ত ও ত্রিকদন্ত বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই

পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম ; এইনিমিত্ত একশৃঙ্গ ও ত্রিকশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছি ।

সাংখ্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বাঁহারে বিবরণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । ঐ পণ্ডিতেরা আমাকে বিষয়সংহারবান আদিত্যমণ্ডল কপিল বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । বেদমধ্যে সংস্কৃত হইয়া থাকেন এবং বিনিময় করিয়াছেন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ । আমি একবিংশতি শাস্ত্রের সঙ্কলন, বেদ-বিং মহাবিগ্ণ গীত আরণ্যক বেদমধ্যে সহস্র, ষট্‌পঞ্চাশত অষ্ট ও সপ্তত্রিংশত শাখাব্যুক্ত যজুর্বেদ এবং আরণ্য-চ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চকল্পাত্মক অথর্ব বেদস্বরূপ । বেদমধ্যে যে সমস্ত শাখাভেদ নির্দিষ্ট আছে, ঐ সমস্ত শাখায় যে সকল গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সকল স্বর ও বর্ণোচ্চারণপ্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মংকৃত । আমি বরদাতা হরগ্রীব ; আমি বেদ-পাঠের পদ বিভাগ ও অক্ষর বিভাগ সর্বিশেষ পরিজ্ঞাত আছি । মহাত্মা পাক্ষ্য আমাকেই অমুগ্ৰহে বানদেব হইতে বেদপাঠের পদ বিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন । বান্দ্যগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমাকেই পুংসমুদায় হইতে বর লাভ ও অত্যাংকুট যোগলাভ করিয়া সম্মাণে বেদের পদ বিভাগ ও শিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন । মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কণ্ড-রীক সাত জন্ম মৃত্যুজন্মতঃ অমুভব করিয়া পশ্চাৎ আমারই অমুগ্ৰহে যোগসিদ্ধি লাভ করেন । আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পুরুষে ধর্ম্মযানে আরোহণ পূর্বক তপস্বী করিয়াছিলাম । ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞস্থাপন করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ করণা করেন নাই । তদনুসারে রুদ্রদেব নিতাশ্রয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দমীচির বাক্যদ্বারা দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবাব নিমিত্ত প্রজলিত শূল নিক্ষেপ করেন । ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমন পূর্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া-ছিল । সেই রুদ্রনিষ্কপ্ত শূলের প্রথর তেজঃপ্রভারে নারায়ণের কেশ মুঞ্জ অর্থাৎ হর্ষিত হইয়া গেল । এই নিমিত্ত আমার নাম মুজ্জকেশ হইয়াছে । অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাত্মা নারায়ণের হস্তার দ্বারা প্রতীত হইয়া পুনরায় শঙ্করের হস্তে গমন করিল । তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন । বিশ্বাত্মা নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে

দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন । সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে । নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠ-গ্রহণ করিলে নররুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক ঈষিকা গ্রহণ করিয়া মস্তপুত করিলেন । ঈষিকা মস্তপুত হইবামাত্র পর-শুর আকার ধারণ করিল । তখন নর সেই পরশু রুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । পরশুনিষ্কপ্ত হইবামাত্র রুদ্র তদগ্রে উহা ধও ধও করিয়া ফেলিলেন । এই কারণ আমার নাম ধও-পরশু হইয়াছে ।

অন্ধন কহিলেন, বাহ ! রুদ্র ও নরনারায়ণের সেই যোদ্ধাবিনাশন যুদ্ধে, রুদ্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমার দিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

বাহুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! এইরূপে রুদ্র ও নর নারায়ণ যুদ্ধে যজ্ঞ হইলে, সমুদায় লোক অতিশয় ভীত হইল । ঐ সময় হতাশন যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিলেন না । মহর্ষিগণের মুখে বেদ ক্ষুরিত হইল না । যজ্ঞ ও তমোগুণ দেবগণের অণ্ডকরণ আক্রমণ করিল । আকাশস্থ সমস্ত পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল । চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ভ সমুদায় জ্যোতি-হীন হইয়া গেল । প্রজাপতি ব্রহ্ম আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন । সাগর শুষ্কপ্রায় ও হিমাচল বিদীর্ণ হইয়া গেল । এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাহৃত হইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাজলিপুটে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে বিশ্বনাথ ! আপনি বিশ্বের হিতামুষ্ঠানার্থ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করুন । ত্রিলোকের মঙ্গল হউক । বিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, নির্দন্দ ও লোকপ্রভা ; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই মূর্ত্তি । ইহারা একে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান করিতেছেন । আমি কোন কারণ বশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছি । আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । অতএব একে আপনি আমার এবং অস্ত্রাশ্রয় দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন । অচিরে ত্রিলোকের শান্তিলাভ হউক ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব ক্রোধ প্রতি-সংহারপূর্বক আদিদেব সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । তখন জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া মহেশ্বরকে সর্বোৎকৃষ্টপূর্বক কহি-

লেন, হে রুদ্র ! যে ব্যক্তি তোমারে জানে, সে আমারও জ্ঞাত আছে। আর যে ব্যক্তি তোমার অমুগত, সে আমারও অমুগত। ফলতঃ আমাদের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে তোমার কোন বিপরীত সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে তোমার নিকিণ্ত শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা আমার প্রাণে প্রথিত হইবে এবং আমি তোমার কণ্ঠ গ্রহণ করিতে চাই। হাতে একটা করচিহ্ন হইয়াছে, তন্নিবন্ধন তোমার নাম

নারায়ণ এইরূপে রূপের চিহ্ন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করি। স্বর্গ প্রকল্পিত নারায়ণের নিকট বিদ্যা কৃষ্ণাঙ্গ প্রস্থান করিলেন। স্বর্গ বিদ্যা তপোধানাগ্রগণ নারায়ণ পুনরায় স্থিরচিত্তে যোগতর তপোহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

হে অর্জুন ! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণসংগ্রামে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দিষ্ট আমার নামের প্রকৃত অর্থ সমুদায় কীর্তন করিলাম। আমি এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণপূর্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। তুমি আমারই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তোমার সংগ্রামের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র। আমি তোমারে পূর্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাকৃত হইয়াছেন। তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন; তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র। যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উমাপতির পুত্রমনে নমস্কার কর।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে ! মহর্ষিগণ তোমার মুখে এই অপূর্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। নারায়ণ কথা শ্রবণ করিলে বেক্রপ ফললাভ হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও তক্রপ ফললাভ হয় না। এই সর্বপাপবিনাশন পরমপবিত্র নারায়ণ কথা আত্মপূর্বক শ্রবণ করিয়া আমাদের সর্বত্র পবিত্র হইয়াছে। সর্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ একাদিদেবতা

ও মহর্ষিগণের অদৃষ্ট। দেবর্ষি নারদ কেবল তাঁহার অমুগ্রহ বশতই তাঁহারে দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি কারণে পুনর্বার নর ও নারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, তাহা আমি নিকট কীর্তন করুন।

সৌতি কহিলেন— নারায়ণের বসনে অস্ত্রাশ্রয় কার্গ— নরমেজর বেদনিদান পায়নকে সোধোদন করিয়া নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য শ্রবণে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণের সহিত বতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমা—নিতান্ত অভিলাষ হইতে। যেমন দক্ষিণ হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্র হইতে, যেমন বেদ হইতে আরণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্র হইয়াছে, তক্রপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপরিপূর্ণিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্র হইতে কথিয়া আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। আমি তাঁহার দুর্দ্বৈত তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। যখন কল্পান্তে একাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অস্ত্রাশ্রয় প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহাব তেজ যে সর্বাপেক্ষা দুর্দ্বৈত, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা শুনি ও পরলোকে তাঁহার তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই। আমার পূর্বপিতামহ মহাত্মা অর্জুন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রিয়সখা, বোধ হয় ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। তপোবল না থাকিলে যাঁহারে দর্শন করা যায় না, সেই লোকপূজিত শ্রীমৎসলাঞ্জন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্বপুরুষদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে। অতুলতেজঃসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্য। কারণ তিনি ভগবান্ নারায়ণের অমুগ্রহ-প্রভাবে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও নরনারায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ কথোপকথন ও তথায়

কত দিন অবস্থান করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আমি অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে আপনার প্রেরণ উত্তর প্রদান করিতেছি, দেবর্ষি নারদ শ্বেতবীপে অনাদিনিধন নারায়ণের পূজারিত বিয়র সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে হইলেন । “আমি এতাদৃশ কষ্টে আপনার পূজা কাৰ্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্বিশ্রে প্রত্যাগমন করিলাম ” এই কথা কহিয়া বিশ্বরনাগরে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর তিনি সেই সুবর্ণ পর্কত হইতে আকাশপথে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপঃপানিবত বৃত্তধারী আয়ুর্নিষ্ঠ পুরাতন ঋষিগণ তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তাহাদিগের তেজঃপ্রভা সর্বলোক-প্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল । বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিত্র, মস্তকে জটাতার, চরণতলে চক্রচিত্র, করতলে হংসচিত্র, বাহু ধাক্ষাধূলিস্থিত এবং বক্ষঃস্থল অতি সুবিস্তীর্ণ । তাঁহার উভয়েই মুকুটচূড়ারসম্পন্ন এবং ষষ্টিসংখ্যক ক্ষুদ্র ও আটটা বৃহৎসমুজ্জ্বল । তাহাদিগের কণ্ঠস্থর মেঘধ্বনিব ন্যায় অতি গভীর,মুখমণ্ডল অতি রমণীয়, ললাটদেশ অতি প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ভ্রুগুণ, হৃদয় ও নাসিকা অতি মনোহর । দেবর্ষি নারদ এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বকছুটচিন্তে তাহাদিগকে প্রণাম করিলে তাহারাও তাহারে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক “আমি শ্বেতবীপে সন্ততনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, এই মহাপুরুষদ্বয়ও সেইরূপ” এই চিন্তা ‘করিয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কুশল আসনে উপবিষ্ট হইলেন । অমন্তর তপস্তা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদিগণসম্পন্ন নর-নারায়ণ পূজাহুকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন । এইরূপে তাহারা তিন জন একত্র উপবিষ্ট হইলে, তাহাদিগের তেজঃপ্রভাবে হত হতাশনের প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেমন সূশোভিত হয়, তজ্জন ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল ।

অনন্তর নরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গতক্রম দেবর্ষি নারদকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষি ! তুমি শ্বেতবীপে আমাদিগের

আদিমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না তাহা কীর্তন কর ।

নারদ কহিলেন, শ্বেতবীপে বিপ্লবাপী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । দেবতা ও ঋষিগণসমবেত সমুদায় লোক তাঁহার শরী মध्ये অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে আপনাদিগের উভয়বশে প্রণাম করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছি । আমি শ্বেতবীপে অবাক্রান্ত হইয়া যেরূপ লক্ষণাদিগকে অবলোকন করিয়াছি, এখানে ব্যাক্রান্ত হইয়া আপনাদিগকে অবলোকন করিয়া দেখিতেছি । আমি তথায় নারায়ণের উত্তর পার্শ্বে আপনাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়াছিলাম, আবার অন্য এ স্থলে আগম্য করিয়াও আপনাদিগকে দর্শন করিতেছি । আপনারা ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই তাঁহার সদৃশ শ্রীমান্ তেজস্বী ও যশস্বী নহেন । তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম্ম এবং স্বয়ং যে যে রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন । সেই শ্বেতবীপে যে সমুদায় বাহ্যে ক্ষিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞ ও নারায়ণতত্ত্ব এবং সকলেই সর্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত জড়ী করিয়া থাকেন । ভগবান্ নারায়ণ নিত্য তত্ত্ব-বৎসল, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বসংহারকর্ত্তা, সর্বগামী, কর্ত্তা, কারণ ও কাৰ্য্য । তাঁহার তুল্য বল ও দ্রুতি আর কাহারও নাই । তিনি স্বয়ং তপশ্চরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রভাবে আপনারে শ্বেতবীপে অপেক্ষা উদ্ভূতসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শাস্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন । তিনি যে স্থানে তপস্তা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদ্ভূত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পাবে না । তিনি অবনীতলে অষ্টাঙ্গপ্রমাণ বেদি নিম্মাণ পূর্ব্বক উর্দ্ধবাহ হইয়া একপদে অবস্থান ও সাক্ষ্য বেদাধ্যয়ন করিয়া অতি কঠোর তপোহুতান করিয়া থাকেন । এক্ষা, পণ্ডপতি এবং অন্তান্ত দেবতা ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজহিষণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্যকব্যা প্রদান করেন তৎসমুদায় সেই পরমপুরুষের চরণে নিপতিত হয় । আর একান্ত অমুরক্ত ব্যক্তির তাহারে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদায় তিনি শিরোধার্য্য করেন । স্মরণ্য ত্রিলোকমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অমুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অমুরক্ত হইয়াছি । তিনি স্বয়ং আমার নিকট কহিয়াছেন যে, একান্ত অমুরক্ত ব্যক্তিরাই আমার সর্থাপেক্ষা প্রিয়তর । আমি

এইরূপে খেতবীপে নারায়ণের মূর্তি অবলোকন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্বক এস্থলে আগমন করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগের সহিত এই আশ্রমে

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলেন। নারায়ণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি খেতবীপে অনিরুদ্ধমূর্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের দর্শন করিয়াছ; অতঃপর তুমি যজ্ঞ ও ভগবানের আরাধনায় প্রজ্ঞা ও তাঁহার সাহায্য লভ্য করিয়া লভ্য কর।

তাঁহার নিন্দাস্ত ভক্ত, এই মূর্তি দেখিয়া তোমারে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোবৃদ্ধি করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ব্যতিরেকে কেই-গমন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, ঐ স্থানের প্রভা সর্বত্র সূর্যের জায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাশূণ্য উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ ক্ষমাশূণ্য দ্বারা পৃথিবী ভূমিত হইয়াছে। রস সেই সর্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলরূপে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছে। স্বরূপদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শশূণ্য লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চক্রে আশ্রয় করিয়া উর্ধ্বাংশে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দিষ্ট আছে, হব্যকব্যতোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সত্ত্বাতোৎপাদক। এক্ষণে যাঁহারা পাপপুণ্যবিবর্জিত, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তুমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। যুগ্ম ব্যক্তির সাক্ষাৎ সেই স্বরূপে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দক্ষদেহ, অদৃশ্য ও পরমাত্মরূপ হইয়া সেই স্বরূপে মধ্যবর্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিজাক্ষ হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নিঃগুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে তপোধন! এক্ষণে আমরা ধর্মের আলয়ে প্রোদ্বৃত্ত

হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যে সমস্ত মূর্তি ত্রিলোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই রমণীয় বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপোবৃদ্ধি করিতেছি। আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্বক কচ্ছপাশ্রয় ত্রয় সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা নারায়ণের খেতবীপে দর্শন করিয়াছি এবং তুমি আমাদের পথপ্রদর্শন করিয়াছ। সেই দেবাদিদেব তৎপরে উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসমুদায়ই কীর্তন করিয়াছেন।

নারায়ণ এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থান পূর্বক পরমপুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তি নারায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্ররূপে একান্ত অমুরক্ত ও সেই নরনারায়ণের পূজায় নিত্যন্ত নিরত হইয়া তপোবৃদ্ধি পূর্বক দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

যট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

একদা ধর্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবকার্য্য, সমাধানানন্তর পিতৃকার্য্যান্তর প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি এই দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফললাভের নিমিত্ত কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন! পূর্বে আপনিই কহিয়াছিলেন, দেবগণের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য। দৈবই পরম যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। আমি আপনার সেট বাক্যানুসারে নিরন্তর নারায়ণের উপাসনা করিতেছি। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাঁহার পুত্র। আমি ভগবান্ এক্ষার মানসপুত্র হইয়াও অভিশাপবশতঃ সেই দক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহ-স্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই অর্চনা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার উপাসনা করিতেছি। প্রতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, দেবগণ অগ্নিস্বাতাদিরে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অমুরগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হওয়াতে বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তদ্বিবন্ধন তাঁহারা সেই অগ্নিস্বাতাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিস্বাতাদির নিকট বেদা-

ধ্যান কৰাতে অগ্নিস্বাত্তাদি দেবগণের পূজা হইয়াও পিতৃ ও শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন । দেবগণ ও পিতৃগণ যে ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিতৃগণ প্রদান পূর্বক পরম্পর পরম্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবদিত নাই । বাহা হউক, পূর্বে পিতৃগণ কি রূপে পিতৃসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিষয় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

তর্ক ভগবান্ নরনারায়ণ দেবর্ষি নরনারায়ণ পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! পূর্বে ভগবান্ নারায়ণ পূর্বক পৃথিবীর উদ্ধৃত ও যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া কাল উপস্থিত হইলে কৰ্দমাক্তি দেখে পূর্বাত হইয়া ভূমিতে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত বৃহগর্ভ তিল দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরঃসর দক্ষিণ দ্বারা তিনটা মুণ্ড পিতৃ উত্তোলন ও সেই কুশোপরি সংস্থাপন পূর্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই লোক সমুদায়ের সৃষ্টিকর্তা । এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি কবিত্তে উদ্যত হইয়াছি । আমার দন্ত দ্বারা মুণ্ডপিতৃ নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে ; এই নিমিত্ত অদ্যাবধি পিতৃ সমুদায় পিতৃগণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইবে । আমি এই যে পিতৃগণের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃ লাভ করুক । পিতৃ তেরা আমারেই পিতৃগণে অবস্থিত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য কেহই নাই । কেহই আমার পিতা নহে । আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহরূপ । দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ ইহা কহিয়া বরাহপর্বতে পিতৃদান পূর্বক আপনার পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । সেই অবধি পিতৃগণ পিতৃ নামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন । যাহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে । স্বধর্মঃপথিহীন ভগবান্ নারায়ণ নিরন্তর সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! দেবর্ষি নারদ নরনারায়ণের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমায়ার প্রীতি ভক্তিপরায়ণ ও একান্ত অহরক্ত হইলেন । তিনি নরনারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অব-

স্থান, তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তথ্য বিধিরূপ হরিকে সন্ধান করিয়া হিমালয়পর্বতস্থিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই যথ্যাত তপস্বী মহর্ষি নরনারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে পূর্বক ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন । সেই কাল আমার নিকট এই পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইয়া পুণ্যভক্তি কায়মনোবাক্যে সেই অনাদিনিধন নারায়ণের আশ্রম প্রকাশ করে, কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভয়ানক ভীত নাই । যে ব্যক্তি সেই নারায়ণের বিবেকবাক্যে শ্রবণ করিলেই ধৈর্য ও ত্যাগ পূর্বক এক অনন্তকাল ঘোরতর তপস্বী নিপতিত হয় । নারায়ণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ, তাহার ঘেব করিলে আত্ম-ধৈর্য হইতে হয় । আমাদের উপাধ্যায় গুরুবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেরূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ; আমি পূর্বে ভগবদ্বীতা কীৰ্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিয়াছি । ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ । তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবধ ধর্মোপদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন । বাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের সংকল্প করিয়াছ, তাহা নিশ্চিন্তে সমাধা কর ।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! নরপতি জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । তুমি এই সমুদায় মহর্ষি সমভিব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য বিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । পূর্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি সমুদায়ের সমক্ষে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন । ভগবান্ নারায়ণ সমুদায় মহর্ষি ও ত্রিভুবনের অধিপতি । তিনি বেদের বিধাতা তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ কবিত্তা রহিয়াছেন । শমদমাদি, নিয়ম সমুদায় তাহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে পূজা করিয়া থাকেন । তিনি দেবগণের হিতার্থে অসুরদিগেব বিনাশসাধন করিয়াছেন । তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহস্তা এবং ধর্মবিৎ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি ও অভয়দাতা । তিনি সপ্তর্ষি, নিগুণ বাসুদেবাদি মূর্তিচতুষ্টয়ধারী এবং যজ্ঞ ও খাতাদির ফলভাগহারী । সেই হৃদয় মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ নারায়ণ পুণ্যাত্মা মহর্ষিদিগকে উৎকৃষ্ট গতিবিধান করিয়া থাকেন । সাধ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও যোগিগণ তাঁহারে জিলো-

কৈর আদিকারণ, মোক্ষের আধার এবং স্বয়ং অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন । লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই ত্রিলোকসাক্ষী জন্মবিহীন অদ্বৈতপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন ; অতএব আপনাকে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন ।

অষ্টচত্বারিংশদধি

৪ম অধ্যায় ।

কি কহিলেন, হে সেই আমার মুখে সেই মহাব্রাহ্মাধ্ব্যের আলোকে আমার মনে তাঁহার আভি-মহাব্রাহ্মহকৃত পূৰ্ব্বতন পিতৃপিতৃ-এক-ঐবৃত্তি ও নিবৃত্তিধ্ব্যের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি । তুমি যে মহীশাগরের সন্নিহানে জ্বাণ-কোণে হব্যাকব্যভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি বিশেষ, হরগ্রীবের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছ, ব্রহ্মা সেই হরগ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই লোকপালক হরগ্রীবের রূপ, ক্রিয় ও প্রভাবই বা কি প্রকার ? আর সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্বৈত পবিত্র মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াই বা কিরূপ আশুতান করিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীৰ্ত্তন কর । তুমি পরম পবিত্র পুৰাণ কীৰ্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ ।

তখন সোতি কহিলেন, মহাশয় ! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট বাহা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদ-মূলক পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন । রাজা জনমেজয় দেব-দিদেব বিষ্ণুর হরগ্রীব মূর্তির বিষয় শ্রবণ পূৰ্ব্বক অতিশয় সংশয়া-পন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মহর্ষে ! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হরগ্রীব মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, কি কারণে সেই মূর্তির আবির্ভাব হয় ? আপনিস আমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ইহলোকে যে সমস্ত দেহাদি দৃশ্যপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই জ্বরের সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি । সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা জ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তাহা হইতেই ইহার প্রলয় হইয়া থাকে । এক্ষণে যে রূপে প্রলয় হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সৰ্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয়, তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তবে, মহত্তব প্রকৃতিতে, প্রকৃত

জীবাত্তায় ও জীবাণু পরমাঙ্গায় লীন হয় । তখন সমুদায়ই ঘোর-তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় । তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না ।

এক্ধণে যে রূপে উৎপত্তি হয়, তাহাও শ্রবণ কর । তমো-রূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ বস্তু উৎপন্ন হয় । ঐ ব্রহ্মাট প্রকৃতির মূল ও অমল-রূপে প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষদেহ-রূপে প্রকট হইয়া অনিরুদ্ধ, প্রধান,

স্বয়ংকায়ক হরি বিদ্যমান হইয়া অধিকারপূৰ্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া

বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন । সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাতিপন্ন হইতে অহঙ্কাবসরূপ সৰ্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন । পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশনপূৰ্ব্বক সমুদায় জলময় নিরীক্ষণ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূৰ্ব্বক ভূতসমুদায়ে সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন । কমলযোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যানকাশ পদ্মের পক্ষে নারায়ণনিকিপ্ত দুই বিন্দু জল নিপতিত ছিল । ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে এক বিন্দু মধুং ন্যায় প্রভাসম্পন্ন । তদর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক । তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রাদুর্ভূত হইল । অত্র জলবিন্দু অতিশয় কঠিন ছিল । ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়ণের আদেশানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল । অনন্তর সেই রজ ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অশ্বৎথয় ঐ পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা সৰ্বপ্রথমে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন । ব্রহ্মার বেদসৃষ্টি করিতে দেখিয়া তাহাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল । তখন তাহারা 'কমলযোনির নিকট হইতে সেই বেদ গ্রহণ পূৰ্ব্বক সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল । বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্ ! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল ; বেদ আমার তেজ ও উপাস্ত বস্তু । এক্ষণে মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয় বলপূৰ্ব্বক উহা অপহরণ করিয়াছে । বেদবিরহে আমি লোক সমুদায় অন্ধকারময় দেখিতেছি । বেদ ব্যতীত আমি কি রূপে লোক সৃষ্টি করিব ? ফলতঃ বেদ বিমষ্ট হওয়াতে আমার বাহার পূরু নাই দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে । আজি কোন্ ব্যক্তি সেই বেদসমুদায় আনয়ন করিয়া আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করিবে । কমল

যোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ হৃৎপ্রকাশ করিয়া কৃতাজলি-
পুটে তাঁহারে স্তব করত কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মরূপ ও
আমার পূর্বজাত। তুমি লোকের আদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাত্বা-
যোনিনিধি। তুমি মহত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা, অচিন্তনীয় ও
শ্রেয়ঃপথাবলম্বী। তুমি সংসারক সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা ও
স্বয়ম্ভু তোমারে নমস্কার করিয়া আমার অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছি।
দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য
পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার
উদ্ভব হইয়াছে। এই আমার সপ্তম জন্ম।

তোমার নান্দিপদ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পুণ্ডরীক-
আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সময় বিদ্যুৎসদৃশসম্পদ ও তোমার জ্যেষ্ঠ-
পুত্র হইয়া থাকি। তুমি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভু। আমি তোমা হইতেই
সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুরূপ। দুরাত্মা দানবদ্বয়
আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ কবাত্তে আমি এক্ষণে অক্ষ-
প্রায় হইয়াছি। অতএব একবার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক আমারে
চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি বৈষ্ণব স্নেহ কব, আমিও
তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকি।

লোকপিতামহ এক্ষা এইরূপ স্তব কবিলে, ভগবান্, নারায়ণ
নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক গাত্ৰোত্থান কবিয়া বেদোক্তাবের নিমিত্ত
উদ্যত হইলেন। এই সময় তিনি অনিমানি ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ দ্বারা
দ্বিতীয় হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ কবিলে তাঁহার শরীর ও নাসিকাদি
অবগব সমুদায় চক্ষুতুল্য কমণীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রতারা-
সমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যাকিরণ কেশপাশ, আকাশ ও
পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়,
মহাসমুদ্রদ্বয় ক্র্যুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা, ওষধি
সংস্কার, বিদ্যা জিহ্বা, সোমপাত্রী পিতৃগণ দন্ত সমুদায় গোলোক
ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অপর এবং কালবাতি তাঁহার গ্রীবাস্বরূপ
হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হয়গ্রীব
মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ
করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ঘোরতর যোগানুষ্ঠান
পূর্বক উদাত্তাদি ঈশ্বর সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান কবিত্তে
আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মধু-
কৈটভ সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া
রসালতমধ্যে বেদনিক্ষেপ পূর্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল।
অনুরদ্বয় বেদ নিক্ষেপ করিবামাত্র হয়গ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্
নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমুদায় বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে

আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহাসমুদ্রের
ঈশানকোণে স্বীয় হয়গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্বরূপ ধারণ
পূর্বক নিদ্রিত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ শব্দের কারণ অনুসন্ধান
পূর্বক কৃত্যপি কিছুমাত্র না করিয়া পরিশেষে যে
স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়া আগমন ও বেদ অন্বেষণ
করিতে লাগিল; কিন্তু মা ইতিপূর্বেই বেদ লইয়া
প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং হইতে উৎখিত হইয়া
হইল না। তখন তাহার

ই পূর্ণচন্দ্রনিভ ম শুভবর্ণ আদিমুখ
মলিলের উপর দৃষ্ট হইয়া দেহপ্রমাণ
শয়ান, হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব কবিত্তেছেন।

তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধান্বিত হইয়া
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, এই সেই শ্বেতবর্ণ পুরুষ নিদ্রা-
সুখ অনুভব করিতেছে। রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করা
ইহারই কন্ম সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অনুরদ্বয় এই হ্রি করিয়া
নারায়ণের নিকট গমন পূর্বক এ কে, কি নির্মিত্ত অনন্তশয্যায়
শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ
বাক্যবিজ্ঞাশ পূর্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগরিত
হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকন পূর্বক স্বয়ং যুদ্ধার্থ
প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন
এবং কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদিগের উভয়কেই
এককালে সংহার কবিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের
বিনাশ ও নিখিল দেবদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকাপীনাশন
হইলে, কমলযেধনি বেদ ও নারায়ণের সহায় বলে স্থাবর-
জঙ্গমাশ্রয়ক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে মধুকৈটভের বিনাশসাধন ও
ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে
অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ
করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণবৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস
করেন, তাঁহার কখনই বেদাধ্যয়নের বিষয় জন্মে না। পূর্বে
পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে উগ্রতর তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক
হয়গ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণকে আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্বে আমারে
ভগবান্ নারায়ণের যে হয়গ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ণ করিলাম।
তিনি কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত যখন ধৈর্য্য মূর্ত্তি ধারণ

করিতে বাসনা করেন, তখনই সেইরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বেদ ও তপস্তার নিধিস্বরূপ। তিনি সাংখ্যযোগ ও পরমব্রহ্ম। যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনিই সকলের পরমগতি সত্য এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মস্বরূপ। সূর্যের গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রহলকজাদির গমনাগমননিবন্ধন যে কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও নারায়ণাত্মক। কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সমুদায় নারায়ণকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। ফলতঃ নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্যস্বরূপ। তিনি ঐশ্বর্য্যময়, পৃথক্বিধকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব। যাঁহারাই হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরিই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যমতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যতিদিগের মনোভিলাষ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মারা কোনক্রমেই তাঁহার অতীত অবগত হইতে সমর্থ হন না। এই ত্রিলোকমধ্যে যাঁহারাই দৈব ও পৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপোমুচ্যান করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয়। তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহারে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিজুতি ও নিগুণ। বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেমন ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন। মহাত্মারা তাঁহার গতি বা প্রত্যাগতি কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় কবিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহারে হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন।

উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, উহা সাংসার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি পুণ্যপাপবিহীন নিগুণ পুরুষদিগের পরমগতির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত একান্ত ভক্তদিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবতাদের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্তি বাসুদেবে লীন হন; তখন একান্তধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের

প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং যাঁহারাই নিরন্তর যথাবিধি বেদ বেদান্ত পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত তত্ত্ব মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন দেবতা বা কোন মহর্ষি এত ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কি রূপেই বা উহা প্রতিপাদিত হইতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় অপসারণ পূর্ব্বক আমার চিত্ত পরিভূষ করুন।

বেদশ্রবণ কহিলেন, মহারাজ! কুরুশাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমন্যমান হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকটে যেরূপ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বক আপনার নিকটে তাহা কহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুস্তবেশ। মূঢ় ব্যক্তির কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সত্য-যুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্বৃত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধন্যগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহারে বাহা বাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎ-সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকটে সেই সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দৈবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপ-গণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চত্বকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া চত্বের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্র-দেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ সেই যোগ্যরূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মায়াপ্রভাবে উহা পুনরায় তিরোহিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার জন্মগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনর্বার স্বয়ং ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুপূর্ণ, তপস্তা, নিয়ম ও ধর্ম্মগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিনবার উহা পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া

নির্দেশ করেন। ঐ ধর্ম অধেমমধ্যে কীর্তিত আছে। উহার অমুঠান করা নিতান্ত দুঃকর। জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি স্থপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম লাভ করিয়া বিবসানী মহর্ষিদিগকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

অতঃপর সনাতন নারায়ণের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব ভগবান্ নারায়ণ জগৎতর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ সমুদায় গ্রহণ পূর্বক অঙ্গ হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর। আমি হইতে অবশ্যই তোমার মঙ্গললাভ হইবে। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার বদননিঃসৃত আরণ্যক বেদের সহিত সবস্ত্র শ্রেষ্ঠধর্ম গ্রহণ করিলেন। তখন যুগধর্মের বিধাতা বিশ্বরূপাধিদীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহারে ঐ ধর্ম শিক্ষা করাইয়া মারাতীত পরম স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বাবরজজন্ম পরিপূর্ণ সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় সর্বপ্রথমে সত্যযুগ সমুপস্থিত ও সনাতন ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণমুখনির্গত ধর্মাত্মসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মন্ত্রে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মহাত্মা স্বারোচিষ মন্ত্রের পুত্র শম্পদ পিতার নিকট ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিক্‌পাল স্ববর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ঐ ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের নানিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্মই কীর্তন করিলেন। তৎপরে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি কীরণকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে মহাত্মা কীরণ স্বীয় পুত্র রৈভাকে ও রৈভা স্বীয় পুত্র দিক্‌পতি কুন্ধিনামারে উহা প্রদান করিলেন। পরিশেষে সেই নারায়ণমুখোদ্ভূত ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অংগ হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনরায় ঐ ধর্ম সমুদ্ভূত হইল।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধিপূর্বক ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়া বহিঃস্বনামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। তৎপরে জ্যোষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকল্পীয়ে প্রদান করিলেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা সত্যযুগের নারায়ণের নাতিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম তাঁহার নিকট কীর্তন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগে আরম্ভে বিবস্বান মন্ত্রে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সত্যযুগে ইক্ষাকুরে ঐ ধর্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। হে মহারাজ! ইতিপূর্বে হরিগীতার যতিধর্ম কীর্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছি। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সনাতন সত্যধর্মই সকলের আদি, হৃদয়ের ও ইরমুঠের। কিন্তু সম্যাস-ধর্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম ও অহিংসা ধর্মযুক্ত সৎকর্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন। ঐ মহাত্মারে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধমূর্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রহ্লাদমূর্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ ও সৎকর্মমূর্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ, সৎকর্ম ও বাহুদেবমূর্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। উনি মমতাপরিশূভ, পরিপূর্ণ ও আশ্বস্বরূপ। উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণসমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। উনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্তা, অকর্তা, কার্য ও কারণ। উনি ইচ্ছাস্বাসারে জগতের সহিত জীড়া করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! এই আমি আচার্য্য বেদব্যাসের প্রসাদবলে তোমার নিকট হৃদয়ের ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিলাম। ইহলোকে ঐকান্তিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এই জগৎ হিংসাপরিশূভ, সৎভূতহিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত্ত হইলেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদায় লোক নিকাম কন্দের অমুঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস ঈশ্বর ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে ঋষিগণের নিকট এইরূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত

হন। একান্ত অমরকৃত্ত নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তির চরমে চন্দ্রসন্নিভ যৌবন নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানী ব্যক্তির যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ততপরায়ণ অজ্ঞাত ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত তাহা অবলম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিনপ্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণই সর্বপ্রথম ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উহারা সন্তুগপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে সমর্থ হন এবং মুক্তি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাপ্য হইয়া যায় না, তাহাও বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে সাত্বিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তাহারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহারে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার সমস্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল যতি মোক্ষলাভার্থ পরাশ্রয় হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদিগের যোগক্ষেমবহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা যাহাদের জন্মমরণচুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাহারাও সাত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন। নারায়ণায়ক মুক্তিলাভেব নিমিত্ত একান্তমনে অনুষ্ঠিত ধর্ম সাক্ষী ও যোগধর্মের স্নানরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানবান্ মনুষ্য সেই ঐকান্তিক ধর্ম-প্রভাবে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যুজনিত চুঃখভোগসময়ে নারায়ণকর্তৃক কৃপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞানলাভ করে। তাহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিবে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। রাজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রবৃত্তধর্মাক্রান্ত পুরুষকে বারংবার জন্মমৃত্যু জনিত চুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও নারায়ণ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না, ঐক্লপ ব্যক্ত লোকপিতামহ ব্রহ্মারট কৃপাপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে জন্মগ্রহণ পূর্বক সন্তুগ হইতে অণুমাত্র পরিভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগকে অতিক্রমে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! সাত্বিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কিরূপে পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি তাহা কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষ যখন মোক্ষার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করে, তখন স্নানরূপ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যযোগ, আরণ্যকবেদ

ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্র সমুদায় পরস্পর অঙ্গাদীভূত। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্রের অনুসারে ধর্মোন্নয়ন করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সলিলপ্রবাহ যেমন মহাসাগরে হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহাসাগরে প্রবেশ করে, তক্রূপ জ্ঞানসমুদায় সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্মের বিষয় কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি যদি সমর্থ হন, তবেই শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন। সনাতন ধর্ম আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্মের বিষয় এইরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাত্মা ব্যাস ধ্যানমনন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীতি-পুস্তক এই বিষয় কীর্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্তন করিলাম। এই ধর্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর; এই নিমিত্ত অনেকেই উহার অনুষ্ঠানে পরাশ্রয় হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেব এই ভগবতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, তুমি তাহার প্রতিই একান্ত ভক্তি প্রদর্শন কর।

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞান শাস্ত্র সমুদায় লোকে প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমুদায় কি এক ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে; না পৃথক পৃথক ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি উহা যথা-বিধি কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী দ্বীপমধ্যে মহর্ষি পরাশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। পণ্ডিতেরা তাঁহারে নারায়ণশাস্ত্রজ্ঞ, বিভূতিযুক্ত, বেদনিধি বৈশম্পায়ন বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ হইতে 'সেই মহা-ত্মার জন্ম হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাস বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আবার বেদব্যাসকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন; অতএব কিরূপে নারায়ণ হইতে ব্যাসের জন্ম হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে আমার শুক ধর্ম-পরায়ণ মহাত্মা বেদবাস বেদার্থ অব্যবহারণে নিমিত্ত হিমালয়ের একদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন । ঐ সময় সূর্য্য, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা এই পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম । তিনি এই মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া নিত্য পরিশ্রান্ত হইলে, আমরা তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম । তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতীয় পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াতে ভূতগণপরিবেষ্টিত ভূতপতির দ্বারা তাঁহার অশুভ শোভা হইয়াছিল ।

এক দিন আমরা অবসরকালে শুক বেদবাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ ! আপনি আমাদের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতীয় এবং নারায়ণ হইতে আপনাব জন্মের বিষয় কীর্তন করুন । তখন তৎস্বচিব্রগণ্য ভগবান্ বেদবাস প্রথমে আমাদের নিকট বেদার্থ ও ভারতীয় সমুদায় কীর্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! আমি সত্যসঙ্গে ভগবান্ নারায়ণ হইতে এক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তপোবলে তাহা আমার বিদিত আছে । এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে সপ্তলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভূতাত্ত্বিকভবজাত ভগবান্ নারায়ণের ন্যস্ত হইতে সম্প্রসারিত জন্ম গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার ন্যস্ত হইতে সমুদৃত হইয়াছ এক্ষণে স্বাবরজসমাত্মক সমুদায় প্রাপ্তি সঙ্গী কর । তখন ভগবান্ কর্মনামোনি দেবদেব নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে নিত্যস্ত চিত্তাকুল হইয়া তাঁহারে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি নিত্যস্ত জ্ঞানবিশীন হইয়া গ্রহণাচ্ছিন্ন, সুতরাং প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে আমার ক্ষমতা নাই, অতএব আপনি উহার উপদ্রবধান করুন । ভগবান্ এক্ষা ইহা কহিলে, নারায়ণ ভংকণ্যে অস্তিত্ব হইয়া বুদ্ধিবে চিন্তা বশিবামাত্র তিনি তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন । তখন দেবদেব নারায়ণ স্বয়ং তাঁহারে যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি প্রজাগণের সৃষ্টি সাধনার্থ এক্সার পরীবে প্রবেশ কর । মহাত্মা নারায়ণ এইরূপ জুহুজ্ঞা করিলে বুদ্ধি অবিলম্বে এক্সার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখন নারায়ণ এক্সারে বুদ্ধিসম্মিত দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে তোমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে; অতএব সমুদায় স্বেচছরজসমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টিবিধান কর । নারায়ণ এই কথা কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্য

অঙ্গীকার করিলেন । তখন ভগবান্ নারায়ণ অবিলম্বে তথা হইতে অস্তহিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন । কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ নারায়ণের মনে এই উদয় হইল যে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন । এক্ষণে এই বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন । অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বরাভূতপূর্ব্বক অপরিমিত বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি নিত্যস্ত অত্যাচার করিবে; অতএব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবিলম্বেই অবতীর্ণ হইয়া যৎকালে ছটের দমন ও শিঠের পালন দ্বারা পৃথিবীর ভাবাক্রান্ত করা আমার অবশ্য কর্তব্য । আমি নাগসমূহ ধারণপূর্ব্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া ইনি এই বিষংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহা পরি-ক্রাণ করা আমার কর্তব্য কন্ম । অতঃপর আমারে বরাহ, মূসিহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্কিনীত দেবারিগণকে বিনাশ করিতে হইবে ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ “ভো” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সমুদৃত হইলেন । তিনি শ্রিকালজ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল । অপান্তরতমা সমুদৃত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহারে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, ভদ্র ! তোমাকে বেদবিভাগ করিতে হইবে । নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে মহর্ষি অপান্তরতমা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন । তখন ভগবান্ নারায়ণ তাহার বেদবিভাগকাব্য, তপস্তা, নিয়ম ও সংযম দ্বারা সাতিন্দ্রিয় সমুদৃত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, তুমি প্রতিমরস্তুবে এইরূপ জুহুজ্ঞা করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্যাস্থান করিবে । কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না । কলিযুগ সমুপস্থিত হইলে, ভরতবংশে বৌরব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সমুদৃত হইবে । তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকিতে তাহারা পরস্পর যোবতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া শমনসদনে গমন করিবে । ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদ বিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কখনই বিষয়ানুরাগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না । ভগবান্ ভূতভাবনের প্রসাদে তোমার যে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুরাগপরিপূর্ণ হইবে । আকর্ণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে এক্সার মানসপুত্র ও তপোধর্ম্মপ্রগণ্য বলিয়া

কীৰ্ত্তন করেন, যাঁহার তেজঃপ্রভায় স্বর্ষ্যপ্রভা ভিন্নত্ব হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরাশরনামে মহর্ষি জন্মপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাঁহার ঔরসে অবিবাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না এবং কিছুতেই তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। তুমি তপোবলে অনায়াসে অতীত যুগসমুদায় অবগত হইতে পারিবে এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্রধারণ পূর্বক তোমার নয়নগোচর হইব। তোমার যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে স্বর্ষ্যপুত্র শতৈশ্বর্য সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদায়ই আমা হইতে সজ্জত। যে যেক্রপ কামনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপাস্তুরতমারে এই কথা কহিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে আদেশ করিলেন।

হে শিষ্যগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপাস্তুরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্বে ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। এই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসাত্মক আর আমার পূর্বজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আমাদিগের উপাধ্যায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলাম। অতঃপর আর যাহা জিজ্ঞাসী করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাক্ষ্যযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাণ্ডপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাক্ষ্যের, পুরাতন পুরুষ এক্ষা যোগের, অপাস্তুরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মহাদেব পাণ্ডপত ধর্ম্মের এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্য-যোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। অজ্ঞানাক্রম ব্যক্তির কখনই তাঁহারে পরমাশ্রয়রূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। শাস্ত্রবর্জিত মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। যাঁহার বেদ ও অমুমানাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন,

নারায়ণ সর্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাঁহার কৃতকর্নিবন্ধন সন্দেহান হয়, তাহার কখন তাঁহার সন্দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র শাস্ত্র একান্ত অমূল্য মহাত্মার চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহারাজ! মহর্ষিগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই জগৎ নারায়ণের বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোকমধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য সংঘটিত হয়, সে সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমস্ত হইয়া উঠিত।

পাদাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং সকলের উৎপত্তিস্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাশক্তি কারণ, সেইরূপ মহাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণ রূপে অভিহিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্ত ও বিশেষাকারে যাঁহা কহিয়াছেন, সেই সর্ববেদ প্রণীত এই সত্য বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্ব বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অংগীকৃত মনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট রূপে প্রকট হইতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ নগরের মধ্যে স্বর্ষ্যসংপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পুরুষ আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পুরুষে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশসমুৎপন্ন ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐস্থানে আগমন করিলেন এবং অচরাং কমলযোনির সম্মুখবর্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহারে গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহারে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রকৃতিতে কহিলেন, মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্জিহ্বে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে তোমার তপ ও বেদাধ্যয়নের ত ফল?

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার অমৃতগ্রহে আমার তপ ও বেদাধ্যয়নের কুশল। সমস্ত জগৎও নির্ভয়ে আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার বিস্তর অমৃতসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্বতে সমুপস্থিত হইলাম। আপনাকে এই নির্জনস্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যাহার পর নাই কোতূহল উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই সুরাসুরসেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণে পরিপূর্ণ কুংপিপাসিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্বতে বাস করিতেছেন, তাহা কীর্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈকুণ্ঠ নামক পর্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বচসংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাহাঁরে চিন্তা করছেন, সেই বিরাট পুরুষকে? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাকরণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! আমি বহুপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা সত্য বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নিগুণ হইতে পাবিলে সেই নিগুণ বিশ্ববাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান্ নারায়ণকে শাস্ত, অবাঁয়, অপ্রমেয় ও সর্বময় বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। কি তুমি, কি আমি, কি অগ্রাণ্ড ব্যক্তি কেহই তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শব্দমাধিবহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদায়লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্যসমুদয়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভূজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরমস্বর্থে সর্বদেহে বিচরণ করিতে-

ছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কিরূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাংখ্য, বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোন রূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানাসুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন। এই পুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র হতাশন বিবিধ রূপে প্রকল্পিত হন, তজ্জপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তজ্জপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তজ্জপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তজ্জপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও ঐলয়ের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভ কার্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই নিগুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধের সহিত প্রহ্লাদের, প্রহ্লাদের সহিত, সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগবিদ পণ্ডিতেরা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মারে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাংখ্যবিদ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মারেই নিগুণ সর্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তজ্জপ তিনি সর্বদাই কন্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহারে লিপ্তশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমহুধ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্বপ্রকাশক পুরুষই মস্তা ও মস্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, জ্ঞানকর্ত্তা

ও ত্রেয়, স্পর্শকর্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রব-
নীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকেন। সেই শাশ্বত অবায় পুরুষ হইতেই মহত্ত্ব সমুদ্ভূত
হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন।
তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে
তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।
জিতেন্দ্রিয় মহাবিগ্ণ তাঁহারেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি
সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতে উৎপাদন করিয়াছি
এবং তোমা হইতে সমুদায় স্বাবয়বজন্মাত্মক প্রাণী ও সরহস্ত
বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জীবানুনাভায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা
বুদ্ধি ও মন এই চারিপ্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে জীড়া
করেন। জীবাত্মা আয়ুজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারি-
লেই পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। হে পুত্র! সাংখ্যজ্ঞান
ও যোগশাস্ত্রে যেক্রপ পরম তত্ত্ব বর্ণিত আছে, এই আমি তোমাব
নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিলাম।

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে! মহাশয় বৈশম্পায়ন জনমেজয়ে
নিকট এই রূপে নারায়ণমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহারে কহি-
লেন, মহারাজ! অতঃপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যাহা যাহা
জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে যেক্রপ উত্তর প্রদান করিয়া
ছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্মপরায়ণ ধর্ম-
রাজ ঋতামতের মুখে নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাহার
পর নাই সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তাহারে কহিলেন, পিতামহ!
আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষদায়ক সমুদায় কীর্তন করি-
লেন। এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সমুদায় আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষ-
প্রদ নানাবিধ ধর্ম নির্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবধ উপায় অব-
লম্বনপূর্বক ধর্ম্যানুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল
হয় না। যাহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই
সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্বে দেবর্ষি নারদ
ইন্দের নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি,
শ্রবণ কর। একদা ত্রিলোকপুঞ্জিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ভ্রায়
অব্যাহত গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রা-
লয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহারে বথেষ্ট সমাদর করিয়া
আসন প্রদানপূর্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন, দেবর্ষে! আপনি কোতৃহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ভ্রায়
এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন। আপনার অবিদিত
কিছুই নাই; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য
বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, উহা কীর্তন
করুন। দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ
তাঁহার নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

পূর্বে অতি সমৃদ্ধিশালী মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণ-
তীরে এক অত্রিবাংসসমুত সৌম্যমুষ্টি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।
ঐ ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী, ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সত্যাত্মক, সচ্চরিত্র,
জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কুলধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্তা
ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ছিলেন এবং ভ্রায়পথে অর্থোপার্জন
করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সমৃদ্ধিশালী
অকলঙ্ককুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণে বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে
সেই পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক বাগ
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বেদোক্ত ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম
ও শিষ্টসমুচিত্রিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান নহিয়াছে,
ইহার মধ্যে কোনপ্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; এক্ষণে
আমি কোন ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তায়
নিমগ্ন হইয়া বর্তমান অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই নগণ্য
করিতে পারিলেন না। কিয়দিন পরে একদা এক ব্রাহ্মণ
অতিথি হইয়া তাহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ
তাঁহারে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধানে তাঁহার পূজা
করিলেন। অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্বক প্ৰেম
স্থখে তথায় উপবিষ্ট হইয়া পরিশ্রম শাস্তি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অনন্তর অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে,
ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি আপ-
নার দর্শন ও সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।
এক্ষণে আপনাকে মিথ্রভাব্যে কিছু কহিতেছি, অনন্তমনে তাহা
শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ
করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা

প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ; কিন্তু আমি বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উহা অমুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না । যাঁহা হউক, অতঃপর আমি যাবৎকাল জীবিত থাকিব, সেই বহুলাঙ্গক পারলৌকিক পাথের সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব । এই ভবসাগরের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত আমার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে ধন্যময় তেলা কোথায় পাইব ? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কন্মফলপ্রভাবে একবার স্বর্গে গমন ও পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতেছেন ; যমরাজের ধ্বজপতাকাসদৃশ রোগশোকাদি নিরন্তর প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন । এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মন কোন ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইতেছে না । অতএব এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয় পূর্বক আমারে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন ।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে মহাপ্রাজ্ঞ ভগবান্‌ মধুব বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনার শ্রায় আমার ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে । কিন্তু কোনটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আসি নিতান্ত বিষম্ব হইয়াছি । আমার সংশয় কোন ক্রমেই অপনীত হয় নাই । ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের সুবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ কেহ গুরুশ্রদ্ধাদি ধর্ম্ম ও কেহ কেহ বাক্যসংঘমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন । কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসা ধর্ম্মের অমুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্য-প্রতিপালন, কেহ কেহ সমুখস্থিত দেহপরিত্যাগ, কেহ কেহ উচ্চব্রতসাধন এবং কেহ কেহ বেদব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন । কোন কোন সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি বধুক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন । হে মহাত্মন্ ! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন সমীরণসঞ্চালিত জলদের শ্রায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত ছরবগাহ । এক্ষণে আমার গুরুদেব

আমারে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল ; যে স্থানে সুরগণ গম্ভীর হইয়া যজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মাক্ষাজা দেব-রাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যমধ্যে একটা নাগপুর আছে । ঐ পুর মধ্যে পদ্মশ্রী নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন । তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তদ্বাহুসন্ধান পূর্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা চুই নমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন । সেই নাগ সৎশাস্ত্রত, বুদ্ধিশাল্যবিশারদ, অতীষ্টগুণসম্পন্ন, সলিলের শ্রায় নির্মল, অধ্যয়ন-নিরত, অদ্বিধিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, বাজিক, দাতা, ক্রমাশীল, সত্যবাদী, অম্ব্রাশূজ, অমূল্যবাদী নিত্যসন্তুষ্ট এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারসমর্থ । তিনি অতিথি প্রভৃতি সকলের আহারাবসানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন । এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন । তিনি অবশ্যই আপনার প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অতিথি এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ভাগীপীড়িত ব্যক্তির ভাবাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্রোধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অতীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃক্লান্ত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যাহার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে । এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অমুষ্ঠান করিব । ঐ দেখুন দিবাকর করজাল সজ্জিত করিয়া অন্ত্যচলে গমন করিতেছেন ; রাত্রি প্রায় উপস্থিত হইল । অতএব আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন । প্রভাতে গমন করিবেন ।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্য-সংকার গ্রহণ পূর্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে করিতে দিবসের শ্রায় পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতে হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্বক ব্রাহ্মণ কর্ত্তক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয় হইতে নিজগৃহ হইলেন ।

তখন ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক অতিথির উপ-
দেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত
সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে
লাগিলেন ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরো-
বর সমুদায় অতিক্রম পূর্বক এক মহাবীর আশ্রমে সমুপস্থিত
হইয়া তাঁহারে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রাহ্মণ
জিজ্ঞাসা করাতে মহাবী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিকট
উহা সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করিলেন । তখন ব্রাহ্মণ পরা পরিতুষ্ট-
চিত্তে সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে
সম্বোধন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় নাগরাজ স্বীয় আবাসে
উপস্থিত ছিলেন না । তাঁহার ধর্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্ম-
ণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন
এবং তাঁহারে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া
কহিলেন, ভগবন্ ! আমরা আপনার কোন্ কাৰ্য্য সাধন
করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
দেবি ! তুমি যথোচিত সংকার ও মধুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা
আমার শ্রান্তি দূর করিয়াছ । এক্ষণে তোমার নিকট আমার
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার
নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি । তাঁহার দর্শন লাভ
করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় । তাঁহার দর্শন লাভের
নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি ।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্ ! আমার পতির এক
বৎসরের মধ্যে একমাস সূর্য্যোর রথবহন করিতে হয় । এক্ষণে
তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথবহন করিতে গমন
করিয়াছেন । আপনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন,
নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন । এই আমি
আপনার নিকট আমার উত্তার বিদেশগমনের কারণ কীৰ্ত্তন
করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে বাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি
তাঁহাই করিতে প্রস্তুত আছি ।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পতি-
ব্রতে ! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়
হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সুতরাং অবশ্যই আমারে

তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে হইবে । আমি তাঁহার আগ-
মনপ্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব ।
তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগ-
মনের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতে বিম্বৃত হইও না । ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে
বারংবার এইরূপ কহিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্বক অনাহারে
কালহরণ করিতে লাগিলেন ।

উনষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অনন্তর সেই অতিথিপরায়ণ নাগরাজের ভাৰ্য্যা, বন্ধুবান্ধব
ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন,
তিনি গোমতীতীরবর্তী বিজনপ্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে
ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন । তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত
পূজা করিয়া অসন্ধিচিত্তে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি
ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাপি
কিছুমাত্র আহার করিলেন না । আমরা গৃহস্থধর্ম আশ্রয় করিয়া
রাছি, সুতরাং অতিথিসংস্কারই আমাদেরিগের কর্তব্য কন্ম ও
প্রধান ধর্ম । এক্ষণে যখন আপনি আমাদেরিগের অধিকাবে অব-
স্থান করিতেছেন এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত
হইয়াছি, তখন আমাদেরিগের প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, পত্র
বা অন্ন ভোজন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য । এই বনে অনা-
হারে অবস্থান করিয়া আমাদেরিগের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় পরি-
বারকে অধম্যে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে ।
আমাদেরিগের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই ; কাহারও
সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের
পূজা, অতিথি ও বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন
গ্রহণ করে নাই ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ ! আপনাদেরিগের প্রযত্নেই
আমার আহার করা হইয়াছে । নাগরাজের আগমন করিবার
আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আটদিন পরে সেই পন্নগ-
রাজ আগমন না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার
করিব । তাঁহার আগমনের নিমিত্তই আমি এই কঠোর ব্রতের
অনুষ্ঠান করিয়াছি । তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ করিয়া যথা-
স্থানে গমন কর । আমার এই ব্রতের বিষয় করা তোমাদেরিগের
কখনই কর্তব্য নহে । ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাহার
অব্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া হুঃখিত-
মনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন ।

ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পরগরাজ কৃতকার্য ও সূর্য্য কর্তৃক সমুদ্রজাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সন্মোহন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত? আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি জীবুন্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্ম্মপ্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পূর্ব্বক ত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই।

তখন নাগভাষ্যা কহিলেন, নাথ! গুরুশ্রদ্ধা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাচ্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজ্ঞাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিদ্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অমুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবিধ গুরুশ্রদ্ধা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষী হইলে, পরিমিতাহার যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়-সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ধৃত হইলাম, আমার সহিঃই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষপ্রাপ্তির এবং পতিব্রতা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেন্দ্র! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমারে যেরূপ সন্মোহনপ্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সংপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন রূপেই আমার নিকট স্বীয় অতিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার ব্যক্তো স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

একষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

নাগপত্নী এই কথা কহিলে নাগরাজ তাঁহারে সন্মোহন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় কিছুই মনুষ্য নহেন। কারণ মনুষ্য কখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়া আমারে আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অন্তর ও দেববিদগের অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়। মনুষ্যেরা কখনই আমাদের সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি কেনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত ভক্ত। তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে জলাভিলাষী চাতকের ন্যায় আপনার দর্শনাভিলাষে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন আপনার অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সঙ্কলিত কোন ব্যক্তিই অতিথিব প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনারে ক্রোশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশায়ুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জন না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ, এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পবলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সঙ্গতি ও স্নানপথে অর্থ উপার্জন করিলে শুভলাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভূজঙ্গের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই নাই। দেখ ইন্দ্রের প্রতিবন্দী প্রবলপ্রতাপশালী দশানন রোষপরবশ হইয়া রামচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী কার্ত্তবীৰ্য্য, জমদগ্নিপুত্র শরওরাম অন্তঃপুরমধ্যস্থিত কামধেনু প্রত্যাহরণ করিয়াছেন ওনিয়া ক্রোধভবে

তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রাণের সহিত শমনসদনে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শ্রবণে শ্বেয়োনাক্ষক তপস্তার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছি । আজি তুমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকার করিলে । এক্ষণে তোমার সম্মুখ ভাষণ লাভ করিয়া আমি আপনারে স্নান্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি । অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম । আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইয়া গমন করিতে সমর্থ হইবেন ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

অনন্তর ভূজগরাজ ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইচ্ছাশাস্ত্রাদ্বারা করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্বক মধুবাক্যে কহিলেন, তপোধন ! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্বক আপনার এখানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন । আপনি এই নির্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয় ! আমাব নাম ধর্ম্মারণ্য । আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মানভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন । এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অবলম্বনপূর্বক তাঁহারই ক্রোধ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি ।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মণ ! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল । সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট মেহ আছে । এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ । অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আশ্রয় করুন, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব । আমি পরিবারবর্গের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে আপনি বিশ্বস্তমনে আমারে কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন ; আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব । আপনি বখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন

করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ ! আমি আপনারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি । এক্ষণে আমি পরমাত্মারে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি ; সংসারে আমার তাদৃশ অমুরাগ বা বিরাগ নাই । আপনি শশাঙ্ককর-সকাশ আত্মপ্রকাশিত যশঃসমূহ দ্বারা আপনারে প্রখ্যাত করিয়াছেন । এক্ষণে আপনার সূর্য্যালোক গমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে । আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিব ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ ! আপনি পথ্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন । যদি তথায় কোন শুদ্ধত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্তন করুন ।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মণ ! ভগবান্ ভাস্কর বিবিধ অমৃত পদার্থের আশ্রয় । তাহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে । তাহা হইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয়পূর্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন । সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করেন, সেইরূপ উঁহার রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন । পরমাত্মা উঁহার মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত হইয়া লোক সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । উঁহার গুণ নামে কৃষ্ণবর্ণ একটি রশ্মি আছে । ঐ রশ্মি জলদ্রুপে নভোমণ্ডলে প্রাচুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে । দিবাের বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন । তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রকৃতিপালন করিতেছেন । অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন । আমি নিম্নলিখিত নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা

আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার-পূর্বক লোক সকলকে সজ্জপ করিতেছেন; এমন সময় আদি-তোর জায় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সক-লকে উদ্ভাসনপূর্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভি-মুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহারে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মান রক্ষার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যোব সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়েব মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া সূর্য্যের গায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?

চতুঃষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যে তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, আমি, সর্প বা অশ্ব নহেন। ইনি একজন উজ্জ্বল-ব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উজ্জ্বল অবলম্বন পূর্বক ফল, মূল, শীর্ণ-পত্র ও বায়ুতক্ষণ এবং সলিলপান, উজ্জ্বলব্রতধারণ, স্বর্গফল কামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতি নিরীহ ও সর্বভূতেষু হিতাভিলাষী। যাঁহার সঙ্গতিলাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব অশ্ব ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পাবেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক, ত্রিশততম অধ্যায় ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্তন করি-লেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত

বাক্যশ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্যপ্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায়-ব্যক্ত না করিয়া, এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপ-নার কর্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সন্তোষ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। স্তব্ধরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের জায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা আপ-নার কদাপি কর্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেক্ষণ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তজ্জপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাকে আমাতে বিচুন্নাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অবতারণা নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাকে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আব সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্বে আমি গুণ্যসকলের উপায় স্থির করিতে অন-মর্থ ছিলাম, আপনার প্রবাদের তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনি পরমসুখে কালযাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমাখ্যলাভে প্রধান সাধন উজ্জ্বল অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

তীয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষালাভের অভি-লাষে ভৃগুনন্দন চাবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। মহাত্মা চাবন তাঁহার বাক্য-শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্বক উজ্জ্বল ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উজ্জ-

বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আত্মপূর্বিক কীর্তন করেন । পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন । পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়,

সেই সময় বহুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্তন করিয়াছিলেন । এক্ষণে তুমি আমারে আশ্রমীদিগের ধর্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্তন করিলাম ।

মোক্ষধন্য পর্ব সমাপ্ত ।

শান্তিপর্ব সম্পূর্ণ ।

বিজ্ঞাপন ।

আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক তথা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের পুস্তক-সমস্ত হস্ত লিখিত মূল পুস্তক দ্বিগুণ এই খণ্ডে সংকলিত হইল ।

মহাভারত ।

অনুশাসনপর্ব ।

আনুশাসনিক পর্বাধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী মন-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবৈ ।

রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট
আনুপূর্বিক মোক্ষধর্ম্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতা-
মহ ! আপনি বহুবিধ সূক্ষ্ম শমশুণের কথা
কীর্তন করিলেন ; কিন্তু আমি উহা বিশেষ
রূপে শ্রবণ করিয়াও শান্তিলাভে সমর্থ হই-
তেছি না । অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপানুষ্ঠান
করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তির শোক
করা কৰ্ত্তব্য নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্বক পাপা-
চরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে
পারে ? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষত
বিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায়
অনবদ্যত রুধির প্রবাহ বর্ষণ করিয়া আমি
রই কুকর্ণের পরিচয় প্রদান করিতেছি ।
উহা দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই
শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না । আপনি যে
আমার নিমিত্ত এইরূপ দুঃখবহাগ্রস্ত হইয়া
ছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই
নাই ? আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে
প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায়

নিতান্ত মল্লগভাব প্রাপ্ত হইয়াছি ।

এই সমস্ত মণীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র
ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন ।
ইহাদিগের এইরূপ দুঃখবহা শ্রবণ করিয়া
শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ।
হায় ! আমরা উভয় পক্ষে ক্রোধের বশীভূত
হইয়া এই পহিতাচরণ করিয়াছি । না
জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদের গণকে কি
প্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে ।
দুর্ধ্যোধন যে আপনার এই দুঃখবহা দর্শন
করিল না, ইহা তাহার অল্প লোভাগোচর
বিষয় নহে । আমিই আপনার ও যুধি-
ষ্ঠিরের এইরূপ বিপৎপাতের প্রধান
কারণ । আমি আপনাকে বিষম্বদনে শর-
শয্যায় শয়ান দেখিয়া বাহার পর নাই
চুঃখিত হইতেছি । দুর্ধ্যোধন কুরুকুলের
কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও লৈল্যগণের
সহিত ক্ষত্রধর্ম্যানুসারে সমরশয্যায় শয়ন
করিয়া আমি অপেক্ষা স্থগী হইয়াছি ।
আজি তাহাকে আপনার এই সমরশয্যা
নিরীক্ষণ করিতে হইল না । অতএব এক্ষণে
আমার প্রাণ ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু লাভ
করাই শ্রেয়ঃ । যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত

শত্রুশরে কণ্ঠের পরিচয় করিতাম, তাহা হইলে আমায় আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিদাতা আমা-
দিগকে পালন করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহা পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি আমা-
র হিতানুষ্ঠানবাসনায় তদ্বিসয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

ভাষ্য করিলেন, মর্ষরাজ! তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অদীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কারণেরই কারণ হইতে পারে না। এই স্থলে কাল, ব্যাপ ও পঙ্গবেব সহিত মৃত্যু ও গৌতমীর বৈরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে গৌতমী নামে শান্তিপরায়াণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের মস্তিষ্ক ত্রায় তাঁহার একটী-
মাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জু-
নক নামক এক ব্যাপ ক্রোধাবিস্ফীর্ণ হইতে সেই সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌত-
মীর নিকট আগমন পূর্বক কহিল, ভদ্রে! এই পঙ্গবাদম তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা করা কখনই কর্তব্য নহে; অতএব শীঘ্র বল ইহাকে হত্যাশনে

নিষ্ফেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

তখন গৌতমী কহিলেন, অর্জুনক! তুমি নিতান্ত নিরোপ; ইহাকে পারিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোকলভের প্রত্যাশা পারিত্যাগ পূর্বক আপনাকে পাপভরে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাহারা ধার্মিক, তাহারা ভেলার ন্যায় অন্যায়সেই দুঃখমাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিলনিষ্কিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখমাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমান্ন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের নিমিত্ত নরক-
বন্ধনা ভোগ করিবে?

ব্যাপ কহিল, দেবি! আমি তোমার গুণগ্রাম সর্বশেষ অবগত আছি। গুরু-
লোকে রা স্বভাবতই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যেরূপ কহিতেছ, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে তুমি আমাকে আত্মা কর, আমি এখনই এই দুট সর্পকে বিনাশ করিব। যাহারা শান্তিগুণাবলম্বী, তাহারা উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পারিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা প্রতীকারপরায়াণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্দাণ হইয়া

যায়। আর যাহারা এই উভয় গুণবিরহিত, তাহারা মোহবশত প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ কর।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! মাদৃশ ধর্ম্মান্নাদিগের কদাচ কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মান্নাদি সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যুকর্ত্তক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই মর্প ইহাকে দংশন করিয়াছে। স্ততরাং আমি এক্ষণে কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ভ্রাক্ষণের কোপ করা কর্ত্তব্য নহে; কোপ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র কোপ উপস্থিত হয় না। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্বক এই ভুজঙ্গকে আচরাং পরিত্যাগ কর। ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! শত্রুবিনাশ দ্বারা যে ধনকীর্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রুবিনাশে কালবিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রু সংহার করিয়া আচরাং ধনকীর্ত্যাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই মর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রয়োনাশ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রাশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে। অতএব এই মর্পকে

ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। অতএব বহুলোকের জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বেই এই পাপকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী কহিলেন, ব্যাধ! এই মর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জীবিত হইবে না। আর ঐ কাষ্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি আচরাং এই জীবিত মর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, ভদ্রে। সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি সুরগণের অনুকরণ পূর্বক অশঙ্কিত চিত্তে অবিলম্বে এই শত্রুকে বিনাশ কর।

ব্যাধ মর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে এইরূপ বারংবার কহিলেও তাহার মনঃ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই পাশানির্পীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ দৈন্যাবলম্বন পূর্বক দ্রুতদ্বরে গন্তু-ভাষায় ব্যাপকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

অরে মূৰ্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে ইহাকে দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশনিবন্ধন যদি কাহাকে দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে দোষী হইবে।

লুক্রক কহিল, সর্প! যদিও তুমি অমৃত্যুর বশবর্তী হইয়া এই পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বটে, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র নির্মাণের কারণ বলিয়া নির্দোষ হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালকবিনাশের কারণ, অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

সর্প কহিল, লুক্রক! চক্রদণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। স্ততরাং কিরূপে আমাকে দোষী বলিয়া নির্দেশ করিতেছ। আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা তোমার কর্তব্য নহে। চক্রদণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমার সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্বনিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য-কারণভাব সংঘটন হইতে পারে। স্ততরাং

এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুক্রক কহিল, সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্যের প্রধান কারণ বটেন, তথাপি তিনি কখনই ইহার বিনাশকর্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; স্ততরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। লোক যদি অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদায় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তক্ষরাদির দণ্ডাবধান করিতে পারেন না।

সর্প কহিল, লুক্রক! প্রযোজক কর্তা বর্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ত্রিমা-সাধন হয় না। এই নির্মিত্ত প্রযোজ্যকে আপাতত কার্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশুবিনাশবিষয়ে আমি প্রযোজ্য বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিতে পার।

লুক্রক কহিল, অরে পন্নগাধন! তুমি নিতান্ত নির্দোষ, নৃশংস ও শিশুশয়। আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্।

সর্প কহিল, হে ব্যাধ! যেমন স্বাভিক্‌গণ যজমান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ছতাসনে

আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফল-
লাভে অধিকারী হন না, আমিও তদ্রূপ
মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর
প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই
এই পাপের ফলভাগী হইব না । মৃত্যু
আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে
বিনাশ করিয়াছি ; সুতরাং আমি কি নিমিত্ত
দোষী হইব ?

সূর্য ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাস্তবিক
করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তপায় উপ-
স্থিত হইয়া সূর্যকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন, ভূজঙ্গম ! আমি কালকর্তৃক প্রেরিত
হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সুতরাং
তুমি বা আমি আগরা কেহই এই শিশুর
বিনাশের কারণ নহি । জলদজাল যেমন
বায়ুর বশবর্তী, আমিও তদ্রূপ কালের
অধীন, এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় সাত্ত্বিক,
রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিद्यমান রহি-
য়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্তী ।
স্বর্গ বা মর্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমা-
জক পদার্থ বিद्यমান আছে, তৎসমুদায়ই
কালের অধীন । ফলতঃ সমুদায় জগৎই
কালের বশবর্তী হইয়া রহিয়াছে । প্রবৃতি
ও নিবৃতি এ উভয়ই কালের বশীভূত ।
কাল বারংবার সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র,
জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র,
অগ্নিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য
ও অনৈশ্বর্য এ সমুদায়ের সৃষ্টি এবং সংহার
করিয়া থাকেন । হে ভূজঙ্গম ! তুমি এই
সমুদায় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে
দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ ? এক্ষণে

যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর,
তাহা হইলে তুমি যে নির্দোষ, তাহার
প্রমাণ কি ?

সূর্য কহিল, হে মৃত্যো ! আমি আপ-
নাকে দোষী বা নির্দোষ বলিয়া উল্লেখ
করিতেছি না । আমি এইমাত্র কহিতেছি
যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশুবধার্থে
নিদেশ করিয়াছেন । কালের দোষ থাকুক,
বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা
নহি । এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রকাশন
করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না
করাই আমার উদ্দেশ্য ।

পাশনিবদ্ধ ভূজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা
কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্বক কহিল,
বনেচর ! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে;
অতএব নিরপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা
তোমার নিতান্ত অকর্তব্য ।

ব্যাধ কহিল, সূর্য ! আমি তোমার ও
মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম ;
কিন্তু তোমার নির্দোষিতা কোন রূপেই
সপ্রমাণ হইতেছে না । মৃত্যু ও তুমি
তোমরা উভয়েই এই বালকবধের কারণ
হইয়াছ ; তোমাদিগের তুল্য সাধুদিগের
দুঃখকর দুরাভ্যা ও ক্রুর কেহই নাই ।
তোমাদিগকে পিচ্ছ ! আমি তোমাকে অব-
শ্যই নিপাতিত করিব । মৃত্যু কহিলেন,
নিষাদ ! আগাদিগকে কালের বশীভূত
হইয়া কার্য্য করিতে হয় ; অতএব আগা-
দিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার
কখনই কর্তব্য নহে ।

ব্যাধ কহিল, মৃত্যো ! যদি আমি

তোমাদিগকে কালের বশবর্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারী প্রশংসা ও অপকারের নিন্দা করা বিধেয় নহে ।

মৃত্যু কহিলেন, বনেচর ! আমি ত পূর্বেই তোমাকে কহিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন । ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদায় কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ; অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে । আমরা কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; সুতরাং অনর্থক তোমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত হইতেছে না ।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, নিষাদ ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশবিষয়ে অপরাধী নহি । উহার পূর্বানুষ্ঠিত কৰ্ম্মই তোমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে । ফলতঃ এই বালক স্বীয় কৰ্ম্মবশতই অকালে কালত্বলে নিপতিত হইয়াছে ; অতএব কৰ্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে । কৰ্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কৰ্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয় । যেমন মনুষ্য কৰ্ম্মসমুদায়ের বশীভূত ; কৰ্ম্ম-

সমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত । কুন্তকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নিৰ্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য করিতে পারে । ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা নিরন্তর পরস্পর হ্রস্বক রহিয়াছে । অতএব কৃষ্ণি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি ভূমি, কি ব্রাহ্মণী, তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ ।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোকসমুদায় কৰ্ম্মের বশবর্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, অৰ্জুনক ! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে । আমার সন্তান স্বীয় কৰ্ম্মদোমেই নিহত হইয়াছে । আমিও আপনার কৰ্ম্মবশত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং ভূমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর । হে ধম্মরাজ ! মহানুভাবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন, অৰ্জুনক ব্যাধ শোকবিহীন হইয়া সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিলাভ করিলেন । অতএব ভূমিও এক্ষণে মনুষ্যগণকে কৰ্ম্মের বশীভূত বিবেচনা করিয়া শোকবিহীন হইয়া শান্তিলাভ কর । ইহলোকে সকলেই স্বকার্যনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ! নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে

তোমার অথবা চুর্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই । স্ব স্ব কৰ্মবশতই তাঁহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অসাধারণ শীশক্তি সম্পন্ন ভীষ্ম এইরূপ উপাখ্যান কীর্তন করিলে, ধর্মপরায়ণ মহাত্মা বুধিষ্ঠির শোকবিহীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ ! সমুদায় শাস্ত্রই আপনার পরিজ্ঞাত আছে, আমি আপনার নিকট এই অপূর্ণ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি । এক্ষণে পুনর্বার ধর্মসংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে । অতএব গ্রহস্থ কিরূপ ধর্মপরায়ণ হইয়া যত্নকে জয় করিতে পারে, তাহা আপনি মনিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । পূর্বে প্রজাপতি মনুর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সূর্য্যের ঋষি তেজঃপুঞ্জকলেবর একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে গৃহিণীতীর্গত-সমুত্ত সত্যধর্মপরায়ণ মহারাজ দশাশ্ব তাঁহার দশম পুত্র । দশাশ্বের ঔরসে মহারাজ মদিরাশ্বের জন্ম হয় । ঐ মহাত্মা সত্য, তপস্বী, দান, বেদ ও ধনুর্বেদে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দ্যুতিমান, দ্যুতিমানের পুত্র দেবরাজের ঋষি ঐশ্বর্য-শালী, লোকবিশ্রুত ধর্মপরায়ণ স্ববীর ;

স্ববীরের পুত্র শত্রুঘ্নাদিগের অগ্রগণ্য মহাত্মা স্তম্ভজয় ঐ স্তম্ভজয়ের ঔরসে সংগ্রামনিপুণ অসামান্য বলশালী চুর্যোধন নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মার রাজ্যে দেবরাজ স্চাচরুরূপে বারি বর্ষণ করিতেন । তাঁহার নগর মর্কটদ্বীপে বিবিধ ধন, রত্ন, শস্য ও পশুতে পরিপূর্ণ থাকিত । ঐ মহাত্মার রাজ্য-শাসন সময়ে কোন ব্যক্তিই কৃপণ, দরিদ্র, পীড়িত বা ক্লেশ ছিল না । সকলেই সর্বব্যহারনিরক্ত, প্রিয়বাদী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ, অনুশাসন, পরাক্রান্ত, জ্ঞানবান, মজ্জিক, দমগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ব্রহ্মানুষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরাবমানবিরত, দাতা ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন । দেবনদী নদীয়া স্বয়ং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজকে পতিত্ব বরণ করেন । তাঁহার গর্ভে চুর্যোধনের স্তম্ভজয় নামে এক পরম-সুন্দরী কন্যা জন্মে । ঐ কন্যার তুল্য রূপবতী রমণী আর কখন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই ।

একদা ভগবান্ হতাশন সেই রাজ-কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণাতিলামে ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ চুর্যোধনের নিকট গমন পূর্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । কিন্তু চুর্যোধন তাঁহাকে দারিদ্র্য ও আপনার অসবর্ণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না । চুর্যোধন প্রত্যাখ্যান করাতে হতাশন নিতান্ত বিষন্ন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । কিয়দ্দিন পরে মহারাজ চুর্যোধন

যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঋত্বিক্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ! যখন অগ্নি আমার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার অথবা আপনাদের অতি গুরুতর পাপ আছে। অতএব আপনারা বিশেষ রূপে ইহার কারণানুসন্ধান করুন। নরপতি এই কথা কহিলে ত্র্যক্ষগণগণ নংযত ও বাগ্‌যত হইয়া পাবকের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ হতাশন রজনীযোগে শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুষ্পকলেবর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, ত্র্যক্ষগণগণ! আমি মহারাজ দুৰ্য্যোধনের কন্যা স্তদর্শনার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি তিনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার যজ্ঞে প্রজ্বলিত হইব। হতাশন এই কথা কহিলে ত্র্যক্ষগণগণ যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নরপতির নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুৰ্য্যোধন ত্র্যক্ষবাদী ঋত্বিক্গণের মুখে অনলের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবান্ হতাশনকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে কন্যাদান করিব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাকে সর্ব্বদা আমার আলয়ে অবস্থান করিতে

হইবে। তখন ভগবান্ হতাশন মৃতিমান্ হইয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা দুৰ্য্যোধন পরম আনন্দে স্বীয় কন্যা স্তদর্শনাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবান্ হতাশনকে সম্প্রদান করিলেন। অগ্নিও যজ্ঞকালীন বেদবিহিত বস্তুধারার ন্যায় সেই কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার রূপলাবণ্য, বয়ঃক্রম ও কুলশীলাদি দ্বারা একান্ত প্রীত হইয়া দুৰ্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আবাসে বাস করিয়া পুত্রোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি অত্ৰ্যাপি গাহিষ্ণতী পুরীতে ভগবান্ হতাশন বিদ্যমান আছেন। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দিগ্বিজয় সময়ে গাহিষ্ণতীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

কিয়দ্দিন পরে স্তদর্শনা অগ্নির সহযোগে এক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ স্ককুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের নাম স্তদর্শন হইল। স্তদর্শন বাল্যাবস্থাতেই সমুদায় বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ঐ সময় নৃগের পিতামহ রাজা ওষবানের ওষবতী নামে এক কন্যা এবং ওষরথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। নরপতি ওষবান্ সেই দেবকন্যাসদৃশ কন্যাকে মহাত্মা স্তদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তখন ধীমান্ স্তদর্শন গৃহস্থাক্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ওষবতীর সহিত পরমসুখে কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মহাত্মা অগ্নিতনয় গৃহস্থাক্রমে থাকিয়া

মৃত্যুকে পরাজয় করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওঘবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কদাচ অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইও না। অতিথি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি অবিচারিত চিন্তে তাহাই করিবে। অধিক ক্রি, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইও না। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছুই নাই। যাদ আমার বাক্য তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অবিচলিত চিন্তে ইহা প্রতিপালন কর। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি, তুমি কদাচ অতিথির অবমাননা করিও না। তখন ওঘবতী কৃতাজ্ঞনিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন, তাহা আমার কখনই অকর্তব্য বলিয়া বোধ হইবার নহে। স্নদর্শন মৃত্যুজয়াভিলাষে ভার্য্যাকে এইরূপ আদেশ করিলে মৃত্যু তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে রক্ষাশ্রেষ্টী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা হুতাশনপুত্র কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হইলে, ধর্ম ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ওঘবতীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, অয়ি বরবণিনি! আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। যদি গৃহস্থীশ্রমধর্ম্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমার সেবা কর।

অতিথি ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাজকন্যা ওঘবতী তাঁহাকে আগন ও পাণ্ডাদি প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপ-

নাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন। আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজনন্দিনি! আমি তোমার মহিত সম্ভোগবাসনা করি। যদি গৃহস্থীশ্রমে তোমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মপ্রদান পূর্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। অতিথি ঐরূপ বিসদৃশ প্রার্থনা করিলে, রাজকন্যা তাঁহাকে অগ্ন্যস্ত্র নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ওঘবতী স্বামীর বাক্য স্মরণ করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে অতিথির বাক্য স্বীকার করিলেন। অতিথিও তাঁহার হস্তধারণ পূর্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময় দ্বিজবর স্নদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্বক “প্রিয়ে! কোথায় গমন করিলে” বলিয়া বারংবার স্বীয় পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওঘবতী তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। অতিথি তাঁহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করাতে তিনি আপনাকে উচ্ছিন্ন বিবেচনা করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন স্নদর্শন পুনরায় পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিল? তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমার আর কিছুই নাই। সেই সরলহৃদয়া, পতিপ্রাণা ওঘবতী কি নিমিত্ত আজ পূর্বের ন্যায় হাস্যবদনে আমার প্রত্যুদগমন করিতেছে না।

সুদর্শন পত্নীকে বারংবার এইরূপ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে কুটীরস্থিত অতিথি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একজন ব্রাহ্মণ, অতিথিরূপে তোমার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনার এই সহদাম্পতী বিবিধ অতিথি সংস্কার দ্বারা আমার তৃপ্তি সম্পাদন পূর্বক আমার প্রার্থনানুরূপ কার্যসংসাদন করিতেছেন, এক্ষণে আপনার যোগ্য কর্তব্য হয় করুন।

হে ধর্ম্মরাজ ! হৃতাশনতনয় যখন কাষ্ঠ লইয়া গৃহে আগমন করেন, সেই সময় মৃত্যু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়া ছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিবামাত্র সুদর্শন ব্রতভঙ্গপাপে দূষিত হইলেই উহাকে বিনাশ করিব মনে করিয়া লৌহমুসল উন্নত করিয়া রহিলেন। তখন সুদর্শন কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্বক হাস্তযুগ্মে অতিথিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পরমস্থখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন, তদ্বিময়ে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষ নাই। অতিথি-সংস্কার করাই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, অতিথিকে স্বীয়, প্রাণ, ভার্য্যা ও আমার যা কিছু ধন আছে, সমুদায়ই প্রদান করিব। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, তদ্বিময়ে অণুগাত্র সন্দেহ করিবেন না। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতিঃ, বুদ্ধি, আত্মা, মনঃ, কাল ও দিক্ সমুদায় প্রাণিগণের দেহে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগের পাপ পুণ্য সকল প্রতি-নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব যদি

আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে উঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, নচেৎ এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলুন। সুদর্শন এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দিক্ হইতে, “হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে” বলিয়া দৈব-বাণী হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অতিথি ব্রাহ্মণ স্বীয় কপে-বরপ্রভাবে ভুলোক ও দ্যুলোক পারিব্যাপ্ত করিয়া সমুৎখত বায়ুর ম্যায় সহসা সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং গৃহ-স্বামী ব্রাহ্মণের সমিহিত হইয়া গম্ভীরস্বরে ত্রিলোক প্রাতিশ্রুত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে সুদর্শন! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সত্যে নিষ্ঠা দেখিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি এই ব্রতপালনপ্রভাবে তোমার অনুবর্তী এই মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। এই মৃত্যু সত্যতাই তোমার রক্ষাভ্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তুমি স্বীয় অসাপারণ ধৈর্য্য-প্রভাবে ইহাকে বশীভূত করিলেন। তোমার এই পাতব্রতা সহদাম্পতীর প্রীতি দৃষ্টিপাত করে ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কেহই নাই। ইনি তোমার গুণগ্রাম ও স্বীয় পাতব্রত্য ধর্ম্ম দ্বারা সত্যত রক্ষিত হইতেছেন; ইহার ব্রত ভঙ্গ করা কাহার সাধ্য। অতঃপর ইহা যাহা বলিবেন, কদাচ তাহার অন্তথা হইবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী রমণী স্বীয় তপোবলে লোকসকলকে পবিত্র করি-

নার নিমিত্ত ওষধতী নদী নামে প্রাচ্যভূত
হইবেন । ঈহার অর্দ্ধশরীর নদীরূপে পরি-
ণত ও অর্দ্ধশরীর তোমার অনুগামী হইবে ।
যে যে লোকে গমন করিলে পুনরায় প্রতি-
নিমিত্ত হইতে হয় না, তুমি এই দেশে ঈহার
সহিত সেই সমস্ত নিত্য লোক লাভ করিবে ।
তুমি গার্হস্থ ধর্ম্যপ্রভাবে কাম, ক্রোধ ও
মুহুর্যকে পরাজয় করিয়াছ এবং তোমার
সহধর্ম্মিণীও নিরন্তর তোমাকে শুশ্রূষা
করিয়া স্নেহ, অনুরাগ, তন্দ্ৰা ও মোহকে
বশীভূত করিয়াছেন । অতএব নিশ্চয়ই
তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর উৎকৃষ্ট
ঐশ্বর্য্য ও সুক্লভতময় লোক সমুদায় লাভ
হইবে । ধর্ম্ম তপোপন স্বেদশ্রমকে এই কথা
কহিবারাত্র দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র শুর অশ্ব-
সংযোজিত রথ লইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক
স্বেদশ্রম ও তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে
তাহাতে আরোপিত করিয়া দেবলোকে
প্রস্থান করিলেন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এইরূপে স্বেদশ্রম অতিথি-
সংকার দ্বারা গৃহস্থধর্ম্ম প্রাতিপালন করিয়া
মুহুর্য, আত্মা, লোকসমুদায়, পঞ্চ ভূত, বুদ্ধি,
কাল, মনঃ, আকাশ, কাম ও ক্রোধ আয়ত্ত
করিয়াছিলেন । এক্ষণে তুমি মনোগম্যে
বিবেচনা করিয়া দেখ, গৃহস্থের পক্ষে অতিথি
অপেক্ষা কোন দেবতাই শ্রেষ্ঠ নহেন । যদি
অতিথি যথোপচারে অর্চিত হইয়া গৃহস্থের
শুভানুধ্যান করেন, তাহা হইলে উহা শত
যজ্ঞ অপেক্ষাও সমধিক ফলপ্রদ হইয়া
থাকে, সন্দেহ নাই । যদি কোন গৃহস্থ সচ্চ-
রিত্র অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত

সংকার না করে, তাহা হইলে সেই অতিথি
তাহাকে আপনার সমগ্র পাপ প্রত্যর্পণ
পূর্ব্বক তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়া
থাকেন । এই আমি তোমার নিকট গৃহস্থ
যেক্ষণে মুহুর্যকে পরাজয় করিয়াছিলেন,
তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । এই উপাখ্যান
আয়ুষ্কর, যশস্কর ও পাপনাশক । সম্পদ-
লাভার্থী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন ।
যিনি প্রতিদিন এই স্বেদশ্রমচরিত কীৰ্ত্তন
করেন, তাঁহার অতি পূর্ব্বত্ব লোকসমুদায়
লাভ হইয়া পাকে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিবার অধিকার নাই, তবে ক্ষত্রিয়কুলো-
দ্ভব মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিতে আমার
নিতান্ত বাসনা হইতেছে । অমিতপরাক্রম
মহাত্মা বিশ্বামিত্র তপোবলে মহিম বশিষ্ঠের
শতপুত্রের যুগপৎ প্রাণসংহার এবং ক্রোদা-
বিস্ট হইয়া কালান্তক যমোপম অসংখ্য
রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাহা হইতে
ইহলোকে ব্রাহ্মসিগগসংকুল পবিত্র কুশিক-
বংশ সংস্থাপিত হইয়াছে, ঋচীকপুত্র মহা-
তপাঃ শুনঃশেফ মহারাজ অশ্বরীমের যজ্ঞে
বধ্যরূপে পরিগণিত হইলে ঐ মহাত্মাই
তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন । মহারাজ
হরিশ্চন্দ্র আত্মতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞে দেব-
গণকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ মহাত্মার পুত্র
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ঐ মহামির পঞ্চাশৎ

পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নমস্কার না-করাতে উঁহার অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন । ইক্ষুকুলোদ্ভব মহারাজ ত্রিশঙ্কু গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্বক অধোগুপ্তে অবস্থান করিলে ঐ কুশিকবংশাবতংস মহানুভবই তাঁহাকে স্বর্গীকৃত করেন । ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও অগর-গণ নিমেষবিত পবিত্র কোশিকী নদী উঁহারই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে । রম্ভা নান্নী অম্বরী ঐ মহাত্মার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উঁহার তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া উঁহার শাপে শিলাময়ী হইয়াছিল । পূর্বের মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ মহাত্মার ভয়ে আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া এক নদীমধ্যে নিগম ও ক্রিয়ৎকাল পরে পাশবিমুক্ত হইয়া উহা হইতে উদ্ধৃত হন । সেই নদী অতাপি বিপাশা নামে বিখ্যাত রহিয়াছে । মহাত্মা বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যাজ্ঞনিক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক বশিষ্ঠপুত্রগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিলে, তিনি গ্রীত মনে তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়া-ছিলেন । সেই কুশিকবংশাভিলক মহাত্মা উত্তর দিক্ অবলম্বন করিয়া মহারাজ উত্তান-পাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মসিগণ মধ্যে সর্বদা তারারূপে শোভা পাইতেছেন । আমি তাঁহার এই সমুদায় কার্য্য পর্যালোচনা করিয়া যাহার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি । অতএব ঐ মহাত্মা ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ পূর্বক দেহান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন ? মতঙ্গ

ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের গুহরসে জন্মগ্রহণ পূর্বক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই যত্ন করিয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হন নাই ; কিন্তু বিশ্বামিত্রের কিরূপে উহা লাভ হইল, তাহা আপনি আগার নিকট সবে-স্তরে কীর্তন করুন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বের বিশ্বামিত্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভারতবংশে আজর্মাঢ় নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক মহীপাল ছিলেন । তাঁহার আত্মজের নাম জহ্নু । দেবী জাহ্নবী ঐ মহাত্মার চুতিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । জহ্নুর সিন্ধুদ্বীপ নামে গুণ-সম্পন্ন এক পুত্র উৎপন্ন হয় । সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল বলাকাশের জন্ম হয় । বলা-কাশের বল্লভ নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্তায় এক পুত্র জন্মে । দেবরাজ-সদৃশপ্রতাপ মহারাজ কুশিক সেই বল্লভের গুহরসে জন্ম গ্রহণ করেন । কুশিকের পুত্র শ্রীমান্ গাধি । গাধি নিঃসন্তান হওয়াতে সন্তান-কামনায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন । সেই অরণ্য বাস কালে তাঁহার সত্যবতী নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন কন্যা জন্মে । কিয়দ্দিন পরে ঐ কন্যা যৌবনবতী হইলে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রয় তপঃপরায়ণ ঋচীক গাধির নিকট সত্য-বতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু মহারাজ গাধি ঋচীককে

দরিদ্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। গাধিরাজ অসম্মত হওয়াতে, মহাত্মা খাচীক ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন মহারাজ গাধি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! যদি আপনি আমাকে শুদ্ধপ্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। তখন খাচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কি শুদ্ধ প্রদান করিব, তাহা তুমি অবিলম্বে ব্যক্ত কর। গাধি কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে চন্দ্রশিরায় ঋণ ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কন্যাদান করিব।

গাধিরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা খাচীক অচিরে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জলাধিপতি বরুণের সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, দেব! আমি আপনার নিকট চন্দ্রকিরণের ঋণ ধবল বায়ুবেগগামী শ্যামৈককর্ণ সহস্র অশ্ব ভিক্ষা করিতেছি, আপনি অনুকম্পাপ্রদর্শন পূর্বক আমাকে প্রদান করুন। খাচীক এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র জলেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি যে স্থলে ইচ্ছা করিবে, তথা হইতেই এরূপ সহস্র অশ্ব উৎখিত হইবে। তখন মহম্মি খাচীকে বরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কান্ধকুজের অদূরে জাহ্নবীতীরে গমন পূর্বক এই স্থান হইতে অশ্বসমুদায় উৎখিত

হউক বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি চিন্তা করিবামাত্র জাহ্নবী হইতে সহস্র অশ্ব সমুৎখিত হইল। যে স্থান হইতে ঐ সমস্ত অশ্ব উৎখিত হইয়াছিল, সেই স্থান অद्याপি অশ্ব-তীর্থ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর মহম্মি খাচীক পরম প্রীত হইয়া গাধির নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে সেই সকল অশ্ব শুদ্ধ প্রদান করিলেন। মহারাজ গাধি তদ্বর্ণনে যাহার পর নাই বিস্মিত ও পাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার দুহিতাকে নিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া খাচীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহম্মি খাচীক ও শাস্ত্রানুসারে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সত্যবতী মহম্মিকে পতিত্বে লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টি চিত্তে তাঁহার শুশ্রূসা করিতে লাগিলেন।

একদা খাচীক মহম্মিগীর আচার ব্যবহারে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার অচিরে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী মাতৃসন্নিধানে গমন করিয়া নত্নমুখে ভর্তার বরপ্রদানবৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন। গাধিরাজমহিমী কন্য়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার ভর্তা আমাকে ও এক পুত্ররত্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। সেই মহাতপঃনিশ্চয়ই আমাকে পুত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। জননী এই কথা কহিলে, সত্যবতী দ্রুতপদসঞ্চারে স্বামিসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট মাতার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহম্মি

ঋচীক পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার জননী আমার অনুকম্পায় আচরাৎ এক গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন । তুমি তোমার মাতার নির্মিত্ত আমার নিকট যথা প্রার্থনা করিলে, আমি কদাচ তাহা নিষ্ফল করিব না । আর আমি সত্যই কহিতেছি, তোমার গর্ভে আমার বংশধর এক গুণবান্ শ্রীমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে । তোমার জননীকে ঋতুস্মাতা হইয়া অশ্বথ বৃক্ষ ও তোমাকে ঋতুস্মানের পর উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে । আর আমি মস্ত্রপূত করিয়া এই দুই চরু প্রদান করিতেছি, এই দুইটী তোমাকে ও তোমার জননীকে ভক্ষণ করিতে হইবে । তাহা হইলে তোমাদের উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই । মহর্ষি এই বলিয়া কাহাকে কোন্ চরুটী ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ।

তখন সত্যবতী পরমপরিভূক্ত হইয়া জননীর নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, মাতঃ ! মহর্ষি ঋচীক আমাকে এই চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন । আমাদিগকে এই দুইটী ভক্ষণ এবং ঋতুস্মানের পর তোমায় অশ্বথ ও আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে । সত্যবতী এই কথা কহিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! আমি তোমার স্বামী অপেক্ষা পূজ্যতর । অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর । তোমার স্বামী যে এই মস্ত্রপূত চরুদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তোমার চরুটী আমাকে সমর্পণ

ও আমার চরুটী তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাকে যে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, আমি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিব এবং আমাকে যেটী আলিঙ্গন করিতে কহিয়াছেন, তুমি সেইটী আলিঙ্গন করিও । মহর্ষি নিশ্চয়ই স্বয়ং উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের মানসে তোমাকে উৎকৃষ্ট চরুটী প্রদান ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে উপদেশ করিয়াছেন । স্ততরাং আমি তোমার চরু ভক্ষণ ও তোমার বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে, নিশ্চয়ই আমার উৎকৃষ্ট পুত্র হইবে । তুমিও বর্হাদিনের পর মনোহর মহোদর মন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিবে ।

অনন্তর সত্যবতী ও তাঁহার মাতা উভয়ে চরু ও বৃক্ষের বিপর্যায় করিয়া ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করিলেন । কিয়দ্দিন পরে উভয়েরই গর্ভসঞ্চার হইল । অনন্তর একদা মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নীর গর্ভের লক্ষণ অবলোকন করিয়া উদ্ভিগ্ধচিত্তে কহিলেন, প্রিয়ে ! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমরা বৃক্ষ ও চরুর বিপর্যায় করিয়াছ । আমি চরু প্রাপ্ত করিবার সময় তোমার গর্ভে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রহ্মাণ্ড ব্রাহ্মণ ও তোমার জননীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবে, মনে করিয়া তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ এবং তোমার জননীর চরুতে ক্ষত্রিয়তেজঃ নিবেশিত করিয়াছিলাম । কিন্তু তোমরা পরস্পর চরু ও বৃক্ষের বিপর্যায় করাতে এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার মাতার গর্ভে এক

শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে, এবং তুমি
আতি উগ্রকর্মা ক্ষত্রিয়কুমার প্রসব করিবে।
যাহা হউক, তুমি মাতৃস্নেহনিবন্ধন চরু ও
রুক্ষের নিপর্ঘ্যাস করিয়া উৎকৃষ্ট কার্যের
অনুষ্ঠান কর নাই ।

• খাচীক এই কথা কহিবামাত্র পতিপ্রাণা
সত্যবতী দৃষ্টে একান্ত অধীর হইয়া ছিন্নমূল
লতার ন্যায় সহসা ভূতলে নিপাতিত হইলেন
এবং ক্রিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ পূর্বক
ভর্তার চরণে নিপাতিত হইয়া কহিলেন,
নাথ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
এই বর প্রদান করুন, যেন আমার গর্ভে
ক্ষত্রিয়ধর্মাক্রান্ত সন্তান সমুৎপন্ন না হয় ।
বরং আমার পৌত্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রকর্মা
হয় ক্ষতি নাই । তখন মহাতপা খাচীক
তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বর প্রদান
করিলেন ।

অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জন্মদগ্নিকে
এবং গাণ্ডিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব
করিলেন ।

হে মহারাজ ! এই কারণে মহাতপাঃ
বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও
ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-
বংশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । তাঁহার
পুত্রগণও বিশ্বকুলপরিবর্জক, তপস্বী, বেদজ্ঞ
ও গৌত্রকর্ত্তা ছিলেন । ভগবান্ মধুচ্ছন্দ,
দেবরাত, অক্ষৌণ, শকুন্ত, বক্র, কালপথ,
যাজ্ঞবল্ক্য, স্থূল, উলূক, মৃদাল, মৈক্সবায়ন,
বল্গুজজ্ঞ, গালব, রুচি, বজ্র, মালঙ্কায়ন,
লীলাঢ্য, নারদ, কূর্জাশ্রুখ, বাহ্লি, মুমল,
বংকা গ্রীব, অনেকনৈত্রসম্পন্ন আর্জুন্যক,

শিলায়ুপ, চক্রক, মারুতম্ভবা, বাতল্ল, তম্ব-
লায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, স্ত্রুত, ক-
রৌষি, সংশ্রুতা, পর, পৌরব, তম্ব,
কপিল, তাড়কায়ন, উপগহন, আত্মরায়ণি,
শাদ্দুলায়ন, মার্গমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জজ্জারি,
বান্ধবায়ণি, সূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃত,
অরাণি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতম্ব,
বকনথ, শয়ন, যতি, অস্তোরুহ, মৎস্তাশী,
শিরীষী, গর্দভি, উর্দ্ধমোনি, উদাপেক্ষী ও
নারদী প্রভৃতি মহাত্মার বিশ্বামিত্রের পুত্র ।
উঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ । মহাতপাঃ বিশ্বা-
মিত্র ক্ষত্রিয়কূলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেবল
মহর্ষি খাচীকের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ্য লাভ
করিয়াছিলেন । এই আমি তোমার নিকট
মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি-
লাম, এক্ষণে তোমার অন্তঃ যে যে বিষয়ে
সন্দেহ উপস্থিত হয়, কীর্ত্তন কর, আমি
তৎসমুদায় দূর করিব ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অনুশং-
সতা ধর্ম ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ
শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হই-
তেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন
করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপ-
লক্ষে দেবরাজ হস্ত ও এক শুকপক্ষীর
পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । পূর্বকালে কাশীরাজের রাজ্যে এক
ব্যাস বিশালপুত্র বাণ গ্রহণ পূর্বক গ্রাম
হইতে বিনির্গত হইয়া যমুনা করিত । ঐ

ব্যাধ একদা যুগ অন্ত্রমণ করিতে করিতে
নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক অনতিদূরে
একটী যুগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় বিষাক্ত
বাণ পরিত্যাগ করিল ; কিন্তু দৈবাৎ সেই
বাণ যুগের উপরে নিপতিত না হইয়া এক
প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। তরু-
বর বিষমিশ্রিত স্তম্ভীক শরে বিদ্ধ হওয়াতে
ক্রমে তাহার ফল ও পত্র সমুদায় ভূতলে
নিপতিত হইল এবং উহা ক্রমে ক্রমে শুষ্ক
হইয়া গেল।

এ বৃক্ষের কোটরে বহুকাল এক ধর্ম-
পরায়ণ কৃতজ্ঞ শুকপক্ষী বাস করিত। ঐ
পক্ষী স্বীয় আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে শুষ্ক
হইতে দেখিয়া উহাকে পরিত্যাগ না করিয়া
নিরাহারে তথায় অবস্থান পূর্বক তাহার
সহিত শুষ্ক হইতে লাগিল। ভগবান্ সুর-
পতি শুকপক্ষীর অলৌকিক কার্য্য অব-
লোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে মনে
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐ শুকপক্ষী
আশ্রয়দাতা বৃক্ষের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত
হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! তির্য্যগ্যোনি-
দিগের মধ্যেও কি এরূপ অনুশংস ব্যবহার
আছে ! অথবা মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিমাতেই
সদৃশ সমুদায় বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা।
দেবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশে সেই শুকপক্ষীর
নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, বিহগ-
রাজ ! তুমি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া
তোমার জননী দাক্ষেয়ীকে চরিতার্থ করি-
য়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত
এই শুকবৃক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া ইহাতে

অবস্থান করিতেছ, তাহা আমার নিকট
কীর্তন কর।

ব্রাহ্মণরূপী সুররাজ এই কথা কহিলে
ধর্মপরায়ণ শুক তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক
কহিলেন, দেবরাজ ! আমি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা
আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; আপনি
মুখে আগমন করিয়াছেন ত ? তখন ভগ-
বান্ সহস্রাঙ্গ সেই শুকপক্ষীর বাক্য শ্রবণে
মনে মনে তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান
ও তাহার বিজ্ঞানবলের যথোচিত প্রশংসা
করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, বিহগরাজ ! এই অরণ্যে অসংখ্য
বৃক্ষ বিদ্যমান আছে এবং উহাদিগের
কোটর সমুদায় সতত পত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন
রহিয়াছে ; অতএব তুমি কি নিমিত্ত এই
ফলপল্লববিহীন শুষ্ক বৃক্ষে বাস করিতেছ ?
আমার মতে এই মৃতকল্প হতশ্রীক ক্ষীণ-
সার জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করাই তোমার
কর্তব্য।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ধর্মপরায়ণ
শুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিল,
সুররাজ ! দেবতার আদেশ কেহই অতিক্রম
করিতে পারে না। এক্ষণে আপনি আমাকে
যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহার উত্তর
প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এই
বৃক্ষে জন্মগ্রহণ পূর্বক বিবিধ সদগুণসম্পন্ন
হইয়া বহুকাল বাস করিতেছি। এই তরু-
বর আমাকে বালকের ন্যায় রক্ষা করি-
য়াছে। এই স্থানে শত্রুগণ কখন আমাকে
আক্রমণ করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত
আমি এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া

অনুশংসতা ধর্ম প্রতিপালন করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া কি নিমন্ত আমার অধঃপ্রবৃত্ত উভোজিত করিতেছেন। দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরম ধর্ম কিছই নাই। দয়াই সর্বদা সাধুদিগকে শ্রীতি প্রদান করিয়া থাকে। ধর্মাবিসয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে দেবগণ আপনাকেই উহা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমন্ত আপনি দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; অতএব আমাকে এই বক্ষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য। আমি বাহাকে আশ্রয় করিয়া এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি, আজি তাহার অসময় দেখিয়া কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিব।

মহানুভব শুকপক্ষী এই কথা কহিলে, দেবরাজ অনুশংসতা ধর্ম শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্মাত্মন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন শুক কহিল, দেবরাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন এই বক্ষ অচিরাৎ পূর্ববৎ ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। ধর্মাত্মা শুক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাহার প্রতি সমধিক শ্রীত হইয়া সেই বক্ষে অমৃত সেচন করিলেন। বক্ষ ও পূর্বের ন্যায় মনোহর শাখা পল্লব ও ফলসমাকীর্ণ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মহাত্মা শুক পরম সুখে সেই তরুকেটরে কিয়ৎকাল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেহ

ত্যাগ পূর্বক স্বীয় অনুশংসতাদৃশ্যবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। হে ধর্মরাজ যেমন মহাত্মা শুকপক্ষীর আশ্রয়বলে বক্ষের হিতসাধন হইয়াছে, তদ্রূপ লোকে ভক্তিপরা-য়ণ সাধুব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে অন্যায়সেই সমুদায় কান্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুখিষ্ঠর কহিলেন, ঐপতামহ! আপনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এই স্থলে ব্রহ্মবশিষ্ঠসংবাদ নামে এক পুরাতন ঈতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ কংমলযোনি মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! বীজব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কুমকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্য ও অধর্ম্য এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত

দৈব কখনও স্মিত হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কৰ্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভ কাৰ্য্য বলে সুখ এবং পাপকৰ্ম্মপ্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়, কিন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তির আনয়নে সৰ্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকৰ্ম্মা ব্যক্তির তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোানুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। কলতঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকার-প্রভাবে স্বৰ্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতির্গণ্ডল, নাগগণ, যক্ষসমুদায় এবং চন্দ্র, সূর্য ও বায়ুপ্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকৰ্ম্মা ব্যক্তির কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ভ্রাতৃগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা

সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিকৰ্ম্মা, কুৰ্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তির কখনই সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাত্মরসকুণ ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোানুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না, সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর স্ত্রীবপতি-সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুঃখবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকে ও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কৰ্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই মহজে অনুকূল হয় না; প্রভূত স্বীয় পরাভব-শঙ্কায় কৰ্ম্মের মহাবিনয় উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যায় বিম্ব করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাদাণ্য নির্দেশ

করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত ভুচ্ছজ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কৰ্মে প্ররুতি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈবপ্রভাবে কৰ্মে প্ররুত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্তব্য নহে; আপনার সাধানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানবগণের সংকর্ষ ও কুর্কর্ষের সাক্ষী-স্বরূপ। যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গনারকরূপ পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রাতিহত হইয়া যায়। দেব, মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান্ দৌহিত্রগণ কর্তৃক পুনর্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। রাজসি পুণ্ডরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে ঐল নামে বিখ্যাত হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কোশলাদিপতি মহারাজ সৌদাস অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ পরশুরাম স্রীয কশ্যপদোমে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র সিংহা-বাক্য প্রয়োগনিবন্ধন মহারাজ বসুকে রসাতলে গমন করিতে হইয়াছে। বিরোচন-নন্দন মহারাজ বলি বিষ্ণুর পুরুষকার বলে দেবগণ কর্তৃক ধর্মপাশে বদ্ধ হইয়া পাতাল-

তলে নীত হইয়াছেন। মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাত করিতে উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগের প্রাণসংহার করিয়া-ছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশত বালকহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন; তথাপি দৈব তাঁহাদিগের দণ্ড-বিধান করিতে সমর্থ হন নাই। রাজসি নৃপ মহাযজ্ঞে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্রাহ্মণকে অশ্ব-স্বামী গো প্রদান করিয়া ককলাশঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধুম্রংগার গিরিব্রজ-পুরে বহুকাল মজ্জানুষ্ঠান পূর্বক উহার ফলস্বরূপ দেবতাদিগের বর গ্রহণ না করিয়া গিরিব্রজে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। জুলভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমাদিগকে দৈব কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্তিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কৰ্ম ক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কৰ্মবিহীন ব্যক্তির বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্ভোগ-পারায়ণ মহা-ত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেব-রক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দান-

শীল মহাত্মারা নির্দ্বন্দ্ব হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্নভূষিত গৃহ ও শাশান ভূমি সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্য লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তির দৈব-বলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না। আর সাহারা কুপণে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষ-কারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। হে মহর্ষে! এই আমি যোগবলে তোমার নিকট পুরুষকারের সমুদায় ফল কীর্তন করিলাম। লোকে পূর্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রা-নুযায়ী সংকল্পপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে যে সমস্ত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি তৎসমুদায়ের ফল কীর্তন করুন। উহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

ভাষ্ক কহিলেন, শর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা মধ্যগণেরও গোপনীয়। এক্ষণে আমি দেহান্তে যাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা মনিস্তরে কীর্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করে, তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যা-গত ব্যক্তির কাৰ্য্যসাধনের নিমিত্ত চক্ষুঃ ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিত্র বাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করা হয়। পপপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নি-ধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে গৃহ ও শয্যা, চীরবন্ধনপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়। সমুদায় রস আশ্বাদনে বিরত হইলে মৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং অগ্নিস পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অমোঘুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্ম-চর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতিথিসংকারের নিমিত্ত পাণ্ড, আসন, প্রদীপ, অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চ-যজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যুদ্ধে গমন ও রণশয্যায় শয়ন করিলে, অক্ষয় লোক

লাভ হইয়া থাকে । দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্বী দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন, এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে । যাঁহারা কেবল ফল মূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা পত্নমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করিয়া থাকেন । শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রীপরিত্যাগ পূর্ব্বক তিন বার স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট কুললাভ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাदि মন্ত্র পাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন । দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রত সাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পূর্জ্যটন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয় । সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখ নাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । নির্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায় । বৎস যেমন

সহস্র সহস্র ধেনুগণ্যে আপনার জননী নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্তাকেই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও স্থপক হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে । মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না । পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীকে পরিভূক্ত করা যায় । উপাধায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে । যিনি এই তিনটি বিষয়ের সর্বিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয় । আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে ।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যাহার পর নাই বিশ্বস্ত হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ঐ বাক্যের সর্বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন । জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । হে জনমেজয় ! এই আমি মহাত্মা ব্যাসের বাক্যানুসারে

শুভাশুভ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। অতঃপর আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ ধর্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে পূজনীয় কে? আপনি কাহাকে নমস্কার করেন? আপনার প্রিয়তরই বা কে এবং বিপদে নিপতিত হইলে কাহার প্রতি আপনার মনঃ প্রধাবিত হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! ব্রহ্মই যাঁহাদিগের পরম ধন; যাঁহারা তপ ও স্নানাদি-লব্ধ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের কুলে বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পুরুষপরম্পরাগত কার্যভার অক্লেশে বহন করেন, আমি সেই ব্রাহ্মণদিগকেই যাহার পর নাই প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। বিদ্যাবিনীত, জিতেন্দ্রিয়, মুগ্ধভাষী, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ ও বক্তা ব্রাহ্মণগণের গভীর স্বরসংযুক্ত শ্রুতি-স্বথকর মঙ্গলজনক বাক্য সভামধ্যে নৃপতির সমক্ষেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে স্বাস্থ্যমুষ্টির বৃদ্ধি হয়, মন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই রাজসভায় আসীন হইয়া ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করেন, আমি সেই সমস্ত গুণবান ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকি। যিনি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্রমণ্ডল স্পর্শক স্বস্বাচ্ছন্দ

অন্ন প্রদান করেন, তিনিও আমার প্রেমা-ম্পাদ। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করা বিশ্বাস্যের বিষয় নহে, কিন্তু অসূয়াশূন্য হইয়া দান করাই সুকঠিন। এই জীবলোকে মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দানবীরই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে যুধিষ্ঠির! সংকুলসম্মত ধর্মপরায়ণ তপস্বী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, আমি যদি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর। অধিক কি, আমি ব্রাহ্মণকে যে রূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য স্তম্ভদগণকেও সে রূপ জ্ঞান করি না। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণভক্তিপ্রভাবে মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমারও যেন সেই সকল লোক লাভ হয়। আমি কখন ব্রাহ্মণের কোন অপকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অন্ন বা অধিকই হউক, যে কিছু সংকল্প করিয়াছি, সেই কার্যপ্রভাবেই আজি শরশয্যায়াশ্রয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অন্তঃতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যাহার পর নাই প্রীতলাভ করিয়া থাকি। ফলত ব্রাহ্মণ-প্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস;

এই নিমিত্ত অচিরে অনন্তকালের নিমিত্ত পবিত্রলোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতিসেবাই পরম ধর্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি ; সেইরূপ ক্ষত্রিয়-কুলের ব্রাহ্মণসেবাই পরম ধর্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ক্ষত্রিয় শতবর্ষব্যয়ক্ষ আর ব্রাহ্মণ দশবর্ষীয় হন, তাহা হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই পিতা ও ক্ষত্রিয়কে পুত্র বোলাই নিদ্দেশ করা যাউতে পারে। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকেই পতিত্বে স্বীকার করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুর ন্যায় উদ্ভাদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ ও অগ্নির ন্যায় উদ্ভাদিগের অর্চনা করিবে। সরলপ্রকৃতি, সত্যপরায়ণ, সাধুশীল, সর্বভূত-হিতানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধোদ্ধত ভূজঙ্গের ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট আপনার ক্রোধবল ও তেজোবল প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে।* ব্রাহ্মণের তপোবলই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর ক্ষত্রিয়ের ক্রোধবলই সর্বোৎকৃষ্ট ; এই উভয়বিধ বলই অতি ভয়ঙ্কর। তপস্বী ব্রাহ্মণেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনায়াসে শত্রুবিনাশাদি বিষয়ে চরিতার্থতা লাভ কারতে সমর্থ হন। ক্ষত্রিয় উপকারনিরত শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার তেজোবল প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ

তাঁহার ঐ উভয় বল নিঃশেষে বিনাশ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। গোপাল যেমন দণ্ডগ্রহণ পূর্বক গোসমুদায়কে রক্ষা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণ পূর্বক প্রাণিন্যত বেদ ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের জীবিকা নির্বাহোপযোগী অর্থ আছে কি না তাহার অবধারণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

নবম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যে ছুরাঅ্রারা ব্রাহ্মণের নিকট প্রাতিশ্রুত হইয়া অর্থ প্রদান না করে, তাহাদিগের বিরূপ গতি লাভ হয়, কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিক হউক, বা অল্পই হউক অঙ্গীকার করিয়া প্রদান না করে, স্ত্রীব্যক্তির সম্মানকামনার ন্যায় তাহার সমুদায় আশা বিফল এবং সে জন্মাবধি তপস্যা, দান ও ব্রতপ্রভৃতি যে সকল সংকল্পের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। শ্যামকর্ণ এক সহস্র অশ্ব প্রদান ভিন্ন ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে শৃগাল-বানরসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক বানর এক শৃগালকে শ্মশান-মধ্যে পূতিগন্ধযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া কহিল, শৃগাল ! তুমি

পূর্বজন্মে এমন কি পাপাশুষ্ঠান করিয়াছিলে যে, এক্ষণে তোমাকে শ্মশানে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিতে হইতেছে ?

তখন শৃগাল কহিল, কপিবর ! পূর্বে আমি ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া অর্থ প্রদান করি নাই। সেই কারণে আমাকে এই কুৎসিত শৃগালযোনি লাভ করিয়া ক্ষুধার্ত হইয়া মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি তোমার নিকট আমার শৃগালযোনি প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিলাম। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত বানরস্ব লাভ করিয়াছ, তাহা কীর্তন কর।

তখন বানর কহিল, শৃগাল ! পূর্বে আমি লোভপ্রযুক্ত সতত ব্রাহ্মণের ফল অপহরণ করিতাম বলিয়া আমাকে বানর-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

হে ধর্মরাজ ! ঐ বানর ও শৃগাল পূর্বে মনুষ্যজন্মে পরস্পর সখ্যভাবসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে কর্মদোষে ত্রিয্যগ্যোনি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবিশেষবশতঃ উহাদের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। আমি পূর্বে স্বীয় উপাধ্যায় ও মহর্ষি বেদব্যাসের প্রমুখাৎ এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত ক্ষমা করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ হইলেও উহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত। ব্রাহ্মণকে

নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। প্রথমে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষে হতাশ করিলে, ব্রাহ্মণ পাবকের ন্যায় ক্রোধে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন। তিনি একবার ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কাষ্ঠ দহনের ন্যায় আশাবিঘাতককে এককালে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে মন্তুষ্ট রাখিলে তিনি সর্বদা মহা আফ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং সর্বদা সমুদায় বিষয়ে চিকিৎসকের ন্যায় হিতকর হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শ্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র, পৌত্র, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদায় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণের তেজঃ সূর্য্যাকিরণের ন্যায় ভীত। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। দান অপেক্ষা মহৎ কার্য আর কিছুই নাই। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তিসাধন করা হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে দান করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণই দানের প্রধান পাত্র। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা না করিয়া বিদায় করা কদাপি বিধেয় নহে।

দশম অধ্যায়।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম ; মানবগণ সর্বদাই ধর্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য নীচজাতিকে সুহৃদ্বাবে উপদেশ প্রদান

করিলে দোষভাগী হয় কি না, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; অতএব উহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

• ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পূর্বে আমি মহর্ষিদিগের মুখে এই বিষয়সংক্রান্ত যে কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা মনিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হীনজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কপনই কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি নীচকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই অপরাধী হইতে হয়। পূর্বে হিমালয়পার্শ্ববর্তী ভগবান্ ব্রহ্মার আশ্রমসম্মিধানে সিদ্ধচারণসেবিত, পুষ্পোত্তানসমলঙ্কৃত, বিবিধ তরুলতায় সমাকর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে সূর্য ও অনলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন নিয়ম-ব্রতধারী মহাত্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাত্মী, সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী ও বালখিল্য মহর্ষিগণ অবস্থান পূর্বক নিরন্তর বেদপাঠ করিতেন। একদা এক পরম দয়াবান্ শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মুনিগণকে বিবিধ ধর্মনিয়ম-সম্পন্ন, দেবতুল্য ও অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন দর্শন করিয়া যাহার পর নাই সম্বুদ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই আশ্রমবাসী কুলপতির চরণ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়া অশিক্ষিত মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি

নিরন্তর আপনার শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিব।

তখন কুলপতি কহিলেন, বৎস ! শূদ্র-জাতির সন্ন্যাসধর্মের অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্মবুদ্ধি উপাস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্বক আমাদিগের শুশ্রূষা কর, পরিণামে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোকলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুলপতি এই কথা কহিলে, শূদ্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে কি করা কর্তব্য। প্রজ্ঞা অবলম্বন করিতেই আমার বাসনা। অতঃপর প্রজ্ঞা গ্রহণ করা আমার কর্তব্য কি না, তাহা কিয়দ্দিন বিশেষরূপ বিবেচনা করি, পরিশেষে যাহা শেষঃ বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই করিব। ধর্মপরায়ণ শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক পর্ণশালা এবং তন্মধ্যে বেদি, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদায় প্রস্তুত করিলেন, এবং স্বয়ং নিয়মধারী, ফলাহারনিয়ত, জিতেন্দ্রিয় ও তপঃপরায়ণ হইয়া বহুকাল দেবস্থানে ত্রিকালীন জলসেক, বলিপ্রদান, হোম, দেবতাদিগের অর্চনা ও ফলমূলাদি দ্বারা সমাগত অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদা এক মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিবামাত্র তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাকে পরিভূক্ত করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে যাহার পর নাই পরিভূক্ত হইয়া তাঁহার মনিত

শিষ্টালাপ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। এবং অতি অল্পদিনমধ্যে পুনরায় ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ শূদ্রের সহিত মহাবির বিলক্ষণ সৌহার্দ্য জন্মিল। তখন তিনি প্রতিদিন উহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা শূদ্র সেই তপোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ কার্য্য করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনাকে অনু-গ্রহ পূর্বক ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শূদ্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তথাস্ত বলিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন। তখন ঐ শূদ্র পবিত্র হইয়া তাঁহাকে পাদোদক প্রদান পুরঃসর ওষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আগন আনয়ন পূর্বক জ্যোতিষশাস্ত্রের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিমশীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ব্রাহ্মণের আসনসংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! তুমি পূর্বশীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন পূর্বক স্বয়ং উত্তরাস্ত্র হইয়া উপবেশন কর। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্র উত্তরাস্ত্রে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপন পূর্বক জ্যোতিষ সমাপন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিও তাঁহার পিতৃ-কার্য্য সম্পাদন পূর্বক বিদায় লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর শূদ্র তাপস তথায় দীর্ঘকাল তপোমুগ্ধান পূর্বক কলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজ-

বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিতকূলে উৎপন্ন হইলেন।

এইরূপে সেই শূদ্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগও বদ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বেদসমুদায়, কল্পপ্রয়োগ, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিয়দিন পরে বুদ্ধ রাজা পরলোকে যাত্রা করিলে, প্রজাগণ মিলিত হইয়া রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজকুমার রাজা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া পরমমুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাহবাচন বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন।

রাজা এইরূপে বারংবার হাস্য করাতে পুরোহিতের ক্রোধোদ্বেক হইল। তখন তিনি একদা রাজার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎকার ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি আপনি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, উহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।

তখন রাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি এক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যে যে বিষয়

আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি অবশ্যই তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্তন করিব। স্নেহ ও সম্মাননিবন্ধন আপনার নিকট আমার কিছুই অবক্তব্য নাই।

• তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ ! ঐক বিষয়ের অধিক আমার জিজ্ঞাস্ত নাই। যদি আপনি সম্ভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট মিথ্যা কহিবেন না, অঙ্গীকার করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নরপতি তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্তাবিশয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব।

তখন পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ ! স্বস্তিবাচন, শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্ম-কার্য সময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টি-নিরূপ করিয়া হাস্ত করেন, তাহার কারণ কি ? আপনি হাস্ত করাতে আমাকে নিতান্ত লজ্জিত হইতে হয়। আপনার ঐ হাস্তের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি ; অতএব ঐ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অকপটে আমার নিকট কীর্তন করুন। আপনি আমার নিকট সত্য কহিবেন, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন ; এক্ষণে তাহার অন্যথা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

নরপতি কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ঐ বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার

নিকট কীর্তন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর ; আমার পূর্বজন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্বজন্মে আমি তপস্যা-নিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উগ্রতর তপঃপরায়ণ মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমার পিতৃশ্রদ্ধে আমাকে কুশাসন, কুশ এবং হব্যকব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কন্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন এবং আমি রাজা হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! আপনি আমাকে শ্রদ্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ফল লাভ করিলেন। হে দ্বিজবর ! আমি কেবল ঐ কারণবশত আপনাকে দেগিলামাত্র হাস্ত করিয়া থাকি, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্ত করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর হইলাম এবং আপনি মুনি হইয়াও পুরোহিত হইলেন। ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য ! একমাত্র উপদেশ প্রদান নিবন্ধন আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চরণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরহিত্য পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্ববান হউন। আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি

এই মনরাশি গ্রহণ পূর্বক পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করুন ।

নরপতি এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, গ্রাম ও বিবিধ ধন প্রদান ও তাঁহাদের নিদেশানুসারে কঠোর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । পরে বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তপায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী ও অন্যান্য নানাবিধ ধনদান করিয়া পরম পবিত্র হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় আশ্রমে গমন পূর্বক ঘোরতর তপস্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন ।

হে মন্যরাজ ! শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই মহর্ষিকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল ; অতএব নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্তব্য নহে । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না । কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকৃতব্য । ধর্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম, পাপা-জ্বারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না । মুনগণ দুর্ভাক্যপ্রয়োগভয়ে বাঞ্ছনস্পত্তিপরাগুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন । লোকে ধার্মিক ও মত্য-মরলতাদি গুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ভাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয় । বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্ধকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্তব্য নহে ।

ক্লারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয় । মন্যজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কণ্ঠ্য করাই বিধেয় । মনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে মন্যক্ষয় হয় । কেহ প্রস্তুত করিলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে মন্য লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত । নীচ জাতিকে উপদেশ প্রদান করিলে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয় ; অতএব নীচজাতিকে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে । এই আমি তোমার নিকট তোমার প্রশ্নানুরূপ কথা কীর্তন করিলাম ।

একাদশ অধ্যায় ।

যদিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লক্ষ্মী কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষের নিকট অবস্থান করেন, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! একদা কন্দর্প-জননী রুক্মিণী অসাদারণ রূপলাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের ক্রোড়ে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া মহা অহ্লাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোকেশ্বর ! তুমি কোন্ কোন্ স্থান ও কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা ষথার্থরূপে কীর্তন কর । তখন চন্দ্রাননা কমলা নারায়ণের সমক্ষে মধুর বাক্যে রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি ! আমি সত্যবাদী, কার্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপারায়ণ, কৃতজ্ঞ,

জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। যাহারা অকর্ষণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তন্দ্র, গুরুদ্বেষ্টা, যুৎস্বভাব, কপট এবং বলবীৰ্য্য, বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন; যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয়, আমি সেই সমুদায় ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করি না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বুদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আগ্রহ, পুণ্যাগ্না, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান, আমি তাহাদিগের নিকটেই সতত অবস্থান করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইত্যন্তঃ নিষ্কিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামী প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত আমি সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করি। যান, কণ্ঠা, ভ্রমণ, যজ্ঞ, মল্লিকসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রগণ্ডল, হস্তী,

গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্রোত নিনাদিত ক্রম-বিভূষিত, করিকরমালোড়িত, সিদ্ধতাপস-সেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র আমার প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম, এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা সম্পাদিত হয়, আমি কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার, এই নিমিত্ত আমি একতানমনে অভিমন্দেরে উহার শরীরে অবস্থান করি। নারায়ণভিন্ন আর কুত্রাপি আমি শরীরে অবস্থান করি না। আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশঃ ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জীপুরুষের সংসর্গকালে, ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার স্পর্শস্থল অধিক হয়, এই বিষয়ে আগার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা সাবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ভগ্নাস্বন রাজার পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগ্নাস্বন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে ইন্দ্র-বিদ্বিষ্ট অগ্নিনুত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। সুররাজ ইন্দ্র রাজর্ষি ভঙ্গাশ্বনকে পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিরন্তর তাঁহার রক্ষাশ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তন্নিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা মহারাজ ভঙ্গাশ্বন যুগয়া করিবার নিমিত্ত নিজ রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও ঐ সময় প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল বিস্তার পূর্বক তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন। রাজর্ষি ভঙ্গাশ্বন ইন্দ্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় যাহার পর নাই কাতর হইয়া সেই অশ্বে আরোহণ পূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক বারিপরিপূর্ণ পরম রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি সেই সরোবর দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র অশ্ব হইতে অবরুদ্ধ হইলেন এবং আচরাৎ অশ্বকে জলপান করাইয়া এক বৃক্ষে বন্ধন পূর্বক স্বয়ং সেই সরোবরসলিলে অবগাহন ও স্নান করিলেন। সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী লাভ হইল। তখন তিনি আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্বক সান্ত্বিত লজ্জিত হইয়া ব্যাকুলিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে কিরূপে অশ্বে আরোহণ ও কিরূপেই বা রাজধানীতে গমন করি। আমি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে আমার ঔরসে মহাবল পরাক্রান্ত

এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব এবং আমার ভাৰ্য্যা, পুরবাসী ও গ্রাম্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই বা তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যুচ্ছ, কোমলত্ব, ও কাতরত্ব এই তিনটি স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীৰ্য্যবত্তা এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ। এক্ষণে আমার পুরুষত্ববিনাশ ও স্ত্রীলোকের গুণ লাভ হইয়াছে; সুতরাং কিরূপে পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিব।

রাজর্ষি ভঙ্গাশ্বন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া বহু-যত্নসহকারে কৌশলক্রমে অশ্বে আরোহণ পূর্বক আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্রকলত্র, ভৃত্য ও নগরবাসিগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ ভঙ্গাশ্বন তাহাদিগকে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, আমি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুগয়ার্থ নির্গত হইয়া মোহবশতঃ এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় সৈন্যগণ পরিশূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে একাকী শুষ্ককণ্ঠে পরিশ্রমণ করিতে করিতে হংসারসকুলসঙ্কুল পরম রমণীয় এক সরোবর নিরীক্ষণ করিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র আমার পুরুষত্ব বিনাশ ও স্ত্রী লাভ হইয়াছে। মহারাজ ভঙ্গাশ্বন এই বলিয়া মন্ত্রী ও পুত্রগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আপনার

নাম গোত্র কীর্তন করিয়া আত্মজগণকে সম্বোধন পূর্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্রগণ ! তোমরা এক্ষণে পরস্পর সৌভ্রাতৃ সংস্থাপন পূর্বক এই রাজ্য উপভোগ কর । আমি নিশ্চয়ই অরণ্যে প্রস্থান করিব ।

• স্ত্রীরূপী নরপতি ভঙ্গাস্বন পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ অরণ্যমধ্যে গমন পূর্বক এক তাপসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাপসের ঔরসে তথায় তাঁহার এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল । সেই সমস্ত পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা ভঙ্গাস্বন তাঁহা-দিগকে লইয়া পূর্বোৎপন্ন পুত্রগণের সম্মি-ধানে গমন পূর্বক কহিলেন, আত্মজগণ ! তোমরা আমার পুরুষাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর ইহারা আমার অঙ্গনাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব তোমরা উভয়-পক্ষ মিলিত হইয়া সৌভ্রাতৃ অবলম্বন পূর্বক এই রাজ্য উপভোগ কর । ভঙ্গাস্বন এই-রূপ আদেশ করিলে তাঁহার পূর্বপুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সন্মত ও তাঁহার অপর পুত্র-গণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের স্ত্রীত্ব বিধান দ্বারা উহার অপকার না করিয়া প্রত্যুত উপকারই করিয়াছি । যাহাই হউক, এক্ষণে যাহাতে উহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইল । দেবরাজ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশে ভঙ্গাস্বনের পূর্বপুত্র-

গণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজকুমারগণ ! ভ্রাতৃগণ এক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদিগের পর-স্পর কদাচ সৌভ্রাতৃ থাকে না । দেখ, সুরাসুরগণ একমাত্র মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজ্যলাভের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর বিতণ্ডা করিয়াছিলেন । কিন্তু তোমরা এক শত জন ভঙ্গাস্বনের ঔরসে জন্মিয়াছ, আর তোমাদের অপর এক শত ভ্রাতা একজন তাপসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; তথাপি তোমাদের উভয় পক্ষের এরূপ সৌভ্রাতৃ থাকিবার কারণ কি ? যাহা হউক, তোমাদের অপর ভ্রাতারা যে তাপসের ঔরসজাত হইয়াও তোমাদিগের পৈত্রিক রাজ্যের অংশ অধি-কার করিয়াছে, ইহা অতিশয় নিন্দার বিষয়, সন্দেহ নাই ।

ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাস্বনের ঔরসপুত্রগণ তাঁহার উত্তেজনায় অপর ভ্রাতাদিগের উপর যাহার পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া অচিরাৎ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ঐ যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে উভয়পক্ষই নিঃশেষিত হইয়া গেল । স্ত্রীভাবাপন্ন রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন অরণ্যমধ্যে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অবিরল বাম্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন । তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সকাশে আগমন পূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কি দুঃখে দুঃখিত হইয়া যুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ ? ভঙ্গাস্বন ব্রাহ্মণকে সমক্ষে

নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্বক করণবাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কালপ্রভাবে আমার দুই শত পুত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি পূর্বের পুরুষ ও রাজা ছিলাম। সেই অবস্থায় আমার ঔরসে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা আমি যুগয়ায় গমন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদুচ্ছাক্রমে একটা সরোবর অবলোকন পূর্বক তাহাতে অবগাহন করিয়া ছিলাম। সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া অবশিষ্ট আমার এই স্ত্রীত্ব লাভ হইয়াছে। দৈবপ্রতিকূলতাবশত এইরূপ অসম্ভাবিত নারীরূপ লাভ হওয়াতে আমি যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া নিজ রাজধানীতে আগমন ও ঔরসপুত্রগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক এই তপোবনে আগমন করিলাম। এই স্থানে এক তাপসের ঔরসে আমার গর্ভে আর এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহাদিগকে সেই ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্র রাজ্যভোগ করাইবার নিমিত্ত আমার পূর্বতন পুরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার কালপ্রভাবে পরস্পর বৈর উৎপাদন পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই নিতান্ত কাতর হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছি।

ভগ্নাস্বন করুণাস্বরে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে পরমবাক্যে কহিলেন, আমি সুররাজ ইন্দ্র। তুমি পূর্বের আমাকে

অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক আমাকে যাহার পর নাই দুঃখিত করিয়াছিলে। আমি তমি-বন্ধন ক্রোধান্বিত হইয়া তোমার পুত্রগণের বিনাশমস্পাদন পূর্বক তোমার অপকার করিয়াছি। সুররাজ এই কথা কহিবামাত্র রাজমি ভগ্নাস্বন তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হউন, আমি পুত্রলাভের অভিলাষেই অগ্নিস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; অতএব এই বিষয়ে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ভগ্নাস্বনের প্রাণিপাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বল, তোমার পুরুষাবস্থার ঔরসপুত্রগণ ও এক্ষণকার গর্ভজাতপুত্রগণের মধ্যে কোন্ গুলিকে জীবিত করিয়া দিব। তখন নারীরূপধারী মহারাজ ভগ্নাস্বন কৃতাজ্জলিপুটে দেবরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুররাজ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার বরপ্রভাবে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক।

ভগ্নাস্বন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সান্তিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুরুষাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কি

নিমিত্ত তোমার বিদেশভাজন ও তোমার অঙ্গনাবস্থায় যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই বা কি নিমিত্ত এইরূপ স্নেহের পাত্র হইল ? ইহার কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । তখন ভঙ্গাসন করিলেন, সুররাজ ! স্ত্রীলোকের আয় পুরুষের স্নেহ কদাচ প্রবল হয় না । এই নিমিত্ত আমার অঙ্গনাবস্থায় যে সমস্ত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই আমার সমধিক স্নেহের পাত্র । এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাহারাই পুনর্জীবিত হউক ।

তখন দেবরাজ ভঙ্গাসনের বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার সমুদায় পুত্রই জীবিত হউক । আর এক্ষণে তোমার কি পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, না তুমি এইরূপ অঙ্গনাবস্থায় অবস্থান করবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল । যে রূপ অবস্থা তোমার প্রীতিকর হইবে, আমি তোমাকে সেই অবস্থাতেই অবস্থাপিত করিব, সন্দেহ নাই । দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভঙ্গাসন তাঁহাকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুররাজ ! আমি আর পুরুষত্ব লাভে অভিলাষ করি না । আমি এক্ষণে এই স্ত্রীভাবেই সমধিক সন্তোষলাভ করিতেছি । সুররাজ কহিলেন, রাজর্ষে ! তুমি পুরুষত্বলাভে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক কি নিমিত্ত স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইতেছ ? ভঙ্গাসন কহিলেন, দেবরাজ ! স্ত্রীপুরুষসংসর্গকালে স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শস্থল লাভ হইয়া থাকে । এই নিমিত্তই

আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতে বাসনা করি । আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি, স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই । আপনি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করুন । ভঙ্গাসন এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অভিলম্বিত বর প্রদান করিয়া আগজ্ঞান পূর্বক সুরলোকে গমন করিলেন । হে ধর্মরাজ ! আমি সেই নিদর্শনানুসারেই স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সমধিক স্পর্শস্থল লাভ হইয়া থাকে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে উভয় লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য ও পরদারাভিগমণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্য-ভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে ; অতএব কাগমনোবাক্যে অন্তর অনিষ্টচিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ । কলত ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও

যে ব্যক্তি অশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করেন,
তিনি অশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি
স্বরাস্ত্ররত্ন গুরু বিশ্বরূপ সর্দানুযায়ী ভূত-
ভাবন ভগবান্ মহাদেবের নাম ও ঐশ্বর্য
সমুদায় অবগত আছেন । এক্ষণে ঐ সমু-
দায় সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! সেই ভগবান্
মহাদেবের গুণসমুদায় কীর্তন করা আমার
সাধ্য নহে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেব-
গণের সৃষ্টিকর্তা সেই ভগবান্ সর্বদগত
হইয়াও সর্বত্র লক্ষিত হন না । তিনি
প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া
ব্রহ্মাদি পিণ্ডাচ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার
উপাসনা করিয়া থাকেন । তত্ত্বদর্শী যোগ-
বিদ মহর্ষিগণ কেবল সেই সূক্ষ্ম অখচ স্মরণ
অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবেরই চিন্তা
করেন । ঐ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃ-
প্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষকে নিৰ্ম্মাণ করিয়া
তদ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন ।
জন্ম, জরা ও মরণের বশীভূত মাদৃশ মানব-
গণ কখনই সেই মহাজ্ঞা মহেশ্বরের পরি-
জ্ঞাত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে
সমর্থ হয় না । কেবল এই ষড়্ভূতশ্রেষ্ঠ
শঙ্কচক্রগদাধর ভগবান্ বাহুদেবই দিব্য
চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন ।
মহাজ্ঞা বাহুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর
কেবল সেই সনাতন মহেশ্বরের আরাধনা
করিয়াই তাঁহার প্রদাদে জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব-

ভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন । ইনি প্রতি-
যুগেই অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে সেই চরাচর-
গুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন
করিয়া থাকেন । ইনি পুত্রনাভের অভিলাষে
সেই দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া
তাঁহার ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ঐ
মহাজ্ঞার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ।
কেবল মহাবাহু ভগবান্ বাহুদেবই সেই
সনাতন দেবদেবের নাম, গুণ ও ঐশ্বর্য
সমুদায়ের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতে
পারেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাজ্ঞা
ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ভগবান্
বাহুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
মহাজ্ঞান্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভূতপতি
ভগবান্ ভবানীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে
অভিলাষ হইয়াছে । অতএব তুমি তাহা
উহার নিকট কীর্তন কর । পূর্বে ব্রহ্ম-
যোনি মহাত্মাঃ তপ্তী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার
নিকট ভগবান্ ভূতনাথের সহস্র নাম কীর্তন
করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই বেদব্যাস
প্রভৃতি মহাজ্ঞা মহর্ষিগণ তোমার মুখে সেই
সনাতন, আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, বিশ্বশ্রুতি,
ভগবান্ দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ।

বাহুদেব কহিলেন, শান্তমুতনয় ! যখন
ব্রহ্মাদি দেবতা ও তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সেই
ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের কার্যগতি ও
আদি অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না,
তখন মনুষ্য কিরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে পরি-
জ্ঞাত হইবে ? বাহা হউক, আমি এক্ষণে
সেই অমরনাশন ভগবান্ যজ্ঞপতির ষ-

কিঞ্চিৎ গুণ আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া পবিত্রচিত্তে আঁচমন পূর্বক মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও মদ্রমগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়গণ ! পূর্বের আমি শাস্ত্রকে লাভ করিবার নিমিত্ত যোগবল আশ্রয় করিয়া যেক্রমে ভগবান্ ভূতনাথের দুর্লভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, অগ্রে তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার নাম সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মহাবীর প্রত্যাঙ্গ কর্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইবার পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, একদা জাম্ববতী রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রত্যাঙ্গ চারুদেবঃ প্রভৃতি পুত্রগণকে দর্শন পূর্বক পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ ! আপনি অবিলম্বে আমাকে একটি মহাবলপরাক্রান্ত আপনার তুল্য গুণবান্ পরমসুন্দর পুত্র প্রদান করুন । ত্রিলোক-মধ্যে আপনার কিছুই অসাম্য নাই ! আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন । পূর্বের আপনি যেক্রমে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ত্রৈত অনুষ্ঠান পূর্বক ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেবঃ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবঃ, চারুযশঃ, প্রত্যাঙ্গ ও শম্বু এই কয়েকটি মহাবলপরাক্রান্ত-পুত্র উৎপাদিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপে একটি পুত্র প্রদান করিতে হইবে । জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ

করিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, দেবি ! আমি তোমার বাক্যানুসারে মহাদেবের আরাধনা করিতে চলিলাম । তুমি প্রকল্প-চিত্তে অনুমতি কর । তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ ! আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ভূত-ভাবন ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিতে গমন করুন । ব্রহ্মা, শিব, কাশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নদী, ক্ষেত্র, ওষধি, যজ্ঞবাহ, বেদ, ঋষি, যজ্ঞ, সমুদ্র, দক্ষিণা, স্তোত্র, নক্ষত্র, পিতৃ-লোক, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা, দেবমাতা, মনুষ্য, গো, ঋতু, বৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, নিমেষ ও যুগসমুদায় আপনাকে রক্ষা করিবেন । কোন স্থানেই আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না ।

রাজপুত্রী জাম্ববতী এইরূপে প্রস্থান-কালীন মঙ্গলাচরণ করিলে, আমি পিতা, মাতা ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলাম । তৎপরে আমি গদ ও বলদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় তাঁহাদিগেরও গোচর করাতে তাঁহারা পরম শ্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! আমরা প্রার্থনা করি, নির্বিঘ্নে তোমার তপস্যার ফললাভ হউক । এইরূপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি গুরুড়কে স্মরণ করিলাম । আমি স্মরণ করিবা মাত্র বিহগ-রাজ আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া হিমালয় পর্বতে সমুপস্থিত হইল । আমি তথায় অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে অতি অদূরত ভাবসমুদায় অবলোকন করিতে

করিতে মহাত্মা উপমন্যুর অতি আশ্চর্য্য আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম । ঐ আশ্রম বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণে সমাকীর্ণ এবং ধব, অর্জুন, কদম্ব, নারিকেল, কুরুবক, কেতকী, জম্বু পাটল, বট, বরুণ, বৎসলাভ, বিল্ব, সরল, কপিথ, পিয়াল, শাল, তাল, বদরী, ইস্রুদ, পুন্নাগ, অশোক, আত্ম, মাধবীলতা, মধুক, কোবিদার, চম্পক, পানস ও ফলপুষ্পশোভিত অগ্ন্যাশ্রয় নানাবিধ বন্য রক্ষে পরিপূর্ণ । কোন স্থান গুল্ম ও লতাতে, কোন স্থান কদলী-বনে, কোন স্থান নানাবিধ পক্ষীর জীবনোপায়ভূত বিবিধ ফলশালী রক্ষে, কোন স্থান ভ্রম্মরাশিতে, কোন স্থান দিব্য সরোবরে এবং কোন স্থান বিচিত্র কুস্তমাকীর্ণ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিশোভিত রহিয়াছে । রুরু, বানর, শাদ্দুল, গিংহ, দ্বীপি, হরিণ, ময়ূর, মার্জ্জার, ভুজঙ্গ, মহিস, ভল্লুক, মদমত্ত হস্তী ও অগ্ন্যাশ্রয় নানাবিধ পশুগণ উহার চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছে । বিহঙ্গমগণ বিবিধ স্তরে পরম কুতূহলে নিরন্তর কলরব করিতেছে । সর্মাণ বিবিধ পুষ্পরেণু ও গজপশুস্থলস্থলিত মদগন্ধে সুবাসিত হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে । দিব্যাস্রনাগণ মধুর স্তরে গান করিতেছে । নির্ঝরকুলের ঝর্ঝরশব্দ, কুঞ্জরগণের রংহতধ্বনি, কিম্বরদিগের স্তমধুর গীতশব্দ ও সামবেদজ্ঞদিগের বেদধ্বনি ঐ আশ্রমকে সতত প্রতিধ্বনিত করিতেছে । পবিত্রতোয়া জলুকণা উহাতে নিরত বিরাজমান রহিয়াছেন । চীরচর্ম্ম-বন্ধলধারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম দাম্বিক

বাতাহারী, অনুপায়ী, জপ্যানিত্য, সংপ্রক্ষাল, ধ্যাননিত্য, ধূমপ্রাশ, উন্নপ, ক্ষীরপ, গোচরী, অশ্বকুট, দন্তোল্লংঘল, মরীচিপ, ফেনপ, মৃগচারী, অশ্বখফলভক্ষ ও উদকশায়ী তাপসগণ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে তপস্তা করিতেছেন । শিবাঙ্গীদেবগণ সতত উহাতে বিস্তমান রহিয়াছেন এবং মহাত্মাদিগের প্রভাবে নকুলগণ সর্পকুলের সহিত ও ব্যাঘ্রগণ মৃগসমূদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে ।

আমি এইরূপে বেদবেদাঙ্গপারগ নিয়ম-পরায়ণ মহামিগণসেবিত পরম রমণীয় সেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জটাজূট-মণ্ডিত, চীরধারী তপস্বী, তেজঃপ্রদীপ্ত-কলেবর, শিষ্যগণপরিবৃত, শাস্তসভাব, যুবা উপমন্যুকে অবলোকন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম । মহাত্মা উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি নির্ঝিল্লি আসিয়াছ ত ? তুমি স্বয়ং পূজনীয় হইয়া যে আমাকে পূজা করিতেছ এবং অন্তরদর্শনীয় হইয়াও যে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমার তপস্তা ফলিত হইয়াছে । তখন আমি কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আপনার শিষ্য এবং আশ্রমস্থ মৃগ ও পক্ষিগণ ত নির্ঝিল্লি আছে ? আপনার ধর্ম্ম ও অগ্নিত্রয়ের ত কুশল ?

আমি এইরূপ কুশলপ্রশ্ন করিলে, মহাত্মা উপমন্যু আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান

করিয়া कहিলেন, বাসুদেব ! তুমি অবি-
লম্বেই আপনার অনুরূপ পুত্র লাভ করিবে,
সন্দেহ নাই। এই তপোবনে ভগবান্
ব্যোমকেশ দেবী পার্বতীর সহিত নিরন্তর
বিস্মর করিয়া থাকেন। তুমি অতি কঠোর
তপোানুষ্ঠান পূর্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর,
তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।
পূর্বে দেবতা ও ঋষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা,
সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সেই দেবাদি-
দেবকে প্রসন্ন করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তেজঃ ও তপস্যার
নিদিস্বরূপ। সেই অচিন্ত্যস্বভাব এই স্থানে
শুভাশুভ ভাবসমুদায় সৃষ্টি ও সংহার পূর্বক
দেবী পার্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া
থাকেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবরাজ হিরণ্য-
কশিপু এই ভগবানের বরপ্রভাবে সুররাজ্য
অধিকার করিয়া দশকোটি বৎসর উপভোগ
করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজ মন্দর এই
দেবদেবের বরপ্রভাবে সুররাজ ইন্দ্রের
সহিত দশকোটি বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম
করেন। এই মন্দরের কলেবরে তোমার
সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র জীর্ণ
ভূণের ঞায় ব্যর্থ হইয়াছিল। পূর্বে ভগ-
বান্ উগাপতি এই চক্র দ্বারা মলিলমধ্যস্থ
এক অসুরকে সংহার করিয়া উহা তোমাকে
প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অসুরবিনা-
শার্থেই এই চক্র নির্মাণ করেন। উহা
জ্বলনতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। রুদ্রদেব
ভিন্ন, অন্য কোন ব্যক্তি উহা অবলোকন
করিতে সমর্থ নহে। এই চক্র অসাধারণ
তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগবান্ উমানাথ স্বয়ং

উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন এবং তদ-
বধি উহার এই নাম লোকমধ্যে প্রখ্যাত
হইয়া গিয়াছে। পূর্বে সেই অমৃত চক্রও
মন্দরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্ফল হইয়া-
ছিল। ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বরপ্রভাবে
বজ্র প্রভৃতি স্ত্রীক্ল শস্ত্রসমুদায় অনায়াসে
সহ্য করিত। দেবগণ এই দুর্দান্ত দানব
কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অসুরগণের
সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত হন।

ভগবান্ উগাপতি বিদ্যুৎপ্রভের প্রতি
অতিশয় সম্বলিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিলোকের
আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়া-
ছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভ তাঁহার প্রসাদে
ত্রৈলোক্যেশ্বর্য লাভ করিয়া লক্ষ বৎসর
ভোগ করেন। উহারই প্রসাদে কুশদ্বীপ
বিদ্যুৎপ্রভের রাজধানী হইয়াছিল। অব-
শেষে তিনি শঙ্করের অনুচর হইয়া লাভ করিয়া-
ছিলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শতযুগ নামে এক
অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মহাবল-
পরাক্রান্ত অসুর মহাদেবের তুষ্টিসম্পাদনের
নিমিত্ত শতবৎসরেরও অধিককাল আপনার
দেহমাংস হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া-
ছিল। পরিশেষে ভগবান্ শূলপাণি তাহার
সেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার প্রতি
যাহার পর নাই সম্বলিত হইয়া कहিলেন,
শতযুগ ! আমি তোমার কি উপকার সাধন
করিব, তাহা প্রকাশ কর। তখন শতযুগ
কহিল, ভগবান্ ! আপনার প্রসাদে আমার
যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং
শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার অন্তরে নির-

স্তর প্রতিভাত হয় । তখন শূলপাণি তাহার বাহ্যে সম্মত হইয়া তথাস্ত বসিয়া তাহাকে ঘর প্রদান করিলেন । পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বন পূর্বক পুত্রলাভের নিমিত্ত তিন শত বৎসরব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মস্তকীল সহস্র পুত্র প্রদান করেন । সুরগণ-প্রশংসিত পরম ধার্মিক যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও মহর্ষি বেদ-ব্যাস মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে অতুল যশঃ লাভ করিয়াছিলেন ।

পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বালখিল্যগণকে মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞে পলাশবৃন্ত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে, তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার বাসনায় তপোানুষ্ঠান পূর্বক মহাদেবকে মন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । দেবাদিদেব বালখিল্যগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের তপোবলে অচিরে এক পক্ষীন্দ্রের সৃষ্টি হইবে । সে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া অমৃত আহরণ করিবে, সন্দেহ নাই । পূর্বে মহাদেবের রোষ-প্রভাবে সলিলসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল । দেবগণ তদর্শনে ঐ দেবাদিদেবের উদ্দেশে মপ্তকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক তাহাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় ভুলোক-মধ্যে জল প্রবর্তিত করেন ।

মহর্ষি অত্রির পত্নী অনসূয়া ভর্তাকে পরিত্যাগ পূর্বক, আর আমি ভর্তার বশ-যত্নী হইব না, স্থির করিয়া, মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার

নিমিত্ত তিন শত বৎসর অনাহারে গুমলে শয়ন করিয়াছিলেন । দেবাদিদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে ! তুমি আমার বরে স্বাগিসহবাসভিন্ন অনা-য়ামে এক পুত্র লাভ করিবে । ঐ পুত্র তোমার নামে বিখ্যাত এবং অভিলষিত খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । মহাত্মা বিকর্ণ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভবানীনাথকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।

জিতেন্দ্রিয় শাকল্য ক্রমাগত নয় শত বৎসর একচিত্তে মহাদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া শাকল্যকে কহিলেন, বৎস ! তুমি গ্রহকর্তা হইবে । ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিমীমা থাকিবে না । তোমার কুল মহর্ষি-গণ দ্বারা উজ্জ্বল ও অক্ষয় হইবে এবং তোমার পুত্র তোমার গ্রন্থের সূত্রকর্তা হইবে ।

পূর্বে সত্যযুগে সাবর্ণিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন । ছয় সহস্র বৎসর তপো-নুষ্ঠান করিলে, মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । তুমি ইহ-লোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রহকর্তা হইবে । পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারণাশীতে ভস্মাদিদ্ধাস্ত ভগবান্ ভূতনাথকে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন । পূর্বকালে দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্বক মহাদেবকে অর্চনা করিয়া-ছিলেন । দেবদেব তাঁহার ভক্তিদর্শনে

প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, নারদ ! ইহলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী, তপস্বী, ও যশস্বী আর কেহ বিদ্যমান থাকিবে না । তুমি সতত গীতবাণ দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে ।

• হে মাধব ! এক্ষণে আমি যে নিমিত্ত যেক্রমে মহাদেবকে সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি, আজ তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কৌতুহল করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে সত্যযুগে বায়ুপদ নামে এক বেদবেদাঙ্গপারদশী মহাতপস্বী মহমি ছিলেন । তাঁহার ঔরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি । একদা আমি স্রীয অনুজ ধৌম্যের সহিত ক্রোড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় গাভোদোহন হইতেছে । গাভোদোহন দর্শন করিবামাত্র বালস্বভাববশতঃ আমার দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল । তখন আমি ধৌম্যসমভিব্যাহারে জননীকে নিকট গমন পূর্বক কহিলাম, মাতঃ ! আমাদিগকে দুগ্ধাদি প্রদান কর, আমরা ভোজন করিব । আমি ঐ কথা কহিলে, জননী গৃহে দুগ্ধ না থাকাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জলে পিষ্ট মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বলিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলেন । আমি ইতিপূর্বে যজ্ঞ উপলক্ষে পিতার সহিত এক জ্ঞাতিভবনে গমন করিয়াছিলাম । তথায় সুরনন্দিনীর অমৃততুল্য স্নান্য দুগ্ধ পান করাতে, উহার আশ্রয় বিলক্ষণ অবগত ছিলাম ; স্মরণ্য সেই জননী প্রদত্ত পিষ্টরস পান করিয়া

আমার কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইল না । তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ ! তুমি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ, ইহা ত দুগ্ধাদি নয় । আমি এই কথা কহিলে, জননী দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্নেহবশত আমাকে আলিঙ্গন ও আমার মস্তকাস্ত্রাণ করিয়া কহিলেন; বৎস ! আমরা বনবাসী, নিয়ত ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি । বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যেনদীতীরে অবস্থান করেন, আমরা সেই স্থানে অবস্থান করি । গাভীবিহীন বন, গিরিগহ্বর ও আশ্রমবাসী মুনিগণের দুগ্ধলাভের সম্ভাবনা কি ? মুনিগণ কখন গ্রাম্য ব্যক্তিদিগের মত আহারগ্রহণ অনুভব করেন না ; ইহারা কেবল অরণ্যের ফলমূল ভোজন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন । নদীতীর, গিরি-গহ্বর ও বিবিধ তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপস্চরণ করাই আমাদেব প্রধান কর্ম । ভগবান্ ভূতনাথই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন । তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, আমাদিগের দুগ্ধ, অশন, বসন ও অন্যান্য সুখলাভের সম্ভাবনা কি ? তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তুমি অনায়াসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে ।

আমি জননীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজলিপুটে প্রণতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, মাতঃ ! মহাদেবকে, তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎকার করিতে হয়, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি সমুদায় হন, তাঁহার রূপই বা কি প্রকার এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই বা কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায়? তৎসমুদায় কীর্তন কর।

তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী আমার গাত্রমার্জ্জন ও মস্তকোচ্চারণ পূর্বক বাম্পা-কুললোচনে কাতরবচনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মূঢ় ব্যক্তির কখনই সেই দুঃস্বাদ, দুঃক্লেশ, দুঃলক্ষ্য, ভগবান্ শ্বেদেবকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মনোবিগণ তাঁহার অসংখ্য রূপ, বিচিত্র স্থান ও বিবিধপ্রকার প্রসন্নতা কীর্তন করিয়া থাকেন। পূর্বে তিনি যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপে প্রসন্ন হন ও ক্রীড়া করেন, তৎসমুদায় কেহই বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সেই সর্বসুখ্যামী বিশ্বরূপ ভগবান্ শূলপাণি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে সমুদায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া তৎসমুদায় কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, মনুষ্য, দেবনারী, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর, কুর্গ, মৎস্য, শঙ্খ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব, জন্তু, গর্ত্বাসী জন্তু, জনজন্তু, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরঙ্গু, ভল্লুক, উলক, কুক্কর, শৃগাল, কুক-

লাশ, হংস, কাক, ময়ূর, বক, সারস, গৃধ্র, চক্রাঙ্গ, নীলকণ্ঠ, পর্বত, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দভ, ছাগ ও শাদ্দূলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখন দণ্ডধারী, কখন ছত্রধারী, কখন কমণ্ডলুধারী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন যক্ষ, কখন বহুমুখ, কখন ত্রিনেত্র ও কখন বহুশীর্ষ হন। কখন অসংখ্য কটি, পাদ, উদর, বক্ত্র, পাণি ও পার্শ্ব দ্বারা বিভূষিত ও অসংখ্য গণে পরিবৃত্ত হইয়া থাকেন। কখন কখন ঋষি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণের রূপ ধারণ করেন। কখন ভাস্মাচ্ছাদিত ও অর্দ্ধচন্দ্রে বিভূষিত হন। সেই সর্বভূতান্তক সর্বাসুখ্যামী, সর্ববাদী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব এইরূপে সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অসংখ্য নামে নির্দেশ ও অসংখ্য প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ আভিলাষ ও যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহা পরিজ্ঞাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গললাভের বাসনা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি কখন আনন্দিত, কখন ক্রুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কখন চক্র, কখন শূল, কখন গদা, কখন মুম্বল, কখন খড়্গ ও কখন পট্টাধার ধারণ করেন। কখন নাগমেখলা, নাগকুণ্ডল ও নাগযজ্ঞোপবীত সম্পন্ন হন। কখন নাগচর্ম্মের উত্তরচ্ছদ ধারণ করেন। কখন প্রমথগণে পরিবৃত্ত হইয়া নৃত্য, গীত, হাস্য ও বিবিধ বাচ্য করিয়া থাকেন। কখন উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ, জন্তুপরিভ্রমণ ও

রোদন করেন এবং কখন বা অন্যকেও রোদন করান। কখন প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন। কখন বা জাগ-
রিত থাকেন ও কখন নিদ্রিত হন। কখন স্বয়ং জপ ও তপস্যা করেন এবং কখন বা অন্যকে স্বীয় নাম জপ ও আপনার উদ্দেশে তপস্যা করান। কখন দান, গ্রহণ, যোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। কখন বেদি, যুগ, কাষ্ঠ ও ছত্ৰাশনমধ্যে অবস্থান করেন। কখন বালক, কখন বৃদ্ধ, ও কখন যুবাক্রমে লক্ষিত হন। কখন মুনিপত্নী ও মুনিকন্যা-
দিগের সহিত ক্রীড়া করেন। কখন উর্দ্ধ-
কেশ, মহালিঙ্গসম্পন্ন, নগ্ন ও বিকৃতলোচন হন। কখন গৌরবর্ণ, কখন শ্যামাঙ্গ, কখন পাণ্ডুবর্ণ, কখন নীললোহিতবর্ণ, কখন বিকৃ-
তাঙ্গ ও কখন বিশালাঙ্গ হইয়া থাকেন। কেহই সেই আত্মরূপী নিরাকার পরম পুরু-
ষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং দিগম্বর হইয়া সর্ব্বাচ্ছাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম মনোরত্তির বিষয়ীভূত যোগস্বরূপ মহাত্মা মহেশ্বর প্রাণিগণের প্রাণ, মন ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অসংখ্যনেত্র, কখন একবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, ও কখন বহুবক্ত্র হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি সেই ভগবান্ শূলপাণির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদঙ্গত্বচিন্তে তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই অর্থাৎ লাভ করিতে পারিবে।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র

মহাদেবের প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্বেক হইল। তখন আমি তপস্যা অব-
লম্বন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অভি-
লাষী হইলাম। দেবমানের এক শত বৎসর বাগাস্কুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলাহার, দ্বিতীয় শত বৎসর জলপান এবং তদনন্তর সাত শত বৎসর বায়ুভক্ষণ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিলাম। এইরূপে দেবমানের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে, ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত কি না, তাহা জানিবার মানসে দেব-
গণপরিবেষ্টিত ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্বক শুভ্র-
বর্ণ, অরুণনেত্র, সঙ্কুচিতশুণ্ড, চতুর্দন্ত, বিকটাকার, মদমত্ত মাতঙ্গের উপর আরো-
হণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হই-
লেন। ঐ সময় তাঁহার শরীর হইতে তেজ-
শ্চুটা বিনির্গত হইতেছিল। মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার ও ভুজে কেয়ূরভূষণ শোভা পাইতেছিল। অঙ্গরোগণ তাঁহার মস্তকো-
পরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সমক্ষে গান করিতে-
ছিল। তিনি আমার সমীপে আগমন পূর্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর ! আমি তোমার উপর পরম পরি-
তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি ইন্দ্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবরাজ ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট বরলাভের প্রার্থনা

করি না। মহেশ্বরের কথা ব্যতীত আমি অন্য কোন কপাতেই সম্মত নহি। পশু-পতির অনুমতি অনুসারে আমি কুমি বা বহুশাখাসঙ্কুল রক্ষ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু অগ্নের বরপ্রভাবে ত্রিভুবনের একাদিপত্য লাভ হইলেও তাহা তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়া যদি আমার চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁহা হইতে বিমুগ্ধ হইয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমার হিতজনক নহে। যে ব্যক্তি বিশেষেরে ভক্তি-বিহীন হয়, জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহার দুঃখের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা হরচরণস্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন না, তাঁহাদিগের নিকট অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক। কলিযুগে প্রতিনিয়ত মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হওয়া সম্ভবতাবে বিশেষ। মহাদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে, সংসারজন্ম ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। মহাত্মা মহেশ্বর যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন, তাহাদিগের কোন সময়ে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় না। হে দেবেন্দ্র! আমি মহাদেবের আজ্ঞায় কীট, পতঙ্গ ও কুক্কুরযোনি লাভ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনি আমাকে ইন্দ্র প্রদান করিলেও আমি তাহা লাভ করিতে কামনা করি না। ফলতঃ কি স্বর্গ, কি দেবরাজ্য, কি ব্রহ্মলোক, কি পূর্ণভাব, কি অন্যান্য ঐশ্বর্য্য, কিছুতেই আমার প্রার্থনা নাই, কেবল একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব

আমার প্রার্থনীয়। যে কালপর্য্যন্ত ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার প্রতি প্রসন্ন না হইবেন, আমি ততকাল জন্ম মৃত্যু ও জরা জন্ম শত শত দুঃখসম্ভোগ করিব। ইহলোকে মেই সূর্য্য, শশধর ও অগ্নিতুল্য ঐজঃপুঞ্জকণের, ত্রিভুবনের সারভূত, জরামৃত্যুবিহীন, অবি-ভীষ পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। মাগা হউক, যদি স্বীয় কশ্মদোমে আমাকে বারংবার ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন মেই মেই জন্মে মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, উপমণ্ডো! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কর, সেই মহাদেব যে সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাহার প্রমাণ কি?

আমি কহিলাম, দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহমিগণ কহিয়া থাকেন, দেবাদিদেব মহাদেব নিত্য ও অনিত্য, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এক ও বহু; স্ততরাং তিনিই সকল কারণের কারণ ও জগতের সৃষ্টিকর্তা। অর্পম ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া একমাত্র তাঁহার নিকটই বর প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত ও নাই। তিনি অচিন্তনীয়, জ্ঞানরূপ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও পর-মাত্মা। তাঁহা হইতে নিত্যসিদ্ধ অম্বিনাশী ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি কোন বীজ হইতে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু তাঁহা

হঠাৎকৈট সমুদায় বীজ উৎপন্ন হইয়াছে । তিনি প্রাকৃতির অতীত জ্যোতিঃস্বরূপ । তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধিপ্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির অধিময়ীভূত । তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে শোক তাপ তিরোহিত হইয়া যায় । তিনি ভূত-ভাবন, ভূতপালক, অন্তর্যামী, সর্দগামী ও সর্দদাতা । হেতুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিকৃষ্ট করা যায় না । তিনি মুক্তিপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের উপাস্ত । তিনি তোমার ও আত্মা, সুরগণের ও অধীশ্বর ও সকল জীবের গুরু । তিনি স্বীয় মহিমায় সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পাদন পূর্বক উহার মধ্যে ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন । তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও মহত্ত্বকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন । ভগবান্ ভূতপতি মনঃ, বুদ্ধি, অঙ্কুর, রূপ-রসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহাণ্ডের পরম আশ্রয়স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । লোকে যে পিতামহ ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া থাকে ; তিনি ঐ দেবাদিদেবকে আরাধনা করিয়া জগৎসৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন । তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য হইয়াছে । তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই । সেই ত্রিলোকনাথ ব্যতিরেকে কোন দেবতাই দৈত্যদানবগণের আধিপত্য মোচন ও শাসন করিতে সমর্থ হন না । দিক্, কাল, বায়ু, সলিল এবং চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি তেজঃপদার্থ সমুদায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে । সেই মহেশ্বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরা-

সুরের উৎপত্তিবিনাশের কারণ । তিনি সকলের স্রষ্টা, সর্দকামপ্রদাতা ও দৈত্যদানবগণের রাজ্যাপহারক । হে দেবরাজ ! তাঁহার মহিমা আর অধিক কি কীর্তন করিব ; তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন । তাঁহার প্রভাবে জীবগণের উপভোগের নিমিত্ত এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । তিনি সমুদায় লোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন । সুরগণ অনুরগণ কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যদি শিবতুল্য অথ কোন দেবতাকে নিদ্বীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন । তিনি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব, যক্ষ, ও উরগগণের রাজ্যাদি অপহৃত হইলে পুনরায় উহা প্রদান করিয়া থাকেন । ত্রিপুর, অন্ধক, দুন্দুভি, মহিম এবং রাক্ষস ও নিবাতকবচগণকে একবার বর প্রদান করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন । পূর্বে বহুমুখে তাঁহারই রেতঃ আচ্ছত হইয়াছিল । তাঁহারই রেতঃপ্রভাবে স্তবর্ণগয় গিরি উৎপন্ন হয় । তিনি ত্রিলোক-মধ্যে দিগম্বর ও উর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর, অথচ অনঙ্গবিজয়ী । দেবগণ তাঁহারই পরম স্থানের সবিশেষ প্রশংসা করেন । তিনিই শ্মশানে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়া থাকেন । তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই ঐশ্বর্য্য অধিনশ্বর নহে । তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার তুল্য বললাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্বে গর্বিত হইয়া থাকে । তাঁহা ব্যতিরেকে

আর কোন্ দেবতা বারিবর্ষণ ও উদ্ভাপদান করিতে পারেন এবং কেই বা তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন? তাঁহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হয়। তিনিই সমুদায় ধনের স্থান। তাঁহা ব্যতিরেকে আর কে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন? মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করেন। তিনি কর্ম্মফলশূন্য। আগি তাঁহাকেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। তিনি স্মৃণ, সৃক্ষ্ম, উপমাশূন্য, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, কালক্রয়স্বরূপ ও সকলের কারণ। তিনি ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতে বিদ্যা, অবিদ্যা, কার্য্য, অকার্য্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রাভূত হইয়া থাকে। আগি সেই দেবদেবকেই সকলের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। দেখুন, রুদ্রদেব সৃষ্টিবিধানার্থ আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তি-চিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্বে আগার জননী কহিয়াছেন যে, মহাদেবই লোকেতৎপাদনের একমাত্র কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই। এক্ষণে যদি আপনার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আপনি আচরাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্মাদি দেবগণসমবেত এই তিন লোক তাঁহারই লিঙ্গনিঃসৃত বীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দৈত্যগণ তাঁহার প্রসাদে পূর্ব্বমনোরথ হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া

বিবেচনা করেন না। বেদমধ্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্বিত আছে। এক্ষণে আগি উহা-লোকে সুখ ও পরলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেছি। যখন সুরগণ সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহাতে হেতুবাদ প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। দেবগণ সেই মহেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও লিঙ্গ পূজা করেন নাই ও করিতেছেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আপনি ও অন্যান্য দেবগণ আপনারা সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য। ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম; বিষ্ণুর চিহ্ন চক্র ও আপনার চিহ্ন বজ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রজারা আপনাদিগের কাহারই চিহ্নে চিহ্নিত নহে। তাহার হরপার্বতীর চিহ্ন-নুসারে লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উহারা যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি পার্শ্বতীর অংশে সম্মুত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিহ্নে চিহ্নিত, আর পুরুষেরা মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া লিঙ্গচিহ্নিত হইয়াছে; যাহারা উহাদের উভয়েরই চিহ্নে চিহ্নিত নহে, তাহার ক্লীব-পদবাচ্য হইয়া জনসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও স্ত্রীলিঙ্গধারীকে পার্শ্বতীর অংশ বলিয়া অবগত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব হরপার্বতী দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই

দেবাদিদেব হইতে আমার উৎকৃষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক, উভয়ই আমার প্রার্থনীয়। ফলত মহাদেব ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই প্রতি আমার আস্থা নাই। অতএব হে দেবরাজ! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর স্বস্থানে প্রস্থান যাহা ইচ্ছা হয় কর।

আমি দেবরাজকে এই কথা कहিয়া, ভায়! অত্ৰাপি ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী পতির প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই ইন্দ্রসমাকৃঢ় ঐরাবত ক্ষণকালমধ্যে হংস, কুন্দ, চন্দ্র, মৃগাল ও রজতের আয় প্রভাসম্পন্ন, ক্ষীরোদার্ণবসদৃশ শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ, পিঙ্গললোচন বৃষ হইয়া বজ্রসারময়, তপ্তকাস্মদমন্নিভ ঈমৎ বক্রাগ্র, স্তম্ভীক্ষ শৃঙ্গ দ্বারা যেন অবনীমঙ্গল বিদারণ করিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ স্রবণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মুখ, নাসা, কর্ণ কটি, খুর ও পার্শ্বদেশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্কন্ধ এবং ককুদ বিপুল স্কন্ধদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি পার্শ্বতীর সহিত সমনেত হইয়া সেই তুষারগিরিসমিভ শুভ্রমেঘতুল্য রূপের উপরিভাগে আরোহণ পূর্বক পূর্ণচন্দ্রের আয় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়া সহস্র সূর্য্যের আয় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন করিয়া দেদীপ্যমান হইতেছে। ঐ সময় সেই দেবাদিদেবকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্তকালীন সম্বর্তক হতাশন প্রাণিগণকে সংহার করিতে উত্তত হইয়াছে। ভগবান্ মহেশ্বরের

সেই জগদ্ব্যাপ্ত চুনিরীক্ষ্য তেজঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্নহৃদয় হইলাম।

অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তেজঃ সমুদায় দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবাদিদেবের মায়াপ্রভাবে প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন আমি দেখিলাম, অহুল তেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ভূতনাথ অষ্টাদশভুজসম্পন্ন, সর্বাভরণভূষিত, শুক্লবস্ত্র ও শুক্লগাল্যে পরিশোভিত ও শুক্লযজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নিধুম পাবকের আয় শোভা পাইতেছেন। চারুদর্শনা পার্শ্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার আত্মতুল্য পরাক্রান্ত অমুচরণ চতুর্দিকে নৃত্য, গীত ও বাত করিতেছে। তাঁহার মস্তকস্থিত শশধর সূর্য্যত্রয়ের আয় দেদীপ্যমান নেত্রত্রয় দ্বারা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রত্নবিভূষিত স্রবণময় পদ্মের অপূর্ব মালা ও তেজোগয় মূর্ত্তিগান্ অস্ত্রসমুদায় ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ভীষণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে; এক সপ্তশীর্ষ তীক্ষ্ণদণ্ডে বিষপূর্ণ বিষধর উহার জ্যাবেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতেছে। অপর হস্তে পাশুপত নাগক দিব্য অস্ত্র কালানলের আয়, ভীষণ মার্ত্তণ্ডের আয় শোভা পাইতেছে। ঐ অস্ত্র একপদ সহস্র মস্তক, সহস্র উদর, সহস্র ভুজ, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন; উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় উদগীরণ করিতেছে। ঐ অস্ত্র ব্রাহ্মা, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ; উহার প্রভাবে সমুদায় অস্ত্র নিরা-

কৃত হইয়া থাকে । পূর্বে ভগবান্ ভূতভাবনা
 এই অস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিপুর দন্ধ
 করিয়াছিলেন । তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষ-
 মধ্যে এই অস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন দন্ধ করিতে
 পারেন । এই অস্ত্রের অবস্থা কেহই নাই ।
 আমি তাঁহার হস্তে আরও একটি অত্যা-
 শ্চর্য্য দিব্যাস্ত্র দর্শন করিলাম । লোক-
 সমাজে উহা শূন্য বলিয়া বিখ্যাত আছে ।
 এই অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথবা তাহা
 হইতেও শ্রেষ্ঠ । ভগবান্ মহাদেব এই
 ত্রিলোকবিখ্যাত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে স্বর্গ
 মর্ত্য বিদীর্ণ, মহোদধি শুষ্ক এবং বিশ্বমংসার
 বিনষ্ট করিতে পারেন । পূর্বে রাক্ষস-
 কুলোদ্ভব মহাবীর লবণ উহার দ্বারা ইন্দ্র-
 তুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোকবিজয়ী যুবনাশ-
 তনয় মাক্রাতাকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে ।
 তৎকালে এই শূল দর্শন করিয়া বোধ হইতে
 লাগিল যেন, উহা ত্রুকুটি বদ্ধ করিয়া
 তর্জ্জন করিতেছে, যেন মহাদেবের হস্তে
 কালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে এবং যেন কাণা-
 স্তক পাশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়া-
 ছেন । এই দেবাদিদেব পূর্ব্বকালে জমদগ্নি-
 পুত্র পরশুরামের প্রতি পরম পরিতুষ্ট
 হইয়া তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয়কুলভয়ঙ্কর পরশু
 প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা সমরাস্রমে
 মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তব্যী নিহত হই-
 য়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিশতি
 বার পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেন ; প্রজ্বলিত
 হুতাশন সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর কুঠারও তৎ-
 কালে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত ছিল ।
 হে মাধব ! এতাদৃশ আর অত্যাশ্চর্য্য অসংখ্য

অস্ত্র সেই পরম পুরুষের নিকট বিদ্যমান
 ছিল ; কেবল এই গুলি প্রদান বলিয়া
 বিশেষরূপে তোমার নিকট কীৰ্ত্তন
 করিলাম ।

এই সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা হংস-
 সংযুক্ত মনোজগামী দিব্য বিমানে আকৃষ্ট
 হইয়া সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে,
 গুরুড়াকৃষ্ট শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ নারায়ণ
 তাঁহার বামপার্শ্বে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরোপরি
 আরোহণ পূর্ব্বক শক্তি ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া
 পার্শ্বদীর সম্মুখে এবং তৎসদৃশ প্রভাব-
 সম্পন্ন নন্দী শূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পুরো-
 ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন । সায়ন্তুবা-
 দি মনু, ভৃগু প্রভৃতি, মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেব-
 গণ সকলেই তাঁহার নিকট সমুপস্থিত
 ছিলেন । প্রমথ ও মাতৃগণ তাঁহার চতুর্দিক্
 পরিবেষ্টন করিয়া নানাপ্রকার স্তব পাঠে
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ব্রহ্মা ও নারায়ণ
 সামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র শত-
 ব্রহ্মদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন । এই তিন মহা-
 জ্ঞাকে দেখিয়া তৎকালে বোধ হইল যেন,
 গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় এই স্থানে বিদ্যমান
 রহিয়াছেন এবং উঁহাদের মধ্যস্থলে ভগবান্
 মহাদেবকে অবলোকন করিয়া জ্ঞান হইতে
 লাগিল যেন, সূর্য্য শরৎকালীন মেঘ হইতে
 বিনির্গত হইয়া পরিবেশ মধ্যে অবস্থান
 করিতেছেন ।

হে কেশব ! আমি এই জগৎপতি মহা-
 দেবকে সন্দর্শন করিয়া এই বলিয়া তাঁহার
 স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম । হে দেবাদি-
 দেব মহাদেব ! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ বজ্রধারী

একং পিন্সল ও অরুণবর্ণ । তুমি পিনাক, শঙ্খ ও শূল ধারণ করিয়া থাক । তোমার কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ ও আবুধিত, কৃষ্ণাজন তোমার উত্তরীয় । কালোমূর্তি তোমার কেশমুদ্র প্রিয় । তুমি শুভ্রবর্ণ, শুভ্রাস্বরধারী, শুভ্রভাস্বাদিধাঙ্গ একং শুদ্ধ কন্ঠে একান্ত অনুরক্ত । তুমি রক্তবর্ণ, রক্তাস্বর, রক্ত-ধ্বজ, রক্তপতাক ও রক্তমালাধারী । তুমি পীতবর্ণ, পীতাস্বর, পীতচ্ছত্র ও পিটটধারী । তুমি গলদেশে অর্দ্ধহার, ভূজে অর্দ্ধকেয়ুর ও কর্ণে অর্দ্ধকুণ্ডল ধারণ করিতেছ । তোমার গমনবেগ পবনের ন্যায় । তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মচেন্দ্র । তুমি উৎপল-মিশ্রিত পদ্মমালাধারী । তোমার অর্দ্ধশরীর চন্দন ও অর্দ্ধশরীর মালাদ্বারা স্রোভিত রহিয়াছে । তুমি আদিত্যবক্ত্র, আদিত্য-নয়ন, আদিত্যবর্ণ ও আদিত্যপ্রতিম । তুমি সোম, সৌম্যবক্ত্র, সৌম্যমূর্তি, সৌম্যদন্ত ও সর্ষপশ্রেষ্ঠ । তুমি শ্যাম, গৌর, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধপাণ্ডুর । তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, বসভবান ও গজেন্দ্রগমন । তুমি স্বয়ং চুস্ত্রাপ্য ; কিন্তু তোমার অগম্য স্থান কুস্ত্রাপি নাই । প্রমথগণ তোমার গুণগান ও অনুগমন করে । তুমি তাহাদিগের প্রাতি একান্ত অনুরক্ত ও তাহাদিগের ব্রতস্বরূপ । তোমার বর্ণ কুখন স্বেতমেঘসদৃশ এবং মক্ষ্যারাগতুল্য হয় । তোমার নামের নিরূপণ নাই । তোমার মস্তক বিচিত্রমালা ও কুন্তল দ্বারা এবং ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত । তুমি অগ্নিগুণ, অগ্নিরূপী, অগ্নিনেত্র, চন্দ্র-নেত্র, মনোহরমূর্তি ও অতি চুস্ত্রাপ্য । তুমি

খেচর, বিসম্মিত, ভূচর, ভুবন ও স্থাবর-জঙ্গমস্বরূপ । তুমি দিগম্বর, দিব্যবক্ত্রধারী, জগন্নিবাস এবং জ্ঞান ও সত্যস্বরূপ । তোমার মস্তকে সমুজ্জ্বল মকুট, হস্তে অপূর্ণ কেয়ুর ও কর্ণে সর্পময় তার নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে । তুমি বিচিত্রভরণবিভূষিত, ত্রিনেত্র, অসংখ্যালোচন, যোগী, মাত্মশাস্ত্র এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ । তুমি যজ্ঞসম্পাদক দেবতা, অথর্ববেদস্বরূপ । তুমি সর্ষপতাপনাশন, শোকহর্তা ও বহুমায়া-ধারী । তোমার স্বর মেঘের ন্যায় অতি গম্ভীর । তুমি বীজ ও ক্ষেত্রের প্রাতিপালিক এবং সৃষ্টিকর্তা । তুমি দেবদেব, বিশ্বপতি, পবনের ন্যায় বেগবান্ ও পবনস্বরূপ । তুমি কাশনমালাধারী । দৈত্যাদিগের পৃজনীষ ও প্রচণ্ড বেগবান্ । তুমি পর্ষতে ক্রীড়া করিয়া থাক । তুমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছ । তুমি মহিময়, ত্রিরূপধারী ও সর্ষপময় । তুমি ত্রিপুরহস্তা, যজ্ঞবিঘাতক, কামনাশন ও কালদণ্ডধারী । তুমি কার্তিকেয়, বিশাখ, ও ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ । তুমি ভব, শনৈ, বিশ্বরূপ, জ্ঞান, ভগ্ন ও অক্ষকঘাতী । তুমি চিন্তা, অচিন্তা, মায়াবী এবং আত্মাদিগের পরম গতি ও হৃদয়স্বরূপ । পণ্ডিতেরা তোমাকে দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত, সর্ষভূতের মধ্যে আত্মা, মাত্মশাস্ত্রমধ্যে পরমপুরুষ, পবিত্রাদিগের মধ্যে ঋষভদেব, আশ্রমাদিগের মধ্যে গৃহস্থ, জৈনগণমধ্যে মহেশ্বর, যক্ষগণমধ্যে কুবের, যজ্ঞাদিষ্ঠাতা দেবগণের মধ্যে বিশ্ব, পর্ষত-

মধ্যে স্রমেরু ও হিমালয়, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র, শ্বাসিগণমধ্যে বশিষ্ঠ, গ্রহমধ্যে সূর্য্য, আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ, গ্রাম্য পশুর মধ্যে রূম, আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণু, বস্ত্রগণমধ্যে পাবন, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, ভূজঙ্গগণ মধ্যে অনন্ত, বেদমধ্যে সামবেদ, যজুর্বেদের মধ্যে রুদ্রাধ্যায়, পরমহংসমধ্যে সনৎকুমার, শাস্ত্রবেদাদিগের মধ্যে কপিল, পিতৃগণের মধ্যে ধন্যরাজ, লোকসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক, গতিসমুদায়ের মধ্যে মোক্ষ, মাগর-গণের মধ্যে ক্ষীরোদ, বর্গচতুর্ক্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্বভূতের আদি, সংহারকর্ত্তা ও কালস্বরূপ। তুমি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি ভক্ত-বৎসল ও যোগেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যাবহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। যদিও অজ্ঞান-বশত আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে তাণ্ডা ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলাম বলিয়া তোমাকে পাণ্ড অর্ঘ্য প্রদান করি নাই।

আমি এইরূপে ভক্তিভাবে সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ মহাদেবকে স্তব করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে পাণ্ড অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুদায় নিবেদন করিলাম। ঐ সময় আমার মস্তকে শীতলাক্ষ্মসংবলিত দিব্যগন্ধসম্বিত পুষ্পবৃষ্টি নিপাতিত হইল। দেবকিঙ্করগণ দিব্য ছন্দুভধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

সুখাবহ স্রগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর পার্শ্বতীসম্বিত ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপানি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ত্রিদশগণ! ঐ দেখ, মহাত্মা উপমন্যু আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে। তখন দেবগণ ভগবান্ শৃঙ্গপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্বলোকের ঈশ্বর ও জগৎপতি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার প্রসাদে মহাত্মা উপমন্যুর সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ হউক।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ হস্তায়ুখে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিলাম। অতএব তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিব।

আমি দেবাদিদেব কর্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া পুলকপূর্ণকলেবরে অক্লন্দাশ্রু বিমর্জ্জন এবং ক্ষিতিতলে জানুযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গদগদ বাক্যে কহিলাম, হে দেবদেব! আজ আপনি আমার সমক্ষে অবস্থান করাতে বোধ হইতেছে, যেন অগ্রহী আমি জীবলোকে নূতন জন্মগ্রহণ করিলাম। আজ আমার জন্ম মার্থক হইল। দেবগণও

যে আরাধ্য, পরম পূজ্য, অমিতপরাক্রম মহা-
ত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, আজি
আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম ;
সুতরাং আমার আয় ধন্য ও কৃতপন্য লোক
আর কেহই নাই । যোগীগণ ঐহাকে
ধারমতত্ত্ব, নিত্য, যজ্ঞবিশ্ব, অহ, জ্ঞানস্বরূপ
ও অবিনাশী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন,
তুমি সেই সন্দেহ ও মকলের আদি দেবতা ।
তুমি সৃষ্টিপ্রারম্ভে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে
প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ও বামঙ্গ হইতে লোক-
রক্ষার্থ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়া থাক । প্রলয়-
কাল সমুপস্থিত হইলে লোকসংহারার্থ
তোমা হইতেই রুদ্রদেবের সৃষ্টি হয় । সেই
মহাতেজাঃ রুদ্র কালমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া
মনস্ত ভূত বিনাশ করিয়া থাকেন । তুমি
এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া
প্রলয়কালে প্রাণিগণের স্মৃতিশক্তির বিলোপ
কর । তুমি সন্দীগামী, মকল ভূতের অন্ত-
রায়া, মকল কারণের কারণ ও অদৃশ্য ।
একণে যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর
প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা
হইলে এই বর প্রদান কর, যেন তোমার
প্রীতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে । তোমার
অনুগ্রহে যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং
বক্ষুবাক্যের সহিত সতত দুষ্কাম ভোজন
করিতে পাই । আর তুমি যেন আমা-
দিগের এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান
কর ।

তখন ত্রিলোকপূজিত চরাচরগুরু ভগ-
বান্ ভূতনাথ আমাকে সম্বোধন পুষ্পক
কহিলেন, পংসা তুমি মৎ প্রদত্ত বরপ্রভাবে

অজর, অমর, যশস্বী, তেজস্বী শৌকতৃণ-
শূন্য ও দিব্যস্নানসম্পন্ন হইবে । মহাবিগল
সতত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার
নিমিত্ত আগমন করিবেন । তুমি সুশীল,
গুণবান্, সর্বক্ষ ও প্রিয়দর্শন হইবে এবং
স্থিরমৌল ও অনলের আয় তেজস্বী হইয়া
কালমাগন করিবে । তুমি যে স্থানে ক্ষীর-
সমুদ্রের সমাগম বাসনা করিবে, ঐ পয়ো-
নিপি সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইবে । এক্ষণে
তুমি বক্ষুবাক্যগণ সমাধিব্যাহারে স্বেচ্ছানু-
সারে অমৃততুল্য দুষ্কাম ভোজন কর ।
অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি
আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে । তোমার
কুল, গোত্র ও বক্ষগণ চিরস্মরণীয় হইবে ।
আমার প্রীতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি
থাকিবে । আমি তোমার এই আশ্রমে নির-
ন্তর অবস্থান করিব । এক্ষণে তুমি পরম
সুখে অবস্থান কর । কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত
হইও না । তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই
আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইবে ।
কোটিসূন্যসম তেজস্বী ভগবান্ উমাপতি
আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই
স্থানেই অন্তর্ভূত হইলেন । হে বাহুদেব !
আমি সমাপিবলে গ্রহরূপে দেবদেব মহা-
দেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম । তিনি
আমাকে যেরূপ বর প্রদান করিয়াছেন,
আমি তদনুরূপ ফললাভ করিয়াছি । ঐ
দেখ, সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাপর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব
ও অঙ্গরোগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া
ছেন, ব্রহ্ম মকল মনস্ত ঋতুর প্রস্পর্শে
নিরন্তর স্তম্ভোভিত রহিয়াছে এবং ভগবান্

ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায়
পদার্থ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি উপমন্যু এই কথা
কহিলে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে
কহিলাম, তপোধন ! আপনার আশ্রমে
যখন স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব সতত বাস
করিয়া থাকেন, তখন আপনার অপেক্ষা
ধন্য ও কৃতপুণ্য লোক আর কেহই নাই ।
এক্ষণে সেই ত্রিলোকীনাথ কি আমাকে
দর্শন প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ
প্রকাশ করিবেন ?

তখন উপমন্যু কহিলেন, বাহুদেব !
তুমি আমার ঋায় অনতিকাল মধ্যে সেই
দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে ।
আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সততই তাঁহাকে
প্রত্যক্ষ করিতেছি । তুমি ছয় মাস আরা-
ধনা করিতে করিতেই তাঁহার দর্শন লাভে
কৃতকার্য হইবে এবং তাঁহা হইতে আটটি
ও দেবী পার্শ্বতী হইতে মোলটি বর লাভ
করিবে । আমি তাঁহারই অনুগ্রহে ত্রিকা-
লজ্ঞ হইয়াছি । তিনি যখন এই সমস্ত মহর্ষি-
দিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়াছেন,
তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন ?
তুমি ব্রহ্মপরায়ণ অনৃশংস ও শ্রদ্ধাশীল ;
স্বতরাং তোমার তুল্য লোকের সহিত সমা-
গম দেবগণের নিতান্ত স্পৃহনীয় । এক্ষণে
আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি,
উহার প্রভাবে তুমি অচিরে মহাদেবের
সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবে । তখন আমি
সেই মহাত্মা উপমন্যুকে সম্বোধন করিয়া
কহিলাম, ব্রহ্মন্ ! যখন আপনি আমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্চ-
য়ই সেই অমরকুলান্তক দেবাদিদেবের
দর্শনলাভে কৃতকার্য হইব ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এইরূপে সেই মুনিবরের
সহিত মহাদেববিষয়ক বাক্যালাপ করিতে
করিতে গৃহভর্তের ঋায় অষ্টাহ অতীত হইল ।
অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আমার মস্তক মুগুন এবং
আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা গ্রহণ
করাইয়া শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত করিলেন ।
পরে আমি এক মাস ফলাহার ও চারি মাস
জলপান পূর্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া এক পদে
অবস্থান করিলাম । অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপ-
স্থিত হইলে দেখিলাম, আকাশমণ্ডলে
একেবারে সহস্র সূর্য্যের তেজঃ প্রকাশিত
হইয়াছে । ঐ তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থলে নীল-
পর্দতের ঋায় এক খণ্ড মেঘ আমার দৃষ্টি-
গোচর হইতে লাগিল । ঐ মেঘ ইন্দ্রায়ুধ ও
বিদ্যুন্মালায় বিভূষিত । ভগবান্ মহাদেব
স্বীয় ভাষ্যা পার্শ্বতীর সহিত সেই মেঘের
মধ্যে অবস্থান করিয়া যুগপৎ সমুদিত চন্দ্র-
সূর্য্যের ঋায় শোভা পাইতেছিলেন । তখন
আমি পুলকিতগাত্রে বিস্ময়বিকাশিত-
লোচনে সেই দেবগণের একমাত্র গতি
আর্ত্তপরিত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেবকে সন্দ-
র্শন করিতে লাগিলাম । তিনি কিরীট,
পদা, শূল, ব্যাভ্রাজিন, জটা, দণ্ড, পিনাক,
বজ্র, অঙ্গদ, নাগযজ্ঞোপবীত ও বিবিধ বর্ণ-
যুক্ত দিব্যমালা ধারণ করিয়াছিলেন । তৎ-
কালে তাঁহাকে শরৎকালীন পরিবেশগত
চন্দ্র ও দুর্গিরীক্ষ্য দিবাকরের ঋায় বোধ
হইতে লাগিল । প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দিক্

পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল । একাদশ শত রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধা ও রিশ্বেদেবগণ তাঁহার স্তব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তাঁহার নিকট সাগবেদ পাঠ করিতে-
ছিলেন । দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যোগীশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎ-
সর, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, যুগপর্যায়, বিজ্ঞা, বেদ, যজ্ঞ, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাবক, হবি, যজ্ঞীয় দ্রব্য, মনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্তমন্তু, মোস, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, প্রজাপালক, মাতৃগণ, দেবকন্যা, দেবপত্নী, বিজ্ঞাধর, দানব, গুহক ও রাক্ষসগণ এবং গীতবাহুবিশারদ, অঙ্গুর ও গন্ধর্ভগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছিলেন । বিজ্ঞাধর, দানব, গুহক, রাক্ষস প্রভৃতি স্বাবরজসমাজক সমুদায় ভূতই কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিতেছিল । ঐ সময় ভূত-
ভাবন ভবানীনাথ আমার সমীপে অবস্থান করাতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন । সেই দেবদেবের তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে অব-
লোকন করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না ।

অনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী-
পতি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বায়ুদেব ! তুমি আমার রূপ দর্শন করিয়া আমার নিকট স্বীয় প্রার্থনা ব্যক্ত কর । তুমি সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ । ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহই নাই ।

দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হই-
লাম । জগন্মাতা পার্বতী আমাকে ভূত-
পতির চরণে প্রণত দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইলেন । তখন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া কহিলাম, হে সনাতন বিশ্ববিধাতা ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি, তপস্বী, সত্য এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্য্যস্বরূপ । তোমা হইতে স্বাবরজসমাজক সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে । তুমিই এই চরাচর ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ । মহর্ষিগণ তোমাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ প্রাণ ও সপ্ত অগ্নির স্রুপ এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্তবযোগ্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তুমি সমুদায় বেদ, যজ্ঞ, মোমরস, দক্ষিণা, অগ্নি, স্নত, যজ্ঞোপকরণ দ্রব্য, দান, অধ্যয়ন, ত্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি, মোক্ষপ্রদা সিন্ধি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ ও মৎসরস্বরূপ । তোমা হইতেই আদি ও ব্যাদি সমুদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে । তুমিই ক্রিয়া, হর্ষাদি চিত্তবিকার, প্রণয়, বাসনা-
বীজ, মনের উৎপত্তিস্থান, নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য, অব্যক্ত পরব্রহ্ম, অচিন্ত্য, সূর্য্য, জ্যোতি-
র্শ্রয়, গুণসমুদায়ের আদি ও জীব সমুদায়ের লয়স্থান । বেদার্থবিদ পণ্ডিতেরা মহত্ত্ব, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শব্দ, স্বপ্ন, বুদ্ধি,

প্রজ্ঞা, চেতনা, জ্ঞান, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি-
স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। বেদবিদ ব্রাহ্মণ-
গণ তোমাকে ঐরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া
সংসারমূল অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হন। তুমি
সর্বভূতের হৃদয়স্থ জীবাত্মা। মহদিগণ
প্রতিনিয়ত তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন।
তোমার হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষুঃ, কণ ও মস্তক
সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি সমু-
দায় লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি-
তেছ। তুমি স্বর্গস্থ, সূর্য্যের প্রভা ও
কিরণ, সর্বভূতের অন্তর্গত পরমাণু, অগ্নি-
মাদি অষ্টমিহি, ঈশান, জ্যোতিঃ ও অব্যয়-
স্বরূপ। তোমাতে বুদ্ধি, মতি ও লোকসমু-
দায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যসঙ্কল্প,
জিতেন্দ্রিয়, মোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মার
নিরন্তর তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।
যাঁহারা তোমাকে হৃদয়াকাশশায়ী, পরম
পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতিঃময় ও বুদ্ধিমান-
দিগের পরম গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে
পারেন, তাঁহারাষ্ট যথার্থ বুদ্ধিমান! মনুষ্য
মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পদোন্মাদ এই মাত
সূক্ষ্ম গুণ ও তোমার সর্বপ্রভা প্রভৃতি চয়
গুণ এবং যোগবিধি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত
হইতে পারিলেই, তোমাতে লীন হইতে
পারে।

আমি এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ মহা-
দেবের স্তব করিলে জগতের সমুদায় লোক
সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, দেব,
অসুর, নাগ, পিশাচ, পক্ষী, রাজস ভূত,
মহর্ষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে
লাগিলেন। নন্দ নন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও

আমার মস্তকে স্নগন্ধি পুষ্পরশ্মি নিপতিত
হইতে লাগিল। তখন ভূতভাবন ভগবান্
ভবানীনাথ পার্শ্বতী ও ইন্দ্রকে অভিনন্দন
পূর্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
বাসুদেব! তুমি যে আমার! পরম ভক্ত,
তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। এক্ষণে
আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই প্রীত
হইয়া তোমাকে আটটি বর গ্রহণ করিতে
অনুরোধ করিতেছি; অতএব তুমি আমার
নিকট দ্বীয় অভিলামানুরূপ আটটি বর
প্রার্থনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দেবাদিদেব এই কথা
কহিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া
প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলাম, ভগবান্! আমি
তোমার নিকট ধর্ম্মে দৃঢ়তা, বণশ্রলে শত্রু-
নাশের ক্ষমতা, পরম যশঃ, বল, যোগ,
লোকপ্রিয়তা, তোমার সন্নিকর্ষ ও অসংখ্য
পুত্র প্রার্থনা করি। তখন ভগবান্ শঙ্কর
আমার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন,
বাসুদেব! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, মৎ-
প্রদত্ত বরপ্রভাবে তাহা অবশ্যই সফল
হইবে।

অনন্তর জগন্মাতা ভবানী আমাকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বাসুদেব! ভগ-
বান্ শঙ্করপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমার অভি-
লামানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে; এক্ষণে
তুমি আমার নিকট আটটি বর প্রার্থনা
কর, আমি প্রসন্নমনে তাহা প্রদান করিব।
তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্ম-

ণের প্রতি প্রসন্নতা, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার নিকট প্রসন্নতা, শান্তি ও কার্য্যনৈপুণ্য এই আটটি বর প্রার্থনা করিলাম । পার্শ্বতী কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে । আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে । এতদ্ভিন্ন তুমি অমরতুল্য প্রভাব, সত্যানুরাগিতা, মোড়শ মহত্ব ভাৰ্য্যা, তাহাদিগের অনুরাগ, অক্ষয় ধনধান্য, বন্ধুগণের প্রীতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তোমার আবাসে প্রতিদিন মণ্ড মহত্ব অতিথি ভোজন করিবে ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! ভগবান্ মহাদেব ও দেবী পার্শ্বতী উভয়ে আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্ত-
হিত হইলেন । তিনি আমাকে বরদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি সেই তেজঃ-
পুঞ্জকলেবর দ্বিজবর উপমন্যুর নিকট গমন পূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম । তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কেশব ! দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাতা ও মোক্ষা আর কেহই নাই ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! অনন্তর সেই দ্বিজবর উপমন্যু পুনরায় মহাদেবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব ! পূর্বে সত্যযুগে তপ্তিনামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন । তিনি দশ

মহত্ব বৎসর সমাধি অবলম্বন পূর্বক ভগ-
বান্ পিণাকপাণির আরাধনা করিয়া যে
ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর । মহাত্মা তপ্তি সমাধি
দ্বারা দশমহত্ব বৎসর পরমাত্মস্বরূপ অব্যয়
মহাদেবের আরাধনা করিয়া পরিশেষে
তঁাহাকে চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন
যে, সাম্ব্যামতাবলম্বীরা যে প্রধান পুরুষ
লোকপ্রতিষ্ঠাতা মহাদেবের স্তব পাঠ ও
যোগিগণ যঁাহাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া
থাকেন, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয়
কারণ ; দেবতা, অম্বর ও মুনিগণের মধ্যে
যঁাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ;
আমি সেই অনাদিনিধন পরমস্বামী দেবাদি-
দেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম । মহাত্মা
তপ্তি এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ
তঁাহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন । তিনি
অক্ষয়, অচিন্ত্য, নিত্য, পূর্ণব্রহ্ম, নির্গুণ
অথচ গুণবিষয়ীভূত এবং যোগিগণের
পরমানন্দ ও মোক্ষস্বরূপ । তিনি ইস্র, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি
এবং অচল, শুদ্ধ, বুদ্ধিশক্তিগ্রাহ্য, মনঃ-
স্বরূপ, চক্রেয় ও অপরিমেয় । দুর্ভাগ্যারা
কখনই তঁাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়
না । তিনি বিশ্বসংসারের উৎপত্তিস্থান ও
তমোগুণাতীত ।

মহাত্মা তপ্তি বহুবর্ষ কঠোর তপো-
নুষ্ঠান পূর্বক সেই ভূতভাবন ভগবান্ মহা-
দেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তঁাহার
স্তব করত কহিলেন, হে পরমাত্মন ! তুমি
পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র, গতিমান্দিগের

পরম গতি, তেজস্বীদিগের উৎকৃষ্ট তেজঃ ও তপস্বীদিগের পরম তপস্তাস্বরূপ। ইন্দ্র তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, সহস্রাংশু, মোক্ষপ্রদ, সর্ববিশ্বের আধার ও পরম সত্যস্বরূপ। তুমি জন্মমরণভীক্ৰ সম্যাসীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। যখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিশ্বদেব ও মহাবিশ্বগণ তোমাকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না তখন আমি কিরূপে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইব। বিশ্বসংসার তোমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি কাল পুরুষ ও ব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণজ্ঞ দেববিশ্বগণ তোমাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র-রূপী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তুমি জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বর্গাদি লোক, অনুভবাত্মক জ্ঞান এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ। তুমি দেবগণেরও দুজ্ঞেয় ও সর্বান্তর্যামী। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে অনাগয় পরম ভাব লাভ করিতে পারেন। যাহারা তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা না করে, তাহাদিগকে ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি মোক্ষ ও স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ। তোমার কৃপাবলেই লোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করে, আর তোমার কৃপা না থাকিলেই উহার লাভে বঞ্চিত হয়। তুমি স্বর্গ, মোক্ষ, কাম, ক্রোধ, সত্ত্ব, রজ, তম, অধ ও উর্দ্ধস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মা, ভব, বিষ্ণু, কার্তিকেয়, ইন্দ্র, সুবিতা, যম, বরুণ, চন্দ্র,

মনু, ধাতা, বিশ্বাতা, কুবের, পৃথিবী, বায়ু, মলিল, অগ্নি, আকাশ, বাক্য, বুদ্ধি, স্থিতি, গতি, কর্মা, সত্য, মিথ্যা, সত্তা, অসত্তা, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয়, প্রকৃতির অতীত, কার্যকারণভিন্ন এবং চিন্ত্য ও অচিন্ত্য-স্বরূপ। তুমি পরব্রহ্ম, পরম পদ ও সাংখ্য-মতাবলম্বী ও যোগীদিগের পরম গতি। ইহলোকে নির্মলবুদ্ধিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহা-জ্ঞারা যে গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আজি আমি তোমার দর্শনে সেই গতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হায়! তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সনাতন পরম পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন, আমি এত কাল তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া মূঢ়ভাবে অব-স্থান করিয়াছি। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়, আজি আমি বহুজন্মের পর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এই দেবাদিদেব ভগবান্ মহেশ্বরই দেব, অন্তর ও মূনিগণের হৃদয়াকাশনিহিত সনা-তন পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, সর্বভূতের আত্মা, সর্বদর্শী ও সর্বত্র গমনশীল। ইঁহার গুণ সর্বস্থানেই বিद्यমান রহিয়াছে। ইহলোকে ইঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। ইনি দেহকর্তা, দেহপোষক, দেহী, দেহের সংহানকর্তা, দেহিগণের গতি, প্রাণের সৃষ্টি ও পোষণ-কর্তা, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং অধ্যাত্মগতি-নিষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগিগণের গতিস্বরূপ। ইনি কৰ্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে শুভাশুভ-গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ইনি জীবগণের জন্মমৃত্যু বিধান ও মহর্ষি-
গণকে সিদ্ধি প্রদান করেন। ইনি পৃথি-
ব্যাদি ভুবন সমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্ট-
বিধ মূর্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসার ধারণ ও
ইহার প্রতিপালন করিতেছেন। সমুদায়
পদার্থ ইহা হইতে সম্ভূত, ইহাতেই অবস্থিত
ও ইহাতেই লীন হইয়া থাকে। ইনি অদ্বি-
তীয় সনাতন পুরুষ। ইনি সত্যকাগীদিগের
সত্যলোক, যোগীদিগের মোক্ষ ও অধ্যাত্ম-
বেত্তাদিগের কৈবল্যস্বরূপ। ইনি দেবতা,
অম্বর ও মনুষ্যলোক মধ্যে অপ্রকাশিত
থাকিবেন বলিয়া ব্রহ্মাদি সিদ্ধগণ ইহাকে
শাস্ত্রমধ্যে গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন। তন্নিবন্ধন
দেবতা, অম্বর ও মনুষ্যগণ অজ্ঞানান্ধকারে
মূন্ধ হইয়া ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে
সমর্থ হন না। যাহারা একান্ত ভক্তিভাবে
ইহার শরণাপন্ন হয়, এই অন্তর্যোগী ভগবান্
স্বয়ং তাহাদিগকে আত্মপ্রদর্শন করিয়া
থাকেন। ইহাকে অবগত হইতে পারিলে,
জন্মমৃত্যুজনিত ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর
কিছুই থাকে না। পণ্ডিতগণ ইহাকে লাভ
করিতে পারিলে আর কোন বস্তুই লব্ধব্য
বলিয়া গণনা করেন না। সাংখ্যশাস্ত্রবিশা-
রদ পণ্ডিতগণ এই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে
অবগত হইয়া সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্ত
হন। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রাণায়াম করিয়া
ওঁকাররূপ রথে আরোহণ পূর্বক এই বেদ-
প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন। ইনি
দেবযানের আদিত্যরূপ দ্বার ও পিতৃযানের
চন্দ্ররূপ দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।
ইনি কাষ্ঠা, দিক্, সংবৎসর, যুগাদি, ইন্দ্র-

পদ, সার্কভৌমপদ, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন-
স্বরূপ। পূর্বের প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির নিগিত
এই নীললোহিতকে নানাবিধ স্তব করিয়া
ইহার নিকট বর যাক্কা করিয়াছিলেন।
ঋক্বেদবেত্তারা ঋক্বেদ দ্বারা ইহার মহিমা
কীর্তন, ঋত্বিক্গণ এই যজুর্বেদময় মহে-
শ্বরের উদ্দেশে আহুতিপ্রদান, বিশ্বকুবুদ্ধি
সামবেদবেত্তারা ইহার উদ্দেশে সামবেদগান
এবং অথর্ববিদ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ দ্বারা
এই সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে স্তব করিয়া
থাকেন। ইনি যজ্ঞের আদিকারণ ও ঈশ্বর।
দিবা, রাত্রি ইহার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ;
পক্ষ ও মাস ইহার মস্তক ও বায়ুস্বরূপ;
ঋতু ইহার বীৰ্য্যস্বরূপ; তপশ্চা ইহার
ধৈর্য্যস্বরূপ এবং সংবৎসর ইহার গুহ, উরু
ও পাদস্বরূপ। ইনি মৃত্যু, যম, অগ্নি, কাল,
সংহারকর্তা, কালের উৎপত্তিস্থান, চন্দ্র,
আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি,
সপ্তভুবন, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও
পৃথিবীস্বরূপ। ব্রহ্মাদি ভূগপর্য্যন্ত সমুদায়
ইহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভূমি প্রভৃতি
অষ্ট প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জীব
এই ভগবান্ মহাদেবের অংশ। ইনি শাস্ত্রত
পরমানন্দস্বরূপ। ইনি বীতম্পৃহ সাধু ব্যক্তি-
দিগের একমাত্র গতি ও উৎকৃষ্ট ভাব।
ইনি উদ্বৈগণ্য সনাতন ব্রহ্ম এবং বেদ-
বেত্তাদিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকার্তা,
শ্রেষ্ঠকলা, পরমা সিদ্ধি, পরম গতি, শাস্তি,
স্বথ, সন্তোষ, বেদ ও স্মৃতিস্বরূপ। যোগি-
গণ ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে
কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাকে

লাভ করিলে আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরি-
গ্রহ করিতে হয় না। আজি আমি ইহার
দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে দেবাদিদেব
মহাদেব! যজ্ঞশীল ব্যক্তির। ভূরিদক্ষিণ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক
লাভ করেন, তুমি সেই স্বর্গাদিলোক ;
শান্তি, যোগ, জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান-
নিরত তাপসগণ যে নক্ষত্রলোক লাভ
করিয়া থাকেন, তুমি সেই নক্ষত্রলোক ;
কশ্মত্যাগী সম্যাসিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত
হন, তুমি সেই ব্রহ্মলোক ; বীতম্প্রহ
মুমুক্ষু ব্যক্তির। যে মোক্ষ লাভ করেন,
তুমি সেই মোক্ষ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহা-
জ্ঞারা যে নির্ব্যাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন,
তুমি সেই নির্ব্যাণ। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে
এই পাঁচ প্রকার গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে।
তুমি প্রসন্ন হইলে ঐ পাঁচপ্রকার গতি লাভ
হয়, অন্যথা ঐ সমুদায় লাভে সম্ভাবনা নাই।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মহর্ষিগণ
তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন
নাই।

মহর্ষি তণ্ডি এইরূপে দেবাদিদেব মহা-
দেবের স্তব করিয়া বেদপাঠ করিলে, দেবী
পার্বতী ও ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি
পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্
ভবানীপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম
শ্রীত হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদবলে
এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী,
তেজস্বী, দিব্যজ্ঞানসম্বিত, অমর ও বেদের
সূত্রকর্তা হইবে। এক্ষণে এতাদৃশ ভোমার

অন্য যাহা অভিলাস থাকে, ব্যক্ত কর, আমি
তাহা পূর্ণ করিব। তখন তণ্ডি কৃতাজ্জলি-
পুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রতি
যেন আমার অচলা ভক্তি হয়। মহাত্মা
তণ্ডি এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ
তথাস্তু বলিয়া অনুচরগণের সহিত তথা
হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা উপমন্যু এইরূপে
তণ্ডিকৃত শিবারাধনা ও তাঁহার বরপ্রাপ্তির
বিষয় কীর্তন করিয়া পুনরায় আমাকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিলেন কেশব! ভগবান্
ভূতনাথ এইরূপে তণ্ডিকে বর প্রদান পূর্বক
দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া
অন্তর্হিত হইলে, মহর্ষি তণ্ডি আমার আশ্রমে
আগমন পূর্বক আমার নিকট ঐ সমুদায়
ব্রতান্ত কীর্তন করিয়া পূর্বক লোকপিতামহ
ব্রহ্মা দেবগণের নিকট মহাদেবের যে দশ
সহস্র নাম কীর্তন করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে
উহার যে এক সহস্র নাম কীর্তিত আছে,
তৎসমুদায় কীর্তন করিলেন। এক্ষণে আমি
তোমার নিকট সেই তণ্ডিকীর্তিত নাম সমু-
দায়ের মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অন-
ন্তর মহাত্মা উপমন্যু আমার নিকট মহা-
দেবের নাম সমুদায় কীর্তন করিতে বাসনা
করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
বাসুদেব! তুমি ভগবান্ ভূতনাথের প্রধান
ভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার

সমক্ষে বেদবেদাঙ্গনির্দিষ্ট, মহর্ষি তণ্ডি ও তত্ত্বদর্শী অন্যান্য সাধুগণ কর্তৃক কথিত, সর্বার্থসাধক, জগদ্বিখ্যাত কতকগুলি নাম দ্বারা কৃতাজ্জলিপুটে সেই স্তবাই সর্বভূত-হিতৈষী ত্রিলোকবিখ্যাত সনাতন পরম ব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরকে স্তব করিব, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । লোকে অগ্নিমান্নি ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত হইয়া ও শত বৎসরে বিস্তারিত রূপে সেই দেবাদিদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে সমর্থ হয় না । যখন দেবগণ ও মহাদেবের আদি, অন্ত ও মধ্য অবগত হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাঁহার মহিমা কীর্তনে সমর্থ হইবে ? আগি তাঁহার প্রসাদবলে সাধ্যানু-সারে সংক্ষেপে তাঁহার নাম কীর্তন করিব । তিনি অনুজ্ঞা প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হয় না । তিনি যখন আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমি তখনই তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকি । পূর্বের কমলগোনি ব্রহ্মা অনাদিনিধন, জগতের আদিকারণ, বিশ্বরূপী, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশ সহস্র নাম কীর্তন করিয়াছিলেন, আগি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর অষ্টোত্তর সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছি । স্মৃত যেমন দধির, স্তবর্ণ যেমন পর্ব্বতের, মধু যেমন পুষ্পের, ও মণ্ড যেমন স্নাতের সারভূত, তদ্রূপ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম ব্রহ্মোক্ত দশ সহস্র নামের সারস্বরূপ । ঐ সকল নাম যত্নসহকারে শ্রবণ ও ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য ; ঐ নামসমুদায় মঙ্গলজনক, পুষ্টি-কর, বিষনাশক ও পরমপবিত্রতা-সম্পাদক ।

শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তকেই উহা প্রদান করা কর্তব্য, অজিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে । উহা অনুত্তম ধ্যান, যোগধ্যেয় বস্তু, জপ্য মন্ত্র, জ্ঞান ও নিগূঢ় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । মানব-গণ অন্তকালেও ঐ পাণনাশন, যজ্ঞাদি-ফলপ্রদ, মঙ্গলময়, পরমানন্দস্বরূপ নাম সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করিতে পারে । পূর্বের সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্য স্তবের মধ্যে ঐ নামসমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়া-ছিলেন, সেই অবধি ভগবান্ মহেশ্বরের এই দেবপুঞ্জিত উৎকৃষ্ট স্তব স্তবরাজ নামে জগতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে । প্রথমে ঐ স্তব ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গলোকে আনীত হয়, তৎপরে মহাত্মা তণ্ডি উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভুলোকে সমানীত ও প্রচারিত করেন । এই নিমিত্ত উহা তণ্ডিকৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যে ভূতভাবন ভগবান্ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মা ; যিনি সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, পবিত্র, দ্যুতিমান্, প্রশান্ত, জিতে-ন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ; যিনি দেবতাদিগের ও দেবতা, ঋষিদিগের ও ঋষি, শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কল্যাণ, ব্রহ্মাদির ধ্যেয় ও কারণের কারণস্বরূপ এবং যাঁহা হইতে লোকসমু-দায়ের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে, আমি এক্ষণে সেই দেবতার অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । উহার প্রভাবে অনায়াসে অতীন্দ্ৰ ফল লাভ করিতে পারিবে ।

তিনি স্থির, স্থাণু, ধ্রু, ভীম, প্রবর,

ବରଦ, ବର, ସର୍ବାଙ୍ଗା, ସର୍ବବିଧାତ, ଶର୍ମ, ସର୍ବ-
 କର, ଭବ, ଜଟାଧାରୀ, ବ୍ୟାଞ୍ଚଚର୍ମାବୃତ, ଶିଖଣ୍ଡୀ,
 ବିରାଟମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ, ବିଷ୍ଣୁକର୍ତ୍ତା, ହର, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ,
 ସର୍ବଭୂତବିନାଶକ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି, ନିୟତ,
 ଶାନ୍ତ, ଧ୍ରୁବ, ଶ୍ୟାମାନବାସୀ, ଭଗବାନ, ଧେର,
 ବିଷୟଗୋଚର, ପାପାତ୍ମାଦିଗେର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା,
 ସର୍ବନମସ୍ତ, ମହାକର୍ମା, ତପସ୍ବୀ, ଭୂତଭାବନ,
 ଉନ୍ମତ୍ତବେଶ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ସର୍ବଲୋକପ୍ରଜାପତି,
 ମାୟାରୂପ, ମାୟାକାୟ, ବୃକ୍ଷରୂପ, ମହାସନାଃ,
 ମହାତ୍ମା, ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁରୂପ, ମହାହସ୍ତ,
 ଲୋକପାଳ, ଅଗୁହିତାତ୍ମା, ଆନନ୍ଦମୟ, ହୟ-
 ଗାର୍ଦ୍ଧିଭି, ପବିତ୍ର, ମହାନ, ନିୟମାନ୍ତ୍ରିତ, ନିୟମ,
 ସର୍ବକର୍ମା, ଅସ୍ତ୍ରଭୂତ, ଆଦି, ଆଦିକର, ନିଧି,
 ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ବିଶାଳାକ୍ଷ, ସୋମରସ, ନକ୍ଷତ୍ରସାଧକ,
 ଚକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି, କେତୁ, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, ବ୍ରହ-
 ମ୍ପତି, ଅଦ୍ରି, ନଗକର୍ତ୍ତା, ଯୁଗଧାରୀ, ଶରତ୍ୟାଗୀ,
 ନିମ୍ପାପ, ମହାତପାଃ, ଘୋରତପାଃ, ଅଦୀନ, ଦୀନ-
 ସାଧକ, ସଂବେଦନକର୍ତ୍ତା, ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରମାଣ, ପରମ-
 ତପସ୍ତା, ଯେଗୀ, ଯାଜ୍ଞ, ମହାବୀଜ, ମହାରେତାଃ,
 ମହାବଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେତାଃ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସୁବୀଜ, ବୀଜ-
 ବାହନ, ଦଶବାହୁ, ଅନିଗେଷ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଉଦା-
 ପତି, ବିଷ୍ଣୁରୂପ, ଅସଂଶ୍ରେୟ, ବଳବୀର, ବଳ,
 ଗଳ, ଗଳକର୍ତ୍ତା, ଗଳପତି, ଦିଗମ୍ବର, କାଶ, ମନ୍ତ୍ର-
 ବିଂ, ପରମମନ୍ତ୍ର, ଜଗତ୍‌କାରଣ, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା,
 କମଣ୍ଡୁଧାରୀ, ଧନୁର୍ଧର, ବାଘହସ୍ତ, କପାଳଧାରୀ,
 ଅଶନିଧାରୀ, ଶତସ୍ତ୍ରୀଧାରୀ, ଶଙ୍ଖପାଣି, ପଟ୍ଟି-
 ହସ୍ତ, ଶୂଳପାଣି, ପୂଜ୍ୟ, ଧ୍ରୁବହସ୍ତ, ସ୍ବରୂପ,
 ତେଜଃ, ତେଜଃସ୍ବର, ନିଧି, ଉକ୍ତିସ୍ବଧାରୀ, ସୁବକ୍ତ୍ର,
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବତରୁଣ, ବିନୟାନ୍ତ୍ରିତ, ଦୀର୍ଘ, ହରିକେଶ,
 ସୁତୀର୍ଥ, କୃଷ୍ଣ, ଶୃଗାଳରୂପୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଯୁକ୍ତ,
 ସର୍ବଶୁଭକ୍ଷକ, ଅଜ, ବହୁରୂପ, ଗନ୍ଧଧାରୀ, କପଦୀ,

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେତାଃ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଲିଙ୍ଗ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଶାୟୀ, ନଭସ୍ଥଳ,
 ତ୍ରିଜଟୀ, ଚୀରବାସାଃ, କ୍ରୁଦ୍ଧ, ସେନାପତି, ସର୍ବ-
 ବ୍ୟାପୀ, ଅହଞ୍ଚର, ରାତ୍ରିଚର, ତୀକ୍ଷ୍ଣକ୍ରୋଧ,
 ସୁବର୍ଚ୍ଚା, ଗଞ୍ଜାହରହସ୍ତା, ଦାନବଘାତୀ, କାଳ,
 ଲୋକବିଧାତା, ଶୁଣାକର, ସିଂହଶାନ୍ତ, ଲୁକ୍ଷ୍ମୀ,
 ଆଦ୍ରଚର୍ମାବୃତ, କାଳସୋଗୀ, ମହାନାଦ, ସର୍ବ-
 କାଶ, ଚତୁଷ୍ପଥ, ନିଶାଚର, ପ୍ରେତଚାରୀ, ଭୂତ-
 ଚାରୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ବହୁଭୂତ, ବହୁଧନ, ରାହୁ, ଅନନ୍ତ,
 ଗତି, ନୃତ୍ୟାନ୍ତ୍ରିୟ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ୍ରିୟ, ନର୍ତ୍ତକ, ବିଷ୍ଣୁବନ୍ଧୁ,
 ଘୋରରୂପୀ, ମହାତପାଃ, ମାୟାପାଶଧାରୀ, ଧ୍ବଂସ-
 ରହିତ, ପର୍ବତାରୁଢ, ନିଃସଞ୍ଜ, ମହାହସ୍ତ,
 ବିଜୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଅତନ୍ଦ୍ରିତ, ଅପ୍ରକମ୍ପ୍ୟ,
 ଭୟସ୍ବରୂପ, ସଞ୍ଜହସ୍ତା, କାମନାଶନ, ଦକ୍ଷୟତ୍ତା-
 ପହାରୀ, ମୌମ୍ୟ, ଜୟମୌମ୍ୟ, ଅତିକ୍ରୁର,
 ବଳସୂଦନ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ୍ରିୟ, ଅର୍ଥନୀୟ, ଆଜିତ,
 ଅବର, ଗନ୍ତୀରଘୋଷ, ଗନ୍ତୀର, ଗନ୍ତୀରବଳବାହନ,
 ଶ୍ରୋତ୍ରୋଧରୂପୀ, ଅଶ୍ବତ୍ଥବୃକ୍ଷସ୍ବରୂପ, ବୃକ୍ଷପତ୍ରସ୍ଥିତ,
 ଭକ୍ତବଂସଳ, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ର, ମହାକାୟ, ମହାନଳ,
 ବିଷ୍ଣୁଜ୍ଞେନ, ସର୍ବସଂହର୍ତ୍ତା, ଅସ୍ଥିର ବୀଜସ୍ବରୂପ,
 ବୃକ୍ଷବାହନ, ତୀକ୍ଷ୍ଣଚାପ, ହର୍ଷାନ୍ତ, ସହାୟ, କର୍ମ-
 କାଳବେତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦିତ, ସଞ୍ଜ, ସମୁଦ୍ର,
 ବଡ଼ବାୟୁ, ବାୟୁ, ପ୍ରାଣାନ୍ତାତ୍ମା, ହତାଶନ, ଉଦ୍ର-
 ତେଜାଃ, ମହାତେଜାଃ, ସଂଗ୍ରାମନିପୁଣ, ବିଜୟ-
 କାଳବେତ୍ତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ଦ୍ଧ୍ବାନୁଦିଗେର ଗତି ପ୍ରକା-
 ଶକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବବିଗ୍ରହ, ଶିଖୀ, ଦଣ୍ଡୀ,
 ଜଟାଧାରୀ, ଜ୍ଞାତାବୃତ, ମୂର୍ତ୍ତିଜ୍ଞ, ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ବଳୀ,
 ବୈଦ୍ୟବୀ, ପଦବୀ, ତାଳୀଧରୀ, କାଳସାୟାର
 ଛେଦନକର୍ତ୍ତା, ନିଗିତସ୍ତ୍ର, ନିମିତ୍ତ, ଆନନ୍ଦସ୍ବରୂପ,
 ଆନନ୍ଦବିଧାତା, ହରି, ନଦୀଧର, ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦି-
 ବନ୍ଧନ, କାଳଚକ୍ରେର ପରିଚାଳକ, ଜୀବରୂପୀ,
 ଈଶ୍ବର, ଅଚକ୍ଷୁ, ପ୍ରଜାପତି, ବିଷ୍ଣୁବାହୁ,

বিভাগকর্তা, সৰ্গ, অস্থ, সংসারমোচক, স্মরণ, দেহের সৃষ্টিকর্তা, মেট্রজ, বনচারী, ভূচর, সৰ্বস্বত, সৰ্বভূত্যানিনাদী, পশুপতি, ব্যালরূপ, গুহাবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়-স্তরের রসস্থ, ত্রিংশ, ত্রিকালজ্ঞ, সৰ্ববন্ধ-বিমোচন, দৈত্যাদিগের সংহারকর্তা, শক্র-নাশন, সাধ্যাশ্রয়প্রদ, দুর্গাসাঃ, সৰ্বসাধু-নিষেবিত, প্রসন্ন, কর্মফলের বিভাজক, সৰ্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সৰ্বস্থানগত, সৰ্ব-স্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অগর, হিমা-লয়রূপী, হেমকর, নিকশা, সমুদায় কর্ম-ফলের আধার, সকলের অবলম্বন স্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্যসম্পাদক, ভূজ্ঞাবনন্ধবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয় পুণ্ড, কাহলবাদ্যধারী, সৰ্বকামপ্রদ, সৰ্ব-কালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সৰ্বপ্রদ, সৰ্বতোমুখ আকা-শের ন্যায় সৰ্বব্যাপী, সৰ্বসংহারক, অনা-য়ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যাকিরণ, সূর্য্য, বহুশক্তি, অতুলতেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগসম্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগ-নিরত, সৰ্বদেহবাসী, শ্রীমান্, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ বিচারকর্তা, সৰ্বসেবা, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতি-দীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবন্ধ, অপের আধার, কীর্তিদাতা, বাসদেব, কর্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধময়্যাসী, জ্ঞানবান্ সম্যাসী,

ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, যুগ, অব্যয়, মহাসেন, বিম্বাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টি-তত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্তা, সগর-বিজয়ী, সংসারাক্রমণবেতা, বসন্ত, পিঙ্গল-লোচন, ব্রহ্মপতির আরাধ্য, যজুর্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণ-চতুর্কয়ের গৃহচারী, সৰ্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অব্যাহত, পিনাকধারী, সৰ্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দ-বর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্তা, হস্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্মুখ, মহালিঙ্গ, চাক্রলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, স্তরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্তা, অধ্যাজ্ঞা, সাধক, বলবান্, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দম্ভ, অদম্ভ, দম্ভবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তা-ধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শত্রু, নীতি, অনীতি, নির্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মাণ্ড, সংসারস্বরূপ, প্রমাদগুণসম্পন্ন, স্বপ্নাভি-মানী, পুরুষদর্পণ, শত্রুবিজয়ী, বেদকর্তা, মন্ত্রকর্তা, বিদ্বান্, সমরমর্দন, মহামেঘ-নিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহা-তেজস্বী, কালাগ্নি, আছতি, হবনীয় জব্য, ধর্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, অলিঙ্গাবিভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগবিশিষ্ট, বিভাজক, শীঘ্রগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সূবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ,

মহাহন্ত, মহাকায, মহাযশাঃ, মহামূৰ্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অনিষ্টানাশস্থান, মহাস্তব, মহাকৰ্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহস্ত, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাঙ্গা, যুগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্রে, মহাকায, মহাদন্ত, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্বা, মহামুখ, মহানথ, মহারোমা, মহাকেশ, দীৰ্ঘজটাধারী, স্তম্ভসন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধ্বা, স্নেহবান্, স্নেহবহীন, অজিত, মহাগুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, ক্ষুদ্রপৰ্শিতগামী, স্নেহনিবাসী, দেবদ্বিপতি, অগ্ন্যৰ্শীৰ্ঘ, সামগ্র্য, ঋক্লোচন, যজুঃপাদভূজ, উপনিষদের স্বরূপ, কৰ্মকাণ্ড-বেদস্বরূপ, গমুখ্যাদিরূপ, প্রার্থনাপূরক, দয়ালু, স্তম্ভপ্রাপ্য, স্তম্ভদর্শন, উপকার, প্রিয়, সৰ্ব, স্ববর্ণবর্ণ, স্বর্ণাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দ-কর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনিগ্ৰাতা, স্থির, দ্বাদশ সূর্য্যাস্বরূপ, ভয়জনক, আত্ম, যজ্ঞ, যজ্ঞলভ্য, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্তা, ব্রহ্মসারথি, ভাস্মশায়ী, ভাস্মরক্ষক, ভাস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোক-পাল, লোকাভীত, মহাঙ্গা, সৰ্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যযুক্ত, পবিত্র, ভূতনিষেবিত, আশ্রমবাসী, ক্রিয়া-বহিত, বিশ্বকর্মাণ বুদ্ধি, সৰ্বশ্রেষ্ঠ, দীৰ্ঘবাহ, ভাত্রোষ্ঠ, অৰ্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গল-বর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ধাচীন, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, গরুড়, স্তম্ভজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, স্তবাক্ষব, তুন্দী-কলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, উর্দ্ধরেতা,

জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সৰ্বদ্বন্দ্বিত, মায়াবী, স্তম্ভদ, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্তা, বন্ধমোচক, যজ্ঞহস্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্র, মহামুখ, দক্ষনিন্দিত, শৰ্ব্ব, শঙ্কর, সৰ্ব-সংশয়চ্ছেদা, নির্দ্বন্দ্বিত, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অস্ত্রহস্তা, অনন্তসর্পরূপী, বায়ু-সদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাৎ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধ্বজস্তম্ভ, ধূমকেতু, কার্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্মা, ধ্রুব, ধারণকর্তা, প্রভাব, সৰ্বগত, বায়ু, অর্ঘ্যমা, সবিতা, রবি, উষ-কিরণ, বিধাতা, মাক্ষাতা, ভূতভাবন, বিদু, চাতুর্বর্ণ্যসংস্থাপক, সৰ্বকামগুণপ্রাপক, পদ্ম-নাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বল-বান্, উপশাস্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরু-ক্ষেত্রকর্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোদ্দীপক, সৰ্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সৰ্বপ্রাণীর ঈশ্বর, দেবদেব, স্তম্ভাস্ত, কার্য-কাণ্ডবেত্তা, সৰ্বব্রহ্মবেত্তা, কৈলাসপৰ্বত-বাসী, হিমালয়নিবাসী, কুলহারী, কুলকর্তা, বহুবিদ, বহুগ্রন্থ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সৰ্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাচ্ছত্র, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, চন্দ্র ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগতি, সিংহবাহন, প্রভাবাঙ্গা, জগদগ্ৰাসকর্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিভ্রাণকর্তা, সারঙ্গপক্ষী, নবহংস, কেতু-মালী, ধর্ম্মস্থানপালক, সৰ্বভূতাস্রয়, ভূত-পতি, অহোরাত্র, অনিন্দিত, সৰ্বভূতবহন-কর্তা, সৰ্বভূত গৃহস্বরূপ, সৰ্বসংযোগী,

ভব, অগোচ, সংযত, অশ্ব, অমদাতা, প্রাণ-
ধারণ, ধৃতিমান্, মতিমান্, দক্ষ, সংকৃত,
যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, প্রাণ,
গোচর্যবসন, ভক্তক্লেণহারী, হিরণ্যবাহু,
যোগীদিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহা-
হর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর,
সুবাস, তপোবুষ্ঠাননিরত, প্রীতি, মনুষ্যরূপী,
মহাগীত, মহানৃত্য, অঙ্গরোগবসেবিত, মহা-
কেতু, মহাদাতা, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল,
জ্ঞানগোচর, উপদেশ, সর্বগন্ধস্থাবহ,
তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ,
বর্দ্ধন, বুদ্ধ, অতিবুদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য,
আজ্ঞা, মহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত,
যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়, সর্বমহিষু, ধ্রুব,
অচঞ্চল, হরিণ, হর, স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিদিগের
ধনদাতা, বহুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্তা,
বিশেষ বিচারক্ষম, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ,
রথযুক্ত, সর্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদ-
ভিন্ন, তর্ক, দেব, মহারথ, নিজীব, জীবনো-
পায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের
উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণবপানকর্তা,
সর্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত,
তপোনিধি, পরমপদারোহণে অভিলষী,
পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশাঃ,
সৈন্তগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগ-
কর্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহস্তা
মুহূর্ত, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত,
অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন,
চন্দ্র, হর, স্থলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ,
ত্রিযুগ, কলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, স্থিরাজ, মণি-
ময়কুণ্ডলধারী, জটধর, স্নানুস্মার, বিমর্গ,

স্বমুখ, শর, সর্বাযুধ, সর্বমত, নিশ্চয়জ্ঞান-
বান্, স্থাবিভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহা-
চাপসম্পন্ন, সর্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব-
কার্যের আধার, বিশ্বমতনসমর্থ, বহুল, বায়ু,
পূর্ণ, সর্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়-
শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক,
সর্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, যুগ, বিরূপ,
বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডলধারী, বিকারযুক্ত, হর্যাক্ষ,
ককুভ, বজ্রধারী, শতজিহ্বা, সহস্রপাং,
সহস্রমূর্ধা, দেবেন্দ্র, সর্বদেবময়, গুরু,
সহস্রবাহু, সর্বাঙ্গ, শরণ্য সর্বলোককর্তা,
পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপমন্ত্র, কণিষ্ঠ,
কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্মাণকর্তা, শতমু-
পাশশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, বেদগর্ভ,
একার্ণবজলে আবিস্কৃত, রশ্মিমান্, বেদ-
কর্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ,
সর্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমুক্তি, তীক্ষ্ণ-
তেজাঃ, স্বয়ম্ভু, উপাধিশৃঙ্খ, পশুপতি, বায়ু-
বেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্র-
স্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্তা, নরাবতার
কর্ণিকারমালাসম্পন্ন, কীরীটধারী, পিনাক-
হস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধ্রু, ক,
উমাধর, বর, বরাহ, বরদ, বরেন্দ্র, স্তম্ভা-
স্রন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহস্তা, শ্রেত,
পিঙ্গলবর্ণ, স্রবর্ণবর্ণ, পরমাজ্ঞা, প্রযতাজ্ঞা,
প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত, ত্রিনয়ন, সাধা-
রণ ধর্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরচরাজ্ঞা, সূক্ষ্মাজ্ঞা,
নিষ্কাম, ধর্মামিপতি, সাধ্যার্থি, বসু, আদিত্য,
বিবস্বান্, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাগ, সৃষ্টি,
সংক্ষেপ, বিস্তার, সর্বব্যাপী, জীবরূপ,
ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সন্ধ্যাতীত,

কাল, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, যুহুর্ভ, দিবা, মাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্তা, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অক্ষর, কার্য, কারণ, গ্রাহ, অগ্রাহ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুর সৃষ্টিকর্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনগস্কৃত, দেবাসুর-নিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাদিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুর-বরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুর-পূজা, সর্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিষ্ণু, বিদ্বান্, নির্মল রজোগুণবিহীন, অমরসুবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্র-বরণীয়, দুর্লভ্য, সর্বদেবময়, তপোময়, স্নায়ু, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎ-পাদক, অবায়, গৃহকান্ত, অসাধারণ, স্বভাব, পবিত্র, সর্বপাবন, রুমরূপ, পর্বত, শিখর-প্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দোষ, অভি-রাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজঃ, হিমা-লয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধি, নিত্যমুক্ত অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পর-ব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ত-তেজঃ, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।

হে বাসুদেব ! এই আমি ভূতভাবন ভগবান্ দেবদেবের প্রধান মহত্ব নাম উচ্চা-রণ পূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করি-লাম । ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ ও তাঁহাকে

বিশেষ রূপে পরিভ্রাত হইতে পারেন না, তাঁহাকে স্তব দ্বারা পরিভূত করা কাহারও সাধ্য নহে । আমি সেই জগদীশ্বরের অনু-মতি ক্রমে ভক্তি পূর্বক তাঁহার স্তব করি-লাম । যে ব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিবর্দ্ধন মহত্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে লীন হয় । দেবতা ও মহর্ষিগণ এইরূপে সেই সনাতন দেব-দেবের স্তব করিয়া থাকেন । মোক্ষপ্রদ ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ কর্তৃক সংস্তুত হইলে পরম পরি-ভূত হন । আস্তিক, শ্রদ্ধাস্থিত, অতুলতেজঃ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কি শয়ন কি জাগরণ কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি নিমেষপরিত্যাগ সকল সময়েই ভক্তি পূর্বক কায়মনোবাক্যে সেই সনাতন দেবাদিদেবের স্তব, তাঁহার মহাত্ম্য শ্রবণ ও অন্তের নিকট উহা কীর্তন করিয়া তুষ্টি-লাভ করেন । মনুষ্য অসংখ্যজন্ম সংসার মধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিব-ভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব-কারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে । দেবলোক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেই এই-রূপ নির্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয় । ভূত-ভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে । যাহারা

একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণা-
পন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি
তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে
বিমুক্ত করেন । দেবদেব মহাদেব ব্যতীত
আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার
হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই ।
ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ
প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল
বিনষ্ট করিয়া থাকেন । এই নিমিত্তই
মহাত্মা তপ্তি অন্যান্য দেবতার উপাসনায়
বিরত হইয়া এইরূপে সেই সর্বময় সনাতন
পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন । পূর্বের
সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা
মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্তন করেন ।
যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের প্রতি একান্ত
ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার এই সর্বপাপ-
নাশন স্বর্গযোগ-মোক্ষপ্রদ পরম পবিত্র স্তব
পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাংখ্য-
যোগোক্ত পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ
হন । শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা ভূতভাবন
ভগবান্ দেবদেবের নিকট এক বৎসর এই
স্তব পাঠ করিলে অতীষ্ট ফললাভ করিতে
পারেন । পূর্বের ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার
এই পরম রহস্য পবিত্র স্তব ইন্দ্রকে তৎ-
পরে ইন্দ্র যুত্বকে যুত্ব্য রুদ্রগণকে, রুদ্র-
গণ মহাতপাঃ তপ্তিকে, তপ্তি শুক্রাচার্য্যকে,
শুক্রাচার্য্য গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত
মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণকে, নারায়ণ
যমকে, যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত
মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন । পরি-
শেষে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে ইহা প্রদান

করিয়াছেন । এক্ষণে আমি এই আয়ুর্জি-
কর বেদসম্মিত পবিত্র স্তব তোমাকে প্রদান
করিতেছি । দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ,
গুহক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিস্ম
করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী
জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া এক বৎসর
এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করেন, তাঁহার অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় !
ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে উপমন্যুকীর্তিত
মহাদেবের সহস্র নাম কীর্তন করিলে পর
ভীষ্মের সমীপস্থিত অন্যান্য মহাত্মারা যুধি-
ষ্ঠিরের নিকট মহাদেবের মহাত্ম্য কীর্তন
করিতে লাগিলেন । মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তুমি এই সহস্র নাম
পাঠ কর, তাহা হইলেই তোমর মঙ্গল লাভ
হইবে । আমি পূর্বের পুত্রলাভার্থ্য হুমেরু-
পর্বতে ঘোরতর তপোমুষ্ঠান পূর্বক এই
স্তব পাঠ করিয়াছিলাম । ইহার প্রভাবে
আমার অতীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে । অতঃ-
এব এই স্তব পাঠ করিলে তুমি অতীষ্ট
ফল লাভে সমর্থ হইবে । দেবপূজিত
সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা কুপিল কহিলেন, ধর্ম্ম-
রাজ ! আমি ভক্তিসহকারে জন্ম জন্ম মহা-
দেবকে আরাধনা করাতে তিনি আমার
প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সংসার-
বন্ধনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ।

ইন্দ্রের প্রিয় সখা আনস্বায়ন নামে বিখ্যাত
চাক্ষুর্ষ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি গোকর্ণ-

তীর্থে এক শত বৎসর তপোব্রূতান পূর্বক মহাদেবের প্রভাবে লক্ষবৎসরজীবী জরা-
দুঃখাবহীন ধর্মজ্ঞানযুক্ত দমণ্ডনামিত অযোনি-
সমুদ্ভূত এক শত পুত্র লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, ধর্মরাজ !
পূর্বে সাগর-স্রোতের সহিত আমার
বিবাদ উৎপত্তিতে তাঁহারা আমাকে
ব্রহ্মবলিয়া নির্দেশ করিলে, আমি সেই
পাপমোচনার্থ ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন
হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়া আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত
করিয়া ‘তোমার অসাধারণ যশোলাভ হইবে’
বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন।

প্রদীপ্ত প্রভাকরমদশ তেজঃপুঞ্জকলেবর
মহর্ষি জাগদগ্য কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত কাতর-
ভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সহস্র
নাম উচ্চারণ পূর্বক তাঁহার স্তব করিয়া-
ছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরি-
তুষ্ট হইয়া আমাকে পরশু ও নানাবিধ
দিব্যাস্ত্র প্রদান পূর্বক কহিয়াছেন, বৎস !
তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না।
তুমি অজেয়, অজর ও অমর হইবে। আমি
তাঁহারই প্রসাদবলে বিবিধ দিব্যাস্ত্র, অজে-
য়ত্ব, অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, ধর্মরাজ !
আমি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, কেবল সেই
ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদবলে আমার এই
দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে।

অসিতদেবল কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বে
দেবরাজ ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে আমার ধর্ম-

সমুদায় নষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ ভূতপতি
প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ধর্ম, যশঃ ও
দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়মথা বৃহস্পতিতুল্য
মহর্ষি গৃৎসমদ কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে
ইন্দ্রের সহস্রবর্গব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে,
আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে-
ছিলাম। ঐ সময় চাক্ষুষমুর পুত্র ভগবান্
বরিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, তোমার এ সাম-
বেদ পাঠ সম্যকরূপ হইতেছে না। এইরূপ
অবজ্ঞাজনক পাঠ পরিত্যাগ পূর্বক বিবে-
চনা করিয়া পাঠ করা তোমার অবশ্য
কর্তব্য ; যজ্ঞ দূষিত করা কখনই উচিত
নহে। এই কথা কহিয়া তিনি রোষাবিষ্ট
চিত্তে আমাকে শাপ প্রদান পূর্বক পুন-
রায় কহিলেন, রে মূঢ় ! তুমি জলবায়ু-
বিহীন মৃগাদিপশুবিবার্জিত সিংহ ও রক্ষ-
প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ অযজ্ঞীয়পাদপা-
কুণ্ড কান্তারমধ্যে হিংস্র মৃগ হইয়া
অতিক্রমে একাদশ সহস্র অষ্ট শত বৎসর
অবস্থান করিবে। ভগবান্ বরিষ্ঠ এই
কথা কহিবামাত্র আমি মৃগরূপী হইলাম।
অনন্তর আমি স্বীয় দুর্দশা অপনোদনের
নিমিত্ত ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন
হইলে তিনি আমাকে কহিলেন, বৎস !
তুমি অজর অমর ও পরম সুখী হইবে ;
ইন্দ্রের সহিত তোমার মধ্যভাব সমান
থাকিবে এবং তোমাদিগের উভয়ের যজ্ঞ
পরিবর্দ্ধিত হইবে। হে ধর্মমন্দন ! ভগ-
বান্ ভূতভাবন এইরূপে সকলের প্রতি
সুখদুঃখের বিধাতা ধারণকর্তা ও কায়মনো-

বাক্যের অগোচর, তাঁহার প্রসাদবলে আমার তুল্য পাণ্ডিত্য আর কেহই নাই।

ঐ সময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্ম-রাজ! আমি ঘোরতর তপোব্রতান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিতে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি অর্প অপেক্ষা লোকের শ্রিয়, যুদ্ধে অপ-রাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্বাবতারে মণিসমূহ পর্কিতে বহুসহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভি-লষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহি-লাম, ভগবান্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। আমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তিনি তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন।

জৈগীষব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্বের ভগবান্ ভূতপতি স্বয়ং বরাণসীতে পরম বহু সইকারে আমাকে অনুমোদন পূর্বক অর্ঘ্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্য প্রদান করিয়া-ছিলেন।

গর্গ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্বের দেবাদি-দেব মহাদেব স্রোতস্বতী সরস্বতীর তীরে আমার মনোযজ্ঞ দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অত্যাশ্চর্য্য চতুষ্টয় কলাজ্ঞান, সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রসাদে আমার ও আমার পুত্রগণের দশ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইয়াছে।

পরশুর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্বের আমি মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার এক মহাতপাঃ, মহাতেজাঃ, মহাযোগী, মহাযশাঃ, বেদের ^{বক্তা} ব্রহ্মনিষ্ঠ, দয়ার্দ্রসম্ভাব, পরম সুপণ্ডিত, ^{ব্রহ্ম} ব্রহ্ম উৎপন্ন হউক। আমি এইরূপ চিন্তা করিলে সেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্বক কহি-লেন, বৎস! তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিবে। তোমার ঐ আত্মজ বেদবেত্তা, ইতিহাসরচয়িতা, জগ-তের চিত্রকর, কুরুবংশধর ও মানবিশম-ন্তরে সপ্তসিমধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহার সহিত সুররাজের যার পর নাই বন্ধুত্ব জন্মিবে এবং সে আমার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ ভূতনাথ আমাকে এইরূপ কহিয়া তথা হইতে অন্তহিত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্বের বৃথা চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতনাথের স্তুব করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্তুতি-বাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে আত্মপ্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, তুমি আমার অনুকম্পায় অবিদ্রোহে শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অর্কবৃন্দ বৎসর জীবিত থাকিবে। তোমার দেহ হইতে শূলজন্মিত বেদনা তিরোচিত হইয়া যাইবে। কি আনন্দিক, কি

দৈহিক কোনরূপ পীড়াই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার এই দেহ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই জীবলোকে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না। তোমার জন্ম সার্থক হইবে। তুমি নিকটকে সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন ও দেহান্তে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। বৃষনান ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কথা কহিয়া প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

গালুব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বের আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি মহর্ষি কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ আগমন করিলাম। ঐ সময় আমার পিতা পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী আমাকে দর্শন করিয়া পূর্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইয়া নোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস ! তুমি নিতান্ত বালক অজ্ঞাপি তোমার পাঠসমাপ্ত হয় নাই বলিয়া তোমার পিতা এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে আমি পিতৃদর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া একান্ত মনে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ ভূতনাথ আমার ভক্তিদর্শনে অচিরে প্রসন্নচিত্তে আমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ও তোমার পিতা মাতা তোমরা সকলেই অমর হইবে। তুমি গৃহে গমন করিলেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবান্ ভূতভাবন আমাকে এই কথা কহিয়া গৃহে

গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভবনে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতা যজ্ঞান্তে আচমন করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ কুশ ও ফল গ্রহণ পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলাম। তখন তিনি অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক আমার মস্তকাত্মাণ করিয়া বাম্পাকুললোচনে কহিলেন, বৎস ! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমাকে কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা সুধিষ্ঠির মহর্ষিদেগের মুখে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের এইরূপ অদ্বুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়-পন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্ম-রাজ ! পূর্বের প্রচণ্ড সূর্য্যের ঝাঁপ তেজঃ-সম্পন্ন মহাত্মা উপমন্যু আমাকে কহিয়া-ছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজ ও তমোগুণ-সম্পন্ন হইয়া অশুভ কার্য্য দ্বারা আপনা-দিগকে কলুষিত করে, তাহারা কখনই ভগবান্ দেবদেবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। একান্ত ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ-গণই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভূতভাবন ভগবান্ ভবানী-পতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কালহরণ করেন, তাঁহাকে যোগবলসম্পন্ন অরণ্যবাগী মুনি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনা-

যােসেই ব্রহ্মক, কেশবক, ইন্দ্রক ও ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন । যাহারা ইহলোকে মনে মনেও ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সৰ্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া চরণে দেবগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন । লোক গৃহতড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোকসমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অর্চনা করিলে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । স্নলক্ষণবিহীন পাপাত্মারাও ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । কীট পক্ষী পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ ও ভূতভাবন ভবানী-পতির শরণাপন্ন হইলে অকুতোভয়ে সৰ্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয় । যাহারা ইহলোকে ভগবান্ ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ।

মহাত্মা বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে উপমন্যুর বাক্য কীর্তন করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, সলিল, বহুগণ, বিশ্ব-দেবগণ, ধাতা, অর্য্যমা, শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরু-দগণ, উপনিষদ্, সত্য, বেদসমুদায়, দক্ষিণা, বেদপাঠক, সোমরস, যজ্ঞকর্তা, হব্য, রক্ষা, দীক্ষা নিয়মসমুদায়, স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণ, গৌরভেয়ী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কালচক্র, বল, যশ, ধর্ম্ম, বুদ্ধিমান্দিগের স্থিতি, শুভাশুভ, গুণবি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্পর্শ, কার্য্য-

মিদ্ধি, দেবগণ, উন্নপগণ, লোকসমুদায়, স্রুয়াম, ভূষিত, ব্রহ্মকায়, আভাস্বর, গন্ধপত-দৃষ্টিপ নামক, দেবগণ, বাচংযমগণ, সংযমনা মহর্ষি সমুদায়, বিশুদ্ধকার্য্য নিষ্ঠাণনিয়ত দেবতাগণ, স্পর্শাশন, দর্শপ, আজ্যপ, চিন্ত্যত্মোত প্রভৃতি দেবগণ, স্রপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, দানব, যক্ষ, চারণ ও পন্নগগণ, স্কুল, সূক্ষ্ম, অসূক্ষ্ম, মুদ্র স্রথ, দ্রুংথ, স্রথাংস্তে দ্রুংথ ও দ্রুংথাংস্তে স্রথ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং অগ্ন্যগ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুদায় পদার্থই সেই ভূতভাবন সনাতন মহেশ্বর, হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । যে সমুদায় দেবতা আকাশাদি পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারাও সেই ভগবান্ ভূতপতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এই ধরিত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন । তদ্বদশী মহাত্মারা নিরন্তর তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া থাকেন । আগি মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের সেই পবিত্রতত্ত্বকে নমস্কার করিতেছি । সেই ভগবান্ দেবাদিদেব আমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন । যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় যোগশীল ও পবিত্র হইয়া এই পবিত্র স্তব এক মাস নিয়ত পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । এই বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদার্থজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীজয়, বৈশ্যের অর্থ ও নিপুণতা এবং শূদ্রের স্রথ ও সদগতি লাভ হইয়া থাকে । যে মহাত্মারা এই সর্ব্বদোষবিনাশন পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান্ দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা আপনা-

দিগের রোমকূপপরিমিত বহুসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপে মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শাস্ত্রনুতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ! পাণি-গ্রহণকালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে ‘তোমরা পরস্পর সম্মত হইয়া এক ধর্ম্ম আচরণ কর’ বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বর ও কন্যাকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে অনুজ্ঞা করা যায়, উহা কি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বা সন্তানোৎপাদন অথবা ইন্দ্রিয়সুখসাদন। যখন প্রাণীমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ অগ্রে ও কেহ পশ্চাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হয়, তখন ঐ ধর্ম্ম যে যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তাগ কখনই সম্ভবপর নহে। আর যখন কামিনীগণ পরপুরুষে অনুরক্ত হইয়া তদ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় সুখসাদন করিতেছে। তখন ঐ পূর্বোক্ত ধর্ম্ম যে পুত্রোৎপাদন ও ইন্দ্রিয়সুখসাদন তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমার বোধ হয়, ঐ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ হওয়াতে উহাতে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি সম্ভবরূপে ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপ-

লক্ষে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মহর্ষি অষ্টাবক্রের কথোপকথন কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহাতপাঃ অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্তের স্তপ্রভা নাম্নী কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া উহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উহার পিতার নিকট গমন পূর্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বদান্ত অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি একবার উত্তরদিকে গমন পূর্বক এক জনের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন, মহাত্মন! আমাকে উত্তরদিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তাহা আপনি কীর্তন করুন। আপনি এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্ত কহিলেন, বৎস! তুমি অলকাপুরী ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম পূর্বক কৈলাস পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধমুখ প্রমথ ও দিব্যাস্ত্র-রাগসংযুক্ত পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্বক মহা আঙ্লাদে তানপ্রদান পুরঃপর নৃত্য গীত করিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের ঐ স্থান অতি রমণীয়। ভগবান্ ভূতনাথ স্বীয় অনুচরগণের সহিত নিয়তকাল তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। দেবী পার্বতী মহাদেবকে

লাভ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান উঁহাদের উভয়েরই অতি মন্তোষের হইয়াছে। উহার পূর্ব ও উত্তরদিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘসমিভ অতি রমণীয় এক নীল বন অবলোকন করিবে। ঐ স্থানে এক রুদ্ধা তপস্বিনীর সঙ্ঘিত তোমার সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন পূর্বক পরম যত্নসহকারে তাঁহার সংস্কার করিয়া এই স্থানে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি তথায় সেই বসীয়াসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেই, আমি তোমাকে কণা প্রদান করিব। এক্ষণে যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে আচরাৎ তথায় গমন কর।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।

ভগবান্ অষ্টাবক্র বদান্তকে এই কথা কহিয়া অচিরাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধচারণ-সেবিত হিমাশ্রয় পর্বতে সমুপস্থিত হইয়া মন্দ্যদায়িনী বাহুদানদীর পবিত্র জলে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিয়া ঐ শোকবিহীন বিমল তীর্থে কুশশয্যায় শয়ন পূর্বক পরম স্নখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মহাত্মা গাত্রোত্থান পূর্বক স্নানক্রিয়া

সমাপনানন্তর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যথাবিধি আত্মতী প্রদান করিলেন। ঐ স্থানে এক হ্রদ ও হ্রদের অনতিদূরে হরপার্বতীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ অষ্টাবক্র ঐ হ্রদের তীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হরপার্বতীর প্রতিমা দর্শন পূর্বক কৈলাসপর্বতে সমুপস্থিত হইয়া মহাত্মা ধনপতির কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদলসমাচ্ছন্ন সরোবরের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঐ সরোবরের তত্ত্বাবধায়ক নিশাচরগণ মণিভদ্রতনয়ের সহিত তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণকে অবলোকন পূর্বক তাহাদের যথোচিত সংস্কার করিয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনপতির নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন নিশাচরগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার আগমনরত্নান্ত যক্ষরাজের অবিদিত নাই। ঐ দেখুন, তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ কুবের স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিতেছেন।

রাক্ষসগণ এই কথা কহিতে কহিতেই ধনাধিপতি কুবের মহাত্মা অষ্টাবক্রের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহাকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি। এক্ষণে আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। তথায় সংকৃত ও বিশ্রান্ত হইয়া নির্দিষ্টে গমন করিবেন। মহাত্মা কুবের এই বলিয়া মহর্ষি

অষ্টাবক্রকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্বক আসন ও পাণ্ড অর্ঘ্য প্রদান পুরঃসর উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় গণিভদ্রপ্রমথ যক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহাত্মা কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন! অঙ্গরোগণ নৃত্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া আপনার অমুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কুবের এই কথা কহিলে, 'অষ্টাবক্র মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, যক্ষরাজ! অতিথিসংকার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব এক্ষণে অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করুক।

ভগবান্ অষ্টাবক্র এই রূপে অমুমতি প্রদান করিলে, নানাবেশধারিণী উর্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্বশী, অলম্বুমা, য়তাতী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, স্ত্রকেশী, স্তম্ভশী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যাতা, প্রশঙ্গী, দাম্ভা, বিদ্যোতা ও রতি প্রভৃতি অঙ্গরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্বগণ বিবিধ বাদিত্রিনিঃস্রন করিতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য আরম্ভ হইলে, মহাতপাঃ ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই কুবেরের আবাসে দেবমানের একবৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদা মহাত্মা যক্ষরাজ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন! নৃত্যগীতাদি অতি মনোহর বিষয়। আপনি এই উপলক্ষে এক বৎসর আসার আলয়ে অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন

এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনি অতিথি ও আমাদিগের পূজনীয়। আমরা আপনার আশ্রাবহ ভৃত্য এবং আগাদের গৃহ আপনার গৃহস্বরূপ, সম্ভেদ নাই।

যক্ষরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ অষ্টাবক্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আমি তোমার যথোচিত সংকার দ্বারা যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার তুল্য শিষ্টাচারপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। এক্ষণে আমাকে মহর্ষির নিয়োগক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। তোমার বুদ্ধি ও সম্পত্তির বুদ্ধি হউক। আমি চলিলাম। ভগবান্ অষ্টাবক্র এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া কৈলাস, মন্দর ও স্তম্ভের প্রভৃতি বিবিধ পর্বত অতিক্রম করিলেন এবং পরিশেষে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইয়া ধরণীতলে অবতরণ পূর্বক ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিতে করিতে এক মুগপক্ষিসমাকীর্ণ সকলপ্রকার পুষ্পফলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্যমধ্যে এক দিব্য আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্ন বিভূষিত নানাপ্রকার পর্বত, গণিভূমিনিখাত মনোহর সরোবর ও অশ্রান্ত বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থসমুদায় যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদায় পদার্থের অলৌকিক শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রমमध्ये কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক সর্বরত্ন-ময় অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল । ঐ পুরীর পার্শ্বদেশে নানাপ্রকার মণিকাক্ষন পর্বত ও স্তম্ভবিমান সমুদায় বিরাজিত ছিল ; সন্দারকুসুম সমলঙ্কৃত মন্দাকিনী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল এবং হীরক ও মণিসমুদায় চতুর্দিকে প্রভাজাল বিস্তার করিতেছিল । ঐ পুরমধ্যে বিচিত্র মণি-তোরণসমলঙ্কৃত মুক্তাজালখচিত হৃদয়াকর্ষক বিবিধ গৃহসমুদায় বিদ্যমান ছিল । ভগবান্ অষ্টাবক্র সেই সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব ? পরিশেষে তিনি সেই পুরের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন, আমি অতিথি ; এক্ষণে তোমরা এই পুরমধ্যে যে কেহ বিদ্যমান থাক, আমাকে আসিয়া সমুচিত সৎকার কর ।

মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিবাগাত্র ঐ পুরমধ্যস্থ সর্বাস্ত্রসুন্দরী সাতটি কন্যা অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল । ঐ সময় মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ সাতটি কন্যার মধ্যে যাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই তাঁহার মনোহরণ করিল ।

তিনি তাহাদের রূপলাবণ্যদর্শনে কিয়ৎ-ক্ষণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, পরিশেষে কথ-ক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক চিত্তবিকার পরি-হার করিলেন । অনন্তর সেই কন্যাগণ

তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, ভগবন্ ! আপনি এই আবাসमध्ये প্রবেশ করুন । কন্যাগণ এই কথা কহিলে, অষ্টাবক্র উহা-দিগের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় এক শুক্লাম্বরধারিণী, পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণা, সর্বাভরণরিভূষিতা বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া, মঙ্গল হউক বলিয়া আশী-র্বাদ করিলেন । মহর্ষি গৃহে প্রবিষ্ট হইবা-গাত্র সেই স্ত্রীরা গাত্রোথান পূর্বক তাঁহার প্রত্যুদগমন করিয়া উপবেশন করিতে অনু-রোধ করিল । তখন মহর্ষি অষ্টাবক্র তথায় উপবেশন ও বিশ্রামসুখলাভ করিয়া সেই সমস্ত নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, হে অঙ্গনাগণ ! তোমাদিগের মধ্যে যিনি অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী, সেই রমণী এই স্থানে অবস্থান করুন । আর সকলেই স্ব স্ব আলায়ে স্বেচ্ছানুসারে গমন করুন । মহর্ষি এই কথা কহিবাগাত্র কামিনীগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল । কেবল সেই বর্ষীয়সী সেই গৃহमध्ये অবস্থান করিতে লাগিল । অনন্তর দিবস অতীত ও রজনী সমুপস্থিত হইল । তখন মহর্ষি এক দুগ্ধফেনধবল শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে ! রজনী ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে ; অতএব তুমিও এক্ষণে শয়ন কর । বৃদ্ধা তপোপন্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিল । অনন্তর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ বর্ষীয়সী ছরস্ত শীতব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন

করিল। মহর্ষি তাহাকে আপনার শয্যায় আগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া প্রীতি পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ত্রায় নির্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল, ভগবন্! পুরুষসংসর্গে স্ত্রীলোকের স্বভাবতই ধৈর্য্যালোপ হইয়া থাকে। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জরীভূত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভগবান্ কুন্তমায়ুর্মের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। আমি আপনার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাকে আমার ইচ্ছা সফল করিতে হইবে। আপনি যে এত কাল কঠোর তপোানুষ্ঠান করিয়াছেন। আমার মনোরথ পূর্ণ করাই উহার অভীষ্ট ফল। এক্ষণে আমার এই যে সমস্ত ধনরত্ন ও অন্যান্য যা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি তৎসমুদায়ের ও আমার অধীশ্বর হউন। আপনি আমার আশা সফল করিলে, আমিও আপনার সমুদায় ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এই রমণীয় কাননমধ্যে আপনার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আমরা এই স্থানে পরস্পর মিলিত হইলে লৌকিক ও অলৌকিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ

হইব, সন্দেহ নাই। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশর নিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ সমুপ্ত বালুকীর উপরিভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

বৃদ্ধা এইরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচিৎ পরনারী স্পর্শ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই কার্য্যকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমি বিময়ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ধর্ম্মত পুত্র লাভ করিলে আমার নিশ্চয়ই শুভ লোক সমুদায় লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।

তখন বৃদ্ধা কহিল, ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়! পুরুষসংসর্গ উহাদিগের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। হে তপোদন! প্রজাপতি স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত

যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আমি আপনার নিকট তৎসমুদায় অবিকল কীর্তন করিলাম ।

বর্ষায়সী এই কথা कहিলে, মহর্ষি অক্টাবক্স তাহাকে সম্বোধন পূর্বক कहিলেন, ভদ্রে ! লোকে কার্যের আশ্বাদপ্ত হইলেই তদ্বশে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে । আমি বিষয় সম্ভোগ কিছুমাত্র অবগত নহি । এই নিমিত্তই তোমার এই প্রার্থনায় সম্মত হইতেছি না । এক্ষণে এই কার্য ভিন্ন তোমার অন্য কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ব্যক্ত কর । তখন স্ববিরা कहিল, ভগবন্ ! আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করুন । কালক্রমে সম্ভোগ-জ্ঞানের আশ্বাদগ্রহে সমর্থ হইবেন ।

বুদ্ধা এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহর্ষি অক্টাবক্স তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া कहিলেন, ভদ্রে ! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে আমি ততদিনই এই স্থানে বাস করিব, সন্দেহ নাই । তিনি বুদ্ধাকে এই কথা कहিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে উহার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না । তখন মহর্ষি ঐ নারীকে একান্ত জরাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নারী কি এই গৃহদেবতা ! এ কি শাপপ্রভাবে এইরূপ বিকৃতরূপ হইয়াছে ? যাহাই হউক, ইহাকে ইহার বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করা কোন-মতেই কর্তব্য হইতেছে না । মহর্ষি এই-

রূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন অতি-ক্রান্ত হইল । দিবা অবসান হইলে বুদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্বক कहিল, ভগবন্ ! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়াছেন ; এক্ষণে আমি আপনার কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিব, আজ্ঞা করুন । তখন অক্টাবক্স कहিলেন, ভদ্রে ! তুমি এক্ষণে আমার স্নানার্থ সলিল আহরণ কর । আমি কৃতজ্ঞান হইয়া সঙ্কোচাশ্রয় করিব ।

বিংশতিতম অধ্যায় ।

মহর্ষি অক্টাবক্স এই কথা कहিলে, বুদ্ধা অচিরে তাঁহার নিকট দিব্য তৈল ও স্নানবস্ত্র উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাঁহার সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া দিল । তৈলমর্দন সমাপ্ত হইলে মহর্ষি সেই বুদ্ধার সহিত স্নানশালায় প্রবিষ্ট হইয়া অতিবিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । বুদ্ধাও তাঁহার সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে আরম্ভ করিল । মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল ও বুদ্ধার কর স্পর্শ দ্বারা পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্নান করিতে করিতে যে সমুদায় রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না । অনন্তর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক দেখিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়াছেন । তখন তিনি নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার

কি মোহ উপস্থিত হইল, অথবা যথার্থই প্রাতঃকাল হইয়াছে! অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীকৃত হইলে, তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, ভদ্রে! এক্ষণে আমি কি করিব? তখন বৃদ্ধা অমৃততুল্য সুস্বাদু অতি উৎকৃষ্ট অন্ন উপনীত করিল। মহর্ষি সেই সুস্বাদু অন্নের রসাস্বাদন করিতে করিতে সমস্ত দিনা অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনরায় সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে সেই বর্ষীয়সী আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন। বৃদ্ধা মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং আপনার শয্যায় শয়ন করিল এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহার শয্যায় সমুপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! পরস্ত্রীসংসর্গ করিতে আগার কোনমতেই ইচ্ছা হয় না; অতএব তুমি অচিরাৎ এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

দ্বিজবর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বৃদ্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আমি স্বতন্ত্রা; আমার সহিত সংসর্গ করিলে আপনাকে পরদারমর্ষণজন্য দোমে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোক মাত্রেই পরাধীন।

তখন বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি অনঙ্গপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির কামক্রোধাদি দোষে একান্ত অভিভূত হয়। আমি ধৈর্য্যগুণবশত কামাদি রিপুসমুদায়কে বশীভূত করিয়াছি; অতএব তুমি অচিরাৎ আপনার শয্যায় শয়ন কর।

বৃদ্ধা কহিল, দ্বিজবর! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আগাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি স্বীয় পত্নীভিন্ন অন্তস্ত্রীর সংসর্গ নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আজ্ঞাসমর্পণ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার পাণিগ্রহণ করুন, তাহা হইলে আগার সংসর্গনিবন্ধন দোষের লেশমাত্রও জন্মিবে না। ফলত আমি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং আজ্ঞাসমর্পণ করিতে পারি। অতএব আপনি আগাকে বিবাহ করিয়া আমার সংস্কার সম্পাদন করুন। আমি আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোকমধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নাই। তুমি কিরূপে স্বাধীন হইলে? দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং

স্বীকৃতি কখনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই ।

বুদ্ধা কহিলেন, দ্বিজবর ! আমি কুমারাবস্থা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য! ত্রত প্রতিপালন করিতেছি । আমি, কন্যা ; অতএব আমার প্রতি অশ্রদ্ধা! না! করিয়া আপনি আগার পাণিগ্রহণ করুন ।

বুদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে ষোড়শবর্ষদেশীয়া কন্যার ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন । তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি আগার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ । কিন্তু মহর্ষি বদান্ত আমাকে পরীক্ষার্থ এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, স্ততরাং আমি কিরূপে তোমার সহিত সংসর্গে প্রবৃত্ত হইব ? অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই কামিনী ইতি পূর্ব্ব অতি জীর্ণা ছিল ; এক্ষণে দিব্যবস্ত্রাভরণবিভূষিত কন্যার বেশ ধারণ করিয়াছে । না জানি পরে আবার কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে ! যাহা হউক, কামদমনশক্তি ও ধৈর্য্যগুণসম্বন্ধে আমি কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না । আমি যে সত্য করিয়াছি, সেই সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সেই ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিব ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ঐ জ্ঞী যখন অষ্টাবক্রকে পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ ও উহার শয্যায় গমন করিল, তৎ-

কালে উহার ঐ মহাতেজাঃ মহর্ষি হইতে অভিশাপের আশঙ্কা হইল না কেন ? আর ভগবান্ অষ্টাবক্রই বা কিরূপে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আপনি এই বৃত্তান্তদ্বয় আগার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই জ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কি নিমিত্ত আপনার রূপ পরিবর্তিত করিলে, তাহা আমার নিকট তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে । মহর্ষি অষ্টাবক্র এইরূপ অনুরোধ করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে ! স্বর্গ মর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় লোকেই জ্ঞী পুরুষ-গণ কামাবিক্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমার পরীক্ষা করিলাম । তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদায় লোক পরাজয় করিয়াছ । আমি উত্তরদিব্ । তোমাকে জ্ঞী লোকের চাপল্য দর্শন করাইবার নিমিত্তই আমি বুদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম । ইহলোকে বুদ্ধারাও কামজ্বরে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে । আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেব-গণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । তুমি মহাত্মা বদান্ত কর্ত্তক প্রেরিত হইয়া যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিলাম । অতঃপর তুমি নির্বিঘ্নে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিতে পারিবে এবং কালক্রমে ঐ কন্যা পুত্রবতীও হইবে । এই আমি তোমার

জিজ্ঞাসামুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। ত্রিলোকমধ্যে কেহই ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষণে তোমার গৃহে গমন করাই কর্তব্য। আর যদি তোমার অন্য কিছু শ্রবণ করিতে বাগনা থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিব। মহাত্মা বদান্ত তোমার নিমিত্তই আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন; আমি তাঁহার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

স্ত্রীবৈশম্যারিণী উত্তরদিব্ধ এই কথা কহিলে, মহাত্মা অষ্টাবক্র তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বজনদিগকে আলিঙ্গন পূর্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা বদান্তের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্ত তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! যে যে স্থানে গমন ও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন কর। তখন মহাত্মা অষ্টাবক্র মহর্ষি বদান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন পর্বতে সমুপস্থিত হইয়া উহার উত্তরাংশে এক দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায় আমার নিকট কীর্তন করিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা কহিলে, মহর্ষি বদান্ত তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কষ্টাদানের যোগ্য পাত্র। তোমাকে কষ্ট

দান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি এক্ষণে শুভনক্ষত্রে আমার কণ্ঠার পাণি গ্রহণ কর। মহর্ষি বদান্ত এই রূপ অনুজ্ঞা করিলে, ধর্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র বিধি পূর্বক সেই কণ্ঠার পাণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন পূর্বক পরমস্থপে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্মরাজ! যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্তের কষ্টাদর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইয়াই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্ত্রী-পুরুষের সহমর্ম্য যে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডাদি চিহ্ন সম্পন্ন বা ঐ চিহ্নবিহীন ব্রাহ্মণ দানাদির উপযুক্ত পাত্র? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম-চর্যাদি চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন স্বধর্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহাকে দান করা কর্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! যদি অপবিত্র ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণকে হব্য কবচ ও অর্থাদি দান করে, তাহা হইলে তাহার কি পাপ জন্মে?

ভীষ্ম কহিলেন ধর্মরাজ! দুর্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে, হুতরাং তর্কিষয়ে তাহার পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দৈব কার্য অনুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য সাধন সময়ে কি নিমিত্ত উহাদিগের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! দৈবকার্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজ্ঞমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পিতৃকার্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না, সুতরাং পিতৃকার্য সাধন কালে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য আছে কি না অগ্রে তাহা সর্বিশেষ পরীক্ষা করা কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যাঁহারা অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় বিবধ বিভ্রায় পারদর্শী, তপঃপরায়ণ ও যজ্ঞশীল ঠাহাদিগকেই কি নিমিত্ত পাত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! অপরিচিত, স্বসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি মৎকুল-সম্বৃত, যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। এই বিষয়ে পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চারি জনের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবী প্রভৃতি চারি জন

সমবেত হইয়া কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের সদগুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, যুৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিষ্কপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায় সেইরূপ যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমুদায় দুষ্কার্যই শিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

কাশ্যপ কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাজ্জবেদ, সাংখ্য, পুরাণ ও কোলিষ্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যিনি ইচ্ছা পূর্বক আপনার বিভ্রাবলে অন্যের যশঃ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয় লোক লাভ হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সতত সত্যপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। হে ধর্মরাজ ! পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণের বিষয়ে এইরূপ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য-ব্রতপরায়ণ, ব্রাহ্মণ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণীয় দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণের অখণ্ড ফল লাভ হয় কি না ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যে ব্রাহ্মণ

দ্বাদশ বৎসর ব্রাহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিতৃদেবে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ত্রুট লোপ হয় ; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গহানি হয় না ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনীষি-গণ ধর্ম্মকে নিতান্ত জটিল ও ছুরবগাহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনুশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ । যাহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্য-টন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতি-পালনে পরাশ্রুত হন, সেই সমস্ত ধর্ম্মসঙ্কর-কারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি স্রবণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গোমহিষাদির মাংস ভোজী পুরুষ, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া অন্তের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কালে অভ্যাগত ব্রাহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিভুক্ত করিয়া আহারপ্রদান না করে, তাহার অশুভ লোক সমুদায় লাভ হয় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মচর্য্য কি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মলক্ষণ কি প্রকার ও উৎকৃষ্ট পবিত্রতাই বা কাহাকে বলে ?

আপনি এই সমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মচর্য্য । বেদ প্রতি-পাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়নৈরা-গ্যই যথার্থ পবিত্রতা ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সমুদায় কোন্ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান, কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জন ও কোন্ সময়েই বা বিষয় ভোগ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বাহ্ণে অর্থোপার্জন, মধ্যাহ্ণে ধর্ম্ম সংকল্প ও অপ-রাহ্ণে বিষয়ভোগ করা কর্তব্য । ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর নির-স্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে । ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, গুরুলোকের অর্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যব-হার করা অবশ্য কর্তব্য । অনুদত্তস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । ধর্ম্মাধি-করণে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজন সম্মিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয় । গোহত্যা ও নরপতিকে প্রহার করিলে ব্রাহ্মহত্যার পাপ জন্মে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে সাধু বলিয়া পরি-গণিত হন, কিরূপ ব্রাহ্মণকে ধন প্রদান করিলে, মহাফল লাভ হয় এবং কি প্রকার

ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ-বিহীন, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেনই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং যাহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষু, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূত-হিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভবিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল ; সত্যবাদী ও স্বকর্মপরায়ণ তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয় । যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বধ কর্ণে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র । যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে, দাতার সংস্রগুণ ফল লাভ হয় । শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ভাবহার ও সচ্চরিত্র-সম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয় । অতএব পূর্বোক্ত রূপ ব্রাহ্মণকে গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্তব্য । উক্তরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে, পরকালে আর দাতাকে অনুতাপ করিতে হয় না । সন্দগুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্ন পূর্বক তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সৎকার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! স্তরমিগণ আত্মকালে দৈব ও পৈত্র কার্যে যাহা যাহা

কর্তব্য ও অকর্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্বাহ্নে দৈবকার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য । অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । লজ্জিত, অবলীচ, কলহকৃত, রজস্বলাম্পৃষ্ট, অনেকে উদ্দেশে সম্পাদিত, কুকুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশ, কীট, নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত উচ্ছিষ্ট, শ্রোত্রে মস্ত্র ক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং চুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অম্মকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । দেবতা অতিথি ও বালকাদিকে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয় ।

হে মহারাজ ! এই আগি রাক্ষসীয় ভাগের বিষয় কীর্তন করিলাম, অতঃপর যেরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা অবিধেয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পণ্ডিত, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্রীণ, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথানিয়মধারী সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্তক, বাদক, বৃণাভাসী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রপতি, বেতন ভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কশ্য-বিবর্জিত, মৃত-নির্গাতক, তক্ষর, অজ্ঞাত-কুলশীল, গ্রামগী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, জ্রোজীবী, অজ্ঞ-

জীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি বিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্ৰণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতঃপর দাতা ও প্রতিগৃহীতার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র ব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌধ্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসংকারজ, ত্রিকালীন সাবিত্রী জপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান্, অহিংস্র, অন্নদোষী, অদাস্তিক ও শুদ্ধতর্ক পরাশ্রুণ তাঁহারাি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্ৰিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা প্রথমে ধূর্ততা, চৌধ্য, প্রাণিবিক্রয় ও ঋণিকৃতির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞে সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসং করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্ৰিত হইতে পারেন। ব্রতপরায়ণ, গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সংকুলসম্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্ৰণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপনোচিৎ স্বপাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহাকে অপম্ভাভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দদি, স্নাত সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বপা, ক্ষত্রিয়ের প্রীযস্তাং, বৈশ্যের অক্ষযা ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। দৈবকার্য অনুষ্ঠান

সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণ-বিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীযস্তাং এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাত কন্ধ্যাদি ক্রিয়াকলাপ সমুদ্র উচ্চারণ পূর্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শর-নির্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বস্ত্রজত্বণ নির্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আটগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া যদি অন্যত্র গমন করেন তাহা হইলে বৃথা জীব হিংসার সম্পূর্ণ পাপ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অর্দ্ধপাপ ভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অন্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশত দৈব বা পিতৃকার্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমন পূর্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রতপরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোত্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

যুদিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দেবতা

ও পিতৃগণের তৃপ্তিলাভের উদ্দেশে কাহা-
দিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়, তাহা
আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যাহাদিগের পত্নী-
গণ স্মৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায়
স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা
করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান
করা অবশ্য কর্তব্য । যে সমুদায় সচ্চরিত্র
দুর্দল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে
উপস্থিত হন, যাহারা ভক্তিপরায়ণ ও
আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্য-
কের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাহারা তস্কর
ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমন পূর্বক
ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা
নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহ পূর্বক
দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা
করেন, যাহারা দেশবিপ্লব নিবন্ধন হতদার
ও হতসর্বস্ব হইয়া অর্থ লাভের নিমিত্ত
আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ত্রতনিয়ম-
পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ত্রতাদি সমাদানার্থ
ধনাধী হইয়া উপস্থিত হন, যাহারা পামণ্ড-
দিগের ধর্ম পরিত্যাগ করেন, যাহাদিগের
শরীর দুর্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাহারা
পরাক্রান্তি দুরাভাদিগের দৌরাভ্যে হত-
সর্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং
যাহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন
করেন, তাহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের
তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে, মহাফল
লাভ হইয়া থাকে ।

বৎস ! এই আসি তোমার নিকট দান-
বিষয়ক মহৎ ফল কীর্তন করিলাম । অতঃ-

পর মানবগণের যে কার্য্য দ্বারা নরক ও যে
কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয়, তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা গুরুর হিত-
সাধন ও ভয় নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের
নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে ; যাহারা পর-
দারপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক কার্য্যে
দৌত্যকার্য্য, পরপন নাশ ও পরদোষ কীর্তন
করে, যাহারা উদপান, সেহু ও গৃহাদি ভগ্ন
করিয়া থাকে, যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও
অনাথা স্ত্রীদিগের বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয় ;
যাহারা বৃদ্ধিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারুণচ্ছেদ,
মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে, যাহারা
পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপ-
জীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোদী,
সাধুদিগের ঘেঁটো, নিয়মবিধ্বংসী, পাপকার্য্য
দ্বারা পতিত, বিকল্প ব্যবহারনিরত, অনুচিত
বৃদ্ধিজীবী, দ্যুতক্রোড়াপরায়ণ, কদাচারনিরত
ও প্রাণাহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যাহারা আশা-
গ্রস্ত, নিদ্দিষ্টলাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও
কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর
নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে,
যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথি-
দিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং
ভোজন করে, যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃ-
কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাশ্রুত হয়, যাহারা
বেদ বিক্রয়, বেদদ্বेष ও বেদে অবজ্ঞা করে,
যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদা-
চারবিহীন হইয়া দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা
নির্দাহে প্রবৃত্ত হয়, কেশ বিক্রয়, নিষাবিক্রয়
ও ক্ষীরবিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা,
যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও কণ্ঠাগণের কার্য্যে

বিদ্র উৎপাদন করে, যাহারা শাস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্মাণ ও বিক্রয় করে, যাহারা শিলা-শঙ্কু ও বিনর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে, যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে, যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষ-গণকে দামিত করিয়া তাহাদিগের নামিকা ভেদ করে, যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে, যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরা-স্থুপ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট মষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাস্থুপ হন, যাহারা স্বকার্য্যমাধন হইলেও ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, চির-সহচর ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহা-দিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাগ কীর্ত্তন করিলাম । এক্ষণে যে সকল কার্য্যপ্রভাবে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাও কথিতেছি, শ্রবণ কর । দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশু সমুদায় বিনষ্ট হয় ; অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা করদাপি কর্ত্তব্য নহে । যাহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না ; যাহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন ; যাহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোঅনুষ্ঠান দ্বারা বিভা লাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাস্থুপ হন ; যাহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিদ্র, দারিদ্র্য্য ও ব্যাধি হইতে পরি-

ত্ৰাণ করেন ; যাহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরা-য়ণ ; যাহারা মত্ত, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না ; যাহারা কুল, আশ্রম ও গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন ; যাহারা অন্নপান, বস্ত্র ও অভরণ প্রদান এবং অর্পা-দির সাহায্য করিয়া অন্তের বিবাহাদি কার্য্য নির্বাহ করেন, যাহারা হিংসাদোষশূন্য, মর্দসহিষু ও মঙ্গলের আশ্রয়দাতা ; যাহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; যাহারা অতুল অর্থশালী, মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও স্তবীর ও জিতেন্দ্রিয় হন ; যাহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন, যাহারা স্বয়ং যুদ্ধ ও যুদ্ধ-বৎসল ; যাহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্নের স্থপ সম্পাদনে যত্নবান্ হন ; যাহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক ; যাহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, স্তবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন ; যাহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদ-পান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন, যাহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন ; যাহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন, এবং যাহারা উৎ-কৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কূলে হউক উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়া-শীল ও শান্তস্বভাব হন, তাহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই । হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট পরলোকহিতকর

দৈব ও পৈতৃক কার্য এবং পূর্বতন ঋষি-নির্দিষ্ট দান, ধর্ম ও দানের বিষয় সবিশেষ কীর্তন করিলাম ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণ-বিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বের আমি পরাশরহৃত মহর্ষি ব্যাসকে আমন্ত্রণ পূর্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমাকে যাহা উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, তুমি অনন্তমনে শ্রবণ কর । একদা আমি ব্যাসের সমিধান্নে গমন পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ ! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণবিনাশ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ কার্য প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা পাপ জন্মিতে পারে, আপনি তাহা যথার্থ রূপে কীর্তন করুন । আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাস আমাকে কহিলেন, শান্তনু-তনয় ! যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-প্রদানার্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষা-প্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ; যে নির্বোধ সাজ্জবেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে ; যে ব্যক্তি ভৃক্ষার্ত গোময়ূহের সলিলপানের পিঙ্গলম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় ; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র

দূষিত করে ; যে ব্যক্তি আপনার সর্বদাস-সুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সম-পর্ণে পরাশ্রয় হয় ; যে অদর্শপরায়ণ মৃত ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্গ্যভেদী চুঃখ প্রদান করে ; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পশু ব্যক্তির সর্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামमध्ये অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্ম-ঘাতী বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! তীর্থদর্শন, তীর্থে স্নান ও তীর্থ মাংসাদি ভ্রবণ শ্রেয়ঃ-সাধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । অত-এব এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি তৎসমুদায়ের বিষয় কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মহর্ষি অঙ্গিরাস তীর্থসমূহের বিষয় যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, তুমি অনন্তমনে তাহাই শ্রবণ কর, নিশ্চয়ই তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হইবে । একদা মহর্ষি গৌতম তপোধান অঙ্গিরাস তপোবনে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! তীর্থসমুদায়ের পবিত্রতা-বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । অতএব আপনি তীর্থ সমুদায় পবিত্র কি না তাহা এবং যদি পবিত্র হয়, তাহা হইলে কোন্ তীর্থসমূহে স্নান করিলে পরলোকে কিরূপ শুভফল লাভ হয়, আপনি তাহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করুন ।

অগ্নিরাঃ কহিলেন, মৰ্ত্ত্যে ! তীৰ্থসমুদায় পরম পবিত্র, তাহার আর সম্ভেদ নাই। মনুষ্য উপবাস করিয়া তরঙ্গমালাগঙ্গুল চন্দ্র-ভাগা ও বিতস্তাতে সপ্তাহ অবগাহন করিলে পাপশূন্য ও মূনির ন্যায় পবিত্র হয়। কাশ্মীর দেশে যে সমস্ত নদ মহানদী সিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতে অবগাহন করিলে সচ্চরিত্র হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। পুষ্কর, প্রভাস, নৈগিষ, সাগরোদক, দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দুতে অবগাহন করিলে মনুষ্য সুরলোক লাভ পূর্বক অপ্সরোগণের স্তবে জাগরিত হয়। হিরণ্যবিন্দুতে অবগাহন ও পূত হইয়া উহাকে অভিবাদন এবং কুশেশয় ও দেবস্তু তীর্থে পর্য্যটন করিলে সর্ষপাপ নিনষ্ট হয়। মনুষ্য তিন রাত্রি উপবাস করিয়া গন্ধগাদন পর্বতের সমীপস্থ ইন্দ্রতোয়া ও করতোয়া এবং কুরঙ্গতীর্থে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হয়। গঙ্গাদার, কুশাবর্ত, বিল্বক, নীলপর্বত ও কনখলতীর্থে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ, সত্যসন্ধ ও অহিংস্র হইয়া সলিলহ্রদ তীর্থে অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে স্থানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরদিকে নিপতিত হইতেছেন, সেই স্থানের নাম মহাদেবের ত্রিস্থান, যিনি সেই ত্রিস্থানতীর্থে একমাস উপবাস করিয়া অবগাহন করেন, তিনি দেবগণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন, সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে অবগাহন পূর্বক পিতৃগণের তর্পণ

করিলে স্বর্গ ভোগানন্তর পুনরায় জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া স্তম্ভার আশ্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র-পরায়ণ ও পবিত্র হইয়া এক মাস উপবাস পূর্বক মহাশ্রম তীর্থে অবগাহন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গ প্রদেশে লোভপরাস্থগ হইয়া মহাহ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বলাকা প্রদেশে কন্যাকূপে স্নান ও তর্পণ করিলে দেবগণমধ্যে যণ ও কীৰ্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। দেবিকা, সুন্দরিকা হ্রদ ও অগ্নিনী তীর্থে অবগাহন করিলে পরলোকে অপূর্ব রূপ ও তেজ লোভ হয়। মহাগঙ্গা ও কৃত্তিকাস্রারক তীর্থে অবগাহন পূর্বক এক পক্ষ উপবাস করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়। কিষ্কিনীকাস্রম ও বৈগানিক তীর্থে অবগাহন করিলে কাগচারী ও অগ্নিরাদিগের দিব্য আলয়ে পূজিত হওয়া যায়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া তিন রাত্রি কালিকাস্রম ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিলে জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। কৃত্তিকাস্রম তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চনা দ্বারা মহাদেবের ভূষ্টি সম্পাদন করিলে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করা যায়। মনুষ্য মহাপুর তীর্থে স্নান ও তিন রাত্রি উপবাস করিলে যাবতীয় স্বাবর ও জঙ্গম জন্তুগণের ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। দেবদারুগণ তীর্থে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া

তথায় সাত রাত্রি বাস করিলে দেবলোক লাভ হয়। শরস্তুত্ব, কুশস্তুত্ব ও দ্রোণশর্মা-পদ তীর্থে নির্যরজলে স্নান করিলে, অঙ্গরোগণ কর্তৃক সেবিত হওয়া যায়। চিত্রকূট, জনস্থান ও মন্দাকিনী তীর্থে অকগাহন পূর্বক উপবাস করিলে রাজ-লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। শ্যামাশ্রম তীর্থে গমন, অবস্থান ও স্নান করিয়া এক পক্ষ উপবাস করিলে দূরশ্রবণাদি গুণ লাভ হয়। কৌশিকী তীর্থে লোভপরাজুখ হইয়া এক বিংশতি দিন বায়ুসাত্ত্ব ভক্ষণ করিলে স্বর্গ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। মতঙ্গরূপী অনা-শ্রম, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে স্নান করিলে একরাত্রিমধ্যে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। নৈমিষ ও স্বর্গতীর্থে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে নর-মেধের ফল লাভ হয়। গঙ্গাহ্রদ ও উৎপল-বন তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও কালঞ্জরগিরি তীর্থে অবগাহন ও এক মাস পিতৃগণের তর্পণ করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যক্ষিহ্রদ তীর্থে স্নান করিলে অম্বদান অপেক্ষী সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমাতে তিন কোটি দশ সহস্র তীর্থের সমাগম হয়। যিনি সেই মাঘী পূর্ণিমাতে প্রয়াগে পবিত্র হইয়া স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মরুদগণ ও পিতৃগণের আশ্রম এবং বিবস্বত তীর্থে স্নান করিলে তীর্থের স্নায় পবিত্রতা লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

ব্রহ্মসর ও ভাগীরথী তীর্থে অবগাহন, পিতৃ-গণের তর্পণ ও তথায় এক মাস কাল উপ-বাস করিয়া অবস্থান করিলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্র তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে থাকিলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিনবার ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্মপৃষ্ঠ, গয়া, নিরবিন্দ পর্বত ও ক্রৌঞ্চপদীতে গমন করিলে একেবারে ঐ ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কালবিন্দু তীর্থে অবগাহন করিলে প্রায় কিছুই অবি-দিত থাকে না। অগ্নিপু্রে স্নান করিলে, অগ্নিকন্যাপু্রে অবস্থান করা যায়। করবীর-পু্রে স্নান ও দেবহ্রদে স্নান এবং বিশালা তীর্থে তর্পণ ও স্নান করিতে পারিলে ব্রহ্মহ্র লাভ হইয়া থাকে। আবর্তনন্দা ও মহানন্দায় গমন করিলে অঙ্গরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নন্দনবনে পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে সমাহিত-চিত্তে উর্কশী তীর্থে গমন ও নিয়মানুসারে লৌহিত্য তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামহ্রদে স্নান ও বিপাশা তীর্থে তর্পণ করিয়া দ্বাদশ দিন অনাহারে অবস্থান করিলে পাপের লেশ-মাত্রও থাকে না। অতি পবিত্র মনে মতা-হ্রদে স্নান করিয়া এক মাস অনাহারে অব-স্থান করিতে পারিলে জমদগ্নিভূল্য সদগতি লাভ হইয়া থাকে। দূতভ্রত ও হিংসাপরি-শূন্য হইয়া বিক্ষ্যাচলে শরীরকে একান্ত সমুত্তম করিয়া এক মাস তপস্যা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। নর্গদা ও সূর্পা-

রক সলিলে অবগাহন পূর্বক এক পক্ষ উপবাসী থাকিলে, নরপতিবংশে জন্ম লাভ হয়। সমাহিতচিত্তে তিন মাস সংযত হইয়া জম্মুগার্গে গমন করিলে, এক দিবসের মধ্যেই সিদ্ধি লাভ হয়। কোন্‌মুখে অবগাহন এবং চাণ্ডালিকাশ্রমে গমন পূর্বক কোপীনদারী ও শাক ভক্ষণ করিতে পারিলে দশটী কুমারী লাভ হইয়া থাকে। যিনি কুমারিকা হ্রদের উপকূলে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আর শমনসদনে গমন করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করেন। যিনি সমাহিত চিত্তে অমাবস্তাতে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করেন, তাঁহার সিদ্ধি ও অমরত্ব লাভ হয়। উজ্জ্বালক তীর্থ, আশ্টিসেনের আশ্রম ও পিঙ্গর আশ্রমে স্নান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না। যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কুলা তীর্থে অবগাহন ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ডালক তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে, অগ্নিস্টোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মারণ্য পরিশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া অবগাহন করেন, তিনি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভে অধিকারী হন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস মৈনাক পর্বতের তীর্থে অবগাহন ও সঙ্কোপাসনা করিলে সর্বমেধজন্ম ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রূণগ ব্যক্তি শতযোজন হইতে কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসে গমন করিতে পারিলে, ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একবার নন্দীশ্বরের মূর্তি অবলোকন

করিতে পারিলে আর পাপের লেশমাত্রও থাকে না। স্বর্গমার্গ তীর্থে অবগাহন করিলেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত হিমালয় পর্বত অতি পবিত্র, সমুদায় রত্নের আকর, সিদ্ধ-চারণগণনিমেষিত ও ভগবান্ ভূতনাথের শ্রমুর। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেহ অতি অমার বিবেচনা করিয়া এই পর্বতে গমন পূর্বক তত্রত্য মূর্তি ও দেবতাদিগের অর্চনায় নিরত থাকিয়া তপায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ পূর্বক অনায়াসে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যিনি কাগ, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে সকল তীর্থ নিতান্ত দুর্গম, তৎসমুদায় মনোমধ্যে চিন্তা করা কর্তব্য। এই তীর্থ গমন অপেক্ষা পবিত্র কার্য্য ও স্বর্গফলপ্রদ আর কিছুই নাই। তীর্থযাত্রা-উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানিতকর সাধু, সূত্র ও শিষ্যগণের নিকট কীর্তন করা বিধেয়। এই তীর্থযাত্রাউপাখ্যান মহর্ষি কাশ্যপ অঙ্গিরার নিকট এবং অঙ্গিরা গৌতমের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান মহর্ষিগণের জপ্য, রহস্য ও পরম পবিত্র। লোকে ইহা প্রত্যহ জপ করিলে পবিত্রদেহ হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারে। যিনি এই অঙ্গিরাবীকীর্তিত তীর্থযাত্রা উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট বংশে জন্মপরিগ্রহ পূর্বক জাতিস্মর হন।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশাম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! যৎ-
কালে ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতির আয়
বুদ্ধিমান, ত্রেকার আয় ক্ষমাশীল, ইন্দ্রের
আয় পরাক্রান্ত, সূর্য্যের আয় তেজঃপূজ,
শরশয্যাশায়ী মহাত্মা ভীষ্মকে তীর্থমাহাত্ম্য
কীর্তন করিতে কহেন, সেই সময় অত্রি,
বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাস,
গৌতম, অগস্ত্য, স্তমতি, বিশ্বামিত্র, স্কুল-
শিরাঃ, সম্বর্ত, প্রামিতি, দম, বৃহস্পতি,
শুক্লাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব,
তুর্লাসী, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভর-
দ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্কুলাক্ষ, শব-
লাক্ষ, কণ্ণ, মেধাতিথি, কৃষা, নারদ, পর্ব্বত,
স্বপ্ননা, একত, নিতম্বু, ভুবন, ধৌম্য, শতা-
নন্দ, অকুতব্রজ, পরশুরাম ও বচ প্রভৃতি
মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ
করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমুপস্থিত
হইয়াছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থমাহাত্ম্য
শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের
যথোচিত সৎকার করিলেন। মহর্ষিগণ
ধর্মরাজ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া মধুরবাক্যে
মহাত্মা ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।
মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগের মধুর বাক্য
শ্রবণে আপনাকে স্বর্গস্থ জ্ঞান করিয়া যাহার
পর নাই পুলকিত হইলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ
পরে সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ মহামতি ভীষ্মকে
আমন্ত্রণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা
অন্তর্হিত হইলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে

উদ্দেশ্য করিয়া বারংবার স্তব ও প্রণাম
করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তপঃ-
প্রভাবে দিক্‌সমুদায় প্রকাশিত দেখিয়া
পাণ্ডুনয়দিগের মনঃ একবারে বিস্ময়রসে
পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চরণে প্রাণি-
পাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
পিতামহ ! কোন্ দেশ, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্
আশ্রম, কোন্ নদী ও কোন্ পর্ব্বতকে
পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যায়,
তাঁহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপ-
লক্ষে শিলবৃত্তি ও সিদ্ধ এই দুই ব্রাহ্মণের
পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতোছি, শ্রবণ
কর। একদা এক সিদ্ধ মহর্ষি সমুদায়
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক
শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে সমুপস্থিত হই-
লেন। মহাত্মা শিলবৃত্তি তাঁহাকে গৃহে সমা-
প্ত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার
করিলেন। সিদ্ধ মহর্ষি তৎকর্তৃক সৎকৃত
হইয়া তাঁহার আবাসে পরম স্নেহে এক
রাত্রি যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতঃ-
কালে মহাত্মা শিলবৃত্তি গাত্রোত্থান ও
প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া
তত্ত্বদর্শী মহাত্মা সিদ্ধের নিকট সমাগত
হইয়া তাঁহার সহিত বেদ ও উপনিষদের
বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ক্রিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা শিলবৃত্তি সিদ্ধকে
সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন ! কোন্
কোন্ দেশ, রাষ্ট্র, আশ্রম, পর্ব্বত ও নদীকে

পরম পবিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্তন করুন ।

তখন গিদ্ধ শিলবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! ভাগীরথী গঙ্গা যে সমুদায় দেশ, রাজ্য, আশ্রম ও পর্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তৎসমুদায়কেই পরম পবিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায় । প্রাণিগণ ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া যে গতি লাভ করিতে পারে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই । যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহাদিগকে কখনই স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না । গঙ্গামলি দ্বারা যাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারা দেহান্তে অনন্তকাল স্বর্গস্থ অশ্রুভব করে । যাহারা প্রথমে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ গঙ্গার আরাধনা করে, তাহাদিগের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয় । ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিলে যেক্রপ পুণ্য লাভ হয়, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই । যে ব্যক্তির যতগুলি আশ্র গঙ্গাজলে নিপাত্ত হয়, সে তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারে । দিবাকর যেমন উদয়কালে গাঢ়তর অন্ধকার তিরোহিত করিয়া স্তম্ভোভিত হন, সেইরূপ মনুষ্য গঙ্গামলি-প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকে । যে এদেশে পবিত্র গঙ্গাজল প্রাবহিত না হয়, সেই এদেশ শশধরশূন্য বিভাবরী, পুষ্পহীন তরু, ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট বর্ণ ও আশ্রম, সৌমরসপরিশূন্য যজ্ঞ, দিবাকর-

বিরহিত, অন্তরীক্ষ, পর্বতহীন পৃথিবী ঐ বায়ুশূন্য আকাশের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । এই ত্রিলোক-মধ্যস্থ সমুদায় প্রাণীই পবিত্র গঙ্গামলি দ্বারা তর্পিত হইলে, যাহার পর নাই তৃপ্তি লাভ করে । সূর্য্যকিরণসমুৎপন্ন গঙ্গাজল গোময়ান্তর্গত যাবক অপেক্ষা শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে । লোকে পবিত্রতাসম্পাদক সহস্র চান্দ্রায়ণত্রয় অনুষ্ঠান করিলেও গঙ্গামলিপায়ীর তুল্য ফললাভে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহ । অশ্রুত সহস্রযুগ একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফললাভ হয়, গঙ্গাতে একমাস ঐরূপে অবস্থান করিলে তদপেক্ষা সমাধিক ফললাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি অযুতযুগ অদোমুখে বৃক্ষে লম্বমান থাকে, আর যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে ইচ্ছানুরূপ বাস করে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই পূর্ব্বোক্ত কঠোর তপস্বী অপেক্ষা সমাধিক ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই । যেমন তুলসীশি ছতাসনে নিক্ষেপ করিলে ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ লোকে গঙ্গায় স্নান করিলে তাহার সমুদায় পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে সমস্ত মনুষ্য শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আশ্রয়লাভের অভিলাষ করে, ভগবতী ভাগীরথীই তাহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন । বহুগরাজ গুরুদেব দশন করিলে, ভুজঙ্গেরা যেমন বিষশূন্য হয়, সেইরূপ গঙ্গাদর্শন করিবামাত্রই মনুষ্যগণ পাপবিহীন হইয়া থাকে । যাহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক ও মর্য্যাদাশূন্য, একমাত্র গঙ্গাই তাহাদিগের মর্য্যাদা, আশ্রয় ও শুভ

ঈশ্বরকল প্রদান করিয়া থাকেন । যে নর-
ধম বিবিধ পাপে বিলিপ্ত হইয়া নরকে
পতনোন্মুখ হয়, সে ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ
করিলে নিশ্চয়ই সমুদায় পাপবিমুক্ত হইয়া
থাকে । যে মহাত্মা সতত ভাগীরথীর সেবা
করেন, তিনি পরলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও
মহর্ষিদিগের সমকক্ষ হন । যাহারা বিনয়া-
চারগীন ও অশুভ কর্মানুষ্ঠায়ী, তাহারাও
ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সদাচার-
পরায়ণ হইতে পারে । সুরগণের অমৃত,
পিতৃগণের স্বধা ও নাগদিগের সুধা যেরূপ
প্রীতিকর, গঙ্গাজল মনুষ্যদিগের সেইরূপ
প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে । বালকেরা যেমন
ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া মাতার উপাসনা
করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা শ্রেয়োলাভার্থী
হইয়া ভাগীরথীর আরাধনা করিয়া থাকে ।
ব্রহ্মলোক যেমন সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ,
সেইরূপ স্নানার্থীদিগের পক্ষে জাহ্নবী সমু-
দায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । পৃথিবী
ও মেনু যেমন দেবগন্ধর্বাদির উপজীব্য,
সেইরূপ গঙ্গা পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীর
উপজীবন বলিয়া নির্দিষ্ট হন । সুরগণ
যেমন চন্দ্রসূর্য্যসংস্থিত অমৃত পান করেন,
মনুষ্যেরা সেইরূপ গঙ্গাসলিল পান করিয়া
থাকেন । জাহ্নবীর পুলিন হইতে বালুকা
লইয়া কলেবরে লিপ্ত করিলে মনুষ্য দেব-
তার স্নায় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।
মস্তকে গঙ্গামুক্তিকা ধারণ করিলে হ্রনির্ম্মল
সূর্য্যের স্নায় রূপ হয় । বায়ু গঙ্গাসলিল-
সংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে
অচিরে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ

করিয়া থাকে । মানবগণ হৃৎখে একান্ত
কাতর হইয়াও যদি গঙ্গাদর্শন করে, তাহা
হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদায় হৃৎখে
দূরীভূত হইয়া যায় । ভাগীরথী হংস ও
কোকপ্রভৃতি বিহঙ্গমগণের গীত শ্রবণে
গন্ধর্ব্বদিগকে এবং স্বীয় উত্তম তীরভূমি
দ্বারা পর্ব্বতসমুদায়কে পরাস্ত করিয়াছেন ।
হংসাদি বিবিধ বিহঙ্গমাকীর্ণ গোকুলপরি-
পূর্ণ গঙ্গাকে অবলোকন করিলে স্বর্গভূমি
পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয় । গঙ্গাতীরে অব-
স্থান করিয়া ষাটশ প্রীতি লাভ হয়, স্বর্গ
লোকে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ স্নগভোগ
করিলেও তাদৃশ প্রীতি লাভের সম্ভাবনা
নাই । মানবগণ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ
করিয়াও একবার গঙ্গাসন্দর্শন করিলেই
পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই ।
মনুষ্য গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শন ও গঙ্গায়
অবগাহন করিলে তাহার উজ্জ্বল সপ্ত ও
অদন্তন সপ্ত পুরুষের সদগতি লাভ হয় । যে
ব্যক্তি গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ, গঙ্গাদর্শনাভিলাষ,
গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাসলিলস্পর্শ, গঙ্গাজলপান ও
গঙ্গাসলিলে অবগাহন করে, ভগবতী ভাগী-
রথী তাহার উভয়কূল পবিত্র করেন । গঙ্গা-
দর্শন, গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গার নাম কীর্ত্তন
করিয়া শত শত পাপাত্মা পাপ হইতে
বিমুক্ত হইতেছে । যিনি স্বীয় জন্ম, জীবন
ও শাস্ত্রাধ্যয়ন সার্থক করিতে বাসনা করেন,
গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেবতা ও পিতৃ-
গণের তর্পণ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য ।
গঙ্গাতীরে গমন করিলে যেরূপ ফল লাভ
হয় ; পুত্র, ধন ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা

তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা সমর্থ হইয়াও গঙ্গলদায়িনী পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে অবলোকন না করে, পশু, মৃত, জন্মান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যঁাহাকে উপাসনা করেন, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতী ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা যঁাহাকে আশ্রয় করেন, সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর আশ্রয় গ্রহণ করা সমুদায় ব্যক্তির পক্ষে সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে মনোমধ্যে ভাগীরথীকে চিন্তা করে, তাহার নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ হয়। গঙ্গার উপাসনা করিলে যাব-জীবন ব্যাভ্রাদি হিংস্রজন্তু, রাজা ও পাপ হইতে ভয়ের-লেশমাত্রও থাকে না। পুণ্য-দায়িনী গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেবগণ সতত তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর দ্বারা ত্রিলোক সমলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। যিনি সেই গঙ্গার সলিল সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন। মেঘন দেবগণের মধ্যে সূর্য্য, পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায় নদীর মধ্যে গঙ্গাই উৎকৃষ্ট। গঙ্গা-বিহীন হইলে মানবদিগের যেরূপ দুঃখ উপ-স্থিত হয়, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধননাশ হইলেও তাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয় না। গঙ্গা-দর্শন করিলে অহ্লাদের পরিগীমা থাকে না। অরণ্য সন্দর্শন এবং অভিলষিত বিষয়, পুত্র ও ধনলাভ হইলেও গঙ্গাদর্শনের তুল্য

প্রীতিলভ হয় না। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়নপ্রীতিকর। যিনি গঙ্গার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তাঁহার অনুগত হন, গঙ্গা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কি ভূচর, কি খেচর, কি দেবতা, কি অন্ত্যান্ত প্রাণী গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করা সকলেরই প্রধান কার্য্য। গঙ্গা ভস্মীভূত সগরসন্ততিসমু-দায়কে পবিত্র করিয়া স্বর্গে নীত করিয়া-ছেন বলিয়া উঁহার যশঃসৌরভে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহাদিগের কলেবর ভাগীরথীর পবনোদ্ধৃত বেগবান্ পবিত্র তরঙ্গে অভিষিক্ত হয়, তাহারা সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া থাকে, যে মহাত্মারা সমুদ্র-দায়িনী ছুরবগাহা বেগবতী গঙ্গাতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই দেবগণের সাক্ষ্য লাভ হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণনির্মোহিত বিষ্ণুরূপা সুরধুগী অঙ্গ, জড় ও দাঁরদ্রদিগের সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মারা অম্লপ্রদা, কৰ্ম্মফলদায়িনী, ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গ-লাভ হইয়াছে। যঁাহারা গঙ্গাতীর আশ্রয়, গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাজল পান করেন, দেব-গণ তাঁহাদিগকে ইহলোকে সুখ ও পর-লোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যঁাহারা পতিতোক্কারিণী, সর্ব-ভূতের আশ্রয়, বিষ্ণু মাতা, ভগবতী ভাগী-রথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গগন করিয়াছেন। যঁাহার

খ্যাতি ভূমণ্ডল, নভোগণ্ডল, পাতালতল ও সমুদায় দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, মানবগণ সেই গঙ্গার জল সেবন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বয়ং গঙ্গাদর্শন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গঙ্গাদর্শন করান, কার্তিকেয়-জননী, স্রবণগর্ভা, ধর্ম্মার্থকামপ্রদা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিনিয়ত গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ত্রিবর্গ লাভ হয়। পৃথিবী ও আকাশের অলঙ্কারস্বরূপা, হিমালয়স্থিত, শিবগেহিনী গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছেন। তরঙ্গমালা সমলঙ্কৃত বিশ্বদর্শিনী ভাগীরথী প্রথমে স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে নিপতিত হইয়া তৎপরে হিমালয়ে ও পরিশেষে হিমালয় হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন, বিশ্বভ্রাণকারিণী নির্মালতোয়া জাহ্নবী তাঁহাদিগের পথস্বরূপ হন। যিনি ক্ষমা, ধারণ ও রক্ষণবিষয়ে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহার তেজঃ সূর্য্য ও অনলের ন্যায়, ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর সেই জহ্নুতনয়ার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনে মনেও বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা, মহামিগণপূজ্যা, পতিতপাবনী গঙ্গার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। ভাগীরথী জননীর ন্যায় লোকসমুদায়কে ইষ্টগতি প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব মোক্ষলাভার্থী মহাত্মাদিগের পক্ষে গঙ্গার উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সিদ্ধি

লাভের নিমিত্ত বিশ্বভোগপ্রদা, জগন্মাতা, ভগবতী ভাগীরথীকে আশ্রয় করিবেন। মহাত্মা ভাগীরথ অতি কঠোর তপোমুঠান পূর্ব্বক দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া ভগবতী জাহ্নবীকে পৃথিবীতে সমানীত করিয়াছেন, মানবগণ নিরন্তর সেই ভাগীরথীর শরণাপন্ন হইলে; উভয়লোকে নির্ভয়ে কালহরণ করিতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট স্বীয় বুদ্ধি-মাধ্যমসারে ভাগীরথীর গুণের কিয়দংশ-মাত্র কীর্তন করিলাম। মাদৃশ ব্যক্তি [কখনই গঙ্গার গুণসমুদায় পরিমাণ ও কীর্তন করিতে পারে না। যদিও স্রমেরূপ রত্নসমুদায় ও সমুদ্রের গগাণ জলরাশির পরিমাণ করা যায়, তথাপি গঙ্গাজলের গুণসমুদায় পরিমাণ করা যায়না; অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর কায়মনোবাক্যে জাহ্নবীর এই সমুদায় গুণের সমাদর করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। তুমি ভগবতী ভাগীরথীর আরাধনা করিলে, ত্রিলোকে স্বীয় যশঃ বিস্তৃত করিয়া অচিরে পরম সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক অর্ভাষ্ট লোকে গমন করিতে পারিবে। ভক্তবৎসলা ভাগীরথী ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগকে স্রুগ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ও আমার বুদ্ধি যেন গঙ্গাদর্শনমাত্রেই প্রসন্ন ও ধর্ম্ম-বিষয়ে আগন্তু হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহামতি সিদ্ধ মহাত্মা শিবব্রতীর নিকট এইরূপে গঙ্গার মহাত্ম্য কীর্তন করিয়া স্বর্গমার্গে অধিকৃত হইলেন। মহাত্মা শিবব্রত ও ঐ মহাপুরুষের উপ-

দেশানুসারে যথাবিধি গঙ্গার আরাধনা করিয়া অচিরে চূর্ণভ গতি লাভ করিলেন । অতঃপর এক্ষণে ভূমি ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া জঙ্ঘু-কন্টার উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম-পরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মের মুখে এইরূপ গঙ্গা-সাহস্রযুক্ত অপূর্ব ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন । যে ব্যক্তি এই গঙ্গাস্তব সংবলিত পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ ! আপনি বৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র ও বিবিধ সদগুণসম্পন্ন । এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারই নিকট ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্ন করা যায় না । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হয় ? তপস্যা, সংকার্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটির মধ্যে কোন্টী কত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণ্য লাভের উপযোগী, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! কত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণ্য লাভ হওয়া নিতান্ত

স্বকঠিন । ব্রাহ্মণ্য সর্বাণেকা শ্রেষ্ঠ । জীব-বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই স্থলে আগিমতন্ত্র গদ্যভী-সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের গুণে এক পুত্র উৎপন্ন হয় । ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ । মতঙ্গ সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন । ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার গুণসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া উহার জাতকস্মাদি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন । একদা ঐ ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি দেবগণের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ; তুমি অবিলম্বে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর । মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশ প্রাপ্তিমাাত্র বেগগামী গদ্যভিশিশুযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন । কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রণযোজিত গদ্যভিশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্রীয় জননীর অভি-গুণেই গমন করিতে লাগিল । তদর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কষাঘাত করিতে লাগিলেন । তখন পুত্রবৎসলা গদ্যভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া ক্লেশ-ভাবে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, বৎস ! তুমি দুঃখিত হইও না । এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে । ব্রাহ্মণ কদাচ এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হন না । ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র । তিনি শকল ভূতের

আচার্য ও শাসনকর্তা ; এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে কি তোমাকে এইরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে পারিত ? এই দুরাশা অতি-শয় পাপস্রাব, শিশুর প্রতি উহার কিছু-মাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না । এই নির্দয় যেমন ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ কার্যসাধনে প্ররত হইয়াছে । ইহার জাতিস্থলভ অসংভাব ইহাকে তোমার প্রতি সম্ভাবপ্রদর্শনে একান্ত পরাশ্রুত করিতেছে ।

গর্দভী এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মতঙ্গ তাহা শ্রবণ করিবাগাত্র সত্বরে রণ হইতে অবরোধ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কল্যাণি ! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চাণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎ-সমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্তন কর ।

তখন গর্দভী কহিল, তুমি কামোদ্ভূত ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । এই নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে ও তুমি চাণ্ডাল হইয়াছ ।

মতঙ্গ গর্দভীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবাগাত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের অভিলষ পরিত্যাগ পূর্বক অচিরে গৃহে প্রতিগমন করিলেন । তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমাকে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণরূপ গুরুতর কার্যসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলাম । তুমি

তাহা হুমিষ্ট না করিয়া কি নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয় নাই ত ?

তখন মতঙ্গ কহিলেন, পিতঃ ! যে ব্যক্তি চাণ্ডালজাতি বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর মঙ্গল কি ? যাহার জননী দুঃশীলা, সে কিরূপে কুশলী হইবে ? সেই গর্দভী কহিতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছ । ইহার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে । অতএব আমি এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান করিব । মতঙ্গ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থান পূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলষে যত্নসহকারে অতি কঠোর তপো-মুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । তখন দেবগণ তাঁহার সেই দুষ্কর তপস্যার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে সুররাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন । ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্বক তপস্বী মতঙ্গকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মতঙ্গ ! তুমি বিবিধ পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক কি নিমিত্ত তপোমুষ্ঠান করিতেছ ? এক্ষণে আমি তোমাকে বর-প্রদান করিতে আসিয়াছি ; তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । মতঙ্গ কহিলেন, ভগবন্ ! আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত এই তপোমুষ্ঠান করিতেছি । ব্রাহ্ম-ণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না । ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই আমি গৃহে প্রতি-গমন করিব । তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র

মতঙ্গের সেই অসঙ্গত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মতঙ্গ ! তুমি যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা নিতান্ত দুর্লভ । তুমি এই অদুর্লভ বিষয় লাভের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । ব্রাহ্মণ্য মর্দ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তপস্যা দ্বারা কোন ক্রমেই উহা অধিকার করা যাইতে পারে না । অতএব তুমি অবিলম্বে এই ছুরাশা পরিত্যাগ কর । ত্রিলোকমধ্যে যাহা পরম পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে, তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে ?

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, ব্রতধারী মতঙ্গ তাঁহার বাক্যে তপস্যায় বিরত না হইয়া, এক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন । তখন পুরন্দর পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ । তুমি উহা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই কালকবলে নিপাত্ত হইবে । তথাপি আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণ্য লাভের বাসনা করিও না । তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কোন ক্রমেই উহা লাভ করিতে পারিবে না । জীব তীর্থ্যক্যোনি হইতে মনুষ্য লাভ করিয়া প্রথমত পুঙ্কশ বা চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক

শুদ্ধতা লাভ করে । তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা ; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় । তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণ্যকূলে দ্বিশত মোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অন্তর্জাতী ব্রাহ্মণের কূলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্ট শত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে । ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও ব্রথা বাহ্যিকতা তাহাকে আক্রমণ করে । ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার মঙ্গল লাভ হয় ; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে । হে মতঙ্গ ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্তন করিলাম, উহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অণু অতীত বর প্রার্থনা কর । ব্রাহ্মণ্যলাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন ।

একোত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ কহিলেও মতঙ্গ তপস্যায় নিরত না হইয়া

সংস্কারে পুনরায় সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, ব্রহ্মা-সুনিপাতী পুরন্দর পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত বাক্য সমুদায় কীর্তন পূর্বক মতঙ্গকে তপোমুষ্ঠানে নিবেদন করিলেন।

তখন মতঙ্গ কহিলেন, হে পুরন্দর! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছি; তথাপি কি নিমিত্ত আমার ব্রহ্মণ্য লাভ হইতেছে না?

দেবরাজ কহিলেন, বৎস! তুমি চণ্ডালযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; অতএব কোনরূপেই ব্রহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আর তোমার বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মতঙ্গ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে একান্ত শোকার্ত হইয়া গয়াতীর্থে গমন পূর্বক এক বৎসর অঙ্গুষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐরূপ কঠোর তপোমুষ্ঠান করাতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্মাশিথিল ও শিরা সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদা তিনি সেই ঘোরতর নিয়মানুষ্ঠান করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্বস্বত্বহিতৈষী বরদাতা বাসব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মণ্য লাভ তোমার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, কণতঃ ব্রহ্মণ্য লাভ নিতান্ত অকঠিন;

উহার লাভচেষ্টা করিলে অশেষ বিষ উপস্থিত হয়। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রাহ্মণকে পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ এবং পূজা করিলে বিবিধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সমুদায় প্রাণীর মঙ্গলদাতা। ব্রাহ্মণ হইতেই দেবতা ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যখন যাহা বাসনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। জীব পর্যায়ক্রমে বহুতর যোনি পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। অতএব তুমি সেই দুর্লভ ব্রহ্মণ্য-লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। কখনই তদ্বিময়ে কৃতকার্য হইবে না।

মতঙ্গ কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি আর কি নিমিত্ত আমাকে তিরস্কার করিয়া পীড়িতপীড়ন ও ক্ষুধা, শূন্যতার উপর ঐহার করিতেছেন। আমি তপোবলে ব্রহ্মণ্য-লাভের উপযুক্ত হইলেও আপনি কি নিমিত্ত আমাকে উহা প্রদান করিতেছেন না। অনেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াও নিয়মিত রূপে তাহা প্রতিপালন করিতেছে না। যাহারা দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে, তাহারা নিতান্ত পাপাত্মা ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধম। কিন্তু জনসমাজে তাদৃশ ব্যক্তিগণ ত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব যখন অনেকে অহিংসা শমদমাদি ধর্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরি-

গণিত হইতেছে, তখন আমি আত্মারাম, নিম্বন্দ, নিম্পরিগ্রহ, অহিংসাদি ধর্মাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্রহ্মণ্য লাভে বঞ্চিত হইব ? হায় ! আমার কি দুর্দৃষ্ট ! আমি ধর্মজ্ঞ হইয়াও কেবল একমাত্র মাতৃদোষে এতাদৃশ দুঃখবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি এতাদৃশ যত্নবান্ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অসমর্থ হইলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত স্বকঠিন। যাহা হউক, অতঃপর অগত্যা আমাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহবুদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা আমার যদি কিছুমাত্র স্বকৃত থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে অমৃত অভিলষিত বর প্রদান করুন।

মহাজ্ঞা মতঙ্গ এই কথা কহিবামাত্র ব্রহ্মোজ্জরনিপাতী সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন মতঙ্গ কহিলেন, দেবরাজ ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কামরূপী বিহঙ্গম হই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। তখন ইন্দ্র মতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ছন্দোদেব নামে বিখ্যাত হইয়া কামিনীগণের পূজ্য হইবে এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমার খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না।

হে ধর্মরাজ ! ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র মতঙ্গকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অস্তব্ধিত হইলেন। মহাজ্ঞা মতঙ্গও

অচিরে প্রাণত্যাগ পূর্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। অতএব সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত স্বকঠিন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি আমার নিকট এই মহৎ উপাখ্যান কীর্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি, পূর্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয়-জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যে কারণে ব্রহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল, তাহা আপনি কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মহাজ্ঞা বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আগার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহারাজ বীতহব্য যেভাবে লোকসংকৃত দুর্লভ ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে প্রজাপালন-নিরত মনুর ঔরসে শর্য্যাপতি নামে এক মহাজ্ঞা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শর্য্যাপতির বংশে মহারাজ বৎসের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামে দুইটা পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্তন করিয়া থাকে। মহারাজ বীতহব্য দশ স্ত্রীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিবিশারদ এক শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্রগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও ধর্মুর্বিদ্যাশিষ্য ছিলেন।

ঐ সময় বারানসীতে হর্ষাশ্ব নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন । মহারাজ বীত-হব্যের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্রগণ গঙ্গাঘম্মনার মধ্যভাগে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রাণসংহার পূর্বক অকুতোভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । হর্ষাশ্ব নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মূর্ত্তিমান মর্দস্যরূপ মহাজ্ঞা স্তদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন । বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্বীর তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও সংহার পূর্বক মধ্যস্থানে প্রস্থান করিলেন । তৎপরে স্তদেবসন্তান মহাজ্ঞা দিবোদাস সেই গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ কূলে সংস্থাপিত বর্গচ চুন্টয়সমাকীর্ণ অমরাবতীর ন্যায় সমুদ্রক্ৰিংশালিনী বারানসীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পরাক্রান্ত শত্রুদিগের ভয়ে ইজের অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজধানী স্তদৃঢ় ও সমদিক শোভাসম্পন্ন করিলেন । তখন বীতহব্যের পুত্রগণ পুনর্বীর যুদ্ধার্থী হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন । মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ দিবোদাসও সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সহস্র বৎসর তাঁহাদিগের সহিত দেবাসুরসংগ্রামদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন । পরিশেষে তাঁহাকে হতবাহন, হতযোগ ও ক্ষীণকোম হইয়া নিতান্ত দৈন্দশায় নিপতিত হইতে হইল । তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্রে আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাজলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । বৃহস্পতিতনয় মহাজ্ঞা ভরদ্বাজ

কাশিরাজ দিবোদাসকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহা বিশেষ রূপে আমার নিকট কীর্তন কর । আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য সাধন করিব ।

দিবোদাস কহিলেন, ভগবন্ ! বীতহব্যের আশ্রমজেরা রণস্থলে আমার বংশনাশ করিয়াছে । এক্ষণে আমি একাকী বংশ-বিনাশশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনায় শরণাপন্ন হইলাম । আপনি শ্রিয়ন্ত্রেহ-নিবন্ধন আমার প্রতি প্রমম হইয়া আমাকে রক্ষা করুন । সেই পাপাত্মারা আমার বংশে আমি ভিন্ন আর কাহাকেই অবশিষ্ট রাখে নাই । তখন প্রবলপ্রতাপ মহাভাগ ভরদ্বাজ দিবোদাসের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি এক্ষণে আর ভীত হইও না । আমি তোমার পুত্রলাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিব । তুমি সেই পুত্রের বলবীৰ্য্যপ্রভাবে বীতহব্যের বংশধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে । মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া দিবোদাসকে বিদায় করিয়া, তাঁহার পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন । ঐ যজ্ঞপ্রভাবে মণীপাল দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল । প্রতর্দন জন্মগ্রহণ করিবাত্ত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কের ন্যায় পরিবর্তিত হইলেন এবং সমগ্র বেদ ও ধনুর্বেদ আয়ত্ত করিলেন । অন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে যোগে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । • সেই যোগ

প্রভাবে প্রতর্দনের দেহে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি সুর্য্যি ও বন্দীগণ কর্তৃক স্তম্ভমান হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের আয় স্পর্শোভিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবলপরাক্রান্ত দিবোদাস-তনয় শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম ও বর্ষ্য ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত পাবকের আয় পিতার নিকট গমন করিলেন। স্তম্ভদেবতনয় দিবোদাস স্বীয় পুত্র প্রতর্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া বাহ্য পর নাই হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বীতহব্যের আত্ম-জেরা যে তাঁহার শরনিকরে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিময়ে এককালে নিঃসংশয় হইয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন।

কিয়দিন পরে মহীপাল দিবোদাস যুব-রাজ প্রতর্দনকে বীতহব্যের আত্মজগণের বিনাশসাধনার্থ অনুমতি করিলেন। প্রতর্দন পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দনের রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, নগরাকার রথ-সমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রতর্দনের গম্ভিহিত হইয়া জলধর যেমন হিমাচলের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত প্রতর্দন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বীতহব্যতনয় গণের নিক্সিপ্ত শরসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া,

অচিরে বজ্রানলসম্মিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহা-দিগের মস্তক ছেদন করিলেন। বীতহব্যের আত্মজগণ প্রতর্দননিক্সিপ্ত শরনিকরে ছিন্ন-মস্তক হইয়া রুদিরাক্ত কলেবরে কুঠার-কর্ত্তিত কিংশুক বৃক্ষের আয় ভূতলে নিপ-তিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ বীতহব্য পুত্রগণকে সমগ্র শয্যায় শয়ন দেখিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি ভৃগুও তাঁহাকে আশ্রাস প্রদান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, দিবোদাসতনয় প্রতর্দন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাবমান হইয়াছিলেন। তিনি বীতহব্যের গমনের অনতিবিলম্বেই মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে সমু-পস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মহাজ্ঞা ভৃগুর শিষ্যগণগম্যে এই আশ্রমে কে উপ-স্থিত আছেন, তিনি অবিলম্বে মহর্ষিকে আগার আগমনসংবাদ প্রদান করুন। আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। মহাবীর দিবোদাসতনয় উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব ? তখন প্রতর্দন কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার আশ্রমে বীতহব্য অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহার আত্মজগণ আমার বংশ বিলুপ্ত

এবং আমার কাশীরাজ্য ও সমুদায় ধনরত্ন উচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি বীতহব্যের সেই বলমদগত শত পুত্র বিনাশ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করিলেই পিতৃখণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তখন ধর্মপুত্রায়ণ মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যের প্রতি একান্ত রূপাণরত্ন হইয়া প্রতর্দনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমার এই আশ্রমমধ্যে কেহই ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই ব্রাহ্মণ। মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, প্রতর্দন তাঁহার পাদবন্দন পূর্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, ভগবন্ ! সেই ছুরাঙ্গা বীতহব্য ক্ষত্রিয় ; সে এক্ষণে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আপনি তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তিরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রত্যাগমন করিতেছেন, সুতরাং আমারই বলবীর্য্যপ্রভাবে সে জাতিচ্যুত হইল। আমি ইহা দ্বারাই আপনাকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিতেছি। এক্ষণে আপনি আমার শুভানুশ্রয় ও গমনে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ প্রতর্দন এইরূপে উরগ যেমন মনুষ্যের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বীতহব্যের প্রতি দারুণ ষড়ক্য প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ বীতহব্য ও ভৃগুর বাক্য-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে মহারাজ বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাঙনিপ্পত্তিমাতেই ব্রহ্মষিষ্য ও ব্রহ্মবাদিহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃৎসমদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাজ্ঞা

গৃৎসমদের রূপ অবিকল ইন্দের আয় ছিল। একদা দৈত্যগণ উঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধ করিয়া একান্ত নিপীড়িত করে। ঋগ্বেদ-মধ্যে উঁহার গুণ কীর্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা উঁহার সবিশেষ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। তাঁহার স্মৃচোতাঃ নামে এক পুত্র জন্মে। স্মৃচোতার পুত্র বর্চা। বর্চার পুত্র বিহব্য। বিহব্যের পুত্র বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য। সত্যের পুত্র সন্ত। সন্তের পুত্র শ্রবা। শ্রবার পুত্র-তম। তমের পুত্র প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র। বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতি। প্রমতি স্মৃতাচার গর্ভে রুরুর নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। রুরুর উরসে প্রমদ্বার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাজ্ঞা শৌনক সেই শুনকের পুত্র। ইঁহার সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও মহর্ষি ভৃগুর অনুগ্রহে সবংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের বংশপরম্পরা ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের বিষয় কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

একত্রিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূজ্য, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে নারদ বাসুদেবসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ

কর। একদা মহাত্মা কেশব নারদকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভক্তিপূর্বক কাহাকে নমস্কার করিতেছেন? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্তন করুন।

নারদ কহিলেন, কেশব! আমি যাঁহা-দিগকে পূজা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহ-লোকে তোমার তুল্য জ্ঞাতা আর কেহই নাই। যাঁহারা বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, পর্ব্বত, অগ্নি, মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদপারদর্শী ও বেদপারায়ণ, যাঁহারা আত্ম-জ্ঞাবাহীন, সর্বদা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাশীল হইয়া অনাহারে দেবকার্য্য সাধন করেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক শস্ত্র, ধন, গাভী ও ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য-সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহারা বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ পূর্বক সঞ্চয়পরা-গুণ হইয়া তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা ভৃত্যভরণনিরত ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইয়া দেবতার অংশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করেন, যাঁহারা নিয়মিত রূপে বেদাধ্যয়ন করিষ্ণু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক যাজ্ঞন ও অধ্যা-পনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা সমুদায় ভূতের প্রতি দয়া প্রকাশ ও মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা অসূয়াশূন্য হইয়া একান্ত মনে বেদ-পাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হন, যাঁহারা ব্রতধারী, ব্রহ্মাণিনিষ্ঠ,

সত্যপ্রতিজ্ঞ ও হব্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যাঁহারা মমতা, প্রয়োজন ও প্রতিদ্বন্দ্বপারি-শূন্য হইয়া নিয়ত দিগম্বরবেশে অবস্থান করেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, অহিংসাব্রত ও শমদমাদিগুণে বিভূষিত, যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া কপোতের ন্যায় সঞ্চয়পরাগুণ হন এবং দেবতা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকেন, যে শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ত্রিবর্গ ক্রমশ ক্ষীণ না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ও লোভপরাগুণ হইয়া ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ, সলিল পান ও যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া নিবিধ ব্রতপালনে প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত পালন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বেদের একমাত্র আশ্রয় এবং সমুদায় ভূত যাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই সমুদায় ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতেছি। আমি প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকি। উঁহারা সকলেই সর্বলোকশ্রেষ্ঠ ও সমুদায় লোকের অজ্ঞা-নাশকারনাশক। অতএব ভূমিও প্রতি-নিয়ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর। ব্রাহ্মণ-গণ পূজিত হইলে উভয় লোকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ভূমি তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তোমাকে নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সতত গো, ব্রাহ্মণ, সত্য ও অতিথিসেবায় একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা শাস্তিগুণাবলম্বী, ঈর্ষাপরিশূন্য, বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা

শ্রদ্ধাশ্রিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র বেদ অবলম্বন পূর্বক দেবগণকে নমস্কার করেন, যাহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণ-গণকে নমস্কার পূর্বক দানে প্রবৃত্ত হন, যাহারা কোমার ব্রহ্মচারী হইয়া তপোমু-ষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যাহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃ-গণকে যথা নিয়মে ভোজ্য বস্তু প্রদান পূর্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হন, যাহারা যথানিয়মে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন এবং যাহারা তোমার ন্যায় পিতা, মাতা ও গুরুজনের প্রতি সতত ভক্তিপরায়ণ হন, তাহারা অনায়াসে সমুদায় আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ।

হে ধর্মরাজ ! দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে এই কথা কহিয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করি-লেন । এক্ষণে তুমিও তদনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথিদিগকে পূজা কর, তাহা হইলে অনায়াসে সদগতিলাভে সমর্থ হইবে ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! জরায়ু জাতিচতুর্নিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাহা-দিগের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপ-লক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করি-

তেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বে এক প্রিয়দর্শন কপোত এক শ্চেনপক্ষী কর্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়ব্যাকুলমানসে নভোমণ্ডল হইতে মহাশ্মা শিবিরাজের ক্রোড়ে নিপতিত ও শরণাপন্ন হইয়াছিল । তখন বিশুদ্ধস্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপলসদৃশ শ্যাম-বর্ণ প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গম ! তোমার ভয় নাই, তুমি কোথায় কি করিয়াছ এবং কাহার ভয়েই বা এরূপ ভীত ও উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর । ঐ দেখ, রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তুমি বিশ্বস্ত ও ভয়বিহীন হও । আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিগিত সমু-দায় কাশিরাজ্য ও জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি ।

মহারাজ শিবি কপোতকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্চেনপক্ষী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মহা-রাজ ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য । আমি বহু যত্নে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই কর্তব্য নহে । এই কপোতের মাংস, রুধির, মজ্জা ও মেদ দ্বারা আমার বিলক্ষণ তৃপ্তি-লাভ হইবে । অতএব আপনি আমার আহ্বানের ব্যাঘাত করিবেন না । আমি

ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন । আমি ইহার অনুসরণ পূর্বক পক্ষ ও নখর দ্বারা ইহাকে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় করিয়াছি । ঐ দেখুন, ইহার কেবল এক এক বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিনির্গত হইতেছে, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা আপনার কখনই উচিত নহে । আপনি স্বীয় অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু ; তুমার্ত খেচরদিগের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা নাই ; শত্রু, ভৃত্য, স্বজন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দমন ও ব্যবহারবিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করা আপনার কর্তব্য বটে ; কিন্তু আকাশচারী বিহগ-কুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করা আপনার কখনই বিধেয় নহে । আমি আপনার শত্রু নহি, তথাচ যদি আপনি আমাকে আগার ভক্ষ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অনশ্চই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে ।

শ্যোনপক্ষী এই কথা কহিলে, মহারাজ শিবি তাহার বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, মনে মনে ক্রিয়াক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গম ! আজি আমি তোমাকে ব্রষ, বরাহ, যুগ বা মহিমের মাংস প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর । আমি কখনই শরণাগত-প্রতিপালনরূপ মহাত্মত পরিত্যাগ করিতে পারিব না । এই দেখ, কপোত কোন মতেই আমার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতেছে না ।

তখন শ্যোন কহিল, মহারাজ ! আমি

ব্রষ, বরাহ ও অন্যান্য জন্তু ভোজন করি না । স্ততরাং ঐ সকল জন্তুর মাংসে আমার প্রয়োজন কি ? দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদের ভক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । শ্যোনপক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই । এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্র-মাংস প্রদান করুন ।

শ্যোনপক্ষী এই কথা কহিবারাত্র মহারাজ শিবি তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গরাজ ! আজি তুমি আমাকে এই আদেশ করিয়া আগার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে । আমি অবিলম্বেই তোমাকে কপোতপরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি । মহাত্মা শিবি শ্যোনপক্ষীকে এই কথা কহিয়া, তুলাদণ্ড সংস্থাপন পূর্বক উহার এক দিকে কপোতকে সম্মি-বেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদন পূর্বক প্রদান করিতে লাগিলেন । নানারত্নবিভূষিতা অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে লাগিল । তাহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দনকোলাহলে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল । ঐ সময় নরপতির সেই সত্যপালন-প্রভাবে নভোগুল মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী বিচলিত হইল । মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও উরুদ্বয় হইতে সমুদায় মাংস ছেদন পূর্বক তুলাদণ্ডে প্রদান করি-

লেন ; তথাপি উহা কপোতপরিমিত হইল না । পরিশেষে যখন তাঁহার সর্বদ্বন্দ্ব অস্থি-মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন ।

• তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সম-বেত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন । দেবগণ ভেরী ও ঢল্‌দুভিধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে বারংবার অমৃত ও পুষ্পরুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অমরো-গণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার সম্ভ্রামসম্পাদনার্থ নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ শিবি সেই সংকার্য্যপ্রভাবে স্তবর্ণময় অট্টালিকা, মণিকাঞ্চনময় তোরণ ও বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভে সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে তুমি সেই মহাজ্ঞা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও । যে ব্যক্তি ভক্ত, অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখ-ভোগে অধিকারী হয় । যে মহীপাল সং-স্ভাবসম্পন্ন ও শিক্ষাচারনিরত হইয়া কপ-টতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না । সেই বিদ্বন্ধ-স্ভাব সত্যপরাক্রম কাশিরাজ শিবি স্বীয় সংকার্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকमध्ये বিখ্যাত হইয়াছেন । যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাজ্ঞার

ন্যায় পরলোকে সদগতি লাভ হয় । যে ব্যক্তি সর্বদা মহাজ্ঞা শিবির এই উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্তন করে, সে নিম্পাপ ও পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহী-পালগণের কোন্ কার্য্য সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহারা কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহীপাল সুখলাভার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিবেন । ব্রাহ্মণগণের আরাধনাই রাজা-দিগের সর্বোৎকৃষ্ট কার্য্য । বৃদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত পূজা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে সকল ব্রাহ্মণ রাজার নগর বা জনপদবাসী হইবেন, রাজা তাঁহা-দিগকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান, তাঁহা-দের প্রতি শাস্তবাক্য প্রয়োগ ও তাঁহা-দিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করিবেন । এই কার্য্যকেই সর্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া অবধারণ করা ভূপতিদিগের শ্রেয়স্কর । আপনার দেহ ও পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করা রাজার পরম ধর্ম্ম । যাহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূজনীয়, রাজা তাঁহাদিগকে সমদিক ব্রাহ্ম ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন । ব্রাহ্মণেরা শাস্তভাবে অবস্থান করিলে, রাজ্য নির্বিঘ্নে থাকে । আর তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলে মারামোচাটনার্দি বিবিধ উপায় ও তপোবললব্ধ তেজ দ্বারা

সমগ্র দক্ষ করিতে সমর্থ হন। অতএব তাঁহাদিগকে পিতার স্তায় পূজা ও সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। জলধর যেমন জলধারা বর্ণন করিয়া শস্ত্রোৎপাদন পূর্বক লোকের জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রসাদেও লোকযাত্রা নির্বাহ হইতেছে। অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহা দিগের বিনাশসাধন করা সাধায়াত্ত নহে। ইহাদিগের গতি কুত্ৰাপি প্রতিহত হয় না। অরণ্যমধ্যে অগ্নিশিখা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রোধাবিস্ট হইলে, সমুদায় ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। অতি সাহসিক ব্যক্তিরাও উহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে। উহাদিগের গুণের ইয়ত্তা নাই। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৃণাচ্ছন্ন কূপের স্তায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা মেঘনির্মুক্ত নভোমণ্ডলের স্তায় ব্যক্তভাবধারণ করিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষিপ্ৰকারী ও কেহ কেহ বা কার্পাসের স্তায় একান্ত মৃদু এবং কতকগুলি অতিশয় শঠ ও কতকগুলি যারপার নাই অকপট। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্যের অনুষ্ঠান ও গোরক্ষণ, কেহ কেহ ভিক্ষাচরণ, কেহ কেহ চৌর্যরূপে অবলম্বন ও কেহ কেহ নট নর্তকের কার্যসাধন, কেহ কেহ নিরস্তুর কলহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং কেহ কেহ বা লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ কার্যসাধন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বহুবিধ স্বভাব-

সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিরীক্ষিত হন। সেই নানাকর্মনিরত বিবিধ কার্যোপজীবিত্রাহ্মণগণের ধর্মজ্ঞান সতত কীর্তন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও উরগগণের পূজ্য। দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পিশাচগণমধ্যে কেহই উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহারা দেবতাকে অদেবতা ও অদেবতাকে দেবতা করিয়া থাকেন। যাহারা উহাদিগের প্রিয় হন, তাঁহারা রাজা হন, আর যাহারা অপ্রিয়, তাহারা পরাভূত হইয়া থাকে। যে মূর্খেরা ব্রাহ্মণগণের অযশ ঘোষণা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পরের নিন্দা ও প্রশংসানিরত, কীর্তি ও অকীর্তির কারণ ব্রাহ্মণগণ নিরস্তুর বিদ্বেষ্টাদিগের প্রতি ক্রোধাবিস্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা যে পুরুষের প্রশংসা করেন, তিনি অভ্যুদয়শালী হন, আর তাঁহারা যাহার নিন্দা করেন, সে অবিলম্বে পরাভূত হয়, সন্দেহ নাই। শক, যবন, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উল্লানর, কোলিসর্প ও মাহিসক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অমুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা কদাপি বিধেয় নহে। সর্বজন্তু-বিনাশের পাপ অপেক্ষা ব্রাহ্মহত্যার পাপ গুরুতর। মহর্ষিগণ ব্রাহ্মহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের অপবাদ শ্রবণ করা কদাপি কর্তব্য নহে। যে স্থলে উহাদিগের অপবাদ

কীর্তিত হয়, তথায় অধোগুণে অবস্থান বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্তব্য। ব্রাহ্মণ-গণের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্বক পরমস্তখে জীবিত থাকিতে পারে, এরূপ লোক জীবলোকে অত্মপি জন্মে নাই এবং জন্মবার সম্ভাবনাও নাই। মৃত্তি দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং হস্ত দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ ও পৃথিবী দাবণ করা যেরূপ দুষ্কর, ব্রাহ্মণকে পরাজয় করাও তদ্রূপ স্বকঠিন, সম্ভেদ নাই।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণগণকে সতত পূজা করা সর্বতো-ভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণগণ সকলকেই স্তূথ চুস্ত প্রদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে প্রার্থনানুরূপ বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অলঙ্কার প্রদান, নমস্কার এবং পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্র হইতে যেমন জীবগণের মঙ্গল লাভ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে রাজ্যের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজ্য-মধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও শত্রুদমনসমর্থ মহারণ ক্ষত্রিয়কে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য। স্বীয় ভবনে সংকুলোদ্ভব ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বাস প্রদান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণকে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। সত্যএব ব্রাহ্মণই সর্বপ্রধান; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। চন্দ্র, সূর্য, জল,

বায়ু, ভূমি, আকাশ ও দিক্‌সমুদায় ব্রাহ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে পাণ্ডার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলেই দেবতা ও পিতৃগণ পরম পরিতৃপ্ত হন, সন্দেহ নাই। যাহারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করে, তাহারা পরম পরিতৃপ্ত ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণোদ্দেশে যে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ সেই সেই দ্রব্য দ্বারাই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। যে বজ্র হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণই সেই যজ্ঞের মূলকারণ। এই জগৎ যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাতে লীন হইবে, ব্রাহ্মণগণের তাহা অব্যবহৃত নাই; একমাত্র ব্রাহ্মণ-প্রভাবে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম ও ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায়ই অবগত আছেন। যাহারা ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুবর্তী হয়, তাহাদিগের কৃত্রাপি পরা-ভব নাই। তাহারা চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও বলের উপশম হইয়া থাকে। দেখ, ভৃগুবাংশীয়েরা হাণ্ডজঙ্ঘ-দিগকে, অঙ্গিরার বংশসমুৎপন্ন মতাঙ্গারা নীপগণকে এবং মহসি ভরদ্বাজ বৈতন্য ও ঐন্দ্রদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাঠ-মধ্যে অগ্নি যেমন গৃহভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ইতলোকে যাহা পাঠ, যাহা শ্রবণ ও মে বিময়ক কণোপকণন করা যায়,

তৎসমুদায়ই গূঢ়ভাবে ব্রাহ্মণে অন্তর্নিবিষ্ট
রহিয়াছে ।

হে ধর্মরাজ ! এই উপলক্ষে আমি
পৃথিবীবাসুদেব সংবাদ নামে এক পুরাতন
ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
একদা বাসুদেব সর্বভূতজননী ভগবতী
বসুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
বসুমত্রে ! গৃহস্থ ব্যক্তির কি কর্মের অনু-
ষ্ঠান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহা
কীর্তন করুন ।

তখন পৃথিবী বাসুদেবকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, কেশব ! আমি নারদের
মুখে শুনিয়াছি, ইহলোকে ব্রাহ্মণের সেবা
করাই পরম পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম । ব্রাহ্ম-
ণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্রও
থাকে না । ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের মহা-
রথিত্ব, কীর্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ হইয়া
থাকে । অতুল ঐশ্বর্যের নিমিত্ত সৎকুল-
সম্ভূত ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের
সেবা করাই কর্তব্য । ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণগণ যাহাকে প্রশংসা করেন,
সেই অদ্বৈতদয়শালী হয় । যে ব্যক্তি মোহ-
বশত ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে, তাহাকে
মহার্ঘবনিক্ষিপ্ত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচিরাৎ
বিনষ্ট হইতে হয় । ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ
পরাভবের হেতু । দেখ, ব্রাহ্মণশাপে ভগ-
বান্ চন্দ্রমাঃ কলঙ্কযুক্ত ও সমুদ্রে লবণোদকে
পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র
ব্রাহ্মণগণপ্রভাবে প্রথমে, সহস্র ভগচিহ্নে
পরিব্যাপ্ত হইয়া, পরিশেষে আবার ব্রাহ্ম-
ণের প্রসাদে সহস্রময়ন হইয়াছেন । অত-

এব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের
আজ্ঞানুবর্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয় ।

হে ধর্মরাজ ! বসুমত্রে দেবী এইরূপ
কহিলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার বাক্য
শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে অসংখ্য
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । অত-
এব তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণগণকে
পূজা কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ
হইবে ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! ব্রাহ্মণগণ জন্মান্বপি সক-
লের নমস্ । তাঁহারা অতিথি রূপে স্বপক
অন্নের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকেন ।
তাঁহারা দেবগণের মুখস্বরূপ । তাঁহাদিগের
হইতেই ধর্মাদি ত্রিবর্গ উৎপন্ন হয় । তাঁহারা
জীবলোকের স্বহৃৎ । সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ
পূজিত হইয়া আমাদিগের শুভানুধ্যান এবং
আমাদিগের শত্রুবর্গ কর্তৃক অসংকৃত হইয়া
রোষাবিষ্ট চিত্তে তাহাদের অন্তঃকরণ
করুন । পূর্বের বিধাতা ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি
করিয়া যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন,
পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কীর্তন করিয়া-
ছেন, শ্রবণ কর । প্রজাপতি ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণ-
গণকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-
গণ ! তোমরা স্নানকৃত হইয়া সকলকে
রক্ষা করিবে । ইহাই তোমাদিগের সর্বোৎ-
কৃষ্ট কার্য । ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়ো-
লাভে সমর্থ হইবে । তোমরা আপনাদের
কর্তব্য কার্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী
লাভ করিবে । তোমরা সকলের আদর্শ ও

নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্যাবলম্বন করা তোমাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধায়াসম্পন্ন হইলে ক্রী, বুদ্ধি, তেজঃ ও বিপুল সাহাজ্য অধিকার করিতে পারিবে। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই মৌভাগ্য জন্মিবে। তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুগণের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাষ্টবে। তোমরা অহিংসক, প্রজ্ঞাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধায়াবিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভুলোক ও দ্যুলোকमध्ये যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্বী দ্বারা অধিকার করা যায়। অতএব জ্ঞানোপার্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

হে ধর্ম্যরাজ ! প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপোবল কত্রিয়েস বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রসভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ গর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিমতুল্য উগ্র ও কেহ কেহ বা নিতান্ত

মৃদু এবং কেহ কেহ বা গুনিম্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনগাজেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্তব্য। মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোম্মশির, শৌণ্ডীক, দরদ, দর্ব্ব, চৌল, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি কত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কোপেই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পরাভবনিবন্ধন অসুরগণ সলিলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদবলে দেবগণ স্বর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন আকাশের সৃষ্টি, হিমালয় পর্ব্বতের পরিচালন ও সেতু বন্ধন দ্বারা গন্ধারোত্তের প্রতিরোধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে পরাভূত করা নিতান্ত হুকঠিন। ব্রহ্মবিরোধ উপস্থিত করিয়া কোন নরপতিই পৃথিবী শাসনে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্যরাজ ! যদি তোমার সমাগরা বহুস্বরা উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। ষাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

ষট্টিত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! অন্তঃপর শত্রুশাস্ত্রসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা দেবরাজ ইন্দ্র জটামারী ও ভাস্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া ছদ্মবেশে বিরূপ রথারোহণে শশ্বরাস্ত্রের নিকট আগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈত্যরাজ ! তুমি বিরূপ ব্যবহার দ্বারা স্বজাতীয়দিগকে অতিক্রম করিয়াছ এবং কোন্ ব্যবহারবলেই বা তাহারা তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, তাহা যথার্থরূপে কীর্তন করুন ।

শশ্বর কহিলেন, মহাত্মন ! আমি যখন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ প্রকাশ করি না । ব্রাহ্মণগণ যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি । তাঁহারা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমি অনন্ত মনে তাহা শ্রবণ করিয়া কদাচ তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করি না । আমি সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে সাদরসম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া থাকি । তাঁহারাও বিশ্বস্তচিত্তে আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ও আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন । আমি কখন তাঁহাদের কোন অপ-রাধ করি না । তাঁহারা অসাধবানে থাকিলেও আমি সাবধান এবং তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও আমি জাগরিত থাকি । আমি একান্ত ব্রাহ্মণানুগত বলিয়া পাত্তার্থ জিজ্ঞাসা করিলেও অধুমকিক। যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে মধুধারায় অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ তাঁহারা

আমাকে অমৃততুল্য বিচারসে আর্জ করিয়া থাকেন । তাঁহারা সমুদ্রচিহ্নে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বীয় মেধা-বলে তৎসমুদায়ই গ্রহণ এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় অনুধ্যান করি । আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যুক্তিরূপ স্বেপান করিয়া থাকি বলিয়া তারাগণমধ্যস্থিত চন্দ্রমার স্থায় স্বজাতীয়-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে অবস্থান করিতেছি । আমার পিতা ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণের মুখ-নির্গত অমৃতময় স্তনাস্বরূপ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারে । তিনি দেবাস্ত্রযুদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণের গতিমা দর্শন করিয়া অতিশয় হস্ত ও বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া, নিশাকরকে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিলেন ?

তখন চন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ ! ব্রাহ্মণেরা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । ক্ষত্রিয়ের ভুজবলের স্থায় ব্রাহ্মণের বাক্যবল নিত্যন্ত দুঃসহ । ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক অল্পমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ক্রোধ-বিহীন হইলেই নির্বাণলাভ লাভ করেন । আর তিনি স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্বক পিতার নিকট সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলেও লোকে তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে । সর্প যেমন ঘূষিকাদিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি

রণপরায়ণ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী অন্নবুদ্ধি-সম্পন্ন অভিমানশালী ব্যক্তির অধিকৃত, ব্রাহ্মণ অপ্রবাসী ও কষ্টকা গর্ভবতী হই-লেই জনসমাজে দূষিত হইয়া থাকে। হে মগাহানু! আমার পিতা ভগবান্ চন্দ্র-মার নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিয়া, ব্রাহ্মণ-গণকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, আগিও এক্ষণে পিতার স্মার্য ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া থাকি।

হে ধর্মরাজ! পুরন্দর এইরূপে প্রচ্ছন্ন-ভাবে শব্বরের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন পূর্বক ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিপরা-য়ণ ও তাঁহাদের পূজায় যত্নবান্ হইয়া, অচিরে দেবরাজ্য লাভ করিলেন।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অদৃষ্ট-পূর্ব, চিরাজিত ও দূর হইতে অভ্যাগত এই ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে সৎপাত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা আপনি কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! উঁহারা সকলেই সৎপাত্র। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ্য ও কেহ কেহ সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে প্রার্থনানু-রূপ দান করা অবশ্য কর্তব্য কর্ম; কিন্তু ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করিয়া দান করা নিতান্ত অনুচিত। যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গকে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে অবশ্যই রেশ-ভাগী হইতে হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণি-গণের রেশ ও ধর্মহিংসা না করিয়া, কাহাকে দান করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধাত্বিক, পুরো-হিত, আচার্য্য, শিষ্য, সন্ন্যাসী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সন্মান-স্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্বী, সর্গ-লভা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রি-য়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অসঙ্কত হন এবং কখন কোন কুকার্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনিই যথার্থ সন্মানের পাত্র। কি চিরাজিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্ট-পূর্ব, কি দৃষ্টপূর্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সন্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেই সমুদায় অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমাত্রী, বেদনিন্দক, ঐতিহ্যবিরোধী, কৃতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশ-নিরত, বহুভাষী, সর্বভাষী, মুঢ়, অসং-স্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুহরভূত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুহরগণ চীৎকার ও অন্তকে বধ করিবার চেষ্টা

করে, তদ্রূপ উহারও কেবল বৃথা বাগ্‌ জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্য ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্তমান থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋমিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য দ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন পূর্বক সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে; অতএব তাহাদের কিরূপ স্বভাব, তাহা শ্রবণ করিতে আগার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই নারদপঞ্চচূড়াসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতোছি, শ্রবণ কর। পূর্বক দেবর্ষি নারদ সমুদায় লোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের অঙ্গরা পঞ্চচূড়াকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

তখন পঞ্চচূড়া কহিল, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে আগার বক্তব্য ও সাধ্যায়ত্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সাধ্যানুসারে আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ উত্তর প্রদান করিব।

নারদ কহিলেন, স্তম্ভরি! তোমাকে অবক্তব্য বা অসাধ্য বিষয়ক প্রশ্ন করা আগার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে তোমার নিকট স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে, তুমি উহা কীর্তন কর।

মহর্ষি নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে, পঞ্চচূড়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহর্ষে! আমি নারী হইয়া কি রূপে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিব? স্ত্রীলোকের স্বভাব আপনার অবিদিত নাই; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কামিনীকুলের নিন্দা করিতে পারিব না।

নারদ কহিলেন, স্তম্ভরি! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারী হইয়া নারীদিগের নিন্দা করা অকর্তব্য বটে; কিন্তু আগার মতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়; সত্য কহিলে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব তুমি অধিনিক্ষিত চিত্তে যথার্থ রূপে স্ত্রীজাতির স্বভাবের বিষয় কীর্তন কর।

তখন পঞ্চচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন। কামিনীগণ সংকুলসম্বৃত, রূপসম্পন্ন ও

সধবা হইলেও স্বধর্ম্য পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়াণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক পরপুরুষ সম্বোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্যভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক পরপুরুষ-দিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী-সম্বোগে অভিলাষী হইয়া, তাহার নিকট গমন পূর্বক অল্পমাত্র চাটুবাচ্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে। উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে। উহারা ধর্ম্যভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যান্ভরণভূষিত বেশ্যা-দিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে। পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্ন-সহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুজ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গুপ্রভৃতি কুৎসিত পুরুষ-দিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে, কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রযুক্তি চরিতার্থ করে। উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধ-

বন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্য রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব। উহা-দিগকে স্বধর্ম্যে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্বভূতসংহার দ্বারা অন্ত-কের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। স্ত্রী পুরুষকে দর্শন করিবাগাত্র উহাদের যোনি আর্দ্র হয়। ভর্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করে। স্মরতক্ষীড়া উহা-দের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহপ্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বা-নল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহ-লোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষ-দিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আগার অন্তঃ-

করণে এই সম্বেদ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদের সহিত সংসর্গ করে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষ-দিগকে নিমোহিত করে। উহাদিগের হস্ত-গত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন ভৃগু ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুস্তীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে, উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিকে ও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্র-কর্তা শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য সমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি

সমভাবে আমন্ত্রিত হইয়া থাকে। ফলত ইদানীন্তন মহিলাগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া, পূর্বকালীন ধর্মপরায়ণ কামিনীগণের পাতিব্রত্যাধর্ম্যমিমে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বাহা হউক, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে কামিনীগণকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, অথবা যদি কেহ পূর্বে কোন কামিনীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট তাহা কীর্তন করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! তুমি স্ত্রীজাতির বিষয়ে যে যে কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য। এক্ষণে পূর্বে মহাত্মা বিপুল যেক্রমে গুরুপত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ও সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে নিমিত্ত সর্বজনমোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, গয়-দানবের গায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদায়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। শুনিয়াছি পূর্বকালে প্রজাগণ অতিশয় ধার্মিক ছিল। তাহারা স্বীয় পুণ্যবলে আপনারাই দেবত্ব লাভ করিত। দেবগণ তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বর্গলাভ করিতে

দেগিয়া, শঙ্কিতমনে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট মৌন-বশন পূর্বক অদোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মাননগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সর্বজন মোহিনী স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন । অতি পূর্বকালে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিল ; ভগবান্ প্রজাপতি কর্তৃক ঐরূপ স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হওয়া অবধি স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইয়াছে ।

সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকারে ঐরূপ মহিলাগণের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষয়ভোগেচ্ছা প্রদান করিলেন । উহারাও কামলুক হইয়া সর্বদা মানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়স্বরূপ ক্রোধের সৃষ্টি করিলেন । তখন মানবগণ কামক্রোধের বশবর্তী হইয়া, ঐ সমুদায় স্ত্রীতে আসক্ত হইল । স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নাই । উহারা বীর্য-বিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী । প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, ঔষধ, পান, অনার্যতা, কটুবাक্যপ্রয়োগ ও রতি এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন । কটুবাक্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না । মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্মের রক্ষা করিতে সমর্থ হন না । হে ধর্মরাজ ! এই আমি তোমার

নিকট স্ত্রীজাতির সৃষ্টিবিষয় কীর্তন করিলাম । এক্ষণে মহাত্মা বিপুল যেক্রমে গুরু-পত্নীকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করিয়া ছিলেন, তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে দেবশর্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার রুচি নামে এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিলেন । দেবদানব ও গন্ধর্বগণ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন । সুররাজ পুরন্দর সেই কামিনীর অলৌক্যসামান্য রূপে মোহিত হইয়া, তাহার সহিত সংসর্গ করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন । মহাত্মা দেবশর্মা স্ত্রীজাতির চারিত্র্য ও পুরন্দরের পারদারিকতা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, যথোচিত যত্নসহকারে স্বীয় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ।

একদা ঐ মহর্ষি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, কিরূপে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন, মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রিয়শিষ্য বিপুলকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিব । ইন্দ্র সতত আমার ভার্য্যার সতীত্বভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে । সেই পাপাত্মা মায়াবলে বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে । অতএব তুমি সাবধান হইয়া নিরন্তর ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।

মহাত্মা দেবশর্মা এইরূপ আজ্ঞা করিলে, অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন জিতে-

দ্বিয মহাতপাঃ বিপুল তাঁহার আত্মা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! ইন্দ্র কোন্ কোন্ রূপ ধারণ করিতে পারে এবং তাহার শরীর ও তেজ ই বা কিরূপ, আপনি তৎসমূদায় কীর্তন করুন ।

তখন ভগবান্ দেবশর্ম্মা মহাত্মা বিপুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের মায়া সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ ছুরাত্মা ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বেশ পরিবর্তন করিয়া থাকে । সে কখন কিরীট, কখন বজ্র, কখন মুকুট ও কখন কুণ্ডল ধারণ করে ; আবার মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ডাঃসদৃশ হয় । ঐ পাপাত্মা কখন শিখা, কখন জটা, কখন কোপীন এবং কখন রহৎ, কখন স্মূল ও কখন বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, কখন গোরাক্ষ, কখন শ্যামাক্ষ, কখন রূপবান্, কখন কুৎসিত, কখন বায়ুরূপী, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন প্রতিলোমজাতি, কখন অনু-লোমজাতি হয় এবং কখন শুক, কখন বায়স, কখন হংস, কখন কোকিল, কখন ব্যাত্র, কখন সিংহ, কখন হস্তী, কখন দেবতা, কখন দৈত্য, কখন নরপতি, কখন পক্ষী, কখন চতুষ্পদ, কখন মক্ষিকা ও কখন বা মশকাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকে । অশ্বের কথা দূরে থাকুক, যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ও ঐ পাপাত্মার রূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না । ঐ ছুরাত্মা রূপান্তর পরিগ্রহ করিলে

কেবল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উহাকে অবলোকন করা যায় । অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে আমার সহধর্ম্মিণী রুচিকে রক্ষা করিবে । কুকুর যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য উচ্ছিক্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্র যেন উহাকে দূষিত করিতে না পারে ।

মুনিবর দেবশর্ম্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন মহাত্মা বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কিরূপে আমি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা করি । দেবরাজ পরম মায়াবী ও মহাবলপরাক্রান্ত । আমি আশ্রম বা উটজ-দ্বাররোধ ও পৌরুমপ্রকাশ করিয়া কোন রূপেই তাহার আগমন নিবারণ করিতে পারিব না । সে অনায়াসে বায়ুরূপ ধারণ করিয়াও গুরুপত্নীকে আক্রমণ করিতে পারে । অতএব যোগবলে গুরুপত্নীর শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য । যদি গুরু আজি উহাকে ইন্দ্রোপভুক্ত বলিয়া অবগত হন, তাহা হইলে রোষবশত নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন । অতএব ইহাকে ইন্দ্র হইতে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত । গুরুর আত্মা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য । যদি আজি আমি যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার একটী অদ্বুত কার্যের অনুষ্ঠান করা হইবে । পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু যে রূপ পত্রের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ

আমি নির্লিপ্তভাবে গুরুপত্নীর শরীরে অবস্থান করিলে, আমাকে কখনই দোমী হইতে চাইবে না। অতএব আজি আমি এইরূপে তাঁহার শরীরमध्ये অবস্থান করিব।

• হে ধর্ম্যরাজ ! মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর রক্ষণবিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ধর্ম্য, বেদশাস্ত্র এবং আপনাদের গুরুগুরু তপোবল অবধারণ পূর্বক গুরুপত্নীর রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন ও নিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিলেন। পরে যোগবলে তাঁহার নয়ন-যুগল আচ্ছন্ন করিয়া, বায়ু যেমন আকাশ-मध्ये প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ তাঁহার শরীর-मध्ये প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থায়ী অবয়ব দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর স্তব্ধ করিয়া ছায়ায় ন্যায় উহার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশতম অধ্যায়।

ঐ সময় দেবরাজ এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া রমণীজনলোভনীয় মনোহর বেশ ধারণ পূর্বক মহাত্মা দেবশর্ম্মার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মহাতপাঃ বিপুল চিত্রোপরি পুস্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং পূর্ণেন্দুদমনা, কমলনয়না, পৃথুনিতম্বিনী রুচি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সুররাজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পরমসুন্দরী রুচি তাঁহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু

মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তখন দেবরাজ সেই ঋষিপত্নীকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যুতুহাসিনি ! আমি ইন্দ্র ; অনঙ্গ-বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ; অতএব শীঘ্র আমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেবরাজ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও রুচি স্থায়ী শরীরস্থিত বিপুলের প্রভাবে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান বা গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। ঐ সময় মহাত্মা বিপুল গুরুপত্নীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যোগ-বলে তাহার ইন্দ্রিয়সমুদায় পূর্বাপেক্ষা গাঢ়-তর রূপে রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্ৰের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ রুচিকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনর্বার সলজ্জভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি ! তুমি অবিলম্বে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তখন সুররাজ পুনরায় এই কথা কহিলে, ঋষিপত্নী তাঁহাকে মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেহমধ্যস্থ মহাত্মা বিপুলের প্রভাবে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে “হে দেবরাজ ! তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ” এই বাক্য বিনির্গত হইল। অকস্মাৎ এইরূপ কঠোর বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হওয়াতে রুচি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রহিলেন। দেব-রাজও সেই অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখান্বিত হইলেন। পরিশেষে সুররাজ দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণপত্নীর দেহमध्ये অতুল

তেজঃসম্পন্ন মহাতপাঃ বিপুলকে দর্শন করিলেন । বিপুলকে অবলোকন করিবামাত্র অভিষাপভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল ।

তখন মহাতপাঃ বিপুল অবিলম্বে গুরুপত্নীর দেহ হইতে স্বীয় কলেবরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আরে পাপাত্মন! দুর্বুদ্ধে! তোর এই অজিতেন্দ্রিয়তাদোষ নিবন্ধন অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবতা ও মনুষ্যগণ তোর অর্চনায় বিরত হইবেন । একবার এইরূপ অজিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন মহর্ষি গোতমের অভিষাপে তোর সর্দাঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তুই বিস্মৃত হইয়াছিস্ । তোর তুল্য মূর্থ, দৃশ্চরিত্র ও নীচ আর কেহই নাই । আমি স্বয়ং আমার গুরুপত্নীকে রক্ষা করি তেছি । অতএব তুই অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর । আজি তোর প্রতি আমার দয়া উপস্থিত না হইলে এতক্ষণ আমার তেজে তোর কলেবর দগ্ধ হইয়া যাইত । তুই অচিরে এস্থান হইতে পলায়ন কর । নচেৎ আমার গুরু মহাতপাঃ দেবশর্মা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধোদীপ্ত চক্ষু দ্বারা তোকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন । ব্রাহ্মণগণকে সত্তত সম্মান করা তোর অবশ্য কর্তব্য । অতএব তুই আর কখন এইরূপ গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিস্ না । কখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া যেন তাঁহাদের তেজে তোকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিনষ্ট হইতে না হয় । তুই মনে করিতেছিস্, আমি

অমর, কেহই আমার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না । কিন্তু তপোবলের অসাধ্য কিছুই নাই ।

মহাত্মা বিপুল এইরূপ তিরস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান না করিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন । তাঁহার অন্তর্ধানের মুহূর্ত্তকাল পরে মহাতপাঃ দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপন পূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । তখন প্রিয়শিষ্য মহাতপাঃ বিপুল গুরুর চরণে প্রণিপাত পূর্বক তাঁহাকে তাঁহার ভার্য্যা প্রদান করিয়া পূর্ববৎ অশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মহর্ষি দেবশর্মা ভার্য্যার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ইন্দ্র এখানে আগিয়া গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিল; আমি গুরুপত্নীকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি । তখন মহাতপাঃ দেবশর্মা বিপুলের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্ষণিকতা, সংস্কার, তপস্যা, নিয়ম, দৃঢ়তর গুরুভক্তি ও শর্মানিষ্ঠানিবন্ধন তাঁহাকে অগংখ্য সাধুবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি বর প্রদান করিতেছি, ধর্ম্ম তোমার স্থিরবুদ্ধি হইবে । দেবশর্মা এইরূপ বরপ্রদান করিলে, মহাত্মা বিপুল তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাতপাঃ দেবশর্মা ও ভার্য্যার সহিত সগবেত হইয়া ইন্দ্রের ভয় পরিত্যাগ পূর্বক সেই

বিজ্ঞান বিপিনে পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্রিংশতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাজ্ঞা বিপুল ঘোরতর তপো-
মূর্ত্তান পূর্বক আমি সিদ্ধ হইয়াছি ও উভয়
লোক পরাজয় করিয়াছি, বিবেচনা করিয়া
মহাম্পদ্বাসহকারে নির্ভীকচিত্তে পৃথিবী
পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎ-
কাল পরে রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ
চিত্ররথের সহধর্ম্মিণী প্রভাবতীর ভবনে
একটী মহোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভা-
বতী সেই উপলক্ষে স্বীয় ভগিনী রুচিকে
নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্বে
এক দিব্যাস্ত্রনা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া
আকাশপথে গমন করিতেছিল। তাহার
অঙ্গ হইতে সহস্র কতকগুলি দিব্যগন্ধযুক্ত
কুসুম দেবশর্গার আশ্রমের অনতিদূরে
কানন মধ্যে নিপতিত হয়। ঋষিপত্নী
রুচি স্বামীর সহিত ঐ কাননে ভ্রমণ করিতে
করিতে ঐ সমুদায় পুষ্প দর্শন করিয়া গ্রহণ
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভগিনীকর্তৃক
নিমন্ত্রিত হইয়া সেই পুষ্প মস্তকে বিচ্যুত
করিয়া অঙ্গরাজভবনে গমন করিলেন।
অঙ্গরাজপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্প দর্শন
করিয়া রুচিকে কহিলেন, ভগিনী! তুমি
আশ্রমে গমন পূর্বক আমার নিমিত্ত এই
প্রকার পুষ্প পাঠাইয়া দিবে; কোন ক্রমে
বিস্মৃত হইও না। অনন্তর রুচি ভগিনীর
আবাস হইতে স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত

হইয়া ভর্তার নিকট ভগিনীর অনুরোধ
নিবেদন করিলেন। তখন মহমি দেবশর্গা
স্বীয় শিষ্য বিপুলকে আহ্বান করিয়া কহি-
লেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে এইরূপ পুষ্প
আহরণার্থে গমন কর। তখন মহাতপাঃ
বিপুল গুরুবাক্য শ্রবণমাত্র যে প্রদেশে
সেই দিব্য পুষ্প নিপতিত হইয়াছিল, তথায়
গমন করিলেন এবং দেখিলেন, ঐ স্থানে
আর অনেকগুলি সেইরূপ পুষ্প নিপতিত
রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের মধ্যে একটীও
জ্ঞান হয় নাই। মহাজ্ঞা বিপুল সেই অপরি-
জ্ঞান দিব্যগন্ধযুক্ত কুসুমগুলি প্রাপ্ত হইয়া
মহা আনন্দে চম্পকবনাকীর্ণ চম্পানগরীতে
প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দূর
আগমন করিয়া দেখিলেন, সেই নির্জন
বনে এক নরমিথুন পরস্পর পরস্পরের
হস্ত ধারণ করিয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ
করিতেছে। তন্মধ্যে একটী ঐ সময়
অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গমন করিল। অপরটী
তদর্শনে তাহাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্ত
শীঘ্র গমন করিলে? সে কহিল, আমি
আমার নিয়মানুসারেই গমন করিয়াছি,
শীঘ্র গমন করি নাই। এইরূপে পরস্পর
উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে তাহাদের
ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। তখন
তাহারা উভয়েই এই শপথ করিল যে,
আগাদিগের মধ্যে যে মিথ্যা কথা কহি-
য়াছে, তাহার যেন পরলোকে দ্বিজবর
বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হয়।

নরমিথুন এইরূপ শপথ করিলে, মহাজ্ঞা
বিপুল তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিম্ন-

নদনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আগি অতি কষ্টে কঠোর তপোঅনুষ্ঠান করিয়াছি ; কিন্তু এই নরমিথুনের বাক্য-শ্রবণে বোধ হইতেছে, আমার নিতান্ত দুর্গতিলাভ হইবে। ঐ নরমিথুন যে আমাকে পাপকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে, উহার কারণ কি ? আগি কি দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি ! মহাত্মা বিপুল এইরূপ চিন্তা করিয়া বিমলমনে স্রীয দুষ্কৃত বিষয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অচ্য ছয় জন মনুষ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উহারা হর্মলোভের বশীভূত হইয়া স্বর্ণ ও রজতময় অঙ্কদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল। উহারা ক্রীড়া করিতে করিতে শপথ করিয়া কহিল যে, অগা দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভবশত অন্যায়-চরণ করিলে, তাহার পরলোকে বিপুলের ন্যায় দুর্গতি লাভ হইবে।

ঐ ছয় ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিলে, মহাত্মা বিপুল আপনাকে পাপকারী স্থির করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু আপনার জন্মাবধি কোন পাপই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। পরিশেষে বহুদিবসের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, আগি ইন্দ্র হইতে গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু গুরুর নিকট উহা ব্যক্ত করি নাই। তাহাতেই আমার ঘোরতর পাপ হইয়াছে।

মহাত্মা বিপুল মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, চম্পা নগরীতে আগমন পূর্বক

উপাধায়কে সেই পুষ্প প্রদান এবং যথা নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায়।

তখন মহাত্মা দেবশর্মা প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বিপুলকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি মহা বনে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি। তুমি যে যে রূপে রুচিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার, রুচির এবং তুমি বনমধ্যে যাহাদিগকে দর্শন করিয়াছ, তাহাদিগের অবিদিত নাই।

বিপুল কহিলেন, ভগবন্ ! আগি মহাবনে যে নরমিথুন ও যে পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাহারা কে এবং কিরূপেই বা আমার কার্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইল, আপনি তাহা আমার নিকটে সবিস্তরে কীর্তন করুন।

তখন দেবশর্মা কহিলেন, বৎস ! তুমি মহাবনে যে স্ত্রীপুরুষ দর্শন করিয়াছ, তাহারা দিবারাত্রি এবং যে ছয় পুরুষকে পশুক্রীড়া করিতে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু। তোমার পাপ তাহাদিগের অগোচর নাই। তাহারা চক্রের ন্যায় নিয়ত সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব নির্জনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ‘আমার এই দুষ্কর্ম কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না’ এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্তব্য নহে। পাপাত্মারা নির্জনে যে যে দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করে, দিবা, রাত্রি ও ছয় ঋতু তৎসমুদায়ই দর্শন করিয়া থাকে। তুমি রুচিকে

যেভাবে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর নাই বলিয়া তোমার পরলোকে অসদগতি লাভ হইবে। তুমি ভয়-প্রযুক্ত আমার নিকট আত্মকার্য্য নিবেদন না করিয়া ‘উহা কেহই অবগত হয় নাই’ মনে করিয়া ক্ষতিচিন্তা হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত সেই বনমধ্যস্থ নরকলেবরধারী দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায় তোমাকে তোমার দ্রুত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। মানবগণ শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দিবা রাত্রি ও ঋতুসমুদায়ের কিছুই অনিদিষ্ট থাকে না। তুমি দুর্বৃত্তা রূচিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নিরসিকারচিত্তে তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদি তোমার চরিত্রের দোষ থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ফৌধবশত তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম, সন্দেহ নাই। জীজাতি পুরুষে ও পুরুষগণ জীতে আসক্ত হইয়া থাকে; অতএব যদি রূচিকে রক্ষা করিবার সময় তোমার মনঃ বিকৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাকে শাপপ্রদান করিতাম। যাহা হউক, তুমি যেভাবে আমার পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট তোমার ব্যক্ত করা হইল। অতঃপর তুমি আমার বরে স্বর্গারূঢ় হইয়া পরম স্নেহে কালহরণ করিতে পারিবে। মহর্ষি দেবশর্মা মহাত্মা বিপুলকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে ও ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গে আরোহণ পূর্বক পরমানন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্বের মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে আমার নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। জীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যিক। ইহলোকে সাদ্বী ও অসাদ্বী এই দুই প্রকার জী আছে। লোক-মাতা সাদ্বী জীগণ এই সমাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুষ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ নষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। মহাত্মা বিপুলের স্নায় উপায় অবলম্বন না করিলে, কখনই উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। উহারা অতিশয় তাঁত্রস্বভাব-সম্পন্ন, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কাম-জীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয়-জ্ঞান করিয়া থাকে। তন্ময় আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্ত লাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা জীর্বা করা কাহারও কর্তব্য নহে, কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাঁহাকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরু-পত্নীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে আর কেহই জীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসংকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্মের মূল। অতএব ক্রিয়াকর্ম পাত্রে কন্যা প্রদান করা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! কন্যাকর্তা বরের স্ত্রী, বিদ্যা, কুলসম্বাদা ও কার্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যা প্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গাক্ষর্ষ বিবাহ বলা যায়। * বর অধিক সংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে আশ্রয় বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যা প্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে গ্রহণ বা তাহাদিগের মস্তক ছেদন পুরঃসর বলপূর্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাকে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনপ্রকার বিবাহই ধর্ম্য এবং অবশিষ্ট

রাক্ষস ও আশ্রয় এই দুইপ্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গাক্ষর্ষ এই তিনপ্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যকে এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকে বিবাহ করিতে পারেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নী সর্বপ্রধান। কেহ কেহ কহেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রয় কেবল উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রকেও গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু অনেকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ফলতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রয়ের শূদ্রাতে সম্ভানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক দশবর্ষীয়া এবং একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে। যে কন্যার পিতা ও ভ্রাতা না থাকে, সে তাহার পিতার পুত্রস্থানীয় হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা বিধেয় নহে। কন্যা ধাতুমতী হইলে তিন বৎসর পর্যন্ত বাক্ষবর্ণের মুখাপেক্ষা করা তাহার কর্তব্য। তিন বৎসর অতীত হইলেই সে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে। যে কন্যা এই নিয়মের অনুবর্তী হয়, তাহার পতির সহিত শ্রীতি অবিচলিত থাকে ও সম্ভান সম্ভতি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যে কন্যা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিও

ও পিতার সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমাদিগের চক্ষুঃস্বরূপ। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণলালসা পরি-বদ্ধিত হইতেছে। অতএব যদি প্রথমত এক ব্যক্তি এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থ শুদ্ধ-প্রদান, অপর ব্যক্তি, সেই কন্যার বন্ধু-বান্ধবগণ পরামর্শ করিয়া তাহাকে কন্যাদান করিব বলিয়া স্থির করাতে সেই কন্যার নিমিত্ত শুদ্ধ প্রদান করিতে অঙ্গীকার, অন্য ব্যক্তি সেই কন্যার নিমিত্ত বলপ্রকাশ, অপর ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত ধনলোভ-প্রদর্শন এবং আর এক ব্যক্তি বিবিপূর্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা ধর্ম্মানুসারে কাহার ভার্য্যা হইবে? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ইহলোকে গানবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করে, তাহার অন্যথা করিলেই তাহা-দিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক জনকে কন্যাদান করিতে স্থির করিয়া যদি অন্যকে ঐ কন্যা দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু যাহাকে কন্যা দান করিব বলিয়া পূর্বে স্থির করিয়াছিল, সে কখনই ঐ কন্যার পতি হইবে না। কন্যা পূর্বে এক ব্যক্তির ভার্য্যা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি মনোনীত না হওয়াতে যদি তাহাকে

প্রাত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে ঐ কন্যা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর কেহ কেহ কহেন, ঐরূপ স্থলে কন্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনো-নীত না হয়, তাহার সহবাস করিলে বশ ও ধর্ম্মের হানি হইবার সম্ভাবনা; অতএব অমনোনীত ব্যক্তির সহবাস না করাই শ্রেয়ঃ। কন্যার বন্ধুবান্ধবব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি বিধি পূর্বক উহাকে এক পাত্রের সম্প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিতে পারে। আর কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ যদি এক জনকে কন্যা-দান করিব বলিয়া তাহার নিকট কেবল শুদ্ধ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও ঐ কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করা যায়। ফলতঃ কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক কন্যা-দান করিলে, বর যদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর, কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। লোকে পূর্বতন কর্ম্মানুসারে ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকে; অতএব যে কন্যার বন্ধু-বান্ধব তাহাকে পূর্বে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে স্বীকার বা তন্নিমিত্ত পাত্রান্তর হইতে শুদ্ধগ্রহণ করে, সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলে গ্রহীতার কিছুমাত্র দুঃখদৃষ্ট বা লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কন্যা-

কর্তা কন্যা প্রদান করিব বলিয়া অগ্রে এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুদ্ধ গ্রহণ করিলে, যদি পশ্চাৎ ঐ কন্যার গ্রহণার্থে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কন্যাকর্তা অগ্রে যাহার নিকট শুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন কি না ? এরূপ স্থলে কিরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে কন্যাকর্তার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। অতএব আপনি উহা মনিস্তরে কীর্তন করিয়া আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ ! শুদ্ধই স্ত্রীত্ব-নিশ্চয়কর এই বিবেচনা করিয়া ক্রেতা শুদ্ধ প্রদান করে না, শুদ্ধ কন্যার নিষ্ক্রয় বলিয়াই তৎকালে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এক ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ গ্রহণ করিলে তাহাকে কন্যাদান করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বরকে আহ্বান পূর্বক ‘তুমি আমার এই কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ কর’; এইরূপ অনুরোধ করে, আর যদি ঐ বর সেই কন্যাকে অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ স্থলে অলঙ্কারাদি দানকে শুদ্ধ ও অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদানকে কন্যাবিক্রয় বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। অলঙ্কারাদি লইয়া কন্যাদান করাও শাস্ত্রসঙ্গত। লোকে অমুককে কন্যাদান করিব, কখনই অমুককে কন্যাদান করিব না এবং অমুককে অবশ্যই দান করিব বলিয়া যে সত্য করে, তদ্বারা কখনই

বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ফলত যে পর্য্যন্ত না কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য সম্পন্ন হয়, তদবধি একজনের নিকট পণ লইয়া পাত্রান্তরে কন্যাদান করিলে কন্যাপহারকদোষে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণও কন্যা প্রদানস্থলে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি-দিগের এইরূপ শাসন আছে যে, অনভিলষিত ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা প্রদান করিবে না। কারণ ঐরূপ অনভিলষিত পুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে অবশ্যই অশ্রীতি কর হইয়া উঠে। কন্যাক্রয়-বিক্রয় নিবন্ধন বহুতর দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব শুদ্ধকে স্ত্রীত্বনিশ্চয়কর বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিধেয় নহে।

পূর্বে আমি মাগধ, কাশী ও কোশল দেশসমুদায় পরাজয় করিয়া মহারাজ বিচিত্রবীর্যের নিমিত্ত দুইটি কন্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। বিচিত্রবীর্য তাহাদের মধ্যে একটীর পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়টি বীর্য-নির্জিত বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়াই পত্নীত্বসিদ্ধির কল্পনা করিলেন। তখন আমার পিতা বাহ্লিক তদ্বিসয়ে প্রতিবেদন করিয়া কহিলেন, পাণিগ্রহণ না করিলে পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব যে কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর। তখন আমি পিতার বাক্যে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, পিতঃ ! আমি আপনার নিকট আচারের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি। তখন ধর্ম্যপরায়ণ মহারাজ বাহ্লিক আমার বাক্য শ্রবণে আমার

অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস ! যদি তোমরা পাণিগ্রহণকে ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধির কারণ না বলিয়া শুদ্ধকেই ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দেশ কর, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, পাণিগ্রহণ না করিলে কদাচই ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধি হয় না । ধৰ্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাহারা পাণিগ্রহণ-ব্যতীত শুদ্ধ প্রদানকেই ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধির কারণ বলিয়া গণনা করে, তাহাদিগের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় । আর দেখ, কন্যাদান দ্বারা ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধি হয়, ইহাই লোক-প্রসিদ্ধ ; কিন্তু কন্যাক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধি হইয়াছে, ইহা কখনই শ্রবণ করি নাই । অতএব যাহারা ক্রয় বিক্রয়কে ভাৰ্য্যাহুসিদ্ধির নিদান বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ধার্মিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না । যাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাদিগকে কন্যাদান করা কর্তব্য নহে । আর যে কন্যা অর্পাদি দ্বারা ক্রীত, তাহার পাণিগ্রহণ করাও প্রশস্ত নহে । যখন ক্রীতা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে, তখন কন্যাক্রয় ও বিক্রয় নিতান্ত নিষিদ্ধ, সন্দেহ নাই । যাহারা দাসীক্রয় ও বিক্রয় করে, কন্যাক্রয় ও বিক্রয় করা সেই লুপ্ত-স্বভাব পামরদিগেরই কার্য্য ।

একদা কএক ব্যক্তি মহারাজ সত্যবানের সন্নিধানে গমন পূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহারাজ ! একজন কন্যাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধ প্রদান করিয়া যদি

কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যাকে অথ সৎপাত্রে সমর্পণ করা যায় কি না ? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা নিরাকরণ করুন । তখন ধৰ্ম্মপরায়েণ সত্যবান্ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজ্জনগণ শুদ্ধপ্রদাতা জীবিত থাকিলেও উৎকৃষ্ট পাত্র উপস্থিত হইলে তাহাকে অবিচারিত চিত্তে কন্যা সম্প্রদান করা কর্তব্য । যখন শুদ্ধপ্রদাতা জীবিত থাকিতেও এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে পাত্রান্তরে কন্যাদান করিবে, তাহার আর সংশয় কি ? কন্যাকর্তা কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষে তাহার পাণিগ্রহণের পূৰ্ব্বে পাণিগ্রহণার্হ অবাস্তুর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও যদি অন্যের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই দোষে লিপ্ত হইতে হয় না ; কেবল মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ দোষে দূষিত হইতে হয় । ফলতঃ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে । যাহাকে জলপ্রদান পূৰ্ব্বক কন্যাদান করা যায় এবং যে বিধিপূৰ্ব্বক কন্যার পাণিগ্রহণ করে, কন্যা তাঁহারই ভাৰ্য্যা হয় । ব্রাহ্মণ অশুকুলা, মদুশবংশোদ্ধবা, অগ্নিসমীপ-বর্তিনী কন্যাকে সপ্তপদী গমন পূৰ্ব্বক বিবাহ করিবেন ।

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন ব্যক্তি কোন কন্যার পাণিগ্রহণার্হ শুদ্ধ

প্রদান পূর্বক বিদেশে গমন করিয়া বহু কাল বাস করিলে ঐ কন্যার পিতার কর্তব্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যদি কন্যার পিতা বরপক্ষীয়দিগকে শুদ্ধপ্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অন্যকে ঐ কন্যা প্রদান করিতে পারেন না । শুদ্ধদাতাই তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী । ঐরূপ স্থলে ঐ কন্যা শুদ্ধদাতার উপকারার্থ ন্যায়ানুসারে অশ্ব পুরুষ দ্বারা সম্ভান উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু অশ্ব কেহই বিধি পূর্বক উহার পাণিগ্রহণ করিতে পাবে না । যে সকল কন্যার নিমিত্ত কেহ শুদ্ধ প্রদান না করে, তাহার কোন কারণ বশত বহুদিন অনুচ্চা থাকিলে পিতার অনুমতি ক্রমে আপনাই পতি মনোনীত করিয়া দিতে পারে ; কিন্তু অনেকেই ঐ কার্য্য নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া কীর্তন করেন । পূর্বের সাণিত্রী যে, পিতার আজ্ঞানুসারে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক স্বয়ং মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছিলেন । ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন । মহাত্মা জনকের পৌত্র স্কন্ধ কহিয়া গিয়াছেন, কন্যাকে বর অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করা পিতার অতিশয় গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম । সাধু ব্যক্তির ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত পরাধীন হইয়া থাকেন । স্ত্রীলোকের অস্বাভাব্যধর্ম্মের খণ্ডনকেই আন্তর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত গর্হিত । পূর্বকালে

নিবাহকার্য্যে কেহই ঐরূপ পদ্ধতির অনুমরণ করেন নাই । ভার্য্যা ও পতির পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় সূক্ষ্ম ; কিন্তু রতি স্ত্রীপুরুষমাত্রেয়ই সাধারণ ধর্ম্ম । অতএব কেবল রতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কখনই কর্তব্য নহে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পুত্রস্বরূপ । অতএব কন্যাসত্ত্বে অন্যে তাহার ধনাধিকারী হইতে পারে কি না ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পুত্র আশ্রয়রূপ ও দুহিতা পুত্র হইতে ভিন্ন নহে । অতএব দুহিতৃসত্ত্বে কখনই অন্যে অপুত্রকের ধনাধিকারী হয় না । মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই সম্পূর্ণ অধিকার । দৌহিত্র পিতা ও মাতামহ উভয়েরই পিণ্ডদান করিতে পারে, এই নিমিত্ত অপুত্রকের ধনে দৌহিত্র ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই । ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়ই সমান । কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর যদি কোন ব্যক্তির পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ধন পাঁচ ভাগ করিয়া দুই ভাগ কন্যা ও তিন ভাগ পুত্র গ্রহণ করিবে । আর যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিবার পর দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন পাঁচ অংশ করিয়া তিন অংশ কন্যা ও দুই অংশ পুত্র গ্রহণ করিবে । কারণ দত্তক পুত্রাদি অপেক্ষা ঔরসী কন্যা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । কল্পা শিক্তীতা হইলে, তাহার গর্ভে

অসূয়াপরতন্ত্র, অধর্মনিষ্ঠ, ঈরস্বাপহারী কুস-
স্তান সমুদায় উৎপন্ন হয় ; অতএব তাহারা
দৌহিত্রিকধর্ম্মাশ্রমগারে কখনই মাতামহের
ধনাধিকারী হইতে পারেন না ; কেবল
পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে ।
ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম
কহিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি মনলোভে স্বীয়
পুত্রকে বিক্রয় করে, অথবা জীবিকানির্ব্বা-
হের নিমিত্ত পক্ষ লইয়া কন্যাদান করে,
তাহাকে কালসূক্ষ্মাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে
নিপাতিত হইয়া ঐন্দ্র মৃত্র ও পুনীম ভক্ষণ
করিতে হয় । বরের নিকট গোমিথুনরূপ
শুদ্ধগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যা ও ঐ
গোমিথুন প্রদান করাই আর্ব্ব বিবাহের
নিয়ম । কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে
শুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন না এবং কেহ
কেহ কঠিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের
নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করেন, তাহাকে
বিক্রয়জনিত পাপে অশুভ্যই, লিপ্ত হইতে
হয় । কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান
করিয়া গিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহাকে সনা-
তন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ।
সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশু-
বিক্রয় করাও কর্তব্য নহে । ইহলোকে
অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হই-
বার সম্ভাবনা নাই । কেহ কেহ বলপূর্ব্বক
কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে । ঐরূপ
বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দেশ
করা যায় । ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই
অন্ধতমস নরকে নিপাতিত হইতে হয় ।

ষট্চত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! পণ্ডিতেরা কঠিয়া থাকেন
যে, দক্ষের মতে বর যদি কন্যাকে অল-
ঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক নিবাহ করে, তাহা
হইলে কন্যাকর্ত্তাকে শুদ্ধগ্রহণজন্য দোষে
দূষিত হইতে হয় না । কারণ অলঙ্কারাদি
দ্বারা কন্যাকে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা,
খশুর ও দেবপ্রভৃতির অবশ্য কর্তব্য
কর্ম্ম । স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করা
স্বামীর অবশ্য কর্তব্য । যদি স্ত্রী পুংস্বরের
প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না
হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে
কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না । অত-
এব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন
ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য
কর্তব্য । যাহারা কামিনীগণের যথার্থ
সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি
প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন । আর
যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহা-
দের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না ।
কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় । কামিনী-
গণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎ-
সমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয় ।
মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময়
পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ
করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ । স্ত্রীজাতি
নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী ।
উভদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষা-
পরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, আর্ববে

চক ও অগ্রিয় কার্যে নিরত ; অল্পমাত্র
চেষ্টা করিলেই উহাদিগের মৰ্গ নষ্ট করা
যায়। অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে
উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই
সম্মানলাভের ইচ্ছা করে ; অতএব উহা-
দিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্তব্য।
স্ট্রীজাতিই ধৰ্ম্মলাভের কারণ। উহারাই
উপভোগাদি সমুদায়ের মূল। অতএব
উহাদিগের পরিচর্যা ও সম্মান করা
শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন
হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান
স্ট্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে।
তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য
নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজ-
দুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ট্রীজাতির যজ্ঞ,
ব্রাহ্ম ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে
হয় না, উহাদিগের স্মৃতিশ্রুতাই পরম
ধৰ্ম্ম। উহারা সেই ধৰ্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ
করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই
বাক্য দ্বারা স্ট্রীলোকের ভৰ্তৃপরায়ণতা
সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ট্রীলোককে
কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভৰ্ত্তা
ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে, উহাদিগকে
স্নাতস্ন্যপ্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি
শ্রোয়লাভার্থী, তিনি স্ট্রীলোকদিগকে সৎ-
কার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ,
অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে
লক্ষ্মীকে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ
করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি
সমুদায় শাস্ত্রনির্ণয়ই অধঃগত আছেন। ধৰ্ম্ম-
সংগম উপস্থিত হইলে আপনিই তাহার
সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। আমার কোন বিষয়
জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে আমি আর
কাহাকেই জিজ্ঞাসা করি না। এক্ষণে
আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি
তাহার উত্তর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণের
চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে, ব্রাহ্মণী,
কত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ঐ সমস্ত স্ট্রীর
গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়,
তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈতৃক
ধন অধিকার করিবে? আপনি তাহা
শাস্ত্রানুসারে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! ব্রাহ্মণ,
কত্রিয় ও বৈশ্যা এই তিন বর্ণে বিবাহ
করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্ত-
বিভ্রম, লোভ বা মত্তোদগ বাসনায় শূদ্রার
পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু উহা
শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট
আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাসন্তোগ করিলে
অধোগতি প্রাপ্ত হন ; অতএব ঐরূপ স্থলে
বিধানানুসারে পাপশাস্তির নিমিত্ত প্রায়-
শ্চিত্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। যদি
শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়,
তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রাসন্তোগবিহিত
প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণী, কত্রিয়া, বৈশ্যা
ও শূদ্রার প্রকৃত পুত্রগণের মধ্যে

ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহা কীর্তন করিতেছি, গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্বৃত পুত্র অগ্রে পিতৃ-ধন হইতে স্ত্রীলক্ষণ বৃদ্ধ ও যানপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুসকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসম্বৃত পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে; ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্বৃত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসম্বৃত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সম্বৃত পুত্র পৈতৃক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত, তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্তব্য। হে ধর্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে, সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই নিষেধ। শূদ্রাভ্যন্তরীণ দগ প্রভৃতি সদগুণ-বিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণস্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দিষ্ট আছে; পঞ্চম বর্ণ নাই।

এই চারি বর্ণেরই মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশমাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্নেহানুসারে প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃক ধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। দয়া পরম ধর্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। ততরাং শূদ্র নিকৃষ্টজাতি হইলেও করুণাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পৈতৃক ধন-লাভের আশা হইতে এককালে নিরাশ করা কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের ঔরসে অন্য বর্ণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক, বা নাই হউক, শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে দশমাংশের অধিক প্রদান করা কদাপি কর্তব্য নহে। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্বারা যত্নানুষ্ঠান করিবেন। ধন ব্যথা ব্যয় করা তাঁহার কর্তব্য নহে। সহধর্মিণীকে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করা ভর্তার অবিধেয়। সহধর্মিণী সেই ভর্তৃদত্ত ধন যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিবে। পতি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে, উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র

নাই। ভর্তৃপন অপহরণ করা জীর কঠব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাহার কন্য তৎসমুদায় অধিকার করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ধনবিভাগ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এই ধর্ম্ম সর্ব্বশেষ অবগত হইয়া ধন স্থা ব্যয় করা কঠব্য নহে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে সমুত্ত পুত্রের পৈতৃক ধনে অধিকার নাই, তখন তাহাকে দশমাংশ প্রদান করিবার প্রয়োজন কি এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার যে সমুদায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভাৰ্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারানামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভাৰ্য্যা স্বীয় গৃহে কখনই ভর্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দম্ভধাবন, অগ্নি ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্তাকে বস্ত্র, অভরণ, মাল্য, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনুর প্রণীত

শাস্ত্রে এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কামপরতন্ত্র হইয়া ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মতঙ্গের ন্যায় চণ্ডালস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসমুত্ত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভসমুত্ত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠবর্ণসমুত্তা বলিয়া তাহার গর্ভসমুত্ত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণী-গর্ভসমুত্ত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই নিমিত্ত সে পিতৃ-ধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্য নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না। রাজ্য, কোষ ও সমাগরা পৃথিবীতে ক্ষত্রি-য়ের অধিকার থাকে। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন কেহই প্রজাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ঋষিপ্রণীত সনাতন ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া দেবতাদিগের মান্য ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় বর্ণের রক্ষাকর্তা। লোকের ধন ও জীপুত্রাদি দক্ষ্যগণ কর্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভ-জাত পুত্রই বৈশ্যগর্ভসমুত্ত পুত্র অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের নিয়ম সমুদায় বিধিপূর্বক কীর্তন করিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের নিয়মও গ্রহণ করিতে আসার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণেই বিধিপূর্বক বিবাহ করিবে। উহারা কামপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রাদিগকেও পত্নীত্বে প্রতিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু উহা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে ক্ষত্রিয় সর্বণা, বৈশ্য ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবেন, তাহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের মধ্যে ক্ষত্রিয়গর্ভসম্বৃত পুত্র চারি ভাগ, বৈশ্যগর্ভসম্বৃত পুত্র তিন ভাগ এবং শূদ্রার গর্ভসম্বৃত পুত্র একভাগমাত্র গ্রহণ করিবে। কিন্তু পিতা এদান না করিলে শূদ্রগর্ভজ পুত্র ঐ ধনের কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের জয়লক্ষ্য ধনে ক্ষত্রিয়গর্ভসম্বৃত পুত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু শূদ্রকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত নহে। যে বৈশ্য কৈশ্য ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিবে তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ ও শূদ্রগর্ভসম্বৃত পুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু

পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনই ঐ ধনের একভাগ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ শূদ্রার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অল্পমাত্র অংশ প্রদান করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। শূদ্রজাতি কেবল সর্বণাকে বিবাহ করিতে পারে। শূদ্রের একমাত্র পুত্র উৎপন্ন হইলেও তাহার পৈতৃক ধন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সমুদায় বর্ণেরই সর্বণা গর্ভসম্বৃত পুত্রগণের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ এক ভাগ অধিক গ্রহণ করিতে পারে। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগবিধি নির্ণয় করিয়াছেন। স্রীচিপুত্র মহাত্মা কশ্যপ কহিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে অনেক সর্বণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে প্রথমার গর্ভসম্বৃত পুত্র জ্যেষ্ঠাংশ, সপ্তমার গর্ভসম্বৃত পুত্র মধ্যমাংশ ও কনিষ্ঠার গর্ভসম্বৃত পুত্র কনিষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্বক পরিশেষে অবশিষ্ট ধন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ফলতঃ সর্বণাগর্ভসম্বৃত পুত্রই সমুদায় পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঐর্ষ-মোহ, কাম ও বর্ণের অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

এক্কেণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্মকর্ম
কিপ্রকার, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ প্রজ্ঞা-
পতি প্রথমে যজ্ঞের নিগিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি চারি
বর্ণের সৃষ্টি করিয়া উহাদের কার্য সমুদায়
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । ঐ বর্ণ চতু-
ষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্টারই
পাণিগ্রহণ করিতে পারেন । ব্রাহ্মণের
ঐ চারি ভাৰ্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে
সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ ;
ক্ষত্রিয়ের গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়,
তাহারা মুর্দ্ধাভিষিক্ত, যাহারা বৈশ্যের গর্ভে
জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অশ্বৰ্থ ও শূদ্রের
গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । আপনার বংশসম্ভূত
ব্যক্তিদিগের সেবা করা শূদ্রাপুত্রের অবশ্য
কর্তব্য । শূদ্রা পুত্র বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও
বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া নষ্ট বিষয়ের
উদ্ধার, সর্বদা ব্রাহ্মণীপুত্রাদির সেবা ও
তাহাদিগকে ধনাদি দান করা তাহার
কর্তব্য কর্ম ।

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্টারই
পাণিগ্রহণ করিতে পারে । তন্মধ্যে
ক্ষত্রিয়ের গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা
ক্ষত্রিয় ; বৈশ্যের গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়,
তাহারা সাহস্র্য এবং শূদ্রের গর্ভে যাহারা
জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উগ্র বলিয়া অভি-
হিত হইয়া থাকে ।

বৈশ্য বৈশ্য ও শূদ্রের পাণিগ্রহণ করিতে
পারে । তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যের গর্ভে জন্ম-
গ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রের গর্ভে

যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । শূদ্র সর্বণী কন্টা ভিন্ন
আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না ।
শূদ্রের গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভি-
হিত হয় । যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্টার গর্ভে
অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়,
তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিম্ননীয়
হইয়া থাকে । যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে
পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র
সূত বলিয়া কথিত হয় । রাজাদির স্তব পাঠ
করা সূতের প্রধান কার্য্য । বৈশ্যের ঔরসে
ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে,
তাহারা বৈদেহক ও মৌদগল্য নামে অভি-
হিত হইয়া থাকে । অস্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ
করাই উহাদিগের কর্তব্য কর্ম । উহাদিগের
উপনয়নাদি সংস্কার নাই । শূদ্রের ঔরসে
ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়,
তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া
থাকে । উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ ; নগ-
রের বহির্ভাগে বাস করাই উহাদের উচিত ।
বধাই ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের
প্রধান কার্য্য । যাহারা বৈশ্যের ঔরসে
ক্ষত্রিয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা
বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে
সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া
অভিহিত হইয়া থাকে । শূদ্রের ঔরসে
বৈশ্যের গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে
সূত্রধর বলিয়া কীর্তন করা যায় । সূত্র-
ধরের নিকট দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের
কর্তব্য নহে ।

অশ্বৰ্থাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয়

ভাৰ্য্যাতে যে সমুদায় পুত্ৰ উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচ জাতিতে সে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্ৰ সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডালনামক অতি নিকৃষ্ট বাহুজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহুবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপ ক্রমশঃ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধ দেশীয় শৈবিকীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা শৈবিক বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধনকার্য্য এবং কতকগুলি বাণুরা বন্ধন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ঐ শৈবিকীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর, মৈরেষক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদগুর, চাণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক খপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেষকের ঔরসে বাহুকর, মদগুরের ঔরসে কোদ্র ও খপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে

পুকস সমুৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে মায়া-জীবগণ নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রুরতা-চরণ, মদ্রনাভেরা গর্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং পুকসেরা মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অন্ন, গর্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডু-সৌপাক সমুৎপন্ন হয়। পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্ৰাদি নিষ্কাণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালদিগের স্থায়, নিষাদীর গর্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্ৰ জন্মে, তাহাকে অস্ত্রবসায়ী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অস্ত্রবসায়ীগণ সতত শ্মশানে বাস করে। চণ্ডালদি নীচ জাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ ! পিতামাতার বর্ণ ব্যতীত ক্রম বশত এইরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নাই। জাতির সংখ্যা করা নিতান্ত স্কন্ধটিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহু-জাতি সমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে, অশেষবিধ বাহুজাতি সমুৎপন্ন হয়। ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মশু-

মারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়। উহারা চতুঃপাশ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্মিত অলঙ্কার ধারণ পূর্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। উহাদিগকে কখন কখন অন্তরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গো ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্রমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগ পূর্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কএকটি উহাদিগের সিক্তির লক্ষণ।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য মবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন। অমবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অমবর্ণার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মুখ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদুষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব। অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আগন্তি প্রদর্শন করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ পূর্বক আৰ্য্য ব্যক্তির ন্যায় রূপবেশাদি সম্পন্ন হয়, আমরা কিরূপে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আৰ্য্যালোক-বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনাৰ্য্যতা, অনাচার, ক্রুরতা ও যোগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব

প্রত্যাশিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে। উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাভ্রাদি তির্ধ্যগ্‌যোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতা মাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও বাহ্যিক জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অংশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আৰ্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধস্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যনিরত মনুষ্য-মধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই কোভ প্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সম্বাদন করা কখনই কর্তব্য নহে। আর ক্ষুদ্র ও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার মংকার করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশত হীন দশায় নিপতিত হয়, তাহা

হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উদ্ধৃত
করিয়া থাকে । অতএব যাহাতে সংকীর্ণ ও
অন্যরূপ জাতিতে সম্মানোৎপাদন করিতে
না হয়, বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর
সামধান হইবেন ।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কীদৃশ
ভাৰ্য্যাতে কীদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় ? পুত্র
কয়প্রকার ? এবং অধ্যোঢ়াদি পুত্রে কাহার
অধিকার ? পুত্রের নিমিত্ত মানবগণের
সতত বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ; অত-
এব আপনি ঐ সমুদায় সবিশেষ কীৰ্ত্তন
করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ঔরসজাত পুত্র
আত্মাস্বরূপ । যে স্ত্রী স্বামীর আত্মানুসারে
অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে,
তাহার সেই পুত্র নিরুত্তর এবং যে স্ত্রী
স্বামীর অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা
পুত্র উৎপাদন করে তাহার সেই পুত্র
প্রসূতিজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।
পতিত ব্যক্তি স্বীয় ভাৰ্য্যার গর্ভে পুত্র উৎ-
পাদন করিলে ঐ পুত্র পতিতজ বলিয়া
অভিহিত হয় । বিনামূল্যে অন্য হইতে
যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহাকে দত্তক
পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত
হওয়া যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলিয়া
কীৰ্ত্তন করা যাইতে পারে । যদি কোন
ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর প্রাণিগ্রহণ করে, তাহা
হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে
অধ্যোঢ় কহে । অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভ-

জাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দেশ করা
যায় । এই সমুদায় ভিন্ন ছয় প্রকার
অপধ্বংসজ পুত্র ও ছয় প্রকার অপসদ
পুত্র আছে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কীদৃশ
পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া
নির্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণজাতি
কত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে
যে ত্রিবিধ পুত্র, কত্রিয়জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা
এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং
বৈশ্যা জাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র
উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার
পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন । শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র
উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, কত্রিয়ার
গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে
ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন
করে তাহাকে চল বলিয়া নির্দেশ করা
যাইতে পারে । বৈশ্যা জাতি হইতে ব্রাহ্মণীর
গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও কত্রিয়ার গর্ভজাত
পুত্র বালক বলিয়া অভিহিত হয় এবং
কত্রিয়ার ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র
উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সূত বলিয়া নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে । পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার
পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ।
এই আমি তোমার নিকট ছয়প্রকার অপ-
ধ্বংসজ ও ছয়প্রকার অপসদ পুত্রের বিষয়
কীৰ্ত্তন করিলাম ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি

কেহ পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রের অধিকারী কে হইবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র উৎপাদকেরই হইবে ; কিন্তু যদি উৎপাদক ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যাহার গর্ভে জন্মিবে, তাহার পাণিগ্রহীতার হইবে। আর যদি কেহ কোন গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র উৎপাদক কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলেও ঐ কামিনীর পাণিগ্রহীতার হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি বাল্যাবধি অবগত আছি যে, আপনার স্ত্রীতেই হউক বা পরস্ত্রীতেই হউক যে ব্যক্তি রোতঃসেক করে, ঐ রোতোজন্মিত পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে এক্ষণে কহিলেন, লোক পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহার জননীর পাণিগ্রহীতার হইবে এবং যদি কেহ গর্ভবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র পাণিগ্রহীতার হইবে, ইহার কারণ কি ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যদি কেহ পরস্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন পূর্বক কোন কারণবশত তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ পরিত্যক্ত পুত্র তাহার অধিকার থাকিবার সম্ভাবনা কি ? আর যদি কেহ পুত্রলাভার্থী হইয়া গর্ভবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র তাহার হইবে না কেন ? ঐ গর্ভজাত পুত্র

যদিও মাতার উৎপাদকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ পুত্র উহার জননীর পাণিগ্রহীতারই হইবে। ঐরূপ পুত্রকে অধ্যোঢ় পুত্র কহে। কৃতক পুত্র উৎপাদক বা জননীর কিছুমাত্র অধিকার নাই ; যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ ও ভরণ-পোষণ করে, সে তাহারই হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কৃতক পুত্র কি প্রকার ? ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ ! যে পুত্রকে তাহার উৎপাদক বা জননী গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করে, সেই পুত্রকে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া গ্রহণ ও লালনপালন করে এবং ঐ সময় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উৎপাদক বা জননীর নির্ণয় করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ পুত্র গ্রহীতার কৃতক পুত্র হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কৃতক পুত্রের নামকরণ বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কার কিরূপে সম্পাদিত হইবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যদি ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্বে গ্রহীতা উহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি অবগত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ গোত্র অনুসারে তাহার নামকরণাদি সংস্কার ও ঐ বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পাদন করিবেন। আর যদি তিনি তাহার জননীর গোত্র ও বর্ণাদি পরিজ্ঞাত না হন, তাহা হইলে আপনার গোত্রানুসারেই ঐ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্বক আপনার বর্ণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। অধ্যোঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি

নিরুদ্ভূত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ঐ উভয়বিধ পুত্র এবং ক্ষেত্রজ ও অপসদ পুত্রের নাম-করণাদি সংস্কার আপনাদের গোত্রানুসারে সম্পাদিত করিবেন। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার প্রামাণ্যরূপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর আর তোমার কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, প্রকাশ কর।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরপীড়া দর্শনে কিরূপ ক্রেশ হয়? যাহাদের সহিত একত্র বাস করা যায়, তাহাদের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মে? এবং গোসমুদায়ের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ? আপনি এই কয়েকটি বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! আমি এই স্থলে নহ্মচ্যবনসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার এই বিষয় সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্বের মহর্ষি চ্যবন অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গায়মুনার জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গায়মুনার বায়ুবেগদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য স্রোতস্বতীরা ঐ মহর্ষিকে কদাচই নিপীড়িত করিতেন না, প্রভূত প্রদক্ষিণ দ্বারা তাঁহার সন্মানবর্দ্ধন করিতেন। মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া জলমধ্যে কখন শয়ন ও কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবজন্তুগণ

তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আশ্রয় করিতে লাগিল। মহাত্মা চ্যবন এইরূপে সলিলবাস অবলম্বন পূর্বক বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় মৎস্যজীবী নিষাদগণ মৎস্যসংগ্রহ করিবার মানসে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্বক যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ নূতনসূত্রসঙ্কলিত জাল নিক্ষেপ করিল এবং অনতিবিলম্বেই ঐ জাল অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জলে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবজন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনকে গ্রহণ পূর্বক তীরে উত্তোলিত হইল। তীরে উত্তোলিত হইবামাত্র হরিদ্বর্ণ শাশ্রুরাজি-বিরাজিত জটাজুটমণ্ডিত মহর্ষি চ্যবন তাহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশব্দকপ্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবগণ তাঁহাকে জলজন্তুগণের সহিত জালে বদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে কৃতাজলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৎস্যগণ জলমধ্যে জাল দ্বারা আকর্ষণ, নিপীড়ন এবং তৎকালস্থলভ ভয় ও স্থলস্পর্শনিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন তাহাদের তাদৃশ

চূর্ণদণ্ডা দর্শন করিয়া দম্যার্জচিত্তে, বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন নিষাদগণ মহর্ষিকে মৎস্তজীবিনাশ-নিবন্ধন যার পর নাই চুঃখিত দেখিয়া বিনীতভাবে কহিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞা নতানিবন্ধন যে পাপাচরণ করিয়াছি, আমা-দিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন এবং এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও বলুন। মৎস্তজীবীগণ এই-রূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহর্ষি চ্যবন উহাদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! এক্ষণে আমার এই অভিলাষ যে, আমি হয় এই মৎস্তগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় উহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি উহাদিগের সহিত বহুকাল জলে বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মহর্ষি এই কথা কহিলে নিষাদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দীন-বদনে মহারাজ নহুষের নিকট গমন পূর্বক সেই বৃত্তান্ত আত্মোপাস্ত নিবেদন করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন নরপতি নহুষ মৎস্ত-জীবীগণের মধ্যে স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি চ্যব-নের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবামাত্র সত্বরে অসত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সংযত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক কৃতাজলিপুটে আঙ্গুরিচয় প্রদান করিলেন। মহারাজ চ্যবনও সেই দেবতুল্য সত্যভ্রতপরায়ণ নর-পতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তখন নরপতি নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বিজবর! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয় কার্য সাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আপনি আমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করিবেন, অতি দ্রুত হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিম।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্তজীবী ধীবরগণ অতিশয় জ্ঞাত হইয়াছে। অতএব তুমি উহাদিগকে মৎস্তগণের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, মহারাজ! যদি আপ-নার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার বিনিময়ে ধীবরদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা যাউক।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে; অতএব তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, উহাদিগকে তাহা প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার মূল্য স্বরূপ উহাদিগকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করা যায়।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! এক লক্ষ মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। অতএব তুমি অসত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য হয়, উহাদিগকে প্রদান কর।

নহুষ কহিলেন ভগবন্! তবে উহা-দিগকে কোটি মুদ্রা প্রদান করা যাউক। আর যদি উহাও আপনার উপযুক্ত মূল্য না হয়, তাহা হইলে বলুন উহাদিগকে উহা অপেক্ষা অধিক প্রদান করি।

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে । অতএব ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার যথার্থ মূল্য হয়, তাহা প্রদান কর ।

নহুষ কহিলেন, ভগবন্ ! তবে দীঘর-দিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য প্রদান করি । আমার বোধ হয়, ইহাই আপনার উপযুক্ত মূল্য । এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন ।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ ! তোমার অর্দ্ধরাজ্য বা সমুদায় রাজ্য আমার উপযুক্ত মূল্য নহে । অতএব তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা আমার উপযুক্ত মূল্য তাহাই প্রদান কর ।

হে ধর্মরাজ ! মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি নহুষ তাঁহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অমাত্য ও পুরোহিত-গণের সহিত নিতান্ত ছুঃখিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া মৎস্যজীবীগণকে কি প্রদান করিলে মহর্ষির যথার্থ মূল্য দান করা হইবে, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোগর্ভসমুত, ফলমূল্যহারী, বনচারী তপস্বী মহর্ষা তাঁহার সঙ্গীণে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন ? আপনি অবিলম্বে আপনার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করুন, আমি অবশ্যই আপনার উৎকণ্ঠা নিবারণ ও সম্বোধন করিব । আমি পরিহাসাদিস্থলেও কখন মিথ্যানাক্য প্রয়োগ করি না । অতএব

আপনার নিকট যাহা কহিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব ।

তখন মহর্ষা নহুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি এই মহর্ষি চ্যবনের মূল্য কি, তাহা আমার নিকট কীর্তন করিয়া আমাকে সৎশেষে পরিভ্রাণ করুন । আমি কেবল বাহুবল শালী, আমার কিছুমাত্র তপোবল নাই । সুতরাং মহর্ষি মোষাবিন্ট হইলে আমার কথা দূরে থাক, সমুদায় বিশ্বসংসার বিনাশ করিতে পারেন । আমি আজি মহর্ষি চ্যবনের মূল্য স্থির করিতে না পারিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত একেবারে অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; অতএব আপনি এই মহর্ষির মূল্য নিশ্চয় করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ।

নরপতি নহুষ এই কথা কহিলে সেই গোজাত মহর্ষি অমাত্যগণের সহিত তাঁহার হর্ষোৎপাদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ সমুদায় বর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । একমাত্র গোধনই উহাদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে । অতএব আপনি উহাই মহর্ষির মূল্যরূপে কল্পনা করুন । তখন নরপতি নহুষ অমাত্য ও পুরোহিতগণসমভিব্যাহারে মহা আফ্লাদিত হইয়া ভৃগুনন্দন চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি গাত্রোত্থান করুন । আমার বোধ হয়, গোধনই আপনার প্রকৃত মূল্য ; অতএব এক্ষণে আমি গোধন দ্বারা আপনাকে ক্রয় করিলাম ।

মহর্ষা নহুষ এই কথা কহিবামাত্র

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! এই আমি গাত্ৰোত্থান করিলাম, তুমি আমাকে যথার্থ মূল্যে ক্রয় করিয়াছ। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই। গোমাহাত্ম্যকীর্তন, গোমাহাত্ম্য জ্ঞাপন, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ। শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বসট্কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। গাভীগণ দিব্য দুগ্ধ ধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নমস্কাণ্ড ও অমৃতের আধারস্বরূপ। উহাদিগের শরীর-কান্তি ও তেজস্বিতা হতাশনসদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নিভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণ ও উহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে। গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। হে মহারাজ ! সম্পূর্ণরূপে গোকুলের মহিমা কীর্তন করা আমার সাধ্য নহে। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, ইহা তাহাদিগের গুণের একাংশমাত্র।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, মহারাজ নহ্ম ধীবরগণকে মহর্ষির মূল্যস্বরূপ একটী গাভী প্রদান করিলেন। তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া

কহিল, মহর্ষে ! যতক্ষণ সপ্তপদ ভ্রাম গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। আপনার সহিত বহুকাল আসাদিগের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে ; অতএব আপনি আসাদিগের প্রতি প্রগম্ন হউন। আপনি পরম পবিত্র ও তেজস্বী। এক্ষণে আমরা প্রণতভাবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমাদের নিকট এই গাভী গ্রহণ করুন।

চ্যবন কহিলেন, হে ধীবরগণ ! অগিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মূনি ও দরিদ্রের ক্রোধ দৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নিস্কুল হইয়া থাকে। তোমরা দরিদ্র, স্তত্রাং আমি কদাচ তোমাদের প্রার্থনা ভঙ্গ করিব না। এক্ষণে আমি তোমাদিগের গাভী গ্রহণ করিলাম। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে, অতঃপর তোমরা এই মৎস্যগণের সহিত স্বর্গে গমন কর।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিয়া ধীবরদিগের নিকট সেই গাভী গ্রহণ করিলে, তাহারা মৎস্যসমুদায়ের সহিত স্বর্গে গমন করিল। নরপতি নহ্ম তাহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় সেই গোগর্ভজাত মহর্ষি ও ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়ে নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন নরপতি মহা আশ্চর্য্য

হইয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যেন আমার ধর্মের অচলা ভক্তি থাকে । নহুয এইরূপ যুক্তি-সঙ্গত বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিষয় তথাস্ত বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্বক তৎ-কর্তৃক পূজিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন । নরপতি নহুযও বরলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে প্রৱিষ্ট হইলেন ।

হে ধর্মরাজ ! এই আগি তোমার নিকট পরপীড়াদর্শনের ক্রেশ, অন্তঃসহবাসজনিত স্নেহ ও গোমাহাত্যের বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! জমদগ্নি-নন্দন রামের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে । তাঁহার কিরূপে জন্ম হইল এবং তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্মাক্রান্ত হইলেন ? আর মহারাজ কৌশিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহার বংশে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, এই বিষয়ে আমার আরও এই একটা সংশয় হইয়াছে যে, মহর্ষি ঋচিক ও মহারাজ কুশিক স্ব স্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । কিন্তু মহর্ষি ঋচিকের পুত্র জমদগ্নির ক্ষত্রিয়ত্ব না হইয়া তাঁহার পৌত্র রামের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কুশিকের আত্মজ গাধির ব্রাহ্মণত্ব না হইয়া তাহার পৌত্র

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব হইল কেন ? আপনি পুরাণবৃত্তের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাহা কীর্তন করিয়া আমার এই সংশয় ছেদন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আগি তোমার এই সংশয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কুশিকচ্যবনসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই আপনার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্মের সংকার হইবে, ইহা অনুধাবন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সংকার হইলে আপনার বংশে যে সমস্ত দোষ গুণ ও বলাবল উপস্থিত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কুশিকের বংশ ভ্রম্যমাণ করিবার অভিলাষে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! তোমার সহিত অবস্থান করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে । এক্ষণে তোমার মত কি ? তখন মহারাজ কুশিক মহর্ষি চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! কন্যা-সম্প্রদানকালে এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, কন্যা নিরন্তর ভর্তার সহিত একত্র বাস করিবে । ফলত পত্নীই পতির সহিত সত্তত একত্র বাস করিতে পারে তন্মিত্ত আর কেহই কাহারও সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে না । অতএব এক্ষণে আপনি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ধর্মের অনুমোদিত নহে । যাহা হউক, আপনার যখন আমার সহিত একত্র বাসের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আগি অবশ্যই তদ্বিনয়ে সম্মত হইব ।

মহারাজ কুশিক এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবনকে আসন প্রদান ও ভূঙ্গারনিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্বক বিদ্যানামুসারে তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে মহর্ষীসমভিব্যাহারে অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বিদী পূর্বক পূজা করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্ ! আমি ও আমার এই মহিষী আমরা উভয়েই আপনার একান্ত অধীন। এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন। আমার রাজ্য, ধন ও ধেনু প্রভৃতি যে যে দ্রব্যে আপনার অভিলাষ হয়, আপনি ব্যক্ত করুন, আমি অনিচারিতচিত্তে আপনাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব। এই রাজপ্রসাদ, রাজ্য ও ধর্ম্মাসন আপনারই অধিকৃত। আপনিই এক্ষণে রাজা হইয়া স্বয়ং এই পৃথিবী শাসন করুন। আমি কেবল আপনার আশ্রিত-মাত্র রহিলাম।

মহীপাল কুশিক এইরূপ বিনয়প্রকাশ করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি রাজ্য, ধন, ধেনু, দেশ, যজ্ঞীয় উপকরণ বা জ্ঞীসমুদায় প্রার্থনা করি না। আমার যেরূপ অভিলাষ, ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ও তোমার মহিষীর যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি কোন একটা নিয়মের অনুষ্ঠান করি। ঐ নিয়মানুষ্ঠানকালে তোমাদের উভয়েই অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্যা করিতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী

পুনর্কিত মনে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। মহীপাল কুশিক পত্নীসমভিব্যাহারে এইরূপে মহর্ষির বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে ধাইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ ব্যবহারোপযোগী পদার্থসমুদায় প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার নিমিত্ত এই শয্যা প্রস্তুত আছে, আপনি স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে উপবেশন করুন। আমরা উভয়ে যথাসাধ্য আপনার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিব।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্নপান আহরণার্থ কুশিককে আদেশ করিলেন। মহারাজ কুশিক তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন ! আপনার কিরূপ অন্নপান প্রার্থনীয়, আচ্ছা করুন, আমি তাহাই আনয়ন করিতেছি। তখন মহর্ষি চ্যবন প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তোমার আশ্রয়ে যেরূপ অন্নপান প্রস্তুত আছে, তাহাই আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহমধ্যে যে সমস্ত অন্নপান প্রস্তুত ছিল, তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। মহর্ষি স্বেচ্ছানুসারে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও পান করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে আমার নিদ্রার সময় সমুপ-

স্থিত হইয়াছে ; আমি শয়ন করিব । মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র রাজা মহিমীসমভি-
বাহারে তাঁহাকে শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন ।
তখন মহর্ষি সেই শয়নগৃহমধ্যে সুপ্রস্তুত
রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে
কহিলেন দেখ, আমি নিদ্রিত হইলে তোমরা
কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না এবং
নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া আমার চরণ
সংবাহন করিও । তখন কুশিক অবিচারিত-
চিত্তে যে আত্মা বলিয়া তাঁহার বাক্য
শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন । অনন্তর মহর্ষি
একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গাঢ়তর নিদ্রায়
অভিভূত হইলেন । ক্রমে রজনী প্রভাত
হইল, তখাচ তিনি জাগরিত হইলেন না ।
রাজা ও রাজমহিমীও তাঁহাকে জাগরিত
করিলেন না । তাঁহারা আহার নিদ্রা পরি-
ত্যাগ পূর্বক হস্তান্তঃকরণে তাঁহার আদে-
শানুসারে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত
হইলে, তপোধন চ্যবন স্বয়ং শয্যা হইতে
গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে
কিছু না বলিয়াই সেই শয়নগৃহ হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইলেন । তখন রাজা ও মহিমী
একান্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও পরিচর্য্যাজনিত পলি-
শ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও তাঁহার অনুসরণ
করিতে লাগিলেন । কিন্তু মহর্ষি চ্যবন
তাঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিনিষ্কপও
করিলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গমন
করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্ত-
হিত হইলেন । তদর্শনে রাজা কুশিক যার
পর নাই ছুঃখিত হইয়া ক্ষিতিলে নিপতিত

হইলেন । রাজমহিমী প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে
আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মুদিত্তির কহিলেন, পিতামহ ! মহাত্মা
চ্যবন অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ও
তাঁহার ভার্য্যা কি করিলেন, তাহা আমার
নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহর্ষি চ্যবন
অন্তর্হিত হইলে, মহারাজ কুশিক ভার্য্যা-
সমভিব্যাহারে নানাস্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ
করিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সাক্ষাৎ-
কার লাভ করিতে পারিলেন না । তখন
উভয়ে নিতান্ত লজ্জিত, পরিশ্রান্ত ও বিচে-
তনপ্রায় হইয়া স্বীয় পুরমধ্যে প্রত্যাগমন
পূর্বক মনে মনে মহর্ষির কার্য্য চিন্তা
করিতে করিতে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করি-
লেন । গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভৃগুকুলো-
দ্ভব মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদের নেত্রপথে নিপ-
তিত হইলেন । তিনি তৎকালে সেই শয্যার
আর এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পূর্ববৎ নিদ্রা-
স্থ অন্মভব করিতেছিলেন । তাঁহার সেই
অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া
রাজা ও রাজ্ঞীর বিস্ময়ের পরিণীমা রহিল
না । তখন তাঁহারা মথাস্থানে উপবেশন
পূর্বক কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই
আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে
পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসংবাহন করিতে
লাগিলেন ।

অনন্তর পুনরায় একবিংশতি দিবস
অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি স্বয়ং প্রবোধি-

হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে বহু দিনের পর উখিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী সনে কিছুমাত্র নিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহারা এতাবৎ কাল উপবাসী থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার স্নান করিতে বাসনা হইয়াছে; অতএব আগার সর্বান্নে তৈল মর্দন করিয়া দাও। তখন মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী উভয়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ শতপাকবিশুদ্ধ মহামূল্য তৈল আনয়ন পূর্বক তাঁহার সর্বান্নে মর্দন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে, মহর্ষি চ্যবন যখন দেখিলেন যে, রাজা ও রাজ্ঞী বহুক্ষণ তৈল মর্দন করিয়া দিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, তখন তিনি স্বয়ং সহসা গাত্রোত্থান পূর্বক স্নানশালায় প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে রাজাদিগের স্নানের উপযুক্ত বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। মহর্ষি তৎসমুদায় স্পর্শও না করিয়া নরপতির সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তদর্শনে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ভগবান্ চ্যবন স্নান হইয়া সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া নির্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগতি হইলে আমি আপনার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত আনয়ন করি। তখন মহর্ষি

চ্যবন কুশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার আশ্রয়ে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, শীঘ্র আনয়ন কর। মহর্ষি এই কথা কহিবাগাত্র নরপতি ভাৰ্য্যাসমভিব্যাহারে সম্বরে সিদ্ধান্ত, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পুষ্প, বিচিত্র মোদক, ব্রাহ্মণ প্রকার রস এবং মুনিভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি রাশি ফল আহরণ পূর্বক তাঁহার নিকট সংস্থাপিত করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন স্বয়ং শয্যা আসন ও মহার্হ বস্ত্রসমুদায় আনয়ন পূর্বক ঐ সকল ভোজ্য দ্রবের সহিত একত্র করিয়া তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী তদর্শনে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের সমক্ষেই পুনর্বার অন্তহিত হইলেন। নরপতি ও তাঁহার ভাৰ্য্যা তাহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নির্বিকারচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি পুনরায় রাজার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুনর্বার সেই স্থানে বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অন্ন, শয্যা ও বস্ত্র সমাহৃত হইল। এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ভগবান্ চ্যবন কোন রূপেই নরপতির কিছুমাত্র রক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি চ্যবন কুশিকের নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে অচিরে আগাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। আমি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিব, তোমাদিগকে

সেই স্থানে রথ লইয়া যাইতে হইবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র মহারাজ কুশিক নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার ক্রৌড়রথ ও সাংগ্রামিক রথ বিত্তমান আছে; আজ্ঞা করুন, কোন্ রথ আনয়ন করিব? চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন, কনকযষ্টিসমন্বিত, তোরণ-সুশোভিত, কিঙ্কণীজালজড়িত সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর। তখন মহারাজ কুশিক মহাজ্ঞা চ্যবনের আজ্ঞামাত্র স্বীয় সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং ঐ রথের বামভাগে ভার্যাকে যোজিত করিয়া স্বয়ং উহার দক্ষিণ ভাগে যোজিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক ভার্যার সহিত এই রূপে রথে যোজিত হইলে, মহাজ্ঞা চ্যবন রথারূঢ় হইয়া ত্রিদণ্ডযুক্ত হীরকনিশ্চিত সূক্ষ্মাশ্রু প্রতোদ ধারণ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে রথ লইয়া কোন্ স্থানে গমন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিবেন, আপনার রথ সেই স্থানেই উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ কুশিক এই কথা কহিলে, মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি যুদ্ধগতি অবলম্বন পূর্বক সর্বজনসংগে আমার রথ বহন কর। আমি যেন বিশ্রান্ত না হইয়া পরম স্নখে গমন করিতে পারি। আর পথিমধ্যে যে সমুদায় পথিক আমার নিকট উপস্থিত

হইবে এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ আমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধন রত্ন প্রদান করিব। যাহাতে আমার এই অভিলাস পূর্ণ হয়, তুমি অচিরে তাহার ব্যবস্থা কর। তখন মহারাজ কুশিক ভৃত্যগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, এই মহর্ষি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তৎসরা নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। ভূপতি এইরূপ আদেশ করিলে, ভৃত্যগণ অবিলম্বে অসংখ্য রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগমেবাদি পশু, সুবর্ণালঙ্কার, সুবর্ণমুদ্রা ও পর্বতাকার হস্তী-সমুদায় লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। অসাত্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন তীক্ষ্ণাশ্রু প্রতোদ দ্বারা সহসা সেই দম্পতিকে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ ও গণ্ডস্থল ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তদর্শনে নগরের সমুদায় লোক কাতরস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাজা ও রাজ্যীর মনে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল না। তাঁহারা পঞ্চাশৎ দিন উপবাসী থাকিয়াও মহর্ষির প্রহার সহ্য করিয়া কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন পুনর্ব্বার সেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির কষাঘাতে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের শাখা শোভা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মনঃ কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

পৌরবর্গ তাঁহাদিগের সেইরূপ দুর্ববস্থা-
দর্শনে যাহার পর নাই শোকাবুল হইয়াও
অভিশাপভয়ে মহর্ষিকে কিছুমাত্র কহিতে
সমর্থ হইল না। ঐ সময় তাহারা পরস্পর
পরস্পরকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে
লাগিল, দেখ দেখ, মহাত্মা চাবনের কি
আশ্চর্য্য তপোবল! আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াও
উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হই-
তেছি না। আর রাজা ও রাজ্ঞীর ধৈর্য্যও
সামান্য নহে। উঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত
হইয়াও মহর্ষিকে বহন করিতেছেন, কিন্তু
মহর্ষি উঁহাদের কিছুমাত্র বিরক্তিবাব
দর্শনে সমর্থ হইতেছেন না।

ঐ সময় ভৃগুনন্দন চ্যবন সেই রাজ-
দম্পতিকে বিকারণশূন্য অবলোকন করিয়া
দরিদ্রদিগকে কুবেরের ন্যায় অজস্র ধনদান
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি কুশিক
তাঁহাতেও কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাঁহার
আদেশানুসারে পূর্ববৎ রথ বহন করিতে
লাগিলেন। তখন মহর্ষি যাহার পর নাই
শ্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক
সেই দম্পতিকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া
মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি
তোমার ও তোমার পত্নীর কার্য্য-
দর্শনে অতিশয় শ্রীত হইয়াছি। এক্ষণে
তোমরা যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি
তোমাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। মহর্ষি
এই বলিয়া স্নেহভরে অমৃততুল্য করবিক্ষেপ
দ্বারা তাঁহাদিগের বেদনায়ুক্ত কোমল কলে-
বর স্পর্শ করিলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপ-

নার প্রসাদে আমাদিগের আন্তি দূর হই-
য়াছে, আর আমাদিগের কিছুমাত্র ক্রেশ
নাই। নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে,
মহর্ষি চ্যবন মহা আফ্লাদিত হইয়া কহি-
লেন, মহারাজ! এই গঙ্গাতীর পরম পবিত্র
ও রমণীয় স্থান। আমি ত্রুত অবলম্বন
করিয়া কিছুকাল এই স্থানে বাস করিব,
এক্সণে তোমরা স্ত্রীপুরুষে বিশ্রামার্থ স্বভবনে
প্রতিগমন কর। কল্য এই স্থলে আগমন
করিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।
তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। এক্সণে
তোমার সৌভাগ্যের সময় সমুপস্থিত হই-
য়াছে, তুমি যাহা যাহা বাসনা করিয়াছ,
তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হইবে।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, নরপতি
কুশিক মহা আফ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে
কহিলেন, ভগবন্! আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত
হই নাই। আপনার অনুগ্রহে আমরা দিব্য
শরীর, অসাধারণ শক্তি ও পবিত্রতা লাভ
করিয়াছি। আপনার প্রত্যাদপ্রহারে আমা-
দিগের শরীরে যে ত্রণ উৎপন্ন হইয়াছিল,
এক্সণে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না।
আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পূর্বে আমি
এই দেবীকে যেরূপ অঙ্গরার ন্যায় রূপ-
লাবণ্যসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্সণেও তদ্রূপ
দেখিতেছি। এই সমুদায় ঘটনা আপনার
অনুগ্রহেই হইয়াছে। আপনি অনুকূল
থাকিলে সকলই হইবার সম্ভাবনা।

নরপতি কুশিক এই কথা কহিলে,
মহর্ষি চ্যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন, রাজন্! এক্সণে তুমি গৃহে গমন

কর; কল্য ভাৰ্য্যার সহিত এই স্থানে আগমন করিও ।

তখন মহারাজ কুশিক মহৰ্ষি চ্যবনকে অভিবাদন পূৰ্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পূৰ্ব্বাহ্নকৃত্য ও ভোজন সমাপন পূৰ্ব্বক যামিনীযোগে ভাৰ্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন । ঐ সময় আপনাদিগকে জরাবিহীন, অমরের ন্যায় শ্রীমান্ ও নবযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না । এ দিকে ভৃগুকুলকীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধন মহৰ্ষি চ্যবন তপোবলে সেই গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় তপোবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত করিয়া ইন্দ্রালয় হইতেও সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইবাগাত্র মহারাজ কুশিক শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদায় সমাধান পূৰ্ব্বক মহিষী-সমভিব্যাহারে সেই চ্যবনাধিষ্ঠিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন । তিনি অনতিবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে স্তবর্ণনির্মিত গণিময় স্তম্ভস্থশোভিত গন্ধৰ্ব্বনগরাকার প্রাসাদ, কোন স্থানে রজতশিখরবিরাজিত পৰ্ব্বত, কোন স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোন স্থানে বিবিধ গৃহ ও নানাপ্রকার তোরণ এবং

কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ তৃণপরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড ও কাঞ্চনময় কুটিংগ শোভা পাইতেছে । কোন স্থানে মুকুলজাল মণ্ডিত সহকার, কেতক, উদ্দালক, ধব, অশোক, কুম্ভ, পুষ্পিত অতিমুক্ত, চম্পক, তিলক, পনস, বঞ্জুল, পাণিআমলক, কর্ণিকার, শ্যাম, পলাশ ও অন্তপাদিক প্রভৃতি পাদপ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে । কোন স্থানে বৃক্ষে পদ্ম ও উৎপলসমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে । কোন স্থানে স্তম্ভীতল সলিল, কোন স্থানে উষ্ণজল, কোন স্থানে স্তবর্ণনির্মিত, রত্নখচিত, উৎকৃষ্ট আন্তরগণশোভিত পর্যায়, বিচিত্র আসন ও শয্যা, কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য এবং কোন স্থানে বাণীবাদ, শুক, সারিকা, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র, কোষষ্ঠিক, কুকুভ, ময়ূর, কুঙ্কট, দাত্যাহ, জীবঞ্জীবক, চকোর, হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রহিয়াছে । কোন স্থানে বানরেরা ভুমুল কোলাহল করিতেছে । কোন স্থানে প্রিয়দর্শন অঙ্গুরা ও গন্ধৰ্বেরা সমাগত হইয়া শ্রীতমনে বিহার করিতেছে । এই সমস্ত বস্তু মহারাজ কুশিকের একবার দৃশ্য ও একবার অদৃশ্য হইতে লাগিল । তিনি কখন স্তম্ভধূর গীতধ্বনি ও হংসসারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ভুমুল কোলাহল ও কখন বা অধ্যাপনধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ কুশিক এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন পূৰ্ব্বক সাহার পর নাই বিন্ময়বিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আগি কি এক্ষণে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছে !

না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে ; অথবা এই ঘটনা বার্থ। আমি কি সম-
রীরে পরম গতি লাভ করিলাম ; কিংবা
উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে উপস্থিত হই-
লাম ! যাহা হউক, আমি যে এক্ষণে এই
সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু প্রত্যক্ষ
করিতেছি, এ সমুদায় কি ? মহারাজ
কুশিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইত-
স্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে
মণিময় শুভ্রসমলঙ্কৃত স্বর্ণনির্ম্মিত গৃহমণ্ডে
মহামুণ্ড শয্যায় শয়ান ভৃগুনন্দন চ্যবনকে
সহসা নিরীক্ষণ করিলেন। মহারাজ কুশিক
তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিত হইয়া
মহিষীর সহিত তাঁহার সম্মিহিত হইলেন।
নৃপদম্পতী সম্মিহিত হইবামাত্র মহর্ষি তৎ-
ক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন এবং তাঁহার সেই
রমণীয় শয্যাও অন্তর্হিত হইল। তখন মহা-
রাজ কুশিক অন্য এক কাননমধ্যে মহর্ষি
চ্যবনকে কুশাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানপরায়ণ
নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে
অঙ্গুরা গন্ধর্ব্ব ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত
অদ্বুত পদার্থ তিরোহিত হইয়া গেল।
গজার উপকূল পুনরায় পূর্ববৎ কুশভূমিষ্ঠ,
বল্লীকলাঙ্কিত ও নিঃশব্দ হইল।

মহারাজ কুশিক মহর্ষির যোগবলে
এইরূপ অদ্বুত ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্বক যার
পর নাই বিস্মিত হইয়া হস্তান্তঃকরণে মহি-
ষীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! মহর্ষির অনুগ্রহে
এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্বক বিস্ময়কর পদার্থ
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে ? এক্ষণে বোধ
হইতেছে, তপোবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর

কিছুই নাই। যে সমস্ত বিষয় কল্পনায়
উপনীত হয়, তপোবলে তৎসমুদায় অধি-
কার করা যায়, সম্ভেদ নাই। তপোবল-
প্রাপ্তি বিশ্বরাজ্য লাভ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর।
তপস্তা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলে মূর্ত্তি
অনায়াসেই হস্তগত হইয়া থাকে। মহর্ষি
চ্যবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! ইনি ইচ্ছা
করিলেই তপোবলে অন্য লোক সমুদায়
সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা এই
সমস্ত কার্য্য দক্ষতা আর কেহই প্রকাশ
করিতে সমর্থ হন না। এই ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ-
গণই পবিত্র বাক্য, পবিত্র বুদ্ধি ও পবিত্র
কর্মানুষ্ঠানতৎপর হইয়া থাকেন। ইহ-
লোকে রাজ্য লাভ করা সুলভ ; কিন্তু
ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে।
দেখ, আমরা এক ব্রাহ্মণেরই প্রভাবে গন্ধা-
দির ন্যায় রূপে যোজিত হইয়াছিলাম।

এইরূপে মহারাজ কুশিক মহিষীর
সহিত যে সমস্ত কথা কহিলেন, মহর্ষি
যোগবলে তৎসমুদায়ই অবগত হইলেন।
অনন্তর তিনি নয়ন উন্মীলন পূর্বক অদূরে
মহারাজকে মহিষীর সহিত আগমন করিতে
দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! তুমি শীঘ্র
আমার নিকট আগমন কর। কুশিক মহ-
র্ষির কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্ত্বরে ভার্য্যার
সহিত তাঁহার সম্মিধানে সমুপস্থিত হইয়া
তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। তখন মহর্ষি
তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায়
উপবেশন করাইয়া গধূরবাক্যে কহি-
লেন, মহারাজ ! তুমি পাঁচ কর্ণেন্দ্রিয়,
পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সগত্য আয়ত্ত

করিয়াছ। সেই নিমিত্তই তোমার কোন দুরবস্থা ঘটে নাই। তুমি প্রাণপণে আগার সেবা করিয়াছ। তদ্বিষয়ে তোমার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে তুমি আমাকে অনুজ্ঞা কর, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আর আমি 'তোমার পরিচর্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, তন্নিবন্ধন তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তুমি অচিরাৎ আগার নিকট বর প্রার্থনা কর।

মহর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ কুশিক তাঁহাকে যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অগ্নির মধ্যবর্তী হইয়া যে দগ্ধ হই নাই, এই আগার পরম লাভ। আর আপনি আগার পরিচর্যায় যে প্রীত হইয়াছেন, এবং আপনার ক্রোধানলে আমার কুল যে নিশ্চল হয় নাই, এই আমার সর্বোৎকৃষ্ট বর এবং জীবন, রাজ্যশাসন ও তপস্তার শ্রেষ্ঠ ফল। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আগার যে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করুন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি চ্যবন কুশিকরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অতি-লম্বিত বর প্রার্থনা এবং তোমার মনোমধ্যে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর; আমি অবিলম্বেই তোমার সংশয় ছেদন ও তোমাকে বরপ্রদান করিব।

তখন নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া বলুন, আপনার আগার গৃহে অবস্থান, একবিংশতি দিবস একপার্শ্বে শয়ন, বাঙনিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া বহির্গমন, অকস্মাৎ অন্তর্দ্বান করিয়া পর-ক্ষণেই দর্শন প্রদান পূর্বক পুনরায় এক-বিংশতি দিবস শয়ন, সর্বশরীর তৈলাক্ত করিয়া স্নান না করিয়াই প্রস্থান, ভোজ্য বস্তু ও শয়নীয় সামগ্রী সমুদায় লইয়া হতাশনে দাহন, আমাদিগকে রথে সংযোজন পূর্বক উহাতে আরোহণ করিয়া গমন, অজস্র ধনদান, তপোবনমধ্যে আমাকে কাঞ্চনময় বিবিধ প্রাসাদ ও মণিবিষ্কময় পর্যাক্ষ প্রদর্শন এবং পুনরায় সেই সমুদায়ের বিলোপ করিবারই বা কারণ কি? এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া আমি একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি নাই; অতএব আপনি ঐ সমুদায়ের কারণ যথার্থ রূপে কীর্তন করুন।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন প্রত্যুত্তর প্রদান না করা আমার কর্তব্য নহে। অতএব আমি যে নিমিত্ত ঐ সমুদায় কার্য করিয়াছি, তাহা অত্মোপাস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি দেবসভায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুণিলাম যে, তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বংশ বিনাশ বাসনায় তোমার

গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, আমি কোন ত্রুত অবলম্বন করিব, তুমি আমার শুশ্রূষা কর। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রক্ষা পাইব। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমার গৃহে আগমনাবধি তোমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করি নাই। এই নিমিত্ত তুমি অত্যাধিক জীবিত রহিয়াছ; নতুবা কখনই জীবিত থাকিতে না। আমি এই অভিসন্ধি করিয়া একবিংশতি দিবস নিদ্রিত ছিলাম যে, তোমরা কেহ আগার নিদ্রাভঙ্গ করিলেই আমি শাপপ্রদান করিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি বা তোমার পত্নী আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলে না। তৎপরে আমি এই মনে করিয়া গাত্ৰোত্থান পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম যে, তোমরা কেহ ‘আপনি কোথায় গমন করিতেছেন’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই শাপপ্রদান করিব। কিন্তু তোমরা আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলে না। তখন আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পরক্ষণে তোমার গৃহে আগমন পূর্বক এই অভিসন্ধিতে যোগাবলম্বন করিয়া পুনরায় একবিংশতি দিবস নিদ্রিত হইলাম যে, তোমরা আগার সেবানিবন্ধন একান্ত পরিত্যক্ত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া আমার উপর বিরক্ত হইবে; তাহা হইলেই আমি শাপপ্রদানের সূত্র পাইব; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতেও তোমাদিগের অনুমাত্র

ক্লেশবুদ্ধি হইল না। তখন আমি এই মনে করিয়া ভোজনসামগ্রী সমুদায় দত্ত করিলাম যে, তোমরা আমার অহঙ্কার দর্শনে রোষাবিষ্ট হইবে; কিন্তু তুমি অবিকৃত চিত্তে তাহাও সহ্য করিলে। তখন আমি রথারোহণ পূর্বক তোমাকে রাজ্যীর সহিত রথ বহন করিতে কহিলাম। তুমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইলে না। তখন আমি তোমাকে ক্রুদ্ধ করিবার মানসে অজস্র ধনদান পূর্বক তোমার ধনক্ষয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধের লেশমাত্রও দেখিলাম না।

হে মহারাজ! এইরূপে যখন আমি দেখিলাম তোমার ও তোমার পত্নীর কিছুতেই ক্রোধোদয় বা বিরক্তি হইতেছে না, তখন আমি তোমাদের প্রতি যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এই তপোবনমধ্যে তোমাদিগকে স্বর্গসন্দর্শন করাইলাম। তোমরা যে তপোবনমধ্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট পদার্থ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকাল মশরীরে স্বর্গসন্দর্শনমুখ অনুভব করিয়াছ, তাহা কেবল আগার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্তার প্রভাবেই হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে তপোানুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জানাইবার নিমিত্তই ঐ সমুদায় পদার্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সমুদায় পদার্থ দর্শনসময়ে তুমি যে ইন্দ্রহলাত তৃণতুল্য বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ্যলাভের বাসনা করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ বিবেচনা করিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভ,

ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে ঋষিত্বলাভ এবং ঋষিত্ব লাভ হইলে আবার তপস্বিতালাভ হওয়া নিতান্ত স্বকঠিন । যাহা হউক, তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে । তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু অশ্বত্থবংশীয়দিগের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে । তোমার ঐ পৌত্র তপস্বী ও হতাশনসদৃশ তেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক শঙ্কিত করিবে, সন্দেহ নাই । এক্ষণে তুমি অন্য কোন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । আর কালবিলম্ব করিও না ; আমি তোমাকে অচিরাৎ বরপ্রদান করিয়া তীর্থপর্যটনে গমন করিব ।

তখন নরপতি কুশিক মহর্ষি চ্যবনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনার বাক্য মিথ্যা না হইয়া যেন আমার বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় । এক্ষণে কি প্রকারে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্তন করুন ।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

চ্যবন কহিলেন, মহারাজ ! তোমার কূলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে বলিয়াই আমি তোমার কুল নিম্নলি করিতে অধ্যবসায়াক্রম হইয়াছিলাম, এক্ষণে যেভাবে তোমার কূলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের যজ্ঞান ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধ

আছে । কিন্তু কোন অলৌকিক কারণবশত ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত বিবাদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে । উহারা দৈবোপহতচিত্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় রমণীগণের গর্ভ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ সম্ভানগণকেও মৃত্যুগুণে নিপাতিত করিবে । ঐ সময় কোন একটী ভৃগুবংশীয় গর্ভবতী নারী ক্ষত্রিয় হইতে আপনার গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক পর্বতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবেন । উহার গর্ভে আগাদিগের বংশধর সূর্য্য ও হতাশন সদৃশ তেজস্বী উর্ক নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে । সেই উর্ক ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্ত ক্রোধান্বিত সৃষ্টি করিয়া এই পর্বতবনসম্পন্ন অবনীকে ভস্মগাৎ করিতে উদ্যত হইবে । তখন অনেকে সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে ক্রোধোপশমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে সে সেই ক্রোধবহি সমুদ্ভ্রমধ্যে বড়বাগুণে নিক্ষেপ করিবে । উর্কের ঋচীকনাগে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে । ক্ষত্রিয়গণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কোন অলৌকিক উপায়ে সমগ্র ধনুর্বেদ ঐ ঋচীকে সংক্রান্ত হইবে । ঋচীক আপনার বংশরক্ষার্থ তোমার আজ্ঞা গাধির কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিবে । ঐ সময় তোমার আজ্ঞা গাধি স্বীয় বংশধর পুত্র উৎপন্ন না হওয়াতে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবে । ক্রিয়দিন পরে ঋচীক আপনার ভার্য্যা ও ঋতুর পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ক্ষত্র এই দুইপ্রকার চরু প্রস্তুত করিবে । কিন্তু

তোমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিবার অভিলাশে কতটুকু অনুবোধ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্ম চরু ভক্ষণ করিবে। খাচীক এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ দুই চরুপ্রভাবে যাহার যেরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা দিগের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিবে। তখন খাচীকের ভাৰ্য্যা খাচীকের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব যাচাতে আপনার পুত্রে সংক্রামিত না হইয়া পৌত্রে হয়, সেই বর প্রার্থনা করিবে। খাচীকও তাহাতে সম্মত হইবে। পরে ঐ চরুপ্রভাবে খাচীকের ভাৰ্য্যা জমদগ্নি নামক এক পুত্র প্রসব করিবে। সমগ্র ধনুর্বেদ খাচীক হইতে ঐ জমদগ্নিতে সংক্রান্ত হইবে। জমদগ্নির ঔরসে রাম নামে পুত্র উৎপন্ন হইবে। মে স্বীয় পিতামহীর বরগ্রহণানুসারে ক্ষত্রধর্মাবলম্বী হইয়া সমগ্র ধনুর্বেদ অধিকার করিবে। এ দিকে তোমার পুত্রবধূ সেই ব্রহ্মতেজমিশ্রিত চরুপ্রভাবে বিশ্বামিত্র নামে ধনুপারায়ণ পুত্র প্রসব করিবে। বিশ্বামিত্র কালসংস্কারে ঘোরতর তপোনিষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণ হইবে। হে মহারাজ ! পিতামহের অভিপ্রায়ানুসারে জীলোকহ তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব ও আমার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্কারের মূল হইবে। বিধাতার অভিপ্রায় কদাচ অগুণী হইবার নহে। সুতরাং তোমার পৌত্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। এই ঘটনানির্ধিক্ত ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষি চ্যবন এই কথা কহিলে, মহারাজ

কুশিক হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে আমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সংস্কারিত হউক। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ ! তুমি এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে অভিলম্বিত বর প্রদান করিব। কুশিক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে আমার বংশপরম্পরা সকলেই যেন ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহাদিগের যেন ধর্মো দৃঢ়তর আসক্তি থাকে। তখন মহর্ষি চ্যবন তপাস্ত্ব বলিয়া কুশিককে অর্ভীক বর প্রদান পূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থপর্যটনে নিগত হইলেন। হে ধর্মরাজ ! ভৃগুবংশীয়দিগের সহিত কৌশিকদিগের যেকপে সম্বন্ধ নিবন্ধ হইয়াছিল এবং যে কারণে কুশিকের পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব ও খাচীকের পৌত্র ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনুপূর্বক তোমার নিকট কীর্তন করিলাম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই পৃথিবী যে অসংখ্য মহাবলপরাক্রান্ত নরপাতির নিমনে নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিয়াছে, আমি বারংবার সেই বিষয় স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছি। অসংখ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহার পূর্বক পৃথিবীজয় ও রাজ্যলাভ করিয়া আগাকে কেবল অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায় ! যে সমুদায় স্ত্রীলো নারীর পতি, পুত্র, মাতুল ও ভ্রাতৃ-

গণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগের কি গতি হইবে ! যখন আমরা রাজ্যলোভে জ্ঞাত ও বন্ধুবান্ধবগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আগাদিগকে অধঃশিরাঃ হইয়া নররক্ত নিপাতিত হইতে হইবে । আমি এই বিবেচনা করিয়া তপস্বী করিতে বাসনা করিতেছি । অতএব আপনি বিশেষ রূপে আগাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করুন ।

সূক্ষ্মবুদ্ধি ধর্মরাজ এই কথা কহিলে মহাগতি ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! মানবগণ যেরূপ কার্য দ্বারা পরলোকে যেরূপ গতিলাভ করে, আমি এক্ষণে তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্য তপস্বী দ্বারা যশঃ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে । যে ব্যক্তি যৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি ঋগুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন । দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সৎসংশে জন্ম লাভ হয় । যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য, আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিলমাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন । দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সম্ভানসম্পত্তি লাভ হয় । যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন

তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন । ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ু ভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয় । যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইস্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজাপতির স্বরূপহ, যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চনা করেন, তাঁহারা রাজ্য, যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারা স্বর্গ, যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন তাঁহারা গৃহ ও শয্যা, যাঁহারা চীর ও বন্ধুল পরিধান করেন তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ, যাঁহারা যোগ ও তপোানুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন । রস সমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আগ্নিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্বী করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সত্য সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে । ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণস্ব লাভ হয় । পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে । সর্ব্বভূতের শাস্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে বখনিই শোকসম্ভাপে নিপ্ত হইতে হয় না । দেব-

গণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্য রূপ, দীপদান করিলে চক্ষুশ্রদ্ধা, রমণীয় বস্ত্র প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্তি লাভ হইয়া থাকে । ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয় । যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ষভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্বান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টস্থান লাভ করিতে সমর্থ হন । ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাদান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে । যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায় । যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয় । দেবগণ কহিয়াছেন, স্বর্ণ-নির্মিতশৃঙ্গসম্পন্ন মহত্রে ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে । যে ব্যক্তি ইহলোকে স্বর্ণশৃঙ্গ, ও কাংসাক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিद्यমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন । ইহলোকে ব্রাহ্মগণগকে স্বর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন, কাংসাক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বহুদিগের লোক লাভ করা যায় । যেমন পবনসঞ্চালিত পোত দ্বারা মহার্ঘ্য হইতে

উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে । যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মগণগকে ভূমি ও অন্ন দান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয় । যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গৃণবান্ ব্রাহ্মদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন । ভারবাহক গোদান করিলে বহুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম-পাত্রকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে স্নগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া থাকে । যাঁহারা ব্রাহ্মগণগকে ফলপ্রদান, পুষ্প ও রক্ত প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন । যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন । যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মগণগকে স্নানীয় ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মগণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসম্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোক লাভ হয় । আর যে ব্যক্তি ইহলোকে স্নগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসংবলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সংকুলো-

জুঁবা রূপবতী ভার্যা লাভ করিয়া থাকেন । মহম্মিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্বলোকপিতামহ ত্রক্ষার স্বরূপস্থ লাভ করা যায় ; অতএব কেহই বীরশয্যা-শায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন না ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! দম্ব্য-রাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বর্গকামনানিবন্ধন বনবাস বাসনা পরিহার পূর্বক ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! তোমরা পিতামহের বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হও । তখন অর্জুন, ভীম-সেন, নকুল, মহদেব ও যশাস্বিনী দ্রৌপদী তাঁহার সেই বাক্যে স্বীকার করিলেন ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! জলাশয় খনন ও রক্ষরোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত, নয়নাছাদকর, সর্পিভূতসমন্বিত উর্বর ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্তন করা যায় । ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্তব্য । জলাশয় খননে যে যে গুণ, তাহা আনুপূর্বিক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জলাশয় প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন । জলাশয় মিত্রের আয় সর্পিভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার

কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে । পশুতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয় । অতএব জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ । চতুর্দিক প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে । অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীরুদ্ধি হইয়া থাকে । পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অগাণ্ড প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন । এক্ষণে প্রাণিগণ জলাশয় খননের মেরুপ ফল কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কহিতোছি, শ্রবণ কর । বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিচোত্র যজ্ঞের, শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে মলিল বিদ্যমান থাকে তিনি মহত্স গোদানের, হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় মলিলপূর্ণ থাকে তিনি বহু-সুবর্ণ যজ্ঞের, শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে মলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিস্টোম যজ্ঞের, বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন । মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন । প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিজ্ঞান করে, তাঁহাকে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না । পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত

স্বকঠিন। জলদান করিলে অপরিণীম প্রীতিলভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগ পূর্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং স্ত্রীতিবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ কর। কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আগি তোমার নিকট জলাশয় দানের ফল কীর্তন করি-
লাগ, অতঃপর বৃক্ষরোপণের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত। এই সমুদায় রোপণ করিলে ইহলোকে কীর্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় উর্দ্ধতন ও অপস্তুত পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। বৃক্ষরোপণ-কর্তা পরলোকে গমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়। পাদপগণ পুঞ্জস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্পদ্বারা দেবতা, ফলদ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়াদ্বারা অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিম্বদ, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহারা ফল-পুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের ভূগুণসাধন করে।

অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া পুঞ্জের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপণকর্তার পুঞ্জ-স্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয় দাতা, বৃক্ষ-রোপণকর্তা, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ও মত্যাবাদী ইহারা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অতএব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও মতত মত্যাব্যক্তি প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে সমস্ত দানের বিষয় কীর্তন করিলেন তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? যে বস্তু প্রদত্ত হইলে দাতা উহা ইহলোক ও পরলোকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূ-
হল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমক্ষে আপনি তাহাই কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! প্রাণিগণকে অভয় প্রদান এবং কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মাকে পাপ হইতে পরিদ্রোণ করিতে সমর্থ হয়। মহারাজ ! ভূমি সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর এই সমস্ত বস্তু প্রদান কর। দানধর্ম্ম এভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ

হয়। যে ব্যক্তি দ্রব্যবস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে, এবং ইহ-লোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে; আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাজুথ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপদ কালে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য, জীবিকাশৃণু, অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদর্শন করেন, তাহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বদেশ-নিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অমাত্যবে পারিক্রিষ্ট হইয়াও যাক্রা না করেন তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্য সমৃদ্ধ, যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন, তুমি তদ্বিময়ে সতত সাবধান থাকিবে। তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না প্রতিনিয়ত চর দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহ নির্মাণ, ভূত্ব নিয়োগ ও

পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যাৎকৃষ্ট দণ্ড সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদ বিধানানুসারে বিদ্যোপার্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন, যাঁহা-দিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাত্বিক ব্রাহ্মণ পূর্ণাঙ্গে ও অপরাঙ্গে অর্ঘ্যেতে আত্মতা প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করেন, সংযত-চিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেই-রূপই ফল লাভ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে তুমি শ্রদ্ধাবান্ ও দানশীল হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ দানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে আত্মীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণ-জাল হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণ-গ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ই আমা-দিগের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিম্পৃহতা-নিবন্ধন দাতাকে সমাদর করেন না, তাঁহা-দিগকে স্ততনির্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। আমি সেই সকল মহাত্মাকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি তেজঃ প্রদ-

র্শন করিলে তাহা কোন ফলোপধায়ক হয় না। অতএব তুমি আপনাকে ধনবান্ রাজা ও মহাবল পরাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া কদাচ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক বিষয়াদি উপভোগ করিও না। তোমার বল ও গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অর্থ আছে, তুমি স্বধর্মপরায়ণ হইয়া সেই সমুদায় ধন-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সৎকার কর। তাঁহারা যেন পুত্রের ন্যায় স্নেহানুসারে তোমাকে আশ্রয় করিয়া পরম স্থখে কালযাপন করেন। নিত্যপ্রসন্ন, অল্লাভ-সম্বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তিবিধান করিতে তোমাভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম ও পতিই পরমগতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই আমাদের পরম ধর্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি। যদি ব্রাহ্ম-ণেরা ক্ষত্রিয়দিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও তাহাদিগের কর্তৃক অসংকৃত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বেদ ও যজ্ঞশৃংখলা এবং উৎকৃষ্ট লোকলাভে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? ধর্মরাজ! পূর্বের ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের সতীত ধ্যানানুসারে যেকোন ব্যব-হার করিতেন, আমি তাহা কীর্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়দিগের ও শূদ্রগণ বৈশ্যদিগের সেবা করিত। শূদ্রগণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিতে সমর্থ হইত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া সেবা করিত। এক্ষণে তুমি সেই সমস্ত সত্যশীল, মৃদুস্বভাব, সত্যধর্মপরায়ণ

ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর, সর্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নিরন্তর সেবা কর। ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও তপস্যা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অচিরে পরাভূত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার পিতা, পিতামহ ও স্নীয় জীবনও প্রিয়তর নহে। এই জীব-লোকে আমি সর্বাপেক্ষা তোমার প্রীতিই সমধিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকি; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষাও আমার প্রীতি-ভাজন। ধর্মরাজ! আমি যাহা কহিলাম ইহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ করিও না; ইহা সত্যবাক্যই প্রয়োগ করিতেছি। এই সত্য প্রভাবেই, মহারাজ শান্তনু যে সমস্ত লোকে গমন করিয়াছেন, আমি সেই সেই লোকে গমন করিব। আমি এই বিপ্রভক্তি প্রভাবে মাধুদিগের গন্তব্য লোক সমুদায় নিত্য-কালের নিমিত্ত লাভ করিব, সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় লোক এক্ষণে আমার জ্ঞানচক্ষু-প্রভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ হওয়াতেই আমি পূর্বের ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছি, তদ্বারা আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিতেছে।

যক্ষিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! তুল্যরূপ আচার, কুল ও বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে যদি একজন যাচক ও একজন অযা-চক হন, তাহা হইলে উহাদের কাহাকে দান করলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষণ কহিলেন, বৎস ! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে, অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাক্ত্রা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যাস্বরূপ। ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দ্রব্যদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাক্ত্রাকে চৌর্য্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা যুক্তকল্প বলিয়া অভিহিত হয়। দান শীল মহাত্মাদিগকে কখনই অসম্মত হইতে হয় না; প্রত্ন্যুত তাঁহারা আপনার ও আশ্রয় জীবিকা নির্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অর্পণ হইয়া যাচক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন বটে; কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। যদি তোমার রাজ্য-মধ্যে অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে ভিক্ষাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীকেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি সতত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অযাচক মহাত্মাদিগের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। প্রাতঃকাল ও

সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফল লাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাহারা বেদবিধানা-নুসারে বিদ্যোপার্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ প্রশংসা-লাভের নিমিত্ত তপোানুষ্ঠান না করেন, তুমি গৃহনির্ম্মান, ভৃত্য নিয়োগ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাঁহারা যাহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণের পুত্রকলত্রাদি স্রব্ধিপ্রতীক্ষানিরত কৃষি-জীবির ন্যায় ভোজ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজ্যবস্তু প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সান্তিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি অপরাহ্নে অন্নাদি দানদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতলাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সর্ব্বভূতে অহিংসা, পোষ্যবর্গের পোষণ, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্যগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অবভূথ স্নানের ফললাভ কর। এই সমুদায় অপেক্ষা সদক্ষিণ উৎ-

কৃষ্ণ যজ্ঞ আর কিছুই নাই ; অতএব তুমি
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, সতত এই সমুদায় কার্যে
প্রবৃত্ত হও ।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান ও
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কি ইহলোকে মহাফল
লাভ করা যায়, না পরলোকে ঐ কার্য
দ্বয়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে ? ঐ দুইটি
কার্যের মধ্যে কোন্টির ফল অপেক্ষাকৃত
উৎকৃষ্ট ; দানের পাত্র কিরূপ ; কিপ্রকারে
যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয় ? আর কোন্ সময়
দান ও যজ্ঞের প্রশস্ত সময় ? এবং যে
ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্নিক দান করে
ও যে ব্যক্তি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া
দান করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন্
ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে
পারে ? আপনি এই সমুদায় বিষয় অক-
পটে কীর্তন করুন, ইহা শ্রবণ করিতে
আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ক্ষত্রিয়জাতি
নিরন্তর হিংসাজনক কার্যেই লিপ্ত থাকে ;
সুতরাং দান ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন
কার্যই উহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনে
সমর্থ হয় না । সাধু ব্যক্তির হিংসাদি
পাপাচারনিরত ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ
করিতে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন ;
অতএব প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে যজ্ঞ-
ানুষ্ঠান করিয়া সাধুব্যক্তিদিগকে দান করা
তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । আর যদি
সাধুলোকে যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও

ক্ষত্রিয়দিগের দান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে
তঁাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তঁাহা দগ্ধ
প্রতিনিয়ত দান করিবেন । ইহা অপেক্ষা
ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্রতা সম্পাদন আর
কিছুই নাই । যঁাহারা বেদজ্ঞ, মচ্ছরিত্র,
তপোব্রূষ্ঠানপরায়ণ ও সকল প্রাণীর হিতা-
নুষ্ঠাননিরত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণই দানের
উপযুক্ত পাত্র । যদি সেই সকল ব্রাহ্মণেরা
তোমার অর্থ প্রতিগ্রহ না করেন, তাহা
হইলে তোমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে না ; অত-
এব তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞা-
নুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ ভোজ্য ও অর্থাদি
ব্রাহ্মণগণকে প্রদান কর । যজ্ঞশীল ব্রাহ্ম-
ণেরা দাতার নিকট ধন গ্রহণ পূর্নিক যজ্ঞা-
নুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব যদি তুমি
তাদৃশ ব্রাহ্মণকে ধনদান কর, তাহা হইলে
নিশ্চয়ই যজ্ঞানুষ্ঠান জন্ম ফলের অংশ-
ভোগী হইবে । যঁাহারা পুত্রপৌত্রাদি-
সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভরণপোষণ করেন,
তঁাহাদের অচিরাৎ অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি
উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে সমস্ত সাধুলোক
উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় পরিবর্দ্ধিত করেন
এবং যঁাহারা সতত পরোপকার নিরত হন,
সর্বস্ব প্রদান করিয়াও তঁাহাদিগের ভরণ-
পোষণ করা অবশ্য কর্তব্য । হে ধর্ম্মরাজ !
তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, অতএব
ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অশ্ব, ছত্র, বস্ত্র,
উপাংশ, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ ও শয্যা প্রদান
কর । যাজ্ঞিকদিগকে ঘৃতাদি যজ্ঞোপ-
করণ প্রদান করা তোমার সর্বতোভাবে
বিধেয় । যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কোন অংশেই

নিম্নলিখিত নহেন এবং পরিবার বর্গের ভরণ-
পোষণে নিতান্ত অসমর্থ, রাজসূয় ও অশ্ব-
মেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক গোপনে হউক
বা প্রকাশ্যেই হউক, তাঁহাদিগকে প্রতি-
পালন করা নিতান্ত উচিত। তুমি এই
প্রকার কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি-
লাভ করিতে পারিলে অবশ্যই স্বর্গলাভে
সমর্থ হইবে। দানাদি দ্বারা তোমার ধন-
ক্ষয় হইলে যদি তুমি পুনরায় ধন সঞ্চয়
করিয়া রাজ্যপালন করিতে পার, তাহা
হইলে পরজন্মে তোমার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব
ও প্রচুর ধনলাভ হইবে। তুমি সতত সাব-
ধান হইয়া আপনার ও অন্তের রুত্তি রক্ষা
কর। স্ত্রীনির্বিশেষে ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে
প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণ-
গণের জীবিকা নির্বাহার্থ অর্থ আহরণ ও
তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। তোমার জীবিত-
কাল যেন তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাদন
করিয়াই অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রচুর
অর্থ অনর্থের মূল। উহার প্রভাবে উঁহা-
দিগের অহঙ্কার ও মোহ উৎপন্ন হইবার
বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণ মোহে অভি-
ভূত হইলে ধর্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়া
যায়। ধর্ম অন্তর্হিত হইলে, প্রাণিগণ ক্ষণ-
কালও জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

যে রাজা, একবার রাজ্য হইতে ধন
আহরণ পূর্বক কোষাগারে সংস্থাপন করিয়া
যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পুনরায় প্রজাপীড়ন দ্বারা
অর্থসঞ্চয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার
যজ্ঞ প্রশংসনীয় নহে। সমৃদ্ধিশালী প্রজারা
নিপীড়িত না হইয়া অনুরাগের সহিত যে

ধন দান করে, সেই ধন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান
করাই রাজার কর্তব্য। প্রজাপীড়ন করিয়া
যজ্ঞানুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে।
যখন রাজা প্রজারঞ্জন দ্বারা তাহাদের যথো-
চিত অনুরাগভাজন হইবেন সেই সময়েই
প্রভূত দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করা
তাঁহার উচিত। রাজা বৃদ্ধ, বালক, অন্ধ
ও দীনব্রতের ধন যত্ন পূর্বক রক্ষা করিবেন।
প্রজারা অনারুণি নিবন্ধন যদি কুপাদি
হইতে জল সেচন দ্বারা ধানাদি উৎপাদন
করে, তাহা হইলে সেই ধ্যানাদি হইতে
কর গ্রহণ করা রাজার ন্যায়ানুগত কার্য্য
নহে। যে স্ত্রীলোক রাজকর প্রদানে নিতান্ত
কাতর, রাজা তাহার নিকট কদাচ কর
গ্রহণ করিবেন না। দীন জনের অত্যল্প-
মাত্র ধন হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজার
রাজ্য ও রাজশ্রী অচিরেই বিনষ্ট হইয়া
যায়, সন্দেহ নাই। সাধুদিগকে নিরন্তর
ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা
নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য। যে রাজার
রাজ্যে বালকেরা সম্পূর্ণ লোচনে স্নান
ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু
তৃপ্তি পূর্বক উহা আহরণ করিতে পায় না,
সেই রাজাকে যার পর নাই পাপে লিপ্ত
হইতে হয়। যদি তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ
ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হন, তাহা হইলে
তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মিবে।
মহারাজ শিবি কহিয়াছেন যে, যে রাজার
অধিকার মধ্যে প্রজাগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-
ণেরা আহারাভাবে অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার
করেন, সে রাজার জীবনে শঙ্ক। যে

রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্রায় একান্ত কাতর হন সেই রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন ও প্রতিপক্ষ ভূপালগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, সন্দেহ নাই । যে রাজার রাজ্যে চুরাচারী রোরুচ্যমানা স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বল পৃথক অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই রাজা জীবন্মৃত । যে রাজা প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত অসমর্থ ; যিনি কেবল প্রজাপীড়ন পৃথক অর্থ অপহরণ করেন এবং যাঁহার সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রী নাই, প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দয় রাজকুলাস্রারকে বিনাশ করিবে । যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিময়ে উদ্যোগ প্রদর্শন করেন, উন্মাদ রোগাক্রান্ত কুক্করের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সংহার করা কর্তব্য । প্রজারা ভূপতি কর্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত না হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করে রাজাকে সেই পাপের চতুর্থ ভাগ গ্রহণ করিতে হয় । কেহ কেহ কহেন প্রজারক্ষণ-পরায়ণ ভূপতিকে প্রজাদিগের পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয় এবং কেহ কেহ কহেন অপালক রাজা প্রজাদের পাপের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন ; কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা মনুর মতে প্রজাদের পাপের চতুর্থাংশ অপালক রাজাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে । এই শেষোক্ত মতই আমাদিগের অনুমোদিত । আর প্রজারা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করে সেই পুণ্যেরও চতুর্থাংশ রাজা অধিকার করিয়া থাকেন । হে ধর্ম্মরাজ !

যেমন প্রজারা পর্জ্জণ্যের, পক্ষিগণ বৃক্ষের, যক্ষেরা কুবেরের ও দেবগণ দেবরাজের আশ্রয়ে কালযাপন করেন, সেইরূপ তোমার প্রজা, জাতি ও স্বেচ্ছাকাণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালান্তিপাত করুন ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূপতিদিগের যে বিবিধ দানের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভূমিদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভূমি অক্ষয় ও অচল ; ভূমি কামপ্রসাবিনী ধেনুর ন্যায় লোকের দায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে । ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই । ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরমন্ত্রে কালহরণ করিতে সমর্থ হন । যাঁহার পৃথকজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন, কারণ ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব কার্যের ফলভোগ করিয়া থাকে । মহাদেবী ধরিত্রী ভূমিদাতাকে পতিত্রে বরণ করিয়া থাকেন । অতএব যে ব্যক্তি ইহজন্মে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পৃথিবীর অধীশ্বর হন । ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহজন্মে যেরূপ দান করেন, তিনি পরজন্মে তদনুরূপ ফলভোগ

করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা সম্মুখবুদ্ধে দেহত্যাগ ও পৃথিবী দানকেই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী পাপাত্মাও যদি ভূমিদান করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সাধুব্যক্তির পাপাত্মা রাজাদিগের নিকট স্বর্ণাদি গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা উভয়েরই প্রিয়কাম্য সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া উহার প্রিয়দত্তা নাম হইয়াছে। যে রাজা বিদ্রোহী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি ইহজন্মে অভিলষিত রাজ্যভোগ ও পরজন্মে সার্বভৌমত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। অতএব ভূমি দান করা রাজাদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। ভূমিপাত ব্যতীত অন্যের ভূমিদানের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রের ভূমিদান করা কদাপি কর্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া যে সমুদায় ভূপাত ভূমিলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন তাহাদিগের ভূমিদান করা অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা বলপূর্বক সাধুদিগের ভূমি গ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে ভূমিলাভে বঞ্চিত হন; আর যে ধর্মপরায়ণ নরপতি সাধুদিগকে ভূমিদান করেন তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট ভূমি ও ফললাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা যে রাজার ভূমির প্রশংসা করেন বিপক্ষেরা কখনই তাহার রাজ্য

আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। লোকে অর্থকৃচ্ছ নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে দ্বিসহস্র একশত হস্ত পরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতি ঘৃণিত ও কুকর্মনিরত রাজারাও উৎকৃষ্ট ভূমি দান করিলে পবিত্র হইতে পারে। পূর্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, সাধুদিগকে ভূমিদান করিলেও প্রায় সেই ফললাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অন্যান্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফললাভ বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট ভূমিদানের ফললাভ বিষয়ে তাহাদের কখনই শঙ্কা হয় না। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, জ্ঞান, অলোভা, সত্যবাদিতা, দেবার্চনা, গুরুশ্রদ্ধা এবং স্বর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল লাভ হয়। যাহারা প্রভুর হিতানুষ্ঠাননিরত হইয়া সম্মুখবুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। যেমন জননী সর্বদা ফলের প্রদান করিয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী সমুদায় রস প্রদান করিয়া ভূমিদাতা ভূপতিকে পালন করিয়া থাকেন। মৃত্যু, কাল, দণ্ড, তমোগুণ, স্ফদারণ বহি ও ভয়ঙ্কর পাপ সমুদায় ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। শান্তপ্রকৃতি হইয়া ভূমিদান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা হয়। কৃশ, ত্রিযাগ ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-

দান করিলে যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে । বৎসপ্রিয়া দেখু যেমন ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পৃথিবী ভূমিদাতা ভূপতিকে উভয়লোকে বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ইহজন্মে ব্রাহ্মণকে ফালকুন্ট, বীজসম্পন্ন ও ফলসমান্বিত ভূমি অথবা উৎকৃষ্ট গৃহ দান করেন, তিনি পরজন্মে সমুদায় লোকের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন । যে রাজা আহুতি, ত্র্যম্বক, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তাঁহাকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না । চন্দ্রমাঃ যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল, প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, তত গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই ভূমিগীতা কীর্তন উপলক্ষে কত্বে গিয়াছেন যে, ভূমি অয়ং কহিয়াছেন আমাকে দান ও আমাকে গ্রহণ কর । আমাকে দান করিলে পুনরায় আমাকে লাভ করিতে পারিবে । কারণ ইহলোকে যে ব্যক্তি যাহা প্রদান করে, সে পরলোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে । মহাত্মা জামদগ্ন্য এই ভূমিগীতা শ্রবণ করিয়া কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়া-
ছিলেন । যে ব্রাহ্মণ বেদভূল্য এই ভূমি-
গীতা অবগত হন, অথবা যিনি ব্রাহ্মকালীন ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন । প্রবল ব্যক্তিদেগের আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা যে অনিষ্টাপাত হয়, ভূমিদান তাহার শাস্তিকর প্রায়শ্চিত্ত-

স্বরূপ । যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয় । ভূমি সমুদায় জীবের উৎপত্তির কারণ ; অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । নরপতিকে রাজ্যে অভিসিক্ত করিয়াই তাঁহার নিকট এই ভূমিগীতা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য । কারণ তাহা হইলে তিনি সাধুব্যক্তিদেগকে ভূমিদান করিবেন এবং তাঁহাদের ভূমিচরণ করিতে বাসনা করিবেন না । রাজার সমুদায় অর্থই ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, মন্দেহ নাই । রাজা ধার্মিক হইলেই প্রজা-
দিগের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় এবং অধার্মিক ও নাস্তিক হইলে তাহাদিগের স্বপে কালযাপন করা দূরে থাক, দুঃখের পরিমীমা থাকে না । তাঁহার অসদাচরণে প্রজাদিগকে সতত উদ্বেগ হইতে হয় । ঐরূপ ভূপতির রাজ্য কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না, প্রভূত অচরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । রাজা ধার্মিক ও প্রজা-
সম্পন্ন হইলে প্রজাগণ নিদ্রাদি স্তথানুভব করিয়া পরম স্থখে গাত্ৰোত্থান করে । রাজার শুভকাৰ্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাগণ যাহার পর নাই সুখী ও পরিবর্দ্ধিত হয় । যে নরপতি পৃথিবী দান করেন, তিনিই কুলীন, বন্ধু, মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, দাতা ও যথার্থ পরা-
ক্রান্ত । যাহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তাঁহারা সূর্য্যের আয় মহাতেজে দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন । যেমন বীজ-
বপন করিলে তাহা হইতে শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূমিদান করিলে সকল কামনা সফল হইয়া থাকে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বরুণ ইহারা সকলেই

ভূমিদাতার প্রশংসা করেন । মানবগণ ভূমি হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার ভূমিতেই বিলীন হইয়া থাকে । জরায়ুজাদি চতুর্বিধ জীবই ভূমির বিকার । ভূমি সমুদায় জগতের পিতামাতা স্বরূপ । ভূমির তুণ্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই ।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি এই স্থলে ইন্দ্র-ব্রহ্মস্পৃতি সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে ত্রিলোকোপাধিপতি ইন্দ্র ভূমিদাক্ষণ একশত যজ্ঞ সমাপনানন্তর ব্রহ্মস্পৃতিকে সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন, ভগবন্ ! কোন্ বস্তু দান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কোন্ দান প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিয়া অনায়াসে পরম স্থখে কালযাপন করা যায় তাহা কীর্ত্তন করুন ।

তখন দেবপুরোহিত মণ্ডাতেজস্বী ব্রহ্মস্পৃতি ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবরাজ ! স্বর্ণ, গো ও ভূমি এই সকল বস্তু দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । কিন্তু পাণ্ডিত্যবোধের বাক্যানুসারে আমার বোধ হয়, ভূমি দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই । যে সকল বীর সমরাজ্ঞানে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাঁহারাও ভূমিদাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না । ভূমিদাতা পূর্বতন পাঁচ ও অধস্তন ছয় এই একাদশ পুরুষকে পরি-ত্ৰাণ করেন । যিনি রত্ন-সমলঙ্কৃত ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না ; তিনি পরম স্থখে স্বর্গলোকে

বাস করেন । ইহজন্মে সর্ব্বগুণ-সমর্ষিত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলে, জন্মান্তরে তাঁহার রাজ্যদিরাজত্ব লাভ হয় । যে রাজা সর্ব্বশস্ত্র পরিপূর্ণ পৃথিবী দান করেন, তিনি সমুদায় পদার্থ দানের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন । মধু, স্নাত, দুগ্ধ ও দধি প্রবাহিনী নদী সকল পরলোকে ভূমিদাতার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে । নরপতি ভূমিদান করিলে অনায়াসে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন । ফলতঃ ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই । যে নরপতি স্নায় বাহুবলে সমাগরা পৃথিবী জয় করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণসাং করেন, যতকাল পৃথিবী বিজয়মান থাকে ততকাল মানবগণ তাঁহার যশঃ ঘোষণা করে । যিনি সমুদ্রসম্পন্ন ভূমি প্রদান করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হন । যে নরপতি রাজ্যস্থ অভিলাষ করেন, ভূমি দান করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া ভূমি দান করিলে অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হয় । একমাত্র ভূমি দান করিলেই এক কালীন সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বন, তড়াগ, উদ্যান, সরোবর, স্নেহাদি বিবিধ রস, বীৰ্য্যবান্ ওষধ ও পুষ্পফলসমর্ষিত পাদপ সমুদায় দানের ফল লাভ হইয়া থাকে । প্রভূত দাক্ষিণ্য প্রদান করিয়া অগ্নিকোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও ভূমিদানের তুল্য ফল লাভ করা যায় না । ভূমিদাতা ভূমি দান করিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করিলে স্বয়ং নরকস্থ হন এবং স্বীয় দশ পুরুষকে নরকে

নিপাতিত করেন । যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে এবং যে দান করিয়া প্রত্যাহরণ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর নিদারুণ পাশে বদ্ধ হইতে হয় । যাঁহারা অতিথি-প্রিয়, সাধিক, যজ্ঞানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই শমনসদনে গমন করিতে হয় না । ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ এবং দুর্বল ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া প্রত্যাহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে । কারণ ঐ ক্ষেত্রহরণ-নিবন্ধন একান্ত অবসন্ন ব্রাহ্মণদিগের অশ্রুপাত হইলে অপহৃত্তার তিন কুল এককালে ধ্বংস হইয়া যায় । যে ব্যক্তি রাজ্যচ্যুত নরপতিকে পুনরায় রাজ্য মধ্যে সংস্থাপিত করে, তাহার অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে । ইক্ষু, যব, গোধূম, বিবিধ রত্ন, নিধিগর্ভ এবং গো, অশ্বাদি বিবিধ বাহনপরিপূর্ণ বাহুবলার্জিত ভূমিদান করিতে পারিলে অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারা যায় । পশুভেরা ঐ দানকে ভূমি-যজ্ঞ বলিয়া কীর্তন করেন । ভূমিদান করিলে পাপের লেশমাত্রও থাকে না । উহা দ্বারা সাধুব্যক্তিদিগের নিকট সম্মান লাভ করা যায় । মলিলমধ্যে তৈলবিন্দু নিপাতিত হইলে যেমন ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল সেই দত্ত ভূমিতে যতবার শস্য সমুৎপন্ন হয় ততই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে । ভূমিদাতা মহাবল-পরাক্রান্ত সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মলোকগত নরপতিগণের ন্যায়

দিব্য মালা বিভূষিত নৃত্যগীত বিশারদ অম্বর-গণ কর্তৃক উপাসিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব-গণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন । ভূমিদান করিলে জন্মান্তরে সিংহাসন, শ্বেত চত্র, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট অশ্বাদি বাহন, পুষ্প, ধান্য, কুশ, বালহণ ও স্তবর্ণরাশি লাভ হয় । ভূমিদাতার আত্মা কেহই অগ্রাহ্য করে না এবং চতুর্দিকে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি হইতে থাকে । ফলত ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধন্য ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এইরূপ ভূমিদানের ফল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধন-রত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা প্রদান করিয়া-ছিলেন । শ্রাদ্ধকালে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য কীর্তন করিলে রাক্ষস বা অস্ত্ররগণ কখনই ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে ঐ শ্রাদ্ধে যাহা প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে । অতএব শ্রাদ্ধসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে প্ররুত হইলে তাঁহাদিগের নিকট ভূমিদান মাহাত্ম্য কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য । এই আগি তোমার নিকট সর্বদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমিদানের বিষয় কীর্তন করি-লাম । এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তাহা কীর্তন কর ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান-শীল নরপতি গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে কি কি বস্তু-প্রদান করিবেন ? কিরূপ দান দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আশু পরিতুষ্ট হন এবং কিরূপ দানই বা ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদ হয় ? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পূর্বে তপো-মনোগ্রন্থ্য দেবযি নারদ আমার নিকট এই বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন । লোক-যাত্রা ও যজ্ঞ অর্থে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই । এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । অন্ন অপেক্ষ তেজস্কর । অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না । অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে । গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন । অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন । যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করেন

তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন । পথশ্রান্ত রুদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি স্ত্রীল ও মৎসর-শূদ্র হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক অন্নদান করেন তিনি উভয় লোকেই পরম স্তম্ভ অনুভব করিতে সমর্থ হন । গৃহাগত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্তব্য নহে । চণ্ডাল বা কুকুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না । যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব পরিশ্রান্ত পণিক-দিগকে অন্নদান করেন তাঁহার পরম ধর্ম লাভ হয় ; যে ব্যক্তি অন্ন দ্বারা দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে পরিতৃপ্ত করেন তিনি উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই । যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম করিয়া যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে তাহার সেই পাপ আচরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয় ; ধর্ম-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অন্নদান করিবার এইরূপ বিশেষ ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাস্ত্র ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে অন্নদান করা কর্তব্য । যে রাজা ইহলোকে অন্ন দান করেন পরলোকে তাঁহার সেই অন্ন সর্বকামফলপ্রদ রূপে পরিণত হইয়া থাকে, সন্দেহ

নাই । পিতৃগণ স্রষ্টা প্রতীক্ষানিরত কৃষি-
জীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র
হইতে সতত অমলাভের প্রত্যাশা করিয়া
থাকেন । ব্রাহ্মণ অসংখ্য অগ প্রার্থনা করিলে
যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্নদান করেন তিনি
ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন বা না করেন,
অবশ্যই তাঁহার পুণ্য লাভ হয় । অতিথি
ব্রাহ্মণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা
অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণগণ যাহার গৃহে
সর্বদা অতিভাবে সমুপস্থিত হইয়া মৎকার
লাভ পূর্বক প্রতিগমন করেন, তিনি
ইহজন্মে ঐশ্বর্যশালী হইয়া স্ত্রী কলহরণ
করেন এবং পরজন্মে মহাভোগযুক্ত উত্তম
কুলে উৎপন্ন হন । অন্নদাতার পর-
লোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয় । মিষ্টান্ন-
দাতা অনন্তকাল স্বর্গে মৎকৃত হইয়া বাস
করিতে পারেন । অন্ন সমুদায় লোকের
প্রাণস্বরূপ । সমুদায় বস্তুই অন্নে প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে । যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান
করেন, তিনি পশুশালী, ধনধাত্য সম্পন্ন,
পুত্রবান্, বনবান্ ও রূপবান্ হইয়া স্বচ্ছন্দে
কালযাপন করিতে পারেন । অন্নদাতাকে
প্রাণদাতা ও সর্বদাতা বলিয়া নির্দেশ করা
যায় । যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে যথা-
বিধি অন্নদান করেন, তিনি ইহলোকে
পরম সুখ ও পরলোকে দেবগণের নিকট
সমাদর লাভ করিতে পারেন । ব্রাহ্মণ
উর্বরা ভূমি স্বরূপ ; যে ব্যক্তি ঐরূপ
ভূমিতে ধানরূপ বীজ বপন করেন, তিনি
অনান্যাসে পুণ্যরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ
হন । অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই

প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, স্ততরাং
অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা
যায়, অন্য কোন দানেই সেরূপ ফল লাভ
করা যায় না । অন্ন হইতে প্রাণিগণের
উৎপত্তি হইয়া থাকে । অন্নই রতি, ধর্ম্য ও
অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল ।
পূর্বের প্রজাপতি ব্রহ্মা অম্মকে অমৃত স্বরূপ
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । পৃথিবী, স্বর্গ ও
আকাশ সমুদায়ই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে ।
অন্নের নাশ হইলে শরীরস্থ পঞ্চভূত বিনষ্ট
হইয়া যায় । অন্নের অভাবে বনবান্দিগের
বলের হানি হয় । অন্ন ব্যতীত আহার
বিহার ও যজ্ঞ প্রভৃতি কোন কার্যই সম্পন্ন
হইবার সম্ভাবনা নাই । অন্ন না থাকিলে
বেদপর্যন্ত দিলীপ হইয়া যায় । ত্রিলোকে
ধর্ম্য, অর্থ ও স্বাধারজঙ্গম প্রভৃতি সমুদায়
পদার্থই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয় । অতএব
অন্নদান পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্তব্য । যে
ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার বল, তেজঃ,
যশঃ ও কীর্তির পরিমীমা থাকে না ।

ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা
ভূমির রস গ্রহণ করেন । ঐ রস সমুদায়
মেঘরূপে পরিণত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু
দ্বারা সেই মেঘ সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া
পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন । মেঘ হইতে
বারিধারা নিপাতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন
এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের
জীবনোপায় স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া
থাকে । ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি
ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণি-
গণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । শরীরস্থ

আগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন।
এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া
শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র
মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে
ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করেন,
তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে
সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি দেবর্ষি নারদের
মুখে এইরূপ অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া
অবধি এতাবৎকাল বিধিপূর্ব্বক অন্নদান
করিয়াছিলাম ; অতএব এক্ষণে তুমিও
অসূর্য্যাবহীন হইয়া অকাতরে অন্নদান কর।
বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিলে
নিঃশঙ্কেই তোমার স্বর্গ লাভ হইবে। সে
মহাত্মারা ইহলোকে অন্নদান করেন, তাঁহারা
পরলোকে স্বর্গাক্রম হইয়া তারামণ্ডলের ন্যায়
সমুজ্জ্বল, নানাসুন্দরমণ্ডিত, চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়
শুভ্রবর্ণ, কিস্কিন্ধ্যাজালজড়িত, বালার্ক সদৃশ
বিবিধ অচল ও সচল গৃহ, বৈদূর্য্য ও সূর্য্য-
কান্তমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন স্রবণ ও রজত-
ময় অসংখ্য জলগৃহ, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ বৃক্ষ
সমুদায় সহস্র সহস্র বাপী, সভা, কূপ,
দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, পর্ব্বতাকার ভগ্না,
ভোজ্য, বস্ত্র, আভরণ, ক্ষীরনদী, অন্নপর্ব্বত,
পাণ্ডু ও তাম্রবর্ণ প্রাসাদ সমুদায় এবং কন-
কের ন্যায় সমুজ্জ্বল বিবিধ শয্যা লাভ
করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ব্রত পূর্ব্বক
অন্নদান কর। ইহলোকে অন্ন দান করা
সকলের অবশ্য কর্তব্য।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি
আপনার মুখে অন্নদানের ফল শ্রবণ করি-
লাম এক্ষণে কোন নক্ষত্রে কোন বস্তু দান
করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীৰ্ত্তন
করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই
স্থলে নারদদেবকীমংবাদ নামক এক প্রাচীন
ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
একদা দেবকী দেবর্ষী নারদকে দ্বারকায়
সমাগত দেখিয়া, এক্ষণে তুমি আমাকে
যে রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ এইরূপ প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে
সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি ! কৃত্তিক
নক্ষত্রে যুত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি
সাধন করিলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়।
রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনুগ্য লাভ
করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে যুগমাংস, অন্ন,
যুত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে।
যুগশিরা নক্ষত্রে সমংসা মেষ প্রদান করিলে
স্বরলোক লাভ হয়। অর্দ্রানক্ষত্রে উপবাস
করিয়া ছিল গিশ্রিত কুবর প্রদান করিলে
দেহান্তে অতি দুর্গম ক্ষুরধার পর্ব্বত অনা-
য়াসে অতিক্রম করা যায়। পুনর্ব্বস নক্ষত্রে
পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে মনুষ্য পর-
জন্মে রূপসম্পন্ন ও বশাদ্য হইয়া স্তময়ক
ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।
পুশ্যা নক্ষত্রে স্রবণ দান করিলে চন্দ্ৰের
ন্যায় ভাস্কর লোক সমুদায় লাভ হইয়া
থাকে। অশ্লেষা নক্ষত্রে রজত ও বৃষদান

করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভ ও ঐশ্বর্য্য অধিকার করা যায়। মঘা নক্ষত্রে তিলপূর্ণ শরাব প্রদান করিলে ইহলোকে পুত্র ও পশু এবং পরলোকে অসীম সুখ-লাভ হইয়া থাকে। পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ফাগিতপ্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যপ্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে ঘৃত ও ক্ষীরের সহিত ষষ্টিক ধাত্যের তণ্ডুল প্রদান করিলে দেবলোকে সমাদর লাভ হইয়া থাকে। শ্রাব্ষ্ট্রে নির্দিষ্ট আছে যে, এই নক্ষত্রে যে কোন বস্তু প্রদান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। হস্তা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া হস্তী ও রথ প্রদান করিলে পবিত্র অভীষ্ট ফলপ্রদ লোক সকল লাভ হয়। চিত্রানক্ষত্রে রুষ ও গন্ধদ্রব্য দান করিলে অপ্সরাদিগের সহিত নন্দন কাননে বিহার করিতে পারা যায়। স্বাতিনক্ষত্রে আপনার প্রিয়বস্তু প্রদান করিলে ইহলোকে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পরলোকে শুভলোক সমুদায় লাভ হয়। বিশাখা নক্ষত্রে রুষ দুগ্ধ-বতী ধেনু এবং ধাত্য বস্ত্র ও রুষের সহিত শকট প্রদান করিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং দেহান্তে দুর্গম নরক সমুদায় অতিক্রম পূর্বক অক্ষয় ফল এবং সুর-লোক লাভ করিতে পারা যায়। অমুরাধা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া উত্তরীয়, পরিধেয় ও অন্ন প্রদান করিলে শতযুগ দেবলোকে বাস করা যায়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে মূলের সহিত কালশাক প্রদান করিলে ইহলোকে অভীষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে।

মূলা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ফলমূল প্রদান করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন ও অভিলষিত গতি লাভে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুণীন সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণকে দধিপাত্র প্রদান করিলে, মনুষ্য দেহান্তে বহুগোপনসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃত ও ফাগিতের সহিত উদককুম্ভ ও শক্তু প্রদান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে মধু ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে দেবলোকে পূজিত হওয়া যায়। শ্রবণা নক্ষত্রে বস্ত্রান্তরিত কঞ্চল প্রদান করিলে শ্বেতবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য লোকে গমন করিতে পারা যায়। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সমাহিত হইয়া গোসংযুক্ত যান, বস্ত্র ও ধন প্রদান করিলে জন্মান্তরে রাজ্য লাভ হয়। শতভিষা নক্ষত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সমুদায় দান করিলে দেহান্তে অপ্সরাদিগের সহিত একত্র বাস ও দিব্য গন্ধ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ প্রদান করিলে মনুষ্য দেহান্তে সুখী ও সর্বভক্ষ্যসম্পন্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেঘ-মাংস প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি রেবতী নক্ষত্রে কাংশ্র দোহন পাত্রের সহিত ধেনুদান করেন, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ঐ ধেনু পুনরায় তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সমুদায়

অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বের সহিত রথ প্রদান করিলে মনুষ্য পরজন্মে তেজস্বী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু প্রদান করিলে পরলোকে প্রভূত ধেনু ও যশোলাভ করিতে পারা যায়। হে ধর্ম্মরাজ! দেবী দেবকী দেবযিনি নারদের মুখে এইরূপে যে নক্ষত্রে যে বস্তু প্রদান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট আনু-পূর্ব্বিক কীর্তন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমষ্টিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি কহিয়া-ছেন যে, যে ব্যক্তি স্রবর্ণ দান করে, তাহার সকল বিষয়ই দান করা হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিয়াছেন যে, স্রবর্ণ দান আয়ুষ্কর পবিত্রতা-সম্পাদক ও পিতৃলোকের অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু কহিয়া-ছেন, সকল দান অপেক্ষা জলদানই উৎকৃষ্ট; অতএব মনুষ্য প্রযত্নসহকারে কূপ, বাণী ও তড়াগাদি খনন করাইবে। মলিল-পূর্ণ কূপ খননকর্তার পাপের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত করিয়া থাকে। যাহার জলাশয়ে ব্রাহ্মণ, সাধু মনুষ্য ও গো সমুদায় জলপান করেন, তাহার সমুদায় বংশ পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে যাহার জলাশয়ে সকলেই অপ্রতিগিদ্ধ হইয়া জল-

পান করিতে পারে তিনি কদাচই বিপদে নিপতিত হন না।

স্বত দ্বারা ভগবান্ বৃহস্পতি, পৃষ, ভগ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় ও বাহুর তৃপ্ত লাভ হয়। স্বত উৎকৃষ্ট ঔষধ, সর্বেবাৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য, রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস এবং উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি মঙ্গল, যশ ও পুষ্টিলাভার্থী হন, তিনি ব্রাহ্মণগণকে সতত স্বত প্রদান করিবেন। যিনি অশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে স্বত দান করেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে স্বত পায়স প্রদান করেন। রাক্ষসগণ তাঁহার গৃহে কদাচ উপদ্রব করে না।

যিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কলস প্রদান করেন, তিনি বলবতী পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন না। আহারাভাবে তাঁহাকে কদাচ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং বিপদ সমুদায় তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করে না। যিনি পাকা দ কাব্য নির্দাহ ও উত্তাপ গ্রহণার্থ ব্রাহ্মণকে কাষ্ঠ প্রদান করেন, তাঁহার সংগ্রামে জয় লাভ, সকল কার্যে সিদ্ধিলাভ ও শত্রুরের কাপ্তি বৃদ্ধ হয় এবং ভগবান্ হুতাশন তাঁহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে ছত্র প্রদান করেন, তিনি পুত্র, সম্পদ ও যজ্ঞ-ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কদাচ চক্ষুঃ পীড়া জন্মে না। আর যিনি গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে ব্রাহ্মণকে ছত্র দান

করেন, তাঁহার কখনই মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় না এবং তিনি বিষয় কষ্ট হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন । ভগবান্ শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন যে, শকট দান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; অতএব ব্রাহ্মণকে শকট দান করা রাজার অবশ্য কর্তব্য ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! উত্তপ্ত বায়ুকায় ব্রাহ্মণের চরণ দক্ষ হইতে আরম্ভ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাছুকাযুগল প্রদান করে, তাহার কি ফললাভ হয় তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি তাদৃশ উত্তাপের সময় সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পাছুকা প্রদান করে, তাহার সমুদায় কণ্টক নিরাকৃত হয় ; পোষুক্ত শকট দানের ফল লাভ হয় ; বিপদের লেশমাত্রও থাকে না ; শক্রগণ কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না ; এবং সে অচিরে অশ্বতরীয়ুক্ত, রৌপ্যকাঞ্চন-বিভূষিত, শুভ্র ঘান লাভ করে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি ইতিপূর্বে ভূমি দানাদির বিষয় কীর্তন করিয়াছেন । এক্ষণে পুনরায় ভূমিদান, গোদান, অন্নদান এবং তিলদানের ফল বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি তৎসমুদায় কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি

তিল দানের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হও । ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্য বস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । তিল দান করিলে পিতৃলোকের আত্মাদের পরিসীমা থাকে না । যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিল দান করে, তাহাকে কদাপি হিংস্র জন্তু সম্মানীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না । তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় । অকামী হইয়া তিল-শ্রদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে । তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দান বিষয়ে পরম পবিত্র রূপে গণনীয় হইয়াছে । তিল পুষ্টি-কর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক । অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয় । অসাধারণ দীপ্তি সম্পন্ন মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম ইহারা সংপথে অবস্থান পূর্বক তিল দ্বারা হোম ও তিল দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন । যাবতীয় মহাদান অপেক্ষা তিল দান অতি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয় । "পূর্বকালে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় উৎপন্ন হইলে, মহর্ষি কুশিক গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে তিলাহুতি প্রদান পূর্বক উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন । হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত তিলদান প্রশংসনীয় তাহা কীর্তন করিলাম, অতঃপর অন্যান্য দানের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

একদা দেবগণ যজ্ঞ করিবার মানসে

ভগবান্ কমলযোনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনি চরাচর বিধের অধীশ্বর; আপনার নিকট ভূমি গ্রহণ না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহার কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যে স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর সেই অংশ প্রদান করিলাম।

কমলযোনি এইরূপে ভূমি প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমরা কৃতকার্য হইলাম, এক্ষণে দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। আপনি অনুমতি করুন, যেন মুনিগণ সর্বদা আমাদিগের যজ্ঞভূমিতে অবস্থান করেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা কহিয়া কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে অগস্ত্য, কণ্ণ, ভৃগু, অত্রি, বৃষাকপি ও অসিতদেবল প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে ঐ যজ্ঞ সমাপন হইলে সুরগণ সেই যজ্ঞভূমির ষষ্ঠাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। হে ধর্মরাজ! প্রাদেশমাত্র ভূমি প্রদান করিলেও কখন ছুঃখে অবসন্ন বা বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক, অসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্রম

হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। স্বার্থার্থে ভূমি প্রদান করিলে, পরমসমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করা যায়। অধ্যাপক-বংশজাত জিতেন্দ্রিয় জ্যোতিষ যাহার গৃহে সমস্তচিহ্নে বাস করেন, সে অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থান নিমিত্ত শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক স্নদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। ক্ষেত্র দান করিলে সম্পত্তি লাভ এবং রত্নগর্ভা ভূমি দান করিলে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উষর, দক্ষ, শ্রমশান-পরিবেষ্টিত ও পাণান্নাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃ লোকের উদ্দেশে প্রার্থা করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ প্রার্থা নিষ্ফল করিয়া থাকেন। অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদান পূর্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ভূমিদানের বিশেষ ফল কীর্তন করিলাম, অতঃপর গোদানের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৌসমুদায় তাপসদিগের

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত ভগবান্ মহা-
দেব গোসমুদায়ের সহিত একত্র রূপোন্মূর্ত্তান
করিয়াছিলেন । দিক্ ত্রাক্ষরিগণ যে ত্রাক্ষ-
লোক প্রার্থনা করেন, গোসকল চন্দ্রের
সম্মতি সেই ত্রাক্ষলোকে বাস করিয়া থাকে ।
গোসমুদায় দপি, ছুক্ষ, স্থত, গোময়, চৰ্ম্ম,
অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহো-
পকার সাধন করে । শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়
উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না । উহারা
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্যসাধন
করে । গো সমুদায় ত্রাক্ষণের সহিত ত্রাক্ষ-
লোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিত-
গণ ঐ উভয়কে অভিন্ন রূপে নির্দেশ
করেন । পূর্বকালে মহাত্মা রুদ্ৰদেব স্বীয়
যজ্ঞে গোসমুদায়কে পশু রূপে কল্লিত
করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চৰ্ম্মরসে
চৰ্ম্মম্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে । এক্ষণে
উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্লিত হয় না ।
উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে ।
যাহারা ত্রাক্ষণগণকে গোদান করে, তাহারা
বিপদগ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে
মুক্ত হয় । সহস্র গোদান করিলে পরকালে
কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং
সর্বত্রই জয়লাভ হইয়া থাকে । ত্রিংশ-
দ্বিংশতী ইন্দ্র ছুন্ধকে অমৃত তুল্য বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ; অতএব ধেনুদান
করিলে অমৃত দানের ফল লাভ হয় । বেদ-
বেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অতএব
গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা
হয় । বৃষভ মূর্ত্তিমান্ স্বৰ্গ স্বরূপ ; অতএব

যে ব্যক্তি সদৃশ সম্পন্ন ত্রাক্ষণকে বৃষভ
প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বৰ্গলাভ করিয়া
থাকে । গো সমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণ
স্বরূপ ; অতএব গোদান করিলে প্রাণ-
দান করা হয় । গো সমুদায় জীবগণের
আশ্রয় স্বরূপ ; অতএব গোদান করিলেই
আশ্রয় দানের ফল লাভ হয় । নাস্তিক,
পশুঘাতী ও গোজীবীকে গোদান করা
কদাপি নিষেধ নহে । ঐ পাণ্ডাদিগকে
গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ
করিতে হয় । ত্রাক্ষণকে কৃশা, বিবৎসা,
বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্ত
গাভী প্রদান করা কদাপি কর্তব্য নহে ।
দশসহস্র গোদান করিলে অক্ষয় লোক
লাভ হইয়া থাকে ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার
নিকট গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের
বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর অন্নদানের
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেছি, শ্রবণ কর ।
অন্নদান অতি উৎকৃষ্ট দান । অন্নদান
করিয়া মহাত্মা রুদ্ৰদেব স্বৰ্গ লাভ করিয়া-
ছেন । যে ভূপতি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত
ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনা-
য়াসে ত্রাক্ষলোকে গমন করিতে সমর্থ হন ।
অন্ন দানে যেক্রপ শ্রেয়োলাভ হয়, হিরণ্য,
বস্ত্র বা অন্য কোন দান দ্বারা সেক্রপ শ্রেয়ো-
লাভের সম্ভাবনা নাই । অন্ন অতি উৎকৃষ্ট
পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপ । অন্ন দ্বারা পর-
মাযুঃ, তেজঃ, বল ও বীৰ্য্য পরিবৰ্দ্ধিত হয় ।
মহাত্মা পরাশর কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি
একাগ্র মনে সাধুদিগকে অন্নদান করেন,

তাঁহাকে কদাপি কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয় না। যিনি যেরূপ অন্ন ভোজন করুন না কেন, শাস্ত্রানুসারে দেব-গণকে তাহা নিবেদন করিয়া ভোজন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে অন্নদান করে, তাহার কোন প্রকার বিপদ থাকে না এবং সে অনায়াসে পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়। যিনি স্বয়ং ভোজন না করিয়া সমাহিত চিত্তে আপনার ভক্ষ্য অন্ন অতিথিকে দান করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন, দুর্ভিক্ষহ বিপদে নিপতিত হইলেও তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সমুদায় পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আগি তোমার নিকট অন্নদান, তিল দান, ভূমি দান ও গোদানের ফল কীর্তন করিলাম।

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি আপনার নিকট ভূম্যাদি দানের ফল এবং সর্কোৎকৃষ্ট অন্নদানের ফল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জল দান ইহলোকে কিরূপ মহা ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আগার অতিশয় অভিলাম্ব হইতেছে, অতএব আপনি উহাও কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! লোকে অন্ন দান ও জল দান করিয়া যেরূপ ফল লাভ করে, আগি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। আমার

মতে অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অন্ন প্রভাবেই লোকে প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্ন হইতেই সকলের বল ও তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নদানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দেবী সাবিত্রী দেবগণের অন্নদান বিষয়ে যাহা কীর্তন করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছ। অন্নদান করিলে প্রাণ দান করা হয়। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। মহর্ষি লোমশ কহিয়াছেন, পূর্ব্বকালে মহারাজ শিব কপোতকে প্রাণ দান করিয়া যেরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া মনুষ্য সেই গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সলিল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সলিল ব্যতিরেকে কোন বস্তুই সঞ্জাত হয় না। তারাপতি চন্দ্র, অমৃত, সুধা, স্বধা, ওষধি ও তরুণ্যাদি সমুদায়ই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃতাদি সমুদায় পদার্থই প্রাণ-গণের অন্নস্বরূপ। দেবগণের অমৃত, নাগ-গণের সুধা, পিতৃগণের স্বধা, পশুগণের তরুণ্যাদি ও মনুষ্যের খাদ্যাদি অন্নরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যখন এই সমুদায় পদার্থই জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। যাহার মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, জলদান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। জলদান করিলে যশস্বী দীর্ঘজীবী ও কৃতার্থ হইতে পারে। জলদাতা অনায়াসে

শত্রুদিগকে অতিক্রম ও পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; তাহার কামনা সমুদায় সিদ্ধ ও শাস্ত কীর্তি লাভ হয় এবং পরলোকে তাহার স্থানের পরিসীমাও থাকে না। ভগবান্ সমু কহিয়াছেন যে, জলদাতা অক্ষর স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টবিক্রিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি পুনর্বীর আগার নিকট তিল, দীপ, অন্ন ও বস্ত্রদানের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, শ্বশুর। আমি এই উপলক্ষে যমব্রাহ্মণ সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বের গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে যামুনগিরির নিম্নভাগে পর্ণশালা নামে এক অতি রমণীয় প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অসংখ্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা যমরাজ কাকের ন্যায় জঙ্ঘা ও নাসিকা সম্পন্ন, কৃষ্ণবসন, উর্দ্ধরোমা, লোহিতাক্ষ এক পুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে পর্ণশালা নামক গ্রামে গমন করিয়া অগস্ত্য গোত্র-সমুদ্ভূত শান্ত্রয্যভাব অধ্যাপক মহাত্মা শম্মীকে যত্নপূর্বক আনয়ন কর। আমি সেই মহাত্মার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে তাঁহার ভুল্য বুদ্ধি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, গোত্র, চরিত্র, অপত্য ও বয়ঃসম্পন্ন আর এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, দেখিও যেন ভ্রমক্রমে শম্মীর পরিবর্তে তাঁহাকে আনয়ন করিও না। যমদূত মহাত্মা যমকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অচিরে পর্ণশালা নগ-

রীতে গমন পূর্বক যমরাজ যাহাকে আনয়ন করিতে নিবেশ করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই তাঁহার সমীপে সমানীত করিল। তখন ভগবান্ যম সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্র গোত্রোত্থান পূর্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া দূতকে কহিলেন, দেখ, আমি যাহাকে আনয়ন করিতে নিবেশ করিয়াছিলাম, তুমি তাঁহাকেই আনয়ন করিয়াছ; অতএব শীঘ্র ইহাকে ইহার আবাসে সংস্থাপিত করিয়া আগার নিদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর।

ভগবান্ কৃতান্ত দূতকে এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধর্মরাজ। এস্থান হইতে গমন করিতে আমার বাসনা নাই; যতদিন আমার কাল পূর্ণ না হয়, ততদিন আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।

তখন ভগবান্ যম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি লোকের আয়ুঃসম্বন্ধে কাহাকে কদাপি আপনার আলয়ে স্থানদান করিতে পারি না। কেবল কালপ্রভাবে ক্ষীণায়ু ব্যক্তিদিগের ধর্মাদর্শ অবধারণ ও গতিবিধান করিতেই আমার ক্ষমতা আছে। সুতরাং আপনাকে এই যমলোকে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করা আমার সাধ্য নহে; অতএব অতাই আপনাকে স্বীয় ভবনে গমন করিতে হইবে। এক্ষণে এই স্থানে অবস্থান ভিন্ন আপনি আমার নিকট আর বাহ্য প্রার্থনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সেই প্রার্থনা পূরণ করিব। ভগবান্ কৃতান্ত এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম-

রাজ ! আপনি ত্রিলোকের সাক্ষী স্বরূপ ; অতএব মর্ত্যলোকে যে যে কার্যের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ হয়, তৎসমুদায় আগার নিকট কীর্তন করুন ।

যম কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট দানবিধি যথার্থ রূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । তিলদানকে পরম দান বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তিলদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । অতএব যথাশক্তি তিলদান করা অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিলদান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় । শ্রাদ্ধে তিলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই ; অতএব তুমি বিধিপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে তিলদান করিবে । বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিলদান, তিলভক্ষণ ও তিলস্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য । যাহারা সম্পূর্ণ উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিত্য জলদান ও জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক । ইহলোকে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ সমুদায় অতিশয় দুর্লভ এই নিমিত্ত এই সমুদায় খনন করা লোকের অবশ্য কর্তব্য । সর্বদা জলদান করিলে উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করা যায় । অতএব তুমি নিয়ত জলদানের নিমিত্ত জলাশয় খনন ও ভোজনাবসানে লোককে জলদান করিবে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মহাত্মা যম ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিলে, যমদূত স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে তাঁহার ভবনে সংস্থাপিত করিয়া মহাত্মা শর্ম্মাকে গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার যমলোকে উপস্থিত হইল ।

তখন প্রতাপাশ্রিত ভগবান্ যম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা শর্ম্মাকে অবলোকন করিবামাত্র যথোচিত পূজা ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া দূতদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে প্রেরণ করিলেন । মহাত্মা শর্ম্মাও স্বীয় গৃহে উপনীত হইয়া যমের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন ।

দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম এই দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন । যাহারা নিত্য দীপদান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সঙ্গতিলাভে সমর্থ হন । নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজঃ বৃদ্ধি হয় ; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণ রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে রত্ন দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহীত রত্ন বিক্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহাকে কখনই বিক্রয় ও প্রতিগ্রহজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মনু কহিয়াছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ দাতার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া স্ত্রীব্রাহ্মণগণকে তৎসমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও দাতার উভয়েরই অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । লোকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বস্ত্র দান করিলে পরমসুন্দর ও সুবেশসম্পন্ন হইতে পারেন । হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট বেদপ্রমাণানুসারে গো, স্বর্ণ ও তিলাদি দানের বিষয় বারংবার কীর্তন করিলাম । ইহ-

লোকে পুত্রলাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই ; অতএব দার পরিগ্রহ পূর্বক পুত্রোৎপাদন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য ।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ক্ষত্রিয়ই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণ সেই দত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন । ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারই ভূমিদান করিবার অধিকার নাই । এক্ষণে ফলাভিলাষী হইয়া সমুদায় বর্ণে যাহা দান করিতে পারে এবং বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি তাহাই কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! গো দান, পৃথিবী দান ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ । এই ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয় । যিনি শিষ্যকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বেদবাক্যে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহার পৃথিবী ও গো দানের তুল্য ফল লাভ হয় । গো দানও সমাধিক প্রশংসনীয়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই । গো দানের ফল আচরাৎ লাভ হইয়া থাকে । গাভী সমুদায় জীবগণের প্রসূতি-স্বরূপ এবং নানাপ্রকার স্ত্রুথের নিদান । মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্তব্য । গো শরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে । গাভী সকল সমুদায় মঙ্গলের অয়তন স্বরূপ ।

অতএব ভক্তি পূর্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্তব্য । দেবগণ যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ সময়ে বলীবর্দ্ধাদিগকে কষাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে উহাদিগকে কষাঘাত করিলে দোষাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় না ; কিন্তু কৃষ কার্য্যের নিমিত্ত উহাদিগকে গ্রহার করিলেই উহা দোষাবহ হইয়া উঠে । পলায়ন ও শয়ন কালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্তব্য নহে । গো সমুদায় তৃষার্ত হইয়া যদি গৃৎস্বামী প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবাংশে বিনষ্ট হইয়া যায় । যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল প্রতিদিন আহারের পূর্বে অন্নের গাভীকে ঘাসগুটি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলাষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্ম দোষ ও অমঙ্গল এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কিরূপ ধেনু দেয় ও কি প্রকার ধেনু অদেয় এবং কীদৃশ ব্যক্তি গো দানের উপযুক্ত আর কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনুপযুক্ত তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আচারভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, হব্যকব্য বিবর্জিত, লুক্কণ্ণভাব পাপাত্মাকে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে । বহুপুত্র-সম্পন্ন সামিক শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণকে দশ গো দান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয় । গ্রহীতা প্রতিগ্রহ লক্ষ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি জন্ম-দান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিন জনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন । গুরুশ্রদ্ধা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটি গাভী থাকিলে দরিদ্রতা দোষ বিনষ্ট হয় । যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞান-বান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়-বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার সম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ-ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । উৎকৃষ্ট পাত্রে গো দান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় ; ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে । ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে ।

সপ্ততম অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্বে মহারাজ নৃগ ব্রাহ্ম-ণের ধন অপহরণ করিয়া যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতি-হাস-কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কিয়-দ্দিন পূর্বে দ্বারবতী নগরীতে ঘহু কুলের বালকগণ জল অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহাকূপ অব-

লোকন করিল । ঐ কূপ তৃণ ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল । বালকগণ কূপ দর্শনে আত্মলাভিত হইয়া জললাভের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না । অনন্তর তাহারা মহা-প্রযত্নে সেই কূপের মুখ হইতে তৃণলতাদি অপসারিত করিয়া দেখিল উহার মধ্যে এক মহাকায় কুকলাশ অবস্থান করিতেছে । সেই পর্ব্বতাকার কুকলাশকে দেখিবাগাত্র বালকগণ রজ্জু ও চর্ম্মপট দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যাহার পর নাই ষড়্ধ করিল, কিন্তু কোন রূপেই তাহাকে তথা হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না । তখন তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহাত্মাকৃষ্ণের নিকট লগুণস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বাহুদেব ! এক মহাকূপ মধ্যে একটা ভীষণ কুকলাশ শূন্যপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, আমরা কোন রূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হই-য়াছি । বালকগণ এই কথা কহিলে বাহু-দেব তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাকূপের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা হইতে সেই পর্ব্বতাকার কুকলাশের উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন কুকলাশ তাঁহাকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিল, ভগবান্ ! আমি পূর্ব্ব-জন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম । ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি । কুকলাশ এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাহু-দেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

মহারাজ ! আপনি কখন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পুণ্যকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; আপনি ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গোদান করিতেন, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি হইল কেন ?

তখন সেই কুকলাশরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্বে এক অগ্নিহোত্রশীল কোন কার্য্যবশত প্রবাসে গমন করিলে তাঁহার একটা ধেনু যুধিষ্ঠির হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার পশু রক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল এবং আমিও পারলৌকিক ফল লাভের নিমিত্ত সেই ধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম । কিয়দ্দিন পরে সেই নিদেশগত ব্রাহ্মণ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাঁহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন । তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই ধেনু আমার, অতএব আমি ইহাকে লইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিব । তখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ নৃগ আমাকে এই ধেনু প্রদান করিয়াছেন, স্তবরাং আমি কখনই তোমাকে উহা প্রদান করিব না । তাঁহার উভয়ে এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বৃদ্ধান্ত বিজ্ঞাপন পূর্বক কহিলেন ; মহারাজ ! তুমি দাতা হইয়া কেন অপহর্তা হইলে ? তখন আমি সেই গৃহীতা ব্রাহ্মণকে

সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আমি আপনাকে অযুত গোদান করিতেছি, আপনি সেই ধেনু এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন । আমি এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন, মহারাজ ! সেই স্তলক্ষণসম্পন্ন দুগ্ধবতী ধেনু আমার গৃহে অবস্থিত হইয়া নিত্য স্তম্বাচ্ছ ক্ষীর প্রদান পূর্বক আমার স্তন্যপান-বিরাহিত কৃশ পুত্রের পোষণ করিতেছে । অতএব আমি কখনই তাহাকে প্রদান করিতে পারিব না । এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন । তখন আমি সেই প্রবাস হইতে আগত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্তে আপনাকে লক্ষ গোদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন । তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ভূপতিদিগের দান গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, আমি অনায়াসে আপনার ভরণ পোষণ করিতে পারি । অতএব আপনি শীঘ্র আমাকে আমার সেই ধেনু প্রদান করুন । তিনি এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে অসংখ্য স্তবর্ণ, রজত, অশ্ব ও রথ সমুদায় প্রদান করিতে স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তিনি কিছুতেই সন্মত না হইয়া পরিশেষে বিমলমনে আপনার আবাসে গমন করিলেন । অনন্তর অতি অল্পদিন পরেই আমি কালধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃলোক লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের

নিকট সমুপস্থিত হইলাম । ভগবান্ কৃতান্ত আমাকে দর্শন পূর্বক যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু আপনি অজ্ঞান-বশতঃ এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ পূর্বক পাপাচরণ করিয়াছেন । ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার ধেনু প্রত্যর্পণ না করাতে আপনি প্রজাদিগকে রক্ষা করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রাহ্মস্ব অপহরণ এই অপর্শ্মে লিপ্ত হইয়া-ছেন । এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে অগ্রে পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করুন । মহাত্মা যম এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার নিকট প্রথমে পাপের ও পশ্চাৎ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে প্রার্থনা করিলাম । অগ্রে পাপের ফলভোগ করিতে প্রার্থনা করিবারাত্র আমাকে তথা হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল । তখন ভগবান্ যম উচ্চৈঃস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে, ভগবান্ বাসুদেব আপনার উদ্ধারসাধন করিবেন । তাহা হইলেই আপনি স্বীয় কৰ্ম্মবলে এই সনাতন লোক লাভ করিতে পারিবেন । আমি তাঁহার এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্গোয়ানি-গত ও অধঃশিরা হইয়া এই কূপমধ্যে নিপ-তিত হইলাম, কিন্তু পূর্ববৃত্তান্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না । আজ আপনি কৃপা করিয়া আমার পরি-ত্রাণ করিলেন, এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গে আরোহণ

করি । মহারাজ নৃগ এই বলিয়া বাসুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক স্তরধামে প্রস্থান করিলেন ।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য কীর্তন করিয়াছিলেন যে, মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; অতএব ব্রাহ্মস্ব-হরণ করা কখনই কর্তব্য নহে । আর দেখ, সাধুসমাগমবশত মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল ; অতএব সাধুসংসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবার নহে । দান করিলে যেকপ ফল লাভ হয়, অপহরণ করিলে তদ্রূপ অপর্শ্ম হইয়া থাকে ; অতএব গোধন হরণ করা কাহারও কর্তব্য নহে ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! গোদান-ফল শ্রবণ করিয়া আগার কিছুতেই তৃপ্তি-লাভ হইতেছেন না, অতএব গো দান করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, আপনি তাহা সবি-স্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই স্থলে আমি উদ্যানকি-নচিকেতসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বের মহর্ষি উদ্যানকি নদীতীরে এক নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার পুত্র নচিকেতার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি স্নাননিবর্তিচিন্তে ও

বেদপাঠে আগন্তু হইয়া নদীতীরে কাঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজনদ্রব্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি; অতএব তুমি সঙ্করে তথায় গমন করিয়া তৎসমুদায় আনয়ন কর। নচিকেতা পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবাগাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, নদী-তীরে তৎসমুদায় প্রবাহিত করিয়াছে। তখন নচিকেতা পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়া-ছিলেন, আমি তৎসমুদায় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না। মহর্ষি উদ্দানকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উদ্দানকি এইরূপ বাধাজ্ঞান করিয়াগাত্র তাঁহার পুত্র কৃত-জ্ঞাপুটে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতেই গতাস্থ হইয়া ক্ষুত্রে নিপতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া হায়! আমি কি কুকর্ম্য করিলাম বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ক্ষুত্রে বিলুপ্তি হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নচিকেতা এতাবৎকাল গতাস্থ হইয়া কুশা-গনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত-

সময়ে জলসেক প্রভাবে শান্ত যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার অবিলম্বে নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিসিক্ত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ পুনর্জীবিত হইয়া স্থাপগমানন্তর উথিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্য গন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দানকি পুত্রকে পুনঃপ্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার কার্যপ্রভাবে ত শুভলোক সমুদায় দর্শন করিয়াছ? তোমার এই দেহ মানুষ দেহ নহে। বাহা হউক এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনর্জীবিত হইলে।

মহর্ষি উদ্দানকি এই কথা কহিলে, নচি-কেতা অগাধ মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে সমুপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবাগাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপ-বেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনু-মতি করিলেন এবং আপনার প্রতি গাঢ়তর ভক্তিনিবন্ধন আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্তগণ কর্তৃক সংকৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদুবাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, ধর্মরাজ! আমি

আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত আগাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনার মৃত্যু হয় নাই। আপনার পিতা হতাশনের আয় তেজস্বী। তিনি ক্রোধবিহীন হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক। তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যাত্ত নহে। এই নিমিত্ত আমি এই স্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাবল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তর অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এ স্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জিত উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্ব-সংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জিত লোকসমুদায়ে

গমন করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যোপার্জিতের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের আয় শুভ্রবর্ণ, কিস্কিনীজাল-জড়িত, সর্ব্বরত্নসংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের আয় প্রভাসম্পন্ন, অনেকতলযুক্ত, নানা-প্রকার স্তবর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় গৃহের মধ্যে কতগুলি এক স্থানেই অবস্থান এবং কতগুলি কি জল, কি স্থল, উভয়ই তুল্য রূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সমস্ত গৃহে বিবিধ বসন, নানাপ্রকার শয্যা, ভক্ষ্য ভোজ্যময় পার্শ্বত ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদায় রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ সমুদায় দ্রব্য এবং নদী, সভা, বাগী, দীর্ঘিকা, বাহনযুক্ত যান, ক্ষীর-নদী ও মৃতহৃদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বস্তু সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া যমকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে যে সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, এই সকল কাহার ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যম কহিলেন, তপোধন! যাহারা দুদ্ধাদি প্রদান করেন, এই দুদ্ধাদির হৃদ তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। যাহারা গোদান করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত এই সমস্ত শোকশূন্য নিত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে তপোধন! সামান্যত গোদান করিলেই যে এই সমস্ত শুভলোক লাভ হয় এরূপ নহে। গোদানের বিশেষ বিধি আছে। পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদান-বিধি সবিশেষ অবগত হইয়া গোদান করা কর্তব্য। যাহার আবাসে থাকিলে গো-সমূহকে সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশ

ভোগ করিতে হয় না ; যিনি স্বাধ্যায়নিরত ভপস্বী ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণই গোদানের বিশিষ্ট পাত্র । যে সমস্ত ধেনু অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট তাগদিগকে ব্রাহ্মণসংকরা উচিত । তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও মলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের ভূক্তিসাধন পূর্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদান করিয়া তিন রাত্রি দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে । এইরূপ বিধি অনুসারে কাংস্ত্র্য দোহন পাত্রের সহিত সবৎসা অপলায়িনী ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোগ থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়, সন্দেহ নাই । ব্রাহ্মণগণকে দগিত, ভারবহ, বলবান্, যুবা, স্নদীর্ঘকায়, পরের অনিষ্টসাধনে পরাধুখ রূষ দান করিলে ধেনু দানের তুল্য ফললাভ হয় । গোসমূহ কোন অপকার করিলে যাঁহারাতত্ত্বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন, যাঁহার উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সতত সযত্ন থাকেন এবং যাঁহার কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধিহীন, বৃদ্ধ ও রোগী তাঁহাদিগকেই গোদান করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে । ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোদান করা অবশ্য কর্তব্য । গুরুকার্য্যসাধন এবং পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কল্যাণার্থ ও শুভসম্পাদনের নিমিত্ত গোদান করা উচিত । দুগ্ধবতী, ধনত্রীত, বিদ্যালক, মেঘাদি প্রাণীবিনিগয়ে জ্ঞীত, পণলক ও যৌতুকপ্রাপ্ত গোসমূদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

যমরাজ এইরূপে ধেনুদানের মাহাত্ম্য

কীর্তন করিলে আগি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাগ, ধর্ম্মরাজ ! মনুষ্য গোদানের অভাবে কি বস্তু দান করিয়া গোদানের ফল লাভ করিবে, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন । তখন যঁম কহিলেন, ভগবন্ ! ধেনুর অভাবে ধেনুর প্রতিক্রম দান করিলে গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে । মনুষ্য গোপ্রদান না করিয়াও গোপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে । যিনি ধেনুর অভাবে ঘৃতধেনু প্রদান করেন, পরলোকে ঐ ঘৃতধেনু সবৎসা ধেনু যেমন দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ দাতার নিমিত্ত অমৃত ক্ষরণ করে । ঘৃতের অভাবে যিনি তিল ধেনু প্রদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহকালে বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরকালে ক্ষীরনদী উপভোগ করিতে থাকেন । তিলের অভাবে যিনি জলধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে অভীষ্ট ফল-প্রসবিনী স্ত্রীতল স্রোতস্বতী উপভোগ করিতে সমর্থ হন ।

হে পিতঃ ! ধর্ম্মরাজ আগার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এইরূপে পবিত্রলোক প্রদর্শন করাতে, আগি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি । আমি যমরাজের অনুগ্রহে ধেনুদানরূপ মহাযজ্ঞের ফল অবগত হইয়াছি, অতঃপর ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক উহার ফল ভোগ করিব । আপনি আমাকে শাপপ্রদান করাতে আগার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে । আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না । এক্ষণে

আমি স্বচক্ষে দানফল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, অতঃপর অসন্দ্বিগ্নরূপে দানধর্ম অনুষ্ঠান করিব। ধর্মরাজ প্রফুল্ল মনে আগাকে পুনঃপুন এই কথা কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের মতত অভীষ্ট বস্তু দান বিশেষত গোদান করা অবশ্য কর্তব্য। এই দানধর্ম অতিশয় পবিত্র, আপনি ইহাতে কদাচ অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। গোদানের ফললাভে কিছুমাত্র সংশয়াপন্ন না হইয়া প্রাতিনিয়ত মৎপাত্রে গোদান করিতে যত্নবান্ হউন। দানধর্মনিরত প্রশান্তস্বভাব মহাত্মারা পূর্ব ফললাভবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহান না হইয়া সাধ্যানুসারে গোদান করিয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যেরা মৎসরশূন্য হইয়া যথাকালে শত্যানুসারে গোদান পূর্বক এই সমস্ত লোক লাভ করিয়া সুরলোকে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাত্রে সর্বশেষ পরীক্ষা করিয়া গোষ্ঠাষ্টমীতে ন্যায়োপার্জিত গোদন প্রদান করিবে। গোদান করিয়া দশ দিবস দুগ্ধ ও গোমূত্র পান এবং গোময় ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ঝষপ্রদান করিলে দেবত্রতের ফল লাভ, দুইটী গোদান করিলে বেদলাভ, গোযুক্ত শকটাদি দান করিলে তীর্থফল প্রাপ্তি ও কপিলা প্রদান করিলে সমুদায় পাপ নাশ হয়। দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নাই, এই কারণে দুগ্ধবতী গাভী দান সুপ্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। গোসমুদায় দুগ্ধ দান করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন এবং জীবলোকের অন্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে

ব্যক্তি গোসমূহের এই সমস্ত গুণ সর্বশেষ অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন না করে, সেই পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিতে হয়। ত্রাঙ্গণকে সহস্র শত দশ বা পঁচ গোদান করিবার কথা দূরে থাকুক, একটিমাত্র ধেনু দান করিলেও সেই দাতাকে ধেনু পরলোকে পুণ্যতীর্থা নদীর ন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ধেনু লোকপুষ্টি ও লোক সংরক্ষণ নিবন্ধন সূর্য্যকিরণের অনুরূপ হইয়াছে আর সূর্য্যকিরণের নাম গো এবং ধেনুর নামও গো। বিশেষত গোদাতার বংশ সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় বিস্তীর্ণ ও অবিদ্বন্দ্ব হইয়া থাকে। অতএব গোদাতা সূর্য্যের সহিত উপমিত হইতে পারেন। গোদান করিবার সময় শিষ্য গুরুকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। গুরুবরণ একটি প্রধান ধর্ম। ইহাই আদি বিধি; অন্যান্য বিধি সমুদায় ইহার অন্তর্গত। হে নাচিকেত! দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলেই আপনার দান ফল লাভ হউক এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি অবিচারিত চিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। হে তাতঃ! ধর্মরাজ আগাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইরাছি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি নাচিকেত ঋষির উপাখ্যান কীর্তনচ্ছলে গোমহিমা কীর্তন করিলেন। আর মহাত্মা নৃগ যে অজ্ঞানকৃত একমাত্র অপরাধ-নিবন্ধন ঘোরতর চুঃখানুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি কুকলাশকপী হইয়া দ্বারকানগরে কুপমধ্যে নিপতিত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ যে তাঁহার উদ্ধারের হেতু হইয়াছিলেন, তাহাও জ্ঞাবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে গোদাতা যে গোলোক সমুদায়ে গমন করেন, সেই সকল লোক কি প্রকার, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ; অতএব আপনি যথার্থ রূপে ঐ বৃত্তান্ত কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র কমলযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! গোলোকনিবাসিগণ যে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে স্বর্গবাসীদিগের ঐশ্বর্যের অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক গমন করিয়া থাকে তাঁহার কারণ কি ? গোদাতারা যে সকল লোকে অবস্থান করেন, তৎসমুদায় কি প্রকার ? ঐ সকল স্থানে কিরূপ ফললাভ হয় ঐ সমুদায় স্থানের উৎকৃষ্ট গুণ কি ? গোদাতারা ঐ সকল লোকে গমন ও কত দিন ঋণ সেই গোদানের ফল ভোগ করে ? বহু গোদানের ফল কিরূপ এবং অল্প গোদানের ফলই বা কি প্রকার ? গোদান না করিয়াও

কি রূপে গোদানের তুল্য ফললাভ হয় ? বহু গোদাতা কি একাধারে অল্প দাতার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে ও গোদাতা কিরূপে বহু গোদাতার তুল্য ফল লাভ করে এবং গোদান করিয়া কোন্ প্রকার দক্ষিণা দান করা প্রশস্ত ? আপনি এই সমুদায় যথার্থরূপে কীর্তন করুন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুররাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি গোদানাদি বিষয়ে যে যে প্রশ্ন করিলে কেহই ঐ সমুদায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি ঐ সমুদায়ের উত্তর কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোক নানা প্রকার ; ঐ লোকসমুদায় আমার ও পতি-ব্রতা রমণীগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি কদাপি ঐ সমুদায় লোক অবলোকন করিতে সমর্থ হও না। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি ও বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুণ্যবলে সশরীরে ঐ সমুদায় লোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া সমাধি দ্বারা চিত্তকে নির্মল করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় ঐ সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ হন। কাল, জরা, পাপ, ব্যাধি ও ক্লম কদাপি ঐ সমুদায় লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ সমুদায় লোকে যে সমস্ত কাগচারিকী দেখু আছে, তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে বিবিধ

ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ লোক সমুদায়ে বিবিধ মনোহর বাণী, সরোবর, নদী, বন, পর্বত, ও গৃহ সকল বিদ্যমান আছে। ফলতঃ সুবিস্তীর্ণ গোলোক সমুদায় অপেক্ষা আর কোন লোকই উৎকৃষ্ট নহে। মহিষ, কমাশীল, স্নেহবান্, গুরু-ভক্ত, অহঙ্কারবিরহিত, মাংসভক্ষণপরায়ণ, যোগযুক্ত, ধাণিক, জনকজননীৰ শুশ্রূষা-নিরত, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবাতৎপর, অনিন্দনীয়, ক্রোধবিহীন, গো ব্রাহ্মণে ভক্তি-মান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, যাবজ্জীবন সত্য নিষ্ঠ, বদান্ত, অপরাধীৰ প্রতি ক্ষমাবান্, সুদৃঢ়তাব, জিতেন্দ্রিয়, দেবভক্ত, অতিথি-প্রিয় ও দয়াবান্ মহাত্মারাই ঐ সমুদায় সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকেন। পর-দারনিরত, গুরুষ, মিথ্যাবাদী, পরনিম্মা-পরায়ণ, ব্রাহ্মণদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বঞ্চক, কৃত্রিম, শঠ, কুর, ধর্মবেষ্টা ও ব্রহ্মহত্যা-কারী ছুরাছুরা মনে মনেও সেই পবিত্র-জনসেবিত লোক সমুদায় দর্শন করিতে পারে না।

এই আমি তোমার নিকট গোলোক সমুদায়ের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্তন করি-লাম, এক্ষণে গোদাননিরত মহাত্মাদিগের কললাভের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করি-ভেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ধর্মো-পার্কিষ্ট বা পৈতৃক ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া, ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার অক্ষয়লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্যুতলব্ধ ধন দ্বারা গোধন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি দেবদানের অমৃত বৎসর

স্বর্গস্থ অমৃতভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসারে পৈতৃক গোধন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহার সনাতন অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি গোদান গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ মনে সেই ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহারও অক্ষয় লোক লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি জিতেন্দ্রিয় ও কমাশীল হইয়া সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনি পবিত্র গোলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম-ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও গোপনের হিংসা করা কাহারও কর্তব্য নহে। সত্যত গোসেবানিরত হইয়া বহু পূর্বক গোধন রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণ সত্যধর্ম নিরত হইয়া একটিমাত্র গোদান করিলে সহস্র গো দানের ফল, ক্ষত্রিয় ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া একটী গো দান করিলে পুরোক্ত গোদাতা ব্রাহ্মণের তুল্য ফল, বৈশ্য ঐরূপ গুণযুক্ত হইয়া একটী গো দান করিলে পঞ্চশত গো দানের ফল এবং শূদ্র বিনীত হইয়া একটী গো দান করিলে একশত পঞ্চবিংশতি গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন। বাঁহারা সত্য-পরায়ণ গুরুশুশ্রূষানিরত, দক্ষ, কমাশীল, দেবারাধন তৎপর, শাস্ত্রস্বভাব, অহঙ্কার-বিহীন ও ধর্মশীল হইয়া বিধি পূর্বক ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মহা ফল লাভ হয়। অতএব গোদান করা গুরুশুশ্রূষানিরত সত্য ধর্ম-বলম্বী পরম ভক্ত মহাত্মাদিগের অবশ্য

কর্তব্য । মহিষ ও সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন, যাহারা বেদাধ্যয়ন-নিরত ও গোভক্তি পরা-য়ণ হইয়া নিয়ত গোদর্শনে শ্রীতি প্রকাশ এবং যাবজ্জীবন গো সমুদায়কে নমস্কার করেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞ ও বিবিধ স্তব্ধ দানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হন । পুণ্যশীল মহাত্মারা গোত্রত-পরায়ণ, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব ও অলুপ্ত হইয়া সংবৎসর আহারের পূর্বের গোদিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারেন । যে ব্যক্তি গোত্রত-শীল ও গো সমূহের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া দশবৎসর প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া একেবারে আহারীয় দ্রব্য গো সমুদায়কে প্রদান করেন, তাঁহার অনন্ত স্বর্গ-স্থল লাভ হয় । ব্রাহ্মগণ দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া একবারের ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর তদ্বারা গোপন ক্রয় পূর্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ধেনুর রোমপরিগিত বৎসর, ক্ষত্রিয়গণ ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ধেনু ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাঁচ বৎসর, বৈশ্য ঐরূপে গোদান করিলে দুই বৎসর ছয় মাস, এবং শূদ্র ঐরূপ নিয়মে গোদান করিলে এক বৎসর তিন মাস স্বর্গস্থল অনুভব করে । যে ব্যক্তি আত্মবিক্রয় দ্বারা গোপন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি যতকাল গোজাতি পৃথিবীতে বিদ্রমান থাকে, ততকাল স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, আত্মবিক্রয় দ্বারা ক্রীত গোপনের প্রতিলোমে অক্ষয়

স্বর্গ সম্ভবিষ্ট থাকে । যে ব্যক্তি সংগ্রাহ্যে জয়লাভ পূর্বক ধেনুসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার আত্মবিক্রয়ী গোদাতার তুল্য ফল লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি ধেনুর অভাবে যতদূর হইয়া ব্রাহ্মণকে তিলনির্মিত ধেনু প্রদান করেন, তিনি সমুদায় দুগ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরলোকে পরম স্থখে ক্ষীরসমুদ্র উপভোগ করিতে পারেন । মনুষ্য সামান্যত গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিষ্কার হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্তব্য । যাহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য ও অনলের উত্তাপ-জানিত ক্রেশ ভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়নিরত, বিশুদ্ধকুলসমুদ্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণা-গতপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মহীন তিনিই গোদা-নের উপযুক্ত পাত্র । অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্তব্য । ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদি কার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালক পোষণার্থ গোদান করিবে । দুগ্ধবতী, বিড়ালক, যুদ্ধ-লক, মেবাদি প্রাণিবিভিন্নগণে ক্রীত, যৌতুক-প্রাপ্ত, অক্লষ্ট ও হৃষ্টহৃষ্ট গোসমুদায়ই দান বিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বলায়িত, শীলসম্পন্ন ও স্তম্ভবতী ধেনু সমুদায়ই প্রশংসনীয় । ভাগীরথী যেমন সমুদায় নদীর মধ্যে স্বেচ্ছা তত্ত্বাপ করিয়া ধেনু গোসমুদায়ের মধ্যে প্রধান । ত্রিরাত্রি ভূমি শয্যায় শয়ন ও মলিনমাত্র পান করিয়া

ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনুদান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলদান, বিনীত, লাজলব্ধনে নিপুণ রূষ দান করেন, তিনি দশ ধেনু প্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথে ব্রাহ্মণ ও গোসমুদায়কে রক্ষা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া মৃত্যুকালে ষে রূপ ঐশ্বর্য ও যেরূপ লোকলাভ করিতে বাগনা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি নিষ্পৃথ, সংযত, শুচি ও কামনাবিহীন হইয়া তৃণ, গোসয় ও পত্র ভোজন করিয়া পরমানন্দে বনে বনে গোসমূহের অনুগমন করেন, তিনি দেবগণের সহিত অমরলোকে অথবা স্বীয় অভিলষিত অন্য কোন উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

চতুঃসপ্ততম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সম্যক অবগত হইয়া ও অর্থলোভে গোহরণ বা গোবিক্রয় করে, তাহার কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবরাজ! ভোজন বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত ধেনু অপহরণ করিলে যে ফল লাভ হয়। তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে

ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম-পরিমিত বৎসর নরকে নিগম থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার সেই দান নিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণ নিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদান সময়ে স্তবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফলত দক্ষিণা বিষয়ে স্তবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণা প্রদান বিষয়ে স্তবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া স্তবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। স্তবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়। হে দেবরাজ! এই আমি তোমার নিকট দক্ষিণাদান বিষয় বিশেষ রূপে কীর্তন করিলাম।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত কহিলে, ইন্দ্র দশরথের নিকট, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম শ্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে দার্ম্যিক নরপতিগণ ঋষিদিগের নিকট ইহা শ্রবণ

করেন। আমি উপাধ্যায়ের প্রমুখ্যে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজে যজ্ঞ বা গোদান সময়ে অথবা কাহারও সহিত কথোপকথন কালে এই গোদানমাহাত্ম্য কীর্তন করিবেন, তিনি দেবতাদিগের সহিত অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনার ধর্ম্য সংকীর্ণনে আমি অত্যন্ত আফ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার আরও কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা তজ্জন করুন। ব্রত, নিয়ম, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন, প্রতিগ্রহে অস্বীকার, স্বকর্মানুষ্ঠান, শৌর্ধ্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া এবং পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরুজনের শুভ্রমা এই সমুদায়ের ফল কি, আপনি তাহা বিশেষ রূপে কীর্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রত আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে তাহা সমাপন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে। নিয়ম প্রতিপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তুমি স্বয়ং সম্ভোগ করিতেছ ; সুতরাং উহার ফল প্রত্যক্ষই হইতেছে। উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিলে ইহলোক ও পরকালে ব্রহ্মলোকে পরম

আনন্দ অনুভব করা যায়। অতঃপর জিতেন্দ্রিয়তার ফল বিশেষরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই সর্বত্র পরম স্থপে কালযাপন করেন। তাঁহাদিগের শোকের লেশমাত্রও থাকে না, তাঁহারা যেচ্ছানুসারে সর্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। কেহই তাঁহাদিগের শত্রুতা করে না। তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের কোন কামনাই অসিদ্ধ হয় না। তপস্যা, পরাক্রম প্রকাশ, দান ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের যেরূপ সর্বস্থপ সম্ভোগ হয়, একমাত্র জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভাবে সেইরূপই স্থপ লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়তা সমধিক প্রশংসনীয়। সময়ে সময়ে দাতা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনই ক্রুদ্ধ হন না। যে দাতা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দান করেন, তাঁহারই শাস্ত লোক লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি ক্রোধ করিয়া দান করেন, তাঁহার সেই দান বিফল হয় ; অতএব দান অপেক্ষা যে জিতেন্দ্রিয়তা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে যে সকল অদৃশ্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন, জিতেন্দ্রিয়তাই তাঁহাদের তৎসমুদায় লাভের মূল কারণ।

যে ব্যক্তি যথানিয়মে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় স্থখভোগ

করিতে পারেন। যিনি উপাধ্যায়ের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান এবং গুরুত্ব কার্যের প্রশংসা করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। যৎকৃত্রিয় যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন কার্যে নিরত হন এবং সমরাস্ত্রনে অন্যের পরিত্রাণ করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্য স্বীয় কার্যানুষ্ঠান তৎপর হইয়া দান এবং শূদ্রে স্বকর্মনিরত হইয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের শুশ্রূষা করিলে, নিশ্চয়ই স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। শূর বিবিধ প্রকার। যিনি যে বিষয়ে কিছুতেই পরাধীন হন না, তিনি সেই বিষয়ে শূর বলিয়া অভিষিহিত হন। যিনি কদাচই যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাধীন হন না। তিনি যজ্ঞশূর; যিনি কিছুতেই সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনি সত্যশূর এবং যিনি প্রাণান্তেও যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন, তিনি যুদ্ধশূর নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ দানশূর, সাক্ষ্যশূর, যোগশূর, অরণ্যবাসশূর, গৃহবাসশূর, ত্যাগশূর, আত্মোন্নতি-বিধানশূর, ক্ষমাশূর, অর্জবশূর, নিয়মশূর, বেদাধ্যয়নশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃশুশ্রূষাশূর, মাতৃশুশ্রূষাশূর, ভৈক্ষ্যশূর ও অতিথিসৎকারশূর প্রভৃতি বিবিধ সংকার্যশূর ইহলোকে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কর্মফলনিবন্ধন উৎকৃষ্টলোকে গমন করিবেন। সমুদায় বেদ অভ্যাস এবং সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফললাভ হয় কি না সন্দেহ। তুল্যদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপরদিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্ব-

মেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে। একমাত্র সত্যপ্রভাবেই সূর্য উত্থাপন করিতেছেন এবং সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ফলত সমুদায় জগৎই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যপ্রভাবেই প্রীত হইয়া থাকেন। সত্য পরম ধর্ম; সত্যবাদী ব্যক্তির অনায়াসে স্বর্গলভ্য লাভ করেন। অতএব সত্য উল্লঙ্ঘন করা কদাপি বিধেয় নহে। মহাত্মা মুনিগণ সকলেই সত্যনিরত, সত্যপরাক্রম ও সত্যশপথ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সত্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট দমণ্ড ও সত্যের ফল বিশেষ রূপে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মচর্যের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্যনিরত দমণ্ডসম্পন্ন কোটি কোটি উর্দ্ধরেতাঃ মহর্ষি ব্রহ্মচর্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নিস্বরূপ। তপোানুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণগণে অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও বে ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহাসিদিগের ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। এক্ষণে পিতা, মাতা ও গুরুজনের শুশ্রূষার ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও আচার্যের শুশ্রূষায় একান্ত

অনুরক্ত হয় এবং কদাপি তাঁহাদিগের দ্বেশ না করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়, গুরু-শুশ্রূষানিবন্ধন তাহাকে কদাপি নরক দর্শন করিতে হয় না ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

যুপিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য যদ্বারা নিত্যলোক সমুদায় লাভ করে, সেই গোদান বিধি শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই । ঋষানুসারে অধিকৃত ধেনুদান করিবারাত্র কুল উদ্ধার হয় । পূর্ব্বকালে সাধুলোকের নিমিত্ত যে বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই নির্দিষ্ট আছে ; অতএব সেই আদিকাল প্রবৃত্ত গোদানবিধি তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বকালে মহারাজ মাক্ষাতা দাতব্য গোসমুদায় সমানীত হইলে গোদানবিধিবিষয়ে মন্দিহান হইয়া ব্রহ্মস্পতিকে জিজ্ঞাসা করাতে, সুরগুরু তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! গোদানের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক রক্তবর্ণ ধেনু সমুদায় আহরণ করিয়া রাখিবে এবং ঐ ধেনু সকলকে সমজ্ঞে ! বজ্রলে ! বলিয়া সম্বোধন করিবে । পরে রজনীযোগে সেই সমস্ত ধেনুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক “বৃষ আমার পিতা এবং ধেনু আমার মাতা, স্বর্গ, অখ ও আশ্রয় স্থান” এই শ্রুতি উচ্চারণপুরঃসর

উহাদিগের মধ্যে ঐ রাত্রি বাস করিয়া মন্ত্র-পাঠসহকারে গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইবে । ধেনু সমুদায়ের সহিত রজনীযাপন করিবার সময় উহারা শয়ন করিলে শয়ন ও উপবেশন করিলে উপবেশন করা অবশ্য কর্তব্য । এইরূপে ছায়ার ন্যায় ধেনুদিগের সহচারী হইলে অনতিবিলম্বে পাপ হইতে নিম্মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই । তৎপরে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত ও দিবাকর সমুদিত হইলে বৎসের সহিত ধেনু সমুদায় দান করিবে । এইরূপ নিয়মে সর্ব্বত্র ধেনুদান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয় । গোপ্রদান করিয়া প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে, উৎসাহবতী, প্রজ্ঞাশালিনী, যজ্ঞীয় হবির ক্ষেত্রস্বরূপা, জগতের আশ্রয়ভূতা, ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী, বংশবিস্তারকারিণী, প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের অংশসম্ভূতা ধেনু সমুদায় আমার পাপ ধ্বংস, আমাকে স্বর্গ প্রদান এবং জননীর ন্যায় আমার শরীর রক্ষা করুন ; আর আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলাম না, ইহার প্রসাদে সেই সেই অভিলম্বিত বিষয় সফল হউক । হে ধেনুগণ ! ক্ষয়রোগাদি নিবৃত্তি ও দেহ যুক্তিজনক কার্য্যে তোমরা সেবিত হইয়া পবিত্র নদীর ন্যায় শ্রেয় প্রদান করিয়া থাক এবং তোমরা নিরন্তর পুণ্য সমুদায় বহন করিতেছ ; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলম্বিত গতি প্রদান কর । প্রদাতা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় কহিবেন, হে ধেনুগণ ! আমি তোমাদিগের সারূপ্য লাভ করিয়াছি, অতএব

অন্য তোমাদিগকে প্রদান করাতে আমার আত্মপ্রদান করা হইয়াছে । দাতা এই কথা কহিলে পর গৃহীতা কহিবেন, হে ধেনুগণ ! তোমাদিগের প্রতি দাতার মমত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমারই অপেক্ষিত হইলে ; অতএব আমাদের উভয়কেই অভীষ্ট ভোগ প্রদান কর । যিনি গোপ্রতিরূপ মূলা, বস্ত্র ও স্তবর্ণাদি প্রদান করেন, তিনি গোদাতা বলিয়া নির্দিষ্ট হন । সেই প্রতিরূপ গোদান কালে দাতা গৃহীতাকে ‘এই উল্লাস্তা ভাগ্যবতী ও দৈবগণী ধেনু গ্রহণ কর’ এই বলিয়া প্রদান করিবেন । প্রতিরূপ গোদানে বিংশতি সহস্র চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর স্বর্গলাভ হয় । গৃহীতা গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহাভিমুখে আটপদ গমন করিলেই প্রতিরূপ গোদাতা সমগ্র দান ফল লাভ করিতে সমর্থ হন । যিনি গোদান করেন, তিনি ইহলোকে সচ্চরিত্র, যিনি গোমূল্যপ্রদান করেন, তিনি নির্ভয়, যিনি গো প্রতিরূপ বস্ত্র ও স্তবর্ণ দান করেন, তিনি সুখী হন । আর পরলোকে ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিষুলোক, চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ও অসাধারণ ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে । গোদান করিয়া তিন রাত্রি গোত্রত-পরায়ণ হইবে, গোসমূহের সহিত এক রাত্রি বাস করিবে এবং গোষ্ঠা-কটমী হইতে তিন রাত্রি গোসময়, গোসমুত্র ও দুগ্ধ দ্বারা জীবনধারণ করিবে । বৃষদান করিলে ব্রহ্মচর্য্য ও দুইটি গোপ্রদান করিলে বেদলাভ হয় এবং যে যাজ্ঞিক গোবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক গোদান করেন, তাঁহার

নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে । যিনি গোবিধি অবগত নহেন, তাঁহার কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ লোক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । যিনি একটীমাত্র কামচুঘা ধেনু দান করেন, তাঁহার পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ এক কালে দান করিবার ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি শিষ্য নহে, যে ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুগ, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাস্থিত এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় বক্র, তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে না । এই ধর্ম্ম সকলেরই গোপনীয় ; অতএব ইহা সকল স্থানে প্রচার করা কর্তব্য নহে । এই জীবলোকে অশ্রদ্ধাস্থিত ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসস্বরূপ অনেক মনুষ্য আছে, এবং ইহাতে অল্পপুণ্য নাস্তিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে ; যদি তাহাদিগকে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! যে সমস্ত মহীপাল এই বৃহস্পতিনির্দিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গোদান পূর্ব্বক শুভলোক সমুদায় লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহারাজ উশীনর, বিশ্বগম্ব, নৃগ, ভগীরথ, যৌবনাশ্ব, মাক্রাতা, যুচকুন্দ, ভূরিচ্যাম্ব, নৈমগ, সোমক, পুরুববা, ভরত, দাশরাথি রান, দিলীপ ও অন্যান্য রাজারা বিধি অনুসারে গোদান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন । মহারাজ মাক্রাতা যজ্ঞ, দান, তপস্তা ও গোদানে সততই নিযুক্ত ছিলেন ; অতএব ভূমিও কৌরব রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৃহ-

স্পৃহাভির্দ্বিষ্ট ধর্ম্মানুসারে শ্রীতমনে ব্রাহ্মণ-
গণকে গোদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় !
মহাজ্ঞা ভীষ্ম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে
ধর্ম্মরাজ গোপ্রদান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া
মাহাত্ম্যের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্বক
গোময়ের সহিত যবের কণা ভক্ষণ ও বৃষের
শ্রাদ্ধ ক্রীতান্তরে শয়ন করিয়া কালযাপন
করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অবধি তিনি
আর কখন গোময়দায় দ্বারা যানাদি বহন
করান নাই ; অশ্বে বা অশ্বযোজিত যানে
আরোহণ করিয়াই গমনাগমন করিতেন।

সপ্তমস্তুতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর অসামান্য নীশক্তিসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির
পুনরায় শান্তনুসন্দন ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, পিতামহ ! আপনার অমৃততুল্য
বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশ পরি-
বর্দ্ধিত হইতেছে ; অতএব আপনি পুনরায়
আমার নিকট গোদানের ফল বিস্তারিত
রূপে কীর্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুনরায়
গোদানের ফল জিজ্ঞাসা করিলে কুরুকুল-
তিলক মহাজ্ঞা ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণকে গুণ-
সম্পন্ন বস্ত্রাবৃত তরুণী গাভী প্রদান করিলে
পাপের লেশমাত্রও থাকে না। গোদাতাকে
কখনই অক্লান্দনয়ন নরকে নিপতিত হইতে
হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি জলশূন্য তড়াগের
শ্রাদ্ধ দুগ্ধবিহীন, বিকলেক্ষিয়, জরারোগসম্পন্ন

গাভী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে নিরর্থক
তাহার লালনপালন জন্য ক্লেশভোগ করায়,
তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর নরকে নিপতিত
হইতে হয়। যে গাভী নিতান্ত দুর্ব্বল,
পীড়িত, বা দুর্ব্বল, অথবা যে গাভী ক্রয়
করিয়া তাহার মূল্য প্রদান করা হয় নাই,
তাদৃশ গাভী দান করিলে দাতার অন্যান্য
সৎকর্ম্ম সমুপার্জিত স্বর্গাদিলোক সমুদায়
নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব বলসম্পন্ন,
তরুণবয়স্ক, নিরীহ, সুগন্ধসম্পন্ন গাভী সমু-
দায় দান করাই প্রশংসনীয়। যেমন সমু-
দায় নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমুদায়
গাভী হইতে কপিলাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সাধু-
ব্যক্তির কি নিমিত্ত কপিলাদানের সমধিক
প্রশংসা করেন ; আপনি তাহা বিশেষ
রূপে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আগি বৃদ্ধ-
দিগের নিকট কপিলায় উৎপত্তি বিষয়
যে রূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি,
শ্রবণ কর। পূর্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু
দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে,
দক্ষপ্রজাপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ
সর্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধা-
রিত করিয়াছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত
অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ
প্রজাগণ দক্ষনির্দ্ধিষ্ট জীবিকা অবলম্বন
করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্বাবর ও
জঙ্গম পদার্থ মধ্যে জঙ্গম এবং জঙ্গমের
মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দ্বারাই যজ্ঞ
নির্বাহ হয়। যজ্ঞ দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হইয়া

থাকে। এই অমৃত গাভীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ উহা পান করিয়া পরম পরিভুক্ত হন। প্রজাগণ সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ভবালক যেমন পিতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ জীবিকালভের নিমিত্ত জীবিকাদাতা দক্ষের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন প্রজাপতি দক্ষ প্রজাগণকে জীবিকার নিমিত্ত শরণাপন্ন দেখিয়া অয়ং অমৃতপান করিলেন। এই অমৃতপাননিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিভূক্ত হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে স্রব্দ উদ্গার উদ্গার এবং সেই উদ্গার প্রভাবে স্রব্দা সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই স্রব্দী প্রজাদিগের মাতৃহৃদয় কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদের বর্ণ স্রব্দের আয়; উহারা প্রজাদিগের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। যেমন স্রোতস্বতীর তরঙ্গবেগপ্রভাবে ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অমৃতবর্ণ কপিলাগণের অনবরত ক্ষরিত দুগ্ধ হইতে ফেন উৎপন্ন হইতে লাগিল। একদা স্রব্দীদিগের সেই দুগ্ধফেন তাহাদের বৎসগণের মুখ হইতে পারিভ্রষ্ট হইয়া মহাদেবের মস্তকে নিপাতিত হওয়াতে, তিনি মাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ললাট-নেত্র দ্বারা কপিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে বোধ হইল যেন, কপিলাগণ দক্ষ হইতেছে। পরিশেষে সূর্য্যকিরণে মেঘমণ্ডলে যেমন বিবিধ বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহাদেবের সেই ক্রোধ দৃষ্টিপ্রভাবে কপিলাগণের বর্ণ নানাপ্রকার হইল। তন্মধ্যে সাহারা তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি আতিক্রম করিয়া ভগবান্ চন্দ্র-

দেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই কেবল পূর্বের আয় আকারসম্পন্ন রহিল।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ ভূতনাথকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবদেব! তোমার মস্তকে বৎসদিগের মুখপরিভ্রষ্ট দুগ্ধফেন নিপাতিত হওয়াতে তুমি অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়াছ। গোসমুদায়ের মুখপরিভ্রষ্ট দ্রব্য কখনই উচ্ছ্রষ্ট বলিয়া পারগণ্য হইয়া না। শশধর যেমন অমৃত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহা ক্ষরণ করেন, তদ্রূপ কপিলাগণ অমৃত-সম্ভূত দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া থাকে। বায়ু, অগ্নি, স্রব্দ ও সমুদ্র যেমন কখনও দূষিত হইবার নহে, তদ্রূপ অমৃত দেবগণ কর্তৃক পীত হইলেও এবং গাভী বৎস কর্তৃক দুগ্ধ পীত হইলেও কদাপি দূষিত বলিয়া পরিগণ্য হইয়া না। কপিলাগণ যত ও দুগ্ধধারা দ্বারা এই বিশ্বমংসারের পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃতময় ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে। প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে এই কথা কহিয়া তাঁহাকে কতকগুলি গাভীর সহিত এক বৃষভ প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ পরম পরিভুক্ত হইয়া সেই বৃষভকে বাহন ও পুষ্কররূপে নির্ধারিত করিলেন। এই নিমিত্ত মহাদেবের নাম বৃষভ-পুষ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ঐ সময় দেবগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে পশুদিগের অধিপতি রূপে পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি গোসমুদায়ের অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে পশুরাজ! এই নিমিত্তই সমুদায়

গোদান অপেক্ষা কপিলাদানই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গাভী সমুদায় জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও জীবন স্বরূপ। উহারা অমৃতময়, অমৃতসজ্জিত, পরমপবিত্র, কামপ্রদ ও রুদ্রাধিষ্ঠিত। অতএব গাভী-দান করিলে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য দান করা হয়। মানবগণ মঙ্গলকামনা করিয়া শুদ্ধাচারে এই গোসম্ভব বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহাদের সমুদায় পাপ বিনাশ এবং অনায়াসে পশু, পুত্র, ধন ও ঐশ্বর্য লাভ হয়। শান্তিকর্মা, তর্পণ, বুদ্ধ ও বালকের তুষ্টিমাপন এবং হব্য, কব্য, বিবিধ যান ও বস্ত্র দান করিলে যে ফল লাভ হয়, গোদাতা একমাত্র গোদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

অষ্টমপুতিতম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে সৌদাস নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা সর্বলোকচর স্বীয় কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিষাদন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! ত্রিলোক মধ্যে পবিত্র কি এবং মনুষ্য সর্বদা কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন।

তখন গোগন্ত্রবিশারদ পরম পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গো সমুদায়কে নমস্কার করিয়া সৌদাসকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! গোগমুদায়ের গাত্র হইতে গুণ্ণুল-গন্ধ ও অগ্ন্য প্রকার স্নগন্ধ নিঃসৃত হয়।

উহারা প্রাণিগণের স্থিতি, মঙ্গল, ভূত, ভবিষ্যৎ, সনাতন পুষ্টি ও লক্ষ্মীর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে যাহা প্রদান করা যায় তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। পণ্ডিতেরা গোসমুদায়কে লোকের অন্ন, দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য, স্বাহাকার, বঘট্কার, বজ্র ও যজ্ঞ-ফলের কারণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। গোগমুদায় প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম সময়ে মহর্ষিগণকে হবিঃ প্রদান করে। অতএব যাহারা ধেনুদান করেন, তাহারা অনায়াসে সমুদায় দুগ্ধত হইতে বিগুক্ত হন। সহস্র ধেনুর অধীশ্বর শতধেনু দান করিলে, তাহার যে ফল লাভ হয়, শতধেনুর অধিপতি দশধেনু এবং দশ ধেনুর অধিপতি একটী মাত্র ধেনু প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন। যাহারা শত ধেনুর অধিপতি হইয়াও অগ্ন্যাধানে পরা-দুখ, যাহারা সহস্র ধেনুর অধিপতি হইয়াও অযাচিতক এবং যাহারা সমুদ্বিখালী হইয়াও কৃপণ হয়, তাহাদিগের সৎকার করা কখনই কর্তব্য নহে। কাংক্ষময় দোহন পাত্রের সহিত বস্ত্রসংবীত সবৎসা কপিলা ধেনু প্রদান করিলে অনায়াসে উভয়লোক জয় করা যায়। যাহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে শতযুগপতি, দীর্ঘশৃঙ্গ, বলবান্, অলঙ্কৃত বৃষ দান করেন, তাহারা প্রতিজন্মেই অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন। গোনাম কীর্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোগমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোগয় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার

এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন । গোমসুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে । মনুষ্য সৰ্বসময়ে বিশেষত দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোমাংস কীৰ্ত্তন করিবে । গোময়-মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । গোকরীষে জ্বেগা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে । যাঁহারা আর্দ্র গোচর্যে উপবিষ্ট হইয়া স্নাতভোজন পূর্বক পশ্চিমাদিক্ অবলোকন, অগ্নিতে স্নাতাহুতি প্রদান, স্নাত দ্বারা সন্তোষাচন, স্নাতদান ও স্নাতভোজন করেন, তাঁহাদের গোময়াকি বৃদ্ধি হয় । যে ব্যক্তি গোমতী বিছাদ্বারা সৰ্ব্বরত্নযুক্ত তিলধেয়ু মস্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহাকে কখনই শোকতাপে লিপ্ত হইতে হয় না । কি দিবা, কি রাত্রি, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সৰ্বকালে সৰ্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, নদী সমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্তবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন দুষ্কবর্তী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমাকে প্রাপ্ত হউন, আমি সৰ্বদা গোমসুদায়কে দর্শন করি এবং গোমসুদায় আমাকে সতত দর্শন করুন ; আমি গোমসুদায়ের আশ্রিত ও গোমসুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোমসুহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন আমাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে । হে মহারাজ ! লোকে মহাভয়ের

সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাহা হইতে বিমুক্ত হয় ।

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! পূর্বে গোজাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর কঠোর তপো-নুষ্ঠান করিয়াছিল । ঐ সময় তাহাদিগের মনে এই বাসনা হইয়াছিল যে, আমরা সমুদায় দক্ষিণার মধ্যে প্রাধান্য হইব ; আমরা দিগকে কখন কোন্ দোমে লিপ্ত হইতে হইবে না ; লোকে আমাদের পুরীষ-মিশ্রিত জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে ; দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই পবিত্রতা সম্পাদনার্থ আমাদের পুরীষ ব্যবহার করিবে এবং যাঁহারা আমাদের দান করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদের লোকলাভ করিতে পারিবেন ।

গোমসুদায় এইরূপ কামনা করিয়া লক্ষ বৎসর কঠোর তপো-নুষ্ঠান করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমার বরে তোমাদের সমুদায় কামনা সফল হইবে । অতঃপর তোমরা ইহলোকে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের নিস্তার কর । গোমসুহ ব্রহ্মার নিকট এই-রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া অবধি লোক সমুদায়কে পবিত্র করিয়া আসিতেছে এবং সকল লোকের আশ্রয়, পরম পবিত্র ও সৰ্বভূতের শিরোদার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । অতএব যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গোমসুহকে নমস্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন । যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও কপিল

বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কপিলা ধেনু প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও লোহিত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী লোহিত বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সূর্যালোকে, যিনি বস্ত্র ও বিবিধ বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী বিবিধ-বর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও শ্বেত বর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী শ্বেত ধেনু প্রদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে, যিনি বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী কৃষ্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি অগ্নিলোকে এবং যিনি বস্ত্র ও ধূত্রবর্ণ বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধূত্রবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি যমলোকে সকলের নিকট সম্মান লাভে অধিকারী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে কাংশ্রদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত জলফেণের ঞায় শুভ্রবর্ণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি কাংশ্রদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত সবৎসা বায়ুসমুৎখিত ধূলির ঞায় ধূমরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজ্য হন। যিনি কাংশ্রপাত্র ও বস্ত্রের সহিত হিরণ্যবর্ণা পিঙ্গলাক্ষী সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার কুবেরলোক লাভ হয়। যিনি কাংশ্রদোহনপাত্র ও বস্ত্রের সহিত ধূত্রবর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতৃলোকে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণকে কণ্ঠভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত সবৎসা স্কুলঙ্গী ধেনু প্রদান করেন, তাঁহার বিশ্বদেবগণের লোক, যিনি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও গৌরবর্ণ

বৎসের সহিত পয়স্বিনী গৌরবর্ণা ধেনু প্রদান করেন, তিনি বস্তুদিগের লোক লাভে অধিকারী হন এবং যিনি কাংশ্রদোহন পাত্র ও বস্ত্রের সহিত শ্বেতকম্বল-বর্ণা সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি সাধ্যগণের লোক লাভ পূর্বক পরম স্তুতি অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসম-লঙ্কিত প্রশস্তপৃষ্ঠ রুম দান করেন, তাঁহার মরুদগণের লোক, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্নসমম্বিত নীলকণ্ঠের যুগা রুম প্রদান করেন, তাঁহার গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাদিগের লোক এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বরত্ন-নিভূষিত কণ্ঠভরণবৃত্ত রুম দান করেন, তাঁহার প্রজাপতির লোক লাভ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা গোদানে একান্ত নিরত হন ; তিনি সূর্য্যের ঞায় প্রভাসম্পন্ন, দিব্য বিমানে আরুঢ় হইয়া জলদজালভেদ পূর্বক অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া বিরাজিত হন। তথায় পৃথু নীতিম্বিনী স্তচারবেশা স্তর-নারীগণ হাবভাবাদি দ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদ দ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে। যে মহাত্মা বিধি পূর্বক ধেনু দান করেন, তিনি দেই প্রদত্ত ধেনুর রোগ পরিমিত বৎসর স্বর্গস্থ অন্ভব করিয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠকূলে জন্ম গ্রহণ পূর্বক অতুল স্তুতি ভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

অশীতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! সাংকাল ও প্রাতঃকালে
আচমন পূর্বক “স্বতক্ষীরপ্রদা, স্বতোৎ-
পাদিকা, স্বতনদী ও স্বতাবর্তনরূপা ধেনু
সমুদায় নিরন্তর আমার আশ্রয়ে বিরাজিত
হউন ; স্বত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্বাঙ্গে,
ও মনোগণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছে ; ধেনু সমু-
দায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দিকে
রহিয়াছে ; আমি সতত গোমণ্ডে বাস
করিয়া থাকি” এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য
কর্তব্য । যে পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাত সময়ে
আচমন পূর্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার
দিবসসংকীর্ণতাপ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া
যায় । যে স্থানে স্তবর্ণগয় প্রাসাদ সমুদায়
স্তম্ভোদ্ভিত ও স্তরনদী মন্দাকিনী প্রবাহিত
হইতেছে, যথায় অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা নির-
ন্তর বাস করিতেছে এবং যথায় নবনীতরূপ
পক্ষসঙ্কুল ক্ষীররূপা নীর যুক্ত, দধিরূপ
শৈবাল জাল মণ্ডিত নদী সমুদায় প্রবাহিত
হইতেছে, সহস্র গোদাতা দেহান্তে সেই
উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন । যিনি
বিধানানুসারে লক্ষ গোদান করেন, তিনি
পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোকে সমা-
দৃত হন । তাঁহার পুণ্যবলে তাঁহার পিতৃ-
কুলের দশ পুরুষ ও মাতৃকুলের দশ পুরুষ
উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন এবং তাঁহার
কুল পরম পবিত্র হয় । ধেনুপ্রমাণ তিন
ধেনু প্রদান করিলে যমলোকে কিছুমাত্র
যাতনা হয় না । গোসমুদায় পরম পবিত্র,
জগতের অবলম্বন, দেবগণের মাতা ও

উপহারিত । উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন,
যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও
উপযুক্ত কালে সংপাত্রে প্রদান করিবে ।
কাংসদোহন পাত্র, বসন ও উত্তরীরের
সহিত শৃঙ্গসম্পন্ন। সবৎসা ধেনু প্রদান
করিলে নিতান্ত দুঃপ্রবেশ্য যমসভায় নির্ভয়ে
প্রবেশ করিতে পারা যায় । স্তরূপা, বহু-
রূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায়
আমার মঙ্গল বিধান করুন, প্রতিদিন এই
বাক্য কীৰ্ত্তন করা সকলেরই কর্তব্য ।
গোদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান ও গোদান-
ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই
নাই । গোদান কার্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
কার্য কখন হয় নাই হইবেও না । ধেনু
দ্রক, লোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, দুগ্ধ ও মেদ দ্বারা
যজ্ঞসামন করিয়া থাকে, স্ততরাং উহা
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে । যাহা
দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহি-
য়াছে, সেই ভূত ভবিষ্যের প্রসূতি ধেনুকে
নমস্কার করি । মহারাজ ! এই আমি
গোসমূহের গুণ সমুদায়ের ক্রিয়দংশমাত্র
কীৰ্ত্তন করিলাম । ফলতঃ গোদান অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট দান এবং গোসমুদায় অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর কিছুই নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ
এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাস গোদান
করাই সর্বোৎকৃষ্ট কার্য এই চিন্তা করিয়া
ব্রাহ্মণগণকে গোদান করিতে লাগিলেন ।
ঐ কার্য প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট লোক
সমুদায় লাভ হইয়াছে ।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠিৰ কহিলেন, পিতামহ ! এই জগতে যাহা অপেক্ষা পবিত্ৰ ও পবিত্ৰতা-সম্পাদক আর কিছুই নাই আপনি তাহার বিষয় কীৰ্ত্তন ককন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! পরম পাবন মহার্থসাধন মেনুগণ মনুষ্যদিগকে উদ্ধার এবং যতদুঃখ দ্বারা তাহাদের পোষণ করিয়া থাকে । এই ত্ৰিলোকমধ্যে গোসমুদায় অপেক্ষা পবিত্ৰ বস্তু আর কিছুই নাই । গোসমূহ দেবগণের উপারিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে । পাপিতগণ গোদান করিয়া অনায়াসে সুরলোক লাভে সমর্থ হন । পূৰ্ব্বকালে মহারাজ মাক্ষাতা, যৌবনাশ্ব, যযাতি ও নহুম্ অমংগ্য গোদান করিয়া দেবচুৰ্ণভ দিব্য স্থান সমুদায় অধিকার করিয়াছেন । অতঃপর পুনৰ্ব্বকালে মহাত্মা ব্যাস শূকের নিকট যেরূপ গোসংহিতা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

একদা ধীমান্ শূকদেব কৃতাহিক হইয়া বিশুদ্ধ মনে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাচন পূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! যজ্ঞ সমুদায়ের মধ্যে কোন্টি সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পরম স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় ? দেবগণ কোন্ পবিত্ৰ কার্য্যপ্রভাৰে স্বৰ্গভোগ করিতেছেন ? যজ্ঞের প্রধান সাধন কি ? কোন্ দ্রব্যে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ? দেবগণের সমাদরণীয় বস্তু কি ? পবিত্ৰ

পদার্থ মধ্যে কোন্ বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পবিত্ৰ ? আপনি আমার নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করুন ।

তখন ধৰ্ম্মাত্মা বেদব্যাস শূকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, বৎস ! ধেনুর প্রভাবে জীবগণ জীবিত রহিয়াছে ; দেখুন মানবগণের উৎকৃষ্ট ব্রতস্বরূপ এবং দেখুনই পরম পবিত্ৰ ও পবিত্ৰতা সম্পাদক পদার্থ । এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূৰ্বে ধেনুগণের শৃঙ্গ না থাকাতে উদ্ধারা বিশ্বকৰ্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া শৃঙ্গ লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াছিল । ভগবান্ কমলমোনি তাহাদিগকে শরণাগত মন্দৰ্শন করিয়া তাহাদের সকলকেই অভিলাষিত বর প্রদান করিলেন । তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেকোন অভিলাষ তাহার তদনুরূপ শৃঙ্গ উদ্ভূত হইল । হব্যকব্যপ্রদ পরম পাবন বিবিধবর্ণ ধেনু সকল এইরূপে ব্রহ্মার বরে শৃঙ্গ লাভ পূৰ্ব্বক চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে । গোসমুদায় দিব্য তেজঃস্বরূপ ; এই নিমিত্ত গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা প্রশস্ত । যে সকল সাধু ব্যক্তি অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া গোদান করেন, তাঁহারা ইহলোকে কৃতী ও সৰ্ব্বপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হন এবং পরলোকে পরম লোক গোলোক লাভ করিয়া থাকেন । গোলোকের বৃক্ষ সমুদায় সতত স্নগন্ধ পুষ্প, স্নমধুর ফল ও স্নকণ্ঠ বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ ; ভূমি সমুদায় মণিগয় ও বালুকা সকল কাঞ্চনময় । ঐ স্থানের জলাশয় সমুদায়

বালাক সন্দেশ মণিখণ্ড ও রক্তোৎপলবনে
সুশোভিত, পঙ্কবিরহিত এবং সর্ববর্ষ সুখ-
প্রদ ; সরোবর সকল মণিময় পত্র ও স্বর্ণ
সন্দেশ কেশর সমন্বিত নীলপদ্ম ও অমৃত
পদ্মে পরিপূর্ণ ; নদী সমুদায়ের তীরভূমি
নির্মল মুক্তা, মহাপ্রভায়ুক্ত মণি, স্বর্ণ-
বিকাসিত করবীর বৃক্ষ, কল্লুবৃক্ষ এবং নানা
রত্নময় ও স্বর্ণময় বিবিধ পাদপে সমলঙ্কৃত
এবং স্বর্ণ গিরি সকল মণিরত্ন খচিত
অতি মনোহর শিলাতল ও রত্নময় উন্নত
শৃঙ্গে সুশোভিত । পুণ্যকন্ধ্যা ব্যাক্তরা
শোক সন্তাপ বিহীন হইয়া অঙ্গরোগণের
সহিত বিগানে আরোহণ পূর্বক পরম স্থখে
অহরহ তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ।

গোদাতার তুল্য মৌভাগ্যশালী আর
কেহই নাই । ভগবান্ ভাস্কর, বলবান্ বায়ু
ও বরুণদেব যে সমুদায় স্থানে আধিপত্য
করেন, গোদাননিরত মহাত্মারা অনায়াসে
সেই সমুদায় লোক লাভ করিতে সমর্থ
হন । ভগবান্ প্রজাপতি গাভীদিগের
যুগন্ধরা, স্কন্ধপা, বহুন্ধপা, বিশ্বন্ধপা ও মাতা
এই কয়েকটি নাম কীর্তন করিয়াছেন ;
প্রতিনিয়ত সংযত হইয়া এই সমুদায় নাম
জপ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । যে ব্যক্তি
গোশুদ্ধি ও গাভীর অনুগমন করে,
গাভীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দুর্লভ বর
প্রদান করিয়া থাকে । যাহারা কদাপি
গোসমুদায়ের অনিষ্ট চিন্তা করে না,
প্রভূত জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে
নমস্কারাদি দ্বারা সতত উহাদের অর্চনা
করে ; আর যাহারা তিন দিবস উষ্ণ

গোমূত্র পান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান,
তিন দিবস উষ্ণ স্নাত পান ও তিন দিবস
বায়ু ভক্ষণ করিয়া পারিশেষে দেবগণ যে
স্নাত প্রভাবে উৎকৃষ্ট লোকে অবস্থান
করিতেছেন, যাহা সমুদায় পবিত্র পদার্থ
অপেক্ষা পবিত্রতর, সেই স্নাত মন্তকে বহন
এবং তদ্বারা হোম ও স্তুতিবাচন করে,
তাহাদের নিশ্চয়ই গোসম্পত্তি বৃদ্ধি হয় ।
যে ব্যক্তি এক মাস প্রতিদিন গোময় হইতে
যব আহরণ পূর্বক তদ্বারা যাবক প্রস্তুত
করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হইতে
মুক্তিলাভ হয় । দেবগণ দৈত্যদিগের
প্রভাবে পরাজিত হইয়া এই নিয়ম অবলম্বন
পূর্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।
ধেনুগণ পরম পাবন ও পবিত্র পদার্থ ।
ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলে অনায়াসে
স্বর্গ লাভ হয় । পবিত্র জলে আচমন
করিয়া ধেনুমধ্যে অবস্থান পূর্বক গোমতী
মস্ত্র জপ করিলে পরম পবিত্র ও পাপ-
পরিশূন্য হয় । অগ্নি, ধেনু ও ব্রাহ্মণ-
গণের মধ্যে শিষ্যগণকে গোমতী বিদ্যা
অধ্যাপন করা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য
কর্তব্য । তিন রাত্রি উপবাস পূর্বক
গোমতীমস্ত্র জপ করিয়া পুত্রকামনা করিলে
পুত্র লাভ, অর্থ কামনা করিলে অর্থ লাভ
এবং পতি কামনা করিলে পতি লাভ হয় ।
ফলত এই মস্ত্র প্রভাবে মানবদিগের সমু-
দায় কামনা সিদ্ধ হইতে পারে । গোসমু-
দায়ের সেবা করিলে উহারা সন্তুষ্ট হইয়া
নিশ্চয়ই অভিলষিত বর প্রদান করে ।
গাভীগণ যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ও সর্বকাম-

প্রদ; উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

হে ধর্মরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তেজস্বী শুকদেব তাঁহার উপদেশানুসারে প্রতিনিয়ত গোপূজা করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও যত্নসহকারে নিত্য গোসমুদায়ের পূজা কর।

দ্বাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিময়ে আমি নিতান্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়াছি, অতএব আপনি উহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্তি ধারণ করিয়া গোসমুহুর মধ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোসমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ মন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, দেবি! তুমি কে? কোথা হইতে এখানে উপস্থিত হইলে এবং কোন্ স্থানেই বা গমন করবে, আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবল্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গোসমুদায়! আমি লোককান্তা স্ত্রী, দৈত্যগণ মৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্টভোগ ও দেবগণ মৎকর্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য,

বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমাকে আশ্রয় না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন না। আমি যাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট না হই তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম কেবল আমারই আশ্রয় লাভ পূর্বক অবস্থান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট আপনার প্রভাব কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি; তোমরা আমার সম্বিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি! তুমি আশ্রয় চঞ্চলা ও বহুজন ভোগ্যা এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদেরই আশ্রয় লাভ নাই। আমরা স্বভাবতঃ রূপসম্পন্ন রহিয়াছি অতরাং তোমাকে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যিক নোপ হইতেছে না; অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

ধেনুগণ এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লোকে বহু বহু আশ্রয় আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু তোমরা অনায়াসে অনাদর পূর্বক আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এক্ষণে বুঝিলাম, লোকে আহৃত না হইয়া স্বয়ং অন্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অবশ্যই পরাভূত হইতে হয় এই যে এক লোকপ্রবাদ রহিয়াছে উহা কখনই অসঙ্গত নহে। বাহা হউক, দেব, দানব,

পঙ্কর্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ
কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়া আমার উপা-
সনা করেন; অতএব আমাকে গ্রহণ
করা তোমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। দেখ,
ত্রিলোক মধ্যে কেহই আমার অবমাননা
করে না।

তখন ধেনুগণ কহিল, দেবি! তোমাকে
অবমানিত বা পরাভূত করা আমাদের
উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল তোমার
চলচিত্ততানিষন্ধন তোমাকে পরিত্যাগ করি-
তেছি। যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয়ে
প্রয়োজন নাই; তুমি এক্ষণে স্বস্থানে
প্রস্থান কর। যখন আমাদের স্নাত্তিক
শরীর সৌষ্ঠব রহিয়াছে, তখন আমরা কি
নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিব?

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমা-
দিগকে শরণ্য, মহাভাগ ও সর্বলোকের
মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন
হইয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপ-
মান করা তোমাদিগের কদাপি কর্তব্য
নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার
সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার
অপমান করিলে আমি সর্বলোকের অব-
জ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে
কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে
বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না;
কিন্তু তোমাদিগের কোন অঙ্গই কুৎসিত
নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের
আধার। এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের
কোন অংশে অবস্থান করিব, তাহা আদেশ
কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে,
দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহার প্রতি এমন
হইয়া পরস্পর মন্তব্য করিয়া তাঁহাকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিলেন, দেবি! তোমার সম্মান
রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।
অতএব আমরা তোমাকে অনুমতি প্রদান
করিতেছি, তুমি আমাদের পরম পবিত্র
মৃত্তাপুরীমে অবস্থান কর।

গোসমুদায় এই কথা কহিলে, লক্ষ্মী
যাহার পর নাই আত্মাদিত হইয়া তাহা-
দিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধেনু-
গণ! তোমরা এমন হইয়া আমার প্রতি
যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; এক্ষণে
তোমাদিগের মঙ্গল হউক। লোকমাতা শ্রী
ধেনুগণকে এই কথা কহিয়া তাহাদিগের
সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ধর্মরাজ!
এই আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে গোসমুদায়ের
মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যাঁহারা গোদান ও হুতাবশিষ্ট বস্তু
ভোজন করেন, তাঁহারা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের
ফললাভ করিতে সমর্থ হন। দধি ও স্নাত
ব্যতীত যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। এই নিমিত্ত
ধেনুগণ যজ্ঞের মূল বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকে। সমুদায় দান অপেক্ষা গোদান
অতিশয় প্রশস্ত। পাবিত্রেরা গোসমুদায়কে
পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিদেশ করিয়া
থাকেন; অতএব পুষ্টি ও শান্তি লাভের
নিমিত্ত গোসমুদায়ের সেবা করা অত্যাশু কর্তব্য।

গোসমুৎপন্ন দুগ্ধ, দধি ও স্নাত প্রভাবে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় এবং গোসমুদায়ের তেজঃ উভয়লোকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ফলতঃ গোসমুদায় অপেক্ষা পরম পবিত্র আর কিছুই নাই ।

হে পশুরাজ ! আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মবাসব সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলেন, সমুদায় প্রজা মত্যাশ্রয়পরায়ণ হইয়াছিল । ঐ সময় একদা মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, সুপর্ণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন । নারদ, পরীত, বিশ্বামিত্র ও হাণ্ডিহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহা লগ্নিশুদ্ধ সমুদ্রের সম্মুখ কবিয়া তাঁহার হৃষ্ট সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন । সমারণ দিব্য কুন্ডল পরিধান পূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল । ঋতু সমুদায় বিবিধ স্নগন্ধ পুষ্প আহরণ করিতে আরম্ভ করিল । দিব্য বাদিত সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল এবং সমুদায় প্রাণী একত্র সমবেত হইল । ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্বলোকোপাতামহ এক্ষণে অভিবাধন করিয়া কাহিলেন, ভগবান্ ! লোকপালদিগের উপরিভাগে কি নিমিত্ত গোলোক সংস্থাপিত হইল ? পেশুগণ ক্রিপা তপস্যা বা ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহা বা দেবগণের উপরিভাগে পরম স্নগন্ধে কালচরণ করিতেছে ? এই বিষয়

পরিজ্ঞাত হইতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি ; অতএব আপনি ইহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

দেবরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সর্বলোকোপাতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কাহিলেন, সুররাজ ! তুমি পেশুগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তাহাদিগের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিকট গোসমুদায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পাণ্ডিত্য পেশু সমুদায়কে যজ্ঞাশ্র ও যজ্ঞম্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । পেশু ব্যতীত কখনই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না । প্রজাগণ পেশু সমুদায় হইতে সমুৎপন্ন দুগ্ধ ও স্নাত দ্বারা শীতল ধারণ করিয়া থাকে । উহাদের গর্ভজাত রস দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্মিত হইলে মাংস ও বিবিধ বাক উৎপন্ন হয় এবং হৃদ্বারা যজ্ঞ ও হব্য কথ্যেব অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । পরম পবিত্র গোসমুদায় হইতেই যজ্ঞ, দান ও স্নাত উৎপন্ন হয় । উহার ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাহুর হইয়াও বিবিধ ভাণ বহন করে এবং অমায়িক ব্যবহার ও সংকাস্য দ্বারা মহর্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকে । এক নির্মিত্ত আমাদিগের উপরিভাগে উহাদিগের লোক সংস্থাপিত হইয়াছে, উহার প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিয়া থাকে ।

হে দেবরাজ ! গোসমুদায় সে কারণে দেবলোকের উপরিভাগে বাস কবে, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । এক্ষণে

উভারা যে নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, তাহা বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে দানবগণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে ভগবান্ নিম্ন পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেবজননী অদ্বিতি পুত্রার্থিনী হইয়া এক পদে অবস্থান পূর্বক কঠোর তপোমুষ্ঠান করেন। দশপরায়াণা দক্ষদুহিতা স্রবভী তৎকালে অদ্বিত্যর ঘোরতর তপস্যা দর্শনে পর্ণিতুকে হতয়া দেবগন্ধর্বসমোবিত পরম রমণীয় কৈলাস শিখরে গমন করিয়া এক পদে অবস্থান পূর্বক একাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপোমুষ্ঠান করিলেন। দেবতা, মহর্ষি ও মহোরগগণ তাঁহার বিস্ময়কর তপস্যায় প্রীত হইয়া সতত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি স্রবভীকে সমাপে সন্তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, বৎসে! তুমি পর প্রার্থনা কর।

স্রবভী কহিলেন, ভগবান্! আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, আপনি এমন হইতেক আমার বর লাভ হইয়াছে। স্রবভী এইরূপে কোন বর প্রার্থনা না করিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, বৎসে! আমি তোমার তপস্যা ও নিষ্পৃহতা দর্শনে মাহার বর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বাস করিতে পারিবে; তোমার লোক গোলোক বলিয়া নোক-

সমাজে বিখ্যাত হইবে; তোমার দুহিতৃগণ মানবগণের শুভকার্য সাধন পূর্বক সমুদায় লোকে অবস্থান করিবে এবং কি স্বর্গীয়, কি লৌকিক সকল সুখই তুমি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবরাজ! আমি এইরূপ বর প্রদান করাতেই গোলোক সর্বকাম-সমম্বিত হইয়াছে। যুত্যা, জরা, অনল, দুর্দৈব, অশুভ কখন ঐ লোক আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ লোক দিব্য অরণ্য, দিব্য ভাভরণ ও কামচারী বিমান সমুদায়ে সমলঙ্কৃত রাখিয়াছে। লোকে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, মতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দান ও তপ পম্যটন প্রভৃতি বিবিধ সংকাম্যের অনুষ্ঠান করিলেই ঐ লোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই আমি তোমার নিকট গোমুদায়ের মাভাভ্য কীর্তন করিলাম; অতএব গোমুদায়ের প্রীতি অশঙ্কা করা তোমার কখনও কদব্য নহে।

ভগ্ন কহিলেন, হে দম্বরাজ! সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ গোমুদায় কীর্তন করিলে, ভগবান্ হস্ত তাঁহার বাক্য শ্রবণে গোমুদায়ের প্রীতি নিতান্ত ভক্তি পরায়ণ হইলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্বপাপসিনাশন পরম পবিত্র গোমুদায় কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সর্বদা সমাভিত হইয়া যজ্ঞ ও পিতৃকার্য সময়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পবিত্র গোমুদায় কীর্তন করেন, তাঁহার পিতৃগণের সর্বকামসম্পন্ন অক্ষয় গোলোক লাভ হয়। গোভীক্ত-পরায়ণ ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, কন্যাার্থী হইলে কন্যা, দম্বার্থী হইলে দম্ব, দন্যার্থী

হইলে ধন, বিস্তারী হইলে বিজ্ঞা ও সুখার্থী হইলে সুখ লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই । ফলত মোক্ষপ্ৰদায়ক ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সমুদায় লোকের বিশেষত ধর্মদর্শী নরপতির পক্ষে যে গোদান সমুদায় দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; অব্যবস্থিতিচক্ৰ নরপতিগণ বিধিপূর্বক রাজ্যপালনে অক্ষম হওয়াতে অধোগতি লাভের উপযুক্ত হইয়াও যে ভূমিদান-প্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ; পূর্বের মহারাজ নৃগ ও মহর্ষি নাচিকেত গোদান প্রভাবে যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল কর্মেই যে ভূমি, গো ও স্ববর্ণ উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা আপনি কীর্তন করিয়াছেন । আমি আপনার মুখে ভূমি ও গো সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু স্বর্ণের বিষয় আপনি সবিশেষ কীর্তন করেন নাই । অতএব স্বর্ণ কি ? কি নিমিত্ত কোন্ স্থান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? উহা দান করিলে কি ফল লাভ হয় ? কি নিমিত্ত উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করে ? কি কারণে উহা ক্রীতে যজ্ঞাদি কার্যের প্রশস্ত দক্ষিণা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা উহা গাভী ও ভূমি অপেক্ষা পবিত্রতাসম্পাদক উৎকৃষ্ট দক্ষিণা বলিয়া অভিহিত হয় ? তৎসমু-

দায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কামনা হইয়াছে ; অতএব আপনি উহার বর্ণনা তত্ত্ব কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি স্বর্ণের উৎপত্তিব বিষয় যেরূপ অবগত আছি, তাহা বিস্তারিত রূপে কীর্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর । পূর্বের আমার পিতা মহাতেজস্বী শান্তনুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, আমি গঙ্গাতীরে গমন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম । তৎকালে আমার জননী জাহ্নবী বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন । শ্রাদ্ধকালে তপঃসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি আমার সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন । ঐ সময় আমি সমাহিতচিত্তে ক্রমে ক্রমে তোয়দানাদি পূর্বকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে, অকস্মাৎ এক মনোহর কেয়ুরসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বাহু বিস্তৃত কুশসমুদায় ভেদ করিয়া সমুদগত হইল । তদর্শনে আমার পিতা স্মরণ সাক্ষাৎকারে পিণ্ডপ্রতিগ্রহ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আমার আত্মাদের আর পরিমীমা রহিল না । কিন্তু তাহার পরক্ষণেই শাস্ত্রচিন্তা করিতে আমার স্মরণ হইল যে, বেদে হস্তোপরি পিণ্ডদান করিবার বিধি বিহিত হয় নাই । পিতৃগণও কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড প্রতিগ্রহ করেন না । বেদে কুশোপরি পিণ্ডদানের ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে । অতএব পিতার হস্তে পিণ্ডদান করা কর্তব্য নহে । আমি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুধ্যান পূর্বক পিতার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া দর্ভোপরি পিণ্ড-

এদান করিলাম। আমি শিওদান কারবা-
নায় আমার পিতার সেই হস্ত অন্তর্হিত
হইল। পরশুরাম রজনীকালে আমি নিদ্রিত
হইলে, পিতৃগণ স্বপ্ন যোগে আমাকে দর্শন
দান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে
ধর্ম্য হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাট, ইহাতে
আমরা পরম শ্রীত হইয়াছি। তুমি শাস্ত্র
সমগ্রাণ করিয়া আত্মা, ধর্ম্য, শাস্ত্র, বেদ,
পিতৃগণ, ঋষিগণ, গুরু ও লোকপিতামহ
ব্রহ্মা সকলেরই সম্মান রক্ষা এবং যুক্তিবৃত্ত
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে ভূমি
ও গোদানের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দান
কর। তাহা হইলেই আমরা পূর্নপুরুষ
গণের মহিত পবিত্র হইব। স্বর্ণ সর্বা-
পেক্ষা পবিত্রতা সম্পাদক পদার্থ। যে ব্যক্তি
স্বর্ণ দান করে, তাহার উদ্ধৃতন দশ ও
অশস্তন দশ পুরুষ পবিত্র হয়। পিতৃগণ এই
কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগ-
রিত হইয়া নিতান্ত বিস্ময়বিষ্ট ও স্বর্ণ
দানে কৃতমঞ্চল হইলাম।

অতঃপর এই স্বর্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপ-
লক্ষে জমদগ্নিপুত্র দীর্ঘজীবী মহাত্মা পরশু-
রামের পুরাতন ইতিহাস করিতেছি, শ্রবণ
কর। পূর্বে পরশুরাম রোসাবিন্ট চিত্রে
একবিংশতি বার পৃথিবী নিষ্কত্রিয়া করিয়া
সমুদায় পৃথিবী অধিকার পূর্বক পরিশেষে
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ-পূজিত, সর্বকাম সম্পন্ন,
জীবগণের তেজোবর্দ্ধন, পরম পাবন অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞফলে
সকলেই নিম্পাপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি
সেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও

নিম্পাপ হইতে পারেন নাই। তখন তিনি
আগ্নিকে হেয়জ্ঞান করিয় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন
মহর্ষি ও দেবগণের নিকট গমন পূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতগণ! নিষ্ঠুর
কার্য্য নিরত মানবগণের পবিত্র হইবার
উপায় কি, তাহা আপনারা কীর্ত্তন করুন।
তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি বেদবিধানানু-
সারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাহা-
দিগের নিকট পবিত্র হইবার উপায় জিজ্ঞাসা
করিয়া তাঁহাদের আদেশানুরূপ কার্য্য কর।
মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে পরশুরাম
মহাত্মা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কাশ্যপ এবং দেবর্ষি
নারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমার পবিত্র হই-
বার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব
যদি আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ
করেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনু-
ষ্ঠান ও কি বস্তু দান করিলে আমি পবিত্র
হইতে পারিব, তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরশুরাম এইরূপে স্বীয় পবিত্রতা
সম্পাদন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধন-
গণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে
ভার্গব! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, মনুষ্য
একান্ত পাপাসক্ত হইলেও গো ভূমি ও ধন
দান করিয়া অনায়ামে পবিত্রতা লাভ করিতে
পারে। এক্ষণে অত্যধিক পবিত্রতম আর
একটি দানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি,
শ্রবণ করুন। এই দানের নাম স্বর্ণ দান।
স্বর্ণ অগ্নির অপত্য। পূর্বে উহা লোক
সকলকে দক্ষ করিয়া অগ্নির বীর্ঘ্য হইতে

প্রাচুর্য হইয়াছিল। উহা দান করিলে
লোকে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ
হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, রাম! যাহা দান করিলে
উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়, সেই অগ্নিবর্ণ স্তবর্ণ
যেরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা যে পদার্থ
এবং যে প্রকারে উহা উৎকর্ষতা লাভ করি-
য়াছে, আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। স্তবর্ণ অগ্নিমোগা-
জ্বক। অজ্ঞান করিলে অগ্নিলোক, মেঘ
দান করিলে বরুণলোক, অশ্ব দান করিলে
সূর্যালোক, কুঞ্জর দান করিলে নাগলোক,
মহিষ দান করিলে অশ্বরলোক, কুক্কট ও
বরাহ দান করিলে রাক্ষসতুল্যলোক এবং
ভূমিদান করিলে যজ্ঞফল, গোলোক বরুণ-
লোক ও চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিন্তু ঐ অজ-
মেসাদি সমুদায় পদার্থই স্তবর্ণ অপেক্ষা
নিকৃষ্ট। পূর্বে সমুদায় জগৎ মগ্নন করিয়া
একটি তেজঃ সমুৎপত্ত হইয়াছিল, সেই তেজই
স্তবর্ণ। স্তবর্ণ সমুদায় রত্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
এই নিমিত্তই গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য
ও পিশাচগণ যত্নপূর্বক উহা ধারণ করিয়া
থাকেন। কেহ কেহ স্তবর্ণ দ্বারা মুকুট কেহ
কেহ অঙ্গদ ও কেহ কেহ বা অগ্নরূপ অল-
ঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ধারণ করে। অতএব
স্তবর্ণ ভূমি, গো ও অগ্ন্যাদি রত্ন অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট এবং ভূমিদান ও গোদান অপেক্ষা
স্তবর্ণ দান শ্রেয়স্কর। স্তবর্ণ, অক্ষয় ও পরম
পবিত্র। অতএব ভূমি ব্রাহ্মণগণকে স্তবর্ণ
দান কর। দক্ষিণাদানকালে স্তবর্ণই প্রশস্ত

বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা স্তবর্ণ
দান করে, তাহাদিগের সমুদায় পদার্থ প্রদান
করা হয়। অগ্নি সমস্ত দেবতাস্বরূপ বলিয়া
নির্দিষ্ট হন। স্তবর্ণ সেই অগ্নি হইতে উদ্ধৃত
হইয়াছে, স্তবরাং যিনি স্তবর্ণ দান করেন,
তাঁহার সমুদায় দেবতা প্রদান করা হয়।
ফলতঃ স্তবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই
নাই।

হে রাম! আমি পূর্বে পুরাণগ্রন্থে
প্রজাপতির বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হই-
য়াছি, পার্শ্বতীর সহিত ভগবান্ শূলপাণির
পরিণয়ের পর তাঁহারা গিরিবর হিমাচলে
অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত পরস্পর সমাগত
হইলেন। তখন দেবগণ নিতান্ত উদ্ভিগ্ন
হইয়া রুদ্রের নিকট গমন এবং তাঁহার ও
দেবী পার্শ্বতীর পাদবন্দন পূর্বক দেব-
দেবক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবান্!
আপনি তপস্বী এবং দেবী পার্শ্বতাও তপ-
স্বিনী। স্তবরাং আপনাদের উভয়ের মিলন
উভয়েরই প্রীতিকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই।
কিন্তু আপনাদের উভয়ের তেজঃ অসামান্য।
আপনাদিগের যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন,
তিনি নিশ্চয়ই মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন
এবং স্বীয় বলবীৰ্য্যপ্রভাবে ত্রিলোকের
কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব
আমরা আপনার নিকট প্রণত হইয়া এই
বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রজা-
গণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তেজো-
হ্রাস করুন। আপনারা ত্রৈলোক্যের সার
স্তবরাং আপনাদের উভয়ের সমাগম সক-
লের সম্ভাপের কারণ হইয়াছে, সন্দেহ

নাই । আর আপনাদিগের তেজঃ হইতে যে পুঞ্জ উৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেব-গণকে পরাভব করিবেন । বিশেষত আপ-নার তেজঃ পৃথিবী আকাশ বা স্বর্গ কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ; উহার প্রভাবে নিশ্চয়ই সমুদায় জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে । অতএব আপনি আগাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আপনার উরসে দেবীর গর্ভে পুঞ্জ উৎপন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগী হউন । ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক আপনার প্রজ্বলিত তেজঃ সঙ্কুচিত করুন ।

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে রুমভ-দাহন রুদ্ধ তথাস্ত্র বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার পূর্বক আপনার তেজ উর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেন । তদবধি তাঁহার নাম উর্দ্ধরেতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে । মহা দেব এইরূপে উর্দ্ধরেতা হইলে দেবী পার্বতী দেবগণের প্রমত্তে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ক্রোধান্ডরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক পুরুষবাক্যে কহিলেন, হে সুরগণ ! তোমরা আমার ভক্তার সন্তানোৎপাদ রোধ করিয়া দিলে ; অতএব আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোমাদিগের কখনই সন্তান উৎপন্ন হইবে না । হে ভার্গব ! দেবগণ যখন মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন, তৎকালে অগ্নি তথায় সমুপস্থিত ছিলেন না ; স্তবরাং পার্বতী প্রদত্ত অভিশাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইল না । কিন্তু অন্যান্য দেবতারা পার্ব-তার শাপে সন্তানলাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন ।

যখন ভগবান্ ব্যোমকেশ তেজঃ উর্দ্ধে উত্তোলিত করেন, তৎকালে তাহা হইতে কিয়দংশ স্থলিত ও ভূতলাভিমুখী হইয়া অগ্নিতে নিপতিত হইয়াছিল । সেই রুদ্ধ-তেজঃ অগ্নিতে নিপতিত হইবামাত্র যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল । এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও সাধ্যগণ তারকাসুরের বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন । তাঁহাদিগের আবাস, বিমান ও নগর সমুদায় এবং মহর্ষিদিগের আশ্রমসকল অস্তরগণ কর্তৃক অপহৃত হইল ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

ছুরাঙ্গা তারকাসুর এইরূপে দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, তাহারা বিষন্ন মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! তারকাসুর আপনার বরে দর্পিত হইয়া আগাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করি-তেছে । আমরা তাহার ভয়ে যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি ; অতএব আপনি অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ করিয়া আগা-দিগের পারিত্রাণ করুন । এক্ষণে আপনি ভিন্ন আগাদিগের আর উপায়ান্তর নাই ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ ! আমি সর্দ-ভূতে সমদর্শী । আমার অদৃশ্যপ্রাণ নাই । আমি পূর্বেই তারকাসুরের বিনাশের উপায় করিয়া রাখিয়াছি । তোমরা শীঘ্রই সেই ছুরাঙ্গাকে বিনাশ করিবে । বেদ ও দৃশ্য সমুদায় কখনই বিলুপ্ত হইবে না ; অতএব তোমরা নিরুদ্বেগ হও ।

দেবগণ কহিলেন, ভগবন্ ! ছুরাঙ্গা

তারকাসুর আপনান্নিকট দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব বলিয়া বর গ্রহণ পূর্বক নিতান্ত গর্বিত হইয়াছে। তাহাকে বধ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর আমরা মহাদেবকে সন্তানোৎপাদনে বিরত করাতে, দেবী পার্শ্বতী আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের অপত্য জন্মিবে না বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তারকাসুর যে ক্রুরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহা আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! রুদ্রাণী যে সময়, তোমাদিগকে শাপপ্রদান করেন, হুতাশন তৎকালে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। অতএব তিনি অসুরবধের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ, মনুষ্য ও পার্শ্বগণকে আক্রমণ করিয়া অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তোমাদিগের ভয়প্রদ ছুরাঙ্গা তারক ও অগ্ন্যস্ত্র অসুরগণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ভবানীপতির তেজের যে কিয়দংশ অনলে নিপাতিত হইয়াছে; মহাত্মা হুতাশন অসুরবধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় সেই শৈব তেজঃ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেই তোমাদিগের ভয়হর্তা কুমার সমুৎপন্ন হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে তেজোরাশি হুতাশনের অন্বেষণ কর। এই আর্মি তোমাদিগের নিকট তারকাসুরবধের উৎকৃষ্ট উপায় দীর্ভন করিলাম। পার্শ্বতীর শাপপ্রদানকালে হুতাশন তোমাদের সমাভি-

ব্যাধারে ছিলেন না বলিয়া ঐ শাপ তাঁহাতে সংক্রান্ত হয় নাই। আর তিনি তৎকালে তোমাদের সমাভিব্যাহারে থাকিলেও ঐ শাপপ্রভাবে তাঁহার পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত হইত না। হুতাশন সর্বাপেক্ষা তেজস্বী। অল্পতেজস্বীর শাপ কখন অধিক তেজস্বীর তেজের হানি করিতে পারে না। বলবান্-দিগকে অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরাভূত হইতে হয়। তপস্বীরা বরদাতা অবধ্য দেবগণকে ও বিনাশ করিতে পারেন। অতি তেজস্বিগণের অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ হুতাশন তোমাদের মঙ্গল বিধানার্থ পুত্রোৎপাদন করিতে অভিলাষ করুন। অতঃপর তোমরা অতি দ্রুতায় সেই রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্বভূতের হৃদয়স্থিত তেজোরাশিস্বরূপ সর্বব্যাপী ভগবান্ অনলের অন্বেষণ কর, তিনিই তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ কাশ্যাসিদ্ধির নিমিত্ত তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সমাভিব্যাহারে চতুর্দিকে হুতাশনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থান করাতে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর একদা দেবগণ অগ্নির অদর্শন-নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক মণ্ডুক অগ্নিতেজে নিতান্ত সন্তাপিত ও ক্লান্ত হইয়া রমাতল হইতে সমুত্থান পূর্বক তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সুরগণ! ভগবান্
ছত্ৰাশন তেজঃ দ্বারা জল সমুদায় ব্যাপিত
করিয়া রসাতলে অবস্থান করিতেছেন।
জলচরগণ তাঁহার তাপে নিতান্ত কাতর
হইয়াছে। আমি তাঁহার তাপ মছ করিতে
না পারিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।
এক্ষণে যদি আপনারা অনলের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে
অচিরে রসাতলে গমন পূর্বক তাঁহার
অম্বষণ করুন। আমি চলিলাম; আর
বিলম্ব করিতে পারি না। আমি আপনা-
দের নিকট আমিরা ছত্ৰাশনের আশ্র-
গোপনরত্ন প্রকাশ করিচ্ছি, জানিতে
পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ
হইবেন। রসাতলবাসী মণ্ডুক দেবগণকে
এই কথা কহিয়া অবিলম্বে জলমধ্যে প্রবেশ
করিল। তখন ছত্ৰাশন মণ্ডুকের সেই কপ-
টতা পরিজ্ঞাত হইয়া ‘তোমরা অত্যাধি
রমনোন্মিয় বিনীত হইবে’ বলিয়া ভেক-
জাতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্বক প্রচ্ছন্ন-
ভাবে অতীত অত্যা প্রস্থান করিলেন।
ছত্ৰাশন রসাতল হইতে স্থানান্তরিত হইলে
দেবগণ তাঁহার প্রস্থান ও মণ্ডুকদিগের প্রতি
শাপপ্রদান রত্নান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ভেক-
জাতির প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক তাহা-
দিগকে কহিলেন, হে মণ্ডুকগণ! তোমরা
অগ্নিশাপে রসনাবিনীত ও রসাসাদনে বঞ্চিত
হইয়াও বিবিধ বাণী উচ্চারণ করিতে
পারিবে; তোমরা অচেতন, অনাহারী,
শুকদেহ ও মৃতকল্প হইয়া বিলম্বো বাস
করিলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

অন্ধকারময়ী রজনীতেও তোমরা নানাস্থানে
বিচরণ করিতে পারিবে।

দেবগণ মণ্ডুকদিগকে এইরূপ বর প্রদান
করিয়া পুনরায় অগ্নির অম্বষণার্থ পৃথিবী
পর্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি
তাঁহার মন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না।
অনন্তর ঐরাবতমদূর এক প্রকাণ্ড হস্তী
তাঁহাদিগকে মন্দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্বক
কহিল, হে দেবগণ! ছত্ৰাশন এক্ষণে
অশ্বথরক্ষে অবস্থান করিতেছেন। মাতঙ্গ
এই কথা কহিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া ‘অত্যাধি তোমাদিগের রসনা বিপ-
রীতগামিনী হইবে’ বলিয়া হস্তিজাতির
প্রতি শাপ প্রদান পূর্বক মস্তুরে অশ্বথরক্ষ
হইতে নির্গত হইয়া শমীগর্ভে প্রবেশ করি-
লেন। তখন দেবগণ অগ্নির প্রস্থান ও
দ্বিরদদিগের প্রতি অভিসম্পাতের বিময়
অবগত হইয়া হস্তিজাতির প্রতি কৃপা
প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, হে মাতঙ্গগণ!
তোমরা অগ্নির শাপে প্রতাপজিহ্ন হইয়া
সমুদায় সামগ্রী আহার ও উচ্চৈঃস্বরে অস্পষ্ট
বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে।

সুরগণ এইরূপে মাতঙ্গগণকে বর
প্রদান পূর্বক পুনরায় অগ্নির অনুসরণে
প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় অগ্নি যে অশ্বথ-
রক্ষ হইতে নির্গত হইয়া শমীরক্ষে প্রবিষ্ট
হইয়াছিলেন, শুকপক্ষী তাহা তাঁহাদের
নিকট ব্যক্ত করিল। তখন ছত্ৰাশন শুক
পক্ষীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন
যে, ‘তুমি অত্যাধি বাক্শক্তিবিনীত হইবে’
ঐ শাপ প্রভাবে শুকপক্ষীর জিহ্বা পরি-

বর্জিত হইল। হুতাশন এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, দেবগণ শূকের প্রতি সান্তি-শয় দয়াবান্ হইয়া কহিলেন, হে শূক! তুমি কখনই একেবারে বাকশক্তি বিহীন হইবে না। তোমার জিহ্বা পরিবর্ত হইলেও বালক ও বৃদ্ধেরা যেমন অতিমধুর অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তুমিও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। দেবগণ শূক পক্ষীকে এই কথা কহিয়া শমীগর্ভে হুতাশনকে সন্দর্শন করিলেন। তদবধি যজ্ঞাদি সমুদায় কার্যে শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা প্রচলিত এবং মানবগণও উহা হইতে অগ্নির উৎপাদনের উপায় অবগত হইল। এই নিমিত্তই শমী গর্ভে অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ হুতাশন রসাতলে শয়ন করাতে তাঁহার তেজঃপ্রভাবে রসাতলস্থ যে সলিল সমুদায় সম্ভূত হইয়াছিল, সেই উত্তপ্ত জলরাশি পর্বতপ্রস্তরবৎ দ্বারা অদ্ভুতপরিমাণে নিগত হইতেছে।

অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেবগণকে সন্দর্শন করিবাগাত্র নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিগত আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা কীৰ্ত্তন কর।

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৈশ্বানর! আমরা তোমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ করিব, তোমাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে তোমার যশের পরিসীমা থাকিবে না।

তখন হুতাশন কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের আশ্রয়স্থান স্বরূপ; অতএব তোমরা আমাকে সাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

অগ্নি এইরূপে দেবকার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অনল! তারক নামে এক মহাসুর ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই সমুদায় প্রজাপতি, ঋষি ও দেবতাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত, এক অপত্য উৎপাদন করিলেই তাহা হইতে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ ও ভয় দূর হইবে। আমরা পার্শ্ববর্তী কর্জু অভিশপ্ত হইয়া অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইয়াছি, স্ততরাং তোমার বীর্য্য ভিন্ন আর আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি অচিরেই আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ হুতাশন তাঁহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীর নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদের পরস্পর সন্তোষ হওয়াতে ভাগীরথীর গর্ভাধান হইল। ঐ গর্ভ কক্ষলগ্ন হুতাশনের ন্যায় ক্রমশ পরি-বদ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথী হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত কাতর হইলেন। ঐ সময় এক মহাসুর হঠাৎ ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। ভগবতী ভাগীরথী সেই অলঙ্কিতোপপন্ন ভীষণ শব্দে নিতান্ত ভীত ও উদ্ভ্রান্তনেত্র হইয়া একে-

বারে বিচেন্তনপ্রায় হইয়া শরীর ও গর্ভভার বহনে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি কল্পিত কলেবরে হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আর আপনার তেজঃ ধারণ করিতে পারি না। ঐ তেজঃপ্রভাবে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আর আমার পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্য নাই। আমার মনঃ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এক্ষণে গর্ভ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ইহা উচ্চা পূর্বক পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই নাই। আমার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতেই আমি ইহা পরিত্যাগ করিতেছি। বিশেষত আমি স্বয়ং কামনা পূর্বক আপনার তেজঃ গ্রহণ করি নাই; আপনি দেবগণের কার্যসাধনার্থ আমাতে তেজঃ সংক্রান্ত করিয়াছেন। অতএব আমি এখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এই গর্ভ পরিত্যাগ করিলে যে দোষ গুণ বা ধর্মাদর্ম সমুৎপন্ন হইবে, আপনি তৎসমুদায়ের অধিকারী।

তখন ভগবান্ হুতাশন ও অন্যান্য দেবগণ গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাগীরথি ! তুমি গর্ভধারণ কর। ঐ গর্ভ হইতে মহাফল উৎপন্ন হইবে। তুমি যখন সমুদায় বসুন্ধরা সঙ্করণে সমর্থ হইয়াছ, তখন অনায়াসেই এই গর্ভধারণে সমর্থ হইবে। ভগবান্ অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ এইরূপ নিবারণ করিলেও ভাগীরথী সেই অগ্নিতেজঃসম্ভূত পাবক সদৃশ গর্ভ ধারণে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া স্তমেরূপবর্তে গিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্

হুতাশন তথায় আগমন পূর্বক গঙ্গাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগীরথি ! এক্ষণে তোমার গর্ভধারণ জন্ম দুঃখ অপ-নীত হইয়াছে? যাহা হউক, এক্ষণে এই গর্ভ কিরূপ বর্ণ কিরূপ আকার এবং কিরূপ তেজঃসম্পন্ন, তৎসমুদায় কীর্তন কর।

তখন সরিধরা গঙ্গা হুতাশন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার তেজঃসম্ভূত সেই গর্ভ আপনারই ন্যায় তেজস্বী এবং স্বীয় স্নানিস্থল প্রভা প্রভাবে পর্বতকে ও উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গন্ধ কদম্বের ন্যায় মধুর এবং দেহ কমলোৎপল সমল-কৃত ব্রহ্মের ন্যায় স্নানীতল। উহার তেজঃ পৃথিবীর যে বস্তু স্পর্শ করিতেছে, তাহাই স্তব্ধগয় হইয়া যাইতেছে। কলত উহা এই চরাচর বিশ্বকে তেজদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহার কান্তি সূর্য অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবী গঙ্গা হুতাশনকে এইরূপ কহিয়া অন্তহিত হইলেন। হুতাশনও দেবগণের কার্যসাধন করা হইল জানিয়া আপনার অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে জাগদম্যা ! স্তব্ধ এইরূপে অগ্নিরই তেজে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ অগ্নির নাম হিরণ্যরেতাঃ রাখিয়াছেন। দেবী পৃথিবী ঐ স্তব্ধ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বসুমতী হইয়াছে।

অনন্তর সেই অগ্নিসম্ভূত তেজঃ হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহে প্রবাহিত ও এক শর-বনে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও

বালকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় কৃত্তিকাগণ সেই তরুণ সূর্য্য সঙ্কাস অদ্বুত-দর্শন বালককে শরবনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতে লাগিলেন। কৃত্তিকারা তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়, তেজঃ ক্ষম অর্থাৎ ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষন্দ এবং গুহাবাসনিবন্ধন তাঁহার নাম গুহ হইয়াছে।

হে জামদগ্ন্য! সমুদায় স্তবর্ণ বহ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাম্ব্বনদ স্তবর্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবগণ তদ্বারা ভূষণ প্রাপ্ত করিয়া ধারণ করেন। অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিমিত্ত স্তবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে। এই স্তবর্ণ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ন, ভূষণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। ইহা অগ্নি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর স্বরূপ। ইহা দান করিলে অগ্নি ও চন্দ্রলোক লাভ হয়।

হে রাম! আমি এই উপলক্ষে পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞাস্থান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ-কালে মুনিগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল, যজ্ঞাস সমুদায়, মূর্ত্তিমান্ বযট্কার এবং সাম, যজু ও ঋগ্বেদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। . বেদের লক্ষণ, উদাত্তাদি স্বর,

স্বরের আরোহাবরোহ ক্রম, নিরুক্ত নিষা-দাদি স্বরপংক্তি, ওঙ্কার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তথায় আগমন করিয়া দেবদেবের নেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। বেদ, উপনিষদ্, বিদ্যা, সাবিত্রী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্ত-মান তাঁহার অন্যান্য শরীর মধ্যে অবস্থিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপে সর্ব্ব-ময় হইয়া স্বয়ং আপনাকে আপনাতে আচ্ছতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই যজ্ঞ যাহার পর নাই স্পোষিত হইল। হে রাম! এই পশুপতিই ভূলোক, দ্যুলোক, ভূপতি, গণপতি, অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ ও প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার যজ্ঞ দর্শন করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ তপঃ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্পাতিগণের সহিত দিক্ সমুদায় এবং দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সম-বেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা মহাদেবের বহির্ষজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত ছতাশনে আচ্ছতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যাগণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃ স্থলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূর্য্যদেব কর দ্বারাই সেই ভূতলনিপতিত ধূলিমিশ্রিত রেতঃ গ্রহণ করিয়া ছতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির পুনরায় রেতঃস্থলিত হইল। তখন তিনি স্বয়ং অবিলম্বে সেই শুক্র স্রব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের স্তায় মস্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ রেতঃ ত্রিগুণাক্কক। উহা ছতাশনে নিক্ষিপ্ত হইবা-

মাত্র উহার রাজসিক অংশ বিবিধ জঙ্গম ও তামসিক অংশ নানাবিধ স্বাবর ভূতরূপে পরিণত হইল এবং উহার সাদৃশ্য অংশ রাজসিক ও তামসিক ভূতের অন্তর্ভূত হইয়া রহিল । ঐ সমস্তগুলি বিশ্বব্যাপক এবং বুদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহৃত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, মধুম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ও নির্দ্রুম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয় । তৎপরে সেই যজ্ঞীয় ছতাসনের প্রভা হইতে মরীচি, যজ্ঞীয় কুশ হইতে বালখিল্যগণ ও মহমি অত্রি এবং যজ্ঞীয় ছতাসনের ভস্মরাশি হইতে তপোবলসম্পন্ন ত্রৈলোক্যমলক্কত ব্রহ্মসিগণসদৃশ বৈশ্বানরগণ জন্মগ্রহণ করেন । পরে অগ্নির নেত্রদ্বয় হইতে সুরূপ আশ্বিনীতনয়দ্বয়, কর্ণ হইতে অচ্যাত্ত প্রজাপতিগণ ও রোমকূপ হইতে মহর্ষিগণ, স্বেদ জল হইতে চন্দ ও বল হইতে মনঃ প্রাত্তুভূত হইলেন । ঐ অগ্নির দাছ কাষ্ঠ সমুদায় মাস, কাষ্ঠের নির্যাস পক্ষ এবং অগ্নির তৈজস পিত্ত অহোরাত্র ও মুহূর্ত্তরূপে পরিণত হইল । পরিশেষে সেই ছতাসনের শোণিত হইতে রৌদ্র ও সূর্যবর্ণ গৈত্র দেবতা, ধূম হইতে বসুগণ, শিখা হইতে দ্বাদশ আদিত্য এবং অঙ্গার হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলেন । এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ অগ্নিকে সর্বদেবগণ বলিয়া নির্দেশ করেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা উঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ।

এইরূপে ভৃগুপ্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ভূতনাথ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ ! এই যজ্ঞ আগা কর্ত্তক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আগিই এই যজ্ঞের অধীশ্বর । অতএব সর্বাগ্রে অগ্নি হইতে যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আমারই পুত্র । আমি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছি, স্ততরাং যজ্ঞ হইতে নাহা যাগ উৎপন্ন হইল, তৎসমুদায় আমারই অধিকৃত, সন্দেহ নাই ।

তখন অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ ! ঐ তিন অপত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব উহারা আমার অপত্য । বরুণরূপী মহাদেব কখনই উঁহাদিগের অধিকারী হইতে পারেন না । অগ্নি এহ কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা আমারই বীৰ্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে ; অতএব ইহারা আমারই সম্বান । শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগের অধিকারী হইয়া থাকে ।

এইরূপে তাঁহারা তিন জন পুত্র লইয়া পিবাদ আরম্ভ করিলে, দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপাস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে আভিবাদন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি এই সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । আমরা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছি । অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা ছতাসন ও বরুণরূপী মহাদেবকে এক এক পুত্র প্রদান পূর্বক উঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন । দেবগণ এইরূপ কহিলে,

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভূগুকে মহাদেবের ও অঙ্গিরাকে অগ্নির পুত্রত্বে পরিকল্পিত করিয়া স্বয়ং কবিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন । তখন প্রজাপতি মহাত্মা ভূগু বারুণ, শ্রীমান্ অঙ্গিরা আগ্নেয় এবং মহাযনাঃ কবি ব্রাহ্ম বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । তৎপরে মহাত্মা ভূগু চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, উর্দ, শুক্ল, বিভু ও মনন এই সাতটি আত্মতুল্য পুণ্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিলেন । তুমি সেই ভূগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভার্গব নাম ধারণ করিয়াছ । ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, উতপ্য, পয়স্ব, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সম্বর্ত ও স্রমশ্বা এবং ভগবান্ কবি হইতে কবি, কাব্য, ধুমু, শুক্লাচার্য্য, ভূগু, বিরজা, কাশী ও উগ্র উৎপন্ন হন । তৎপরে ঐ সমুদায় মহাত্মা হইতে বিবিধ বংশ সমুৎপন্ন হয় । এই নিমিত্ত উঁহারা প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । এইরূপে ভগবান্ ভূগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজা-সমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে । বরুণ-মূর্ত্তিধারী ভগবান্ মহাদেবের যজ্ঞ হইতে মহাত্মা ভূগু, অঙ্গিরা ও কবি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত উঁহাদিগের বংশ সমুদায়ের সাধারণ নাম বারুণ । কিন্তু ভূগুর-বংশে ঐহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভার্গব, অঙ্গিরার বংশে ঐহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অঙ্গিরাস এবং কবির বংশে ঐহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন ।

হে রাম ! পূর্বে দেবগণ সর্বলোক-

পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবান্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন, মহর্ষি ভূগু প্রভৃতির বংশসম্ভূত এই সমুদায় মহাত্মা প্রজাপতি, বংশকর্ত্তা, তপস্বী ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, দেবপক্ষপরায়ণ ও প্রশান্ত-মূর্ত্তি হইয়া আপনার তেজঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার প্রসাদে লোক সমুদায়ের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হউন । ঐ মহাত্মাগণ ও আমরা সকলেই আপনার স্মৃষ্ট পদার্থ । স্ততরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভি-বাদন করিব । ঐ সমুদায় মহাত্মা প্রতি যুগে এইরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করিবেন । দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতমনে তথাস্ত বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন এবং দেবগণও কৃতকার্য্য হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । হে রাম ! বরুণরূপ-ধারী দেবদেব মহাদেবের যজ্ঞে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ।

অগ্নি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পশুপতি রুদ্র-স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । স্বর্ণ সেই অগ্নিরই অপত্য । বেদে ও শাস্ত্রানু-সারে অগ্নির অভাবে স্বর্ণই অগ্নি স্বরূপে পরিগণিত হয় । কুশস্তম্বে স্বর্ণ সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে । বস্মীক বিবর, ছাগ পশুর দক্ষিণ কর্ণ, সমভূমি ও তীর্থসলিলে আহুতি প্রদান করিলে, ভগবান্ অগ্নি প্রীতলাভ করিয়া থাকেন । অগ্নি সর্বদেবময় । সনা-

তন ব্রজা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন । অগ্নি হইতে কাঞ্চনের উৎপত্তি হইয়াছে । স্ততরাং যিনি স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমস্ত দেবতা প্রদান করা হয় । ঐ দান জন্ম পুণ্য প্রভাবে তাঁহার উজ্জ্বল লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে এবং ধনাধিপতি কুবের তাঁহাকে স্বর্গে অভিষিক্ত করেন । যিনি প্রাতঃকালে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার চুঃস্বপ্ন প্রতিহত হইয়া যায় । যিনি সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায় । যিনি মধ্যাহ্নে স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার অনাগত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যিনি সায়াহ্নে স্বর্ণ দান করেন, তিনি ব্রজা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রের মলোকতা, ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠা ও ইহলোকে যশোলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায় । ইহলোকে তাঁহার অনুরূপ আর কেহই থাকে না এবং তিনি অনায়াসে সমুদায় লোকে গমন করিতে পারেন । স্বর্ণ দান করিয়া যে সমস্ত উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । যিনি সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কোন ব্রত উপলক্ষে স্বর্ণ দান করেন, তাঁহার সমুদায় কামনাই সফল হয় । স্বর্ণ অগ্নিস্বরূপ, স্বর্ণ দান করিলে অখ বুদ্ধি, অভীষ্ট গুণ লাভ ও চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া থাকে । হে রাম ! এই আগি তোমার নিকট স্বর্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম । মহাত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্তিত

হইলে দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের আশ্রয় দুর্দাস্ত তারক ও অম্বাণ্য দানব-গণকে বিনাশ পূর্বক লোকের হিত সাধন করিয়াছিলেন । হে জামদগ্ন্য ! আমি যে স্বর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ করিলে । অতএব তুমি পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মগণকে স্বর্ণ দান কর । মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, ভগবান্ জামদগ্ন্য তাঁহার বাক্যানুসারে নিরস্তর ব্রাহ্মগণকে স্বর্ণ দান পূর্বক পাপ নিম্মুক্ত হইলেন ।

হে যুধিষ্ঠির ! এই আগি তোমার নিকট স্বর্ণের উৎপত্তি ও স্বর্ণ দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম । অতএব তুমিও ব্রাহ্মগণকে স্বর্ণ দান কর । স্বর্ণ দানপ্রভাবে অনায়াসেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে ।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি স্বর্ণদানের ফল ও উহার উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলেন । আপনি ইতিপূর্বে তারকাসুরকে দেবতাদিগের অবধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাসুর কিরূপে নিপাতিত হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত শৌভুল হইয়াছে ; অতএব আপনি বিস্তারিত রূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! সরিহরা গঙ্গা গর্ভ পরিত্যাগ করাতে, দেবতা ও ঋষিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভ রক্ষা কারবার

নিমিত্ত ছয় কৃত্তিকাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ কৃত্তিকাগণ ভিন্ন দেবলোকে আর কেহই ছতাশন নিহিত তেজোদ্বারনে সমর্থ ছিলেন না। কৃত্তিকাগণ দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নির রেতঃ পান করিয়া গর্ভ ধারণ পূর্বক ক্রমশঃ উহা পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ছতাশন তাঁহাদিগের প্রতি সান্ত্বিয়; আত্মাদিত হইলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সেই গর্ভের বৃদ্ধি নিবন্ধন তাঁহাদিগের অঙ্গ তেজঃপরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহারা কৃত্রাপি স্থখলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একবারে সকলেই প্রসব করিলেন। তখন সেই ছয় কৃত্তিকার পুত্র একত্র মিলিত হইল। পরে বসুন্ধরা দেবী ঐ পুত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই ছতাশন সদৃশ তেজ ও দিব্যাকারম্পন্ন কুমার শরবনে অবস্থান পূর্বক পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সেই বালার্কসদৃশ পুত্রকে মন্দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন স্তম্ভ প্রদান দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিক্ সমুদায়, দিকের ঈশ্বরগণ রুদ্রদেব, বিধাতা, বিষ্ণু, যম, পুমা, অর্য্যামা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্যগণ, ইন্দ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ এবং মূর্ত্তিমান্ সাগাদি বেদ সমুদায় দ্রুতবেগে সেই অগ্নিপুত্রকে মন্দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ঐ সময় ঋষিগণ স্তবপাঠ এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সেই ব্রাহ্মণ-

প্রিয়, স্থূলকলেবর, দ্বাদশবাহু, শরগুন্মায়ান, দ্বাদশাঙ্গ ষড়াননকে মন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আত্মাদিত ও তারকাস্রের বিনাশবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই কার্ত্তিকেয়ের নিমিত্ত প্রিয়বস্ত্র আহরণ করিয়া তাঁহার ক্রীড়নীয় বস্ত্র ও পক্ষী সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে বরাহ ও মহিষ, গরুড় বিচিত্র ময়ূর, বরুণদেব ছতাশন সদৃশ কুকুট, চন্দ্র মেঘ, সূর্য্য অতি মনোহর প্রভা, গোমাতা সুরভী একলক্ষ গাভী, অগ্নি গুণম্পন্ন ছাগ, ইলা বহুতর ফল ও পুষ্প, স্রমস্বা শকট ও অহুত্-কুন্ঠ রথ, বরুণদেব হস্তী ও অশ্ব সমুদায় এবং দেবেন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী অঘ্যাঘ্র পক্ষী, ভীষণাকার বহুতর শ্বাপদ ও বিবিধ ছত্র প্রদান করিলেন। রাক্ষস ও অসুরগণ তাঁহার অনুগত হইল। ঐ সময় তারকাস্রের কার্ত্তিকেয়কে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবাহু কার্ত্তিকেয় পরিবর্দ্ধিত হইলে দেবতারা তাঁহার নিকট তারকাস্রের উপদ্রব সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয়ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া অমোঘ শক্তিপ্রহার দ্বারা তারকাস্রকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্বক দেবতাদিগের পুন্দরকে পুনরায় ইন্দ্রতপদে

স্থাপিত করিলেন। মহাদেবপ্রিয় হিরণ্য-
মূর্ত্তি ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এইরূপে দেবতা-
দিগের সৈনিকভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।
হুতাশন ও কার্ত্তিকেয়ের তেজঃ হইতে স্বর্ণ
সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত উহা মাস্তুল্য
দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকে। হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব
পরশুরামের নিকট এই উপাখ্যান কীর্ত্তন
করিলে, ভৃগুনন্দন স্বর্ণ দান পূর্ব্বক সমুদায়
পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভে অধি-
কারী হইয়াছিলেন ; অতএব তুমিও যত্ন-
পূর্ব্বক স্বর্ণদানে প্রবৃত্ত হও।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আমি
আপনার নিকট চাতুর্বর্ণের ধর্ম্ম সমুদায়
শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ
করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।
অতএব আপনি উহা সবিস্তরে আমার নিকট
কীর্ত্তন করুন।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন
পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি ধন্য,
যশস্বী, বংশবৃদ্ধিকর ও পবিত্র শ্রাদ্ধবিধি
কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ
কর। কি দেবতা, কি অস্ত্র, কি মনুষ্য, কি
গন্ধর্ব্ব, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ,
কি কিম্বর সকলেরই সর্ব্বদা পিতৃগণের
অর্চনা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মারা অগ্রে পিতৃ-
গণের অর্চনা করিয়া পরিশেষে দেবগণের
পূজা করিয়া থাকেন। অতএব মানবগণ
সর্ব্বদা বিবিধ যজ্ঞসহকারে পিতৃগণের পূজা

করিবে। পণ্ডিতেরা প্রতি অমাবস্তায় পিতৃ
উদ্দেশে পিণ্ডদান করাকেই শ্রাদ্ধের সামান্ত্র
বিধি বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু সমুদায়
তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ পরিতুষ্ট
হন। এক্ষণে যে যে তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে
যে যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায় তোমার
নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য
কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র-
প্রসবিনী পরম সুন্দরী স্ত্রীসমুদায়, দ্বিতী-
য়াতে শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা, তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ
করিলে বিবিধ অশ্ব, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে
অসংখ্য ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে
বহু পুত্র, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে সৌন্দর্য্য,
সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যের উৎ-
কর্ষ, অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের
উন্নতি, নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিবিধ অশ্ব-
গুতখুরযুক্ত পশু, দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে
অসংখ্য গোদান, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে
পুত্র ও স্বর্ণরজতভিন্ন দাতুসমুদায়, দ্বাদ-
শীতে শ্রাদ্ধ করিলে বিচিত্র স্বর্ণ ও রজত
এবং ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাত-
দিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।
যে ব্যক্তি চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে
অচিরাত্ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপ্ত হইতে হয়,
এবং তাহার গৃহস্থিত মানবগণ যৌবনাবস্থায়
কালকবলে নিপতিত হয়। অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ
করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।
শাক্তে চতুর্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপাকীয় দশমী হইতে
অমাবস্তাপর্য্যন্ত সমুদায় তিথিই শ্রাদ্ধের
প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শুক্ল-
পাক অপেক্ষা কৃষ্ণপাক যেমন শ্রাদ্ধের

উৎকৃষ্ট কাল, তদ্রূপ পূরাক্ষ অপেক্ষা অপ-
রাহুই আন্ধের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! পিতৃ-
লোককে কোন্ বস্তু দান করিলে অক্ষয়
হইয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! শ্রাদ্ধকালে যে
সমস্ত দ্রব্য পিতৃলোককে প্রদান করিতে
হয় এবং তাহা দান করিলে যেরূপ ফল
উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । তিল, ধাতু, ঘব,
মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে
পিতৃগণ একমাস পরিভূক্ত হইয়া থাকেন ।
মন্সু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা
শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি
হয় । শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান
করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্বপ্রধান ।
শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই
মাস, মেঘমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও
শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজ-
মাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস
প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস
প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক
মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস,
রুক্ম মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস,
শবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস,
মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস
এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর
ভূপ্তিলাভ হইয়া থাকে । স্নাতপায়স গো-

মাংসের স্নায় পিতৃগণের প্রীতিকর ; অতএব
শ্রাদ্ধে স্নাতপায়স প্রদান করা অবশ্য
কর্তব্য । শ্রাদ্ধে বাজ্রীনস ছাগের মাংস
প্রদান করিলে পিতৃগণ ষাটশ বৎসর তৃপ্তি-
স্থখ অনুভব করিয়া থাকেন । পশুকের
মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস
প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি
উৎপাদন করা যায় । আমি পূর্বের সনৎ-
কুগারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পিতৃগণ
কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আগা-
দিপের কূলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়ন কালে
মঘা নক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে
আমাদিগকে স্নাতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়া-
যোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ
করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত
হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয়
তৃপ্তি লাভ হইবে । বহু পুত্রের কামনা
করা উচিত ; কারণ উহাদের মধ্যে অন্তত
একজনও অক্ষয়বটসমলঙ্কৃত গয়ায় গমন
করিতে পারে । অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে
জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত
করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি
উৎপাদনে সর্গর্ষ হয়, সন্দেহ নাই ।

একোনবাততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে যম
নরপতি শশবিন্দুকে ভিক্ষা ভিক্ষা নক্ষত্রে
যে সমুদায় কাম্য আন্ধের উপদেশ প্রদান
করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রে

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপবিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া স্বভ্রাতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় । রোত্তিমী নক্ষত্রে সন্তান ও যুগশিরাঃ নক্ষত্রে তেজঃ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রুরকার্য্যে প্রযুক্তি ও পুনর্ব্বনয় নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয় । পুষ্টিকামনা করিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তসভাব-সম্পন্ন পুত্র, মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্ত্রীতিগ-গম্যে প্রাধাত্য, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উন্মত্তক, চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্মৃতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূল্য নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশঃ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোকরাহিত্য, অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট, বিজ্যা, শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদগতি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈয়াক্ষ শাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেঘাদি, উত্তরভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্থ পিত্তলাদিগয় দ্রব্য-জাত, অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্ব-

সমূহ এবং ভরণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়া থাকে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! নরপতি শশবিন্দু যমের নিকট এইরূপ শ্রাদ্ধনিয়ম শ্রবণ পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে পৃথিবী পরাজয় ও শাসন করিয়া গিয়াছেন ।

নবতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করা কর্তব্য, তাহা আগার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! দানধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় দান সময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য-উপলক্ষে তাহাদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যিক । মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেকপ নহে । শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধোদ্যেদেবতা ও পিতৃগণকে পরিচরিত করিতে হয় । অতএব পাণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল, বয়ঃক্রম, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা করিবেন । ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদুষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন । এক্ষণে আগি অগ্রে পংক্তিদুষক ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । প্রভারক, ক্রোধহত্যাকারী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শৃঙ্গের কিঙ্কর, বুদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিজ্ঞানী, গৃহদাহকর্তা, বিষদাতা, কুণ্ডলী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্তা, পিতৃষেক্তা

পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায় শস্ত্রজীবী, যুগয়ানিরত, কুক্করদন্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়-বস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ়, গুরু-পত্নীহর্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূষ ও শোণিত রূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীকে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহত মৃতের ঞ্চায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশত অধার্মিক দুষ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর যাহারা জ্ঞান পূর্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক বিজ্ঞাধম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তির যে পংক্তিতে উপ-

বিষ্ট হয়, সেই পংক্তির যষ্টিসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং শিত্র-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরাঃ দক্ষিণাশ্চ ও পাছুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অন্তরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অন্তরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কর ও পংক্তি-দূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিল সমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিল দান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্যের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি যত্নপূর্বক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা সদাচারনিরত, তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যাহারা তৃণাচিতকেত, মন্ত্রবিদ, পঞ্চাগ্নযুক্ত, ত্রিস্পর্শ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সাম-গাতা, পিতা মাতার বশীভূত, অধর্ববেদ-পাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যবাদী, ধর্ম্ম-

শীল ও স্বকর্মনিরত, যাঁহাদের উর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়; যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্য-পত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতিপবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধি পূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানু-স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি সম্পাদনে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরসভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব-ভূতহিতনিরত শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্ৰণ করা কর্তব্য। ইহা-দিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতি, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যোগী ব্যক্তিরাজ্য ও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ঐতিহাস শ্রবণ করা-ইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকূলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদা-ধ্যয়ন ও বেদগানে স্তনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে। এই নিমন্ত্ৰিত ইহাদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষ পর-ম্পরা বেদাধ্যাপক তিনি একাকীই সার্ব-ভূতীয় ক্রোশ পর্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিকগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ, দোষশূন্য ও

পুণ্যবান্ তিনিই পংক্তিপাবন। অতএব শ্রাদ্ধ-কালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বকর্মনিরত কুণীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্ৰণ করাই শ্রেয়-স্কর। যিনি শ্রাদ্ধকালে মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতি লাভ করেন না এবং তাঁহার সর্গলাভ ও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তাঁহার দেব-লোক লাভ হয় না এবং কাব্যবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়ভোগে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ তিনিও কর্ম্মফল লাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমন্ত্ৰিত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সম্ভ্রামোৎপাদনের নিমন্ত্ৰিত তাঁহাকে ধন প্রদান করাই কর্তব্য, কিন্তু শ্রাদ্ধকালে তাঁহাকে কোনরূপ প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করা নিষেধ নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্তব্য। উমর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্ক্রিয়; তাঁহাকে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে স্নাত্যর্হতি দান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরম্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দেশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়। উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়

না, উণ নষ্টবৎস! ধেমুর স্থায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপ-
 ধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না, প্রত্যা ত দাতার পিতৃ-
 লোককে স্বৰ্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ষাঁহার। ঋষিনির্দিষ্ট আচার নিরত সৰ্ব-
 শর্মাঙ্গ, শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্মাঙ্গত হইয়া থাকেন।
 তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্তব্য। ষাঁহার। ব্রাহ্মণ-
 গণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। ষাঁহার। ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহার। নিতান্ত পামর; তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে।
 আমি বানপ্রস্থ ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফল লাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ সময়ে কোন্ মহর্ষি কর্তৃক শ্রাদ্ধ কল্পিত হইয়াছে? শ্রাদ্ধ কিরূপ এবং শ্রাদ্ধে কোন্ কার্য্য, কি কি ফল মূল ও কোন্ কোন্ ধাত্ত্ব নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রাদ্ধ যেরূপ এবং যে সময়ে যাহা দ্বারা যেরূপে উহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিবংশে দত্তাত্রেয় নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয়ের নিমি নামে এক তপোবলসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। তাঁহার শ্রীমান্ নামে এক পরম রূপসম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়া কালধর্ম্মসহকারে কালকবলে নিপ-
 তিত হইলে, মহর্ষি নিমি শোকে অধীর হইয়াও শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্তে ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিনি চতুর্দশী দিবসে দ্রব্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া পরদিন প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং শোকাপনোদন পূর্বক চিত্তকে বিষয়ে ব্যাপ্ত করিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুধ্যান পুরঃসর পুত্রের প্রিয় ফল, মূল ও অগ্ন্যান্য শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট পদার্থ সমুদায় আহরণ করিলেন। তৎপরে পূজ্যতম সাত জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্বক স্বয়ং দক্ষিণান্তে কুশসমুদায় সমাস্তীর্ণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ-
 গণকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া তাঁহা-

দের পদতলে প্রাদেশপ্রমাণ কুশ সমুদায়
প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে লবণবর্জিত
শ্যামাকায় ভোজন করাইতে লাগিলেন
এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে, পুত্র
শ্রীমনির নাম গোত্র উল্লেখ পূর্বক কুশো-
পরি পিণ্ডদান করিলেন । এইরূপে শ্রাদ্ধ-
কার্য্য সম্পাদিত হইলে মহর্ষি নিমি আপনার
ধর্ম্মসঙ্কর বিষয়ে সন্দিহান হইয়া একান্ত
ব্যথিতচিত্তে মনে মনে এইরূপ চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, আমি যে কার্য্যের
অনুষ্ঠান করিলাম, পূর্ব্বে কোন মহর্ষিই
এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই ।
অতএব বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণ আমার
এই অপরাধনিবন্ধন আমাকে শাপ প্রদান
করিবেন । মহর্ষি মনে মনে এইরূপ
আন্দোলন করিয়া স্বীয় বংশকর্তা মহর্ষি
অত্রিকে স্মরণ করিলেন । নিমি স্মরণ
করিবামাত্র মহাত্মা অত্রি তথায় উপস্থিত
হইয়া সেই পুত্রশোকসম্ভূত মহর্ষিকে অব-
লোকন পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া
কহিলেন, বৎস ! তুমি যে পিতৃযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইবার
প্রয়োজন নাই । ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার বিধি
বিধান করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর
কোন ব্যক্তিই শ্রাদ্ধবিধি বিহিত করিতে
সমর্থ নহেন । এক্ষণে আমি তোমার
নিকট ব্রহ্মাবিহিত অতি উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধ-
বিধি কহিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া
নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উহার অনুষ্ঠান কর ।
প্রথমত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অগ্নৌৎসরণ
ক্রিয়া সম্পাদান করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণ

দেবকে আহুতি প্রদান করা কর্তব্য ।
পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বদেবগণ একত্রে
অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের
ভাগ কল্পনা করিয়াছেন । শ্রাদ্ধকালে
শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাম্যপী
ও কামা দেবীকে স্তব করিতে হয় । শ্রাদ্ধো-
দক আনয়ন সময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া
তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের ভূপিতামহন
করা কর্তব্য । ব্রহ্মা যে উন্নপ পিতৃ-
দেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন ।
শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চনা করিলে
শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক
হইতে মুক্তিলাভ করেন । অগ্নিস্বাত্ত্বি
সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্তৃক কল্পিত
হইয়াছেন । পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্রাদ্ধ-
ভাগি বিশ্বদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে,
এক্ষণে তাঁহাদের সমুদায় নাম কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর । বল, ধৃতি, বিপাপমা,
পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্শ্ব, ক্ষেম, সমূহ, দিব্য-
মানু, বিবস্বানু, বীর্ঘ্যবানু, ব্রীহমানু, কীর্তি-
মানু, কৃত, জিতাজ্ঞা, মনিবীর্ঘ্য, দীপ্তরোমা,
ভয়ঙ্কর, অনুকর্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশু-
মানু, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোক্ষী,
ভূপতি, অজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যাবর্চা, সোম-
বর্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দন্তাজ্ঞা,
পুণ্ডরীক, উষ্মীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু,
দীপ্তি, চমুহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর,
ভব, ঈশ, কর্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্য-
কর্মা কৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্ঘ্য আদিত্য, রশ্মি-
বানু, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি,
অনুগোপ্তা, সুরগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর ।

এই আসি তোমার নিকট বিশ্বদেবদিগের নাম কীর্তন করিলাম। ঐ সমুদায় মহাত্মা কালেরও অগোচর।

একণে যে সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, সেই সমুদায় দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাজ্ঞন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুম্বাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্য-বরাহমাংস, অপ্ৰোক্ষিত মাংস, কুম্বজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শুল্কটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য। ক্ষুত দূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে স্নানশাক প্রদান করিলে, পিতৃ-লোক ও দেবগণ কখনই তদ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, ঋপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যা-কারী ও মঙ্কর ব্রাহ্মণ উপাস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্তব্য।

হে মহারাজ ! মহর্ষি অত্রি স্বীয় বংশো-দ্ভব নিমিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

দ্বিবিবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি নিমি এইরূপে সর্বপ্রথমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যতব্রত মহর্ষিগণ তাঁহার নিদর্শনা-নুসারে বিধিপূর্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থজল দ্বারা তাঁহাদিগের তর্পণ করিতে

লাগিলেন। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে চারি-বর্ণের সমুদায় লোকই দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত শ্রাদ্ধভোজন-নিবন্ধন অজীর্ণরোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, স্নধাকর ! আমরা নিবাপাশ ভোজননিবন্ধন অজীর্ণ রোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব আপনি ইহার উপায়বিধান করুন। দেবতা ও পিতৃগণ এইরূপে আপনাদের ক্লেশের বিষয় বিজ্ঞা-পিত করিলে, ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ ! যদি আপনা-দিগের শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনারা ব্রহ্মার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ভগবান্ স্নধাকর এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্যা-নুসারে স্নমেরু শৃঙ্গে সমাগীন, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবান্ ! আমরা নিবাপাশ ভোজন করিয়া অজীর্ণ-রোগে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের শ্রেয়ো-বিধান করুন। তখন ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহানুভবগণ ! এই যে মহাত্মা হতাশন আমার নিকট অবস্থান করিতেছেন, ইনিই তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহা-

ভেজস্বী ছত্ৰাশন দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! অতঃপর আপনারা আমার সহিত সমবেত হইয়া নিবাপান্ন ভোজন করিবেন, তাহা হইলেই আপনাদের অজীর্ণ রোগ দূরীভূত হইবে। মহাত্মা 'ছত্ৰাশন' এইরূপে দেবতা ও পিতৃগণের রোগনাশের উপায় বিধান করিলে তাঁহারা অনলের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্বপ্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্বপ্রথমে ছত্ৰাশনকে শ্রাদ্ধ ভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিদ্ব উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যে যজ্ঞে ভগবান্ অগ্নি অবস্থান করেন, রাক্ষসগণ সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্বক দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। প্রথমে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্তব্য। শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রতি পিণ্ডদানকালেই সাবিত্রী ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীকে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীকে শ্রাদ্ধের পাক কার্গ্যে নিয়োগ করা কখনই কর্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যিক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্তব্য। চিত্রিত গোয়ুগযুক্ত শকট অথবা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় সমাহিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করা নিতান্ত আব-

শ্যক। অগাবস্তাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল। অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু, বৈর্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাজ, ক্রতু ও কশ্যপ মহামোক্ষদায়ক ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেত হইতে বিমুক্ত হন। এই আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধ বিস্তারে কীর্তন করিলাম, এক্ষণে দানের বিষয় লবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তিনবতীতম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! উপবাস-ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ যদি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকর্ত্তক নিমজ্জিত হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ করা কর্তব্য, কি শ্রাদ্ধ কর্তার প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাঁহারা বেদোক্ত উপবাসব্রতপরায়ণ নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে ব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেদোক্ত উপবাস-ব্রতপরায়ণ হন, তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তির অনুরোধে আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রতভঙ্গপাপে নিশ্চয় দূষিত হইতে হয়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সাধারণ লোকেরা উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা

করি, উপবাস কি তপস্যা, না তপস্যা
অনুরূপ ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মনুষ্যেরা
এক মাস ও অর্দ্ধ মাস উপবাসকেই তপস্যা
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু যে
উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত
তপস্যা নহে । লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা ।
ব্রাহ্মণের সর্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী
হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যক । মাংসাহার করা
শ্রেয়স্কর নহে । তিনি সতত পবিত্র ও
সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবেন । মূনি হইয়া
বেদাধ্যয়ন করা তাঁহার অশু কৰ্ত্তব্য ।
তিনি পরিবার-পরিবৃত, দানশীল ও ধর্মার্থী
হইবেন এবং এককালে নিদ্রা পরিত্যাগ
করিবেন । অমৃতান্ধী, বিঘসান্ধী ও অতিথি-
প্রিয় হওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কিরূপ
ব্রাহ্মণকে সর্বদা উপবাসী, ব্রহ্মচারী,
বিঘসান্ধী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া নির্দেশ
করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যিনি কেবল
প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন,
অন্যসময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না,
তিনিই সর্বদা উপবাসী । যিনি কেবল ঋতু-
কালে ভাষ্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-
চারী বলিয়া নির্দিষ্ট হন । যিনি বৃথামাংস
ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসান্ধী ।
যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই
নিদ্রাত্যাগী । অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সক-
লের আহার হইলে যিনি আহার করেন,
তিনি অমৃতান্ধী বলিয়া নির্দিষ্ট হন । যিনি

ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কখনই আহার
করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করেন ।
যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তি-
বর্গের ভোজनावশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার
ক্ষুধা শাস্তি করেন, তাঁহাকেই বিঘসান্ধী
বলিয়া নির্দেশ করা যায় । এই সকল
মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অমরোগণ কর্তৃক সেবিত
হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন,
এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত
আহার ও পুত্র পৌত্রগণের সহিত বিহার
করিতে সমর্থ হন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য
ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া
থাকে, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ
দাতার অর্থ প্রতিগ্রহ করা বাইতে পারে
এবং কিরূপ দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করা
কর্ত্তব্য নহে ।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির ! যিনি সাধু
ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্প
দোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট
প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া
থাকেন । ফলত সাধুর নিকট হউক বা
অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই
দোষে লিপ্ত হইতে হয় । এই নিমিত্ত পূর্ব-
কালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ
রূপে পরাযুখ হইয়াছিলেন । এক্ষণে আমি
এই উপলক্ষে সপ্তষি বৃষাদর্ভ সংবাদ নামক
এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ,
গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন
মহর্ষি এবং দেবী অরুন্ধতী ইহারা সমাধি

দ্বারা ব্রাহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষে ঘোর-
তর তপোমুষ্ঠান পূর্বক পৃথিবী পর্য্যটন
করিতেন। ইহাদিগের গণ্ডা নাম্নী এক
কিষ্করী ছিল। পশুসখ নামে একজন
শূদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পশুসখও
ঐ মহর্ষিদিগের সম্বিহিত থাকিয়া সতত
তঁাহাদিগের পরিচর্যা করিত। ঐ সময়
পৃথিবীতে ঘোরতর অনারুষ্টি উপস্থিত হও-
য়াতে মনুষ্যগণ ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া
অতিশয় দুর্দশ হইতে লাগিল। পূর্বের মহা-
রাজ শৈব্য এক যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া ঋত্বিক-
গণকে আপনার এক পুত্র দক্ষিণা স্বরূপে
প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শৈব্যকুমার
এই দুর্ভিক্ষকালে দৈবদুর্নিপাকবশতঃ
অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মহর্ষিগণ
বহুদিন অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধায় একান্ত
কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাজ-
কুমারকে কালকবলে নিপতিত দেখিয়া
আপনাদের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে ভক্ষণ
করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে
লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ শৈব্য পৃথিবী-
মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি
যদৃচ্ছাক্রমে সেই মহর্ষিগণের নিকট সমু-
পস্থিত হইয়া তঁাহাদিগকে সেই মৃতদেহ
পাক করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,
হে ব্রাহ্মগণ! আপনারা যদি প্রতিগ্রহ
করেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে কখনই
এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। আমার
অতুল সম্পত্তি আছে। যদি আপনারা
আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে বাসনা
করেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে

আপনাদিগকে সহস্র অশ্বতর ও সহস্র-বৎস-
সমবেত সহস্র শ্বেত অশ্বতরী, গুরুভারবহন-
ক্ষম স্থূলকায় এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ হৃষভ, স্থূল-
কায় স্কৃৎপ্রসূত এক লক্ষ মেষু, উৎকৃষ্ট
গ্রাম সমুদায়, ধান্য, বিবিধ সুখাত্ত জব্য,
যব, রত্ন ও অন্যান্য দুর্লভ পদার্থ সমুদায়
প্রদান করিতে পারি। অতএব আপনারা
এই অভক্ষ্য ভক্ষণের সংকল্প পরিত্যাগ
পূর্বক আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। যে
ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাত্রা করেন, আমি
তঁাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞান করি।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ !
রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে
আপাতত অতি মধুর আশ্বাদ লাভ হয় ;
কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে।
আপনি ইহা বিশেষ অবগত হইয়াও কি
নিগিভ আমাদিগকে প্রলোভিত করিতে-
ছেন ? দেবগণ ব্রাহ্মণদেহ আশ্রয় করিয়া
অবস্থান করেন। তপস্বী ব্রাহ্মণগণের শরীর
নিতান্ত নিম্নল। উঁহারা শ্রীত হইলে দেব-
তারা শ্রীতলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ
যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন,
তঁাহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চ-
য়ই ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে মহা-
রাজ ! আপনার মঙ্গল লাভ হউক। আপনি
যাচকদিগকে ই ধন প্রদান করুন। ঋষিগণ
শৈব্যকে এই কথা কহিয়া সেই পাচ্যমান
শবমাংস পরিত্যাগ পূর্বক আহার অশ্বে-
ষণার্থ বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, নরপতি শৈব্য
মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সেই মহর্ষি-

দিগকে প্রত্যহ উড়ুম্বর প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। মল্লিগণও বনমধ্যে গমন করিয়া সেই মহর্ষিদিগকে প্রতিদিন বৃহত্তর উড়ুম্বর সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে একদা মহারাজ শৈব্য ভৃত্য দ্বারা সেই মহর্ষিদিগের নিকট স্বর্ণ-পূরিত বহুমংখ্যক উড়ুম্বর প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি অত্রি সেই উড়ুম্বর সমুদায় গ্রহণমাত্র পূর্ণাপেক্ষা গুরুতর বোম করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণে পরাভূত হইয়া কহিলেন, আমরা নিতান্ত বিবেকশক্তিবিহীন, অসামর্থ্য বা একান্ত মূর্থ নহি। এই উড়ুম্বর সমুদায়ের মধ্যে যে স্বর্ণ নিহিত হইয়াছে, তাহা অগত হইয়াছি। ইহা গ্রহণ করিলে পরিণামে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটবে। বাহারা ইহলোকে ও পরলোকে স্বপ্ন প্রার্থনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমরা একটী নিক্র গ্রহণ করিলে আমাদের শত বা সহস্র নিক্র গ্রহণের পাপ জন্মে। অতএব বহু নিক্র গ্রহণ করিলে আমাদের নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে।

কশ্যপ কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে দান, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক জনের হস্তগত হইলেও তাহার ভূপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্তব্য।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই। কুরুযুগের শৃঙ্গ উদগত হইলে

সেই যুগের সহিত শৃঙ্গ যোগন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গৌতম কহিলেন, মনুষ্যের আশা সমুদ্র-তুল্য। এক ব্যক্তির পূর্ণবীৰ্য্য সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মনুষ্যের একটী প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাহাকে আক্রমণ করে।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতি-গ্রহে পরাভূত হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু বাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

অক্রক্কা কহিলেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

গণ্ডা কহিল, আমার প্রভুগণ পরম তেজস্বী হইয়াও যখন প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হইতেছেন, তখন আমি যে উহাতে ভীত হইব, তাহার আর সন্দেহ কি।

পশুপত কহিল, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন। অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধনপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণ-গণেরই সেবাতে নিযুক্ত ও অনুরাগত হইব।

এইরূপে সকলের বাক্য সমাপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ একবাক্য হইয়া কহিলেন, যিনি

গোপনে এই উড়ুস্বর সমুদায়ের মধ্যে স্ববর্ণ নিহিত করিয়া আগাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দানের মঙ্গল হউক ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ব্রতপরায়ণ ধর্ম্মিগণ এই কথা কহিয়া সেই স্ববর্ণপরিহৃত উড়ুস্বরফল সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন ।

তখন সেই মল্লিগণ মহারাজ শৈব্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ সেই ফলসমুদায়ের মধ্যে গোপনে স্ববর্ণ নিহিত হইয়াছে অবগত হইয়া, ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ত্র গমন করিয়াছেন । মল্লিগণ এই কথা কহিলে, নরপতি শৈব্য মহর্ষিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনবাসনায় গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । আহুতি দান সমাপ্ত হইলে সেই হৃত হতাশন হইতে এক ভীষণ-মূর্ত্তি রাক্ষসী সমুৎপন্ন হইল । তখন নরপতি বৃষাদর্ত্তি তাহাকে যাতুধানী এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন । কালরাত্রিসরূপা যাতুধানী হতাশন হইতে সমুৎথিত হইয়াই নরপতিসমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাজ্জলপুটে কহিল, মহারাজ আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।

তখন শৈব্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাতুধানী ! তুমি শীঘ্র অস্ত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গোতম, বিশ্বামিত্র,

জমদগ্নি এই সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী এবং তাঁহাদিগের দাস পশুসখ ও দাসী গণ্ডার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও নামানুরূপ কার্য্য অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ কর । তাঁহারা সকলে বিনষ্ট হইলে তোমার যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিও । রাজা শৈব্য এই কথা কহিলে, যাতুধানী তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া যে বনমধ্যে ঋষিগণ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল ।

ঐ সময় অস্ত্র প্রমুখ মহর্ষিগণ সেই বনমধ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে ছিলেন । তাঁহারা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে চঠাৎ একজন স্কৃলাঙ্গ সম্মাসীকে একটী পীবরতন্তু কুকুর লইয়া তথায় আগমন করিতে দেখিলেন । দেবী অরুন্ধতী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সপ্তর্ষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! এই সম্মাসী যেমন স্কুল আপনারা কখনই একরূপ হইতে পারিবেন না ।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথানিয়মে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা আমার কর্তব্য, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হওয়াতে আমি যার পর নাই দুঃখিত আছি । কিন্তু এই ব্যক্তি তাদৃশ দুঃখ অনুভব করিতেছে না, এই কারণে ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ বিলক্ষণ দৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে ।

অস্ত্র কহিলেন, ভদ্রে ! আমার যেমন খাণ্ড দ্রব্য সমুদায় নিতান্ত অল্পলভ, ক্ষুধা

অতিমাত্র পরিবর্দ্ধিত এবং বেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহার মেরুপ হয় নাই ; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃদ পুষ্ট হইয়াছে ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভদ্রে ! আগ্নিশাস্ত্রানুসারে ধর্ম প্রতাপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং ক্ষুধাপ্রভাবে যার পর নাই কাতর, একান্ত অলস ও এককালে বিজ্ঞানশক্তিনিহীন হইয়াছি ; কিন্তু এই ব্যক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র অপচয় হয় না, এই কারণে ইহার ও ইহার এই কুকুরের দেহ হৃদপুষ্ট হইয়াছে ।

জমদগ্নি কহিলেন, ভদ্রে ! আগ্নিকে যেমন বার্ষিক তণ্ডুল ও কাষ্ঠসঞ্চয় করিবার নিমিত্ত নিরন্তর চিন্তা করিতে হয়, ইহাকে তদ্রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না ; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃদ পুষ্ট হইয়াছে ।

কশ্যপ কহিলেন, ভদ্রে ! আগ্নর চারি সন্তানের উদরামের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, আগ্ন যার পর নাই কষ্ট পাউ-তেছি, কিন্তু এই ব্যক্তিকে মেরুপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না ; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃদপুষ্ট হইয়াছে ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভদ্রে ! আগ্নর যেমন ভাষ্যাপবাদনিবন্ধন যৎপরোনাস্তি শোক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মেরুপ হয় নাই ; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃদপুষ্ট হইয়াছে ।

গৌতম কহিলেন, ভদ্রে ! আগ্নর কুশ-রজ্জুনির্ম্মিত ও রজ্জুরোগপ্রাপ্ত তিন খানি-

মাত্র বস্ত্র আছে, তাহাও আবার তিন বৎসর ব্যবহৃত হওয়াতে নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু আগ্নর ন্যায় ইহার বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হয় নাই ; এই কারণেই ইহার ও ইহার কুকুরের দেহ হৃদ পুষ্ট হইয়াছে ।

তঁাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সেই স্থলকলেশ্বর সম্মাসী কুকুরের সহিত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের করস্পর্শ করিলেন । পরে তাঁহারা সেই সম্মাসীকে কহিলেন, এই বনমধ্যে আহারসামগ্রী তাদৃশ স্তলভ নহে ; এক্ষণে আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে আহারদ্রব্য আহরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হই । তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইতস্ততঃ ফলমূল আহরণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । একদা তাঁহারা সেই অরণ্যে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে নির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ, বিবিধ জলচর বিহঙ্গসমাকীর্ণ, কদমশূন্য, তীর্থসম্পন্ন, তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ কমলদলে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পদ্মপত্রে স্নশোভিত একটী রমণীয় সরোবর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল । ঐ সরোবরে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র পথ ছিল । শৈব্যরাজপ্রেমিতা বিকৃতদর্শনা যাতুধানী সেই পথে দণ্ডায়মানা হইয়া উহা রক্ষা করিতেছিল । মহর্ষিগণ সেই সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পথ করিবার নিমিত্ত সম্মাসীর সহিত তথায় গমন করিলেন এবং

অচিরে বিকৃতদর্শনা যাতুধানীকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে, কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একা-কিনী এই স্থানে অবস্থান করিতেছ ?

তখন যাতুধানী কহিল, হে তপোধন-গণ ! আমি যে হই না কেন, আমার নাম গোত্রাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এই সরোবরের রক্ষক, আমার এই-মাত্র পরিচয়ই তোমাদিগের জ্ঞাতব্য।

তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, ভদ্রে ! আমরা সকলে ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছি, আমাদিগের আহারদ্রব্য কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে তোমার যদি অভিগত হয়, তাহা হইলে আমরা মৃণাল উৎপাটন করিয়া লইয়া যাই।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধনগণ ! অগ্রে তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের নাম ও নামের অর্থ কীর্তন করিয়া পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে মৃণাল গ্রহণ কর।

তখন মহর্ষি অত্রি তাহাকে তাঁহাদের বধার্ধিনী যাতুধানী বলিয়া জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, শোভনে ! আমি ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের স্মায় করিয়াছি। আমি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করি নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং আমি লোক সমুদায়কে অৎ (পাপ) হইতে ত্রাণ করিয়া থাকি। এই কারণে আমার নাম অত্রি হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, হে তপোধন ! আমি

তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শোভনে ! আমি বসু (অগ্নিগাদি ঐশ্বর্য) সম্পন্ন ও বশী-দিগের (গৃহবাগাদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত আমার নাম বশিষ্ঠ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

কশ্যপ কহিলেন, শোভনে ! আমি কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকি এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছি ; এই নিমিত্ত আমার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন, শোভনে ! দ্বাজ-গণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্য বর্ণের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকি ; এই নিমিত্ত আমার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

যাতুধানী কহিল, তপোধন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও।

গৌতম কহিলেন, শোভনে ! আমি জন্ম গ্রহণ করিবারাত্রি আমার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তমঃ নিরাকৃত হইয়াছিল,

আর আমি গোময়দায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম গৌতম হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, তপোদন ! আমি তোমার নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

বিশ্বামিত্র করিলেন, শোভনে ! বিশ্ব-দেবগণ আমার মিত্র এবং আমি বিশ্বের মিত্র এই নিমিত্ত আমার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, তপোদন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

জমদগ্নি কহিলেন, শোভনে ! আমি জমৎ (দেবতাদিগের যোগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত আমার নাম জমদগ্নি হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, তপোদন ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না, অতএব তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

অরুন্ধতী কহিলেন, শোভনে ! আমি ভর্তার সহিত অরু (পৃথিবী) দারণ করি এবং ভর্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকি ; এই কারণে আমার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, তাপসি ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

গণ্ডা কহিল, শোভনে ! গণ্ডদাতুর অর্থ বস্ত্রের একদেশ । আমার গণ্ড উন্নত এই নিমিত্ত আমার নাম গণ্ডা হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

পশুসখ কহিল, শোভনে ! আমি পশু-গণকে দর্শন ও রক্ষণাৎক্ষণ করিয় থাকি এবং আমি পশুগণের প্রিয় সখা ; এই নিমিত্ত আমার নাম পশুসখ হইয়াছে ।

যাতুধানী কহিল, ভদ্রে ! আমি তোমার নামের অর্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না ; অতএব তুমি এক্ষণে সচ্ছন্দে সরোবরে অবতীর্ণ হও ।

সম্যাসী কহিলেন, শোভনে ! এই সমস্ত মহাত্মারা যেরূপে স্ব স্ব নাম অর্থের সহিত নির্দেশ করিলেন, আমি সেইরূপ কখনই সমর্থ হইব না । আমার নাম শুনঃসখ সখা ।

যাতুধানী কহিল, হে তপোদন ! তুমি একবার নাম উল্লেখ করাতে আমি উণ্ডা অবগত হইতে পারিলাম না ; অতএব তুমি পুনরায় তোমার নাম উল্লেখ কর ।

তখন সম্যাসী কহিলেন, আমি যখন একবার আপনার নামোল্লেখ করিলে, তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না । তখন আমি নিশ্চয়ই এই ত্রিদণ্ডঘাত দ্বারা তোমাকে বিনষ্ট করিব । এই বলিয়া সম্যাসী তাহার মস্তকে প্রহার করিবামাত্র যাতুধানী ভূতলে নিপতিত ও তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল ।

মহাপ্রতাপশালী সম্মাগী এইরূপে সেই রাজসীকে সংহার পূর্বক পৃথিবীতে ত্রিদিও প্রোথিত করিয়া তৃণ সমাচ্ছন্ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষিগণ, দেবী অরুন্ধতী ও ভর্তার সহিত গণ্ডা বহুপরিশ্রমে মৃণাল সমুদায় উৎপাটন পূর্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন এবং সমুদ্রে সেই মৃণাল সমুদায় তাঁরে অবস্থাপন পূর্বক পুনরায় সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া মলিন দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন ।

তর্পণ সমাপ্ত হইলে মহর্ষিগণ অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখের সহিত মৃণাল ভগ্নের বাসনায় তাঁরভূমিতে উভার্য হইলেন, কিন্তু তথায় সেই মৃণালসমুদায় দেখিতে পাইলেন না । তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উপর আশঙ্কা করিয়া কঠিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি ; অতএব ইহার মধ্যে কোন্ নৃশংস ছুরাঙ্গা আমাদের সঞ্চিত মৃণাল সমুদায় অপহরণ করিল ? এক্ষণে আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে শপথ করা কর্তব্য ।

তখন অত্রি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যভিগুণ্ণে মূত্র পরিত্যাগ ও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে কুকুরজীবী যথেষ্টাচারী সম্মাগী, শরণাগতঘাতক ও কণ্ঠোপজীবী হউক এবং কৃপণের অর্থ যাক্কা করুক ।

কশ্যপ কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্বত্র সকলপ্রকার

বাক্যোচ্চারণ, স্তম্ভধন অপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান, বৃথা মাংস ভোজন, বৃথাদান ও দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করুক ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, যে ছুরাঙ্গা মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে স্ত্রী গাভী ও স্ত্রী-গণের প্রতি অদর্শ্য ব্যবহার, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরাজয়, আচার্য্যকে অনাদর করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং কক্ষলগ্ন হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হউক ।

জমদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে জলমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ, গোদ্রোহ, আপৎকাল ব্যতীত আতিথ্যস্বীকার ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী-সম্ভোগ করুক এবং সকলের দ্বেষ্য, ভার্য্যোপজীবী, বান্ধববিহীন ও শত্রুসম্পন্ন হউক ।

গৌতম কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ, পিতা, মাতা ও গুরুর হিংসা, ও সোমবিক্রয় করুক এবং যে গ্রামে একমাত্র কূপভিন্ন অন্য জলাশয় নাই সেই গ্রামনিবাসী শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের সন্যাসগামী হউক ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জীবদ্দশাতেই অপর ব্যক্তি তাহার গুরুজন ও ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করুক ; তাহার যেন সদ্গতি লাভ না হয় । সে যেন বহু-পুত্রসম্পন্ন, অপাবিত্র, ব্রাহ্মণাধম, ধনগর্বে গর্ভিত, কুবক, মৎসরী ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অযাজ্য বর্ণের পুরোহিত হইয়া জনসমাজে অবস্থান করে, এবং তাঁহাকে যেন বেতন-

ভুক্ হইয়া প্রভুর নিকট কপটতাচরণ করিতে হয় ।

অরুন্ধতী কহিলেন, সে মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন নিয়ত শত্রুনিন্দা, স্বাগীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, একাকী স্নান অন্ন ভোজন ও জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান পূর্বক দিব্যবসানে শত্রু ভক্ষণ করে এবং তাহাকে যেন পরপুরুষের উপভোগ্যা ও বীর পুত্রের মাতা হইতে হয় ।

গণ্ডা কহিল, যে মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, শুদ্ধগ্রহণ পূর্বক কন্যাদান, অন্নপাক করিয়া একাকী ভক্ষণ, চিরকাল অণ্ডের দাগী হইয়া জীবন ধারণ ও জারসংসর্গে গর্ভধারণ করুক ।

পশুসখ কহিল, যে ব্যক্তি এই মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে যেন দাগীগর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্বক বহুপুত্র ও দরিদ্র হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কার না করে ।

এইরূপে তাঁহাদের সকলের শপথ সমাপ্ত হইলে, সেই কুক্করসহায় সম্যাসী কহিলেন, যে ব্যক্তি এই মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে সমস্ত ব্রহ্মচর্য, বজ্রেন্দ্র ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে কন্যাপ্রদান এবং অথর্ববেদ অধ্যয়নাশ্তে স্নান করুক ।

সম্যাসী এই কথা কহিলে, ধামিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র ! তুমি যাহা যাহা উল্লেখ করিয়া শপথ করিলে তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনীয় ; সুতরাং উহা দ্বারা তোমার শপথ করা হয় নাই । অতএব নিশ্চয় বোধ হই-

তেছে, তুমিই আমাদের মুণাল অপহরণ করিয়াছ ।

তখন সম্যাসী কহিলেন, মহর্ষিগণ ! আপনারা আমাকে প্রকৃত সম্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না । আমি সুররাজ পুরন্দর, আমি আপনাদিগের মুণাল অপহরণ করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু উহা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য নহে । আমি আপনাদিগের পরীক্ষার্থ আপনাদিগের সমক্ষেই এই মুণাল সমুদায় অন্তর্হিত করিয়াছি । আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সুরলোক হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি । ইতিপূর্বে যে স্ত্রীলোকটী এই সরোবরের প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান ছিল, সে যাহুধানী নামে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী । ঐ পাণ্ডীয়সী শৈব্যরাজের হোমাগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়া তাহার আদেশানুসারে আপনাদিগের বিনাশ বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল । ঐ দেখুন, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি । যাহা হউক, এক্ষণে লোভপরাদুখ হইয়া আপনারা অক্ষয়লোক লাভে অপিকারী হইয়াছেন । অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমুদায় লোকে গমন করুন ।

সুররাজ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক এই সকল কথা কহিলে, সেই মহর্ষিগণ, অরুন্ধতী, গণ্ডা ও পশুসখ যাহার পর নাই আত্মদিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন । ঐ মহাত্মারা ক্ষুধার সময় ভোগস্থলে প্রলোভিত হইয়াও লোভপরবশ হন নাই ; এই নিমিত্তই উহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল । অতএব সকল

অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করা সকলের অবশ্য কর্তব্য কর্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ব্যক্তি সভামধ্যে এই উপাখ্যান কীর্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থলাভ হয়, দুঃখের লেশ-মাত্রও থাকে না, ধর্ম, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম আচ্ছাদিত হন এবং পরলোকেও তাহার ধর্ম, অর্থ ও যশের পরিণীমা থাকে না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বকালে কতকগুলি মহর্ষি ও রাজর্ষি তীর্থযাত্রা করিয়া এইরূপ যুগালের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলেন। আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে মহর্ষি শুক্ল, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্দ্বত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অটাবক্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, বাল্মীক্যগণ এবং রাজর্ষি শিব, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যমাতি, ধুম্রুমার ও পুরুপ্রভৃতি মহাত্মারা মহানুভব ভগবান্ শতক্রতুর সহিত প্রভাস-তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর মন্ত্ৰণা করিয়া পৃথিবীর বহুবিশ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য তীর্থ পর্যটন পূর্বক নিম্পাপ হইয়া মাঘা পূর্ণিমাতে অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হন। এই তীর্থে ব্রহ্মসর নামে পদ্মকুণ্ডপরিপূর্ণ একটা পবিত্র সরোবর আছে। মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ এই সরোবরের পবিত্র জলে অব-গাহন পূর্বক পদ্মযুগল ও কুমুদযুগল সমু-

দায় উৎপাটন পূর্বক ভক্ষণ ও সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই সময় মহর্ষি অগস্ত্য যে সমুদায় যুগল উত্তোলন পূর্বক তীর-ভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অকস্মাৎ অপহৃত হইল। কিন্তু কে অপহরণ করিলেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না। তখন ভগবান্ অগস্ত্য মহর্ষি ও রাজর্ষি-গণকে কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যুগল অপহরণ করিয়াছে। অতএব যিনি উহা লইয়া-ছেন, তিনি শীঘ্র আমাকে উহা প্রদান করুন। আমার বস্তু অপহরণ করা আপনা-দিগের কখনই কর্তব্য নহে। আমি শুনি-য়াছি, কালক্রমে ধর্মের বলক্ষয় হইবে। আমার বোধ হয়, এক্ষণে সেই ধর্মদ্রোহী কালের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব যাবৎ লোকে অধর্মের প্রবৃত্ত না হয়; যাবৎ ব্রাহ্মণগণ গ্রামগম্যে শূদ্রদিগকে বেদ শ্রবণ না করান; যাবৎ ভূপতিগণ অধর্মনিরত হইয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার না করেন; যাবৎ উত্তম মধ্যম ও নীচ লোকেরা পরস্পর অবজ্ঞাত না হয় এবং যাবৎ পরাক্রান্ত প্রাণিগণ দুর্বল প্রাণীদিগের প্রতি অত্যাচার না করে, আমি সেই সময়ের মধ্যেই স্তরলোকে প্রস্থান করিব, মন্দেহ নাই।

ভগবান্ অগস্ত্য এইরূপ আক্ষেপ করিলে, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! আপনি আমা-দিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। আমরা কঠিন শপথ করিয়া কহিতেছি, কথ-

নই আপনার মৃগাল অপহরণ করি নাই। এই বলিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে শপথ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভৃগু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার, তাড়িত হইয়া তাড়ন ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে অস্বাধ্যায় নিরত ও কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হউক এবং সন্ন্যাসী হইয়া রাজধানীতে অবস্থান করুক।

কশ্যপ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে সর্বস্থানে সমুদায় বস্তু ক্রয় বিক্রয়, ন্যস্ত ধন অপহরণ ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করুক।

গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে অহঙ্কৃত, কামক্রোধপরতন্ত্র, কৃষিকশ্মনিরত ও মাৎসর্যপরায়ণ হইয়া জীবিত থাকুক।

অঙ্গিরা কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে অশুচি, নিন্দিত, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ, ব্রহ্মহত্যাকারী ও প্রায়শ্চিত্তপরাগ্নুগ হউক।

ধুম্মগার কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে সে মিত্রের নিকট অকৃতজ্ঞতাচরণ, শূদ্রার গর্ভে পুত্রোৎপাদন ও একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক।

পুরু কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে চাকৎসা-

ব্যবসায় অবলম্বন, ভাৰ্য্যার উপার্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারণ করুক।

দিলীপ কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ একটীমাত্র কূপসম্পন্ন গ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শূদ্রাংসর্গ করিলে তাঁহার যে লোক লাভ হয়, আপনার মৃগালহর্ভাকে যেন সেই লোকলাভ করিতে হয়।

শুক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে বৃথামাংস ভোজন, দিবসে স্ত্রীসংসর্গ ও নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক।

জমদগ্নি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাধ্যায়ে অধ্যয়ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া মিত্রকে ভোজন প্রদান করুক।

শিবি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল অপহরণ করিয়াছে, সে অনাহিতামি হইয়া প্রাণত্যাগ, যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ও তপস্বীদিগের সহিত বিরোধ করুক।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল হরণ করিয়াছে, সে জটাপারী ও ত্রতপরায়ণ হইয়া ঋতুকাল ব্যতীত ভাৰ্য্যাতে পুত্রোৎপাদন এবং বেদসমুদায়ের অনাদর করুক।

নহ্ষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মৃগাল হরণ করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে বাস, দীক্ষিত হইয়া যথেষ্টাচার ও বেতন গ্রহণ করিয়া বিদাদান করুক।

অশ্বরৌষ কহিলেন, ভগবন্! যে আপ-

নার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ধর্ম-পরিত্যাগ, ব্রহ্মহত্যা এবং জাতি, স্ত্রী ও গোশমূহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করুক।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে দেবাত্মবাদী হউক এবং নিন্দিত গুরুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, অযথাশ্বরে বেদপাঠ ও গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করুক।

নাভাগ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল হরণ করিয়াছে, সে সতত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, সাধুদিগের সহিত বিরোধ ও পণ লইয়া কন্ডাদান করুক।

কবি কহিলেন, ভগবন্! সে আপনার মুণাল হরণ করিয়াছে, সে গোশরীরে পদাঘাত, সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ ও শরণাগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক।

বিশ্বাসিত্র কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল হরণ করিয়াছে, সে ভৃত্য হইয়া প্রভুর নিকট কপটপ্রকাশ এবং রাজা ও অযাজ্য ব্যক্তিদিগের পৌরোহিত্য করুক।

পর্বত কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে গ্রামের অধ্যক্ষতা, গর্দভযানে আরোহণ ও জীবিকানির্ভারের নিমিত্ত কুকুরের পরিচর্যা করুক।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রুর ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ন্যায় অশেষ পাপে লিপ্ত হউক।

অষ্টক কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অকৃতপ্রজ্ঞ,

যথেষ্টাচারী, পাপপরায়ণ ভূপতি হইয়া অধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করুক।

গালব কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় হউক এবং সতত জ্ঞাতি-দ্রোহ ও দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক।

অরুন্ধতী কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে শ্বশুর অপবাদ, ভর্তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও একাকী স্তম্ভাচ্চ বস্ত্র ভক্ষণ করুক।

বালখিল্যগণ কহিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহারা জীবিকানির্ভারের নিমিত্ত গ্রামদ্বারে এক পদে অবস্থান ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপরিত্যাগ করুক।

শুনঃমথ কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে অগ্নি-হোত্রে অনাদর করিয়া নিদ্রাস্থ অকৃত্রিম ও সম্মানী হইয়া যথেষ্টাচার করুক।

সুরভি কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, লোকে কেশ-নিগ্নিত রজ্জুদ্বারা তাহার পদ বদ্ধ করিয়া পরবৎসের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক কাংশ্রময় দোহনপাত্রে তাহার দৃগ্ধ দোহন করুক।

এইরূপে তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তি নানা প্রকার শপথ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই জাতক্রেম মর্ঘি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে আপনার মুণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চরিতব্রহ্মচর্যা, যজু-র্বেদী বা সামবেদী ব্রাহ্মণকে কন্ডাদান অথর্ববেদাধ্যয়ন করিয়া স্নান, সদাগুয়,

৭৭৭ অধ্যয়ন, পুণ্য সঙ্কল্প, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মলোক লাভ করুক।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, দেবরাজ! যখন তুমি শপথ করিবার ছলে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তুমিই আমার মূণাল অপহরণ করিয়াছ; অতএব অচিরাৎ উহা আমাকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভ-বশত আপনার মূণাল অপহরণ করি নাই; কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্তই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি মহর্ষিদিগের মুখে বিবিধ সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম; অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মূণাল গ্রহণ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুররাজ পুরন্দর এইরূপ অভিনয় করিলে, ভগবান্ অগস্ত্য প্রীতমনে স্বীয় মূণাল গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবিধ পবিত্র তীর্থে গমন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে প্রাত পর্ব্বে এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই মূর্থ পুত্রের পিতা, বিদ্যাবিহীন, বিপদগ্রস্ত, রোগী ও জরাতুর হইতে হয় না। তিনি রজোগুণবিহীন ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনায়াসে পরলোকে স্বর্গ-লাভ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তি ঐ মহর্ষিদিগের প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহ-যুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহযুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপে ঐ ছত্র পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই না শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে ছত্র ও উপানহযুগলের উৎপত্তি ও দানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং যে নিমিত্ত উহা পবিত্র সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত করা যায়, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে কীর্তন করিতেছি, অব্যাহত চিত্তে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যাশব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণনিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের স্ত্রায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি শীঘ্র শরসমুদায়
আনয়ন কর ; আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ
করিব । জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র
রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন ।
একে জৈষ্ঠ্যমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন
কাল উপস্থিত । পতিব্রতা রেণুকা সেই
ভীষণ সময়ে স্বামীর নিদেশানুসারে গমন
করাতে আতপতাপে তাঁহার মস্তক ও পদ-
তল নিতান্ত সন্তাপিত হইল । তখন তিনি
অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়-
মান হইয়া পরিশ্রমাপনোদন করিলেন এবং
পরিশেষে শরসমুদায় গ্রহণ পূর্বক ভর্তার
শাপ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি সত্বরে
ঘণ্টাক্রমে কল্পিত কলেবরে তাঁহার
সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন জমদগ্নি
তাঁহাকে অবলোকন পূর্বক ক্রোধান্বিত
হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, রেণুকে !
তোমার এত বিলম্ব হইল কেন ?

তখন রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ
দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি
আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না । সূর্য্যকিরণে
আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত
হওয়াতে, আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম
করিয়াছিলাম ; তাহাতেই আমার বিলম্ব
হইয়াছে ।

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ
করিলে, মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহমণ্ডিনীকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! আজি আমি
অন্ততঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্ত-
কিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব । মহর্ষি

এই বলিয়া শরাসন বিক্ষারণ পূর্বক শর
গ্রহণ করিয়া সূর্য্যভিগুণে দণ্ডায়মান হই-
লেন । তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ
ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ !
দিবাকর আপনার কিসে অনিষ্ট করিয়াছেন ?
তিনি লোকসমুদায়ের হিতসামনের নিমিত্তই
স্বর্গে অবস্থান পূর্বক স্রীষ্য কিরণজাল দ্বারা
ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘ-
মণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই মণ্ডলীপা পৃথি-
বীতে সেই রস বর্ষণ করেন । তাহাতেই
ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং
জীবগণের প্রাণ স্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয় ।
জাতকশ্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান,
যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সম্পাতিলাভ ও মনস্কথ্য
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যসমুদায় অন্ন দ্বারাই
সম্পাদিত হইয়া থাকে । আমি আপনার
নিকট যাচা কীর্তন করিলাম, আপনি তৎ-
সমুদায় বিশেষরূপে অবগত আছেন । অত-
এব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া
কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত
করিবেন না ।

যশ্শবতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দিবাকর
ব্রাহ্মণবেশে এই প্রার্থনা করিলে, তেজস্বী
জমদগ্নি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! দিবাকর
এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ
জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিলেন
না । তখন সূর্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

কৃতাজ্জলিপুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, ভগবন্! সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কি রূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন? জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞান-চক্ষুঃপ্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে অবস্থান কর, তাহাও স্যাবশ্যে জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্থে নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই ক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব। তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে শরদ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু আপনাকে আশ্রয় রক্ষা করিতে হইবে।

তখন ভগবান্ জমদগ্নি হস্তমুখে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে, তখন তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সরলতা, পৃথিবীর স্থিরতা, শাস্ত্রের সৌম্যতা, বক্রণের গাভীর্ঘ্য, অগ্নির উজ্জ্বলতা, স্নেহের প্রভা ও পবনের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই শরণাগত ব্যক্তির বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরু-তল্লগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়, মন্দেহ নাই। যাহা হউক

এক্ষণে যাহাতে তোমার উদ্ধাপপ্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাত্ৰকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাত্ৰকাযুগল গ্রহণ করুন। অগ্নিবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাত্ৰকাযুগল পবিত্র দানকার্য্যে প্রচলিত হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! ছত্র ও পাত্ৰকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাত্ৰকা প্রদান কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহাতে তোমার সমগ্র ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। যিনি ব্রাহ্মণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্র ছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল ঋণ লাভ হয় এবং তিনি অঙ্গুরা ও দ্বিজাতিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সূর্য্যকিরণ-সম্পূর্ণ ভূমিতে গমননিবন্ধন দক্ষ চরণ হন, - সেই ব্রাহ্মণকে যিনি পাত্ৰকা প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে সুরগণের প্রশংসিত লোক সমুদায় লাভ এবং পুলকিত চিত্তে গোলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট ছত্র ও পাত্ৰকা দানের ফল কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

বৃষিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! গৃহস্থ কি কার্য্য করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি ; অতএব আপনি আমার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্মাণিস্তরে কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে বায়ুদেব-বায়ুধামংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বে একদা ভগবান্ বায়ুদেব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব ! মাদৃশ গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

তখন পৃথিবী কহিলেন, বায়ুদেব ! মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য । এক্ষণে কিরূপে উচ্ছাদনের অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদ সমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে । দেবগণের প্রীতি লাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলি-কর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক । প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন । সিদ্ধান্ত দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য । অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, মন্বন্তরি ও প্রজাপতির

পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত । দক্ষিণ দিকে মমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তর দিকে চন্দ্রকে, বায়ু-মধ্যে প্রজাপতিকে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে মন্বন্তরিকে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ-গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়, রজনীযোগে নিশাচর ও ভূত-গণকে বলি প্রদান করা উচিত । মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে । যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ ছতাশনে নিক্ষেপ করিতে হইবে । গৃহস্থ যখন পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তিনি বিধি পূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন । তৎপরে বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পা-দন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা সস্তবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথি-দিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে । আগন্তুক দিগের স্থিতি অনিত্য এই নিমিত্ত উহারা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অগ্ন্যন্য লোকের তৃপ্তি-সামন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য । গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, মাতা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না । সত্তত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য । রাজপুরোহিত, স্নাতক

ব্রাহ্মণ, গুরু ও শম্ভুর এক বৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতিদিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহা-দিগের পূজা করা কর্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর, ঋপচ ও পক্ষিগণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহ-স্থের পরম ধর্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম প্রাতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহাসিদিগের বর লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! ভগবান্ বাহুদেব পৃথিবীর নিকট এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার উপদেশানুসারে এই ধর্ম প্রাতিপালন করিতেছেন; অতএব তোমার উহা প্রাতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তুমি যথানিয়মে এই ধর্ম পালন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহলোকে মণ ও পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আলোক-দান কিরূপ, কিরূপে উহার প্রথা প্রবর্তিত হইল এবং উহার ফলই বা কি?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এই স্থলে স্বর্ণমণ্ডু সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতি-হাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব-কালে স্বর্ণ নামে এক ধর্মপরায়ণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম স্বর্ণবলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। এই স্বাপ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি স্বীয়

শুণগ্রাম দ্বারা অনেকানেক সঙ্ঘশোভুব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা এই মহর্ষি তপোদধনাগ্রগণ্য মনুকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি মনু তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া স্নেহপূর্ণরূপে গমন পূর্বক তাঁহার সহিত এক রমণীয় শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। এই স্থানে তাঁহাদের উভয়ের ব্রহ্মবিদ্যেব-দানব ও পুরাণসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপ-কথন হইতে লাগিল। তখন মহর্ষি স্বর্ণ স্নায়ম্ভু মনুকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবান্ পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা দেবতার অর্চিত হইয়া থাকেন। এই প্রণালী কে প্রবর্তিত করিল এবং উহার ফলই বা কি? আপনি লোকের গৃহতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আগার এই প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

মনু কহিলেন, তপোদধন! আমি এই স্থলে বলিস্তুত্র সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ভৃগুকুলতিলক শুক্র ত্রিলোকের অধীশ্বর বিরোচননন্দন বলির নিকট গমন করিলে, দানবরাজ অর্গ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা পূর্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মান্! দেবতাদিগকে পুষ্প ও ধূপদীপ দ্বারা অর্চনা করিবার ফল কি? আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

তখন শুক্র কহিলেন, দানবরাজ! প্রথমে তপস্বী তৎপরে ধর্ম উৎপন্ন হয়। এই সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ

উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আনন্দরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত। আর যাহার গন্ধে মনের প্লাবিত উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে। যে সমুদায় নিত্যন্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। রক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটী জাতি আছে। তন্মধ্যে যে রক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আহ্লাদিত করে, তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম স্নমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে স্নগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেবগণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, উরগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের মাল্য এবং দেবগণের উপভোগ্য ও অনুপভোগ্য ভূমিকর্ষণানন্তর রোপিত, গ্রাম্য ও অগ্রসমুদায়, বন্য কণ্টকাকীর্ণ ও অকণ্টক রক্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায়ের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে, ইন্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইন্টগন্ধসম্পন্ন পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত স্নেহবর্ণ পুষ্প অকণ্টক রূপে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায়

দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মমাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্তব্য। অর্থর্ব্ববেদ মধ্যে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশ্যে প্ররুত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, কণ্টকসংযুক্ত, প্রাণিগণের একান্ত অপ্রীতিকর ক্রমঃবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন ও স্নমধুর গন্ধযুক্ত তৎসমুদায় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়া সময়ে স্মরণ ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গ সমুৎপন্ন সৌম্যদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে প্রদান করা উচিত। দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাহার প্রতি প্রীতি হইয়া তাহার শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীতি হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহাকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর আগি ধূপের লক্ষণ ও ধূপদানের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধূপ তিন প্রকার। নির্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদায় ধূপের গন্ধ ও ইন্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্যাস ব্যতিরেকে

অন্যান্য বৃক্ষের নির্যাস সমুৎপন্ন ধূপ নির্যাস ধূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে । এই নির্যাস সমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুণ্ণুলু সর্বোৎকৃষ্ট । যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিষ্কিপ্ত হইলে স্রগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারী ধূপ । সারী ধূপই দেবতা-দিগের প্রীতিকর । অগুরু সর্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । শল্লকী ও ঐরূপ বৃক্ষের নির্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে । সর্জরস ও স্রগন্ধ কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ । ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে । তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য । পুষ্পপ্রদানে যে প্রকার ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, ধূপ দানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে ।

এক্ষণে যে সময়ে যেক্রমে যে প্রকার দীপ সমুদায় প্রদান করিতে হয়, তাহা সন্নিহিত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দীপ উর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ ; অতএব দীপ দান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে । অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্তব্য । দেবগণ তেজস্বী, প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকার স্বরূপ । অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করা লোকের

অবশ্য কর্তব্য । দীপচরণ ও দীপনির্বাণ পূর্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি নিষেয় নহে । আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুজ্ঞান ও প্রভাবুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে, আর যে ব্যক্তি দীপ চরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে । স্নাত দ্বারা দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দান করাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । স্নাতের অভাবে ওষধি-রস দ্বারাও দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দান করা যাইতে পারে । কিন্তু বস, মেদ ও অস্থি-নির্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্বত সন্নিধানে বনে, চৈত্যা বৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পাথে দীপদান করিবেন । দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরণে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্দিগের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন, মন্দেহ নাই ।

এক্ষণে দেবতা, যক্ষ, উরগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে দীপ প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা ভ্রাক্ষণ, দেবতা, আতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায় । অতএব প্রবৃত্ত ও অত-দ্ভিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকল্প সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্তব্য । দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস পন্নগ ও আতিথিগণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি

লাভের বাসনা করিয়া থাকেন । গৃহস্থ-
দিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা ই পিতৃ ও দেব-
গণের তৃপ্তিসাধন হয় । উঁহারা পরিতৃপ্ত ও
প্ৰীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু যশঃ ও
ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই । দেবগণকে
পুষ্পসমাহিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধি,
দুগ্ধ, রূপময় ও মাংস সম্পন্ন স্নগন্ধমিশ্রিত
বলি, নাগগণকে সুরালাজপিন্টক, পদ্ম ও
উৎপল সম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড়
তিল সম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয় । যে
ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান
করেন, তিনি বলবীৰ্য্যসম্বিত হইয়া উৎ-
কৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ
নাই । অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্র-
ভাগ প্রদান করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।
গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান
করেন । অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতি
লাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন
অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের
অর্চনা করিবেন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! সৰ্ব্বাঙ্গে মহাগ্না শুক্রা-
চায্য দানবরাজ বলির নিকট এই কথা
কীৰ্ত্তন করেন । তৎপরে মহাগ্না মনু স্তবর্ণকে,
স্তবর্ণ নারদকে ও নারদ আমাকে উহা শ্রবণ
করাইয়াছেন । এক্ষণে আমিও তোমার
নিকট উহা কীৰ্ত্তন করিলাম ; অতএব
তুমি এইরূপ উপদেশানুসারে কার্যানুষ্ঠানে
যত্নবান্ হও ।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! পুষ্প,
ধূপ ও বলি প্রদাতাদিগের যেরূপ ফল লাভ
হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে গৃহস্থগণ
কি নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়া থাকেন,
তাহা পুনরায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি ভৃগু,
অগস্ত্য এবং নরপতি নল্লয়ের কথোপকথন-
প্রসঙ্গে যে এক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তিত
আছে, আমি এই উপলক্ষে তাহা কহি-
তেছি, শ্রবণ কর । নরপতি নল্লয় স্রীষ
পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় প্রথমত
দৈব ও মানুষ্য ক্রিয়া সমুদায়ের অনুষ্ঠান
করিয়াছিলেন । তিনি মমিধু ও কুশ আহ-
রণ করিয়া হোমানুষ্ঠান, অন্ন ও লাজ দ্বারা
বলি প্রদান এবং ধূপদীপ দান, ধ্যান, জপ ও
শাস্ত্রানুসারে দেবার্চনা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য-
কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন । কিয়দ্দিন
পরে আমি ইন্দ্র লাভ করিয়াছি বলিয়া
তঁহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব
হইল । স্ততরাং তঁহার পুনর্চরিত ক্রিয়া-
কলাপেরও লোপ হইতে লাগিল । পরিশেষে
তিনি একান্ত গর্ভিত হইয়া স্বামিগণকে বাহক
করিলেন । স্বামিগণ পর্য্যায়ক্রমে তঁহার মান
বহন করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল
অতীত হইলে একদা মহর্ষি অগস্ত্যের
পর্য্যায় সমাগত হইল । ঐ দিন ব্রহ্মবিদগ-
ণ্য মহাতপাঃ ভৃগু ভগবান্ অগস্ত্যের
আশ্রমে সমুপাস্থিত হইয়া তঁাকে সম্বোধন
পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! পাপাশ্রা নল্লয়

আগাদিগের প্রতি যাহার পর নাই অত্যাচার করিতেছে, আমরা কোনরূপেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না ; অতএব আপনি উহা নিবারণের উপায় বিধান করুন ।

তখন অগস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে ! চুরাত্মা নহ্ম ব্রহ্মার নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই । এক্ষণে আমি কি রূপে তাহাকে শাপপ্রদান করিতে সমর্থ হইব । ঐ পামর স্বর্গারোহণসময়ে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট ‘আমি দৃষ্টিগাত্রে সকলের তেজোহ্রাস করিব’ বলিয়া বর গ্রহণ করিয়াছে এবং ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে ঐ বর ও তাহার পানার্থ অমৃত প্রদান করিয়াছেন । এই নিমিত্তই কি আপনি কি আমি কি অন্যান্য মহাবিগণ আমরা কেহই এ তাবৎ কাল তাহাকে দণ্ড বা নিপাতিত করিতে পারিতেছি না । যাহা হউক, ঐ চুরাত্মা এক্ষণে বরদর্পিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে । অতএব অগ্ৰ আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই ।

তখন ভৃগু কহিলেন, ভগবন্ ! আমি নিতান্ত মোহিত হইয়া নহ্মকে প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার আন্তর্য্যামুরে আপনার নিকট সম্মুখস্থিত হইয়াছি । শাপপরায়ণ চুরাত্মা নহ্ম আজি আপনাকে রথের বাহক করিবে স্থির করিয়াছে । অতএব আজি আমি আপনার সমক্ষে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে

সেই পামরকে ইন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া পুরন্দরকে ইন্দ্র প্রদান করিব, সন্দেহ নাই । আজি যখন সেই ব্রাহ্মণ-দ্রোহী পাপাত্মা মত্ততানিবন্ধন আত্মবিনাশের নিমিত্ত আপনাকে পদাঘাত করিবে, সেই সময় আমি রোমাবিষ্ট হইয়া আপনার সমক্ষে ‘তুমি সর্প হও’ বলিয়া তাহাকে অভিপাশ প্রদান পূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিব । এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার মত কি, তাহা ব্যক্ত করুন । মহর্ষি ভৃগু এই কথা কহিলে, ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার বাক্য-শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীতিযুক্ত হইলেন ।

শততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহারাজ নহ্ম কিরূপে বিপন্ন ও ইন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহারাজ নহ্ম ইন্দ্র লাভ পূর্বক প্রথমতঃ বিবিধ দৈব ও লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক উভয় লোকেই সদাচারনিরত গৃহমেধী মহাত্মারা উন্নতিলাভে সমর্থ হন । গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ, সিদ্ধামের অগ্রভাগ ও বলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে মগন্ধার করিলে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন । বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিলে গৃহীদিগের যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, দেবগণ তাহার শতগুণ অধিক প্রীতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই ।

এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারা গ্রহদিগের উদ্দেশে ধূপদীপ প্রদান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্বক দেব-গণের শ্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃলোক মহর্ষি ও গৃহদেবতা-গণকে বিধিপূর্বক পূজা করিলে তাঁহাদিগের শ্রীতলাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেবরাজ নহ্ম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বর্গলোকে দীপদান, বলিকর্মা ও অশ্রাদ্ধ নানাবিধ দৈবমাহুর্মাফিয়া এবং উৎসবসমুদায় নির্বাহ কারতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াকাল অতীত হইলে তাঁহার মৌভাগ্যলক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি দেবগণকে পূজোপহার প্রদানে পরা-জুখ হইলেন। পূর্ববৎ ধূপদীপ ও উদক-দান প্রভৃতি কার্যে আর আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ সময় রাক্ষসেরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে নানাপ্রকার উৎপাত কারতে লাগিল।

অনন্তর একদা মহারাজ নহ্ম মহর্ষি অগস্ত্যকে যানে যোজিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! তুমি লোচনযুগল নিমীলিত কর, আমি তোমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। তখন মহর্ষি অগস্ত্য লোচন নিমীলিত করিয়া স্থানুর ঞায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তপোধনাগ্রগণ্য ভৃগুও নহ্মের পিনাশসাধনের নিমিত্ত তাঁহার জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে মহর্ষি অগস্ত্য

নহ্মকে যানে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব-রাজ! তুমি শীঘ্র আমাকে যানে যোজিত করিয়া অনুমতি কর আমি তোমাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব? তুমি যেখানে লইয়া যাইতে বাঁলবে, আমি নিঃসন্দেহই তোমাকে সেই স্থানে উপনীত করিব। তখন সুররাজ নহ্ম মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে যানে যোজিত করিলেন। ঐ সময় অগস্ত্যের জটামধ্যে মহর্ষি ভৃগু তাঁহাকে যানে যোজিত দেখিয়া যার পর নাই হস্ত ও মস্তক হইলেন এবং নহ্মের দৃষ্টিগোচর হইবেন না বলিয়া জটামধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নহ্মের ব্রহ্মা হইতে বর-প্রাপ্তির বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ অত্যাচার দর্শন করিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তখন মহারাজ নহ্ম তাঁহার পৃষ্ঠে বারংবার কমাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা-তেও তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হইল না। অনন্তর নহ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বামপাদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি ভৃগু অগস্ত্যের মস্তকে জটা-মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি নহ্ম কর্তৃক বামপাদ দ্বারা প্রহৃত হইবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে দুরাচার! তুই রোমপরবশ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলি; অতএব দুষ্কর্মনিবন্ধন অবিলম্বে ভূজঙ্গদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে গমন কর।

মহর্ষি ভৃগু এইরূপ অভিসম্পাত করিবা-
মাত্র নহ্ম সর্পদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে
নিপাতিত হইলেন। কিন্তু পূর্বকৃত দান তপ
ও অন্যান্য নিয়মপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতি ভ্রংশ
হইল না। যদি ভৃগু শাপপ্রদানকালে নহ্ম-
মের দৃষ্টিগোচর হইতেন, তাহা হইলে নহ্ম-
মের তেজঃপ্রভাবে অভিহত হইয়া তাঁহাকে
কদাচ ভূতলে নিপাতিত করিতে সমর্থ হই-
তেন না। অনন্তর ভূতলনিপতিত মহারাজ
নহ্ম আপনার শাপশাস্তির নিমিত্ত ভৃগুকে
বারংবার অনুন্নয় করিতে লাগিলেন। তদ-
র্শনে মহর্ষি অগস্ত্য একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া
নহ্মের শাপ শাস্তি হইবার নিমিত্ত ভৃগুকে
অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি ভৃগু নহ্ম-
মের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, পৃথিবীতে
যুধিষ্ঠির নামে এক কুলপ্রদীপ মহীপাল
উৎপন্ন হইবেন। তিনিই নহ্মকে এই শাপ
হইতে বিমুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।
মহাত্মা ভৃগু এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।
তখন মহর্ষি অগস্ত্যও পুরন্দরের হিতমাদন
নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সংকৃত হইয়া
আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।
এ দিকে মহর্ষি ভৃগু নহ্মকে এইরূপ শাপ
প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক
ব্রহ্মার নিকট আনুপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত
কীৰ্ত্তন করিলেন। তখন লোকপিতামহ
ব্রহ্মা দেবগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন,
স্বরগণ! নহ্ম আগারই বরপ্রভাবে স্বর-
রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সে
মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভূতলে
গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে

তাহার এই শাপ মোচন করিয়া দেয়, এমন
আর কেহই নাই। অতএব তোমরা অবি-
লম্বে দেবরাজ্যে ইন্দ্রকে পুনরায় অভিষিক্ত
কর। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা
কহিলে, দেবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে পুল-
কিত মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি
যে রূপ কহিতেছেন, আমরা তাৎক্ষণ্যে সম্পূর্ণ
অনুমোদন করিতেছি। অনন্তর ব্রহ্মা পুর-
ন্দরকে দেবরাজ্যে পুনরায় অভিষিক্ত
করিলেন।

ধর্ম্মরাজ! রাজা নহ্ম যে তোমা কর্তৃক
শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই।
স্বধর্ম্মব্যতিক্রমনিবন্ধন তাঁহার ঐরূপ দুর্দশা
ঘটিয়াছিল। তিনি দাপদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান-
প্রভাবেই পুনরায় ঐরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছেন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সাংসারিক
বিশুদ্ধচিত্তে দীপদান করিবে। যে ব্যক্তি
সাংসারিক দীপদান করে, সে দেহান্তে
দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া থাকে এবং পূর্ণ-
চন্দ্রের ন্যায় তাহার কান্তিও একান্ত উজ্জ্বল
হয়। দীপদান করিলে উহা যত নিমেষ
প্রজ্বলিত হয়, দীপদাতা তত বহুধর রূপ-
বান্ ও বলবান্ হইয়া স্বর্গলোকে সুখে কাল
হরণ করিয়া থাকে।

একাদশকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে সমু-
দায় নৃশংস মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ
করে, তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হয়,
তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে চণ্ডালক্ষত্রিয়সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক ক্ষত্রিয় এক চণ্ডালকে গাত্রলয় দুগ্ধক্ষালণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে নিমাদ ! আমি তোমাকে বুদ্ধদশায় বালকের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তোমার মর্দঙ্গ কুক্কুর ও গর্দভের খুলিপটলে সমাচ্ছন্ন রাখাছে, কিন্তু তুমি আপনার পবিত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রলয় গোদুগ্ধ ক্ষালিত করিতেছ। এখন বুঝিলাম, সাধু ব্যক্তির এই নিমিত্তই চণ্ডালের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

তখন চণ্ডাল কহিল, মহারাজ ! আমার গাত্রে ব্রাহ্মণের গাভীর দুগ্ধ লয় হইয়াছে, সেই নিমিত্তই আমি উহা ক্ষালণ করিতেছি। আমার পূর্ব্বজন্মে একদা এক নরপতি এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোদন অপহরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন। ঐ সময় গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া পৃথিব্যে কতকগুলি সোমলতাজে নিপতিত হয়। তৎপরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ সোমলতার রস পান করিয়া ঐ গোদন-হর্ভা নরপতির যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠাননিবন্ধন ঐ ভূপতি ও সেই সোমপায়ী ব্রাহ্মণগণ অচিরে নরকে নিপতিত হইলেন এবং রাজার পুত্র-পৌত্রাদি সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যজ্ঞে যে সমুদায় ব্যক্তি সেই অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ দধি ও স্নত পান

করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী হইতে হইল।

যে স্থানে ঐ অপহৃত গোসমুদায়ের দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া সোমলতায় নিপতিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিতে আমার ভিক্ষাম সমুদায় সেই দুগ্ধে আর্জ হইয়াছিল। আমি সেই ভিক্ষাম ভোজন করিয়াই এই চণ্ডাল হই প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ঐ অপহৃত গাভীর দুগ্ধে সোমলতা আর্জ হইয়াছিল বলিয়া সেই অবধি পণ্ডিতেরা সোমরস বিক্রয় করাও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা সোমরস ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হইয়া সোমরস বিক্রয় করে, তাহাকে নিরয়গামী হইয়া ত্রিশত বার বিষ্ঠাভোজী কীটাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

হে মহারাজ ! অভিমানই ব্রহ্মস্বাপহরণের মূল কারণ ; অতএব অভিমানের তুল্য উৎকট পাপ আর কিছুই নাই। নীচ-সেবা, অভিমান ও মিত্রের দারাপহরণ এই তিন পাপ তুল্যবশে দারণ করিলে অভিমানই গুরুতর পাপ বলিয়া নির্ণীত হয়। পূর্ব্বজন্মে আমার এই সহচর কুক্কুর মনুষ্য ছিল ; কেবল অভিমানবশতই কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ ক্লেশ ও কদাকার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ধনাঢ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও আমার

বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। আমি অভিমানকে দোষ বলিয়া অবগত ছিলাম না এমন নহে; কিন্তু তথাপি সেই অভিমান নিবন্ধন আমি প্রাণিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিতাম। আমি সেই সমুদায় অসদ্ব্যবহার ও অভক্ষ্য ভক্ষণনিবন্ধন এক্ষণে এইরূপ হৃদশাস্ত্র হইয়াছে। বস্ত্রান্তে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যেমন ক্রমশঃ উত্তীর্ণ দগ্ধ হয়, তদ্রূপ পাপপ্রভাবে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, যেন ভ্রমরে আমাকে দংশন করিতেছে। আমি সেই যন্ত্রণার নিমিত্ত ক্রোধভরে পাবমান হইতেছি। গৃহস্থ ব্যক্তির বেদাধ্যয়ন ও বিবিধ দান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ পাণী হইলে নীতসজ্জ হইয়া আশ্রমে অবস্থান পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু আমি অতি পাপ মৌনিত্যে জন্মপারিত্র্য করিয়াছি, স্তত্রাং ক্রুরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতেছি না। আমি পূর্বস্কৃত পুণ্যবলে জাতিস্মরণ হইয়াছি; এই নিমিত্ত আমার শুভ কস্মাশুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা হইতেছে। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমি এই চণ্ডাল-যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করুন।

তখন ক্ষত্রিয় কহিলেন, নিষাদ! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সমরাজ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রব্যাদ্যের ভূপ্তিসাধন করিলেই অনায়াসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত গতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা

ভিন্ন তোমার সঙ্গতিলাভের উপায়ান্তর নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় এই কথা কহিলে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণের চিত্তসামান্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত গতিলাভ করিয়াছিল। অতএব যদি শাস্ত্রতী গতি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যত্নপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপ করণ তোমার অবশ্য কর্তব্য।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুপিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কস্মাশুষ্ঠান ব্যক্তির কস্মাশুষ্ঠান করিয়া কি এক প্রকার লোক লাভ করে, না তাহাদের নানাবিধ লোক লাভ হয়, তাহা বিশেষরূপে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মানবগণ বিবিধ কস্মাশুষ্ঠান দ্বারা নানাপ্রকার লোক লাভ করে। তন্মধ্যে পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যলোক সমুদায় এবং পাপাত্মা ব্যক্তির পাপলোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকে। আমি এই উপলক্ষে গৌতমবাসব সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা দমণ্ডসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মূঢ়স্বভাব, বিজবর গৌতম অটনী-মধ্যে মাতৃহীন এক হস্তিশিশুকে অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তিশিশু অরণ্যমধ্যে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র একান্ত দয়ার্দ্ৰ হইয়া আশ্রমে আনয়ন পূর্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ হস্তিশিশু মহাবলপরাক্রান্ত

মদস্রাবী ও পর্দিতাকার হইয়া উঠিলে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করিয়া সেই মত মাতঙ্গকে অপহরণ করিলেন । মহর্ষি গৌতম ধৃতরাষ্ট্রকে সেই মাতঙ্গ অপহরণ করিতে অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে অকৃতজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র ! আমি অতি কষ্টে এই মাতঙ্গকে প্রতিপালন করিয়াছি, এ আমার পুত্রস্বরূপ ; অতএব তুমি ইহাকে অপহরণ করিও না । তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া আমার মতিত কথোপকথন করিতে আমার মতিত তোমার শিক্ষা জন্মিয়াছে ; অতএব এই হস্তী অপহরণ করিয়া মিত্র-দ্রোহী হওয়া তোমার কদাপি কর্তব্য নহে । আমি আশ্রমে না থাকিলে এই হস্তী আমার আশ্রম রক্ষা এবং কাষ্ঠ ও উদকাদি আহরণ করে । এ অতি বিনীত, কাম্যকুশল, শিষ্ট, কৃতজ্ঞ ও আমার অত্যন্ত প্রিয় । অতএব ইহাকে অপহরণ করা তোমার কর্তব্য নহে ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চশত স্ববর্ণমুদ্রা এবং অগাণ্ড নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদায় লইয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন । আপনি ব্রাহ্মণ, হস্তী লইয়া আপনার কি হইবে ?

গৌতম কহিলেন, রাজন্ ! গোধন, দাসী, স্ববর্ণমুদ্রা ও বিবিধ রত্নে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রভূত ধন গ্রহণ করিবার আবশ্যক কি ?

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ ! ব্রাহ্মণদিগের হস্তী রক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । হস্তী দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগেরই মহোপকার সাধন হইয়া থাকে । হস্তী আমাদের বাহন । অতএব স্রীয় বাহন অপহরণ করাতে আমার কিছুমাত্র অদম্য নাই । এক্ষণে আপনি ইহার আশা পরিত্যাগ করুন ।

গৌতম কহিলেন, রাজন্ ! যে যমালয়ে গমন করিয়া পুণ্যীয়া ব্যক্তির আত্মাদি পাপাত্মারা শোকমাগরে নিমগ্ন হয়, তুমি তথায় গমন করিলে আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণপূর্বক তোমাকে যজ্ঞদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! কর্ম্ম পরিত্যাগী ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা নাস্তিকেরাই যমযজ্ঞদান ভোগ করিয়া থাকে । আমি যমলোকে গমন করিব না ; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, রাজন্ ! যমালয়ে মত্যাশ্রম কখন মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার হয় না, তথায় দুর্বল ব্যক্তিরও বলবানদিগকে যজ্ঞদান করিয়া থাকে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ ! যে সকল ব্যক্তির মদমত্ত হইয়া পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাষ্ট যমলোকে গমন করিয়া থাকে । অতএব আমি তথায় গমন করিব

না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! যে কুবের পুরীতে ভোগী ব্যক্তিরা প্রবেশ করিয়া থাকে, যথায় গন্ধর্ব, যক্ষ ও অম্বরোগণ নিয়ত বিচরমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞাণ্ড প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! যাহারা অতিথিসেবাতৎপর ও ত্রুতপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় প্রদান এবং প্রথমত সামগ্রী সমুদায় বিভাগ পূর্বক আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্পণ করিয়া পারিশেষে স্যং অবশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারা কুবেরলোকে গমন করিয়া থাকে । আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! স্মরক-পর্বতের শিখরদেশে কিম্বরীমঙ্গীতপরিপূর্ণ, পুষ্পসমাকীর্ণ, হৃদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষসম্পন্ন যে রমণীয় উপবন বিচরমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞাণ্ড প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! যে ব্রাহ্মণ-গণ যুদ্ধস্বভাব, সত্যপরায়ণ, বহুশাস্ত্রপারদর্শী ও সর্বভূতপ্রিয় এবং ষাঁহারা ইতিহাস-পাঠ, পুরাণপাঠ ও ব্রাহ্মণগণকে মধু দান করেন, তাহারা স্মরকশিখরের উপবনে গমন করিয়া থাকেন । আমি তথায় গমন

করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! যে বিবিধ পুষ্পসংযুক্ত কিম্বরগণসমাকীর্ণ নারদের প্রিয় নন্দনবনে নিরন্তর অম্বর ও গন্ধর্ব-গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞাণ্ড প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! যে সকল ব্যক্তি যাক্কাপরাঙ্কুশ হইয়া নৃত্যগীতাদির আলোচনা করে, তাহারা নন্দনবনে গমন করিয়া থাকে । আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! যে উত্তর-কুরুতে মানবগণ দেবতাদিগের সহিত একত্রে আফ্লাদ অনুভব এবং অগ্নি, জল ও পর্বত-সমুত্ত মানবগণ অবস্থান করেন, যথায় দেব-রাজ ইন্দ্র সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যে স্থানে কামিনীগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী, যথায় স্ত্রী পুরুষদিগের মনো-মধ্যে কিছুমাত্র ঈর্ষা নাই ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞাণ্ড প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহর্ষে ! ষাঁহারা বীতস্পৃহ, মাংসভোজনপরাঙ্কুশ, দণ্ডবিধান-বিরত ও মমতা পরিশূন্য, ষাঁহারা লাভালাভ ও স্তুতিনিন্দা সমান জ্ঞান করেন, এবং ষাঁহারা স্বাবরজঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীরই

কিছুমাত্র হিংসা করেন না, তাঁহারাই উত্তর-কুরুতে গমন করিয়া থাকেন । আমি তথায় গমন করিব না ; তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! সোমলোকে যে পুণ্যগন্ধমস্পর্শ, রজোগুণবিহীন, শোকশূন্য স্থান সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞা প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা দানশীল, যাঁহারা অন্নের অর্থ কদাচই প্রতি-গ্রহ করেন না ; পৃজ্য যাচকদিগকে যাঁহা-দিগের কিছুমাত্র অদেয় নাই ; যাঁহারা অতিথিপ্রিয়, প্রসাদগুণমস্পর্শ, পুণ্যান ও ক্ষমালীল, যাঁহারা অন্নের প্রতি কখনই কটুক্তি প্রয়োগ করেন না, যাঁহারা সতত প্রাণিগণের রক্ষায় নিরত থাকেন, সোমলোক সেই সমস্ত মহাজ্ঞাদিগেরই সম্যক উপযুক্ত । আমি কদাচই সেই লোকে গমন করিব না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! সূর্যালোকে যে রজ ও তমোগুণবিহীন শোকশূন্য স্থান সমুদায় রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে গমন করিয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞা প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা স্বাধ্যায়মস্পর্শ, গুরুশ্রদ্ধামিরত তপ ও ব্রত-পরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের অনু-

কূলভাষী ও উদ্যোগী এবং যাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গুরুর কার্য্য নির্বাহ করেন, সেই সমস্ত বেদবিৎ বিশুদ্ধসভাব মহাজ্ঞারাই সূর্যালোকে গমন করিয়া থাকেন । কিন্তু আমি তথায় কদাচই গমন করিব না ; আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! বরুণলোকে যে পবিত্রগন্ধমস্পর্শ শোকশূন্য রজোগুণবিহীন নিত্য স্থান সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞা প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা চাতুর্শাস্ত্র যাগের অনুষ্ঠান, দশাধিক শতযজ্ঞ আচরণ, শ্রদ্ধামস্পর্শ হইয়া তিন বৎসর বেদ-বিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান, প্রাণপণে পশুভার বহন ও সাধুনির্দিষ্ট পথে অবস্থান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত মহাজ্ঞাই বরুণলোকে গমন করেন, আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিব ।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! ইন্দ্রলোকে যে রজোগুণশূন্য শোকবিহীন নিত্য চুর্গম সকলের প্রার্থনীয় স্থান সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে ; তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যজ্ঞা প্রদান করিব ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা শতবর্ষজীবী, মহাবলপরাক্রান্ত, বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ও অশ্রমত, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে

গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! সর্গে যে শোকশৃংখল মকলের প্রার্থনীয় প্রজাপতি-লোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যে সমস্ত মণীপাল রাজসূয় যজ্ঞে অভিযুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকেন এবং যাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক অবভূত স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা ই প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন, আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! প্রজাপতি-লোকের উর্দ্ধে যে পবিত্রগন্ধসম্পন্ন রজো-গুণবিহীন, শোকশৃংখল, নিতান্ত দুর্লভ গো-লোকসমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন করিলেও আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যে ব্যক্তি মহত্স গোপনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর এক শত, এক শত গোপনের অধিপতি হইয়া প্রতি বৎসর দশ অথবা দশার্দ্ধ বা পাঁচটি গোপনের অধিকারী হইয়া প্রতি বৎসর একটি গোদান করেন ; যে সমস্ত তীর্থযাত্রাপরায়ণ মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

পূর্বক নৈদিক রীতি নীতি প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা প্রভাস, মানস, পুষ্কর, নৈমিস, বৃহৎসরোবর, বাহুদা, করতোয়া, গঙ্গা, ফল্গু, বিপাশা, কৃষ্ণা, পঞ্চনদ, মহাহুদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ই গোলোক লাভ করিয়া যার পর নাই হ্রস্ট ও মস্তুষ্ট হন। আমি তথায় গমন করিব না ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিব।

গৌতম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! যে স্থানে শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, স্তম্ভ, ক্লেশ, স্নেহ, দ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, জরা, মৃত্যু ও পুণ্যপাপের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, তুমি সেই রজোগুণবিহীন সত্ত্বগুণের আকর অঁত পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও আমি তথায় উপস্থিত হইয়া এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! যাঁহারা মর্কসঙ্গবিরহিত, অধ্যাত্মযোগনিরত, কৃতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত মাদ্বিক মনুষ্যেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমি তথায় গমন করিয়া এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিব যে, আপনি আমাকে কিছুতেই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

গৌতম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! যে স্থানে সামবেদ গীত হইয়া থাকে, যে স্থানে বেদিসমুদায়ে পুণ্ডরীকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অশ্বগণমাহায্যে সোমবীপিতে গমন করা যায়, তুমি ব্রহ্মলোকমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও আমি তথায় গমন করিয়া

এই হস্তী গ্রহণ পূর্বক তোমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। তুমি স্বেচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এইরূপে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাক। আমি এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, অতএব আমি সবিশেষ না জানিয়া তোমার প্রতি যে পরম বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তখন ধূতরাষ্ট্ররূপী ইন্দ্র কহিলেন, হে তপোধন! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি এই হস্তী গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি এই অপরাধ-নিবন্ধন তোমার নিকট প্রণত হইয়া তোমার আশী প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে যথা আদেশ করিবে, আমি অবিচারিত চিন্তে তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

তখন গৌতম কহিলেন, পুরন্দর! তুমি এই যে আমার দশমবর্ষবয়স্ক স্নেহবর্ণ করিশাবকটীকে গ্রহণ করিয়াছ, ইহাকে স্নত-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি এই নির্জজনকাননমধ্যে কেবল উহারই সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। এ স্থানে এই হস্তী ব্যতীত আমার আর কেহ সহায় নাই। অতএব তুমি অবিলম্বে ইহাকে প্রত্যর্পণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! দেখ, তোমার কৃতকপুত্র করিশাবক তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্বক তোমারই নিকট গমন ও নাসিকা দ্বারা তোমার চরণদ্বয় আশ্রয় করিতেছে।

এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার শুভানুধ্যায় কর।

গৌতম কহিলেন, ইন্দ্র! আমি নিরন্তর তোমার শুভচিন্তা ও পূজা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি তোমা কর্তৃক প্রদত্ত এই করিশাবকটীকে পুনরায় গ্রহণ করিলাম। অতএব তুমিও আমার শুভচিন্তা কর।

ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে বেদ-পারগ মহাত্মাদিগের মধ্যে কেবল তোমাকর্তৃকই আমি ছদ্মবেশে পরিজ্ঞাত হইলাম, এই নিমিত্ত আজি তোমার প্রতি আমার যার পর নাই সম্ভ্রাম জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার এই কৃতকপুত্রের সহিত আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। তুমি চিরকালের নিমিত্ত শুভলোকসমুদায় লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই হস্তীর সতিত মর্ষি গৌতমকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিতান্ত দুর্বল দেবলোকে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাত্মা গৌতমের স্যায় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

ত্যাধিকশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুবিশ দান, শান্তি, সত্য, অহিংসা, স্বদার-নিরতি ও দানফল যথানিয়মে কীর্তন করিলেন। এক্ষণে উৎকৃষ্ট তপস্বী কি, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মনুষ্য যেরূপ

তপোন্মুঠান করে, তদনুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে অনশনের তুল্য উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি এই উপলক্ষে ব্রহ্মভগীরথসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা ভগীরথ দেহান্তে দেবলোক, গোলোক ও স্বামিলোক অতিক্রম পূর্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। একদা সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি মনুষ্য কঠোর তপোন্মুঠান না করিলে কেহই এই লোক লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি কি পুণ্যে এই দুর্লভ লোক লাভ করিলে; তাহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্তন কর।

তখন ভগীরথ কহিলেন, ভগবান্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। দশ বার একরাত্রিনিষ্পন্ন ও পঞ্চরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ, একাদশবার একাদশরাত্রিনিষ্পন্ন যজ্ঞ এবং শত বার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এক শত বৎসর জাহ্নবী-তীরে বাস করিয়া কঠোর তপোন্মুঠান পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র অশ্বতরী ও অসংখ্য কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। পুষ্কর-তীরে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ বার এক লক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গাভী এবং স্বর্ণচন্দ্রসম-লঙ্কিত সহস্র ও স্বর্ণাভরণবিভূষিত যষ্টি-সহস্র স্তম্ভরী কন্যা প্রদান করিয়াছিলাম। গোগব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক দশ অর্ব্বদ

দুগ্ধবতী সৰ্ব্বসংসাধন উৎসর্গ করিয়া এক এক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও কাংশুময় দোহন-পাত্রে সর্ষপ দশ দশ ধেনু প্রদান করিয়া-ছিলাম। সোমযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক এক ব্রাহ্মণকে দশ দশ স্কৃৎ প্রসূতা ধেনু ও শত শত রোহিণী গাভী প্রদান করিয়া-ছিলাম। ঐ যজ্ঞে আমি শত প্রভূত দুগ্ধ-বতী ধেনু বিপ্রসং করি। আমি এক এক বার ব্রাহ্মণগণকে বাহ্লীক দেশোদ্ভব, হেম-মালাবিভূষিত, শুক্লবর্ণ লক্ষ অশ্ব ও আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম। প্রভূতদক্ষিণ একটী বাজপেয় যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া সপ্তদশ কোটি স্বর্ণমালাসম-লঙ্কিত শ্যামকর্ণযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ব, সপ্তদশ সহস্র কাঞ্চনমালাবিভূষিত দীর্ঘদন্ত বৃহৎ-কায় হস্তী, স্বর্ণালঙ্কারসমলঙ্কিত দশ সহস্র এবং অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত সপ্তসহস্র রথ ব্রাহ্মণ-সং করিয়াছিলাম। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য প্রভাব-শালী স্বর্ণহারসম্পন্ন ভূপতিদিগকে পরা-জিত করিয়া ব্রাহ্মণ বাক্যে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলাম। সমুদায় ভূপতিকে পরাজয় করিয়া আটটী রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে গজাস্রোত অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলাম। এক এক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার নানালঙ্কার বিভূষিত দুই সহস্র অশ্ব এবং শত উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়া-ছিলাম। নিয়তাহার ও বাগ্ধত হইয়া স্তর-ধুনী গঙ্গার তীরে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলাম। শমীক্ষেপসহকারে বেদিনিস্র্যাণ পূর্বক অসংখ্য যজ্ঞ, নিযুত একাহনিষ্পন্ন

যজ্ঞ এবং ত্রয়োদশ দ্বাদশাহনিষ্পন্ন পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের অর্চনা করিয়াছিলাম । ব্রাহ্মণগণকে অষ্টমহত্ম কাক্ষনশৃঙ্গমস্পন্ন শুক্লবর্ণ রুঘু দান ও তাঁহা-
দ্বিগৌর বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলাম ।
বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ
দিগকে রাশি রাশি স্ববর্ণ, রত্ন, ধনধান্যপরি-
পূর্ণ মহত্ম মহত্ম গ্রাম এবং দশ মহত্ম
মকুৎপ্রসূতা মবৎসা গাভী প্রদান করিয়া-
ছিলাম । একবার একাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ,
দুই বার দ্বাদশাহনিষ্পন্ন যজ্ঞ ও মোড়শ বার
আকরিশ যজ্ঞ ও অনেক বার অশ্বমেধ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । ব্রাহ্মণ-
গণকে একযোজন বিস্তৃত রত্নবিভূষিত
কাক্ষনপাদপের বন প্রদান করিয়াছিলাম ।
ক্রোধবিহীন হইয়া ত্রিংশৎ বৎসর পবিত্র
পারায়ণব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক প্রতিদিন
ব্রাহ্মণগণকে নয় শত মেনু প্রদান করিয়া-
ছিলাম । একদিনও পয়স্বিনী মেনু ও রুঘু
দান করিতে বিরত হই নাই । ত্রিংশৎ
অগ্নিচয়ন, আটটি সর্গমেধ, সাতটি নরমেধ
ও এক মহত্ম অষ্টাদশ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং মরয়ু, বাহুদা,
গঙ্গা ও নৈমিস ভীর্থে দশ লক্ষ গোদান
করিয়াছিলাম । কিন্তু ঐ সমুদায় পুণ্যফলে
আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হয় নাই ।
আমি কেবল পরম অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান
করিয়াই এই দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ
করিয়াছি । পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ অনশন
ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক উহা গোপনে
রাখিয়াছিলেন, তৎপরে মহাত্মা শুক্লাচার্য্য

তপোবলে উহা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত
করেন । আমি যখন ঐ নিগূঢ় অনশন
ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই
সময় মহত্ম মহর্ষি ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমার
নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রীতমনে ‘তোমার
ব্রহ্মলোক লাভ হউক’ বলিয়া আমাকে
আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন । আমি তন্নিবন্ধন
এই দুর্লভ লোকে আগমন করিয়াছি ।
এই আমি আপনার নিকট আমার পবিত্র
অনশন ব্রতের বিষয় সর্বিস্তরে কীর্তন করি-
লাম । ইহলোকে অনশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
তপস্যা আর কিছুই নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, মন্ডরাজ ! মহাত্মা ভগী-
রথ এইরূপ কহিলে, সর্বলোকপিতামহ ভগ-
বান্ ব্রহ্মা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া-
ছিলেন । অতএব সর্বদা অনশন ব্রতের
অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণের অর্চনা করা
তোমার অবশ্য কর্তব্য । কি মনুষ্য, কি
দেবতা সকলেরই অম্ব বস্ত্র ও গোদান করিয়া
ব্রাহ্মণদিগকে পরিভূক্ত করা উচিত । অত-
এব তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের
অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা
কর । ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে কি ইহলোক,
কি পরলোক সর্বত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধি-
লাভ করা যায় ।

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! শাস্ত্রে
কথিত আছে যে, পুরুষ শতায়ু ও মহাবল-
পরাক্রান্ত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে ।
তবে কি নিমিত্ত তাহার অকালে কাল-

কবলে নিপতিত হয় ? মানবগণ সে দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু, ধনবান্ ও যশস্বী হইয়া থাকে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম, ঔষধ, কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য ইহার মধ্যে কোনটী তাহার মূল কারণ, তাহা বিস্তারিত রূপে কৌতূহল করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! মানবগণ যাহাতে দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু এবং যাহাতে ধনবান্ ও যশস্বী হয়, তাহা কৌতূহল করিতেছি, শ্রবণ কর । মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয় লোকে যশস্বী হয় । দুরাচার ব্যক্তির কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না । স্বীয় মঙ্গলকামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয় । সদাচার ধর্ম্মের এবং সজ্জিত্র মাধুর প্রধান লক্ষণ । মাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে । যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জিত, বেদপরাগ্ৰুপ, শাস্ত্র পারিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার, ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরক-গামী হইয়া থাকে । মনুষ্য স্তলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে । যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্র-

মর্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে মতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না । ব্রাহ্মমুহুর্তে জাগরিত হইয়া দম্যার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমন পূর্ব্বক কৃত-ঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্ন-যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্তব্য । উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন সময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্তব্য নহে । স্বামিগণ মতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন । অতএব বাগ্নযত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত । যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাগ্ৰুপ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রানুষ্ঠিত কাৰ্য্যে নিয়োগ করা দম্যপারায়ণ নরপাতক অবশ্য কর্তব্য । পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্তব্য নহে । পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই । যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহাকে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোম কূপ থাকে, তাবৎ সংখ্যক বৎসর নরক ভোগ করিতে হয় । কেশবিচ্ছাদন, নেত্রে কজ্জল দান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চনা করা পূর্ব্বদাহেই কর্তব্য । নিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্তব্য নহে । অতি প্রত্যুষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে । একাকী শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ । ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করা অবশ্য

কর্তব্য । পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে
পরিচ্ছন্ন বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায়
প্রদক্ষিণ করা উচিত । প্রাতঃকাল, মাধ্য-
কাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্র
সময়ে চতুষ্পথে গমন করা কদাপি বিধেয়
নহে । অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদ্রকা
ব্যবহার করা নিতান্ত নিমিত্ত । পাদোপরি
পাদনিধান করা কর্তব্য নহে । অগাবস্থা,
পূর্ণিমা, চতুর্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে
ব্রাহ্মচারী হওয়া উচিত । ব্রুণমাংস ও
পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্তব্য
নহে । তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ
করা সর্বতোভাবে বিধেয় । নীচ ব্যক্তি
হইতে দান গ্রহণ করা কর্তব্য নহে । সে
বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া
অন্যের মর্মান্তক করে, যদ্বারা আত্ম হইলে
দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিদ্ব
ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ
করিবেন না । পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন
হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয় ; কিন্তু দুর্দাক্য
দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর
নাই অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে । কর্ণি,
নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ
হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায়,
কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা
প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া
থাকে । উহা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ
করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ
নাই । হীনাজ, অতিরিক্তাজ, মূর্থ, নিন্দিত,
শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্দল ব্যক্তিদিগকে পরি-
হাস করা নিতান্ত অকর্তব্য । নাস্তিকতা,

বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্রোহপ্রকাশ, অভি-
মান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্বতো-
ভাবে বিধেয় । ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি
দণ্ডবিধানে উগ্রত হওয়া বা তাহাকে প্রহার
করা কর্তব্য নহে । পুত্র ও শিষ্যকে শাসন
করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয় ।
ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনা পূর্বক নক্ষত্র
ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত । মল
মূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্যটনের পর এবং
স্বাধ্যায় ও ভোজন কালে পাদ প্রক্ষালন
করা অবশ্য কর্তব্য । যে দেবের অশুচিভাব
অপরিচ্ছন্ন, যাহা মলিন প্রক্ষালিত এবং
যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ এই
তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সংযাব, কৃশর,
মাংস, শঙ্কুর্নী ও পায়স আপনার নিমিত্ত
প্রস্তুত করিবে না ; ঐ সমস্ত দেব-
গণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্তব্য ।
প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ভিক্ষুককে
ভিক্ষাদান ও গোবালম্বন পূর্বক দন্তকাষ্ঠ
ব্যবহার করিবে । সূর্যোদয় হইলে শয্যায়
শয়ান থাকিবে না ; যদি দৈবাৎ সূর্যো-
দয়ের পরেও শয়ান থাকে তাহা হইলে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে । প্রাতঃকালে শয্যা
হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও
আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্তব্য । যে সমস্ত
দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য তাহা কখন ব্যবহার
করিবে না । যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার
করিবে । পূর্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা
উচিত নহে । উত্তরাভিযুগী হইয়া শৌচ-

ক্রিয়ার অনুরূপ করিয়া বিধেয়। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্মিক ও বিদ্বৎ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না। মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীকে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক বিদ্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব ও দক্ষিণে মস্তক সম্মি-বেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও অবক্র-ভাবে শয়ন করাই কর্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়মস্থাপন করিয়া কোন কার্যাসু-রোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না। চরণ দ্বারা আগুন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানান্তর গাত্রমর্দন, স্নান না করিয়া অমু-লেপনদ্রব্যসেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করা কর্তব্য নহে। স্বয়ং গলদেশ হইতে মাল্য অবতরণ ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্য ধারণ করিবে না। ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করাও বিধেয় নহে। ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং মলিনমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্তব্য। অন্ন ভোজন করিবার পূর্বে তিন বার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিন বার জলপান ও দুই বার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জন করিবে। পূর্বাস্থ ও গোমূত্র হইয়া অম্মের নিন্দা না করিয়া

ভোজন করিবে। ভোজনপাত্রস্থ সমুদায় অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্তব্য। যিনি পূর্বাস্থ হইয়া ভোজন করেন তিনি দীর্ঘায়ুঃ, যিনি দক্ষিণাস্থ হইয়া ভোজন করেন তিনি যশস্বী, যিনি পশ্চিমাস্থ হইয়া ভোজন করেন, তিনি মনবান্ ও যিনি উত্তরাস্থ হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্য-বাদী হন। ভোজনের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণ্ডিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় মালিনপ্রোক্ষিত করিবে। ভূষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্রাত জল স্পর্শ করা বিধেয়। শান্তি, হোম ও সাবিত্রীজপ করা অশ্রু কর্তব্য। উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়। গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করাই কর্তব্য; কিন্তু উপবেশন বা শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যাখ্যান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সংবর্দ্ধনা

করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। অতএব আগন্তুক বুদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাজ্জলি পুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত। ভগ্ন আসনে উপবেশন, ভগ্ন কাংস্থপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে গ্রাহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ঠয়ন করা নিতান্ত অকর্তব্য। স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্তব্য নহে। কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না। তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্যাভা উপস্থিত ও পুতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে বেদ চিন্তা করা কর্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্রষ্ট হস্তে বেদ-পাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব অনধ্যায়ে বেদাধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে।

যাহারা সূর্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভি-
মুখে এবং পশিমধ্যে মৃত্র পরিত্যাগ করে,
তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অন্নায়ু হইতে হয়।
দিবাভাগে উত্তরাস্ত্র ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্ত্র
হইয়া মৃত্রপুরীম পরিত্যাগ করিলে আয়ুক্ষয়
হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন
জাতিরই স্ত্রীকুল বিষ আছে, অতএব যিনি
দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ
তিন জাতি নিতান্ত ক্লেশ হইলেও উহা-
দিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প
ক্লেশ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্লেশ হইয়া
তেজঃ দ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে
এবং ব্রাহ্মণ ক্লেশ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা
বংশনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব
জ্ঞানবান্ ব্যক্তির। যত্নপূর্বক এই তিন
জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত
কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্তব্য
নহে। গুরু ক্লেশ হইলে যথোচিত সম্মান
পূর্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত। যদি
গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হন, তথাপি তাঁহাকে
অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাহারা গুরু-
নিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই
ক্ষীণায়ু হইতে হয়। বাসগৃহের নিকট
অতিশিখালা নিৰ্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও
উচ্ছ্রষ্ট বস্ত্র নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষ-
দিগের নিতান্ত অকর্তব্য। সর্বদা শুক্ল-
মাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য
এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের মাল্য ধারণ
করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুকুম
ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা
উচিত। কাঞ্চননিৰ্ম্মিত মালা ধারণ করা

কখনই দোষাবহ নহে । প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিকে আর্দ্র বর্ণক দান করা আবশ্যিক । বিপরীত ভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান-দিগের নিতান্ত অকর্তব্য । অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে । শয়ন, চতুষ্পাথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক পৃথক বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যিক । চন্দন, প্রায়স্কু, বিল্ব, তগর ও কেশর দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত । স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয়, সমুদায় পর্বকালে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম । রজস্বলা কর্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দ্রব্যাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে । যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি প্রদান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না । অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধু ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে । যে সমুদায় দেব্য ঋশ্যশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্তব্য । অশ্বথ ও বটের ফল, শণশাক এবং উডুম্বর ভোজন করা কখনই কর্তব্য নহে । ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুক্ৰ মাংস এবং প্যূর্যমিতাম্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত । দৃষ্ট লবণ এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্কু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ । বৃথাগাংস ভোজন করা কাহারও কর্তব্য নহে । সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে এক

বার ভোজন করা উচিত । বালকের সহিত ভোজন এবং আত্মশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে । এক বস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাত্তদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না । 'শব্দ-সহকারে ভোজন করা' শাস্ত্রসম্মত নহে । মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্ন পান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন । সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপাংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্রসম্মত । স্নহদর্গকে ভোজ্য বস্ত্র প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হল-হল বিম ভক্ষণ করা হয় । শক্কু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধু পান করিয়া ঐ সমুদায় দেব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে । শঙ্কিত মনে ভোজন করা কর্তব্য নহে । ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ । ভোজনের পর এক হস্ত দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে । ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্ত প্রদান ও সমাহিত চিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাদাণ্য লাভ করা যায় । জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয় ; কিন্তু আর্দ্র হস্তে অবস্থান করা কর্তব্য নহে । বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেব-তীর্থ, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে । পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ

করা দূরে থাক, তাহার যথাবলোকন করাও অকর্তব্য । দিব্যাবিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দৃশ্যীয় । ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমুদায়ের স্ব-স্ব নির্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিন বার আচমন ও দুই বার ওষ্ঠ গার্জ্জন পূর্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় স্থান স্পর্শ ও তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । এক্ষণে ব্রাহ্মণের পবিত্র ও হিতকর শৌচবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভোজনের পূর্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মণীর্ণ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতা লাভ হয় । বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য । পারাবত, শুক, মারিকা ও তৈলপায়িক ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয় । খড়োত, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রেশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । মহাশয় ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে । রাজা, বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ । ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্তৃক নির্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার অলোচনা করা নিতান্ত অকর্তব্য । রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য,

স্নান ও শত্ৰুভোজন এবং ভোজনান্তে কেশ-বিদ্যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ । পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয় । রাত্রিকালীন আহার সময়ে নিম-স্ত্রিত ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্তব্য ; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে । নিশাকালেও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ । সংকুলমস্তুতা স্থলক্ষণাক্রান্তা বয়স্হা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয় । বংশারক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মাশিক্ষার্থ তাহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সংকুলমস্তুত ধীশক্তিম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে । সদংশমস্তুতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা অবশ্য কর্তব্য । মস্তক নিমজ্জন পূর্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিবে । জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে । পূর্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ । এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয় । পূর্বাস্ব বা উত্তরাস্ব হইয়া সমাহিত চিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত । স্নান করিলে অধর্মে লিপ্ত হইতে হয় ; অতএব আপনার বা পরের স্নান করা কদাপি বিধেয় নহে । বিকলাঙ্গী, কুমারী, অগোত্রী বা মাতামহ-গোত্রসমুৎ-

পত্নী, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণজা ও অজ্ঞাত-কুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গ-হীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শিত্রির কুলে সম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা, মনো-হারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রম্মত। যত্নপূর্বক বহিঃ সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করা উচিত। ঈর্ষা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রাত্যহে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ষণ সমাধা-নান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অসংস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্তব্য। অনিমজ্জিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহুত

হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপে অভিসন্ধি থাকিলে অনিমজ্জিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীগোপে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে। কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অত্ৰ গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিত চিন্তে প্রতিপালন করা উচিত। ধনুর্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। যে রাজা শত্রু ভৃত্য ও স্বজন-বর্গের নিতান্ত দুর্দ্বর্ষ এবং যিনি প্রজারঞ্জন-পরায়ণ তাঁহাকে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শাস্ত্রশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃ-ষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা ও মহাত্মা-দিগের জীবন চরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহাকে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নান দিবসে রাত্রিকালে স্ত্রী সংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যা সম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপর দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রী সংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে

যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য । গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্য প্রতিপালন পূর্বক ব্রহ্মাবস্থায় বানপ্রস্থাত্মম অবলম্বন করিবে ।

হে যুধিষ্ঠির ! যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্তন করিলাম । যাহা অবশিষ্ট রহিল তুমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ-গণের মুখে তাহা শ্রবণ করিবে । ফলত আচার প্রভাবেই মনুষ্যের কীর্তি ও আয়ু পরিবদ্ধিত হয় । আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া থাকে । শাস্ত্রোক্ত কাব্য সমুদায়ের মন্যে আচারই মনস্শ্রেষ্ঠ । আচার হইতেই ধর্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম প্রভাবেই আয়ু পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে । এক্ষণে আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা আয়ুষ্কর ও মঙ্গলজনক । ইহারই প্রভাবে মনুষ্য স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয় । পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পা পূর্বক বর্ষ সমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কনিষ্ঠের সহিত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ ! তুমি ভীষ্ম-সেনাদির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; অতএব গুরু শিষ্য-দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তোমারও ভীষ্মাদির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য । জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে

কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না । জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে । জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য বিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয় । কনিষ্ঠেরা কুপথ-গামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্তব্য । যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে ; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে দমন করা কর্তব্য । জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল থাকে ; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায় । যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠ-দিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন । রাজ-দ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত । যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই । বেতস-পুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক । যে কূলে পাপাত্মারা জন্মগ্রহণ করে, সেই কূলের কীর্তি বিলুপ্ত ও অকীর্তি চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে । কনিষ্ঠ সহোদরগণ কুপথগামী হইলে তাহাদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করা জ্যেষ্ঠের কর্তব্য নহে ; কিন্তু তাহারা সচ্চারিত্র হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাদিগকে যৌতুকলব্ধ ধনের অংশ প্রদান করিবেন । জ্যেষ্ঠ যদি

পৈতৃক ধনের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ধন উপার্জন করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্বোপার্জিত ধন কনিষ্ঠকে প্রদান না করিলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি পিতা জীবিত থাকিতে ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পিতা তাহাদিগকে সমান অংশে ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত ছুরায়া হইলেও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম-বিৎ পাণ্ডিত্যেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক, অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। পিতার পরলোক লাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার স্থায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম। জনক জননী অচির-স্থায়ী শরীর নিঃশাণের হেতুমাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়। অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তম্ভ দ্বারা দেহের পুষ্টি সম্পাদন করেন

তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃ-ভার্য্যাকে মাতৃভূগ্য জ্ঞান করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং স্নেচ্ছজাতিরাও উপবাস পরায়ণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ত্রতাদি নিয়ম প্রতিপালনেরই বিধি বিহিত আছে। কিন্তু উপবাস করিয়া তাহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে মনুষ্য নিয়মানুষ্ঠান ও পরম পুণ্যজনক সদগতি লাভের একমাত্র উপায় উপবাস করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিরূপ কাব্য প্রভাবে সে অদম্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধার্মিক হয়; কি রূপে তাহার স্বর্গ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; উপবাস করিয়া কোন্ বস্ত্র দান করা কর্তব্য এবং কোন্ রূপ ধর্মোচরণ দ্বারা মনুষ্য সুখলাভ করিতে পারে? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! উপবাস করিলে যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় তাহা আমি পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে যেমন আমাকে উপবাসবিধি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ আমি পূর্বে তপোধন অগ্নিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে। তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উহা-

দিগের নিতান্ত অনুরচিত। উঁহারা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশাখ ও শ্রবণের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে। তিন রাত্রি উপবাস উচ্চাদিগের নিতান্ত নিমিত্ত। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবারমাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। সে কদাচ বংশীন বা দরিদ্র হয় না। দেবপুজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সংকুল সমুত্ত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাষ্টয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্দ্বন্দ্বি ও বলবীৰ্য্য সম্পন্ন হন। যিনি অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন করান তিনি ব্যাধি ও পাপ চট্টে মগ্ন হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত নিমেষই কলাগ লাভ হয় এবং তিনি মনমান্য পরিপূর্ণ ও বলবীৰ্য্য সম্পন্ন হন। যিনি পৌষ মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন। যিনি একাহার দ্বারা মাঘ মাস অতিক্রম করেন, তিনি স্তম্ভদ্ব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুন মাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি একাহার করিয়া চৈত্র মাস অতিবাহিত করেন, তিনি স্তম্ভদ্ব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়

হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখ মাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি একাহার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস অতিবাহিত করেন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি একাহার করিয়া আষাঢ় মাস অতিক্রম করেন তিনি মনমান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্র যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণ মাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেট-দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন, এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্র মাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিন মাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহনাত্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যিনি একাহারী হইয়া কার্তিক মাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর, বহুভাগ্যসম্পন্ন ও কীৰ্ত্তিমান হন। এই আগি তোমার নিকট মামোপনামের বিধি ও ফল কীর্ত্তন করিলাম;

যিনি পক্ষান্তরে অন্ন ভোজন করেন, তিনি গো সম্পন্ন, বহুপুত্র যুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্দ্বন্দ্বি গণাধিপত্য লাভ হয়। এক্ষণে আগি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বারা বৎসর প্রতিপালন করিবে। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসা-

নিরত হইয়া হোমাদি কার্যের অনুরোধে
প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধি লাভ
করিতে পারেন, তাঁহার অগ্নিস্টোম যজ্ঞের
ফল লাভ হয় ; তিনি নৃত্য গীত নিনাদিত,
স্ত্রী সহস্র সঙ্কুল অঙ্গরোলোকে রজোত্তম
শূণ্য হইয়া বিহার ও স্তবর্ণবর্ণ বিমানে
আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সহস্র
বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং ব্রহ্মলোক-
বাসকাল অতীত হইলে, তিনি পুনরায় পৃথি-
বীতে আগমন করিয়া মাতাজ্য লাভ করেন।
যিনি এক বৎসর কাল একাহারী হইয়া
থাকেন, তাঁহার অচিরে যজ্ঞের ফল লাভ
হয় এবং তিনি দশ সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস
করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্বক
মাতাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি
অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া
সংবৎসর কাল ত্রিরাত্রি উপবাসের পর
চতুর্থাৎদবমে আহার করেন, তাঁহার বাজ-
পেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি দশ
সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পারেন।
যিনি এক বৎসরকাল পাঁচদিন উপবাসের
পর ষষ্ঠাদবমে আহার করেন, তাঁহার অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি চক্র-
বাকবাহিত বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে
গমন করিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বাস
করেন। যিনি সংবৎসর কাল সাত দিন
উপবাসের পর অষ্টম দিবসে আহার করেন
তাঁহার গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং
তিনি হংসসমযুক্ত বিমানে আরোহণ
পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া পঞ্চমত সহস্র
বৎসর বাস করেন। যিনি এক বৎসর কাল

পক্ষান্তে আহার করেন, তাঁহার ছয় মাস
অনশনের তুল্য ফল লাভ হয় এবং তিনি
যষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া বীণা
ও বেণুর মধুর শব্দে প্রতীবোধিত হইয়া
থাকেন। যিনি সংবৎসর কাল মাসে মাসে
মলিল মাত্র পান করেন তাঁহার বিশ্বজিৎ
যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সিংহ
ব্যাস্ত্র প্রভৃতি ষিংশ জন্তুগণবাহিত বিমানে
আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া সপ্ততি
সহস্র বৎসর বাস করেন। একমাসের
অধিককাল উপবাস কাহারও পক্ষে বিহিত
হয় নাই। যিনি ব্যাদিরহিত হইয়া অকাতরে
এই সমুদায় উপবাস করেন, তাঁহার পদে
পদে যজ্ঞ ফল লাভ হয় ; তিনি হংসযুক্ত
বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া
লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং বহুসংখ্য
অঙ্গুরা তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকে।
আর যিনি ব্যাদিগ্রস্ত ও কাতর হইয়াও এই
সমুদায় উপবাস করেন, তিনি সহস্র হংস-
সংযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন
করিয়া লক্ষ বৎসর বাস করেন এবং তিনি
নিদ্রিত হইলে অগ্নীয় মহিলাগণ কাকী ও
নৃপুর শব্দে তাঁহাকে জাগরিত করে।
অগ্নার্থী ব্যক্তি ইহলোকে ক্ষীণ হইলে বলা-
ধান, ক্ষতাস্ত হইলে প্রতীকার বিধান,
ব্যাদিত হইলে ঔষধ সেবন, ত্রুদ্ধ হইলে
প্রসাদন ও দ্রুপিত হইলে অর্থাঙ্গি দ্বারা
দ্রুপানোদন প্রীতিকর জ্ঞান করেন না।
এই নিমিত্ত তিনি দেহান্তে দেবলোকে স্তবর্ণ-
বর্ণ স্ত্রীশতসংখ্যক বিমানে আরোহণ
পূর্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং অলঙ্কৃত

বিশুদ্ধচিত্ত, স্বাস্থ্য, সফল-কাম ও পাপহীন
হইয়া যার পর নাই সুখ লাভে সমর্থ হন ।
যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার
গাত্রে যতগুলি রোগকূপ বিদ্যমান থাকে
তত সহস্র বৎসর তাঁহার স্বর্গ বাস হয় এবং
তিনি তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ, বৈদূর্য্যমুক্তাপচিত,
বীণামুরজনির্দাদিত, পতাকাপরিশোভিত,
দিব্যঘণ্টামুখরিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক
পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । বেদ অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম
অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ,
এবং ভুলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
পরম পাবন আর কিছুই নাই । দেবগণ
উপবাস দ্বারাষ্ট স্বর্গ লাভ এবং ঋষিগণ উপ-
বাস করিয়াষ্ট পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ।
পূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একাতারী হইয়া
দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া-
ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব
লাভ হয় । আর মহর্ষি চ্যবন, জম-
দগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু এই সমস্ত
ক্ষমশীল মহাত্মারা উপবাস দ্বারাষ্ট স্বর্গ-
লাভ করিয়াছেন । পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা
অশ্বাশ্ব মহর্ষিগণকে এই উপবাসবিষয়ে
শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । যিনি
অশ্বকে এই উপবাসব্রতে দীক্ষিত করেন,
তাঁহার কদাচই দ্রুপ উপাস্ত হয় না ।
হে যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি এই মহর্ষি
অঙ্গিরার প্রবর্ত্তিত উপবাসবিধি পাঠ শ্রবণ
করে, তাঁহার সমুদায় পাপ নাশ হয় ;
তাঁহার মনঃ কোন দোষে অভিভূত হয়
না, তিনি অনায়াসে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তাঁহার
কীর্ত্তি লাভ হয় ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি
যে সকল যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন,
তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তিদেগের
নিতান্ত দুঃসাধ্য । যজ্ঞীয় বিবিধ উপকরণ
আয়োজন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা ধনসম্পন্ন
গুণবান্ রাজা বা নরাজপুত্র ভিন্ন আর
কাহারও সাধ্যাত্ত নহে । অতএব এক্ষণে
দরিদ্র ব্যক্তির যেরূপ নিয়মের অনুষ্ঠান
করিলে রাজকৃত যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ
করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি
অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা
যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে । যিনি
ত্রিংশপারিশূন্য ও নিত্যভোমানুষ্ঠানে নিরত
হইয়া প্রতিদিন দিবসে এক বার রজনী-
যোগে এক বারমাত্র ভোজন করেন, তন্নিম্ন
আর কখন কিছুমাত্র আহার করেন না
তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধি লাভ হয়
এবং তিনি তপ্তকাক্ষন সদৃশ বিমানে আরুঢ়
হইয়া নৃত্যগীতসংযুক্ত, দেবাজ্ঞানগণপরিপূর্ণ
ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক পদ্মসংখ্যক বৎসর
তথায় অবস্থান করেন । যিনি ক্ষমশীল,
জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণানু-
রক্ত, অসূয়াপরিশূন্য ও ধর্ম্মপত্নীনিরত হইয়া
ক্রমাগত তিন বৎসর একাহারে অতিবাহিত
করেন, তাঁহার অগ্নিকোম ও বহুবর্ণ
যজ্ঞের ফল লাভ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের

স্রীতিসামান্য করা হয়। তিনি হংস যুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া দুই পদ্মপরিমিত বৎসর অমরাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল এক দিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিবসে একাহার করেন ও প্রতিদিন প্রাত্যহিক গাত্রোথান করিয়া ছতাশনে আছতিপ্রদানে প্ররুত হন, তাঁহার অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসসারসযুক্ত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দিব্যাস্ত্রাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া অনলে আছতি প্রদান করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংসময়ূরযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্বক মণ্ডলিলোকে গমন করিয়া তিন পদ্মপরিমিত বৎসর অমরাদিগের সহিত অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল তিন দিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন ছতাশনে আছতি প্রদান করেন; তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাধিষ্ঠিত দিব্য বিমানে আরুঢ় হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন পূর্বক এক কল্প পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের ক্রীড়া সন্দর্শনে সমগ্ৰ হন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল লোভ পরিশূন্য, মতাবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত ও হিংসা ঘোষাদি পার্শ্ববর্জিত হইয়া চারি

দিন উপবাসের পর পঞ্চমদিবসে এক বারমাত্র আহার ও প্রতিদিন অনলে আছতি প্রদান করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি সূর্যপ্রভা সদৃশ সমুজ্জ্বল, হংসযুক্ত স্বর্ণগয় দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া তথায় একপঞ্চাশৎ পদ্ম বৎসর অবস্থান করেন। যে মণ্ডলি এক বৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী, ব্রহ্মচারী ও অসূয়াশূন্য হইয়া পাঁচদিন উপবাসের পর ষষ্ঠদিবসে একবার মাত্র আহার ও প্রতিদিন ছতাশনে আছতি প্রদান করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, স্বর্ণগয় দিব্যবিমানে আরুঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক তথায় দুই মহাপদ্ম, অষ্টাদশ পদ্ম, এক সহস্র তিনশত কোটি, পঞ্চাশৎ অযুত এবং একশত ভল্লুক চর্মে যে পরিমাণে লোম থাকে তাবৎ সংখ্যক বৎসর বাস করিয়া অমরাদিগের সহিত একশয্যায় নিদ্রিত ও তাহাদের নৃপুত্র ও মেঘলাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাগ্‌যত ব্রহ্মচারী এবং অক্, চন্দন ও গধু মাংসাদি পরিত্যাগী হইয়া এক বৎসরকাল ছয় দিন উপবাসের পর সপ্তম দিবসে একবারমাত্র আহার ও প্রতিদিন ছতাশনে আছতি প্রদান করেন, তাঁহার বহুস্বর্ণক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবলোক ও ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া অসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান পূর্বক দেবকন্যাগণ কর্তৃক অর্চিত হন। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল হইয়া এক বৎসরকাল

মাত্র দিন উপবাসের পর অষ্টমদিবসে
আহার ও প্রতিদিন দেবকার্যপারায়ণ হইয়া
হুতাশনে আত্মতী প্রদান করেন, তাঁহার
পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি
পদ্মধ্বজ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক
স্বরলোকে গমন করিয়া হাবভাবশালিনী
নবযৌবনসম্পন্ন কামিনীগণের সহিত পরম-
সুখে বিহার করিতে সমর্থ হন । যে ব্যক্তি
এক বৎসর অষ্টাহ উপবাসের পর নবম
দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে
আত্মতী প্রদান করেন, তাঁহার সহস্র অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি পুণ্ডরীক-
সমপ্রভ দিব্য বিমানে সমারুঢ় হইয়া সূর্য
ও অনলের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দিব্যমাল্যম-
লঙ্কিত রুদ্রলোকবাসিনী অম্বরাদিগের সহিত
রুদ্রলোকে গমন পূর্বক তথায় এক কল্প
এবং এক কোটি এক লক্ষ ও অষ্টাদশ
সহস্র বৎসর পরম সুখে বিহার করিতে
পারেন । যে ব্যক্তি একবৎসর দশ দিন
উপবাসের পর একাদশাহে ভোজন ও
প্রতিদিন হুতাশনে আত্মতী প্রদান করেন,
তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়
এবং তিনি নীল ও রক্তোৎপলসদৃশ স্ফটিক-
স্তম্ভযুক্ত, বেদিসম্পন্ন, বিচিত্র গণিমাল্যম-
লঙ্কিত, শঙ্খনিদাননিদিত, হংসসারসযুক্ত
দিব্যবিমানে সমারুঢ় হইয়া দেবলোকে গমন
পূর্বক তথায় অর্কুদ বৎসর বাস করিয়া
রূপবতী অম্বরাদিগের সহিত পরম সুখে
বিহার করিতে সমর্থ হন । যিনি এক বৎ-
সর কাল দশ দিন উপবাসের পর একা-
দশাহে স্নাত ভোজন ও প্রতিদিন হুতাশনে

আত্মতী প্রদান করেন এবং যিনি গ্রাণাস্ত্রে ও
পরশ্মীগমনের বাসনা ও জনকজননীর হিতা-
র্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহার
সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিমানস্ব দেব-
দেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ
হয় এবং তিনি হংসযুক্ত দিব্য বিমানে আরুঢ়
হইয়া রূপলাবণ্যবতী অম্বরোগণের সহিত
রমণীয় রুদ্রলোকে গমন পূর্বক তাহাদিগের
সহিত অসংখ্য বৎসর পরমসুখে বিহার ও
প্রতিদিন ভগবান্ রুদ্রকে নমস্কার করিতে
সমর্থ হন । যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল একা-
দশ দিন উপবাসের পর দ্বাদশ দিনে স্নাত
ভোজন করেন, তাঁহার সর্ষমেধ যজ্ঞের
ফল লাভ হয় এবং তিনি দ্বাদশ আদিত্য-
সদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্বক
মণিমুক্তপ্রাণাদিখচিত, হংসযুক্ত চক্রবাক-
পরিশোভিত, স্ত্রীপুরুষ সমাকীর্ণ ব্রহ্মলোকস্ব
দিব্য ধামে গমন করিয়া বহুকাল বাস
করিতে পারেন । যে ব্যক্তি এক বৎসর
দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে
স্নাত ভোজন করেন, তাঁহার দেবদত্ত নামক
যজ্ঞ ফল লাভ হয় এবং তিনি দেবকন্যাগণ-
সমাকীর্ণ, নানারত্ন-বিভূষিত, সুবর্ণময় দিব্য
বিমানে আরোহণ পূর্বক দিব্যগন্ধযুক্ত
পবিত্র বায়ুলোকে গমন করিয়া অসংখ্য-
কাল ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদিত্র সমু-
দায়ের মনোহর ধ্বনি, গন্ধর্বাদিগের গান ও
অম্বরোগণের শুশ্রূষা দ্বারা বাহার পর নাই
শ্রীতিলাভ করেন । যে ব্যক্তি এক বৎসর
ত্রয়োদশ দিন উপবাসের পর চতুর্দশ দিবসে
স্নাতভোজন করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের

ফললাভ হয় এবং তিনি অসামান্য রূপ-
যৌবনসম্পন্ন, দিব্যাভরণভূষিতা, মার্জিত-
কেয়ূরধারিণী দেবকন্যাগণের সহিত দিব্য
বিমানে আরুঢ় হইয়া সুরলোকে গমন
পূর্বক তথায় অসংখ্যকাল বাস করিয়া দেব-
নারীদিগের কলহংস রব সদৃশ কণ্ঠস্বর এবং
মেথলা ও নৃপুরনিনাদে জাগরিত হন। যে
ব্যক্তি এক বৎসর চতুর্দশ দিবস উপবাসের
পর পঞ্চদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন ও
প্রতিদিন হুতাশনে আহুতি দান করেন,
তঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়
এবং তিনি হংস ময়ূরযুক্ত, দিব্যাভরণভূষিত,
দেবাজ্ঞনাগণে সমাকীর্ণ, একস্তম্ভ, চতুর্দার,
সপ্তবেদি সমন্বিত, সহস্র পতাকাসম্পন্ন,
সঙ্গীতশব্দমুখরিত, মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত
মেই স্বর্ণময় বিমানে আরুঢ় হইয়া দেব-
লোকে গমন পূর্বক সহস্রযুগ তথায় বাস
করেন। ঐ স্থানে গড়গী ও কুঞ্জরগণ তঁহার
বাহন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পঞ্চদশ দিন
উপবাসের পর ষোড়শদিবসে একবারমাত্র
আহার করেন, তঁহার সোমযজ্ঞের ফললাভ
হয় এবং তিনি চারুদর্শনা সুরকামিনীগণের
সহিত চন্দ্রলোকে গমন পূর্বক অসংখ্যকাল
তাহাদের সহবাস ও দিব্যগন্ধে সমায়ুক্ত
হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারেন।
যে ব্যক্তি ষোড়শ দিন উপবাসের পর সপ্ত-
দশ দিবসে দ্ব্যতভোজন ও প্রতিদিন হুতা-
শনে আহুতি প্রদান করেন, তঁহার বরুণ,
ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, শুক্র ও ব্রহ্মলোক লাভ
হইয়া থাকে। তথায় দেবকন্যাগণ আসন
প্রদান পূর্বক তঁহার পরিচর্যা করেন।

তিনি তথায় ভূভূব নামে দেবর্ষি ও বিশ্বরূপ
সন্দর্শনে সমর্থ হন এবং যত কাল গগন-
মণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকেন, ততকাল
সুধাপান করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বিধ রূপধারিণী
দিব্যাভরণ-ভূষিত দেবকুমারীদিগের সহিত
পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি
একবৎসরকাল সপ্তদশদিন উপবাসের পর
অষ্টাদশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন,
তিনি সিংহ ব্যাঘ্রাদিযুক্ত, মেঘগম্ভীরনিঃস্বন
বিমানে আরোহণ পূর্বক ভূভূব প্রভৃতি
সপ্তলোক পরিভ্রমণ এবং অমৃততুল্য সুধা-
রস পান করিয়া সহস্র কল্প দেবকন্যাগণের
সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ
হন। তঁহার গমনকালে দেবকন্যাগণ বান্দ-
ঘোষ নিনাদিত, অলঙ্কার সমুজ্জ্বল রথময়-
দায়ে আরোহণ পূর্বক তঁহার অনুগমন
করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল অষ্টা-
দশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন,
তঁহারও ভূভূব প্রভৃতি সপ্তলোক দর্শন
হইয়া থাকে। তিনি গন্ধর্ব্বগণের গীতশব্দে
মুখরিত, সূর্য্যসঙ্কশ বিমানে আরোহণ করিয়া
কেশপারশূণ্য ও দিব্যাম্বরধারী হইয়া
অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট লোকে গমন
পূর্বক দশকেটি বৎসর দেবাজ্ঞনাগণের
সহিত পরম সুখে বিহার করেন। যে ব্যক্তি
মাংস পরিত্যাগী, ব্রহ্মচারী, সর্ব্বভুতহিতৈষী,
সত্যবাদী ও ব্রতধারী হইয়া এক বৎসরকাল
ঊনবিংশতি দিবস উপবাসের পর সাতদিবস
দিবসে ভোজন করেন, তঁহার অতি স্তম্ভি-
স্তীর্ণ আদিত্যলোক লাভ হয়। দিব্যমাল্য
ও দিব্যানুলেপনধারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ

কাল্পনিক দিব্য বিমান লইয়া তাঁহার অনু-
গমন করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল
বিংশতি দিবস উপবাসের পর একবিংশ
দিবসে ভোজন ও প্রতিদিন ছুতামানে আছতি
প্রদান করেন, তিনি দিব্য বিমানে আরো-
হণ পূর্বক পরম স্ত্রে দেবকন্যাদিগের সহিত
বিহার করিতে করিতে শুক্র, ইন্দ্র, বায়ু ও
অশ্বিনীকুমারদিগের লোকে গমন করিয়া
থাকেন। যে ব্যক্তি ত্রিংশতপরিশ্রম, সত্য-
বাদী ঈর্ষাবিহীন হইয়া এক বৎসর কাল
একবিংশতি দিবস উপবাসের পর দ্বাবিংশ
দিবসে একবার ভোজন ও প্রতিদিন ছুতামা-
নে আছতি প্রদান করেন, তিনি কামচারী
হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক বসু-
দিগের লোকে গমন করিয়া পরম স্ত্রে
সুভাভক্ষণ ও দেবকন্যাদিগের সহিত বিহার
করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল দ্বাবিংশ
দিবস উপবাসের পর ত্রয়োবিংশ দিবসে
একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি কাম-
চারী হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক
অপ্সরোগণের সহিত শুক্র ও রুদ্রলোকে
গমন করিয়া দেবকন্যাদিগের সহিত পরম
স্ত্রে বিহার করেন। যে ব্যক্তি এক বৎসর
কাল ত্রয়োবিংশতি দিবস উপবাসের পর
চতুর্বিংশ দিবসে যুত ভোজন ও প্রতিদিন
ছুতামানে আছতি প্রদান করেন, তিনি
দিব্য বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য ধারণ পূর্বক অনন্ত-
কাল মহা আছাদে আদিত্যলোকে অবস্থান
এবং হংসসংযুক্ত স্বর্ণময় বিমানে আরোহণ
পূর্বক অযুত মহত্স দেবকন্যার সহিত
পরম স্ত্রে বিহার করিয়া থাকেন। যে

ব্যক্তি এক বৎসরকাল চতুর্বিংশতি দিবস
উপবাসের পর পঞ্চবিংশতি দিবসে এক-
বারমাত্র ভোজন করেন, তিনি দিব্য বিমানে
আরুচ হইয়া সুরলোকে গমন পূর্বক তথায়
মহত্স কল্প সুধাপান ও শত শত দেবকন্যার
মহত্সে কালান্তিপাত করেন এবং তাঁহার
গমনকালে দেবকন্যাগণ মিষ্ট ব্যাত্তাদি-
যুক্ত মেঘগভীরনিঃস্রব কাল্পনিক দিব্য রথ
আরোহণ পূর্বক তাঁহার অনুগামিনী হয়।
যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল পঞ্চবিংশতি
দিবস উপবাসের পর ষড়্‌বিংশতি দিবসে
একবার মাত্র ভোজন এবং জিতেন্দ্রিয় ও
বীতস্পৃহ হইয়া প্রতিদিন ছুতামানে আছতি
প্রদান করেন, তিনি ক্ষটিকর্ণাম্বিত বিবিধ
রত্ন সমন্বিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক
সপ্তমরুৎ ও অষ্ট বস্ত্র লোকে গমন
করিয়া দেবপরিমাণের দ্বিমহত্সযুগ গন্ধর্ভ
ও অপ্সরোগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া পরম
স্ত্রে কালযাপন করেন। যে ব্যক্তি এক
বৎসরকাল ষড়্‌বিংশতি দিবস উপবাসের
পর সপ্তবিংশ দিবসে একবারমাত্র ভোজন
ও প্রতিদিন ছুতামানে আছতি প্রদান
করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ফল ও
দেবলোকে সম্মান লাভ হয়। তিনি দিব্য
বিমানে আরোহণ পূর্বক দেবলোকে গমন
করিয়া তথায় অসংখ্যকাল সুভাভক্ষণ ও
মনোহারিণী রমণীগণের সহিত পরম স্ত্রে
বিহার করেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়
হইয়া এক বৎসরকাল সপ্তবিংশতিদিবস
উপবাসের পর অষ্টবিংশ দিবসে একবার-
মাত্র ভোজন করেন, তাঁহার সূর্যমদুশ

তেজস্বিতা লাভ হয়। তিনি সূর্য্যসম্মিত দিব্য বিমানে আরুঢ় হইয়া দেবলোকে গমন পূর্ব্বক অযুতশত কল্প নিবিড়নিভ-স্বিনী, দিব্যাভরণভূষিতা, পীনপয়োপরশালিনী কামিনী কুলের সহিত পরম স্তম্ভে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সত্যপারায়ণ হইয়া এক বৎসর কাল অষ্টাবিংশতি দিবস উপবাসের পর একোন্নিবংশ দিবসে এক-বারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার দেবতা ও রাজর্ষিপুঞ্জিত বস্তু, মন্ত্রণ, সাধ্য, রুদ্র, ব্রহ্মা ও অশ্বিনীকুমারদিগের লোক লাভ হয়; তিনি দিব্যশরীরসম্পন্ন ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া স্তবর্ণময় বিবিধ রত্নবিভূষিত, গন্ধর্ব্ব ও অম্বরোগণে পরিপূর্ণ, চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্তম্ভে বিহার করেন। যে ব্যক্তি একবৎসরকাল একোন্নিবংশ দিবস উপ-বাসের পর ত্রিংশৎ দিবসে একবারমাত্র ভোজন করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজ ও অতিমনোহর সূৰ্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্তম্ভারস পান, দিব্যমাল্য ধারণ, দিব্যবস্ত্র পরিধান ও দিব্যগন্ধ অনুলেপন করেন। তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। নানারূপধারিণী মধুরভাষিণী রুদ্রকন্যা ও দেবমিকন্যাগণ সতত তাঁহার অর্চনা করেন। তিনি অম্বর-দিগের সহিত পশ্চাত্তাণ্ডে চন্দ্রসম্মিত, বাম-ভাগে মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগে রক্ত, অধো-ভাগে নীল ও উর্দ্ধভাগে বিচিত্র বর্ণে স্তম্ভো-ভিত সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্যমণিসম্মিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া

থাকেন। জম্বুদ্বীপে বর্ষাকালে আকাশ হইতে যে পরিমাণে জলবিন্দু নিপতিত হয়, তিনি তত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপবাসের পর একত্রিংশ দিবসে ভোজন এবং নিয়ত সঙ্ক্ষো-পামনা ও লুতাশনে আচ্ছতি প্রদানাদি বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান করেন, তিনি দশ বৎ-সরের পর মহাসিদ্ধ লাভ পূর্ব্বক মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যসদৃশ কাণ্ডিসম্পন্ন হইয়া অমরের ন্যায় অনায়াসে মশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া তথায় স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় স্তম্ভসম্ভোগে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আসি তোমার নিকট দরিদ্র ব্যক্তির যেরূপে নিয়মশীল, অপ্রমত্ত, শুচি, বিশুদ্ধবুদ্ধি ও দস্তদ্রোহশূন্য হইয়া উপবাস দ্বারা যজ্ঞফল ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন, তাহা আনুপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাস। তুমি এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ তীর্থ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই পৃথি-বীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলই কলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আগি অগ্নে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাস্ত্রত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধ্বতিরূপ হ্রদ

সংযুক্ত মানস তীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিক, সরলতা, সত্য, মুক্ততা, অহিংসা, অনুশংসতা, ইন্দ্রিয়দমন-শক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। ষাঁহার নিদ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন ও নিম্পরি গ্রহ হইয়া ভিঞ্চালক দ্রব্য দ্বারা দিন পাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। ষাঁহাদিগের মনঃ হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, ষাঁহার বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্মরক্ষণে তৎপর হন, ষাঁহার সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং ষাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হন। ষাঁহার দেহ মলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহাকে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; ষাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। ষাঁহার অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, ষাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং ষাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিম্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাগ্রাস্ত ও তীর্ণাদিস্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্বোপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা

প্রশস্ত বলিয়া কীর্তন করেন। যিনি ভক্তি-যুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র।

এই আশীশরীত তীর্থের বিষয় সমুদায় কীর্তন করিলাম। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থান-বিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্তন, তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদায় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদায় পৃথিবী ও মলিনের তেজঃপ্রভাবে এবং মাধুলোকে গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থ ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ ও শরীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

নবাবিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমুদায় উপবাসের মধ্যে যাহার ফল সর্বোপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও অসন্দেহ, আপনি এক্ষণে তাহার বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! পূর্বের ভগবান্ স্মর্যন্তু এই বিষয়ে যে রূপ কহিয়াছেন, যাগ অনুষ্ঠান করিলে পরম তৃপ্ত লাভ হয়,

আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
 যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস
 করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখ
 পূর্বক অর্চনা করেন ; তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের
 ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমু-
 দায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষ-
 মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের
 নারায়ণ নাম উল্লেখ পূর্বক অর্চনা
 করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও পরম
 সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘ মাসের দ্বাদ-
 শীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের
 মাধব নাম উল্লেখ পূর্বক অর্চনা করেন,
 তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও আপ-
 নার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি
 ফাল্গুন মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া
 অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখ
 পূর্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের
 ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্র
 মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র
 কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখ পূর্বক পূজা করেন,
 তাঁহার পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও দেবলোক
 লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখ মাসের
 দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের
 মধুসূদন নাম উল্লেখ পূর্বক অর্চনা করেন,
 তাঁহার অগ্নিকোম যজ্ঞের ফল ও সোমলোক
 লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদ-
 শীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের
 ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখ পূর্বক পূজা করেন,
 তিনি গোমেদ যজ্ঞের ফল লাভ ও অশ্বরা-
 দিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।
 যিনি আশাঢ় মাসের দ্বাদশীতে উপবাস

করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখ
 পূর্বক পূজা করেন, তিনি নরমেদ যজ্ঞের
 ফল লাভ ও অশ্বরাদিগের সহিত বিহার
 করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণ মাসের
 দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের
 শ্রীধর নাম উল্লেখ পূর্বক পূজা করেন,
 তিনি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিমানে
 আরোহণ পূর্বক দেবলোকে গমন করিয়া
 থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে
 উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হরীকেশ
 নাম উল্লেখ পূর্বক পূজা করেন, তাহার
 মোদ্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতা লাভ
 হয়। যিনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে উপ-
 বাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম
 উল্লেখ পূর্বক অর্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই
 গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। যিনি
 কার্তিক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া
 অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখ
 পূর্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের
 অতি পবিত্র ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি
 এইরূপে সংবৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরী-
 কাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব
 ও প্রভূত স্তবর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতি-
 কাল মধ্যে বিমুণ্ডভাব পরিত্যক্ত করিতে সমর্থ
 হন। এই দ্বাদশ মাসিক বিষ্ণু পূজা সমাপ্ত
 হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণ-
 গণকে দ্রব্য প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য।
 ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ
 নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস
 আর কিছুই নাই।

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বিজ্ঞান, রূপ, সৌভাগ্য ও শ্রিয়তা কিরূপে লাভ হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারেই বা সুখভাগী হইতে পারা যায় ? আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অগ্রহায়ণ মাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার উর্দ্ধভাগ, আষাঢ়া নক্ষত্র দ্বয় উরুযুগল, ফল্গুনী গুহ, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, শনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখা নক্ষত্র-দ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্বসু অঙ্গুলী, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা গ্রন্থ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হস্ত, মঘা নাসিকা, মৃগশিরাঃ চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশ নিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে । পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে যত প্রদান করা কর্তব্য । যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মানবগণ কি নিমিত্ত বারংবার জন্মপরিগ্রহ করে ?

কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের স্বর্গ ও কি কার্য্য দ্বারা তাহাদের নরক ভোগ হয় এবং তাহারা এই লোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিলে কে তাহাদিগের অনুগামী হয় । এই সমুদায় বৃত্তান্ত সন্নিস্তরে কীর্তন করুন ।

পাণ্ডুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র মহাত্মা ভীষ্ম আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে আগমন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! ঐ দেখ, উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এই স্থানে আগমন করিতেছেন । তুমি উঁহার নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর । উঁহার তুল্য সম্বন্ধ আর কেহই নাই । উনি ভিন্ন অণ্ডে কখনই ইহার সমুত্তর প্রদানে সমর্থ হইবেন না ।

ধর্ম্মপারায়ণ মহাত্মা ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বৃহস্পতি স্তরলোক হইতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন । তখন ধর্ম্মপারায়ণ যুধিষ্ঠির, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তদ্রত্ন অন্যান্য সভাসদগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! কোন ধর্ম্ম আপনার অবদিত নাই ; অতএব মনুষ্য পরলোকে গমন করিলে পিতা, মাতা, গুরু, পুত্র, জাতি, সম্বন্ধী ও মিত্র-বর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার সহিত পাপ পুণ্য ভোগ করে এবং মনুষ্য বিনশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলে

কেই বা তাহার অনুগামী হইয়া থাকে, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বৰ্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত স্মৃৎ দৃঃখ ভোগ করে না। মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মুহূৰ্ত্তকাল রোদন করিয়া আবারে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় একমাত্র ধৰ্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। ধৰ্ম্মপরায়ণ হইলে স্বৰ্গ ও অধৰ্ম্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ধৰ্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অশ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধৰ্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবনের ফলস্বরূপ। অতএব ধৰ্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার মুখে ধৰ্ম্মযুক্ত হিতকর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মৃতদেহ চক্ষুর অগোচর হইলে, ধৰ্ম্ম কিরূপে তাহার অনু-

সরণ করে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; আপনি ঐ বিষয় কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, মলিল, জ্যোতিঃ, মনঃ, মম, বুদ্ধি ও আত্মা ইহারা সমুদায় প্রাণীর ধৰ্ম্মা-ধৰ্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ। জীব ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ধৰ্ম্ম উহাদের সহিত অলঙ্কিত ভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বৰ্গ বা নরক ভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উচার শুভাশুভ কৰ্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধৰ্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয় লোকে স্মৃৎভোগ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! ধৰ্ম্ম যেরূপে জীবাত্মার অনুগমন করেন, তাহা আপনি কীর্তন করিলেন, এক্ষণে যেরূপে রেত উৎপন্ন হয়, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! পৃথিবী বায়ু, আকাশ, মলিল, জ্যোতি ও মনঃ শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অঙ্গাদি ভোজন দ্বারা পরিভূপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-পুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার মুখে গর্ভের উৎপত্তি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্ম জীব কি প্রকারে

রেতঃসমুত স্থূল দেহের সহিত মাহাত্ম্য
প্রাপ্ত হয়, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্যরাজ! জীব
রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চ
ভূত উহাকে আবরণ করে, তন্নিবন্ধনই
উগার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্ম্য
লাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয়
করিয়াই ইহলোকে বর্তমান থাকে, আর
উগাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে
গমন করে। কণ্মপ্রভাবে ঐ পরলোক
হইতে পুনরায় তাহাকে ইহলোকে আগমন
পূর্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ
করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা-
গণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন
করিতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! জীবাত্মা
পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া
কোন স্থানে অবস্থান পূর্বক সুখদুঃখ ভোগ
করিয়া থাকে, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্যরাজ! জীবাত্মা
স্বীয় কণ্মপ্রভাবে প্রথমে রেতঃ আশ্রয়
করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে
প্রবেশ পূর্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত
ও পরলোকগত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব
স্ব কণ্মপ্রভাবে বারংবার সংসারচক্রে পরি-
ভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিনিধ
যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণী-
কেই জন্মাবধি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল-
ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি
যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখ-
ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও

অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সুখ
ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। আর
যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে
দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ
করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।
ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নিদ্দিষ্ট আছে,
যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী
স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যক্-
যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও
অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে।
যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহা-
দিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাঁহারা
ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাঁহাদিগকে
তথায় নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

একণে মানবগণ যে যে কণ্ম দ্বারা যে
যে প্রকার দুর্গতি লাভ করে, তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ চারি
বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত
ব্যক্তির নিকট দানগ্রহণ করেন, তিনি দেহ-
ত্যাগের পর প্রথমতঃ পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি
তৎপরে তিন বৎসর গোযোনি, তৎপরে
তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস যোনি লাভ করিয়া
পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ যোনি প্রাপ্ত হন।
যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পা-
দন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমতঃ পঞ্চদশ
বৎসর কুগিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর
গর্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকর-
যোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুকুরযোনি,
তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎ-
পরে একবৎসর কুকুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া
পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ

করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুকুর তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দভযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণের চিন্তা করে, সে সেই অপম্মাচিন্তানিবন্ধন দেহ-ত্যাগের পর প্রথম তিন বৎসর কুকুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণ-ব্যতীত পুত্রতুল্যাশ্রয় শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে, দেহান্তে তাহাকে দশ বৎসর গর্দভ ও এক বৎসর কুস্তীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষোভান্বিত করে, সে দেহান্তে প্রথমত দশ মাস গর্দভ পরে চতুর্দশ মাস কুকুর ও তৎপরে সাত মাস বিভীলযোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। পিতা-মাতাকে তিরস্কার করিলে দেহান্তে মারিকা-যোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমত দশ বৎসর কচ্ছপ তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্বিত ব্যক্তি দেহত্যাগের

পর প্রথমত দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মৃষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুকুর-যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে মানব-যোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহাকে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শত যোনি পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সংবরণের পর খঞ্জন পক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে ক্রিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধাতু, ঘণ, তিল, মাস, কুলথ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদগা, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমত মৃষিকযোনি লাভ হয়। তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণ করে, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুকুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে,

তাহাকে এক বৎসরকাল পুংস্কোকেল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বক্ষুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহাকে প্রথমত পাঁচ বৎসর শৃকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কট, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কাঁটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কুমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগ পূর্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, ষষ্ঠ বা দানকার্যের বিষয় উৎপাদনে প্ররত্ত হয়, সে কুমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ পূর্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমত এক পাত্রে কচ্ছাদান করিয়া পুনরায় সেই কচ্ছাকে অণু পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে দেহান্তে কুমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়। পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য বা পিতৃকার্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহাকে কাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়। তৎপরে সে কিয়ংকাল কুক্কটযোনি ও এক মাস মর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার

দেহান্তে দুই বৎসর বকযোনিতে অবস্থান পূর্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে তাহাকে প্রথমতঃ কুমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, পরে সে সেই কুমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শৃকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবারাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপাতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ংকাল কুক্করযোনিতে অবস্থান পূর্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যহ লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃত্রিম ব্যক্তি যমাণয়ে গমন করিলে, যমদূতেরা ফোদাবিন্ট হইয়া দণ্ড, মৃদগর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, শড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহাকে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদান পূর্বক নিপাতিত করে। তখন সে প্রথমতঃ কুমিযোনি পরিগ্রহ পূর্বক পঞ্চদশ বৎসর অর্ন্ত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারংবার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃত্রিম এইরূপে বহুবিশ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্যাকযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ঐ যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া পরিশেষে কুমিযোনি প্রাপ্ত হয়। দণ্ডি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মংস্ত্র হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিক্ত হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাস হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিভিরি পক্ষী, পিক্ত হরণ করিলে উলুক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্তপাত্র হরণ

করিলে হারীত, রৌপ্য অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃগি, ধৌত কোষেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কুকর পক্ষী, কোষেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্তক পক্ষী, বিবিধ বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পটুবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাস নিষ্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেমলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । যে ব্যক্তি লোভ-পরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুচুন্দরি যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয় । দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িক যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় । যে নরাধম মশস্ত্র হইয়া অর্থলাভ বা বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে থরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক যুগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে । ঐ যুগযোনিতে তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয় । তৎপরে এক বৎসর অগীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে । তদনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয় । এইরূপে বহুবিধ যোনিতে

পরিভ্রমণ দ্বারা অদর্শ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে । স্ত্রী-হত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমন পূর্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতি-প্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরিশেষে ক্রামযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরক ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভোজন দ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক বহুদিন মাক্ষিকাদিগের সঞ্চিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মানুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । বায়ু অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয় । যে ব্যক্তি তিলকঙ্ক মিশ্রিত ভোজন-দ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্য পরিমিতাকার মৃষিক হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহুদিনের পর পাপ ক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয় । স্নাত অপহরণ করিলে দাত্যহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপহরণ করিলে দণ্ডকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । যে ব্যক্তি ঋন্ত ধন অপহরণ করে সে দেহান্তে মৎস্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অন্নাযুঃ হয় ।

মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্যাকযোনি লাভ করিয়া থাকে । বাহারা লোভ মোহ প্রযুক্ত

পাপানুষ্ঠান করিয়া ত্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিরন্তর স্মরণ যুক্ত ও ব্যাপিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল স্বেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবদি পাপকর্মে যথোচিত স্মরণপ্রদর্শন করেন, তাঁহার রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেও পূর্বোক্তরূপ পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে পূর্বোক্তপ্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট পরম্পরাগত প্রভৃতি কয়েকটি পাপ কন্মের দোষ কীর্তন করিলাম। অতঃপর তুমি কথা প্রসঙ্গে অন্যত্র পাপকন্মের দোষ সন্নিহিত শ্রবণ করিবে। পূর্বে আমি স্মরণগণের সমীপে ব্রাহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে সমুদায় কীর্তন করিলাম। তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য অনুধাবন পূর্বক ধ্যানানুষ্ঠানে তৎপর হও।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি অধর্ম্মের ফল সন্নিহিত কীর্তন করিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মের ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব লোকে বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিরূপে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে এবং কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদিলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যাহারা সর্বদা বুদ্ধিপূর্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহার নিরয়গামী হইয়া থাকে, আর যাহারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযম পূর্বক অনুতাপিত হন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মনঃ যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে, অবিলম্বেই তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্য্যাকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

এক্ষণে মনুষ্য পাপাচরণ করিয়াও যে যে বস্তু দান করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অন্ন দান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সরল হৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাদিগের অবশ্য কর্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্মেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে, স্ততরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। মহা-

রাজ রন্তিদেব অন্নদান করিয়াই স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। অতএব প্রাক্ষর্যম্বে
স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে আয়লক্ক অন্ন
প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। যে
ব্যক্তি মন্তুচিহ্নে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন
ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই তির্য্যগ্-
বোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত
ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন
করাইলে অশ্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে
পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত
ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালক্ক অন্ন দান করিলে
নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ
হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগ্রহণে পরাঙ্গুণ
হইয়া আয়ানুসারে প্রজাপালন পূর্বক সমা-
হিত চিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভূজ-
বলার্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাকে
কখনই পূর্বকৃত অশ্রয়ের ফলভোগ করিতে
হয় না। যে বৈশ্য কৃষিকর্য্য দ্রব্য ছয় ভাগে
বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে,
সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আর
যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থো-
পার্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করে,
তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।
যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পারশ্রম দ্বারা
অন্ন উপার্জন পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান
করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না।
মনুষ্য আয়ানুসারে অন্ন উপার্জন পূর্বক
কুটচিহ্নে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায়
পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে
ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সংপথাব-
লম্বা, বলশালী ও নিম্পাপ হয়। পাণ্ডিত

ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অব-
লম্বন করেন। অন্নদাতাকে প্রাণদাতা
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সনা-
তন ধর্ম্ম অন্নদাতাকেই আশ্রয় করিয়া
থাকে। অতএব আয়ানুসারে অন্ন উপার্জন
করিয়া সর্বদা সংপাত্রে দান করা অবশ্য
কর্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি। অন্ন-
দান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী
হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে
ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন
করবেন। অন্নদান দ্বারা দিবসকে সফল
করা সর্বতোভাবে বিদেয়। যে ব্যক্তি
বেদ, ধর্ম্ম, আয় ও ইতিহাসবেত্তা সহস্র
ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহাকে কখনই
সংসারবন্ধনা ভোগ করিতে হয় না, তিনি
নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষ সুখভোগ এবং
পরজন্মে রূপবান্, কীর্ত্তিমান্ ও ধনবান্
হইয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে সমর্থ
হন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আশি তোমার
নিকট সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ
অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! অহিংসা,
বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্বা
ও গুরুশুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোনটি
মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধন হইয়া
থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই
সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই

পুরুষের সর্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয় । যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্বক অহিংসা ধর্ম প্রাতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার স্ত্রগোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না । যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন । যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় স্ত্রভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেব-গণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন । ফলত যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবেন না । এই আশি তোমার নিকট ধর্মের সংক্ষেপ লক্ষণ কীর্তন করিলাম । যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অপমানুষ্ঠান করা হয় । প্রত্যাখ্যান, দান, স্ত্রদুঃখ, প্রিয়কার্য ও অপ্ৰিয়কার্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আগ্র-পর্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম বলিয়া অবগত হইবে । মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে ; অতএব হিংসানা করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্তব্য । যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত

থাকেন, তিনি সাধুপদিস্ত ধর্মের ন্যায় জীবলোকের প্রমাণ স্থল হইয়া থাকেন । স্ত্রগুরু ব্রহ্মপতি ধর্মরাজ যুধিস্তিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন ।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! স্ত্রাচার্য্য প্রস্থান করিলে, ধর্মরাজ যুধিস্তির শরশয্যায় শয়ান শান্তকৃতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণ ও মহাসিগণ বেদ প্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্মেরই সর্বশেষ প্রশংসা করেন । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তর্ক-ময়ের আন্দোলন ও অন্যকে তর্কিময়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । ব্রাহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম আর আত্মদলিতে সমর্থ হয় না । চতুস্পাদ জন্ত যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে । যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অগ্ন্যন্ত জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মে অগ্ন্যন্ত ধর্ম সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে

সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণি হিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি নিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে, এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংসভক্ষণেরই দোষ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সম্ভানোৎপত্তির অবিতীৰ্য্য কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাগাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আগোদ হয়, ভেরী মৃদঙ্গ ও তস্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আগোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তির মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অর্চিস্থিত অসংকল্লিত ও অনিদ্দিষ্ট, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ। পূর্বে অনেকানেক মহাত্মা আপনার মাংস প্রদান পূর্বক অন্যের দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই

আমি তোমার নিকট অহিংসা ধর্ম্ম কীৰ্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ইতিপূর্বে বারংবার অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে বিবিধ মাংস প্রদান করা কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু হিংসা না করিলে মাংস লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং শ্রাদ্ধে কিরূপে মাংস প্রদান করা যাইতে পারে? এক্ষণে এই পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে আমার অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি ঐ সংশয় ছেদন এবং মাংস ভক্ষণ করিলে কি দোষ, ভক্ষণ না করিলে কি গুণ, আর ভক্ষণার্হ স্রয়ঃ পশুবিনাশ, অথবা কর্তৃক নিহত পশুর মাংসভোজন, অন্যের ভোজনার্হ বিনাশ ও ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা সর্দায়ে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহষিগণ কহিয়াছেন, যতদূর হইয়া প্রতিমাগে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

মণ্ডমিগুণ এবং বালখিল্য ও মরীচিপ
মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি
প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু
কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও
মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্ব-
ভূতের মিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে
পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে,
সে সর্বভূতের অধ্বজ, সর্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র
ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনা-
গ্রগণ্য দেবসি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি
পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বদ্ধিত করিতে
ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত
রেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি
কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত
হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী
হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রাতি-
মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,
মাংসভোজনপরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য
বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান
ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে
যজ্ঞানুষ্ঠান দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে।
মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরি-
শেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যে রূপ ধর্ম
লাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায়
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ
ধর্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহার মাংসের
আস্বাদগ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংস-
পরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত
দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংস পরিত্যাগ পূর্বক
সমুদায় প্রাণীকে অভয় প্রদান করেন,
তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দেশ করা

যায়, সন্দেহ নাই। মনীষিগণ এই মহিমা-
রূপ পরম ধর্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া
থাকেন। মনুষ্যগণেরই আত্মপ্রাণের ন্যায়
অগাঢ় প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া
জ্ঞান করা কর্তব্য। তখন সিদ্ধলাভাকাঙ্ক্ষী
জ্ঞানীদিগেরও যত্নভর বিদগ্ধান রহিয়াছে,
তখন মাংসোপজীবী ছরাভ্যাগণ কর্তৃক নিপী-
ড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে যত্ন হইতে ভীত
হইবে, তাহার বিচিন্তা মাংস ভোজন
পরিত্যাগ ধর্ম, স্বা-
কারণ; অতএব অহিংসাই পরম ধর্ম,
উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সৎস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ
করা যাইতে পারে। প্রাণীদেহ ভিন্ন তৃণকাষ্ঠ
বা প্রস্তর পণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা
নাই, এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দুঃ-
ণীয় হইয়াছে। স্বপা, স্বাহা ও অন্ততভোজী
দেবগণ সর্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয়
করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ হিংসায়
প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত
করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান
করে, তাহাদিগকে রজোভুগের আধার
রাক্ষস বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি
মাংস ভোজন পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাকে কোন
কালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা
উদ্বতশস্ত্র ব্যক্তি, বা সর্বপ্রভৃতি হিংস্রজন্তুর
নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্বদাই
সর্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তি-
জনক হইয়া নিরুদ্ধে কালহরণ করিতে
সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংস-
ভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা এক
কালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকের

কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে । যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না । যাহারা হিংসারূতি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃ ক্ষয় হয় ; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্তব্য । হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশীগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না । লোভ, বুদ্ধিসৌহ, বলবীৰ্য্য লাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্ররতি জন্মে । যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্মেই উদ্ভিগ্ধচিত্তে কালহরণ করিতে হয় । যতদূরত মহমিগণ মাংস পরিত্যাগকেই মশঃ, আয়ু ও স্বর্গ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

পূর্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদায় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি অয়ং মৃত বা অন্য কর্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয় । যে ব্যক্তি কোনজন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় । পণ্ডিতেরা এইরূপে তিনপ্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন ।

যে ব্যক্তি অয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিময়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই । ফলত যিনি মাংসভোজনে পরাধুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্বভূতের অধম্য হইয়া, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারেন । মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয় । যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জিত অপ্রাপ্তিকৃত বৃথা-মাংস ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয় । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রাপ্তিকৃত মাংস ভোজন করেন, তাহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে । পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহাকে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয় ; ভোক্তাকে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না । যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয় । প্রথমত মাংসভোজনে নিরত থাকিয়া পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে । যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, অয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয় ।

এক্ষণে অন্য এক ঋষিগণসমাদৃত বেদ-সম্মত পুরাতন প্রমাণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিধিত হইয়াছে, কিন্তু

মোক্ষার্থিদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না । মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মদ্রপুত্র ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃঘষ্ঠাদিতে প্রদান করা যায়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং ভক্ষ্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । রাক্ষসের দ্বায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা মশোলাভ হয় না । অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে । যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়ঃ । পূর্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলষী হইয়া ত্রীহিমসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন । ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংসভক্ষণবিষয়ে সংশয়াবিস্ট হইয়া চেদিরাজ বস্তুর নিকট গমন পূর্বক মাংস অভক্ষ্য কি না, এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । সেই অপরাধজন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করাতে পাতালতলে প্রবেশ করিতে হয় । পূর্বের মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অদ্যপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না ।

মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদায় স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ এক শত বৎসর ঘোরতর তপস্কার অনুষ্ঠান করে, মাংসভোজনপর্যন্ত ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে । কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে গধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম । যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারিমাগ মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি বল ও মশঃ লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সমুদায় কার্তিক মাস মাংস ভোজন না করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না । যাহারা সমুদায় কার্তিক মাস বা কার্তিক মাসের একপক্ষ মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে । পূর্বের তত্ত্বদর্শী মহাত্মা নাভাগ, অম্বরীষ, গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রবু, পুরু, কার্ত্তবীৰ্য্য, অনুরুদ্ধ, নহম, যমার্হি, মৃগ, বিশ্বকর্মেণ, শশবিন্দু, সুবনাশ্ব, শিবি, সুচকুন্দ, মাঞ্চাতা, হরিশ্চন্দ্র, শ্বনচিত্র, মোগক, বরু, রৈবত, রস্তিদেব, বস্ত্র, মৃগয়, কৃপ, ভরত, দুশ্মন্ত, ককম্ব, রাম, অলক, মল, বিরূপাশ্ব, নিমি, জনক, ঐল, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত, মগর, অজ, ধুকু, স্তবাহ, হর্য্যশ্ব ও ক্ষুপ প্রভৃতি নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ সমুদায় কার্তিক মাস ও কেহ কেহ ঐ মাসের শুক্লপক্ষে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে । তাঁহারা মহত্ব কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া

পরম স্থখে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে-
ছেন। যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট
অহিংসাধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা
অন্যায়ামেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে
সমর্থ হন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু-
মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ই-
মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। ঐহারা এই
অহিংসা ধর্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা
অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা চুরাচার
হইলেও তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়
না। তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও
জ্ঞাতি মধ্যে প্রাপ্য লাভ হয়। এই অহিংসা
ধর্ম প্রভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে
উদ্ধৃত, বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী
রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত
হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্মের আশ্রয়
গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্যক্-
যোনি লাভ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাহা-
দিগের বিপুল অর্থ ও কীর্তিলাভ হয়।

হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট
মহমিকথিত মাংসভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের
ফল কীর্তন করিলাম।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহ-
লোকে মাংসলোলুপ নৃশংসেরা রাক্ষসের
ন্যায় মাংসেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
থাকে; বিবিধ অপূপ, শাক ও খণ্ডপ্রভৃতি
নানাপ্রকার স্নাত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি
তাদৃশ ক্রীতিপ্রদর্শন করে না। তাহাদিগের
তাদৃশ ভাব দর্শনে আমার মনঃমোহে অভি-

ভূত হইতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হয়
যে, মাংস অপেক্ষা স্নাত্ত বস্তু আর কিছুই
নাই। অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন
পূর্বক মাংস ভক্ষণ ও অভক্ষণের দোষ
কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! মাংস অপেক্ষা
যে স্নাত্ত দ্রব্য আর কিছুই নাই, এ কথা
নিতান্ত অলৌক নহে। স্বভাবতঃ দুর্বল,
কৃশ, স্ত্রীসন্তোষপরায়াণ ও পপগমনক্লে-
শে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া
প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে অচি-
রাৎ বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। মাংস
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই;
কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক
উৎকৃষ্ট ফললাভ করা যায়। যে ব্যক্তি
অন্যের মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্জিত
করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশ্রয়
নিষ্ঠুর আর নাই। এই জীবলোকে জন্তু-
গণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই
নাই, অতএব মনুষ্য আপনার ন্যায় অন্যের
প্রিয় প্রাণ সংহার করিতে কদাচ প্রবৃত্ত
হইবে না। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন
হয়, অতএব উহা ভক্ষণ করা নিষ্প্রণের
কর্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ
ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু
যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা
যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে
না। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, পশু সকল
ষজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব
সেই যজ্ঞব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে

পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয় ।

একণে ক্ষত্রিয়দিগের পশুহিংসাবিষয়ে ষেরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাহাও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ক্ষত্রিয়েরা স্রীষ পরাক্রমোপার্জিত মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাদিগকে কদাচ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । পূর্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য যুগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যুগয়া নিদোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । যুগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই যুগয়ায় প্রবৃত্ত হয় ; হয় যুগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, যুগয়াকারী মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে । এই কারণে যুগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য আর কিছুই নাই । যে ব্যক্তি দয়াবান, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না । দয়াবান্দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই । ধর্ম-পরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাক্ষক কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন । যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না । প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্থলিত বা আহত হউন

সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে । হিংস্র জন্তু, রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না । যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে । প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই হইবেও না । প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই । মৃত্যু সকল প্রাণিরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে । প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে । যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমত কুস্তীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্যক্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয় । তৎপরে ভূগর্ভ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে । তাহাদিগকে বারংবার অন্ত কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয় । পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই ; অতএব সমুদায় প্রাণির আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত । যিনি বাবজীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে । যে দুরাত্মারা জীবিত-প্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্তৃক

আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাচার পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্নে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই পশু-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহাকে তৎকর্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অনশ্বায় যে কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্যের ফল ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ক্ষণত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপঃ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম স্ত্রী, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তির সকলের পিতা মাতা স্বরূপ। হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যত অহিংসার ফল কীর্তন করিলাম; ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করা যে নিতান্ত দুষ্কর, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ইহলোকে কি ধনবান্, কি নির্ধন, কি পুণ্যবান্, কি পাপাশ্রা সকলেরই মৃত্যু হইতে ভয় উপ-

স্থিত হইয়া থাকে; অতএব আপনি উহার কারণ এবং সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপ গতি লাভ হয়, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি বেদব্যাস-কীটসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তনচ্ছলে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে একদা মর্ষ-জন্তুর ভাষাভিহ্ন ও গতিজ্ঞ বেদবেত্তা বেদব্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কাঁটকে শকটমার্গে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কীট! তোমাকে নিতান্ত ভীত ও ত্বরান্বিত দেখিতেছি; অতএব তুমি স্বীয় ভয়ের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।

তখন কীট কহিল, ভগবন্! ঐ অদূর-বর্তী শকটের যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছে এবং শকটবাহী রুমগণ সারথির কশাঘাতে তাড়িত হইয়া যেরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, মাদৃশ ক্ষুদ্র কীট কখনই উহা শ্রবণ করিয়া স্মৃ-চিন্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। আমি ঐ শব্দ শ্রবণে নিতান্ত আকুলিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি, ইহ-লোকে সমুদায় প্রাণীরই জীবন সূক্ষ্মলব্ধ এবং মৃত্যু নিতান্ত দুঃখজনক। এই নিমিত্ত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কীট এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে কীট! তুমি যখন তীর্থকু্যোনিতে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোমার স্তম্ভভাৱে প্রত্যাশা কি ? তুমি রূপারসাদি বিষয় সমুদায়ের সম্যক্ রূপে আশ্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হও না, স্ততরাং আমার মতে তোমার মরণই শ্রেয়স্কর ।

তখন কীট কহিল, ভগবন্ ! জীব-মাত্রেই ইহলোকে স্তম্ভভোগ করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত আমি এই নিকৃষ্ট জন্মেও স্তম্ভভাৱে প্রত্যাশা করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি । কি মনুষ্য, কি তিৰ্য্যক্-যোনিগত প্রাণিগণ সকলেই জন্মাবধি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ভোগের অধিকারী হয় । পূৰ্ব্ব-জন্মে আমি এক বিপুল ধনশালী শূদ্র ছিলাম । ঐ জন্মে আমি সতত ব্রাহ্মণের দ্বেশ করিতাম । আমার তুল্য নৃশংস কদৰ্য্য-সভাব, বুদ্ধিজীবী, দুস্মৃগ, ছলগ্রাহী, হিংসা-পরতন্ত্র, বঞ্চক ও পরস্বাপহারী প্রায় কেহই ছিল না । আমি ভৃত্য ও অতিথিদিগকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং স্বাচ্ছন্দ্য ভোজন করিতাম । অর্থলালসানিবন্ধন দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কখন অন্নদান করি নাই । যাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইত, আমি তাহাদিগকে পরিত্রাণ না করিয়া অকারণে পরিত্যাগ করিতাম । লোকের ধনধান্য, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, যান ও বস্ত্র প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেই আমার অসূয়া উপস্থিত হইত । আমি কদাপি অন্যের স্তম্ভ বা ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া স্তম্ভচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম না । সৰ্ব্বদাই আগ্ন-কামনা পরিপূৰ্ণ এবং অন্যের ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম ।

এক্ষণে আমাকে সেই পূৰ্ব্বকৃত নৃশংস ব্যবহার সমুদায় স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতাপ করিতে হইতেছে । আমি এই-রূপে পূৰ্ব্বজন্মে সংকর্য্যের ফল পরিভ্রাত হইতে না পারিয়া কদাচ কোন সংকর্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই । কেবল বুদ্ধা জননীর সেবা ও এক দিন এক কুলশীলসম্পন্ন অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত সংকর করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অত্যাপি জন্মান্তরীণ কৰ্ম্ম সমুদায় আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে । এক্ষণে আমি সংকৰ্ম্ম দ্বারা পুনরায় স্তম্ভভাৱে বাসনা করিতেছি ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সময়োচিত হিতোপদেশ প্রদান করুন ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস সেই কীটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কীট ! তুমি তিৰ্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও কেবল আমার দৰ্শনলাভনিবন্ধনই একবারে মুগ্ধ হইতেছ না । আমি তপোবলে দৰ্শনমাত্রেই সকলকে পরিত্রাণ করিতে পারি । তপোবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল আর কিছুই নাই । আমি তপোবলে বিলক্ষণ অবগত হইতেছি যে, তুমি স্বীয় পূৰ্ব্বকৃত পাপপ্রভাবে কীটরূপ লাভ করিয়াছ । যদি তুমি এক্ষণে ধৰ্ম্মে আস্থা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরায় ধৰ্ম্মলাভে সমর্থ হইবে । কি দেবতা, কি তিৰ্য্যক্‌যোনি, কি মনুষ্য সকলকেই এই কৰ্ম্মভূমিতে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের ফলভোগ

করিতে হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হউক বা মুঢ়ই হউক, দেহান্তে কর্মফল কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ জীবিত থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যের পূজা করে, অতঃপর তুমি সেই ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনায়াসে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় উপভোগ করিতে পারিবে। ঐ সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব এবং তুমি যে লোকে গমন করিতে বাসনা করিবে, তথায় লইয়া যাইব। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে কীট তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। ক্রিয়াক্ষণ পরে সেই শটক তথায় সমুপস্থিত হইলে তাহার চক্রাঘাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন সে ক্রমে ক্রমে শল্লকী, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিল। শল্লকী প্রভৃতি পূর্বোক্ত সমুদায় যোনিতেই সে বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে পূর্বের ন্যায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমীপে গমন পূর্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদবলে কীট হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া রাজা হইয়াছি। এক্ষণে আমি সুবর্ণমাল্যধারী মহাবলপরাক্রান্ত কুঞ্জরগণের পৃষ্ঠে এবং কাশ্মোজদেশীয় অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণযুক্ত বিবিধ যানে আরোহণ করিতেছি। প্রতিদিন বহুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত

একত্র পলান্ন ভোজন করিয়া থাকি। নির্বাত গৃহমধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করি। রজনী শেষে দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করেন, তদ্রূপ সূত, মাতঙ্গ ও বন্দিগণ আমার স্তব পাঠ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আমি এইরূপে আপনার তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া পরম সুখমস্তোগ করিতেছি; অতএব আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে আমি কি কার্য্যের অনুর্ত্তান করিব, তাহা আদেশ করুন।

তখন বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আজি তুমি বিবিধ বাক্য বিন্যাস দ্বারা আমাকে স্তব করিলে। পূর্বের কীটযোনিতে তোমার স্মরণশক্তি কলুষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তুমি পূর্বের শূদ্রযোনিতে আততায়ী ও অতি নৃশংস হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, অত্য়াপি তোমার সে পাপের ধ্বংস হয় নাই। পূর্বজন্মে তোমার যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় ছিল বলিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার এবং আমার অর্চনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়াছে। অতঃপর তুমি গোধন ও ব্রাহ্মণের নিগিত সমরাস্ত্রনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে সদাক্ষিণ বজ্রসমুদায়ের অনুর্ত্তান পূর্বক পরলোকে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে কালান্তিপাত করিতে পারিবে।

একোবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! অনন্তর সেই রাজা আপনার জন্মান্তরীণ ভাব সমুদায় স্মরণ পূর্বক কঠোর তপোমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্ বেদব্যাস সেই ধর্মার্থবেত্তা ভূপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার কঠোর তপস্যা দর্শন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম । অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয়, শুভাশুভবিচারক ও স্বধর্মনিরত হইয়া শ্রাদ্ধানুসারে প্রজাপালন কর, তাহা হইলেই পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই ।

মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ভূপতি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য করিয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি পবিত্র ব্রাহ্মণকূলে সমুৎপন্ন হইলেন । তখন মহাশয় বেদব্যাস ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার ! তুমি পূর্বজন্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইও না । ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উৎকৃষ্টযোনিতে এবং যে ব্যক্তি অশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । অতএব তুমি যত্ন হইতে ভীত না হইয়া যাহাতে

ধর্মলোপ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও । তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রসাদেই আমার দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে । আজি আমি ধর্মমূল উৎকৃষ্ট জাতি লাভ করিয়া সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম । এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতাসহকারে মহর্ষি বেদব্যাসের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন ।

হে ধর্মরাজ ! এইরূপে সেই কীট ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদে দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ করিয়াছিল । সে পূর্বের ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ পূর্বক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় । অতএব যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে । যে সমস্ত ক্ষত্রকুলোদ্ভব মহাশয় এই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে ।

বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বিদ্যা, তপস্যা ও দান এই তিনটির মধ্যে কোন্টি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই

উপলক্ষে মৈত্রেয়বেদব্যাসসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মহর্ষি বেদব্যাস ছদ্মবেশে বারাণসীমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবংশসম্বৃত মৈত্রেয়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, মুনিবর মৈত্রেয় তাঁহাকে অর্চনা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার দ্রব্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ ত্রৈপায়ন সেই উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমুদায় ভোজন পূর্বক তথা হইতে গমন করিবার সময় নিতান্ত আত্মদিত হইয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মৈত্রেয় তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি অতি বিনীতভাবে আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যশীল হইয়াও এরূপ আত্মদিত চিত্তে হাস্ত করিতেছেন কেন? এক্ষণে আপনাকে এরূপ আত্মদিত দেগিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনি জ্ঞানচক্ষুঃ-প্রভাবে আমার তপস্যার মহাফল দর্শন করিয়াছেন। আপনি জীবমুক্ত ও আমি সামান্ত তপস্বী; কিন্তু এক্ষণে আপনাকে এতাদৃশ ফল দেগিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, আপনার সহিত আমার অধিক বিভিন্নতা নাই।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহাত্মন! বেদপ্রমাণানুসারে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়; তুমি সামান্ত অন্নাদি দান করিয়াই সেই গতি লাভ করিবে বিবেচনা করিয়া আমি এত-

দূষণ আত্মদিত হইয়াছি। বেদে অদ্রোহ, দান ও সত্যবাক্য প্রয়োগ এই তিন কার্য্যই পুরুষের অতি উৎকৃষ্ট ত্রুত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদতন ধার্মিক এই বেদোক্ত বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগেরও এই বাক্যানুসারে কার্য্য করা কর্তব্য। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ভোজন দান করা অপেক্ষা মহাফলপ্রদ কার্য্য অতি অল্পই আছে। তুমি অকপট হৃদয়ে আমাকে এই উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রদান করিয়া মহাযজ্ঞমাধ্য লোক সমুদায় জয় করিয়াছ। আমি তোমার পণ্ডিত দান ও তপস্যায় পরম প্রীত হইয়াছি। কেবল দানপ্রভাবেই তোমার শরীর ও গাত্রগন্ধ অতি পণ্ডিত হইয়াছে। তোমাকে দর্শন করিলেও পুণ্য জন্মে। দান তীর্থস্নান ও তীর্থযাত্রিকা লেপন প্রভৃতি সমুদায় পণ্ডিত কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও শুভফলপ্রদ। বেদে যে সকল কার্য্যের প্রশংসাবাদ কীর্তিত হইয়াছে, দান সে সমুদায় অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ দাতাদিগের পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। দাতা ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রাণদাতা; তাঁহাদিগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান সুন্দর রূপে বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সর্বব্যত্যাগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য। হে বৎস! তুমি এই দানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর তুমি সমধিক সুখলাভে সমর্থ হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই যে দান, যজ্ঞ, সম্পত্তি

অশেষ সুখলাভে অধিকারী হয়, ইহা আমরা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ব্যক্তি বিষয়স্থখে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে দুঃখ এবং যে ব্যক্তি তপস্বাদি কষ্টমাদ্য বিষয়ে প্ররক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই পরিণামে সুখভোগ করিয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্য বিবর্জিত। যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি সংকারণের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দিষ্ট হন। যাহারা অশ্রের বিদ্রোহচরণ প্রভৃতি অসং-কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাহারা যজ্ঞাদি সংকারণ ও পরদ্রোহাদি অসংকারণ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জিত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অন্যায়সে পরদ্রব্য হরণাদি পাপ কার্যে প্ররক্ত হয়। তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্য বিবর্জিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাচারী নিতান্ত পাপপরায়ণ। উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পুণ্য লাভে অধিকারী হইয়াছ; অতএব পরমা-জ্ঞাদিতচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান প্রভৃতি সংকারণ দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি কর।

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন তদ্বিময়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমিও এই বিষয়ে কিছু কহিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, মৈত্রেয়! এই বিষয়ে তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা অসঙ্কচিত চিন্তে প্রকাশ কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ। আপনি যে দান-সংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, উহা নির্দোষ ও বিশুদ্ধ। আপনি আতি সদাশয় ও পবিত্র-স্বভাব। আপনি আমার আশ্রয়ে আতিথ্য স্বীকার করাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমি বুদ্ধিবলে আপনাকে সিন্ধু তপস্বী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনার দর্শনমাত্রেই যে আমাদের অজ্ঞানতা লাভ হয়, কেবল আপনার অনুগ্রহই তাহার কারণ। আর আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, তাহাও আমার কণ্ঠকলনিবন্ধন, সন্দেহ নাই। যিনি তপোনিরত, বেদজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকূলে সমুদ্ভূত তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারিলেই দেবতা ও

পিতৃগণ তুষ্টিলাভ করেন । ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে জ্ঞানবান্দিগের আরাধ্য আর কেহই নাই । ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া থাকে এবং বর্ণচতুর্স্তয়ের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও মত্যাংমত্যা কিছুই বিদ্যমান থাকে না । যেনন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে কৃষক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই । শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও দানগ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে ধনীদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত । অধিন্যান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্ম লাভ হয় না, প্রত্যুত উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অধঃ উৎপাদন করিয়া থাকে । ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীরুদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন । কিন্তু গৃহস্থের পরাগ ভোজন করা কদাপি বিদেয় নহে । কারণ গৃহস্থ বাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । গৃহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতার ও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না । অতরাং দাতা ও গৃহীতা উভয়েই উভয়ের উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে । ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব

করিয়া থাকে । বাঁহারা সম্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারা ইহলোকের পূজ্য । বাঁহারা সেই সমস্ত সর্গপ্রদ সাধুদিগের নিদিকে পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কদচই মোচিত হইতে চায় না ।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

মহামতি মৈত্রেয় এই কথা কহিলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মৈত্রেয় ! ভাগ্যবলে তোমার এইরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে । সাধুলোক উৎকৃষ্ট গুণেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন । রূপ, বয়স ও সম্পত্তি যে তোমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার কারণ দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে । এক্ষণে তুমি দান অপেক্ষা যাগাদিক ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা কর, আমি তাহাও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমুদায় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আমি সেই বেদপ্রমাণানুসারে দানের প্রশংসা করিতেছি, তুমিও বৈদিক মত অবলম্বন পূর্বক তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ । ফলতঃ তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান যে দান অপেক্ষা নূন নহে, তাহার সন্দেহ নাই । তপস্যা পরম পবিত্র ও বেদজ্ঞানের সাধন । তপঃপ্রভাবে স্বর্গলাভ করা যায় । তপঃ ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হয় । মনুষ্য ঈচ্ছু অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যা দ্বারা তৎসমুদায়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে ।

যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না । এই জীবলোকে যা কিছু চূড়ান্ত ও চরিত্রসম্মিত আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদায়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই । তপস্তার বল অতি আশ্চর্য্য । মন্যপায়ী, চৌর্য্যনিরত, ক্রোধাতী ও গুরুতল্লগামী পাপেরাও তপঃপ্রভাবে পাপ বিমুক্ত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে । যে ব্যক্তি সকল বিঘ্নায় পারদর্শী, তিনি যথার্থ চক্ষুস্থান, আর তপস্বী যেরূপ শুভক না কেন, তাঁহাকেও চক্ষুস্থান বলিয়া নির্দেশ করা যায়, অতএব সর্বদা ও তপস্বী উভয়কেই নমস্কার করা কর্তব্য । যাঁহারা সতত দানে অনুরক্ত, তাঁহারা পরলোকে সুখ ও ইহলোকে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । হিতানুষ্ঠান তৎপর মহাত্মারা অন্নদান করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন । পূজিত ব্যক্তির সতত অন্নদাতার পূজা ও সম্মানিত ব্যক্তির সতত তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন । অদাতা ব্যক্তি সর্বত্রই হতদর হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ ফললাভ হয় । জীব আকাশে বা পাতালেই অবস্থান করুক, তাহার অবশ্যই স্বকর্মানুরূপ লোক লাভ হইবে । তুমি মেদানী, সর্বশক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনাশ্রয়, ব্রহ্মচারী ও ব্রতপরায়ণ ; অতএব তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া অভিলাষানুরূপ অন্নপান লাভ করিতে পারিবে ।

একগে আমি তোমাকে গৃহস্থদিগের প্রশস্ত কার্য্য উপদেশ দিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান হও । যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতেই আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয় । যেমন মলিল দ্বারা দেহের মল ফালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্তা দ্বারা সমস্ত পাপই বিমুক্ত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই । একগে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল শুভক । আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি বিশ্বস্ত হইও না । আমার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমার নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ হইবে । মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া প্রস্থানোত্তর হইলে মহামতি মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে সন্তোষাক্য উচ্চারণ পূর্বক বিদায় করিলেন ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম

অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সাম্বী স্ত্রীদিগের ব্যবহার পরিচ্ছন্ন হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, দয়্যরাজ ! সর্বতত্ত্বজ্ঞা পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে আরুঢ় হইলে, দেবলোকবাসিনী স্তমনাঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, দেবি ! তুমি কিরূপ স্ত্রী-
লতা ও সদাচার দ্বারা সমুদায় পাপ হইতে
বিশুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায়
সমুজ্জ্বল কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত
হইলে ? তোমাকে দিব্যবস্ত্র ধারণ পূর্বক
স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃ-
প্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে,
সমদিক তপস্বী, দান বা নিয়ম দ্বারা তোমার
এই লোক লাভ হইয়াছে । যাচা হউক,
এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্নায় সংকার্য
কীর্তন করিয়া আমার চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর ।

তখন চারুহাসিনী শাণ্ডিনী স্তমনার সেই
মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, দেবি ! আমি শিরোগুণ,
জটাদারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বন্ধন পরি-
ধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি,
এরূপ বিবেচনা করিবেন না । আমি কখন
ভর্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য
প্রয়োগ করি নাই । সর্পদা অগ্রমত ও
যত্নব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ভ্রাতৃ-
গণের পূজা এবং স্বশ্রু ও স্বশুরের সেবা
করিতাম ; আমার মনে কখনই কুটিল-
তাবের আবির্ভাব হয় নাই ; আমি কদাপি
বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত
অধিক জগ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম
না ; কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন
হাস্যজনক ও অহিত কার্যের অনুষ্ঠান
করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই ;
আমার ভর্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যা-
গত হইলে, আমি সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে
আসনপ্রদান পূর্বক তাঁহার যথোচিত

পূজা করিতাম, যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার
অপরিস্কাত ও অনভিমত হইত, আমি
কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না ।
পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত
যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক,
আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান
করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পা-
দন করিতাম ; আমার পতি কোন কার্যো-
পলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-
সংস্কার এবং গন্ধ, মালা, অঞ্জন ও গোরো-
চনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যমাপনে প্রবৃত্ত না
হইয়া সতত সংযত চিত্তে বিবিধ মঙ্গল
কার্যের অনুষ্ঠান করিতাম । যখন তিনি
নিদ্রাস্থ অশুভব করিতেন, তখন বিশেষ
কার্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ
করিয়া গমন করিতাম না ; পরিবার প্রতি-
পালনের নিমিত্ত সর্পদা পারিশ্রম্য করিতে
অনুরোধ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হই-
তাম না ; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করি-
তাম না এবং নিরন্তর গৃহসমুদায় পরিষ্কার
করিয়া রাখিতাম । হে দেবি ! যে নারী
সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন
করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুদ্রতীর ন্যায় স্বর্ণ-
লোকে পরম সুখসম্ভোগে সমগ্ৰ হন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহানুভাবা শাণ্ডিনী স্তম-
নার নিকট এইরূপ পতিব্রতা ধর্ম্ম কীর্তন
করিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ।
যে ব্যক্তি প্রতি পক্ষের এই উপাখ্যান পাঠ
করেন, তিনি দেবলোক লাভ করিয়া নন্দন-
বনে অতুল সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন,
সন্দেহ নাই ।

চতুর্বিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সাম ও দান এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ইহলোকে কেহ সাম এবং কেহ বা দান দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে ; অতএব লোকের প্রকৃতি পরিচ্ছাত হইয়া সাম অথবা দান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য । যাহা হউক, আমার মতে ঐ দুইটির মধ্যে সামই উৎকৃষ্ট । সাম দ্বারা দুর্দান্ত প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারা যায় । পূর্বে এক ব্রাহ্মণ অরণ্যমধ্যে সাম দ্বারা এক রাক্ষসের হস্ত হইতে যেরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা এক বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ কোন নির্জজন বনের মধ্যাদিয়া গমন করিতেছিলেন । এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর নিশাচর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল । ব্রাহ্মণ রাক্ষসের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা যুগ্ম না হইয়া শাস্ত্রবাদ দ্বারা বিপদছাড়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তখন নিশাচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রাহ্মণকুমার ! আমার শরীর একরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইল কেন ? যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের সন্তোষ প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ।

রাক্ষস এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নিশাচর ! আমার বোধ হয়, কোন বিদেশস্থ উদাসীন ব্যক্তি তোমার সমক্ষেই তোমার অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছে । তোমার মিত্রগণ তোমা কর্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়াও আপনাদের দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে । তুমি গুণবান্, বিনীত ও নিষ্কল হইয়াও নিগুণ মৃঢ়দিগের সংকার লাভ করিতে দেখিতেছ । নীচ ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছে । তুমি গৌরবনিবন্ধন প্রতিগ্রহাদি নীচকার্য্যে বিরত হইয়া অতিক্রান্ত জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ । তুমি স্বীয় মহানুভাবতানিবন্ধন স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যাহার উপকার করিয়াছিলে, সে তোমাকে পরাজিত জ্ঞান করিতেছে । কামক্রোধপরতন্ত্র কুপণগামী মৃঢ়দিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া তোমার অন্ত্যন্ত কষ্ট হইতেছে । তুমি জ্ঞানবান্ হইয়াও প্রজ্ঞাবিহীন দুর্ব্বৃত্তগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ । কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি মিত্রভাবে তোমার নিকট আগমন পূর্বক তোমাকে বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে । তুমি অর্থফলজ্ঞ, শাস্ত্রকুশল ও কৃতী হইয়াও তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সম্মানিত হইতেছ না । তুমি অসংসর্গে স্বীয় গুণ সমুদায় ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হও নাই । বলবুদ্ধি ও বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল তেজস্বিতানিবন্ধন মহৎ পদ লাভের বাসনা করিতেছ । তুমি বনবাসী হইয়া

তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিলেও তোমার বান্ধবগণ ঐ কার্যে অনুমোদন করিতেছে না। তোমার একজন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যুবা কামনিমোহিত প্রতিবাসী আছে; সে পাছে তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করে, এই আশঙ্কা প্রতিনিয়ত তোমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। তুমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্তন করিলেও ঐ বাক্য গৌরববিহীন হইয়া থাকে। তোমার একজন পরমাত্মীয় স্বীয় মূৰ্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহাকে মাস্তানা করিতে সমর্থ হইতেছ না। কোন ব্যক্তি তোমাকে প্রথমে তোমার অভিলম্বিত কার্যে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ সতত কার্য্যাস্তরে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিতেছে। তুমি স্বীয় গুণ প্রভাবে লোক-সমাজে পূজিত হইলেও তোমার বান্ধবগণ তাহাদিগেরই প্রভাবে তোমাকে পূজিত জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি লালসা বশতঃ স্বীয় অন্তর্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছ। তুমি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সমুদায়কে স্বীয় গুণ দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। অসং-অবিদ্বান্ ও অল্প ধন হইয়াও বিদ্যাবিক্রম ও দানলভ্য যশোলাভে তোমার বাসনা হইয়াছে। কখন তুমি চিরাভিলম্বিত ফললাভে সমর্থ হও নাই। যখন তুমি কোন বিষয়ে কৃতকার্য হইবার চেষ্টা কর, তখন অশ্রু তোমার সেট বিষয়ের বিষ করিয়া থাকে। তুমি নিরপরাধী হইয়াও অকারণে অন্য কৰ্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছ। তুমি গুণবিহীন

ও নির্দীন হইয়া স্বীয় স্তম্ভবর্গের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি মাধু-দিগকে গৃহস্থ, অমাধুদিগকে বনচারী ও মুক্ত পুরুষদিগকে গৃহবাসে আসক্ত দেখিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মময়ো-চিত্ত বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি মনোমী হইয়া রূপের দত্ত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছ। পাপাত্মাদিগের উন্নতি ও পুণ্যবান্দিগের অবসাদ দর্শন করিয়া তোমার মনে সন্দেহ অনুতাপ হইতেছে। তুমি স্তম্ভবর্গের অনুরোধে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিদিগের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ। অথবা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কুমারগামী ও জ্ঞানবান্দিগকে অজ্ঞিতে-ন্দ্রিয় দেখিয়া তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইতেছে। হে নিশাচর! এই সমুদায়ের অগতর কারণবশতই তোমার শরীর একরূপ কুণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাক্ষস তাঁহার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত মংকার ও অতুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া দিদায় করিল।

পঞ্চবিংশতাপিকশততম

অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শ্রোয়ো-লাভার্থী দরিদ্র এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? উৎকৃষ্ট দান কি? কোন্ স্থলে কিরূপ দান করা

কর্তব্য, আর কাহাদিগকেই বা সম্মান করিতে হয়? আপনি এই সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্বের মহর্ষি ব্যাস আমাদের এই সমস্ত বিষয় গুরুপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমার সমক্ষে তাহা কীর্তন করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। মহাত্মা যম নিয়মপরতন্ত্র ও যোগ-যুক্ত হইয়া তপস্যার মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য দ্বারা দেবগণ, পিতৃলোক, ঋষি, প্রামণ্য ও দিগ্‌গজগণ এবং লক্ষ্মী ও চিত্রগুপ্ত প্রীতলাভ করেন এবং যে শাস্ত্রে সরহস্ত মহাফলজনক ঋষিধর্ম্ম, মহাদানফল ও সর্ব্বযজ্ঞফল কীর্তিত হইয়াছে; যঁহারা সেই কার্য্য ও সেই শাস্ত্র অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দোষশূণ্য ও গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য, একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য, একটি বেষ্টা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেষ্টার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল। সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশুঘাতকের সদৃশ বলিয়া নিদ্রিত হন। অতএব ইঁহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিমিত্ত। সাধু ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত অপবিত্র লোকের নিকট প্রতিগ্রহ না করিয়া ত্রিবার্গ শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যে শাস্ত্রে পিতৃ ও দেবরহস্ত কীর্তিত আছে, সেই দেবরচিত শাস্ত্র শ্রবণ

করিবেন। যে শাস্ত্রে মহাফলজনক সরহস্ত ঋষিধর্ম্ম, মহাযজ্ঞফল ও সর্ব্বদানফল কীর্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন, উত্তমরূপে ধারণ ও অন্বেষণ নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি নারায়ণস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। যে মহাত্মা ভক্তিগহ্বরে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন ও যঁহাদিগের মনঃ পরম পবিত্র, সেই সমস্ত সাধু ব্যক্তির নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অধিকার ও ধর্ম্মজনিত বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকে।

একদা এক দেবদূত মহর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ-পরিবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের সভায় অলঙ্কৃতভাবে গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, সুররাজ! আমি অভীষ্টগুণসম্পন্ন অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের নিদেশানুসারে মহর্ষি দেবতা ও পিতৃগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে তিনটি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা কি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রী-সম্ভোগে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন? কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটি পিণ্ড প্রদান করিতে হয়, আর ঐ তিন পিণ্ড কাহার কাহার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে? উঁহা জ্ঞাত হইতে আমার অতিশয় উৎসুক্য হইয়াছে।

পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যে আমাদের নিকট তিনটি প্রশ্ন করিলে,

আমরা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি এক মাস কাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। আর শ্রাদ্ধকালে অনু-ক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ, দ্বিতীয়টি প্রদান ভার্য়্যাকে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি ছত্ৰাশনে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

দেবদূত কহিলেন, পিতৃগণ! আপনারা জল, পত্নী ও বহ্নিতে পিণ্ড সংস্থাপনের কল্পনা করিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কোন্ দেবতাকে পরিতৃপ্ত করে ও কিরূপেই বা পিতৃগণের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়? প্রাপ্য ভার্য়্য। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্তার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, পিতৃগণ তদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্তার কি শুভকার্য সাধন করিয়া থাকেন এবং যে পিণ্ডটি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা কাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আপনারা এই কয়েকটি বিষয় কীর্তন করুন।

তখন পিতৃগণ কহিলেন, দেবদূত! তুমি যেক্রপ প্রশ্ন করিলে, উহা অতিশয় বিস্ময়কর। আমরা তোমার এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

দেবতা ও মহর্ষিগণ পিতৃকার্যের সতত প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাদের মধ্যে চিরজীবী, পিতৃভক্তিপরায়ণ, স্বয়ম্ভু-প্রতিম, লঙ্কবর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত পিতৃকার্যের বিধি আর কেহই অবগত নহেন। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে। চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্তার পত্নী তাহার নিদেশানু-সারে ভক্ষণ করে, তদ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্তার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্র প্রদান করেন। আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধ কর্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবদূত! তিন পিণ্ড দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয়, আমরা তাহা কীর্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রাদ্ধ দিবসে শ্রাদ্ধ-ভোক্তার যে নিমিত্ত মৈথুন প্রতীক্ষিত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ দিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃ-স্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা এবং স্নাত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশ বৃদ্ধি হয়।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া তুষণীস্তাব অবলম্বন করিলে, বিদ্যুৎপ্রভ নামে আদিত্যের ঞায় তেজস্বী এক মহর্ষি ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবরাজ!

মনুষ্টেরা বিমোহিত হইয়া কীট, পিপীলিকা-
মর্প, মেঘ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তিৰ্য্যাক্-
যোনিগত প্রাণিগণের বিনাশসাধন পূর্বক
যে বিপুল পাপ সঞ্চয় করে, তাহাদিগের
সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি ?
মহিমি বিদ্যাৎপ্রভ এইরূপ প্রশ্ন করিলে
দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহার বাক্য
শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথো-
চিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! যিনি তিন
দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও
পুষ্করতীর্থ স্মরণ পূর্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ
স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরি-
ত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশ-
ধরের ন্যায় তিৰ্য্যাক্‌যোনিবদজ্ঞানিত পাপ
হইতে মুক্ত হন, সন্দেহ নাই ।

দেবরাজ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে,
বিদ্যাৎপ্রভ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, সুররাজ ! আমি এক্ষণে সূক্ষ্মতর
ধম্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । বট-
কষায় ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা অণুলিপ্ত ও স্তবাসিত
হইয়া ক্ষীরের সহিত ঘট্টিক ধাণ্ডের অন্ন
ভোজন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত
হওয়া যায় । একদা বৃহস্পতি ভগবান্ স্মাগুর
নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মনুষ্য
পর্বতে আরোহণ পূর্বক নিরাহার, উর্দ্ধবাহু
ও কৃতাজলি হইয়া আগ্নৈদর্শন করিলে সকল
পাপ হইতে মুক্ত হয় । যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম ও
শীতকালে সূর্য্যের রশ্মিজালে সম্তপ্ত হয়,

তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং
সে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন হয়, সন্দেহ
নাই । মহাত্মা বিদ্যাৎপ্রভ এই কথা কহিয়া
তৃষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র
সুরগণের মণ্ডে অবস্থিত সুরগুরু বৃহ-
স্পতিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগ-
বন্ ! যে ধম্ম মনুষ্টের স্থাবহ এবং যাহা
মনুষ্টের প্রকৃত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া
থাকে, আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ !
যাহারা সূর্য্যাভিমুখী হইয়া মৃত্র পরিত্যাগ
করে, যাহারা বায়ুর প্রতি ঘ্বেষ প্রকাশ
করিয়া থাকে, যাহারা দুহ্ম পানের অভিলাষে
বালবৎসা ধেনুর দুহ্ম দোহনে প্রবৃত্ত হয়
এবং যাহারা হুতাশনে আছতি প্রদান না
করে, তাহাদিগের যে দোষ জন্মে, আমি
তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।
সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনু সমু-
দায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন ।
ইহারা মনুষ্যগণের দেবতা । ইহারাই মনুষ্য-
গণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ।
যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মৃত্র
পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে মড়শীতিবৎ-
সর দুর্ভূত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া
কালষাপন করিতে হয় । যাহারা বায়ুর
ঘ্বেষ করে, তাহাদিগের সমস্তান গর্ভাস্থাব-
স্থাতেই বিনষ্ট হয় । যাহারা প্রদীপ্ত হুতা-
শনে আছতি প্রদান না করে, তাহাদিগের
অগ্নিকার্য্য সময়ে হুতাশন হব্য ভোজন
করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর
দুহ্ম পান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র

উৎপন্ন হয় না । কুলবৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এই সমস্ত পাপের এইরূপ ফল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । অতএব যাহা নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে, আর যাহা কৰ্ত্তব্য, প্রাপণে তাহার অনুষ্ঠানে যত্ববান হওয়া উচিত । এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে যেন আপনাদিগের কদাচ কোন সংশয় না জন্মে ।

শাস্ত্রবিদগণের মহাত্মা স্মরাচার্য্য এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ ! অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কোন্ কার্য্য দ্বারা আপনারা তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন ?

তখন পিতৃগণ কহিলেন, হে মহাত্মগণ ! সৎকণ্ঠশীল মনুষ্যগণের প্রীতি আমরা যে কার্য্য দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকি, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । নীলবর্ণ বৃষের বন্ধনমোচন, বর্ষাকালে দীপদান ও অমাবস্যাতে তিলোদকপ্রদান দ্বারা আমাদের নিকট আনুগ্য লাভ হইয়া থাকে । ঐরূপ দান অক্ষয় ও মহৎ ফলজনক, সন্দেহ নাই । আমরা ঐরূপ দান দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি । যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সম্ভানোৎপাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদি উদ্ধৃতন পুরুষদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ।

পিতৃগণ এই কথা কহিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ ! নীলবর্ণ বৃষের

বন্ধনমোচন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় এবং অমাবস্যাতে তিলোদক ও বর্ষাকালে দীপদান করিলেই বা কি ফল লাভ হইয়া থাকে ?

পিতৃগণ কহিলেন, তপোধন ! যদি নীলবর্ণ বৃষ কোন ব্যক্তিকে কৰ্ত্তব্য মুক্তবন্ধন হইয়া লাঙ্গুল দ্বারা সরোবর হইতে সলিল সমুদ্রত করে, তাহা হইলে সেই সলিল দ্বারা বন্ধনমোচয়িতার পিতৃলোক যষ্টি সহস্র বৎসর তুষ্টিলাভে সমর্থ হন । আর যদি ঐ বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা নগাদির কূল হইতে পঙ্ক সমুদ্রত করে, তাহা হইলে উহার বন্ধনমোচয়িতার পিতৃগণ সোমলোক লাভ করিয়া থাকেন । মনুষ্য বর্ষাকালে দীপ দান করিলে চন্দ্রের স্তায় স্পর্শিত হয় এবং কদাচ তমোত্তমে অভিভূত হয় না । যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তাত্র পাত্রে করিয়া মধুগিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় । তাহাদের সম্ভানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে, এবং তাহাদের বংশ সম্ভান সম্ভতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনুগ্য লাভে সমর্থ হন ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

পিতৃগণ এই কথা কহিয়া ভূমীস্তাব অবলম্বন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবান্ ! কোন্

কার্যের অনুষ্ঠান করিলে আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্তন করুন ।

বিষ্ণু কহিলেন, পুরন্দর ! ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ্য । ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই । যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আমার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্র পূজা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি । যাহারা উৎখাত মূর্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোপ্তিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল বা পাপের লেশ-মাত্রও থাকে না । যাহারা অশ্বথ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীকে পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয় । আমি ঐ সমুদায় পদার্থেই অধিষ্ঠান করিয়া পূজা গ্রহণ করি । যতদিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন অগ্নি আমি ঐ প্রকার পূজাতেই প্রীতি লাভ করিয়া থাকি । যাহারা অশ্বথ বৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাধ্বুত হইয়া অন্য প্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না । স্তবরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই ।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রজাবর্গের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন । আপনি সমুদায় ভূতের প্রকৃতিস্বরূপ । তবে কি নিমিত্ত কেবল বামন ব্রাহ্মণ, সলিলোপ্তিত বরাহ, চক্র, উৎখাত মূর্তিকা ও পাদদ্বয়ের প্রশংসা করিলেন ?

তখন ভগবান্ বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া

কহিলেন, আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিয়াছি ; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৎকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি । যাহারা ঐরূপে আমার পূজা করে, কৃত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই । ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সগাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অগ্রভাগ প্রদান পূর্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয় । যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সূর্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয় এবং পাপের লেশমাত্রও থাকে না । এই আমি পরম গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম । এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, তাহা কীর্তন কর ।

বিষ্ণু এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলে, বলদেব কহিলেন, এক্ষণে মানবগণের এক স্খাবহ রহস্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । নির্দোষ ব্যক্তিরা ঐ রহস্য অবগত না হইয়া নিতান্ত ক্রোশে নিপতিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোপথান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না । অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূত্রের উচ্ছিক্ত স্পর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্তব্য ।

দেবগণ কহিলেন, যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাত্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ত্রুতের

সঙ্কল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীতি
হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদায় কামনা
সফল হয়। অল্পবুদ্ধি মানবগণই ইহার
অনুপ্রাচরণ করিয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়।
উপবাসের সংকল্প এবং বলি প্রদানবিষয়ে
তাত্রপাত্রেই প্রশস্ত। তাত্রপাত্রে করিয়াই
বলি, ভিক্ষা, অৰ্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশে
তিলোদক দান করা কর্তব্য। ইহার অনুপ্রা-
চরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফল লাভ
হয়। আমরা যাহাতে সমুদয় হইয়া থাকি,
এই তাহা কীর্তন করিলাম।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ, স্তুতি-
পাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক,
শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ
বা শূদ্রপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য
প্রদান করা কদাচ কর্তব্য নহে। ঐরূপ
ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণীয় অন্ন প্রদান করিলে
ব্রাহ্মণকর্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হন
না; প্রত্যুত তাহার বংশনাশ হইয়া থাকে।
যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাশ্রয় হইয়া
প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি,
দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতি-
নিরত হন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর
না করে, তাহাকে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্ম-
হত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে
লিপ্ত হইতে হয়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ, গাভী
ও অনলের উপর পদাঘাত করিলে যে
দোষ হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, অবহিত
চিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ,
গাভী ও অনলে পদাঘাত করে, তাহার

অযশের পরিমীমা থাকে না। তাহার
পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাহার প্রতি
বিরক্ত হইয়া থাকেন। হত্যাশন কখনই
তাহার আত্মা গ্রহণ করেন না। তাহাকে
শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং
কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি লাভ হয় না।
অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ,
গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ
কর্তব্য নহে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভাদ্র-
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা ত্রয়োদশীতে গজ-
চ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে
উপবিন্ধ হইয়া পিতৃগণকে পরমাত্র প্রদান
করে, তাহার ত্রয়োদশবৎসরকৃত প্রাঙ্কের
ফললাভ হয়।

গাভীগণ কহিল, যে ব্যক্তি “হে সমস্তে!
হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে মধি!
হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্রমান
হইয়া ব্রহ্মপুত্র ইন্দের বজ্রস্থলে অবস্থান
করিয়াছিলে; তুমি আকাশপপ ও অগ্নিপথে
অবস্থান করিলে, দেবগণ নারদের সহিত
একত্র হইয়া তোমাকে সর্পসহা নাম প্রদান
করিয়াছেন” এই বলিয়া গাভীর অর্চনা
করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে
না। সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ
কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি
পর্ষসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্বোক্ত বাক্য
উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের
লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে
ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। গাভীগণ
এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইল।

ঐ সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সপ্তসহস্রি কমলযোনি ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিজবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! ইহ-
লোকে যে সকল ব্যক্তি সচ্চরিত্র, অগচ
দরিদ্র, তাহাদিগের কিরূপে যজ্ঞফল লাভ
হইবে, তাহা কীর্তন করুন।

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধনগণ !
তোমরা মানবগণের শ্রেয়স্কর অতি উৎকৃষ্ট
গূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে মানব-
গণ যেরূপে যজ্ঞফল লাভ করে, তাহা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি
পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে স্নাত
ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধান পূর্বক
অনারত প্রদেশে নিশ্চিত মঞ্চাদির উপর
শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ
পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফল-
লাভ হয়। হে তপোধনগণ ! তোমরা
আমাকে যে পরম রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে, এই তাহা কীর্তন করিলাম।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয়
হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভি-
মুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি
জল ও স্নতমিশ্রিত আতপতগুল প্রদান
করে, তাহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে
আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। অমা-
বস্ত্রাতে ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপের কথা

দূরে থাকুক, একটীমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষ
ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত
হইতে হয়। অমাবস্ত্রায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা
দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়।
যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ
তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন, দেবগণ
পূর্বকালে তাহার প্রদত্ত হবি পরিগ্রহ
করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশ ক্ষীণ
হইয়া যায়।

শ্রী কহিলেন, যে ব্যক্তির গৃহে মহিলা-
গণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পান
ভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্ততঃ
বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ
পূর্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই
পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন
করেন না।

অঙ্গিরঃ কহিলেন, যে ব্যক্তি সংবৎসর
কাল স্তবর্চনা লতার মূল হস্তে ধারণ পূর্বক
করঞ্জক বৃক্ষের মূলে দীপ প্রদান করেন,
তাঁহার প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত হয়।

গার্গ্য কহিলেন, অতিথি সংকার, যজ্ঞ-
শালায় দীপদান, পুষ্করতীরের নাম কীর্তন
এবং দিবানিত্রা, মাংসভোজন ও গো-
ব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য
কর্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে
মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ
করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিলেও তৎসমুদায়ের ফল ক্ষীণ হইতে
পারে, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরন্তর
পূর্বোক্ত অতিথিসংকারাদি ধর্ম্ম প্রতি-
পালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়

প্রাপ্ত হয় না । কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈব-
কার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পূর্ব উপলক্ষে হবনীয়
দ্রব্য আহরণ করিলে, যদি রজস্বলা, শ্বিত্র-
রোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন
করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাহার
ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ
ত্রয়োদশ বর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন ।
শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্বক পবিত্র মনে ব্রাহ্মণ
দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া
যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া
থাকে, সন্দেহ নাই ।

ধোম্য কহিলেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা,
কুকুট, কুকুর ও আবাস মধ্যে সজ্জাত বৃক্ষ
নিতান্ত অমঙ্গল জনক । যে ব্যক্তির গৃহে
ভগ্ন ভাণ্ড থাকে তাহাকে সতত কলহে
কালতিপাত করিতে হয় ; যাহার গৃহে
ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং
যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুকুট ও কুকুরদিগকে
পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । অতএব
ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং
কুকুর ও কুকুটদিগের পোষণ না করা
সর্ব্বতোভাবে বিধেয় আর বৃক্ষমূলে সর্প ও
বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা স্ততরাং
আবাস মধ্যে বৃক্ষরোপণ করা কদাপি
কর্তব্য নহে ।

যগদগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তির হৃদয়
অপবিত্র, সে এক অশ্রমেধ, শত বাজপেয়
ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান
অথবা অধঃশিরাঃ হইয়া তপস্তা করিলেও
তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় । গনের

শুক্লি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভি-
হিত হইয়া থাকে । পূর্বকালে এক উজ্জ-
বৃত্তি ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধমনে ব্রাহ্মণকে এক
প্রস্থ শস্ত্র দান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ
করিয়াছিলেন ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

বায়ু কহিলেন, আমি এক্ষণে মানব-
গণের সুখাবহ ধর্ম্ম এবং দোষের বিষয়
কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি, সকলে সমাহিত-
চিত্তে শ্রবণ করুন । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশ্রিত
হইয়া ভক্তিপূর্বক বর্ষাকালীন চারি মাস
পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান,
সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহা-
রার্থ পরগাম প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে,
তাহার একশত পশুবন্ধ যাগের ফল লাভ
হয় । এক্ষণে আর এক রহস্য কীর্তন
করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । যে
ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং
স্ত্রীলোক ভ্রমবশত যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট
দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিময়ে কিছু-
মাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি
ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্বাহ করে,
তাহাকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় ;
অগ্নিত্রয় তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন ;
দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি
প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহাকে শূদ্রযোনি
লাভ করিতে হয় । এক্ষণে মানবগণ যে
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপ হইতে

মুক্ত ও সুখী হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । উপবাস করিয়া ভক্তি পূর্বক তিন দিন গোময়, গোমুত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা ছতাশনে আছতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় । যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিভূক্ত হন । এই আমি স্বর্গাভিলাষী মানবদিগের ধর্ম ও অধ্যায়ের বিষয় কীর্তন করিলাম ।

একোত্রিশদধিকশততম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন, যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরজী সংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না । পরজী গমন, বক্ষ্যা জীতে অমুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্যদোষাবহ । যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাশ্রুত হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাঁহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না । অতএব পরজীগমন বক্ষ্যা জীতে অমুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাশ্রুত হওয়া মঙ্গলাকাজক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । শ্রাদ্ধসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা

অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপ-তণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদ-ধিকে পরিবদ্ধিত করা হয় ; সে তেজস্বী ও বলবান হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমাঃ প্রীত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন । এক্ষণে কলি-যুগে মনুষ্যগণের যে যে ধর্ম্ম স্থাবহ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্বক অবগাহন ও শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণ-গণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃ-গণকে মধুগিশ্রিত তিলোদক দীপ ও কুশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় । সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয় । পিতৃগণ তিলোদক দানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন । দীপ ও কুশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আত্মাদের পরিমীমা থাকে না । এই আমি দেবতা ও পিতৃলোকপূজিত মহর্ষিপ্রদর্শিত পুরাতন ধর্ম্ম কীর্তন করিলাম ।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

অনন্তর মহর্ষি পিতৃলোক ও দেবগণ তপঃপরায়ণা ভগবতী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা কহিলেন, ভগবতি ! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রতচারিণী, মচরিত্রা ও তপোবৃদ্ধা ।

এই নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ধর্ম-রহস্য শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলষী হইয়াছি । অতএব আপনি ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্তন করিয়া আমাদের পক্ষে পরি-তুষ্ট করুন ।

তখন অরুন্ধতী কহিলেন, মহানুভব-গণ ! আপনারা যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপঃ পরি-বদ্ধিত হইয়াছে । এক্ষণে আমি আপনা-দিগের অনুগ্রহে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাহাদিগের মনঃ অতিশয় পবিত্র, তাহাদিগের নিকট ধর্মরহস্য প্রকাশ করা কর্তব্য । আর যাহারা অশ্রদ্ধাশ্রিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণ-ঘাতক ও গুরুতল্লাসী তাহাদিগের নিকট ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্তব্য নহে । যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক একটি কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞ-নুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পূর্ণরতীর্থে শত মহত্ব গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না । এক্ষণে মনুষ্য-গণের স্তম্ভাঘ আর একটি ধর্মতত্ত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । যে মনুষ্য প্রভাবে গাত্রোত্থান করিয়া সর্গলের সহিত কুশ-গ্রহণ পূর্বক গৌশূদ্র অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গৌশূদ্রস্থলিত মলিল আপ-নার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণ-সেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই । অতএব পরম

শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । মহানুভাব অরুন্ধতী এই কথা কহিবামাত্র তত্ত্বত্যাগবতী দেবতা, পিতৃ-লোক ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ভগবান্ প্রজাপতি তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি অত্যাশ্চর্য্য ধর্মরহস্য কীর্তন করিয়াছ । অতএব আমি প্রীতমনে বরপ্রদান করিতেছি, তোমার তপস্যা প্রতিনিয়ত পরিবদ্ধিত হউক ।

যম কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি যে ধর্ম-তত্ত্ব কীর্তন করিলে, তাহা পরম রমণীয়, সন্দেহ নাই । এক্ষণে চিত্রগুপ্ত যাহা কহিয়াছেন, আমার প্রীতিকর সেই সমস্ত ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ কর । মহর্ষি ও অন্যান্য মনুষ্যদিগের শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সমু-দায় শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য । এই জীব-লোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য মঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না । ঐ সমুদায় পর্বকালে সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে । মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে সূর্য্যদেব তাহার শুভাশুভ কার্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় । অতঃপর যদ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মমঞ্চয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্য মতত পানীয়, দীপ, পাছুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিলে । পূর্ণর তীর্থে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম

যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কৰ্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই যত্নমুখে নিপাতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়। তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্তি হওয়া তাহাদের কোন রূপেই সাম্যায়ত্ত নহে। অতএব ইহলোকে যে কার্য করিলে পরলোকে ঐ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহার উপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পানীয়দানই ঐ বিপদ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়। উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। ঐহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রমলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের আয় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রদীপ দান করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি দীপদান করেন, তাঁহাকে আর তমোগয় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না। চন্দ্র, সূর্য ও হতাশন তাঁহাকে অতুৎকৃষ্ট প্রভা দান করিয়া থাকেন। দেবগণ তাঁহার চতুর্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের আয় প্রভাসম্পন্ন হন। অতএব মনুষ্য-মাত্রেয়ই দীপদান করা অশস্ত্র কৰ্ত্তব্য। অতঃপর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলাদান,

নিশেষত পুষ্করতীর্থে কপিলাদানের ফল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি পুষ্কর তীর্থে কপিলা দান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত এক শত গাভী দানের ফল লাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান ব্রাহ্মহত্যা সমূহা ভীষণ পাতক সমুদায় বিলুপ্ত করিয়া থাকে। অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলা দান করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাটুকায়ুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা নিঘ্ন কিছুই থাকে না। যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়া লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

তখন ভগবান্ দিবাকর যমের মুখে চিত্রগুপ্তকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিলেন। যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোপ্ত, পরদার-পরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জায়াজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত পাপরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত। তাহারা অতিশয় কদাচারী, তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্ত-রিত হইয়া নিশ্চয়ই পৃথশোণিতভোজী

কুসির আয় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, স্নাতক, ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান হইবেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর দেবতা, পিতৃলোক ও মহামিগণ প্রমথদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিশাচর প্রমথগণ! তোমরা কিরূপ উচ্ছিক্ত শরীর, অপবিত্র ও নীচ ব্যক্তিদিগের হিংসা কর। লোকে কি কি কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমাদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তোমরা সমুদায় গৃহে উপদ্রব করিতে পার না। এই সকল ব্রতান্ত্র প্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তোমরা ঐ সমুদায় সবিস্তরে কীর্তন কর।

তখন প্রমথগণ কহিল, যাহারা স্ত্রী-সন্তোদিগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশত অবৈধ মাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিসংস্থাপন, জলে স্বেয়াপ্রভৃতি অপ-বিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপন-স্থানে পদ ও পদসংস্থাপন স্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুচ্ছিদ্রগম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই আমাদিগের বধ্য ও ভক্ষ্য। আমরা তাহা-দিগকেই সর্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গো-রো-

চনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা মস্তকে স্নাতমিশ্রিত আতপতঙ্গুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, আমরা কখনই তাহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চৰ্ম্ম ও দন্ত, গিরিগুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, অস্মাদৃশ পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এই আমরা আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ঐ যে অবিদূরে রসাতলবাগী তেজস্বী মহানাগ অবস্থান করিতেছে, উহার নাস রেণুক। যদি তোমাদিগের ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে সমুদায় মহাবলপরাক্রান্ত মহাগজ শৈলকানন সমা-কীর্ণা পৃথিবী ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট রেণুককে প্রেরণ কর। রেণুক তাহাদের নিকট গমন করিলেই সমুদায় সূক্ষ্ম ধর্ম অবগত হইয়া তোমাদের নিকট কীর্তন করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেব-গণ অবিলম্বে মহানাগ রেণুককে দিগুগজ-দিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন

রেণু ক তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহাগজগণ ! আমি দেবতা ও পিতৃগণের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি ; অতএব আপনারা আমার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্তন করুন।

তখন দিগ্গজগণ রেণুককে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহানাগ ! কার্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্লেষা নক্ষত্রের যোগ হইলে ক্রোধবিহীন হইয়া প্রাদ্ধান্যপূর্ণক সায়ংকালে “অনন্ত প্রভৃতি মহাবলপরা-ক্রান্ত অক্ষয় নাগ সমুদায় ও তাহাদিগের বংশোদ্ভব ভূজঙ্গমগণ আমার বল ও তেজঃ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে বলি প্রদান করুন এবং ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে যেরূপ বলশালী হইয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ বল লাভ হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বলীকোপরি হস্তিপলাশপুষ্প, নীলবস্ত্র ও নীলাম্বুলপনের সজ্জিত গুড়তণ্ডুল বলি প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে রসাতলবাসী ভূভারপীড়িত প্রাণিগণের নিতান্ত প্রীতি লাভ হয় এবং আমাদিগেরও ধরাধারণজনিত পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। আমাদিগের মতে ঐ প্রকার বলিপ্রদানের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি সংবৎসরকাল ঐরূপে বলি প্রদান করেন, তাঁহার ত্রিলোকবাসী মহাবলপরা-ক্রান্ত নাগসমুদায়ের শত বৎসর আতিথ্য

করা হয় এবং তিনি অনায়াসে প্রভূত ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন।

মহাগজ রেণুক দিগ্গজদিগের মুখে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ঋষিগণের নিকট গমন পূর্বক উহা নিবেদন করিলে, তাঁহারা উহার যথোচিত সংকার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, হে মহানুভবগণ ! তোমরা ধর্ম্মের সারাংশ কীর্তন করিলে। এক্ষণে আমিও কিঞ্চিৎ ধর্ম্মতত্ত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা ধর্ম্মবুদ্ধিপারায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্, তাঁহাদিগের নিকটই সরহস্ত মহাফল ধর্ম্ম কীর্তন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি এক মাস প্রশস্তমনে গোসমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবার মাত্র ভোজন করে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। উহারা দেবতা, অমর ও মনুষ্যগণ-সমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্যপ্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্ম লাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার নিকটবর্তী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সংকার করিয়া আমাকে একটী বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। অত্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বংসস্থানে অবস্থান করিতেছে।

আগি নিরন্তর গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি । অতঃপর সর্বদা গোসমুহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য । উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায় । যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে এক দিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

কার্তিকেয় কহিলেন, এক্ষণে আগি স্বীয় অভিপ্রেত ধর্ম কীর্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মুক্তিকা গ্রহণ পূর্বক স্বীয় কলেবরে মর্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না ; সে সর্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়া থাকে এবং যত বার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, তত বারই বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয় । এক্ষণে আর এক ধর্মরহস্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাব্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্কাম গ্রহণ পূর্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারবয়, সাধা, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, বায়ু, ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবদ্ধিত হন । এই আগি পরমসুখাবহ ধর্মরহস্য কীর্তন করিলাম ।

বিস্মু কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাপারিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক একতানমনে

দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিষ, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না ; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদন্ত হব্য কব্য ভোজন করেন । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্মরহস্য কীর্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন এবং ধর্মো তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয় । লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্মরহস্য শ্রবণ মাত্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই আগি তোমার নিকট সর্বদেবপূজিত ব্যাসনিদ্ভিক্ত দেবগণের ধর্মরহস্য কীর্তন করিলাম । ইহার রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে । ভক্তিনিষ্ঠান, নাস্তিক, ধর্মভ্রষ্ট, নির্দয়, হেতুবাদনিরত, গুরুদ্বন্দ্বিতা ও আত্মভ্রমি ব্যক্তির নিকট ইহা কীর্তন করা কদাপি কর্তব্য নহে ।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুপিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের অন্ন ভোজন করা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন ; কিন্তু কৃষ্ণাশ্রিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে । বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাডু-

শাস্ত্রানিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঈহারা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ঈহাদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয় । ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঈহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয় । ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিগাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই । কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ । তাহার অন্ন ভোজন করা কদাচ কর্তব্য নহে । যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাণ্যক, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং ঈহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করান, তাঁহারা সকলেই শূদ্রভূগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে ঈহারা ঈহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুকুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজঃ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা, পুংচলীর অন্ন মূত্র, বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও নিম্নিত ব্যক্তির অন্ন শোধিতমদুশ ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্তব্য । খেলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় । ব্রাহ্মণ অসংকৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার গীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয় ; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্তব্য নহে । পুরাণ্যকের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে ; গোহস্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্লাগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকূলে এবং অর্পিতধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট যাহার অন্ন ভোজন করা কর্তব্য এবং যাহার অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি প্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুদিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ । আপনি ভোজ্যভোজ্যের বিষয় নির্দেশ করিলেন । এক্ষণে আমার আর একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা ছেদন করুন । ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভোজ্য ও হব্য কব্য প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাদের পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

ভীষ্ম কহিলেন, মৰ্য্যরাজ ! এক্ষণে তুমি আমার নিকট যে প্রার্থা করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিত মনে শ্রবণ কর । ব্রাহ্মণ, দ্বিত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সান্বিতী উচ্চারণ পূর্বক ছতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন । তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয় কাল-পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন । স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন । ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে । ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয় । ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও চুর্ণ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সান্বিতী জপ করা কর্তব্য । প্রেতোদ্দেশে পাটকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিত চিত্তে শতবার সান্বিতী জপ করা বিধেয় । গ্রহোদ্দেশে দত্ত জন্মা-শৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতি-গ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনাশ হয় । যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, -জপামুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ অপরাক্ষে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রযুক্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাক্ষে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে । যিনি মৃত্যুশৌচের তৃতীয়

দিবসে মৃত্যুশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকে হবি প্রদান পূর্বক শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । যিনি মৃত্যুশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সান্বিতী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ এবং রেবতী যাগ ও কুশ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন । যিনি মৃত্যুশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ্ বিনষ্ট হয় । যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই । যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন । শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত এক-পাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে । অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্তব্য । এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সান্বিতী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুশ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা দূর্বা ও হরিদ্রা

প্রভৃতি মঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত ; তাহা হইলেই ঐ পাপের শাস্তি হয় ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান ও তপস্যা এই উভয় দ্বারাই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে ইহলোকে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! দান ও তপস্যা উভয়ই তুল্যফলপ্রদ । এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত তপঃপরায়ণ নরপতিগণ দান দ্বারা যে সমুদায় লোক লাভ করিয়াছেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহর্ষি আত্রেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন । উশী-নরপুত্র নরপতি শিবি ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় পুত্র প্রদান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । কালীপতি প্রতর্দন ব্রাহ্মণার্থ স্বীয় তনয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার যশোরশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সংকৃতিনন্দন রস্তিদেব মহাত্মা বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন । মহাত্মা দেবাস্বধ ব্রাহ্মণকে একশত কাঞ্চনময় শলাকা-সংযুক্ত ছত্র প্রদান করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন । নরপতি অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন । জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য ঘন এবং মহারথ কর্ণ ব্রাহ্মণকে স্বীয় কুণ্ডল প্রদান করাতে তাঁহাদিগের অতি

উৎকৃষ্ট লোক লাভ হইয়াছে । রাজর্ষি যমাদর্ভি ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন ও রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে স্নখসম্ভোগ করিতেছেন । বিদর্ভাধিপতি নিমি মহাত্মা অগস্ত্যকে স্বীয় কন্যা ও রাজ্য প্রদান করিয়া বক্ষুবাক্ষববর্গের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন । জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করাতে তাঁহার প্রার্থনাদিক উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় লাভ হইয়াছে । অনারুষ্টি সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ জীবগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া অক্ষয় স্নখসম্ভোগ করিতেছেন । দশরথ-তনয় রাম যজ্ঞে প্রভূত অর্থ দান করিয়া-ছিলেন বলিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়া-ছেন এবং অগ্ন্যপি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা উদ্ভটীন হইতেছে । নরপতি কক্ষগেন মহাত্মা বশিষ্ঠকে ধনদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে । করক্ষগের পৌত্র বীকিতের পুত্র মহাত্মা মরুত মহর্ষি অঙ্গিরাকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন । পাঞ্চালপুত্র পরম ধার্ম্মিক নরপতি ব্রহ্মদত্ত মহানিধি শত্ৰু প্রদান করিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন । রাজা মিত্রগহ মহাত্মা বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা মদয়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন । মনু-পুত্র মহাত্মা প্রচ্যক্ষ ধর্ম্মানুসারে লিখিতকে চৌরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হই-য়াছে । মহাযশাঃ রাজর্ষি মহেন্দ্রচিৎ ব্রাহ্ম-ণার্থ স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় সম্ভোগ করিতেছেন। মহীপতি শতদ্রুম মহাজ্ঞা মৌদগল্যকে নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ হিরণ্য গৃহ, মহাজ্ঞা ভূমন্ত্য শাণ্ডিল্যকে পর্বতাকার রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য, শল্যরাজ্য ত্র্যম্বকানু খাচীককে রাজ্য, রাজসি মদিরাশ্ব হিরণ্যহস্তকে স্বীয় স্তমধ্যমা কন্যা, নরপতি লোমপাদ শম্বশৃঙ্গকে অভিলম্বিত অর্ধ ও শান্তানাম্নী তনয়া এবং রাজসি ভগীরথ কৌৎসকে হংসীনায়ে যশঃস্বিনী কন্যা ও কোহলকে এক লক্ষ সবৎসা গাভী প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

হে ধর্মরাজ ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাজ্ঞা দান ও তপস্যা প্রভাবে বারংবার স্বর্গে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যে সকল গৃহস্থ দান ও তপস্যাবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় পরাজয় করিয়াছেন, যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তাঁহাদিগের কীর্তি অক্ষয় হইবে। এই আমি তোমার নিকট শিষ্টাচারিত ধর্ম কীর্তন করিলাম। পূর্বোক্ত নরপতিগণ কেবল দান, যজ্ঞ ও সম্ভানোৎপাদন দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমিও সতত দানযজ্ঞাদি কার্যে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অন্য কোন সন্দেহ থাকে, কল্যাণ তাহা ভঞ্জন করিব।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্মরাজ যুগিষ্ঠির ভীষ্ম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রজনীযোগে বিশ্রামার্থ গমন

করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইবাগাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ ! দান-প্রভাবে যে সমুদায় নরপতি স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কয়প্রকার ? তাহার ফল কি ? কাহাদিগকে দান করা কর্তব্য এবং দান করিবার কারণই বা কি ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! সমুদায় বর্ণকে অর্থদান করিবার প্রথা যথার্থরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণ নিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশৃম্ব হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখ লাভ হয়। ইহাকেই ধর্মনিমিত্তক দান কহে। আমাকে দান করিতেছেন, আমাকে দান করিবেন ও আমাকে দিয়াছেন, অর্থাৎ দিগের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে অর্থনিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধ-প্রযুক্ত আমার অনিষ্ট সাধন করিবে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে ভয়নিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার সম্ভাব আছে, উহাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্তব্য ; এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্বক বয়স্ককে যে দান করা যায়, তাহাকে কামনিমিত্তক দান

কহে । আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উগাকে অল্প-
মাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সম্মুখ হইবে ।
এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশত যে দান
করা যায়, তাহাকে কারুণ্যনিমিত্তক দান
কহে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! শাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ দান
নির্দিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ দান করিলে
পুণ্য ও কাক্তি পারিষদ্বিত হয় । ভগবান্
প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথামাধ্য দান করা
সকলেরই অবশ্য কর্তব্য ।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি
আমাদিগের কুলপ্রদীপ । কোন শাস্ত্রেই আপ-
নার অবিদিত নাই । আমাদের জ্ঞাতি ও
বান্ধবগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন ; এক্ষণে
আপনিই আমাদের একমাত্র উপদেষ্টা ।
অতঃপর আপনার নিকট ধর্ম্মার্থসংযুক্ত
পরিণামসুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত
হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ।
অতএব যদি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের
প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে
আপনি আমাদের হিতার্থ এই আপনার
সম্মানকারী সর্বপার্থিব-পূজিত মহাত্মা মধু-
সূদন ও এই সমুদায় নরপতির সমক্ষেই
উহা কীর্ত্তন করুন ।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইকথা কহিলে,
মহাত্মা শান্তনুতনয় মনোবাক্যে তাঁহাকে
কহিলেন, বৎস ! পূর্বের আমি এই মহাত্মা

বাসুদেব ও ভগবান্ ভবানীপতির যেরূপ
মহাত্ম্য অবগ করিয়াছিলাম এবং রুদ্ধ ও
রুদ্ধাগ্নির যেরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল,
এক্ষণে সেই বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর । পূর্বের কোন পর্বতে
এই ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব দ্বাদশ বাসিক
কঠোর ত্রৈতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ
সময়ে নারদ, পর্বত, বেদব্যাস, ধৌম্য,
দেবল, কাশ্যপ ও হস্তিকাশ্যপ প্রভৃতি
অসংখ্য দীক্ষাম্পন্ন মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ
স্ব স্ব শিষ্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহার মহি-
মাকাক্ষ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত
হন । ইনি সেই দেবতুল্য মহর্ষিগণকে
সমাগত দেখিয়া শ্রী তমনে তাঁহাদিগের যথো-
চিত সৎকার করিলেন । তখন তাঁহার
কেহ কেহ হরিদ্রণ, কেহ কেহ স্তবর্ণ বর্ণ,
কেহ কেহ ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও কেহ কেহ বা
অন্যান্য প্রকার নূতন আমনে উপবিস্ত হইয়া
পরস্পর শ্রী ত মনে ধর্ম্মবিসয়ের আলোচনা
করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে মহাত্মা মধু-
সূদনের যুগ হইতে চত্বাং ত্র্যক্ষর্য্যজনিত
তেজোরশি বিনির্গত হইয়া তত্রত্য রাজর্ষি,
মহর্ষি ও দেবগণের সমক্ষেই সেই অসংখ্য
মুগপক্ষিপাদ সংবলিত বৃক্ষলতাদিগমাকীর্ণ
পর্বত দগ্ধ করিতে লাগিল । পর্বতবাসী
প্রাণিগণ দারুণ দহনদাহে নিচেতন প্রায়
হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল ।
অনন্তর সেই স্তম্ভাকর বহিঃ ক্রমে ক্রমে সেই
পর্বতের শিখরসমুদায় ভস্মীভূত করিয়া
শিষ্টের ন্যায় এই বাসুদেবের নিকট সমুপ-
স্থিত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে অবনত হইল ।

তখন ভগবান্ মধুসূদন সেই পৰ্ব্বতকে দক্ষ-
প্রায় দেখিয়া দয়ার্জচিত্তে উহার প্রতি স্নিগ্ধ-
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহুদেব দৃষ্টিপাত
করিবামাত্র পৰ্ব্বত পূৰ্ব্ববৎ পুষ্পিত রুক্ষ-
লতাতে সমাকীর্ণ এবং পক্ষী, শ্বাপদ ও
সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুসমুদায়ে পরিপূর্ণ
হইল।

এ সময় মহর্ষিগণ সেই অচিন্তনীয় অত্যা-
শ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া
বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ভক্তিতে অশ্রুসোচন
করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাহুদেব তাঁহা-
দিগকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মধুর বাক্যে
কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনারা
নিঃশঙ্ক, নিঃশয় ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও
এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন কেন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, প্রভো! আপনি
হইতেই লোকসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহার
হইতেছে, আপনিই শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাস্বরূপ
এবং ইহলোকে যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম
বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনিই তৎসমুদায়ের
পিতা, মাতা, প্রভু ও উৎপত্তির কারণ,
সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার মুখ হইতে
হতাশন নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা
নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি; অতএব
আপনি অগ্রে এই বহুর উৎপত্তির কারণ
আগাদিগের নিকট কীর্তন করুন; পরে
আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎ-
সমুদায় আপনার নিকট নিবেদন করিব।

তখন বাহুদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ!
প্রলয়কালীন হতাশনের ন্যায় যে তেজঃ
আমার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া এই

পৰ্ব্বতকে দক্ষ করিল, উহা বৈষ্ণব তেজঃ।
আপনারা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও দেব-
তুল্য হইয়াও এই তেজোদর্শনে উদ্ভিন্ন হইয়া-
ছেন। আমি ব্রহ্মাচার্য্য আশ্রয় করিয়াছি
বলিয়াই আমার মুখ হইতে বহিঃ সমুদ্রত
হইয়াছে; অতএব আপনারা উদ্বেগ পরি-
ত্যাগ করুন। আমি আত্মতুল্য পুত্রলাভের
বাসনায় এই পৰ্ব্বতে সমুপাশ্রিত হইয়া এই
কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমার
দেহস্থিত আত্মা অগ্নি রূপে বিনির্গত হইয়া
সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট
গমন করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার নিকট
মহাদেবের তেজের অঙ্কাংশ আমার পুত্র-
রূপে পরিণত হইবে শ্রবণ করিয়া আমার
সমীপে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের ন্যায় আমার
পাদদ্বয় বন্দন পূর্বক শান্তভাবে অবলম্বন
করিয়াছে। এই আমি আপনাদিগের নিকট
স্বীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সনিস্তরে কীর্তন করিলাম;
আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপ-
নারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ।
আপনাদিগের গতি কুত্ৰাপি প্রতীত হয়
না। অতএব এক্ষণে আপনারা আকাশে বা
পৃথিবীতে যে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন
করিয়াছেন, তাহা কীর্তন করুন। আমি
আপনাদিগের বদনবিন্যাস্ত বচনশ্রুতি পান
করিতে নিতান্ত অভিলষী হইয়াছি। আমি
স্বীয় অপ্রতীত প্রকৃতিপ্রভাবে কি পৃথি-
বীস্থ কি স্বর্গস্থ সমুদায় অদ্রুত বিষয়ই অব-
গত হইতে পারি যথার্থ বটে, কিন্তু আমি
আপনার প্রকৃতিপ্রভাবে যাহা অবগত হই,
তাহা আমার আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

বিশেষতঃ সাধু ব্যক্তির। যে সমুদায় বাক্য কীর্তন করেন, তৎসমুদায় অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং পাশাণলিপির ন্যায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত আপনাদিগের মুখ-
বিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । আমি আপনাদিগের মুখে লোকের নির্মলবুদ্ধিপ্রদ বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিব, সন্দেহ নাই ।

এই মহাত্মা বাসুদেব তৎকালে মূনি-
গণকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কিস্তি-
বিন্দু হইয়া কেহ ইহার পূজা ও কেহ ইহার
স্তব করিতে করিতে ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাঁহারা সকলে
একবাক্য হইয়া তপোধনাত্মক দেবমি
নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবান্ !
আমরা তীর্থযাত্রাকালে হিমালয় পর্বতে যে
অচিন্তনীয় বিষয় দর্শন করিয়াছি, আপনি
আমাদিগের হিতার্থ এই মহাত্মা বাসুদেবের
নিকট তাহা আত্মোপাস্ত কীর্তন করুন ।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মহর্ষিগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে,
নারায়ণস্বরূপ দেবমি নারদ হরপার্বতী-
সংবাদ কীর্তন করিতে অভিলাষ করিয়া
কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মাধব !
পূর্বে ভগবান্ ভূতনাথ সিদ্ধ, চারণ, কিস্তর,
যক্ষ, রাক্ষস, অঙ্গরা, গন্ধর্ব ও প্রমথগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ ওষধি পুষ্পসমা-
যুক্ত, অতি রমণীয় পুণ্ড্রাশ্রম হিমালয় পর্বতে
তপস্বী করিয়াছিলেন । ঐ সময় তাঁহার

নিকট যে সমুদায় ভূত ছিল, তাহাদিগের
মধ্যে কেহ কেহ শিকটাকার, কেহ কেহ
দিব্যমূর্তি, কেহ বা অতি কদাকার, কেহ
কেহ সিংহ, কেহ কেহ ব্যাঘ্র ও কেহ কেহ
বা হস্তীর ন্যায় আকারসম্পন্ন এবং কেহ
কেহ শৃগাল, কেহ কেহ স্বীপি, কেহ কেহ
ভল্লুক, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ উল্লুক,
কেহ কেহ শুক, কেহ কেহ শ্যোন, কেহ
কেহ মৃগ ও কেহ কেহ অগাণ্ড পশুর ন্যায়
মুখবিশিষ্ট । ভগবান্ ভূতনাথ যে আশ্রমে
বাস করিতেন, তাহা অসংখ্য মহোরগ, দিব্য
পুষ্প, দিব্য জ্যোতি, দিব্য ধূপ, গন্ধ, অতি
উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গ, পণব ও বিবিধ ভেরী শব্দে
পরিপূর্ণ ছিল । উহার কোন দিকে ভূগগণ
ও কোন দিকে অঙ্গরোগণ ও কোন দিকে
ময়ূরগণ নৃত্যকার্য্যে ব্যাপ্ত ছিল এবং
কোথাও বা ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া
গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছিল । মহাত্মা
মুনিগণ, উদ্ধীরেতাঃ সিদ্ধগণ এবং মরুৎ, বসু,
সাপ্য, ছতানন, বায়ু, বিশ্বদেব, যক্ষ, নাগ,
শিশাচ ও লোকপালগণ সকলেই সমাহিত-
চিত্তে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন । সমু-
দায় ঋতু সর্বদা তথায় বিরাজমান ছিল ।
ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া একেবারে সেই
বনকে আলোকময় করিয়াছিল এবং শুক্ল
বিহঙ্গমগণ স্তমধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে
করিতে আফ্লাদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-
ছিল । ফলতঃ মহাত্মা দেবদেবের তপঃ-
প্রভাবে ঐ পর্বতের শোভার আর পরি-
মীমা ছিল না । ঐ সময় আমরা তীর্থযাত্রা-
প্রদক্ষে একদা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

ভগবান্ ভূতনাথকে মন্দর্শন করিতে গিয়া-
ছিলাম। তৎকালে জীবগণের অভয়দাতা,
দৈত্যসংহারকর্তা, হরিংবর্ণ শ্মশ্রুতমণ্ডিত,
জটাজুটধারী ভগবান্ ব্রহ্মভদ্রজ ব্যাঘ্রচন্মের
পরিদেয়, সিংহচন্মের উত্তরীয়, সর্পের
যজ্ঞোপবীত ও লোহিতবর্ণ অঙ্গদ ধারণ
করিয়া সেই বিচিত্র দাতুশোভিত পর্যাক্ষ-
সদৃশ গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা
তাঁহাকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া একে-
বারে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলস্রুতা পান্ডবী মহা-
দেবের আয় বস্ত্রপরিধান পূর্বক সমুদায়
তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া
প্রমথপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুষ্পরুষ্টি
করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন
করিতে লাগিলেন। আগমনকালে গিরিনদী
সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এই
রূপে তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে
ক্রমে মহাদেবসম্মিলনে সমুপস্থিত হইয়া
পরিহাসচ্ছলে ঈশং হস্ত্যবদনে স্যায় কর-
তল দ্বারা সহসা প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় সমা-
চ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমা-
চ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদায় ভ্রগৎ অন্ধকারময়
এবং হোম ও বসট্কার শূন্য হইল। সন্ধ্যা
লেক্সই মনঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।
অনন্তর সহসা মহাত্মা মহাদেবের ললাট-
দেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ভওমদৃশ
নেত্র সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত
জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে
সমুদায় অন্ধকার বিনাশ পূর্বক হিমালয়
পার্বত্য দক্ষ করিতে লাগিল। তখন যুগমু-

দায় ভয়ে পলায়ন পূর্বক মহাদেবের নিকট
আগমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।
ক্রমে ক্রমে সেই দ্বাদশাদিবাকর সন্নিভ,
যুগান্তকালীন দহনসদৃশ ভীষণ হতাশন
একেবারে গগনস্পর্শী হইয়া অচিরাৎ বিবিধ
বাতু, শিখর ও বনোমধির সহিত হিমালয়
পার্বত্যকে ভস্মমাৎ করিয়া ফেলিল। ঐ
সময় শৈলরাজপুত্রী পার্বতী হিমালয়কে
তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃতাজলিপুটে
মহাদেবের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। তখন ভগবান্ ভূতপতি পার্বতীর
ক্ৰীড়াভাবস্বলভ মুদুভাব এবং পিতার দুঃ-
বস্থা দর্শননিবন্ধন কাতরভাব অবলোকন
করিয়া শ্রীতিপ্রফুল্লনয়নে হিমালয়ের প্রাতি
দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ্বর দৃষ্টিপাত
করিবামাত্র হিমালয় পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও
পূরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তখন পতিপরায়ণা পার্বতী স্বীয় পিতা
হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভূতভাবন
ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত আপনার ললাটে
তৃতীয় নেত্র সমুৎপিত হইল এবং কি নিমিত্তই
বা আপনি আমার পিতা হিমালয়কে বৃক্ষ-
লতাদির সহিত দন্ধ করিয়া পুনর্বার
প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই দিময়ে আমার
নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব
আপনি উহা আমার নিকট স বিশেষ কীর্তন
করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দোষ! তুমি অজ্ঞান-
বশত হস্তদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় সমারত
করাতে, সমুদায় লোক আলোকবিহীন ও

বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উভাদের রক্ষার নিমিত্তই এই সমুজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার এই নেত্রেরই তীক্ষ্ণতেজে তোমার পিতা তিমালয় দগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তোমার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! কি নিমিত্ত আপনার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মুখ চত্বেদ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং দক্ষিণ দিকের মুখ অতি ভীষণ হইল? আপনার জটা সমুদায় কপিল বর্ণ ও উজ্জ্বল হইল কেন? আপনার কণ্ঠদেশ যে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি এবং আপনি কি নিমিত্তই বা পিনাকপাণি, জটিল ও ত্রক্ষচারী হইলেন? এই সমুদায় বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়াছি; অতএব আপনি এই একান্ত অনুরক্ত সহ-দম্বিণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সমুদায় মনিস্তরে কীর্তন করুন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শৈলরাজহুহিতা এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ত্রক্ষা সমুদায় রত্ন হইতে তিল তিল প্রমাণ সারাংশ গ্রহণ

করিয়া তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদা সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আমাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলାষী হইলাম; স্ততরাং যে যে দিকে গমন করিল, যোগবলে সেই সেই দিকে আমার স্বেচ্ছাকৃত বদন নির্গত হইল। এইরূপে সেই তিলোত্তমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্মুখ হইয়াছি। আমি পূর্ব্বমুখ দ্বারা ইন্দ্রকে শাসন, উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া পশ্চিম মুখ দ্বারা প্রাণিগণের স্তম্ভ সমুদ্বিগ্ন সম্পাদন ও এই ভয়ঙ্কর দক্ষিণ-মুখ দ্বারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকি। আমি লোক সমুদায়ের হিতসামান্য জটিল ও ত্রক্ষচারী এবং দেবগণের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত পিনাকপাণি হইয়াছি। পূর্ব্ব দেবরাজ আমার শ্রীলাভের বাসনায় আমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বজ্রের তেজে আমার কণ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া যায়; এই নিমিত্ত আমি তদবধি নীলকণ্ঠ হইয়াছি।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাহন নিগ্ৰহমান থাকিতে, বৃহত্ত আপনাবাহন হইল কেন?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! পূর্ব্ব সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ত্রক্ষা পয়স্বিনী সুরভীর সৃষ্টি করিবার পর ঐ সুরভীর বংশে অসংখ্য গাভী সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে

উধাদের সকলেরই বর্ণ এক প্রকার ছিল। অনন্তর একদা ঐ সুরভীর বৎসের মুখ-
বিনির্গত ফেন সমুদায় আমার গাত্রে নিপ-
তিত হওয়াতে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোসমু-
দায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম।
তাহাতেই গোসমুদায় আমার ক্রোধানলে
দগ্ধ হইয়া বিবিধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ
সময় অর্থতত্ত্ব ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ক্রুদ্ধ
দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্বক আমার বাহনের
নিমিত্ত এই রুমভ প্রদান করিয়াছিলেন।
সেই নিমিত্তই আমি অগ্ৰাণ্য বাহন পরি-
ত্যাগ পূর্বক রমে আরোহণ করিয়া থাকি।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! দেবলোকে
পরম রমণীয় বাসস্থান সমুদায় নিদ্রমান
থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত কপাল, কেশ,
অস্ত্র, মাংস, শোণিত, বসা ও অস্ত্র সমূহে
সমাকীর্ণ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, চিতানলপরি-
ব্যাপ্ত, অপবিত্র শ্মশানে বাস করেন ?

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! আমি পবিত্র-
স্থান অন্বেষণ করিয়া অত্ৰাপি সমুদায় পৃথিবী
পর্যটন করিয়া থাকি ; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা
কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান
হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশানে বাস করিতে
আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বিশে-
ষত আমার ভূতগণ ন্যেগ্রোধশাখাসমাচ্ছন্ন
ছিন্নমাল্যবিভূষিত শ্মশানেই বিহার করিয়া
থাকে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া
অন্য স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই
ইচ্ছা হয় না। ফলত আমার মতে এই
শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত
দুর্লভ। পবিত্রস্থানলাভাকাজক্ষী মহাত্মারা

এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্বদা বাস
করিয়া থাকেন।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! ধর্মের
লক্ষণ কি এবং লোকে কিরূপে উহার
অনুষ্ঠান করিবে ? এই সমুদায় বিষয়ে
আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে ;
অতএব আপনি আমার ও এই সমুদায়
তপোঅনুষ্ঠাননিরত বিবিধ বৈশ্যাসন্য মহাসি-
হিতসাধনের নিমিত্ত ঐ বিষয় কীর্তন
করুন।

দেবী পার্বতী এই প্রশ্ন করিবামাত্র
আমরা বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে
স্তব করিতে লাগিলাম। তখন মহেশ্বর
পার্বতীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
দেবি ! অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব-
ভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহস্থ-
দিগের প্রধান ধর্ম। ঐ গার্হস্থ্য ধর্ম, পর-
দার বিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্ত বস্তুর
গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই
পঞ্চবিধ ধর্ম সমুদায় ধর্মের মূল। অগ্ৰাণ্য
ধর্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্মের শাখা-
স্বরূপ। ধর্মপরায়ণ মহাত্মারা বহুসহকারে
এই সমুদায় ধর্ম পালন করিবেন।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! ব্রাহ্মণ,
কৃত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের ধর্ম
পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা
হইতেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্তন
করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! ব্রাহ্মণগণ
পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ। উপবাসই উহা-
দিগের পরম ধর্ম। ইহার ধর্মার্থসম্পন্ন

হইলে ব্রহ্মের স্বরূপস্থলাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রহ্মাণ্য লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মাণ্যগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

তখন উমা কহিলেন, ভগবন্ ! চারি-বর্ণের ধর্ম্মবিষয়ে আমার মহা সন্দেহ আছে; অতএব বিস্তারিত রূপে উহা আপনাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

মহেশ্বর কহিলেন, পার্শ্বতি ! ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ, হোমানুষ্ঠান, গুরুকার্য্যসামন, ভিক্ষা-রুদ্ভি অবলম্বন, সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করা ব্রহ্মাণ্যের পরম ধর্ম্ম। ব্রহ্মাণ্য ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্থায়ী অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। শৃঙ্গার পরিত্যাগ, সংপথ অবলম্বন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, সাংগিক হইয়া হুতাশনে আহুতিপ্রদান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিঘসাম ভোজন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, অতিথিসেবা, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রক্ষা এবং বিধিপূর্ব্বক পশুবন্ধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা ব্রহ্মাণ্যের কর্তব্য কর্ম্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও আহংসা অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্যের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছূই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মাণ্যদিগের অবশ্য কর্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র গমান হইলেই

তাহাদের পরম শ্রীতি লাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রদান ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্যদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হন। যেনরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরন্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়-প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সাদ্ধিচার, সত্যবাক্য-প্রদর্শন এবং আর্তি ব্যক্তিকে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রহ্মাণ্যের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞার্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, সংপথে অবস্থান, অতিথিসংস্কার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রহ্মাণ্যের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাস্ত্রত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধ-

দ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে।

অতিথিসংকার, ধর্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুদ্ধমাই শৃঙ্গের পরম ধর্ম। যে শৃঙ্গ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃধর্ম ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গিরিনিন্দিনি! এই আমি তোমার নিকট চারিধর্মের ধর্ম কীর্তন করিলম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, তাহা কীর্তন কর।

পার্বতী কহিলেন, ভগবান্! আপনি চারিধর্মের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম কীর্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম সমুদায় বর্ণের হিত কর, তাহা কীর্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদায়লোকের পারিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উঁহারা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আমি অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের ধর্মের বিবয় আর কিঞ্চিৎ কীর্তন করিয়া পরিশেষে সাধারণ-ধর্ম নির্দেশ করিব। ব্রাহ্মণের ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। এই ভূমণ্ডলে মানব-দিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভু বৈদিক, স্মার্ত ও শিষ্টাচারসম্মত এই তিন-প্রকার ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী, যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, মোহের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।

ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা-নির্বাহের নিমিত্ত যজ্ঞ, যাগ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার ধর্ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছয় প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফল-ভাগী হইতে পারেন।

অতঃপর সাধারণ ধর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষা পারিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সংকার, পরি-কৃত অবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পারিত্যাগ, প্রিয়বাক্য বিচ্যাস, অতিথিসং-কারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাণ্ড, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দাঁপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোথান ও আচমন পূর্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের ধর্ম নহে। দিবারাত্রি ধর্মাদি ত্রিধর্মের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম লাভ হয়। যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্মপ্রভাবে সকলেরই

উপকার হইয়া থাকে । সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান পুষ্টিজনক কার্যের সাধন ও ধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক অর্থ উপার্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । ধর্মলক্ষ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম-সঞ্চয় এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বুদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্বতোভাবে বিধেয় ।

অতঃপর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে ধর্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে । এক রাত্রির অধিক কাল একগ্রামে বাস না করা এবং সমুদায় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা নিবৃত্তি-ধর্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্তব্য । কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মগতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্তব্য নহে । তাঁহারা বীতম্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্বদা বৃক্ষমূল, শৃগুগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্ঞান স্থানে অবস্থান পূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন । সম্যাসমধর্ম অবলম্বন পূর্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঐকটি মোক্ষলাভ হয় । এক গ্রাম বা একনদীতীরে অনেক দিন অবস্থান করা সম্যাসীর কদাপি কর্তব্য নহে । মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম অতি মৎপথস্বরূপ । যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসার-মাগরে মগ্ন হইতে হয় না । মোক্ষধর্মাব-

লম্বীরা কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । ইহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহুদক, বহুদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ । এই নিবৃত্তিধর্ম অপেক্ষা স্রগ, ত্রুংখ, জরা ও মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই ।

পার্কর্ষী কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি জীবলোকের শ্রেয়স্কর পথস্বরূপ গাইন্য, মোক্ষ ও মজ্জনাচরিত ধর্ম বিশেষ রূপে কীর্তন করিলেন, এক্ষণে ষ্মাদিধর্ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । মহর্ষিগণের যজ্ঞীয় ধূমের মৌরভে সমুদায় তপোবন আমোদিত হয় ; আমি তদর্শনে নিতান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি ; অতএব আপনি আমার নিকট উহাদিগের ধর্ম সবি-স্তরে কীর্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! মহর্ষিগণ যেরূপ ধর্ম আশ্রয় পূর্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ষাঁহারা সৃষ্টির পূর্বক্ষেণে পদ্মায়োনি কর্তৃক পীত, যজ্ঞসম্পাদক, পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন জলের ফেনপান করিয়া দিনযাপন করেন, তাঁহারা ই ফেনপায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । অন্তর্জ্ঞানপরিমিত দেহসম্পন্ন মহর্ষিদিগকে বালগল্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় । উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তপঃসিদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্বক সূর্য্যকিরণ পান ও কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম, চীর বা বন্ধন পরিধান করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে তপোানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

ঐ সকল তপোব্রতাননিরত সমুদায় লোক আলোকিত করিয়া দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগের স্বরূপত্র লাভ করিতে পারেন । দয়াধর্মপরায়ণ চক্রচর, সোম-লোকচারী ও পিতৃলোকনিবাসী মহাসিগণ চন্দ্রাকরণ পান করিয়া থাকেন । জিতেন্দ্রিয় সংপ্রফাল, অশ্বকুট ও দন্তোলূপালক মহাসিগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে উজ্জ্বরতি আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন । অগ্নিতে আর্হতি প্রদান, পিতৃগণের অর্চনা ও পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই ইহাদিগের পরম ধর্ম । কাম ক্রোধ পরাজয় করিয়া আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া সমুদায় মণিরই কর্তব্য । উজ্জ্বলিতলক অর্থ দ্বারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ধর্ম-যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান, নিত্যযজ্ঞ সম্পাদন, ধর্ম্যানুষ্ঠান, পিতৃলোক ও দেবগণের অর্চনা এবং অতিপিতৃদিগের সৎকার করা ইহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । ইহারা গোরস পানের বাসনা পরিত্যাগ, শমগুণ আশ্রয়, স্থণ্ডিলে শয়ন, যোগাবলম্বন এবং শাক, পর্ণ, ফলমূল, বায়ু, মলিল ও শৈবাল ভোজন করিবেন । এই সমুদায় নিয়ম দ্বারা ইহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া পাকে । মগ্ন গৃহ ধূমবিহীন, মুঘলধ্বনিবিবর্জিত ও অঙ্গারশূন্য হইবে, পরিজনগণ ভোজন করিয়া ভোজনপাত্রসমুদায় পরিত্যাগ করিবে এবং ভিক্ষুকগণ পরি-তৃপ্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিবে, সত্য-ধর্মনিরত মহাত্মারা সেই সময়ে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন । ঐহারা গর্দ ও অভিমানবিহীন, সত্যত আহ্লাদিত, বিস্ময়-

বিবর্জিত ও শত্রুগিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধর্ম্যবেত্তা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ।

দ্বিচত্রারিংশদধিকশততম

অধ্যায় ।

পার্কীতী কহিলেন, নাথ ! যে সমস্ত বান-প্রাস্ত নদীতট, নিকুঞ্জ, বন, পার্কীত, ও ফল-মূলসম্পন্ন অতি পবিত্র প্রদেশসমুদায়ে বাস করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থলারোপজীবী মহাত্মাদিগের নিয়ম শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা কীর্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! বানপ্রাস্ত-দিগের বৈরূপ ধর্ম নিদিষ্ট আছে, অনন্য-মনে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্যে মনোনিবেশ কর । বনবাসী সিদ্ধ মহাত্মাদিগের ধর্ম্যবুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া ত্রিকালীন অভিমেক, ইস্কুদী ও এরণ্ড তৈল ব্যবহার, পিতৃলোক ও দেব-গণের অর্চনা, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ-সম্পাদন এবং ফলমূল ও নীবার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য । তাঁহারা নিরন্তর যোগানুষ্ঠান, অরণ্যমধ্যে বীরাসনে অবস্থান, মণ্ডুকযোগ সাধন, স্থণ্ডিলে শয়ন এবং শীতকালে মলিলে অবস্থান ও গ্রীষ্মে পঞ্চাঙ্গসেবন করিবেন । উহাদিগের অন্ত্রজ্য, বায়ুজ্য, শৈবালজ্য, অশ্বকুট, দন্তোলূ-পালক বা সংপ্রফাল হইয়া চীরবজ্রল বা মৃগচর্ম পরিধান করিয়া ধর্ম্যাম্বারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা উচিত । হোম, পঞ্চ-

যজ্ঞানুষ্ঠান, পোশ্যবর্ণের প্রতিপালন, অষ্টক-
শ্রাদ্ধ, চাতুর্মাশ্র যাগ, দর্শপৌর্ণমাশ্র যাগ
ও নিত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উঁহাদের পরম
ধর্ম্য। উঁহাদের মধ্যে অনেকে দারসংযোগ-
বিশুদ্ধ হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন। স্রুক
ও ভাণ্ড উঁহাদিগের পরম ধন। উঁহারা নির-
স্তুর অগ্নিত্রয়ের আরাধনা ও সংপথে অব-
স্থান করিয়া পরম গতি লাভে সমর্থ হন।
উঁহারা ই শান্ত ব্রহ্মলোক ও পবিত্র সোম-
লোকে গমন করিয়া থাকেন। এই আমি
তোমার নিকট সংক্ষেপে বানপ্রস্থ ধর্ম্য
কীর্তন করিলাম।

পার্বতী কহিলেন, নাথ! বনবাসী
জ্ঞানবান মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ
স্বেচ্ছাচারী ও কেহ কেহ দারবিহারী হইয়া
থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ধর্ম্য
কীর্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! সে সমস্ত
তপস্বী স্বেচ্ছাচারী, মস্তক মুণ্ডন ও কষায়
বস্ত্র ধারণই তাঁহাদিগের ধর্ম্য। আর যঁহারা
দারসংযুক্ত, তাঁহারা রজনী উপস্থিত হইলেই
গৃহে উপস্থিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।
সম্যাসীদিগের ন্যায় যথেষ্ট বিহার উঁহাদের
ধর্ম্য কহে। ত্রিকালীন স্নান স্বেচ্ছাচারী ও
দারবিহারী উভয়েরই বিহিত আছে। কিন্তু
ঋষিনিদ্ভিক্ত হোমের অনুষ্ঠান, সমাপি, সং-
পথে অবস্থান ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসংসাদন
প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত যে সমস্ত বনবাসীদিগের
ধর্ম্য আছে, তৎসমুদায় কেবল দারনিরত
ব্যক্তিদিগেরই বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা
এই সমস্ত ধর্ম্য অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই

তাঁহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। স্বদার-
নিরত ঋতুকালভিগামী বানপ্রস্থগণ ঋষি
কৃত ধর্ম্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। স্বেচ্ছাশু-
সারে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হওয়া তাঁহাদের কদাপি কর্তব্য নহে। যিনি
সকলকেই অভয় প্রদান করেন, যিনি
হিংসাদোমশ্রুত এবং যিনি সকল প্রাণীর প্রতি
দয়া ও সরলতা প্রদর্শন ও সকল প্রাণীকে
আত্মস্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারই যথার্থ
ধর্ম্য লাভ হয়। সমস্ত বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক
স্নান ও সমুদায় প্রাণীকে সরলতা প্রদর্শন
এই উভয়ই তুল্য, বরং বেদপাঠান্তে স্নান
অপেক্ষা সরলতা প্রদর্শন অধিক ফলপ্রদ
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সর-
লতাই যথার্থ ধর্ম্য। কপটতাচরণ অপেক্ষা
অধর্ম্মজনক কার্য্য অতি অল্পই বিদ্যমান
আছে। যে ব্যক্তি সরলতা অবলম্বন
করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ হয়। যে
মহাত্মা সরলতায় সমাপিক অনুরাগ প্রদর্শন
করেন, তিনি দেবগণের সহিত একত্র
বাস করিয়া থাকেন। অতএব যঁহার
ধর্ম্মপরায়ণ হইবার অভিলাষ থাকে, সরল-
স্বভাব হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।
ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও হিংসাপরিশ্রুত
ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে অধিকারী
হন। যিনি অনলস, সংপথাবলম্বী, সচ্চরিত্র,
তিনি চরমে পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে
পারেন।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্! আশ্রম-
প্রতিপালননিরত তাপসেরা কিরূপ কার্য্য-
ানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া থাকেন?

মহাধন রাজা বা নির্ধন দরিদ্রগণ কিরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, মহাফল লাভ করিতে সমর্থ হন? আর বনবাসী তাপস-গণ কি কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পর লোকে দিব্যস্থান অধিকার করিয়া দিব্য চন্দনে চর্চিত হইয়া থাকেন? আমার এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! যাঁহারা উপবাসব্রত অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন এবং যাঁহারা অহিংসক ও সত্যবাদী হন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ পূর্বক দেহান্তে নির্নিব্বলে গন্ধর্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা মণ্ডুকযোগনিরত ও বিধানানুসারে নানাপ্রকার সংকার্যে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে নাগগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি যুগগণের সহিত বাস করিয়া যুগ-মুখোৎসৃষ্ট ভৃগুসমুদায় ভক্ষণ করেন, তিনি পরম আনন্দে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শীতক্রেশমহিষু হইয়া শৈবাল ও বৃক্ষে শীর্ণপত্র ভক্ষণ পূর্বক কালসাপন করেন, তাঁহার চরমে পরম গতি লাভ হয়। যিনি বায়ু বা ফলমূল ভক্ষণ অথবা মলিন-মাত্র পান করিয়া কালান্তিপাত করেন, তিনি যক্ষলোকের ঐশ্বর্য লাভ করিয়া অম্বরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি দ্বাদশবৎসরকাল বিধানানুসারে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশ্রিত মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, অথবা যিনি দ্বাদশবৎসরকাল পান-ভোজন পরিত্যাগী হন, তাঁহার পরজন্মে

পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি অনাবৃত প্রদেশস্থ শ্মশানে নিরাগনে উপবেশন পূর্বক প্রফুল্লমনে দ্বাদশবর্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনশনে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবলোকে গমন পূর্বক বিবিধ যান, শয়ন ও চন্দ্রের স্রাব্য শুভ্রবর্ণ গৃহ সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবর্ষিকদীক্ষাবসানে মহাসাগরে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বরুণলোক লাভ হয়। যিনি দ্বাদশবর্ষিক দীক্ষা সমাপন পূর্বক প্রাস্তর দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভেদ করেন, তিনি গুহ্যবর্ণের মধ্যে বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি নিব্বন্দ্র ও নিষ্পারিগ্রহ হইয়া আজ্ঞাসমাপন পূর্বক দ্বাদশবর্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি দ্বাদশবর্ষিকদীক্ষান্তে আশ্রমধ্যে দেহ-ত্যাগ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আজ্ঞাতে আজ্ঞাসমাপন পূর্বক দম্বপরায়ণ ও মমতামৃন্ম হইয়া দ্বাদশবর্ষিক দীক্ষা সমাপন করিয়া বৃক্ষে অগ্নি নিক্ষেপ পুরঃসর সর্বসমক্ষে দেহত্যাগ বাসনায় গমন করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন পূর্বক সর্বকামসম্পন্ন দিব্যপুষ্প-সমাকীর্ণ ও দিব্যচন্দন চর্চিত হইয়া দেব-গণের সহিত পরম স্তরে বাস করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া দেহত্যাগে উৎসুক হন, তাঁহার অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে এবং কামচারী নিমানে আরোহণ পূর্বক

নির্নিম্নে দেবলোকে ইতস্ততঃ সঞ্চরন করেন ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সূর্য্যের নেত্র ও দন্ত উৎপাটন এবং দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছেন । আপনার তুল্য ক্ষমতা-শালী আর কেহই নাই । এক্ষণে আমার এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা অপনোদন করুন । ভগবান্ ব্রহ্মাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু বৈশ্য কি দ্বন্দ্ব করিয়া শূদ্র হইয়াছে এবং কোন্ সাক্ষ্য-বলে ক্ষত্রিয় লাভ করে ? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার কারণ কি ? কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শূদ্র লাভ হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করে, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! ব্রাহ্মণ্যলাভ করা নিতীন্ত সঙ্কটিন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দ্বন্দ্ব নিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় ।

যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অথবা লোভমোহ বশত বৈশ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য লাভ হয় । যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন । যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে স্বজাতিপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র লাভ করিয়া থাকে । হে দেবি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যধর্ম্মের এইরূপে শূদ্র লাভ হয় । যে বিজ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হন, তাঁহার অবশ্যই অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে । সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রাপ্তি সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্তব্য । উগ্রজাতির অম্ম, বহুজনের আগারার্থ পরিপক্ক অম্ম, আত্ম-প্রাক্কীয় অম্ম, অশৌচাম, দূষিতাম ও শূদ্রাম ভোজন করা কদাচ কর্তব্য নহে । যদি সাম্প্রিক ব্রাহ্মণ শূদ্রাম ভোজন করিয়া ঐ অম্ম পরিপাক না হইতে হইতে কালকালে নিপাতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অম্ম ভক্ষণ করিয়া সেই অম্ম উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্য-লীলা সংবরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে । যে

ব্যক্তি স্তম্ভলভ ব্রাহ্মণহ লাভ করিয়া মোহ-
বশত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্বক
অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই
ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ
স্বরাপায়ী, ব্রহ্মস্ব, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত,
অপবিত্র বেদবর্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ,
শৃঙ্গোপতি, কুণ্ডলী সোমবিক্রয়ী, নীচসেবা-
নিরত, গুরুদেবী ও গুরুদারাপহারী হইলে
নিশ্চয়ই তাহার ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য
সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়হ
এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্রীয কৰ্তব্য
কার্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণহ
লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে
অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের
শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কৰ্তব্য। শূদ্র
যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির
প্রতি সমাদর, ঋতুস্রাবের পর পত্নীর সৎ-
বাস, নিয়মিত ভোজন শৌচাবলম্বন, শুচি
ব্যক্তির অশ্রমণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে
ভোজন ও রূপাঙ্গাস পারিত্যাগ করে, তাহা
হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যহ লাভ হয়।
বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহংকার, পরিশৃঙ্খ,
স্বপদুঃখাদিবিচীন, শান্তিগুণাবলম্বী, যজ্ঞ-
পরায়ণ, বেদানুরক্ত পণিত্র ব্রাহ্মণের সৎ-
কর্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং
গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া নিদিষ্ট দুই
সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন,
কামনা পারিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান,
অতিথি সৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের
উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি
পবিত্র ক্ষত্রিয়কূলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া

থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ
করিয়া যদি জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা
সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের
অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নি-
ত্রয়ের উপাসনা, আর্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য
দান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য
প্রয়োগ, সত্যকার্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে
দণ্ডবিধান, ধর্ম্ম কার্যে উপদেশ প্রদান,
বিবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের
শস্ত্রের যত্নাংশ গ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা
পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে
একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র
আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র গৃহে কুশো-
পরি শয়ন, সমাহিত চিত্তে ত্রিবার্ণ সেবা,
শূদ্রমাত্রকে ভক্ষণদান, পিতৃলোক, দেবতা ও
অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্রায় গৃহে অতিথির
ন্যায় বাস, ত্রিকালে ছত্ৰাশনে আচ্ছাদিত প্রদান
এবং গো ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্ক সমরাস্রমে
প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্রীয় কৰ্ম্ম-
প্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকূলে
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে
বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। হে দেবি! এইরূপে
অতিহীন বর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্রীয় সৎকৰ্ম্ম-
প্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-
কূলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণাদি
অসৎকৰ্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট
হইয়া শূদ্রকূলে জন্ম পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্ম
কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানু-
ষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়,
তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমা-
দর করা কৰ্তব্য। ফলতঃ আমার মতে

শূদ্র সংস্কারমণ্ডল ও সংকল্পানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রাহ্মণত্বের কারণ কহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাচার হৃদয়ে নিম্নলিখিত গুণত্রয়ের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রাহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণী-বিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গম ক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাধনিক, বিষয়শীল, সংপথাবলম্বী, সংহিতাপ্রিয় ও বেদাধ্যয়নমণ্ডল হওয়া উচিত। অধ্যয়ন-জীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ ঐকরূপ গুণমণ্ডল ও সংপথাবলম্বী হইলেই ব্রাহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচ জাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সংকল্পের অন্তর্ধান দ্বারা যত্নপূর্বক তাহা রক্ষা করা কর্তব্য।

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শূদ্র যেরূপে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব লাভ করে, তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চহ্মারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ কার্য্য, মনঃ ও বাক্য প্রভাবে কখন বন্ধন-যুক্ত এবং কখন বা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য কিরূপ চরিত্র, কার্য্য ও গুণমণ্ডল হইলে স্বগলাভে অধিকারী হয়, তাহা আপনি আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমার নিকট যে মঙ্গলপ্রার্থিতকর অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা সত্যদৃষ্টিনিরত ও আশ্রম সমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারা ই স্বর্গ-ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রলয়োৎপাদিতভ্রষ্ট, মন্দদর্শী ও মংশ্যবিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যাঁহারা বাঁহারা হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আর্গত না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান মণ্ডল হন, তাঁহারা ই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মন্দভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাস-পাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিম্প্রহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বপনসম্ভ্রষ্ট, স্বভাগ্যোপ-জীবী সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ ভ্রমমন্ডোলে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ

অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও শ্রাতৃস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রী-সংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্বাহ বা ধর্ম-লাভের নিমিত্ত সর্বদা এইরূপ নিম্নলিখিত পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্তব্য। যাঁহারা 'স্বর্গলাভের' বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে মনুষ্যের নরক ও কিরূপ বাক্য ব্যবহার করিলে স্বর্গভোগ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! যাঁহারা আপনার বা অন্যের ঐতিমাধন দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ, ধর্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করেন; যাঁহারা নির্দোষ, মধুর বাক্যে লোকের আগত জিজ্ঞাসা ও সর্বতোভাবে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না; মিত্র-ভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না; যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্বক প্রিয়বাদী ও সর্বভূতে দয়াবান্ হন; যাঁহারা শঠতা ও অসৎব্যবহার না করিয়া সর্বদা মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন

এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মন্যভেদী পরুষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিন্ট কথা কহেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব সর্বদা এইরূপ ধর্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মানবগণের স্বর্গলাভ এবং কিরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের নরক ভোগ হয়, তাহা কীর্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! ধর্মপরায়ণ মনুষ্যেরা যেরূপ মনোর্ত্তি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলাভ করেন এবং কুটিপ্রকৃত মনুষ্যেরা যেরূপ মনোর্ত্তি আশ্রয় পূর্বক নরক ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা নির্জ্ঞান গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরদন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, নির্জ্ঞানে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মনঃ বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্রস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধন-সম্বৃদ্ধ, শত্রুতাবিহীন, আয়ামশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশস্তচিত্ত, সর্বভূতে দয়াবান্, প্রদ্বাষিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, দয়াদয়্যবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবাদ্বৈতভক্ত এবং সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে

অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গ-
লাভের যথার্থ অধিকারী । এই আমি
তোমার নিকট স্বর্গলাভের পথ সমুদায়
কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি-
দিগকে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিতে হয় ।
এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার
বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর ।

পান্ডিত্য কহিলেন, ভগবন্ ! মনুষ্য
কিরূপ কাৰ্য্য বা তপস্যা দ্বারা দীর্ঘায়ু ও
কিরূপ কাৰ্য্য দ্বারা ক্ষাণীয় হয় এবং ইহ-
লোকে কি নিমিত্ত কেহ ভাগ্যবান, কেহ
মন্দভাগ্য, কেহ কুর্গণ, কেহ কুলভ্রষ্ট, কেহ
প্রিয়দর্শন, কেহ অপ্ৰিয়দর্শন, কেহ জ্ঞান-
বিক্রমসম্পন্ন পাণ্ডিত্য, কেহ মূৰ্খ এবং কেহ
অল্প ক্রেশমযুক্ত, কেহ বা বহু ক্রেশমসম্পন্ন
হইয়া কালচরণ করিয়া থাকে ; এই বিষয়ে
আমার নিতান্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে ;
অতএব আপনি উভা সমিস্তুরে আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, দেব ! যেরূপ কার্যের
অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ
হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা,
উগ্রহৃদয়, শত্রুপ্রহারে সমুদ্রত, নিদ্রয়, জীব-
গণের উদ্বেগজনক, এবং কাটপতঙ্গেরও
আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে
গমন করে । আর যাহারা এই সমুদায়
আচরণে বিরত হন, তাঁহার সৎকুলে জন্ম-
গ্রহণ পূর্বক রূপবান্ ও ধাশ্মিক হইতে
পারেন । লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক
ও হিংসাবিনীত হইলেই স্বর্গ লাভ করিয়া

থাকেন । যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে
চূর্ণদ্রব হইয়া ভোগ করিয়া পরিশেষে
কোন ক্রমে মনুষ্যরূপ লাভ করিতে পারে,
তথাপি তাহাকে এই মনুষ্যজন্মে ক্ষীণায়ু
হইতে হয় । যাহারা পাপকাৰ্য্য নিরত,
হিংস্রস্বভাব ও মন্দভূতের অপ্রিয় হয়,
তাঁহারাই পরজন্মে অন্নায়ু হইয়া থাকে ;
আর যাহারা মদ্বিহীনবদন, মন্দভূতে দয়া-
শীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শাস্ত্র-
প্রহারে পরাণ্ডু হইয়া কাহারও হিংসা বা
পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই
স্বর্গ লাভ পূর্বক বিবিধ সুখভোগ ও পারি-
শেষে মনুষ্যরূপ লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়া
পরম সুখে কালচরণ করিতে সমর্থ হন ।
সর্বলোকাপগাম হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সংকাষ্যে
নিরত সচ্চারিত্র মহাত্মাদিগের দাবীযু হইবার
এই প্রাণহিংসানিরাত্তরূপ উপায় নির্দেশ
করিয়া দিয়াছেন ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

পান্ডিত্য কহিলেন, দেব ! মনুষ্য কিরূপ
স্বভাবসম্পন্ন, কি প্রকার কার্য্যানুষ্ঠাননিরত
ও কি প্রকার দানশীল হইলে তাহার স্বর্গ
লাভ হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, দেব ! যিনি ব্রাহ্মণ-
গণকে যথোচিত সংকার এবং দান, অন্ন
প্রভৃতি কৃপাপাত্রদ্বারা অন্নপান ও বস্ত্র
প্রদান করিয়া থাকেন ; যিনি গৃহ, সভা,
কুপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং

যিনি প্রীতমনে আসন, শয্যা, বান, রত্ন, ধন, পেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রীপ্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তুসমুদায় অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমন পূর্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অম্বরাদিগের সহিত নন্দনকুননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে স্ময়ক্ক ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরম সখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদানে পরাধীন হইয়া থাকে। উহাদিগকে দানকুপণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই সমস্ত লুক্কপভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কুপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, স্বর্ণ, গো ও কোনপ্রকার পাণ্ড্রব্য কদাপি প্রাপ্ত হয় না। এই সকল দানপরায়ণ অদ্যাত্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্ধন লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকটে জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

হে দেবি! অদাতা কুপণদিগের এইরূপই দুর্গতি লাভ হয়। যাহারা ধনমদসত্ত্ব হইয়া আসনাই ব্যক্তিদিগকে আসন, পাটাই ব্যক্তিকে পাট, অর্ণাই ব্যক্তিকে অর্ণ, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্বক যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্মতলোভের একান্ত বশীভূত এবং মাগ্য ব্যক্তির অবমাননা ও রুদ্ধ বর্ণের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরের! যদি কোন ক্রমে বহুকালের পর নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকটে চণ্ডালাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে; যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চনা করেন, যাহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাসী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে স্বাগতপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সৎকার, পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমন পূর্বক বহুকাল সখভোগ করিয়া পরিশেষে ভুলোকে অতি উৎকৃষ্ট কূলে সমুৎপন্ন হন। এই জন্মে তিনি অতিশয় ভোগশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্র ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং

দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথাচিত্ত দান করেন। বিদাতা স্বয়ং এই ধর্মফল নির্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উদ্ভেজিত করিয়া থাকে ; যেনরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষনমূর্তি ধারণ পূর্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ ছুরাত্মা বহুকালের পর যদি কোন ক্রমে মনুষ্যমোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহাকে বিপজ্জালপরিপূর্ণ আতি নীচ বংশে উদ্বৃত্ত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃভ্রাতা ও দয়াবানু হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন ; যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুকেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার আশ্রয় পরম স্নেহে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যমোনিতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্টে স্নেহভোগ করিয়া থাকেন। তাহাকে আর কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট মাধুদিগের গতির বিষয় কীর্তন করিলাম।

পার্বতী কহিলেন, নাথ ! এই জীবলোকে কতকগুলি তর্কবিতর্কনিপুণ জ্ঞানবিজ্ঞানম্পন্ন পাণ্ডিত ও কতকগুলি লোক প্রজ্ঞাবিহীন মূর্খ হইয়া থাকে ; উহার কারণ কি ? আর কি নিমিত্তই বা কতক-

গুলি লোক জন্মান্বিত অন্ধ, রোগাভ ও ক্লীব হইয়া থাকে ? আমার এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা ছেদন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি ! যে সকল মঙ্গলাকার্জী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্মপরায়ণ মিত্র ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভ কার্য পরিত্যাগ পূর্বক সতত শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে স্নেহ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কাম্যক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যমোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবানু ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্পর প্রীতি কাম্যভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্দ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীকে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল ছুরাত্মা পশুদিগের সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীমংসর্গে অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ?

পার্বতী কহিলেন, ভগবন ! মনুষ্য কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে।

মহাদেব কহিলেন, দেবি ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্মাজিজ্ঞাস্ত ও গুণাকার্জী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই

স্বর্গে গমন পূর্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া
পরিশেষে মনুষ্যবোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া
অসামারণ মেধানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন।
হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
মনুষ্যগণের হিতার্থ শুভফলজনক ধর্ম
কীর্তন করিলাম।

পার্বতী কহিলেন, ভগবন্! এই ভূম-
ণ্ডলমধ্যে কতকগুলি মনুষ্য ধর্মাবিদ্বেদী, অজ্ঞ-
বিজ্ঞানসম্পন্ন, ত্রুতবিত্তীন, নিয়মভ্রষ্ট, রাক্ষস-
সদৃশ, হিংসাপরায়ণ ও অবাঞ্ছিক ভয়,
উহারা প্রাণান্তেও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের
নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসার্থ গমন করে না। আর
কতকগুলি লোক ধর্মপরায়ণ, ত্রুতনিরত,
জ্ঞানবান্ ও বাঞ্ছক হইয়া থাকেন, উহারা
কারণ কি, আপনি তাহা কীর্তন করুন।

মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! বেদে
লোকমণ্ডলের মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে।
যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্মের অনুসরণ
করেন, তাঁহারাষ্ট পরজন্মে ত্রুতশীল হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা
মোহের বশবর্তী হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া
বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসসদৃশ
পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোন
ক্রমে মনুষ্যরূপ লাভ করিয়া হোম বধট্কার
ও ত্রুতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া
থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার
নিকট মনুষ্যগণের শুভাশুভ বিষয় সমুদায়
কীর্তন করিলাম।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ ভূতভাবন
প্রিয়তমা পার্বতীকে এইরূপ কহিয়া সয়ং
কিঞ্চিৎ জ্বাত হইবার বাসনায় তাঁহাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি
উৎকর্ষ, অপকর্ষ ও ধর্মাবিসয় বিলক্ষণ অব-
গত-আছ। এই তপোবনত তোমার প্রধান
বাসস্থান, তুমি সাধ্বী, অকেশী, কাশ্যদক্ষ,
দম ও শান্তিগুণবৃদ্ধ, মনতাপরিশৃঙ্খা এবং
ধর্মালুষ্ঠাননিরত। ব্রহ্মার পত্নী মাতৃজী,
ইন্দ্রের শচী, মার্কণ্ডেয়ের ধুমোর্গা, কুবেরের
সাক্ষি, বরুণের গৌরী, সূর্যের সর্বজ্ঞা,
চন্দ্রের রোহিণী, অগ্নির স্বাহা এবং কশ্যপের
পত্নী অদিতি উহাদের সকলেরই সহিত
তোমার সাক্ষাৎকার ও মঙ্গলম হইয়াছে।
কি ধর্ম, কি শীলতা, কি ত্রুত, কি সারাংশ,
কি বাস্য, কোন বিষয়েই তুমি আমা
অপেক্ষা ন্যূন নহ। তুমি অতি কঠোর
তপোব্রুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি অবলাগণের
একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ ধর্মালুষ্ঠাননিরত
কামিনীগণ তোমারই চরিত্রের অনুসরণ
করিয়া থাকে। তোমার অঙ্কশরীর দ্বারা
আমার অঙ্কশরীর নিষ্পিত হইয়াছে। তুমি
দেবতা ও মনুষ্যদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া
থাক। স্ত্রীজাতির শাস্ত্রত ধর্মাবিসয় তোমার
অবিদিত নাই, অতএব তুমি এক্ষণে উহা
সাবশেষ কীর্তন কর। কারণ তুমি যাহা
কীর্তন করিবে, তাহা অবশ্যই এই জগতে
প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভগবান্ ভূতভাবন এই কথা কহিলে, পার্শ্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। আপনার প্রসাদবলেই আমার বাক্শক্তি প্রতিষ্ঠাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার স্নানার্থ সরিষা সরিষা, বিপাশা, পিত্তা, চন্দ্রভাগা, ঈরাবতী, শতদ্রু, দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী, গোমতী এবং সর্গ হইতে সমাগত সমুদায় তীর্থে পরিবেষ্টিত দেব-নদী গঙ্গা, উঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন। আমি উঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আত্মপার্বত্য জীপশ্য কীর্তন করিব। জীপশ্যতীরা স্বজাতিরই অনুপালন করিয়া থাকে। বিশেষত আমি নদীসমুদায়ের সহিত পরামর্শ করিলে উঁহাদের সম্মান পরিবদ্ধিত হইবে; অতএব উঁহাদের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ভগবতী পার্শ্বতী,মহাদেবকে এই কথা কহিয়া হস্ত-বদনে জীপশ্যকুশল সরিষাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীগণ! ভগবান্ ভূতপতি আমাকে জীপশ্যবিষয়ক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উঁহাকে তাহার উত্তর প্রদান করিবার বাসনা করি। এই ভূমণ্ডলে বা স্বর্গমধ্যে কেহই একাকী বিজ্ঞানবিষয় স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবতী পার্শ্বতী অতি পবিত্র সরিষা-

গণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে জীপশ্যজ্ঞা সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা আহ্লাদে পুর্ণকিত হইয়া হস্তবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে শ্যামজ্ঞ! তুমি জগন্মাতা হইয়াও নদীদিগকে শ্যামবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ক্লান্ত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। যে ব্যক্তি সয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্মাননা করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বনিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি তর্কবতর্কপারদশী জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন বক্তার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কখন বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি আত্মাভিমাননিবন্ধন অত্যুক্ত সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সভায় বক্তৃতা করে, সে বুদ্ধিমান হইলেও তাহার বাক্য দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে দেবি! তুমি দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বর্গমধ্যে প্রদান বলিয়া পরিগণিত; অতএব তুমি সয়ংই জীপশ্য কীর্তন কর।

সুরতরঙ্গিনী ভগবতী পার্শ্বতীকে সমাদর পূর্বক এই কথা কহিলে, তিনি বিস্তারিত রূপে স্বাপশ্য কীর্তন করিতে আরম্ভ হইয়া কহিলেন, আমি জীপশ্য যতদূর অবগত আছি, তাহা কীর্তন করিতেছি, সকলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে আগ্র-সমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রদান দম্য। যে জীপ সচ্চারিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সত্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্র-

বদনদর্শনজনিত আত্মার আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই মথার ধর্মচারিণী ও মাদ্রী । যিনি দম্পতিমধ্যস্থতায় অমৃত্যুগিণী, ভর্তৃহৃদ্য ব্রহ্মচারিণী ও ধর্ম্মমুরত্তা হন এবং স্রীয় স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্যা করেন ; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; যাঁহার মনঃ স্বামিচিন্তা ভিন্ন অত্যাচিন্তা হইতে নিরত হয় ; স্বামী ছাড়া অন্য প্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন ; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য বা বৃক্ষকেও অগণ্য করেন না ; স্বামী দরিদ্র, ব্যাপিনীপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপট ভাবে সমাদর প্রকাশ করেন ; যিনি কাশ্য-দক্ষা, প্রমতা, পতিপরায়ণা ও পূজ্যবতী ; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন ; যাঁহার মনঃ স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে ; যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন ; যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য বা স্ত্রী-বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন ; যিনি প্রত্যুপে গাত্রোথান করিয়া গৃহসম্মার্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া গোমানুষ্ঠান, বলি প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্য-গণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন ; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্ররত হন ; যাঁহার দ্বারা লোক-সকল সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি

শ্রদ্ধা ও শ্রুতের সম্ভ্রামসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করেন ; তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয় । যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রতি কৃপাপাত্র-দিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হন, তাঁহার পাতিব্রত্যাগ্নের ফল লাভ হইয়া থাকে । পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রদান ধর্ম্ম, তপস্যা ও মনোতন স্বর্গস্বরূপ । পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি । অগ্নিগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । হে নাথ ! আপনি অগ্নীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গ লাভের কামনা হয় না । পতি দরিদ্র, ব্যাপিত, বিপন্ন, রিপূর বশবর্তী বা ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিরোগের অকার্য্য বা অদম্বের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্তব্য । হে দেবাদিদেব ! এই আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম । যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতিব্রত্যাগ্নভাগিণী হন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ভগবতী পার্বতী এই কথা কহিলে, ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া স্রীয় অনুচর ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তথা হইতে বিদায় করিলেন । তখন যাবতীয় গন্ধর্ব্ব, অম্বর, ভূত ও নদীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

অনন্তর মহর্ষিগণ সর্বলোকনামস্কৃত ভূত-
ভাবন ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার নিকট মহাত্মা
বাসুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদের
নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ; অতএব আপনি
অনুগ্রহ করিয়া উহা কীৰ্ত্তন করুন ।

মহেশ্বর কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সমুদিত
সূর্য্যের ত্যায় তেজঃপূজকণেবর, দশবাহু,
দৈত্যানিসূদন, শ্রী ১৭সাক্ষ, সর্বদেবের পুজিত,
সনাতন বাসুদেব পিতামহ অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ । তাঁহার মস্তক হইতে আগার, উদর
হইতে ব্রহ্মার, কেশ হইতে জ্যোতিঃপদার্থ-
সমুদায়ের, রোগ হইতে দেবতা ও অসুর-
গণের এবং দেহ হইতে মহর্ষি ও নিত্য-
লোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে । তাঁহাকে
ব্রহ্মা ও দেবগণের সাক্ষাৎ গৃহস্বরূপ বলিয়া
নির্দেশ করা যায় । তিনিই স্তাবরজঙ্গম-
সংবলিত সমুদায় পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংহার-
কর্ত্তা । পশুিতেরা তাঁহাকে দেবশ্রেষ্ঠ,
দেবগণের অরাতিনিপাতন, সর্বজ্ঞ, সর্ব-
সংশ্লিষ্ট, সর্বগ, সর্বভোগ্য, পরমাত্মা,
সর্বব্যাপী ও মহেশ্বর বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন । এই ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য
আর কেহই নাই । তিনি সনাতন, মধু-
নিপাতন ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছেন । তিনিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে

অসংখ্য নরপতির বিনাশসাধন করিবেন ।
তিনি ভিন্ন কোন দেবতারই কোন কার্য্য
সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই । তিনি
সর্বনামস্কৃত ও সর্বভূতের নায়কস্বরূপ ।
কি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, কি আগি,
কি অগ্ন্যাগ্নি দেবগণ আমরা সকলেই তাঁহার
শরীরমধ্যে পরম স্থখে বাস করিয়া থাকি ।
মেই শাস্ত্রচক্রখড়্গধারী গরুড়ধ্বজ পুণ্ডরী-
কাক্ষ মতত লক্ষ্মীর সহিত একত্র বাস
করিয়া থাকেন । তিনি শীলসম্পন্ন, শমদম
ও বলবীৰ্য্যসামান্বিত, পরম সুন্দর, সর্বোন্নত,
দৈব্যাশীল, সরল, অনুশংস, অলৌকিক
অস্ত্রসমুদায়ে স্তম্ভোভিত, যোগমায়াক্ত,
মহাত্মা, অনিন্দনীয়, মহামনাঃ, বীর, মিত্র-
দিগের প্রশংসাকারী, জ্ঞানবিক্রমের প্রিয়,
ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিনাশী, ব্রাহ্মণগণের হিত-
কর, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়াভীতিগের
ভয়হর্তা, মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধক, সর্ব-
ভূতের শরণা, দানগণের প্রতিপালক,
বিদ্বান্, অর্থসম্পন্ন, সর্বভূতনামস্কৃত, আশ্রিত
শত্রুদিগেরও পরিভ্রাতা, ধর্ম্মবিদ, নীতিজ্ঞ,
ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয় । তিনি দেবগণের
মঙ্গলবিধানার্থ মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে
জন্মগ্রহণ করিবেন । প্রথমে স্বায়ম্ভুৱ মনু
হইতে অঙ্গ, অঙ্গ হইতে অন্তর্দ্বাদশ, অন্তর্দ্বাদশ
হইতে হবির্দ্বাদশ, হবির্দ্বাদশ হইতে প্রাচীন-
বহি, প্রাচীনবহি হইতে দশপ্রচেতা, প্রচেতা
হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে
দাক্ষায়ণী, দাক্ষায়ণী হইতে আদিত্য ও
আদিত্য হইতে বৈবস্বত মনু সমুৎপন্ন
হইবেন । সেই বৈবস্বত মনুব বংশে ইলা

জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ইলার গর্ভে ও বুদের উরসে পুরুষবার উৎপত্তি হইবে। পুরুষবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহ্ম, নহ্ম হইতে যমাতি, যমাতি হইতে যরু, যরু হইতে ক্রোন্টা, ক্রোন্টা হইতে রজিনী-বান্, রজিনীবান্ হইতে খামদ্যু ও খামদ্যু হইতে চিত্রেরথ সমুদ্ভূত হইবে। ঐ চিত্র-রথের পরম পরিশুদ্ধ বংশে শূর নামে এক বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাযশস্বী মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিবেন। সেই শূর হইতে মহাত্মা বাসুদেবের এবং বাসুদেব হইতে বাসুদেবের উৎপত্তি হইবে। ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয় পূর্বক তাহার প্রভাবে গিরিগহবরে রুদ্ধ নরপতিদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত বলবীৰ্য্য-প্রভাবে সমুদায় নরপতির শাসনকর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান পূর্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন করিবেন। অতএব তোমরা তৎ-কালে শাস্ত্রানুসারে গন্ধমালাদি দ্বারা ব্রহ্মার ঞায় সেই সনাতন বাসুদেবের পূজা করিয়া তাহার স্তুব করিও। যে ব্যক্তি আমাকে বা সনদলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে বাসনা করবে, সে যেন সেই সনাতন বাসুদেবের সাহিত সাক্ষাৎকার করে। ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মাকে ও আমাকে দর্শন করা হইবে। ভগবান্ বাসুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি সেই মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন,

তিনি কীর্ত্তি, জয় ও স্বর্গলাভে সমর্থ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। অতএব সংকার্য্যনিরত ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মারা সর্বদা সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করিবেন। তাঁহার অর্চনা করিলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম লাভ হইবে।

মহাত্মা ক্রমীকেশ প্রজাগণের হিত-চিন্তামূর্ হইয়া মনৎকুমার প্রভৃতি যে মহমি-গণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে গন্ধমাদন পর্বতে বাস করিয়া তপস্বী করিতেছেন। অতএব সেই ধর্ম্মপরায়ণ সনাতন ক্রমীকেশকে নমস্কার করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি সজ্জনের ঞায় বন্দিত হইলে বন্দনা, মানিত হইলে মাননা, পূজিত হইলে প্রতিপূজা, দৃষ্ট হইলে দর্শন এবং আশ্রিত হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকপূজিত দেবগণও তাঁহাকে অর্চনা করেন। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। অতএব প্রাণিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চনা করিয়া দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে মহমিগণ! এই আমি তোমা-দের নিকট বাসুদেবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সকল দেবতাকে দর্শন করা হয়। আমিও সেই সনদলোকপিতামহ মহাবরাহ মূর্ত্তিধর জগৎ-পতিকে নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকি। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনলাভ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার শরীরমধ্যে অবস্থান

করি। এই মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই বলদেবের রথে ত্রিণার স্তবর্ণময় তালধ্বজ বিদ্যমান থাকিবে এবং তাঁহার মস্তক মহানাগগণে পরিবেষ্টিত হইবে। তিনি চিন্তা করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। পূর্বে দেবগণ কষ্টপাশ্রজ বলবান্ গরুড়কে এই মহাত্মার অন্তর্দর্শনে অনুরোধ করিতে, গরুড় তদ্বিময়ে সাবশেষ যত্ন করিয়াও কৃত-কাষ্য হইতে পারে নাহ। সেই অনন্তদেব স্বীয় শরীর দ্বারা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া মহা গাহ্লাদে রম্যভালে অবস্থান করিতেছেন। যিনি ঈশ্বর, তিনিই অনন্তদেব এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ ও লাক্ষণধারী বলদেব এই উভয়কে যত্ন পূর্বক দর্শন ও সম্মান করা সকলেরই ক্তব্য। হে তপোদনগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট যত্ন পূর্বক যজুঃশাসন-তীর্ণ নারায়ণকে পূজা করিবার বিষয় কীর্তন করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম

অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! মহাত্মা মহাদেব এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র অকস্মাৎ নভোমণ্ডলে জগদজাল উদিত, বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত ও মেঘের আতি গভীর গর্জনে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

দিক্‌গুল ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল। মেঘ হইতে মূলনদীর বৃষ্টি-ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র দেবগিরিতে মহর্ষিগণ মহাদেব বা ভূতগণকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর আবির্ভাষে নভোমণ্ডল হইতে জগদ-জাল অপসারিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শঙ্করের সহিত পার্শ্বতর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তীর্থ পর্ষা-টন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে নিজ্জানু হইলেন। হে বাসুদেব! গিরিপৃষ্ঠে ভগ-বান্ মহাদেব তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়া-ছিলেন, তুমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম। পূর্বে মহাদেব ত্রিমায় দক্ষ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার তেজঃপ্রভাবে পুনরায় সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবের মহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। দেবকী-ন্দন ভগবান্ বাসুদেব নারদের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমাকে দর্শন করিলে আমাদিগের যেরূপ আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, দেব-লোকে ও আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিলাভ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগকে বারং-বার দর্শন প্রদান করিও। ভগবান্ মহাদেব তোমার মহিমা যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন,

তাহার অনুমাত্র গিণ্যা নহে । তুমি সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ এবং আমরা তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমাদিগের নিকট তাহা কীর্তন করিয়া থাক ; এই নিমিত্তই আমরা তোমার প্রতিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় এই তোমার নিকট হরপার্বতীসংবাদ বিষয়ক রহস্য কীর্তন করিলাম । এই ত্রিলোকসমধ্যে তোমার অবদিত কিছুই নাই । আমরা নিতান্ত চপলস্বভাব, কোন পোপনীয় বিষয় আমরা প্রচ্ছন্ন রাগিতে পারি না । তুমি সর্বদা হইলেও আমরা স্বীয় লয়ই নিবন্ধনই তোমার নিকট নানা প্রকার কাহিয়া থাকি । এই বিশ্বসমধ্যে তোমার অবদিত কোন বিষয়কর পদার্থই বিদ্যমান নাই । কি ভুলোকে, কি ছ্যলোকে যে কোন স্থানে যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই তুমি অবগত আছ । এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টিলাভ হউক, আলসেই তোমার এক মহাপ্রভাবসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, কীর্তিমান্ ও তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবে । আমরা চালালাম । মহর্ষিগণ এই বলিয়া দেবদেব বাহুদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

হে ধর্মরাজ ! অনন্তর শ্রীমান্ বাহুদেব হৃষ্টমুখে বিধানানুসারে ত্রুত সমাপন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় গম্যপস্থিত হইলেন । ক্রিয়-দিন পরে দেবী রুক্মিণী গর্ভ ধারণ পূর্বক দশম মাস পূর্ণ হইলে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন । ঐ পুত্র দেবতা, অমর,

মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বভূতের অন্তরে সঞ্চার করিয়া থাকেন । উহার নাম কাম ।

হে যুধিষ্ঠির ! এই সেই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভূজ বাহুদেব শ্রীতি পূর্বক তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমরাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ । ইনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গপথ বিদ্যমান থাকে । আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, এই বাহুদেব ইন্দ্রাদি ত্রয়স্রিংশৎ কোটি দেবতার সমষ্টি । ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয় স্থান । ইহার আদি অন্ত নাই । ইনি অন্যাক্ষরূপ । এই বাহুদেব সুরগণের কার্য সাধনের নিমিত্ত ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন । ইনি চক্রর কাণ্ডের বস্ত্র ও কর্তা । ইহারই আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার জয়, কীর্তি ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে । ইনি তোমার নাথ ও পরম গতি । তুমি হোতস্বরূপ হইয়া যুগান্তানলকল্প কৃষ্ণরূপ ক্ষুব্ধ দ্বারা সমরান্বিতে অনেকানেক নৃপতিকে আহুতি প্রদান করিয়াছ । রাজা দুর্যোদন যখন জ্ঞাতি, বন্ধবান্ধব ও পুত্রগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিতান্ত শোচনীয়, সন্দেহ নাই । যখন এই কৃষ্ণের চক্রে মহাবল মহাকায় মানব-গণ দাবানলে শলভের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন হীনবল মনুষ্যেরা কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে । এই যুগান্তানলহুল্য মহাযোগী

স্বয়ংচারী অর্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন ।
 ইনি নারায়ণের অংশ । এই মহাবীর স্নীয়
 তেজঃ প্রভাবে অনায়াসে দুর্ষোপনের সৈন্য-
 গণকে বিনাশ করিয়াছেন । এক্ষণে হিমা-
 চলে ভগবান্ শঙ্কর তপোপনগণের নিকট
 কৃষ্ণের যেরূপ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ।
 আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করি-
 তেছি, শ্রবণ কর । কৃষ্ণের প্রসিদ্ধি, তেজঃ,
 পরাক্রম, প্রভাব ও নম্রতা অর্জুন অপেক্ষা
 তিন গুণ অধিক । কৃষ্ণের ঐ সমুদায় গুণ
 অতিক্রম করা অণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে ।
 অধিক কি কহিব, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই
 পক্ষের সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ হয়, সন্দেহ
 নাই । আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও পরা-
 ধীন ; সেই নিমিত্তই জানিয়া শুনিয়াও
 যত্নের পথে পাদ প্রসারণ করিয়াছি । তুমি
 নিতান্ত সরলস্বভাবসম্পন্ন ; সেই নিমিত্তই
 পূর্বের বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে
 এবং প্রিয়তর প্রাণের বিনিময়ে প্রাতিজ্ঞা-
 পালনে যত্নবান্ হইয়া এক দিন রাজ্যগ্রহণ
 কর নাই । যাহারা দুর্বুদ্ধিবশতঃ সংগ্রামে
 প্ররত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কালপ্রভা-
 বেই কালকবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে ।
 আমিও কালপ্রভাবে যত্নসূত্রে নিপতিত
 হইতেছি । কালই মকলের ঈশ্বর । তুমি
 সেই কালকে বিলক্ষণ অবগত আছ । অত-
 এব কাল যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার
 নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার কদাপি
 কর্তব্য নহে । এই কৃষ্ণই সেই লোহিত-
 লোচন দণ্ডধর কাল । এক্ষণে তুমি জ্ঞাতি-
 গণের নিমিত্ত শোকে কাতর হইও না ।

আমি তোমার নিকট মহর্ষি ব্যাস ও দেবর্ষি
 নারদের উপদেশানুসারে বাসুদেবের সাহায্য
 কীর্তন করিয়াছি, তুমিও বিগতশোক হইয়া
 তাহা শ্রবণ করিয়াছ । আমি উহা যতদূর
 কীর্তন করিয়াছি, তাহাতেই উঁহার মহিমার
 এক প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ।
 আমি তোমার নিকট অনেকানেক মহর্ষির
 প্রভাব বিশেষতঃ হরপার্ষ্বতীসংবাদ কীর্তন
 করিয়াছি । যিনি ঐ পবিত্র সংবাদ শ্রবণ,
 কীর্তন ও ধারণ করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই
 শ্রেয়োলাভ, সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি ও দেহান্তে
 স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই । যিনি
 আপনার মঙ্গলকামনা করেন, কৃষ্ণের শরণা-
 পন্ন হওয়া তাঁহার কর্তব্য । বেদাবৎ ব্রাহ্ম-
 ণেরা ইহাকে অক্ষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
 ছেন । হে ধর্ম্মরাজ ! ভগবান্ উমাপতি যে
 সমস্ত ধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছেন, তুমি নির-
 স্তর তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া
 রাখিবে । তুমি প্রজাপালননিরত হইয়া
 ধর্ম্মানুসারে জীবিতকাল অতিবাহিত করিলে
 দেহান্তে অবশ্যই তোমার স্বর্গলাভ হইবে ।
 ধর্ম্মপথ অবলম্বন পৃথক প্রজাগণের রক্ষণা-
 বেষণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । ন্যায়-
 অনুসারে দণ্ডবিধানই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া
 নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । মজ্জনসমিধানে আমি
 যে হরপার্ষ্বতীসংবাদ কীর্তন করিলাম, তাহা
 শ্রবণ করিয়া বা শ্রবণ করিবার অভিলাষে
 বিশুদ্ধমনে শঙ্করের আরাধনা করা অবশ্য
 কর্তব্য । দেবর্ষি নারদ শঙ্করের আরাধনা
 করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান
 করিয়াছেন । এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেবের

পজায় প্রবৃত্ত হও। বায়ুদেব দেবাদিদেব মহাদেবের আয় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মহাবীর অর্জুনের সঠিত বদরিকাশ্রেণে দশমহাস্রবৎসর অতিকঠোর তপোব্রূঠান করেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তুমি পূর্বের দেবর্ষি নারদ, বাস ও আগার নিকট ইহা সম্যক্ অবগত হইয়াছ। এই বায়ুদেব বাণ্যাবস্থাতেই জ্ঞাতীগণের পারিত্রাণার্থ কংশের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই শাস্ত পুরাণ পুরুষের অদ্ভুত কার্যের ইয়ত্তা করা নিতান্ত দুষ্কর। যখন বায়ুদেব তোমার প্রিয় মপা, তখন অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। জ্যোতিষন লোকান্তরিত হইলেও আমি তাহার নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। সেই দুঃখতির চর্তুদ্বিঘ্নেই এই পৃথিবীর লোকক্ষয় হইয়াছে। তাহারই অপরাধে মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সমরাস্রমে প্রাণপারিত্যাগ করিয়াছে।

মহাত্মা ভীষ্ম সেই মহামায়া ব্যক্তিগণ-মধ্যে এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভূমীস্থাব অবলম্বন করিয়া রছিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নৃপতিগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত মতিমা-শ্রবণে মনে মনে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে ভীষ্মের নিকট নানাবিধ ধর্ম্ম ও পবিত্র বিষয় সমুদায় শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ! এই ভূমণ্ডলে প্রদান দেবতা কে? কাহার স্তব ও কাহার অর্চনা করিলে শুভফল লাভ হয়? কোন্ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? আগনি তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ভূমণ্ডলে দেবাদিদেব পরম পুরুষ বায়ুদেবই অধ্বিতীয়। উঁচার মহাস্র নাম উল্লেখ করিয়া ভক্তিপূর্বক উঁহাকে স্তব ও অর্চনা করিলেই শুভ ফল লাভ হয়। সেই অনাদিনিধন ত্রিগোকাপিপতি নারায়ণকে পান, নমস্কার ও তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রজানুষ্ঠান করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, মর্ব্ববশ্যাস্ত্র, লোকের কীর্তিবন্ধন, লোকনাথ ও সমুদায় ভূতের উৎপত্তির আদিকারণ। ভক্তিপূর্বক পুণ্ডরীকাক্ষের স্তব করাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যিনি সমুদায় তেজঃ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট তেজঃ, যিনি সমুদায় তপস্যা, অপেক্ষা প্রদান তপস্যা, যিনি সমুদায় ব্রত অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত, যিনি সমুদায় পবিত্র বস্ত্র অপেক্ষা পবিত্র, যিনি সমুদায়

মঙ্গলের মঙ্গল, মিনি দেবতাদিদেব দেবতা, মিনি সমুদায় জীবের পিতা ও পরব্রহ্মস্বরূপ এবং কল্পের আদিকালে যাঁহা হইতে সমুদায় জীব উৎপন্ন ও কল্পান্তে যাঁহাতে সমুদায় জীব বিলীন হয় ; আমি এক্ষণে সেই লোকপ্রধান বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । উহা শ্রবণ করিলে পাপ ও ভয় এককালে বিনষ্ট হইয়া যায় । মহাসিগণ ঐ বিখ্যাত নাম সমুদায় কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । বিশ্ব, বিষ্ণু, বসট্কার, ভূতভবাতবৎপ্রভু, ভূতকর্তা, ভূতভর্তা, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পৃথগাত্মা, পরমাত্মা, মুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম গতি, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবেত্তাদিগের নায়ক, প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর, নরসিংহ, শ্রীমান্, কেশব, প্রকৃসোত্তম, শরৎ, সর্ব, শিব, স্বাগু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, সখমু, শমু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহামন, অনাদিনিবন, পাতা, বিধাতা, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রমেয়, অমাকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, বিশ্বকর্মা, মনু, ব্রহ্মা, স্বর্বিষ্ঠ, স্বর্গির, ক্রব, অগ্রাহ্য, শাস্ত্রত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দন, প্রভুত, ত্রিককুৎ, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাপব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, ধর্মী, মেধানী, বিক্রম, ক্রম, অনুভম, চুরাধর্ম, কৃতজ্ঞ, কৃত, আত্মবান্, সুরেশ, শরণ, শশ্য, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহং, সংবৎসর, ব্যাল, প্রত্যয়, সর্বদর্শন, অজ, সর্বেশ্বর, সিন্ধু, সিদ্ধি,

সর্বাদি, অচ্যুত, ব্রমাকপি অমেয়াত্মা, সমুদায় যোগ হইতে নির্গত, বস, বসুমনাঃ, সশ্য, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্রমকর্মা, ব্রমাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরাঃ বজ্র, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, অমৃত, শাস্ত্রত, স্বাগু, বরারোহ, মহাতপাঃ, সর্বগ, সর্বজ্ঞ, ভানু, বিশ্বক্সেন, জনাদন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যজ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাপাক্ষ, সুরাধ্যাক্ষ, মংগাধ্যাক্ষ, কৃতকৃত, চতুরাত্মা, চতুর্ভূহ, চতুর্দন্ত, চতুর্ভূজ, ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, মণিষ্ণু, জগতের আদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্দন্ত, উপেন্দ্র, বামন, প্রাশু, অমোঘ, শুচি, উজ্জ্বল, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, পৃথগাত্মা, নিয়ম, যম, বেগ, বৈগ, যোগী, বীরঘাতী, মাপব, মপ, অতীন্দ্রিয়, মহানায়, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি, মহাবীর্য়া, মহাত্ম্যতি, অনির্দেশ্যবপু, শ্রীমান, অমেয়াত্মা, মহাপরিতপারী, মহাপনুর্দ্ধর, মহীভর্তা, শ্রীনিবাস, সাধুদিগের গতি, অনিরুদ্ধ, সুরানন্দ, গোবিন্দ, ইন্দ্রিয়তত্ত্ববেত্তাদিগের পতি, মরীচি, দমন, হংস, স্বপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, স্বতপা, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, অমৃত্যু, সর্বদৃক, সিংহ, সঙ্কাত, সঙ্কগান্, স্থির, অজ, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্ত্রা, বিক্রোতাত্মা, দৈত্যঘাতী, গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিস, অর্নিমিস, অশ্বী, বাচস্পতি, উদারগী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান, আয়, নেতা, সর্গীরণ, সত্সমৃদ্ধা, বিশ্বাত্মা, মহাক্ষ, মহাক্সপাং, আবর্তন, নিরুভাত্মা, সংবৃত, সংপ্রতর্দন, অহং, সংবর্তক, বাহু,

অনিল, পরণীধর, স্ত প্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, বিশ্ব-
ধারী, বিশ্বভোক্তা, বিভূ, সংকর্তা, সংকৃত,
মাধু, জহু, নারায়ণ, নর, অগজোদয়,
অপ্রমেয়াত্মা, বিশিষ্ট, শাসনকর্তা, শুচি,
সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসংকল্প, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিমাধন,
রমাণী, রমভ, বিমু, বিমপর্কী, রমোদর,
বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, বিবিক্ত, শ্রেষ্ঠিগাগর, স্তভুজ,
চর্কর, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, বসু, বহুকণী,
বহুদ্রপ, শিপিবিষ্ট, প্রকাশন, ওজ, তেজঃ,
ত্যাতিধর, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টা-
ক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু, ভাস্করত্যাতি, অমৃতাত-
শৃঙ্গব, ভাসু, শশবিন্দু, সুরেশ্বর, ঔমদ,
জগৎসেহু, সত্যধর্মপরাক্রম, ভূতভব্যভা-
মাথ, পবন, পাবন, অনল, কামঘাণী, কাম-
কারী, কাস্ত, কাম, কামদাতা, প্রভু, যুগাদি-
কর্তা, যুগাবর্ত, অনেকমায়, মহাশন, অদৃশ্য,
অব্যক্তরূপ, মহাস্রাজিৎ, অনন্তজিৎ, উষ্ট,
নিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শিখণ্ডী, নহ্ম, রম,
ক্রোদাই, ক্রোধকারী, কর্তা, বিশ্ববাহু, মহী-
ধর, অচ্যুত, প্রথিত, প্রাণ, প্রাণদ, বাসবা-
নুজ, জলনিধি, অদিষ্ঠান, অপ্রমত্ত, প্রাতি-
ষ্ঠিত, ক্ষন্দ, ক্ষন্দধর, ধূর্গা, বরদ, বায়ুবাহন,
বাসুদেব, বহুস্তানু, আদিদেব, পুরন্দর,
অশোক, তারণ, তার, শূর, শৌরি, জলে-
শ্বর, অনুকূল, শতাবর্ত, পদ্মী, পদ্ম নিভে-
ক্ষণ, পদ্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ, পদ্মগর্ভ, শরীর-
পোনক, মহাক্ষি, ঋদ্ধ, বুদ্ধাত্মা, মহাক্ষ,
গরুড়ধ্বজ, অহুল, শরভ, ভীম, সমমজ্জ,
হরি, হবি, সর্পলক্ষণলক্ষণা, লক্ষ্মীবান্
সমিতিজয়, বিষ্ণুর, রোহিত, মার্গ, হেতু,
দামোদর, মহ, মহীধর, মহাভাগ, বেগবান্,

অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভন, দেব, শ্রীগর্ভ,
পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্তা, বিকর্তা,
গহন, গুহ, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, সংস্থান,
স্থানদাতা, ধ্রুব, পরাধ্ব, পরমস্পষ্ট, তুন্ট,
পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাগ, বিরাম, বিরজ, মার্গ,
নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলবান্ ব্যক্তিদিগের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্য, ধর্ম্যজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ,
নেকুষ্ঠ, পুরুষ, প্রাণ, প্রাণদ, প্রাণব, পৃথু,
হিরণ্যগর্ভ, শত্রুঘ্ন, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ,
ঋতু, স্তদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী, পরিগ্রহ,
উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ, বিশ্রাম, বিশ্বদক্ষিণ,
বিস্তার, স্থাবর, স্থাবু, প্রমাণ, অব্যয়, বীজ,
অর্ণ, অনর্ণ, মহাকোশ, মহাভোগ, মহাধন,
অনির্দিষ্ট, স্থবিষ্ঠ, ধর্ম্যযুগ, মহামথ, নক্ষত্র-
নেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাগ, সমীহন, যজ্ঞ,
ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, মাধুদিগের গতি, সর্ব-
দর্শী, বিশ্বজ্ঞাতা, সর্বজ্ঞ, উত্তম জ্ঞান, স্তব্রত,
স্মুগ, সূক্ষ্ম, স্তঘোম, স্তখদাতা, স্তহৎ,
মনোহর, জিতক্রোধ, বীরবাহু, বিদারণ,
স্বাপন, স্ববশ, ব্যাপী, অনেকাত্মা, অনেক-
ধর্ম্যকৃত, বৎসর, বৎসল, বৎসী, রত্নগর্ভ,
ধনেশ্বর, ধর্ম্যগোপ্তা, ধর্ম্যকর্তা, ধর্ম্যী, স্থূল,
সূক্ষ্ম, ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাতা, মহাস্রাংশু,
বিধাতা, কৃতলক্ষণ, গভস্তিনেমি, মদ্বস্থ,
সিংহ, ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, মহাদেব,
দেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, গোপতি,
গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, শরীরস্থিত পঞ্চ-
ভূতের পালক, ভোক্তা, কপীন্দ্র, ভূরিদক্ষিণ,
সোমপ, অমৃতপ, সোম, পুরজিৎ, পুরু-
ত্তম, বিজয়, জয়, সত্যসন্ধ, দশাই, সাত্ত্বত-
দিগের আধিপতি, জীব, বিনিয়িতা, সাক্ষী,

মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, অস্তোনিধি, অনন্তাজ্ঞা, মহামমুদ্রণায়ী, অন্তক, অজ, মহার্হ, স্বভাব-
স্থিত, শত্রুবিজয়ী, প্রমোদন, আনন্দ, নন্দন,
নন্দ, মত্যাধর্মা, ত্রিবিক্রম, মহর্ষি, কপিল-
চার্য্য, কৃতজ্ঞ, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশা-
ধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ,
গোবিন্দ, স্রমণ, কনকাস্রদী, গুহ্য, গভীর,
গহন, গুপ্ত, গদাচক্রধারী, বেদা, স্বাস্ত্র,
অজিত, কৃষ্ণ, দূঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ,
বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ, মহামনাঃ, ভগবান্,
ভগবান্, নন্দী, বনমালী, হলায়ুধ, আদিত্য,
জ্যোতিঃপ্রধান, সহিস্রু, গতিমন্তম, স্রমজ্ঞা,
খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবণপ্রদ, দিবস্পর্শী,
সর্ষদৃক্, ব্যাস, বাচস্পতি, অয়োনিজ,
ত্রিসাগা, সামগ, সাম, নিক্সাণ, ভেষজ,
ভিষক্, সম্রাসকারী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা,
শান্তি, পরায়ণ, শুভাস্ত্র, শান্তিদ, স্রম-
কুমুদ, কুম্ভলেশয়, গোহিত, গোপতি, গোপ্তা,
রুমভাক্ষ, রুমপ্রিয়, অনিবর্তী, নিরুভাজ্ঞা,
সংক্ষেপ্তা, ক্ষেমকৃৎ, শিব, শ্রীবৎসবক্ষা,
শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতা, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি,
শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্,
ত্রিলোকের আশ্রয়, স্বক্ষ, স্বজ, শতানন্দ,
নন্দ, জ্যোতি, গণেশ্বর, বিজিতাজ্ঞা, বিধে-
য়াজ্ঞা, সংকীর্তি, ছিন্নসংশয়, উদার, সর্ষত-
শক্ষু, অনীশ, শাস্ত্রত, স্থির, ভূশায়ী, ভূষণ,
ভূতি, বিশোক, শোকনাশন, অর্চিস্তান্,
অর্চিতকুম্ভ, বিশুদ্ধাজ্ঞা, বিশোধন, অনিরুদ্ধ,
অপ্রতিরণ, প্রত্নাস্ত্র, অমিতবিক্রম, কালনাগ, নিহস্তা,
বীর, শৌরি, শূরজনেশ্বর, ত্রিলো-

কাজ্ঞা, ত্রিলোকেশ, কেশব, কেশিতা, হরি,
কামদেব, কামপাল, কামী, কান্ত, কৃতাগম,
অনির্দেশ্যবপু, বিষ্ণু, বীর, অনন্ত, মনঞ্জয়,
ত্রক্ষণ্য, ত্রক্ষকৃৎ, ত্রক্ষা, ত্রক্ষ, ত্রক্ষবিবর্দ্ধন,
ত্রক্ষবিৎ, ত্রাক্ষণ, ত্রাক্ষী, ত্রক্ষজ্ঞ, ত্রাক্ষণ-
প্রিয়, মহাক্রম, মহাকক্ষা, মহাতেজা, মহো-
রগ, মহাক্রতু, মহাযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, মহাহবি,
স্তব্যা, স্তবাপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, রণ-
প্রিয়, পূর্ণ, পুরায়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্তি,
অনাময়, মনোজব, 'তীর্থকর, বহু রেতা,
বহুপ্রিয়, বহুপ্রদ, বাহুদেব, বহু, বহুমনা,
হরি, সজ্জতি, সংকৃষ্ণ, মতা, মদ্রুতি,
সংপরায়ণ, শূরসেন, যদুশ্রেষ্ঠ, সগ্নিবাস,
স্বয়াম্বন, ভূতবাস, বাহুদেব, সর্ষাম্বনিলয়,
অনল, দর্পতা, দর্পদ, দৃপ্ত, দুর্ধর, অপরাজিত,
বিশ্বমূর্তি, মহামূর্তি, দীপ্তমূর্তি, অমূর্তিমান্,
অনেকমূর্তি, অব্যক্ত, শতমূর্তি, শতানন, এক,
অনেক, সব, ক, কিং, যদুদ্বাদ্য, লোক-
বক্ষু, লোকনাথ, মাধব, ভক্তবৎসল, স্রবর্ণ-
বর্ণ, হেমাস্ত্র, বরাস্ত্র, চন্দনাস্রদী, বীরহা,
নিমগ, শূন্য, স্নাতাশী, অচল, চল, অমানী,
মানদ, মাণ্ড, লোকস্বামী, ত্রিলোককৃৎ,
স্রমেদা, মেদজ, পণ্ড, মত্যামেদা, ধরাধর,
তেজঃ, রস, দ্যুতিধর, সর্ষশস্ত্রধরাগ্রগণ্য,
প্রাগ্ভ, নিগ্রহ, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ, পদাগ্রজ,
চতুর্মূর্তি, চতুর্দাহ, চতুর্বাচ, চতুর্গতি, চতু-
রাজ্ঞা, চতুর্ভাব, চতুর্দেবদাহ, একপাৎ,
সমাবর্ত, নিরুভাজ্ঞা, দুর্জয়, দুর্জিতক্রম,
দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুর্জারহা,
শুমাস্ত্র, লোকসারঙ্গ, স্রতস্ত, তস্তবর্দ্ধন, ইন্দ্র-
কক্ষা, মহাকক্ষা, কৃতকক্ষা, কৃতাগম, উদ্ভব,

হৃন্দর, হৃন্দ, রত্ননাভ, হুলোচন, অর্ক, বাজ-
সন, শৃঙ্গী, জয়ন্ত, সর্ববিদ্, জয়ী, স্বর্ণবিন্দু
অক্ষোভা, সর্ববাক্, ঐশ্বরেশ্বর, মহাহ্রদ,
মহাগর্ভ, মহাভূত, মহানিধি, কুগুদ, কুন্দর,
কুন্দ, পর্জ্জন্ম, পবন, অনিল, অমৃতান, অমৃত-
বপু, সর্বজ্ঞ, সর্বতোমুখ, স্নেহ, স্নেহত,
মিত্র, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, ত্র্যগোধ, উদ্ভ-
স্বর, অশ্বখ, চানুরাক্ষ-নিসূদন, মহাস্রাচ্চি,
সপ্তজিহ্ব, সপ্তদা, সপ্তবাহন, অমৃতি, অনঘ,
অচিন্তা, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন, অণু, বহৎ,
কৃণ, স্কুল, গুণভূৎ, নির্গুণ, মহান্, অধুত,
স্বধু, স্বার্থ, প্রাঙ্কংশ বংশবর্ধন, ভারভূৎ,
যোগী, যোগীশ, সর্বকামদ, আশ্রম, শ্রমণ,
ক্ষাম, সুপর্ণ, বায়ুনাতন, ধনুর্ধর, ধনুর্বেদ,
দণ্ড, দময়িতা, দম, অপরাজিত, সর্বমহ,
নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্বান্, সাত্বিক, সত্য,
সত্যধর্মপারায়ণ, অভিপ্রায়, প্রিয়াই, অই,
প্রিয়কৃৎ, প্রীতিবর্ধন, বিহায়সগতি, জ্যোতি,
স্বর্গাচি, হৃতভূক্, বিভূ, রবি, বিরোচন, সূর্য্য,
সবিতা, রবিলোচন, অনন্ত, হৃতভূক্, ভোক্তা,
সুখদ, অনেকজ, অগ্রজ, অনির্দিষ্ট, সদাময়ী,
লোকাধিষ্ঠান, অদ্বুত, সনৎকুমার, সনাতন,
কপিল, কপি, অব্যয়, স্বাস্তদ, সান্তিকৃৎ,
স্বস্তি, স্বস্তিভূক্, স্বস্তিদাক্ষণ, অরোদ্ভ,
কুণ্ডলী, চক্রী, বিক্রমী, উর্জ্জতশাসন, শব্দা-
তিগ, শব্দমহ, শিশির, শর্বরীকর, অকুর,
পেশল, দক্ষ, দক্ষিণ, ক্ষমাবান্দিগের অগ্র-
গণ্য, বিদ্বন্তম, বীতভয়, পুণ্য শ্রবণ কীর্তন,
উত্তরগ, দুষ্কৃতিহা, পুণ্য, দুঃস্বপ্ননাশন,
বীরহা, রক্ষণ, শান্ত, জীবন, পর্য্যবাস্তত,
অনন্তরূপ, অনন্তশ্রী, জিতমম্ব্য, ভয়াবহ,

চতুরস্র, গভীরাত্মা, বিদিশো, ব্যাদিশো,
দিশ, অনাদি, ভুলোক ও ভুবলোকের ঐশ্বর্য্য,
স্ববীর, রুচিরাস্রদ, জনন, জনজন্মাদি, ভীম,
ভীমপরাক্রম, আদারনিলয়, ধাতা, পুষ্পহাস,
প্রজাগর, উর্জ্জগ, সংপথাচার, প্রাণদ, প্রণব,
পণ, প্রমাণ, প্রাণনিলয়, প্রাণভূৎ, প্রাণ-
জীবন তত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্, একাত্মা, জন্মমৃত্যু-
জরাতিগ, ভুলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক,
তরু, প্রণব, পিতা, পিতামহ, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি
যজ্ঞা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞভূৎ, যজ্ঞকৃৎ,
যজ্ঞী, যজ্ঞভূক্, যজ্ঞমাদন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞ-
গুহ্য, অন্ন, অন্নাদি, আত্মযোনি, স্বয়ঞ্জাত,
বৈথান, সামগায়ন, দেবকী-নন্দন, স্রষ্টা,
ক্ষিতীশ, পাপনাশন, শঙ্কভূৎ, নন্দকী, চক্রী,
শার্ঙ্গধ্বা, গদ্যধর, রথাস্রপাণি, অক্ষোভ্য ও
সর্বপ্রহরণায়ুধ, এই আমি তোমার নিকট
ভূতভাবন ভগবান্ বাহুদেবের সহস্রনাম
কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই
সহস্র নাম কীর্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার
কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্ৰাপি কিছু-
মাত্র অমঙ্গল হয় না। উহা কীর্তন বা শ্রবণ
করিলে ব্রাহ্মণের বেদান্তে পাণ্ডিত্য, ক্ষত্রি-
য়ের বিজয়, বৈশ্যের অতুল সম্পদ, শূদ্রের
সুখ, ধর্ম্মার্থীদিগের ধর্ম্ম, ধনার্থীদিগের ধন,
কার্মীদিগের কামনা ও পুত্রার্থীদিগের পুত্র
লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পবিত্র ও
ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্তে বাহু-
দেবের এই সহস্র নাম কীর্তন করেন,
তাঁহার বিপুল যশঃ, জ্ঞাতীদিগের মধ্যে
প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, বনবীৰ্য্য ও শ্রেয়ো-
লাভ হয় এবং তিনি রোগবিহীন, দ্যুতিমান্

ও রূপগুণে বিভূষিত হইয়া অকুতোভয়ে কালহরণ করিতে পারেন। প্রতিদিন ভক্তি পূর্বক এই সহস্র নাম কীর্তন করিলে রোগার্ভদিগের রোগ হইতে, বন্ধাদিগের বন্ধন হইতে, ভীতদিগের ভয় হইতে ও বিপন্নদিগের বিপদ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহার আশ্রিত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করে। বাসুদেবের ভক্তদিগকে কদাচ জন্মমুহুর্ত, জরা ও ব্যাধি হইতে ভীত হইতে হয় না। যাহারা ভক্তিমান্ হইয়া প্রকাসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, শ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী, স্মরণশক্তি সম্পন্ন, কীর্ত্তিমান্ ও সুখী হইতে পারেন। যাহারা নারায়ণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ ও দুর্ব্বুদ্ধি সেই পুণ্যবান্দিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। ভগবান্ বাসুদেবই স্রীষ বীৰ্য্যবলে চন্দ্রসূর্য্য ও নক্ষত্রগণে সমলঙ্কৃত নভোগণ্ডল, দিক্ সমুদায়, পৃথিবী ও সমুদ্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সংবলিত সমুদায় জগৎ তাঁহারই বশে অবস্থান করিতেছে। তিনিই ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, মত্ত, তেজ, বল, ধৈর্য্য, দেহ ও জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ বাসুদেব ঐ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মহাভূত সমুদায়ের

সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকার্য্য, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি একাকী ত্রিলোকমধ্যে সমুদায় ভূতে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রেয় ও সুখলাভের বাসনা করেন, ভগবান্ বাসুদেবের এই ব্যাগোক্ত স্তব পাঠ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা সর্বদা ভূতভাবন ভগবান্ কেশবের অর্চনা করেন, তাঁহাদিগকে কখনই পরাভূত হইতে হয় না।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মুদিত্তির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্রপারদর্শী ও বিজ্ঞতম। অতএব কোন্ মন্ত্র জপ করিলে ধর্ম্মফল লাভ হয়? যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কাগ্যারম্ভ ও প্রাক্কালে কোন্ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রু-বিনাশ ও ভয়নাশ হয়? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি বেদ-ব্যাসকীর্ত্তিত মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। সানিত্রী দেবী ঐ মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি ঐ মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্ণ ও উভয় লোকে সুখী হন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত রাজসিংহ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্রপাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট

শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। ঐ মন্ত্র এই “মহা-
ত্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর,
মহাসর্প অনন্ত, অক্ষয় সিদ্ধগণ, ঋষিগণ
এবং দেবাদিদেব বরদাতা মহাস্রীর্ষ ও
মহাস্রনামধারী জনার্দনকে নমস্কার। অজ,
একপাদ, অহিভ্রশ, পিনাকী, ঋত, পিতৃকপ,
ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শঙ্কু, হবন ও ঈশ্বর এই
একাদশ রুদ্র; ইঁহারাই আবার শতরুদ্র
নামে কীর্তিত হন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলে-
শ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর,
ত্বষ্টা, পূগা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য;
ইঁহারা সকলেই কশ্চপতনয়। ধর, ধ্রুৱ,
সোম, মানিত্র, অনিল, অনল, প্রত্ন্যম ও
প্রভাস এই আট মহাত্মা বয়ু নামে অভিহিত
হইয়া থাকেন। নামতত্ত্ব ও দ্রব্য ইঁহারা
উভয়ে অশ্বিনীকুমার। উঁহারা সূর্য্যের ঔরসে
জন্মগ্রহণ করিয়া অক্ষরূপধারিণী সূর্য্য-
পত্নী সংজ্ঞার নাম। হইতে নির্গত হইয়া-
ছিলেন। এই ত্রয়স্বিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের
অধীশ্বর।

অতঃপর লোকদিগের সজ্জ দান প্রভৃতি
সংকল্প ও চৌধ্যাদি দুষ্কর্মেয় সাক্ষ্যদাতা
মহাত্মাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। ঐ মহাত্মারা জীবনমুখে অদৃশ্যভাবে
অবস্থান করিয়া লোকের শুভাশুভ কার্য্য
সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যু, কাল এবং
বিশ্বেদেব, পিতৃলোক, তপোদ্ধন ও সিদ্ধ-
মহর্ষিগণ ইঁহারা ই কার্য্যের সাক্ষ্যদাতা।
ইঁহাদিগের নাম কীর্তন করিলে ইঁহারা শুভ
কল প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রযত-
ভাবে বিধাতৃবিহিত দিব্য লোক সমুদায়ে

অবস্থান করেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের
নাম কীর্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক
সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্বিংশৎ
দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকাশ, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ,
গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ,
ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিঙ্গগণ, আকাশ,
সুপর্ণ, পদ্মগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গম-
গণ, হিমালয় পর্ব্বত, চারিসমুদ্র, মহাদেবের
অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু,
জিষ্ণু, ক্ষুদ্র এবং অশ্বিকা; ইঁহাদিগের
নাম কীর্তন করিলে পাপের লেশমাত্র
থাকে না।

অতঃপর ঋষিশ্রেষ্ঠগণের নাম কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। যবজীত, রৈভ্য,
অর্শাবসু, পরাবসু, কাক্ষিকান্, অঙ্গিরার পুত্র
বর্গ এবং মেঘাতিগির পুত্র বর্গ এই সমুদায়
মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। ইঁহারা
সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং
রুদ্র, অনল ও বয়ুর ণায় প্রভাসম্পন্ন;
ইঁহারা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান
করিয়া এক্ষণে সর্গে দেবগণের সহিত একত্র
অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষি-
দিগের নাম কীর্তন করিলে ইন্দ্রলোকে
সম্মান লাভ করা যায়। উশ্মুচু, প্রমুচু,
স্বস্ত্যাজেয়, দৃঢ়ব্য, উর্দ্ধবাহু, তৃণসোমঙ্গিরাস
ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য
ইঁহারা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন।
এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত।
দৃঢ়েয়ু, ঋতেয়ু, পারিব্যাধ, একত, দ্বিত,
ত্রিত এবং মহর্ষি আত্রির পুত্র সারস্বত
ইঁহারা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন।

এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত । অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিক-বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইহারা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন । এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু । এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন ; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন । এই সমুদায় মহর্ষির নাম কীর্তন করিলে মানবগণের কীর্তি ও মঙ্গল লাভ হয় । ধর্ম, কাম, কাল, বস্তু, বাস্তবিক, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন । ইহারা দিকপাল নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন । ইহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিযুখীন হইয়া ইহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত । পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বখামা, লোমশ ও পূর্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন । ইহারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন । সংবর্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, মাছ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্বাসা ইহারা তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন । এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোক নিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্তন করিলে লোকে ধর্ম, অর্থ কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয় ।

মানবগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও মায়ং-কালে পৃথিবীর পিতা বেণরাজতনয় মহারাজ পৃথু, ইলার গর্ভে বুধের গুহ্রসে ময়ূৎপন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহাত্মা পুরুষবা, ত্রিলোক-

বিশ্রুত মহারাজ ভরত, মত্ৰ্যয়ুগে গোমেশ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা রশ্মিদেব, নিম্বজিৎ যজ্ঞকর্তা তপোবলসম্বিত দ্যুতিমান্ রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ, মহাদেবের প্রমাদে গঙ্গার আনয়ন-কর্তা অক্ষকবধের হেতুভূত মগরবংশের উদ্ধারকারণ রাজর্ষি ভগীরথ এবং হতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর অন্যান্য কীর্তিমান্ দেবতা, ঋষি ও ভূপতিদিগের নাম কীর্তন করিবে । মাংখ্য যোগ, হব্য-কব্য ও সর্ব্বশ্রুতির আশ্রয় পরব্রহ্ম এই সমুদায় শব্দ মায়ং ও প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ, ব্যাধিনাশ ও সকল কার্যে উন্নতি হইয়া থাকে । অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও মায়ংকালে পূর্বোক্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য । ইহারা সৃষ্টি ও পালনকর্তা এবং বারিবর্ষণ ও বায়ুবহনের কারণ । ঐ মহাত্মারা শ্রেষ্ঠ, কার্যদক্ষ, ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় । ইহারা মনুষ্যের সমুদায় দুর্দৃষ্ট দূর করিতে পারেন । ইহারা পাপ-পুণ্যের মাঙ্গীস্বরূপ । ইহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ইহাদিগের নাম কীর্তন করেন, তাঁহাদিগের পথ অবিরুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা অগ্নিভয়, চৌরভয় ও দুঃসপ্ত দর্শন প্রভৃতি সমুদায় অমঙ্গল হইতে পরি-ত্ৰাণ লাভ করিয়া থাকেন । যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞদীক্ষাসময়ে সংযত হইয়া এই সমুদায় পবিত্র নাম পাঠ করেন, তাঁহারা ন্যায়বান্, আত্মনিরত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিহীন, সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন ।

রোগার্তি ব্যক্তির উহা পাঠ করিলে সমুদায় রোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। গৃহ-মধ্যে উহা পাঠ করিলে কুলের মঙ্গল, ক্ষেত্রমধ্যে পাঠ করিলে শস্যসম্পত্তি ও বিদেশগমন সময়ে পাঠ করিলে পথিমধ্যে মঙ্গল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব ক্রী, পুত্র, ধন, বীজ, ওষধী ও আপনার চিত্তের নিমিত্ত উহা পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামকালে ঐ সমুদায় নাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া অক্ষতশরীরে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি দৈব ও পিতৃকার্য উপলক্ষে উহা পাঠ করেন, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার যজ্ঞে ত্যাকব্য ভোজন করিয়া পরম পারিতৃপ্ত হন। তাঁহাকে কখনই ব্যাধি, হিংস্র-জন্তু ও তক্ষর হইতে ভীত হইতে হয় না এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। ষাঁহার অর্পণযান, যান, প্রবাস ও রাজগৃহে এই সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের বালকগণ কখনই অকালে কালকবলে নিপতিত হয় না এবং তাঁহাদিগকে ভূপতি, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, অগ্নি, জল, পবন ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনই ভীত হইতে হয় না। ফলত সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করিলে চারিবারেরই শাস্তিলাভ হইয়া থাকে। ষাঁহার পরম পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। ষাঁহার গৌসমূহের মধ্যে

এই মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদিগের গাভীগণ বহুবৎসা হয়। কি বিদেশযাত্রা, কি প্রবাসে অবস্থান সমুদায় সময়েই এই মন্ত্র পাঠ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। জপ-হোমপরায়ণ প্রযত্না মহর্ষিগণের উহার তুল্য পরম জপ্য মন্ত্র আর কিছুই নাই। পূর্বে মহর্ষি পরাশর এই সনাতন মন্ত্র ইন্দ্রের নিকট সবিস্তরে কীর্তন করিয়াছিলেন; এক্ষণে আমি উহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ঐ মন্ত্রকে সর্বভূতের হৃদয় ও পুরাতন ঐতিহ্যরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশোদ্ভূত ভূপতিগণ পবিত্র হইয়া প্রাণিগণের পরম গতি-স্বরূপ ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সর্বদা দেবগণ, মনুষ্য ও মহাত্মা ঋগ্বেদ নাম কীর্তন করিলে মনুষ্য স্বয়ং সমুদায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ ও অগ্নের অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারে। কাশ্যপ, গোতম, ভৃগু, অঙ্গিরাস, অত্রি, শুক্ল, অগস্ত্য ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধ ব্রহ্মসিগণ সর্বদা সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্বে মহর্ষি স্বাচীকের পুত্রগণ ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট ঐ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ সাবিত্রীমন্ত্র আজ্ঞায় করিয়াই দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবেত্তা জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-শৃঙ্গসম্পন্ন শত গাভী প্রদান করেন, আর যিনি লোকসমাজে দিব্য ভারতকথা কীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই তুলাফল লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা ভৃগুর নাম কীর্তন করিলে ধর্ম্মলাভ,

বশিষ্ঠকে নমস্কার করিলে শৌর্য্যবুদ্ধি, মহারাজ রঘুকে নমস্কার করিলে সংগ্রামে জয়লাভ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম কীর্তনে রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৩ ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রীগন্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম; এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে কাহার পূজনীয় এবং কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ-গণকে অবমানিত করিলে দেবতাদিগকেও অবসন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণকেই নমস্কার করা কর্তব্য। এই জীবলোকে তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগের নিকট পুত্রের স্থায় অবস্থান করা সকলেরই পক্ষে শ্রেয়স্কর। ঐ মনীষিগণ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। নিঃস্ব-ভাবই তাঁহাদিগের স্তব্ধতার কারণ। তাঁহারা প্রাণিগণের প্রিয়দর্শন, সকলের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রতধারী, লোকস্রষ্টা, শাস্ত্রপ্রণেতা ও যশস্বী। উঁহারা সংযতবাক্য হইয়া কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপস্বী তাঁহাদের পরম ধন এবং বাক্যই তাঁহাদিগের পরম বল। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎপাদিস্থান, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থী ও সূক্ষ্মদর্শী। প্রজাগণ তাঁহা-

দিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে। উঁহারা সংপথপ্রদর্শক, যজ্ঞ-প্রকাশক ও সনাতন। উঁহারা নিরন্তর পিতৃপিতামহদ্ব্যুত দুর্ব্বহ ব্রাহ্মণ্যভার বহন করিয়া থাকেন; অতি দুঃসময়েও ঐ ভার-বহনে অবসন্ন হন না। উঁহারা হব্যকব্দের অগ্রভাগ ভোক্তা এবং দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের মুগ্ধস্বরূপ। উঁহারা ভোজন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেই ত্রিলোককে মহাভয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। উঁহারা সর্বজ্ঞ, শ্রুতিনিষ্ঠ, সকল বিষয়ে স্থানিপুণ, সৌক্ষ্মদর্শী, সকলের গতিজ্ঞান-বিশারদ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ এবং সকল লোকের দীপ ও চক্ষুস্থানুদিগেরও চক্ষুঃ-স্বরূপ। আদি, মধ্য ও অন্ত সকলই উঁহাদের বিদিত আছে। উঁহারা সংশয়-বিরহিত ও উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানস্থানিপুণ। উঁহাদের চরমে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। উঁহারা বিগতপাপ, নিম্নন্দ, নিম্পরিগ্রহ, সম্মানের উপযুক্ত ও সম্মানিত। চন্দন ও পঙ্ক এবং ভোজন ও অভোজনে উঁহাদের সমান জ্ঞান। উঁহারা দুকূল, শব্দসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র, কোম ও মুগচর্ম্ম অভিন্ন-বোধে পরিধান করেন। উঁহারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অনাহারে বহু দিবস অতিক্রম পূর্ব্বক দেহ শুষ্ক করিতে পারেন। উঁহারা কুপিত হইলে দেবতার অদেবত্ব, অদেবতার দেবত্ব সম্পাদন এবং নূতন লোক সমুদায় ও লোকপালগণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ঐ মহাত্মাদিগের শাপপ্রভাবেই সাগরজল নিতান্ত অপেয়

হইয়াছে । উঁহাদিগের কোপানল দণ্ডকারণ্যে অত্যাপি উপশমিত হয় নাই । উঁহারা দেবগণের দেবতা, ক্রিয়ারণের ক্রিয়ারণ ও প্রমাণের প্রমাণ । অতএব উঁহাদিগকে অবমানিত করা নিষিদ্ধ ব্যক্তির কর্তব্য নহে । উঁহাদিগের মধ্যে কি বুদ্ধ, কি বালক সকলেই সম্মানের উপযুক্ত । উঁহাদের মধ্যে যঁাহারা তপ ও বিদ্যায় সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সজাতীয়দিগের নিকট সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন । যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন ; সুতরাং যিনি বিদ্বান্ তিনি যে পরম পাবন, তাহার আর বিচিত্র কি । ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্তব্য । অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃত হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না । যেমন তেজস্বী অগ্নি স্থানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রভূত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্তব্য ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্ম্মরাজ ! এই স্থানে পবনকর্ত্তবীর্য্য সংবাদনামক এক পুরাতন

ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করা হৈহয়বংশোদ্ভব মহাশুভ্রজসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য মহীপা সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং সমুদায় শাসন করিয়াছিলেন । সাহিত্যাতী পুরী তাঁহার রাজধানী ছিল । তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে বিনীতভাবে বহুদিন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের আরাধনা ও তাঁহাকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন । একদা ঐ মহর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের ভক্তিভাবে সাতিশয় সম্ভুক্ত হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । তখন কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন সমরাজ্ঞনে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিব, তখন যেন আমার সহস্র বাহু উৎপন্ন হয় । আমি যেন স্রীয বিক্রমবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও ধর্ম্মানুসারে উহা শাসন করিতে পারি । আর আপনার নিকট আমার এই এক প্রার্থনা যে, আমি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে, যেন মাধু ব্যক্তির আশ্রমে শাসন করেন ।

কার্ত্তবীর্য্য এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দ্বিজবর দত্তাত্রেয় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন । তখন ঐ মহাবীর মহর্ষির বরপ্রভাবে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া কহিলেন, ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ ও পরাক্রমে কেহই আমার তুল্য নাই । মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া ভূমণ্ডল অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে

একটি হইল, যে মূঢ় ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়েরা কখন প্রজাশাসন করিতে পারে নাই ।

তখন কার্তবীৰ্য্য কহিলেন, আমি সম্ভব হইলে জীবগণের সৃষ্টি এবং রোষাবিন্দ হইলে সমুদায় জীবকে বিনাশ করিতে পারি, অতএব ব্রাহ্মণ কখনই আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । “ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় কখন প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয় না” তুমি এই হেতুনির্দেশ পূর্বক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়কে তদপেক্ষা হীন বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলে ; কিন্তু আমার মতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজ্ঞাদিচ্ছলে ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে । কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কখনই ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে না । প্রজাপতিপালন করা ক্ষত্রিয়ের কৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে ; তবে ব্রাহ্মণ কিরূপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল ? তুমি আকাশ হইতে যাহা কহিলে, উগা মিথ্যা । অতঃপর আমি ভিক্ষোপজীবী আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণগণকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বশীভূত করিব । ত্রিলোক মধ্যে কি দেবতা কি মনুষ্য কেহই আমাকে রাজ্য হইতে পরিত্রস্ত করিতে সমর্থ নহে । অতএব আমি কখনই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহি । আজি আমি নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণপ্রধান জগৎকে ক্ষত্রিয়-প্রধান করিব । সমরাজ্ঞে কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে । মহানীর

কার্তবীৰ্য্য এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিলে, আকাশনাগীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণে একান্ত শঙ্কিত হইলেন ।

তখন পবনদেব অন্তরীক্ষ হইতে কার্তবীৰ্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অৰ্জ্জুন ! তুমি এক্ষণে এই দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর । উহাদিগের অপকার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে । উহারা তোমাকে হয় বিনষ্ট না হয় রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিবেন ।

- তখন কার্তবীৰ্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভদ্র ! তুমি কে ?

পবন কহিলেন, আমি দেবদূত বায়ু ; তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছি ।

তখন কার্তবীৰ্য্য পবনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমীরণ ! আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন । ব্রাহ্মণ, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, জল, পৃথিবী না আপনার মদৃশ ?

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

তখন পবন কহিলেন, মূঢ় ! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যৎকিঞ্চৎ গুণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশ প্রভৃতি ঐহ্যার ঐহ্যার নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অঙ্গরাজের স্পর্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া

পৃথিবীকে পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিলে, মহর্ষি কশ্যপ উঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । পূর্বের মহর্ষি অঙ্গিরাসঃ অনায়াসে পৃথিবীস্থ সমুদায় মলিল পান করিয়া পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী মলিলপূর্ণা করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মা কোন সময়ে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি তাঁহার ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম । দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার পাতিব্রত্য বিনষ্টে করিলে তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করেন নাই । সমুদ্র অগাধ মলিলপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণগণের অভি-শাপে লবণোদক হইয়াছে । নির্ধম ছত্ৰাশন-সদৃশ তেজস্বী রূপবান্ শুক্লাচার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার অভিশাপে তেজোবিহীন হইয়াছেন । মহাত্মা কপিলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাগর-মধ্যে সগরসন্তানদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন । অতএব তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণের তুল্য জ্ঞান না করিয়া আপনার শ্রেয়ো-লাভের উপায় চিন্তা কর । অশেষক্ষমতা-শালী মহাত্মারা গর্ভস্থ ব্রাহ্মণদিগকেও নিরস্তুর নমস্কার করিয়া থাকেন । মহর্ষি শুক্লাচার্য্য সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকরাজ্য এবং মহাত্মা ওর্ষ কত্রকুলোদ্ভব তালজজ্ঞকে বিনষ্ট করিয়াছেন । তুমি কেবল মহাত্মা দত্তা-ত্রেয়ের প্রসাদেই দুর্লভ রাজ্য, বল, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ । তুমি সর্বদেবের হব্যবাহী ভগবান্ ছত্ৰাশনের উপাসনা করিয়া থাক । তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভি-

হিত হন । অতএব ব্রাহ্মণকে সর্বভূতানু-পালক ও জীবলোকের কর্ত্তা বলিয়া পরি-জ্ঞাত হইয়াও এরূপ মুগ্ধ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে ।

হে মহারাজ ! পূর্বের সর্বলোকপিতা-মহ সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্বাবরজঙ্গম-সংবলিত সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । তাঁহা হইতেই শৈল, দিক্, মলিল, পৃথিবী ও আকাশ সমুদ্ভূত হয় । অজ্ঞান ব্যক্তির অগুজ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরি-জ্ঞাত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডজ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু বস্তুর তিনি ব্রহ্মাণ্ডজ নহেন । তিনি যখন অজ নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম কোন রূপেই সম্ভাবিত হয় না । তিনি অণু অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অগুজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ঐ মহাত্মা সর্ব প্রথমে সমুদ্ভূত হইয়া অহঙ্কারাত্মক দেহ আশ্রয় করিয়া সর্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনিই সকলের আদিভূত ব্রাহ্মণ । অতএব তাঁহার তুল্য হইতে বাসনা করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে । ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্ত্তবীৰ্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্বক গোণাবলম্বন করিয়া রহিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম

অধ্যায় ।

তখন বায়ু পুনরায় কার্ত্তবীৰ্য্যকে সম্বো-ধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বের

মহীপাল অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ-
গণকে এই পৃথিবী দান করিতে অভিলাম্বী
হইয়াছিলেন । পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
ঐ ব্রহ্মান্ত্র অগত হইয়া চিন্তা করিলেন,
আমি ব্রহ্মার কন্যা, সকল প্রাণিকেই ধারণ
করিয়া আছি ; এই মহীপাল আমাকে
প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে আমাকে ব্রাহ্মণ-
সাং করিতে অভিলাম্বী হইয়াছেন । অতএব
স্বাহাতে ইনি রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হন,
আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ।
একগুণে আমি এই অপরিষ্ঠানভূত ভূমিকে
পরিত্যাগ পূর্বক ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট
গমন করি । ভগবতী ধরিত্রী মনে মনে
এইরূপ চিন্তা করিয়া অচিরে ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন । তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথি-
বীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ব্রহ্মলোকে
প্রস্থিত জানিতে পারিয়া যোগবলে স্বীয়
দেহ পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ ভূমির
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । কশ্যপ ভূমির
মধ্যে প্রবেশ করাতে উহার পূর্বাপেক্ষা
সমধিক সমৃদ্ধ হইল । উহা হইতে প্রচুর
পরিমাণে তৃণ ও ওষধি উৎপন্ন হইতে
লাগিল এবং ভয় ও অধর্ম্য তিরোহিত হইয়া
গেল । মহর্ষি কশ্যপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর
সেই ভূমির মধ্যে অবস্থান করিলেন ।
তখন পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন
পূর্বক মহর্ষি কশ্যপকে নমস্কার করিয়া
তঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন ।

হে মহারাজ ! মহর্ষি কশ্যপ এইরূপ
তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন । অতএব
বল দেখি, কশ্যপ হইতে কোন্ ক্ষত্রিয়

শ্রেষ্ঠ ? ভগবান্ মগীরণ কশ্যপের এইরূপ
প্রভাব কীর্তন করিলে, মহারাজ কার্তবীৰ্য্য
তঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভূয়ীভাব অব-
লম্বন করিয়া রহিলেন । তখন পবন পুন-
রায় তঁাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
মহারাজ ! একগুণে অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি
উতথ্যের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । ভগবান্ চন্দ্রের এক সর্বাঙ্গসুন্দরী
কন্যা ছিল । চন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের
পর মহর্ষি উতথ্যকেই ঐ কন্যার অনুরূপ
পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । ঐ
কন্যাও উতথ্যকে আপনার উপযুক্ত বিবে-
চনা করিয়া তঁহার সহিত পরিণীত হইবার
অভিলাষে অতি কঠোর তপোানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হইলেন । কিস্যদ্বিন পরে মহর্ষি অত্রি
উতথ্যকে আহ্বান পূর্বক চন্দ্রের সেই
কন্যাটি তঁহার হস্তে প্রদান করিলেন ।
উতথ্যও বিধানানুসারে তঁহার পাণিগ্রহণ
করিলেন । জলাধিপতি বরুণের পূর্বাবধিই
ঐ সোমকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাম্ব
ছিল । একগুণে তঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ না
হওয়াতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন
এবং একদা ঐ কন্যাকে সমুদ্রজলে অব-
গাহন করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্বক
তঁাহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরমধ্যে আনয়ন
করিলেন । ঐ পুরী ছয়শত বর্গে অশোভিত,
বিবিধ প্রাসাদসমাকীর্ণ ও সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন ।
উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরী আর কুত্রাপি
নাই । জলেশ্বর বরুণ সেই রমণীয়ত্বকে সেই
পুরমধ্যে সমাধীত করিয়া তঁহার সহিত
পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে দেবর্ষি নারদ ঐ বৃত্তান্ত অব-
গত হইয়া উত্থ্যের কর্ণগোচর করিলেন।
উত্থ্য নারদের মুখে স্বীয় পত্নীহরণসংবাদ
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি
অবিলম্বে বরুণের নিকট গমন করিয়া বল
যে, হে জলেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত
উত্থ্যের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ? তুমি
লোকপালক; লোকের ত বিলোপক নহ।
ভগবান্ চন্দ্র উত্থ্যকে কন্যা সম্প্রদান
করিয়াছেন; তুমি কেন সেই কন্যা অপ-
হরণ করিলে? যাহা হউক, তুমি শীঘ্র
উত্থ্যকে তাঁহার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ কর।
উত্থ্য এইরূপ আদেশ করিলে, দেবর্ষি
নারদ তাঁহার বাক্যানুসারে বরুণের নিকট
গমন করিয়া কহিলেন, জলেশ্বর! তুমি
মহর্ষি উত্থ্যের পত্নী অপহরণ করাতে
তিনি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া-
ছেন। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যা
অপহরণ করিলে? বরুণ তাঁহার মুখে
উত্থ্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন, নারদ! তুমি আমার বাক্যানু-
সারে সেই মহর্ষিকে কহিও যে, এই
সর্বাপ্সহুন্দরী নারী আমার নিতান্ত প্রিয়।
আমি ইহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে
পারিব না। জলাধিপতি এই কথা কহিলে,
মহর্ষি নারদ অচিরে উত্থ্যের নিকট গমন
পূর্বক অপ্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন,
তপোধন! বরুণের নিকট গমন পূর্বক
তাহাকে তোমার ভার্য্যা প্রত্যর্পণ করিতে
সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম; তাহাতে
সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে গলহস্ত

প্রদান পূর্বক বিদায় করিয়াছে। সে
কিছুতেই তোমার ভার্য্যা তোমাকে প্রদান
করিবে না। অতঃপর তোমার যাহা কর্তব্য
হয়, কর। দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিবা-
মাত্র মহর্ষি উত্থ্য বরুণের প্রতি নিতান্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরে সলিল সমুদায় স্তম্ভন
পূর্বক টপান করিতে আরম্ভ করিলেন।
ঐ সময় নীরাধিপতি বরুণ উত্থ্য কর্তৃক
সলিল সমুদায় গীষ্মমান দেখিয়া এবং স্তম্ভ-
গণ কর্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও সেই
সোম কন্যাকে পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর মহর্ষি উত্থ্য ক্রোধভরে ভূমিকে
আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ধরিত্রি! এখন
তোমার সেই ছয় লক্ষ হৃদযুক্ত স্থান
কোথায়? মহর্ষি উত্থ্য এইরূপ কহিবা-
মাত্র সমুদ্রে তৎক্ষণাৎ বরুণের পুর হইতে
অপস্থিত হইল এবং সেই স্থান উমর ক্ষেত্রের
ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন
মহর্ষি উত্থ্য সরস্বতীকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে এই স্থান
হইতে অপস্থিত হইয়া মরুদেশে প্রবাহিত
হও। এই স্থানটি তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত
হইয়া অপবিত্র হউক। স্রোতস্বতী সরস্বতী
উত্থ্যের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র
তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপস্থিত হইলেন।
তখন বরুণ স্বীয় পুরী নিতান্ত জলশূণ্য
দেখিয়া ভীতচিত্তে সেই সোমকন্যাকে গ্রহণ
পূর্বক উত্থ্যকে প্রদান করিয়া তাঁহার
শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি উত্থ্য ভার্য্যাকে
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ পূর্বক
সমুদায় জগৎকে জলকন্ড হইতে ও বরুণকে

এই বিপজ্জাল হইতে নিম্মুক্ত করিয়া দিলেন । অনন্তর তিনি বরুণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, জলাধিরাজ ! এই আমি স্বীয় তপোবলে তোমাকে নিতান্ত বিষম করিয়া স্বীয় ভার্য্যা প্রত্যাহরণ করিলাম । অতঃপর আর তোমার ইহার নিমিত্ত রোদন করা বৃথা । মহর্ষি উত্থ্য এই বলিয়া তথা হইতে আপনার আবাসে প্রস্থান করিলেন । হে মহারাজ ! মহর্ষি উত্থ্যের এইরূপ প্রভাব ছিল । এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, নর-পতি কার্ত্তবীৰ্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । তখন পবনদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে অশ্বরগণ দেবতা-দিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের স্বধা ও মানবগণের কৰ্ম্ম কাণ্ড সমুদায় বিলুপ্ত করিলে, দেবগণ ঐশ্বর্য্য-বিহীন হইয়া ভূমণ্ডলে পরিত্রমণ করিতে লাগিলেন । একদা তাঁহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তেজঃপুঞ্জকলেবর ভাস্করপ্রতিম মহাতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন । তখন দেবগণ ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কুশলপ্রশ্নান্তে

কহিলেন, ভগবন্ ! দানবগণ আমাদিগকে পরাস্ত ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়াছে ; অতএব আপনি আমাদিগকে এই উপস্থিত ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । দেবগণ এই কথা কহিলে, মহাতেজস্বী মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদের অশ্বরহস্তে পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কল্লান্তকালীন অনলের মায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তখন মহর্ষির সেই ক্রোধানল-প্রভাবে অসংখ্য দানব দগ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতে লাগিল । ঐ সময় যে সকল দানব পৃথিবী ও পাতালতলে অবস্থান করিয়াছিল কেবল তাহারাই জীবিত রহিল । নরপতি বলি ঐ সময় পাতালতলে অবস্থান পূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

এইরূপে অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গস্থ দানব-গণ দগ্ধ হইলে, দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ; মহর্ষি অগস্ত্যেরও ক্রোধানল নির্দাণ হইল । অনন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি ভূমিস্থিত অশ্বরগণকে পরাজয় করুন । তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি তোমাদের অনুরোধে স্বর্গস্থ অশ্বরগণকে বিনষ্ট করিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে আর আমি অশ্বর-বিনাশে সম্মত নহি, কারণ বারংবার দানব-দলন করিলে আমার তপোবল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ।

হে মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । তিনি এইরূপে স্বীয় তেজঃ-

প্রভাবে দানবগণকে দম্ব করিয়াছিলেন ।
এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় অগস্ত্য
হইতে শ্রেষ্ঠ ?

ভগবান্ সগীরণ এই কথা কহিলে, মহা-
বীর কাক্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনা-
বলম্বন করিয়া রহিলেন । তখন বায়ু পুন-
রায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
রাজন্ ! এক্ষণে আমি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
পূর্ব্বে দেবতাগণ মানস মরোবর তীর্থে বস্ত্রা-
মুষ্ঠানে প্ররুত হইলে খলীনামে পর্দতাকার
জানব সমুদায় উহা দর্শন করিয়া যাজ্ঞিক-
গণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
ঐ দানবগণের মধ্যে যাহারা কোন ক্রমে
বিনষ্ট হইত, তাহারা তাহাদের আত্মীয়গণ
কর্ত্তক ঐ মানস মরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবা-
মাত্র ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ জীবিত
হইয়া ভীষণাকার পর্দত ও বৃক্ষ সমুদায়
গ্রহণ পূর্ব্বক সেই শতযোজন সমুখিত
মলিলরাশি বিলোড়িত করিতে করিতে
তীরে গাত্ৰোত্থান করিত । ঐ দৈত্যগণ
বলগর্বে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি ধাব-
মান হইলে তাঁহারা ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক
ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তখন দেব-
রাজ ইন্দ্র ও তাহাদের পরাক্রম প্রভাবে
একান্ত ব্যথিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের
শরণাপন্ন হইলেন । তখন মহাশক্তি বশিষ্ঠ-
দেব দেবগণকে নিতান্ত দুঃখিত বোধ করিয়া
দয়ার্দ্ৰচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান এবং
অবর্ণালা ক্রমে স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই
দৈত্যাদিগকে এককালে ভস্মসাৎ করিলেন ।

ঐ সময় ঐ মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মহানদী
গঙ্গা মানস মরোবর ভেদ করিয়া তপায়
উপস্থিত হইয়াছিলেন । ঐ নদী দ্বারা মরো-
বর নির্দীর্ণ হওয়াতে উহার নাম সরযু হই-
য়াছে । যে স্থানে সেই খলীনামে দৈত্য
সমুদায় নিহত হইয়াছিল, ঐ স্থান অতাপি
খলিন নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ।

হে মহারাজ ! ঐ আমি তোমার নিকট
মহর্ষি বশিষ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম ।
তিনি এইরূপে ব্রহ্মার বরে একান্ত গর্ব্বিত
দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রাদি দেব-
গণের রক্ষা করিয়াছিলেন । এক্ষণে বল-
দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় বশিষ্ঠদেব অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ?

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ভগবান্ সগীরণ এই
কথা কহিলে, মহারাজ কাক্তবীর্য্য তাঁহার
বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ।
তখন পবনদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার
নিকট মহর্ষি অত্রির কার্য্য কীর্ত্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বে যখন অশ্বরগণের
সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়, তৎকালে রাজু
চন্দ্র ও সূর্য্যকে শরানিকরে বিদ্ধ করিয়া-
ছিল ; সুতরাং ঐ সময়ে সমুদায় দেবগণকে
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে হইয়াছিল ।
পরাক্রান্ত দানবগণ ঐ স্রোমে অন্ধকারা-
বৃত্ত দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে
আরম্ভ করিল । তখন দেবগণ অশ্বরগণের
শরে একান্ত কাতর হইয়া তপোধনোগ্রগণ্য

জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অত্রির সমীপে গমন পূৰ্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূৰ্বক কহিলেন, ভগবন্! চন্দ্র সূর্য্য অম্বরগণের শরজালে বিদ্ধ হওয়াতে এই অন্ধকারময় প্রদেশে শত্রুবাণে বিদ্ধ হইতেছি; কোনরূপেই শাস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।

তখন অত্রি কহিলেন, দেবগণ! আমি কিরূপে তোমাদিগের রক্ষা করিব, তাহা নির্দেশ কর। দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি চন্দ্রসূর্য্যরূপী হইয়া তিমির সমুদায় ধ্বংস করিয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নিপাতিত করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, মহাত্মা অত্রি তাঁহাদের বাক্যানুসারে প্রথমে প্রিয়দর্শন চন্দ্ৰের রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে স্ত্রীয় তপোবলে দানবগণের শর-নিকরে বিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যকে উদ্ধাসিত করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ তিমিরশূন্য ও দেবগণের অস্ত্রজাল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ অত্রি এইরূপে তিমিররাশি ধ্বংস করিয়া আপনার তেজোবলে দেবগণের প্রবল শত্রু দানবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ও অম্বরদিগকে মহাত্মা অত্রির তেজে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা অত্রির কার্য্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ অগ্নি-সহায় চন্দ্রাম্বরধারী ফলমূলভোজী মহাত্মা অত্রি হইতে এইরূপে সূর্য্যের প্রকাশ, দেবগণের রক্ষা ও অম্বরগণের সংহার হইয়া-

ছিল। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা অত্রি হইতে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কীর্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পবন পুনর্বার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি মহাত্মা চ্যবনের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্বে মহাত্মা চ্যবন দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন পূৰ্বক করিয়াছিলেন, দেবরাজ! তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত সোমরস পান করিতে অনুমতি প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, ভগবান্! উহারা আমাদিগের পরিত্যজ্য ও অসম্মানিত, স্তূতরাং আমরা কখনই উহাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারিব না; অতএব আপনার এরূপ অনুরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাকে অন্য বাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।

চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ! ইঁহারা সূর্য্যের পুত্র। স্তূতরাং ইঁহারা অবশ্যই তোমাদিগের সহিত সোমরস পান করিতে পারেন। অতএব তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয়ো-লাভে সমর্থ হইবে। যদি তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদের পরিসীমা থাকিবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আমি কখনই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান

করিব না। অন্তের যদি ইচ্ছা হয়, উহারিগের সহিত সোমরস পান করুক।

তখন চ্যবন কহিলেন, দেবরাজ ! যদি তুমি সহজে আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি অদৃষ্ট তোমাকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভূমিতে অগ্নিনী-কুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবন এই বলিয়া অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের হিতসাধনার্থ সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্র-বলে সুরগণকে অভিভূত করিলেন। দেব-রাজ ইন্দ্র মহর্ষি চ্যবনের সেই কার্যদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল শৈল ও বজ্র সমু-চ্ছত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-লেন। তপোপনাগ্রগণ্য ভগবান্ চ্যবন ইন্দ্রকে ঐ রূপে পর্দিত ও বজ্রহস্তে ধাব-মান দেখিয়া সহসা জল নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহাকে বজ্র ও পর্বতের সহিত স্তম্ভিত করিয়া মদ নামে এক মস্ত্রাচ্ছতিময় ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষের দন্তসমুদায় শতযোজন বিস্তৃত ও দংষ্ট্রা-সকল দ্বিশত যোজন বিস্তৃত। উহার বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে অতি ভীষণ হইয়া উঠিল এবং অপর ভূমিতল ও ওষ্ঠ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন মহার্ণবে তিমি মৎস্যের মুখে যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য সমুদায় বাস করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার জিহ্বামূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবগণের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকলে সম-বেত হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহি-লেন, দেবরাজ ! আমরা সকলেই অগ্নিনী-

কুমারদ্বয়ের সহিত সোমরস পান করিব, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অসম্মত না হইয়া মহাত্মা চ্যবনকে নমস্কার পূর্বক উহার ক্রোধ শান্তি করুন। দেবগণ এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ অগত্যা মহাত্মা চ্যবনের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার অভিলষিত বিষয়ে স্তীকার করিলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন সেই যজ্ঞে সমুদায় দেবতার সহিত অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইয়া অক্ষত্রীড়া, যুগয়া, মদ্র ও স্ত্রীগণে সেই ভীষণমূর্তি মদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই নিমিত্ত অক্ষত্রীড়া-দিতে আসক্ত হইলে মনুষ্যসাত্তাকেই অব-সন্ন হইতে হয়; অতএব ঐ সমস্ত পরি-তাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। হে মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা চ্যবনের মহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ক্ষত্রিয় সেই মহাত্মা চ্যবন হইতে শ্রেষ্ঠ ?

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম

অধ্যায়।

হে ধর্মরাজ ! ভগবান্ সমীরণ এই কথা কহিলে, মহারাজ কার্তবীৰ্য্য তাঁহার বাক্যশ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ চ্যবনের আচ্ছতি-ময় মদের আশ্রয়বরে প্রবিস্ত হন, ঐ সময়

মহর্ষি চ্যবন তাঁহাদিগের অধিকৃত মর্ত্যলোক এবং কপ নাগে অসুরগণ স্বর্গ অপহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উভয়লোক অপহৃত হওয়াতে, দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত মনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, পিতামহ! আমরা মদের আশ্রয়বিবরে প্রবিষ্ট হইলে, কপগণ স্বর্গ ও মহর্ষি চ্যবন আমাদের অধিকৃত মর্ত্যলোক অপহরণ করিয়াছেন।

তখন ব্রহ্মা করিলেন, হে সুরগণ! তোমরা অচিরাৎ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে পূর্বের ন্যায় উভয়লোক অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। কমলগোনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আমরা কাহাদিগকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিব? দেবগণ কহিলেন, আপনারা কপদিগের সংহারার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তখন দ্বিজগণ কহিলেন, আমরা অনায়াসে ঐ ছুরাভাদিগকে মর্ত্যলোকে আনয়ন ও পরাজিত করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিয়া, কপদিগের বিনাশসাধনার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন কপগণ ঐ বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট ধনী নামে এক জন দূতকে প্রেরণ করিল। ঐ দূত ব্রাহ্মণগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে দ্বিজগণ! কপগণ

কোন অংশেই আপনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তবে কেন রুখা আপনারা তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন? তাঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, প্রাজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও সত্যব্রতপরায়ণ। লক্ষ্মী সর্বদাই তাঁহাদিগের নিকট বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহারা রজস্বলাসংসর্গ, অসময়ে স্ত্রীসন্তোগ বা রুখামাংস ভোজন করেন না। প্রতিদিন প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন, বালকদিগকে খাদ্য-সাগ্রী প্রদান, সকলে মিলিত হইয়া শকুটে গমন ও শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন গর্ভবতী স্ত্রী ও বৃদ্ধ জন অধুক্ত থাকিতে ভোজন, প্রাতঃকালে ক্রীড়া ও দিবাভাগে শয়ন করেন না। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অগ্ন্যাগ্নি বহুবিধ গুণে বিভূষিত। অতএব আপনারা কেন রুখা তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে আপনারা এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হউন। তাহা হইলে সুখী হইতে পারিবেন।

কপগণপ্রেরিত দূত এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দূত! আমাদের মহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আমরা সেই দেবগণের শত্রু কপগণকে অবশ্যই বিনাশ করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে দূতের বাক্যে অস্বীকার করিলে, দূত কপগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণেরা কোনরূপেই আপনাদিগের হিতসাধনে

সম্মত নহেন। দূত এই কথা कहিলে, কপ-
গণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যাহার পর নাই
ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক তাঁহা-
দিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ব্রাহ্মণ-
গণ তাহাদিগকে ধ্বজ উন্নত করিয়া আগমন
করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাণবিনাশার্থ
প্রজ্বলিত পাবক নিক্ষেপ করিলেন। সেই
ভীষণ হুতাশন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবা-
মাত্র কপদিগকে বিনাশ করিয়া মেঘমণ্ড-
লের ন্যায় আকাশমধ্যে বিচরণ করিতে
লাগিল। ঐ সময়ে দেবতারাও সকলে সম-
বেত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণকে নিপাতিত
করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দিকে বিপ্রগণ যে
কপদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা
অবগত হইতে পারেন নাই। অনন্তর
দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত
হইয়া কপগণের নিধন বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে
কীৰ্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ নারদের
বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া ব্রাহ্মা
এবং ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রশংসা করিতে
লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রভূত বলবীৰ্য্য-
সম্পন্ন হইয়া পুনরায় ত্রিলোক মধ্যে আধি-
পত্য লাভ করিলেন।

হে ধর্মরাজ! পবনদেব এই কথা
কহিলে, মহারাজ কার্তবীৰ্য্য ব্রাহ্মণগণের
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, সমীরণ! আমি ব্রাহ্মণের
হিতসাধনার্থই জীবন ধারণ করিয়াছি।
অতঃপর প্রতিনিয়ত উঁহাদিগকে নগস্কার
করিব। আমি মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদ-
বলেই এইরূপ যশোলাভ ও শ্রেষ্ঠতর ধর্মের

অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের
যে রূপ সাহস্র্য কীৰ্ত্তন করিলেন, আমি
যত্নপূর্বক তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি।

তখন পবনদেব কার্তবীৰ্য্যকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি জিতে-
ন্দ্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে
প্রতিপালন কর। তুমি ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ-
গণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ,
সেই অপরাধনিবন্ধন কালক্রমে ভৃগুংশ
হইতে তোমার ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত
হইবে।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি
কিরূপ ফল ও কিরূপ উন্নতি লাভের
প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চনা
করেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! এই মহামতি
বাসুদেব তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের পূজা
করিলে যে রূপ ফল ও উন্নতি লাভ হয়,
তাহা কীৰ্ত্তন করিবেন। দেখ, অগ্নি আমার
বাক্য, মনঃ, চক্ষু ও কর্ণ নিতান্ত দুর্বল হই-
য়াছে এবং আমার জ্ঞানেরও তাদৃশ ক্ষুণ্ণ
নাই। বোধ হইতেছে, আমার মৃত্যুর আর
অধিক বিলম্ব নাই। অতি অল্পদিন মধ্যেই
সূর্যের উত্তরায়ণ হইবে। অতঃপর আর
আমি তোমাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হই-
তেছি না। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম প্রায় সমুদায় কীৰ্ত্তন
করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে,
তাহা এই বাসুদেবের মুখে শ্রবণ কর।

আগি এই বায়ুদেবকে বিলক্ষণ অবগত
আছি। ইহার পূর্বতন বলও আমার অবি-
দিত নাই। এক্ষণে তোমার ধর্ম্যসংশয় উপ-
স্থিত হইলে, ইনিই তাহা নিরাকরণ করি-
বেন। এই কৃষ্ণ স্বর্গ ও আকাশের সৃষ্টি
করিয়াছেন; ইহার দেহ হইতে পৃথিবী
সম্ভূত হয় এবং ইনিই বরাহমূর্তি ধারণ
পূর্বক ভূমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করেন।
দিগ্ভাণ্ডল ও অন্তরীক্ষের উপরিভাগে ইহার
আসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা হইতে এই
সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। এই বায়ু-
দেবের নাভিগণ্ডল হইতে একটি পদ্ম উৎ-
পন্ন হইয়াছিল। সেই পদ্মে স্বয়ং ব্রহ্মা
জন্মগ্রহণ করিয়া গাঢ়তর অসীম অন্ধকার
নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণ সত্য-
যুগে ধর্ম্মস্বরূপে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপে,
দ্বাপরে বলরূপে ও কলিতে অধর্ম্মরূপে
আবির্ভূত হন। ইনিই দৈত্যগণকে বিনাশ
করিয়াছেন। ইনিই বলিরূপে দানবগণের
আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই বায়ুদেব
হইতে ভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও
হইবে। ইনি এই জগতের রক্ষক, যখন
ধর্ম্মের পীড়া উপস্থিত হয়, তখনই ইনি
দেবতা ও মনুষ্য রূপে আবির্ভূত ও ধর্ম্ম-
নিরত হইয়া লোক সমুদায়কে রক্ষা করেন।
ইনি অস্ত্রসংহারার্থ কার্য ও অকার্য্যের
হেতু নির্দেশ করিতেছেন, করিয়াছেন ও
করিবেন। ঐ অস্ত্রগণের মধ্যে যাহারা
ইহার শরণাপন্ন হয়, ইনি কদাচ তাহা-
দিগকে বিনাশ করেন, না। ইনি সাক্ষাৎ
চন্দ্র, সূর্য্য, রাহু ও ইন্দ্রস্বরূপ। এই বায়ু-

দেব বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ ও বিশ্ব-
সংহারক। ইনি শূলধারী, মনুষ্যরূপী ও
ভৌমমূর্তি। লোকে ইহার অদ্ভুত কণ্ঠপ্রভাব
অবগত হইয়া ইহাকে স্তব করিয়া থাকে।
রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অমরা ও দেবগণও প্রতি-
ন্যস্ত ইহার স্তব করেন। ইনি ধনের সৃষ্টি-
কর্ত্তা ও একমাত্র বিজিগীষু। যজ্ঞকালে
ঋত্বিকগণ ইহার স্তব করিয়া থাকেন।
সামবেদ ইহারই স্তুতিবাদ করিতেছে এবং
ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ইহারই গুণানুবাদ
করেন। যজ্ঞে ইহার নিমিত্ত হবির ভাগ
কল্পনা করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ
গোবর্ধনোদ্ধরণ কালে ইহার স্তব করিয়া-
ছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি।
ইনি ব্রহ্মরূপ পুরাতন গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া
পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুদায়ের প্রলয় দর্শন
করিয়াছেন। এই বায়ুদেব অস্ত্ররশ্মিকে
বিক্ষেপিত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন
করেন। লোকে ইহাকেই নানাপ্রকার
ভোজ্য নিবেদন এবং ইহাকেই সমরবিজয়ী
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী,
আকাশ ও স্বর্গ ইহারই হস্তগত। ইনিই
কুম্ভগধ্যে রেতঃসৃষ্টি করিয়া ঐ রেতঃ হইতে
মহর্ষি বশিষ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ইনি বায়ু,
বিভু, অশ্ব, হস্তী, প্রভামণ্ডলসম্পন্ন সূর্য্য ও
আদিদেব। ইনি শাদক্ষেপে ত্রিভুবন আক্র-
মণ করিয়াছিলেন। ইনি দেবগণ, পিতৃগণ
ও মনুষ্যদিগের সমক্ষেই প্রাচুর্ভূত থাকেন।
ইনিই ষাণ্ডিকদিগের যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া
অভিহিত হন। ইনি সূর্য্যরূপে প্রাতিদিন
নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া কাল বিভাগ

করেন। ইহারই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। ইহারই করজাল উর্দ্ধভাগ, অধঃপ্রদেশ ও তির্ঘাপ্তাবে সঞ্চরণ এবং জীবলোকে আলোক প্রদান করে। বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণেরা ইহার সেবা করিয়া থাকেন। সূর্য্য ইহারই কিরণ লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে কিরণ বিস্তার করেন। ইনি প্রতি মাসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইনি বেদরূপী। বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইহারই গাহাজ্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টিরূপ তিন নাভিযুক্ত সংবৎসরায়ক কালচক্রকে বহন করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি মহাতেজস্বী, সর্ব্বগামী ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি একাকীই সকল লোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

হে যুগিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সৃষ্টিকর্ত্তা বায়ুদেবের শরণাপন্ন হও। ইনি একদা হতাশনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ-প্রস্থে তৃণরাশিতে অবস্থান পূর্ব্বক তৃপ্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই উরগ ও রাক্ষস-গণকে পরাজয় করিয়া অগ্নিতে সমুদায় বস্তু আহুতি প্রদান করেন। ইনি অর্জ্জুনকে ক্ষেতবর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই অশ্বগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যে রথের চক্র, উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ-প্রদেশে বাহার গতি, কাল, অদৃষ্ট, ইচ্ছা ও সংকল্প এই চারিটি বাহার অশ্ব এবং শুক্র, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিনটি বাহার বর্ণ সেই সংসার রথ ইহারই অধিকৃত। ইনিই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিসংহারকারক। ইনি

অরণ্য ও পর্ব্বত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বায়ুদেব নদী লঙ্ঘন পূর্ব্বক বজ্রগ্রহরণোত্তত শরকে পরাভব করিয়াছিলেন। ইনিই ইন্দ্রস্বরূপ। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে ঋক্‌সহস্র দ্বারা ইহারই স্তব করিয়া থাকেন। ইহা ব্যক্তিরেকে আর কেহই মহিমি ছুর্দাসাকে গৃহে অবস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি একমাত্র পুরাতন ঋষি। ইনি আপনা হইতে সমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি বেদজ্ঞ। ইনি প্রাচীন নিধি সমুদায় লঙ্ঘন করেন না। ইনি বৈদিক ও লৌকিক কশ্মীর ফলস্বরূপ। ইনি শুক্র জ্যোতিঃ, তিন লোক, তিন লোকের পালক, তিন অগ্নি ও তিন ব্যাহতি বলিয়া নিদিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সংবৎসর, ঋতু, অর্দ্ধমাস, অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, যুহুর্ভ, লব ও ক্ষণ। ইহা হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, পর্ব্বত, পূর্ণিমা, নক্ষত্র, যোগ ও ঋতু সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রুদ্র, আদিত্য, বহুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মাহ্যগণ, মরুদগণ, প্রজাপতিগণ, দেবমাতা অদिति, দिति ও মণ্ড্যগিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি বায়ুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। সলিল স্বরূপ হইয়া সমুদায় বস্তু নিগম্ন করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ হইয়াও বেদপ্রতিপাত্ত বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হইতেছেন। ইনি বিধি-স্বরূপ হইয়াও পশু, বেদ ও বল বিষয়ে যে

সমস্ত বিধি বিধিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অবলম্বন করেন। ইনি চরাচর বিশ্ব। ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন। ইনি পূর্বে মলিল সৃষ্টি করিয়া পরে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি ঋতু, উৎপাত, বিবিধ অদ্রুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত ও স্থানরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত। ইনি বিশ্বের আধারস্বরূপ। নিগুণ জীবস্বরূপ। ইনি বায়ুদেব, মঙ্গ-
র্ষণ, প্রচ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ। ইনি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। ইনি এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিবার অভি-
লাষে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি আপনার মহিমায় দেবতা, অসুর, মনুষ্য, ঋষি ও পিতৃগণকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। ইনি প্রাণিগণের অন্তরালে মূর্ত্যুরূপে আবির্ভূত হন। এই জীবলোকে যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, শুভ ও অশুভ ইনিই তৎসমুদায় স্বরূপ। ইনি অচিন্তনীয়; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা জল্পনামাত্র।

উনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বায়ুদেব! পিতা-
মহ তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিজ্ঞাত
আছেন; অতএব তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজা
করিলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা
কীৰ্ত্তন কর।

বায়ুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি
ব্রাহ্মণের গুণসমুদায় সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। একদা

দ্বারাবতী নগরে প্রচ্যুন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি
ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্বক
আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল,
পিতঃ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ইহলোক
ও পরলোকের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন
এবং তাঁহাদিগের পূজা করিলেই বা কি
ফল লাভ হয়, এই বিষয়ে আমার নিতাস্ত
সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি
উহা কীৰ্ত্তন করুন।

প্রচ্যুন্ন এই কথা কহিলে, আমি তাহাকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, বৎস! ব্রাহ্মণ-
গণের অর্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়,
আমি তোমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করি-
তেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ
ও কামের অনুশীলন, মোক্ষলাভের উদ্-
যোগ, যশ ও শ্রীলাভ, রোগশাস্তি এবং
দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবার সময়
ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা আমাদিগের
অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ চন্দ্ৰের ন্যায়
জগতের আনন্দজনক এবং উভয় লোকে
সুখদুঃখদাতা। ব্রাহ্মণগণ হইতেই সমুদায়
কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। উহাদের অর্চনা
করিলে আয়ু, কীৰ্ত্তি, যশ ও বল পরি-
বর্দ্ধিত হয়। উহারাই সকলের আদি ও
ব্রাহ্মণের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকেন, স্ততরাং আমি সয়ং ঈশ্বর মনে
করিয়া কখনই উহাদিগকে অনাদর করিতে
পারি না। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধ
করা তোমার কোনমতেই কর্তব্য নহে।
ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের
অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে

সমুদায় জগৎ ভঙ্গসাৎ করিয়া নূতনলোক ও লোকেশ্বর সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব পরম তেজস্বী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সর্বদা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবেন।

পূর্বের চীরবাসা, বিলদগুধারী, দীর্ঘ-কলেবর দীর্ঘশ্রুত, কৃশাঙ্গ, মহাত্মা দুর্দাসা মনুষ্যলোক ও দেবলোকের সমুদায় চত্বর ও সভাতে এই কথা কহিয়া পরিভ্রমণ করিয়া-ছিলেন যে, আমি দুর্দাসা, বাসার্থী হইয়া নানাস্থান বিচরণ করিতেছি; অতএব আমাকে স্নায় গৃহে বাস করাষ্টতে যাহার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর। কিন্তু অণুমাত্র অপরাধ দেখিলেই আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় দান করিবে তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে। মহর্ষি দুর্দাসা এইরূপ কহিয়া পরিভ্রমণ করাতে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাঁহাকে পরম বহুসহকারে আশ্রয় পূর্বক আজগৃহে বাস করাইলাম। ঐ মহাত্মা কোনদিন বহু সহস্র ব্যক্তির ভোজ্য কোনদিন অতি অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিতেন এবং কোনদিন বা আমার আবাস হইতে বহির্গমন পূর্বক আর প্রত্যাগমনও করিতেন না। তিনি অকস্মাৎ হাস্য ও অকস্মাৎ বোদন করিতেন। একদা তিনি স্থায় শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্বক শয্যা, আস্তরণ ও নানালঙ্কার সমলঙ্কৃত কন্যাগণকে দক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বিনির্গত হইয়া আমাকে কহিলেন, বাহু-দেব! আমি পরমাগ ভোজন করিতে

নিতান্ত অভিলষী হইয়াছি; অতএব অবিলম্বে আমাকে উহা প্রদান কর। আমি ইতিপূর্বেই তাঁহার মনোরুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের দ্বারা বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু প্রস্তুত করাইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহার আজ্ঞামাত্র উত্তপ্ত পায়স আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন তিনি সেই পায়স ভোজন করিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বাহু-দেব! তুমি অবিলম্বে আপনার সর্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর। দুর্দাসা ঐ রূপ আজ্ঞা করিবামাত্র আমি অবিচারিত চিত্তে সর্বাঙ্গে ও মস্তকে তাঁহার উচ্ছিক্ত উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলাম। ঐ সময়ে তোমার জননী রুক্মিনী সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়া মহাস্থ বদনে তাঁহার গাত্রে পায়স লেপন পূর্বক তাঁহাকে রথে নিযোজিত করিয়া আমার আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে, তদ্রূপ আমার সমক্ষেই প্রতোদ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এইরূপে রুক্মিনীকে কষ্ট প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইল না। অনন্তর মহর্ষি সেই রথে সমারূঢ় হইয়া রাজমার্গে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় কতিপয় যুধবংশীয় ব্যক্তি সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে যেন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন বর্ণ জন্মগ্রহণ না করে। ব্রাহ্মণের অতি অদ্ভুত প্রভাব।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি মহানুভাব।
রুক্মিনীকে রথে যোজিত করিয়া জীবিত
থাকিতে পারে? আশীষিমের বিষ অতি-
শয় তীক্ষ্ণ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে তাহা অপেক্ষাও
তীক্ষ্ণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-
রূপ আশীষিষ কর্তৃক নিপীড়িত হয়, তাহার
চিকিৎসক কেহই নাই। পরম দুর্দ্ধর্ষ
মহর্ষি দুর্দ্ধর্ষমা এইরূপে রথারূঢ় হইয়া
রাজমার্গে ধাবমান হইলে তোমার জননী
পণিমধ্যে বারংবার স্থলিত পদ হইতে
লাগিলেন। মহর্ষি তাহাতেও ক্ষান্ত না
হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে
আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে যখন রুক্মিনী
কোন রূপেই গমন করিতে পারিলেন না,
তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিন্তে রথ হইতে
অবতীর্ণ হইয়া কুৎসিত পথ অবলম্বন
পূর্বক দক্ষিণদিকে ধাবমান হইলেন।
আমিও পায়সদিক্ কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কহিতে লাগিলাম,
ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন। তখন সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
বাসুদেব! তুমি ক্রোধকে একবারে পরা-
জিত করিয়াছ; তোমার কোন বিষয়েই
কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না, এক্ষণে
আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া
তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি
যে, অন্ন যেমন দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয়,
তুমিও তদ্রূপ সমুদায় লোকের প্রিয়-
পাত্র হইবে। কোন লোকে তোমার পবিত্র
কীর্তি অপ্রচারিত থাকিবে না এবং তুমি

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রিয় হইবে।
তোমার যে সমুদায় বস্তু দন্ধ ও ভয় হই-
য়াছে, তুমি তৎসমুদায় পূর্ববৎ বা পূর্বা-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন করিতে পারিবে। ঐ
পায়স লেপন করাতে তোমার মৃত্যুভয়
থাকিবে না। তুমি যতকাল ইচ্ছা জীবিত
থাকিতে সমর্থ হইবে। তুমি কেবল স্বীয়
পদতলে পায়স লেপন না করিয়া আগার
অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।

ভগবান্ দুর্দ্ধর্ষমা শ্রীত হইয়া আমাকে
এইরূপ কহিলে, আমি স্বীয় শরীরকে
অপূর্ব রূপসম্পন্ন দেখিলাম। অনন্তর
মহর্ষি দুর্দ্ধর্ষমা রুক্মিনীকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহলোকে স্ত্রীজা-
তির মধ্যে উৎকৃষ্ট যশ ও কীর্তি লাভ
করিতে পারিবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা
তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।
তুমি পবিত্র গন্ধবিশিষ্ট হইয়া তোমার
পতি কেশবের শুশ্রূষা ও তাঁহার সালোক্য
লাভ করিবে। বাসুদেব মোড়শ মহত্ব
বধূর মধ্যে তোমার প্রতিষ্ঠা নিতান্ত অনুরক্ত
হইবেন। অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর
মহাত্মা দুর্দ্ধর্ষমা রুক্মিনীকে এই কথা
কহিয়া পুনর্বার আমাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, বাসুদেব! তুমি ব্রাহ্মণগণের
প্রতি এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমস্বখে
কালহরণ কর।

ভগবান্ দুর্দ্ধর্ষমা এই বলিয়া অন্তর্হিত
হইলে, আমি ব্রাহ্মণের আজ্ঞা কদাচ
লঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম,
তৎপরে তোমার জননীর সহিত মৌনব্রত

অবগম্য পূর্বক প্রীতমনে স্বীয়গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, মহর্ষি দুর্বাসা যে সমুদায় বস্তু দক্ষ ও ভগ্ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় পূর্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে । আমি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিকট হইয়া মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম ।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি প্রহ্মায়ের নিকট মহাত্মা দুর্বাসার মহাহাত্য্য যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট তাহা কহিলাম । অতএব আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহাদিগকে গো সমুদায় ও ধন প্রদান পূর্বক তাঁহাদিগের অর্জ্জনা করুন । মহাত্মা ভীষ্ম আগার মহিমা যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে । কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ-গণের প্রসাদেই ঐ মহাহাত্য্য লাভ করিয়াছি ।

যট্যাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুসূদন ! তুমি মহর্ষি দুর্বাসার প্রসাদবলে যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত এবং মহাত্মা মহাদেবের মহাহাত্য্য ও নাম সমুদায় অবগত হইয়াছ, তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উগা কীর্ত্তন কর ।

তখন বায়ুদেব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি দুর্বাসার প্রসাদবলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রো-খান পূর্বক প্রযতভাবে যাহা পাঠ করিয়া

থাকি এক্ষণে ভগবান্ ভূতপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সেই মহাহাত্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্তা করিয়া ঐ মহাহাত্য্য প্রাপ্ত করিয়াছেন । ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিই এই স্থাবর জঙ্গমা-ত্মক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা । তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই । তিনি এই ত্রিলোকের আদি কারণ । এই ত্রিলোক-মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ কেহই নহে । তিনি রোষাবিকট হইয়া সমরাস্রমে অবস্থান করিলে শত্রুগণ তাঁহার গাত্রগন্ধেই ভীত, কম্পিত, সঙ্গীর্ণ ও পঞ্চদ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেবগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় । তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বিকট মূর্ত্তিধারণ পূর্বক দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না । প্রজাপতি দক্ষ অতি স্তবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাসনে শর সংযোগ পূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই যজ্ঞ বিদ্ধ করিয়াছিলেন । সহসা দক্ষযজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের স্তম্ভাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না । ঐ সময় মহাদেবের জ্যাশব্দে সমুদায় লোক সমাকুল, দেবতা ও অসুরগণ বিমগ্ন, জল সংক্ষুব্ধ ও বহুক্ষরা বিকম্পিত

হইয়া উঠিল। পার্শ্বত সমুদায় চতুর্দিকে ধাবমান ও আকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির কিছুগাত্র প্রভা রহিল না এবং লোকসমুদায় গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময় ঋষিগণ একান্ত ভীত হইয়া সমুদায় জগতের হিত-কামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবলপরাক্রান্ত রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ভগের নয়নদ্বয় উৎপাটিত ও পদাঘাত দ্বারা পৃথার দন্তপাংক্তি বিপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ রুদ্রের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। তদর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত বোধ করিয়া শতরুদ্রীয় মন্ত্র জপ এবং কৃতাজ্বলিপুটে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবকে শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিমিত্ত উত্তমরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুনরায় যথা-স্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাহার যে সমুদায় অঙ্গ অপহৃত হইয়াছিল, তৎসমুদায় যথা-স্থানে সম্মিবেশিত করিলেন।

পূর্বে অসুরগণের লৌহ, রক্ত ও স্তবর্ণ-ময় তিন পুরী ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও স্বীয়

সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ অসুরপুরী বিদীর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। অশুর দেবতার। সকলে সমবেত হইয়া রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক করিলেন, দেবাদিদেব! চুদান্ত দৈত্যগণ আগাদিগের সমুদায় কাণ্ডেই উপ-দ্রব করিবে; অতএব আপনি অসুগ্রহ পূর্ব্বক দৈত্যগণের পুরত্রয়ের সহিত উহা দিগকে বিনাশ করিয়া আগাদিগকে পারি-দ্রাণ করুন। দেবগণ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ভূতপতি তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, সূর্য্যপুঞ্জ যমকে পুঙ্খ, চারিবেদকে শরাসন, সানিত্রী দেবীকে জ্যা এবং ব্রহ্মাকে মারথি করিয়া পার্শ্বদ্বয় সংযুক্ত ত্রিশূল দ্বারা অসুর-দিগের সহিত সেই পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দহন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূত-ভাবন পক্ষশাসাসংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া সহসা পার্শ্বতীর ক্রোড়দেশে উপ-বেশন করিলেন। তখন পার্শ্বতী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালকটী কে? ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র পার্শ্বতীর ক্রোড়ে সেই বালককে উপবিষ্ট দর্শন করিবামাত্র ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান্ ভূতপতি সহসা তাঁহার সেই বজ্রসংযুক্ত পরিঘাকার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। তদর্শনে ব্রহ্মাদিদেবগণ একান্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা বোগবলে সেই বালককে ভুবিনেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিলে, দেবগণ সকলেই তাঁহাকে ও পার্শ্বতীকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের বাহু

পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। ঐ মহেশ্বর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দুর্লভসার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহুকাল আমার দ্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্বক বিবিধ উপদ্রব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অবিকৃতচিত্তে তৎকৃত সমুদায় উপদ্রবই সহ্য করিয়াছিলাম। তিনি রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্প, সর্পজিৎ, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঈশান, কাল, অমৃতক, যুত্যা, তম, দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, সায়াংকাল, প্রাতঃকাল, সংবৎসর, মাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্মা, সর্ব্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌ বিদিক্‌, বিশ্বমূর্ত্তি ও অমেয়াগ্না। তিনি কখন একদা, কখন দ্বিধা, কখন সহস্রধা, কখন শতসহস্রধা ও কখন বা তদপেক্ষা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসরেও কেহ তাঁহার সমুদায় গুণকীর্তন করিতে সমর্থ হয় না।

একষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি বহুরূপ ও বহুনাগ পারী মহাত্মা রুদ্রদেবের মহাত্ম্য আরও কিঞ্চিৎ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি, স্থাগু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্তন করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক মূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণমূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যাৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্যমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, জল ও

চন্দ্রস্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সৌম্য বলিয়া কীর্তন করেন। উঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এবং উগ্রমূর্ত্তি জগতের সংহার করিয়া থাকে। মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্বনিবন্ধন মহাদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দেশ করা যায়। উনি তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রবলপ্রতাপ, জগতের দহনকর্তা ও শোণিতগিশ্র মজ্জা-মাংস ভক্ষক বলিয়া উঁহার নাম রুদ্র; উনি দেবগণের মধ্যে মহান্, উঁহার বিষয়ের পরিসীমা নাই ও উনি বিশ্বসংসারকে প্রতিপালন করেন বলিয়া উঁহার নাম মহাদেব; উনি ধূম্ররূপী বলিয়া উঁহার নাম ধূজ্জটি; উনি মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিয়া নিয়ত বিবিধকষ্ট দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করেন বলিয়া উঁহার নাম শিব; উনি স্থির, স্থিরলিপ্স ও স্রয়ং উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন বলিয়া উঁহার নাম স্থাগু; উনি স্বাবরজঙ্গমাত্মক বহুবিধ রূপ ধারণ করেন বলিয়া উঁহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উঁহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে। উনি কখন সহস্রাক্ষ ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উঁহার শরীরের সর্ব্বত্র চক্ষুঃ বিদ্যমান থাকে। উনি পশুদিগের অধিপতি হইয়া সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত বিহার করেন বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত হন। উঁহার লিপ্স প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া সকলেই উঁহা পূজা করিয়া থাকে। লিপ্স পূজায় উঁহার পরম

প্রীতি লাভ হয় । যে ব্যক্তি উঁহার মূর্তি এবং যে ব্যক্তি উঁহার লিঙ্গ পূজা করে, ঐ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ পূজ্যতারই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নতি লাভ হইয়া থাকে । ঋষি, দেবতা, গন্ধার্ব ও অঙ্গরোগণ উঁহার উর্দ্ধসমাস্থিত লিঙ্গের অর্চনা করেন । লিঙ্গ পূজা করিলে মহেশ্বর পরমাত্মাদিত হইয়া পূজ্যতাকে উৎকৃষ্ট স্বপ্ন প্রদান করেন । শ্মশান ভূমি উঁহার আবাসস্থান । যঁাহারা ঐ স্থানে উঁহার অর্চনা করেন, তাঁহারা চরমে বীরলোক গমনে সমর্থ হন । ভগবান্ ভূতপতি জীবগণের মৃত্যু এবং শরীরস্থিত প্রাণ ও অপান বায়ুরূপ । ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নানাপ্রকার বিকটমূর্তির পূজা করিয়া থাকেন । কশ্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে উঁহার নানাপ্রকার নাম কীর্তিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণগণ উঁহার বেদোক্ত ও ব্যাসোক্ত শতরুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন । উনিই সমুদায় লোককে অভিনমিত বস্তু প্রদান করেন । ব্রাহ্মণ ও অগ্ন্যাদি ঋষিগণ উঁহাকে বিশ্বরূপী, মহৎ ও সর্বিজ্যোষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । উনি দেবগণের আদি । উঁহার মুখ হইতে অগ্নি সগুৎপন্ন হইয়াছে । উনি প্রাণান্তে ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করেন না । উনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোধ্য, ঐশ্বর্য, ধন ও বিবিধ কাঙ্গনা প্রদান করেন ; আবার উনিই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া থাকেন । ইন্দ্রাদি দেবগণের যে সমুদায় ঐশ্বর্য রহিয়াছে তৎসমুদায় উঁহারই ঐশ্বর্য । উনি প্রতিদিন্যত ত্রিলোকের শুভাশুভ

কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন । সমুদায় ভোগ্য বস্তুতে উঁহার প্রভুত্ব আছে বলিয়া উঁহাকে ঐশ্বর এবং উনি যাবতীয় মহৎবিষয়ের অদীশ্বর বলিয়া উঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা যায় । উনি স্বীয় বিবিধ রূপদ্বারা এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন । সমুদ্র মধ্যস্থিত বড়বা মুখ উঁহারই বস্তু ।

দ্বিষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় ।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তমুতনয় ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষ ও আগম এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রমাণ হইবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমার বোধ হইতেছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না । যাহাই হউক তোমার যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, আমি তাহা নিরাকরণ করিয়া দিতেছি । প্রত্যক্ষ ও আগম এই উভয় প্রমাণে অনায়াসে সংশয় জন্মিতে পারে ; কিন্তু সেই সংশয়টি ছেদন করা নিতান্ত অকঠিন । প্রজ্ঞাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ কারণ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের এককালে অসম্ভাব স্বীকার বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করিয়া থাকে । সেই সমস্ত পাণ্ডিত্যভিমানী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ঐ রূপ মগ্ধান্ত্র ভ্রান্তি বিজৃম্বিত সন্দেহ নাই । যদি ঐ মগ্ধান্ত্র ভ্রান্তি মূলক হইল, তাহা হইলে আগমকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ

করিতে হয়। কিন্তু অনলস, প্রাণঘাতী নিরীহে অভিনিবেশশূন্য ও তৎপর না হইলে আগম প্রমাণ স্থির করা সহজ হয় না। হেতুবাদ পরিত্যাগ পূর্বক সকল লোকের জ্যোতিঃস্বরূপ আগম অবলম্বন করিলে বিপুল জ্ঞানলাভ করা যায়। হেতু-বাদ নিতান্ত অগ্রাহ্য ও অমূলক। উহা কদাচই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রত্যক্ষ আগম ও বহুবিধ শিষ্টাচার এই তিনটির মধ্যে কোনটি প্রমাণ হইবে? তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ! বলবান্ ছুরাঙ্গাদিগের দৌরাণ্যে ধর্ম্ম হ্রিয়মান হইলে, যদিও যত্নসহকারে তৎকালে তাহার মর্যাদা রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা কালসহকারে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইয়া যায়। ঐ সময় তৃণ দ্বারা যেমন কূপ সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন দুই লোকেরা শিষ্টাচার উচ্ছিন্ন করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয়। অতএব ঐ সময় ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত অসচ্চরিত্রে শ্রেণতিত্যাগপরায়ণ ধর্ম্মবিদ্বেষী পামরের বাক্য কদাচ সপ্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্তব্য নহে। বাহারা বেদ-পরায়ণ, সমস্ত চিত্ত ও ঐ সমস্ত পামরের বিদ্বেষী; অর্প, কাম, লোভ ও মোহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহাত্মার নিকট গমন পূর্বক ধর্ম্ম-সংশয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সমস্ত

মহাত্মার চরিত্রে কদাচ দূষিত হয় না এবং উহার যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন কখনই পরিত্যাগ করেন না। ফলতঃ প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টা-চার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সংশয়রূপ দুস্তর সাগরে নিপতিত হইয়াছি, উহার পার নিরীক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ, প্রত্যক্ষ ও আচার এই তিনটিই ধর্ম্মের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও তিনপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম এক-মাত্র। ঐ তিনটি উহার প্রমাণ। ঐ তিন প্রমাণ প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে তাহা নহে, উহার সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ তিনটি যে ধর্ম্মের প্রমাণস্থল, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করি-লাম। অতঃপর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি আপনিই ঐ তিন প্রমাণানুসারে সংশয় ছেদন করিবে। আমি যাহা কহি-তেছি, তাহাতে যেন তোমার সংশয় উপ-স্থিত না হয়; অক্ষ ও জড়ের ঋণ নিঃশঙ্ক-চিত্তে উহা অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত। অহিংসা, সত্য, অক্ৰোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম। তুমি এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। তোমার পিতা ও পিতা-মহ প্রভৃতি পূর্বতন পুরুষেরা ব্রাহ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া পিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার

কর। যে ব্যক্তি প্রমাণকে অপ্রমাণ বলে, সে নিতান্ত অপণ্ডিত। তাহার বাক্য কদাচ প্রমাণ হইতে পারে না; সে সকলেরই শোচনীয়। অতএব তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণ-গণের সংকার ও সমাদর কর। ব্রাহ্মণেরাই উৎকৃষ্ট ধর্মের উপদেশ প্রদান করেন। উঁহারাই এই তিন লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যাহারা ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, ঐ উভয়নিধি লোকদিগের মধ্যে কাগাদের কিরূপ গতি লাভ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যাহারা ধর্ম-দেবী, তাহারা রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা সত্য ও সরলতাপরায়ণ সাধুব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহারা নিরন্তর আচার্য্যদিগের সেবা করিয়া ধর্ম-কেই একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য হউক, আর দেবতাই হউক, যাহারা শারীরিক ক্রেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম উপার্জন করেন, সেই সমস্ত লোভ মোহ শৃঙ্খ মহাত্মারা নিশ্চয়ই মুখ লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রদান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্মস্বরূপ। ধার্মিকগণ একাগ্র চিত্তে তাহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাহা-দিগকে সাধু ও কাহাদিগকে অসাধু বলিয়া

নির্দেশ করা যায় এবং তাহাদিগের উভয়ের কার্য্যই বা কিপ্রকার, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! অসাধুরা ছুরাচার ও দ্রুম্যুখ। আর সাধুব্যক্তির লক্ষণ ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও শাস্ত্র মণ্ডে মৃত্যুপূরীষ পরিত্যাগ করেন না। দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন। ভোজন কালে কথোপকথন বা আত্মহস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্য-রূপকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রী-লোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতি-দিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাংকাল ও প্রাতঃ-কাল এই উভয় কালই ভোজনের প্রকৃত সময়। এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহিঃ যেমন আজ্যপাত্রে অর্পণ করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষসংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ। অতএব নিয়ন্ত্র নিয়-মানুসারে গো ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্তব্য। যজুর্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয় তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে।

পৃষ্ঠ মাংস ও রুখামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্নদেশেই হউক, অতিথিকে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ সমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবুদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা, দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে। উহারাদগুণ্যমান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত। উহা করিলে আয়ুক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিনম্রাঙ্গী ও উৎকৃষ্ট পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিমিত্ত। গোপনেই স্ত্রীসন্তোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র-তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অশ্বসনের নিময় ও সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্ত্রণ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধ জনের বাক্য শ্রবণ করা সর্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃত পায়স, ঘানক, কুশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীকে আশীর্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে ‘দীর্ঘায়ুরস্ত’ বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত। বিপদগ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি ‘ভূমি’ এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়

নহে। বিদ্যাম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ‘ভূমি’ এই বাক্য মূঢ়াতুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি ‘ভূমি’ বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপ-কার্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞান পূর্বক পাপকার্যের অনুষ্ঠান ও সমাজসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে সয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তির “আমি যে কুকার্যের অনুষ্ঠান করিলাম ইহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই” এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপ-কার্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়। অতএব পাপানুষ্ঠান পূর্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধু সমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য প্রকাশ করিলে তাহার কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শাস্তি-বিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ গিলীন হয় তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাশ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কাল-সহকারে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্তার দেহনাশের পর অশ্রু কর্তৃক উপভুক্ত হয়। পাণ্ডিত্যবান ব্যক্তির কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। অতএব অনায়াস-

সাদ্য ধর্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত । একাকী ধর্মোন্নয়ন করা কর্তব্য ; ধর্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে । যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্মোন্নয়ন করে তাহাদিগকে ধর্মের বণিক্ বলিয়া কীর্তন করা যায় । গর্বিতভাব পরিত্যাগ পূর্বক দেবার্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সংপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা কর্তব্য ।

ত্রিষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই জীবলোকে হতভাগ্য মনুষ্য বলবান্ হইলেও কদাচ অর্থলাভ করিতে পারে না । আর যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ সে নিতান্ত দুর্বল ও বাগক হইলেও অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই । লাভের সময় উপস্থিত না হইলে যত্ন করিলেও অর্থ হস্তগত হয় না ; কিন্তু লাভকাল উপস্থিত হইলে অনায়াসেই বিপুল বিত্ত হস্তগত হইয়া থাকে । অনেকে বহুযত্ন করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার অনেকে অনায়াসে প্রভূত ধনের আধিপত্য লাভ করে । যদি মনুষ্য যত্নবান্ হইলেই সমুদায় ফললাভ করিতে পারিত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত কখনই মুখের উপাসনা করিতেন না । যখন মনুষ্য যত্ন করিয়াও ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে উহা লাভ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । কোন ব্যক্তি

অর্জনস্পৃহার অধীন হইয়া প্রভূত আয় সম্ভেও অর্থলাভের চেষ্টা করিয়া দুঃখ-ভোগ করে এবং কোন ব্যক্তি অর্থান্বেষণে বিরত হইয়াও পরম সুখে কালাতিপাত্ত করিয়া থাকে । কোন কোন নির্ধন ব্যক্তি নিরন্তর অসংকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ধনবান্ এবং কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি সতত সংকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নির্ধন হইতেছে । কেহ কেহ প্রযত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও নীতিজ্ঞ হইতে পারে না আবার কেহ কেহ নীতিশাস্ত্র স্পর্শ না করিয়াও মন্ত্রিহলাভে সমর্থ হয় । কখন কখন বিদ্বান্ ও মূর্থ উভয়কেই ধনবান্ আবার কখন কখন ঐ উভয়কেই নির্ধন হইতে দেখা যায় । যদি বিদ্যালাভ করিলেই লোকের সুখ লাভ হইত তাহা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত কখনই মুখের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না । জলদ্বারা যেমন লোকের পিপাসা শান্তি হয় তদ্রূপ যদি বিদ্যা-বলেই লোকের সমুদায় কার্য সাধন হইত তাহা হইলে বোধ হয় কেহ বিদ্যোপার্জনে অযত্ন করিত না । আয়ুস্ক্রম শতবাণে বিদ্ধ হইলেও লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় না কিন্তু আয়ুক্ষয় হইলে লোকে তৃণাশ্রয় দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । সুতরাং আপনার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত মনুষ্যের কর্তব্য কি ? এই বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়াছি অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি বহুযত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে কঠোর তপোঅনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । বীজ বপন না করিলে কেহই ফল ভোগের অধিকারী হয় না । মনীষি-গণ কহিয়া থাকেন, গন্যু দান দ্বারা ভোগ-শীল বুদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয় । অতএব গন্যু সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানু-ষ্ঠাননিরত, নিশুদ্ধসভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাক্তা পরিত্যাগ, দান ও ধার্মিক-গণের পূজা করিবে । দংশকীট ও পিপী-লিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্মরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় । অত-এব প্রাণিমান্ত্রকেই কর্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ কর ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

হে ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি স্বয়ং সংকার্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে সংকার্যের অনুষ্ঠান করায় তাহার ধর্মলাভের আশা থাকে, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসংকার্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসংকার্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্মলাভ করি-বার প্রত্যাশা করিবে না । কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্তা । কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম-ধর্ম প্রবর্তিত করে । লোকে যখন ধর্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম বিশ্বাস জন্মে । অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের

কখনই ধর্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না । ধর্মের বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞব্যক্তির লক্ষণ । অতএব কর্তব্যাকর্তব্যবিশারদ বিজ্ঞব্যক্তির যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন ; ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজ্জোত্ত্বগসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধি-দ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন । কাল কখনই যথার্থ ধর্মকে অপিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না । অতএব ধর্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করা অবশ্য কর্তব্য । অধর্ম প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্তৃক পরিরক্ষিত ধর্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না । ধর্মপ্রভা-বেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয় । কেহ কাহাকে বলপূর্বক ধর্ম প্রবর্তিত করিতে পারে না । অধার্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্তৃক বলপূর্বক উপদ্রষ্ট হইলে লোকভয়বশতই ছলধর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তির আশাদিগের কোন আশ্রয়-ধর্মই অমিকার নাই ; এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ভ্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণেই পঞ্চভূতময় দেহধারণ করে বটে ; কিন্তু শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট আছে । উহারা সেই সেই নির্দিষ্ট ধর্ম প্রতিপালন করিলে সকলেই একভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে । যদি বল যে, ধর্ম নিত্যপদার্থ ; কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি

অনিত্য হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম দুই প্রকার ; সকাগ ও নিকাম । সকাগ ধর্ম অনিত্য ; সুতরাং তাহার ফল অনিত্য । আর নিকাম ধর্ম নিত্য ; সুতরাং তাহার ফলও নিত্য । সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্বকৃত ধর্ম নলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্মসংযুক্ত সংকল্প উদ্ভূত হইয়া গুরুত্ব চায় তাহাদিগকে সংকারণে প্রবর্তিত করিয়া থাকে । ফলতঃ প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ ; সুতরাং তির্থাগ্‌য়ানিগত প্রাণিগণেরও সুখ দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি ? কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভ হয় এবং কিপ্রকার কার্য্যদ্বারাই বা লোকের পাপ অপনীত হইয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার নিকট দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্বত সমুদায়ের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ নাম সমুদায় ত্রিসংখ্য পাঠ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । মনুষ্য অবুদ্ধি পূর্বক বা বুদ্ধি পূর্বকই হউক ইন্দ্রিয় দ্বারা দিবা, রাত্রি ও সন্ধিক্ষণে যে পাপানুষ্ঠান করে, শুচি হইয়া ঐই নাম সমুদায় কীর্তন করিলে তৎসমুদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ঐই নাম সমুদায় পাঠ করে তাহাকে কদাচ অন্ধ ও বধির

হইতে হয় না, তাহার সত্তত মঙ্গল লাভ হয় ; সে কদাচই তির্থাগ্‌য়ানি, মন্কর য়ানি ও নরক প্রাপ্ত হয় না ; তাহার দুঃখ ভয় এককালে তিরোচিত হইয়া যায় এবং তাহাকে মৃত্যুকালেও নিমোহিত হইতে হয় না । এক্ষণে আমি ঐ নাম সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর । সর্ব্বভূতনামস্কৃত দেবায়ুগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপত্নী সার্বভৌমী, বেদসমুদায়ের উৎপাদক লোক-কর্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিষ্ণুপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাহার পত্নী ধূমোর্গা, বরুণ ও তাহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাহার পত্নী ধাক্ষি, অশীনা সুরাভি, মৎসি বিশ্রবা, মঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদগণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহু, তুম্বকু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ধ্বশী, মেনকা, রজ্জা, মিত্রাকেশী, অলম্বুধা, বিশ্বাচী, বৃতাচী, পক্ষচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অম্ববসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্বী, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিব্যরাত্রি, মরীচিজনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শটেনশচর, নক্ষত্র, ঋতু, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, গুরুড়, সমুদ্র, কক্রপুত্র পল্লবগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্র ভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কীবেরী, নর্ম্মদা, কুল-ম্পুনা, বিশল্যা, অম্বুগাহিনী, সরযু, গওকী, মহানদ লোহিত, তাত্রা, অরুণা, বেত্রবতী,

পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণ-
বেণ্যা, অদ্রিজা, দূষবতী, কারেরী, বঙ্কু,
মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিসারণ্য
নিম্নেশ্বরস্থান, বিমল সরোবর পুণ্যতীর্থ
সঙ্কল কুরুক্ষেত্র, কীরোদসমুদ্র, তপস্বী,
দান, জম্মুমাগ, হিরণ্যতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী,
বেদস্মৃতি বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমি
ভাগ, গঙ্গাদ্বার, ধর্মকুণ্ডা, চিত্রবহা, চম্পা-
বতী, কেরীশকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহদা,
মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী,
নন্দা, অপারনন্দা, মহাহুদ, গয়া, ফল্গু, দেব-
গণ সংবলিত ধর্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোক-
বিশ্রুত সর্পিপাপ বিনাশন মানস সরোবর,
দ্বিব্যোমধি সমন্বিত হিমালয়, বিচিত্র বাহু-
ম্পন্ন ঔষধাস্থিত বিদ্যা, জুগের, মহেন্দ্র,
মলয়, রজত পূর্ণ ক্ষেত্র শৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল,
নিষধ, দহর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমা-
ধন, সোমগিরি, দিক্, বিদিক্, পৃথিবী,
বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহ-
গণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য
কর্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম
কীর্তন করিলাম এবং মোহ বা অজ্ঞানবশত
ঐহাদের নাম কীর্তন করিতে পারিলাম না,
প্রার্থনা করি তাঁহারা সকলেই আগাদিগকে
রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় দেব-
তার নাম কীর্তন করেন, তিনি সমুদায় পাপ
ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হন,
মন্দেহ নাই।

অতঃপর সর্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ
মহর্ষিগণের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। মহর্ষি যবকীত, রৈভ্য, কাকীবান্,

ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ণ, মেধাতিথি ও
বর্ষা ইহারা পূর্বদিক্; মহর্ষি, উগ্ৰচূ, প্রমুচু,
সমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য,
দৃঢ়ায়ু ও উর্দ্ধবাহু ইহারা দক্ষিণ দিক্;
উষদগু ও তাঁহার সহোদরগণ, পারিবাধ্য,
দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত,
ত্রিত, দুর্বদাশা ও সারস্বত ইহারা পশ্চিম-
দিক্ এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস,
বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি,
পরশুরাম, উদালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল,
বিপুল, দেবন, দেবশ্রী, দোম্য, হস্ত-
কশ্যপ, লোমশ, নাচিকৈত, লোমহর্ষণ, উগ্র-
শ্রী ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইহারা উত্তর দিক্
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই
আমি তোমার নিকট বেদবেত্তা সর্বপাপ-
বিনাশন মহর্ষিগণের নাম কীর্তন করিলাম।

অতঃপর রাজর্ষিগণের নাম কীর্তন করি-
তেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ নৃগ, যমতি,
নহষ, যজু, পুরু, সগর, ধুঙ্কুগার, দিলীপ,
কৃশাশ্ব, যৌনশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, হুঙ্কু,
ভরত, চ্যবন, জনক, ধৃষ্টরথ, রুম, দশরথ,
শ্রীরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র,
মরুভ, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলক, ঐল, দক্ষ,
অশ্বরীম, কুকুর, রেবত, কুরু, সংবরণ,
মাক্রাতা, মুচুকুন্দ, জঙ্কু, বেণপুত্র পৃথু,
মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রৈলোক্য, শ্বেত, মহা-
ভিষ, নিগি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুণ, কক্ষয়ু,
প্রতর্দন, দিবোদাস, সূদাস, ঐল, নল, মনু,
হরিশ্র, পৃষত্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীন-
বর্ষি, ইক্ষাকু, অনরণ্য, জাম্বু, জজ্ব ও
কক্ষসেন। যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও

সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্মফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ুঃ, যশঃ ও স্বর্গ-প্রদান করুন। আমাকে যেন কখন শত্রু-হস্তে নিপতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।

যট্ৰ্ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমার পূর্বপিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরব-ধুর-জর বীরজনোচিত শরশয্যায়া শয়ান মহাবীর ভীষ্মের নিকট ধর্মশাস্ত্র ও দানবিধি শ্রবণ-পূর্বক সংশয় সমুদায় অপনোদন করিয়া পরিশেষে কি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, তাহা কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর ভীষ্ম এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান পূর্বক মৌনাবলম্বন করিলে, পার্শ্ব-স্থিত নরপতি সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ সময় সত্য-বতী পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শরশয্যায়া শয়ান ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, গাঙ্গেয় ! এক্ষণে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, কৃষা ও অন্যান্য নরপতির সহিত তোমার সমীপে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি উঁহাকে

হস্তিনা গমনে অনুমতি কর। ভগবান্ বেদ-ব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম যুধি-ষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! তুমি অচিরাৎ অমাত্যগণের সহিত স্বীয় পুরমধ্যে প্রবেশ কর। আর যেন তোমার মনোগ মধ্যে কোন গ্লানি উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি মহাত্মা যযাতির ন্যায় ত্রাণ ও দমণ্ডণসম্পন্ন হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্মনিরত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন, প্রজাবর্গের মনো-রঞ্জন এবং স্নহদগণের যথোচিত সম্মান কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল লাভ হইবে। বিহঙ্গমগণ যেমন ফলবান্ চৈতর্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ তোমার স্নহদগণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করেন। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে হস্তিনায় গমন কর; ভগবান্ ভাস্করের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এইরূপ অনুমতি করিলে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক মহাত্মা ধৃतरাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণ, ঋষিগণ, মহাত্মা কেশব, পৌরবর্গ, জনপদবাসিগণ, অমাত্য সমুদায় ও অন্যান্য পরিবারদিগের সহিত হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

আত্মশাসনিকপর্ব সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণিক পর্বাদ্যায় ।

সপ্তমধ্যমিকশততম অধ্যায় ।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌর ও জন-পদগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক যুৎ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া যাহা-দিগের পতি পুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান সহকারে সান্ত্বনা করিলেন । তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগের সম্মান বর্দ্ধন এবং ব্রাহ্মণ, বলপ্রধান ও নগরবাসীদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক সেই হস্তিনায় বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, ধর্মরাজ সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীষ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া যাজ্ঞকগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে ভীষ্মের মৃতদেহ সংস্কার করিবার নিমিত্ত মাল্য, বিবিধ মহামূল্য রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ক্ষৌম, চন্দন, অশুর ও কালীয়ক প্রেরণ পূর্বক পশ্চাৎ ভীষ্মের সংস্কৃত্যগ্নিবাহক পুরোহিত, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবর্তী করিয়া রথারোহণে পুর হইতে নির্গত হইলেন । ঐ সময় মহাত্মা জনার্দন, ধীমান বিদুর, যুযুৎসু ও যুযুধান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । রাজযোগ্য পবিচারকগণ তাঁহার সমভি-

বাহারে চলিল এবং বন্দীরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ।

মহাত্মা ধর্মরাজ এইরূপে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই পুরী হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক অনতিবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে শান্তনু-তনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ; মহর্ষি বেদব্যাস, দেবশি নারদ ও অসিত দেবল তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন এবং নানাদেশ সমাগত হতাবশিষ্ট রাজা ও অগ্ন্যায় রক্ষিগণ তাঁহার চতুর্দিক্ রক্ষা করিতেছেন । তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন । তখন দ্বৈপায়ন প্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় মহাত্মা তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিতে লাগিলেন । পরে তিনি সেই ঋষিগণপরিবৃত ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতামহ ! আপনার শ্রবণশক্তি ত অপ্রতিহত আছে ? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে নমস্কার করিতেছি । এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে আপনার কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । আমি আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্বক আগমন করিয়াছি । আর আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও আমার ভ্রাতৃগণ কুরুজঙ্গলবাসী হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব এবং আপনার পুত্রস্বরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । এক্ষণে আপনি নয়ন-দ্বয় উন্মীলিত করিয়া আগাদিগের সাক্ষকে

অবলোকন করুন । আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হইবে আমি তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক দেখিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন । তখন তিনি ধর্ম্মরাজের হস্ত ধারণ পূর্বক মেঘের ন্যায় গভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে উত্তরায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম । আমি অষ্টপঞ্চাশত দিবস এই সমুদায় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি । ঐ অষ্টপঞ্চাশত দিবস আমার শত বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে । যাহা হউক, এক্ষণে মৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে । মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কহিয়া অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তোমার সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্পতত্ত্ব স্মরণীত হইয়াছে । তুমি অনেক দিন বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াছ । সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই । অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । কেহই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না । তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট ত সমুদায় ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিয়াছ ? ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ । অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া গুরুশ্রদ্ধাবানিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন

কর । গুরুবৎসল সরলস্বভাব বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্বদা তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকিবেন । তোমার আত্মজগণ নিতান্ত ক্রোধান্বিত, লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও ছুরাত্মা ছিল । অতএব তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না ।

মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিয়া ভগবান্ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনামস্কৃত ত্রিবিক্রম, শাস্ত্রচক্র গদাদারী, বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরম পুরুষ সবিভা, বিরাক্রপী, জীবনস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন । এক্ষণে আমি একাগ্র চিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিদ্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর । আমি পূর্বের মন্দবুদ্ধি দুর্ঘ্যোধনকে কহিয়াছিলাম । যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় ; অতএব তুমি এক্ষণে বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর ; সন্ধি করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না । হে কৃষ্ণ ! আমি দুর্ঘ্যোধনকে ঐরূপ কথা বারংবার কহিলেও সে তৎকালে স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমার বাক্য রক্ষা করিল না ; সেই নিমিত্তই এক্ষণে তাহাকে কালকবলে নিপাতিত হইতে হইল । ঐ ছুরাত্মার দোমেই পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে । আমি তোমাকে, পুরাণপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছি । আমি তপোধনোগ্রগণ্য নারদ ও বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি যে, তুমি ও অর্জুন তোমরা

উভয়ে পূর্বের নর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বদর্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলে। এক্ষণে আগার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরম গতি লাভ করিতে পারি।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপ অনুনয় করিলে, বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাজ্ঞান! আমি আপনাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই বহুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশমাত্রও নাই। আপনি মার্কণ্ডেয়ের আয় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভূত্যের আয় আপনার অনুগত রহিয়াছে।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ব্রহ্মদগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হইতে তোমাদিগের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর কিছুই নাই। সংযত হইয়া, তপোমুষ্ঠাননিরত, ধর্মশীল ও ব্রাহ্মণ-ভক্তিপরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্পিতোভাবে বিধেয়। শান্তনুতনয় এই বলিয়া ব্রহ্মদগণকে আলিঙ্গন পূর্বক পুনর্বীর যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি প্রতিদিন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ঋত্বিক্গণের সর্বশেষ সৎকার করিবে।

অষ্টমস্তাধিকশততম অধ্যায় ।

শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম তত্রত্য ব্যক্তিগণকে এইরূপ কহিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্বক যথাক্রমে মূলধারাদি স্থানে চিত্তকে সম্মিবেশিত করিয়া যোগাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে উহা যে যে মঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ত্রণরহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদর্শনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদায় শরত্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরক্ষু ভেদ করিয়া উল্কার আয় আকাশপথে উত্থিত হইল। ঐ সময় দেবগণ চতুর্দিক্ হইতে চন্দ্রভিধ্বনি ও পুষ্পরষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মিত্র ও মহর্ষিগণ মণি আহ্বাদিত হইয়া শান্তনুনন্দনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সেই ভীষ্মের ব্রহ্মরক্ষু হইতে আকাশে সঞ্চিত তেজোরশি মকলের সমক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

এইরূপে ভরতকুণ্ডুরক্ষর মহাত্মা শান্তনুনন্দন দেহ পরিত্যাগ করিলে, বিদুর ও পাণ্ডবগণ একত্রে মিলিত হইয়া কাষ্ঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্য আহরণ পূর্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে যুযুৎসু ও অপরাপর লোক সমুদায় দর্শক শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও বিদুর ইঁহারা উভয়ে মহাই পট্টবস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদন

করিলেন। তখন যুযুৎসু অতি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ, ভীমসেন ও অর্জুন চামর গ্রহণ পূর্বক তাঁহার সমীপে অবস্থান ও মাদ্রী-তনয়দ্বয় তাঁহার মস্তকে উষ্মাশ্রু প্রদান করিলেন। কাশিনীগণ তালবৃন্ত ধারণ পূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া বীজ্ঞন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোরবগণ সকলে সমবেত হইয়া নিয়মানুসারে তৎকালোচিত শ্রাদ্ধ, হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং সামবেদবেত্তারা সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি মহাজ্ঞারা ভীষ্মকে চিতায় আরোপিত করিয়া চন্দন কাষ্ঠ এবং কালীয়ক ও কালাপুরুষ প্রভৃতি বিনিধি স্তবক্ষদ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন পূর্বক চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। কোরবগণ এইরূপে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্বক চিতার বাম পার্শ্ব দিয়া ঋষিগণের সন্নিহিত ভাগীরথী তীরে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস, নারদ, বাসুদেব এবং কুলকামিনী ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর্য্য উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবতী ভাগীরথী মলিল হইতে উথিত হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কোরবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে কোরবগণ! আমার পুত্র রাজোচিত সব্যবহার, প্রজ্ঞা ও বিনয়াদিগুণে বিভূষিত, বুদ্ধ ও গুরুজনদিগের সংকারনিরত, পিতৃভক্ত ও মহা-

ব্রতপরায়ণ ছিল। পূর্বে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও বিবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ মহারথ কাশীপুরীর স্বয়ম্বর সময়ে সমুদায় নরপতিকে পরাস্ত করিয়া কন্যাগণকে আনিয়ন করিয়াছিল; এই পৃথিবী মধ্যে উহার তুল্য পরাক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বীর কুরুক্ষেত্রে অনায়াসে পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে শিখণ্ডী আমার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে নিহত করিল। হায়! যখন আজি সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

মহানদী গঙ্গা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব ও বেদব্যাস তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, দেবি! আর শোক করিবেন না। আপনার পুত্র অতি উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছেন, মন্দেহ নাই। উনি অনন্তমুখ মধ্যে এক জন; মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শাপ প্রভাবে মর্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোক করা কর্তব্য নহে। মহাবীর ধনঞ্জয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাস্রমে তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিনাশ করা কখনই শিখণ্ডীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অস্ত্রধারণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে

গমন করিয়া পুনরায় বন্থমধ্যে পরিগণিত
হইয়াছেন ।

প্রকৃতিস্থ হইলেন । তখন বায়ুদেবপ্রভৃতি
সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার

ভগবান বায়ুদেব ও মহর্ষি বেদব্যাস
উভয়ে জাহ্নবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান
করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্বক

আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন ।

স্বর্গারোহণিকপর্ব সমাপ্ত



অনুশাসন পর্ব সমাপ্ত ।

পুরাণসংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ।

মহাভারত ।

আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও
স্বর্গারোহণ পর্ব ।

স্বর্গীক

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

তৎপুত্র

শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যস্বত্বস্বত্ব

দি ফাইন্‌ আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে প্রকাশিত ।

ভূধররাজ হিমাচল ও পয়োনথির জায় এই মহাভারতকেও রত্নের
আকর বলিয়া নির্দেশ করা যায় । “মহাভারত ।”

কলিকাতা ।

১৪৭ নং বারাপসী ঘোষের ষ্ট্রিট,

দি ফাইন্‌ আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

১৩০২ সাল ।

ভূমিকা ।

মহাভারতের সপ্তদশ খণ্ডে আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মোসল, মহাপ্রস্থানিক ও অর্গারোহণ এই পাঁচ পর্ব সুদৃষ্ট ও প্রচারিত হইল। এই পাঁচ পর্বের মধ্যে আশ্বমেধিক পর্বে সুদৃষ্টির প্রতি বাসের অশ্বমেধবজ্ঞাটানে উপদেশ, অজ্ঞানের প্রতি ক্রোধের জ্ঞানোপদেশ, সুদৃষ্টির অশ্বমেধবজ্ঞা এবং ততপক্ষে অজ্ঞানের অশান্তিসরণ ও নানাদিগুদৈশী ভূপালদিগের সহিত সংগ্রাম; আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী, কুন্তী, বিতর ও মঞ্জয়ের সহিত অরণ্যশ্রম আশ্রয়, সুদৃষ্টির তাহার আশ্রমে গমন, বিতরের সুদৃষ্টির কলেবরমধ্যে প্রবেশ, মৃত পুত্র-পোত্রাদির সহিত অন্ধরাজ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দাবানলে প্রাণত্যাগ; মোসল-পর্বে তর্কাসাপ্রভৃতি মহাবিরয়ের শাপসম্বৃত মুসলপ্রভাবে যতবংশ ক্ষয় এবং সেই বৃত্তান্তবর্ণনে অজ্ঞানের দ্বারকায় আগমন, যতবংশীর কামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রতিগমন ও পথিমধ্যে দস্যুগণের হস্তে পরাজয়; মহাপ্রস্থানিক পর্বে সুদৃষ্টির রাজ্য পরিত্যাগ পৃথক দ্রোণচতুষ্টয় ও দ্রোণদ্রৌপদীর সহিত স্বর্গে যাত্রা, পথিমধ্যে তাহার ভ্রাতৃগণের ও দ্রোণদ্রৌপদীর অবপতন, ধর্ম্মরাজের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও তাহার মশরুরে স্বর্গে গমন এবং অর্গারোহণ পর্বে সুদৃষ্টির দ্রোণগণের অল্পসন্ধানক্রমে নরকদর্শন, মন্দাকিনীজলে অবগাহন পৃথক নরদেহ ত্যাগ ও আত্মায়গণের সহিত সাক্ষাৎকার এবং মহাভারত পাঠের ক্রম ও উহা শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

এই পাঁচ পর্বে যে যে বিষয় কাহিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অজ্ঞানের প্রতি ক্রোধের জ্ঞানোপদেশ ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ই মূল ঐশ্বে অগ্ন্যায় পর্বে আভিহিত বিষয় সমুদায় অপেক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উহার অনুবাদও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তদ্বিবরে সঙ্গদয় পাঠকগণ অপরাধ গ্রহণ কারবেন না। মূল পরিহার বা মূলান্তিরেক অনুবাদ করা আমাদের নিয়ম নহে।

আমার ভূতপূর্ব সহযোগী ৬কাশীরাম দেব এই পাঁচ পর্বের মধ্যে আশ্রমবাসিক পর্বের নাম গন্ধও করেন নাই। অবশিষ্ট যে চারিটি পর্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও মূলের অনেক অংশ পারিত্যক্ত ও অনেক অংশ স্বকপোলকল্পিত হইয়াছে। অতএব এত নূতন অনুবাদ পাঠ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণ পৃকোক্ত পাঁচ পর্বের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত এবং কাশীরাম দেব যে কতদূর মূল পরিহার ও মূলের অসঙ্গত অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

সারস্বতাপ্রসন্ন,
১৭৮৮ শক।

শ্রী কালী প্রসন্ন সিংহ।

সূচিপত্র ।

মহাভারতাস্তম্ভগতি আশ্বমেধিকপর্ব

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
আশ্বমেধিক পর্বোদ্রুত	১
সংবর্দ্ধমরুতীয় উপাখ্যান	৩
দম্ববাস্তবসংবাদ	১৮
অম্বুগীতা	২৩
ব্রাহ্মণগীতা	৩২
শুরুশিষ্যসংবাদ	৫৩
কৃষ্ণের দ্বারকাগমন	৭৭
উত্থাপাখ্যান	৮৫
কৃষ্ণের দ্বারকাপ্রবেশ	৯৩
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় স্বর্ণপ্রাপ্তি	১০০
পরীক্ষিতের জন্মকথন	১০২
কুরুকর্তৃক পরীক্ষিতের জীবনপ্রদান	১০৫
যুধিষ্ঠিরাদির গৃহে প্রত্যাগমন	১০৬
বেদব্যাসের আগমন ও অশ্বমেধের উপক্রম	১০৭
অর্জুনের প্রতি অশ্বরক্ষার ভারার্পণ	১০৮
অর্জুনের অশ্বাত্তসরণ	১০৯
অর্জুনের সহিত বজ্রবস্ত্রের যুদ্ধ	১১২
বজ্রবস্ত্রের পাজয়	১১৩
মৈত্রেয়গণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ	১১৬
বক্রবাহনের হস্তে অর্জুনের মৃত্যু	১১৮
অর্জুনের পুনর্জীবন	১২০
অর্জুনের নিকট যগধরাজ মেঘসন্ধির পরাজয়	১২৪
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞোদ্রুত	১২৮
বক্রবাহনের হস্তিনায় আগমন	১৩২
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন	১৩৫
নকুলোপাখ্যান	১৩৭

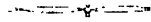
আশ্বমেধিকপর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



মহাভারতাস্তম্ভগত আশ্রমবাসিকপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাশাসন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রতি সদ্যবহার ...	১
পিতৃগণের উদ্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের দান ...	২
ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনপ্রস্তাব ...	৩
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ ...	৯
ভীষ্মদ্রোণাদির উদ্দেশে ধৃতরাষ্ট্রের দান ...	১৯
ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যবাস ...	২১
পুরবাসীদিগের বিলাপ ...	২২
ধৃতরাষ্ট্রাদির গঙ্গাতীরে অবস্থান ...	২৫
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ঋষিগণের আগমন ...	২৬
ধৃতরাষ্ট্রাদির আশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন ...	৩০
যুধিষ্ঠিরের দেহে বিচরের প্রবেশ ...	৩৩
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বেদব্যাসের আগমন ...	৩৭
ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রভুদর্শন ...	৪২
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রত্যাগমন ...	৪৫
যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গতি কান্টন ...	৪৯
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ ...	৫১
ধৃতরাষ্ট্রাদির উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের দান ...	৫২

আশ্রমবাসিকপর্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



মহাভারতাস্তম্ভগত মৌসলপর্বের সূচিপত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
মুমলোৎপত্তি ...	১
যাদবগণের ছনিমিত্ত দর্শন ...	২
যজ্ঞবংশধ্বংস ...	৪
দারুকের হস্তিনাগমন এবং বক্র, বলভদ্র ও বাসুদেবের প্রাণত্যাগ ...	৬
অৰ্জুনের হারকায় আগমন ...	৮
বাসুদেবের সহিত অৰ্জুনের সাক্ষাৎকার ...	৯

সূচিপত্র ।

১০

পৃষ্ঠা

১০

১২

১৪

মৌসলপর্বে সূচিপত্র সম্পূর্ণ

মহাভারতান্তর্গত মহাপ্রস্থানিকপর্বে সূচিপত্র ।

প্রবরণ

পৃষ্ঠা

যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান	...	...	...	...	...	১
নমস্কৃত্তীয়ে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত অগ্নির সাক্ষাৎকার এবং অর্জুনের গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় ভূগীরপরিভাগ	...	...	...	...	...	২
দ্রোণদীপ্তির অধঃপতন	...	...	...	...	...	৩
যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও স্বর্গারোহণ	...	...	...	...	...	৫

মহাপ্রস্থানিকপর্বে সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



মহাভারতান্তর্গত স্বর্গারোহণপর্বে সূচিপত্র ।

প্রবরণ

পৃষ্ঠা

স্বর্গে ছয়োপনের ঐশ্বর্যদর্শনে যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎকারলাভবাসনা	...	...	...	...	...	১
যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন	...	...	...	...	...	২
দেবগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকারলাভ এবং মন্দাকিনীসলিলে কলেবরপরিভাগ	...	...	...	...	...	৫
যুধিষ্ঠির কর্তৃক বর্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনাদির দিব্যমুন্দিদর্শন	...	...	...	...	...	৭
যুধিষ্ঠিরাদির চরমগতি কীর্তন	...	...	...	...	...	৮
মহাভারতপাঠের ক্রম এবং ভারতপাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতি কীর্তন	...	...	...	...	...	১১

স্বর্গারোহণপর্বে সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



গ্রন্থার্পণ	...	...	...	...	...	১
উপসংহার ও দ্বিতীয় কল্পের বিজ্ঞাপন	...	...	...	...	...	১

মহাভারতের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

মহাভারত ।

আশ্বমেধিক পর্ব ।

আশ্বমেধিক পর্বাধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণাদি
কার্য্য নিৰ্দ্ধাহ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
তঁাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া ব্যাকুলিত চিত্তে
গঙ্গার গর্ভ হইতে তীরে উত্থিত হইয়া ব্যাধ-
বিন্দু মাতঙ্গের ন্যায় বাম্পাকুললোচনে ধরা-
তলে নিপতিত হইলেন । তখন ভীষ্ম বাসু-
দেবের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তঁাহাকে
গ্রহণ করিলেন । মহাত্মা বাসুদেব “মহা-
রাজ ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন” এই বলিয়া
তঁাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ;
অগ্ন্যাশ্রয় ভূপালগণ তঁাহাকে দুঃখিতচিত্তে
বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন
এবং অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তঁাহাকে
বিচৈতন্যপ্রায় অবলোকন করিয়া শোকা-
কুলিত চিত্তে তঁাহার চতুর্দিকে উপবেশন
করিলেন ।

ঐ সময় পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃত-
রাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া

তঁাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্ম-
রাজ ! তুমি এক্ষণে ঐই ধরাশয্যা হইতে
উত্থিত হইয়া কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিতে যত্নবান্ হও । তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানু-
সারে ঐ পৃথিবী অধিকার করিয়াছ ;
অতঃপর ভ্রাতা ও অগ্ন্যাশ্রয় স্নানদণ সমভি-
বাহারে ইহা উপভোগ কর । এক্ষণে
তোমার ত শোক করিবার কিছুমাত্র কারণ
দেখি না । আমার ও গান্ধারীর শত পুত্র
স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে ;
সুতরাং আগাদিগেরই শোক করা কর্তব্য ।
আমি পূর্ব্বের দুর্ভবুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ব বিচুরের
হিতকর বাক্য গ্রহণ করি নাই । ধর্ম্মপরায়ণ
বিহুর আগাকে দ্যুতক্রীড়া সময়ে কহিয়া
ছিল, “মহারাজ ! দুর্য্যোধনের অপরাধে
আপনার কুল সমূলে নিম্নূল হইবে । এক্ষণে
যদি আপনার কুল রক্ষা করিবার অভিলাষ
থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার বাক্যা-
নুসারে অনতিবিলম্বেই ঐ দুর্ভবুদ্ধিকে পরি-
ত্যাগ এবং যাহাতে উহার সহিত কর্ণ ও
শকুনির সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার উপায়
বিধান করুন । এক্ষণে অবিবাদে দ্যুত
নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে

অভিমেক করা আপনার কর্তব্য । ঐ মহা-
জ্ঞাই ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করি-
বেন । অথবা যদি ধর্ম্মরাজের রাজ্যলাভ
আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে
আপনি সয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সক-
লের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করুন ।
জ্ঞাতিবর্গ আপনাকে অবলম্বন করিয়া
জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হউন ।” তৎকালে
দূরদর্শী মহাজ্ঞা বিদূর আমাকে বারংবার
এইরূপ কহিলে, আমি তাহার বাক্যে অনা-
দর প্রদর্শন করিয়া চুর্য্যোপনেরই পক্ষপাতী
হইয়াছিলাম । এক্ষণে সেই বিদূরের বাক্য
উল্লঙ্ঘনের সমুচিত ফললাভ করিয়া শোক-
মাগরে নিমগ্ন হইয়াছি । হে ধর্ম্মরাজ !
এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই
এই বুদ্ধাবস্থায় শোকদুঃখে নিতান্ত কাতর
হইয়াছি । অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ
পূর্ব্বক একবার আমাদের প্রতি নেত্র-
পাত কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! দীমানু ধর্ম্মরাজ্যে এই
কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তুষ্টীস্তাব
অবলম্বন করিয়া রছিলেন । তখন মহাজ্ঞা
বাসুদেব তাঁহাকে নিতান্ত বিষময়াসমান
দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্ম-
রাজ ! পরলোকগত ব্যক্তাদিগের উদ্দেশে
সমাদিক শোক করিলে তাঁহারা নিতান্ত
সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । অতএব এক্ষণে
আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভূত
দক্ষিণাদানসহকারে বিধানানুসারে যজ্ঞানু-

ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন । সোমরস দ্বারা দেব-
গণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের, অন্নপান দ্বারা
অতিথিগণের এবং প্রার্থনাদিক অর্থ দান
দ্বারা দরিদ্রগণের তৃপ্তিসাধন করুন । যাহা
জানিবার তাহা জানিয়াছেন এবং যাহা
কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিয়াছেন ।
মহাজ্ঞা ভীষ্ম, ব্যাস, নারদ ও বিদূরের অনু-
গ্রহে রাজধর্ম্ম সমুদায় আপনার শ্রুতিগোচর
হইয়াছে । অতএব মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করা
আপনার বিধেয় হইতেছে না ; এক্ষণে পূর্ব্ব-
পুরুষগণের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে রাজ্য-
ভার বহন করুন । মশো দ্বারা স্বর্গ লাভ
করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য । যাহারা সংগামে
কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের
নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়াছে । যাহা হউক,
ভবিষ্যৎ এই লোকক্ষয়ের কারণ । অত-
এব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করা আপনার
অদৃষ্ট কর্তব্য । যথাক্ষেপে যাহাদিগের মৃত্যু
হইয়াছে, আপনি কখনই তাঁহাদিগের দর্শন
লাভ করিতে পারিবেন না ।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া
তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধি-
ষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,
বাসুদেব ! তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি
প্রদর্শন কর, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত
আছি । তুমি আমার প্রতি স্নেহপ্রদ-
র্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া
থাক । এক্ষণে তুমি যদি প্রীতমনে আমাকে
তপোবনগমনে অনুমতি প্রদান কর তাহা
হইলে আমার যার পর নাই প্রিয়ানুষ্ঠান
করা হয় । মহাবীর কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্মের

শোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এক্ষণে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে আমি এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, যাহা দ্বারা আমার মনে পাপত্রতার সঞ্চার হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় বিধান কর ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ শোকাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস ! তোমার বুদ্ধি অত্যাপি পরিপক্ব হয় নাই । তুমি এখনও বাল্যভাবে নিমোহিত হইতেছ । কিন্তু আমরা তোমাকে এইরূপ দেখিয়াও বারংবার বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছি । যাতাদিগের যুদ্ধই জীবিকা, তুমি সেই ক্ষত্রিয়দলের ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছ । স্বপশুনিরত নরপাতিগণ কখনই শোকদুঃখে নিমগ্ন হন না । তুমি আমার নিকট মোক্ষধর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ । আমি বারংবার তোমার নিবিশ পিসয়ে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছি । এক্ষণে যখন উপদেশের কিছুমাত্র ফল দর্শে নাই, তখন বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তত্ত্বদ্বিময়ে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকাতে তুমি তৎসমুদায় পিস্মিত হইয়া গিয়াছ । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না । অজ্ঞানতা তোমাকে অচিরে পরি-
ত্যাগ করুক । তুমি সকল পিসয়েরই প্রায়-
শ্চিত্ত অবগত আছ এবং রাজধর্ম্ম ও দান-
ধর্ম্মও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ । অতএব সর্ব-

ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া অজ্ঞানের
ন্যায় নিমোহিত হওয়া তোমার নিতান্ত
অনুচিত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ত্রে ধর্ম্মরাজ ! তুমি অত্যাপি বিশেষরূপ
জ্ঞানলাভে সমর্থ হও নাই । ইহলোকে
কেহই যৎকোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে
পারে না । সকলেই ঋণের কারক নিযুক্ত
হইয়া মায়াবী অসাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে । অতএব অনুতাপ পরি-
ত্যাগ করা লোকের অবশ্য কর্তব্য । তুমি
আপনাকে পাপপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করি-
তেছ । অতএব যে যে কার্য্য দ্বারা মনুষ্যের
পাপ ধ্বংস হয়, আমি তৎসমুদায় তোমার
নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
ভ্রূক্ষণকারী ব্যক্তির দান, তপস্যা ও যজ্ঞ-
অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত
হইতে পারে । দেবাসুরগণও পৃথল্যভের
নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।
যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই
নাই । দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভা-বত সমধিক
পরাক্রান্ত হইয়া দানবগণকে পরাজিত
করিয়াছেন । অতএব তুমি দশরথান্নজ
শ্রীরাম ও তোমার পূর্বপিতামহ শকুন্তলা-
গর্ভমন্ভূত মহারাজ ভরতের ন্যায় যথাবিধানে
রাজসূয়, সর্দসেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের
অনুষ্ঠান কর । অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি উৎ-
কৃষ্ট । যথাবিধি দক্ষিণাদান সহকারে ঐ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভূপালদিগের নিশ্চয়ই পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে উহার অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আমার অল্পমাত্র ও ধন নাই, আমি এই সমুদায় জ্ঞাতিবধের হেতুভূত হইয়াও কিছুমাত্র দান করিতে পারিলাম না। আমার ঐশ্বর্য্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর যে সমুদায় রাজপুত্র এই স্থানে বিদ্রোহ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকটও অর্থ প্রার্থনা করা আমার নিতান্ত অনুচিত। দুর্য্যোধনের অপরাধেই পৃথিবীস্থ ভূপালগণের সংহার ও আমাদিগের অকীর্ত্তি লাভ হইয়াছে। দুরাশা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী একেবারে নীরশ্রুত ও ধনশ্রুত হইয়াছে। সুতরাং এ সময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিস্তি সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণা দান করাষ্ট প্রদান কল্প বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকার দক্ষিণাদান উহার অনুকল্প; কিন্তু অনুকল্প অবলম্বন করিতে আমার কিছুতেই প্রেরণা হয় না। অতএব আপনি এক্ষণে আমাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করুন।

তখন ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি চিন্তাকুল হইও না। তোমার ধর্ম্মাগার এক্ষণে ধনশ্রুত হইয়াছে বটে, কিন্তু অচিরাৎ উহা বিবিধ ধনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। পূর্ব্ব

মহারাজ মরুত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি স্বর্ণ প্রদান করাতে ব্রাহ্মণগণ তৎসমুদায় বহন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সমুদায় স্বর্ণ অত্যাধি সেই স্থানে বিদ্রোহমান রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করিলে অনায়াসেই তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা মরুত কোন্ সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন এবং কিস্তিই বা তাঁহার তাদৃশ স্বর্ণরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে করম্মমবংশসম্ভূত মহাত্মা মরুতের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মত্যাযুগে প্রথমতঃ বৈবস্বত মনু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মহারাজ প্রমক্ষির উৎপত্তি হয়। প্রমক্ষির ঔরসে মহাত্মা ক্ষুপ ও ক্ষুপের ঔরসে ইক্ষ্বাকু জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর এক শত পার্শ্বিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকেই রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহাদের সর্গজ্যেষ্ঠের নাম বিংশ; ধনুর্বিদ্যায় উহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। উনি বিবিংশ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা বিবিংশের ঔরসে পঞ্চদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ধনুর্বিদ্যা-

বিশারদ, মত্যাবাদী, দানধর্মনিরত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গনীনেন্দ্র সমুদায় ভ্রাতাকে নিগীড়িত করিয়া বাহুবলে সমুদায় রাজ্য পরাজয় পূর্বক পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। গনীনেন্দ্র এইরূপ অসাপারণ প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র স্ববর্চাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল। মহাত্মা স্ববর্চাও পিতাকে রাজ্যচ্যুত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে যথোচিত যত্নসহকারে প্রতিনিয়ত প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপ্রিয়, মত্যাবাদী, পবিত্র ও শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সমুদায় প্রজাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ধর্ম্যানুসারে প্রজাপালন করিলেও কিয়দিন পরে তাঁহার কোশ ও বাহন সমুদায় বিনষ্ট হইল। এই অযোগে অদীনস্থ ভূপালগণ চতুর্দিক্ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও গীড়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ স্ববর্চা এই সময় ভৃত্য ও পুরনামিগণের সহিত যাহার পর নাই বিপদগ্রস্ত হইলেন। শত্রুগণ কেবল তাঁহার ধাত্তিকতানিবন্ধন তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তাহাতে যুগমাক্রম সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার অলৌকিক পরাক্রম প্রাচুর্ভূত হইল। তখন তিনি অনায়াসে সমুদায় বিপক্ষ ভূপাতিকে পরাজিত করিলেন। এই নিমিত্ত অত্যাপি সেই মহাত্মা

স্ববর্চার নাম করদ্বয় বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। এই মহাত্মা ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে অবিক্রিত নামে এক ইন্দ্রতুল্য রূপবলসম্পন্ন চরিত্র পুত্র উৎপাদন করেন। এই অবিক্রিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, সমুদায় প্রজাই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্য-পরায়ণ, যজ্ঞশীল, দৈব্যাশালী, সংযতেন্দ্রিয়, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমালী, ব্রহ্মপতির ন্যায় বুদ্ধিমান ও হিমাণয়ের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের শ্রীতিবর্দ্ধন পূর্বক যথাবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাত্মা অশ্বিনীঃ স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মাই অযুত নাগের তুল্য পরাক্রমশালী, মূর্ত্তিমান্ বিকুস্বরূপ মহারাজ মরুভূতে উৎপাদন করেন। মহাত্মা মরুভূত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া হিমাণয়ের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী স্রমের পক্ষিতে গমন পূর্বক অসংখ্য স্ববর্ণময় পাত্র প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। স্রমের অনতিদূরবর্ত্তী এক স্ববর্ণময় পর্ব্বতের নিকটেই তাঁহার যজ্ঞভূমি নিশ্চিত হয়। এই স্থানে স্বর্ণকারগণ নৃপাতর আজ্ঞানুসারে অসংখ্য স্ববর্ণময় কুণ্ড, পাত্র, স্থালী ও আসন প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজ মরুভূত সেই উৎকৃষ্ট স্থানে নানাদিগুদেশস্থ ভূপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিধি পূর্বক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! মহীপতি মরুভ কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন ? কি প্রকারে তাঁহার তাদৃশ প্রভূত স্তবর্ণ লাভ হইল ? এক্ষণেই বা সেই স্তবর্ণরাশি কোন্ স্থানে নিপাতিত রহিয়াছে ? আর কিরূপেই বা তাহা আগাদিগের হস্তগত হইবে, আপনি তৎসমুদায় কীর্তন করুন । -

তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! দেবতা ও অশ্বরগণ যেমন উভয়পক্ষই প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করেন, তদ্রূপ মহাতেজস্বী বৃহস্পতি ও তপোদন সংবর্ত্ত ইঁহার উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করিতেন । কিয়াদিন পরে বৃহস্পতি বিদ্রোহবশতঃ বারংবার সংবর্ত্তকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্বক দিগম্বরবেশে অরণ্যে গমন করিলেন । ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

পূর্বের বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরাস নরপতি করক্ষমের কুলপুরোহিত ছিলেন । এই ভূমণ্ডল মধ্যে করক্ষমের তুল্য বলবান ও সদ্যবহারসম্পন্ন আর কেহই ছিল না । তিনি ধাঙ্গক, ব্রতপরায়ণ ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁহার দ্যানবল ও মুখমরুত প্রভাবে উৎকৃষ্ট বাহন, যোদ্ধা,

নানাবিপ বক্ষু ও মহার্হ শয়নীয় সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিল । তিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাশি দ্বারা অন্যাগ্ৰ সমুদায় নরপতিকে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পারিশেষে মশরীরে স্বর্গলাভ করেন । তাঁহার পুত্র আবিষ্কৃত মহাবলপরাক্রান্ত যযাতির ন্যায় ধাঙ্গক এবং পিতার ন্যায় নিরুগম ও সদ্গুণশালী হইয়া বসুন্ধরাকে স্ববশে সমানীত করিয়াছিলেন । মহাবলপরাক্রান্ত মরুভ রাজা সেই আবিষ্কৃত নরপতির পুত্র । সমাগরা পৃথিবী মরুভের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন । ঐ মহীপাল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্ধা করিতেন । দেবরাজ ইন্দ্র যত্নবান হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । পারিশেষে অররাজ মরুভকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া দেবগণ সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আপনি আমার প্রিয়চক্রী হন, তাহা হইলে কখনই মরুভ রাজার পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে পারিবেন না । আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর ; কিন্তু মরুভ কেবল মর্ত্যলোকের অধিপতি । অতএব আপনি মৃত্যুবিহীন অশ্বরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুভ রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন । যাহা হউক, যদি আপনি মরুভের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । অতএব এক্ষণে আপনি হয় মরুভকে পরিত্যাগ করিয়া

* আমার, না হয়, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মরুতের পুরোহিত হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা কহিলে, বৃহস্পতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র ! তুমি জীবগণের আধিপতি। সমুদায় লোকই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি নম্রাচি, বিশ্বরূপ ও বলদৈত্যের নিহন্তা। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তুমি সর্বদা অর্ঘ ও মর্ত্যলোকের ভরণ-পোষণ করিতেছ। অতএব তোমার পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া ক্রুরপে মর্ত্যলোকস্থিত মরুতের যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, আমি কদাচৎ মনুষ্যের যজ্ঞকার্যের অংশ গ্রহণ করিব না। যদি অনল শীতল, পৃথিবী পরিবর্তিত ও সূর্য্য প্রভা রহিত হন, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

স্বরগুরু বৃহস্পতি এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সম্ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ ! অতঃপর বৃহস্পতিমরুত-সংবাদ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট ‘মনুষ্যের যাজনক্রিয়া করিব না’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নরপতি মরুত সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অচিরে বৃহত্তর যজ্ঞের আয়োজন পূর্বক বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া

কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্বের আমি আপনাবাক্যানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্বসঙ্কল্পিত যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উৎসুক হইয়া উপকরণ সমুদায় আহরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আগমন পূর্বক আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, বৎস ! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরোহিত্যে বৃত্ত ও তাঁহার নিকট মনুষ্যের যাজনক্রিয়া করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি ; অতএব আমি তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।

মরুত কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার পৈতৃক যজ্ঞমান ; আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি। অতএব আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

বৃহস্পতি কহিলেন, রাজন্ ! আমি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়া ক্রুরপে মনুষ্যের পৌরোহিত্য করিব। অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি কখনই তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিব না ; অতঃপর তোমার যাহাকে অভিলাষ হয়, যজ্ঞে বরণ কর।

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত একান্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আগমন কালে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তখন তিনি বিধিপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন

করিয়া তাঁহার সমীপে কৃতাজ্জলিপুটে বিষম-
ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । দেবর্ষি নারদ
তাঁহাকে নিতান্ত বিষম দেখিয়া সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! আজি তোমাকে
এরূপ দৃষ্টিত দেখিতেছি কেন ? কোন
অগম্য ত হয় নাই ? তুমি কোন্ স্থানে
গমন করিয়াছিলে এবং তোমার অপ্রসম-
তার ই বা কারণ কি ? যদি বক্তব্য হয়,
আমার নিকট ব্যক্ত কর । আমি সাধ্যানু-
সারে তোমার দৃষ্টাপনোদন করিব ।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিলে, নরপতি
মরুত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
দেবর্ষে ! আমি যজ্ঞের সমুদায় উপকরণ
আহরণ করিয়া বৃহস্পতিকে পোরোহিত্যে
বরণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন
করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান
করিয়াছেন । অতএব আর আমার জীবন
ধারণ করিতে বাসনা নাই । যখন গুরু
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নিশ্চ-
য়ই আমি দূষিত হইয়াছি ।

নরপতি মরুত এইরূপ দৃষ্ট প্রকাশ
করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! অগ্নিরার কনিষ্ঠ
পুত্র পরম ধাত্মিক সংবর্ত দিগম্বরবেশে
মানবগণের নিম্নাযোগ্যপাদন পূর্বক চতু-
দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন । তুমি তাঁহার
নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর,
তাহা হইলে তিনিই তোমার যাজ্ঞনক্রিয়া
সম্পাদন করিবেন ।

তখন নরপতি মরুত নারদকে সম্বো-
ধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনি

আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাণ-
দান করিলেন । এক্ষণে সংবর্ত কোন্ স্থানে
অবস্থান করিতেছেন, কিরূপে আমি তাঁহার
দর্শনলাভে সমর্থ হইব এবং তাঁহার নিকট
কিরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আমাকে
প্রত্যাখ্যান করিবেন না, আপনি তৎসমু-
দায় কীৰ্ত্তন করুন । তিনি আমাকে প্রত্যা-
খ্যান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ
করিব না ।

তখন দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ !
এক্ষণে মহাত্মা সংবর্ত উন্মত্তের ন্যায় বেশ-
ধারণ করিয়া নিত্য বিশ্বেশ্বরের দর্শনবাস-
নায় বারাণসীতে পারিভ্রমণ করিতেছেন ।
তুমি তথায় গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দি-
রের দ্বারদেশে এক যুতদেহ সংস্থাপন কর ।
যিনি প্রাকৃতিকালো বিশ্বেশ্বরের দর্শনার্থ তথায়
আগমন করিয়া সেই যুতদেহ দর্শন করিবা-
মাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই সংবর্ত ।
ঐ মহাত্মা শবদর্শনান্তর্য যে দিকে গমন
করুন না কেন, তুমি তাঁহার অনুগমন
করিবে । পরে কোন নির্জজন স্থানে উপস্থিত
হইলে, তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে । যদি তিনি
জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার
বিষয় অবগত হইলে ? তাহা হইলে তুমি
কহিবে, আমি নারদের নিকট আপনার
বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি । তুমি ঐ কথা
কহিলে, যদি তিনি আমার নিকট আগমন
করিবার মানসে আমার অনুসন্ধান প্রবৃত্ত
হন, তাহা হইলে তুমি নিভীকচিত্তে কহিও,
নারদ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, নরপতি মরুভূত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক বারাগমীতে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক যুতদেহ স্থাপিত করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পবে মহর্ষি সংবর্ত্ত এই পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা তইতে নিবৃত্ত হইলেন । তখন মহারাজ মরুভূত তাঁহাকে পৌরোচিত্য স্বীকার করাষ্টবার নিমিত্ত কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সংবর্ত্ত নির্জজন স্থানে মহারাজ মরুভূতকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাঁহার গাত্রে পাংশু, কর্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ক্রিয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কিন্তু মরুভূত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে মহর্ষি সংবর্ত্ত মাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমাকীর্ণ অশ্বখবৃক্ষের তল ছায়ায় সমাসীন হইলেন । মহারাজ মরুভূত ও কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত নরপতি মরুভূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! যদি তুমি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে, তাহা যথার্থ রূপে কীর্তন কর । সত্য কথা কহিলে তোমার সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে ; আর যদি তুমি মিথ্যাবাক্য

প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ।

মরুভূত কহিলেন, ভগবন্ ! আমি পৃথিব্যে দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি । আপনি আমার গুরুপুত্র । আমি আপনাকে অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ।

সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্ ! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, নারদ আমাকে যজ্ঞকুশল বলিয়া অবগত আছেন । এক্ষণে নারদ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর ।

তখন মরুভূত কহিলেন, ভগবন্ ! তিনি আমার নিকট আপনার বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে আপনার নিকট আগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্বক বহিঃস্থ প্রবেশ করিয়াছেন ।

মহারাজ মরুভূত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! আমি যজ্ঞ-কার্য্যে সমর্থ বটি ; কিন্তু আমি বায়ুরোগ-গ্রস্ত ও বিকৃৎপেশাদারী, আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই ; অতএব কিরূপে আমি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে তোমার বাসনা হইতেছে । আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের যাজনক্রিয়া নিযুক্ত রহিয়াছেন । তিনি কার্য্যদক্ষ ; অতএব তাঁহা দ্বারা যজ্ঞাদি-কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করা তোমার কর্তব্য । তিনি আমার পরম পুত্র্য ; স্ততরাং যদিও আমি তোমার যাজনক্রিয়ায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত হইব

না। অতএব যদি তোমার আশা দ্বারা যজ্ঞ করাইবার বাসনা থাকে তাহা হইলে বৃহস্পতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন কর। তাহা হইলে আমি তোমার যাজন-ক্রিয়া নির্দোষ করিব।

তখন মরুভূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া ছিলাম। ইন্দ্র যজ্ঞমান হওয়াতে তিনি আমার যজ্ঞসম্পাদন করিতে বাসনা করেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান পূর্বক কহিয়াছেন, যে আমি দেবপুরোহিত; মনুষ্যের যজ্ঞসম্পাদন করা আমার কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ ইন্দ্র আমাকে তোমার পৌরহিত্য করিতে নিষেধ করিয়া কহিয়াছেন যে, মরুভূত রাজা সর্পদাই আমার সন্তিত স্পর্ধা করিয়া থাকে; অতএব তাহার যজ্ঞ দীক্ষিত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুরূপ। হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রাতা ইন্দ্রের সেই বাক্যে সন্মত হইয়াছেন। আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে আমার পৌরোহিত্য সম্পাদনে সন্মত হন নাই। এক্ষণে সর্পস্বাস্ত করিয়াও আপনার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আর আমার বৃহস্পতির নিকট গমন করিবার অভিলাষ নাই। তিনি নিরপরাধে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য করিতে সন্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি

তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ইহারা ক্রোধাবিস্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময় আমার প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকে কি না, তদ্বিময়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব অগ্রে তুমিও দৃঢ় শপথ দ্বারা আমার সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর। নতুবা আমি কুপিত হইলে তোমাকে সশাস্ত্রবে ভক্ষণ করিব।

মরুভূত কহিলেন, ভগবন্! আমি যদি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন সূর্য্য তাপপ্রদান করিবেন ও যত কাল পার্শ্বত সমুদায় বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল যেন আমার নরক ভোগ হয় এবং আমি যেন কদাচ স্তমতি লাভে ও বিময়-বাসনা পরিত্যাগে সমর্থ না হই।

তখন সংবর্ত্ত কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে ঠিত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যেরূপ উৎকৃষ্ট অক্ষয় যজ্ঞোপকরণের উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিলে অনায়াসে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিতে পারিবে। ধন বা যজ্ঞীয় উপকরণে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, কেবল যাহাতে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি ও সুররাজ ইন্দ্রের অপকার হয় এবং যাহাতে তুমি ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হও, আমি তদ্বিময়েই সর্বিশেষ চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অতঃপর তুমি যেরূপে উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । হিমালয়ের অনতিদূরে গুজবান্ নামে এক পর্বত আছে । ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি পার্শ্বতীর সহিত ঐ পর্বতের শৃঙ্গ, রক্ষমূল ও গুহাতে পরম স্থখে বিহার করিয়া থাকেন । রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্বি, অমরা, যক্ষ, দেবসি, আদিত্য, মরুৎ ও রাক্ষসগণ এবং যম, বরুণ কুবের ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সতত তাঁহার উপাসনা করেন । কুবেরের বিকৃতা-কার অনুচরগণ তাঁহার চতুর্দিকে জড়ীড়া করিয়া থাকে । তাঁহার রূপ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল । তাঁহার রূপ, আকার, তেজঃ, তপস্যা ও বীৰ্য্য নিরূপণ করা কঠোর ও সাধ্যাত্ত নহে । তিনি গুজবান্ পর্বতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঐ পর্বতের কোন স্থানেই শীত, গ্রীষ্ম, গ্রচণ্ড বায়ু, সূর্য্যের প্রথর উত্তাপ, জরা, ক্ষুৎ-পিপাশা, মৃত্যু ও ভয় বিद्यমান নাই । ঐ পর্বতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল স্তবর্ণ-রাশি বিद्यমান আছে । কুবেরের প্রিয়-চিকীৰ্ষু অনুচরগণ সর্বদা উহা রক্ষা করিয়া থাকে । এক্ষণে তুমি সেই পর্বতে গমন পূর্বক ভগবান্ ভূতভাবনকে “হে দেবাদি-দেব ! তুমি সর্ববেশা, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, স্বরূপ, স্তবর্চাঃ, কপদৌ, করাল, হরিচক্ষুঃ, বরদ, ত্রিনয়ন, পুষার দন্তবিপাটক, বামন,

শিব, যাম্য, অব্যক্তরূপ, সম্ভূত, শঙ্কর, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্বাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, যুগ্ম, কৃশ, উত্তরায়ণ, ভাস্কর, হৃতীর্থ, দেব-দেব, বেগবান্, উষ্ণীষধারী, স্তবক্ত, মহ-শ্রাক্ষ, কামপূরক গিরীশ, প্রশান্ত, যতী, চীরবাসা, হ্রিদ্গুধারী, সিদ্ধ, সর্বদগ্ধর, হৃগভেতা, মহান্, ধনুর্ধারী, ভব, বর, ব্যোমজ্ঞ, সিদ্ধমন্ত্র, চক্ষুঃস্বরূপ, হিরণ্য-বাহু, উগ্র, দিক্পতি, লোলিহান, গোষ্ঠ, ইক্ষি, পশুপতি, ভূতপতি, ব্রহ্ম, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, অরুহন্ত, যতী, বৃদ্ধিস্বরূপ, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র, তীক্ষ্ণ, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্র্যতি, অনঙ্গ, সর্বস্বরূপ, বিলোহিত, দীপ্ত, দীপ্তাক্ষ, মহৌজাঃ, কপালমালাসম্পন্ন, স্তবর্ণমুকুট-ধারী, মহাদেব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, নৃশংস, মূঢ়, বেগশালী, উগ্র, পতি, পশু, কৃষ্ণবাসাঃ, দণ্ডী, তপ্ততপা, অক্রুরকণ্ঠা, মহেশ্বরীরাঃ, মহত্চরণ, ত্রিপুরহন্তা, বসু-রূপ, দংষ্ট্রী, স্তবর্ণরেতাঃ, স্বরূপ, অনন্ত, মহাদ্র্যতি, পিনাকী, মহাযোগী, অব্যয়, ত্রিশূলহন্ত, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ, মহৌজাঃ, সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা, ধারণ, ধরণীধর, ঈশান, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, দশভুজ, দিব্যবৃষধ্বজ, উগ্র, রৌদ্র, গৌরীশ্বর, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, অজ, শুক্র, পৃথু, পৃথুহর, বর ও চতুর্মুখ, তোমাকে নমস্কার” বলিয়া প্রণাম কর । তুমি সেই সনাতন দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই তোমার সেই স্তবর্ণরাশি লাভ হইবে । তাহা

হইগেই তুমি তদ্বারা অতি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ-
পাত্র সমুদায় নিষ্কাণ করাইতে পারিবে।
অতএব তুমি অবিলম্বে স্বীয় দূতগণকে স্তবর্ণ
বহনार्প মুঞ্জবান্ পৰ্বতে গমন করিতে
আদেশ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন কর।

মহাত্মা সংবর্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান
করিলে, মহারাজ মরুত অর্চরাং মুঞ্জবান্
পৰ্বতে গমন ও ভগবান্ ভবানীপতির
সন্তোষসম্পাদন পূর্বক সেই স্তবর্ণরাশি লাভ
করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগি-
লেন। শিল্পকরেরা স্তবর্ণময় পাত্র সমুদায়
প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে
স্বরপুরোহিত বৃহস্পতি মহারাজ মরুতের
দেবদূর্লভ স্তবর্ণ যজ্ঞের রত্নান্ত্র শ্রবণ
করিয়া নিতান্ত সন্তোষিত হইলেন। তাঁহার
ভ্রাতা সংবর্ত ঐ যজ্ঞে পুরোহিত্য করিয়া
অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবেন, বিবেচনা
করিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও
বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায় ।

ঐ সময় স্বররাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে
সমুপ্ত জানিয়া তাঁহার সন্তোষের কারণ অব-
গত হইবার নিমিত্ত স্বরগণ-সমভিব্যাহারে
তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন,
স্বরাচার্য্য ! আপনি ত পরম স্ত্রে নিদ্রিত
হইয়া থাকেন ? আপনার পরিচারকেরা ত
আপনাকে যথোচিত পরিচর্যা করে ?
আপনি ত সতত স্বরগণের স্তব প্রার্থনা
করিয়া থাকেন ? দেবতার ত আপনাকে
সতত প্রতিপালন করিতেছেন ?

বৃহস্পতি কহিলেন, স্বররাজ ! আমি
পরম স্ত্রে নিদ্রিত হই। আমার পরিচার-
কেরা যথোচিত পরিচর্যা দ্বারা আমার
শ্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি
নিরন্তর দেবগণের স্তবপ্রার্থনা করি এবং
দেবগণও আমাকে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন
করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র কহিলেন, স্বরাচার্য্য ! তবে আপ-
নার মুখশ্রী কি নিমিত্ত পাণ্ডুর হইল ?
আর আপনার শারীরিক ও মানসিক দুঃখে-
রই বা কারণ কি ? আপনি তাহা অকপটে
কীৰ্ত্তন করুন। যাহারা আপনার দুঃখের
কারণ, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট
করিব।

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ ! আমি
শুনিয়াছি, রাজা মরুত প্রভূত দক্ষিণাদান-
সহকারে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে।
আমার ভ্রাতা সংবর্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত
হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে,
সংবর্ত মরুতের যাজনকার্য্য না করে।

ইন্দ্র কহিলেন, স্বরাচার্য্য ! আপনি দেব-
গণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই
পূর্ণ হইয়াছে এবং আপনি স্বপ্রভাববলে
জরামৃত্যু উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন।
অতএব সংবর্ত হইতে আপনার কি অপ-
কারের সম্ভাবনা ?

বৃহস্পতি কহিলেন, স্বররাজ ! তুমি
অস্বরগণের মধ্যে যাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী
দেখ, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহা-
দিগকেই সংহার করিয়া থাক। স্তবরাং
শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শন যে নিতান্ত দুঃখাবহ

তাহা তোমার অবিদিত নাই । সংবর্ত
আমার প্রধান শত্রু ; এক্ষণে তাহার সমুদ্র
দর্শনই আমার অস্ত্রের কারণ হইয়া উঠি-
য়াছে । আমার শত্রু পরিবদ্ধিত হইলে
নিবেচনা করিয়াই আমি এইরূপ বিবর্ণ
হইয়াছি । অতএব তুমি এক্ষণে যে কোন
উপায়ে হউক হয় সংবর্ত, না হয় রাজা
মরুতের নিগ্রহ কর ।

স্রগুরু এই কথা কহিলে, দেবেন্দ্র
অগ্নিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ছতা-
শন ! তুমি এক্ষণে বৃহস্পতিকে রাজা মরু-
তের নিকট লইয়া গিয়া বল, এই স্রগুরু
তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তোমাকে
অমরত্ব প্রদান করিবেন ।

দেবরাজ এইরূপ অমুরোধ করিলে,
অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
দেবরাজ ! আমি তোমার বাক্য রক্ষা ও
বৃহস্পতির সৎকারের নিমিত্ত দূতরূপে
রাজা মরুতের নিকট ইঁহাকে লইয়া চলি-
লাম । এই বলিয়া ছতাশন গীষ্মকালীন
প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বন উপবন সমুদায় বিম-
দিত করিয়া অচিরে বৃহস্পতির সহিত
মরুতের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

তখন মরুত রাজা ছতাশনকে সমুপ-
স্থিত দেখিয়া সংবর্তকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, মহর্ষে ! আজি অতি আশ্চর্য্য
ব্যাপার অবলোকন করিলাম । ছতাশন
স্বয়ং আমার যন্ত্রস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন ।
অতএব আপনি শীঘ্র উঁহাকে আসন, পাশ,
অর্ঘ ও মধুপর্ক প্রদান করুন ।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমার

বাক্যই আসন ও পাশাদি প্রাপ্ত হইয়া
পরম পরিতুষ্ট হইলাম । ইন্দ্র আমাকে
দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।

মরুত কহিলেন, ভগবন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র
ত স্তখে অবস্থান করিতেছেন ? তিনি ত
আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং দেব-
গণ ত তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন না ?

অগ্নি কহিলেন রাজন্ ! পুরন্দর পরম
স্তখে অবস্থান করিতেছেন । তিনি তোমার
প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন । দেবতা-
রাও তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন নাই ।
তিনি এক্ষণে তোমার নিকট বৃহস্পতিকে
সমর্পণ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়া-
ছেন । অতঃপর এই স্রগুরু বৃহস্পতি
তোমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া
তোমাকে অমরত্ব প্রদান করুন ।

মরুত কহিলেন, মহাত্মন্ ! মহর্ষি সংবর্ত
আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন ।
অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাজ্জলি-
পুটে নিবেদন করিতেছি যে, তিনি অমর
পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যু-
বশবর্তী মরুতের পুরোহিত্য না করেন ।

তখন অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! যদি
তুমি বৃহস্পতিকে পুরোহিত্যে বরণ কর,
তাহা হইলে নিশ্চয়ই যশস্বী হইয়া অতু-
ক্লষ্ট মনুষ্যলোক, প্রজাপতিলোক ও স্বর্গ-
লোক সমুদায় পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে
এবং স্রপতি ইন্দের প্রসাদবলে স্বর্গমধ্যে
কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য
থাকিবে না ।

অগ্নি এইরূপে মরুতকে প্রলোভিত

করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি সংবর্ত ক্রোধাবিন্ট হইয়া ছত্ৰাশনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, অনল! তুমি অচিরাৎ প্রস্থান কর। আর কখন মরুত রাজার নিকট বৃহস্পত্যিকে সমর্পণ করিতে এস্বলে আগমন করিও না। তুমি পুনরায় বৃহস্পত্যিকে লইয়া এ স্থানে আগমন করিলে, আমি নিশ্চয়ই ক্রোধদৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব। মহর্ষি সংবর্ত এই কথা কহিলে, ছত্ৰাশন তাঁহার বাক্যে একান্ত ভীত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পত্যির সাহিত তথা হইতে প্রস্থান পূর্বক দেবমন্ডায় সমুপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ছত্ৰাশন! আমি মরুত রাজার নিকট বৃহস্পত্যিকে সমর্পণ করিতে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তুমি কি নিমিত্ত উহাকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে? যজ্ঞদীক্ষিত নরপতি মরুত তোমাকে কি কহিয়াছে, তাহা ব্যক্ত কর।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! নরপতি মরুত আপনার বাক্যে সন্মত হয় নাই। সে কৃতাজ্জলিপুটে বৃহস্পত্যিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি বৃহস্পত্যিকে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মরুতকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই সন্মত হইল না। সে কহিল, সংবর্তই আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। বৃহস্পতি যজ্ঞ করিলে যদি আমার উৎকৃষ্ট মনুষ্যলোক ও প্রজাপতি লোকসমুদায় লাভ

হয়, তথাপি আমি সুরগুরু দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, ছত্ৰাশন! তুমি পুনর্বার মরুত রাজার নিকট গমন করিয়া তাহাকে আমার অনুরোধ বিজ্ঞাপন কর। যদি সে তাহাতেও আমার বচন রক্ষা না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব।

অগ্নি কহিলেন, রাজন্! গন্ধর্বদাপিপতি ধৃতরাষ্ট্র তথায় গমন করুন। আমার তথায় গমন করিতে শঙ্কা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহর্ষি সংবর্ত ক্রোধাবিন্ট হইয়া আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তুমি পুনরায় মরুত রাজার নিকট বৃহস্পত্যিকে সমর্পণ করিতে আগমন কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রোধ দৃষ্টিপাতে তোমাকে ভস্মাবশেষ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, ছত্ৰাশন! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন দাধকর্তা আর কেহই নাই। তোমার সংস্পর্শে সমুদায় লোক ভীত হয়; অতএব সংবর্ত যে তোমাকে ভস্ম করিবেন, এ কথায় আমার প্রতীক্কা হইতেছে না।

অগ্নি কহিলেন, দেবেন্দ্র! আপনি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সমাগরা পৃথিবী ও সমুদায় স্বর্গলোক পরিবেষ্টিত করিতে পারেন, তবে বৃজ্রাসুর কিরূপে আপনার স্বর্গলোক অপহরণ করিয়াছিল?

ইন্দ্র কহিলেন, ছত্ৰাশন! আমি সামান্য যুদ্ধে ঐরাবতকে প্রেরণ, শক্রদত্ত সোমরস পান ও দুর্বলের প্রতি বজ্রনিষ্ক্ষেপ করি

না । আমি স্নীয় বাহুবলে পৃথিবী হইতে কালকেয় গণকে অন্তরীক্ষ হইতে দানব-গণকে এবং স্বৰ্গ হইতে প্রহ্লাদকে দূরীভূত করিয়াছি । অতএব মর্ত্যালোকমধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে সমর্থ হইবে ?

অগ্নি কহিলেন, রাজন্ ! আপনি সর্ঘ্যাতি রাজার যজ্ঞ স্মরণ করুন । মহর্ষি চ্যবন ঐ যজ্ঞে ঋত্বক্ হইয়া যখন অশ্বিনী-কুমারদিগের সহিত সোমরস পান করেন তখন আপনি তাঁহাকে নিমেষ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে কর্ণ-পাতও করেন নাট । ঐ সময়ে আপনি সেই মহাসিকৰ্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতর বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিময়ে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । মহর্ষি চ্যবন ক্রোধান্বিত হইয়া তপোবলে অনায়াসে আপনার বাহু স্তম্ভিত করিয়া মদনামে এক ভীষণমূর্তি অস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন । সেই অস্ত্রের বিকটমূর্তি দর্শনে তৎকালে আপনাকে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিতে হইয়াছিল । ঐ অস্ত্রের অধর পৃথিবী ও ওষ্ঠ স্বৰ্গলোক স্পর্শ করিয়াছিল । তাহার শতযোজন বিস্তৃত ঘোরতর মহত্ব দন্ত রজতস্তম্ভসদৃশ দুই শত যোজন বিস্তীর্ণ দংষ্ট্রাচতুস্তয়দর্শনে তত্রত্য সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইয়া-ছিল । সেই অস্ত্র আপনার বিনাশবাসনায় ঘোরতর শূণ উদ্যত করিয়া আপনার প্রতি ধাবমান হয় । সেই সময় আপনি সেই বিকটমূর্তি অস্ত্রকে অবলোকন করিয়া

যাহার পর নাই ভীত হইয়া কৃতাজলিপুটে মহর্ষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন । অতএব হে দেবেন্দ্র ! ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রাহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই নাই । আমি ব্রহ্মতেজঃ বিলক্ষণ অবগত আছি ; অতএব আমার সংবর্তকে পরাজয় করিতে কিছুতেই বাসনা হয় না ।

দশম অধ্যায় ।

তখন ইন্দ্র কহিলেন, হুতাশন ! ব্রাহ্মবল যে অতি উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যে আর কেহই নাই, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু মরুত রাজার পরাক্রম আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না । অতএব আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বজ্রপ্রহার করিব । সুর-রাজ পুরন্দর অনলকে এই কথা কহিয়া গন্ধৰ্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি শীঘ্র মরুত রাজার নিকট গমন করিয়া সংবর্তের সমক্ষে তাহাকে বল যে, মহারাজ ! তুমি অচিরাৎ বৃহ-স্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ কর, নচেৎ দেবরাজ তোমাকে বজ্রপ্রহার করিবেন ।

সুররাজ এইরূপ আদেশ করিলে, গন্ধৰ্ব-রাজ ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ মরুতের নিকট গমন-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমার নাম ধৃতরাষ্ট্র ! আমি গন্ধৰ্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এক্ষণে লোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র যে নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । তিনি কহিয়াছেন, যদি আপনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ না

করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বজ্রপ্রহার করিবেন।

তখন মরুত্ত কহিলেন, গন্ধর্বরাজ ! মিত্রদ্রোহী যে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার যে কোন কালে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, ইহা কি তোমার কি ইন্দ্রের কি বসুগণের কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কি মরুদগণের কাহারই অবিদিত নাই ? অতএব আমি কখনই আমার পরম মিত্র সংবর্তকে পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পারিব না। সুরগুরু বৃহস্পতি বজ্রধর দেবরাজের পৌরোহিত্য করুন। মহাত্মা সংবর্তই আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। আমি কদাচ ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারাজ ! ঐ দেখুন, ভগবান্ শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া আকাশপথে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন ; অতএব এই সময়ে স্বীয় হিতচিন্তা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, মহারাজ মরুত্ত আকাশে ইন্দ্রের ভীষণ গর্জজন শ্রবণ করিয়া তপোমূর্ত্তান্নিরত ধর্ম্য-বিদগ্ৰগণ্য মহাত্মা সংবর্তকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! সুররাজ অধিক দূরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আগাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছেন না। কিন্তু উনি বজ্রপ্রহার করিলে নিশ্চয়ই আমাকে কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে ; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে অভয় প্রদান ও আমার

মঙ্গল বিধান করুন। ঐ দেখুন, দেবরাজ বজ্রধারণ পূর্বক দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। উহার ভয়ঙ্কর নিনাদে সভাস্থ সমস্ত লোকই নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।

সংবর্ত কহিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি অবিলম্বে সংস্তুস্তিনী বিদ্যাপ্রভাবে উহার সমুদায় কার্য্য স্তুভিত করিয়া তোমার ভয় নিবারণ করিব। আমি সমুদায় দেবতার অস্ত্র বিনষ্ট করিতে পারি। বজ্র দিক্ সমুদায়ে নিষ্কিপ্ত, বায়ু প্রবাহিত, কাননে বারিদারা নিপতিত, সমুদ্র প্লাবিত ও আকাশপথে সৌদামিনী লক্ষিত হউক, তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। ছতানন তোমার মঙ্গল বিধান করুন, বা না করুন এবং ইন্দ্র তোমার কামনা পূর্ণ করিতে বা বজ্র প্রহার করিতে সমুদ্রত হউন, তাহার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্ ! বাগবের বায়ুঘোষসংবলিত ভীষণ বজ্রনিঃস্বন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃসুরণ বারংবার ব্যথিত হইতেছে। আমি কোনরূপে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইতেছি না।

সংবর্ত কহিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি বায়ুভূত হইয়া অবিলম্বে ঐ বজ্র সংহার করিতেছি, এক্ষণে তোমার আর কোন কার্য্যসাধন করিব, তাহা প্রকাশ কর।

মরুত্ত কহিলেন, ভগবন্ ! এক্ষণে

দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহসা এই যজ্ঞ-ভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া নিদ্দিন্ত আসন সমুদায়ে উপবেশন পূর্বক স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন ।

মহারাজ মরুত এই কথা কহিলে, মহর্ষি সংবর্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ইন্দ্রাদি দেব-গণকে আহ্বান করিয়া মরুতকে কহিলেন, মহারাজ ! ঐ দেখ, দেবরাজ আমার মন্ত্র-বলে হরিদশযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া দেব-গণের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন ।

মহাত্মা সংবর্ত এই কথা কথিবামাত্র দেবরাজ ইন্দ্র মরুত রাজার যজ্ঞীয় সোম-রস পান করিতে অভিলষী হইয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন । তখন মহারাজ মরুত দেবগণ-পারিবেষ্টিত সুররাজকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিত সমাভিষ্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত মংকার করিলেন । ঐ সময় মহাত্মা সংবর্ত পুরন্দরকে মন্ত্রোদন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! আপনি ত স্তখে আগমন করিয়াছেন ? আপনার আগ-মনে এই যজ্ঞ সমধিক শোভাসম্পন্ন হইল, এক্ষণে আপনি এই যজ্ঞীয় সোমরস পান করুন ।

অনন্তর মহারাজ মরুত পুনর্বার ইন্দ্রকে মন্ত্রোদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রশান্তভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আজ আপনার আগমনে আমার যজ্ঞ ও জীবন সফল হইল । ঐ দেখুন, বৃহস্পতির

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্, সংবর্ত আমার যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন ।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ ! এই দীপ্ত-তেজাঃ ভগবান্ সংবর্তের মাহাত্ম্য আমার অবদিত নাই । অজি আমি এই মহাত্মা কর্তৃক সমাহৃত হইয়া তোমার প্রতি কোপ পারিত্যাগ পূর্বক শ্রীতমনে এই যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছি ।

সংবর্ত কহিলেন, দেবরাজ ! যদি আমার প্রতি শ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই সমাজমধ্যে ভাগসমুদায় যথা-যোগ্য কল্পনা ও এই যজ্ঞে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ।

মহাত্মা সংবর্ত এই কথা কহিলে, দেব-রাজ দেবগণকে মন্ত্রোদন পূর্বক কহিলেন, হে সুরগণ ! তোমরা অবিলম্বে স্বর্গীয়মভার তুল্য অতি সমৃদ্ধ বিচিত্র সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ এবং গন্ধর্ব্ব ও অম্বরোগণের নৃত্যগীতাাদির স্থান প্রস্তুত কর । ঐ সভাতে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অম্বরো-গণ নৃত্য করুক ।

সুররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন । তখন দেবরাজ শ্রীতমনে মরুতকে মন্ত্রোদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার পিতৃলোক ও অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলেই তোমার প্রতি শ্রীত হইয়া তোমার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমুগ্ঠিত হই-য়াছি । অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির শ্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের শ্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য

দেবগণের শ্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন। দেবরাজ এই কথা কতিবাসাত্র যজ্ঞের উৎসব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। দেবগণ সসং অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ সসং সদস্র কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় পাবকের ঞায় পরম তেজস্বী মহাত্মা সংবর্ত দেবগণের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ‘তখন সর্বাগ্রে দেব-রাজ ও তৎপরে অগ্ন্যনু দেবগণ সোমরস পান করিয়া শ্রীতিলাভ পূর্বক সসং স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে মহারাজ মরুত যজ্ঞভূমির নানাস্থানে রাশি রাশি স্তবর্ণ সংস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই অপরিমিত স্তবর্ণবতনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উত্তর অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্বক অল্লাংশ-মাত্র গ্রহণ করিয়া সসং স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহারাজ মরুতের যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে তিনি সেই স্থানে সেই ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত স্তবর্ণ সমুদায় স্তুপা-কার করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক সমাগরা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ ! মহারাজ মরুত এইরূপ গুণশালী ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রভূত স্তবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে তুমি সেই সমুদায় স্তবর্ণ আনয়ন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার মানসে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অভূত-কর্মা মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপ-দেশ প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, রুক্ষিণংশাবতংস বাসুদেব সেই রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ঞায় মধুগ অনলের ঞায় নিতান্ত নিম্প্রভ চুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মরাজকে আশ্রয় প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ‘কুটিলতাই মূঢ়ার এবং সরলতাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ’। এই বাচাটী বিশেষ রূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য সকলই প্রলাপমাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমা-হিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অব-শিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ চূর্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না। হে মহারাজ ! এক্ষণে আমি জীবের সহিত অহঙ্কারের মেরুপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কৌতূহল করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে অহঙ্কার পৃথিবীসমুৎপন্ন ভ্রাণেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাকে স্রগন্ধ আত্মারূপ বিষয়ভোগে নিতান্ত উৎ-স্রক করিয়াছিল। তখন জীব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের প্রতি বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন।

অনন্তর অহঙ্কার জলসমুৎপন্ন রসনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবীবাঙ্গাকে রসাস্বাদনে সমুৎসুক করিল। তদর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। তখন অহঙ্কার জ্যোতিঃসমুৎপন্ন নয়নেন্দ্রিয় আদিকার করিয়া জীবকে, বস্তুদর্শনে সমুৎসুক করিল। তদর্শনে জীব অহঙ্কারের প্রতি পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর অহঙ্কার বায়ুসমুৎপন্ন শ্রুতিেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া জীবকে স্পর্শানুভবে সমুৎসুক করিল। তদর্শনে জীব পুনরায় তাহার প্রতি বিবেকাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে দূরীভূত করিলেন। পরে অহঙ্কার আকাশ-সমুৎপন্ন কর্ণেন্দ্রিয় আদিকার করিয়া জীবকে শব্দ শ্রবণে সমুৎসুক করিল। তখন জীবাত্মা ক্রোধভরে পুনরায় বিবেকরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরিশেষে অহঙ্কার গত্যান্তর না দেখিয়া জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অহঙ্কার প্রবেশ করিবামাত্র জীবাত্মা মোহে একান্ত অভিভূত হইলেন। ঐ সময় গুরু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে প্রতীবোধিত করিলেন। তখন জীবাত্মা সেই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বজ্র দ্বারা অহঙ্কারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিগণের নিকট ও তৎপরে ঋষিগণ আমার নিকট এই রহস্য কীর্তন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাগায়ে পরস্পার সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপাস্থিত হয় তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আগ্নারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম মত্ত, রজঃ ও তমঃ। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আগ্নার স্বাস্থ্য লাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্তের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কৈহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিদেয়। অথবা যদি সুখদুঃখ জীবের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া আপনি এককালে উহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তথাপি সভা-মধ্যে পাণ্ডিত্যগণসমক্ষে রজস্বলা দ্রৌপদীর

কেশাম্বরাকর্ষণ, আপনাদিগের অজিনধারণ-পূর্বক নগর চইতে বহির্গমন, মহারণ্যমধ্যে অবস্থান, জটাস্বর কর্তৃক দ্রৌপদীধারণ, চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ, শিঙ্কুরাজ কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমান, অজ্ঞাতবাস এবং দ্রৌপদীর গাত্রে কীচকের পদাঘাতজনিত অতীত দুঃখ সমুদায় স্মরণ করা আপনার কদাপি উচিত নহে। পূর্বে ভীষ্মদ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিযুগ্মী হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তত্পর-যোগী কার্য্যসমুদায় অবলম্বন করিলেই ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। ঐ যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুগণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র স্নানকে সন্ধ্যা করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরে অহঙ্কারকে পরাজয় পূর্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায়

পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ ভোগার শক্তিগণ লাভ করুক। মমতা সংহার প্রাপ্তির ও নিঃসংগতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নিদিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নিঃসংগতা লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থান-পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আস্তিত্বের অবিদ্যমানতানিবন্ধন জগতের আস্তিত্ব অবিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়া-ময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কাম-পরতন্ত্র মূঢ়ব্যক্তির কদাচ প্রশংসার আশ্পদ হইতে পারে না। কামনা মনঃ হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনাসংহারে

দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারা এই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, মন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিদ পণ্ডিতগণ যে কাম-গীতা কীর্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নিঃসমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমান-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তিরূপে উদ্ভিত হই। যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমাকে শাসন করিতে যত্নবান হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তুর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্ত-রূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মনঃ হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাভুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে

সর্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ ! এই আমি আপনার নিকট কামগীতা সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিদিপূর্বক অশ্বমেধ ও অগ্ন্যায়ু হ্রসমুদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুরূচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহা-সমারোহে হ্রসমুদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীষ্ম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জুন ও অগ্ন্যায়ু শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধু-বিয়োগজনিত শোক পারিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় আত্মীয় স্বজনদিগের উদ্ধোধিক কার্য অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথোচিত মংকার করিয়া প্রশান্তমনে পৃথিবী শাসন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। পরে একদা তিনি মহর্ষি ব্যাস, নারদ ও অগ্ন্যায়ু মহর্ষিগণকে সম্বো-ধন পূর্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ !

আমি আপনাদিগের বিবিধ উপদেশ প্রভাবে সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আর অণুমাত্রও দ্বংস নাই। হে পিতামহ বেদব্যাস! আপনি আমাকে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। আমি অচিরে ঐ অর্থ লাভ করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর আমরা আপনার প্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ অদ্রুত পদার্থ পরিপূর্ণ হিমালয়ে গমন করিয়া আপনি, দেবমি নারদ ও দেবস্থান আপনারা আমাকে বহু-বিধ শুভ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছেন। যে ব্যক্তির অদৃষ্ট মন্দ সে দ্রুতঃ নিপতিত হইলে কদাচ এইরূপ সন্দারু-লাভে সমর্থ হয় না।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুনয়সহকারে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কৃষ্ণের ও অর্জুনের অনুজ্ঞা লাভ পূর্বক তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পারলৌকিক শুভসামনোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরি-মাণে অর্থদান ও শৌচকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রদূত করিয়া হস্তিনা-পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সেই প্রমোদকুঃ মহাত্মাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতৃ-গণ সমভিব্যাহারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পাণ্ডা-দিগের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব

হইলে মহাত্মা বাত্সদেব ও ধনঞ্জয় ইঁহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব-গণের জয়লাভের পর রাজ্য নিরুপদ্রব হইলে বাত্সদেব ও ধনঞ্জয়ের আফ্লাদের পারিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাফ্লাদে নন্দনবনে বিচরণ করেন, তদ্রূপ মহা আফ্লাদে বিচিক্রবন, পার্শ্ব-গুহা, পবিত্র হাঁপ, পঙ্কজ ও নদী প্রভৃতি রমণীয় স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন পূর্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া কথা-প্রসঙ্গে যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং স্বামি ও দেবতা-দিগের বংশ কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাত্সদেব বিবিধ বিচিত্র কথা কীৰ্ত্তন করিয়া ধনঞ্জয়ের সহস্র সহস্র জ্ঞাতি এবং পুত্রবিনাশজ্ঞা শোকাপনোদন পূর্বক তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত মধুবা সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, পার্থ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও মহাদেবের পরাক্রমপ্রভাবেই এই সমাগরা পরিত্রী পরাজয় করিয়াছেন। ধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য অকণ্টক হইয়া তাঁহার হস্তগত এবং ধর্ম্মানু-সারেই দুরাত্মা দুর্ব্যোমন নিহত হইয়াছে। যে সকল অদর্শপ্রবৃত্ত রাজ্যলোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় সর্বদা অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করিত, এক্ষণে তাহারা সকলেই পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠির তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অকণ্টকে এই সাম্রাজ্য শাস্ত্রাগ করিতেছেন। তোমার সহিত এই জনসমাজে বাস করিবার কথা

দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও মহদেব ইঁহারা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আমার একান্ত প্রিয় । আমি তোমার সহিত এই সর্বাঙ্গুল্য পরম পবিত্র রমণীয় সভামধ্যে অবস্থান করিয়া বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলাম । একান্তপার্বত্য আমি পুত্র, বলাদেব ও বৃষিভবংশীয় অগাধ্য ব্যক্তিদিগের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি । সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে । অতএব তুমি আমার দ্বারকা গমনে অনুমোদন কর । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি । তিনি অবচলিতচিত্তে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি পার্শ্বিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও স্থিরনিয়মসম্পন্ন । এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্মরাজের নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা গমন প্রস্তাব কর । দ্বারকা নগরে গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণরক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয়-কার্য্য সাধন করিতে সম্মত নহি । আমি সত্য কহিতেছি, কেবল তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত এই যুদ্ধাদি কার্য্য সমুদায়ের অন্তর্ধান করিয়াছি । এক্ষণে আমার এ স্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে । ধর্ম-

রাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ, রত্নপূর্ণা সমাগরা পৃথিবী স্ববশে সমানীত করিয়াছেন, অতঃপর উনি সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও বন্দীগণ কর্তৃক সংস্রুত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করুন । এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া আমার দ্বারকা গমন প্রস্তাব কর । আমি ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদায়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি । তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য । এখন তোমার সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই । অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা গমন করা আমার অশু কৰ্ত্তব্য ।

হে মহারাজ ! মহাজ্ঞা বাহুদেব অমিত-পরাক্রম অর্জুনের এই কথা কহিলে, তিনি অতিকন্টে তাঁহার বাক্য সম্মত হইলেন ।

আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

অনুগীতাপর্বাধ্যায় ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! মহাজ্ঞা মধুসূদন ও অর্জুন বিপক্ষগণকে সংহার-পূর্ব্বক সেই সভায় বাস করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া বাহুদেবের সহিত সেই

সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাঁহারা একদা সম্ভজনগণ-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের আয় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন । ঐ সময় অর্জুন শ্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মধুসূদন ! যুদ্ধ-কালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অব-গত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরী-ক্ষণ করিয়াছি । তুমি পূর্বের বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলে, আমি স্থায়ী বুদ্ধিদোষে তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়াছি । এক্ষণে সেই সমস্ত স্মৃত হইতে পুনরায় আগার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে । তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে ; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদায় কীর্তন কর ।

অর্জুন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসু-দেব তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! আমি তোমার নিকট নিগৃঢ় ধর্ম্ম ও নিত্যলোক সমুদায়ের বিষয় কীর্তন করিয়াছি । তুমি যে বুদ্ধিপূর্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই ইহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি, পূর্বের আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আগার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইবে না । বিশেষতঃ আগার বোধ হইতেছে ; তুমি অতি নির্বোধ ও অন্ধাশুচ্য ; অতএব আমি আর কোনক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না । সেই ধর্ম্মো-

পদেশপ্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায় ; এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্তন করিতে পারি না । আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্ম-প্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম । যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর । তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ পূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে । একদা কোন এক ব্রাহ্মণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণ পূর্বক আমা-দিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন । আমরা তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মধু-সূদন ! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষ-ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহা শ্রবণ করিলে, প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হইয়া যায় । এক্ষণে আমি তাহা মথার্থত কীর্তন করিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ কর ।

পূর্বের কাশ্যপ নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছিলেন । ঐ ব্রাহ্মণ লোকতত্ত্বার্থ-কুশল, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মী শ্রীসম্পন্ন, অন্তর্দানগতিবেত্তা, সর্বত্র সফ-লশীল ও শাস্ত্রমগ্নজ্ঞ । উনি প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে যে রূপ গতি লাভ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন,

উনি চক্রধারী সিদ্ধগণের সহিত গমনাগমন, উপবেশন ও নির্জনে কথোপকথন করিতেন। তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র গমন করিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান কাশ্যপ তাঁহার এইরূপ গুণগ্রাম অবগত হইয়া বিশ্বাস্যবিন্দুচিন্তে তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক কিয়দ্দিন তপায় অবস্থান করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই মহর্ষির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তখন সেই সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপের গাঢ়তর ভক্তি দর্শনে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কাশ্যপ! আমি এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিন্তে তাহা শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর স্তব লাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অতিকণ্ঠে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বারংবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমাকে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হইয়াছে। আমি বহু সংখ্য জনকজননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ স্তব ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধন সঞ্চয় করিয়াও

তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয় স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন। আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধবন্ধনযাতনা অনুভব করিয়াছি। কতবার আমাকে নরকযন্ত্রণা যম যন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ সমুদায় কতবার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পারিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদনিবন্ধন আমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর আমাকে এই সংসারে আগমন করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোকসমূহের শুভ গতি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিব। আমি দেহত্যাগের পর এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব বল, আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিবা আমার নিকট আগমন করিয়াছ এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর

উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, তাহা সযং ব্যক্ত কর । আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি । আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে তুমি আমাকে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীৰ্ত্তন করিব । তুমি যখন আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, তাহার আর গন্দেহ নাই ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মহাত্মা সিদ্ধ এই কথা কহিলে, ধর্ম্য-পরায়ণ কাশ্যপ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! জীবাত্মা কিরূপে একদেহ পরিত্যাগ ও অগ্নিদেহ আশ্রয় করে ? আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া এই ক্লেশকর সংসার হইতে বিমুক্ত হয় ? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্ম সমুদায় কোন্ স্থানে অবস্থান করে, এই সমুদায় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাত্মা সিদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদায় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদায় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয় । তখন সে বিপরীত বুদ্ধি

আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে । স্রীষ শরীরের অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয় । কোন দিন অতি ভোজন ও কোন দিন একবারে ভোজন পরিত্যাগ করে । কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত চুট অন্ন, আমিস ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদায় ভোজনে আসক্ত হয় । কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে । কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয় । কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে । কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন বা সনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিণ্ডাদি প্রকোপিত করে । জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আশ্রয় উহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে । কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যাসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিব্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে ।

এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয় তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । অতঃপর জীবাত্মা যেভাবে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উদ্ভ্রা বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদায় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে । তখন

জীবাঙ্গা মর্গভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপস্থত হয় ।

সমুদায় জীবই বারংবার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে । জীব মৃত্যু সময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণ পূর্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় । ঐ সময় সে তীব্রবায়ুপ্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্রোড়ে নিঃশিখ হইয়া থাকে । পঞ্চভূতের পৃথগ্ভাবন সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে । তখন সেই দেহ বিক্রী বিচ্যেতন এবং উদ্ভা ও উচ্ছাদ্যবহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । জীবাঙ্গা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সমুদায়ের আনন্দগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা আহার সম্ভব প্রাণকে পরিচ্ছাদিত হইতে সমর্থ হয় না । সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থান পূর্বক সমুদায় কার্য সম্পাদন করে । পিণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায়কে মর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ঐ সমুদায় মর্গ ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদায়কে পরিত্যাগ পূর্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে । বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাঙ্গা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিচ্ছাদিত হইতে সমর্থ হয় না । ঐ সময় সমীরণ সেই নিরপিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে । তখন জীবাঙ্গা স্ফূর্ত্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনিগত হয় ।

জীব এইরূপে দেহচ্যুত হইলেও তৎ-

কর্তৃক অনুর্ত্তিত কর্মসমুদায় তাহাকে পরিত্যাগ করে না । সে ঐ সমুদায় কর্মে সমারূত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে । তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ-গণ লক্ষণ দ্বারা উহাকে পুণ্যবান্ বা পাপাঙ্গা বলিয়া পরিচ্ছাদিত হইয়া থাকেন । যেমন চক্ষুগ্ৰান্ ব্যাক্তরা চক্ষুদ্বারা অন্ধকারে উদ্ভাসমান খণ্ডোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানাপন্ন মিত্র মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন । শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দিষ্ট আছে । কেহ কেহ এই কণ্ডভূমিতে শুভাশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে ; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে । জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন । অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য ।

এক্ষণে জীবসমুদায় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । উহা শ্রবণ করিলে কর্মগতি তোমার অবদিত থাকিবে না । যাহারা ইচ্ছালোকে পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে উর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্রসূর্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন । কর্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে

পুনর্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যলীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদায় স্থানে গমন ও ঐ সমুদায় স্থান হইতে পরিভ্রমিত হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে, সুতরাং যাহারা স্বর্গে বাস করেন, তাহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রী দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হন। এই আশি তোমার নিকট জীব সমুদায়ের গতি কীর্তন করিলাম; অতঃপর জীবের দেহপরিগ্রহের বিষয় কীর্তন করিতেছি, অবাহত হইয়া শ্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইহলোকে ফল ভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রাপ্তিগ্রহ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহুফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্যপ্রভাবে পারিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্কৃত্যঃকরণে দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্যপ্রভাবে পারিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা মনকে অগ্রবর্তী করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্মে পরিবৃত্ত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজা-জাতির গর্ভকোশে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ

ও অশুভ কর্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্ব-নিবন্ধন তিনি কুত্ৰাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাস্ত্রত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজ-স্বরূপ। প্রাণিগণ উহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাত্ৰাদি ধাতু যেমন স্তবর্ণরসে মিলিত হইলে তাহার সমুদায় অঙ্গ স্তবর্ণরস বলিয়া বোধ হয়, নৌহাপিগুণমধ্যে বহিঃ প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদায় অবয়ব উদ্ভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধ-কার সময়ে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব সমুদায় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেরই শরীর আশ্রয় পূর্বক জন্ম-গ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্যের ফল ভোগ ও বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম অবগত হইতে সক্ষম না হয়, ততকাল তাহার ফল ভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য ক্ষয় ও বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সক্ষম হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্যা, ব্রহ্মচর্যা, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা,

পরম্পরাগত নিষ্পৃহতা, প্রাণিগণের অতি-
চিন্তা পরিত্যাগ, পিতামাতার শুদ্ধতা, দয়া,
শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিপ্রাণিগণের
পূজা প্রভৃতি শুভকার্যসমূহের অনুষ্ঠানই
সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ
ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্ম-
প্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে।
পূর্বোক্ত দানাদি সদাচারসমূহায় সাধু-
দিগের নিকট নিরত বিদ্যমান রাখাছে।
সদাচারই সনাতন ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়।
যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহা-
দিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয়
না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট
হইলে, একমাত্র সদাচার উপদেশ দ্বারাই
তাঁহাদিগকে সংপথে সমানীত করা যায়।
অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের
অবশ্য বিধেয়।

যোগী ব্যক্তির সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি-
গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া
থাকেন। কারণ তাঁহারা যোগবলে অচিরে
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু
দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তির বহুকালে
সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।
জীবগণ সকল জন্মেই পূর্বকৃত কর্ম্মের ফল-
ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার
জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! সর্বপ্রথমে কে শরীর
গ্রহণ করিল, এই বলিয়া মানবগণের মনো-
মধ্যে মহা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।
এক্ষণে আমি সেই সংশয় অপনোদন করি-
তেছি শ্রবণ কর। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্ম

সর্বপ্রথমে স্বয়ং শরীরধারণ পূর্বক পরিশেষে
অন্ত্যন্ত শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই
চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের
অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ পারগ্রহের
নিয়ম করিয়াছেন। শরীরাদিগের দেহকে
ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষর
বলিয়া কীর্তন করা যায়। এই তিন পদার্থ-
মধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে
অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি স্তম্ভ দুঃপকে
অনিত্য, শরীরকে অপারিত্র বস্তুর সমষ্টি,
বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও স্তম্ভকে দুঃখ
বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসার-
সাগর হইতে সমুদীর্ণ হইতে পারেন। যিনি
এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী
শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে
দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান
করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন।
এক্ষণে যেভাবে সেই শাস্ত্রত অব্যয় পরম
পুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তা-
রিত রূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একোবিংশতিতম অধ্যায়।

হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম
দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তাশূন্য
হইয়া ব্রহ্মে লীন হন; যিনি সকলের মিত্র,
সর্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বাঁতরাগ, জিতে-
ন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন;
যিনি সকলের প্রতি অত্যাধিক ব্যবহার এবং
যিনি জন্ম, মৃত্যু, স্তম্ভদুঃখ, লাভ, অলাভ,
প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন;

যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন, যিনি অপত্যস্নেহশূন্য, যিনি ধার্মিক ও অধার্মিক নহেন, যাঁহার পূর্বজন্মের কর্ম-সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কাম্যকর্মান্বাহীন, যিনি এই জন্মমৃত্যুজরা-যুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরুক থাকে, যিনি সতত আত্ম-দোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়, অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভু, নির্গুণ ও গুণ-ভোক্তা পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সংকল্প সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি দাহ্যপদার্থহীন অনলের ন্যায় নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্বসংস্কারনির্মুক্ত, নির্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

হে তপোধন ! অতঃপর যোগিগণ যোগ-যুক্ত হইয়া যেক্রমে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্রতপোমুঠানসহকারে ইন্দ্রিয়-

সমুদায়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণ পূর্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মনঃ দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্তমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শন পূর্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে নিশ্চরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মৃগা হইতে ইমীকা নিষ্কাশন পূর্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরা মৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরে এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোককর্ম আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। সমুদায় প্রাণী ক্লিষ্টমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত নিষ্কৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহ সমুৎপন্ন

ভয়ঙ্কর দ্রুত ও শোক প্রভাবে কখনই বিচলিত হন না। শত্রুজাল তাঁহাকে সংহার ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহাকেই স্থখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগ পূর্বক জরাজনিত দ্রুত পরিহার করিয়া নির্বিশেষে নির্দীপ্তস্থখ অমুভব করিয়া থাকেন। যোগার্থ্য উপভোগ পূর্বক যোগে শিথিলপ্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন অয়ং স্তররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে ধ্যানপরায়ণ হইয়া যেক্রমে যোগ লাভ করা যায়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যিক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোন ক্রমেই প্রায়শ্চর্য নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি চক্রে সর্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময়ে সে কদাচই বহির্নিম্নে সংসক্ত হয় না। সর্বাত্মকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্ঞান অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগীব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদায় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সর্বাত্মকে চিন্তা করাই আবশ্যিক। আপনার গৃহমধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন

তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অগ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। এইরূপ নিরন্তর উদ্যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকালমধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা ও অত্যাশু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষুঃ প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ, চক্ষুঃ, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্বশক্তিমান এই বিশ্বের আশ্রয়স্থলমধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্বাত্মকে দেহ হইতে পৃথগ্ভূত আত্মাকে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্ত নিরোপ পূর্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষ লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় রহস্য কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে অর্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষদণ্ডমূলক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে অন্তর্হিত হই-

লেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্তন করিলাম, তৎসমুদায় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রাম-কালে রপাকৃৎ হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদায় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতপ্রাজ্ঞ ও চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্মোপদেশ দেবগণেরও গোপনীয়। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাগযজ্ঞাদি-ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধন পূর্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভি-প্রেরিত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বপ্নানিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও এই আত্ম-দর্শন রূপ ধর্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরম গতি লাভে সমর্থ হয়; এই আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম, ধর্ম-সাধনোপায় ও সিদ্ধির বিষয় কীর্তন করিলাম। এই ধর্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই আমার বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বন পূর্বক অচিরে, পরম গতি লাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিন্যস্ত যোগসাধন করিলে যোগের ফল লাভ হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে অর্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্বদা বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কণ্ঠানুরূপ লোকলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্মপরিত্যাগ পূর্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের আয় কাল হরণ করিতেছেন; অতএব জানি না আপনার এই কণ্ঠপরি-ত্যাগনিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে।

প্রশান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ পত্নী কর্তৃক এই-রূপ অভিহিত হইয়া মহাশ্মশ্রুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! ইহ-লোকে যে সমুদায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, কণ্ঠ নিরত ব্যক্তির তন্মধ্যে কতকগুলিকে অসৎকণ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় গুণহীন ব্যক্তি কার্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উচারা মুহূর্তকালও কণ্ঠবিহীন হইয়া কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যতকাল যোগলাভ করিতে না পারে ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধার্মিক ব্যক্তির যজ্ঞাদিকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দুঃখান্বিত প্রায়ই

উহার বিষয় উৎপাদন করে । এই নিমিত্তই আগ্নি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা হৃদয়ত স্থান দর্শন করিতেছি । ঐ স্থানে নিদ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন । জীবাগ্নি ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণ পূর্ব্বক সংসারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রাণাত্মমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপ রসাদি বিষয়াতীত চক্ষুঃ, কর্ণ ও মনের অগোচর হৃদয়ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন । সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবিধ বায়ু তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয় । সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে । স্ততরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে সমান ও ব্যান বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায় । কিন্তু উদান বায়ু কোন বায়ুরই আয়ত্ত নহে । ঐ বায়ু অপান ও প্রাণ বায়ুকে আবৃত্ত করিয়া অবস্থান করে । এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না । ফলত উদান বায়ু প্রাণাদি সমুদায় বায়ুকেই আয়ত্ত করিয়া রাখে ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন । শরীরস্থ সমুদায় বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ু মধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে । চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মনঃ ও বুদ্ধি এই

সাতটি উহার শিখাস্বরূপ । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি সমিধ এবং জ্ঞাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা এই সাতটি ঋত্বিক শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপরসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন । সুষুম্নাকালে গন্ধাদি গুণসমুদায় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয় কিন্তু যোগীগণের সেরূপ হয় না । স্বভাবত তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদায় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তাঁহারা পূর্ব্বব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন । পূর্ব্ব মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিক্রপণ করিয়া গিয়াছেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে ভাগিনি ! এক্ষণে দশহোতৃবিহিত অন্তর্গাণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর । কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু এই দশবিধ হোতা । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য । দিক্, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র এই দশবিধ অগ্নি । 'কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন । চিত্ত ঐ যজ্ঞের ঋব এবং পাপ-

পুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপন হইলে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদায় জ্ঞেয়ের প্রকাশকে জ্ঞান এবং স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাত্মিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া কীর্তন করে। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নি স্বরূপ। উনি শরীর হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আশ্রদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অম্মাদি সমুদায় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্য রূপে পরিণত হয়। মনঃ প্রাণবায়ুসহকারে সেই বাক্যের পর্যালোচনা করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, ভগবন্! যখন মনো-মধ্যে বাক্যের পর্যালোচনা না করিলে কখন তাহার আবির্ভাব হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন। কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মনঃ বাক্যের অধীন। এক্ষণে মনঃ বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন তদ্বিময়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। আর স্রষ্টৃপ্তিকালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! স্রষ্টৃপ্তি কালে অপানবায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মনই প্রাণের গতির অধীন; কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর

প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বাক্য ও মনঃ জীবাত্মার নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আগাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তখন জীবাত্মা কহিলেন, আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা এই কথা কহিলে, বাক্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, প্রভো! আমার প্রভাবেত আপনার অশেষবিধ বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তবে মনঃ কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? বাক্য এই কথা কহিলে জীবাত্মা তুষণীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মনঃ জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বাক্যকেই সম্বোধন পূর্বক কহিল, ভদ্র! ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার আছে। তন্মধ্যে ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদায় আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গাদিতে তোমার সাধ্যা দ্বারাই আমার অধিকার জন্মে। তুমি মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয় সমুদায় প্রকাশ না করিলে উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ইহলৌকিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা কহিলাম।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়ভেদে প্রাধান্য কীর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক

কহিলেন, ভদ্রে ! মনঃ অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না । প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তি বিশেষ । বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্বে বাক্য প্রাণ ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচভাবাপন্ন হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন পূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়া ছিলেন । সেই অবধি প্রাণ সর্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে । প্রাণের সাহায্য ব্যতীত কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না । এই নিমিত্তই কুন্তককালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না ।

বাক্য দুই প্রকার ; ব্যক্ত ও অব্যক্ত । তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন । অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎস্বপ্নাদি সমুদায় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে হংসমস্তরূপে বিদ্যমান থাকে । এই নিমিত্তই অব্যক্ত বাক্যকে ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায় । কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সর্বশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগম রূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফল প্রদান পূর্বক তাহার সর্বশেষ উপকারক হয় । ব্রহ্মপ্রকাশক উপনিষৎরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! বাক্য কি উপায় অবলম্বন পূর্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কীর্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে ! আত্মা প্রথমত বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মনঃ জঠরানলকে সঞ্জ্ঞিত করে । জঠরানল সঞ্জ্ঞিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে । তৎপরে ঐ বায়ু উদান বায়ুর প্রভাবে উর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্বক বৈথরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয় । অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয় ।

দ্বাবিংশতম অধ্যায় ।

হে শোভনে ! অনন্তর অন্তর্যাগরিত মগ্ন হোতার বিময় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভ্রাণ, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই সাতটি অন্তর্যাগরিত হোতা । ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে, কদাপি পরস্পর পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! ঐ মগ্ন হোতা লোকের সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পর পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে ! পরমাত্মা সর্বদ্রব্য ; স্তত্রাং তিনিই সকলের গুণ অবগত আছেন । ইন্দ্রিয়গণ সর্বদ্রব্য নহে স্তত্রাং

উহারা কখনই পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত হইতে পারে না । দেখ, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি গন্ধ আশ্রাণ করিতে সমর্থ নহে, একমাত্র নাশিকা উহা আশ্রাণ করিয়া থাকে । নাশিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না ; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় । নাশিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না ; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে । নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না ; একমাত্র ত্বক্ই উহা অনুভব করে । নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, মনঃ ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না ; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে । নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সংশয় করিতে সমর্থ হয় না ; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে । নাশিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, কর্ণ ও মনঃ কখন নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে ।

একগুণে আমি ইন্দ্রিয়মনঃসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মনঃ অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গণের নিকট উপাস্থিত হইয়া কহিল, হে ইন্দ্রিয়গণ ! আমি ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না । আমি না থাকিলে নাশিকা আশ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষুঃ রূপ সম্ভর্ষণ, ত্বক্ স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না । আমি-

ভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের শ্যাম প্রশান্তশিখ অগ্নির ন্যায় একেবারে প্রভা-শূন্য হইয়া থাক । আমি না থাকিলে জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়বলে কখনই বিষয় জ্ঞানে সমর্থ হয় না । অতএব আমি তোমাদের সন্নিপেক্ষা প্রদান ।

মনঃ গর্ভিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, ভদ্র ! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদায় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম । যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি জ্ঞান দ্বারা রূপ দর্শন, চক্ষুঃ দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পর্শানুভব, ত্বক্ দ্বারা শব্দ শ্রবণ এবং বুদ্ধিদ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান্ হও । বলবান্ ব্যক্তির কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না ; দুর্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে, যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে একগুণে অপূর্ব ভোগ সমুদায় সম্ভোগ করাই তোমার উচিত । আমাদেব উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে । শিষ্য যেমন গুরু প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থাৎ ও অনাগত বিষয় সমুদায় সম্ভোগ করিয়া থাক । বিমনায়মান সামান্য বুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণ ধারণ করিয়া

থাকে । মনুষ্য বিবিধ সংকল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত হয় । আর দেখ, আগরা বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সংকল্প জন্মিত বিষয় ভোগে ব্যাপ্ত হইয়া মাক্তলাভে সমর্থ হয় না । তোমার লয় হইলেই জীব নিরীক্ষণ ছতীশনের ন্যায় নির্দীপ পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকে । যাচা চউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি সত্তত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করিয়া থাকি যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদের সত্যতা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানলাভ হয় না । তোমার অভাবে আমাদের কেবল হর্ষেরই হানি হয় ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে ! অতঃপর অন্তঃসাগরিত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ হোতা সর্বাংগে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! আমি ইতিপূর্বে আপনাদের মুখে স্ব স্ব বিষয়ে অবস্থিত নৈত্র কণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষ রূপে কীর্তন করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে ! বায়ু প্রাণ কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপান রূপে, অপান কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে, ব্যান

কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদানরূপে ও উদান কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমান রূপে পরিণত হয় । উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান । পূর্বকালে ঐ পঞ্চবায়ু সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক কহিয়াছিল, ভগবন্ ! আমাদের মধ্যে কোন বায়ু প্রধান তাচা কীর্তন করুন । আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব ।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে বায়ুগণ ! তোমাদের পাঁচজনের মধ্যে যে ব্যক্তির লয় হইলেই অন্য চারিজন লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি সঞ্চারিত হইলেই অন্য চারি জন সঞ্চারণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান । এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর ।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, প্রাণ অপানাদি অন্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে বায়ুগণ ! আমি তোমাদের সর্বাংগে প্রধান । আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয় প্রাপ্ত হও এবং আমি সঞ্চারিত হইলেই তোমরা সকলে সঞ্চারণ কর । এই দেখ, আমি লয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকে লীন হইতে হইবে ।

প্রাণ বায়ু অপানাদি বায়ু চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া ক্রিয়াকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চারণ করিতে লাগিল । তখন সমান ও উদান বায়ু তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, প্রাণ ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদায় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অব-

স্থান কর না। একমাত্র অপানই তোমার বশবর্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে প্রধান নহ। সমান ও উদান এই কথা কহিলে, প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া ভূম্বী-স্তাব অবলম্বন পূর্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চারণ হইয়া থাকে। অতএব আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদিগকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অপান বায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে, অপান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন ব্যান বায়ু অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চারণ হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ব্যান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্তী সুতরাং তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রাণাদি বায়ুগণ এই কথা কহিলে, ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া ভূম্বীভাগ অবলম্বন পূর্বক পূর্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সমান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলে তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চারণ হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলে তোমাদের সকলকে বিলীন হইতে হইবে।

সমানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ু চতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না। তখন উদান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে তোমাদের সঞ্চারণ হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই; তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

উদানবায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল

সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল । তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্তী ; সুতরাং ভূমি আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ ।

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্রহ্ম তাহাদিগের সকলকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে সমুদায়ের লয় হয় না, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রাধান্য বলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেছি । কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ, এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিলেও করা যায় । তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ । তোমরা একমাত্র হইয়া স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাক । এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর স্তম্ভদ্রাব অবলম্বন পূর্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরম স্তম্ভে অবস্থান কর । তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

হে শ্রিয়ে ! অতঃপর দেবমতনারদ-সংবাদ নানক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! শরীরের জন্মগ্রহণ করিবার সময়

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মধ্যে কোন বায়ু সর্ব প্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয় ?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! শরীরী কোন কারণবিশেষ দ্বারা জড়রূপে নিষ্কৃতি ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে সর্ব প্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ু উহাতে সঞ্চারিত হয় । ঐ বায়ুদ্বয় দেহতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে ।

দেবমত কহিলেন, ভগবন্ ! কোন কারণ দ্বারা জড়দেহ নিষ্কৃতি হয় ? ঐ দেহ নিষ্কৃতি হইলে তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু কিরূপে সর্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয় ?

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! পরমাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিতে অভিনায়ী হইলে তাঁহার সঙ্কল্পপ্রভাবে শুক্রশোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয় । শুক্র গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্বপ্রথমে প্রাণবায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে । শুক্র প্রাণবায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয় । এইরূপে জড়দেহ নিষ্কৃতি হইলে পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষীরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করেন । সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ও কামপ্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্বেক হয় । ঐ দুই পদার্থ উদ্ভিক্ত হইয়াই স্কুল দেহের সৃষ্টি করে । স্কুল দেহ সৃষ্ট হইলে তন্মধ্যে

প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহার ত্রিবিধগতি ও ভেদ-বুদ্ধি হইয়া থাকে। পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ। উঁচাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উঁচার অজ্ঞা। এই বেদপ্রভাবেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভাস্মস্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আত্মিকরূপ অম্মাদি ভোজ্য দেব্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণ ও অপান এই হুতাশনরূপী পরমাত্মার আচ্ছাদ্যগন্ধ্যস্বরূপ। উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি প্রলয় ও কার্য্য কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিষয় সমুদায়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। উনি যে সঙ্কল্প দ্বারা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত হন, সেই সঙ্কল্প দ্বারাই কর্ম্ম সমুদায় বিস্তৃত হয়। অতএব এই সংকল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থ ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের নাম শান্তি। এই শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে প্রিয়! অতঃপর চাহুর্ভোত্রবিষয়ক রহস্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারিটি হোতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রব, শ্রোত্র, মনঃ ও বুদ্ধি এই

সাতটির নাম করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটির নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। স্রোতা, ভক্ষয়িতা, দ্রবী, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটির নাম কর্ত্তা; ইহারা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর এই স্রোতা ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাত জন যখন ভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থান করে, তখন এই সাত জনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। স্রোতাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উচ্চাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল তত্ত্ববেদী পণ্ডিত স্রোতাদির বিষয় বিশেষ রূপে অগত হন, তাঁহাদের নাসিকাদি হৃদয় সমুদায়ই গন্ধাশ্রণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উঁচাতে লিপ্ত হয় না। অনাভিষ্ট ব্যক্তিরাই শব্দাদি উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া “আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি; অম্মাদিগের নিমিত্ত গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে,” বিবেচনা করিয়া মমতানিবন্ধন যত্নসূত্রে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অপোষণানিবন্ধন নরকে নিপাতিত হইতে হয়। উঁচারাই বিষয়ভোগনিবন্ধন বারংবার যত্নসূত্রে প্রবেশ ও বারংবার জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জগতের সমুদায়

পদার্থের মর্গ্য সবিশেষ অবগত হইয়া নিলিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহা-দিগকে কখনই জন্মায়ত্বের বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অনৌকিক শক্তি প্রভাবে অনায়াসে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয়ভোগনিবন্ধন তাঁহাদের কিছু-মাত্র চরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও স্নেহ বিষয় সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডিতে আচ্ছতি প্রদান করা সর্বদাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম এই যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শস্ত্রমন্ত্র, সর্ব-ত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশান্তির বাক্য ও অপবর্গ উত্তরাস্ত্র কর্মস্বরূপ। অঙ্কার, মন ও বুদ্ধি উহারা হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্যাতার স্বরূপ হইয়া এই যজ্ঞে স্তবপাঠ করিতেছে। হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্তন করিলাম; থাক্ বেদে এইরূপই কীর্তিত হইয়াছে। সাম-শ্রেণীতেও অন্তর্বিধানুষ্ঠান পূজনক নারায়ণের উদ্দেশে পশুস্বরূপ রিপুসমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিধিত আছে। ভগবান্ নারায়ণই সর্বদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বময়।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়-মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসন-কর্ত্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত

হইয়াছি। এই মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দেবতা। উঁহার প্রভাবেই দানবগণ দম্বযুক্ত হইয়াছে, উঁহার প্রভাবেই সপ্তমি মণ্ডল দমণ্ডনসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহাকেই গুরু বোধ করিয়া উঁহার নিকট অবস্থান পূর্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সপ্ত-গণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দেবভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বৈতভাবাদি নাশ হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, ভগবান্! যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদের একরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে, প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে 'ঐ' এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ সকলেই এই একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এই শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের মনে দংশন-প্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্বভাব, দেবতা-দিগের চিত্তে দানপ্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমণ্ডনের সঞ্চার হইল। এই-রূপে পূর্বকালে একমাত্র উপদেবতার মুখে একমাত্র একাক্ষর শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্

পুণক্ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সৰ্বাস্তুর্য্যামী সৰ্বসময় নারায়ণ সৰ্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনায় গুরু। তিনি শিষ্যরূপে গ্রন্থ করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণ পূর্বক উত্তর উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদায় কর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও শ্রেষ্ট। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপচারী, পুণ্যকর্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী, ইন্দ্রিয়ত্বে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদিকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধু প্রবাহ ও ব্রহ্মরূপ জল প্রোক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সংকল্পরূপ দংশমশকসম্পন্ন, শোকহর্ম্যরূপ, শীতাতপবুক্ত, মোহরূপ তিমিরপরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীষ্যে সমাকীর্ণ সংসাররূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধরূপ দুইট শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে এবং উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্বত সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং কত দূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্তম্ভ ও অস্তম্ভ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং স্তম্ভকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাঁহাদের আর শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কাহা হইতেও ভীত হন না এবং তাঁহাদিগের হইতেও কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনমধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি সাতটি মহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি ঐ বৃক্ষ সমুদায়ের ফল; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী মণ্ড দেবতা ঐ সমুদায় ফলভক্ষক অতিথি; মনঃ, বুদ্ধি ও কর্ণেন্দ্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ মণ্ডবিধ ফলভোগ জনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ। ঐ বনমধ্যে আর কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ শব্দাদির অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রীতিরূপ পঞ্চবিধ ফল, চক্ষুরূপ বৃক্ষ শ্রেতপীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদর্শনজনিত স্তম্ভদুঃখরূপ ফল, বিহিতনিষিদ্ধ কার্য্যরূপ বৃক্ষ পুণ্যপাপরূপ পুষ্প ও স্বর্গনরকরূপ ফল, ধ্যানরূপ বৃক্ষ স্তম্ভরূপ পুষ্প ও ফল এবং মনঃ ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয় মত্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহু-

সংখ্যাপুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে ।
 ঐ বনে জীবাত্মারূপ ব্রাহ্মণ মনঃ ও বুদ্ধি-
 রূপ স্রষ্টা ও স্রষ্টব্য গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়
 রূপ সমিধ্ আভূতি প্রদান করিয়া থাকেন ।
 ঐ সমুদায় সমিধ্ আভূত হইয়া লয় প্রাপ্ত
 হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয় । ঐ যজ্ঞানু-
 ঠানের সময় জীবাত্মা রূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা
 গ্রহণ করেন, সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না ।
 ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য । কিন্তু ঐ পুণ্য যজ্ঞ-
 কারী জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয় না ;
 ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাত্রী দেবতার বা ঐ যজ্ঞদীক্ষিত
 ব্যক্তির আত্মীয়গণই উহা ভোগ করিয়া
 থাকেন । ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ
 দীক্ষার ফলরূপ পুণ্য ভোগ করিয়া লয়
 প্রাপ্ত হইলে পরিশেষে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ
 মহাবন সুপ্রকাশিত হয় । ঐ বনে আত্ম-
 সাক্ষাৎকাররূপ বুদ্ধি মোক্ষরূপ ফল ও
 শাস্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে ।
 শাস্ত্রজ্ঞান ঐ বনের আশ্রয়স্থান ও তৃপ্তি
 উহার জলপূর্ণ জলাশয়স্বরূপ । আত্মা
 ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া
 থাকেন । ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের
 লেশমাত্রও থাকে না । ঐ বন সর্বব্যাপী ;
 উহার অন্ত নাই । ভ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটী
 জ্ঞী পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অনায়াসে
 বশীভূত করিয়া থাকে ; কিন্তু ঐ বনপ্রবিন্দ
 ব্যক্তিদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে
 পারে না । উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট
 সংসা সমুপস্থিত হইয়া কৃতকার্য হইতে না
 পারিয়া লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে ।
 ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ভ্রাণাদি

পক্ষেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা ভূত
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থ সমুদায়ের সহিত
 সমৃদিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ
 মহাত্মারা, কি যশস্বী, কি দীপ্তিশীল, কি
 ঐশ্বর্যশালী, কি বিজয়ী, কি সিদ্ধ, কি
 তেজস্বী, সকলকেই আত্মাতে দর্শন করিয়া
 থাকেন । উহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে
 উপদেশরূপ পর্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী-
 প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত
 হইয়া থাকে । উহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন
 করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া
 থাকেন । ফলতঃ যঁহাদিগের বিষয়বাসনা
 নিতান্ত দুর্বল হইয়া যায়, যঁহারা তপঃ-
 প্রভাবে সমুদায় পাপ দহন করিয়া থাকেন
 এবং যঁহারা সতত শাস্তিলভেই অভিলষী
 হন, তাঁহারা ই বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাতে
 জীবাত্মাকে লীন করিয়া পরব্রহ্মের উপা-
 সনা করিতে পারেন । হে প্রিয়ে ! শাস্ত্রে
 এইরূপ ব্রহ্মবন নির্দিষ্ট আছে । পণ্ডিত-
 গণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ঐ বনের বিষয় সন্নি-
 বেশ অবগত হইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির উপ-
 দেশানুসারে উহাতে প্রবেশ করিয়া
 থাকেন ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।

হে ভদ্রে ! আমি স্বয়ং গন্ধাভ্রাণ, রসা-
 স্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দভ্রাবণ ও
 বিষয়কামনা করি না । প্রাণ ও অপানবায়ু
 যেমন প্রাণিগণের স্রষ্টৃপ্তিকালে কামদ্বেষের
 প্রাচুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাববশতঃ তাহা-
 দের শরীর মধ্যে অবস্থান পূর্বক অন্নপাকাদি

কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্বতন সংস্কারবশতঃ গন্ধাস্রাণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠাননিরত মহাত্মারা আপনাদিগের দেহ-মধ্যে যে বাহ্যাবয়বাতীত জীবাগ্নিকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাগ্নার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রের যেমন মল্লিকান্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি কামদেবশৃঙ্খ হওয়াতে বিষয় সমুদায় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাগ্না জন্মাদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান পূর্বক স্বভাবসমুদায় দর্শন করিতেছেন; তিনি ভিন্ন আর সমুদায় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্যের কিরণ-জালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কম্পফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে আমি এই উপায়ে আত্মবৃত্তি-যতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বের এক সম্মাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণ করিতে দেওয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মণ! একরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার কখনই কৰ্ত্তব্য নহে। সম্মাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্। আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রভূত যথেষ্ট উপকারই হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত

হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। যদি শাস্ত্র মতাই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণ কার্য সম্পাদন করিলে ইহার পার্থিবংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষুঃ সূর্যে, শ্রোত্র দিক্ সমুদায়ে এবং প্রাণ আকাশ মাগে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।

সম্মাসী কহিলেন, ব্রহ্মণ! যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই কৰ্ত্তব্য নহে। আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমুদায়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীরমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; স্তত্রাং ইহার পরিবর্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি? পূর্বতন পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব হিংসাবিহীন কার্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্যের অশেষ দোষ নির্দেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি সেরূপ দৃষ্টির প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার

মতে যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্মী। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসা-কেই দোষাবহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি।

যাজ্ঞিক কহিলেন, প্রভো! এই জগতী-তলস্থ সমুদায় পদার্থেরই প্রাণ আছে। অতএব যখন আপনি গন্ধাস্রাণ, রমাসাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কল্পব্যাকল্পব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দেশ করা যািতে পারে? হিংসা ভিন্ন কখনই আত্মাণাদি কাম্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি? তাহা আমার নিকট কীত্তন করুন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আত্মা দুই-প্রকার ক্ষর ও অক্ষর। পাণ্ডুরের উপাধি-যুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিবিহীন সনাতন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত হইয়া নিদ্বন্দ্ব ও সর্পিভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থানই অহিংসা।

তখন যাজ্ঞিক কহিলেন, ভগবন্! আপ-

নার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোপ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধুসংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি আতশয় নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। স্ততরাং এই বেদাবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসী তাহার বাক্যের উত্তর-প্রদানে অসমর্থ হইয়া তৃণশীঘ্রাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পুরাতন ঐতিহাস কীত্তন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্বৃদ্ধ ব্যক্তাদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

একোত্রিশতম অধ্যায়।

হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্তবীৰ্য্যসমুদ্ভাসংবাদ নামে এক পুরাতন ঐতিহাস কীত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বের মহত্সবাহুসম্পন্ন মহারাজ কার্তবীৰ্য্যার্জ্জুন স্বীয় শরপ্রভাবে সমাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্ভতীরে বিচরণ করিতে করিতে

সমুদ্রে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্র ঘূর্ত্তিমান হইয়া নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া প্রাণতিপুরুষের কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না, এক্ষণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমার আশ্রিত জীবজন্তুগণ আপনার ভাষণ শরপ্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।

তখন কাৰ্ত্তবীৰ্য্য কহিলেন, জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই, এই নিমিত্তই তোমার উপর শর নিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে কেহ আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর বিদগ্ধমান থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাহার সাহিত্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সমুদ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহিম জমদগ্নির নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র পরশুরামই আপনার সমকক্ষ। সমুদ্র এই কথা কহিলে, কাৰ্ত্তবীৰ্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ফ্রোমে অদীর হইয়া বক্ষুবাক্ষগণ সমভিব্যাহারে পরশুরামের আশ্রমে গমন পূর্বক তাঁহার অনিন্দিতচরণ করিয়া তাঁহার ফ্রোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। এই সময় তাঁহার কোপানল-প্রভাবে কাৰ্ত্তবীৰ্য্যের সৈন্য সমুদায় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল এবং তিনি অচিরে পরশু গ্রহণ পূর্বক বহুশাখাসমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায়

মহাস্রাব্ধসম্পন্ন কাৰ্ত্তবীৰ্য্যকে সম্মা চেনন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কাৰ্ত্তবীৰ্য্য নিপতিত হইলে, তাঁহার বাক্ষগণ এককালে সকলে পড়িয়া ও শক্তি গ্রহণ পূর্বক পরশুরামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সহরে শরাসন গ্রহণ পূর্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কালকবলে নিপতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভাগ্য এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই সময় অসংখ্য হতাবশিষ্ট ও অত্যাচারিত্রয়গণ প্রায় সকলেই সিংহানপীড়িত যুগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগরমধ্যে বাস করিয়া ছিলেন, তাঁহারাও পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কৰ্ত্তব্য কার্যের অনুষ্ঠানে সমৰ্প হইলেন না। স্ততরাং বেদ তিরোহিত প্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ই ক্ষত্রিয়দর্শের ব্যতিক্রমনিবন্ধন দ্রাবিড়, অভীর, পুণ্ড ও শবর দেশীয় সমুদায় ব্যক্তিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর দুর্দশা নিবারণের নিমিত্ত বিধবা ক্ষত্রিয়াদিগের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের গর্ভে যতবার ক্ষত্রিয় সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব

তখনারই তাগাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিম্মূল হইলে পর, এক্ষণে এই আশাশাবলী সর্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণ-গোচর হইল যে, বৎস ! বারংবার ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় করাতে তোমার কিছুমাত্র ফলোদয় নাই ; অতএব তুমি এ ব্যবসা তইতে অচিরে নিবৃত্ত হও । এই সময় পরশুরামের পূর্ষপুরুষ ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়বিনাশের সংকল্প পরিত্যাগ কর । পূর্ষপুরুষগণ একরূপে বারংবার ক্ষত্রিয়বধে নিবারণ করিলেও পরশুরাম পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না । তখন তিনি তাগাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ ! আমি ক্ষত্রিয়সংহারে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি ; এক্ষণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের কর্তব্য নহে ।

ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

তখন সেই ঋচিক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় পরশুরামকে কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে । এক্ষণে আমরা তোমার নিমিত্ত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও । পূর্ষকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী পরম ধাঙ্গিক মত্যপারায়ণ রাজসি ছিলেন । তিনি প্রথমতঃ

স্বীয় বাহুবলে সমাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্বক অতিসূক্ষ্ম পরম ব্রহ্মে মনঃসমাদান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়-রূপ শত্রুগণ আমাকে পারিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ; অতএব বাহু শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করাই কর্তব্য কৰ্ম্ম । মনঃচপলতানিবন্ধন মনুষ্য-দিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবেষ্টিত করে, এই ছুরাত্মাই মর্সাপেক্ষা বলবান্ ; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদায় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে । এক্ষণে আমি মনের প্রতিই এই স্ত্রীক্ষ্ম শরনিকর নিক্ষেপ করিব ।

অলর্ক এইরূপে অভিমন্ধি করিলে, মনঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অলর্ক ! তুমি এই নরকলেবরভেদী শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না । তুমি আমার প্রতি এই সমুদায় শর পরিত্যাগ করিলে তোমারই মঙ্গলভেদ ও মৃত্যু হইবে । অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনু-সন্ধান কর ।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে নাসিকাকে পরাজয় করিবার বাসনা করিলেন । এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আশ্রাণ করিয়া পুনরায় আমাকে সেই সকল গন্ধ আশ্রাণে প্রলোভিত করে ; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিব ।

তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক

কহিল, অলর্ক ! ঐ নরকলেবরভেদী শর-
নিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজয়
করিতে পারিবে না । যদি তুমি আমার
প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ কর, তাহা
হইলে তোমারই মর্গভেদ ও মৃত্যু হইবে ।
অতএব যদি আমাকে পরাজয় করিতে
তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে,
তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনু-
সন্ধান কর ।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল উহা চিন্তা করিয়া
রসনাকে পরাজয় করিবার বাসনায় কহি-
লেন, এই রসনাট বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসা-
স্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদায় বস্তুতে
আমাকে প্রলোভিত করে ; অতএব আমি
ইহার প্রতি এই নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ
করিব ।

তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিল, অলর্ক ! তুমি ঐ সকল শর দ্বারা
কখনই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ
হইবে না ; যদি তুমি ঐ সমুদায় বাণ আমার
প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই
মর্গভেদ ও মৃত্যু হইবে । অতএব যদি
তোমার আমাকে পরাজয় করিতে বাসনা
হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক
শরের অনুসন্ধান কর ।

রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল
চিন্তা করিয়া পারিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে
পরাজয় করিবার বাসনায় কহিলেন, এই
ত্বক্ই বিবিধ স্পর্শগ্রন্থ অনুভব করিয়া
পুনরায় সেই সমুদায়ে আমাকে প্রলোভিত
করে । অতএব আজি আমি এই কঙ্ক-

পাত্রভূষিত শরনিকরে ত্বক্কেই নিপীড়িত
করিব ।

তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল, অলর্ক ! তুমি
এতাদৃশ ভুরি ভুরি শর নিক্ষেপ করিয়াও
আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না ;
যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর
নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্গ-
ভেদ ও মৃত্যু হইবে । অতএব যদি আমাকে
পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি
অচিরাত্ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান
কর ।

স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজয়
করিবার বাসনায় কহিলেন, এই কর্ণট
বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বারংবার আমাকে
তদ্বিময়ে প্রলোভিত করে, অতএব আজি
আমি কর্ণের প্রতিই এই নিশিত শরনিকর
নিক্ষেপ করিব ।

তখন কর্ণ কহিল, অলর্ক ! ঐ সমুদায়
নরদেহভেদী শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে
পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না ; যদি
তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় শর নিক্ষেপ
কর, তাহা হইলে তোমারই মর্গভেদ ও
মৃত্যু হইবে । যদি তুমি আমাকে জয়
করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন
অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর ।

কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্ত-
কাল চিন্তা করিয়া নেত্রকে পরাজয় করি-
বার মানসে কহিলেন, এই নেত্রই বিবিধ
রূপ দর্শন করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিময়ে
প্রলোভিত করে ; অতএব আজি আমি

এই শানিত শরনিকর দ্বারা নেত্রকেই নিপী-
ড়িত করিব ।

তখন নেত্র কহিল, অলর্ক ! ঐ সমুদায়
নরদেহবিদারক শর দ্বারা তুমি কখনই
আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে
না । যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায়
বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই
মর্গ্যভেদ ও মৃত্যু হইবে । অতএব যদি
আমাকে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে,
তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের
অনুসন্ধান কর ।

চক্ষুঃ এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ
চিন্তা করিয়া বুদ্ধিকে জয় করিবার মানসে
কহিলেন, বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিন্দু
কান্য নিশ্চয় করিয়া থাকে ; অতএব আমি
বুদ্ধির প্রতিওই এই শানিত শরনিকর নিক্ষেপ
করিব ।

তখন বুদ্ধি কহিল, অলর্ক ! তুমি ঐ
সামান্য শরনিকর দ্বারা কখনই আমাকে
পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না । যদি
তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদায় বাণ পরিত্যাগ
কর, তাহা হইলে তোমারই মর্গ্যভেদ ও
মৃত্যু হইবে ; অতএব যদি আমাকে নিপী-
ড়িত করিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া
থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক
শরের অনুসন্ধান কর ।

মনঃ, বুদ্ধি ও আশ্রাণাদি পক্ষেন্দ্রিয় এই
কথা কহিলে, অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে
নিতান্ত অভিলামী হইয়া অলৌকিক বাণ
লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষমূলে
অবস্থান পূর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে

লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়-নিপীড়ক
অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাঠিলেন
না । পরিশেষে তিনি সমাহিতচিত্তে বহু-
কাল অনুধ্যান পূর্বক যোগকেই সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া একাগ্রমনে স্তিমিত-
ভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । যোগ-
বলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয়
বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল ।
তখন তিনি একান্ত বিশ্বাস্যাবিস্ট হইয়া
কহিলেন যে, একাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা
ভোগস্বপ্নে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও
বিবিধ বাহ্যভূষণ করিয়াছি । এখন বুঝিতে
পারিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর
পদার্থ আর কিছুই নাই ।

স্বাচিক প্রভৃতি মহাত্মারা এইরূপে
অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশু-
রামকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস
পরশুরাম ! তুমি এক্ষণে এই সমুদায়
পর্যালোচনা পূর্বক ক্ষত্রিয়বধে নিরত
হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন কর ; তাহা
হইলেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে ।

পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান
করিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাত্মা ভার্গব
যোগমার্গ অবলম্বন পূর্বক অচিরাৎ পরম
সিদ্ধি লাভ করিলেন ।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রায়ে ! সত্ত্ব, রজ ও
তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বৃত্তিভেদে ঐ
তিনটিই আবার নয় প্রকার হয় । প্রহর্ষ,

শ্রীতি, আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি । বিষয়নাসনা, ক্রোধ ও হ্রেষাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি । শ্রম, তন্দ্রা ও মে'হ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি । সর্ব-শুদ্ধ এই তিনগুণের নয়টি বৃত্তি হইল । প্রশান্তসত্ত্বাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দৈর্ঘ্য-সহকারে শমাদিরূপ শরমগুহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃসম্ভার বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাহ্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন । এক্ষণে শান্তিগুণাবলম্বী মহারাজ অমরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য ও আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহাত্মা অমরীষের চিত্তে রাগাদি দোষসমুদায় প্রবল ও শমদমাদি গুণসকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইলে, তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন তিনি আপনার দোষসমুদায়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিলেন । তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষসমুদায়কে সম্যক্ পরাজয় করিয়াছি ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বদার্থ হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিতে পারিলাম না । ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না । মনুষ্য উহার বশবর্তী হইয়া সতত নীচকার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না । উহার প্রভাবেই জীবনানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া

থাকে । ঐ দোষের নাম লোভ । উহাকে জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ছেদন করা সর্বতোভাবে কঠিন্য । ঐ লোভ হইতেই বিষয়-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়তৃষ্ণাপ্রভাবেই চিন্তা প্রাচলিত হইয়া থাকে । লোভী ব্যক্তি সর্বত্রই সমগ্র রাজসত্ত্ব অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ সমুদায় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদায় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্ম মৃত্যু স্বীকার পূর্বক নিবিদ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে । অতএব সম্যক্ পর্যা-লোচনা করিয়া দৈর্ঘ্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজহ লাভের চেষ্টা করিবে । এই রাজহই যথার্থ রাজহ, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে প্রিয়ে ! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ-জনকসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আপনি আমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে পারিবেন না । মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দেশ করুন ; আমি অবিলম্বেই আপনার ব্যাক্যানুসারে সেই সমুদায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে গমন করিব ।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক যৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমারূপ হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! যদও এই পুরুষপরিম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত হইয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই । আমি প্রথমে সমুদায় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলা-নগরীতে ও পরিশেষে স্রীয প্রজামণ্ডলী-মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ সত্ত্ব প্রতীত হইল না । এইরূপে আমি কোন পদার্থেই আপনার অধিকার নাহি দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম । এক্ষণে আমার মোহ নিস্কৃষ্ট হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই ; অথবা আমি সমুদায় পদার্থেরই অধিকারী । আমার আত্মাও আমার নহে ; অথবা সমুদায় পৃথিবীই আমার । ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিद्यমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি নিরুদ্ধেণে যথা ইচ্ছা অবস্থান ও যাহা ইচ্ছা ভোজন করুন ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার এই পিতৃপিতামহোপভূক্ত বিশাল

রাজ্য বশীভূত থাকিতে আপনি কিরূপে সমুদায় পদার্থে মনতাবিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধি প্রভাবেই বা আপনার রাজ্য-সম্পর্কভিন্ন অন্য পদার্থ সমুদায় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষ রূপে কীর্তন করুন ।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! সমুদায় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহারও অধিকার নাই, এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আমার আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না । আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদায় বিষয়ে মনতাবিহীন হইয়াছি । এক্ষণে যে বুদ্ধিপ্রভাবে আমি স্রয়ং সমুদায় বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি আত্ম-তৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধাস্রাব, রসাস্বাদন, রূপ-দর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দশ্রবণ ও সমুদায় বিষয়ের সমালোচন করি না । এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও মনঃ আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে ; স্ততরাং ঐ সমুদায় বিষয়েই আমার অধিকার আছে । ফলতঃ আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত কোন কার্যেরই অনুষ্ঠান করি না । জগতের সমুদায় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি ।

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি ধর্ম্ম, আজি তোমাকে পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় ব্রাহ্ম-লাগ, এই ভূমণ্ডলমধ্যে তুমিই সত্ত্বগুণরূপ নেমিযুক্ত ব্রাহ্মণাভরূপ দুস্পরিচাল্য চক্রের প্রধান পরিচালক।

ত্রয়স্বিংশতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শোভনে! তুমি স্রীয বুদ্ধানুসারে আমাকে দেহাভিনানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি মেরূপ নহি। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সম্যগামী, গৃহস্থ বা ব্রতচারী যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্যপাপে আসক্ত নহি। এই জগতে যে সমুদায় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদায়েই বিদগ্ধমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবর-জঙ্গমাশ্লক সমুদায় পদার্থেরই সংহারকর্তা। আমার বুদ্ধি কি স্বর্গ, কি মর্ত্য মন্দ্রেই আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলতঃ বুদ্ধিই আমার ধনস্বরূপ। ব্রাহ্ম-জ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সম্যগামী, কি ভিক্ষু যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রাহ্ম-প্রাপ্তির পথ এক প্রকার। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিঙ্গ ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উঁাদের সকলেরই বুদ্ধি শান্তিগুণযুক্ত। পূর্ণধনোস্থ নদী সমুদায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরে নিপতিত হয়,

তদ্রূপ ব্রাহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার আচরণ করুন না কেন, চরমে সকলেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীরদ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল কস্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদায় উপদেশ বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

চতুস্বিংশতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নাথ! আপনি সংক্ষেপে মেরূপ স্তবিস্তার্গ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতজ্ঞা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোনরূপে উহার মঙ্গগ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং ঐরূপ বুদ্ধি কোন্ কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শ্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ

উভয়কণ্ঠ মণিত হইলে ঐ কণ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানায়ন উদ্ভব হয় ।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কিরূপে লোকে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করে ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শ্রীয়ে ! জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য ; কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রমবশতঃ উহাকে সত্ত্ব ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে । এক্ষণে মাথাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কন্মানিরত ব্যক্তির ভ্রমবশতঃ আত্মাকে অঙ্গবান্ বলিয়া জ্ঞান করে ; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণ মননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথগ্ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । যে মণ্ডাক্ষরী মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কন্মাদিগের জ্ঞায় কোন বিষয়েরই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই । ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া কর্তব্য । পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদায়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই নাম পরব্রহ্ম । শম-দমাতির অভ্যাসনিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ।

বাস্তদেব কহিলেন, ধনঞ্জয় ! ব্রাহ্মণ এই-রূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে,

ব্রাহ্মণীর জীবোপাধি জ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল ।

তখন অর্জুন কহিলেন, বাস্তদেব ! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

বাস্তদেব কহিলেন, অর্জুন ! আমার মনঃ ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ ।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন, বাস্তদেব ! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে ; অতএব তুমি যথার্থ রূপে আমার নিকট পরম ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন কর ।

তখন বাস্তদেব অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! আমি এই উপলক্ষে গুরুশিষ্যসংবাদ নামা এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা এক শিষ্য আমনোপনিষ্ট স্রীয উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি মুক্তিপ্রায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম ; অতএব এক্ষণে আমি যে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাঁহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন । শিষ্য এই কথা কহিলে, আচার্য্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! যে সমুদায় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,

সমুদায় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদায় সংশয় অপনোদন করিব । তখন শিষ্য কহিলেন, 'ভগবন্ ! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার আমার এবং এই অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের উৎপত্তির কারণ কে ? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে ? প্রাণিগণের পরমাণু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন ? কোন্ কোন্ পাপ মঙ্গল জনক এবং কাহাকে পুণ্য ও কাহাকেই বা পাপ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? আপনি আমার এই সমুদায় প্রশ্নের সন্তুস্তর প্রদান করুন । আপনি ভিন্ন এ সমুদায় প্রশ্নের সন্তুস্তর দাতা আর কেহই নাই । লোকে আপনাকে মোক্ষ-দায়কপারদর্শী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে । এক্ষণে আমি ও মুগ্ধ হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি ; অতএব আপনি আমার এই সমুদায় সংশয় অপনোদন করুন ।

শান্তিগুণাবলম্বী, দমগুণসম্পন্ন, ছায়ার ন্যায় গুরু একান্ত অনুরাগ, ব্রহ্মচর্য্যনিরত শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী, অসাধারণশান্তিসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি বেদবিদ্যানুসারে আমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম এবং সম্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা । যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন

ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার চুঃখের লেশমাত্র থাকে না । যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া, মায়া, মদ্বাদিগুণ ও সর্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনি জীবমুক্ত । যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজপ্রভাবে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কেটর, সহাস্কৃতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা আশারূপ পত্র, মঙ্গলরূপ পুষ্প ও শুভা-শুভঘটনারূপ কলসম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সর্বিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ মহাগুণ্য দ্বারা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই জন্মমৃত্যুজনিত চুঃখ সম্বোগ করিতে হয় না । এক্ষণে মনীষিগণ যঁাহাকে অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন, আমি সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের আদি, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধসমূহের পারিত্রাত, নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্র কশ্যপণ পরিভ্রমণনিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া বৃহ-স্পতিকে পুরোবর্তী করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে দ্বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! কিরূপে সং-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ? কোন্ পথ আত্মাঙ্গের মঙ্গল জনক ? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি ? মৃত্যু ও মোক্ষপথের বৈলক্ষণ্য কি এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই

বা কি প্রকারে হইয়া থাকে ? তাহা কীর্তন করুন।

মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ ! স্বাবরজঙ্গ-মায়ুগ ভূঃসমুদায় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কক্ষপ্রভাবে জীবিত থাকে। উহার কক্ষ দ্বারা আপনাদিগের নিত্যগুণ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নিৰ্গুণ। যখন উহা মণ্ডল হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, দর্শ, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরাস্থজাদি প্রাণী এই পঁচ প্রকার বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই তেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগপরায়ণ ক্রোধানশ্রুত মন্তাপ্রসিদ্ধ ও দর্শের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে যঁহারা পরস্পরের তমপ্রভাবে কদাচই ধর্ম্য অতিক্রম করেন না, সেই বিজ্ঞানান্ ধর্ম্যপ্রবর্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনার্থ চারিবার ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পাদ ধর্ম্য, ধর্ম্যার্থ প্রভৃতি চতুর্বিধ এবং বিজ্ঞ লোকেরা ব্রাহ্মণভাবলাভের নিমিত্ত যে নিমিত্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই শুভজনক পথের নিময় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মচর্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সম্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত মোগীদিগের আশ্রমলাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতিঃ, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও

প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্নরূপ দর্শন করেন ; কিন্তু আশ্রমলাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রাহ্মই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এক্ষণে মোক্ষের উপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সম্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাপেক্ষ প্রদান ধর্ম্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্যত্রয়ে আশ্রয় করা আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্য সমুদায় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মকে ঐ ধর্ম্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট ব্রাহ্মজ্ঞানের উপায় ভূত পণ সমুদায় কীর্তন করিলাম। সাধু ব্যক্তির সৎকর্ম্ম মহাকারে ঐ সমুদায় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ ব্রাহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্যের অগ্ন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কাল মহাকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন। অতঃপর যথার্থ রূপে তত্ত্বসমুদায়ের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্ত্ব, অচঞ্চল, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চ-বিংশতিকে তত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে আর কখনই মুক্ত হইতে হয় না। ফলতঃ যিনি ঐ সমুদায় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সর্বিশেষ অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

তিনি সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া
সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায়।

হে মহামিণ! ঐ সমুদায়ের মধ্যে সত্ত্ব,
রজ ও তম এই তিন গুণ অক্ষুণ্ণভাবে অব-
স্থান করিলে উগাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া
নির্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্বাচার্য-
ব্যাপী, আবিনাশী ও স্থির। আর যখন সেই
গুণত্রয় ক্ষুণ্ণিত হয়, তখন উগা পঞ্চভূতাত্মক
নবদ্বারযুক্ত পুরূষে পরিণত হইয়া থাকে।
ঐ পুরূষে একজন উন্মিয় অবস্থান পূর্বক
জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে।
মন ঐ পুরূষে অবস্থান করিয়া বিষয় সমু-
দায় অভিযুক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ঐ পুরের
কর্ত্তা। লোকে ভ্রান্তি বশতঃ ঐ পুরকেই
জীবাত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু
বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অব-
স্থান পূর্বক সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন।
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি
প্রাণী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া ঐ
পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। ঐ
গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় পূর্বক
অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উগা-
দের মধ্যে একের আদিক্য হয়, তথায়
অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথি-
ব্যাদিপঞ্চভূত ঐ গুণত্রয় অপেক্ষা পরিহীন
নহে। যে স্থানে সত্ত্ব গুণের আদিক্য হয়,
সে স্থানে রজঃ ও তমঃ গুণের এবং যে
স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আদিক্য
হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া

থাকে। রজোগুণের হ্রাস হইলেই রজো-
গুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই
সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। তমোগুণ অপ্র-
কাশ্যক, উগাকে মোহ বলিয়া নির্দেশ
করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্মে
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাচুর্য্যাব-
দর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত
করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ।
উহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত সমুদায়
উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদায় হইতে
পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত সমুদায় উৎপাদন করে।
রজোগুণ সকল ভূতেই প্রবাহিত রহিয়াছে।
দৃশ্য পদার্থ সমুদায়ই এই গুণ হইতে উৎ-
পন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। উহার
প্রভাবে জীবের গণসংখ্যাতা ও শ্রদ্ধাশীলতা
জন্মে। এক্ষণে আমি এই তিন গুণের কার্য্য
সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।
মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা,
স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সংকার্য্য
দূষণ, অস্মৃতি, অক্ষমতা, নাস্তিকতা, দুঃচ-
রিত্রতা, সদসংবিবেকরহিত্য, উন্মিয়বর্গের
অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি,
অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাত্মান,
অমিত্রতা, কাণ্ডে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা-
চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতে-
ন্দ্রিয়তা অণ্ডের অপবাদ, ভ্রাতৃগণের নিন্দা-
বাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসাহসুতা,
মৎসরতা, নীচ কন্ডে অনুরাগ, অস্বথকর
কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি
প্রভৃতিকে দান না করিয়া ভোজন এই
গুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা

ঐ সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্র-মর্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির জন্মান্তরে স্বাবর পদার্থ, রাক্ষস, মর্প, কুম্বী, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অগ্ন্যাণ্ড পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপে ক্রমশঃ উৎকর্ষণাত ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকন্মানরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মুকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতি প্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহার যজ্ঞাদি কার্যে নিহত হইলে, প্রথমতঃ চাণ্ডালদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তম, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তান্দ্র্য ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতাগিত্র। এই আমি স্বরূপ, গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয়

কীর্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তির কখনই উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

হে মহামিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াম, স্তম্ভ, চুঃপ, শীত গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য, মদ, রোম, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতি মমত্ব, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্রেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মগ্নপীড়ন, নির্ভুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিন্নানুসরণ, ইতলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ-প্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্যা, আত্মপালন, মেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়-গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী পুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য, স্বাহা-কার, নমস্কার, স্রধাকার, বসট্কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজ্ঞন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গল্যকর্মা, বিষয়ভিলাষ, অনিষ্টোচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গোরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প,

অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রেমোদ, অঙ্গক্ৰীড়া, অধ্যাত্ম, জ্ঞেয়তা, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদায় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধে অনুরক্ত হইয়া সর্বদা ভূত, ভব্য ও বর্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনায়ুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারিত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোমপ্রভৃতি কার্যের অনুর্ত্তান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য সমুদায় সর্বিস্তরে কীর্তন করিলাম। ঐ সমুদায় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদাগতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মৈত্র্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্ৰোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তীক্ষ্ণতা, ত্যাগ, অতদ্রিষ্টা, অনুশংসতা, অসংমোহ, সর্বভূতে দয়া, অক্লুরতা, হর্ষ, ভূষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শাস্তিকার্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপ-

কার্যানিবৃত্তি, উদাসীনতা, ব্রহ্মচর্যা, অনাসক্তি, নিঃসম্বন্ধ, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্য-ধর্মের অনুর্ত্তান এই সমুদায় কার্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রয়, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শন পুণ্ডিক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণ পুণ্ডিক দেবগণের স্তায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্র-কায় হইতে সমর্থ হন। উহাদিগকে দেব-ভূত্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং উহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিনামিত দ্রব্য সমুদায় লাভ ও অন্নের তৃপ্তসাধন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সর্বিস্তরে কীর্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিনামিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

একোনিচত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্বদা প্রাণিগণের দেহে আবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথগ্ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পর-

স্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে । সত্ত্বগুণ সত্ত্বে তমোগুণ এবং, তম ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না । ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করে । কেবল জন্মান্তরীণ পুণ্যপাপনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে । তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজ ও সত্ত্বগুণের ; মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে । সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চক্রানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিময় সমুদায় প্রকাশিত হয় । সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই । সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে । তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে ; কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে । সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তক্ষরসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে ; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তক্ষরগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয় । সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহু-

কৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপ সমুদায় জ্যোতিষ্ময় পদার্থের প্রকাশ ও অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয় । স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্তু উহার রজঃ ও সত্ত্বগুণে একেবারে বিরহিত নয় । মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহ পদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । দিনা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, সর্গাদি লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিময়, ধর্ম্ম, অর্প, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক । বস্তুতঃ ইহলোকে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়েই তিন গুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয় । অপ্যাত্মচিন্তানিরত পাণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, মনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রপান, প্রভব, লয়, অনুদ্ধিত্ত, অন্যান, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সং, অসং ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন । ষাঁহার প্রকৃতির এই সমুদায় নাম ও মতাদি গুণের গতি মবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহার সর্বগুণ বিমুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হন ।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে ঋষিগণ ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে । ঐ মহত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্তন করা যায় । লোকে উহাকে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ঐ মহত্ত্বকে সর্বিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই মুক্ত হইতে হয় না । ঐ মহত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষুঃ, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্বত্রই বিস্ত্রমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিস্ত্রমান রহিয়াছেন । উনি অগ্নি, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অগ্নয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ । ইহলোকে যাহারা বুদ্ধিয়ান্, সম্ভাবনীরত, ধ্যানপরায়ণ, যোগী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান্, লোভপরিশৃণ্ণ, ক্রোধবিশীন, প্রসন্নচিত্ত, দীর্ঘপ্রকৃতি এবং সমতা ও অহঙ্কারপরিশৃণ্ণ, তাঁহারাষ্ট ঐ মহত্ত্বকে বিলীন হইয়া থাকেন । ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিয়ান্ ব্যক্তিদ্বিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহত্ত্বের গতি সর্বিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত । তাঁহাকে কখনই মুক্ত হইতে হয় না । তিনি বুদ্ধিত্বকে অতিক্রম পূর্বক অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন ।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে ঋষিগণ ! মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে । উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি । ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পারিণত হইয়া থাকে । উহা চেতনায়ুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয় । উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে । “অহং” এই অভিমানকেই অহংকার বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বেদাদ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন । জীব বিষয়-ভোগে অভিলাসী হইলে, তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও গন্ধাদি পঞ্চগুণের সৃষ্টি, সাত্ত্বিক অহঙ্কার পঞ্চ ক্রানেন্দ্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কৰ্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহার সন্তোষ-সামান করিয়া থাকে ।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে তপোমনগণ ! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আগ্নেয়, জল ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চমহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে । প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে । ঐ মহাভূত সমুদায়ের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয় । ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরি-সীমা থাকে না । ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই

মহাভূত তৎসমুদায়েই বিলীন হইয়া থাকে । এইরূপে স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞানযুক্ত যোগীগণের লয় হয় না । উহার সূক্ষ্মশরীর ধারণ পূৰ্ণক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন । শব্দাদি বিষয় সমুদায় সূক্ষ্ম ; এই নিমিত্ত প্রায়কালে উচ্ছাদনের ধ্বংস হয় না । সুতরাং উচ্ছাদনকে নিত্য, আর স্থূল পদার্থ সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় । কৰ্ম্ম সমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদায় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চায়ু আর বাক্য মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরাহিত পদার্থ সূক্ষ্ম-পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি স্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাং পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন ।

এক্ষণে অহঙ্কার চইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । চক্ষু, কৰ্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃৎ, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটীকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যিনি এই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত চইতে থাকেন । ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে নেত্রকর্ণাদি পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটীকে কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞানকৰ্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যে সকল পণ্ডিত এই

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালভে সমর্থ হন ।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । আকাশ প্রথমভূত ; কৰ্ণ উহার অধ্যাত্ম, [ইন্দ্রিয়] শব্দ উহার অধিভূত [বিষয়] এবং দিক সমুদায় উহার অধিদেবতা [অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] । বায়ু দ্বিতীয় ভূত ; হৃৎ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যৎ উহার অধিদেবতা । তেজঃ তৃতীয় ভূত ; চক্ষুঃ উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা । জল চতুর্থ ভূত ; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা । পৃথিবী পঞ্চমভূত ; ভ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা ।

অতঃপর প্রত্যেক কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষু উহার অধিদেবতা । পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা । উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা । হস্ত অধ্যাত্ম, কৰ্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা । বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহি উহার অধিদেবতা । মন অধ্যাত্ম, সংকল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমাঃ উহার অধিদেবতা । অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্ধ উহার অধিদেবতা । বুদ্ধি অধ্যাত্ম,

মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণুজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি প্রকার জীবসম্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণুজ, ক্রিমিগণ, স্বেদজ, বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পাদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার, তপস্বী ও ঘাজিক। বৃদ্ধ জনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যি সর্বিশেষ কীর্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্ম বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-বিষয় ও পঞ্চ মহাকৃতের বিষয় সর্বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। মনঃ নিস্তেজ হইলে কখন জন্মজন্ম সুখ লাভ হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি বিষয়ক উপদেশ মনিস্তরে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাণ্ডেতরা ঙ্গবিহীন অভিমান শূন্য অভেদ-দর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব সুখের আধার

বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কুর্ন্থ যেমন দেহ সম্যে স্মীয় অঙ্গ সমুদায় সঙ্কুচিত করে; তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্বক স্মীয় কামনা সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণা-বিহীন, সমাহিত ও সর্বিভূতের স্তব্ধ হইয়া কামনা সমুদায় সংবসিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপস্থ লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোপ দ্বারা নিঃশব্দ মহাত্মা-দিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতিঃ স্পন্দিতরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোপ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগ-পরায়ণ মহাত্মা যখন নিঃসর্গচিত্ত হইয়া আত্ম-হৃদয়ে সর্বিভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যের পার্শ্বভৌতিক স্থূল-দেহে অগ্নি বর্ণরূপে, মলিন শোণিতাদি রূপে, বায়ু ত্বকরূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ জলরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পীড়া-ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিস্তমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাপিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমর-গণ-সংবলিত সমুদায় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও বোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ

করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্ভোহ ও মিথ্যা প্রবৃত্তি পারিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পার্শ্বভৌতিক স্কুল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়-কাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ মহাকূল-সুত্ত, মনোবেগরূপ মলিলরাশি দ্বারা সমা-কীর্ণ, মোহহৃদয়সংবলিত ভয়ঙ্কর দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া কামক্রোধ পরাজয় করিতে পারেন, তিনিই সর্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। যোগশীল ব্যক্তি হুৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা ঐক্ষু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিদ্যাতা, প্রভু, সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সূর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃ-লোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহর্ষিগণ ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয়
মনুষ্যগণের ; হস্তী বাহনগণের ; সিংহ
বনজন্তুগণের ; মেঘ গ্রাম্য পশুগণের ; সর্প
গর্তবাসীদিগের ; বৃষভ গোসমুদায়ের ;

পুরুষ জীসমূহের ; বৃট, জম্বু, অশ্বখ,
শাল্মলি, শিশপ, মেঘশৃঙ্গ ও কীচক-
বেণু বৃক্ষসমূহাযের ; হিংগলয়, পারিপাত্র,
মহু, বিষ্ণ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস,
কোষ্ঠবান্, গুরুক্ষক্ষ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান্
পর্নতদিগের ; সূর্য্য উষ্ণপদার্থ গ্রহ সমু-
দাযের ; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্র সমু-
দাযের ; যম পিতৃলোকের ; সাগর নদী-
গণের ; বরুণ জলজন্তুদিগের ; অগ্নি পৃথি-
ব্যাদি ভূতসমূদাযের ; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ
ব্রাহ্মণগণের ; বিষ্ণু বলবান্দিগের ; ঈশ্বর
রূপসমূদাযের ; শিব প্রাণিগণের ; যজ্ঞ
দীক্ষিত দেবতাদিগের ; উত্তরদিচ্ দিক্‌সমু-
দাযের ; কুবের রত্নসমূদাযের এবং প্রজা-
পতিগণ প্রজাগণের অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট
হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্শ্বতীকে কাশিনী-
গণের মধ্যে এবং অগ্নিরোগণকে বেষ্ঠা-
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা
যায়। আগি সর্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্ম-
ময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডে আমার ও বিষ্ণুর
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই।
ব্রহ্মময় বিষ্ণু দেবতা, নর, কিম্বর, যক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমু-
দায় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের
পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উহাকে সতত
হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া পরমহুণ অনুভব
করিয়া থাকেন।

ভূপতিগণ সতত ধর্ম্মলাভের অভিলাষ
করিয়া থাকেন ; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত
ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের
সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । যে সকল রাজার

রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিতান্ত নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচগতি প্রাপ্ত হন। আর যে সমুদায় ভূপতির রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হন, তাঁহারা উভয়লোকেই অতি উৎকৃষ্ট স্থপভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরম ধর্মের, হিংসা অধর্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ পরিত্রীর, বর্ণাঙ্ক শব্দ বাক্যের, সংগম মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিন্তের, স্বপ্রকাশক জীবের, প্রকৃতি কাম্যকর্মের ও সম্মাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সম্মাসধর্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সম্মাসধর্ম সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও স্তম্ভাসাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন। এই আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদায়ের অসাধারণ ধর্ম সমুদায় কীর্তন করিলাম।

অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আশ্রিত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বাস্থিত

চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আশ্রিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ, উহা ত্বকস্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণস্থিত দিক্ সমুদায়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ, উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বুদ্ধি নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা এবং মহত্ত্ব চৈতন্যপ্রতিবন্ধ দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আগ্নার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নিগুণ ও একমাত্র অনুভব স্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্রশব্দে নির্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বর্ণিয়া পরিষ্কার হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সর্বশেষ অবগত আছেন বলিয়া ক্ষেত্রস্ত নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রস্ত আদিমপাদ্ভাবিনী অচেতন গুণ সমুদায়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণ সমুদায় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রস্তকে অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রস্ত প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদায় তত্ত্ব হইতে অতীত। উহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। উনি আপনি আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নির্মিত্তই ধন্যতত্ত্বকুণল পাণ্ডুরা গুণ সমুদায় ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষেত্রস্ত স্বরূপ হইয়া নিদ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।

চতুশ্চত্রারিংশতম অধ্যায় ।

হে তপোধনগণ ! এক্ষণে যে যে পদার্থ
যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ
যে যে পদার্থের অন্ত আমি তাহা মনিস্তরে
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দিবস
রাত্রির, শুক্ল পক্ষ মাসের, শ্রাবণা নক্ষত্র-
সমুদায়ের, শিশির ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের,
জল রসের, তেজঃ রূপের, বায়ু স্পর্শের,
আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ সমু-
দায়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের, সান্বিতী বিদ্যা
সমুদায়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ঔকার
বেদমন্ডলের, প্রাণবায়ু বাহ্যের, গায়ত্রী
ছন্দের, সৃষ্টির পূর্বিকাল প্রজাগণের, গাভী
চতুষ্পাদদিগের, ত্র্যক্ষণ মনুষ্য সমুদায়ের,
শ্চোন পক্ষীদিগের, আছতি ব্রহ্মসমুদায়ের,
সূর্য্য সরীসৃপগণের, মত্ৰ যুগ সমুদায় যুগের,
স্বর্ণ সমুদায় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন
ভক্ষ্য দ্রব্যের, জল দ্রব্য দ্রব্য ও পানীয়
সমুদায়ের, ত্র্যক্ষার নিবাসস্থান প্লক্ষ পাদপ
স্বাবর সমুদায়ের, আমি প্রজাপতিদিগের,
অচিন্ত্যাত্মা, অযন্তু ভগবান্ বিষ্ণু আমার,
সুমেধ পর্বতগণের, পূর্বদিক্ দিক্ সমু-
দায়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়-
মন্ডলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব, দামব, ভূত,
পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর, কিনর, ও যক্ষ-
গণ সংবলিত সমুদায় জগতের, এবং গার্হস্থ্য
সমুদায় আশ্রমের আদি । প্রকৃতি সমুদায়
লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ । সূর্য্যের অন্ত
গমন সময় দিবসের, সূর্য্যের উদয় কাল
রাত্রির, সূর্য্য স্থখের, দুঃখ স্থখের, ক্ষয় মক্ষিত

বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের
এবং মরণ জীবিত কালের অন্ত । ইহ-
লোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন বস্তুই
চিরস্থায়ী নহে । উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই
ধ্বংস হইবে । দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ত্রুত ও
নিয়ম সমুদায়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস
হইয়া যায় ; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস
হয় না । প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কার-
বিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সমুদায়
পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া থাকেন ।

পঞ্চচত্রারিংশতম অধ্যায় ।

হে ঋষিগণ ! পণ্ডিতেরা জরা শোক-
সমাক্রান্ত, ব্যাদিব্যাসনসঙ্কুল, অনিয়মিত
কালস্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব-
পাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রাবর্তক,
দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, যত্ন্যর বশী-
ভূত, ক্রিয়া কারণসংযুক্ত, মায়াময়, ভয়মোহ-
সমাকীর্ণ, কামক্রোধে পরিপূর্ণ, বাহ্য স্থখা-
সক্ত, চতুর্দিশতিতত্ত্ব নির্মিত, সংসারকারণ
পাক্ভৌতিক জড়দেহকে কালচক্র স্বরূপ
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ঐ চক্র
মনের ত্রায় ভীষণবেগে নিরন্তর লোকসমু-
দায়ে বিচরণ করিতেছে । বুদ্ধি উহার সার,
মনঃ উহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় সমুদায় উহার
বন্ধন, ক্রী উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াস
উহার নিঃস্রব, দিবা ও রাত্রি উহার পরি-
চালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, স্থখ দুঃখ
উহার, অর, ক্ষুৎপিপাসা উহার কীলক,
ছায়া ও আতপ উহার রেখা, পরিতাপ
উহার বন্ধনপট্টিকা, এবং লোভজনিত ইচ্ছা

উহার নিম্নোক্ত প্রদেশে পতনজনিত আক্ষাননহেতু । এই কালচক্রই সমুদায় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের কারণ । যে ব্যক্তি এই দেহরূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্দসংস্কারবিনীন, স্তম্ভহঃখাদি বিবর্জিত ও সর্বপাপনিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হন ।

শাস্ত্রে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সম্মাস এই চতুর্বিধ আশ্রম নির্দিষ্ট আছে । গৃহস্থ্যশ্রমই ঐ সমুদায় আশ্রমের মূল । পূর্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, বেদ-বিহিত শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য । সংকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন । স্বদারনিরত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্তব্য । উঁহারা দেবতা ও অগ্নিদিগের অবশিষ্টাঙ্গ ভোজন, যথাশক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন । কদাপি নিমিদ্ধ দেশে গমন, নিমিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিমিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিমিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন না । যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, শুক্লবস্ত্র-ধারী, পবিত্র এবং দান ও তপোঅনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্বদা শিষ্টসংসর্গে বাস করা উঁহাদের অবশ্য কর্তব্য । উঁহারা শিষ্টা-চারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেগুনির্ম্মিত যষ্টি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ

করিবেন । উঁহাদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞন, যাজ্ঞন, দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য নির্দিষ্ট আছে । তন্মধ্যে যজ্ঞন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতি-গ্রহ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা উঁহাদের জীবিকা নির্বাহ এবং দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জন হইয়া থাকে । জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান, সর্ব-ভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে । নিয়মদারী, পবিত্র-স্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচার-পরায়ণ হইলে, অনায়াসে স্বর্গলোক পরা-জয় করিতে পারেন ।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

হে ঋষিগণ ! এক্ষণে আমি তোমা-দিগের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । স্বধর্ম্ম-নিরত জিতেন্দ্রিয় সত্যধর্ম্মপরায়ণ গুরু-তীতমী পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আত্মানু-সারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন । পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয় কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাশদণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌণ্ড, কার্পাশনির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম বা কাষায় বস্ত্র পরিধান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম । উঁহারা যজ্ঞোপবীত-সম্পন্ন, স্বাধ্যায় নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুপ্ত ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুগ্মাধিনির্ম্মিত মেখলা ও মস্তকে জটা ধারণ পূর্বক সর্বদা

পবিত্র জলদ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন।
ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের
প্রশংসার আশ্বাস হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্মপরায়েণ হইয়া
ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অব-
লম্বন করিলে সমুদায় লোক জয় করিয়া
পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উঁহা-
দিগকে কখনই আর জন্ম গ্রহণ করিতে
হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দার-
পরিগ্রহ না করিয়াই বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন
করেন। বনে অবস্থান পূর্ব্বক জটা বঙ্কল
ধারণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সাংকালে
স্নান করা বানপ্রস্থশ্রমী মহাত্মাদিগের
অবশ্য কর্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যা-
গমন করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে।
উঁহারা বন্য ফল মূল পত্র ও শ্যামাক দ্বারা
জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথি-
সৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান
করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া
যথানিয়মে বনের জলপান ও বায়ু সেবন
করা উঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে
ভিক্ষা প্রদান, ফলমূলাদি দ্বারা দেবার্চনা ও
অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে
মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করা উঁহা-
দিগের অবশ্য কর্তব্য। উঁহারা স্পর্জা-
বিহীন, যজ্ঞাদিনিরত, পবিত্র, কার্য্যনিপুণ,
জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ক্ষমাশীল,
কেশশ্মশ্রুপারী, হোমনিরত, বেদাধ্যয়নে
অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদায় লোক
জয় করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মিগণ! একুণে আমি তোমা-
দিগের নিকট সম্যাসধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর। কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি
বানপ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে
বাসনা করেন, সম্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার
অবশ্য কর্তব্য। সম্যাস নিরত মহাত্মারা
সর্ব্বভূতে দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় ও কণ্ঠত্যাগী
হইবেন। উঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট
ভক্ষ্য বস্তু যাত্রা না করিয়া অপরাহ্নে
যদৃচ্ছাগ্রস্ত অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন
গৃহস্থদিগের গৃহ সমুদায় ধূমশূন্য হয়, এবং
পরিবারগণ আহারান্তে ভোজন পাত্র সমু-
দায় পরিত্যাগ করে, সেই সময় তাহাদিগের
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়-
মান হওয়া সম্যাসীদিগের অবশ্য কর্তব্য।
উঁহারা কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে
দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীরযাত্রা
নির্ব্বাহের নিমিত্ত উঁহাদিগের উক্ত প্রকারে
ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের
ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উঁহাদিগের
কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা নিমন্ত্রিত
হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন
না। যে সম্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন
করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে
হয়। কটু তিক্ত কষায় বা মিক্ত বস্তু ভক্ষণ
সময়ে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আশ্বাসগ্রহণ করা
সম্যাসীদিগের নিতান্ত অকর্তব্য। উঁহারা
কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ
আহার করিবেন। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের
নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা
উঁহাদিগের কখনই কর্তব্য নহে। উঁহারা

কদাচ নীচলোকের নিকট ভিক্ষা লাভের বাসনা করিবেন না। সর্বদা স্বধর্ম গোপন করিয়া বিজন স্থানে বিচরণ করিবেন। শূন্যাগার, অরণ্য, বৃক্ষমূল, নদীতট অথবা পূর্বতত্ত্বায় বাস করাই উঁহাদিগের কর্তব্য। গ্রীষ্ম কালে এক গ্রাম মধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা উঁহাদের নিতান্ত অসুচিত; কিন্তু উঁহারা সমুদায় বর্ষাকাল এক গৃহের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সর্বভূতে দয়ালীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থান বিচরণ করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। উঁহারা রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে উঁহাদের অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত রজনীযোগে পরিভ্রমণ করা উঁহাদের কখনই উচিত নহে। উঁহারা কদাপি কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না এবং স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পানিত্র জল দ্বারা স্নান ও অগ্ন্যন্ত্র কার্য সমুদায় সম্পাদন এবং অহিংসানিরত, ত্রক্ষাচর্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্ষোদশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্ত-স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিম্পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করা উঁহাদিগের পরম ধর্ম। উঁহারা নিম্পূহ হইয়া কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত উপাস্থত ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিবেন। ধর্মগুরু অন্ন ভক্ষণ করাই উঁহাদিগের কর্তব্য। উঁহারা কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাজক্ষা করা উঁহাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য। উঁহারা কেবল আত্মো-

দর পূরণের উপযুক্ত ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রীতিগ্রহ করা উঁহাদিগের উচিত নহে। আপনাদিগের ভোজ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করা উঁহাদিগের কর্তব্য। অযাচিত হইয়া কাহার নিকট প্রীতিগ্রহ করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না। কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ যুক্তিকা, মণি, পত্র, পুষ্প ও ফলাদি গ্রহণ করা উঁহাদিগের কখনই কর্তব্য নহে। উঁহারা কদাপি শিল্প কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও সূবর্ণলাভের বাসনা করিবেন না। দ্রবশূন্য, উপদেশাবহীন ও নির্বিকার হওয়া উঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। উঁহারা অনুরোধ পরিত্যাগ, পানিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্যবহার করিবেন। হিংসায়ুক্ত কাম্যকর্ম ও লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদায় কাৰ্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা উঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। উঁহারা সর্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যভ্রমরাবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন। স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বিগ্নকৃত্ত করা উঁহাদিগের ধর্ম নহে। সর্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক যত্নকাল প্রতীক্ষা করা উঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। উঁহারা চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্য দ্বারা কোন বস্তু দূষিত

করিবেন না । পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কাণ-
র ও অনিষ্ট করা উদ্দেশ্যের নিতান্ত অনূ-
চিত । উঁহারা নিরীহ, সর্বতত্ত্বজ্ঞ, নিদ্বন্দ্ব,
সর্পিভূতে সমদর্শী, কর্ম্যত্যাগী, নির্গম,
নিরঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নিগুণ, প্রশান্ত-
চিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া
ইন্দ্রিয় সমুদায়কে দেহমধ্যে রুদ্ধ করিতে
পারিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ
হন । যাঁহারা রূপরসাদি বিষয়াতীত, নিরা-
কার, নিগুণ, সর্পিভূতস্ব, নির্লিপ্ত পর
মায়াতে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে
কখনই মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইতে হয় না ।
পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহতা, বেদ, যজ্ঞ,
লোক, তপস্যা ও ত্রৈলোক্যের অগোচর ।
জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধিবলেই তাঁহার
দর্শন লাভ করিয়া থাকেন । অতএব সমা-
ধির বিষয় সর্বেশেষ অবগত হইয়া উঁহা
আশ্রয় করা জ্ঞানবান্দিগের অবশ্য কর্তব্য ।
যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন,
জ্ঞানীদিগের আয় ব্যবহার করা তাঁহার
নিতান্ত আবশ্যক । তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমৃত
হইয়াও মৃত্যুর আয় ব্যবহার করিবেন ।
যে রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে লোক-
সমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয়, সেইরূপ
কার্যের অনুষ্ঠান-সহকারে সম্মানুষ্ঠান
করাই উঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । সাধু-
চরিত ধর্মের নিন্দা করা উঁহাদিগের নিষেধ
নহে । যে মহাত্মা এইরূপ ধর্মপরায়ণ হন,
তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।
যিনি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূত
সমুদায় এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও

পুরুষ এই সমুদায়কে সর্বেশেষ পরিজ্ঞাত
হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন,
তিনিই সর্ববন্ধনবিমুক্ত নায়ুর আয় নিঃসঙ্গ
ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে
সমর্থ হন ।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

হে তপোদনগণ ! নিশ্চয়বাদী, জ্ঞান-
বুদ্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সম্মান্যকেই উৎ-
কৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া
কীর্তন করেন । পরব্রহ্ম নিদ্বন্দ্ব, নিগুণ,
নিত্য, অচিন্ত্য, সর্পিশ্রেষ্ঠ ও বেদাবিত্য
তীত । উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ।
পণ্ডিতগণ রজোগুণবিমুক্ত ও বিশুদ্ধাত্ম-
করণ হইয়া সম্মান্যমধ্য অবলম্বন পূর্বক
জ্ঞান দ্বারা উঁহাকে অবলোকন ও উঁহার
সমীপে গমন করিয়া থাকেন । জ্ঞানবান্
ব্যক্তিরা সম্মান্যরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে
মোক্ষমার্গপ্রকাশক প্রদীপ, সমাচারকে
ধর্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্মরূপ
বলিয়া কীর্তন করেন । যে মহাত্মা নির্লিপ্ত-
ভাবে সর্পিভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমা-
ত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনা-
য়াসে সর্বত্র গমনে সমর্থ হন । যিনি
দেহের সাহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্-
ভাব এবং পরমাত্মার সাহিত জীবের একত্ব
ও পৃথগ্ভাব সর্বেশেষ অবগত হইতে পারেন,
তিনি অনায়াসে সমুদায় ছুঃখ হইতে মুক্তি-
লাভ করিয়া থাকেন । যে মহাত্মা কোন
বিষয় অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞা-
প্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান

করিয়াই ত্রৈলোক্য সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন। যিনি প্রকৃতির গুণ সমুদায় বিশেষরূপে অবগত, মমতাপরিশূন্য, নিরঙ্কর ও স্তম্ভ-চুঃখাদি দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কল্ম-সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য নির্ভুগ পর-ত্রস্তকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। সে ব্যক্তি মমতাপরিশূন্য হইয়া ত্রস্ত-রূপ বীজ হইতে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত, বুদ্ধি-রূপ স্কন্ধ, অঙ্কুররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্যরূপ প্রণাশী, যামারূপ পত্র, সংকল্লরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পন্ন দেহরূপ ফুলকে সর্বিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাপদ্ম দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটা পক্ষী অবস্থান করে। উহাদের নাম জীব ও ঈশ্বর। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিস্তৃত হন বলিয়া উহাদ্বয়কে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা ক্ষেপ্ত সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা নিজগণের হইতে নিমুক্ত হইলেই সর্বদোষনিমুক্ত ও নির্ভুগ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চৈতন্যকর্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায়।

হে মহামিথ্য! কোন কোন মহাত্মা ত্রস্তকে জগদাকারে পরিত্যক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে অনির্বাক্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

যাঁহার অন্তরালে উচ্ছ্বাসমাত্র কাল ও পর-মাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিসেমমাত্র ও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সাংকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সমুদায় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ত্রস্তলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্ভিত হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণজ মহাত্মারা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রাণসা করেন না। পুরুষ যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষে সত্ত্বগুণ নাই, তাহা কোন রূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ক্ষমতা জ্ঞান ও সন্ন্যাস এই কএকটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক নহে। কারণ ক্ষমা ধৈর্যপ্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যসিদ্ধ; স্তরাতঃ আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব সম্পাদন সুক্লিসিদ্ধ হইতে পারে। এই সত্ত্ব নিত্যন্ত দৃশ্যীয়; কারণ ক্ষমা ধৈর্য প্রভৃতি গুণসমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহা-দিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক বটে, কিন্তু আত্মার

সহিত উহার সবিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া উঠাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় । যেমন মশক ও উড়ুঘরের, মলিল ও মৎস্তের এবং পদ্মপত্র ও জলপিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সবুগুণ ও আত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতীত হয় ।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্বার তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবান্ ! ধর্ম্মের নিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমরাদিগের মোহ উপাশ্রিত হইয়াছে ; ততরাং কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তাহা আমরাদিগের কোন রূপেই বোধগম্য হইতেছে না । ইহলোকে কেহ কেহ দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আগার ধ্বংস হয় । কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আগ্রাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ একমাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্তন করেন, আবার

কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হয় । কেহ কেহ জটানক্ষলমারী, কেহ কেহ সুগু এবং কেহ কেহ দিগন্তর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন । কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজনপরিত্যাগী হইতে দেখা যায় । কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্ম-ত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রাণসা করিয়া থাকেন । কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধন-লাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে নিতান্ত অভিলাষী হন । কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদায় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত হয় । কেহ কেহ সতত অহিংসা ধর্ম্মে নিরত থাকেন, আবার কেহ কেহ যাহার পর নাই হিংসাপরায়ণ হন । কেহ কেহ পুণ্য-বান্ ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কালহরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কোন কোন ব্যক্তিকে সন্তোষনিরত ও কোন কোন ব্যক্তিকে সংশয়মার্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ দুঃখ-নিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখপ্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন । কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাস-

লব্ধ জ্ঞানের ও কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদায় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদায়ের মধ্যে একটীরও প্রশংসা করেন না। হে পিতামহ! আমরা ধর্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন ধর্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্মাক্রান্ত হন, তিনি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদায় কারণবশত আমরা দিগের মন ও বুদ্ধি নানা দিকে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোন রূপেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সনিস্তরে আমাদের নিকট কীর্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষে এক গুরু শ্রমীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে কীর্তন করিতোঁছ, অসিদ্ধিচিন্তে জ্ঞাপন কর। সর্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম ও প্রধান কাৰ্য্য। ঐ ধর্মে উত্তমের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বুদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া

কীর্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদায় পাল হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসাপরায়ণ নাস্তিক ও লোভ মোহে একান্ত আগন্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনা পূর্বক বিবিধ সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহারা ইহলোকে বারংবার জন্ম গ্রহণ পূর্বক পরম স্থখে কালার্তিপাত করেন। আর যাহারা কামনা পরিশূন্য হইয়া সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় কীর্তন করিতেছি, জ্ঞাপন কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষয় এবং পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উভয়ের মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সর্বশেষ অবগত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সত্ত্ব, গুণকে স্বপ্নঃখাদিসংযুক্ত এবং পুরুষকে স্বপ্নঃখাদিবিহীন ও নির্গুণ বলিয়া নির্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণের সহিত নির্লিপ্ত

ভাবে অবস্থান পূর্বক উহা উপভোগ করিয়া থাকেন। উনি সমুদায় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্যপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হন না। স্থূল-দেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রাদীপের সাহায্যে অন্ধ-কারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসার-মধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। যেমন প্রাদীপে তৈলাদি বর্তমান থাকিলেই উহা বস্তু সমুদায় প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্দীপ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ত্তে সংযুক্ত থাকিলেই ভাঙ্গাকে প্রকাশ করে এবং কর্ত্তা হইতে বিযুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রাদীপ নির্দীপ হইলেও পদার্থ সমুদায় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

যেমন সহস্র উপদশ প্রদান করিলেও নির্দোষ ব্যক্তির কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয়বোধে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যাহারা বুদ্ধিমান হয়, তাহারা অনায়াসেই ধর্মপথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে।* পাথ্যে পরিশুদ্ধ ব্যক্তি যেমন

পথিমধ্যে অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তনপুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে সে কোন ক্রমেই সম্যক্ রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত হৃদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসারমার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতি শীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্বতশিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথ দ্বারা পর্বত-রোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণ-বাগনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদলাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথগমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগ পূর্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ দীমান্ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধিপরিণাম শাস্ত্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিণামে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে ক্রমে হংস পরম-হংসাদি পদে গমন করিয়া থাকেন। শূঢ়

ব্যক্তি যেম। নৌকারোহণ না করিয়া মোহ-
বশতঃ বাহ্যমাত্র অবলম্বন পূর্বক ঘোরতর
অর্ণন সমুদ্রীর্ণ হইতে অভিলষী হইয়া বিনষ্ট
হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ লোক উপদেষ্টা
ব্যতীত সংসারমাগর সমুদ্রীর্ণ হইতে বাসনা
করিয়া অচিরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।
আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট
ক্ষেপণীংযুক্ত নৌকায় আরোহণ পূর্বক
অনন্তরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে
পরপারে সমুদ্রীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি
উপদেষ্টার সাধ্যায় গ্রহণ পূর্বক দিবারাত্রি
পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উদ্রীর্ণ হইয়া
থাকেন। যেমন সগুদ্রতীরে উদ্রীর্ণ হইয়া
স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরি-
ত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ সংসার হইতে
সমুদ্রীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময়
উপদেষ্টাকে পরিত্যাগ করা উচিত। নানিক
যেমন স্নেহপ্রযুক্ত সর্পিদা নৌকাতে অব-
স্থান পূর্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি
মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসার-
মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন
নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রণা-
রোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে
পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্যে লিপ্ত
হইয়া ব্রহ্মলাভ ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া
সংসার কার্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যাত্ত
নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্যের
অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফললাভ
করবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই
পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, গুণিগণ তাঁহাকেই

প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ
প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি
হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সৃৎপন্ন হই-
য়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহা-
ভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও
পঞ্চ মহাভূত ইহারা সকলেই কার্য ও
কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ
পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগো-
চর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ
পৃথিবীর গুণ, তন্মধ্যে গন্ধ স্তম্ভকর, দুঃখ-
জনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত,
স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও
রস এই চারিটি জলের গুণ। তন্মধ্যে
রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত,
কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও
রূপ এই তিনটি তেজের গুণ, তন্মধ্যে রূপ
শুষ্ক, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব,
দীর্ঘ, কৃণ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্তুল এই
দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।
বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ তন্মধ্যে
স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ,
কঠিন, চিকণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও
মৃদু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। একমাত্র
শব্দই আকাশের গুণ। ঐ শব্দ ষড়্ভুজ,
ঋষভ, গাক্ষার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, দৈবত,
সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্বভূতের
শ্রেষ্ঠ। ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার,

অহংকার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্বকাৰ্য্যে বিমিত্ত, অধ্যাত্মকুশল ও সর্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

একপাঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে তপোধনগণ ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ। বিবেকজ্ঞা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদায় মনঃ ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমাত্রী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত, বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথিসম্পন্ন দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমুদায় মনোরূপ সারথি কর্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বিত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃতিাদি সূক্ষ্ম পদার্থ সমুদায় পদার্থ পরব্রহ্মস্বরূপ।

ঐ পরম পুরুষ সর্বভূতের একমাত্র গতি। জীবাত্মা উহাতেই পরমরূপে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে অগ্নে স্থাবরাদি বায়ুপদার্থ সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদায় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহারম্ভক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উহাদিগের সৃষ্টির মূলকারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূতস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্তীর্ণ হইয়া মালার ন্যায় যথা সময়ে মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্ম ভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মনদ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলমূলান্বী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশঃ সংস্কল্প দ্বারা সমাদিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, উষ্ম ও বিবিধ বিঘ্না তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলত সিদ্ধিলাভ তপস্তারই অংগ। যে বিষয় নিতান্ত দুঃসাপ্য, দুর্কোষ ও দুর্দর্শ, তৎসমুদায়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাপ্য। স্তরাপায়ী, ব্রহ্মহন্য, স্তবর্ণচৌর্য্য-নিরত, ক্রোধাতী ও গুরুতল্লগামী পানিরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশু-পক্ষী ও বৃক্ষপ্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-

সমুদায় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অঙ্কুরপরতন্ত্র হইয়া সকাম-কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ত্র্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরঙ্কর হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা সমতাশূন্য হন, তাঁহারা মত্তত্ব প্রাপ্ত হন; আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভ পূর্বক ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। উঁহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ধৃত হইয়া প্রথমতঃ অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে উঁহারা রজ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবস্থান পূর্বক সর্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের সনুপস্থিতি লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংসৃত ভাবে মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মনঃ। ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদায় জড় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। গুণানুসারে এই সমুদায়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। সমতা যুত্ব, নিঃসমতা শাসিত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্মের প্রশংসা করেন না; কেবল

মন্দবুদ্ধি যুটেরাই কর্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কণ্ঠপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বস্ত মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির কার্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাগম্য। উঁহাকে কখনই কর্মময় বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যুত্বকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্পিভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সংপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সুদূর করিয়া হৃদপদ্মে নিরোপ করিতে পারেন, তাঁহারা অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্মসমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তিপন্থী

বিষয়রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য ।

যে ব্যক্তি সর্বভূতে সমদর্শী ও নিষ্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম লাভ করিতে সমর্থ হন । হে মহর্ষিগণ ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিরুদ্ভিগম্য সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । এক্ষণে তোমরা এই সনাতন ধর্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে ।

উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত স্বামিগণের কথোপকথন কীর্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তপোধন-গণ উপদেশানুসারে ধ্যানানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্ট লোক লাভ করিয়া-ছিলা । অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ হও ; নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে । উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যা-নুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক অচিরে মোক্ষ লাভ করিলেন ।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরুশিষ্যসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, সখে ! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্তন করিলে, উহার কে ? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্তন কর ।

তখন বাসুদেব কহিলেন, বয়স্য ! আমিই

গুরু এবং আমার মনই শিষ্য । এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য বিষয় কীর্তন করিলাম । আমি যুদ্ধ-কালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রীতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধ্যানানুষ্ঠান কর ; অচিরেই মনুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে । যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই ; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি ।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জুন তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, সখে ! চল আজ আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিবে ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সূসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন । দারুকও অচিরে রথ সংযোজিত করিয়া তাঁহার সঙ্গীণে সন্মুপস্থিত হইলেন । ঐ সময় মহাবীর অর্জুন হস্তিনাগমনের নিমিত্ত অনুষাঙ্গী-দিগকে সূসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, তাহার্য্য অবিলম্বে সূসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক নিবেদন করিল, মহাশয় ! আমরা সকলেই হস্তিনাগমনের

নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি । তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে রথারোহণ করিয়া মহা অহ্লাদে বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । কিয়দূর গমন করিয়া অর্জুন বাহুদেবেকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন ! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রমাদবলে জয় লাভ করিয়াছেন । তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রু সমুদায় নিহত ও রাজ্য নিকট হইয়াছে । তুমিই আমাদের পরম সহায় । আমরা নৌকাস্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কোরবসমুদ্রে সমুদীর্ণ হইয়াছি । হে বিশ্বকর্মান ! হে বিশ্বময় ! তুমি আমাকে মেরুপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি । তোমার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় জীব সমুৎপন্ন হইয়াছে । সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ মর্ত্য তোমারই মায়ামাত্র । এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তুমি স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষের সৃষ্টিকর্তা । তোমার হস্তই নিম্নল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদায় ঋতু, তোমার প্রাণই সগৌরব, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ । রতি, মন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । কল্পান্তকালে তুমিই নিধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক । অতি সূদীর্ঘকালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা আমার সাধ্যাত্ত নহে । তুমি

আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার । আমি দেবর্ষি নারদ, অমিতদোষ, মহর্ষি কৃষ্ণবৈশ্যন ও কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট তোমার মহাত্ম্য সর্বশেষ অবগত হইয়াছি । তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর । তুমি ইতিপূর্বে অনুগ্রহ পূর্বক আত্মাকে যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমি তৎসমুদায়ই প্রাপ্তিপালন করিব । তুমি আমাদেগের প্রার্থচাক্ষুর্ হওয়াতেই দুরাত্মা দ্রুপদ্যোজন নিহত হইয়াছে । তুমি কোরবসৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি । তোমার কৃপা, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রমপ্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয় লাভ হইয়াছে । তুমি দুরাত্মা দ্রুপদ্যোজন, মগধীর কর্ণ, শিকুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বপোপায় নির্দেশ করিয়াছ । এক্ষণে তুমি দ্বারকাগমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত । আমি দম্পাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া যাণ্ডাতে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব । তুমি অচিরে আমার মাতুল বহুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণবংশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে ।

মহাত্মা অর্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হৃৎকজঃসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়ভূম্য রম্য ভবনে প্রবেশ পূর্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুয়ুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহা-

বলপরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব, এবং পরিচারিকাগণ পরিবৃত্তা পতিপরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সত্যদ্রো প্রভৃতি কৌরবকামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমন পূর্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গনপূরঃসর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমাপ্ত হইল। তখন অন্ধরাজ পুত্ররাষ্ট্রে সমাগত সমুদায় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনের গৃহে গমন করিয়া পরম সমাদরে পান ভোজন সমাপন পূর্বক তাঁহার সচিত্র একশয্যা শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে শব্দরৌ প্রভাত হইল। তখন অর্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন পূর্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মরাজা ধর্ম্মনন্দন দেবগণপরিবেষ্টিত দেবরাজের গায় অমাত্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রকল্পচিতে যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে গচি-

রাং আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয়ে অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত চিতে তাহা সম্পাদন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্যনিশারদ মহাত্মা অর্জুন বিনীতবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরম স্তম্ভদ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে উঁহার পিতার সচিত্র সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।

মহাত্মা অর্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃদর্শনার্থ নিঃসিন্ধে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বাসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সচিত্র আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া উঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক উঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জুনের ও মাদ্রী-তনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমন বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তর্ধান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে ঐ স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্ত্র সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা

তোমার প্রভাবেই, শক্রনিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আজি আমি আপনাকে পৃথিবীর অনীশ্বর দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলাম । আপনি আমার গৃহস্থিত রত্নসমুদায়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন । মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ অনুনয় করিলে, ধর্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার পূর্বক বিদায় করিলেন । তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃসমা কুন্তী ও পিতৃর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী স্তভদ্রাকে সমভিবাহারে লইয়া রথারোহণ পূর্বক তিস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন । তখন মহাত্মা অর্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, পিতৃর, নকুল, সত্যদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । উঁহার ক্রিয়দ্রুত গমন করিলে মহাত্মা বাসুদেব উঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুণ ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহারাজ ! এইরূপে ভগবান বাসুদেব অনুগামিগণকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলে, অনুযাত্রিগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলেই তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । অর্জুন বারংবার তাঁহাকে আলি-

ঙ্গন করিয়া যতক্ষণ নয়নগোচর করিতে পারিলেন, ততক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন । মহাত্মা মধুসূদনও প্রায়সথা ধনঞ্জয়কে নির্ণিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অর্জুন অতিকষ্টে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । মহামতি বাসুদেবও স্তম্ভদ্বিচ্ছেদনিবন্ধন অনতিপ্রফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় কৃষ্ণের গমনমার্গে বহুবিধ শুভ লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল । পবনদেব প্রাবল্যে বাসুদেবের রথের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া ধূলি, কর্কর ও কণ্টক সমুদায় দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভক বারি ও দিব্যকুস্তম সমুদায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে ভগবান বাসুদেব গমন করিতে করিতে ক্রমে মরুদেশে উপস্থিত হইলেন । ঐ স্থানে মহামি উত্কলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল । তখন তিনি অচিরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মহামিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন মহামি উত্কল তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি ত কুরুপাণ্ডবদিগের সমীপে গমন পূর্বক তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি ও অকৃত্রিম সৌভ্রাতৃ সংস্থাপন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ ? তাহারা ত সকলেই একণ্ঠে তোমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে ? কৌরবগণ এখন ত শাস্ত্যভাব অব-

লক্ষন করিয়াছে ? নরপতিগণ ত এখন স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে পরম স্তখে অবস্থান করিতে পারিবে ? আমি এতদিন যে প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি, তাহা ত সফল হইয়াছে ?

মহর্ষি উত্তরক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, শাসিবর ! আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের সন্ধি সংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ মত্বান হইয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণকে কোন ক্রমেই তদ্বিময়ে সম্মত করিতে পারি নাই । এক্ষণে তাহারা সকলেই সনাক্তবে নিহত হইয়াছে । বুদ্ধি বা বল দ্বারা কখন অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে পারে না । পাণ্ডবগণের অস্ত্রাত-বাসের পর মহাবীর ভীষ্ম, বিদুর ও আমি আমরা সকলেই কৌরবগণকে বারংবার সন্ধি করিবার পরামর্শ প্রদান করিলাম ; কিন্তু তাহারা আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের সহিত সমর-মাগরে অবগাহন পূর্বক শমনসদনে গমন করিল । ঐ যুদ্ধে পাণ্ডুদিগের পুত্রগণও নিহত হইয়াছে ; এক্ষণে কেবল যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জীবিত আছেন ।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, মহর্ষি উত্তরক ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কেশব ! তুমি বল পূর্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও তাহাদের পরিত্রাণসাধনে সমর্থ হইয়াও তদ্বিময়ে বিমুখ হইয়াছ এবং বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলেও তুমি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছ । ফলত তোমার কপটতাপ্রভাবেই কুরুকুল

ধ্বংস হইয়াছে । অতএব আমি অচিরাৎ তোমাকে শাপ প্রদান করিব ।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন ! আমি অতি বিনীতভাবে কহিতেছি, আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিবেন না । এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিস্তারিত রূপে অধ্যাত্তবিসয় কীর্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ পূর্বক ক্রোধ, সংবরণ করুন । সামান্য তপঃপ্রভাবে আমাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্যাত্ত নহে । আপনি যে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতি নিম্নল তপোলাভ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে গুরুর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি । এক্ষণে আপনি আমাকে শাপ প্রদান করিলে আপনার সেই বহুশ্রমার্জিত তপস্তার ক্ষয় হইবে । অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন । আপনার তপস্তা বিনষ্ট হওয়া আমার অভিমত নহে ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, উত্তরক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কেশব ! তুমি অচিরাৎ আমার নিকট অধ্যাত্তবিসয় কীর্তন কর, আমি উহা শ্রবণ করিয়া হয় তোমার মঙ্গল সিদান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ।

তখন বাসুদেব কহিলেন, তপোধন ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভিন্নভাব আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । আর রুদ্র, বশু, অঙ্গরা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও

নাগগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভূতসমুদায় আমাকে আশ্রয় করিয়া রতিয়াছে এবং আমিও সর্বভূতে অবস্থান করিতেছি। সং, অসং, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম ও বৈদিক কর্ম এই সমস্তই আমার স্বরূপ। আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এবং নিত্য। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। আমিই ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত বেদ, যুগ, সৌম, চরু, দেব-গণের তৃপ্তিকর গোম, হোতা, হব্য, অম্বস্বী, ও মদস্র। যজ্ঞকালে উদগাতা সামগান দ্বারা আমাকেই স্তব করিয়া থাকেন। শান্তিগঙ্গল বাচক মহাত্মারা প্রায়শ্চিত্ত কালে নিরন্তর আমাকেই স্তব করেন। সর্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় মানসপুত্র। আমি সেই ধর্ম রক্ষার ত্রিলোকমধ্যে ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সহিত নিবিদ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র-স্বরূপ এবং আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টিকর্তা ও সংহর্তা। আমি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম সংস্থাপন ও অধাঙ্গিকদিগকে সংহার করিয়া থাকি। আমি যখন দেবমোনিতে অবস্থান করি, তখন দেবতার ন্যায়, যখন গন্ধর্বমোনিতে অবস্থান করি, তখন গন্ধর্বের ন্যায়, যখন নাগমোনিতে অবস্থান করি, তখন নাগের ন্যায় এবং যখন যক্ষ ও রাক্ষসমোনিতে অবস্থান করি তখন যক্ষ ও রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মনুষ্যমোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের

ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কোরব-গণের নিকট অতি দীনভাবে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার মোহের বশবর্তী হইয়া আমার বাক্যে কণ-পাতও করে নাই। পরিশেষে আমি ক্রোধা-নিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে ভয়-প্রদর্শনও করিয়াছিলাম। সেই অধ্য-পরায়ণ দুরাত্মারা তাহাতেও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহারা ধর্মযুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে এবং পাণ্ডবেরা ধর্মপরায়ণতানিবন্ধন ত্রিলোক-মধ্যে প্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে তপোদন! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বায়ুদেব এইরূপে অধ্যাত্ম-বিষয় কীর্তন করিলে, মহর্ষি উত্কর্ষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বায়ুদেব! তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্তা। আজি তোমার প্রসাদেই আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমাকে শাপপ্রদান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। অতঃপর তুমি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া চরিতার্থ কর।

মহাত্মা উত্কর্ষ এই কথা কহিলে, ভগ-বান্ বায়ুদেব তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া অর্জুনের নিকট যেরূপ প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার নিকটেও সেই রূপ প্রকাশ করিলেন । মহাত্মা উত্তম্বা বাসুদেবের সেই মহত্ব সূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার । তোমার পদযুগল দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও ছ্যলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজযুগল দ্বারা দিক্‌সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে তুমি এই ভীষণ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ কর ।

মহর্ষি উত্তম্বা এইরূপে বিশ্বরূপ সংবরণ করিতে কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আমি আপনার প্রতি নিতান্ত প্রেমঃ হইয়াছি ; অতএব আপনি আচিরাৎ স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন ।

তখন মহাত্মা উত্তম্বা বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছি ; আর আমার অণু বরে প্রয়োজন নাই । মহর্ষি উত্তম্বা এইরূপে বরগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আমার বিশ্বরূপ দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে ; অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে বর গ্রহণ করুন ।

মহাত্মা উত্তম্বা বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন ! এই মরুভূমিতে জল

লাভ করা নিতান্ত শূকচিন ; অতএব যদি আমাকে বর প্রদান করা তোমার নিতান্তই কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর, যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি । মহর্ষি উত্তম্বা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বাসুদেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আপনার সান্নিধ্যের আবশ্যক হইলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন । বৃষ্টি-বংশাবতংশ কেশব এই বলিয়া অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন ।

কিয়াদিন পরে একদা মহর্ষি উত্তম্বা নিতান্ত পিপাসার্ত হইয়া সেই মরুভূমিতে পারিজমণ করিতে করিতে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন । ঐ সময় এক কুক্কুরযুগপরিবৃত শরকাম্বুক-দারী ভীষণাকার দগম্বর চণ্ডাল তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল । ঐ চণ্ডাল অনবরত মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল । সে উত্তম্বাকে পিপাসার্ত দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহর্ষে ! আপনাকে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করিয়া আমার এই প্রস্রাব পান করুন ।

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, মহাত্মা উত্তম্বা তাহার মূত্র পান করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বরপ্রদ বাসুদেবকে বিবিধ রূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন । ঐ সময় চণ্ডালও তাঁহাকে বারংবার মূত্র পান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল ; কিন্তু মহর্ষি উত্তম্বা

কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া ফোপা-
বিস্তাচিত্তে তাহাকে 'প্রত্যাখ্যান' করিলেন ।
তখন 'চণ্ডাল' মহর্ষিকে মূত্রপানে নিতান্ত
অসম্মত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমক্ষেই
কুকুরগণের সহিত অন্তহিত হইল । মহাত্মা
উত্কল তদর্শনে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে
বঞ্চনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত
লজ্জিত হইলেন । চণ্ডাল প্রস্থান করিবার
অব্যবহিত পরেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্
বাসুদেব মহাত্মা উত্কলের নিকট সমুপস্থিত
হইলেন । তখন মহর্ষি তাঁহাকে সমাগত
দেগিয়া দ্রুংখিতাচিত্তে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, ভগবন্ ! তুষার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের
মূত্র প্রদান করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য ।
মহর্ষি উত্কল এইরূপ আক্ষেপ করিলে
মহামতি বাসুদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে
সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! মনুষ্যকে
প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান করা কর্তব্য
নহে । এই নিমিত্ত আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্র
দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে তোমার নিকট অমৃত
প্রেরণ করিয়াছিলাম । কিন্তু তুমি তাহা
বুঝিতে পার নাই । আমি তোমার প্রিয়-
চিকীষু হইয়া তোমাকে অমৃত প্রদান
করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ
করাতে তিনি প্রথমত তদ্বিষয়ে অসম্মত
হইয়া কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ! মনুষ্যকে
অমরত্ব প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য ;
অতএব 'তুমি তাঁহাকে অন্য বস্তু প্রদান
কর । দেবরাজ এইরূপে অসম্মত প্রকাশ
করিলে, আমি তাঁহাকে পুনরায় ঐ বিষয়ে
অনুরোধ করিলাম । তখন তিনি আমাকে

সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কেশব ! যদি
মহর্ষি উত্ককে অমৃত প্রদান করা তোমার
নিতান্তই কর্তব্য হইয়া থাকে, তবে
আমাকে অগত্যা ঐ বিষয়ে স্বীকার করিতে
হইল ; কিন্তু আমি চণ্ডালরূপী হইয়া অমৃত
প্রদান করিবার নিমিত্ত উত্কলের নিকট
সমুপস্থিত হইব । যদি তিনি অমৃতগ্রহণে
অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই
তাঁহাকে উহা প্রদান করিব । আর
যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন,
তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমৃতলাভে বাঞ্ছিত
হইবেন ।

দেবরাজ আমার সহিত এইরূপ নিয়ম
করিয়া চণ্ডালবেশে আপনাকে অমৃত প্রদান
করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন ।
আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত
অগ্রায় কার্য্য করিয়াছেন । যাগ হউক,
এক্ষণে আমি আপনার পিপাসানান্তর
নিমিত্ত পুনর্বার আপনাকে বর প্রদান
করিতেছি যে, আপনি সলিললাভের বাসনা
করিলেই এই মরুভূমিতে স্রবণ জলধর
সমুদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান
কারবে । ভূমণ্ডলে ঐ মেঘের নাম উত্কল
মেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে । ভগবান্ কৃষী-
কেশ এইরূপ বর প্রদান করিলে, মহাত্মা
উত্কল যার পর নাই প্রীত হইয়া তথায়
অবস্থান করিতে লাগিলেন । অত্যাপি উত্কল-
মেঘ সেই মরুভূমিতে বারি বর্ষণ করিয়া
থাকে ।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহর্ষি উত্থঙ্ক এমন কি তপোমুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি গর্বিত হইয়া জগদ্‌গুরু বিষ্ণুকে ও শাপপ্রদানে উদ্বৃত্ত হইলেন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি উত্থঙ্ক ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন । তিনি গুরু ভিন্ন আর কাহারও অর্চনা করিতেন না । ঐ মহাত্মার গুরুগৃহে বাসের সময় অশ্রান্ত ঋষিযুগ্মগণ তাঁহার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাঁহার স্নায় গুরুভক্তিপরায়ণ হইতে মত্তত বাসনা করিতেন । মহর্ষি গৌতম সমুদায় শিষ্য অপেক্ষা উত্থঙ্কের প্রতি সম-ধিক শ্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন । তিনি উত্থঙ্কের দমগুণ, পবিত্রতা, সাহাসিক কার্য ও পূজা দ্বারা যাহার পর নাই শ্রীত হইয়াছিলেন । ঐ মহর্ষির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল । তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলকে কৃতবিদ্য দেখিয়া গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত উত্থঙ্কে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন না । ক্রমে উত্থঙ্কের বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইল, কিন্তু একান্ত গুরুভক্তিপ্রভাবে উত্থঙ্ক উহা অবগত হইতে পারিলেন না । অনন্তর একদা ঐ মহাত্মা কাষ্ঠানয়নার্থ গমন করিয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । ঐ কাষ্ঠভার বহননিবন্ধন তিনি একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন ;

সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া অতি মস্তরে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ সময় তাঁহার রৌপ্যশলাকাসদৃশ একটি জটা সেই মস্তকস্থিত কাণ্ডের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল । তিনি ব্যগ্রতাসহকারে কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল । তখন মহাত্মা উত্থঙ্ক সেই জটার শুক্লতা দর্শনে আপনাকে নিতান্ত বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া আর্দ্রস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে দ্রুতবেগে আগমন পূর্বক নতমস্তক হইয়া অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার নয়ন জল ধারণ করাতে অচিরেই তাঁহার কর-যুগল দৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । তখন পৃথিবী আত কণ্টে উত্থঙ্কের সেই নয়নবারি ধারণ করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে উত্থঙ্কের অসাধারণ তেজঃ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম যাহার পর নাই আশ্চর্য্যবোধে হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আজি তুমি কি নিমিত্ত শোকাবল হইলে ? তখন উত্থঙ্ক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার প্রিয়-চিকীর্ষা, আপনার প্রতি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রচিত্ততানিবন্ধন আমার যে বান্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই । আমি অত্যাঁপি স্নেহের লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিলাম না । আপনার নিকট আমার এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল । ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে

গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু একালপর্য্যন্ত আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না । এই নিমিত্ত আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি ।

মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপ আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার শুশ্রূষায় একান্ত প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া, এত দীর্ঘকাল যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারি নাই । যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার গৃহে গমনের বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ গৃহে গমন কর । আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই ।

উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা আদেশ করুন । আমি আপনার আদেশানুসারে অচিরাৎ উহা আহরণ পূর্বক আপনাকে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিব ।

তখন গৌতম কহিলেন, বৎস ! সাধু-ব্যক্তির গুরুর সন্তোষ সাধনকেই গুরুদক্ষিণা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । আমি তোমার আচার ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি । সুতরাং তোমাকে আর কোন প্রকার দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে না । আজ তোমার বার্ষিক্য অপনীত ও তুমি 'মোড়শবর্ষীয় যুবর' নাম রূপবান হইবে । আমি এই স্বীয় কন্যাটিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে বিবাহ কর । এই কন্যাব্যতীত আর কেহই তোমার

তেজঃ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না । মহর্ষি গৌতম এই কথা কহিলে, মহাত্মা উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ যৌবনানস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই যশস্বিনী গৌতমকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ পূর্বক পুনরায় গৌতমকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ পূর্বক আমাকে চরিতার্থ করুন । তখন গৌতম কহিলেন, বৎস ! তুমি তোমার গুরুপত্নীর নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে তাঁহার আভিলষিত অর্থ প্রদান কর । গৌতম এইরূপ আদেশ করিলে, উতঙ্ক অহংকার নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! আমি ধন ও প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে সম্মত আছি ; অতএব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন । আপনি আজ্ঞা করিলে, ইহলোকে যে রত্ন একান্ত চুল্লভ, আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে তাহাও আনয়ন করিব ।

তখন অহল্যা কহিলেন, বৎস ! তোমার অকপট ভক্তি দ্বারা আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি ; অতএব আর তোমার অন্য দক্ষিণা প্রদানের প্রয়োজন নাই ; এক্ষণে তুমি সচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে গমন কর ।

অহল্যা এই কথা কহিলে, উতঙ্ক তাহাতে প্রীত না হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মাতঃ ! যণাসাধ্য আপনার হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্তব্য । অতএব আমাকে কি প্রদান করিতে হইবে, আপনি তাহা আদেশ করুন ।

উতঙ্ক এইরূপে বারংবার দক্ষিণা প্রদান

করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, অহল্যা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তবে যদি একান্তই আমাকে দান করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে সৌদামরাজমহিষীর কর্ণে যে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আছে, তাহা আনয়ন কর । গৌতমপত্নী অহল্যা এই কথা কহিবামাত্র উত্কর্ষ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদামরাজার নিকট গমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি গৌতম উত্কর্ষকে দেখিতে না পাইয়া পত্নীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! উত্কর্ষকে দেখিতেছি না কেন ? তখন অহল্যা কহিলেন, ভগবন্ ! উত্কর্ষ আমার আজ্ঞানুসারে সৌদামরাজমহিষীর কুণ্ডল আনয়নার্থ গমন করিয়াছে । অহল্যা এই কথা কহিলে, মহর্ষি গৌতম নিতান্ত চুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! সৌদামরাজা বশিষ্ঠদেবের শাপে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহার নিকট উত্কর্ষকে প্রেরণ করা কর্তব্য হয় নাই । আমার বোধ হয়, এই রাক্ষসরূপী ভূপাল উত্কর্ষকে বিনাশ করিবে । অহল্যা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি না জানিয়াই তাহাকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি । যাহা হউক, আপনার প্রসাদবলে তাহার কোন বিষয় ঘটিবার আশঙ্কা নাই । তখন গৌতম কহিলেন, জগদীশ্বর করুন, যেন উত্কর্ষের কোন বিষয় না হয় ।

সমুপক্ৰান্তম অধ্যায় ।

এ দিকে মহাত্মা উত্কর্ষ বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মনুষ্যশোণিতলিপ্তকলেবর সুদীর্ঘশ্মশ্রুধারী বিকৃতদর্শন মহারাজ সৌদাসকে নিরীক্ষণ করিলেন । সৌদাসের সেই ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে উত্কর্ষের মনে কিছুমাত্র ভয় বা চুঃখ উপস্থিত হইল না ; প্রত্যুত তিনি অসামারণ সাহসসহকারে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন । তখন কৃতান্তের ঞ্চায় ভীষণ মহারাজ সৌদাস উত্কর্ষকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ; এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্য দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম । আপনি ভাগ্যক্রমে আমার সম্মুখানে সমুপস্থিত হইলেন । সৌদাস এই কথা কহিলে, উত্কর্ষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থ এই স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছি । পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, গুরুদক্ষিণা আহরণার্থী ব্যক্তিকে হিংসা করা কর্তব্য নহে । অতএব আপনি আমাকে বধ করিবেন না । তখন সৌদাস কহিলেন, তপোধন ! দিবসের ষষ্ঠকাল আমার আহারকাল বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । এক্ষণে আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব এ সময় আমি আপনাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারিব না । উত্কর্ষ সৌদাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! যদি

আমাকে ভক্ষণ করিতে আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তদ্বিষয়ে অসম্মতি নাই ; কিন্তু এক্ষণে আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে । দেখুন, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে নির্গত হইয়াছি ; এক্ষণে সেই দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্বক পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব । আর আমি গুরুর নিকট যাত্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনারই আয়ত্ত । এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই অর্থ প্রার্থনা করিতেছি । আপনি ব্রাহ্মসংগকে প্রতিনিয়ত অতুলকুন্ত রত্নসমুদায় প্রদান করিয়া থাকেন । এই ভূমণ্ডলে দাতা বলিয়া আপনার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে । আমিও দানের উপযুক্ত পাত্র ; অতএব আপনি আমাকে আমার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করুন । আমি আপনার নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান পূর্বক পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব । হে মহারাজ ! আমি আপনার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম । আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । আমি ধন্য বিষয়েও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না ।

মহাজ্ঞা উত্থল এই কথা কহিলে, মহারাজ ! সৌদাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! যদি আপনার গুরুদক্ষিণা আমারই আয়ত্ত হয়, তবে অবশ্যই আপনি প্রাপ্ত হইবেন । এক্ষণে আমার নিকট প্রতিগ্রহ করা যদি আপনার কর্তব্য

হয়, তাহা হইলে আপনাকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন ।

তখন উত্থল কহিলেন, মহারাজ ! আপনি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র । এই নিমিত্তই আমি আপনার নিকট মণিকুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি ।

সৌদাম কহিলেন, তপোধন ! আপনি যে মণিকুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা আমার পত্নীর অধিকৃত । অতএব এক্ষণে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করুন, আমি তাহা আপনাকে অবশ্যই প্রদান করিব ।

তখন উত্থল কহিলেন, মহারাজ ! যদি আমাকে দান করা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐকপ ছল প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই । আপনি অনতিবিলম্বেই সেই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া সত্য প্রতিপালন করুন ।

মহারাজ সৌদাম উত্থল কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! আপনি এক্ষণে আমার মণিষীর নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে আমার অনুরোধ স্থাপন করিয়া কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করুন । তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিবেন ।

উত্থল রাজা সৌদামের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমি কোন স্থানে আপনার পত্নীর সমদর্শন পাইব, আর আপনি স্বয়ংই বা কি নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন না ?

তখন সৌদাম কহিলেন, তপোধন !

অগ্নি আপনি তাঁহাকে এই কাননের কোন নির্ঝরসমীপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি দিনমের ষষ্ঠকালে তাঁহার সতিত স্নায়ু সাক্ষাৎকার করিতে পারিব না।

মহারাজ সৌদাম এই কথা কহিলে, মহাত্মা উত্কল অবিলম্বে রাজমণিমী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমিধানে আপনার প্রয়োজন ও সৌদামের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘলোচনা মদয়ন্তী উত্কলের যুগে স্মীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন! মহারাজ আপনাকে কুণ্ডলপ্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা ত মিথ্যা নহে? যাহাটী হউক, আপনি এক্ষণে আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন করুন। দেবতা, যক্ষ ও মনুষ্যগণ আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্ৰাহ্বেসন করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডল যুগল ভূতলে সংস্থাপন করিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গেরা, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষেরা এবং ধারণ করিয়া নিদ্রার বশবর্তী হইলে দেবতার উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে উহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অনবরত স্তবর্ণ উৎপন্ন করে। রজনীযোগে উহার প্রভায় গ্রহনক্ষত্র সমুদায়ের প্রভা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসাজনিত যন্ত্রণা এককালে নিবারণ হয় এবং বিষদ ও

অগ্নিদগ্ধভূতি দুরাত্মা ব্যক্তিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকে না। খর্সাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমার এই কুণ্ডলের গুণ ত্রিলোকে প্রথিত আছে, এক্ষণে আপনি মহারাজের অভিজ্ঞান আনয়ন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে ইহা প্রদান করিব।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সৌদামরাজমণিমী মদয়ন্তী এইরূপে ভর্তার অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা, উত্কল তৎক্ষণাৎ সৌদামের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজ্ঞী আপনার অভিজ্ঞান ভিন্ন আমাকে কুণ্ডল প্রদান করিবেন না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন।

মহাত্মা উত্কল এই কথা কহিলে, মহারাজ সৌদাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! আপনি রাজ্ঞীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিবেন যে, সৌদাম কহিয়াছেন, প্রিয়ে! আমি যে রূপ দুরবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি; কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, আমার এরূপ প্রত্যাশা নাই; অতএব তুমি আমার সঞ্জল বিদানার্থ এই ব্রাহ্মণকে তোমার মণিময় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর।

• মহারাজ সৌদাম এই কথা কহিবারাত্রি মহাত্মা উত্কল মদয়ন্তীর নিকট গমন পূর্বক

ভূপতির বাক্য অবিকল কীর্তন করিলেন। রাজ্যীও উত্কলের মুখে ভর্তার অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্ককে স্রীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন মহাশয় উত্ক সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্বক পুনরায় সৌদাসের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্যীর নিকট আপনার অভিজ্ঞান বাক্য কীর্তন করিলামাত্র তিনি আমাকে এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই অভিজ্ঞানবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই; অতএব আপনি আমার নিকট উহার তাৎপর্য কীর্তন করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয়েরা চিরকালই ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সর্বদাই উহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়াও ব্রাহ্মণের শাপেই এইরূপ দুঃস্বস্তায় নিপতিত হইয়াছি। আমি কখন যে এই অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহলোকে সুখে অবস্থান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, আমার এক্ষণে প্রত্যাশা নাই। ফলতঃ কোন রাজাই ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়াই আমার একান্ত প্রিয় এই গণিকুণ্ডলদ্বয় আপনাকে প্রদান করিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা প্রতি-

পালন করুন। ভূপতি সৌদাস এই কথা কহিলে, মহর্ষি উত্ক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি অবশ্যই পুনরায় আপনার নিকট সমুপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার নিকটে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব; আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন।

তখন সৌদাস কহিলেন, ভগবন্! আপনি অচিরে আমার নিকট স্রীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় ব্যক্ত করুন, আমি অবশ্যই যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিব।

উত্ক কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মতত্ত্ব-বেত্তা পাণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের সত্যবাদী হওয়া উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই। আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আজি আপনার সহিত আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমাকে বিনাশ করিলে আপনার মিত্র-বিনাশজন্য পাতক হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে স্রবর্ণচৌর্য্যজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্তব্য নহে। আপনি যখন ব্রাহ্মস-ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট প্রত্যাগত হইলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনার নিকট আমার প্রত্যাগমন করা কর্তব্য কি না, আমি আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান

করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি অনু-
গ্রহ পূর্বক আগন্ত কীর্তন করুন।

মহাত্মা উত্কল এই কথা কহিলে, মহা-
রাজ সৌদাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, ভগবন্! আমার নিকট প্রত্যা-
গমন করিলে আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুগুণে
নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি
কদাচ আর আমার নিকট প্রত্যাগমন করি-
বেন না।

সৌদাম রাজা এইরূপে উত্কলকে প্রত্যা-
গমন করিতে নিষেধ করিলে, মহাত্মা উত্কল
পরম পরিতুষ্ট হইয়া রাজমহিমী মদয়ন্তীর
বাক্যানুসারে তৎপ্রদত্ত কুণ্ডলযুগল স্রীয
উত্তরীয় কুম্ভাজিনে বন্ধন পূর্বক মহাবেগে
মহর্ষি গৌতমের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান
হইলেন। কিয়দূর গমন করিতে করিতে
তাঁহার ক্ষুধার উদ্বেক হইল। তখন তিনি
সেই পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ব
রক্ষে আরোহণ পূর্বক উহার শাখাতে সেই
কুণ্ডল সংবলিত মৃগচর্ম্ম বন্ধন করিয়া বিল্ব
ফল সমুদায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা বশতঃ
কতকগুলি বিল্বফল সেই অজিনে নিপতিত
হওয়াতে উহার বন্ধন শ্লথ ও উহা সেই
কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে ঐরাবতবংশসম্ভূত একটা
ভুজঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে ঐ
ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র তরুতলে সমুপ-
স্থিত হইয়া মুখ দ্বারা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ
পূর্বক বল্লীকমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন
মহাত্মা উত্কল সেই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত

কোপাবিস্ট ও খিদ্দমান হইয়া অনিলশ্বে
বিল্বরক্ষ তটতে অবতরণ পূর্বক নাগ-
লোকের পথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দণ্ড-
কাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্লীক খনন করিতে
লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পক্ষত্রিংশাদিবস
অতীত হইল; তথাপি উত্কল ঐ পথ প্রস্তুত
করিতে পারিলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠ-
তাড়নে বহুক্ষরা নিতান্ত কাতর হইয়া সহ্য
করিতে না পারিয়া সাতিশয় বিচলিত
হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা উত্কলের
দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রথারোহণ
পূর্বক স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিলেন
এবং অচিরাতঃ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্বক
উত্কলের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ স্থান
হইতে নাগলোক সহস্র যোজন অন্তর,
সুতরাং আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী
বিদারণ করিয়া কখনই তথায় গমন করিতে
পারিবেন না।

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র এই কথা কহিলে,
উত্কল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
ভগবন্! যদি আমি নাগলোকে গমন
করিয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি,
তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমক্ষে
প্রাণত্যাগ করিব।

উত্কল এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বজ্র-
পাণি সুররাজ তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত
হইয়া তাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বজ্রাস্ত্র
সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সেই
বজ্রের প্রহারে পৃথিবী অচিরাতঃ বিদীর্ণ

হওয়াতে নাগলোকগমনের দিব্য পথ প্রাপ্ত হইল। মগায়া উৎকল তদর্শনে মহা আফ্লা-
দিত হইয়া সেই পথদ্বারা অবিলম্বে নাগ-
লোকে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন এই লোক
বহুযোজনবিস্তৃত, উহার চতুর্দিকে স্তূর্ণ
ও মণিসুন্দারি বিবিধ রত্ন বিভূষিত দিব্য
প্রাকারনিচয়, স্ফটিকমোপান স্তম্ভোভিত
দীর্ঘিকা, নিম্নলম্বিতপরিপূর্ণ নদী ও
বিহঙ্গরবযুগ্মারিত বিবিধ বনস্পতি সমুদায়
বিরাজিত রহিয়াছে। এই নাগলোকের দ্বার-
দেশ উল্লেখ্য যোজন এবং বিস্তারে পঞ্চ-
যোজন। এই স্তূর্ণবিস্তৃত নাগলোক দর্শন
করিবামাত্র উৎকল একান্ত বিমগ্ন হইয়া
কুণ্ডলপ্রত্যাহরণবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হই-
লেন। এই সময় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর
অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। এই
অশ্বের পুচ্ছ স্বেত ও কৃষ্ণলোমে বিভূষিত
এবং মুখ ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ। অশ্ব
অচিরে উৎকলের নিকট আগমন পূর্বক
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, উৎকল !
তুমি আমার গৃহদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর,
তাহা হইলেই কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে।
এরাবতবংশসম্মত এক নাগ তোমার কুণ্ডল
আনয়ন করিয়াছে। তুমি গৃহদ্বারে ফুৎ-
কারদানে ঘৃণা করিও না; তুমি পূর্বের
মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে বারংবার এই কাণ্ড
করিয়াছ।

তখন উৎকল কহিলেন, তুরঙ্গম! উপা-
ধ্যায়ের আশ্রমে কিরূপে তোমার মর্ষিত
আমার সম্ভর্ষণ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ
করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

অশ্ব কহিল, বিপ্র! আমি তোমার
উপাধ্যায়েরও গুরু; আমার নাম অগ্নি।
তুমি গুরুর শ্রীতির নিমিত্ত সর্পদা আমাকে
অর্চনা করিয়াছ; এই নিমিত্ত তোমার
হিতসাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ
হইয়াছে; অতএব শীঘ্র আমার বাক্যানু-
রূপ কার্যের অনুষ্ঠান কর।

অশ্বরূপী ভগবান্ হতাশন এই কথা
কহিলে, উৎকল তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশা-
নুকূপ কাণ্ডানুষ্ঠান করিলেন। তখন হতা-
শন উৎকলের প্রতি সাতিশয় শ্রীত হইয়া
নাগকুল দক্ষ করিবার মানসে প্রজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার রোগকূপ
হইতে অতিভীষণ ধূমরাশি বিনিগত হইতে
লাগিল। এই ধূম ক্রমশঃ পরিগত হই-
য়াতে নাগলোক একেবারে অন্ধকারময় হইয়া
গেল। এরাবত নাগের গৃহে ভাণ্ডার শব্দ
সমুপস্থিত হইল। নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য
সম্পর্গণের গৃহ সকল ধূমে পরিপূর্ণ হওয়াতে
নীহারসমাচ্ছন্ন পর্বত ও বনপ্রদেশের ন্যায়
নিতান্ত ঢলঙ্ক্য হইয়া উঠিল। তখন নাগ-
গণ হতাশনের তেজঃপ্রভাবে সকলেই
একান্ত উদ্ভূত ও এই ধূমপ্রভাবে আরক্তনেত্র
হইয়া উহার তপ্যানুসন্ধানার্থ উৎকলের নিকট
আগমন করিলেন এবং তাঁহার মুখে উহার
সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট-
চিত্তে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে
কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার কুণ্ডল-
দ্বয় প্রদান করিতেছি; আপনি আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হউন। নাগগণ এইরূপে উত-
ককে শ্রীত করিয়া পাত্ত অর্ঘ্যাদি প্রদান

পূর্বক সেই অপহৃত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় প্রত্য-
পর্ণ করিলেন ।

হে মহারাজ ! নাগগণ এইরূপে প্রবল-
প্রতাপশালী উত্কর্ষকে পূজা করিলে পর
তিনি হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরু-
গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অচিরে
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল
প্রদানপূর্বক গুরুর নিকট আশ্রয়পাশ্ত
সমুদায় বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলেন ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা উত্কর্ষ এইরূপে
বহুমান পারভ্রমণ করিয়া দিব্য কুণ্ডলদ্বয়
আহরণ করিয়াছিলেন । এই আশ্রম তোমার
নিকট উত্কর্ষের আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব কীৰ্ত্তন
করিলাম ।

একোনষষ্ঠি তম অধ্যায় ।

জনজন্ময় কাহিলেন, ভগবান্ ! মহাত্মা
বাসুদেব উত্কর্ষকে বর প্রদান করিবার পর
কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কীৰ্ত্তন
করুন ।

বৈশম্পায়ন কাহিলেন, মহারাজ ! ভগ-
বান্ বাসুদেব মহর্ষি উত্কর্ষকে বর প্রদান
করিয়া সাত্যকির সাহিত্য বায়ুবেগগামী তুর-
ঙ্গযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে
নন্দ, নন্দী, বন ও পর্বত সমুদায় অতিক্রম
পূর্বক দ্বারকানগরীর উপকণ্ঠে সমুপস্থিত
হইলেন । এই সময় রৈবতক পক্ষান্তে যথোৎ-
সব আরম্ভ হইয়াছিল । বাসুদেব সাত্যকির
সহিত এই পর্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখি-
লেন, উহা বিবিধ বিচিত্র রত্নময় কোষ
আত মনোহর বহুমূল্য রত্নমালা, উৎকৃষ্ট

উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও কল্পবৃক্ষসমূহে বিভূষিত
হইয়া পরম রমণীয় শোভা দারণ করিয়াছে ।
শুভ্র ও নিম্বার প্রদেশ সমুদায়ে অসংখ্য নীপ
বৃক্ষনিহিত থাকিতে দিবসের আয় শোভা
হইয়াছে । চতুর্দিকে স্বর্ণময় ঘণ্টায়ুক্ত
বিচিত্র পতাকা সমুদায় উড়ান হইতেছে ।
স্ত্রীপুরুষগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে সঙ্গীত করিতেছে । ক্রীড়ানিরত, মদ-
মত্ত ও আহ্লাদিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের বাহ্য-
ক্ষেপ, পরস্পর আকর্ষণ এবং কিলকিলা-
শব্দে চারিদিক্ প্রাতিধ্বনিত হইতেছে ।
অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র গৃহ, বিপনী, আপণ,
আহারবিহারমাগত্রী, বস্ত্রমালা, বীণা, বেণু,
মৃদঙ্গ এবং সুরা ও মৌরেয়মিশ্রিত ভক্ষ্য
দ্রব্য সর্বত্র পশ্চ্যাশ্রু পারমাণে রহিয়াছে
এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত দীন,
অন্ধ ও দারিদ্র্যদিগকে অভিলষিত বস্ত্র প্রদান
করিতেছেন । এই সময় সুফিৎসংলীয়া মহাত্মারা
সকলেই এই পক্ষান্তে বিহার করিতেছিলেন ।
ভগবান্ বাসুদেব এই পর্বতে উপস্থিত
হওয়াতে উহা ইন্দ্রালয়সদৃশ হইয়া উঠিল ।

মহাত্মা বাসুদেব ক্রিয়ৎক্ষণ সেই পর্ব-
তের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মহাআলাদে
সাত্যকির সহিত স্বীয় ভবনান্তিমুখে যাত্রা
করিলেন । তখন দেবগণ যেরূপ ইন্দ্রের
অনুগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভোজ, সুফিৎ
ও অন্ধকবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিতে লাগিলেন । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে
মহাত্মা মধুসূদন স্বীয় ভবনে প্রবেশ পূর্বক
তাঁহাদিগের সকলকে অভ্যর্থনা ও কুশল-
বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিহ্বল বদনে পিতা-

মাতার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক মিন্টবাক্যে তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে, বৃষ্টিবংশীয় মহাশ্রীরা তাঁহার চহু-দিকে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

এইরূপে মহাশ্রী কেশব আসনে উপ-বিষ্ট হইয়া ক্রিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে, বহুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি অনেকানেক ব্যক্তির মুখে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি ঐ অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; এই নিমিত্ত মহাশ্রী পাণ্ডবগণ এবং নানাদেশনিবাসী বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়ের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ ও শল্যাদির বিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি উহা আন্তো-পান্ত কীর্তন কর।

পদ্মপলাশলোচন হৃষীকেশ পিতা বহুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জননী দেবকীর সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ! কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য অতি অদ্ভুত ও বহুল। শতবৎসর কীর্তন করিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় না। অতএব আমি উহা অতি সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমত মহাবীর ভীষ্ম কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী

ও মহাবীর শিখণ্ডী ধনুর্ধরাগ্রগণ্য অর্জুন কর্তৃক স্তরাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ দশ দিবস হইয়াছিল। ঐ দশ দিবসের মধ্যে উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর কালকবলে নিপতিত হন। পরিশেষে মহাবীর শিখণ্ডী অর্জুনের সতিত সমবেত হইয়া অনবরত শরনিকরণর্য্য মহাশ্রী ভীষ্মকে সমরাস্ত্রনে নিপাতিত করিলেন। ভীষ্মদেব সূর্য্যের উত্তরায়ণ কাল পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন; পরে উত্তরায়ণ উপাস্থত হইলে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

শান্তনুসন্দন শরশয্যায় শয়ান হইলে পর অস্ত্রবিদগ্ৰগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণের সেনাপতি হইয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হতাবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মিত্র-প্রতিপালিত বরুণের ঞায় ভীমসেন কর্তৃক স্তরাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সেনা সমুদায়ের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ মহাবীর পিতৃপরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্রোণ-সংহারাভিলাষে রণস্থলে অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্ট-দ্যুম্নের যুদ্ধকালে দ্বিঘটিকা হইতে আগত বীরগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হন। ঐ উভয় বীরের পাঁচ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরিশেষে মহাবীর দ্রোণ সমরস্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ পাঁচ

অকৌহিণী কোঁরবসেনা ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জুন তিন অকৌহিণী পাণ্ডব সেনা লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । দুই দিবস ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল । পরিশেষে মহাবীর কর্ণ বহ্নিযুগ্মে পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের হস্তে নিপতিত হইলেন । মহাবীর কর্ণ সমরে নিপতিত হইলে, কোঁরবগণ নিতান্ত উৎসাহশূন্য ও নিকর্ষীয় হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে হতাবশিষ্ট তিন অকৌহিণী সেনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন । পাণ্ডবেরাও স্বপক্ষীয় বহুসংখ্য বীর নিহত হওয়াতে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে হতাবশিষ্ট এক অকৌহিণী সেনার আধিপত্য প্রদান পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । যুধিষ্ঠিরের সতিত মদ্ররাজের অর্দ্ধ দিবসমাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল । পরিশেষে ধর্ম্মরাজ সংগ্রামস্থলে ভীষণ শর নিক্ষেপ পূর্বক মদ্ররাজকে নিহত করিলেন । মদ্ররাজের নিধনের পর মহাবীর মহাদেব জ্ঞাতিপিছেদের অবিতীয় কারণ দ্রুত শকুনিকে বিনষ্ট করেন ।

শকুনি শরশয্যায় শয়ন করিলে, মহারাজ দুর্যোধন নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া গদাগ্রহণ পূর্বক রণস্থল হইতে নিজান্ত ও দৈপায়নহুদে প্রাবিষ্ট হইলেন । তখন মহাবীর ভীমসেন ক্রোধান্বিতচিত্তে কুরুরাজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই হৃদমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পাণ্ডবেরা হতাবশিষ্ট মৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই হৃদপরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন । পরিশেষে রাজা দুর্যোধন ভীমের বাক্যবাণে নিতান্ত

ব্যথিত হইয়া গদাহস্তে সেই হৃদমধ্যে হইতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলেন । তখন মহাবীর ভীম অন্ত্যাত্ম ভূপালগণের সমক্ষে বিক্রম প্রকাশ পূর্বক গদাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করিলেন । ঐ দিন রজনীযোগে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব মৈন্যগণ শিবিরमध्ये নির্দ্রিত হইয়াছিল । মহাবীর অশ্বখামা পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় বিনাশ করেন ।

একগণে পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও মৈন্য-সমুদায় নিহত হইয়াছে ; কেবল তাঁহারা পাঁচ জন, যুযুধান ও আগি আমরা এই কএক ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট আছি । আর কোঁরবপক্ষে অশ্বখামা, কূপ ও কৃতবর্মা এই তিন জন জীবিত আছেন । ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুয়ুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া সমর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে । বিদুর ও সঞ্জয় দুর্যোধনের নিধনান্তর ধর্ম্মরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । হে তাত ! এইরূপে কোঁরব ও পাণ্ডবগণের অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । ঐ যুদ্ধে যে সমুদায় ভূপতি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা একগণে স্বর্গলাভ করিয়া স্নখে অবস্থান করিতেছেন ।

একষষ্ঠীতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা রামদেব এইরূপে পিতার নিকট সমুদায় ভারতযুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন । কিন্তু পাছে তিনি দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হন, এই ভয়ে অভিমন্যুর বধ-

বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন না। ঐ সময় অভিমন্যুজননী স্তম্ভদ্রা তথায় উপনিষ্ট ছিলেন। তিনি পুত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্তিত হইল না দেখিয়া ক্রমশঃ সন্মোদনপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতা ! তুমি আমার অভিমন্যুর নিধনবিষয় কীর্তন করিলে না কেন ? বসু-দেবনন্দিনী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা বসুদেব কন্যাকে ধরাশায়িনী দেখিয়া দৌহিত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও ঝুচ্ছিত হইয়া ধরাশয়্যা গ্রহণ করিলেন এবং ক্রিয়ৎক্ষণ পরে সংস্কার লাভ করিয়া ক্রমশঃ সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি সত্যবাদী হইয়াও কি নিমিত্ত অভিমন্যুর বধ কীর্তন করিলে না ? যাগা হউক, এক্ষণে স্তম্ভদ্রানন্দনের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে ; অতএব তুমি উঠা আমার নিকট কীর্তন কর। শত্রুগণ আমার দৌহিত্রকে কিরূপে সংহার করিল। হায় ! যখন অভিমন্যুকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, কালপূর্ণ না হইলে কাহারও মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার প্রিয় অভিমন্যু মৃত্যুসময়ে সংগ্রামমধ্যে তাহার জননী স্তম্ভদ্রা এবং আমাকেও উদ্দেশ্য করিয়া কি কথা কহিয়া ছিল ? সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ত শত্রু কর্তৃক নিহত হয় নাই ? মরণকালে তাহার মুখমণ্ডল নিতান্ত বিকৃত হইয়াছিল ? যে মহাতেজা অভিমন্যু বিনীতভাবে আমার নিকট আত্মপরাক্রমের স্লামা

করিত, যে সর্বদাই আমার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারি বলিয়া স্পর্ধা করিত। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ অন্ধ্যায় যুদ্ধে ত সেই বালককে বিনাশ করেন নাই ?

মহাত্মা বসুদেব দৌহিত্রশোকে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিলে, ভগবান্ হুম্বী-কেশ দুঃখিত মনে তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ ! অভিমন্যু সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কখন পলায়ন করে নাই। তাহার মুখ সততই অবিকৃত ছিল। সেই মহাবীর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতিতে নিপাতিত করিয়াছে। যদি এক এক বীর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই পরাজিত হইত না। বজ্রধারী ইন্দ্র ও একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অর্জুন আমার উপদেশানুসারে সংগপ্তকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রোণ প্রভৃতি সপ্ত রথী বুদ্ধ হইয়া সেই বালক স্তম্ভদ্রানন্দনের চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক এক কালে তাহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাতেই দুঃশাসন তনয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। আপনার সেই প্রিয় দৌহিত্র যখন মমরে অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহার সর্গলাভ হইয়াছে ; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কখনই কর্তব্য নহে। মহাত্মা কদাচ শোক মোহের বশীভূত হয় না। মহাবীর অভিমন্যু মহেন্দ্রচল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ-কর্ণপ্রভৃতি বীরগণের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ

করিয়াছিল, স্ততরাং তাহার যে বীরগতি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করুন ।

ঐ মহাবীর সমরশয্যায় শয়ন করিলে, ভগিনী স্তভদ্রা, পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অন্যান্য কৌরবকুলকামিনীগণের সহিত রণস্থলে গমন পূর্বক উহার মৃতদেহ ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া কুরুরীক ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় দ্রুপদ-নন্দিনী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া শোকাকুলচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আর্যো ! এক্ষণে পুত্রগণ কোথায় ? তাহাদিগকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । দ্রৌপদী এই কথা কহিলামাত্র সমুদায় কুরুবানিতা ভূজ দ্বারা তাঁহাকে ধারণ পূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর স্তভদ্রা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! এক্ষণে তোমার ভর্তা কোথায় তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট আমার আগমন বার্তা কীর্তন কর । বৎস অভিমন্যু প্রতিদিন আমার বাক্য শ্রবণ করিলামাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইত, আজি কি নিমিত্ত আগমন করিতেছে না । হা বৎস ! তুমি যুদ্ধার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিলে, তোমার মহারথ মাতুলগণ বারংবার তোমাকে মঙ্গলাশীর্বাদ করিয়াছিলেন । তুমি প্রতিদিন আমার নিকট সমুদায় যুদ্ধবৃত্তান্ত আনু-পূর্বক কীর্তন করিতে ; কিন্তু আজি আমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়াও

উত্তর প্রদান করিতেছ না কেন ? এই বলিয়া স্তভদ্রা শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন ।

তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী স্তভদ্রাকে আর্তি-স্বরে রোদন করিতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসে ! বাহুদেব, মাত্যক ও অর্জুন অভিমন্যুকে জীবিত রাখিতে যথামাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই । মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে হয় । অতএব তুমি পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না । তোমার পুত্র সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছে । মহাত্মা ক্ষত্রিয়-দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্র শোকে এরূপ ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনই কর্তব্য নহে । তোমার বধু উত্তরা গর্ভবতী হইয়াছেন, ইনি অবিলম্বেই এক সুকুমার নব-কুমার প্রসব করিবেন ।

মহানন্দনা কুন্তী স্তভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া শোকসংবরণ পূর্বক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধবিধি সমাপন এবং যুধিষ্ঠির অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেবের বাক্যানু-সারে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও অসংখ্য ধেনু দান করিলেন । তৎপরে তিনি বিরাট-দুহিতা উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! তুমি পতির নিমিত্ত আর শোক করিও না । এক্ষণে গর্ভস্থ বালককে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । যশঃস্বিনী কুন্তী এই বলিয়া ভুক্ষীস্তাব অবলম্বন করিলেন । তৎপরে আমি তাঁহার আত্মানু-সারে স্তভদ্রার সহিত এই স্থানে সমুপস্থিত

হইয়াছি। এই আমি আপনার নিকট অভিমন্ত্যুর নিধনবৃত্তান্ত সন্নিবেশ কীৰ্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ করিয়া মন স্থির করুন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ভগবান্ জষীকেশ এইরূপে অভিমন্ত্যুর-বধের আচ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে শোক পরিত্যাগ করিয়া দৌহিত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকাৰ্য্য নির্বাহ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব ও পিতার প্রিয়পাত্র স্নীয় ভাগিনেয়ের ঔর্দ্ধদেহিক কাৰ্য্য সম্পাদন-পূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অহুংকৃত পিণ্ড ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাষ্টয়া বস্ত্র ও অভিলষিত ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ, গাভী, শয়নীয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লাভ হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ মহা আনন্দিত হইয়া “আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক পরিবৰ্দ্ধিত হউক” বলিয়া বাসুদেবকে আশীষাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলদেব সত্যকি ও সত্যক ইহারা সকলেই অভিমন্ত্যুর শ্রাদ্ধ সমাপন পূৰ্ব্বক ছুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

এ দিকে হস্তিনানগরে পাণ্ডবগণ ও অভিমন্ত্যুর বিয়োগজনিত শোকে একান্ত অদীর হইয়া উঠিলেন। বিরটেন্দ্রিনী উত্তরা স্বামিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহুদিন অনাহারে কালাতিপাত করাতে তাঁহার গৰ্ভস্থিত বালকের বিস্ম হইবার বিলক্ষণ সম্ভা-বনা হইল। তখন মহর্ষি বেদব্যাস স্বীয়

জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে ঐ বৃত্তান্ত সন্নিবেশ অবগত হইয়া হস্তিনানগরে আগমন পূৰ্ব্বক কুন্তীকে সান্বনা করিয়া উত্তরাকে কহিলেন, ভদ্রে ! শোক পরিত্যাগ কর। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্যানুসারে তুমি অচিরাৎ পুত্রমুখ নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে। তোমার ঐ পুত্র পাণ্ডবদিগের পরলোক গমনের পর অন্যায়সে পৃথিবী প্রতিপালন করিবে।

মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন উত্তরাকে এইরূপ সান্বনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূৰ্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! অচিরাৎ তোমার এক পৌত্র জন্মিবে। উহার প্রভাবে এই সমাগরা ধরিত্রী ধর্ম্মানুসারে রক্ষিত হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে শোক পরিত্যাগ কর। আমি যাহা কহিলাম, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। পুণ্ড্র বৃষ্ণবীর মহাত্মা মধু-সূদনও তোমাতে এই কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ মহাবীর অভিমন্ত্যুর নিশ্চয়ই দেব-গণসেবিত অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত তোমার ও অন্যান্য কৌরবগণের শোক করা কখনই বিধেয় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়কে এইরূপ সান্বনা করিলে, তিনি শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। তখন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁহার আদেশা-

নুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী ধন আহরণার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন ।

ত্রিযষ্ঠিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মান্ ! ধর্ম্মাশ্রা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন ? মরুত্ত রাজা ভূগর্ভে যে অর্থরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে উহার হস্তগত হইল ? তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ব্যাস-দেব প্রস্থান করিলে পর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহ-দেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ ! আগাদিগের পরম ঐতৈম্বী অসাদারণ ধীশাক্তমম্পদ মহাত্মা বাসুদেব আগাদিগের পরম গুরু ধর্ম্মাশ্রা বেদব্যাস ও পিতামহ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ । এক্ষণে তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে । উহা করিলে উত্তরকালে আগাদিগের সকলেরই মঙ্গললাভ হইবে । ব্রহ্মবেত্তা বেদব্যাস যাহা করিয়াছেন তাহাতে মঙ্গললাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । তিনি এই পৃথিবী ক্ষীণরজ্জ্ব দেখিয়া আগাদিগকে মরুত্ত রাজার সঞ্চিত ধন আহরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন । যদি তোমরা সেই ধন আহরণ করিতে সমর্থ ও সম্মত হও, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে । এক্ষণে ভীমের

এ বিষয়ে মত কি ; উনি তাহা ব্যক্ত করুন ।

ধর্ম্মাশ্রা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবীর বৃকোদর কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অভিমত । যদি আমরা সেই মরুত্ত-রাজার নিহিত ধনলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব । আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ভূতভাবন ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই ধন আনয়ন করিব । যে সকল ভীষণমূর্ত্তি কিম্বদন্তি ধন রক্ষা করিতেছে, ভগবান্ বৃষধ্বজ পরিতুষ্ট হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদের আয়ত্ত হইবে ।

মহাবীর ভীমসেন এইরূপে মরুত্তনিহিত অর্থ আনয়নে সম্মতি প্রকাশ করিলে ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই প্রীত হইলেন । অর্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ভীমসেনের সেই বাক্যে অনু-মোদন করিলেন । তখন পাণ্ডবগণ সকলে রজ্জ্বাহরণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া শুভদিনে শুভনক্ষত্রে মৈত্রাদিগকে সঙ্গাজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন । মৈত্রগণও আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে সঙ্গাজ্জিত হইতে লাগিল । অনন্তর পাণ্ডুনয়গণ, ধৃতরাষ্ট্র-নয় যুযুৎসুকে রাজ্য-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্তুতিবাচন, মোদক পায়স ও মধুসনির্গত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাপন, সাংখ্যিক ব্রাহ্মণ-গণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শৌক-

সন্তপ্ত ধূতরাষ্ট্র গাফ্ফারী ও পুথার অনুমতি
এহণ পূর্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে
বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ও
নাগরিক লোক সমুদায় পরম আফ্লাদে
উঁহাদিগকে আলীন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কিরণজালমণ্ডিত
আদিত্যগণের ন্যায় অসংখ্য মৈত্র্য সমাভি-
ব্যাহারে পুর হইতে বহির্গত হইয়া রথ
নির্বোষে বসুন্ধরা প্রাতিধ্বনিত করিয়া,
পরমানন্দে হিমালয়ের অভিমুখে গমন
করিতে লাগিলেন। সূত, মাগধ ও বন্দি-
গণ স্তুতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের
সমাভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। এই
সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেত ছত্র
স্রশোভিত হওয়াতে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়
শোভা ধারণ করিলেন; অনুযাত্ত্রিকগণ
পুলোহিত হইয়া মহারাজের জয় হউক
বলিয়া আলীন্দন করিতে লাগিল এবং
মৈনিকগণের কোলাহলে নভোমণ্ডল প্রাতি-
ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে
অসংখ্য সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতি-
ক্রম পূর্বক সেই স্রবর্ণরাশিমস্তক পর্বতের
সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তপোবনসমন্বিত
ব্রাহ্মণগণ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পুরোহিত
ধোম্যাকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাদিগের
আজ্ঞানুসারে উহাতে আরোহণ ও শিবির
সংস্থাপন করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য
ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেই শিবিরে শান্তি-

কাণ্য সমাধান পূর্বক রাজা অমাত্য ও
মৈনিকগণের যথোচিত বাসস্থান নির্দেশ
করিয়া আপনারা যথাস্থানে বাস করিতে
লাগিলেন। এই সময় ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানু-
সারে মদোন্মত্ত মাতঙ্গদিগের নিমিত্ত একটি
স্বতন্ত্র শিবির সাম্রবোধিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-
দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়-
গণ! আমাদের এই স্থানে অধিককাল বাস
করা কর্তব্য নহে; অতএব আপনারা অবি-
লম্বে দেবদেব মহাদেবের আরামনা করিবার
এক শুভনক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দিন নিরূপণ
করুন। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, তাঁহার
হিতচিন্তাবু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে
আফ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, মহারাজ! আজি অতি উত্তম
দিন। অতএব আজি আমরা সলিল পান
করিয়া অবস্থান করি; আপনারাও উপ-
বাসী থাকুন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আজ্ঞা
করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের বাক্যানুসারে
সেই দিন উপবাস করিয়া কুশশয্যায়
শয়ন পূর্বক বিপ্রগণের শাস্ত্রীয় আলাপ
শ্রবণ করিতে করিতে রজনী অতিবাহিত
করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বিভাবরী প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ
ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
মহারাজ! এক্ষণে ভগবান্ ভূতনাথকে
পূজোপকরণ প্রদান পূর্বক স্বার্থসাধন বিষয়ে
যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ এই কথা

কহিলে, মহাশয় যুধিষ্ঠির মহাদেবের অর্চনার্থ উপকরণ সামগ্রীসমুদায় আশ্রয় করিলেন । তখন বেদপারদর্শী পুরোহিত দৌম্য যথা-বিধি ছতাশনে আছতি প্রদানপূর্বক চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপুস্তকচক্ৰ এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমত মতেশ্বরের অর্চনা করিলেন । তৎপরে ভূতগণ, যক্ষেন্দ্র কুবের, মণিভদ্র এবং অগ্ন্যাশ্ব ভূপতি ও যক্ষপতিদিগকে কুশর, মাংস, তিল ও বহুকলমপরিপূর্ণ ওদন প্রদত্ত হইল । পরিশেষে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে মহত্স মহত্স গাভী প্রদান করিয়া নিশাচরদিগকে বালিপ্রদান করিতে আদেশ করিলেন । ঐ সময় ভগবান্ ভূতনাথের সেই আবাসস্থান ধূপ ও নানাজাতীয় পুষ্পের গন্ধে পরিপূরিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিল ।

এইরূপে ভগবান্ রুদ্রদেব ও অগ্ন্যাশ্ব যক্ষপতিদিগের পূজা সমাপন হইলে দম্য-রাজ গন্ধাদি পূজোপকরণ লইয়া, যে স্থানে স্বীয় অভিলষিত অর্থরাশি নিহিত ছিল অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন । ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি মন্দিরে বিচিত্র পুষ্প, অপূপা ও কুশর প্রদান পুরঃসর ধনাধ্যক্ষ কুবের এবং শঙ্খাদি নিধি ও নিধিপালদিগের পূজা সমাপন পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন । তখন দ্বিজাতীগণ পরম পরিভুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক হস্ত-

চিতে ভূত্যাগণকে সেই প্রদেশে গমন করিতে অনুমতি করিলেন । ভূত্যাগণ ও তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তিগাত্র গমন করিতে আরম্ভ করিল । উহারা কিয়ৎক্ষণমাত্র ঐ প্রদেশে গমন করিলেই উহা হইতে স্বর্ণময় বহুবল যহংভাগু, ক্ষুদ্রভাগু, ভৃঙ্গার, কটাহ, কলম শরাব ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্রপাত্র সমৃদ্ধ হইল । রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে আগমন করিবার সময় মনোরক্ষণোপযোগী মন্মূক প্রভৃতি বিবিধ পাত্র এবং অর্প বহুনের নিমিত্ত মষ্টি লক্ষ উষ্ট্র, একশত বিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, এক লক্ষ হস্তিনী, অসংখ্য মনুষ্য ও বহু সংখ্যক গর্দভ আনয়ন করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি সেই সমুদায় পাত্রে সেই স্বর্ণরাশি সংস্থাপন করিয়া বাহনগণের উপর সমিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন । তখন প্রত্যেক উষ্ট্রে অষ্টমহত্স; প্রত্যেক শকটে মোড়শ মহত্স ও প্রত্যেক গজে চতুর্বিংশতি মহত্স স্বর্ণপরিমিত ভার এবং ঘোটক গর্দভ ও মনুষ্যদিগের উপর যথামোগ্য ভার সমিবেশিত হইল । মহাত্মা ধন্যনন্দন এইরূপে সেই বিপুল সম্পত্তি গ্রহণ পূর্বক পুনরায় মহাদেবের অর্চনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । গম্বনকালে বাহনগণ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি 'প্রতিদিন দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঐ যজ্ঞের সাহায্য এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা ও অন্টাশ্র অনাথা ক্ষত্রিয়কামিনীগণকে আশ্রয় প্রদান করিবার নিমিত্ত বলদেবকে অগ্রসর করিয়া স্ত্রীদ্রৌপদী এবং প্রচ্যাম্ব, যুযুধান, চারুদেয়, শাম্বগদ, কৃতবঙ্গা, সারণ, নিশিষ্ঠ ও উন্মুখ প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন । তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুর ও যুযুৎসু যত্নবীরদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন । তাঁহারাও পূজিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন ।

বৃষিঃবংশীয় মহাত্মারা উপবেশন করিবা-
মাত্র আপনার পিতা মহারাজ পরিক্ষিৎ
নিশ্চেষ্ট শব্দরূপে উত্তরার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ
হইলেন । ঐ সময়ে অন্তঃপুরস্থ লোকসমু-
দায় উত্তরার পুত্র হইয়াছে দেখিয়া প্রা-
মতঃ পুলকিতচিত্তে হর্ষসূচক শব্দ করিয়া
উঠিল ; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা সেই
পুত্রকে মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইয়া
রোদন করিতে লাগিল । তখন মহাত্মা
বাসুদেব নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে যুযুৎসুর
সহিত মন্ত্রে অস্ত্রপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি-
লেন, মহাত্মা কুন্তী, দ্রৌপদী, স্ত্রীদ্রৌপদী ও
অন্টাশ্র কুরুবনিতাদিগের সমভিন্যাহারে
রোদন করিতে করিতে মহাবেগে ধাবমান
হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আগমন করিতে বারণ-

বার অনুরোধ করিতেছেন । মহাত্মা বাসু-
দেব তাহাদিগকে তদনুসারে দর্শন করিবাগাত্র
মন্ত্রে তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হই-
লেন । তখন কুন্তী বাসুদেবের সন্মুখবর্ত্তিনী
হইয়া বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন-
পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাদিগের
পরম পতি ; তোমার প্রভাবেই এই কুল
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এক্ষণে তোমার ভাগ-
নেয় অভিমন্ত্যুর পুত্র অশ্বখামার অস্ত্রপ্রভাবে
গতজীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে
জীবিত করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি
পূর্বে ইহার জীবন দান করিবে বলিয়া
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ; অতএব সম্প্রতি
সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আমাকে ও
আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর । আমরা এই
বালকের আশাতেই জীবিত রহিয়াছি, এই
বালক আমার পতি ও পুত্র এবং তোমার
ভাগিনেয় অভিমন্ত্যুর জলপিণ্ডের স্থল ।
অতএব আজি ইহাকে জীবিত করিয়া
অভিমন্ত্যুর প্রেতস্বপ্নস্তির উপায়বিধান করা
তোমার অবশ্য কর্তব্য । পূর্বে অভিমন্ত্যু
উত্তরাকে কহিয়াছিল, প্রিয়ে ! তোমার গর্ভ-
জাতপুত্র মাতুলালয়ে গমন পূর্বক বৃষি ও
অন্ধকদিগের নিকট ধনুর্বেদ ও বিবিধ
নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই
প্রতাপশালী হইবে, সন্দেহ নাই । তোমার
ভাগিনেয়বধু উত্তরা সর্বদা অভিমন্ত্যুর ঐ
কথা কীর্তন করিয়া থাকে । এক্ষণে আমরা
বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করি-
তেছি, তুমি এই বালকের জীবনদান করিয়া
কুরুবংশ রক্ষা কর । এই বলিয়া কুন্তী ও

অন্যান্য কুরুবনিতাগণ শোকাকুণ্ঠিতচিত্তে
হাহাকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত
হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট বালকের
জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তখন
মহাত্মা বাসুদেব কুন্তীকে ভূমি হইতে উত্থা-
পিত করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে
মাস্ত্রনা করিতে আরম্ভ করিলেন ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

অনন্তর বসুদেবনন্দিনী স্তব্ধা একান্ত
চুঃখিত হইয়া ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক
কহিলেন, মধুসূদন ! এই দেখ, আজি অর্জু-
নের পৌত্র ও অন্যান্য কৌরবগণের ন্যায়
পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে । পূর্বে আচার্য্য-
তনয় অশ্বথামা ভীমসেনের নিমিত্ত যে ইমী-
কান্ত্র উত্তর করিয়াছিলেন, আজি সেই
ইমীক উত্তরার, অর্জুনের ও আমার উপর
নিপতিত হইল । হায় ! আজি আমি অভি-
মন্যুর পুত্রকেও নিহত দেখিলাম । ধর্ম্ম-
রাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহ-
দেব সকলেই অভিমন্যুকে যাহার পর নাই
স্নেহ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই অভি-
মন্যুর মৃতপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কি
বলিবেন ! আর অভিমন্যুর পুত্রকে মৃত
নিরীক্ষণ করা তোমারও অল্প কন্ঠের বিষয়
নহে । হায় ! আজি দ্রোণপুত্রের প্রভাবে
পাণ্ডবগণকে নিতান্ত অবসন্ন হইতে হইল ।
হে ভ্রাতঃ ! এক্ষণে আমি দ্রৌপদী ও আর্ধ্যা
কুন্তী আমরা সকলে অবনত মস্তকে তোমার
নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি একবার

আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর ।
পূর্বে অশ্বথামা ইমীকান্ত্র দ্বারা পাণ্ডবকুল-
কামিনীগণের গর্ভস্থ সন্তানদিগকে বিনষ্ট
করিতে উত্তর হইলে, তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া
তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলে যে,
হে নরপম ব্রাহ্মণপসদ ! তোমার অভি-
লাষ কখনই পূর্ণ হইবে না । আমি উত্তরার
গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে নিশ্চয়ই সঞ্জী-
বিত করিব । হে মাধব ! আমি তোমার
পরাক্রম বিলক্ষণ অবগত আছি । এক্ষণে
তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি-
তেছি, তুমি পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া
অভিমন্যুতনয়কে জীবিত কর । যদি তুমি
আজি সেই পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে
পরায়ুগ্ন হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই
প্রাণত্যাগ করিব । যদি তুমি জীবিত
ধাকিতে উত্তরার তনয় পুনরুজ্জীবিত না
হয়, তাহা হইলে তোমা হইতে আমার আর
কি উপকার হইবে । অতএব জলধর যেরূপ
বারিবর্ষণ করিয়া শস্যের জীবন দান করে,
তদ্রূপ তুমি আজি কৃপা বিতরণ পূর্বক
অভিমন্যুর মৃতপুত্রকে জীবন প্রদান কর ।
তুমি ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম,
অতএব সত্য প্রতিপালন করা তোমার
সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । তুমি মনে করিলে
ত্রিলোকের জীবন প্রদান করিতে পার ;
অতএব মৃত ভাগিনেয় পুত্রের জীবন প্রদান
করিবে তাহার আর বিচিত্র কি ! আমি
তোমার মহাত্ম্য উত্তমরূপে অবগত আছি,
এই নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করি-
তেছি যে, তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ

কর। ও এই পুত্রহীনা ভগিনীর প্রতি দয়া
প্রকাশ পূর্বক আমাদের কুল রক্ষা কর।

অষ্টমস্তিতম অধ্যায় ।

মনস্বিনী হুভদ্রা এইরূপে করুণাস্রের
বিলাপ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব নিতান্ত
দুঃখিত হইয়া অভিমন্যুর যুতপুত্রকে জীবিত
করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন
তঁাহার সেই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে অন্তঃ-
পুরস্ব লোকসমুদায়ের আহ্লাদের আর
পরিমীমা রহিল না। তখন মহাত্মা হৃদয়-
কেশ অবিলম্বে অভিমন্যুতনয়ের জন্মভবনে
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ
মালা দ্বারা যথাবিধি অর্চিত হইয়াছে ;
উহার চতুর্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক-
কাঠের অঙ্গার, সর্বপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি
রক্ষোন্ন দ্রব্য সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে,
স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে
এবং বুদ্ধনারী ও চাঁকিৎসানিপুণ বৈদ্যগণ
তথায় অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব ঐ
গৃহের ঐ রূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া
প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বারংবার মাধুবাদ প্রদান
করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী
সত্বরে বিরাটতনয়া উত্তরার নিকট সমুপ-
স্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, বৎসে ! এই দেখ, তোমার শ্বশুর
অচিন্ত্যাত্মা অপরাধিত ভগবান্ মধুসূদন
তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন।
যাক্ষসেনী এই কথা কহিবামাত্র বাম্পাকুল-
লোচনা বিরাটানন্দিনী উত্তরা অশ্রু সর্ববরণ
করিয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে

দর্শন পূর্বক করুণাস্রের কহিলেন, ভগবান্ !
কেবল আমার পতি অভিমন্যু যে কাল-
কালে নিপতিত হইয়াছেন এরূপ নহে,
আজি আমাকেও এই পুত্রশোকে তাঁহার
অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল। এক্ষণে আমি
বারংবার আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি,
আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ
কুমারকে জীবিত করুন। যদি পূর্বের
ধর্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি অশ্রুথামাকে
কহিতেন যে, এই ঈশিকা দ্বারা উত্তরার
প্রাণনাশ হউক, তাহা হইলে আমার প্রাণ-
বিয়োগই হইত, কিন্তু আমাকে কখনই
এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। হায় !
ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমার এই গর্ভস্থ বালককে
নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণাধম দুর্বৃদ্ধ অশ্রু-
থামার কি ফল লাভ হইল। যাণ হউক,
এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।
যদি আপনি আমার পুত্রকে পুনর্জীবিত না
করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই
আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।
আমি এই কুমারে যাচা যাচা প্রত্যাশা
করিয়াছিলাম, দ্রোণপুত্র তৎসমুদায়ই
উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, স্ততরাং এক্ষণে আমার
আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি ? আমি
মনে করিয়াছিলাম যে পুত্রকে ক্রোড়ে
করিয়া তাহাকে আপনার চরণে প্রণিপাত
করাইব ; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া
উঠিল না। ফলত আমার মনে যে সমুদায়
আশা ছিল যুতপুত্র নিরীক্ষণে তৎসমুদায়ই
এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে
আপনি একবার আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র

নিপাতিত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই পুত্র ইহার পিতার ন্যায় নৃশংস ও কৃতঘ্ন। তাহা না হইলে আজি এই পাণ্ডবকুলের বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে প্রস্থান করিল কেন? হায়! আমার তুল্য জীবিতপ্রিয় নৃশংস রমণী আর কেহই নাই। আমার পতি অভিমন্যু সংগ্রামশায়ী হইলে আমি অচিরে তাঁহার অনুগামিনী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পূর্ণ করিলাম না! এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে কি বলিবেন!

একোনসপ্ততম অধ্যায়।

পুত্রশোকাকুলা উত্তরা এইরূপে উন্মত্তার ন্যায় করুণাস্ররে বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপাতিত হইলেন। তখন তত্রত্য যাবতীয় কৌরবরমণী তাঁহাকে শোকসম্ভূত ও মূর্ছিত দেখিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবাদিগের সমুদায় গৃহ একবারে আর্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বিরাটকুমারী উত্তরা পুনরায় সংজ্ঞালাভ পূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া মৃত পুত্রকে কোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মপরায়ণ মহাত্মা অভিমন্যুর পুত্র। তোমাতে ত অপর্গের লেশমাত্রও নাই। তবে আজি তুমি কি নিগিত ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করিয়াও ইহাকে অভিবাদন করিতেছ না? এক্ষণে তুমি তোমার পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিবে, “পিতঃ! কাল পরিপূর্ণ

না হইলে কাহারও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, এই নিগিতই আমার জননী উত্তরা মৃত্যুকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়াও আপনার ও আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকাকুলিতাচিত্তে দীনভাবে জীবনধারণ করিতেছেন।” অথবা তোমার ও কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আজি আমি ধর্মরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক বিমভোজন বা হতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন! এক্ষণে পতি ও পুত্র উভয়ের বিরহেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। হা পুত্র! তুমি একবার গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রাপিতামহী কুন্তী, পিতামহী পাঞ্চালী ও স্তভদ্রা এবং জননী আমি আমরা সকলেই তোমার শোকে ব্যাধবিক্ত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। ঐ তোমার পিতা-মহমথা ভগবান্ বাসুদেব তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত রহিয়াছেন। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া উঁহার মুখকমল দর্শন কর। বিরাটকুমারী উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপাতিত হইলে কৌরব বনিতারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। তখন উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক কৃতাজলি পুটে ভূমিষ্ট হইয়া বারংবার বাসুদেবকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

বিরাটতনয়া এইরূপ বহুক্ষণ বিলাপ করিলে মহাত্মা বাসুদেব রূপাপরতন্ত্র হইয়া আচমন পূর্বক সেই দ্রোণপুত্রনিষ্কিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রতिसংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তরাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসে!

আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিও না। আমি যাণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এই দেখ আমি সর্বসমক্ষে তোমার পুত্রকে পুনর্জীবিত করিতেছি। ভগবান্ বাসুদেব উত্তরাকে এই কথা কহিয়া সর্বসমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন যে “আমি কদাপি যুদ্ধ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হই নাই; মত্যা ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমি ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি সতত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি; প্রিয়স্বহৃৎ অর্জুনের সহিত আমার কদাপি বিরোধ হয় নাই এবং আমি ধর্ম্মানুসারে কংশ ও কেশীকে নিপাত্তিত করিয়াছি; অতএব আমার সেই সমুদায় পুণ্যবলে এই অভিমন্ত্যুর যুতপুত্র অচিরাৎ জীবন লাভ করুক।” মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র সেই উত্তরা-গর্ভ সম্ভূত বালক সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সপ্ততম অধ্যায়।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি-সংহার পূর্ব্বক অভিমন্ত্যুরনয়ের জীবন দান করিলে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং সেই বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য ব্রাহ্মসমগণ অচিরাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে বাসুদেবের প্রতি বারংবার সাধুবাদ হইতে লাগিল। ঐ সময় উত্তরাগর্ভসম্ভূত বালককে হস্তপদ সঞ্চা-

লনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া কুরুকামিনী-গণের আফ্লাদের আর পরিণীমা রহিল না। তখন তাঁহারা বাসুদেবের আদেশানু-সারে ব্রাহ্মসমগণ দ্বারা স্থিতিচর্চন করাই-লেন। জলনিগম ব্যক্তি নৌকা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আফ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং কৌরব পত্নী-গণ মহাআনন্দিত হইয়া বারংবার কেশবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মল্ল, নট, দৈবজ্ঞ এবং সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্থিতিপাঠকগণ কুরুবংশসমুচিত স্থিতিবাদ দ্বারা জনার্দনকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর উত্তরা যথাকালে উত্থিত হইয়া পুত্রের সহিত মহা আফ্লাদে বাসুদেবকে অভিবাদন করিলেন। তখন মহাত্মা কৃষ্ণ ও অচ্যুত রুক্ষিবংশীয়গণ প্রফুল্লচিত্তে সেই স্বকুমার নবকুমারকে বিবিধ মহামূল্য রত্ন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, যখন কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহার নাম পরিক্ষিত হউক। অনন্তর সেই বালক শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদদর্শনে হস্তিনানগরস্থ সমুদায় লোকেরই মনঃ আফ্লাদে পরিপূর্ণ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পিতা জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার এক মাস পরে পাণ্ডবগণ সেই অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রুক্ষিবংশীয় মহাত্মারা, পাণ্ডবগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহা-দিগের প্রত্যাগমনার্থ নগর হইতে বহির্গত

হইলেন । বিবিধমালা, বিচিত্র পতাকা ও নানা প্রকার ধ্বজ দ্বারা হস্তিনানগর সমলঙ্কৃত হইল এবং ধনাঢ্য পুরবাসীরা স্ব স্ব গৃহ সমুদায় বিবিধ গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন । ঐ সময় মহাত্মা বিহুর পাণ্ডবদিগের হিত-সাধনार्থ সমুদায় দেবালয়ে পূজা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন । রাজমার্গ সমুদায় বিবিধ বিচিত্র পুষ্প দ্বারা সমলঙ্কৃত হইল । নগরের চতুর্দিক সমুদ্রনির্ঘোষের শ্রায় ঘোরতর কোলাহল হইতে লাগিল । বান্দিগণ স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিল । চতুর্দিকে গায়কগণ সঙ্গীত ও নর্তকগণ নৃত্য করিতে ঐ নগর অলকাপুরীর শ্রায় শোভমান হইল এবং ইতস্ততঃ পতাকা সমুদায় পবনবেগে পরিচালিত হইয়া যেন কোরবগণকে দিক্ দর্শন করাইতে লাগিল । ঐ সময় রাজ-পুরুষগণ রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজি সমুদায় রাজ্য রত্নভরণে বিভূষিত হইবে ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর শত্রুতাপন বাহুদেব অশ্রান্ত রুক্ষিৎবংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের নিকট সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডুনয়গণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় সৈন্যগণের পদশব্দ ও রথচক্রের ঘর্ঘরানির্ঘোষে ভূমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ও নভো-মণ্ডল এক কালে সমাচ্ছন্ন হইল । পাণ্ডবগণ

এইরূপে মহা আশ্লাদে সেই ধনরাশি লইয়া অমাত্য ও সূত্রদ্বয়ের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সর্বা প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্বক তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া পরিশেষে গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন এবং বিহুর ও যুয়ৎসুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন । অনন্তর অভিমন্যুতনয়ের অদ্বুত জন্মরত্নান্ত তাঁহাদিগের বর্ণগোচর হইল । তখন তাঁহারা বাহুদেবের সেই অলৌকিক আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারং-বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে সত্যবতীপুত্র মহর্ষি বেদব্যাস হস্তিনানগরে সমুপস্থিত হইলেন । তখন কোরবগণ ও রুক্ষিৎবংশীয় মহাত্মারা যথানিয়মে পাত্ৰ অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার প্রমাদবলে যে অর্থরাশি আহরণ করিয়াছি, উহা অশ্বমেধযজ্ঞ পর্য্যবসিত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে । এক্ষণে আপনি ঐ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন । আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা বাহুদেবের একান্ত অধীন ।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্ ! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরাৎ প্রকৃতদক্ষিণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর । অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া পাকে ; অতএব তুমি

ঐ যন্ত্র সমাধান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইবে।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠানে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, কেশব! তুমি জন্মগ্রহণ করাতে দেবকী স্তম্ভানজননী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি তোমাকে যে বিষয়ে অনুমতি করি, তুমি তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। আমি তোমার প্রভাবেই এই রাজ্যাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছি। তুমিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি আমাদের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি এবং তুমিই সমুদায় জীবের একমাত্র গতি। এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ধর্মাত্মা ধর্মানন্দন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি নিতান্ত সং-স্বভাবাপন্ন ও বিনয়ী বলিয়াই আমাকে প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে আপনিই সর্বভূতের একমাত্র গতি। আপনি ধর্মপ্রভাবে কোরবদিগের মধ্যে বিরাজিত হইয়াছেন। আপনার অশেষবিধ গুণদ্বারাই আমি গুণবান্ হইয়াছি। আপনি আমাদের রাজা ও গুরু। এক্ষণে আপনিই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আপনার যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, আমাকে নিয়োগ করুন।

আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আপনি আমাকে যে কার্যে নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই নির্বাহ করিব। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই ভীম-সেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাদিগের সকলেরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা হইবে।

দ্বিগুণতম অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রকৃতকালবিশেষনা করিয়া আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করুন। আমার যজ্ঞ আপনারই আয়ত্ত।

বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! যে সময়ে যে কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পৈল, যাজ্ঞবল্ক্য ও আমি, আমরা তিন জনে নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় আহরণ এবং অশ্বাবিহীনশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। ঐ অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সমাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশাক্তের জ্যোতি বিস্তার করিয়া প্রত্যাগমন করিব।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশানুসারে সমুদায় কার্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞীয় সামগ্রী সমাহৃত হইলে, তিনি বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্বক

কহিলেন, ভগবন্ ! যজ্ঞীয় উপকরণ সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহর্ষি কহিলেন, আমরাও যথাকালে তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে ঐ যজ্ঞে কূর্চ্চ প্রভৃতি আর আর যে সমুদায় দেবোৎপাদ্য আবশ্যিক হইবে তুমি তৎসমুদায় স্বর্ণ দ্বারা নিষ্কাশ্য কর। অতঃপর তোমাকে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অগ্নি উন্মুক্ত করিতে হইবে। ঐ অগ্নি যেন সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ মেই অগ্নিকে কি রূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং তুরঙ্গম পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে আপান তদ্বিষয়ে আদেশ করুন।

ধন্যরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! ভীমসেনের কনিষ্ঠ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, আজানুলম্বিতবাহু অভিমুখ্য পিতা নিবাতকবচাশ্রুক মহাবীর অর্জুনই ঐ অগ্নিকে রক্ষা করিবেন। তিনি অনায়াসে সমাগরা পৃথিবী পরাজয় করিতে পারেন। তাহার নিকট দিব্য অস্ত্রশস্ত্র দিব্য শরাসন ও দিব্য তুণীর বিद्यমান আছে। তিনি ধার্মিক ও সর্বশাস্ত্রপারদর্শী; অতএব তাহারই উপর এই গুরুতর ভার সমর্পণ করা কর্তব্য। ভীমসেন ও নকুল ইহারাও পরম তেজস্বী ও অগিত-পরাক্রমশালী; অতএব ঐ বীরদ্বয় রাজ্য প্রতিপালন করুন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হউন। মহারাজ কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতা ! তুমি এই যজ্ঞীয় অগ্নির প্রতিপালনে নিযুক্ত হও। তুমি ভিন্ন আর কেহই এই অগ্নিরক্ষায় সমর্থ নহে। যে যে ভূপতি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, তুমি সাধ্যানুসারে তাহাদিগের সহিত বিবাদ না করিবার চেষ্টা এবং তাহাদের নিকট আমার এই যজ্ঞের বিষয় কীর্তন করিও। অতঃপর তুমি নিদিষ্ট সময়ে অগ্নি লইয়া আগমন কর।

রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্বক ভীমসেন ও নকুলের প্রতি রাজ্যভার এবং সহদেবের প্রতি কুটুম্বাদিগের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততম অধ্যায়।

অনন্তর দীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, পুরোহিতগণ ধন্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্নিযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিকৃগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ধন্যরাজ স্বর্ণমাল্য কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌর্যবস্ত্র ধারণ করাতে তাহাকে যজ্ঞদীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার ঋত্বিকৃগণ ও মহাবীর অর্জুনও তাহার তুণ্য বেশ ভূষা ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহারাজ বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অগ্নি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

তখন অর্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্ভূত হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, অশ্ব ! তোমার মঙ্গলনাথ হউক, তুমি এক্ষণে নির্নিব্বলে গমন কর ; অচিরে এইস্থানে প্রত্যাগমন করিও । মহাবীর ধনঞ্জয় এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাফ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় হস্তিনানগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ও অর্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল । তাহাদিগের গাত্র সম্মুখে দারুণ উত্তাপ সমুৎপন্ন এবং কোলাহলে দিগ্ভাঙল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । ঐ সময় উহার। “ঐ অশ্ব গমন করিতেছে, ঐ ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন ; মহাবীর অর্জুন ঘোটকের সহিত নির্নিব্বলে গমন ও প্রত্যাগমন করুন” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । কেহ কেহ কহিল, অত্যন্ত জনতা হওয়াতে আমরা অর্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না ; উহার সর্বলোকবিস্ত্রুত ভীগিনিদাদ গাণ্ডীব শরাসনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে । পশ্চিমধ্যে উহার ও ঐ অশ্বের যেন কোন নিপদ না হয় । উনি নিশ্চয়ই অশ্ব লইয়া নির্নিব্বলে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা উহাকে দর্শন করিব’।

উদারবুদ্ধি মহাবীর ধনঞ্জয় পুরবাসী স্ত্রী পুরুষদিগের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ।

যাজ্ঞবল্ক্যের একটী বেদপারদর্শী শিষ্য ধনঞ্জয়ের শান্তিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অন্যান্য বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়া অসংখ্য রাজ্য বিমদিত করিতে করিতে পূর্বদিকে গমন করিল । মহাক্ষা অর্জুন ও ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় যে কত শত নরপতি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই । পূর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কিরাত, যবন, ব্লেচ্ছ ও আর্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় ধনুর্ধর পরাজিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সকলেই অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে নানাদেশসমাগত নরপতিদিগের সহিত অর্জুনের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সমুদায় যুদ্ধে কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করেন নাই । অতঃপর যে যে যুদ্ধ উভয়পক্ষের সম্ভাপকর হইয়াছিল, সেই ঘোরতর সংগ্রাম সমুদায়ের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

পূর্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ত্রিগর্ত্তদেশীয় যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগের মহারথ পুত্রপৌত্রগণ আপনাদিগের অধিকারমধ্যে পাণ্ডবগণের যজ্ঞীয় অশ্ব সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র

সকলে স্তম্ভজিত হইয়া ঐ অশ্বকে পরি-
বেষ্টন পূর্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করি-
লেন । মহাবীর অর্জুন তাঁহাদিগের অভি-
প্রায় অসমত হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহা-
দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু
তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ
করিয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় যখন যজ্ঞীয়
অশ্বের সহিত হস্তিনানগর হইতে বহির্গত
হন, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভূপতিগণের পুত্র-
পৌত্রাদিকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিয়া-
ছিলেন । এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য
স্মরণ হওয়াতে অর্জুন ত্রিগর্তদিগের শরবৃষ্টি
মহু করিয়া হস্তগ্রন্থে তাঁহাদিগকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, হে অশ্বারোহণ ত্রিগর্তগণ !
তোমরা নিরস্ত হও ; প্রাণ রক্ষা করাই
তোমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প ; মহাবীর অর্জুন
এইরূপে বারংবার নিবারণ করিলেও ত্রিগর্ত-
গণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না । তখন
অর্জুন শরজাল দ্বারা ত্রিগর্তদিগের সূর্য্য-
বর্ষাকে পরাস্ত করিয়া হস্ত্য করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর ত্রিগর্তগণ রথচক্রের ঘর্ঘর-
ঘোমে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া ধন-
ঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন । সূর্য্যবর্ষাও
স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক অর্জুনের
প্রতি একশত শর নিক্ষেপ করিলেন । ঐ
সময় সূর্য্যবর্ষার অনুচরগণ অর্জুনের বিনাশ
কামনায় তাঁহার প্রতি অনবরত শরজাল
বর্ষণ করিতে লাগিল । তখন মহাবীর ধন-
ঞ্জয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সেই

সমুদায় শর ছেদনপূর্বক তাহাদিগকে
ভূতলে নিপতিত করিলেন । অনন্তর সূর্য্য-
বর্ষার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর কেতুধর্ম্মা
ভ্রাতার সাহায্যার্থ অর্জুনের সহিত সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইলেন । মহারথ ধনঞ্জয় কেতু-
ধর্ম্মাকে সমাগত দেখিয়া শরনিকর দ্বারা
তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন ।

মহাবীর কেতুধর্ম্মা পার্শ্বগরে নিতান্ত
ব্যথিত হইলে মহারথ ধৃতবর্ষা রথারূঢ় হইয়া
সংগ্রামে প্রবেশ পূর্বক শরজাল দ্বারা
অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । তখন মহাত্মা
অর্জুন ঐ বালকের অসামান্য হস্ত লাঘব
দর্শন করিয়া পরম পরিভ্রুত হইলেন । ঐ
সময় ধৃতবর্ষা যে কোন্ সময়ে শরগ্রহণ,
কোন্ সময়ে শর সন্ধান ও কোন্ সময়ে শর
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্জুন তাহার
কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না । তখন
তিনি মনে মনে ধৃতবর্ষার ভূয়সী প্রশংসা
করিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-
লেন ; কিন্তু তাঁহাকে নিতান্ত বালক
দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার
করিলেন না । অনন্তর মহাবীর ধৃতবর্ষা
অর্জুনের হস্তে এক স্তম্ভীকৃত শরনিক্ষেপ
করিলেন । অর্জুন ঐ শরে বিদ্ধ হস্ত ও
বিমোহিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে
গাণ্ডীব শরাসন ভূতলে নিপতিত হইয়া ইস্র
চাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । তদ-
র্শনে মহাবীর ধৃতবর্ষা আহুল দে উন্মত্ত হইয়া
উচ্চৈঃস্বরে হস্ত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ।
তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত
হইতে রুধির মার্জ্জন ও পুনরায় সেই

শরাসন গ্রহণ পূর্বক, অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সংগ্রামদর্শক লোক সমুদায় তদর্শনে ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় ত্রিগর্তদেশীয় অশ্বাশ্ব বীরগণ অর্জুনকে কালান্তক মমের ন্যায় অবলোকন করিয়া ধৃতবশ্মার সাহায্যার্থ ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিল । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রচূড়ায় লৌহনির্মিত শরনিকর দ্বারা তাহা দিগের মধ্যে অষ্টাদশ যোদ্ধাকে নিহত করিলেন । ঐ অষ্টাদশ যোদ্ধা নিহত হইলে অশ্বাশ্ব যোদগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সংগ্রাম হইতে নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । মহাবীর অর্জুন তাহাদিগকে পরাজুগ হইতে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগের প্রতি আশীর্বাদচূড়ায় শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ ত্রিগর্তগণ অর্জুন-শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভয়ানক হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! আজি আমরা আপনার কিঙ্কর হইলাম । এক্ষণে আপনি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব । ত্রিগর্ত দেশীয় বীরগণ এইরূপে বিনয় প্রকাশ করিলে মহাবীর অর্জুন তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ ! তোমরা যখন আমার বশীভূত হইলে, তখন আমি কখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিব না । অতঃপর আমাদের আজ্ঞামুসারে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে । এই বলিয়া পাণ্ডুনন্দন সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

অনন্তর সেই যক্ষীয় অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে সমুপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল । তখন ভগদত্তপুত্র মহাবীর বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে স্বীয় অধিকার মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে গ্রহণ পূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । মহাবীর অর্জুন সেই ব্যাপার দর্শনে অচিরাতঃ গাণ্ডীব আশ্বালন পূর্বক শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিলেন । তখন মহারাজ বজ্রদত্ত সেই যক্ষীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে অর্জুনের প্রতি দাবমান হইলেন, কিন্তু ঐরূপে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার মাতঙ্গ হইল না । তখন তিনি পুনর্বার নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক বশ্মধারণ ও এক মন্ত্রমাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন । তাঁহার অগ্নচরগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ ও তাঁহার চতুর্দিকে শ্বেত চামর বীজন করিতে করিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিতে লাগিল । মহাবীর বজ্রদত্ত এইরূপে মহারথ অর্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই পর্বতাকার যুদ্ধচূড়াদ মন্ত্রমাতঙ্গকে তাঁহার অভিমুখে সঞ্চা-রিত করিলেন । গজরাজ বজ্রদত্তের অশ্বশা-ঘাতে নিপীড়িত হইয়া ক্রতবেগে অর্জুনের সমীপে দাবমান হইল । মহাবীর ধনঞ্জয় সেই নাগেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া

কোপাবিষ্টচিত্তে ভূতলে অবস্থান পূর্বক বজ্রদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন মহারাজ বজ্রদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনলতুল্য অসংখ্য তোমর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তোমর সমুদায় শলভসমূহের ন্যায় মহাবেগে অর্জুনাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবনির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তোমরসমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত অর্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য স্বর্ণপুন্ড্রা শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজাঃ বজ্রদত্ত সেই শরনিকরে বিদ্ধ ও নিতান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময় তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। তখন তিনি পুনরায় সেই মত্তমাতঙ্গে আরুঢ় হইয়া বিজয় লাভের বাসনায় তাহাকে অর্জুনাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মাতঙ্গের প্রতি আশীবিষসদৃশ ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। গজবর সেই সব্যস্যাচিনিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ পূর্বক গৈরিকপাতুধারাবর্ষী ভূধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

এইরূপে তিন দিন বজ্রদত্তের সহিত ধনঞ্জয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদত্ত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন! আর অধিকক্ষণ তোমাকে জীবিত থাকিতে হইবে না; আগি অবিলম্বেই তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার শোণিত দ্বারা পিতার যথাবিধি তূর্ণন ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদত্তকে সংহার করিয়াছ, কিন্তু আজি এই বালকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া বজ্রদত্ত ক্রোধান্বিতচিত্তে অর্জুনের অভিমুখে হস্তিসঞ্চালন করিলেন। গজবর বজ্রদত্তের অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া দূর হইতে অর্জুনের উপর মদবারি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডাগ্রবিনির্গত সলিলে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘনির্মুক্ত সলিলশীকরে সমাকীর্ণ নীলপর্কতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পর্বতাকার গজরাজ মেঘের ন্যায় বারংবার গভীর শব্দ ও নৃত্য করিতে করিতে মহারথ অর্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইল। গাণ্ডীবধারী মহাবীর ধনঞ্জয় বজ্রদত্তের ভীষণ হস্তীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্রা শঙ্কিত হইলেন না। ঐ সময় পূর্ববৈর স্মরণ ও কার্য্যে ব্যাঘাত দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধের উদয়

হওয়াতে, তিনি বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ বারণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মত্তমাতঙ্গ অর্জুনের শরনিকরে সর্বিগাত্রে বিদ্ধ হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর আয় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই মাতঙ্গ অর্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিস্ফুটিতে অর্জুনের প্রতি অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জুনও সুশাণিত শরজাল বর্ষণ পূর্বক তাঁহার বাণ সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সেই নীরব্বয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর বজ্রদত্ত ক্রোধাবিস্ফুট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জুনের প্রতি সেই পর্ব্বতোপম হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় ঐ নাগেন্দ্রকে পুনরায় সমীপে সমাধিত হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি এক অগ্নি-তুল্য নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন গজরাজ সেই অর্জুননির্গমিত নারাচের আঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া বজ্রবিদারিত অচলের আয় ভূতলে নিপতিত হইল।

হস্তী ভূতলশায়ী হইলে মহাবীর বজ্রদত্তও তাহার সহিত ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বজ্রদত্ত! তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার আগমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কহিয়াছিলেন, “ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে ভূপতিগণ বা যোদ্ধাদিগকে নিপাতিত না

করিয়া বিনয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে কঠিবে মহাশয়গণ। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিবেন।” হে ভগদত্তকুমার! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিব না। তুমি নির্ভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্বিঘ্নে গৃহে গমন কর। আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। তোমাকে ঐ দিবস হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহারাজ বজ্রদত্ত তথাস্ত বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অতঃপর হতাবশিষ্ট সিন্ধু দেশীয় যোগগণের সহিত অর্জুনের যেক্রপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞীয় অশ্ব সিন্ধু দেশে প্রাবিষ্ট হইলে মহাবীর অর্জুন ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন সিন্ধুদেশীয় ভূপালগণ অর্জুনকে আপনাদিগের অধিকার মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে নির্ভয়চিত্তে নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে গম্বরক্ষক মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের অবিদূরে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রথারূঢ় সৈন্যব-

গগন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের নিধন ও আপনাদিগের পরাজয় বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক জিগীষু হইয়া, তাঁহার চতুর্দিক বেটন করিয়া স্ব স্ব নাম গোত্র ও কার্য্য সমুদায় কীৰ্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় তৎকালে তাঁহাদের উপর একটীও শর নিক্ষেপ করিলেন না। অর্জুন এইরূপে যুদ্ধে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেও সৈন্যবর্গের রণে ক্ষান্ত হইলেন না ; প্রত্যুত এককালে মহত্স রথ ও অযুত অশ্বদ্বারা পাণ্ডুবনয়কে পারিবেটনপূর্বক মহাফ্লাদে তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এই বীরগণের শর নিক্ষেপে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘপারিত সূর্য্য ও পঞ্জরমধ্যগত পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই সময় তাঁহার গাত্রে অসংখ্য বাণবিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কন্ঠের পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জুন এইরূপে বাণ বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ত্রিণোক মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইল। দিবা কর প্রভাশূন্য হইলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রি, এককালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই গ্রাস করিল। উজ্জ্বলসমুদায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সূর্য্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কৈলাস পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল। মণ্ডুর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দুঃখশোকসমম্বিত ও ভীত হইয়া দার্বানিস্থাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডল আকাশ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিব্ সমুদায় ধূমাচ্ছন্ন

হইয়া বিপন্ন ভাব ধারণ করিল এবং নভোগুল অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ-সম্মিলিত অরণ বর্ণ মেঘজাল উদ্ভিত হইয়া মাংস ও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলে মহাত্মা অর্জুন নিতান্ত মোহাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব শরাসন ও বলয় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদর্শনে সিদ্ধুদেশীয় মহারথগণ যাহার পর নাই আফ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ অর্জুনকে নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও মণ্ডুর্ষিগণ তাঁহার বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ অর্জুনের বলাধানবিষয়ে যত্নবান হইলে অচিরে তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সেই গাণ্ডীব দনুঃ গ্রন্থ ও আকর্ষণ পূর্বক বারংবার ভীষণ জ্যাশব্দ করিয়া, পুরন্দর যোগন বারি বর্ষণ করেন, তদ্রূপ সিদ্ধুদেশীয় বীরগণের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সেই অর্জুননিষ্কপ্ত শরানিক্ষেপে সমাচ্ছন্ন হইয়া শলভনিচয়সমাকীর্ণ পাদপ-সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অচিরে তাঁহার জ্যাশব্দে নিতান্ত ভীত ও শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রু পরি-ত্যাগ পূর্বক শোকাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন শরানিক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপী-

ড়িত করিয়া সংগ্রাম মণ্ডে অলাতচক্ষের
ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ
সময় তাঁহার শরনিকরে দিক্ সমুদায়
সম্মাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি শরজাল দ্বারা
সেই মেঘজালসদৃশ সৈন্য সমুদায়কে বিদা-
রণ পূর্বক শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় শোভা
ধারণ করিলেন।

অষ্টমপুতিতম অধ্যায়।

গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জুন এইরূপে
সিদ্ধুদেশীয় যোধগণকে পরাজিত করিয়া
সংগ্রাম স্থলে হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে
অবস্থিত হইলে সৈন্ধবগণ পুনর্বার সুসজ্জিত
ও ক্রোধাবিস্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ
করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা অর্জুন তাহাদিগকে পুন-
র্বীর সুসজ্জিত ও মৃত্যুমুখে গমনোচ্চত
দেখিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা যথা-
শক্তি যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজয় করিতে
চেষ্টা কর। এক্ষণে তোমাদিগের মহা ভয়
উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি তোমাদের
শরজাল নিবারণ করিয়া তোমাদিগের সহিত
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। তোমরা অনন্তমনে
আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি অবিলম্বেই
তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিব। মহাবীর ধন-
ঞ্জয় ক্রোধভরে সৈন্ধবগণকে এই কথা
কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,
আগমন সময়ে মহাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে
কহিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি বিজিগীষু
ক্ষত্রিয়গণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে

পরাজিত করিবে। এক্ষণে তাঁহার সেই
প্রাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।
অতএব আমি এই সমুদায় ক্ষত্রিয়দিগকে
বিনষ্ট না করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন
করি।

ধর্মপরায়াণ ধজনয় মনে মনে এইরূপ
চিন্তা করিয়া সিদ্ধুদেশীয় যুদ্ধদুঃখদ বীর-
গণকে পুনরায় সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
হে যোধগণ। আমি তোমাদিগের শ্রোয়ো-
বিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতোছি যে, তোমা-
দিগের মধ্যে যে কেহ আমার নিকট পরা-
জয় স্বীকার করিবে, আমি কদাচ তাহার
হিংসা করিব না। অতএব তোমরা আমার
বাক্যানুসারে তোমাদিগকে হিতসামনে
প্রবৃত্ত হও, নতুবা তোমাদিগকে যার পর
নাই ভীত ও বিপন্ন হইতে হইবে।

মহাবীর অর্জুন এই কথা কহিলে,
সিদ্ধুদেশীয় বীরগণ ক্রোধাবিস্ট হইয়া যুদ্ধার্থ
প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর অর্জুন তদর্শনে
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহিত
সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন
পরাক্রান্ত সৈন্ধবগণ তাঁহার প্রতি অসংখ্য
নতপর্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
মহাবীর অর্জুনও নিশিত শরনিকর দ্বারা
সেই সমুদায় আশীবিষতুল্য তীক্ষ্ণ বাণ অর্ধ-
পথে ছেদন করিয়া প্রত্যেক বীরকে শর-
নিকরে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন।
তখন সিদ্ধুদেশীয় বীরগণ সিদ্ধুরাজ জয়-
দ্রথের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক ক্রোধাক্ত
হইয়া অর্জুনের প্রতি অসংখ্য প্রাস ও শক্তি
পরিভ্রমণ করিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় ঐ

সমুদায় অস্ত্র অর্জুনে ছেদন করিয়া সিংহ-
নাদ পরিত্যাগ পূর্বক নতপর্শ ভল্লাঙ্গ দ্বারা
সেই বিজয়াজ্ঞী সমাগত নীরগণের সমুদায়
ছেদন করিতে লাগিলেন । তখন কেহ কেহ
পলায়নপরায়ণ, কেহ কেহ পুনরায় অর্জু-
নের প্রতি সাধমান ও কেহ কেহ যুদ্ধে
নিরস্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে
সংগ্রাম স্থলে পরিবর্তিত সাগরের শব্দের
আয় তুমুল কোলাহল সমুখিত হইতে
লাগিল । সিন্ধুদেশীয় বীরগণ মহাবল পরা-
ক্রান্ত অর্জুন কর্তৃক এইরূপে নিপীড়িত
হইয়াও উৎসাহসহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ
করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবীর
অর্জুন তদর্শনে নতপর্শ শরনিকর দ্বারা
তঁাদেব অনেককে সংস্রাশ্রুত এবং সৈন্য
ও বাহন সমুদায়কে নিতান্ত নিপীড়িত
করিলেন ।

এইরূপে সৈন্যবল যাহার পর নাই
চূর্ণশাশ্রু হইলে ধৃতরাষ্ট্রহৃদিতা দুঃশলা
সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বালক পৌত্রকে
কোড়ে লইয়া রথারোহণ পূর্বক যোদগণের
শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আভ্যন্তরে রোদন
করিতে করিতে অর্জুনের নিকট সমুপস্থিত
হইলেন । তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় ভগিনী
দুঃশলাকে সমাগত দেখিয়া গাণ্ডীব পরি-
ত্যাগ পূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, ভদ্রে ! আমাকে তোমার কোন
কার্য সাধন করিতে হইবে, কীর্তন কর ।
মহাত্মা অর্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা
তঁাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ !
তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই বালক পুত্র

তোমাকে অভিষেক করিতেছে । তখন
অর্জুন কহিলেন, ভগিনি ! এক্ষণে আমার
ভাগিনেয় সুরথ কোথায় ?

অর্জুন এই কথা কহিলে, দুঃশলা নিতান্ত
শোকাবুজিত হইয়া তঁাহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, ভ্রাতঃ ! আমার পুত্র সুরথ পিতৃ-
শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ইহলোক
পরিহার করিয়াছে । এক্ষণে আমি তাহার
মৃত্যু বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিশেষ রূপে
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । আমার ভর্তা
সংগ্রামশায়ী হইলে, বৎস সুরথ পিতৃশোকে
নিতান্ত কাতর হইয়াছিল । এক্ষণে তুমি
অশ্রের অনুসরণ ক্রমে যুদ্ধার্থী হইয়া এই
স্থানে সমাগত হইয়াছ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ
করিবামাত্র সে নিতান্ত বিষম ও ক্রুদ্ধ
নিপতিত হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিশি
হইয়াছে । আমি তাহাকে এইরূপে নিহত
দর্শন করিয়া তাহার এই বালকপুত্র সমাভি-
বাহারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়া এই বলিয়া নিতান্ত শোক-
সমুপ্ত হইয়া আভ্যন্তরে রোদন করিতে
আরম্ভ করিলে, অর্জুন লজ্জায় অধোমুখ
হইয়া রহিলেন । তখন দুঃশলা পুনর্বার
তঁাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ !
আজি তুমি কুরুরাজ চর্যোধন ও মন্দবুদ্ধি
জয়দ্রথের দৌরাত্ম্য বিন্যত হইয়া তোমার
এই অভাগিনী ভগিনী, ও ভাগিনেয়পুত্রের
প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর । অভিমুখ হইতে
যে রূপে তোমার পৌত্র পরিত্যক্তের জন্ম
হইয়াছে, তদ্রূপ আমার এই পৌত্র সুরথ
হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । আজি আমি

যোধগণের শান্তি লাভার্থ এই বালকের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম । এই বালক তোমার হতভাগ্য ভাগিনেয়ের পুত্র ; অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হওয়া তোমার নিতান্ত আবশ্যক । এই দেখ, এই বালক নতশির হইয়া তোমাকে অভিবাদন পূর্বক তোমার নিকট শান্তিলাভের প্রার্থনা করিতেছে । এসণে তুমি ইহার পিতামহ নৃশংস নরাধম জয়দ্রথের অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই বান্ধববিহীন অর্জুন বালকের প্রতি প্রসন্ন হও ।

দ্রুপদা করুণস্বরে এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় গাঙ্গারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ পূর্বক ক্ষত্রধর্মের নিন্দা করিয়া শোকা-ক্লান্ত চিত্তে কহিলেন, ক্ষত্রধর্মো দিক্ । আমি ঐ ধর্মের অনুবর্তী হইয়া সমুদায় বক্ষু-বান্ধবকে কালকবলে প্রবেশিত করিলাম । এই বলিয়া তিনি দ্রুপদাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন । তখন মহানুভাবা দ্রুপদা যোধগণকে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অর্জুনকে যথোচিত সংকার করিয়া স্রীয় ভবনে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন ।

এইরূপে মহাবীর অর্জুন সিদ্ধদেবীর বীরগণকে পরাজয় পূর্বক পুনরায় গাণ্ডীব-হস্তে সেই কামচারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যুগের অনুগামী পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবের শোভা পাইতে লাগিলেন । অনন্তর ঐ তুরঙ্গম স্বেচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করিতে করিতে মণিপুরে

সমুপস্থিত হইল, তখন মণীপুর অর্জুন ও তাহার সহিত ঐ স্থানে গমন করিলেন ।

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

মহাত্মা ধনঞ্জয় মণিপুরে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহার পুত্র মহারাজ বজ্রবাহন তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন । তখন ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মণীপুর ধনঞ্জয়, পুত্রকে বিনীতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না ; প্রত্যুত ক্রোধান্বিত চিত্তে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! এরূপ বিনীতভাব আশ্রয় করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে । যখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্ররক্ষায় নিযুক্ত হইয়া, যুদ্ধ কামনায় তোমার অপকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না ? তোমার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ক্ষত্রিয়-ধর্মবাহিনী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । তোমাকে দিক্ ! যখন তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও বিনীতভাবে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন তোমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনামাত্র । তোমাতে কিছুমাত্র পুরুষকার নাই । তুমি জীজাতীর স্ত্রয় নিতান্ত অসার । যদি আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া তোমার অপকারমধ্যে সমুপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার নিকট এইরূপ বিনীতভাবে আগমন করা তোমার পক্ষে দোষাবহ হইত না ।

মহাবীর অর্জুন বক্রবাহনকে এইরূপে তিরস্কার করিলে, তিনি অপোযুগ হইয়া কর্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ঐ সময় নাগকন্যা উলুপী ঐ বৃত্তান্ত পরিচ্ছাত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্বক আগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সপত্নীপুত্র অর্জুন কর্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া অপোযুগে চিন্তা করিতেছেন । তখন নাগনন্দিনী সপত্নীপুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, অচিরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার বিনাতা উলুপী ; তোমাকে এই সময়ের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি । এক্ষণে তুমি আমার বাক্য শ্রবণ ও তদনুরূপ কার্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম ধর্ম লাভে সমর্থ হইবে । তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অপিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, উনি তোমার প্রতি নিতান্ত শ্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই ।

উলুপী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহাবীর বক্রবাহন তাঁহার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অচিরে কাঞ্চনময় বর্ম ও সমুজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া অসংখ্য তুণীরসম্পন্ন, স্বর্ণাঙ্করভূষিত, দ্রুতগামী অশ্চর্যদ্রুতগন্ত, হিরণ্ময়সিংহধ্বজপরিশোভিত বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্বক পিতার অভিগুণে ধাবমান হইয়া অশ্বশিক্ষাবিশারদ অনুচরদিগকে সেই

যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন । অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাপ্রাপ্তিগাত্র সেই তুরঙ্গমকে ধারণ করিল । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শ্রীত মনে সেই রণাক্রম পুত্রের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর বক্রবাহন ও আশীবিমতুল্য নিশিত শরনিকর দ্বারা অর্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । ক্রমে সেই পিতাপুত্রের সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভূমূল হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবীর বক্রবাহন হাশ্মযুগে মহাস্রাব্য কীরীটীর জত্রদেশ লক্ষ্য করিয়া এক আনতপর্দার নিক্ষেপ করিলেন । ঐ বাণ অর্জুনের জত্রদেশে বিদীর্ণ করিয়া পন্নগ যেমন বন্যীকমধ্যে প্রবেশ করে, তক্রপ পাতাল তলে প্রবিষ্ট হইল । তখন মহাবীর অর্জুন সেই শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও যতকল্প হইয়া গাভীর শরাসন অবলম্বন ও দিব্যতেজঃ ধারণ পূর্বক ক্রিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন । তৎপরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বীয় পুত্র বক্রবাহনকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আজি আমি তোমার উপযুক্ত কর্ম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি পরম পরিভূক্ত হইলাম । এক্ষণে আমি তোমার প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতেছি ; তুমি স্থিরভাবে আমার সহিত সংগ্রাম কর । এই বলিয়া ধনঞ্জয় বক্রবাহনের প্রতি অসংখ্য নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর বক্রবাহনও অচিরে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই গাভীর নিষ্পৃক্ত বজ্রতুল্য নারাচনিকর দুই তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাস্রাব্য

ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্য করিয়া নিশিতশরনিকর দ্বারা বক্রবাহনের স্বর্ণময় তালচরুগদা ধ্বজযষ্টি ছেদন করিয়া বৃহৎকায় অশ্বগণের গ্রাণ সংহার করিলেন ।

এইরূপে রথ ধ্বজশূন্য ও অশ্ববিহীন হইলে, মহাবীর বক্রবাহন অচিরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, ভূতলে অবস্থান পূর্বক ক্রোধাবিস্ট চিত্তে অর্জুনের সহিত ঘোর-সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাত্মা ধনঞ্জয়ও পুত্রের সেই অসামারণ পরাক্রম দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত বক্রবাহন পিতাকে সংগ্রামবিমুখ বোধ করিয়া আশীষিতুল্য শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়ন পূর্বক বালমূলভচপলহানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ে এক স্পৃহা নিহিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন । ঐ বাণে অর্জুনের মস্তকভেদ হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয় মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । মহাত্মা বক্রবাহন ইতিপূর্বে বহু পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া অর্জুনের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন । এক্ষণে অর্জুনকে নিহত দর্শন করিবামাত্র তিনিও মোহাবিস্ট হইয়া পরাতলে নিপতিত হইলেন ।

অশীতিতম অধ্যায় ।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ও বক্রবাহন সমরাস্রমে নিপতিত হইলে, বক্রবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সমরভূমিতে প্রবেশ

পূর্বক, বিলাপ করিতে করিতে মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া মগ্নতলে নিপতিত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা-লাভ হইলে তিনি সম্মুখে নাগরাজদ্রুহিতা উলূপীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, উলূপি ! ঐ দেখ, সমরবিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় আমার পুত্র কর্তৃক নিহত হইয়া শরশয্যা শয়ান রহিয়াছেন । তুমিই ঐ মহাবীরের নিধনের মূলীভূত কারণ । তুমি পরামর্শ না দিলে আমার পুত্র কখনই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না । এই ত তুমি পণ্ডিত ! এই তোমার পশ্চাত্তান ! আজি তোমার মিত্রই তোমার স্বামী নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । যাও হউক, যদি ধনঞ্জয় তোমার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তথাপি আমি বিনয় বাক্যে কহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ পূর্বক আজি উঁহার জীবন প্রদান কর । হায় ! পুত্র দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়া তোমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না ! এইরূপ পশ্চাত্তান দ্বারা তুমি ত্রিলোকমধ্যে দারিদ্র্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ । সমরনিহত পুত্রের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না, কিন্তু তুমি ঐ পুত্র দ্বারা যঁাহাকে আজি সমরাস্রমে নিপতিত করিয়াছ, আমি কেবল তাঁহারই নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি ।

শোকাক্তা চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে এই কথা কহিয়া অর্জুনের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ ! তুমি কৌরবনাথ যুদ্ধিরের নিতান্ত প্রিয় ।

এক্ষণে অচিরে গাত্রোত্থান পূর্বক, তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও । এ সময় নিশ্চিত হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন থাকা তোমার উচিত নহে । আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্বকে ত মুক্ত করিয়া দিয়াছি । আমার জীবন তোমারই অধীন । তুমি কত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছ ; এক্ষণে কি নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলে ?

যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনরায় উল্লুপীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! ঐ দেখ আমাদের পতি ধরাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন । তুমি পুত্র দ্বারা উঁহার বিনাশসাধন করিয়াও অনুতাপ করিতেছ না ! আমি এই বালক বক্রবাহনের জীবন প্রার্থনা করিতেছি না ; কেবল লোহিতলোচন ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত হউন, এই আমার প্রার্থনা । উনি বহু সংখ্যক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি উঁহার প্রতি অনাদর করিও না । বহুভাৰ্যা পরিগ্রহ করা পুরুষদিগের দোষাবহ নহে । বিদাতাই পরিণয়কার্যের সংঘটনকর্তা । তাঁহার নিয়মানুসারেই ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে । এক্ষণে তুমি সেই পরিণয় সার্থক কর । আজি যদি তুমি এই পতিকে পুনরুজ্জীবিত না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব । শোকবিহ্বলা চিত্রাঙ্গদা উল্লুপীকে এই কথা কহিয়া বহুতর বিলাপ করিবার পর স্বামীর চরণগ্রহণপূর্বক প্রায়োপবেশনে

প্রাণত্যাগ করিবার মানসে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় নরপতি বক্রবাহনের মৌহ অপনীত হইলে তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্বক স্বীয় জননীকে সমভূমিতে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় ! আজি আমি ধনুর্ধরাগ্রগণ্য সমরবিজয়ী পিতাকে নিহত করিয়া কি দুঃখগ্ন হইয়াছি । এই বীরপুরুষ সমরাস্রমে শয়ন হওয়াতে আমার জননী ইঁহার সহায়তা হইবার মানসে ইঁহার সমীপে শয়ন করিয়াছেন । আজি যখন এই বিপুলবক্ষা মহাবাহু ধনঞ্জয়কে সমরে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জননীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা পাষণময় । যখন এখনও আমার ও আমার মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মৃত্যুকাল উপস্থিত না হইলে কেহই প্রাণত্যাগ করিতে পারে না । আমি যখন পুত্র হইয়া স্বহস্তে পিতার বিনাশসাধন করিলাম, তখন আমাকে দিক্ ! হায় ! আজি কুরুবীর ধনঞ্জয়ের কাঞ্চনময় কবচ ভূতলে নিপতিত হইল । হে ব্রাহ্মণগণ ! ঐ দেখুন, আমার পিতা অর্জুন আজি মৎকর্তৃক নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন রহিয়াছেন । যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্তিকার্যের নিমিত্ত পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার কি শাস্তি করিলেন । যাহা হউক, এক্ষণে এই নৃশংস পিতৃঘাতক দুৰাক্রান্তকে আজি কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণ শীঘ্র তাহার আদেশ করুন । অথবা

একণে এই মৃত পিতার চরণে সংনীত হইয়া
ইতার মস্তক গ্রহণ পূর্বক দ্বাদশবৎসর
পরিভ্রমণ ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রায়-
শ্চিত্ত নাই। হে নাগনন্দিনি উলূপী !
আজি আমি অর্জুনকে সমরে নিহত করিয়া
তোমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছি।
একণে আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ
হইতেছি না। অচিরে পিতৃনির্ম্মিত
পদবীতে পদার্পণ করিব। তুমি আমাকে
গাণ্ডিবধন্যার সহিত কলেবর পরিত্যাগ
করিতে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্য অনুভব
কর।

মহারাজ ! বক্রবাহন এইরূপ অনুতাপ
করিয়া ক্রোধশোকে একান্ত কাতর হইয়া
কহিলেন, হে চরাচর ভূতগণ ! হে ভূজগ-
নন্দিনি ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি
সত্যপ্রতিজ্ঞা পূর্বক কহিতেছি যে, যদি
আজি আমার পিতা ধনঞ্জয় পুনরুজ্জীবিত
না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আজি
এই সমরভূমিতে স্রীয কলেবর শোষণ
করিব। আমি পিতৃঘাতক ; আমার নিকৃতি
কুত্রাপি নাই। আমাকে নিশ্চয়ই এই পিতৃ-
বধনিবন্ধন ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে
হইবে। এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়কে বিনাশ
করিলে এক শত গোদান দ্বারা ঐ পাপ
হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিনাভ করা যায় ; কিন্তু
পিতাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই ঐ পাপ
হইতে মুক্তিনাভের সম্ভাবনা নাই। যখন
আমি অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, পরম ধাণ্ডিক পিতা
ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়াছি, তখন কখনই
আমার নিকৃতি লাভ হইবে না।

মহাত্মা বক্রবাহন এই কথা কহিয়া
পিতার শোকে একান্ত কাতর হইয়া আচমন
পূর্বক মাতার সহিত প্রায়োপবেশন করি-
লেন। তখন নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁহাকে
নিতান্ত কাতর ও প্রায়োপবেশিত দেখিয়া
নাগলোকস্থিত মঞ্জীবনমণি চিন্তা করি-
লেন। উলূপী চিন্তা করিবামাত্র ঐ মণি
তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী
উহা গ্রহণ পূর্বক মৈনিকদিগের সমক্ষে
বক্রবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
বৎস ! শোক পরিত্যাগ পূর্বক গাত্রোত্থান
কর। অর্জুনকে পরাজয় করা তোমার
সাম্যায়ত্ত নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উঁহাকে
পরাজয় করিতে পারেন না। তোমার
পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়া
বিস্তার করিয়াছি। শত্রুতাপন ধনঞ্জয়
রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার
নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছিলেন ;
এই নিমিত্ত আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ
করিয়াছিলাম। বৎস ! তুমি এই বিষয়ে
অণুমাত্র পাপের আশঙ্কা করিও না।
মহাত্মা ধনঞ্জয় শাস্ত্রত পুরাতন ধাষি ; রণস্থলে
ইন্দ্রও উঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ
নহেন। আমি এই দিব্যমণি সমাণীত
করিয়াছি। এই মণি প্রভাবেই মৃত
পন্নগেন্দ্রগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া থাকেন।
তুমি এই মণি গ্রহণ পূর্বক তোমার পিতার
বক্ষস্থলে স্থাপন কর ; তাহা হইলেই
উঁহাকে পুনরুজ্জীবিত দর্শন করিবে।

উলূপী এই কথা কহিলে, অমিতপরাক্রম
মহারাজ বক্রবাহন মহা আশ্চর্য্যে ধনঞ্জয়ের

বক্ষঃস্থলে সেই দিব্যমণি সংস্থাপিত করিলেন। মণি বিন্যস্ত হইবামাত্র মহাবীর অর্জুন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুপ্তোখিতের আয় নয়মদ্বয় পরিসার্জিত করিতে করিতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা বক্রবাহন পিতাকে উত্থিত অবলোকন করিয়া ভক্তিতাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পরশ্মি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘগন্তীরনিঃস্নন চন্দ্রুভি সকল তাড়িত না হইয়াও শব্দায়মান হইয়া উঠিল এবং সাধুশব্দে আকাশমণ্ডল পারিপূর্ণ হইল।

তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় বক্রবাহনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকাস্রাণ করিলেন। অনন্তর শোককুশা চিত্রাঙ্গদা এবং পদ্মগনন্দিনী উলূপী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র বক্রবাহনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আজি আমি সমরভূমিস্থ সমুদয় লোককে হর্ষ, শোক ও বিষয়াস্থিত দেখিতেছি কেন ? আর তোমার জননী চিত্রাঙ্গদা ও নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীই বা কি নিমিত্ত এই সমরভূমিতে সমাগত হইয়াছেন ? আমি এই মাত্র অবগত আছি যে, তুমি আমার আদেশানুসারে এই স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু কামিনীগণের এ স্থলে আগমন করিবার প্রয়োজন কি ? ইহা আমি অবগত নহি। অতএব তুমি আমার নিকট উহার কারণ ব্যক্ত করিও বল। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা বক্রবাহন তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, পিতৃ ! আপনি জননী উলূপীকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নাগকন্যা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কি নিমিত্ত এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছ, আর বক্রবাহনজননী চিত্রাঙ্গদাই বা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তুমি কি আমার অথবা বৎস বক্রবাহনের মঙ্গল কামনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ ? আমি বা আমার পুত্র বক্রবাহন আমরা কেহ ত অজ্ঞানবশতঃ তোমার কোন অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করি নাই ? তোমার সপত্নী রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছেন ?

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, নাগেন্দ্র-দুহিতা উলূপী হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নাথ ! আপনি আমার কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন এবং বৎস বক্রবাহন ও উহার জননী চিত্রাঙ্গদাও আমার কোন অপরাধ করেন নাই। প্রিয়সখী চিত্রাঙ্গদা সর্বদা আমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্বক আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পরামর্শানুসারে বক্রবাহন আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি আপনার

তিতসাপনমার্গই বক্রবাহনকে সমরে প্রবর্তিত করিয়াছিলাম। আপনি ভারতযুদ্ধে অশ্ব-পথ অবলম্বনপূর্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বক্রবাহনের চেষ্টে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনি শিখণ্ডীর সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা শান্তনুতনয়কে সংহার পূর্বক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; যদি ঐ পাপের শাস্তি না হইতে হইতেই আপনার প্রাণ নিয়োগ হইত, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতেন। এক্ষণে আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ বিনষ্ট হইল। অতঃপর আর আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে না। পূর্বে ভগবতী ভাগীরথী ও বসুগণ আপনার পাপশাস্তির এই উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্ম সংগ্রামশায়ী হইলে সমুদায় দেবতা ও বসুগণ গঙ্গাতীরে ক্রন্দন ও স্নান করিয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধে বিঘ্নিত হইলে মধ্যশাচী অর্জুন অন্য ব্যক্তিকে সহায় করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আজি আমরা উহাকে শাপ প্রদান করি। বসুগণ এই কথা কহিলে, ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম; বসুগণ আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া ব্যপিতচিত্তে পিতৃভবনে

প্রবেশ পূর্বক পিতার নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। পিতা আমার মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্র নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বসুদিগের নিকট গমন পূর্বক বারংবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বসুগণ ভাগীরথীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাগরাজ! অর্জুনের পুত্র মণি-পুরাধিপতি বক্রবাহন তাঁহাকে সংগ্রামস্থলে শরনিকরে নিপাতিত করিলেই তাঁহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। বসুগণ এই কথা কহিলে, আমার পিতা তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে শ্রীত হইয়া স্রীয় ভবনে আগমন পূর্বক আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিলেন। আমি সেট নিমিত্তই এক্ষণে বক্রবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম। বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আপনি ঐ শাপ হইতে বিমুক্ত না হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে নরকভোগ করিতে হইত। এক্ষণে আপনি বক্রবাহনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। পুত্র আত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আপনি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলেন।

নাগনন্দিনী উলুপী এই কথা কহিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় শ্রীত মনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, শ্রীয়ে! তুমি এইরূপ

কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মহোপ-
কার করিয়াছ । এই বলিয়া তিনি উলুগী
ও চিত্রাঙ্গদার সমক্ষে গণিপুরাধিপতি বক্র-
বাহনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস !
মহাশয় যুগিষ্ঠির আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন । ঐ দিনস
তুমি তোমার মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা
উলুগীকে লইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে
হস্তিনায় গমন করিও ।

তখন মহাশয় বক্রবাহন অশ্রুপূর্ণনয়নে
অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ !
আমি আপনাদের আজ্ঞানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে
সমুপস্থিত হইয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশন
কার্যে নিযুক্ত হইব । এক্ষণে আপনি অনু-
গ্রহ পূর্বক আমার মাতা ও বিমাতার সহিত
আপনাদের এই গণিপুত্রের ভবনে প্রবেশ
পূর্বক আজিকার রাত্রি অতিবাহিত করুন ।
কল্য প্রাতে অশ্বের অনুসরণ করিবেন ।

মহাশয় বক্রবাহন এই কথা কহিলে,
মহাবীর অর্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমাকে যেক্রপ
নিয়ম পালন করিতে চাইতেছে, তাহা
তোমার অনির্দিষ্ট নাই । আমার এই যজ্ঞীয়
অশ্ব ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করি-
তেছে । এ যে স্থলে গমন করিলে, আমাকে
সেই স্থানেই গমন করিতে হইবে ; সুতরাং
আজি আমি কোন ক্রমেই তোমার পুর-
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না । এক্ষণে
তোমার সঙ্গল লাভ হউক ; আমি চলি-
লাম । মহাশয় ধনঞ্জয় পুত্রকে এই কথা
কহিয়া তৎকর্তৃক পূজিত হইয়া প্রিয়তমা

উলুগী ও চিত্রাঙ্গদাকে সম্ভাষণ পূর্বক তথা
হইতে প্রস্থান করিলেন ।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর সেই যজ্ঞীয় অশ্ব
সমাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক হস্তিনাভি-
মুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে সহসা
মগধপুরে সমুপস্থিত হইল । মহাবীর অর্জুন
ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করি-
লেন । তখন মগধাধিপতি মহদেবতনয়
মেঘসন্ধি ঐ যজ্ঞীয় অশ্ব স্বীয় অধিকারমধ্যে
সমাগত হইয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র রথা-
রোহণ ও সশরশরাশন ধারণ পূর্বক পুর
হইতে নির্গত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান
হইলেন এবং অচিরে তথায় উপস্থিত হইয়া
বালম্বভাবহীন চপলতানিবন্ধন ধনঞ্জয়কে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন !
তোমার এই যজ্ঞীয় অশ্বকে অবলাজন কর্তৃক
রক্ষিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ।
আমি আজি অবলীলাক্রমে ইহাকে অপহরণ
করিব, তুমি ইহার মোচনবিময়ে যত্নবান
হও । আমার পূর্বপুরুষগণ তোমার সহিত
যুদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আজি আমি
সমরাস্ত্রনে তোমার উপর যথোচিত পরাক্রম
প্রকাশ করিব । এক্ষণে আমি তোমাকে
অস্ত্র প্রহার করিতেছি ; তুমিও আমাকে
অস্ত্র প্রহার কর । বলদর্পিত মেঘসন্ধি এই
কথা কহিলে, মহাবীর অর্জুন ক্রোধে হাস্য
করিয়া কহিলেন, রাজন ! যাহারা আমার
অশ্ব গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে নিবা-
রণ করিব, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুগিষ্ঠির আমাকে

এইরূপ নিয়ম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ।
বোধ হয়, উহা তোমারও অবদিত নাই ।
একশ্রেণে তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপর
অস্ত্র প্রহার কর ; আমি তাহাতে কিছুমাত্র
ক্ষুব্ধ নহি ।

সহাবীর অর্জুন এই কথা কহিলে, দেব-
রাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ
মগধরাজ মেঘসন্ধি ধনঞ্জয়ের উপর সমস্ত
সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন
অর্জুন গাণ্ডীবনিষ্কপ্ত শরনিকরে মগধ-
রাজের সেই শরসমুদায় ছেদন পূর্বক সদয়-
হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সারাথিকে শরা-
ঘাত না করিয়া তাঁহার ধ্বজ, পতাকা, রথ,
যন্ত্র ও অশ্বের উপর প্রদীপ্তাস্ত্র পন্নগের ন্যায়
শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে
ধনঞ্জয় অনুগ্রহ করিয়া মেঘসন্ধির কলেবর
রক্ষা করিলে, তিনি স্বীয় বাহুবলে উহা
রক্ষিত হইল, বিবেচনা করিয়া অর্জুনের
উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । কপি-
কেতন তাঁহার শরপ্রহারে নিতান্ত আহত
হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত পলাশবৃক্ষের ন্যায়,
সুশোভিত হইলেন । সহাবীর অর্জুন এতা-
বৎকাল মেঘসন্ধিকে নিপীড়িত করিতে
ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই, সহদেবতনয়
তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্বক, তাঁহার উপর
অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে
কিছুমাত্র ত্রুণ্ড হন নাই । কিন্তু এক্ষণে
তিনি সেই বালককে বারংবার অত্যাচার
করিতে দেখিয়া আর উহা সহ্য করিতে
পারিলেন না । তখন তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া
শরাসন আকর্ষণ পূর্বক শর নিক্ষেপ করিয়া

এককালে তাঁহার অশ্বগণের প্রাণসংহার,
সারাথির মস্তকচ্ছেদন, শরাসন কঠন এবং
শরসৃষ্টি, ধ্বজ ও পতাকাসমুদায় ছেদন
করিয়া ফেলিলেন । মগধরাজ মেঘসন্ধি এই
রূপে অশ্ব, সারাথি ও শরাসনবিহীন হইয়া
সুবর্ণময় গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে অর্জু-
নের প্রতি পাবমান হইলেন । সহাবীর ধন-
ঞ্জয় তাঁহাকে গদা গ্রহণ পূর্বক আগমন
করিতে দেখিয়া, অচিরেই সেই গদার উপর
শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন । গদা অর্জু-
নের সেই ভীষণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া
ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ।
তখন দীমানু ধনঞ্জয় মগধপাতিকে রথ, শরা-
সন ও গদাবিহীন দেখিয়া আর তাঁহাকে
প্রহার করিতে সম্মত হইলেন না । প্রত্যু-
ত তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া সামান্য-
বাক্যে কহিলেন, তুমি বালক হইয়াও
ক্ষত্রিয়ধন্যানুসারে সমরাজ্যে বৈরুপ কার্য
করিয়াছ, তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট হই-
য়াছে ; অতএব তুমি এক্ষণে গৃহে প্রাতি-
গমন কর । দয়্যরাজ যুগ্মশির আশ্রমে নর-
পতিদিগের সংহার করিতে নিবেদন করিয়া-
ছেন, এই নিমিত্তই তুমি অপরাধী হইলেও
আমি তোমাকে বিনাশ করিলাম না ।

সহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মগধ-
পতি মেঘসন্ধি আপনাকে পরাজিত বিবে-
চনা করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্বক
কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, মহাশয় ! আমি আপনার নিকট
পরাজিত হইলাম ; আর আমার যুদ্ধ করি-
বার বাসনা নাই । এক্ষণে আমাকে কোন্

কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। তখন অর্জুন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি চৈত্রী পূর্ণিমাত নরপতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইবে। মহাত্মা অর্জুন এইরূপে মগধরাজকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পুনরায় সমুদ্রতীর দিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও স্বীয় গাভী বনুঃপ্রভাবে বঙ্গাদি দেশীয় ক্লেচ্ছদিগকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন অশ্বের অনুসরণ পূর্বক ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই কামচারী তুরঙ্গম দক্ষিণ দিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ নানাদেশ বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় চৈদি দেশে সমুপস্থিত হইল। তখন শিশুপালপুত্র মহারাজ শরভ প্রথমে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিশেষে তাঁহার যথোচিত সংকার করিলেন। তৎপরে ঐ অশ্ব ক্রমে ক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশলা, কিরাত ও তঙ্গ দেশে গমন করিল। মহাবীর অর্জুন ও উহার সহিত সেই সেই দেশে গমন পূর্বক ভূপতিদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে দর্শার্ণ দেশে সমুপ-

স্থিত হইলেন। দর্শার্ণাধিপতি মহাবীর চিত্রাঙ্গদ তাঁহাকে অধিকারমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহিত তুয়ল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় তাঁহাকে অচিরে পরাজিত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি মহারাজ একলব্যের পুত্র অর্জুনের সমাগত দেখিয়া নিষাদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন সেই নিষাদরাজতনয়কে বিদ্বন্দ্রুপ বিবেচনা করিয়া, অবলীলাক্রমে তাঁহাকে তাঁহার অনুচরগণের সহিত পরাজয় করিয়া পুনর্বীর দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্লগিরিনিবাসী বীরগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া সেই অশ্বের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম পূর্বক দ্বারকানগরে সমুপস্থিত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত দ্বারকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র যুদ্ধবংশীয় বালকগণ যুদ্ধার্থী হইয়া সেই অশ্ব ধারণ পূর্বক অর্জুনের প্রতি দাবমান হইল। তখন বৃষ্যস্ককপতি মহাত্মা উগ্রসেন ধনঞ্জয়ের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সেই বালকগণকে নিবারণ পূর্বক বনুদেশসমভিব্যাহারে অর্জুনের নিকট গমন করিয়া প্রীত মনে তাঁহার যথোচিত সংকার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন মহাত্মা উগ্রসেন ও

মাতুল বহুদেবের অনুষ্ঠা গ্রহণ পূর্বক পুন-
র্বার অশ্বের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।
অনন্তর সেই অশ্ব ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের
পশ্চিম কূল ও পঞ্চদশদেশ অতিক্রম
করিয়া পরিশেষে গান্ধার দেশে সমুপস্থিত
হইল ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

তখন শকুনির পুত্র মহারথ গান্ধাররাজ
অর্জুনকে অধিকারমণ্ডে সমাগত দেখিয়া
তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে চতু-
রঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকা
উড্ডীন করিয়া ধাবমান হইলেন । ঐ সময়
গান্ধারনগরে যে সমুদায় যোদ্ধা ছিলেন,
তাহারা সকলেই শকুনির বশব্রতান্ত্র অরণ
করিয়া শরাসন ধারণ পূর্বক পাণ্ডুতনয়ের
অভিগুণে আগমন করিতে লাগিলেন । তখন
দক্ষপরায়ণ মহাত্মা ধনঞ্জয় তাহাদিগের
নিকট বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের বাক্য কীর্তন
করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ
করিলেন ; কিন্তু তাহারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য
করিয়া ক্রোধাবিস্ট চিত্তে অশ্বকে পরিবেষ্টন
পূর্বক তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-
লেন । তখন মহাবীর অর্জুন অশ্ব'নবদনে
গাণ্ডীবনির্মুক্ত শাণিত ক্ষুর দ্বারা তাহা-
দিগের শিরশ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন ।
অনন্তর গান্ধার দেশীয় যোদগণ তাহার
শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ে
সেই যক্ষীয় অশ্ব পরিহ্যাপ্ত পূর্বক তাহাকে
দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ।
তখন মহাবীর অর্জুন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

গাণ্ডীবনির্মুক্ত শাণিত শরনিকরে তাহাদের
অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন ।

এইরূপে গান্ধারদেশীয় যোদগণ পার্শ্ব-
শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও নিহত হইলে
শকুনিবন্দন স্বয়ং অর্জুনের সহিত সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইলেন । মহাত্মা ধনঞ্জয় গান্ধার-
পতিকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের
আজ্ঞানুসারে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, গান্ধাররাজ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির
আমাকে সংগ্রামে ভূপতিদিগের প্রাণসংহার
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । অতএব আজি
তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও ।

মহাত্মা ধনঞ্জয়, এই কথা কহিলে,
গান্ধারপতি অস্তানবশত যুদ্ধে ক্ষান্ত না
হইয়া তাহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে
লাগিলেন । মহাবীর অর্জুন তদর্শনে নিতান্ত
কোপান্বিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা
গান্ধারপতির মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ অপ-
নীত করিলেন । শিরস্ত্রাণ পার্শ্বশরে অপনীত
হইয়া জয়দ্রপের মস্তকের আশ্রয় বহুদূরে
নিপতিত হইল । গান্ধারদেশীয় দীর্ঘগণ ঐ
ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিস্ট হইয়া
নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন রাজ্য
বলিয়া গান্ধারপতির প্রাণ সংহার করিলেন
না । তখন গান্ধাররাজ পার্শ্বের সেই অসা-
ধারণ কার্য দর্শনে বাহার পর নাই শঙ্কিত
হইয়া যোদগণের সহিত সংগ্রাম তহিতে
পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর
ধনঞ্জয় গান্ধারগণকে বেগে পলায়ন করিতে
দেখিয়া নতপর্ব ভল্ল দ্বারা তাহাদিগের মস্তক
ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময়

অনেকানেক বীর নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে পলা-
য়ন করিতে করিতে গাণ্ডীবনির্মুক্ত শর-
নিকর দ্বারা আপনাদিগের বাহুসমুদায়
ছিন্ন হইলৈও তাহা অবগত হইতে পারিল
না। পরিশেষে সেই চতুরঙ্গ গান্ধারসৈন্য
নিতান্ত ভীত হইয়া বারংবার সংগ্রামস্থলে
পারিত্রাণ করিতে লাগিল। কেহই অগ্রসর
হইয়া অর্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে
পারিল না।

এইরূপে গান্ধারসৈন্যগণ নিতান্ত নিপী-
ড়িত ও নিঃশেষিতপ্রায় হইলে গান্ধার-
রাজ শকুনিজননের জননী অর্ঘ্যহস্তে রুদ্ধ
মস্ত্রিগণসমভিবাহারে পুর হইতে বহির্গত
হইয়া সহরে সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্বক
পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়া অর্জু-
নের যথোচিত সংকার করিলেন। তখন
মহাত্মা ধনঞ্জয় মাতুলানীকে সমরাস্রমে সমা-
গত দেখিয়া প্রসন্নসংকারে তাঁহার পূজা
করিয়া শকুনিবন্দনকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্যের
অনুষ্ঠান করিয়াছ। যখন আমার সহিত
তোমার ভ্রাতৃশত্রু পিতৃমান আছে, তখন
তুমি আমার প্রাতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধির কার্য
কর নাই। আমি কেবল জননী গান্ধারী
ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াই
তোমাকে বিনাশ করিলাম না। যাহা
হউক, তোমার এরূপ বুদ্ধি যেন আর কদাচ
উপস্থিত না হয়। এক্ষণে তুমি বৈরভাব
পরিত্যাগ করিয়া স্নেহ ভবনে প্রস্থান কর।
মহারাজ যুধিষ্ঠির চৈত্রী পূর্ণিমাতে অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; ঐ দিবস হস্তিনা
নগরে গমন করিও।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর অর্জুন শকুনির
পুত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় সেই কাম-
বিন্দরী অশ্বের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।
তখন ঐ অশ্ব ক্রমশঃ হস্তিনাভিমুখে আগ-
মন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে ধর্ম্ম-
রাজ যুধিষ্ঠির চরগণের নিকট অশ্বের আগ-
মন ও অর্জুনের কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
মহা আশ্চর্য হইলেন। গান্ধারাদি দেশে
অর্জুনের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধঘটনা
হইয়াছিল, ঐ সময় তৎসমুদায় তাঁহার
কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহার আশ্চর্যের আর
পারিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট
নক্ষত্রযুক্ত মাঘী দ্বাদশীতে ভীমসেন, নকুল
ও সহদেবকে আপনার সমীপে সমানীত
করিয়া বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, ভ্রাতঃ! আমি চরমুখে শুনিলাম,
তোমার অনুজ অর্জুন অশ্বের সহিত
নির্মিলিত আগমন করিতেছেন। মাঘী
পূর্ণিমা আগতপ্রায়; মাঘমাস ও নিঃশেষিত
হইল। আর যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক দিন
বিলম্ব নাই; অশ্বও এক্ষণে নিকটবর্তী
হইয়াছে। অতএব বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ-
গণকে যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে
আদেশ কর।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে,
মহাবীর বৃকোদর অর্জুনের আগমনবৃত্তান্ত
শ্রবণে মহা আশ্চর্য হইয়া যজ্ঞকুশল

ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুতম স্থপতিদিগের সহিত যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণগণের মতানুসারে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি মনোনীত করিয়া উহার মধ্যে যজ্ঞ-কার্যের উপযুক্ত স্থান, বিশুদ্ধ কাঞ্চন দ্বারা স্ৰাণ্ডিত করাইলেন। তৎপরে স্থপতিগণ তাহার নিদেশানুসারে ঐ ভূমির অগ্ৰাণ্ড স্থানে বিবিধ রত্নভূমিত মণিময় কুটুমযুক্ত শত শত প্রাসাদ, কনকময় বিচিত্র স্তম্ভ, বৃহৎ তোরণ এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনী, নানাদেশসমাগত নরপতি ও ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহসমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। সমুদায় কার্য সমাপ্ত হইলে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে নরপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নরপতিগণ ও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও অযুগ গাওয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল নরপতি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া শিবির-সংস্থাপন করিলে উঁহাদের শিবিরमध्ये সমুদ্রগর্জনের ন্যায় ঘোরতর গভীর শব্দ সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত নরপতিদিগের নিমিত্ত অন্ন, পানীয় ও অলোকসামান্য শয্যা এবং বাহনদিগের নিমিত্ত ধান্য, ঈক্ষু ও গোরসপরিপূর্ণ বিবিধ গৃহ সকল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বেদ-বিদ্যাসম্পন্ন বহুসংখ্যক মুনি ও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বিনীতভাবে অভ্যর্থনা

করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের আবাসস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। ঐ সময় স্থপতি ও অগ্ৰাণ্ড শিল্পীগণ যজ্ঞোপকরণ-সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিল। ধর্ম্মরাজ উহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত যাহার পর নাই আত্মাদিত হইলেন।

এইরূপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, তেজুবাদনিরত বাগ্মীগণ সভায় উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাজয়বাসনায় নানাপ্রকার তেজু প্রদর্শন করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং সমাগত নরপতিগণ সেই ভীমসেনাবিহিত যজ্ঞভূমির উপকরণসমুদায় দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোন স্থানে কনকময় বিচিত্রতোরণ, কোন স্থানে বিবিধ শয্যা, আসন ও বিহারসামগ্রী, কোন স্থানে জনতা, কোন স্থানে স্তব্ধময় ঘট, কটাচ, কলস ও শরাব, কোন স্থানে স্তব্ধ-নিভূমিত দারুণময় যূপ, কোন স্থানে স্থল-জাত ও জলজাত জন্তুসমুদায়, কোন স্থানে বিবিধ বিচক্ষম, কোন স্থানে বৃদ্ধা স্ত্রী সমুদায় এবং কোন স্থানে উদ্ভিজ্জ ও নানা-প্রকার পর্দিতজ প্রাণিসমুদায় দর্শনে নরপতিগণের বিস্ময়ের আর পারিসীমা রহিল না। ঐ সময় তত্রত্য সকল ব্যক্তিই মনে করিতে লাগিলেন, যে বুঝি সমুদায় জম্বু-দ্বীপ এই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে সমাগত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের আহারসামগ্রীর কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। চতুর্দিকে অম্মের পর্দিত, স্নাত ও দধির

নদী এবং রাশি রাশি অন্যান্য রাজভোগ্য সামগ্রীসমুদায় বিদ্যমান ছিল। স্ববর্ণমালা-ধারী মণিকুণ্ডলমণ্ডিত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিচিত্র-পাত্রসমুদায়ে সেই সকল ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ পূর্বক ত্রাস্কগণকে পারিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক লক্ষ ত্রাস্কগণের ভোজন সমাপন হইলে, এক এক বার দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাতিদিন যে কত শত বার দুন্দুভিধ্বনি হইল, তাহার সংখ্যা নাই।

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাঙ্গা যুধিষ্ঠির ভূপালগণকে সমাগত দেখিয়া, ভীমসেনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ ! এই দেখ, পূজার্থ পার্থিবগণ আগার যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন ; অতএব তুমি ইঁহাদিগের যথানিধি সংকার কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুজ্ঞা করিবামাত্র মহাঙ্গা ভীমসেন নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে অভ্যাগত ভূপতিদিগের যথাযোগ্য সম্মান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব বলদেবকে অগ্রসর করিয়া যুযুধান, প্রচ্যক্ষ, গদ, নিশঠ, কৃতবর্মা ও শাম্বপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত সেই যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ ভীমসেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য সংকার করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত সংকৃত হইয়া রত্নবিভূষিত গৃহসমুদায়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাঙ্গা মধুসূদন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! অর্জুন নানা স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার তাঁহার নিকট অর্জুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাঙ্গা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! একজন দ্বারকাবাসী পুরুষের সহিত অর্জুনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সে আমার নিকট আগমন পূর্বক উহার বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়াছে ; অতএব আপনি চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে অশ্বমেধ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন।

বাসুদেব এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ ! অর্জুন যে কুশলে প্রত্যাগমন করিতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে সে যদি আমাদের নিকটে কোন কার্য করিতে অনুরোধ করিয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ! সেই দ্বারকাবাসী দূত আগার নিকট সমাগত হইয়া অর্জুনের অন্যান্য বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক পুনরায় আমাদের সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্ ! মহাঙ্গা ধনঞ্জয় কহিয়াছেন যে, “সময়ক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও উপদেশ প্রদান করা দোষাবহ নহে ; অতএব আমি তাঁহাকে কহিতেছি যে, যে সমুদায়

নিমন্ত্রিত ভূপতি অশ্বমেধ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের যথোচিত সংকার করেন। পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্যপ্রদানকালে যেক্রপ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সেইক্রপ দুর্দটনায় প্রজাগণের ক্ষয় না হয়। মহাত্মা মধুসূদন যেন স্বয়ং এই বিষয়ে সম্মত হইয়া ধর্ম্ম রাজকে সাবধান করিয়া দেন। আর আমার পুত্র মণিপুরাধিপতি বক্ররাজন যখন আমাদিগের যজ্ঞে সমুপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মরাজ যেন আমার অনুরোধে তাহাকে সমাদিক সমাদর করেন। সে সর্বদা আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে যাহার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে”।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আফ্লাদিতচিত্তে সেই বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তোমার অমৃতময় প্রিয় বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইল। যাগ হউক, এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া অনেকানেক নরপতির সহিত পুনরায় অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার মনে এই চিন্তা জন্মিয়াছে যে, কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাহার সেই জলজ্ঞানক্রান্ত শরীরমধ্যে কি এমন কোন অশুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে, যে তন্নিবন্ধন তাহাকে নিয়ত এতাদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয়? আমি ত একালপর্যন্ত তাহার গাত্রে

কোন অশুভ লক্ষণ দর্শন করি নাই। এক্ষণে যে কারণে ধনঞ্জয়কে, বারংবার বহুতর কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, যদি আমার নিকট উহা ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভোজ-বংশাবতংগ মহাত্মা হৃষীকেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্জুনের পিণ্ডিকাধ্বয় কিপিং মাংসল। ইহা ব্যতীত আর আমি উহার কোন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। ঐ পিণ্ডিকাধ্বয়ের স্মৃণতা-নিবন্ধন অর্জুনের নিয়ত পথভ্রমণ করিয়া থাকে। মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। ঐ সময় দ্রোণদ্রো অসূয়া প্রকাশ পূর্বক ত্রিবাংগভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জুনের কথা মহাত্মা হৃষীকেশও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সেই প্রণয়দৃষ্টিপাত প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরব ও তদ্রত্ন যাজকগণও অর্জুনের ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সকলে ধনঞ্জয়ের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা অর্জুনের এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্বক কহিল, মহারাজ! মহাবীর অর্জুনের অশ্ব লইয়া নগরসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াগাত্র আফ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সেই ‘প্রিয়সংবাদ-

দাতা দূতকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন । পর দিন প্রভাতে কৌরবধুরন্ধর মহানীর অর্জুন অশ্ব লইয়া নগরমধ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিলে, উচ্চৈঃশ্রবণ শ্রবণে সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পদ-
 রেণু উৎখিত হইয়া পরম শোভা দারণ করিল । তখন পুরবাসী লোকসমুদায় মণ্ডা আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবণে অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিল, ধনঞ্জয় ! আমরা মোভাগ্যবশতঃ আজি আপনাকে নিবিঘ্নে আগমন করিতে দেখিলাম । আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির দণ্ড হইলেন । তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি পৃথিবীস্থ ভূপাল সমুদায়কে পরাজিত করিয়া নিবিঘ্নে অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে ? সগর-
 প্রভৃতি যে সমুদায় মহাশয় মণ্ডাপতি স্বর্গ-
 রোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এরূপ অদ্বুত কব্যা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং পারে যে সমুদায় ভূপতি রাজ্য-
 ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আপনার শ্রবণে এইরূপ চক্ষুর কার্যের অনুষ্ঠানে কদাচ সমর্থ হইবেন না ।

দণ্ডপরায়ণ মহাশয় ধনঞ্জয় হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে এইরূপ শ্রুতিস্বত্বকর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যজ্ঞ ভূমিতে সমুপস্থিত হইলেন । মহাশয় যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া অগত্যগণসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলেন । তখন দণ্ডপরা-
 যণ ধনঞ্জয় সর্ব্বাঙ্গে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে

চরণবন্দন পূর্বক পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীম-
 সেনকে যথাবিধি অভিবাদন এবং বাসুদেব, নকুল ও মহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহা-
 দিগের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।
 ঐ সময় মণ্ডাপুরাদিপতি মহারাজ বক্রবাহন-
 মাতা চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপীর সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য বৃদ্ধকৌরব ও অন্যান্য ভূপতিদিগকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহাদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ।

অষ্টমীশীতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মহাশয় বক্রবাহন পিতামহী কুন্তীর ভবনে প্রবেশ করিয়া বিনয়পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তাঁহার জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলূপী উভয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তভদ্রা ও অখ্যাত কৌরবকামিনীগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাশয় দণ্ডানন্দন এবং দ্রৌপদী স্তভদ্রা ও যদুবীরদিগের বনিতাগণ তাঁহাদিগকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন এবং মনঃস্বিনী কুন্তী অর্জুনের প্রীতিসাদনার্থ তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট শয্যা ও আসন নির্দেশ করিয়া দিলেন । মনঃস্বিনী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী এইরূপে স্বশ্রদ্ধাভূত সমাদৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহাশয় বক্রবাহন পিতামহী কুন্তীর গৃহ হইতে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্বক যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নিকট গমন ও তাঁহা-
দিগকে প্রণিপাত করিলেন । তখন পাণ্ডব-
গণ স্নেহভাবে প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন
পূর্বক যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রস্তুত অর্থ
প্রদান করিতে লাগিলেন । তৎপরে মহা-
বীর বক্রবাহন প্রত্যাশ্রয়ের ন্যায় বিনীতভাবে
মহাত্মা বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রসন্ন
হইয়া তাঁহাকে এক চেমখচিত দিব্যাস্থবুজ
উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিলেন ।

অনন্তর তৃতীয় দিনে সত্যবতীপুত্র
মহাত্মা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপ-
স্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, মহারাজ ! যাজকেরা কহিতেছেন,
একদা যজ্ঞীয় যুহুর্ভ উপস্থিত হইয়াছে,
অতএব আজ অগ্নি তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ
আরম্ভ কর । তোমার এই যজ্ঞের যেন
কোনরূপ অসুখানি না হয় । এই যজ্ঞ বহু-
সুখ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইবে । ব্রাহ্মণে-
রাই যজ্ঞের প্রদান কারণ । যজ্ঞশেষে
ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা প্রদান করা
তোমার কর্তব্য । তুমি ব্রাহ্মণদিগকে তিন
গুণ দক্ষিণা দান করিলে, তোমার তিন
অশ্বমেধের ফল লাভ ও জ্ঞাতিবধজনিত
সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে ।
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে বাহার পর
নাই পবিত্রতা লাভ করা যায় ।

মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে,
ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ তাঁহার উপদেশানুসারে
ঐ দিনেই দীক্ষিত হইলেন । অনন্তর যজ্ঞ-

নিপুণ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সেই সময়ে
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিধিপূর্বক অ-
শ্ব কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।
কোন কার্যই স্থগিত বা অননুষ্ঠিত হইল
না । সকল কার্যই যথাক্রমে সম্পাদন
হইতে লাগিল । যজ্ঞকাণ্ডে নিযুক্ত বিভাগ
যথাবিধি বাহুস্থাপন পূর্বক সোমলতা হইতে
রস নিষ্কাশন করিয়া শাস্ত্রানুসারে আনু-
পূর্বিক যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগি-
লেন । উহাদের মধ্যে কেহই অল্পজ্ঞান
ছিলেন না । যদন্তুরা সকলেই যজ্ঞবেত্তা,
ব্রতপরায়ণ, চারিত্র্যক্ষর্য্য ও তর্কবিতর্ক-
জ্ঞনিপুণ ছিলেন । এইরূপে সেই যজ্ঞ
আরম্ভ হইলে, মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের
আজ্ঞানুসারে প্রাতদিন ভোজনার্পাদিগকে
অনবরত ভোজন করাইতে লাগিলেন । ঐ
সময় ঐ যজ্ঞ দর্শনার্থ যে সকল লোক সমা-
গত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহই
কুপণ, দরিদ্র, ক্ষুধিত, দুঃখিত বা প্রাকৃত
বলিয়া লক্ষিত হয় নাই ।

অনন্তর যুগ উচ্ছিত করিবার সময়
সমুপস্থিত হইলে, যাজকগণ কর্তৃক যজ্ঞ-
ভূমিতে ছয়টি বিল্ব নিশ্চিত, ছয়টি খদির-
নিশ্চিত, ছয়টি পলাশনিশ্চিত, দুইটি দেব-
দারুনিশ্চিত ও একটি শ্লেয়াতকনিশ্চিত যুগ
সমুচ্ছিত হইল । তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজের
আজ্ঞানুসারে শোভার নিগমিত তথায় অসংখ্য
কাকনয়ন যুগ সংস্থাপিত করিলেন । ঐ
সমুদায় যুগ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া সপ্তদিশি-
বেষ্টিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিল । তৎপরে যাজকেরা তথায়

কাঞ্চনময় উন্টক দ্বারা এক অষ্টাদশহস্ত-
পরিমিত চারি স্তবকে সসজ্জিত ত্রিকোণ-
যুক্ত গুরুড়াকার স্তম্ভের প্রস্তুত করিয়া স্তব-
দ্বারা উহার পক্ষদ্বয় নিষ্কাশন পূর্বক চয়ন-
ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । এই চয়নকার্য্য
দক্ষ প্রজাপতির চয়নকার্য্যের ন্যায় সম্পন্ন
হইল । তখন মনীষী ঋত্বিক্গণ শাস্ত্রানুসারে
নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, রম-
ণী ও জলচরসমুদায়কে সংস্থাপন করিয়া যুগ-
সমুদায়ে তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে
নিবদ্ধ করিলেন ।

এই সময় ধর্ম্মরাজের সেই যজ্ঞভূমি
দেবসি, গন্ধর্ব্ব, অশ্বরী, কাম্পুক, কুম্ভর,
মিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম
শোভা লাভ করিয়াছিল । মর্ষশাস্ত্র প্রণেতা
ব্যামশিগ্গণ সমাগমগুণে উপবিষ্ট হইয়া
নানা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যাবসানে
নারদ, তুম্বক, বিশ্বামিত্র, চিত্রসেন ও অগ্ন্য-
গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত দ্বারা ব্রাহ্মণগণের চিত্ত-
বিনোদন করিয়াছিলেন ।

একোনবতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে
ক্রমে সমুদায় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে
সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন । তখন
পাণ্ডবগণের মহিম্যে ব্রহ্মাদিগুণসম্পন্ন
দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আচ্ছানুসারে সেই
তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন । তৎ-
পরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের
হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া, উহা পাক

করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ভাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উহার সর্ব্বপা-
পনাশন পবিত্র ধূম আভ্রাণ করিতে লাগি-
লেন । পরিশেষে মোড়শ জন ঋত্বিক্ সেই
অশ্বের অশিষ্ট অঙ্গসমুদায় লইয়া ছত্ৰাশনে
আর্হতি প্রদান করিলেন । এইরূপে সেই
অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস
শিগ্গণসমভিব্যাহারে ইন্দ্রভূগ্য তেজস্বী
যুধিষ্ঠিরকে বারংবার মাধ্ববাদ প্রদান করিতে
লাগিলেন । অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধি-
পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্রকোটি স্তব্ধযজ্ঞ
এবং বেদব্যাসকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা
দান করিলেন । তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা
কৃষ্ণদৈবপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার প্রদত্ত
পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পুনরায় উহা তোমাকে
প্রদান করিতেছি । ব্রাহ্মণেরা মনেরই
অভিলাষ করিয়া থাকেন ; অতএব তুমি
আমাকে পৃথিবীর পরিবর্তে ধন দান কর ।
মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, ধর্ম্ম-
পরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভাতৃগণের সহিত সমুদায়
ভূপতিদিগের সমক্ষে ঋত্বিক্গণকে সম্বোধন
পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! আমি
অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিব
বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম । এই নিমিত্ত
এক্ষণে এই অর্জ্জুননির্জ্জিত ধরণী আপনা-
দিগকে প্রদান করিতেছি, আপনারা চাতু-
র্হৌত্র যজ্ঞের বিধানানুসারে উহাকে চারি
ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করুন । আমি
এক্ষণে অরণ্যে প্রবেশ করিব । ব্রহ্মস্ব গ্রহণ
করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণও তথাস্থ বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন । তখন সভাস্থ সমুদায় লোকের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । আকাশমণ্ডলে বারংবার সাধুবাদ শ্রবণ হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণগণ মহা আনন্দিত হইয়া চর্মসূচক শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি তোমার দত্ত পুণিণী তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্তে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ দান কর । ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব ধর্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, আপনি তদনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করুন । তখন ধর্মরাজ বাসুদেবের বাক্যে ভ্রাতৃগণের সহিত ঋত্বিক্গণের উদ্দেশে বারংবার তিন গুণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন । মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত সেই ধনসমুদায় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্দিগকে প্রদান করিলেন ।

এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্গণকে পুণিণী দানের পরিবর্তে স্বর্ণরাশি প্রদান পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম স্থান অনুভব করিতে লাগিলেন । ঋত্বিক্গণ সেই স্বর্ণরাশি বিভাগ করিয়া উৎসাহসহকারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ঐ যজ্ঞস্থলে যে সমুদায় অলঙ্কার, তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও ইন্টক বিদ্যমান ছিল, ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদায়ও বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন । ব্রাহ্মণগণ দ্বন্দ্ব গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদায় স্বর্ণময় পাত্র অবশিষ্ট রছিল, ক্ষণিয়, বৈশ্ণব, শূদ্র ও শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক তৎসমুদায় গৃহীত হইল । ফলতঃ ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তদনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কেহই করিতে পারিলেন না ।

এইরূপে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া শ্রীতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । ভগবান্ বেদব্যাস আপনার অংশ কুণ্ডীকে প্রদান করিলেন । মহানুভব কুণ্ডী শিশুরের নিকট সেই প্রভূত স্বর্ণ লাভ করিয়া শ্রীতমনে তাহার বিবিধ পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞান্তম্নান সমাপন করিয়া দেবগণপরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । তখন সমাগত ভূপালগণ সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন । পাণ্ডবগণ সেই নানাদিগ্দ্দেশাগত ভূপালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণমধ্যবর্তী গ্রহসমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । পরিশেষে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নরশক্তিদিগকে অংগ্য হস্তা, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন । ঐ সময় তিনি মহারাজ বজ্রবাহনকে শরম সমাদরে আপ-

নার সমীপে আত্মন পূর্বক তাঁহাকে নিবিধ
ধনরত্ন প্রদান করিয়া শশিপু্রে গমন করিতে
অনুমতি এবং ভগিনী দৃশ্যলার শ্রীতির
নিমিত্ত তাঁহার বালক পৌত্রকে শিকুরাজ্য
গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর
মহাশ্মা বাসুদেব, বলদেব ও প্রতাপপ্রভৃতি
বৃক্ষিংশীয় দীরগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও
তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট যথোচিত সংকৃত
ও সমাদৃত হইয়া, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক দ্বারকাগমনমানসে তিস্তনা হইতে
বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমুদায় ভূপতি
বিদায় হইলে, ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সতিত
মহা আত্মাদে স্রীয ভবনে গমন করিলেন।

হে মহারাজ! মহাশ্মা যুধিষ্ঠিরের এই-
রূপ সমুদ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। ঐ
যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিমাণা ছিল না। ঐ
স্থানে স্রার সাগর, স্রতের হ্রদ, অম্বের
পর্কিত ও রসসমুদায়ের নদী প্রস্রুত হইয়া-
ছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে পাণ্ডব
মিষ্টান্ন নিশ্চায় ও ভোজন করিয়াছিল এবং
কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহারা
ইয়ত্তা নাই। যুযুতী কামিনী এবং মত্ত ও
প্রদত্ত ব্যক্তিগণ পরম আত্মাদে নিরন্তর ঐ
যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। যুদ্ধ ও শাস্ত্র-
নির্নাদে ঐ স্থান একবারে পরিপূর্ণ হইয়া-
ছিল এবং তথায় ‘দান কর’ ‘ভোজন কর’
এই বাক্য ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই
শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাদেশনিবাসী
মানবগণ অতাপি ঐ যজ্ঞের ভূমি ভূমি
প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমার
পূর্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ
যজ্ঞে যদি কোন আশ্চর্য ঘটনা হইয়া থাকে,
তবে আপনি তাহা আমার নিকট কীর্তন
করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধি-
ষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে এক অদ্ভুত ঘটনা
হইয়াছিল। আমি আপনার নিকট উহা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই
সময় অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব,
বন্ধু, বান্ধব এবং দীন, দরিদ্র ও অক্ষগণের
যথোচিত ভূষণাভ হইলে, ধর্ম্মানন্দনের
মহাদানের বিষয় দশ দিকে প্রচারিত ও
তাঁহার মস্তকে পুষ্পরুষ্টি নিপাতিত হইতেছে,
এমন সময়ে এক নকুল গর্ভিতভাবে সেই
যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের
চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও গাত্রের এক-
পার্শ্ব সূর্যবর্ণ। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট
হইয়া প্রথমত বজ্রের দ্বারা গম্ভীরশব্দে
পশুপক্ষিগণের ভয় উৎপাদন পূর্বক পশ্চাৎ
মনুষ্যবাক্যে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া
কহিল, হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ
যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উজ্জ্বল
বদান্ত ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ সন্তুদানের তুল্য
বলিয়াও নির্দেশ করা যায় না।

নকুল গর্ভিতভাবে এই কথা কহিলে,
তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য শ্রবণে
মিতান্ত বিশ্বাসাবিষ্ট হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, নকুল! তুমি কে এবং কোথা

তইতে এই সাধুজনাফীর্ণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ ? তোমার পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আমাদিগের বিদিত নাই । আমরা শাস্ত্র ও ন্যায়ানুসারে সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি । এই যজ্ঞে পূজার্ত মহাত্মারা যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন ; মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ছতাশনে আলুতিসমুদায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির মাংসর্গ্যবিহীন হইয়া নিবিদ দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের, ন্যায়যুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বারা বৈশ্যগণের, অভিলষিত দান দ্বারা কামিনীগণের, অনুগ্রহ দ্বারা শূদ্রগণের, ব্রাহ্মণাবশিষ্ট ধন রত্ন প্রদান দ্বারা অগ্ন্যশ্ব জাতীয় মানবগণের, শুদ্ধাচার দ্বারা জাতি ও সম্বন্ধিগণের, পবিত্র হবনীয় বস্তু দ্বারা দেবগণের এবং রক্ষা দ্বারা শরণাগতগণের সন্তোষসাধন করিয়াছেন । তবে তুমি কি নিমিত্ত এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ ? তোমাকে দিব্যরূপসম্পন্ন ও সুবিস্ত বালিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমার বাক্যে আমাদিগের অশ্রদ্ধা হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমরা তোমায় বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি যে যে কার্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট কীর্তন কর ।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, নকুল হাশ্বমুখে তাঁহাদিগকে সম্বোধন, পূর্বক কহিল, হে বিপ্রগণ ! আমি গর্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহি নাই । যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ

কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উজ্জুরতি ব্রাহ্মণের সন্তুপ্রসাদানের তুল্য নহে । এক্ষণে সেই বদাশ্ব ব্রাহ্মণ য়েকপে স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত সর্গারোহণ করিয়াছেন এবং য়েকপে আমার অর্দ্ধ শরীর ও মস্তক স্তবর্ণময় হইয়াছে, সেই অদ্ভুত বিষয় আপনাদিগের নিকট মণিস্তরে কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । ইতিপূর্বে অসংখ্য ধাত্মিকজনপরিপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উজ্জুরতি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাদ করিতেন । তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল । ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিবারবর্গের সঞ্চিত ভোজন করিতেন । কোন কোন দিন তিনি ঐ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না ; স্ততরাং সেই সেই দিন তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত উপবাসী থাকিয়া পর দিন ষষ্ঠভাগে আহার করিতে হইত ।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তথায় দাক্ষণ চুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল । ঐ সময় ঐ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র সঞ্চিত বস্তু ছিল না এবং দৈন্যীয় শাস্ত্রসমুদায়ও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল । স্ততরাং ব্রাহ্মণ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । তিনি বহুদিন উপবাসের পর একদা শুক্লপক্ষীয় মধ্যাহ্নসময়ে নিতান্ত ক্ষুধার্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয়ার্থ নানাস্থান বিচরণ করিলেন, কিন্তু উজ্জুরতি দ্বারা কোথাও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিলেন

না। স্তুরাং ঐ সময়েও তাঁহাকে পরিবার-বর্গের সচ্ছিত্তি অতি ক্রমে ক্রমে দিবসের বর্ষভাগ*অতীত হইলে, তিনি কোন ক্রমে এক প্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পরিবারগণ তদর্শনে মহা আহলাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা সন্তু প্রস্তুত করিল।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরি-বারগণ জপ, আত্মিক ও হোমাক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক সেই সন্তু বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদিগের আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারগণ সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র মহা আহলাদিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তাঁহার নিকট আপনাদের গোত্র ও ব্রহ্মচর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে কুটীরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তখন সেই উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ সমাগত অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আগ্নেয়প্রদান পূর্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবান্! আমি নিয়মানুসারে এই পবিত্র সন্তুলাভ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি আবিচারিতচিত্তে উহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু তদ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি-লাভ হইল না। উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ অতিথি

ব্রাহ্মণকে অপরিতুষ্ট দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কিরূপে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবান্! আপনি এই অতিথি ব্রাহ্মণকে আমার ভাগ প্রদান করুন। ইনি ইহা ভোজন করিলেই পরিতুষ্ট হইয়া গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।

পতিপরামর্শে ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ সেই অশ্লিষ্টাংশটি ব্রহ্মা মহা-ধর্মীকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুব্ধতা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কীট-পতঙ্গদিগেরও ভাষ্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্তব্য। অতএব আমি কিরূপে তোমার আহার সামগ্রী গ্রহণ করিব। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃ-কার্যসমুদায়ই ভাষ্যার অদীন। যে ব্যক্তি ভাষ্যাকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহাকে ইহলোকে অশং ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নাথ! আমাদের উভয়েরই ধর্ম ও অর্থ একরূপ। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া এই সন্তু গ্রহণ পূর্বক অতিথিকে প্রদান করুন। স্ত্রীজাতীর সত্য, রতি, ধর্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত। পতিই স্ত্রীগণের পরম দেবতা। আপনি আমার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণ-নিবন্ধন ভর্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ

বলি। গণনীয় হইয়াছেন। অতএব আমার এই সন্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্বক আমাকে অনুগৃহীত করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। যখন আপনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত, দুর্বল ও ক্ষুধার্ত হইয়াও স্নীয় ভাগ অতিথিকে প্রদান করিয়াছেন, তখন আমার ভাগ প্রদান করিবার বাধা কি? সর্বাঙ্গী ব্রাহ্মণী গ্রহ-রূপে নির্দোষাতিথ্যসহকারে আপনার অংশ অতিথিকে প্রদান করিতে অনুবোধ করিলে, ব্রাহ্মণ পুণ্যকতিভে 'সেই সন্তু গ্রহণ পূর্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সন্তুগুলিও ভোজন করুন। তখন অতিথি, ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তু গ্রহণ পূর্বক ভোজন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। উজ্জ্বরতি ব্রাহ্মণ তদদর্শনে পুনরায় নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন।

তখন তাঁহার পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমার এই সন্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করুন। আমার মতে অতিথিকে এই সন্তু প্রদান পূর্বক আপনার প্রীতিপ্রদান করা অপেক্ষা পুণ্য কন্ম আর কিছুই নাই। সর্বদা অথোচিত যত্নসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। সাধু ব্যক্তির সঙ্গদা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদশায় পিতাকে পালন করা যে পুত্রের অবশ্য কর্তব্য, ইহা ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল প্রমিত রহিয়াছে। আপনি এই সন্তু দ্বারা অতিথির তৃপ্তিপ্রদান

পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিলে, অনেক তপস্কার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। প্রাণ-রক্ষা করা অপেক্ষা দেহিগণের পরম ধর্ম আর কিছুই নাই।

মহানুভব ব্রাহ্মণতনয় এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার সহস্র বর্ষ বয়ঃক্রম হয়, তথাপি তোমাকে আমার বালকের স্থায় জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হহতে অশেষ শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবান্। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, স্তত্রাং আমার পক্ষে অনাচারে প্রাণধারণ করা তাদৃশ কঠিন নহে। তুমি বালক, অতএব তোমার এই সন্তুগুলি অতিথিকে দান না করিয়া ভোজন করাই অবশ্যক। আমার বৃদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আমাকে ক্ষুধায় তোমার স্থায় ক্রেশভোগ করিতে হয় না এবং আমি দীর্ঘকাল তপোঅনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া, ব্রহ্মভয়েও নিতান্ত ভীত নহি।

তখন ব্রাহ্মণকুমার পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার পুত্র। আপনাকে রক্ষা করা আমার সর্বগোভাবে কর্তব্য। আমি আপনার আত্মস্বরূপ; স্তত্রাং আমি দ্বারা আত্মরক্ষা করিলে, আপনার আত্মা দ্বারাই আত্মরক্ষা করা হইবে। অতএব আপনি আচরাং এই সন্তু লইয়া অতিথিকে প্রদান পূর্বক আত্মরক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া कहিলেন, বৎস ! তুমি আমার ঋয়
রূপবান্, মচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয় । আমি
অনেক বার তোমার সংক্কার্যের পরিচয়
প্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে আমি তোমার
বাক্যানুসারে তোমার মন্তু গ্রহণ করিয়া
অতিথিকে প্রদান করিতেছি । এই বলিয়া
ব্রাহ্মণ সেই পুত্রের ভগ্ন গ্রহণ পূর্বক
অগ্নিবদনে অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করি-
লেন । অতিথি ব্রাহ্মণ সেই মন্তুগুলি প্রাপ্ত
হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন ; কিন্তু
তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হইল
না । উজ্জ্বরিত ব্রাহ্মণ তদর্শনে নিতান্ত
লজ্জিত হইয়া যাহার পর নাই চিন্তাকুল
হইলেন ।

তখন তাঁহার পবিত্রসভাবা পুত্রবধূ মহা
আহ্লাদিতাচিন্তে সায় মন্তুভাগ গ্রহণ পূর্বক
অশুরের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে সম্বোধন
করিয়া कहিলেন, ভগবন্ ! আপনি এই
মন্তুগুলি গ্রহণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে
প্রদান করুন । তাহা হইলেই ঐ ব্রাহ্মণের
মন্তোনিবন্ধন আপনার পুত্র হইতে আমার
গর্ভে মন্তুনোৎপত্তি ও আপনার প্রসাদে
আমার অক্ষয় লোক লাভ হইবে । আমার
গর্ভে আপনার পৌত্র উৎপন্ন হইলে, সেই
পৌত্রপ্রভাবে আপনি পবিত্র লোকে গমন
করিতে পারিবেন । শাস্ত্রে ধন্যাদি ত্রিবিধ
ও দাক্ষিণাত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির ঋয় ত্রিবিধ
অর্গ নির্দিষ্ট আছে । ঐ ত্রিবিধ অর্গ পুত্র,
পৌত্র ও প্রপৌত্রপ্রভাবেই লব্ধ হইয়া
থাকে । পুত্র দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্ত-
লাভ করা যায়, আর পৌত্র ও প্রপৌত্র

দ্বারা মাধুনিষেবিত লোকসমুদায় লাভ হইয়া
থাকে ।

স্বশীলা পুত্রবধূ এই কথা कहিলে, ব্রাহ্মণ
তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক कहিলেন, বৎসে !
তুমি বায়ু ও রৌদ্রসেবনে নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গী
ও বিনবা এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতরা হই-
য়াছ । এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার
মন্তুগ্রহণ করিয়া ধন্যপথ অতিক্রম করিব ।
অতএব আমাকে মন্তুগ্রহণ করিতে অনু-
রোধ করা তোমার উচিত নহে । তুমি তপ-
শ্রায় অনুরক্তা ও ব্রতচারিণী হইয়া প্রাতিদিন
দিবসের মঠভাগে ভোজন করিয়া থাক ।
আজ আমি তোমাকে অনাহারে কালহরণ
করিতে দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ
করিব । বিশেষতঃ তুমি বালিকা ; ক্ষুধার
উদ্বেগ হওয়াতে তোমার আতশয় কষ্ট হই-
তেছে । অতএব এক্ষণে তোমাকে রক্ষা
করা আমার অবশ্য কর্তব্য ।

ব্রাহ্মণ এই কথা कहিলে, তাঁহার পুত্র-
বধূ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া कहিলেন,
ভগবন্ ! আপনি আমার গুরুর গুরু ও
দেবতার দেবতা । এই নিমিত্তই আমি মন্তু
প্রদান করিয়া আপনার হিতসাধনচেষ্টা
করিতেছি । গুরুশুশ্রূষা করিলে, দেহ,
প্রাণ ও ধন্য সমুদায় উত্তরীকৃত হইয়া থাকে ।
আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার উৎকৃষ্ট
লোকসমুদায় লাভ হইবে । এক্ষণে আপনি
আমাকে আপনার প্রাতি একান্ত উক্তিগতী
আপনার রক্ষণীয়া বিবেচনা করিয়া এই
মন্তুগুলি গ্রহণ পূর্বক অতিথিকে প্রদান
করুন ।

পুত্রবধু এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ভক্তিসূচক বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার তুল্য স্থূলীনা ও ধর্ম্মানিরতা রমণী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি গুরু-শুশ্রূষায় একান্ত নিরত। অতএব আমি তোমাকে বঞ্চনা না করিয়া তোমার মন্তু গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই মন্তু গ্রহণ পূর্বক অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ উৎস্বরতি ব্রাহ্মণের সেই অলোকসামান্য কার্যাদর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! আমি তোমার ন্যায়ো-পার্জিত পবিত্র দান দ্বারা তোমার প্রতি সীতিশয় প্রীত হইয়াছি। স্বর্গনিবাসী দেব-গণও তোমার এই দানের বিষয় কীর্তন করিতেছেন। ঐ দেখ, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পরষ্টি নিপতিত হইতেছে। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে স্তব করিতেছেন। দেবদূতগণ তোমার দানদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং ত্রৈলোক্যনিবাসী ব্রহ্মবিগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সাক্ষাৎকরণ লাভ করিতে বাসনা করিতে-ছেন। তুমি বজ্রযুগ ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। দেবগণ তোমার তপস্যা ও দানপ্রভাবে তোমার প্রতি বাহার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি পরম স্থখে স্বর্গে গমন

কর। তুমি এই ক্ষণের সময়ে বিশুদ্ধচিত্তে আমাকে মন্তুসমুদায় প্রদান করিয়া আত্ম-ভুলভ স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুণ্ণা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বৃদ্ধকৃত্যকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তির দানে ভ্রাতা থাকে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। তুমি পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে আমাকে মন্তু প্রদান করিয়াছ, ঐ দান দ্বারা তোমার বিপুল পুণ্য লাভ হইয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জন করিয়া প্রেক্ষাসংকারে উপযুক্ত সময়ে মৎ-পাত্রে উহা দান করিলে, মহাফল লাভ করিতে পারে। ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দ্রুতম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ। মোহান্ধ ব্যক্তির উহাতে গমন করিবার কথা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোমুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাসম্মতি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র স্তবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সেই শত স্তবর্ণ প্রদান করিয়া ফল লাভ করে, যাহার শত স্তবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ স্তবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে, আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফল লাভে সমর্থ হয়। পূর্বের মহারাজ রত্নদেব নিতান্ত

নির্জন হইয়া নিশ্চক্ৰিতে জল দান করিয়া-
ছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলে তাঁহার সর্গ-
লাভ হইয়াছে । অতএব ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত
অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্মের যেরূপ
শ্রীতিসাধন করা যায়, অনায়াসে মহামূল্য
প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ
শ্রীতিসাধন করা যায় না । মহারাজ নৃপ
ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য গোদান করিয়া প্রভূত
পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু একটী
পরকীয় গো দান করিতে তাঁহাকে নরক-
ভোগ করিতে হইয়াছে । মহারাজ শিব
আত্মসংস প্রদান করিয়া পবিত্র লোকে
গমন পূর্বক স্বর্গস্থ প্রভু অনুভব করিতেছেন ।
মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ
করিতে পারে না । সাধু ব্যক্তির ন্যায়ো-
পার্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে
পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না ।
মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও
লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া
থাকে । ন্যায়পন্থায় ব্যক্তি উপযুক্ত কালে
সংপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে
সমর্থ হন । তুমি এই সত্ত্ব দান করিয়া
যেরূপ ফল লাভ করিলে, বহুদিন বিবিধ
রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও
যেরূপ ফল লাভ হয় না । তুমি এই
সত্ত্বদান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক
জয় করিয়াছ । অতএব এক্ষণে তোমার ও
তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত দিব্য যান
সম্পন্ন হইয়াছে ; অতএব তুমি সপরি-
বারে উহাতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে

প্রস্থান কর । আমি ধর্ম, ব্রাহ্মণবেশে
এই স্থানে আগমন পূর্বক তোমার পরীক্ষা
করিলাম । তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার
ও পরিবারবর্গের উদ্ধারসাধন করিলে ।
তোমার কীর্তি ইহলোকে চিরস্থায়িনী হইবে ।
এক্ষণে তুমি ভার্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত
স্বর্গারোহণ কর ।

অতিথিরূপী ধর্ম এই কথা কহিলে, সেই
উজ্জ্বরতি ব্রাহ্মণ ভার্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর
সহিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গ-
রোহণ করিলেন । আমি সেই ব্রাহ্মণের
গৃহমধ্যে বাস করিতাম । তিনি স্বর্গারোহণ
করিলে, আমি বিবর হইতে বিনির্গত হইয়া
সেই অহিগির ভূতাবশিষ্ট মলিনমিত্ত সত্ত্বুর
উপর নিলুপ্ত হইতে লাগিলাম । তখন
সেই উজ্জ্বরতি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তদন্ত
সত্ত্বুর আশ্রয় ও তাঁহার আশ্রমে আকাশ
হইতে নিপতিত দিব্য পুষ্পসমূহায়ের গন্ধ-
প্রভাবে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর স্তবর্ণময়
হইল । আমি তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া
অবশিষ্ট অঙ্গ স্তবর্ণময় করিবার প্রত্যাশায়
তদবধি বারংবার বিনির্গতপোবন ও যজ্ঞ-
স্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি
আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না । এক্ষণে কুরু-
রাজ যুধিষ্ঠিরের এই স্তম্ভযজ্ঞ যজ্ঞরতাস্ত-
ত্রাবণে নিতান্ত আশ্বাসযুক্ত হইয়া এই স্থানে
সমুপস্থিত হইয়াছি ; কিন্তু এখানেও অভি-
লাম পূর্ণ করিতে পারিলাম না । এই নিমিত্ত
আমি, তপস্যা করিয়া আপনাদিগের নিকট
কহিয়াছি, যে এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা
উজ্জ্বরতি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সত্ত্বদানেরও

তুল্য নহে । নকুল সেই যজ্ঞভূমিস্থ ব্রাহ্মণ-
গণকে এই কথা কথিয়া যথাস্থানে গমন
করিল । তখন ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্ব-
মেধ যজ্ঞাবসানে এই যজ্ঞ স্থলে যে আশ্চর্য্য
ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এই আমি আপ-
নার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্তন করি-
লাম । অতএব যজ্ঞই মর্কোৎকৃষ্ট বলিয়া
গরি করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে ।
অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল
তপস্যা প্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন ।
মর্কভূতে অহিংসা, মন্তোম, স্মৃশীলতা, সরল-
ব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য
এই সমুদায়ের মধ্যে কোনটাই যজ্ঞ অপেক্ষা
নূন নহে ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! ভূপতি-
গণ যজ্ঞানুষ্ঠান, মহর্ষিগণ তপোানুষ্ঠান ও
অন্যান্য বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ শান্তিগুণ অব-
লম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া
পাছেন । সুতরাং আমার মতে যজ্ঞানুষ্ঠান
দানাদি সমুদায় কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পূর্বি-
কালে অনেকানেক ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি সংস্থাপন
পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । দেবরাজ
ইন্দ্র অসংখ্য বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়াই সমুদায় দেবরাজ্যের অধিপতি
হইয়াছেন । অতএব ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী
মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মার্জুনসমভিব্যাহারে

সমুদ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে,
নকুল সেই যজ্ঞের নিন্দা করিল কেন ?
আপনি তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

বৈশম্পয়ন কহিলেন, মহারাজ ! যজ্ঞের
বিধি ও যজ্ঞফলের বিষয় আপনার নিকট
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বকালে
দেবরাজ ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান
করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে,
ঋত্বিক্গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ।
গুণসম্বিত গোতারা হুতাশনে আহুতি প্রদান
করিতে আরম্ভ করিলেন । দেবগণ আহুত
হইতে লাগিলেন এবং অশ্বযুগিগণ উৎকৃষ্ট
স্বরে যজুর্মেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর পশুবধের সময় সমুপস্থিত
হইলে, মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর
দেগিয়া দয়াদ্রিষ্টিতে ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক
কহিলেন, দেবরাজ ! একপ যজ্ঞানুষ্ঠান
কখনই মঙ্গলকর নহে । পরম ধর্ম্মলাভ
করিতে বাসনা করিয়া একপ কার্য্যে প্রবৃত্ত
হওয়াতে আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ
হইতেছে । যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্র-
সম্মত নহে । এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে
আপনাকে নিশ্চয়ই মঙ্গলভ্রষ্ট হইতে হইবে ।
ইহা দ্বারা কখনই আপনার ধর্ম্মলাভ হইবে
না । ঐংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ
করা যায় না । অতএব যদি আপনি ধর্ম্ম-
লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে
শাস্ত্রানুসারে ত্রৈবার্ষিক বীজ দ্বারা যজ্ঞানু-
ষ্ঠান করুন । এই রূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে
পরম ধর্ম্ম ও মহৎ ফল লাভ করা যায় ।

তদ্বদশী মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে,

মহাত্মা শতক্রতু মোহবশত তাঁহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন না। তখন তাপস-গণ কেহ কেহ স্থানর পদার্থ দ্বারা ও কেহ কেহ জঙ্গম পদার্থ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য বলিয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বিবাদভঞ্জনর নিমিত্ত দেবরাজের সহিত চেদিরাজ বস্তুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহা-রাজ! শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাগ আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন। আমরা কেহ কেহ পশু দ্বারা এবং কেহ কেহ বীজ ও ঘৃত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, চেদিরাজ বস্তু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পিতৃগণ! যখন সে পশু উপস্থিত হইবে, তখন তদ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য। চেদিরাজ বস্তু এইরূপ মিথ্যা বাক্য কীর্তন করাতে, তাঁহাকে অচিরে রসাতলে গমন করিতে হইল। অতএব সর্বলোকপিতামহ ভগ-বান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন বহুদর্শী হইয়াও মহমা সংশয়াগ্নক কার্যের মীমাংসা না করে। যে ব্যক্তি পাপানু-ষ্ঠাননিরত ও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাস্ত্র পূর্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমু-দায় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধাঙ্গিক

হিংসাপরায়ণ চুরাত্মারা দান করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধম্যানুসারে দ্রব্যসমুদায় উপার্জন পূর্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপট-ধাঙ্গিক পাপপরায়ণ নরাদমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ যথেষ্টাচারী ও মোহসমন্বিত হইয়া পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জন করেন, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়। চুরাত্মারা লোভ-মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণ পূর্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধম্যানুসারে অর্থলাভ পূর্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উষ্ণ-বৃত্তিগন্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পাণ্ডুতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদায়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। পূর্বের অসংখ্য মহর্ষি এবং বিশ্বামিত্র, অসিত, জনক, কক্ষসেন, আষ্টিসেন ও সিন্ধুদীপ প্রভৃতি ভূপালগণ স্মায়লক বস্তু সমুদায় দান ও সত্য ব্যবহার করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ফলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেই তপস্যায়

অমুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে, অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার মূখে উজ্জুরন্তি ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রমলব্ধ সমুদান দ্বারা স্বর্গলাভরত্নান্ত্র প্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ধর্মোপার্জিত ধনদানই উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভের তেতু । এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠান অল্প-ধনসাধ্য নহে । অতএব কেবল ধর্মলব্ধ ধন দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! প্রভূত অর্থ সঞ্চয় না থাকিলেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা যায় না, ইহা কেবল ভ্রমমাত্র । এক্ষণে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের মহাযজ্ঞবিষয়ক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলেই তোমার এই ভ্রম দূর হইবে । পূর্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় জীবের সঙ্কলসামনে তৎপর হইয়া এক দ্বাদশবার্ষিক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মৃগাচারী, ফলাচারী, অশ্বকুট, মরীচিপ, পরিঘৃষ্টিক, বৈদ্যাসিক ও অপ্রকাল প্রভৃতি বিবিধ মহর্ষি-গণ হোতৃত্ব রত হইয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন বহুতর সন্ন্যাসী ও যতিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন । উহারা সকলেই দমণ্ডলম্পর্শ হিংসাদম্ভবিবর্জিত, ধর্মদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় । এই সকল মহাত্মারা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক

শুদ্ধাচারনিরত হইয়া পরম যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ভগবান্ অগস্ত্যও স্থায়ী সাধানুসারে সেই যজ্ঞের উপযুক্ত অন্ন আহরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্যের সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, দৈবচর্চিপাকবশত এই সময় বিয়ম অনারম্ভ উপস্থিত হইল । দেবরাজ ইন্দ্র বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ করিলেন না । তখন একদা তাঁহার ঋত্বিক্গণ আপনাদিগের কার্য্য সমাধান পূর্বক পরস্পর এই কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষি অগস্ত্য মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক যজ্ঞে অন্নদান করিতেছেন, কিন্তু দেবরাজ অত্যাঁপি বারিবর্ষণ করিলেন না । তবে কিরূপে অন্ন উৎপন্ন হইবে ! বিশেষত এই যজ্ঞ দ্বাদশবর্ষব্যাপী । ইহা সমাপ্ত হইবার এখনও অধিক দিন বিলম্ব আছে । বোধ হয়, দেবরাজ এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, বারিবর্ষণ করিবেন না । অতএব এক্ষণে মহা-তপাঃ মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি অনুগ্রহ করা সকলেরই আবশ্যক ।

মহর্ষিগণ এই কথা কতিবামাত্র প্রতাপ-শালী মহর্ষি অগস্ত্য অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে তপোমনগণ ! যদি ইন্দ্রদেব নিতান্তই দ্বাদশবর্ষ বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কল্প দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন কবিয়া চিন্তাযজ্ঞের, আহৃত দেব্যসমুদায় ব্যয় করিবার পরিবর্তে এই সমুদায় স্পর্শ করিয়া স্পর্শযজ্ঞের কিস্বা ব্যায়ামসাধ্য অনাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিব । এক্ষণে আমি বহুবৎসরাবধি এই বীজযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি । অতএব ঐ বীজ দ্বারাই নির্বিঘ্নে এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব । * দেবরাজ বারিবর্ষণ করুন বা না করুন, কখনই আমার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না । যদি দেবরাজ আমার অভ্যর্থনানুসারে বারিবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে জীবন প্রদান করিব । যে যাহা আহার করিয়া থাকে, সে তাহাও আহার করিবে । এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় স্রবণ ও অন্যান্য ধন বিঘ্নান আছে, তৎসমুদায় অচিরে এই স্থানে সমুপাস্থ হউক এবং স্বয়ং ধর্ম্য, স্বর্গ ও অঙ্গরা, কিল্বর, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য স্বর্গবাসিগণ সকলেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন । মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা কথিলামাত্র সেই যজ্ঞ ভূমিতে প্রভূত ধন ও ধর্ম্মাদি দেবগণের সমাগম হইল ।

তখন ঋষিগণ মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দর্শনে যুগপৎ ছন্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভোদন পূর্ব্বক কহিলেন, তপো-ধন ! * আপনার প্রভাবদর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম । এক্ষণে আমরা আপনার মণ্ডিত তপোবল বিনাশ করিতে বাসনা করি না । যথার্থ ন্যায়পথে যে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, আমরা সেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কল্পিব । স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ন্যায়পথে জীবিকা উপার্জন পূর্ব্বক যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমাদের অভিপ্রেত । * আমাদের মতে ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান পূর্ব্বক

বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেয়ঃ । আমরাও ন্যায়ানুসারে যথাকালে গৃহ হইতে বহিগত হইয়াছি এবং ন্যায়ানুসারেই তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছি । তিৎসা-পরিশুদ্ধ বুদ্ধিই আপনার মতে প্রশংসনীয় । অতএব আপনি যজ্ঞস্থলে অহিংসামহাকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই আমরা আপনার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইব । আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে, আমরা কখনই এ স্থান হইতে গমন করিব না । এই যজ্ঞ সমাপ্তির পর, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করিলেই আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিব ।

তপোধনগণ এই কথা কহিলে, দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবলদর্শনে চমৎকৃত হইয়া অচিরে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক বৃশ্চাম্পতিকে অগ্রে লইয়া সেই মর্ম্মির নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন । ঐ দিবস অবধি অগস্ত্যের যজ্ঞ সমাপ্তিপৰ্য্যন্ত যথাসময়ে ভূমণ্ডলে বারিবর্ষণ হইয়াছিল । অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি অগস্ত্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঋষিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় করিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! ধর্ম্মরাজের অশ্রমেধারসানে যে স্রবণশিরাঃ নকুল যজ্ঞ-ভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মনুষ্য বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল, সে কে ? উহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা আমার নিকট বর্ণিত করুন ।

* বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বে আপনি সেই নকুলের বিষয় আমার নিকট

জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই নিমিত্ত আমিও উহা কীৰ্ত্তন করি নাই। এক্ষণে ঐ নকুলকে এবং কি নিমিত্ত মনুষ্যেয় ঋণ উহার বাক্য ক্ষুদ্রি হইত, তাহা আপনার নিকট মণিস্তরে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে মহাত্মা জমদগ্নি ত্রাদ্ব কবিত্তে কৃতসংকল্প হইয়া স্বয়ং তোমাদেবু দোহন পূর্বক তাহার দ্রুত এক পবিত্র নৃত্য ভাণ্ডে রাখিয়াছিলেন; ঐ সময় ধর্ম্য তাহাকে পবাক্ষা কবিত্তে নিমিত্ত ক্রোধকণী হইয়া সেই দ্রুত ভাণ্ডে প্রবেশ পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এত মণিস্বৈব অনিন্দ্য-চরণ করিলে, ইনি আমার প্রতি ক্রোধ ব্যবহার করেন, ইহা আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে। তিনি মনে মনে এককপ অনুমান পূর্বক সেই দ্রুত পান করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। কিন্তু মণিস্বৈ জমদগ্নি তাহাকে ক্রোধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাব প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তখন সেই ক্রোধকণী ধর্ম্য ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে মনোদান পূর্বক কবিলেন, মণিস্বৈ। যখন আজি আপনি আমাকে পরাজিত করিলেন, তখন আমি নিশ্চয় বাঞ্ছাগাম যে, লোকে ভৃগুংশীযদিগকে যে আতশয় ক্রোধশীল বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। আপনার তুল্য তপস্বানিরত ও ক্ষমাশীল আর কেহই নাই। এক্ষণে আমি আপনার একান্ত বশীভূত হইলাম। আপনি

অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার তপস্ব্যাব রিসমু চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

তখন মহাত্মা জমদগ্নি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কবিলেন, হে ক্রোধ। তুমি আমাকে পবাক্ষা করিলে, এক্ষণে মথাস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার কিছুমাত্র অপ-কার কব নাই। আমিও তোমাব প্রতি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এত দ্রুত মণ্ডয় করিয়াছিলাম; অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া তাহাদিগকে প্রসন্ন কর। জমদগ্নি এত কথা কবিত্তামাত্র ক্রোধকণী ধর্ম্য নিতান্ত ভীত হইয়া তথায় অন্তর্হিত ও অচিন্ত্য পিতৃগণের শাপপ্রভাবে নকুলস্থ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি শাপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় পিতৃ-গণকে প্রসন্ন করিলেই তাহার কবিলেন, তুমি ধর্ম্যের নিন্দা কর, তাহা হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পিতৃগণ এত কথা কবিত্তামাত্র সেই নকুল ধর্ম্যাবণ্য ও অচিন্ত্য যজ্ঞায প্রদেশসমুদায়ে গমন পূর্বক যজ্ঞাদি কাস্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পবিশেষে সে যুগিষ্ঠবেয় যজ্ঞস্থল সমুপস্থিত হইয়া “এ যজ্ঞ উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণের সন্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে” বলিয়া যুগিষ্ঠরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্ম্যবাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্য-স্বরূপ। সুতরাং তাহাকে নিন্দা করিত্তামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে।

অনুগ্রহ তপস্ব্যাব রিসমাপ্ত।

আশ্বমেধিকপর্ষা সমাপ্ত।

মহাভারত ।

আশ্রমবাসিক পর্ব ।

আশ্রমবাস পর্বাদ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমার
পূৰ্বপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ রাজ্য-
লাভ করিয়া কত দিন উহা ভোগ করিয়া-
ছিলেন ? তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি
কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং যশস্বিনী
গান্ধারী ও পুত্রবিহীন অমাত্যহীন আশ্রয়-
বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই বা কিরূপে কাল-
যাপন করিয়াছিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! শত্রু-
সমুদায় নিহত হইবার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণ
রাজ্যলাভ করিয়া চতুর্বিংশৎ বৎসর উহা
উপভোগ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে পঞ্চদশ
বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের
রাজ্য প্রতিপন্নিত হয় । ঐ সময় বিদুর,
মঞ্জয় ও বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু ইহারা সৰ্বদা
অন্ধরাজের সঙ্গীপে সমুপস্থিত থাকিতেন ।
ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্তী
হইয়া সৰ্বদা ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা ও চরণ-
বন্দনা করিতেন । ভোজনান্ধিনী কুন্তী প্রতি-
ন্যস্ত গুরুপত্নীর আয় গান্ধারীর বশবর্তিনী

হইয়া থাকিতেন । দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও
অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ স্বীয় স্বামী ও
শ্বশুরের আয় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি
ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন । রাজা যুধিষ্ঠির
প্রতিনিয়ত মহর্ষি শয্যা, পরিষেয় বস্ত্র,
আভরণ ও রাজোচিত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য
দ্রব্যসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন ।
দ্রোণাচার্যের প্রিয় শ্যালক মহামুর্খর
কৃপাচার্য ও ভগবান্, বেদবাস্য সতত
অন্ধরাজের নিকট সমুপস্থিত থাকিতেন ।
বেদব্যাসের সহিত তাঁহার সৰ্বদা দেবতা,
ঋষি, পিতৃলোক ও রাক্ষসদিগের নানাবিধ
কথোপকথন হইত । মহামতি বিদুর তাঁহার
আদেশানুসারে ধর্ম ও ব্যবহারবিষয়ক
কার্যসমুদায় সন্দর্শন করিতেন । মহাত্মা
বিদুরের স্নানীতিপ্রভাবে অতি সামান্য
অর্থব্যয়ে সুমন্ত নরপতিদিগের নিকট
হইতে বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত ।
তিনি আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনমোচন এবং
বদাই ব্যক্তিদিগের প্রাণদান করিতেন ।
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাতে কদাচ বাঙ্-
নিপ্পত্তিও করিতেন না । তিনি বিহার-
ষাড্রাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ উপভোগ্য

বস্তু প্রদান করিতেন। ঐ সময় নানাবিধ পাচকগণ পূর্বের স্নায় ধ্বতরাষ্ট্রের পাক-কার্যে ব্যাপ্ত থাকিত; পাণ্ডবগণ মহার্ঘ বস্ত্র ও বিবিধ মালা আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতেন; মৈত্রেয়, মৎস্য, মাংস, পানীয় ও সমুদ্রভূতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য-সমুদায় তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইত এবং যে সমুদায় সুপতি বিহার উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই পূর্বের স্নায় তাঁহার উপাসনা করিতেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তম্ভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, ধ্বত-কেতুর ভগিনী, জরাসন্ধের কন্যা ও অন্যান্য ভরতকুলকামিনীগণ সতত গাঙ্গারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির “রাজা ধ্বতরাষ্ট্রে পুত্রনির্হীন হইয়াছেন; অতএব যাহাতে উঁহাকে কিছুমাত্র দুঃখ-ভোগ করিতে না হয়, তোমরা তাহাই করিবে” এই বলিয়া ভ্রাতৃগণকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহারাও তাঁহার আদেশানুসারে ধ্বতরাষ্ট্রের প্রতি সর্বদা সর্বিশেষ যত্ন করিতেন। কিন্তু ধ্বতরাষ্ট্রের দুর্নীতিনিবন্ধন যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, রকো-দরের হৃদয় হইতে তখনও তাহা অপনীত হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার স্মরণসম-বিষয়ে তত যত্নবান হইতেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধরাজ ধ্বতরাষ্ট্রে পাণ্ডব ও ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পূর্বের স্নায় স্মরণসঙ্ক্ষে কালহরণ পূর্বক বন্ধুবান্ধব-গণের আদ্রোপলক্ষে ভ্রাতৃগণদিগকে বিবিধ

উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মঙ্গলস্বভাব মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে, সেই সমুদায় বস্তু প্রদান পূর্বক প্রীতমনে অমাত্য ও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, অন্ধরাজ আমার ও তোমাদিগের পরম পূজনীয়। অতএব যিনি উঁহার আদ্রানুবর্তী থাকিবেন, তিনি আমার স্নহৎ, আর যিনি উঁহার আদ্রা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার শত্রুস্বরূপ হইবেন, মন্দে হুঁমাই। এক্ষণে উনি স্বীয় পুত্র ও বন্ধুবান্ধব-গণের আদ্রোপলক্ষে ইচ্ছানুসারে ধনদান করুন।

যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্ধরাজ ধ্বতরাষ্ট্রে উপযুক্ত ভ্রাতৃগণগণকে প্রস্তুত ধনদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ ধনদান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বৃদ্ধ অন্ধরাজকে আমাদের নিমিত্তই পুত্রপৌত্র-শোকে নিতান্ত অভিভূত হইতে হইয়াছে; অতএব যাহাতে ইনি সেই শোকনিবন্ধন কালকবলে নিপতিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের সর্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহার পুত্রগণ জীপিত থাকিতে ইনি যেরূপ স্মরণসঙ্ক্ষে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ স্মরণভোগে কালহরণ করুন। পাণ্ডবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার আদ্রানুসারে সমুদায় কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধ্বতরাষ্ট্রে তাঁহাদিগকে নিতান্ত পিনীত, আদ্রানুবর্তী

ও ভক্তিমাম্ দৈখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি
অতিশয় প্রীত হইলেন ।' এই সময় মহানুভাব
গাঙ্গারীও পিতৃলোকপ্রাপ্ত পুত্রগণের
ভ্রাক্রোশলগ্নে ভ্রাক্রোশদিগকে নিবিধ ধনদান
করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন ।

এইরূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের
সহিত প্রতিনিয়ত অন্ধরাজের যথাযোগ্য
সংকার করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি
কোন বিষয়ে পাণ্ডবগণের দোষ দেখিতে
না পাঠিয়া, তাঁহাদের প্রতি পরম পরিচুস্ত
হইলেন । পতিপরায়ণ গাঙ্গারীও পুত্রশোক
পরিভ্রাণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্রের
ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন । এই সময়
যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কোনরূপ অপ্রিয়
কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন না । অন্ধরাজ
ও গাঙ্গারী তাঁহাকে যে যে কার্যে নিয়োগ
করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায় কঠিন হটক
না সহজ হটক, তিনি প্রীতমনে সম্পাদন
করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন অন্ধরাজ
ধর্মরাজের এইরূপ সদাচার দ্বারা পরম
প্রীত হইয়া মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনকে স্মরণ
পূর্বক যাহার পর নাট অনুভূতাপবৃদ্ধ হই-
লেন এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রো-
থান পূর্বক জপাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া
পাণ্ডবগণের সংগ্রামে অপরাজয় ও ভ্রাক্রোশ
দ্বারা স্বস্তিবাচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিয়া তাঁহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে
লাগিলেন । ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবগণ
হটেতে তাঁহার যেরূপ প্রীতলাভ হইল,
পূর্বের তিনি পুত্রগণ হটেতেও সেটরূপ
প্রীতলাভে সমর্থ হন নাই । এই সময়

ভ্রাক্রোশ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেই
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীত হইলেন । ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠির দুর্যোধনাদির অত্যাচারের বিষয়
একবার স্মরণও না করিয়া অন্ধরাজের
আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য করিতে লাগি-
লেন । এই সময় যে ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের
কোনরূপ অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিত,
যুধিষ্ঠির তাহার সহিত শত্রুবেৎ ব্যবহার
করিতেন । স্মরণীয় ধর্মরাজের ভয়ে কেহই
তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের বা দুর্যোধনের দোষ
কীর্তনে সমর্থ হইত না । মহাত্মা বিদুর
ও গাঙ্গারী ধর্মরাজের মৌজন্ত দর্শনে
তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু
ভীমসেনের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতি-
সম্ভার হইল না । ভীমসেন অন্ধরাজকে
দর্শন করিবামাত্র মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত
হইতেন, কেবল যুধিষ্ঠির উহার পরিচর্যা
করিতেন বলিয়াই নিতান্ত অপ্রীতচিত্তে
তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এই সময় রাজা যুধিষ্ঠির
ও দুর্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্র এই উভয়ের
প্রণয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য্য দৃষ্ট হয় নাট ।
ধর্মরাজা ধর্মতনয় ও তাঁহার অগাঢ় ভ্রাতৃগণ
সতত সানন্দে অন্ধরাজের পরিচর্যা করি-
তেন । কেবল মহাবীর বৃকোদরই তাঁহার
প্রতি বিরক্ত ছিলেন । কৌরবপাতি ধৃতরাষ্ট্র
যখন স্বীয় পুত্র দুর্যোধনকে স্মরণ করিতেন,
তখনই তিনি মনোগম্যে বৃকোদরকে চিন্তা
করিয়া যাহার পর নাই কষ্ট পাইতেন ।

মহাবীর বৃকোদর ও ধৃতরাষ্ট্রের নামগন্ধ হইলেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তিনি গোপনে গোপনে অন্ধরাজের অপ্রিয়-কার্য্য সাধন এবং কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্গমজ্ঞা ও দুর্নীতিবহারনিবন্ধন যে তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই নিশ্চুত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে, একদা মহাবাহু ভীমসেন দুর্ঘোষন, দ্রুপদ-সন ও কর্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, মহাদেব, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অজ্ঞাতমারে অগ্ন্যান্ত বক্ষুবান্ধবগণের সমক্ষে বাহ্যাস্থিট করিতে করিতে কহিলেন, হে বক্ষুগণ! আমি এই পরিঘাটার বাহু-যুগলপ্রভাবে নানাশাস্ত্রপারদর্শী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে নিহত করিয়াছি। আমার এই চন্দনচর্চিত বাহুরয় প্রভাবেই দুরাত্মা দুর্ঘোষন পুত্র ও বান্ধবগণের সঙ্গিত শমন সদনে গমন করিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন এই-রূপ নিবিদ পুরুষাক্য প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধিমতী গান্ধারী সকল কার্য্যেই কালপ্রভাবে হইয়া থাকে, নিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র দ্রুপিত হইলেন না; কিন্তু কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সেই ভীষণ বাক্যবাণে নিতান্ত ব্যথিত ও নির্বেদযুক্ত হইলেন। তখন তিনি অগিলম্বে স্বীয় স্তন্যদগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বাম্পাকুল নয়নে তাঁহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বান্ধবগণ! যেভাবে কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে,

তাহা তোমাদিগের অনিদিষ্ট নাই। আমিই এই ঘোরতর অনর্থের মূল। কৌরবগণ আমার পরামর্শানুসারেই সংগ্রামে সম্মত হইয়াছিল। আমি যে জ্ঞাতিগণভয়াবহ দুর্গমিত দুর্ঘোষনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলাম; মহাত্মা বাসুদেব এই দুরা-জ্ঞাকে উহার অমাত্যগণের সঙ্গিত নিহত করিতে উপদেশ প্রদান করিলে যে, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করি নাই; নিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাস, সম্ভয় ও গান্ধারী আমারে বারংবার তিতোপদেশ প্রদান করিলেও যে আমি পুত্রস্নেহে একান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই নাই এবং মহামতি বাসুদেবের পরামর্শানু-সারে যে গুণশালী মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে তাহাদের পিতৃপরম্পরাগত রাজ্য প্রদান করি নাই; সেই সমুদায় এক্ষণে মহত্ম মহত্ম শল্যস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে পঞ্চদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইবার পর অপি আমি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন আমি কোন দিন দিবার চতুর্ভাগে কোন দিন বা অষ্টভাগে ক্ষুদ্রানিবারণার্থ যৎ-কিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়া থাকি। গান্ধারী-ভিন্ন আর কেহই উঠা অবগত নহে। আমার এইরূপ নিয়ম যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অন্ততাপ করিবেন বলিয়া আমি কাহারও নিকট উঠা প্রকাশ করি না। প্রতিদিন অজিন ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে কুশোপরি শয়ান হইয়া জপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। যশাস্বিনী গান্ধারীও এই-

রূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার সমরশিখারদ শতপুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কারণ তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্যানুসারে সংগ্রামে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস কুণ্ঠীনন্দন ! তোমার মঙ্গল লাভ হউক। আমি তোমা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরম স্তখে অবস্থান পূর্বক বারংবার প্রভূত মহামূল্য বস্তুসমুদায় দান ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পুত্রগীনা গাক্ষারী দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক আমার পরিচর্যা করিয়াছেন। যে সকল দুরাত্মা তোমার ঐশ্বর্য্য অপহরণ ও দ্রৌপদীর কেশাস্বর্য্য কষণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্যানুসারে সকলোই সমরে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমার কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কেবল আমার আপনার ও গাক্ষারীর পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। তুমি দার্শনিকদিগের অগ্রগণ্য, রাজা ও জীবগণের পরম গুরু, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমাকে গাক্ষারীর সহিত বনগমন করিতে অনুমতি কর। আমি সুবলনন্দিনী সহিত বন্থল পরিধান পূর্বক অরণ্যে অবস্থান করিয়া তোমায় আশীর্বাদ করিব। শেমাবস্থায় পুত্রের প্রতিরাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করাই আমাদিগের কুলোচিত কার্য্য।

আমি তথায় বায়ু ভক্ষণ পূর্বক অবস্থান করিয়া পত্নীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট তপোানুষ্ঠান করিব। তাহা হইলে তুমিও সেই তপস্তার ফলভাগী হইবে। কারণ রাজ্যমধ্যে যে সমুদায় শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, রাজা অবশ্যই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষমচিন্তে ঠাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তাত ! আপনি দুঃখিতচিন্তে কালহরণ করিলে, রাজ্য আমার কখনই প্রীতিকর হইবে না। হায় ! আপনি এত দিন আহার পরিত্যাগ ও ভূতলে শয়ন করিয়া কালান্তিপাত করিতেছেন, ইহা আমি বা আমার ভ্রাতৃগণ আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। আমাকে ধিক্ ! আমার তুল্য দুর্বুদ্ধি রাজ্যলুপ্ত নরাদম আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিতেছেন বলিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে আমায় বঞ্চনা করিয়া অনাহারে কালান্তিপাত করিয়াছেন। আপনি দুঃখভোগ করিলে, আমার রাজ্য, ভোগ্য বস্তু, যজ্ঞ ও স্তখে প্রয়োজন কি ? এক্ষণে আপনার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার রাজ্য ও আত্মাকে নিতান্ত ক্লেশকর জ্ঞান হইতেছে। আপনি আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, আমরা কোণায় অবস্থান করিব ? এক্ষণে আপনি আপনার ঔরস পুত্র যুয়ুৎস

অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুবরাজ করিয়া
স্বয়ং রাজ্যভোগ করুন ; আমি অরণ্যে
গমন করি । আমি স্ৰাতিবধজনিত
অকীৰ্ত্তিতে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়াছি, এক্ষণে
আপনি বনগমন পূর্বক আমাকে পুনরায়
দক্ষ করিবেন না । এই রাজ্যে আমার
কিছুমাত্র অধিকার নাই । আপনিই রাজ্যে-
শ্বর ; আমি আপনার অধীন ; অতএব আমি
কিরূপে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিব ।
আমরা দুর্যোধনের অত্যাচার স্বরণ করিয়া
কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাট । অশেষভাবী
ভবিতব্যপ্রভাবেই আমরাগকে তৎকালে
মোহের বশীভূত হইয়া ক্রোধ ভোগ করিতে
হইয়াছে । দুর্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র
ছিল, আপনি আমরাগকেও সেইরূপ জ্ঞান
করবেন । জননী কুন্তী ও গান্ধারীতে আমার
কিছুমাত্র ভেদস্থান নাই । অতএব যদি
আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন
করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার
অনুগামী হই । আপনি বনে গমন করিলে,
এই নানারত্নবিভূষিতা সমাগরা পৃথিবী কখন
ই আমার প্রীতিকর হইবে না । অতএব
আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া কহি-
তেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।
এই রাজ্যস্বর্গমুদায় পদার্থে আপনার সম্পূর্ণ
অধিকার আছে এবং আমরাও আপনার
একান্ত বশবর্তী । অতএব আপনি আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষাদ পরিত্যাগ করুন ।
আমি আপনার শুশ্রূষা করিয়া মনের সম্ভ্রাণ
নিবারণ করিব ।

দর্শনপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে,

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক
কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে তপস্বী করিতে
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । ব্রহ্মাব-
স্থায় অরণ্যবাস আশ্রয় করা আমাদের
কুলোচিত মর্শ্ব । আমি বহুদিন রাজ্যমধ্যে
বাস করিয়াছি এবং তুমিও আমার যথো-
চিত শুশ্রূষা করিয়াছ । এক্ষণে তুমি
আমাকে অরণ্যগমনে আদেশ কর । মহা-
মতি ধৃতরাষ্ট্র মর্শ্বরাজকে এই কথা কহিয়া
মহাত্মা সঞ্জয় ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরদয় ! এক্ষণে
তোমরা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মর্শ্ব-
রাজকে সান্ত্বনা কর । আমি স্বয়ং আর
বাক্যচালন করিতে পারি না । বার্কক্য ও
বল্লক্য বাক্যব্যয়নিবন্ধন আমার মনঃ অ-
গম ও মুখ পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । অন্ধ-
রাজ এই বক্ষিয়া গান্ধারীকে অবলম্বন পূর্বক
সহসা মৃত ব্যক্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন ।

তখন দর্শনপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে
অকস্মাৎ মৃতকল্প দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত-
চিত্তে আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,
হায় ! যে মহাত্মা এক লক্ষ হস্তীর বল ধারণ
করিতেন, যাঁহার লাহবলে ভীমের লৌচময়
প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজি তিনি
এক অবলাকে ধারণ পূর্বক মৃতকল্প হইয়া
শয়ন করিলেন । আমার তুল্য অধাৰ্ম্মিক ও
নরাধম আর কেহই নাই । আমাকে ও
আমার শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্ ! আজি আমার
নির্মিত্তই ইহাকে এত দূর যন্ত্রণা ভোগ
করিতে হইয়াছে । আজি যদি ইনি এবং
জননী গান্ধারী ভোজন না করেন, তাহা

হইলে আগিও অমাহারে কালহরণ করিব । এই বলিয়া ধর্মরাজ সলিলসিক্ত হস্ত দ্বারা অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার মুখ ও বক্ষঃস্থল সাজিত করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর অক্ষরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রক্ত ও ভষ্মযুক্ত স্তম্ভকময় পবিত্র করস্পর্শ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সংস্কা লাভ করিয়া তাঁহাকে পুনর্দার হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ ও আমাকে আলিঙ্গন কর । তোমার করস্পর্শ দ্বারা আমার জীবন লাভ হইল । আগি তোমার মস্তকাস্রাণ ও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে নিতান্ত বাসনা করিতেছি । আজি আমি দিবসের অন্তিম ভাগে ভোজন করিব, স্থির করিয়াছিলাম ; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়াতেও তোমাকে বহুক্ষণ বিবিধ বাক্যে মাস্তানা করাতে আমার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে । এই নিমিত্তই আমার সংস্কা নিলুপ্ত হইয়াছিল । এক্ষণে তোমার অমৃতরসাভিষিক্ত করস্পর্শ দ্বারাই আমার চৈতন্য লাভ হইয়াছে ।

অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির মৌহর্দ্দিনিবন্ধন কর দ্বারা তাঁহার সর্বগাত্রে স্পর্শ করিতে লাগিলেন । তখন অক্ষরাজ কিঞ্চিৎ স্তম্ভ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাস্রাণ করিলেন । বিদূর প্রভৃতি মহাত্মারা নিতান্ত চুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । উহার নিতান্ত শোকাবেগনিবন্ধন যুধিষ্ঠিরকে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না । তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী অতিকন্ঠে শোকাবেগ সংবরণ পূর্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে

লাগিলেন এবং সমুদায় কৌরবরমণী কুন্তীর সহিত সমবেত হইয়া বাম্পাকুললোচনে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন । অনন্তর অক্ষরাজ পুনর্দার যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তপস্বী করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি ভূয়োভূয় তোমার নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি । বারংবার বাক্যব্যয় করিতে আমার মনঃ নিতান্ত অবসন্ন হয় ; অতএব আর ভূমি আমাকে কন্ঠ প্রদান করিও না ।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, তত্রত্য যোধগণ তাঁহাকে বিঘ্ন, উপাস-পারিশ্রান্ত ও অস্থিচশ্মাবাশিত অবলোকন করিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন । তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু সংবরণ পূর্বক পুনরায় কহিলেন, পিতঃ ! আমি আপনার প্রিয়কার্য সাধন করিতে যেরূপ উল্লাসিত হই, রাজ্যভোগ ও জীবন রক্ষা করিতে সেরূপ সন্তুষ্ট হই না । অতএব যদি আমার প্রীতি আপনার অনুগ্রহ প্লুকে ও আপনি আমাকে প্রিয়জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এক্ষণে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করুন । পরে আমি আপনার বনগমনবিষয়ে বিবেচনা করিব । ধর্মরাজ এই কথা কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে সন্মত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আজি আমি তোমার অনুরোধে অবশ্যই পুরমধ্যে ভোজন করিব ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মহামতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্যরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিতেছেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হও । ধৃতরাষ্ট্র একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়াছেন ; অতএব বোধ হইতেছে, ইনি রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্বক কখনই কষ্ট-ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না । যশঃস্বিনী গান্ধারীও কেবল ধৈর্য্যবশতঃ পুত্রশোক সহ্য করিতেছেন । অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি উঁহাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান কর । উঁহারা কেন বৃথা রাজ-ধানীতে প্রাণত্যাগ করিবেন । অচিরে বনগমন করিয়া পুরাতন রাজাদিগের তুল্য গতি লাভ করুন । চরণে বনগমন করাই রাজর্ষিদিগের প্রধান ধর্ম্য ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাদের পূজ্য ও কুল-গুরু । আপনি আমার পিতা ও আমি আপনার পুত্রস্বরূপ । ধর্ম্মানুসারে পুত্র পিতার বশবর্তী হইয়া থাকে । অতএব আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহার আর সংশয় কি ?

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! নরপতি ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে

অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন ; অতএব আমি ইঁহাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করিতেছি । তুমিও ঐ বিষয়ে সম্মত হও । ইনি এক্ষণে বনে গমন করিয়া স্থায়ী অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন । তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না । যুদ্ধে বা বন মধ্যে নিধিপূর্বক প্রাণত্যাগ করা ভূপতি-দিগের পরম ধর্ম্ম । তোমার পিতা পাণ্ডু প্রতিনিয়ত পিতার ন্যায় ইঁহার সেবা করিয়া-ছেন । সেই মহাত্মা যে সময় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেন, সেই সময় এই অন্ধরাজ রত্নপূর্বক পরিশোভিত ভূরিদাক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উৎকৃষ্ট রূপে প্রজাপালন ও গো-সমুদায়ের বন্ধনমোচনপ্রভৃতি বিবিধ সং-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তৎপরে তুমি বনগমন করিলে পর ইনি ত্রয়োদশ বৎসর পুত্রপরিরক্ষিত রাজ্যভোগ ও বিবিধ ধনরাশি প্রদান করিয়াছেন । তুমিও এক্ষণে পঞ্চদশবৎসর ভৃত্যগণের সহিত ইঁহার ও গান্ধারীর যথোচিত সেবা করিলে, এক্ষণে ইঁহার তপোানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি ইঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর । এখন তোমাদিগের প্রতি ইঁহার অণুমাত্র ক্রোধ নাই । মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপে বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনবিষয়ে অনুমতি করিতে অনুরোধ করিলে, ধর্ম্মরাজ অগত্যা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন । তখন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্মত দেখিয়া, অচিরে স্বস্থানে গমন করিলেন ।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মানন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া যুদ্-

স্বরে কহিলেন, তাঁত ! আপনার যাহা অভি-
মত এবং ভগবান্ দেববাস, মহাধর্ম্মের
কৃপাচার্য্য, বিদ্বর, সঙ্ঘ ও যুগুৎস আমাকে
সে বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি
অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব । উহারা
সকলেই আমার মান্য ও কুরুকুলের
হিতৈষী । এক্ষণে আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক
আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে,
আপনি প্রথমতঃ আহার করুন ; পশ্চাৎ
অরণ্যান্ত্রমে গমন করিবেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে,
মহামতি ধৃতরাষ্ট্রে গান্ধারীর সন্তিত জীর্ণ
গজপতির ন্যায় আত্মকষ্টে মন্দগমনে আপ-
নার আবাসাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ
করিলেন । মহাত্মা বিদ্বর, সঙ্ঘ ও কৃপা-
চার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর অন্ধরাজ আপনার গৃহে
প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাহ্নিকৃত্য সমুদায় সমাপন
পূর্ব্বক ত্রোক্ষণগণকে পারিতপ্ত করিয়া
ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । তখন
ধর্ম্মশীলা গান্ধারীও কুন্তী ও অশ্বাত্থ বধূগণ
কর্তৃক অর্চিত হইয়া আহার করিতে লাগ-
লেন । উহাদিগের আহার সমাপন হইলে,
পাণ্ডবগণ ও বিদ্বরাদি মহাত্মারা আহার
করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হই-
লেন । তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে যুধিষ্ঠিরের
পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস !
তুমি এই অক্টোজসংযুক্ত রাজ্যে সর্বদা সাব-
ধানে অবস্থান করিবে । ধর্ম্মানুসারে যেরূপে

রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি সর্বদা বিদ্যা-
বুদ্ধদিগের উপাসনা, উহাদিগের বাক্যশ্রবণ
ও সেই বাক্যানুসারে আচারিতচিত্তে
কার্য্যানুষ্ঠান করিবে । প্রাতঃকালে গাত্রো-
থান করিয়া ঐ সমস্ত জ্ঞানবান্ লোকের
সম্মাননা ও কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইলে,
উহাদিগকে কর্তব্যাজ্ঞাপনা করা সর্বতো-
ভাবে বিদেয় । উহারা সম্মানিত হইলে
অবশ্যই তোমাকে চিত্তোপদেশ প্রদান করি-
বেন । তুমি অশ্বসমুদায়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়-
গণকে সংযত করিয়া রাখিবে ; তাহা হইলে
উহারা যত্নপরিরক্ষিত ধনরাশির ন্যায় উত্তর-
কালে অবশ্যই হিতকর হইয়া উঠিবে । যে
মল্লিগণ ছলপরিশূন্য ও দমণ্ডগম্পন্ন এবং
যাঁহারা পিতা ও পিতামহের সময় অবধি
কার্য্য মন্দর্শন করিতেছেন, উহাদিগকেই
সমুদায় কার্য্যে নিয়োগ করা কর্তব্য । স্বীয়
অধিকারস্থ পরীক্ষিত চর দ্বারা শত্রুর অস্ত্রা-
গারে মৃত্যু তাহার সমাচার জ্ঞাত হওয়া
আবশ্যক । তুমি যে পুরমধ্যে বাস করিবে,
তাহার প্রাচীর ও তোরণ সূদৃঢ় হওয়া এবং
উহার মধ্যে ছয় প্রাকোষ্ঠ বাবধ অট্টালিকা
ও সূদৃঢ় দুর্গ থাকা উচিত । ঐ পুর সর্বদা
সাবধানে রক্ষা করা কর্তব্য । উহার
দ্বারসকল রহৎ, যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও
সুরক্ষিত হওয়া সর্বতোভাবে উচিত । যে
সকল ব্যক্তিদ্বিগের কুলশীল বিশেষ রূপে
অবগত হইবে, উহাদিগের দ্বারাই কার্য্যসামন
করাইবে । আহার, বিহার, মাল্যপারিধান,
শয়ন ও আগনে উপবেশনসময়ে সাবধানে

আজ্ঞা রক্ষা করিবে। সংকুলসমুত্ত স্থলীল
বিশুদ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তির। যেন তোমার অন্তঃ-
পুরিকাগণকে সাবধানে রক্ষা করেন। কুল,
শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন বিনীত সরলস্বভাব
ধার্মিক ব্রাহ্মণদিগকে মস্ত্রপাদে নিযুক্ত
করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মস্ত্রণা করিবে।
ঐ সকল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত
মস্ত্রণা করা বিধেয় নহে। মস্ত্রণাকালে হয়
সকলের সহিত নচেৎ কোন কার্যব্যাপদেশে
অভিলম্বিত ব্যক্তিদিগকে নিভৃত স্থানে
আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত মস্ত্রণা
করিবে। মস্ত্রণাগৃহ নিভৃত হওয়া নিতান্ত
আবশ্যক। বন ও অনাবৃত স্থান মস্ত্রণার
উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ
ছুই স্থানে মস্ত্রণা করা কদাপি বিধেয় নহে।
বানর, পক্ষী, জড় ও পশু ব্যক্তিদিগকে
মস্ত্রণাগৃহ হইতে বঞ্চিত করা অবশ্য কর্তব্য।
মস্ত্রভেদ হইলে নরপতিদিগের যে দোষ
উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা
নিতান্ত অকঠিন। মস্ত্রভেদ হইলে যে যে
দোষ এবং মস্ত্রভেদ না হইলে যে যে শুভ
ফল হয়, তৎসমুদায় তুমি মন্ত্রীদিগের নিকট
যতত কীর্তন করিবে। পুরণামী ও জন-
পদবাসীদিগের দোষগুণ অবগত হইবার
চেষ্টা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সম্বন্ধ-
চিহ্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারাসনে
নিযুক্ত করিয়া, যাহাতে তাঁহারা দোষানুরূপ
দণ্ডবিধান করেন, তুমি ত্রিষ্ময়ে হতত যত্ন-
বান্ থাকিবে এবং তাঁহারা দোষানুরূপ দণ্ড
করিলেন কি না, চর দ্বারা তাহার তথ্যানু-
সন্ধান করিবে। যাহারা উৎকোচজীবী,

পরদারাপহারী, উগ্রদণ্ডকর্তা, মিথ্যাবাদী,
অন্যের অনিষ্টকারী; লুক্কম্ভাব, পরদানাপ-
হর্তা, অসৎ কন্যাসুষ্ঠাননিরত, সভাভঙ্গকারী
ও বর্ণদূষক, দেশকাল বিবেচনা করিয়া
তাঁহাদিগের কখন স্তবর্ণদণ্ড কখন বা প্রাণ-
দণ্ডের আদেশ করা বিধেয়। প্রাতঃকালে
গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ ব্যয়কার্যে
নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান এবং তৎ-
পরে অলঙ্কারধারণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের
যথাযোগ্য অর্থদান পূর্বক সৈন্যদিগের
তত্ত্বাবধান করা কর্তব্য। সন্ধ্যাকালই দূত
ও চরদিগের কার্যসন্দর্শনের উপযুক্ত সময়।
নিশাশেষে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্য
কার্য নির্ণয় এবং মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্ন সময়ে
স্বয়ং বিচরণ পূর্বক প্রজাদিগের কার্য দর্শন
করা বিধেয়। তুমি সকল সময়েই কার্যের
উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; আবার উপ-
যুক্ত সময়ে অলঙ্কৃত হইয়া স্তম্ভচিত্রে অব-
স্থান করিবে। কার্যসমুদায় চক্রের ন্যায়
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তুমি ন্যায়ানুসারে
সংবাদ কোমপরিবন্ধনে যত্নবান্ হইবে।
কোমপরিবন্ধনাবসয়ে উদাসীন বা অত্যা-
ব্যবহার দ্বারা কোমবন্ধন কদাপি কর্তব্য
নহে। চর দ্বারা ছিদ্রাশ্বেষণতৎপর শত্রু-
গণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূর হইতেই
আত্মীয় পুরুষ দ্বারা তাঁহাদিগের বিনাশসাধন
করা কর্তব্য। ভূতপদাভিলাষী ব্যক্তি-
দিগের কার্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে
অভিলম্বিত পদে নিযুক্ত করা কর্তব্য।
আশ্রিত ব্যক্তিগণ কোন কার্যে নিয়মিত
রূপে নিযুক্ত হউক বা না হউক, তাঁহাদের

দ্বারা কার্যসম্পন্ন করা অবশ্য কর্তব্য । অধ্যবসায়সম্পন্ন, পরাক্রমশালী, কষ্টমত, হিতাভিনাশী ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত । জনপদাঙ্গী শিল্পীপ্রভৃতি লোকসমুদায় গো গর্দভাদির চাষ কেবল আচারমাত্র গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তাঁহার কার্যসম্পন্ন করে, তুমি তদ্বিষয়ে নিয়ত যত্নবান হইবে । সর্পিদা কি আপনার, কি শত্রুর উভয়েরই রক্ষা অশেষ-মণ করিবে । স স বানমায়ে স্তনিপুণ স-দেশীয় ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে বিহার-যাত্রাদির উপলক্ষে উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য এবং গুণী ব্যক্তিদিগের গুণ যাগাতে পরিপক্কিত হয় ও যাহাতে তাঁহারা গুণ হইতে বিচলিত না হন, তদ্বিষয়ে যত্ন-বান হওয়া সর্ববোভাবে বিধেয় ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ও বৎস ! তুমি সতত আপনার শত্রু-দিগের উদাসীনগণের এবং আপনার ও শত্রুদিগের ঐতিকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমুদায়ের মণ্ডলসমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে । শত্রু, শত্রু-মিত্র, শত্রুর পরাজয়ার্থী, শত্রুমিত্রের পরা-জয়ার্থী, ছয়প্রকার আততায়ী এবং মিত্র ও মিত্রের মিত্র এই দ্বাদশবিধ লোকের বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য । শত্রু-গণ স্বেযোগ পাইলে অগাত্য, জনপদ, দুর্গ বলসমুদায় অনায়াসে ভেদ করিতে পারে ; অতএব যাগাতে তাহারা ঐ কার্যে সমর্থ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা রাজার অবশ্য কর্তব্য । পূর্বোক্ত দ্বাদশবিধ লোকও

মন্ত্রীদিগের আয়ত্ব । কৃষাদি যুক্তি প্রকার গুণকে নীতিনিশারদ আচার্য্যগণ মণ্ডল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ভূপতিগণ ঐ মণ্ডলের বিষয় বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, অনায়াসে রাজ্যরক্ষার ছয়-প্রকার উপায় যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারেন । স্ব স্ব ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপতিগণের অবশ্য কর্তব্য । যখন স্বপক্ষ বলবান ও শত্রুপক্ষ দুর্বল হইবে, তখন নরপতি শত্রু-দিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন । কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ বলবান ও স্বীয় পক্ষ দুর্বল হইবে, তখন শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপ-নের চেষ্টা করা তাঁহার সর্বতোভাবে কর্তব্য । সর্পিদা দ্রব্যরাশি সংরক্ষণ করিয়া রাখা ভূপালদিগের নিত্যান্ত আবশ্যক । যখন রাজা যুদ্ধ করতে অসমর্থ হইবেন, তখন তিনি নিপক্ষদিগকে অল্পশস্ত্রোৎপাদক ভূমি, পিত্তলাদি ধাতু ও ক্ষীণবল মিত্র প্রদান করিয়া, তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন ; কিন্তু অশ্রে যখন তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সমুপ-স্থিত হইবে, তখন তিনি উহার নিকট বহু-শস্ত্রোৎপাদক ভূমি, স্তবর্ণরৌপ্যাদি ধাতু ও বলবান মিত্রসমুদায় গ্রহণে যত্নবান হইবেন । সন্ধি করা আবশ্যক হইলে, ভূপতি প্রাতি-দ্বন্দ্বীর বিশ্বাসার্থ তাহার পুত্রকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া রক্ষা করিবেন । ইহার অশ্রুত্যাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া রাজার কদাপি বিধেয় নহে । তিনি বিবিধ যুক্তি ও উপায় দ্বারা নিপদ হইতে যুক্তিলাভের

চেষ্টা করিবেন। দীন, দরিদ্র ও অনাথ-
দিগের প্রতি দয়া করা রাজার নিতান্ত
আবশ্যক। যে রাজা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা
করিতে বাসনা করেন, তিনি শত্রুদিগকে
ক্রমে ক্রমে বা এককালে স্তম্ভন, বিনাশ ও
তাঁহাদের কোষভঞ্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা
করিবেন। যে রাজার উন্নতিলাভের বাসনা
থাকে, অধীনস্থ রাজাদিগের হিংসা করা
তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য। যে রাজা পৃথিবী
জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া শত্রুদিগের সহিত
মন্ত্রণা পূর্বক তাঁহার আত্মীয়ভেদ করিবার
চেষ্টা করাই কর্তব্য। সাধুদিগের প্রতি
দয়া ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করা
ভূপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক। বলবান্
ভূপতি দুর্বলদিগের প্রতি কদাচ অত্যাচার
করিবেন না। যদি কোন পরাক্রান্ত রাজা
দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করেন, তাহা
হইলে, দুর্বল ভূপতি প্রথমে মন্ত্রিগণের
সহিত তাহার শরণাপন্ন হইয়া বেতসের
ন্যায় নত্বতা অবলম্বন পূর্বক সামাদি উপায়
দ্বারা এবং পরিশেষে কোষ পৌরজন ও
অন্যান্য প্রিয় বস্তু দান দ্বারা আত্মরক্ষা
করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি ঐ সমুদায়
উপায় দ্বারাও তাঁহার কাব্যসিদ্ধি না হয়,
তাহা হইলে অগত্যা স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া
কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তিলাভ করাই
তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

সপ্তম অধ্যায় ।

মন্ত্রিবিগ্রহের বিষয় বিশেষ রূপে অব-
গত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবল প্রতি-
যোগীর সহিত মন্ত্রিস্থাপন ও দুর্বল প্রতি-
যোগীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। স্থিরচিত্তে
আপনার বলাবলি বিচার করিয়া পরিশেষে
যুদ্ধযাত্রা করা কর্তব্য। যদি শত্রু পরাক্রান্ত
এবং তাহার সৈন্যসমুদায় বলবান্ ও সমুদ-
চিত্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ নরপতি
তাহাকে আক্রমণ না করিয়া, তাহার পরা-
জয়ের উপায় চিন্তা করিবেন। কিন্তু শত্রু
যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে তিনি আচরাৎ
তাহার অভিমুখীন হইয়া তাহার সহিত
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে শত্রুগণ
বিপন্ন, ভেদযুক্ত, নিপীড়িত ও ভীত হয়,
সতত তাহার উপায় চিন্তা করা রাজার
অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রাবিশারদ ভূপতি আপ-
নার ও শত্রুগণের উৎসাহ, প্রভুত্ব ও মন্ত্রণা,
এই ত্রিবিধ শক্তি পর্যালোচনা করিয়া যদি
আপনাকে অরাতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলেই যুদ্ধ-
যাত্রা করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যবল,
ধনবল, মিত্রবল, ভৃত্যবল ও শ্রেণীবল
সংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। মিত্রবল
অপেক্ষা ধনবল শ্রেষ্ঠ, আর শ্রেণীবল, ভৃত্য-
বল ও আচারবল এ তিন বলই পরস্পর
সমান। রাজাদিগকে সময়ে সময়ে নানা
প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়। ঐ
সকল বিপদে উপেক্ষা না করিয়া সামাদি
উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় হইতে মুক্তিলাভের

চেফ্ট। করাট তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । বুদ্ধিমান ভূপতি দেশ কাল এবং আপনার গুণ ও বল সম্যকরূপে বিচার করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন । যে রাজা অসংখ্য উন্নতিশালী ও পরাক্রান্ত এবং যাঁহার সৈন্যসমুদায় ক্ষুদ্রপুন্ড্র, তিনি অকালেও যুদ্ধ যাত্রা করিতে পারেন । পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সংগ্রাম স্থলে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও শরপূর্ণ তুর্গীরসম্পন্ন বীরগণকে সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধিসংকারে শুক্রাচার্য্যাবৃত্ত নীতিশাস্ত্রানুরূপ শকট, বজ্র বা পদ্মবৃহ নিগ্ধাণ পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন । আপন-নার আধিকার মধ্যেই হউক বা অন্যের আধিকার মধ্যেই হউক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নরপতি চর দ্বারা শত্রুদিগের ও অসংখ্য আপন-নার সৈন্যপরীক্ষা করিয়া পরিশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন । সৈন্যদিগকে সমুদ্র করিয়া বলবান্ ব্যক্তিদিগকে সংগ্রামস্থলে প্রেরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । অগ্রে আপন-নার বলবান পরিষ্কৃত হইয়া পশ্চৎ সন্ধি-সংস্থাপন বা যুদ্ধযাত্রা করাট প্রায়ঃ । যে কোন রূপে হউক, আপনার প্রাণরক্ষা ও উভয় লোকের মঙ্গলচিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে ভূপতি এই সমুদায় নিয়মের অনুবর্তী হইয়া ধন্যানুসারে প্রজা-পালন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন । এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধন্যানু-সারে প্রজাগণের হিতসাধন কর ; নিশ্চয়ই ইহলোকে, পরম সুখ ও পরলোকে স্বর্গ

লাভ করিতে পারিবে । পূর্বের মহাত্মা ভীষ্ম, বিদুর ও বাসুদেব তোমাকে এইরূপ ধর্ম্মো-পদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; এক্ষণে আমিও শ্রীতিপূর্বক তোমার নিকট ইহা কীর্তন করিলাম । সংগ্রামে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ভূপতির যেরূপ ফল লাভ হয়, ধন্যানুসারে প্রজাপালন করিলেই তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ।

অষ্টম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত ! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি তদনুরূপ কাগ্যেরই অনু-ষ্ঠান করিব । এক্ষণে আপনি পুনরায় আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন । পিতামহ ভীষ্ম অগমন করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব এখানে উপস্থিত নাই এবং মহা-মতি বিদুর ও মঞ্জয়ও আপনার সহিত বনে গমন করিবেন । স্ততরাং আপনার বন-গমনের পর আর কে আমাকে উপদেশ প্রদান করিবে ? আপনি আমার দ্বিতীয় হইয়া আজি আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিব । আপনি স্তবী হউন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে ; অতএব তুমি নিবৃত্ত হও । আর আমি বাক্যব্যয় করিতে পারি না । অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীর ভবনে প্রবেশ পূর্বক আগনে সমানীত হইলেন । তখন ধর্ম্মচারিণী দেবী গান্ধারী সেই প্রজাপতি-

তুলা ভর্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে বনগমনে আশ্রিত করিয়াছেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐ নিম্নে সম্মত হইয়াছেন । এক্ষণে আপনি কোন্ দিন বনে গমন করিবেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গান্ধারি ! আমি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছি, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও আমার, বনগমননিম্নে সম্মত হইয়াছেন । এক্ষণে আমি প্রজাগণকে এই স্থানে আনয়ন করাষ্টয়া দ্রুতকৌড়ানিরত মৃত পুত্রদিগের উদ্দেশে ক্রিষ্ণে ধনদান করিয়া অচিরাৎ অরণ্যে গমন করিব ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে এই কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ অচিরাৎ তাঁহার আদেশানুসারে, কুরুজাঙ্গলস্থ প্রজাসমুদায়কে আহ্বান করিলেন । তখন কুরুজাঙ্গলবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহাকুলানিত হইয়া রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন । উঁহারা সমাগত হইলে, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্বক সেই সমুদায় প্রজা ও অগ্ৰাণ্য বক্ষুবাক্ষবর্ণকে সমবেত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামাণ্ড্য ব্যক্তিগণ ! আপনারা চিরকাল কৌরবদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন । কৌরবদিগের সহিত আপনাদিগের বিলক্ষণ মৌহুত্ত জন্মিয়াছে । আপনারা কৌরবগণের পরম হিতৈষী । কৌরব-

গণও সতত আপনাদের হিতসাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন । এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদিগকে অবিচারিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইতে হইবে । আমি মহর্ষি বেদব্যাস ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে গান্ধারীর সহিত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি । এক্ষণে আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন । আমাদিগের সহিত আপনাদিগের যেকণ চিরমোহাদি আছে, বোধ হয়, অগ্ৰদেশস্থ নরপতিদিগের সহিত সেরূপ নাই । এক্ষণে আমি ও গান্ধারী আমরা উভয়েই একে নিতান্ত বুদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমাদের পুত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে ; বিশেষতঃ আমরা অনেক দিন উপবাস করিয়া অত্যন্ত ক্লম হইয়াছি, স্ততরাং এ সময়ে বনগমন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ । যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমার যথেষ্ট স্বপসম্ভোগ হইয়াছে । বোধ হয়, ভ্রমোদনের অধিকার সময়ে আমার একপ স্বপভোগ হয় নাই । যাহা হউক, আমি একে জন্মান্তর তাহাতে আমার বুদ্ধ ও পুত্র পৌত্র-বিশীন হইয়াছি, স্ততরাং এক্ষণে বনগমন ভিন্ন আর আমার শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই । অতএব আপনারা আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন ।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজা সমুদায় বাপ্পাকুলনয়নে গদগদ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহই কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না ।

নবম অধ্যায় ।

এইরূপে সেই শোকপরায়ণ প্রজাগণ কোন প্রত্যাশার প্রদান না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান থাকিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সস্ত্রান্তব্যক্তিগণ ! নরপতি শাশ্তু, ভীষ্মপরিরক্ষিত বিচিত্রবীৰ্য্য ও আমার প্রিয় ভ্রাতা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের অনিদিষ্ট নাই । এক্ষণে আমি আপনাদিগকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহা যদি সুন্দররূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন । চূর্ব্বোদন যে সময়ে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়াছিল, সে সময় সেও তোমাদিগের নিকট কোন অপরাধ করে নাই । পারিণামে তাহারই দুর্নীতি ও আমার অপরাধনিবন্ধন এই অগংখ্য নরপতি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন । যাহা হউক, এক্ষণে আমি হইতে যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমি কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিতেছি, আপনারা আর উহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না । বৃদ্ধ, পুত্রবিহীন, দুঃখিত ও পূর্ব্বতন নরপতিদিগের পুত্র বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন । এই বৃদ্ধা গান্ধারী ও আমার স্ত্রী পুত্রহীনা ও শোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন । এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে বন-

গমনে অনুমতি প্রদান করুন । আপনারা কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবেন । ধর্ম্মার্থকুশল অমিতপরাক্রম লোকপালমদৃশ ভীমাদি চারি ব্যক্তি যখন উঁহার মন্ত্রী, তখন উঁহাকে কখনই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না । অতঃপর ভগবান্ ত্রক্ষার স্ত্রী এই মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের প্রতিপালন করিবেন । আমি ইঁহাকে আপনাদিগের হস্তে এবং আপনাদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম । আপনারা পূর্ব্বাবধি কখনই আমার উপর কুপিত হন নাই । আপনারা একান্ত প্রভুভক্ত । এক্ষণে আমি গান্ধারীর সহিত কৃতাজ্ঞলিপুটে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই অস্থির-বৃদ্ধ, লোভগৃহ, স্বেচ্ছাচারী, দুরাত্মা পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন ।

দশম অধ্যায় ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে অনুনয় করিলে, পৌর ও জানপদ প্রজাগণ সকলেই বাষ্পাকুললোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিল । তৎকালে তাহাদিগের মুখ হইতে কোন কথাই নির্নিগত হইল না । তখন অন্ধরাজ পুনর্বার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মিকগণ ! আমি নিতান্ত বৃদ্ধ ও পুত্রবিহীন হইয়াছি, আমার পিতা ভগবান্ কৃষ্ণদৈবপায়ন ও ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির আশ্রমে 'অরণ্যগমনে' অনুষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ধর্মপত্নীর সহিত প্রাণপাতপুরঃসর করুণাস্রবে বারংবার আপনাদিগকে কহিতেছি, আপনারা আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র করুণাস্রবে এই কথা কহিলে, প্রজাগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া জনকজননীর ন্যায় শূন্যহৃদয়ে কেহ কেহ কর দ্বারা ও কেহ কেহ বা উত্তরীয় বসন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্রমে, ক্রমে শোকবেগ সংবরণ পূর্বক একবাক্য হইয়া শাস্ত্রনামক এক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের বাক্য অন্ধরাজের নিকট কীর্তন করুন। তখন সেই বাক্যবিশারদ বেদবেত্তা মহাজ্ঞা শাস্ত্র অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণ আপনাকে কহিতেছে, আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কৌরবগণের সহিত আমাদের বিলক্ষণ মৌচাদ আছে। আপনার বংশে কোন রাজাই প্রজাপালনে পরাঙ্গুশ বা প্রজাদিগের অশ্রিয় ছিলেন না। 'সকলেই পিতামাতার ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন।' মহারাজ দুর্যোদনও আমাদিগের কোন অশ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। এক্ষণে ধর্মপরায়ণ মহাজ্ঞা বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি সেইরূপ কার্যের অনু-

ষ্ঠান করুন। আমরা আপনাদিগের আদর্শনে নিতান্ত শোকাবল হইব। আপনার গুণ-সমুদায় কদাচ আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। পূর্বের মহারাজ শান্তনু, আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য ও মহাজ্ঞা পাণ্ডু যেরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন, আপনার পুত্র মহারাজ দুর্যোদনও সেইরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম। এক্ষণেও আমাদিগের যেরূপ স্তম্ভ-স্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আপনার অবদিত নাই। অতএব প্রার্থনা করি, কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সহস্র বর্ষ রাজ্যপালন করুন। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইব। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরু, সংবরণ ও ভরত প্রভৃতি পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্মশাস্ত্রমারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তাঁহার শরীরে দোষের লেশমাত্র নাই। আমরা আপনার প্রসাদে পরমসুখে কালহরণ করিয়াছি। আপনারা পিতাপুত্রের আমাদিগের কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই। আপনি কুলক্ষয়বিসয়ে দুর্যোদনের প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে কি দুর্যোদন, কি কর্ণ, কি শকুনি, কি আপনি আপনাদিগের কাহারও অপরাধ নাই। দৈব-বলেই কৌরবগণের ক্ষয় হইয়াছে। দৈব নিতান্ত দুর্নিবার্য। পুরুষকার কখনই উৎসাহে নিবারণ করিতে পারে না। ভীষ্ম,

দ্রোণ, কৃপা ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয়
যোদ্ধাগণ এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন,
অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডব-
পক্ষীয় বীরগণ অষ্টাদশ দিবসের মধ্যেই যে
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা নিপাতিত করি-
লেন, ইহা কি দৈববল ভিন্ন কখন সম্ভবপর
হইতে পারে? বিশেষতঃ সংগ্রামে শত্রু-
সংহার ও কলেশ্বর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়-
দিগের পরম ধর্ম। এই নিমিত্তই সেই
মহাবলপরাক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শী বীরগণ
পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে
নিপাতিত করিয়া পরলোকে গমন করিয়া-
ছেন। অতএব আপনার পুত্র দুর্যোধন,
আপনার ভৃত্যগণ, মহাবীর কর্ণ, শকুনি ও
আপনি আপনাদিগের মধ্যে কাহাকেও
ভূপতিগণের ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দেশ
করা যায় না। দৈববলেই এই কার্য সম্পন্ন
হইয়াছে। দৈবভিন্ন উহার অন্য কারণই
নাই। আপনি সমুদায় জগতের গুরু।
আমরা আপনাকে ও আপনার পুত্র দুর্যো-
ধনকে কদাচ অধার্মিক বলিয়া জ্ঞান করি
না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, মহারাজ দুর্যো-
ধন ব্রাহ্মণগণের আশ্রানুসারে বান্ধবগণের
সহিত দুর্লভ স্বর্গস্থান অনুভব করুন।
আপনিও তপস্বী অরুরক্ত হইয়া সনাতন
ধর্মসমুদায় পরিত্যাগ হউন। পাণ্ডবগণের
প্রতি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে
হইবে না। এই মহাত্মারা পৃথিবীর কথা
দূরে থাকুক, সমুদয় স্বর্গলোক প্রতিপালন
করিতে পারেন। উহারা সম্পন্ন হউন বা
বিপন্ন হউন, প্রজাগণ সর্বদা উহাদিগের

বশীভূত থাকিবে। দীর্ঘদর্শী জিতেন্দ্রিয়
মহারাজ যুধিষ্ঠির পুরাতন রাজর্ষিদিগের
নিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরপরিমাণে
ধনদান ও আশ্রাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া
থাকেন। উহার তুল্য দয়াবান্ সরণ ও
পবিত্রসভাব আর কেহই নাই। উনি
আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন।
উহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহই ক্ষুদ্রদৃষ্টি বা
অল্পজ্ঞানসম্পন্ন নহেন। উহার ভীমসেন
প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত ব্রাহ্মণও উহার
প্রতি একান্ত অনুরক্ত। স্ততরাং তাঁহারা
যে আমাদিগের আশ্রয় কার্যের অনুষ্ঠান
করিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। শিষ্ট-
দিগের প্রতি মরলতা ও দুর্নীতিগণের প্রতি
তেজঃপ্রকাশ করা তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ।
আর মহানুভাবা কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী ও
সুভদ্রা ইহারাও কদাচ আমাদিগের প্রতি-
কূল ব্যবহার করিবেন না। আপনি আমা-
দিগের প্রতি মেরুপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া-
ছেন এবং যুধিষ্ঠির এক্ষণে আমাদিগকে
মেরুপ স্নেহ করিতেছেন, তাহা আমরা
কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রজাগণ
অধার্মিক হইলেও মহারথ পাণ্ডবগণ ধর্ম্যানু-
সারে তাঁহাদের প্রতিপালন করিবেন।
অতএব আপনি এক্ষণে সম্ভ্রাপ পরিত্যাগ-
পূর্বক স্তম্ভচিত্তে ধর্ম্যানুষ্ঠান করুন।

মহামতি শাস্ত্র ধ্বংসাত্তের নিকট এই
কথা কহিলে, তত্ত্বতঃ সমুদায় প্রজাই
তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্বক
তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিল। তখন
অন্ধরাজ ধ্বংসাত্ত প্রজাগণের আভিপ্রায়

অবগত হইয়া বারংবার তাহাদিগের বাক্যে অভিনন্দন পূর্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া গান্ধারীর সহিত আশ্রমভবনে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, অক্ষরাজ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজনু! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাত্রা করিবেন। এক্ষণে তিনি সমরনিহত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, তাঁহার পুত্রগণ ও অগ্ন্যাত্ত বান্ধবগণের শ্রদ্ধাসম্পাদনার্থ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিতেছেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ ধন দ্বারা সৈন্ধবাপসদ জয়দ্রথেরও শ্রদ্ধা করিবেন। মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন তাঁহার বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মাননা করিলেন; কিন্তু জাতক্ৰোধ ভীমসেন দুর্য্যোধনের দৌরাগ্য স্মরণ করিয়া বিদুরের সেই বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তখন মহাবীর অর্জুন বৃকোদরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৃকোদর! আমাদের পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে দীক্ষিত হইয়া ভীষ্মাদি মহাত্মাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

সম্পাদনার্থ আপনা কর্তৃক নিৰ্জ্জিত ধন যাক্রা করিতেছেন। অতএব উহা প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি। পূর্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমরা যাক্রা করিয়াছি, এক্ষণে তিনি আমাদের নিকট যাক্রা করিতেছেন। যিনি সমাগরা পৃথবীর অধিপতি ছিলেন, আজি তিনি শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া বনগমনে অভিলষী হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে ধনপ্রদানে অনুমতি করুন। উঁতাকে ধনপ্রদান না করিলে আমাদের অধঃশ্র এবং অকীৰ্ত্তি ঘোষণা হইবে। বরং আপনি ধন প্রদান করা উচিত কি না, তাহা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহাত্মা অর্জুন এই কথা কহিবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিস্ট হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা স্বয়ং মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ও অগ্ন্যাত্ত বান্ধবগণের শ্রেষ্ঠ কার্য্যসম্পাদন করিব এবং ভোজনান্দিগীর্ণ কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উঁহাদিগের শ্রদ্ধার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে ধন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে দুর্য্যোধনাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাই নিষেধ নহে। আমাদের শত্রুগণ যেন কোন স্থানেই আহ্লাদিত না হয়। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল কুলাঙ্গার দ্বারা এই পূর্ণিবা উৎসবপ্রায় হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই

ঘোরতর ক্রোধে নিপতিত হয়। তুমি কি দ্রৌপদীর ক্রোশাবহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় তিরোচিত হইয়াছিল? যখন তুমি হৃতসংস্রব হইয়া কৃষ্ণাঙ্গিন ধারণ পূর্বক পাঞ্চালীর মণ্ডিত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও মোমদত্ত ইহারা কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? যখন তুমি ত্রয়োদশ বৎসর বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলে, তখন তোমার জ্যেষ্ঠভাতের পিতৃস্নেহ কোথায় তিরোচিত হইয়াছিল? দুরাত্মা অন্ধরাজ যে দূতকোড়ার সময় “এই বার আমাদের কি ল'ভ হইল” বলিয়া বারংবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?

মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে এই কথা কহিলে, অসাপারগদীর্শাস্তিসম্পন্ন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ঐ সময় অর্জুন বৃকোদরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। আপনাকে আর অধিক বলা আমার কর্তব্য নহে। * এক্ষণে আপনার নিকট আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্পিতোভাবে আমাদিগের পূজ্য। বিশেষত সাধু ব্যক্তির অশ্রুত

অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন। ধর্মরাজা অর্জুন এই কথা কহিলে, ধর্মসন্দন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ক্ষত! তুমি আমার আদেশানুসারে কৌরবেন্দু ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, তিনি পুত্র ও ভীষ্মাদি বক্ষুবর্গের আক্রান্ত যে পরিমাণে ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা আমার কোষ হইতে গ্রহণ করুন। ভীষ্মসেন তাহাতে বিরক্ত হইলেন না।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া অর্জুনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তখন ভীষ্মসেন ধনঞ্জয়ের প্রীতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! যেন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদরের প্রীতি কোপ প্রকাশনা করেন। বৃকোদর অরণ্যমধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি-নিবন্ধন অনেক কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহা তোমার অবদিত নাই। তুমি আমার বচনানুসারে জ্যেষ্ঠভাতকে কহিবে যে, তাঁহার যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে বাসনা হয়, তিনি তৎসমুদায়ই যেন আমার গৃহ হইতে গ্রহণ করেন। বৃকোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যে অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন তিনি হৃদয়মধ্যে স্থানদান না করেন। অর্জুনের ও আমার যে সমুদায় ধন আছে, তিনি সেই সমুদায় ধনেরই অধিকারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, ত্রাঙ্কণ-গণকে তাহা দান ও অন্যান্য ব্যয় করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের নিকট ঋণশূল্য হউন।

আমার মনের কথা দূরে থাক, আমার এই শরীরও তাঁহার একান্ত অধীন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, ধীমান্ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! আমি প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আপনার বাক্য কীর্তন করিবামাত্র তিনি এবং অর্জুনের উভয়ে আপনার বাক্যে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, আমাদিগের রাজ্য ধন বা প্রাণ যাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের অভিলাষ হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্তু মহাবীর বৃকোদর পূর্বতন দুঃখসমুদায় স্মরণ করিয়া আপনার বাক্যে অতিকণ্ঠে সম্মত হইলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা অর্জুনের উভয়ে আশ্রমকে অনুনয় বিনয় করিয়া বৃকোদরকে সম্মত করিয়াছেন । পরিশেষে ধর্ম্মরাজ অনেক অনুনয় করিয়া কহিয়াছেন যে, মহাবীর বৃকোদর পূর্বকৃত বৈরস্মরণ করিয়া আপনার প্রতি যে কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে যেন আপনি চুঃখিত না হন । এই মহাবীর সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও যুদ্ধেই ব্যাপ্ত থাকেন ; এই নিমিত্তই উনি অত্যাধি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই । যাহা হউক, এক্ষণে বৃকোদরের নিমিত্ত আমি ও অর্জুনের আমরা উভয়ে জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগের বিশেষতঃ ভীষ্মের প্রতি প্রসন্ন হন । তিনি এই রাজ্য ও আমাদিগের প্রভু ;

অতএব পুত্র ও বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যার্থ তাঁহার যাহা অভিরাচিত হয়, তিনি তাহাই করুন । তিনি রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেঘ ও ছাগপ্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অক্ষ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন । তিনি অন্নদান, পানীয়দান ও গোমূহের জলপানার্থ নিপানদানপ্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন । হে কৌরবেন্দ্র ! রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাত্মা ধনঞ্জয় আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরাচিত হয়, করুন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে, অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের প্রতি সান্ত্বনয় মন্তব্য হইয়া, সেই দিন অবধি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ধন দান করিয়া বনগমন করিতে অভিলাষ করিলেন । অনন্তর তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সূহৃদগণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ পূর্বক অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদন, গণি-মুক্তাদি বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, দাস, দাসী, মেঘ, ছাগ, কচ্ছল, ঐশ্বর্য, ক্ষেত্র, অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী ও বরাসনা সমুদায় প্রদান করিতে লাগিলেন । এই সময় যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই ধৃতরাষ্ট্রানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধযজ্ঞ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । গণক ও লেখকগণ দিবারাত্রি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে “মহারাজ ! এই যৎচক ব্রাহ্মণ-

গণকে কি প্রদান করিতে হইবে, আশ্রা করুন” বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অক্ষরাজ যাঁহাকে শত মুদ্রা প্রদান করিতে कहিলেন, তাহার যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা এবং যাঁহাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল । এইরূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সালিশবর্মী জলধরের ন্যায় ধন বর্ষণ পূর্বক ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে প্রচুরপরিমিত বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সমুদায় বর্ণের ব্যক্তিগণকে আহার করাইয়া পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পাদন করিলেন । তৎপরে তিনি আপনার ও গাঙ্গারীর পারলৌকিক হিতসাধনার্থ পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে প্রবৃত্ত হইলেন । মহামতি অক্ষরাজ এইরূপে ক্রমাগত দশ দিন অনবরত অর্থদান করিয়া পরিশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দানযজ্ঞ সমাপন পূর্বক বক্ষুবাক্ষবগণের আনুগ্ধ্যলাভ করিলেন । তিনি যে কয়েক দিন ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার ভবনে সর্বদা নট ও নর্তকগণ নৃত্য করিয়াছিল ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

অনন্তর একাদশ দিবসে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রাতি যথোচিত ক্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাতঃ বেদ-

বেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বক্ষুলাজিন পরিধান পূর্বক গাঙ্গারী ও অন্যান্য কোরববধূগণের সহিত স্নায় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন । ঐ সময় কোরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তসরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল । তখন অক্ষরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদান পূর্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃসরে হা তাতঃ ! কোথায় চলিলেন, বলিয়া পরাতলে নিপতিত হইলেন । মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মরাজকে সান্বনা করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুয়ুৎস, কৃপাচার্য্য, দ্রোণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন । কুন্তী ও বদ্রাচ্ছাদিতনয়না গাঙ্গারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অক্ষরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুরুরীয় ন্যায় উচ্চৈঃসরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বনিতা-গণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দিক্ হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল । ফলতঃ

পূর্বের পাণ্ডবগণ দ্ব্যুতে পরাজিত হইয়া
কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌর-
জনেরা যেদপ' দৃঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে
অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়া ও
তাঁহাদের সেই দপ' দঃখ সমুপস্থিত হইল ।
যে সমুদায় কুলকামিনী পূর্বের চন্দ্রসূর্য্যকে ও
দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকা-
ভিভূত হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে
লাগিল ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত
হইলে, গট্টলিকা ও অন্যান্য স্থানসমুদায়
হইতে স্ত্রীপুরুষাদিগের ক্রন্দনকোলাহল
শ্রবিতগোচর হইতে লাগিল । তখন অন্ধ-
রাজ বিনীতভাবে অতিকন্টে ক্রমে ক্রমে
সেই নরনারীসঙ্কল রাজমার্গ অতিক্রম পূর্বক
হস্তিনা নগরের অহাচ্চ বহির্দ্বার হইতে
বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে
বিদায় করিতে লাগিলেন । মহাবীর কৃপা-
চার্য্য ও যুয়ুৎসু ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের
হস্তে সমর্পিত হইয়া বনগমনবাসনা পারি-
ত্যাগ করিলেন । কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও
সঙ্গয কিছুতেই নিরুত্ত না হইয়া, তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৌরবর্গ
প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ-
তাতের আঞ্জানুমারে কামিনীগণের সহিত
নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাসনা করিয়া
স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, মাতঃ ! আপনি বধূগণের সহিত নগরে

প্রতিনিবৃত্ত হউন ; বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের
সহিত অরণ্যে গমন করি । ধর্ম্মপরায়ণ
মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্বী করিতে কৃত-
নিশ্চয় হইয়াছেন, স্ততরাং উঁহারই এক্ষণে
অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্তব্য ।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজ কর্তৃক
এইরূপ অভিধিত হইয়া বাম্পাকুলিতলোচনে
গাঙ্গারীকে ধারণ পূর্বক গমন করিতে
করিতে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
বৎস ! তুমি মহদেবের প্রতি কখন তাক্ষীণ্য
করিও না । সে তোমার ও আমার প্রতি
একান্ত অনুরক্ত । আর পূর্বের আমি দুর্বুদ্ধি
বশত যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে
সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম,
সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের
বহির্ভূত না হয় । হায় ! আমার তুল্য
অভাগ্যবতী আর কেহই নাই ! যখন সূর্য্য-
তনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয়
শতদ্বারিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়
বুঝিলাম, উগা লৌহ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে ।
পূর্বের যখন আমি তোমার নিকট তাহার
পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই
তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে
হইবে । যাহা হউক, এখন আর তাহার
কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই ।
এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত
হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠভাতার প্রীতির
নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে । কদাপি
দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না । সর্বদা
ভীমসেন, অর্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ
করিবে । আজি কুরুকুলের ভায় তোমার

উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল । আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোবনস্থান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিব ।

মনাস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্য-পরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধো-বদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মাত ! এক্ষণে আপ-নার বুদ্ধি একরূপ বিচলিত হইল কেন ? আমার প্রতি একরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্তব্য নহে । আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না । আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । পূর্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট পিছুলার বাক্য সমুদায় কীর্তন পূর্বক আমাদিগকে বিবিধ রূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে একরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য । আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতি-দিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করি-য়াছি । এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল ? আমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্তব্য নহে । আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া কিরূপে গহনকাননে বাস করিবেন ? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ।

পাণ্ডবজননী কুন্তী, ধর্ম্মরাজের এইরূপ

করণবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । তিনি অংশপূর্ণলোচনে অন্ধ-রাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন । তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাত ! এক্ষণে পুত্রনির্ভীক রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদায় লাভ করিবার সময় আপনার একরূপ বুদ্ধিবিপর্যায় উপস্থিত হইল কেন ? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে নীরশূন্য করিলেন ? আর আমরা যৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই না কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন ? এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহার পূর্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জিত রাজ্য ভোগ করুন ।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাব কুন্তী বনগমনবাসনা পরিত্যাগ করিলেন না । তখন মনাস্বিনী দ্রৌপদী বিষম্বদনে রোদন করিতে করিতে স্তম্ভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন । কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্রমান পুত্রদিগকে বারংবার সম্মেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন । তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষম্বচিত্তে ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া, পুত্রগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসগণ ! পূর্বের তোমরা জ্ঞাতি-গণ কর্তৃক কপট দ্যুতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখ ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম । তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, স্ততরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুরূচিত । তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, স্ততরাং তোমাদিগের শত্রুর বশীভূত হওয়া কখন উচিত নহে । তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন । অতএব উহার চিরকাল যেন অবস্থান করা নিতান্ত অনুরূচিত । অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষা-স্থিত ভীমসেনের ও বাসবদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কালহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে । বালক নকুল ও মহাদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভা-মধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ করা নিতান্ত অন্যায্য । আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম । পূর্বের যখন এই পাণ্ডালী দ্যুতে পরাজিত হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর স্নায় কম্পিত হইয়াছিলেন ; যখন দুঃখাগ্নি দুঃশাসন অজ্ঞানবশত দাসীর স্নায় ইহার

কেশাকর্ষণ করিয়াছিল ; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে । পাণ্ডা দুঃশাসন এই পাণ্ডা-লীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারং-বার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুরুরীয় স্নায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একেবারে লিপ্ত হইয়াছিল । আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদ্যুতসংবাদ কীর্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া-ছিলাম । তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে । যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্র-পৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । আমি ভর্তার রাজহসময়ে অশেষ স্নখভাগ, বিনিদ্র মহাদান ও যথার্থিণি সোম রস পান করিয়াছি । আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদ্যুতসংবাদ কীর্তন করিয়া তোমা-দিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার স্নখসাধনের নিমিত্ত নহে ; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহার পূর্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হই-য়াছে । পুত্রনির্জিত রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই । অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিমীর শুভ্রসা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেশের শুদ্ধ করিয়া । তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম স্নখে রাজ্য সম্ভোগ কর ।

তোমাদিগের মর্ম্মবুদ্ধি পরিণত ও মনঃ
প্রশস্ত হউক ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডব-
গণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধ-
রাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পাণ্ডা-
লীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ঐ সময়
কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া
কামিনীগণ অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন
করিতে লাগিল । তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র
গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা
অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে
প্রতিনিবৃত্ত কর । যুধিষ্ঠির যাহা যাণ কহি-
লেন, সে সমুদায়ই যথার্থ । পাণ্ডবজননী
মহাক্ষণপ্রদ ঐশ্বর্যা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ
করিয়া কেন রূপা দুর্গম অরণ্যে গমন করি-
বেন । উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনা-
য়াসে দান ও ত্রতাদি আচরণ করিয়া উৎ-
কৃষ্ট তপোমুষ্ঠান করিতে পারিবেন । উঁহার
শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ;
অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে
আদেশ কর । অন্ধরাজ এই কথা কহিলে,
অবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজ-
বাক্যসমুদায় কীর্ত্তন এবং স্বয়ং তাঁহাকে
বিশেষ রূপে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ
করিলেন ; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে
নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন
কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত
হইয়া ও পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে
দেখিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত

হইলেন । অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে
একান্ত কাতর হইয়া অতি দীনভাবে জীগণ-
সমভিব্যাহারে ঘানারোহণ পূর্ব্বক পুরমধ্যে
প্রবেশ করিলেন । ঐ সময় হস্তিনানগর
এককালে উৎসবশূন্য হইল । আনালবন্ধ-
বনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল ।
পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের
ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন
হইলেন ।

এ দিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর
গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করি-
লেন । বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত
মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত
তপোবনে নিম্নমানুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
করিয়া আছতি প্রদান করিতে লাগিলেন ।
ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল । তখন
তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ
করিলেন । অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশলময় শয্যা-
দ্বয় প্রস্তুত করিলেন । যুধিষ্ঠিরজননী কুন্তী
পরম স্নেহে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায়
শয়ন হইলেন । বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ
তাঁহাদিগের নিকটে এবং রাজক ব্রাহ্মণগণ
যথাস্থানে শয়ন করিলেন । অনন্তর রজনী
প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে যাত্রোত্থান
পূর্ব্বক অগ্নিতে আছতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্ন-
কৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া ক্রমাগত
উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।
প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের
পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল ।

একোবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিহুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্রে ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-প্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন অক্ষরাজ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসামান এবং শিষ্য-সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে, অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশাস্বিনী গাকারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, তখন বিহুরাদি অচ্যুত অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গাকারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনান্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তাঁরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় ষাজকগণ অক্ষরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদিতে উপবেশন পূর্বক ছত্ৰাশনে আচ্ছাদিত প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে, অক্ষরাজ অনুষাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষিশতযুগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্বের কেকয়রাজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে

প্রবেশ করেন। অক্ষরাজ, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক শতযুগের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযুগ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অক্ষরাজকে আরণ্যাবধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপোপারায়ণ হইয়া অনুচরগণকে তপো-মুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গাকারী ও ভোজনান্দিনী কুন্তী উভয়ে বহুলাঙ্গিন দারণ পূর্বক হৈন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপো-মুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অক্ষরাজ জটা, অঙ্গিন ও বহুলা দারণ পূর্বক অস্তিচন্দ্রাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরমধাঙ্গিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিহুর উভয়ে চীরবহুলা দারণ পূর্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গাকারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পার্শ্বত, দেবল, পরম ধার্মিক রাজর্ষি শতযুগ এবং শিষ্যপরিবৃত্ত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অচ্যুত সিদ্ধপন ইহারা সকলে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজনান্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনো-

দ্বন্দ্বার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কণা প্রসঙ্গে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! শতযুগের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি মহাশয় চিত্ত্য কেবল দেশের অধিপতি ছিলেন । তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন । তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে । আপনি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্রমদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি । ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলেশ ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন । ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পুত্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন । সরিৎস্রা নগ্নদা যাহার সহধর্মিণী হইয়াছিলেন, সেই সাক্ষাত্তনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরমধার্মিক রাজা শশলোমা ইহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোানুষ্ঠান পূরিক স্বর্গে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোানুষ্ঠান কর ; অচিরে মর্গ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদবলে সিন্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার মালোক্যলাভে সমর্থ হইবে । ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুদান করিতেছেন । তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন । ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশঃবিনী গান্ধারীর শুশ্রূষানিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর মালোক্য লাভে সমর্থ হইবেন । মহাত্মা বিহুর অচিরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ

এবং মহামতি মঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন । আমি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়াছি ।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আত্মাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন । ব্রাহ্মণগণও মহা আত্মাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ঐ সময় রাজর্ষি শতযুগ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের আত্মা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে । আপনি তত্ত্বদর্শী । মানবগণ যে যে রূপ গতি লাভ করিবে আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন । আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক লাভের বিষয় কীর্তন করিলেন ; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা কীর্তন করেন নাই । এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব আপনি উহা কীর্তন করুন ।

রাজর্ষি শতযুগ এই কথা কহিলে, দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া, তথায় পাণ্ডুরাজকে সমাধীন দেখিয়া আসনপরিগ্রহ করিলাম । অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঘোরতর তপস্যার

কথা উদ্ভিত হইল । তখন আগি স্বয়ং দেব-
রাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে, ধৃতরাষ্ট্রের
আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে । তৎপরে
তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূ-
ষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক
কুবেরভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে
দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে
সঞ্চরণ করিবেন । হে শতযুগ ! এই আগি
তোমার জিজ্ঞাসানুসারে, দেবগুহ্য বৃত্তান্ত
কীর্তন করিলাম । ' তুমি তপঃপ্রভাবে
নিষ্পাপ হইয়াছ ; এই নিমিত্তই আগি
এই গুঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ
করিলাম ।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র ও শতযুগ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তি-
গণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে
আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । এইরূপে
নারদ প্রভৃতি সহর্ষিগণ বিবিধ কথা প্রসঙ্গে
ধৃতরাষ্ট্রকে পরিভ্রুস্ত করিয়া সকলে স্ব স্ব
স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

এ দিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভি-
ব্যাহারে হস্তিনায় আগমন পূর্বক জ্যেষ্ঠ-
তাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাসনিব-
ন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন ।
পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনু-
তাপ করিতে লাগিল । ঐ সময় হস্তিনার
আবাল বৃদ্ধ বানিতা সকলেই শোকাবল
হইয়া পরস্পরকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে
লাগিল, হায় ! পুত্রশোকাক্ত বৃদ্ধ রাজা

ধৃতরাষ্ট্র এবং মনঃস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কি
রূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন ।
পূর্বের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অন্তর্থে
লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই । পাণ্ডব-
জননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ
করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্বক অতি কষ্টে
কালহরণ করিতেছেন এবং অন্ধরাজের
শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কে ও
বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে ।

পুরবাসী লোক সমুদায় এইরূপে নানা-
প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে,
পাণ্ডবগণ পুত্র বিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী
কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের
শোকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া
কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে
সমর্থ হইলেন না । ঐ সময় কি রাজ্য-
সম্ভোগ কি ক্রীসংসর্গ, কি বেদাধ্যয়ন,
কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না ।
তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস,
জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা
কর্ণ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য স্নহৃদগণের
নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষম
হইতে লাগিলেন । সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীর-
শূণ্য ও মনশূণ্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে
কোনরূপেই তাঁহাদিগের শান্তি লাভ হইল
না । পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও স্নহৃদ্রাও
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিষমদিনে কালহরণ
করিতে লাগিলেন । ফলতঃ তৎকালে
উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসমুত
মহাত্মা পরিক্রিতকে দর্শন করিয়া প্রাণধারণ
করিয়াছিলেন ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ববৎ রাজ কার্যের অনুরোধে এককালে বিরত হইলেন । ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আশ্রয় রহিল না । তাঁহারা সততই শোকাবিন্দের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । ফলতঃ তাঁহারা গান্ধীর্ষ্যে মগ্ন হইয়াও তৎকালে শোকে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন । তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হায় ! আমাদের জননী নিতান্ত ক্লান্ত । তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন ? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই স্বাপদসঙ্কুল বিজন নিপিনে কালহরণ করিতেছেন ! এবং হতবান্ধবজননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গম বনে বদ্ধ অন্ধ পতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন ।

পাণ্ডবগণ এইরূপে ক্রিয়াক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিগিহ নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন । তখন মহাত্মা মহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল । তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে । আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার

নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই । হায় ! পূর্বে যে মাতা রমণীয় অটালিকায় অবস্থান পূর্বক পরম স্থখে কাল হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে সন্তকে জটামারণ ও কুশল্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন ! আমার কি কখন এমন গৌভাগ্য উপস্থিত হইবে, যে আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব ! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় না ।

মহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! কখন আমি শ্রদ্ধাকে দর্শন করিব ? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে । আপনার বুদ্ধি ও মনঃ ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয় । আজ আপনার প্রসাদে আমাদের পরম শ্রোয়লাভ হইবে । আমি শিশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিগিহ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি ।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে সৈন্যধ্যক্ষগণ ! তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় সজ্জিত কর । সৈন্যগণও সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক । আমি অচিরে অন্ধরাজকে দর্শন

করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির মৈন্যাদ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া, অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বরে বিবিধ যান, শিলিকা, শকট, ও আপগমসমুদায় স্তমজ্জিত কর। শিল্লকর ও কোষাদ্যক্ষেরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে স্তমজ্জিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাঁচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্য সমুদায় শকটে সংস্থাপন পূর্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর এবং আমরা কণ্য প্রভাতে যাত্রা করিব এই কথা নগরের সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দেও। আজিই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহ সমুদায় প্রাপ্ত হইয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান পূর্বক বুদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অথি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর ষষ্ঠদিবস উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকপালসদৃশ অর্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক স্তমজ্জিত মৈন্য-

দিগকে বনগমন করিতে আদেশ করিবামাত্র মৈন্যগণমধ্যে অশ্বযোজনা কর, রথযোজনা কর, এইরূপ ঘোরতর কোলাহল শব্দ সমু-
 থিত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনা-
 কাঙ্ক্ষী পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক-
 সমুদায় কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ
 প্রজ্জলিতহুতাশন সদৃশ কনকময় রথে, কেহ
 কেহ হস্তীপৃষ্ঠে ও কেহ কেহ উষ্ট্রে আরো-
 হণ করিয়া অরণ্যভিমুখে গমন করিতে
 লাগিল এবং অনেকে পাদচারেই ধাবমান
 হইল। মহাবীর যুযুৎসু ও পুরোহিত ধৌম্য
 ধর্ম্মরাজের আচ্ছানুসারে আশ্রমগমনে ক্ষান্ত
 হইয়া পুররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিজবর
 কৃপাচার্য যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মৈন্য-
 সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়
 রাজা যুধিষ্ঠির রথারোহণ পূর্বক ব্রাহ্মণ-
 গণে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা
 করিলে, ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র
 ধারণ করিল; সূত, মাগধ ও বান্দগণ
 তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল এবং
 অসংখ্য রথারোহী মৈন্য তাঁহার সমভি-
 ব্যাহারে ধাবমান হইল। ভীমকন্যা ভীম-
 মেন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পর্বতাকার
 হস্তী আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক গজা-
 রোহী মৈন্যসমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে
 যাত্রা করিলেন। মহাবীর অর্জুন শ্বেতাশ্ব-
 সংযুক্ত অনলসঙ্কাশ দিব্যরথে আরোহণ
 করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
 করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও
 সহদেব উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ
 করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন

এবং শ্রৌপদী প্রভৃতি কুলকামিনীগণ অন্তঃ-
পুরাণ্যক ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া
শিবিকায় আরোহণ পূর্বক অপরিমিত ধন-
দান করিতে করিতে গমন করিতে লাগি-
লেন । তৎকালে সেই বীণাবেণুনিদায়ুক্ত
হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পাণ্ডবসৈন্যের শোভার আর
পরিসীমা রহিল না । পাণ্ডবগণ সেই
সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রমণীয় নদীতীর ও
সরোবরসমীপে বাস করিয়া গমন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে
কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পবিত্রতোয়া
যমুনানদী অতিক্রম পূর্বক দূর হইতে
রাজসিঁ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযুপের আশ্রম দর্শন
করিলেন । ঐ আশ্রমদ্বয় দর্শনে তাঁহাদের
ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের
আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না । তখন
তাঁহারা সকলেই মহা কোণাহল করিতে
করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিতে
লাগিলেন ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের
অনতিদূরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
বিনীতভাবে পাদচারে সেই আশ্রমে গমন
করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন তাঁহাদের
সৈন্য, পুরবাসী ও অন্তঃপুরিকাগণ সকলেই
যান পরিত্যাগ পূর্বক পাদচারে গমন
করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডব-
গণ অক্ষরাজের সেই যুগসমাকীর্ণ কদলীবন-
স্তশোভিত আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন ।
ঐ স্থানে নিয়তব্রত তাপসগণ মহাকৌতুহলা-

ক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আগমন করিলেন । নরপতি যুধি-
ষ্ঠির তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বাম্পা-
কুললোচনে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
হে তাপসগণ ! এক্ষণে সেই কৌরববংশধর
আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায় ? তখন
তাপসগণ কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে
তিনি যমুনায় অবগাহন, পুষ্পচয়ন ও জল
আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন । আপ-
নারা এই পথে গমন করুন । তাপসগণ
এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রদ-
র্শিত পথে ধাবমান হইয়া দূর হইতে ধৃত-
রাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও গঞ্জয়কে দর্শন পূর্বক
সব্বরে গমন করিতে লাগিলেন । মহাদেব
কুন্তীকে অবলোকন করিবামাত্র মহাবেগে
ধাবমান হইয়া তারস্বরে রোদন করিতে
করিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন ।
ভোজনন্দিণী কুন্তীও সেই প্রিয় পুত্রকে
অবলোকন করিবামাত্র বাম্পাকুলনয়নে
আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া
গান্ধারীকে কহিলেন, মাত ! মহাদেব আসি-
য়াছে । তৎপরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীষ্মেন,
অর্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে
তাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে লাগি-
লেন । তখন পাণ্ডবগণ জননীকে ধৃতরাষ্ট্র
ও গান্ধারীকে আচরণ পূর্বক সব্বরে আগ-
মন করিতে দেখিয়া, অচিরে তাঁহার
সমীপে গমন পূর্বক তাঁহার চরণে নিপতিত
হইলেন । ঐ সময় অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠ-
স্বর ও স্পর্শবারা পাণ্ডবগণকে অবগত হইয়া
আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । তখন

উঁহারিা অশ্রমোচন পূর্বক কোরবেন্দ্র ধৃত-
রাষ্ট্র, গাক্কারী ও স্বীয় মাতা কুন্তীর নিকট
যথোচিত বিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের
বারিপূরিত কলসসমুদায় গ্রহণ করিলেন।
ঐ সময় কোরবকুল কামিনী ও অন্যান্য
কুলরমণীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী
লোক সমুদায় একদৃষ্টে অক্ষরাজকে নিরী-
ক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির
নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্বক সমুদায় লোকের
পরিচয় প্রদান করিলেন। অক্ষরাজ সেই
সমুদায় লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা-
দের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক
সেই আশ্রয়বর্ণে পরিবেষ্টিত হইয়া আপ-
নাকে হস্তিনা নগরস্থিত বলিয়া বোধ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তারা-
গণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় সিদ্ধচারণ-
সেবিত দর্শকগণসমাকীর্ণ স্বীয় আশ্রমে
প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবলপরা-
ক্রান্ত ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত
ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপবিষ্ট হইলে, নানা-
দেশনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত
সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত
হইয়া অক্ষরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহি-
লেন, মহারাজ! আপনার আশ্রমে যে সমু-
দায় স্ত্রীপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, ইঁহা-
দিগের মধ্যে কাহার নাম যুধিষ্ঠির, কাহার
নাম ভীমসেন, কাহার নাম অর্জুন, কাহার
নাম নকুল, কাহার নাম সহদেব ও কাহার

নাম দ্রৌপদী; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে আমা-
দিগের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ এই কথা কহিলে, মহাজ্ঞা সঞ্জয়
পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য কোরবরমণী-
দিগের পরিচয় প্রদানার্থ তাঁহাদিগকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিগণ! ঐ
যে স্রবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ দীর্ঘনেত্র মহাজ্ঞা
সিংহের ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন,
উঁহার নাম যুধিষ্ঠির। ঐ যে মত্তগজেন্দ্রগামী
তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু মহাবলপরাক্রান্ত
বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, উঁহার নাম
বৃকোদর। ঐ মহাবীরের পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ
মহাধনুর্ধর মহাবীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন,
উঁহার নাম অর্জুন এবং ঐ কুন্তীর সন্নিধানে
বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে যুবকদ্বয় অবস্থান
করিতেছেন, উঁহাদিগের নাম নকুল ও সহ-
দেব। ঐ দুই বীরপুরুষের তুল্য পরম-
সুন্দর, বলবান ও মচ্চরিত্র আর কেহই
নাই। ঐ যে পদ্মপলাশাকী শ্যামবর্ণা পরম-
সুন্দরী রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উঁহার
নাম দ্রৌপদী। উঁহার পার্শ্বে চন্দ্রপ্রভার
ন্যায় গৌরবর্ণা, পরম রূপবতী বাসুদেব-
ভগিনী স্রভদ্রা অবস্থান করিতেছেন। ঐ
যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরাস্রী পরমসুন্দরী
কামিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই অর্জু-
নের ভার্য্যা চিত্রাঙ্গদা। উঁহার অনতিদূরে
যে নীলোৎপলবর্ণা রমণী অবস্থান করিতে-
ছেন, উনিই ভীমসেনের কলত্র; উঁহার
নাম কানী। ঐ যে চম্পকদামের ন্যায়
গৌরবর্ণা রূপবতী রমণী লক্ষিত হইতেছেন;
উনি মহারাজ জরাসন্ধের দুহিতা। মাদ্রীর

কনিষ্ঠপুত্র সহদেব উহার পাণিগ্রহণ করিয়া-
ছেন। উহারই অনতিদূরে মাদ্রীর জ্যেষ্ঠ-
পুত্র নকুলের ভার্যা অবস্থান করিতেছেন ;
উহার নাম করেণুমতী। এই যে পরমহুন্দরী
রমণী বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অব-
স্থান করিতেছেন, উনি অভিমুখ্যর ভার্যা
বিরটিনন্দিনী উত্তরা। পুণে দ্রোণপ্রভৃতি
সপ্তরথী উহারই ভর্তাকে অখায়যুদ্ধে নিহত
করিয়াছেন। আর এই যে শুক্রাশ্বরথারণী
সধবাচিক্ষুবর্জিতা রমণীগণকে দর্শন
করিতেছেন, উহারা এই বৃদ্ধ অন্ধরাজের
পুত্রবধূ। উহাদের পতিপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র-
যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তে তপোধনগণ !
এই আমি আপনাদিগের নিকট সাবস্তুরে
ইহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলাম। মহা-
মতি মঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাপসগণ স্ব
স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডব-
গণের সৈন্যসমুদায় বাহন পরিত্যাগ পূর্বক
আশ্রমের অবিদূরে উপবেশন করিল।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর অন্ধরাজ একে একে সকলের
কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধি-
ষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস !
তুমি ত ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীদিগের সহিত
কুশলে অবস্থান করিতেছ ? তোমার অনু-
জীবী, প্রজা, মন্ত্রী, ভৃত্য ও গুরুজনদিগের
ত কোন অমঙ্গল হয় নাই ? তাঁহারা ত
নির্ভয়ে তোমার অধিকারমধ্যে বাস করিতে-
ছেন ? তুমি ত পূর্বতন ভূপতিদিগের পদ্ধতি
আশ্রয় করিয়াছ ? অশ্রয়লব্ধ ধন দ্বারা ত

তোমার কোষ পরিপূরিত হয় নাই ? তুমি
ত কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলের
সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাক ? ব্রাহ্মণ-
গণ ত তোমার নিকট যথাবিধি প্রদান গ্রহণ
করিয়া পরিতুষ্ট হন ? কি শত্রু, কি পৌর-
বর্গ, কি ভৃত্য, কি আশ্রয়স্বজন সকলেই ত
তোমার চরিত্রদর্শনে শ্রীত হইয়া থাকে ?
তুমি ত শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া সর্বদা পিতৃলোক,
দেবতা ও অতিশ্রমিগের অর্চ্চনা করিয়া
থাক ? তোমার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্রগণ ত স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত রহিয়া-
ছেন ? তোমার রাজ্যে বালক বৃদ্ধ ও
বনিতাগণকে ত অর্থের নিমিত্ত লাগান্নিত
ও শোকাবুল হইতে হয় না ? তোমার গৃহে
কুলস্বীগণ ত যথোচিত সংকৃত হইয়া
থাকেন, আর তোমার রাজ্যাধিকার লাভ
হওয়াতে আমাদের নিকলঙ্ক রাজবংশের ত
যশোহানি হয় নাই ?

নীতিবিশারদ অন্ধরাজ এই কথা কহিলে,
বাক্যবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপ-
নার প্রসাদে আমার সমুদায় বিষয়েই মঙ্গল-
লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার তপস্তা
ও শমনমাদিগুণ ত পরিবদ্ধিত হইতেছে ?
আমার জননী কুন্তী ত আপনার শুক্রমায়
অনুরক্ত হইয়া বনবাসক্লেশ সফল করিতে
পারিবেন ? শীতবাতনিশীর্ণা তপঃপরায়ণা
জননী গান্ধারী ত পুত্রশোক কাতর হইয়া
আমাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করেন না ?
মহাত্মা মঞ্জয় ত কুশলে তপোমুষ্ঠান করিতে
ছেন ? এক্ষণে মহাত্মা বিদুর কোথায় ?

উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগাদের নিতান্ত উৎসুক্য হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃব্য অগামবুদ্ধি বিহীন অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া যোরতর উপোন্মুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জজন-প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন।

অক্ষরাজ এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে মলদিক্কাঙ্গ জটাদারী দিগম্বর মহাজ্ঞা বিহীন সেই আশ্রমের অতিদূরে লগ্নিত হইলেন। ঐ মহাজ্ঞা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরা-য়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র সহরে একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাজ্ঞা বিহীন ক্রমে ক্রমে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদুদ্যানে “হে মহাজ্ঞান! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি” বলিয়া মহাবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগামবুদ্ধি মহাজ্ঞা বিহীন সেই বিজন বিগিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাজ্ঞা ক্ষতর নিকট সমুপস্থিত হইয়া “মহাশয়! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়াছি” বলিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাজ্ঞা বিহীন ধর্ম্ম-

রাজকে সেই নির্জজনপ্রদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া যোগবলে তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্রে, প্রাণে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়সমুদায় সংযোজিত করিয়া তাঁহার দেহমণ্ডল প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর শুক্ললোচন ও নিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল। অনন্তর তিনি বিহুরের দেহ দগ্ধ করিতে উত্তত হইলে এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, “মহারাজ! মহাজ্ঞা বিহুর বতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি উঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি সম্ভানিক নামক লোকসমুদায় লাভ করিতে পারিবেন। উঁহার নিমিত্ত শোক করা আপনার কদাপি বিধেয় নহে”।

ধর্ম্মরাজ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিহুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষরাজের আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারশ্রবণে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য লোকসমুদায়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অক্ষরাজ সেই অদ্বুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার এদত্ত জল ও ফলমূল গ্রহণ কর। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অস্থান করে, তখন

তাঁহাকে সেই অবস্থানুরূপ অতিথিসৎকার করিতে হয় । অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অশীকার করিয়া ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অনুযাত্ৰিকদিগের সহিত তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন ও জলপান পূর্বক সে রাত্রি বৃক্ষমূলে অতিবাহিত করিলেন । ঐ রজনীতে আশ্রমবাসীদিগের সতিত পাণ্ডবগণের শাস্ত্রনিময়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল । তাঁহারা মহামূল্য শয্য । পরিত্যাগ পূর্বক জননী চতুর্দিকে পরাশয়ায় শয়ন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আয় ফলমূলাদি দ্বারা আহার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর শর্দূরী প্রভাত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমসারে অন্তঃপুরকামিনী, ভ্রাতা, পুরোহিত ও ভ্রাতৃগণসমভিযাহারে আশ্রমসমুদায় অবলোকনে অভিলষী হইয়া উতস্তুতঃ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, মৃনিগণ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন পূর্বক বেদীমধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতেছেন । বেদীসমুদায় বানেয়, পুষ্প, ফলমূল ও আজ্যধূমে পরিপূর্ণ হইয়াছে । যুগগণ অশঙ্কিতচিত্তে উতস্তুতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন শব্দ, ময়ূরদিগের কেকারন, দাত্যাদিগের কলরন, কোকিলগণের কুহরন ও অন্যান্য পক্ষিগণের ক্রটি-স্বপকর স্রগধুর নিঃস্বনে আশ্রমমণ্ডল পরিপূর্ণ

হইয়াছে । তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণের নিমিত্ত সমানীত কাঞ্চনময় কলস, উড়ুস্বর, অজিন, মালা, স্রব, স্রব, কমণ্ডলু, স্থালী, লৌহপাত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসমুদায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় যে তাপস যাহা প্রার্থনা করিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন ।

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির আশ্রমের চতুর্দিক্ পরিভ্রমণ পূর্বক বহুতর ধন দান করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, অন্ধরাজ স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া গান্ধারীর সহিত একত্র সমাসীন রহিয়াছেন । মনস্বিনী কুন্তী শিষ্যর আয় অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার আদেশানুসারে কুশামনে সমাসীন হইলেন । কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সেই আত্মীয় পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণসমারূত বৃহস্পতির আয় অতি মনোহর শোভা ধারণ করিলেন । অনন্তর শতযুগপ্রভৃতি কুরুক্ষেত্র নিবাসী ঋষিগণ এবং শিষ্যসমনেত ভগবান্ বেদব্যাস তথায় সমুপস্থিত হইলেন । উঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি সকলে গাত্রেোথান করিয়া উঁহাদের অভিবাদন করিলেন । তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ পূর্বক সমাগত ব্রাহ্মণ-

গংগকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কুশাসনে সমাসীন হইলে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ত নির্যস্মি তোমার তপোমুঠান হইতেছে? এখন ত তুমি বনবাসের সুখ অনুভব করিতেছ? আর ত এগুন তোমার হৃদয়ে পুত্রশোক নাই? তোমার অন্তঃকরণে জ্ঞানসমুদায় ত নিঃশল রূপে ক্ষুণ্ণিত পাইতেছে? তুমি ত দৃঢ়তর অধ্যবসায়সঙ্কারে আরণ্য নিধির অনুষ্ঠান করিতেছ? দ্ব্যর্থার্থতত্ত্ব-দর্শিনী ত্র্যেয়োপনজননী গাক্ষারী ত আর শোকে অভিভূত হন না? যিনি গুরুজনের শুশ্রূষার নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দেবী কুন্তী ত অঙ্কার পরিশূণ্য হইয়া তোমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন? তুমি ত দ্ব্যর্থরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সাক্ষ্য করিয়াছ? ইত্যাদিগের আগমনে তোমার মন ত আক্লান্বিত হইতেছে? আর ত তোমার মনের মানিষ্ঠ নাই? এখন ত তুমি জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধভাবে অবলম্বন করিয়াছ? নির্যস্মি, সত্য ও অক্রোধ এই তিনটি সমুদায় প্রাণীর পক্ষেই হিতকর। তোমায় ত ঐ তিন গুণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই? এখন ত আর তোমার বনবাসজন্ত কোন কষ্ট উপস্থিত হয় না? বন্য ফলমূল আহার ও উপবাস করা ত সহ্য হইয়াছে?

গাক্ষাৎ দ্ব্যর্থস্বরূপ মহাত্মা বিদুর যেক্রপে দ্ব্যর্থরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ। মহাত্মা দ্ব্যর্থই মাণ্ডব্য-শাপে নরকলেবর ধারণপূর্বক বিদুররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দেবগণমধ্যে বৃহস্পতি ও অনুরগণমধ্যে শুক্রাচার্য্য যেক্রপ বুদ্ধিমস্পন্ন, তোমাদের মধ্যে মহাত্মা বিদুরও তক্রপ প্রতিভামস্পন্ন ছিলেন, মহর্ষি মাণ্ডব্য চিরমঞ্চিত তপোবল নষ্ট করিয়া দ্ব্যর্থকে শাপে অভিভূত করাতেই ঐ মহাত্মার জন্ম হয়। আমি পূর্বের ব্রহ্মার আদেশানুসারে বিচত্রনীর্থের ক্ষেত্রে উঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঐ মহামতি তোমার ভ্রাতা। উঁহার অসামান্য ধ্যান ও মনের ধারণানিষ্কান কবিশ্রম উঁহাকে দ্ব্যর্থ বলিয়া কীর্তন করেন। উনি সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমগুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন। ঐ অসামান্যদীপ্তিমস্পন্ন মহাত্মা দ্ব্যর্থ যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করিয়াছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী যেমন ইহলোক ও পরলোকে বিদ্যমান আছেন, দ্ব্যর্থও তক্রপ উভয় লোকেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অনন্তান করিতেছেন। নিষ্পাপকলেবর সিদ্ধগণই উঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হন। যিনি দ্ব্যর্থ, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই যুধিষ্ঠির। এই দেখ, সেই গাক্ষাৎ দ্ব্যর্থস্বরূপ যুধিষ্ঠির তোমার নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। যোগবলমস্পন্ন ধীমান বিদুর উঁহাকে দর্শন করিয়া উঁহার শরীরে প্রবেশ

হইয়াছেন । ঐ ধর্মরাজ অচিরে তোমারও মঙ্গলসাধন করিবেন । আমি কেবল তোমার সংশয়চ্ছেদনার্থে ক্ষণে এক্ষানে উপস্থিত হইয়াছি । পূর্বে কোন মহর্ষি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আমি স্রীয তপোবল প্রভাবে সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিব । অতঃপর আমার নিকট তোমার যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতে বাসনা হইবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করাইব ।

আশ্রমবাসপৰ্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত ।

পুত্রদর্শন পৰ্ব্বাধ্যায় ।

একোনিত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! এইরূপে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত অরণ্যবাস আশ্রয়, মহাত্মা বিদুর সিদ্ধান্ত পূর্বক দশ্যরাজের দেহমধ্যে প্রবেশ ও পাণ্ডবগণ সেই ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস স্রীয প্রতিজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করাইলেন এবং দশ্যরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সেই সমুদায় পুরবাণী ও মৈত্ৰসামন্তগণসমভিব্যাহারে তথায় কিরূপে কত দিন বাস করিলেন, এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে । আপনি ঐ সমস্ত আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! 'অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ হইয়া তাঁহার আশ্রমে বিবিধ পানীয় ও ভক্ষ্যাদ্রব্য পানভোজন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন । এইরূপে এক মাস অতীত হইলে, একদা ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় অক্ষরাজের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন । তখন দশ্যরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার পূর্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া আপনারাও উপবেশন করিলেন । ঐ সময় দেবর্ষি নারদ, পর্বত ও দেবল এবং গন্ধর্ব্ব বিশ্বামিত্র, তুষ্কর ও চিত্রসেন তথায় সমুপস্থিত হইলেন । দশ্যরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্র আসন সমুদায় প্রদান করিলেন । মহর্ষিগণ যুধিষ্ঠিরের সৎকারলাভে পারিতুষ্ট হইয়া সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তভদ্রা ও অন্যান্য কৌরববনিতাগণ তাঁহাদিগের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন । ঐ সময় মহর্ষিগণের দেবতা, অন্তর ও পুরাতন মহর্ষিবিষয়ক বিবিধ দশ্যকথার আন্দোলন হইতে লাগিল । ক্রিয়াক্ষণ পরে তাঁহাদিগের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, ভগবান্ বেদব্যাস প্রজ্ঞাচক্ষু অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্চর্য্য দর্শন করাইবার মানসে সম্মোদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তোমার হৃদয়ের ভাব আমার অবদিত নাই তুমি গান্ধারীর সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত

কাতর হইয়াছ এবং কুন্তী, দ্রৌপদী ও শুভদ্রাও! পুত্রশোকে নিতান্ত অধিভূত হইয়াছেন। আমি তোমার পরিবারগণের সহিত একত্রে বাসের কথা শ্রবণ করিয়া বোমাদিগের সংশয় ছেদন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সনুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার নিকট স্নেহীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। আজি এই দেবতা, গন্ধার্ব ও মণ্ডিগণ আমার চিরসংগিত তপোবনদর্শন করুন।

অগাধবৃদ্ধ মহাত্মা বেদ্যাম এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আজি আমি আপনাদিগের সমাগমলাভে দম্বা ও অন্তর্গৃহীত হইলাম। আজি আমার জীবন সফল হইল। আর আমার ইচ্ছা গতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় ও পরলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম। এক্ষণে কেবল সেই মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। ঐ পাণ্ডা অকারণে নিরপরাধী পাণ্ডবগণকে ক্রেশ-প্রবান এবং পৃথিবীর অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যকে কালকবলে নিষ্ফেপ করিয়াছে। মহাত্মা ভূপালগণ তাহারই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! আমার পুত্র পৌত্রগণের এবং যে সমুদায় বীর মিত্রের সাহায্যার্থ পিতা, মাতা ও পুত্রকলত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইল?

আমি মহানলপরাক্রান্ত মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকে স্মরণ করিয়া কোন রূপেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার পুত্র পাণ্ডা দুর্য্যোধন রাজ্যলোভেই কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছে। আমি ঐ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিব্যরাত্রি চুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি। কোন রূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার শান্তি লাভের উপায় বিধান করুন।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, গান্ধারী, কুন্তী, শুভদ্রা ও অত্যাচার বধুগণের শোক পুনর্বীর নূতন হইয়া উঠিল। তখন পুত্রশোকবিধূরা বন্ধনয়না গান্ধারী কৃতাজলিপুটে শ্মশুর বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! অগ্রে মোড়শ বর্ষ হইল, অন্ধরাজের পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, কিন্তু অত্যাচারি কোনরূপে ইহার শান্তিলাভ হইতেছে না। ইনি সর্বদাই পুত্রশোকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন না। অতএব আপনি ইহার সহিত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়া ইহাকে স্নান করুন। আপনি যখন তপোবলে নূতন লোকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিতে পারেন, তখন এই অন্ধরাজের সহিত ইহার পরলোকগত পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইবেন, তাহা নিশ্চিত কি? এই দেখুন, আপনার পুত্রবধুগণের প্রিয় পুত্রবধু দ্রৌপদী ও শুভদ্রা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। দূরিশ্রবণ ভার্য্যা পতি

শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন। ইঁহার শ্বশুর মহারাজ সোমদত্ত ও সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আপনার যে এক শত পৌত্র সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এই দেখুন, তাহাদিগের বনিতাগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া পুনঃপুনঃ আমার ও অক্ষ-রাজের পুত্রশোক পরিনব্বিত করিতেছে। হায়! আমার সোমদত্ত প্রভৃতি যে শ্বশুরগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের কি গতি লাভ হইয়াছে! যাধী হউক, এক্ষণে অক্ষরাজ, আমি ও কুন্তী আমরা আপনার প্রসাদে যাহাতে শোক হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

গান্ধারী ব্যাসের নিকট এই কথা কহিলে, কৃশাস্ত্রী কুন্তী স্রী প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার ব্যাকুলভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ভোজনান্ধিনী কুন্তী পূর্ব কথ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অতি লজ্জিতভাবে বেদব্যাসকে প্রণতিপূরঃসর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবনু! আপনি দেবদেব ও আমার শ্বশুর; অতএব আপনার নিকট আমি আমার পূর্ববৃত্তান্ত যথার্থ প্রকাশ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রীণ

করুন। পূর্বে একদা অতিকোপনস্বভাব মহর্ষি কৃশাস্ত্রী ভিক্ষার্থ আমার পিতার ভবনে সমুপস্থিত হইলে, আমি পরিচর্যা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম। নিম্নে সময় এগন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার কোপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু আমি স্রী নিশুদ্ধচিত্ত-প্রভাবে কিছুতেই রোমান্বিত হই নাই। তখন সেই বরদত্তা মুনি আমার প্রাণি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বীরংবার বরগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বীরং-বার অনুরোধ করাতে আমি শাপভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তখন নিম্নে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে এবং দেবগণের মধ্যে যঁাহাকে আহ্বান করিবে, তিনিই তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এই বলিয়া মহর্ষি তৎ-ক্ষণাৎ তথায় অন্তর্গত হইলেন। আমি তদর্শনে একেবারে নিস্বয়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তদবধি সেই ধর্ম্মবাক্য কখনই আমার মনঃ হইতে অপনীত হয় নাই।

অনন্তর একদা আমি প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্বক নবোদিত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিবারাত্র সেই ধর্ম্মবাক্য আমার স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল। তখন আমি বাল্য-নিবন্ধন ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলাম। আমি আহ্বান করিবারাত্র ভগবান্ মহাশ্রমি স্রী দেবকে দ্বিধা বিনষ্ট করিয়া একাক্ষ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-ভূমিতে তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং

অপরার্দ্ধ দ্বারা আমার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাকরকে দেখিবামাত্র আমার কলেবর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আমাকে সম্বেদন করিয়া কহিলেন, বরাননে! বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি অচিরাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আমি এই কথা কহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় সম্বেদন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমাকে অশুচি বরগ্রহণ করিতে হইবে। আমার আগমন কখনই নিরর্থক হইবে না। যদি তুমি বরগ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিব। ভগবান্ ভাস্কর এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে, আমি সেই নির্দোষী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার নিমিত্ত কহিলাম, ভগবন! যদি আপনি নিতান্তই আমাকে বরপ্রদান করিবেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার তুল্য পুত্রলাভ করিতে পারি। আমি এই কথা কহিবামাত্র দিবাকর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক পরিশেষে “শোভনে! তুমি আমার অনুরূপ পুত্রলাভে সমর্থ হইবে” বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি স্বর্গে গমন করিবার পর আমার এক স্নকুমার নবকুমার জন্মিল। তখন আমি ঐ রুতান্ত গোপন করিবার নিমিত্ত পিতার অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সেই গুহোৎপন্ন পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলাম এবং অচিরাৎ সূর্য্যদেবের প্রভাবে

পুনরায় পূর্বের স্থায় কল্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসময়ে আমি সেই রুতান্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কেবল স্বীয় মৃত্তানিবন্ধন সেই গুহোৎপন্ন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্বের যাহা করিয়াছিলাম, সপাপই হউক, আর নিষ্পাপই হউক, এক্ষণে আপনার নিকট উহা ব্যক্ত করিলাম। আপনার অবদিত কিছুই নাই। আপনি আমার ও নরপতির মনোগত ভাবসমুদায় অবগত আছেন; অতএব আমাদিগের উভয়ের পুত্রদর্শনবাসনা পরিপূর্ণ করুন।

কুন্তী দেবী এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বেদন করিয়া কহিলেন, শোভনে! তুমি যাহা কহিলে, সে সমুদায়ই সত্য। তুমি কল্যকাবস্থায় সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলে বলিয়া তোমার ঐ বিষয়ে কিছুমাত্রই পাপ নাই। দেবতার অধিগাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। উঁহারা সংকল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও শ্রীতি উৎপাদন এই পাঁচ প্রকারেই পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তুমি গান্ধুসী, অতএব দেবসম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন করাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তুমি মনোদুঃখ দূর কর। বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদায় দ্রব্যই পথ্য, সমুদায় বস্তুই পবিত্র, সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্ম এবং সমুদায় দ্রব্যই স্বর্গীয়।

একত্রিংশতম অধ্যায় ।

মহর্ষি বেদব্যাস কুন্তীকে এই কথা কহিয়া গান্ধারীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি অবিলম্বেই পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে সন্তোষিত করিয়া সন্দর্শন করিবে । কুন্তী কর্ণকে, শতভ্রাতা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতাদিগকে দর্শন করিবেন । আমি পূর্বেই পরলোকগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎকার করাইতে বাসনা করিয়াছিলাম । এক্ষণে তুমি, কুন্তী ও নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিতে আমার সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে । অতঃপর সেই সময়নিহত মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমাদিগের কর্তব্য নহে । তাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন । উঁহারা অবশ্যস্তানী দেবকাৰ্য্যসাম্পনের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে সমুদায় বীর নিহত হইয়াছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্গ, কেহ কেহ অঙ্গরা, কেহ কেহ পিশাচ, কেহ কেহ গুহ্মক, কেহ কেহ রাক্ষস, কেহ কেহ যক্ষ, কেহ কেহ সিদ্ধ, কেহ কেহ দেবতা, কেহ কেহ দানব এবং কেহ কেহ বাদেবর্ষি । ধৃতরাষ্ট্রনামে যে গন্ধর্গাদিপতি বিখ্যাত আছেন, তিনিই এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পতি হইয়াছেন । পাণ্ডুরাজ দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । শিখর ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহারা

উভয়ে ধর্ম্মের অংশ । দুর্ঘোষন কনি, শকুনি দ্বাপর, দুঃশাসনাদি তোমার অন্যান্য পুত্রগণ রাক্ষস, মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন বায়ু, মহাত্মা দনঞ্জয় পুরাতন ঋষি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মপ্ত মহারথীতে পরিবেষ্টন করিয়া যে মহাবীরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই অর্জুন-নন্দন অভিমন্যু চন্দ্রসরপ । মহাবীর কর্ণ সূর্যের, দ্রৌপদীর মহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির, শিশুগু রাক্ষসের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অশ্বখামা রুদ্রদেবের এবং গান্ধেয় ভীষ্ম বসু অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । এইরূপে দেবগণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বকাৰ্য্যসাম্পন পূর্বক পুনরায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়াছেন । যাহা হউক, আজি আমি তোমাদিগের চিরসম্বন্ধ মনোহরণ দূর করিব । এক্ষণে তোমরা সকলে ভাগীরথী-তীরে গমন কর । সেই স্থানে সময়নিহত বন্ধুবান্ধবগণকে সন্দর্শন করিবে ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিবারাত্র তত্রত্য সকল লোকেই সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক গঙ্গাভিগুপ্তে ধাবমান হইল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণ, অমাত্যগণ, মুনিগণ ও সমাগত গন্ধর্গগণসমভিব্যাহারে ভাগীরথী-তীরে যাত্রা করিলেন । অনন্তর সেই সমুদায় লোক ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখেছানুসারে অবস্থান করিতে লাগিল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সস্ত্রীক হইয়া পাণ্ডব ও স্বীয় অনুচরগণের সহিত অভিলষিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাঁহারা সকলে ধৃত নরপতিদিগের দর্শনবাসনায় গঙ্গাতীরে

অবস্থান পূর্বক নিশাসমাগম প্রতীক্ষা করাতে, সেই দিব্যভাগ তাঁহাদিগের পক্ষে শত বৎসরের শ্রায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে অন্তাচল-
চূড়াবলম্বী হইলে, তত্রত্য লোকসমুদায়
সায়ংকালীন নিমি সম্মাপন পূর্বক মহাত্মা
ব্যাসদেবের নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন
অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রে সমুদায় মহর্ষি ও পাণ্ডব-
গণের সহিত সমবেত হইয়া পবিত্রচিত্তে
সেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন এবং
গাঙ্গারী প্রভৃতি কৌরবরসগীগণ ও অগ্ন্যা
লোকসমুদায় তথায় উপবিষ্ট হইলেন।
অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস ভাগীরথীর পবিত্র
জলে অবগাহন করিয়া সংগ্রামনিহত কুরু
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় ও নানাদেশনিবাসী
কুপালদিগকে আহ্বান করিয়াসাত্র সেই
জলমধ্যে পূর্ববৎ কুরুপাণ্ডবসৈন্যের তুগুল
শব্দ সমুথিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্ম
দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের
সৈন্যসামন্তসমুদায়, পুত্র ও সৈন্যগণের
সহিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ, দ্রোপদী-
তনয়গণ, স্নভদ্রানন্দন অভিমন্যু, মহাবীর
ঘটোৎকচ, কর্ণ, শকুনি, দুৰ্য্যোধন দুঃশাসন
প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, জরাসন্ধপুত্র সহ-
দেব, মহাবীর ভগদত্ত, জনসন্ধ, ভূরিশ্রবাঃ,
শল্য, শাল্ব, অনুজ্ঞেয় সহিত বৃষসেন, দুৰ্য্যো-
ধনতনয় লক্ষণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, 'শিখণ্ডীর
পুত্রগণ, অনুজ্ঞের সহিত ধৃষ্টকেতু, অচল,
বৃষক, নিশাচর অলায়ুধ এবং মহারাজ

মোহদত্ত ও চেকিতান প্রভৃতি বীরসমুদায়
সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্তি দারণ পূর্বক সলিল
হইতে সমুথিত হইলেন। পূর্বে যে বীরের
যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন
ছিল, তৎকালে তাহার কিছুই বৈলক্ষ্য্য
লক্ষিত হইল না। ঐ সময় তাঁহারা সকলেই
নিরহঙ্কার, নিটৌর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দিব্য
বস্ত্র, দিব্য কুণ্ডল ও দিব্য মালা দারণ পূর্বক
অঙ্গরোগণের সহিত শোভা পাাইতে লাগি-
লেন এবং গঙ্ঘার্বগণ তাঁহাদিগের নিকট গান
ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন সত্যবতীপুত্র মহাত্মা বেদব্যাস
তপোবলে অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষুঃ
প্রদান করিলেন। অক্ষরাজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-
প্রভাবে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া পরমা-
হ্লাদে পুত্রগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।
পতিপরায়ণা গাঙ্গারী সংগ্রামনিহত পুত্রগণ
ও অগ্ন্যা বীরসমুদায়কে দর্শন করিয়া যাহার
পর নাই সমুথিত হইলেন এবং তত্রত্য অগ্ন্যাক্স
লোকসমুদায় সেই অচিন্তনীয় লোগর্হষণ
অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অনিমেস-
লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশতম অধ্যায়।

অনন্তর সেই নিষ্পাপ ক্রোধঘাৎসর্ঘ্য-
বিহীন কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরসমুদায় দেব-
গণের শ্রায় পুলকিতচিত্তে পরস্পর সম্ভাষণ
করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পুত্র পিতা-
মাতার সহিত, ভাৰ্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা
ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত গণিত
হইল। পাণ্ডবগণ মহা' ধনুর্ধর কর্ণ,

অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া শ্রীতমনে পরস্পর স্নহস্নহাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মোক্ষগণ মর্শ্মি বেদ-ব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পর স্নহস্নহাবে অবলম্বন করিয়া অগাধ আনন্দমাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অগ্ন্যাণ্ড ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরম স্নপে মে রাত্রি সাপন করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে তথায় শোক, ভয়, ত্রাস, অসন্তোষ ও অশেষ লেশমাত্রও ছিল না। সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা ও পতির সন্নিহিত মিলিত হইয়া পরম স্নপ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অগ্ন্যাণ্ড আগ্নায়গণকে আনিজ্ঞান পূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্রত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাস ও তাঁহাদের অভিভায় অগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথশ্রেণীর সন্নিহিত ভাগীরথীর সন্নিহিত অবগাহন পূর্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ কেহ বরুণলোক, কেহ কেহ কুবেরলোক ও কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস ও পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরকুরুতে এবং কেহ কেহ অগ্ন্যাণ্ড স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে সেই বীরসমুদায় অদৃশ্য হইলে, কুরুকুলভিত্তিস্থা ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণকে সম্বোধন পূর্বক

কহিলেন, হে গীমন্তিনীগণ! তোমাদের মধ্যে ষাঁতার ষাঁহার পতিলোকলাভে বাসনা আছে, তাঁহারা অশ্লিষ্ট এই জাহ্নবীজলে অবগাহন করুন। বেদব্যাস এই কথা কহিষ্যামাত্র পতিব্রতা কৌরবকামিনীগণ সেই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া অচিরাত্ মানুষ দেহ হইতে মুক্তিলাভ ও দিব্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক দিব্য আভরণ ও দিব্য মাণ্যে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে পতিলোকে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা পরলোকে গমন করিলে তত্রত্য অগ্ন্যাণ্ড ব্যক্তিগণ মে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই নিহত ভূপাদিগের পুনরাগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নানা দেশস্থ মানবগণের আত্মাদের পরিণীমা রহিল না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাস্থিত হইয়া এই প্রিয়সমাগমবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি উভয় লোকেই প্রিয়-বস্তুসমুদায় লাভ করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুস্থশরীরে পরম স্নপে কালচরণ করিতে সমর্থ হন। যে মহাত্মা অন্যকে ইহা শ্রবণ করান, তাঁহার ইহলোকে যশ ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। মানবগণ শ্রাদ্ধায়সম্পন্ন, তপোযুষ্ঠাননিরত, দমগুণা-স্থিত, সদাচার, দানশীল, সরলসভাব, শুচি, তিংসাবিহীন, সত্যপরায়ণ, আন্তিক ও আত্ম-স্থিত হইয়া এই অদৃত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, তৎসম্মুখেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন।

চতুষ্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

মৌতি কহিলেন, সংঘিগণ ! মহারাজ জনমেজয় এইরূপে বৈশম্পায়নের মুখে তুর্যোধনাদির পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার পরম পরিতোষ হইয়াছি । এক্ষণে আমার মনে এই সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে যে, আমার পূর্বপিতা-মহ তুর্যোধনাদি মহাত্মারা সংগ্রামে কলবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে গমন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে সেই শরীরে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করিলেন ?

মহারাজ জনমেজয় এই কথা কহিলে, মহাপ্রভাবম্পন্ন ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নরনাথ ! ভোগব্যতীত কখনই কৰ্ম্মসমুদায়ের বিনাশ হয় না । কৰ্ম্মপ্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ শরীর যে সমুদায় মহাত্মা দ্বারা নিষ্কৃত হয়, তৎসমুদায়ে পরমাত্মার আধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না । লোকে পূর্বতন অদৃষ্টপ্রভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে । কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়, আত্মা সেই কৰ্ম্ম ও মহাত্মা সমুদায়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন । আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাত্মা সমুদায়কেও কখন পরিত্যাগ করেন না । লোকের যে পর্য্যন্ত কৰ্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব-

তন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয় ; কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অগ্ৰথা হইয়া থাকে । লোকে পরলোকে আত্মকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পারিবর্ত্ত হয় বটে ; কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্বতন শরীরের মহাত্মা সমুদায় দ্বারা নিষ্কৃত হয়, তখন ঐ শরীর যে সেই পূর্বতন শরীর, তাহার আর সন্দেহ নাই । অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদনসময়ে এই শ্রুত্যা-নুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, জন্তু-গণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদের প্রাণ ও শরীর উভয়দিকে পরিত্যাগ করে না । আর ভূমি ও যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিয়াছ যে, পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বন পূর্বক দেবলোকে গমন করে । ভূমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্বক নিহত পশুদিগকে স্মরণে নীত করিয়াছেন । যখন পশুভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন ? যাহারা মোহবশতঃ আত্মা নানাশরীর পরি-গ্রহণ করেন বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা ই আত্মায়নিয়োগে বালকের আয় রোদন করিয়া থাকে । যাহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অসিদ্ধির বিবেচনা করিয়া ঈর্ষ্য হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হইবে না । জীবাত্মা কেবল অভিমাননিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া

অভিহিত হন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিপ্রভাবে মোহ হইতে নিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ মনু স্যোর শরীর ও আত্মা উভয়ই অগ্নিনিগ্নর। লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে মনঃ দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাত্মা বিদুর স্বীয় তপোবলে সিদ্ধিলাভ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদবলে আগতুল্য রূপসম্পন্ন স্বীয় পুত্রগণের দর্শন লাভ করিয়া-
ছিলেন। কুন্তরাজ জন্মান্তরনিবন্ধন পূর্বে কখনই পুত্রগণকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, তৎকালে কেবল মহাত্মা কৃষ্ণদৈবায়নের অনুগ্রহেই তাঁহার পুত্রগণ নিরাক্ষণ হইল। এই সময় এই মহর্ষির প্রভাবে অন্ধ-
রাজের রাজদর্শন, বেদ, উপনিষৎ ও বুদ্ধি-
নিশ্চয়বিষয়ে বিশিষ্ট অধিকার হইয়াছিল।

মোতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন এই কথা কহিলে, মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ ! আমি আপনার মুখে মহাত্মা কৃষ্ণদৈবায়নের প্রভাব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। এক্ষণে যদি বরদাতা মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে আগার পিতার রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতার্থ হই এবং আপ-

নার বাক্য ও আগার সমধিক আশ্বা জন্মে। অতঃপর ঐ মহর্ষির প্রসাদবলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক।

মহারাজ ! জনমেজয় এই কথা কহিয়া-
মাত্র তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্বের আয় বয়োৰূপসম্পন্ন অমাত্যগণপরিবৃত রাজা পরিক্ষিতকে এবং মহাত্মা শমীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে পরলোক হইতে তথায় সমা-
নীত করিলেন। তদর্শনে জনমেজয়ের আত্মা-
দেহের আর পরিনীমা রহিল না। অন-
ন্তর তিনি সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পিতাকে যজ্ঞান্ত স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নান সমাপন পূর্বক জরৎকারপুত্র আশ্তীককে কহিলেন,
ভগবন্ ! এই যজ্ঞস্থলে শোকনাশন পিতা সমুপস্থিত হওয়াতে আমার এই যজ্ঞ অতি
অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তখন আশ্তীক কহিলেন, মহারাজ !
যাঁহার যজ্ঞে মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বয়ং সমুপস্থিত
থাকেন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই
তাঁহার হস্তগত হয়। এক্ষণে তুমি বিচিত্র
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিপুল ধর্মলাভ
করিলে, তোমার প্রভাবে সর্পসমুদায় ভস্ম-
সাৎ হইল এবং তোমার সত্যবাক্যনিবন্ধন
তক্ষক কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিল। এক্ষণে
মহৎসংসর্গনিবন্ধন তোমার মনের সংশয়
দূরীভূত হইয়াছে। তুমি ঋষিগণের যথো-
চিত পূজা করিয়াছ। চরমে তোমার
তোমার পিতার সালোক্য লাভ হইবে।
অতঃপর যাঁহারা পরম ধার্মিক ও সদ্ভাব-
হারনিরত এবং যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে

পাপা'বিনাশ হয়, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর ।

মহাত্মা আস্তীক এই কথা কহিলে, রাজা জনমেজয় তাঁহাকে যচোঁচিত সম্মান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন ।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

অনন্তর পরিক্ষিতনন্দন ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসের শেষ রত্নান্ত্র অংশে অভিলাসী হইয়া বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মণ! অক্ষরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা যুধিষ্ঠির উহারা উভয়ে পুত্রপৌত্রদিগকে দর্শন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোকশূন্য হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন । তখন ঋষিগণ ও অচ্যুত লোকসমুদায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও স্ব স্ব পত্নী ও পরিমিত মৈত্র্য সমভিব্যাহারে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করিলেন । ঐ সময় ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কৌরবেন্দ্র ! তুমি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানবুদ্ধ মহর্ষিদিগের নিকট বিবিধ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে আর শোকে সমাকৃষ্ট হইও না । পণ্ডিত ব্যক্তির কখন স্বীয় দুর্দৃষ্টনিবন্ধন ব্যথিত হন না ।

তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট দেবরহস্য সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ এবং এক্ষণে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমরণায়ী পুত্রগণকে শুভগতি লাভ করিয়া স্নেহানুসারে ভ্রমণ করিতে দেখিলে । অতঃপর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পত্নী, স্নহদগণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য-গমনে অনুমতি কর । উহারা সকলেই তোমার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন । এক মাসের অধিক কাল অতীত হইল, উহারা এই তপোবনে অবস্থান করিতেছেন । আর অধিক দিন এখানে অবস্থান উহাদের কর্তব্য নহে । রাজ্য বিবিধ বিষয়ের আশ্রয়, অতএব নিয়ত যত্ন পূর্বক উহারক্ষা করা উহাদের সর্বতোভাবে নিদেয় ।

অমিতপরাক্রম মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস ! তোমার মঙ্গল লাভ হউক । তোমার অনুগ্রহে আমার শোকসম্ভাপ সমুদায় দূরীভূত হইয়াছে । এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন আমি তোমাদিগের সহিত হস্তিনানগরে অবস্থান করিতেছি । তুমি আমার পুত্রের কার্য্য করিয়াছ । আমি তোমার প্রতি পরম পরিভূক্ত হইয়াছি । এক্ষণে আর আমার শোকে লেশমাত্র নাই । অতঃপর তুমি অচিরে হস্তিনানগরে গমন কর । আর বিলম্ব করিও না । তোমাকে দর্শন করিয়া স্নেহনিবন্ধন আমার তপস্তার ব্যাঘাত হইতেছে । আমি কেবল তোমার দর্শনে একালং পুষ্যন্তু এই তপঃকৃশ শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি । শীর্ণপত্রজীবিনী কুন্তী ও গান্ধারীও আর

অধিক কাল ইহলোকে অবস্থান করিবেন না । মর্শ্মি বেদব্যাসের প্রভাব ও তোমার সমাগমে আমি পরলোকগত দুর্যোধনাদিকে দর্শন করিলাম । আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই । অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিব । এক্ষণে তোমাতে আমি দিগের পিণ্ড, কীর্তি ও কুল প্রতিষ্ঠিত রহিল । তুমি কল্যই হউক, বা অদ্যই হউক, হস্তিনানগরে গমন কর । আর বিদ্রোহ করিও না । তুমি অনেক বার রাজনীতি শ্রবণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমাকে আর কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না ।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত ! আমি নিরপরাধী, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না । এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরগণ হস্তিনানগরে গমন করুন । আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার ও জননীদ্বয়ের শুশ্রূষা করিব । ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! অমন কথা কহিও না । তুমি কোরবদিগের বংশধর ও আমার শ্বশুরের জলপাণ্ডুল । তুমি একালপর্য্যন্ত আগাদিগের যথেষ্ট সেবা করিলে, এক্ষণে অচিরে রাজধানীতে গমন কর । রাজার বচন রক্ষা করা তোমার অনশ্ব কর্তব্য ।

অন্ধরাজমহিষী গান্ধারী এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাম্পাকুলিত

নেত্রদ্বয় পরিসার্জিত করিয়া, কুণ্ডীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারী আমাকে রাজধানীগমনে অনুরোধ করিতেছেন । কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত ; আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব । আপনার তপোবিশ্ব করিতেও আমার বাসনা নাই । তপস্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । তপস্যা দ্বারা অতি মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে । এক্ষণে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভোগে অভিলাষ নাই । আমার মনঃ সম্পূর্ণভাবে তপস্যায় অনুরক্ত হইয়াছে । বিশেষত এই পৃথিবী লোকশূন্য হওয়াতে আর উহার প্রতিপালনে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না । আগাদিগের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, আর তাদৃশ মৈত্র্য-সামন্তও নাই । পাকালগণ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে । উহাদের বংশ রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই । দ্রোণাচার্য্য সমরাস্ত্রনে উহাদিগকে নিঃশেষিত প্রায় করিলে, যাহারা অনশিষ্ট ছিল, আচার্য্যতনয় রজনীষোগে তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন । চেদি ও মৎস্যবংশও নিঃশেষ হইয়াছে । এক্ষণে কেবল বায়ু-দেবের প্রভাবে এতমাত্র বৃক্ষবংশই অবশিষ্ট রহিয়াছে । তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কেবল ধর্ম্মসামনার্থই রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয় । এক্ষণে আপনি নিঃস্বপ্নে আগাদিগের সকলকে দর্শন করুন । সকলের মতি আর আপনার দর্শন হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে । জ্যেষ্ঠ-

তাত ঙ্গনে আপনাদের সহিত ঘোরতর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ধর্ম্মাঙ্গা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাবাহু মহদেব বাস্পাকুললোচনে তাঁতাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজন্! আমি ত কোন ক্রমে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব আপনি অবিলম্বেই রাজধানীতে গমন করুন, আমি এই স্থানে অবস্থান পূর্বক রাজা ও মাতৃদ্বয়ের পদসেবা এবং ঘোরতর তপোমুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিশুদ্ধ করি। মহদেব বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, ভোজনান্দিনী কুন্তী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বাক্যানুসারে হস্তিনানগরে গমন কর। তোমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হউক এবং তোমরা পরম স্থখে অবস্থান কর। তোমরা এস্থলে অবস্থান করিলে আমাদিগের তপস্তার ব্যাঘাত হইবে, তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হওয়াতে আমার উৎকৃষ্ট তপস্তা ক্রমশ ক্ষীণ হইতেছে। আমাদিগের পরলোকগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব তুমি এখানে রাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হও। মনস্বিনী কুন্তী এইরূপে বহুবিধ মাস্তানা করিলে, মহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত স্থির হইল। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়া অন্ধরাজের চরণ বন্দন পূর্বক জন্মোন্মুখ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যখন আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমরা অবশ্যই আত্মদাসহকারে

নগরে প্রতিগমন করিব। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, অন্ধরাজ তাঁহাকে অভিনন্দন, ভীমসেনকে মাস্তানা এবং অর্জুন, নকুল ও মহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে অচিরাৎ হস্তিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ পাক্ষারী ও কুন্তীকে অভিবাदन এবং তাঁহাদের নিকট পিদায় গ্রহণ পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি কৌরব-পত্নীগণ অশ্রুদয় ও অশ্রুরের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের কর্তৃক অনুজ্ঞাত ও কর্তব্যবিষয়ে উপদ্রষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় উষ্ট্রের চীৎকারধ্বনি ও অশ্বের হ্রেমারবে আশ্রমগণুল পরিপূরিত হইল এবং সারপিগণ “অশ্বযোজনা কর, অশ্বযোজনা কর” বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় পত্নী এবং সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সবা-ক্ৰমে নির্নিম্নে পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিলেন।

পুত্রদর্শনপর্লার্থ্যায় সমাপ্ত।

নারদাগমন পৰ্ব্বাধ্যায়।

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদা তপোধনাগ্রগণ্য দেবসি নারদ ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধৰ্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। দেবসি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধৰ্ম্মবাজ তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! বহুদিনের পর আপনার সহিত আগাদের সাক্ষাৎকার হইল। আপনি কোন্ কোন্ দেশ দর্শন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আপনিই আগাদিগের পরম গতি। অতএব আজ্ঞা করুন, আগাকে আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে।

ধৰ্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবসি নারদ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি বহুকালের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এরূপ বিবেচনা করিও না। আমি ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থসমুদায় দর্শন করিয়া তপোবন হইতে আগমন করিতেছি।

তখন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাতীরনিবাসী মহাত্মা আগার নিকট আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর তপোমুষ্ঠানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি, জননী গান্ধারী ও কুন্তী এবং সূতপুত্র সঞ্জয় ইহারা সকলে কিরূপে কালহরণ করিতেছেন, আপনার মুখে তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংবাদ আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

দেবসি নারদ ধৰ্ম্মরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তপোবনে যে যে বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদায় আমুপূর্বক কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিহোত্র, পুরোহিত এবং গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্রে হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্বক কঠোর তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্মাশ্লিষ্ট হইল। মন্বিগণ তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। গান্ধারী কেবল জলমাত্র পান করিয়া এবং কুন্তী এক মাসের পর এক দিন ও সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর এক দিন মাত্র ভোজন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন।

যাজকেরাও বিধিপূর্বক হুতাশনে আছুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা সঞ্জয় অন্ধরাজের এবং তোমার জননী কুন্তী গান্ধারীর চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অন্ধরাজ গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া স্রীয় আশ্রমভি-মুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণ রূপে প্রাজ্বলিত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। যুগযুগ ও মর্ষসমুদায় সেই তীব্র দহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহার-নিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ক্রমেই তথা হইতে পলায়ন পূর্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহা-দিগের সম্বিহিত হইল। তখন অন্ধরাজ সঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সূত-নন্দন! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর; আমরা এই অনলেই জীবন পারিত্যাগ করিয়া, পরম গতি লাভ করিব।

অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই স্থায়ী দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলে,

আপনার মঙ্গলত্বলাভের সম্ভাবনা নাই; আর এই অনল হইতে আপনার পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে কর্তব্য কি, অবিলম্বে তাহা কীর্তন করুন।

তখন অন্ধরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন! যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে, কখনই আমা-দিগের অসঙ্গতি হইবে না। বিশেষত জল, বায়ু বা অনলসহযোগে অথবা প্রায়োপ-বেশনে প্রাণত্যাগ করা তাপসগণের অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে পলায়ন কর। এই বলিয়া কৌরব-নাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্বদিক হইয়া অনন্তমনে উপবেশন করিলেন। তখন সঞ্জয় তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আত্মসংযম করিতে কহিলেন। অন্ধরাজও সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরে গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত আত্মসংযম করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রিয়-রোধনিবন্ধন তাঁহাদিগের শরীর কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতিকন্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গা-কূলে মহমিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃদ্ধান্ত নির্দেশ পূর্বক হিমাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় আমি সেই তাপস-গণের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে সেই বৃদ্ধান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তোমা-দিগকে উগ্ৰ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তথা

হইতে সাত্ৰা করিলাম । আগমনসময়ে অক্ষ-
রাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর কলেবর আমার দৃষ্টি-
গোচর হইয়াছে । তাপসেরা সেই আশ্রমে
সম্পূর্ণস্থিত হইয়া অক্ষরাজের এবং কুন্তী ও
গান্ধারীর পরলোকগমনের বিষয় জ্ঞাপন
পূর্বক তাঁহাদের মঙ্গলকামনা প্রকাশ করিয়া
কিছুমাত্র শোক করেন নাই । আমি তাঁহা-
দের মুখে ও তাঁহাদের যত্নবৃত্তান্ত শ্রবণে
অবগত হইয়াছি । যখন সেই কৌরবনাথ,
গান্ধারী ও কুন্তী স্নেহপ্রদর্শন অনলে প্রাণ-
ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত
শোক করা কদাপি বিধেয় নহে ।

দেবসি নারদ এইরূপে পুত্ররাষ্ট্রাদির
পরলোকবৃত্তান্ত কীর্তন করিলে, মহাত্মা
পাণ্ডবগণের শোকের আর পরিমীমা রহিল
না । ঐ সময় অশ্রুপূরে ভয়ঙ্কর আর্দ্রনাদ
হইতে লাগিল ; পুরবাসিগণ হাহাকার
করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধি-
ষ্ঠির মাতাকে স্মরণ পূর্বক ভাটগণসমভি-
বাহারে উল্লসিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারং-
বার আমাকে ধিক্ ! বলিয়া রোদন করিতে
লাগিলেন ।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

অনন্তর সেই পুরবাসী ও অশ্রুপূর্ণ লোক-
সমুদায়ের রোদনধ্বনি উপরত হইলে, ধর্ম-
রাজ যুধিষ্ঠির শোকাবেগ সংবরণ করিয়া
দেবসি নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
ভগবন্ ! আমার জীবিত থাকিতেও যে
তপোব্রতানিরত মহাত্মা অক্ষরাজ অনাথের
আয় অরণ্যমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করি-

লেন, ইহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি
আছে ? যখন প্রবলপ্রতাপশালী অক্ষ-
রাজকে ও দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল, তখন
নিশ্চয়ই বুঝিলাম, পুরুষদিগের গতি নিতান্ত
দুষ্কর । হায় ! যে মহাত্মার মহাবলপরা-
ক্রান্ত এক শত পুত্র ছিল । যিনি অযুত-
নাগভূলা পরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহাকেও
একণে দাবানলে দগ্ধ হইতে হইল ! পূর্বে
পরমসুন্দরী রমণীগণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া
যাঁহাকে তালবৃত্ত বীজন করিত, আজ তিনি
দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে গৃধ্রগণ তাঁহাকে
পুচ্ছ দ্বারা বীজিত করিতেছে । যিনি সূত
ও মাগধগণের স্তম্ভনাদ শ্রবণ করিয়া গাত্ৰো-
ত্থান করিতেন, আজ এই নরাপমের কার্য-
দোষে তাঁহাকে ধরাশয়ী আশ্রয় করিতে
হইয়াছে । আমি পূর্বাভীনা জননী গান্ধা-
রীর নির্মিত অনুতাপ করি না । তিনি
পতির অনুগামিনী হইয়া ভর্তৃলোক লাভ
করিয়াছেন । এক্ষণে কেবল গিনি পুত্র-
গণের এই স্তম্ভন রাজসম্পদ পরিত্যাগ
করিয়া বনগামিনী হইয়াছিলেন, সেই জননী
কুন্তীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকা-
নলে দগ্ধ হইতেছে । আমাদের রাজ্য,
বল, পরাক্রম ও ক্ষত্রিয়ধর্মের ধিক্ ! আমরা
জীবমৃত । হায় ! কালের গতি অতিশয়
সূক্ষ্ম । দেখুন, মনসিনী কুন্তী যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন ও অর্জুনের জননী হইয়াও রাজ্য-
সম্পদ পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমন করিয়া
অনাথার আয় দাবানলে দগ্ধ হইলেন । আমি
তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হই-
য়াছি । অর্জুন অনর্থক পাণ্ডববন প্রদান

করিয়া অনলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল । এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হুতাশনের তুল্য অকৃতদ্র ও কৃতদ্র আর কেহই নাই । পূর্বে ব্রাহ্মণ্যে অর্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপে তাহার জননীকে দক্ষ করিলেন ? হুতাশনকে ও অর্জুনের সত্যপ্রতিজ্ঞায় দিক্ ! অন্ধরাজ বৃথানলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে । হায় ! সেই মহাবনে তপোবুষ্ঠান-নিরত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রপুত্র পবিত্র অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার বৃথানলে যত্ন হইল কেন ? বোধ করি, যখন দাবানল আমার জননীর চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া “হা ধর্ম্মরাজ ! হা ভীমসেন ! তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন । তিনি সমুদায় পুত্র অপেক্ষা মহাদেবের প্রতি সমাদর করিতে, কিন্তু সেও এক্ষণে তাঁহাকে অনল হইতে রক্ষা করিল না । ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত শোকাবাকুল হইয়া যুগান্তকালীন প্রাণিগণের ন্যায় পরম্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের সেই ক্রন্দনকোলাহলে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত ও আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল ।

একোনচত্বারিংশতম অধ্যায় ।

পাণ্ডবগণ এইরূপ শোকাবাকুল হইলে, তপোবনাশ্রমগণ্য দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বৃথানলে দক্ষ হন নাই । আমি গান্ধারীরনিবাসী মর্ষিগণের প্রমুখাংশ্রবণ করিয়াছি, অন্ধরাজ গঙ্গান্দার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশকালে যজ্ঞসম্পাদন পূর্বক যজ্ঞীয় অনল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল নির্জন বনে নিষ্কেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন । ক্রমে সেই অনল বদ্ধিত হওয়াতে তদ্বারা সমুদায় বন দক্ষ হইয়া যায় । আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সেই স্বীয় যজ্ঞানলে দক্ষ হইয়া ইহলোক পরিহার পূর্বক পরমগতি লাভ করিয়াছেন । তুমি আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করিও না । তোমার জননী কুন্তী ও গুরুশুশ্রূষানিযক্ষন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । অতএব এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাদিগের তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন কর ।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরা-য়ণ ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ ও রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধান পূর্বক ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন । অনন্তর তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন পূর্বক যুযুৎসকে অগ্রসর করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণক্রিয়া করিতে

লাগিলেন । পরিশেষে সেই উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ধর্ম্য-পরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিদিত্ত মানবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে স্তম্ভদগণ ! তোমরা গঙ্গাদ্বারের সম্মিহিত কাননে সমুপস্থিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে কর্তব্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদন কর । এই বলিয়া তিনি আত্মীয়গণকে গঙ্গাদ্বারে প্রেরণ পূর্বক স্বয়ং নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ক্রমে একাদশ দিন অতীত হইল । দ্বাদশ দিনে ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর আত্মক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক ব্রাহ্মণাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন । অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে স্ববর্ণ, রজত, গাভী ও মহামূল্য শয্যাসমুদায় এবং গান্ধারী ও ভোজনান্ধিনী কুন্তীর নামোল্লেখপূর্বক পূর্বক বস্ত্রসমুদায় প্রদান করিলেন । ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ শয্যা, খাণ্ডদ্রব্য, মণি, রত্ন, যান, আচ্ছাদন

ও সমলঙ্কৃত দাসীপ্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ধর্ম্যরাজ জননী কুন্তী ও গান্ধারীর উদ্দেশে তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিলেন । অনন্তর দানক্রিয়া সমাপন হইলে, ধর্ম্যরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাঁহার আদেশানুসারে যে সমুদায় লোক গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়াছিল, তাহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ পূর্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও নরপতির নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । এইরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । এইরূপে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে সমরনিহতপুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগের উদ্দেশে বিবিধ বস্ত্র দান করিয়া পঞ্চদশ বৎসরনগরে ও তিন বৎসর বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ।

নারদ'গমনপৰ্বাধ্যায় সমাপ্ত ।



আশ্রমবাসিকপর্ব সমাপ্ত ।

মহাভারত ।

মৌসলপর্ব ।

মৌসলপর্বাধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অন-
ন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে,
দশরাজ্য বিবিধ দুর্গিমিত্তসমুদায় দর্শন করিতে
লাগিলেন । চতুর্দিকে কর্করমিশ্রিত নির্ঘাত-
বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল । পক্ষিগণ
দক্ষিণাবর্ত মণ্ডল নিষ্কাশ্য পূর্বক আকাশে
পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল । মহানদী-
সমুদায় স্রোতোবিহীন ও দিক্‌সমুদায় নীহার-
জালে সমাচ্ছন্ন হইল । অঙ্গারসমায়ুক্ত উল্কা
সকল গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে
লাগিল । সূর্য্যাকিরণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন
হইল । উদয়কালে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত
ও সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধসমুদায় লক্ষিত হইতে
লাগিল এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের পারিধিমণ্ডল
শ্যাম, অরুণ ও ধূমর এই ত্রিবিধ বর্ণে রঞ্জিত
হওয়াতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল । তখন
সেই সমুদায় ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার
দুর্লক্ষ্য দর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগের আর
পরিমীমা রহিল না । কিয়দ্দিন পরে তিনি
শুনিলেন, রুম্বিঃবংশ মূলপ্রভাবে বিনষ্ট

হইয়াছে । বলদেব ও বাস্তদেব উভয়েই
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । তখন
তিনি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,
হে বীরগণ ! ব্রহ্মশাপে রুম্বিঃবংশ ত এক-
বারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে উপায়
কি ? যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অন্যান্য
পাণ্ডবগণ ঐ বৃদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত
দুঃখিত হইলেন । শার্ঙ্গপাণি বাস্তদেবের
মৃত্যু সমুদ্র শোমের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব
বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল ।
তখন তাঁহারা সকলেই শোকে একান্ত অভি-
ভূত ও ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া নিমগ্নবদনে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহাত্মা
বাস্তদেব বিদগ্ধমান থাকিতে মহারথ অক্ষক,
রুম্বিঃ ও ভোজবংশীয়েরা কি নিমিত্ত নিহত
হইল ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাক্ষা
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎ-
সর সমুপস্থিত হইলে, রুম্বিঃবংশমধ্যে, কাল-
প্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়া-
ছিল । তাঁহারা সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর
পরস্পরের বিনাশসাধন করেন ।

জগমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! রুষ্টি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহানীরগণ তৎকালে কাহার শাপে, ক্রালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিত রূপে কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ ও তপোধন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণপ্রভৃতি কতিপয় মহানীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবত্বস্বীকারবশতঃ শাস্ত্রকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বজ্রর পত্নী। মহাত্মা বজ্র পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাসী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন।

সারণপ্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারণিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দুর্বৃত্তগণ! এই বাহুদেবতনয় শাস্ত্র রুষ্টি ও অন্ধক বংশ-বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল-প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাহুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন। মুনিগণ রোষাক্রণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া, হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট

ঐ রক্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যস্তাবী বিবেচনা করিয়া রুষ্টিবংশীয়দিগকে কহিলেন যে, মুনিগণ বাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটবে। এই কথা কহিয়া, তিনি সেই শাপনিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে শাস্ত্র রুষ্টিবংশ-কুলনাশক এক ঘোরতর মুসল প্রসব করিলেন। ঐ মুসল প্রসূত হইয়া মাত্র নরপতি-সম্মিধানে সমানীত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আত্মক, জনার্দন, বলদেব ও বজ্রর বাক্যানুসারে নগরমধ্যে এই ঘোষণা হইল যে, আজ অগ্নি নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি সূরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সূরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধবে শূলে আরোপিত করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে, নগরবাসী লোক-সমুদায় সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সূরা প্রস্তুতকরণে এককালে বিরত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে মহারাজ! রুষ্টি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরাঃ বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন।

ঐ প্রথম দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহার তাঁহার প্রতি 'অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেন ; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না । অসন্তর দিনে দিনে সেই নগরগধ্যে যদুবংশের বিনাশসূচক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । পশ্চিমদ্যে অসংখ্য মুমিক ও ভগ্ন যুগপাক্সমুদায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । রাত্রিযোগে মুমিকেরা গৃহমধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখ ছেদন পূর্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল । গৃহসারিকাগণ দিবারাত্রি অশ্রীতিকর শব্দে রোদন করিতে লাগিল । সারসেরা উলূকের ন্যায় ও ছাগগণ শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল । কালপ্রেরিত রক্তপাদ পাণ্ডুবর্ণ কপোতগণ সতত যাদবদিগের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং গানীর গর্ভে রামভ, অশ্বতরীর গর্ভে করভ, কুকুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুনীর গর্ভে মুমিক উদ্ভূত হইতে লাগিল । ঐ সময় কৃষক ও বলদেব ব্যতীত যদুবংশীয় আর সকলেই ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণের ছেস এবং লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন । পত্নীগণ পতিসংসর্গ ও পতিগণ পত্নীসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । যাজক কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত হতাশন নীল, লোহিত ও হরিদ্রবর্ণ শিখা প্রকটিত করিয়া রামভাগে প্রবণ হইতে লাগিলেন । সূর্য্যকে প্রতিদিন উদয় ও অস্তগমনসময়ে কবক্ষগণে পরিবৃত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । পাকশালাগধ্যে

সুসংস্কৃত অন্নসমুদায় আহার করিবার সময় তন্মধ্যে সহস্র সহস্র কীট লক্ষিত হইতে লাগিল । মহাত্মাদিগের জয় ও পুণ্যাহবাক্য কীর্ত্তন করিবার সময় অসংখ্য লোক সেই স্থান দিয়া ধাবমান হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; কিন্তু কেহই কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না । যাদবগণ সকলেই নক্ষত্রসমুদায়কে পরস্পর নিপীড়িত দর্শন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু স্রীয জন্ম-নক্ষত্র কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না । তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে পাকজন্ম নিনাদিত হইলে, চতুর্দিকে রামভগণ ভয়ঙ্করশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল ।

ঐ সময় একদা ত্রয়োদশীতে অমাবস্তার সংযোগ হইলে মহাত্মা বামুদেব উহা নিতান্ত দুর্লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! ভারত-যুদ্ধকালে রাহু যেরূপ দিনে দিবাকরকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরাদিগের ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে । তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত দিনের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল । পূর্বে গান্ধারী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন ; এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে । সৈন্যসমুদায় ব্যাহিত হইলে, দর্শরাজ যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দর্শনে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ঘটনা দর্শন করিতেছি ।

মহাত্মা মধুসূদন মনে মনে এইরূপ

চিন্তা করিয়া যতকূল ধ্বংস করিবার বাসনায় রুমিগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন । তখন রুমিগণ বাসুদেবের আশ্রানুসারে সকলকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে হইবে বলিয়া নগরের চুদ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় প্রতিদিন রজনী-যোগে রুমিবংশীয়দিগের দৃঃস্বপ্ন দর্শন হইতে লাগিল । কাগিনীগণ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যেন, এক শুভ্রদশনা কুমণ্ডলী রমণী হস্ত করিতে করিতে তাঁহাদের মঙ্গলসূত্র অপহরণ পূর্বক ধাবমান হইতেছে এবং পুরুষগণ দেখিতে লাগিলেন যেন, ভয়ঙ্কর গৃধ্রগণ অগ্নিহোত্র গৃহ ও বাসগৃহ-মধ্যে তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে । এইরূপ দৃঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাদের চিন্তার আর পরিসীমা রহিল না । অনন্তর ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচসমুদায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল । বাসুদেবের অগ্নিদত্ত বজ্রহুলা চক্র সকলের সঙ্গক্ষেই আকাশে গমন করিল । উঁহার অশ্বসমুদায় দারুকের সমক্ষেই আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্রস্থান করিল এবং অঙ্গুরোগণ বলদেবের তালধ্বজ ও বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ অপহরণ পূর্বক দিবারাত্রি ষাটবগণকে তীর্থযাত্রা করিতে আদেশ করিতে লাগিল ।

এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় উপস্থিত

হইলে, রুমি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সকলেই মপারিবারে তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মত্তমাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং অচিরেই হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন । তৎকালে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসমুদায়ের শোভার আর পরিসীমা রহিল না । অনন্তর তাঁহারা সকলে মেই প্রভাসতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পানভোজন করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় যোগাবদ্ব অর্থতত্ত্ববিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে অবস্থিত অবগত হইয়া, তথায় গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন । তখন মহাত্মা বাসুদেব কালবিপর্যায় নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাदन করিলেন । মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া, তেজ দ্বারা শৃণুসার্গ আচ্ছাদন পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তৎপরে মহারণ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সগাছত অন্নসমুদায় সুরামিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তুরীশব্দে প্রাতিধ্বনিত হইতে লাগিল । বলদেব, সাত্যকি, গদ, বজ্র ও কৃতবর্ষা বাসুদেবের

সমক্ষেই স্মরণান কৰিতে আরম্ভ কৰিলেন । 'পৰিশেষে সাত্যকি সৰ্বাপেক্ষা অধিক মন্ত হইয়া কৃতবৰ্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা কৰিয়া কহিলেন, হাদিক্য ! ক্ষত্ৰিয়মধ্যে কেহই একপ নিদ্দয় নাই যে, নিদ্ৰিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ কৰিতে পারে, অতএব তুমি যে কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান কৰিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য কৰিবেন না । সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রচ্যন্ন ও কৃতবৰ্ম্মাকে অবজ্ঞা কৰিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা কৰিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত মঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে অনাস্থা প্রদৰ্শন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন কৰিয়া কহিলেন, শৈনেয় ! মহারাজ ভূরিশ্রবঃ ছিন্নবাহু হইয়া সংগ্রামে প্রায়োপবেশন কৰিলে, যখন তুমি তাঁহার মস্তক ছেদন কৰিয়াছ, তখন ভোমার তুল্য বৃশংস আর কেহই নাই । কৃতবৰ্ম্মা এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার বাক্যশ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া তীৰ্ণাঘ্ৰাভাৱে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলেন । তখন সাত্যকি ক্ষমশুক-মণির অপহরণবৃত্তান্ত উল্লেখ কৰিয়া, কৃতবৰ্ম্মা অক্লুর দ্বারা যেরূপে মহারাজ মত্ৰাজিতের বিনাশসাধন কৰিয়াছিলেন, তাহা আনুগৰ্হিক কীৰ্ত্তন কৰিতে লাগিলেন । মত্ৰাজিতের ছাহিতা সত্যভামা সাত্যকির মুখে সেই পিতৃবধূভান্ত শ্রবণ কৰিবামাত্ৰ কোপান্বিতচিত্তে রোদন কৰিতে কৰিতে, বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিত্ত হইয়া, তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত কৰিলেন । তখন

সাত্যকি সহসা গাত্ৰোত্থান কৰিয়া সত্যভামাকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে ! আমি শপথ কৰিয়া কহিতেছি, আজি ঐ পাপপরায়ণ কৃতবৰ্ম্মাকে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্ৰ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীৰ পথের পথিক কৰিব । পূৰ্বে এই চুৱায়া দ্রোণপুত্ৰ অশ্বখানাকে মহায় কৰিয়া শিবিরমধ্যে নিদ্ৰিত ব্যক্তিদিগকে নিহত কৰিয়াছিল । সেই পাপে আজি ইহাৰ আয়ু ও যশঃ নিঃশেষিত হইয়াছে ।

মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া বাসুদেবের সমক্ষেই খড়্গ দ্বারা কৃতবৰ্ম্মার মস্তক ছেদন পূৰ্ব্বক অস্ত্ৰান্ত বীরগণকে প্রহার কৰিতে লাগিলেন । তখন মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ কৰিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট পাবমান হইলেন । ঐ সময়সেই মদমত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ কাল-প্রভাবে বিমোহিত হইয়া সাত্যকিকে পৰিবেষ্টন কৰিলেন । মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা কৰিয়া তদৰ্শনে কিছুমাত্ৰ ক্রুদ্ধ হইলেন না । তখন তাঁহাৰা সকলে সমবেত হইয়া উচ্ছিক্তপাত্ৰ দ্বারা সাত্যকিকে নিপীড়িত কৰিতে লাগিলেন ।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে ভোজ ও অন্ধকগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইলে, কৰ্ণাঞ্জী-নন্দন মহারথ প্রচ্যন্ন যুযুপানের পৰিত্ৰাণার্থ সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া বাহ্লাক্ষ্যফাটন পূৰ্ব্বক ভোজদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ কৰিলেন । মহাবীর সাত্যকি ও বাহ্লাক্ষ্যফাটন পূৰ্ব্বক অন্ধকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । ঐ সময় ভোজ

ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া মহাবীর প্রত্যাশ ও সাত্যকি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পরাজয় করিতে পারিলেন না। এই বীরদ্বয় 'কিয়ৎক্ষণমাত্র' সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে বাহুদেবের সমক্ষেই সেই ভোজ ও অন্ধকগণ কর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন মহাত্মা বাহুদেব স্বীয় পুত্র প্রত্যাশ ও সাত্যকিকে বিনষ্ট দেখিয়া কোপান্বিত চিত্তে একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন। বাহুদেব এরকামুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র উঠা মৃগলরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি তদ্বারা সম্মুখবর্তী ভোজ ও অন্ধকগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃক্ষগণও কালবশতঃ পরস্পর সেই এরকাঘাতে বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া একটামাত্র এরকা গ্রহণ করিলেও উঠা বজ্রের আয় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ এই স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রহ্মশাপপ্রভাবে মৃগলরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় বীরগণ কোপান্বিত হইয়া যে সকল এরকা নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায়ই মৃগল ও বজ্রস্বরূপ হইয়া অভেদ্য পদার্থ ভেদ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ মত্ত হইয়া অনলে নিপতিত পতঙ্গের আয় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তথা হইতে গলায়ন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। এই সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরি-

জ্ঞাত হইয়া মৃগলীভূত এরকা গ্রহণ পূর্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাস্ত্র, চারুদেব, অর্নিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া, কোপান্বিতচিত্তে তদ্রত্য সমুদায় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। এই সময় মহাত্মা বজ্র ও দারুক মহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার সেই বীরসমুদায়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাহুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জনা-র্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অতঃপর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাত্মা বজ্র ও দারুক এই কথা কহিলে, মহামতি বাহুদেব তাঁহাদের বাক্যে সন্মত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অমিতপরাক্রম বলভদ্রের উদ্দেশে গমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এই মহাবীর অতি নির্জুন প্রদেশে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা পাসীকেশ বলভদ্রকে তদবস্থ দেখিয়া দারুককে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সারথি! তুমি সত্তর হস্তিনানগরে গমন করিয়া অর্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন কর। তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন। বাহুদেব

এইরূপ আদেশ করিলে, দারুক অবিলম্বে
রথারোহণে কৌরবরাজধানীতে প্রস্থান
করিলেন । তখন মহাত্মা একশব সমীপস্থিত
বক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র !
তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুরকামিনীগণের রক্ষার্থ
গমন কর । দম্ভ্যগণ যেন ধনলোভে তাহা-
দিগকে হিংসা না করে । মহাবীর বক্র ঐ
সময় মদমত্ত ও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন নিতান্ত
দুঃখিত হইয়া জনাঙ্গিনের নিকট উপবেশন
পূর্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন । মহাত্মা
মধুসূদন এই কথা কহিবামাত্র তিনি যেমন
স্রীগণের রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন, অগ্নি
সেই ব্রহ্মশাপমুক্ত মূল এক ব্যাধের
লৌহময় মুদগরে আবির্ভূত ও তাঁহার গাত্রে
নিপতিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল ।
তখন মহাত্মা জয়ীকেশ বক্রকে নিহত নিরী-
ক্ষণ করিয়া স্তব্ধ অগ্রজ বলদেবকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন ! আমি যে
কালপর্যন্ত কাগরও প্রতি স্রীগণের রক্ষা-
বেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন না
করি, সেই কালপর্যন্ত আপনি ঐ স্থানে
আমার প্রতীক্ষা করুন । এই কথা কহিয়া,
বাসুদেব অচিরাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক
পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহা-
শয় ! যে পর্যন্ত দনঞ্জয় এখানে আগমন না
করেন, সেই পর্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ
কামিনীদিগকে রক্ষা করুন । জ্যেষ্ঠভ্রাতা
বলদেব বনমধ্যে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা
করিতেছেন ; অতএব আমি এক্ষণে তাঁহার
নিকট চলিলাম । পূর্বে আমি কুরুপাণ্ডব-
যুদ্ধে কৌরব ও অগাধ নরপতিগণের

নিধন দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আবার
আমাকে মহাবংশের নিধনও প্রত্যক্ষ করিতে
হইল । আজি যাদবগণের বিরহে এই পুরী
আমার চক্ষুর শল্যস্বরূপ বোধ হইতেছে ।
অতএব আমি অচিরাৎ বনগমন করিয়া,
বলদেবের সহিত তীব্রতর তপোযুগল
করি ।

মহামতি বাসুদেব এই কথা কহিয়া,
পিতার চরণবন্দন পূর্বক অন্তঃপুর হইতে
বহির্গত হইলেন । তিনি বহির্গত হইবামাত্র
অন্তঃপুরমধ্যে বালক ও বনিতাদিগের
ঘোরতর আর্তনাদ সমুথিত হইল । তখন
ধীমান বাসুদেব অবলাগণের রোদনশব্দ
শ্রবণে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, হে সৌমস্তিনীগণ ! মহাত্মা
দনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন,
তিনি তোমাদিগের দুঃখমোচন করিবেন ।
অতএব তোমরা আর রোদন করিও না ।
এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে
নির্জজন বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন,
বলদেব মোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং
তাঁহার মুগমগুল হইতে এক বৃহদাকার
শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে । ঐ সর্পের
মস্তক সহস্রসংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ । সর্প
দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে
বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল ।
তখন সাগর, দিব্য নদীসমুদায়, জলাধিপতি
বরুণ এবং কর্কোটক, বায়ুকি, তক্ষক,
পৃথুশ্বাঃ, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ,
পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রোধ, শিতিকণ্ঠ,
উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্মুখ ও অশ্ব-

রৌপ প্রভৃতি নাগগণ সেই মর্পকে প্রত্যাঙ্গমন পূর্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও পাণ্ড অর্বাাদি দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার দেহ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইল। তখন মর্পজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বায়ুদেব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন বিবেচনা করিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই নিজন বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পূর্বে গাক্ষারী তাঁহাকে যাতা কহিয়াছিলেন এবং তিনি উচ্ছিন্ন পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্দাসা যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি নারদ, দুর্দাসা ও কণ্ণের বাক্য প্রতিপালন, তাঁহার স্বর্গগমন-বিষয়ে দেবতাদিগের সন্দেহভঞ্জন ও ত্রিলোকপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরানামক ব্যাধ মুগবিনাশবাসনায় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূর হইতে যোগা-মানে শয়ান কেশবকে অলোকন পূর্বক মুগ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহা দ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মুগগ্রহণবাসনায় সহরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেকবাহু-সম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগামনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুক্ক

তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপ-রাধী বিবেচনা করিয়া, শঙ্কিতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধু-সূদন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক অচি-রাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্ব-দেব, মূনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও অমরোগণ তাঁহার প্রত্যাঙ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্রীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতা, মণি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অমরা ও সাধ্যগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন; মুনিগণ ঋগ্বেদপাঠ ও গন্ধর্বগণ সংগীত দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র আত্মাদিত্যে তাঁহার অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এ দিকে কুম্ভসারথি দারুক হস্তিনায় সমুপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট যজ্ঞ-কুলের নিধনবৃত্তান্ত আত্মোপান্ত কীর্তন করিলে, পাণ্ডবগণ উহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তখন বায়ুদেবের প্রিয় সখা মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃ-গণকে আমন্ত্রণ পূর্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দারুকের সহিত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন-ন্তর তিনি দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, ঐ নগরী অনাথারমণীর আয় নিতান্ত

হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময় বাসু-
দেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ তাঁহার বিরহে
নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহারা
অর্জুনকে দর্শন করিলামাত্র উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের
যে মোড়শমস্ত্র মহিমী ছিলেন, তাঁহারা
অর্জুনকে সমাগত দেখিয়া হতাকার করিতে
আরম্ভ করিলেন। সেই পতিপুত্রবিহীন
রমণীগণের আর্তনাদ শ্রবণে অর্জুনের নয়ন-
যুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে, তিনি
তৎকালে কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ
হইলেন না। ঐ সময় সেই বীরশূন্য দ্বারকা-
পুরীকে বৈতরণী নদীর ন্যায় তাঁহার বোধ
হইতে লাগিল। তিনি বৃষ্ণ ও অন্ধক-
গণকে উহার জল, অশ্বসমুদায়কে মৎস্য, রথ-
সমুদায়কে উড়ুপ, বাদিত্র ও রথনির্দোষকে
তরঙ্গ, গৃহসোপানসমুদায়কে মহাহ্রদ, রত্ন-
সমুদায়কে নৈবাল, পথসমুদায়কে আবর্ত,
চত্বরসমুদায়কে স্তমিত হ্রদ এবং বলদেব ও
বাসুদেবকে মহানকর বলিয়া বোধ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দ্বারকাপুরী
ও বাসুদেবের বনিতাদিগকে হেমন্তকালীন
নলিনীর ন্যায় নিতান্ত শ্রীভক্ত ও প্রভাশূন্য
দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে রোদন
করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হই-
লেন। তখন বাসুদেবমণিমী সত্যভাগা,
রুক্মিণী ও অম্বাশ্রম রমণীগণ অর্জুনের
নিকট বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরি-
বেষ্টন পূর্বক কিঙ্করোচ্চ রোদন করিলেন
এবং তৎপরে তাঁহাকে ধরাতল হইতে
উত্থাপন পূর্বক কাকনয়ন গীঠে উপবেশন

করাইয়া; তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিতে
লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা অর্জুন
মনে মনে বাসুদেবের স্তব করিয়া স্ত্রীগণকে
আশ্বাস প্রদান পূর্বক মাতুলের মহিত
সাক্ষাৎ করবার মানমে তাঁহার গৃহে প্রবেশ
হইয়া দেগিলেন, মহাত্মা বসুদেব পুত্রশোকে
নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।
তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হৃৎথের
আর পরিণীমা রহিল না। তখন তিনি
বাষ্পপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে
তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। মহাত্মা
বসুদেব ভাগিনেয় অর্জুনকে সমাগত
দেখিয়া নিতান্ত দৌর্বল্যনিপন্ন তাঁহার
মস্তকাত্রাণ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে
আলিঙ্গন পূর্বক পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও
বান্ধবগণের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে
কহিলেন, ধনঞ্জয়! যাহারা অসংখ্য ভূপতি
ও দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, আজ
আমি তাহাদিগকে না দেখিয়াও জীবিত
রহিয়াছি! তুমি যে প্রহ্মস্র ও সাত্যকিকে
প্রিয়শিষ্য বলিয়া সর্বদা প্রশংসা করিতে
এবং যাহারা বৃষ্ণবংশের অতিরথ বলিয়া
বিখ্যাত ও বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়পাত্র
ছিল, এক্ষণে তাহাদিগেরই দুর্নীতিনিবন্ধন
এই যত্নকুলের ক্ষয় হইয়াছে। অথবা
উহাদের এ বিষয়ে দোষ কি? ব্রহ্মশাপই
ইহার মূল কারণ। পূর্বে যে কৃষ্ণ মহাবল-
পরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিমাদরাজ

একলব্য, কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্শ্ব-
তীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই যদুকুল ক্ষয় হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমরা সকলেই যঁাহাকে সনাতন দেবদেব বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাক, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা ভ্রাতৃ-
বধ প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিলেন। বোধ হয়, গান্ধারী ও ধর্ম্মিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই। তোমার পৌত্র পরিক্ষিত অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্ত্রী পরিক্ষিত-
দিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, মখা ও ভ্রাতৃগণ সকলে নিহত হইলে, তিনি আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, “পিতঃ! আজি এই যদুকুল একবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয় মখা অর্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে, আপনি তাঁহার নিকট এই কুলক্ষয়ের বিষয়
আনুপূর্ব্বিক কীৰ্ত্তন করিবেন। আমি অর্জু-
নের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলে, কখনই হস্তিনায় অবস্থান করিতে পারিবেন না।
অর্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা এ স্থানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অনিচারিত-
চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পাদন

এবং এই বালক ও রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবা-
মাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকাসম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া
যাইবে। আমি এক্ষণে, বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কাল-
প্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।

অচিন্ত্যপারাক্রম মহাত্মা জম্বীকেশ এই বলিয়া আমাকে বালকগণের সহিত এই স্থানে রাখিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাবুল হইয়া দিবারাত্রি বলদেব, বাসু-
দেব ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। আর আমার জীবন ধারণ ও ভোজন করিতে প্রবৃত্তি নাই। এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্নসমুদায় তোমার অধিকৃত হইল। আমি অচিরে তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, শক্রতাপন মহাবীর ধনঞ্জয় একান্ত বিমনা-
মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! আমি কোন ক্রমেই এই কেশব ও অন্যান্য বীরগণপরিশূন্য রাজধানী দর্শনে সমর্থ হইতেছি না। ধর্ম্মরাজ যুধি-
ষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী ও

আমি আমরা সকলেই একাত্ম। এই যজু-কুলকয় শ্রবণ করিলে, আমার চায় তাঁহাদেরও যাচার পর নাই ক্রেশ হইবে। এক্ষণে মহারাজ যুপিষ্ঠিরেরও মর্ত্যলোক হইতে প্রস্থানসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করা আমার উচিত নহে। আমি অচিরাৎ বৃষ্টিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্র-প্রস্থে গমন করিব। মহাবীর ধনঞ্জয় মাতুলকে এই কথা কহিয়া দারুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দারুণ। আমি বৃষ্টিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি, অতএব তুমি সহরে আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চল। এই কথা কহিয়া তিনি দারুণের সহিত মহারথ যাদবগণের নিগিত শোক করিতে করিতে তাঁহাদের সভায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় আসন পরিগ্রহ করিলে, অমাত্যগণ, প্রকৃতিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জুন সেই দীনচিত্ত মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সম্রাট ব্যক্তিগণ! আমিও অন্ধকদিগের পরিবারদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইবে। অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও রত্নসমুদায় স্তম্ভিত কর। মণ্ডমদিবসে সূর্যোদয়সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে।

অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীত্র স্তম্ভিত হও।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, তাঁহার সকলেই সহরে স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রবল-প্রতাপ মহাত্মা বশুদেব যোগাবলম্বন পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুর-মধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুথিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ পূর্বক আলোলয়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জুন সেই বশুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। দারুণ-বাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রাদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নামে বশুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমুতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময় জীবদ্দশায় যে স্থান বশুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করি-

লেন। তখন তাঁহার দেবকীপ্রভৃতি পত্নী-চতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্জ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তত্পরি সমাকুত হইলেন। মহাত্মা অর্জুন চন্দনাদি বিবিধ স্তব্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীসমবেত বসুদেবের দাতব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই প্রজ্জ্বলিত চিতানলের শব্দ সামবেত্তাদিগের বেদাধ্যয়ন ও অত্যাচ্য মানবগণের রোদন-ধ্বনিপ্রভাবে পরিগন্ধিত হইয়া সেই স্থান প্রাতিপন্নিত করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি বজ্রপ্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে বসুদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পাদন হইলে, পরমধার্মিক ধনঞ্জয় যে স্থলে রক্ষিবংশীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মণ্যপগ্রস্ত মুসলনিহত রক্ষিগণকে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠতামুসারে তাহাদিগের সকলের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অশ্বেষণ দ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন।

মহাত্মা অর্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে রক্ষিবংশীয়দিগের প্রোক্ত কার্য সম্পাদন করিয়া যপুন্ম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রাস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন রক্ষিবংশীয় কামিনীগণ শোকাক্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দভ ও উষ্ট্রসমায়ুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হই-

লেন। ভৃত্য, অথারোহী ও রথীগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিণী পর্বতাকার গজসমুদায়ে আরোহণ পূর্বক দাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং রক্ষি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের মোড়ল সহস্র পত্নী ও পৌত্র বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ রক্ষি ও অন্ধকবংশের যে কত অনাপা কামিনী পার্শ্বের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় নগর হইতে নিগতি হইলে পর, মহাত্মা অর্জুন তাঁদের সহিত ঐ বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ অচিরাৎ সমুদ্রজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দ্বারকাবাসী লোকসমুদায় সেই অদ্যুত ব্যাপারসন্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া “দৈবের কি আশ্চর্য ঘটনা” এই কথা বলিতে বলিতে ক্রতপদে দাবমান হইল। অনন্তর মহানীর ধনঞ্জয় সেই যদুবংশীয় কামিনীগণ ও অত্যাচ্য যোদগণসমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে নদীতীর, রমণীয় কানন ও পর্বতপ্রদেশে স্রবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চদশ দেশে সমুপস্থিত হইয়া

পশু ও দান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিগেন। ঐ স্থানে দস্যগণ ধনজয় একাকী সেই অনাথা যত্নকূলকামিনীগণকে লইয়া যাউতেছেন দেখিয়া, অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ সজ্জা করিল যে, ধনজয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতাসমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোদ্ধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব চল, আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্নসমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যগণ লগুড়হস্তে মিংহনাদশব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিভ্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনজয় অনুচরগণের সহিত তাহাদের অভিযুখীন হইয়া হস্তাঘদনে তাহাদিগকে কহিলেন, দস্যগণ! যদি তোমাদিগের জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অচিরে প্রতিনিবৃত্ত হও, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই শরনিকর দ্বারা তোমাদিগকে নিহত করিব। পাণ্ডুনন্দন এইরূপে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেও তাহারা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দ্বারকাবাসী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর ধনজয় রোষভরে স্বীয় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কার্য্য তাঁহার নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি অতি কষ্টে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্রসমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সময় কোন ক্রমে সেই

অস্ত্রসমুদায় তাঁহার স্মৃতিপথে সন্নিবিষ্ট হইল না। তিনি স্বীয় ভূজবীৰ্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্রসমুদায়ের অস্মরণনির্বন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্টিবংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোদ্ধগণও সেই দস্যগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। দস্যগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল, মহাবীর অর্জুন যত্নপূর্বক সেই দিক রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছা পূর্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জুন তদদর্শনে নিতান্ত উদ্বেগ বৃষ্টিবংশীয়দিগের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তুণীর হইতে শরসমুদায় নিক্ষেপণ পূর্বক দস্যগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তুণীরের মধ্যস্থ বাণসমুদায়ও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শরসমুদায় নিঃশেষ হইলে, পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরাকৃত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই দস্যগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্টি ও অক্ষকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর ধনজয় দিব্যাস্ত্র, ভূজবীৰ্য্য ও তুণীর

শরসমুদায়ের ক্ষয়নিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়-
মান হইয়া দৈবদুর্নিপাক স্মরণ পূর্বক
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই ছতাবশিষ্ট কামিনী-
গণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে
সমুপস্থিত হইয়া হৃদিক্যতনয় ও ভোজ-
কুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অব-
শিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে
এবং সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীনগরীতে মন্নি-
বেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার
কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল।
ঐ সময় অকুরের পত্নীগণ প্রত্যাগমনে
উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে
নিষেধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই
তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী,
গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ব-
বতী ইহারা সকলে ছতাবশিষ্ট প্রবেশ পূর্বক
প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামাপ্রভৃতি
কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার
মানসে অরণ্যে প্রাবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজন
পূর্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপ-
গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা
ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপ-
যুক্ত স্থানবিভাগ প্রদান করিয়া বজ্রের হস্তে
সমর্পণ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপে সমুদায় কার্য সম্পাদন করিয়া
মহাত্মা ধনঞ্জয় বেদব্যাসের আশ্রমে প্রাবিষ্ট
হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়া-
ছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট গমন

করিয়া “মহর্ষে! আমি অর্জুন, আপনার
নিকট আগমন করিয়াছি” বলিয়া আজ্ঞা-
পরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি পাণ্ডু-
নন্দনকে অবলোকন পূর্বক স্বাগতপ্রার্থ
ও আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া
তাঁহাকে একান্ত চুঃখিত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস
পরিভ্রাণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস।
কেহ কি তোমার গাত্রে নখ, কেশ, বস্ত্রাঞ্চল
বা কুম্ভমুখস্থিত সলিল প্রক্ষেপ করিয়াছে,
তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করি-
য়াছ? যুদ্ধে কি তোমাকে কেহ পরাজয়
করিয়াছে? আজি তোমাকে এমন শ্রীবিশ্বীন
দেখিতেছি কেন? তুমি ভি কাহারও নিকট
কখন পরাজিত হও নাই। যাহা হউক,
যদি প্রকাশ করিবার কোন বাধা না থাকে,
তাহা হইলে কি নিমিত্ত আজি তোমার
এরূপ শ্রীভ্রংশ হইয়াছে তাহা অবিলম্বে
কীর্তন কর।

তখন অর্জুন কহিলেন, ভগবন্! সেই
নবজলধরসদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন
পীতাম্বর ও বলদেব উভয়েই কলেবর পরি-
ভ্রাণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।
ভোজ, বৃষ্ণি ও অক্ষকবংশে যে সকল মহা-
ত্মারা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন,
ব্রহ্মশাপনিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পর-
স্পরের প্রতি মুমূলীভূত একপ্রহার পূর্বক
পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালের কি
আশ্চর্য্য গতি, যাহারা পূর্বের অনায়াসে গদা,
পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন,
একণে তাঁহারা সামান্য তৃণপ্রহারে নিহত
হইলেন। এইরূপে সর্কসমেত পাঁচলক্ষ

লোক বিনষ্ট হইয়াছে । আর আমি বারং-বার সেই প্রবলপ্রতাপ যদুবংশীয়দিগের বিশেষতঃ যশস্বী কৃষ্ণের বিনাশরূপান্তর করিতে সমর্থ হইতেছি না । মহাত্মা বাসুদেবের বিনাশ সমুদ্রশোম, পর্বতসঞ্চলন, আকাশপতন এবং অগ্নির শৈত্যভাবের ন্যায় নিতান্ত অবিদ্বান্ধ বলিয়া বোধ হয় । এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত আর ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে আমার বাসনা নাই । হে তপোধন ! আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম, উহা অপেক্ষাও ক্লেশকর আর একটা বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । এক্ষণে আমি সেই রূপান্তর কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । যদুবংশ ক্ষয় হইবার পর আমি দ্বারকায় গমন পূর্বক তথা হইতে যাদব-কুলকামিনীগণকে লইয়া আগমন করিতেছিলাম । পঞ্চনদদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সমক্ষেই অরণ্যে কামিনীগণকে অপচরণ করিয়াছে । তৎকালে আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়া ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না । ঐ সময় আমার পূর্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না । অগ্নি দিব্যাস্ত্রসমুদায় এককালে নিসৃত হইলাম ; ক্ষণকালের মধ্যে আমার তুণীর-স্থিত শরসমুদায় নিঃশেষিত হইল এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভূজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্যসমুদায়কে দধু করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না । ঐ মহাপুরুষ পূর্বের অরতিসৈন্যগণকে দধু করিতেই আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবনির্মুক্ত

শরনিকরে বিনাশ করিয়াছিলাম । এক্ষণে ঐ মহাত্মার অদর্শনে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি এবং আমার সর্বশরীর ঘৃণিত হইতেছে । এক্ষণে কিছুতেই আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না । সেই বীরবর জনার্দন ব্যতিরেকে আর ক্ষণকাল আমার জীবিত থাকিবার বাসনা নাই । নারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দিক্‌সর্কল শূন্যময় বোধ হইতেছে । এক্ষণে আমি বীর্যবিহীন ও শূন্যহৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি । অতএব অতঃপর আমার কর্তব্য কি, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ ! তুমি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দধু হইয়াছে ; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্তব্য নহে । ঐ বীরগণের নিধন অশ্রুজলবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব উহা নিবারণে সমর্থ হইয়া ও উপেক্ষা করিয়াছেন । তিনি মনে করিলে মহর্ষিশাপখণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই শ্রাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অশ্রু-রূপে নির্মাণ করিতে পারেন । সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তিনিও তোমার প্রতি স্নেহ-নিবন্ধন তোমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন । এক্ষণে পৃথিবীর ভারাবতরণ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন । তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের

সাধ্যো গুরুতর দেরকার্য্য সংসাধন করি-
য়াছ । এক্ষণে তোমরা সকলেই কৃতকার্য্য
হইয়াছ । অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে
প্রস্থান করি'ত তোমাদিগের শ্রেয়ঃ ।
লোকের মঙ্গললাভের সময় সমুপস্থিত হই-
লেই যবুদ্ধি, তেজ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি
উপস্থিত হইয়া থাকে ; আবার অমঙ্গল
সময় হইলেই তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইয়া যায় ।
ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ । কাল-
প্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া
থাকে । কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্বল
এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্য়ের আচ্ছাদিত
হয় । এক্ষণে তোমার অস্ত্রসমুদায়ের কার্য্য-

শেষ হইয়াছে বলিয়াই উহারা যে স্থান
হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে
প্রতিগমন করিয়াছে । আবার যখন উহা-
দের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইবে, তখন
উহারা পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে ।
এক্ষণে তোমাদিগের স্বর্গগমন সমুপস্থিত
হইয়াছে ; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও-
য়াই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে,
মহাত্মা অর্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক
হস্তিনানগরে গমন করিয়া পর্শ্বরাজ যুধি-
ষ্ঠিরের নিকট বৃষি ও অন্ধকবংশীয়দিগের
ক্ষয়বৃত্তান্ত আছোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন ।

মৌসলপর্কাদ্যায় সমাপ্ত ।

মৌসলপর্ক সমাপ্ত ।

মহাভারত ।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব ।

মহাপ্রস্থানিকপর্বাধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মণ ! আমার
পূর্বপিতামহগণ মুসলপ্রভাবে রুমি ও
অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের
স্বর্গগমনরত্নান্ত্র প্রবণ করিয়া কি করিলেন,
তাহা কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্য-
নন্দন যুধিষ্ঠির অর্জুনের মুখে রুমিবংশীয়-
দিগের বিনাশ ও কুম্ভের স্বর্গগমনরত্নান্ত্র
প্রবণ করিয়া স্মরণ মহাপ্রস্থান করিবার
মানসে অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,
ভ্রাতঃ ! কালই প্রাণিগণের কার্যসমুদায়
সম্পাদন করিয়া থাকে । কালপ্রভাবেই
মনুষ্যের বিনাশ হয় । আমি অচিরেই সেই
কালের অপরিহার্য্য কবলে নিপতিত হইব
বলিয়া স্থির করিয়াছি । এক্ষণে তোমার
যাহা কর্তব্য হয়, স্থির কর । ধর্ম্যরাজ যুধি-
ষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র অর্জুন জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন পূর্বক কহিলেন,
মহারাজ ! আমিও অচিরেই যুত্মুখে নিপ-
তিত হইতে বাসনা করি । তখন ভীষ্মেন,

নকুল ও মহাদেব অর্জুনের অভিপ্রায় অব-
গত হইয়া “গামরাও অচিরেই প্রাণত্যাগ
করিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । এই-
রূপে সকলে প্রাণপরিণ্যাগে কৃতনিশ্চয়
হইলে, ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির পারিক্ষিতে রাজ্যে
অভিষিক্ত করিয়া, বৈশ্যাপুত্র যুয়ুৎসুর প্রতি
রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ পূর্বক স্তম্ভদ্রাকে
কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার এই পৌত্র
অভিমন্যুতনয় কোরবরাজ্যে অভিষিক্ত
হইলেন । আর আমি পুর্বেই বাসুদেবের
পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য প্রদান করি-
য়াছি । অতঃপর এই অভিমন্যুতনয় হস্তি-
নায় অবস্থান পূর্বক আমাদের রাজ্য এবং
বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান পূর্বক ততাবশিষ্ট
ষাদবগণকে প্রতিপালন করিবেন । তুমি
এই বালকদ্বয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া
উহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবে । যুধি-
ষ্ঠির এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে,
দীমান্ বাসুদেব, মাতুল বসুদেব ও বলদেব
প্রভৃতি অগাণ্ড রুমিবংশীয়দিগকে জলাঞ্জলি
প্রদান ও তাঁহাদের আত্মকার্য্য সম্পাদন
পূর্বক বাসুদেবের উদ্দেশে মর্হি বেদব্যাস,
নারদ, মার্কণ্ডেয় ও যাদববৃদ্ধকে স্মর্য্য জব

সকল ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, পরিণেয় বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ ও দাসীগণ-দায় প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কুলগুরু, কৃপাচার্য্যকে অর্চনা করিয়া পরিক্রিতকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্। আপনি যত্নসহকারে এই অভিমন্যুতনয়কে ধনুর্দেদ শিক্ষা করাইবেন।

অনন্তর মর্গ্যরাজ প্রকৃতিমণ্ডলকে সমা-নীত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রীয অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা একান্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মহারাজ। আগাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা আপনার কর্তব্য নহে। প্রজাগণ এইরূপে বারংবার অনুনয় করিলেও কাল-তত্ত্বজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের বাক্যে সন্মত হইলেন না। পরিশেষে তাহাদিগকে সমুচিত সন্মান করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া দিব্য আভরণ-সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও মনস্বিনী দ্রৌপদীও তাঁহার আয় বেশপাশে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ তৎকালোচিত যজ্ঞ সমাপনপূর্বক মলিলে অনল নিক্ষেপ করিয়া পাত্মীর সহিত বনগমনার্থ বহির্গত হইলেন। কৌরবকামিনীগণ পূর্বের আয় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক

কুকুর তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। পুর-বাসী ও নগরবাসী লোকসমুদায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিল, কিন্তু “মহারাজ। প্রতিনিবৃত্ত হউন” এর কথা কাহারও মুখ হইতে বহির্গত হইল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কৃপা-চার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা যুগ্মস্বর নিকট অব-স্থান করিতে লাগিলেন। ভুজ্জগনন্দিনী উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রা-ঙ্গদা মণিপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অব-শিষ্ট পাণ্ডবপত্নীগণ পারিক্রিতের নিকট অবস্থান পূর্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে তৎপশ্চাৎ মহাবীর ভীম-সেন, তৎপশ্চাৎ মহাবলপরাক্রান্ত অর্জুন, তৎপশ্চাৎ যমজ নকুল ও সহদেব এবং তৎপশ্চাৎ যশস্বিনী দ্রৌপদী গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনা হইতে বহি-র্গমনকালে যে কুকুর তাঁহাদিগের সমভি-বাহারী হইয়াছিল, সে তাঁহাদের সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমুদায় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপাশ্রিত হইলেন। মহা-বীর ধনঞ্জয় একাল পর্য্যন্ত রত্নলোভনিবন্ধন গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই। পাণ্ডবগণ ঐ সময়ের উপ-

কূলে উপস্থিত হইয়া মাত্র ভগবান্ হুতাশন অৰ্জ্জুনকে সেই শরাসন পৱিত্যাগ করাই-
বার নিমিত্ত পুরুষবিগ্রহ পৱিত্রগ্রহ পূৰ্ব্বক
পৰ্ব্বভের ত্রায় তাঁহাদের পথরোধ করিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাণ্ডবগণ! আমি
অগ্নি; আমি পূৰ্ব্ব মহাবীর অৰ্জ্জুন ও
বাসুদেবের পরাক্রমপ্রভাবে খাণ্ডববন দগ্ধ
করিয়াছিলাম। ভগবান্ হুমীকেশের নিকট
যে চক্র ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা পৱিত্যাগ
করিয়াছেন; অবতারভেদে পুনরায় ঐ চক্র
তাঁহার হস্তগত হইবে। এক্ষণে অৰ্জ্জুন ও
পাণ্ডবগণ পৱিত্যাগ করিয়া বনগমন করুন।
এখন ঐ শরাসনে উঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন
নাই। পূৰ্ব্ব আমি উঁহার নিমিত্ত বরুণের
নিকট হইতে ঐ শরাসন আচরণ করিয়া-
ছিলাম। এক্ষণে উনি উহা বরুণকে প্রত্য-
পণ করুন। হুতাশন এই কথা কহিলে,
যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই অৰ্জ্জুনকে পাণ্ডবদল
পৱিত্যাগ করিতে কহিলেন। তখন মহাত্মা
অৰ্জ্জুন সেই পাণ্ডব শরাসন ও অক্ষয় তুণীর-
দ্বয় আচিরাৎ মালিলে নিক্ষেপ করিলেন।
অৰ্জ্জুন শরাসন ও তুণীর নিক্ষেপ করিবা-
মাত্র ভগবান্ হুতাশন সেই স্থানে অন্তর্হিত
হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন
করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তরতীর দিয়া দক্ষিণ
পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং
পারশেমে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভি-
মুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দ-
র্শন পূৰ্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণবাসনায় তথা
হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সচিব
উপবাসনিত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমা-
গত উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে
হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ
পৰ্ব্বতে আরোহণ পূৰ্ব্বক গমন করিতে
করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও স্তম্ভের পৰ্ব্বত
তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল।
তখন তাঁহারা ভীমলয় আতিক্রম করিবার
মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ
সময় পাণ্ডবমহিমী দ্রৌপদী নিতান্ত পরি-
শ্রমনিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের
সম্মুখেই পরাতলে নিপতিত হইলেন। মহা-
বীর ভীমসেন তদর্শনে দম্ভরাজকে সম্বোধন
পূৰ্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী
দ্রৌপদী ত কখন কোন অদৃশের অনুষ্ঠান
করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে
নিপতিত হইলেন?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী
আমাদের সকলের অপেক্ষা অৰ্জ্জুনের প্রতি
সমাদিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত
আজি উঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে
হইল। এই বলিয়া দম্ভরাজ দ্রৌপদীর
প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাধিচিহ্নে
গমন করিতে লাগিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে
মহাত্মা মহদেবের সেই স্থান হইতে পরা-
তলে পতন হইল। মহাবীর ভীমসেন মহা-
দেবকে নিপতিত হইতে দেখিয়া দম্ভরাজকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমা-
দিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহদেব অঙ্কারবিহীন

এবং আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজি কি নিমিত্ত উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল ?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! সহদেব আপনাকে সর্সাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্বক অনন্তমনে অত্যাগত ভ্রাতৃগণ এবং সেই কুঙ্করের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদর সহদেবের পতননিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! নকুল পরম ধার্ম্মিক, অলৌকিক-রূপসম্পন্ন ও আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া আজি কি পাপে ভূতলে নিপতিত হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! ধর্ম্মপরায়ণ নকুল ইহলোকে আমার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই এবং আমিই সর্সাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিত, এই নিমিত্ত আজি উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ পূর্বক সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উদ্ভূত হুলা পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জুন দ্রৌপদী, সহদেব ও

নকুলের পতননিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিমনায়মান হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা অর্জুন পরিত্যক্ত হইলেও কখন মিথ্যাণ্যক্য প্রয়োগ করে নাই, তবে এক্ষণে কি পাপে উহাকে ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! অর্জুন শৌর্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু উহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প-নিবন্ধন সমুদায় ধর্ম্মদ্রুতকে অবজ্ঞা করিত। এই নিমিত্ত আজি উহাকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে হইল।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে ভীম ও সেই কুঙ্করের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর বৃকোদর অচিরাতঃ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উঠেঃসরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আজি কোন পাপে আমায় ধরাতলে নিপতিত হইতে হইল ?

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি অত্যন্তে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে ; এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল। এই বলিয়া

ধৰ্ম্মরাজ ভীষ্মেরও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেবল সেই কুক্কর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৰ্ম্মান্না ধৰ্ম্মনন্দন এইরূপে ক্রিয়দূর গমন করিলে, দেবরাজী ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোগণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধৰ্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন ধৰ্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া, দেবরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুররাজ! স্বথসংবন্ধিতা স্কুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।

ধৰ্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষ দেহ পরিত্যাগ পূর্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধৰ্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধৰ্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! আজি তুমি অচুল সম্পদ, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্করকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুপিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্তব্য কার্যের অনুরোধে প্ররক্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিদেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্করকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্করের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রৌঞ্চবংশ নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্করকে পরিত্যাগ

কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবেন্দ্র ! ভক্ত জনকে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজি আমি আত্মস্বপ্নের নিমিত্ত কখনই এই কুকুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্তগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্মরাজ ! কুকুর যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুকুর অতি অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুকুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাদিকা দ্রোপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্রীম উৎকল কাম্বলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুকুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি ? তুমি সর্পিভাগী হইয়া এক্ষণে একপ নিমোহিত হইতেছ কেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ ! ইহা-
পোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত
মন্ধি বা বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই।
আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রোপদী মৃত্যুগুণে নিপ-
তিত হইলে, আমি তাহাদের জীবন দান
করিতে সমর্থ নহি গিবেচনা করিয়াই উহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। 'উহার
জীবন থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ
করি নাই। আমার মতে ভক্ত জনকে

পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়-
প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও মিত্রদ্রোহ
এই চারিটি কার্যের আয় মহাপাপজনক।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে,
তাহার সমভিব্যাহারী সেই কুকুর মাফাৎ
ধর্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে
তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস !
আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত
কুকুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়া-
ছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত
ধর্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও মনভূতে দয়া-
শীল। পূর্বে আমি দ্বৈতবনে একবার
তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময়
তোমার ভ্রাতৃগণ জল অশ্বমেধার্থ গমন
করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও
অর্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে
স্মরণ পূর্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়া-
ছিলে এবং এক্ষণেও কুকুরকে আশ্রিত
বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে
উদ্বৃত্ত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই
কার্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার
তুলা ধর্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই
নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্বক
অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান্ ধর্ম এই কথা কহিবারাত্র ইন্দ্র,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ এবং অন্যান্য
দেবতা ও দেবর্ষি সমুদায় তাহার সহিত
সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরো-
পিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমূদয়ে
সমারুঢ় হইলেন। তখন ধর্মরাজ সেই
দিব্যরথে আরোহণ পূর্বক 'তেজঃ দ্বারা

নভোগুল পুরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন । তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগগণ্য দেবর্ষি-নারদ দেবগণের মধ্যে উঠেঃসরে কহিতে লাগিলেন, যে সমুদায় রাজর্ষি স্বর্গা-
রোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুপিষ্ঠির স্বীয় বশঃ ও তেজঃ দ্বারা তাঁহাদিগের সক-
লেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদন পূর্বক স্বশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন । পূর্বে আর কোন ব্যক্তিই স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন নাই ।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুপিষ্ঠির, দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্শ্ব-
গণকে সম্ভাসন পূর্বক কহিলেন, হে মহা-
পুরুষগণ ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হটক বা অপকৃষ্ট হটক, আমি সেই লোকেই গমন করিব । তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি-
লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই । ধর্ম্মাত্মা যুপিষ্ঠির সরলভাবে

এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বো-
ধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর । কেন তুমি অত্যাশি-
মভূতঃ স্নেহের বশীভূত হইতেছ ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই । তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে । এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মায়াভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুরূচিত । এই দেখ, মর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুপিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, স্রবরাজ ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধি-
মতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হই-
তেছে । তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না ।

মহাপ্রস্থানিকপর্বাদ্যায় সমাপ্ত ।



মহাপ্রস্থানিকপর্ব সমাপ্ত ।

মহাভারত ।

স্বর্গারোহণপর্ব ।

স্বর্গারোহণিকপর্বাদ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিলে ।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন ! আপনি
অদ্ভুতকর্মা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য । আপ-
নার অনিদিষ্ট কিছুই নাই । অতএব আমার
পূর্বপিতামহ পাণ্ডবগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়-
গণ স্বর্গলাভ করিয়া কে কোন্ স্থানে অব-
স্থান করিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে
আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি
তৎসমুদায় কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আপ-
নার পূর্বপিতামহগণ স্বর্গলাভ করিবার পর
যে রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ করুন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
স্বর্গে গমন করিয়া দেখিলেন, মহারাজ
দুর্য্যোধন সাধ্য ও দেবগণে পরিবেষ্টিত
হইয়া প্রভাসগুলাম্পন্ন মার্ভগের ন্যায়
শোভাদারণ পূর্বক আসনে সমাসীন রহিয়া-
ছেন । তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যুধি-
ষ্ঠিরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না ।
তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া
দেবগণকে সস্বোদন পূর্বক কহিলেন, হে

স্বরগণ ! যে লোভাকুন্ঠচিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যো-
ধনের নিমিত্ত আমরা পৃথিবী উৎসন্ন ও
বন্ধুনাশ্রয়গণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি,
যাহার নিমিত্ত আমাদিগকে বনমধ্যে অশেষ-
বিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে
দুরাত্মা সমগ্রমধ্যে গুরুজনসমক্ষে আমাদিগের
সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীর কেশাস্বর-
কর্ষণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মার সত্তিত স্বর্গ-
লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র
বাসনা নাই ; আর আমি উহার যুগদর্শন
করিব না । এক্ষণে যে স্থলে আমার ভ্রাতৃ-
গণ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানেই
গমন করিব ।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, দেবসি
নারদ হাশ্রবদনে তাঁহাকে সস্বোদন কানিয়া
কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন ! অমন কথা কহিও
না । স্বর্গে অবস্থান করিলে অত্মের সত্তিত
বিরোধ থাকে না । দুর্য্যোধনের ঐতি
রূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্তব্য
নহে । যে সকল নরপতি স্বর্গে অবস্থান
করিতেছেন, তাঁহারা এবং দেবগণ সকলেই
দুর্য্যোধনের সংকার করিয়া পাকেন । উনি
সর্বদা তোমাদিগকে হিংসা করিতেন বটে ;

কিন্তু ঐ মহাত্মা এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাজ্ঞানে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত মর্যাদা লাভ করিয়াছেন । উনি পূর্বের মহাভয়ের সময় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই । উঁচারা সেই পুণ্যবলে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে । যাহা হউক, অতঃপর তোমার দ্যুত পরাজয়, দ্রৌপদীর কেশাস্বরকর্ষণ, যুদ্ধ ও অশ্রাণ্য ক্রোশসমুদায় স্মরণ করা কর্তব্য নহে । এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনের সহিত ব্রহ্মদ্রাবে মগ্ন হও । এ স্বর্গভূমি ; এ স্থলে বৈরভাব অবলম্বন করা উচিত নহে ।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে ! যে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত মনুষ্য ও হস্তী অথ প্রভৃতি প্রাণিগণের সহিত পৃথিবী উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে ; যাহার বৈরনির্যাতনার্থ আমরা কোপানলে দগ্ধ হইয়াছি ; যদি সেই দুরাত্মার মনাতন বীরলোক লাভ হইল, তাহা হইলে আমার মতাপ্রতিজ্ঞ প্রবলপরাক্রম মতাবাদী ভ্রাতৃগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? কুণ্ডীতনয় মহাবীর কর্ণের কোন্ লোক লাভ হইয়াছে ? ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাত্যকি ও ধৃষ্টদ্রুম্নের তনয়গণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, পাঞ্চালরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ কোন্ লোক লাভ করিয়াছেন এবং অশ্রাণ্য যে সমুদায় নরপতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা বা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন ?

আপনি তাহা কীর্তন করুন । ঐ সকল বীরের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় দেবর্ষি নারদকে এই কথা কহিয়া, দেবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে সুরগণ ! আমি ত এ স্থানে অমিতপরাক্রম রাধেয় এবং মহাবীর উত্তমোজা ও যুধামন্যুকে দেখিতে পাউতেছি না । তাঁহারা কোথায় ? আর শাদুলহুল্য মহাবলপরাক্রান্ত যে সকল নরপতি ও রাজপুত্রগণ আমার নিমিত্ত মগদানলে শরীর আত্মি প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? তাঁহারা কি এই স্বর্গলোকপরাজয়ে সমর্থ হন না ? যদি সেই মহারথগণ এই স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সহিত এই স্থানেই অবস্থান করিব । আমি সেই সমুদায় মহাত্মা এবং জ্ঞাতি ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না । জ্ঞাতিগণের উদকক্রিয়াসময়ে “বৎস ! তুমি কর্ণের উদ্দেশে জনাঙ্গলি প্রদান কর” মাতার এই বাক্য শ্রবণাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । বিশেষতঃ এই আমার এক মহা-দুঃখের কারণ যে, আমি মাতার তুল্য সেই অমিতপরাক্রম কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়াও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না । আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাজ্ঞানে অবতীর্ণ হইলে ইন্দ্র ও আমা-

দিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই মহাবীর যেখানে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। আমার মতানুসারে মহাবীর অর্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। এক্ষণে আমি সেই বৃকোদর, ইন্দ্রপ্রাণ্ডম মহাবীর অর্জুন, যযৎদশ যমজ নকুল ও সহদেব এবং ধৃষ্মচারিণী পাকানীকে দর্শন করিতে বাসনা করি। আমি আপনাদিগকে মত্যা কহিতেছি, আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার বাসনা নাই। ভ্রাতৃবিহীন হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলে আমার কি যোগোদয় হইবে? যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

ধৃষ্মাত্মা ধৃগ্ননন্দন এই কথা কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তথায় গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। আমরা সুরপতি ইন্দ্রের আদেশানুসারে তোমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহার একজন দেবদূতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দূত! তুমি অচিরে যুধিষ্ঠিরকে উহার আত্মীয়-গণের নিকট নীত করিয়া তাঁহাদের সহিত উহার সাক্ষাৎকার করাও। দেবগণ এই কথা কহিয়া মাত্র দেবদূত যুধিষ্ঠিরের অগ্র-

বর্তী হইয়া এক অতিভীষণ পথ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া চলিলেন। এই পথ অতি দুর্গম ও ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাপাত্মারাই মতত এই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মা-দিগের দুর্গন্ধ, মাংসশোণিতের কর্দম, দংশ, মশক, ভল্লুক, মাক্ষিকা, মৃতদেহ, অশ্ব, কেশ, কৃমি ও কীটে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দিকে প্রদীপ্ত হুঁতান প্রজ্বলিত হইতেছে। অয়োযুগ কাক ও গৃধ্রগণ এবং মৃচীযুগ পর্বতাকার প্রেতগণ উহাতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। এই প্রেতগণের মধ্যে কাকার কাকার কলেবর মেঘ ও রূপিরে লিপ্ত এবং কাকার কাকার বাহু, কাকার কাকার উরু, কাকার কাকার হস্ত, কাকার কাকার উদর ও কাকার কাকার চরণ ছিন্ন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শবদুর্গন্ধযুক্ত অতি ভয়ঙ্কর স্থানে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, উষোদকু-পরিপূর্ণ নদী, নিশিত ক্ষুরমসাকীর্ণ অমিপত্রবন, লৌহময় ফলকসমুদায় ও তীক্ষ্ণ কটিকযুক্ত শাদ্মালিরূপ এই স্থানে বর্তমান রহিয়াছে; চতুর্দিকে লৌহকলমপরিপূর্ণ তৈল ঝাংখত হইতেছে এবং পাপাত্মারা নিরন্তর বিসম যন্ত্রনাভোগ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই নিতান্ত দুর্গম স্থান দর্শন করিয়া দেবদূতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন! আর আমাদিগকে' এক্ষণে পথে কত দূর গমন করিতে হইবে? উহা কোন্ স্থান এবং আমার ভ্রাতৃগণই বা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা কীর্তন

কর। ধর্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র দেব-
দূত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, রাজন্ ! আগমনকালে
দেবগণ আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন
যে, যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিয়া পরি-
শ্রান্ত হইবেন, তুমি তথা হইতে উঁহাকে
লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতএব আপনি
যদি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করুন।
তখন দ্রুপদশোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির ঐ
স্থানের দুর্গক্ষে একান্ত পরিক্রান্ত হইয়া তথা
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রাতি-
নিবৃত্ত হইবামাত্র চতুর্দিক্ হইতে এইরূপ
করণবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে,
“হে ধর্ম্মানন্দন ! আপনি আমাদিগের প্রতি
অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে
অবস্থান করুন। আপনার আগমনে স্রগন্ধ
পুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা
পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকাণের
পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আফ্লা-
দিত হইতেছি ; অতএব আপনি ক্ষণকাল
এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে
সুখী করুন। আপনার আগমনে আমা-
দিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। পরম
দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই করুণবাক্যশ্রবণে
একান্ত দুঃখিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হই-
লেন। ঐ সময় বারংবার ঐরূপ বাক্য
তাঁহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল ; কিন্তু
কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ঐ বাক্য প্রয়োগ
করিতেছে, তিনি কোন মতে তাহা অব-
ধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি

সেই পরিদেবনশীল ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ্য
করিয়া কহিলেন, হে দ্রুপদব্যক্তিগণ !
তোমরা কে ; অর কি নিমিত্তই বা এখানে
অবস্থান করিতেছ ?

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহারা
সকলেই একবারে চতুর্দিক্ হইতে “আমি
কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জুন, আমি
নকুল, আমি মহাদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি
দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্র” এই
বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগি-
লেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বাক্য
শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে
লাগিলেন, হায় ! কি দৈববিড়ম্বনা ! আমার
ভীমসেনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, কর্ণ, দ্রৌপদী ও
দ্রৌপদীর পুত্রগণ এমন কি দ্রুপদ করিয়া-
ছেন যে, উঁহাদিগকে এই পাপগন্ধযুক্ত ভীষণ
স্থানে অবস্থান করিতে হইল। আমি ত ঐ
পুণ্যভাদিগের কোন দ্রুত দেখিতে পাই
না। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দ্রুপদ
কি নিমিত্ত পাপপরায়ণ হইয়া ও অপমানিত
অমুচরগণের সতিত ইন্দের ন্যায় সম্যক-
সম্পন্ন ও পরম পূজিত হইয়া এই স্বর্গলোকে
অবস্থান করিতেছে, আর আমার ভ্রাতৃগণই
বা কি নিমিত্ত পরমদাণ্ডিক, সত্যপরায়ণ,
শাস্ত্রপারদর্শী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মান্বিত হইয়াও
ঘোর নরকে নিমগ্ন রহিয়াছে, আমি ইহার
কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না।
এ কি আমার নিদ্রিতাবস্থা, না জাগরিতা-
বস্থা ? আমার কি চিহ্ন বিভ্রম উপস্থিত
হইয়াছে ?

রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুলচিত্তে এই-

রূপ চিত্ত করিয়া, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ধর্ম ও দেবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি ঐহাদিগের দূত, ঐহাদিগের নিকট অচিরে গমন করিয়া নিবেদন কর যে, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। আমি আর তথায় গমন করিব না। আমার চুঃখিত ভ্রাতৃগণ আমার আগমানে পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, দেবদূত দেবরাজ ইন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সমুদায় ব্যক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি অল্পকাল সেই অপবিত্র স্থানে অবস্থান করিলে, মূর্তি-মান ধর্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই তেজস্বীদিগের সমাগমে তত্রত্য তিসিররাশি একেবারে তিরো-হিত হইল। বৈতরণী নদী, কূটশাল্মলী, লোহকুস্তী নরক, উত্তপ্ত লৌহফলক ও পাপাত্মাদিগের যাতনাসমুদায় আর লক্ষিত হইল না; মহান্না যুধিষ্ঠির ইতিপূর্বে যে সমুদায় বিকৃত শরীর দর্শন করিতেছিলেন তৎসমুদায়ও এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পবিত্রগন্ধযুক্ত স্তম্ভস্পর্শ স্নানীতল বায়ু চারি দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দের সহিত মরুদগণ অগ্নি-কুগারদ্বয়ের সঞ্চিত বস্তুগণ এবং সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, সিন্ধু, পরগর্গি ও অম্বাণ্য দেবগণ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হই-

লেন। তখন দেবরাজ ধর্মরাজকে সাস্তুনা করিয়া কহিলেন, মর্গরাজ! সমুদায় দেবতা তোমার প্রতি শ্রীত হইয়াছেন। অতঃপর আর তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন কর। তোমার পরম শিক্তি ও অক্ষয়লোক লাভ হইয়াছে। তোমার নরক দর্শন হইল বলিয়া তুমি আগাদের প্রতি ক্লান্ত হইও না। সকল রাজাকেই এক এক বার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেয়ই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিভাগমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গভোগের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গপ্রথ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্য সঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেয়োলাভার্থী হইয়া তোমাকে প্রথমে নরক দর্শন করাইলাম। পূর্বে তুমি চলপৃথক গুরু জোণাচার্যের নিকট অশ্ব-খামার বিনাশ কীর্তন করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে চল-ক্রমে নরক প্রদর্শন করা হইল এবং তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীও সেই পাপে, চলক্রমে নরকভোগ করিলেন। এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সেই নরক হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষীয় সমুদায়

ভূপতিরই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ ও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্বক আমার সহিত আগমন কর ; অনায়াসে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে । আদিত্যসদৃশ কর্ণের নিমিত্ত আর তোমার অনুতাপ করিবার অবশ্যকতা নাই । তোমার মনস্তাপ দূর হউক । তুমি প্রথমে বহুতর কষ্ট ভোগ করিয়াছ ; এক্ষণে শোকবিহীন হইয়া আমার সহিত পরম স্নগে অবস্থান পূর্বক তপস্যা, দান ও অন্যান্য পুণ্য কার্যের ফল ভোগ কর । আজি অবশিষ্ট গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ সতত তোমার শুশ্রূষা করিবে । অতঃপর তুমি রাজসূয়জিত লোকসমুদায় ও তপস্যার মহাফল উপভোগে প্ররত্ত হও । মহারাজ ঋষিচন্দ্র, মাক্ষাতা, ভগীরথ ও ভরত অন্যান্য ভূপতি সমুদায় অপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছেন, তুমি সেই লোকে অবস্থিত হইয়া পরম স্নগে ভোগ করিবে । ঐ দেখ, তোমার গনতিদূরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেব-নদী মন্দাকিনী বিরাজমান রহিয়াছেন, তুমি উহার পবিত্রজলে অবগাহন করিলেই তোমার শোকসন্তাপ ও বৈরাগ্যভূতি মানুস-ভাব সমুদায় একবারে তিরোহিত হইবে ।

দেবরাজ এই কথা কহিলে, ভগবান্ ধর্ম্ম স্নায় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার ধর্ম্মপরা-য়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দমগুণ দর্শনে নিতাঙ প্রীত হইয়াছি । এই আমি তৃতীয়-

বার তোমাকে পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু এবারেও তোমাকে স্বভাব হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইলাম না । পূর্বে তোমার দ্বৈতবনে অবস্থানসময়ে আমি অরণিকার্ঠ অপহরণ করিয়া মায়াবলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সংহার পূর্বক তোমার নিকট যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি অনায়াসে তাহার উত্তর করিয়াছিলে । তৎপরে তোমার মহাপ্রস্থানসময়ে আমি কুকুর-রূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াও তোমার বুদ্ধি পরিচালিত করিতে পারি নাই । আর এক্ষণেও তুমি ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভোগ করিবে না, ইহা আমার নিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল । এখন বুঝিলাম, তোমার তুল্য বিশুদ্ধসত্তা আর কেহই নাই । অতঃপর তুমি স্বচ্ছন্দে স্বর্গগুণ অনুভব কর । তোমার ভ্রাতৃগণ নরকভোগের বোগ্যপাত্র নহে । তুমি উহাদিগকে যে নরকভোগ করিতে দোষিয়াছ, দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলে ঐ নরকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সমুদায় রাজাকে অবশ্যই একবার নরক দর্শন করিতে হয়, এই নিমিত্তই মহুর্ভকাল তোমাকে সেই ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে । মহাত্মা অর্জুন, ভীমসেন, নকুল, মহদেব, কর্ণ ও রাজপুত্রী দ্রৌপদী ইহাদিগের সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে । এক্ষণে তুমি আমার সহিত আগমন করিয়া ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর ।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোক্যপাবনী মন্দাকিনীর

তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র জলে
অবগাহন করিলেন । ঐ সময়ে অবগাহন
করিবামাত্র তাঁহার মানুষ্য দেহ তিরোহিত
ও দিব্য মূর্তি সমুৎপন্ন হইল এবং তাঁহার
অন্তর হইতে শোক ও বৈরাভাব একবারে
দূরীভূত হইয়া গেল । তখন তিনি ধর্ম ও
অন্যান্য দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া ঋষিদিগের
স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে যে স্থলে
তাঁহার ভ্রাতৃচক্ৰবর্তী ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ
ক্রোধবিগীন হইয়া পরম স্নেহে অবস্থান
করিতেছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

এইরূপে ধর্মাত্মা ধর্মতনয় কৌরবগণের
নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ স্থানে
ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্ম দেহ ধারণ করিয়া
বিরাজমান রহিয়াছেন । তাঁহার পূর্বদৃষ্ট
আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই ।
চক্রপ্রভৃতি ঘোরতর দিব্যাস্ত্রসমুদায় পুরুষ-
রূপ ধারণ পূর্বক তাঁহার চতুর্দিক্ পরি-
বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছে এবং
মহাবীর অর্জুন তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত
রহিয়াছেন । মহাত্মা যুধিষ্ঠির ঐ স্থানে উপ-
স্থিত হইবামাত্র সেই দেবপূজিত বাসুদেব
ও ধনঞ্জয় তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন ।
তখন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য
ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার
মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে
দেখিলেন, এক দিকে শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাত্মা
কর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দিব্যমূর্তি ধারণ
পূর্বক অবস্থান করিতেছেন । আর এক

দিকে মূর্তিমান্ পবনের পার্শ্বে দিব্যরূপধারী
মহাত্মা ভীমসেন, মরুদগণে পরিবৃত্ত হইয়া
পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । অন্য
দিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট মহাত্মা
নকুল ও মহদেব তেজঃপুঞ্জকলেবরে উপবিষ্ট
রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনতিদূরে উৎ-
পলমালাধারিণী দ্রৌপদী স্বীয় রূপলাবণ্যে
স্বর্গলোক আলোকময় করিয়া অবস্থান
করিতেছেন ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দর্শন
করিয়া ইন্দ্রকে তাঁহাদের ও অন্যান্য ব্যক্তি-
গণের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে
ইচ্ছা করিলেন । তখন দেবরাজ তাঁহার
অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি যে পুণ্য-
গন্ধযুক্ত রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে দর্শন
করিতেছ, ইনি অমোনিগম্ভূতা লক্ষ্মী । পূর্বে
ভগবান্ শূলপাণিতোগাদিগের শ্রীতির নিমিত্ত
ইহাকে সৃষ্টি করিতে, ইনি মহারাজ দ্রুপ-
দের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই
পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাঁচজন গন্ধর্ব
তোগাদিগের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তুমি ঐ যে গন্ধর্ব-
রাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছ,
ইনি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র । ঐ দেখ,
তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্য্যপুত্র কর্ণ সূর্য্যের
ন্যায় গমন করিতেছেন । পূর্বে ইহারই
নাম রাধেয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল । ঐ
দেখ, বৃষি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সাত্যকি
প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ সাধ্য,
দেবতা ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে অবস্থান

করিতেছেন এবং সূতদ্রাগর্ভমন্তৃত মহাত্মা অভিমন্যু ভগবান্ চন্দ্রের সহিত একত্র সমা-
গীন রহিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমার পিতা
মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র
হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি দিব্য
বিমানে সমাক্রুত হইয়া সতত আমার নিকট
আগমন করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, মহাত্মা
ভীষ্ম বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন ;
তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির পার্শ্বে
অবস্থিত রহিয়াছেন এবং অত্যাশ্র ভূপাল ও
যোধগণের মধ্যে কেহ কেহ গন্ধর্বি ও মক্ষ-
গণ পরিবৃত্ত হইয়া অনুপম স্বর্গস্থল অনুভব
আর কেহ কেহ গুহ্যকদিগের গতি লাভ
করিয়া উৎকৃষ্ট লোকসমুদায়ে পরিভ্রমণ
করিতেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহাত্মা
ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শল্য,
উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, সত্যজিৎ,
দুর্যোধনের পুত্রগণ, শকুনি, কর্ণের মহা-
বলপরাক্রান্ত পুত্রগণ, জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ
প্রভৃতি মহানীরগণ ও অত্যাশ্র ভূপালসমুদায়
কতকাল স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন ? তাঁহারা
কি ভোগাবসানে স্ব স্ব প্রকৃতিতে লীন
হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের অন্য কোন
গতি লাভ হইয়াছিল ? ইহা জ্ঞাপন করিতে
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তপঃ-
প্রভাবে আপনার কিছুই অবিন্দিত নাই,
অতএব আপনি ঐ সমুদায় আমার নিকট
কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কশ্ম-
ভোগের অবসানে সকলেই যে স্ব স্ব প্রকৃতি
লাভ করিতে পারে, এরূপ নহে। এক্ষণে
অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন সর্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণ-
দৈপায়ন আমার নিকট সংগ্রামনিহত বীর-
গণমধ্যে যাহার যেরূপ গতি কীর্তন করিয়া-
ছিলেন, আমি সেই দেবগুহ্য বিষয় আনু-
পূর্ণিক আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ করুন।

মহাত্মা ভীষ্ম বসুগণের লোকলাভ, দ্রোণ
বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ, কৃতবর্মা মরু-
দগণের মধ্যে প্রবেশ, প্রত্যাশ্র সনৎকুমারের
শরীরে প্রবেশ, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর
সহিত কুবেরলোক লাভ, মহাত্মা পাণ্ডু কুন্তী
ও মাদ্রীর সহিত ইন্দ্রলোক, এবং মহারাজ
বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, নিশঠ, অক্রুর,
শল্য, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবাঃ, শল,
ভূরি, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তর ও
শল্য বিশ্বদেবগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া-
ছেন। ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বর্চা
অর্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্ণিক অভি-
মন্যু নামে বিখ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মা-
নুসারে যৌবরতর সংগামে কলেবর পরি-
তাগ পূর্ণিক পরিশেষে চন্দ্রের শরীরে
প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবীর কর্ণ সূর্য্যের,
শকুনি দ্বাপরের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অনলের শরীরে
প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন
ভিন্ন অত্যাশ্র পুত্রগণ রাক্ষসগণের অংশে জন্ম-
গ্রহণ করে ; তাহারা শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গ-
লাভ করিয়াছে। মহাত্মা বিদূর ও ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বলদেব

অনন্তরূপী হইয়া রম্যাকলে গমন করিয়াছেন।
উনি সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার
আদেশানুসারে প্রতিনিয়ত পৃথিবী ধারণ
করিতেছেন। সনাতন নারায়ণের অংশে
যাঁচার জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাগ্না বাসু-
দেব নারায়ণে প্রবিন্ত হইয়াছেন। তাঁহার
ষোড়শমস্ত্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতী-
জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্বক
অপ্সরোবেশে তাঁহার সম্মিত মিলিত হইয়া-
ছেন। ভীষণ সংগ্রামে ঘটোৎকচ প্রভৃতি
যে সমুদায় রাক্ষস ও যে সমুদায় মহানীর
নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ
কেহ দেবলোক ও কেহ যক্ষলোক লাভ
করিয়াছেন। দুর্গেয়োধনের অনুগত নিশা-
চরদিগেরও ইন্দ্রলোক, কুবের লোক ও
বরুণলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোক সমুদায়
লাভ হইয়াছে। হে মহারাজ! এই আমি
আপনার নিকট কোরব ও পাণ্ডবগণের
চরিত্রে আশ্রোপান্ত সবিস্তরে কীর্তন করি-
লাম।

সৌমি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সর্প-
সত্ত্রাবসানে মহারাজ জনমেজয় ভগবান্
বৈশম্পায়নের মুখে এইরূপ ভারতউত্তীর্ণহাস
শ্রবণ করিয়া যাচার পর নাই বিস্ময়াপন্ন
হইলেন। অনন্তর তাঁহার যাজকগণ সেই
যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্যসমুদায় সমাপন করি-
লেন। ঐ সময় মহর্ষি আন্তীক ভূজঙ্গম-
দিগের মুক্তিলাভনিবন্ধন পরম পরিতুষ্ট
হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও
যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করিলেন। মহারাজ জনমেজয় এই-

রূপে যজ্ঞ সমাপন ও ভারত শ্রবণ করিয়া
পরিশেষে সেই তক্ষশীলা হইতে হস্তিনায়
প্রত্যাগমন করিলেন।

হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের
নিকট ব্যাসের আশ্রয় বৈশম্পায়নকর্তৃক
কীর্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তরে
কীর্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতি-
হাস আর কিছুই নাই। সত্যবাদী জিতে-
ন্দ্রিয় সাঙ্খ্যযোগবেত্তা অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন
সর্ষজ, ধর্ম্মজ্ঞানবিশারদ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপা-
য়ন মহাগ্না পাণ্ডব ও অচ্যুত ক্ষত্রিয়গণের
কীর্ত্তি বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞান-
প্রভাবে এই অপূর্ব ইতিহাস রচনা করিয়া
গিয়াছেন। যে ব্যক্তি পর্বে পর্বে এই
পবিত্র ইতিহাস অচ্যুত শ্রবণ করান, তিনি
পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সুরূপ লাভ
করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সমাধিত হইয়া
এই বেদব্যাসপ্রণীত ভারতোপাখ্যান শ্রবণ
করেন, তাঁহার কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা
পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-
কালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার কিয়দংশমাত্রও
শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান
লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ দিবসে মনঃ
ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নির্দিষ্ট পাপকার্য্যের অনু-
ষ্ঠান করিয়া সায়াং সন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্বক
ইহার অষ্টাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে
দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে
পারেন, আর তিনি রাজ্যযোগে স্ত্রীসংসর্গ-
নিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,
প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ
করিলে তাঁহার সেই রাজ্যকৃত পাপ বিনষ্ট

হইয়া যায়। এই পবিত্র ইতিহাস সর্বা-
পেক্ষা মহৎ ও ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের
চরিত্র কীর্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম
মহাভারত হইয়াছে। 'যে ব্যক্তি এই মহা-
ভারতের অর্থ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে
পারেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত
হন। এই মহাভারতে ধর্ম্য, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ চারি বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে
যাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অত্যা-
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে
যাহা নাই, তাহা আর কৃত্রাপি নাই।
মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্মণ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর
এই ক্ষয়ার্থ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা
অবশ্য কর্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গ-
কামীদিগের স্বর্গ, জয়কাজ্জকীদিগের জয়
এবং গর্ভবতী রমণীদিগের পুত্র বা সৌভাগ্য-
বতী কন্যা লাভ হইয়া থাকে।

মোক্ষলাভার্থী সিদ্ধ পুরুষমহাত্মা বেদব্যাস
ধর্ম্যকামনায় মস্তিষ্ক শ্লোক রচনা করিয়া
এই মহাভারতসংহিতা প্রস্তুত করেন। ঐ
মস্তিষ্ক শ্লোকের মন্যে দেবলোকে ত্রিশং
লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ ও যক্ষলোকে
চতুর্দশ লক্ষ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে।
এই মনুষ্যলোকে উহার একলক্ষমাত্র শ্লোক
বর্তমান আছে। পূর্বে দেবর্ষি নারদ দেব-
গণকে, অসিতদেবর্ষি পিতৃগণকে, মহাত্মা
শুকদেব রাক্ষস ও যক্ষদিগকে এবং মহর্ষি
বৈশম্পায়ন মনুষ্যদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ
করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে
অগ্রসর করিয়া এই ব্যাসোক্ত বেদমন্ত্রিত
পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করেন, তিনি ইহ-

লোকে সুখ সম্ভোগ ও কীর্তিলাভ করিয়া
চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন,
মন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহাভারতের
কিয়দংশমাত্র অত্যাশ্রবণ করান, তাঁহার ও
পরম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পূর্বে
ভগবান্ কুমারদ্বৈপায়ন স্রীযশুজ শুকদেবকে
এই ভারত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।
এই মহাভারতমধ্যে কীর্তিত আছে যে,
“মনুষ্যগণ এই সংসারমধ্যে অসংখ্য মাতা,
পিতা ও পুত্র কলত্রের সহিত মিলিত ও
তাহাদের বিয়োগে দুঃখিত হইয়া থাকে।
এই সংসারে সহস্র সহস্র হর্ষের কারণ ও
শত শত ভয়ের কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ
সমুদায় প্রতিনিয়ত মৃত ব্যক্তিদিগকেই
আক্রমণ করিয়া থাকে; পণ্ডিতদিগের
নিকট কখনই আগমন করিতে পারে না।
আমি উদ্ধগাহ হইয়া রূপা রোদন করিতেছি,
কেহই আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে না।
ধর্ম্মোপার্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত
হওয়া মনুষ্যের কর্তব্য। কাম, ভয়, লোভ
বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা
কখনই কর্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীবনিত্য
এবং সুখদুঃখ ও জীবের উপাধি শরীর
অনিত্য বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে
ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্তান করিয়া পবিত্র-
চিত্তে মহাভারতের এই অংশটী পাঠ করেন,
তিনি নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে
সমর্থ হন। সমুদ্র ও তিমিচিলের ন্যায় এই
মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকে। যিনি সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র

ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরম সিদ্ধি লাভ হয় । যে মহাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ-দৈবপায়নের ওষ্ঠপুট বিঃসৃত পাপনাশন পরম পবিত্রে ভারতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর পুষ্করজলে অভিষিক্ত হইবার আশঙ্ক্য কি ?

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

হে মহামিগণ ! মহারাজ জনমেজয় এই-রূপে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মণ ! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্তব্য ? ভারতশ্রবণের ফল কি ? উহা শ্রবণান্তে পারণসময়ে কোন্ কোন্ দেবতাকে পূজা করা কর্তব্য ? কোন্ কোন্ পর্ব সমাপন হইলো কি কি বস্তু প্রদান করা উচিত এবং উহার পাঠকই বা কিরূপ হওয়া আবশ্যিক ?, তৎসমুদায় কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! যেরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করা কর্তব্য এবং ভারতশ্রবণে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহাভারতমধ্যে ক্রীড়ার্থ ভূমণ্ডলে অপরীণ দেবগণ আদিত্য-গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্বা, বিদ্রাধর, সিদ্ধ ও অমরো-গণ ; গিরি, সাগর, নদী, গ্রহ, বৎসর, অম্বন ও ঋতুসমুদায় এবং মূর্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভু ও স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের বৃত্তান্ত সম্মিলিত রহিয়াছে । ভারতপাঠসময়ে মনুষ্যগণ উহাদিগের নাম ও কার্য্যসমুদায়

শ্রবণ করিয়া অচিরে ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হয় । সংযত ও শুচি হইয়া আনু-পূর্বিক এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণ-গণকে নিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্রময় দোণ-পাত্র, অলঙ্কৃত কণ্ঠা, নিবিধ যান, নিচিহ্ন হস্তা, ভূমি, বস্ত্র, স্তবর্ণ, অশ্ব ও মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শয্যা, শিবিকা, অলঙ্কৃত রথ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমুদায় ব্রাহ্মণগণকে দান করা কর্তব্য । অধিক কি কহিব, এই মহাভারত শ্রবণ সময়ে ব্রাহ্মণগণকে আশ্র-দান, পর্দা দান ও পুত্রদান করিয়াও সম্বৃদ্ধি করা উচিত । ভারত শ্রবণাভিলাষী ব্যক্তি হস্ত ও অঙ্গদ্বিচ্ছিন্ন হইলে সাধ্যানুসারে ভক্তি-পূর্বক এই সমুদায় বস্তু প্রদান করিলে ক্রমশঃ মহাভারত শ্রবণ সমাপন করিতে সমর্থ হন ।

একশ্রেণে সত্য, সরলতা, দমগুণ ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন জিতক্রোধ ব্যক্তি যে উপায়ে এই ভারতশ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পবিত্রতা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, শুক্লাশ্র পরিশায়ী জিতেন্দ্রিয় সন্দশাস্ত্রপারদর্শী, ঈর্ষাপারিশূন্য, রূপবান্ দমগুণযুক্ত সত্যবাদী ও সম্মানার্থ ব্যক্তিকেই ভারতের পাঠকতাকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য । পাঠক পরম স্তম্ভে সমাসীন হইয়া সমাহিতচিত্তে অক্রম, অনতি বিল-ম্বিত ও স্পষ্টরূপে পাঠ করিবেন । পাঠ-কালে ত্রিসম্প্রতি বর্ণ উচ্চারণ ও কাষ্ঠাদির অস্ত-স্থলের সাহায্যে বর্ণ নিঃসরণ হওয়া আব-শ্যিক । পাঠক এই জয়াখ্য এই পাঠের

পূর্বের নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সর-
স্বতীকে নমস্কার করিবেন । শ্রোতা এই-
রূপ নিয়মে অবস্থান পূর্বক পাঠকের নিকট
মহাভারত শ্রবণ করিলে মহাকল লাভে
সমর্থ হইয়া থাকেন ।

যিনি প্রথম পারণ সময়ে বিবিধরূপে
ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসামান্য করেন, তাঁহার
অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তিনি
অপ্সরোগণ সমাকীর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ
করিয়া মহা আচ্ছাদে দেবগণের সহিত স্বর্গ
লোকে গমন করেন । যিনি দ্বিতীয় পারণ
সমাপন করেন, তাঁহার অতিরিক্ত যজ্ঞের
ফললাভ হয় এবং তিনি দিব্য মালা দিব্য
বস্ত্র ও দিব্যগন্ধে বিভূষিত হইয়া রত্নময়
দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্বক দেবলোকে
গমন করিয়া থাকেন । তৃতীয় পারণ সমা-
পন করিতে পারিলে দ্বাদশাহ উপবাসের
ফল লাভ এবং অপরিমিত কাল দেবতার
শ্রায় স্বর্গবাস হয় । চতুর্থ পারণ সমাপন
করিতে পারিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ
হইয়া থাকে । যিনি পঞ্চম পারণ সমাপন
করেন, তাঁহার বাজপেয় যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল
লাভ হয় এবং তিনি অনায়াসে নবোদিত
ভাস্কর সদৃশ প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দিব্য
বিমানে আরোহণ পূর্বক দেবগণের সহিত
স্বর্গে গমন করিয়া উদ্ভূত ভবনে অপরিমিত
কাল অবস্থান করিতে পারেন । ষষ্ঠ পারণ
সমাপন করিতে পারিলে পঞ্চম পারণের
ফল অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণ সমা-
পন করিতে পারিলে তদপেক্ষা ত্রিগুণ
ফল লাভ হয় । সপ্তম পারণ সমাপনকর্তা

কৈলাশনিখর সদৃশ, বৈদূর্য্যমণিবেদিকায়ুক্ত,
মণিমুক্তাপ্রবালখচিত, অপ্সরোগণসমাকীর্ণ
দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় দিবা-
করের শ্রায় অনায়াসে সগদায় লোক পরি-
ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন । যিনি অষ্টম পারণ
সমাপন করেন, তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের ফল
লাভ হয় এবং তিনি মনের শ্রায় বেগশালী
চন্দ্রকিরণসমবর্ণ তুরঙ্গমযুক্ত দিব্যজ্ঞানসমা-
কীর্ণ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দিব্যবিমানে আরোহণ
করেন ও অতি মনোহরমূর্তি কামিনীগণের
কমনীয় ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পুনরায়
তাহাদিগের নৃপ্রধ্বনি ও মেঘলাশঙ্কশ্রবণে
জাগরিত হন । যিনি নবম পারণ সমাপন
করেন, তাঁহার যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের ফল
লাভ হয় এবং তিনি কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্য-
মণিময় বেদিকা ও স্বর্ণময় অতি উৎকৃষ্ট
গবাক্ষযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকীর্ণ
দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে
গমন পূর্বক দিব্য মালা, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য
গন্ধে বিভূষিত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গ
স্থল সম্ভোগ করেন । যে ব্যক্তি দশম পারণ
সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন,
তিনি কিঙ্কণীজালজড়িত, ধ্বজপতাকা-
শোভিত, রত্নময় বেদি, বৈদূর্য্যময় তোরণ ও
প্রবালময় বলভীসংযুক্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-
গণে সমাকীর্ণ বিমানে আরোহণ পূর্বক
স্বর্ণবিভূষিত অনলবর্ণ দিব্য যুকুট, দিব্য
চন্দন ও দিব্য মালায় বিভূষিত হইয়া পরম
স্থখে দিব্য লোকসমুদয়ে বিচরণ করেন এবং
একবিংশতি সহস্র বৎসর গন্ধর্ব্বগণের সহিত
ইন্দ্রালয়ে বাস করিয়া বহুদিন সূর্যালোক,

চন্দ্রলোক ও শিবলোকে অবস্থান পূর্বক পরিশেষে বিষ্ণুর মালোকা প্রাপ্ত হন । আমার উপাধায় মহর্ষি বেদব্যাস কথিয়াছেন যে, শ্রদ্ধাষিত হইয়া এইরূপে ভারত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই এইরূপ ফল লাভ হয় । পাঠকালে পাঠকে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বাহন, রথাদি যানসমুদায়, কটক, কুণ্ডল, ত্র্যক্ষসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া দেবতার স্মার্য তাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয় ।

অতঃপর প্রত্যেক পর্বের ক্ষত্রিয়দিগের জাতি, দেশ, সত্য, সাহস্য ও ধর্মপ্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যে সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্বক কার্য আরম্ভ করিয়া পরিশেষে পর্ব সমাপ্ত হইলে, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা করা কর্তব্য । আদিপর্ব পাঠসময়ে শাস্ত্রানুসারে পাঠকে গন্ধ ও বস্ত্র প্রদান পূর্বক উৎকৃষ্ট মধু ও পায়স ভোজন করাইবে । আস্তীক পর্ব পাঠসময়ে স্নাত, মধু ও ফলমূলযুক্ত পায়স ও গুড়োদন অপূপ ও মোদক দ্বারা পাঠকের ভোজন সম্পাদন করা কর্তব্য । সভাপর্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে । আরণ্যকপর্ব পাঠসময়ে ফলমূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন এবং অরণীপর্ব আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণকুম্ভ, ধাতু, ফল মূল ও অন্ন প্রদান করা উচিত । বিরাট-

পর্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্র ; উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হইলে, তাঁহাদিগকে

গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভিলাষানুকূপ আচাৰ ; ভীষ্মপর্ব পাঠসময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান ও অশ্বসংকুল অন্ন ; দ্রোণপর্ব পাঠসময়ে অতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য, শয্যা, শরাসন ও খড়গ ; কর্ণপর্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুকূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য ; শল্যপর্ব পাঠসময়ে গুড়োদন, মোদক, অপূপ ও বিবিধ অন্ন ; গদাপর্ব পাঠসময়ে যুদ্ধমিশ্রিত অন্ন ; ঐষিকপর্ব পাঠসময়ে স্নাতন এবং স্ত্রীপর্ব পাঠসময়ে বিবিধ রত্ন প্রদান করা কর্তব্য । শান্তিপর্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণগণকে সর্বগুণসম্বিত হবিষ্য ভোজন করাইবে । অশ্বমেধপর্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুকূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিবে । আশ্রমবাসিকপর্ব পাঠসময়ে হবিষ্য ভোজন করাইবে । মৌসলপর্ব পাঠসময়ে চন্দনাদি ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব পাঠসময়ে অভিলাষানুকূপ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত । স্বর্গপর্ব পাঠসময়ে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য ভোজন করাইবে এবং হরিবংশ সমাপন হইলে সত্ব ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক নিকসংযুক্ত এক একটা গাভী ও দরিদ্রদিগকে অর্দ্ধনিকসংযুক্ত এক একটা গাভী প্রদান করিবে । সমুদায় পর্ব সমাপ্ত হইলে সুন্দর অক্ষরযুক্ত এক খণ্ড মহাভারত পাঠকে প্রদান করা এবং হরিবংশ পর্ব সমাপনসময়ে তাঁহাকে পায়স ভোজন করান অবশ্য কর্তব্য ।

শাস্ত্রকোবিদ ব্যক্তি সর্বলক্ষণসম্পন্ন পাঠক দ্বারা সমুদায় মহাভারতসংহিতা পাঠ

করাইয়া কোঁস বা শুক্লবস্ত্র, মালা ও অলঙ্কার পরণ পূর্বক সংযতচিত্তে পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া গন্ধমালা দ্বারা মহাভারত পুস্তকের অর্চনা, ত্র্যাক্ষগণকে যথোচিত সংকারসহকারে প্রভূত স্তবর্ণ দক্ষিণা ও বিবিধ অন্নপানীয় প্রদান এবং নর, নারায়ণ ও অত্যাচ্ছ দেবগণের নাম কীর্তন করিবেন। এইরূপ কার্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহার অতি-রাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই মহাভারতের এক এক পর্ক পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রোতার এক এক যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পাঠক উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগ-সহকারে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দসমুদায় উচ্চারণ করিয়া মহাভারত পাঠ করিবেন। ভারত-পাঠ সমাপ্ত হইলে ত্র্যাক্ষগণকে ভোজন করাইয়া, অলঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা পাঠককে পরিতুষ্ট করা শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য। পাঠকের ভূষ্টলাভ হইলে শ্রোতার উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ হয় এবং ত্র্যাক্ষগণ পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ তাহার প্রতি স্তব্ধসম হইয়া থাকেন। অতএব ধর্মপরায়ণ মহাত্মারা ভারত পাঠাবসানে বিবিধ বস্তু প্রদানপূর্বক ত্র্যাক্ষগণকে পরিতুষ্ট করিবেন। এই আমি আপনার নিকট ভারত শ্রবণ ও কীর্তনের নিম্ন বিবৃতি কীর্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার উপদেশানু-রূপ কার্যে প্রবৃত্ত হউন। যে ব্যক্তি শ্রোয়-লাভের বাসনা করেন, তাঁহার সর্বদা যত্ন পূর্বক মহাভারত শ্রবণ ও শ্রবণান্তে পারণ করা আবশ্যক। নিয়ত মহাভারত শ্রবণ ও কীর্তন করা ধর্মপরায়ণ মানবগণের অবশ্য

কর্তব্য। যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত পুস্তক থাকে, জয় তাহার হস্তগত হয়, সন্দেহ নাই। ভারতের তুল্য পবিত্র ও পবিত্রতা-জনক আর কিছুই নাই। ভারতমধ্যে বিবিধ পবিত্র কথা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবগণ সর্বদা ভারতের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতই পরম পদস্বরূপ। ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। ভারত হইতেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মহাভারত, ক্ষিত্তি, গো, সরস্বতী নদী, বায়ুদেব ও ত্র্যাক্ষগণের নাম কীর্তন করেন, তাঁহাকে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। পরম পবিত্র বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য সর্গত্রয়ই হরিনাম কীর্তিত রহিয়াছে। যাহাতে বিষ্ণুকথা ও বৈদবাক্য সন্নিবেশিত আছে এবং যাহা পরম পবিত্র, ধর্মের আকর ও সর্গগুণসম্পন্ন, সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করা পরমপদাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। যেমন সূর্যোদয় হইলে তিমির-রাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া ভারতকথা শ্রবণ করিলে কামিক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফললাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে হউক না কেন, বিষ্ণুভক্ত হইলেই বৈষ্ণব পদ লাভ করিতে পারে। কামিনীগণ পুঞ্জ-লাভবাসনায় এই বিষ্ণুকথাক্ত মহাভারত শ্রবণ করিবেন। যে ব্যক্তি উন্নতিলাভের নিমিত্ত হরিকথা শ্রবণ করেন, পাঠককে

যথাশক্তি স্তূর্ণ, স্তূর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্তা সবৎসা
কপিলা ধেনু, অশ্বার, কৰ্ণভরণ ও ভূমি
দক্ষিণা প্রদান করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য ।
যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন,
অথবা অগ্রকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমু-
দায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ
লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার উদ্ধৃতন

একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতি
লাভ হইয়া থাকে ।'' এই পবিত্র ঐতিহাসের
পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশসহস্র হোম
করা নিতান্ত আবশ্যক । হে মহারাজ ! এই
আমি আপনার নিকট সমুদায় ভারতো-
পাখ্যান সবিস্তরে কীর্তন করিলাম ।

অর্গারোহণিকপর্কীখ্যায় সমাপ্ত ।

অর্গারোহণপর্ব সমাপ্ত ।

